

# শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ ।

মহাপুরাণম্ ।



শৈবশ্রী নীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকাখ্য টীকা  
টিপ্পনী বঙ্গানুবাদ সমেতঞ্চ ।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুরস্য প্রযত্নেন

শ্রীহরিচরণ বসুনা  
সম্পাদিতম্ ।



( প্রথমভাগঃ )



কলিকাতা-রাজধান্য

পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট ৭১ নং ভবনস্থ শব্দকল্পদ্রুম-কার্যালয়

সম্পাদকো বঙ্গাক্ষরৈঃ প্রকাশিতম্ ।

প্রকাশ ১৮০২ ।

( All rights reserved. )



PRINTED BY  
K. P. BASU, AT THE RAMNARAYAN PRESS,  
71, PATHURIAGHATTA STREET ;  
CALCUTTA.

## বিজ্ঞাপন ।



এই বিরল-প্রচার মহাই ধর্মগ্রন্থখানি অতি প্রাচীন ও উপাদেয় এবং এ পর্য্যন্ত ইহা বঙ্গাঙ্গরে মুদ্রিত হয় নাই। ইহার অন্তর্গত বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা বড় সহজ নহে। কেবল সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই বোধ করি গ্রন্থের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইবে যে, পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণ যেমন শ্রীমদ্ভাগবতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পঞ্চম পুরাণ বলিয়া নির্দেশ করেন; সেইরূপ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ অনেকানেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের মতে এই দেবীভাগবতই অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পঞ্চম পুরাণ। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা এক প্রকার অখণ্ডনীয় বলিলেও বোধ হয় অতুক্তি হয় না। এই মহাপুরাণখানিও অন্তর্দেশপ্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রায় দ্বাদশ স্কন্ধে ও ১৮০০০ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে বিরচিত এবং ভাগবতসম্বন্ধীয় অগ্ৰাণু লক্ষণে বিভূষিত। ইহার রচনা এরূপ প্রাজ্ঞ যে অধ্যয়ন করিলেই প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহা দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্য ও ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণে পরিপূর্ণ। আমাদের এই কথা কতদূর সত্য তাহা প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠকৃত দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্ব-সংস্থাপন সম্বন্ধীয় বিচার পাঠে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

যদিচ শব্দকল্পদ্রুমের কিয়দংশ প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের অস্তঃকরণে একটী অভিনব ভাবের উদয় হইয়াছিল, অর্থাৎ দুই একখানি এতদেশবিরলপ্রচার অথচ উপাদেয় বিদ্বন্মণ্ডলীর স্মৃহীন পুরাণশাস্ত্র যথাসম্ভব টীকা ও অনুবাদ সহ প্রচার করিয়া উক্ত বিষয়ের অভাব মোচনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নপর হইব কিন্তু, কালের কুটিলগতি দেখিয়া সহসা প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারি নাই। পরন্তু, সেই সর্বনিয়ন্তা পরমকরণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় শব্দকল্পদ্রুমের প্রথমকাণ্ড গ্রাহক মহোদয়গণের হস্তে সমর্পণের পরই আমার অগ্রজ রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুর এবং আর কতকগুলি দেশহিতৈষী বিদ্বদ্বর মহাশয়গণ কর্তৃক নির্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরুদ্ধ হইয়া পূর্বসঙ্কলিত বিষয়ের মধ্যে প্রথমতঃ এই অনর্ঘ্য দেবীভাগবতেরই মূল, নীলকণ্ঠ-বিরচিত টীকা ও টিপ্পনী এবং অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচারিত হইয়া সাধারণের স্নগোচর ও সুখলভ্য হওয়া আবশ্যক বিবেচনায়, আমরা ইহার মূল, টীকা ও গদ্যানুবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা যথাসাধ্য বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' প্রভেদ করিতে যত্ন করিতেছি।

শ্রীহরিচরণ বসু

সম্পাদক।

শব্দকল্পদ্রুম কার্যালয়।

কলিকাতা,—পাথুরিয়াঘাটা-স্ট্রীট ৭১ নং।

১৩ই আশ্বিন, ১২৯৪ সাল।



# শ্রীমদ্দেবীভাগবতের সূচীপত্র ।

## প্রথম স্কন্ধ ।

[ ১—২৪৫ পৃষ্ঠা । ২০ অধ্যায় । ]

### প্রথম অধ্যায় । ১—৭ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
স্মৃতসমীপে শৌনকাদি ঋষিগণের পুরাণপ্রশ্ন ...	২
পুরাণশ্রবণ-প্রশংসা ...	৩
ভাগবত-প্রশংসা ...	৫

### দ্বিতীয় অধ্যায় । ৮—১৭ পৃষ্ঠা ।

ভগবতীর স্তুতি ...	৯
গ্রন্থের সংখ্যানির্দেশ ...	১১
পুরাণলক্ষণ ...	১২
শৌনকাদি ঋনিগণকর্তৃক নৈমিশ্যারণ্যের মাহাত্ম্যাবর্ণন ...	১৫

### তৃতীয় অধ্যায় । ১৮—২৬ পৃষ্ঠা ।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম ও সংখ্যা কথন ...	১৮
উপপুরাণের নামকথন ...	১৯
যে যে দ্বাপরে যে যে ব্যাসের উৎপত্তি তাহার বিষয় ...	২২
ভাগবতমাহাত্ম্য-কথন ...	২৩

### চতুর্থ অধ্যায় । ২৭—৩৮ পৃষ্ঠা ।

স্মৃতসমীপে শুকদেবজন্মবিষয়ক প্রশ্ন ...	২৭
ব্যাসদেবের অপুত্রনিবন্ধন চিন্তা ...	২৯
ব্যাস সমীপে নারদের আগমন ...	৩১
পুত্রজন্ম নারদের নিকট ব্যাসের প্রশ্ন ...	৩১
হরিকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ব্রহ্মার সংশয় ...	৩৩
বিস্মকর্তৃক শক্তিই সকলের কারণ এতদ্বিষয়ক বর্ণন ...	৩৪
দেবীমাহাত্ম্য-বর্ণন ...	৩৫

## সূচীপত্র ।

### পঞ্চম অধ্যায় । ৩৯—৬১ পৃষ্ঠা ।

বিবরণ	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
ঋষিগণের হয়গ্রীববিষয়ক প্রশ্ন	৩৯
দেবগণের নিদ্রাগত বিষ্ণুসমীপে গমন	৪০
ব্রহ্মাদি দেবগণকর্তৃক ভগবানের নিদ্রাভঙ্গের মঙ্গলা	৪১
ঋষী নামক কীটের উৎপত্তি	৪১
বিষ্ণুর মস্তকস্থের অন্তর্দ্বান	৪৩
ঋষিগণের দেব ও বেদগণ কর্তৃক জগদম্বিকার স্তুতি	৪৭
ঋষিগণের প্রতি আকাশবাণী	৫৩
বিষ্ণুর মস্তকচ্ছেদনের কারণ	৫৪
দৈত্য হয়গ্রীবের তপস্বাদি	৫৬
হয়গ্রীবের বরপ্রার্থনা	৫৯
বিষ্ণুকর্তৃক হয়গ্রীবদৈত্যের মস্তকচ্ছেদন ও বিষ্ণুর গ্রীবাদেশে সংযোজন	৬০

### ষষ্ঠ অধ্যায় । ৬২—৬৯ পৃষ্ঠা ।

ঋষিগণের মধুকৈটভযুদ্ধ-বিষয়ক প্রশ্ন	৬২
মধুকৈটভের উৎপত্তি	৬৫
দৈত্যদ্বয়ের স্বাৎপত্তির কারণানুসন্ধান	৬৬
দৈত্যদ্বয়ের বাগ্বীজের উপাসনা	৬৭
দৈত্যদ্বয়ের বরলাভ	৬৮
দৈত্যদ্বয়ের বিষ্ণুনাভিকমলোৎপন্ন ব্রহ্মার দর্শন	৬৮
দৈত্যদ্বয়ের যুদ্ধজন্তু ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা	৬৯

### সপ্তম অধ্যায় । ৭০—৮২ পৃষ্ঠা ।

ব্রহ্মা কর্তৃক বিষ্ণুর স্তব	৭১
বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায় ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবতীর স্তব	৭৪
বিষ্ণুর শরীর হইতে যোগনিদ্রার নিঃসরণ ও পার্শ্বে স্থিতি	৮১

### অষ্টম অধ্যায় । ৮৩—৯২ পৃষ্ঠা ।

মুদগাল্যে ঋষিগণের “শক্তি কি” তদ্বিষয়ক প্রশ্ন	৮৩
শক্তির প্রাধান্যবর্ণন	৮৫

### নবম অধ্যায় । ৯৩—১০৭ পৃষ্ঠা ।

বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ	৯৩
বিষ্ণুর সহিত মধুকৈটভের যুদ্ধোদ্‌যোগ	৯৫
বিষ্ণুকর্তৃক মহামায়ার স্তব	৯৯
মধুকৈটভবধ	১০৬



## সূচীপত্র ।

৮০

### দশম অধ্যায় । ১০৮—১১৪ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ঋষিগণের শুকদেবোৎপত্তিবিষয়ক প্রশ্ন	১০৮
ব্যাসদেবকর্তৃক ভগবতীর আরাধনায় গমন	১০৯
ব্যাসের স্ত্রীতাচী অপ্সরার দর্শন	১১৩

### একাদশ অধ্যায় । ১১৫—১৩০ পৃষ্ঠা ।

বৃহস্পতি-পত্নী তারার সহিত চন্দ্রের মিলন	১১৬
চন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির তিরস্কার	১১৭
চন্দ্রকর্তৃক বৃহস্পতির নিরাকরণ	১২০
চন্দ্রনিকটে ইন্দ্রকর্তৃক প্রত্যাখ্যান	১২৩
চন্দ্রকর্তৃক ইন্দ্রদূতের নিরাকরণ	১২৬
চন্দ্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধোদ্যোগ	১৩৬
বুধের উৎপত্তি	১২৮

### দ্বাদশ অধ্যায় । ১৩১—১৪২ পৃষ্ঠা ।

সুহ্যম নৃপতির বনগমন	১৩১
সুহ্যম নৃপতির রমণীত্বলাভ	১৩৩
সুহ্যম নৃপতির ইলানাম-প্রাপ্তি	১৩৫
ইলার সহিত বুধের মিলন	১৩৫
ইন্দ্রবীর উৎপত্তি	১৩৭
ইলাকর্তৃক ভগবতীর স্তব	১৩৭
সুহ্যমের মুক্তি	১৪১

### ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৪৩—১৪৮ পৃষ্ঠা ।

পুরুষবা সমীপে উর্কশীর নিয়ম	১৪৪
উর্কশী-আনয়নের নিমিত্ত গন্ধর্ভগণের আগমন	১৪৬
উর্কশীর অন্তর্ধান	১৪৬
কুরুক্ষেত্রে পুরুষবার পুনর্বার উর্কশীদর্শন	১৪৭

### চতুর্দশ অধ্যায় । ১৪৯—১৬২ পৃষ্ঠা ।

স্ত্রীতাচীর শুকীকপধারণ	১৪৯
শুকোৎপত্তি	১৫০
শুকের প্রতি গৃহস্থপ্রমী হইতে ব্যাসের অনুরোধ	১৫৩
শুকদেবের বিবাহে অমত	১৫৬

## পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৬৩—১৭৬ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
শুকদেবের বৈরাগ্য ...	১৬৩
ব্যাসের প্রতি শুকদেবের উক্তি ...	১৬৯
শুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ন করিবার জন্ত ব্যাসের অনুরোধ ...	১৭২
বটপত্রশায়ী ভগবানের শ্লোকান্বিত শ্রবণ ...	১৭৩
বিষ্ণুসমীপে ভগবতীর প্রাদুর্ভাব ...	১৭৫

## ষোড়শ অধ্যায় । ১৭৭—১৯১ পৃষ্ঠা ।

বিষ্ণুকে বিস্মিত দেখিয়া ভগবতীর উক্তি ...	১৭৭
বিষ্ণুকর্তৃক শ্লোকান্বিত বিষয়ে প্রশ্ন ...	১৭৯
শ্লোকান্বিত মাহাত্ম্যবর্ণন ...	১৮০
ব্রহ্মার নিকট বিষ্ণুকর্তৃক ভগবতীর মাহাত্ম্যকীর্তন ...	১৮৩
ভাগবতের লক্ষণ ...	১৮৫
শুকদেবকে চিস্তিত দেখিয়া জীবনুক্ত জনকের নিকট গমনজন্ত ব্যাসের উপদেশ ...	১৮৮
শুককে মিথিলাগমনেচ্ছা ...	১৯১

## সপ্তদশ অধ্যায় । ১৯২—২০৫ পৃষ্ঠা ।

শুককে মিথিলাগমন ...	১৯৫
শুককে সহিত দ্বারপালের কথোপকথন ...	১৯৫
শুকদেবের জনকগৃহে বিশ্রাম ...	২০৫

## অষ্টাদশ অধ্যায় । ২০৬—২২০ পৃষ্ঠা ।

শুককে আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া সংকার জন্ত জনক রাজার তৎসমীপে গমন ...	২০৬
শুককে আগমনকারণ বর্ণন ...	২০৭
শুককে প্রতি জনকের উপদেশ ...	২০৯
জনকের সহিত শুককে বিচার ...	২১০

## উনবিংশ অধ্যায় । ২২১—২৩১ পৃষ্ঠা ।

শুকদেবের সন্ধেহনিরাকরণ ...	২২৫
শুকদেবের পুনর্বার পিতৃনিকটে আগমন ...	২২৭
শুকদেবের বিবাহ ...	২২৮
শুককে তপস্যা ও অন্তর্দ্বান ...	২২৯
ব্যাসদেব “পুত্র পুত্র” বলিয়া আহ্বান করিলে পরিত্যাগের প্রত্যুত্তর দান ...	২৩০
ব্যাসসমীপে মহাদেবের আগমন ...	২৩০
ব্যাসদেব ও শুককে ছায়াদর্শন ...	২৩১



## সূচীপত্র ।

১/০

### বিংশ অধ্যায় । ২৩২—২৪৫ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
পুত্রবিবাহাতুর ব্যাসদেবের স্বজন্মস্থান দ্বীপমধ্যে আগমন ও দাশরাজের সহিত মিলন	২৩৩
সরস্বতীতটে ব্যাসের বাস	২৩৪
শম্ভুরাজের মৃত্যুবর্ণন	২৩৪
চিত্রাঙ্গদের রাজ্যপ্রাপ্তি	২৩৫
চিত্রাঙ্গদের সহিত গন্ধর্ব্ব চিত্রাঙ্গদের যুদ্ধ	২৩৫
চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু ও বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্যপ্রাপ্তি	২৩৬
স্বয়ংবরে ভীষ্মকর্তৃক কাশীরাজকন্যাভ্রম-হরণ	২৩৭
কাশীরাজের জ্যেষ্ঠকন্যার ভীষ্মকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শাব সমীপে গমন	২৩৯
ভীষ্ম ও শাবকর্তৃক নিরাকৃত হইয়া কাশীরাজকন্যার তপশ্চাজ্ঞ বনগমন	২৪০
বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু	২৪১
ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির উৎপত্তি	২৪৩

## দ্বিতীয় স্কন্ধ ।

[ ২৪৭—৩৮০ পৃষ্ঠা । ১২ অধ্যায় । ]

### প্রথম অধ্যায় । ২৪৭—২৫৫ পৃষ্ঠা ।

ঋষিগণের সত্যাবতীবিষয়ক প্রশ্ন	২৪৭
উপরিচর নৃপতির বৃত্তান্ত	২৪৯
মৎশুরাজ ও মৎশগন্ধার উৎপত্তি	২৫২

### দ্বিতীয় অধ্যায় । ২৫৬—২৬৫ পৃষ্ঠা ।

পরশর মুনির আগমন	২৫৬
কামার্ত্ত পরশরের প্রতি মৎশগন্ধার উক্তি	২৫৭
মৎশগন্ধার যোজনগন্ধা নাম প্রাপ্তি	২৫৯
ব্যাসদেবের উৎপত্তি	২৬২

### তৃতীয় অধ্যায় । ২৬৬—২৭৬ পৃষ্ঠা ।

মহাভিষ নৃপতির বৃদ্ধসদনে গমন	২৬৮
মহাভিষ ও গন্ধার প্রতি বৃদ্ধার শাপ	২৬৯
ঋষিবৃন্দ বশিষ্ঠাশ্রমে গমন	২৭০
দৌনামক বশুকর্তৃক বশিষ্ঠের গোহরণ	২৭১
বশুগণের প্রতি বশিষ্ঠের শাপ	২৭১
ব্রহ্মা ও বশুগণের মিলন	২৭২
শম্ভুরাজের উৎপত্তি	২৭৩

## চতুর্থ অধ্যায় । ২৭৭—২৮৮ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
শক্তুরাজকর্তৃক মানবরূপধারিণী গঙ্গার দর্শন ...	২৭৭
শক্তুরাজের সহিত মানুষরূপধারিণী গঙ্গার বিবাহ ...	২৭৯
মৎস্যবৃক্ষগণের ক্রমাবয়ে গঙ্গাগর্ভে উৎপত্তি ও তৎকর্তৃক জলে নিক্ষেপ ...	২৮০
ভীষ্মের উৎপত্তি ...	২৮১
ভীষ্মকে গ্রহণ করিয়া গঙ্গার অন্তর্দ্বান ...	২৮৪
শক্তুরাজের গঙ্গাসমীপ হইতে পুনরায় ভীষ্মপ্রাপ্তি ...	২৮৬

## পঞ্চম অধ্যায় । ২৮৯—৩০১ পৃষ্ঠা ।

শক্তুরাজের সত্যবতীদর্শন ...	২৯০
শক্তুর দাশগৃহে গমন ...	২৯২
দাশনিকটে সত্যবতীপ্রার্থনা ...	২৯৫
দাশবাক্যে শক্তুর চিন্তা ও গৃহে প্রত্যাগমন ...	২৯৬
শক্তুর প্রতি ভীষ্মের উক্তি ...	২৯৮
ভীষ্মের দাশগৃহে গমন ...	৩০০
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও সত্যবতী-আনয়ন ...	৩০১

## ষষ্ঠ অধ্যায় । ৩০২—৩১৫ পৃষ্ঠা ।

কর্ণোৎপত্তির বিবরণ ...	৩০৪
ইক্ষানামুনর কুন্তিভোজগৃহে আগমন ...	৩০৪
কুন্তীকে দুর্কাসার যজ্ঞদান ...	৩০৫
কুন্তী-কর্তৃক সূর্য্যের আহ্বান ...	৩০৫
কর্ণের উৎপত্তি ...	৩০৭
যজ্ঞবাক্য দ্বারা কর্ণকে গঙ্গাজলে পরিত্যাগ ...	৩০৮
পাণ্ডুর সহিত কুন্তীর বিবাহ ...	৩০৯
পাণ্ডুর প্রতি যুগরূপী মুনির শাপ ...	৩০৯
যুধিষ্ঠির প্রভৃতির উৎপত্তি ...	৩১২
পাণ্ডুর মৃত্যু ...	৩১৩
পুত্রগণের সহিত কুন্তীর হস্তিনায় গমন ...	৩১৪

## সপ্তম অধ্যায় । ৩১৬—৩২৭ পৃষ্ঠা ।

পরীক্ষিতের উৎপত্তি ...	৩১৬
শুভরাত্রের বন-গমন ...	৩২১
বিষ্ণুর মৃত্যু ...	৩২৩
দেবী-প্রসাদে যুধিষ্ঠির-প্রভৃতির মৃত-দুর্ঘ্যোধনাদি-দর্শন ...	৩২৭



অষ্টম অধ্যায় । ৩২৮—৩৩৫ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু ...	৩২৮
যাদবগণের এবং রাম ও কৃষ্ণের মৃত্যু ...	৩২৮
অর্জুনের দ্বারকার আগমন ও দম্বাকর্ত্তক কৃষ্ণপত্নীহরণ ...	৩২৯
পরীক্ষিতের রাজ্যপ্রাপ্তি ...	৩৩০
পরীক্ষিতকর্ত্তক শগীক মুনির গলে সর্পপ্রদান ...	৩৩১
পরীক্ষিতের প্রতি বৃক্ষশাপ ...	৩৩২
কুরু-বৃত্তান্ত বর্ণন ...	৩৩৪

নবম অধ্যায় । ৩৩৬—৩৪৪ পৃষ্ঠা ।

কুরুর বিবাহের উদ্যোগ ...	৩৩৬
কুরুপত্নীর সর্পদংশনে মৃত্যু ...	৩৩৭
কুরুকর্ত্তক পত্নীর জীবনদানের উদ্যোগ ...	৩৩৯
কুরুপত্নীর জীবনলাভ ...	৩৪২
পরীক্ষিতের তক্ষক ভয়নিবারণের চেষ্টা ...	৩৪৩

দশম অধ্যায় । ৩৪৫—৩৫৬ পৃষ্ঠা ।

তক্ষকের আগমন ও পশ্চিমধ্যে কণ্ডপ-বান্ধণকে দর্শন ...	৩৪৫
তক্ষকের অগ্রেগম বৃক্ষ দংশন ...	৩৪৬
কণ্ডপকর্ত্তক বৃক্ষের জীবনদান ...	৩৪৭
কণ্ডপের গৃহে প্রত্যাগমন ...	৩৪৯
পরীক্ষিতকে মন্বাদি দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া তক্ষকের চিন্তা ...	৩৫০
অনুচর সর্পগণের বান্ধণবেশে পরীক্ষিতসমীপে গমন ...	৩৫২
বান্ধণরূপধারী সর্পনিকট হইতে রাজার ফল-গ্রহণ ...	৩৫৪
রাজার তক্ষকদংশনে মৃত্যু ...	৩৫৫

একাদশ অধ্যায় । ৩৫৭—৩৬৮ পৃষ্ঠা ।

জনমেজয়ের রাজ্যপ্রাপ্তি ...	৩৫৮
জনমেজয়ের বিবাহ ...	৩৫৯
উত্তরমুনির হস্তিনাপুরে আগমন ...	৩৫৯
উত্তরমুনির সহিত জনমেজয়ের কথোপকথন ...	৩৬০
কুরুর সর্পহননে প্রতিজ্ঞা ...	৩৬১
উত্তর সর্পের সহিত কুরুর কথোপকথন ...	৩৬২
সর্পযজ্ঞারম্ভ ...	৩৬৬
আন্তীককর্ত্তক সর্পযজ্ঞনিবারণ ...	৩৬৭

## দ্বাদশ অধ্যায় । ৩৬৯—৩৮০ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
জরৎকার-মুনিকর্তৃক গর্ভে লম্বমান পিতৃগণের দর্শন ...	৩৭০
আদিত্য-অশ্বদর্শনে বিনতা ও কঙ্কর কথোপকথন ...	৩৭১
সর্পগণের প্রতি কঙ্কর শাপ ...	৩৭২
গরুড়ের ইন্দ্রলোক হইতে অমৃত-আহরণ ...	৩৭৪
বাসুকিপ্ৰভৃতি সর্পগণের ব্রহ্মার নিকটে গমন ...	৩৭৫
জরৎকার মূনির দারপরিগ্রহ ...	৩৭৫
আস্তীকের উৎপত্তি ...	৩৭৮
জনমেজয়ের প্রতি ভাগবত-শ্রবণে ব্যাসের আদেশ ...	৩৭৯

## তৃতীয় স্কন্ধ ।

[ ৩৮১—৬৯৯ পৃষ্ঠা । ৩০ অধ্যায় ।

## প্রথম অধ্যায় । ৩৮১—৩৯০ পৃষ্ঠা ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিতৃষ্টি-কথনে ব্যাস-সমীপে জনমেজয়ের প্রশ্ন	৩৮১
ব্যাসদেবের উত্তর	৩৮৩

## দ্বিতীয় অধ্যায় । ৩৯১—৩৯৮ পৃষ্ঠা ।

ব্রহ্মার নিকট নারদের আরাধ্যনির্ণয়-প্রশ্ন	৩৯২
ব্রহ্মার স্বকারণ-অন্বেষণার্থে পদ্ম হইতে নিম্নে আগমন	৩৯৪
ব্রহ্মার শেষশায়ি-জনার্দন-দর্শন	৩৯৫
ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সমীপে রুদ্রের আগমন	৩৯৬
ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রতি দেবীর উক্তি	৩৯৭
দেবীদত্তবিমানে ব্রহ্মাদির আরোহণ	৩৯৮

## তৃতীয় অধ্যায় । ৩৯৮—৪১১ পৃষ্ঠা ।

বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মাদির নানাবিধ বস্তু দর্শন	৩৯৯
অন্য ব্রহ্মা দর্শন	৪০১
অন্য শিব দর্শন	৪০২
অন্য বিষ্ণু দর্শন	৪০৩
ব্রহ্মাদির দেবীদর্শন	৪০৫

## চতুর্থ অধ্যায় । ৪১২—৪২৩ পৃষ্ঠা ।

ভগবতীসমীপে গমনোদ্যত ব্রহ্মাদির রমণীত্ব-প্রাপ্তি	৪১৩
দেবীপাদপদ্মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-দর্শন	৪১৪
বিষ্ণু-কর্তৃক ভগবতীর স্তুতি	৪১৬

## সূচীপত্র ।

॥/৫

### পঞ্চম অধ্যায় । ৪২৪—৪৩৭ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
শিবকৃত ভগবতীর স্তব ...	৪২৪
ব্রহ্মাকৃত ভগবতীর স্তব ...	৪৩০

### ষষ্ঠ অধ্যায় । ৪৩৮—৪৫৪ পৃষ্ঠা ।

ব্রহ্মাদির প্রতি ভগবতীর উপদেশ ...	৪৩৮
ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতী-প্রদান ...	৪৪৫
বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী-প্রদান ...	৪৪৭
মহাদেবকে মহাকালী-প্রদান ...	৪৫০
ব্রহ্মাদির পুনর্কীর পুরুষত্ব-প্রাপ্তি ...	৪৫৩

### সপ্তম অধ্যায় । ৪৫৫—৪৬৫ পৃষ্ঠা ।

নিগূর্ণতত্ত্ব-কথন ...	৪৫৬
ঋগ্বেদাদিগণপ্রভেদদ্বারা তত্ত্বস্বরূপবর্ণন ...	৪৫৯

### অষ্টম অধ্যায় । ৪৬৬—৪৭৪ পৃষ্ঠা ।

ঋগ্বেদসমূহের রূপসংস্থানবর্ণন ...	৪৬৬
----------------------------------	-----

### নবম অধ্যায় । ৪৭৫—৪৮৩ পৃষ্ঠা ।

ঋগ্বেদিকের লক্ষণ ...	৪৭৫
জনমেজয়সমীপে ব্যাসকর্তৃক আরাধ্য-নির্ণয় ...	৪৮০

### দশম অধ্যায় । ৪৮৪—৪৯৩ পৃষ্ঠা ।

মুনিমাজে আরাধ্য-নির্ণয়ে সন্নিহান জমদগ্নির প্রশ্ন ...	৪৮৫
লোমশদ্বারা পূর্বপ্রশ্নের মীমাংসা ...	৪৮৬
সত্যব্রত-ঋষির উপাখ্যান ...	৪৮৭
বিপ্র-দেবদত্তের পুত্রকামনায় বজ্রারম্ভ ...	৪৮৭
দেবদত্ত-প্রতি গোভিলের শাপ ...	৪৮৮
দেবদত্তের পুত্রোৎপত্তি ...	৪৯২
উতথ্যের বৈরাগ্যলাভে বনগমন ...	৪৯৩

### একাদশ অধ্যায় । ৪৯৪—৫০৫ পৃষ্ঠা ।

উতথ্যের সত্যব্রতনাম-প্রাপ্তি ...	৪৯৪
সত্যব্রতের সরস্বতীবীজের উচ্চারণ ...	৪৯৮
বীজমাহাত্ম্যে সর্বজ্ঞত্বপ্রাপ্তি ...	৫০১
দেবী-মাহাত্ম্য ...	৫০৩



## দ্বাদশ অধ্যায় । ৫০৬—৫১৯ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অশ্বায়জ্ঞবিধি-বর্ণন ...	৫০৬
জনমেজয়ের প্রতি অশ্বায়জ্ঞ করিতে বেদব্যাসের উপদেশ ...	৫১৬

## ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৫২০—৫২৮ পৃষ্ঠা ।

বিষ্ণুর অশ্বায়জ্ঞ করিবার উদ্যোগ ...	৫২৪
বিষ্ণুর প্রতি দৈববাণী ...	৫২৫

## চতুর্দশ অধ্যায় । ৫২৯—৫৩৬ পৃষ্ঠা ।

ঋবসন্ধিরাজের বৃত্তান্ত ...	৫২৯
ঋবসন্ধির মৃত্যু ...	৫৩৩
নৃপপুত্র সূদর্শনকে রাজ্যপ্রদানের মন্ত্রণা ...	৫৩৩
যুধাজিতের আগমন ...	৫৩৩
বীরসেনের আগমন ...	৫৩৪

## পঞ্চদশ অধ্যায় । ৫৩৭—৫৪৮ পৃষ্ঠা ।

যুধাজিৎ ও বীরসেনের যুদ্ধ ...	৫৩৭
বীরসেনের মৃত্যু ...	৫৪১
সূদর্শনকে লইয়া লীলাবতার গ্রস্থান ...	৫৪৫
সূদর্শনের ভরদ্বাজাশ্রমে বাস ...	৫৪৭

## ষোড়শ অধ্যায় । ৫৪৯—৫৫৭ পৃষ্ঠা ।

সূদর্শনবিনাশেচ্ছায় যুধাজিতের ভরদ্বাজাশ্রমে গমন ...	৫৫০
জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণবৃত্তান্ত ...	৫৫১

## সপ্তদশ অধ্যায় । ৫৫৮—৫৬৭ পৃষ্ঠা ।

বিশ্বামিত্র-কথা ...	৫৫৯
যুধাজিতের স্বপ্নে প্রত্যাগমন ...	৫৬২
সূদর্শনের কামরাজবীজ-প্রাপ্তি ...	৫৬৩
কাশীরাজকন্যা শশিকলার সূদর্শনের প্রতি অনুরাগ ...	৫৬৫

## অষ্টাদশ অধ্যায় । ৫৬৮—৫৭৬ পৃষ্ঠা ।

শশিকলার স্বয়ংবরোদ্যোগ ...	৫৭৩
----------------------------	-----

## উনবিংশ অধ্যায় । ৫৭৭—৫৮৬ পৃষ্ঠা ।

শশিকলার সূদর্শনের প্রতি গাঢ়ানুরাগবর্ণন ...	৫৭৮
সূদর্শন ও অন্তাত্ত রাজার কাণীতে আগমন ...	৫৮৩

## সূচীপত্র ।

॥৮॥

### বিংশ অধ্যায় । ৫৮৭—৫৯৮ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠাঙ্ক ।

সুদর্শনের ও নৃপগণের কথোপকথন	...	...	...	...	৫৮৯
শশিকলার স্বয়ংবরসভায় আগমনে অনিচ্ছা	...	...	...	...	৫৯৬

### একবিংশ অধ্যায় । ৫৯৯—৬০৮ পৃষ্ঠা ।

কাশীপতিমুখে তৎকর্তার অশ্রু নৃপতিকে বরণ করিবার অনিচ্ছাশ্রবণে যুধাজিতের

তিরস্কার	...	...	...	...	৬০০
যুদ্ধের আশঙ্কায় কাশীপতির কর্তার প্রতি উক্তি	...	...	...	...	৬০৩

### দ্বাবিংশ অধ্যায় । ৬০৯—৬২০ পৃষ্ঠা ।

সুদর্শনের বিবাহ	...	...	...	...	৬১২
কাশীপতিকর্তৃক নৃপতিগণের বিদায়	...	...	...	...	৬১৯

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । ৬২১—৬৩১ পৃষ্ঠা ।

কাশী হইতে সুদর্শনের বিদায়	...	...	...	...	৬২২
যুদ্ধেচ্ছায় অশ্রু রাজগণের আগমন	...	...	...	...	৬২২
সুদর্শনের সহিত রাজগণের যুদ্ধ ও দেবীর আবির্ভাব	...	...	...	...	৬২৪
যুধাজিতের মৃত্যু	...	...	...	...	৬২৬
কাশীপতিকর্তৃক দেবীর স্তব	...	...	...	...	৬২৭

### চতুর্বিংশ অধ্যায় । ৬৩২—৬৪০ পৃষ্ঠা ।

হুর্গার কাশীতে বাস	...	...	...	...	৬৩৩
সুদর্শনের অযোধ্যায় আগমন	...	...	...	...	৬৩৯

### পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ৬৪১—৬৪৮ পৃষ্ঠা ।

সুদর্শনের অযোধ্যায় দেবী-স্থাপন	...	...	...	...	৬৪৫
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

### ষড়্‌বিংশ অধ্যায় । ৬৪৯—৬৫৮ পৃষ্ঠা ।

নবরাত্রব্রত-বিধি	...	...	...	...	৬৪৯
কুমারীবিধি-বর্ণন	...	...	...	...	৬৫৫

### সপ্তবিংশ অধ্যায় । ৬৫৯—৬৬৮ পৃষ্ঠা ।

বর্জ্যকুমারী-বর্ণন	...	...	...	...	৬৫৯
সুশীল বনিকের উপাখ্যান	...	...	...	...	৬৬৪

### অষ্টাবিংশ অধ্যায় । ৬৬৯—৬৭৯ পৃষ্ঠা ।

রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের উৎপত্তি	...	...	...	...	৬৬৯
রামের দণ্ডকারণ্যে গমন	...	...	...	...	৬৭১
মায়াযুগ-বধ	...	...	...	...	৬৭৩
ভিক্ষুকবেশে রাবণের আগমন	...	...	...	...	৬৭৬
সীতাসমীপে রাবণের পরিচয় দান	...	...	...	...	৬৭৮

## উনত্রিংশ অধ্যায় । ৬৮০—৫৮৮ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
সীতাহরণ ...	৬৮০
রামের জানকী-অন্বেষণের উদ্যোগ ...	৬৮১
জটায়ু-দর্শন ...	৬৮২
সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা ...	৬৮২
শোকাবিত রামের প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি ...	৬৮৫

## ত্রিংশ অধ্যায় । ৬৮৯—৬৯৯ পৃষ্ঠা ।

রাম ও লক্ষ্মণসমীপে নারদের আগমন ...	৬৮৯
নবরাত্রব্রত করিবার উপদেশ ...	৬৯১
রামচন্দ্রের ব্রতবিধান ...	৬৯৬
রামের প্রতি ভগবতীর বাক্য ...	৬৯৬
রাবণ-বধ ...	৬৯৮

## চতুর্থ স্কন্ধ ।

[ ৭০১—৯৪৪ পৃষ্ঠা । ২৫ অধ্যায় । ]

## প্রথম অধ্যায় । ৭০১—৭০৯ পৃষ্ঠা ।

বেদব্যাসসমীপে জনমেজয়কর্তৃক কৃষ্ণাবতারাদিবিষয়ের প্রশ্ন ...	৭০১
---	-----

## দ্বিতীয় অধ্যায় । ৭১০—৭১৯ পৃষ্ঠা ।

কশ্যপের প্রাধান্যনির্ণয় ...	৭১০
------------------------------	-----

## তৃতীয় অধ্যায় । ৭২০—৭২৮ পৃষ্ঠা ।

কশ্যপকর্তৃক বক্রণের ধেনুহরণ ...	৭২০
কশ্যপের প্রতি বক্রণের অভিশাপ ...	৭২০
কশ্যপের প্রতি ব্রহ্মার শাপ ...	৭২২
পুত্র নিমিত্ত দিতির ব্রতকরণ ...	৭২৪
দিতির সেবার্থ তৎসমীপে ইন্দ্রের গমন ...	৭২৫
ইন্দ্রকর্তৃক বজ্রদ্বারা দিতির গর্ভচ্ছেদন ...	৭২৬
অদিতির প্রতি দিতির শাপ ...	৭২৭

## চতুর্থ অধ্যায় । ৭২৯—৭৩৮ পৃষ্ঠা ।

কশ্যপের চৌরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জনমেজয়ের সংশয় ...	৭২৯
মায়ার প্রাধান্য কীর্তন ...	৭৩৩



## সূচীপত্র ।

৮০

### পঞ্চম অধ্যায় । ৭৩৯—৭৪৭ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
নরনারায়ণ-বৃত্তান্ত ...	৭৪১
ঋষিদ্বয়ের তপস্যা-দর্শনে ইন্দ্রের চিন্তা ...	৭৪২
তপস্যাভঙ্গ-জ্ঞাত ইন্দ্রের অপ্সরোগণকে প্রেরণ ...	৭৪৫

### ষষ্ঠ অধ্যায় । ৭৪৮—৭৫৮ পৃষ্ঠা ।

নরনারায়ণের আশ্রমে সহসা বসন্তঋতুর আবির্ভাব ...	৭৪৮
অকালবসন্তদর্শনে নারায়ণের চিন্তা ...	৭৫১
ঋষিদ্বয়ের সম্মুখে অপ্সরোগণের আগমন ...	৭৫২
উর্ধ্বশীর উৎপত্তি ...	৭৫৩

### সপ্তম অধ্যায় । ৭৫৯—৭৬৮ পৃষ্ঠা ।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অহঙ্কারাবৃততাত্ত্বের বর্ণন ...	৭৬৫
---	-----

### অষ্টম অধ্যায় । ৭৬৯—৭৭৬ পৃষ্ঠা ।

প্রহ্লাদের রাজ্যলাভ ...	৭৭০
প্রহ্লাদসমীপে চ্যবনের তীর্থবিষয়ক উক্তি ...	৭৭৩
প্রহ্লাদের নৈমিষারণ্যে আগমন ...	৭৭৫

### নবম অধ্যায় । ৭৭৭—৭৮৬ পৃষ্ঠা ।

প্রহ্লাদের নরনারায়ণ-দর্শন ...	৭৭৭
প্রহ্লাদের সহিত নরনারায়ণ ঋষির যুদ্ধ ...	৭৮০
প্রহ্লাদসমীপে বিষ্ণুর আগমন ...	৭৮৪
প্রহ্লাদের প্রতি বিষ্ণুর উক্তি ...	৭৮৫

### দশম অধ্যায় । ৭৮৭—৭৯৪ পৃষ্ঠা ।

প্রহ্লাদের ইন্দ্রসহ যুদ্ধ এবং পরাজয় ও তপস্যায় গমন ...	৭৯২
পরাজিত দৈত্যগণের শুক্রসমীপে গমন ...	৭৯৩

### একাদশ অধ্যায় । ৭৯৫—৮০৩ পৃষ্ঠা ।

শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রলাভজ্ঞাত মহাদেবসমীপে গমন ...	৭৯৭
শুক্রের তপস্যা ...	৭৯৯
দেবপীড়িত দৈত্যগণের শুক্রজননীসমীপে গমন ...	৮০১
শুক্রজননীর সহিত দেবগণের যুদ্ধ ...	৮০৯
শুক্রজননী-বধ ...	৮০৩

## দ্বাদশ অধ্যায় । ৮০৪—৮১৩ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপ ...	৮০৫
শুক্রজননীর জীবনলাভ ...	৮০৬
ইন্দ্রকর্তৃক শুক্রসমীপে স্বকন্যা জয়ন্তীর প্রেরণ ...	৮০৭
জয়ন্তীকর্তৃক শুক্রের পরিচর্যা ...	৮০৮
শুক্ৰাচার্য্যের বরলাভ ...	৮০৯
শুক্রের জয়ন্তীকে পত্নীত্বে বরণ ...	৮১১
দৈত্যগণসমীপে শুক্ররূপে বৃহস্পতির আগমন ...	৮১২

## ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৮১৪—৮২৪ পৃষ্ঠা ।

বৃহস্পতির শুক্ররূপে দৈত্যদিগকে বঞ্চনা ...	৮২১
শুক্ৰাচার্য্যের দৈত্যসমীপে গমন ও স্বরূপধারি-বৃহস্পতি-দর্শন ...	৮২২

## চতুর্দশ অধ্যায় । ৮২৫—৮৩৩ পৃষ্ঠা ।

দৈত্যগণের প্রতি শুক্রাচার্য্যের উক্তি ...	৮২৫
দৈত্যগণকর্তৃক শুক্রাচার্য্যের প্রত্যাখ্যান ...	৮২৬
দৈত্যগণ প্রতি শুক্রাচার্য্যের শাপ ...	৮২৭
প্রহ্লাদপ্রভৃতি দৈত্যগণের শুক্রসমীপে গমন ...	৮২৮
শুক্ৰাচার্য্যের পুনর্বার দৈত্যপক্ষাবলম্বন ...	৮৩০

## পঞ্চদশ অধ্যায় । ৮৩৪—৮৪৬ পৃষ্ঠা ।

দেবদানব-যুদ্ধ ...	৮৩৫
দেবগণের পরাজয় ও ইন্দ্রকর্তৃক ভগবতীর স্তুতিপাঠ ...	৮৩৫
ভগবতীর আবির্ভাব ...	৮৩৮
প্রহ্লাদকর্তৃক ভগবতীর স্তব ...	৮৪০
দৈত্যগণের পাতালপ্রবেশ ...	৮৪৫

## ষোড়শ অধ্যায় । ৮৪৭—৮৫১ পৃষ্ঠা ।

বিষ্ণুর নানা-অবতারকথন ...	৮৪৭
---------------------------	-----

## সপ্তদশ অধ্যায় । ৮৫২—৮৫৯ পৃষ্ঠা ।

অপ্সরোগণের প্রতি নারায়ণের উক্তি ...	৮৫৩
উর্কশীকে লইয়া অপ্সরাদিগের স্বর্গে গমন ...	৮৫৪
কৃষ্ণাবতারবিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন ...	৮৫৫

অষ্টাদশ অধ্যায় । ৮৬০—৮৬৯ পৃষ্ঠা ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
ভারাক্রান্ত পৃথিবীর স্বৰ্গলোকে গমন	৮৬০
দেবগণের সহিত ব্রহ্মার বিষ্ণুসদনে গমন	৮৬৩
বিষ্ণুর নিজ-পরাধীনত্ব-কথন	৮৬৫

উনবিংশ অধ্যায় । ৮৭০—৮৭৯ পৃষ্ঠা ।

বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণকর্তৃক ভগবতীর স্তুতি	৮৭১
দেবগণ প্রতি ভগবতীর উক্তি	৮৭৭

বিংশ অধ্যায় । ৮৮০—৮৯৩ পৃষ্ঠা ।

দেবী-মাহাত্ম্য	৮৮০
বসুদেবের সহিত দেবকীর বিবাহ ও কংসপ্রতি দৈববাণী	৮৮৯
কংসের দেবকীহননে উদ্যোগ	৮৯০
কংসপ্রতি বসুদেবের উক্তি	৮৯১
কংসহস্ত হইতে দেবকীর মুক্তি	৮৯৩

একবিংশ অধ্যায় । ৮৯৪—৯০৩ পৃষ্ঠা ।

দেবকীর পুত্রোৎপত্তি	৮৯৪
কংসকে পুত্রপ্রদানজন্ত বসুদেব ও দেবকীর কথোপকথন	৮৯৫
বসুদেবের কংসকে পুত্রদান	৯০০
কংসসমীপে নারদের আগমন	৯০১
কংসকর্তৃক ক্রমায়ুগে বসুদেবের পুত্রসকলের হত্যা	৯০৩

দ্বাবিংশ অধ্যায় । ৯০৪—৯১১ পৃষ্ঠা ।

ষড়্গর্ভ-বৃত্তান্ত	৯০৫
মরীচিপুত্রগণের প্রতি ব্রহ্মার শাপ ও তাহাদিগের দৈত্যায়োনিতে জন্মগ্রহণ	৯০৮
হিরণ্যকশিপু-পুত্রগণের ব্রহ্মার নিকট হইতে বরপ্রাপ্তি	৯০৬
পুত্রগণের প্রতি হিরণ্যকশিপুর শাপ	৯০৭
ষড়্গর্ভের দেবকীগর্ভে উৎপত্তি	৯০৭
দেবগণের অংশাবতার-কথন	৯০৮
অশুরগণের অংশাবতার-কথন	৯১০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । ৯১২—৯১৯ পৃষ্ঠা ।

দেবকীর অষ্টমগর্ভের আবির্ভাব	৯১২
দেবকীকে কারাগারে রক্ষণ	৯১২
শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব	৯১৫



বিষয় ।

পৃষ্ঠাঙ্ক ।

বসুদেবকর্তৃক গোকুলে স্বপ্নের রক্ষণ	...	...	১১৬
গোকুল হইতে যশোদাকন্ঠার আনয়ন	...	...	১১৭
কংসকর্তৃক কন্ঠাবিনাশের উদ্যোগ ও কংসের প্রতি ভগবতীর উক্তি	...	...	১১৮
পুতনা ধেমুক প্রভৃতি দৈত্যগণের গোকুলে গমন	...	...	১১৯

## চতুর্বিংশ অধ্যায় । ১২০—১৩০ পৃষ্ঠা ।

কৃষ্ণের পুতনাদিবধ	...	...	১২১
কৃষ্ণবলরামের মথুরায় আগমন ও কংসবধ	...	...	১২১
কৃষ্ণপ্রভৃতির দ্বারবতীগমন	...	...	১২৪
কৃষ্ণগীহরণ	...	...	১২৫
প্রহ্লাদহরণ ও কৃষ্ণকর্তৃক ভগবতীর স্তব	...	...	১২৬

## পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ১৩১—১৪৪ পৃষ্ঠা ।

কৃষ্ণের শোকমোহাদি দর্শনে জনমেজয়ের প্রশ্ন	...	...	১৩১
ব্যাসের উত্তরপ্রদান	...	...	১৩২
কৃষ্ণের শিবারাধনা	...	...	১৩৫
কৃষ্ণের প্রতি মহাদেবের বরদান	...	...	১৩৯
কৃষ্ণের প্রতি দেবীর উক্তি	...	...	১৩৯
মহামায়া ভগবতীর সর্বেশ্বরত্ব-সংস্থাপন	...	...	১৪১

## টীকোপক্রমণিকা ।



শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ শ্রীদক্ষিণামূর্তিগুরুভ্যাং নমঃ ॥ মতো যা তিষ্ঠন্তী ভবতি চ মতেরন্তর-  
ত্তরা ন কিঞ্চিজ্জানাতি স্বয়মপি মতির্যামবিষয়ম্ । মতির্যস্যা দেহঃ স্বয়মপি মতিং প্রেরয়তি যা  
নমো হুল্লোথায়ৈ সকলনিগমোত্তংসমণয়ে ॥ ১ ॥ তরুণেন্দুমোলিতরুণীমরুণাং করুণারসেন  
পরিপূর্ণাম্ । বন্দে সমন্বহসিতামক্ষুশপাশৌ বরাভয়ে দধতীম্ ॥ ২ ॥ নমঃ শ্রীশঙ্করাচার্যপাদা-  
জ্যোপকারিণে । যস্য প্রত্ন্যপকারায় নম ইত্যেব কেবলম্ ॥ ৩ ॥ শ্রীমল্লঙ্গবতীং লক্ষ্মীং মাতরং  
দেশিকোত্তমাম্ । পিতরং রঙ্গনাথাত্ম্যং দেশিকোত্তমমাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥ কাশীনাথং গুরুং নম্রা  
শ্রীধরাখ্যং গুরুং তথা । অন্যে চ সন্তি গুরবস্তান্ সর্কানভিবাদ্য চ ॥ ৫ ॥ রত্নজীপ্রেৱিতেনৈব  
পুরাণান্যবলোক্য চ । শৈবোপনামকেনৈব নীলকণ্ঠেন কেনচিৎ ॥ ৬ ॥ দেবীভাগবতস্যাস্য  
ব্যাখ্যানরহিতস্য চ । ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে সমাক্ তিলকাখ্যং মহত্তরম্ ॥ ৭ ॥

### শ্রীদক্ষিণামূর্তিগুরুভ্যাং নমঃ ।

যিনি বুদ্ধির অভ্যন্তরবর্ত্তিনী হইয়া নিরন্তর বুদ্ধিতত্ত্বে বিরাজমান থাকিলেও স্বয়ং বুদ্ধি ও  
যাহার তত্ত্ব জানিতে সমর্থ নাহে । এবং বুদ্ধিই যাহার শরীর, অথচ যিনি অন্তর্যোগিরূপে  
বুদ্ধিবৃত্তি সকলের প্রেরয়িত্রী, সেই সর্কনিগম-শিরোভূষণনি হৃদয়-লেখাস্বরূপিণীকে নমস্কার  
করি ॥ ১ ॥ যিনি হ্রস্বদৈত্যকুলদলনকারণ পাশাক্ষ ও চরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দের নিমিত্ত বর  
ও অভয় ধারণ পূর্ব্বক স্মিতস্মেরাননশোভায় সুশোভিতা ; সেই করুণারসপরিপূর্ণা অরুণবর্ণা  
শশিশেখরতরুণীকে বন্দনা করি ॥ অর্থান্তর, যাহার ললাটফলক নিরন্তর তরুণ শশধরকিরণ-  
মালায় উদ্ভাসিত হইতেছে, যিনি দুর্দান্ত দানবদল বিদলনক্রম ভীষণ পাশাক্ষ এবং শরণাগত  
ভক্তজনের নিমিত্ত বর ও অভয়, অনুপম ভূজচতুর্থে ধারণ করিয়াছেন ; সেই জৈষৎ হাশ্র  
শোভায় সুশোভিতা করুণারসপরিপূর্ণা অরুণবর্ণা তরুণীকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥ যিনি এই  
ভাবতমণ্ডলে তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাদান বিতরণ করিয়া অস্বদাদির পরম উপকারী হইয়াছেন ;  
যাহার প্রত্ন্যপকার বিষয়ে আমাদের অত্ৰবিধ কোন সামর্থ্য না থাকায় কেবল নমস্কার মাত্রই  
সম্বল ; সেই পরম গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্যের পাদপদ্ম যুগলে বারংবার প্রণিপাত করি ॥ ৩ ॥  
বিবিধ যোগলক্ষণে উপলক্ষিতা মহাগুরুরূপিণী মাতা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী ও মহাযোগ-  
বিভূতিসমন্তিত পরমগুরু পিতা শ্রীমান্ রঙ্গনাথের চরণসরোরুহে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥ ৪ ॥  
গুরুদেব কাশীনাথ, শ্রীধর এবং অপরাপর যে সকল গুরুগণ বিরাজমান আছেন, তাঁহাদের  
সকলকে অভিবাদন করত পণ্ডিত রত্ন জীউর আদেশানুসারে সমস্ত পুরাণসমুদ্র সমালোকন  
পূর্ব্বক শৈব উপাধিধারী নীলকণ্ঠ নামক কোন পণ্ডিত দেবী ভাগবতের ব্যাখ্যানান্তর না থাকায়  
তাহারই তিলকনামক এই অভিনুব স্মৃহৎ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫-৭ ॥

তত্র তাবৎ পুরাণেষু ভাগবতদ্বয়ং প্রসিদ্ধম্ । একং মহাপুরাণাস্তর্গতমপরমুপপুরাণাস্তর্গতম্ ।  
লোকেপ্যপলন্তো দ্বয়োদেবীভাগবতনাম্না বিষ্ণুভাগবতনাম্না চাস্ত্যেব ॥ তত্রৈকং মহাপুরাণাস্ত-  
র্গতমন্যুপপুরাণাস্তর্গতমিত্যপি নির্কিবাদমেব । তথাপি কিং দেবীভাগবতং মহাপুরাণমন্যুপ-  
পুরাণমথবা বিষ্ণুভাগবতং মহাপুরাণমন্যুপপুরাণমিতি সংশয়ে । কেচিৎ বিষ্ণুভাগবত-  
মেব মহাপুরাণমিতি বদন্তি । কেচিৎ দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি বদন্তি । তত্র  
প্রথমপঞ্চকদেশিনঃ কেচিৎপুরাণেষু দ্বিতীয়ং ভাগবতং নাস্ত্যেব মহাপুরাণেষ্বেবৈকং  
ভাগবতং প্রসিদ্ধম্ । তচ্চ বিষ্ণুভাগবতমেব ন দেবীভাগবতম্ । দেবীভাগবতস্ত নিমূল-  
মেবেতি বদন্তি । দ্বিতীয়পঞ্চকদেশিনোহপি বিষ্ণুভাগবতং বোপদেবকৃতমিতি বদন্তি । বস্তুত-  
স্তু ভয়োরপি পুরাণয়োঃ পুরাণমতভেদেন মহাপুরাণত্বমুপপুরাণত্বঞ্চ । ননু মহাপুরাণেষ্বেবৈকং  
ভাগবতং প্রসিদ্ধম্ । নতুপপুরাণেষু দ্বিতীয়মস্তীতি চেন্ন । কুর্মগুরুড়পাদ্মাদিবূপপুরাণেষু  
দ্বিতীয়স্য স্পষ্টপরিগণনাৎ । তথাহি হেমাদ্রৌ দানপ্রস্তাবে কুর্মপুরাণেহষ্টাদশপুরাণান্যুক্তা ।  
“অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু । আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরম্” ।  
ইত্যাদি । “পরশরোক্তং প্রবরং তথা ভাগবতাহ্বয়মিতি” । তথা গারুড়ে তত্ত্বরহস্যে দ্বিতীয়াংশে

পরন্তু, পুরাণ সকলের মধ্যে ভাগবত নামে দুই খানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে ; তাহার মধ্যে  
একটি মহাপুরাণের অন্তর্গত আর একটি উপপুরাণের অন্তর্গত । ইহা লোকে উল্লিখিত ভাগবত  
দুইটির মধ্যে একটি দেবীভাগবত অপরটি বিষ্ণুভাগবত নামে বর্তমান আছে । উহার মধ্যে  
একটি মহাপুরাণ আর অন্যটিকে উপপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেই আর কোন বিবাদের সম্ভা-  
বনা থাকে না । তাহা হইলে, দেবী ভাগবতটি মহাপুরাণ, কি বিষ্ণু ভাগবতটি মহাপুরাণ ?  
এইরূপ সংশয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বিষ্ণুভাগবতই মহাপুরাণ মধ্যে গণনীয় ; আবার কতক-  
গুলি পণ্ডিত দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । তাহার মধ্যে প্রথম  
পক্ষাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন যে, উপপুরাণ মধ্যে ভাগবত নামে কোন গ্রন্থ নাই, কেবল মহা-  
পুরাণমধ্যে যাহা ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ, সেটি বিষ্ণুভাগবতই, দেবীভাগবত নহে ; অর্থাৎ দেবী  
ভাগবতটি অমূলক । তাঁহারা ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যক্ত করেন । সেইরূপ দ্বিতীয় পক্ষাব-  
লম্বী পণ্ডিত মহাশয়েরাও বিষ্ণুভাগবতকে একেবারে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করেন  
না ; তাঁহারা উহাকে বোপদেব পণ্ডিত প্রণীত বলিয়া নির্দেশ করেন । কিন্তু, বাস্তব পক্ষে,  
উভয় পুরাণই, পৌরাণিক মতভেদে একটি মহাপুরাণ অন্যটি উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হই-  
য়াছে । যদি কেহ এরূপ বলেন যে, কেবল মহাপুরাণ মধ্যেই ভাগবত নামে একটি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ  
আছে, উপপুরাণ মধ্যে আর দ্বিতীয় ভাগবত বলিয়া কোন গ্রন্থ নাই ; তাহা ভ্রান্তি কল্পনামাত্র ।  
কেন না, কুর্ম গুরুড় ও পদ্মপুরাণাদিতে দ্বিতীয়টিকে (দেবীভাগবতকে) উপপুরাণ মধ্যে  
গণনা করা হইয়াছে ; তাহার মধ্যে কুর্মপুরাণের হেমাদ্রিদানধর্মপ্রস্তাবে অষ্টাদশ পুরা-  
ণের কথা বালিয়া “অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু” এই প্রমাণানুসারে অপর-  
গুলিকে উপপুরাণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । তাহা এইরূপ যথা,—“আদ্যং সনৎকুমারোক্তং  
নারসিংহমতঃপরমিত্যাदि । পরশরোক্তং প্রবরং তথা ভাগবতাহ্বয়ং ইত্যাদি” । সেইরূপ



ধর্মকাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমতো মহাপুরাণানাং সাঙ্গিকাদিভেদেন বিভাগমুক্তা। লঘুপুরাণানাং সাঙ্গিকাদিভেদেন বিভাগপ্রদর্শনপরে গ্রহেহপ্যুক্তম্। “পুরাণং ভাগবতং দৌর্গং নন্দিপ্ৰোক্তং তথৈব চ। পাণ্ডপত্যং রৈগুকঞ্চ ভৈরবঞ্চ তথৈব চ” ইতি। তথা তৎপূর্বমপি। বিষ্ণুধর্মোক্তরে চৈব তত্র ভাগবতং তথেন্তি তন্ত্রং ভাগবতং তথেন্তি পাঠে তন্ত্রং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ। তদ্বিশেষণেন চোক্তমহং স্মৃতিতম্। তথা পাদ্মে শকুনপরীক্ষায়াম্। “ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ মার্কণ্ডং নারদে-  
রিতম্”। ইত্যাদি। “তথৈব গদিতং রাম পুরাণং কাপিলং তথা। বারাহং বৃদ্ধবৈবৰ্ত্তং শকুনেষু প্রশস্ততে। শৈবং ভাগবতং দৌর্গং ভবিষ্যোত্তরমেব চ” ইতি। তথা পাদ্মে ভাগবতমাহাত্ম্যে একোনবিংশেহধ্যায়ে উপপুরাণেষু। “শৈবমাদিপুৰাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথেন্তি”। তথা মধু-  
সুদনসরস্বতীকৃতসৰ্কশাস্ত্রার্থসংগ্রহেহপ্যুপপুরাণমধ্যে ভাগবতং পরিগণিতম্। নাগোজীভট্টাদি-  
ভিষ্চ ধর্মশাস্ত্রগ্রহেহেবমণ্ডৈরপি নিবন্ধকারৈরিতি। নহু দেবীভাগবতস্ত “তত্র ভাগবতং  
পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্”। ইতি প্রথমাধ্যায়স্ববচনেনাষ্টাদশমহাপুরাণেষু পঞ্চমমিদং  
পুরাণমিতি স্বস্ত মহাপুরাণত্বং বোধয়তঃ কথমন্তপুরাণমুপপুরাণত্বং বোধয়েন্নহেবং কচি-  
দৃষ্টচরমিতি চেন্ন। নারদীয়শিববায়ব্যাদিত্যপুরাণানাং স্বমুখেনাত্মমুখেন বা মহাপুরাণত্বেন  
জায়মানানামন্তপুরাণৈরুপপুরাণত্বস্ত ব্যবস্থাপনাৎ। পুরাণমতভেদেনৈকস্তাপি পুরাণস্ত

গরুড় পুরাণে তত্ত্বরহস্যের দ্বিতীয়াংশান্তর্গত ধর্মকাণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে, প্রথমেই যেমন মহা-  
পুরাণসকলের সাঙ্গিকাদি ভেদে বিভাগ নির্দেশিত হইয়াছে, সেইরূপ উপপুরাণ গুলিরও বিভাগ  
প্রদর্শন স্থলে সাঙ্গিকাদি ভেদে এইরূপ বলা হইয়াছে। যথা, “পুরাণং ভাগবতং দৌর্গং  
নন্দিপ্ৰোক্তং তথৈব চ” ইত্যাদি। অর্থাৎ দুর্গামাহাত্ম্যসম্বন্ধিত ভাগবত ও নন্দিকেশ্বরপ্রোক্ত  
এবং পাণ্ডপত্য প্রভৃতি পুরাণসকল উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত। আবার তাহার পূর্বে বিষ্ণু-  
ধর্মোক্তরেও কথিত আছে “তত্র ভাগবতং তথেন্তি তন্ত্রং ভাগবতং তথেন্তি”। এস্থলে তন্ত্র  
শব্দের অর্থ শাস্ত্র। অর্থাৎ “তন্ত্রং” এইরূপ বিশেষণ দ্বারা গ্রন্থের উত্তমতা বোধ করাইতেছে।  
অপি চ পদ্ম পুরাণের শকুনপরীক্ষা স্থলে “ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ মার্কণ্ডং নারদে-  
রিতম্। তথৈব গদিতং রাম ইত্যাদি। শৈবং ভাগবতং দৌর্গং ভবিষ্যোত্তরমেব চ ইত্যাদি” পুনশ্চ  
পদ্মপুরাণের ভগবদ্গাহাত্ম্য বর্ণনায় একোনবিংশ অধ্যায়ে “শৈবমাদি পুরাণঞ্চ দেবীভাগবতং  
তথেন্তি”। ফলকথা এই যে, এইসমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আপাততঃ দেবীভাগবতটাই  
উপপুরাণ বলিয়া উপলব্ধ হয়। কিন্তু আবার মধুসুদনসরস্বতীকৃত সৰ্কশাস্ত্রার্থসংগ্রহ নামক  
গ্রন্থে এবং নাগজীউভট্ট প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র ও অপরাপর নিবন্ধকারদিগের মতে ভাগবত গ্রন্থই  
একেবারে উপপুরাণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

যদি বল, দেবীভাগবতেরই প্রথমাধ্যায়ে “তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্”।  
অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বেদতুল্য এই পবিত্র গ্রন্থ দেবীভাগবত পঞ্চম পুরাণ বলিয়া  
প্রসিদ্ধ ইত্যাদি বচন দ্বারা স্বয়ংই ত আপনার মহাপুরাণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তবে  
আর অন্য পুরাণ কিরূপে ইহার উপপুরাণত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে? কারণ, ইহা  
অদৃষ্টচর; তাহা নহে। কেননা, নারদীয় শিব বায়ু ও আদিত্য প্রভৃতি পুরাণ সকলের স্ববচন

মহাপুরাণছোপপুরাণত্ৰিসিদ্ধ্যা তদ্বিরোধাত্বাৎ । পুরাণভেদেন মতভেদস্ত বহুশঃ প্রসিদ্ধঃ ।  
 বৈষ্ণবপুরাণেষু সাত্ত্বিকত্বং শৈবপুরাণেষু তামসত্বং বৈষ্ণবপুরাণমতেন । শৈবপুরাণেষু সাত্ত্বিকত্বং বৈষ্ণবপুরাণেষু তামসত্বম্ । “দশ শৈবপুরাণানি সাত্ত্বিকানি বিহবুর্ধাঃ । তামসানি চ চত্বারি বৈষ্ণবানি প্রচক্ষতে” । ইতিহাসান্দে । শৈবপুরাণমতেনেত্যেবং প্রকারেণেতি । তথাহি নারদীয়শ্চ পুরাণশ্চ স্বাস্ত্যুর্গতমহাপুরাণগ্রন্থসূচ্যা স্বমুখেইব স্বাত্মনো মহাপুরাণত্বং বোধয়তঃ । “মদ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব ব্রত্ৰয়ং বচতুষ্টয়ম্ । আলিঙ্গাপাণ্ডিপুৰাণানি কুঙ্কংগাকুড়মেব চ” । ইতি-  
 বচনেন বক্ষ্যমাণমুদগলপুরাণবচনেন চ মহাপুরাণবহির্ভূতত্বং বোধ্যতে । আলিঙ্গাপাণ্ডিত্য-  
 ত্রাহশকেনাদিত্যপুরাণং তথা শৈবপুরাণশ্চ স্বমুখেইব স্বশ্চ মহাপুরাণত্বং বোধয়তো মদ্বয়ং ভদ্বয়-  
 মিত্যেব বচনং তদ্বহির্ভূতত্বং বোধয়তি । ননু বায়ব্যং পুরাণমেব শৈবং শিবপ্রতিপাদকত্বাত্তস্ম  
 চ বচতুষ্টয়পদেন সংগ্রহাত্তদাহরণং ন সম্ভবতীতি চেন্ন । মুদগলপুরাণে । “ব্রাহ্মণং বৈষ্ণবং  
 পাণ্ড্যং শৈবং ভাগবতং তথা । ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ বামনম্ । আগ্নেয়ং বায়বং  
 মাৎশ্রম্” । ইতি বচনেন শৈববায়ব্যপুরাণয়োঃ পরস্পরং পৃথক্ত্বেন পরিগণনাৎ । তথা বায়ব্য-  
 পুরাণশ্চ স্ববচনেন স্বশ্চ মহাপুরাণত্বং বোধয়তো বক্ষ্যমাণশৈবপুরাণবচনং মহাপুরাণবহি-  
 র্ভূতত্বং বোধয়তি । তথা দিত্যপুরাণশ্চাপি আলিঙ্গাপাণ্ডিপুৰাণানীতি কচিৎ পুরাণসম্মতপাঠেন

বা পরবচন বলে মহাপুরাণত্ব প্রতিপাদিত হইলেও অপর কতকগুলি পুরাণ তাহাদেরই আবার উপপুরাণত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছে । অতএব পৌরাণিক মতভেদে এক পুরাণেরই কোথাও মহাপুরাণত্ব কোথাও বা উপপুরাণত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় স্মৃতির বিরোধের প্রয়োজন হই-  
 তেছে না । কারণ, পুরাণভেদে মতভেদ বহুস্থলেই প্রসিদ্ধ । যথা, বৈষ্ণবপুরাণ সকলের মতে শৈবপুরাণ সমস্তই তামস আর বিষ্ণুসম্বন্ধি পুরাণ সমস্তই সাত্ত্বিক ; আবার সেইরূপ, স্বন্দ পুরাণের মতে বৈষ্ণবপুরাণই তামস, শৈবপুরাণ সমস্তই সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা, “দশ শৈবপুরাণানি সাত্ত্বিকানি বিহবুর্ধাঃ । তামসানি চ চত্বারি বৈষ্ণবানি প্রচক্ষতে” ॥ আবার শৈবপুরাণের মতেও ঐরূপ জানিবে । তথা চ, নারদীয়পুরাণ স্বাস্ত্যুর্গত মহাপুরাণ গ্রন্থ সূচনায় স্বমুখেই আপনার মহাপুরাণত্ব জানাইতেছে । কিন্তু “মদ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব ব্রত্ৰয়ং বচতুষ্টয়ম্ । আলিঙ্গাপাণ্ডিপুৰাণানি কুঙ্কংগাকুড়মেব চ” । এই বচন এবং বক্ষ্যমাণ মুদগলবচন-  
 বলে একেবারে মহাপুরাণের বহির্ভূতত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে । যদি বল, বায়ুপুরাণটী নিশ্চয়ই পুরাণ মধ্যে গণনীয় ; আর শিবপুরাণে কেবল শিব প্রতিপাদকতা প্রযুক্ত বচতুষ্টয় এই পদ দ্বারা সংগ্রহপ্রযুক্ত তাহার সম্বন্ধে সে উদাহরণটী সম্ভবপর নহে, তাহা নয় । কেন না, মুদগল-  
 পুরাণে “ব্রাহ্মণং চ বৈষ্ণবং পাণ্ড্যং শৈবং ভাগবতং তথা । ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ বামনম্ । আগ্নেয়ং বায়বং মাৎশ্রম্ ইতি”—এই বচন দ্বারা শৈব ও বায়ব্য পুরাণের পার্থক্য পরিগণন করা হইয়াছে । এবং বায়ব্যপুরাণও স্ববচন প্রমাণ বলে নিজের মহাপুরাণত্ব প্রতি-  
 পন্ন করিতেছে আর বক্ষ্যমাণ শৈবপুরাণবচন তাহার একেবারে বহির্ভূতত্ব বোধ করা-  
 ইতেছে । অপি চ আদিত্যপুরাণের “আলিঙ্গাপাণ্ডিপুৰাণানি ” এইরূপ কোন কোন পুরাণের পাঠে মহাপুরাণত্ব এবং “অনাপলিঙ্গকৃষ্ণাখ্যমিতি ” এইরূপ কোন কোন পুরাণ সম্মত



মহাপুরাণত্বম্ । অনাপলিঙ্গকৃষ্ণাখ্যমিতি কচিৎ পুরাণসম্বতপাঠেন মহাপুরাণবহির্ভূতত্বং যথা চৈতেষাং চতুর্গাং কচিৎ পুরাণেষু মহাপুরাণত্বেন কচিচ্চোপপুরাণত্বেন গ্রহণম্ । তথা দেবীভাগবতস্তাপি ভবিষ্যতীতি কো বিরোধঃ । মতভেদেনোভয়োরপি বচনয়োঃ প্রমাণত্বাৎ । ননু অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানিহিত্যাদিবচনৈরুপপুরাণানি ব্যাসাত্তমুনিকৃতাত্ত্বেব সন্তি । দেবীভাগবতং তু ব্যাসকৃতমেবেতি । তন্ত্ৰ কথমুপপুরাণেষু সত্ত্বাৎ ইতি চেৎ । নারদশৈববায়ব্যাদিত্যপুরাণেষু ব্যাসকৃতত্বেনাপি কচিৎ পুরাণমতে উপপুরাণত্বদর্শনাত্তাদৃশ-নিয়মস্তাস্বীকারাৎ প্রায়শস্তথা সত্ত্বাভিপ্রায়েণ তু তদ্বচনম্ । ইখং ভাগবতত্বয়ন্ত মহাপুরাণমধ্যে উপপুরাণমধ্যে চ সত্ত্বাসিদ্ধৌ কন্ত পুরাণস্ত মতে কিং ভাগবতং মহাপুরাণান্তর্গতমিতি চেচ্চ-চাতে । শৈবপুরাণমতে মাৎস্তপুরাণমতে চ দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি । তথাহি শৈব-পুরাণে উত্তরখণ্ডে মধ্যমেশ্বরমাহাত্ম্যে শিবান্নকুবরেণ ব্যাসেন মহাপুরাণানি প্রণীতানীত্যুক্ত্য-নন্তরং তেষাং নামাত্তষ্টাদশোক্তা । তেষাং যোগরূঢ়ানাং নাম্নাং নির্বাচনং তত্রৈব কৃতম্ । তদ্ব্যখ্যা-“যত্র বক্তা স্বয়ং তণ্ডে ! ব্রহ্মা সাক্ষাচ্চতুর্মুখঃ । তস্মাদব্রাহ্মণং সমাখ্যাতং পুরাণং প্রথমং মুনে” ॥ তণ্ডে ইতি মুনিসম্বোধনম্ । “পদ্মকল্পস্ত মাহাত্ম্যং তত্র যস্মাদ্ভদ্রাহতম্ । তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতং

পাঠানুসারে মহাপুরাণের বহির্ভূতত্ব জানাইতেছে । অতএব উল্লিখিত পুরাণচতুষ্টয় কোথাও মহাপুরাণত্ব কোথাও উপপুরাণত্বরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে । সুতরাং দেবীভাগবতেরও সেইরূপ পরিগ্রহণ করিলে আর কোন বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না । কেননা, পৌরাণিক মতভেদে উভয়পক্ষের প্রমাণের বল তুল্যই দৃষ্ট হইতেছে । যদি বল “অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু” ইত্যাদি বচন দ্বারা বুঝাইতেছে, যে উপপুরাণ সকল বেদব্যাস ভিন্ন অপরাপর মুনিগণ কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে । কিন্তু, দেবীভাগবত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ংই প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব তাহার উপপুরাণ মধ্যে অন্তর্ভাব করা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা নয় । কেন না, নারদ শৈব বায়ব্য ও আদিত্য পুরাণ মধ্যে দেখা যায় যে, অনেক পুরাণ বেদব্যাসকৃত হইলেও কোন কোন পুরাণ মতে তাহার উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ; অতএব উল্লিখিত নিয়ম কোনক্রমে অঙ্গীকৃত হইতে পারে না ; সুতরাং ঐ সকল বচন কেবল সত্ত্বাভিপ্রায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । সেইরূপ ভাগবতত্বয়ও কখন মহাপুরাণ কখন উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । এক্ষণে, কোন পুরাণের মতে কোন ভাগবতটী মহাপুরাণের অন্তর্গত এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে উত্তর বাক্যে বলা যাইতেছে যে, শৈব এবং মৎস্ত পুরাণ মতে দেবীভাগবতটীই মহাপুরাণ মধ্যে পরিগণিত ; কারণ, শৈবপুরাণের উত্তর খণ্ডে মধ্যমেশ্বর মাহাত্ম্যে বর্ণনা স্থলে বলা হইয়াছে যে, মহর্ষি বেদব্যাস শিব সন্নিধানে বর লাভ করিয়া তৎপ্রভাবেই পুরাণ সমস্ত প্রণয়ন করিয়াছেন । এইরূপ উক্তির পরেই আবার সেই স্থানেই অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রত্যেকেরই নাম সকল যোগরূঢ়ার্থে নির্বাচন করা হইয়াছে । যথা,

হে মুনে তণ্ডে ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত প্রথম পুরাণটীতে চতুর্দশ ব্রহ্মা স্বয়ং বক্তা বলিয়াই উক্ত ব্রহ্মপুরাণ নামে সমাখ্যাত । দ্বিতীয়পুরাণে পদ্মকল্পের মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই

পুরাণঞ্চ দ্বিতীয়কম্ ॥ পরাশরকৃতং যন্তু পুরাণং বিষ্ণুবোধকম্ । তদেব ব্যাসকথিতং পুত্র-  
পিত্রোরভেদতঃ ॥ যত্র পূর্বোক্তরে খণ্ডে শিবস্ত চরিতং বহু । শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা  
বদন্তি চ ॥ ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে । তন্তু ভাগবতং প্রোক্তং নতু দেবী-  
পুরাণকম্ ॥ নারদোক্তং পুরাণস্ত নারদীয়ং প্রচক্ষতে ॥ যত্র বক্তা ভবত্তণ্ডে ! মার্কণ্ডেয়ো  
মহামুনিঃ । মার্কণ্ডেয়পুরাণং হি তদাখ্যাতঞ্চ সপ্তমম্ ॥ অগ্নিযোগাতদাগ্নেয়ং ভবিষ্যোক্তে-  
ভবিষ্যকম্ । বিবর্তনাদব্রহ্মণস্ত ব্রহ্মবৈবর্তমুচ্যতে ॥ লিঙ্গস্ত চরিতোক্তত্বাৎ পুরাণং লিঙ্গ-  
মুচ্যতে । বরাহস্ত চ বারাহং পুরাণং দ্বাদশং মূনে ॥ যত্র স্বন্দঃ স্বয়ং শ্রোতা বক্তা সাক্ষাৎ  
মহেশ্বরঃ । তন্তু স্বন্দং সমাখ্যাতং বামনস্ত তু বামনম্ ॥ কোর্শ্বঃ কুর্শস্য চরিতং মাৎস্তং  
মৎস্তস্ত কীর্তিতম্ । গরুড়স্ত স্বয়ং বক্তা যন্তু গারুড়সংজ্ঞকম্ ॥ ব্রহ্মাণ্ডচরিতোক্তত্বাদ্ ব্রহ্মাণ্ডং

উহা পদ্মপুরাণ নামে বিখ্যাত । যেটী অধিকাংশ বিষ্ণু মাহাত্ম্য বোধক, সে পুরাণটী বাস্তবিক  
ঋষিপ্রবর পরাশরপ্রণীত হইলেও পিতাপুত্রের একাত্মতা হেতুই উহা বেদব্যাস কৃত বলিয়া  
স্বীকার করা হইয়াছে । যাহার পূর্ব ও উত্তর খণ্ডে বাহুল্য রূপে কেবল শিবচরিত্র-গাথা  
বর্ণিত, পুরাবৃত্ত অভিজ্ঞ মুনিগণ এই নিমিত্ত উহার নাম শিবপুরাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।  
যাহাতে ভগবতী দুর্গার চরিত্র বর্ণনা আছে তাহাই দেবীভাগবত নামে প্রসিদ্ধ, পরন্তু এটী  
দেবীপুরাণ নহে কারণ দেবীভাগবত আর দেবীপুরাণ সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন । দেবর্ষি নারদকৃত  
পুরাবৃত্তখানিকে পণ্ডিতগণ নারদপুরাণ নামেই কীর্তন করিয়া থাকেন । হে তণ্ডে ! যাহাতে  
মহামুনি মার্কণ্ডেয় বক্তা, সেই সপ্তমপুরাণটী মার্কণ্ডেয়পুরাণ নামে বিখ্যাত । অগ্নিদেবসম্বন্ধ  
প্রযুক্ত আগ্নেয় এবং ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত বর্ণিত বলিয়াই ভবিষ্যপুরাণ নামে পরিকীর্তিত হইয়াছে ।  
যাহাতে বিশেষরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃতি হইয়াছে সেই পুরাণটী ব্রহ্মবৈবর্তনামে অভিহিত । লিঙ্গা-  
র্চনার মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে বলিয়াই লিঙ্গপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ । হে মূনে ! ঐরূপ বরাহদেব  
সম্বন্ধ প্রযুক্ত বরাহপুরাণ এবং যাহাতে স্বয়ং দেবদেব মহেশ্বর বক্তা আর স্বন্দদেব শ্রোতা সেই  
পুরাণই স্বন্দাখ্যায় সাকীর্তিত জানিবে । ঐরূপ বামন, কুর্শ ও মৎস্য প্রভৃতি ভগবদবতার-  
চরিত্রগাথা বর্ণনা থাকায় বামন, কুর্শ ও মৎস্যপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ । যে পুরাণে পক্ষিরাজ  
গরুড় স্বয়ং বক্তা সেটী গারুড় সংজ্ঞায় অভিহিত । সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বৃত্তান্ত বর্ণিত থাকায়  
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণনামে বিখ্যাত জানিবে ।\*

\* যত্র বক্তা স্বয়ং তণ্ডে ! ব্রহ্মা সাক্ষাচ্চতুর্থঃ । তস্মাদব্রাহ্মণং সমাখ্যাতং পুরাণং প্রথমং মূনে ॥  
পদ্মকল্পস্ত মাহাত্ম্যং তত্র যস্মাদ্ভদ্রাহতম্ । তস্মাৎ পাদ্যং সমাখ্যাতং পুরাণঞ্চ দ্বিতীয়কম্ ॥  
পরাশরকৃতং যন্তু পুরাণং বিষ্ণুবোধকম্ । তদেব ব্যাসকথিতং পুত্রপিত্রোরভেদতঃ ॥  
যত্র পূর্বোক্তরে খণ্ডে শিবস্ত চরিতং বহু । শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি চ ॥  
ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে । তন্তু ভাগবতং প্রোক্তং নতু দেবীপুরাণকম্ ॥  
নারদোক্তং পুরাণস্ত নারদীয়ং প্রচক্ষতে । যত্র বক্তাভবত্তণ্ডে মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥  
মার্কণ্ডেয়পুরাণং হি তদাখ্যাতঞ্চ সপ্তমম্ । অগ্নিযোগাতদাগ্নেয়ং ভবিষ্যোক্তেভবিষ্যকম্ ॥  
বিবর্তনাদব্রহ্মণস্ত ব্রহ্মবৈবর্তমুচ্যতে । লিঙ্গস্ত চরিতোক্তত্বাৎ পুরাণং লিঙ্গমুচ্যতে ॥  
বরাহস্ত চ বারাহং পুরাণং দ্বাদশং মূনে । যত্র স্বন্দঃ স্বয়ং শ্রোতা বক্তা সাক্ষাৎমহেশ্বরঃ ॥  
তন্তু স্বন্দং সমাখ্যাতং বামনস্ত তু বামনম্ । কোর্শ্বঃ কুর্শস্য চরিতং মাৎস্তং মৎস্তস্ত কীর্তিতম্ ॥  
গরুড়স্ত স্বয়ং বক্তা যন্তুগারুড়সংজ্ঞকম্ । ব্রহ্মাণ্ডচরিতোক্তত্বাৎ ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্তিতম্ ॥



পরিকীৰ্ত্তিতম্” । ইতি । অত্র কচিদ্বক্তৃসম্বন্ধঃ কচিচ্ছ্রোতৃসম্বন্ধঃ কচিৎ প্রতিপাদ্যমুখ্যদেবতা-  
চরিতসম্বন্ধঃ প্রবৃ্ত্তিনিমিত্তমিতি স্পষ্টমেব দর্শিতম্ । তত্র ভাগবতনাম্নো নির্বচনবাক্যমেতৎ ।  
“ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে । তত্ত্ব ভাগবতং প্রোক্তং ন তু দেবীপুরাণকম্” ॥  
অনেন চ বাক্যেন ভগবত্যা ইদং ভাগবতমিতি ব্যুৎপত্ত্যা গ্রন্থপ্রতিপাদ্যমুখ্যদেবতাচরিত-  
সম্বন্ধঃ । প্রবৃ্ত্তিনিমিত্তমিতি স্পষ্টমেব দর্শিতম্ । ক। সা ভগবতীত্যপেক্ষায়ামাহ দুর্গায়া ইতি ।  
তত্ত্ব ভাগবতং তু শব্দো নিশ্চয়ার্থকঃ । তদেব ভাগবতপদবাচ্যং প্রোক্তমিত্যর্থঃ । ন তু  
পুরাণান্তরমতপ্রাপ্তং বিষ্ণুভাগবতং মহাপুরাণান্তর্গতং ভাগবতমিত্যর্থ ইতি শৈবপুরাণেন  
স্বমতং প্রদর্শিতম্ । কশ্চিদেতৎ পুরাণান্তরমতেন উপপুরাণং জানীয়াত্তত্রাহ নতু দেবীপুরা-  
ণকমিতি । পুরাণকমিত্যত্র কপ্রত্যয়োহন্ন্যার্থকঃ । অল্পে ইতি সূত্রাত্ পুরাণকমল্পং পুরাণমিতি  
যাবৎ । দেব্যাঃ পুরাণকং দেবীপুরাণকম্ । যদিদমুক্তং তদেব্যা উপপুরাণং নৈবাস্তীত্যর্থঃ ।

এবিষয়ে তাৎপর্য্য এই, কোনটীতে বক্তৃসম্বন্ধ, কোনটীতে শ্রোতৃসম্বন্ধ আর কোনটীতে  
বা প্রতিপাদ্য মুখ্যদেবতা চরিত সম্বন্ধ ; অতএব, তদনুসারেই যে, পুরাণ সকলের নাম  
নির্দেশ, তাহাই স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে এক্ষণে ব্যুৎপত্তি বোধক  
প্রমাণদ্বারা ভাগবত এই নামের নির্বচন করা হইতেছে । যথা—

“ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে ।

তত্ত্ব ভাগবতং প্রোক্তং ন তু দেবীপুরাণকম্” ॥

যাহাতে ভগবতী দুর্গার চরিত্রকথা দেদীপ্যমান, তাহাই ভাগবতনামে অভিহিত ;  
কিন্তু দেবীপুরাণ নহে । এই বচন বলেই অর্থাৎ “ইহা ভগবতী সম্বন্ধি” এইরূপ ব্যুৎপত্তি-  
দ্বারা এস্থলে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য মুখ্যদেবতা চরিতসম্বন্ধটী বুঝাইতেছে ; অতএব এই প্রবৃ্ত্তি  
নিমিত্তই গ্রন্থের নাম যে দেবীভাগবত তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । যদি বল  
ভগবতী কে ? সেই শঙ্কানিরাসের জন্ত “দুর্গায়াঃ” এই বিশেষণ পদটী সন্নিবেশিত হইয়াছে ।  
অপি চ, উল্লিখিত শ্লোকমধ্যে “তত্ত্ব” এইপদমধ্যে যে, তু শব্দটী দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল  
নিশ্চয়ার্থ বোধক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । অর্থাৎ তাহাই ভাগবতপদ বাচ্য বলিয়া  
উক্ত হইয়াছে জানিবে । অতএব পুরাণান্তর-মত-প্রতিপন্ন বিষ্ণু ভাগবতটী কদাচ মহাপুরাণের  
অন্তর্গত নহে ইহাই নিশ্চিত হইল । এবিষয়ে শৈবপুরাণোক্তবচনদ্বারা নিজ মত প্রদর্শিত  
হইয়াছে । পাছে কেহ অপর পুরাণের মত অবলম্বন করিয়া ইহার উপপুরাণত্ব ব্যবস্থাপন  
করিতে প্রয়াস পান সেই জন্তই “নতু দেবীপুরাণকম্” এই চরণটী সন্নিবেশিত হইয়াছে ।  
অর্থাৎ “পুরাণকং” এই পরে যে কপ্রত্যয়টী আছে উহা অনর্থ-বোধক । “অল্পে” এই সূত্রবলে  
পুরাণকং কিনা ক্ষুদ্র পুরাণ অর্থাৎ উপপুরাণ এইটীই ইহার তাৎপর্য্যার্থ জানাইতেছে । আর  
এক কথা এই যে, যখন, “দেব্যাঃ পুরাণকং” অর্থাৎ ইহা দেবীসম্বন্ধিপুраণ এইরূপ উক্তি  
স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, দেবীসম্বন্ধে উপপুরাণ নাই । ফলকথা এই যে, মহামুনি ব্যাসদেব  
এই বচন বলে অপরের মহাপুরাণ আর নিজ অভিপ্রেত বস্তুর উপপুরাণত্ব দুইটীই নিষেধ

অনেন চ বাক্যোনাশ্চ মহাপুরাণত্বনিষেধেন স্বাভিপ্রেতশ্চ চ উপপুরাণত্বনিষেধেন শ্রীমদ্দেবী-  
ভাগবতশ্চৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি ব্যাসঃ । মুখ্যত্বেন ভগবতীচরিতপ্রতিপাদকশ্চ মহা-  
পুরাণমধ্যে কশ্চিৎ পুরাণস্তাত্ত্ব্যতাং । ননু নারদাদিপুরাণবচনবলাৎ বিষ্ণুভাগবতশ্চ  
মহাপুরাণাস্তর্গতত্বে নির্বিঘ্নং নিশ্চিতং তদ্বলাৎ ভাগবতত্বশ্চ মতভেদেন মহাপুরাণত্ব  
কল্পনাপেক্ষয়া যৎকিঞ্চিৎ ভগবতীচরিতস্তান্মিহচনে গ্রহণেনানেন বচনেন বিষ্ণুভাগবতনাম্বেব  
নিরুক্তিঃ কৃতেতি কুতো ন কল্প্যতে । বর্ততে চ তত্র বিষ্ণুভাগবতে দশমস্কন্ধে কিঞ্চিদ্বিক্যা-  
বাসিত্বাশ্চরিতমিতি চেন্ন । তথা সতি মুনের্বিষ্ণুভাগবতবিষয় এব তাৎপর্য্যসত্ত্বে ভগবত ইদং  
ভাগবতমিত্যেব ব্যুৎপত্তিঃ কুর্য্যমহি কেনচিন্মুনেঃ শিরসি ভারঃ স্থাপিতো যৎ স্বাভিপ্রেতাং যুক্তি-  
যুক্তাং নিরুক্তিঃ ত্যক্তা । নিম্প্রয়োজনোহনভিপ্রেতাং নিরুক্তিঃ কৰোতি । কিঞ্চ সৰ্ব্বত্রৈতদ্বচন-  
প্রকরণে “যত্র পূর্বোক্তরে খণ্ডে শিবশ্চ চরিতং বহু । শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা  
বদন্তি চ” ॥ ইতি বচনৈর্বিষ্ণুচরিতমুখ্যচরিতসম্বন্ধরূপপ্রবৃ্ত্তিনিমিত্তস্যেবাভিপ্রেতত্বং মুনেরব-  
সীয়তে । মতভেদেন পুরাণভেদকল্পনা তু নাত্ৰৈব নবীনাস্তি । পূর্বোক্তযুক্ত্যা নারদশৈববায়-  
ব্যাদিত্যপুরাণেষুত্ৰাপি সত্বাৎ । অস্ত বা গৌরবং নহি তদ্ব্যতীতং মুনেস্তাৎপর্য্যমত্ৰথাকর্তুং  
কশ্চিদীষ্টে । তস্মাৎ পূর্বোক্তং তাৎপর্য্যং বিহায়াত্ৰতাৎপর্য্যোণাত্মার্থকরণং মহাসাহসমেব ।

করিয়া শ্রীমদ্দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্বই দৃঢ়তররূপে বুঝাইতেছেন । বিশেষতঃ, মহাপুরাণ  
মধ্যে মুখ্যত্বরূপে ভগবতীচরিত প্রতিপাদকগ্রন্থ শ্রীমদ্দেবীভাগবত ব্যতীত অপর কোন  
গ্রন্থই বর্তমান নাই । যদি বল যে, নারদাদি পুরাণের বচনবলে বিষ্ণুভাগবতেরই নির্বিঘ্নরূপে  
মহাপুরাণত্ব নিশ্চিত হইয়াছে ; তবে উভয় পক্ষের বচন অবলম্বনকরিয়া দুইটী ভাগবতেরই  
মহাপুরাণত্ব কল্পনা করা অপেক্ষা প্রথমপক্ষের প্রমাণবলে কেবল বিষ্ণু ভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব  
কল্পনা করিলেইত অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ? এবং ভগবতীচরিতের বিষয় না থাকিলে যদি দোষ বিবে-  
চনা কর তাহা করিও না । কেননা, বিষ্ণুভাগবতের দশমস্কন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিক্যাবাসিনীচরিত  
কথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব বিষ্ণুভাগবতই মহাপুরাণমধ্যে গণনীয় । তাহা হইতে  
পারে না । কারণ, যদি বিষ্ণুভাগবতবিষয়েই তাৎপর্য্য হইত, তাহাহইলে “ভগবত ইদং ভাগ-  
বতং” অর্থাৎ ইহা ভগবৎসম্বন্ধি বলিয়াই ভাগবতনামে প্রসিদ্ধ, কিজন্ত একরূপ ব্যুৎপত্তি-  
করিলেন না ? এজন্ত মহামুনি বেদব্যাসের মস্তকে কি কেহ ভার চাপাইয়া ছিল ? যে তিনি  
সেই ভয়ে ভীত হইয়া স্বাভিপ্রেত যুক্তিযুক্ত নিরুক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিম্প্রয়োজন অনভিপ্রেত  
নিরুক্তি প্রতিপাদন করিলেন ?

কিঞ্চ, সৰ্ব্বত্রই এইবচন প্রকরণে “যত্র পূর্বোক্তরে খণ্ডে শিবশ্চ চরিতং বহু । শৈব-  
মেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি চ” । এই বচন দ্বারা বহুচরিত অর্থাৎ মুখ্যচরিত সম্বন্ধ  
প্রবৃ্ত্তি ; স্মতরাং তাহাতেই মুনির অভিপ্রায় প্রধ্যবসিত হইতেছে । তবে, মতভেদে  
যে, পুরাণভেদ কল্পনা তাহা এইবিষয়ে নূতন নহে । পূর্বোক্ত যুক্তিবলে নারদ, শৈব ও  
আদিত্য পুরাণ ভিন্ন অত্ৰ ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইয়া থাকে । আর যদি গৌরবের আশঙ্কা কর,  
তাহাতে এস্থলে বিশেষ ক্ষতি নাই । কারণ, গৌরবের ভয়ে ভীত হইয়া কেহ মুনির



নহু লক্ষণবাক্যমেতৎ । ততশ্চ দুর্গাচরিতং যত্র বর্ততে তদ্ভাগবতমিত্যর্থঃ । তচ্চ ন দেবীভাগ-  
বতং ভবিতুমর্হতি । তস্যা তল্লক্ষণলক্ষ্যত্বে ন তু দেবীপুরাণকমিতি নিষেধবিষয়ত্বেন নিষেধ-  
বিধোঃ সমানবিষয়ত্বাপত্তেঃ । কিন্তু বিষ্ণুভাগবতমেব । নহু তথাপ্যেতল্লক্ষণমন্ত্রপুরাণেষু  
প্রসক্তমিতি চেন্ন । যথা বৃত্রাসুরবধলক্ষণমন্ত্রপুরাণেষু প্রসক্তমপি যথা লক্ষণত্বেন গৃহীতম্,  
তদ্বদত্রাপি সত্বাদিতি চেন্ন । পূর্বোক্তনিকৃতিবচনপ্রকরণস্থবিরোধাতঃ । কিঞ্চ লক্ষণবাক্য-  
মেতদিত্যপেক্ষ্যেতস্য লক্ষণস্য মহাপুরাণোদ্দেশেনৈব সত্বাদুপপুরাণেষু প্রসক্ত্যভাবা-  
দেবাপুরাণকালিকাপুরাণয়োরুপপুরাণত্বস্য নিশ্চিতত্বাৎ তত্রৈতল্লক্ষণস্য প্রসক্তিরেব নাভীতি  
ন তু দেবীপুরাণকমিতি নিষেধো ব্যর্থ এব স্যাৎ । তস্মাদেব তদ্বচনস্য পূর্বোক্ত এবার্থঃ ।  
কিঞ্চ লক্ষণবাক্যমেতদিত্যপেক্ষ্য যৎকিঞ্চিচ্চরিতং গৃহ্যতে উত যাবচ্ছেদিতম্ । যৎকিঞ্চিচ্চরি-  
তস্য সর্বমহাপুরাণেষু সত্বাদেবীপুরাণমাত্রনিষেধেন ন নির্বাহঃ । তস্মাদেবীপুরাণস্যৈব  
নিষেধস্বারস্যা দ্যাবচ্চরিতং মুখ্যত্বেন ভগবতীচরিত্রমেব গ্রাহম্ । তদা তব নাভীষ্টার্থসিদ্ধিঃ । মুখ্য-  
ত্বেন বিষ্ণুভাগবতে দুর্গাচরিতস্য ভাবান্নমৈব অভীষ্টার্থসিদ্ধিঃ । নিষেধবিধোঃ সমানবিষয়কত্ব

তাৎপর্য্য অত্রথা করিতে সমর্থ হয় না । অতএব পূর্বোক্ত তাৎপর্য্য বিসর্জন দিয়া অত্র  
তাৎপর্য্যাবলম্বন দ্বারা অত্রথা করিতে প্রয়াস পাওয়া মহাসাহসের কার্য্য বলিতে হইবে ।  
যদি বল এটা লক্ষণবাক্য, অর্থাৎ ভগবতীদুর্গাচরিতপূর্ণ গ্রন্থই ভাগবত ; দেবীপুরাণ নহে ।  
কারণ, লক্ষণলক্ষ্যত্বে “নতু দেবীপুরাণকমিতি” এইরূপ নিষেধ বিসমতা প্রযুক্ত নিষেধ  
বিধির সমানবিষয়ত্ব আপত্তি ঘটিতেছে । অতএব, বিষ্ণুভাগবতই হউক । যদি বল এই লক্ষণের  
অন্তপুরাণে অতিপ্রসক্তি হয় । অথবা যেমন বৃত্রাসুরবধলক্ষণ অন্তপুরাণে প্রসক্ত হইলেও  
লক্ষণত্বে পরিগৃহীত হয়, সেইরূপ ত ইহাতেও আছে, তবে তাহা হইবেনা কেন ? না  
হইবার কারণ এই যে, তাহাতে পূর্বোক্ত নিকৃতিবচনপ্রকরণে বিরোধ উপস্থিত হয় ।  
অথবা, এটা লক্ষণবাক্য, এরূপ পক্ষাবলম্বন করিলেও মহাপুরাণের উদ্দেশে রচিত লক্ষণ  
কদাচ উপপুরাণে প্রসক্ত হইতে পারেনা । কেননা, যখন দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণ সর্বত্রই  
উপপুরাণ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে; তখন, তাহাতে এ লক্ষণের প্রসক্তি হওয়া কোনক্রমেই  
সম্ভবপর নহে । সুতরাং “নতু দেবীপুরাণকম্” এই নিষেধবাক্যের ব্যর্থতা হইয়া পড়ে ।  
অতএব, পূর্বোক্ত অর্থই এ বচনের নিশ্চিতার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । আর, এইটাই  
লক্ষণ বাক্য এরূপ পক্ষ অবলম্বন করিলে, যৎকিঞ্চিৎ চরিত কি সমগ্র চরিত গ্রহণ করিবে ?  
যৎকিঞ্চিৎ চরিত কথা ত, সকল পুরাণেই বর্তমান দৃষ্ট হয় । তাহা হইলে কেবল দেবীপুরাণের  
নিষেধেই ত নির্বাহ হইতেছে না ? অতএব, দেবীপুরাণনিষেধস্বারস্ত্রাহেতু যাবচ্চরিত আছে  
তৎসমস্তেরই মুখ্যত্বরূপে ভগবতীচরিত কথাই গ্রহণ করিতে হইবে । তাহা হইলে, কোন-  
ক্রমেই আর তোমার অভীষ্টার্থসিদ্ধি হইতেছে না । কেননা, বিষ্ণুভাগবতে মুখ্যত্বরূপে  
দুর্গাচরিতবর্ণনার সম্পূর্ণ অভাব । সুতরাং, এস্থলে আমার অভীষ্টার্থই সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল ।  
আর যে, নিষেধ বিধির সমানবিষয়করূপ দূষণ, তাহাও এবিষয়ে সম্ভাবিত নহে । কেননা,  
প্রকবণবলে যখন তাৎপর্য্য নিশ্চিত হইয়াছে, তখন তাহা পরিবর্জন করিয়া নিষেধ

রূপং দৃষণস্ত নৈব সম্ভবতি । প্রকরণবলাৎ তাৎপর্যে নিশ্চিতং তদ্বিষয়ং বিহায়ৈব নিষেধ-  
প্রবৃত্তেঃ । বৃত্তাস্তরবধোপেতত্বলক্ষণং তু গায়ত্র্যারম্ভবিশিষ্টমিতি ন তদতিপ্রসক্তং তস্মাৎ  
পূর্বোক্ত এব তদ্বচনর্থ ইতি তদ্বচনাদেবীভাগবতং মহাপুরাণং ন তু বিষ্ণুভাগবতমিতি শিব-  
পুরাণমতম্ । অত্র চ নিয়মদ্বয়স্য পূর্বোক্তস্য সত্বাধিষ্ণুভাগবতবিষয়ে তথা নিয়মদ্বয়াভাবাদিদং  
শিবপুরাণমতমেব মুখ্যমন্যপুরাণমতং ত্বেকদেশীতি নিয়মদ্বয়প্রদর্শকব্যাসবাক্যেন স্পষ্টমেব  
বোধিতমিতি স্থিতিয়া বিভাবয়ন্ত । কিঞ্চ “শৈবমাদিপুৰাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথা” । ইতি পাদ্য-  
বচনসম্বাদিতয়া “নবরাত্রে তু দেবেশি দোর্গং ভাগবতং পঠেৎ । জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন  
সমাহিতঃ” ॥ ইতি হর্গাতরঙ্গিণীধৃতযামলবচনেন তথা “দেবীভাগবতং নিত্যং পঠেত্তক্ত্যা  
সমাহিতঃ । নবরাত্রে বিশেষেণ শ্রীদেবীপ্ৰীতয়ে মুদা” ॥ ইতি মহেশঠকুরকৃতহর্গাপ্রদীপধৃতদেবী-  
যামলবচনেন চ সপ্রমাণস্য দেবীভাগবতস্য সর্বথোপপুরাণমধ্যেএব নিবেশাৎ । “তত্র ভাগ-  
বতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্” । ইতি প্রথমস্কন্ধস্থ মহাপুরাণেষু পঞ্চমমিদং পুরাণমিত্যর্থকস্ত  
দেবীভাগবতোক্তবচনস্ত নিরালম্বনত্বাদপ্রামাণ্যাপত্তেঃ । মন্যতে তু তস্ত বিষয়লাভান্না-  
প্রামাণ্যং তদ্বচনপ্রামাণ্যাদপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি । কিঞ্চ হেমাদ্রৌ কালিকা-

প্রবৃত্তির কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে ? বৃত্তাস্তরবধসম্বন্ধ লক্ষণটী গায়ত্র্যারম্ভ-বিশিষ্ট ।  
সুতরাং, উহা অতিপ্রসক্ত হইতে পারে না । অতএব, পূর্বোক্ত অর্থই এ বচনের স্থিরীকৃত  
অর্থ এবিষয়ে আর কোন সংশয় উপস্থিত করাও সম্ভবত বোধ হয় না । তাহা হইলে দেবী-  
ভাগবতই নিশ্চয় মহাপুরাণমধ্যে পরিগণিত হইল এবং বিষ্ণুভাগবতেরও উপপুরাণত্বে আর  
সন্দেহ রহিল না, ইহাই শিবপুরাণের মত । কেননা, এবিষয়ে, পূর্বোক্ত নিয়মদ্বয়ের  
দেদীপ্যতা প্রতীতি হইতেছে ; কিন্তু বিষ্ণুভাগবতবিষয়ে উল্লিখিত নিয়মদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব ।  
অতএব, শিবপুরাণের মতই মুখ্য মত বলিয়া জানিতে হইবে । অপরাপর পুরাণের মত  
সমস্ত একদেশগ্রাহী । সুতরাং, ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পূর্বোক্ত নিয়মদ্বয়  
প্রদর্শকবাক্যবলে স্পষ্ট দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া বুঝাইতেছে এবং ইহাই  
আমাদিগের স্থির সিদ্ধান্ত । এক্ষণে, মতিমান্ স্ত্রীধর্ম স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন ।

অপিচ, “শৈবমাদিপুৰাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথা” ॥ এই পদ্যপুরাণের বচন, এবং “নবরাত্রে  
তু দেবেশি ! দোর্গং ভাগবতং পঠেৎ । জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিতঃ” ॥ হে  
দেবেশি ! নবরাত্রিতে হর্গামাহাত্ম্যপূর্ণ ভাগবত অর্থাৎ দেবীভাগবত ও সপ্তশতী চণ্ডী  
নিয়মপূর্বক একাগ্রচিত্তে পাঠ করিবে । হর্গাতরঙ্গিণীধৃত এই যামল বচন, তথা “দেবীভাগবতং  
নিত্যং পঠেত্তক্ত্যা সমাহিতঃ । নবরাত্রে বিশেষেণ শ্রীদেবীপ্ৰীতয়ে মুদা” ॥ এই মহেশঠকুর-  
কৃতহর্গাপ্রদীপগ্রন্থিত দেবীযামলবচনবলে প্রমাণীকৃত দেবীভাগবতের সর্বথা উপপুরাণ  
মধ্যে সন্নিবেশ হেতু “তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্” । অর্থাৎ বেদতুল্য পরম পবিত্র  
এই দেবীভাগবত মহাপুরাণ সকলের মধ্যে পঞ্চমপুরাণ বলিয়া পরিগণিতঃ । এইরূপ  
অর্থবোধক দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধস্থিত উল্লিখিত বচনের নিরালম্বনহেতু অপ্রামাণ্য  
আপত্তি উপস্থিত হয় । কিন্তু, আমার মতে তাহার বিষয় লাভ হেতু অপ্রামাণ্য নহে ;



পুরাণে । “যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতম্” । ইতি বচনং তদপি দেবীভাগবতশ্চৈব মহাপুরাণঞ্চ বোধয়তি । তথাহি “অষ্টাদশভ্যস্ত পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে । বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্থথা তেভ্যো বিনির্গতম্” ॥ ইতিমাংশুবচনেনোপপুরাণানাং মহাপুরাণমূলকত্বনিয়মা-  
দিদং কালিকাপুরাণং কিম্পুরাণমূলকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তস্তানিবর্তকমিদং বাক্যং যদিদং কালি-  
কাখ্যং পুরাণং তন্মূলং তস্ত মূলং ভাগবতং বিহুরিতি হি তস্তার্থো নিবন্ধকারৈর্দর্শিতঃ । যথাক্তান্যুপ-  
পুরাণান্তেকৈকস্মান্নমহাপুরাণান্নির্গতানি তদ্বদিদং ভাগবতাত্মপন্নমিতি যাবৎ । তচ্চ ভাগবতং  
ন বৈষ্ণবং তন্মূলং ভবিতুমর্হতি । দেব্যুপপুরাণস্ত দেবীপুরাণমূলকত্বে এব সামঞ্জস্যং । শৈবোপ-  
পুরাণানাং শৈবেভ্য এব বৈষ্ণবোপপুরাণানাং বৈষ্ণবেভ্য এবোৎপত্তিদর্শনাদিতি দেবীভাগবত-  
মেব তন্মূলমিতি তস্ত মহাপুরাণত্বং সিদ্ধম্ । যত্র তু কচিৎ কচিৎ মহাপুরাণমূলকত্বমপ্রসিদ্ধং তত্র  
যথাযোগ্যমনুমেয়মিতি । কিঞ্চাদিত্যপুরাণদৃষ্ট্যানপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্ । তথাহি

বিশেষতঃ তাহার উল্লিখিত বচনপ্রমাণানুসারে দেবীভাগবতই মহাপুরাণের অন্তর্গত তাহাতে  
সংশয় নাই । আরও, কালিকাপুরাণের হেমাদ্রিপ্রস্তাবে “যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং  
ভাগবতং স্মৃতম্” । এই বচনটীও বিশেষরূপে দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া জানাই-  
তেছে । অপি চ, “অষ্টাদশভ্যস্ত পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে । বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্থথা  
তেভ্যো বিনির্গতম্” ॥ অর্থাৎ, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অষ্টাদশমহাপুরাণ ব্যতীত অনাথ যে সকল  
পুরাণ দৃষ্ট হয় তাহারাও ঐ সমস্ত মহাপুরাণ হইতেই নির্গত জানিবে । যখন, মৎস্ত পুরাণের  
এই বচনানুসারে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সমস্ত উপপুরাণই অষ্টাদশ মহাপুরাণমূলক ;  
তখন, কালিকাপুরাণটী কোন্ মহাপুরাণ হইতে বিনিঃসৃত ? এক্রপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে,  
“যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতম্” । এই যে, কালিকানামক উপপুরাণ,  
ইহার মূল ভাগবত ; এই বচনটী কি, তাহার মীমাংসক নহে ? ইহা কেবল আমি বলি-  
তেছি না, নিবন্ধকারগণও তাহার এই মত অর্থই প্রদর্শন করিয়াছেন । অর্থাৎ, যেমন  
অন্যান্য উপপুরাণ সকল এক একটী মহাপুরাণ হইতে বিনির্গত ; সেইরূপ এই কালিকা  
পুরাণটীও মহাপুরাণ ভাগবত হইতে উৎপন্ন । এস্থলে, ভাগবত শব্দটার নির্দেশ থাকায়  
স্মৃতরাং দেবীভাগবতকেই গ্রহণ করিতে হইবে । কেন না, কালিকাপুরাণের মূল বিষ্ণুভাগবত,  
এক্রপ অসম্বন্ধ মত প্রকাশ করিলে, প্রজ্ঞাবান্ কোবিদবৃন্দ তাহা উন্নতপ্রলাপ ভিন্ন আর কি  
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন ? অতএব, দেবীসম্বন্ধি উপপুরাণ দেবীভাগবত মূলক ; এই  
কথা বলিলে, বোধ হয়, তাহার সামঞ্জস্য বিষয়ে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না ।

আর, যখন, শৈব উপপুরাণসকল শৈব মহাপুরাণ হইতে এবং বৈষ্ণব উপপুরাণসমস্ত  
বিষ্ণুমহাপুরাণ হইতেই উদ্ভূত দেখা যাইতেছে । তখন, দেবীভাগবতই যে, দেবীসম্বন্ধি  
উপপুরাণ গুলির মূল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । স্মৃতরাং ইহাতেও দেবীভাগবতেরই  
মহাপুরাণত্ব সিদ্ধ হইতেছে । তবে, যে স্থলে, কোথাও কোথাও মহাপুরাণমূলকত্বের  
অপ্রসিদ্ধতা দৃষ্ট হয়, সেস্থলে, যথাযোগ্য অনুমান করিয়া লইতে হইবে । পরন্তু, আদিত্য  
পুরাণ দর্শনেও দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় । কারণ, আদিত্য-

আদিত্যপুরাণে রক্তাসুরবধপ্রস্তাবে । “যা জগ্নে মহিষং দৈত্যং ক্রুরং বৃত্রাসুরং তথা । সাহদ্য-  
রক্তাসুরং হত্বা স্বারাজ্যং তে প্রদাস্ততি” ॥ ইতি বচনম্ । অনেন বচনেন দেবীভাগবতে স্বসম্মতি-  
র্দর্শিতা । ন হি দেবীভাগবতাতিরিক্তসৰ্ব্বপুরাণেষু দেবীকৃতো বৃত্রাসুরবধঃ কচিদপ্যস্তি । ইন্দ্র-  
কৃতশ্চৈব তস্ম সত্বাৎ কেবলং দেবীভাগবত এব দেবীকৃতঃ সোহস্তি । তদগ্রহণেন তু দেবীভাগ-  
বতে স্বসম্মতির্দর্শিতেনৈতি যুক্তমেব । অনন্তরঞ্চ তত্রৈব পুরাণদানপ্রস্তাবে । “দদাতি সূর্য্য-  
ভক্তায় যস্ত ভাগবতং দ্বিজাঃ । সৰ্ব্বপাপবিনিমুক্তঃ সৰ্ব্বব্যাধিবিবর্জিতঃ । জীবৈদ্বর্ষশতং সাগ্র-  
মস্তে বৈবস্বতং পদম্” ॥ ইতি পঠিতম্ । অত্র চ স্বসম্মতং ভাগবতমেব গ্রহীতুমুচিতম্ । কিঞ্চিদং  
বচনং দেবীভাগবতপক্ষে এব স্বরসতঃ সঙ্গচ্ছতে । প্রথমশ্লোকে একাদশদ্বাদশস্কন্ধয়োশ্চ সবিস্তরং  
গায়ত্রীবিধানসহস্রনামাদেঃ কথনাং সূর্য্যস্ত গায়ত্রীদেবতাস্বাৎ । তদ্ভাগবতপক্ষে তু বৈকুণ্ঠং  
গচ্ছেদিত্যেব বদেদিতি । কিঞ্চ “যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ । বৃত্রাসুরবধোপেতং  
তদ্ভাগবতমিষ্যতে” ॥ ইতি মাৎশ্ববচনমপি দেবীভাগবতশ্চৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি । বেদে

পুরাণে রক্তাসুরবধপ্রস্তাবে । “যা জগ্নে মহিষং দৈত্যং ক্রুরং বৃত্রাসুরং তথা । সাহদ্য-  
রক্তাসুরং হত্বা স্বারাজ্যং তে প্রদাস্ততি” । যে দেবী ক্রুরকর্মা দিতিনন্দন মহিষ ও বৃত্রা-  
সুরকে নিহত করিয়াছেন, সেই দেবীই এক্ষণে রক্তাসুরের বধ সাধন পূর্ব্বক তোমাকে  
স্বারাজ্য প্রদান করিবেন । এই বচন দ্বারা দেবীভাগবত বিষয়ে স্বীয় মত প্রদর্শিত হইয়াছে ।  
বিশেষতঃ সমস্তপুরাণ মধ্যে, দেবীহস্তে বৃত্রাসুরবধের কথা দেবীভাগবত ব্যতীত অপর  
কোন স্থলেই দেখা যায় না । বিষ্ণুভাগবতেও বৃত্রবধের বিষয় আছে বটে ; কিন্তু, তাহাতে  
দেবরাজ ইন্দ্রই দেব ও মুনিগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বৃত্রকে বিনাশ করেন, এইরূপ বর্ণিত  
আছে । আর দেবীভাগবতে দেবী স্বয়ং বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টত  
নির্দেশ আছে । অতএব এইবচনের মত গ্রহণ করিলে দেবীভাগবত বিষয়ে নিজমত  
প্রদর্শনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয় । আর এক কথা এই যে, সেই স্থানেই পুরাণ-  
দানপ্রস্তাবে “দদাতি সূর্য্যভক্তায় যস্ত ভাগবতং দ্বিজাঃ । সৰ্ব্বপাপবিনিমুক্তঃ সৰ্ব্বব্যাধি-  
বিবর্জিতঃ । জীবৈদ্বর্ষশতং সাগ্রমস্তে বৈবস্বতং পদম্” । হে দ্বিজগণ ! যিনি সূর্য্যভক্তকে  
ভাগবত গ্রন্থ প্রদান করেন, তিনি সমস্ত পাপ ও ব্যাধিসঙ্কুল হইতে নিম্মুক্ত হইয়া  
ইহ লোকে শত বৎসরেরও অধিক জীবিত থাকেন এবং অন্তিম কালে দিব্যজ্ঞানে  
সূর্য্যের স্বরূপ ধাম প্রাপ্ত হইবেন । এস্থলেও স্বাভিপ্রেত ভাগবতকেই গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ  
হইতেছে । কেননা, স্বারশ্চহেতু এই বচনটী দেবীভাগবতেই সঙ্গত হইতেছে । তাহার  
কারণ, দেবীভাগবতের প্রথম শ্লোকে ও একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধে সবিস্তার গায়ত্রীবিধানক সহস্র  
নামাদির বর্ণনায় গায়ত্রীকেই সর্ব্বপ্রধানা সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে ।  
অতএব, যদি বিষ্ণুভাগবতই অভিপ্রেত বস্তু হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বচনে “সেই ব্যক্তি  
বৈকুণ্ঠে গমন করিবে” এরূপ না বলিয়া “অস্তে বৈবস্বত পদ প্রাপ্ত হইবে” এরূপ বলিবার  
উদ্দেশ্য কি ? কেবল, ইহাই নহে, মাৎশ্বপুরাণেও “যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্ম-  
বিস্তরঃ । বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে” ॥ যে গ্রন্থে গায়ত্রীকে অবলম্বন পূর্ব্বক



ত্রিপদা গায়ত্রীতি গায়ত্রীলক্ষণং শ্রুয়তে । তেন চ ত্রিপাচ্ছন্দোহধিকৃত্য যত্র ধর্মবিস্তরো বর্ণ্যতে তদ্ভাগবতমিতি তদর্থঃ । ত্রিপাচ্ছন্দশ্চ দেবীভাগবতে প্রথমশ্লোকে । “সর্বচৈতত্ত্বরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি । বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ” ॥ ইতি শ্রুয়তে । ন বিষ্ণুভাগবতে তচ্ছন্দোহস্তি মুখ্যার্থসম্ভবে গায়ত্রীপদস্ত লক্ষণয়া ধীমহীত্যর্থকরণেন বিষ্ণুভাগবতপরম্বকল্লনমস্ত বচনস্ত তু সাহসমেব । কচিংপুরাণেষু যদি তাদৃশ্যাত্তেব বিষ্ণুভাগবতপরানি বচনানি সন্তি । তত্র গতাস্তরাভাবাদস্ত লক্ষণা । উদাসীনে মাংস্ত্বাক্যে তু মুখ্যবিষয়সম্ভবে সাহসুচিতি । যদ্য-  
প্যাধুনিকপুস্তকেষু কচিচ্চতুশ্রণশ্লোকোহপি দৃশ্যতে তথাপি সপ্তশত্যাং গুপ্তবতীটীকাকার-  
দিভিত্তিপাংশ্লোকশ্চৈব ব্যাখ্যাতত্বেন স এব সাম্প্রদায়িকঃ পাঠ ইতি বোধ্যম্ । যত্তু গায়-  
ত্রার্থশ্চ বিষ্ণুধ্যানং ন তু শিবশক্তিস্বরূপাদিধ্যানমিত্যুক্তং তত্তু নাস্তিকত্বমূলকমেব । “মৈত্রা-  
য়ণীয়ানাং ভর্গো বৈ রুদ্রঃ” ইতি শ্রুতৌ প্রপঞ্চসারাদিসর্বতন্ত্রেষু পুরাণাদিষু চ শিবস্বরূপশক্ত্যাদি-  
রূপার্থশ্চোক্তত্বাচ্চ তদুদাহৃতমাগ্নেয়বাক্যস্ত বিরোধত্বে নাপেক্ষং শ্রাদসতি হনুমানমিতি শ্রায়াৎ  
স্তাবকমেবেতি । কিঞ্চ “হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র ব্রতবধস্তথা । গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং

সবিস্তর ধর্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা বৃত্তাস্তরবধবৃত্তাস্তপূর্ণ তাহাই ভাগবতনামে  
প্রসিদ্ধ । এইবচনটী স্পষ্টরূপে দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে । বেদে  
গায়ত্রীর লক্ষণ “ত্রিপদা” বলিয়া শ্রুত হইতেছে । তাহা হইলে এই অর্থটীই সঙ্গত  
হইতেছে যে, যাহাতে ত্রিপাদ্ ছন্দ অধিকার করিয়া সবিস্তর ধর্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে  
তাহাই ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ । অথচ দেবীভাগবতেরই প্রথম শ্লোকে “সর্বচৈতত্ত্বরূপাং  
তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি । বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ” ॥ এই ত্রিপদা গায়ত্রী শ্রুত হইতেছে ।  
বিষ্ণুভাগবতে ত্রিপাদ্ ছন্দের অস্তিত্বমাত্র দৃষ্ট হয় না ; তথাপি যদি, কেবল ‘ধীমহি’ এই  
পদটী লইয়াই তাহার গায়ত্রীত্ব অঙ্গীকার পূর্বক উপরি উক্ত বচনের অর্থ বিষ্ণুভাগবতপরম্ব  
বলিয়া কল্পনা কর, তাহা হইলে, মুখ্যার্থ বিনর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে লক্ষণার পদাশ্রয় গ্রহণ  
করিতে হয় ; অতএব উহাকে সাহসমাত্র বৈ আর কি বলা যাইতে পারে ? তবে কোন  
পুরাণের মধ্যে যদি তাদৃশ বিষ্ণুভাগবতপর বচন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, গতাস্তর অভাবে  
সুতরাং লক্ষণার শরণ লওয়াই শ্রেয়ঃ । কিন্তু, মৎস্তপুরাণের বাক্য উদাসীন থাকিলেও মুখ্য  
বিষয় সম্ভবে লক্ষণা স্বীকার করা অনুচিত বলিয়া বোধ হয় । আর, আধুনিক পুস্তকের মধ্যে  
যদি কোথাও চতুশ্রণ শ্লোক দৃষ্ট হয়, তাহা অসাম্প্রদায়িক পাঠ ; কারণ, সপ্তশতীর গুপ্তবতী-  
প্রভৃতিটীকাকারগণ ত্রিপাদ্ শ্লোকের ব্যাখ্যা করায় ত্রিপাদ্ শ্লোকই যে প্রকৃত সাম্প্রদায়িক  
পাঠ তাহাতে আর সংশয় নাই । আর যাহারা বলেন যে, গায়ত্রীর অর্থ স্বরূপ, শিব বা শক্তির  
ধ্যান নহে, উহা কেবল বিষ্ণুধ্যান মাত্র ; তাঁহাদের সেই উক্তিটী নিশ্চয়ই নাস্তিকতামূলক-  
মাত্র ! কেন না, “মৈত্রায়ণীয়ানাং ভর্গো বৈ রুদ্রঃ” এইরূপ শ্রুতি বর্ত্তমানে এবং প্রপঞ্চসার  
প্রভৃতি তন্ত্র ও প্রধান প্রধান পুরাণ সকলের মধ্যে শিব, স্বরূপ কি শক্তি প্রভৃতি পক্ষে অর্থ  
নির্দেশিত থাকায় পূর্ব উদাহৃত অগ্নিপু্রাণের বাক্যটী বিরোধী হইলেও তাহা অগ্রাহ্য ।  
কারণ, “অসতি হনুমানঃ” এইরূপ শ্রায়প্রযুক্ত উহা স্তাবকবাক্য বলিয়া জানিবে ।

বিহুঃ” ॥ ইতিপুরাণান্তরবাক্যমপি দেবীভাগবতশ্চৈব মহাপুরাণত্ববোধকম্ । তথা হি  
হয়গ্রীবনামাস্মরো দেবীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রসিদ্ধস্তেনোপাসিতা ব্রহ্মপ্রতিপাদিকা বিদ্যা  
জীদৈবত্যো মন্ত্রঃ । সা বিদ্যা যত্র বর্ততে তদ্ভাগবতমিত্যর্থঃ । স দৈত্যস্তূত্বপাসিতা বিদ্যা  
চেত্যানুভবমপি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে দর্শিতম্ । “জপনেকাক্ষরং মন্ত্রং মায়াবীজাক্ষরং মম” ॥ ইত্যা-  
দিনা । নহু বিষ্ণুভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধেহপি হয়গ্রীবমন্ত্রস্ত সঙ্গাদিদং বচনমুভয়ভাগবতসাধারণ-  
মিতি চেন্ন । নারদীয়ে শারদাতিলকাদিনিবন্ধেষু চ “মন্ত্রাঃ পুংদেবতাঃ প্রোক্তা বিদ্যাঃ  
জীদেবতাঃ স্মৃতাঃ” ॥ ইত্যাদিবচনৈঃ জীদৈবত্যমন্ত্ৰেষেব বিদ্যাপদপ্রয়োগো ন পুংদৈবত্য-  
মন্ত্ৰেষিতি প্রতিপাদনাৎ । কচিৎ পুংদৈবত্যমন্ত্ৰে তথাপ্রয়োগস্ত গৌণঃ । ন চ গৌণার্থমাদায়  
তদ্বচনস্ত বিষ্ণুভাগবতপরত্বং কল্পিতুমুচিতম্ । লক্ষণারূপদোষাপত্তেঃ । তস্মান্ন তদ্বচনমুভয়-  
সাধারণমিতি দেবীভাগবতশ্চৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি । কিঞ্চ সারস্বতস্ত কল্পশ্চেতি মাংস্ত-  
বচনাদপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্ । অত্র হেবং প্রকরণশুদ্ধিঃ । ঋষয় উচুঃ । “পুরাণ-

অপিচ । “হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র ব্রহ্মবধস্তথা । গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিহুঃ” ।  
যে গ্রন্থে হয়গ্রীব নামক দানবের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ ও ব্রহ্মাসুরবধবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে; এবং  
যাহা ত্রিপাদ্ গায়ত্রী দ্বারা সমারম্ভ, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানেন । এই  
পুরাণান্তর বাক্যটিও দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব বোধ করাইতেছে । অর্থাৎ দেবীভাগ-  
বতের প্রথম স্কন্ধেই হয়গ্রীব দৈত্যের বিবরণ এবং সেই অসুর যে জীদৈবতমন্ত্রাত্মিকা  
ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা করিয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে; এই ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় যাহাতে বিবৃত  
আছে তাহাই ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ । তাহাই হইলে এক্ষণে, বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই হয়গ্রীব  
দৈত্য এবং তাহার উপাসিতা সেই ব্রহ্মবিদ্যা উভয় বিষয়ই “জপনেকাক্ষরং মন্ত্রং মায়াবীজাক্ষরং  
মমেতি” এইরূপে দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে । যদি বল যে, হয়গ্রীবের  
উপাখ্যান বিষ্ণুভাগবতেরও পঞ্চমস্কন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ঐ বচনটী উভয় ভাগ-  
বতেই সামান্তরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহা নহে । কেননা, নারদীয় ও শারদাতিলক  
প্রভৃতি নিবন্ধমধ্যে “মন্ত্রাঃ পুংদেবতাঃ প্রোক্তাঃ বিদ্যাঃ জীদেবতাঃ স্মৃতাঃ” ॥ এইরূপ বচন  
দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা মন্ত্র জীদেবতাক্ষররূপে প্রয়োগ করার কদাচ পুরুষদৈবত হইতে পারে না  
বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে । কদাচিৎ পুরুষদৈবত মন্ত্ৰে সেরূপ প্রয়োগ থাকিলেও তাহা গৌণ  
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । অতএব, গৌণার্থ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত বচনটির বিষ্ণু-  
ভাগবতপরত্ব কল্পনা করা কখনই সম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয় না । কারণ, তাহাতে লক্ষণা-  
স্বীকাররূপ দোষ উত্থাপিত হইতে পারে । সেইজন্ত উল্লিখিত বচনটী সাধারণতঃ উভয় ভাগবত-  
বিষয়ে সমন্বিত না হইয়া বস্তুতঃ দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব বোধ করাইতেছে । অপি চ,  
মংস্ত পুরাণের “সারস্বতস্ত কল্পশ্চেতি” । এই বচন দ্বারাও দেবীভাগবত মহাপুরাণ বলিয়া  
প্রতিপাদিত হইতেছে । এবিষয়ে এই প্রকারে প্রকরণ বিশোধিত হইতেছে । যথা, “ঋষয়  
উচুঃ । পুরাণসংখ্যামাচক্ষু স্তত ! বিস্তরতঃ ক্রমাৎ । ব্রহ্মণাহভিহিতং পূর্বং যত্তদব্রাহ্মমিতি” ।  
ঋষিগণ কহিলেন, হে স্তত ! ক্রমাগুণে আমাদিগের নিকট পুরাণ সকলের সংখ্যা বিবৃতি



সংখ্যামাচক্ষু সূত ! বিস্তরতঃ ক্রমাৎ” । ইতি মুনিপ্রশ্নোত্তরং ব্রহ্মণাহতিহিতং পূৰ্ব্বং যন্তদ্ব্যাক্ষং পদ্মকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ং পাদ্মং বরাহকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ং বৈষ্ণবং শ্বেতকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ং বায়বীয়মিত্যেবং তত্ত্বংকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ানি পুরাণান্ব্যক্তা । তদন্তরম্ । “যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধৰ্ম্মবিস্তরঃ । বৃত্তাস্তুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে” ইতি । “সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্মার্নরামরাঃ । তদ্বৃত্তান্তোক্তবং লোকে তদ্ভাগবতমিষ্যতে” । ইত্যুক্তা । ততোহন্যত্রাপি মহাপুরাণান্তেব তত্ত্বংকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ানি দর্শিতানি । পশ্চাদুপপুরাণকথনার্থমুপভেদান্ প্রবক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় পদ্মপুরাণান্নারসিংহং নির্গতমেবং নন্দিসাধাদিত্যসংজ্ঞকান্ব্যক্তা । অত্রোপ-  
পুরাণাত্মাপি মহাপুরাণেভ্য এব নির্গতানীতি । “অষ্টাদশভ্যস্ত পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে । বিজানৌধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তদা তেভ্যো বিনির্গতম্” । ইতি বচনেন সূতঃ স্মারিককৃতবান্ । ততঃ “সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ” । ইত্যাদিনা পুরাণলক্ষণান্ব্যক্তা । “সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্য-  
মধিকং হরেঃ । রাজসেযু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যং ব্রহ্মণো বিদুঃ । তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেযু

করিয়া বল । মুনিগণের এইরূপ প্রশ্নোত্তরে, সূত কহিলেন, পুরাকালে পদ্মবোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ব্রাহ্মপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ । যাহা পাদ্মকল্পবৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া বর্ণিত, তাহাই পদ্মপুরাণ বলিয়া সমাখ্যাত । সেইরূপ, বরাহকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ি পুরাণ বরাহ বা বৈষ্ণব, শ্বেতকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ি বায়বীয় । ফলতঃ তত্ত্বংকল্পবৃত্তান্তকথাশ্রয় প্রযুক্ত পুরাণ সকলও সেই সেই নামেই প্রসিদ্ধ ; এইরূপে পুরাণের নাম নির্দেশ করিয়া, তদনন্তর “যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধৰ্ম্মবিস্তরঃ । বৃত্তাস্তুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে ইতি” ॥ যে পুরাণে গায়ত্রী আশ্রয় করিয়া বিস্তাররূপে ধৰ্ম্মকথা বিবৃত হইয়াছে এবং যাহা বৃত্তাস্তুরবধ-  
বৃত্তান্ত কথা বিভূষিত, তাহাই ভাগবত বলিয়া পরিগণিত । “সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্মার্নরামরাঃ । তদ্বৃত্তান্তোক্তবং লোকে তদ্ভাগবতমিষ্যতে” । সারস্বতকল্পমধ্যে যে সমস্ত নর বা অমরগণের কথা আছে, তত্ত্বদ্বিবরণসম্বৃত গ্রন্থই ইহ সংসারে ভাগবত নামে বিস্তৃত । এইকথা বলিয়াই তাহার পর, অপরাপর পুরাণসমস্তও যে, একএকটী কল্পবৃত্তান্ত সমাশ্রয় পূৰ্ব্বক প্রণীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে । তদনন্তর, উপপুরাণসক-  
লের নাম নির্দেশ ও যে যে মহাপুরাণ হইতে তাহাদের উৎপত্তি তদ্বিষয় বর্ণনার নিমিত্ত “উপভেদান্ প্রবক্ষ্যামীতি” এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূৰ্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! নার-  
সিংহপুরাণটী পদ্মপুরাণ হইতে নির্গত জানিবেন ; সেইরূপ, নন্দিকেশ্বর, সাধ, আদিত্য ও অপরাপর উপপুরাণও মহাপুরাণ হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে ; অধিক কি, অষ্টাদশ মহাপুরা-  
ণের অতিরিক্ত যে সকল পুরাণ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই ঐ সকল মহাপুরাণ-মূলক বলিয়া জানি-  
বেন ।

মহর্ষি সূত এতাবৎবাক্যের দ্বারা পুরাণ সঙ্খ্যার বিষয় পরিশেষ করিয়া পরে, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশও মন্বন্তর প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা পুরাণলক্ষণ সকল নির্দেশ করিলেন । অনন্তর কহিলেন, মুনিগণ ! পুরাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সমধিক হরিমহিমাপূর্ণ কল্পসঙ্ক-  
লই সাত্ত্বিক, বিশ্বশ্রুতা পিতামহ ব্রহ্মার মাহাত্ম্যবর্ণিত কল্পসমস্তই রাজস, অগ্নি ও রুদ্রদেবের

শিবস্ত চ । সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং চ নিগদ্যতে” । ইতি বচনেন পুরাণপ্রতিপাদ্যহরি-  
ব্রহ্মাগ্নিহরসরস্বতীপিতৃণাং মাহাত্ম্যসম্বন্ধাৎ কল্পানাং সাত্ত্বিকরাজসতামসত্বসঙ্কীর্ণত্বেদৈশ্চাতু-  
বিধ্যত্বমুক্তবানিতি । তত্র কল্পানাং তত্তদেবতাসম্বন্ধজ্ঞানস্ত তত্তৎকল্পাশ্রিততত্তৎপুরাণ-  
প্রতিপাদ্যমুখ্যদেবতাজ্ঞানেনৈব বোধ্যম্ । অত্রপ্রকারস্ত কচিদপিপুরাণেষুপলভ্যাত্ত্রৈবং  
মতি । “সারস্বতস্ত কল্পস্ত মধ্যে যে স্মার্নরামরাঃ । তদ্বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবত-  
মিষ্যতে” । ইতি বচনং ভাগবতস্ত লক্ষণপ্রতিপাদকং প্রতিপাদিতম্ । তদর্থস্ত যথা গারুড়-  
কল্প ইত্যত্র গারুড়শ্রায়ং গারুড়ঃ । যথা বা বারাহকল্প ইত্যত্র বরাহশ্রায়ং বারাহ ইতি ব্যুৎ-  
পত্তিঃ প্রসিদ্ধা । তদেব সরস্বত্যা অয়ং সারস্বত ইতি বিগ্রহঃ । “সরস্বত্যাস্তথা কল্পো  
গৌরীকল্পস্তথৈব চ” । ইতি কল্পনামসু সরস্বতীকল্পত্বেনৈব কথিতত্বাচ্চ । মৎস্যপুরাণে উপাস্ত্যা-  
ধ্যায়ে । “সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং কল্প উচ্যতে” । ইতি বচনেন তথৈবোক্তত্বাচ্চ ব্রহ্ম-  
বিষ্ণুরূদ্রাণাং কল্পবদগৌরীলক্ষ্ম্যাঃ কল্পবচ্চ সরস্বতীকল্পস্যার্থপ্রাপ্তত্বাচ্চ তাদৃশসারস্বত-  
কল্পসম্বন্ধিনো যে দেবমনুষ্যাস্তদ্বৃত্তান্তসোদ্ভব উৎপত্তিরিত্যাদি তৎপুরাণং ভাগবতং বিদুঃ ।  
তদ্বৃত্তান্তপ্রদর্শকং যৎ পুরাণং তদ্ভাগবতসংজ্ঞকমিতি যাবৎ । অত্র চ তত্তদেবতানামাবি-  
র্ভাবাশ্রয়া যে যে কল্পান্তে তত্তন্নান্না ব্যবহ্রিয়ন্তে । এতচ্চ তত্তন্নাকল্পাশ্রিতেষু পুরাণেষু

মহিমাপরিপূর্ণ কল্পসমস্তই তামস । আর, সরস্বতী ও পিতৃগণ মাহাত্ম্যবর্ণিত কল্পসকলকে  
সঙ্কীর্ণকল্প বলিয়া অবধারণ করেন। অতএব, পুরাণবক্তা সূত এই সমস্ত বচন দ্বারা পুরাণ-  
প্রতিপাদ্য হরি, ব্রহ্মা, অগ্নি, রুদ্র, সরস্বতী ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধ প্রযুক্ত কল্পসকলের  
সাত্ত্বিকত্ব, রাজসত্ব, তামসত্ব, ও সঙ্কীর্ণত্বাদিভেদে চাতুর্বিধ্যত্ব জানাইয়াছেন । পরন্তু, তাহার  
মধ্যে, তত্তৎকল্পাশ্রিত তত্তৎপুরাণপ্রতিপাদ্য মুখ্য দেবতা দ্বারাই কল্প সকলের তত্তৎদেবতা  
সম্বন্ধ জ্ঞানমাত্র বোধ করিতে হইবে । ইহা ভিন্ন পুরাণসকলের মধ্যে কুত্রাপি অত্র প্রকা-  
রের উপলব্ধি হয় না ; অতএব, যদি সে বিষয়ে এইরূপই হইল, তাহা হইলে সারস্বতকল্প  
মধ্যে যে সমস্ত দেব বা মানবের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদিগের বৃত্তান্ত ঘটিত গ্রন্থই লোকে  
ভাগবত নামে পরিগণিত ।

ইহাতে ভাগবত লক্ষণ প্রতিপাদক এই বচনটাইত, প্রতিপাদিত হইতেছে ? অর্থাৎ  
যেমন, গারুড়কল্প বলিলেই গারুড়সম্বন্ধি, বারাহকল্প বলিলেই বরাহসম্বন্ধি, এবিষয়ে এইরূপ  
ব্যুৎপত্তিই প্রসিদ্ধ । সেইরূপ সারস্বত এইরূপ প্রয়োগ করিলে, অবশ্যই উহা সরস্বতী-  
সম্বন্ধি বলিয়াই বুঝাইবে । কেননা, কল্পসকলের নাম নির্দেশের মধ্যে সরস্বতীকল্প,  
গৌরীকল্প ইত্যাদিরূপে স্পষ্টত সরস্বতীর কল্পত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে । অপিচ, মৎস্যপুরা-  
ণের উপাস্ত্যাধ্যায়ে “সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং কল্প উচ্যতে” । সে স্থলে এই মত উক্তি  
হেতু, বিশেষত যখন, বিষ্ণুকল্প, ব্রহ্মকল্প, রুদ্রকল্প, গৌরীকল্প ও লক্ষ্মীকল্পের ন্যায় স্পষ্টরূপে  
সারস্বতকল্পের অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং তাদৃশ সারস্বতকল্পসম্বন্ধি যে সমস্ত দেব  
মনুষ্য ; তাহাদিগের বিবরণ সম্বন্ধিত পুরাণই ভাগবত বলিয়া পরিগৃহীত ; অর্থাৎ তদ্বৃত্তান্ত  
প্রদর্শক পুরাণই ভাগবত নামে সগাখ্যাত । তখন এবিষয়ে, ততদ্ দেবতাদিগের আবি-



তত্ত্বদেবতায়্যা এব মুখ্যত্বেনোংপত্তিপ্রদর্শকবাক্যৈর্লক্ষ্মীকল্পাদিকল্পাশ্রিতকুস্মপুরাণাদিষু সর্বত্র প্রসিদ্ধমেব । তথাচ মুখ্যত্বেন সরস্বত্যা আবির্ভাবপ্রতিপাদকং পুরাণং যৎ তদ্ভাগবতমিত্যতি-  
রহস্যার্থঃ । তত্র সারস্বতকল্প ইতি পদেনৈব কল্পস্য সরস্বতীসম্বন্ধে বোধিতে তস্য সঙ্কীর্ণত্বং  
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যা ইতি বচনেনেশ্বরপ্রেরণাং বিনাপি গৃহাগতমেব । অস্মিংশ্চ বচনে ভাগ-  
বতপদেন বিষ্ণুভাগবতস্য গ্রহণং বক্ষ্যাপুত্রোপমমেব । তত্র মুখ্যত্বেন সরস্বত্যা আবির্ভাবসা-  
ম্বাৎ । বিষ্ণুভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে “পাদ্মং কল্পমথো শৃণু” ইতি বচনেন স্বমুখে নৈব স্বস্য পাদ্ম-  
কল্পকথাশ্রয়ত্বস্যোক্তত্বাৎ । তদ্বিরোধাচ্চ ন চ পাদ্মকল্প এব সারস্বতঃ । সরস্বান্ সমুদ্রস্তস্মা-  
জ্জাতং কমলং সারস্বতং তস্য কল্প ইতি ব্যুৎপত্তোক্তি বাচ্যম্ । “পদ্মকল্পস্য বৃত্তান্তং তত্র যস্মা-  
দুদাহৃতম্ । তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতম্” । ইতি পূর্বোদাহৃতশিবপুরাণবচনেন । “এতদেব যদা  
পাদ্মমভূদ্বৈরগ্নয়ং জগৎ । তদ্বৃত্তান্তাশ্রয়ং তদ্বৎ পাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ । পাদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চা-  
শৎসহস্রাণীহ কথ্যতে” । ইতি মৎস্যপুরাণবচনেন । “সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যেস্থান্নরানরাঃ” ।  
ইতি বচনেন চ পাদ্মকল্পসারস্বতকল্পয়োঃ পৃথক্যত্বাৎ । কিঞ্চ সারস্বতকল্পপাদ্মকল্পয়োরেকত্বে

ভাবাশ্রিত যে যে কল্প বর্ণিত হইয়াছে স্তত্র তাহার সেই সেই নামেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।  
সেইরূপ, এটাও তত্ত্বদেবতাদিগের মুখ্যত্বরূপে উৎপত্তি প্রদর্শক  
বাক্যবলে লক্ষ্মীকল্প প্রভৃতি কল্পাশ্রিত কুস্মপুরাণাদিতেও সর্বত্র প্রসিদ্ধ জানিবে । অতএব,  
মুখ্যত্বরূপে সরস্বতীর আবির্ভাব প্রতিপাদক যে পুরাণ তাহাই ভাগবত এষ্টটাই ইহার  
অর্থীত্ব রহস্যার্থ । ফলতঃ সে বিষয়ে, সারস্বতকল্প এই পদ দ্বারাই কল্পটির সরস্বতীসম্বন্ধিত্ব  
বুঝাইল, তাহাতেই তাহার সঙ্কীর্ণতা সজ্ঞটন হইল ; সঙ্কীর্ণের মধ্যে আবার, সরস্বতীর, এই  
বচন দ্বারা ঈশ্বর প্রেরণা না হইলেও গৃহাগত হইল । অতএব, এইরূপ বচনে ভাগ-  
বত পদে যে, বিষ্ণুভাগবতের গ্রহণ, সেটা কেবল, বক্ষ্যা নারীর পুত্রপ্রসবের ঞ্চায় স্বীকার  
করিতে হইবে । কারণ, তাহাতে মুখ্যত্বরূপে সরস্বতীর আবির্ভাবের সম্পূর্ণ অভাব ।  
আর এক বিষয় বিচার করিয়া দেখ, বিষ্ণুভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে “পাদ্মং কল্পমথো শৃণু”  
এই বচনটির দ্বারা স্বমুখেই কি নিজের পদ্মকল্পকথাশ্রয়ত্ব জানাইতেছে না ? উল্লিখিত  
প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইতেছে বলিয়া যেন, এরূপ বলিও না যে, পদ্মকল্পই সারস্বতকল্প ;  
অর্থাৎ সরস্বান্ সমুদ্র, তাহা হইতে সমুৎপন্ন যে কমল তাহার নাম সারস্বত তৎসম্বন্ধি কল্প,  
অতএব সারস্বতকল্প । এপ্রকার ব্যুৎপত্তির দ্বারাও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না ; কারণ,  
“পদ্মকল্পস্ত বৃত্তান্তং তত্র যস্মাদুদাহৃতম্ । তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতম্” । সে হেতু তাহাতে  
পদ্মকল্পের বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে এইজন্য তাহার নাম পাদ্মকল্প বলিয়া বিধৃত । পূর্বোদাহৃত  
শিবপুরাণ বচনেই ইহা স্পষ্টত প্রদর্শিত হইয়াছে । অপিচ, “এতদেব যদা পদ্মমভূদ্বৈরগ্নয়ং  
জগৎ । তদ্বৃত্তান্তাশ্রয়ং তদ্বৎ পাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ । পদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রাণীহ  
কথ্যতে” । বাহাতে এই জগদ্রূপ হিরণ্য পদ্মের উৎপত্তি ও তদ্বৃত্তান্তকথা বর্ণিত আছে,  
পণ্ডিতগণ তাহাকেই পদ্মপুরাণ বলিয়া নির্দেশ করেন । এবং সেই পদ্মপুরাণ পঞ্চপঞ্চাশৎ  
সহস্র সংখ্যক শ্লোকমালায় সংগৃহীত জানিবে । মৎস্যপুরাণের এই বচন, এবং “সারস্বতস্ত

পদ্মকল্পস্য প্রতিপাদকং পুরাণদ্বয়ং পাদ্মং ভাগবতক্ষেত্রেণ বদেৎ কিঞ্চ পদ্মকল্পস্য বৃত্তান্ত-  
মিত্যভিব্যক্তপদার্থা যে স্বতন্ত্রা লোকবিশ্রুতা ইতি ত্রায়েন পূৰ্বে বুধ্যাক্রুতং প্রসিদ্ধং পাদ্ম-  
শব্দং বিহায়াপ্রসিদ্ধং সারস্বতশব্দং পাদ্মশব্দস্য বাচকং কৃত্বা সারস্বতপদঘটিতকল্পনে প্রয়ো-  
জনাত্মকঃ । কিঞ্চ সরস্বত্যাশ্রুতা কল্প ইত্যাদেঃ । পূৰ্ব্বোক্তস্ত সারস্বতপদনিরুক্ত্যর্থকস্ত বচন-  
সমূহস্ত বিরোধশ্চ । ন চ পাদ্মকল্পসারস্বতকল্পয়োঃ পৃথক্বে ত্রিংশৎকল্পেষু মৎস্তপুরাণান্তিমাধ্যায়ে  
কীর্তিতেষু সারস্বতপদেন পাদ্মস্ত গ্রহণং ন শ্রাদ্ধিতি বাচ্যম্ । প্রভাসথণ্ডে ত্রিংশৎকল্পেষু বিষ্ণুজ-  
কল্পার্চিকল্পসুপুমান্ কল্পানাং গ্রহণেহপি তেষাং কল্পানাং যথা মাৎস্ত্যান্তিমাধ্যায়ে ন গ্রহণং  
তথা পাদ্মস্তাপি ন গ্রহণমিত্যস্ত তুল্যত্বাৎ । যদি তেষাং পর্যায়ত্বেন কুত্রচিদন্তর্ভাবঃ ক্রিয়তে  
তহাশ্রাপি কুত্রচিদন্তর্ভাবোহস্ত অতএব বিষ্ণুভাগবতস্ত প্রবন্ধটীকাকারেণ পিতৃকল্পে এব পূৰ্ব্বা-  
র্দ্ধান্তে পদ্যস্তোক্তবাৎপিতৃকল্পপদেন পাদ্মসংগ্রহো বেদিতব্য ইত্যুক্তম্ । পুরাণকল্পকথনপ্রস্তাবে  
সারস্বতকল্পপাদ্মকল্পয়োঃ পৃথক্ করণেন সারস্বতপদেন পাদ্মস্ত সর্বথা ন গ্রহণম্ । বস্তুতস্ত  
ত্রিংশৎকল্পা ব্রহ্মণস্ত্রিংশতিথ্যাশ্রুতকাঃ ত্রিংশতিথিষু প্রতিপদাদিষুৎপদ্যন্তে । ভূঃভূবঃস্ববঃভূভূবঃ-  
স্বব ইত্যাদয়স্ত্রিংশৎকল্পাঃ । পাদ্মাদয়শ্চ বায়ুপুরাণোক্তা দিনকল্পা ব্রহ্মণঃ প্রতিদিবসেষুৎ-

কল্পস্ত মধ্যে যে স্মারস্বতকল্পমধ্যে যে সমস্ত দেব মনুষ্য আছে এই বচন,  
এতদুভয় বচন দ্বারা পাদ্মকল্প ও সারস্বতকল্পের সম্পূর্ণরূপে পার্থক্য নির্দেশিত হইয়াছে ।  
আরও এক কথা এই যে, সারস্বত ও পাদ্মকল্পের একত্ব বিষয়ে, পদ্মকল্প প্রতিপাদক পুরাণদ্বয়  
অর্থাৎ পদ্ম ও ভাগবত এই রূপই বলিয়া থাকে । বিশেষতঃ পদ্মকল্পবৃত্তান্তে “অভিব্যক্তপদার্থা  
যে স্বতন্ত্রা লোকবিশ্রুতাঃ” এই ত্রায়াবসারে পূৰ্বে বুধ্যাক্রুত প্রসিদ্ধ পদ্ম শব্দ পরিহার পূৰ্ব্বক  
অপ্রসিদ্ধ সারস্বত শব্দকে পদ্ম শব্দের বাচক করিয়া সারস্বত পদ সজ্জাটত কল্পনা করায়  
নিতান্ত নিশ্চয়োজন বলিয়া বোধ হয় । অপিচ, “সরস্বত্যাশ্রুতা কল্প” ইত্যাদি পূৰ্ব্বোক্ত সার-  
স্বতপদ নিরুক্তি ব্যঞ্জক বচন সমূহের বিরোধ সজ্জটন হয় । পরন্তু, পাদ্ম আর সারস্বত কল্পের  
পার্থক্য বিষয়ে মৎস্তপুরাণের অন্তিম অধ্যায়ে পরিকীর্তিত ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে সারস্বত পদ  
আছে বলিয়া যেন, পদ্মের গ্রহণ হইবে না বলিও না । প্রভাসথণ্ডের ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে  
বিষ্ণুজকল্প, অর্চিকল্প ও সুপুমান্ কল্পের গ্রহণ থাকিলেও যেমন মৎস্তপুরাণের অন্তি-  
মাধ্যায়ে তাহাদের গ্রহণ করা হয় নাই, সেইরূপ পদ্মেরও গ্রহণ করা হয় নাই ; অতএব,  
উভয়পক্ষেই ইহার তুল্যতা আছে । যদি, কুত্রাপি পর্যায়ত্ব রূপে তাহাদিগের অন্তর্নিবেশ করা  
হয়, তাহা হইলে, যে কোন স্থলে, ইহারও অন্তর্ভাব হউক । এইজন্য বিষ্ণুভাগবতের প্রবন্ধ-  
টীকাকার নিশ্চয়তাসহকারে এইরূপ বলিয়াছেন যে, পিতৃকল্পে পূৰ্ব্বার্দ্ধের পরিশেষে পিতৃকল্প  
পদে পদ্মেরই সংগ্রহ জানিবে । পুরাণ কথন প্রস্তাবের মধ্যে সারস্বত ও পদ্মকল্পের পৃথক্  
নির্দেশ জানাইবার নিমিত্ত সারস্বত পদে কোন প্রকারেই পদ্মকল্পকে গ্রহণ করেন নাই । কিন্তু,  
বাস্তব পক্ষে, ‘ত্রিংশৎ কল্পটী ব্রহ্মার ত্রিশটী তিথিরূপ কল্প ; অর্থাৎ ত্রিশটী তিথিতে ঐ সকল  
কল্পের উৎপত্তি হইয়া থাকে । “ভূভূবঃস্ববঃ” ইত্যাদি ত্রিংশৎ সন্ধ্যাককে ত্রিংশৎকল্প কহে ;  
আর, পাদ্মকল্প প্রভৃতিকে বায়ু পুরাণে দিবসাত্মককল্প বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ ঐ



পদ্যান্তে ইতি দিনকল্পতিথিকল্পানাং সূতরাং ভেদাতিথিকল্পেষু দিনকল্পানাং পাদ্যাদীনাং ন গ্রহণমিতি সিদ্ধান্তঃ ।

যত্নু বিষ্ণুভাগবতস্মারস্ততঃ পাদ্যকল্পকথাশ্রয়ত্বেহপি কৃষ্ণজন্মখণ্ডশ্চৈব সারস্বতকল্পভবত্বেন তন্ত্ৰ চ দশমস্কন্ধে সঙ্ঘাৎ । “সারস্বতস্ত কল্পস্ত মধ্যো যে স্মার্নরামরাঃ” । ইতি বচনস্ত বিষ্ণুভাগবতঃ বিষয়োহস্তীত্যাহসুদসং । কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্ত সারস্বতকল্পভবত্বে প্রতিপাদকানাং বচনানাং নিমূলত্বাৎ সমূলত্বেহপি যস্মিন্ পুরাণে যন্ত কল্পস্ত প্রথমতঃ প্রতিপাদনং তৎকল্পপ্রতিপাদকমেব তৎ-পুরাণমিতি নিয়মঃ সৰ্ব্বপুরাণে তথা দৃষ্টত্বাৎ । তথা চ কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্ত দশমস্কন্ধে বিদ্যমানত্বেহপি প্রথমতস্তৎকথায়্য অভাবাৎপাদ্যকল্পকথায়্য প্রথমতো বিদ্যমানত্বস্ত স্বেনৈবোক্তত্বাচ্চ । ন সারস্বতস্ত কল্পশ্চেতি বচনস্ত বিষ্ণুভাগবতঃ বিষয়ঃ । কিঞ্চ কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্ত যথা দশমস্কন্ধে কথনং তথা সৰ্ব্বপুরাণেষু তৎকথনং বর্তত এবেতি সৰ্ব্বপুরাণানাং তদ্বচন-বিষয়ত্বং শ্রুত্বা চ সৰ্ব্বপুরাণানি ভাগবতপদবাচ্যানি স্যাস্তস্মার্সারস্বতকল্পস্ত যত্র প্রথমতঃ প্রতিপাদনং স এব তদ্বচনস্ত বিষয়ো বক্তব্যস্তাদশঞ্চ দেবীভাগবতমেবাস্তীতি দেবীভাগবত-মেব তদ্বিষয়ো বক্তব্য ইতি ।

সকল কল্প ব্রহ্মার প্রতিদিবসেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব, দিনকল্প আর তিথিকল্পে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা প্রযুক্ত দিনকল্পায়ক পদ্যাদিকল্পের গ্রহণ হয় নাই । ইহাই সার সিদ্ধান্ত ।

অপিচ, যাহারা বলেন, যে, বিষ্ণুভাগবতের আরম্ভভাগে পদ্যকল্পাশ্রিত কথা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের সারস্বতকল্প সম্ভবতা এবং তাহার দশমস্কন্ধে সন্নিবেশ এই উভয় কারণ প্রযুক্ত “সারস্বতস্ত কল্পস্ত মধ্যো যে স্মার্নরামরাঃ” । এই বচনটির বিষয় বিষ্ণুভাগবতই হইতেছে ; তাহাদের তাদৃশ উক্তি অসংকল্পনা মাত্র । কেন না, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের সারস্বত কল্প সম্ভবত্বে প্রতিপাদক বচন গুলির নিমূলকতাই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ । আর যদি, ঐ সমস্ত বচনের সমূলকত্বই স্বীকার কর, তাহা হইলেও সে বিষয়ে এইরূপ নিয়ম আছে, যে কোন পুরাণের প্রথমতঃ যে কল্পের প্রতিপাদন হয়, সেই পুরাণটি সেই কল্পেরই প্রতিপাদক । সমস্ত পুরাণেই সেইরূপ দৃষ্টও হইয়া থাকে । আর এক কথা এই যে, বিষ্ণুভাগবতের দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের বিদ্যমানতা থাকিলেও প্রথমে তাহার নামগন্ধও পাওয়া যায় না ; বরং সেস্থলে স্বমুখেই পদ্যকল্প কথার বিদ্যমানতারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । সূতরাং এই সমস্ত কারণ বশতঃ “সারস্বতস্ত কল্পস্ত” এই বচনটির বিষয় কোন ক্রমেই বিষ্ণুভাগবত হইতে পারে না । আরও বিষ্ণু ভাগবতের দশমস্কন্ধে যেমন শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের কথা বর্তমান আছে, সেইরূপ সকল পুরাণেও, সে বিষয়ের বিদ্যমানতা দেখা যায় । তাহা হইলে সমস্ত পুরাণই উল্লিখিত বচনটির বিষয় হইতে পারে । সূতরাং সকল পুরাণই ভাগবতপদবাচ্য হইল ; অতএব যাহাতে প্রথমেই সারস্বতকল্পের প্রতিপাদন হইয়াছে, সেই পুরাণই উল্লিখিত বচনটির বক্তব্য বিষয় হইতেছে । অথচ একমাত্র দেবীভাগবতই তাদৃশ বক্তব্য বিষয় বর্তমান । অতএব দেবীভাগবতই যে তাহার বক্তব্য বিষয় ইহাতে কোন সংশয় নাই ।

কিঞ্চ শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্ । “ব্রহ্মণা সংস্কৃতা সেয়ং মধুকৈটভনাশনে । মহাবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সৰ্ববিদ্যাধিদেবতা । দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনশ্চৈব শুক্লায়াং সমভূন্নৃপ” । ইতি বচনাৎ ফাল্গুনশুক্লাদ্বাদশ্যাং দেব্যা উদ্ভবস্তদ্দিনে এব সারস্বতকল্লোদ্ভবস্তদ্বক্তং হেমাদ্রৌ কল্পশ্রাদ্ধ-প্রকরণে নাগরথণ্ডে । “সারস্বতস্ত দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ফাল্গুনশ্চ চ” ইতি । তথা চ সরস্বত্যাঃ কল্প ইত্যর্থকশ্চ “সারস্বতশ্চ কল্পশ্চ মধ্যে যে স্মার্নরামরাঃ” । ইতি বচনশ্চ সৰ্বথা দেবীভাগবতমেব বিষয়ো-ন বিষ্ণুভাগবতমিতি বোধ্যম্ । কিঞ্চ তশ্চ গ্রহণে তশ্চ হরিমাহাত্ম্যপ্রতিপাদকত্বাৎ । তদাশ্রিতকল্পশ্চ সাত্ত্বিকত্বমেবায়াম্ভূতি । “সাত্ত্বিকেষ্বথ কল্লেষু মাহাত্ম্যামধিকং হরেঃ” । ইতি বচনাৎ । ততশ্চ সংকীর্ণেষু সরস্বত্যা ইতি বচনেন সারস্বতকল্প ইতি নাম্না চ পারমহংসামগ্ৰেণ কৰ্ত্তব্যম্ । অতো বিষ্ণুভাগবতং বিহায় দেবীভাগবতমেবাম্ভূতি বচনশ্চ বিষয়োহনিচ্ছতাপি বক্তব্যস্তস্মাৎ সারস্বতশ্চ কল্পশ্চেতি বচনাদেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্ । অস্তি চাত্র সরস্বত্যাবির্ভাবপ্রতিপাদকং বচনম্ । তদ্বক্তং দেবীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে । “তস্তাস্ত

অপিচ, শিবপুরাণে উমাসংহিতায় “ব্রহ্মণা সংস্কৃতা সেয়ং মধুকৈটভনাশনে । মহাবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সৰ্ববিদ্যাধিদেবতা । দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনশ্চৈব শুক্লায়াং সমভূন্নৃপ” । হে নৃপ ইনিই সেই বিদ্যাসমন্তের অধিষ্ঠাত্রী জগদ্ধাত্রী মহাবিদ্যা ; যিনি মধুকৈটভের বিনাশ নিমিত্ত লোক পিতামহ ব্রহ্মাকর্তৃক সম্যক্ স্তুত হইয়া ফাল্গুন মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে আবিভূতা হইয়া ছিলেন । এই বচনানুসারে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ফাল্গুনের শুক্লাদ্বাদশীতেই দেবীর প্রাভূর্ত্ব । আবার হিমাঙ্গিগ্রন্থে কল্পশ্রাদ্ধপ্রকরণে নাগরথণ্ডে সারস্বত কল্লেরও উৎপত্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে । যথা,—“সারস্বতস্ত দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ফাল্গুনশ্চ চ ইতি” । ফাল্গুনের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে সারস্বত কল্লের আবির্ভাব হইয়াছে । তত্রাপি, ইহা সরস্বতী সম্বন্ধীয় এইরূপ অর্থবোধক হওয়াতেই “সারস্বতশ্চ কল্পশ্চ মধ্যে যে স্মার্নরামরাঃ” এই বচনটীর সৰ্ব্বপ্রকারেই দেবীভাগবতই বক্তব্য বিষয় হইতেছে, কখনই বিষ্ণুভাগবত নহে; ইহাই স্থির কল্প জানিবে । কেন না, বিষ্ণুভাগবতের গ্রহণ স্বীকার করিলে একটী মহান্ দোষ উৎপাদিত হয় অর্থাৎ বিষ্ণুভাগবত হরিমাহাত্ম্য প্রতিপাদক গ্রন্থ, স্মুতরাং তদাশ্রিত কল্লের স্বভাবতই সাত্ত্বিকত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়; কারণ “সাত্ত্বিকেষ্বথ কল্লেষু মাহাত্ম্যামধিকং হরেঃ” । এবং “ততশ্চ সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ” । এই দুই বচনানুসারে দেখা যাইতেছে যে, সাত্ত্বিককল্প সকল কেবল হরিমাহাত্ম্যেই পরিপূর্ণ; আর সঙ্কীর্ণকল্প মধ্যেই সরস্বতীমাহাত্ম্য এবং সারস্বতকল্প এইরূপ নামের দ্বারাও ইহাকে পরমহংসদিগের সামগ্রী করা বিধেয় । অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা বিষ্ণুভাগবতকে পরিত্যাগ করিয়া দেবীভাগবতই উল্লিখিত বচনটীর বক্তব্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । স্মুতরাং “সারস্বতশ্চ কল্পশ্চ” । এই বচনবলে দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব সংস্থাপিত হইতেছে । আর সরস্বতীর আবির্ভাব প্রতিপাদক বচন এই দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই সংকীর্ণিত হইয়াছে, যথা “তস্তাস্ত সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা । মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ দ্বিযঃ । তাসাং তিস্রণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারণক্ষণঃ । সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমখ্যাভঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ” । সেই

সাব্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা । মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ । তাসাং তিস্রণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারলক্ষণঃ । সৃষ্টার্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ” । ইতি ।

“অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু” । ইতি বচনমপি শুকায় প্রোক্তমিতি ব্যুৎপত্ত্যা দেবীভাগবতপরমপি সঙ্গচ্ছতে । ভবতি হি দেবীভাগবতং শুকায়ৈব প্রোক্তং ব্যাসেনেতি । কিঞ্চ “অষ্টাদশপুরাণানি কৃৎস্না সত্যবতীশ্রুতঃ । ভারতাত্মানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহণম্” । ইতি মাৎশ্রুবচনমপি দেবীভাগবতশ্চৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি । অষ্টাদশ-পুরাণোত্তরং ভারতশ্চ জাতত্বাৎ । ভারতোত্তরঞ্চ বিষ্ণুভাগবতশ্চ জাতত্বাৎ । ভারতোত্তরকালং নিক্ষিপ্নো ব্যাসশ্চকারেতি বিষ্ণুভাগবতে এবোক্তত্বাৎ । “নমু বেদশাখাঃ পুরাণানি বেদান্তং ভারতন্তথা । কৃৎস্না সংমোহসংমূঢ়োহভবং রাজন্মনশ্রুপি” । ইতি দেবীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে এবোক্তত্বাত্তত্রাপি সবিরোধস্তদবস্থ এবেতি চেন্ন । মন্যতে তদানীং গ্রন্থো নৈব জাতঃ কিন্তু

নিত্য নির্ধিকারা নিরঞ্জনরূপিণী গুণাতীতা চিদানন্দময়ী সাব্বিকী রাজসী তামসী এই ত্রিবিধ ত্রিগুণা শক্তি সৃষ্টিকার্যের নিমিত্ত মহালক্ষ্মী সরস্বতী ও মহাকালী এই তিনটী সংজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক যে তিনটী জমীমুন্ডির প্রাদুর্ভাব, সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিত্রয়ের দেহাঙ্গী-কার লক্ষণই শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ কর্তৃক সর্গ বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছে ।

“অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু” । এই বচনটীও “শুকায় প্রোক্তং” এইরূপ ব্যুৎপত্তি হেতু দেবীভাগবতপর বলিয়া সঙ্গত হয় । কেননা শুকদেবের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি দেবীভাগবতে বর্তমান আছে । “অষ্টাদশ পুরাণানি কৃৎস্না সত্যবতীশ্রুতঃ । ভারতাত্মান-মখিলং চক্রে তদুপবৃংহণম্” ॥ সত্যবতীশ্রুত মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন পূর্বক সেই সকল পুরাণোপদিষ্ট, সারগত বচনাবলী দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, ভারত নামক সুমহান্ ইতিহাস গ্রন্থের সৃষ্টি করেন ; মাৎশ্রুপুরাণের এই বচনটীও দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব বোধ করাইতেছে । কারণ, মহাভারত গ্রন্থ অষ্টাদশপুরাণের উত্তর কালে সমুৎপন্ন বলিয়াই পতিপন্ন হয় আর বিষ্ণুভাগবতও ভারত প্রস্তুতের পরবর্তী বলিয়াই প্রমাণীকৃত হইয়াছে ; বিষ্ণু-ভাগবতের প্রথমেই বলা হইয়াছে যে মহর্ষি দেবব্যাস মহাভারতাদি প্রণয়নের পর বিগুহচিত্ত না হওয়ায় কোন সময়ে নিজ আশ্রমে অতীব নির্বেদ অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন, তদনন্তর দেবর্ষি নারদ সহসা তথা আগমন পূর্বক তাঁহাকে নির্দগ্ধ দেখিয়া ভগবন্মাহাত্ম্য বর্ণনের নিমিত্ত উপদেশ করেন ; পরে তিনি সেই নারদের উপদেশ অনুসারেই বিষ্ণুভাগবত প্রণয়ন করেন । যদি বল যে “বেদশাখাঃ পুরাণানি বেদান্তং ভারতন্তথা । কৃৎস্না সংমোহসংমূঢ়োহভবং রাজন্মনশ্রুপি” । হে রাজন ! আমি বেদ সমস্ত বিভাগ, বৈদিক শাখা পুরাণ বেদান্তসূত্র ও মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করিয়া ও অবিদ্যাজনিত প্রবল মোহে সম্যক্ অভিভূত হইয়াছি । দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে এইরূপ উক্তি থাকায় সেই বিরোধটীত, দেবী-ভাগবতেও সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে ; কেননা আমার মতে এইরূপার্থের কল্পনা করিলেই আর উল্লিখিত বিরোধটী উপস্থিত হইতে পারেনা অর্থাৎ এইরূপ বলিব, যে তৎ-কালে গ্রন্থ জন্মায় নাই ; কিন্তু মহাত্মা বেদব্যাস ভারত রচনার পূর্বেই জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা



জনমেজয়ঃ প্রতি এবং বক্তাস্বীতি জ্ঞানচক্ষুষা জ্ঞাত্বা ভারতাং পূৰ্বমেব দেবীভাগবতং কৃত-  
মিত্যর্থশ্চ কল্পনাং । ত্বন্মতে তু তথা কল্পয়িতুং ন শক্যতে । চতুঃশ্লোকীভাগবতোপদেশশ্চ  
জায়মানত্বাং । উপদেশাংপূৰ্ব্বং তজ্জ্ঞানাতাবস্যাবশ্যং কল্পনীয়ত্বাং । যদি তত্রাপি পূৰ্ব্বং  
ব্যাসশ্চ জ্ঞানমন্তীতি স্বীক্ৰিয়তে তদা বক্ষ্যমাণঃ সৰ্ব্বোপার্থবাদঃ স্তাং । ততশ্চ গ্রন্থসারশ্চ-  
ভঙ্গপ্রসঙ্গ ইত্যাস্তাং তাবৎ । বস্তুতস্ত বেদশাখাঃ পুরাণানীতি পাঠোহসঙ্গত ইতি বক্ষ্যতে  
তৃতীয়স্কন্ধে তদা ন কোহপি বিরোধঃ । যত্নু পাদ্মে ভাগবতমাহাত্ম্যে শ্রীমদ্ভাগবতকথাপ্রবণায়  
সমাগতানাং পরিগণনপ্রসঙ্গে । “বেদান্তানি চ বেদাশ্চ মন্ত্রাস্তজ্ঞানি সংহিতাঃ । দশসপ্ত-  
পুরাণানি ষট্শাস্ত্রানি সমাযযুঃ” । ইত্যুক্তম্ । তত্র ব্যাসকৃতপুরাণানামষ্টাদশত্বাদষ্টাদশেতি  
বক্তব্যে সপ্তদশত্বোক্তিঃ শ্রীমদ্ভাগবতশ্রাষ্টাদশত্বং গময়তি তশ্রাষ্টাদশানন্তর্গতত্বে দেবীভাগ-  
বতশ্রাষ্টাদশানন্তর্গতত্বে বাহষ্টাদশানাং শ্রোতৃত্বসম্ভবেন শ্রোতৃমাগতানাং পুরাণানামষ্টাদশত্বানুক্ষে-  
নির্বিজত্বপ্রসঙ্গাং । এবং পাদ্মে “দশসপ্তপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীশ্বতঃ । নাপ্তবান্মনসা

“আমি জনমেজয়ের নিকট বক্তা হইব” এই সমস্ত ভাবিবৃত্তান্ত প্রত্যক্ষের জায় বিদিত  
হইয়া দেবীভাগবত রচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু, তোমার মতে সেরূপ অর্থের কল্পনা করা  
সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, চতুঃশ্লোকী উপদেশ হইতে ভাগবত উৎপন্ন । অর্থাৎ পাদ্মকল্পের  
প্রারম্ভেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা মায়াবিমোহিত হইলে, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে চতুঃশ্লোকী  
ভাগবতের উপদেশ করেন, পরে ব্রহ্মা স্বীয় মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উহা উপদেশ  
করেন । তদনন্তর, দেবর্ষি দ্বাপরযুগ সময়ে বেদব্যাসকে নির্কেদাবস্থাপন্ন দেখিয়া তদ্বিষয়ের  
উপদেশ করেন । সুতরাং, চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে বেদব্যাসের  
যে, তাদৃশ জ্ঞানের অভাব ছিল, তাহা অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে । যদি, তাহার পূর্বেও  
ব্যাসদেবের তাদৃশ জ্ঞানের বর্তমানতা স্বীকার করা হয়, তাহাতে, বক্ষ্যমাণ সমস্ত বিষয়েরই  
অর্থবাদ দোষ ঘটনা হয় । তাহা হইলে, সুতরাং গ্রন্থটির সারভঙ্গরূপ প্রসঙ্গের উত্থাপন  
হয়, অতএব এ সমস্তই থাকুক । বস্তুত “বেদশাখাঃ পুরাণানীতি” এই বচনটীত, অসঙ্গত ?  
কেন না, বিষ্ণুভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ঐটাই বলা হইবে ; অতএব, তাহাতে আর কোন  
বিরোধ সম্ভটন, হইতে পারে না । তবে, পদ্মপুরাণের ভাগবত-মাহাত্ম্য বর্ণন স্থলে শ্রীমদ্-  
ভাগবত কথা শ্রবণার্থে সমাগত বেদান্ত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সকলের পরিগণন প্রসঙ্গে  
“বেদান্তানি চ বেদাশ্চ মন্ত্রাস্তজ্ঞানি সংহিতাঃ । দশসপ্তপুরাণানি ষট্শাস্ত্রানি সমাযযুঃ” ।  
ভাগবত কথা শ্রবণের নিমিত্ত বেদ, বেদান্ত, মন্ত্র, তন্ত্র, সপ্তদশ পুরাণ, সংহিতা ও ষট্শাস্ত্রাক  
শাস্ত্র, সকলেই সমাগত হইয়াছিল এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে ব্যাসকৃত পুরাণের  
অষ্টাদশত্ব হেতু অষ্টাদশ, এইরূপ বক্তব্যস্থলে সপ্তদশ উক্তিটী শ্রীমদ্ভাগবতেরই অষ্টাদশত্ব  
জানাইতেছে; পরন্তু, তাহার বা দেবীভাগবতের অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একটির অষ্টাদশত্ব  
স্বীকার করিলে ভাগবতকথা শ্রবণার্থে অষ্টাদশ পুরাণেরই সমাগমত্ব সম্ভাবনা, তাহা না  
বলিয়া সপ্তদশত্বের উল্লেখ করায় নির্বিজত্ব প্রসঙ্গের উপস্থিতি হয়, আর পদ্মপুরাণে “দশসপ্ত-  
পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীশ্বতঃ । নাপ্তবান্ মনসা তোষং ভারতেনাপি ভামিনি । চকার সংহিতা-

তোষং ভারতেনাপি ভামিনি। চকার সংহিতামেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্”। ইতি সপ্তদশত্বেত্তিঃ শ্রীমদ্ভাগবতশ্চৈবৈতাং সংহিতামিতি নির্দিষ্টাষ্টাদশত্বং গময়তি। দেবীভাগবতশ্চাষ্টাদশত্বেষ্টাদশপুরাণানীত্যনুজ্ঞে নির্বীজত্বপ্রসঙ্গাদিত্যাহস্তদসৎ। তেষামেব বচনৈর্বিষ্ণুভাগবতশ্চাষ্টাদশপুরাণান্তর্গতত্বং ন সিধ্যতি। কিন্তু দেবীভাগবতশ্চৈবেতি বাদুর্ষিকত্বং কুর্মাণো মূলমেব বিনাশিতবানিতি ন্যায় আগতঃ। তথা হি ভারতং বাসমুখাচ্ছত্বা তত্র সন্নিহানঃ ক্রৌঞ্চকির্মার্কণ্ডেয়ং প্রত্যাগত্য সন্দেহং পৃষ্ঠবান্ তস্মৈ মার্কণ্ডেয়ো মার্কণ্ডেয়পুরাণমুক্তবান্। তদুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে “তদিদং ভারতাপ্যানং বহুত্বং ক্রতিবিস্তরম্। তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোহং ভগবন্তমুপস্থিতঃ”। ইতি। তথা চ ভারতোত্তরং মার্কণ্ডেয়পুরাণমভবৎ। তথৈব তদুত্তরীত্যেব বিষ্ণুভাগবতমপি। তথা চ ভারতং পূর্কং ষোড়শপুরাণাণ্যেব সিদ্ধানি। তথা চ পূর্কোক্তবচনমধ্যে ষোড়শেত্যেব বক্তব্যে সপ্তদশেত্যুক্তত্বাৎ। দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমন্তথা সপ্তদশত্বপূর্তিন্ শ্রুতং। তস্মাদ্ভদ্রচনাপ্রামাণ্যাদেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি সিধ্যতি ন তু বিষ্ণুভাগবতম্। ভারতং পূর্কং সপ্তদশমদীয়ভাগবতসংহিতানি

মেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্”। হে ভামিনি! সত্যবতীনন্দন বাস সপ্তদশ পুরাণ ও মহাভারত নামক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াও যখন অন্তরে আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন এই সর্কোংকৃষ্ট ভাগবতসংহিতা রচনা করিলেন। আর যখন অষ্টাদশত্বের উক্তি না করিয়া সপ্তদশ পুরাণ বলা হইয়াছে, তখন দেবীভাগবতের অষ্টাদশত্ব বিষয়ে নির্বীজত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, এইরূপ ঘাহারা বলেন তাহাদিগের সেই উক্তি অসৎ; তাহাদিগের বচনের দ্বারাই বিষ্ণুভাগবতের অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গতত্ব সিদ্ধ হইতেছে না; কিন্তু দেবীভাগবতেরই “বাদুর্ষিকত্বং কুর্মাণো মূলমেব বিনাশিতবান্” এইরূপ ভ্রায় সমাগত হয়। তথাচ বেদবাসমুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাহাতে সন্দিক্চিত হইয়া ক্রৌঞ্চি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাহার নিকট মার্কণ্ডেয় পুরাণ বর্ণন করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ উক্তি আছে। যথা, “তদিদং ভারতাপ্যানং বহুত্বং ক্রতিবিস্তরং। তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোহং ভগবন্তমুপস্থিতঃ”। তাহা হইলে মার্কণ্ডেয় উৎপত্তি মহাভারতের উত্তরকালেই প্রতিপন্ন হইতেছে; সেইরূপ তোমার কথানুসারে বিষ্ণুভাগবতও মহাভারতের পরবর্তী বলিয়া প্রমাণীকৃত হইতেছে। তাহা হইলেত মহাভারত রচনার পূর্ক ষোড়শ মাত্র পুরাণের বিদ্যমানতা সিদ্ধ হইতেছে? যদি বল যে, তাহাতে ক্রতি কি? ভাল, স্বীকার করিলাম। তাহা হইলে, পূর্কোক্ত বচনে ষোড়শ পুরাণের কথাই বলা উচিত ছিল, তাহা না বলিয়া সপ্তদশ পুরাণের সমাগমের কথা বলিলেন কেন? সুতরাং দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্ব স্বীকার না করিলে মহাভারত প্রণয়নের পূর্ক কোনক্রমেই সপ্তদশত্বের পূর্তি হইতেছে না। অতএব পূর্কোক্তবচনের প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে অগত্যা বিষ্ণুভাগবতকে রাখিয়া এক্ষণে দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে; অর্থাৎ মহাভারতের পূর্ক আমার মতস্থ দেবীভাগবতসমেত সপ্তদশ আর ভারতের পরে মার্কণ্ডেয় এই অষ্টাদশ হইল ইহাতে উভয় পক্ষের মতও সিদ্ধ হইল। পরন্তু,



মার্কণ্ডেয়মষ্টাদশমুভয়মতসিদ্ধমেব বিষ্ণুভাগবতস্ত ভারতোত্তরং জায়মানত্বেন তন্মধ্যে তস্তাব-  
স্থানস্থলাভাবাদিত্যেবং লাপনেনাপি দোষাভাবাদিতি স্মৃতিয়া বিভাবয়ন্ত ।

যত্নু কিঞ্চ পাদ্মে “বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্ । গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং  
শুভদর্শনে । সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ” । ইত্যুক্ত্যা চ ভাগবতস্ত সাত্ত্বিকত্ব-  
মুক্তম্ । সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষু কোশ্মৌক্ত্যা চ সাত্ত্বিকপুরাণানাং বিষ্ণুপরম্বুমুক্তম্ । অতো  
বিষ্ণুপরমেব ভাগবতমষ্টাদশপুরাণান্তর্গতং ন তু দেবীভাগবতমিতি । অপি চ স্বান্দে প্রভাস-  
খণ্ডে । “চতুর্ভির্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বীভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ । অষ্টাদশপুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ ভবঃ” ।  
ইত্যুক্তম্ । স্বান্দে সৌরসংহিতায়াঞ্চ । “কথ্যতে দশভির্বিপ্রাঃ পুরাণৈঃ পরমেশ্বরঃ । চতুর্ভি-  
র্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বীভ্যাং ব্রহ্মা প্রকীর্তিতঃ । একেনাগ্নিস্তথৈকেন ভগবাংশ্চণ্ডভাস্করঃ” । ইত্যুক্ত-  
মতোপি বিষ্ণুভাগবতমষ্টাদশপুরাণান্তর্গতং নত্বাদিত্যাহস্তদসৎ । ত্বন্মতে মাৎশ্রোক্তসাত্ত্বিক-  
রাজসতামসসঙ্কীর্ণপুরাণেষু মধ্যে ত্রয়াণাং ব্যবস্থা পূর্ববচনৈস্বয়োক্তা । সঙ্কীর্ণপুরাণাণাস্ত  
নোক্তা । তেষাং কেষু পুরাণেষু স্তর্ভাব ইতি বদ । করিষ্যামি কুত্রচিদিতি চেন্মম মতেহপি

বিষ্ণুভাগবতটী মহাভারতের পরে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে, অষ্টাদশ পুরাণ  
মধ্যে তাহার সন্নিবেশ স্থলের অভাব হইতেছে, এরূপ বলিলেও বোধ হয় কোন দোষ উপ-  
স্থিত হয় না । এক্ষণে পণ্ডিত মহোদয়গণ এবিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন ।

অপিচ, “বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্ । গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভ-  
দর্শনে । সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ” । পদ্মপুরাণের এই উক্তির দ্বারা  
ভাগবতের সাত্ত্বিকত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে । এবং “সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষু” কুর্শ্মপুরাণের এই  
বচনটী দ্বারাও সাত্ত্বিক পুরাণ সকলের বিষ্ণুপরতাই বলা হইয়াছে, অতএব বিষ্ণুপর  
ভাগবতই অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত দেবীভাগবত নহে । আর স্বন্দপুরাণে “চতুর্ভির্ভগবান্  
বিষ্ণুর্দ্বীভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ । অষ্টাদশপুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ ভবঃ” । অষ্টাদশপুরাণের  
মধ্যে চারিটির দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর দুইটির দ্বারা ব্রহ্মা ও রবির অবশিষ্ট সকলগুলিতেই ভগ-  
বান্ মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে । এবং ঐ পুরাণের সৌরসংহিতার মধ্যেও  
“কথ্যতে দশভির্বিপ্রাঃ পুরাণৈঃ পরমেশ্বরঃ । চতুর্ভির্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বীভ্যাং ব্রহ্মা প্রকীর্তিতঃ ।  
একেনাগ্নিস্তথৈকেন ভগবাংশ্চণ্ডভাস্করঃ” । অপিচ, হে বিপ্রগণ ! পুরাণ সকলের মধ্যে  
চারিটী বিষ্ণুমাহাত্ম্যপতিপাদক দুইটী ব্রহ্মার একটি অগ্নিদেবের আর একটি ভগবান্  
চণ্ডকিরণ ভাস্করদেবের আর শেষ দশটীতে দেবদেব মহেশ্বরের মহিমা প্রতিপাদিত হই-  
য়াছে । অর্থাৎ এই মতটীতেও বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুভাগবতই অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত  
অপর নহে । ফলতঃ ইহাদের এই সমস্ত উক্তিই অসৎ । কারণ, মৎস্যপুরাণে সাত্ত্বিক রাজ-  
সিক তামসিক ও সঙ্কীর্ণ এই চতুর্বিধ পুরাণের নির্দেশ করা হইয়াছে । কিন্তু, তোমার  
মতে তাহাদিগের তিনপ্রকার ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু বলা হয় নাই ; অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ পুরাণ-  
সকলের নাম গন্ধও করা হয় নাই । তাহা হইলে এক্ষণে, তাহাদের কোন্ স্থলে অন্তর্নিবেশ  
করিবে বল ? যদি বল, যে কোন স্থলে হউক করিব ; তাহা হইলে আমার মতে ও



শ্রীভগবত্যা বিষ্ণুশক্তিস্বাভিমানেন “মহাধিষ্ঠাত্রীং দেবতাং বেদমানো হুর্গাং হুর্কৌধধ্বাস্তভানুঃ  
গুরুঞ্চ ইতি শ্রীকৃষ্ণদীপিকোক্তপ্রকারেণ বিষ্ণুমহাশক্তিং হুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বেন তয়োত্রৈক্যায়া  
তৎপ্রতিপাদকভাগবতস্ত বৈষ্ণবেষেবাস্তভাবাৎ । অতএব “হরির্দ্বীভ্যাং রবির্দ্বীভ্যাং দ্বাভ্যাং  
চণ্ডীবিনায়কৌ । দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা সমাখ্যাতঃ শেষেষু ভগবান্ শিবঃ” । ইতি বচনং সঙ্গচ্ছতে ।  
বস্তুতস্ত দ্বয়োরপি ভাগবতয়োঃস্বমতে প্রমাণত্বাৎ । বিষ্ণুভাগবতপঞ্চপাতিনাং বচনানামস্বাকং  
বিরোধাভাবেন তন্নাশনে প্রয়োজন্যভাব এব । তথা চ নারদীয়াদিপুৰাণমতেন শ্রীবিষ্ণু-  
ভাগবতং মহাপুৰাণং তদ্বচনানি প্রসিদ্ধান্তেবেতি ন লিখিতানি । দেবীভাগবতস্ত তন্মতে  
উপপুৰাণম্ । শৈবমাংস্তপুৰাণাদিমতে তু দেবীভাগবতং মহাপুৰাণম্ । বিষ্ণুভাগবতমর্থাদুপ-  
পুৰাণমিতি সিদ্ধম্ । অত্র কেচিদেবীভাগবতসম্মতিত্বেন দেবীশামলতন্ত্রম্ । “শ্রীমদ্ভাগবতং  
নাম পুৰাণং বেদসম্মিতম্ । পারীক্ষিতায়োপদিষ্টং সত্যবত্যান্জলিনা । যত্র দেব্যবতারাশ্চ  
বহবঃ প্রতিপাদিতাঃ” ইতি । তথা “ইদং রহস্ত্যকরিতং রাধোপাসনমুত্তমম্ । ব্যাসায় মম  
ভক্তায় প্রোক্তং পূৰ্ব্বং ময়া দ্রিজে ! । মন্তো রহস্ত্যং জ্ঞাত্বৈব রাধামাহাত্ম্যামুত্তমম্ । এতস্ত

ভগবতীর বিষ্ণুশক্তিঃ স্বাভিমানপ্রযুক্ত এবং “মহাধিষ্ঠাত্রীং দেবতাং বেদমানো হুর্গাং হুর্কৌধ-  
ধ্বাস্তভানুঃ গুরুঞ্চ ইতি” এইরূপ শ্রীকৃষ্ণদীপিকা মতেও যখন, স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে,  
শ্রীশ্রীহুর্গা দেবীই বিষ্ণুমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; তখন, তৎপ্রযুক্তই হউক অথবা বিষ্ণু আর  
বৈষ্ণবী শক্তির একতাপ্রযুক্তই হউক, একবিষয় প্রতিপাদক দেবীভাগবতের বিষ্ণুভাগবতে  
অন্তর্ভাব করিলেই সকল নিষ্পত্তি হয় । অতএব, “হরির্দ্বীভ্যাং রবির্দ্বীভ্যাং দ্বাভ্যাং চণ্ডী-  
বিনায়কৌ । দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা সমাখ্যাতঃ শেষেষু ভগবান্ শিবঃ” । এ বচনটীও সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গত  
হইল । বাস্তবিক আমাদের মতে উভয় ভাগবতই সমপ্রমাণ । বিষ্ণুভাগবতপঞ্চপাতি বচনের  
সহিত কোন বিরোধ ঘটিতেছে না ; সুতরাং সে বিষয়ে আর কিছু বলাও নিষ্পয়োজন ।  
অপিচ, নারদীয় প্রভৃতি পুৰাণের মতে যে সকল বচনদ্বারা বিষ্ণুভাগবত মহাপুৰাণ  
বলিয়া পরিগৃহীত সে সমস্ত বচন সর্বত্রই প্রসিদ্ধ, সেইজন্ত এস্থলে আর তাহাদিগের  
পৃথক্ উল্লেখ করি নাই । পরন্তু, সেই সকল মতে দেবীভাগবতটী উপপুৰাণ বলিয়া নির্দিষ্ট  
হইয়াছে । এদিকে, শৈব ও মৎস্তপুৰাণ প্রভৃতির মতে দেবীভাগবতই মহাপুৰাণ আর  
বিষ্ণুভাগবতটী উপপুৰাণ নামে পরিগণিত । ইহার মধ্যে দেবীভাগবতের মহাপুৰাণত্ব  
সংস্থাপক কতকগুলি পণ্ডিত দেবীশামলস্থিত “শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুৰাণং বেদসম্মিতম্ ।  
পারীক্ষিতায়োপদিষ্টং সত্যবত্যান্জলিনা । যত্র দেব্যবতারাশ্চ বহবঃ প্রতিপাদিতাঃ” । সত্য-  
বতীশ্রুত ব্যাস পরীক্ষিতনন্দন রাজা জনমেজয়কে যাহা উপদেশ করিয়াছেন ; যাহাতে  
শ্রীশ্রীদেবী ভগবতীর অসংখ্য অবতারমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে ; সেই বেদতুল্য পুৰাণই ভাগ-  
বত নামে প্রসিদ্ধ । এই বচনটী উদ্ধার পূর্বক, এবং “ইদং রহস্ত্যকরিতং রাধোপাসন-  
মুত্তমম্ । ব্যাসায় মম ভক্তায় প্রোক্তং পূর্বং ময়া দ্রিজে ! । মন্তো রহস্ত্যং জ্ঞাত্বৈব রাধামাহাত্ম্য-  
মুত্তমম্ । এতস্ত বিস্তরং চক্রে শ্রীমদ্ভাগবতে তথা । নারদে ব্রহ্মবৈবর্তে লোকানাং হিত-  
কাম্যয়া” । হে পর্বততনয়ে ! শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী দেবী রাধার সর্বোত্তম অতীব গোপনীয়

বিস্তরং চক্রে শ্রীমদ্ভাগবতে তথা । নারদে ব্রহ্মবৈবর্তে লোকানাং হিতকাম্যায়্য” ইতি । সৌভাগ্যকল্পলতায়াং সংহারভৈরবতন্ত্রস্থং বচনং লিখন্তি । তত্র পরে রিবদন্তে । তদুভয়মপি গৌরবভিষ্মা ন লিখ্যত ইতি । তত্রৈতস্ত সপ্রমাণস্ত দেবীভাগবতস্ত কচিংকচিদ্রাবিড়গৌড়-সম্প্রদায়পাঠভেদেন দ্বৈবিধ্যোহপি গৌড়পাঠস্ত সমঞ্জসত্বানুমানৈশ্চ যথামতি ব্যাখ্যায়তে ।

তত্র তাবদুগবতুপাসনায়াং কেচিদ্ভ্রান্তা বদন্তি । মায়ারূপায়া ভগবত্যা উপাসনা শাস্ত্রেষুক্তা । তথা চ মায়য়া মিথ্যাত্বানুকূতো তস্তা অনন্বয়াচ্চাশ্রদ্ধেয়মুপাসনেতি । নহু নেয়ং ভ্রান্তিঃ । তাপনীয়ে “মায়্যা বা এষা নারসিংহী সৰ্ব্বমিদং সৃজতি সৰ্ব্বমিদং রক্ষতি সৰ্ব্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ য এতাং মায়্যাং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি স পাপ্যানং তরতি সোহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে” ইতি শ্রুতৌ মায়্যাং শক্তিং বেদোপাস্তে স মৃত্যুং জয়তীতি কথনেন । তথা “ঈং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীৰ্য্যা বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়্যা । সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ” । ইতি শ্রুতিভির্বিষ্ণোঃ শক্তৈর্জড়ামায়য়া এবোপাস্তত্বকীর্তনাদিতি

উপাসনা ও চরিত্র গাথা পূর্বে আমি পরমভক্ত মহর্ষি বেদব্যাসকে উপদেশ করিয়া ছিলাম । ব্যাসদেব আমার নিকট হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ গূঢ়তম্ব রাধামাহাত্ম্য অবগত হইয়া পরে সমস্ত লোকের হিত কামনায় নারদীয় ব্রহ্মবৈবর্ত ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত করিয়াছেন । আরও তাঁহার সৌভাগ্যকল্পলতার সংহারভৈরবতন্ত্রস্থিত বচন সকল উদ্ধার করিয়াছেন । কিন্তু, সে বিষয়ে অপর পণ্ডিতগণ বিবাদ উপস্থিত করেন । গৌরব ভয়ে আমরা এস্থলে সেই উভয় বিষয়টাই লিখিলাম না । এক্ষণে, প্রমাণীকৃত এই দেবীভাগবতের কোন কোন স্থানে দ্রাবিড় ও গৌড় সম্প্রদায়ের পাঠ ভেদানুসারে দ্বিবিধতা থাকিলেও গৌড়সম্প্রদায়ের পাঠের সামঞ্জস্য হেতু তাহাকেই অবলম্বন করিয়া যথামতি ব্যাখ্যা করা যাইতেছে ।

পরন্তু ভগবতীর উপাসনা বিষয়ে কোন কোন ভ্রান্ত পণ্ডিতগণ বলেন যে, শাস্ত্রে মায়ার উপাসনাই ভগবতীর উপাসনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে । তাহা হইলে, মায়ার মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত মুক্তিবিশয়ে তাহার অনন্বয় রূপ ঘটনা উপস্থিত হয়, সুতরাং এই উপাসনা অশ্রদ্ধেয় । পরন্তু, ইহা ভ্রান্তি নয় । কেন না তাপনীয় শ্রুতিতে “মায়্যা বা এষা নারসিংহী সৰ্ব্বমিদং সৃজতি সৰ্ব্বমিদং রক্ষতি সৰ্ব্বমিদং সংহরতি তস্মাং মায়্যামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ য এতাং মায়্যাং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি স পাপ্যানং তরতি সোহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে” । এই নরসিংহশক্তিরূপিণী মহামায়াই এই সমস্ত বিশ্বজগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, অতএব সাধকের এই মহতী মায়্যা শক্তিকে জানা অবশ্য কর্তব্য ; যিনি এই মায়্যা শক্তিকে জানিতে পারেন তিনি মৃত্যুকে জয় করেন এবং সমস্তপাপ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ইহ লোকে মহতী সম্পদ ভোগ এবং পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করেন । অতএব যখন, শ্রুতিতে মায়্যাশক্তির উপাসনা করিলে এবং তাঁহাকে জানিলে উপাসক মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; এবং “ঈং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীৰ্য্যা বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়্যা । সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ” । হে দেবি ! তুমি বিশ্বব্যাপিনী অনন্তবীৰ্য্যরূপিণী মহা-শক্তি তুমিই এই বিশ্বের কারণস্বরূপা তুমিই মহামায়্যা এই সমস্ত সংসার তোমার মায়াতেই



চেষ্টা। দেবাত্মশিরসি “সর্বৈ বৈ দেবা দেবীমুপতস্থঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সার্ববীদহঃ ব্রহ্ম-  
রূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ” ইতি । তথা ভুবনেশ্বর্যুপনিষদি “অথাতোষোপ-  
নিষদং ব্যাখ্যাশ্চামোহথ হেনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মরূপিণীমাপ্নোতীতি তথা ভুবনাধীশ্বরী তুৰ্ঘ্যা-  
তীতা বিশ্বমোহিনীতি” । তথা ভাবনোপনিষদি “স্বাটৈশ্চ ললিতেতি” শ্রুতিভিত্তিকা ত্রিপুরাতাপনীয়-  
সুন্দরীতাপনীয়াদিষু পরো রজসে সাবদোমিতি গায়ত্রীচতুর্থচরণপ্রতিপাদ্যব্রহ্মবাচকত্বেন  
হ্রীংকারবীজস্ত কথনেন হ্রীংকারবীজস্ত ব্রহ্মদেবতাত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যা চ তথা কালীতারোপ-  
নিষদাদিশ্রুতিভিত্তিকা স্মৃতিভিচ্চ ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা এবোপাসনাকথনাৎ । তথা হি  
স্মৃতয়ঃ । স্মৃতসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে । “অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্ । আরা-  
ধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জিতাম্” ইতি । স্বান্দে বেদারণ্যেশ্বরমাহাত্ম্যে । “পরা তু  
সচ্চিদানন্দরূপিণী জগদম্বিকা । সৈবাধিষ্ঠানরূপা শ্রাজ্জগত্ৰাস্তেশ্চিদানী” ইতি । কুর্শ্মপুরাণে

বিমোহিত । যদি বল, এই সকল স্মৃতিতে এখানে জড় মায়াস্বরূপা বৈষ্ণবীশক্তির উপাসনা করিতে  
বলিয়াছেন তাহা নহে । কারণ দেবী-অথর্ক শিরোভাগে “সর্বৈ বৈ দেবাঃ দেবীমুপতস্থঃ কাসি  
ত্বং মহাদেবী সার্ববীদহঃ ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ” । অর্থাৎ সমস্ত দেবগণ  
দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে হে দেবি !  
তুমি কে ? তখন সেই মহাদেবী উত্তর করিলেন যে আমি পরব্রহ্মরূপিণী, আমি হইতেই  
এই প্রকৃতিপুরুষময় বিশ্বের উৎপত্তি হয় । অপিচ ভুবনেশ্বরী উপনিষদে “অথাতোম্ বোপ-  
নিষদং ব্যাখ্যাশ্চামোহথ হেনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মরূপিণীমাপ্নোতীতি তথা ভুবনাধীশ্বরী তুৰ্ঘ্যা-  
তীতা বিশ্বমোহিনী ইতি” হে সৌম্যগণ ! তোমরা যখন সম্পূর্ণরূপ অধিকারী হইয়াছ  
তখন আমি অবশ্যই তোমাদিগকে সেই পরম সন্তোষনির্ভরায়ক ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ  
বলিব । যিনি এই সমস্ত ভুবনের নিয়ন্ত্রী সেই বিশ্বমোহিনী স্বরূপতঃ তুরীয় চৈতন্যরূপিণী ।  
অতএব, সেই ব্রহ্মরূপা তোমাদের এই দেহমধ্যেই বিরাজ করেন, এজন্য এই শরীরের  
অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হইবে । এবং ভাবনোপনিষদে “স্বাটৈশ্চ ললি-  
তেতি” অর্থাৎ এই আত্মাই পরম রমণীয় ইত্যাদি শ্রুতিসকলে এবং ত্রিপুরাতাপনীয় সুন্দরী-  
তাপনীয় প্রভৃতিতে “পরো রজসে সা বদোমিতি” এইরূপ গায়ত্রী চতুর্থচরণ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-  
বাচকত্ব ও হ্রীংকার বীজের উক্তি হেতু, হ্রীংকার বীজের ব্রহ্মদেবতাত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি  
প্রযুক্ত এবং কালী ও তারা প্রভৃতি উপনিষদ ও স্মৃতি সকলে ব্রহ্মরূপিণী ভগবতীরই  
উপাসনার বিষয় সম্যক্ প্রকারে উক্ত হইয়াছে । স্মৃতসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে “অতঃ সংসার-  
নাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্ । আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জিতাম্” । অতএব  
সংসারনাশের নিমিত্ত সেই, সাক্ষীমাত্র সমস্ত প্রপঞ্চ ও উল্লাসাদি পরিবর্জিত আত্মস্বরূপা  
পরশক্তির আরাধনা করিবে । পুনশ্চ স্বন্দপুরাণের বেদারণ্যেশ্বর মাহাত্ম্যে “পরা তু সচ্চিদা-  
নন্দরূপিণী জগদম্বিকা । সৈবাধিষ্ঠানরূপা শ্রাজ্জগত্ৰাস্তেশ্চিদানীতি” চিদাত্মাতে যে এই  
জগতের ভ্রান্তি হয় তদ্বিষয়ে, সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী পরাশক্তি জগদম্বিকাই অধিষ্ঠানস্বরূপা  
জানিবে । আবার কুর্শ্মপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ে “এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্” ।



ছাদশাধ্যায়ে । “এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মহাত্ম্যমুত্তমম্ । সৰ্ববেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ । একং সৰ্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ । যোগিনস্তৎ প্রপশুন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্” ইতি । “পরাং পরতরং তত্ত্বং শাস্বতং শিবমচ্যুতম্ । অনন্তং প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্” ইতি । “শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নিগুণং দৈন্যবর্জিতম্ । আত্মোপলক্ষিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্” ইতি । হালাশ্বেশ্বরমাহাত্ম্যে মায়াবীজার্থপ্রস্তাবে । “সংস্বরূপঃ সদাকারো হকারো ধর্মতৎপরঃ । চিদাকারঃ শিবাকারো রেফঃ সর্বার্থসিদ্ধিদঃ । আনন্দরূপয়ো-  
রৈক্যাদীকারঃ সর্বকামদঃ । বিন্দুনাদৌ তদন্তস্থৌ ভবেতাং মোক্ষদাবুভৌ । সচ্চিদানন্দ-  
রূপস্ত প্রোক্তং বীজং মনীষিভিঃ । সচ্চিদানন্দরূপং যৎ পরং ব্রহ্ম তদেব হি” ইতি । দেবীভাগ-  
বতে । “নিগুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ । সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নিগুণা তু

সৰ্ববেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ । একং সৰ্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ । যোগিন-  
স্তৎ প্রপশুন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ । পরাং পরতরং তত্ত্বং শাস্বতং শিবমচ্যুতম্ । অনন্ত  
প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্ । শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নিগুণং দৈন্যবর্জিতম্ ।  
আত্মোপলক্ষিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্” । হে বিপ্রগণ ! দেবীর মহাত্ম্য ব্রহ্মবাদি ঋষিগণ  
কর্তৃক পরিনিশ্চিত হইয়া বেদ ও বেদান্ত মধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তিনি একমাত্র  
অদ্বিতীয় সর্বত্রগামী নিত্যকূটস্থচৈতন্য স্বরূপ । কেবল, যোগিগণই তাঁহার সেই নিরূপাধিক  
স্বরূপ পরমধাম দর্শন করিতে সমর্থ । প্রকৃতি পরিলীন অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ দেবীর সেই পরাংপর-  
তর তত্ত্ব পরমপদ যোগিগণই নিজহৃদয়কমলমধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন । হে মহর্ষিবৃন্দ !  
দেবীর সেই অতীব নিশ্চল সতত বিশুদ্ধ সর্বদীনতাদিদোষ-বিবর্জিত নিগুণ নিরঞ্জন কেবল  
আত্মোপলক্ষির বিষয় পরমধাম একমাত্র বিমলচেতা যোগেশ্বর পুরুষেরাই দর্শন করিয়া ক্লথার্থস্বত্ব  
হয়েন । অপিচ, হালাশ্বেশ্বরমাহাত্ম্যে মায়া বীজার্থপ্রস্তাবে । “সংস্বরূপঃ সদাকারো হকারো  
ধর্মতৎপরঃ । চিদাকারঃ শিবাকারো রেফঃ সর্বার্থসিদ্ধিদঃ । আনন্দরূপয়ো-  
রৈক্যাদীকারঃ সর্বকামদঃ । বিন্দুনাদৌ তদন্তস্থৌ ভবেতাং মোক্ষদাবুভৌ । সচ্চিদানন্দরূপস্ত প্রোক্তং  
বীজং মনীষিভিঃ । সচ্চিদানন্দরূপং যৎ পরং ব্রহ্ম তদেব হি” । নিত্যসত্তাস্বরূপ সদবয়ব  
ধর্মতৎপর হকারের সহিত চিন্ময় শিবস্বরূপ সর্বার্থ সিদ্ধি প্রদ রেফের যোজনা করিলে, এই  
উভয় আনন্দময়ের ঐক্য প্রযুক্ত সর্বকাম পুরক দীর্ঘ ঈকার আসিয়া তাহাতে সংযুক্ত হয় ;  
পরে পরম মুক্তি প্রদাতা বিন্দুনাদ আসিয়া তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইলে, যে সচ্চিদানন্দময়  
হ্রীংকার বীজের আবির্ভাব হয় মনীষিগণ তাঁহাকেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছেন । ঐরূপ দেবীভাগবতেও “নিগুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ ।  
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নিগুণা তু বিরাগিভিরিতি” । হে মুনিগণ ! সেই পরব্রহ্মরূপিণী  
সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে ব্রহ্মবাদি মনীষি মহর্ষিগণ সগুণ ও নিগুণ ভেদে দুই-  
প্রকার বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে সংসার আসক্ত সকাম সাধকগণ তাঁহার  
সগুণ ভাব আর বাসনাবিবর্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নিশ্চলচেতা যোগিগণ নিগুণ ভাব সমাপ্রয়  
পূর্বক আরাধনা করিয়া থাকেন । তথাচ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে । “চিতিস্তৎ

বিরাগিভিঃ” ইতি । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে । “চিতিস্তৎপদলক্ষ্যার্থা চিদেক-  
রসরূপিণী” । ইত্যাঁদয়োহষ্টাদশপুরাণেষু উপপুরাণেষু চ দেব্যাঃ পরব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকস্বতয়ো  
দ্রষ্টব্যঃ ।

নহু তর্হি ষোড়শীগ্রহণাগ্রহণয়োঃ ক্রিয়াবিষয়ত্বাত্ত শাখাভেদেন বিকল্পসম্ভবেহপি বস্তু-  
স্বরূপশ্চৈকবিধত্বাত্ত বিকল্পাসম্ভবেন ভগবতীস্বরূপস্ত মায়াস্বরূপত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যা সহ  
ভগবত্যা ব্রহ্মরূপত্বপ্রতিপাদকশ্রুতের্বিরোধ ইতি চেন্ন । মায়ায়া বেদান্তেষু মিথ্যাভাবান্বিত্যা-  
পদার্থত্বাধিষ্ঠানে কল্পিতত্বাত্ত্বাধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্তসত্তাভাবান্মায়ায়ামধিষ্ঠানসত্তাপ্রবেশান্মায়া-  
স্বরূপোপাসনায়ামপি সত্তারূপব্রহ্মণ এনোপাসনা সম্ভবতীত্যাশয়েন মায়াস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে-  
হপি বিরোধাত্ত্বাৎ । যথা ব্রহ্মণ উপাসনায়ামপি ন কেবলং ব্রহ্মণো গ্রহণং কিন্তু শক্তি-  
বিশিষ্টশ্চৈব । শক্তেস্তুদতিরেকেণাত্ত্বাৎ । কেবলশ্চোপাসনাসম্ভবাচ্চ তথা মায়াোপাসনাসম্ভ-  
বাচ্চ তথা মায়াোপাসনায়ামপি ন কেবলমায়ায়া অবস্থানমস্তু । যেন কেবলমায়া উপাসনং সম্ভ-  
বেৎ । কিন্তু ব্রহ্মাধিষ্ঠাননুত্যা এবাবস্থানমিতি । ভগবত্যা মায়াস্বরূপত্বপ্রতিপাদনেহপি ফলতো

পদলক্ষ্যার্থা চিদেকরসরূপিণী” । চিতি এই পদ তৎপদের লক্ষ্যার্থবোধক অতএব তিনি  
একমাত্র চিদানন্দস্বরূপা । অধিক কি বলিব, এইরূপ অষ্টাদশপুরাণ ও উপপুরাণ মণ্ডে  
অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, দেবীর পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক স্মৃতিসকল ভূরি ভূরি  
দেদীপ্যমান ।

যদি বল যে, ষোড়শী গ্রহণাগ্রহণ পক্ষে ক্রিয়াবিষয়ত্ব প্রযুক্ত সেবিষয়ে শাখাভেদে বিকল্প  
সম্ভবপর হইলেও বস্তুর স্বরূপের একবিধত্ব হেতু বিকল্পনার অসম্ভব ; কেন না, ভগবতী স্বরূপ  
সম্বন্ধে মায়াস্বরূপত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির সহিত ভগবতীর ব্রহ্মরূপত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ  
সম্ভটন হয়, তাহা নহে । কারণ, বেদান্তশাস্ত্রে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে, মায়া মিথ্যা  
পদার্থ ; কেবল অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মেতেই মায়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে । সূতরাং অধিষ্ঠানের  
সত্তা ব্যতীত মায়ার পৃথক সত্তার প্রতীতি হয় না । তবে যখন, মায়াতেই অধিষ্ঠানের সত্তা  
আসিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন, মায়ার স্বরূপ উপাসনাতেও অধিষ্ঠানভূতসত্তারূপ ব্রহ্মেরই  
উপাসনা সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । ফলতঃ এই আশয়ে মায়ার স্বরূপত্ব  
প্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সম্ভটিত হইতে পারে না । কেননা, ব্রহ্ম উপাসনা স্থলে  
কেবল ব্রহ্মের গ্রহণ না করিয়া যেমন, শক্তির ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাব প্রযুক্ত শক্তি বিশিষ্ট  
ব্রহ্মের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মায়ার উপাসনা বলিলেই পরব্রহ্মসত্তাবিশিষ্ট মায়ার  
উপাসনা বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের উপাসনাই সর্বশাস্ত্রের অভি-  
প্রேত ও সার সিদ্ধান্ত । ফলকথা এই যে, যেমন, নিরূপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের  
উপাসনা সম্ভবে না সেইরূপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল মায়া উপাসনাও সম্ভবপর নহে । বিশে-  
ষতঃ মায়া উপাসনা বিষয়ে কেবল মায়ার উপাসনা সম্ভাবিত হইলেও যাহা হউক হইত ;  
পরন্তু, কেবল মায়ার অবস্থানই নাই । বস্তুতঃ সর্বত্র ব্রহ্মাধিষ্ঠানসম্বিত মায়াই অবস্থান,  
জানিবে । ফলকথা, ভগবতীর মায়াস্বরূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও প্রকৃতরূপে তাঁহার ব্রহ্ম-



ব্রহ্মস্বরূপমেব ভগবত্যাঃ সিধ্যতীতি শ্রুত্যাঃ পরস্পরং বিরোধাতাবাৎ । তদুক্তম্ “পাবকশ্রোক্ষ-  
তেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ । চন্দ্রশ্চ চন্দ্রিকেবেয়ং শিবশ্চ সহজা ধ্রুবা” ইতি । তথা “স্বপদা  
স্বশিরশ্ছায়াং যদ্বল্লজ্জ্বিতুমীহতে । পাদোদ্যেগে শিরো ন শ্রান্তথেষং বৈন্দবী কলা” ইতি । তথা চ  
যথার্থো হোমেহগ্নিশক্ত্যাং হোমোহর্থসিদ্ধ এবমগ্নিশক্ত্যাং হোমেহপি বহ্নৌ হোমোহর্থসিদ্ধস্তদ্ব-  
ন্মায়ায়া ভগবতীত্বেহপি ব্রহ্মণ এব ভগবতীত্বং সিদ্ধমিতি । তষ্ট্বেবোপাসনায়াং গ্রহণং মায়ায়া  
মিথ্যাত্বপ্রতিপাদকেষু বাক্যেষু তু ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বাভাবাৎ কেবলমায়ায়া এব গ্রহণম্ । তস্তা  
মিথ্যাত্বেহপি তদধিষ্ঠানশ্চ সত্যত্বাৎ । উপাসকশ্রোপাশ্রমায়াপদার্থান্তর্গতশ্চ ব্রহ্মাংশশ্চ  
মোক্ষদশায়ামনুস্থ্যতত্বায় মুক্তাবুপাশ্রমস্বরূপত্যাগঃ । অতএবাস্তর্যামিব্রাহ্মণে পৃথিব্যাদিমায়া-  
স্তানাং পদার্থানাং যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যঃ পৃথিবী ন বেদ যশ্চ পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী-  
মন্তরো যময়তীত্যাদিনাস্তর্যামিচেতনসম্বন্ধেনৈব দেবতাত্বমুপবর্ণিতম্ । তথাচ “সর্বং  
খন্দিদং ব্রহ্ম” ইতি শ্রুতিরপ্যনুগৃহীতা ভবতীত্যেতৎসর্বমভিপ্রেত্য স্মৃতসংহিতায়ামুক্তম্ ।

স্বরূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে । অতএব, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে পরস্পর শ্রুতির বিরোধও তিরোহিত  
হইল । কথিত আছে “পাবকশ্রোক্ষতেবেয়ং উষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ । চন্দ্রশ্চ চন্দ্রিকেবেয়ং  
শিবশ্চ সহজা ধ্রুবেতি” । যেমন, অগ্নির উষ্ণতা কিরণমালীর কিরণমালা নিশাকান্ত হিমাংশুর  
জ্যোৎস্নাপ্রভৃতি স্বভাব শক্তি ; সেইরূপ সেই পরাংপরা পরমাশক্তি দেবী ভগবতী ও শিবময়  
পরব্রহ্মের নিত্যরূপা সহজ শক্তি । তথাচ “স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং যদ্বল্লজ্জ্বিতুমীহতে । পাদোদ্যেগে  
শিরো ন শ্রান্ত তথেষং বৈন্দবী কলা” । যেমন, কোন লোক নিজপদ দ্বারা নিজমস্তকের ছায়া  
লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলে প্রতি পদনিষ্ক্ষেপেই মস্তকচ্ছায়ার বিদ্যমানতা থাকে না ; সেইরূপ  
এই বিন্দুসম্বন্ধিনী কলাকে জানিবে । ইহার তাৎপর্য্য এই, পরমব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া  
কদাপি ব্রহ্মশক্তির সত্তা থাকিতে পারে না । আরও দেখ, যেমন অগ্নিতে আহুতি প্রদান  
করিলে, অগ্নি শক্তিতেই সেই হোমার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে সেইরূপ অগ্নি শক্তিতে হোম করি-  
লেও তাহা অগ্নিতে আহুত হইল বলিয়া হোমার্থ সিদ্ধ হইবে । তদ্রূপ মায়ায় ভগবতীত্ব  
স্বীকার করিলে, ফলতঃ ব্রহ্মেরই ভগবতীত্ব সিদ্ধ হইল । অতএব, উপাসনা বিষয়ে তাঁহা-  
রই গ্রহণ বুঝিতে হইবে । তবে, মায়ায় মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক যে সকল বচন আছে, তাহা  
ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল মায়ামাত্রেরই গ্রহণ জানিবে । কারণ, সেই মায়ায় মিথ্যাত্ব থাকি-  
লেও ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে । উপাসকের মোক্ষদশাতে, উপাশ্র-  
মায়া পদার্থের অন্তর্গত যে ব্রহ্মাংশ তাহার অনুস্থ্যততা হেতু মুক্তিকালেও উপাশ্র-  
মত্যাগ হয় না । এই জন্ত অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে পৃথিবী প্রভৃতি মায়াস্ত পদার্থ সম্বন্ধে এইরূপ বলা  
হইয়াছে ; যথা, যিনি সর্বদাই এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন অথচ পৃথিবী যাহাকে  
জানিতে সমর্থ নহে এই পৃথিবীই যাহার শরীর এবং যিনি এই পৃথিবীর অন্তরে বাস করত  
ইহাকে নিরন্তর নিয়মিত করিতেছেন । এই সমস্ত শ্রুতিতে অন্তর্যামি চৈতন্য সম্বন্ধ দ্বারাই  
দেবতাত্ব উপবর্ণিত হইয়াছে । অপিচ “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিটীও এ বিষয়ে সম্যক অনু-  
গৃহীতা হইতেছে । অতএব এই সমস্ত অভিপ্রায়েই স্মৃতসংহিতাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;



“চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ। অমুপ্রবিষ্টা যা সন্নির্বির্ভিকল্পা স্বয়ম্প্রভা। সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবাহতিমা শিবকরী” ইতি। যদ্বা, ভগবতীস্বরূপপ্রতিপাদকবাক্যেযু যে মায়াশক্তিকলাদিশব্দান্তে লক্ষণয়া মায়া-বিশিষ্টশক্তিবিশিষ্টকলাবিশিষ্টবুদ্ধবোধকাস্তথা চ মায়াবিশিষ্টং শক্তিবিশিষ্টং কলাবিশিষ্টং যদ্বুদ্ধ তত্ত্বগবতীপদবাচ্যমিতি ফলিতার্থঃ। এতেন ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা নিদ্রারূপেণ স্মৃতি-রূপেণেত্যাদিকেবলশক্তিবাচকপদানি ব্যাখ্যাতানি। তৈঃ পদৈস্তত্ত্বচ্ছক্তিবিশিষ্টবুদ্ধণ এব সৰ্বত্র গ্রহণাৎ। অয়মেবার্থঃ কালোত্তরে উক্তঃ। তথা চ। কালোত্তরে শিবং প্রতি দেবী-প্রশ্নবাক্যম্। “ভগবন্ দেবদেবেশ! মিথ্যামায়েতি বিক্রতা। তস্তাঃ কথমুপাস্তত্বং ভবেনুজ্ঞাবনম্রয়াৎ। শ্রদ্ধা ন জায়তে কাপি মিথ্যাবস্ত্বনি কুত্রচিৎ। দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়া-শ্রিতা প্রভো। সংশয়ং ছিকি দেবেশ! রহস্যং বদ মে প্রভো। ইতি শ্রদ্ধা বচো দেব্যা ভগবাংশ্চন্দ্রশেখরঃ। উবাচ বচনং দিব্যং সৰ্বলোকহিতপ্রদম্। নাহং স্মৃতি! মায়ায়া

যথা—“চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ। অমুপ্রবিষ্টা যা সন্নিং নির্বির্ভিকল্পা স্বয়-ম্প্রভা। সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবাহতিমা শিবকরী”। হে দ্বিজোত্তমগণ! চিন্মাত্রাশ্রিত মায়াশক্তির অবয়বে অমুপ্রবিষ্ট যে সজ্জপা সদানন্দময়ী সংসার উচ্ছেদকারিণী বিকল্পনাদিবিরহিতা স্বয়ম্প্রভা চিৎশক্তি সেই পরমদেবীই পরম-শিবরূপিণী। বস্তুতঃ সেই মঙ্গলবিধায়িনী শিবের সহিত অভিন্নরূপা; অথবা ভগবতী স্বরূপ প্রতিপাদক বাক্য সকল মধ্যে যে মায়াশক্তি কলাদিশব্দ তাহার লক্ষণা দ্বারা মায়াবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট ও কলাবিশিষ্ট বুদ্ধবোধক। তথা মায়াবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট ও কলাবিশিষ্ট যে বুদ্ধ তাহাই ভগবতী পদ বাচ্য ইহাই ফলিতার্থ। এই হেতুই ক্ষুধারূপে, নিদ্রারূপে, স্মৃতিরূপে সংস্থিতা ইত্যাদি কেবল শক্তিবাচক পদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু সেই সমস্ত পদ দ্বারা তত্ত্ব শক্তি-বিশিষ্ট বুদ্ধেরই সৰ্বত্র গ্রহণ জানিবে। এই অর্থটা কালোত্তর গ্রন্থেও শিবের প্রতি দেবীর প্রশ্নবাক্যস্থলে উক্ত হইয়াছে। যথা “ভগবন্ দেবদেবেশ! মিথ্যামায়েতি বিক্রতা। তস্তাঃ কথমুপাস্তত্বং ভবেনুজ্ঞাবনম্রয়াৎ। শ্রদ্ধা ন জায়তে কাপি মিথ্যাবস্ত্বনি কুত্রচিৎ। দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো। সংশয়ং ছিকি দেবেশ! রহস্যং বদ মে প্রভো। ইতি শ্রদ্ধা বচো দেব্যা ভগবাংশ্চন্দ্রশেখরঃ। উবাচ বচনং দিব্যং সৰ্বলোকহিতপ্রদম্। নাহং স্মৃতি! মায়ায়া উপাস্যত্বং বুবে কচিৎ। মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যমুপাস্যত্বেন কীৰ্ত্তিতম্। মায়া-শক্ত্যাদিশব্দাশ্চ বিশিষ্টৈশ্চ লক্ষকঃ। তস্মান্মায়াদিশব্দৈস্ত্ব বুদ্ধৈকবোপাস্যমুচ্যতে”। হে ভগবন্! দেবদেবেশ! আপনার মুখে শুনিয়াছি যে মায়া মিথ্যা। মিথ্যা পদার্থের ত, যুক্তিবিষয়ে অম্বয় থাকিতে পারে না তাহা হইলে কিরূপে তাহার উপাস্যত্ব সম্ভব হইতে পারে? আরও দেখুন, মিথ্যা বস্তুতে কখন কোথায়ও কাহার শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। কিন্তু হে প্রভো! আমি এরূপও শুনিয়াছি যে, এই দেবীর উপাসনাও মায়া-শ্রিতা। অতএব হে নাথ! এই উভয় বিষয়ে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে রূপা করিয়া তাহা অপনয়ন করুন। ভগবান্ চন্দ্রশেখর দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

উপাস্তুং বুবে কচিৎ । মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যমুপাস্তুং কীর্তিতম্ । মায়াশক্ত্যাदिशकाश्च विशिष्ट-  
 शैव लक्षणाः । तन्मायादिशदैक्यं बुद्धैर्बोपास्तुच्यते” ইতি । অত্র পূর্বার্ধেন মায়াধি-  
 ঠানচৈতন্যমিত্যনেন প্রথমপক্ষ উক্তো মায়াশক্ত্যাदीত্যানেনোত্তরার্ধেন দ্বিতীয়ঃ পক্ষ উপ-  
 পাদিতঃ । এতদভিপ্রায়েণৈব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মায়াবাচকশৈব হ্রীংকারশ্চ মায়াবিশিষ্টব্রহ্ম-  
 বাচকমুক্তম্ । “শক্ত্যক্ষরাণি শेषাণি হ্রীংকার উভয়াশ্রয়কঃ” ইতি । উভয়াশ্রয়কঃ শিবশক্ত্যাশ্রয়ক  
 ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ মায়ায়াঃ কেবলমায়া উপাস্তুং বদন্ বাদী ভ্রান্তঃ প্রেষ্ঠব্যো জড়মায়া উপাস্তুং  
 তত্তদেবতাবিগ্রহাণাং প্রাণেন্দ্রিয়মনআত্মজীবাদিমত্বং কথং ভবেৎ । দ্বিবিধং হি ভগবতীরূপং  
 স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ । তত্র সূক্ষ্মং মুখ্যং স্থূলস্ত তত্তত্পাসকানাং দর্শনাদিব্যবহারার্থং তত্তত্পাসকৈ-  
 রূপাসিতং সূক্ষ্মরূপমেব স্থূলং রূপং গ্রহাতি । তত্রৈবং সতি সূক্ষ্মরূপে চৈতন্যানুপ্রবেশে  
 তদৃগ্হীতে স্থূলরূপেহপি চৈতন্যানুপ্রবেশেন তত্তদেবতানাং প্রাণনসস্তাষণাদিব্যবহারো-  
 চ্ছেদ এব স্তাৎ তন্মাদনিচ্ছয়াহপি চৈতন্যবিশিষ্টায়া এব তত্তচ্ছক্টেরূপাস্তুং বক্তব্যমিতি ।

নবেবক্ষেৎ কিমর্থং মায়াदिशदैक्यवहारो ভগবত্যাঃ শাস্ত্রে ক্রিয়তে লক্ষণাদিদোষাভাবায়  
 স্পষ্টপ্রতিপত্তয়ে ব্রহ্মাদিশদৈরেব কুতো ন ব্যবহারঃ ক্রিয়ত ইতি চেচ্ছু । চতুর্বুহাশ্রয়কং  
 হি ব্রহ্মণো রূপম্ । বিরাড়্টিরণ্যগর্তাব্যাকৃতব্রহ্মরূপম্ । তত্র দেবুপাসনা ব্যাস্তর্গতশ্চ কশ্চ

সর্বলোকহিতপ্রদ গুঢ় অলৌকিক বাক্য সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন । হে স্মৃধি ! আমি  
 কোন স্থলেই কেবল মায়ার উপাস্যত্বের কথা বলি নাই, বস্তুতঃ তন্মহে মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যেরই  
 উপাস্যত্বের বিষয় উপদেশ করা হইয়াছে । স্থলবিশেষে প্রযুক্ত মায়াশক্ত্যাदिशक বিশিষ্টেরই  
 লক্ষ্যক জানিবে । অতএব, মায়াदिशक দ্বারা বুদ্ধেরই উপাস্যত্ব উক্ত হইয়াছে । এই শ্লোকের  
 পূর্বার্ধে যে মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য এইরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে তদ্বারা প্রথম পক্ষ পরিকীর্তিত  
 হইয়াছে । উত্তরার্ধে মায়াশক্ত্যাदि এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ উপপাদিত হই-  
 য়াছে । এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মায়াবাচক হ্রীংকার বীজের মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম  
 বাচকত্ব পরিকীর্তিত হইয়াছে । “শক্ত্যক্ষরাণি শेषাণি হ্রীংকার উভয়াশ্রয়কঃ” । অর্থাৎ শেষের  
 অক্ষর সকল শক্তিস্বরূপ, হ্রীংকার উভয়াশ্রয়ক অর্থাৎ শিবশক্ত্যাশ্রয়ক । যদি কেবল মায়ারই  
 উপাস্তুং বলা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সেই ভ্রান্তবাদীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিও যে কেবল  
 জড়ের উপাসনা করিতে গিয়া তত্তৎদেবতা বিগ্রহের প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা ও জীবাদি  
 বিশিষ্ট করা হয় কি নিমিত্ত ? অতএব নিশ্চয় জানিও যে সেই দেবী ভগবতীর স্থূল ও সূক্ষ্ম  
 রূপ দুই প্রকার ভেদ, তাহার মধ্যে সূক্ষ্মরূপ মুখ্য অর্থাৎ উহা প্রবল অধিকারীদেরই বুদ্ধিগম্য ।  
 আর স্থূল রূপটী দুর্ব্বলাধিকারীদের জন্ত । অর্চনাদিকালে দর্শনাদি ব্যবহারোপযোগিতা জন্ত  
 সেই সকল দুর্ব্বলাধিকারি কর্তৃক উপাসিত হইয়া সূক্ষ্মরূপই স্থূলরূপ গ্রহণ করে । যদি  
 বল যে সূক্ষ্মরূপেই চৈতন্যের অনুপ্রবেশ হয় কিন্তু স্থূলরূপে নহে, তাহা হইলে স্থূলরূপ  
 উপাসক সাধকের উপাস্য তত্তৎ দেবতার জীবিতবৎ কার্য্যকরণ ও সস্তাষণাদি ব্যবহারের  
 সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় । অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও চৈতন্যবিশিষ্ট তত্তৎ শক্তির উপাস্যত্ব  
 স্বীকার করা কর্তব্য ।



পদার্থশ্চেতি শঙ্কায়াম্ । বিরাড়্চিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতানাং তদধিষ্ঠাতৃণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরূপজাণাঞ্চ । মৈত্রায়ণীয়শ্রুতৌ ঐক্যং গুণময়ত্বেন কীর্তনাৎ গুণত্রয়সাম্যাবস্থায় মায়ায়াঃ প্রকৃত্যাदि-  
শব্দবাচ্যত্বেন তস্তাশ্চ তুরীয়ব্রহ্মাশ্রিতত্বেন শাস্ত্রেবুক্তত্বাৎ । তদেব মায়াবিশিষ্টং তুরীয়ং  
ব্রহ্মৈব ভগবতুপাসনায়াং গ্রাহ্যমিতি বৃহদর্থপ্রদর্শনার্থং তথা মায়াদিশব্দৈর্ব্যবহারস্ত সত্বাৎ ।  
তথাচ মৈত্রায়ণীয়শ্রুতিঃ । “তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ তৎ পরে স্তাৎ তৎপরেণেরিতং  
বিষমত্বং প্রয়াতোতদৈ রজস্তদ্রজঃ খবীরিতং বিষমত্বং প্রয়াতোতদৈ সত্বস্ত রূপমিতি” । অনেন  
বাক্যেন মায়ায়াস্তমঃশব্দিতায়াঃপরেণ ব্রহ্মণা নিত্যসম্বন্ধপ্রদর্শনেন জগৎকারণরূপং সাম্যাবস্থা-  
শ্রকং প্রদর্শিতম্ । “অগ্রে তস্মৈতাস্তনবোহথ যো হ খলু বাবাস্ত তামসোঃশোহসৌ যোহয়ং রুদ্রো  
যো হ খলু বাবাস্ত রাজসোঃশোহসৌ ব্রহ্মা যো হ খলু বাবাস্ত সাত্বিকোঃশোহসৌ বিষ্ণুরিতি” গুণ-  
ত্রয়োপাধিত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুরূপজাণাং প্রতিপাদিতম্ । তথা পুরাণাদিষু চ “সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে-

যদি একরূপ বল যে, তবে শাস্ত্রে কি জন্ত মায়াদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ভগবতীর ব্যবহার স্বীকার  
করা হইয়াছে । লক্ষণাদি দোষের অভাবে স্পষ্ট প্রতিপত্তি নিমিত্ত ব্রহ্মাদি শব্দ প্রয়োগ  
দ্বারা কি নিমিত্ত ব্যবহার করা হইল না ? তবে বলিতেছি শ্রবণ কর । বিরাট, হিরণ্যগর্ভ,  
অব্যাকৃত ও তুরীয়, ব্রহ্মের এই চতুর্ভূতাহ্মকরূপ । যদি বল যে, দেবী উপাসনাটী তাহাদের  
মধ্যে কোন্ পদার্থে গ্রহণ করিবে । এইরূপ শঙ্কা উপস্থিত করিলে তদন্তর এইরূপ ; যথা,  
বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত এবং তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃ-  
তির প্রত্যেককে মৈত্রায়ণীয় শ্রুতিতে এক এক গুণময় বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে ; কিন্তু,  
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা মায়া শাস্ত্রে একবার প্রকৃত্যাदिশব্দবাচ্যত্ব আবার তুরীয় ব্রহ্মা-  
শ্রিতত্ব রূপে উক্ত হইয়াছে । অতএব, এইরূপ বৃহদর্থ প্রদর্শনের নিমিত্ত সেই মায়াবিশিষ্ট তুরীয়  
ব্রহ্মই ভগবতীর উপাসনা বিষয়ে গ্রহণীয় জানিবে । সেইজন্য মায়াदिশব্দ প্রয়োগ দ্বারা  
ব্যবহারের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । তথাচ, মৈত্রায়ণীয়শ্রুতি । “তমো বা ইদমেকমগ্র  
আসীৎ তৎ পরে স্তাৎ তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতোতদ বৈ রজঃ তদ্রজঃ খবীরিতং বিষ-  
মত্বং প্রয়াতোতদ বৈ সত্বস্ত রূপমিতি” । হে সৌম্য ! এক্ষণে যাহাকে জগৎ বলিয়া বোধ  
করিতেছ, সৃষ্টির পূর্বে ইহা কেবল তমোময় অব্যাকৃতরূপে সেই পরব্রহ্মেই বিলীন ছিল ;  
পরে (সৃষ্ট্যানুধসময়ে) সেই তমোভূত পদার্থ পরব্রহ্মপ্রেরিত হইয়া বৈষম্য ধর্মপ্রাপ্ত হয় ;  
তাহাতে প্রথমে রজোমূর্তির আবির্ভাব হয় । পরে, ব্রহ্ম-প্রেরিত সেই রজঃ বিষমতা প্রাপ্ত  
হইলে, সত্বরূপের প্রকাশ হয় । এই বাক্য দ্বারা তমঃ শব্দে ব্যবহৃত মায়ার পরব্রহ্মের  
সহিত নিত্য সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্বক সাম্যাবস্থারই জগৎকারণতা দেখান হইয়াছে । “অগ্রে  
তস্মৈতাস্তনবোহথ যো হ খলু বাবাস্ত তামসোঃশোহসৌ যোহয়ং রুদ্রো যো হ খলু বাবাস্ত রাজ-  
সোঃশোহসৌ ব্রহ্মা যো হ খলু বাবাস্ত সাত্বিকোঃশোহসৌ বিষ্ণুঃ” । হে সৌম্য ! সৃষ্টির পরবর্তী  
কালে যিনি রুদ্ররূপে আখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার তামস অংশ ; যিনি ব্রহ্মরূপী তিনিই  
তাঁহার রাজস অংশ ; এবং যিনি বিষ্ণুরূপে পরিকীর্তিত, তিনিই তাঁহার সাত্বিক অংশ । কিন্তু,  
সৃষ্টির পূর্বে ইহারা সকলেই সেই পরব্রহ্মের অব্যাকৃত তনুরূপে ছিলেন । এই শ্রুতিতে ব্রহ্মা



গুণাষ্টৈষুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাশ্চ ধত্তে । সৃষ্টাদয়ে হরিবিরিক্ধিরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র  
খলু সম্বতনোৰ্ণাং সূ্যঃ” । ইত্যাদিসৰ্বপুৰাণেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরূপাদিগামৈকগুণবত্ত্বমেব প্রতিপাদি-  
তম্ । ন হি মায়াপ্রকৃতিশক্ত্যাदिशब्दवाच्यं वस्तु ब्रह्मातिरिक्ताश्रयकं भवति । येन मायादिशब्दै-  
रुपाश्रुतं वस्तु मायाविशिष्टब्रह्मातिरिक्तं भवेत् किञ्च मायाविशिष्टब्रह्मरूपमेवेति । तैः शब्दै-  
रुपाश्रुतवस्तुनि प्रतिपादिते मायाविशिष्टब्रह्मरूपमेव भगवतीरूपमुपाश्रुतं भवेदिति बोधनार्थ-  
मेव मायादिशब्दैर्भगवत्या उपासनकथनमिति ।

নহু তর্হি “ঈং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীৰ্য্যা” ইত্যত্রাপি মায়াশব্দে ব্রহ্মবিশিষ্টমায়াবাচকঃ  
শ্রুতঃ । ন চেষ্টাপত্তিঃ । তত্র কেবলায়া মায়ায়া এব বিবক্ষিতত্বাদিতি চেন্ন । ন হ্যন্যভিঃ সৰ্বত্র  
মায়াশব্দেন মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব সৰ্বত্র গ্রাহ্যমিতি শপথঃ ক্রিয়তে যেনাতিপ্রসঙ্গঃ শ্রুতঃ । কিন্তু  
কচিৎ সম্বন্ধিশব্দসমভিব্যাহারে কেবলমায়ায়া গ্রহণং যথাত্ৰৈব তথা নাশপ্রকরণে কেবলমায়ায়া  
গ্রহণম্ । তথা সৃষ্টিস্থলেহপি । “মন্মায়াশক্তিসংক্ৰান্তং জগৎ সৰ্বং চরাচরম্ । সাপি মত্তঃ পৃথগ্-

বিষ্ণু ও ব্রহ্মের গুণত্রয় রূপ উপাধিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । কেবল শ্রুতি নহে, পুরাণাদিতেও  
এইরূপ ভুরি ভুরি প্রয়োগ আছে । যথা, “সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুণাষ্টৈষুক্তঃ পরঃ পুরুষ  
এক ইহাশ্চ ধত্তে । সৃষ্টাদয়ে হরিবিরিক্ধিরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সম্বতনোৰ্ণাং  
সূ্যঃ” । সেই পরমপুরুষ একমাত্র অদ্বিতীয় হইলেও সৃষ্টাদি কার্যের নিমিত্ত প্রকৃতির সত্ত্ব,  
রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ে সমন্বিত হইয়া হরি, বিরিক্ধি ও হর এই তিনটী সংজ্ঞা ধারণ করেন ।  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনে স্বরূপত একত্ব হইলেও সত্ত্ব মূর্ত্তি হইতেই মানবগণের শ্রেয়ঃ  
সংসাধিত হইয়া থাকে । এইরূপ সৰ্ব পুরাণেই ব্রহ্মা বিষ্ণু, ব্রহ্মের এক একটী গুণবত্ত্ব প্রতি-  
পাদিত হইয়াছে । মায়া, প্রকৃতি বা শক্ত্যাदिशब्दवाच्यं वस्तु ब्रह्मातिरिक्तं आश्रयकं नह ।  
যাহাতে মায়াদি শব্দে উপাশ্রুত বস্ত্ত মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মাতিরিক্ত হইতে পারিবে ? ফলতঃ তাহা  
মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই রূপ জানিবে । সেই সকল শব্দ দ্বারা উপাশ্রুত বস্ত্ত প্রতিপাদিত হওয়াতে,  
মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপই যে, উপাশ্রুত ভগবতীরূপ সেইটী বোধ করাইবার নিমিত্তই মায়াদি শব্দ  
প্রয়োগ দ্বারা ভগবতীর উপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে ।

যদি বল, যে, তাহা হইলে, “ঈং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীৰ্য্যা” এস্থলেও মায়া শব্দটী ব্রহ্ম-  
বিশিষ্ট মায়া বাক্য হউক ? অথচ, এস্থলে, কেবল মাত্র মায়ারই বিবক্ষিতত্ব প্রযুক্ত  
কোন ইষ্টাপত্তিও নাই, বস্ত্ততঃ তাহা নহে । কেননা, সৰ্বত্র মায়া শব্দের প্রয়োগ থাকিলেই  
যে, সকল স্থলেই মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে আমরা ত, কোথাও এরূপ শপথ  
করিয়া বলি নাই, যাহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ উত্থাপিত হইতে পারিবে । পরন্তু, কোন স্থলে  
সম্বন্ধি শব্দ সমভিব্যাহারে কেবল মায়ারই গ্রহণ ; যেরূপ, এস্থলে, সেইরূপ নাশ প্রকরণে  
কেবলমাত্র মায়ারই গ্রহণ, এবং সৃষ্টি বিষয়ে ও সেইরূপ বুদ্ধিতে হইবে । যথা, “মন্মায়া  
শক্তিসংক্ৰান্তং জগৎ সৰ্বং চরাচরম্ । সাপি মত্তঃ পৃথগ্বিপ্রা নাশ্ত্যেব পরমার্থতঃ” । হে বিপ্র-  
শ্রবণ ! এই সচরাচর বিশ্বসংসার আমার মায়াশক্তিসংকল্পিত ; কিন্তু তিনিও বাস্তবিক আশা  
হইতে ভিন্ন বস্ত্ত নহেন । ইত্যাদি স্থলে কেবল মায়া মাত্রেরই গ্রহণ বটে ; কিন্তু, উপাসনা

বিপ্রা নাশ্ত্যেব পরমার্থতঃ” ইত্যাদৌ । উপাসনাস্থলে তু তদ্বিশিষ্টব্রহ্মণো গ্রহণমিতি যথাযথ-  
মুহনাজ্জ্ঞেয়মিতি । তথা চ “ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ” ইত্যাদৌ অধিষ্ঠানব্রহ্মরূপিনী সতী বৈষ্ণবী  
যা মায়াশক্তিরস্তি তদ্রূপিনীতীর্থঃ । তেন চ ব্রহ্মরূপত্বমেব ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিতম্ ।  
এবমন্ত্রাপ্যাহম্ । যদ্বা ব্রহ্মণো জগৎকারণশ্চোভয়ায়কত্বাৎ কচিন্মায়োপসর্জনব্রহ্মণ উপা-  
সনং তত্র শক্তিঃ সহায়ভূতা ইদঞ্চ মতং শিবপুরাণাদিষু স্পষ্টম্ । “তস্মাৎ সহ তয়া দেবং হৃদি  
পশুন্তি যে শিবম্ । তেষাং শাস্তিতিকী শান্তির্নেতরেষাং কদাচন” । ইত্যাদি বচননিচয়ৈঃ ।  
কচিচ্চ ব্রহ্মোপসর্জনমায়ায়া উপাসনং তত্র ভগবতীবিষয়ে ব্রহ্মোপসর্জনমায়ায়া এবোপাসন-  
মিতি দর্শয়িতুং মায়াশক্ত্যাदिशक्तैঃ শাস্ত্রে ভগবত্যা ব্যবহারঃ ক্রিয়ত ইতি । ইদঞ্চ মতং সর্ব-  
তন্ত্রাভিমতং পুরাণাভিমতঞ্চ । “শিবেন সহিতাং দেবীং ভাবয়েদ্ভুবনেশ্বরীম্” । ইতি ভুবনে-  
শ্বরীপারিজাতাদিবচননিচয়ান্তত্বকং কুর্শ্বপুরাণে । “অশ্রাস্ত্যনাদিসংসিদ্ধমৈশ্বর্যমতুলং মহৎ ।  
তৎসম্বন্ধাদনন্তেষা রুদ্রেণ পরমায়না” । ইত্যাদীনি বচনানি দেবীভাগবতাদিসর্বপুরাণেষু  
জ্যেষ্ঠব্যানি । উভয়পক্ষেইপি ব্রহ্মণশ্চিদংশ উপাসনায়ামাগত এবৈতি ন মুক্তাবুপাস্তব্রহ্মপা-  
নবয়িত্বরূপং দূষণং ন বাশ্রক্ষেয়তেতি ।

স্থলে মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই গ্রহণ । এইরূপ, স্থল বিশেষে যথাসম্ভব অধ্যাহার দ্বারা বুঝিয়া  
লইতে হইবে । অপিচ, “ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ” । এস্থলের অর্থ এইরূপ করিতে হইবে ।  
হে মাতঃ ! তুমি অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মরূপিনী হইয়াও, শাস্ত্রে বৈষ্ণবী মায়া শক্তি নামে যাহা  
প্রসিদ্ধ আছে, তাহাও তুমি । এই সমস্ত বাক্য দ্বারা ভগবতীর ব্রহ্মরূপত্বই প্রতিপাদিত  
হইয়াছে । এইরূপ অন্ত্রও উহা করিতে হইবে । অথবা, জগৎকারণ ব্রহ্মের উভয়ায়কতা  
প্রযুক্ত কোনস্থলে মায়াপশ্চ ব্রহ্মের উপাসনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ; সেস্থলে, শক্তিকে  
সহায়ভূতা বলিয়া জানিতে হইবে ; এই মতটী শিবপুরাণে স্পষ্টতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে । যথা,  
“তস্মাৎ সহ তয়া দেবং হৃদি পশুন্তি যে শিবম্ । তেষাং শাস্তিতিকী শান্তির্নেতরেষাং কদা-  
চন” । অতএব, (যে সমস্ত মহাত্মা যোগেশ্বর পুরুষ সেই পরাশক্তির সহিত পরম মঙ্গলময়  
পরমদেবকে নিজ হৃদয়পথে জ্ঞাননেত্রে সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদিগেরই কেবল নিত্যশান্তি  
আসিয়া উপস্থিত হয়, অপরের নহে ।) এইরূপ বহুবচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে । কোন  
স্থলে আবার ব্রহ্মবিশিষ্ট মায়া উপাসনার বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে । সে স্থলে, ভগবতী বিষয়ে  
ব্রহ্মবিশিষ্ট মায়াই যে উপাসনা, সেইটী দেখাইবার নিমিত্ত, মায়া শক্ত্যাदिशक्त প্রয়োগ  
দ্বারা শাস্ত্রে ভগবতীর ব্যবহার করা হইয়াছে । এই মতটী তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্র সম্মত  
জানিবে । (“শিবেন সহিতাং দেবীং ভাবয়েদ্ভুবনেশ্বরীম্” । শিবের সহিত দেবী ভুবনেশ্বরীকে  
হৃদয়ে ভাবনা করিবে । ভুবনেশ্বরীপারিজাতাদির এই সকল বচন দ্বারাও স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন  
হইতেছে । অপিচ, কুর্শ্বপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, “অশ্রাস্ত্যনাদিসংসিদ্ধমৈশ্বর্যমতুলং মহৎ ।  
তৎসম্বন্ধাদনন্তেষা রুদ্রেণ পরমায়না” । এই মায়াশক্তির অনুপম স্মরণ ঐশ্বর্য দেদীপ্যমান ;  
সেই সম্বন্ধ হেতু ইনি পরমায়া রুদ্রের সহিত অনন্তরূপিনী । এই সমস্ত বচন দেবীভাগবত  
প্রভৃতি সমস্ত পুরাণেই দেখিতে পাইবে । কলকথা, উভয় পক্ষেই উপাসনা বিষয়ে ব্রহ্মের



ইথং ভগবতুপাসনায়াঃ স্বরূপে নির্ণীতে ব্রহ্মবিষ্ণুরূপদ্বয়পাসনাসু কস্তোপাসনা বরিত্তে-  
 ত্যস্ত বিচারঃ ক্রিয়তে । তত্র “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম” ইতি সামানাধিকরণ্যে সর্বপদার্থমাত্রস্ত  
 ব্রহ্মরূপত্বপি ভক্তানাং চেতসোবলস্বয় পরমেশ্বরেণ মলিনশুদ্ধতরশুদ্ধতমা বিভূতয়ঃ  
 শুদ্ধিতারতম্যেন কল্পিতাঃ । তাস্চ গীতাदिशास्त्रेषु বিভূত্যাধ্যায়ে ছান্দোগ্যাदिषু চ “প্রাণো  
 ব্রহ্ম আদিত্যো ব্রহ্ম মনো ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাক্যৈঃ প্রদর্শিতাঃ । তত্র চ সর্ববিভূতিষু ব্রহ্মণঃ সমা-  
 নত্বেনাবস্থানেহপি যথাপাত্রমণিরূপাণদর্পণাদিষু শুদ্ধিতারতম্যেন প্রতিবিম্বফলনস্তাপি তার-  
 তম্যং এবং বিভূতিষু চ শুদ্ধিতারতম্যেনৈব ব্রহ্মণঃ প্রসাদকরণতারতম্যং প্রতিবিম্বফলনতার-  
 তম্যঞ্চৈতি যাতিৰ্যাবিৰ্ভূতিভিৰ্যথা যথা প্রতিবিম্বফলনপ্রসাদকরণস্ত চ তারতম্যঞ্চ ভবতি  
 তথা তথা তস্তা বিভূতেকংকৃষ্টত্বমুৎকৃষ্টতরত্বমুৎকৃষ্টতমত্বমিত্যাदिव্যवहारः सर्वशान्दप्रसिद्धौ  
 निर्विवादस्तथा च सति ब्रह्मविष्णुरूपानामेकैकगुणोपाधिद्वेनैकैकगुणोपाधेरपेक्षया साम्यावस्थाय-  
 स्तत्तद्गुणमूलभूताया आधिक्येनैकैकगुणोपाधिब्रह्मविष्णुरूपानामेकैकगुणोपाधेरपेक्षया साम्यावस्थोपाधिकार्या  
 भगवत्या एवोपासनं सर्वोत्कृष्टम् । साम्यावस्थायः सर्वकारणभूतायाः सर्वोत्कृष्टत्वात् ।  
 किञ्च प्रथमतो ब्रह्मणि माया तस्या ब्रह्मणा अव्यवहितः सङ्घः । तद्वत्तरं गुणानामुद्भवान्माया-  
 दारकः सङ्घको गुणानामिति साम्यावस्थायामव्यवहितः सङ्घको ब्रह्मण इति । सैवोपासना

চিদংশ সমাগত হইতেছে ; অতএব, মোক্ষাবস্থায় উপাস্ত স্বরূপের অনন্বয়িত্বরূপ দূষণ বা  
 অশ্রদ্ধেয়তা ইত্যাদি কোন প্রকার দোষেরই সংস্পর্শ হইতে পারে না ।

এইরূপে ভগবতীর উপাসনাস্বরূপ নির্ণীত হইলে এক্ষণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রূদ্র ও শক্তির উপা-  
 সনা মধ্যে কাহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ এতদ্বিষয়ক বিচার করা যাইতেছে । “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম”  
 এই দৃশ্যমানাদি সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম, এইরূপ সামানাধিকরণ্য দ্বারা সকল পদার্থেরই ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ  
 হইলেও ভক্তগণের দুর্বল চিত্তের অবলম্বনজন্ত, পরমেশ্বর চিত্তশুদ্ধিতারতম্যে মলিন, শুদ্ধতর  
 এবং শুদ্ধতম বিভূতি সকলের সৃজন করিয়াছেন । এই বিভূতি সকল গীতাदि शास्त्रे বিভূতি  
 অধ্যায়ে এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে “প্রাণো ব্রহ্ম আদিত্যো ব্রহ্ম মনো ব্রহ্ম” প্রাণই ব্রহ্ম সূর্য্যই  
 ব্রহ্ম মনই ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে । কিন্তু, সেই বিভূতি সকলে  
 একমাত্র ব্রহ্মেরই সমান রূপে অবস্থান থাকিলেও, যেরূপ বিগুহ্মের তারতম্য হেতুক মণি, তর-  
 বারি ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বের তারতম্য হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভূতি সকলের বিগুহ্ম তার-  
 তম্য হেতুই ব্রহ্মের প্রসন্নতা এবং প্রতিবিম্বেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে । অতএব যে যে বিভূতি  
 দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ও প্রসাদ করণের যে যে রূপ তারতম্য ঘটে, সেই সেই রূপে বিভূতি  
 সকলের উৎকৃষ্টত্ব উৎকৃষ্টতরত্ব এবং উৎকৃষ্টতমত্ব হইয়া থাকে ; এজন্য সর্বশান্তপ্রসিদ্ধ এই  
 ব্যবহারে কোনও বিরোধের আশঙ্কা নাই । যদি একরূপ হইল তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রূদ্রের  
 এক একটি গুণোপাধিকত্ব হেতু, সর্বগুণকারণস্বরূপ সাম্যাবস্থোপহিতা ভগবতীর উপাসনাই  
 শ্রেষ্ঠ । কারণ, এক একটী গুণ অপেক্ষা সেই সেই গুণের মূলীভূত সাম্যাবস্থারই আধিক্য  
 হইয়া থাকে । আর, প্রথমতঃ ব্রহ্মের সহিত মায়ার অব্যবহিত অর্থাৎ ব্যবধানশূন্য সঙ্ঘ ;  
 তদ্বত্তর গুণগণের উদ্ভব হেতু মায়া দ্বারা গুণের সঙ্ঘ ; অতএব সাম্যাবস্থায়ও ব্রহ্মের সঙ্ঘ



মুখ্য। সর্কোৎকৃষ্টা চ। অতএব স্মৃতসংহিতাদিষু রীতিরিয়মুক্তা। “পরতত্ত্বপ্রকাশন্ত রুদ্রশ্চৈব মহত্তরঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুাদিদেবানাং ন তথা মুনিপুঙ্গবাঃ” ইত্যাদি। “রুদ্রঃ কথঞ্চিৎকার্যার্থং মনুতে রুদ্ররূপতাম্। ন তথা দেবতাঃ সর্কীঃ পরিস্কূর্তান্নতাবলাৎ”। ইতি স্মৃতগীতাস্ম। নহু ব্রহ্মবিষ্ণু-রুদ্রাণামেকৈকগুণোপাধিষ্ণে সর্কসম্মতে কথং সাম্যাবস্থাত্মকত্বেনাপি তেষাং পুরাণাদিষুপ-বর্ণনমিতি চেন্ন। তদন্তর্গতব্রহ্মণএব সাম্যাবস্থাত্মকত্বেন তদভেদাৎ তেষামপি তদাত্মকত্ব-কথনমিত্যাশয়াৎ। অতএব তাপনীরে নৃসিংহস্ত সঙ্কোপহিতবিষ্ণোরবতারেষু সর্কশ্রুতি-পুরাণনিশ্চিতৈ সত্যপি সাম্যাবস্থাত্মকত্বেন বর্ণনং সঙ্গচ্ছতে। তস্মান্মায়াশক্ত্যাখ্যাব্রহ্মরূপভগ-বত্ব্যুপাসনৈব মুখ্য। সর্কোৎকৃষ্টা চেতি। সৈব সর্ককামার্থিভিমুঁমুক্ষুভিশ্চোৎকৃষ্টবস্তৃপাসনে-চ্ছুভিরাশ্রয়ণীয়ৈত্যাখ্যং প্রাপ্তমপি পুরাণান্তরবচনৈঃ স্পষ্টমুপপাদ্যতে। তদুক্তং দেবীমাহাত্ম্যে। “ব্রহ্মবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্কেষাং জননী তথা। যথা সর্কমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সৈব সেব্যা চ পূজ্যা চ নান্যদে দেবতাস্তরম্” ইতি। তথা তন্ত্রেষু “এবং যঃ পূজয়েত্তক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্। ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসায়ুজ্যমাপ্নুয়াৎ। যো ন পূজয়তে

অব্যবহিত। অতএব সেই ভগবতীর উপাসনাই মুখ্য এবং সর্কোৎকৃষ্ট। স্মৃতসংহিতাদিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা, “পরতত্ত্বপ্রকাশন্ত রুদ্রশ্চৈব মহত্তরঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুাদিদেবানাং ন তথা মুনিপুঙ্গবাঃ”। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! রুদ্রদেবেরই মহৎ পরমতত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের তাদৃশ হয় নাই। স্মৃতগীতাতেও উক্ত আছে। “রুদ্রঃ কথঞ্চিৎকার্যার্থং মনুতে রুদ্ররূপতাম্। ন তথা দেবতাঃ সর্কীঃ পরিস্কূর্তান্নতাবলাৎ”। রুদ্রদেবই কার্যাবিশেষের জন্ত রুদ্রমূর্তি ধরিতে সমর্থ। অন্য দেবগণ অন্নবলপ্রযুক্ত তাদৃশ লাভে সমর্থ নন। যদি বল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রের এক একটা গুণোপাধি সর্কসম্মত হইলেও কি জন্ত পুরাণাদিতে সাম্যাবস্থারূপে বর্ণনা আছে? ইহার কারণ, তাহাদের অন্তরস্থ ব্রহ্মের সাম্যাবস্থা স্বরূপ তাহার সহিত অভেদ করিয়া পুরাণাদিতে ব্রহ্মাদির সাম্যাবস্থা স্বরূপ বর্ণনা হইয়া থাকে। অতএব, তাপনী শ্রুতিতে নৃসিংহ সঙ্কোপাধি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সকল শ্রুতি ও পুরাণে বর্তমান থাকিলেও সাম্যাবস্থা রূপে বর্ণনা সঙ্গত হইতেছে। অতএব এই ভগবতীর উপাসনা, অভীষ্টফললাভেচ্ছ মুমুকু ও সর্কোৎকৃষ্ট বস্তুর আরাধনাভিলাষী ব্যক্তিগণের একান্ত আশ্রয়ণীয় ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হইলেও পুরাণ সকলের বচন দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত করা যাইতেছে। দেবীমাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে “ব্রহ্মবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্কেষাং জননী তথা। যথা সর্কমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সৈব সেব্যা চ পূজ্যা চ নান্যদে দেবতাস্তরম্”। যিনি এই সমস্ত চরাচর ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি সকলের জননী স্বরূপা, সেই জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী ভগবতীই সেবা ও পূজার যোগ্যা; অন্য দেবতা নহে। তথা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত আছে। “এবং যঃ পূজয়েত্তক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্। ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসায়ুজ্যমাপ্নুয়াৎ। যো ন পূজয়তে নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্। ভীষ্মীকৃত্যস্ত পুণ্যানি নির্দহেৎ পরমেশ্বরী”। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্বক প্রত্যহ পরমেশ্বরী ভগবতীকে পূজা করে, সে ইহলোকে যথেষ্ট ভোগ লাভ করিয়া পরে দেবীর সায়ুজ্য লাভ করে এবং যে

নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্ । ভয়ীকৃত্যস্ত পুণ্যানি নির্দেহং পরমেশ্বরী” ইতি । অনেন বচনেন ভগবতুপাসনায়াঃ সন্ধ্যাদিকৰ্মবসিত্যং নিত্যপদোচ্চারণেন স্পষ্টমেব বোধিতম্ । তথা পুরাণান্তরে । “আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সৰ্বৈরপি সুরাসুরৈঃ । মাতুঃ পরতরং কিঞ্চদধিকং ভুবনত্রয়ে” ইতি । তথা “ওঁকারং পিতৃরূপেণ গায়ত্রীং মাতরং তথা । পিতরৌ যো ন জানাতি স বিপ্রশত্বরেতজঃ” ইতি । তথা কালোত্তরে । “ধিগ্ধিগ্ধিগ্ধিগ্ধিচ্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্ । জননীং সৰ্বজগতঃ করুণারসসাগরাম্” ইত্যাদিপুৰাণেষু তদ্বেষু চ বহুনি বচনানি দ্রষ্টব্যানি । বিস্তরন্ত মংকৃতশক্তিতত্ত্ববিমর্শিতাং দ্রষ্টব্যঃ । অয়ংকোপোদ্ঘাতোক্তার্থো-  
হস্মাভির্দেবীভাগবতস্থিতৌ সপ্তশত্যঙ্কষট্কব্যাখ্যানৈ চোক্তঃ । তস্মা ভগবত্যাঃ পুরাণস্ত দেবীভাগবতস্ত সমঞ্জসগোড়পাঠানুরোধেন ব্যাখ্যানং যথামতি প্রারভ্যতে ॥

লোক, ভক্তবৎসলা দেবীকে নিত্য পূজা না করে, পরমেশ্বরী তাহার পুণ্য সকল ভয়ীভূত করিয়া অপর হুঃখ প্রদান করেন । এই বচনে নিত্য পদ প্রয়োগ থাকায় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্যের স্থায় ভগবতীর উপাসনার নিত্য স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । পুরাণান্তরেও উক্ত আছে, “আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সৰ্বৈরপি সুরাসুরৈঃ । মাতুঃ পরতরং কিঞ্চি-  
দধিকং ভুবনত্রয়ে” । সেই পরমাশক্তি ভগবতী সমস্ত দেবদানবকর্তৃকও আরাধনীয় । কারণ, ত্রিভুবনে মাতার পর অধিক পূজনীয় কোন বস্তুই নাই । তথা “ওঁকারং পিতৃরূপেণ গায়ত্রীং মাতরন্তথা । পিতরৌ যো ন জানাতি স বিপ্রশত্বরেতজঃ” । যে ব্যক্তি পিতৃরূপী ওঁকার এবং মাতৃরূপিণী গায়ত্রীকে না জানে সে নিশ্চয়ই জারজ সন্দেহ নাই । তথা কালোত্তরে উক্ত হইয়াছে । “ধিগ্ধিগ্ধিগ্ধিগ্ধিচ্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্ । জননীং সৰ্বজগতঃ করুণারসসাগরাম্” । যে ব্যক্তি সৰ্বজগতের জননী, দয়াময়ী মঙ্গলা ভগবতীকে পূজা না করে তাহার জন্মকে শতবার দিক্ । এইরূপ শতশত প্রমাণ পুরাণান্তরে অব্ধেৰণ করিলেই দেখিতে পাইবে । এবিষয়ের বিস্তৃতরূপে মীমাংসা মংকৃত শক্তিতত্ত্ববিমর্শিনী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । এবং এই উপক্রান্ত বিষয় আমরা সপ্তশতীর অঙ্কষট্ক ব্যাখ্যায় দেবীভাগবতের স্থিতিবিষয়ে বিশেষরূপে বলিয়াছি । এক্ষণে সঙ্গত গোড় পাঠানুসারে এই ভগবতীপুরাণ দেবীভাগবতের ব্যাখ্যায় যথামতি প্রবৃত্ত হইলাম ।







# শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ ।

## প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

সর্বচৈতন্যরূপান্তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি ।

বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১ ॥

তত্র তু প্রথমোঃধ্যায়ে পঞ্চবিংশতিপদাষ্টকঃ ।

পুরাণবিনয়ঃ প্রথম কথীণাঃ সমুদীযাতে ॥

তত্রাদৌ ভগবান্ বাদরায়ণো গ্রন্থপ্রতিপাদ্যদেবতাতত্ত্বানুসরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি । সর্বচৈতন্যরূপামিতি । চৈতন্যামিত্যত্র স্বার্থে মাঞ্ । চৈতন্যমাস্মেতি । শিবসূত্রে তথা দর্শনাং । তথা চ চৈতন্যরূপামিত্যর্থঃ । ননু তথাপি তস্মৈ নিক্রিয়ত্বাৎ । প্রচোদয়াদিতি প্রেরণাকর্তৃত্বপ্রতিপাদনমন্বিতং ভবতীত্যাশঙ্কায়ামাহ । আদ্যাং বিদ্যাং চেতি । আদ্যামনাদিভূতাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিষয়কব্রহ্মসত্ত্বাস্তমুখপ্রতিবিশ্ববিশিষ্টবৃত্তিরূপাং যাং তাপনীয়াস্তরীয়োপাধিমাঃ । একৈব শক্তিরস্তমুখতয়া বিলসন্তী বিদ্যাতত্ত্বরূপিণী তদুপাধিক আত্মা তুরীয়া ইত্যুচ্যতে । বহিমুখতয়া বিলসন্ত্যবিদ্যাতত্ত্বরূপিণী তদুপাধিক আত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ইতি তেষাং সিদ্ধান্তঃ । চকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ । আত্মরূপান্তাং প্রসিদ্ধাং আদ্যাং বিদ্যাঞ্চ । আদ্যপদস্য দেহলীদীপকন্যায়েনোভয়ত্রায়গঃ । তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি ধ্যায়ামঃ । ধ্যানবিষয়মুভয়োঃশ্লিষ্টৈব । নতু প্রত্যেকং সমুচ্চয়ার্থকচকারাৎ । তথা চ । মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ এব ধ্যানবিষয়ত্বাস্তস্য চ শব্দলঙ্ঘন নিক্রিয়ত্বাভাবাৎ । নঃ প্রচোদয়াদিতি । প্রেরণকর্তৃত্বমন্বিতমিতি বোধ্যম্ । যৈতাদৃশী সেয়ং ধ্যাতা ভগবতী মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী নোহস্মাকং বুদ্ধিং ধ্যানং কর্ত্ত্বং প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ । প্রার্থনায়্যং নিঃ । তেন চ নিরন্তরমস্মচ্ছেতোবৃত্তয়স্তদাসক্তাভবন্তিত্যর্থঃ । গায়ত্র্যা অন্তর্গামিব্রহ্মপ্রতিপাদকহস্ত সর্ববেদসম্মতত্বেন গায়ত্রীপদগায়ত্রীচ্ছন্দোঘটিতমঙ্গলাচরণেনৈতদ্বাগবতপ্রতিপাদ্যনপি বস্তু মায়াবিশিষ্টাহস্তর্গামিব্রহ্মরূপমিতি বোধিতম্ । যথা চায়মর্থস্তথোপোদ্ঘাতে এব দর্শিতমগ্রে চ তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ । তথাচ তত্ত্বরূপদগুণগুণবুরধিকারী । ফলঞ্চ জ্ঞানপ্রাপ্ত্যা মোক্ষ ইত্যগ্রে দর্শয়িষ্যতি ॥ ১ ॥

ওঁ শ্রীশ্রীগণাধিপতয়ে নমঃ ।

ওঁ শ্রীশ্রীবিষ্ণুশিবো জয়তি ॥

সেই গুণাভীতা সর্বভূতের আত্মরূপা বিশুদ্ধসত্ত্বোপহিতা অনাদি ব্রহ্মবিদ্যাব্রহ্মরূপিণীকে ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে সচেতন পূর্বক কর্ম্মানুসারে নিয়োগ করিতেছেন । অর্থান্তর; যিনি স্বরূপতঃ গুণাভীত ও সর্বভূতের আত্মরূপা হইয়াও বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাধি স্বীকার করিয়া আগাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিসকলকে সচেতনপূর্বক স্বস্বকর্ম্মানুসারে নিয়োগ করিতেছেন সেই অনাদি ব্রহ্মবিদ্যাব্রহ্মরূপিণীকে ধ্যান করি ॥ ১ ॥

## শৌনক উবাচ ।

সূত সূত মহাভাগ ! ধন্যোহসি পুরুষৰ্ষভ ! ।  
 যদধীতাস্থয়া সম্যক্ পুরাণসংহিতাঃ শুভাঃ ॥ ২ ॥  
 অষ্টাদশপুরাণানি কৃষ্ণেন মুনির্নান্ননঘ ! ।  
 কথিতানি হৃদিব্যানি পঠিতানি ত্রয়াহনঘ ! ॥ ৩ ॥  
 পঞ্চলক্ষণযুক্তানি সরহস্তানি মানদ ! ।  
 ত্রয়া জ্ঞাতানি সৰ্বাণি ব্যাসাৎ সত্যবতীশ্বতাৎ ॥ ৪ ॥  
 অস্মাকং পুণ্যযোগেন প্রাপ্তস্ত্বং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ।  
 দিব্যং বিশ্বসনং পুণ্যং কলিদোষবিবর্জিতম্ ॥ ৫ ॥

ইংসং মঙ্গলাচরণং নির্দিষ্টতয়া গ্রন্থসমাপ্তিফলকং কৃত্বা প্রসন্নমুখাপয়তি শৌনক ইতি । স্মৃতেতি  
 বীজসাহিত্যশ্রমবিষয়ত্বপ্রদর্শনার্থা । ধন্যত্বে হেতুমাহ । যদধীতা ইতি । অত্যন্তং দুর্লভমেব  
 পুরাণসংহিতাধ্যয়নং যস্মাস্থয়া সম্পাদিতং তস্মাস্থং ধন্য এবত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ কাস্তাঃ সংহিতাস্তত্রাহ  
 অষ্টাদশেতি । অষ্টাদশপুরাণাত্তেব পুরাণসংহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ পঞ্চলক্ষণেতি । তানি  
 চ বক্ষ্যমাণানি । সরহস্তানীতি । নানামন্ত্রবিধানশক্তিপাতপ্রকারপ্রতিপাদনাদিরহস্তার্থসংহি-  
 তানীত্যর্থঃ । নহু তেনোক্তানি যয়া কৃতানি পরন্তু তদর্থো মম মনসি নাগত ইতি চেত্তত্রাহ  
 ত্রয়া জ্ঞাতানীতি । যদি তব যোগ্যতান জ্ঞাত্বিহি ব্যাসো নৈব বদেৎ । যস্মাত্তেনোক্তানি তস্মাস্থয়া  
 জ্ঞাতাত্তেবেতি নিশ্চীয়ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥ এতাদৃশস্ত তবাস্মাকঞ্চ সমাগমঃ এতাদৃশপুণ্যক্ষেত্রে  
 দুর্লভ এব । তথাপি যদস্মাভিরনেকজন্মসু পুণ্যমাচরিতং তদ্যোগাদেব সমাগমঃ স্থলভো  
 জ্ঞাত ইত্যাহ অস্মাকমিতি । বিশ্বসনং তন্মাকং তদ্ব্যুৎপত্তিশ্চাত্ত্রোক্তা । মুনিবিশ্রাম-  
 দেশো যন্ততু বিশ্বসনং স্মৃতমিতি ॥ ৫ ॥ অস্তেতত্তথাপি ভবতাং কিমভিলষণীয়মিতি চেত্তত্রাহ

কোন সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নশিষ্য সূতকে নৈমিষারণ্যে সমাগত দেখিয়া ভৃগু-  
 কুলতিলক শৌনক প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, সূত ! এই ভূমণ্ডলে  
 তুমিই মহাপুরুষ, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই ; কেননা, তুমি এই জগতীতলে জীব  
 নিবহের পরমমঙ্গলময়ী পুরাণসংহিতা সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছ, অতএব জ্ঞানিগণমধ্যে  
 তুমিই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছ ॥ ২ ॥ অপিচ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত অলৌকিক-  
 রহস্যপরিপূরিত পঞ্চলক্ষণসমবিত অষ্টাদশপুরাণপাঠপ্রভাবে অন্তরে সম্যক্ বিমলতা  
 লাভ করিয়াছ ॥ ৩ ॥ বিশেষতঃ তুমি সর্বদা সাধু ও গুরুজনের মান দান করিয়া থাক  
 বলিয়া সেই পুণ্যফলে সত্যবতী-নন্দন ব্যাসের প্রসাদে অধীতপুরাণসমূহের সারার্থ পর্য্যন্ত  
 হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছ ॥ ৪ ॥ বৎস ! এই ক্ষেত্র অতি পবিত্র এই নিমিত্ত ইহা বিশ্ব-  
 সনক্ষেত্র (মুনিগণের বিশ্রাম স্থল) বলিয়া প্রসিদ্ধ । সূতরাং ঐদৃশ কলিদোষ-বিবর্জিত দিব্য  
 পবিত্রক্ষেত্রে বিষয়াকৃষ্টচেতা বিলাসিগণের সম্বন্ধ নাই । ইহা কেবল তত্ত্বদর্শি মননশীল মহর্ষি-  
 বৃন্দেরই আরাগ্ন স্থল বলিয়া জানিবে । পরন্তু বোধ হয় আমাদেরই কোন স্মৃতি ফলে সহসা  
 তুমি এস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ ; কারণ, আমাদের সকলেরই সেই নিশ্চল জ্ঞানপ্রদ



সমাজোহয়ং যুনাং হি শ্রোতুকামোহন্তি পুণ্যদাম্ ।

পুরাণসংহিতাং সূত ! ব্রুহি ত্বং নঃ সমাহিতঃ ॥ ৬ ॥

দীর্ঘায়ুর্ভব সর্বজ্ঞ ! তাপত্রয়বিবর্জিতঃ ।

কথয়াদ্য মহাভাগ ! পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৭ ॥

শ্রোত্রেন্দ্রিয়যুতাঃ সূত ! নরাঃ স্বাদবিচক্ষণাঃ ।

ন শৃণুন্তি পুরাণানি বন্ধিতা বিধিনা হি তে ॥ ৮ ॥

যথা জিহ্বেন্দ্রিয়াহ্লাদঃ ষড়্ভৈসেঃ সংপ্রপদ্যতে ।

তথা শ্রোত্রেন্দ্রিয়াহ্লাদো বচোভিঃ শ্রুত্যাং শ্রুতঃ ॥ ৯ ॥

অশ্রোত্রাঃ ফণিনঃ কামং মুহন্তি হি নভোগুণৈঃ ।

সকর্ণা যে ন শৃণুন্তি তেহপ্যকর্ণাঃ কথং ন চ ॥ ১০ ॥

সমাজোহয়মিতি ॥ ৬ ॥ দীর্ঘায়ুর্ভবেতি । অনেন গুরাবতিভক্তিঃ স্বস্মিংশ্চাতিশয়েন শুশ্রূষা বর্ত্তত ইতি বোধিতম্ । ব্রহ্মসম্মিতং বেদসম্মিতং বেদার্থশ্রবণপ্রতিপাদকমিত্যর্থঃ । নহত্বা বেদসম্মিতত্বং সম্ভবতি ॥ ৭ ॥ শ্রোত্রেন্দ্রিয়েতি । স্বাদবিচক্ষণাঃ স্বাদগ্রহণপণ্ডিতাঃ সন্তঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়যুতাঃ সন্তো যদি পুরাণানি ন শৃণুন্তি তর্হি তে সর্বসামগ্ৰীসত্ত্বেহপি বিধিনা দৈবেনৈব বন্ধিতা হতভাগা ইত্যর্থঃ । এতেন স্বশ্রবণেহত্যাদরবৎ সূচিতম্ ॥ ৮ ॥ তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথেন্তি ॥ ৯ ॥ অশ্রোত্রা ইতি । কামং যথেষ্টা শ্রাবণা নভোগুণৈঃ শব্দৈঃ শব্দশ্রাবণগুণজাঃ । অশ্রোত্রা অপি ফণিনো হৃষ্টজাতয়োহপি মুহন্তি তত্রৈব সতি সকর্ণাঃ সন্তো যে পুরাণানি ন শৃণুন্তি তে কথমকর্ণা বধিরাএব ন ভবন্তি । চকার এবকারার্থোহকর্ণা ইত্যত্র যোজ্যঃ । বধিরা-

পুরাণসংহিতাশ্রবণে অত্যন্ত বলবতী স্পৃহা হইয়াছে । অতএব সম্প্রতি তুমি অত্যা গমন-বাসনা বিসর্জন দিয়া স্থিরচিত্তে উহা বর্ণনা কর ॥ ৫-৬ ॥ হে মহাভাগ ! তুমি মহাত্মা ব্যাসপ্রসাদে সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছ এক্ষণে আমরাও আশীর্বাদ করিতেছি তুমি দীর্ঘ-জীবী হও । এবং নিরন্তর আধ্যাত্মিকপ্রভৃতি তাপত্রয়পরিবর্জিত হইয়া আগাদিগকে সেই বেদতুল্য পৌরাণিকী গাথা শ্রবণ করাও ॥ ৭ ॥ সূত ! যাঁহারা সমস্ত বাক্যার্থ-আশ্বাদনে নিপুণ ; বিশেষতঃ উহার প্রবেশদ্বার-স্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় লাভ করিয়াও শ্রবণমনোরমা অমৃত-রসময়ী পৌরাণিকী কথা শ্রবণ না করে তাহারা নিশ্চয়ই বিধাতাকর্তৃক বন্ধিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৮ ॥ বৎস ! যেমন মধুর ও অম্লাদি ষড়্ভিধ রসাস্বাদন করিতে পাইলেই রসনেন্দ্রিয় পরম পরিতৃপ্ত হয় সেইরূপ সুধাময় বচনাবলির মাধুর্য্যরসাস্বাদনেই শ্রুতীবর্গের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরম প্রীতি উৎপন্ন হয় ॥ ৯ ॥ দেখ, ক্রুরস্বভাব ফণিগণ শ্রবণেন্দ্রিয়বিরহিত হইয়াও যখন আহিতুণ্ডিকের (সর্পকীড়াজীবীর) মধুর স্তোত্রগীতশব্দে বিমোহিত হইয়া বাধ্যতা স্বীকার করে, তখন মনুষ্য শ্রুতিযুগলবিশিষ্ট হইয়াও যদি চতুর্কর্ণ ফলপ্রদ পুরাণাদি শ্রবণ না করে তাহা হইলে তাহাদিগকে কণেন্দ্রিয়নির্হীন নৈ আন কি বলা যাইতে পারে ? ॥ ১০ ॥

অতঃ সৰ্ব্বৈ দ্বিজাঃ সৌম্য ! শ্রোতুকামাঃ সমাহিতাঃ ।  
 বর্তন্তে নৈমিষারণ্যে ক্ষেত্রে কলিভয়াদ্বিতাঃ ॥ ১১ ॥  
 যেন কেনাপ্যুপায়েন কালাতিবাহনং শ্রুতম্ ।  
 ব্যসনৈরিহ মূৰ্খাণাং বুধানাং শাস্ত্রচিন্তনৈঃ ॥ ১২ ॥  
 শাস্ত্রাণ্যপি বিচিত্রাণি জল্পবাদযুক্তানি চ ।  
 “ত্রিবিধানি পুরাণানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।  
 বিতণ্ডাচ্ছলযুক্তানি গবামৰ্ষকরাণি চ ॥ ১ ॥”  
 নানার্থবাদযুক্তানি হেতুমন্তি বৃহন্তি চ ॥ ১৩ ॥  
 সাত্ত্বিকং তত্র বেদান্তং মীমাংসা রাজসম্মতম্ ।  
 তামসং ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ হেতুবাদাভিযুক্তিতম্ ॥ ১৪ ॥

এব তে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ যস্মাদেবং তস্মাৎ কিং তদাহ । অত ইতি ॥ ১১ ॥ নহু সৰ্ব্বৈহপি জনাঃ  
 পুরাণশ্রবণং বিনা কালং ক্ষপয়ন্ত্যেব । তথা ভবন্ত্যেহপি কুতো ন কুৰ্বন্তি তদ্রাহ ॥ যেন  
 কেনেতি । মূৰ্খাণাং কেনাপ্যুপায়েন শব্দস্পর্শাদিবিষয়সম্বন্ধেন যদ্যপি কালাতিবাহনং কালাতি-  
 ক্রমণং শ্রুতমুভূতম্ । তথা মূৰ্খাণাং যদ্যপি ব্যসনৈর্হুঁরাচারৈঃ কালাতিবাহনং শ্রুতং তথাপি  
 বুধানাং ন তথা রীতিঃ কিস্ত্বৈবেত্যাহ বুধানামিতি । তথাচ মহতাং রীতিরেবাশ্রয়ণীয়েতি  
 ভাবঃ ॥ ১২ ॥ নহু বুধা ন্যায়শাস্ত্রাদিচিন্তনৈরপি কালং ক্ষপয়ন্তি তদেব ভবন্তিঃ কুতো  
 নাদ্রিয়তে তদ্রাহ শাস্ত্রাণ্যপীতি । নানার্থবাদান্তাবকানি বাক্যানি হেতুপত্তাসবন্তি ॥ ১৩ ॥  
 তত্র ন তানি সৰ্ব্বাণি সমানি কিন্তু সাত্ত্বিকাদিভেদেন ভিন্নানীত্যাহ সাত্ত্বিকং তত্রোতি ।  
 হেতুনা হেতুপত্তাসেন বাদেন জল্পবিতণ্ডাদিনাভিযুক্তিতং যুক্তম্ । ন ব্রহ্মাদিবিচারযুক্তম্ । তত-  
 স্তামসম্ভবে তত্ত্ব যুক্তমিতি ভাবঃ । অতস্তামসশাস্ত্রবিদো ন বুধাঃ । কিস্ত্ববুধাএবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অতএব এই সমস্ত দ্বিজকুল কলিভয়ে ব্যাকুল হইয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে নৈমিষারণ্যে আগ-  
 মন পূর্বক অমৃতরসনিস্যান্দি-পুরাবৃত্তশ্রবণলালসায় একাগ্রচিত্তে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১১ ॥  
 হে সৌম্য ! যদি একরূপ মনে কর “যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, কালক্ষেপ  
 হইলেই হইল ; তাহার মধ্যে মূর্খেরা কেবল বিবাদ ও কলহ আর পণ্ডিতেরা শাস্ত্র চিন্তায়  
 সময়টিবাহিত করিয়া থাকেন সেইরূপ আপনারাও কেন করুন না ।” ইহা সত্য ; কিন্তু  
 হে শ্রুত ! শাস্ত্র সকলও একরূপে নানা মূর্তিতে উদ্ভিত হইয়াছে ; অর্থাৎ কতকগুলি বিবাদ ও  
 অমূলক উপত্তাসপূর্ণ ; কতকগুলি কেবল কল্পিত স্মৃতিবাদ ও কূটতর্কজালপরিপূরিত  
 অথচ অতি বিস্তীর্ণ । বৎস ! কেবল আমরাই এ কথা বলিতেছি না, পূর্বের ব্রহ্মনিষ্ঠ সার-  
 গ্রাহী মহর্ষিগণ ও এ বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন ; যে “পুরাণ সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও  
 তামসিক ভেদে তিন প্রকার ; আর অপরাপর শাস্ত্র সকল নানা মূর্তিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে,  
 তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই কপটতা ও অলীকতর্কবাদে পরিপূরিত স্মৃত্যাং ঐ সকল  
 শাস্ত্র কেবল চিত্তের অশান্তিকর মাত্র” ॥ ১২-১৩ ॥ সেই সকল শাস্ত্র মধ্যে বেদান্ত সত্ত্বপ্রধান,  
 মীমাংসা রজঃপ্রধান আর বৃথা বিতণ্ডাদিপরিপূর্ণ তর্কশাস্ত্র তামসিক বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৪ ॥

তথৈব চ পুরাণানি ত্রিগুণানি কথানকৈঃ ।

কথিতানি ত্বয়া সৌম্য ! পঞ্চলক্ষণবন্তি চ ॥ ১৫ ॥

তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্ ।

কথিতং যত্বয়া পূৰ্ব্বং সৰ্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১৬ ॥

উদ্দেশ্যমাত্রেণ তদা কীর্তিতং পরমাদ্বুতম্ ।

মুক্তিপ্রদং মুমুকুশাং কামদং ধৰ্ম্মদন্তথা ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণ তদাখ্যাহি পুরাণোত্তমমাদরাৎ ।

শ্রোতুকামা দ্বিজাঃ সৰ্ব্বে দিব্যং ভাগবতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

ত্বন্তু জানাসি ধৰ্ম্মজ্ঞ ! পৌরাণীং সংহিতাং কিল ।

কৃষ্ণোক্তাং গুরুভক্তত্বাৎ সম্যক্ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতান্শ্রুতানি সৰ্ব্বজ্ঞ ! ত্বম্মুখাম্বিঃসুতানি চ ।

নৈব তৃপ্তিঃ ব্রজামোহদ্য স্নুধাপানেহমরা যথা ॥ ২০ ॥

নহু তথাপি যৎকিঞ্চিৎ পুরাণং শ্রয়তাং তত্রাহ তথৈবেতি । যথা শাস্ত্রাণি ত্রিগুণানি তথৈবে-  
তার্থঃ । ত্রিগুণানি গুণত্রয়াত্মকব্রহ্মবিষ্ণুাদিপ্রতিপাদকত্বাত্রিগুণানি ॥ ১৫ ॥ নহু বিষ্ণুপ্রতিপাদকং  
পুরাণং সাংখ্যিকমন্তি তদেব শ্রয়তাস্তত্রাহ তত্র ভাগবতমিতি । গুণত্রয়োপাধিহরিহরাদ্যপেক্ষয়াপি-  
গুণত্রয়সাম্যাবস্থোপাধিসহিতায়া ভগবত্যা উৎকৃষ্টত্বাত্ত্বা এব পুরাণং ভাগবতং বদ নাগ্ৰহৎ-  
কৃষ্টপক্ষপাতিত্বাৎ সৰ্ব্বেষামিত্যর্থঃ । পঞ্চমমিতি । ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ নৈবং ভাগবতং  
শুভমিতি শ্লোকে পঞ্চমমিত্যর্থঃ । অয়ঞ্চ শ্লোকঃ পুরাণান্তরে মহাপুরাণগণনায়ামুক্তঃ । অতএবে-  
তস্ম ভাগবতস্ম মহাপুরাণত্বমিতি পূৰ্ব্বমুক্তং ন বিস্মৰ্ত্তব্যম্ । কথিতমিতি । পুরাণান্তরশ্রবণ-  
প্রসঙ্গে ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ যদি কথিতস্তহি তদেব কিমিতি পুনঃ পৃচ্ছ্যতে তত্রাহ উদ্দেশ্যমাত্রেণেতি ।  
সামান্যতো ভাগবতং পুরাণমন্তীতোতাদৃশমেব নামমাত্রেণোক্তং ন তু সৰ্বিস্তরমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥  
তদেবাহ বিস্তরেণেতি ॥ ১৮ ॥ নবশ্রুতপ্রতি কুতো ন পৃচ্ছ্যতে তত্রাহ ত্বম্বিতি । ত্বমেব জানাসি  
নাগ্ৰ ইত্যর্থঃ । তত্র হেতুগুরুভক্তত্বাদিতি ॥ ১৯ ॥ নবশ্রুতানি পুরাণানি শ্রুতান্শ্রুতানি সন্তি  
তৈরেব তৃপ্তিঃ কৰ্ত্তব্যোতি চেত্তত্রাহ শ্রুতানীতি । তত্র দৃষ্টান্তঃ । স্নুধাপানে ইতি ॥ ২০ ॥

হে প্রিয়দর্শন ! তুমি ইতঃপূর্বে উপাখ্যানপূর্ণ পঞ্চলক্ষণসম্মিত পুরাণসকলকে ব্রহ্মবিষ্ণুাদি  
প্রতিপাদকহেতু ত্রিগুণাত্মক বলিয়া কীর্তন করিয়াছ; এবং সেই সকল পুরাণ মধ্যে সৰ্ব্বলক্ষণ-  
লক্ষিত ভগবতীমাহাত্ম্যাপরিপূর্ণ পবিত্র পঞ্চমপুরাণ ভাগবতকেই বেদের সহিত তুলনা করি-  
য়াছ ॥ ১৫-১৬ ॥ হে সূত ! তুমি সেই সময়ে, অভিলাষ ধৰ্ম্ম ও মুমুকুশগণের মুক্তিপ্রদানে সক্ষম  
অতএব পরমাদ্বুত এই ভাগবতের বিষয় সামান্য ভাবে নির্দেশ করিয়াছ । এক্ষণে সেই পুরাণ-  
শ্রেষ্ঠ ভাগবত আগাদের নিকট সাদরে বর্ণনা কর । আমরা সকলেই সেই শুভকর পুণ্যজনক  
ভাগবত শ্রবণে সোৎসুক হইয়াছি ॥ ১৭-১৮ ॥ হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! তুমি সত্ত্বগুণবলবী ও একান্ত  
গুরুভক্তিপরায়ণ, এজন্ম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিকট হইতে সমস্ত পুরাণসংহিতা সম্যক্ রূপে  
অবগত হইয়াছ ॥ ১৯ ॥ হে সূত ! তুমি সমস্ত পুরাণতত্ত্ব জান বলিয়াই আমরা ইতঃপূর্বে



ধিক্ ! সুধাং পিবতাং সূত ! মুক্তির্নৈব কদাচন ।  
 পিবন্ ভাগবতং সদ্যো নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ২১ ॥  
 সুধাপাননিমিত্তং যৎকৃতা যজ্ঞাঃ সহস্রশঃ ।  
 ন শান্তিমধিগচ্ছামঃ সূত ! সৰ্ব্বাশ্বনা বয়ম্ ॥ ২২ ॥  
 মথানাং হি ফলং স্বৰ্গঃ স্বৰ্গাৎ প্রচ্যবনং পুনঃ ।  
 এবং সংসারচক্রেহস্মিন্ ভ্রমণঞ্চ নিরন্তরম্ ॥ ২৩ ॥  
 বিনা জ্ঞানেন সৰ্ব্বজ্ঞ ! নৈব মুক্তিঃ কদাচন ।  
 ভ্রমতাং কালচক্রেহত্র নরাণাং ত্রিগুণাত্মকে ॥ ২৪ ॥

নহু ভাগবতশ্রবণাৎকিঞ্চিদপূৰ্ব্বমুৎপদ্যতে । ততশ্চ স্বৰ্গাদিলোকো ভবতীত্যেবমভিপ্রায়েণ  
 পৃচ্ছ্যতে চেত্তৎফলং যজ্ঞাদিভিরপি সেৎশ্রুতে বেতিচেত্তত্রাহ ধিক্ সুধামিতি । সঙ্কটাৎ  
 সংসাররূপাৎ । নহি কৰ্ম্মণা মুক্তির্ভবতি তস্মা অবিদ্যানাশপ্রযুক্তত্বাৎ । অবিদ্যানাশশ্চ চ সাক্ষাৎ-  
 কারজ্ঞত্বাৎ । নহি কৰ্ম্মণা কচিদপি রজ্জুসর্পাদাববিদ্যানাশো দৃষ্টঃ । তস্মাৎ কৰ্ম্মণা নৈব সংসার-  
 নিবৃতির্ভবতি । অতএব ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেহমৃতত্বমানুগিরিতি শ্রুতিঃ  
 কৰ্ম্মণাং মোক্ষফলকত্বং বারয়তি । কিন্তু স্বৰ্গাদিষু সুধাপানমেব কৰ্ম্মফলম্ । তচ্চাতিনিন্দ্যমেব  
 মোক্ষাপেক্ষয়া । অথ চ ভাগবতং কৰ্ণপুটেণ পিবন্তুচ্ছুবণজ্ঞাত্বাজ্ঞানেনাবিদ্যানাশে সতি তজ্জ্ঞ-  
 সংসারানুচ্যতে মুচ্যতে । অতো জ্ঞানমেবোৎকৃষ্টং ন কৰ্ম্মেত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ জ্ঞানাদেব হি  
 কৈবল্যমিতি ॥ ২১ ॥ যদি কৰ্ম্মভ্যো মোক্ষঃ শ্রুতর্হি স কিমেকেন কৰ্ম্মণোতানেককৰ্ম্মভিরনেক-  
 কৰ্ম্মভিশ্চেত্তেষাং সংখ্যানিয়মাতাবাদব্যবস্থৈব । একেন কৰ্ম্মণা চেদস্মাভির্কহবো যজ্ঞাঃ কৃতা  
 অদ্যপি মোক্ষো নৈব জাতস্ততস্তদপি ন সম্ভবতীত্যাহ সুধাপাননিমিত্তমিতি । শান্তিং মোক্ষম্ ॥ ২২ ॥  
 তর্হি কিং কৰ্ম্মভির্ভবতীত্যাহ । মথানামিতি ॥ ২৩ ॥ বিনা জ্ঞানেনেতি । জ্ঞানাদেব হি  
 কৈবল্যমিতি শ্রুতেঃ । কালচক্র ইত্যনেন ঘটীষদ্রবদস্মিন্নিগমনং নৈব সম্ভবতীতি দর্শিতম্ ॥ ২৪ ॥

তোমার মুখনির্গত অমৃত পুরাণসকল শ্রবণ করিয়াছি । কিন্তু, দেবগণ যেরূপ অমৃত পানে  
 কদাপিও তৃপ্তি লাভ করেন না সেইরূপ আমরাও অদ্যপি পুরাণামৃতপানে তৃপ্তি লাভ করি-  
 তেছি না ॥ ২০ ॥ হে সূত ! যাঁহারা স্মৃতিবলে স্বৰ্গগত হইয়া অমৃত পান করিয়া থাকেন  
 তাঁহাদিগকে ধিক্ ! কারণ, তাঁহারা কদাপিও মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন না । কিন্তু, যে  
 মনুষ্য ভাগবতামৃত পান করিতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত  
 হন ॥ ২১ ॥ হে সূত ! আমরা অমৃত পানের কারণ স্বরূপ বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি-  
 য়াছি, কিন্তু অদ্যপিও সৰ্ব্বতোভাবে শান্তি লাভ করিতে পারি নাই ॥ ২২ ॥ বৎস ! দেখ,  
 যজ্ঞের ফল স্বৰ্গ, কিন্তু পুণ্যক্ৰমে পুনর্কীর সেই স্বৰ্গ হইতে ইহলোকে পতিত হইতে হয় ।  
 অতএব, কেবল কৰ্ম্মকারি-জীবগণকে এই সংসারচক্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হয় ॥ ২৩  
 বৎস ! তুমি সমস্তই জান । এই ত্রিগুণাত্মক কালচক্রে সতত ভ্রমণশীল মনুষ্যগণের মুক্তি,  
 জ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥ হে সূত ! এই ভাগবতই ভক্তি জ্ঞান

অতঃ সৰ্ব্বরসোপেতং পুণ্যং ভাগবতং বদ ।

পাবনং মুক্তিদং গুহ্যং মুমুকুশাং সদা প্রিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং

প্রথমস্কন্ধে শৌনকপ্রশ্নো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ভাগবতমেব সংসারনাশকং ততস্তদেব বদেত্যাহ অত ইতি । সৰ্ব্বরসোপেতং ভক্তিজ্ঞান-  
বৈরাগ্যরসোপেতং মুমুকুশাং সদা প্রিয়মিত্যনেন মুমুকুবোহত্রাধিকারিণ ইতি দর্শিতম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীশৈবোপনামকলক্ষ্মীগর্ভজরঙ্গভট্টস্বতনীলকণ্ঠভট্টকৃতে

দেবীভাগবতস্তাভিনবব্যাখ্যানে তিলকাভিধে

প্রথমস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ও বৈরাগ্যের আশ্রয়, ইহার শ্রবণে পুণ্য সঞ্চয় হয়, ইহা হইতেই জীবগণ পবিত্রতা লাভ  
করিতে সমর্থ হয়, ইহা দ্বারাই মুক্তি লাভ হইতে পারে, ইহার অর্থ সকল অতিশয় নিগূঢ়,  
অধিক কি এই ভাগবতই মুমুকুগণের অতিপ্রিয়, অতএব হে বৎস ! তুমি এই ভাগবত  
আগাদের নিকট বিস্তৃত রূপে বর্ণনা কর ॥ ২৫ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে শৌনকাদি ঋষিগণের পুরাণ প্রশ্ন বিষয়ক

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীসূত উবাচ ।

ধন্যোহহমতিভাগ্যোহহং পাবিতোহহং মহাত্মভিঃ ।  
যৎ পৃষ্ঠং স্মহৎপুণ্যং পুরাণং বেদবিশ্রুতম্ ॥ ১ ॥  
তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি সৰ্বশ্রুত্যর্থসম্মতম্ ।  
রহস্যং সৰ্বশাস্ত্রাণামাগমানামনুভূতমম্ ॥ ২ ॥  
নত্ৰা তৎপদপঙ্কজং সুললিতং মুক্তিপ্রদং যোগিনাং  
ব্রহ্মাদৈরপি সেবিতং স্তুতিপরৈর্ধোয়ং মুনীন্দ্রেঃ সদা ।  
বক্ষ্যাম্যদ্য সবিস্তরং বহুরসং শ্রীমৎপুরাণোত্তমং  
ভক্ত্যাসৰ্বরসালয়ং ভগবতীনাম্ প্রসিদ্ধং দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥

অধ্যায়ঃ তু দ্বিতীয়েহস্মিন্ গ্রন্থসংখ্যা বধার্থতঃ ।

বিষয়শোচ্যতে সম্যক্ চত্বারিংশৎপদ্যকৈঃ ॥

যথা ভবতাং ধন্যতা মৎসমাগমেন পুরাণশ্রবণাদেবং মমাপি ধন্যতাহস্তি যুগ্মৎসমাগমেন  
মনুখাভাগবতস্ত নিঃসরণাদিত্যাহ সূত উবাচ । ধন্যোহস্মীতি । অনেন গুরুনিরভিমানী গ্রন্থ-  
প্রতিপাদনশ্রদ্ধাবান্ দয়ানুশ্চাপেক্ষিত ইতি বোধিতম্ ॥ ১-২ ॥ গ্রন্থং বক্তুং গ্রন্থপ্রতিপাদ্য-  
দেবতাতত্ত্বানুস্মরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি সূতঃ, নহেতি । তৎপদপঙ্কজম্ । তত্ৰা বেদশাস্ত্র-  
প্রসিদ্ধায়া ভগবত্যাঃ পদপঙ্কজং পদকমলমিত্যর্থঃ । ভগবতীনাম্বেতি । ভগবতীপদঘটিত-  
ভাগবতনাম্বেত্যর্থঃ । তেন চ ভগবত্যা ইদং ভাগবতমিতি ব্যুৎপত্তির্দর্শিতা । দেবীভাগবত-  
মিত্যত্র তু শিবস্ত ভগবতো ভক্ত ইত্যর্থঃ শিবভাগবত ইতি প্রয়োগবৎসাধুত্বম্ । দেব্যা  
ভগবত্যা ইদমিত্যর্থঃ দেবীপদস্ত ভগবত ইদং ভাগবতমিতিব্যুৎপত্তিলমনিরাসায় ॥ ৩ ॥

সূত, যদিচ বেদব্যাসপ্রসাদে পুরাণ ও যোগাদি জানে বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন,  
তথাপি শৌনক প্রভৃতি ব্রহ্মবিশ্বম মহর্ষিগণ কর্তৃক সবিশেষ সমাদৃত বিশেষতঃ তাঁহাদের  
স্মহৎ সংপ্রশ্নে অতীব আশ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আমি এত দিনের পর ধন্য হইলাম,  
আমার ভাগ্যের সীমা নাই ; কেননা, যখন বেদবেদান্তপ্রভৃতি সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ এই সমস্ত  
মহাত্মা মুনিগণ সৰ্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে বেদপ্রসিদ্ধ পরম পুণ্যপ্রদ পুরাণতত্ত্ব জিজ্ঞাসা  
করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই অদ্য আমি আপনাদের প্রসাদে পবিত্র হইলাম ॥ ১ ॥ অতএব  
হে দ্বিজগণ ! যিনি সৰ্ব জীবের অন্তরে চৈতন্য রূপে অবস্থিতি করেন ও শরণাগত ভক্ত  
সাধকের ভববন্ধনচ্ছেদন পটীয়সী ; যিনি হুয়ায়াদিগের অত্যন্ত ছুজের হইলেও মহাত্মা  
মুনিগণ যাহাকে ধ্যান যোগের আশ্রয়ভূত করিয়া জ্ঞান চক্রে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ; যিনি  
বেদ শিরোভাগে সৰ্বদা সৰ্বজ্ঞা পরমা আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত ; যাহার



যা বিদ্যেত্যভিধীয়তে ঋতিপথে শক্তিঃ সদাদ্যা পরা  
 সর্বজ্ঞা ভববন্ধহিতিনিপুণা সর্বাশয়ে সংস্থিতা ।  
 দুজ্জৈয়া সুদূরাঅতিশ্চ মুনিভির্ধ্যানাম্পদংপ্রাপিতা  
 প্রত্যক্ষা ভবতীহ সা ভগবতী বুদ্ধিপ্রদা স্মাৎ সদা ॥ ৪ ॥  
 সৃষ্টাহখিলং জগদিদং সদসংস্বরূপং  
 শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্ ।  
 সংহত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা-  
 তাং সর্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি ॥ ৫ ॥

ইখং সংগমমূর্ত্তেঃ পদস্বরূপং মঙ্গলং কৃতা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপস্বরূপস্ত ঋতিপ্রতিপাদ্যস্ত  
 ভাগবতসংস্থিতস্ত সত্রাত্তৈকভাগস্ত মায়াৰূপস্ত স্বরূপং মঙ্গলমাচরতি যা বিদোতি । বিদ্যা-  
 মুখসাম্যাবস্থারূপিণী শক্তিঃ “ন তস্ত কার্যং কারণঞ্চ বিদ্যতে । ন তৎসমস্তাভাবিকঞ্চ দৃষ্টতে  
 পরাস্ত শক্তির্কিনৈবৈব জগতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি ” স্বেতাস্বতরশক্তিপ্রাপিতা ইচ্ছা-  
 শক্তিক্রমা কুমাৰীতি শিবসূত্রসিদ্ধা চ । হুয়াঅভিহুঁষ্টেহুঁর্কিজ্জৈয়া ধ্যানাম্পদং প্রাপিতায়াং  
 স্রুয়োগিভিরিতি শেষঃ । যা ধ্যানাম্পদং প্রাপিতা সতী প্রত্যক্ষা ভবতি নাত্মোপায়েঃ । সা সদা  
 মম বুদ্ধিপ্রদা স্মাদিতি প্রার্থনায়াং গিড্ । ধ্যানযোগশ্চ পরাশক্তিসাক্ষাৎকারহেতুঃ স্বেতাস্বতর  
 উক্তঃ । তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্বন্দেবাস্বশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি ॥ ৪ ॥ অগ দ্বিতীয়-  
 ব্রহ্মরূপভাগরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ স্তিতরূপং মঙ্গলমাচরতি সৃষ্টেতি । যা স্বয়া স্বকীয়য়া ত্রিগু-  
 ণয়া গুণত্রয়বিশিষ্টয়া শক্ত্যাহখিলমিদং জগৎ সদসংস্বরূপং ব্যবহারদৃষ্ট্যা সৎ পরমার্থদর্শনেনাসত্ত-  
 দাস্বকং সৃষ্টা তদ্বিশ্বং পাতি । পুনঃ কল্পসময়ে কল্পান্তসময়ে তদ্বিশ্বং তথাপূর্ববৎসৃষ্টি-  
 স্থিতিবৎসংহত্য একা । একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চেতি ঋতিপ্রতিপাদ্যাস্ব-  
 রূপিণী রমতে ক্রীড়তে অশ্বিন্নেব স্বরূপে তাং সর্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি । অত্র পূর্ববাক্যেন  
 কেবলশক্তিবর্ণনেনোক্তবাক্যেন তচ্ছক্ত্যাশ্রয়ব্রহ্মস্বকভগবতীবর্ণনেন দেবীভাগবতপ্রতিপাদ্যং  
 ভগবতীরূপং মায়াশবলব্রহ্মস্বকমেব ন কেবলমায়াশক্তিরূপমিতি বোধিতম্ । অয়মেবার্থঃ  
 সর্বচেতনরূপাং তামিতি প্রথমশ্লোকে উক্ত উপোদ্যাতে চাস্মাভিকৃতোহগ্রে চ তত্র তত্র মূল-

পাদপদ্ম-গুগল ব্রহ্মাদি সুরগণ বিবিধ স্তুতিপরায়ণ হইয়া সেবা করিয়া থাকেন ; যাহা নিরন্তর  
 ধ্যানযোগে সন্দর্শন করিয়া মুনীন্দ্রবৃন্দ কৃতার্থমাত্র হইয়া থাকেন ; অদ্য আমি সেই যোগি-  
 জন মুক্তিপ্রদ সুললিত পদপঙ্কজ-গুগলে প্রণাম করিয়া, যাহা সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে অতীত গুহ ও  
 আগম সকল মধ্যেও দুর্লভতর, বীর করুণা ও ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত রসরাশি অন্তর্মিষিষ্ট  
 থাকায় যাহা সর্বরসময়; সেই সর্বরসাশ্রয় সর্বপূরণ-শিরোমণিস্বরূপ দেবীভাগবতই আপ-  
 নাদের নিকট পরম ভক্তি সহকারে বর্ণনা করিব । এক্ষণে সেই আদ্যাশক্তি দেবীভগবতী  
 আমাকে স্মৃতি প্রদান করুন ॥ ২—৪ ॥ যিনি নিজ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির রজোগুণ প্রভাবে  
 স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে সত্যবৎ এই অখিল বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়া সর্বগুণে  
 পরিপালন করেন, আবার কল্পকালে স্বীয় তামসী শক্তি দ্বারা সমস্ত সংসার পূর্বক কেবল  
 স্বীয়স্বরূপে রমণ করিতে থাকেন সেই সর্বজগজ্জননী অদ্বিতীয় চিদানন্দ স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ীকে

ব্রহ্মা সৃজত্যখিলমেতদিত্তিপ্রসিদ্ধং  
 পৌরাণিকৈশ্চ কথিতং খলু বেদবিদ্বিঃ ।  
 বিষ্ণোস্তু নাভিকমলে কিল তস্য জন্ম-  
 তৈরুক্তমেব সৃজতে ন হি স স্বতন্ত্রঃ ॥ ৬ ॥  
 বিষ্ণুস্তু শেষশয়নে স্বপিতীতিকালে  
 তন্নাভিপদ্যমুকুলে খলু তস্য জন্ম ।  
 আধারতাং কিল গতোহত্র সহস্রমৌলিঃ  
 সম্বোধ্যতাং স ভগবান্ হি কথং মুরারিঃ ॥ ৭ ॥  
 একাৰ্ণবশ্চ সলিলং রসরূপমেব  
 পাত্রং বিনা ন হি রসস্থিতিরস্তি কচ্চিৎ ।  
 যা সৰ্বভূতবিষয়ে কিল শক্তিরূপা  
 তাং সৰ্বভূতজননীং শরণং গতোহস্মি ॥ ৮ ॥

কার এব দর্শয়িষ্যতি ॥ ৫ ॥ তত্র শঙ্কতে ব্রহ্মেতি । নম্রখিলমেতদব্রহ্মা সৃজতীতি প্রসিদ্ধং লোকে  
 বেদবিদ্বিঃ পৌরাণিকৈশ্চ তদেব কথিতম্ । তথা চ কথং ভগবতী সৃজতীতি পূৰ্ব্বমুক্তমিতি  
 চেত্তত্র সমাধত্তে বিষ্ণোস্থিতি যৈঃ পৌরাণিকৈর্ব্রহ্মা সৃজতীতুক্তং তৈরেব পৌরাণিকৈর্বিষ্ণোস্তু  
 বিষ্ণোরেব নাভিকমলে কিল নিশ্চয়েন তস্য জন্ম উক্তম্ । তথা চ তস্য জন্মবদ্বাংপরাধীনত্বে  
 চ সতি ব্রহ্মা স্বতন্ত্রো ন হি নৈব সৃজতে কিন্তু পরাধীনতয়া । তথা চ যন্তুগবত্যাধীনতয়া সৃজতে  
 সৈব ভগবতীমুখ্যত্বেন জগৎস্রষ্টীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ননু ব্রহ্মণো জন্ম বিষ্ণুনাভিকমলে তথা চ বিষ্ণো-  
 রেব জগৎস্রষ্টৃত্বমস্থিতি চেত্তত্রাহ । বিষ্ণুস্থিতি । ঈতিকালে প্রলয়কালে বিষ্ণুস্তু শেষশয়নে  
 স্বপিত্তি । তন্নাভিকমলে খলু তস্য ব্রহ্মণো জন্ম । অত্রাস্মিন্ প্রলয়কালে সহস্রমৌলিঃ শেষ  
 আধারতাং গতৌ বিষ্ণোস্তথা চাত্মাধারেণ স্থিতস্য বিষ্ণোঃ পরতত্ত্বাত্মাদৃশপারতন্ত্র্যাবিশিষ্টৌ ভগ-  
 বান্ মুরারির্বিষ্ণুঃ কথং জগৎস্রষ্টৃত্বেন সম্বোধ্যতাং জায়মানতাং গচ্ছেন্ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥  
 ননু বিষ্ণোরাধারঃ সমুদ্রঃ স এব জগৎস্রষ্টাস্থিতি চেত্তত্রাহ একাৰ্ণবশ্চেতি । একাৰ্ণবো হি

হুংপদ্যে স্বরণ করি ॥ ৫ ॥ পিতামহ ব্রহ্মাই এই অখিল জগতের স্রষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ ; বেদ  
 ও পুরাণভিজ্ঞ মহর্ষিগণও এইরূপ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহারাই আবার উপদেশ  
 করেন যে, ব্রহ্মাও সৃষ্টিকরণবিষয়ে স্বাধীন নহেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিপদ্য হইতে  
 উৎপন্ন হইয়া তাঁহারই আদেশ মত সৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হয়েন ॥ ৬ ॥ আবার সেই বিষ্ণুও প্রলয়-  
 কালে অনন্তশয্যার যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন ; সেই সময়েই  
 বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি তাঁহার নাভিকমল হইতে আবির্ভূত হয়েন । অতএব যদি সহস্র ফণা-  
 মণ্ডল বিমণ্ডিত অনন্তদেবই শয়নের আধার স্বরূপ হইলেন ; তাহা হইলে আর সেই পরাধীন  
 ভগবান্ মুরারিকে সৃষ্টি বিষয়ে স্বতন্ত্র বলিয়া কিরূপে মনে করা যাইতে পারে ? ॥ ৭ ॥ হে  
 মহর্ষিগণ ! যদি একরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, সেই অনন্তদেবও ক্ষীরোদ সাগরের উপরি

যোগনিদ্রাগীলিতাক্ষং বিষ্ণুং দৃষ্ট্বান্মুজে স্থিতঃ ।  
 অজস্তুষ্ঠাব যাং দেবীং তামহং শরণং ব্রজে ॥ ৯ ॥  
 তাং ধ্যান্তা সগুণাং মায়াং মুক্তিদাং নিগুণান্তথা ।  
 বক্ষ্যে পুরাণমখিলং শৃণুস্তু মুনয়স্থিহ ॥ ১০ ॥  
 পুরাণমুত্তমং পুণ্যং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্ ।  
 অষ্টাদশসহস্রাণি শ্লোকান্তত্র তু সংস্কৃতাঃ ॥ ১১ ॥  
 স্কন্ধা দ্বাদশ এবাত্র কৃষ্ণেন বিহিতাঃ শুভাঃ ।  
 ত্রিশতং পূৰ্ণমধ্যায়ী অষ্টাদশযুতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥

জগদ্ব্যকৃষ্ট জলংরসরূপমেব রসস্ত চ পাত্রং বিনা কচিৎ কদাপি ন হি স্থিতিরন্তি । এবং  
 পাত্রস্থাপ্যাত্মাধারস্তস্থাপ্যাত্মাধার ইতি যা সৰ্ব্বরূপবিষয়ে কিল শক্তিরূপা স্বতন্ত্রা সৰ্ব্বাধারশক্তি-  
 রূপা সৈব জগৎস্রষ্টীতি তাং সৰ্ব্বভূতজননীং শরণং গতৌহস্মি । অতএব পীঠপূজাদিষু আধার-  
 শক্তেরেব সৰ্ব্বাধারত্বং প্রতিপাদিতমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ ইদানীং চরিত্রত্রেয়ে প্রথমচরিত্রদেবতাং  
 মহাকালীং স্মরতি যোগনিদ্রেতি । যোগনিদ্রয়া গীলিতেহক্ষিণী যন্ত স যোগনিদ্রাগীলিতাক্ষ-  
 স্তম্ । অক্ষৌ দর্শনাদিত্যচ্ ॥ ৯ ॥ এবং সগুণাং নিগুণাঞ্চ গুণসাম্যাবস্থাত্মিকাং মায়াং ধ্যান্তা  
 পুরাণং বক্ষ্যে ইতি প্রতিজানাতি তামিতি । সগুণাং একৈকগুণবিশিষ্টমহাকাল্যাদিক্রপাম্ ।  
 নিগুণাং গুণত্রয়সাম্যাবস্থাক্রপাম্ । সাম্যাবস্থাপ্রব্রুজ্ঞো গ্রহণন্ত নিগুণাপদেন জাতম্ ।  
 শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ । ততস্তত্ত্ব পুনর্নোপাদানম্ ॥ ১০ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি শ্লোকা ইতি ।  
 অনুষ্টুপ্ছন্দকা মহাছন্দকা বা সৰ্বে মিলিতাঃ শ্লোকাঃ । তত্র ভাগবতে অষ্টাদশসহস্রাণি সন্তীতি  
 গ্রন্থসংখ্যোক্তা ॥ ১১ ॥ স্কন্ধসংখ্যামাহ স্কন্ধা ইতি । অধ্যায়সংখ্যামাহ ত্রিশতমিতি । ত্রিশত-  
 মধ্যায়াত্রিশতসংখ্যাকা অধ্যায়ী অষ্টাদশযুতাঃ পরিকীর্তিতা ইত্যর্থঃ । অষ্টাদশাধ্যায়োত্তর-

নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করেন, তবে ক্ষীরোদ সমুদ্রেরই সৰ্ব্বাধারত্ব হেতু সৃষ্টি বিষয়ে তাহাই  
 স্বতন্ত্র কর্তার স্বরূপ? তাহা হইতে পারে না । কেন না, সেই একাধার স্থিত জলরাশি রসপদার্থ  
 ভিন্ন অপর কিছুই নহে ; সুতরাং পাত্র ব্যতীত কদাচ রসের অবস্থিতি হয় না । অতএব,  
 যিনি এই সমস্ত পদার্থে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি সেই সৰ্ব্বভূতের জননীরূপা  
 আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীর শরণাগত হইলাম ॥ ৮ ॥ অযোনিসমুত্ত লোককর্তা ব্রহ্মা  
 শেষশয্যাশয়ান ভগবান্ বিষ্ণুকে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত দেখিয়া মধুকৈটভ নামক হৃদান্ত  
 দানবদ্বয়ের ভয়ে ভীত হইয়া নাভিপদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক যে দেবীর স্তব করিয়া-  
 ছিলেন আমি সেই দেবীর শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৯ ॥ হে মুনীগণ ! এক্ষণে সেই  
 সৃষ্টিস্থিতিলয়ের হেতুভূতা ত্রিগুণাত্মিকা ও গুণাতীতা ( ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপিনী )  
 জীবের মুক্তিদাত্রী চিৎস্বরূপিনী মায়াকে ধ্যান করিয়া সমগ্র পুরাণ বর্ণনা করিব আপ-  
 নারা শ্রবণ করুন ॥ ১০ ॥ পুরাণ সকল সজ্জায় অনেক থাকিলেও তন্মধ্যে শ্রীমদ্দেবী-  
 ভাগবতই সর্বোত্তম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, ইহাতে অষ্টাদশ  
 সহস্র শ্লোক বিস্তৃত শ্লোকনাল সজ্জাটি ত্রিশত অষ্টাদশ অধ্যায় পরিপূর্ণ মঙ্গলময় দ্বাদশটি



বিংশতিঃ প্রথমে তত্র দ্বিতীয়ে দ্বাদশৈব তু ।  
 ত্রিংশচ্চৈব তৃতীয়ে তু চতুর্থে পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৩ ॥  
 পঞ্চত্রিংশত্তথাধ্যায়াঃ পঞ্চমে পরিকীর্তিতাঃ ।  
 একত্রিংশত্তথা ষষ্ঠে চত্বারিংশচ্চ সপ্তমে ॥ ১৪ ॥  
 অষ্টমে তদ্বসংখ্যাশ্চ পঞ্চাশন্নবমে তথা ।  
 ত্রয়োদশ তু সংপ্রোক্তা দশমে মুনির্নাকিল ॥ ১৫ ॥  
 তথা চৈকাদশস্কন্ধে চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ ।  
 চতুর্দশৈব চাধ্যায়া দ্বাদশে মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥  
 এবং সংখ্যা সমাখ্যাতা পুরাণেহস্মিন্মহাত্মনা !  
 অষ্টাদশসহস্রীয়া সংখ্যা চ পরিকীর্তিতা ॥ ১৭ ॥  
 সর্গশ্চ প্রতिसর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ ।  
 বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥

ত্রিংশত্যায়াঃ সন্তীত্যর্থঃ । দ্বাত্রিংশত্ৰিংশতং পূর্ণমধ্যায়ান্ত প্রকীর্তিতা ইতি প্রবাদস্ত বিষ্ণু-  
 ভাগবতবিষয়ক ইতি বোধ্যম্ ॥ ১২ ॥ প্রতিলক্ষ্যমধ্যায়সংখ্যামাহ বিংশতিরिति । প্রথমস্কন্ধে  
 বিংশতিরধ্যায়াঃ দ্বিতীয়ে রবিসংখ্যাঃ । তৃতীয়ে তিথিসংখ্যাঃ । চতুর্থে পঞ্চাধিকবিংশতি-  
 সংখ্যাকাঃ ॥ ১৩ ॥ পঞ্চমে পঞ্চাধিকতিথিসংখ্যাকাঃ । ষষ্ঠে একাধিকতিথিসংখ্যাঃ । সপ্তমে  
 চত্বারিংশৎসংখ্যাকাঃ ॥ ১৪ ॥ অষ্টমে চতুর্বিংশতিসংখ্যাকাঃ । নবমে পঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ ।  
 দশমে ত্রয়োদশসংখ্যাকাঃ ॥ ১৫ ॥ একাদশস্কন্ধে তদ্বসংখ্যাকাঃ । দ্বাদশে চতুর্দশৈবাধ্যায়াঃ ॥ ১৬ ॥  
 এবমিতি । ইয়মধ্যায়সংখ্যোক্তা । যা গ্রন্থসংখ্যা অষ্টাদশসহস্রী সা তু পূর্বে পরিকীর্তিতে-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ ইদানীং সর্বপুরাণসামান্যলক্ষণমুক্তা । তল্লক্ষণং দেবীভাগবতেহস্তুতি বদতি  
 সর্গশ্চেতি । ইদং সর্বপুরাণসামান্যলক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥ অত্র দেবীভাগবতে সর্গশব্দেন কণ্ড সর্গো-

স্কন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন ॥ ১১—১২ ॥ তন্মধ্যে তাহার প্রথমস্কন্ধে বিংশতি, দ্বিতীয়ে দ্বাদশ,  
 তৃতীয়ে ত্রিংশৎ ও চতুর্থে পঞ্চবিংশতি এবং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশদধ্যায় পরিকীর্তিত হই-  
 য়াছে । ষষ্ঠস্কন্ধে একত্রিংশৎ, সপ্তমে চত্বারিংশৎ, অষ্টমে চতুর্বিংশতি ও নবমস্কন্ধে পঞ্চাশৎ  
 অধ্যায় জানিবেন । হে মুনিসত্তমগণ ! তদনন্তর, মহামুনি ব্যাস, দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশ একা-  
 দশে চতুর্বিংশ এবং পরিশেষে দ্বাদশস্কন্ধটি চতুর্দশাধ্যায়ে সন্নিবদ্ধ করত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া-  
 ছেন ॥ ১৩—১৬ ॥ মহাত্মা সত্যবতীস্বত এই দেবীভাগবত পুরাণে এইরূপ সংখ্যা নির্দেশ  
 করিয়াছেন বলিয়াই ইহা অষ্টাদশসহস্রীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ হে দ্বিজগণ ! এক্ষণে  
 আমি আপনাদের নিকট ক্রমান্বয়ে পুরাণের লক্ষণ ও সৃষ্টাদির বিষয় বর্ণনা করিতেছি  
 শ্রবণ করুন । **সর্গ, প্রতिसর্গ,** বংশাবলী, মন্বন্তর এবং মনু ও চন্দ্রশূর্য্যবংশীয় নরপতি-  
 গণের চবিত্ত্র কথা, এই পাঁচটি লক্ষণ যুক্ত গ্রন্থ পুরাণ বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥



নিগুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকা বিকৃতা শিবা ।  
 যোগগম্যাহখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা ॥ ১৯ ॥  
 তস্মাস্ত্র সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা ।  
 মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥  
 তাসান্তিস্থগাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারলক্ষণঃ ।  
 সৃষ্টার্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ২১ ॥  
 হরিদ্রাহিণরুদ্রাণাং সমুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতা ।  
 পালনোৎপত্তিনাশার্থঃ প্রতिसর্গঃ স্মৃতো হি সঃ ॥ ২২ ॥  
 সোমসূর্যোদ্ভবানাঞ্চ রাজ্ঞাং বংশপ্রকীর্তনম্ ।  
 হিরণ্যকশিপাদীনাং বংশান্তে পরিকীর্তিতাঃ ॥ ২৩ ॥

হৃদীযতে তত্রাহ নিগুণেতি । সচ্চিদানন্দব্রহ্মরূপিণী যা ভগবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ তস্মা-  
 দ্বিতি । তস্মা যা সাত্ত্বিকী শক্তিস্তথা রাজসী তথা তামসী চ যা শক্তিস্তচ্ছক্তিবিশিষ্টং যৎ পরং  
 ব্রহ্মেত্যর্থঃ । তৎ মহালক্ষ্মাদয়ো যাঃ প্রসিদ্ধাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ স্ত্রিয়ো ভবন্তি । সাম্যাবস্থায়কব্রহ্ম-  
 রূপিণী মূলদেবতা তত্তদেতৈকগুণবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যো মহালক্ষ্মাদয়ো দেবতা ইতি ভাবঃ । অত  
 এব পুরাণাগমাদিষা সাং সচ্চিদানন্দত্বেযুক্তং ন তু কেবলজড়শক্তিরূপত্বম্ ॥ ২০ ॥ তাসামিতি ।  
 সৃষ্টার্থং জগৎসর্জনায় যস্তাসাং তিস্থগাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারো দেহধারণং তল্লক্ষণো বঃ সর্গঃ  
 সোহত্র শাস্ত্রবিশারদৈঃ পণ্ডিতৈঃ সর্গশব্দেন সমাখ্যাত ইত্যর্থঃ । অস্মিন্ পুরাণে সর্গশব্দেনায়-  
 মেব গৃহ্যত ইত্যর্থঃ । তত্র মহাকাল্যাণীনাংপত্তিঃ প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমস্কন্ধে চ ॥ ২১ ॥ প্রতি-  
 সর্গমাহ হরীতি । অস্মিন্ পুরাণে প্রতिसর্গশব্দেনায়মেব গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ । প্রতিসর্গো নামানু-  
 সর্গো ব্রহ্মাদীনামনন্তরোৎপত্তিরূপ ইত্যর্থঃ । তদ্বক্তং পুরাণান্তরে । প্রতিসর্গোহনুসর্গশ্চ প্রলয়শ্চ  
 প্রকীর্তিত ইতি । তত্র গুণত্রয়রূপশক্তীনাংপত্তিস্তাসাং পরিণামশ্চ ব্রহ্মাদিরূপেণ নানাবিধা-  
 হঙ্কারাদিরূপেণ চ তৃতীয়স্কন্ধে ত্বঞ্চ বেদাঃ শিবস্তেতে দেবা মদগুণসম্ভবা ইত্যনেনোক্তঃ ।  
 সংক্ষেপেণ প্রলয়রূপপ্রতিসর্গোহপি নবমস্কন্ধে সর্বেষাং প্রকৃতৌ লয়রূপ উক্তঃ ॥ ২২ ॥ সোমেতি ।  
 তেষাং যদ্বংশপ্রকীর্তনং স বংশোহত্র বংশশব্দেন গৃহ্যত ইতি ভাবঃ । বংশান্তে ইতি । তেহপি

যে গুণাতিত নিত্য মঙ্গলময়ী শক্তি সর্বদা সকল স্থানেই অখণ্ড অবিকৃতরূপে বিরাজমান  
 আছেন ; যোগেন্দ্র পুরুষগণ যাহাকে সমাধিকালে নিজ আত্মমন্দিরে তুরীয়া চৈতন্যরূপে  
 অনুভব করত চরিতার্থতা লাভ করেন, তাহারই সমস্ত অংশে সরস্বতী, রাজঃ অংশে মহালক্ষ্মী  
 আর তমঃ অংশে মহাকালী এই নিতী অসীমৈশ্বর্যশালিনী অমুপম রমণীমূর্তির আবি-  
 র্ভাব হয় ॥ ১৯—২০ ॥ সৃষ্টিকার্যের নিমিত্ত উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের যে দেহাঙ্গীকার লক্ষণ,  
 তাহাই শাস্ত্রবিশারদ মুনিগণকর্তৃক সর্গ নামে পরিকীর্তিত হয় ; এবং উৎপত্তি, পালন ও  
 সংহার নিমিত্ত উপরি উক্ত সর্গলক্ষণ হইতে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিনটি দেবের আবি-  
 র্ভাব তাহাকেই প্রতিসর্গ ( অবাস্তর বা স্থলসর্গ ) বলা হইয়াছে ॥ ২১—২২ ॥ হে মুনিগণ !  
 চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজগণের এবং হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দিগ্বিনন্দনদিগের বংশকীর্তনকে



স্বায়ম্ভুবমুখানাঞ্চ মনুনাং পরিবৰ্ণনম্ ।

কালসংখ্যা তথা তেষাম্ভবন্তম্ভবন্তরাণি চ ॥ ২৪ ॥

তেষাং বংশানুকথনং বংশানুচরিতং শ্রুতম্ ।

পঞ্চলক্ষণযুক্তানি ভবন্তি মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥

সপাদলক্ষঞ্চ তথা ভারতং মুনিনা কৃতম্ ॥

ইতিহাস ইতি প্রোক্তং পঞ্চমং বেদসম্মতম্ ॥ ২৬ ॥

শৌনক উবাচ ।

কানি তানি পুরাণানি ব্রুহি সূত ! সবিস্তরম্ ।

কতিসংখ্যানি সৰ্ব্বজ্ঞ ! শ্রোতুকামা বয়স্বিহ ॥ ২৭ ॥

বংশা বংশশব্দেন গৃহ্যন্তে ইত্যর্থঃ । সোমবংশস্ত সোমাংপুরুষঃপর্যন্তং প্রথমস্কন্ধে উক্তঃ । সূর্য্যবংশস্ত বৈবস্বতমনুমাভ্য হরিচ্চন্দ্রপর্য্যন্তং সপ্তমস্কন্ধে সংক্ষেপেণোক্তঃ । তদুভয়বংশীয়ান্-  
রাজ্ঞাং কথা তু দেবীকথায়াং বিক্ষেপবাহন্যপ্রসঙ্গভিয়া নোক্তেতি বোধ্যম্ । তদুক্তং  
সপ্তমস্কন্ধে । ইত্যেবং সূর্য্যবংশানাং রাজ্ঞাং বংশপ্রকীর্তনম্ । সোমবংশোদ্ভবানাঞ্চ বর্ণনীয়ং  
ময়া কিয়দতি ॥ ২৩ ॥ স্বায়ম্ভুবেতি । তত্তন্মবন্তরাণি চেতি । তান্নত্র মবন্তরশব্দেনোচ্যন্তে  
ইত্যর্থঃ । মবন্তরকথা তু দশমস্কন্ধেহিতিহিতা তেষাং বংশানুচরিতমপি তত্রৈব ॥ ২৪ ॥ তেষাং  
বংশেতি । তদত্র বংশানুচরিতমিত্যর্থঃ । ভবন্তীতি । সৰ্ব্বাণি পুরাণানীত্যর্থঃ । যদ্যপ্যত্র  
সকলজগৎসৃষ্টিরপি তৃতীয়স্কন্ধাদিষ্টিভিত্তিতা তথাপি ভগবতীবর্ণনে এবাস্ত গ্রন্থস্ত তাৎপর্য্যং ন  
সৃষ্টাদিবর্ণনে ইতি বোধ্যিতুং মহালক্ষ্যাদীনাং মবতার এব সৃষ্টিশব্দেনোক্ত ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৫ ॥  
ভারতমপি পঞ্চলক্ষণবদেবেত্যাহ সপাদেতি । পঞ্চমং বেদচতুষ্টয়াপেক্ষয়া পঞ্চমমিতিহাসপদ-  
বাচ্যমিত্যর্থঃ তথা পঞ্চলক্ষণবদেব ॥ ২৬ ॥

ভবন্তীতি বহুবচনাকাক্ষিতানি পুরাণানি কতিসংখ্যানি সন্তীতি পৃচ্ছতি শৌনকঃ

বংশাবলী কহে ॥ ২৩ ॥ স্বায়ম্ভুবপ্রমুখ মনুদিগের বৃত্তান্ত এবং তাঁহাদের আধিপত্যকালের  
পরিমাণ ও যে মনুর পরে যে যে মনুর অধিকার ইহাদিগকে মবন্তর কহে ॥ ২৪ ॥ মনু প্রভৃতি  
মহাঋগণের বংশ এবং তত্তদ বংশোৎপন্ন মহাঋগণের চরিতাবলীবর্ণনাকে বংশানুচরিত  
কহা যায় । ঋষিগণ ! সকল পুরাণকেই পঞ্চলক্ষণ-বিশিষ্ট বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥ সত্যবতী  
শ্রুত বেদব্যাস পুরাণাতিরিক্ত সপাদ পঞ্চলক্ষণলক্ষিত লক্ষসংখ্যক শ্লোকে সংগ্রথিত ভারত  
রচনা করিয়াছেন\* । যাহা পঞ্চম বেদ সদৃশ ইতিহাস বলিয়া কথিত আছে ॥ ২৬ ॥

শৌনক কহিলেন, শ্রুত ! ভগবান্ বেদব্যাস প্রসাদে তুমি সৰ্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছ ;  
শ্রুতরাং কোন শাস্ত্রই তোমার অজ্ঞাত নহে । অতএব পুরাণের সংখ্যা কত এবং তাহাদের

\* যদিচ এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সপাদলক্ষ শব্দের অর্থ পৌরাণিক পঞ্চলক্ষণাতিরিক্ত লক্ষণ  
সকল ভারতে সন্নিবেশিত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে কিন্তু পদ্ম ও সনৎকুমার পুরাণ এবং কোন কোন তন্ত্র  
প্রভৃতি শাস্ত্রের মতে মনুষ্য লোকস্থ মহাভারতে লক্ষাতিরিক্ত শ্লোকও দৃষ্ট হয় এই নিমিত্ত উভয়মত অর্থ  
প্রদত্ত হইল ।



কলিকালবিভীতাঃ স্মো নৈমিশারণ্যবাসিনঃ ॥  
 ব্রহ্মণাহত্র সমাদিষ্টাশ্চক্রং দত্ত্বা মনোময়ম্ ॥ ২৮ ॥  
 কথিতং তেন নঃ সৰ্বান্ গচ্ছন্তেতস্ম পৃষ্ঠতঃ ।  
 নেমিঃ সংশীৰ্য্যতে যত্র স দেশঃ পাবনঃ স্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥  
 কলেস্তত্র প্রবেশো ন কদাচিৎসম্ভবিষ্যতি ।  
 তাবত্তিষ্ঠন্তু তত্রৈব যাবৎ সত্যযুগং পুনঃ ॥ ৩০ ॥  
 তচ্ছ ত্বা বচনং তস্ম গৃহীত্বা তৎকথানকম্ ।  
 চালয়ন্নিগতস্তূর্ণং সৰ্বদেশাদিদৃক্ষয়া ॥ ৩১ ॥  
 প্রেত্যাত্র চালয়ংশ্চক্রং নেমিঃ শীর্ণোহত্র পশ্যতঃ ।  
 তেনেদং নৈমিশং প্রোক্তং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্ ॥ ৩২ ॥  
 কলিপ্রবেশো নৈবাত্র তস্মাৎ স্থানং কৃতং ময়া ।  
 মুনিভিঃ সিদ্ধসজ্জৈশ্চ কলিভীতৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৩৩ ॥

কতীতি ॥ ২৭ ॥ যুগ্মকং বৈরাগ্যং নাস্তি কথং বক্তব্যং তত্রাহ কলিকালেতি । তেন বৈরাগ্য-  
 মস্তীত্বাক্রুং ভবতি । পুণ্যো দেশো নাস্তীতি চেত্তত্রাহ নৈমিশেতি । কথং তস্ম পুণ্যদেশত্বং  
 তত্রাহ ব্রহ্মণেতি ॥ ২৮—৩০ ॥ তস্ম ব্রহ্মণস্তৎকথানকং কথারূপং বচনং শ্রুত্বা তচ্চক্রং  
 গৃহীত্বৈত্যম্বয়ঃ । চালয়ন্নিতি । অর্থাচ্চক্রম্ ॥ ৩১—৩৩ ॥ যুগ্মকং সাংখ্যিকৈ কৰ্ম্মণি শ্রদ্ধা

নামই বা কি ইহা শ্রবণের নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে অতএব সবিস্তার বিবৃতি করিয়া  
 আমাদের নিকট বর্ণনা কর ॥ ২৭ ॥ এক্ষণে, আমরা সকলেই ছরন্ত কলিকালভয়ে ভীত  
 হইয়া এই নৈমিশক্ষেত্রে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। পিতামহ ব্রহ্মা আমাদের মনোময়  
 চক্র প্রদান পূর্বক এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, হে ঋষিগণ ! তোমরা সকলেই এই  
 মনোময় চক্রের অনুগমন কর। যে স্থলে ইহার নেমি (চক্রপদ্ধতি) বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে  
 তাহাই পরম পবিত্রক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। সে স্থলে কলিদেব কদাচ প্রবেশ করিতে সমর্থ  
 হইবে না। অতএব যত দিন পুনরায় পুণ্যময় সত্যযুগের পুনরাগমন না হয় তাবৎকাল  
 তোমরা সেই স্থলে নির্বিশেষে অবস্থিতি কর ॥ ২৮—৩০ ॥ তাঁহার সেই আদেশ শ্রবণে সমস্ত  
 দেশপ্রদেশ সন্দর্শন লালসায় উল্লিখিত মনোময় চক্র পরিচালন পূর্বক অবিলম্বে সকলেই  
 উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। পরে চক্র সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্বক এই  
 স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের সমক্ষেই বিশীর্ণনেমি হইয়া পড়িল। তাহা-  
 তেই এই স্থলটি পরম পবিত্রজনক নৈমিশক্ষেত্র নামে সমাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩১—৩২ ॥  
 ইহাতে কখনই কলির প্রবেশ অধিকার নাই জানিয়াই আমি কলিভয়ে ভীত এই সমস্ত  
 মহাত্মা সিদ্ধমুনিগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া এই ক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৩৩ ॥



পশুহীনাঃ কৃতা যজ্ঞাঃ পুরোডাশাদিভিঃ কিল ।  
 কালাতিবাহনং কার্য্যং যাবৎ সত্যযুগাগমঃ ॥ ৩৪ ॥  
 ভাগ্যযোগেন সম্প্রাপ্তঃ সূত ! ত্বং চাত্র সর্ব্বথা  
 কথয়াদ্য পুরাণং হি পাবনং ব্রহ্মসম্মতম্ ॥ ৩৫ ॥  
 সূত ! শুশ্রূষবঃ সর্ব্বৈ বক্তা ত্বং মতিমানথ ।  
 নির্ব্ব্যাপারো বয়ং নূনমেকচিত্তাস্তথৈব চ ॥ ৩৬ ॥  
 ত্বং সূত ! ভব দীর্ঘায়ুস্তাপত্রয়বিবর্জিতঃ ।  
 কথয়াদ্য পুরাণং হি পুণ্যং ভাগবতং শিবম্ ॥ ৩৭ ॥  
 যত্র ধর্ম্মার্থকামানাং বর্ণনং বিধিপূর্ব্বকম্ ।  
 বিদ্যাং প্রাপ্য তয়া মোক্ষঃ কথিতো মুনিনা কিল ॥ ৩৮ ॥  
 দ্বৈপায়নেন মুনিনা কথিতং যচ্চ পাবনম্ ।  
 ন তূপ্যামো বয়ং সূত ! কথাং শ্রুত্বা মনোরমাম্ ॥ ৩৯ ॥

নাস্তীতি চেত্তত্রাহ পশুহীনা ইতি । যজ্ঞাঃ দর্শপূর্ণমাসাদয়ো যে পুরোডাশসাধ্যাঃ পশু-  
 রহিতাশ্চ ত এব প্রায়ঃকৃতান্তেন কদাচিৎ পশুসহিতযজ্ঞকরণেহপি ন সাঙ্গিকত্বহানিঃ ।  
 অবশ্যপশুসাধ্যোহশ্রু যাগশ্চ ব্রাহ্মণেনাবশ্যকর্তব্যত্বাৎ । যুয়াকমবকাশো নাস্তীতি চেত্তত্রাহ  
 কালাতিবাহনমিতি ॥ ৩৪ ॥ পুরাণং হীতি । নামমাত্রেনৈব তানি পুরাণান্মুক্তা । মুখ্যবিষয়ং

হে সূত ! আমরা প্রায়ই পুরোডাশ সাধ্য বহুবিধ পশুবিহীন সাঙ্গিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি-  
 য়াছি । এক্ষণে যত দিন পুনর্বার সত্যযুগ না আইসে তত দিন এই পুণ্যক্ষেত্রে কালযাপন  
 করিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥ সূত ! এ সময় তুমি নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্যবশতঃ এ স্থানে আসিয়া  
 উপস্থিত হইয়াছ । এক্ষণে, বেদসম্মত পবিত্রকর পুরাণ সকল বলিতে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৫ ॥  
 বৎস ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ তাহা আমরা জানি অতএব আমাদের পুরাণ সকল শ্রবণ  
 করাও । এ সময় আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত, অতঃকোন কার্য্যে ব্যাগৃত নহি ; সূতরাং একাগ্র-  
 মনে শ্রবণ করিতে পারিব ॥ ৩৬ ॥ বৎস ! আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ কর,  
 আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ পরিতাপ হইতে বিমুক্ত হও । বৎস !  
 এক্ষণে, যে ভাগবত অখিল জীবগণের হিতকর ; যাহা শ্রবণে পুণ্যরাশি সঞ্চয় হয় ; যে  
 ভাগবতে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম ত্রিবর্গের যথানিয়মে বর্ণনা আছে, কেননা, বেদে এইরূপ উক্তি  
 আছে যে, জীবগণ ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করিয়া তদ্বারা মোক্ষ পাইতে সমর্থ হয় ; দ্বৈপায়ন বেদ-  
 ব্যাসও স্বয়ং যাহাকে অতি পবিত্রকর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ; অধিক কি যাহা গুণসমূহের  
 একমাত্র আধার স্বরূপ, এ জগৎ নিখিল ভুবনজননী ভগবতীর নাট্যবৎ বিরাজ করিতেছে ;  
 যাহা শ্রবণে নিখিল পাপরাশি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় ; সেই কামপ্রদ ভগবতী নামকর

সকলগুণগণানামেকপাত্রং পবিত্র-  
 মখিলভুবনমাতুর্নাট্যবৎ যদ্বিচিত্রম্ ।  
 নিখিলমলগণানাং নাশকৃৎ কামকন্দং  
 প্রকটয় ভগবত্যা নামযুক্তং পুরাণম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
 গ্রন্থসংখ্যা বিষয়ো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ভাগবতং বদেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৯ ॥ সকলেতি । অখিলভুবনমাতুর্ভগবত্যা নাট্যমন্তি যস্মিন্  
 তন্নাট্যবৎষষ্ঠ বিচিত্রম্ । ভগবত্যা নামেতি ভগবতীপদঘটিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ভাগবত আমাদিগকে শ্রবণ করাও । বৎস ! একপ মনোহর কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের  
 তৃপ্তি লাভ হইতেছে না ॥ ৩৭—৪০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
 গ্রন্থসংখ্যা বিষয়বিশিষ্ট দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শৃণুস্তু সংপ্রবক্ষ্যামি পুরাণানি মুনীশ্বরঃ ।  
যথা শ্রুতানি তদ্বেন ব্যাসাৎ সত্যবতীশ্রুতাৎ ॥ ১ ॥  
মহয়ন্তুমহয়ৈকৈব ব্রহ্ময়ংবচতুষ্টয়ম্ ।  
অনাপলিংগকূক্ষানি পুরাণানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২ ॥  
চতুর্দশসহস্রঞ্চ মাৎশ্রমাদ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।  
তথা ঐহসহস্রন্তু মার্কণ্ডেয়ং মহাদ্রুতম্ ॥ ৩ ॥  
চতুর্দশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি চ ।  
ভবিষ্যং পরিসংখ্যাতং মুনিভিস্তদ্বদর্শিভিঃ ॥ ৪ ॥  
অষ্টাদশসহস্রং বৈ পুণ্যং ভাগবতং কিল ।  
তথা চাহযুতসংখ্যাকং পুরাণং ব্রহ্মসংজ্ঞকম্ ॥ ৫ ॥

ত্রিচত্বারিংশচ্ছেদ্যৈকৈস্ত পুরাণাণ্যাম সংখ্যকাম্ ।

তত্তদযুগীয়ব্যাসাচ্চ কথ্যন্তেহস্মিংশ্চতুর্থীয়েকৈ ॥

শৃণুস্তিতি ॥ ১ ॥ মহয়মিতি । মশদেন মকারাদ্যক্ষরযুক্তং পুরাণং গৃহ্যতে । তন্ত দ্বয়ং তথা চ মার্কণ্ডেয়ং মাৎশ্রমিতি চ সিদ্ধম্ । এবং সৰ্ব্বত্র ব্যাখ্যেয়ম্ । অস্মিন্ পদ্যকেহষ্টাদশপুরাণানাং মাদ্যক্ষরগ্রহণেন সংগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২ ॥ অধুনা তানি পুরাণানি নাম্না সংখ্যয়া চ পৃথক্

শ্রুত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! আমি সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস মুখে পুরাণ সকল যথার্থতঃ  
যে রূপে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আপনাদের সমীপে বলিতে প্রবৃত্ত হইব আপনারা শ্রবণ

করুন ॥ ১ ॥ অষ্টাদশ পুরাণ সকল মাৎশ্র, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, ভাগবত, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড,  
ব্রহ্মবৈবর্ত, বামন, বায়ব্য, বৈষ্ণব, বারাহ, অগ্নি, নারদ, পাদ্ম, লিঙ্গ, গারুড়, কুর্শ্ব এবং স্বন্দ  
ভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দিষ্ট আছে ॥ ২ ॥ হে শৌনক ! তত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ নির্দেশ করি-

য়াছেন যে, তন্মধ্যে আদ্য মাৎশ্রপুরাণ চতুর্দশসহস্র-শ্লোকায়ুক্ত, দ্বিতীয় মার্কণ্ডেয়পুরাণ  
নবসহস্র-শ্লোকপরিমিত, তৃতীয় ভবিষ্যপুরাণ পঞ্চশতাধিক চতুর্দশ সহস্রশ্লোকসম্বদ্ধ, চতুর্থ  
মঙ্গলপ্রদ ভগবতীশুণামিত ভাগবতপুরাণ অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকবিরচিত, পঞ্চম ব্রহ্মপুরাণ  
অযুতসংখ্যাক-শ্লোকবিশিষ্ট; ষষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দ্বাদশসহস্রশ্লোকবিরচিত, সপ্তম ব্রহ্মবৈবর্ত  
পুরাণ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকনিয়মিত, অষ্টম বামনপুরাণ অযুতশ্লোকসংনিবদ্ধ, নবম বায়ু-  
পুরাণ ষট্শতাধিক চতুর্বিংশসহস্রশ্লোকপরিমিত, দশম বিষ্ণুপুরাণ ত্রয়োবিংশসহস্রশ্লোক-

দ্বাদশৈব সহস্রাণি ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ শতাধিকম্ ।  
 তথাষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্তমেব চ ॥ ৬ ॥  
 অযুতং বামনাখ্যঞ্চ বায়ব্যং ষট্শতানি চ ।  
 চতুর্বিংশতিঃ সংখ্যাতঃ সহস্রাণি তু শৌনক ! ॥ ৭ ॥  
 ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং বৈষ্ণবং পরমাদ্রুতম্ ।  
 চতুর্বিংশতিসাহস্রং বারাহং পরমাদ্রুতম্ ॥ ৮ ॥  
 ষোড়শৈব সহস্রাণি পুরাণক্যাগ্নিসংজ্ঞিতম্ ।  
 পঞ্চবিংশতিসাহস্রং নারদং পরমং মতম্ ॥ ৯ ॥  
 পঞ্চপঞ্চাশৎসাহস্রং পদ্মাখ্যং বিপুলং মতম্ ।  
 একাদশসহস্রাণি লিঙ্গাখ্যং চাতিবিস্তৃতম্ ॥ ১০ ॥  
 একোনবিংশৎসাহস্রং গারুড়ং হরিভাষিতম্ ।  
 সপ্তদশসহস্রঞ্চ পুরাণং কূর্ম্মভাষিতম্ ॥ ১১ ॥  
 একাশীতি সহস্রাণি স্কন্দাখ্যং পরমাদ্রুতম্ ।  
 পুরাণাখ্যাচ সংখ্যাচ বিস্তরেণ ময়াহনঘাঃ ॥ ১২ ॥  
 তথৈবোপপুরাণানি শৃণুস্ত ঋষিসত্তমাঃ ।  
 সনৎকুমারং প্রথমং নারসিংহং ততঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥

পৃথগাহ চতুর্দশেতি । গ্রহসহস্রং নবসহস্রম্ ॥ ৩—৬ ॥ বায়ব্যমিতি । যন্ত সংখ্যেতি শেষঃ ।  
 যন্ত সংখ্যা ষট্শতানি । অথ চ সংখ্যাতঃ সংখ্যয়া চতুর্বিংশতিঃ । চতুর্বিংশতিসংখ্যাকানি  
 সহস্রাণি যানি সা চ সংখ্যেত্যর্থঃ ॥ ৭—১১ ॥ পুরাণেতি পুরাণনামানি তৎসংখ্যা চ ময়া

গ্রথিত, একাদশ পরমাশ্চর্য্যময় বরাহপুরাণ চতুর্বিংশ সহস্রশ্লোকসম্বদ্ধ, দ্বাদশ অগ্নিপুরাণ  
 ষোড়শসহস্রশ্লোকাত্মক, ত্রয়োদশ নারদপুরাণ পঞ্চবিংশতিসহস্রশ্লোকময়, চতুর্দশ স্কুমহৎ  
 পদ্মপুরাণ পঞ্চপঞ্চাশৎশ্লোকপরিমিত, পঞ্চদশ অতি বিস্তৃত লিঙ্গপুরাণ একাদশসহস্রশ্লোক-  
 নিবদ্ধ, ষোড়শ গারুড়পুরাণ একোনবিংশসহস্রশ্লোকবিরচিত, সপ্তদশ কূর্ম্মপুরাণ সপ্তদশ-  
 সহস্রশ্লোক-নির্দিষ্ট এবং অষ্টাদশ স্কুমহৎ অতি আশ্চর্য্যজনক স্কন্দপুরাণ একাশীতিসহস্র-  
 শ্লোকে বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩—১১ ॥

হে ঋষিসত্তম মহর্ষিগণ ! আপনারা পাপজয় করিয়া বিশুদ্ধ শরীরে বিরাজমান করিতেছেন ।  
 আমি আপনাদের নিকট অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম ও সংখ্যা বিস্তৃতরূপে নির্দেশ করি-  
 লাম । এক্ষণে, অষ্টাদশ উপপুরাণ সকলের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১২ ॥ মহাত্মা  
 ঋষিগণ সেই উপপুরাণ সকল মধ্যে সনৎকুমারপ্রোক্ত পুরাণকেই আদ্য দ্বিতীয় নারসিংহ



নারদীয়ং শিবকৈব দৌর্কাসসমনুত্তমম্ ।

কাপিলং মানবং চৈব তথা চৌশনসং স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥

বারুণং কালিকাখ্যঞ্চ সাম্বং নন্দিকৃতং শুভম্ ।

সৌরং পারাশরপ্রোক্তমাদিত্যং চাতিবিস্তরম্ ॥ ১৫ ॥

মাহেশ্বরং ভাগবতং বাশিষ্ঠঞ্চ সবিস্তরম্ ।

এতান্যুপপুরাণানি কথিতানি মহাত্মভিঃ ॥ ১৬ ॥

অষ্টাদশপুরাণানি কৃতা সত্যবতীশ্বতঃ ।

ভারতাখ্যানমতুলংচক্রে তদুপবৃংহিতম্ ॥ ১৭ ॥

প্রোক্তেতি শেষঃ ॥ ১২—১৫ ॥ ভাগবতমিতি । লোকে দেবীভাগবতবিষ্ণুভাগবতনারায়ণভাগবতদ্বয়শ্চৈব প্রসিদ্ধত্বেন দেবীভাগবতস্ত পঞ্চমং বেদসম্মিতমিতি বচনেন স্বেনৈব স্বস্ত মহাপুরাণত্বস্ত নিশ্চিতত্বেনার্থাহুপপুরাণেষু ভাগবতপদেন বিষ্ণুভাগবতশ্চৈব গ্রহণম্ ॥ ১৬ ॥

ভারতাংপূর্বমেব মহাপুরাণানি কৃতানীত্যাহ অষ্টাদশেতি । যদ্যপ্যত্রোপপুরাণকথনোত্তরমেবদেং বচনং পঠিতং তথাপি পুরাণান্তরে অষ্টাদশমহাপুরাণোত্তরমেব ভারতশ্রোতৃপভেক্তকৃতাদত্রাপি অষ্টাদশপুরাণপদেন মহাপুরাণানামেব গ্রহণম্ । তথাচাষ্টাদশমহাপুরাণানি কৃতা ভারতাখ্যানং ব্যাসশ্চক্রে ইত্যর্থঃ । তদুপবৃংহিতম্ভেঃ পুরাণৈর্ভারতাখ্যানমুপবৃংহিতং বর্দ্ধিতমিত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ । অষ্টাদশপুরাণানি ব্যাসেন প্রথমতঃ কৃতা তত্রত্যং সারাংশং প্রগৃহ্য ভারতং প্রণীতম্ । তথা চ ভারতাপেক্ষয়া ভারতোক্তার্থশ্চাষ্টাদশস্ত বিস্তৃতত্বেন তদুপবৃংহিতত্বমব্যাহতমেবেতি । এতদ্বচনাদপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্ । বিষ্ণুভাগবতস্ত ভারতোত্তরং জায়মানত্বস্ত ভারতোত্তরং নির্কিঙ্কো ব্যাসশ্চকারেতি বিষ্ণুভাগবতবচনেনৈব বোধিতত্বাদ্ভারতাংপূর্বংবিদ্যমানেষু মহাপুরাণেষু বিষ্ণুভাগবতস্ত প্রবেশাভাবাৎ । নহু মার্কণ্ডেয়পুরাণে প্রথমেইধ্যায়ে উক্তম্ । ভারতং ব্যাসমুখাচ্ছৃতা তত্র সন্দিহানঃ ক্রৌষ্টীকিঃ মার্কণ্ডেয়ঃ প্রত্যাগত্য তত্রত্যং সন্দেহং পৃষ্টবাংস্তৎসন্দেহনিবৃত্ত্যর্থং মার্কণ্ডেয়ো মার্কণ্ডেয়পুরাণমুক্তবানিতি । তথা চ মার্কণ্ডেয়পুরাণং ভারতোত্তরং জাতমিতি নিশ্চীয়তে । ততশ্চ ভারতাংপূর্বং সপ্তদশপুরাণাত্তেব সন্তীতি অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বেতি বচনমসঙ্গতমেবেতি চের । প্রথমতঃ কথামাত্রং ব্যাসমুখাচ্ছৃতং ন তু গ্রন্থরূপম্ । দন্তকথামাত্রশ্রবণেনৈব জাতসন্দেহঃক্রৌষ্টীকিমার্কণ্ডেয়ঃ প্রত্যাগত্য সন্দেহং পৃষ্টবানিতিমার্কণ্ডেয়পুরাণাভিপ্রায়ঃ । অষ্টাদশপুরাণগ্রন্থং তদুত্তরং কৃতা ভারতগ্রন্থঃ কৃত ইতি । অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বেতি বচনাভি-

পুরাণ, তৃতীয় নারদীয়পুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম দৌর্কাসসপুরাণ, ষষ্ঠ কাপিলপুরাণ, সপ্তম মানবপুরাণ, অষ্টম ঔশনসপুরাণ, নবম বারুণপুরাণ, দশম কালিকাপুরাণ, একাদশ সাম্বপুরাণ, দ্বাদশ নন্দিপুৰাণ, এয়োদশ সৌরপুরাণ, চতুর্দশ পরাশরকৃতপুরাণ, পঞ্চদশ আদিত্যপুরাণ, ষোড়শ মাহেশ্বরপুরাণ, সপ্তদশ বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, এবং অষ্টাদশ বাশিষ্ঠপুরাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১৩—১৬ ॥ হে মহর্ষিগণ ! সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব অগ্রে অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচনা করিয়া পরে অতিবিস্তৃত উল্লিখিত মহাপুরাণ সকলের সারসংগ্রহ করিয়া সুবৃহৎ মহাভারত রচনা করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ মহর্ষিগণ ! চতুর্দশ মন্বন্তরের



মন্বন্তরেষু সৰ্বেষু দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে ।  
 প্রাচুঃকরোতি ধৰ্ম্মার্থী পুরাণানি যথাবিধি ॥ ১৮ ॥  
 দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুৰ্ব্যাসরূপেণ সৰ্বদা ।  
 বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া ॥ ১৯ ॥  
 অন্নায়ুষোহন্নবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বা কলাবথ ।  
 পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেহসৌ যুগে যুগে ॥ ২০ ॥  
 জ্ঞীশূদ্রদ্বিজবক্ষুনাং ন বেদ শ্রবণং মতম্ ।  
 তেষামেবহিতার্থায় পুরাণানি কৃতানিচ ॥ ২১ ॥  
 মন্বন্তরে সপ্তমেহত্র শুভে বৈবস্বতাভিধে ।  
 অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে দ্বাপরে মুনিসত্তমাঃ ॥ ২২ ॥  
 ব্যাসঃ সত্যবতীসুহৃৎ গুরুর্মধ্বর্ষবিভমঃ ।  
 একোনত্রিংশং সংপ্রাপ্তে দ্রৌণিৰ্ব্যাসো ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥  
 অতীতাস্তু তথাব্যাসাঃ সপ্তবিংশতিরেবচ ।  
 পুরাণসংহিতাস্তু কথিতাস্তু যুগে যুগে ॥ ২৪ ॥

প্রায়কল্পনেন বিরোধাভাবাদিতি ॥ ১৭ ॥ নব্বৈতানি পুরাণানি কস্মিন্ যুগে জায়ন্তে তত্রাহ-  
 মন্বন্তরেঐতি । যুগানামেকসপ্তত্যা মন্বন্তরমিহোচ্যতে । তে চ মনবশ্চতুর্দশ তথাচপ্রতি-  
 মন্বন্তরং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে করুণানিধিৰ্ব্যাসঃ কেবলং ধৰ্ম্মবুদ্ধ্যৈব পুরাণবিভাগং প্রাচু-  
 করোতি ॥ ১৮ ॥

ব্যাসো বিষ্ণুরেব বেদবিভাগং চ করোতীত্যাহ দ্বাপরে ইতি ॥ ১৯—২১ ॥ অষ্টাবিংশতি-  
 তমে যুগে সত্যবতীসুহৃৎ গুরুৰ্ব্যাসোহভবৎ । অনন্তরে যুগে দ্রৌণিরশ্বখামা ভবিষ্যতীত্য-  
 বয়ঃ ॥ ২২ ॥ অতীতা ইতি । অষ্টাবিংশতিতমযুগস্থাৎব্যাসাৎপূৰ্ব্বং সপ্তবিংশতিৰ্ব্যাসা জাতা

প্রতি দ্বাপরযুগে স্বয়ং বিষ্ণু ধৰ্ম্মরক্ষারজন্তু ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণের মঙ্গলার্থে  
 এক বেদকে বহুরূপে বিভাগ করেন ; অনন্তর কলিযুগের ব্রাহ্মণগণকে অন্নায়ু এবং মন্দ-  
 বুদ্ধি জানিয়া, বিশেষতঃ জ্ঞা, শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণগণের বেদ শ্রবণে অধিকার না  
 থাকায় তাহাদের নিস্তার জন্ত বেদের সার সংগ্রহ করিয়া মঙ্গল জনক পুরাণ সংহিতা রচনা  
 করেন ॥ ১৮—২১ ॥ হে মুনিসত্তম ঋষিগণ ! এই বর্তমান শুভকর সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরের  
 অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে ধৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞ সত্যবতীপুত্র ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তিনিই আমার  
 পরম গুরু আমি তাঁহার নিকট হইতেই সমস্ত পুরাণসংহিতা শ্রবণ করিয়াছি । হে ঋষিগণ !  
 ইহার পর একোনত্রিংশ দ্বাপরযুগ আসিলে দ্রৌণপুত্র অশ্বখামা ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইবেন ।  
 এইরূপ পূর্বেও প্রত্যেক দ্বাপরযুগে সপ্তবিংশ বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাণ সংহিতা  
 সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন ॥ ২২—২৪ ॥ ঋষিগণ স্মতমুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া

ঋষয় উচুঃ ।

বুহি সূত ! মহাভাগ ! ব্যাসাঃপূর্ব যুগোক্তবাঃ ।  
বক্তারম্ভ পুরাণানাং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে ॥ ২৫ ॥

সূত উবাচ ।

দ্বাপরে প্রথমে ব্যাস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়মুবা ।  
প্রজাপতিদ্বিতীয়েতু দ্বাপরে ব্যাসকার্যাক্ষুৎ ॥ ২৬ ॥  
তৃতীয়ে চোশনাব্যাসচতুর্থেষু বৃহস্পতিঃ ।  
পঞ্চমে সবিতা ব্যাসঃ ষষ্ঠে মৃত্যুস্তদাপরে ॥ ২৭ ॥  
মঘবা সপ্তমে প্রাপ্তে বশিষ্ঠস্তৃষ্ণমে স্মৃতঃ ।  
সারস্বতস্ত নবমে ত্রিধামা দশমে তথা ॥ ২৮ ॥  
একাদশেহথ ত্রিব্রষো ভরদ্বাজস্ততঃপরম্ ।  
ত্রয়োদশে চান্তরিক্ষো ধর্মশ্চাপি চতুর্দশে ॥ ২৯ ॥  
ত্রয়্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ ।  
মেধাতিথিঃ সপ্তদশে ত্রতীহৃষ্টাদশে তথা ॥ ৩০ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ব্যাসনামানি পৃচ্ছন্তি ঋষয় ইতি । বুহি স্মতেতি । কুর্শ্বপুরাণে তু । একাদশে তু নহুযঃ শততেজাস্ততঃপরম্ । ত্রয়োদশে তথা ধর্মস্তরুক্ষুস্ত চতুর্দশে । ত্রয়্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ । কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশেহষ্টাদশ ঋতঞ্জয়ঃ । ততো ব্যাসো ভরদ্বাজস্তস্মাদুর্দ্ধং তু গোতমঃ । বাজশ্রবশ্চকবিংশে তস্মাচ্ছ্রায়ণঃপরঃ । তৃণবিন্দুস্ত্রয়োবিংশে বান্দীকিস্ত ততঃপরম্ । পঞ্চবিংশে তথা শক্তিঃষড়্বিংশে তু পরাশরঃ । সপ্তবিংশে তথা

আগ্রহ পূর্বক কহিলেন । হে সূত ! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । এক্ষণে, যাহারা মন্বন্তরীয় প্রতি দ্বাপরযুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুরাণ সংহিতাসকল রচনা করিয়াছেন সেই ব্যাসগণের বিষয় বর্ণনা কর ॥ ২৫ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন । হে মহর্ষিগণ ! মন্বন্তরের প্রথম দ্বাপর যুগে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং বেদ সকলকে বিভাগ করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে প্রজাপতি বেদ বিভাগ করতঃ ব্যাসকার্য্য করিয়াছিলেন । তৃতীয় দ্বাপরযুগে উশনস্ ( শুক্রাচার্য্য ) ঋষি, চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি, পঞ্চম দ্বাপরযুগে সুর্য্যদেব, ষষ্ঠ দ্বাপরে যম, সপ্তম দ্বাপরে স্বয়ং ইন্দ্র, অষ্টমে বশিষ্ঠ ঋষি, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিব্রষ, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরিক্ষ, চতুর্দশে স্বয়ং ধর্ম, পঞ্চদশে আরুণি, ষোড়শদ্বাপরে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে মেধাতিথি, অষ্টাদশে ত্রতী, একোনবিংশে অত্রি, বিংশে গোতম, একবিংশে উত্তম, দ্বাবিংশে বেন, ত্রয়োবিংশে সোম, চতুর্বিংশ দ্বাপরে তৃণবিন্দু, পঞ্চবিংশে ভার্গবমুনি, ষড়্বিংশে শক্তি,



অত্রিরেকোনবিংশেহথ গৌতমস্ত ততঃপরম্ ।  
 উত্তমশ্চৈকবিংশেহথ হর্যাত্মাপরিকীর্তিতঃ ॥ ৩১ ॥  
 বেনো বাজশ্রবশ্চৈব সোমোহমুঘ্যায়ণস্তথা ।  
 তৃণবিন্দুস্তথা ব্যাসো ভার্গবস্ত ততঃপরম্ ॥ ৩২ ॥  
 ততঃ শক্তির্জাতুকর্ণ্যঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ ।  
 অষ্টাবিংশতিসংখ্যেয়ং কথিতা যা ময়া শ্রুতা ॥ ৩৩ ॥  
 কৃষ্ণদ্বৈপায়নাৎপ্রোক্তং পুরাণঞ্চ ময়া শ্রুতম্ ।  
 শ্রীমদ্ভাগবতং পুণঞ্চ সর্বদুঃখৌঘনাশনম্ ॥ ৩৪ ॥  
 কামদং মোক্ষদঞ্চৈব বেদার্থপরিবৃংহিতম্ ।  
 সর্বাগমরসারামং মুমুকুশাং সদা প্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥  
 ব্যাসেন কৃত্বাহতিশুভং পুরাণং  
 শুকায় পুত্রায় মহাত্মনে যৎ ।  
 বৈরাগ্যযুক্তায় চ পাঠিতং বৈ  
 বিজ্ঞায় চৈবারণিসম্ভবায় ॥ ৩৬ ॥

ব্যাসো জাতুকর্ণ্যোমহামুনিঃ । অষ্টাবিংশে শ্রুতো ব্যাসঃ পরাশরস্মৃতঃ পরঃ । ইত্যন্থথা ব্যাসা  
 উক্তাঃ । কল্পভেদেন তু ব্যবস্থা ॥ ২৫—৩১ ॥

উত্তমো হর্যাত্মা চৈক এব একবিংশে অয়ং জাতঃ । দ্বাবিংশে বেনো বাজশ্রবাঃ । ত্রয়ো-  
 বিংশে সোমোহমুঘ্যায়ণঃ । চতুর্বিংশে তৃণবিন্দুঃ । ততো ভার্গবঃ ॥ ৩২ ॥ ততঃ শক্তিস্ততো  
 জাতুকর্ণ্যস্ততঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ ব্যাসেনেতি । ইদং পুরাণং ব্যাসেন প্রথমতঃ  
 কৃত্বা পশ্চাদিদমত্যন্তং শুভমিতি বিজ্ঞায় জ্ঞাত্বা যস্যৈ কস্যৈ নোক্তং কৃতঃ সর্বৌৎকৃষ্টত্বাৎ ।  
 কিন্তু অয়োনিজঃ পুত্রঃ কীদৃশো মহাত্মা সর্বৌত্তমগুণবান্ । অরণিসম্ভবোহযোনিজশ্চ বৈরাগ্য-  
 যুক্তশ্চ তস্যৈ পাঠিতম্ । তস্মাদিদং সর্বৌত্তমমিত্যত্র কঃ সন্দেহঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তবিংশদ্বাপরে জাতুকর্ণ্য এবং অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে সত্যবতী স্মৃত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ সকল  
 বিভাগ করিয়া বেদব্যাস হইয়াছিলেন ॥ ২৬—৩৩ ॥

হে মহর্ষিগণ ! আমি, এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব প্রোক্ত পুরাণ সকল শ্রবণ করিয়াছি ;  
 বিশেষতঃ যে ভাগবত শ্রবণে পুণ্যসঞ্চয় এবং দুঃখ সমূহ বিনষ্ট হয়, যাহা কামনা প্রদানে  
 সমর্থ এবং যে ভাগবত সমস্ত বেদার্থ দ্বারা বিস্তৃতরূপে রচিত, সেই পুণ্যজনক সর্বসাক্ষের  
 সারস্বরূপ, মুমুকুশগণের অতিপ্রিয় ভাগবত বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি ॥ ৩৪—৩৫ ॥ ব্যাস-  
 দেব এই পুরাণ খানিকে রচনা করিয়া অতিশয় শুভকর বিবেচনা করিয়াছিলেন । একান্ত  
 হোমীয় মন্বনদণ্ড হইতে সমুদ্ভূত অর্থাৎ অয়োনিজ এবং বিষয়ানুরাগ বর্জিত, অতএব যথার্থ  
 অধিকারী বিবেচনা করিয়া নিম্নপুত্র মহাত্মা শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥



শ্রুতং ময়া তত্র তথা গৃহীতং  
 যথার্থবদ্যাসমুখাম্বুনীন্দ্রাঃ ।  
 পুরাণগুহ্যং সকলং সমেতং  
 গুরোঃ প্রসাদাৎকরণানিধেশ্চ ॥ ৩৭ ॥  
 স্মৃতেন পৃষ্ঠঃ সকলং জগাদ  
 দ্বৈপায়নস্তত্র পুরাণগুহ্যম্ ।  
 অযোনিজেনাদ্ভুতবুদ্ধিনা বৈ  
 শ্রুতং ময়া তত্র মহাপ্রভাবম্ ॥ ৩৮ ॥  
 শ্রীমদ্ভাগবতামরাজিৎ পফলাম্বাদাদরঃ সত্তমাঃ  
 সংসারার্ণবদুর্বিগাহসলিলং সন্ততুর্কামঃ শুকঃ ।  
 নানাখ্যানরসালয়ং শ্রুতিপুটেঃ প্রেম্নাহশৃণোদদ্ভুতং  
 তচ্ছৃৎস্বা ন বিমুচ্যতে কলিভয়াদেবশ্লিষঃ কঃ ক্ষিতৌ ॥ ৩৯ ॥

নহু তবাপি ব্যাসেনোক্তমস্তীতি চেত্তত্রাহ শ্রুতমিতি । ব্যাসেনৈতাদৃশং পুরাণং মাং  
 বক্তব্যমিতি মম ভাগ্যং কাস্তি । কিন্তু মুখ্যত্বেন শুকাযোক্তং ময়া তু তৎসহাধ্যায়িত্বেন  
 শ্রুতমিতি । নহু তৎসহাধ্যায়িত্বং তব তস্ত ব্যাসশ্রেষ্ঠমিতিচেত্তত্রাহ প্রসাদাদিতি । এতৎ-  
 সহাধ্যায়িত্বং ময়া মহতা যত্নেন প্রসাদাদেব লব্ধং নহু সহজতয়েতি ভাবঃ । নহু তথাপি  
 প্রসাদযোগ্যস্ত ত্বমসি তত্রাহ করুণানিধেশ্চেতি । নাহং যোগ্যঃ কিন্তু গুরুরেব করুণা-  
 নিধিরতস্তৎপ্রসাদপ্রাপ্তসহাধ্যায়িত্বেন ময়েদং ভাগবতং ব্যাসমুখাচ্ছ্রুতমিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥  
 তত্রাপি প্রেষ্ঠা শুক এবাহহস্ত শ্রোতৈব কেবলমিত্যাহ স্মৃতেনেতি । স্মৃতেন পুত্রেন শুকে-  
 নেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ মহত্বং পুরাণশ্চ বর্ণয়তি শ্রীমদ্ভাগবতেতি । অয়মপি শুকঃ । হে সত্তমা  
 ইতি ঋষিসম্বোধনম্ । সংসারার্ণবস্তু দুর্বিগাহং যৎসলিলম্ । তৎসন্ততুর্কামঃ সন্ অমরা-  
 জিৎপঃ কল্পতরুর্বেদরূপস্তস্ত ফলং শ্রীমদ্ভাগবতাত্মকং তদমরাজিৎপফলং যন্তস্ত স্বাদে আদরো

মহর্ষিগণ ! যদিও আমার এরূপ শুভাদৃষ্ট নাই যে, ব্যাসদেব এরূপ পুরাণ অধ্যয়ন করান,  
 তথাপি, যখন, তিনি নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান সেই সময় আমি তাঁহার সহাধ্যায়ী  
 হইয়া দয়াময় পরমগুরু বেদব্যাস প্রসাদেই তন্মুখবিনির্গত অতিগুহ্য এই পুরাণ সমস্তই শ্রবণ  
 করিয়াছি এবং যথার্থরূপে সমস্ত অর্থও অবগত হইয়াছি ॥ ৩৭ ॥ অধ্যয়নকালে বেদব্যাস  
 অযোনিসম্ভূত অতএব অতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধি শুকদেব কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া পুরাণের সমস্তই নিগূঢ়ার্থ  
 প্রকাশ করিয়াছিলেন ; আমি ও সেই সময় এই মহাপ্রভাব বিশিষ্ট গূঢ়ার্থ সকল শ্রবণ  
 করিয়াছিলাম ॥ ৩৮ ॥ হে মহর্ষিসত্তম মুনিগণ ! আপনারা কলিভয়ে ভীত হইয়া এই পুণ্য-  
 ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন সত্য, কিন্তু এক্ষণে, এই ভাগবত শ্রবণে সেই ভয় একেবারে তিরোহিত  
 হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । কারণ, শুকদেব এই হস্তরণীয় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভি-  
 লাষী হইয়া স্বর্গীয় কল্পতরুবেদের ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের নানা খ্যাতিরূপ রসসমূহ অতি

পাপীয়ানপি বেদধর্মরহিতঃ স্বাচারহীনাশয়ো  
 ব্যাজেনাপি শৃণোতি যঃ পরমিদং শ্রীমৎপুরাণোত্তমম্ ।  
 ভুক্ত্বা ভোগকলাপমত্র বিপুলং দেহাবসানেহচলং  
 যোগিপ্রাপ্যমবাগ্নু যাদ্ভগবতীনাмаক্ষিতং সুন্দরম্ ॥ ৪০ ॥  
 যা নিগুণা হরিহরাদিভিরপ্যালভ্যা  
 বিদ্যা সতাং প্রিয়তমাহথ সমাধিগম্যা ।  
 স্য তস্ম চিত্তকুহরে প্রকরোতি ভাবং  
 যঃ সংশৃণোতি সততন্তু সতীপুরাণম্ ॥ ৪১ ॥

নৈশ্চতাদশঃ সন্ নানাখ্যানমেব রসস্তৃপ্তালয়ং পুরাণমিদমদ্ব্যুতং প্রেম্ণা শ্রুতিপুটেঃ কণপুটে-  
 বশৃণোৎ । এতাদৃশং মহাভাগবতং শ্রদ্ধা কলিভরান মুচ্যতে এবংবিধঃ পুরুষঃ ক্ষিতৌ কোহস্তি  
 ন কোপীভার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ নহু শুকাদয়ো মহাস্তো ভাগবতশ্রবণেন মুক্তা ভবন্ত পাপিনস্ত কথং  
 মুক্তাঃ স্মারিত্তি চেত্তব্রাহ পাপীয়ানপীতি । অতিশয়েন পাপবানপি পুনশ্চ বেদোক্তধর্মরহিতোহপি  
 তথা স্বাচারেণ হীন আশয়োহন্তঃকরণং যস্ত আচারসংস্কারহীনান্তঃকরণবানপীভার্থঃ । ৩৩  
 দৃশোহপি সন্ পুনব্যাজেনাপি কপটেনাপি যো ভগবতীনাмаক্ষিতং ভগবতীপদবটীতং সুন্দর  
 মিদং প্রকৃতং শ্রীমৎপুরাণোত্তমং শৃণোতি সোহপ্যত্র ভোগকলাপং বিপুলং ভুক্ত্বা দেহাবসানে  
 নিশ্চলং কূটস্থং শ্রেষ্ঠপদং যোগিভিঃ প্রাপ্যং গচ্ছতীত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃন্ । 'শ্রীনাথদারাদিন-  
 তংপরাণাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করন্তু এব ।' ইতি ॥ ৪০ ॥ নহু জ্ঞানং বিনা ন মোক্ষ ইতি  
 সিদ্ধান্তস্তথাচৈতস্ম জ্ঞানাভাবেন কেবলপুরাণশ্রবণমাত্রেন কথং মোক্ষ উক্ত ইতি চেত্ত-  
 ব্রাহ যা নিগুণেতি । নিগুণা ব্রহ্মরূপিণী হরিহরাদিভির্মহন্তিরপ্যালভ্যা বিদ্যা বিদ্যাবিষয়ঃ  
 সতাং জ্ঞানিনাং প্রিয়তমা অথাপি সমাধিনা নির্বিকল্পসমাধিনৈব গম্যা জেয়া এতাদৃশী যা  
 সর্বোৎকৃষ্টা ভগবতী ব্রহ্মরূপিণী স্য তস্ম পুরুষস্ত চিত্তকুহরে ভাবং স্থিতিং করোতি । কস্ত  
 পুরুষস্ত । যঃ পুরুষঃ সততং সতীপুরাণং সতী দেবী তস্তাঃ পুরাণস্ত সংশৃণোতি তস্ম  
 পুরুষস্তেত্যর্থঃ । এতদ্ভাগবতশ্রবণেন চিত্তপিণ্যা দেব্যা অনুভবস্ততশ্চ ভোগমোক্ষৌ জায়েতে ।  
 ততশ্চ সর্বোত্তমমেতদ্ভাগবতমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥ ইদানীং স্মৃতো জনানাক্রোশতি সম্ভ্রা-

শ্রীতি সহকারে শ্রবণপুটদ্বারা পান করিয়াছিলেন । অতএব পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি  
 নাই যিনি এই বেদসার অদ্ভুত পুরাণ শ্রবণ করিয়া কলিভয় হইতে বিমুক্ত হইবেন না ॥ ৩৯ ॥  
 অধিক কি, যে ব্যক্তি বেদোক্ত ধর্মরহিত, কুলাচারবর্জিত, সংস্কারবিহীন, সে অতিশয় পাপী  
 হইলেও যদি ছলপূর্বক কখনও এই দেবীনাмаক্ষিত অতিসুন্দর পুরাণশ্রেষ্ঠ ভাগবত শ্রবণ  
 করে ; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইহ লোকে নানাবিধ বিষয়ভোগ করিয়া দেহাবসানে যোগি-  
 গণলভ্য নিত্যপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০ ॥ মহর্ষিগণ ! অধিক আর কি বলিব, যে ব্রহ্মরূপিণী  
 ভগবতী হরিহরের ও ছলভ, যোগিগণ সমাধিস্থ হইয়া বহুকষ্টে যাঁহাকে লাভ করেন, যিনি  
 সাধুগণের প্রিয়তমা, সেই চিত্তপিণী আদ্যা বিদ্যা ভগবতী, এই দেবীভাগবত শ্রবণকারীর  
 হৃদয়ক্ষেত্রে সর্বদা বিরাজমানা থাকেন ॥ ৪১ ॥ অতএব যে ব্যক্তি মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ  
 করতঃ সমস্ত সৰল ইন্দ্রিয় এবং পুরাণবক্তা লাভ করিয়াও ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার তরুণি

সম্প্রাপ্য মানুষভবং সকলান্শযুক্তং  
 পোতং ভবান্ধবজলোত্তরায় কামম্ ।  
 সম্প্রাপ্য বাচকমহো ন শৃণোতি মূঢ়ঃ  
 সো বঞ্চিতোহত্র বিধিনা স্তুতদং পুরাণম্ ॥ ৪২ ॥  
 যঃ প্রাপ্য কর্ণযুগলং পটু মানুষত্বে  
 রাগী শৃণোতি সততঞ্চ পরাপবাদান্ ।  
 সর্বার্থদং রসনিধিং বিমলং পুরাণম্  
 নষ্টঃ কুতো ন শৃণুতে ভুবি মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে সসংখ্যক  
 পুরাণপ্রশংসাপ্রতিদ্বাপরযুগীয়ব্যাসবিষয়ক তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥ \* ॥

পোতি । যঃ পুরুষো মানুষভবং মনুষ্যজাতৌ জন্ম সম্প্রাপ্য কীদৃশং জন্ম সকলানি সশক্তি-  
 কাশ্চক্ষানি ন তু বিকলানি তদ্যুক্তম্ । তথা বাচকং পুরাণবক্তারমপি সম্প্রাপ্য যো মূঢ়ো  
 ভবান্ধবজলোত্তরার্থং পোতং পোতভূতং স্তুতদং মোক্ষস্তুতদং পুরাণং দেবীভাগবতাত্ম্যং  
 ন শৃণোতি স বিধিনা দৈবেন বঞ্চিতো হতভাগ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ যঃ পুরুষো মানুষত্বে মনুষ্য-  
 জাতৌ কর্ণযুগলং প্রাপ্য রাগী সন্ পরাপবাদান্ সততং শৃণোতি সঃ সর্বার্থদং পুরুষার্থ-  
 চতুষ্টয়প্রদং রসনিধিং রসো বৈ স ইতি শ্রুতিপ্রতিপাদিতো রস আত্মা তস্মৈ নিধিং স্থানভূতং  
 পুরাণং দেবীভাগবতাত্ম্যং নষ্টো মন্দবুদ্ধিঃ কুতো ন শৃণুতে ইত্যাক্রোশতি স্মৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে

প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

স্বরূপ, মোক্ষপ্রদানে সমর্থ এই দেবীভাগবত শ্রবণ না করে, সেই মূঢ় নিশ্চয়ই হতভাগ্য  
 তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যে ব্যক্তি ইহ লোকে মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিয়া  
 কার্য্যক্ষম কর্ণযুগল লাভ করতঃ সর্বদা অনুরাগী হইয়া পরের নিন্দা সকল শ্রবণ করে; সেই  
 হতভাগ্য মূঢ়মতি, কিজন্য ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ প্রদানে সমর্থ, আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ এই  
 বিমল দেবীভাগবত শ্রবণ করে না, তাহা বলিতে পারি না ॥ ৪৩ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
 সসংখ্যক পুরাণপ্রশংসা এবং প্রতিদ্বাপরযুগীয় ব্যাসবিষয়ক  
 তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

স্বাময় উচুঃ ।

সৌম্য ! ব্যাসস্ত ভাৰ্য্যায়াং কশ্চাং জাতঃ সূতঃ শুকঃ ।  
কথংবা কীদৃশো যেন পঠিতেয়ং স্মসংহিতা ॥ ১ ॥  
অযোনিজস্তুয়া প্রোক্তস্তথা চাহরণিজঃ শুকঃ ।  
সন্দেহোহস্তি মহাস্তত্র কথয়াদ্য মহামতে ! ॥ ২ ॥  
গৰ্ভযোগী ক্রতঃ পূৰ্ব্বং শুকো নাম মহাতপাঃ ।  
কথঞ্চ পঠিতং তেন পুরাণং বহুবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥

পঞ্চাষ্টিলোকবর্ষোদ্বৈবীসর্কোত্তমেতি চ ।

শুকঃ প্রসঙ্গেন ভগ্নাতেহস্মিংশতুর্থকে ॥ ১ ॥

তত্র পূৰ্ব্বাধ্যায়ৈ বিজ্ঞায় চৈবারণিসম্ভবায় চেত্বাক্তং তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য মুনয়ঃ পৃচ্ছন্তি সৌম্যেতি । হে সৌম্য সূত ! কস্যাম্ ব্যাসস্ত ভাৰ্য্যায়াং শুকঃ সূতঃ পুত্রো জাত ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ । কথং কেন প্রকাৰেণ জাত ইতি দ্বিতীয়ঃ । কিঞ্চ কীদৃশঃ কীদৃগ্গুণবানিতি তৃতীয়ঃ । যেনৈতাদৃশী স্মসংহিতা পঠিতা মনসা ধারণশুণ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ননু শুকোহরণি-  
সম্ভূতোহস্তীতি ময়োক্তং ততশ্চায়ং প্রশ্নো ন ঘটনাং প্রাঞ্চতীতি চেৎ সত্যম্ । তদেব তু  
সন্দেহাস্পদমরণৌ বীৰ্য্যপাতা সম্ভবাদিত্যাহ অযোনিজ ইতি । অযোনিজঃ কুতো যতোহরণি-  
সম্ভবস্ততঃ ॥ ২ ॥ কিঞ্চ গৰ্ভযোগীতি । ন হি যোগিনঃ কৃতকৃত্যস্ত জ্ঞানার্থমত্র পুরাণাদ্যপেক্ষা-  
হস্তীত্যভিপ্রায়েণাহ কথঞ্চতি ॥ ৩ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ সূতমুখ হইতে পূৰ্ব্বোক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কহিলেন । হে সৌম্যদর্শন ! যিনি এই পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সেই ব্যাসপুত্র শুকদেব বেদব্যাসের কোন ভাৰ্য্যায় কিরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কিরূপ গুণাবলম্বী ছিলেন ? বৎস ! ইতিপূৰ্বে তুমি বলিয়াছ শুকদেব অযোনিসম্ভূত, তিনি হোমীয় মন্বদণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং পূৰ্বেই আমরা শ্রবণ করিয়াছি শুকদেব গৰ্ভাবস্থা হইতেই মহাতপা পরম যোগী ছিলেন । সূত ! তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণের জ্ঞানজন্য সামান্য পুরাণপাঠের ত প্রয়োজন হয় না ; তবে কি জন্য, তিনি সুবিস্তর পুরাণসকল পাঠ করিয়াছিলেন ? বৎস ! এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ; অত-  
এব তুমিই অদ্য আমাদিগের নিকট এবিষয়ের মীমাংসা কর ॥ ১—৩ ॥

সূত উবাচ ।

পুরা সরস্বতীতীরে ব্যাসঃ সত্যবতীস্বতঃ ।  
 আশ্রমে কলবিক্ষৌ তু দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ৪ ॥  
 জাতমাত্রং শিশুং নীড়ে মুক্তমগ্ণান্ননোহরম্ ।  
 তাত্রাস্ম্যং শুভসর্ব্বাঙ্গং পিচ্ছাক্ষুরবিবজ্জিতম্ ॥ ৫ ॥  
 তৌ তু ভক্ষ্যার্থমত্যন্তং রতো শ্রমপরায়ণৌ ।  
 শিশোশ্চক্ষুপুটে ভক্ষ্যং ক্ষিপন্তৌ চ পুনঃপুনঃ ॥ ৬ ॥  
 অঙ্গেনাঙ্গানি বালস্য ঘর্ষয়ন্তৌ মুদান্বিতৌ ।  
 চুষন্তৌ চ মুখং প্রেমুণা কলবিক্ষৌ শিশোঃ শুভম্ ॥ ৭ ॥  
 বীক্ষ্য প্রেমাচ্ছৃতং তত্র বালে চটকয়োস্তদা ।  
 ব্যাসশ্চিন্তাতুরঃ কামং মনসা সমচিন্তয়ৎ ॥ ৮ ॥  
 তিরশ্চামপি যৎ প্রেমং পুন্নে সমভিলক্ষ্যতে ।  
 কিঞ্চিৎত্রং যন্মনুষ্যাণাং সেবাফলমভীপ্সতাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি ঋষিপ্রশ্নত্রয়মুপলভ্যাহ পুরা সরস্বতীতীর ইতি । অনেন চাহবোনিজ ইতোব পক্ষং  
 স্থাপয়তি । গভযোগিহং তস্য বাস্তবং ন ভবতি কিন্তু স্তাবকভ্রেনোক্তং দেবীভাগবত শ্রব-  
 ণোত্তরমেব তু তস্য যোগিহং বক্ষ্যতীতি ভাবঃ । কলবিক্ষৌ চটকৌ ॥ ৪ ॥ বিস্ময়কারণমাহ  
 জাতমাত্রমিতি ॥ ৫—৭ ॥ মনুষ্যব্যবহারতুলাঃ পক্ষিব্যবহার ইত্যশ্চর্য্যহেতুঃ । কামমিতি ।  
 কামং যথেষ্টং মনসা সমাচিন্তয়ৎ বিচারিতবান্ ॥ ৮ ॥ বিচারমেবাহ তিরশ্চামিতি । মনুষ্যাস্ত-  
 পুন্নোহস্মাকং সেবাক্ষরিষ্যতীতি সেবাফলেচ্ছয়া পুন্নে প্রেম কুর্কান্তি তত্র কিং চিত্রং তদ-  
 ভাবেহপি পক্ষিষু প্রেমদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ পক্ষিষু পুন্নকর্তৃকসেবায়া অসম্ভাবনাং দর্শয়তি

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! পূর্ব্বকালে কোন সময় সত্যবতী-  
 পুত্র ব্যাসদেব সরস্বতী-তীরস্থ আশ্রমে একটা চটকমিথুন দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন ।  
 এক দিবস দেখিলেন উক্ত চটকমিথুন, অণ্ড হইতে সদ্য বিনির্গত অজাতপক্ষ লোহিত-  
 চক্ষু অতি মনোহর শিশুর প্রতিপালনে তৎপর রহিয়াছে এবং শ্রমপরায়ণ হইয়া ভক্ষ্য-  
 দ্রব্য সংগ্রহ করতঃ শিশুর চক্ষুপুটে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিতেছে । মধ্য মধ্য শিশুর  
 অঙ্গে নিজ অঙ্গ ঘর্ষণ করিয়া, কখন বা প্রণয় সহকারে মুখচুষন করিয়া আনন্দরসে  
 আপ্ত হইতেছে ॥ ৪—৭ ॥ ব্যাসদেব চটকদ্বয়ের সেই শিশুর প্রতি প্রণয়াতিশয় সন্দর্শন  
 করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন ; যখন, সামান্য  
 তির্য্যক্জাতিরও পুন্নের প্রতি ঈদৃশ স্নেহ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বৃদ্ধাবস্থায় শুষ্কতা লাভের  
 অভীলাষী মনুষ্যাগণের যে পুন্নস্নেহ দৃষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ! ॥ ৮—৯ ॥

কিমেতৌ চটকৌ চাস্ত্র বিবাহং স্তুথসাধনম্ ।  
 বিরচ্য স্তুখিনৌ স্মাতাং দৃষ্ট্বা বধ্বা মুখং শুভম্ ॥ ১০ ॥  
 অথবা বার্ককে প্রাপ্তে পরিচর্যাং করিষ্যতি ।  
 পুত্রঃ পরমধর্মিষ্ঠঃ পুণ্যার্থং কলবিষ্করোঃ ॥ ১১ ॥  
 অর্জয়িত্বাহথবা দ্রব্যং পিতরৌ তর্পয়িষ্যতি ।  
 অথবা প্রেতকার্য্যাণি করিষ্যতি যথাবিধি ॥ ১২ ॥  
 অথবা কিং গয়াশ্রাদ্ধং গত্বা সংবিতরিষ্যতি ।  
 নীলোৎসর্গঞ্চ বিধিবৎপ্রকরিষ্যতি বালকঃ ॥ ১৩ ॥  
 সংসারেহত্র সমাখ্যাতং স্তুথানামুত্তমং স্তুথম্ ।  
 পুত্রগাত্রপরিষঙ্গে লালনঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৪ ॥  
 অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ ।  
 পুত্রাদন্যতরমাস্তি পরলোকস্ত সাধনম্ ॥ ১৫ ॥  
 মন্বাদিভিষ্চ মুনিভির্ধর্মশাস্ত্রেষু ভানিতম্ ।  
 পুত্রবান্ স্বর্গমাপ্নোতি নাপুত্রস্ত কথঞ্চন ॥ ১৬ ॥  
 দৃশ্যতেহত্র সমঞ্চং তন্নানুমানেন সাধ্যতে ।  
 পুত্রবান্মুচ্যতে পাপাদাপ্তবাক্যঞ্চ শাস্ততম্ ॥ ১৭ ॥

কিমেতাভিতি । বধ্বাঃ স্তুমায়াঃ ॥ ১০—১৩ ॥ এবং সেবাহসম্ভাবনায়ামপি পুত্রে প্রেম কুর্কন্তি  
 তস্মাৎ পুত্রঃ সংসারেহধিক ইতি ভাবঃ ॥ তদেবাহ সংসারে ইতি ॥ ১৪ ॥ শাস্ত্রমপ্যেবমেবাহে-  
 ত্যাহ অপুত্রস্তেতি । পুত্রাদন্যতরং ভিন্নম্ ॥ ১৫—১৬ ॥ দৃশ্যত ইতি । ইদং নানুমানেন

এই চটকদ্বয় কখন কি পুত্রের স্তুথসাধন বিবাহ সম্পাদন করিয়া পুত্রবধূমুখ দর্শন করতঃ স্তুথ  
 লাভ করিতে পারিবে ? না এই পুত্র পরে পরম ধার্মিক হইয়া পুণ্যলালসায় পিতামাতা  
 চটকদ্বয়ের বৃদ্ধাবস্থায় পরিচর্যা করিবে ? ॥ ১০—১১ ॥ অথবা নানাবিধ দ্রব্য উপার্জন  
 করিয়া পরলোকগত পিতামাতার তর্পণ বা যথাবিধি প্রেতোদ্দিষ্টকার্য্য সকল করিতে বাধ্য  
 হইবে ? না গয়াক্ষেত্রে গিয়া গয়াশ্রাদ্ধ বা নীলোৎসর্গ প্রভৃতি কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন  
 করিবে ? ॥ ১২—১৩ ॥ ইহ সংসারে পুত্রের আলিঙ্গন বিশেষতঃ লালনপালন সকল স্তুথমধ্যে  
 শ্রেষ্ঠ স্তুথ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ যাহার পুত্র নাই তাহার সদগতিরও আশা নাই ।  
 তিনি কখনও স্বর্গলাভে সমর্থ হইবেন না । কারণ, পুত্র ভিন্ন পরলোকপ্রাপ্তির অন্য কোন  
 উপায় নাই ॥ ১৫ ॥ মনুপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকর্তা ঋষিগণ ও নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন  
 যে, পুত্রবান্ লোকই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ । যাহার পুত্র নাই তাহার পরলোকও  
 নাই ॥ ১৬ ॥ ইহ সংসারে পুত্রের আবশ্যকতা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ; অতএব এবিষয় অনুমান



আতুরো মৃত্যুকালেহপি ভূমিশয্যাগতো নরঃ ।  
 করোতি মনসা চিন্তাং দুঃখিতঃ পুত্রবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥  
 ধনং মে বিপুলং গেহে পাত্ৰাণি বিবিধানি চ ।  
 মন্দিরং স্তম্বরং চৈতৎ কোহস্মি স্বামী ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥  
 মৃত্যুকালে মনস্তস্য দুঃখেন ভ্রমতে যতঃ ।  
 অতোহস্মি দুর্গতিনূনং ভ্রাস্ত্ৰচিন্তস্য সর্বথা ॥ ২০ ॥  
 এবং বহুবিধাং চিন্তাং কৃত্বা সত্যবতীশ্বতঃ ।  
 নিঃশ্বস্ত্য বহুধা চোঞ্চঃ বিমনাঃ সম্ভূব হ ॥ ২১ ॥  
 বিচার্য মনসাহত্যর্থং কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্ ।  
 জগাম চ তপস্তপুং মেরুপর্বতসন্নিধৌ ॥ ২২ ॥  
 মনসা চিন্তয়ামাস কং দেবং সমুপাস্মাহে ।  
 বরপ্রদাননিপুণং বাঙ্কিতার্থপ্রদং তথা ॥ ২৩ ॥  
 বিষ্ণুং রুদ্রং সুরেন্দ্রং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্ ।  
 গণেশং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ পাবকং বরুণং তথা ॥ ২৪ ॥

সাধাতে পুত্রশ্রাবণকল্পং কিন্তু সমক্ষং প্রত্যক্ষমের দৃশ্যতে । যথা প্রত্যক্ষং প্রমাণমত্র বর্ততে তথাপ্তবাক্যমপি বর্ততএবেত্যাহ পুত্রবানিতি । পাপাং সর্বক্লেশরূপাং । ইতি শাস্বতং চিরন্তনমাপ্তবাক্যং বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ যদুক্তং প্রত্যক্ষং তন্নিদর্শয়তি আতুর ইতি ॥ ১৮—২০ ॥

এবমিতি । বহুবিধাং চিন্তাং বিচারং ব্যাসঃ কৃত্বা তস্য পুত্রাভাবাদুঞ্চঃ সন্তাপযুক্তঃ যথা শ্রান্তথা বহুধা অনেকপ্রকারৈর্নিঃশ্বস্ত্য বিমনাঃ সম্ভূব হ ॥ ২১ ॥ ততঃ পুত্রোৎপত্তি-

দ্বারা সিদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না । পুত্রবান্ লোক পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এবিষয়ে নিত্য অভ্রান্ত বেদবাক্যও বর্তমান রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ আহা ! অপুত্রক ব্যক্তি মৃত্যু-সময়ে ও যন্ত্রণায় প্রপীড়িত এবং ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া “আমার স্তম্বর গৃহ, নানাবিধ পাত্র ও এই প্রভূত ধনরাশি বর্তমান রহিল । হায় ! আমার অভাবে কে ইহার প্রভু হইবে !” অতি দুঃখিত হইয়া মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে থাকে ॥ ১৮—১৯ ॥ হায় ! ইহা অধিক কষ্টের বিষয়, কারণ, পুত্রবিহীন লোক মৃত্যুকালে সর্বদা দুঃখেরই চিন্তা করিয়া থাকে এজন্য এতাদৃশ ভ্রাস্ত্ৰচিন্ত ব্যক্তির মরণান্তে নিশ্চয়ই দুর্গতি হয় ॥ ২০ ॥

ঋষিগণ ! সত্যবতীশ্বত বেদব্যাস এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া নিজপুত্রের অভাব জ্ঞাত্য পুনঃ পুনঃ উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ বিমনা হইলেন । এবং মনে মনে নানাবিধ বিচার করতঃ তপস্তায় কৃতনিশ্চয় হইয়া তৎসাধন জন্ত মেরুপর্বত সন্নিধানে গমন করিলেন । পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, অতীষ্ট বরপ্রদানে সমর্থ কোন দেবের উপাসনা করিবেন, এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২৩ ॥ কখন মনে করেন

এবং চিন্তয়তস্তস্মৈ নারদো মুনিসত্তমঃ ।

যদৃচ্ছয়া সমায়াতো বীণাপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ২৫ ॥

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ।

কৃত্বাহর্ঘ্যমাসনং দত্ত্বা পপ্রচ্ছ কুশলং মুনিম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রুত্বাহং কুশলপ্রশ্নং পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমঃ ।

চিন্তাতুরোহসি কস্মাদ্বং দ্বৈপায়ন ! বদস্ব মে ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি ন স্ত্বং মানসে ততঃ ।

তদর্থং দুঃখিতশ্চাহং চিন্তয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥

তপসা তোষয়াম্যদ্য কং দেবং বাঙ্কিতার্থদম্ ।

ইতি চিন্তাতুরোহস্মাদ্য ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ২৯ ॥

সর্বজ্ঞোহসি মহর্ষে ! ত্বং কথয়াশু কৃপানিধে ! ।

কং দেবং শরণং যামি যো মে পুত্রং প্রদাস্মতি ॥ ৩০ ॥

রীশ্বরানুগ্রহং বিনা ন ভবতি পরমেশ্বরানুগ্রহশ্চ তপো বিনা ন ভবতীত্যর্থমতিশয়েন মনসা

বিষ্ণুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, কখন ভাবেন ঋত্নের আরাধনা করি, কখন ইন্দ্রের, কখন ব্রহ্মার, কখন বা সূর্য্যদেবের, কখন গণেশের, কোন সময় বা কার্ত্তিকের, কখন অগ্নির, কখন বা বরুণের আরাধনা করি, এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় বীণাপাণি মুনিবর নারদ দৈবগতিকে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৪—২৫ ॥

সত্যবতী পুত্র বেদব্যাস দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং অর্ঘ্য ও আসনাদি প্রদান করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬ ॥ মুনিসত্তম নারদ নিজ প্রশ্ন শ্রবণানন্তর ব্যাসদেবকে লানবদন দেখিয়া অতি ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন । দ্বৈপায়ন ! কিজ্ঞাত তুমি একরূপ চিন্তাতুর হইয়াছ তাহা আমাকে বল ॥ ২৭ ॥

দেবর্ষির প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব কহিলেন । হে দেবর্ষে ! যাহারা পুত্রবিবর্জিত, তাহাদের কখনও সদগতি নাই, এজ্ঞাত কখনই তাহারা সুখী হইতে পারে না । দেবর্ষে ! আমিও এই জ্ঞাত দুঃখিত হইয়া পুনঃ পুনঃ এই বিষয় চিন্তা করিতেছি । বিশেষতঃ, আমি কোন্ দেবকে তপস্তা দ্বারা সন্তুষ্ট করিব ; কোন দেবই বা আমার অভিলাষ প্রদান করিবেন ; এ বিষয়ের জ্ঞাত অতিশয় চিন্তাতুর হইয়াছি । এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইলাম । আপনি সমস্তই অবগত আছেন ; অতএব হে কৃপানিধে ! কৃপা করিয়া শীঘ্র বলুন, আমি কোন্ দেবের শরণাগত হইব, যিনি আমার অভিলষিত পুত্রপ্রদানে সমর্থ হইবেন ॥ ২৮—৩০ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি ব্যাসেন পৃষ্ঠস্ত নারদো বেদবিশ্বনিঃ ।  
উবাচ পরয়া প্রীত্যা কৃষ্ণং প্রতি মহামনাঃ ॥ ৩১ ॥  
নারদ উবাচ ।

পারাশর্য্য মহাভাগ ! যত্রং পৃচ্ছসি মামিহ ।  
তমেবার্থং পুরা পৃষ্ঠঃ পিত্রা মে মধুসূদনঃ ॥ ৩২ ॥  
ধ্যানস্থঃ হরিং দৃষ্ট্বা পিতা মে বিশ্বয়ং গতঃ ।  
পর্য্যপৃচ্ছত দেবেশং শ্রীনাথং জগতঃ পতিম্ ॥ ৩৩ ॥  
কৌস্তভোদ্ভাসিতং দিব্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।  
পীতাম্বরং চতুর্ভাঙ্গং শ্রীবৎসাক্ষিতবক্ষসম্ ॥ ৩৪ ॥  
কারণং সর্বলোকানাং দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।  
বাসুদেবং জগন্নাথং তপ্যমানং মহত্তপঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবদেব জগন্নাথ ভূতভব্যভবৎপ্রভো ! ।  
তপশ্চরসি কস্মাদ্ভং কিং ধ্যায়সি জনার্দন ! ॥ ৩৬ ॥  
বিশ্বয়োহয়ং মমাত্যর্থং ত্বং সর্বজগতাং প্রভুঃ ।  
ধ্যানযুক্তোহসি দেবেশ ! কিঞ্চ চিত্রমতঃ পরম্ ॥ ৩৭ ॥

বিচিন্ত্য তপসি নিশ্চয়ং কৃত্বা জগাম ॥ ২২—৩৭ ॥ স্বপ্নাভীতি । অহং সর্বজগৎকর্তা ত্বংপুত্র-

সূত কহিলেন ঋষিগণ ! বেদব্যাস নারদকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই বেদজ্ঞ মনস্বী মহামনা নারদ অতিশয় প্রীত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিলেন ॥ ৩১ ॥

হে পরাশরপুত্র ! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। তুমি এক্ষণে আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পূর্বে আমার পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং মধুসূদনকে এইরূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ যিনি সমস্ত দেবগণের প্রভু, যিনি লক্ষ্মীপতি, যিনি এই জগুতকে রক্ষা করিতেছেন, যাহার কর্ণদেশে রত্নময় কৌস্তভমণিপ্রভায় উদ্ভাসিত, যিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ, যিনি পীতাম্বরধারী, যাহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে, যিনি সর্বলোকের কারণ, যিনি দেবদেব জগদ্গুরু, সেই বিশ্বনিবাস জগন্নাথ হরিকে মহৎ তপশ্চায় রত এবং ধ্যানস্থ দেখিয়া পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩—৩৫ ॥

হে দেবদেব জনার্দন ! আপনি বিশ্বপতি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের নিয়ন্তা হইয়া কিজন্তু তপশ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং কাহারই বা ধ্যান করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ হে দেবদেব ! এ বিষয়ে আমার অতিশয় বিশ্বয় উপস্থিত হইয়াছে ; কারণ, আপনি বিশ্বপতি হইয়া ধ্যানস্থ



ত্বমাভিকমলাজ্জাতঃ কৰ্ত্তাহমখিলস্য হ ।

ত্বত্ত্বঃ কোপ্যধিকোহস্ত্যত্র তং দেবং ব্রুহি মাপতে ! ॥ ৩৮ ॥

জানাম্যহং জগন্নাথ ! ত্বমাদিঃ সৰ্ব্বকারণম্ ।

কৰ্ত্তা পালয়িতা হৰ্ত্তা সমর্থঃ সৰ্ব্বকার্যাক্ষুৎ ॥ ৩৯ ॥

ইচ্ছয়া তে মহারাজ ! সৃজাম্যহমিদং জগৎ ।

হরঃ সংহরতে কালে সোহপি তে বচনে সদা ॥ ৪০ ॥

সূর্যো ভ্রমতি চাকাশে বায়ুৰ্বাতি শুভাশুভঃ ।

অগ্নিস্তপতি পৰ্জ্জন্তো বর্ষতীশ ! ত্বদাজ্জয়া ॥ ৪১ ॥

ত্বন্তু ধ্যায়সি কন্দেবং সংশয়োহয়ং মহান্মম ।

ত্বত্ত্বঃ পরং ন পশ্যামি দেবং বৈ ভুবনত্রেয়ে ॥ ৪২ ॥

রূপাং কৃত্বা বদন্তাদ্য ভক্তোহস্মি তব স্তত্রত ! ।

মহতাং নৈব গোপ্যং হি প্রায়ঃ কিঞ্চিদিতি স্মৃতিঃ ॥ ৪৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তন্তু হরিরাহ প্রজাপতিম্ ।

শৃণুশ্চৈকমনা ব্রহ্মংস্ত্বাং ব্রবীমি মনোগতম্ ॥ ৪৪ ॥

স্ততস্তত্ত্বঃ কোপ্যধিকস্তথাপি ত্বং ধ্যায়সি তস্মাদস্ত্যত্রোহধিকো দেবস্তং দেবং হে মাপতে ! লক্ষ্মীপতে ! মাং ব্রুহীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ তদেবোপপাদয়তি জানাম্যহমিতি ॥ ৩৯—৪৫ ॥

হইয়াছেন ইহা হইতে কি আর আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥ হে লক্ষ্মীপতে ! আপনার নাতিপদ্য হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা হইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে বলুন, আপনা হইতে অধিক কোন দেব এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥ হে জগন্নাথ ! আমি আপনাকেই সকলের আদি এবং মূল কারণ বলিয়াই জানি ; আপনিইত এ ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা রক্ষাকর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা রূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনিইত প্রলয়াদি সৰ্ব্ব কার্য্যে সমর্থ এবং মধ্যো মধ্যো তাহা করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥ দেব ! আপনিই সর্বোপরি বিরাজমান ; আপনার ইচ্ছাতেই আমি এই জগৎ সৃজন করিতেছি, রুদ্রদেবও আপনার আদেশানুসারে যথাসময়ে ইহার সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ দেব ! আপনার আজ্ঞাতেই সূর্য্যদেব আকাশে ভ্রমণ করিতেছেন, পবন শুভাশুভরূপে বহনাবহন করিতেছেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন এবং মেষ সকল বর্ষণ করিতেছে ॥ ৪১ ॥ অতএব হে প্রভো ! ত্রিভুবনে আপনার অধিক একরূপ কোনও দেবকে দেখিতেছি না, যাহার ধ্যানে আপনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই জন্তই এ বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥ হে দেব ! আপনি শুভ অনুষ্ঠানে রত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই ; আমি আপনার ভক্ত অতএব রূপা করিয়া আমাকে ইহার কারণ বলুন। কেননা, মহৎ লোকের প্রায়ই কিছুই গোপনীয় থাকে না ইহা প্রসিদ্ধ ॥ ৪৩ ॥

যদ্যপি ত্বাং শিবং মাঞ্চ স্থিতিস্থ্যস্তকারণম্ ।

তে জানন্তি জনাঃ সৰ্ব্বে সদেবাস্থরমানুষাঃ ॥ ৪৫ ॥

অষ্টা ত্বং পালকশ্চাহং হরঃ সংহারকারকঃ ।

কৃতাঃ শক্ত্যেতি সন্তর্কঃ ক্রিয়তে বেদপারগৈঃ ॥ ৪৬ ॥

জগৎসঞ্জননে শক্তিস্থয়ি তিষ্ঠতি রাজসী ।

সাত্ত্বিকী ময়ি রুদ্রে চ তামসী পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ৪৭ ॥

তয়া বিরহিতস্ত্বং ন তৎকর্মকরণে প্রভুঃ ।

নাহং পালয়িতুং শক্তঃ সংহর্তুং নাপি শঙ্করঃ ॥ ৪৮ ॥

তথাপ্যেতে ব্রহ্মবিষ্ণুদয়ো দৃশ্যাঃ পরিচ্ছিন্নাঃ কার্যরূপাঃ শক্ত্যা কৃতা ইত্যত্র তর্কোহনুমানং বেদপারগৈঃ পুরুষৈর্কেদার্থানুসারেণ ক্রিয়তে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তৎকর্মকরণে ইতি । অয়ং ভাবঃ ব্রহ্মবিষ্ণুদয়ঃ কস্মাদুৎপন্ন ইতি জিজ্ঞাসায়াং বেদরসিকাঃ পুরুষাঃ প্রথমতো “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ । তয়োর্কিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরম্ । ন তস্ত কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে । পরাস্ত শক্তির্কিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচেতি । মায়া বা এষা নারসিংহী সর্বমিদং সৃজতি সর্বমিদং রক্ষতি সর্বমিদং সংহরতি । তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ” ইত্যাদিশ্রুতীঃ পর্যালোচয়ন্তি । ততস্তদর্থানুসারেণৈবানুমানং কল্পয়ন্তি । তচ্চেতম্ । যো যো ব্যবহারঃ সশক্তিপূর্বকঃ ব্যবহারত্বাৎ প্রাকৃতপুরুষব্যবহারবদিত্যানুমানং কল্পয়ন্তি তত্রাস্মাকং জন্মাদিব্যবহারস্তথা জন্মোত্তরং জগৎসর্জনাদিব্যবহারশ্চ শক্তিপূর্বক এবেতি নিশ্চিন্তি । ব্যতিরেকঞ্চ পশুন্তি । ন হি শক্তিরহিতঃ স্পন্দিতুমপি সমর্থঃ কশ্চিদिति তস্মাদ্ভূত্যানুমানাত্যামস্মাকং শক্তিপূর্বকত্বং নিশ্চিতম্ । তস্মাৎ পরাশক্তিজ্ঞাতা এব বয়মिति ॥ ৪৮ ॥ যত এবং তস্মাদ্বয়ং

ঋষিগণ ! তাপত্রয়হর্তা ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন । ব্রহ্মন্ ! আমার মনোগত অভিপ্রায় তোমাকে বলিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥ যদিও সুরাস্থর গনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত লোক তোমাকে আমাকে এবং রুদ্রকে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কারণ বলিয়া জানে । যদিও তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিতেছ, আমি পালন করিতেছি এবং রুদ্র সংহার করিতেছেন সত্য ; তথাপি বেদপারগ পুরুষ সকল এ সমস্তই শক্তিকর্তৃক বিহিত এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ব্রহ্মন্ ! বিশ্বের বিধান জ্ঞাত তোমাতে রাজসী শক্তি, পালন জ্ঞাত আমাতে সাত্ত্বিকী শক্তি এবং সংহার জ্ঞাত রুদ্রে তামসী শক্তি বর্তমান রহিয়াছেন, ইহা বেদজ্ঞ পুরুষ সকলে বলিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ এই শক্তিবহীন হইলে তুমি বিশ্বের সৃজন করিতে অসমর্থ আমি পালন করিতে অক্ষম এবং রুদ্রও সংহারে সমর্থ হন না । অতএব আমরা সকলেই সেই শক্তির অধীন হইয়া বর্তমান রহিয়াছি । হে সুরত ! এ বিষয়ে তোমাগ প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি শ্রবণ

তদধীনা বয়ং সর্বৈ বর্তামঃ সততং বিভো ! ।  
 প্রত্যক্ষে চ পরোক্ষে চ দৃষ্টান্তঃ শৃণু স্তত্রত ! ॥ ৪৯ ॥  
 শেষে অপিমি পর্যাক্ষে পরতন্ত্রো ন সংশয়ঃ ।  
 তদধীনঃ সদোত্তিষ্ঠে কালে কালবশং গতঃ ॥ ৫০ ॥  
 তপশ্চরামি সততং তদধীনোহস্ম্যহং সদা ।  
 কদাচিৎ সহ লক্ষ্ম্যা চ বিহঁরামি যথাস্থখম্ ॥ ৫১ ॥  
 কদাচিদ্দানবৈঃ সার্কং সংগ্রামং প্রকরোম্যহম্ ।  
 দারুণং দেহদমনং সর্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৫২ ॥  
 প্রত্যক্ষং তব ধর্মজ্ঞ ! তস্মিন্নেকার্ণবে পুরা ।  
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুযুদ্ধং ময়া কৃতম্ ॥ ৫৩ ॥  
 তৌ কর্ণমলজৌ দুর্কৌ দানবৌ মদগর্বিতৌ ।  
 দেবদেব্যাঃ প্রসাদেন নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৫৪ ॥  
 তদা ত্বয়া ন কিং জ্ঞাতং কারণস্তু পরাংপরম্ ।  
 শক্তিরূপং মহাভাগ ! কিং পৃচ্ছসি পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫ ॥

সর্বৈ তদধীনা ইত্যাহ তদধীনা ইতি । প্রত্যক্ষে চ পরোক্ষে চেতি । অস্ম্যকং প্রত্যক্ষে  
 ব্যবহারে পরোক্ষে চ ব্যবহারে পরাধীনত্বং স্পষ্টমেব । তত্র দৃষ্টান্তমুদাহরণং শৃণু ॥ ৪৯ ॥  
 অপিমীতি । প্রলয়কালীনব্যবহারস্ত ব্রহ্মণো দৃষ্টমানত্বাভাবেন পরোক্ষত্বং প্রলয়কালে চ  
 তদধীনঃ শক্ত্যধীনএব অপিমি । তথৈব কালে সৃষ্টিকালে সদোত্তিষ্ঠে উত্তিষ্ঠামি তদধীনঃ সন্নি-  
 ত্যর্থঃ । স্বাপজাগরয়োঃ ক্ষণমেকমপি ন্যূনাধিকং কৰ্ত্ত্বং ময়া ন শক্যতে, তস্মাৎ পরতন্ত্র এবাহ-  
 মস্মীতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৪ ॥ তদেতি । প্রথমতৌ মধুকৈটভযুদ্ধসময়ে মদ্বলং নষ্টং অনন্তরং  
 তৌ দেব্যা বিমোহিতৌ যয়ি চ বলং তদ্ধননযোগ্যং দেব্যা স্থাপিতম্ । তদা সর্বপ্রপঞ্চস্ত মদ্বলস্ত  
 চ কারণং ভগবতীরূপং ন কিং ত্বয়া জ্ঞাতমস্তি । ততঃ পুনঃ কিং পৃচ্ছসীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

কর ॥ ৪৮—৪৯ ॥ প্রলয়কালে আমি সেই শক্তির অধীন হইয়াই অনন্ত শয্যায় শয়ন করি, এবং  
 সৃষ্টিকালে কালধর্মবশে পুনর্বার সেই শক্তির অধীন হইয়াই উত্থিত হই ইহাতে কোনও  
 সংশয় নাই ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মন্ ! আমি সর্বদাই এই শক্তির অধীন । কখন বা তাঁহার অধীন হইয়া  
 তপস্তায় প্রবৃত্ত হই, কখন বা লক্ষ্মী সঙ্গে যথাস্থখে বিহার করিয়া থাকি, কখন বা দানবগণের  
 সহিত শরীরক্লেশকর অতি দারুণ সর্বলোকের ভয়জনক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই ॥ ৫১—৫২ ॥  
 হে ধর্মজ্ঞ ! ইহাত তুমি পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছ ; সেই একার্ণবে মধুকৈটভ নামক দানব-  
 দ্বয়ের সহিত পঞ্চসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলাম, শেষে মহাদেবী মহাশক্তির  
 প্রসাদেই নিজকর্ণমলা হইতে উৎপন্ন মদগর্বিত সেই মধুকৈটভ নামক দানবদ্বয়কে  
 বিনাশ করিয়াছিলাম ॥ ৫৩—৫৪ ॥ হে মহাভাগ ! তুমি কি সেই সময় শক্তিকে পরাংপর



যদিচ্ছা পুরুষো ভূত্বা বিচরামি মহার্ণবে ।  
 কচ্ছপঃ কোলসিংহশ্চ বামনশ্চ যুগে যুগে ॥ ৫৬ ॥  
 ন কশ্চাপি প্রিয়ো লোকে তিৰ্য্যগ্‌যোনিষু সম্ভবঃ ।  
 নাত্তবং স্বেচ্ছয়া বামবরাহাদিষু যোনিষু ॥ ৫৭ ॥

বিহায় লক্ষ্ম্যা সহ সংবিহারং  
 কো যাতি মৎস্তাদিষু হীনযোনিষু ।  
 শয্যাঞ্চ মুক্ত্বা গরুড়াসনস্থঃ  
 কৰোতি যুদ্ধং বিপুলং স্বতন্ত্রঃ ॥ ৫৮ ॥  
 পুরা পুরস্তেহজ ! শিরো মদীয়ং  
 গতং ধনুর্জ্যাস্থলনাং কচাপি ।  
 ত্বয়া তদা বাজিশিরো গৃহীত্বা  
 সংযোজিতং শিল্লিবরেণ ভূয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

যদিচ্ছেতি । যন্তু ভগবত্যা ইচ্ছয়া প্রথমতঃ জীৰূপেণ স্থিতো মণিদিপেহনস্তরমহং পুরুষো ভূত্বা  
 মহার্ণবে চরামি বসামি তস্মাত্তদধীনএবাহমস্মীতি ভাবঃ । ইয়ং কথা বক্ষ্যমাণা । কোলেতি-  
 প্রথমান্তঃ লুপ্তবিভক্তিকম্ । জাত ইতি শেষঃ ॥ ৫৬ ॥ নাভবমিতি । তস্মাৎ স্বেচ্ছয়া বামাঃ  
 কুটীলা যা বরাহাদিযোনয়স্তান্ন নাভবং নাসং কিন্তু পরাধীনএব সম্ভবমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ কিঞ্চ  
 যদি মম স্বাতন্ত্র্যং স্মাত্তদা নীচযোনিষু মম জন্ম নৈব স্মাহি লোকে কশ্চন স্বতন্ত্রো হীন-  
 যোনিষু জন্ম বাঞ্ছতীত্যাহ বিহায়েতি ॥ ৫৮ ॥ অত্চ মম পরাধীনতায়াঃ প্রত্যক্ষমুদাহরণমুচ্যতে  
 পুরেতি । হে অজ ! তে তব পুরোহগ্রদেশে মদীয়ং শিরো ধনুৰ্বো জ্যায়ামোৰ্ব্যাঃ স্থলনাং  
 ত্রোটনাং কচাপি কস্মিন্নপি দেশে গতং পুরা পূৰ্ব্বং তদা বাজিশিরোহস্থশিরো গৃহীত্বা  
 শিল্লিবরেণ বদ্ধ্বা ত্বয়া সংযোজিতং ত্বদাজ্জয়া বদ্ধ্বা সংযোজিতমিত্যর্থঃ । তথা চাহং কথং  
 সর্বেশ্বরঃ স্বতন্ত্রো ভবামি ন হীশ্বরশ্চেদৃশী দশা জায়তে তস্মাৎ পরতন্ত্র এবাহমস্মীতি

কারণ বলিয়া জানিতে পার নাই । যে, আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছ ॥ ৫৫ ॥  
 ব্রহ্মন্ ! আমি যাহার ইচ্ছায় একার্ণবে পুরুষরূপী হইয়া বিচরণ করি, আবার তাঁহারই  
 ইচ্ছায় যুগে যুগে কচ্ছপ, বরাহ, সিংহ, বামন প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হই । দেখ, ইহ  
 লোকে নীচ যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করা কাহারও অভিপ্রেত নহে । অতএব আমি স্বেচ্ছা  
 পূৰ্ব্বক এরূপ বরাহাদি নীচ যোনিতে উৎপন্ন হই না । (ভগবতী শক্তির পরাধীনতাই ইহার  
 একমাত্র কারণ জানিবে ।) বল দেখি, কোন্ ব্যক্তি স্বাধীন হইয়া লক্ষ্মীর সহিত বিহার  
 পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক মৎস্তাদি নীচ যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে ? অথবা সুখশয্যা পরি-  
 ত্যাগ করিয়া গরুড়ে আরোহণ পূৰ্ব্বক প্রবলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ? ॥ ৫৬—৫৮ ॥ হে অজ !  
 পূৰ্বে তোমার সম্মুখেইত ধনুর্জ্যার ত্রোটনহেতু আমার মস্তক কোথায় গিয়াছিল; পরে

হয়াননোহহং পরিকীর্তিতশ্চ  
 প্রত্যক্ষমেতত্ত্ব লোককর্ত্তঃ ! ।  
 বিড়ম্বনেয়ং কিল লোকমধ্যে  
 কথং ভবেদাত্মপরো যদি স্ত্যাম্ ॥ ৬০ ॥  
 তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোহস্মি শক্ত্যধীনোহস্মি সর্বথা ।  
 তামেব শক্তিং সততং ধ্যায়ামি চ নিরন্তরম্ ।  
 নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জানামি কমলোদ্ভব ! ॥ ৬১ ॥

নারদ উবাচ ।

ইত্যুক্তং বিষ্ণুনা তেন পদ্মযোনেস্ত সন্নিধৌ ।  
 তেন চাপ্যহমুক্তোহস্মি তথৈব মুনিপুঙ্গব ! ॥ ৬২ ॥  
 তস্মাদ্বমপি কল্যাণপুরুষার্থাপ্তিহেতবে ।  
 অসংশয়ং হৃদস্তোজে ভজ দেবীপদান্বজম্ ॥ ৬৩ ॥  
 সর্বং দাস্ত্যতি সা দেবী যদ্যদিচ্ছং ভবেত্ত্বব ॥ ৬৪ ॥

---

ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥ হয়াননোহহমিতি । তদাহং হয়াননো হয়গ্রীবনাম্না ইতি পরিকীর্তিতঃ । ইদং হে  
 লোককর্ত্তঃ ! লোকোৎপাদক ব্রহ্মন্ ! তব প্রত্যক্ষমেবাস্তি যদি পুনরাহ্মপরঃ স্বতন্ত্রোহহং  
 স্ত্যাম্ ভবেয়ং তদেয়ং বিড়ম্বনা লোকমধ্যে কথং ভবেৎ ন কথমপীত্যর্থঃ । তস্মাদপি পরাধীন-  
 এবাহমস্মীতি জানীহীতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥ তদেবাহ তস্মাদিতি । শেষং স্পষ্টম্ । যৎ পৃষ্টং কং  
 ধ্যায়সীতি তস্তোত্তরমাহ তামেব শক্তিমিতি । শক্তিমিতি সাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপিণীং  
 দেবীমিত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬৪ ॥ অত্র কচিৎ পুস্তকেষু শেষে স্বপিমি পর্য্যঙ্কে ইত্যতঃ পূৰ্ব্বং মম

---

তৎকালে তুমিই ত একটা ঘোটকের মস্তক সংগ্রহ করিয়া শিল্পিপ্রবর বিশ্বকর্মা দ্বারা পুনর্বার  
 যথাস্থানে সংযোজিত করাইয়া দেও । হে বিশ্ববিধাতঃ ! ইহাত তোমার প্রত্যক্ষে ঘটিয়াছিল  
 যে, সেই সময় আমি হয়গ্রীব নামে কীর্তিত হইয়াছিলাম । বল দেখি, যদি আমি স্বাধীন  
 হইতাম তাহা হইলে কি লোকমধ্যে এক্রপ বিড়ম্বনা হইতে পারিত ? অতএব, আমি স্বাধীন  
 নহি সর্বপ্রকারে সেই আদ্যাশক্তিরই অধীন । হে কমলোদ্ভব ! এজন্ত নিরন্তর সেই  
 ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তিরই ধ্যান করিয়া থাকি ইহার অধিক আর কিছুই জানিনা ॥ ৫৯—৬১ ॥

হে মুনিবর ব্যাস ! সেই তপস্থানিরত বিষ্ণু ব্রহ্মার নিকট এই সমস্ত বিবরণ বলিয়াছিলেন  
 এবং আমিও সেই ব্রহ্মার নিকট হইতেই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৬২ ॥ অতএব তুমিও  
 কল্যাণপ্রাপ্তি নিমিত্ত সেই ভগবতীর পাদপদ্ম অসংশয়চিত্তে হৃদপদ্মে ভজনা কর । তোমার  
 যাহা কিছু অভিলষিত তিনি তৎসমস্তই প্রদান করিবেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥

সূত উবাচ ।

নারদেনৈবমুক্তস্ত ব্যাসঃ সত্যবতীপুত্রঃ ।

দেবীপাদাজনিষ্ণাতস্তপসে প্রযযৌ গিরৌ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকজন্মপ্রসঙ্গে দেব্যাঃ সর্বোত্তমত্বকীর্তনং নাম

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যা বরারোহা মহালক্ষ্মীরিতি শ্রুতেত্যাदि পঞ্চশ্লোকাঃ সন্তি । অগ্রে চ হয়াননোহহং  
পরিকীর্তিতশ্চেতি শ্লোকোত্তরং তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোহস্মীত্যাदि পঞ্চশ্লোকা ন সন্তি তৎপক্ষে  
তেষাং তদ্বক্তব্যার্থস্থাদ্যাহারঃ কৰ্ত্তব্যঃ শ্রাদ্ধিতি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতব্যাখ্যায়াং তিলকাভিধায়াং প্রথমস্কন্ধে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নারদ এইরূপ বলিলে পর সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব ভগবতী-  
পাদপদ্মে একাগ্রচিত্ত হইয়া তপশ্চাজ্ঞ মেরু পর্বতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৫ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে শুকজন্মপ্রসঙ্গে দেবীর সর্বোত্তমত্বকীর্তন

নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সূতাস্মাকং মনঃ কামং মগ্নং সংশয়সাগরে ।  
যথোক্তং মহদাশ্চর্য্যং জগদ্বিস্ময়কারকম্ ॥ ১ ॥  
যন্মুর্দ্ধা মাধবস্যাপি গতৌ দেহাৎ পুনঃ পরম্ ।  
হয়গ্রীবস্ততো জাতঃ সর্বকর্তা জনার্দনঃ ॥ ২ ॥  
বেদোহপি স্তোতি যং দেবং দেবাঃ সর্বৈ যদাশ্রয়াঃ ।  
আদিদেবো জগন্নাথঃ সর্বকারণকারণঃ ॥ ৩ ॥  
তস্যাপি বদনং ছিন্নং দৈবযোগাৎ কথং তদা ।  
তৎ সর্বং কথয়াশু ত্বং বিস্তরেণ মহামতে ! ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ ।

শৃণুস্তু মুনয়ঃ সর্বৈ সাবধানাঃ সমস্ততঃ ।  
চরিতং দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ পরমতেজসঃ ॥ ৫ ॥  
কদাচিদ্দারুণং যুদ্ধং কৃত্বা দেবঃ সনাতনঃ ।  
দশবর্ষসহস্রাণি পরিশ্রাস্তো জনার্দনঃ ॥ ৬ ॥

ঋদশাধিকপদৈশ্চ শতসংখ্যৈর্হোতুর্যোঃ ।

কথয়া তু মহাদেব্য মহোৎকর্ষো নিগদ্যতে ॥

হয়গ্রীবরূপং প্রব্রীজমুপলভ্য কথাপ্রসঙ্গমধ্যে এব ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি স্মৃতেতি ॥ ১ ॥ সর্ব-  
কর্ত্তেতি । যং বেদোহপি স্তোতি যশ্চ সর্বকর্ত্তা তত্ৰাপি হয়গ্রীবত্বং প্রাপ্তমিত্যাশ্চর্য্যং কথং  
ন ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ২—৫ ॥ যুদ্ধমিতি । দৈত্যৈঃ সমং দারুণং ক্রুরম্ ॥ ৬ ॥ শুভে স্থানে ইতি ।

ঋষিগণ কহিলেন । হে সূত ! জগতের বিস্ময়জনক এই মহদাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া  
আমাদিগের মন পর্য্যাপ্তরূপে সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে ॥ ১ ॥ সেই লক্ষ্মীপতি সর্বকর্ত্তা  
জনার্দনেরও মস্তক যখন দেহ হইতে স্থানান্তরে পতিত হইয়াছিল এবং তদনন্তর তিনি হয়গ্রীব  
হইয়াছিলেন ; তখন, ইহা হইতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে !! ॥ ২ ॥ বৎস !  
বেদও যাহাকে স্তুব করে, দেবগণ যাহার আশ্রিত, যিনি আদিদেব জগৎপতি, যিনি সর্ব-  
কারণের আদিকারণ ; সেই সর্বেশ্বরেরও বদন কিরূপে দৈবযোগে ছিন্ন হইয়াছিল ! হে  
মহামতে ! এই সমস্ত কথা বিস্তার করিয়া আমাদিগের নিকট শীঘ্র বল ॥ ৩—৪ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন । হে ঋষিগণ ! আপনারা সমগ্ররূপে সেই  
পরমপ্রতাপশালী দেবদেব বিষ্ণুর চরিত্রগাথা অবধান পূর্বক শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥ কোনও

সমে দেশে শুভে স্থানে কুত্বা পদ্মাসনং বিভুঃ ।  
 অবলম্ব্য ধনুঃ সজ্যং কণ্ঠদেশে ধরাস্থিতম্ ॥ ৭ ॥  
 দত্ত্বা ভারং ধনুকোট্যাং নিদ্রামাপ রমাপতিঃ ।  
 শ্রান্তত্বাদৈবযোগাচ্চ জাতস্তত্রাতিনিদ্রিতঃ ॥ ৮ ॥  
 তদা কালেন ক্রিয়তাং দেবাঃ সর্বৈঃ সवासবাঃ ।  
 ব্রহ্মেশসহিতাঃ সর্বৈঃ যজ্ঞং কৰ্ত্তুং সমুদ্যতাঃ ॥ ৯ ॥  
 গতাঃ সর্বৈঃ বৈকুণ্ঠং দ্রষ্টুং দেবং জনার্দনম্ ।  
 দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থং যথানামধিপং প্রভুম্ ॥ ১০ ॥  
 অদৃষ্ট্বা তন্তুদা তত্র জ্ঞানদৃষ্ট্যা বিলোক্যতে ।  
 যত্রাস্তে ভগবান্বিষ্ণুর্জগুস্তত্র তদা সুরাঃ ॥ ১১ ॥  
 দদৃশুস্তে তদেশানং যোগনিদ্রাবশস্তম্ ।  
 বিচেতনং বিভুং বিষ্ণুং তত্রাসাঞ্চক্রে সুরাঃ ॥ ১২ ॥  
 স্থিতেষু সর্বদেবেষু নিদ্রাস্থপ্তে জগৎপতো ।  
 চিন্তামাপুঃ সুরাঃ সর্বৈঃ ব্রহ্মরুদ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৩ ॥

বৈকুণ্ঠে দেবাঃ প্রত্যহমাগত্য নিদ্রাভঙ্গং করিষ্যন্তীতি দেবভীত্যা বৈকুণ্ঠং ত্যজ্জ। কচি-  
 দেকান্তস্থান ইত্যর্থঃ । ধনুঃ সজ্যমিতি । বক্রীভূতং ধরাস্থিতং তদ্ধনুঃ কণ্ঠদেশে অবলম্ব্য  
 যোগিজনবৎ কণ্ঠদেশং তদ্ধনুযো দ্বিতীয়কোট্যাং স্থাপয়িত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ দদৃশুস্তে । সর্বশরীরস্ত  
 ভারং তস্তাঃ ধনুকোট্যাং স্থাপয়িত্বৈত্যর্থঃ । দৈবযোগাচ্চেতি । জৈশ্বরস্ত শ্রান্তত্বং নিদ্রা-

সময়, দেবদেব সনাতন জনার্দন দশসহস্রবর্ষ ব্যাপিষ্মা ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ অতিশয়  
 পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর, বৈকুণ্ঠে থাকিলে পাছে দেবগণ আসিয়া নিদ্রার  
 বিঘ্নোৎপাদন করে এই আশঙ্কায় কোন নির্জন্ম সমতল স্থানে পদ্মাসন করিয়া জ্যায়ুক্ত  
 অতএব চক্রীভূত ধরাতলস্থ ধনুকে কণ্ঠদেশে অবলম্বন পূর্বক সমস্ত দেহভার তাহার  
 অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া, সেই পরিশ্রান্ত লক্ষ্মীপতি দৈবযোগে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ৭—৮ ॥ সেই সময় কিছুকাল পরেই দেবগণ ব্রহ্মা মহেশ্বর ও ইন্দ্রের সহিত মিলিত  
 হইয়া যজ্ঞ করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর সকলেই দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্ত  
 যজ্ঞের অধিপতি সেই জনার্দন বিষ্ণুকে দেখিবার জন্ত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥  
 দেবগণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে দেখিতে না পাইয়া, জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা যে স্থানে ভগবান্ অব-  
 স্থিতি করিতেছেন তাহা দেখিতে পাইলেন এবং সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১ ॥  
 অনন্তর, সেই দেবগণ দেখিলেন জগদীশ্বর বিভু বিষ্ণু যোগনিদ্রাবশীভূত বস্তুতঃ বিচেতন ।  
 তখন, অগত্যা সকলেই সেই স্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥ ১২ ॥ জগৎপতি নিদ্রাগত  
 থাকিলে এবং সমস্ত দেবগণ উপবেশন করিলে পর ব্রহ্মরুদ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ

তানুবাচ ততঃ শক্রঃ কিং কর্তব্যং সুরোত্তমাঃ ! ।  
 নিদ্রাভঙ্গঃ কথং কার্য্যশ্চিন্তয়ন্তু সুরোত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥  
 তমুবাচ তদা শম্ভুর্নিদ্রাভঙ্গেহস্তি দূষণম্ ।  
 কার্য্যকৈব প্রকর্তব্যং যজ্ঞস্য সুরসত্তমাঃ ! ॥ ১৫ ॥  
 উৎপাদিতা তদা বত্নী ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ।  
 তয়া ভক্ষয়িতুং তত্র ধনুষোহগ্রং ধরাস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 ভক্ষিতেহগ্রে তদাহনিম্নং গমিষ্যতি শরাসনম্ ।  
 তদা নিদ্রাবিমুক্তোহসৌ দেবদেবো ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥  
 দেবকার্য্যং তদা সর্ব্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।  
 স বত্নীং সন্দিদেশাথ দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১৮ ॥

বশগত্বমুচিতমপি দৈবযোগাৎ প্রারকযোগাদাগতমিত্যর্থঃ । তথা চ তাদৃশানাংপি প্রারক-  
 ধীনত্বম্ । ততশ্চ পরাধীনত্বমস্তুীতি ধ্বনিতম্ ॥ ৮—১৫ ॥ বত্নী কীটবিশেষঃ যন্ত ভাষায়াং  
 বালবীতি নাম । ইয়ঞ্চাখ্যায়িকা শতপথব্রাহ্মণে চতুর্দশে কাণ্ডে প্রবর্গ্যারম্ভেহভিহিতা । স যঃ  
 স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ সসয়ঃ স যজ্ঞোহসৌ স আদিত্যস্তত্তদং যশো বিষ্ণুর্ন শশাক সংযজ্ঞং তদিদমপ্যোতর্হি  
 নৈব সর্ব্ব ইব যশঃ শক্নোতি সংযজ্ঞং স তিস্থধ্বমাদায়াপচক্রাম সধমুরাত্ম্যং শির উপস্তুস্ত্য  
 তন্তৌ তন্দেবা অনভিধৃক্ষুবন্তঃ সমন্তং পরিণ্যবিশন্ততাহ বত্না উচুঃ । ইমা বৈ বত্নো যদুপদীকাঃ  
 যোশ্চ জ্যামপ্যদ্যাং কিমন্যৈ প্রযচ্ছতেত্যাদ্যাদ্যন্যৈ প্রযচ্ছমেত্যাদিনা । বত্নী তণোপদীকা  
 চেতি হেমচন্দ্রকোশশ্চ । নহু নিদ্রাভঙ্গজদোষাতাবার্থং যদি কীটবিশেষ উৎপাদিতস্তর্হি  
 তদ্বারা নিদ্রাভঙ্গে কৃতোপি নিদ্রাভঙ্গজদোষো দেবানাং তদবস্থ এবোতি চেন্ন কার্য্যকৈব  
 প্রকর্তব্যং যজ্ঞস্য সুরসত্তমা ইতি পূর্ব্ববচনেন যজ্ঞার্থং দোষকরণেহপি প্রত্যবায়াতাবাৎ ।  
 তর্হিকিমর্থং কীট উৎপাদিতঃ স্বেনৈব কুতো ন নিদ্রাভঙ্গঃ কৃত ইতি চেচ্চ্যতে । সাক্ষা-  
 ন্নিদ্রাভঙ্গে বিষ্ণুকোপশ্চ সম্ভাবনাস্তি কীটদ্বারা ভঙ্গে তু তথা নাস্তীত্যশয়াৎ ॥ ১৬ ॥  
 নহু কীটদ্বারা কথং নিদ্রাভঙ্গে ভবিষ্যতি তত্র যুক্তিগাহ ভক্ষিতেহগ্রে ইতি । অনিম্নমিতি  
 চ্ছেদঃ । অথঃ কোট্যাং ভক্ষিতায়াং প্রত্যক্ষায়াং মুক্তায়াং দ্বিতীয়া কোটিক্রুর্গং গমিষ্যতি  
 তদাধিকস্পর্শেন নিদ্রাভঙ্গে ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ নিদ্রাভঙ্গ ইতি । যদ্যপি ভবতাং

চিন্তাতুর হইলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর ইন্দ্র সেই সমবেত দেবগণকে বলিলেন দেবগণ !  
 এক্ষণে আমাদিগের কি করা উচিত এবং কিরূপেই বা ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ করা যাইবে  
 তদ্বিষয়ের চিন্তায় প্রবৃত্ত হউন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর শক্রর বলিলেন, হে সুরগণ ! যজ্ঞের কার্য্য  
 অবশ্য করিতে হইবে ; কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ করিলে তাঁহার কোপ হইতে  
 পারে ॥ ১৫ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সেই ধরাস্থিত ধনুকের অগ্রভাগ ভক্ষণ করাইবার  
 জন্ত বত্নী নামক কীটের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৬ ॥ অগ্রভাগ ভক্ষিত হইলেই ধনুকের অপর  
 কোটা সবেগে উর্দ্ধে গমন করিবে ; তাহা হইলেই দেবদেব সমধিক স্পর্শে নিদ্রাবিমুক্ত হই-  
 বেন এবং সুরগণের সর্ব্বকার্য্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইবে । এইরূপ নিশ্চিত হইলে সনাতন  
 দেবদেব ব্রহ্মা সেই বত্নী নামক কীটকে ধনুর্গুণচ্ছদনে আদেশ করিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥



তমুবাচ তদা বত্সী দেবদেবস্ব মাপতেঃ ।

নিদ্রাভঙ্গঃ কথং কার্য্যো দেবস্ব জগতাং গুরোঃ ॥ ১৯ ॥

নিদ্রাভঙ্গঃ কথাচ্ছেদো দম্পত্যোঃ প্রীতিভেদনম্ ।

শিশুমাতৃবিভেদশ্চ ব্রহ্মহত্যাসমং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

তৎ কথং দেবদেবস্ব করোমি স্মৃথনাশনম্ ।

কিং ফলং ভক্ষণাদেব ! যেন পাপং করোম্যহম্ ॥ ২১ ॥

সর্বঃ স্বার্থবশো লোকঃ কুরুতে পাতকং কিল ।

তস্মাদহং করিষ্যামি স্বার্থমেব প্রভক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তব ভাগং করিষ্যামো মথমধ্যে যথা শৃণু ।

তেন ত্বং কুরু কার্য্যং নো বিষ্ণুং বোধয় মা চিরম্ ॥ ২৩ ॥

হোমকর্ম্মণি পার্শ্বে চ হবির্দানাৎ পতিষ্যতি ।

তং তে ভাগং বিজানীহি কুরু কার্য্যং ত্বরান্বিতা ॥ ২৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তা ব্রহ্মণা বত্সী ধনুষোহগ্রং ত্বরান্বিতা ।

চখাদ সংস্থিতং ভূমৌ বিমুক্তা জ্যা তদাভবৎ ॥ ২৫ ॥

যজ্ঞার্থং নিদ্রাভঙ্গকরণেহপি দোষো ন তথাপি মম যজ্ঞাধিকারিস্বাভাবাৎ সমমাস্ত্যেবেতি

তাহাতে সেই কীট ব্রহ্মাকে বলিল, ব্রহ্মন্ ! আমি কি করিয়া দেবদেব লক্ষ্মীপতি জগদ্গুরুর নিদ্রাভঙ্গ করিব ? কারণ, নিদ্রাভঙ্গ বা কোন গোষ্ঠীকথার সমুচ্ছেদ বা দম্পতীর প্রণয়বিচ্ছেদ বা মাতা হইতে শিশুকে পৃথক্ করা ; এ সমস্তই ব্রহ্মহত্যা পাপের সমান। অতএব হে ব্রহ্মন্ ! আমি কিজন্তু সুরপতির স্মৃথনাশে উদ্যত হইব। আর এই ধনুর্গুণ ভক্ষণেই বা আমার কি ফল হইবে ? যে, আমি এই বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গরূপ পাপকার্য্য করিব। আর ও দেখুন, সমস্ত লোক স্বার্থবশীভূত হইয়া পাপ করিতেও পারে, অতএব যদি আমার কোন স্বার্থ থাকে তাহা হইলে আমিও ইহা ভক্ষণ করিব ॥ ১৯—২২ ॥

বত্সীর এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন। যজ্ঞমধ্যে আমরা তোমাকেও যেরূপ ভাগ প্রদান করিব, শ্রবণ কর। হোম কার্য্যে স্তুতাদি আহুতিকালে যে সকল বস্তু কুণ্ডের বাহিরে পতিত হইবে, তাহাই তোমার ভাগ জানিবে। অতএব ত্বরান্বিত হইয়া এ কার্য্য সমাধা কর, শীঘ্র বিষ্ণুকে জাগরিত করাও ॥ ২৩—২৪ ॥

সূত কহিলেন, বত্সীকীট ব্রহ্মাকর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শীঘ্রই ভূমিস্থিত ধনুর অগ্রভাগ ভক্ষণ করিল এবং ভক্ষণ মাত্রেই মোক্ষী ধনু হইতে বিমুক্ত হইল ॥ ২৫ ॥ ধনুর নিম্নকোটি

প্রত্যক্ষায়াং বিমুক্তায়াং মুক্তা কোটিস্তথোত্তরা ।  
 শব্দঃ সমভবদেবারস্তেন ত্রস্তাঃ সুরাস্তদা ॥ ২৬ ॥  
 ব্রহ্মাণ্ডং ক্ষুভিতং সর্বং বসুধা কম্পিতা তদা ।  
 সমুদ্রাশ্চ সমুদ্রিগ্যাস্ত্রেসুশ্চ জলজন্তবঃ ॥ ২৭ ॥  
 ববুর্বাতাস্থথা চোত্রাঃ পর্বতাশ্চ চকম্পিরে ।  
 উল্কাপাতা মহোৎপাতা বভূবুর্দুঃখশংসিনঃ ॥ ২৮ ॥  
 দিশো ঘোরতরাশ্চাসন্ সূর্য্যোহপ্যস্তঙ্গতোহভবৎ ।  
 চিন্তামাপুঃ সুরাঃ সর্বৈ কিং ভবিষ্যতি দুর্দ্দিনে ॥ ২৯ ॥  
 এবং চিন্তয়তাং তেষাং মূর্ধ্বা বিষ্ণোঃ সৰুণ্ডলঃ ।  
 গতঃ সমুকুটঃ কাপি দেবদেবশ্চ তাপসাঃ ! ॥ ৩০ ॥  
 অন্ধকারে তদা ঘোরে শান্তে ব্রহ্মহরৌ তদা ।  
 শিরোহীনং শরীরন্তু দদৃশাতে বিলক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥  
 দৃষ্ট্বা কবন্ধং বিষ্ণোস্তে বিস্মিতাঃ সুরসত্তমাঃ ।  
 চিন্তাসাগরমগ্নাশ্চ রুরুদুঃ শোককর্মিতাঃ ॥ ৩২ ॥

ভাবঃ ॥ ১৯—২৩ ॥ পার্শ্বে কুণ্ডাদ্বিঃ পার্শ্বে দেশে ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৮ ॥ অস্তঙ্গতোহভবদিতি  
 নিশ্চিন্তো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এবং চিন্তয়তাং তেষামিতি । অত্র পুরোদেশে ইতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥ নমু যস্মিন্ ক্রমে  
 প্রত্যক্ষা মুক্তা তস্মিন্নেব ক্রমে মূর্ধ্বা ছিন্ন ইতি যুক্তিমৎ । অত্র তু প্রথমতঃ কিমং কাদ্যর্থ্যস্ত-  
 মুৎপাতা জাতাস্ততো মূর্ধ্বা ছিন্ন ইত্যুক্তমিতি যুক্তিবিরোধ ইতি চেন্ন । মূর্ধ্বাচ্ছেদোত্তরমেবোৎ-  
 পাতা যদিপি জাতাস্থথাপ্যুৎপাতকোলাহলব্যাকুলতয়া দেবৈর্মূর্ধ্বাচ্ছেদো ন জাত ইতি-  
 তদভিপ্রায়েণ তথোক্তেঃ । তদেব স্পষ্টয়তি অন্ধকার ইতি । শান্তে তুৎপাতে পূর্বে ছিন্নমপি  
 বিমুক্ত হইলেই উল্কাফোটিও বিমুক্ত হইল । এবং সেই সময় একটা ঘোরতর শব্দ সমুদ্ভূত  
 হইল । ইহাতে দেবগণ সকলেই ভীত, ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুভিত, সমস্ত পৃথিবী কম্পিতা, সমুদ্র উদ্বেল  
 ও জলজন্তু সকল সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল । অধিক কি, সেই সময় উগ্রবায়ু প্রবহন করিতে  
 লাগিল, কুলাচল সকল কম্পিত হইয়া উঠিল, মহানিষ্টকর দুঃখশূচক উল্কাপাত হইতে প্রবৃত্ত  
 হইল, দিক্‌সকল ঘোরমূর্তি ধারণ করিল এবং সূর্য্যদেব অস্তাচল গমন করিলেন । দেবগণ  
 ঈদৃশ দুর্দ্দিনদর্শনে, না জানি কি দুর্ঘটনাই ঘটবে ইহা ভাবিয়া, অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া  
 পড়িলেন ॥ ২৬—২৯ ॥

ঋষিগণ ! যে সময় দেবগণ এইরূপে চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় দেবদেব বিষ্ণুর  
 মস্তক ধনুকোটির আঘাতে কুণ্ডল ও মুকুটের সহিত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া পড়িল ॥ ৩০ ॥  
 অনন্তর সেই ঘোর অন্ধকার প্রশ্নিত হইলে ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর বিষ্ণুর দেহ বিকৃত শিরো-  
 বিহীন দেখিতে পাইলেন ॥ ৩১ ॥ দেবগণও বিষ্ণুকে মস্তকশূন্য দেখিয়া বিস্মিত এবং চিন্তাতুর

হা নাথ ! কিং প্রভো ! জাতমত্যদুতমমানুষম্ ।  
 বৈশমং সৰ্বদেবানাং দেবদেব ! সনাতন ! ॥ ৩৩ ॥  
 মায়েয়ং কশ্চ দেবশ্চ যয়া তেহদ্য শিরো হতম্ ।  
 অচ্ছেদ্যস্তুমভেদ্যোহসি অপ্রদাহোহসি সৰ্বদা ॥ ৩৪ ॥  
 এবং গতে হুয়ি বিভো ! মরিস্যন্তি চ দেবতাঃ ।  
 কীদৃশস্ত্বয়ি নঃ স্নেহঃ স্বার্থেনৈব রুদামহে ॥ ৩৫ ॥  
 নায়ং বিঘ্নঃ কৃতো দৈতৈর্ন যকৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ।  
 দেবৈরেব কৃতঃ কশ্চ দূষণঞ্চ রমাপতে ! ॥ ৩৬ ॥  
 পরাধীনাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বা কিং কুর্মাঃ ক ব্রজাম চ ।  
 শরণং নৈব দেবেশ ! সুরাণাং মূঢ়চেতসাম্ ॥ ৩৭ ॥  
 ন চৈষা সাত্ত্বিকী মায়া রাজসী ন চ তামসী ।  
 যয়া চিহ্নং শিরস্তেহদ্য মায়েশশ্চ জগৎগুরোঃ ॥ ৩৮ ॥  
 ক্রন্দমানাংস্তদা দৃষ্ট্বা দেবান্ শিবপুরোগমান্ ।  
 বৃহস্পতিস্তদোবাচ শময়ন্ বেদবিত্তমঃ ॥ ৩৯ ॥

শিরোহনস্তরং দদৃশাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ বৈশমং দুঃখম্ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ দেবৈরিতি ।  
 অস্মাভিঃ স্বহস্তেনৈবায়ং বিঘ্নঃ কৃত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ নচৈষেতি । মায়া মায়েশং ন কদাপি  
 মোহয়তি কিম্বত্তমেবেতি ভাবঃ । ইয়মুক্তিস্তদ্যপি সৰ্ব্বার্থ্যা ভগবত্যা মহিমানমজ্ঞাত্বা বিষ্ণো-

হইলেন এবং অতিশয় শোকাক্রান্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ হা নাথ !  
 হা প্রভো দেবদেব ! হা সনাতন ! অদ্য দেবগণের একি অত্যদুত দারুণ দুঃখ উপস্থিত  
 হইল !!! ॥ ৩৩ ॥ হা দেব ! আপনিত জগতে অচ্ছেদ্য । কেহত আপনাকে ভেদ করিতে  
 পারে না । অগ্নিদেবও আপনাকে দহন করিতে সমর্থ নন । তবে যে আজ আপনার মস্তক  
 অপহৃত হইল এ কোন দেবের মায়া ॥ ৩৪ ॥ বিভো ! তোমার এরূপ অবস্থা ঘটিলে দেবগণ  
 জীবন ধারণে সমর্থ হইবে না । দেব ! তোমার প্রতি আমাদের কিরূপ স্নেহ জানি না ;  
 এক্ষণে আমরা স্বার্থপরতার জন্তই রোদন করিতেছি । কারণ, দৈত্যগণ এ বিঘ্ন উৎপাদন  
 করে নাই, যক্ষ বা রাক্ষসগণেও এ বিঘ্ন করে নাই । লক্ষ্মীপতে ! কার দোষ দিব স্বয়ং দেবগণই  
 এই বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দেব ! সকল দেবগণই, তোমার অধীন ; এক্ষণে  
 আমরা কোথায় যাইব ! কি করিব ! ! সুরপতে ! এক্ষণে মুঢ়বুদ্ধি দেবগণের কেহই যে  
 রক্ষাকর্তা নাই !!! ॥ ৩৭ ॥ ইহাত সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী মায়া নহে । বাহার  
 দ্বারা মায়াপতি জগৎগুরু তোমারও মস্তক ছিন্ন হইল ॥ ৩৮ ॥

সেই সময়, সৰ্ববেদতত্ত্বজ্ঞ বৃহস্পতি শিবপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া  
 তাঁহাদিগকে সাঙ্গনা করত বলিলেন ॥ ৩৯ ॥ দেবগণ ! তোমাদের ভাগ্য কখনই মন্দ



রুদিতেন মহাভাগাঃ ! ক্রুদিতেন তথাপি কিম্ ।

উপায়শ্চাত্ত্ব কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্ব্বথা বুদ্ধিগোচরঃ ॥ ৪০ ॥

দৈবং পুরুষকারশ্চ দেবেশ ! সদৃশাবুভৌ ।

উপায়শ্চ বিধাতব্যো দৈবাৎ ফলতি সৰ্ব্বথা ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

দৈবমেব পরং মন্ত্রে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্ ।

বিষ্ণোরপি শিরশ্চিন্নং সুরাণাকৈব পশ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কালেনাপাদিতঞ্চ যৎ ।

শুভং বাপ্যশুভং বাপি দৈবং কোহতিক্রমেৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

দেহবান্ সুখদুঃখানাং ভোক্তা নৈবাত্র সংশয়ঃ ।

যথা কালবশাৎ কৃত্তং শিরো মে শস্ত্রুনা পুরা ॥ ৪৪ ॥

তথৈব লিঙ্গপাতশ্চ মহাদেবশ্চ শাপতঃ ।

তথৈবাদ্য হরেমূৰ্দ্ধা পতিতো লবণাস্তসি ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমায়েশত্বং জ্ঞাত্বা স্থিতানামিতি বোধ্যম্ । অগ্নিন্ সিদ্ধান্তে তু বিষ্ণোশ্রীমায়েশত্বাভাবাৎ দেব্যা  
এব মায়েশত্বাৎ ॥ ৩৮—৪১ ॥

ইন্দ্রস্ত সন্তাপেন বৃহস্পতিমতং খণ্ডয়তি দৈবমেবেতি ॥ ৪২—৪৩ ॥ কৃত্তং ছিন্নং নথেনেতি-

হইবার নহে ইহা জানিও । কিন্তু, এক্ষণে রোদন বা অনুতাপ করিলে কি হইবে ? যাহাতে  
ইহার স্তম্ভন হয় সৰ্ব্বথা তদ্বিষয়ের উপায় করা উচিত । কেননা, ইহ সংসারে বুদ্ধির  
অবিষয়ীভূত কিছুই নাই ॥ ৪০ ॥ হে দেবেশ্বর ! দৈব এবং পুরুষকার উভয়ই তুল্য । পরন্তু  
কার্যের ফল দৈবের হস্তে হইলেও উপায় বিধান করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

বৃহস্পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র কহিলেন । যখন, সৰ্বদেব সমক্ষে ভগবান্ বিষ্ণুরও  
মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল তখন পৌরুষকে নিরর্থক জানিবে অতএব পৌরুষকে ধিক্ ! । আমি  
দৈবকেই প্রধান বলিয়া বিবেচনা করি ॥ ৪২ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন । দেবগণ ! কালচক্রে শুভ বা অশুভ যাহা উৎপন্ন  
হইবে সকলকেই অবশ্য তাহা ভোগ করিতে হইবে । কারণ, দৈবকে অতিক্রম করিবার  
ক্ষমতা কাহারও নাই ॥ ৪৩ ॥ শরীর ধারণ করিলেই অবশ্যই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে  
হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই । দেখ কালমাহাত্ম্যে পূৰ্বকালে শস্ত্র কৰ্ত্তক আমার মস্তক ছিন্ন  
হইয়াছিল, শাপপ্রভাবে মহাদেবেরও লিঙ্গপাত হইয়াছিল, সেইরূপ অদ্যও হরির মস্তক লবণ-  
সমুদ্রে পতিত হইল ॥ ৪৪—৪৫ ॥ আরও দেখ ! শরীরে সহস্র ভগছিল, স্বৰ্গ হইতে বিচ্যুতিও

সহস্রভগসম্প্রাপ্তির্দুঃখকৈব শচীপতেঃ ।

স্বর্গাদ্ভ্রংশস্তথা বাসঃ কমলে মানসে সরে ॥ ৪৬ ॥

এতে দুঃখস্ত ভোক্তারঃ কেন দুঃখং ন ভুজ্যতে ।

সংসারেহস্মিন্ মহাভাগাস্তস্মাচ্ছেোকং ত্যজন্তু বৈ ॥ ৪৭ ॥

চিন্তয়ন্তু মহামায়াং বিদ্যাং দেবীং সনাতনীম্ ।

স্যা বিধাস্মৃতি নঃ কার্য্যং নিগুণা প্রকৃতিঃ পরা ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাং জগদ্ধাত্রীং সর্বেষাং জননীম্ ।

যয়া সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৪৯ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বৈ সুরাস্থেধা নিগমানাদিদেশ হ ।

দেহযুক্তান্ স্থিতানগ্রে সুরকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

স্তবন্তু পরমাং দেবীং ব্রহ্মবিদ্যাং সনাতনীম্ ।

গূঢ়াস্তীঞ্চ মহামায়াং সর্বকার্য্যার্থসাধনীম্ ॥ ৫১ ॥

শেষঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥ বাসঃ কমলে ইতি । ইন্দ্রশ্চৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনেকোদাহরণৈর্ব্রহ্ম-  
বিষ্ণুরূদ্ৰাদিসর্বদেবানামনীশ্বরত্বমন্নজ্ঞত্বং পরাধীনত্বং মায়ামোহিতত্বং চোপপাদ্য অনন্তরং  
বিঘ্ননিবারণার্থং সর্বস্বকার্য্যসিদ্ধার্থং সর্বৈশ্বর্য্যঃ সর্বজ্ঞায়াঃ স্বতন্ত্রায়া মায়েশায়া ভগবত্যা  
আরাধনা কর্তব্যোত্যাং চিন্তয়ন্তিতি ॥ ৪৮—৫০ ॥

ব্রহ্মবিদ্যামিতি । অত্র সর্বত্র ময়োক্তোপোদ্যাতরীত্যা ব্রহ্মবিদ্যা মায়াদিশক্কা মায়াবিশিষ্ট-  
ব্রহ্মবাচকা ইতি ন বিস্মর্তব্যম্ । যথা গজশরীরে প্রবিষ্টস্ত চৈতন্যস্ত গজেতি সংজ্ঞা তথা প্রথমং

মানস সরোবরস্ত পদ্মमध्ये বাসহেতু ইন্দ্রের কি দুঃখভোগ না হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥ হে মহাভাগ  
দেবগণ ! যদি ইহারাও দুঃখভোগী হইলেন তবে নিশ্চয় জানিও যে, এই সংসারে কেহই  
দুঃখহস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না ; অতএব তোমরা সকলেই শোক পরিত্যাগ  
কর ॥ ৪৭ ॥ এক্ষণে, যিনি এই সচরাচর ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্ব-  
জননী জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মস্বরূপিণী, যিনি গুণাতীতা আদ্যাপ্রকৃতি সেই নিত্য বিদ্যাস্বরূপিণী  
মহামায়াকে ধ্যান কর, তিনিই আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সূত কহিলেন । ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপ বলিয়া সুরকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সম্মুখে স্থিত  
বিগ্রহবান্ বেদ সকলকে আদেশ করিলেন ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন । বেদগণ ! তোমরা সকলেই সেই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী গূঢ়াস্তী নিত্য  
পরমা দেবী ভগবতী মহামায়ার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হও । তিনিই তোমাদের সর্বকার্য্য

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্ত বেদাঃ সৰ্বাঙ্গসুন্দরাঃ ।

তুষ্ণবুজ্ঞানগম্যাং তাং মহামায়াং জগৎস্থিতাম্ ॥ ৫২ ॥

বেদা উচুঃ ।

নমো দেবি মহামায়ে বিশ্বোৎপত্তিকরে শিবে ! ।

নিগুণে সৰ্বভূতেশি মাতঃ শঙ্করকামদে ! ॥ ৫৩ ॥

ত্বং ভূমিঃ সৰ্বভূতানাং প্রাণঃ প্রাণবতাস্থতা ।

ধীঃ শ্রীঃ কান্তিঃ ক্ষমা শান্তিঃ শ্রদ্ধা মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥ ৫৪ ॥

তমুদগীথেহর্দ্ধমাত্রাহসি গায়ত্রী ব্যাহতিস্থতা ।

জয়া চ বিজয়া ধাত্রী লজ্জা কীর্তিঃ স্পৃহা দয়া ॥ ৫৫ ॥

ত্বাং সংস্তুমোহম্ব ! ভুবনত্রয়সম্বিধান-

দক্ষাং দয়ারসযুতাং জননীং জনানাম্ ।

বিদ্যাং শিবাং সকললোকহিতাং বরেণ্যাং

বাগ্‌বীজবাসনিপুণাং ভবনাশকভ্রীম্ ॥ ৫৬ ॥

মায়াশরীরে প্রবিষ্টৈচৈতন্তস্ত মায়াশক্তিরিতি সংজ্ঞা প্রথমা ততো বিদ্যাশরীরে প্রবিষ্টস্ত বিদ্যাশক্তিসংজ্ঞা ॥ ৫১—৫২ ॥

নিগুণে ইত্যনেন ব্রহ্মরূপিণী মহামায়ে ইত্যনেন ব্রহ্মৈকদেশশক্তিরূপিণী ফলতো মায়া-  
বিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীতি ফলিতম্ । অত্র সৰ্বত্র দেবীস্তোত্রেষু পুরাণতন্ত্রোক্তেষু দেব্যা মায়া  
বিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বাচ্ছেতোঃ কচিদব্রহ্মত্বেন বর্ণনং কচিন্মায়াত্বেন বর্ণনমুভয়মপি সঙ্গচ্ছতে ইতি  
বোধ্যম্ ॥ ৫৩—৫৪ ॥ উদগীথ ইতি । উদগীথে প্রণবে অর্দ্ধমাত্রা বিন্দুর্দ্ধচন্দ্ররূপিণী যা সা ত্বমসি ।  
বাচ্যবাচকরোরভেদাদর্দ্ধমাত্রাত্মকত্বমুক্তমিতি বোধ্যম্ । তত্রার্দ্ধমাত্রা পরম্পদমিতি বচনাদর্দ্ধ-  
মাত্রা বাচ্যত্বেন ব্রহ্মপ্রতিপাদিতম্ । তাদৃশার্দ্ধমাত্রাত্মকত্বোক্ত্যা চ ব্রহ্মরূপত্বং ভগবত্যাঃ স্পষ্টমে-  
বোক্তম্ । তদুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে । অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যাহুচ্চার্য্যা বিশেষত ইতি ॥ ৫৫ ॥  
ত্বাং সংস্তুম ইতি । হে অম্ব ! ত্বাং সংস্তুমঃ কীদৃশীং ভুবনত্রয়স্ত সম্বিধানমুৎপাদনং তত্র দক্ষাং

সিদ্ধ করিবেন ॥ ৫১ ॥ সৰ্বাঙ্গসুন্দর বেদগণ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানগম্যা জগ-  
তের আধারভূতা সেই মহামায়াকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫২ ॥

বেদগণ কহিলেন । হে দেবি মহামায়ে ! তোমা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হয়, তুমিই  
মঙ্গলময়ী, তুমিই সৰ্বভূতজননী, তুমিই গুণাতীতা ব্রহ্মরূপিণী, তুমিই শঙ্করকামপ্রদা ;  
অতএব, হে মাতঃ ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৫৩ ॥ হে দেবি ! আপনিই সৰ্বপদার্থের  
আধার এবং প্রাণিগণের প্রাণ । আপনিই বুদ্ধি, শোভা, কান্তি, ক্ষমা, শান্তি, শ্রদ্ধা, মেধা,  
ধৃতি এবং স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৪ ॥ হে দেবি ! আপনিই প্রণবে বিন্দু ও অর্দ্ধচন্দ্র  
স্বরূপিণী ; আপনিই পূর্ণা গায়ত্রী এবং ব্যাহতি ; আপনিই জয়া, বিজয়া, ধাত্রী, লজ্জা,  
কীর্তি, স্পৃহা, ও দয়াস্বরূপা ॥ ৫৫ ॥ মাতঃ ! আমরা আপনাকেই স্তব করিতেছি । কারণ,



ব্রহ্মা হরঃ শৌরিসহস্রনেত্র-  
 বাগ্‌বহ্নিসূর্য্যা ভুবনাধিনাথাঃ ।  
 তে ত্বংকৃতাঃ সন্তিঃ ততো ন মুখ্যা  
 মাতা যতন্ত্বং স্থিরজঙ্গমানাম্ ॥ ৫৭ ॥  
 সকলভুবনমেতৎ কৰ্ত্ত্বু কামা যদা ত্বং  
 সৃজসি জননি ! দেবাস্বিষ্ণুরুদ্রাজমুখ্যান্ ।  
 স্থিতিলয়জননং তৈঃ কারয়ন্তোকরূপা  
 ন খলু তব কথঞ্চিদেবি ! সংসারলেশঃ ॥ ৫৮ ॥

কুশলাং বরেণ্যাং শ্রেষ্ঠাং বাগ্‌বীজং বাগ্‌ভবো মদ্রস্তত্র যো বাসন্ত্যগ্নিগুণাং পণ্ডিতাং নিরন্তরং  
 বাগ্‌ভববীজোপাসকৈস্তত্র বীজে প্রতিবিস্তিতত্বেন দৃশ্যত্বাং তদ্বীজোপাসকানাং ঋটিতানু-  
 ভবাস্ত তত্রাবশ্যং বাসো বিদ্যত ইতি জায়ত ইতি ভাবঃ । ভবনাশকর্ত্বীং জ্ঞানপ্রদানেনেতি  
 ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥ নহু ব্রহ্মাদয়ঃ সন্তি তে কিমিতি স্বকার্যার্থং ন স্তুয়ন্তে তত্রাহ ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মা  
 তথা হরঃ তথা শৌরিশ্চ সহস্রনেত্রশ্চ বাক্ চ সরস্বতী চ বহ্নিশ্চ সূর্য্যশ্চেতি যে ভুবনাধিনাথাঃ  
 সন্তি তে ত্বংকৃতাঃ সন্তিঃ ততো ন মুখ্যা অতো নাস্মাভিস্তে স্তুয়ন্ত ইত্যর্থঃ । নহি মুখ্যপক্ষপাতং  
 বিহায় অমুখ্যপক্ষপাতং কশ্চিৎ করোতীতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥ নহমেব জগৎস্রষ্টীতি চেত্তস্মিন্ জগতি  
 নীচোচ্চপ্রাণিকল্পনয়া বৈষম্যনৈর্ঘ্যেণ মম স্মাতামিতি চেত্তত্রাহ সকলভুবনমিতি । হে জননি !  
 সকলভুবনমেতদ্যদা কৰ্ত্ত্বু কামা ত্বমসি তদা বিষ্ণুরুদ্রাজমুখ্যান্ বিষ্ণুাদিপ্রভূতীন্ সুরান্ সৃজসি  
 সৃষ্টৈশ্চ তৈঃ স্থিতিলয়জননম্ । সমাহারদ্বন্দ্বঃ । সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ কারয়সি কথমেকরূপা  
 জীবদপি বিকারাভাবাৎ । অবিকৃতরূপেত্যর্থঃ । অতো ন বৈষম্যনৈর্ঘ্যাদোষপ্রসক্তিস্তবেতি  
 ভাবঃ । যথা রাজা স্বসেবকৈঃ স্বস্বকর্ম্মানুরূপে ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি ন বৈষম্যনৈর্ঘ্যেণো প্রাপ্নোতি  
 তদ্বৎ । নহু কথং মমাবিকৃতরূপত্বমিতি চেত্তত্রাহ ন খলু ইতি । হে দেবি ! তব কথঞ্চিৎ কেনাপি  
 প্রকারেণ সংসারলেশঃ সংসারগন্ধো ন খলু নৈবাস্তীত্যতোহবিকৃতরূপত্বং তব নির্কিঙ্ক-  
 মস্ত্যেবেতি ভাবঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । অসঙ্কো হুয়ং পুরুষোহসঙ্কো ন হি সজ্জত ইতি ॥ ৫৮ ॥

আপনা হইতেই ত্রিভুবনের উৎপত্তি হয়, আপনার গ্ৰায় দয়াবতী আর কেহই নাই, আপনিই  
 সর্বজীবের জননীস্বরূপা, আপনিই সর্বোৎকৃষ্টা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী মঙ্গলময়ী, আপনিই  
 সর্ব লোকের হিতকরী এবং আপনিই ভক্তগণের বীজমস্ত্রে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে  
 জ্ঞানবান্ করতঃ ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন ॥ ৫৬ ॥ মাতঃ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইন্দ্র,  
 সরস্বতী, বহ্নি সূর্য্য প্রভৃতি ভুবনের অধিপতি সকল আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন ;  
 কারণ, আপনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেরই জননী । অতএব হে মাতঃ তাঁহারা কেহই  
 সর্বশ্রেষ্ঠ নহেন এজন্ত আপনাকেই স্তব করি ॥ ৫৭ ॥ জননি ! যখন আপনি এই পরি-  
 দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন ; তখন আপনি একরূপে থাকিয়াই ব্রহ্মা বিষ্ণু  
 মহেশ্বর প্রমুখ দেবগণের উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের দ্বারাই সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিয়া  
 থাকেন ; পরন্তু হে দেবি ! আপনি কোন প্রকারেই সংসারাসক্তা হইবেন না চিরকালই

ন তে রূপং বেত্তুং সকলভুবনে কোহপি নিপুণো  
 ন নান্নাং সংখ্যাং তে কথিতুমিহ যোগ্যোহস্তি পুরুষঃ ।  
 যদল্লং কীলালং কলয়িতুমশক্তঃ স তু নরঃ  
 কথং পারাবারাকলনচতুরঃ শ্রাদৃতমতিঃ ॥ ৫৯ ॥  
 ন দেবানাং মধ্যে ভগবতি ! তবানন্তবিভবং  
 বিজানাতে্যকোহপি ত্বমিহ ভুবনৈকাসি জননী ।  
 কথং মিথ্যা বিশ্বং সকলমপি চৈকা রচয়সি  
 প্রমাণং ত্বেতস্মিন্নিগমবচনং দেবি ! বিহিতম্ ॥ ৬০ ॥

কিঞ্চ হে মাতঃ ! ত্বাং সংস্রম ইতি প্রতিজ্ঞামাত্রমস্ম্যভিঃ কৃতং স্তুতিং কর্ত্তুমবলোক্যতে  
 চেৎ কথমপি কর্ত্তুং ন শক্যত ইত্যাহ ন তে রূপমিতি । হে মাতস্তে রূপং সগুণং বা নিগুণং  
 বা বেত্তুং জ্ঞাতুং সকলভুবনে দ্বৈতপ্রপঞ্চে কোহপি পুরুষো নিপুণঃ সমর্থো নাস্তি । তথাচ  
 শ্রুতিঃ । যস্তাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাদ্ভ্যুচ্যতে অজ্ঞেয়েতি । কো অন্ধাবেদ ক  
 ইহ প্রাবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিশ্বষ্টিঃ । অর্কাগ্দ্দেবা অশ্রু বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত  
 আবভূবেতি । যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে । অপ্রাপ্য মনসা সহেতি চ । অদ্বৈতভব রূপং ত্বজ্ঞেয়ং  
 দূরং তব নান্নাং সংখ্যামপি কথিতুং কথয়িতুমিহ যোগ্যঃ পুরুষো নাস্তি যথায়ং দৃষ্টান্তঃ ।  
 কোহসৌ যথা অল্লং স্বল্লং কীলালং বাপীসরোবরস্থং জলং তৎ কলয়িতুমল্লজ্বয়িতুমশক্তো যো  
 নরঃ তমতিঃ সত্যমতিঃ প্রামাণিক ইত্যর্থঃ । স কথং পারাবারঃ সরিৎপতিস্ত্রাকলনমুল্লজ্বনং  
 তত্র চতুরঃ শ্রাৎ সমর্থঃ শ্রান্ন কথমপীত্যর্থঃ । তদ্বদেব পরিচ্ছিন্নানাং নান্নামস্তং ন যো বেদ স  
 ত্রিপাদশ্রামৃতং দিবীতি শ্রুতিপ্রতিপাদ্যমনন্তং রূপং কথং জানীয়ান্ন কথমপীত্যর্থঃ । তথাচ  
 নামরূপজ্ঞানাভাবাৎ কথং স্তবঃ সম্ভবেদिति ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥ মাতৃন্মম রূপজ্ঞানং মাতৃচ্ছ মম  
 নামসংখ্যাজ্ঞানং তথাপি সৃষ্টাদিকর্ত্ত্বাদিগুণজ্ঞানমেব গৃহীত্বা কুতঃ স্তবো ন সম্ভবেদिति  
 চেত্তত্রাহ ন দেবানামিতি । হে ভগবতি ! দেবানাং মধ্যে তবানন্তবিভবমনন্তবৈভবমেকো-  
 হপি দেবো ন জানাতি তব জগৎসর্জনাদিবৈভবং কোহপি ন জানাতীত্যর্থঃ । কুত ইতি-  
 চেত্তত্রাহ ত্বমিহ ভুবনৈকাসীতি । ত্বমিহ সংসারে ভুবনা তন্নানী ভুবনেশ্বরীনানী জননী জগ-  
 জ্জনয়িত্রী একাহসহায়ী অসি । একৈব সর্বত্র বর্ত্তসে তস্মাদেকেতি । একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ।  
 নেহ নানাস্তি কিঞ্চেতি শ্রুতিভ্যাং ইথমেকা সত্যপি সকলং বিশ্বং মিথ্যা কথং রচয়সি ন তদ-  
 বুদ্ধিগম্যমস্তু । তথাচ জগৎসর্জনসামগ্রীজ্ঞানাভাবেনৈবং জগৎ সৃজসীতি স্তোতুং ন শক্যত  
 ইতি ভাবঃ । নহু মিথ্যা জগদহং সৃজামীত্যত্র কিং প্রমাণং তত্রাহ প্রমাণং হিতি । তথাচ  
 শ্রুতিঃ । ত্রয়মেতৎ স্বপ্নং সুবুপ্তং নাগানাত্মমিতি । ভুচ্ছেনাভূপিহিতং যদাসীদिति ॥ ৬০ ॥

নির্লেপে বিরাজ করেন ॥ ৫৮ ॥ দেবি ! এই বিশ্বসংসারে আপনার রূপ নিরূপণ করিতে  
 কেহই সমর্থ নহে, আপনার নামের সংখ্যা করিতেও কাহার ক্ষমতা নাই । যে ব্যক্তি  
 রূপাদির জল উল্লজ্বন করিতে সমর্থ নহে সে কিরূপে স্থিরনিশ্চয় হইয়া সমুদ্রোল্লজ্বনে  
 কৃতকার্য্য হইবে ? ॥ ৫৯ ॥ হে ভগবতি ! দেবमध्ये এমন কেহই নাই যে আপনার অনন্ত  
 বৈভব বিশেষরূপে অবগত আছে । দেবি ! ইহ সংসারে আপনিই ভুবনেশ্বরী অদ্বিতীয়  
 ক্ষরূপিণী জগজ্জননী । আপনি একা হইয়া কিরূপে এই মিথ্যা সমস্ত জগৎ রচনা করেন,



নিরীহৈবাসি ত্বং নিখিলজগতাং কারণমহো

চরিত্রন্তে চিত্রং ভগবতি ! মনো নো ব্যথয়তি ।

কথঙ্কারং বাচ্যঃ সকলনিগমাগোচরগুণ-

প্রভাবঃ স্বং যস্মাৎস্বয়মপি ন জানাসি পরমম্ ॥ ৬১ ॥

নহমেকৈব জগদ্রচয়ামীতি চেৎ সংকল্পবিকল্পবিশিষ্টেহেন মম বিকারিত্বং শ্রুত্বাহমেব  
বিবিধরূপেতি মম পরিণামিত্বঞ্চ শ্রুত্বাহ জগদ্রচনক্রিয়ায়া ইচ্ছাপূর্ব্বকত্বান্নমাপীচ্ছাবশ্বে নিত্য-  
তৃপ্তানিত্যানন্দতয়োর্যয়ি ভগ্নশ্চ শ্রুত্বাহ নিরীহৈবাসি ত্বমিতি । হে ভগবতি ! ত্বং নিরী-  
হৈব নিরীচ্ছৈবাবিকৃতরূপৈবাসি । শ্রুতিপ্রতিপাদ্যাবিকৃতরূপশ্চ কেনাপ্যপলপিতুমশক্যত্বাৎ ।  
অন্ত তর্হি মন্যাবিকৃতরূপত্বং জগৎকারণত্বমসম্ভবান্নাস্ত । ন হ্যবিকৃতো বিকারাভাববান্ কশ্চিৎ  
কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং শক্নোতি । পাষণাদিষদর্শনাদিতি চেত্তত্রাহ নিখিলজগতামিতি । হে ভগ-  
বতি ! যদ্যপি ত্বং নিরীহাহসি তথাপি নিখিলজগতাক্ষারণমপি ত্বমেবাসি । অবিকৃতরূপশ্চৈব  
ব্রহ্মণো নাসদাসীন্মোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমাপরোযৎ । তুচ্ছেনাভূপিহিতং  
যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ । কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধীত্যাদিশ্রুতিভিজ্জগৎকারণত্বশ্রা-  
প্যুক্তত্বেন তস্তাপি জগৎকারণত্বশ্চ ত্ব্যপলপিতুমশক্যত্বাৎ । নহু তর্হি মযাক্ষপেহদ্বিতীয়ে  
সক্রিয়ত্বমক্রিয়ত্বঞ্চ তমঃপ্রকাশবদ্বিকল্পং ধর্ম্মদ্বয়ং কপং সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ চরিত্রং তে চিত্র-  
মিতি । হে মাতর্যদ্যপি বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বদ্বমেকশ্চ ন সম্ভবতি তথাপি শ্রুত্যা বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়শ্চাপি  
প্রতিপাদনাত্তস্তাপ্যপলাপানর্হত্বাত্তদপি ত্ব্যাদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি সম্ভবত্যেব । কথমেকত্রাদ্বিতীয়ে  
বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বদ্বং সম্ভবেদিতি চেত্তে ইদং চিত্রং বিচিত্রঞ্চরিত্রমেব নো মনো ব্যথয়তি মোহ-  
য়তি । নৈতদস্বদ্বুদ্ধিগম্যমিত্যর্থঃ । ইদমনির্কচনীয়মেবাস্তীতি ভাবঃ । যত ইদমনির্কচনীয়ং  
ততঃ সকলনিগমানামগোচরা গুণা যশ্চ প্রভাবশ্চ স তে প্রভাবঃ পামটেরস্মাভিঃ কথঙ্কারং  
বাচ্যো ন কথমপীত্যর্থঃ । হে মাতর্যয়ং ন জানীম ইতি তাবদূরং তিষ্ঠতু যস্মাৎ স্বয়মপি ত্বং  
স্বং স্বকীয়মনির্কচনীয়প্রভাবং পরমমুৎকৃষ্টং ন জানাসি । তদাত্মঃ কথং জানীয়াৎ ন কথমপী-  
ত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । যো অশ্রাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ । সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদেতি ।  
অয়ং ভাবঃ । বিরুদ্ধয়োরেকত্র সহাবস্থানাসম্ভবরূপং যদুৎপন্নমুদ্ভাবিতং তত্র কিং সত্যয়োরেক-  
ত্রাবস্থানাসম্ভবঃ আহোস্থিৎ সত্যমিথ্যাপদার্থয়োরেকত্রাবস্থানাসম্ভবঃ । আদ্যপক্ষে তু নাশ্র-  
সিদ্ধান্তো দূষণবিষয়ঃ । ন হ্যস্মাভির্বিরুদ্ধয়োঃ সত্যয়োরেকত্রাবস্থানং মন্যতে ব্রহ্মণঃ সত্যত্বা-  
জ্জগতশ্চ মিথ্যাত্বাৎ । দ্বিতীয়পক্ষে তু সত্যমিথ্যাপদার্থয়োঃ সর্পাদৌ সহাবস্থানশ্চ দৃষ্টত্বান্ন  
বিরোধঃ । তথাচ ব্রহ্মণঃ পরমার্থনিক্রিয়ত্বত্বপরিণামিত্বেন সত্যপি অনির্কচনীয়মিথ্যাশক্তি-  
যোগাদসংপদার্থাধ্যাসো জগৎসর্জনাদিকঞ্চ সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি সর্ব্বমনবদ্যমিতি ॥ ৬১ ॥

এবিষয়ে বেদবাক্য সকলই প্রমাণরূপে বিহিত আছে ॥ ৬০ ॥ দেবি ! আপনি নিশ্চেষ্ট ইচ্ছা-  
বিহীন নিত্য অবিকৃত স্বরূপ হইলেও এই দৃশ্যমান অনিত্য বিকৃত নিখিল জগতের কারণ  
হইতেছেন । নিত্য অবিকৃত বস্তু হইতে অনিত্য বিকৃত পদার্থের সমুদ্ভব অতি আশ্চর্য্যের  
বিষয় ! ! অতএব হে মাতঃ ! এই বিরুদ্ধসমাবেশ জন্ত আপনার বিচিত্র চরিত্র আমা-  
দিগের মনকে মোহিত করিতেছে । ইহা অনির্কচনীয় অতএব আমাদের বুদ্ধির অগম্য  
সন্দেহ নাই । কিন্তু, মাতঃ ! যখন আপনি স্বয়ং স্বীয় পরম মহিমা জানেন না, তখন আমরা  
কিভাবে আপনার সেই সর্ব্ববেদের অগোচর প্রভাব বলিতে সমর্থ হইব ॥ ৬১ ॥ জননি !



ন কিং জানাসি ত্বং জননি ! মধুজিগ্মোলিপতনং  
 শিবে ! কিং বা জ্ঞাত্বা বিবিদিষসি শক্তিং মধুজিতঃ ।  
 হরেঃ কিং বা মাতর্দুরিতততিরেষা বলবতী  
 ভবত্যাঃ পাদাজে ভজননিপুণে কাস্তি দুরিতম্ ॥ ৬২ ॥  
 উপেক্ষা কিঞ্চৈয়ং তব সুরসমূহেহতিবিষমা  
 হরেমূর্দ্ধে । নাশো মতমিহ মহাশ্চর্য্যজনকম্ ।  
 মহদুঃখং মাতস্ত্বমসি জননচ্ছেদকুশলা  
 ন জানীমো মোলের্বিঘটনবিলম্বঃ কথমভূৎ ॥ ৬৩ ॥

নব্বত্বেতৎ যদ্ববত্তিঃ প্রার্থ্যতে তৎ প্রার্থ্যতামিতি চেত্তত্রাহ ন কিং জানাসি ত্বমিতি । হে জননি ! যদ-মিস্মাভির্ভবতী প্রার্থ্যতে তন্মধুজিতো বিষ্ণোলিপিতনং সর্বজ্ঞা ত্বং ন জানাসি কিং কিমস্মাভিস্তদ্বক্তব্যং সর্বজ্ঞায়ান্তবাত্রে । সত্যং জানাসি ততঃ কিমুচ্যত ইতি চেৎ জ্ঞাত্বাপি মৌলিপতনং যদ্যুপেক্ষসে তত্র কিং কারণমেতত্ত্ব স্বশক্ত্যাভিমানো জাতঃ । ততস্তত্ত্ব মধুজিতঃ শক্তিং মৌলিপতনং জ্ঞাত্বাপি বিবিদিষসি কিং জ্ঞাতুমিচ্ছসি কিম্ । ইদমপ্যনুচিতং ত্বংপ্রসাদাদেবানেন মধুদৈত্যো জিতস্ততস্তত্ত্বাশক্তিপরীক্ষা ভবাদৃশাং দ্রষ্টুমনুচিতৈবেতি মধু-জিতপদেন বোধিতম্ । ননু নৈতৎ কারণমন্তদেব কিঞ্চিৎ কারণমস্তুতি চেত্তৎ কিং হরেদুরিত-ততিঃ পাতকসম্ভতির্ভবতী প্রাপ্তা তদ্রূপমন্ত্যু তাত্ত্বৎ । যদি প্রথমপক্ষস্তর্হি সোহপি ন সম্ভবতি । যতো ভবত্যাঃ পাদাজে যদ্বজনং তস্মিন্নিপুণে প্রবীণে বিষ্ণৌ দুরিতং কাস্তি দেবীভক্তে পাতক-সম্ভাবনা স্বপ্নেহপি নাস্তি । তদ্বক্তব্যম্ । “ছিত্বা ভিত্ত্বা চ ভূতানি হত্বা সর্বমিদং জগৎ । দেবীং নমতি ভক্ত্যা যো ন স পাপৈঃ প্রলিপ্যতে” ইতি ॥ ৬২ ॥ অতঃ কারণক্ষেত্ত্বং কিং দেবেষুপেক্ষা বা হরেম্মস্তকপতনে বিলক্ষণস্বরূপদর্শনচমৎকারো বেত্যাহ উপেক্ষেতি । ইয়ং সুরসমূহে যা তবো-পেক্ষাহতিবিষমা কর্ত্তুমযোগ্যা সা কিং কারণম্ । যদ্বা হরেমূর্দ্ধে । মস্তকস্ত নাশঃ স এবৈদমা-শ্চর্য্যজনকং কারণং বা মতম্ । বিচ্ছিন্নশিরস্বপুরুষদর্শনে চমৎকারাৎ । ইতি কারণদ্বয়ং সম্ভাব্য-খণ্ডয়তি । মহৎ দুঃখমিতি । যদিদং কারণদ্বয়ং তদা মহদেব দুঃখং অস্মাকং নিরালম্বনতাপাতাৎ । অস্মাকং সর্বোপ্যাশ্রয়স্তবৈব ত্বং যদিখং করোষি তর্হি বয়ং মৃত্যু এবৈতি ভাবঃ । তস্মাদিদ-মপি কারণদ্বয়ং সম্ভাব্যেব । কিঞ্চ হে মাতস্ত্বং জননরূপং যন্মহদুঃখং তচ্ছেদে কুশলাসীতি বেদসিদ্ধান্তস্তদা বিষ্ণোলৈর্বিঘটনং সংযোজনং তস্মিন্বিলম্বঃ । কথমভূদिति ন জানীমস্তদ-পেক্ষয়া কিমত্র ভারোধিকোহস্তি ত্বয়েতাদৃশসময়ে ক্ষণমাত্রমপি বিলম্বো ন কর্ত্তব্যঃ যোগ্য ইতি

আপনি কি বিষ্ণুর মস্তকপতন বিষয়ে কিছুই জানেন না ? ইহা কখনই সম্ভব নহে ; কারণ, আপনি সর্বজ্ঞা । শিবে ! তবে কি আপনি জানিয়া বিষ্ণুর শক্তি পরীক্ষা করিতেছেন ? না, তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ, বিষ্ণু আপনার প্রসাদেই মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন । জননি ! তবে কি বিষ্ণুর কোনও কলুষসম্ভতি বলবতী হইল ? না, তাহাও নহে ; কারণ, আপনার পাদপদ্মসেবকের কোথায় কখন দুরিত ঘটিয়াছে ? তবে কি মাতঃ ! আপনি এই দেববন্দে উপেক্ষা করিতেছেন ? না, তাহাও আপনার করিবার যোগ্য নহে । তবে কি বিষ্ণুর মস্তকনাশ বিষয়ে কেবল আশ্চর্য্যজনকতাই কারণ ? না, তাহাও নহে । কারণ, মাতঃ ! ইহাতে আমাদের অতিশয় দুঃখ হইতেছে । আপনিত ভক্ত জনের দুঃখোৎপত্তির উচ্ছেদে কুশলা ।

জ্ঞাত্বা দোষং সকলস্বরতাপাদিতং দেবি ! চিত্তে  
 কিংবা বিষণ্ণবমরজনিতং দুষ্কৃতং পাতিতং তে ।  
 বিষণ্ণোৰ্বা কিং সমরজনিতঃ কোহপি গৰ্বোহতিবেগা-  
 ছেভুং মাতস্তব বিলসিতং নৈব বিদ্যোহত্র ভাবম্ ॥ ৬৪ ॥  
 কিংবা দৈতৈঃ সমরবিজিতৈস্তীর্থদেশে সুরম্যে  
 ঘোরং তপ্তা ভগবতি ! বরং লব্ধবদ্ভিৰ্ভবত্যাঃ ।  
 অন্তর্ধানং গমিতমধুনা বিষ্ণুশীর্ষং ভবানি !  
 দ্রষ্টুং কিংবা বিগতশিরসং বাসুদেবং বিনোদঃ ॥ ৬৫ ॥  
 সিন্ধোঃ পুত্র্যাং রোষিতা কিং ত্বমাদ্যে !  
 কস্মাদেনাং প্রেক্ষসে নাথহীনাম্ ।  
 ক্ষন্তব্যন্তে স্বাংশজাতাপরাধো  
 ব্যুত্থাপ্যনং মোদিতাং মাং কুরুষ্ব ॥ ৬৬ ॥

ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ অথানেকানি কারণানি সম্ভাবয়ন্তি জ্ঞাত্বৈতি । হে দেবি ! সকলস্বরূপাং সমূহঃ  
 সকলস্বরূপা তয়া সম্পাদিতং নানাপ্রকারকং দোষং জ্ঞাত্বা তত্ত্বা দুঃখজননায় ইদং শিরশ্ছেদনং  
 কৃতং ত্বয়া । রাজ্যনাশে প্রজানাং দুঃখসম্ভবাৎ । কিং বা প্রজাকৃতং পাপং রাজনীতি ত্রায়ে-  
 নামরজনিতং দুষ্কৃতং বিষ্ণৌ দেবরাজে বিদ্যমানং তে ত্বয়া পাতিতং কিংবা বিষ্ণোঃ সমর-  
 জনিতো যঃ কোপানির্বচনীয়োহতিগৰ্বোহস্তি তং বা ছেভুং তবৈতদ্বিলসিতমিতি । অত্রৈ-  
 তদ্বিষয়ে তে ভাবং নৈব বিদ্যো মূঢ়ত্বাৎ ॥ ৬৪ ॥ কিংবা দৈতৈঃ সমরে যুদ্ধে দেবৈর্বিজিতৈ-  
 স্তীর্থদেশে সুরম্যে ঘোরং তপস্তপ্তা ভবত্যাঃ সকাশাদ্বরং লব্ধবদ্ভিৰিদং বিষ্ণুশীর্ষমন্তর্ধানং  
 তিরোধানং গমিতং প্রাপিতম্ । যদ্বা হে ভবানি ! বিগতশিরসং বাসুদেবং দ্রষ্টুং তবায়ং  
 বিনোদো বা ॥ ৬৫ ॥ সিন্ধোঃ পুত্র্যাং লক্ষ্ম্যাং হে আদ্যে ! ত্বং রোষিতাসি কৃষ্টাসি কিম্ ।  
 কস্মাদপরাধাদেনাং নাথহীনাং গতধবাং প্রেক্ষসে । নৈতত্ত্ববোচিতম্ । লক্ষ্মীস্ত নাশা কাচি-

তবে কিজন্তু বিষ্ণুর মস্তক সংযোজনে বিলম্ব করিতেছেন জানিতে পারিতেছি না ॥ ৬২—৬৩ ॥  
 দেবি ! আপনি কি দেবগণকৃত দোষ সকল অবগত হইয়া তাহাদিগকে দুঃখ দিবার জন্ত  
 এইরূপ করিয়াছেন ? কারণ, রাজ্যবিনাশে প্রজার সর্বনাশ হয় ইহা প্রসিদ্ধ । না প্রজাদোষে  
 রাজার বিনাশ হয় বলিয়া দেবকৃত দোষের ফল বিষ্ণুতেই জন্তু করিলেন ? অথবা বোধ হয়  
 সমর-বিজয় জন্তু বিষ্ণুর কোন গর্ব হইয়াছিল আপনি সেই গর্ব ধ্বংস করিবার জন্তুই এরূপ  
 করিয়াছেন । মাতঃ ! এবিষয়ে আপনার ভাব আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৬৪ ॥  
 ভগবতি ! বোধ হয় দৈত্যগণ সমরে পরাজিত হইয়া কোন সুরম্য তীর্থ স্থানে গমন করত  
 ঘোরতর তপস্তা করিয়া আপনার নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছে ; সেই বরপ্রভাবেই অদ্য  
 বিষ্ণুর মস্তক অন্তর্হিত হইয়াছে । অথবা, বাসুদেবকে বিগতশীর্ষ দেখিবার জন্তুই আপনার  
 আমোদ হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥ মাতঃ ! আপনি কি লক্ষ্মীর প্রতি কৃষ্টা হইয়াছেন ? কি অপরাধে  
 তাঁহাকে বিধবা দেখিবেন ? জননি ! লক্ষ্মীদেবীত আপনারই অংশ হইতে উৎপত্তা ; অতএব

এতে সুরাস্থাং সততং নমন্তি  
 কার্যেষু মুখ্যাঃ প্রথিতপ্রভাবাঃ ।  
 শোকার্ণবান্ভারয় দেবি ! দেবান্  
 উত্থাপ্য দেবং সকলাধিনাথম্ ॥ ৬৭ ॥  
 মূর্দ্ধা গতঃ কাহ্ম ! হরেন বিদ্যো  
 নাত্যোহস্ত্যুপায়ঃ খলু জীবনেহদ্য ।  
 যথা সূধা জীবনকর্ষদক্ষা  
 তথা জগজ্জীবিতদাহসি দেবি ! ॥ ৬৮ ॥

সূত উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী গুণাতীতা মহেশ্বরী ।  
 প্রসন্না পরমা মায়া বেদৈঃ সাক্ষৈশ্চ সামগৈঃ ॥ ৬৯ ॥  
 তানুবাচ তদা বাণী চাকাশস্থাহশরীরিণী ।  
 দেবান্ প্রতি স্মৃথৈঃ শব্দৈর্জনানন্দকরী শুভা ॥ ৭০ ॥

দন্তি কিন্তু তব স্বাংশজৈব । তস্মাভ্যে ত্বয়া স্বাংশজাতয়া লক্ষ্যা অপরাধঃ ক্ষম্যঃ । অপ  
 চৈনং বিষ্ণুস্থাপ্য মাং লক্ষ্মীং মোদিতাং হর্ষিতাং কুরুষ ॥ ৬৬ ॥ কিন্তু যদ্যদ্রোষকারণং  
 মনসি ত্বয়া জ্ঞাতমস্তি তত্র সর্বত্র ক্ষমাং বিধায় বয়মনুগ্রহণীয়া ইত্যাহঃ এতে ইতি । হে ভগ-  
 বতি ! তব জগৎকার্যেষু সৃষ্টাদিণু মুখ্যা অধিকারিণস্থাং সততং নমন্তি তদনুগ্রহাদেব  
 প্রথিতপ্রভাবাঃ সন্তি । অতস্তদভিমানমঙ্গীকৃত্য সকলাধিনাথং দেবস্থাপ্য হে দেবি !  
 শোকার্ণবান্ভারয় দেবান্ ॥ ৬৭ ॥ হে অশ্ব ! হরেন্ মূর্দ্ধা ক গত ইত্যেবং প্রথমং বয়ং ন বিদ্যাঃ ।  
 দূরতস্ত তং মূর্দ্ধানমানীয় দেহে সংযোজনমিতি । বিষ্ণোস্তাং বিনাত্যোপ্যুপায়ো জীবনায়  
 নাস্তি অগ্নিন্ সঙ্কটে যথা দেবানাং সূধাহমৃতং জীবনরূপে কর্ষণি দক্ষা । তথা হে দেবি !  
 জগতে দ্বৈতপ্রপঞ্চস্ত জীবিতদা জীবনদা ত্বমেবাসি অতো যথেষ্টসি তথা কুর্কিতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

তাহার অপরাধ ক্ষমাকরা উচিত । তবে এক্ষণে বিষ্ণুকে জীবিত করিয়া লক্ষ্মীকে আনন্দিতা  
 করুন ॥ ৬৬ ॥ হে ভগবতি ! আপনার সৃষ্টাদি কার্যের অধিকারে নিয়োজিত এবং আপনারই  
 অনুগ্রহে বিস্তৃতপ্রভাব এই সমস্ত দেবগণ আপনাকে নিরন্তর প্রণাম করিতেছে, অতএব  
 রূপা করিয়া এই সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে উত্থাপিত করত দেবগণকে শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ  
 করুন ॥ ৬৭ ॥ মাতঃ ! এই ভগবান্ হরির মস্তক যে কোথায় পতিত হইল, তাহা আমরা কিছুই  
 জানিতে পারিতেছি না ; পরন্তু ইহার পুনর্জীবন লাভের পক্ষে আপনি ভিন্ন আর অন্য উপায়  
 নাই । ভগবতি ! এই সমস্ত সুরগণের জীবনদানে অমৃত বেক্রপ সমর্থ ; সেইরূপ, আপনিও  
 এই বিশ্বসংসারের একমাত্র জীবনদাত্রী । (অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন) ॥ ৬৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সাক্ষবেদ সকল সামগান পূর্বক এইরূপ স্তব করিলে, সেই  
 গুণাতীতা পরমা মায়াশক্তি ভগবতী মহেশ্বরী প্রসন্না হইলেন ॥ ৬৯ ॥ তখন দেবগণ



মা কুরুধ্বং সুরাশ্চিস্তাং স্বস্থাস্তিষ্ঠন্তু চামরাঃ ।  
 স্তুতাহং নিগমৈঃ কামং সন্তুষ্টাহস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৭১ ॥  
 যঃ পুমান্মানুষে লোকে স্তোত্রেত্যেতাং মামকীং স্তুতিম্ ।  
 পঠিষ্যতি সদা ভক্ত্যা সৰ্বান্ কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ৭২ ॥  
 শৃণোতি বা স্তোত্রমিদং মদীয়ং  
 ভক্ত্যা ত্রিকালং সততং নরো যঃ ।  
 বিমুক্তদুঃখঃ স ভবেৎ সুখী চ  
 বেদোক্তমেতন্নু বেদতুল্যম্ ॥ ৭৩ ॥  
 শৃণুস্ত কারণঞ্চাদ্য যদগতং বদনং হরেঃ ।  
 অকারণং কথং কার্য্যং সংসারেহত্র ভবিষ্যতি ॥ ৭৪ ॥  
 উদধেস্তুনয়াং বিষ্ণুঃ সংস্থিতামন্তিকে প্রিয়াম্ ।  
 জহাস বদনং বীক্ষ্য তস্মাস্তত্র মনোরমম্ ॥ ৭৫ ॥  
 তয়া জ্ঞাতং হরিনূনং কথং মাং হসতি প্রভুঃ ।  
 বিরূপং হরিণা দৃষ্টং মুখং মে কেন হেতুনা ॥ ৭৬ ॥

সামগৈঃ সামগায়কৈঃ ॥ ৬৯—৭৪ ॥ মনোরমমিতি । ধত্তমস্তা মুখমিত্যাভিপ্রায়েণ নির্ঝাজং  
 জহাসেত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥ হসতীতি । কপটেন হসতীতি তয়া জ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥ বিরূপমিতি ।  
 অদ্যাবধ্যেনেন মনুখে ন কদাপি বিরূপতা দৃষ্টা ন চ হস্তং কৃতম্ । অদ্য কেন কারণেন বিরূ-  
 পতা দৃষ্টা হস্তাঙ্গনেন কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥ নহু বিরূপতা নৈব দৃষ্টা কেবলং হস্তমেব কৃত-

দেখিলেন যে, কোন মূর্তি নাই অথচ তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ সৰ্বজনানন্দদায়িনী শ্রুতি-  
 সুখকরী মধুর মঙ্গলময়ী আকাশবাণী সমুচ্চারিত হইল ॥ ৭০ ॥

হে সুরগণ ! যখন, তোমরা সকলেই অমরত্বলাভ করিয়াছ, তখন, এত চিন্তাপরায়ণ  
 হইতেছ কেন ? প্রকৃতিস্থ হও, আর চিন্তা করিও না । বেদোক্ত স্তবে আমি অতীব পরিতৃপ্ত  
 হইয়াছি তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিও না ॥ ৭১ ॥ মনুষ্যালোকে যে পুরুষ মদীয় এই সমস্ত  
 স্তুতি পাঠপূর্বক ভক্তি সহকারে আমার স্তব করিবে, সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ  
 করিবে ॥ ৭২ ॥ অধিক কি, যে মনুষ্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তিয়োগে এই স্তব শ্রবণ করিবে  
 সেও সমস্ত দুঃখজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া সৰ্বসুখভাগী হইবে ; কেন না, এই স্তুতিটী  
 যখন, বেদ মুখে উক্ত হইয়াছে, তখন, ইহাকে বেদতুল্য বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩ ॥

অমরগণ ! এই বিশ্বসংসারে বিনা কারণে কি কোন কার্য্যের সৃষ্টি হইতে পারে ? অতএব  
 এক্ষণে, হরির মস্তক যে জগৎ ছিন্ন হইয়াছে তাহার কারণ শ্রবণ কর ॥ ৭৪ ॥ একদা, বিষ্ণু  
 নিজপ্রিয়তমা স্নিকর্ষবর্তিনী সিন্ধুতনয়ার মনোহর মুখকান্তি সন্দর্শন করিয়া হস্ত করিয়া-  
 ছিলেন । লক্ষ্মীদেবী তাহা বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, এই ভগবান্ হরি আমার প্রভু ; আমি

বিনাপি কারণেনাহদ্য কথং হাশ্চাস্ত্য সম্ভবঃ ।

সপত্নী বা কৃত্য তেন মন্ত্ৰেহন্ত্যা বরবর্ণিনী ॥ ৭৭ ॥

ততঃ কোপযুতা জাতা মহালক্ষ্মীস্তমোগুণা ।

তামসী তু তদা শক্তিস্তস্ত্যা দেহে সমাবিশৎ ॥ ৭৮ ॥

কেনচিৎ কালযোগেন দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।

প্রবিষ্টা তামসী শক্তিস্তস্ত্যা দেহেহতিদারুণা ॥ ৭৯ ॥

তামস্ত্যাবিষ্টদেহা সা চুকোপাতিশয়ন্তদা ।

শনকৈঃ সমুবাচেদমিদং পততু তে শিরঃ ॥ ৮০ ॥

জীষ্ণভাবাচ্চ ভাবিত্বাৎ কালযোগাদ্বিনির্গতঃ ।

অবিচার্য্য তদা দত্তঃ শাপঃ স্বস্থখনাশনঃ ॥ ৮১ ॥

সপত্নীসম্ভবং দুঃখং বৈধব্যাদধিকস্ত্বিতি ।

বিচিন্ত্য মনসেতু্যক্তং তামসীশক্তিযোগতঃ ॥ ৮২ ॥

মিতি চেত্তত্রাহ বিনাপীতি । নিকারণং হাশ্চং নৈব ভবতীত্যর্থঃ । বিরূপতাকারণং হাশ্চ  
হন্তীতি যথা তর্কিতং তথা কারণান্তরমপি তর্কয়তি সপত্নীবেতি ॥ ৭৭ ॥ ততঃ কোপযুতেতি ।  
তমোগুণেতি । ননু মহালক্ষ্ম্যাঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ তমোগুণত্বমপ্রসিদ্ধং তত্রাহ তামসীতি । তস্মি-  
ন্নেব কালে তামসী শক্তির্দেহে সমাবিশৎ ন তু পূর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥ কিং কারণমিতি চেত্ত-  
ত্রাহ কেনচিৎকালেতি । বিপরীতকালযোগেনেত্যর্থঃ । পরিণামস্ত তস্ত শুভ এবাস্তীত্যাহ  
দেবকার্য্যার্থেতি । দেবকার্য্যসিদ্ধ্যর্থক্ষেত্যর্থঃ ॥ ৭৯—৮০ ॥ শাপদানে কারণান্তরমাহ জীষ্ণভাবা-  
দিতি । অবিবেকত এব প্রায়ঃ জীণাং প্রবৃত্তেঃ । ভাবিত্বাদবশ্যং ভাবিত্বাৎ । কালযোগাৎ-  
সাম্প্রতং বিপরীতকালাগমনাৎ ॥ ৮১ ॥ স্বহস্তেন কপং বৈধব্যং সম্পাদিতমিতি চেদ্বৈধব্য-

চিরদিনইত, ইহার সহিত একত্র বাস করিতেছি, এতদিনের পর ইনি কি কারণে আমার  
মুখ কুৎসিত দেখিলেন ? তাহা না হইলে, এক্ষণে, বিনা কারণে কিজন্য হাশ্চের উৎপত্তি  
হইল ? অথবা বোধ হয়, ইনি অপর কোন বরারোহা কামিনীকে গ্রহণপূর্ব্বক আমার আর  
একটি সপত্নীর সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন ॥ ৭৫—৭৭ ॥ তদনন্তর, সেই মহালক্ষ্মী এইরূপ নানা-  
প্রকার সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ কোপাসক্তা হইয়া যেমন তমো-  
গুণাবলম্বিনী হইলেন, অমনি তামসী শক্তি আসিয়া তাঁহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ॥ ৭৮ ॥  
মহালক্ষ্মী স্বভাবতঃ বিগুহসত্ত্বরূপা হইলেও কালের গতিবশত দেবকার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত  
তাঁহার শরীরে অত্যন্ত ক্রূরময়ী তামসী শক্তি আসিয়া প্রবিষ্টা হইল ॥ ৭৯ ॥ তাঁহার অন্তরে  
তামসী শক্তি সমাবিষ্ট হইলে, ক্রমশঃ অত্যন্তক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, তুমি যে মুখে  
আমার দেখিয়া হাশ্চ করিলে, তোমার ঐ মস্তকটি খসিয়া পড়ুক ॥ ৮০ ॥ এক্ষে জীষ্ণভাব,  
তাহাতে আবার দুর্দ্দেব কালের ভবিতব্যতা এতদূর তিনি কোন হিতাহিত বিচার না করিয়াই  
নিজস্বস্থখধ্বংসকর এই নিদারুণ শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৮১ ॥ জীলোকের বৈধব্য যন্ত্রণা অপেক্ষা

অনৃতং সাহসং মায়া মুর্থত্বমতিলোভতা ।  
 অশৌচং নির্দয়ত্বঞ্চ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ ॥ ৮৩ ॥  
 সশীর্ষং বাসুদেবন্তং করোম্যদ্য যথা পুরা ।  
 শিরোহস্ত শাপযোগেন নিমগ্নং লবণাম্মুধো ॥ ৮৪ ॥  
 অন্তচ্চ কারণং কিঞ্চিদ্বর্ততে সুরসত্তমাঃ ! ।  
 ভবতাঞ্চ মহৎ কার্য্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৫ ॥  
 পুরা দৈতেয়া মহাবাহুর্হয়গ্রীবোহতিবিশ্রুতঃ ।  
 তপশ্চক্রে সরস্বত্যাস্তীরে পরমদারুণম্ ॥ ৮৬ ॥  
 জপনেকাক্ষরং মন্ত্রং মায়াবীজাত্মকং মম ।  
 নিরাহারো জিতাত্মা চ সর্বভোগবিবর্জিতঃ ॥ ৮৭ ॥  
 ধ্যায়ন্মাং তামসীং শক্তিং সর্বভূষণভূষিতাম্ ।  
 এবং বর্ষসহস্রঞ্চ তপশ্চক্রেহতিদারুণম্ ॥ ৮৮ ॥

পেক্ষরা সপত্নীসম্ভবহুঃখস্তাসোঢ়াদিত্যাহ সপত্নীতি ॥ ৮২ ॥ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজা ইতি ।  
 তামসস্ত্রীণাং তমোগুণাদেতে দোষাঃ স্বভাবজা ইত্যর্থঃ । তেন সাধ্বিকস্ত্রীণামুক্তমা গুণা  
 ভবন্তীতি বোধ্যম্ । যদ্যপি লক্ষ্ম্যাঃ সাধ্বিকত্বমস্তি তথাপ্যাগন্তুকতামসীশক্তিগোপাদিখং  
 জাতমিতি ভাবঃ ॥ ৮৩—৮৪ ॥ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ইতি যত্নক্লং তদেবাহ অন্তচ্ছেতি ॥ ৮৫—৮৬ ॥  
 জপনেকাক্ষরমিতি । অনেন চ মায়াবীজং ভগবত্যা মায়াশবলব্রহ্মরূপিণ্যা মুখ্যমন্তীতরমন্ত্রা-  
 পেক্ষয়েতি বোধিতম্ । যথা চ তারাদিমন্ত্রাঃ সামান্তব্রহ্মবাচকাঃ । ইদং তদ্বিদাং স্পষ্টম্ ।  
 তস্মান্মায়াবীজমেব মুখ্যং শাক্তং রূপম্ । এতদেব বোধয়িতুমত্র মমেত্যান্তম্ ॥ ৮৭ ॥ ধ্যায়ন্মাং  
 তামসীং শক্তিমিতি । যদ্যপি মায়াবীজস্ত মায়াশবলব্রহ্মৈবার্থো ন তামসী শক্তিঃ তথাপ্যেতস্ত

সপত্নীজন্ত হুঃখ সমধিক যাতনাপ্রদ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া তামসীশক্তিৰলে  
 এতদূর কঠোর শাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥ ফলতঃ মিথ্যা, সাহস, কপটতা,  
 মূঢ়তা, অত্যন্ত ভোগলিপ্সা, অপবিত্রতা ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দোষ তমঃপ্রকৃতি স্ত্রীদিগের  
 স্বভাবজাত জানিবে ॥ ৮৩ ॥ হে সুরসত্তমগণ ! এই বাসুদেবের মস্তক শাপপ্রভাবে লবণ  
 সমুদ্রে পতিত হইয়া নিমগ্ন হইয়াছে ; এক্ষণে, আমি পূর্ববৎ ইহাকে সমস্তক অর্থাৎ ইহার  
 স্বরূপদেশে মস্তক সংযোজিত করিব । পরন্তু, এ বিষয়ে, ( মস্তকপতনবিষয়ে ) আর একটি গূঢ়  
 কারণ আছে ; তাহাতে তোমাদেরও মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে সংশয় নাই ॥ ৮৪—৮৫ ॥  
 পূর্বকালে, সর্বলোকপ্রসিদ্ধ মহাবাহু দিতিনন্দন হয়গ্রীব, সমস্ত ভোগবাসনা বিসর্জন দিয়া  
 ইন্দ্রিয়সংযমনপূর্বক নিরাহারে সরস্বতী নদীতটে আমার মায়াবীজাত্মক ( মায়া শবলিত  
 ব্রহ্মবীজ ) একাক্ষর মন্ত্র ( প্রণব ) জপকরত ঘোরতর কঠোর তপস্তা করিয়াছিল ॥ ৮৬—৮৭ ॥  
 পরন্তু, সে আমার সর্বভূষণবিভূষিতা তামসী শক্তিমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্বক গাঢ়তর ধ্যানে  
 নিমগ্ন হয় ; এইরূপ ভীষণ তপশ্চর্য্যার অনুরোধে ক্রমে সহস্রবৎসর অতিবাহিত করিল ॥ ৮৮ ॥



তদাহং তামসং রূপং কৃত্বা তত্র সমাগতা ।  
 দর্শনে পুরতস্তস্মৈ ধ্যাতে তত্তেন যাদৃশম্ ॥ ৮৯ ॥  
 সিংহোপরিস্থিতা তত্র তমবোচন্দয়ান্বিতা ।  
 বরং বৃহি মহাভাগ ! দদামি তব সূত্রত ! ॥ ৯০ ॥  
 ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা দানবঃ প্রেমপূরিতঃ ।  
 প্রদক্ষিণাং প্রণামঞ্চ চকার ত্বরিতস্তদা ॥ ৯১ ॥  
 দৃষ্ট্বা রূপং মদীয়ং স প্রেমোৎফুল্লবিলোচনঃ ।  
 হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়নস্তুষ্টাব স চ মাং তদা ॥ ৯২ ॥

হয়গ্রীব উবাচ ।

নমো দেবৈব্য মহামায়ে ! সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি ! ।  
 ভক্তানুগ্রহচতুরে কামদে ! মোক্ষদে ! শিবে ! ॥ ৯৩ ॥  
 ধরাশ্বতেজঃপবনথপঞ্চানাঞ্চ কারণম্ ।  
 ত্বং গন্ধরসরূপাণাং কারণং স্পর্শশব্দয়োঃ ॥ ৯৪ ॥

মঙ্গলময়ী সর্কীয়কত্বাদিত্যস্ত চ তামসহাত্তানসীং শক্তিম্বেব ধ্যাত্বা মায়াবীজমেব জজ্ঞা-  
 পেত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥ তামসং রূপমিতি । যদ্যপ্যাহং সান্যাবহুমায়াশবলব্রহ্মরূপিণী মায়াবীজ-  
 বাচ্যা তথাপি তস্মৈ ধ্যানানুরোধেনৈব ময়াপি তামসং রূপং ধৃতমিত্যর্থঃ । তদেব স্পষ্টয়তি  
 ধ্যাতে তত্তেন যাদৃশমিতি ॥ ৮৯—৯০ ॥ ধরাশ্বতেজ ইতি । ধরা পৃথ্বী অশ্ব জলং তেজো-

তৎকালে, সে, বেক্রপ মূর্ত্তির ধ্যান করিতেছিল, তাহার সেই ধোয় তামসরূপ ধারণপূর্ব্বক  
 তপস্ত্রাস্থলে যাইয়া দৃষ্টিগোচরে আবির্ভূত হইলাম ; এবং তাহার তাদৃশ তপোনিষ্ঠায় দয়ার্জি-  
 চিত্ত হইয়া সিংহপৃষ্ঠ হইতে বলিলাম, হে সূত্রত ! বংস হয়গ্রীব ! তোমার ভাগ্য প্রসন্ন  
 হইয়াছে ; এক্ষণে, তোমার কি অভিলাষ বল, আমি অবশ্য তাহা প্রদান করিব ॥ ৮৯—৯০ ॥  
 দানব হয়গ্রীব দেবী ভগবতীর (আমার) এইরূপ অমৃতময় বাক্য শ্রবণে প্রেমপূর্ণহৃদয়ে  
 তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বারংবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিল এবং আমার সেই অল্পপমরূপ  
 সন্দর্শনে তাহার বিশাল লোচনদ্বয় প্রেমোচ্ছ্বাসে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল পরে সে অনর্গল আন-  
 ন্দাশ্র ধারা বিসর্জন করিতে করিতে আমাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৯১—৯২ ॥

হয়গ্রীব কহিল । মাতঃ ব্রহ্মময়ি ! তুমিই মহামায়াশক্তি সমাশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মা-  
 ণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাক, আমি তোমার সেই দিব্য মূর্ত্তিকে প্রণাম করি ।  
 হে মঙ্গলময়ি ! ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে তুমি বেক্রপ অগ্রসর হও সেক্রপ আর  
 কেহই সমর্থ নহে ; অতএব তুমিই ভক্তের সর্ককামনা পূরণকারিণী মোক্ষদাত্রী ॥ ৯৩ ॥  
 পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশাদি পঞ্চমহাভূত এবং ইহাদের গুণীভূত গন্ধ, রস, রূপ,  
 স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি এ সমস্তেরই কারণ তুমি ॥ ৯৪ ॥ হে মহেশ্বর ! ঐ সকল শব্দাদি বিষয়-

শ্রাণঞ্চ রসনা চক্ষুশ্চক্ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়াণি চ ।

কর্মেন্দ্রিয়াণি চান্ধানি ত্বত্ত্বঃ সর্বং মহেশ্বরী ! ॥ ৯৫ ॥

শ্রীদেব্যাবাচ ।

কিন্তেহভীষ্টং বরং ব্রুহি বাঞ্ছিতং যদদামি তৎ ।

পরিতুষ্টাহস্মি ভক্ত্যা তে তপসা চাত্মুতেন চ ॥ ৯৬ ॥

হয়গ্রীব উবাচ ।

যথা মে মরণম্মাতর্ন ভবেত্তত্থা কুরু ।

ভবেয়মমরো যোগী তথাহজ্যেয়ঃ স্মরাস্মরৈঃ ॥ ৯৭ ॥

দেব্যাবাচ ।

জাতশ্চ হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্বং জন্ম মৃতশ্চ চ ।

মর্যাদা চেদৃশী লোকে ভবেচ্চ কথমন্তথা ॥ ৯৮ ॥

এবং ত্বং নিশ্চয়ং কৃত্বা মরণে রাক্ষসোত্তম ! ।

বরং বরয় চেষ্টন্তে বিচার্য মনসা কিল ॥ ৯৯ ॥

হুগ্নিঃ পবনো বায়ুঃ ধ্বমাকাশ এতে পঞ্চ পদার্থান্তেষাং কারণম্ ॥ ৯৪—৯৯ ॥ হয়গ্রীবাচ্ছেতি ।

পঞ্চকের গ্রাহক নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, শ্রবণ ও শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং ইহাদের প্রবর্তক মনঃ এমন কি অহং ও মহত্ত্বাদিও তোমা হইতে উৎপন্ন ॥ ৯৫ ॥

হয়গ্রীবের ঈদৃশ স্তুতিবাক্য শ্রবণে ভগবতী কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার অদ্ভুত তপোনিষ্ঠা ও ভক্তিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব নিজ অভীষ্টমত বর প্রার্থনা কর এখনিই তাহা প্রদান করিব ॥ ৯৬ ॥

হয়গ্রীব কহিল, মাতঃ ! যদি আপনি আমার তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে, এইরূপ বর প্রদান করুন যাহাতে আমার কাহারও হস্তে কখন মৃত্যু না হয় । দেব কি অমর কেহই যেন আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে না পারে । যোগের অষ্টাদশসিদ্ধি আসিয়া যেন আমার করায়ত্ত হয় । ফলতঃ আমি যেন অমর হইয়া চিরদিন এই জগতে বিচরণ করিতে পারি ॥ ৯৭ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবী কহিলেন, রে দিতিনন্দন ! জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু আর মরণান্তে পুনর্জন্মের জন্মগ্রহণ ইহা নিশ্চয় জানিবে ; কেননা, এই বিশ্বসংসারে এইরূপ নিয়ম নিত্যরূপে স্থিরীকৃত রহিয়াছে অতএব কিরূপে তাহার অন্তথা হইতে পারে । হে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ ! তুমি মরণ বিষয়ে এইরূপ নিয়তির নিশ্চয় জানিয়া মনোমধ্যে বিচারপূর্বক অল্প প্রকার নিজ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৯৮—৯৯ ॥

হয়গ্রীব উবাচ ।

হয়গ্রীবাচ্চ মে মৃত্যুর্নাশ্মাজ্জগদম্বিকে ! ।

ইতি মে বাঙ্কিতং কামং পূরয়স্ব মনোগতম্ ॥ ১০০ ॥

দেবুবাচ । .

গৃহং গচ্ছ মহাভাগ ! কুরু রাজ্যং যথাস্বথম্ ।

হয়গ্রীবাদৃতে মৃত্যুর্ন তে নূনং ভবিষ্যতি ॥ ১০১ ॥

ইতি দত্ত্বা বরং তস্মা অন্তর্ধানং গতা তদা ।

মুদং পরমিকাং প্রাপ্য সোহপি স্বভবনং গতঃ ॥ ১০২ ॥

স পীড়য়তি দুষ্টিয়া মুনীন্ বেদাংশ্চ সর্বশঃ ।

ন কোহপি বিদ্যতে তস্ম হস্তাদ্য ভুবনত্রয়ে ॥ ১০৩ ॥

তস্মাচ্ছীর্ষং হয়স্মাস্ত্র সমুদ্র্য মনোহরম্ ।

দেহেহত্র বিশিরোবিষ্ণোস্তৃষ্ণা সংযোজয়িষ্যতি ॥ ১০৪ ॥

হয়গ্রীবোহথ ভগবান্ হনিষ্যতি তমাস্বরম্ ।

পাপিষ্ঠং দানবং ক্রুরং দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১০৫ ॥

হয়গ্রীবো জগতীতলে নৈবাস্তি তথা চ তস্মান্মৃত্যুর্নাশ্মাজ্জগদম্বিকে ইতি গৃহোহভি-  
সন্ধির্দৈত্যস্ত ॥ ১০০—১০২ ॥ স পীড়য়তীতি । স দুষ্টিয়া পীড়য়িষ্যতীত্যর্থঃ । ন তু যথাশ্রুতো  
বর্তমানার্থঃ কর্তব্যঃ তথা সতি তস্মিন্ দুষ্টে দৈত্যে সতি দেবানাং যজ্ঞাদিকং তাদৃশদুষ্টদৈত্য-  
পীড়াপরিজ্ঞানাবশ্যাসঙ্গতএব স্মাৎ ভবিষ্যদৈত্যকথাকথনে তু ন কোপি দোষঃ ॥ ১০৩ ॥

দেবীর এইমত আদেশ শ্রবণে হয়গ্রীব কহিল । হে বিশ্বমাতঃ ! যদি একান্ত অমর  
বর না দেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন, হয়গ্রীব (অশ্ববদন জীব) ভিন্ন অপর কোন  
প্রাণিহইতে আমার মৃত্যু না হয় । ইহাই আমার মনোগত অভিলাষ, কৃপা করিয়া এই  
অভীষ্টটি পরিপূরণ করুন ॥ ১০০ ॥

দেবী কহিলেন, বৎস ! তুমি অতি সৌভাগ্যবান্ নিজগৃহে গমনপূর্বক যথাস্বখে রাজ্য  
পালন করিতে প্রবৃত্ত হও । তুরঙ্গবদন প্রাণিব্যতীত অপর কাহারও হস্তে তোমার মৃত্যু  
হইবে না ॥ ১০১ ॥ দেবী ভগবতী তাহাকে এইরূপ বর প্রদানপূর্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা  
হইলেন । অশ্বর হয়গ্রীবও স্বীয় অভীষ্ট বরলাভে পরমানন্দিত হইয়া নিজগৃহে গমন  
করিল ॥ ১০২ ॥ দেবগণ ! সেই দুর্ভাগ্য বরনদে নত হইয়া এক্ষণে সমস্ত দেব ও মুনিদিগকে  
অত্যন্ত নিপীড়িত করিতেছে । এই ত্রিলোক মধ্যে এক্ষণে, এমন কোন বীর্যবান্ পুরুষ  
নাই যে, তাহার সংহারে সমর্থ হয় ॥ ১০৩ ॥ অতএব, প্রজাপতি তৃষ্ণা এই অশ্বের মনোহর  
মস্তকটি উদ্ধৃত করত বিষ্ণুর এই মস্তকবিহীন দেহে সংযোজিত করিবেন ; তাহাতে এই



সূত উবাচ ।

এবং সুরাংস্তদাভাষ্য শৰ্ব্বাণী বিররাম হ ।  
দেবাস্তদাতিসন্তুষ্টাস্তমূচুর্দেবশিল্পিনম্ ॥ ১০৬ ॥

দেবা উচুঃ ।

কুরু কার্য্যং সুরাণাং বৈ বিষ্ণোঃ শীর্ষাভিযোজনম্ ।  
দানবপ্রবরং দৈত্যং হয়গ্রীবো হনিষ্যতি ॥ ১০৭ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং ত্বষ্টা চাতিত্বরাস্বিতঃ ।  
বাজিশীর্ষং চকর্তাশু খড়্গেন সুরসন্নিধৌ ॥ ১০৮ ॥  
বিষ্ণোঃ শরীরে তেনাশু যোজিতং বাজিমস্তকম্ ।  
হয়গ্রীবো হরির্জাতো মহামায়াপ্রসাদতঃ ॥ ১০৯ ॥  
কিয়তা তেন কালেন দানবো মদদর্পিতঃ ।  
নিহতস্তরসা সংখ্যে দেবানাং রিপুরোজসা ॥ ১১০ ॥  
য ইদং শুভমাখ্যানং শৃণুন্তি ভুবি মানবাঃ ।  
সর্বদুঃখবিনিমুক্তান্তে ভবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১১ ॥

বিশিরোবিষ্ণোঃ বিগতশিরস্কবিষ্ণোর্দেহে ইত্যর্থঃ ॥ ১০৮—১০৯ ॥ কিয়তেতি । এতৎকাল-

ভগবান্ হয়গ্রীব নামে সমাখ্যাত হইয়া দেবগণের হিত কামনায় সেই রজস্তুমঃপ্রধান ক্রুরমতি পাপিষ্ঠ দানবকে বিনাশ করিবেন ॥ ১০৮—১০৯ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! ভগবতী শৰ্ব্বাণী সুরগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া বিরত হইলেন । তখন, দেবগণ তাঁহার সেই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া দেবশিল্পী ত্বষ্টাকে বলিলেন ॥ ১০৬ ॥ বিশ্বকর্ষন্ ! দেবগণের এই কার্য্যটি সিদ্ধ কর ? তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর দেহে অশ্ববদন সংযোজিত করিলে ইনি হয়গ্রীব হইয়া অসুরকুলপ্রবল সেই দুষ্ট দৈত্য হয়গ্রীবকে সংহার করিবেন ॥ ১০৭ ॥

সূত কহিলেন, শৌনক ! সুরশিল্পী ত্বষ্টা সুরগণের এই কথা শ্রবণমাত্র তাঁহাদিগের সন্নিধানেই অতি ক্ষিপ্ৰহস্তে খড়্গাঘাতে তুরঙ্গমস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং অবিলম্বে উহা লইয়া বিষ্ণুর স্কন্ধদেশে সংযোজিত করিয়া দিলেন । তখন, ভগবান্ হরি সেই মহামায়া প্রসাদে হয়গ্রীব হইয়া পড়িলেন ॥ ১০৮—১০৯ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু হয়গ্রীব মূর্ত্তিধারণ করিলে, কিয়ৎকাল পরেই সেই দেবদেবী মদদর্পিত দৈত্য তাঁহার অসীম বীৰ্য্য প্রভাবে অবিলম্বে সমরাস্ত্রনে নিপতিত হইল ॥ ১১০ ॥ ভূমণ্ডলমধ্যে ষাঁহার এই পরম মঙ্গলময় আখ্যানিকা

মহামায়াচরিত্রঞ্চ পবিত্রং পাপনাশনম্ ।

পঠতাং শৃণুতাকৈব সৰ্বসম্পত্তিকারকম্ ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
হয়গ্রীবাবতারকথনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দৃষ্টং বহুকালেন দৈত্যৈঃ জাতস্তেন দেবা উপদ্রুতাঃ। ততো হয়গ্রীবেন নাশিত ইতি  
বোধ্যম্ ॥ ১১০—১১২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে  
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রবণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত দুঃখজাল হইতে বিনিমুক্ত হইবেন ॥ ১১১ ॥ হে মুনি  
গণ ! সৰ্বপাপরাশি ধ্বংসকারী পরম পুণ্যজনক এই মহামায়া-চরিত্রগাথা ভক্তি ভা  
শ্রবণ বা পাঠ করিলে মানবের সমস্ত সম্পদ আসিয়া সমুপস্থিত হয় ॥ ১১২ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের  
প্রথমস্কন্ধে হয়গ্রীব উপাখ্যানবর্ণন নামক  
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ✽ ॥

## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সৌম্য ! যচ্চ ত্বয়া প্রোক্তং শৌরেয়ুর্দ্ধং মহার্গবে ।  
মধুকৈটভয়োঃ সার্কং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্ ॥ ১ ॥  
কস্মাত্তৌ দানবৌ জাতৌ তস্মিন্নেকার্গবে জলে ।  
মহাবীৰ্য্যো দুরাধর্মো দেবৈরপি স্তুর্জ্জয়ো ॥ ২ ॥  
কথং তাবসুরৌ জাতৌ কথঞ্চ হরিণা হতৌ ।  
তদাচক্ষু মহাপ্রাজ্ঞ ! চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩ ॥  
শ্রোতুকামা বয়ং সর্বৈ ত্বং বক্তা চ বহুশ্রুতঃ ।  
দৈবাচ্চাত্রেব সংজাতঃ সংযোগশ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৪ ॥  
মূর্খেণ সহ সংযোগো বিষাদপি স্তুর্জ্জরঃ ।  
বিজ্ঞেন সহ সংযোগঃ সুধারসসমঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈশ্চত্বারিংশচ্ছেদ্যৈকৈরতঃ পরম্ ।

মধুকৈটভয়োর্বুদ্ধোদ্যোগঃ সম্যগুদীযাতে ॥

তত্র চতুর্থেঃধ্যায়ে মধুকৈটভাভ্যাং সহ পঞ্চবর্ষসহস্রানি বাহযুদ্ধং ময়া কৃতমিতি ভগবতো-  
পবর্ণিতং তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সৌম্য যচ্চেতি ॥ ১ ॥ কস্মাদিতি । কস্মাদ্ভুৎ-  
পন্নাবিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ কথন্তাবসুরাবিতি । দানবাপেক্ষয়া হসুরাবতিক্রুরৌ । ইমৌ তসুরাবেব ন

ঋষিগণ কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন স্মৃত ! ইতঃ পূর্বে তুমি আমাদিগের নিকট বলিয়া  
ছিলে, যে, সেই একার্ণবমধ্যে মধুকৈটভ নামে দৈত্য দ্বয়ের সহিত ভগবান্ শৌরির  
পঞ্চসহস্রবৎসরকালব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম সভ্যটিত হইয়াছিল । ভাল, জিজ্ঞাসা করি,  
সেই একার্ণবসলিলমধ্যে কোথা হইতে দেবগণেরও স্তুর্জ্জয় অতীব দুর্দ্ধর্ম মহাবীৰ্য্যশালী  
তাদৃশ দানবদ্বয় সমুৎপন্ন হইল ? এবং কি জন্তই বা সেই ক্রুরস্বভাব অসুরদ্বয়ের সৃষ্টি  
হইল ? কি কারণেই বা হরি তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন ? হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি  
সমস্ত শাস্ত্রেই বহুদর্শনত্ব লাভ করিয়াছ ; অতএব, তুমিই প্রধান বক্তা ; ফলতঃ তোমার  
সহিত আমাদিগের এস্থলে, যে, সংযোজনা সে কেবল দৈবানুগ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতে  
হইবে ; অতএব, আমরা সেই অত্যাশ্চর্য্য জনক মধুকৈটভ চরিতাবলী শ্রবণে অতিশয়  
উৎসুক হইয়াছি তুমি তাহা বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর ॥ ১—৪ ॥ স্মৃত !  
ইহ সংসারে বিষ প্রায়ই অজরণীয় বটে, কিন্তু, মূর্খের সংসর্গ তাহা অপেক্ষাও দুর্জর



জীবন্তি পশবঃ সৰ্ব্বে খাদন্তি মেহয়ন্তি চ ।

জানন্তি বিষয়াকারং ব্যবায়স্বখমদুতম্ ॥ ৬ ॥

ন তেষাং সদসজ্জ্ঞানং বিবেকো ন চ মোক্ষদঃ ।

পশুভিস্তে সমা জ্ঞেয়া যেষাং ন শ্রবণাদরঃ ॥ ৭ ॥

মৃগাদ্যাঃ পশবঃ কেচিজ্জানন্তি শ্রাবণং স্বখম্ ।

অশ্রোত্রাঃ ফণিনশ্চৈব মুমুহূর্নাদপানতঃ ॥ ৮ ॥

পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং বৈ শুভে শ্রবণদর্শনে ।

শ্রবণাঙ্গস্তবিজ্ঞানং দর্শনাচ্চিত্তরঞ্জনম্ ॥ ৯ ॥

শ্রবণং ত্রিবিধং প্রোক্তং সাত্ত্বিকং রাজসন্তথা ।

তামসঞ্চ মহাভাগাঃ! সৃজোক্তং নিশ্চয়ান্বিতম্ ॥ ১০ ॥

সাত্ত্বিকং বেদশাস্ত্রাদি সাহিত্যৈকৈব রাজসম্ ।

তামসং যুদ্ধবর্তা চ পরদোষপ্রকাশনম্ ॥ ১১ ॥

দানবৌ । দনোরনুৎপন্নত্বাভুতথাপি দানবসদৃশত্বাদানবাবিত্যুক্তম্ ॥ ৩—৬ ॥ ইতঃ পরং পুরাণ-  
বক্তৃকৃৎসাহায় শ্রোতারঃ শ্রোতৃসাহং প্রকটয়ন্তি ন তেষামিতি ॥ ৭ ॥ মৃগাদ্যা ইতি । মৃগাদ্যা  
অপি পশব ইত্যর্থঃ । তদ্বৎ ফণিনো হৃপীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ শ্রবণদর্শনে ইতি । পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং মধ্যে  
শ্রবণেন্দ্রিয়ং দর্শনেন্দ্রিয়ঞ্চ শুভং কল্যাণকরমিত্যর্থঃ । তদেবাহ শ্রবণাদিতি ॥ ৯—১১ ॥

জানিবে । তেমনি আবার প্রাজ্ঞের সহিত সংযোগকে পণ্ডিতেরা অমৃতরসতুল্য বলিয়া  
কীর্তন করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ দেখ, পশুরাও জীবনধারণ, ভোজন বা মেহনাদি সমস্ত  
ইন্দ্রিয় জ্ঞাত্ত্ব ক্রিয়া সমাধান করিয়া থাকে এবং মৈথুনাদি অনির্করণীয় বিষয় স্বখও অবগত  
আছে । কিন্তু, তাহাদের সদসদ্ বিষয়ক জ্ঞান বা মুক্তিপ্রদ বিবেক ইহার কিছুই নাই ;  
বস্তুতঃ তাহাদের ঈদৃশ পরম মোক্ষপ্রদ ভাগবত শ্রবণে আদর নাই এই মহীমণ্ডলে  
তাহারা যে, পশু সদৃশ তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৬—৭ ॥ হে ঋষিগণ ! আপনারা যেন  
এরূপ মনে করিবেন না যে, মনুষ্য দিগের যখন ইন্দ্রিয় জ্ঞান আছে তখন তাহারা কিরূপে  
পশুপদ বাচ্য হইতে পারে ? দেখুন, মৃগ প্রভৃতি কতকগুলি জীব পশু হইয়াও বিলক্ষণ  
শ্রবণ স্বখ অনুভব করিতে পারে ; আবার সর্পজাতি ঋতিযুগল বিরহিত হইয়াও মধু-  
গয় সঙ্গীত শব্দ আশ্বাদনে বিমোহিত হয় ॥ ৮ ॥ বিশেষতঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মধ্যে দর্শন  
আর শ্রবণ এই দুইটী সমধিক কল্যাণজনক ; কেননা, শ্রবণ হইতে বস্তুবিজ্ঞান আর  
দর্শন হইতে চিত্তরঞ্জন এই দুই প্রধান কার্য সম্পাদিত হয় ॥ ৯ ॥ শ্রবণও আবার  
সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে । হে মহাভাগ ঋষিগণ ! আপ-  
নারা যেন এরূপ মনে করিবেন না যে, আমি কোন কল্পিতবাক্য বলিলাম বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞ  
ঋষিগণ এবিষয়ে এরূপই নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন । অর্থাৎ বেদশাস্ত্রাদি সাত্ত্বিক, সাহিত্য

সাত্ত্বিকং ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রজ্ঞাবুদ্ধিশ্চ পণ্ডিতৈঃ ।

উত্তমং মধ্যমকৈব তথৈবোধমমিত্যুত ॥ ১২ ॥

উত্তমং মোক্ষফলদং স্বর্গদং মধ্যমমুখা ।

অধমং ভোগদং প্রোক্তং নির্ণয় বিদিতং বুধৈঃ ॥ ১৩ ॥

সাহিত্যকৈব ত্রিবিধং স্বীয়ায়াক্ষোভমং স্মৃতম্ ।

মধ্যমং বারযোষায়াং পরোঢ়ায়ান্তথাধমম্ ॥ ১৪ ॥

তামসং ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ শাস্ত্রদর্শিভিঃ ।

আততায়িনিযুক্তং যত্তদুত্তমমুদাহৃতম্ ॥ ১৫ ॥

মধ্যমঞ্চাপি বিদেষাৎ পাণ্ডবানাং যথারিভিঃ ।

অধমং নির্নিমিত্তস্ত বিবাদে কলহে তথা ॥ ১৬ ॥

তদত্র শ্রবণং মুখ্যং পুরাণস্ত মহামতে ! ।

বুদ্ধিপ্রবর্দ্ধনং পুণ্যং ততঃ পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৭ ॥

সাত্ত্বিকশ্রবণস্তাপি ত্রিবিধং ভেদমাহ সাত্ত্বিকমিতি ॥ ১২—১৩ ॥ রাজসং শ্রবণমপি ত্রিবিধ-  
মাহ সাহিত্যমিতি । নবরসায়কঃ শৃঙ্গার ইত্যর্থঃ । উত্তমমিতি । পরজ্ঞীগমনজ্ঞদোষাভাবাৎ ।  
মধ্যমমিতি । তত্র স্বল্পদোষাৎ । অধমমিতি । দোষবহুত্বাৎ ॥ ১৪—১৬ ॥ তদত্র শ্রবণং মুখ্য-  
মিতি । সাত্ত্বিকশ্রবণভেদত্রয়মধ্যেহপি মুখ্যং প্রথমং মোক্ষপ্রদম্ । যদুক্তং সাত্ত্বিকং শ্রবণং

রাজসিক আর সামরিক বৃত্তান্ত বা পরদোষ প্রকাশন প্রভৃতি তামস বলিয়া পরিকীর্তিত  
হয় ॥ ১০—১১ ॥ পরন্তু, প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিতগণ সেই সাত্ত্বিককেও উত্তম, মধ্যম এবং অধম  
ভেদে তিন প্রকার বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥ তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ বিশুদ্ধ সম্ভাবাপ্রাপ্ত শ্রবণ  
মোক্ষফলপ্রদ, মধ্যম সাত্ত্বিক শ্রবণ স্বর্গ ফলপ্রদ আর অধম সম্ভাবাপ্রাপ্ত শ্রবণ অনিত্য  
ভোগফলপ্রদ । বুধবর্গ ইহা নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়াই বলিয়াছেন, স্মরণ্যং সে বিষয়ে  
কোন সংশয়ের অবসর নাই ॥ ১৩ ॥ ঐরূপ রাজসিক শ্রবণ সাহিত্য (নবরসময় শৃঙ্গার)  
ও তিন প্রকার অর্থাৎ বিবাহিত ধর্ম্য পত্নীতে উত্তম বারবনিতায় মধ্যম আর পরকীয়া  
কামিনীতে অধম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ শাস্ত্রদর্শিপণ্ডিতগণ তামসিক শ্রবণকেও  
উত্তমাদি ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ আততায়ী দমনের নিমিত্ত  
যে যুদ্ধের ঘটনা হয় তাহা উত্তম, ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্যোধন প্রভৃতি শত্রুগণের সহিত পাণ্ডব-  
দিগের যে কারণে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল সেক্ষেপ বিদেষ বশতঃ যে যুদ্ধ সম্ভটিত হয় তাহা মধ্যম  
আর সামান্য বিবাদ বা কলহ উপলক্ষে অকারণ উপস্থিত যুদ্ধই অধম বলিয়া জানিবে ॥ ১৫—১৬ ॥  
অতএব, হে মতিমন্ ! সাত্ত্বিক শ্রবণসকলের মধ্যে পুরাণ শ্রবণই সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ,  
তাহাতে সদ্ বুদ্ধির পরিবর্দ্ধন সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস ও পরম পুণ্যের উৎপত্তি হয় । অতএব,

তদাখ্যাহি মহাবুদ্ধে ! কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ।  
শ্রুতাং দ্বৈপায়নাৎ পূৰ্ব্বং সৰ্বার্থশ্চ প্রসাধিনীম্ ॥ ১৮ ॥

সূত উবাচ ।

যুয়ং ধন্যা মহাভাগা ধন্যোহহং পৃথিবীতলে ।  
যেষাং শ্রবণবুদ্ধিশ্চ মমাপি কথনে কিল ॥ ১৯ ॥  
পুরা চৈকর্ণবে জাতে বিলীনে ভুবনত্রয়ে ।  
শেষপর্য্যঙ্কশ্চেষ্টে চ দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে ॥ ২০ ॥  
বিষ্ণুকৰ্ণমলোদ্ধূতো দানবো মধুকৈটভো ।  
মহাবলো চ তো দৈত্যো বিরুদ্ধো সাগরে জলে ॥ ২১ ॥  
ক্ৰীড়মানো স্থিতো তত্র বিচরন্তাবিতস্ততঃ ।  
তাবেকদা মহাকাযো ক্ৰীড়াসক্তো মহাৰ্ণবে ॥ ২২ ॥  
চিন্তামবাপতুশ্চিহ্নে ভ্রাতরাবিব সংস্থিতৌ ।  
নাকারণং ভবেৎ কার্যং সৰ্বত্রৈমা পরম্পরা ॥ ২৩ ॥

তদাখ্যকং পুরাণশ্রবণমন্তীত্যর্থঃ । বুদ্ধিপ্রবৰ্দ্ধনমিতি । স্মৃতিস্বরূপবস্তুরবিষয়কবুদ্ধেঃ প্রবন্ধনং  
কারণমিত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৯ ॥ পুরেতি । অবাস্তুরপ্রলয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ২০—২২ ॥ ভ্রাতরাবিবেতি ।  
একোদরজন্তুত্বাভাবান্ন মুখ্যৌ ভ্রাতরৌ কিন্তু পরম্পরপ্রেমণা ভ্রাতৃত্বল্যাবিত্যর্থঃ । তৌ চিন্তা-

হে মহামতে সূত ! তুমি পূৰ্বে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে সৰ্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ যে পুরাণতত্ত্ব  
শ্রবণ করিয়াছ সেই মঙ্গলময়ী পৌরাণিকী কথাই আমাদিগের নিকট বর্ণনা কর ॥ ১৭—১৮ ॥

শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণের এতাবৎ বাক্য শ্রবণে সূত কহিলেন । হে ঋষিগণ ! যখন,  
আপনাদের ঈদৃশ সঙ্কিত অশেষ পাপনিচয় ভস্মীভূত কারক স্মৃতিস্বরূপ তত্ত্ববুদ্ধিপ্রদ পরম পুণ্য-  
জনক পুরাণশ্রবণে দৃঢ়া মতি উপস্থিত হইয়াছে ; তখন, এই ভূমণ্ডলমধ্যে আপনারাই প্রকৃত  
সৌভাগ্যবান্ এবং আপনারাই ধন্য ! পরন্তু, আপনারা যখন এতাদৃশ মুক্তিস্বরূপ জ্ঞানপ্রদ  
ভাগবতপুরাণ বলিবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ করিতেছেন তখন আমিও ধন্য  
হইলাম ॥ ১৯ ॥ পূৰ্ব্বকালে, এই ত্রিভুবন একাৰ্ণবসলিলে বিলীন হইলে পর, যখন  
দেবদেব ভগবান্ জনাৰ্দ্দন সেই প্রলয় সাগরমধ্যে শেষশয্যা সংস্থাপনপূৰ্ব্বক যোগ-  
নিদ্রাকে আশ্রয় করিলেন, সেই সময় তাঁহার কৰ্ণমল হইতে মধু আর কৈটভ নামে দুই  
দানব উৎপন্ন হইল । মহাবীৰ্য্যশালী ক্রুরপ্রকৃতি দানবদ্বয় সেই প্রলয়প্লাবিত সাগরমধ্যে  
পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া ক্ৰীড়া করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল । এইরূপে কিয়ৎকাল  
গত হইলে, একদা সহোদর ভ্রাতার হ্মান মহাৰ্ণবমধ্যে অবস্থিত ক্ৰীড়ানিরত সেই মহাকায  
দুই অশ্বর মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিল ; চিরকাল সৰ্বত্রই এইরূপ রীতি  
আছে যে, বিনা কারণে কোন কার্যের উৎপত্তি হয় না ; বিশেষতঃ আধার ব্যতীত আধেয়



আধেয়ন্তু বিনাধারং ন তিষ্ঠতি কথঞ্চন ।

আধারাধেয়ভাবন্তু ভাতি নো চিত্তগোচরঃ ॥ ২৪ ॥

ক তিষ্ঠতি জলক্ষেদং স্ত্বরূপং স্তবিস্তরম্ ।

কেন সৃষ্টং কথং জাতং মগ্নাবাং জলে স্থিতৌ ॥ ২৫ ॥

আবাং বা কথমুৎপন্নৌ কেন বোৎপাদিতাবুভৌ ।

পিতরৌ ক্বেতি বিজ্ঞানং নাস্তি কামং তথাবয়োঃ ॥ ২৬ ॥

সূত উবাচ ।

এবং কাময়মানৌ তৌ জগ্মতুর্ন বিনিশ্চয়ম্ ।

উবাচ কৈটভস্তত্র মধুং পার্শ্বে স্থিতং জলে ॥ ২৭ ॥

কৈটভ উবাচ ।

মধো ! বামত্র সলিলে স্নাতুং শক্তির্মহাবলা ।

বর্ততে ভ্রাতরচলা কারণং সা হি মে মতা ॥ ২৮ ॥

মবাপতুর্বিচারং চক্রতুরিতার্থঃ । তমেব বিচারগাত নাকারণমিতি । কারণং বিনা কার্য্যং নৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ কেন সৃষ্টমিতি । নিমিত্তকারণপ্রশ্নঃ কথং জাতমিত্যুপাদানকারণ-প্রশ্নঃ । জলে স্থিতাবিতি । অত্র কথমিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥ আবাং বেতি । অত্রাপ্যুভয়কারণ-প্রশ্নঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

শক্তির্মহাবলেতি । সর্কেহপি জলে নিমজ্জন্তি বয়ং তু ন নিমগ্নাস্তত্র কারণং কশ্চিচ্ছক্তি-বিশেষঃ কল্পাঃ । তথাচ একত্র ব্যাপ্ত্যা বাধকাভাবেনাশ্রিত্যপি তাদৃশশক্তিরেব কারণত্বকল্প-নেন নির্বাহে কারণান্তরগবেষণোপযোগ্যভাবাৎ সৈব শক্তিরস্মাকমপি কারণমিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

কখনই থাকিতে পারে না যদিচ আধারআধেয়-ভাবটী আমাদের বুদ্ধিতে আসিতেছে তথাপি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে না । এই যে, স্তবময় অগাধ জলরাশি ইহা কাহার উপরি অবস্থান করিতেছে ? কে ইহার সৃষ্টি করিল ? কিরূপেই বা ইহা উৎপন্ন হইল ? আমরাই বা কোথাহইতে আসিয়া জলমগ্ন হইয়া অবস্থিত রহিয়াছি ? আমাদের পিতা মাতাই বা কোথায়, কে বা আমাদের উৎপাদন করিল আর কি জন্মই বা আমরা উৎপন্ন হইলাম ? এসকল বিষয়ে ত, আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই দেখিতেছি ॥ ২০-২৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই অসুরদ্বয় এইরূপ নানা প্রকার বিচার করিয়া ও যখন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না, তখন কৈটভ সেই প্রলয়জলোপরি স্থিত নিজ পার্শ্বচর মধুকে এই কথা বলিল । ভ্রাতঃ মধো ! এই প্লাবিত জলরাশির মধ্যে আমাদের অবস্থানার্থে যে অসীম অচলা শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ যে শক্তি প্রভাবে আমরা একেবারে জলমগ্ন হইতেছি না আমার বিবেচনায় সেই অনির্কচনীয় শক্তিই সকলের কারণ । এই বিশ্বব্যাপক অনন্ত জলরাশি সেই শক্তি হইতেই বিস্তারিত হইয়া সেই আধার

তয়া ততমিদং তোয়ং তদাধারঞ্চ তিষ্ঠতি ।

সা এব পরমা দেবী কারণঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ২৯ ॥

এবং বিবুধ্যমানো তৌ চিন্তাবিক্ষৌ যদাহসুরৌ ।

তদাকাশে শ্রুতং তাভ্যাং বাগ্‌বীজং স্মনোহরম্ ॥ ৩০ ॥

গৃহীতঞ্চ ততস্তাভ্যাং তস্তাভ্যাসৌ দৃঢ়ঃ কৃতঃ ।

তদা সৌদামনী দৃষ্টা তাভ্যাং খে চোখিতা শুভা ॥ ৩১ ॥

তাভ্যাং বিচারিতং তত্র মন্ত্রোহয়ং নাত্র সংশয়ঃ ।

তথা ধ্যানমিদং দৃষ্টং গগনে সগুণং কিল ॥ ৩২ ॥

নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ ।

বভূবতুর্বিচিন্ত্যেবং জপধ্যানপরায়ণৌ ॥ ৩৩ ॥

এবং বর্ষসহস্রম্ তাভ্যাং তপ্তং মহত্তপঃ ।

প্রসন্না পরমা শক্তির্জাতা সা পরমা তয়োঃ ॥ ৩৪ ॥

খিন্নৌ তৌ দানবৌ দৃষ্টৌ তপসে কৃতনিশ্চয়ৌ ।

তয়োৰনুগ্রহার্থায় বাণ্ডবাচাহশরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

---

তদেব স্পষ্টয়তি তয়া ততমিতি ॥ ২৯—৩০ ॥ গৃহীতমিতি। উপদেশতয়া স্বীকৃতমিত্যর্থঃ।  
অভ্যাসৌ জপরূপঃ। সৌদামনীতি। জপ্তৌ মন্ত্র এব তেজোরূপেণ দৃষ্টিগোচরোহভূদি-

---

শক্তিতেই অবস্থান করিতেছে। অতএব, সেই পরম দেবীই এ সমস্ত একাধ্বজলরাশির  
এবং আমাদিগের উভয়েরও কারণ জানিবে ॥ ২৭—২৯ ॥ যখন, চিন্তাবিষ্ট দুই অশুর  
বিচার প্রভাবে এইরূপ বোধ করিতে সমর্থ হইল, সেই সময় তাহারা একটি মনোহর  
বীজমন্ত্ররূপ আকাশবাণী কর্ণগোচর করিল ॥ ৩০ ॥ তদনন্তর তাহারা সেই মন্ত্রটী উপদেশরূপে  
স্বীকার করিয়া জপাদি দ্বারা ক্রমে দৃঢ়তর অভ্যাস করিল। হে ঋষিগণ! সেই বীজাম্রক  
মঙ্গলময় মন্ত্র অভ্যস্ত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ জ্যোতির্ময় রূপে তাহাদিগের দৃষ্টিগোচরে  
সম্মুখস্থ আকাশে সমুদিত হইল ॥ ৩১ ॥ তদর্শনে তাহারা মনে মনে এইরূপ বিচার করিল  
যে, ইহা সেই মন্ত্রই তেজোময় রূপে আবির্ভূত হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। সেই সময়  
তাহারা সেই আকাশ মধ্যে পাশ অক্ষুশ পুস্তক ও অক্ষমালাধারিণী সরস্বতীমূর্তির সগুণ  
ধ্যান পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল ॥ ৩২ ॥ এইরূপে তাহারা উভয়েই সেই আকাশবর্ণের বিষয়  
অন্তরে বিচার করিয়া তদুপদিষ্ট জপ ও ধ্যানে তৎপর হইয়া নিরাহারে আত্মসংযমন পূর্বক  
এতদূর সমাহিত হইল যে ক্রমে তাহাদের অন্তঃকরণ একেবারে তন্ময় হইয়া পুড়িল। এই  
ভাবে তাহাদের সহস্র বৎসরকাল ঘোরতর তপোমুষ্ঠানে অতিবাহিত হইলে, পরাৎপরা  
চিৎশক্তিরূপিণী প্রসন্ন হইলেন। তৎকালে তিনি তপস্তায় কৃতনিশ্চয় সেই দানবদ্বয়কে

বরং বাং বাঞ্ছিতং দৈত্যো ব্রূতাং পরমসম্মতম্ ।  
দদামি পরিতুষ্টাহস্মি যুবয়োস্তপসা কিল ॥ ৩৬ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা তু তাং বাণীং দানবাবুচতুস্তদা ।  
স্বৈচ্ছয়া মরণং দেবি ! বরং নো দেহি স্তত্রতে ! ॥ ৩৭ ॥

বাণুবাচ ।

বাঞ্ছিতং মরণং দৈত্যো ভবেতাং মৎপ্রসাদতঃ ।  
অজেয়ো দেবদৈত্যৈশ্চ ভ্রাতরৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি দত্তবরৌ দেব্যা দানবৌ মদদর্পিতৌ ।  
চক্রতুঃ সাগরে ক্রীড়াং যাদোগণসমম্বিতৌ ॥ ৩৯ ॥  
কালেন কিয়তা বিপ্রা দানবাভ্যাং যদৃচ্ছয়া ।  
দৃষ্টঃ প্রজাপতিব্রূক্ষা পদ্মাসনগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥

তর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ধ্যানমিতি । পাশাঙ্কুশপুস্তকান্ধমালধরং সরস্বতীধ্যানমিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৭ ॥

বাঞ্ছিতমিতি । স্বৈচ্ছয়েত্যর্থঃ । (ভবেতাং প্রাপুয়াতাম্ । ভূধাতুরত্র প্রাপ্ত্যর্থকস্তেনাঅনে-  
পদস্ত প্রয়োগো বিহিতঃ । মরণমস্ত কৰ্ম্মপদম্) ॥ ৩৮—৪১ ॥ যদি নিৰ্ব্বলস্তর্হি শুভমাসনমিদং

অত্যন্ত পরিক্রিষ্ট দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত আকাশাভ্যন্তরে  
থাকিয়া অদৃশ্যরূপে কহিলেন, রে দৈত্যদ্বয় ! আমি তোমাদের তপশ্চায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট  
হইয়াছি সন্দেহ নাই ; অতএব, মহাত্মা সাধুদিগের উপযুক্ত নিজ অভিলষিত বরপ্রার্থনা  
কর আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! তখন, দৈত্য মধুকৈটভ এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণে কহিল,  
দেবি ! বিশ্বসংসারে তপশ্চা বা নিয়মাদির আপনিই মূলস্বরূপ । মাতঃ ! যদি আপনি আমা-  
দের তপশ্চায় পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, যাহাতে আমাদের নিজের ইচ্ছানুসারে  
মৃত্যু হয় তাদৃশ বরপ্রদান করুন ॥ ৩৭ ॥

সরস্বতী কহিলেন, হে দৈত্যদ্বয় ! আমার প্রসাদে তোমাদের ইচ্ছামত মরণ হইবে  
এবং তোমরা উভয় ভ্রাতাই সুরাসুরের অজেয় হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৮ ॥

সূত বলিলেন, দেবী এইরূপ বরদান করিলে সেই দুর্দান্ত দানবদ্বয় মদগর্ভিত হইয়া  
প্রলয় সাগরমধ্যে জলজন্তুগণের সহিত সচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল । ঋষিগণ !  
এই ভাবে কিছুকাল গত হইলে, সেই দুই অসুর একদা দৈবযোগে পদ্মাসনে বিরাজমান  
মহাপ্রভাবসম্পন্ন প্রজাপতি ব্রূক্ষাকে দেখিতে পাইল ॥ ৩৯—৪০ ॥ তখন, সেই মহাবীৰ্য্যশালী



দৃষ্ট্বা তু মুদিতাবাস্তাং যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ ।  
 তমুচতুস্তদা তত্র যুদ্ধং নৌ দেহি স্তত্রত ! ॥ ৪১ ॥  
 নোচেৎ পদ্মং পরিত্যজ্য যথেষ্টং গচ্ছ মা চিরম্ ।  
 যদি ত্বং নিৰ্ব্বলশ্চাসি ক যোগ্যং শুভমাসনম্ ॥ ৪২ ॥  
 বীরভোগ্যমিদং স্থানং কাতরোহিসি ত্যজাহশু বৈ ।  
 তয়োরিতি বচঃ শ্রুত্বা চিন্তামাপ প্রজাপতিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 দৃষ্ট্বা চ বলিনৌ বীরৌ কিং করোমীতি তাপসঃ ।  
 চিন্তাবিষ্টস্তদা তস্থৌ চিন্তয়ন্মনসা তদা ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
 মধুকৈটভযুদ্ধোদ্যোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ক্রান্তিদূরমিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ (দৃষ্ট্বেতি । চিন্তাবিশিষ্টঃ নীতিশাস্ত্রানুসারিণ্য চিন্তয়া আক্রান্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মধুকৈটভ পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র যুদ্ধকামনায় আহ্লাদে ক্ষীত হইয়া কহিল, হে স্তত্রত !  
 তুমি আমাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও ; অথবা যদি আপনাকে দুৰ্ব্বল বলিয়া মনে  
 কর তাহা হইলে, মহাত্মার উপযুক্ত এই শুভাসন হইতে দূরে অবস্থান কর । অর্থাৎ আমা-  
 দিগের সহিত যদি যুদ্ধে অশক্ত হও তবে অবিলম্বে পদ্মাসন পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছামত  
 স্থানে প্রস্থান কর । দেখ, এই স্থান বীরদিগের উপভোগ্য । কিন্তু তুমি অতিশয় দুৰ্ব্বলপ্রকৃতি  
 অতএব ত্বরায় এস্থান পরিত্যাগ কর । নিরস্তর তপশ্চর্য্যানিরত প্রজাপতি ব্রহ্মা দৈত্যদ্বয়কে  
 অত্যন্ত বলবান্ দেখিয়া বিশেষতঃ তাহাদের এতাদৃশ গৰ্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা-  
 পরায়ণ হইলেন; ফলতঃ তৎকালে তিনি চিন্তাবিশিষ্ট হইয়া মনে মনে ঐ বিষয়ের  
 আলোচনা করত কিয়ৎকাল স্থিরভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৪১—৪৪ ॥

অষ্টাদশসহস্রলোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের  
 প্রথমস্কন্ধে মধুকৈটভের যুদ্ধোদ্যোগ বিময়ক  
 ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তো বীক্ষ্য বলিনো ব্রহ্মা তদোপায়ানচিন্তয়ৎ ।  
সামদানভিদাদীংশ্চ যুদ্ধান্তান্ সৰ্ব্বতন্ত্রবিৎ ॥ ১ ॥  
ন জানেহং বলং নুনমেতয়োৰ্বা যথাতথম্ ।  
অজ্ঞাতে তু বলে কামং নৈব যুদ্ধং প্রশস্ততে ॥ ২ ॥  
স্তুতিং করোমি চেদদ্য দুষ্টিয়োৰ্মদমভয়োঃ ।  
প্রকাশিতং ভবেন্নুনং নিৰ্ব্বলত্বং ময়া স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥  
বধিষ্যতি তদৈকোহপি নিৰ্ব্বলত্বে প্রকাশিতে ।  
দানং নৈবাদ্য যোগ্যং বা ভেদঃ কার্যো ময়া কথম্ ॥ ৪ ॥  
বিষ্ণুং প্রবোধয়াম্যদ্য শেষে স্পৃগুং জনার্দনম্ ।  
চতুৰ্ভুজং মহাবীৰ্য্যং দুঃখহা স ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

প্ৰকাশস্তিরতঃ শ্লোকৈঃ পদ্মজন্তু পরাধিকাম্ ।

মধুকৈটভয়োৰ্ভীত্যা তুষ্টাবেতি নিগদ্যতে ॥

(তত্র পূৰ্ব্বাধ্যায়ে ব্রহ্মা মধুকৈটভভীত্যা চিন্তাবিষ্টস্তত্শ্চ ইত্যুক্তং অধুনা কিঞ্চকার তদাহ  
তাবিতি । তদা তস্মিন্ ভীতু্যপস্থিতিকালে । সৰ্ব্বতন্ত্রবিৎ সৰ্ব্বনীতিশাস্ত্রজ্ঞঃ । তো মধুকৈটভো ।  
সামদানভেদাদীন্ উপায়ান্ ॥ ১ ॥ অধুনা দণ্ডোপায়স্তাবসরো ন ইতাহ ন জানে  
ইতি ॥ ২ ॥ মদগৰ্ভিতৈঃ সহ কদাপি সাম ন কৰ্ত্তব্যমিত্যত আহ স্তুতিমিতি । দুষ্টিয়োৰ্হা-

সূত কহিলেন, হে মুনিগণ ! সৰ্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পিতামহ ব্রহ্মা দৈত্যদ্বয়কে অতীব বলশালী  
দেখিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি উপায় সকল  
চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ আমি ইহাদিগের কিরূপ বল প্রকৃতরূপে তাহার কিছুই  
জানি না । অতএব অজ্ঞাতবীৰ্য্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করাও প্রশংসাপর নহে ॥ ২ ॥ আর  
যদি আমি এই দুৰাত্মা মদমত্ত অসুরদ্বয়ের স্তব করি তাহা হইলে, আমার স্বয়ং দুৰ্ব্বলতা  
প্রকাশ করা হয় । এ সময়ে আমার দুৰ্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে ইহাদের মধ্যে একজনেই  
আমাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে । এক্ষণে দানে ক্ষান্ত করাও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না আর  
ভেদই বা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে ? অতএব, এক্ষণে আমি অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রিত  
অসীমপরাক্রম চতুৰ্ভুজ বিভূ জনার্দনকে জাগরিত করি; তাহা হইলে সেই ভগবানই

ইতি সঙ্কিন্ত্য মনসা পদ্ব্যনালগতোহজ্জঃ ।

জগাম শরণং বিষ্ণুং মনসা দুঃখনাশকম্ ॥ ৬ ॥

তুষ্টিব বোধনার্থং তং শুভৈঃ সম্বোধনৈর্হরিম্ ।

নারায়ণং জগন্নাথং নিষ্পন্দং যোগনিদ্রয়া ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দীননাথ ! হরে ! বিষ্ণো ! বামনোত্তিষ্ঠ মাধব ! ।

ভক্তার্তিহৃদ্বীকেশ ! সৰ্ব্বাবাস ! জগৎপতে ! ॥ ৮ ॥

অন্তর্যামিন্মেয়াত্মন্ ! বাসুদেব ! জগৎপতে ! ।

দুষ্টারিনাশনৈকাগ্রচিত্ত ! চক্রগদাধর ! ॥ ৯ ॥

সৰ্ব্বজ্ঞ ! সৰ্ব্বলোকেশ ! সৰ্ব্বশক্তিসমম্বিত ! ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ দেবেশ ! দুঃখনাশন ! পাহি মাম্ ॥ ১০ ॥

বিশ্বন্তর ! বিশালাক্ষ ! পুণ্যশ্রবণকীর্তন ! ।

জগদ্যোনে ! নিরাকার ! সর্গস্থিত্যন্তকারক ! ॥ ১১ ॥

অনোঃ ॥ ৩—৫ ॥ ইতি সঙ্কিন্ত্যতি । অজ্ঞঃ পদ্ব্যং তস্মাজ্জাতঃ ব্রহ্মা আশ্রোত্ববকারণরূপপদ্ব্যস্ত  
নালে স্থিতঃ সন্ । ইতি পূর্বোক্তম্ । সঙ্কিন্ত্য বিচার্য ॥ ৬—৭ ॥

বিষ্ণুরেব সৰ্ব্বদুঃখনাশক ইত্যাহ হরে ইতি । হরতি আধ্যাত্মিকাদিদৈবিকাধিভৌতিকরূপং  
তাপত্রয়ং নাশয়তীতি তৎসম্বুদ্ধৌ ॥ ৮—১০ ॥ বিশ্বন্তর ইতি । বিশ্বন্তর ! হে বিশ্বপালক ।

আমার দুঃখের অবসান কুরিবেন ॥ ৩—৫ ॥ কমলাসনে বিরাজিত পদ্ব্যয়োনি ব্রহ্মা মনে মনে  
এইরূপ বিচার করিয়া সৰ্ব্বান্তঃকরণের সহিত সেই সৰ্ব্বদুঃখনিবারণ ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত  
হইলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর, তিনি যোগনিদ্রাপ্রভাবে নিষ্পন্দ প্রলয়জনশায়ী জগৎপতি হরিকে  
জাগরিত করিবার নিমিত্ত মঙ্গলময় সম্বোধন বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দীননাথ রম্যপতে ! হে বিশ্বব্যাপিন্ ! তুমি ভক্তজনের আধ্যাত্মিকাদি  
তাপত্রয় বিনাশকারী । হে ত্রিবিক্রম ! এক্ষণে যোগনিদ্রা হইতে উত্থান কর । হে বিশ্বপালক !  
তুমিই এই অনন্তবিশ্বের আধারভূমি সমস্ত জগৎ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত রহি-  
য়াছে ; তুমি ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা এবং ভক্তজন-সন্তাপহারী । হে অন্তর্যামিন্ ! তোমার মহিমা  
অপরিচ্ছিন্ন, তুমি এই জগতের পালক আবার কখন গদা ও চক্র প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ ধারণ-  
পূর্বক হুয়ায় দেবশত্রুদিগকে সংহার করিয়া থাক ॥ ৮—৯ ॥ হে সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বশক্তিমন্ ! নিদ্রা  
তাগ করিয়া উত্থান কর । নাথ ! তুমিই এই বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা । হে সুরেশ্বর ! উত্থান কর,  
অমুরভয়রূপ ক্লেশ নাশ করিয়া আমায় রক্ষা কর ॥ ১০ ॥ হে জগৎকারণ ! তুমি বিশাল-  
লোচন দ্বারা সৰ্ব্বজীবে সমদৃষ্টি রাখিয়া অনন্তবিশ্ব পালন করিতেছ । নাথ ! তোমার



ইমৌ দৈত্যৌ মহারাজ ! হস্তকামৌ মদোদ্ধতো ।  
 ন জানাস্থখিলাধার ! কথং মাং সঙ্কটে গতম্ ॥ ১২ ॥  
 উপেক্ষমেহতিদুঃখাভং যদি মাং শরণঙ্গতম্ ।  
 পালকত্বং মহাবিষ্ণো ! নিরাধারং ভবেত্ততঃ ॥ ১৩ ॥  
 এবং স্তুতোহপি ভগবান্ন বুবোধ যদা হরিঃ ।  
 যোগনিদ্রাসমাক্রান্তস্তদা ব্রহ্মা হৃচিন্তয়ৎ ॥ ১৪ ॥  
 নূনং শক্তিসমাক্রান্তো বিষ্ণুর্নিদ্রাবশঙ্গতঃ ।  
 জজাগার ন ধর্ম্মাত্মা কিঙ্করোম্যদ্য দুঃখিতঃ ॥ ১৫ ॥  
 হস্তকামাবুভৌ প্রাপ্তৌ দানবৌ মদগর্বিভৌ ।  
 কিঙ্করোমি ক গচ্ছামি নাস্তি মে শরণং কচিৎ ॥ ১৬ ॥

বিশালাক্ষ ! বিশ্বব্যাপিচক্ষুরিত্যর্থঃ । পুণ্যে জীবপবিত্রকারকে শ্রবণকীর্ত্তনে যন্ত তৎসমুদ্যো ।  
 জগতাং যোনিঃ কারণম্ । সর্গশ্চ সৃষ্টিঃ স্থিত্যন্তয়োঃ পালনসংহারয়োঃ কারক ! ॥ ১১—১৪ ॥  
 নূনং শক্তিসমাক্রান্ত ইতি । যদ্যয়ং স্বতন্ত্রঃ স্রাত্তর্হি জাগ্রাদেব ন চ জাগর্ত্তি তস্মাৎ পরবশ  
 এবায়ং ন মুখ্য ঈশ্বরঃ পরশ্চাত্র বিলক্ষণশক্তিরূপঃ কল্যাঃ । সর্বত্র কারণাপরিজ্ঞানে  
 শক্তিরেব কারণত্বশ্চ কল্পনাদিতি নিশ্চয়েনায়ং শক্তিসমাক্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

আকার অনির্ণেয়; পরন্তু বাক্য মনের অগোচর হইয়াও অবলীলাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও  
 সংহারাদি ক্রিয়া নিষ্পাদন করিতেছ ॥ ১১ ॥ ভগবন্ ! তুমিই এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর-  
 গণেরও শাসনকর্ত্তা এই হেতু সর্বোপরি মহারাজরূপে বিরাজ করিতেছ । কেননা জ্ঞান,  
 বৈরাগ্যাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তোমার অধীন । অতএব হে অখিলাধার ! উদ্ধতস্বভাব এই  
 দুই দৈত্য আমাকে সংহার করিবে বলিয়া ইচ্ছা করিতেছে । আমি যে বিষম সঙ্কটে পড়ি-  
 য়াছি তুমি কিজন্তু তাহা জানিতে পারিতেছ না ? ॥ ১২ ॥ হে মহাবিষ্ণো ! আমি অত্যন্ত  
 দুঃখে প্রপীড়িত হইয়াই তোমার শরণাগত হইয়াছি, তথাপি যদি আমার রক্ষা বিষয়ে  
 উপেক্ষা কর তাহা হইলে, তোমার পালনক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে ॥ ১৩ ॥

মহর্ষিগণ ! প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলেও যখন যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত ভগবান্  
 হরি জাগরিত হইলেন না, তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥  
 যদি এই ধর্ম্মাত্মা হরি স্বতন্ত্র হইতেন; তাহা হইলে আমার এই সমস্ত সঙ্কটের কারণ  
 জানিতে পারিয়া অবশ্যই প্রবুদ্ধ হইতেন, বোধ হয় ইনিও পরতন্ত্র । সেই জন্তই জাগরিত  
 হইলেন না । ইনি নিশ্চয়ই শক্তিসমাক্রান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন; তাহা হইলে  
 এক্ষণে আমি এ দুঃখনাশের কি উপায় করি ॥ ১৫ ॥ এই মদগর্বিত দানবদ্বয় আমাকে  
 সংহার করিবার বাসনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অথচ দেখিতেছি কোন স্থানে কেহই  
 আমার রক্ষাকর্ত্তা নাই; তবে এক্ষণে আমি কি করি কোথায় বা যাই তাহার কিছুই  
 স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ১৬ ॥ লোকস্রষ্টা পিতামহ এইরূপ কিয়ৎকাল বিচারের পর

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা নিশ্চয়ং প্রতিপদ্য চ ।  
 তুষ্ঠাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্রহদয়স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥  
 বিচার্য মনসাহপ্যেবং শক্তির্মে রক্ষণে ক্ষমা ।  
 যয়া হচেতনো বিষ্ণুঃ কৃতোহস্তি স্পন্দবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥  
 ব্যস্বর্ষথা ন জানাতি গুণাঙ্কাদিকানিহ ।  
 তথা হরির্ন জানাতি নিদ্রামীলিতলোচনঃ ॥ ১৯ ॥  
 ন জহাতি যতো নিদ্রাং বহুধা সংস্তুতোহপ্যসৌ ।  
 মন্যে নাস্ত্য বশে নিদ্রা নিদ্রয়ায়ং বশীকৃতঃ ॥ ২০ ॥  
 যো যস্য বশমাপন্নঃ স তস্য কিঙ্করঃ কিল ।  
 তস্মাচ্চ যোগনিদ্রেয়ং স্বামিনী মাপতেহরেঃ ॥ ২১ ॥  
 সিন্ধুজায়া অপি বশে যয়া স্বামী বশীকৃতঃ ।  
 নূনং জগদিদং সর্বং ভগবত্যা বশীকৃতম্ ॥ ২২ ॥  
 অহং বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ সাবিত্রী চ রমাপুত্ৰা ।  
 সর্বৈ বয়ং বশেহপ্যস্তা নাত্র কিঞ্চিচ্ছিচারণা ॥ ২৩ ॥

নিশ্চয়ং প্রতিপদ্য চেতি । পরশক্ত্যেবায়ং বশীকৃত ইতি নিশ্চয়ং কৃত্বা তামেব পরাং শক্তিং যোগ-  
 নিদ্রারূপাং যোগনিদ্রাবিশিষ্টচৈতন্যরূপাং তুষ্ঠাবেত্যর্থঃ । ন হনুত্থা চৈতন্যসত্তাং বিহায় যোগ-  
 নিদ্রায়াঃ স্বতঃ সত্তা সন্তবতি তস্তাঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ তদেবাহ বিচার্যেতি ॥ ১৮—২১ ॥  
 সিন্ধুজায়া ইতি । সিন্ধুজা লক্ষ্মীস্তস্তা অপি যদায়ং বশে বর্ততে । তদা যোগনিদ্রাবশে বর্ততে  
 ইত্যত্র কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥ বশেহপ্যস্তা ইতি । কেষামপ্যস্তাকং ন স্বাতন্ত্র্যম্ ।

পরিশেষে অন্তরে প্রকৃত কর্তব্য বিষয় স্থির করিয়া সমাহিতচিত্তে সেই মহাদেবী যোগ-  
 নিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অর্থাৎ তিনি মনে মনে বিচার দ্বারা এইরূপ স্থির  
 করিলেন যে, যিনি এই বিশ্বকর্ত্তা বিষ্ণুকে চেতনাশূন্য করিয়া নিস্পন্দ জড়ের আয় করিয়া  
 রাখিয়াছেন, সেই মহাশক্তিরূপিণী দেবীই আমার রক্ষণে সমর্থ । ॥ ১৭—১৮ ॥ কি আশ্চর্য্য !  
 ইহ লোকে জীবনবিহীন শবদেহ যেমন শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ অনুভব করিতে সমর্থ নহে,  
 সেইরূপ যোগনিদ্রায় নিমিলিতনেত্র এই হরিও কিছুই জানিতে পারিতেছেন না ॥ ১৯ ॥  
 আমি বহুবিধ স্তুতি করিলেও যখন ইনি নিদ্রাত্যাগ করিলেন না, তখন নিশ্চয়ই বোধ  
 হইতেছে যে, যোগনিদ্রা ইহার আয়ত্তা নহে; কিন্তু নিদ্রাই ইহাকে বশীভূত করিয়া রাখ-  
 য়াছে । বস্তুতঃ যে যাহার বশতাপন্ন সে নিশ্চয়ই তাহার কিঙ্করসদৃশ । অতএব সেই  
 যোগনিদ্রা দেবীই লক্ষ্মীপতি হরির নিয়োগকর্ত্তী সন্দেহ নাই ॥ ২০—২১ ॥ অধিক কি  
 যে শক্তিপ্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণু স্বামী হইয়া স্বীয়পত্নী সিন্ধুস্তারও বশে রাখিয়াছেন, তখন  
 এই অনন্ত জগৎ সমস্তই যে, সেই মহাশক্তি দেবী ভগবতীর বশীকৃত থাকিবে ইহাতে আর

হরিরপ্যবশঃ শেতে যথাহন্যঃ প্রাকৃতো জনঃ ।

যয়াহভিভূতঃ কা বার্তা কিলান্বেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৪ ॥

স্তৌম্যদ্য যোগনিদ্রাং বৈ যয়া মুক্তো জনার্দনঃ ।

ঘটয়িষ্যতি যুদ্ধে চ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি কৃতা মতিং ব্রহ্মা পদ্মনালাস্থিতস্তদা ।

ভূষ্ণাব যোগনিদ্রাস্তাং বিষ্ণোরঙ্গেষু সংস্থিতাম্ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দেবি ! ত্বমশ্রু জগতঃ কিল কারণং হি

জ্ঞাতং ময়া সকলবেদবচোভিরশ্ব ! ।

যদ্বিষ্ণুরপ্যখিললোকবিবেককর্তা

নিদ্রাবশঞ্চ গমিতঃ পুরুষোত্তমোহদ্য ॥ ২৭ ॥

অভীষ্টোদ্যোগেনানভীষ্টশ্চ জায়মানত্বাৎ ॥ ২৩—২৪ ॥ ঘটয়িষ্যতীতি । যুদ্ধে উদ্যোগং করিষ্য-  
তীত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ সকলবেদবচোভিরিতি । অজামেকাং লোহিতগুরুকৃষ্ণাং বর্ষাং  
প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপামিতি । ময়া বা এষা নারসিংহী সর্বমিদং সৃজতি সর্বমিদং  
রক্ষতি সর্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাতিতি । সর্বো বৈ দেবা দেবীমুপ-  
তস্থুঃ । কাসি ত্বং মহাদেবি ! সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মন্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগদিত্যাदि-  
বেদবাক্যৈরিত্যর্থঃ । প্রত্যক্ষমপ্যত্র প্রমাণমিত্যাহ যদ্বিষ্ণুরপীতি । সকলদেববরো বিবেক-  
বানপি বিষ্ণুর্হদ্যস্মান্নিদ্রাবশঙ্গমিতঃ প্রাপিতস্তয়া । তস্মান্তব কারণতয়াং কঃ সন্দেহ  
ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ কো বেদেতি । হে জননি ! সকলভূতমনোনিবাসে অন্তর্যামিরূপিণি যস্মাৎ

আশ্চর্য্য কি ? ফলতঃ আমি বিষ্ণু বা শঙ্কু এবং সাবিত্রী, রমা বা উমা আমরা সকলেই এই  
মহাশক্তির অধীন, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই ॥ ২২—২৩ ॥ দেখ, বিশ্বপালক ভগবান্  
হরিও যাহার প্রভাবে নিজ স্বাধীনতা হারাইয়া সাধারণ ব্যক্তির ত্রায় অভিভূত হইয়া শয়ান  
রহিয়াছেন; সেস্থলে, দেবতা ঋষিপ্রভৃতি অগ্রাগ্র মহাত্মাদিগের কথা আর কি বলিব ॥ ২৪ ॥  
অতএব যৎকর্তৃক (যাহার হস্ত হইতে) মুক্ত হইয়া এই সনাতন পুরুষ জগন্নিবাস  
ভগবান্ জনার্দন দুর্দান্ত দৈত্য মধুকৈটভের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, এক্ষণে  
আমি সেই দেবী যোগনিদ্রারই স্তব করি ॥ ২৫ ॥ মহর্ষিগণ ! তৎকালে সেই কমলনালে  
অবস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ হির করিয়া বিষ্ণুর সর্বাত্ম ব্যাপিয়া বিরাজিতা ভগবতী  
যোগনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মাতঃ দেবি ! এই অখিল জগতের আপনি যে একমাত্র কারণ  
তাহা আমি বেদবাক্যেই জানিয়াছি। তাহাতে আবার সমগ্র লোকমধ্যে সমধিক বিবেক-  
বান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেও যখন, আপনি এ সময় (প্রলয়কালে) নিদ্রায় বশীভূত করিয়া  
রাখিয়াছেন, তখন আর সে বিষয়ে সংশয় কি ? ॥ ২৭ ॥ জননি ! আপনি স্বরূপতঃ ঞ্জা-



কো বেদ তে জননি ! মোহবিলাসলীলাং  
 মূঢ়োহস্ম্যহং হরিরয়ং বিবশশ্চ শেতে ।  
 ঈদৃক্তয়া সকলভূতমনোবিলাসে !  
 বিদ্বত্তমো বিবুদ্ধকোটিষু নিগুণায়াঃ ॥ ২৮ ॥  
 সাংখ্যা বদন্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ যান্তাং  
 চৈতন্যভাবরহিতাং জগতশ্চ কত্রীম্ ।  
 কিং তাদৃশাসি কথমত্র জগন্নিবাস-  
 শ্চৈতন্যতাবিরহিতো বিহিতস্তয়াহদ্য ॥ ২৯ ॥  
 নাট্যং তনোষি সগুণা বিবিধপ্রকারং  
 নো বেত্তি কোহপি তব কৃত্যবিধানযোগম্ ।

কারণাদহং বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈতন্যে বয়ং সৰ্বদেববরিষ্ঠাঃ স্মোহথাপি অহং মূঢ়োহধুনৈবাস্মি বিষ্ণুশ্চ  
 ভদধীনঃ শেতে । বয়মেতাদৃশা অপি তব মোহস্ত বিলাসরূপাং লীলাং ন জানীমো মোহিতত্বাৎ ।  
 তস্মাদস্মদপেক্ষয়া বিবুদ্ধকোটিষু মধ্যে বিদ্বত্তমঃ পণ্ডিতো নিগুণায়াস্তব মোহবিলাসলালাসীদৃ-  
 ক্তয়া কো বেদ ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ননু সাংখ্যা মাং জড়ৈতি বদন্তি তদা জড়ায়ামগ প্রার্থনাত্মাং  
 কিং ফলমিতি চেত্তত্রাহ সাংখ্যা ইতি । চৈতন্যভাবশ্চৈতন্যসত্ত্বা তদ্রহিতামিত্যর্থঃ । ত্রিগুণং  
 প্রধানং স্বতন্ত্রং জড়মিতি তেমাং সিদ্ধান্তঃ । যদ্যপি তে বদন্তি তথাপি ত্বং কিং তাদৃশাসি  
 নৈব তাদৃশাসীত্যর্থঃ । কুত ইতি চেৎ যদি ত্বং জড়া পরতত্ত্বা তদা সৰ্বেশ্বরো বিষ্ণুস্তয়া  
 চৈতন্যতাবিরহিতঃ কথং বিহিতঃ । ন হীন্দ্রজালমিদ্ৰজালকর্তৃব্যামোহকং ন বান্ধক্যকরং  
 প্রকাশনাশকরং । তস্মাৎ ন জড়া পরতত্ত্বা বা কিন্তু বুদ্ধবিষ্ণুভ্যামপাদকমায়াবিশিষ্টস্বতন্ত্র-  
 চৈতন্যরূপেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ননু তর্হি তে সাংখ্যাঃ কিমিতি তথা বর্ণয়ন্তীতি চেত্তব স্বরূপা-  
 পরিজ্ঞানাদিত্যাহ নাট্যমিতি । যাং মুনিগণাঃ সন্ধ্যোতি নাম পরিকল্প্য গুণাংস্তাদৃশানে-

তীতা হইয়াও অখিল জীবের গনোময় মন্দিরে সৰ্বক্ষণ বিরাজমান থাকিয়া যে সমস্ত লোক-  
 মোহকর বিলাসরূপ লীলা করিয়া থাকেন, আমরা তিনজন (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) সৰ্বদেবের  
 বরিষ্ঠ হইলেও যখন সে সকল বুঝিতে পারি না ; অধিক কি আমিত একেবারেই বিমো-  
 হিত হইতেছি আবার লোকনাথ হরিও বিবশেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রায় অভিভূত ; তখন  
 আমাদের অধীনস্থ এই বিশ্বসংসারে কোটি কোটি তত্ত্ব পুরুষमध्ये এরূপ কে জ্ঞানিপ্রবর  
 আছে যে, আপনার ঈদৃক অনির্কচনীয় মায়াবিলাসলীলায় বিমূঢ় না হইয়া তাহার তত্ত্ব  
 জানিতে পারে ॥ ২৮ ॥ সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন যে, পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ;  
 কিন্তু নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সৃষ্টাদি কোন কার্যই করেন না । যিনি ত্রিগুণপ্রধানা জড়স্বভাবা  
 প্রকৃতি তিনিই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা । অম্বিকে ! সত্যসত্যই কি আপনি জড়রূপিণী ?  
 তাহা হইলে এই প্রলয়সময়ে আপনি কি প্রকারে জগন্নিবাস ভগবান্ বাসুদেবকে অচেতন  
 করিয়া রাখিলেন ? ॥ ২৯ ॥ ভগবতি ! আপনি স্বরূপতঃ নিগুণ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বভাবা হইলেও  
 মুনিগণ আপনাকে প্রতিদিন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সাংকালে 'সন্ধ্যা' এইরূপ নাম কল্পনা করিয়া

ধ্যায়ন্তি যাং মুনিগণা নিয়তং ত্রিকালং  
 সঙ্কোচ্যতি নাম পরিকল্প্য গুণান্ ভবানি ! ॥ ৩০ ॥  
 বুদ্ধির্হি বোধকরণা জগতাং সদা ত্বং  
 শ্রীশ্চাসি দেবি ! সততং স্তুত্বা সুরাগাম্ ।  
 কীর্ত্তিস্তথা মতিধ্বতী কিল কান্তিরেব  
 শ্রদ্ধা রতিশ্চ সকলেষু জনেষু মাতঃ ! ॥ ৩১ ॥  
 নাতঃ পরক্ষিল বিতর্কশতৈঃ প্রমাণং  
 প্রাপ্তং ময়া যদিহ দুঃখগতিং গতেন ।  
 ত্বৎপ্রাণ সর্বজগতাং জননীতি সত্যং  
 নিদ্রালুতাং বিতরতা হরিণাহত্র দৃষ্টম্ ॥ ৩২ ॥

বোত্তমান্ পরিকল্প্য নিয়তং ত্রিকালং ধ্যায়ন্তি সা হে ভবানি ! ত্বং সগুণা গুণত্রয়বিশিষ্টা বিবিধ-  
 প্রকারমনেকপ্রকারং নাট্যং তনোষি যথা জড়াদ্যেগাময়াদেবপি বুদ্ধিকাদীনাং পত্তিঃ । তথা  
 চেতনাং পুরুষাদেবপি জড়ানাং কেশনখাদীনাং পত্তিস্তদনুভূয় কোহপি পুরুষো জড়াদ্বা চেত-  
 নাদ্বা জগদ্ববতীতি নিশ্চয়মপ্রাপ্য তব যৎ কৃত্যং জগৎসর্জনাদিকং তস্মৈ বিধানং কারণং  
 তস্মিন্ যোগসম্বন্ধস্তব চৈতন্যরূপশ্চাস্তি তং যোগং ন বেত্তি ন জানাতি মোহিতত্বাৎ অতো  
 হত্বা বর্ণনং কুরুতীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ কিঞ্চ সর্বত্র বুদ্ধাদিরূপা ত্বমেবাসি তস্মাদস্মিন্  
 পুরুষে যথা বুদ্ধাদিরূপেণ তিষ্ঠসি তথা স ব্যবহারং करोতি ন তস্তাপরাধঃ কশ্চিদস্তীত্যাহ  
 বুদ্ধির্হীতি । বোধকরণা জ্ঞানকরণা ॥ ৩১ ॥ নহু যথা তেষাং মতান্ত্রয়থার্থানি তথা তবাপি  
 মতং কিং ন শ্রাদতি চেতত্রাহ নাতঃ পরমিতি । যদ্যস্মাদিহ দুঃখগতিং গতেন দুঃখমার্গং  
 প্রাপ্তেন ময়া নিদ্রালুতাং বিতরতা স্বীকুরুত। হরিণা হেতুনা ত্বং মায়াশবলব্রহ্মরূপা সর্ব-  
 জগতাং জননীতি সত্যং দৃষ্টং প্রত্যক্ষং দৃষ্টম্ । অতঃ পরমস্মাদধিকং বিতর্কশতৈরনেক-  
 বিতর্কৈর্নিষ্পন্নং প্রমাণমনুমানাদিকং ন প্রাপ্তং তস্মাৎ প্রত্যক্ষস্ত প্রবলত্বান্নন্যতমেব সুখ্যং ন  
 হত্বা সর্বৈখরো জড়য়া স্বতন্ত্রয়া বদ্ধঃ শ্রাদতি ॥ ৩২ ॥ অহমেব জানামি নাত্রো জানাতীতি

ধ্যান করিয়া থাকেন । হে ভবানি ! আপনি সগুণরূপা হইয়া সৃষ্ট্যাদি সময়ে যে, বিবিধ  
 নাট্যলীলার বিস্তার করেন, সেই সমস্ত কার্য্যকারণ-যোগসম্বন্ধ কেহই সম্যকরূপে বিদিত  
 নহেন ॥ ৩০ ॥ দেবি ! ইহ জগতীতলে আপনিই জ্ঞানদায়িনী বুদ্ধিস্বরূপা । আপনিই  
 সুরগণের স্তুত্বাদাত্রী । মাতঃ ! অধিক কি বলিব এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের জীবনবহে  
 আপনিই একমাত্র কীর্ত্তি, মতি, ধৃতি, কান্তি, শ্রদ্ধা এবং রতি ; ফলতঃ যাহা কিছু আছে  
 সে সমস্তই আপনি ॥ ৩১ ॥ মাতঃ ! এই অনন্ত জগতের আপনিই যে যথার্থ জননী তাহা  
 আমি এই বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়া যোগনিদ্রা-বিচেতন ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রবোধিত  
 করিতে যাইয়াই বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছি, অতএব আর ইহার অধিক বিবিধ বিতর্ক  
 জ্ঞান নিষ্পন্ন অনুমানাদি প্রমাণ কি জন্ত গ্রহণ করিব ; কেন না, লোকে কোন বস্তুর  
 প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে অপর প্রমাণকে অগ্রাহ করে ইহা একপ্রকার চিরসিদ্ধান্ত আছে ॥ ৩২ ॥

ত্বং দেবি ! বেদবিদুষামপি দুর্বিভাব্যা  
 বেদোহপি নূনমখিলার্থতয়া ন বেদ ।  
 যস্মাত্ত্বদুদ্ভবমসৌ শ্রুতিরাপ্নুবান্না  
 প্রত্যক্ষমেব সকলং তব কার্য্যমেতৎ ॥ ৩৩ ॥  
 কস্তে চরিত্রমখিলং ভুবি বেদ ধীমা-  
 ন্নাহং হরিন চ ভবো ন স্মরাস্তথাশ্চে ।  
 জ্ঞাতুং ক্ষমাশ্চ মুনয়ো ন মমাত্মজাশ্চ  
 দুর্বাচ্য এব মহিমা তব সর্বলোকে ॥ ৩৪ ॥  
 যজ্ঞেষু দেবি ! যদি নাম ন তে বদন্তি  
 স্বাহেতি বেদবিদুষো হবনে কুতেহপি ।  
 ন প্রাপ্নুবন্তি সততং মথভাগধেয়ং  
 দেবাস্ত্বমেব বিবুধেষপি বৃত্তিদাসি ॥ ৩৫ ॥

ময়া ভক্তিবশেনোচ্যতে । বস্তুতস্ত তব রূপং বেদা অপি ন জানন্তি তত্র মম কা কথ্যেত্যাহ  
 ত্বং দেবীতি । যতো বেদোহপি নূনমখিলার্থতয়াহখিলরূপেণ সর্বস্বরূপেণ ন বেদেত্যর্থঃ ।  
 কুতো ন বেদেতি চেত্তত্রাহ যস্মাৎ কারণাচ্ছ্রুতিত্বদুদ্ভবং ত্বত্ত উদ্ভবং জন্ম আপ্নুবান্না প্রাপ্ত-  
 বতীত্যনন্তরং জায়মানা কথং ত্বরূপং জানীয়ান্ন কথমপীত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । অর্বাণ্বেদো  
 অশ্রু বিসজ্জনেনাথাকো বেদ যত আৰভুবেতি । যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা  
 সহেতি । নমু শ্রুতির্দেবী ত উদ্ভূতেত্যত্র কিং প্রমাণং তত্রাহ প্রত্যক্ষমেবেতি । সর্বং  
 দ্বৈতজাতং ত্বত্ত এবোদ্ভূতং ততস্তদন্তঃপাতিনো বেদাঃ কিং ত্বন্তো নোদ্ভূতা অপিতুদ্ভূতা  
 ইত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । বেদোহহমবেদোহহমিতি দেব্যথর্কশিরসি । অশ্রু মহতো ভূতশ্রু  
 নিঃস্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবেদ ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥ বেদা অপি ন  
 জানন্তি তদাশ্রুঃ কো বেদেত্যাহ কস্তে চরিত্রমিতি ॥ ৩৪ ॥ অধুনা দেবানাং জীবনং  
 তবৈকদেশস্বাহাশক্ত্যধীনমিত্যাহ যজ্ঞেধ্বিতি ॥ ৩৫ ॥ ত্রাতা বয়মিতি । পূর্বকল্পে রক্ষিতা

পরন্তু, হে দেবি ! যখন শ্রুতিসকলও আপনাকে সর্বতোভাবে জানিতে সমর্থী নহে,  
 তখন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি প্রকারে আপনাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ  
 হইবে ? কারণ, কার্য্যজাত এই অখিল জগৎ বা বেদসকল সমস্তই আপনা হইতে উৎপন্ন  
 তাহাত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ রহিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ হে অগ্নিকে ! আপনার অখিল কার্য্যকলাপ আমার  
 মানসসজ্জাত পুত্রনারদাদি কি অপরাপর মহর্ষিগণ কেহই জানিতে সমর্থ নহে । অধিক  
 কি, ভগবান্ হরি ভব বা আমি আমরাই যখন বৃত্তিতে পারি নাই, তখন ভূতলমধ্যে একরূপ  
 প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ কে আছে যে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে ? বস্তুতঃ এই অনন্ত  
 কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আপনার মহিমা অনির্কচনীয় ॥ ৩৪ ॥ দেবি ! বেদজ্ঞগণ যদি যজ্ঞক্রিয়া  
 স্থলে 'স্বাহা' এই বেদ মন্ত্রটী উচ্চারণ না করিতেন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র আহুতি প্রদত্ত  
 হইলেও দেবগণ কোনকালেই স্বস্বপ্রাপ্য ক্রতুভাগ পাইতে সমর্থ হইতেন না, অতএব



ত্রাতা বয়ং ভগবতি ! প্রথমং ত্বয়া বৈ  
 দেবারিসম্ভবভয়াদধুনা তথৈব ।  
 ভীতোহস্মি দেবি ! বরদে ! শরণং গতোহস্মি  
 ঘোরং নিরীক্ষ্য মধুনা সহ কৈটভঞ্চ ॥ ৩৬ ॥  
 নো বেত্তি বিষ্ণুরধুনা মম দুঃখমেত-  
 জ্জানে ত্বয়াত্মবিবশীকৃতদেহযষ্টিঃ ।  
 মুঞ্চাদিদেবমথবা জহি দানবেন্দ্রো  
 যদ্রোচতে তব কুরুষ মহানুভাবে ! ॥ ৩৭ ॥  
 জানন্তি যে ন তব দেবি ! পরং প্রভাবং  
 ধ্যায়ন্তি তে হরিহরাবপি মন্দচিত্তাঃ ।  
 জ্ঞাতং ময়াদ্য জননি ! প্রকটং প্রমাণং  
 যদ্বিষ্ণুরপ্যতিতরাং বিবশোহথ শেতে ॥ ৩৮ ॥

ইত্যর্থঃ । মধুকৈটভযুদ্ধস্ত ব্রহ্মোৎপত্তিসময়ে জায়মানত্বাদেতয়োঃ পূৰ্ব্বমত্ৰদৈত্যশ্রুত-  
 ত্বাচ্চ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ যদি মদিচ্ছ্যৈব সৰ্বং জায়তে তর্হি সৰ্ব্বে জনা মাং কুতো ন ভজন্তি  
 তত্রাহ জানন্তি যে ন তবেতি । হে দেবি ! তব প্রভাবং যে ন জানন্তি তেহত্মানু ভজন্তি । তে  
 মূঢ়চিত্তা এব ততস্তৈরনাদৃতেহপি বস্তুনি ন হি বুদ্ধিমতামনাদরো ভবতি । অহস্ত প্রমাণতত্বা-  
 মেব সৰ্ব্বোৎকৃষ্টাং জানামি । কিং তত্র প্রমাণং তদাহ যদ্বিষ্ণুরপীতি । বুদ্ধিমন্তত্বাং ভজন্ত্যে-  
 বেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ সিন্ধুত্বা লক্ষ্মীরপি ত্বয়া বশীকৃতং ন বোধয়িতুং শক্তা । কিঞ্চ সাপি ত্বয়া

আপনিই স্বাহা শক্তিরূপে যজ্ঞীয় হব্য দ্বারা অমরদিগেরও জীবনযাত্রা নিষ্পাদন করিয়া  
 থাকেন ॥ ৩৫ ॥ ভগবতি ! পূৰ্ব্বকল্পেও আমরাগকে হৃদ্যন্ত দৈত্যসমুত ভয় হইতে আপনিই  
 রক্ষা করিয়াছিলেন । বরদে ! এবারেও সেইরূপ এই ঘোরমূর্তি মধুকৈটভকে দেখিয়া  
 ভয়ে কাতর হইয়াই আপনার শরণাগত হইতেছি ॥ ৩৬ ॥ দেবি ! যদিচ ভগবান্ বিষ্ণু  
 লোকপালয়িতা বটে, কিন্তু আপনি যোগনিদ্রারূপে ইহাঁর সমস্ত দেহাবয়বগুলিকে এতদূর  
 বিবশ করিয়া রাখিয়াছেন, যে তিনি যেন একেবারে জড়পিণ্ড হইয়া শয়ান রহিয়াছেন;  
 সুতরাং ইনি আমার এতাদৃশ দুঃখের বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেছেন না; অতএব  
 হে অনিকে ! হয় এই আদিদেব বিষ্ণুকে এ অবস্থা হইতে মুক্ত করুন না হয় এই প্রচণ্ড  
 দানবদ্বয়কে স্বয়ং সংহার করুন । মাতঃ ! এ জগতে যখন আপনিই একমাত্র অনন্তপ্রভাব-  
 সম্পন্ন তখন এ বিষয়ে আমি আর আপনাকে কি জানাইব আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয়  
 করুন ॥ ৩৭ ॥ দেবি ! যে সমস্ত দুৰ্ম্মতিগণ আপনার পরম প্রভাব বিদিত নহে তাহারা  
 হরিহরাদির ধ্যান করিয়া থাকে । কিন্তু, জননি ! এক্ষণে যখন, এই ভগবান্ বিষ্ণুও অবশেষে  
 হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তখন এই প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি  
 যে, ইহ জগতে আপনিই একমাত্র পরমারাধ্যা ॥ ৩৮ ॥ অধিক কি, এই হরি আপনার প্রভাবে

সিন্ধুদ্ভুত্বাপি ন হরিং প্রতিবোধিতুং বৈ  
 শক্তা পতিং তব বশানুগমদ্য শক্ত্যা ।  
 মন্যে ত্বয়া ভগবতি ! প্রসভং রম্যাপি  
 প্রস্থাপিতা ন বুবুধে বিবশীকৃতেব ॥ ৩৯ ॥  
 ধন্যাস্তু এব ভুবি ভক্তিপরাস্তবাজ্জ্যে  
 ত্যক্তান্যদেবভজনং ত্বয়ি লীনভাবাঃ ।  
 কুর্বন্তি দেবি ! ভজনং সকলং নিকামং  
 জ্ঞাত্বা সমস্তজননীং কিল কামধেনুশ্চ ॥ ৪০ ॥  
 ধীকান্তিকীর্তিশুভবৃতিগুণাদয়স্তে  
 বিষ্ণোগর্গণাস্তু পরিহৃত্য গতাঃ কচাহদ্য ।  
 বন্দীকৃতো হরিরসৌ ননু নিদ্রয়াহত্র  
 শক্ত্যা তবৈব ভগবত্যতিমানবত্যাঃ ॥ ৪১ ॥  
 ত্বং শক্তিরেব জগতামখিলপ্রভাবা  
 তন্নির্মিতঞ্চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্ ।  
 তং ক্রীড়সে নিজবিনির্মিতমোহজালে  
 নাট্যে যথা বিহরতে স্বকৃতে নটো বৈ ॥ ৪২ ॥

---

বশীকৃতেব যতঃ সা বিষ্ণোঃ শক্তিরস্তি তত এব সা ন বুবুধে বোধং প্রাপ্তবতী ॥ ৩৯—৪৩ ॥

---

এতদূর নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে এক্ষণে সিন্ধুস্রুতা লক্ষ্মীও নিজ পতিকে প্রবোধিত  
 করিতে সমর্থ নহেন, ভগবতি ! আমার বোধ হয়, রমাদেবীকেও আপনি বলপূর্বক নিদ্রার  
 বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন সেই জন্ত তিনিও অবশেন্দ্রিয়ের ছায় রহিয়াছেন; সুতরাং  
 প্রবোধ লাভ করিতে পারিতেছেন না ॥ ৩৯ ॥ হে দেবি ! এই ভূমণ্ডলে যাহারা অপর  
 দেবের ভজন পরিত্যাগ করিয়া আপনাকেই সর্বতোভাবে সর্বকামনা-পূরণকারিণী ও সর্ব-  
 জননী রূপা জানিয়া আপনার চরণেই বিলীনাস্তঃকরণ এবং একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া  
 আপনাকে ভজনা করিয়া থাকে তাহারাই ধন্য ! ॥ ৪০ ॥ ভগবতি ! ইহ জগতে আপনিই  
 পরম পূজনীয়া; কারণ তাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন এই হরিও আপনার যোগনিদ্রা-শক্তিপ্রভাবে  
 যেন বন্দীকৃতের ছায় রহিয়াছেন; হায় ! এক্ষণে সেই মতি, কান্তি বা কীর্তি প্রভৃতি শুভবৃতি  
 গুণগণ বিষ্ণুকে পরিহারপূর্বক কোথায় পলায়ন করিল !! ॥ ৪১ ॥ জননি ! এই সমস্ত জগতের  
 আপনিই সর্বশক্তিরূপিণী; আপনিই অখিল প্রভাবের আধার ভূতা; অধিক কি, এই অনন্ত  
 বিশ্বে উৎপদ্যমান বস্তু মাত্রই আপনা হইতে উৎপন্ন। দেবি! নাট্য-অভিনেতা যেমন স্বরূপতঃ  
 একরূপ থাকিয়াই রঙ্গভূমে আসিয়া আনন্দক মত আপনার নানা রূপ দেখাইতে থাকে

বিষ্ণুস্ত্রয়া প্রকটিতঃ প্রথমং যুগাদৌ  
 দত্তা চ শক্তিরমলা খলু পালনায় ।  
 ত্রাতঞ্চ সৰ্ব্বমখিলং বিবশীকৃতোহদ্য  
 যদ্রোচতে তব তথাস্থ ! করোষি নূনম্ ॥ ৪৩ ॥  
 সৃষ্ট্বাত্র মাং ভগবতি ! প্রবিনাশিতুং চে-  
 ন্নেচ্ছাস্তি তে কুরু দয়াং পরিহৃত্য মৌনম্ ॥  
 কস্মাদিমৌ প্রকটিতৌ কিল কালরূপৌ  
 যদ্বা ভবানি ! হসিতুং নু কিমিচ্ছসে মাম্ ॥ ৪৪ ॥  
 জ্ঞাতং ময়া তব বিচেষ্টিতমদ্রুতং বৈ  
 কৃত্বাখিলং জগদিদং রমসে স্বতন্ত্রা ।  
 লীনং করোষি সকলং কিল মাং তথৈব  
 হস্তং ত্বমিচ্ছসি ভবানি ! কিমত্র চিত্রম্ ॥ ৪৫ ॥

---

সৃষ্টেতি । নাশিতুমিচ্ছা নাস্তি চেম্মৌনং পরিহৃত্য দয়াং কুর্কিত্যন্বয়ঃ । ইমৌ দৈত্যৌ কস্মাৎ  
 কারণাৎ প্রকটিতৌ ইতি ন জানে ইতি শেষঃ । স্বয়মেবোৎপ্রেক্ষতে যদেতি । মাং হসিতুং  
 কিমিচ্ছসে তত এবোৎপাদিতৌ বা ॥ ৪৪ ॥ যদি মাং হস্তমেতাবুৎপাদিতৌ তর্হি মহান্ প্রতাপ-  
 স্তব মশকবধে গজশ্বেবেত্যাহ জ্ঞাতমিতি ॥ ৪৫ ॥ কিঞ্চ কামমিতি । যদি মম বধার্থমেবোৎ-

---

সেইরূপ আপনিও এই মোহজালময় সংসার-নাট্যভূমিতে স্বরূপতঃ নিত্য অবিকৃত থাকিয়াই  
 নানারূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ হে অশ্বিকে ! আদ্যুগে বিষ্ণুকে প্রকাশিত  
 করিয়া জগৎ পালনের নিমিত্ত তাঁহাকে বিমল সাত্ত্বিকীশক্তি প্রদানপূর্বক অখিল সংসার  
 রক্ষা করিয়াছিলেন, আবার এক্ষণে তাঁহাকেই নিদ্রাভিভূত রাখিয়াছেন । মাতঃ ! আপনার  
 যাহা অভিকৃতি হয় তাহাই করিয়া থাকেন তাহাতে অপরের কি সাধ্য আছে যে তাহা  
 অগ্ৰথা করিতে পারে ॥ ৪৩ ॥ ভগবতি ! এই জগতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া যদি বিনাশ  
 করিবার ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে মৌনভাবে ত্যাগ করিয়া দয়া প্রকাশ করুন । হে  
 ভবানি ! আপনি কি নিমিত্তই বা এই কালস্বরূপ অম্লরহস্যকে উৎপাদন করিয়াছেন তাহা  
 জানি না । অথবা বোধ হয়, মাতঃ ! আপনি আমাকে উপহাসাস্পদ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা  
 করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥ জননি ! আমি আপনার অদ্ভুত কার্যকলাপ অবগত হইয়াছি । কারণ,  
 আপনি এই অখিল জগতের উৎপাদন করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্ররূপে রমণ করিয়া থাকেন আবার  
 কালে অবলীলাক্রমে এই সমগ্র সংসার আপনাতেই বিলীন করেন, অতএব হে ভবানি !  
 এরূপ স্থলে যদি আমাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাহাতে আর বিচিত্রতা  
 কি ? ॥ ৪৫ ॥ হে অশ্বিকে ! যদি আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাদের হস্তে



কামং কুরুষ বধমদ্য মমৈব মাত-  
 দুঃখং ন মে মরণজং জগদস্থিকেহত্ৰ ।  
 কৰ্ত্তা ত্বয়ৈব বিহিতঃ প্রথমং স চায়ং  
 দৈত্যাহতোহথ মৃত ইত্যযশো গরিষ্ঠম্ ॥ ৪৬ ॥  
 উত্তিষ্ঠ ! দেবি কুরু রূপমিহাদ্ভুতং ত্বং  
 মাং বা ত্বিমৌ জহি যথেষ্টমি বাললীলে ! ।  
 নোচেৎ প্রবোধয় হরিং নিহনেদিমৌ য-  
 স্ত্বংসাধ্যমেতদখিলং কিল কার্য্যজাতম্ ॥ ৪৭ ॥

সূত উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা ।  
 নিঃসৃত্য হরিদেহাত্মু সংস্থিতা পার্শ্বতস্তদা ॥ ৪৮ ॥

পাদিতাবেতৌ তর্হি মাতরদৈব্য কামং যথেষ্টং মম বধং কুরুষ মে মরণজং দুঃখং নৈবাস্তি  
 কিঙ্ক ত্বয়ৈব যঃ প্রথমং জগতঃ কৰ্ত্তা নিহিতোহথ স এবায়ং দৈত্যাহতো মৃত ইদঙ্গরিষ্ঠমযশস্তব  
 ভবতি ইদমেব মহদুঃখকরমিতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥ উত্তিষ্ঠেতি । হে দেবি ! বাললীলে কোমল-  
 লীলে ! উত্তিষ্ঠ ইহাদ্ভুতং রূপং ভয়ঙ্করং রূপং কুরু । কৃৎস্না চ মদ্বধেচ্ছা যদ্যস্তি তর্হি স্বহস্তেনৈব  
 মদ্বধং কুরু ন দৈত্যাহন্তেনাপবা ইমৌ দৈত্যৌ বা জহি । উভয়মপি ন করোষি চেক্ষরিং প্রবোধয়  
 স ইমৌ নিহনেদিদং সৰ্ব্বকার্য্যজাতং তব সাধ্যং ভবতি ॥ ৪৭ ॥

তামসী নিদ্রাভিনানিনীত্যর্থঃ । তদুক্তং শিবপুরাণে উমাগংহিতায়াম্ । ব্রহ্মণা সংস্তুতা  
 সেয়ং মধুকৈটভনাশনে । মহাবিদ্যা জগন্মাতা সৰ্ববিদ্যাধিদেবতা । দ্বাদশাং ফাল্গুনশ্চৈব  
 শুক্লায়াং সমভূতপেতি । অস্ত্রানৈব তিথৌ । সারস্বতস্ত দ্বাদশাং শুক্লায়াং ফাল্গুনশ্চ চ । কল্পঃ

এইদেওই আমার বধকার্য্য সম্পাদন করুন, মরণজন্ত আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না ; তবে  
 এই মাত্র আক্ষেপ যে, আপনি প্রথমে আমাকে এই সৃষ্টির কৰ্ত্তারূপে উৎপাদিত করিয়া যদি  
 দৈত্যাহন্তে নিপাতিত করেন তাহা হইলে এই গুরুতর অযশ আপনারই জানিবেন ॥ ৪৬ ॥  
 দেবি ! আপনার সমস্ত লীলা বালকীড়াবৎ তাহা আমি জানি । এক্ষণে উত্থান করুন । অদ্ভুত  
 রূপ ধারণপূর্ব্বক হইয় আমাকে না হইয় এই দৈত্যদ্বয়কে সংহার করুন, ফলত আপনার  
 যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন । যদি আপনি স্বয়ং সংহার না করেন তাহা হইলে যিনি ইহাদিগকে  
 বিনাশ করিতে সমর্থ সেই হরিকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করুন ; মাতঃ ! আমি জানি এই  
 জগতের সমস্ত কার্য্যকলাপই আপনার আয়ত্ত ॥ ৪৭ ॥

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ ! তৎকালে সেই যোগনিদ্রারূপা তামসী শক্তি বিধাতার  
 স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া হরির দেহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পার্শ্বদেশে বিরাজ করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৪৮ ॥ বস্তুতঃ সেই সময়ে সেই হৃদাস্ত দানব মধুকৈটভের বিনাশের নিমিত্তই যোগ-

ত্যান্ধাংহিঙ্গানি চ সৰ্বানি বিষ্ণোরতুলতেজসঃ ।

নিৰ্গতা যোগনিদ্রা সা নাশায় চ তয়োস্তদা ॥ ৪৯ ॥

বিম্পন্দিতশরীরোহসৌ যদা জাতো জনার্দনঃ ।

ধাতা পরমিকাং প্রাপ্তো মুদং দৃষ্ট্বা হরিং ততঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

ব্রহ্মস্তুতিবিষয়ো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সমভবদ্বিতি হেমাঙ্গিধ্বতনাগরখণ্ডবচনাৎ সারস্বতশ্চ কল্পশ্রোতপতিঃ সএব সরস্বত্যা অয়মিতি  
ব্যুৎপত্ত্যা সারস্বতকল্পপ্রাচীর্ভাবো ব্যাসেনাত্র স্পষ্টীকৃতো বেদিতব্য ইতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥ বিম্প-  
ন্দিতশরীরঃ কম্পিতশরীরঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

নিদ্রাস্বরূপিণী ভগবতী সেই অতুলতেজা ভগবান্ বিষ্ণুর সৰ্বাবয়ব পরিত্যাগ করিয়া  
নিৰ্গত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ ঋষিগণ ! বিধাতা জনার্দন হরিকে পূৰ্ব্ববৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সঞ্চালন  
করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদে পুলকিত হইলেন ॥ ৫০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতি-বিষয়ক সপ্তম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সন্দেহোহত্র মহাভাগ ! কথায়াস্ত মহাদ্রুতঃ ।  
বেদশাস্ত্রপুরাণৈশ্চ নিশ্চিতস্ত সদা বুধৈঃ ॥ ১ ॥  
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবাঃ সনাতনাঃ ।  
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদব্রহ্মাণ্ডেহস্মিন্মহামতে ! ॥ ২ ॥  
ব্রহ্মা সৃজতি লোকান্ বৈ বিষ্ণুঃ পাত্যখিলজ্জগৎ ।  
রুদ্রঃ সংহরতে কালে ত্রয় এতেহত্র কারণম্ ॥ ৩ ॥  
একা মূর্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাস্তথা ।  
রজঃসত্ত্বতমোভিশ্চ সংযুতাঃ কার্য্যকারকাঃ ॥ ৪ ॥  
তেষাং মধ্যে হরিঃ শ্রেষ্ঠো মাধবঃ পুরুষোত্তমঃ ।  
আদিদেবো জগন্নাথঃ সমর্থঃ সর্বকৰ্ম্মসু ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যকৈরেকোত্তরৈঃ সংরক্ততোহধুন ।

অধ্যায়ে তৃষ্টমে প্রোক্তঃ সমাগারাদ্যনির্ণয়ঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ে পরশক্ত্যা বিষ্ণুঃ সর্বেশ্বরোহপি বিবশীকৃত ইতি শ্রুত্বা ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সন্দেহো-  
হত্রেতি । অত্র সন্দেহশব্দে লক্ষণশাস্ত্র্যপরঃ তদেবাহ বেদেতি ॥১—২॥ ত্রয় এতেহত্রেতি ।  
সর্বদেবমধ্যে এ তদেবব্রহ্মণেব মুখ্যং কারণঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠদমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ তেষামভেদমাহ একা  
মূর্তিরিতি । তেষাং গুণভেদমাহ রজ ইতি ॥ ৪ ॥ ত্রয়াণাং মধ্যে বিষ্ণুরেব মুখ্য ইত্যাহ তেষা-  
মিতি ॥ ৫ ॥ ইত্থং সর্ববরিষ্ঠোহপি বোগমায়য়া কথং স্থাপিতঃ কথং বা স বিবশঃ পরাধীনো

ঋষিগণ কহিলেন, হে মহাভাগ সূত ! তোমার এই কথাতে আমাদের অত্যন্ত সংশয়  
উপস্থিত হইল । কেননা, বেদ বা পুরাণাদি শাস্ত্রে পণ্ডিতগণকর্তৃক এইরূপ নিশ্চিত হই-  
য়াছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবই সনাতন পুরুষ । এই ব্রহ্মাণ্ডে ইহাদের  
অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠতম নাই ॥ ১—২ ॥ প্রতিকল্পারম্ভসময়ে ব্রহ্মা সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্তা  
বিষ্ণু অখিল জগতের পালনকর্তা এবং প্রলয়সময়ে রুদ্রদেব সংহারকর্তা । অতএব এই তিন  
দেবই বিশ্বের কারণ । পরন্তু এক মূর্তিই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আদি কার্য্যকরণের নিমিত্ত রজঃ, সত্ত্ব,  
এবং তমঃ এই গুণত্রয় আশ্রয়পূর্ব্বক ত্রিদেবমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপে আবির্ভূত  
হয়েন ॥৩—৪॥ তাঁহাদিগের মধ্যে লক্ষ্মীপতি পুরুষোত্তম হরিই সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ, তিনিই এই  
সমস্ত জগতের নাথস্বরূপ এবং আদিদেব । বিশেষতঃ এই জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই,



নান্যঃ কোহপি সমর্থোহস্তি বিষ্ণোরতুলতেজসঃ ।  
 স কথং স্বাপিতঃ স্বামী বিবশো যোগমায়য়া ॥ ৬ ॥  
 ক গতং তস্য বিজ্ঞানং জীবতশ্চেষ্টিতক্লুতঃ ।  
 সন্দেহোহয়ং মহাভাগ ! কথয়স্ব যথা শুভম্ ॥ ৭ ॥  
 কা সা শক্তিঃ পুরা প্রোক্তা যয়া বিষ্ণুর্জিতঃ প্রভুঃ ।  
 কুতো জাতা কথং শক্তা কা শক্তির্বদ সূত্রত ! ॥ ৮ ॥  
 যন্তু সর্বেশ্বরো বিষ্ণুর্বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ।  
 পরমাত্মা পরানন্দঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ৯ ॥  
 সর্বকৃৎ সর্বভূৎ স্রষ্টা বিরজঃ সর্বগঃ শুচিঃ ।  
 স কথং নিদ্রয়া নীতঃ পরতন্ত্রঃ পরাংপরঃ ॥ ১০ ॥  
 এতদাশ্রয়ভূতো হি সন্দেহো নঃ পরন্তপ ! ।  
 ছিন্তি জ্ঞানাসিনা সূত ! ব্যাসশিষ্য ! মহামতে ! ॥ ১১ ॥

জাতঃ ॥ ৬ ॥ জীবতস্তস্য বিজ্ঞানং চেষ্টিতঞ্চ কুতো হেতোঃ ক গতমিত্যন্বয়ঃ । সন্দেহোহঃ  
 মাশ্চর্য্যমিদমিত্যর্থঃ । এতাদৃশশ্রেয়ং দশাশ্চর্য্যজনিকৈব অতো যথা শুভং স্মৃত্তথা কথং  
 ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ কা সেতি । সা শক্তিঃ কীদৃশীত্যর্থঃ । কুতো জাতেতি কস্মাৎ কারণাজ্জাতেত্যর্থঃ  
 কথং বিষ্ণুং জেতুং শক্তা সমর্থোত্যর্থঃ । কা শক্তিরিতি তস্তাঃ শক্তেঃ কা শক্তিরস্তি য  
 শক্ত্যা যুতা স্বয়ং শক্তির্বিষ্ণুং বশীকরোতি ॥ ৮ ॥ পুনরাশ্চর্য্যমুপপাদয়তি যদ্বিতি ॥ ৯ ॥ নী  
 ইতি । স্বাধীনতামিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥ আশ্চর্য্যভূত ইতি । আশ্চর্য্যাত্মকঃ সন্দেহ ইত্যর্থঃ

যাহা তাঁহার অসাধ্য । সেই অতুলতেজা বিষ্ণুর সহিত সমকক্ষ হইতে পারেন, এরূপ কোন  
 দেবই বর্তমান নাই । অতএব তাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন জগৎস্বামী ভগবান্ কিরূপে যোগনিদ্রায়  
 অভিভূত হইলেন ॥ ৫—৬ ॥ হে মহামতে ! তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই তাদৃশ বিজ্ঞান বা  
 প্রভাব প্রভৃতি কি প্রকারে কোথায় অন্তর্হিত হইল ? হে সূত ! যাহাতে আমাদের উপস্থিত  
 এই সন্দেহ দূরীভূত হয় সেইরূপ বর্ণনা কর ॥ ৭ ॥ সূত ! যাহার দ্বারা জগৎপ্রভু বিষ্ণুও পরা-  
 ভূত হইয়াছিলেন এবং তুমিও পূর্বে যাহার কথা বলিয়াছিলে, সেই শক্তি কে ? কোথা  
 হইতে বা উৎপন্ন হইল ? হে সূত্রত ! সেই শক্তির কিরূপ প্রভাব, এবং স্বরূপই বা কিরূপ ?  
 তাহা বিশেষ করিয়া বল ॥ ৮ ॥ যিনি এই জগতের গুরু, পরমাত্মা, পরম আনন্দ সচ্চিদানন্দ-  
 বিগ্রহ, সেই সর্বকর্তা সর্বপাবক সর্বদা নিঃশলস্বভাব, সর্বত্রগামী, নিত্য পবিত্রস্বরূপ,  
 বিশ্বব্যাপক, সর্বেশ্বর, পরাংপর বাসুদেব, কি প্রকারে পরাধীন পুরুষের ত্রায় নিদ্রার  
 বশীভূত হইয়াছিলেন । হে জিতাত্মন্ ! তুমি আমাদের এই আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ জ্ঞানখড়া  
 দ্বারা ছেদ কর । কারণ তুমি বেদব্যাসের প্রিয়তম শিষ্য ॥ ৯—১১ ॥

সূত উবাচ ।

কঃ সন্দেহং ছিনভ্যেনং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।

মুহুন্তি মুনয়ঃ কামং ব্রহ্মপুত্রাঃ সনাতনাঃ ॥ ১২ ॥

নারদঃ কপিলশ্চৈব প্রশ্নেহস্মিন্মুনিসত্তমাঃ ! ।

কিং ব্রবীমি মহাভাগা দুর্ঘটেহস্মিন্ বিমর্শনে ॥ ১৩ ॥

দেবেষু বিষ্ণুঃ কথিতঃ সর্বগঃ সর্বপালকঃ ।

যতো বিরাদিদং সর্বমুৎপন্নং সচরাচরম্ ॥ ১৪ ॥

তে সর্বৈ সমুপাসন্তে নত্বা দেবং পরাংপরম্ ।

নারায়ণং হৃষীকেশং বাসুদেবং জনার্দনম্ ॥ ১৫ ॥

তথা কেচিন্মহাদেবং শঙ্করং শশিশেখরম্ ।

ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রং শূলপাণিং বৃষধ্বজম্ ॥ ১৬ ॥

তথা বেদেষু সর্বেষু গীতং নাম্না ত্রিষ্মকম্ ।

কপর্দিনং পঞ্চবক্ত্রং গৌরীদেহাঙ্কধারিণম্ ॥ ১৭ ॥

কৈলাসবাসনিরতং সর্বশক্তিসমন্বিতম্ ।

ভূতবৃন্দযুতং দেবং দক্ষযজ্ঞবিঘাতকম্ ॥ ১৮ ॥

১১—১২ ॥ নারদ ইতি পূর্বাশ্রয়ি ॥ ১৩—১৪ ॥ তে সর্বৈ ইতি । দেবাদ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥  
( কেচিত্তু শঙ্করমপ্যুপাসতে ইত্যাহ । তথেন্তি । তথা তদ্বৎ কেচিৎ পণ্ডিতাঃ সর্বকল্যাণ-  
জনকং শশিশেখরং মহাদেবং ভক্তিভাবেনার্চয়ন্তি ॥ ১৬ ॥ তথেন্তি । নতু কেবলং পণ্ডিতা  
এব কিন্তু বেদেষুপি গৌর্য্যা অঙ্কাস্তেনোপলক্ষিতং ত্র্যম্বকং ত্রীণি অম্বকানি শশিসুর্ঘ্যাগ্নি-  
রূপাণি চক্ষুংষি যন্ত তাদৃগুপেণ পরিগীতমিতি জানীত হে মহাভাগাঃ শৌনকাদয়ঃ । কৈলাস-  
ধামবাসার্থমনুরাগিণং ব্রহ্মপুত্রস্ত প্রজাপতের্দক্ষস্তাপি যজ্ঞহস্তারম্ ॥ ১৭—১৮ ॥ সম্প্রতি মুখা-

সূত কহিলেন । হে ঋষিগণ ! সনাতনপুরুষস্বরূপ ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার-  
প্রভৃতি মুনীগণও যখন যাহাতে সম্পূর্ণ বিমোহিত হন, তখন এই চরাচরসমন্বিত ত্রৈলোক্য  
মধ্যে এমন কোন পুরুষ আছে যে এ সন্দেহ ছেদ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১২ ॥ অধিক  
কি এই দুর্ঘটন বিচারজনক প্রশ্নে নারদ ও কপিল প্রভৃতিও যখন নিরস্ত হইতে  
পারেন, তখন, হে মহাভাগ ঋষিগণ ! আমি ইহার কি উত্তর করিব ॥ ১৩ ॥ বিশেষতঃ  
সমস্ত দেবগণমধ্যে বিষ্ণুই সর্বপালয়িতা ও সর্বত্রগামী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন ।  
কারণ, এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা হইতে উৎপন্ন, এবং তাহার সকলেই ( সমস্ত  
দেব প্রভৃতি ) সেই পরাংপর হৃষীকেশ বাসুদেব জনার্দন নারায়ণকেই প্রণতিপূর্বক উপা-  
সনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪—১৫ ॥ আবার কোন কোন পণ্ডিত বৃষধ্বজ শূলপাণি শশিশেখর  
ত্রিলোচন সর্বকল্যাণকর দেবদেব মহাদেবকেই পরম ভক্তিভাবে অর্চনা করিয়া থাকেন

তথা সূর্য্যং বেদবিদঃ সায়াং প্রাতর্দিনে দিনে ।  
 মধ্যাহ্নে তু মহাভাগাঃ স্তবন্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ১৯ ॥  
 তথা বেদেষু সর্ব্বেষু সূর্য্যোপাসনমুত্তমম্ ।  
 পরমাত্মৈতি বিখ্যাতং নাম তস্মৈ মহাত্মনঃ ॥ ২০ ॥  
 অগ্নিঃ সর্ব্বত্র বেদেষু সংস্কৃতো বেদবিভূমৈঃ ।  
 ইন্দ্রশ্চাপি ত্রিলোকেশো বরুণশ্চ তথাহপরঃ ॥ ২১ ॥  
 যথা গঙ্গা প্রবাহৈশ্চ বহুভিঃ পরিবর্ততে ।  
 তথৈব সর্ব্বদেবেষু বিষ্ণুঃ প্রোক্তো মহর্ষিভিঃ ॥ ২২ ॥  
 ত্রীণ্যেব হি প্রমাণানি পঠিতানি স্থপণ্ডিতৈঃ ।  
 প্রত্যক্ষং চানুমানঞ্চ শব্দকৈব তৃতীয়কম্ ॥ ২৩ ॥

ধ্যোয়াধারভূতস্থানস্ত নারায়ণাত্মনঃ সূর্য্যোপাসনমুত্তমমিত্যাহ সর্ব্বজ্যোতিঃপদার্থেষু তস্মৈব  
 পরমাত্মজ্যোতিঃপ্রকাশাদিক্যাং । তথা সর্ব্বকৃতুনিষ্পাদকত্বাং অগ্নীন্দ্রাদিদেবানাং প্যুপাস্তি-  
 র্বিহিতা বেদেষু তদ্বিভিক্তিরপি তত্ত্বম্ব্রোক্তস্ততিভিস্ততা এব তে বহু্যদয় ইত্যাহ তথৈতি ॥  
 ১৯—২১ ॥ ব্যাপ্তিরূপেণ নানাদেবোপাস্তিং দর্শয়িত্বা ইদানীং তেষাং দেবানাং সমষ্টিভূতো বিষ্ণু-  
 রেবেতি গঙ্গাপ্রবাহরূপদৃষ্টান্তমুথেনোপসংহরন্বাহ যথা গঙ্গৈতি ॥ ২২—২৩ ॥ ইতরে নৈয়া-  
 য়িকৈকদেশিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ সপ্তৈতি । পূর্ব্বোক্তানি পঞ্চ সাক্ষিরূপং বর্ষ্টমৈতিহ্যং সপ্তমমিতি

এবং সমস্ত বেদমধ্যেও তিনি কপর্দী গৌরীদেহার্কধারী প্রমথবৃন্দ-পরিবেষ্টিত দক্ষযজ্ঞ-  
 ধ্বংসকারী কৈলাসবসতিপ্রিয় সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র নামে পরিগীত হইয়া  
 থাকেন ॥ ১৬—১৮ ॥ হে মহাভাগ ঋষিগণ ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেইরূপ সূর্য্যদেবকেও  
 প্রতিদিন প্রাতঃকালে মধ্যাহ্ন ও সায়াংসময়ে বিবিধ স্ততি পাঠাদি দ্বারা স্তব করিয়া  
 থাকেন । ফলতঃ বেদসমস্ত মধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন সূর্য্যদেবই পরমাত্মা নামে পরিকীৰ্ত্তিত  
 হইয়াছেন ; সুতরাং সূর্য্যোপাসনাও উত্তম বলিয়া জানিবেন ॥ ১৯—২০ ॥ আবার দেখুন,  
 যাহাদিগের বেদে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাদৃশ বুধবর্গ কর্তৃক বেদের সকল  
 স্থানেই অগ্নি, ত্রিলোকনাথ ইন্দ্র বা বরুণ প্রভৃতি অপূরাপর দেবগণেরও স্ততিগানের  
 বিষয় অভিহিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥ পরন্তু, যেমন গঙ্গাদেবী অনন্ত প্রবাহময়ী হইলেও  
 একমাত্র তাঁহার পূজা করিলেই সেই সমস্ত প্রবাহরাশির পূজা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ, মহর্ষি-  
 গণ, সমস্ত দেবগণ মধ্যে বিমল-সত্ত্বরাশি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাতেই সমস্ত দেবের  
 অর্চনা সিদ্ধ হয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ দূরদর্শী পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান  
 ও শব্দ এই তিনটিকেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন ; অপর নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ  
 কেহ উপমানকে লইয়া চারিটী বলেন ; আবার কোন কোন মহামতিমান্ অর্থাপত্তিকেও  
 লইয়া পঞ্চ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন । পরন্তু, পৌরাণিক মনীষিগণ বলেন  
 যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি এবং সাক্ষিরূপ ও ঐতিহ্যকে লইয়া প্রমাণ সাতটি । ফলতঃ যিনি এই



চত্বার্য্যেবেতরে প্রাহরুপমানযুতানি চ ।  
 অর্থাপত্তিযুতান্যন্তে পঞ্চপ্রাহর্মহাধিয়ঃ ॥ ২৪ ॥  
 সপ্ত পৌরাণিকান্যৈচব প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।  
 এতৈঃ প্রমাণৈর্দুর্জ্জেষ্যং যদব্রূক্ষ পরমঞ্চ তৎ ॥ ২৫ ॥  
 বিতর্কশ্চাত্ত কৰ্ত্তব্যো বুদ্ধ্যা চৈবাগমেন চ ।  
 নিশ্চয়ান্নিকয়া যুক্ত্যা বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৬ ॥  
 প্রত্যক্ষতস্ত বিজ্ঞানং চিন্ত্যং মতিমতা সদা ।  
 দৃষ্টান্তেনাপি সততং শিষ্টমার্গানুসারিণা ॥ ২৭ ॥  
 বিদ্বাংনোহপি বদন্ত্যেবং পুরাণৈঃ পরিগীয়তে ।  
 দ্রুহিণে সৃষ্টিশক্তিচ্চ হরৌ পালনশক্তিতা ॥ ২৮ ॥

সপ্তপ্রমাণানি । এতৈরিতি । এতৈরনেকধা ভেদভিন্নৈঃ প্রমাণৈর্দুর্জ্জেষ্যং যৎ পরং ব্রূক্ষ তদেব  
 পরমং মুখ্যং জগৎকারণমন্তীতি বেদান্তা আল্লরিত্তি শেষঃ ॥ ২৫ ॥ এবমেতানি সৰ্ব্বমতানি  
 বেদে এব সন্তি তত্র কিং মতং মুখ্যমিতি বিমর্শো দুর্ঘট এব তথাপি যত্র শ্রুতিবাক্যানাং পর-  
 স্পরং বিরোধস্তত্রোপক্রমোপসংহারাদিলিঙ্গৈঃ শ্রুতিতাৎপর্য্যং নির্ণয় তাৎপর্য্যবতী শ্রুতিঃ  
 প্রবলেতি সিদ্ধান্ত উত্তরমীমাংসায়ানুসৃতঃ । নহু তেন সিদ্ধান্তেন ব্রূক্ষন জগৎকারণমিতি  
 সিধ্যতীতি চেত্তব্রাহ্মণানেনাগমেন শ্রুতিবাক্যেন চ তদব্রূক্ষ কিং সম্ভবিকং জগৎকারণমু-  
 শক্তিরহিতমিতি বিচারঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যাহ বিতর্ক ইতি অনুমানমিত্যর্থঃ । বুদ্ধোক্তান্তার্থো  
 নিশ্চয়ান্নিকয়া যুক্ত্যেতি ॥ ২৬ ॥ প্রত্যক্ষত ইতি । কিঞ্চ মতিমতা প্রত্যক্ষতো বিজ্ঞানং তদপি  
 চিন্ত্যং গ্রাহ্যং প্রমাণহেতুত্বার্থঃ । শিষ্টমার্গঃ শিষ্টাচারস্তদনুসারিণা দৃষ্টান্তেন ব্যাপ্তিগ্রাহকে-  
 নাপি সততমনুমেয়মিতি শেষঃ ॥ ২৭ ॥ তমেব দৃষ্টান্তমাহ বিদ্বাংনোহপি । কিন্তুদগীয়তে  
 তদাহ দ্রুহিণে ইতি । ইত্থননেকদৃষ্টান্তৈর্বস্তুমাত্রৈ শক্তিমহুব্যাপ্তির্গাহ্যেতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

সমস্ত প্রমাণাদির দুর্জ্জেষ্য তিনিই পরাংপর পরম ব্রূক্ষ ॥ ২৩—২৫ ॥ যদিচ এ সমস্ত মতই  
 বেদে গূঢ়ভাবে নিহিত আছে তথাপি শ্রুতিসকলের আপাততঃ বিরোধ থাকায় ব্রূক্ষনিরূপণ  
 দুর্ঘট জানিবেন তন্মধ্যে তাৎপর্য্যবতী শ্রুতির প্রাবল্যাহেতু সেই প্রবল শ্রুতির মতানুসারেই  
 ঐ সমস্ত পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতির বিরোধ ভঞ্জনপূর্ব্বক ব্রূক্ষবিষয়ক সিদ্ধান্ত করা কৰ্ত্তব্য ;  
 কিন্তু তাহাও যেরূপে করিতে হইবে বলিতেছি শ্রবণ করুন । হে ঋষিগণ ! এই ব্রূক্ষনিরূপণ-  
 বিষয়ে সদবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক নিশ্চয়ান্নিক যুক্তি এবং শাস্ত্র দ্বারা বারংবার বিচার করিয়া  
 অনুমান করাই বিধেয় । পরন্তু, যাহা প্রত্যক্ষরূপে জানিতে পারা যায়, অথবা শিষ্টাচার  
 অনুগামি দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমিত হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্বদা তাহাই গ্রহণীয় ॥ ২৬—২৭ ॥  
 (এক্ষণে সেই দৃষ্টান্তের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন) তদ্বদর্শিগণ এইরূপ বলেন এবং  
 পুরাণেও এইরূপ পরিগীত আছে যে, পিতামহ ব্রূক্ষাতে সৃষ্টিকরণশক্তি, হরিকৃত পালনশক্তি  
 আর রুদ্রে সংহারশক্তি ; সেইরূপ সূর্য্যে প্রকাশিকাশক্তি ; অনন্ত ও কুর্শদেবে পৃথিবী-  
 ধারণশক্তি, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি এবং বায়ুতে প্রেরণান্নিকাশক্তি ; অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ

হরে সংহারশক্তিঞ্চ সূর্যে শক্তিঃ প্রকাশিকা ।  
 ধরাধরণশক্তিঞ্চ শেষে কূর্মে তথৈব চ ॥ ২৯ ॥  
 সাদ্যা শক্তিঃ পরিণতা সর্বস্মিন্ যা প্রতিষ্ঠিতা ।  
 দাহশক্তিস্তথা বহ্নৌ সমীরে প্রেরণাত্মিকা ॥ ৩০ ॥  
 শিবোহপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জিতঃ ।  
 শক্তিহীনস্ত যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥  
 এবং সর্বত্র ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ ।  
 ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যস্তং ব্রহ্মাণ্ডেহস্মিন্মহাতপাঃ ! ॥ ৩২ ॥  
 শক্তিহীনস্ত নিন্দ্যঃ স্তাদ্বস্তমাত্রং চরাচরম্ ।  
 অশক্তঃ শত্রুবিজয়ে গমনে ভোজনে তথা ॥ ৩৩ ॥  
 এবং সর্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে ।  
 সোপাস্তা বিবিধৈঃ সম্যগ্ধিচার্যা সূধিয়া সদা ॥ ৩৪ ॥

সাদ্যেতি । যা সর্বস্মিন্নাদ্যাশক্তিরস্তি সা শক্তিঃ পরিণতা তত্তচ্ছক্তিরূপেণৈত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥  
 তথ্যেতি । বিদ্বাংসো বদন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ এবমিতি । যথা অত্র সর্বপদার্থস্বাবচ্ছেদেন শক্তি-  
 মদ্বব্যাপ্তিগৃহীতা তথা ব্রহ্মণোহপি পদার্থস্বাবচ্ছিন্নত্বেন শক্তিরস্তি । সা চ শক্তিঃ সামর্থ্যরূপা  
 ন স্বাশ্রয়াত্তিন্না ভাসতে অগ্নিশক্ত্যাদাবদৃষ্টত্বাৎ । কিন্তুভিন্নৈব তদেব দর্শয়িতুমেবং সর্বগতা  
 শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে ইত্যনেন স্বাশ্রয়াভেদ এবোক্তঃ । তথাচ ক্রতিপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম  
 মায়া বা এষা নারসিংহীতি ন তস্ত কার্য্যং করণং চ বিদ্যাতে পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব ক্রয়তে  
 ইত্যাদিক্রতিভিন্নমানাদিভিঃ সশক্তিকমেব জগৎকারণমিতি তদেবোপাস্তমিতি ভাবঃ ।  
 এতেন কা সা শক্তিরিত্যন্তোক্তরং ব্রহ্মসামর্থ্যরূপা শক্তিরস্তীতি বোধিতং সোপাস্তেতি । যতো  
 ব্রহ্মভিন্না ন শক্তিস্ততস্তস্তা ভজনেহগ্নিশক্ত্যাং হোমেঘ্নৌ হোমস্বার্থসিদ্ধত্ববদব্রহ্মণ উপাসনং জাত-  
 মেবেতি সর্বেষাং কারণভূতা সৈব শক্তিঃ সাম্যাবস্থাস্থিকোপাস্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণু-

বিরাজিতা সেই আদ্যাশক্তিই তত্ত্বৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহারাदिरূপে পরিণতা জানি-  
 বেন ॥ ২৮—৩০ ॥ এই জগতের যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন শক্তিবহীন হইলে কোন  
 কার্য্যই সমর্থ হয় না । অধিক আর কি বলিব যদি স্বয়ং সদাশিব ও সেই কুলকুণ্ডলিনীশক্তি-  
 পরিবর্জিত হইলেন তাহা হইলে তিনিও শবদ্ব প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া  
 পড়েন ॥ ৩১ ॥ ফলতঃ হে তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষিগণ ! এইরূপ আব্রহ্মস্তদ্ব্যপ্যস্ত স্থাবর  
 জঙ্গম প্রভৃতি সর্বভূতেই তিনি প্রতিনিয়তই বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ এ বিষয়ে আর  
 অধিক কি বলিব সচরাচর এই সমস্ত জগৎ শক্তিহীন হইলেই একেবারে অকর্ম্মণ্য  
 হইয়া পড়ে ; কি শত্রুবিজয় কি গমন ভোজনাদি শরীরনির্কাহ ক্রিয়া কিছুতেই সমর্থ হয়  
 না ॥ ৩৩ ॥ যেহেতু সেই ব্রহ্ম সর্বত্রব্যাপিয়া সকল বস্তুতে অবস্থিত আছেন সেইরূপ  
 তাঁহার শক্তিও সর্বত্র বিরাজিত ; বস্তুতঃ শক্তি আর শক্তিমান এই উভয়ের অভিন্নতাহেতু  
 বেদান্তাদিশাস্ত্রে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপেই বিবেচিত হইলেন, অতএব সেই ব্রহ্মরূপিণী

বিষেণ চ সাত্ত্বিকী শক্তিস্তয়া হীনোহপ্যকর্মকৃৎ ।  
 দ্রহিণে রাজসী শক্তির্যয়া হীনো হৃদ্যষ্টিকৃৎ ॥ ৩৫ ॥  
 শিবে চ তামসী শক্তিস্তয়া সংহারকারকঃ ।  
 ইতু্যহং মনসা সর্বং বিচার্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৬ ॥  
 শক্তিঃ কৰোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেহখিলম্ ।  
 ইচ্ছয়া সংহরত্যেযা জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥  
 ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্ৰো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ ।  
 ন সূর্যো বরুণঃ শক্তাঃ স্বে স্বে কার্যে কথঞ্চন ॥ ৩৮ ॥  
 তয়া যুক্তা হি কুর্বন্তি স্থানি কার্য্যাণি তে স্মরাঃ ।  
 সৈব কারণকার্য্যেষু প্রত্যক্ষ্ণেণাবগম্যতে ॥ ৩৯ ॥

ক্ষত্রাদিষু প্রসিদ্ধেষু ব্যতিরেকং দর্শয়ন্তেষামেকৈকগুণবত্তয়া ন্যূনত্বেন নোপাসনাহঁত্বং  
 ত্রীভগবত্যাপেক্ষয়েতি দর্শয়তি বিষেণ চৈতি ॥ ৩৫—৩৬ ॥ কুতো জ্ঞাতত্যাশ্রোত্তরমাহ শক্তিঃ  
 কৰোতীতি । যা সর্বশ্চ কৰ্ত্তী সা কস্মাদুৎপদ্যতানবস্থাপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ । অতএব শক্ৰেঃ  
 শক্ত্যান্তরকল্পনমপ্যনুচিতমিত্যর্থাদ্ভোধ্যম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥ সগুণেতি । একৈকগুণবিশিষ্টেভ্যঃ ।

শক্তিই সকলের আরাধ্যা এবং সর্বদা বিবিধশাস্ত্র ও স্মৃতিবুদ্ধি দ্বারা সন্যক্ বিচারণীয়া  
 জানিবেন ॥ ৩৫ ॥ ঋষিগণ ! বিষ্ণুতে সাত্ত্বিকী শক্তি বিদ্যমান আছেন বলিয়াই তিনি  
 পালনকার্য্যে সমর্থ ; অতথা একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়েন । সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা পৈতৃ-  
 পতি ব্রহ্মাও যে শক্তিবহীন হইলে সৃষ্টিকার্য্যে অশক্ত হইলেন সেই রাজসী শক্তি তাঁহাতে  
 সর্বদা বিরাজিত থাকে বলিয়াই তিনি সৃষ্টি করণে সমর্থ । ঐরূপ রুদ্রদেবে তামসী শক্তি  
 বর্ত্তমান আছে বলিয়াই তদ্বারা তিনি সংহারক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন । অতএব,  
 এই মহৎ বিরাটরূপ অনন্তব্রহ্মাণ্ডে কার্য্যক্রম যে কোন জীব আছে তাহার সকলেই যে সেই  
 অনাদি অনির্কচনীয় শক্তিপ্রভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহা অন্তরে বারংবার বিচার  
 করিয়া সর্বত্র সেই ব্রহ্মাত্মিকশক্তির অধ্যাহার করিয়া লইতে হইবে । (ফলতঃ এই  
 জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহাতে সেই পরমশক্তিরূপিণী বিরাজমান নাই ॥)  
 ৩৫—৩৬ ॥ হে মহর্ষিগণ ! বদিত স্থলদর্শীদিগের আপাতত দৃষ্টিতে ব্রহ্মাদিদেবগণ কর্ত্তক  
 সৃষ্টাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু স্মৃতিদর্শী তত্ত্বজ্ঞপুরুষেরা  
 বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন যে, সেই শক্তিই নিজ ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাদিদেবের অন্তরে  
 থাকিয়া এই চরাচর অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহারাди কার্য্য সম্পাদন করিয়া  
 থাকেন ; সুতরাং সেই পরব্রহ্মরূপিণী শক্তিই ইহাদের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে না থাকিলে  
 ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু কি মহাদেব বা ইন্দ্র বা অগ্নি কি সূর্য্য কি বরুণ ইহারা কেহই কোনরূপে  
 নিজ নিজ কার্য্য পরিচালনে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩৭—৩৮ ॥ সেই ব্রহ্মময়ীশক্তিই যে এই  
 জগতের সমস্ত কার্য্যের অভ্যন্তরে গূঢ় কারণরূপে নিহিত আছেন তাহাত প্রত্যক্ষরূপেই



সগুণা নিগুণা সা তু দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ ।  
 সগুণা রাগিভিঃ সেব্য৷ নিগুণা তু বিরাগিভিঃ ॥ ৪০ ॥  
 ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুলা ।  
 দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ পূজিতা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪১ ॥  
 ন জানন্তি জনা মূঢ়াস্তাং সদা মায়য়াবৃত্তাঃ ।  
 জানন্তোহপি নরাঃ কেচিন্মোহয়ন্তি পরানপি ॥ ৪২ ॥  
 পণ্ডিতাঃ শ্বোদরার্থং বৈ পাষণ্ডানি পৃথক্ পৃথক্ ।  
 প্রবর্তয়ন্তি কলিনা প্রেরিতা মন্দচেতসঃ ॥ ৪৩ ॥  
 কলাবস্মিন্মহাভাগা নানা ভেদসমুৎথিতাঃ ।  
 নাশ্তে যুগে তথা ধর্ম্মা বেদবাহ্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৪৪ ॥  
 বিষ্ণুশ্চরত্যসাবুগ্রং তপো বর্ষণ্যনেকশঃ ।  
 ব্রহ্মা হরদ্রয়ো দেবা ধ্যায়ন্তঃ কমপি গ্ৰবম্ ॥ ৪৫ ॥

নিগুণা সাম্যাবস্থোপাধিকব্রহ্মরূপেত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪৫ ॥ যদি ব্রহ্মাদয়ো মুখ্যাস্তর্হি তেহত্য়  
 জানা যাইতেছে । অতএব, সেই ব্রহ্মাদিস্বরগণ যে সেই শক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া স্বীয়  
 নীয় ভারাপিত কার্য্যসকল নিষ্পাদন করিয়া থাকেন তাহার আর সংশয় কি ? ॥ ৩৯ ॥  
 পরন্তু, হে ঋষিগণ ! তিনি স্বরূপতঃ একমাত্র অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপিণী হইলেও মনীষিগণ  
 সাধকদিগের অধিকার অনুসারে সগুণ ও নিগুণ অর্থাৎ গুণসাম্যাবস্থায় উপহিত ব্রহ্ম রূপ-  
 ভেদে উপাসনা বিষয়ে দুই প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে সংসার অনুরাগী  
 ভাগবিনাসী জীব সগুণ ব্রহ্মেরই অর্চনা করিয়া থাকে আর বিষয়বিরাগী নিকাম সাধ্বিক  
 পুরুষেরা নিগুণের উপাসনা করত ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানলাভে অধিকারী হয়েন । ( এই  
 সংসার মধ্যে যাহারা অত্যন্ত ভেদজ্ঞানী সেই সমস্ত নিকৃষ্ট সাধক সগুণের মধ্যেও আবার  
 এক একটী গুণকে অর্থাৎ কেহ সাধ্বিক, কেহ রাজস কেহ বা তামস ভাব আশ্রয়পূর্ব্বক  
 নিজ নিজ অতীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টায় নিরত থাকেন । ) ফলতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কি মোক্ষ  
 এ সমস্তেরই অধীশ্বরী সেই অচল কূটস্থ চৈতন্যরূপিণীকেই জানিবেন ; তিনি ভক্তিভাবে  
 যথাবিহিত সমর্চিত হইলে, ভক্ত সাধককে যে অভিলষিত ফল প্রদান করেন, তাহাতে  
 আর সন্দেহ নাই ॥ ৪০—৪১ ॥ হে মহর্ষিগণ ! ইহ সংসারে নিরন্তর মায়াসমাচ্ছন্ন মূঢ়মতি  
 ব্যক্তিরাত তাঁহাকে একেবারেই জানিতে পারে না । কোন কোন মনুষ্য আবার কথঞ্চিৎ  
 জানিতে পারিয়াও অপরকে বিমোহিত করিয়া থাকে । ইহা ব্যতীত আবার কতকগুলি  
 পণ্ডিত কবিদেবপ্রেরিত হইয়া এতদূর দূর্য্যতি হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা কেবল স্বীয় উদর  
 ভরণের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পাষণ্ড সম্প্রদায়ের প্রবর্তনা করিয়া থাকেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে মহা-  
 ভাগ ঋষিগণ ! কেবল এই কলিযুগেই নানাপ্রকার ভেদবুদ্ধি কল্পিত হইয়া ধর্ম্মও বিবিধ

কাময়ানাঃ সদা কামং তে ত্রয়ঃ সৰ্বদৈব হি ।  
 যজন্তি যজ্ঞান্ বিবিধান্ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তে বৈ শক্তিং পরাং দেবীং ব্রহ্মাখ্যাং পরমাত্মিকাম্ ।  
 ধ্যায়ন্তি মনসা নিত্যং নিত্যাং মত্ৰা সনাতনীম্ ॥ ৪৭ ॥  
 তস্মাচ্ছক্তিঃ সদা সেব্যা বিদ্বদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ ।  
 নিশ্চয়ঃ সৰ্বশাস্ত্রাণাং জ্ঞাতব্যো মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৮ ॥  
 কৃষ্ণাচ্ছ তং ময়া চৈতভেন জ্ঞাতস্ত নারদাৎ ।  
 পিতুঃ সকাশাভেনাপি ব্রহ্মণা বিষ্ণুবাধ্যতঃ ॥ ৪৯ ॥  
 ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যমশ্রোয়াং বচনং বুধৈঃ ।  
 শক্তিরেব সদা সেব্যা বিদ্বদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ ॥ ৫০ ॥

কিমিতি ভজ্যেযুর্ভজন্তি চ তস্মান্ন তে মুখ্যাঃ কিন্তু পরা শক্তিরেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥ পরং ব্রহ্মৈব  
 তস্য রূপং নাগ্ৰদন্তীত্যভিপ্রায়েণ ব্রহ্মাত্মিকামিত্যুক্তম্ । স্পষ্টীকৃতং চৈতদস্মাভিক্রপো-  
 দব্যাতে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ যথা গজশরীরে প্রবিষ্টে গজ ইতি ব্যবহারস্তথা প্রথমতো

প্রকারে সমুদিত হইয়াছে ; কিন্তু সত্যত্রেতাদি অপর কোন যুগে কখনই আর একরূপ  
 বেদ বহির্ভূত ধর্মের আবির্ভাব হয় নাই ॥ ৪৪ ॥ আরও দেখুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু কি রুদ্র ইহারা  
 সকল দেবের প্রধান হইয়াও কোন অনির্লচনীয় নিত্য পদার্থের ধ্যান পূর্বক বহুবর্ষ  
 ব্যাপিয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ? সেই তিন দেব ( ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও  
 মহেশ্বর ) অবশ্যই স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনায় সর্বদা বিবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া  
 থাকেন । ( বস্তুতঃ ইহারা যদি স্বয়ং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর হইতেন, তাহা হইলে কামনা সিদ্ধির  
 নিমিত্ত তপোঅনুষ্ঠান বা ধ্যানাদির প্রয়োজন কেন ? অতএব জানিবেন যে, সেই পরাংপরা  
 চিদানন্দ ব্রহ্মরূপিণী পরাশক্তিই মুখ্যরূপা ও সর্বোপাধ্যা ) ॥ ৪৫—৪৬ ॥ হে ঋষিগণ ! ব্রহ্মাদি  
 মূরবৃন্দ এই জগতের বন্দনীয় সত্য ; কিন্তু তাঁহারাও সেই পরমাত্মরূপিণী নিত্যস্বরূপা সনা-  
 তনী ব্রহ্মময়ী পরাশক্তিকে নিরন্তর অন্তরে ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ হে মুনিসত্তমগণ !  
 এই ভূনগুণ মধ্যে যাহারা প্রকৃতরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাদৃশ বিদ্বান্  
 পুরুষদিগের সেই পরব্রহ্মরূপা পরাশক্তিই যে অর্জনীয়া তাহাতে আর সংশয় কি ? বস্তুতঃ  
 ইহাই সর্ব শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবেন ॥ ৪৮ ॥ ঋষিগণ ! পাদ্মকর্ণে পিতামহ  
 ব্রহ্মা যখন বিমোহিত হইয়া পড়েন ; তৎকালে তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট এই গূঢ় তত্ত্বের  
 উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন । পরে দেবর্ষি নারদ নিজ পিতা ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হইয়া আমার  
 গুরুদেব বেদব্যাসকে উপদেশ করেন ; আমি সেই গুরুদেব ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৃপা-  
 তই এই পরম তত্ত্ব লাভ করিয়াছি জানিবেন ॥ ৪৯ ॥ হে মহর্ষিবৃন্দ ! ইহ সংসারে যাহারা  
 মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া প্রকৃততত্ত্ব নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাদৃশ বিদ্ব-

প্রত্যক্ষমপি দ্রষ্টব্যমশক্তস্য বিচেষ্টিতম্ ।

অতঃ সর্বেষু ভূতেষু জ্ঞাতব্যা শক্তিরেব হি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে  
আরাধ্যনির্গয়ো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মায়াশরীরে প্রবিষ্টস্য চৈতন্তস্য মায়াশক্তিরিতি ব্যবহারসুদনস্তরং গুণোৎপাদাদেকৈকগুণ-  
বিশিষ্টমায়াশবলব্রহ্মণ এব ব্রহ্মবিষ্ণুরূদ্ৰ ইত্যাদিব্যবহারস্তথা চ সর্বকারণং ব্রহ্ম মায়াশক্তি-  
সহিতমেব ভবতীতি মায়াশক্তির্দেবীভগবতীত্যাদিমুখ্যশব্দৈর্যোপাশ্রিত্যাহ শক্তিরে-  
বেতি ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে  
অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ম্মণ্ডলীর কর্তব্য এই যে অপর কাহারও অসার উপদেশ শ্রবণ বা মনন না করিয়া সর্বদা  
সর্বান্তঃকরণের সহিত একমাত্র সেই পরাশক্তিরূপা জগদম্বিকার চরণসেবায় নিরত থাকেন  
বিশেষতঃ এই ভূমণ্ডল মধ্যে রক্ত, অস্থি ও মাংসপিণ্ডময় শোণিত গুত্রের পরিণাম স্বরূপ  
জড়পিণ্ড দেহাদিরও যে, সেই অনির্কচনীয় চৈতন্তরূপিনী শক্তিপ্রভাবে প্রয়োজন মত সঞ্চা-  
লনাদি ক্রিয়া নিম্পন্ন হইতেছে তাহা ত একবার অন্তরে ভাবিয়া দেখিলেই প্রত্যক্ষ রূপে  
দৃষ্ট হইবে । অতএব, ঋষিগণ ! স্থাবর জঙ্গমাди প্রাণিজাত মাত্রেই নিরন্তর সেই একমাত্র  
নিত্যানন্দময়ী চিৎশক্তিই বিরাজিতা জানিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
আরাধ্যনির্গয়নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

যদা বিনির্গতা নিদ্রা দেহান্তস্থ জগদ্গুরোঃ ।  
নেত্রাশ্রনানিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ ॥ ১ ॥  
নিঃসৃত্য গগনে তস্মৌ তামসী শক্তিরুত্তমা ।  
উদতিষ্ঠজ্জগন্নাথো জুস্তমাণঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২ ॥  
তদাহপশ্যৎ স্থিতস্তত্র ভয়ত্রস্তং প্রজাপতিম্ ।  
উবাচ চ মহাতেজা মেঘগন্তীরয়া গিরা ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

কিমাংগতোহসি ভগবৎসুপস্ত্যক্তাহত্র পদ্বজ ! ।  
কস্মাচ্চিন্তাতুরোহসি ত্বং ভয়াকুলিতমানসঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তাশীতিনহাল্লোকৈর্ষধুকৈটভয়োর্বধঃ ।

দেবীপ্রসাদাকুরিণা কৃত ইত্যোতছুচ্যতে ॥

মধুকৈটভবধকথায়াং প্রসঙ্গাগতং বিচারং সমাপ্য পুনস্তামেব কথামুখ্যাপয়তি সূতঃ  
যদা বিনির্গতেতি । যদা দেহাৎ সা নিদ্রা নিদ্রাভিমানিনী দেবতা নির্গতা তদা সা নিদ্রাভি-  
মানিনী মহাকালী তামসী শক্তির্গগনে মূর্ত্তিমতী তস্মৌ তয়োর্দৈত্যয়োর্মোহার্থম্ ॥ ১—৩ ॥

( কস্মাৎকৈটোস্তপোহপি বিহায় ভবানজাগতঃ কিস্তং ভীতিকারণং শীঘ্রং বদ ইত্যাহ ।  
কিমিতি । চিন্তয়া প্রবলয়া হৃভাবনয়া আতুরঃ পীড়িতঃ যতো ব্যাকুলিতমনা লক্ষ্যসে  
ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! যে মুহূর্ত্তে সেই যোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্বোত্তমা  
তামসীশক্তিরূপা ( মহাকালী ) জগদ্গুরু ভগবান্ বিষ্ণুর নেত্রযুগল, বদনমণ্ডল, নাসিকা,  
বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে দেহস্থ সমস্ত অবয়ব হইতে বিনিঃসৃত হইয়া মধু-  
কৈটভকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত সন্মুখস্থ আকাশমণ্ডলে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমতীরূপে বিরাজ  
করিতে লাগিলেন ; তৎক্ষণাৎ জগৎপতি বিষ্ণু বারংবার জুস্তম পরিত্যাগ করিতে করিতে  
গাত্রোত্থান করিলেন । পরন্তু, সেই সময় তিনি উঠিয়াই স্বীয় সমীপে অবস্থিত ভয়ত্রস্তকলেবর  
প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইলেন এবং মেঘগন্তীর স্বরে কহিলেন ॥ ১—৩ ॥

ভগবন্ কলসম্ভব ! নিজ তপশ্চা পরিত্যাগ করিয়া এস্থলে কিজন্ত আগমন করিয়াছ ?  
তুমি ভয়ব্যাকুলিত অন্তরে এত চিন্তায় কাতর হইতেছ কেন ? ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ত্বৎকর্ণমলজৌ দেব ! দৈত্যৌ চ মধুকৈটভৌ ।  
হস্তং মাং সমুপায়াতো ঘোররূপৌ মহাবলৌ ॥ ৫ ॥  
ভয়াভয়োঃ সমায়াতস্ত্বৎসমীপং জগৎপতে ! ।  
ত্ৰাহি মাং বাসুদেবাদ্য ভয়ত্রস্তং বিচেতসম্ ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

তিষ্ঠাদ্য নির্ভয়ো জাতস্তৌ হনিষ্যাম্যহং কিল ।  
যুদ্ধায়াজগ্মতুমুচৌ মৎসমীপং গতায়ুষৌ ॥ ৭ ॥

সূত উবাচ ।

এবং বদতি দেবেশে দানবৌ তৌ মহাবলৌ ।  
বিচিন্তানাবজ্ঞোভৌ সম্প্রাপ্তৌ মদগর্বিভৌ ॥ ৮ ॥  
নিরাধারৌ জলে তত্র সংস্থিতৌ বিগতজ্বরৌ ।  
তাবুচতুর্নদোন্নতো ব্রহ্মাণং মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৯ ॥

নেদং সামান্যং ভীতিকারণং পরন্তু ভবচ্ছরীরমলোৎপন্নৌ প্রবলৌ দৈত্যাবেব মাং হস্তং সমুদ্যাতৌ অত আত্মত্ৰাণার্থমেব ভবন্তং শরণং তেনানুপ্রাপ্ত ইত্যত আহ ত্বৎকর্ণমলজাবিতি ॥৫-৬॥  
তিষ্ঠেতি । কিল নিশ্চয়ে । গতং ক্ষীণং আয়ুর্যোন্তৌ । ভাবিনি ভূতবদ্রপচার ইতি শ্রীয়াৎ ॥ ৭—৯ ॥ পশুতোহসৌবেতি অনাদরে ষষ্ঠী । পশুন্তু মেনমনাদৃত্য জঘন্যবত্তুচ্ছীকৃত্য

ব্রহ্মা কহিলেন, দেব ! আপনার কর্ণমলসম্মত মহাবলসম্পন্ন অতি ভীষণমূর্তি মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য আমার সংহারের নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥  
আমি তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি; অধিক কি, ভয়ে কাতর হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি । হে জগন্নিবাস ! আপনিই এই বিশ্বজগতের পালয়িতা; অতএব অদ্য আমার রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

হে মহর্ষিবৃন্দ ! ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাপতির এতাবৎ বিপদবাক্তা শ্রবণে কহিলেন । ব্রহ্মন্ !  
এক্ষণে তুমি নির্ভয়ে অবস্থান কর, সেই ক্ষীণায়ুঃ মুঢ়দ্বয় যুদ্ধার্থে আমার নিকট আসিলে  
আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে নিহত করিব ॥ ৭ ॥

সূত কহিলেন, হে মুনিসত্তমগণ ! সুরেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মাকে এইরূপ অভয়দানের কথা বলিতেছেন এমন সময় সেই মহাবল অসুরদ্বয় পদ্মধোনির অনুসন্ধান করিতে করিতে উভয়েই মদগর্বিণ্ড হইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল ॥ ৮ ॥ তাহারা সেই প্রলয়প্লাবিত সাগরবারি-  
মধ্যে অবলীলাক্রমে নিরবলম্বনে অবস্থিত হইয়া মদোন্নত ভাবে ব্রহ্মাকে কহিল, তুমি পলায়নপূর্ব্বক ইহার নিকট আসিয়াছ তাহাতেই বা কি হইবে ? যুদ্ধ কর, ইহারই নিকটে

পলায়িত্বা সমায়াতঃ সন্নিধাবস্ত্র কিং ততঃ ।

যুদ্ধং কুরু হনিষ্যাবঃ পশ্যতোহশ্বেষ সন্নিধৌ ॥ ১০ ॥

পশ্চাদেনং হনিষ্যাবঃ সৰ্বভোগোপরিস্থিতম্ ।

ত্বমদ্য কুরু সংগ্রামং দাসোহস্মীতি চ বা বদ ॥ ১১ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং বিষ্ণুস্তাবুবাচ জনার্দনঃ ।

কুরুতাং সমরং কামং ময়া দানবপুঙ্গবৌ ॥ ১২ ॥

হরিষ্যামি মদঞ্চাহং যুবয়োশ্চ মৃতয়োঃ কিল ।

আগচ্ছেতাং মহাভাগৌ শ্রদ্ধা চেদ্বাং মহাবলৌ ॥ ১৩ ॥

সূত উবাচ ।

শ্রদ্ধা তদ্বচনকোভৌ ক্রোধবাকুললোচনৌ ।

নিরাধারৌ জলশ্চৌ চ যুদ্ধোদ্যাতৌ বভূবতুঃ ॥ ১৪ ॥

মধুশ্চ কুপিতস্তত্র হরিণা সহ সংযুগম্ ।

কর্তুং প্রচলিতস্তূর্ণং কৈটভস্ত তথা স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

বাহুযুদ্ধং তয়োরাসীন্মল্লয়োরিব মৃতয়োঃ ।

শ্রান্তে মধৌ কৈটভস্ত সংগ্রামমকরোত্তদা ॥ ১৬ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ১০—১২ ॥ মদমত্তাভ্যাং যুবাভ্যাং সৰ্বথা গৰ্হণী ন কর্তব্যঃ । অহমেব শীঘ্রং

ইহারই সময়ে তোমাকে বিনাশ করিব; তাহার পর সৰ্ব ভোগ এবং ঐশ্বৰ্য্যের উপরি কর্তৃককারী ইহাকেও নিহত করিব। এক্ষণে তুমি হয় যুদ্ধ কর না হয় এই কথা বল যে আমি তোমাদিগের দাস ॥ ১০—১১ ॥

জনার্দন বিষ্ণু তাহাদিগের এই কথা শুনিয়া কহিলেন তোমরা যদি আপনাদিগকে দানবকুলের প্রধান বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি অনুমতি করিতেছি আমার সহিত আসিয়া যুদ্ধ কর। তোমরা উভয়েই অত্যন্ত বলপ্রভাবসম্পন্ন বটে, কিন্তু অতিশয় উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছ; যদি শ্রদ্ধা হয় আর প্রকৃত বলশালী হও তবে আগমন কর অদ্য আমি তোমাদের এই মদগৰ্ভ চূর্ণ করিব ॥ ১২—১৩ ॥

মহর্ষিগণ ! দৈত্যদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণুর এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাকুলিতনেত্রে বিনা অবলম্বনে সেই জলের উপরিভাগে থাকিয়াই যুদ্ধার্থে সমুদ্রাত হইল ॥ ১৪ ॥ পরন্তু, প্রথমে মধুই কুপিত হইয়া দুৰ্জ্জনদৰ্পহারী মধুসূদনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ডবেগে প্রধাবিত হইল; আর কৈটভ সেই স্থলেই উপবিষ্ট রহিল ॥ ১৫ ॥ তদনন্তর বলমত্ত মল্লের আঘাত তাহাদিগের উভয়ের ঘোরতর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া মধু শ্রান্ত হইলে



পুনর্মধুঃ কৈটভশ্চ যুযুধাতে পুনঃপুনঃ ।  
 বাহুযুদ্ধেন রাগাক্রৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৭ ॥  
 প্রেক্ষকস্ত তদা ব্রহ্মা দেবী চৈবাস্তুরিক্ষগা ।  
 ন মল্লতুস্তদা তৌ তু বিষ্ণুস্ত লানিমাণুবান্ ॥ ১৮ ॥  
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি যদা জাতানি যুধ্যতা ।  
 হরিণা চিন্তিতং তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ১৯ ॥  
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ময়া যুদ্ধং কৃতং কিল ।  
 ন শ্রান্তৌ দানবৌ ঘোরৌ শ্রান্তোহহং চৈতদদ্ভুতম্ ॥ ২০ ॥  
 ক গতং মে বলং শৌর্য্যং কস্মাচ্ছেমাবনাময়ো ।  
 কিমত্র কারণং চিন্ত্যং বিচার্য্য মনসা ত্বিহ ॥ ২১ ॥  
 ইতি চিন্তাপরং দৃষ্ট্বা হরিং হর্ষপরাবুভৌ ।  
 উচতুস্তৌ মদোন্মত্তৌ মেঘগন্তীরনিঃস্বনৌ ॥ ২২ ॥  
 তব নো চেদ্বলং বিষ্ণে ! যদি শ্রান্তোহসি যুদ্ধতঃ ।  
 ব্রুহি দাসোহস্মি বাং নুনং কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্ ॥ ২৩ ॥

যুবয়োর্মধুঃ কৈটভশ্চ যুযুধাতে পুনঃপুনঃ ॥ ১৭—১৯ ॥ অন্তরীক্ষগা দেবী মহাকালী  
 তামসী শক্তিরিত্যর্থঃ । “নিঃস্বত্য গগনে তস্থৌ তামসী শক্তিরুত্তমা” ইতি পূর্বোক্তত্বাৎ ।  
 মধুকৈটভয়োহরিণা সহ ক্রমশো বাহুযুদ্ধেন কিং জাতং তদাহ ন মল্লতুরিতি । ) ন মল্লতুর্ন  
 লানৌ বভূবতুঃ ॥ ১৮—২০ ॥ ( অনাময়ো নীরোগৌ অপরিশ্রান্তাবিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৫ ॥

অমনি তৎক্ষণাৎ কৈটভ আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৬ ॥ এইরূপে একবার মধু একবার  
 কৈটভ অর্থাৎ তাহার ক্রোধাক্ত হইয়া মহাপ্রভাবশালী বিষ্ণুর সহিত ক্রমান্বয়ে আসিয়া  
 বারংবার বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ সেই সময়, কেবল পদ্মবোনি ব্রহ্মা আর গগনমণ্ডলে  
 বিরাজমানা দেবী তাঁহাদের সেই যুদ্ধের দর্শক হইয়াছিলেন । সেইরূপে সূচিরকাল সংগ্রাম  
 চলিলেও দৈত্যদ্বয় কিছুতেই ক্লান্ত হইল না ; কিন্তু, ভগবান্ বিষ্ণুই শ্রান্ত হইয়া পড়ি-  
 লেন ॥ ১৮ ॥ ভগবান্ হরি পঞ্চসহস্র বৎসরকাল নিয়ত যুদ্ধ করিয়া শেষে তাহাদের কিরূপে  
 মৃত্যু হইতে পারে তদ্বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ আমি পাঁচ হাজার বৎসর  
 ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিলাম তথাপি এই ভীষণমূর্তি দুই দানব কিছুমাত্র ক্লান্ত হইল না অথচ  
 আমি শ্রান্ত হইলাম ইহাই আশ্চর্য্য !! ॥ ২০ ॥ হায় ! আমার সেই শৌর্য্য সেই বল  
 কোথায় প্রস্থান করিল !! আর এই দুই জনই বা কি জন্ত স্বচ্ছন্দশরীরে রহিয়াছে ? এ  
 বিষয়ের কারণ কি তাহা এক্ষণে মনে বিচার করিয়া অবধারণ করা কর্তব্য ॥ ২১ ॥

এদিকে মদোন্মত্ত দৈত্যদ্বয় হরিকে এইরূপ চিন্তাপর দেখিয়া আক্লান্দে অধীর হইয়া  
 মেঘগন্তীরনাদে কহিল ; বিষ্ণে ! যদি তোমার আর সামর্থ্য না থাকে, যদি আমাদের সহিত

ন চেদযুদ্ধং কুরুষাদ্য সমর্থোহসি মহামতে ! ।

ইহা হ্যাং নিহনিষ্যাবঃ পুরুষঞ্চ চতুর্মুখম্ ॥ ২৪ ॥

সূত উবাচ ।

শ্রুত্বা তদ্ভাষিতং বিষ্ণুস্তয়োস্তস্মিন্মহোদধৌ ।

উবাচ বচনং শ্লক্ষ্যং সামপূর্ব্বং মহার্মনাঃ ॥ ২৫ ॥

হরিরুবাচ ।

শ্রান্তে ভীতে ত্যক্তশস্ত্রে পতিতে বালকে তথা ।

প্রহরন্তি ন বীরাস্তে ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতং যুদ্ধং ময়া ত্বিহ ।

একোহহং ভ্রাতরৌ বান্ধু বালিনৌ সদৃশৌ তথা ॥ ২৭ ॥

কৃতং বিশ্রমণং মধ্য যুবাভ্যাঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।

তথা বিশ্রমণং কৃত্বা যুধ্যেহহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

তিষ্ঠতাং হি যুবাং তাবদ্বলবন্তৌ মদোৎকটৌ ।

বিশ্রম্যাহং করিষ্যামি যুদ্ধং বা ন্যায়মার্গতঃ ॥ ২৯ ॥

দশমস্কন্ধলক্ষণমাহ শ্রান্তে ইতি । ত্যক্তানি শস্ত্রাণি আয়ুধানি যেন ॥ ২৬—২৭ ॥ ) বিশ্রমণং বিশ্রামঃ ॥ ২৮—৩১ ॥ ( দেব্যা শক্ত্যা দত্তঃ স্নেহানুভূতাক্রপৌ বরো বাভ্যাং তৌ । বাঞ্জিতং যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে, যুদ্ধকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বল যে অদ্যাবধি আমি প্রকৃতরূপে তোমাদের দাস হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ হে মহামতে ! যদি তুমি আমাদের এ কথার সম্মত না হও অথবা যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে আসিয়া যুদ্ধ কর; আমরা অগ্রে তোমাকে নিপাত করিয়া পশ্চাৎ এই চতুর্মুখ পুরুষকে সংহার করিব ॥ ২৪ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! সেই প্রণয়সাগরোপরি নিরানন্দনার্হিত নধুটেকটভের তাদৃশ গর্জিতবাক্য শ্রবণ করিয়া মনস্বী ভগবান্ বিষ্ণু সাহসনাপূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন ॥ ২৫ ॥ দানবদ্বয় ! মহাপ্রভাবসম্পন্ন বীরগণ, সনরশ্রান্ত ভীত শস্ত্রহীন পতিত বা বালক, ইহাদের প্রতি কদাচ প্রহার করেন না এবং ইহাই যুদ্ধবিষয়ে সনাতন ধর্ম্ম ॥ ২৬ ॥ একেত তোমরা উভয় ভ্রাতাই তুল্যবল, তাহাতে আবার দুই জন, আর আমি একাকী ; তথাপি পাঁচ হাজার বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়াছি । বিশেষতঃ তোমরা উভয়েই মধ্য মধ্য বারংবার বিশ্রাম করিয়াছ, কিন্তু আমি একবারও শ্রান্তি দূর করিতে পাই নাই । অতএব এক্ষণে তোমাদের ন্যায় আমিও কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৭—২৮ ॥ তোমরা উভয়েই যে অত্যন্ত বলগদে উদ্রিক্ত তাহা আমি জানি সেই জন্যই বলিতেছি যে কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর আমি শ্রান্তি দূর করিয়া পুনর্বার আসিয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিব ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বিশ্রকৌ দানবোত্তমৌ ।  
 সংস্থিতৌ দূরতস্তত্র সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়ো ॥ ৩০ ॥  
 অতিদূরে চ তৌ দৃষ্ট্বা বাসুদেবশ্চতুর্ভুজঃ ।  
 দধ্যৌ চ মনসা তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ৩১ ॥  
 চিন্তনাজ্জ্ঞানমুৎপন্নং দেবীদত্তবরাবুভৌ ।  
 কামং বাঞ্ছিতমরণৌ ন মম্বতুরতস্ত্রিমৌ ॥ ৩২ ॥  
 যথা ময়া কৃতং যুদ্ধং শ্রমোহয়ং মে যথা গতঃ ।  
 করোমি চ কথং যুদ্ধমেবং জ্ঞাত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৩ ॥  
 অকৃতে চ তথা যুদ্ধে কথমেতৌ গমিষ্যতঃ ।  
 বিনাশং দুঃখদৌ নত্যং দানবৌ বরদর্পিতৌ ॥ ৩৪ ॥  
 ভগবত্যা বরো দত্তস্তয়া সোহপি চ দুর্ঘটঃ ।  
 মরণঞ্চেচ্ছয়া কামং দুঃখিতোহপি ন বাঞ্ছতি ॥ ৩৫ ॥

মরণং যয়োস্তৌ । স্বেচ্ছয়া বিনা কদাপি এতয়োর্মরণং নৈব শ্রাদ্ধিতি ভাবঃ ॥ ৩২—৩৪ ॥ দেবী-  
 প্রসাদাদেতয়োর্মৃত্যুরেব স্মৃদুর্ঘটঃ যতঃ কোহপি সহসা মৃত্যুং নাভিলষতীত্যাহ । মরণঞ্চে-

সূত কহিলেন । হে মহর্ষিমণ্ডল ! ভগবানের ঈদৃশ স্মমধুর সামবাক্য শ্রবণে উৎকৃষ্ট  
 বীরধর্মাবলম্বী মধুকৈটভ বিশ্বস্তচিত্ত হইয়া ইহার শ্রান্তি দূরীভূত হইলে পুনর্বার আসিয়া  
 যুদ্ধ করিব এইরূপ মনে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া তথা হইতে অতি দূরদেশে অবস্থান করিতে  
 লাগিল ॥ ৩০ ॥ অনুপমভুজচতুষ্টয়স্বশোভিত ভগবান্ বাসুদেব তাহাদিগকে অতি দূরদেশে  
 অবস্থিত দেখিয়া মনে মনে তাহাদের মৃত্যুবিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ স্মদীর্ঘ-  
 কাল চিন্তাপ্রভাবে তিনি বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিলেন যে, দেবী ভগবতী তাহা-  
 দিগের কামনানুসারে মৃত্যু হইবে এইরূপ বরপ্রদান করিয়াছেন ; এবং সেই জন্তই তাহারা  
 সমরে ক্লান্ত হইতেছে না ॥ ৩২ ॥ ( ভগবান্ বিষ্ণু এই সমস্ত গুঢ় তত্ত্ব নিজ চিন্তাসমুৎপন্ন জ্ঞান  
 প্রভাবে জানিতে পারিয়া এইরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ) হায় ! আমি এতকাল  
 যথা যুদ্ধ করিলাম ; আমার সমস্ত শ্রমই নিষ্ফল হইয়া গেল ; এক্ষণে, এই সমস্তের মূল  
 তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও আর কি নিমিত্ত নিরর্থক যুদ্ধ করিব ॥ ৩৩ ॥ যদি যুদ্ধ না করি  
 তাহাহইলে সর্বথা দুঃখপ্রদ বরদর্পিত এই দুই দানব কিরূপেই বা বিনাশ প্রাপ্ত  
 হইবে ॥ ৩৪ ॥ কারণ, এই ত্রিলোকমধ্যে যখন কোন ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখসাগরে নিপ-  
 তিত হইলেও নিজ ইচ্ছানুসারে কদাচ আপনার মৃত্যু কামনা করে না, তখন ইহারা যে  
 স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে ; তাহাতে আবার সেই  
 দেবী ভগবতী বরপ্রদান করায় সেটী দুর্ঘটনীয় অর্থাৎ কোন সামান্য উপায়ে তাহাদিগকে



রোগগ্রস্তোহপি দীনোহপি ন মুমূর্ষতি কশ্চন ।  
 কথঞ্চৈমৌ মদোন্মত্তৌ মতুর্কামৌ ভবিষ্যতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 নম্রদ্য শরণং যামি বিদ্যাং শক্তিং স্ককামদাম্ ।  
 বিনা তয়া ন সিধ্যন্তি কামাঃ সম্যক্‌প্রসন্নয়া ॥ ৩৭ ॥  
 এবং সঞ্চিন্তমানস্ত গগনে সংস্থিতাং শিবাম্ ।  
 অপশ্যদ্ভগবান্নিস্কুর্যোগনিদ্রাং মনোহরাম্ ॥ ৩৮ ॥  
 কৃতাঞ্জলিরমেয়াত্মা তাক্ষ তুষ্টাব যোগবিৎ ।  
 বিনাশার্থং তয়োস্তত্র বরদাং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

নমো দেবি ! মহামায়ে ! সৃষ্টিসংহারকারিণি ! ।  
 অনাদিনিধনে ! চণ্ডি ! ভুক্তিমুক্তিপ্রদে ! শিবে ! ॥ ৪০ ॥  
 ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নিগুণস্তথা ।  
 চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাভীতানি যানি তে ॥ ৪১ ॥

হয়েতি ॥ ৩৫—৩৬ ॥ অধুনা কিং কর্তব্যং তদাহ । নম্রদোতি ॥ শরণং গৃহরক্ষিতোরিত্য-  
 মরঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ ) বরদাং ভুবনেশ্বরীমিতি । যদ্যপি সামান্যবস্থাম্যোপাধিকব্রহ্মরূপিণী ভুবনে-  
 শ্বরী ন তামসী শক্তিস্তথাপি সামান্যবস্থায়কভুবনেশ্বর্যোব তনোগুণযুক্তা সতী মহাকালী  
 পদবাচ্যেতি তামস্যা মহাকাল্যা ত্রীভুবনেশ্বর্যা অভেদস্ত সত্ত্বাত্মস্থাঃ শক্তেভূবনেশ্বরীতি  
 বিনাশ করা ভঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে । বিশেষতঃ যখন, দেখা যাইতেছে যে,  
 অতি দুঃখিত দীন বা রোগগ্রস্ত হইয়াও কেহ মরিতে ইচ্ছা করে না, তখন, বরমদে উন্নত  
 এই দানবদ্বয় কি জন্ত আপনা হইতে দেহবিগর্জনে ইচ্ছা করিবে ? ॥ ৩৫—৩৬ ॥ তবে এক্ষণে  
 আমি সেই শুভকামনা প্রদায়িনী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মবিদ্যারই শরণাগত হই । বুকিলাম, তিনি  
 সর্বতোভাবে প্রসন্ন না হইলে কাহারও কোন মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, সেই গোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতা  
 মঙ্গলময়ী দেবী মনোহর নর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্মুখস্থ গগনসংগুলে বিরাজমানা রহিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥  
 সেই সময় সর্বগোপতব্রহ্ম অমেয়াত্মা ভগবান্ সেই দুর্দান্ত দানবদ্বয়ের বিনাশের নিমিত্ত  
 ব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া অভীষ্টবরদাত্রী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

হে মঙ্গলরূপিণি চণ্ডিকে ! আপনি স্বয়ং জন্মমৃত্যুবিরহিত কেবল চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও  
 নিজ মহানাগা (ত্রিগুণাত্মিকা) শক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি পালন  
 এবং সংহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ; দেবি ! গাহারা ভক্তিভাবে আপনার শরণা-  
 গত হয় তাহাদিকে ইহ লোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ এবং অন্তিমে যোগিজনদ্বন্দ্বিত মুক্তিপ্রদান  
 করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ মাতঃ ! যখন আপনার নিগুণ বা সগুণ উভয়রূপের কোনটাই বিশেষ-  
 রূপে জানিতে পারিতেছি না, তখন অনন্তলীলাবিষয়ের কথা আর কি বলিব ॥ ৪১ ॥

অনুভূতো ময়া তেহদ্য প্রভাবশ্চাতি দুর্ঘটঃ ।  
 যদহং নিদ্রয়া লীনঃ সঞ্জাতোহস্মি বিচেতনঃ ॥ ৪২ ॥  
 ব্রহ্মণা চাতিযত্নেন বোধিতোহপি পুনঃপুনঃ ।  
 ন প্রবুদ্ধঃ সর্বথাহং সঙ্কোচিতষড়িন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥  
 অচেতনত্বং সম্প্রাপ্তঃ প্রভাবানুব চাশ্বিকে ! ।  
 ত্বয়া মুক্তঃ প্রবুদ্ধোহহং যুদ্ধঞ্চ বহুধা কৃতম্ ॥ ৪৪ ॥  
 শ্রান্তোহহং ন চ তৌ শ্রান্তৌ ত্বয়া দত্তবরৌ বরৌ ।  
 ব্রহ্মাণং হস্তমায়াতৌ দানবৌ মদগর্বিবতৌ ॥ ৪৫ ॥  
 আহুতৌ চ ময়া কামং দ্বন্দ্বযুদ্ধায় মানদে ! ।  
 কৃতং যুদ্ধং মহাঘোরং ময়া তাভ্যাং মহার্গবে ॥ ৪৬ ॥  
 মরণে বরদানন্তে ততো জ্ঞাতং মহাদ্রুতম্ ।  
 জ্ঞাত্বাহং শরণং প্রাপ্তস্ত্র্যামদ্য শরণপ্রদাম্ ॥ ৪৭ ॥

নাম্না ব্যবহারঃ কৃতঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥ ( যদ্যপি ময়া ভগবতাস্তব রূপাদিকং ন জায়তে তথাপি  
 ইদানীং অঘটঘটনীয়ঃ প্রভাবঃ সম্যগ্বিদিত ইত্যত আহ অনুভূত ইতি ॥ ৪২ ॥ সঙ্কোচিতানি  
 জড়ীভূতানি স্বস্ববিষয়াসমর্থানীত্যর্থঃ ষড়িন্দ্রিয়াণি মনসা সহ চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনি যন্ত তথাভূতো  
 জাতোহস্মীতি ভাবঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥ আহুতাবিতি । হে মানদে ! সন্মানপ্রদে ! এতেন ভগবত্যা  
 ভক্তজনমানরক্ষাকারিত্বং সর্বথা ব্যজ্যতে । বিবুর্হি ভগবতীভক্তঃ । অতস্তত্ত্ব মধুকৈটভযুদ্ধে  
 পরন্তু, যখন আমিপর্য্যন্তও নিদ্রায় অভিভূত হইয়া একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম,  
 তখন এইমাত্র অনুভব করিতে পারিয়াছি যে, আপনার মহিমা অতিশয় দুর্ঘটনীয় ॥ ৪২ ॥  
 হায় ! আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টি সম্পূর্ণ রূপে সঙ্কোচিত হওয়ায় এতদূর চৈতন্যশূন্য হইয়া  
 পড়িয়াছিলাম যে, ব্রহ্মা দুরন্ত দৈত্য ভয়ে কাতর হইয়া আমাকে জাগাইবার নিমিত্ত বারংবার  
 প্রয়াস পাইলেও আমি কোন ক্রমেই চেতনা লাভ করিতে পারি নাই ॥ ৪৩ ॥ পরন্তু, হে  
 অশ্বিকে ! কেবল আপনার প্রভাবেই একেবারে চেতনাহীন হইয়াছিলাম ; আবার যোগ-  
 নিদ্রা অধিষ্ঠাত্রী তামসী শক্তিরূপা আপনার হস্ত হইতে মুক্ত হইবামাত্র অগনি জাগরিত হইয়া  
 অদীর্ঘ কালব্যাপি ঘোরতর সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলাম ॥ ৪৪ ॥ দেবি ! সেই যুদ্ধে পরিশেষে  
 আমিই শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম ; কিন্তু, আপনার প্রদত্ত বর প্রভাবে মদগর্বিত হইয়া প্রজাপতি  
 ব্রহ্মাকে সংহার করিবার জন্ত আসিয়া উপস্থিত সমরপ্রবৃত্ত দৈত্যদ্বয় কিছুমাত্র ক্লান্ত হইল  
 না ॥ ৪৫ ॥ হে অশ্বিকে ! আপনি ভক্তজনের সন্মান রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া কেবল সেই  
 সাহসে সাহসী হইয়া তাহাদিগকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং এই প্রলয়প্লাবিত  
 মহাসাগরের উপরি তাহাদিগের দুই জনের সহিত ঘোরতর সংগ্রামও করিলাম ॥ ৪৬ ॥  
 ( পঞ্চসহস্রবৎসরকাল নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াও যখন কিছুতেই সংহার করিতে সমর্থ হইলাম  
 না ) তখন, ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলাম, যে, আপনি তাহাদিগের মরণবিষয়ে অদ্রুত

সাহায্যং কুরু মে মাতঃ খিমোহহং যুদ্ধকর্মণা ।

দৃষ্টৌ তৌ বরদানেন তব দেবার্তিনাশনে ! ॥ ৪৮ ॥

হস্তমামুদ্যতো পাপৌ ক্লিরোমি ক যামি চ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী স্মিতপূর্ব্বমুবাচ হ ।

প্রণমন্তং জগন্নাথং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ৫০ ॥

দেবদেব ! হরে ! বিষ্ণো ! কুরু যুদ্ধং পুনঃ স্বয়ম্ ।

বঞ্চয়িত্বা ত্বিমৌ শূরৌ হস্তবো চ বিমোহিতৌ ॥ ৫১ ॥

মোহয়িষ্যাম্যহং নুনং দানবৌ বক্রয়া দৃশা ।

জহি নারায়ণাশু ত্বং মম মায়াবিমোহিতৌ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণুস্তম্ভাঃ প্রীতিরসান্বিতম্ ।

সংগ্রামস্থলমাসাদ্য তস্থৌ তত্র মহার্ণবে ॥ ৫৩ ॥

যথা পরাজয়াৎ মানহানির্ন স্তাৎ তথা মধুটেকটভবপবিষয়িণী চ প্রার্থনা সূচিতা ॥ ৪৬—৫০ ॥ )  
বক্রয়া দৃশেতি কটাক্ষেণেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥ ( তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি । মহান্ কামোহভিলাষো যন্ত

ইচ্ছামূহুরূপ বরপ্রদান করিয়াছেন। তাহা জানিতে পারিয়াই ভক্তদিগের আশ্রয়দাত্রী সাক্ষাৎ ভগবতীরূপা আপনার শরণাগত হইলাম ॥ ৪৭ ॥ মাতঃ ! আপনি সর্বদাই দেবগণের অশেষ-রূপে নিপদ্ ভজন করিয়া থাকেন ; অতএব, আপনার বরপ্রভাবে অত্যন্ত উত্তেজিত এই দুই ছন্দান্ত দানবের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছি ; এক্ষণে এই যুদ্ধে আপনি আমার প্রতি অনুকূলা হউন ॥ ৪৮ ॥ হে অম্বিকে ! যুদ্ধ না করিলেও আমার নিস্তার নাই ; ঐ দেখুন পাপিষ্ঠ দানবদ্বয় আমাকে বিনাশ করিবে বলিয়া সমুদ্যত হইয়াছে ; এক্ষণে আমি কি করি কোথায় বা যাই ॥ ৪৯ ॥

ঋষিগণ ! বিশ্বাবাস বিশ্বপতি চিরন্তনপুরুষ ভগবান্ অতি কাতরতাসহকারে এইরূপ স্তব করিলে পর, গগনমণ্ডলে বিরাজমানা দেবী ভগবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন। হে দেবদেব ! বিষ্ণো ! তুমি শরণাগত জীবের অশেষক্লেশহরণে সমর্থ, অতএব তোমার ভয় কি ? তুমি পুনরায় স্বয়ং বাইয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। পরন্তু, তাহারা অত্যন্ত শৌর্য্যশালী, অতএব আমার মায়াপ্রভাবে বিমোহিত হইলে পর, তুমি তাহাদিগকে প্রভাবিত করিয়া সংহার করিবে। আমি এখনিই কটাক্ষমাত্রে ( অপ্রসন্ন দৃষ্টিপ্রভাবে ) তাহাদিগকে বিমোহিত করিব সংশয় নাই। অতএব, যখন আমার মারায় বিমোহিত হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিহত করিবে ॥ ৫০—৫২ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! ভগবান্ বিষ্ণু ভগবতীর ঈদৃশ প্রীতিরসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ মাত্র সেই মহাসাগর মধ্যে সংগ্রামস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ সমরে দীর্ঘপ্রকৃতি



তদা যাতৌ চ তৌ ধীরৌ যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ ।  
 বীক্ষ্য বিষ্ণুং স্থিতং তত্র হর্ষযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৪ ॥  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাকাম ! কুরু যুদ্ধং চতুর্ভুজ ! ।  
 দৈবাধীনৌ বিদিত্বাদ্য নুনং জয়পরাজয়ৌ ॥ ৫৫ ॥  
 সবলৌ জয়মাপ্নোতি দৈবাজ্জয়তি দুর্বলঃ ।  
 সর্বথৈব ন কর্তব্যো হর্ষশোকৌ মহাত্মনা ॥ ৫৬ ॥  
 পুরা বৈ বহবো দৈত্যা জিতা দানববৈরিণা ।  
 অধুনা চানয়োঃ সার্কিং যুধ্যমানঃ পরাজিতঃ ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তৌ মহাবাহু যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ ।  
 বীক্ষ্য বিষ্ণুর্জবানাশু মুষ্টিনাহুতকর্মণা ॥ ৫৮ ॥

তৎসমুদ্রৌ । এতেন বিষ্ণোর্মহাপ্রভাবত্বং সমরে নির্ভয়ত্বঞ্চ স্মৃতিতম্ । চত্বারো ভূজা যশ্চ ইত্য-  
 নেন বলবত্বং পরিমর্দনসহত্বঞ্চ ব্যজ্যতে । জয়পরাজয়ৌ সর্বথা দৈবায়ত্তৌ ইতি মত্বা হর্ষ-  
 বিষাদৌ বিহায় আবাভ্যাং সহ যুদ্ধং কুরু ॥ ৫৫ ॥ জয়পরাজয়য়োর্দৈবাধীনত্বং স্পষ্টীকর্তুং গাহ  
 সবল ইতি । দুর্বলৌ বিপক্ষাং হীনবলৌহপি দৈবাং জয়তি । এতেন সবলশ্চ সর্বথা জয়-  
 লাভত্বং নিরন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ ) পুরা বৈ ইতি । দানববৈরিণা ময়া পুরা বহবো দৈত্যা জিতা  
 ইতি হর্ষো ন কর্তব্যঃ । অধুনা চানয়োর্মধুকৈটভয়োঃ সার্কিং যুধ্যমানঃ পরাজিত ইতি  
 শোকোহপি ন কর্তব্যঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ ( যুধ্যমানাবিতি । নারায়ণো মহাবলৌ মধুকৈটভৌ

মহাবলপরাক্রান্ত মধুকৈটভ বিষ্ণুকে রণাঙ্গনে অবস্থিত দেখিয়া প্রথমতঃ অতিশয় আনন্দিত  
 হইল; পরে, তাহারাও সেই সময় যুদ্ধকামনায় সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫৪ ॥  
 মধুকৈটভ কহিল, হে চতুর্ভুজ ! তুমি যথার্থই সমরপ্রিয় । আচ্ছা থাক থাক ! পরন্তু,  
 যুদ্ধে জয় বা পরাজয় নিশ্চয়রূপে দৈবায়ত্ত জানিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । দেখ  
 সর্বত্রই বলাধিক ব্যক্তিই সমরে জয়ী হয় সত্য; কিন্তু, দৈবপ্রভাবে কদাচিৎ দুর্বল ব্যক্তিও  
 জয় লাভ করিতে পারে । অতএব, তুমি মহাত্মা হইয়া কখন হর্ষশোকের বশীভূত হইও না ।  
 অর্থাৎ, আমিই দানবদিগের হস্তা; পূর্বে আমি সংগ্রামে অসংখ্য দৈত্য নিহত করিয়াছি,  
 এইরূপ মনে করিয়া আহ্লাদে ক্ষীত, অথবা আমি তাদৃশ পরাক্রান্ত হইয়াও এক্ষণে  
 মধুকৈটভের যুদ্ধে পরাজিত হইলাম, এরূপ মনে করিয়া শোকার্ত হওয়া এই দুইটির  
 কোনটাই তোমার কর্তব্য নহে ॥ ৫৫—৫৭ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিবৃন্দ ! মহাবীর্যবান্ মধুকৈটভ এই কথা বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত  
 হইল দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু নিদারুণ মুষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিলেন; তৎক্ষণাৎ  
 তাহারাও বলোন্মত্ত হইয়া মুষ্টি দ্বারা ভগবান্ হরিকে প্রহার করিল । এইরূপে পরস্পর

তাবপ্যতিবলোন্মত্তো জল্পতুমুষ্টিনা হরিম্ ।

এবং পরম্পরং জাতং যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ৫৯ ॥

যুধ্যমানো মহাবীর্যো দৃষ্ট্ৱা নারায়ণস্তদা ।

অপশ্যৎ স মুখং দেব্যাঃ কৃদ্ধা দীনাং দৃশং হরিঃ ॥ ৬০ ॥

সূত উবাচ ।

তং বীক্ষ্য তাদৃশং বিষ্ণুং করুণারসসংযুতম্ ।

জহাসাতীব তাত্মাক্ষী বীক্ষমাণা তদাস্তরৌ ॥ ৬১ ॥

তো জঘান কটাক্ষৈশ্চ কামবাণৈরিবাপরৈঃ ।

মন্দস্মিতযুতৈঃ কামপ্রেমভাবযুতৈরনু ॥ ৬২ ॥

দৃষ্ট্ৱা মৃগুহুঃ পাপো দেব্যা বক্রবিলোকনম্ ।

বিশেষমিতি মন্বানো কামবাণাতিপীড়িতো ॥ ৬৩ ॥

বীক্ষমাণো স্থিতো তত্র তাং দেবীং বিশদপ্রভাম্ ।

হরিণাপি চ তদৃষ্টং দেব্যাস্তত্র চিকীর্ষিতম্ ॥ ৬৪ ॥

গোরসদ্ধানুরক্তো অতীববীর্যবদ্বরা যুধ্যমানো ইত্যর্থঃ । অবলোকা দৃশং দৃষ্টিং লোচনদ্বয়-  
মিত্যর্থঃ দীনাং কাতরতাপূর্ণাং ভগবতীপ্রসাদলাভবিলম্বনেতি ভাবঃ । কৃদ্ধা বিধায় অল-  
ছপায়াভাবাদেব ভগবত্যা মুখনবলোকিতবান্ । ভগবতীমুখদর্শনে নারায়ণস্ত 'ভবত্যা  
দৈত্যতেজোবিনাশনে উপেক্ষা ন কর্তব্য' ইতি প্রাপনা বাক্যতে ॥ ৬০—৬১ ॥ ভগবতো  
দীনতাদর্শনে দয়াহিতায়া ভগবত্যা বক্রদৃষ্ট্যা মধুকৈটভয়োস্তেজোবিনাশায় বিমোহনায় চ

দোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫৮—৫৯ ॥ পরন্তু, সেই সময় ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ হরি  
ক্রমে তাহাদিগকে সমগ্রিক বীর্যবত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অতি দীনমননে দেবী  
ভগবতীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৬০ ॥

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ ! তৎকালে আদ্যা শক্তি দেবী জগন্মাতা বিষ্ণুকে তাদৃশ  
কাতরতাবাপন্ন দেখিয়া প্রথমে হাস্য করিলেন ; পরে, তাম্রবর্ণ (রক্তবর্ণ) নয়নে সেই  
অমুরবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য সংমিশ্রিত কান ও প্রীতি ভাবব্যঞ্জক দ্বিতীয়  
কন্দপশরসদৃশ কটাক্ষ দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ পাপিষ্ঠ মধুকৈটভও দেবীর তাদৃশ  
কুটিলকটাক্ষ দর্শন করিয়াই একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল ; এবং উভয়েই স্মরণশরে  
প্রপীড়িত হইয়া সেই কুটিলকটাক্ষপাতকে জগতের সারস্বথ বিবেচনায় সেই বিমলপ্রভা  
দেবীর প্রতি একাগ্রভাবে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ পূর্বক জড়ের আয় সেই স্থলে অবস্থিত রহিল । তৎ-  
কালে, ভগবান্ হরিও দেবীর সেই চিকীর্ষিত বিষয় দেখিতে পাইলেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ সর্ব  
কার্য্যে অভিজ্ঞতম ভগবান্ তাহাদিগের উভয়কেই সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত জানিয়া স্তম্ভুর  
হাস্য করিতে করিতে মেঘগন্তীরস্বরে বলিলেন, হে দানবদ্বয় ! আমি তোমাদের যুদ্ধে পরম

মোহিতো তৌ পরিজ্ঞায় ভগবান্ কার্য্যবিত্তমঃ ।  
 উবাচ তৌ হসন্ শ্লক্ষং মেঘগন্তীরয়া গিরা ॥ ৬৫ ॥  
 বরং বরয়তাং বীরৌ যুবয়োৰ্যোহভিবাঙ্খিতঃ ।  
 দদামি পরমপ্রীতো যুদ্ধেন যুবয়োঃ কিল ॥ ৬৬ ॥  
 দানবা বহবো দৃষ্টা যুধ্যমানা ময়া পুরা ।  
 যুবয়োঃ সদৃশঃ কোহপি ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ ॥ ৬৭ ॥  
 তস্মাত্ত্রুষ্টোহস্মি কামং বৈ নিস্তুলেন বলেন চ ।  
 ভ্রাত্রোশ্চ বাঙ্খিতং কামং প্রযচ্ছামি মহাবলৌ ! ॥ ৬৮ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোঃ সাভিমানৌ স্মরাতুরৌ ।  
 বীক্ষমাণৌ মহামায়াং জগদানন্দকারিণীম্ ॥ ৬৯ ॥  
 তমূচতুশ্চ কামার্তৌ বিষ্ণুং কমললোচনৌ ।  
 হরে ! ন যাচকাবাবাং ত্বং কিং দাতুমিহেচ্ছসি ।  
 দদাব তুভ্যং দেবেশ ! দাতারৌ নৌ ন যাচকৌ ॥ ৭০ ॥

সমুদ্যোগমাহ তাবিত্তি ॥ ৬২—৬৫ ॥ বিষ্ণুস্ত মধুকৈটভৌ মহামায়াবিমোহিতৌ বিজ্ঞায়  
 সময়োহরমেতয়োর্বধনায় ইতি স্থিরীকৃত্য উক্তবান্ । বরং বরয়েতি ॥ ৬৬—৬৮ ॥

তচ্ছ্রুত্বৈতি । অভিমানেন বীৰ্য্যমদেন যদ্বা আবামেব দাতারৌ ন প্রতিগ্রহীতারৌ যাচকৌ

প্রীতি লাভ করিয়াছি সন্দেহ নাই ; অতএব তোমরা উভয়েই আপনাদের মনোমত বর  
 প্রার্থনা কর, আমি এখনি প্রদান করিতেছি ॥ ৬৫—৬৬ ॥ পূর্বে আমি বহুসংখ্যক দানবকে  
 যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও তোমাদের সদৃশ বীর দেখি নাই বা  
 শ্রবণও করি নাই । অতএব, আমি তোমাদের ঈদৃশ অতুল বল সন্দর্শনে অতীব আত্মাদিত  
 হইয়াছি । হে মহাবলসম্পন্ন অশুরদ্বয় ! আমি তোমাদের উভয় ভ্রাতাকেই বখাভিলষিত  
 বরপ্রদানে সম্মত আছি জানিবে ॥ ৬৭—৬৮ ॥

সূত কহিলেন । হে ঋষিগণ ! মন্থধবাণপ্রপীড়িত মধুকৈটভ বিষ্ণুর এতাবৎ বাক্যশ্রবণে  
 অভিমানে পরিপূর্ণ হইল । তাহারা উভয়েই অখিল সংসারের আনন্দকারিণী মহামায়ার প্রতি  
 অবলোকন পূর্ব্বক অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া কমলপত্রবৎ বিশাল নয়নদ্বয় বিস্ফারিতকরত বিষ্ণুকে  
 কহিল ॥ ৬৯ ॥ অহে সুরেশ্বর ! তুমি শরাণাগত জনের সমস্ত ক্লেশ হরণ করিয়া থাক সত্য,  
 কিন্তু আমরা যাচক নহি, আমরাও দান করিতে সমর্থ ; অতএব, তোমার নিকট কিছুই  
 প্রার্থনা করি না, তুমি কিজন্ত দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? বরং আমরা তোমাকে  
 দান করিতে প্রস্তুত আছি ॥ ৬৯—৭০ ॥ হৃষীকেশ ! যদিচ এই জগন্মাণ্ডলে তুমিই সমস্ত



প্রার্থয় ত্বং হৃষীকেশ ! মনোহভিলষিতং বরম্ ।

তুর্কৌ স্বস্তব যুদ্ধেন বাহুদেবাত্মুতেন চ ॥ ৭১ ॥

তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দনঃ ।

ভবেতামদ্য মে তুর্কৌ মম বধ্যা উভাবপি ॥ ৭২ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোর্দানবৌ চাতিবিস্মিতৌ ।

বঞ্চিতাবিতি মন্বানৌ তস্মতুঃ শোকসংযুতৌ ॥ ৭৩ ॥

বিচার্য মনসা তৌ তু দানবৌ বিষ্ণুমুচতুঃ ।

প্রেক্ষ্য সর্বং জলময়ং ভূমিং স্থলবিবর্জিতাম্ ॥ ৭৪ ॥

হরে ! যোহয়ং বরো দত্তস্তয়া পূর্ব্বং জনার্দন ! ।

সত্যবাগসি দেবেশ ! দেহি তং বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ৭৫ ॥

নির্জলে বিপুলে দেশে হনস্ব মধুসূদন ! ।

বধ্যাবাবাং তু ভবতঃ সত্যবাগ্ভব মাধব ! ॥ ৭৬ ॥

বা ইতি অভিমানেন সহ বর্তমানৌ সাভিমানৌ । স্মরাতুরৌ কন্দর্পপ্রপীড়িতৌ ॥ ৬৯—৭১ ॥  
তয়োরিতি । জনার্দনৌ বিষ্ণুস্তয়োস্তাদৃশং বরদানরূপং বাক্যানাকর্ণ্য উক্তবান্ । যদি ভবত্যাং সঙ্ক-  
ষ্টাভ্যাং বরো দীয়তে তদাশ্চেন বরেন কিং শ্রাদধুনা যেন ভবন্তৌ মম বধ্যৌ ভবেতাং যথা বাহং

ঐশ্বর্যের অধীশ্বর তথাপি তুমি নিজ মনের ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর; আমরা তোমার  
অদ্ভুত সমরকৌশলে অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছি ॥ ৭১ ॥ তাহাদের এই কথা শ্রবণমাত্র ভগ-  
বান্ জনার্দন কহিলেন, যদি তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে উভয়েই  
আমার বধ্য হও ॥ ৭২ ॥

শ্রুত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! বিকুর মুখে এইরূপ নির্ভুর কথা শ্রবণে মধুকৈটভ  
অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মনে মনে আপনাদিগকে প্রতারণিত ভাবিয়া কিয়ৎকাল শোকাক্ত হইয়া  
অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥ পরে তাহারা মৃত্তিকা-বিরহিত চতুর্দিক্ কেবল অকূল জলময়  
দেখিয়া অন্তরে সমালোচন পূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিল; জনার্দন! তুমি সমস্ত দেবগণেরও ঈশ্বর,  
সুতরাং তোমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তোমার নিকট  
প্রার্থনা করে, তুমি তাহারই হৃৎক হরণ করিয়া থাক; অতএব তুমি যে, পূর্ব্বক আমাদিগকে  
বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছ, এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের সেই  
অভিলষিত বর প্রদান কর ॥ ৭৪—৭৫ ॥ মাধব! এই মধু বা কৈটভকে বিনাশ করিতে  
আপনি ভিন্ন আর কাহার সাধ্য আছে? অতএব আমরা আপনার বধ্য হইতে প্রস্তুত আছি;  
কিন্তু, আপনি নিজের সত্য বাক্য পালন করুন, আমাদিগকে জলশূন্য পরিসর ভূমি-  
থণ্ডে লইয়া বিনাশ করুন ॥ ৭৬ ॥ তখন মধুকৈটভের এতাবৎ বিনয়গর্ভ কাতরোক্তি শ্রবণে

স্মৃতা চক্রং তদা বিষ্ণুস্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ ।  
 হন্যাদ্য বাং মহাভাগৌ নির্জলে বিপুলে স্থলে ॥ ৭৭ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ উরু কৃত্বাহতিবিস্তরৌ ।  
 দর্শয়ামাস তৌ তত্র নির্জলঞ্চ জলোপরি ॥ ৭৮ ॥  
 নাস্ত্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতামিহ ।  
 সত্যবাগহমদ্যৈব ভবিষ্যামি চ বাস্তথা ॥ ৭৯ ॥  
 তদাকর্ণ্য বচস্তথ্যং বিচিন্ত্য মনসা চ তৌ ।  
 বর্দ্ধয়ামাসতুর্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্ ॥ ৮০ ॥  
 ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা ।  
 শীর্ষে সন্দধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্বুতে ॥ ৮১ ॥  
 রথাস্থেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।  
 জঘনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তয়োঃ ॥ ৮২ ॥  
 গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ ।  
 সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ ॥ ৮৩ ॥

ধ্বাং সংহরামি তথা কুরুতামিত্যর্থঃ ॥৭২—৭৭॥) নির্জলং জলরহিতং স্থলমিত্যর্থঃ ॥৭৮—৭৯ ॥  
 ( তদিতি । বিষ্ণোর্জলশূন্যপ্রদেশে হননরূপং সত্যং বাক্যং শ্রুত্বা চিন্তাবিতৌ তৌ দানবৌ

ভক্ত জনের সর্বসত্তাপহারী ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে স্মদর্শন চক্রকে স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন; মধুকৈটভ ! তোমরা মহাসৌগ্যবান্, অতএব, অদ্য আমি তোমাদিগকে সলিলশূন্য পরিস্থিত স্থলেই বিনাশ করিব ॥ ৭৭ ॥ সুরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই নিজ উরু দ্বয়কে অতীব বিস্তৃত করত সেই চতুর্দিকে জলময় প্রলয় মহাসাগরের উপরি-ভাগেই তাহাদিগকে নির্জল স্থলভাগ দেখাইলেন । এবং কহিলেন, দানবদ্বয় ! এক্ষণে, আমি নিজ সত্যবাক্য রক্ষা করিলাম ; সেইরূপ তোমরাও আপনাদিগের সত্য পালন কর, এই দেখ, এস্থলে জলের লেশমাত্র নাই, অতএব, এই স্থলে তোমরা উভয়েই আপনাদের দুইটি মস্তক পরিত্যাগ কর ॥ ৭৮—৭৯ ॥ তাহারা ভগবানের মুখে তাদৃশ তথ্যবাক্য শ্রবণে মনে মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে আপনাদিগের দুইটি দেহ সহস্র যোজন পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিল ; অমনি ভগবান্ও তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে জঘন দ্বয় পরিবর্দ্ধন করিলেন । তদর্শনে তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই লোকাশ্চর্য্যজনক বিশাল জঘন-দেশে আপনাদিগের দুইটি মস্তক সমর্পণ করিল ॥৮০—৮১॥ তখন মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরকুল সংহারক অমোঘ চক্র প্রচণ্ড বেগে সঞ্চালন পূর্ব্বক নিজ জঘনদেশে সংরক্ষিত তাহাদিগের সেই প্রকাণ্ড মস্তক দ্বয় দুই খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮২ ॥ ঋষি-গণ ! দানব মধুকৈটভ গতাস্থ হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয় প্লাবিত সমস্ত মহা-

মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্ব্যাঃ সমস্ততঃ ।

অভক্ষ্যা মৃত্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরঃ ! ॥ ৮৪ ॥

ইতি বঃ কথিতং সৰ্ব্বং যৎপৃষ্ঠোহস্মি স্থনিশ্চিতম্ ।

মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়্য সদা বুধৈঃ ॥ ৮৫ ॥

আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সৰ্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ।

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে ॥ ৮৬ ॥

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ।

পূজনীয়্য পরা শক্তির্নিগুণা সগুণাহথ বা ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
মধুকৈটভবধো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

উপায়ান্তরাভাবাৎ স্বশরীরং বর্জয়ামাসতুরিত্যর্থঃ ॥ ৮০—৮৩ ॥ ) মেদিনীতি । মধুকৈটভ-  
বধে জাতে পশ্চাদ্ধরাহেণ যদা পৃথিব্যুক্তা তদা সা মেদোযুক্তা জাতেতি । মেদোহস্তি যন্তা-  
মিতি ব্যাপ্তেমেদিনীতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

মহাবিদ্যেতি । স্ম্যং কারণাং সৰ্ব্বশ্রুতিপ্রতিপাদ্যসাম্যাবস্থনায়াশবলব্রহ্মরূপা ভগবতী  
সৰ্ব্বকারণকারণা একৈকগুণোপাধিব্রহ্মাদ্যপেক্ষয়া সর্বোৎকৃষ্টা ততঃ সৈবোপাশ্রা দেয়া  
জ্ঞেয়া চেতি ভাবঃ ॥ ৮৫—৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে  
নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

সাগর ভাহাদিগের মেদ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; সেই অবধি এই পৃথিবীর নাম  
মেদিনী হইল ; এবং সেই জন্মই মৃত্তিকা অভক্ষনীয় ॥ ৮৩—৮৪ ॥

হে মহর্ষিগণ ! আপনারা আমাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি  
তত্ত্বং প্রসঙ্গের উপলক্ষে শাস্ত্রসকলের স্থনিশ্চিত সার সিদ্ধান্ত মত অর্থাৎ সেই আদ্যা  
শক্তি দেবী ভগবতীর অমেয় প্রভাবে মধুকৈটভের বধাদি সমস্ত বিবরণই বিবৃত করিলাম ;  
অতএব ইহা স্থির জানিবেন যে, সেই সৰ্ব্বশ্রুতি-প্রতিপাদ্য মহামায়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থ  
মায়া শবলিত ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা দেবী ভগবতীই অবিদ্যা নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ সাধকদিগের  
নিত্য আরাধনীয় ॥ ৮৫ ॥ মহর্ষিগণ ! সেই ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি যে কেবল বুদ্ধমণ্ডলীরই  
সেবনীয় একপ মনে করিবেন না ; তিনি সুরাসুর প্রভৃতি সকলেরই আরাধ্যা জানিবেন ।  
কেননা, এই ত্রিভুবন মধ্যে এমন কোন বস্তুই নাই যে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ।  
ইহা যে কেবল আমি বলিতেছি তাহা নহে ; বারংবার সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বেদ শাস্ত্রেও  
এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে যে, সগুণরূপেই হউক আর নিগুণরূপেই হউক একমাত্র  
সেই পরব্রহ্মরূপিণী পরা শক্তিরই সৰ্ব্বতোভাবে অর্চনা করা উচিত ॥ ৮৬—৮৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম  
স্কন্ধে মধুকৈটভ বধবিষয়ক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দশমোহধ্যায়ঃ ।

—०५००—

. ঋষয় উচুঃ ।

সূত ! পূৰ্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং ব্যাসেনামিততেজসা ।

কৃত্বা পুরাণমখিলং শুকায়াধ্যাপিতং শুভম্ ॥ ১ ॥

ব্যাসেন তু তপস্তপ্ত্বা কথমুৎপাদিতঃ শুকঃ ।

বিস্তরং ব্রুহি সকলং যচ্ছ তং কৃষ্ণতত্ত্বয়া ॥ ২ ॥

সূত উবাচ ।

প্রবক্ষ্যামি শুকোৎপত্তিং ব্যাসাং সত্যবতীশ্বতাং ।

যথোৎপন্নঃ শুকঃ সাক্ষাদযোগিনাং প্রবরো মুনিঃ ॥ ৩ ॥

মেরুশৃঙ্গে মহারম্যে ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ।

তপশ্চচার সোহিত্যগ্রং পুত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪ ॥

ষট্‌ত্রিংশৎপদ্যকৈঃ সার্বকীরদানং শিবস্ত চ ।

ব্যাসায় পুত্রবিষয়ং জাতমিত্যেতদীর্ঘ্যতে ॥

পূৰ্ব্বং ব্যাসে পুত্রলাভার্থমমুষ্ঠানচিকীৰ্ষয়া পৰ্ব্বতং গতে সতি কস্ত দেবস্মারাধনা কৰ্ত্ত-  
ব্যেতি জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং নারদসমাগমে জাতে নারদেন ব্রহ্মবিষ্ণুসংবাদমুখেন ভগবত্যেব  
সৰ্ব্বোৎকৃষ্টা আরাধ্যোতি স্থাপিতং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাঃ সমাপিতাঃ । ভগবত্যা আরা-  
ধনে কথং পুত্রোৎপত্তির্জাতেতি তদ্যাপ্যবশিষ্টং তদ্ব্যয়ঃ পৃচ্ছন্তি স্মতেতি ॥ ১ ॥ কৃষ্ণতো  
বেদব্যাসাং ॥ ২—৩ ॥ তপশ্চচারেতি । শক্তিরেবারাধ্যোতি নারদাচ্ছ্রুত্বা তস্তা বাগ্ভবঃ

ঋষিগণ কহিলেন । হে সূত ! পূৰ্ব্ব তুমি আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলে যে, অমিত-  
তেজা বেদব্যাস পুরাণ সকল প্রণয়ন পূৰ্ব্বক শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ; ভাল,  
জিজ্ঞাসা করি ব্যাসদেব কেবল তপশ্চর্যা প্রভাবে কিরূপে শুকদেবকে উৎপাদিত করি-  
লেন ? সূত ! তুমি এ বিষয়ে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমস্ত  
বিস্তার পূৰ্ব্বক বর্ণনা কর ॥ ১—২ ॥

সূত কহিলেন । হে মহর্ষিগণ ! আমি আপনাদিগের নিকট শুকের উৎপত্তি অর্থাৎ  
যোগিপ্রবর মননশীল শুকদেব, সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব হইতে যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন  
সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥ সত্যবতী সূত ব্যাস পুত্রার্থে কৃত-  
নিশ্চয় হইয়া পরম রমণীয় সূমেরুশৃঙ্গে গমন পূৰ্ব্বক উগ্রতর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥  
তপোনিধি মহর্ষি ব্যাস পুত্রকামনায় অর্থাৎ আকাশ বায়ু পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি মহাভূত  
সদৃশ অপরিমিত বীৰ্য্যশালী পুত্র হউক এইমত কামনা করিয়া দেবর্ষি নারদ মুখে শ্রুত

জপম্নেকাক্ষরং মন্ত্রং বাগ্‌বীজং নারদাচ্ছ্রুতম্ ।  
 ধ্যায়ন্‌ পরাং মহামায়াং পুত্রকামস্তপোনিধিঃ ॥ ৫ ॥  
 অগ্নেভূমেষুতথা বায়োরন্তুরিক্ষশ্চ চাপ্যয়ম্ ।  
 বীৰ্য্যেণ সংমিতঃ পুত্রো মম ভূয়াদিতি স্ম হ ॥ ৬ ॥  
 অতিষ্ঠৎ স গতাহারঃ শতসম্বৎসরং প্রভুঃ ।  
 আরাধয়ন্‌মহাদেবং তথৈব চ সদাশিবাম্ ॥ ৭ ॥  
 শক্তিঃ সৰ্বত্র পূজ্যেতি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ ।  
 অশক্তো নিন্দ্যতে লোকে শক্তস্তু পরিপূজ্যতে ॥ ৮ ॥  
 যত্র পৰ্ব্বতশৃঙ্গে বৈ কর্ণিকারবনাদ্বিতে ।  
 ক্রীড়ন্তি দেবতাঃ সৰ্ব্বে মুনয়শ্চ তপোহধিকাঃ ॥ ৯ ॥  
 আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনৌ তথা ।  
 বসন্তি মুনয়ো যত্র যে চাশ্বে ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ১০ ॥  
 তত্র হেমগিরেঃ শৃঙ্গে সঙ্গীতধ্বনিনাদিতে ।  
 তপশ্চচার ধৰ্ম্মাত্মা ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ॥ ১১ ॥

বীজং নারদেনোপদিষ্টং গৃহীত্বা তজ্জপং স্তপশ্চচারেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥ জপকালে এতাদৃশীং  
 ভাবনাং কৃতবানিত্যাহ অগ্নেভূমেরিতি । বীৰ্য্যেণ শক্ত্যেত্যর্থঃ । সংমিতস্ত্বল্যঃ ॥ ৬ ॥  
 অতিষ্ঠদ্বিতি । তপ ইতি শেষঃ । যদ্যপি ব্যাসেন নারদমুখাদুগবতীং সৰ্ব্বৌৎকৃষ্টাং শ্রদ্ধা  
 পরাশক্তেরেব ধ্যানং কৃতং তথাপি শক্তের্ধ্যানে কৃতে শিবশ্চ ধ্যানং জাতমেবেত্যভিপ্রায়েণ  
 আরাধয়ন্‌মহাদেবমিত্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥ (শক্তিরহিতশ্চ শিবশ্চাপ্যারাধনেন অশক্তো লোকে নিন্দ্যতে  
 ইত্যেবং মহাস্তং ব্যতিক্রমং দর্শয়ন্‌মাহ শক্তিঃ সৰ্বত্র পূজ্যেতি ॥ ৮ ॥ তপোহধিকাঃ উৎকট-  
 তপঃপ্রভাবসম্পন্নঃ ॥ ৯ ॥ আশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ দেবচিকিসকাবিতি যাবৎ ॥ ১০ ॥ হেম-

একাক্ষর বাগ্‌ভব বীজমন্ত্র জপান্তুষ্ঠান পূৰ্ব্বক পরাশক্তি রূপা মহামায়ার ধ্যান করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ এবং অখিল ভূমণ্ডল মধ্যে শক্তিমান্ ব্যক্তিই সৰ্ব্বতোভাবে সম্মানিত আর  
 শক্তি বিরহিত মূঢ় জীব কেবল নিন্দা ভাজনই হইয়া থাকে ; অতএব শক্তিই সৰ্বত্র পূজ-  
 নীয়, মনে মনে বারংবার বিচার পূৰ্ব্বক মহর্ষি ব্যাস নিত্য মঙ্গলময়ী পরমাশক্তির সহিত  
 দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করত ক্রমে এতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন যে, তিনি  
 একশত বৎসর কাল নিরাহারে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৭—৮ ॥ হে মহর্ষিমণ্ডল ! পর্বতের যে  
 শৃঙ্গপ্রদেশটী আশ্চর্য্যজনক কর্ণিকার উপবনে পরিশোভিত, যে স্থলে সমধিক তপঃপ্রভাব  
 সম্পন্ন মুনিবৃন্দ এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদগণ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতারা নির-  
 স্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ যে স্থলে, ব্রহ্মবিত্তম মননশীল ঋষি ও অপরাপর সুর-  
 শ্রেষ্ঠগণ বাস করেন, সুরবর্গময় সুরমেরুর সেই কিম্বর বৃন্দের সংগীতনিনাদিত শৃঙ্গেই সত্যবতী-  
 তনয় মহর্ষি বেদব্যাস তপশ্চর্য্যায় নিরত ছিলেন ॥ ৯—১১ ॥ তৎকালে সেই ধীশক্তি

ততোহস্ম তেজসা ব্যাপ্তং বিশ্বং সৰ্বং চরাচরম্ ।  
 অগ্নিবর্ণা জটা জাতাঃ পারাশর্যাস্ত্র ধীমতঃ ॥ ১২ ॥  
 ততোহস্ম তেজ আলক্ষ্য ভয়মাপ শচীপতিঃ ॥ ১৩ ॥  
 তুরাষাহং তদা দৃষ্ট্বা ভয়ত্রস্তং শ্রমাতুরম্ ।  
 উবাচ ভগবান্ রুদ্রো মঘবন্তং তথাস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥

শঙ্কর উবাচ ।

কথমিন্দ্রাদ্য ভীতোহসি কিং দুঃখন্তে স্বরেশ্বর ! ।  
 অমৰ্ষো নৈব কর্তব্যস্তাপসেযু কদাচন ॥ ১৫ ॥  
 তপশ্চরন্তি মুনয়ো জ্ঞাত্বা মাং শক্তিসংযুতম্ ।  
 ন হেতেহহিতমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সৰ্বথৈব হি ॥ ১৬ ॥  
 ইত্যুক্তবচনঃ শক্রস্তমুবাচ বৃষধ্বজম্ ।  
 কস্মাদ্ভপশ্রুতি ব্যাসঃ কোহর্থস্তস্ম মনোগতঃ ॥ ১৭ ॥

গিরেঃ সুরেশ্বরোঃ ॥ ১১ ॥ পারাশর্যাস্ত্র পরাশরপুত্রস্ত ব্যাসস্ত জটাত্যোহপি জলনশিখাবস্তপ-  
 স্তেজঃপ্রকটীতমিবেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ অস্ত্র ব্যাসস্ত তপস্তেজ আলক্ষ্য নিরীক্ষ্য ॥ ১৩ ॥ তুরা-  
 ষাহমিচ্ছম্ ॥ ১৪—১৫ ॥) অহিতমিতিচ্ছেদঃ । অহিতং নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ । (শক্তিসংযুতং সশক্তিকং  
 শিবং মঙ্গলময়ং পরমেশানং মাং বিদিত্বা এব তে মুনয়ঃ ধ্যাননিরতাস্তপস্বিনঃ তপশ্চরন্তি  
 অতন্তেষাং তাদৃশং তপঃপ্রভাবং দৃষ্ট্বা ভবতা তেষু তপস্বিণ্যু অমৰ্ষঃ ক্রোধো ন কর্তব্যঃ তেষাং  
 তপোবিশ্রোতপাদনায় যত্নং না কাৰ্যীঃ কিন্তু সৰ্বথা ক্ষমৈব কর্তব্যোতি পূৰ্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

সম্পন্ন পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তপস্তেজে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সংসার  
 পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; তাঁহার জটা সকল জলং শিখা হতাশনের বর্ণ ধারণ করিল ॥১২॥  
 অধিক কি, শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ি-  
 লেন ; সুরপতি ইন্দ্রকে তাদৃশ ভয়ত্রস্ত ও স্তানভাবে অবস্থিত দেখিয়া সৰ্বকল্যাণকর  
 ভগবান্ রুদ্রদেব কহিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥

ইন্দ্র ! তুমি কি জ্ঞাত্ৰ এত ভীত হইতেছ ? এক্ষণে তোমার কি দুঃখ উপস্থিত হইল ?  
 স্বরেশ্বর ! তপোনিরত মুনীগণ আমাকে নিরন্তর শক্তিসম্বিত জানিয়াই ঘোরতর  
 তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; তাঁহারা কখন কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট  
 ইচ্ছা করেন না ; অতএব তুমি তাপসগণের প্রতি কদাচ অসন্তুষ্ট হইও না ॥ ১৫—১৬ ॥

দেবরাজ শতক্রতু এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃষধ্বজ দেব দেব ভগবান্ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা  
 করিলেন, প্রভো ! যদি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা নাই তবে বেদব্যাস কি নিমিত্ত এতাদৃশ  
 উগ্রতর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য কি, সেইটী প্রকাশ করিয়া  
 বলুন ॥ ১৭



শিব উবাচ ।

পারশর্যাস্তু পুত্রার্থী তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ।  
পূর্ণং বর্ষশতং জাতং দদাম্যদ্য সূতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইতুক্ত্বা বাসবং ক্রুদ্ধো দয়য়া মুদিতাননঃ ।  
গত্বা ঋষিসমীপস্ত তমুবাচ জগদ্গুরুঃ ॥ ১৯ ॥  
উত্তিষ্ঠ বাসবীপুত্র ! পুত্রস্তে ভবিতা শুভঃ ।  
সর্বতেজোময়ো জ্ঞানী কীর্তিকর্তা তবাহনঘ ! ॥ ২০ ॥  
অখিলস্ত জনস্যাহত্র বল্লভস্তে সূতঃ সদা ।  
ভবিষ্যতি গুণৈঃ পূর্ণঃ সাত্ত্বিকৈঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ ।

তদাহকর্ণ্য বচঃ শ্রুত্ব ক্রুদ্ধৈষায়নস্তদা ।  
শূলপাণিং নমস্কৃত্য জগামাশ্রমমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥  
স গত্বাহশ্রমমেবাহ শু বহুবর্ষশ্রমাতুরঃ ।  
অরণীসহিতং গুহ্যং মগন্থাগ্নিং চিকীর্ষয়া ॥ ২৩ ॥

ইতুক্ত্বাং বচনং যতঃ স ইতুক্ত্বাং বচনঃ শ্রুত্বঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ (কৃপাপারিতপ্যায়ং ভক্তানুগতায়ৈব মুদিতানন ইতুক্ত্বম্ ॥ ১৯ ॥ সর্বমহাত্মত্ববাহুজঃ প্রচুরঃ পঞ্চমহাত্মত্বজঃ স্বরূপো বা নতঃ জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণঃ ॥ ২০ ॥ সত্যবিক্রমঃ অমোঘপ্রভাবঃ ॥ ২১—২২ ॥ ) গুহ্যং গুপ্তমগ্নিং নমস্কৃত্য-

শিব কহিলেন, দেবরাজ ! পরাশরনন্দন বাসবদেব একমাত্র পুত্রাভিলাষী হইয়াই তপোহুষ্ঠানে নিরত হইয়াছেন ; ঐরূপ তপশ্রায় তাঁহার শতবর্ষকাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব, গাহাতে তাঁহার পরম মঙ্গলময় পুত্র উৎপন্ন হয়, এক্ষণে আমি তাঁহাকে তাদৃশ বরই প্রদান করিব ॥ ১৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! ভগবান্ জগদ্গুরু ক্রুদ্ধদেব বাসবকে এই কথা বলিয়াই পরম প্রফুল্ল বদনে বেদব্যাসের নিকট যাইয়া কহিলেন, হে বাসবীপুত্র ! তোমার একটা পরম মঙ্গলময় পুত্র হইবে ; অতএব আর তপঃক্লেশে প্রয়োজন নাই, উত্থান কর ॥ ১৯—২০ ॥ আমার বরপ্রভাবে তোমার পুত্র এতদূর জ্ঞানী হইবে যে, সে পঞ্চ মহাত্মত্বের স্থায় তেজো-ময় হইয়া তোমার কীর্তি স্থাপন করিবে ; অধিক কি, এই অখিল সংসার মধ্যে তোমার পুত্র সর্বদা সমস্ত সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ হইয়া সত্যপ্রভাবে সর্ব জন প্রিয় হইবে ॥ ২১ ॥

মহর্ষিগণ ! তৎকালে ঋষিপ্রবর ক্রুদ্ধদেবায়ন তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণে আহ্লাদে পুল-কিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণিকে প্রণাম করিয়া নিজ আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥ তিনি বহু বর্ষের তপঃক্লেশে ক্লান্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমে আসিবামাত্র অন্তর্ভূত অগ্নিদেবের

মহ্ননং কুর্বতস্তস্য চিত্তে চিন্তাভরস্তদা ।

প্রাচুর্ভূব সহসা স্ততোৎপত্তৌ মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

মহ্নানারণিসংযোগান্মহ্ননাচ্চ সমুদ্ভবঃ ।

পাবকস্য যথা তদ্বৎ কথং মে স্যাৎ স্ততোদ্ভবঃ ॥ ২৫ ॥

পুত্রারণিস্তু যা খ্যাতা সা মমাদ্য ন বিদ্যতে ।

তরুণী রূপসম্পন্না কুলোৎপন্না পতিব্রতা ॥ ২৬ ॥

কথং করোমি কান্তাঞ্চ পাদয়োঃ শৃঙ্খলাসমাম্ ।

পুত্রোৎপাদনদক্ষাঞ্চ পাতিব্রত্যে সদা স্থিতাম্ ॥ ২৭ ॥

পতিব্রতাপি দক্ষাপি রূপবত্যপি কামিনী ।

সদা বন্ধনরূপা চ স্বেচ্ছাস্থখবিধায়িনী ॥ ২৮ ॥

শিবোহপি বর্ততে নত্যং কামিনীপাশসংযুতঃ ।

কথং করোম্যহং চাত্র দুর্ঘটঞ্চ গৃহাশ্রমম্ ॥ ২৯ ॥

স্বয়ং ॥ ২৩—২৪ ॥ মহ্নানো মহ্ননদণ্ডঃ ॥ ২৫ ॥ পুত্রারণিঃ পুত্রজননী কামিনী মম নাস্তি ॥ ২৬ ॥  
(বিশুদ্ধবীজধারণোপযোগিক্ষেত্রস্তাপি প্রয়োজনমিতি দর্শয়ন্বাহ। পুত্রোৎপাদনদক্ষাং মহদ্বীজ-  
ধারণক্ষমামিতি ভাবঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ দুর্ঘটং দুর্ঘটনায়া মূলীভূতং যদ্বা তপস্বিনো দরিদ্রস্ত মম

উৎপাদন কামনায় অরণীকাষ্ঠদ্বয় মহ্নন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ অরণী মহ্নন করিতে  
করিতে সহসা সেই মহাত্মার অন্তরে পুত্রোৎপত্তি বিষয়ক এইরূপ গভীর চিন্তাভার  
আসিয়া উপস্থিত হইল ; ( তিনি ভাবিলেন যে, ) যেমন এই উত্তরারণী রূপ মহ্নন লইয়া  
অধরারণীর সহিত সংযোগ করিয়া মহ্নন (ঘর্ষণ) করিলে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ  
অধরারণীর অভাবে আমার পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে !! কেননা, এই ভূমণ্ডল মধ্যে যাহা  
পুত্রারণী বলিয়া বিদ্যমান, তাদৃশ সংকুল সমুত্তর রূপ গুণ সম্পন্ন পতিব্রতা যুবতী ভার্য্যা ত,  
একগুণে আমার নিকট উপস্থিত নাই !! পরন্তু, কামিনী পুত্রোৎপাদন কুশলা পাতিব্রত্য  
ধর্মাবলম্বিনী হইলেও যে, উভয় পদের নিগড় লৌহ শৃঙ্খলার স্তায় তাহাতে সংশয় নাই ;  
অতএব, আমি ইহা জানিয়া শুনিয়া কি রূপে দার পরিগ্রহ করিতে পারি !! আর কথা এই,  
শ্রী পতিব্রতা, সমস্ত গৃহকার্য্য নিপুণা মনোমোহিনী রূপবতী এমন কি, যদি নিজ ইচ্ছামত  
সুখদাত্রীও হয়, তথাপি যে, সে নিরন্তর বন্ধন স্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি ॥ ২৪—২৮ ॥  
অধিক কি, যখন স্বয়ং সদাশিবও সর্বদা কামিনী রূপ নিগড় পাশে সংবদ্ধ, তখন অস্ত্রের  
কথা আর কি বলিব । আমি এই সকল বুঝিতে পারিয়াও কি প্রকারে দুর্ঘটনার মূলীভূত  
গ্রাহস্থ আশ্রমে সন্নত হইতে পারি ? ॥ ২৯ ॥

‘হে মহর্ষিমণ্ডল ! মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়  
দিব্য রূপিনী ঘৃতাচী অম্বরী সমীপস্থ আকাশ মণ্ডলে থাকিয়াই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল ।

এবং চিন্তয়তস্তস্য স্মৃতাচী দিব্যরূপিণী ।  
 প্রাপ্তা দৃষ্টিপথং তত্র সমীপে গগনে স্থিতা ॥ ৩০ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা চপলাপাঙ্গীং সমীপস্থাং বরাঙ্গরাম্ ।  
 পঞ্চবাণপরীতাস্তু র্ণমাসীদ্ধ তত্রতঃ ॥ ৩১ ॥  
 চিন্তয়ামাস চ তদা কিঙ্করোম্যদ্য সঙ্কটে ।  
 ধর্মস্য পুরতঃ প্রাপ্তে কামভাবে দুঃসদে ॥ ৩২ ॥  
 অঙ্গীকরোমি যদ্যোনাং বঞ্চনামিহাগতাম্ ।  
 হসিষ্যন্তি মহাত্মানস্তাপসা মান্তু বিহ্বলম্ ॥ ৩৩ ॥  
 তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং পূর্ণং বর্ষশতন্ত্ৰিহ ।  
 দৃষ্ট্বাপ্সরাঞ্চ বিবশঃ কথং জাতো মহাতপাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 কামং নিন্দাপি ভবতু যদি স্যাদতুলং সুখম্ ।  
 গৃহস্থাশ্রমসমুতং সুখদং পুত্রকামদম্ ॥ ৩৫ ॥

গৃহাশ্রমো নিতরাং দুর্ঘটনারৈব নতু সুখায় ইতি মহাহ কথং করোমীতি ॥ ২৯—৩০ ॥) দৃ-  
 ত্বত ইতি । দৃতব্রতোহপি পঞ্চবাণেন পরীতাস্তো বিক্লাঙ্গ আসীদিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ ( বঞ্চনামি  
 মাং প্রতারয়িতুং মম তপস্তজ্জোহাসার্থমিতি শেষঃ সমাগতাং এনাং ধূর্তাং দেবকন্তাং ধর্মশ্রা-  
 ত্রতঃ কথং স্বীকরোমি জানন্নপীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥) হাসমেবাহ তপস্তপ্ত্বাতি ॥ ৩৪ ॥

হে মহর্ষিগণ ! মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন বদিত, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ত্রতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু, সেই  
 চঞ্চল অপাঙ্গদেহ পরিশোভিত অঙ্গুরপ্রবরা স্মৃতাচীকে দর্শন করিবামাত্র মন্থথের শর-  
 প্রভাবে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া পড়িল ॥ ৩০—৩১ ॥ (তিনি আপনার তাদৃশ  
 অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন যে,) এক্ষণে আমি এই উপস্থিত সঙ্কট সময়ে কি উপায় অবলম্বন  
 করিব !! এই অঙ্গুরা আমাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি-  
 য়াও যদি আমি ছুর্নিবার কন্দর্পের বশবর্তী হইয়া দেদীপ্যমান ধর্ম সন্মুখে ইহাকে স্বীকার  
 করি, তাহা হইলে এই মহাত্মা তাপসগণ আমার ঈদৃশ বিমূঢ় ভাব দেখিয়া যে অত্যন্ত  
 উপহাস করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩২—৩৩ ॥ মহাতপা ব্যাস শত সংবৎসর কাল  
 ঘোরতরতপশ্চা করিয়া ও একটা অঙ্গুরাকে দেখিবামাত্র কি প্রকারে একেবারে অবশাঙ্গ  
 হইয়া পড়িল, কি আশ্চর্য্য !! চতুর্দিক হইতেই যে এইরূপ নিন্দা বাদ সমুখিত হইবে তাহাও  
 বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৪ ॥ আচ্ছা তাহাও হউক, যদি অতুলনীয় সুখোৎপত্তি হয়,  
 তাহাও স্বীকার করিলাম । পূর্বাচার্য্যগণও গৃহস্থাশ্রমকে সমস্ত পুণ্যের অসর স্বর্থের  
 আকর অর্থাৎ পুত্রকামনাপ্রদ, স্বর্গপ্রদ এমন কি জ্ঞানীদিগের মুক্তিপ্রদ পর্য্যন্ত বলিয়া  
 নির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেবকন্তা দ্বারা তাহার অর্থাৎ পুণ্যময় গার্হস্থ আশ্রম



স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং জ্ঞানিনাং মোক্ষদং তথা ।

ন ভবিষ্যতি তন্নুনমনয়া দেবকন্যা ॥ ৩৬ ॥

নারদাচ্চ ময়া পূৰ্ব্বং শ্রুতমস্তি কথানকম্ ।

যথোৰ্বশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরুরবাঃ\* ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

বাসায় শিববরপ্রদানো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যদি শ্রাদতুলমিতি । ইয়মপ্সরা ভোগং দৃষ্টা গমিষ্যতি ন ত্বনয়া গৃহস্থাশ্রমজ্ঞং সুখং শ্রাদিতি  
ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ গৃহস্থাশ্রমসম্বৃতং পুণ্যমিতি শেষঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জ্ঞাত্ব যে কোন সুখই হইবে না তাহাতে আর সংশয় কি ? কারণ, চন্দ্রবংশীয় মহারাজ  
পুরুরবা যে প্রকারে অপরঃপ্রধানা উৰ্বশীর বশবর্তী হইয়া একেবারে অশেষ ক্লেশ সাগরে  
নিমগ্ন হইয়াছিলেন সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পূৰ্বে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ  
করিয়াছি ॥ ৩৫—৩৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে ব্যাস প্রতি শিবের বরপ্রদান বিষয়ক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্ক ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোক ।

## একাদশোঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

ঋষয় উচুঃ ।

কোহসৌ পুরুরবা রাজা কোর্কশী দেবকন্তকা ।  
কথং কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ১ ॥  
সর্বং কথানকং ব্রুহি লোমহর্ষণজাহ্নুনা ।  
শ্রোতুকামা বয়ং সর্বৈ ত্বমুখাজ্জ্যোতং রসম্ ॥ ২ ॥  
অমৃতাদপি মিষ্টা তে বাণী সূত ! রসাত্মিকা ।  
ন তৃপ্যামো বয়ং সর্বৈ স্বধয়া চ যথাহমরাঃ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্বৈ কথাং দিব্যাং মনোরমাম্ ।  
বক্ষ্যাম্যহং যথা বুদ্ধ্যা শ্রুতাং ব্যাসবরোত্তমাং ॥ ৪ ॥

---

বড়লীতিমহাম্লোকেবুধোৎপত্তিস্ত কথ্যতে ।

কামবাণৈস্ত বিদ্ধং মহতাং যত্র ভগ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ে ‘যথোর্কশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরুরবাঃ’ ইত্যুক্তং তত্র কোহসৌ পুরুরবাঃ  
কথমুৎপন্ন ইতি ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি কোসাং বিতি । কষ্টং ক্লেশঃ ॥ ১—২ ॥ ন তৃপ্যাম ইতি ।  
তয়েতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

---

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, সূত ! তুমি ঋষিহার কথ্য বলিলে, সেই রাজা পুরুরবা  
কে ? আর সেই দেবকন্তা উর্কশীই বা কে ? বিশেষতঃ সেই মহাত্মা নরপতি তাদৃশ কষ্টই বা  
কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? হে লোমহর্ষণ নন্দন ! বৎস সূত ! তোমার মুখকমল নিঃসৃত  
সুমধুর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণের নিমিত্ত আমরা সকলেই অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হইয়াছি ; অতএব,  
তুমি আমাদের নিকট সেই কথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বল ॥ ১—২ ॥ যেরূপ অমরবৃন্দ  
ভূরি ভূরি সুধাপানেও কদাচ পরিতৃপ্ত হয়েন না, সেইরূপ আমরাও তোমার অমৃত অপে-  
ক্ষাও সুমধুর রসময়ী কথা শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! আপনারা সকলেই সেই অলৌকিক মনোহর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণ  
করুন । আমি গুরুদেব মহর্ষি বেদব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহার অমোঘ-  
বরপ্রভাবে যেরূপ বোধশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি তদনুসারেই আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিব

গুরোস্ত দয়িতা ভাৰ্য্যা তারা নামেতি বিশ্রুতা ।  
 রূপযৌবনযুক্তা সা চার্বক্ষী মদবিহ্বলা ॥ ৫ ॥  
 গঠৈকদা বিধোৰ্দ্ধাম যজমানশ্চ ভামিনী ।  
 দৃষ্টা চ শশিনাহত্যর্থং রূপযৌবনশালিনী ॥ ৬ ॥  
 কামাতুরস্তদা জাতঃ শশী শশিমুখীং প্রতি ।  
 সাহপি বীক্ষ্য বিধুং কামং জাতা মদনপীড়িতা ॥ ৭ ॥  
 তাবন্তোন্মং প্রেমযুক্তো স্মরাত্তো চ বভূবতুঃ ।  
 তারা শশী মদোন্মত্তো কামবাণপ্রপীড়িতো ॥ ৮ ॥  
 রেমাতে মদমত্তো তো পরস্পরস্পৃহাস্থিতো ।  
 দিনানি কতিচিত্তত্র জাতানি রমমাগয়োঃ ॥ ৯ ॥  
 বৃহস্পতিস্তু দুঃখাৰ্ত্তঃ তারামানয়িতুং গৃহম্ ।  
 প্রেষয়ামাস শিষ্যস্তু নায়াতা সা বশীকৃতা ॥ ১০ ॥  
 পুনঃ পুনৰ্যদা শিষ্যং পরাবৰ্ত্তত চন্দ্রমাঃ ।  
 বৃহস্পতিস্তদা ক্রুদ্ধো জগাম স্বয়মেব হি ॥ ১১ ॥

যথা শ্রুতান্তথেন্তি শেষঃ ॥ ৪ ॥ ( চার্বক্ষী মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যন্তাঃ সা ॥ ৫—৭ ॥ পর-  
 স্পরানুরাগং প্রদর্শয়ন্তাহ । তাবতি ॥ ৮ ॥ মদেন শৃঙ্গারজনিতমত্ততয়া মত্তো উন্মত্তো ॥ ৯—১১ ॥

সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥ কোন সময় রূপযৌবনাঢ্যা মনোরম অঙ্গসৌষ্ঠব সমন্বিতা সৰ্বদা হাবভাব  
 বিহ্বলাঙ্গী ত্রিলোকবিশ্রুতা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা বরবর্গিনী তারা নিজপতির  
 যজমান চন্দ্রদেবের গৃহে সমাগত হইলে, দৈবগতিকে শশধর তাঁহাকে দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ শশলাঞ্জন তাদৃশ রূপ যৌবনসম্পন্না শশিমুখী তারাকে অবলোকন করিবা-  
 মাত্র কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন ; সেইরূপ তারাও সুধাকরের সেই অপূৰ্ব সুধাময়  
 কমনীয় কাস্তি সন্দর্শনে একেবারে মন্থথবাণে প্রপীড়িত হইলেন ॥ ৭ ॥ হে মহর্ষিগণ !  
 এইরূপে তারা আর শশাঙ্কদেব পরস্পর সন্দর্শন মাত্রেই কুন্ডুম শরাসনের শরাঘাতে উভ-  
 য়েই উভয়ের প্রেমলালসায় একেবারে মদোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮ ॥ তদনন্তর, তাঁহারা  
 গুরুশিষ্য ভাব বিসর্জন দিয়া মদিরামত্তের আয় ঘোরতর আসক্ত হইয়া রমণে প্রবৃত্ত  
 হইলেন ; এইরূপে কতিপয় দিবস তাঁহাদিগের নিরন্তর রতিক্রীড়ায় অতিবাহিত হইলে,  
 সুরাচার্য্য বৃহস্পতি অতীব দুঃখিত হইয়া তারাকে স্বগৃহে আনিবার নিমিত্ত একজন  
 শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু, তারা যুগলাঞ্জনের এতদূর বশবর্ত্তিনী হইছিলেন যে  
 তৎকালে তাঁহার অন্তর হইতে পতিস্নেহাদি একেবারে দূরে পলায়ন করিয়াছিল ; ফলত  
 তিনিসেই প্রেরিত শিষ্যের সহিত পতিগৃহে আর প্রত্যাগমন করিলেন না ॥ ৯—১০ ॥ পরন্তু,  
 চন্দ্রদেব যখন, বারংবার গুরুপ্রেরিত শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন গুরুদেব বৃহস্পতি



গত্বা সোমগৃহং তত্র বাচস্পতিরুদারধীঃ ।

উবাচ শশিনং ক্রুদ্ধঃ স্ময়মানং মদাস্থিতম্ ॥ ১২ ॥

কিং কৃতং কিল শীতাংশো ! কস্মৈ ধর্মবিগর্হিতম্ ।

রক্ষিতা মম ভার্য্যেয়ং স্তন্দরী কেন হেতুনা ॥ ১৩ ॥

তব দেব ! গুরুশ্চাহং যজমানোহসি সর্বথা ।

গুরুভার্য্যা কথং মূঢ় ! ভুক্তা কিং রক্ষিতাহথবা ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্লগঃ ।

মহাপাতকিনো হেতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ১৫ ॥

মহাপাতকযুক্তস্ত্বং দুরাচারোহতিগর্হিতঃ ।

ন দেবসদনোহৌহসি যদি ভুক্তেয়মঙ্গনা ॥ ১৬ ॥

মুঞ্জেমামসিতাপাঙ্গীং ন যামি সদনং মম ।

নোচেদ্বক্ষ্যামি দুষ্ঠায়ন ! গুরুদারাপহারিণম্ ॥ ১৭ ॥

বাচাং পতিঃ । উদার। মহতী ধীর্বুদ্ধিযন্ত ॥ ১২ ॥ শীতা শীতলা অংশবো রশ্ময়ঃ যন্ত তৎসম্বুদ্ধৌ ।  
ধর্মোণ ধর্মশাস্ত্রেণ বিগর্হিতং নিন্দিতম্ । গুরুভার্য্যাহরণস্ত্বং ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥  
তব দেবগুরুশ্চাহমিতি । হে দেব ! তবাহং গুরুরস্মীত্যবয়ঃ । কিং রক্ষিতেতি । কিমর্থং  
রক্ষিতেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ( গুরোস্তল্লগঃ শয্যাং গচ্ছতীতি । গুরুভার্য্যাগামীত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ )  
নোচেদ্বক্ষ্যামীতি । শাপমিতি শেষঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বয়ং তথায় গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ উদারগতি গুরুদেব বাচস্পতি  
সেস্থলে আসিয়াই সেই ঐশ্বর্য্যমদগর্ভিত শশধরকে ক্রোধভরে কহিলেন, হিমাংশো ! তুমি  
কি প্রকারে এরূপ ধর্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ? তুমি কি জন্তাই বা আমার সর্ব-  
স্বলক্ষণা ভার্য্যাকে নিজগৃহে এতদিন রক্ষা করিলে ? চন্দ্রদেব ! দেখ, আমি সর্বপ্রকারেই  
তোমার পূজনীয় ! কারণ, আমি তোমার গুরু, তুমি আমার যজমান !! রে মূঢ় ! তুই কি  
প্রকারে গুরুভার্য্যাকে উপভোগ করিলি ? তাহা না হইলে তুই কি জন্ত তাহাকে এতদিন  
নিজগৃহে রাখিয়াছিস্ ? ॥ ১২—১৪ ॥ এই ভূমণ্ডলে ব্রহ্মহত্যাকারী, স্তবর্ণচোর, সুরাপায়ী  
আর গুরুপত্নীগামী ইহারা সকলেই মহাপাতকী ; এমন কি যে ব্যক্তি এই চারিপ্রকার  
লোকের সংসর্গে থাকে সেই পঞ্চম ব্যক্তিও শাস্ত্রে মহাপাতকী বলিয়া নির্দিষ্ট হই-  
য়াছে ॥ ১৫ ॥ রে মূঢ় ! যদি তুই আমার পত্নীকে সন্তোগ করিয়া থাকিস্ তাহা হইলে  
তোমার সদৃশ বিগর্হিতকর্ম্মকারী দুরাচার মহাপাতকী আর বিশ্বসংসারে বোধ হয় কোন  
ব্যক্তিই বর্ত্তমান নাই ! সুতরাং তুই আর কোনক্রমেই দেবসমাজে বাইবকর যোগ্যপাত্র  
নহিস ॥ ১৬ ॥ রে দুর্ভাগ্য ! তুই যখন গুরুদার অপহরণ করিয়াছিস্, তখন তোমার অসাধ্য  
কোন কার্য্যই নাই ! যাহা হউক তুই এখনও সেই অসিতাপাঙ্গী বরারোহা কামিনীকে

ইত্যেবং ভাষমাণং তমুবাচ রোহিণীপতিঃ ।

গুরুং ক্রোধসমায়ুক্তং কাস্তাবিরহদুঃখিতম্ ॥ ১৮ ॥

। ইন্দুরুবাচ ।

ক্রোধাতে তু দুরারাদ্যা ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধবর্জিতাঃ ।

পূজার্হা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞা বর্জ্যনীয়াস্তুতোহন্যথা ॥ ১৯ ॥

আগমিষ্যতি সা কামং গৃহস্তে বরবর্ণিনী ।

অত্রৈব সংস্থিতা বালা কা তে হানিরিহানঘ ! ॥ ২০ ॥

ইচ্ছয়া সংস্থিতা চাত্র স্তুথকামার্থিনী হি সা ।

দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা স্বেচ্ছয়া চাগমিষ্যতি ॥ ২১ ॥

ত্বয়ৈবোদাহৃতং পূর্বং ধর্মশাস্ত্রমতস্তথা ।

ন স্ত্রী দুষ্যতি চারেণ ন বিপ্রো বেদকর্মণা ॥ ২২ ॥

ক্রোধাতে স্থিতি । ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধাদেব দুরারাদ্যা অপূজ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ । অথ ক্রোধ-  
বর্জিতা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞাঃ পূজার্হা ভবন্তি । এতে যে পূজার্হা উক্তান্ততন্ত্বেভ্যোহন্যথাহন্যপ্রকারা  
যে ক্রোধযুক্তান্তে পূজায়াং বর্জ্যনীয়া ইতি শাস্ত্রমর্থ্যাদা । অতঃ গুরো ! ক্রোধং বিহার্য  
পূজ্যো ভব ন তু তমালস্যাপূজ্যো ভবেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২১ ॥ পাতকে ক্রতেহপি চারেণ  
রজঃসঞ্চারেণ রজোদর্শনে ন স্ত্রী ন দুষ্যতীতি ত্বয়া বারীষ্পত্যমতে উক্তমিতি ভাবঃ । তদুক্তম্ ।

পরিত্যাগ কর, নচেৎ আমি এই দণ্ডেই তোকে অভিসম্পাত প্রদান করিব ; ফলত  
আমি তাহাকে না লইয়া কোনক্রমেই নিজগৃহে প্রতিগমন করিব না । হে মহর্ষিমণ্ডল !  
সুরাচার্য্য কাস্তাবিরহ দুঃখে কুপিত হইয়া এই সমস্ত কথা বলিলে পর রোহিণীপতি চন্দ্র  
অতিশয় গর্ভভরে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ উত্তর করিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

এই ত্রিলোকীমধ্যে ক্রোধাদিরিপুবর্জিত ধর্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই সম্মান প্রাপ্ত হইবার  
উপযুক্ত পাত্র ; আর যাহারা কেবল ক্রোধের বশীভূত, তাহারা কোনক্রমেই পূজনীয়  
নহে ; বরং তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্তব্য ॥ ১৯ ॥ আপনি অন্তরে কোন কুভাব  
ভাবিবেন না ; সেই বরারোহা অবলা নিজ ইচ্ছামত অবশ্যই আপনার গৃহে প্রতিগমন  
করিবেন ; সম্ভ্রতি কয়েকদিবস এখানে অবস্থান করিতেছেন তাহাতে আপনার ক্ষতি  
কি ? ॥ ২০ ॥ তিনি এস্থলে কেবল স্তুথসন্তোগ লালসাতেই অবস্থান করিতেছেন ; অতএব  
কতিপয় দিবস থাকিয়াই আবার নিজ ইচ্ছামত প্রতিগমন করিবেন ॥ ২১ ॥ যেরূপ, ব্রাহ্মণ  
শতসহস্র কুর্শ্ম করিলেও একমাত্র বৈদিকক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপরাশি হইতে  
বিমুক্ত হয় সেইরূপ ব্যভিচার ছষ্টা স্ত্রীলোকও মাসিক রজঃসঞ্চার দ্বারা পরপুরুষ সন্তোগ-  
জনিত সমস্ত দূষ্কৃতি সাগর হইতে মুক্তিলাভ করে, পূর্বে আপনিই ত, ধর্মশাস্ত্রে এইরূপ

ইত্যুক্তঃ শশিনা তত্র গুরুত্যান্তদুঃখিতঃ ।

জগাম স্বগৃহং তূর্ণং চিন্তাবিষ্টঃ স্মরাতুরঃ ॥ ২৩ ॥

দিনানি কতিচিদ্ভ্রমস্থিতা চিন্তাতুরো গুরুঃ ।

যথাবথ গৃহং তস্তা ত্বরিতশ্চৌষধীপতেঃ ॥ ২৪ ॥

স্থিতঃ ক্ষত্রা নিষিক্তোহসৌ দ্বারদেশে রুযাশ্বিতঃ ।

নাজগাম শশী তত্র চুকোপাতি বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫ ॥

অয়ং মে শিষ্যতাং যাতো গুরুপত্নীস্তু মাতরম্ ।

জগাহ বলতোহধর্মী শিক্ষণীয়ো ময়াধুনা ॥ ২৬ ॥

উবাচ বাচং কোপাত্তু দ্বারদেশে স্থিতো বহিঃ ।

কিং শেষে ভবনে মন্দ ! পাপাচার ! স্মরাধম ! ॥ ২৭ ॥

দেহি মে কামিনীং শীঘ্রং নোচেচ্ছাপং দদাম্যহম্ ।

করোমি ভাস্মসাম্বনং ন দদাসি প্রিয়াং মম ॥ ২৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ জ্ঞীণাং যন্মাসে রজসশ্চ্যুতিরিত্তি ॥ ২২—২৩ ॥ ( ওষধীনাং পতিশ্চন্দ্রস্তস্ত । চন্দ্রকিরণস্পর্শেন হি সর্বা ওষধয়ঃ পরিণতাং যাস্তীতি তথাত্মম্ ॥ ২৪—২৮ ॥ )

উপদেশ করিয়াছিলেন । ( তবে আবার ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া নিরর্থক কতকগুলি কটুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন কেন ? ) ॥ ২২ ॥

চন্দ্রদেব এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তি দ্বারা নিরাশ করিলে পর, বৃহস্পতি সে স্থলে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অতি দুঃখিতভাবে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; কিন্তু আসিবার সময় তিনি মনে মনে তারার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে একবারে মন্থপ্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৩ ॥ এইরূপে কয়েকদিবস মাত্র অতিবাহিত করিয়াই ভার্য্যার বিরহযাতনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অবিলম্বে ওষধীনাথ চন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন । তিনি তথায় আসিয়াই কোপভরে যেমন চন্দ্রদেবের ভবনমধ্যে প্রবেশ করিবেন অমনি দ্বারপালকর্তৃক নিবারিত হইয়া অগত্যা সেই দ্বারদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে চন্দ্রদেব তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াও অন্তঃপুর হইতে আর বাহিরে আসিলেন না । শশীর এতাদৃশ অসহ্যবহার দর্শনে স্মরাচার্য্য অতিশয় রোষভরে মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, যে, হায় ! এই অধার্মিক ছরাস্রা চিরকাল আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও এক্ষণে নিজ মাতার স্বরূপ গুরুপত্নীকে বলপূর্বক গ্রহণ করিল, কি আশ্চর্য্য !! পরন্তু এখন আমি ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৪—২৬ ॥ ( তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ) ক্রমশঃ ক্রোধে অধীর হইয়া সেই দ্বারের বহির্ভাগে থাকিয়াই চন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, রে স্মরাধম ! হুস্মতে ! ঈদৃশ ঘোরতর পাপাহুষ্ঠান করিয়াও কি প্রকারে নিশ্চিন্তভাবে অন্তঃ-



সূত উবাচ ।

কুরাণি চৈবমাদীনি ভাষণানি বৃহস্পতেঃ ।

শ্রীহা দ্বিজপতিঃ শীঘ্রং নির্গতঃ সদনাদবহিঃ ॥ ২৯ ॥

তমুবাচ হসন্ সোমঃ কিমিদং বহু ভাষসে ।

ন তে যোগ্যাসিতাপাক্ষী সৰ্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৩০ ॥

কুরুপাক্ষ স্বসদৃশীং গৃহাণান্ধ্যাং স্থিয়ং দ্বিজ ! ।

ভিক্ষুকস্ত গৃহে যোগ্যা নেদৃশী বরবর্ণিনী ॥ ৩১ ॥

রতিঃ স্বসদৃশে কাস্তে নার্যাঃ কিল নিগদ্যতে ॥

ত্বং ন জানাসি মন্দাত্মন ! কামশাস্ত্রবিনির্গয়ম্ ॥ ৩২ ॥

যথেষ্টং গচ্ছ দুৰ্ব্বুদ্ধে ! নাহং দাস্ত্যামি কামিনীম্ ।

যচ্ছক্যং কুরু তৎ কামং ন দেয়া বরবর্ণিনী ॥ ৩৩ ॥

শীঘ্রং নির্গত ইতি । তস্মৈ নিরাশাকরণং বিনা শাস্তির্ন ভবিষ্যতীতি মত্বা নিরাশকরণাপং শীঘ্রং নির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ ( যদ যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েদिति শ্রীহ- মবলম্ব্যাহ । কুরুপাক্ষমিতি ॥ ৩১ ॥ মন্দঃ আত্মা বুধির্গমঃ । কামশাস্ত্রাজানাং তথাহম্ । কাম- শাস্ত্রস্ত বিনির্গয়ম্ সিদ্ধান্তম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥ ) কামান্তেতি । যদ্যপি ইন্দ্রপ্রভৃतीনাং গৌতমাদি-

পুত্রৈশ্চ শয়ন করিয়া রহিয়াছি; দেখ! তুমি যদি অবিলম্বে আমার সেই মনোরমা ভার্য্যাকে আমার নিকট আনিয়া সমর্পণ না করিস্ তাহা হইলে এই দণ্ডেই অভিসম্পাত প্রদান করিব । রে মূঢ় ! অধিক আর কি বলিব, তুমি যদি আমার প্রিয়তমা রমণীকে প্রত্যর্পণ না করিস্ তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোকে এখনি ভস্মসাৎ করিব ॥ ২৭—২৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! দ্বিজরাজ যামিনীপতি গুরুদেব বৃহস্পতির এইরূপ নানাপ্রকার কৰ্কশবাক্য সকল শ্রবণমাত্র সত্ত্বর অন্তঃপুর হইতে বহির্ভাগে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর, রজনীপতি গুরুর নিকটস্থ হইয়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অহে দ্বিজ ! তুমি কিজন্য এরূপ নানাপ্রকার কতকগুলি অপলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছ ! তাদৃশ সৰ্বলক্ষণা অসিতাপাক্ষী কামিনী কি তোমার উপযুক্ত ? তুমি নিজে যেরূপ কদা- কার মূর্তি, সেইরূপ আপনার সম্ভোগের উপযুক্ত কোন কুরুপা স্ত্রীকে যাইয়া গ্রহণ কর । বিশেষত তুমি ইহা স্থির জানিও যে, ভিক্ষকের গৃহে কখনই সেরূপ বরারোহা রমণী থাকিবার যোগ্য নহে ॥ ৩০—৩১ ॥ রে নির্বোধ ! বুঝিলাম তুমি কামশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহ ; কারণ রতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, রমণীদিগের নিজ মনোমত নায়কেই রতির বিষয় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ রে দুৰ্ম্মতে ! এক্ষণে তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর, আমি তোমাকে আর সে কামিনী প্রদান করিব না । রে বিপ্র ! তোকে অধিক আর কি বলিব, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ !! বস্তুত আমি

কামার্ত্তস্ত চ তে শাপো ন মাং বাধিতুমর্হতি ।

নাহং দদে গুরো ! কান্তাং যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা চেজ্যশ্চিন্তামাপ রুবাশ্বিতঃ ।

জগাম তরসা সন্ম ক্রোধযুক্তঃ শচীপতেঃ ॥ ৩৫ ॥

দৃষ্ট্বা শতক্রতুস্তত্র গুরুং দুঃখাতুরং স্থিতম্ ।

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদৈঃ পূজয়িত্বা স্তমসংস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥

পপ্রচ্ছ পরমোদারস্তং তথাবস্থিতং গুরুম্ ।

কা চিন্তা তে মহাভাগ ! শোকাক্তোহসি মহামুনে ! ॥ ৩৭ ॥

কেনাপমানিতোহসি হং মম রাজ্যে গুরুশ্চ মে ।

হৃদধীনমিদং সর্বং সৈন্যং লোকাধিপৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥

শাপবাদা জাটৈব তথাপি ( তে ইজ্ঞাদয়ো গোতনাদীন্ বঞ্চয়িত্বা স্বয়মেবাহল্যাভিন বলাৎ-  
কারাং পরতাঃ। ইয়ন্ত তব ভার্য্যা বরবর্ণিনী তারা স্বয়ং মযোব রতা অতস্তে শাপো মাং পীড়-  
য়িতুং নাইতীতি তাংপর্গ্যার্থঃ ॥ ৩৪ ॥ )

শশিনা চেজ্য ইতি । ইজ্যো গুরুঃ । শচীপতেঃ সন্ম গৃহম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ (মহান্ ভাগো  
ভাগধেয়ো যত্ন । বিষ্ণুপ্রভৃতয়ঃ সর্বে দেবাঃ যন্ত সাধন্যায় সমুদ্যতা কা কণা তন্ত ভাগ্যশ্চেতি

কখনই তোর হস্তে তাদৃশ বরবর্ণিনী রমণীকে সমর্পণ করিব না । আর তুমি যে আমাকে  
অভিসম্পাত করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলে, তাহাতে আমি কিঞ্চিৎনাও ভীত  
নহি । কারণ, তুমি কামার্ত্ত হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলে সে শাপ আমার কিছুমাত্র  
ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারিবে না । ওগো গুরুদেব ! তোমাকে আর কি বলিব, আমি  
তোমাকে সেই কমনীয়মূর্ত্তি রমণীকে আর প্রত্যর্পণ করিব না ইহাতে তোমার যেক্রপ ইচ্ছা  
হয় করিতে ক্রটি করিও না ॥ ৩৩—৩৪ ॥

হৃত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! চন্দ্রের এতাদৃশ কঠোরোক্তি সকল শ্রবণ করিলে পর পরম  
পূজ্যপাদ সুরাচার্য্য প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন ; পরে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া  
অবিলম্বে শচীপতি দেবেন্দ্রের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ পরন উদারপ্রকৃতি  
শতক্রতু গুরুদেবকে মনোহুঃখে অতিশয় কাতর দেখিয়া তৎকণাৎ পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়  
প্রভৃতি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক তাদৃশ বিষম ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামুনে ! আপনি  
সমাধিনিষ্ঠ যোগিগণেরও বন্দনীয় ; অতএব আপনার এমন কি চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল  
যাহাতে আপনিও শোকাক্ত হইয়া পড়িলেন ? ভগবন্ ! সমস্ত লোকপালগণসমেত যাবতীয়  
সেনাবল বা এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য এ সকলই আপনার করায়ত্ত বলিয়া জানিবেন ; বিশেষতঃ

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শঙ্কর্যে চান্যে দেবসত্তমাঃ ।

করিস্যন্তি চ সাহায্যং কা চিন্তা বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥

গুরুরুবাচ ।

শশিনাহপহতা ভাৰ্য্যা তারা মম স্নলোচনা ।

ন দদাতি স দুষ্টিয়া প্রার্থিতোহপি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০ ॥

কিং করোমি সুরেশান ! ত্বমেব শরণং মম ।

সাহায্যং কুরু দেবেশ ! দুঃখিতোহস্মি শতক্রতো ! ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র উবাচ

মা শোকং কুরু ধৰ্ম্মজ ! দাসোহস্মি তব সূত্রত ! ।

আনয়িস্যাম্যহং নুনং ভাৰ্য্যাং তব মহামতে ! ॥ ৪২ ॥

ভাবঃ ॥৩৭—৪০॥ কিং করোমীতি । হে সুরেশান ! দেবানাং ঈশ্বর ! এতেন ইন্দ্রস্ত বৃহস্পতি-  
দুঃখনিরাকরণে সমর্থত্বং সূচিতম্ । অধুনা অহং কিং করোমিনাস্তি মে কাচিৎ কার্য্যক্ষমতা

আপনি আমার গুরু হইয়া আমারই রাজ্য মধ্যে কাহার কর্তৃক অবমানিত হইলেন ?  
গুরুদেব ! অধিক আর কি বলিব আপনি আদেশ করিলে, অপরাপর প্রধান প্রধান দেবতার  
কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব পর্য্যন্তও আপনার সাহায্য করিবে ; অতএব, সম্প্রতি  
আপনার চিন্তার বিষয় কি, প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৩৬—৩৯ ॥

হে মহর্ষিগণ ! সুরগুরু ( ইন্দ্রের ঈদৃশ ভক্তিমূলক আশ্বাসপ্রদ বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত  
হইয়া ) কহিলেন, দেবরাজ ! শশধর আমার ভাৰ্য্যা বিশালনয়না তারাকে অপহরণ করি-  
য়াছে ; এক্ষণে আমি বারংবার তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তথাপি সে দুৰাত্মা  
কিছুতেই আমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছে না ॥৪০॥ সুরেশ্বর ! আমি এক্ষণে কি উপায়াবলম্বন  
করি বল । ফলত তুমিই আমার পরমাশ্রয় ; কেননা, তুমিই সমস্ত দেবের অধীশ্বর ; বিশেষতঃ  
তুমি নিজ বাহুবল প্রভাবে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছ ; সূতরাং এ জগতে  
তোমার অসাধ্য কিছুই নাই । অতএব, আমি নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এ বিষয়ে  
তুমি আমার সাহায্য কর ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি পরম তপোনিষ্ঠ এবং সমস্ত ধৰ্ম্মতত্ত্বের অভিজ্ঞ, সূতরাং  
ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের কোন বিষয়ে অভিভূত হওয়া কর্তব্য নহে বিশেষতঃ যখন আমি  
আপনার দাস-রহিয়াছি তখন আর চিন্তার বিষয় কি ? হে উদারমতে ! আমি নিশ্চয়ই  
আপনার ভাৰ্য্যাকে প্রত্যানয়ন করিব, আপনি আর শোক করিবেন না ॥ ৪২ ॥ গুরু-  
দেব ! আমি এখনি চন্দ্ৰের নিকট দূত পাঠাইতেছি তাহাতে সে মদগন্ধিত য়া যদি



প্রেমিতে চেম্ময়া দূতে ন দাস্ততি মদাকুলঃ ।

ততো যুদ্ধং করিষ্যামি দেবসৈন্যৈঃ সমারতঃ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যাশ্বাস্য গুরুং শক্রে দূতং বক্তুং বিচক্ষণম্ ।

প্রেময়ামাস সোমায় বার্তাশংসিনমদ্রুতম্ ॥ ৪৪ ॥

স গত্বা শশিলোকন্তু ত্বরিতঃ স্ত্রবিচক্ষণঃ ।

উবাচ বচনেনৈব বচনং রোহিণীপতিম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রেমিতোহহং মহাভাগ ! শক্রেণ ত্বাং বিবক্ষয়া ।

কথিতং প্রভুণা যচ্চ তদব্রুবীমি মহামতে ! ॥ ৪৬ ॥

ধর্ম্মজ্ঞোহসি মহাভাগ ! নীতিং জানাসি সূত্রত ! ।

অত্রিঃ পিতা তে ধর্ম্মাত্মা ন নিন্দ্যং কর্ত্তুং মইসি ॥ ৪৭ ॥

ভার্য্যা রক্ষ্যা সর্ব্বভূতৈর্যথাশক্তি হতদ্রিষ্টৈঃ ।

তদর্থং কলহঃ কামং ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অতশ্চমব শরণং রক্ষাকর্ত্তাহসি । সাহায্যং কুরু তারণ্য উদ্ধরণে ইতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৪ ॥  
 রোহিণীপতিং চক্রন্ ॥ ৪৫—৪৬ ॥ (নীতিবিদো ধার্ম্মিকা ভাগ্যশালিনো মহদ্বংশপ্রসূতা এব  
 অধমপণাং নিরস্তা ভবন্তীতি বক্তুনাঃ ধর্ম্মজ্ঞোহসীতি । নিন্দ্যং নিন্দনীয়ং অধর্ম্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥  
 কলহো বাক্চর্চ্চা ॥ ৪৮ ॥ যথা তর্বাতি । যথা তব দাররক্ষণে স্ত্রীরক্ষণে যত্নস্তথৈব তস্ত গুরোঃ  
 আপনার ভাৰ্য্যা সমর্পণ না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই সমস্ত দেবসৈন্যে পরিবৃত্ত  
 হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৩ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে  
 গুরুকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক যে বাক্তি গুরুর ভাৰ্য্যা আনয়ন বিষয়ে বিশেষ করিয়া  
 বলিতে সমর্থ হইবে তাদৃশ একজন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী বক্তৃপ্রবর দূতকে দ্বিজরাজের  
 নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত কার্য্যদক্ষ সেই দূত অবিলম্বে চন্দ্রলোকে গমন  
 করিয়া নীতিমূলক বাক্যের দ্বারা রোহিণীপতি চন্দ্রকে কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনাকে  
 কিছু বলিবার নিমিত্ত সুরেশ্বর ইন্দ্র আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান  
 অতএব দূতবাক্যে কদাচ ক্রষ্ট হইবেন না; কেননা, প্রভু আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন  
 আমি তাহাই বলিব মাত্র ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আরও দেখুন, ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিবি অত্রি আপনার পিতা,  
 আপনি নিজেও ধর্ম্মজ্ঞ এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রও অবগত আছেন; বিশেষতঃ তপশ্চর্য্যা ও  
 নিয়মাদিজনিত পুণ্য প্রভাবে পরম সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন, অতএব একরূপ বিবিধ-  
 গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া, কোন নিন্দিত কার্য্যের অমুষ্ঠান করা কোনক্রমেই আপ-  
 নার কর্ত্তব্য হইতেছে না । আর ইহাও আপনি নিশ্চয় জানেন যে, নিজ নিজ ভাৰ্য্যা  
 প্রাণি মাত্রেরই যথাসাধ্য রক্ষণীয়, বস্তুতঃ সে বিষয়ে কেহই কোন প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন  
 করে না; সুতরাং সেজন্ত ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সূচা-  
 কর ! পত্নীরক্ষা বিষয়ে আপনার যেনন দ্বন্দ্ব আছে সেইরূপ তাঁহারও জানিবেন; অতএব

যথা তব তথা তস্য যত্নঃ স্যাদাররক্ষণে ।

আত্মবৎ সৰ্বভূতানি চিন্তয় ত্বং সূধানিধে ! ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাবিংশতিসংখ্যাস্তে কামিন্যো দক্ষজাঃ শুভাঃ ।

গুরুপত্নীং কথং ভোক্তুং ত্বমিচ্ছসি সূধানিধে ! ॥ ৫০ ॥

স্বর্গে সদা বসন্ত্যতা মেনকাদ্যা মনোরমাঃ ।

ভুঙ্কু তাঃ স্বেচ্ছয়া কামং মুঞ্চ পত্নীং গুরোরপি ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বর! যদি কুৰ্বন্তি ভুগুপ্সিতমহন্তয়া ।

অজ্ঞাস্তদনুবর্তন্তে তদা ধর্মক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫২ ॥

তস্মান্মুঞ্চ মহাভাগ ! গুরোঃ পত্নীং মনোরমাম্ ।

কলহস্থমিমিত্তোহদ্য সুরাণাং ন ভবেদমথা ॥ ৫৩ ॥

সূত উবাচ ।

সোমঃ শক্রবচঃ শ্রুত্বা কিঞ্চিৎ ক্রোধসমাকুলঃ ।

ভঙ্গ্যা প্রতিবচঃ প্রাহ শক্রদূতং তদা শশী ॥ ৫৪ ॥

স্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ (কামিনীসন্তোগজনিতসুখং তব সুলভমেব তত্রাপি স্বীয়সন্তোগপ্রাচুর্য্যং প্রদ-  
র্শয়ন্নাহ অষ্টাবিংশতি সংখ্যা ইতি ॥ ৫০ ॥ পরকীয়সন্তোগসৌলভ্যমপি প্রদর্শয়ন্নাহ স্বর্গে ইতি ।  
স্বেচ্ছয়া নিজাভিলাষেণ এতেন তত্র বিরোধাতাবঃ সূচিতঃ ॥ ৫১ ॥) অহন্তয়েতি । অহঙ্কারে-  
ণেত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

আপনি সকল প্রাণীকেই আপনার মত বিবেচনা করুন । ( যেমন নিজের সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে, হৃষ্ট বা বিষন্ন হয়েন তেমনি অন্নের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ প্রকাশ করা উচিত । ) বিশেষতঃ আপনার আটশটি মনোরমা পত্নী রহিয়াছেন, আর তাঁহারাও সামান্য নারী নহেন সকলেই প্রজাপতি দক্ষের ঔরসজাত কন্যা ; এ সকল সত্ত্বেও আপনি কোন্ বিধি অনুসারে গুরুপত্নীকে সন্তোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ॥ ৪৯—৫০ ॥ আর যদি আপনার পরকীয়া রমণী সন্তোগেই নিত্য বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি এই যে সকল স্বর্গবেশ্যারা নিয়ত স্বর্গে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া আপনি সর্বদাই আপনার ইচ্ছামত উপভোগ করুন না ! দেখুন, মহামহিমশালী মহাশ্বারাও যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া নিন্দিত কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে অজ্ঞান লোক সেইটিকে কর্তব্য মনে করিয়া সেই মহদাচারিত পথের অনুবর্তী হয় ; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ধর্মও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে ॥ ৫১—৫২ ॥ অতএব, হে মহাভাগ ! আপনি গুরুর সেই মুনোমোহিনী ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগ করুন ; অধিক আর কি বলিব, আপনার এই উপলক্ষে এক্ষণে বাহাতে দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পর একটা বিষম বিরোধ উপস্থিত না হয়, আপনি তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হউন ॥ ৫৩ ॥

## ইন্দুরূবাচ ।

ধৰ্ম্মজ্ঞোহসি মহাবাহো ! দেবানামধিপঃ স্বয়ম্ ।

পুরোধাপি চ তে তাদৃক্ যুবয়োঃ সদৃশী মতিঃ ॥ ৫৫ ॥

পরোপদেশে কুশলা ভবন্তি বহবো জনাঃ ।

দুর্লভস্তু স্বয়ং কৰ্ত্তা প্রাপ্তে কৰ্ম্মণি সৰ্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥

বাইম্পত্যপ্রণীতঞ্চ শাস্ত্রং গৃহ্ণন্তি মানবাঃ ।

কো বিরোধোহত্র দেবেশ ! কাময়ানাং ভজন্ দ্বিয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

স্বকীয়ং বলিনাং সৰ্ব্বং দুৰ্ব্বলানাং ন কিঞ্চন ।

স্বীয়া চ পরকীয়া চ ভ্রমোহয়ং মন্দচেতসাম্ ॥ ৫৮ ॥

ভগ্ন্যা। স্তুতিনিন্দাফলকাধিকার্বাদরূপয়া ॥ ৫৪—৫৫ ॥ পরোপদেশে কুশলা ইতি । স্বল্পবাহুল্যজ্ঞারহং কথং ন জানাসীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ বাইম্পত্যপ্রণীতমিতি । তস্মিন্ শাস্ত্রে দ্বিয়ং কাময়ানাং ভজন্ দুব্যতীতাক্তং ততো মম কো বিরোধঃ ॥ ৫৭ ॥ স্বকীয়মিতি । বলিনাং প্রবলানাং সৰ্ব্বং কৃতাকৃতরূপং স্বকীয়মেব স্মেন কৃতমুক্তমমেব ভবতি । দুৰ্ব্বলানাং কৃতমপি নোক্তমং ভবতীতি লোকরীতিরিয়ং দর্শিতা । কিঞ্চ মম ভাগ্যাং দেহীতি বদন্ বৃহস্পতিঃ কথং ন লজ্জতি তস্তাঃ মন্যনুরক্তত্বেন মদীয়ত্বাদিত্যাহ স্বীয়া চেতি । যদ্বা প্রবলানাং সৰ্ব্বং বস্তু স্বকীয়মেব ভবতি পরন্তু বস্তুনো হরণে সামর্থ্যাৎ । দুৰ্ব্বলানাং তু ন কিঞ্চন স্বকীয়মপি পরকীয়ং ভবতীত্যর্থঃ । তথাচ মম প্রবলত্বান্নমেব সা বৰ্ত্তত ইতি ভাবঃ । জ্ঞানদৃষ্টিমবলম্ব্য বদতি স্বীয়া চেতি । জ্ঞানিনস্ত মম সৰ্ব্বং স্বকীয়মেব ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

স্মৃত কহিলেন, হে মহাবীৰ্ণ ! চন্দ্রদেব দূতমুখে ইন্দ্র-সন্নিষ্ট সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ মাত্র একেবারে ক্রোধে ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন; তাহার পর, তিনি তখনই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেই দূতের সমক্ষেই ঈষৎ ভঙ্গীক্ৰমে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥ অহে ইন্দ্র ! তুমি একেত নিজে মহান্ বাহুবলসম্পন্ন, তাহাতে আবার দেবতাদিগের অধিপতি হইয়াছ, অতএব প্রকৃত ধৰ্ম্মকে তুমিই চিনিয়াছ, আর সেইরূপ তোমার পুরোহিতটীও পরমধৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞ; কারণ, তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিটীও একই প্রকার দেখিতেছি । ফলত কাহারও কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই ॥ ৫৫ ॥ বুঝিলাম, অনেকেই পরোপদেশ বিষয়ে পটু; কিন্তু, সেইরূপ কার্য্য নিজের উপস্থিত হইলে, সকল সময়েই অমুষ্ঠান করিতে পারে, এ সংসারে এরূপ লোক দুর্লভ ॥ ৫৬ ॥ অহে দেবেন্দ্র ! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মানব মাত্রে সকলেই ত বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র গ্রহণ করে? তবে (তিনি যখন নিজ শাস্ত্রে কামার্ভা রমণীসন্তোগে কোন দোষ নাই বলিয়া বিধি দিয়াছেন,) তখন আমিও যদি তাদৃশ সকামা স্ত্রীকে উপভোগ করিয়া থাকি, তাহাতে বিরোধ ঘটবে কেন? ॥ ৫৭ ॥ এই সংসার মধ্যে যাহা কিছু বস্তু জাত আছে, তৎসমস্তই প্রবলের ভোগ্য দুৰ্ব্বলের কিছুই নহে; এটী আপনার আর এটী অস্ত্রের এ সকল কেবল অবিদ্যাদৃষ্টি নির্বোধদিগের পক্ষেই জানিবে ॥ ৫৮ ॥ বিশেষতঃ তারা আমাতে যেরূপ অনুরাগিণী তোমার গুরুর প্রতি



তারা ময্যনুরক্তা চ যথা ন তু তথা গুরো ।

অনুরক্তা কথং ত্যাজ্যা ধৰ্ম্মতো ন্যায়তন্তথা ॥ ৫৯ ॥

গৃহারন্তস্ত রক্তায়াং বিরক্তায়াং কথং ভবেৎ ।

বিরক্তেয়ং তদা জাতা চকমেহ্নুজকামিনীম্ ॥ ৬০ ॥

ন দাস্যেহং বরারোহাং গচ্ছ দূত ! বদ স্বয়ম্ ।

ঈশ্বরোহসি সহস্রাক্ষ ! যদিচ্ছসি কুরুষ তৎ ॥ ৬১ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা দূতঃ প্রয্যৌ শক্রসমিধিম্ ।

ইন্দ্রায়াচক্ট তৎ সৰ্ব্বং যদুক্তং শীতরশ্মিনা ॥ ৬২ ॥

তুরাষাডপি তচ্ছত্রা ক্রোধযুক্তো বভূব হ ।

সেনোদ্যোগং তথা চক্রে সাহায্যার্থং গুরোৰ্বিভুঃ ॥ ৬৩ ॥

চকমেহ্নুজকামিনীমিতি । যদাহ্নুজকামিনীঃ কনিষ্ঠবন্ধুকামিনীঃ সম্বর্তভাৰ্য্যাং বৃহস্পতি-  
শচকমে তদাপ্রভৃতিয়াং বিরক্তা জাতেতি কথা পাদে প্রসিদ্ধা । যদাহ্নুজেতি প্রথমাস্তং লুপ্ত-  
বিভক্তিকম্ । তথাচাহ্নুজঃ সন্ কনিষ্ঠবন্ধুঃ সনপি বৃহস্পতিঃ কামিনীঃ জ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথ্যস্ত  
কামিনীঃ মমতাভিধাং চকমে ভুক্তবানিত্যর্থঃ । তদাপ্রভৃতি বিরক্তা জাতেতি কথা মহা-  
ভারতে প্রসিদ্ধা ॥ ৬০ ॥ (এবং বৃহস্পতিং তিরস্কৃত্য ইন্দ্রমপি বক্রোক্ত্যা নিন্দন কথামুপসংহরণ-  
শ্চাহ । ন দাস্যে ইতি । সহস্রাণি অক্ষীণি বস্ত্র এতেন অহল্যাজারতং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৬১—৬২ ॥  
তুরাষাডিতি । গুরোঃ সাহায্যার্থং বৃহস্পতেভ্যর্থোদ্ধারণার্থমিত্যর্থঃ । বিভূর্নিগ্রহানুগ্রহ-

সেৰূপ নহে । অতএব, ধৰ্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে তাদৃশ অনুরক্তা স্ত্রীকে কি প্রকারে ত্যাগ  
করিব ? ॥ ৫৯ ॥ ফল কথা, লোকে অনুরক্তা কামিনীকে লইয়াই গৃহস্থ ধৰ্ম্মের সুখানুভব করিয়া  
থাকে ; কিন্তু স্ত্রীলোকে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইলে, তাহা আর কিরূপে সম্ভব হইতে  
পারে ? অতএব, বৃহস্পতি যখন নিজ কনিষ্ঠ সহোদর সম্বর্তের পত্নীর প্রতি আসক্ত হইয়া-  
ছিলেন, তারা সেই অবধিই আর তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী নহে ॥ ৬০ ॥ ইন্দ্র ! তুমি নিজে  
সহস্রলোচন হইয়াছ কেন, সেইটী একবার মনে ভাবিয়া দেখিও তোমায় অধিক আর কি  
বলিব, তুমিত স্বয়ং এক্ষণে দেবতাদিগের অধীশ্বর !! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই  
করিতে প্রবৃত্ত হও ; অহে দূত ! তুমি যাও তাহাকে স্বয়ং বলিও আমি সেই বরবর্ণিনী  
কামিনীকে প্রত্যর্পণ করিব না ॥ ৬১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শশাক্ষ এইরূপ বলিলে পর, দূত তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের নিকট প্রস্থান  
করিলেন এবং শীতকিরণ চন্দ্রদেবের তাদৃশ গর্ভোক্তি সকল নিজ প্রভু দেবেন্দ্রের কাছে ব্যক্ত  
করিলেন ॥ ৬২ ॥ মহাপ্রভাব ইন্দ্র দূতমুখে চন্দ্রের সাহস্কার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর  
হইয়া পড়িলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য সকলকে সুসজ্জিত  
করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ এ দিকে, ভৃগুনন্দন অশুরাচার্য্য শুক্র এই সকল

শুক্রেণ বিগ্রহং শ্রুত্বা গুরুদেবাততো যযৌ ।

মা দদস্বেতি তং বাক্যমুবাচ শশিনং প্রতি ॥ ৬৪ ॥

সাহায্যং তে করিষ্যামি মন্ত্রশক্ত্যা মহামতে ॥

ভবিতা যদি সংগ্রামস্তব চেষ্ট্রেণ মারিষ ! ॥ ৬৫ ॥

শঙ্করস্ত তদাকর্ণ্য গুরুদারাভিমর্শনম্ ।

গুরুশত্রুং ভৃগুং মত্বা সাহায্যমরুরোত্তদা ॥ ৬৬ ॥

সংগ্রামস্ত তদা ব্রভো দেবদানবয়োদ্ধতম্ ।

বহুনি তত্র বর্ষাণি তারকাসুরবৎ কিল ॥ ৬৭ ॥

দেবাসুরকৃতং যুদ্ধং দৃষ্ট্বা তত্র পিতামহঃ ।

হংসারুঢ়ো জগামাশু তং দেশং ক্রেশশাস্ত্রয়ে ॥ ৬৮ ॥

রাকাপতিং তদা প্রাহ মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরিতি ।

নোচেদ্বিষ্ণুং সমাহুয় করিষ্যামি তু সংক্ষয়ম্ ॥ ৬৯ ॥

সমর্থঃ । এতেন শশধরদমনে তস্য সমর্থত্বং সূচিতম্ ॥৬৩—৬৫॥ সাহায্যং মন্ত্রাদিভির্বৃহস্পতিঃ  
শঙ্করোহকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬—৬৮ ॥ ( রাকাপতিং চন্দ্রম্ ॥ ৬৯ ॥ ) কিমত্যায়ে মতির্জাতোতি ।

বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্রেই সুরাচার্য্য বৃহস্পতির প্রতি বিদ্রোহ প্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট যাইয়া কহিলেন ; চন্দ্র ! তুমি কদাচ তারাকে প্রত্যর্পণ করিও না । হে মহাশয় ! যদি ইন্দ্রের সহিত তোমার একান্তই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আমি মন্ত্রবলে তোমার সাহায্য করিব, অতএব তুমি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না ॥ ৬৪—৬৫ ॥ পরন্তু, যখন দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর গুনিলেন যে, চন্দ্র গুরুপত্নী অপহরণ করিয়াছেন এবং ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যও সে বিষয়ে সুরগুরু শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; তখন তিনিও বৃহস্পতির পক্ষে সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬৬॥ মহর্ষিমণ্ডল ! পুরাকালে যেমন তারকাসুরের সহিত দেবসৈন্তের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময় বৃহস্পতি পত্নী তারার নিমিত্তও সেইরূপ পুনরায় দেবদানবে বহু বর্ষ ব্যাপিয়া ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ এখানে লোক পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবাসুরের তাদৃশ সৃষ্টি কর্তৃক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত ক্রেশ শাস্ত্রের নিমিত্ত অবিলম্বে হংসারোহণে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ পিতামহ সমরাস্ত্রণে আগমন মাত্রেই প্রথমতঃ সকলকেই যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিলেন, পরে তারকাপতি চন্দ্রকে কহিলেন, শশধর ! যদি নিজের মঙ্গল কামনা থাকে, তবে এখনি গুরু ভার্য্যাকে পরিত্যাগ কর !! আর যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া আমার আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে, এই দেওই বিষ্ণুকে আনিয়া তোমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিয়া ফেলিব ॥ ৬৯ ॥ তাহার পর সুরাচার্য্য শুক্রকে বলিলেন, ওহে ! তুমি মহাশয় ভৃগুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বিশে-

ভৃগুং নিবারয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

কিমন্ত্যায়ৈ মতির্জ্ঞাতা সঙ্গদোষান্মহামতে ! ॥ ৭০ ॥ •

নিষেধয়ামাস ততো ভৃগুস্তং চৌষধীপতিম্ ।

মুঞ্চ ভাৰ্য্যাং গুরোরদ্য পিত্রাহং প্রেমিতস্তব ॥ ৭১ ॥

সূত উবাচ ।

দ্বিজরাজস্ত তচ্ছ্রুত্বা ভৃগোর্বচনমদ্রুতম্ ।

দদাবতৎপ্রিয়াং ভাৰ্য্যাং গুরোগর্ভবতীং শুভাম্ ॥ ৭২ ॥

প্রাপ্য কান্তাং গুরুহৃক্টঃ স্বগৃহং মুদিতো যযৌ ।

ততো দেবাস্তুতো দৈত্যা যযুঃ স্বান্ স্বান্ গৃহান্ প্রতি ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মা স্বসদনং প্রাপ্তঃ কৈলাসঞ্চাপি শঙ্করঃ ।

বৃহস্পতিস্ত সন্তুষ্টঃ প্রাপ্য ভাৰ্য্যাং মনোরমাম্ ॥ ৭৪ ॥

ততঃ কালেন ক্রিয়তা তারাসূত সূতং শুভম্ ।

সুদিনে শুভনক্ষত্রে তারাপতিসমং গুণৈঃ ॥ ৭৫ ॥

তবেতি শেষঃ ॥ ৭০ ॥ ওষধীপতিং চন্দ্রম্ । পিত্রাহং প্রেমিতস্তবেতি । তব পিত্রাহত্রিণে-  
ত্যর্থঃ ॥ ৭১—৭৪ ॥

(তারাপতিনা চন্দ্রেণ সমং তদৌরসজাতত্বাৎ তথাস্থম্ ॥ ৭৫ ॥ বৃহস্পতিস্ত জাতং

যতঃ নিজে ও পরম জ্ঞানী হইয়া একি করিতেছ ? কেবল সঙ্গদোষ বশতই কি তোমার এরূপ  
অধর্ম্যমতি ঘটিল ? ॥ ৭০ ॥ তখন, ভৃগুকুলতিলক গুরু পিতামহের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত  
হইয়া চন্দ্রদেবকে সংগ্রামে নিবৃত্ত করিলেন ; পরে তাঁহাকে বলিলেন, সুখাংশো ! দেখ,  
তোমার পিতা মহর্ষি অত্রি আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন ; অতএব, আর গুরু ভাৰ্য্যাকে  
রাখিবার প্রয়োজন নাই এই কণেই গিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর ॥ ৭১ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! দ্বিজরাজ চন্দ্রদেব ভার্গবের তাদৃশ আশ্চর্য্য জনক বাক্য  
শ্রবণ করিয়া যদিচ দেবগুরু বৃহস্পতির ভাৰ্য্যা মনোহরা তারা নিজ পতির প্রতি বিরক্তা,  
বিশেষতঃ গর্ভবতী, তথাপি অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ৭২ ॥ গুরুদেব নিজ কান্তাকে  
পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন ; উদ্দর্শনে অসুরসকলেই  
স্ব স্ব ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭৩ ॥ (দেব কি অসুর সকলেই যুদ্ধে ক্রান্ত হইয়া নিজ  
নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলে পর) পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় সত্যধামে এবং শঙ্করও কৈলাসাভি-  
মুখে যাত্রা করিলেন । এ দিকে বৃহস্পতিও নিজ মনোরমা পত্নীকে লাভ করিয়া পরমানন্দে  
কালান্তিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর, এইরূপে ক্রিয়ৎকাল গত হইলে, গুরুভাৰ্য্যা তারা অমুকুল গ্রহ নক্ষত্রাদি  
সময়ে শুভক্ষণে শশধরসদৃশ রূপগুণসম্পন্ন পরম সুন্দর এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭৫ ॥



দৃষ্ট্বা পুত্রং গুরুজাতং চকার বিধিপূর্বকম্ ।  
 জাতকর্মাদিকং সর্বং গ্রহচ্যেনাস্তুরাঙ্গনা ॥ ৭৬ ॥  
 শ্রুতং চন্দ্রমসা জন্ম পুত্রস্য মুনিসত্তমাঃ ! ।  
 দূতঞ্চ প্রেময়ামাস গুরুং প্রতি মহামতিঃ ॥ ৭৭ ॥  
 ন চায়ং তব পুত্রোহস্তি মম বীর্য্যসমুদ্ভবঃ ।  
 কথং তং কৃতবান্ কামং জাতকর্মাদিকং বিধিম্ ॥ ৭৮ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দূতস্য চ বৃহস্পতিঃ ।  
 উবাচ মম পুত্রো মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥  
 পুনর্বিবাদঃ সঞ্জাতো মিলিতা দেবদানবাঃ ।  
 যুদ্ধার্থমাগতান্তেষাং সমাজঃ সমজায়ত ॥ ৮০ ॥  
 তত্রাগতং স্বয়ং ব্রহ্মা শান্তিকামঃ প্রজাপতিঃ ।  
 নিবারয়ামাস মুখে সংস্থিতান্ যুদ্ধদুর্ন্দদান্ ॥ ৮১ ॥

পুত্রং স্বীয়োরসজাতং মম্বা তস্ত জাতকর্মাদিকং কৃতবানিত্যাহ দৃষ্টেতি ॥ ৭৬—৭৭ ॥ কথ-  
 মিতি । স্বং জনক ইব কথং তস্ত জাতপুত্রস্ত সংস্কারবিধিং কৃতবান্ মমোরসজাতত্বাৎ ন তু

পুত্রকে উৎপন্ন দেখিয়া গুরুদেব আশ্লাদে পুলকিত হইয়া যথাবিহিত জাতেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন  
 করিলেন ॥ ৭৬ ॥ এ দিকে মহায়া চন্দ্রদেব তারার গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছে শুনিবামাত্র একজন  
 দূতকে এই কথা বলিয়া বৃহস্পতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, হে সুরাচার্য্য ! তারার গর্ভে  
 যে পুত্রটী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেটী তোমার নহে ; ফলত তাহাকে আমার ঔরসজাত  
 বলিয়া জানিবে ; অতএব, তুমি পূর্ক্যাপর বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর মত কি  
 করিয়া সেই পুত্রের পিতৃবিধেয় জাত কর্মাদি সম্পাদন করিলে ? ॥ ৭৭—৭৮ ॥ বৃহস্পতি  
 দূতমুখে চন্দ্রের সেই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, এই পুত্রে যখন আমার সমস্ত অবয়ব  
 সাদৃশ্য রহিয়াছে তখন এই পুত্র যে আমার ঔরস জাত, তাহাতে আর কোন সংশয়  
 নাই ॥ ৭৯ ॥

হে মুনিসত্তম মহর্ষিমণ্ডল ! সুরাচার্য্য পুত্রদানে অসম্মত হইয়া চন্দ্রের দূতকে প্রত্যা-  
 খ্যান করিলে পর পুনরায় ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইল ; অর্থাৎ দেব ও দানবগণ সম-  
 বেত হইয়া সকলেই সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন ; এবং স্তম্ভগার নিমিত্ত সেই স্থলে  
 তাহাদের সাংগ্রামিক সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল ॥ ৮০ ॥ এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই  
 সকল লোকক্ষয়কর সমরবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া শান্তি বাসনায় স্বয়ং সেই স্থলে আগমন  
 পূর্বক রণমুখে অবস্থিত সেই সমস্ত যুদ্ধ দুর্ন্দদ দেব ও দানবদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ৮১ ॥  
 তার পর, ধর্ম্মায়া পিতামহ তারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে ! তুমি রমণীমণ্ডলের

তারাং পপ্রচ্ছ ধৰ্ম্মাত্মা কস্যায়ং তনয়ঃ শুভে ! ।  
 সত্যং বদ বরারোহে ! যথা ক্লেশঃ প্রশাম্যতি ॥ ৮২ ॥  
 তমুবাচাসিতাপাঙ্গী লজ্জমানাপ্যধোমুখী ।  
 চন্দ্রস্যেতি শনৈরমৃত্যুর্জগাম বরবর্ণিনী ॥ ৮৩ ॥  
 জগ্ৰাহ তং সূতং সোমঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ।  
 নাম চক্রে বুধ ইতি জগাম স্বগৃহং পুনঃ ॥ ৮৪ ॥  
 যযৌ ব্রহ্মা স্বকং ধাম সর্বৈ দেবাঃ সবাসবাঃ ।  
 যথাগতং গতং সর্বৈঃ সর্বশঃ প্রেক্ষকৈর্জ্ঞানৈঃ ॥ ৮৫ ॥  
 কথিতেয়ং বুধোৎপত্তিঞ্চ রুক্ষেত্রে চ সোমতঃ ।  
 যথা শ্রুতা ময়া পূৰ্ব্বং ব্যাসাং সত্যবতীসুতাং ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং

প্রথমস্কন্ধে বুধোৎপত্তির্নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

স্বমেবাত্মাধিকারীত্বার্থঃ ॥ ৭৮—৮১ ॥ ক্লেশো যুদ্ধজনিতক্লেশঃ ॥ ৮২ ॥ লজ্জমানা উপপতিসন্তোগ-  
 সূচনাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৩—৮৫ ॥ বুধোৎপত্তিমুক্তা সূতঃ কথ্যং সংহরতি কথিতেয়মিতি । গুরো-  
 বৃহস্পতেঃ ক্ষেত্রে পত্ন্যাং তারায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শিরোমণি । অতএব, সত্য বল এই পুত্রটী কাহার? তাহা হইলেই এই মহাকষ্টকর সমরবহি  
 সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত হয় ॥ ৮২ ॥ অসিতাপাঙ্গী বরারোহা তারা ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত  
 লজ্জিত হইয়াও মহতের আদেশ অলজ্জ্য ভাবিয়া অগত্যা অধোমুখে মৃদুস্বরে চন্দ্রমার পুত্র  
 এই কথা বলিয়াই লজ্জাতরে সে স্থল হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৮৩ ॥ তখন, দ্বিজরাজ চন্দ্র  
 আনন্দে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া নিজ পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং বুধ এইরূপ নাম রক্ষা করিয়া  
 পুনরায় স্বীয় ভবনভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৮৪ ॥ তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা স্বধামে যাত্রা  
 করিবামাত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কি অপরাপর দর্শকগণ যিনি যে স্থল হইতে আসিয়াছিলেন,  
 সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮৫ ॥ হে মহর্ষিগণ ! দ্বিজরাজ সোমের ঔরসে সুরগুরু  
 বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধের এই উৎপত্তির বিষয় পূর্বে আমি সত্যবতীতনয় গুরুদেব বেদ-  
 ব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম তৎসমস্তই বর্ণনা করিলাম ॥ ৮৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে

বুধোৎপত্তি নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ছাদশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততঃ পুরুরবা জজ্ঞে ইলায়াং কথয়ামি বঃ ।  
বুধপুত্রোহতিধর্মাত্মা যজ্ঞকৃদানতংপরঃ ॥ ১ ॥  
সুহৃদ্যম্নো নাম ভূপালঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
সৈন্ধবং হযমারুহ চচার মৃগয়াং বনে ॥ ২ ॥  
যুতঃ কতিপয়ামাতৈর্যদংশিতশ্চারুকুণ্ডলঃ ।  
ধনুরাজগবং বন্ধা বাণসজ্জাস্থথাহমুতম্ ॥ ৩ ॥  
স ভ্রমংস্তদ্বনোদ্দেশে হন্যমানো রুরূন্ মৃগান্ ।  
শশাংশ্চ শূকরাংশ্চৈব খড়্গাংশ্চ গবয়াংস্থথা ॥ ৪ ॥

ত্রিপকাশংপদ্যবৈয়ারংপরস্ত পুরুরবাঃ ।

দেবীপ্রসাদাশুভাভূদিলেতোবং হি কথ্যতে ॥

ঋষিভিঃ পুরুরবসো বৃত্তান্তপ্রশ্নে কৃতে কোহসৌ পুরুরবা ইত্যাকাঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং সোম-  
বংশোদ্ববরাজ্ঞাং কথাশ্চিন্ পুরাণে কচিদপি অবশ্যং বক্তব্যোতি পুরুরবসঃ প্রসঙ্গেন বক্তব্যাপি  
সোমাদ্ভূদোৎপত্তিকৃত্তা ততঃ পুরুরবস উৎপত্তিমাহ ততঃ পুরুরবা ইতি । ততো বুধোৎপত্যা-  
নন্তরং পুরুরবা ইলায়াং কামিত্যাং জজ্ঞে প্রোহৃত্তঃ বুধপুত্রো বুধাদিলায়ামুৎপর ইত্যর্থঃ ॥১॥  
কাসাবিলেত্যাকাঙ্কয়াং তদুৎপত্তিং কথয়তি সুহৃদ্যম্নো নামেতি । অয়ং সুহৃদ্যম্নো বৈবস্বত-

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! অতঃপর, আপনারা আমার নিকট যে বুধের জন্ম  
বিবরণ শ্রবণ করিলেন, আপনাদের পূর্ষ জিজ্ঞাসিত সেই বদান্তবর নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত  
ধর্মাত্মা পুরুরবা সেই বুধদেবের ঔরসে ইলা নামে কোন ক্ষত্রিয়-রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ  
করেন ॥ ১ ॥ (যদি বলেন যে, ইলা কে ? তাহাও সবিশেষ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন ।  
বৈবস্বত মনুর পুত্র ) সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পৃথিবীপতি রাজচক্রবর্তী সুহৃদ্য কোন সময়  
কর্ণে মনোহর কুণ্ডল হস্তে আজগব নামে শরাসন এবং পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বাণময় তুণীর ধারণ  
পূর্ষক কতিপয় অমাত্য মাত্র সমভিব্যাহারে একটি সিদ্ধদেশ জাত অশ্ব আরোহণে মৃগয়া  
উদ্দেশে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২—৩ ॥

তিনি সেই বন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমত কতকগুলি রুরূ জাতীয় মৃগকে  
বিনাশ করিলেন পরে শশক, বরাহ, গণ্ডক, চমরীমৃগ, শরভ, মহিষ, স্তমর ও বহুকুক্কট প্রভৃতি



শরভান্মহিষাংশৈচব সামরান্ বনকুকুটান্ ।  
 নিঘ্নন্ মেধ্যান্ পশূন্রাজা কুমারবনমাবিশৎ ॥ ৫ ॥  
 মেরোরধস্তলে দিব্যং মন্দারক্রমরাজিতম্ ।  
 অশোকলতিকাকীর্ণং বকুলৈরধিবাসিতম্ ॥ ৬ ॥  
 শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ চম্পকৈঃ পনসৈস্তথা ।  
 আত্মৈর্ন্যপৈশ্মধুকৈশ্চ মাধবীমণ্ডপাবৃতম্ ॥ ৭ ॥  
 দাড়িমৈর্নারিকৈশ্চ কদলীযম্ভুতম্ ।  
 যুথিকামালতীকুন্দপুষ্পবল্লীসমাবৃতম্ ॥ ৮ ॥  
 হংসকারণবাকীর্ণং কীচকধ্বনিনাদিতম্ ।  
 ভ্রমরালিরুতারামং বনং সর্বসুখাবহম্ ॥ ৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা প্রমুদিতো রাজা সূচ্যন্নঃ সেবকৈর্বৃতঃ ।  
 বৃক্ষান্ স্পৃশ্যতান্বীক্ষ্য কোকিলারাবমণ্ডিতান্ ॥ ১০ ॥

মনোঃ পুত্র ইতি বিষ্ণুভাগবতে । সৈন্ধবং সিদ্ধদেশোদ্ভবম্ ॥২—৪॥ মেধ্যান্ যজ্ঞিয়ান্ ॥৫—৬॥  
 মাধবী বাসন্তী । বাসন্তী মাধবীলতেতি বচনাৎ ॥ ৭—৮ ॥ কীচকধ্বনিনাদিতমিতি । বেণবঃ

যজ্ঞের উপযোগী পবিত্র-মাংস নানাজাতি পশু-সকল সংহার পূর্বক ক্রমে কুমার বনে প্রবিষ্ট  
 হইলেন ॥ ৪—৫ ॥

হে মহর্ষিগণ ! সূমেরুর অধোভাগস্থ সেই পরম রমণীয় কুমার কাননের কোন কোন  
 স্থানে শ্রেণীসংবদ্ধ মন্দার তরু সকল শোভা পাইতেছে, কোথায়ও বা বিবিধ লতাজাল  
 সমাকীর্ণ অশোক ও বকুল প্রভৃতি সুরভিময় কুসুম গন্ধে সুবাসিত ; কোন দিকে শাল,  
 তাল, তমাল, পনস ও আশ্র প্রভৃতি সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি মনোহর ফলভরে অবনত ; আবার  
 কোন স্থল বা চম্পক ও কেলি কদম্বাদি কুসুমক্রম সকল মাধবীলতা মণ্ডপে বিমণ্ডিত হইয়া  
 অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে । মধ্যে মধ্যে স্থলবিশেষ, যুথিকা, মালতী ও কুন্দ  
 প্রভৃতি পুষ্পবল্লী সমাবৃত, ফলবান্ দাড়িম নারিকেল ও কদলী যম্ভুত সরোবর সকল  
 হংসকারণব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে । বায়ু প্রতিহত তটভূমিস্থ কীচ-  
 কাথ্য বংশ সকলের রন্ধ্রদেশ হইতে অবিকল বংশীধ্বনি সমুথিত হইতেছে ; সেই সঙ্গে  
 অমনি ভ্রমর সকল গুণগুণ রবে গান ধরিয়া যুখে যুখে বিচরণ করত আগন্তুক শ্রোতৃবৃন্দের  
 মনোরঞ্জন করিতেছে । ঋষিগণ ! সহচরগণপরিবৃত নরপতি সূচ্যন্ন তাদৃশ সর্বসুখাবহ  
 উপবন এবং কোকিলকুলের সুমধুর ঝঙ্কার পূরিত কুসুমিত তরুরাজি সন্দর্শন করিয়া একে-  
 বারে আত্মাদে পুলকিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬—১০ ॥ কিন্তু, তিনি সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইবা-

প্রবিষ্টস্তত্র রাজর্ষিঃ স্ত্রীহমাপ ক্ষণান্ততঃ ।

অশ্বোহপি বড়বা জাতশ্চিন্তাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ ॥ ১১ ॥

কিমেতদিতিচিন্তাৰ্ত্তশ্চিন্ত্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।

দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তঃ সূচ্যাম্নো লজ্জয়াশ্রিতঃ ॥ ১২ ॥

কিং করোমি কথং যামি গৃহং স্ত্রীভাবসংযুতঃ ।

কথং রাজ্যং করিষ্যামি কেন বা বঞ্চিতো হুহম্ ॥ ১৩ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

সূতাশ্চর্য্যমিদং প্রোক্তং ত্বয়া যল্লৌমহর্ষণ ! ।

সূচ্যাম্নঃ স্ত্রীহমাপন্মো ভূপতির্দেবসন্নিভঃ ॥ ১৪ ॥

কিং তৎকারণমাচক্ষু বনে তত্র মনোহরে ।

কিং কৃতং তেন রাজ্ঞা চ বিস্তরং বদ সূত্রত ! ॥ ১৫ ॥

সূত উবাচ ।

একদা গিরিশং দ্রষ্টুম্ভয়ঃ সনকাদয়ঃ ।

দিশো বিতিমিরা ভাসা কুর্ক্বন্তুঃ সমুপাগমন্ ॥ ১৬ ॥

কীচকান্তে সূর্যে স্বনস্তানিলোদ্ধতা ইতি কোষাৎ কীচকা বেণবঃ ॥ ১২—১২ ॥ যামি যাত্ৰা-  
মাত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৪ ॥ কিং কৃতং কো বাহুপরাধঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ ভূর্নামমাণা

মাত্র অননি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার অংশটীও ঘোটকী হইয়া পড়িল  
ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তাবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর, পৃথ্বীপতি রাজর্ষি সূচ্যাম আপনার তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে প্রথমত ভাবিলেন  
যে, এ আবার কি হইল? পরে এই বিষয় লইয়া বারংবার যত আলোচনা করিতে লাগিলেন  
ততই ক্রমশঃ দুঃখ ও লজ্জায় কাতর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন; এখন আমি কি  
উপায় করি? এ বেশে কি করিয়াই বা গৃহে ফিরিয়া যাই এবং স্ত্রীলোক হইয়া কি  
করিয়াই বা রাজকার্য্য সম্পাদন করিব!! হায়! কে আমার সহসা তাদৃশ পুরুষ হইতে  
বঞ্চিত করিল!! ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে লৌমহর্ষণনন্দন সূত! তুমি যাহা বলিলে ইহা অতি আশ্চর্য্য  
বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবতুল্য পৃথিবীপাল রাজর্ষি সূচ্যাম সেই মনোরম কুমার বনে  
প্রবিষ্ট হইয়া এমন কি কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তদ্বারা তিনি স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন?  
হে সূত্রত! সে বিষয়ের সমস্ত কারণ আমাদিগের নিকট বিশেষরূপে বিবৃতি করিয়া  
বল ॥ ১৪—১৫ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! কোন সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ  
দেবাদিদেব ভগবান্ গিরিশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ অঙ্গজ্যোতিঃপ্রভাবে দিক্

তস্মিংশ্চ সময়ে তত্র শঙ্করঃ প্রমদায়ুতঃ ।

ক্ৰীড়াসক্তো মহাদেবো বিবস্ত্রা কামিনী শিবা ॥ ১৭ ॥

উৎসঙ্গে সংস্থিতা ভর্তৃরমমাণা মনোরমা ।

তাস্মিলোক্যাস্থিকা দেবী বিবস্ত্রা ক্ৰীড়িতা ভূশম্ ॥ ১৮ ॥

ভর্তুরক্ষাৎ সমুখায় বস্ত্রমাদায় পর্যধাৎ ।

লজ্জাবিষ্টা স্থিতা তত্র বেপমানাতিমানিনী ॥ ১৯ ॥

ঋষয়োহপি তয়োবীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ ।

পরিবৃত্ত্য যযুস্তূর্ণং নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ২০ ॥

ত্ৰীযুতাং কামিনীং বীক্ষ্য প্রোবাচ ভগবান্ হরঃ ।

কথং লজ্জাতুরাহসি ত্বং সুখন্তে প্রকরোম্যহম্ ॥ ২১ ॥

অদ্য প্রভৃতি যো মোহাৎ পুমান্ কোহপি বরাননে ! ।

বনঞ্চ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥

ইতি শপ্তং বনন্তেন যে জানন্তি জনাঃ কচিৎ ।

বর্জয়ন্তীহ তে কামং বনং দোষসমৃদ্ধিমৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি । রোরীতিলোপে ঢুলোপেতি দীর্ঘঃ ॥ ১৮ ॥ পর্যধাৎ পরিধানং কৃতবতী ॥ ১৯ ॥ প্রসঙ্গং প্রবৃতিং ক্ৰীড়ায়াম্ ॥ ২০ ॥ ত্ৰীযুতাং লজ্জায়ুক্তাম্ । সুখন্তে ইতি । তে যথা সুখং স্তাত্তথা প্রকরোমীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ মোহান্মোহাদপীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥ তৈঃ সহেতি । যৈঃ সচিবৈঃ

সকল উদ্ভাসিত করত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ কিন্তু, সেই সময় সর্ব কল্যাণময় ভগবান্ মহাদেব নিজ প্রমোদার সহিত ক্ৰীড়াসক্ত ছিলেন; এবং মনোরমা হিমালয়নন্দিনীও রতিক্রীড়া উপলক্ষে বিবস্ত্রা হইয়া পতিক্রোড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; এক্রপ অবস্থায় সহসা কুমারগণকে আসিতে দেখিয়া বিবস্ত্রা অস্থিকা দেবী অত্যন্ত লজ্জাবিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ কান্তের উৎসঙ্গ দেশ হইতে উত্থান করত বস্ত্র গ্রহণ পূর্বক পরিধান করিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন; পরন্তু, তিনি সেই অন্তরালদেশে অবস্থিত হইয়াও লজ্জা ও অভিমান ভরে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৯ ॥ এদিকে ঋষিগণও তাঁহাদের উভয়ের সেই রতিপ্রসঙ্গ দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

তদনন্তর সর্বপাপহারী ভগবান্ শঙ্কর নিজ কামিনীকে তাদৃশ লজ্জাবিতা দেখিয়া বলিলেন, তুমি কি জন্ত এত লজ্জায় কাতর হইতেছ? আমি এই দণ্ডেই তোমার চিত্ত-বিনোদন কার্য্য করিতেছি। হে বরাননে! অদ্যাবধি যে কোন পুরুষ অজ্ঞানতাবশতও এই বনে প্রবেশ করিবে, সে তখনই ত্রীলোক হইয়া পড়িবে ॥ ২১—২২ ॥ হে ঋষিগণ! যদি চ কুমার উপবন সমস্ত স্থলের আশ্রয়ীভূত বটে! কিন্তু, যে অবধি সেই দেবদেব শঙ্কু এতা-দৃশ নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন সেই অবধি যে সকল পুরুষ এই সকল



সুদ্যুম্নস্ত তদজ্ঞানাং প্রবিষ্টঃ সচিবৈঃ সহ ।

তথৈব জীত্বাপন্নস্তৈঃ সচেতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

চিন্তাবিষ্টঃ স রাজর্ষির্ন জগাম গৃহং হ্রিয়া ।

বিচচার বহিস্তস্মাদ্বনদেশাদিতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥

ইলেতি নাম সম্প্রাপ্তং জীত্ব তেন মহাজনা ।

বিচরংস্তত্র সংপ্রাপ্তো বুধঃ সোমস্বতো যুবা ॥ ২৬ ॥

জীভিঃ পরিবৃত্তাং তাস্ত দৃষ্ট্বা কাস্তাং মনোরমাম্ ।

হাবভাবকলাযুক্তাং চকমে ভগবান্ বুধঃ ॥ ২৭ ॥

সাপি তং চকমে কাস্তং বুধং সোমস্বতং পতিম্ ।

সংযোগস্তত্র সংজাতস্তয়োঃ প্রেম্যা পরম্পরম্ ॥ ২৮ ॥

সহ তদনং গতস্তৈঃ সত্বেব জীত্বং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৫ ॥ জীত্ব ইতি । জীত্ব প্রাপ্ত-  
মতি ইলেতি নাম প্রাপ্তং ইত্যর্থঃ । নিকটস্থমগ্নিভিরিলেতি নাম স্থাপিতমিত্যর্থঃ । ইড  
স্তাবিতাস্ত রূপম্ । ইলা স্তত্যা ডলয়োরভেদঃ । ব্রহ্মপাঠস্ত সংজ্ঞাশব্দজাতঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

বৃত্তান্ত লোক পরম্পরায় অবগত হইয়াছিল তাহারা আর কখনও সেই পুরুষের নশক অর-  
ণোর নিকটস্থও হইত না । অতএব, নরপতি সুদ্যুম্ন না জানিয়া সেই ভয়ঙ্কর দোষাকর  
বনে প্রবিষ্ট হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত যে, জীত্বাপন্ন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ  
কি ? ॥ ২৩—২৪ ॥

তদনন্তর, রাজর্ষি সুদ্যুম্ন চিন্তা করিতে করিতে সেই বনের বাহিরে আসিয়া অনেক  
প্রকার বিচার করিয়াও জীজ্ঞাতি হওয়া প্রযুক্ত লজ্জায় কোনক্রমেই রাজধানী প্রত্যাগমন  
করিতে সম্মত হইলেন না । হে মহর্ষিগণ ! যদি চ তিনি তৎকালে জীমোনি প্রাপ্ত হইয়া-  
ছিলেন তথাপি সুমহৎ রাজকূলে জন্ম গ্রহণ করায় এবং নিজেও মহান্ প্রভাবশালী ছিলেন  
বলিয়া সচিবগণ কর্তৃক ইলা (পূজা) এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইলেন । সেই সময় অলৌকিক  
যৌবন শোভায় সুশোভিত চন্দ্রকুমার মহাত্মা বুধদেব ইত্যন্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে  
দৈবগতিকে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া হাব ভাবাদি বিবিধ কামকলা বিভূষিত জীগণ পরিবৃত্ত  
কমনীয় মূর্ত্তি মনোরমা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া সম্ভোগাভিলাষী হইলেন । এদিকে সেইরূপ  
যৌবনাঢ্য ইলা দেবীও মনোজ্ঞ মূর্ত্তি সোমনন্দনকে পতিক্রমে প্রাপ্ত হইয়া রমণাভিলাষিনী  
হইলেন । অনন্তর, তাঁহারা পরস্পর প্রেমাসক্ত হইয়া সেই স্থলেই রতি জীড়ায় প্রবৃত্ত  
হইলেন ॥ ২৫—২৮ ॥

মহর্ষিগণ ! আপনারা পূর্বে যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই রাজর্ষি পুরুষ  
ভগবান্ বুধের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । রাজা সুদ্যুম্ন কামিনীরূপে বুধদেবের ঔরসে  
বনবাসিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু, পূর্ক বৃত্তান্ত স্মরণ থাকায় নিরন্তর

স তস্মাং জনয়ামাস পুরুষবসমাত্মজম্ ॥ ২৯ ॥  
 সা প্রাসূত স্মৃতং বাল্য চিন্তাবিষ্টা বনে স্থিতা ।  
 সস্মার স্বকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩০ ॥  
 স তদাহ স্ম দশাং দৃষ্ট্বা স্মৃদ্যন্ন স্ম কৃপাস্থিতঃ ।  
 অতোষয়ন্নহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩১ ॥  
 তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টঃ প্রদদৌ বাঞ্ছিতং বরম্ ।  
 বশিষ্ঠঃ প্রার্থয়ামাস পুংস্বং রাজ্ঞঃ প্রিয়স্ম চ ॥ ৩২ ॥  
 শঙ্করস্তু নিজাং বাচস্মতাং কুর্ক্বন্নু বাচ হ ।  
 মাসং পুমাংস্তু ভবিতা মাসং স্ত্রী ভূপতিঃ কিল ॥ ৩৩ ॥  
 ইথং প্রাপ্য বরং রাজা জগাম স্বগৃহং পুনঃ ।  
 চক্রে রাজ্যং স ধৰ্ম্মাত্মা বশিষ্ঠস্থাপ্যনুগ্রহাৎ ॥ ৩৪ ॥  
 স্ত্রীত্বে তিষ্ঠতি হর্ষ্যেষু পুংস্বে রাজ্যং প্রশান্তি চ ।  
 প্রজাস্তম্ভিন্ সমুদ্বিগ্না নাভ্যানন্দনম্হীপতিম্ ॥ ৩৫ ॥

স তদাহ স্মৃতি । স্মৃদ্যন্ন স্মৃতিত্বার্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ স্মৃতাং কুর্ক্বন্নুতি । অয়ং স্ত্রীং প্রাপ্য-  
 তীতি বাক্যং মম মিথ্যা নৈব ভবেদথাপি তব প্রার্থনানুরোধেন মাসং পুমান্ ভবিষ্যতি  
 পুনর্মাসং স্ত্রী ভবিষ্যতি পুনর্মাসং পুরুষ ইত্যুবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হর্ষ্যেষু গৃহাভ্যন্তরে  
 চেত্যর্থঃ । নাভ্যানন্দন আসাং প্রজানাং স্ত্রীরূপো রাজেতি লোকনিন্দয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

চিন্তায় কাতর হইয়া পরিশেষে কুলাচার্য্য মুনিসত্তম বশিষ্ঠদেবকে ধ্যানযোগে স্মরণ করি-  
 লেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যোগিপ্রবর বশিষ্ঠদেব জ্ঞানপ্রভাবে নিজ শিষ্য রাজর্ষি স্মৃদ্যন্নের তাদৃশ  
 ছরবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া অনুকম্পাবশত জগৎ কল্যাণকর কল্যাণময় ভগবান্  
 মহাদেবকে তপস্তায় পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩১ ॥ দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার তপস্তায়  
 পরিতুষ্ট হইয়া অভিলষিত বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব অপর বর না লইয়া  
 নিজ প্রিয়তম শিষ্য রাজা স্মৃদ্যন্নের পুনর্বার যাহাতে পুরুষত্ব লাভ হয় তাদৃশ বর প্রার্থনা  
 করিলেন ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ শঙ্কর বশিষ্ঠের এতাদৃশ অসম্ভব বরের কথা শ্রবণে আপনার  
 পূর্ব প্রদত্ত অভিসম্পাত বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্ত কহিলেন, বশিষ্ঠ ! তোমার  
 শিষ্য এই নরপতি এক মাস স্ত্রী, এক মাস পুরুষ অর্থাৎ মাসান্তরে মাসান্তরে স্ত্রীপুরুষত্ব  
 লাভ করিবে ; ইহাতে আর দ্বিধাক্রি করিও না ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর ধৰ্ম্মাত্মা রাজা স্মৃদ্যন্ন গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের অনুগ্রহে ঈদৃশ বর লাভ  
 করিয়া পুনর্বার স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন পূর্বক রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥  
 পরন্তু, তিনি যে যে মাসে স্ত্রী ভাবাপন্ন হইতেন সেই সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করিতেন  
 আর যে সময়ে পুরুষত্ব লাভ করিতেন সেই সেই মাসে বাহিরে আসিয়া প্রজাদিগের

কালে তু যৌবনং প্রাপ্তঃ পুত্রঃ পুরুষবাস্তদা ।  
 প্রতিষ্ঠাং নৃপতিস্তস্মৈ দত্ত্বা রাজ্যং বনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥  
 গত্ত্বা তস্মিন্ বনে রম্যে নানাক্রমসমাকুলে ।  
 নারদাং মন্ত্রমাসাদ্য নবাক্ষরমনুভূতমম্ ॥ ৩৭ ॥  
 জজাপ মন্ত্রমত্যর্থং প্রেমপূরিতমানসঃ ।  
 পরিতুষ্ঠা তদা দেবী সগুণা তারিণী শিবা ॥ ৩৮ ॥  
 সিংহারুঢ়া স্থিতা চাগ্রে দিব্যরূপা মনোরমা ।  
 বাকুণীপানসংমত্তা মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৩৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা তাং দিব্যরূপাঞ্চ প্রেমাকুলিতলোচনঃ ।  
 প্রণম্য শিরসা প্রীত্যা তুষ্ঠাব জগদম্বিকাম্ ॥ ৪০ ॥

ইলোবাচ ।

দিব্যঞ্চ তে ভগবতি ! প্রথিতং স্বরূপং  
 দৃষ্টং ময়া সকললোকহিতানুরূপম্ ।  
 বন্দে ত্বদঙ্গি কমনং সুরসজ্জসেব্যং  
 কামপ্রদং জননি ! চাপি বিমুক্তিদঞ্চ ॥ ৪১ ॥

রাজ্যং প্রতিষ্ঠাং তন্নাগকং পুত্রঞ্চ দত্ত্বত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥ কো বেত্তীতি । এতদখিলং তনৈশ্বর্য্যং

শ্রীশাস্ত্রায় বিষয়ের বিচার করিতেন । একরূপ করিলেও প্রজাগণ কেহই তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া  
 অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া পড়িল ; বস্তুতঃ তাদৃশ নরপতিকে কেহই অভিনন্দন করিল না ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, যখন (বুধের ঔরসজাত পুত্র) পুরুষা ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত  
 হইলেন, তখন নরপতি সূর্য্যায় প্রতিষ্ঠান নামে অভিনব রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে  
 সেই রাজধানীতে রাজ্যেখর করিয়া আপনি তপোবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি  
 সেই নানাজাতি তরুরাজি সঙ্কুল মনোরম তপোবনে যাইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট সর্ব্বোত্তম  
 নবাক্ষর শক্তিমন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় প্রেমপূরিত অন্তঃকরণে তাহা জপ করিতে লাগি-  
 লেন । এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, জগন্নিষ্ঠারকারিণী পূর্ণমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী, ইলা-  
 কুপী নরপতি সূর্য্যায়ের তপস্তায় পরিতুষ্টা হইয়া বাকুণীপান-প্রমত্ত মদবিঘূর্ণিত লোচন ভক্ত জন  
 মনোহর দিবা সগুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সিংহারোহণে সেইস্থলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আবি-  
 র্ভূত হইলেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥ ইলা জগদম্বিকার সেই লোকাভীত নিক্রপম মূর্ত্তি সন্দর্শন মাত্র প্রেমা-  
 কুলিত লোচনে প্রণাম করিয়া অতীব প্রীতিসহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥



কো বেতি তেহম্ । ভুবি মর্ত্যতনুর্নিকামং  
 মুহুন্তি যত্র মুনয়শ্চ সুরাশ্চ সৰ্ব্বৈ ।  
 ঐশ্বর্য্যমেতদখিলং কুপণে দয়াঞ্চ  
 দৃষ্টেব দেবি ! সকলং কিল বিস্ময়ো মে ॥ ৪২ ॥  
 শত্ভুইরিঃ কমলজো মঘবা রবিশ্চ  
 বিভেশবহ্নিবরুণাঃ পবনশ্চ সোমঃ ।  
 জানন্তি নৈব বসবোহপি হি তে প্রভাবং  
 বুধ্যৎ কথং তব গুণানগুণো মনুষ্যঃ ॥ ৪৩ ॥  
 জানাতি বিষ্ণুরমিতদ্যুতিরম্ ! সাক্ষা-  
 ত্বাং সাত্ত্বিকীমুদধিজাং সকলার্থদাঞ্চ ।  
 কো রাজসীং হর উমাং কিল তামসীং ত্বাং  
 বেদাস্মিকে ! ন তু পুনঃ খলু নিগুণাং ত্বাম্ ॥ ৪৪ ॥

মাদৃশে কুপণে দয়াঞ্চৈব তয়া কো বেতি ন কোহপিত্যর্থঃ । বিস্ময়ো মে ইতি । অহো ভগবত্যাং  
 কিয়দৈশ্বর্য্যং তিষ্ঠতি কিয়তী চ পামরে দয়াস্তীতি ॥ ৪২ ॥ কুত আশ্চর্য্যমিতি চেত্তত্রাহ শত্ভু-  
 রিতি । এতে মহাপ্রভাববন্তোহপি তব প্রভাবং ন জানন্তি তদাহ গুণো গুণশূন্তো মনুষ্যঃ কথং  
 বুধ্যৎ জানীয়াম্ কথমপীত্যর্থঃ । যতো ন জানাতি তত এবাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥  
 বিষ্ণুর্জানাতি চেত্তত্রাহ জানাতি । সত্যং বিষ্ণুর্জানাতি কিন্তু সাত্ত্বিকীং শক্তিং  
 লক্ষ্মীরূপামেব কেবলং জানাতি । ন সাম্যাবস্থাস্থিকং তুরীয়াং নিগুণাম্ । তথা কো ব্রহ্মা  
 রাজসীং শক্তিমেব কেবলং জানাতি । তথা হর উমাং তামসীমেব কেবলং জানাতি ন তু

মাতঃ ! ভগবতি ! আপনার এই জগজ্জন হিতকর বিশ্ববিস্তৃত দিব্য মূর্ত্তি আমি এই  
 চর্ম্মচক্ষু দ্বারাই দর্শন পাইলাম; কি সৌভাগ্য !! জননি ! কি বলিয়া স্তব করিতে হয়, তাহার  
 কিছুই জানি না; অতএব, কেবল আপনার এই শরণাগত ভক্তগণের ইহলোকে সর্ব্ব  
 মনোরথ পূরণকারী আর পরত্র পরম মুক্তিপ্রদ অমরবৃন্দ বন্দনীয় চরণকমল বারংবার  
 বন্দনা করিয়াই মনের সাধ পূর্ণ করি ॥ ৪১ ॥ মাতঃ ! আপনার যে ঐশ্বর্য্যমহিমার  
 সমস্ত ঋষি এবং দেবগণও বিমুগ্ধ, এই পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য আছে যে সেই  
 ঐশ্বর্য্যের বিষয় সম্যাক্রূপে অবগত হয়? দেবি ! আমি আপনার সেই অখিল ঐশ্বর্য্য  
 এবং দীনের প্রতি ঈদৃশ দয়া সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৪২ ॥  
 জননি ! যখন আপনার এই প্রভাব দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্য্যদেব, কুবের, বহ্নি, বরুণ, পবন, চন্দ্র  
 অথবা বসুগণ, অধিক কি মহেশ্বর বিষ্ণু বা ব্রহ্মাও বিশেষরূপে জানেন না, তখন  
 গুণহীন মনুষ্য কিরূপে আপনার গুণমহিমা অবগত হইবে? ॥ ৪৩ ॥ জননি ! ব্রহ্মা বিষ্ণু  
 এবং মহেশ্বর আপনাকে জানেন সত্য কিন্তু সম্যাক্রূপে অবগত নহেন । কারণ, অমিত-

কাহং শ্রুতমমতিরপ্রথিতপ্রভাবঃ  
 কায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি শ্রুপ্রসাদঃ ।  
 জানে ভবানি ! চরিতং করুণাসমেতং  
 যৎ সেবকাংশ্চ দয়সে ত্বয়ি ভাবযুক্তান্ ॥ ৪৫ ॥  
 বৃত্তস্তয়া হরিরসৌ বনজেশয়াপি  
 নৈবাচরত্যপি মুদং মধুসূদনশ্চ ।  
 পাদৌ তবাদিপুরুষঃ কিল পাবকেন  
 কৃৎস্না কৰোতি চ কৰেণ শুভৌ পবিত্রৌ ॥ ৪৬ ॥

পুনর্নির্গুণাম্ । এতৈককশক্তিজ্ঞাতার এবৈতে ন তুরীয়রূপনির্গুণজ্ঞাতার ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥  
 এতাদৃশী ত্বং সর্বোৎকৃষ্টাপি স্বভক্তস্যাতিশুলভাহসীতাহ কাহমিতি । হে মাতরহং শ্রুতমমতিঃ  
 ক তথা তবায়ং ময়ি শ্রুপ্রসাদঃ ক অতিদূরমিত্যর্থঃ । তথাপি মাদৃশানপি সেবকাংশ্চ ভাব-  
 যুক্তান্ যদ্যস্মাৎকারণাদয়সে দয়াং করোষি তস্মাৎ স্বভক্তবিষয়ে তব চরিতং করুণাসমেত-  
 মস্তীতি জানে নিশ্চিনোমি । ততঃ স্বভক্তস্যাতিশুলভানীতি সত্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥  
 তদৈবৈককশক্তেরপি প্রভাবজ্ঞা ব্রহ্মাদয়ো ন সন্তি কিং পুনস্তব মূলশক্তেরিত্যাহ বৃত্ত ইতি ।  
 বনজং জীবনং ভুবনং বনমিতি কোশাধনং জলং তস্মাজ্জাতং বনজং কমলং বনজশ্চৈশা  
 স্বামিনী কমলবাসিনীত্যর্থঃ । তয়া পরশক্ত্যাংশভূতয়া ত্বয়া বৃত্তোহপি ধাতুনামনেকার্থজ্ঞাৎ  
 বিবাহিতোহপি মধুসূদনশ্চ মধুদৈত্যনাশকোহপি মহাপরক্রমবান্ বিষ্ণুর্মুদং হর্ষং কৃৎস্না নৈবা-  
 চরতি ব্যবহরতি । অহমেতস্তা ন যোগ্যোহস্মীতাভিপ্রায়েণ লক্ষ্মীং প্রাপ্যাপি ন হর্ষণে ব্যব-  
 হরতীত্যর্থঃ । অতএব সর্বদা ধ্যানস্থ এব ভবতীতি ভাবঃ । নত্বেবং চেৎ কিমিতি পরয়া  
 লক্ষ্ম্যা স্বপাদসম্বাহনং কারয়তীতি চেত্তত্রাহ পাদৌ তবাদিপুরুষ ইতি । ন স্বপাদসম্বাহন-  
 মাদিপুরুষঃ কারয়তি । কিন্তু লোকোদ্ধারার্থং তব পাবকেন শুদ্ধিকারকেণ কৰেণ হস্তেন  
 নিজৌ পাদৌ শুভৌ পবিত্রৌ কৰোতি চ । তথাচ বিষ্ণুরেকশক্তিপ্রভাবজ্ঞোহপি ন ভবতি

জ্ঞাতি বিষ্ণু আপনাকে সকলার্থদাত্রী সৰ্বগুণাধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়াই জানেন;  
 ব্রহ্ম আপনাকে ব্রহ্মোত্তমাধীশ্বরী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন; আর সংহারকর্তা মহে-  
 শ্বর আপনাকে তমোত্তমাধিষ্ঠাত্রী উমা বলিয়াই অবগত আছেন । কিন্তু মাতঃ ! আমি  
 নিশ্চয় বলিতেছি, কেহই আপনাকে সাম্যাবস্থাপিণী তুরীয়া নির্গুণা বলিয়া জানেন  
 না ॥ ৪৪ ॥ ঈশ্বর ! আপনি একরূপ অবেদ্য হইলেও ভক্তজনের অনাগ্রাসলভ্য হইলেন । কারণ,  
 ক্লিষ্টপ্রভাব-বিহীন আমিই বা কোথায় ! আর আপনার একরূপ শ্রুপ্রসন্নতাই বা কোথায় !!  
 কলত এ উভয়ের একত্র সমাবেশ অতীব অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু, ভবানি ! আমি  
 জানি, যে বাঁহারা আপনাতে একাগ্রভাবে রত থাকে আপনি সেই সকল সেবকের প্রতি করুণা  
 বৈতরণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ কি আশ্চর্য্য ! মধুসূদন বিষ্ণু, আপনার অংশরূপিণী লক্ষ্মীদেবী  
 ঈর্ষক পরিণীত হইয়াও আমি ইহার যোগ্য নহি এইরূপ ভাবিয়া, আনন্দলাভ করিতে  
 পারেন না । তবে যে সেই আদিপুরুষ লক্ষ্মী দ্বারা নিজ চরণ সম্বাহন করান, সে কেবল

বাঞ্ছত্যাহো হরিরশোক ইবাতিকামং  
 পাদাহতিং প্রমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।  
 তাং ত্বং করোষি ক্লমিতা প্রণতঞ্চ পাদে  
 দৃষ্ট্বা পতিং সকল দেবভূতং স্মরার্তম্ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্ধঃস্থলে বসসি দেবি ! সদৈব তন্তু  
 পর্যঙ্কবৎস্চরিতে বিপুলেহতিশান্তে ।  
 সৌদামনীব স্তম্ভেনে স্তবিভূষিতে চ  
 কিস্তেন বাহনমসৌ জগদীশ্বরোহপি ॥ ৪৮ ॥  
 ত্বং চেজ্জহাসি মধুসূদনমশ্ব ! কোপা-  
 ন্নৈবার্চ্চিতোহপি স ভবেৎ কিল শক্তিহীনঃ ।  
 প্রত্যক্ষমেব পুরুষং স্বজনাস্ত্যজন্তি  
 শান্তুঃ শ্রিয়োজ্জ্বিতমতীবগুণৈর্বিযুক্তম্ ॥ ৪৯ ॥

কুতঃ পুনর্মূলশব্দেঃ প্রভাবজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ তবোৎকৃষ্টভাদেব বক্ষ্যমাণং সম্ভবতীত্বাৎ-  
 প্রেক্ষতে বাঞ্ছত্যাহো ইতি । অশোকবৃক্ষস্ত হি স্বভাবঃ পাদতাড়নেন আত্মানং বর্ধয়তীতি  
 তথাচ স্ববর্ধনার্থং পাদতাড়নং স ইচ্ছতীত্বাচ্চ তথাচ তাদৃশাশোক ইবাতিকামং যথেষ্টং  
 যথা শ্রাস্তথা প্রমুদিতো হর্ষিতো বিষ্ণুঃ পুরুষস্তব পাদাহতিং ত্বংকৃতপাদতাড়নং বাঞ্ছতি তদিদ-  
 মহো আশ্চর্য্যানিতার্থঃ । তাক পাদাহতিং সকলদেবভূতং স্মরার্তং পতিং পাদে প্রণতঞ্চ দৃষ্ট্বা  
 ক্লমিতা কুপিতা ত্বং করোষি তদেতত্তদোৎকৃষ্টভাবেন সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ কিঞ্চ  
 বন্ধঃস্থল ইতি । হে দেবি ! তন্তু বিষ্ণোর্কঙ্কস্থলে পর্যঙ্কবৎ সদৈব বসসি কীদৃশী ঘনে মেঘে  
 ক্লমবর্ণে সৌদামনী বিদ্যম্নতেব । তেন কিস্তদ্ধৃদয়ে বাসেনাসৌ জগদীশ্বরোহপি তে তব  
 বাহনং ন জাতঃ কিস্ত জাত এবেতি তবৈকদেশশব্দেবং মহিমা কিং পুনস্তব মূলপ্রকৃতে-

লক্ষ্মীর পবিত্র হস্তস্পর্শে নিজ পদদ্বয়কে পবিত্র এবং সঙ্গলজনক করেন ॥ ৪৬ ॥ জননি ! বোধ  
 হয় সেই পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু অশোক বৃক্ষের শ্রায় নিজ প্রকৃষ্টতার জন্ত আনন্দিত হইয়া জীলো-  
 কের পাদতাড়না ইচ্ছা করেন, সেই জন্তই আপনি সকলদেব-বন্দিত স্মরার্ত পতিকে চরণে  
 পতিত দেখিয়া কৃষ্ণার শ্রায় পাদতাড়না করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ দেবি ! আপনি সেই বিষ্ণুর  
 স্তবিভূষিত পর্যঙ্কসদৃশ অতি বিপুল প্রশান্ত বন্ধঃস্থলে, অতি ঘন অর্থাৎ ক্লমবর্ণ মেঘ মধ্যে  
 বিদ্যাতের ন্যায় অবিরাম বাস করিয়া থাকেন; এজন্ত বিষ্ণু জগতের ঈশ্বর হইয়াও আপনার  
 বাহনসদৃশ হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ দেবি ! অধিক আর কি বলিব, যদি কখনও আপনি  
 কোপপূর্বক, বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আর কেহই তাঁহাকে শক্তিবহীন  
 বলিয়া অর্চনা করিবে না । জননি ! ইহাত ইহ লোকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, স্বজনগণ  
 নিগুণ লক্ষ্মীবিহীন পুরুষ প্রশান্তমূর্ত্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥



ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা ন তু কিং যুবতো।  
 যে ত্বংপদানুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি ।  
 মন্ত্রে ত্বয়ৈব বিহিতাঃ খলু তে পুমাংসঃ  
 কিং বর্ণয়ামি তব শক্তিমনস্তবীৰ্য্যো ! ॥ ৫০ ॥  
 ত্বং নাপুমান্ চ পুমানিতি মে বিকল্পো  
 যা কাহসি দেবি ! সগুণা ননু নিগুণা বা ।  
 তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো  
 বাঞ্ছামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে ॥ ৫১ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি শুভ্রা মহীপালো জগাম শরণং তদা ।  
 পরিতুষ্টা দদৌ দেবী তত্র সাযুজ্যমাত্মনি ॥ ৫২ ॥

সিদ্ধি ভাবঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ননু ত্বং যুবতীভাবং গতাহসি ততঃ সগুণগ্রহণযোগ্যো নাগীতি  
 চেত্তত্রাহ ব্রহ্মাদয় ইতি । যে ত্বংপদানুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি তে ব্রহ্মাদয়ঃ কিং যুবতো ন জাতাঃ  
 কিন্তু কদাচিন্মণিদ্বীপে গতাঃ সন্তো জাতা এব । তথাচ তে যথা ত্বদনুগ্রহযোগ্যা এবমহ-  
 মপ্যস্মীতি ভাবঃ । মন্ত্রে ত্বয়ৈবেতি । সাম্প্রতং পুমাংসোহপি তে ত্বয়ৈব কৃতাঃ এবং যদি মাং  
 করোষি পুমাংসং তর্হি কিমহং ন ত্বাং কিন্তু ভবিষ্যাম্যেব । ননু কিং ময়ি যুবত্যাঃ পুরুষ-  
 প্রদায়িকা শক্তিরস্তি তত্রাহ কিং বর্ণয়ামীতি । হে অনন্তবীৰ্য্যো ! তব শক্তিমহং পামরঃ কিং  
 বর্ণয়ামি যা কেহানামপ্যবিষয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ ত্বং নাপুমানিতি । অপুমানিতিচ্ছেদঃ । ন চ  
 পুমান্ সাম্যাবস্থমায়োপাদিকব্রহ্মণি লিঙ্গত্রয়াভাবাৎ । ইতি মে বিকল্পো বিতর্কো মনসি  
 বর্ত্ততএব । তর্হি কথং ভজনং ক্রিয়তে গুণজ্ঞানাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ যা কাহসীতি । গুণ-  
 জ্ঞানাভাবেহপ্যেবংরীত্যাহপি কিং ভজনং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । অস্তীত্যেনোপ-  
 লব্ধ্য ইত্যতো হে দেবি ! ত্বাং তাদৃশীং তাং নমামি ভাবো ভক্তিস্তদযুক্তঃ । কিঞ্চাস্তেহচলাং  
 ভক্তিং বাঞ্ছামি নাত্নং কিঞ্চিদিতি ॥ ৫১ ॥

জননি ! যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে সর্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহারাও কি এক  
 সময়ে মণিদ্বীপে যাইয়া জীর্ণপী হয়েন নাই ? মৃতঃ ! আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পুরুষ  
 করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই । অতএব, যদি সেইরূপ আমাকেও করেন তাহা হইলে  
 আমিও পুরুষ হইব । কারণ, আপনার অনন্ত শক্তি ! সতরাং তাহার বিষয় আমি আর কি  
 বর্ণনা করিব ফলত আপনার অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৫০ ॥ আপনি জ্ঞী কি পুরুষ এ বিষয়ে  
 আমার মনে অতিশয় বিতর্ক হইতেছে । দেবি ! আপনি সগুণ বা নিগুণ হউন, যে কেহই  
 হউন, আমি আপনাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করি । মাতঃ ! আমার ইচ্ছা যেন অস্তিনসময়ে  
 আপনাতে অচলা ভক্তি লাভ করিতে পারি ॥ ৫১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই মহীপাল শুভ্রা এইরূপে স্তব করিয়া দেবীর শরণা-  
 গত হইলে দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া নিজ ব্রহ্মরূপ সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥

সুদৃশ্যস্ত ততঃ প্রাপ পদং পরমকং স্থিরম্ ।

তস্মা দেব্যাঃ প্রসাদেন যুনীনামপি দুর্লভম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
পুরুষ-উৎপত্তির্নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সায়ুজ্যমাত্মনীতি । দেবী তুষ্ঠা সতী জ্ঞানপ্রদামেনাশ্বনি ব্রহ্মরূপে সায়ুজ্যমৈক্যং দদৌ  
দেবীপ্রসাদাদাশ্বানুভবেন ব্রহ্মরূপোহভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ( পদমিতি । পরমকং পরমং শ্রেষ্ঠ-  
মিত্যর্থঃ । স্থিরং নিত্যং যং প্রাপ্য জীবো ন পুনর্নিবর্ততে ইতি বচনাৎ । পদং স্থানং ব্রহ্মত্ব-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে  
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সুদৃশ্যরাজ এইরূপে দেবীর প্রসাদে যুনিগণেরও দুর্লভ অব্যয় পরম পদ প্রাপ্ত  
হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
পুরুষবার জন্ম বিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

সূত উবাচ ।

সুহৃদ্যে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরুরবাঃ ।  
সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১ ॥  
প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যো রাজ্যং সর্বনমস্কৃতম্\* ।  
চকার সর্বধর্মজ্ঞঃ প্রজারক্ষণতৎপরঃ ॥ ২ ॥  
মন্ত্রঃ সুগুপ্তস্ত্রাসীৎ পরত্রাভিজ্ঞতা তথা ।  
সদৈবোৎসাহশক্তিশ্চ প্রভুশক্তিস্তথোত্তমা ॥ ৩ ॥  
সামদানাদয়ঃ সর্বৈ বশগাস্তস্য ভূপতেঃ ।  
বর্ণাশ্রমান্ স্বধর্মস্থান্ কুর্বনাজ্যং শশাস হ ॥ ৪ ॥  
যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংশ্চক্রে স রাজা বহুদক্ষিণান্ ।  
দানানি চ বিচিত্রানি দদাবথ নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥  
তস্য রূপগুণৌদার্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্ ।  
শ্রুত্বোর্বশী বশীভূতা চকমে তং নরাধিপম্ ॥ ৬ ॥

---

চতুর্বিংশচ্ছেদ্যাকবধ্যেঃ পুরুরবস উত্তমম্ ।

উর্কশ্যাকরিতকৈব বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

(সোমবংশবর্ণনার্থং সুহৃদ্যচরিতমুক্তম্ । পুরুরবসো বৃদ্ধাস্তং কথয়তি সুহৃদ্যে তু দিবং যাতে ইতি । সু সুন্দরং রূপং যস্ত । অসৌ এতাদৃশরূপবানাসীৎ যেন উর্কশ্যপি বশীভূতা জাতেতি-  
ভাবঃ ॥ ১—২ ॥ ) মন্ত্রঃ সুগুপ্ত ইতি । তস্ত রাজ্ঞো মন্ত্রো গুপ্তোহৈতৈরবিদিত আসীৎ । পরত্র

---

সূত কহিলেন, ঋষিগণ । নৃপতি সুহৃদ্য স্বর্গগমন করিলে পর অশেষগুণশালী রূপবান্ পুরুরবা প্রজারঞ্জে তৎপর হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সেই সর্বধর্মবিদ রাজা প্রজারক্ষণে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া রমণীয় প্রতিষ্ঠান-নগরীকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তিনি সকলেরই মঙ্গলা জানিতে পারিতেন এবং সর্বদাই উৎসাহবিশিষ্ট ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩ ॥ সামদান প্রভৃতি উপায় চতুর্ভূত যেন তাঁহার বশীভূত ছিল । ফলত পুরুরবা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমবাসিদিগকে স্ব স্ব ধর্মের রাধিয়া বধাবিহিত শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তিনি বহুদক্ষিণার সহিত নানাবিধ যজ্ঞাভিষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং সেই উপলক্ষে ঋষিগণকে অশেষ প্রকার দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ ঋষিগণ ! অধিক আর কি



ব্রহ্মশাপাভিতপ্তা সা মানুষ্যং লোকমাশ্রিতা ।  
 গুণিনং তং নৃপং মত্বা বরয়ামাস মানিনী ॥ ৭ ॥  
 সময়ং চেদৃশং কুত্বা স্থিতা তত্র বরাঙ্গণা ।  
 এতাবুরণকৌ রাজন্ ! শ্রুস্তৌ রক্ষস্ব মানদ ! ॥ ৮ ॥  
 স্নতং মে ভক্ষণং নত্যং নান্যৎ কিঞ্চিৎ পাশনম্ ।  
 নেক্ষে ত্বাঞ্চ মহারাজ ! নগ্নমশ্রুত্ব মৈথুনাৎ ॥ ৯ ॥  
 ভাষাবন্ধস্থয়ং রাজন্ ! যদি ভগ্নো ভবিষ্যতি ।  
 তদা ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদব্রবীম্যহম্ ॥ ১০ ॥  
 অঙ্গীকৃতঞ্চ তদ্রাজ্ঞা কামিত্বা ভাষিতস্ত যৎ ।  
 স্থিতা ভাষণবন্ধেন শাপানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ১১ ॥  
 রেমে তদা স ভূপালো লীনো\* বর্ষগণান্ বহুন্ ।  
 ধর্মকর্মাদিকং ত্যক্ত্বা চোর্বশা মদমোহিতঃ ॥ ১২ ॥

পরমস্বৈ তু তস্ত রাজ্ঞোহভিজ্ঞতাসীদেতাদৃশচতুর ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৬ ॥ ( স্বর্গস্থা উর্বশী  
 কথং মর্ত্যস্থেন পুরুষবসা সঙ্গতা ইত্যত আহ । ব্রহ্মশাপেতি ॥ ৭ ॥ ) সময়ং সঙ্কেতমেবাহ  
 এতাবুরণকাবিত্তি । উরুণকৌ মেমৌ ময়া ত্বন্নিবর্তে শ্রুস্তৌ এতৌ রক্ষস্ব ॥ ৮ ॥ স্নত-  
 মিত্তি । কিঞ্চ হে নৃপ ! মে মম ভক্ষণং স্নতমেব নান্যৎ কিঞ্চিৎ । কিঞ্চাশ্রুত্ব মৈথুনাৎ  
 নগ্নং নেক্ষে ন পশ্যাম্যহমিত্তি । যদি মৎপ্রতিজ্ঞাত্বয়ং ত্বয়া নির্বাহতে তর্হি ত্বন্নিবর্তে  
 অহং স্থাস্তামি নোচেদগমিষ্যামিত্তি । স্নতং মে ভক্ষণমিত্তি । অস্নতং বা আজ্যমিত্তি শ্রুতং  
 দেবানাঞ্চামৃতাশিত্বাৎ ॥ ৯—১০ ॥ শাপানুগ্রহকাম্যয়েতি । শাপমোক্ষকামনয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বলিব, স্বর্বেশা উর্বশী সেই পুরুষবার রূপ, গুণ, উদারতা, ধন, স্বভাব ও বিক্রম প্রভৃতির  
 বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার বশীভূতা হইয়া সর্বদা তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥  
 কিছুকাল পরে উর্বশী ব্রহ্মশাপে অভিভূতা হইয়া পৃথিবীতে আগমন পূর্বক সর্বগুণালঙ্কৃত  
 এই নৃপবরকেই বরণ করিলেন । এবং তাঁহার নিকট এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, মহারাজ !  
 আমি এই দুই মেষশাবককে আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম আপনি ইহাদের রক্ষণা-  
 বেক্ষণ করিবেন তাহা হইলেই আমার মান রক্ষা করা হইবে । আমি প্রত্যহ স্নত ভক্ষণ  
 করিব আমার অপর কোনও ভক্ষণে প্রয়োজন নাই এবং মৈথুনকাল ব্যতিরেকে আমি  
 যেন কদাচ আপনাকে উলঙ্গ না দেখি । মহারাজ ! এই আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য ; ভঙ্গ করিয়া  
 যদি কখন আপনি উলঙ্গ বা মেষশাবক রক্ষণে অসমর্থ হন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি  
 আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব, ইহা সত্য বলিতেছি ॥ ৭—১০ ॥ ঋষিগণ ! মহা-  
 রাজ পুরুষা, কামিনী উর্বশীর এই প্রতিজ্ঞা বাক্যগুলি স্বীকার করিলেন এবং উর্বশীও  
 শাপ মোক্ষণ কামনায় এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

একচিত্তস্তু সংজাতস্তম্মনস্কো মহীপতিঃ ।

ন শশাক তয়া হীনঃ ক্ষণমপ্যতিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥

এবং বর্ষগণান্তে তু স্বর্গস্থঃ পাকশাসনঃ ।

উর্বশীং নাগতাং দৃষ্ট্বা গন্ধর্বানাহ দেবরাট্ ॥ ১৪ ॥

উর্বশীমানয়ধ্বং ভো গন্ধর্বাঃ সর্ব এব হি ।

হৃদ্বোরণৌ গৃহাত্মস্য ভূপতেঃ সময়ে কিল ॥ ১৫ ॥

উর্বশীরহিতং স্থানং মদীয়ং নাতিশোভতে ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন তামানয়ত কামিনীম্ ॥ ১৬ ॥

ইত্যুক্তান্তেহথ গন্ধর্বা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ ।

ততো গতা মহাগাঢ়তমসি প্রভূপস্থিতে ॥ ১৭ ॥

জহুস্তাবুরণৌ দেবা রমমাণং বিলোক্য তম্ ।

চক্রন্দতুস্তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সাম্\* ॥ ১৮ ॥

উর্বশী তদুপাকর্ণ্য ক্রন্দিতং স্ততয়োরিব ।

কুপিতোবাচ রাজানং সময়োহয়ং কৃতো ময়া ॥ ১৯ ॥

লানোহস্তর্গ্হে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ন শশাকেতি । তয়া হীনোহবস্থাভূং ন সমর্থো  
বভূব ॥ ১৩—১৪ ॥ সময়ে তেনাজাতকালে ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ চক্রন্দতুরাহ্মানং রোদনং  
বা চক্রতুঃ ॥ ১৮ ॥ সময়োহয়মিতি । ময়ায়ং সময়ঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সেই ভূপাল সমস্ত ধর্ম্যকার্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্বশীর ব্যসনমতে মোহিত হইয়া  
বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অন্তঃপুরে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । এই সময় মহীপতি  
পূর্ব্বরূপে উর্বশীতে একরূপ অজ্ঞান হইয়াছিলেন, যে ক্ষণমাত্রও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে  
পারিতেন না ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ ! এইরূপে বহুবর্ষ গত হইলে পর সুরপতি ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়া উর্বশীকে না  
দেখিয়া গন্ধর্বদিগকে বলিলেন । ওহে গন্ধর্বসকল ! তোমরা সকলেই একত্রিত হইয়া  
যথাসময়ে সেই ভূপতি পূর্ব্ববার গৃহ হইতে মেঘদ্বয়কে অপহরণ করত উর্বশীকে আনয়ন  
কর ॥ ১৪—১৫ ॥ দেখ ! আমাদের এই স্বর্গপুরী উর্বশী বিহীন হইয়া কিছুতেই শোভা  
পাইতেছে না । অতএব যে কোনও উপায়ে সেই কামিনীকে আনয়ন কর ॥ ১৬ ॥

অনন্তর সেই বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ ইন্দের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঘোরতর অক-  
কার উপস্থিত হইলে পূর্ব্ববার গৃহে বাইয়া তাঁহাকে উর্বশীর সহিত ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া সেই  
মেঘ দুইটিকে অপহরণ করিলেন । অনন্তর সেই অপহৃত মেঘ দুইটা আকাশ হইতে অতিশয়  
চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ১৭—১৮ ॥ উর্বশী, পুত্রের জ্ঞায় সেই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া

\* শক্রং দাভুং তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহারসি । ইতি বা পাঠঃ ।

নষ্টোহহং তব বিশ্বাসাদ্ভূতো চোরৈর্নমোরণো ।  
 রাজন্ ! পুত্রসমাবেতো ত্বং কিং শেষে স্ত্রিয়া সমঃ ॥ ২০ ॥  
 হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা ।  
 উরণো মে গতৌ চাদ্য সদা প্রাণপ্রিয়ৌ মম ॥ ২১ ॥  
 এবং বিলপমানাস্তাং দৃষ্ট্বা রাজা বিমোহিতঃ ।  
 নগ্ন এব যযৌ তুর্ণং পৃষ্ঠতঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২২ ॥  
 বিদ্যুৎ প্রকাশিতা তত্র গন্ধর্বে নৃপবেশ্মনি ।  
 নগ্নভূতস্তয়া দৃষ্টৌ ভূপতির্গন্তকাময়া ॥ ২৩ ॥  
 ত্যক্তৌরণো গতঃ সর্বৈ গন্ধর্বাঃ পথি পার্থিবঃ ।  
 নগ্নো জগ্রাহ তৌ শ্রান্তৌ জগাম স্বগৃহং প্রতি ॥ ২৪ ॥  
 তদোর্বশীং গতং দৃষ্ট্বা বিললাপাতিদুঃখিতঃ ।  
 নগ্নং বীক্ষ্য পতিং নারী গত। সা বরবর্ণিনী ॥ ২৫ ॥  
 ক্রন্দন্ স দেশদেশেষু বভ্রাম নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।  
 তচ্চিন্তো বিহ্বলঃ\* শোচন্নিবশঃ কামমোহিতঃ ॥ ২৬ ॥

নষ্টা শোকগ্রস্তা জাতেতি শেষঃ । স্ত্রিয়া সমঃ নিকরীয়া ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২১ ॥ বিলপস্তীমূর্খশী-  
 গবলোক্য রাজা তৎকৃতপ্রতিজ্ঞাং বিশ্বরন্ উলঙ্গ এব উরণৌ জিহ্মকুর্গতবানিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥

অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে বলিল । মহারাজ ! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা  
 এক্ষণে অগ্রথা হইয়াছে । অতএব আমি আপনার উপর বিশ্বাস করিয়াই বিচ্ছিন্ন হইলাম ।  
 ঐ দেখুন আমার মেঘ দুইটাকে চোরগণে অপহরণ করিয়াছে । রাজন্ ! ঐ দুইটাকে আমার  
 পুত্রের হায়া জানিবেন আপনি এখনও যে স্ত্রীলোকের হায়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ? (শীঘ্র  
 উহাদিগকে বিমুক্ত করুন ॥ ) ১৯—২০ ॥ হায় ! আমি এই বীরাভিমानी ক্লীবতুল্য অসৎ  
 স্বামীর হস্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলাম । আমার প্রাণসদৃশ প্রিয় ঐ মেঘদ্বয় অদ্য  
 কোথায় যাইল ॥ ২১ ॥ মহারাজ পুরুষা উর্কশীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া  
 বিমোহিত হইয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই যেমন মেঘের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, অমনি গন্ধর্কগণ  
 সেই গৃহমধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গগমনাভিলাষিনী উর্কশী মহারাজকে  
 উলঙ্গ দেখিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ ইহা দেখিয়া গন্ধর্কগণ মেঘদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান  
 করিল । অনন্তর সেই রাজা পৃথিবীমধ্যে নগ্ন অবস্থাতেই তাহাদিগকে গ্রহণ করত পরিশ্রান্ত  
 হইয়া স্বগৃহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

তৎকালে, সেই বরবর্ণিনী কামিনী পতিকে উলঙ্গ দেখিবামাত্র প্রস্থান করিল । পুরুষা  
 ইহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতাস্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ সেই কামমোহিত



ভ্রমন্ বৈ সকলাং পৃথ্বীং কুরুক্ষেত্রে দদর্শ তাম্ ।  
 দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং নৃপোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥  
 অয়ে জায়ে ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ যোরে ন ত্যক্তুমহসি ।  
 মাং ত্বং ত্বন্মানসং কান্তং বশগচ্ছাপ্যনাগসম্ ॥ ২৮ ॥  
 স দেহোহয়ং পতত্যত্র দেবি ! দূরং হতস্ত্রয়া ।  
 খাদন্ত্যনং বৃকাঃ কাকাস্ত্রয়া ত্যক্তং বরোরু ! যৎ ॥ ২৯ ॥  
 এবং বিলপমানস্তং রাজানং প্রাহ চোৰ্বশী ।  
 দুঃখিতং কৃপণং শ্রান্তং কামার্ভং বিবশং ভৃশম্ ॥ ৩০ ॥

উৰ্বশ্যুবাচ ।

মূৰ্খোহসি নৃপশাৰ্দূল ! জ্ঞানং কুত্র গতস্তব ।  
 কাপি সখ্যং ন চ স্ত্রীণাং বৃকাণামিব পার্থিব ! ॥ ৩১ ॥  
 ন বিশ্বাসো হি কৰ্ত্তব্যস্ত্রীষু চৌরেষু পার্থিবৈঃ ।  
 গৃহং গচ্ছ স্খং ভুঙ্ক্ষুমা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৩২ ॥

অনাগসমনপরাধিনঃ ন ত্যক্তুমহসীত্যনয়ঃ ॥ ২৮ ॥ কুত ইতি চেত্তত্রাহ স দেহ ইতি । যদ্য-  
 যাক্ষেতোঃ স দেহো যঃ পূৰ্ব্বং ত্বয়াহতিপ্রেম্ণা ভুক্তঃ সোহয়ং দেহোহত্র পততি । ত্বয়া  
 দূরদেশং হতস্ত্রহৃদ্রেশেন দূরদেশং প্রাপ্তোহতিকোমল ইতি কৃত্বা । কিঞ্চ হে বরোরু !  
 এনং দেহং কাকা বৃকাঃ খাদন্তি । বর্তমানসামীপ্যে লট্ । ত্বয়া ত্যক্তং মৃতমধুনৈব

নৃপতি তন্মনস্ক হইয়া একরূপ বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে উৰ্বশীর জন্য দেশবিদেশে ক্রন্দন  
 করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে মহারাজ পুরুষবা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ  
 করিয়া একদিবস কুরুক্ষেত্রে তাহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিবামাত্র অতিশয় আন-  
 ন্দিত হইয়া তাহাকে মুখুরবাক্যে বলিলেন ॥ ২৭ ॥ অয়ে পত্নি ! থাক থাক !! আমাকে  
 এই বিষম সঙ্কটে ফেলিয়া প্রস্থান করিও না । আমি ত কোন অপরাধ করি নাই বরং  
 একান্ত চিত্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২৮ ॥ দেবি ! তোমার  
 জন্ত আমি বহুদূর আসিয়াছি । হে বরোরু ! যদি তুমি পরিত্যাগ কর তাহা হইলে যে দেহ  
 পূৰ্বে তুমি অতিশয় প্রণয়সহকারে উপভোগ করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা পতিত হইলে  
 সামান্ত বৃকাকে ভক্ষণ করিবে ॥ ২৯ ॥ উৰ্বশী সেই কামার্ভ পরিশ্রান্ত দুঃখিত রাজাকে  
 অতিশয় বিবশের আয় বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিল ॥ ৩০ ॥

মহারাজ ! আমি তোমাকে নৃপগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি ; কিন্তু, এক্ষণে মূৰ্খের আয়  
 ব্যবহার করিতেছ কেন ? তোমার সেই জ্ঞান কোথায় গেল ? তুমি কি জান না যে  
 স্বীলোকের বদ্ধতা বৃকগণের আয় কুত্ৰাপি স্থির থাকে না । রাজগণ কখনই স্ত্রীলোক অথবা

ইত্যেবং বোধিতো রাজা ন বিবেদাতিমোহিতঃ ।

দুঃখঞ্চ পরমং প্রাপ্তঃ স্মৈরিণীস্নেহযন্ত্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি সৰ্ব্বং সমাখ্যাতমূৰ্ব্বশীচরিতং মহৎ ।

বেদে বিস্তরিতং চৈতৎ সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

উৰ্ব্বশীপুরুষসোর্মেলনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ভক্তগিষ্ঠীত্বার্থঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥ বেদে বিস্তরিতমিতি বহুর্চি মামৃথা ইতি স্কন্ধেনেত্যর্থঃ ॥  
শ্রীসঙ্গিনামিখং গতির্ভবতি তস্মাৎ শ্রীসঙ্গঃ সৰ্ব্বথা শ্রীভগবতুপাসকৈস্ত্যজ্য ইত্যবাস্তরতাৎ-  
পর্যম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চৌরের প্রতি বিশ্বাস করিবে না। অতএব মহারাজ ! তুমি গৃহে যাও অথবা বিষয়ভোগ  
কর অনর্থক বিষয় হইও না ॥ ৩১—৩২ ॥ উৰ্ব্বশী এইরূপে প্রবোধ দিলেও সেই অতি  
মুগ্ধচিত্ত রাজা প্রবোধ মানিলেন না বরং সেই স্বর্কেণ্ডার স্নেহ-সংবদ্ধ হইয়া অতিশয় দুঃখ  
পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! এই ত আমি উৰ্ব্বশীচরিত্র কথা সমস্তই বর্ণন করিলাম ।  
পরন্তু, ইহা বেদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে আমি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিলাম ॥ ৩৪ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম

স্কন্ধে উৰ্ব্বশীপুরুষাচরিত্রবর্ণন নামক ত্রয়োদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীসূত উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তামসিতাপাক্ষীং ব্যাসশ্চিস্তাপরোহভবৎ ।  
কিং করোমি ন মে যোগ্যা দেবকন্যেয়মপ্সরাঃ ॥ ১ ॥  
এবং চিন্তয়মানস্ত দৃষ্ট্বা ব্যাসং তদাপ্সরাঃ ।  
ভয়ভীতা হি সঞ্জাতা শাপং মাং বিস্মজেদয়ম্ ॥ ২ ॥  
স। কৃত্বাহথ শুকীরূপং নির্গতা ভয়বিহ্বলা ।  
কৃষ্ণস্ত বিস্ময়ং প্রাপ্তো বিহঙ্গীঃ তাং বিলোকয়ন্ ॥ ৩ ॥  
কামস্ত দেহে ব্যাসস্ত দর্শনাদেব সঙ্গতঃ ।  
মনোহতিবিস্মিতং জাতং সর্বগাত্রেষু বিস্মিতঃ ॥ ৪ ॥

সপ্ততিশ্লোকবর্ধান্ত শুকসোৎপত্তিরীর্ষ্যতে ।

যত্র ধর্মো গৃহস্থানাং কণ্ঠব্যাহেন চোচ্চাতে ॥

দৃষ্টান্তেনোপাত্তাং পুরুষঃকথাং সমাপ্য প্রকৃতাং শুকোৎপত্তিং কথয়তি । দৃষ্টেতি ।  
ন মে যোগ্যেতি । গৃহস্থাশ্রমযোগ্যা নেত্যর্থঃ । যতোহপ্সরা ইয়ং ভবতি ॥ ১ ॥ মাং প্রতি  
শাপময়ং বিস্মজেদিত্যিহ হেতোঃ সাপ্সরা ভয়ভীতা অভবদিত্যাহ । ভয়ভীতেতি ॥ ২ ॥  
শুকীতি । কীরাক্ষনারূপগিত্যর্থঃ । বিস্ময়মিতি অহো অধুনৈবেয়ং বিলক্ষণা কামিনী কণঃ  
শুকী জাতেতি বিস্ময় ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ দর্শনাদেবেতি । অপ্সরোরূপদর্শনাদেবেত্যর্থঃ । বিস্মিতং

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! ব্যাসদেব সেই চাকুলোচনা অপ্সরাকে দেখিয়া অতিশয়  
চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই দেবকন্যা অপ্সরা ত আমার যোগ্য নহে,  
তবে ইহাকে লইয়া আমি কি করিব ॥ ১ ॥ সেই সময় অপ্সরাও ব্যাসদেবকে চিন্তাতুর  
দেখিয়া, পাছে ইনি আমাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়াছিল ॥ ২ ॥  
অনন্তর সেই দেববারাক্ষনা ঘৃতাচী শাপভয়ে বিহ্বল হইয়া শুকপক্ষিরূপ ধারণ করিয়া  
তথা হইতে প্রস্থান করিল । এদিকে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও এই মুহূর্ত্তে যাহাকে সর্বমূলকণা  
দিব্য কামিনীমূর্ত্তি দেখিলেন, পরক্ষণে তাহাকেই পক্ষিরূপ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-  
সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩ ॥ হে মহর্ষিগণ ! ইহ সংসারে ব্রহ্মর্ষিই হউন আর দেবতাই  
হউন্ পঞ্চবাণের লক্ষ্য হইতে কাহারই পরিভ্রাণ নাই ; অতএব, মহর্ষি বেদব্যাস যে ক্ষণে  
সেই অপ্সরঃপ্রধানা ঘৃতাচীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিলেন, সেই অবসরেই কামদেব  
মহর্ষির দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িলেন ; অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন অপরূপ কামিনী-  
মূর্ত্তি ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সর্বশরীর লোমহর্ষণে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪ ॥



স তু ধৈর্য্যেণ মহতা নিগৃহ্ণন্ মানসং মুনিঃ ।  
 ন শশাক নিয়ন্তুং স ব্যাসঃ প্রসূতং মনঃ ॥ ৫ ॥  
 বহুশো গৃহমাণঞ্চ সূতাচ্যা মোহিতং মনঃ ।  
 ভাবিত্বান্নৈব বিধৃতং ব্যাসস্তামিততেজসঃ ॥ ৬ ॥  
 মম্বনং কুর্বতস্তস্মা মুনেরগ্নিচিকীর্ষয়া ।  
 অরণ্যামেব সহসা তস্মা শুক্রমথাপতৎ ॥ ৭ ॥  
 সোহবিচিন্ত্য তথা পাতং মমস্থারণিমিব চ ।  
 তস্মাচ্ছুকঃ সমুদ্ভূতো ব্যাসাকৃতিমনোহরঃ ॥ ৮ ॥  
 বিশ্বয়ং জনয়ন্ বালঃ সংজাতস্তদরণ্যজঃ ।  
 যথাহধ্বরে সমিক্কাহগ্নির্ভাতি হব্যেন দীপ্তিমান্ ॥ ৯ ॥

প্রফুল্লং জাতম্ । বিশ্বিতঃ প্রফুল্লঃ ॥ ৪ ॥ নিগৃহ্ণন্মানসমিতি । নিরুদ্ধং কুর্বন্নপি নিয়ন্তুং ন  
 শশাকেত্যর্থঃ । প্রসূতমিতি । বিষয়েষু ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ নৈব বিধৃতমিতি । ন বিধৃতং  
 নিরুদ্ধমভবদিত্তি শেষঃ ॥ ৬—৭ ॥ সোহবিচিন্ত্যতি । অবিচিন্ত্যতিচ্ছেদঃ । ন গণয়িত্ত্বৈত্যর্থঃ ।  
 নমু বীৰ্য্যপাতানস্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মম্বনং কর্তব্যং তৎ কথমবিচিন্ত্যত্যাঙ্গমিতি চেন্ন ।  
 যতো যজ্ঞে কর্ম্মণি যজ্ঞাঙ্গবৈকল্যে এব প্রায়শ্চিত্তং নাগ্ৰথ্যেতি মন্ততে মুনিঃ । যদ্বাহরণ্যাং  
 পতিতং বীৰ্য্যমবিচিন্ত্যাহজ্ঞায়েত্যর্থঃ । বীৰ্য্যপাতানস্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মম্বনং কৃতং  
 পরন্তু অরণ্যাং পতিতমিত্যেব ন জ্ঞাতমিত্যর্থকল্পনাৎ । ব্যাসাকৃতিশ্চাসৌ মনোহরশ্চেতি

যদিচ, মহর্ষি ব্যাস অন্তস্তত্ত্ববিচারে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, তথাপি তজ্জনিত স্মমহৎ  
 ধৈর্য্যপ্রভাবেও কন্দর্প শরসংবিদ্ধমানস মন্ত হস্তীকে নিগৃহীত করিতে ভূয়িষ্টপ্রয়াস পাই-  
 য়াও কোনক্রমেই সেই প্রেমলালসা বিগলিতচিত্তকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হইলেন  
 না ॥ ৫ ॥ ভবিতব্যতাকে অতিক্রম করিতে পারে, এই ত্রিলোকীমধ্যে এরূপ কাহারও  
 সাধ্য নাই; সুতরাং সেই অবশ্যস্তাবি দৈবপ্রভাব নিবন্ধন মহর্ষি বেদব্যাস অপরিমিত  
 তপঃপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও সূতাচীর অলৌকিক রূপে বিমোহিত মনোরূপ মাতঙ্গসহস্র  
 প্রবোধ শৃঙ্খলায় নিরুদ্ধ করিতে ভূরি ভূরি যত্ন পাইয়াও কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারি-  
 লেন না । অগ্নির উৎপাদন লালসায় তিনি যে অরণীদ্বয় লইয়া মম্বন করিতেছিলেন, হটাত  
 তাঁহার বীৰ্য্য স্থলিত হইয়া সেই অরণীকাষ্ঠ মধ্যেই নিপতিত হইল ॥ ৬—৭ ॥ তৎকালে,  
 তিনি সেই রেতঃপাতের বিষয় অন্তরে স্থান না দিয়া যেমন অবিরত অরণীকাষ্ঠ ঘর্ষণে প্রবৃত্ত  
 হইলেন, অমনি তৎকরণাৎ দ্বিতীয় বেদব্যাসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা হইতে সর্ব্বাঙ্গসুলক্ষণ  
 মহাত্মা শুকদেব আবির্ভূত হইলেন । মহর্ষিগণ ! যেমন যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত হতাশন ভূয়িষ্ঠ  
 হবনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আরও সমধিক উদ্দীপ্তভাবে প্রতিভাত হইতে থাকেন, সেইরূপ  
 তাঁহার সেই অরণীগর্ভজ বালকও সহসা সমুদ্ভূত হইয়া সকলের বিশ্বয় উৎপাদনকরত অল্প-  
 পম শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮—৯ ॥

ব্যাসস্তু স্নাতমালোক্য বিষ্ময়ং পরমম্ভতঃ ।  
 কিমেতদিতি সঙ্কিস্ত্য বরদানাচ্ছিবস্ত বৈ ॥ ১০ ॥  
 তেজোরূপী শুকো জাতোহপ্যরনীগর্ভসম্ভবঃ ।  
 দ্বিতীয়োহগ্নিরিবাত্যর্থং দীপ্যমানঃ স্নতেজসা ॥ ১১ ॥  
 বিলোকয়ামাস তদা ব্যাসস্তু মুদিতং স্নতম্ ।  
 দিব্যেন তেজস্না যুক্তং গার্হপত্যমিবাপরম্ ॥ ১২ ॥  
 গঙ্গান্তঃ স্নাপয়ামাস সমাগত্য গিরেন্দ্রদা ।  
 পুষ্পবৃষ্টিস্ত খাজ্জাতা শিশোরূপরি তাপসাঃ ! ॥ ১৩ ॥  
 জাতকর্মাদিকং চক্রে ব্যাসস্তস্য মহাত্মনঃ ।  
 দেবহুন্দুভয়ো নেদুর্ননুতুচ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৪ ॥  
 জগুর্গন্ধর্বপতয়ো মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ ।  
 বিশ্বাবসুর্নারদশ্চ তুস্করুঃ শুকসম্ভবে ॥ ১৫ ॥

সমস্তম্ ॥ ৮ ॥ অরণ্যজঃ । অরণ্যকাষ্ঠজ ইত্যর্থঃ । শম্যা অরণ্যকাষ্ঠজাৎ । যথাধ্বরে ইতি ।  
 তথারং দীপ্তিমানিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

কিমেতদিতি । কামিত্তভাবে কথং পুত্রোৎপত্তিরিতি বিচিন্ত্য চিন্তাকৃৎ শিবস্ত বর-  
 দানাদেতদভবদিতি তর্করামাসেতি শেষঃ ॥ ১০—১২ ॥

খাদাকাশাৎ ॥ ১৩ ॥ (শুকজন্মনি দেবাদেবগোনয়শ্চ সম্ভবো জাতা ইত্যত আহ । দেব-  
 হুন্দুভয় ইতি ॥ ১৪—১৫ ॥ অরণী উত্তরাধরহোমকাষ্ঠজয়ং তদধ্বর্ষণাৎ সম্ভবং সম্ভাতং অযোনিজ-

ব্যাসদেব সহসা তাদৃশ সর্কাজসুন্দর পুত্র সন্দর্শনে বিষ্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রথমত  
 ভাবিলেন, এ আবার কি হইল ? পরে, নিশ্চয় করিলেন যে, ইহা সেই দেবদেব ভগবান্  
 সদাশিবের বরপ্রভাব ভিন্ন অপর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥ এদিকে অরণীগর্ভসম্ভূত সেই তেজো-  
 রাশি শুকদেব জাতমাত্র নিজ প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে মূর্ত্তিমান্ হতাশনের আয় প্রতিভাত  
 হইতে লাগিলেন । তখন, মহর্ষি ব্যাস দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন দ্বিতীয় গার্হপত্য অগ্নিসদৃশ সেই  
 সদানন্দময় কুমারের প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন ॥ ১১—১২ ॥

হে তাপসবৃন্দ ! সেই সময় ভগবতী গঙ্গাদেবী ও হিমালয়গিরি হইতে সেই স্থলে সমা-  
 গত হইয়া বালকের দেহের অভ্যন্তরস্থল (সমস্ত নাড়ী) পর্য্যন্ত নিজ পবিত্র সলিল দ্বারা  
 প্রক্ষালন করিয়া দিলেন ; অমনি আকাশ হইতে সেই শিশুর উপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে  
 লাগিল ॥ ১৩ ॥ অধিক কি বলিব যৎকালে সত্যবতী কুমার মহর্ষি ব্যাস সেই মহাত্মা পুত্রের  
 জাতেষ্ট্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, সেই সময় শুকদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আকাশে দেব-  
 হুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরোবৃন্দ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং নারদ, বিশ্বা-  
 বহু ও তুস্কর প্রভৃতি প্রধান গন্ধর্ব্বনায়কগণ বালকের দর্শন লালসায় তথায় আগমন পূর্ব্বক

তুষ্ণুৰ্মুদিতাঃ সৰ্ব্বে দেবা বিদ্যাধরাস্থথা ।  
 দৃষ্ট্বা ব্যাসহুতং দিব্যমরণীগৰ্ভসম্ভবম্ ॥ ১৬ ॥  
 অন্তরিক্ষাৎ পপাতোৰ্ব্বাঃ দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনঃ শুভম্ ।  
 কমণ্ডলুস্থথা দিব্যঃ শুকস্যার্থে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥  
 সদ্যঃ স বরধে বালো জাতমাত্রোহতিদীপ্তিমান্ ।  
 তস্যোপনয়নং চক্রে ব্যাসো বিদ্যাবিধানবিৎ\* ॥ ১৮ ॥  
 উৎপন্নমাত্রং তং বেদাঃ সরহস্যঃ সংগ্রহাঃ ।  
 উপতস্থূৰ্মহাত্মানং যথাস্য পিতরস্থথা ॥ ১৯ ॥  
 যতো দৃষ্টং শুকীরূপং যুতাচ্যাঃ সম্ভবে তদা ।  
 শুকেতি নাম পুত্রস্য চকার মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ২০ ॥  
 বৃহস্পতিমুপাধ্যায়ং কুত্বা ব্যাসহুতস্তুদা ।  
 ত্রতানি ব্রহ্মচর্য্যস্য চকার বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ২১ ॥

মিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ শুকশ্রাবালব্রহ্মচর্য্যভাবিত্বাৎ আকাশাদেব ব্রহ্মচর্য্যোপকরণানি নিপেতুরিত্যত  
 আহ দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥ উপতস্থূৰ্মনসি ক্ষুরণং প্রাপ্তবল্লিহ্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যুতাচ্যাঃ সম্ভবে তদেতি । যুতাচ্যাঃ শুকীরূপং সম্ভবে শুকোৎপত্তিসময়ে দৃষ্টং যতো  
 যন্মাৎ কারণাৎ । তস্মাদেব তদা তস্মিন্ কালে । শুকেতি সন্ধিরার্থঃ । শুক ইতি নাম  
 চকারেত্যর্থঃ । যহুদ্যেশেন বীর্য্যং পতিতং সা তন্তু মাতেতি শুকী মাতাত্তেতি শুক-  
 নামকরণতাৎপর্য্যম্ ॥ ২০—২১ ॥ (ধৰ্ম্মশাস্ত্রাণীতি । শুকো গুরুকুলেবৃহস্পতি গৃহে স্থিত্বৈতি

আনন্দিতমনে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ সমস্ত দেব ও বিদ্যাধরগণ মহর্ষি  
 ব্যাসের সেই অরণী গৰ্ভ সম্ভূত পুত্র সন্দর্শনে আহলাদে পুলকিত হইয়া স্তুতিপাঠ করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ হে দ্বিজোত্তম মহর্ষিগণ ! সেই সময় শুকদেবের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে  
 পৃথিবীতে দিব্যরূপী দণ্ড, কমণ্ডলু ও সৰ্ব্ব সুখাবহ কৃষ্ণসার মৃগচৰ্ম্ম পতিত হইল ॥ ১৭ ॥  
 এ দিকে সেই বালক শুকদেব জন্মমাত্র প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার আয় তৎকরণাৎ পরিবৰ্দ্ধিত  
 হইলেন ইহা দেখিয়া সৰ্ব্বশাস্ত্র বিধানে অভিজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তাঁহার উপনয়ন প্রদান করিলেন ।  
 হে মহর্ষিগণ ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত সংগ্রহ ও রহস্ত সমেত চতুস্পাদ বেদ  
 সকল যেমন মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রতিনিয়ত আয়ত্তীকৃত রহিয়াছে সেইরূপ তাঁহার  
 সেই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারও উপাসনার প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ তাঁহার অন্তরে  
 ক্ষুণ্ণি পাইতে লাগিল ॥ ১৮—১৯ ॥

হে মুনিসত্তমগণ ! ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্রের জন্মকালে স্বর্গবেশে যুতাচীর মূর্তি শুক  
 পক্ষিণীর মত দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামও শুকদেব রাখিলেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর



সোহধীত্য নিখিলান্ বেদান্ সরহস্যান্ সমংগ্রহান্ ।

ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বাণি কৃত্বা গুরুকূলে শুকঃ ॥ ২২ ॥

গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবর্ত্তো মুনিসুতা ।

আজগাম পিতুঃ পার্শ্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চ চ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেম্ণোখায় সসম্ভ্রমঃ ।

আলিলিঙ্গ মুহূর্ত্তাং মুক্ধি তশ্চ চকার হ ॥ ২৪ ॥

পপ্রচ্ছ কুশলং ব্যাসস্তথা চাধ্যয়নং শুচিঃ ।

আশ্বাস্ত্র স্থাপয়ামাস শুকং তত্রাশ্রমে শুভে ॥ ২৫ ॥

দারকর্ম্ম ততো ব্যাসঃ শুকশ্চ পর্য্যচিস্তয়ৎ ।

কণ্ঠাং মুনিসুতাং কাস্তামপৃচ্ছদতিবেগবান্ ॥ ২৬ ॥

শুকং প্রাহ স্ততং ব্যাসো বেদোহধীতস্তয়াহনঘ ! ।

ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বাণি কুরু ভার্য্যাং মহামতে ! ॥ ২৭ ॥

শেষঃ । সর্বাণি ধর্মশাস্ত্রাণি কৃত্বা অধীত্য ইত্যর্থঃ । পিতুঃ সমীপে আগতবানিতি পর-  
শ্লোকেনাবয়ঃ ॥ ২২—২৩ ॥) ভ্রাণং মুক্ধীতি । মন্তকাবভ্রাণং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ আশ্বা-  
শ্রুতি । পুত্রাধ্যয়নং প্রভৃতি সম্যক্ ভয়াহধ্যয়নং কৃতমিত্যাশ্বাস্ত্রোক্ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ ( দারকর্ম্ম  
ভার্য্যাগ্রহণম্ ॥ ২৬ ॥ মহামতে ইতি সম্বোধনেন শুকশ্চ কর্তব্যাকর্তব্যতানিচারণশক্তিঃ

শুকদেব সুরগুরু বৃহস্পতিকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়া যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ত্রতের অনুষ্ঠানে  
প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ এইরূপে মেধাশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা শুক ব্রহ্মচর্য্য ত্রতানুষ্ঠায়ী  
হইয়া গুরুকূলে থাকিয়া সমস্ত রহস্যগণ সমন্বিত সাক্ষ বেদ চতুষ্টয়, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি  
উপবেদ ও সমস্ত ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নানন্তর গুরু দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক পিতা কৃষ্ণ-  
দ্বৈপায়নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২—২৩ ॥ মহর্ষি ব্যাস শুকদেবকে নিকটে  
উপস্থিত দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহা-  
ধিক্য বশতঃ বারংবার মন্তকের আভ্রাণ লইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ পরে, ব্যাসদেব অতি  
সরলভাবে শুকদেবের শারীরিক ও অধ্যয়নাদি বিষয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,  
( এবং সকল বিষয়েই পুত্রকে সম্পূর্ণ কৃতী দেখিয়া ) আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সেই সর্ব্ব মঙ্গল-  
ময় আশ্রমে অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর, ভগবান্ ব্যাসদেব শুকদেবের দারপরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ;  
পরম কমনীয় মূর্ত্তি হইবে অথচ মুনিকুমারী হয় একরূপ অনুচ্চ কণ্ঠা পাইবার নিমিত্ত তিনি  
অতিশয় ব্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে কহিলেন, বৎস !  
সাক্ষবেদ ও ধর্ম শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া তোমার সমস্ত মনোমালিন্য দূর হইয়াছে তৎ  
এক্ষণে দারপরিগ্রহ কর । হে পুত্র ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অতএব তোমাকে অধিক

গার্হস্থ্যঞ্চ সমাসাদ্য যজ্জ দেবান্ পিতৃনথ ।

ঋণাশোচয় মাং পুত্র ! প্রাপ্য দারান্মনোরমান্ ॥ ২৮ ॥

অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ ।

তস্মাৎ পুত্র ! মহাভাগ ! কুরুষ্বাদ্য গৃহাশ্রমম্ ॥ ২৯ ॥

কৃত্বা গৃহাশ্রমং পুত্র ! স্তুখিনং কুরু মাং শুক ! ।

আশা মে মহতী পুত্র ! পূরয়স্ব মহামতে ! ॥ ৩০ ॥

তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং প্রাপ্তোহসি ত্বমযোনিজঃ ।

দেবরূপী মহাপ্রাজ্ঞ ! পাহি মাং পিতরং শুক ! ॥ ৩১ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি বাদিনমভ্যাসে প্রাপ্তঃ\* প্রাহ শুকস্তদা ।

বিরক্তঃ সোহতিরক্তং তং সাক্ষাৎ পিতরমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

স্মৃতিতঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ গার্হস্থ্যশ্রমং প্রশংসয়্যাহ অপুত্রস্যোতি । গৃহাশ্রমং কুরু গৃহস্থধর্ম্যং পালয় দারপরিগ্রহেণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ তবোৎপত্ত্যর্থং ময়া মহান্ ক্লেশঃ কৃতঃ অতো ভবানধুনা সমাশাং নিরাকর্ত্তুং নাইসীতি আহ তপস্তপ্ত্বোতি ॥ ৩১ ॥ )

আর কি বলিব কোন মনোরমা কামিনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ পূর্বক গৃহস্থ ধর্ম্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেব ও পিতৃ লোকের অর্চনা কর । ফল কথা এই যে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঋণত্রয় হইতে আমাকে মুক্ত কর ॥ ২৬—২৮ ॥ বৎস ! পুত্রবিহীন মানবের সঙ্গতি নাই ; আর স্বর্গত কোন ক্রমেই হইবে না । ফলত অশেষপ্রকার দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে ; অতএব হে মহাত্মন ! তুমি সকল আশ্রমের সার স্বরূপ গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ কর । বৎস শুক ! তুমি অসামান্য মনোবীজ্যক্তি সম্পন্ন ; সুতরাং তোমাকে অধিক আর কি বুঝাইব আমি তোমার প্রতি অনেক দূর আশা করিয়া রহিয়াছি ; এক্ষণে তুমি আমার সেই সমস্ত আশা পূরণ কর । দেখ, শুক ! আমি ঘোরতর তপস্তা করিয়া সেই ভগবান্ বৃষভধ্বজের প্রসাদেই তোমা হেন দেবরূপী অযোনিসমুত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ; রে বৎস ! তুমি কেবল তাঁহারই প্রভাবে এতাদৃশ সূমহৎ প্রজ্ঞাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছ, অতএব, তোমাকে অধিক আর কি বলিব-তুমি আমার এই আদেশটি পালন করিয়া এ বিষয়ে আমার রক্ষা কর ॥ ২৯—৩১ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! মহর্ষি বেদব্যাস পুত্র শুকদেবকে নিকটে বসাইয়া এই প্রকার গৃহস্থ ধর্ম্যে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে ; সেই বিষয়ভোগ-বিরাগী মহাত্মা শুক নিজ পিতাকে অত্যন্ত সংসারাসক্ত দেখিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারেই কহিলেন, পিতঃ ! আপনি ঘোরতর তপঃপ্রভাবে এতাদৃশী মহতী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, স্বদ্বারা আপনি বেদ সমস্তকেও বিভাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; সুতরাং ধর্ম্যতত্ত্ব বিষয়ে

শুক উবাচ ।

কিং ত্বং বদসি ধর্মজ্ঞ ! বেদব্যাস ! মহামতে ! ।

তত্ত্বেন শাধি শিষ্যং মাং ত্বদাজ্ঞাং করবাণ্যনম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ত্বদর্থে যত্নপশুপ্তং ময়া পুত্র ! শতং সমাঃ ।

প্রাপ্তস্বং চাতিদুঃখেন শিবস্তারাদধনেন চ ॥ ৩৪ ॥

দদামি তব বিত্তস্তু প্রার্থয়িত্বাহং ভূপতিম্ ।

সুখং ভুংক্ষু মহাপ্রাজ্ঞ ! প্রাপ্য যৌবনমুক্তমম্ ॥ ৩৫ ॥

শুক উবাচ ।

কিং সুখং মানুষে লোকে ব্রুহি তাত ! নিরাময়ম্ ।

দুঃখবিদ্ধং সুখং প্রাজ্ঞা ন বদন্তি সুখং কিল ॥ ৩৬ ॥

অভ্যাসে সমীপে ॥ ৩২ ॥ তত্ত্বেন পরমার্থদৃষ্টোত্যর্থঃ । পূর্বোক্তং তু ত্বয়া লৌকিক-  
দৃষ্টোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ পরমার্থদৃষ্টোবেদমুক্তমিত্যতিপ্রায়েণ ব্যাস আহ ॥ ৩৪—৩৫ ॥  
নিরাময়ম্ । দুঃখেনাসম্ভিন্নমিত্যর্থঃ । দুঃখবিদ্ধস্তু সুখং নৈব সুখং ভবতীতি পণ্ডিতা বদন্তী-

বোধ হয় আপনার আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট নাই ; আর আমি যখন আপনার  
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন অবশ্যই শিষ্য মধ্যে গণ্য, তাহাতে আর সংশয় কি ?  
পরন্তু আপনি পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে উপদেশ করুন । তাহা হইলে আমি  
পরম আদরের সহিত আপনার আদেশ পালন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥

ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব (পুত্র শুকদেবের এতাদৃশ সংসার বিরাগ জনক বাক্য শ্রবণে) বলিলেন  
রে পুত্রক ! তোমাকে পাইবার নিমিত্ত আমি যে, তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই-  
রূপ নিরন্তর শত বৎসর কাল অশেষ ক্লেশ সহ করিয়া পরম মঙ্গলময় ভগবান্ মহাদেবের  
আরাধনা করায় তবে তোমাকে পাইয়াছি ; বৎস ! তুমি বেদাদি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন  
করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না ; দেখ,  
যৌবন কালই মনুষ্যের বিষয় ভোগের সময়, অতএব তুমিও এরূপ পরম সুখময় যৌবন  
পাইয়া হেলায় নষ্ট করিও না । রে বৎস ! যদি তোমার দরিত্রতা ভয়ে সংসারে বিরাগ  
জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা অন্তঃকরণ হইতে একেবারে দূর করিয়া দেও ; কারণ, আমি  
স্বয়ং কোন নরপতির নিকট হইতে অর্থ যাচঞা করিয়া আনিয়া দিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে  
সংসার সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৪—৩৫ ॥ (শুকদেব এতাবৎ কাল নীরবে থাকিয়া ব্যাস-  
দেবের সংসার প্রবর্তক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, পিতঃ ! প্রজ্ঞাবান্ ঋষিগণ  
সর্বদাই এই কথা বলিয়া থাকেন যে, সংসারে বাহ্য কিছু সুখ আছে তৎসমস্তই অশেষ দুঃখ  
জালজড়িত । ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই মনুষ্যালোক মধ্যে এমন কি নির্মল সুখ আছে



স্ত্রিয়ং কৃত্বা মহাভাগ ! ভবামি তদ্বশানুগঃ ।

সুখং কিং পরতন্ত্রস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥

কদাচিদপি মুচ্যেত লোহকাষ্ঠাদিয়ন্ত্রিতঃ ।

পুত্রদারৈর্নিবন্ধস্ত ন বিমুচ্যেত কহিচিৎ ॥ ৩৮ ॥

বিগ্নুত্রনস্তবো দেহো নারীণাং তন্ময়স্তথা ।

কঃ প্রীতিং তত্র বিপ্রেন্দ্র ! বিবুধঃ কৰ্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অযোনিজোহহং বিপ্রর্ষে ! যোনৌ মে কীদৃশী মতিঃ ॥

ন বাঞ্ছাম্যহমগ্রেহপি যোনাবেব সমুদ্ভবম্ ॥ ৪০ ॥

বিট্‌সুখং কিমু বাঞ্ছামি ত্যক্ত্বাঙ্গসুখমদুতম্ ।

আত্মারামশ্চ ভূয়োহপি ন ভবত্যতিলোলুপঃ\* ॥ ৪১ ॥

তাহা হুঃখবিক্রমিতি ॥ ৩৬ ॥ (গার্হস্থসুখং হুঃখবিক্রমেবেতি স্পষ্টীকৰ্ত্তুমাহ । স্ত্রিয়ং কৃত্বেতি । ন তু তত্র কেবলং মহতামধীনতা কিন্তু নিৰ্ব্বীৰ্য্যস্ত্রিয়া অপি স্বাধীনত্বমস্তুীত্যত আহ স্ত্রীজিত-  
স্তেতি ॥ ৩৭ ॥ কারাগারস্থ্যাপি মুক্তিলাভাশা বিদ্যতে কিন্তু সংসারবন্ধস্ত কদাচিৎনাস্তীতি  
বিশদীকৰ্ত্তুমাহ কদাচিদिति ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানিনঃ কদাপি স্ত্রিয়ং ন প্রশংসন্তি অত আহ বিগ্নু-  
ত্রেতি ॥ ৩৯ ॥ অযোনিজত্বাৎ কদাপি মম যোনিপ্রীতির্নাস্তীত্যত আহ । অযোনিজেতি ॥ ৪০—৪১ ॥)

যাহাকে কোন প্রকার হুঃখের লেশ মাত্রও আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে না ? পিতঃ ! আপনি  
মহাতপঃপ্রভাব সম্পন্ন ; সুতরাং আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা কেবল মূৰ্খতা মাত্র ; তথাপি  
যাহা বলিতেছি একবার বিচার করিয়া দেখুন । আমি আপনার আদেশ মত দারপরিগ্রহ  
করিলেই অগত্যা তাহার বশীভূত হইতে হইবে, তাহা হইলে বলুন দেখি, পরাধীন ব্যক্তির  
বিশেষত ইন্দ্రిয়পরায়ণ জৈৱণ পুরুষের কি প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতে পারে ? ॥ ৩৬—৩৭ ॥  
মহুষ্য কাষ্ঠ বা লৌহাদি নির্মিত কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়াও বরং কখন কোন প্রকারে মুক্তি  
লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু, স্ত্রী পুত্রাদি রূপ নিগড় নিবন্ধ ব্যক্তি, এ শরীরে আর কদাপিও মুক্ত  
হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥ অপরাপর প্রাণীদিগের দেহও যেমন পুরীষ মূত্রময় দেহ হইতে  
সমুৎপন্ন রমণীগণেরও সেইরূপ । পিতঃ ! আপনি ত সমস্ত বেদ বিভাগ করিয়া বেদজ্ঞ-  
দিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, ভাল বলুন দেখি, যে ব্যক্তি ইহ সংসারে মায়া নিদ্রা  
হইতে প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হইয়াছে তাদৃশ কোন্ পুরুষ সেই অমেধ্য বিষ্ঠামূত্রময় মহিলা  
শরীরে প্রীতি করিতে অভিলাষী হয় ? পিতঃ ! আপনি সমস্ত বেদে সৰ্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞতা  
লাভ করিয়াও কি ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আমি যখন অযোনি সত্ত্বত, তখন  
যোনিতে আমার কিরূপ প্রবৃত্তি ? কেবল এইবার নহে ইহার পূৰ্ব্বে জন্মেও আমি কখনই  
যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি নাই ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিশেষত আমি অনিৰ্ব্বচনীয়  
পরমাত্ম-জনিত সুখ বিসৰ্জন দিয়া কি বিষ্ঠা ভোগ সুখের অভিলাষ করিব ? পুনশ্চ ইহাও

\* আত্মারামশ্চ যুনয়ো ন ভবত্যতিলোলুপাঃ । ইতি বা পাঠঃ ।

প্রথমং পঠিতা বেদা ময়া বিস্তারিতাশ্চ তে ।

হিংসাময়াস্তে পঠিতাঃ কৰ্ম্মমার্গপ্রবর্তকাঃ ॥ ৪২ ॥

বৃষ্পতিগুরুঃ প্রাপ্তঃ সোহপি মমো গৃহার্ণবে ।

অবিদ্যাগ্রস্তহৃদয়ঃ কথং তারয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৪৩ ॥

রোগগ্রস্তো যথা বৈদ্যঃ পররোগচিকিৎসকঃ ।

তথা গুরুমুক্কোশ্মে গৃহস্থোহয়ং বিড়ম্বনা ॥ ৪৪ ॥

কৃহা প্রণামং গুরবে ত্বংসমীপমুপাগতঃ ।

ত্ৰাহি মাং তত্ত্ববোধেন ভীতং সংসারসৰ্পতঃ ॥ ৪৫ ॥

সংসারেহশ্মিন্মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ ।

ন চ বিশ্রমণং কাপি সূর্য্যশ্চৈব দিবানিশি ॥ ৪৬ ॥

কিং সুখং তাত ! সংসারে নিজতত্ত্ববিচারণাৎ ।

মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিস্তু বিট্‌সু কীটসুখং যথা ॥ ৪৭ ॥

বিস্তারিতা বিচারিতা ইত্যর্থঃ । তত্রাপি ন শাস্তির্গচ্ছা তেষাং হিংসাময়ত্বাদিত্যাহ হিংসেতি ॥ ৪২—৪৪ ॥ কুত্বেতি । এতজ্ঞাসাদেব বৃষ্পতিং প্রণম্য জ্ঞানপ্রাপ্ত্যর্থং ত্বংসমীপমুপাগতো-  
হস্মীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ নভচক্রবৎ নক্ষত্রচক্রবদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ নিজতত্ত্ববিচারণাদিতি 'লাব্ধলোপে'  
পঞ্চমী । তং বিহায়েত্যর্থঃ । মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিঃ সংসারে ত্বকিঞ্চিংকরীত্যাহ মূঢ়ানানিতি ॥ ৪৭ ॥

স্থির জানিবেন যে, আশ্বারামগণ কখনই নিতান্ত বিষয়লোলুপ হয়েন না ॥ ৪১ ॥ প্রথমত  
বেদাধ্যয়ন করিয়া যখন বিশেষ রূপে তাহাদিগের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলাম, তখন  
বুঝিলাম তাহারা কেবল কৰ্ম্মমার্গপ্রবর্তক হিংসাময় শাস্ত্র মাত্র !! তাহার পর বৃষ্পতির  
নিকট যাইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দেখিলাম, তিনিও যোরতর অবিদ্যাগ্রস্ত হৃদয় ;  
সুতরাং তিনি যে নিতান্ত গৃহার্ণবে নিমগ্ন তাহা বলা অত্যাশ্চর্য্য মাত্র ; অতএব তাদৃশ ব্যক্তি  
কি প্রকারে অত্মকে মুক্ত করিতে পারিবে ? ॥ ৪২—৪৩ ॥ যেমন, রোগগ্রস্ত বৈদ্য অত্বে  
রোগের চিকিৎসক হইলে, লোকে যাদৃশ ফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও সংসার পাশ-  
ছিন্ন লালসায় গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে গুরু ধরিলাম । হায় ! কি বিড়ম্বনা !! ॥ ৪৪ ॥ পিতঃ ! আমি  
এই জগত্‌ই তাদৃশ গুরুকে প্রণাম করিয়া আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিলাম ; বস্তুতঃ  
আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ; তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ সংসার-  
সৰ্পগ্রাস হইতে রক্ষা করুন !! ॥ ৪৫ ॥ যেমন, সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতিষ্ক  
নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে সেইরূপ এই সমস্ত জীব নিকরও অবিশ্রান্ত গতিতে এই  
সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কখনই আর শান্তি সুখানুভবে সমর্থ হইতেছে না ॥ ৪৬ ॥  
পিতঃ ! ইহ সংসারে আমার স্বরূপ বিচার অপেক্ষা প্রকৃত সুখ আর কি আছে ?  
পরন্তু, বিষ্ঠাভোজী কীটের যেমন বিষ্ঠাতেই পরম সুখ ; সেইরূপ, অবিদ্যাবিমুচ্চেতা-  
দিগের যে, কেবল বিষয়ভোগেই সুখোদয় হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করি ॥ ৪৭ ॥ বেদাদি-

অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি সংসারে রাগিণশ্চ যে ।

তেভ্যঃ পরো ন মূৰ্খোহস্তি সধৰ্ম্মাঃ শ্বাশ্বশুকরৈঃ ॥ ৪৮ ॥

মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য বেদশাস্ত্রাণ্যধীত্য চ ।

বধ্যতে যদি সংসারে কো বিমুচ্যেত মানবঃ ॥ ৪৯ ॥

নাতঃ পরতরং লোকে কচিদাশ্চর্য্যমদ্রুতম্ ।

পুত্রদারগৃহাসক্তঃ পণ্ডিতঃ পরিগীয়তে ॥ ৫০ ॥

ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরো মায়াগুণৈস্তিভিঃ ।

ন বিদ্বান্ স চ মেধাবী শাস্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ ॥ ৫১ ॥

কিং বৃথাহধ্যয়নেনাত্ৰ দৃঢ়বন্ধকরেণ চ ।

পঠিতব্যং তদেবাশু মোচয়েদ্রুববন্ধনাং ॥ ৫২ ॥

গৃহ্নাতি পুরুষং যস্মাদ্গৃহন্তেন প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

ক স্মৃথং বন্ধনাগারে তেন ভীতোহস্ম্যহং পিতঃ ॥ ৫৩ ॥

যেহবুধা মন্দমতয়ো বিধিনা মৃষিতাশ্চ যে ।

তে প্রাপ্য মানুষং জন্ম পুনৰ্বন্ধং বিশন্ত্যুত ॥ ৫৪ ॥

সধৰ্ম্মা ইতি । শ্বাশ্বশুকরৈঃ সধৰ্ম্মাঃ সমানধৰ্ম্মবন্ত ইত্যর্থঃ । সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ধৰ্ম্মাদনিচ্-  
কেবলাদিত্যনিজভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ মানুষ্যমিতি । এতাদৃশো যদি বধ্যত তর্হি মোক্ষোচ্ছেদ এব  
শ্রাদ্ধিভি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ তর্হি কঃ পণ্ডিতস্তত্রাহ ন বাধ্যত ইতি । কুটম্ববন্ধনুভবেন গুণ-  
ত্রয়াসবন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ভববন্ধনাদত্র যদিতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গৃহ্নাতিতি । বধ্নাতিত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাহারা সংসারে অমুরাগী হয়, তাহাদিগের একমাত্র কুকুর,  
অশ্ব বা শূকরের স্বভাবের সহিতই উপমা দেওয়া বাইতে পারে ॥ ৪৮ ॥ দুর্লভ মানুষ্যজন্ম  
পাইয়া বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি সংসারনিগড়ে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে,  
কোন মানব আর ইহা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইবে ? ॥ ৪৯ ॥ জ্ঞী, পুত্র ও গৃহাদিতে  
আসক্ত হইয়াও যদি পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হইতে পারেন, তবে ইহা অপেক্ষা অনি-  
র্কচনীর আশ্চর্য্যের বিষয় এই ত্রিলোকীমধ্যে আর কিছু আছে কিনা তাহা বলিতে  
পারি না ॥ ৫০ ॥ ফলত সংসারে আসিয়া যিনি মায়ায় গুণত্রে আবদ্ধ হন না, তিনিই  
বিদ্বান্ মেধাবী এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাস্ত্রসকলের পরপারে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ  
শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম তিনিই পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৫১ ॥ তাহা না হইলে দৃঢ়তর  
সংসারবন্ধনকর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আর কি ফল হইবে ? অতএব, যে শাস্ত্র অচিরাৎ  
ভববন্ধন হইতে মুক্তিদানে সমর্থ, তাহাই অধ্যয়ন করা কর্তব্য ॥ ৫২ ॥

পিতঃ ! জীবকে বলপূর্ব্বক আনিয়া গৃহকারায় বদ্ধ করে বলিয়াই গৃহ নামে কথিত  
হইয়াছে ; অতএব বন্ধনাগারে আবার স্মৃথ কোথায় ? আমি সেই জন্তই অত্যন্ত ভীত



বাস উবাচ ।

ন গৃহং বন্ধনাগারঃ বন্ধনে ন চ কারণম্ ।

মনসা যো বিনিমুক্তো গৃহস্থোহপি বিমুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

শ্রায়াগতধনঃ কুর্বনু বেদোক্তং বিধিবৎ ক্রমাৎ ।

গৃহস্থোহপি বিমুচ্যেত শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বাণপ্রস্থো ব্রতস্থিতঃ ।

গৃহস্থং সমুপাসন্তে মধ্যাহ্নাতিক্রমে সদা ॥ ৫৭ ॥

শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন বাচা সূনৃতয়া তথা ।

উপকুর্বন্তি ধর্মস্থা গৃহাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ৫৮ ॥

গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্মো ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ ।

বশিষ্ঠাদিভিরাচার্যৈর্জ্ঞানিভিঃ সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫৯ ॥

বাসন্ত কুটুবে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো দার্শনিকান্বিতাদিত্যাदि চান্নোগ্যাশ্রিতমমুশ্রুত্যা গৃহস্থাশ্রমং শ্রেষ্ঠত্বেন কথয়তি । ন গৃহং বন্ধনাগারমিতি । নহি জড়ং গৃহং পুরুষং বদ্যতি ন চাত্তদ্বন্ধনে কারণমস্তি কিন্তু মনস আসক্তিমাত্রং কাষণং তাং বিহায় সংসারং কুর্বাণো মুচ্যত এবোত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥ ব্রহ্মচারীতি । গৃহস্থাশ্রমে বসন্তেভ্যো ভৈক্ষ্যং দত্ত্বা তৎপুণ্য-ভাগা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ উপকুর্বন্তীতি । পুণ্যাদিদানেনোপাসনং ॥ ৫৮ ॥ ( যদা বশিষ্ঠাদয়ঃ সপ্তর্ষয়ো বিশ্ববিশ্রুতা মহান্তস্তত্ত্বজ্ঞাঃ সর্বলোকোপদেষ্টারোহপি গার্হস্থধর্মমাশ্রিতবন্তঃ । তদা গৃহাশ্রমধর্ম্যাং কোহপি শ্রেষ্ঠতমোধর্মো নেহ দৃশ্যতে ইতি প্রদর্শয়ন্তাহ গৃহাশ্রমাদিতি ॥ ৫৯ ॥

হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥ যে সকল দুর্মান্তিজীবের মানানিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই, বাহারা বিধাতৃকর্তৃক নিতান্ত প্রবঞ্চিত ; কেবল সেই দুর্ভাগ্যগণই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও মূর্ত্তিমান্ কারাগৃহরূপ এই গৃহকূপে পুনরায় প্রবিষ্ট হয় ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদবাস (পুত্র শুকদেবের এতাবৎ বৈরাগ্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, বৎস ! এই গৃহস্থাশ্রম কারাবন্ধন নহে এবং ইহা বন্ধনের প্রতি কারণও নহে ; ফলত যিনি অন্তরে সমস্ত অবিদ্যা বাসনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন তিনি গৃহে থাকিয়াও মুক্ত হইতে পারেন ॥ ৫৫ ॥ রে বৎস ! সত্যবাদী শ্রদ্ধাবান্ পবিত্রাত্মা মানব ন্যায়ানুসারে ধনা-র্জনপূর্ব্বক যথাবিহিত বেদোক্ত ক্রিয়াসকলের ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভে সমর্থ হয় ॥ ৫৬ ॥ বিশেষত ব্রহ্মচারী, যতি বা বাণপ্রস্থ অথবা যে কোন প্রকার নিয়মাব-লম্বীই হউক না কেন সকলেই মধ্যাহ্নকালের পর ভিক্ষার নিগিত গৃহস্থের দ্বারেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ সেই সময়, ধর্মনিষ্ঠ গৃহাশ্রমবাসীরা শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের উপকার করিয়া থাকেন । অতএব বৎস ! গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা পরম ধর্ম কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই ; এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই ধর্মই সমাশ্রয় করিয়াছেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ বৎস শুক ! তুগি ত ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে

কিমসাধ্যং মহাভাগ ! বেদোক্তানি চ কুর্ষতঃ ।

স্বর্গং মোক্ষঞ্চ সঙ্জ্ঞম্ যদ্যদ্বাঙ্কুরিত তদুবেৎ ॥ ৬০ ॥

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ।

তস্মাদগ্নিং সমাধায় কুরু কৰ্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৬১ ॥

দেবান্ পিতৃন্মনুষ্যাংশ্চ সন্তপ্য বিধিবৎ স্তুত ! ।

পুত্রমুৎপাদ্য ধর্মজ্ঞ ! সংযোজ্য চ গৃহাশ্রমে ॥ ৬২ ॥

ত্যাক্ত্বা গৃহং বনং গচ্ছ কৰ্ত্তাহসি ত্রতমুত্তমম্ ।

বানপ্রস্থশ্রমং কৃত্বা সন্ন্যাসঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥

ইন্দ্রিয়ানি মহাভাগ ! মাদকানি স্থনিশ্চিতম্ ।

অদারশ্চ দূরন্তানি পঠৈব মনসা সহ ॥ ৬৪ ॥

সম্ব্রীকো ধর্মমাচরেদিতি শ্রুতিমনুস্মারয়নুপদিশতি ভগবান্ বেদব্যাসঃ । মহাভাগ ! ইতি তু প্রাক্তনাভ্যাসবশাৎ সহসা বাল্যাবস্থায়ামেবেদশতত্ববোধোদয়াচ্ছুকশ্রাণিমাটৈদ্যশ্বর্য্যবত্ব-  
সূচকসম্বোধনমিত্যবধেয়ম্ । কা কথাহন্তেষাং ফলসুখানাং যথাবিধি বেদোক্তকৰ্ম্মাণি কুর্ষ্যগন্ত  
গৃহস্থশ্রমোক্ষাদিসুখমপি করতলস্থমিতি দর্শয়ন্নাহ কিমসাধ্যমিতি ॥ ৬০ ॥ পরস্তাশরীরপাতাৎ  
ন কেবলং গার্হস্থমেবানুষ্ঠেয়ং পঞ্চাশদুর্দ্ধে বানপ্রস্থসন্ন্যাসাদিকোহপি ধর্মোহবশ্যশ্রয়ণীয় ইত্যুপ-  
দিশন্নাহ আশ্রমাদাশ্রমমিতি ॥ ৬১ ॥ দেবানিত্যারভ্যাদারশ্চোতি পর্য্যস্তমুপদিশন্ শুকঃ দারান্  
গ্রাহয়িতুং যততে কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ । হে পুত্র ! দেবান্ যজ্ঞাদিনা পিতৃন্ শ্রাদ্ধতর্পণাদিভি-  
র্মনুষ্যান্ ঋষীন্ স্বাধ্যায়াদিভিস্তথাহত্যানপি প্রাণিনঃ অনুপানাдиभिः সন্তপয়ন্ । ফলত এতানি

জগতের সমস্ত কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিয়াছ, সূতরাং তোমাকে আর অধিক  
বলিতে হইবে না, দেখ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বেদোক্ত কৰ্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে,  
তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে অর্থাৎ স্বর্গ বা মহৎ কুলে জন্ম এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও  
যাহা কিছু অভিলাষ করে সে সমস্ত মনোরথই সিদ্ধ হয় ॥ ৬০ ॥ পরন্তু, যাবজ্জীবনই যে  
একাত্মমেই কালাতিবাহিত করিতে হইবে এরূপ নিয়ম নহে ; ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ  
এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ একাত্মম হইতে আশ্রমান্তর অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য  
পরে গার্হস্থ্য তাহার পর বাণপ্রস্থ, সর্বশেষে সন্ন্যাস ; ফলত ক্রমান্বয়ে আশ্রমচতুষ্টয় গ্রহণ  
করিবে । অতএব, তুমিও অগ্নি সমাধানপূর্ব্বক আলস্য পরিহার করিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত  
হও ॥ ৬১ ॥ রে পুত্রক ! তুমি বেদাধ্যয়নদ্বারা সমস্ত ধর্মই অবগত হইয়াছ, অতএব  
তোমাকে অধিক আর কি উপদেশ করিব, এক্ষণে তুমি গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যথা-  
বিহিত দেবতা, পিতৃ এবং মনুষ্যাদিগের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক পুত্র উৎপাদন করিয়া কিয়ৎ-  
কাল গার্হস্থ্য স্তব্ধের অনুভব কর । পরে বার্কক্য অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক  
অরণ্যে যাইয়া উৎকৃষ্ট বাণপ্রস্থ ধর্মের নিয়ম সকল পালন করিয়া পরে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ  
করিবে ॥ ৬২—৬৩ ॥ বৎস ! ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাহারা ভার্য্যাগ্রহণ না করে

তস্মাদ্দারান্ প্রকুব্বীত তজ্জয়ায় মহামতে ! ।  
 বার্ককে তপ আতিষ্ঠেদিতি শাস্ত্রোদিতং বচঃ ॥ ৬৫ ॥  
 বিশ্বামিত্রো মহাভাগ ! তপঃ কৃত্বাহতিদুশ্চরম্ ।  
 ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥  
 মোহিতশ্চ মহাতেজা বনে মেনকয়া স্থিতঃ ।  
 শকুন্তলা সমুৎপন্না পুত্রী তদ্বীৰ্য্যজা শুভা ॥ ৬৭ ॥  
 দৃষ্ট্বা দাশমুতাং কালীং পিতা মম পরাশরঃ ।  
 কামবাণাদ্দিতঃ কন্যাং তাং জগ্ৰাহোড়ুপে স্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥  
 ব্রহ্মাপি স্বমুতাং দৃষ্ট্বা পঞ্চবাণপ্রপীড়িতঃ ।  
 ধাবমানশ্চ রুদ্রেণ মুচ্ছিতশ্চ নিবারিতঃ ॥ ৬৯ ॥

লৌকিকবৈদিককর্মাণি সমাধায় বানপ্রস্থতৈক্যাধর্মাদিকং কৰ্ত্তা চরিত্যসীতি যাবৎ ॥৬২—৬৩॥  
 দারপরিগ্রহং বিনা ন কেনাপীহ হৃদান্তেন্দ্রিয়ানি সংস্কৃতং শক্যন্তে বস্তৃতন্তানি অভুক্তভোগানাং  
 চতুর্থাশ্রমিণাং উন্মাদকরণ্যেব ভবন্তীত্যাহ ইন্দ্রিয়ানীতি ॥৬৪—৬৫॥ ইদানীং স্বকীয়োপদিষ্ট-  
 বাক্যসমর্থনায় দুশ্চরং তপস্ততো বিশ্বামিত্রস্তাপি মেনকারূপিণা বিঘ্নেন তপোবাহতিরাসী-  
 দিতি ঐতিহাসিকপ্রবৃত্ত্যুদাহরণেনোপসংহরম্মাহ বিশ্বামিত্র ইতি ॥ ৬৬—৬৭ ॥ ন তু কেবলং  
 বিশ্বামিত্রঃ অপিতু মম পিতা তপস্বিবর্য্যঃ পরাশরোহপি বিমুগ্ধ আসীদিত্যাহ দৃষ্টেতি ।  
 দাশমু ধীবরমু মুতাং কন্যাম্ । কালীং সত্যবতীম্ ॥ ৬৮ ॥ কাকথাশ্চেবাং স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা

তাহাদিগের পক্ষে এই ছরস্ত্র মন এবং উহার অধীন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অত্যন্ত উন্মাদকর হইয়া  
 উঠে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥ বৎস ! তুমি অসৌম্য মনীষাশক্তিসম্পন্ন ! আমি যাহা বলিলাম,  
 বোধ হয় অবশ্যই ধারণা করিতে পারিয়াছ; শাস্ত্রে এইজন্তই দৃঢ় নির্বন্ধতাসহকারে উপ-  
 দিষ্ট হইয়াছে যে, হৃদান্ত মন এবং তৎপরতন্ত্র প্রমাণি ইন্দ্রিয়গণের জয়ের নিমিত্ত অবশ্যই  
 দারপরিগ্রহ করিবে; তাহার পর, বরসের তৃতীয় ভাগে তপোহুষ্ঠানে নিরত হইবে ॥ ৬৫ ॥  
 হে মহাভাগ বৎস শুক ! দেখ, মহাতেজা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়সকল সংবমনপূর্ব্বক  
 নিরাহারে তিন সহস্র বৎসর ছকর তপশ্চর্যা করিয়া পরিশেষে স্বর্বেণ্য মেনকার প্রেমে  
 মোহিত হইয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন; সেই সময় সেই অরণ্যমধ্যেই তাঁহার  
 গুহ্যে পরমসুন্দরী শকুন্তলা নামে একটি কন্যা উৎপন্ন হয় ॥ ৬৬—৬৭ ॥ অধিক কি বলিব,  
 আমার পিতা তপস্তেজা ব্রহ্মর্ষি পরাশর দাশকন্যা কালীকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে প্রপীড়িত  
 হইয়া সেই যমুনামধ্যস্থ নৌকাতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ অতঃপর কথা দূরে থাকুক  
 স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা নিজ কন্যাকে দেখিয়া পঞ্চশরশরে সংবিদ্ধ হওত পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া-  
 ছিলেন পরে ক্রোধজ্বলিত রুদ্রদেব কর্ত্তক একটি মস্তক ছিন্ন হওয়ার তাহাতে ক্ষান্ত  
 হইলেন ॥ ৬৯ ॥ রে বৎস ! তুমি আমার সর্ব্ব কল্যাণময় পুত্র ! অতএব, আমার এই হিতকর



তস্মাদ্ভ্যমপি কল্যাণ ! কুরু মে বচনং হিতম্ ।

কুলজাং কণ্ঠকাং বৃদ্ধা বেদমার্গং সমাশ্রয় ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
শুকোৎপত্তির্নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পিতামহোহপি স্বমুতাবলোকনে বিমুক্তো জাত ইত্যাহ ব্রহ্মেতি ॥ ৬৯ ॥) এতদগ্রহস্তবাস্তব-  
তাৎপর্যন্ত জ্ঞানাধিকারপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্তঃ কৰ্ম্মমার্গো ত্ৰিকামতয়াশ্রয়িতব্য ইতি ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

বাক্যটি রক্ষা কর, কোন সংকুলসম্বৃত ঋষিকণ্ঠকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়ানু-  
ষ্ঠান পথ সমাশ্রয় কর ॥ ৭০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে শুকোৎপত্তি ও গৃহস্থকর্তব্যতাবিষয়ক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

নাহং গৃহং করিষ্যামি দুঃখদং সৰ্বদা পিতঃ !\* ।  
বাণুরাসদৃশং নিত্যং বন্ধনং সৰ্বদেহিনাম্ ॥ ১ ॥  
ধনচিন্তাতুরাণাং হি ক স্খং তাত ! দৃশ্যতে ।  
স্বজনৈঃ খলু পীড়্যন্তে নির্ধনা লোলুপা জনাঃ ॥ ২ ॥  
ইন্দ্রোহপি ন স্খী তাদৃগ্‌যাদৃশো ভিক্ষুর্নিম্প্রহঃ ।  
কোহন্যঃ স্যাদিহ সংসারে ত্রিলোকীবিভবে সতি ॥ ৩ ॥  
তপন্তং তাপসং দৃষ্ট্বা মঘবা দুঃখিতো ভবন্ত ।  
বিদ্বান্‌ বহুবিধানশ্চ কৰোতি চ দিবম্পতিঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তষষ্টিশ্লোকবর্ধ্যঃ শুকবৈরাগ্যমুচ্যতে ।

শ্রীদেব্যাচোপদেশশ্চ হরয়ে কৃত উচ্যতে ॥

পিতুর্বাচ্যঃ শ্রুত্বা শুক উবাচ নাহমিতি । গৃহং জায়াসবন্ধং গৃহস্থাশ্রমং বা বাণুরা  
মৃগবন্ধিনী রজ্জুস্তৎসদৃশং বন্ধকম্ ॥ ১—২ ॥ ত্রিলোকীবিভবে সতি ইন্দ্রোহপি ন স্খী-  
ত্যবয়ঃ ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রদুঃখং কথয়তি তপন্তমিতি । ভবন্তি শত্রুস্তং ব্যাসসম্বোধনম্ ॥ ৪ ॥

পিতঃ ! আমাকে অনর্থকর সংসারে প্রবর্তিত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রবৃত্তি-  
মার্গের উপদেশ প্রদান করিতেছেন তৎসমস্তই নিষ্ফল জানিবেন ; কারণ, আমি বিলক্ষণ  
রূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, রমণীগণ দেহীদিগের কিরাত হস্তস্থ পশু বন্ধনপাশের স্বরূপ  
এবং সৰ্বদাই দুঃখপ্রদ অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের আকর ; অতএব আমি কিছুতেই দারপরিগ্রহ  
করিব না ॥ ১ ॥ এই সংসারমধ্যে যাহারা অবিরত ধনচিন্তায় অভিভূত তাহাদের কি  
কুত্রাপিও প্রকৃতরূপে স্খ দেখিয়াছেন ? ফলত আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, বিষয়-  
লিপ্সু অথচ নির্ধন গৃহস্থ আত্মপরিবার বা কুটুম্বগণ দ্বারা সৰ্বদাই প্রপীড়িত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥  
অপরের কথা দূরে থাকুক এই সংসারমধ্যে এক জন বিষয়বাসনাশূন্য ভিক্ষুক বাদৃশ  
স্বথানুভব করিয়া থাকে, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধেও বোধ হয় সুরপতি ইন্দ্র ও তাদৃশ  
স্বখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারেন না ॥ ৩ ॥ কেন না, দেবরাজ মঘবান্‌ যদি সত্য  
সত্যই স্বখের অধিকারী হইতেন তাহা হইলে, তিনি স্বর্গসিংহাসনের অধীশ্বর হইয়াও  
কি জন্য এক জন তপস্বীকে তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া মহাদুঃখিত হইয়া বহুবিধ বিদ্যাচরণ

ব্রহ্মাহপি ন সুখী বিফুলক্ষ্মীং প্রাপ্য মনোরমাম্ ।  
 খেদং প্রাপ্নোতি সততং সংগ্রামৈরসুরৈঃ সহ ॥ ৫ ॥  
 করোতি বিপুলান্ যজ্ঞান্\* তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ।  
 রমাপতিরপি শ্রীমান্ কশ্যাপ্তি বিপুলং সুখম্ ॥ ৬ ॥  
 শঙ্করোহপি সদা দুঃখী ভবত্যেব চ বেদ্যাহম্ ।  
 তপশ্চর্য্যাং প্রকুর্বাণো দৈত্যযুদ্ধকরঃ সদা\* ॥ ৭ ॥  
 কদাচিন্ন সুখী শেতে ধনবানপি লোলুপঃ ।  
 নির্ধনস্তু কথং তাত ! সুখং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮ ॥  
 জানন্নপি মহাভাগ ! পুত্রং মাং বীর্য্যসম্ভবম্ ।  
 নিয়োক্যসি মহাঘোরে সংসারে দুঃখদে সদা ॥ ৯ ॥  
 • জন্ম দুঃখং জরা দুঃখং দুঃখঞ্চ মরণে তথা ।  
 গর্ভবাসে পুনর্দুঃখং বিষ্ঠামুক্তময়ে পিতঃ ! ॥ ১০ ॥

(স্বয়ং রমায় লক্ষ্ম্যাঃ পতিঃ শ্রীমানপি সর্বেশ্বর্য্যবানপি ইত্যর্থঃ । দৈত্যসমরজ্ঞঃ খেদং ক্লান্তি  
 প্রাপ্নোতীতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ । এবং চেত্তর্হি অপরেষাং দুঃখাবাপ্তৌ কিমু বক্তব্যমিতি কৈমুতিব  
 জ্ঞায়েন সর্বেষামপি দেহধারিণামিত্যেতদ্বদ্যমাহ ব্রহ্মাপীতি ॥ ৫—৮ ॥) জানন্নপীতি । ইৎ  
 জানন্নপি মামোরসং পুত্রং কথমেবনিয়োজয়সীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ (সংসারং দুঃখময়মিতি বিশদী

করিয়া থাকেন ? ॥ ৪ ॥ লোকপিতামহ ব্রহ্মাও সুখী নহেন ; বিষ্ণু মনোরমা লক্ষ্মীকে  
 পাইয়াও নিরন্তর অসুরদিগের যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া অশেষ প্রকার যজ্ঞা ভোগ করিয়া  
 থাকেন ॥ ৫ ॥ পিতঃ ! সর্বেশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং রমাপতিও যখন, শত্রুদমনের জ্ঞা  
 বিব্রত হইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা এবং দুষ্কর তপস্তার অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইয়েন, তখন, অপর  
 কে এমন ব্যক্তি আছে যে সর্ব্বতোভাবে সুখের অধিকারী হইতে পারে ? ॥ ৬ ॥ অধিক  
 আর কি বলিব, লোকে যাহাকে বিশ্বমঙ্গলকর বলিয়া কীর্ত্তন করে সেই দেবাদিদেব বিশ্ব-  
 নাথও যে মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহাও আমি জানি । কারণ, তিনি কখন দৈত্যদিগের সহিত  
 সংগ্রাম কখনও বা ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় নিরত ; ফলত সর্ব্বদা কোন না কোন কশ্যাপ্তর  
 লইয়াই বিব্রত থাকেন ॥ ৭ ॥ পিতঃ ! বিষয়বাসনা থাকিলে, ঐশ্বর্য্যবান্ মহাপুরুষগণও যখন  
 কখন সুখে নিজা যাইতে পারেন না, তখন, নির্ধন মনুষ্য কিরূপে প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ  
 হইবে ? ॥ ৮ ॥ পিতঃ ! আপনি ত অজ্ঞ নহেন বস্তুতঃ মহান্ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এবং জগতের  
 সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও কিজন্য নিজ ঔরসজাত পুত্রকে নিরন্তর ভীষণ দুঃখপ্রদ  
 সংসারসাগরে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন ? ॥ ৯ ॥ দেখুন, প্রথমতঃ জীবের জন্মকালে

\* যজ্ঞান্ ইতি বা পাঠঃ ।

† শঙ্করোহপি সদা দুঃখী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ । পদাহতঃ প্রমদয়া হৃষ্টঃ যাতি বতোমরা ॥  
 ইতি পাঠোহপি দৃশ্যতে ।



তস্মাদতিশয়ং দুঃখং তৃণালোভসমুদ্ভবম্ ।

যাচ্ঞায়াং পরমং দুঃখং মরণাদপি মানদ ! ॥ ১১ ॥

প্রতিগ্রহধনা বিপ্রা ন বুদ্ধিবলজীবনাঃ ।

পরশা পরমং দুঃখং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ১২ ॥

পঠিত্বা সকলান্ বেদান্ শাস্ত্রাণি চ সমস্ততঃ ।

গত্বা চ ধনিনাং কার্য্যা স্তুতিঃ সর্বাঅনা বুধৈঃ ॥ ১৩ ॥

একোদরস্য কা চিন্তা পত্রমূলফলাদিভিঃ ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন সমুচ্চ্য চ প্রপূর্য্যতে ॥ ১৪ ॥

ভার্য্যা পুত্রাস্তথা পৌত্রাঃ কুটুম্বৈ বিপুলে সতি ।

পূরণার্থং মহদুঃখং ক সুখং পিতরমুতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্তুমাহ জন্মেতি । উৎপত্তিঃ স্থিতির্মরণং গর্ভবাসঃ পুনশ্চক্রবর্ত্তপত্যাদিকং দুঃখাদুঃখতর-  
মিতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ যাচ্ঞায়া দুঃখতমত্বং দর্শয়িতুমাহ তস্মাদিতি ॥ ১১ ॥ বিপ্রাস্ত প্রায়শঃ  
পরভাগ্যোপজীবিন ইতি বিশদীকর্তুমাহ প্রতিগ্রহেতি । মরণঞ্চৈতি । অপমান এব মরণং  
প্রতিদিনম্ ॥ ১২—১৩ ॥ বিরক্তস্ত নৈব দুঃখমিত্যাহ একোদরশ্চেতি ॥ ১৪ ॥ (সংসারগুরুস্ত তু ন  
কেবলং নিজদুঃখচিন্তা পরং পরচিন্তয়া এবাতিদুঃখেন কালো নীরতে তাদৃশেন মূঢ়গৃহিণেতিশেষঃ

দুঃখ তাহার পর বার্কিকো জরাজনিত দুঃখ পরে মরণসময়ে দুঃখ পুনর্বার বিষ্ঠামৃত্রময় গর্ভ-  
বাসের সেই অসীম যজ্ঞাগর দুঃখ ; (ফলত এই সকল কথা স্মৃতিপথে উদয় হইলে সর্কশরীর  
ডয়ে লোমাক্ষিত হইতে থাকে) ॥ ১০ ॥ এ সমস্ত অপেক্ষা বোধ হয় বিষয়বাসনা ও লোভ-  
সমুদ্ভূত দুঃখই সমধিক । ভাল, পিতঃ ! আপনি সর্বদাই সকলের মান দান করিয়া  
থাকেন, কেননা আপনি স্বপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ো মানবদিগকে সম্মান করিতে  
উপদেশ করিয়াছেন, তবে বলুন দেখি যাচ্ঞাতে মরণ অপেক্ষাও বিপুল দুঃখরাশি আসিয়া  
উপস্থিত হয় কি না ? ॥ ১১ ॥ হায় ! কি দুর্ভাগ্য, পরপ্রতিগ্রহই দ্বিজগণের জীবনোপায় !!  
সুতরাং তাঁহাদের বল, বুদ্ধি বা জীবন সমস্তই নিফল । কেননা, ইহ সংসারে বোধ হয়,  
পর প্রত্যাশা অপেক্ষা কোনটাই অধিকতর ক্লেশকর নহে ; এমন কি ভাবিয়া দেখিলে উহা  
এক প্রকার প্রতিদিনই মরণস্বরূপ ॥ ১২ ॥ সাক্ষ বেদচতুষ্টয় এবং পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র  
অধ্যয়নপূর্ব্বক পণ্ডিত হইয়া শেষে তাঁহাদিগের কর্তব্য কার্য্য হইল কি না ধনীদিগের নিকট  
যাইয়া একাগ্রচিত্তে স্তুতি পাঠ করা !! ॥ ১৩ ॥ পিতঃ ! একটা উদর পূরণের জন্য কি কোন  
চিন্তা হইতে পারে ? পত্র বা ফলমূলাদি দ্বারা যে কোনও উপায়েই হউক পরম সন্তোষের  
সহিত অনারাসেই তাহার পূরণ করা যাইতে পারে ॥ ১৪ ॥ কিন্তু, ভার্য্যা পুত্র ও পৌত্র  
প্রভৃতি বহু কুটুম্ব থাকিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত কেবল রাশি রাশি দুঃখ-  
ভারই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে আর অনির্কচনীয় সুখের আশা কোথায় ? ॥ ১৫ ॥

যোগশাস্ত্রং বদ মম\* জ্ঞানশাস্ত্রং স্মৃথাকরম্ ।

কৰ্মকাণ্ডেস্থিলে তাত ! ন রমেহং কদাচন ॥ ১৬ ॥

বদ কৰ্মকরোপায়ং প্রারকং সঙ্কিতস্তুথা ।

বর্তমানং যথা নশ্যেৎ ত্রিবিধং কৰ্মমূলজম্ ॥ ১৭ ॥

জলুকেব সদা নারী রুধিরং পিবতীতি বৈ ।

মূৰ্খস্ত ন বিজানাতি মোহিতো ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥ ১৮ ॥

ভোগৈর্বাৰ্য্যং ধনং পূর্ণং মনঃ কুটিলভাবণৈঃ ।

কান্তা হরতি সৰ্বস্বং কঃ স্তেনস্তাদৃশোহপরঃ ॥ ১৯ ॥

নিদ্রাস্থখবিনাশার্থং মূৰ্খস্ত দারসংগ্রহম্ ।

করোতি বঞ্চিতো ধাত্রা হুঃখায় ন স্মৃথায় চ\* ॥ ২০ ॥

সূত উবাচ ।

এবং বিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা ব্যাসঃ শুকস্ত চ ।

সংপ্রাপ মহতীং চিন্তাং কিং করোমীত্যসংশয়ম্ ॥ ২১ ॥

অত আহ ভার্য্যোতি ॥ ১৫—১৬ ॥) প্রারকং সঙ্কিতং বর্তমানঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্মমূলজমবিদ্যাজন্মং যথা নশ্যেদিত্যশ্রয়ঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ ভোগৈর্বাৰ্য্যং হরতি । পূর্ণং ধনং মনশ্চ কুটিলভাবণৈঃ ।

পিতঃ ! আপনি আমার প্রতি রূপা করিয়া সেই সৰ্বস্বথের আধারভূত তত্ত্বজ্ঞান-উৎপাদক শাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রের উপদেশ করুন ! প্রভূত কৰ্মকাণ্ড আড়ম্বরে আমার অন্তঃকরণ কখনই নিরত হইবে না ॥ ১৬ ॥ পিতঃ ! জন্ম ও জরামৃত্যু প্রভৃতি অশেষ যাতনাপ্রদ সঙ্কিত, প্রারক ও বর্তমান এই ত্রিবিধ কৰ্মের মূলভূত বাসনাময়ী অবিদ্যা যাহাতে সমূলে উন্মূলিত হয় সেই কৰ্মকরের উপায় বলুন ॥ ১৭ ॥ আপনি কি জানেন না যে, রমণীগণ জলোকা কীটের স্থায় কেবল নিরন্তর পুরুষদিগের শরীরস্থ শোণিতরাশি শোষণ করিতে থাকে ? মূৰ্খ লোক না জানিয়াই তাহাদিগের হাবভাব ও কটাক্ষপাত প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বিমোহিত হয় ॥ ১৮ ॥ মূঢ় লোক যাহাকে কমনীয় মুক্তি রমণী বলিয়া মনে করে, কিন্তু, সে প্রতিদিনই সন্তোগের দ্বারা স্বামীর বীৰ্য্য এবং কোটিল্যপূর্ণ প্রেমালাপে সমস্ত ধন ও মন প্রভৃতি সৰ্বস্ব হরণ করিয়া লইতেছে ; অতএব, এই সংসারে এরূপ প্রকার প্রধান চোর আর কে আছে ? ॥ ১৯ ॥ পিতঃ ! আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, মূৰ্খ লোক কেবল বিধাতা কর্তৃক প্রতারণিত হইয়াই নিজ নিজ ও স্থখ বিনাশের জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে ; ফলতঃ ইহ সংসারে জীগ্রহণ কেবল ভূয়িষ্ঠ হুঃখরাশি ভোগের জন্যই উহাতে স্মৃথের লেশ-মাত্রও নাই ॥ ২০ ॥

তস্য স্তম্ভবুরশ্রুণি লোচনাদুঃখজানি চ ।

বেপথুশ্চ শরীরেহভৃদগ্নানিং প্রাপ মনস্তথা ॥ ২২ ॥

শোচন্তুং পিতরং দৃষ্ট্বা দীনং শোকপরিপ্লুতম্ ।

উবাচ পিতরং ব্যাসং বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ২৩ ॥

অহো ! মায়াবলকোত্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্ ।

বেদাস্তস্য চ কর্তারং সর্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্ ॥ ২৪ ॥

ন জানে কা চ সা মায়া কিংস্বিৎ সাহতীবহুক্ষরা ।

যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীশ্বতম্ ॥ ২৫ ॥

পুরাণানাঞ্চ বক্তা চ নির্মাতা ভারতস্য চ ।

বিভাগকর্তা বেদানাং সোহপি মোহমুপাগতঃ ॥ ২৬ ॥

স্তেনশ্চোরঃ ॥১৯—২১॥ অশ্রুণি নেত্রজলানি । বেপথুঃ কম্পঃ ॥২২—২৩॥ বেদসম্মিতং বেদবৎ-  
প্রমাণবাক্যম্ ॥ ২৪ ॥ কা চ সেতি । কাপ্যনির্কচনৌয়েত্যর্থঃ । কিংস্বিদিতি বিতর্কে । হুক্ষরা

হৃত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবের এইরূপ সংসার বৈরাগ্যজনক  
বাক্য শ্রবণে গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে আমি করি কি ! পুত্রের  
যে প্রকার বৈরাগ্যের দৃঢ়তা দেখিতেছি, তাহাতে ইহাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবর্তিত করা যে,  
হুঃসাধ্য ব্যাপার সে বিষয়ে আর সংশয় নাই ॥ ২১ ॥ ঋষিগণ ! রহস্যের কথা অধিক  
আর কি বলিব আমার শুকদেব মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের সেই বৈরাগ্যের বিষয় ভাবিতে  
ভাবিতে হুঃখে এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন, যে, সেই সময় তাঁহার লোচনদ্বয় হইতে  
অনর্গল অশ্রুধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল ; বস্তুত তৎকালে তাঁহার অন্তরে এতদূর মানি  
উপস্থিত হইল যে, তিনি কোনক্রমেই আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না ভয়ে  
মুহমুহ তাঁহার দেহষষ্টি কাঁপিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

শুকদেব হুঃখসাগরে ভাসমান পিতা বেদব্যাসকে নিতান্ত দীনভাবে শোক করিতে  
দেখিয়া বিশ্বয়বিস্ফারিত-লোচনে বলিতে লাগিলেন । একি ! ইহ জগতীতলে বাহার  
উপদেশ লোকে বেদবাক্যের জ্ঞায় প্রমাণ করিয়া থাকে, যিনি বেদাস্তদর্শনের প্রণেতা  
সেই সর্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ বেদব্যাসকেও মায়া আসিয়া মোহিত করিল ॥ ২৩—২৪ ॥  
অহো ! মায়ার কি উৎকট প্রভাব !! সেই মায়া যখন ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ সত্যবতীনন্দন  
বেদব্যাসকেও মোহিত করিল, তখন সেই মায়া যে কিরূপ অনির্কচনীয়া তাহা কিছুই  
জানিতে পারিলাম না এবং সেই হুরারাধ্যা মাঝাকে কি উপায়ে যে, স্বাগস্ত করিতে  
পারা যায় তাহা বহু তর্কের দ্বারাও স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ২৫ ॥ অহো কি  
আশ্চর্য্য ! যিনি সমস্ত পুরাণশাস্ত্রের বক্তা যিনি মহাভারতের প্রণেতা অধিক কি বেদ-  
চতুষ্টয়ের বিভাগকর্তা বলিয়া এই বিশ্বসংসারে বিখ্যাত ; তিনিও ঘোরতর মোহজালে নিবদ্ধ



তাং যামি শরণং দেবীং যা মোহয়তি বৈ জগৎ ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীংশ্চ কথাহন্ত্যেবাঞ্চ কীদৃশী ॥ ২৭ ॥  
 কোহপ্যস্তি ত্রিষু লোকেষু যো ন মুহতি মায়ায়া ।  
 যন্মোহং গমিতাঃ পূৰ্বে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥  
 অহো ! বলমহো বীর্যং দেব্যা খলু বিনির্মিতম্ ।  
 মায়্যৈব বশং নীতঃ সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥  
 বিষ্ণুংশসন্তবো ব্যাস ইতি পৌরানিকা জ্ঞাঃ ।  
 সোহপি মোহাৰ্ণবে মগ্নো ভগ্নপোতো বণিগৃয্থা ॥ ৩০ ॥  
 অশ্রুপাতং করোত্যদ্য বিবশঃ প্রাকৃতো যথা ।  
 অহো ! মায়াবলকৈতদুস্ত্যজং পণ্ডিতৈরপি ॥ ৩১ ॥  
 কোহয়ং কোহহং কথঞ্চেহ কীদৃশোহয়ং ভ্রমঃ কিল ।  
 পঞ্চভূতাত্মকে দেহে পিতৃপুত্রোতি বাসনা ॥ ৩২ ॥

ছকরবদ্রসাধোত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ ব্যাসশাস্ত্যর্থং দেবীং প্রার্থয়তি তাং যাদীতি । অন্তৰ্য্যামি-  
 রূপিণীমিত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ ঈশ্বরো বিষ্ণুঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ কোহয়মিতি । অয়ং ব্যাসো মম কঃ ন  
 কোহপি তথাহং শুক এতস্ত কঃ ন কোহপ্যথাপি কীদৃশোহয়ং ভ্রম এতস্ত মম গৃহস্থাপ্রমেণ

হইলেন !! পরন্তু, সেই মায়া যখন, ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরকেও স্বীয় প্রভাবে বিমোহিত করিয়া  
 রাখিয়াছেন, তখন, অস্ত্রের পক্ষে যে কিরূপ ঘটবে তাহা তা'বিলক্ষণই অনুভূত হইতেছে ;  
 অতএব যিনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নাসারন্ধ্রে বিদ্ধ বলীবর্দের স্থায় নিরন্তর স্বেচ্ছামত  
 পরিচালন করিতেছেন, আমি সেই দেবী মহামায়ার শরণাগত হইলাম ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই  
 অপরিমেয়প্রভাবা দেবী মায়া পূৰ্বে যখন, ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরকেও বিমোহিত করিয়াছিলেন,  
 তখন, এই সংসারমধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, সে মায়া বিমোহিত হয় না ? সেই  
 চৈতন্তরূপিণী ভগবতী মায়াশক্তির কি অনির্বচনীয় বলবীৰ্য্যেরই সৃষ্টি করিয়াছেন । কি  
 আশ্চর্য্য ! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, পূৰ্বে সেই সৰ্ব্ব জীবের নিগ্রহাত্মগ্রহ সমর্থ সৰ্ব্বৈশ্বর্য্য  
 শক্তিমান্ সৰ্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণুও মায়ার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; (তবে আর অপরের  
 কথা কি বলিব ) ॥ ২৮—২৯ ॥ তাহার সাক্ষী, পুরাণশাস্ত্রবেত্তা ঋষিরা সকলেই এইরূপ  
 বলিয়া থাকেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস বিষ্ণু অংশে আবির্ভূত ; কিন্তু, তিনিও ভগ্নতরী  
 বণিকের স্থায় ঘোরতর অজ্ঞানজলধিতে নিমগ্ন হইতেছেন ; কি আশ্চর্য্য ! এক্ষণে ইনিও  
 প্রাকৃত মনুষ্যের স্থায় অভিভূত হইয়া অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জন করিতেছেন !! বুঝিলাম,  
 সেই মায়ার অসীমপ্রভাবের নিকট পরম জ্ঞানী পুরুষেরও পরিজ্ঞান নাই ॥ ৩০—৩১ ॥ এই  
 জগদ্বাণে এই এক কি প্রকার আশ্চর্য্যজনক ভ্রান্তি দেখ, উনি কে আর আমি কে তাহার

বলিষ্ঠা খলু মায়েয়ং মায়িনামপি মোহিনী ।

যয়াহ্ভিভূতঃ কৃষ্ণোহপি করোতি রোদনং দ্বিজঃ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

তাং নহা মনসা দেবীং সর্বকারণকারণাম্ ।

জননীং সর্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাস্তথেশ্বরীম্ ॥ ৩৪ ॥

পিতরং প্রাহ দীনং তং শোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ।

অরণীসন্তবো ব্যাসং হেতুমদ্বচনং শুভম্ ॥ ৩৫ ॥

পারশর্য্য ! মহাভাগ ! সর্বেষাং বোধদঃ স্বয়ম্ ।

কিং শোকং কুরুষে স্বামিন্ ! যথাহ্জ্ঞঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥ ৩৬ ॥

অদ্যাং তব পুত্রোহস্মি ন জানে পূৰ্ব্বজন্মনি ।

কোহহং কস্ত্বং মহাভাগ ! বিভ্রমোহয়ং মহাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

কল্যাণং ভবত্বিতি । কথং চেহ পঞ্চভূতায়কে মে দেহে পিতাপুত্র ইত্যেবংরূপা বাসনা  
আশ্চর্য্যমেতদিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৬ ॥ বিভ্রমোহয়ং মহাত্মনীতি । কথংগিতি শেষঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

স্থিরতা নাই, অথচ এই পঞ্চভূতময় দেহপিণ্ডে ইনি পিতা আমি পুত্র এইরূপ নিরর্থক  
বাসনা উপস্থিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ দ্বিজকুলচূড়ামণি ভগবান্ কৃষ্ণদৈবপায়নও যখন মোহে  
অভিভূত হইয়া রোদন করিতেছেন, তখন, জানিলাম যে, এই অনন্ত প্রভাবময়ী মায়া  
মহামায়াবীদিগেরও মোহজননী ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! তদনন্তর অরণীগর্ভসম্মাত মহাত্মা শুকদেব সেই দেবাদিদেব  
ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্ত্রী সর্বদেবজননী সমস্ত কারণকূটের ও কারণীভূতা দেবী মহামায়াকে  
মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই শোকসাগরে ভাসমান দীনভাবাপন্ন পিতা ব্যাসদেবকে  
পরম কল্যাণকর হেতুগর্ভপূর্ণ বাক্য সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥

পিতঃ ! আপনি ঋষিপ্রবর মহাত্মা পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজেও  
অনন্ত তপোরাশিপ্রভাবে অপরাপর ঋষিদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন ; বস্তুত  
আপনি সর্বজীবের নিগ্রহে বা অনুগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রাকৃত মূৰ্খ মনুষ্যের ন্যায় শোক  
করিতেছেন কেন ? ॥ ৩৬ ॥ হে মহাভাগ ! (আমি যাহা বলি একবার বিচার করিয়া দেখুন,)  
এবারে আমি আপনার পুত্র হইয়াছি, কিন্তু ইহার পূৰ্ব্বজন্মে আপনি কে আর আমিই বা  
কে ছিলাম তাহার কিছুই স্থিরতা নাই অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, ইহা কিছুই  
নহে, কেবল সেই কুটস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে অনাদি সংসারবাসনা প্রবাহময়ী  
অবিদ্যাপ্রভাবে জন্ম মৃত্যু বা পিতা পুত্র ও কলত্রাদিরূপ ভ্রান্তির আরোপ মাত্র । পিতঃ !  
আপনি পরম তত্ত্বজ্ঞ সূতরাং আপনাকে প্রবোধিত করিতে যাওয়া কেবল বাচলতামাত্র ।

কুরু ধৈর্য্যং প্রবুধ্যস্ব মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ।

মোহজালমিমং মত্বা মুঞ্চ শোকং মহামতে ! ॥ ৩৮ ॥

ক্ষুধানিবৃতিৰ্ক্যেণ ন পুত্রদর্শনেন হি ।

পিপাসা জলপানেন যাতি নৈবাত্বজেক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥

স্রাগং স্রুথং স্রগন্ধেন কণ্ঠজং শ্রবণেন চ ।

স্ত্রীস্রুথং তু স্ত্রিয়া নুনং পুত্রোহহং কিঙ্করোমি তে ॥ ৪০ ॥

অজীগর্তেন পুত্রোহপি হরিশ্চন্দ্রায় ভূভুজে ।

পশুকামায় যজ্ঞার্থং দত্তো মোল্যেন সর্বথা ॥ ৪১ ॥

সুখানাং সাধনং দ্রব্যং ধনাং স্রুথসমুচ্চয়ঃ ।

ধনমর্জয় লোভশ্চেৎ পুত্রোহহং কিং করোম্যহম্ ॥ ৪২ ॥

পুত্রোহহং কিংকরোগীতি । মমোপযোগঃ ক ইত্যর্থঃ । নমু পিতুঃ পরলোকক্রিয়ার্থং পুত্রো-  
হপেক্ষিত ইতি চেৎ । তদ্বচনস্ত কৰ্ম্মঠশ্রদ্ধাজাড্যাভিপ্রায়কত্বাৎ । অতএব ব্রহ্মচর্যাদেব  
প্রব্রজেদिति সন্ন্যাসো ব্রহ্মচারিণামুক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥ অজীগর্তেন ব্রাহ্মণেনাতএব  
স্বপুত্রো দ্রব্যং গৃহীত্বা হরিশ্চন্দ্রায় পশুর্থং সমর্পিত ইত্যাহ অজীগর্তেনেতি । তস্মাদ্দ্ৰব্যমেব

আপনি আর একরূপ বিষয় হইবেন না ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; অধিক কি বলিব,  
আপনি অবিদ্যা নিদ্রা হইতে জাগরিত হউন ; বাস্তবিক এই সমস্ত মিথ্যা মনঃকলিত  
সংসারকে মোহবাণ্ডুরাময় জানিয়া অশেষ ক্লেশজনক শোককে অন্তঃকরণ হইতে দূর  
করিয়া দিন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ দেখুন, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য না খাইয়া যদি কেবল পুত্রমুখ  
সন্দর্শন করে তাহাতে কি তাহার কখন ক্ষুধা শাস্তি হইতে পারে ? না জল পিপাসু  
জলপান না করিয়া কেবল পুত্রমুখাবলোকনমাত্রে পিপাসা নিবৃতি করিতে পারে ? (বস্তুত  
এস্থলে যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা শাস্তির নিমিত্ত অন্ন এবং জলেরই প্রয়োজন সেইরূপ ভব-  
ক্ষুধাদি নিবারণের নিমিত্ত একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই প্রয়োজনীয় পুত্রকলত্রাদি নহে) ॥ ৩৯ ॥  
আরও দেখুন, এই সংসারে এইরূপ নিয়ম নিবদ্ধ আছে যে একের দ্বারা কদাচ অন্নের  
কর্তব্যকার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না তাহার সাক্ষী, স্রুগন্ধ পাইলেই স্রাগেন্দ্রিয় স্রুথানুভব  
করিয়া থাকে আর মধুরবাক্য বা সঙ্গীতবান্য শুনিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্রুথ ; সেইরূপ রমণী-  
সন্তোগ জন্য স্রুথ স্ত্রীসংযোগেই হইয়া থাকে অপর দ্রব্যে নহে ; অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা কদাচ  
এ সকল স্রুথ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ; অতএব, যদি সংসারের এইরূপ অলঙ্ঘ্য গতি  
নিশ্চিত হইল, তবে পুত্র হইয়া আমি আপনার কি স্রুথের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব ?  
আপনি স্থির জানিবেন ইহ সংসারে নিজের মঙ্গল বা স্রুথের মূল আপনিই পুত্রাদি নহে ।  
এ বিষয়ে আর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, যে সময় মহীপাল হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত  
নরপশু ক্রয় করিবার জন্ত দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন, সুদরিদ্র দ্বিজ অজীগর্ত



মাং প্রবোধয় বুধ্যা স্বং দৈবজ্ঞোহসি মহামতে ! ।  
 যথা মুচ্যেয়মত্যন্তং গর্ভবাসভয়ান্মুনে ! ॥ ৪৩ ॥  
 দুর্লভং মানুষ্যং জন্ম কৰ্ম্মভূমাবিহানঘ ! ।  
 তত্রাপি ব্রাহ্মণত্বং বৈ দুর্লভঞ্চোত্তমে কুলে ॥ ৪৪ ॥  
 বন্ধোহহমিতি মে বুদ্ধির্নাপসর্পতি চিন্ততঃ ।  
 সংসারবাসনাজালে নিবিষ্টা বুদ্ধগামিনী ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যান্তস্ত তদা ব্যাসঃ পুত্রেনামিতবুদ্ধিনা ।  
 প্রত্যাচাচ শুকং শান্তং চতুর্থাশ্রমমানসম্ ॥ ৪৬ ॥

পদং ন পুত্রাদিকমিত্যর্থঃ । ইয়ং কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণাহুতি ॥৪১—৪২॥ দৈবজ্ঞ ইতি ।  
 দবস্ত স্তম্ভত্বাৎ স্তম্ভজ ইত্যর্থঃ ॥৪৩—৪৪॥ বুদ্ধগামিনী বুদ্ধাশ্রয়িণীপীয়াঃ মতিরিত্যর্থঃ ॥৪৫—৪৬॥

প্রভূত অর্থরাশির পরিবর্তে অবলীলাক্রমে নিজ ঔরসপুত্র শুনঃশেককে রাজহস্তে সমর্পণ করিয়া-  
 ছিলেন ॥৪০—৪১॥ পিতঃ ! ধনই সমস্ত ঐহিক সুখের মূল, কেন না ধন হইতেই সমস্ত সুখের  
 উৎপত্তি ; অতএব যদি আপনার সাংসারিক সুখসম্ভোগে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে  
 ধনোপার্জনে যত্নপরায়ণ হউন । আমি যদিচ আপনার পুত্র বটে, কিন্তু, আমার এই সংসার-  
 মধ্যে একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন প্রকার সুখসম্ভোগে স্পৃহা নাই ; সুতরাং  
 আমি হইতে আপনার কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই । হে মহাশয় ! আপনি সুদীর্ঘকাল-  
 ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা এই সমস্ত আধ্যাত্মিকাদি স্তম্ভ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া-  
 ছেন, অতএব আমি বাহাতে এই ঘোর যাতনাময় গর্ভকারাবাস হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ  
 হই, আপনি কৃপা করিয়া তাদৃশ তত্ত্ববোধ প্রদানে আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া  
 দিন ॥ ৪২—৪৩ ॥ পিতঃ ! তপোজ্ঞানপ্রভাবে আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্মল হইয়াছে  
 সুতরাং কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই ; দেখুন, এই কৰ্ম্মক্ষেত্র ভুলোকে  
 আসিয়া জীব বহু স্কৃতিফলেই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে তাহাতে আবার যদি উত্তম  
 ব্রাহ্মণকূলে জন্ম হয়, তাহা যে, কতদূর পুণ্যরাশির ফল, তাহা আর কি বলিব !! (দৈবজ্ঞ-  
 গ্রহে আমি সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াও অবহেলার হারাইব ।) হে পিতঃ ! অধিক আর  
 কি বলিব, যদিচ আমি যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সূচিরকাল জ্ঞানবুদ্ধি গুরু-  
 দিগের নিকট ভূরি ভূরি উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি, আমি সংসারপাশবদ্ধ অদ্যাপি  
 মুক্ত হইতে পারি নাই, এইরূপ সংসারবাসনা জালজড়িত ঘোরতর অবিদ্যাতিমিরাবৃত  
 রক্তস্তমোময়ী বুদ্ধিবৃত্তি চিন্ত হইতে কোন প্রকারেই তিরোহিত হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! ভগবান্ কৃষ্ণদেবপায়ন পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া যখন,  
 বিগমণ বুদ্ধিতে পারিলেন, যে, প্রশান্তস্বভাব অসাধারণ বোধশক্তিসম্পন্ন শুকদেব চতুর্থাশ্রম

ব্যাস উবাচ ।

পঠ পুত্র ! মহাভাগ ! ময়া ভাগবতং কৃতম্ ।

শুভং ন চাতিবিস্তীর্ণং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥

স্কন্ধা দ্বাদশ তত্রৈব পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ।

সর্বেষাঞ্চ পুরাণানাং ভূষণং মম সম্মতম্ ॥ ৪৮ ॥

সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানং শ্রুতমাত্রেণ জায়তে ।

যেন ভাগবতেনেহ তৎ পঠ স্বং মহামতে ! ॥ ৪৯ ॥

চতুর্থাশ্রমযোগ্যস্ত শুকপুত্রশ্চৈতদ্ভাগবতোপদেশাদন্যোহপি যো বিরক্তঃ পুত্রসদৃশঃ প্রিয়শ্চ তস্মা এবৈতদ্ভাগবতং বক্তব্যং নাশ্রয়্য ইতি স্মৃতিতম্ ॥ ব্রহ্মসম্মিতং বেদসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥ ভূষণং মুখ্যং সাম্যাবস্থায়োপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদেতন্ত সর্বপুরাণশ্রেষ্ঠত্বং যুক্তমেব ॥ অন্তপুরাণানাং সাম্যাবস্থায়াজ্ঞৈকৈকসম্বাদিগুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিকপ্রতিপাদকত্বাৎ মুখ্যত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানমিতি । যেন শ্রুতমাত্রেণ সৎ ব্রহ্ম জগদসদেতয়োঃ সদসতো-ব্রহ্মজগতোঃ সত্বেনাসত্বেনচ জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানঞ্চ জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

(সন্ন্যাস) গ্রহণেই একান্তচিত্ত হইয়াছেন ; তখন, সুমধুরবাক্যে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, পুত্র ! তোমার মহীয়সী বুদ্ধি অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্ববোধের অধিকারিণী হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে, আমি যে, বেদতুল্য ভাগবতপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছি, কিয়ৎকাল তাহাই অধ্যয়ন কর । ঐ গ্রন্থ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সারসংগ্রহ জন্ত নিতান্ত বিস্তীর্ণ নহে অথচ উহাকে পরম পঁদাভিলাষী সংসারমুখু জীবের পরম কল্যাণসাধন বলিয়া জানিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এই পুরাণটিতে দ্বাদশটি স্কন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পূর্বাচার্য্যগণ পুরাণের সর্গ প্রতি-সর্গাদি যে পাঁচটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ইহাতে তাহারও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই । রে বৎস ! যদিচ সমস্ত পুরাণগুলির আমিই রচয়িতা বটে, কিন্তু, সে সমস্তের মধ্যে এইটাই মুখ্যতম ; তাহার কারণ এই যে, অপরাপর পুরাণে কেবল সাম্যাবস্থায়োপাধিক ব্রহ্মাদি এক একটা গুণোপাধিবিশিষ্ট হরিহর প্রভৃতিরই প্রাধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে ; কিন্তু, এই থানিতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থায়োপহিত পরম ব্রহ্মচৈতন্তই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; সুতরাং সর্বাপেক্ষা এই ভাগবত পুরাণটাই আমার পরম আদরনীয় বস্তু ॥ ৪৮ ॥ পুত্র ! তোমার বুদ্ধিও যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণার উপযোগিনী, সেইরূপ আমার এই ভাগবতটিও অসাধারণ গুণসম্পন্ন ; ইহা শ্রবণমাত্র কোন্ বস্তু সৎ আর কোন্ বস্তু অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা মায়াময় এই জগৎ যে অনিত্য আর একমাত্র ব্রহ্মই যে নিত্য বস্তু তদ্বিবয়ক জ্ঞান (শাস্ত্র জন্ত পরোক্ষ বোধ) এবং ঐ সমস্ত বিষয় ক্রমশঃ যত অনুশীলিত হইতে থাকিবে তত পরিমাণে বিজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হইবে ফলকথা এই অচিরকাল মধ্যে মন বিশোধিত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হইবে ; অতএব তুমি অবহিতচিত্তে এই ভাগবত নামক পুরাণটি অধ্যয়ন কর ॥ ৪৯ ॥

বটপত্রশয়ানায় বিষ্ণুবে বালরূপিণে ।

কেনাস্মি বালভাবেন নির্মিতোহহং চিদান্মনা ॥ ৫০ ॥

কিমর্থং কেন দ্রব্যেণ কথং জানামি চাখিলম্ ।

ইত্যেবং চিন্ত্যমানায় মুকুন্দায় মহাত্মনে ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং ভগবত্যাখিলার্থদম্ ।

সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্ ॥ ৫২ ॥

ইদং ভাগবতং কেন কস্মা উপদিষ্টমিতি চেত্তজাহ বটপত্র ইতি । কণ্ডুতায় কেন কারণে-  
নাহং বালভাবেন স্থিতোন্মি কিঞ্চ কেনচিদান্মনা কেন চেতনেন পুরুষেণাহং নির্মিতোন্মি ॥৫০॥  
কিমর্থং কঠৈশ্চ প্রয়োজনায় চ নির্মিতোন্মি কেন দ্রব্যেণ পৃথিব্যাদিদ্রব্যমধ্যে কেন দ্রব্যেণাহং  
নির্মিতোন্মি । কিঞ্চিদমখিলং সর্বমহং কথং জানামি জ্ঞাত্বাগীতোবং প্রকারেণ চিন্তয়তে  
ইত্যর্থঃ ॥৫১॥ এতৎসর্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং সর্বার্থদং বাক্যং ভগবত্যা শ্লোকার্দ্ধেন প্রোক্তম্ ।  
কিন্তুঃ । সর্বং খলু ইদং জগদহমেব সনাতনমস্মি । বাধায়াং সামান্যধিকরণেণ সর্বং দৃশ্য-  
মাত্রং মিথ্যারূপং নাস্তি । কিন্তু অহং সনাতনব্রহ্মরূপা কালজয়াবাধা সচ্চিদানন্দরূপিণ্যহ-  
মেবাস্মি অনেন বাক্যেন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থ উক্তঃ । নহু মিথ্যাজগতো ভাবে-  
হপি চেতনাস্তরসম্ভাবনা স্তাৎ তদর্থং নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাত্মার্থমুপদিশতি । নান্যদস্তি-  
সনাতনমিতি যন্তোহন্তুস্তিন্নং সনাতনং দ্বিতীয়ং চেতনমপি নাস্তি তথাচ সর্বদৃশ্যনিষেধেন  
চেতনাস্তরনিষেধেন চৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি মহাবাক্যার্থ উপদিষ্টো ভবতি । তেন চ  
ত্বয়া যদ্যচ্চিন্ত্যতে তত্ত্ব সর্বশ্চ কারণং সচ্চিদানন্দরূপিণ্যদ্বিতীয়ানির্কচনীয়শক্তিমত্যহমেব  
ভগবত্যস্তীত্ব্যুপদিষ্টং ভবতি ॥ ৫২ ॥

(বৎস ! ঈদৃশ পরম মঙ্গলময় ভাগবত পূর্বে কোন্ ব্যক্তি কাহাকে বলিয়াছিল এবং কি  
প্রকারেই বা আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, এ সকল বিষয়ে যদি তোমার সংশয় উপস্থিত  
হইয়া থাকে তাহা হইলে, ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ।)

রে বৎস ! কল্পান্তসময়ে, মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই একাধ্বন বটপত্রোপরি শয়ান  
থাকিয়া ভাবিলেন, কোন্ চিদানন্দময় অনির্কচনীয় বস্তু আমাকে এপ্রকার ক্ষুদ্র বালকরূপে  
সৃষ্ট করিল এবং কোন উপাদানে কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই বা আমার এই শিশুশরীর  
নির্মিত হইল ? কিরূপেই বা আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে সমর্থ হইব ? শরণাগত  
ভক্তগণের মুক্তিদাতা ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা আকাশ  
হইতে সেই সর্বচেতনরূপিণী আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী “হে শিশুরূপিন্ ! বিষ্ণো ! কল্পান্তে  
যাহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রলয়সময়ে যে সমস্ত অতীব সূক্ষ্ম বীজরূপে  
প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে সে সমস্ত একমাত্র আমিই জানিবে আমি ব্যতীত আর  
চিরন্তন নিত্য দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই । ফলতঃ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য  
একমাত্র অষ্টৈত বস্তু আমিই জানিবে শ্রুত বা দৃষ্ট কি অদৃষ্ট বস্তুজাত আমি হইতে অতিরিক্ত  
কিছুই নাই ।” এইরূপ শ্লোকার্দ্ধভাগ উচ্চারণদ্বারা তাঁহার জিজ্ঞাস্ত নিবিল অর্থই বোধ  
করাইয়া দিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥



তদ্বচো বিষ্ণুনা পূৰ্ব্বং সংবিজ্ঞাতং মনশ্চপি ।  
 কেনোক্তা বাগিয়ং সত্য্য চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ৫৩ ॥  
 কথং বেদ্বি প্রবক্তারং স্ত্রীপুংসৌ বা নপুংসকম্ ।  
 ইতি চিন্তাপ্রপন্নেন ধৃতং ভাগবতং হৃদি ॥ ৫৪ ॥  
 পুনঃ পুনঃ কৃতোচ্চারন্তস্মিন্নেবাস্তচেতসা ।  
 বটপত্রে শয়ানঃ সম্ভুচ্ছিন্তা সমন্বিতঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তদা শান্তা ভগবতী\* প্রাদুরাস চতুর্ভুজা ।  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মবরায়ুধধরা শিবা ॥ ৫৬ ॥  
 দিব্যাস্বরধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা ।  
 সংযুতা সদৃশীতিশ্চ সখীভিঃ স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥  
 প্রাদুর্ভূব তস্মাৎপ্রৈ বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।  
 মন্দহাস্যং প্রযুজ্জানা মহালক্ষ্মীঃ শুভাননা ॥ ৫৮ ॥

তদ্বচ ইতি । সংবিজ্ঞাতং বিধৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ ভাগবতমর্দ্বশ্লোকরূপং তদ্বৃত্তং হৃদি তস্মৈ  
 জপং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ অস্তচেতসা স্থাপিতচেতসা ॥ ৫৫ ॥ (তদা শান্তেতি । সপরিবারায়া  
 দেব্যাস্তাংকালিকরূপং বর্ণয়তি । ধৃতশঙ্খচক্রাদিভির্ভূজচতুষ্টয়ৈরুপশোভিতা স্ববিভূতিভিঃ  
 প্রকাশিতাঐশ্বর্য্যস্বরূপাভিঃ সদৃশীভিঃ সমানরূপবয়স্কাভিঃ সহচরীভিরিতি ভাবঃ । এবম্ভূতা

তদনন্তর, ভগবান্ বিষ্ণু সেই প্রলয়কালীন উপদিষ্ট বাক্যার্থগুলি দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণ  
 করিলেন ; পরন্তু মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, কে আমাকে এরূপ অমৃতময়  
 শ্লোকার্দ্ধ বলিয়া উপদেশ করিল ? এই অদ্ভুত উপদেশবক্তা স্ত্রীজাতি না পুরুষ অথবা স্ত্রী-  
 পুরুষাতিরিক্ত কোন অনির্বচনীয় পদার্থ ? হায় ! কি প্রকারেই বা আমি তাঁহাকে জানিতে  
 পারিব !! তিনি সুদীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু,  
 শ্লোকের দুইটি চরণ বিস্মৃত না হইয়া হৃদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হই-  
 লেন ; অধিক কি বলিব, তৎকালে তিনি সেই বটপত্রে শয়ান থাকিয়াই বীজাকর মন্ত্রের  
 ন্যায় শ্লোকার্দ্ধ ভাগটী বারংবার উচ্চারণ করিয়া তাহাতেই চিত্ত সমর্পণপূর্বক ক্রমে  
 সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৩—৫৫ ॥ তখন, সেই সর্বমঙ্গলস্বরূপিণী গুণা-  
 তীতা দেবী ভগবতী বিগুহ্য সবগুণরূপ উপাধি স্বীকারপূর্বক অলৌকিক বজ্রালঙ্কারে  
 পরিশোভিত হইয়া নিরুপম চারিটি হস্তে গদাচক্রাদি উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল এবং জ্ঞানময় শঙ্খ ও  
 বিশ্বের বীজভূত স্ফটিক পদ্ম ধারণ করত নিজ বিভূতিস্বরূপ আয়তুল্য সখীগণ সমভিব্যাহারে

সূত উবাচ ।

তাং তথা সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা হৃদয়ে কমলেক্ষণঃ ।  
 বিস্মিতঃ সলিলে তস্মিন্নিরাদারাং মনোরমাম্ ॥ ৫৯ ॥  
 রতিভূতিস্তথাবুদ্ধিমতিঃ কীর্তিঃ স্মৃতিধৃতিঃ ।  
 শ্রদ্ধা মেধা স্বধা স্বাহা ক্ষুধা নিদ্রা দয়া গতিঃ ॥ ৬০ ॥  
 তুষ্টিঃ পুষ্পিঃ ক্ষমা লজ্জা জ্জ্বলা তন্দ্রা চ শক্রয়ঃ ।  
 সংস্থিতাঃ সর্বতঃ পার্শ্বে মহাদেব্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬১ ॥  
 বরায়ুধধরাঃ সর্বা নানাভূষণভূষিতাঃ ।  
 মন্দারমালাকুলিতা মুক্তাহারবিরাজিতাঃ ॥ ৬২ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সংবীক্ষ্য তস্মিন্নেকার্ণবে জলে ।  
 বিস্ময়াবিক্টহৃদয়ঃ সম্ভুব জনার্দনঃ ॥ ৬৩ ॥  
 চিন্তয়ামাস সর্বাত্মা দৃষ্টমায়োতিবিস্মিতঃ ।  
 কুতো ভূতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ কুতোহহং বটতল্লগঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবী মহালক্ষ্মীরিত্যাখ্যা প্রসিদ্ধা । ঈষদ্ধাত্মং কুর্কতী অনেরতেজসো বিম্বোঃ সম্মুখভাগে  
 প্রোত্বভূতাবিরাসীদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥

তাং তথেষতি । তাং তাদৃশীং পূৰ্ব্ববর্ণিতাং তস্মিন্ প্রলয়বারিধিসলিলে নিরাদারাং নিরা-  
 লম্বাঞ্চ দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বভূবেতি বোধ্যম্ ॥ ৫৯ ॥ ইদানীং রতিরিত্যারভ্য দেবীসঙ্গিনী-  
 শক্তানাং নামানি নির্বাচয়তি রতিভূতিরিত্যিতি ॥ ৬০—৬২ ॥ তাং লক্ষ্মীং তাশ্চ পরিবার-

প্রশান্তভাবে জগন্মনোজ্ঞ বদনমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাত্ত করিতে করিতে মহালক্ষ্মীরূপে অমিত-  
 তেজা বিষ্ণুর সম্মুখে আসিয়া প্রোত্বভূত হইলেন ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কমললোচন ভগবান্ জনার্দন, সখীগণ সমভিব্যাহারে সেই  
 মনোরমা মহালক্ষ্মী দেবীকে প্রলয় বারিধির ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ সলিলোপরি  
 নিরালম্বনে বিরাজমানা দেখিয়া অন্তরে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥ রতি, ভূতি, বুদ্ধি,  
 মতি, কীর্তি, স্মৃতি, স্বতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, তুষ্টি, পুষ্পি, ক্ষমা,  
 লজ্জা, জ্জ্বলা ও তন্দ্রা প্রভৃতি শক্তি সকল দিব্য মন্দারমালা ও মুক্তাহার এবং যথাযোগ্য  
 বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া হস্তে নানাবিধ স্নানহং দিব্যান্ন নিচয় ধারণ পূৰ্ব্বক সেই  
 মহাদেবীর উভয় পার্শ্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৬০—৬২ ॥ মহর্ষিগণ ! ভগবান্  
 বিষ্ণু একার্ণব নীরে তাদৃশ সর্ব শোভার আধারভূমি সেই মহাদেবী এবং তন্তুল্য শোভাময়ী  
 তাঁহার পার্শ্ব দেশস্থ সহচরীবৃন্দকে সন্দর্শন করিয়া যে নিতান্ত বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবেন,  
 তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই সর্বাঙ্গরাত্মা ভগবান্ তাদৃশ অদ্ভুত মাগাময় ব্যাপার সন্দর্শনে

অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নৃত্যোদ্যঃ কথমুখিতঃ ।

কেনাহং স্থাপিতোহস্ম্যত্র শিশুং কৃৎস্না শুভাকৃতিঃ ॥ ৬৫ ॥

মমেয়ং জননী নো বা মায়া বা কাপি দুর্ঘটা ।

দর্শনং কেন চিত্তদ্য দত্তং বা কেন হেতুনা ॥ ৬৬ ॥

কিং ময়া চাত্র বক্তব্যং গন্তব্যং বা ন বা কচিৎ ।

মৌনমাস্থায় তিষ্ঠেয়ং বালভাবাদতদ্রিতঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকবৈরাগ্যকথনং হরয়ে ভগবতুপদেশো নাম চ

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শক্লীশ্চ ॥ ৬৩—৬৫ ॥ দেবীং দৃষ্টমানামুৎপ্রেক্ষতে মমেয়ং জননীতি । দর্শনং কেনচিদিতি । কেনচিদনির্কচনীয়েন দেবতাবিশেষেণ বা কেনাপি হেতুনা কারণেন দর্শনমদ্য দত্তং বা । অত্র নিশ্চয়্যাতাবে কিং বা ময়া বক্তব্যম্ । কচিৎ দেশে ময়া গন্তব্যং ন বা গন্তব্যমিতি কিমপ্যহং ন জানে কেবলং বালভাবাদতদ্রিতো মৌনমাস্থায়প্রিত্য তিষ্ঠেয়মিত্যেবং ময়্যস্মিন্ সময়ে কৰ্ত্তব্যং নাশ্চদিত্তি ভাবঃ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, আচ্ছা, এই কল্লান্ত সময়ে ঘোরতর তরঙ্গসঙ্কুল একার্ণব মধ্যে এই সকল নিকৃপম সুন্দরী রমণীগণ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ? আর আমিই বা কোথা হইতে আসিয়া এই বটপত্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি ? বস্তুত কে আমার সুন্দরাকৃতি শিশুরূপে নির্মাণ করিয়া এস্থলে সংস্থাপিত করিল, বিশেষতঃ এই অগাধ গভীর প্রলয় সাগর মধ্যে বট বৃক্ষই বা কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইল ? তবে কি ইনি দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী কোন প্রকার মায়া ? না ইনি আমার জননী ? অথবা অদ্য কোন অনির্কচনীয় দেবতা কোন কারণ বশত আসিয়া আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন ? এক্ষণে আমায় এস্থল হইতে কোন স্থানান্তরে যাইতে হইবে কি না এই স্থলেই থাকিতে হইবে ? যখন এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতেছি না, তখন সহসা আর কি বলিব ? সুতরাং এই বালক রূপেই মৌনাবলম্বন পূর্বক সাবধানে স্থির হইয়া এই স্থলেই অবস্থান করি!! ॥ ৬৩—৬৭ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

শুকবৈরাগ্য কথন এবং হরির প্রতি ভগবতীর উপদেশ

নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

ব্যাস উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তং বিস্মিতং দেবং শয়ানং বটপত্রকে ।  
উবাচ সস্মিতং বাক্যং বিষ্ণো ! কিং বিস্মিতো হসি ॥ ১ ॥  
মহাশক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ পুরা ।  
প্রভবে প্রলয়ে জাতে ভূত্বা ভূত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥  
নিগুণা সা পরা শক্তিঃ সগুণস্ত্বং তথাপ্যহম্ ।  
সাত্ত্বিকী কিল যা শক্তিস্তাং শক্তিং বিদ্ধি মামিকাম্ ॥ ৩ ॥

একবটিলোকবর্ধোদ্দেবীভাষণপূর্বকম্ ।

উপদিষ্টং শুকাগ্নেতৎ পুরাণমিতি চোচ্যতে ॥

কিং বিস্মিতোহসীতি । যদ্যহং নবীনা স্বদপরিচিতা দেবী বা মায়্যা বা স্তাম্ । তদা তব বিস্ময়ো যুক্তো নচ তথাস্তি কিন্তু তবৈব শক্তিরস্মীতিভাবঃ ॥ ১ ॥ নহু তর্হি ময়া কৃতো ন স্বর্যাতে ইতি চেত্তত্রাহ মহাশক্ত্যা ইতি । মহাশক্তির্মায়্যাশবলব্রহ্মরূপিণী তজ্জাঃ প্রভাবেণা-বরণরূপেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ অতো মাং ন স্বরসি । নহু মমাহধুনেব জন্ম তথাচ তব মম চ সম্বন্ধো নৈব কদাপি জাতস্ততঃ কথমুচ্যতে বিস্মৃতবানসীতি চেত্তত্রাহ পুরেতি । পুরা পূর্বে প্রভবে সৃষ্টৌ তথা পূর্বে প্রলয়ে জাতে ত্বং পুনঃপুনঃ ভূত্বা ভূত্বা উৎপদ্যোৎপদ্য তিষ্ঠসীতি-শেষঃ । তথাচ তস্মিন্শক্তিজননত্বং তচ্ছক্তিরভবং তাং মাং ন জানাসীত্যতো বিস্মৃতবানি-ত্বাক্তং সত্যমেবেতিভাবঃ ॥ ২ ॥ নহু কা সা মহাশক্তিস্তত্রাহ নিগুণেতি । সাম্যাবস্থো-পাধিক্যেত্যর্থঃ । তত্ৰহং কস্তত্রাহ সগুণত্বমিতি । তর্হি ত্বং কাসি তত্রাহ তথাপ্যাহমিতি ।

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস শুক ! (তাহার পর যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপারের সম্বটন হইয়া-ছিল সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ।) সেই দেবী মহালক্ষ্মী বটপত্রে শয়ান দিব্যরূপী বালক বিষ্ণুকে বিস্মিত দেখিয়া জীবৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, বিষ্ণো ! তুমি কি জন্ম একরূপ বিস্ময়াপন্ন হইতেছ ? দেখ, পূর্বে এই জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় অনাদি কাল হইতে কত কোটিবার যে হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এবং সেই সেই সময়ে তুমি যখন যেরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ আমিও তোমার সহিত তখনই আসিয়া সংমিলিত হইয়াছি, চিরকালই বারং-বার এইরূপ সম্বটনা হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু এক্ষণে তুমি সেই মহামায়্যা শবলিত পর-ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তির আবরণ শক্তি প্রভাবে সে সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ এই জন্মই আমার চিনিতে পারিতেছ না । সেই পরম চৈতন্তরূপা পরা শক্তি সমস্ত মায়াগুণের অতীত ; কিন্তু তুমি বা আমি আমরা উভয়েই সগুণ । অধিক আর কি পরিচয় দিব এই বিশ্ব সংসার বাহাকে বিগুণ সাত্ত্বিকী শক্তি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে সে আমিই ; অধিক আর কি

ত্বন্নাভিকমলাদব্রুক্ষা ভবিষ্যতি প্রজাপতিঃ ।

স কর্তা সৰ্বলোকস্য রজোগুণসমন্বিতঃ ॥ ৪ ॥

স তদা তপ আশ্রায় প্রাপ্য শক্তিমনুভূতাম্ ।

রজসা রক্তবর্ণঞ্চ করিষ্যতি জগত্ৰয়ম্ ॥ ৫ ॥

স গুণান্ পঞ্চভূতাংশ্চ সমুৎপাদ্য মহামতিঃ ।

ইন্দ্রিয়াগীন্দ্রিয়েশাংশ্চ মনঃপূৰ্ব্বান্ সমস্ততঃ ॥ ৬ ॥

করিষ্যতি ততঃ সৰ্গং তেন কর্তা স উচ্যতে ।

বিশ্বশ্রাস্ত মহাভাগ ! ত্বং বৈ পালয়িতা তথা ॥ ৭ ॥

যথা ত্বং সগুণস্তথৈবাহং সগুণাস্মীত্যর্থঃ । তব কোহসৌ গুণস্তদ্রাহ সাত্বিকীতি । সাত্বিকী পরাশক্তিস্তাং মামিকাং মৎসম্বন্ধিনীং বিদ্ধি সৰ্বগুণাত্মিকাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কিমর্থমুৎপাদিতোন্মীত্যস্তোত্তরমাহ ত্বন্নাভীতি ॥ ৪—৫ ॥

সগুণান্ গুণসহিতান্ পঞ্চভূতানিত্যর্থঃ । পুংলিঙ্গমর্থম্ ॥ ৬ ॥ (করিষ্যতীতি । ততঃ ভূতেন্দ্রিয়াদীহুৎপাদ্য তাংস্তেব সৰ্বানি সৃষ্ট্যপকরণভূতাত্মাদায় মূলপ্রকৃতিসমুৎপাদান-রূপাণি সংগৃহেতিয়াবৎ । অস্ত বিশ্বশ্রুতি প্রত্যক্ষবর্ণির্দেশেন গুণপর্যায়প্রবাহরূপস্ত জগতঃ প্রলয়েহপি সত্তাপ্রতিযোগিতাহভাবং দর্শয়ম্পদিশতি । অয়মর্থঃ বিধো ! ইদানীং যদিদং প্রকৃতিমূলকং বিশ্বং জগৎ কল্লাস্তঘোরনিশামাসাদ্য মুদিতপ্রায়সরোরুহমিব বর্ততে তদেতৎ-সৰ্বং উদ্যচৈতত্ত্বঘনভাস্বদর্শনমাত্রেণ “মোহকানরত বহুশ্চাম্ প্রজায়েয়” ইতিশ্রুতিগীত মায়া-শবলিত সৃষ্ট্যানুথপুরুষকটাক্রপাতমাত্রেণেতি তাৎপর্যার্থঃ । বিকাশত্বং যাস্ততি । এতদেব-ক্ষুটীকরণায়াহ স অচিরান্নাভিকমলভবিষ্যন্ রজোময়ো ব্রুক্ষাখ্যপুরুষঃ যতঃ স্ফুস্তান্না বর্তমান-মেতদব্রীজভূতং বিশ্বরূপকমলং স্থাবরজঙ্গমরূপেণ প্রপঞ্চয়িষ্যতি তস্মাৎ কর্তা সৃষ্টা ইত্যাখ্যায়া উচ্যতে কীর্ত্যতে সৃষ্টিকর্তৃত্বাভিমানবত্তয়া এবসমুৎপাদিমান্ ভবেদিত্যিভাবঃ । এবং প্রপঞ্চী-ভূতস্ত জগতস্বমেব পালনকর্তা নাত্তঃ । ত্বং বৈ পালয়িতेत্যত্র অশ্রেষাং পালনসামর্থ্যং

বলিব আমাকে তোমারই সেই সৰ্বগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মীরূপা বৈষ্ণবীশক্তি বলিয়া জানিও ॥ ১—৩ ॥ তোমারই নাভিসরোজ হইতে রজোগুণের অধিষ্ঠাতা সৰ্বলোক-সৃষ্টা প্রজাপতি ব্রুক্ষা আবির্ভূত হইবেন ॥ ৪ ॥ সেই সময় তিনি প্রাভূত হইয়াই ঘোর-তর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সৃষ্টি করণোপযোগিনী মহতীশক্তি লাভ করিয়া নিজ রজোগুণ প্রভাবে রজোগুণাত্মিকা ( প্রবৃত্তিময়ী ) ত্রিলোকীর সৃষ্টি করিবেন ॥ ৫ ॥

তত্বেবোধ-বিশারদ প্রজাপতি ব্রুক্ষা ত্রিগুণময় পঞ্চ মহাভূতের উৎপাদন করিয়াই মনঃ-প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের প্রত্যেকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের সৃষ্টি করিবেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর সেই ব্রুক্ষা আত্মসৃষ্ট ভূতেন্দ্রিয়াদি উপকরণ লইয়া বিশ্ব ব্রুক্ষাণ্ডের সৃষ্টি করিবেন এবং সেই জন্তই তিনি সমস্ত লোক মধ্যে সৃষ্টিকর্তা নামে আখ্যাত হইবেন । পরন্তু, হে মহাভাগ বিধো ! প্রজাপতি সৃষ্ট অখিল ব্রুক্ষাণ্ডে আপনিই একমাত্র পালন কর্তা হইবেন । (প্রজা সৃষ্টির প্রথমোদ্যমেই ব্রুক্ষার মানস পুত্র কুমার চতুষ্টয় পিতৃ আদেশ হেলন

তদ্রুবোর্মধ্যদেশাচ্চ ক্রোধাক্রোদো ভবিষ্যতি ।

তপঃ কৃৎস্না মহাঘোরং প্রাপ্য শক্তিস্তু তামসীম্ ॥ ৮ ॥

কল্লান্তে সোহপি সংহর্তা ভবিষ্যতি মহামতে ! ।

তেনাহং ত্রামুপায়াতা সাত্বিকীং ত্রমবেহি মাম্ ॥ ৯ ॥

স্বাস্ত্রোহহং ত্রৎসমীপস্থা সদাহং মধুসূদন ! ।

হৃদয়ে তে কৃতাবাসা ভবামি সততং কিল ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুরূবাচ ।

শ্লোকশ্লার্কং ময়া পূৰ্ব্বং শ্রুতং দেবি ! স্ফুটাক্ষরম্ ।

তৎ কেনোক্তং বরারোহে ! রহস্যং পরমং শিবম্ ॥ ১১ ॥

নিরাকূৰ্শ্বান্ বৈ ইতি পদং প্রযুক্তম্ । অমেব পালনকর্তা ভবিষ্যসীতিশেষঃ । বিনলসম্ভরাশ্য-  
পাধিমন্ত্রাং ॥ ৭ ॥ ) ( অধুনা ক্রোধোৎপত্তিং বর্ণয়মাহ তদ্রুবোরিতি তন্ত নাভিকমলজাতস্ত  
পুরুষস্ত ক্রবোর্মধ্যভাগাৎ । ক্রোধাদিত্যাত্মায়মর্থঃ যদাহি লজ্বিতপিত্রাদেশান্ মানসজাতান্  
সনৎকুমারাদীন্ প্রতি স পিতা বুদ্ধা ক্রুদ্ধো ভবিষ্যতি তদেব ক্রুদ্ধ উৎপৎস্রতে ইতি পৌরা-  
ণিকী গাথাশ্চ । মহাঘোরং অগ্নৈরসাদামুগ্ৰং তপোহনুষ্ঠায় তামসীং তমোগুণায়িকং কাণী-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ) তেনেতি । স্বষ্টাদিনিমিত্তেন ॥ ৯—১০ ॥

তৎকেনোক্তমিতি । অত্র যয়োক্তং শ্লোকার্থং সা মূর্তির্কিঞ্চনা দৃষ্টা অস্তি অতএব তৃতীয়-  
স্কন্ধে মণিদ্বীপাধিবাসিনীং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুনোক্তম্ । গায়ন্ত্রী চ বালভাবান্নয়েকিত্তি । তস্মাৎ  
কেনোক্তমিত্যত্র যয়া শ্লোকাক্ষরমুক্তং সা তদর্থমুক্তা তিরোহিতা সা কা ভবতি কিংতয়া

করিবেন বলিয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন ; তদনুসার তাঁহার জ্বর মধ্যভাগ হইতে  
মহাতেজোময় ক্রুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইবে । পরে সেই ক্রুদ্ধদেব ঘোরতর তপঃপ্রভাবে  
তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী ( কালী নামে সংহাররূপা ) মহাশক্তিকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭—৮ ॥  
সেই সংহার শক্তিবলেই কল্লান্ত ( প্রলয় ) সময়ে ক্রুদ্ধ সমস্ত ভূতভৌতিকময় জগতকে  
বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবেন ; সুতরাং সেই জন্ত তিনিই যে সংহারকর্তা নামে বিখ্যাত হইবেন,  
তাহা আর তোমার শ্রায় স্মহৎ তত্ত্ববোধ-বিশারদ পুরুষকে অধিক বলিয়া বুঝাইতে হইবে  
না । (কল কথা এই যে, সেই মহামায়া শবলিত পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপা পরাশক্তির ইচ্ছাসম্মত  
ভাবিসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ) সম্প্রতি আমি তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; অতএব,  
তুমি আমার নিশ্চয়রূপে সেই চিরসঙ্গিনী সত্বায়িকা শক্তি বলিয়া অবগত হও ॥ ৯ ॥ মধু-  
সূদন ! তোমার হৃদয়-নিকুঞ্জধাম ভিন্ন আমার নিত্য বসতি স্থল অপর কোন স্থলেই নাই,  
সুতরাং আমি নিরন্তর ঐ স্থলেই বসবাস করিব ॥ ১০ ॥

এই সমস্ত শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, হে বরারোহে ! এই মুহূর্তে আমি যে  
স্পষ্টাক্ষর পূর্ণ শ্লোকাক্ষরভাগ শ্রবণ করিলাম সেই সৰ্বসুখাবহ গুহ্যতম কথাগুলি কে উচ্চারণ  
করিল ? হে বরবর্ণিনি ! এই সংশয়টা আমার এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা প্রকাশ



তন্মে ব্রুহি বরারোহে ! সংশয়োহয়ং বরাননে ! ।

নির্দীনো হি যথা দ্রব্যং তৎ স্মরামি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বিষ্ণোস্তুত্বচনং শ্রুত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্মিতাননা ।

উবাচ পরয়া প্রীত্যা বচনং চাক্রহাসিনী ॥ ১৩ ॥

মহালক্ষ্মীরুবাচ ।

শৃণু শৌরে ! বচো মহ্যং সগুণাহং চতুর্ভুজ ! ।

মাং জানাসি ন জানাসি নিগুণাং সগুণালয়াম্ ॥ ১৪ ॥

ত্বং জানীহি মহাভাগ ! তয়া তৎ প্রকটীকৃতম্ ।

পুণ্যং ভাগবতং বিদ্ধি বেদসারং শুভাবহম্ ॥ ১৫ ॥

ভবতীতি তত্ৰাঃ স্বরূপনির্দারণার্থোহয়ং প্রশ্ন ইতি মন্তব্যম্ ॥ ১১ ॥ (তন্মেক্রহীতি । নির্দীনঃ দরিদ্রপুরুষঃ যথা দৈবাৎ দ্রব্যং ধনং প্রাপ্য নিরন্তরং তদেবস্মরতি অহমপি তদ্বৎ স্মরামীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইদানীং বিষ্ণুকৃতপ্রশ্নস্তোত্তরবাক্যং বক্তৃমূপক্রমগ্রাহ বিষ্ণোরিতি । স্মিতাননা ঈষ-  
কাস্তবদনা । চাক্রমনোহরং হাসতীতি ॥ ১৩ ॥ তদেব বক্তব্যমারভতে শৃণুশৌরে ইতি  
শৌরে ইতি সম্বোধনেন শৌর্যশালিনামগ্রীত্বং সূচিতম্ । যদ্বা সৃষ্টিপ্রবাহবৎ অবতারা-  
দেবপিতৃনিত্যত্বমহুস্মারয়ন্ প্রতিস্থাপয়ং শূরবংশে কৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণত্বং বোধয়তি ॥ ১৪ ॥  
মাং নিগুণাং গুণত্রয়োপচয়পচয়রহিতসাম্যাবস্থামায়োপাধিকবুদ্ধিরূপিণীং ন জানাসি ত্বং  
তয়া মূলদেব্যা ভুবনেশ্বর্যা তৎপ্রকটীকৃতমিত্যাহ তয়া তৎপ্রকটীকৃতমিতি । ভাগবতমিতি  
ভগবত্যা মায়োপাধিকবুদ্ধিরূপিণ্যা প্রতিপাদকমর্কলোকাত্মকং সূত্রভূতমেব সর্ববেদসারং  
সর্বং খবিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তিকিঞ্চনেতি সর্ববেদতাৎপর্যার্থপ্রতিপাদকবাক্যার্থাভিলাপকং

করিয়া বলিতে পারিতেছি না ; বস্তুত কেবল দরিদ্র ব্যক্তির ধন লাভের জন্য বারংবার  
তাহাই স্মরণ করিতেছি, অতএব তুমি এই বৃত্তান্তটী বলিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ অপনয়ন  
কর ॥ ১১—১২ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস ! তাহার পর সেই চাক্রহাসিনী দেবী মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর  
তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতিসহকারে ঈষৎ হাস্তবদনে কহিলেন, শৌরে ! আমার কথা  
শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইবে । দেখ, তুমি যেমন গুণধর্মী  
হইয়া চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হইয়াছ, সেইরূপ আমিও গুণধর্ম আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই  
মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার দৃষ্টিগোচরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; সেই জন্যই তুমি আমার  
জানিতে পারিতেছ ; কিন্তু, সেই সমস্ত গুণের আশ্রয়রূপা নিগুণা পরাশক্তিকে জানিতে পার  
নাই ॥ ১৩—১৪ ॥ (বিষ্ণো ! তুমি মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াও সেই মহাদেবীর অর্থাৎ এখনি  
যাহাকে আমি গুণাতীতা সাম্যাবস্থামায়োপহিত বুদ্ধিচৈতন্যরূপা বলিয়া নির্দেশ করিলাম,

কৃপাঞ্চ মহতীং মন্ত্রে দেব্যাঃ শত্রুনিষূদন ! ।

যয়া প্রোক্তং পরং গুহ্যং হিতায় তব স্তত্রত ! ॥ ১৬ ॥

রক্ষণীয়ং সদা চিন্তে ন বিস্মার্য্যং কদাচন ।

সারং হি সৰ্বশাস্ত্রাণাং মহাবিদ্যাপ্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥

নাতঃ পরং বেদিতব্যং বর্ততে ভুবনত্রয়ে ।

প্রিয়োহসি খলু দেব্যাস্ত্বং তেন তে ব্যাহতং বচঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা মহালক্ষ্ম্যাশ্চতুর্ভুজঃ ।

দধার হৃদয়ে নিত্যং মত্বা মন্ত্রমশ্রুতমম্ ॥ ১৯ ॥

পুরাণং মন্ত্ররূপং প্রকটীকৃতং বিদ্ধি ॥ ১৫ ॥ নবোতাদৃশং রহস্যং ভুবনেশ্বর্যা পামরায় বালকায় মহং কিমিত্যুপদিষ্টমিতি চেত্তত্রাহ কৃপাঞ্চতি । নাশ্রুতত্র কারণং পশ্যামি কেবলং ভগবতী-  
কৃপেবাত্র কারণং মন্ত্রে । যয়া স্বমুখে নৈবাতি রহস্যমুক্তম্ ॥ ১৬ ॥ মহাবিদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী তয়া প্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥ ইদং যদি ত্বয়ামুভূয়তে তদাতঃ পরং কিমপি বেদিতব্যমবশিষ্টং নৈবাস্তি । বাচা-  
রম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেবসত্যমিতি । বৃদ্ধৈবেদমমৃতং পুরস্তাদব্রূহ পশ্চাদক্ষিণ-  
শ্চোত্তরেণ । অধশ্চোৰ্দ্ধঞ্চ প্রমুতং বৃদ্ধৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠমিত্যাदिশ্রুতিভিঃ সৰ্বকারণজ্ঞানেন ॥ ১৮ ॥

( ইতি শ্রুত্বৈতি । দেবীমুখাং স্বপ্রশ্নশ্রোতরবাক্যমাকর্ণ্য শ্লোকার্দ্ধভাগমপি সম্পূর্ণশ্লোক-  
মপ্রজ্ঞায়ামপি সর্বোত্তমং মন্ত্রং বুদ্ধা হৃদয়ে দধার ধৃতবান্ বীজমন্ত্রবৎ শ্লোকতাৎপর্যার্থধারণাং

তাঁহারই আবরণশক্তি দ্বারা বিশ্বত প্রায় হইয়াছে বলিয়াই কোথা হইতে শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারিত হইল জানিতে পারিতেছি না; অতএব আমি সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি নিশ্চয়রূপে অবধারণ কর । সেই মহাদেবী ভগবতীকর্তৃক আকাশ মার্গ হইতে শ্লোকার্দ্ধ ভাগ প্রকটিত হইয়াছে । ঐ দুই চরণ শ্লোকটি সমস্ত বেদের সারভূত পরম পবিত্রকর ভাবী ভাগবত গ্রন্থের বীজ-  
স্বরূপ এবং জীবনিকরের বিশেষত তোমার ভূয়িষ্ঠ মঙ্গলজনক বলিয়া জানিবে । হে স্তত্রত ! যিনি সেই পরম গুহ্যতম শ্লোকার্দ্ধ ভাগ বলিয়াছেন তিনি সেই মহাদেবী ভগবতীই অপর নহেন । কারণ, তুমি প্রতি করেই দেবতা ও ঋষিদিগের বিশ্বকারী এমন কি সমস্ত জগতের কণ্টকস্বরূপ ছুরাচার রাক্ষস বা অসুরগণের দমন করিয়া থাক বলিয়া বোধ হয় তোমার প্রতি সদয় হইয়া তোমারই মঙ্গলের জন্য ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তুমি ঐ উপদেশমূলক শ্লোকার্দ্ধভাগ অস্তরে দৃঢ়রূপে ধারণা করিও, কদাচ বিশ্বত হইও না; কেননা, ঐ উপদেশটি বিশ্বনিস্তারকারিণী ভগবতী ব্রহ্মবিদ্যাকর্তৃক প্রকটিত হইয়াছে; স্তত্রাং উহাই যে সৰ্ব শাস্ত্রের সারভূত তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ১৭ ॥ এই ত্রিলোকী মধ্যে ইহা অপেক্ষা প্রকৃত জানিবার যোগ্য বিষয় আর কিছুই নাই; তুমি দেবীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া সেই জন্যই তিনি তোমাকে ঐরূপ পরম গুহ্য তত্ত্বটি উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস শ্রুত ! ভূজ চতুষ্টয় পরিশোভিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবী মহালক্ষ্মীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই শ্লোকার্দ্ধ ভাগকে অনির্লচনীয়া মহিমাপূর্ণ মন্ত্র বলিয়া বুঝিতে

কালেন কিয়তা তত্র তস্মাভিকমলোদ্ভবঃ ।

ব্রহ্মা দৈত্যভয়াভ্রস্তো জগাম শরণং হরিম্ ॥ ২০ ॥

ততঃ কৃত্বা মহাযুদ্ধং হত্বা তৌ মধুকৈটভৌ ।

জজাপ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্লোকাক্ষং বিশদাক্ষরম্\* ॥ ২১ ॥

জপন্তুং বাসুদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ ।

পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ কঞ্জজঃ কমলাপতিম্ ॥ ২২ ॥

কিং ত্বং জপসি দেবেশ ! ত্বতঃ কোহপ্যধিকোহস্তি বৈ ।

যৎ স্মৃত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রীতোহসি জগদীশ্বর ! ॥ ২৩ ॥

হরিরুবাচ ।

ময়ি ত্বয়ি চ যা শক্তিঃ ক্রিয়াকারণলক্ষণা ।

বিচারয় মহাভাগ ! যা সা ভগবতী শিবা ॥ ২৪ ॥

কৃতবান্ নিত্যমনিশং জপন্ সন্নতিশেষঃ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তিপ্রত্যুক্তিরূপবাক্যাবসানাৎ কিয়তিকালে গচ্ছতি সতি মহালক্ষ্ম্যাদিষ্টঃ পুরুষঃ বিষ্ণুনাভিকমলাজ্জাত ইতি সূচয়ন্নাহ শুকঃ প্রতিবেদব্যাসঃ ইতি শ্রুত্বো দৈত্যৌ মধুকৈটভৌ তাভ্যাং যদভয়ং তস্মাৎ তন্তঃ প্রাণশক্তিঃ । এতৌ হুর্জয়ো দানবৌ অধুনৈব তপস্বিনং মাং সংহরিস্যত ইতি জীবননাশভয়াৎ বিচলিত-হৃদয়ঃ সন্ হরেঃশরণং ভক্তক্লেশহরং হরিরূপমাশ্রয়ং জগাম প্রাপ ইত্যম্বয়ঃ ॥২০॥) ক্রিয়াকার-

পারিয়া নিরন্তর হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিলেন । এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে সর্বলোক স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই বটপত্র-শয়ান বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইলেন ; (তৎ-কালে তিনি প্রাচুর্ভূত হইয়াই নিজের উৎপত্তির কারণ কে, আর আমিই বা কে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সহসা মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার উপক্রম করিল ) তদর্শনে, তিনি ভয়ে বিব্রত হইয়া সেই বটপত্রে শয়ান যোগ-নিদ্রাভিভূত ভগবান্ হরির শরণাগত হইলেন ॥১৯—২০॥ পরে ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে সমুখিত হইয়া হুর্দান্ত দানব মধুকৈটভের সহিত সূচির কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহা-দিগকে কালকবলে প্রেরণপূর্বক পূর্বোন্নিখিত সেই বিস্পষ্টাক্ষর শ্লোকাক্ষর মন্ত্রটি একান্ত চিন্তে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ পশ্চাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা কমলাপতি বাসুদেবকে জপ করিতে দেখিয়া পরম প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২২ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনি সমস্ত দেবগণের এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়া কি জপ করিতেছেন ? এই বিশ্বমধ্যে আপনা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বা পূজ্যতম বস্তু আছে কি ? বিশেষত আপনি যখন জপ্য বিষয় স্মরণ করিয়া একেবারে প্রেমে উৎক্লম্ব হইতেছেন, তখন, অবশ্যই ইহাতে কোন গুঢ় কারণ আছে ! ॥ ২৩ ॥



যশ্চাধারে জগৎ সৰ্ব্বং তিষ্ঠত্যত্র মহার্ণবে ।

সাকারা বা মহাশক্তিঃ রমেয়া চ সনাতনী ॥ ২৫ ॥

যয়া বিশ্বজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।

সৈষা প্রসম্মা বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ২৬ ॥

সা বিদ্যা পরমা মুক্তোহেতুভূতা সনাতনী ।

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সৰ্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ২৭ ॥

অহং ত্বমখিলং বিশ্বং তস্মাচ্চিস্তিসম্ভবম্ ।

বিক্রি ব্রহ্মসন্দেহঃ কর্তব্যঃ সৰ্বদাহনঘ ! ॥ ২৮ ॥

গেতি । কার্যকারণলক্ষণেতি তাৎপর্যম্ ॥ ২১—২৪ ॥ সা সৰ্ব্বাধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মরূপিণ্যস্তীতাহ যশ্চাধারে ইতি । অত্র সন্ধিরার্থঃ । যশ্চা আধারে ইতি তু চেদঃ । অভেদে ভেদমারোপা যশ্চা আধারে ইত্যুক্তম্ । যদাত্মকে আধারে ইতি তু রহস্যম্ । মহার্ণবে মহার্ণবসদৃশে গভীরে অগাধে আধারে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ বিস্তর ইতি । বাসকৃতাবস্তুর ইত্যর্থঃ । তথায়ুগে কৃতযুগে হিরণ্যগৰ্ভকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ । দ্বাদশককে হিরণ্যগৰ্ভকৃতবিস্তরশ্চ বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২৬—২৯ ॥

ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে ভগবান্ হরি বলিলেন, প্রজাপতে ! তুমিত নিজেও বিজ্ঞান-সম্পন্ন ; তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? একবার হিরচিত্তে স্বয়ং মনে বিচার করিয়া দেখ না কেন ? তোমাতে এবং আমাতে যে কার্যকারণলক্ষণা শক্তি বর্তমান রহিয়াছেন তিনি কে ? ফল কথা এই যে, আমি যাহাকে জপ বা স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি তিনি সেই সৰ্ব্ব-মঙ্গল-স্বরূপিণী ব্রহ্মনয়ী দেবী ভগবতীই জানিবে ॥ ২৪ ॥ এই প্রায়কার্য্য নমহার্ণবের উপরিভাগেও এই সমস্ত জগৎ যে সাকার রূপ আধারে শক্তিতে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা আর কেহ নহে ; সেই নিত্য চৈতন্যরূপিণী সনাতনী অপরিমেয়া মহাশক্তি ব্রহ্মনয়ী ভগবতীই জানিবে ॥ ২৫ ॥ যিনি এই সচরাচর বিশ্বের পুনঃপুনঃসৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনিই অর্থাৎ আমার এই উপাশ্র মহাদেবীই যখন দেহিদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদাঘী হইলেন, তখনই তাহার অবলীলাক্রমে দুঃখেদ্য সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া বিমুক্ত হইয়া যান ॥ ২৬ ॥ সেই নিত্যস্বরূপা পরাশক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা রূপে বিশুদ্ধ চিত্ত সাধকদিগের মুক্তির হেতুভূত হইলেন ; আবার মূঢ় মানবগণের সংসারপাশ বন্ধনের কারণও তিনি ; ফলত এই বিশ্ব সংসার মধ্যে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া বিস্তৃত, তিনি সেই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বরী (অর্থাৎ সেই চিদ্রূপা পরাশক্তিই চৈতন্যরূপে দেহধারী মাত্রকেই পরিচালন করিয়া থাকেন । চিৎশক্তির অভাব হইলে সাধারণ জীবের কথা দূরে থাকুক সৰ্ব্ব মঙ্গলময় দেবাদিদেব শিবেরও নড়িবার শক্তি থাকে না । মূল কথা এই যে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আর-তদাধারভূত চিৎশক্তি দুই পদার্থ নহে । যেমন দাডিক শক্তি, আর প্রকাশশক্তি অগ্নি বা সূর্য্যেরই নামান্তর মাত্র ; এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ

শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং তদৈ ভাগবতং কিল ।

বিস্তরো ভবিতা তস্য দ্বাপরাদৌ যুগে তথা ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ব্রহ্মণা সংগৃহীতঞ্চ বিষ্ণোস্ত্ব নাভিপঙ্কজে\* ।

নারদায় চ তেনোক্তং পুজ্যায়ামিতবুদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥

নারদেন তথা মহং দত্তং হি মুনিনা পুরা ।

ময়া কৃতমিদং পূর্ণং দ্বাদশস্কন্ধবিস্তরম্ ॥ ৩১ ॥

তৎ পঠস্ব মহাভাগ ! পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।

পঞ্চলক্ষণযুক্তঞ্চ দেব্য্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বজ্ঞানরসোপেতং সর্বেষামুত্তমোত্তমম্ ।

ধর্মশাস্ত্রসমং পুণ্যং বেদার্থেনোপবৃংহিতম্ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ণমিতি । ব্রহ্মণা শতকোটিবিস্তরং কৃষ্ণা নারদায়োপদিষ্টং তেন মহমুপদিষ্টং তস্ত সারাংশং গৃহীত্বা ময়া দ্বাদশস্কন্ধপরিমিতং পূর্ণং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥ (যন্তু দ্বাদশস্কন্ধাদি-পরিপূর্ণং ময়া প্রণীতং তৎপঠস্ব অধ্যয়নেনাবধারণেত্যর্থঃ ন কেবলং মৎপ্রণীতদ্বাদধ্যয়ন-প্রয়োজনং কিন্তু মায়াশবলিতকুটস্থচৈতন্যরূপিণ্যা দেব্যা ভগবত্যাশ্চরিতেনোপবৃংহিতদ্বাদ-ব্রহ্মসম্মিতং বেদতুল্যম্ কিঞ্চ সর্গপ্রতিসর্গাদিপঞ্চলক্ষণোপলক্ষিতম্ ॥ ৩২ ॥ ইদানীং অস্ত্রৈব

জানিবে ॥ ২৭ ॥ প্রজাপতে ! তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্মল হইয়াছে বলিয়াই আমি এই সমস্ত গুঢ় কথা বলিতেছি । দেখ, তুমি বা আমি অথবা এই অখিল বিশ্ব ফল কথা এই যে বস্তুজাত যাহা কিছু আছে সে সমস্তই তাঁহার সেই চিৎশক্তি হইতে সন্তৃত জানিবে ; ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ করিও না ॥ ২৮ ॥ সেই মহাদেবী ভগবতী শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা আমার যাহা উপ-দেশ করিয়াছেন উহাই ভাগবত শাস্ত্রের বীজস্বরূপ জানিবে ; কিন্তু, দ্বাপর যুগের প্রথমে নিশ্চয়ই সেই গ্রন্থের বিস্তার হইবে ॥ ২৯ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, পূর্বে (কল্মাস্তসময়ে) লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে বসিয়াই সেই গুহ্যতম সুহৃৎভ শ্লোকার্দ্ধরূপ উপদেশটি সংগ্রহ করিয়া অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন নিজ মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করেন । তাহার পর, মহামুনি নারদ কৃপা করিয়া আমাকে প্রদান করেন । আমি উহা লাভ করিয়াই দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ করিয়া গ্রন্থাকারে সুবিস্তার করিয়াছি ॥ ৩০—৩১ ॥ রে বৎস ! ব্রহ্মচর্যাতির দ্বারা তুমি অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়াছ, সুতরাং ইহা তোমারই অধ্যয়নের যোগ্য । অতএব, তুমি এক্ষণে সেই মহাদেবী ভগবতীর অনির্কচনীয় চরিতাবলিপরিপূর্ণ পঞ্চ লক্ষণসম্পন্ন দ্বিতীয় বেদের জ্ঞান এই মহাপুরাণ ভাগবত গ্রন্থটি আমার নিকট অধ্যয়ন কর ॥ ৩২ ॥ ( রে বৎস ! এই

বৃত্তাস্তুরবধোপেতং নানাখ্যানকথাযুতম্ ।

ব্রহ্মবিদ্যানিধানস্তু সংসারার্ণবতারকম্ ॥ ৩৪ ॥

গৃহাণ ত্বং মহাভাগ ! যোগ্যোহসি মতিমত্তরঃ ।

পুণ্যং ভাগবতং নাম পুরাণং পুরুষর্ষভ ! ॥ ৩৫ ॥

অষ্টাদশসহস্রাণাং শ্লোকানাং কুরু সংগ্রহম্ ।

অজ্ঞাননাশনং দিব্যং জ্ঞানভাস্করবোধকম্ ॥ ৩৬ ॥

পুরাণস্ত সর্কৌত্তমতাং প্রতিপাদয়ন্নাহ তত্ত্বজ্ঞানেতি । সর্কেষাং সর্কেষ্যঃ পুরাণেভ্য উত্তম-  
মিতিশেষঃ । যতঃ বেদার্থেনোপবৃংহিতং ততঃ ধর্মশাস্ত্রবৎ পুণ্যং পবিত্রজনকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥  
বৃত্তাস্তুরবধেতি । নানাখ্যানকথাযুতং স্রুতিসুখদমুপদেশগর্তঞ্চ বিবিধাখ্যানপূর্ণম্ বিশেষতঃ  
ব্রহ্মবিদ্যানিধানং অতঃ সংসারসাগরস্ত তারকমিতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ এবং সর্কশ্লোগোপেত  
ভাগবতগ্রহণে স্বপুত্রস্ত শুকশ্চেবাধিকারং প্রদর্শয়ন্নাহ গৃহাণ ত্বমিতি । যতঃ মতিমতাঃ  
শ্রেষ্ঠঃ অতএব গৃহাণ অধীত্যাবধারণ ॥ ৩৫ ॥ কতিশ্লোকগ্রহণে মম চিত্তশান্তির্ভবেদিত্যেতৎ  
তত্রাহ অষ্টাদশসহস্রাণীতি । অজ্ঞাননাশনে কারণং দর্শয়তি জ্ঞানভাস্করবোধকমিতি ॥ ৩৬ ॥

অপূর্ক ভাগবত গ্রন্থের কিরূপ মাহাত্ম্য এবং ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবেশিত হই-  
য়াছে ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর ।) এই ভূমণ্ডলে অপরাপর পুরাণ প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্র  
আছে তাহাদিগের সকলাপেক্ষা ইহাকেই সর্কৌত্তম বলিয়া জানিবে । কেননা এই গ্রন্থখানি  
তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ এবং সমস্ত বেদার্থ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ; সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের ভ্রায় ইহা অত্যন্ত  
পবিত্র জনক ! । এই গ্রন্থে বৃত্তাস্তুরবধ প্রভৃতি নানাকথা পূর্ণ ভূরি ভূরি আখ্যান সকল  
সন্নিবেশ করিয়াছি ; বিশেষত ইহাতে নিগূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্ব নিহিত থাকায় নিশ্চয় জানিও  
যে, ইহাই একমাত্র ভীষণ সংসার সমুদ্র পারের সেতু স্বরূপ ! ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বৎস ! সাধারণ  
মানবের কথা দূরে থাকুক মহা মহা ঋষিদিগের মধ্যেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেখিতে  
পাওয়া যায় না ; ইহাতে বোধ হয় সেই মহাদেবী ভগবতীর প্রসাদে তোমার পরম সৌভাগ্য  
পরিবর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই সহসা একরূপ তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে ! বলিতে কি এই  
ভাগবত গ্রন্থ ধারণে তুমিই বথার্থ যোগ্যপাত্র ! অতএব তুমি এই পরম পবিত্রকর ভাগবত  
নামক মহাপুরাণটী আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইহার মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ কর । রে পুত্র !  
আমি তোমায় বারংবার অনুরোধ করিতেছি আমার কথা রক্ষা করিয়া এই অজ্ঞান অন্ধকার  
নাশক অচিরাত্ম জ্ঞান স্বর্গের উদ্বেগক অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পন্ন অষ্টাদশসহস্র শ্লোকপূর্ণ  
গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া ইহার সমস্ত তাৎপর্য্য সংগ্রহ কর । ইহার মাহাত্ম্য  
অধিক আর কি বলিব, সুমহৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধনে পরিপূর্ণ দীর্ঘায়ুধর সমস্ত সুখশান্তিপ্রদ  
সর্কমঙ্গলময় এই মহাপুরাণ ভক্তিভাবে পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তাদৃশ সৌভাগ্যবান্ পবি-  
ত্রাত্মা মানবদিগের কেবল যে ভববাতনাই তিরোহিত হইবে তাহা নহে ইহ কালেও পুত্র-  
পৌত্রবিবর্দ্ধনপ্রভৃতি যে কোনও সুখসম্পদ্ মনুষ্য লোকে পাওয়া সম্ভব তৎসমস্তই আসিয়া  
তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে । বৎস ! এই সর্কমঙ্গলময়ী পুরাণ সংহিতাটী তুমি পাঠ



ন চেন্ননসি তে শাস্তির্বচসা মম স্তত্রত ! ।

গচ্ছ ত্বং মিথিলাংপুত্র ! পালিতাং জনকেন হ ॥ ৪৫ ॥

স তে মোহং মহাভাগ ! নাশয়িষ্যতি ভূপতিঃ ।

জনকো নাম ধৰ্ম্মাত্মা বিদেহঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৪৬ ॥

তং গত্বা নৃপতিং পুত্র ! সন্দেহং স্বং নিবর্তয় ।

বর্ণাশ্রমাণাং ধৰ্ম্মাংস্ত্বং পৃচ্ছ পুত্র ! যথাতথম্ ॥ ৪৭ ॥

জীবমুক্তঃ স রাজর্ষিৰ্ভ্রাজ্ঞানমতিঃ শুচিঃ ।

তথ্যবক্তাহতিশাস্তুশ্চ যোগী যোগপ্রিয়ঃ সদা ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মৈ ব্যাসস্থামিততেজসঃ ।

প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শুকশ্চারণিসম্ভবঃ ॥ ৪৯ ॥

(নচেদিতি । স্তত্রতেতিসম্বোধনেন শুকশ্চ ব্রহ্মচর্যাদাঢ্যং জ্ঞাপয়তি । মম বচসা উপদেশ-  
বাক্যেন যদি তে তব শাস্তিৰ্ভবতি তর্হি মিথিলাং গচ্ছ জনকেন পালিতামিত্যুক্তং । সাম্রাজ্য-  
পালকস্তাপি তত্ত্বজ্ঞানবত্তাং সূচয়তি । পুনঃ পুত্রোতি সম্বোধ্য স্নেহাধিক্যং দর্শয়তি ॥ ৪৫ ॥  
মিথিলাগমনে ফলং দর্শয়ন্নাহ স তে মোহমিতি । স ভূপতিরপি বিদেহঃ দেহোপাধিশূন্যঃ  
তত্র হেতুং নির্দিশতি সত্যসাগর ইতি ধর্ম্মে আত্মামনো যন্ত সঃ ॥ ৪৬ ॥ তং গচ্ছেতি । হে  
পুত্র ! যথাতথং ক্রমমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ তং তাদৃশং তত্ত্বজ্ঞানবিশারদং নরপতিং পৃচ্ছেত্য-  
শ্রয়ঃ । জিজ্ঞাস্তবিসয়ং নির্দিশতি বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাং তথা আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্যাদীনাং তত্র  
তত্রাশ্রমে যে যে ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়ান্তানিতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥ ভূয়ো জনকশ্চ প্রভাবং সংকীর্তয়ন্ শুকশ্চ  
শাস্তিপ্রদানে সামর্থ্যং দর্শয়তি জীবমুক্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥) জীবমুক্তো বিদেহশ্চেতি । যদি জীবন্-  
মুক্তোস্তি তর্হি কামক্ৰোধাদ্যভাবাৎকথং রাজ্যং শাস্তি যদি তৎসম্রাজ্যং শাস্তি তর্হি

প্রভাবে প্রত্যক্চৈতন্ত স্বরূপ জানিয়া লোকে বিদেহ নামে বিখ্যত হইয়াছেন ॥ ৪২—৪৬ ॥  
পুত্র ! তুমি সেই নরপতির নিকট যাইয়া যথাযথ সমস্ত বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্মের বিষয়  
জিজ্ঞাসা কর ; ফলকথা এই যে, তাঁহার নিকট নিগূঢ় তত্ত্ব সকলের উপদেশ লইয়া মনের  
সংশয় নিবারণ কর । সেই পবিত্রাত্মা রাজর্ষি জনকের বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্যায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে ;  
তিনি আত্মতথ্য বক্তৃতায় অতীব পটীয়া সর্বদাই প্রশান্তস্বভাব, যোগশাস্ত্রপ্রিয় ; কেবল  
যে, যোগ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেই ভাল বাসেন তাহা নহে ; স্বয়ং যোগের অনুষ্ঠান  
পর্যন্তও করিয়া থাকেন ; অধিক আর কি বলিব বৎস ! তিনি পৃথিবীতে জীবমুক্ত বলিয়া  
প্রসিদ্ধ ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সূত কহিলেন, শৌনক ! অরণীগর্ভ সমুদ্র মহাপ্রভাবশালী শুকদেব অমিততেজা বেদ-  
ব্যাসের এইরূপ আশ্চর্যজনক জনক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ ! আপনি  
নিরন্তর ধর্ম্মগত চিন্ত ; স্তত্রাং আপনার কথায় অশ্রদ্ধা করা কৰ্ত্তব্য নহে ; তথাপি, এ  
বিষয়টীতে আমি অতীব বিস্মিত হইয়াছি ; কারণ, আলোক আর অন্ধকার যেমত পরস্পর

দন্তোহয়ং কিল ধর্ম্মাভ্যন্ ! ভাতি চিত্তে মমাহধুনা ।

জীবনুক্রো বিদেহশ্চ রাজ্যং শান্তি মুদাম্বিতঃ ॥ ৫০ ॥

বক্ষ্যাপুত্র ইবাভাতি রাজাহসৌ জনকঃ পিতঃ ।

কুর্ক্বন্ রাজ্যং বিদেহঃ কিং সন্দেহোহয়ং মমাহদুতঃ ॥ ৫১ ॥

দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং ভূপং বিদেহং নৃপসত্তমম্ ।

কথং তিষ্ঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাস্তিসি ॥ ৫২ ॥

সন্দেহোহয়ং মহাংস্তাত ! বিদেহে পরিবর্ততে ।

মোক্ষঃ কিং বদতাং শ্রেষ্ঠ ! সৌগতানামিবাপরঃ ॥ ৫৩ ॥

কথং ভুক্তমভুক্তং স্যাদকৃতং চ কৃতং কথম্ ।

ব্যবহারঃ কথং ত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াণাং মহামতে ! ॥ ৫৪ ॥

জীবনুক্রোঃ কথং তমঃপ্রকাশবহ্নিরূপতাবদ্ব্যভ্যুতয়োর্ব্যবহারয়োৱিত্যর্থঃ ॥৫০—৫১॥ (বক্ষ্যতি । অয়ং বক্ষ্যাপুত্রো য়াতি ইতি যথা তথা মম চিত্তে ভাতি অধুনা ভবদ্বাক্যং শ্রবণতিবাবৎ তথা চেত্যত্র যত্নকৃতং পরমপূজ্যপাদৈঃশ্রীভগবচ্ছরচাচাৰ্য্যৈঃ । “কুর্ক্বন্পৃষ্ঠতমুত্রাণঃ খপ্পকৃত-  
শেখরঃ এববক্ষ্যামুতো য়াতি শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ ।” ইত্যাদ্যলী কমিবভাতিত্যাৰ্থঃ ॥ ৫১ ॥ ইদানীং  
তাদৃশং নরপতিং প্রতি দিদ্গন্ধাতিশয়াং জ্ঞাপয়ন্নাহ দ্রষ্টুমিচ্ছামীতি ॥ ৫২ ॥) অস্মিন্ পক্ষে  
দেহপাত এব মোক্ষঃ সৌগতানামস্তি তদ্বদয়ং মোক্ষঃ সম্পন্নঃ যাবজ্জীবং রাজ্যং কৃত্বাম্যামু-  
তবাভাবোপি মোক্ষঃ সিধ্যতীত্যাহ মোক্ষঃকিমিতি ॥ ৫৩ ॥ নহু জ্ঞানিনাং ভুক্তমপ্যভুক্তং

বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রযুক্ত কখনই উভয়ের একত্র সমাবেশ হয় না, সেইরূপ রাজ্যশাসন আর তত্ত্বজ্ঞান  
কদাচই এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না; কিন্তু, এক্ষণে আপনার মুখে শুনিতেছি যে, নরপতি  
জনক পরমানন্দে রাজ্য শাসন করিতেছেন অথচ তিনি জীবনুক্রো ও বিদেহ নামে প্রসিদ্ধ !  
ইহাতে আমার মনে এই উপাধি দুইটি কেবল দৃষ্টমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥৫০—৫১॥  
পিতঃ ! বলিতে কি আপনার এই কথাটীতে আমার অন্তরে এক প্রকার অনির্কচনীর  
সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; কেননা মিথিলাধিপতি জনক যথানিয়মে রাজকাণ্ডের  
পর্যালোচনা করিয়াও কি প্রকারে যে দেহ উপাধিপরিশূন্ত হইলেন ইহা ভাবিয়া দেখিলে  
ঠিক যেন চিরবক্ষ্যার পুত্রোপজ্ঞাসের জ্ঞান বলিয়া প্রতীতি হয় !। যাহা হউক এক্ষণে, সেই দেহ  
উপাধি বর্জিত রাজসত্তম মিথিলাপতিকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত অভিলাষ হই-  
য়াছে ; কেননা তিনি সংসারে থাকিয়া কিরূপে জলহ পদ্মপত্রের জ্ঞান নির্লেপে অবস্থান  
করিতেছেন সেইটী প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত সংশয় নিরাস করিব । পিতঃ ! আপনি বেদ-  
তত্ত্বাদি বক্তাদিগের মধ্যে সর্বতোভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন এই অস্ত কিছু বলিতে  
কুষ্ঠিত হইতেছি ; কিন্তু, সেই নরপতি জনকের বিদেহত্ব বিষয়ে এতদূর সন্দেহ জন্মিয়াছে  
যে, তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না ; বস্তুত এটি যেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত  
দেহান্ববাদী চার্কাকের মুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে ! ॥ ৫১—৫৩ ॥

মাতা পুত্রস্তথা ভাৰ্য্যা ভগিনী কুলটা তথা ।

ভেদাভেদঃ কথং ন স্যাদ্যদ্যোতম্মুক্ততা কথম্ ॥ ৫৫ ॥

কটু ক্ষারং তথা তীক্ষ্ণং কষায়ং মিষ্টমেবচ ।

রসনা যদি জানাতি ভুঙ্ক্তে ভোগাননুত্তমান্ ॥ ৫৬ ॥

শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিপরিজ্ঞানং যদা ভবেৎ ।

মুক্ততা কীদৃশী তাত ! সন্দেহোহয়ং সমাদৃতঃ ॥ ৫৭ ॥

শত্রুমিত্রপরিজ্ঞানং বৈরং প্রীতিকরং সদা ।

ব্যবহারে পরে তিষ্ঠন্ কথং ন কুরুতে নৃপঃ ॥ ৫৮ ॥

কৃতমপ্যকৃতমস্তীতি ন দোষ ইতি চেত্তদাহ কথং ভুক্তমিতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ভুঙ্ক্তে ভোগা-  
নন্তথা কথং ভোগঃ স্তাদিত্যভাবঃ ॥ ৫৬ ॥ (শীতোষ্ণেতি । হে তাত ! যদা শীতোষ্ণাদেঃ  
পরিজ্ঞানং ভবেৎ তদা সা মুক্তিঃ কীদৃশীত্যয়ং সমাদৃত সন্দেহো জাত ইতি ॥ ৫৭ ॥ ভূয়োহপি  
সন্দেহাধিক্যমুদ্ভাবয়ন্নাহ শত্রুমিত্রেতি । নৃপোজনকঃ পরে ব্যবহারে সমৃদ্ধিশালিনি রাজপদে  
প্রতিষ্ঠমানঃ ব্যবহারচূড়ান্তরূপং রাজ্যং পালয়ন্ সন্নিত্যর্থঃ শত্রুমিত্রাদেঃ পরিজ্ঞানং কথং ন

পিতঃ ! আপনিত পরম জ্ঞানী ; আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারস্থ জ্ঞানী পুরুষের  
যদি সমস্ত কার্য্যই যথা নিয়মে সম্পাদিত হইতে থাকিল, তাহা হইলে আর কি করিয়া  
বলিব যে, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কার্য্য পরিত্যাগ হইয়াছে ; তিনি নিয়মমত অন্নাদি  
ভক্ষণ বা কর্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, অথচ বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার সেসকল  
আহার বিহারাদি কোন কার্য্যই করা হয় নাই !। ইহা যে কেন স্বীকার করিতে হইবে  
তাঁহার কিছুই মৰ্ম্ম বুঝিলাম না । মাতা কি পুত্র কি ভাৰ্য্যা কি ভগিনী অথবা কুলটা রমণী  
প্রভৃতিতে জ্ঞানীর কি ভেদাভেদ জ্ঞান হয়না ? ফলত সংসারে থাকিলে, এসকল বিষয়ে  
অবশ্যই ভেদ বুদ্ধি থাকিবে ; যদি থাকাই সম্ভব হইল, তবে কি বলিয়া তাঁহার জীবনমুক্ততা  
স্বীকার করা যাইতে পারে ? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ পিতঃ ! যদি সংসারী তত্ত্বজ্ঞানীর রসনা কটু, ক্ষার,  
তীক্ষ্ণ, কষায় বা মিষ্টাদি সমস্ত রসের আশ্বাদ অনুভব করিতে সমর্থ হইল, ফল কথা এই  
যে, সংসারে থাকিয়া তিনি ভোগবিলাসী পুরুষের মত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদিও  
উদর সাৎ করিবেন এবং সাধারণের স্থায় তাঁহার শীতোষ্ণ বা সুখ দুঃখাদিরও অনুভব হইবে  
অথচ তিনি দেহোপাধি পরিশূন্য জীবনমুক্ত পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ; ইহা যে কি প্রকার  
মুক্তি তাহা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না ; এই জন্তই আমার মনে অদ্ভুত সন্দেহ  
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

যখন সামান্য ব্যবহারে থাকিলেও ভেদাভেদ বুদ্ধির অন্তথা হয় না, তখন তিনি যে নর-  
পতি হইয়া বিশেষত ব্যবহারের চূড়ান্ত স্বরূপ রাজপদে থাকিয়া এ শত্রু আর এ মিত্র এটা  
ঘেঁষা আর এইটা প্রীতিদায়ক এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান করিবেন না, ইহা কদাচই সম্ভবপর নহে ;  
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক জন হুঁয়াদা চোর আর এক জন নিরপরাধ ধৰ্ম্মাত্মা তাপসকে



চৌরং বা তাপসং বাপি সমানং মন্যতে কথম্ ।

অসমা যদি বুদ্ধিঃ স্যান্মুক্ততা তর্হি কীদৃশী ॥ ৫৯ ॥

দৃষ্টপূর্ব্বো ন মে কশ্চিৎজীবন্মুক্তশ্চ ভূপতিঃ ।

শক্কেয়ং মহতী তাত ! গৃহে মুক্তঃ কথং নৃপঃ ॥ ৬০ ॥

দিদৃক্ষা মহতী জাতা ঞ্জহা তং ভূপতিং তথা ।

সন্নেহবিনিবৃত্ত্যর্থং গচ্ছামি মিথিলাং প্রতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকস্ত  
জনক দর্শনার্থং মিথিলাগমনপ্রার্থনায়াং ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

করতে করোত্যেবেতি মন্যনসিভাতীতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ শক্রমিত্রাদৌ সমবুদ্ধৌ সত্যং কথমপি  
রাজারূপং ন সম্ভবেৎ বুদ্ধৈর্কৈবম্যেহপি চ নৈবকদাচিৎজীবন্মুক্ততাসিদ্ধিরিতি দিব্যরাজ্যো-  
রেকত্রসমাবেশবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবয়োস্তয়োর্বুদ্ধবিদ্যানিষ্ঠতাসাম্রাজ্যপালনক্রিয়য়ো-  
রেকপুরুষাবস্থায়িত্বাসম্ভাবনাং দর্শয়ন্নাহ চৌরমিতি ॥ ৫৯ ॥ পক্ষদ্বয়োরেকপুরুষনিষ্ঠতাং দৃষ্টিভে-  
দানীং তাদৃশশ্চ বিষয়ভোগিজীবন্মুক্তপুরুষত্বাত্তাত্ত্ব্যং সমর্থয়ন্নাহ দৃষ্টপূর্ব্বোনেতি । গৃহে-  
তিষ্ঠন্ ভূপতিভূমিপালকোহপি জীবন্মুক্তঃ কশ্চিন্নামাস্তি চেৎ ভক্তম্ মন্যতু তাদৃশঃ ধপুঙ্গবৎ  
পুরুষো ন পূর্ব্বং দৃষ্ট ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৬০ ॥ দিদৃকেতি । অসম্ভাবিত্যেহপি ভবনুপাৎ তং  
ভূপতিং তাদৃশং জীবন্মুক্তং ভূপতিং ঞ্জহা ভূপালকস্তাপি জীবন্মুক্ততাং ঞ্জতেতিভাবঃ মম  
মহতী বলবতীত্যর্থঃ দিদৃক্ষা দর্শনলালসা জাতা এবহুতশ্চাত্তসন্নেহস্ত নিরাকরণায় মিথিলাং  
প্রতি গচ্ছামি অতএব হে মহাভাগ ত্বামাপৃচ্ছ ইত্যন্তরেণাহরঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

কি প্রকারে সমান বোধ করিবেন ? সেরূপ করিলে অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার রাজ্য দম্ভ্য-  
সঙ্কুল হইয়া উৎসন্ন যার এবং তিনি নিজেও সেই ঘোর অধর্ম্ম জন্ত উত্তর লোক হইতে পরি-  
ভ্রষ্ট হইয়া অচিরকাল নিরয় নিলয়ে বাস করিয়া কঠোর যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন ;  
আবার এ দিকেও দেখুন, যদি বুদ্ধির বৈষম্য ভাবই থাকিল, তাহা হইলে আর তিনি কি  
প্রকারে সেই জীবন্মুক্ততা জন্ত অনন্ত সুখানুভবের অধিকারী হইতে পারেন ? ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
পিতঃ ! কোনও ভূপতি যে জীবন্মুক্ত আছেন ইত্যপূর্ব্ব আমি আর কখনই একরূপ অদ্বুত  
ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করি নাই ; এই জন্তই আমার অন্তরে অতিশয় শঙ্কার উদয় হইতেছে ;  
রাজর্ষি জনক গৃহে থাকিয়া বিশেষতঃ যথাবিহিত রাজ্য শাসন করিয়াও জীবন্মুক্ত রূপে দেহ  
যাত্রা নিষ্পাদন করিতেছেন । কি আশ্চর্য্য ! পিতঃ ! আপনার মুখে সেই নরপতির তাদৃশ  
আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা শুনিয়াবধি তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে ; অতএব  
আপনি অনুমতি করিলেই এই সন্নেহটী নিবারণের জন্ত মিথিলায় উদ্দেশে যাত্রা করি ॥ ৬০-৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে জনক দর্শনার্থে শুকদেবের মিথিলা গমন

প্রার্থনা বিষয়ক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা পিতরং পুত্রঃ পাদয়োঃ পতিতঃ শুকঃ ।  
বদ্ধাঞ্জলিরুবাচেদং গন্তুকামো মহামনাঃ ১ ॥  
আপৃচ্ছে ত্বাং মহাভাগ গ্রাহং তে বচনং ময়া ।  
বিদেহান্দ্রক্টুমিচ্ছামি পালিতান্ জনকেন তু ॥ ২ ॥  
বিনা দণ্ডং কথং রাজ্যং করোতি জনকঃ কিল ।  
ধর্ম্যে ন বর্ততে লোকো দণ্ডশ্চেন্ন ভবেদ্যদি ॥ ৩ ॥  
ধর্ম্যশ্চ কারণং দণ্ডো মন্বাদিপ্রহিতঃ সদা ।  
স কথং বর্ততে তাত সংশয়োহয়ং মহাম্মম ॥ ৪ ॥

ষট্‌ষট্‌শ্লোকবর্ষেভ্য জনকস্ত পরীক্ষণম্ ।

মিথিলায়াং গতঃ কৰ্ভুঃ শুকইত্যোতদীৰ্বতে ॥

ইত্যুক্তেতি ॥ ১—২ ॥ বর্ততইতি । বর্ততেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ( দণ্ডং বিনা কদাচিল্লোকস্থিতি  
র্ন সন্তবেদিতি পূর্বশ্লোকোক্তং সমর্থয়ন্যাহ ধর্ম্যশ্চেতি । ধর্ম্যরক্ষার্থমেব মন্বাদিভির্মহর্ষিভির্দণ্ডঃ-  
প্রহিতঃ । ধর্ম্যশ্চ হি দণ্ডমূলকত্বাৎ । অয়মর্থঃ । ষতঃ দণ্ডভয়াদেব সর্বাঃ প্রজাঃ স্বধর্ম্মেতিষ্ঠন্তি

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন । মহাত্মা শুকদেব মিথিলা  
গমনাভিলাষে এইরূপ মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াই পিতার চরণযুগলতলে পতিত হইয়া  
বদ্ধাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাভাগ ! আপনার কথা আমি সমস্তই গ্রহণ করিলাম ; এক্ষণে,  
সেই জনকরাজ-পালিত বিদেহরাজ্য দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি । নরপতি জনক দণ্ড প্রয়োগ  
ব্যতীত কিরূপে রাজ্য শাসন করেন ? আর যদি দণ্ড প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার  
রাজ্যস্থ প্রজাগণ বিনাদণ্ডে কি প্রকারেইবা স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে, এই সমস্ত ব্যাপার  
দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে ॥ ১—৩ ॥ পিতঃ ! এই সংসারস্থ সমস্ত  
প্রজাগণ কেবল দণ্ডভয়েই যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহা বোধ হয় কাহারই অবি-  
দিত নাই ; যহু প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ একমাত্র ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্তই দণ্ডবিধি শাস্ত্র  
সকলের প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু, নরপতি জনকের রাজ্যে যদি সেই দণ্ড প্রয়োগ  
না থাকে ; তাহা হইলে কিরূপে যে তাঁহার প্রজাপুঞ্জ স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা বুঝিতে  
সমর্থ হইতেছি না ; সুতরাং এবিষয়ে আমার অন্তরে সূমহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ।  
আপনি সূমহৎ তপঃপ্রভাবে সমস্ত দুর্দান্ত রিপুদিগকে জয় করিয়াছেন ; সুতরাং আপনার

মম মাতা ত্রিঃ বক্ষ্যা তবস্ত্যতি বিচেষ্টিতম্ ।  
পৃচ্ছামি হ্যং মহাভাগ ! গচ্ছামি চ পরস্তপ ! ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা গন্তুকামঞ্চ শুকং সত্যবতীসুতঃ ।  
আলিঙ্গ্যোবাচ পুত্রং তং জ্ঞানিনং নিঃস্পৃহং দৃঢ়ম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

স্বস্ত্যস্ত শুক ! দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্র ! মহামতে ! ।  
সত্যাং বাচং প্রদত্ত্বা মে গচ্ছ তাত ! যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥  
আগন্তব্যং পুনর্গত্বা মমাশ্রমমনুত্তমম্ ।  
ন কুত্রাপি চ গন্তব্যং ত্বয়া পুত্র ! কথঞ্চন ॥ ৮ ॥  
সুখং জীবামি পুত্রাহং দৃষ্ট্বা তে মুখপঙ্কজম্ ।  
অপশ্যন্দুঃখমাপ্নোগি প্রাণস্তমসি মে সূত ! ॥ ৯ ॥

অতএব মন্যাদিভির্দণ্ডঃপ্রযুক্তঃ ॥ ৪ ॥ ) মম মাতেতি । যদি মাতা বক্ষ্যা তদা বক্তুরভাবাদিদং  
নাক্যমেব নস্তান্তবদণ্ডো যদি ন স্তান্তর্হি ধর্ম এব ন স্তাৎ । যদি পুনর্দণ্ডোহস্তি তদা শমাদা-  
ভাবাদ্জ্ঞানমেব ন স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ৫—৬ ॥ সত্যাং বাচং পুনরাগমিষ্যামীত্যেবং রূপাম্ ॥ ৭ ॥  
( আগন্তব্যমিতি । মিথিলাং গত্বা পুনর্ন্যমৈবেদমুত্তমমাশ্রমঃ আগন্তব্যম্ । হে পুত্র ! কথঞ্চন  
কথমপি চিত্তচাক্ষুণ্যবশাদিত্যর্থঃ । ত্বয়া কুত্রাপি কস্মিন্নাপি দেশে ন গন্তব্যং কদাচিৎ সন্ন্যাসা-  
দ্যাশ্রমঃ সৎসা নাস্তীকর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ আশ্রমপ্রত্যাগমনপ্রয়োজনং দর্শয়গ্নাহ সুখং

কথায় অশ্রদ্ধা করা মুঢ়তামাত্র ! কিন্তু, আমার এই মাতা বক্ষ্যা, এই কথাটিও যেমন সত্য,  
জনকের ব্যাপারও আমার মনে ঠিক সেইরূপ প্রতীতি হইতেছে ; অতএব আপনি অনুমতি  
করুন, আমি মিথিলায় উদ্দেশে গমন করি ॥ ৪—৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! তাহার পর, সত্যবতী-তনয় মহর্ষি বেদব্যাস নিত্যন্ত সংসার  
নিঃস্পৃহ পরম প্রজ্ঞাবান্ পুত্র শুকদেব মিথিলা যাইতে অভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া  
তাঁহাকে পুনঃপুন আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন ॥ ৬ ॥ বৎস ! তুমি নিজ অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে  
সংসারের সমস্ত ভবই বুঝিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে কোন কথা অধিক বলা  
কেবল নিরর্থক বাগাড়ানির মাত্র ! রে পুত্র ! আমি আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও,  
সর্বতোভাবে তোমার মঙ্গল হউক । যদি মিথিলা যাইতে তোমার একান্তই বাসনা হইয়া  
থাকে তাহা হইলে আমার নিকট সত্যবাক্যরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যথা সুখে গমন  
কর ॥ ৭ ॥ বৎস ! ( সেই সত্য প্রতিজ্ঞাটি কি প্রকার তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ) তুমি  
এখান হইতে মিথিলা যাইয়া মহাত্মা জনকের নিকট তত্বোপদেশ গ্রহণপূর্বক পুনরায়  
আমার এই মঙ্গলময় আশ্রমেই প্রত্যাগমন করিবে কদাচ আর অন্তত যাইবে না ॥ ৮ ॥



দৃষ্ট্বা ত্বং জনকং পুত্র ! সন্দেহং বিনিবর্ত্য চ ।  
অত্রাগত্য স্মৃৎ তিষ্ঠ বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ সোহভিবাদ্যার্য্যং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্ ।  
চলিতস্তরসাতীৰ্ধনুযুক্তঃ শরো যথা ॥ ১১ ॥  
সংপশ্যন্ বিবিধান্ দেশান্ লোকাংশ্চ বিত্তধর্ম্মিণঃ ।  
বনানি পাদপাংশ্চৈব ক্ষেত্রানি ফলিতানি চ ॥ ১২ ॥  
তাপসাংস্তপ্যমানাংশ্চ যাজকান্দীক্ষয়ান্বিতান্ ।  
যোগাভ্যাসরতান্ যোগিবানগ্রস্থান্ বনৌকসঃ ॥ ১৩ ॥

জীবাসীতি । হে পুত্র ! সর্বসদৃশবত্ত্বা তমেব প্রাণস্বরূপোহসি অতস্তে তব মুখপঙ্কজং দৃষ্ট্বা  
অহং স্মৃৎ যথা শ্রুতং তথা জীবামি জীবিতুং শক্লোমি যাবজ্জীবং স্মৃথেনৈব কালং যাপয়িষ্যামীতি  
তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১০ ॥ ভবাংস্ত্ব মনুখং দৃষ্ট্বা স্মৃৎ জীবিষ্যসি যস্মা পুনঃ কেন কালোহতিবাহনীয়  
ইতি চেত্তত্রাহ দৃষ্ট্বা হমিতি । অত্রাশ্রমে প্রত্যাগত্য বেদাধ্যয়নতৎপরঃ সন্ হমপি স্মৃৎ তিষ্ঠ  
অস্মাভিঃ সহ স্মৃথেন কালমতিপাতয়িষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্ত ইতি । স শুকদেবঃ পিত্রা ইত্যাদিষ্টঃ সন্ আর্য্যং পিতরং বেদব্যাসং অভিবাদ্য  
প্রদক্ষিণঞ্চ কৃত্বা ধনুষঃ ক্ষিপ্তো বাণ ইব অতীব তরসা বেগেন চলিতঃ প্রস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ সংপশ্চ-  
ন্নতি । বিত্তং ধনমেব ধর্ম্মঃ বিত্তধর্ম্মঃ সোহন্তোষামিতি বিত্তধর্ম্মিণস্তান্ অত্র তু নিন্দায়াং মতু-  
বিত্তি বোধ্যম্ বিত্তার্জনস্বভাবা ইতি যাবৎ । বিত্তেন ধর্ম্মাচরণশীলা ইত্যেকো ॥ ১২ ॥ যোগিবান-  
গ্রস্থান্

রে পুত্র ! তুমিই আমার জীবনস্বরূপ ! অধিক কি, আমি যদি তোমাকে পুনরায় না দেখিতে  
পাই তাহা হইলে এতদূর যন্ত্রণা হইবে যে, বোধ হয় জীবন ধারণে সমর্থ হইব না, কিন্তু  
তুমি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া যদি একান্তই দারপরিগ্রহ না কর তথাপি আমি তোমার ঐ  
নির্ম্মল মুখপঙ্কজ দর্শন করিয়া পরম স্মৃথে কালতিপাত করিতে পারিব ॥ ১০ ॥ বৎস ! তুমি  
রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক এই  
আশ্রমে আসিয়া সতত বেদাধ্যয়নে তৎপর হইয়া স্মৃথে অবস্থান কর ॥ ১০ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইমত আদেশ করিলে, মহাত্মা শুকদেব পরমশুভ্র  
পিতাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া কান্দুকনিক্ষিপ্ত বাণের ত্রায় অতীব বেগসহকারে  
মিণিলা গমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ পশ্চিমধ্যে তিনি বিবিধ দেশ, নানাপ্রকার জীবিকা-  
বলস্বী লোক ফলভারাবনত তরুবর শস্ত্রময় ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতে  
লাগিলেন; এবং স্থানে স্থানে তপস্কর্য্যানিরত তাপসগণ কোন স্থানে বা দীক্ষায়িত  
যাজিকপুরুষ যোগাভ্যাসরত যোগী ও বানপ্রস্থধর্ম্মাহুষ্ঠারী বনবাসী আবার দেশবিশেষে  
শৈব, পাণ্ডপত, সৌর, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোক সকলকে দেখিয়া  
অতীব বিস্মিত হইলেন; কিন্তু, কাহাকেও কিছু না বলিয়া মনে মনে কেবল নিজ স্বরূপ

শৈবান্ পাণ্ডপতাংশ্চৈব সৌরাষ্ট্রাঙ্কান্চ বৈষ্ণবান্ ।  
 বীক্ষ্য নানাবিধান্ ধৰ্ম্মান্ জগামাতিশ্রয়শ্রুনিঃ ॥ ১৪ ॥  
 বর্ষদ্বয়েন মেরুঞ্চ সমুদ্রজ্যা মহামতিঃ ।  
 হিমাচলঞ্চ বর্ষেণ জগাম মিথিলাং প্রতি ॥ ১৫ ॥  
 প্রবিষ্টো মিথিলাং মধ্যে পশ্যন্ সর্বদ্বিজমুত্তমাম্ ।  
 প্রজাশ্চ স্থখিতাঃ সর্বাঃ সদাচারাস্ত্রসংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥  
 কল্পা নিবারিতস্তত্র কল্মষত্র সমাগতঃ ।  
 কিস্তে কার্য্যং বদন্তেতি পৃষ্ঠস্তেন ন চাহব্রুবীৎ ॥ ১৭ ॥  
 নিঃসৃত্য নগরদ্বারাং স্থিতঃ স্থাগুরিবাচলঃ ।  
 বিস্মিতোহতিহসংস্তুস্তো বচো নোবাচ কিঞ্চন ॥ ১৮ ॥  
 প্রতীহার উবাচ ।

ব্রুহি মুকোহসি কিং ব্রূক্ষন্ ! কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ।  
 চলনঞ্চ বিনা কার্য্যং ন ভবেদिति মে মতিঃ ॥ ১৯ ॥

প্রস্থানিতি সমস্তপদম্ ॥ ১৩—১৫ ॥ মধ্যে মিথিলামধ্যে ॥ ১৬ ॥ কল্পা দ্বারপালঃ ॥ ১৭ ॥  
 নিঃসৃত্যতি । গৌনমায়ায় দ্বারদেশং মুক্তা দ্বারস্থাত্রে তসৌ ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তত্ত্ব বিচার করিতে করিতে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন ॥ ১২—১৪ ॥ এইরূপে মহাশয়  
 শুকদেব অবিচ্ছেদে দুই বৎসর কাল গমন করিয়া মেরুপর্বত এবং এক বৎসরে হিমগিরিকে  
 অতিক্রম করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি সেই ধন-ধাত্তাদি-বিবিধঐশ্বর্য্য-  
 শোভায় পরিশোভিত নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তত্রত্য প্রজাগণ সকলেই স্বধর্ম্ম  
 নিরত এবং সদাচারসম্পন্ন অথচ সকলেই পরম সুখে কাল হরণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ শুকদেব  
 কিয়ৎকাল মাত্র এইরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্রমশ যেমন পুরাতত্ত্বরত্নাগরে প্রবিষ্ট হইবেন  
 অমনি দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ পূর্বক কহিল, তুমি কে ? কোথা হইতে আসিলে ? এখানে  
 তোমার কি কার্য্য আছে বল ! দ্বারপাল এইরূপ বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি  
 কিছুই বলিলেন না ; কেবল নগরদ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া স্থাগুর (মুড়গাছের) শ্রাস  
 অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ; কলত সে সময় তিনি একটা কথামাত্রেরও প্রয়োগ  
 করিলেন না (দ্বারপালের তাদৃশ কঠোর ব্যবহার দর্শনে) অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে  
 হাসিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

(শুকদেবকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া) প্রতীহার পুনরায় কহিল, অহে ব্রূক্ষণ !  
 তুমি বোবা নাকি, কথা কহিতেছ না কেন ? এখানে কিজন্য আসিয়াছ বল ? কোনও কার্য্য  
 ব্যতীত কাহারও কুত্ৰাপি যে গমনাগমন হয় না তাহা আমার বিলক্ষণ বোধ আছে । অহে

রাজাজ্ঞয়া প্রবেষ্টব্যং নগরেহস্মিন্ সদা দ্বিজ ! ।  
 অজ্ঞাতকুলশীলশ্চ প্রবেশো নাত্র সর্বথা ॥ ২০ ॥  
 তেজস্বী ভাসি নুনং হুং ব্রাহ্মণো বেদবিস্তমঃ ।  
 কুলং কার্য্যঞ্চ মে ব্রুহি যথেষ্টং গচ্ছ মানদ ! ॥ ২১ ॥  
 শুক উবাচ ।

যদর্থমাগতোহস্ম্যত্র তৎ প্রাপ্তং বচনান্তব ।  
 বিদেহনগরং দ্রষ্টুং প্রবেশো যত্র দুর্লভঃ ॥ ২২ ॥  
 মোহোহয়ং মম দুৰ্বুদ্ধেঃ সমুল্লজ্য গিরিধরম্ ।  
 রাজানং দ্রষ্টুকামোহহং পর্যাটন্ সমুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥

চলনং চেতি । আগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥ ততো যথেষ্টং গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যদর্থমিতি । মন্যতে হুং জ্ঞানী ন স্থিতঃ । কিন্তু পিত্রায়ং জ্ঞানী নিশ্চিতস্তত্রাশ্চর্য্যং মম  
 জাতমিতি দ্রষ্টুমাগতঃ । স জ্ঞানপ্রকাশস্তত্ত্বানুভূতো ময়া যন্মাদৃশানাং প্রবেশাভাব ইতি

দ্বিজ ! রাজার অনুমতি হইলে সকল সময়েই এই নগরে প্রবেশ করিতে পারা যায়, অত্থথা  
 অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির এ স্থলে কোন প্রকারেই প্রবেশাধিকার নাই ॥ ১৯—২০ ॥ আমি  
 নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিয়াছি আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং অত্যন্ত  
 তপন্তেজা স্মৃতরাং বিনয় বা দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণসকল আপনাদের নৈসর্গিক ভূষণ ;  
 আমি পুনঃপুন কঠোর উক্তি করিলেও আপনি সেই জন্তই কোন উত্তর করেন নাই,  
 আপনারাই প্রকৃতরূপ শাস্ত্র বা মহতের মান রক্ষা করিয়া থাকেন । অতএব, ব্রহ্মন্ !  
 আমি বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কৃপা করিয়া বলুন এখানে কি কার্য্যের  
 উদ্দেশে আসা হইয়াছে এবং নিজ আবির্ভাবে কোন কুলকে পবিত্র করিয়াছেন ? দেখুন,  
 ইহাতে আপনি ছঃখিত হইবেন না ; কেননা, আমার কর্তব্য কার্য্য বলিয়াই আমি এই  
 সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ; ফলকথা এই যে আপনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলির  
 উত্তর দিয়া এই নগরীর মধ্যে যে স্থলে ইচ্ছা হয় গমন করুন ॥ ২১ ॥

দ্বারাধাক্ষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া শুক কহিলেন, প্রতীহার ! এই নগরটীর নাম  
 বিদেহ !! কেন না, ইহার অধীশ্বর দেহ-উপাধি বর্জিত !! স্মৃতরাং রাজ্য বা নগর সেই নামেই  
 বিখ্যাত ; এদিকে কিন্তু, কেহ দর্শন কামনায় আসিলে তাহার পক্ষে নগরে প্রবেশ পর্য্যন্ত  
 ও দুর্লভ । অতএব, আমি এখানে যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলাম তোমার কথা মাত্রেরই  
 আমার সে সমস্তই পাওয়া হইয়াছে ॥ ২২ ॥ আমার যদি বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকিত তাহা  
 হইলে আর এরূপ ভ্রমে পতিত হইতাম না ; কলত আমি অতিশয় নির্বোধ, সেইজন্ত মেরু  
 এবং হিমালয় নামক সেই সূহৃদর পরস্পর অতিক্রম পূর্বক একমাত্র রাজদর্শন লালসায়  
 সূদীর্ঘ পথপর্যাটন ক্লেশ সহ করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ২৩ ॥ মহাত্মন । দ্বার-



বঞ্চিতোহহং স্বয়ং পিত্রা দুষণং কশ্য দীয়তে ।

ভ্রামিতোহহং মহাভাগ ! কৰ্ম্মণা কামহীতলে ॥ ২৪ ॥

ধনাশা পুরুষশ্চেহ পরিভ্রমণকারণম্ ।

সা মে নাস্তি তথাপ্যত্র সংপ্রাপ্তোহস্মি ভ্রমাৎ কিল ॥ ২৫ ॥

নিরাশস্য সুখং নিত্যং যদি মোহে ন মজ্জতি ।

নিরাশোহহং মহাভাগ ! মথোহস্মিন্ মোহসাগরে ॥ ২৬ ॥

ক মেরুমিথিলা কেয়ং পদ্যাক্ষ সমুপাগতঃ ।

পরিভ্রমফলং কিং মে বঞ্চিতো বিধিনা কিল ॥ ২৭ ॥

প্রারকং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্ ।

উদ্যমস্তদ্বশে নিত্যং কারয়ত্যেব সৰ্ব্বথা ॥ ২৮ ॥

ভাবঃ ॥ ২২—২৫ ॥ মোহসাগরে ইতি । অতো ময়া হুঃখং প্রাপ্তং ন তত্রাশ্রয়পরাধ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ নম্বেবং ক্লেশং ভুক্ত্বা নিরর্থকঃ কিমর্থমাগতম্ভমিতি চেত্তজাহ প্রারক-মিতি । অবশ্যং প্রারকং কৰ্ম্ম ভোক্তব্যম্ । উদ্যম উদ্যোগস্ত তদ্বশে নিত্যং বর্ততে তমিতি শেবোহত্র কৰ্ত্তব্যঃ । তমুদ্যোগং তৎপ্রারকং সৰ্ব্বথা কারয়তি ব্যাপারম্ । উদ্যোগো যন্তো ব্যাপারং करोति তেনোদ্যোগেন প্রারকং কৰ্ম্ম কারয়তি ন তত্র মদধীনতা কাচিদ-স্তীতি ভাবঃ । হুকোরন্তরস্তামিতি দ্বিকৰ্ম্মত্বম্ ॥ ২৮ ॥ বিদেহো নাম ভূপতিরिति । যত্রোতি-

পাল ! তুমি কিছু মনে করিও না আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হই নাই; কেননা, আমার পিতাই যখন স্বয়ং আমাকে ঠকাইলেন, তখন অপরের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিলে কি হইবে। অথবা আমার কৰ্ম্মফলই হয়ত আমাকে ভূতলে আনিয়া ভ্রমণ করাই-তেছে। এই পৃথিবীতে একমাত্র ধনাশাই মনুষ্যের পরিভ্রমণের কারণ, কিন্তু আমার অন্তরে সে আশার গন্ধমাত্রও নাই, তথাপি কেবল ভ্রমে পড়িয়াই একরূপ হুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিলাম ॥ ২৪—২৫ ॥ ক্তঃ ! ইহ সংসারে যে মানব সৰ্ব্বতোভাবে আশাপাশ হইতে বিমুক্ত, সে যদি কোন প্রকারে মোহজালে নিমগ্ন না হয়, তাহা হইলে সে নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারে; আমিও আশার দাস নহি, তথাপি কেবল ঘোরতর অজ্ঞানবুদ্ধে ভুবিয়াই ঈদৃশ দুর্দশা গ্রস্ত হইলাম ॥ ২৬ ॥ হায় ! কোথায় সেই মেরু পর্বত আর কোথায় এই মিথিলা! পায়ে হাঁটিয়া এই সুহৃন্তর পথ অতিক্রম পূৰ্ব্বক এখানে আসিলাম, ওঃ কি কৰ্ম্মভোগ ! আহা, আমার পর্যটনের কেমন চমৎকার ফল ফলিল দেখ! পরন্তু, ইহাতে কাহারও দোষ নাই; শুদ্ধ সেই বিধাতাই আমার প্রতি এইরূপ প্রতারণাভাগ বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ শুভই হউক আর অশুভই হউক প্রারক ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; বতই কেন চেষ্টা কর না কিছুতেই তাহার অন্তথা হইবে না; সমস্ত-উদ্যমই প্রারকের বশীভূত। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রারককৰ্ম্ম ঠিক যেন কেশাকর্ষণ পূৰ্ব্বক আনিয়া জীবকে ফল ভোগে প্রব-র্তিত করে ॥ ২৮ ॥ দেখ, এস্থলে স্বয়ং বেদও মূর্তি ধারণ করিয়া বিরাজমান নাই আর

ন তীর্থং ন চ বেদোহত্র যদর্থমিহ মে শ্রমঃ ।

অপ্রবেশঃ পুরে জাতো বিদেহো নাম ভূপতিঃ ॥ ২৯ ॥

ইতু্যক্তা বিররামাশু মৌনীভূত ইব স্থিতঃ ।

জাতো হি প্রতিহারেণ জ্ঞানী কশ্চিদ্ধিজোভমঃ ॥ ৩০ ॥

সামপূৰ্ব্বমুবাচাসৌ তং ক্তা সংস্থিতং মুনিম্ ।

গচ্ছ ভো যত্র তে কার্য্যং যথেষ্টং দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩১ ॥

অপরাধো মম ব্রহ্মন্ ! যন্নিবারিতবানহম্ ।

তৎ ক্তব্যং মহাভাগ ! বিমুক্তানাং ক্তম্ বলম্ ॥ ৩২ ॥

শুক উবাচ ।

কিস্তেহত্র দূষণং ক্তং পরতজ্জোহসি সৰ্বদা ।

প্রভুকার্য্যং প্রকর্তব্যং সেবকেন যথোচিতম্ ॥ ৩৩ ॥

ন ভূপদূষণঞ্চাত্র যদহং রক্ষিতস্তয়া ।

চৌরশত্রুপরিজ্ঞানং ক্তব্যং সৰ্বথা বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

শেষঃ ॥২৯—৩৫॥ প্রতীহারস্তেষ জ্ঞানী বাহজ্ঞানী বেতি বুভুৎসয়া অপ্রকৃতমেব পৃচ্ছতি কিং

কোন তীর্থও নাই যে জন্ত আমি অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম! এখানে আছেন কে? না, একটি রাজা! তিনি আবার দেহ উপাধি শূন্য অথচ তাঁহার পুর মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; কি আশ্চর্য্য!! ॥ ২৯ ॥

শুকদেব এই সমস্ত কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তৃষ্ণীভূতের স্থায় অবস্থিত রহিলেন; এদিকে দ্বারপাল তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও দেহকাস্তি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ইনি কোন ব্রহ্মর্ষি-কুলোৎপন্ন জ্ঞানী পুরুষ হইবেন ॥ ৩০ ॥ তখন দ্বারপাল সেই মৌনভাবে অবস্থিত শুকদেবকে অতি বিনীতভাবে স্নমধুর বাক্যে কহিল, দ্বিজসত্তম! এই পুর-মধ্যে আপনার যে স্থলে অভিলাষ হয় গমন করুন। ব্রহ্মন্! আমি প্রথমে আপনাকে চিনিতে না পারিয়া যে, প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম সে জন্ত আমার ঘোরতর অপরাধ ঘটিয়াছে; আপনি স্বীয় ওদার্য্য গুণে আমার ক্ষমা করুন! দেখুন, মুক্ত পুরুষদিগের ক্ষমাই প্রধান বল ॥ ৩১—৩২ ॥

শুকদেব তাহার ঈদৃশ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, ক্তং! এ বিষয়ে তোমার দোষ কি? তুমিত, সৰ্বদাই পরাধীন! যথাবিহিত প্রভুর আদেশ পালন করাই ত সেবকের ক্তব্য কার্য্য। তুমি আমার নিবারণ করিয়াছ বলিয়া যে, আমি এ বিষয়ে রাজার প্রতিই কোন প্রকার দোষারোপ করিতেছি তাহাও মনে করিও না; কেননা, চোর আসিল কি শত্রু আসিল, তাহার অনুসন্ধান লওয়া প্রজ্ঞাবান রাজা বা রাজপুরুষদিগের অবশ্য ক্তব্য

মমৈব সর্বথা দোষো যদহং সমুপাগতঃ ।

গমনং পরগেহে যল্লঘুত্যাশ্চ কারণম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহার উবাচ ।

কিং সুখং দ্বিজ ! কিং দুঃখং কিং কার্য্যং শুভমিচ্ছতা ।

কঃ শত্রুহিতকর্ত্তা কো বৃহি সর্বং মমাদ্য বৈ ॥ ৩৬ ॥

শুক উবাচ ।

দ্বৈবিধ্যং সর্বলোকেষু সর্বত্র দ্বিবিধো জনঃ ।

রাগী চৈব বিরাগী চ তয়োশ্চিত্তং দ্বিধা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

বিরাগী ত্রিবিধঃ কামঃ জ্ঞাতোহজ্ঞাতশ্চ মধ্যমঃ ।

রাগী চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূৰ্খশ্চ চতুরস্তথা ॥ ৩৮ ॥

চাতুর্য্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রজং মতিজস্তুথা ।

মতিস্তু দ্বিবিধা লোকে যুক্তায়ুক্তেতি সর্বথা ॥ ৩৯ ॥

সুখমিতি । শুভমিচ্ছতা কার্য্যং কৰ্ত্তব্যং কিম্ ॥ ৩৬ ॥ দ্বৈবিধ্যমিতি । যতো দ্বিবিধো জনস্ততো  
দ্বৈবিধ্যং সর্বত্র বৰ্ত্ততে । দ্বৈবিধ্যমেবাহ রাগী চৈব বিরাগী চেতি । কিং জ্ঞাতানয়োৰ্ভেদো  
নেত্যাহ তয়োশ্চিত্তমিতি । চিত্তদ্বৈবিধ্যাদেব রাগিবিরাগিদ্বৈবিধ্যং ন স্বত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥  
তত্র বিরাগিণোহস্তর্ভেদমাহ বিরাগী ত্রিবিধ ইতি । জ্ঞাতঃ লোকৈরেতস্ত বৈরাগ্যং স্পষ্ট-  
মেব জায়ত ইতি তীব্রবৈরাগ্যবান্ জ্ঞাত ইত্যাচ্যতে । অজ্ঞাতশ্চ মন্দবৈরাগ্যবান্লোকৈক-  
জ্ঞাতবৈরাগ্যবান্ । মধ্যমস্ত লোকৈকঃ কিঞ্চিজ্ঞাতবৈরাগ্যবান্ । রাগিহণোপ্যবাস্তরভেদমাহ  
রাগী দ্বিতি ॥ ৩৮ ॥ মতিজং শাস্ত্রাবিরুদ্ধমযুক্তমতিরহিতং মত্যা তর্কিতবিষয়ং একম্ । শাস্ত্র-

কার্য্য বলিয়াই জানিও ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অতএব যখন আমি সহসা এখানে আসিয়া উপস্থিত  
হইয়াছি তখন আমারই সম্পূর্ণ দোষ ; কেননা, এই জগতে পরগৃহে গমনই লঘুতার প্রধান  
কারণ !! ॥ ৩৫ ॥ এই কথা শুনিয়া প্রতীহার কহিল, বৃদ্ধ ! ইহ সংসারে ঐশ্বর্যাভিলাষী  
পুরুষের কৰ্ত্তব্য কার্য্য কি ? আর সুখ দুঃখইবা কি এবং শত্রু কে ? আর হিতকর্ত্তাই বা  
কে ? এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া এই কয়েকটী কথার উত্তর প্রদানে আমার চরিতার্থ  
করুন ॥ ৩৬ ॥

শুকদেব কহিলেন, প্রতীহার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর । দেখ, এই  
সমস্ত লোকমধ্যে মানবগণের চিত্তগত দুই প্রকার ভেদ থাকায়, সুতরাং তাহাদিগকেও  
রাগী ও বিরাগী নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; অতএব তাহা-  
দিগের সমস্ত কার্য্যগতিও দুই ভাগে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৭ ॥ তাহার পর, সেই  
বিরাগীও আবার জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও মধ্যম নামে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । সেইরূপ রাগীর  
মধ্যেও কতক মূৰ্খ আর কতকগুলি চতুর থাকায়, শাস্ত্রে তাহাদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত  
বলিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ চাতুর্য্যও শাস্ত্র-জন্য আর বুদ্ধি-জন্য হওয়ার দুই প্রকার বলিয়া উক্ত



## প্রতীহার উবাচ ।

যদুক্তং ভবতা বিদ্বন্মার্থজ্ঞোহহং দ্বিজোত্তম ! ।  
তৎ সৰ্ব্বং বিস্তরেণাদ্য যথার্থং বদ সত্তম ! ॥ ৪০ ॥

## শুক উবাচ ।

রাগো যশ্চাস্তি সংসারে স রাগীত্যাচ্যতে ধ্রুবম্ ।  
দুঃখং বহুবিধং তস্য সুখঞ্চ বিবিধং পুনঃ ॥ ৪১ ॥  
ধনং প্রাপ্য সূতান্দারান্ মানঞ্চ বিজয়ন্তথা ।  
তদপ্রাপ্য মহদুঃখং ভবত্যেব ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৪২ ॥  
কার্য্যং তস্য সুখোপায়ঃ কৰ্ত্তব্যং সুখসাধনম্ ।  
তস্যারাতিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সুখবিদ্বং কৰোতি যঃ ॥ ৪৩ ॥

বিষয়কং চাতুর্য্যং দ্বিতীয়ম্ । শিষ্টলৌকিকব্যবহারবিষয়কং তৃতীয়ম্ । তচ্চাশিষ্টব্যবহারবিষ-  
য়কমিতি ফলিতোহর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥ ধনং প্রাপ্যেতি । এতেন কিং সুখং কিং দুঃখমিত্যন্তোত্তর-  
মুক্তং ভবতি ॥ ৪২ ॥ কিং কার্য্যমিত্যন্তোত্তরমাহ কার্য্যং তন্ত্বেতি । যেন সুখং ভবতি স  
উপায়ঃ কৰ্ত্তব্যঃ । কঃ শত্রুরিত্যন্তোত্তরমাহ তন্ত্ৱারাতিরিতি ॥ ৪৩ ॥ ননু সুখদুঃখকার্য্যশত্রু-

হইয়াছে ; আবার বুদ্ধিও লোকে দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়, একটি শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত আর একটি  
সৰ্ব্বপ্রকার শাস্ত্রযুক্তিবিৰুদ্ধ ॥ ৩৯ ॥

প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মনু ! আপনি সাধুশিরোমণি তত্ত্বজ্ঞপুরুষ । সূতরাং আপনার  
এপ্রকার গভীর উপদেশগৰ্ভ বাক্যের সহজে অর্থ ভেদ করা কি মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাধ্য ?  
ফলত আপনি যাহা বলিলেন, তাহার একটি বর্ণমাত্রও বুঝিতে পারি নাই অতএব এক্ষণে  
দয়া করিয়া এরূপ বিশদভাবে বলুন যাহাতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি ॥ ৪০ ॥

শুক বলিলেন, হারপাল ! স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর ; যে ব্যক্তির সংসারে  
অহুরাগ থাকে তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে রাগী বলা যাইতে পারে । সূতরাং তাহার সম্বন্ধেই  
নানাপ্রকার সুখদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে ॥ ৪১ ॥ সংসারাসক্ত ব্যক্তি যদি গৃহা-  
শ্রমে থাকিয়া ইচ্ছামত ধন, পুত্র, কলত্র সৰ্ব্বত্র সম্মান ও বিজয়লাভ করিতে পারে তাহা  
হইলেই পরম সুখ ; আর এই সমস্ত মনোমত দ্রব্যসকল না পাইলে প্রতিক্ষণেই তাহার  
কষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥ এই সংসারমধ্যে তাহার ক্রিয়াকলাপাদি যাহা কিছু অশুষ্টিত  
হয় সে সমস্তই সুখের উদ্দেশে ; সুখসাধন দ্রব্যগুলির আহরণই তাহার একমাত্র কৰ্ত্তব্য-  
কার্য্য ; অতএব, যে ব্যক্তি তাহার সেই সকল সুখের ব্যাঘাত উৎপাদন করে তাহাকেই  
তাহার শত্রু বলিয়া জানিও ॥ ৪৩ ॥ কলকথা এই যে, সংসারাহুরাগী ব্যক্তির যে কেহ সুখ  
উৎপাদন করিতে পারে সেই তাহার পরম মিত্র । ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, চতুর মানব

স্বখোৎপাদয়িতা মিত্রং রাগযুক্তস্য সর্বদা ।

চতুরো নৈব মুহ্যেত মুখঃ সর্বত্র মুহতি ॥ ৪৪ ॥

বিরক্তস্যাত্মরক্তস্য স্বধমেকান্তসেবনম্ ।

আত্মানুচিন্তনকৈব বেদান্তস্য চ চিন্তনম্ ॥ ৪৫ ॥

দুঃখং তদেতৎসর্বং হি সংসারকথনাদিকম্ ।

শত্রবো বহবস্তস্য বিজ্ঞস্য শুভমিচ্ছতঃ ॥ ৪৬ ॥

কামঃ ক্রোধঃ প্রমাদশ্চ শত্রবো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।

বন্ধুঃ সন্তোষ এবাস্য নান্যোহস্তি ভুবনত্রেয়ে ॥ ৪৭ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনস্তস্য মত্বা তং জ্ঞানিনং দ্বিজম্ ।

ক্ষত্ৰা প্রবেশয়ামাস কক্ষাধাতিমনোরগাম্ ॥ ৪৮ ॥

নগরং বীক্ষমাণঃ সংশ্লৈষিধ্যজনসংকুলম্ ।

নানাবিপণদ্রব্যাত্যং ক্রয়বিক্রয়কারকম্ ॥ ৪৯ ॥

মিত্রাণি মুখচতুরয়োঃ সমানি তদা মুখচতুরয়োঃকো ভেদস্তজাহ চতুরো নৈব মুহ্যেতৌতি ।

শাস্ত্রাবলোকনজ্ঞানযুক্তাযুক্তগতোঃ সম্ভারতস্য নোহো মুখস্ত তু সোহস্তৌতি তয়োর্ভেদঃ ॥ ৪৪ ॥

ইখং রাগিণ্যেবিধাং তৎস্বদুঃখকার্য্যং শত্রুমিত্রাণ্যুপপাদ্য ত্রিবিধবিরাগিণ্যেহপি স্বধদুঃখ-  
কার্য্যশত্রুমিত্রাণ্যুপপাদয়তি বিরক্তশ্রেতি । আত্মানুচিন্তনকৈবেত্যাदिः কার্য্যনির্দেশঃ ॥ ৪৫ ॥

দুঃখং তদেতদ্বিতি দুঃখনির্দেশঃ । শত্রবো বহব ইতিশত্রুনির্দেশঃ ॥ ৪৬ ॥ বন্ধুঃ সন্তোষ ইতি  
মিত্রনির্দেশঃ । এতেন জ্ঞানলাভায় হেয়োপাদেয়মুক্তং ভবতি । রাগিণ্যে ব্যবহারস্য হেয়োপা-  
বিরক্তব্যবহারস্তোপাদেয়ত্বাদ্বিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তৎস্বজনশ্চ ক্রয়বিক্রয়কারকশ্চপি নগরত

কোন বিষয়েই একেবারে মোহিত হয় না ; আর মুখ, সকল কার্য্যেই বিমোহিত হইয়া  
পড়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রতীহার ! (একণে বিরাগীর কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ।) আত্মতত্ত্বানুসারী সংসার-  
বিরক্ত মহাত্মারা নির্জন স্থানে বসিয়া সর্বদা মনে মনে বেদান্তশাস্ত্রের বিচার বা সেই  
সর্বাত্মস্বরূপ মিত্যনিরঞ্জন পরম চৈতন্যদেবের ধ্যানে নিরত থাকিতে পাইলেই তাঁহা-  
দিগের পরমস্বখ ॥ ৪৫ ॥ পারত্রিক মঙ্গলাকাজী প্রজ্ঞাবান্ সংসারবিরাগীর অনিত্য সংসার-  
বিষয়ক কথোপকথনাদিকেই দুঃখের উৎপাদক বলিয়া জানিবে । যদিচ সংসাররাগীর ন্যায়  
ইহাদিগেরও কাম, ক্রোধ ও ভ্রমপ্রমাদাদি বহুবিধ শত্রু আছে, তথাপি একমাত্র সন্তোষ  
ব্যতীত আত্মরত সন্ন্যাসীর এই ত্রিলোকীমধ্যে বন্ধু আর কেহই নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সূত বলিলেন, (মহর্ষিগণ ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করন ।) মিথিলীর দ্বারাধ্যাক্ষ  
তাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাক্যসকল শ্রবণমাত্র তাঁহাকে বুদ্ধজ্ঞানপূর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে  
পারিয়া তৎক্ষণাৎ মনোহর কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইল ॥ ৪৮ ॥ (সুকদেব নগরকক্ষ্যায় প্রবিষ্ট

রাগদ্বেষযুতং কামলোভমোহাকুলস্তথা ।  
 বিবদৎসু জনাকীর্ণং বহুপূর্ণং মহত্তরম্ ॥ ৫০ ॥  
 পশ্যন্ স ত্রিবিধাংলোকান্ প্রাসরদ্রাজমন্দিরম্ ।  
 প্রাপ্তঃ পরমতেজস্বী দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৫১ ॥  
 নিবারিতশ্চ তত্রৈব প্রতিহারেণ কাষ্ঠবৎ ।  
 তত্রৈব চ স্থিতো দ্বারি মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ৫২ ॥  
 ছায়ায়ামাতপে চৈব সমদর্শী মহাতপাঃ ।  
 ধ্যানং কৃৎস্বা তথৈকান্তে স্থিতঃ শ্মশ্রুরিবাচলঃ ॥ ৫৩ ॥

তদভেদাৎ ক্রয়বিক্রয়কারকমুকুতম্ । যথা গ্রামঃ করোতীতি ॥ ৪৯ ॥ ( রাগদ্বেষযুতমিতি ।  
 রাগশ্চ দ্বেষশ্চ তৌ রাগদ্বেষৌ তাত্ভ্যাং যুতং কামলোভমোহৈরাকুলং সঙ্কুলং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ।  
 যদিচেদৃশৈরেবাকীর্ণং তথাপি তেষু তেষু কামলোভাদ্যভিভূতেষু দুরাশ্রয়জনেষু অত্মোত্তমং  
 বিবদৎসু সততং বিবদমানেষু সংস্পৃশি তন্নগরং মহত্তরং বহুপূর্ণং ধনপূর্ণঞ্চৈতিধ্যায়ম্ । অর্থমর্থঃ  
 বাদৃশৈর্দুঃস্বাভিরাকুলং তন্নগরং যদিচ তাদৃশা এব কেবলং বিবদন্তে তত্রাপি অত্মমহত্তি-  
 র্মহত্তরঞ্চ । যদ্বা বিবদন্তশ্চ সৃজনাশ্চ তৈরেবাকীর্ণম্ । শতপ্রত্যয়োহত্রার্থঃ ॥ ৫০ ॥ পশ্যন্মিতি ।  
 স শুকঃ । ত্রিবিধান্ ত্রিপ্রকারান্ উত্তমমধ্যমাদমান্ সত্বাদিগুণবদ্ধানিতিযাবৎ । পশ্যন্  
 রাজমন্দিরং প্রাসরৎ ॥ ৫১ ॥ নিবারিত ইতি । ক্ষত্ৰা নিবারিতোহপি তজ্জন্তাবমানমচিন্তয়ন্  
 তত্রৈব দ্বারদেশে কাষ্ঠবৎ স্থিত ইত্যর্থঃ । কুত এবং অত আহ মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ কেবল  
 শাস্ত্রস্বরূপং বিচারয়ন্ ॥ ৫২ ॥ মানাবমানাত্যাপেক্ষায়াং ভূয়োহপি বিশেষহেতুং দর্শয়ন্নাহ

হইয়াই ) দেখিলেন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধলোকে নগর পরিপূর্ণ ; হট্টস্থ দোকান  
 সকল নানাবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিশোভিত, ক্রেতা ও বিক্রেতার। বিক্রয় দ্রব্যের  
 মূল্য উপলক্ষে মহাকোলাহল করিতেছে ॥ ৪৯ ॥ নগরে নানাপ্রকার লোকেগই বসবাস  
 আছে বটে, কিন্তু রাগদ্বেষসমাকুল এবং কামলোভাদি-রিপুপরতন্ত্র লোকের-সংখ্যাই  
 অধিক । দুঃশীল লোকেরা হয় ত কোন স্থলে কোন বিষয়কর্ম্ম লইয়া ঘোরতর বিবাদ করি-  
 তেছে, কোথায়ও বা বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইতেছে ; নানাপ্রকার লোকের  
 বাস থাকিলেও নগরটী যে, মহাসমৃদ্ধিশালী তাহা আর শুকদেবের মত লোকের জানিতে  
 অবশিষ্ট রহিল না । অনন্তর সেই দ্বিতীয় ভাস্করসদৃশ মহাতেজস্বী শুকদেব ধনী, মধ্যবর্তী  
 ও নিকৃষ্ট শ্রেণী এই ত্রিবিধ লোক দেখিতে দেখিতে যেমন রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ হইলেন,  
 অমনি সেই কক্ষ্যার দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ করিবামাত্র সেই দ্বারদেশেই মোক্ষতত্ত্ব  
 চিন্তা করিতে করিতে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

মহাত্মা শুকদেব জন্মজন্মান্তরীণ স্তম্ভহং তপঃপ্রভাবে মনের এতদূর উন্নতি সাধন করিয়া-  
 ছিলেন যে, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে কখনই অল্পভূত হইতে পারে না ; বস্তুত তিনি ছায়া আর  
 রোদ্রকে সমান চক্ষে দেখিতেন ; স্তম্ভরূপ দ্বারপালের নিষেধে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণিত না হইয়া



তং মুহূর্তাদিবাগত্য রাজোহ্মাত্যঃ কৃতান্তলিঃ ।  
 প্রাবেশয়ন্ততঃ কক্ষাং দ্বিতীয়াং রাজবেশ্মনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 তত্র দিব্যং মনোরম্যং পুষ্পিতং দিব্যপাদপম্ ।  
 তদ্বনং দর্শয়িত্বা তু কৃত্বা চাতিথিসংক্রিয়াম্ ॥ ৫৫ ॥  
 বারমুখ্যাঃ দ্বিয়ন্তত্র রাজসেবাপরায়ণাঃ ।  
 গীতবাদিত্রকুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৫৬ ॥  
 তা আদিশ্য চ সেবার্থং শুকস্য মস্ত্রিসত্তমঃ ।  
 নির্গতঃ সদনান্তস্মাদ্ব্যাসপুত্রঃ স্থিতঃ সদা ॥ ৫৭ ॥  
 পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা তাভিঃ স্ত্রীভির্যথাবিধি ।  
 দেশকালোপপন্নেন নানাহ্মেনাতিতোষিতঃ ॥ ৫৮ ॥

ছায়ায়ামিতি ॥ ৫৩ ॥ ( তং মুহূর্তাদিতি । রাজঃ জনকস্ত অনাত্যো মন্যো মুহূর্তাদাগত্য কৃতান্ত-  
 লিঃ সন্ দ্বিতীয়াং কক্ষাং প্রাবেশয়ন্ ॥ ৫৪ ॥ দ্বিতীয়াং কক্ষাং প্রাবেশয়ন্ কিং কৃত্বান্  
 ইত্যত্রাহ তত্র দিব্যমিতি ॥ ৫৫ ॥ বারমুখ্যেতি । যা বারমুখ্যা বারপ্রধানরমণ্যঃ গীতবাদিত্র-  
 কুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাশ্চ অতএব রাজসেবাপরায়ণান্তান্তাদৃশীর্ণবতীঃ শুকদেব-  
 সেবার্থমাদিশ্য মস্ত্রিসু সত্তমঃ প্রধানমচিবঃ তস্মাৎ সদনান্নির্গতঃ । ইতি স্বাত্ম্যাম্বয়ঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥  
 কেন ভাবেন স্থিত ইতি বিরূপাহ । পূজিত ইতি । যথাবিধি বিধিননতিক্রম্য তাভিঃ বার-  
 মুখ্যাভিঃ পরয়া ভক্ত্যা পূজিতঃ । দেশকালোপপন্নেন অন্নেন বিশেষতস্তোষিতঃ পরিতপ্তিত-

আশ্রয়াদানে নিরত থাকিয়া ঘরের বাহিরে একটি নিভৃতদেশে স্থাপন জায় অচলভাবে  
 অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ এইরূপে মুহূর্তকাল অতীত না হইতে হইতেই রাজমন্ত্রী  
 বদ্ধাঞ্জলিপূরঃসর তাঁহার নিকটে আসিয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; পরে, পরম  
 সমাদরসহকারে তাঁহাকে লইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর, মস্ত্রিপ্রবর তাঁহাকে দ্বিতীয় কক্ষ্যার অভ্যন্তর দিয়া লইয়া যাইবার সময়  
 তত্রত্য দিব্য কুসুমিত তরুরাজি-পরিশোভিত রমণীয় উদ্যানসকল দেখাইয়া যথাবিহিত  
 আতিথ্যসংকার সমাধানপূর্বক একটি অট্টালিকামধ্যে উপস্থাপিত করিলেন । পরে, যে  
 সকল গীতবাদ্যনিপুণ কামশাস্ত্রবিশারদ বারাজনাকামিনী রাজসেবায় নিরত থাকে তাহা-  
 দিগকেই নিরন্তর শুকের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়া তিনি সেই গৃহ হইতে প্রস্থান  
 করিলেন ; বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্র নিকরংকঠচিত্তে সেই স্থলেই বিশ্রাম করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৫৫—৫৭ ॥

সেই সকল রমণীরা পরমভক্তি ও আদরের সহিত যথাবিধি সম্মান রক্ষাপূর্বক দেশ-  
 কালানুসারে বাহ্য কিছু উৎকৃষ্ট বস্ত্র পাওরা ব্যতীত সেই সমস্ত সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জন এবং পানীয়  
 দ্রব্যাদিরা তাঁহার তৃপ্তিসাধনের জন্য নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিল ৫৮ ॥

ততোহন্তঃপুরবাসিন্যন্তঃপুরকাননম্ ।

রম্যং সন্দর্শয়ামাস্বরজনাঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

স যুবা রূপবান্ কাস্তো মৃদুভাষী মনোরমঃ ।

দৃষ্ট্বা তা মুমূহুঃ সর্বাস্তঞ্চ কামমিবাপরম্ ॥ ৬০ ॥

জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মহা সর্বাঃ পর্যচরন্তদা ।

আরণ্যস্ত শুদ্ধাত্মা মাতৃভাবমকল্পয়ৎ ॥ ৬১ ॥

আত্মারামো জিতক্রোধো ন হৃষ্যতি ন তপ্যতি ।

পশ্যন্তাসাং বিকারাংশ্চ স্বস্থেব স তস্থিবান্ ॥ ৬২ ॥

তস্মৈ শয্যাং সুরম্যাঞ্চ দদূর্নার্য্যঃ স্তসংস্কৃতাম্ ।

পরাক্র্যাস্তরগোপেতাং নানোপস্করসংবৃতাম্ ॥ ৬৩ ॥

স কৃৎন্য পাদশৌচঞ্চ কুশপাণিরতদ্রিতঃ ।

উপাস্ত্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং ধ্যানমেবান্বপদ্যত ॥ ৬৪ ॥

শ্লেতিশেষঃ ॥ ৫৮ ॥ অন্তঃপুরস্থা মহিলাঃ রূপাদিদর্শনজ্ঞত্বকামেনমোহিতাঃ সত্যঃ । অন্তঃপুরস্থঃ রম্যং রমণীয়ং কাননং আরামং অন্তঃপুরস্থকীড়াদ্যানমিত্যর্থঃ দর্শয়ামাস্বরিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ অন্তঃপুরবাসিনীনাং কামমোহিতত্বে কারণং প্রদর্শয়ামাহ স যুবেতি ॥ ৬০ ॥ জিতেন্দ্রিয়মিতি । তা অন্তঃপুরবাসিন্যঃ কামমোহিতা অপি তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মহা বিজ্ঞায় পর্যচরৎ কেবলং পরিচর্য্যয়া তোষয়ামাস্বরিত্যর্থঃ । তত্র কিং শুকদেবোহপি বিকৃতমনা আসীৎ ? আহোস্থিৎ স্বস্থ এব স্থিতঃ ? ইতি ভিজ্ঞাসায়াং তন্তু জিতেন্দ্রিয়ত্বাদিগুণান্ প্রকটয়ামাহ । মাতৃভাবং অকল্পয়ৎ কৃত এবং অত আহ শুদ্ধাত্মা ॥ ৬১ ॥ শুদ্ধাত্মত্বে কারণং নির্দিশামাহ আত্মারামেতি ॥ ৬২ ॥

তাহার পর, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ পর্যাস্তও কামে বিমোহিত হইয়া শুকদেবকে অন্তঃপুরের অভ্যন্তরবর্তী মনোরম ক্রীড়াকানন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৯ ॥ তাহার কারণ এই যে, মহাত্মা শুকদেব একেত যুবাশ্রয় তাহাতে আবার রূপের সাগর ; দ্বিতীয় কন্দর্পের স্থায় মনোরমকমনীয় মূর্তি এবং স্বভাবত মৃদুভাষী ছিলেন, সুতরাং তাহার তাঁহাকে দেখিবামাত্র একেবারে বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৬০ ॥ বিশেষত তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয়পুরুষ জানিয়া পরমভক্তিসহকারে সর্বদাই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত হইল ; কিন্তু, অরণিগর্ভসমূহ (অধোনিমন্তব্য) পবিত্রাত্মা শুকদেব তাহাদিগকে অন্তরে মাতার স্থায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন । কেননা, তাঁহার চিত্ত নিরন্তর আত্মার সহিতই রমণ করিত ; সুতরাং ক্রোধ, হর্ষ বা অনুরূপাদি কেহই তাঁহার অন্তরে এক মুহূর্তের জ্ঞানও স্থান প্রাপ্ত হইত না ; বলত তিনি সেই সমস্ত রমণীগণের মনোবিকার বুঝিতে পারিয়াও অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ মহিলাগণ রজনী উপস্থিত হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিমিত্ত সুখোপযোগি নানাপ্রকার বস্তাদিসুসজ্জিত বহুমূল্য আস্তরণ পরিশোভিত

যামমেকং স্থিতো ধ্যানে সুষাপ তদনন্তরম্ ।

সুপ্তা যামদ্বয়ং তত্র চোদতিষ্ঠততঃ শুকঃ ॥ ৬৫ ॥

পাশ্চাত্যং যামিনীয়ায়ং ধ্যানমেবাস্বপদ্যত ।

স্নাত্বা প্রাতঃক্রিয়াঃ কৃৎস্না পুনরাস্তে সমাহিতঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

মিথিলারাজাস্তঃপুরবাসিনীনাং মধ্যে শুকজিতেন্দ্রিয়তাদি-

প্রকাশো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ইদানীং তন্মৈশ্বর্যমিত্যারভ্য পুনরাস্তে সমাহিত ইত্যন্তৈঃ শ্লোকচতুষ্ঠৈঃ শুকশ্চ ভোগ-  
নিম্পূহতাং সংবতেন্দ্রিয়ত্বক প্রদশ্যাধ্যায়ঃ সমাপরতি তস্মা ইতি ॥ ৬৩—৬৬ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অতীব মনোরম অথচ বিত্ত্বক শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল ॥ ৬৩ ॥ শুকদেব সময় বুঝিয়া তখনই  
আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্বক সাযংসন্ধ্যোপাসনাদি সমাপ্ত  
করিয়া আয়ুধ্যানে নিরত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ এইরূপে তিনি একপ্রহরকাল গভীর ধ্যানে  
নিমগ্ন থাকিয়া, পরে, দুইপ্রহরকাল নিদ্রাসুখ অশ্রুভব করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোপান  
করিলেন ॥ ৬৫ ॥ যামিনীর শেষধামে তিনি পুনরায় ধ্যানপরায়ণ হইলেন ; অনন্তর প্রকৃত  
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তসময়ে স্নান ও প্রাতঃকালীন কর্তব্য ক্রিয়াদি সমাধানপূর্বক পুনরায় সমাধি অব-  
লম্বনে বসিয়া রহিলেন ॥ ৬৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম-

স্কন্ধে মিথিলার রাজাস্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণमध्ये

শুকের জিতেন্দ্রিয়তাদি প্রকাশবিষয়ক

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

—ॐ—

সূত উবাচ ।

শ্রুত্বা তমাগতং রাজা মন্ত্ৰিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ ।  
পুরঃ পুরোহিতং কৃত্বা গুরুপুত্রং সমভ্যয়াৎ ॥ ১ ॥  
কৃত্বাহ্নং নৃপঃ সম্যগ্ দত্বাসনমনুত্তমম্ ।  
পপ্রচ্ছ কুশলং গাঞ্চ বিনিবেদ্য পরশ্বিনীম্ ॥ ২ ॥  
স চ তাং নৃপপূজাং বৈ প্রত্যগৃহ্নাদ্ যথাবিধি ।  
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞে স্বং নিবেদ্য নিরাময়ম্ ॥ ৩ ॥  
কৃত্বা কুশলসংপ্রশ্নমুপবিষ্টঃ সুখাসনে ।  
শুকং ব্যাসসুতং শান্তং পর্যাপৃচ্ছত পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকবট্যা তু জনকেন মহামনা ।

বৈরাগ্যাভ্যুপদেশন্ত শুকার কৃত উচ্যতে ॥

পুরোহিতাদেশে পুরোহিতং কৃত্বা ॥ ১ ॥ ( স পুরোহিতস্তত্রগতঃ সন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্র চিরশিষ্টাচারং দর্শয়মাহ কৃৎসেতি । নৃপোজনকঃ তত্ত্বজ্ঞোহপি লোকসংগ্রহং কুর্সন্ তস্ত গুরুপুত্রস্ত শুকস্ত সম্যক্ অহ্নং পূজাং কৃত্বা আসনং দত্বা পরশ্বিনীং হৃদ্ধবতীং সবৎসামিত্যর্থঃ গাঞ্চ ধেনুং নিবেদ্য তন্মৈ কুশলং পপ্রচ্ছৈত্যম্বয়ঃ ॥ ২ ॥ সচেতি । মোহপি শুকঃ নৃপস্ত পূজাং বৈ ধর্মনিশ্চিতাং অকপটরূপামিত্যশেষঃ যথাবিধি শাস্ত্রবিধিমনতিক্রম্য শাস্ত্রমতানুসারেণ প্রত্যগৃহ্নাৎ প্রতিজ্ঞগ্রাহ তত আত্মনিরাময়ং অনাময়ং নিবেদ্য রাজ্ঞে নরপতয়ে জনকায় কুশলং পৃষ্টবান্ ॥ ৩ ॥ কৃৎসেতি । অত্ৰোক্তকুশলপ্রশ্নাদ্যানন্তরং সুখাসনে উপবিষ্টং তং ব্যাসসুতং প্রশান্তমনসং শুকং পার্থিবঃ পৃথিবীপতির্জনকঃ ভো মহাভাগ ! মহামন্ ! নিঃস্পৃহস্তাপি তব মাং

সুত কহিলেন, ( মহর্ষিগণ ! তাহার পর শ্রবণ করুন ) নরপতি জনক গুরুপুত্র শুকদেবের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ সচিবগণ সমভিব্যাহারে পুরোহিতকে অগ্রবর্তী করিয়া অতি পবিত্র ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সর্বশেষ অর্চনা পূর্বক বহুমূল্য আসনে উপবেশন করাইলেন ; এবং বিধি মত একটা হৃদ্ধবতী সবৎসা ধেনু তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২ ॥ শুকদেব, জনকপ্রদত্ত শাস্ত্রসম্বৃত অকপটপূজাদি প্রতিগ্রহ করিয়া নিজ মঙ্গলবিষয়ের পরিচয় দিয়া রাজাকে সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসিলেন ॥ ৩ ॥ এইরূপে পরস্পরের কুশল প্রশ্ন উপলক্ষে কিয়ৎকাল গত হইলে, পৃথীপতি জনক সুখাসনে উপবিষ্ট প্রশান্তমুর্তি ব্যাসপুত্র শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহামন্ ! আপনি নিজ নিঃস্পৃহতাগুণে সমাধিনিষ্ঠ যোগিদ্বিগেরও বরেণ্য

কিং নিমিত্তং মহাভাগ ! নিঃস্পৃহস্য চ মাংপ্রতি ।

জাতং হ্যাগমনং বৃহি কার্য্যং তন্মুনিসত্তম ॥ ৫ ॥

শুক উবাচ ।

ব্যাসেনোক্তো মহারাজ ! কুরু দারপরিগ্রহম্ ।

সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ গৃহস্থাশ্রম উত্তমঃ ॥ ৬ ॥

ময়া নাস্তীকৃতং বাক্যং মত্বা বন্ধুং গুরোরপি ।

ন বন্ধোহস্তীতি তেনোক্তো নাহং তৎকৃতবান্ পুনঃ ॥ ৭ ॥

ইতি সন্দিগ্ধমনসং মত্বা মাং মুনিসত্তমঃ ।

উবাচ বচনং তথ্যং মিথিলাং গচ্ছ মা শুচঃ ॥ ৮ ॥

প্রতি কিং নিমিত্তমাগমনং জাতমত্র কিং কার্য্যমস্তু ময়া বা কিমবুর্ভবন্তদ্ বৃত্তীতিপর্গাপচ্ছ-  
দিত্তি স্বাভ্যামবয়ঃ ॥ ৪—৫ ॥ ইদানীং স্ববক্তব্যং বিজ্ঞাপয়ম্ভাহ শুকদেবঃ । ব্যাসেনেতি ।  
ভো মহারাজ ! পিত্রা বেদব্যাসেন দারপরিগ্রহং কুর্ক্সিতি উক্ত আদিষ্টোহহম্ গতঃ সর্ব্বেষা  
আশ্রমেভ্যো গৃহস্থাশ্রমেবোত্তমঃ । ইতোবাং স উপদিশতি মহামতি তাৎপর্গ্যার্থঃ ॥ ৬ ॥ )  
গুরোঃ পিতুরপি ময়া নাস্তীকৃতমিত্যবয়ঃ । ( পিতৃমতমুক্তা স্বমতং ক্ষুণ্টয়ম্ভাহ ময়েতি । গুরো-  
রপীতি । অয়মর্থঃ পিতা মহান্ গুরুস্তজ্ঞানতাহপি ময়া তত্ত্ব বাক্যং ভাগ্যাগ্রহণরূপাদেশ ইত্যর্থঃ  
নাস্তীকৃতম্ ন স্বীকৃতম্ কুতোনেতি চেত্তত্রাহ কেবলং বন্ধুং বন্ধনস্বরূপং মত্বা বন্ধু ইত্যর্থঃ  
পিত্রা তে কিমুক্তমিতিচেৎ অযন্তাবঃ । ততঃ কিমীদানীং ভবতা পিত্রাদেশঃ পাণ্ডিতঃ ? ন  
বেতাপেক্ষায়ামাহ নাহমিতি । পরমগুরুণা পিত্রোপদিষ্টোহপি ভ্রাতৃভ্যাং বন্ধনরূপাং নিশ্চিতাহং  
ন গৃহীতবান্ ॥ ৭ ॥ ইদানীং কিং নিমিত্তং মাং প্রত্যাগমনং জাতমিত্যস্ত পঞ্চমশ্লোককৃতপ্রশ্ন-  
শ্রোত্বরূপমিথিলাগমনপ্রয়োজনং বাক্তীকুর্ক্সম্ভাহ । ইতি সন্দিগ্ধমনসমিতি । ইতি ইতোত্তদ-  
নিঘরে মাং সন্দিগ্ধমনসং মত্বা বিজ্ঞায় মুনিসত্তমঃ পিতা বেদব্যাসস্তথ্যমুবাচ উক্তবান্ হে পুত্র !

হইয়াছেন ; তথাপি আমার নিকট কি উদ্দেশে আপনার আসা হইয়াছে বলুন ; আমাকে  
যে কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, তাহাতেই প্রস্তুত আছি ॥ ৪—৫ ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ ! ( আমার বক্তব্য বিষয় সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন,  
আমি ব্রহ্মচর্য্য সমাবর্ত্তনের পর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলাম দেখিয়া আপনার পিতা  
ভগবান্ বেদব্যাস আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন ; রে বৎস ! তোমার সমস্ত বেদাধ্যয়ন  
সমাপ্ত হইয়াছে ত ? ) তবে এক্ষণে, দার পরিগ্রহ কর ; কারণ সকল আশ্রম অপেক্ষা  
গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; কিন্তু, আমি জীলোককে বন্ধন স্বরূপ মনে করিয়া পিতা পরম গুরু  
হইলেও তাঁহার কথায় সম্মত হইনাই । তাহার পর, তিনি মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া  
(অনাসক্ত পুরুষের পক্ষে জী, বন্ধন স্বরূপ নহে বরং কামাদি রিপু জয়ের প্রধান উপায় ; এই-  
রূপ বিবিধ উপদেশ করিলেও আমি কিছুতেই স্বীকার পাই নাই ॥ ৬—৭ ॥ তখন, আপনার  
পিতা মুনিসত্তম কৃষ্ণাধিপায়ন আমার আন্তরিক সংশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, রে পুত্র !  
আর শোক করিও না ; এক্ষণে, আমি তথ্য কথা বলিতেছি অবাহিত হও, মিথিলা প্রদেশের

যাজ্ঞোস্তি জনকস্তত্র জীবমুক্তো নরাধিপঃ ।  
 বিদেহো লোকবিদিতঃ পাতি রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৯ ॥  
 কুর্বনাজ্যং তথা রাজা মায়াপাশৈর্ন বধ্যতে ।  
 ত্বং বিভেষি কথং পুত্র ! বন্যবৃতিঃ পরস্তপ ! ॥ ১০ ॥  
 পশ্য তং নৃপশার্দূলং ত্যজ মোহং মনোগতম্ ।  
 কুরু দারামহাভাগ ! পৃচ্ছ বা ভূপতিঞ্চ তম্ ॥ ১১ ॥  
 সন্দেহস্তে মনোজাতং কথয়িষ্যতি পার্থিবঃ ।  
 তচ্ছ ত্বা বচনং তস্য মামেহি তরসা স্মৃত ! ॥ ১২ ॥

মাণ্ডুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ শোকং ত্যক্তু। মিথিলাং গচ্ছেত্যাদিষ্টবানিতিশেষঃ । যতস্তত্র জনক  
 ইতি নাম্না নরাধিপোহস্তি নরপতিরপি জীবমুক্ত অতএব স লোকৈর্কিঁদেহঃ দেহোপাধিশূন্য  
 ইত্যেবং বিদিতঃ । ততস্তত্তজ্ঞানপ্রভাবেনাকণ্টকং শত্রুশূন্যং রাজ্যং পাতি রক্ষতি পালয়তীত্যর্থঃ ।  
 পরং ত্বয়াত্র ন শঙ্কনীয়ং যতোহসাবস্মাভির্ধাজ্যঃ শিষ্য ইতি যাবৎ । ইত্যেবং মমোৎসাহ-  
 বর্দ্ধনায়োক্তবান্ মৎপিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তৎসাহসেনৈবাহং এতাবস্তং সূদীর্ঘমধ্বানগতিক্রম্যা-  
 গতোহস্মীতি বিদ্ধি ॥ ৮—৯ ॥ ভূয়োহপি ভবৎপ্রভাবং প্রকটয়ন্ যথা মমোৎসাহং বর্দ্ধয়ামাস  
 মে পিতা তদপি বুঝীম্যবধার্যাতামিতি ব্যাসোক্তজনকনির্লেপত্বমনুদ্যাহ শুকঃ । কুর্ক্স্মিতি ।  
 রে পুত্র ! স রাজা তথা তাদৃশোহপি জীবমুক্তোহপি রাজ্যং কুর্ক্সন্ পালয়ন্নপি বিষয়ভোগং  
 ভুঞ্জানোহপীত্যর্থঃ মায়াপাশৈরবিদ্যাগুণৈর্নবধ্যতে ত্বং পুনর্বত্ত্ববৃত্তিরপিবিভেষি কোহয়ন্তে ভ্রম  
 ইতিভাবঃ । পরস্তপেতি সত্বস্বাদেনৈব শুকস্ত কামাদিষড়্ভবগ্জৈত্বং সূচিতম্ । ত্বং কাম-  
 ক্রোধাদীনাং ষষ্ঠাং রিপুণাং জেতাহপি বনং বত্ত্বং বনজাতবিপ্লবফলমূলাদিগাত্রং বৃত্তিরাহারঃ  
 জীবনোপায়ো যন্ত তাদৃশঃ সন্ কথং কেন হেতুনা বিভেষি ন চাত্ত তে কিমপি ভয়কারণং  
 পশ্যামীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১০ ॥ ত্বংপুণে চ তদজ্ঞয়া । মোক্ষকামোহস্মি । তপস্তীর্থত্রেতেজ্যাস্ত ।  
 জ্ঞানং বা বদেত্যাদিভিজ্ঞয়োদশচতুর্দশশ্লোকোক্তবাক্যানিচটয়ৈঃ স্বীয়মনোগতপ্রার্থনাং বিজ্ঞা-  
 পয়িষ্যন্নিদানীং পশ্য তং নৃপশার্দূলং ত্যজ মোহং পৃচ্ছ তমিত্যাহ্যপদিশ্য মৎপিতা মাং ত্বৎ-  
 সকাশং প্রেষয়ামাসেত্যেবংমনঃক্লেশং প্রকটয়ন্ পিতৃবাক্যমনুবদতি পশ্য তমিতি ॥ ১১ ॥ )  
 পৃচ্ছেত্যন্তোত্তরশ্লোকসন্দেহপদেনাশ্রয়ঃ । তস্য জনকস্ত বচঃ শ্রুত্বা মামেহি তরসা বেগেন

রাজা জনক আমাদের শিষ্য ; তিনি জীবমুক্ত হইয়াও নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করিতেছেন ;  
 সেইজন্য এই ভূমণ্ডল মধ্যে তিনি বিদেহ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ; অতএব, তুমি তাঁহার  
 সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত মিথিলায় গমন কর ॥ ৮—৯ ॥ পিতা আমার আরও বলিলেন,  
 যে, রে পুত্র ! নরপতি জনক রাজ্যভোগে থাকিয়া বিস্তীর্ণসাম্রাজ্য শাসন করিয়াও মায়াপাশে  
 বদ্ধ নহেন ; আর তুমি বনজাত বিপ্লব ফলমূল ভক্ষণে জ্বিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াও ভীত  
 হইতেছ কেন ? ॥ ১০ ॥ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া পরিশেষে  
 বলিলেন বৎস ! অন্তরের অজ্ঞানতা বিসর্জন দেও, তুমি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা  
 মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াছ, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, আমার কথা রক্ষা করিয়া দার-  
 পরিগ্রহ কর, অথবা, মিথিলা যাইয়া সেই রাজশ্রেষ্ঠ জনককে দেখ, তিনি জীবমুক্ত কি না ?



সংপ্রোক্তোহহং মহারাজ ! ত্বংপুত্রৈ চ তদাজ্ঞয়া ।

মোক্ক্ষকামোহস্মি রাজেন্দ্র ! ব্রুহি কৃত্যং মমানঘ ॥ ১৩ ॥

তপস্তীর্থত্রেতেজ্যাশ্চ স্বাধ্যায়স্তীর্থসেবনম্ ।

জ্ঞানং বা বদ রাজেন্দ্র ! মোক্ষপ্রতি চ কারণম্ ॥ ১৪ ॥

জনক উবাচ ।

শৃণু বিপ্রৈঃ কৰ্ত্তব্যং মোক্ষমার্গাশ্চিতেন যৎ ।

উপনীতো বসেদাদৌ বেদাভ্যাসায় বৈ গুরৌ ॥ ১৫ ॥

অধীত্য বেদবেদান্তান্ দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্ ।

সমাবৃত্তস্ত গার্হস্থ্যে সদারো নিবসেদুনিঃ ॥ ১৬ ॥

ন্যায়বৃত্তিস্ত সন্তোষী নিরাশী গতকল্মষঃ ।

অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বাণঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ তপস্তীর্থৈতি । যদ্যপি দেবীভাগবতশ্রবণেনায়াং তৃপ্তএবাস্তি তথাপ্যুপ-  
দেশার্থমাগত ইতি গুরুপ্রতি স্বজ্ঞানমাচ্ছাদ্যৈব মুচ্যত ইতি বোধ্যম্ ॥ ১৪—১৬ ॥ ন্যায়বৃত্তিঃ

এবং মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইরাছে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে । তাহা হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃতরূপ উত্তর প্রদান করিবেন ; কিন্তু, বৎস ! তুমি তাঁহার উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াই আবার অবিলম্বে আমার এই আশ্রমে আসিয়া পৌছিলে ; ইহাতে যেন কোন প্রকারেই অশ্রুধা না হয় ॥ ১১—১২ ॥ মহারাজ ! আপনি জীবমুক্ত !! সুতরাং আপনাকে অধিক বলা বাচালতা প্রকাশ মাত্র । ফলকথা এই যে, পিতা আমাকে এই সকল কথা বলিয়া বিদায় দিলে পর, আমি তাঁহারই আদেশে আপনার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইরাছি । মহারাজ ! আমার অভিলাষ একমাত্র মুক্তিপথ ব্যতীত অপর কিছুতেই নাই ; এই বুঝিয়া আপনি আমার যাহা অমুষ্ঠেয় উপদেশ করুন । অর্থাৎ জ্ঞান, তীর্থপর্যটন, ত্র্যতাপবাস বা যজ্ঞ অথবা জপাদি কি তীর্থসেবন কি মুক্তিপথের উপযোগী জ্ঞানের লক্ষণাদি ইহার মধ্যে যে কোন বিনয়ে আমার অধিকার বোধ করেন তাহাই উপদেশ করুন ॥ ১৩—১৪ ॥

শুকদেবের সমস্ত বক্তব্য বিষয় শুনিয়া জনক কহিলেন, গুরুপুত্র ! মুক্তিপথোপাশ্রিত ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন ; ব্রাহ্মণ উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াই বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত প্রথমে গুরুকূলে বাস করিবেন ॥ ১৫ ॥ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পর, গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তনানন্তর সৰ্ব্বদা বুদ্ধধ্যানপরায়ণ হইয়া সতীক গৃহস্থশ্রমে থাকিবেন ॥ ১৬ ॥ পরন্তু, গৃহস্থশ্রমে থাকিলেই যে, অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এরূপ নহে ; বস্ত্রত সরলাস্ত্রকরণ ও সত্য বাক্যে নিষ্ঠ হইবেন এবং জ্ঞানানুসারে ধন উপার্জনপূর্বক পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিবেন । কলত আশার দাস না হইয়া নিরন্তর

পুত্রং পৌত্রং সমাসাদ্য বানপ্রস্থাত্মনে বসেৎ ।  
 তপসা যদ্বিপুন জিত্বা ভার্য্যাং পুত্রে নিবেশ্য চ ॥ ১৮ ॥  
 সৰ্বানগ্নীন্ যথান্যায়মাত্মন্যারোপ্য ধৰ্ম্মবিৎ ।  
 বসেতুৰ্য্যাশ্রমে শ্রান্তঃ শুদ্ধে বৈরাগ্যসম্ভবে ॥ ১৯ ॥  
 বিরক্তশ্রাদ্ধিকারোহস্তি সন্ন্যাসে নান্যথা কচিৎ ।  
 বেদবাক্যমিদন্তথ্যং নান্যথেন্তি মতিশ্রম ॥ ২০ ॥  
 শুকাষ্টচত্বারিংশদৈ সংস্কারা বেদবোধিতাঃ ।  
 চত্বারিংশদগৃহস্থস্য প্রোক্তান্তত্ৰ মহাত্মনিঃ ॥ ২১ ॥  
 অর্চো চ মুক্তিকামস্য প্রোক্তাঃ শমদমাদয়ঃ ।  
 আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি শিষ্টানুশাসনম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

উৎপন্নো হৃদি বৈরাগ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবে ।  
 অবশ্যমেব বস্তব্যমাশ্রমেষু বনেষু বা ॥ ২৩ ॥

আয়প্রাপ্তযজনযাজনাদিবৃত্তিঃ ॥১৭॥ (বয়সস্তুতীয়ে ভাগে বনং গচ্ছেদিতি মন্যাদিবিধিমনুস্মারয়-  
 ম্নাহ পুত্রং পৌত্রমাসাদ্যেতি । গার্হস্থ্যং সমাপয়ন্ বানপ্রস্থধৰ্ম্মং পরিগৃহীতেত্যর্থঃ ॥১৮॥ সঞ্জাত-  
 বৈরাগ্যস্ত সন্ন্যাসাধিকারং সূচয়ম্নাহ । সৰ্বানগ্নীনিতি । তুর্য্যাশ্রমে চতুৰ্থাশ্রমে তৈক্ষ্যাশ্রমে  
 ইতি যাবৎ ॥১৯॥ ভোগাসক্তস্ত সন্ন্যাসনিষেধঃ বিজ্ঞাপয়ম্নাহ বিরক্তশ্চেতি । অন্যথা অপকবুদ্ধি-  
 চাকল্যবেগবশাৎ যদি সন্ন্যাসং গৃহীতি তর্হি ভ্রষ্টেদেবেত্যবধেয়ম্ ॥ ২০ ॥) অষ্টচত্বারিংশৎ নিষে-  
 কাদিশ্রশানান্তাঃ ॥২১—২২॥ শুকস্ত স্বাভিপ্রেতঃ মুখ্যং প্রষ্টব্যং পৃচ্ছতি উৎপন্ন ইতি । হৃদি বুদ্ধৌ  
 বৈরাগ্যে উৎপন্নো জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানং তয়োঃ সম্ভবে প্রাপ্তৌ সত্যং  
 কিমবশ্যমাশ্রমেষু গৃহস্থাশ্রমাদিষেব বস্তব্যমাহোষ্মিদ্বনেষু বা বস্তব্যমিত্যর্থঃ । অয়ন্তাবঃ মম  
 শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেনানুভবস্ত জাতস্ততস্তত্শ্চৈব পরিণীলনার্থং গৃহস্থাশ্রমে বিষ্ণেপবাহন্যাদ-

পবিত্রভাবে অগ্নিহোতাদি কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান করত সন্তুষ্ট চিত্তে কাল হরণ করি-  
 বেন ॥ ১৭ ॥ ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইলে পর, ভার্য্যাকে পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া তপো-  
 বলে কামক্রোধাদি ছয়টি দুর্কর্ম শত্রু জয় করিবার জন্য অরণ্যে যাইয়া বানপ্রস্থ ধর্মের আশ্রয়  
 করিবেন ॥১৮॥ এইরূপে সেই ধর্মতত্ত্বজ ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল বৈখানস ধর্মের থাকিয়া যখন অত্যন্ত  
 ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এবং যখন দেখিবেন যে, নিজ অন্তরে বিমল বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে,  
 তখন, সমস্ত অগ্নিকে আত্মাতে অরোপিত করিয়া চতুৰ্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন ॥ ১৯ ॥ কেননা,  
 সংসার বিরক্ত পুরুষই যথার্থ সন্ন্যাসের অধিকারী ; ইহার অন্যথা হইলে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইতে  
 হয় । আমার স্থির বোধ আছে যে, ইহা ব্যতীত বেদের তথ্য উপদেশ অপর কিছুই নাই ॥২০॥  
 শুকদেব ! বেদে গর্ভনিষেক প্রভৃতি আটচল্লিশটি সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে; তাহার মধ্যে  
 মহাত্মা পূর্বাচার্য্যেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, চল্লিশটি গৃহস্থের আর শমদম প্রভৃতি আটটি

জনক উবাচ ।

ইন্দ্রিয়ানি বলিষ্ঠানি ন নিযুক্তানি মানদ ! ।

অপকস্য প্রকুর্বন্তি বিকারাংস্তাননেকশঃ ॥ ২৪ ॥

ভোজনেচ্ছাং সুখেচ্ছাঞ্চ শয্যেচ্ছামাত্মজস্য চ ।

যতী ভূত্বা কথং কুর্যাদ্বিকারে সমুপস্থিতে ॥ ২৫ ॥

বৈরাগ্যাতিশয়েন চিত্তং বনং গন্তুং শ্রুতং ভবতি পিতৃস্ত মতং গৃহস্থাশ্রমে এব প্রথমতঃ পরিণীলনং কৃৎস্না পশ্চাদ্ভাবনপ্রস্থাশ্রমং কৃৎস্না পশ্চাৎ সন্ত্যাসং কৃৎস্না বনং গন্তব্যমিতি তন্নির্ণয়ার্থং মহমভাগতোহস্মি ততস্তন্নির্ণয়ং বদেতি । জনকস্ত ক্রমেণাশ্রমাদাশ্রমান্তরঙ্গচ্ছিন্ন সহসেতি বাস পক্ষমেবাত্মভবোপপত্তিভ্যাং স্থাপয়তি ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রিয়ানীতি । বলিষ্ঠানীতি । অপকদশায়াঃ কোমলবৈরাগ্যেণ যদ্যপীন্দ্রিয়জয়ো জাত ইতি প্রতিভাতি তথাপি ন তত্র বিশ্বাস আদেহ্যঃ । কালান্তরে তত্শেব পুরুষস্ত বাসনাবশাদদৃষ্টাব্যবহারস্ত দৃষ্টমানবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ বিকারে সমুপস্থিতে ইতি । বাসনাবশাদিতি ভাবঃ । আত্মজস্ত চ পুত্রস্ত চেচ্ছামিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

মোক্ষাভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে । ফলত চিরকালাবধি এইরূপ শিষ্টপ্রথা আছে যে, ব্রাহ্মণ যথাবিধি এক একটা আশ্রমের কর্তব্য সমাধান করিয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিবেন ॥ ২১—২২ ॥

শুকদেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে জনকের কথা শুনিয়া বলিলেন, মহারাজ ! যদি কাহারও জন্মজন্মান্তরীণ স্মৃতি বলে সহসা জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন বিমল বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলেও কি তাহাকে নিতান্ত কারারুদ্ধের তায় গৃহস্থাশ্রমেই থাকিতে হইবে ? না, সে অরণ্যের আশ্রয় লইয়া বৃদ্ধচিত্তায় নিরত হইবে ? ॥ ২৩ ॥

জনক কহিলেন, মহাশয় ! আপনি যখন শাস্ত্র বা শ্রুতজনের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন, তখন, আপনাকে বুঝাইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না ; এক্ষণে যাচা বলি অবধারণ করুন । দেখুন, যোগের অপক অবস্থায় কোনল বৈরাগ্য প্রভাবে ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হইয়াছে বলিয়া আপাতত বোধ হইতে থাকে বটে, কিন্তু, সেটা ভ্রান্তিনাত্র । কেননা, এই হৃদ্যন্ত প্রমাণী ইন্দ্রিয়দিগকে সর্কতোভাবে পরাজিত করিতে গুণময়ীমায়া-বদ্ধ জীব কদাচই সমর্থ হয় না ; অধিক কি, এই সমস্ত হৃদয় ইন্দ্রিয়গণ, সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া পূজ্যপাদ মহাত্মাদিগকেও প্রকৃতপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে ; তখন, মূঢ় বৈরাগ্য অপক যোগীদিগের যে, নানা প্রকার চিত্ত বিকার জন্মাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ২৪ ॥ আরও দেখুন, বাসনাবেগবশত নানাবিধ মনোবিকার উপস্থিত হইলেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া আর কি প্রকারে ভোজন ইচ্ছা, শয়ন ইচ্ছা কি অস্ত্র প্রকার সুখসম্ভোগ বা পুত্র কামনা করিতে পারিবে ? কেননা, একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, আর কোন বিষয়েরই কামনা করিতে নাই ; অথচ ইহার কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তও নাই যে, তদ্বারা যতি পুনরায় নিষ্পাপ হইতে পারে ; সুতরাং তাহাকে একেবারে চিরদিনের জন্ত অধঃপতিত হইতে হয় ; কিন্তু, গৃহাশ্রমীর ঐ সমস্ত মনোবিকার জন্মিলেও তাহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয় না ; কারণ, দৈবাৎ কোন পাপকার্য্যে রত হইলেও তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥



দুর্জরং বাসনাজালং ন শান্তিমুপয়াতি বৈ ।

অতস্তচ্ছমনার্থায় ক্রমেণ চ পরিত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥

উর্দ্ধং স্তম্ভঃ পতত্যেব ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ।

পরিব্রজ্য পরিভ্রষ্টো ন মার্গং লভতে পুনঃ ॥ ২৭ ॥

যথা পিপীলিকা মূলাচ্ছাখায়ামধিরোহতি ।

শনৈঃ শনৈঃ ফলং যাতি স্তম্ভেন পদগামিনী ॥ ২৮ ॥

বিহঙ্গস্তরসা যাতি বিঘ্নশঙ্কামুদস্য বৈ ।

শ্রান্তো ভবতি বিশ্রম্য স্তম্ভং যাতি পিপীলিকা ॥ ২৯ ॥

অত আশ্রমক্রম আশ্রয়ঃ পৰবৈরাগ্যপর্যন্তমিত্যাহ দুর্জরমিতি ॥২৬॥ তদতিক্রমে দোষগাহ উর্দ্ধং স্তম্ভ ইতি । নহু কদাচিদিন্দ্রিয়প্রাবল্যাৎ সন্তোষশ্চৈবংরীত্যা ভ্রংশেপি পুনঃ প্রায়-  
শ্চিত্তাদিনা শুদ্ধির্ভবিষ্যতি । যদি তু ভ্রংশো ন স্যাত্তর্হি কৃতার্থতৈবেতি চেত্তত্রাহ পরিব্রজ্যেতি ।  
প্রায়শ্চিত্তাদ্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ তন্মাৎ সন্ন্যাসে ত্বরা ন বিধেয়েত্যাহ যথা পিপীলি-  
কেতি ॥ ২৮ ॥ বিহঙ্গ ইতি । বিঘ্নশঙ্কামুদস্য বিহঙ্গো যাতি পরন্তু শ্রান্তো ভবতি ত্বরয়া গম-

এই দুর্জর বাসনাজাল সহসা কিছুতেই প্রশমিত হয় না ; অতএব তাহার নিবৃত্তির জন্ত বৃক্ষচর্যা, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম সকল অবলম্বন করিয়া ক্রমে সমস্ত বিষয়ই পরি-  
ত্যাগ করিতে হয় ; ফলকথা এই যে, এই সমস্ত আশ্রম দ্বারা বাসনা প্রশান্ত হইলে, পরিশেষে  
সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক নির্বিকল্প সমাধির আশ্রয়ে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত  
সবিশেষ যত্ন পরায়ণ হইতে হয় ॥ ২৬ ॥ (দেখুন, উচ্চস্থলে শয়ন করিলে অবশ্যই পতনের শঙ্কা  
থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিম্নস্থলে অর্থাৎ মৃত্তিকার উপরি শয়ন করে, তাহার আর  
পতন ভয় কোথায় ? এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ জানিবেন ; কেননা, গৃহস্থপ্রম্বে কোন প্রকার  
পাপ সম্ভবটন হইলেও শত শত প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে ; কিন্তু, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইলে  
তাহার আর মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নাই ; তাহার কারণ, সন্ন্যাস শেষ আশ্রম ! তাহা  
হইতে ভ্রষ্ট হইলে কোন্ আশ্রমে যাইবে ? সুতরাং তাহাকে জন্মের মত একেবারে অধঃপাতেই  
যাইতে হয় ! ) ২৭ ॥ তাহার সাক্ষী যেমন, পিপীলিকা কোন বৃক্ষাদি আরোহণের সময় মূল  
হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তাহার শাখাপ্রশাখা দিয়া শেষে শিখরদেশ পর্যন্ত আরোহণ  
করিয়া থাকে । তাহারা ক্রমান্বয়ে গমন করে বলিয়া কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে না ;  
বস্তুত পরম সুখে গমন করিয়া অনায়াসেই নিজ অর্জীষ্ট বস্তু লাভ করে ; আর ব্যোমচারী  
বিহঙ্গগণ উদ্দেশ্য স্থানে সত্বর পৌছিবার বাসনায় বিঘ্ন শঙ্কা না করিয়া অত্যন্ত বেগে উড়ীন  
হয় বলিয়াই ঝংঝিগে ক্লান্ত হইয়া পড়ে ; কিন্তু, পিপীলিকারা যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে  
বিশ্রাম করিয়া ক্রমান্বয়ে গমন করে বলিয়া তাহাদিগকে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করিতে  
হয় না ॥ ২৮—২৯ ॥

মনস্ত প্রবলং কামমজ্জৈয়মকৃত্যভিঃ ।

অতঃ ক্রমেণ জেতব্যমাশ্রমানুক্রমেণ চ ॥ ৩০ ॥

গৃহস্থাশ্রমসংস্থোহপি শাস্তুঃ স্তমতিরাশ্রবান্ ।

ন চ হৃদ্যোন্ন চ তপেন্নাভালাভে সমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

বিহিতং কৰ্ম কুৰ্ব্বাণস্ত্যজক্ষিত্ত্বান্বিতঞ্চ যৎ ।

আত্মলাভেন সন্তুষ্টো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

পশ্যাহং রাজ্যসংস্থোহপি জীবন্মুক্তো যথাহনঘ ! ।

বিচরামি যথাকামং ন মে কিঞ্চিৎপ্রজায়তে ॥ ৩৩ ॥

ভুঞ্জানো বিবিধান্ ভোগান্ কুৰ্ব্বন্ কার্যাণ্যনেকশঃ ।

ভবিষ্যামি যথাহং ত্বং তথা মুক্তো ভবাহনঘ ! ॥ ৩৪ ॥

নাং ॥২৯—৩০॥ নহু গৃহস্থাশ্রমে বিক্ষেপবাহন্যামিতি চেত্তত্রাহ গৃহস্থাশ্রমেতি । রাগদ্বৈধৌ বিগম্য উদাসীনো ভবেদিতার্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ এবংবিধঃ কো মুক্ত ইতি চেত্তত্রাহ পশ্যাহমিতি ॥ ৩৩ ॥ ভুজান ইতি । যথাহমুদাসীনবদাসীনো রাগদ্বৈধাদিরহিতো ভগবতীপ্রীতার্থঃ সৰ্ব্বানি কৰ্ম্মানি কুৰ্ব্বন্ জীবন্মুক্তঃ সন্ দেহান্তে মুক্তো বিদেহমুক্তো ভবিষ্যামি তথা ত্বমপি সদাচারং কুৰ্ব্বন্মুক্তো

শুকদেব ! ইহ সংসারে এই মনকেই প্রবল শত্রু বলিয়া জানিবেন ; স্মৃত্যঃ ত্বৰ্ণন প্রকৃতি অজ্ঞ মানব ইহাকে কিছুতেই জয় করিতে সমর্থ হয় না ; সেই অজ্ঞ গার্হস্থ্য প্রকৃতি এক একটা আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত কামনার আকর স্বরূপ এই তৃদান্ত মনকে জয় করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য । গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়াও যদি সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন পূৰ্ব্বক প্রশান্তভাবে মনকে জয় করিবার নিমিত্ত বহু পরায়ণ হয় ; এবং কোন অভীষ্ট লাভ হইলে, একেবারে আত্মলাভে উন্মত্ত আর বিফল মনোরথ হইলেই অমনি অমুতাপানলে দগ্ধ না হয় ; বস্তুত বৃথা চিন্তা বিসৰ্জন দিয়া সৰ্ব্বদা অনাসক্ত রূপে বেদবিহিত কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান পূৰ্ব্বক আত্মার স্বরূপ লাভে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে পারে তাহা হইলে তাদৃশ মহাত্মা মানব যে, নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৩০—৩২ ॥ ( আমি যাহা বলিলাম তাহাতে কোন সংশয় করিবেন না ) এই দেখুন আমি বিশাল রাজ্য শাসনে নিযুক্ত থাকিয়াও জীবন্মুক্ত ; কোন প্রকার স্তম্ভ হৃৎখাদিতে আমার কিছুমাত্র কোভ উপস্থিত হয় না ; আমি রাজ ভোগাদির কিছুতেই আসক্ত নহি ; বস্তুত সৰ্ব্বদা স্বাধীন তন্ত্রে থাকিয়া নিজ ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকি । আপনিও ব্রহ্ম-চর্যাदि দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ হইয়াছেন ; অতএব, আমার দৃষ্টান্তানুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন্মুক্ত রূপে কাল হরণ করিতে যত্নপরায়ণ হউন ॥ ৩৩ ॥ শুকপুত্র ! আপ-নার চিন্তা নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আপনাকে এই সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি ; দেখুন, আমি জীবন্মুক্ত হইয়াও নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করিতেছি এবং কল কামনা না

কথ্যতে খলু যদৃশ্মদৃশ্যং বধ্যতে কুতঃ ।  
 দৃশ্যানি পঞ্চভূতানি গুণাস্তেষাং তথা পুনঃ ॥ ৩৫ ॥  
 আত্মা গম্যোহনুমানেন প্রত্যক্ষো ন কদাচন ।  
 স কথং বধ্যতে ব্রহ্মস্মির্বিকারো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৬ ॥  
 মনস্ত স্খলদুঃখানাং মহতাং কারণং দ্বিজ ! ।  
 জাতে তু নিশ্চলে হস্মিন্ সৰ্বং ভবতি নিশ্চলম্ ॥ ৩৭ ॥

ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞানমুপদিশতি কথ্যত ইতি । যৎ খলু জড়ং জগৎ । অবিদ্যাাদিকং দৃশ্যং কথ্যতে তেন দৃশ্যেন পরমার্থতোহদৃশ্যমাত্মত্বং কুতঃ কেন হেতুনা বধ্যত ন কেনাপীত্যর্থঃ । তৎসিদ্ধেরদৃশ্যধীনত্বাৎ । নহি দীপভানুপ্রভয়া প্রকাশিতা ঘটাদয়ো দীপভানু প্রতিবস্তুস্তি । তত্র দৃশ্যাদৃশ্যশকার্থমাহ দৃশ্যানীতি । ইদমুপলক্ষণমবিদ্যাদেঃ ॥ ৩৫ ॥ আত্মা তু অনুমানেন গম্যো জ্ঞেয়োহতএবাদৃশ্যো ন প্রত্যক্ষঃ সৰ্বসাক্ষিত্বাৎ । সাক্ষিপ্রকাশরূপাত্মা ইতি ফলিতম্ । কিঞ্চ নির্বিকারো নিরঞ্জনশ্চ । ইদমুপলক্ষণমসন্ধিাদিধৰ্ম্মাণাম্ ॥ ৩৬ ॥ ননু তর্হি বন্ধঃ কেন হেতুনাভূত ইতি চেত্তজাহ মনস্বিতি । অবিদ্যাজ্ঞানাস্তঃকরণাবচ্ছিন্নো জীবো মনোবৃত্ত্যা স্বাবিদ্যায়া স্বকূটস্থমাত্মানমজ্ঞাত্বা বুদ্ধাদ্যাধ্যাসেন বুদ্ধাদিনিষ্ঠধৰ্ম্মাংশ্চত্রিগুণেন কর্তৃত্বভোক্তৃত্ববন্ধন-মুক্তত্বাদীনাং ত্রয়ত্বাদিশতি তেন চ স্খলদুঃখাদীন্ বুদ্ধিনিষ্ঠানাং ত্রয়ত্রয়োপপাদয়তি । তস্মান্মনএব কারণং স্খলদুঃখানাং নাশ্যদিতি ভাবঃ । জাতেতি । কর্মোপাসনাদিভির্ভগবতীশ্রীতার্থ-মাচরিতৈঃ শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদিভিঃ চাত্মানুভবেনাবিদ্যানাশেন মনসি নিশ্চলেহবিদ্যারহিতে জাতে সৰ্বং নিশ্চলমেব ভবতি নিঃশব্দমেব ভবতি । ননু পূর্ববন্মোহাবৃতং ততশ্চ ন

ধাকিলেও ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি, অথচ পদ্মপত্রস্থ জলের গ্ৰায় কিছুতেই লিপ্ত নহি ; ফলত সকল কার্য্যেই আমার উদাসীন বলিয়া জানিবেন ; অতএব আমার স্থির বোধ আছে যে, এই দেহের অবসান হইলেই আমি বিদেহ মুক্তি লাভ করিব । সেইরূপ আপনিও আমার গ্ৰায় জীবনমুক্ত হইয়া সদাচারের অনুষ্ঠান করুন । তাহা হইলে নিশ্চয়ই চরণে পরম নির্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৩৪ ॥

শুকদেব ! বেদান্ত প্রভৃতি জ্ঞান শাস্ত্রে, যখন, অবিদ্যাজাত এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ বস্তু মাত্রকেই জড়ময় অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন, অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ সেই প্রকৃত বস্তু আত্মত্ব, দৃশ্য জড় পদার্থ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইবেন ? দেখুন, যেমন পৃথিবী প্রভৃতি স্থলভূত সকল দৃশ্য পদার্থ হইলেও ইহাদিগের অদৃশ্য গন্ধাদি গুণ সকলকে একমাত্র অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকেও কেবল অনুমান দ্বারাই জানিতে পারা যায় ; কেননা, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অতীত ; সূতরাং কিছুতেই এই চক্ষুরগোচরীভূত হইবার নহেন । ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল ; তাহা হইলে, একেবারে স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন দেখি যে, সেই নির্বিকার নিরঞ্জন আত্মা, দৃশ্য এই জড়ময় ভৌতিক জগৎ পদার্থ দ্বারা বদ্ধ হইতে পারেন কি না ? গুরুপুত্র ! আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রভাবে দ্বিজ কুলেরও অগ্রগণ্য হইয়াছেন ! সূতরাং আপনাকে অধিক



ভ্রমন্ সর্বেষু তীর্থেষু স্নাত্বা স্নাত্বা পুনঃ পুনঃ ।  
 নির্মলং ন মনো যাবদ্রাবৎ সর্বং নিরর্থকম্ ॥ ৩৮ ॥  
 ন দেহো ন চ জীবাত্মা নেদ্রিয়ানি পরন্তপ ! ।  
 মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোকয়োঃ ॥ ৩৯ ॥  
 শুদ্ধো মুক্তঃ সদৈবাত্মা ন বৈ বধ্যোত কৰ্হিচিৎ ।  
 বন্ধমোকৌ মনঃসংস্রৌ তস্মিন্ শান্তে প্রশাম্যতি ॥ ৪০ ॥  
 শত্রুর্শিত্রমুদাসীনো ভেদাঃ সর্বৈ মনোগতাঃ ।  
 একাত্মত্বে কথং ভেদঃ সম্ভবে দ্বৈতদর্শনাৎ ॥ ৪১ ॥

ছঃখাদিকমুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ হে শুকেদং রহস্তং সর্বপ্রাণিতিরবশ্যমাপ্রয়িতব্যং ইদমনাপ্রিত্য  
 সর্বং কৃতন্যাকৃতমেব ভবতীত্যাহ ভ্রমরিত্যি ॥ ৩৮ ॥ ( ন দেহেতি । হে পরন্তপ ! জিত-  
 কামাদিরিপূর্ভবগ ! মনুষ্যাণাং বন্ধমোকয়োঃ কারণং মনএব অস্তে দেহাদয়ো নেতি  
 বিদ্বাতিশেষঃ ॥ ৩৯ ॥ মনএবকারণমিতি যজ্ঞং তদেব ক্ষুটয়গ্নাহ শুদ্ধো মুক্ত ইতি । শুদ্ধঃ  
 নির্মলঃ সর্বোপাধিবর্জিতো বা অতএব নিত্যমুক্তস্বরূপ আত্মা কদাচিৎ কেনাপি ন বধ্যোত ।  
 বন্ধমোকৌ তু মনঃসংস্রৌ রজস্তমোর্বাস্তিরাশিজড়িতং মনএবাপ্রিত্য স্থিতাবিতার্থঃ । নিতরাং  
 তস্মিন্ মনসি শান্তে অবিন্যোপাধিজ্ঞানমিত্যাশোকমোহমুখছঃখাদিকং সর্বং প্রশাম্যতী-  
 ত্যবয়বঃ ॥ ৪০ ॥ দ্বৈতদর্শনাৎ । দ্বৈতদর্শনং বিহারৈকাত্মত্বে লঙ্ঘ্যে কথং ভেদঃ সম্ভবেৎ ন

বলা মুঢ়তা মাত্র । আপনি ইহা স্থির জানিবেন যে, এই মনই একমাত্র সমস্ত সুখ ছঃখের  
 কারণ ; ইনি নির্মল হইলেই বিশ্ব সংসার সমস্তই বিমল আয়ুরূপে প্রতিভাত হইতে  
 থাকে ॥ ৩৮—৩৭ ॥

শুকদেব ! যদি কোন ব্যক্তি এই পৃথিবী মধ্যে কালী, কালী, অবস্থিকা, মথুরা, দ্বার-  
 বতী ও পুষ্কর পুষ্করোত্তম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ পর্যটন পূর্বক সর্বত্রই বারংবার স্নানাদি  
 ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া বেড়ায়, তথাপি বহু দিন না তাহার চিত্তক্ষেত্র নির্মল হইবে, তত  
 দিন তাহার সেই তীর্থ ভ্রমণ বা স্নানদানাদি সমস্তই নিরর্থক জানিবেন ; ( বস্তুত সে সমস্তই  
 ভ্রমে স্বতাহতির স্থায় কোন কার্য্যকরই হইবে না ) ॥ ৩৮ ॥ শুকপুত্র ! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও  
 সর্বজ্ঞপুরুষ ; ( সূতরাং এ জগতের কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই ; তথাপি  
 আমি কেবল সংশয় নিরাসের নিমিত্ত যাহা বলিতেছি তাহা স্থিরচিত্তে অবধারণ করিবেন । )  
 মনুষ্যাদিগের বন্ধ বা মোক্ষের প্রতি একমাত্র মনকেই কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিবেন ;  
 দেহ কি ইন্দ্রিয়বর্গ অথবা জীবাত্মা ইহাদের মধ্যে কেহই কারণ নহে । কেননা, আত্মা নির-  
 স্তরই নির্মলস্বভাব এবং নিত্য মুক্তস্বরূপ ; সূতরাং ইহাকে কেহই কখন বন্ধ করিতে  
 সমর্থ হয় না ; বন্ধ বা মোক্ষ এই দুইটী পদার্থ একমাত্র মনকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান  
 করে ; অতএব মন প্রশান্ত হইলে, আপনি হইতে সকলেই প্রশান্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩৯—৪০ ॥  
 শত্রু কি মিত্র বা উদাসীন প্রভৃতি ভেদজ্ঞান, কেবল মনের ধর্ম জানিবেন ; সমস্ত

জীবো ব্রহ্ম সদৈবাহং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

ভেদবুদ্ধিস্তু সংসারে বর্তমানা প্রবর্ততে ॥ ৪২ ॥

অবিদ্যেয়ং মহাভাগ ! বিদ্যা চ তন্নিবর্তনম্ ।

বিদ্যাবিদ্যে চ বিজ্ঞেয়ে সৰ্বদৈব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥

বিনাতপং হি ছায়ায়া জায়তে চ কথং সুখম্ ।

অবিদ্যায়া বিনা তদ্বৎ কথং বিদ্যাঞ্চ বেত্তি বৈ ॥ ৪৪ ॥

গুণা গুণেষু বর্তন্তে ভূতানি চ তথৈব চ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু কো দোষস্তত্র চাত্মনঃ ॥ ৪৫ ॥

কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ সংসারে বর্তমানা অবিদ্যাবস্থায়াং বর্তমানা ভেদবুদ্ধিঃ জীবব্রহ্মভেদ-  
বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কস্মাদুৎপদ্যত ইতি চেত্তত্রাহ । অবিদ্যেয়মিতি ।  
অবিদ্যাকারণমশ্রু ইত্যর্থঃ । তন্নিবর্তকং তন্নাশকং বিদ্যা চ বিদ্যেব ব্রহ্মবিষয়িণী নির্বিকল্পক-  
বৃত্তিরেব নাত্মৎ । অতো বিচক্ষণৈস্তু এববিদ্যাবিদ্যে জাতব্যো পুরুষার্থহেতুত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ নহ-  
বিদ্যানাশেপি বিদ্যায়াঃ সত্বাদ্ভেদতং তদবস্থমেবেতি কথং ভবতাহ্ভেদতং প্রতিপাদ্যতে চেত-  
ত্রাহ বিনাতপমিতি । ছায়ায়াঃ সুখমাতপং বিনা কথং জায়তে তথাহবিদ্যায়া বিনা কথং  
বিদ্যাং বেত্তি ন কথমপীত্যর্থঃ । অসম্ভাবঃ । অবিদ্যাকার্য্যমেব বিদ্যা তয়া চ বিদ্যায়াহবিদ্যানাশে  
সতি কতকরজোজ্ঞায়েনাবিদ্যাসহিতা স্বয়মপি বিদ্যা নশ্রুতি ততশ্চ ন দ্বৈতাপত্তিরিতি ॥ ৪৪ ॥

দ্বৈতভাব তিরোহিত হইয়া যদি মনে একবার একাত্মরূপ অদ্বৈত দৃষ্টির উদয় হয়, তাহা  
হইলে আর ভেদ বুদ্ধির সম্ভাবনা কি ? অজ্ঞ মানব যে, কেবল সংসার পাশে বদ্ধ থাকিয়াই  
তিনি ব্রহ্ম আর আমি জীব, এইরূপ জড়পিণ্ড দেহে আমিদের আরোপ করিয়া সৰ্বদা ভেদ  
বুদ্ধি করিতে থাকে ইহাতে আর কোন সংশয় নাই । গুরুপুত্র ! আপনি নিজ মহীয়সী  
প্রজ্ঞাধারা বিচার করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন যে শাস্ত্রে ইহাই অবিদ্যা নামে  
নির্দিষ্ট হইয়াছে ; ফলত মনুষ্যাগণ যাবৎ কাল এই সংসারবাগুরা-বিস্তারিণী অবিদ্যার  
দাস হইয়া থাকে, ততদিন তাহাদিগের অন্তর্নীড় হইতে এই ভেদবুদ্ধি বিহঙ্গী কোন  
প্রকারেই অন্তর্হত হয় না । পরন্তু, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই তাহার বিধ্বংসকারিণী  
বলিয়া জানিবেন । বস্তুত ব্রহ্মবিদ্যার উদয় মাত্রই কে, অমনি অচির কাল মধ্যে সেই ভেদ  
বুদ্ধিপ্রকাশিনী কামকর্ষবাসনাময়ী অবিদ্যা সদলবলে পলায়ন পরায়ণ হইবেন, তাহাতে  
আর সংশয় নাই ; অতএব, প্রজ্ঞাবান্ যোগীর বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কেই জানা  
কর্তব্য ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেননা, ছায়াতে যে, কি সুখ তাহা রোদ্র ভোগ না করিলে কিছুতেই  
অনুভব হইতে পারেনা ; সেইরূপ অবিদ্যাসম্মত অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ না করিলে  
ব্রহ্মবিদ্যা সুখ কখনই বোধ হইতে পারে না ॥ ৪৪ ॥ যেমন, সত্বাদিগুণসকল গুণজাত  
দ্রব্য এবং আকাশাদি মহাভূতসমস্ত ভৌতিক দেহ প্রভৃতিতে স্বভাবত প্রবিষ্ট হইয়া  
থাকে, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যদি রূপাদি স্বস্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নিরন্তর

মর্যাদা সর্বরক্ষার্থং কৃতা বেদেষু সর্বশঃ ।

অন্যথা ধর্মনাশঃ স্যাৎ সৌগতানামিবানঘ ! ॥ ৪৬ ॥

ধর্মনাশে বিনষ্টঃ স্যাৎসর্গাচারোহতিবর্তিতঃ ।

অতো বেদপ্রদিক্ষেণ মার্গেণ গচ্ছতাং শুভম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

সন্দেহো বর্ততে রাজন্ ! ন নিবর্ততি মে কচিৎ ।

ভবতা কথিতং যতচ্ছৃণুতো মে নরাধিপ ! ॥ ৪৮ ॥

বেদধর্মেষু হিংসা স্যাদধর্মবহুলা হি সা ।

কথং মুক্তিপ্রদো ধর্মো বেদোক্তো বত ভূপতে ! ॥ ৪৯ ॥

জ্ঞানমুপসংহরতি । গুণাগুণেধিতি । কো দোষ ইতি । অসঙ্গতাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ বদ্যপোবং বর্ততে তথাপি মহত্ত্বলোকসংগ্রহার্থং বেদমর্যাদাবস্তং পালনীয়তাভিপ্রায়েণাহ মর্যাদা-  
দেতি ॥ ৪৬ ॥ (ধর্মনাশ ইতি । ধর্মশ্চ নাশে সতি উৎপথগতো বর্ণাচারঃ বিনষ্টঃ স্যাৎ । অতএব  
বেদোপদিষ্টমার্গেণ গচ্ছতাং জনানাং শুভং ভবেৎ যে হি বেদবিহিতধর্মমাত্রিত্যেহ বিচরন্তি  
তেষামবস্তং মঙ্গলং শ্রাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সন্দেহ ইতি । রাজন্ ! ভবতা যৎ কথিতং তচ্ছৃণুতো মম সন্দেহঃ কচিৎ কথমপি ন  
নিবর্ততে কিন্তু বর্ততে ক্রমশ উৎপদ্যতে এবেতি ভাবঃ । নিবর্ততীতি পরৈশ্লপদমার্যম্ ॥ ৪৮ ॥

নির্মল স্বভাব সর্বসঙ্গবিরহিত নিরঞ্জনস্বরূপ আত্মার দোষ হইবে কেন ? গুরুপুত্র !  
আপনি নিজ বিমলমতি প্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারেন, অতএব, আপনাকে অধিক আর  
কি বলিব ; ইহ সংসারে তত্ত্বজ্ঞপুরুষেরা বিধি নিষেধের দাস নহেন বটে, সুতরাং তাঁহা-  
দের কতব্যাকর্তব্য ও কিছু নাই ; তথাপি তাঁহার। শুদ্ধ লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিহিত  
কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক বেদের মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন ; জানী পুরুষেরা যদি নিজে  
কর্ম্যানুষ্ঠানী না হয়েন, তাহা হইলে, অজ্ঞ বিমূঢ় মানব তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতে গিয়া  
একেবারে সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া শেষে বেদমার্গ পরিত্যাগী দেহান্ধবাদী চার্কাকদিগের মত  
সর্বতোভাবে উৎপথগামী হইয়া পড়ে ; সুতরাং তখন ধর্ম ও মানব সমাজ হইতে আন্তে  
আন্তে অন্তর্ধান করেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ধর্ম নাশ হইলে, সেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকের বর্ণা-  
চারাдиও উৎসন্ন হইয়া যায় ; অতএব, মঙ্গলাকাজী পুরুষের সর্বদা বেদপ্রদিষ্ট পথে গমন  
করাই বিধেয় ॥ ৪৭ ॥

রাজর্ষি জনকের মুখে বেদাভিমত উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া শুকদেব বলিলেন,  
মহারাজ ! আপনার নিকট বেদোক্ত উপদেশ সকল শুনিয়া আমার মনোগত সন্দেহের  
অপনয়ন হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশ তাহার বুদ্ধিই হইতেছে ॥ ৪৮ ॥ বৈদিক ধর্মে যখন,  
অধর্ম ভূরিষ্ট ভূরি ভূরি পশু হিংসার আদেশ রহিয়াছে, তখন, তাদৃশ হিংসামূলক বেদোক্ত  
ধর্ম যে, কিরূপে মুক্তিদানে সমর্থ হয়, তাহা আমার বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না ॥ ৪৯ ॥



প্রত্যক্ষেণ ত্বনাচারঃ সোমপানং নরাধিপ ! ।

পশুনাং হিংসনং তদ্বদুক্ষণং ত্বামিষস্য চ ॥ ৫০ ॥

সৌত্রামণৌ তথা প্রোক্তঃ প্রত্যক্ষেণ সুরাগ্রহঃ ।

দ্যুতক্রীড়া তথা প্রোক্তা ত্রতানি বিবিধানি চ ॥ ৫১ ॥

শ্রয়তে স্ম পুরা হাসীচ্ছশবিন্দুর্নৃপোত্তমঃ ।

যজ্ঞা ধর্মপরো নিত্যং বদাত্তঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৫২ ॥

গোপ্তা চ ধর্মসেতুনাং শাস্তা চোৎপথগামিনাম্ ।

যজ্ঞাশ্চ বিহিতাস্তেন বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ৫৩ ॥

চর্মণাং পর্বতো জাতো বিক্ষ্যাচলসমঃ পুনঃ ।

মেঘানুপ্লাবনাজ্জাতা নদী চর্মণুতী শুভা ॥ ৫৪ ॥

সন্দেহমেবাহ বেদধর্মেষু ॥ ৪৯—৫০ ॥ ত্রতানীতি । ব্রহ্মচারিপুংশ্চল্যোন্মথুনাঙ্গীনি ॥ ৫১ ॥ (শ্রয়তে স্মেতি । পুরা পূর্বস্মিন্ কালে সুর্য্যবংশঃ শশবিন্দুরিতি নাম্না নৃপোত্তমঃ রাজরাজেশ্বর আসীৎ নতু কেবলং সম্রাট্ পরং স ধর্মপরঃ । অতএব যজ্ঞা নিত্যং বদাত্ততাদিনানাং গুণসম্পন্ন আসীদিতি শ্রয়তে স্ম লোকপরম্পরয়া শ্রুতমিতি ময়েতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গোপ্তেতি । স সম্রাট্ শশবিন্দুর্ধর্মসেতুনাং গোপ্তা রক্ষিতা উৎপথগামিনাং উচ্ছ্রালবর্তিনাং শাস্তা আসীৎ তেন চ রাজ্ঞা ভূরিদক্ষিণা বহবো যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ ভূয়াঃ প্রচুরাঃ দক্ষিণা যেষু তাদৃশা যজ্ঞা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ কিমু বক্তব্যং তত্ত্ব যজ্ঞানুষ্ঠানকথ্যেতি কৈমুতিকথ্যায়ৈন হিংসাত্ময়িষ্ঠযজ্ঞাদীনি বেদোক্তকর্ম্মণীতি প্রদর্শয়ন্নাহ চর্মণামিতি । তত্ত্ব রাজ্ঞঃ শশবিন্দোস্তেষু তেষু যজ্ঞেবু নিহতা যৈ পশবস্তেষাং স্তুপী-কুতৈশ্চর্ম্মোচ্ছ্রয়ৈর্বিক্ষ্যগিরিসদৃশচর্ম্মপর্বতো জাত ইত্যম্বয়ঃ । কালে মেঘানুপ্লাবনাং বৃষ্টিবারি প্লাবনাদিত্যর্থঃ । তৈশ্চর্ম্মক্লেদরাশিভিশ্চর্ম্মণুতী নাম নদী জাতা অজায়ত । শুভা দেবখাতবঃ

বিশেষত যে ধর্ম্মে প্রত্যক্ষ অনাচার রূপ সোমরস পান, নানা পশু হিংসা ও আমিষ ভক্ষণের বিধি আছে, আবার সৌত্রামণি যাগেতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুরা গ্রহণের উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহা ব্যতীত অপরাপর নানাবিধ ত্রতের কথাও আছে । এমন কি বেদে দ্যুতক্রীড়া পর্য্যন্তেরও বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০—৫১ ॥ এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্বে শশবিন্দু নামে এক জন সুর্য্যবংশীয় সম্রাট্ ছিলেন, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্রাট্ শশবিন্দু সতত সত্যব্রত হইয়া দেবাদির অর্চনা করিতেন । তাঁহার বদাত্ততা গুণে রাজ্যস্থ প্রজা পুঞ্জ কখন দারিদ্র্যক্লেশ অনুভব করে নাই । তিনি প্রজাবর্গের ধর্ম্মসেতুরূপ করিবার জন্ত সর্বদাই লোক মর্যাদা অতিক্রমকারী ছুরায়াদিগকে যথানিয়মে শাসন করিতেন । ইহা ভিন্ন তিনি প্রভূত দক্ষিণা সহকারে গোমেধ প্রভৃতি শত শত বেদোক্ত যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাঁহার সেই সকল যজ্ঞ উপলক্ষে এত গো হত্যা হইয়াছিল যে, গোচর্ম্ম স্তূপাকারে জড় হইয়া বিক্ষ্যগিরির আশ্রয় একটা চর্ম্মময় পর্বত হইয়া পড়ে । পরে সেই সমস্ত চর্ম্ম ক্লেদরাশি কালক্রমে বর্ষা-বারির সহিত সংমিলিত হওয়ার চর্ম্মণুতী নামে একটা প্রকাণ্ড নদী জন্মিয়া যায় । ॥ ৫৪ ॥

মোহপি রাজা দিবং যাতঃ কীর্তিরস্যাচলা ভূবি ।

এবং ধর্মেষু বেদেষু ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ ৫৫ ॥

স্ত্রীসঙ্গেন সদা ভোগে সুখমাপ্নোতি মানবঃ ।

অলাভে দুঃখমত্যন্তং জীবমুক্তঃ কথন্তবেৎ ॥ ৫৬ ॥

জনক উবাচ ।

হিংসা যজ্ঞেষু প্রত্যক্ষা সাহিংসা পরিকীর্তিতা ।

উপাধিযোগতো হিংসা নানুথেতি বিনির্ণয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

যথা চেক্রনসংযোগাদগ্নৌ ধূমঃ প্রবর্ততে ।

তদ্বিযোগাভূত্যা তস্মিন্মিধূমস্তং বিভাতি বৈ ॥ ৫৮ ॥

অহিংসা চ তথা বিদ্ধি বেদোক্তাং মুনিসত্তম ! ।

রাগিণাং সাহপি হিংসৈব নিম্পৃহাণাং ন সা মতা ॥ ৫৯ ॥

বচনোজনব্যাপিনীতি ভাবঃ । সুদৃশ্য পবিত্রা বা ॥ ৫৪ ॥ ) ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে । স্বর্গাদা-  
নিতাকলকদ্ধাদেদোক্তকর্মণ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥ কিঞ্চ যথা জীবমুক্ততোক্তা তত্রাপি সন্দেহো-  
স্তীত্যাহ স্ত্রীসঙ্গেনেতি ॥ ৫৬ ॥

সাহিংসেতি । অহিংসেতিচ্ছেদঃ । অহিংসন্ সর্লভূতাগ্নত্ব তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতঃ ।  
উপাধিযোগত ইতি । রাগরূপোপাধিনা কৃত্য তু হিংসৈব ভবতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥ অহিংসা-  
ক্ষেতি । আর্দ্রেক্রনোপাধিনা বহুঃ সধূমস্তং অগ্নত্যা নিধূমস্তং তথা রাগাত্যপাধিনা পশ্চালন্তস্ত

মহারাজ ! যিনি প্রজাপালক রাজা হইয়াও একমাত্র বেদের দোহাই দিয়া নোরতর নৃপংসের  
শ্রায় লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করিলেন । তিনিও ইহলোকে অচলা কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া  
অবলীলাক্রমে স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন । কি আশ্চর্য্য ! যাহাই হউক, কিন্তু, একরূপ অদ্বৃত্ত  
বৈদিক ধর্মে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ॥ ৫৫ ॥ আরও এক কথা এই যে, যে  
ব্যক্তি রমণী বা অপরাপর বিষয়-সম্বন্ধে বিলক্ষণ সুখানুভব করে, আর তাহা না পাইলেই  
অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, তাদৃশ মানবও যদি জীবমুক্ত, তবে বদ্ধ কে? ॥ ৫৬ ॥

জনক বলিলেন, গুরুপুত্র ! যজ্ঞস্থলে যে পশু হিংসা হয়, পূর্বাচার্য্যগণ তাহাকে অহিংসা  
বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন । কেননা, বেদ বিধি ভিন্ন রাগদ্বেষাদি বশত যে সকল পশু হত্যা  
হয়, তাহাই হিংসা ; ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের হির সিক্তান্ত জানিবেন ॥ ৫৭ ॥ অগ্নি স্বভাবত  
তেজোময় হইলেও কেবল কাষ্ঠের আর্দ্রতা নিবন্ধন রাশি রাশি ধূম উদ্গিরণ করিয়া থাকেন,  
আর কাষ্ঠাদির অভাবে ধূমাদির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না বস্তুত কারণ অবস্থান অগ্নি আপনার  
নিজ স্বরূপেই অবস্থান করেন এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ, অর্থাৎ রাগদ্বেষ বিব্রহিত হইয়া  
শাস্ত্রবিধি অনুসারে পশুচ্ছেদ করিলে, তাহা হিংসা মধ্য গণ্য হইতে পারে না ; বস্তুত  
তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবেন । সংসারাসক্ত রাগদ্বেষ ব্যাকুলচিত্ত মানব-সদৃশে যাহা

অরাগেণ চ যৎ কৰ্ম তথাহহঙ্কারবৰ্জিতম্ ।

অকৃতং বেদবিদ্বাংসঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬০ ॥

গৃহস্থানাং তু হিংসৈব যা যজ্ঞে দ্বিজসত্তম ! ।

অরাগেণ চ যৎ কৰ্ম তথাহহঙ্কারবৰ্জিতম্ ।

সা হিংসৈব মহাভাগ ! মুমুক্শুণাং জিতাত্মনাম্ ॥ ৬১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকজনকমৌস্তম্ববিচারো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসাত্মমত্ৰথা হিংসাত্মাভাব ইতি ॥ ৫৯ ॥ রাগাদিরহিতকৰ্মণঃ ঈশ্বরপ্রসাদরহিতফলাভাবাৎ কৃতমপি কৰ্মাকৃতমেব ভবতি পুনঃ কৃতস্তত্ত্ব হিংসাদিদোষত্বষ্টমিত্যাহ অরাগেণ চেতি ॥ ৬০ ॥ গৃহস্থানাং দ্বিতি । রাগিণামিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেপ্রথমস্কন্ধেঅষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসা নামে প্রসিদ্ধ, আবার সেই সকল ধৰ্ম্মেরই যদি দেহাভিমান বৰ্জিত ফলকামনা শূন্য মহাত্মারা অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, উহাই অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৫৮—৫৯ ॥ বেদতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের আচরিত কৰ্ম্মে অহঙ্কার বা রাগদ্বেষ কিছুই নাই। এই জন্ত মনীষি পূৰ্ব্বাচার্য্যগণ তাঁহাদিগের কৰ্ম্মকে অকৰ্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ফলকথা এই যে, যে কৰ্ম্মে সংসার বন্ধন হয় না, তাহা কৰ্ম্মমধ্যে পরিগণিত নহে ॥ ৬০ ॥ শुकদেব ! আপনি একে ত উৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আবার অধ্যাত্ম চিন্তায় নিরত হইয়া মুনিগণেরও অগ্রণী হইয়াছেন ; সুতরাং আপনার বুদ্ধি যে সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধায়িনী হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি ? এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি বিচার করিয়া দেখুন সত্য কি না। ফললোলুপ সংসারাসক্ত গৃহস্থেরা রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই তাহা হিংসা নামে প্রসিদ্ধ ; কিন্তু, মুমুক্শুদিগের অহঙ্কার বা রাগদ্বেষ এ সমস্তেরই অভাব সুতরাং সেই সকল কৰ্ম্মই আবার ইহাদের সম্বন্ধে অহিংসা ; অর্থাৎ দেহাভিমান-বৰ্জিত নিকাম জিতেন্দ্রিয় যোগীকে পশুহত্যাভিহত্যাপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

শুকদেবের প্রতি জনকের তত্ত্বোপদেশ প্রদান বিষয়ক

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## উনবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

—ॐ—

শ্রীশুক উবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহারাজ ! বর্ততে হৃদয়ে এম ।  
মায়ামধ্যে বর্তমানঃ স কথং নিম্পৃহো ভবেৎ ॥ ১ ॥  
শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চ সম্প্রাপ্য নিত্যানিত্যবিচারণম্ ।  
ত্যজতে ন মনো মোহং স কথং মুচ্যতে নরঃ ॥ ২ ॥  
অন্তর্গতং তমশ্ছেত্তুং শাস্ত্রাদ্বোধো হি ন ক্ষমঃ ।  
যথা ন নশ্চতি তমঃ কৃতয়া দীপবার্তয়া ॥ ৩ ॥  
অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্তব্যঃ সর্বদা বুধৈঃ ।  
স কথং রাজশার্দূল ! গৃহস্থস্ত ভবেত্তথা ॥ ৪ ॥

অর্কাধিকাষ্টপকাশ্চৌকৈর্জনকবাক্যতঃ ।

শান্তস্ত শুকদেবস্ত বিবাহাদিকমুচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ৈ নিম্পৃহস্তারাগিণো দেবেশ্বরশ্রীত্যাঃ ক্রিয়মাণে বৈদিকে কৰ্ম্মণি হিংসা ন  
ভবতীত্যুক্তং তত্র নিম্পৃহত্বমেবাক্ষিপতি সন্দেহোহয়মিতি । নহি জলমধো বিদ্যমানো জলেনা-  
সংযুক্তো ভবতি । এবং মায়ায়াং বিদ্যমানো মায়াগুণৈঃ কণমসংযুক্তঃ স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ নহু  
বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণজ্ঞত্ববোধেন বিবেকো জাগরুকেবেতি নিম্পৃহতা স্তাদিতি চেত্তদ্রাহ শাস্ত্র-  
জ্ঞানঞ্চৈতি । জ্ঞানং সম্প্রাপ্য যাবদ্যোগাদিকং ন সাধিতং তাবদ্যনো মোহস্ত্যজতে । আশ্বনে-  
পদমার্ষম্ । শাস্ত্রজ্ঞত্ববোধস্ত পরোক্ষস্তাদিত্যভিমানঃ । তথাচ কেবলশাস্ত্রজ্ঞত্ববোধেন ন  
কথঞ্চিনিম্পৃহতা সম্ভবতি । ততশ্চ সংসারে বিদ্যমানো নরঃ কথং মুচ্যতে ন কণমপীত্যর্থঃ ।  
তস্যাং সংসারং বিহায় যোগাদিনিষ্ঠো ভবেদিত্যেব সিদ্ধান্ত ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ২ ॥ অন্তর্গত-  
মিতি । অবিদ্যারূপমন্তর্গতং তমো ন শাস্ত্রজ্ঞত্বপরোক্ষজ্ঞানেন নশ্চতি । কিন্তু যোগজ্ঞত্ব-

শুক কহিলেন । রাজর্ষে ! আমার হৃদয়ে এইরূপ শুকতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে,  
জীব নিরন্তর মায়াময় সংসার মধ্যে বাস করিয়াও মায়াজাল-জড়িত বিষয় হইতে কিরূপে  
নিম্পৃহ হইবে ? ॥ ১ ॥ যখন যোগাদির অভ্যাস ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া  
নিত্যানিত্য বিচার করিলেও মানসিক মোহ দূরীভূত হয় না ; তখন, জীব সংসারাসক্ত  
হইয়া কিরূপে মুক্ত হইবে ? ॥ ২ ॥ যেমন দীপের কথামাত্র বলিলে গৃহগত অন্ধকার  
অন্তর্হত হয় না, সেইরূপ কেবল শাস্ত্রজ্ঞানও কদাচ অন্তর্গত অবিদ্যাজনিত অন্ধকারকে  
বিনাশ করিতে সমর্থ নহে ॥ ৩ ॥ দেখুন, জীবগণের প্রতি হিংসা না করাই পণ্ডিতগণের  
সর্বদা কর্তব্য ; কিন্তু, গৃহস্থের নিকট ইহা কিরূপে হইতে পারিবে ? ॥ ৪ ॥ নৃপবর !

বিতৈষণা ন তে শান্তা তথা রাজস্বৈষণা ।  
 জ্যৈষণা চ সংগ্রামে জীবনুক্তঃ কথং ভবেঃ ॥ ৫ ॥  
 চোরেষু চোরবুদ্ধিস্তে সাধুবুদ্ধিস্তে তাপসে ।  
 স্বপরত্বং তবাপ্যস্তি বিদেহস্ত্বং কথং নৃপ ! ॥ ৬ ॥  
 কটুতীক্ষ্ণকষায়ান্নরসান্ বেৎসি শুভাশুভান্ ।  
 শুভেষু রমতে চিত্তং নাশুভেষু তথা নৃপ ! ॥ ৭ ॥  
 জাগ্রৎস্বপ্নমুষ্ণুশ্চ তব রাজন্ ! ভবন্তি হি ।  
 অবস্থাস্তু যথাকালং তুরীয়া তু কথং নৃপ ! ॥ ৮ ॥  
 পদাত্যশ্বরথেশ্চ সৰ্বৈ বৈ বশগা মম ।  
 স্বাম্যহং চৈব সৰ্বৈষাং মন্যসে ত্বং ন মন্যসে ॥ ৯ ॥  
 মিষ্টমৎসি সদা রাজন্ ! মুদিতো বিমনাস্তথা ।  
 মালায়াঞ্চ তথা সর্পে সমদৃক্ ক নৃপোত্তম ! ॥ ১০ ॥  
 বিমুক্তস্ত ভবেদ্রাজন্ ! সমলোচ্চাশ্মকাঞ্চনঃ ।  
 একাত্মবুদ্ধিঃ সৰ্বত্র হিতকৃৎ সৰ্বজন্তুযু ॥ ১১ ॥

জ্ঞানভাস্করোদয়েনৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥ স্বয়ং চ ত্বং জীবনুক্তোহস্মীতি বদসি তদপি ন সাম্প্রত-  
 মিত্যাহ বিতৈষণেতি । বোধবিরুদ্ধধৰ্ম্মাণাং দর্শনাদ্ভোদ্যাতাবএব নিশ্চীর্ণত ইত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥  
 মন্যসে ত্বমুত ন মন্যসে ইতি বদেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ সমদৃক্ কেতি । মালাসর্পাদিভেদবুদ্ধেঃ সম্ভাৎ

আপনি গৃহস্থ হইয়া আপনাকে জীবনুক্ত বলিতেছেন, কিন্তু এখনও আপনার ধন আশার  
 শাস্তি হয় নাই, রাজোপযুক্ত সুখের ইচ্ছাও আছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জয়ের আশাও  
 বিলক্ষণ রহিয়াছে ; তবে আপনি কিরূপে জীবনুক্ত হইয়াছেন ? ॥ ৫ ॥ মহারাজ ! এখনও  
 আপনার চোরে চোরবুদ্ধি তপস্বিগণে সাধুবুদ্ধি রহিয়াছে এবং আত্মপর জ্ঞানটীও বিলক্ষণ  
 রহিয়াছে ; তথাপি আপনি যে কিরূপ বিদেহ (মুক্ত) তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না ॥ ৬ ॥  
 রাজন্ ! অদ্যাপিও আপনার কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রস সকলের আশ্বাদ বোধ রহিয়াছে  
 এবং ভাল হইলেই তাহাতে আপনার চিত্ত আনন্দিত হয়, মন্দ হইলে হয় না । এখনও আপ-  
 নার জাগ্রৎ স্বপ্ন মুষ্ণুশ্চ প্রভৃতি অবস্থাভিন্ন যথাসময়ে হইয়া থাকে ; তবে মহারাজ ! কি করিয়া  
 আপনার তুরীয়া অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ? ॥ ৭—৮ ॥ মহারাজ ! বলুন দেখি, এই পদাতি  
 অশ্ব রথ হস্তী প্রভৃতি আমার বশীভূত, আমি এই সমস্তের অধিপতি, মনে মনে এরূপ চিন্তা  
 করেন কি না ? ॥ ৯ ॥ রাজন্ ! আপনি ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া সর্বদা আনন্দিত থাকেন,  
 এবং কখন কোন কারণ বশত নিরানন্দও করেন ; তাহা হইলে আর আপনার কুম্মমালা ও  
 সর্পেতে সমান দৃষ্টি কোথায় রহিল ? মহারাজ ! যিনি জীবনুক্ত তিনি যুৎপিও প্রস্তর আর

ন মেহদ্য রমতে চিত্তং গৃহদারাদিষু কচিৎ ।  
 একাকী নিম্পৃহোহত্যর্থং চরেয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১২ ॥  
 নিঃসঙ্গো নির্মমঃ শাস্ত্রঃ পত্রমূলফলাশনঃ ।  
 যুগবদ্বিচরিস্যামি নিৰ্ব্বন্দ্বো নিম্পরিগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥  
 কিং মে গৃহেণ বিত্তেন ভার্য্যা চ স্বরূপয়া ।  
 বিরাগমনসঃ কামং গুণাতীতশ্চ পার্থিব ! ॥ ১৪ ॥  
 চিন্ত্যসে বিবিধাকারং নানারাগসমাকুলম্ ।  
 দন্তোহয়ং কিল তে ভাতি বিমুক্তোহস্মীতি ভাষসে ॥ ১৫ ॥  
 কদাচিচ্ছত্রজা চিন্তা ধনজা চ কদাচন ।  
 কদাচিৎ সৈন্যজা চিন্তা নিশ্চিন্তোহসি কদা নৃপ ! ॥ ১৬ ॥  
 বৈখানসা যে মুনয়ো মিতাহারা জিতব্রতাঃ ।  
 তেহপি মুহন্তি সংসারে জানন্তোহপি হসত্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

ক ভ্রং সমদৃগসীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ বিমুক্তস্য হেতানি লক্ষণানি দৃশ্যন্ত ইত্যাহ বিমুক্তব্রিতি ॥ ১১ ॥  
 স্বাভিপ্রায়মাহ ন মেহদ্যোতি ॥ ১২—১৪ ॥

ভ্রং দাস্তিকো বিমুক্তো ভাসীত্যাহ চিন্ত্যসে ইতি ॥ ১৫—১৬ ॥ এতাদৃশা মহাত্মোহপি  
 জগতো সত্যতাং জানন্তোপি মুহন্তি তদা তব কা কথা জীবমুক্ততায়া ইত্যাহ বৈখানসা যে  
 ইতি ॥ ১৭ ॥ ( তবেতি । তব বংশোৎপন্নানাং পুরানাগাং বিদেহা বিদেহোপাদয় ইত্যাহ )

সুবর্ণকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন ; তিনি সকল পদার্থেই একান্নবুদ্ধি এবং সকল প্রাণীর  
 হিতকারী হইয়া থাকেন ॥ ১০—১১ ॥ রাজর্ষে ! অধিক কথা আর কি বলিব, গৃহদারাদি  
 কোন বস্তুতেই আমার মন আনন্দিত হইতেছে না ; আমার অভিলাষ এই যে, আমি একাকী  
 পৃহাশূন্য হইয়া, কাহার সহিত না মিশিয়া কোনও পদার্থে গায়া না করিয়া, কাহারও  
 নিকট কিছু গ্রহণ না করিয়া, নিৰ্ব্বন্দ্ব ও শাস্ত্রভাবে ফলমূলপত্র ভক্ষণে যুগের জায় ইচ্ছা  
 জগতে বিচরণ করি ॥ ১২—১৩ ॥ মহারাজ ! আমি এক্ষণে বিষয়ানুরাগরহিত ও গুণাতীত ;  
 অতএব আমার গৃহ, ধনে বা মনের মত ভার্য্যাতে কি প্রয়োজন ? ॥ ১৪ ॥

মহারাজ ! আপনি বিষয় বিশেষে সাধুরাগে বিবিধ প্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন, আমার  
 আপনাকে জীবমুক্ত বলিয়াও পরিচয় দেন ইহাতে আপনার দাস্তিকতাই প্রকাশ পাই-  
 তেছে ॥ ১৫ ॥ দেখুন, আপনার কখন শত্রু বিষয়ক চিন্তা কখন বা ধন বিষয়ক চিন্তা কখন বা  
 সৈন্য বিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হইতেছে ; অতএব আপনি কোন্ সময় নিশ্চিন্ত থাকেন বলুন  
 দেখি ? ॥ ১৬ ॥ মিতাহারী জিতেন্দ্রিয় বৈখানস মুনিগণ যখন সংসারের অনিত্যতা জানিয়াও  
 সংসারে বিমুগ্ধ হন, তখন, আর আপনার কথা কি বলিব ! ॥ ১৭ ॥ মহারাজ ! আপনার বংশজাত



তব বংশসমুখানাং বিদেহা ইতি ভূপতে ! ।  
 কুটিলং নাম জানীহি নান্যথেনি কদাচন ॥ ১৮ ॥  
 বিদ্যাধরো যথা মূর্খো জন্মান্ধস্ত দিবাকরঃ ।  
 লক্ষ্মীধরো দরিদ্রশ্চ নাম তেষাং নিরর্থকম্ ॥ ১৯ ॥  
 তব বংশোদ্ভবা যে যে শ্রুতাঃ পূর্বে ময়া নৃপাঃ ।  
 বিদেহা ইতি বিখ্যাতা নামতঃ কস্মতো ন তে ॥ ২০ ॥  
 নিমিনামাহ ভবদ্রাজা পূর্বে তব কুলে নৃপ ! ।  
 যজ্ঞার্থং স তু রাজর্ষির্বশিষ্ঠং স্বগুরুং মুনিম্ ॥ ২১ ॥  
 নিমন্ত্রয়ামাস তদা তমুবাচ নৃপং মুনিঃ ।  
 নিমন্ত্রিতোহস্মি যজ্ঞার্থং দেবেন্দ্রেণাধুনা কিল ॥ ২২ ॥  
 কৃত্বা তস্মৈ মখং পূর্ণং করিষ্যামি তবাহপি বৈ ।  
 তাবৎ কুরুষ রাজেন্দ্র ! সম্ভারন্ত শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৩ ॥

তন্তু কেবলং কুটিলং কাপটাপূর্ণং জানীহি তদন্তু কিঞ্চিদপি সত্যমিতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১৮ ॥  
 ইদানীং কোটিগাপূর্ণবিদেহাভ্যাপাধেনৈরর্থক্যং সমর্থমাহ বিদ্যাধর ইতি ॥ ১৯ ॥ তব বংশো-  
 দ্ভবা ইতি । রাজন্ ! ত্বদীয়বংশোদ্ভবা যে যে পূর্ববর্তিনো নৃপা আসন্ তে সর্ব্বেষু বিদেহা  
 বিদেহেত্যখ্যায়া প্রসিদ্ধা ইতি শ্রুতা ময়েতি শেষঃ । পরং নামতএব বিদেহান্তে নহি কার্য্যত  
 ইতি বিদ্ধি কামকর্ম্মময়াবিদ্যাবদ্ধা অপি কেবলং ঐশ্বর্য্যমদমত্তাঃ সন্তঃ স্বানাং বিদেহত্বং  
 প্রাচারয়ন্ লোকে ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥ ইদানীং দৃষ্টান্তমুখেনাত্মোক্তেঃ সত্যতাং প্রতি-  
 পাদয়মাহ নিমিনামেতি ॥ ২১ ॥ নিমন্ত্রয়ামাসেতি । নিমন্ত্রয়ামাস বরয়ামাসেতি পূর্বে-  
 গাধরঃ অধুনা সাম্প্রতং ত্রিমন্ত্রণাং প্রাগেবাহং দেবরাজেনেন্দ্রেণ নিমন্ত্রিতোহস্মি কিল  
 অতস্তস্মৈ মখং যজ্ঞং পূর্ণং কৃত্বা তবাহপি যজ্ঞং সম্পাদয়িষ্যামি তাবৎ কালং সম্ভারং কুরুষ  
 ভবতা শনৈঃ শনৈঃ যজ্ঞোপকরণদ্রব্যজাতানি সস্ত্রিয়স্তামিতি ॥ ২২—২৩ ॥ ইত্যুক্তেতি ।

নৃপগণের বিদেহ ( দেহোপাধিশূন্য ) বলিয়া যে একটি নাম আছে তাহা কেবল কাপট-  
 পূর্ণ বলিয়াই জানিবেন ইহার অন্যথা ভাবিবেন না ॥ ১৮ ॥ কারণ, যেমন মূর্খকে বিদ্যাধর,  
 জন্মান্ধকে দিবাকর এবং দরিদ্রকে লক্ষ্মীধর বলিয়া আহ্বান করা যায়, তাহাদিগের নামও  
 সেইরূপ নিরর্থক মাত্র ॥ ১৯ ॥ পূর্বে আপনার বংশে যে যে নৃপগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন  
 তাঁহাদের সকলেরই বিষয় আমি শুনিয়াছি । তাঁহারা সকলেই কেবল নামেতে বিদেহ  
 বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন কার্য্যেতে নহে ॥ ২০ ॥ মহারাজ ! পূর্বকালে আপনার এই বংশে  
 নিমি নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কোন সময় সেই রাজর্ষি নিজ গুরু  
 বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞের জন্ত বরণ করেন । মুনিবর বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বলেন, এক্ষণে দেব-  
 রাজ ইন্দ্র নিজ যজ্ঞ পূর্ণার্থে আমার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া  
 পরে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ করিব ; মহারাজ ! আপনি ততদিন যজ্ঞের উপকরণ সকল

ইতু্যক্ত্বা নির্যযৌ সোহথ মহেন্দ্রযজ্ঞনে মুনিঃ ।

নিমিরশ্চাং গুরুং কৃত্বা চকার মথমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা কুপিতোহত্যর্থং বশিষ্ঠো নৃপতিং পুনঃ ।

শশাপ চ পতন্তু দ্য দেহন্তে গুরুলোপক ! ॥ ২৫ ॥

রাজাহপি তং শশাপাথ তবাপি চ পতন্তুম্ ।

অন্যোন্মশাপাং পতিতৌ তাবেব চ ময়া শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥

বিদেহেন চ রাজেন্দ্র ! কথং শাপ্তো গুরুঃ স্বয়ম্ ।

বিনোদ ইব মে চিত্তে বিভাতি নৃপমত্তম ! ॥ ২৭ ॥

জনক উবাচ ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিদিদং মতম্ ।

তথাপি শৃণু বিশ্রেন্দ্র ! গুরুর্মম স্পৃজিতঃ ॥ ২৮ ॥

য নবশিষ্ঠঃ ইতু্যক্ত্বা ইতি সামাদিনেত্যর্থঃ । দেবেন্দ্রযজ্ঞনে যদা নির্যযৌ তদা হে রাজানু জনক ! ভবদীয়পূৰ্ব্বপুরুষো নিমিস্ত অশ্চাং গুরুং কৃত্বা যজ্ঞং সম্পাদয়ামাস ॥২৪॥ তচ্ছ্রদ্ধা ইতি । ২৫ যজ্ঞসম্পাদনাদিকং বিবরণং শ্রদ্ধা অত্যর্থং কুপিতঃ সন্ বশিষ্ঠঃ য়ে গুরুলোপক ! কুলগুরুপরিহারক ! অনেনাপরাধেন তে দেহঃ অদ্যৈব পতন্তু ইতি নৃপতিং শশাপেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ রাজাপি তমিতি । অথ বশিষ্ঠশাপশ্রবণানন্তরং রাজা নিমিরপি জীবমুক্তোহপীতি ভাবঃ তবাপি অয়ং দেহঃ পতন্তু ইতি গুরুং প্রতিশপাতি ততঃ পরস্পরশাপাং তৌ উভাবাপি পতিতৌ পরিশৌণদেহৌ জাতাবিত্যর্থঃ । কিংবদন্ত্যা ময়েতৎ সৰ্ব্বং শ্রুতং ভো মহারাজ ! নহি জীবমুক্তেনাপি তেন কথং স্বয়ং গুরুরপি প্রতিশপ্তঃ নৈবাহং জানে কেয়ং ভবদ্যংস্থানান্ জীবমুক্ততা কীদৃশং বা বিদেহত্বমিতি ভাবঃ ॥২৬॥ নহেবং বিদে আচরণে জীবমুক্ততা সম্ভবতি । ন চ জীবমুক্ততারাং সত্যমেতাদৃশাচরণসম্ভবস্তস্মিন্নামত এব বিদেহা নত্বর্থত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করুন ॥ ২১—২৩ ॥ বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ঈশ্বর বাক্যে গমন করিলেন । এদিকে নিমিরাজ অপর ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন ॥২৪॥ অনন্তর বশিষ্ঠদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, যখন তুমি কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়াছিস্ তখন তোমার দেহ এখনই পতিত হউক ॥ ২৫ ॥ নিমিরাজও এই শাপ শ্রবণ করিয়া, 'তোমার দেহও পতিত হউক এই বলিয়া, বশিষ্ঠকেও শাপ প্রদান করিলেন । এইরূপে তাঁহারা উভয়েই অতিশয় হইয়া পতিত হইয়াছিলেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥২৬॥ মহারাজ ! আপনিও রাজশ্রেষ্ঠ, বলুন দেখি, সেই বিদেহ ( বিমুক্ত ) নিমি কি অপরাধে নিজ গুরুকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন ? । এ বিষয়, আমার মনে হাস্তকর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৭ ॥

রাজর্ষি জনক গুরুদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন । বিশ্রবর ! আপনি যে সকল কথা বলিলেন ইহা সনস্তই সত্য, এ বিষয় কিছুই মিথ্যা নহে, তাহা আমারও জ্ঞান আছে ; তথাপি আমার পূজনীয় গুরুদেব বেদবাস যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি

পিতুঃ সঙ্গং পরিত্যজ্য ত্বং বনং গন্তুমিচ্ছসি ।

মুগৈঃ সহ স্তস্বন্ধো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

মহাভূতানি সর্বত্র নিঃসঙ্গঃ কু ভবিষ্যসি ।

আহারার্থং সদা চিন্তা নিশ্চিন্তঃ স্মাঃ কদা মুনৈ ! ॥ ৩০ ॥

দণ্ডাজিনকৃতা চিন্তা যথা তব বনেহপি চ ।

তথৈব রাজ্যচিন্তা মে চিন্তয়ানস্তু বা ন বা ॥ ৩১ ॥

বিকল্পোপহতস্ত্বং বৈ দূরদেশমুপাগতঃ ।

ন মে বিকল্পসন্দেহো নির্বিকল্পোহস্মি সর্বথা ॥ ৩২ ॥

শুকবাক্যং শ্রুত্বা জনক উবাচ সত্যমুক্তমিতি । ত্বয়া যদুচ্যতে তৎসাধনং সত্য-  
মেবাস্মদুত্তরোর্ব্যাসস্ত মম চেষ্টমেব তৎ । বিবাদস্ত্বয়মেব ত্বয়োচ্যতে । বনং গতে সতি  
বিক্ষেপাতাবঃ সম্ভবতি । অস্মাভিরুচ্যতে গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি নিশ্চয়েনাত্রেবং বসতো  
গৃহেষেব সাধনাদিকং কুর্কতো বিক্ষেপাতাবো ভবতীতি । তত্র তথাপি শৃণু হে বিপেন্দ্র ! শুক !  
মম স্পৃজিতো ব্যাসো গুরুর্ষদাহ তদেব সত্যমিতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥ কুত ইতি চেত্স্মতে  
দোষস্ত সত্বাদিত্যাহ পিতুঃ সঙ্গমিতি । পিতুঃ সঙ্গত্বাসেন বনং গতস্ত মুগসঙ্গঃ পঞ্চমহাভূত-  
সঙ্গস্বপরিহার্য্য এবেতি নিঃসঙ্গতা বনস্তুতস্তাপি দুর্লভা আহাৰাদিচিন্তাপ্যভয়তাপ্যপরিহার্য্য  
এবেতি । তত্রাপি চিন্তসমাধানবিবেকাদিকমপেক্ষিতমেবেতি গৃহস্থাশ্রমত্যাগে বীজাতাবঃ ।  
কিঞ্চ লোকসংগ্রহার্থং কস্ম কুর্কতঃ সকললোককল্যাণকরত্বং গৃহস্থাশ্রমএব সম্ভবতি । অপরি-  
পক্ককষায়স্ত পক্কতাপ্যস্মিন্বেবাশ্রমে ভবতি । ততো গৃহস্থাশ্রমে এবাপরিপক্ককষায়েণ স্বাত-  
ব্যম্ । অতএবাস্পৃজিতৈরেতদভিপ্রায়েণৈব জীবনুক্ত্বসিদ্ধৌ সত্যামপি ব্যবহারঃ কৃত-  
ইতি ন ত্বদুদ্ভাবিতানি দুষণানি মৎপূৰ্ব্বেষু সন্তি যন্ত পরিপক্ককষায়ঃ স তু নৈব বিদেঃ কিঙ্করো  
নচ স সন্দেহঙ্করোতি তন্ত সন্দেহমগ্নোহস্ততঃ পিত্রোক্তমেব কুরু তবাপরিপক্ককষায়ত্বাদিত্তি-  
সপ্তশ্লোকানাং সংপিণ্ডিতোহর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ বিকল্পোপহতস্ত্বমিতি বিবেকাতাবাৎ । অতএবাত্রা-  
গতোহসি । অতো গৃহস্থাশ্রমে এব সম্যক্নিশ্চয়ং সম্পাদ্যানস্তরং সন্ন্যাসং কুর্কিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥ দেখুন, আপনি পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে ইচ্ছা করিতে-  
ছেন । বনে যাইলে পর, সেই স্থানে মুগগণের সহিত আপনার মিলন হইবে তাহাতে  
আর কোনও সন্দেহ নাই । বিশেষত সর্বত্রই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত দেদীপ্যমান রহি-  
য়াছে ; অতএব, আপনি কোন্ স্থানে যাইয়া সঙ্গ-বরহিত হইবেন ? আর দেখুন, সর্বদাই  
অরণ্যে আহারের জন্ত চিন্তা করিতে হইবে ; তবে মুনিস্বর ! কোন্ সময় আপনি নিশ্চিন্ত  
হইবেন ? ॥ ২৯—৩০ ॥ ( যদি বলেন নিরাহারী হইব ; তাহা হইলে দণ্ড অজিনাদির জন্তও  
চিন্তা করিতে হইবে । ) অতএব, বনে যাইয়া আপনার দণ্ডাজিনাদি জন্ত চিন্তাও যেরূপ,  
সংসারে থাকিয়া আমার রাজ্য চিন্তাও সেইরূপ ; এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন ইহা যথার্থ কি  
না ? ॥ ৩১ ॥ আপনি কেবল সন্দিগ্ধ-চিন্ত হইয়াই এত দূরদেশে আগমন করিয়াছেন ; কিন্তু  
আমার অন্তরে কোনও বিষয়েই সংশয় নাই একজন্ত সর্বদাই নিঃসন্দিগ্ধচিন্তে এক স্থানেই  
আছি ॥ ৩২ ॥ বিপ্রবর ! এই জন্তই আমি সর্বদা স্মৃথে নিদ্রা যাই, স্মৃথে বিষয়ভোগ করি ।



সুখং স্বপিমি বিপ্রাহং সুখং ভুঞ্জামি সৰ্বদা ।

ন বন্ধোহস্মীতি বুদ্ধাহং সৰ্বদৈব সুখী যুনে ! ॥ ৩৩ ॥

ত্বং তু দুঃখী সৰ্বদৈবাসি বন্ধোহস্মিতি শঙ্কয়া ।

ইতি শঙ্কাং পরিত্যজ্য সুখী ভব সমাহিতঃ ॥ ৩৪ ॥

দেহোহয়ং মম বন্ধোহয়ং ন মমেতি চ মুক্ততা ।

তথা ধনং গৃহং রাজ্যং ন মমেতি চ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনন্তশ্চ শুকঃ প্রীতমনাহভবৎ ।

আপৃচ্ছ্য তং জগামাশু ব্যাসশ্চাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥

আগচ্ছন্তং সূতং দৃষ্ট্বা ব্যাসোহপি সুখমাপ্তবান্ ।

আলিঙ্গ্যাত্মায় মূৰ্দ্ধানং পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

(সুখমিতি । হে যুনে ! শুকদেব ! নির্লিপকচিত্তত্বাৎ অহং সুখং স্বপিমি অয়ং ভাবঃ । যতঃ মম চিত্তে বিকল্পনা নাस्ति অতোহহং নিশ্চিন্ততয়া স্নুপ্তিসুখং অনুভবামি অনাসকুঃ সন্ নিমগ্ন-সুখমপি ভুঞ্জামি তথাপি নাহং বন্ধোহস্মীতি তদ্বনিশ্চয়ান্বিকয়া বুদ্ধা সৰ্বদৈব সুখী ভবামি সুখেন কালং ক্ষেপয়ন্ বর্তেহস্মিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ ইমিতি । ত্বং পুনঃ বন্ধোহস্মীতি অবিদ্যোত-পন্নয়া কলিতশঙ্কয়া সৰ্বদৈব দুঃখেন কালং নয়সীত্যহং মন্তে অতএব হে বিপ্রবর্গ্য ! শুক ! নদ্-দৃষ্টোস্তাসুসারী ত্বং ব্রহ্মস্বত্বমঃপ্রধানাবিদ্যাজাতাং মিপ্যাশঙ্কাং বিত্যাগ সমাহিতঃ চিত্তং সমাপাদে-ত্যর্থঃ নিত্যং সুখী ভব ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং জীবমুক্তশ্চ লক্ষণং বোধয়ন্তু পদিশতি দেহোহয়মিতি । অয়ং মম দেহঃ অহমেববদ্ধ ইতীরং বুদ্ধিরেব সংসারবন্ধনরূপাবিদ্যোতি নিক্কি কিঞ্চ উদঃ রাজ্যগৃহধনাদিকং মম কিঞ্চিদপি নাस्ति ইত্যেতৎ নিশ্চয়ান্বিক্য বুদ্ধিরেব বুদ্ধাবিদ্যা ইমাং বন্ধান্বিকাং বিদ্যাং ধারয়ন্ মুক্তো ভবেতিতত্ত্বজ্ঞানমুপগম্যতোপদিষ্টবান্ রাজার্শ্বর্জনকঃ ॥ ৩৫ ॥

শুকদেব এতাবত্তত্ত্ববোধনাকৰ্ণ্য প্রীতমনা জাতঃ সন্মুদিতনিবেকত্বাৎ ততস্তৎ জনক-মুদোপদেষ্টোরনাপৃচ্ছ্যামস্ত্য সসম্ভাষণন্ পিত্রাশ্রমপ্রতিগমনাত্মমতিং গৃহীত্বৈত্যর্থঃ । আশু শীঘ্রং বিলম্বমকুর্লমিতি যাবৎ উত্তমং সৰ্বসুখাবহং ব্যাসাশ্রমং প্রতিভ্রগাম প্রতিগমৌ ॥ ৩৬ ॥ আগচ্ছন্তমিতি । ব্যাসোহপি বেদব্যাসোহপিত্যর্থঃ তং সূতং শুকদেবং আগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা ।

“আমি কিছুতেই বদ্ধ নই” এই জানেই সৰ্বদা সুখী আছি ; আর আপনি “সকল বিষয়েই বদ্ধ রহিয়াছি” এই আশঙ্কা করিয়া সৰ্বদা দুঃখী হইতেছেন । অতএব, এই সমস্ত আশঙ্কা বিসৰ্জন দিয়া নিত্য সুখের নিমিত্ত যত্নপর হউন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ দেখুন, এই দেহ আমার এই জানেই বদ্ধ আর ইহা আমার নয় এই জানেই মুক্তি ; সেইরূপ, ধন গৃহ বা রাজ্য কিছুই আমার নয় এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া মুক্তি লাভ করুন ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! শুকদেব জনকের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রশম্ভচিত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে সাধু সম্ভাষণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে ব্যাসদেবের সৰ্ব-সুখাবহ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ বেদব্যাসও পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া

স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে পিতুঃ পার্শ্বে সমাহিতঃ ।  
 বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৮ ॥  
 জনকস্ত দশাং দৃষ্ট্বা রাজ্যস্থস্ত মহাত্মনঃ ।  
 স নির্বৃতিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 পিতৃণাং স্তভগা কন্যা পীবরী নাম স্তন্দরী ।  
 শুকশ্চকার পত্নীস্তাং যোগমার্গস্থিতোহপি হি ॥ ৪০ ॥  
 স তস্তাঞ্জনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুরএব হি ।  
 কৃষ্ণং গৌরপ্রভঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতস্তথা ॥ ৪১ ॥  
 কন্যাং কীর্ত্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।  
 দদৌ বিভ্রাজপুত্রায় ত্বণুহায় মহাত্মমে ॥ ৪২ ॥  
 অণুহস্ত স্ততঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্ ।  
 ব্রহ্মজ্ঞঃ পৃথিবীপালঃ শুককন্যাসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥

স্থখং মুদমাগুবান্ লেভে তত আলিঙ্গ্য মূৰ্দ্ধানমাঘ্রায় কুশলং পপ্রচ্ছ পুনরিহ্যক্ত্যা প্রথমতঃ  
 স্বাগতাদিকং ততো জ্ঞানপ্রাপ্যাদিকং পৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ স্থিতস্তত্রৈতি । ততঃ সমাধি-  
 নিষ্ঠঃ সন্ মনোজ্ঞে পিতুরাশ্রমে স্থিতঃ তস্থৌ ॥ ৩৮ ॥ নতু সৰ্বশাস্ত্রবিশারদো বেদাধ্যয়ন-  
 সম্পন্নোহপি কথং পিত্রাশ্রমে স্থিত ইতি তত্রাহ জনকস্তেতি । মহাত্মনস্তস্ত জনকস্ত দশাং  
 জীবনুকৃতাবস্থাং দৃষ্ট্বা মনসা বিচারয়ন্ স শুকঃ পরাং নির্বৃতিং একান্তনির্বিকল্পতারূপং  
 সন্তোষং প্রাপ্য প্রণাস্তচেতাঃ সন্ স্থিত ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ নতু ভ্রষ্টাশ্রমঃ সন্  
 স্থিতঃ কিন্তু গার্হস্থ্যমাশ্রিত্যেবাবস্থিত ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ পিতৃণামিতি ॥ ৪০ ॥ চতুরএবহীতি ।  
 কৃষ্ণনামা একঃ গৌরপ্রভো দ্বিতীয়ঃ ভূরিতৃতীয়ঃ দেবশ্রুতশ্চতুর্থঃ । কৃষ্ণপুরাণে তু পঞ্চ-  
 পুত্রা উক্তাঃ । শুকস্তাপ্যভবন্ পুত্রাঃ পঞ্চাত্যস্ততপশ্বিনঃ । ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো  
 গৌরশ্চ পঞ্চমঃ । কন্যা কীর্ত্তিমতী চৈবেতি ॥ ৪১ ॥ কীর্ত্তিনাম্নীং কন্যাম্ । বিভ্রাজরাজঃ

আনন্দিত হইলেন এবং আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ পূৰ্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৭ ॥  
 অনন্তর, সৰ্বশাস্ত্র বিশারদ চতুর্বেদবিৎ শুকদেব সেই রমণীয় আশ্রমে সমাধিনিষ্ঠ হইয়া পিতৃ  
 নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন এবং সেই মহাত্মা রাজর্ষি জনকের রাজ্যাবস্থান সত্ত্বে ও  
 তাদৃশী মুক্তাবস্থা দেখিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন, ( অর্থাৎ তিনি বুঝিলেন যে জীব,  
 সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া সংসারী হইলেও হুঃখভাগী হয় না । ) ॥ ৩৮—৩৯ ॥ অনন্তর, শুকদেব  
 যোগমার্গাবলম্বী হইলেও পিতৃকুলের গৌরববর্দ্ধনকারি পুত্রোৎপাদনক্ষমা পীবরী নামে  
 সৰ্ব্বশুলক্ষণা একটি স্তন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে সেই কন্যার গর্ভে  
 শুকদেবের ঔরসে, কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারিটি পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী নামে  
 একটি কন্যা উৎপন্ন হইল । পরে, মহাযোগী ব্যাসপুত্র শুকদেব বিভ্রাজ-রাজপুত্র মহাত্মা  
 অণুহকে ঐ কন্যাটী সম্প্রদান করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ অনন্তর, সেই শুককন্যাগর্ভে অণুহ-ঔরসে

কালেন ক্রিয়তা তত্র নারদস্তোপদেশতঃ ।

জ্ঞানং পরমকং প্রাপ্য যোগমার্গমনুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥

পুত্রে রাজ্যং নিধায়াথ গতৌ বদরিকাশ্রমম্ ।

মায়াবীজোপদেশেন তস্মৈ জ্ঞানং নিরগলম্ ।

নারদস্য প্রসাদেন জাতং সদ্যো বিমুক্তিদম্ ॥ ৪৫ ॥

কৈলাসশিখরে রম্যে ত্যক্ত্বা সঙ্গং পিতুঃ শুকঃ ।

ধ্যানমাস্থায় বিপুলং স্থিতঃ সঙ্গপরাঙ্ঘুখঃ ॥ ৪৬ ॥

উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাং সিদ্ধিঞ্চ পরমাস্ততঃ ।

আকাশগো মহাতেজা বিররাজ যথা রবিঃ ॥ ৪৭ ॥

গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধা জাতং শুকস্তোৎপতনে তদা ।

উৎপাতা বহবো জাতাঃ শুকশ্চাকাশগোহভবৎ ॥ ৪৮ ॥

অন্তরিক্ষে যথা বায়ুস্তু যমানঃ সুরষিভিঃ ।

তেজসাতিবিরাজন্ বৈ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৯ ॥

পুত্রো অগুহনামা ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মদত্তনামকঃ শুকদোহিত্রঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ নারদেন মায়াবীজস্ত  
ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্তোপদেশঃ কৃতস্তৎপ্রভাবেণ শ্রীপ্রসাদান্তস্ত জ্ঞানমভবৎ ॥ ৪৫ ॥

শুককথামাহ কৈলাসেতি ॥ ৪৬ ॥ ধ্যানমাস্থায়েতি । গৃহস্থাশ্রমে এব কৰ্ম্মোপাসনায়োগা-  
দিভিঃ পককযায়ৈ জাতে সতীতি শেষঃ । সিদ্ধিং চেতি । অগ্নিমাদিকাং সিদ্ধিঃ প্রাপ্ত উত্থাপঃ ॥ ৪৭ ॥  
মহাতেজাঃ সদ্ভেদ এবোতোনির্গতঃ সূর্য্যাবধিররাজ্যাকাশে গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধাজাতমিতি । মহা-  
পুরুষবিয়োগেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ যথা বায়ুরিতি সূত্রায়ৈত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥ সৰ্ব্বভূতগত ইতি ।

ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ প্রতাপশালী রাজাদিরাজ ব্রহ্মদত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৩ ॥ কিছুকাল গত  
হইলে অগুহ দেবর্ষি নারদের উপদেশপ্রভাবে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগমার্গানুসারী জ্ঞান প্রাপ্ত  
হইলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে সময় বুঝিয়া পুত্রে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করেন ।  
মহামায়া ভুবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র প্রভাবে তাঁহার নির্মল জ্ঞানলাভ হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

এদিকে শুকদেবও (ব্রহ্মর্ষি নারদপ্রসাদে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানলাভ করিয়া) পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ  
করত রমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিলেন । তাহার পর সমস্ত বিষয়াসক্তিতে পরাঙ্ঘু হইয়া  
গভীরতর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । অনন্তর অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া কৈলাসশৃঙ্গ  
হইতে আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং আকাশগত হইয়া প্রদীপ্যমান দিবাকরের তায়  
শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ শুকদেব যখন আকাশে উৎপতিত হন, তখন পৰ্ব্বত-  
শৃঙ্গ দ্বিধা হইল এবং নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ শুকদেবকে আকাশমার্গে তেজ  
দ্বারা দ্বিতীয় সূর্য্যের তায় বিরাজ করিতে দেখিয়া দেবর্ষিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।  
অনন্তর, শুকদেব অন্তরীক্ষে বায়ুর তায় সৰ্ব্বপদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৯ ॥ এদিকে



ব্যাসস্ত বিরহাক্রান্তঃ ক্রন্দন্ পুত্রৈতি চাহসকৃৎ ।  
 গিরেঃ শৃঙ্গে গতস্তত্র শুকো যত্র স্থিতোহভবৎ ॥ ৫০ ॥  
 ক্রন্দমানস্তদা দীনং ব্যাসং মত্বা শ্রমাকুলম্ ।  
 সৰ্বভূতগতঃ সাক্ষী প্রতিশব্দমদাত্তদা ॥ ৫১ ॥  
 তত্রাদ্যাপি গিরেঃ শৃঙ্গে প্রতিশব্দঃ স্ফুটোহভবৎ ॥ ৫২ ॥  
 রুদন্তস্তং সমালক্ষ্য ব্যাসং শোকসমন্বিতম্ ।  
 পুত্রপুত্রৈতি ভাষন্তং বিরহেণ পরিপ্লুতম্ ।  
 শিবস্তত্র সমাগত্য পারাশর্য্যমবোধয়ৎ ॥ ৫৩ ॥  
 ব্যাস ! শোকং মা কুরু ত্বং পুত্রস্তে যোগবিভমঃ ।  
 পরমাস্তিমাপন্নো দুর্লভাঞ্চাকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫৪ ॥  
 তস্ম শোকো ন কর্তব্যস্তয়াহশোকং বিজানতা ।  
 কীর্তিস্তে বিপুলা জাতা তেন পুত্রেণ চানঘ ! ॥ ৫৫ ॥

অনেন চ বাক্যেন শুক আকাশং প্রতি গতো ব্যাষ্টিদেহং সমষ্টৌ বিলুপ্য ব্যাপকরূপেণ স্থিত  
 ইত্যবগম্যতে। প্রতিশব্দমিতি। তব মম চাত্মরূপেণাভেদ এবাস্তি কিমিতি মদর্থং শোকঃ  
 ক্রিয়তে ইত্যেবং প্রতিশব্দ ইত্যর্থঃ। পরমাস্তিঃ ব্রহ্মরূপত্বম্ ॥ ৫২—৫৪ ॥ অশোকং ব্রহ্ম  
 বিজানতা ত্বয়া ব্রহ্মরূপেণ স্থিতস্ত শুকস্ত স্বস্ত চ ভেদাভাবেন তন্নাশতদ্বিয়োগশঙ্কয়া বা  
 শোকো ন কর্তব্য ইত্যাহ তস্মৈতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

বেদব্যাস পুত্রবিরহে কাতর হইয়া পুত্র পুত্র বলিয়া বারংবার আহ্বান করিতে করিতে, যে  
 পৰ্ব্বতশৃঙ্গে শুকদেব ছিলেন সেই স্থানে বাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫০ ॥ অন্তর্যামি পুরুষের  
 জ্ঞায় সৰ্বভূতের অন্তর্গত শুকদেব সেই সময় ব্যাসদেবকে শ্রমাতুর এবং দীনভাবে ক্রন্দন  
 করিতে দেখিয়া বৃক্ষ ও পৰ্ব্বত প্রভৃতি হইতে প্রত্যাশ্রয় প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥  
 ঋষিগণ ! শুকদেব শোকসমন্বিত ব্যাসদেবকে রোদ্ধদ্যমান দেখিয়া জড় পদার্থ হইতে প্রত্যা-  
 শ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপিও সেই শৃঙ্গে স্পষ্টরূপে প্রতিশব্দ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

ঋষিগণ ! মহাদেব, ব্যাসদেবকে বিরহকাতর এবং পুত্র পুত্র বলিয়া উট্টেঃস্বরে  
 ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থানে আগমন পূর্বক তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥  
 ব্যাস ! তুমি আর বৃথা শোক করিও না; দেখ তোমার পুত্র পরম যোগী। সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান-  
 শূন্য ব্যক্তির বাহা কখনই লাভ করিতে পারে না তিনি সেই পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৫৪ ॥  
 বেদব্যাস ! তুমি সৰ্বশোকাদি-বর্জিত ব্রহ্মকে জানিয়াও পুত্রের জন্ত বৃথা শোক করিতেছ  
 কেন ? বিশেষতঃ তুমি অবিদ্যামূলক সমস্ত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ সুতরাং  
 তোমার এরূপ শোক ত্বংথে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। ফলত এই পুত্র দ্বারা তোমার  
 স্মৃহং যশোগাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ন শোকো যাতি দেবেশ ! কিং করোমি জগৎপতে ! ।  
অতৃপ্তে লোচনে মেহদ্য পুত্রদর্শনলালসে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব উবাচ ।

ছায়াশ্রক্ষ্যসি পুত্রশ্চ পার্শ্বস্থাং স্মমনোহরাম্ ।  
তাং বীক্ষ্য মুনিশার্দুল ! শোকং জহি পরন্তপ ! ॥ ৫৭ ॥  
সূত উবাচ ।

তদা দদর্শ ব্যাসস্ত ছায়াং পুত্রশ্চ সুপ্রভাম্ ।  
দত্ত্বা বরং হরন্তস্মৈ তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥ ৫৮ ॥  
অন্তর্হিতে মহাদেবে ব্যাসঃ স্বাশ্রমমভ্যাগাৎ ।  
শুকশ্চ বিরহেণাপি তপ্তঃ পরমদুঃখিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
শুকবিবাহাদিবর্ণনো নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ছায়ামিতি । পুত্রসমানাকৃতিম্ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেন শুকশ্চেতৎ কণাঃ  
জাতং এতাদৃশোহয়ং শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণমহিমেত্যবাস্তুরতাংপর্যম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে  
একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্যাসদেব মহাদেব বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন । দেবদেব ! আপনি বিশ্ব জগতের  
পতি সূতরাং আগার অন্তরের বিষয় আপনার কিছুই অগোচর নাই, প্রভো ! পুত্র বিরহ  
জন্ত আমার এই দুর্ভর শোক কিছুতেই অপনীত হইতেছে না । আমি কি করি । আমার  
লোচনব্যয় পুত্রসন্দর্শনে এখনও অতৃপ্ত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব কহিলেন । মুনিবর ! তোমার পুত্রের প্রিয়দর্শন প্রতিবিশ্ব এই পার্শ্বে রহিয়াছে  
দেখ ? ইহা দেখিয়াই পুত্রশোক নিবারণ কর ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! অনন্তর বেদব্যাস পুত্রের সেই সুন্দর ছায়া দর্শন করিলেন ।  
মহাদেব ও তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ এইরূপে  
মহাদেব অন্তর্হিত হইলে ব্যাসদেব শুকবিরহে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজাশ্রমে প্রত্যাগমন  
করিলেন ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
শুকবিবাহাদিবর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

—०५००—

ঋষয় উচুঃ ।

শুকস্ত পরমাং সিদ্ধিমাণুবান্ দেবসত্তমঃ ।

কিং চকার ততো ব্যাসস্তম্মো ব্রুহি সবিস্তরম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ ।

শিষ্যা ব্যাসস্ত য়েহপ্যাসন্ বেদাভ্যাসপরায়ণাঃ ।

আজ্ঞামাদায় তে সৰ্ব্বে গতাঃ পূৰ্ব্বং মহীতলে ॥ ২ ॥

অসিতো দেবলশৈব বৈশম্পায়ন এব চ ।

জৈমিনিশ্চ সূমন্তুশ্চ গতাঃ সৰ্ব্বে তপোধনাঃ ॥ ৩ ॥

তানেতান্বীক্ষ্য পুত্রঞ্চ লোকান্তরিতমপ্যত ।

ব্যাসঃ শোকসমাক্রান্তো গমনায়াকরোন্নতিম্ ॥ ৪ ॥

চতুঃ সপ্ততিপদৈশ্চ শুকনিৰ্গমনোত্তরম্ ।

ব্যাসশ্চ কারয়ৎকৃত্যং তৎসমাসেন কথ্যতে ॥

এতাবৎপর্যন্তং কথং শুকেন পুরাণমধীতমিতি প্রথমপ্রশ্নস্তোত্তরং দত্তং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাম্শোভা ইদানীং শ্রীদেবীভাগবতপ্রতিপাদকাচার্য্যস্ত ব্যাসস্ত গুরোঃ কথ্যং গুরুভক্তা ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি শুকাবৃতি । তন্মো ব্রুহীতি । যন্ত দেবে পরা ভক্তিৰ্যথা দেবে তথা গুরৌ । তন্মো তে কথিতাহৰ্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি শ্রুতেরন্বভ্যং শ্রীগুরোঃ কথ্যং ব্রুহীতাবিপ্রায়ঃ ॥ ১—৩ ॥

পূৰ্ব্বং শিষ্যা আজ্ঞামাদায় গতাস্তজ্জগৎ দুঃখং জাতমেবাচার্য্যস্ত পরস্ত শুকদেবমুখেন তন্নষ্টং শুকদেবনিৰ্গমনে তু তদুভয়মপ্যেকবারমেব দুঃখং প্রাহুৰ্ভূতমিত্যাহ ব্যাসঃ শোকসমা-

ঋষিগণ কহিলেন । সূত ! দেবতুল্য পরমযোগী শুকদেব সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট অনিমাди সিদ্ধি লাভ করিলে পর বেদব্যাস কি করিলেন ইহা আমাদিগকে বিস্তার পূৰ্ব্বক বল ॥ ১ ॥

সূত, ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ ! পূৰ্ব্বেই ব্যাসদেবের অসিত দেবল বৈশম্পায়ন জৈমিনি এবং সূমন্তু প্রভৃতি এবং অন্যান্য যে সকল বেদাভ্যাসরত শিষ্য ছিল, তাহারা পাঠান্তে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মহীতলে ধর্ম প্রচার জন্ত প্রস্থান করিয়া ছিলেন । এক্ষণে, ব্যাসদেব তাহাদিগকে পৃথিবীগত এবং পুত্র শুকদেবকে লোকান্তরিত দেখিয়া অতিশয় শোকাবুত হইলেন এবং সে স্থান হইতে অন্তত্ৰ গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২—৪ ॥ পরে জনস্থানে যাইব, ইহা স্থির করিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া পূৰ্ব-পরিত্যক্ত



সম্মার মনসা ব্যাসস্তাং নিষাদসুতাং শুভাম্ ।  
 মাতরং জাহ্নবীতীরে মুক্তাং শোকসমম্বিতাম্ ॥ ৫ ॥  
 স্মৃতা সত্যবতীং ব্যাসস্ত্যক্তা তং পৰ্বতোত্তমম্ ।  
 আজগাম মহাতেজা জন্মস্থানং স্বকং মূনিঃ ॥ ৬ ॥  
 দ্বীপং প্রাপ্যথ পপ্রচ্ছ ক গতা সা বরাননা ।  
 নিষাদাস্তং সমাচখ্যুর্দত্তা রাজ্ঞে তু কণ্ঠকা ॥ ৭ ॥  
 দাশরাজোহপি সংপূজ্য ব্যাসং প্রীতিপুরঃসরম্ ।  
 স্বাগতেনাভিসংকৃত্য প্রোবাচ বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ৮ ॥

দাশরাজ উবাচ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম পাবিতং নঃ কুলং মূনে ! ।  
 দেবানামপি দুর্দর্শং যজ্ঞাতং তব দর্শনম্ ॥ ৯ ॥  
 যদর্থমাগতোহসি ত্বং তদ্বহি দ্বিজসত্তম ! ।  
 অপি দারা ধনং পুত্রাস্তুদায়ত্তমিদং বিভো ! ॥ ১০ ॥

ক্রান্ত ইতি । এতাদৃশমহানুভাবানামপি সংসারজন্তুক্লেশসম্ভবার সংসারে আসক্তো ভবেৎ  
 কিস্তু তস্মাদ্বিরজ্যেতৈবেতি তু রহস্তম্ ॥ ৪ ॥ মুক্তামিতি । ব্যাসস্ত্য পুলিনে জন্মোদরং ব্যাসং  
 গৃহীত্বা গতেন পরাশরেণ মুক্তাহপি ব্যাসেন মুক্তা জাঠৈবেত্যভিপ্রায়েণেয়মুক্তিঃ ॥ ৫—৬ ॥  
 ( দন্তেতি । রাজ্ঞে শস্ত্রনবে কণ্ঠকা সত্যবতী দত্তা দাশরাজেনেতি শেষঃ ॥ ৭ ॥ ) দাশরাজো-  
 পীতি । স চ সত্যবত্যাঃ পিতা ॥ ৮—৯ ॥ ( যদর্থমিতি । তে বাক্ষগশ্চেষ্ট ! অধুনা কিমর্থঃ  
 মৎসগীপে আগতোহসি তদ্বদ মম স্ত্রীপুত্রধনাদিকং যৎকিঞ্চিদস্ত তৎ সৰ্বং তদদীনমেন বিদ্ধি  
 যতদ্বং সৰ্বব্যাপীশ্বরবৎ সৰ্বত্র বর্তসে ॥ ১০ ॥ )

শোকাবল কল্যাণস্বরূপিণী জননী ধীবরকণ্ঠা সত্যবতীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন । পরে  
 সেই স্বর্গসদৃশ সুখাবহ পর্বত পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর বে দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দ্বীপে আসিয়া তদ্রূপ ধীবর-  
 গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই চাক্রবর্তী ধীবর-রাজকণ্ঠা এক্ষণে কোথায় আছেন ?  
 ধীবরগণ বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, ধীবররাজ শস্ত্র রাজাকে সেই কণ্ঠা  
 প্রদান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর, ধীবররাজ ব্যাসদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিসঙ্ককারে  
 পূজা এবং স্বাগত সম্ভাষণ দ্বারা সম্বর্ধনা করিয়া অগ্নি বন্ধন পূর্বক বলিল ॥ ৮ ॥ মূনিবর !  
 যখন, দেবগণেরও দুর্লভ আপনার এই দর্শন লাভ করিলাম, তখন আজ আমার জন্ম  
 সার্থক হইল এবং আজ আমার কুলকে আপনি পবিত্র করিলেন ॥ ৯ ॥ দ্বিজবর ! দ্বিজন্ত  
 আসিয়াছেন তাহা বলুন, আমার স্ত্রী পুত্র ধন নান্য কিছু আছে তৎসমুদায়ই আপনার অধীন  
 বলিয়া জানিবেন ॥ ১০ ॥

সরস্বত্যাস্তটে রম্যে চকারাশ্রমমণ্ডলম্ ।  
 ব্যাসস্তপঃসমায়ুক্তস্তত্রৈবাস সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥  
 সত্যবত্যাঃ সূতো জাতৌ শন্তনোরমিতদ্যুতৈঃ ।  
 মত্না তৌ ভ্রাতরৌ ব্যাসঃ সূখমাপ বনে স্থিতঃ ॥ ১২ ॥  
 চিত্রাঙ্গদঃ প্রথমজো রূপবান্ শক্রতাপনঃ ।  
 বভূব নৃপতেঃ পুত্রঃ সৰ্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥  
 বিচিত্রবীৰ্য্যনামাসৌ দ্বিতীয়ঃ সমজায়ত ।  
 সোহপি সৰ্বগুণোপেতঃ শন্তনোঃ সূখবর্দ্ধনঃ ॥ ১৪ ॥  
 গাঙ্গেয়ঃ প্রথমস্তম্ মহাবীরো বলাধিপঃ ।  
 তথৈব তৌ সূতো জাতৌ সত্যবত্যা মহাবলৌ ॥ ১৫ ॥  
 শন্তনুস্তান্ সূতান্ বীক্ষ্য সৰ্বলক্ষণসংযুতান্ ।  
 অমংস্তাজয়মাত্মানং\* দেবাদীনাং মহামনাঃ ॥ ১৬ ॥  
 অথ কালেন ক্রিয়তা শন্তনুঃ কালপর্য্যয়াৎ ।  
 তত্যাজ দেহং ধর্ম্মাত্মা দেহী জীর্ণমিবান্বরম্ ॥ ১৭ ॥

সরস্বত্যা ইতি । তৎপ্রার্থনোত্তরং তন্তু যথাযোগ্যমুত্তরং দত্ত্বা সরস্বতীতীরে তপশ্চর্য্যার্থ-  
 মাশ্রমং চকারেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ শন্তনোঃ সকাশাদিতি শেষঃ । মত্নেতি । মম ভ্রাতরৌ সূখিনৌ স্ত  
 ইতি মত্না ॥ ১২ ॥ প্রথমশ্চিত্রাঙ্গদঃ ॥ ১৩ ॥ দ্বিতীয়ো বিচিত্রবীৰ্য্যঃ ॥ ১৪ ॥ তয়োঃ পূর্ক  
 গঙ্গাতো রাজঃ শন্তনোঃ সকাশাৎ প্রথমতঃ পুত্রো গাঙ্গেয়নামকো জাতঃ অনন্তরং সত্যবত্যাঃ  
 পুত্রদ্বয়ং জাতম্ ॥ ১৫—১৬ ॥

(শন্তনুরিতি । যথা শরীরী জীবঃ জীর্ণবস্ত্রাদিকং পরিত্যজতি তথা শন্তনুঃ কালধর্ম্মেণ জীর্ণঃ

বেদব্যাস এইরূপে নিজজননী সত্যবতীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রমণীয় সরস্বতীতীরে  
 আশ্রম নির্মাণ করিলেন এবং সেই স্থানেই সমাহিতচিত্তে তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ১১ ॥  
 এদিকে অতুলতেজস্বীশন্তনুরাজ-ওরসে সত্যবতীগর্ভে দুইটা পুত্র উৎপন্ন হইল। বেদব্যাস  
 তাহাদিগকে নিজ ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া বনবাসী হইলেও অতিশয় সূখলাভ  
 করিলেন ॥ ১২ ॥ শন্তনুরাজার পুত্র দুইটির মধ্যে চিত্রাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ অতিশয় রূপবান্ ও সৰ্ব-  
 লক্ষণবিভূষিত এবং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীৰ্য্যও সৰ্বগুণযুক্ত ছিল ; ইহাতে নৃপতি শন্তনুর অতিশয়  
 সূখ বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ ! শন্তনুরাজের সত্যবতীগর্ভে এই দুই মহাবল  
 পুত্র হইয়াছিল ; পরন্তু, ইহার পূর্বেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ভীষ্ম গঙ্গাগর্ভে সম্ভূত  
 হওয়ায় সর্বদ্রোষ্ট পুত্র তিনিই ছিলেন । নৃপতি শন্তনু সৰ্বলক্ষণ-বিভূষিত এই পুত্রদ্বয়কে  
 দেখিয়া আপনাকে দেবগণেরও অজেয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥

কালধর্ম্যং গতে রাজ্ঞি ভীষ্মশ্চক্রে বিধানতঃ ।

প্রেতকার্য্যানি সর্বাণি দানানি বিবিধানি চ ॥ ১৮ ॥

চিত্রাঙ্গদং ততো রাজ্যে স্থাপয়ামাস বীর্য্যবান্ ।

স্বয়ং ন কৃতবান্ রাজ্যং তস্মাদ্বেবত্রতোহভবৎ ॥ ১৯ ॥

চিত্রাঙ্গদস্তু বীর্য্যেণ প্রমত্তঃ পরদুঃখদঃ ।

বভূব বলবান্ বীরঃ সত্যবত্যাশ্রজঃ শুচিঃ ॥ ২০ ॥

অথৈকদা মহাবাহুঃ সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ।

প্রচচার বনোদ্দেশান্ পশ্যন্ বধ্যান্ যুগান্ রুরূন ॥ ২১ ॥

চিত্রাঙ্গদস্তু গন্ধর্ব্বো দৃষ্ট্ৱা তং মার্গগং নৃপম্ ।

উত্তারান্তিকং ভূমের্বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ২২ ॥

তত্রাভূচ্চ মহদ্যুদ্ধং তয়োঃ সদৃশবীর্য্যয়োঃ ॥

কুরুক্ষেত্রে মহাস্থানে ত্রীণি বর্ষাণি তাপসাঃ ! ॥ ২৩ ॥

শরীরং তত্যাগেত্যমরঃ ॥১৭॥) ভীষ্ম ইতি । তস্মা জ্যেষ্ঠপুত্রহাং পিতৃকার্য্যোহধিকারঃ ॥ ১৮ ॥ চিত্রাঙ্গদমিতি । পিতরি মৃতে স্বস্ত রাজ্যাধিকারসত্ত্বেহপি পিতরং প্রতি নাহং রাজ্যং বিনাহং বা করিষ্যামি অং সত্যবতীং বধু ইতি সত্যবতীবিনাহসময়ে প্রতিজ্ঞাতত্বাচ্চিত্রাঙ্গদং সত্যবতীজ্যেষ্ঠ-পুত্রমেব রাজ্যে স্থাপয়ামাস । তাদৃশসত্যরূপস্ত দেবানাং ব্রতস্ত পরিপালনাদ্বেব এনাগা-হভবৎ ॥ ১৯—২২ ॥ ( সদৃশং তুল্যং বীর্য্যং যয়োস্তয়োঃ উভাবেব পরাক্রমশালিনাবি তাথঃ ।

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে পর কালগতিবশত লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধার্মিকপ্রবর শস্ত্রনুরাজ সেইরূপ দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ রাজা মৃত হইলে ভীষ্মদেব যথাবিধি তাঁহার প্রেতকার্য্য সকল এবং তাঁহার স্বর্গ কাননায় নানাবিধ দান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী হইলেও পূর্ষ প্রতিজ্ঞা পালন জন্য স্বয়ং রাজ্য না করিয়া সত্যবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন । ঋষিগণ ! ভীষ্মদেব এই সত্যব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেবব্রত বলিয়া আখ্যান করিয়া থাকে ॥১৯॥ এদিকে, সেই সত্যবতী-তনয় ধর্ম্মাত্মা চিত্রাঙ্গদও এতদূর বগবান্ ও বীর্য্যোন্মত্ত বীরপুরুষ হইয়াছিলেন যে, শক্রগণ তাঁহাকে দেখিলেই অতিশয় ভয়িত হইত ॥২০॥

অনন্তর, এক দিবস মহাবাহু চিত্রাঙ্গদ সৈন্যপরিবৃত হইয়া যুগ্মা উপলক্ষে নানাজাতীয় বহুপশুর বধ জন্ত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ এদিকে, চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্ব রাজাকে পশ্চিমধ্যে দেখিতে পাইয়া নিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥ ঋষিগণ ! এই সমান বলশালী রাজদ্বয় একত্র নিমিত হইলে, সেট



ইন্দ্রলোকমবাপাশু গন্ধর্বেণ হতো রণে ।

ভীষ্মঃ শ্রুত্বা চকারাশু তশ্চৌর্দ্ধদেহিকং তদা ॥ ২৪ ॥

গান্ধেয়ঃ কৃতশোকস্তু মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ।

বিচিত্রবীর্য্যনামানং রাজ্যেশঞ্চ চকার হ ॥ ২৫ ॥

মন্ত্রিভির্বোধিতা পশ্চাদ্গুরুভিশ্চ মহাত্মভিঃ ।

স্বপুত্রং রাজ্যগং দৃষ্ট্বা পুত্রশোকহতাপি চ ॥ ২৬ ॥

সত্যবত্যতিসন্তুষ্টা বভূব বরবর্গিনী ।

ব্যাসোহপি ভ্রাতরং শ্রুত্বা রাজানং মুদিতোহভবৎ ॥ ২৭ ॥

যৌবনং পরমং প্রাপ্তঃ সত্যবত্যাঃ স্তুতঃ শুভঃ ।

চকার চিন্তাং ভীষ্মোহপি বিবাহার্থং কনীয়সঃ ॥ ২৮ ॥

কাশিরাজস্তুতান্ত্রিঃ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ ।

তেন রাজ্ঞা বিবাহার্থং স্থাপিতাশ্চ স্বয়ংবরে ॥ ২৯ ॥

ত্ৰীণি বর্ষাণি ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রলোকমিতি । ইন্দ্রলোকং স্বর্গম্ । ধর্মযুদ্ধেন ।  
বীরাঃ স্বর্গমাগ্নুবন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ২৪ ॥) বিচিত্রবীর্য্যনামানমিতি দ্বিতীয়ং পুত্রম্ ॥ ২৫—২৬  
অতিসন্তুষ্টেতি । চিত্রাঙ্গদে হতে ভীষ্মস্ত রাজ্যাধিকারসম্বন্ধেহপি মৎপুত্রায়ৈব রাজ্যং দত্তমিতি

মহাপবিত্র স্থান কুরুক্ষেত্রে তিন বর্ষকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ পরে চিত্রাঙ্গদ  
নৃপতি গন্ধর্ব্ব কর্তৃক নিহত হইয়া (ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষার জন্ত) তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন ।  
এদিকে ভীষ্মদেব চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুবর্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন  
করিলেন এবং রাজবিয়োগে অতিশয় শোকাব্বিত হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত  
চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যেশ্বর করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ সত্যবতী পুত্রশোকে  
অতিশয় পীড়িতা হইলেও মহাত্মা মন্ত্রিগণ ও গুরুগণ কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া এবং কনিষ্ঠ  
পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । এদিকে ব্যাসদেবও ভ্রাতা রাজ্যেশ্বর  
হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ২৬—২৭ ॥

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে সত্যবতীপুত্র বিচিত্রবীর্য্যের যৌবন কাল আসিয়া  
উপস্থিত হইল । ভীষ্মদেব ইহা দেখিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগি-  
লেন ॥ ২৮ ॥ ঋষিগণ ! এদিকে কাশীরাজের সর্বলক্ষণ-বিভূষিত তিনটি কন্যা যৌবন প্রাপ্ত  
হইয়াছিল । কাশীরাজ তাহাদের বিবাহ জন্ত স্বয়ংবর-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

\* কৃতান্ত্রিঃ সচিবৈর্দ্বিজৈর্বেদবিদ্বত্তমৈঃ । রাজ্যং চকার ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মস্তানুমতে স্থিতঃ ॥

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাহুতাঃ সহস্রশঃ ।  
 ইচ্ছাস্বয়ংবরার্থং বৈ পূজ্যমানাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩০ ॥  
 তত্র ভীষ্মো মহাতেজাস্তা জহার বলেন বৈ ।  
 নির্মথ্য রাজকং সৰ্ব্বং রথেনৈকেন বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩১ ॥  
 স জিহ্বা পার্শ্বিবান্ সৰ্ব্বাংস্তাশ্চাদায় মহারথঃ ।  
 বাহুবীৰ্য্যেণ তেজস্বী হাসসাদ গজাস্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥  
 মাতৃবদ্ভগিনীবচ্চ পুত্রীবচ্ছিত্তয়ন্ কিল ।  
 তিস্রঃ সমানায়ামাস কন্যকা বামলোচনাঃ ॥ ৩৩ ॥  
 সত্যবতৈত্য নিবেদ্যাশু দ্বিজানাহুয় সহরঃ ।  
 দৈবজ্ঞান্ বেদবিদুষঃ পর্য্যপৃচ্ছচ্ছু ভং দিনম্ ॥ ৩৪ ॥  
 কুত্বা বিবাহসম্ভারং যদা তং ভ্রাতরং নিজম্ ।  
 বিচিত্রবীৰ্য্যং ধর্ম্মিষ্ঠং বিবাহয়তি তা যদা ॥ ৩৫ ॥  
 তদা জ্যেষ্ঠাপ্যবাচেদং কন্যকা জাহুবীষ্মতম্ ।  
 লজ্জমানাহসিতাপাঙ্গী তিস্রাং চারুলোচনা ॥ ৩৬ ॥

হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৪ ॥ তা যদেতি । তাস্তিস্রঃ কন্যাঃ । তিস্রাং মধ্যে জ্যেষ্ঠে-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ (তদেতি । তদা উদাহোদাসসময়ে জ্যেষ্ঠা অসিতাপাঙ্গী অথ লজ্জমানা স তী  
 জাহুবীষ্মতং ভীষ্মমুবাচ । অসিতৌ অপাঙ্গৌ নেত্রান্তভাগৌ যত্রাঃ । তিস্রণামিতি নির্দ্বন্দ্বলপে  
 যষ্ঠী । তিস্রাং মধ্যে ইত্যর্থঃ । চারুণী মনোজ্ঞে লোচনে যত্রাঃ ॥ ৩৬ ॥ কিমবাচেত্যর্থাৎ ।

নানাদেশ হইতে সহস্র সহস্র রাজা এবং রাজপুত্র সকল নিমন্ত্রিত হইল । তাঁহারা সকলেই  
 সাদরে পূজিত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ তাহার পর, মহা-  
 প্রতাপশালী বলবান্ ভীষ্মদেব সেই সভায় একাকী সমস্ত রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া  
 কাশিরাজ কন্যাগণকে বল পূর্বক হরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া চন্ডিলাপুরে  
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ ভীষ্মদেব ( স্বয়ং বিবাহ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা  
 রক্ষার জন্ত) সেই চারুলোচনা কন্যাগণকে হরণ করিয়া আনিবার সময় তাহাদিগকে মাতৃ,  
 ভগিনী বা কন্যার স্থায় বিবেচনা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর, (কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যের  
 বিবাহ জন্ত) সত্যবতীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া, শীঘ্র দৈবতদ্বাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান  
 করিয়া বিবাহের শুভ দিন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪ ॥ পরে দিন স্থির হইলে, ভীষ্ম  
 বিবাহোপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক যেমন, কাশীরাজের সেই তিনটি কন্যার  
 সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মিকপ্রবর বিচিত্রবীৰ্য্যের বিবাহ জন্ত উদ্যোগী হইলেন, অননি সেই  
 সময়, কন্যা তিনটির মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যাটী লজ্জাবনভমুগী হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥

গঙ্গাপুত্র ! কুরুশ্রেষ্ঠ ! ধর্মজ্ঞ ! কুলদীপক ! ।

ময়া স্বয়ংবরে শাশ্বো রতোহস্তি মনসা নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥

রতোহং তেন রাজ্ঞা বৈ চিত্তে প্রেমসমাকুলে ।

যথাযোগ্যং কুরুষ্বাদ্য কুলশ্রাস্ত্র পরন্তপ ! ॥ ৩৮ ॥

তেনাহং রতপূর্ব্বান্মি ত্বঞ্চ ধর্মভূতাং বরঃ ।

বলবানসি গাঙ্গেয় ! যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৩৯ ॥

সূত উবাচ ।

এবমুক্তস্তয়া তত্র কন্যয়া কুরুনন্দনঃ ।

অপৃচ্ছদব্রাহ্মণান্ বৃদ্ধান্ মাতরং সচিবাংস্তথা ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বেষাং মতমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো ধর্মবিভ্রমঃ ।

গচ্ছেতি কন্যকাং প্রাহ যথারুচি বরাননৈ ! ॥ ৪১ ॥

গঙ্গাপুত্রোক্তি । কুরুশ্রেষ্ঠ ! ইত্যনেন কুরুকুলমধ্যাদা অবশ্যং ভবতা রক্ষিতব্যোতি স্ফুটিতম্ । স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসময়ে ময়া শাশ্বনামা নৃপো রতঃ । এবং সতি কথমস্ম্যভিস্তত্র ন দৃষ্ট ইতি চেদিত্যত্রাহ মনসেতি ॥ ৩৭ ॥ ন তু কেবলং ময়া রতোহসৌ কিন্তু তেনাপ্যহমপীতি বিজ্ঞা-  
পরম্ভাহ রতোহমিতি । কথং তেন রত ইতি চেতত্রাহ চিত্তে প্রেমা সমাকুলে জাতে ইত্যর্থঃ । অতএব হে শত্রুতাপন ! অদ্য অধুনা উপস্থিতকার্য্যক্ষেত্রে যথাভিধেয়ং তৎ কুরুষ্ব অন্তিষ্ঠ ॥ ৩৮ ॥ ইদানীং স্বমুক্তৌ বাধাং নিরাচিকীর্ষুর্ভীষ্মস্ত সর্ব্বতঃ প্রভুত্বং বেদয়ন্তী ভূয়োহপ্যাহ তেনাহমিতি । গাঙ্গেয় ! ইত্যনেন সম্বোধনেন ভীষ্মস্ত দিব্যশক্তিমত্বাদিকং স্ফুটিতম্ । ন তু ত্বং কেবলং বলবান্ কিন্তু ধর্মপালকোহপ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

এমুক্তেতি । তয়া কন্যয়া এবং পুরুষাস্তরগতচিত্তত্বং বিজ্ঞাপিতঃ কুরুনন্দনো ভীষ্মঃ বৃদ্ধান্ জ্ঞানবৃদ্ধান্ দীর্ঘদর্শিন ইত্যর্থঃ ব্রাহ্মণান্ সচিবাংশ্চ অপৃচ্ছদিত্যম্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥ সর্ব্বেষা-  
মিতি । ধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠতমো গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ তেষাং পূর্ব্বোক্তানাং মতং বুদ্ধা গচ্ছেতি

কুরুবর ! আপনিই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বিশেষত পতিতপাবনী গঙ্গার পুত্র সূতরাং ইহলোকে আপনিই একমাত্র ধর্মজ্ঞ ; অতএব যাহাতে এই কুল হীন-প্রভ না হয় তাহা অবশ্যই করি-  
বেন । মহাশয় ! স্বয়ংবর সভায় আমি মনে মনে শাশ্ব নৃপতিকেই বরণ করিয়াছি এবং শাশ্বরাজ ও শ্রীতি সহকারে মনে মনে আমাকে বরণ করিয়াছেন । অতএব হে শত্রুতাপন ! এক্ষণে যাহাতে এই কুলের মত কার্য্য হয় তাহা করুন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ গাঙ্গেয় ! পূর্ব্ব আমি শাশ্বরাজ কর্তৃক রত হইয়াছি সন্দেহ নাই ; আপনি কেবল বলবান্ নহেন বস্তুত ধর্মজ্ঞগণেরও শ্রেষ্ঠ ; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন ॥ ৩৯ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! কাশিরাজ-কন্যা এই সকল কথা বলিলে পর কুরুনন্দন ভীষ্ম কিংকর্তব্যবিধূত হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রিগণ ও মাতা সত্যবতীকে উপস্থিত কর্তব্যতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে, সেই ধার্মিকপ্রবর ভীষ্ম সকলের মত জানিয়া কন্যাকে বলিলেন । চারুশ্রুবি ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি যথা ইচ্ছা সেই স্থানে



বিসর্জিতাহথ সা তেন গতা শাল্বনিকেতনম্ ।

উবাচ তং বরারোহা রাজানং মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪২ ॥

বিনিমুক্তাস্মি ভীষ্মেণ ত্বম্ননস্ক্রেতি ধর্মতঃ ।

আগতাহস্মি মহারাজ ! গৃহাণাদ্য করং মম ॥ ৪৩ ॥

ধর্মপত্নী তবাত্যন্তং ভবামি নৃপসত্তম ! ।

চিন্তিতোহসি ময়া পূর্বং ত্বয়াহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শাল্ব উবাচ ।

গৃহীতা ত্বং বরারোহে ! ভীষ্মেণ পশ্যতো মম ।

রথে সংস্থাপিতা তেন ন গ্রহীষ্যে করং তব ॥ ৪৫ ॥

পরোচ্ছিষ্টাঞ্চ কঃ কন্যাং গৃহ্নাতি মতিমান্নরঃ ।

অতোহহং ন গ্রহীষ্যামি ত্যক্তাং ভীষ্মেণ মাতৃবৎ ॥ ৪৬ ॥

রুদতী বিলপন্তী সা ত্যক্তা তেন মহাত্মনা ।

পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রুদতী চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

কন্যাকাং প্রত্যাহ ॥ ৪১ ॥ ভীষ্মেণ তক্তায়াস্ত্যক্তা ভবিতব্যতাং সূচয়মাহ । বিসর্জিতাপোতি । রাজানং শাল্বং মনোগতভাবমুবাচ ॥ ৪২ ॥ বিনিমুক্তেতি । ত্বম্ননস্ক্রেমিতি বিজ্ঞায় ভীষ্মেণ ধর্মতঃ ধর্মহেতোস্ত্যক্তা নত্বহং সতীত্বধর্মাক্ষুতেতি ভাবঃ । অতএব মহারাজ ! উদানীং মম করং পাণিঃ গৃহাণেত্যবয়বঃ ॥ ৪৩ ॥ ধর্মপত্নীতি । নৈবাহং তে কেবলং ভোগ্যা অপিতু ধর্মপত্নী ভবামীতি ভাবঃ । যতো ময়া ত্বং পূর্বমেব পতিত্বেন চিন্তিতোহসি তথা ত্বয়া চাহমপি ভাৰ্য্যাভাবেন চিন্তিতাস্মীতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥

শাল্বস্তামন্যং অত্মপূর্বাং মত্বা নিরাচিকীর্ষুরাহ গৃহীতেতি ॥ ৪৫ ॥ নিরাকরণে বিশেষ-  
কারণং প্রদর্শয়মাহ পরোচ্ছিষ্টামিতি ॥ ৪৬ ॥ রুদতীতি । তেন মহাত্মনা শাল্বেনাপি ত্যক্তা

যাও ? ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, সেই নিতম্বিনী কাশিরাজের জ্যেষ্ঠকন্যা, ভীষ্ম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পর, নরপতি শাল্বনিকেতনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চিন্তাভিলষিত সমস্ত বলিল ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! ভীষ্মদেব, আমাকে আপনার প্রতি অমুরক্তা জানিয়া ধর্মত পরিত্যাগ করিয়া-  
ছেন । এক্ষণে, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি আমার পানি গ্রহণ করুন ॥ ৪৩ ॥ নৃপবর ! আমি আপনার ধর্মপত্নী হইব বলিয়া পূর্ব হইতেই আপনাকে চিন্তা করিতাম ; আর বোধ হয় আপনিও আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

শাল্ব কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন । নিতম্বিনি ! ভীষ্ম আমাকে অনাদর করিয়া আমার সমক্ষেই যখন তোমাকে গ্রহণ করিয়া রথে সংস্থাপন করিয়াছিলেন তখন আর আমি তোমার পানি গ্রহণ করিতে পারিব না ॥ ৪৫ ॥ দেখ ! বুদ্ধিমান হইয়া কোন্ ব্যক্তি পরোচ্ছিষ্ট কন্যাকে গ্রহণ করিয়া থাকে ? ভীষ্ম তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পরি-  
ত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! সেই কাশিরাজকন্যা

শাল্বো মুক্তাং ত্বয়া বীর ! ন গৃহ্নাতি গৃহাণ মাম্ ।  
ধর্মজ্যোত্সি মহাভাগ ! মরিয়াম্যানুত্থাহহম্ ॥ ৪৮ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

অন্যচিন্তাং কথং ত্বাং বৈ গৃহ্নামি বরবর্ণিনি ! ।  
পিতরং স্বং বরারোহে ! ব্রজ শীঘ্রং নিরাকুলা ॥ ৪৯ ॥  
তথোক্তা সা তু ভীষ্মেণ জগাম বনমেব হি ।  
তপশ্চকার বিজনে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৫০ ॥

দ্বৈ ভার্য্যে চাতিরূপাঢ্যে তস্মৈ রাজ্ঞো বভূবতুঃ ।  
অশ্বালিকা চান্বিকা চ কাশিরাজস্থতে শুভে ॥ ৫১ ॥  
রাজা বিচিত্রবীর্য্যোহসৌ তাভ্যাং সহ মহাবলঃ ।  
রেমে নানাবিহারৈশ্চ গৃহে চোপবনে তথা ॥ ৫২ ॥

সতী রুদতী বিলপন্তী চ পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রোদনং কুর্ষতী সত্যব্রবীদিত্যশ্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥  
মুক্তাস্থয়েতি । প্রথমতো হস্তেন সংস্পৃশ্য রথে স্থাপিতা পশ্চান্মুক্তামিত্যর্থঃ । ততঃস্মিমিত্তং মম  
জন্ম ব্যর্থং ভবতীতি । স্বং মাং গৃহাণেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্যচিন্তামন্যাসক্তামিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ (এবং ভীষ্মেণোক্তা কাশিরাজকন্যা পিতৃগৃহগমনং  
গর্হিততরং মদ্বা বনং প্রস্থিতা ইত্যশ্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥)

রাজ্ঞো বিচিত্রবীর্য্যাস্ত ॥ ৫১ ॥ (রাজোতি । অসৌ মহাবলো রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ তাভ্যাং

রোদন ও বিলাপ করিলেও মহাত্মা শাল্ব তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ; এবং এইরূপে  
পরিত্যক্ত হইয়া পুনর্বার ভীষ্মের নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল ॥ ৪৭ ॥  
বীরবর ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন শাল্ব ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে গ্রহণ  
করিল না ; হে মহাভাগ ! আপনিত ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন অতএব এক্ষণে আমাকে  
গ্রহণ করুন । আর যদি আপনি আমাকে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই  
জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৪৮ ॥

কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কহিলেন । বরবর্ণিনি ! তোমার চিত্ত  
অন্য পুরুষে আসক্ত, অতএব আমি কি করিয়া তোমাকে গ্রহণ করি ? নিতম্বিনি ! এক্ষণে  
তুমি বতিবাস্ত হইও না শীঘ্র তোমার পিতার নিকট গমন কর ॥ ৪৯ ॥ কাশিরাজকন্যা ভীষ্ম  
কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পিতৃগৃহে যাওয়া অতিশয় গর্হিত বিবেচনা করিয়া বনে প্রস্থান  
করিল এবং পরম পবিত্র বিজন তীর্থস্থানে যাইয়া তপশ্চাশ্রয় প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫০ ॥

অনন্তর, কাশিরাজের অবশিষ্ট অশ্বালিকা ও অশ্বিকা নামে অতি সুন্দরী দুই কন্যা  
রাজা বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী হইল ॥ ৫১ ॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বিচিত্রবীর্য্যও  
তাহাদের সহিত গৃহ এবং উপবনাদিতে নানাপ্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

বর্ষাণি নব রাজেন্দ্রঃ কুর্ক্বন্ ক্রীড়াং মনোরমাম্ ।  
 প্রাপাহসৌ মরণং ভূপো গৃহীতো রাজযক্ষ্মণা ॥ ৫৩ ॥  
 মৃত্যে পুঞ্জৈহতিদুঃখাভী জাতা সত্যবতী তদা ।  
 কারয়ামাস পুত্রস্ত প্রেতকার্যাণি মন্ত্রিভিঃ ॥ ৫৪ ॥  
 ভীষ্মমাহ তদৈকান্তে বচনক্কাতিদুঃখিতা ।  
 রাজ্যং কুরু মহাভাগ ! পিতৃশ্চ শত্ননোঃ স্মৃত ! ॥ ৫৫ ॥  
 ভ্রাতৃভার্য্যাং গৃহাণ ত্বং বংশঞ্চ পরিরক্ষয় ।  
 যথা ন নাশমায়াতি যযাতেবংশ ইতু্যত ॥ ৫৬ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

প্রতিজ্ঞা মে শ্রুতা মাতঃ ! পিত্রর্ধে বা ময়া কৃতা ।  
 নাহং রাজ্যং করিম্যামি ন চাপি দারসংগ্রহনু ॥ ৫৭ ॥

অস্থানিকান্বিকাভ্যাং সহ বিবিধবিহারৈ রেনে ইত্যন্যঃ ॥ ৫২ ॥ নিরন্তরং স্ত্রীসঙ্গকন্য পদশয়  
 গ্রাহ । বর্ষাণিতি । নব বর্ষাণি ব্যাপ্য মনোরমাং ক্রীড়াং কক্বন্ রাজযক্ষ্মণা গৃহীতঃ সমা কাশ্রুঃ  
 মরণং প্রাপ ॥ ৫৩ ॥ মৃত্যে পুঞ্জৈ ইতি । তদা পুঞ্জৈ বিচিত্রদাযো মৃত্যে আতুঃখাভী জাতা ।  
 ততঃ মন্ত্রিভিঃ পুত্রস্ত ঔর্কদেহিককার্যাণি কারয়ামাস সম্পাদয়ানাসেত্যন্যঃ ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর  
 করণীয়মাহ । ভীষ্মমিতি । প্রেতকার্যাণি সম্পাদ্য আতুঃখিতা সতী ভীষ্মমাহ ৫৫ ৫৬ ।  
 তে তব পিতুঃ শত্ননো রাজ্যং কুরু পালয় বতস্বনপি তত্চ দ্রোণপুত্রঃ বদাপ পূর্ক রাজাদিক  
 নিহায় বৃক্চচর্যাং গৃহীতবান্ তথাপীদানীং নদাঙ্করা পুনঃ সাত্বাজানজাকৃতা যপার্ণিদি পিত্রাঃ  
 পালয়েতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ভ্রাতৃনিতি । অপিচ ভ্রাতৃনিচিহ্নবর্গ্যাণ্য ভায়াং গৃহাণ স্বাক্ষ  
 স্ববংশঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ । অতথা রাজ্ঞো মহাশ্বনো যযাতেবংশো নাশং যাতু গীত  
 কলিতোহর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ঋষিগণ ! রাজবর বিচিত্রবীৰ্য্য এইরূপে নয় বর্ষ ক্রনাগত তাহাদের সহিত নানাবিধ মনোহর  
 বিহার করিয়া অতিশয় স্ত্রীসন্তোগ হেতু শীঘ্রই রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগানে  
 পতিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ সত্যবতী পুত্রনরূপে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং মন্ত্রিগণের  
 সহিত তাঁহার প্রেতকার্যাদি সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, রাজবিনাশে রাজ্যের নানা  
 বিধ অমঙ্গল দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতাস্তঃকরণে ভীষ্মদেবকে একদিন নির্জনে বলিলেন ।  
 পুত্র ! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্ ; দেখ, তোমার পিতা শাস্তনুর রাজ্য বিনষ্ট প্রায় হইতেছে ;  
 অতএব এক্ষণে তুমি সেই রাজ্য পালন কর । আর তোমার এই ভ্রাতৃপত্নীগণকে গ্রহণ  
 করিয়া যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহার উপায় কর, দেখ যেন মহাশ্বা ন্মাতিব বংশ  
 বিনষ্ট না হয় ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ভীষ্মদেব সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন । মাতঃ ! আমি পূর্বে পিতার  
 নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাত আপনি শ্রবণ করিয়াছেন । ( তবে কিজন্ত



সূত উবাচ ।

তদা চিন্তাতুরা জাতা কথং বংশো ভবেদिति ।  
 নালসাক্ষি সূখং মহৎ\* সমুৎপন্নে হরাজকে ॥ ৫৮ ॥  
 গান্ধেয়স্তামুবাচেদং মা চিন্তাং কুরু ভামিনি ! ।  
 পুত্রং বিচিত্রবীৰ্য্যশ্চ ক্ষেত্রজক্শোপপাদয় ॥ ৫৯ ॥  
 কুলীনং দ্বিজমাহুয় বধ্বা সহ নিযোজয় ।  
 নাত্র দোষোহস্তি বেদেহপি কুলরক্ষাবিধৌ কিল ॥ ৬০ ॥  
 পৌত্রকৈবং সমুৎপাদ্য রাজ্যং দেহি শুচিস্মিতে ! ।  
 অহং পালয়িষ্যামি তশ্চ শাসনমেব হি ॥ ৬১ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং তশ্চ কানীনং স্বসুতং মুনিম্ ।  
 জগাম মনসা ব্যাসং দ্বৈপায়নমকল্মষম্ ॥ ৬২ ॥

পূৰ্ব্বপ্রতিশ্রুতবাক্যমনুস্মারয়ন্নাহ প্রতিজ্ঞেতি । মাতঃ ! পুত্রা ভবত্যা বিবাহকালে পিত্রাণে  
 ময়া যা প্রতিজ্ঞা কৃত্য সা ভবত্যা কিং ন শ্রুতা অপিতু শ্রুতৈব । অতোহহং রাজ্যং বা দার-  
 সংগ্রহং ন করিষ্যামীত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

নালসাক্ষি সূখমিতি । অরাজকে সমুৎপন্নে অলসাৎ সূখং নৈবাস্তি আলম্ভং নৈব কর্তব্য-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ক্ষেত্রজমিতি । বিচিত্রবীৰ্য্যশ্চ ক্ষেত্রেহগ্ৰস্যাৎ পুরুষাজ্জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥  
 পৌত্রমিতি । তব পৌত্রস্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

(ভীষ্মবাক্যানন্তরং সত্যবতীকর্তব্যতামাহ তচ্ছ্রুত্বেতি । কানীনং কন্যাবস্থায়াং সমুৎপন্নম্ ।

আমাকে এরূপ অনুরোধ করিতেছেন । ) আমি এ জীবনে কখনই রাজ্য বা দার পরিগ্রহ  
 করিব না ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! সত্যবতী ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া কিরূপে বংশ রক্ষা  
 হইবে এই চিন্তায় অতিশয় কাতর হইলেন । কারণ, রাজ্য অরাজক হইলে তাহা হইতে  
 আর কিছুতেই সুখের আশা করা যাইতে পারে না ॥ ৫৮ ॥ ভীষ্মদেব তাহাকে চিন্তা করিতে  
 দেখিয়া বলিলেন । জননি ! বৃথা চিন্তা করিবেন না যাহাতে বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র  
 উৎপন্ন হয় তাহার উপায় করুন ॥ ৫৯ ॥ দেখুন, একজন সৰ্ববেদপারদর্শী জিতেন্দ্রিয়  
 ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাহাকে আপনার বধূর সহিত মিলিত করান । কুলরক্ষার জন্ত  
 এরূপ বিধান করিলে কোন ও দোষ হইবে না ইহা বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে ॥ ৬০ ॥  
 জননি ! আপনি এইরূপে পৌত্র উৎপন্ন করাইয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করুন তাহা  
 হইলে আমিও সেই নবরাজের শাসন প্রতিপালন করিয়া রাজ্য পালন করিতে পারিব ॥ ৬১ ॥

স্মৃতমাত্রস্ততো ব্যাস আজগাম স তাপসঃ ॥  
 কৃত্বা প্রণামং মাত্রেহথ সংস্থিতো দীপ্তিমান্ মুনিঃ ॥ ৬৩ ॥  
 ভীষ্মেণ পূজিতঃ কামং সত্যবত্যা চ মানিতঃ ।  
 তস্মৌ তত্র মহাতেজা বিধুমোহগ্নিরিবাপরঃ ॥ ৬৪ ॥  
 তমুবাচ মুনিং মাতা পুত্রমুৎপাদয়াধুনা ।  
 ক্ষেত্রে বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত স্তনুরং তব বীৰ্য্যজম্ ॥ ৬৫ ॥  
 ব্যাসঃ শ্রুত্বা বচো মাতুরাপ্তবাক্যমমন্তত ।  
 ওমিত্যুক্ত্বা স্থিতস্তত্র ঋতুকালমচিন্তয়ৎ ॥ ৬৬ ॥  
 অম্বিকা চ যদা স্নাতা নারী ঋতুমতী তদা ।  
 সঙ্গং প্রাপ্য মুনেঃ পুত্রমসূতাক্ষং মহাবলম্ ॥ ৬৭ ॥  
 জন্মাক্ষং চ স্নতং বীক্ষ্য হুঃখিতা সত্যবত্যতি ।  
 দ্বিতীয়াং চ বধুমাহ পুত্রমুৎপাদয়াশু বৈ ॥ ৬৮ ॥

অকামং নিষ্পাপম্ । এতেন বেদবাসস্ত নিয়োগসামর্থ্যং সূচিতম্ ॥ ৬২-৬৪ ॥ তিনি তাতা সত্যবতী । পুত্রং বেদবাসম্ । ক্ষেত্রে পত্নাম্ । সত্যবতীবংশরক্ষণমেব স্বপনং নিয়োজিতবান্ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসস্ত মাতুরাদেশং অগজ্যনীয়মিতি বিচিন্ত্য স্বীকৃতবান ইত্যাহ ওমিতি ॥ ৬৬ ॥ অসূতাক্ষমিতি । ব্যাসতেজসা নির্মলিতনেত্রা গভঃ দধার তস্মাৎ ।

সত্যবতী ভীষ্মদেবের এই স্তুতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ বাল্যাবস্থায় সমুৎপন্ন পাপ নাশ্য মুনি দৈপায়ন বেদবাসকে মসে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ৬২ ॥ অনন্তর, সেই সূর্য্যবৎ দীপ্তিশালী তপস্বী ব্যাসদেব সত্যবতীর স্মরণ নাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জননীকে প্রণাম করিয়া সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ ভীষ্মদেব তাঁহাকে আগত দেখিয়া বথাবিধিবিধানে পূজা করিলেন এবং সত্যবতী পুত্রসদৃশ সংবর্দ্ধনা করিলেন । অনন্তর, সেই মহাতেজা ব্যাসদেব ধূনবিহীন দ্বিতীয় অগ্নির জ্বায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥ সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে স্তম্ভিত চিত্তে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন । মুনিবর ! বংশ রক্ষার জন্ত বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে (পত্নীতে) তোমার ঔরসে যাচাতে একটা সর্দ গুণবিশিষ্ট পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা কর ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসদেব মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বেদবাক্যের জ্ঞান অগজ্যনীয় বিবেচনা করিয়া স্বীকার করত অম্বিকা ও অম্বালিকার ঋতুকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ কিছুদিন পরে অম্বিকা ঋতুমতী হইলে স্নানানন্তর মুনি বেদবাসের সঙ্কিত মিলিত হইয়া (সঙ্গম কালে বেদবাসের রূপ দেখিয়া চক্ৰ মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া) মহাবল পরাক্রান্ত একটা অক্ষ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৬৭ ॥ সত্যবতী অম্বিকাস্তকে জন্মাক্ষ দেখিয়া ( রাজার অনুপস্কৃত বিবেচনায় ) অতিশয় হুঃখিতা হইলেন এবং বধু অম্বালিকাকে

ঋতুকালেহথ সংপ্রাপ্তে ব্যাসেন সহ সঙ্গতা ।  
 তথা চান্ধালিকা রাত্রৌ গর্ভং নারী দধার সা ॥ ৬৯ ॥  
 সোহপি পাণ্ডুঃ স্মৃতো জাতো রাজ্যযোগ্যো ন সন্মতঃ ।  
 পুত্রার্থং প্রেরয়ামাস বর্ষান্তে চ পুনর্বধূম্ ॥ ৭০ ॥  
 আহুয় চ ততো ব্যাসং সংপ্রার্থ্য মুনিসত্তমম্ ।  
 প্রেষয়ামাস রাত্রৌ সা শয়নাগারমুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥  
 ন গতা চ বধূস্তত্র প্রেষ্যা সংপ্রেষিতা তয়া ।  
 তস্যাঞ্চ বিদুরো জাতো দাস্যাং ধর্ম্যাংশতঃ শুভঃ ॥ ৭২ ॥  
 এবং ব্যাসেন তে পুত্রা ধৃতরাষ্ট্রাদয়স্ত্রয়ঃ ।  
 উৎপাদিতা মহাবীরা বংশরক্ষণহেতবে ॥ ৭৩ ॥

ইদমন্তপুরাণে ॥ ৬৭—৬৯ ॥ পাণ্ডুঃ স্মৃত ইতি । ব্যাসতেজসা উদ্বীর্ণা দক্ষা স্মৃতি হেতোঃ স্বশরীরং  
 চন্দ্রেনোপলিপ্য সঙ্গং কৃতবতী তস্যাং । ইদমপ্যন্ত্র স্পষ্টম্ ॥ ৭০—৭১ ॥ ন গতা চেতি ।  
 তত্তেজঃসহনশক্ত্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৭২—৭৪ ॥

ইখমেনে গ্রহসন্দর্ভেণাস্মিন্ সংসারে মহতামপ্যেবং দশা জায়তে তস্যাং সংসারাদ্বিরজা  
 শ্রীভগবতুপাসনয়া তজ্জ্ঞানেন চ সংসারং নিরস্ত মুক্তো ভবেদिति বোধিতম্ ॥

শ্রীমচ্ছিবকুলোৎপন্নো রজনীপাত্মজঃ সুধীঃ ।  
 শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ ॥  
 দেবীভাগবতস্তাশ্চ ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

পুত্র উৎপাদন জন্ত অরুরোধ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ অনন্তর, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে  
 অন্ধালিকা রাত্রিকালে ব্যাসদেবের সহিত সঙ্গত হইয়া গর্ভবতী হইলেন ॥ ৬৯ ॥ অন্ধালিকা  
 ও সঙ্গমকালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল এজন্ত তাহার পুত্র পাণ্ডুবর্ণ  
 হইয়া উৎপন্ন হইল । সত্যবতী এই পুত্রটিকে ও রাজ্যের অনুপযুক্ত জানিয়া পুনর্ব্বার  
 বর্ষশেষে পুত্র জন্ত নিজবধূকে প্রেরণ করিলেন । এদিকে মুনিবর ব্যাসদেবকেও আহ্বান  
 করিয়া যাহাতে সৎপুত্র উৎপন্ন হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া রাত্রিতে শয়নগারে  
 প্রেরণ করিলেন ॥ ৭০—৭১ ॥ সত্যবতীবধু ভয়ে নিজে না যাইয়া নিজদাসীকে অরুরোধ  
 করিয়া প্রেরণ করিল । ঋষিগণ ! এই দাসীর গর্ভে ধর্ম্যাংশে কল্যাণকর বিহর উৎপন্ন  
 হইল ॥ ৭২ ॥

এইরূপে বেদব্যাস বংশরক্ষার জন্ত মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি তিনটি পুত্রকে  
 ক্রমান্বয়ে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ ঋষিগণ ! আপনারা যখন নৈমিশ্যারণ্যে আসিয়া  
 উপস্থিত হইয়াছেন তখন সমস্ত পাপহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই । এক্ষণে,



এতদ্বঃ সৰ্বমাখ্যাং তস্য বংশসমুদ্ভবম্ ।

ব্যাসেন রক্ষিতো বংশো ভাতৃধৰ্মবিদাহনঘাঃ ! ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেহষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
ব্যাসকৃত্যবর্ণনো নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বেদাষ্টেন্দুক্ষিতিমিতৈঃ সার্কৈঃ ( ১১৮৪ ॥ ) শ্লোকৈঃ সবিস্তরম্ ।

দেবীভাগবতশাস্ত্র প্রথমস্কন্ধে ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ভবঃ কৃতবান্ শুভাম্ ।

স্কন্ধস্ত প্রথমস্তাঃ সমাপ্তোহভ্যুচ্ছুভার্থদঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজ লক্ষ্মীগর্ভজ নীলকণ্ঠভট্টকৃতে দেবী-  
ভাগবতব্যাখ্যানেন তিলকাভিধানে প্রথমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

ভাতৃক্ষেত্রে নিযোগধৰ্মবিদ্ সেই বেদব্যাস যেক্রপে শাস্ত্রমুৎসবং রক্ষা করিয়াছিলেন এবং  
যেক্রপে তাহার বংশ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম ॥ ৭৪ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
ব্যাসকৃত্যবর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

স্কন্ধশচায়ং সমাপ্তঃ ।



# দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

## প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

আশ্চর্য্যকরমেতত্তে বচনং গর্ভহেতুকম্ ।  
সন্দেহোহত্র সমুৎপন্নঃ সর্কেষাং নস্তপস্বিনাম্ ॥ ১ ॥  
মাতা ব্যাসস্ত্র মেধাবিন্ ! নাম্না সত্যবতীতি চ ।  
বিবাহিতা পুরা জ্ঞাতা রাজ্ঞা শন্তনুনা যথা ॥ ২ ॥  
তস্তাঃ পুত্রঃ কথং ব্যাসঃ সতী স্বভবনে স্থিতা ।  
ঐদৃশী সা কথং রাজ্ঞা পুনঃ শন্তনুনা বৃত্তা ॥ ৩ ॥  
তস্যাং পুত্রাবুভৌ জাতৌ তত্ত্বং কথয় স্তত্রত ! ।  
বিস্তরেণ মহাভাগ কথাং পরমপাবনীম্ ॥ ৪ ॥

জীবা যদংশুতা যস্তা বেদা ভবন্তি নিঃস্রিতম্ ।  
তামেতাং চিত্রপাং ময়াশক্তেঃ পরাশ্রয়াং বন্দে ॥  
অথাষ্টচত্বারিংশন্তিঃ শ্লোকৈর্ব্যাসস্ত্র ধীমতঃ ।  
জন্মোচ্যতে যত্র দেব্যা মহিমাহতীব ভাসতে ॥

পূর্বাধ্যায়ে পরাশরস্মৃতস্ত্র ব্যাসস্ত্র মাতা শন্তনোঃ পত্নীতি বিরুদ্ধং শ্রদ্ধাশ্চর্গ্যবস্ত্র  
ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি আশ্চর্য্যকরমেতত্ত ইতি । গর্ভহেতুকমিতি অস্পষ্টকারণমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥  
তমেব সন্দেহমাহ মাতা ব্যাসস্ত্রোতি ॥ ২ ॥ সতী স্বভবনে স্থিতেতি পরাশরপত্নী পতিব্রতা  
কথং শন্তনুনা রাজ্ঞা বিবাহিতেতি বিরুদ্ধং ভাষ্যার্থঃ ॥ ৩ ॥ ( তস্তামিতি । ন তু সা কেবলং

ঋষিগণ কহিলেন । হে স্মৃত ! তুমি পূর্বে কারণটী অস্পষ্ট রাখিয়া যে কথা বলিলে ইহা  
অতিশয় আশ্চর্য্যকর বলিয়া বোধ হইতেছে ; এজন্য এ বিষয়ে আমাদের সমস্ত তাপসবৃন্দেরই  
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ হে মেধাবিন্ ! সত্যবতী নামে বিপ্রতা বেদব্যাসজননী  
শান্তনুরাজা কর্তৃক যে রূপে বিবাহিতা হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বে হইতেই জ্ঞাত আছি ।  
কিন্তু, বেদব্যাস কিরূপে সেই সত্যবতীর পুত্র হইলেন ? আর যদি তাহাই হয়, তবে, স্বভবনে



উৎপত্তিঃ বেদব্যাসস্ত সত্যবত্যাশ্রুতা পুনঃ ।

শ্রোতুকামাঃ পুনঃ সৰ্বৈঃ ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

প্রণম্য পরমাং শক্তিং চতুর্কর্গপ্রদায়িনীম্ ।

আদিশক্তিং বদিষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ॥ ৬ ॥

যশ্চোচ্চারণমাত্রেন সিদ্ধির্ভবতি শাস্বতী ।

ব্যাজেনাপি হি বীজস্ত বাগ্ভবস্ত বিশেষতঃ ॥ ৭ ॥

সম্যক্ সৰ্ব্বাত্মনা সৰ্বৈঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ।

শ্রুতব্যা সৰ্বথা দেবী বাঙ্কিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ৮ ॥

রাজা শান্তনুনা বৃতা কিঙ্ক তদৌরসাত্তম্যাং ব্যাসমাতরি সত্যবত্যাং দৌ পুত্রাবপি জাতৌ তৎ তস্মাৎ হে সূত্রত ! ত্বং এতাং পরমপাবনীং কথাং কথয়েত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥ কিং তত্ত্বমাশ্রিত্য বর্ণয়িষ্যামীতি চেত্তত্রাহ উৎপত্তিমিতি । বেদব্যাসস্ত তথা সত্যবত্যা উৎপত্তিঃ বয়ং সৰ্বৈঃ ঋষয়ঃ শ্রোতুকামাঃ । সংশিতব্রতা ইতি বিশেষণেন ঋষীণাং শ্রবণাধিকারঃ সূচিতঃ ॥ ৫ ॥

পরমাং শক্তিসাম্যাবস্থমায়োপাধিকবুদ্ধরূপিণীম্ । যদাহ গীতাস্থ অপরেয়মিত্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্যতে জগদ্বিত্তি সৈবাদিশক্তিঃ ॥ ৬ ॥ যশ্চোচ্চারেতি । যস্ত বাগ্ভবস্ত বীজস্ত ব্যাজেন কপটেনাপ্যুচ্চারণেন সিদ্ধির্গোক্ষো জ্ঞানং বা ভবতি তেন বাগ্ভববীজেন শ্রুতব্যা যা ভগবতী বাঙ্কিতার্থপ্রদায়িনী দেবী তাং প্রণম্যো-  
ত্যয়ঃ ॥ ৭ ॥ (নহু এতদ্ বাগ্ভবং বীজং কিং কেবলং সাধুনামেবোচ্চারণাধিকারোহস্ত্যা-  
হোস্থিৎ যেষাং কেষাঞ্চিদ্বিত্তি শঙ্কয়াং পাক্ষিকতাং নিরাকৃত্য তত্র সৰ্বেষামেবাধিকার ইতি  
প্রদর্শয়ান্নাহ সমাগিতি । সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে সৰ্বথা সৰ্বাবস্থায়াম্ সৰ্বাত্মনা একাগ্রচিত্তেন  
সৰ্বৈরেব সা দেবী শ্রুতব্যাতি বোধ্যম্ ॥ ৮ ॥)

স্থিতা পতিব্রতা সেই পরাশরপত্নীকে রাজা শান্তনুই বা কি করিয়া বিবাহ করিলেন এবং  
কিভাবেই বা তাহাতে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল ? হে সূত্রত ! তুমি অতিশয় তপঃপ্রভাবে  
পুরাণাদি শাস্ত্রের পারদর্শন করিয়াছ সন্দেহ নাই, এক্ষণে বেদব্যাস এবং সত্যবতীর উৎপত্তি-  
মূলক এই পরম পবিত্রকর কথা আমাদের নিকট বিস্তার পূর্বক বর্ণনা কর । অনুষ্ঠিতব্রত  
এই সমস্ত ঋষিগণই শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছেন ॥ ২—৫ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! যে বাগ্ভব বীজ ছলক্রমে উচ্চা-  
রিত হইলেও নিত্যসিদ্ধি উপস্থিত হয়, তাদৃশ বাগ্ভব বীজদ্বারা জীবসমস্ত সৰ্বপ্রকার  
অতীষ্ট সিদ্ধির ক্ষণ একান্ত প্রযত্ন সহকারে সৰ্বদা শ্রবণ করিলেই যিনি সৰ্বতোভাবে অভি-  
লষিত বস্তু প্রদান করেন, সেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনী সাম্যাবস্থমায়োপাধিকা  
বুদ্ধরূপিণী আদ্যাশক্তিকে প্রণাম করিয়া এই মঙ্গলকর পৌরাণিক কথা বলিতেছি শ্রবণ  
করুন ॥ ৬—৮ ॥

রাজোপরিচরো নাম ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
 চেদিদেশপতিঃ শ্রীমান্ বভূব দ্বিজপূজকঃ ॥ ৯ ॥  
 তপসা তস্ম তুষ্ঠেন বিমানং স্ফাটিকং শুভম্ ।  
 দত্তমিন্দ্রেণ তত্তস্মৈ স্নন্দরং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১০ ॥  
 তেনারুঢ়স্ত সৰ্ব্বত্র যাতি দিব্যেন ভূপতিঃ ।  
 ন ভূমাবুপরিস্থোহসৌ তেনোপরিচরো বসুঃ ॥ ১১ ॥  
 বিখ্যাতঃ সৰ্বলোকেষু ধৰ্ম্মনিত্যঃ স ভূপতিঃ ।  
 তস্ম ভাৰ্য্যা বরারোহা গিরিকা নাম স্নন্দরী ॥ ১২ ॥  
 পুত্রাশ্চাস্ম মহাবীৰ্য্যাঃ পঞ্চাসন্নমিতৌজসঃ ।  
 পৃথগ্দেশেষু রাজানঃ স্থাপিতাস্তেন ভূভুজা ॥ ১৩ ॥  
 বসোস্ত পত্নী গিরিকা কামান্ কালে ন্যবেদয়ৎ ।  
 ঋতুকালমনুপ্রাপ্তা স্নাতা পুংসবনে শুচিঃ ॥ ১৪ ॥  
 তদহঃ পিতরশ্চেনমূচুর্জহি মৃগানিতি ।  
 তচ্ছ ত্বা চিন্তয়ামাস ভাৰ্য্যামৃতুমতীং তথা ॥ ১৫ ॥

কথামাহ রাজোপরিচর ইতি । বিমানেনোৰ্দ্ধং নিরন্তরং গমনাৎপরিচরনামকত্বম্ ॥ ৯ ॥  
 (তস্ম দ্বিজপূজনাদিতপঃফলং সূচয়ন্নাহ তপসেতি । তস্মৈ রাজ্ঞে উপরিচরায় শুভং দেবাদি-  
 দর্শনকমং স্ফাটিকং বিমানং আকাশযানং দত্তম্ । কথং কেন বা দত্তমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ  
 তপসা তুষ্ঠেন ইন্দ্রেণ দেবরাজেন তস্ম প্রিয়কাম্যয়েতি ॥ ১০ ॥) তেন বিমানেন যাতিত্যম্বয়ঃ ॥  
 ন ভূমাবিতি । ভূমিগমনং তেন ত্যক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১১—১৩ ॥

বসোরূপরিচরস্ত পত্নী কামান্ স্বমনোরথান্ পুত্রবিষয়ান্ ॥ ১৪ ॥ তদহরিতি । যস্মিন্মিনে-  
 হদ্য ঋতুকালোহস্তীতি গিরিকয়া পত্ন্যাক্তং তস্মিন্নেব দিনে পিতর আহবস্বচ্ছাদার্থং মৃগান্

পূৰ্ব্বকালে ধার্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রভূতধনশালী ব্রাহ্মণ-সম্মানকারী উপরিচর নামে  
 কোন রাজা চেদিপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন ॥ ৯ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাজা উপরিচরের তপ-  
 শ্রায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়কামনার নিমিত্ত তাঁহাকে একটি স্নন্দর স্ফটিকময় ব্যোমযান  
 প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ ভূপতি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াই সৰ্বত্র গমন করি-  
 তেন । তিনি কখনও ভূমিতে গমন করিতেন না সৰ্বদা শূন্যোপরি বিচরণ করিতেন বলিয়াই  
 সমস্ত লোকমধ্যে উপরিচর বসু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । গিরিকা নামে অতি স্নন্দরী  
 নীতম্বিনী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন ॥ ১১—১২ ॥ ইহার অতিতেজস্বী অনিত-পরাক্রমশালী  
 পাঁচটি পুত্র ছিল । চেদিরাজ তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেশে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

কোন সময় এই উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া পুংসবন জন্ত তাঁহার  
 নিকট নিজ মনোহরিপ্রায় নিবেদন করেন ॥ ১৪ ॥ ঐ দিবসেই চেদিরাজ নিজ পিতৃগণ কর্তৃক ও

পিতৃবাক্যং গুরুং মত্বা কর্তব্যমিতি নিশ্চিতম্ ।  
 চচার যুগয়াং রাজা গিরিকাং মনসা স্মরন্ ॥ ১৬ ॥  
 বনে স্থিতঃ স রাজর্ষিশ্চিহ্নে সস্মার ভামিনীম্ ।  
 অতীবরূপসম্পন্নাং সাক্ষাচ্ছিয়মিবাপরাম্ ॥ ১৭ ॥  
 তস্মৈ রেতঃ প্রচক্ষন্দ স্মরতস্তাঞ্চ কামিনীম্ ।  
 বটপত্রে তু তদ্রাজা স্কন্ধমাত্রং সমাক্ষিপৎ ॥ ১৮ ॥  
 ইদং বৃথা পরিস্কন্ধং রেতো বৈ ন ভবেৎ কথম্ ।  
 ঋতুকালং চ বিজ্ঞায় মতিং চক্রে নৃপসুদা ॥ ১৯ ॥  
 অমোঘং সর্বথা বীর্য্যং মম চৈতন্ম সংশয়ঃ ।  
 প্রিয়ায়ৈ প্রেষয়াম্যেতদिति বুদ্ধিমকল্পয়ৎ ॥ ২০ ॥  
 শুক্রপ্রস্থাপনে কালং মহিম্যাঃ প্রসমীক্ষ্য সঃ ।  
 অভিমন্ত্যাত তদ্বীর্য্যং বটপর্ণপুটে কৃতম্ ॥ ২১ ॥  
 পার্শ্বস্থং শ্যেনমাভাষ্য রাজোবাচ দ্বিজং প্রতি ।  
 গৃহাণেদং মহাভাগ ! গচ্ছ শীঘ্রং গৃহং মম ॥ ২২ ॥

জহীতি ॥ ১৫ ॥ তত্রোভয়োর্বাক্যয়োঃ গমনগমনপ্রয়োজকয়োর্বিরোধেহপি পিতৃবাক্যং গমন-  
 প্রয়োজকং গমনাভাবপ্রয়োজকস্ত্রীবাক্যতো গুরুং শ্রেষ্ঠং নিশ্চিতং মত্বা কর্তব্যং তদেবেতি  
 নিশ্চিতোতি শেষঃ । চচার গতবান্ । গুরুমিত্যত্র বিভক্তিলোপাভাব আর্ষঃ ॥ ১৬—১৭ ॥  
 সমাক্ষিপৎ স্থাপিতবান্ ॥ ১৮—২০ ॥ কালং নক্ষত্রানুরূপং যোগ্যম্ ॥ ২১ ॥ পার্শ্বস্থং পালিতং

শ্রাদ্ধ জন্তু যুগয়া গমনে আদিষ্ট হইলেন । এইরূপে উপরিচর নৃপতি তৎকালে উভয় সঙ্কটে  
 পড়িলেন ; কারণ, একপক্ষে ঋতুমতী ভাৰ্য্যাবাক্য অপর পক্ষে পিতৃগণের আদেশ, স্মৃতির  
 ইহাতে অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন ॥ ১৫ ॥ অনেক চিন্তার পর চেদিরাজ পিতৃ বাক্যকেই গুরু-  
 তর বিবেচনায় তাহাই কর্তব্য স্থির করিয়া পত্নীকে মনে মনে স্মরণ করত যুগয়ায় গমন  
 করিলেন ॥ ১৬ ॥ সেই রাজর্ষি বনগত হইয়াও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর দ্বায় অতীব রূপবতী পত্নীকে  
 একাগ্রচিত্তে বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ অধিক কি, সেই কমলীয়া পত্নীকে  
 স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার রেতঃস্রবন-হইয়া পড়িল এবং স্রবন মাত্রই উহা একটি  
 বটপত্রপুটে স্থাপন করিলেন ॥ ১৮ ॥ রাজা উপরিচর, ঐ স্থলিত বীর্য্য কিরূপে বৃথা  
 না হয় ইহা এবং সেই সময় পত্নীর ঋতুকাল এই দুইটা বিষয় ভাবিয়া ইহা স্থির করি-  
 লেন যে, যখন আমার এই বীর্য্য অমোঘ তখন ইহা প্রেমসীর নিকট প্রেরণ করি তাহা  
 হইলেই উভয় বিষয় রক্ষা হইবে ॥ ১৯—২০ ॥ অনন্তর, রাজা পত্রপুট-রক্ষিত সেই বীর্য্য  
 মন্ত্রপূত করিয়া পক্ষিধারা মহিম্বীর নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত যথাযোগ্য কাল দেখিয়া  
 পার্শ্বস্থ শ্যেনপক্ষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শ্যেন ! তুমি এই পত্র-রক্ষিত বীর্য্য গ্রহণ



মৎপ্রিয়ার্থমিদং সৌম্য ! গৃহীত্বা ত্বং গৃহং নয় ।  
গিরিকারৈ প্রযচ্ছাশু তন্ত্ৰাস্ত্রাৰ্ত্তবমদ্য বৈ ॥ ২৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা প্রদদৌ পৰ্ণং শ্চেনায় নৃপসত্তমঃ ।  
স গৃহীত্বোৎপপাতাশু গগনং গতিবিত্তমঃ ॥ ২৪ ॥  
গচ্ছন্তং গগনং শ্চেনং ধৃত্বা চক্ষুপুটে পুটম্ ।  
তমপশ্যদখায়ান্তং খগং শ্চেনস্তথাহপরঃ ॥ ২৫ ॥  
আমিষং স তু বিজ্জায় শীঘ্রমভ্যদ্রবৎ খগম্ ।  
তুণ্ডযুদ্ধমথাকাশে তাবুভৌ সমচক্রতুঃ ॥ ২৬ ॥  
যুধ্যাতোরপতদ্রেতস্তচ্চাপি যমুনাস্তসি ।  
খগৌ তৌ নির্গতৌ কামং পুটকে পতিতে তদা ॥ ২৭ ॥

শ্চেনমিত্যর্থঃ । অতএব তন্ত্ৰ ভাস্করানাত্তং প্রতু্যনাচেতি সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥ (মৎপ্রিয়ার্থমিতি ।  
হে সৌম্য শ্চেন ! ত্বং মদীয়প্রিয়ার্থং ইদং সহসা কল্পং বীৰ্য্যং গৃহীত্বা গৃহং নয় তথা গিরিকারৈ  
কোলাহলগিরিকন্যারৈ মম প্রিয়তমারৈ আশু প্রযচ্ছ আশুপ্রদানে কারণমাহ যতোহদৈব  
তন্ত্ৰা আৰ্ত্তবং ঋতুরক্ষোপযোগি চতুর্থদিনং গৰ্ভাধানকাল ইতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

ইতু্যক্ত্বাতি । পৰ্ণং বীৰ্য্যসমেতং পত্ৰম্ । উৎপপাত উজ্জগাম বোয়ি উত্তস্তাবিত্যর্থঃ । গতি-  
বিত্তমঃ আকাশগতিবেত্তৃণাং মধ্যে দক্ষঃ শ্চেন ইতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥ অবশ্যভবিতব্যতাং সূচয়-  
ন্বাহ গচ্ছন্তমিতি । পুটং পত্ৰপুটং অপরঃ শ্চেনঃ খগং আকাশগামিনং তমপশ্যাদিত্যর্থঃ ॥২৫॥  
আমিষমিতি । স তু অন্যঃ শ্চেনঃ সবীৰ্য্যং পৰ্ণপুটং দৃষ্ট্বা আমিষং মাংসপণ্ডাদিকং গৃহীত্বা শীঘ্রং  
বেগেনাভ্যদ্রবৎ আক্রমণায়ৈতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ যুধ্যাতোরিতি । পত্ৰপুটকে যমুনাজলে পতিতে  
সতি তৌ খগৌ যথেষ্টং নির্গতৌ ॥ ২৭ ॥)

করিয়া শীঘ্র আমার গৃহে গমন কর ॥ ২১—২২ ॥ হে প্রিয়দর্শন ! ইহা আমার প্রিয়ার জন্ত  
গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও অদ্য তাহার ঋতুকাল এজন্ত শীঘ্র প্রিয়া গিরিকাকে ইহা  
প্রদান কর ॥ ২৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপপ্রবর এই কথা বলিয়া শ্চেনকে বীৰ্য্যসমেত পত্ৰপুট প্রদান  
করিলেন । তদনন্তর আকাশগমনপটু সেই শ্চেন তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে  
উড়ীন হইল ॥ ২৪ ॥ পরে অপর একটি শ্চেনপক্ষী এই শ্চেনকে চক্ষুপুটে পত্ৰপুট ধারণ পূর্ব্বক  
আকাশে যাইতে দেখিতে পাইল ॥২৫॥ উক্ত শ্চেনপক্ষী পত্ৰপুটকে আমিষ খণ্ড বিবেচনা করিয়া  
তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল । অনন্তর, তাহার উভয়েই আকাশে তুণ্ডযুদ্ধ করিতে  
প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৬ ॥ তাহাদিগের যোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমন সময় সেই পত্ৰসমেত রেতঃ  
যমুনার জলে নিপতিত হইল । এইরূপে পত্ৰপুট পতিত হইলে উভয় শ্চেনই যথাভিলষিত  
স্থানে গমন করিল ॥ ২৭ ॥

এতস্মিন্ সময়ে কাচিদদ্রিকা নাম চাপ্সরা ।

ব্রাহ্মণং সমনুপ্রাপ্তা সন্ধ্যাবন্দনতৎপরম্ ॥ ২৮ ॥

কুব্ধন্তী জলকেলিং সা জলে মগ্না চচার সা ।

জগ্রাহ চরণং নারী দ্বিজস্য বরবর্ণিনী ॥ ২৯ ॥

প্রাণায়ামপরঃ সোহথ দৃষ্ট্বা তাং কামচারিণীম্ ।

শশাপ ভব মৎসী ত্বং ধ্যানবির্লকরী যতঃ ॥ ৩০ ॥

সা শপ্তা বিপ্রমুখ্যেন বভূব যমুনাচরী ।

শফরীরূপসম্পন্না হৃদ্রিকা চ বরাপ্সরা ॥ ৩১ ॥

শ্বেনচক্ষুপরিভ্রষ্টং তচ্ছ ক্রমথ বাসবম্ ।

জগ্রাহ তরসাহভ্যেত্য সাহৃদ্রিকা মৎশরূপিণী ॥ ৩২ ॥

অথ কালেন ক্রিয়তা মৎসীং তাং মৎশজীবনঃ ।

সংপ্রাপ্তে দশমে মাসি ববন্ধ তাং মনোরমাম্ ॥ ৩৩ ॥

উদরং বিদদারাম্ স তস্তা মৎশজীবনঃ ।

যুগ্মং বিনিঃসৃতং তস্মাদুদরান্মানুষাকৃতি ॥ ৩৪ ॥

বালঃ কুমারঃ স্তভগস্তথা কন্যা শুভাননা ।

দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমিদং সোহথ বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৩৫ ॥

এতস্মিন্বেব সময়ে তয়োর্ঘৃদ্ধসময়ে । অধোভূমৌ জাতং বৃত্তমাহ কাচিদ্রিত্তি । সমনুপ্রাপ্তা যমুনাতীরে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ চচার জলে ইত্যর্থাজ্জেষ্ম ॥ ২৯—৩১ ॥ তস্তাঃ শফরীরূপ-প্রাপ্তিসময়োহপ শ্বেনপাদপরিভ্রষ্টবীৰ্য্যপাতসময় এক এব জাতস্ততন্তবীৰ্য্যং সা জগ্রাহেত্যাহ শ্বেনেতি ॥ ৩২ ॥ দশমে মাসি গর্ভস্থেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ঋষিগণ ! বে সময় শ্বেনদ্বয় আকাশমার্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেই সময় অদ্রিকা নামে কোন অপ্সরা যমুনা তীরে সন্ধ্যাবন্দনা-তৎপর কোনও ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৮ ॥ পরে সেই বরবর্ণিনী জলমগ্ন হইয়া জলকেলি করিতে করিতে ব্রাহ্মণের চরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৯ ॥ অনন্তর, সেই প্রাণায়াম-পরায়ণ দ্বিজ তাহাকে কামচারিণী দেখিয়া, যেহেতু তুমি আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছ অতএব মৎশরূপিণী হও, ইহা বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥ তখন, সেই অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা অদ্রিকা ব্রাহ্মণপ্রবর কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া শফরী রূপ ধারণ করত যমুনাচারিণী হইল ॥ ৩১ ॥ অনন্তর, মৎশরূপিণী সেই অদ্রিকা উপরিচর বস্তুর বীৰ্য্য শ্বেনচক্ষু হইতে পরিভ্রষ্ট হইবামাত্র ক্রতবেগে আসিয়া ভক্ষণ করে ॥ ৩২ ॥ তাহার কিছুকাল পরে যখন শুক্রভক্ষণজনিত গর্ভের দশম মাস উপস্থিত হয়, সেই সময় কোন মৎশ-জীবী সেই চিত্তহারিণী মৎশরূপিণী অদ্রিকাকে বন্ধন করে ॥ ৩৩ ॥ মৎশজীবী যেমন অবিলম্বে

রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস পুত্রো দ্বৌ তু ঋষৌদ্ববৌ ।  
 রাজাহপি বিস্ময়াবিষ্ঠঃ স্মৃতং জগ্রাহ তং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥  
 স মৎস্যো নাম রাজাহসৌ ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
 বসুপুত্রো মহাতেজাঃ পিত্রা তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥  
 কালিকা বসুনা দত্তা তরসা জালজীবিনে ।  
 নান্না কালীতি বিখ্যাতা তথা মৎস্যোদরীতি চ ॥ ৩৮ ॥  
 মৎস্যগন্ধেতি নান্না বৈ গুণেন সমজায়ত ।  
 বিবর্দ্ধমানা দাশস্য গৃহে সা বাসবী শুভা ॥ ৩৯ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

অদ্রিকা মুনিনা শপ্তা মৎসী জাতা বরাঙ্গরা ।  
 বিদারিতা চ দাশেন মৃত্যু চ ভঙ্গিতা পুনঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞে তদেবশস্য রাজ্ঞে উপরিচরায় । যশ্চ বীর্যামস্তি তস্যৈ রাজ্ঞে ইতি ফলিতম্ । স্মৃতং  
 জগ্রাহেতি । স্ববীর্যজং পুত্রং স্বসমানাকারত্বেন জ্ঞাত্বা স্বয়ং জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥  
 কালিকেতি । বসুনোপরিচরেণ রাজ্ঞা কালিকা নাম্নী কন্তুকা তু যেনানীতা তস্যৈ জাল-  
 জীবিনে দত্তা । লব্ধনিধেবর্দ্ধভাগশ্চ রাজ্ঞোহধিকারাদবশিষ্টাঙ্কিশ্চ যেন লব্ধস্তত্ত্বাধিকারাৎ ॥ ৩৮ ॥  
 (মৎস্যগন্ধেতি । গুণেন মৎস্যগন্ধত্বেন অয়মর্থঃ আ পরাশরসঙ্গাদস্তা দেহাৎ মৎস্যশ্চেবামিষগন্ধো  
 নিরন্তরং নিঃসসার মৎস্যোদরজাতত্বাৎ । অতোহম্বর্থতয়া তন্মাত্রেবোদাহৃত্য পরাশরসঙ্গাৎ  
 প্রাগেবেতি ধ্যেয়ম্ । দাশশ্চ কৈবর্ত্তশ্চ ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং প্রসঙ্গত উপনীতস্তাপ্সরোবৃত্তান্তস্তাবশিষ্টং শ্রোতুকামা ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ স্মৃতমদ্রি-

সেই মৎস্যের উদর বিদীর্ণ করিল; অমনি তৎক্ষণাৎ সেই উদর হইতে দুইটি মনুষ্যাকৃতি  
 বিনির্গত হইল ॥ ৩৬ ॥ এই দুইটি মধ্যে একটি স্নকুমার বালক ও অপরটি চারুবদনা কন্তা ।  
 মৎস্যজীবী ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিত হইল ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর সেই মৎস্যজীবী তদেবাধিপতি রাজা উপরিচরের নিকট আসিয়া অপত্যদ্বয়কে  
 মৎস্যগর্ভ-সমুত বলিয়া জানাইল । রাজাও অতিশয় বিস্ময়াবিত হইয়া সেই হিতজনক পুত্রটিকে  
 গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অতিতেজস্বী সেই বসুপুত্রও পিতৃসদৃশ পরাক্রমশালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ  
 এবং ধর্মনিষ্ঠ হইয়া মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ উপরিচর বসু ঐ অপত্য যুগলের  
 মধ্যে কন্তাটিকে সেই মৎস্যজীবীকে প্রদান করিলেন । এই কন্তার নাম কালী • এবং সে  
 মৎস্যোদরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ ইহার গাত্রে মৎস্যগন্ধ থাকায় মৎস্যগন্ধা বলিয়া  
 অপর আর একটি নাম ছিল । এই শুভজননী বসুকন্তা এইরূপে ধীবরগৃহে বর্দ্ধিত হইতে  
 লাগিল ॥ ৩৯ ॥

ঋষিগণ স্মৃতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন । স্মৃত ! সেই অপরঃপ্রদানা অদ্রিকা  
 পূর্বে মুনিকর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া মৎসী হইল, তদনন্তর ধীবরকর্তৃক বিদারিতা ও ভঙ্গিতা



কিং বভূব পুনস্তস্যা অপ্সরায়া বদস্ব তৎ ।

শাপস্যাস্তুং কথং সূত ! কথং স্বর্গমবাপ সা ॥ ৪১ ॥

সূত উবাচ ।

শপ্তা যদা সা মুনিনা বিস্মিতা সম্ভূব হ ।

স্তুতিং চকার বিপ্রশ্চ দীনেব রুদতী তদা ॥ ৪২ ॥

দয়াবান্ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ তাং তদা রুদতীং স্থিয়ম্ ।

মা শোকং কুরু কল্যাণি ! শাপাস্তুং তে বদাম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥

মৎক্রোধশাপযোগেন মৎশ্রয়োনিং গতা শুভে ! ।

মানুষৌ জনয়িত্বা ত্বং শাপমোক্ষমবাপ্যসি ॥ ৪৪ ॥

ইতু্যক্তা তেন সা প্রাপ মৎশ্রদেহং নদীজলে ।

বালকৌ জনয়িত্বা সা মৃত্যু মুক্তা চ শাপতঃ ॥ ৪৫ ॥

সন্ত্যজ্য রূপং মৎশ্রস্য দিব্যরূপমবাপ্য চ ।

জগামামরমার্গঞ্চ শাপান্তে বরবর্ণিনী ॥ ৪৬ ॥

কেতি ॥ ৪০ ॥ কিমিতি । হে সূত ! তস্যা অপ্সরঃপ্রধানায়াঃ কিং বভূব চরমফলং কিং জাতমিত্যর্থঃ । কথং কেন প্রকারেণ তাদৃশশ্চ শাপশ্চ অস্তুং জাতং কথং বা সা পুনঃ স্বর্গং প্রাপোতি পৃষ্টঃ সূতো মুনিভিঃ ॥ ৪১ ॥

শপ্তেতি । যদা সা অদ্রিকা মুনিনা শপ্তা তদা প্রথমতো বিস্মিতা সম্ভূব ততো দীনা ইব কাতরীভূতা রোদনং কুরুতী তশ্চ বিপ্রশ্চ স্তুতিং চকার ॥ ৪২ ॥ দয়াবানিতি । রুদতীং তাম্প্রতি দয়াবান্ সন্ মুনিঃ প্রাহ হে কল্যাণি ! তে তব শাপশ্চাস্তুং অহং বদামি অতঃ শোকং মা কুর্কিত্যাশ্চ মুনিস্তাং সান্ত্বয়াম্যসেতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ইদানীং শাপান্তকালং নির্দেশয়াম্যহম্ । মৎক্রোধেতি । হে শুভে কল্যাণি ! ॥ ৪৪ ॥ ইতু্যক্তেতি । সা তেন মুনিনেতু্যক্তা সতী নদীজলে মৎশ্রদেহং প্রাপ অপ্সরোরূপং বিহায়েতি শেষঃ । ততো বালকৌ জনয়িত্বা দাশেন বিদারিতা মৃত্যু চ শাপতো মুক্তেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ সন্ত্যজ্যেতি । শাপান্তে মৎশ্রাস্তরূপং

হইল ॥ ৪০ ॥ ভাল, তাহার পর সেই অপ্সরার কি হইল ? কি করিয়াই বা শাপের অন্ত হইল ? এবং কি রূপেই বা পুনর্বার স্বর্গলাভ করিল ॥ ৪১ ॥

ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন । সেই অপ্সরা মুনিকর্তৃক অভিশপ্তা হইবাগাত্র প্রথমত অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল, পরে দীনের ভায়ে ক্রন্দন করত বিপ্রের স্তব করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ তখন, সেই বিপ্রবর তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দয়ার্জচিত্ত হইয়া বলিলেন । হে কল্যাণি ! শোক করিও না আমি তোমার শাপান্ত বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৩ ॥ কল্যাণি ! তুমি আমার ক্রোধজাত শাপ জন্ত মৎশ্রয়োনি প্রাপ্ত হইয়া পরে দুইটী মনুষ্যসন্তান প্রসব করত শাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৪৪ ॥ দ্বিজবর এইরূপ বলিলে, সেই অদ্রিকা যমুনাগর্ভে মৎশ্রদেহ লাভ করিল । পরে ঐ দুই বালক প্রসব

এবং জাতা বরা পুত্রী মৎস্যগন্ধা বরাননা ।

পুত্রী চ পাল্যমানা সা দাশগেহে ব্যবর্দ্ধত ॥ ৪৭ ॥

মৎস্যগন্ধা তদা জাতা কিশোরী চাতিসুপ্রভা ।

তস্য কার্য্যাণি কুর্বাণা বাসবী চাতিসুপ্রভা ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সন্ত্যজ্য দিব্যং পূৰ্ব্বরূপং প্রাপ্য সা বরবর্ণিনী অমরমার্গং আকাশপথমাশ্রিতা নোমপথেন  
দেবলোকং জগামেতি ভাবঃ ॥৪৬॥ ইতি সতবত্যা মৎস্যগন্ধেত্যম্বর্থনাম্না সচোৎপত্তিকথায়ুপ-  
সংহৃত্য দাশেন পাল্যমানায়াঃ তন্তাঃ ক্রমেণ কৈশোরাদিকং বর্ণয়ন্নধায়ং সমাপয়ং ॥৪৭—৪৮॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে  
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়া মৃত এবং শাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ সেই বরবর্ণিনী অত্রিকা শাপান্তে মৎস্যরূপ  
পরিভ্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করত দেবমার্গে গমন করে ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! এইরূপে  
সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী বরাননা কন্যা মৎস্যগন্ধা জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সেই ধীবরগৃহে  
প্রতিপালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা হইলেন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে অতিসুন্দরী সেই বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা  
কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধীবরের কার্য্য সকল করত সেই স্থানেই বাস করিতে  
লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

সূত উবাচ ।

একদা তীর্থযাত্রায়াং ব্রজন্ পরাশরো মুনিঃ ।  
আজগাম মহাতেজাঃ কালিন্দ্যাস্তটমুভমম্ ॥ ১ ॥  
নিষাদমাহ ধৰ্ম্মাত্মা কুৰ্ব্বন্তুং ভোজনং তদা ।  
প্রাপয়স্ব পরং পারং কালিন্দ্যা উড়ুপেন মাম্ ॥ ২ ॥  
দাশঃ শ্রদ্ধা মুনেৰ্বাক্যং কুৰ্ব্বাণো ভোজনং তটে ।  
উবাচ তাং সূতাং বালাং মৎস্যগন্ধাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥  
উড়ুপেন মুনিং বালে ! পরং পারং নয়স্ব হ ।  
গন্তকামোহস্তি ধৰ্ম্মাত্মা তাপসোহয়ং শুচিস্মিতে ! ॥ ৪ ॥  
ইতুক্তা সা তদা পিত্রা মৎস্যগন্ধাহথ বাসবী ।  
উড়ুপে মুনিমাসীনং সংবাহয়তি ভামিনী ॥ ৫ ॥  
ব্রজন্ সূর্যাস্তাতোয়ে ভাবিত্বদৈবযোগতঃ ।  
কামার্তস্ত মুনির্জাতো দৃষ্ট্বা তাং চারুলোচনাম্ ॥ ৬ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈকপঞ্চাশচ্ছোকৈরথ পরাশরাৎ ।

দাশকন্যোদরে জন্মং বেদব্যাসস্ত কথ্যতে ॥

এবং ব্যাসমাতৃজ্ঞানোক্ত্বা পরাশরপ্রসঙ্গমাহ একদেতি ॥১—২॥ দাশো নিষাদঃ । মৎস্যগন্ধা-  
মিতি । উপমানাচ্ছেতীহাভাবশ্চান্দসঃ ॥৩—৪॥ বাসবী বসুরাজস্ত স্ত্যপত্যং বাসবী ॥ ৫—৬ ॥

সূত কহিলেন, একদা অতিতেজস্বী পরাশর মুনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে  
করিতে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ ধৰ্ম্মাত্মা মুনিবর তৎকালে ভোজনে  
নিরত ধীবরের নিকট যাইয়া বলিলেন । ধীবর ! তোমার নৌকাদ্বারা আমাকে যমু-  
নার পরপারে লইয়া যাও ॥ ২ ॥ যমুনাতীরে ভোজনাসক্ত ধীবর মুনিবাক্য শ্রবণে সেই  
মনোরমা বালিকা মৎস্যগন্ধা কণ্ঠকে বলিল ॥ ৩ ॥ হে শুচিস্মিতে পুত্রি ! এই ধৰ্ম্মাত্মা  
মুনিবর পরপারে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব তুমি ইহাকে নৌকা করিয়া পর-  
পারে লইয়া যাও ॥ ৪ ॥ অনন্তর, সেই বসুকণ্ঠা মৎস্যগন্ধা পালকপিতা ধীবরের  
আদেশ পাইয়া নৌকারূঢ় মুনি পরাশরকে লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥ অনন্তর,  
যমুনামধ্যে যাইতে যাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া



এহীতুকামঃ স মুনির্দৃষ্ট। ব্যঞ্জিতযৌবনাম্ ।

দক্ষিণেন করৈর্গৈনামস্পৃশদক্ষিণে করে ॥ ৭ ॥

তমুবাচাসিতাপাঙ্গী স্মিতপূর্ষমিদং বচঃ ।০

কুলস্য সদৃশং বঃ কিং ক্রতস্য তপসশ্চ কিম্ ॥ ৮ ॥

ত্বং বৈ বশিষ্ঠদায়াদঃ কুলশীলসমম্বিতঃ ।

কিঞ্চিকীর্ষসি ধর্মজ্ঞ ! মন্যথেন প্রপীড়িতঃ ॥ ৯ ॥

দুর্লভং মানুষং জন্ম ভুবি ব্রাহ্মণসত্তম ! ।

তত্রাপি দুর্লভং মন্যে ব্রাহ্মণত্বং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

কুলেন শীলেন তথা ক্রতেন

দ্বিজোত্তমত্বং কিল ধর্মবিচ্ছ ।

অনার্য্যভাবং কথমাগতোহসি

বিপ্রেন্দ্র ! মাং বীক্ষ্য চ মীনগন্ধাম্ ॥ ১১ ॥

এহীতুকামো ভোক্তুকামঃ ॥ ৭ ॥ স্মিতপূর্ষমিতি । অনেন সাপ্যন্তঃকামাতুরাসীদिति বোধিতম্ । জীজাতিত্বাত্তু শৃঙ্গারবর্জনার্থমুপহাসং करोति কুলস্ত সদৃশমিতি । বঃ ঋষীণাং কুলস্ত ক্রতস্তাধীতস্ত তপসশ্চ কিমিদং সদৃশং ভবতি যোগ্যং ভবতি যুগ্মকং কিং নীচপরজীগমনাদিকং ধর্মোহস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥ ( তস্ত মহৎকুলজাতত্বমুখ্যোপহাস-  
চ্ছলেন গৌরবং বর্জনস্তীবাহ ত্বং বৈ বশিষ্ঠেতি ॥ ৯ ॥ ইহ খলু ব্রাহ্মণত্বস্তাতিব সুদুর্লভত্বং প্রদর্শয়িতুকামাহ দুর্লভমিতি ॥ ১০ ॥ কুলেনেতি । হে দ্বিজ ! নিজবংশেন বিনয়েন বেদাদি-  
শাস্ত্রজ্ঞানেন । ত্বং দ্বিজেষুপি শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্তঃ স্বরমপি ধর্মজ্ঞোহসি তথাপি মীনগন্ধাং  
মৎস্তবৎ আমিষগন্ধাং মাং বীক্ষ্য কথমনার্য্যভাবমাগতোহসীত্যহয়ঃ ॥ ১১ ॥ চিত্তবৈকল্যে-

দৈব ঘটনাবশতই কামার্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬ ॥ মুনিবর তাহার যৌবনের অকুর দর্শনে  
উপভোগে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন ॥ ৭ ॥  
পরে, সেই অসিতাপাঙ্গী মৎস্তগন্ধা পরাশরকে বলিলেন, ঋষিবর ! (আপনি যে কার্য্য  
করিতে উদ্যত হইয়াছেন) ইহা কি আপনার কুলের অথবা অধীত বেদাদির কিংবা তপস্তার  
উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে ? ॥ ৮ ॥ আপনি কুলশীলসমম্বিত বিশেষত বশিষ্ঠকুলে জন্ম পরি-  
গ্রহ করিয়াছেন ; অতএব, হে ধর্মজ্ঞ ! এক্ষণে কামার্ত হইয়া একি কার্য্য করিতে ইচ্ছা  
করিতেছেন ? ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি বিবেচনা করি এই জগতে প্রথমত মানব জন্মই  
দুর্লভ, আবার সেই মানবমধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অতিশয় সুদুর্লভ ॥ ১০ ॥ দ্বিজোত্তম !  
আপনি কুলীন, সচ্চরিত্র, বেদবেদান্তাদি-বিশারদ এবং ধর্মতত্ত্ববেত্তা ; অতএব হে বিপ্রবর !  
কি জন্ত আমার এই শরীরকে মৎস্তগন্ধে পরিপূর্ণ অবলোকন করিয়াও এরূপ অনার্য্যভাব

মদীয়ে শরীরে দ্বিজামোঘবুদ্ধে !

শুভং কিং সমালোক্য পাণিং গ্রহীতুম্ ।

সমীপং সমায়াসি কামাতুরস্ত্বং

কথং নাভিজানাসি ধর্মং স্বকীয়ম্ ॥ ১২ ॥

অহো মন্দবুদ্ধির্দ্বিজোহয়ং গ্রহীষ্যান্

জলে মগ্ন এবাদ্য মাং বৈ গৃহীত্বা ।

মনো ব্যাকুলং পঞ্চবাণাতিবিদ্ধং

ন কোহপীহ শত্রুঃ প্রতীপং হি কর্তৃম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি সন্ধিস্ত্য সা বাল। তমুবাচ মহামুনিম্ ।

ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ ! পরং পারং নয়ামি বৈ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ ।

পরশরস্ত তচ্ছ্রুত্বা বচনং হিতপূর্ব্বকম্ ।

করং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সিন্ধোঃ পারং গতঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥

কারণং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি মদীয়ে শরীরে ইতি ॥১২॥) ইখং মন্দহাসপূর্ব্বকনিষেধনাতিকামা-  
তুরং বীক্ষ্য মনসি বিচারয়ামাসেত্যাহ অহো ইতি । অয়ং দ্বিজো মাং গ্রহীষ্যান্ মন্দবুদ্ধি-  
শুকবুদ্ধির্জাতঃ প্রথমং কামেন তদুত্তরং মাং হস্তে ইতি শেষঃ । হস্তে গৃহীত্বা জলে শৃঙ্গাররসে  
মগ্ন এবাস্ত মনো যতঃ পঞ্চবাণেন কামেনাতিবিদ্ধং ততো ব্যাকুলং জাতমগ্নিন্ সময়ে । অস্ত  
প্রতীপং বিরুদ্ধং কর্তৃং ন কোহপি সমর্থঃ শাপভয়াদিতি বিচারয়ামাস । ( জলে যমুনাঞ্জে  
ইতি বা । বলাৎ গ্রহণেন অসংযত্যাং নোকায়াং জলমগ্নসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ )  
বিচার্য্য কিং কৃতবতী তদাহ ইতি সন্ধিস্ত্যতি । পরম্পারং নয়ামীতি । তত্র গত্বা যদিচ্ছসি  
তৎকুর্ষিতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাপ্ত হইতেছেন ॥১১॥ হে দ্বিজ ! আপনার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু  
আমার শরীরে এমন কি শুভচিহ্ন দেখিয়াছেন, যাহাতে পাণিগ্রহণ করিবার জন্ত নিকটে  
আসিতেছেন । আপনি কি এক্ষণে এত কামাতুর হইয়াছেন যে আপনার নিজধর্ম্ম স্বরণ  
করিতেছেন না ? ॥ ১২ ॥ ( এই কথা বলিয়া মৎস্তগন্ধা মুনির ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে  
ভাবিতে লাগিলেন । ) কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করিবার  
লালসায় বুদ্ধিব্রষ্ট হইয়াছে ; অদ্য আমাকে উপভোগ করিতে গিয়া ইনি নিশ্চয়ই নোকা-  
সমেত যমুনাঞ্জে নিমগ্ন হইবেন ; কেননা, ইহার চিত্ত কামবাণে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ব্যাকুল  
হইয়াছে । 'বোধ হয় এক্ষণে ইহার প্রতীকুল আচরণে কেহই সমর্থ হইবে না ॥ ১৩ ॥ মৎস্ত-  
গন্ধা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহামুনি পরশরকে বলিলেন, মহাভাগ ! ধৈর্য্য অবলম্বন  
করুন অগ্রে পরপারে লইয়া যাই ( পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন ) ॥ ১৪ ॥

মৎস্যগন্ধাং প্রজগ্রাহ মুনিঃ কামাতুরস্তদা ।

বেপমানা তু সা কন্যা তমুবাচ পুরঃস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥

দুর্গন্ধাহং মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! কথং ত্বং নোপশঙ্কসে ।

সমানরূপয়োঃ কামসংযোগস্ত স্খ্যাবহঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যাভ্যুতেন তু সা কন্যা ক্ষণমাত্রেন ভামিনী ।

কৃত্য যোজনগন্ধা তু সুরূপা চ বরাননা ॥ ১৮ ॥

মৃগনাভিসুগন্ধাং তাং কৃত্বা কান্তাং মনোহরাম্ ।

জগ্রাহ দক্ষিণে পার্শ্বে মুনির্ম্মমথপীড়িতঃ ॥ ১৯ ॥

গ্রহীতুকামং তং প্রাহ নান্না সত্যবতী শুভা ।

মুনে ! পশ্যতি লোকোহয়ং পিতা চৈব তটস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

পশুধর্ম্মো ন মে প্রীতিং জনয়ত্যতিদারুণঃ ।

প্রতীক্ষস্ব মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! যাবদুভবতি যামিনী ॥ ২১ ॥

সিক্কোৰ্দ্ধন্যঃ ॥ ১৫ ॥ বেপমানেতি । কামাতুরোহপি মুনির্গম দৌর্গন্ধ্যমুভূয় মধ্যো এব মাং ত্যক্ত্যতীতি ভীত্যা বেপমানা স্বদোষং স্বমুখেন বর্ণয়তি । তস্মৈ মুনেঃ প্রিয়ত্বেন স্ত্রীকার্থম্ । স্ত্রীণাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ১৬ ॥ কিমুবাচ তদাহ দুর্গন্ধাহংমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥ মৃগনাভিশব্দেন কন্তুরী ॥ ১৯—২০ ॥ পশুধর্ম্মো মৈথুনধর্ম্মঃ । ইদং বাক্যং মুনেঃ কামো-

ঋষিগণ ! পরাশর সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই তরুণী-মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । কিন্তু, পরপারে উপনীত হইয়াই অতিশয় কামাতুর ভাবে মৎস্যগন্ধাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন । অনন্তর, মৎস্যগন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখস্থিত সেই মুনিবরকে বলিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ মুনিপ্রবর ! আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ইহা কি আপনি জানিতে পারিতেছেন না ? দেখুন, কাম-সংমিলন সমান রূপেতেই অতিশয় সুখকর হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

মৎস্যগন্ধা কষ্টভাবে এইরূপ বলিলে পর, মুনিবর ক্ষণমাত্রেই তাঁহাকে চারুবদনা সর্কাক-সুন্দরী এবং যোজনগন্ধা করিলেন ॥ ১৮ ॥ পরাশর সেই সুকুমারী মৎস্যগন্ধাকে মৃগনাভিবৎ সুগন্ধযুক্তা এবং মনোহারিণী করিয়া কামার্ভভাবে দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ তখন, সেই কল্যাণী সত্যবতী মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া বলিলেন, মুনে ! এক্ষণে দিবা-ভাগ, অতএব সমস্ত লোক বিশেষত তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন ; ইহা পশুবৎ অতি জঘন্য কর্ম্ম ইহাতে আমার প্রীতি হইবে না । অতএব, হে মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! যতক্ষণ রাত্রি না হয় ততক্ষণ প্রতীক্ষা করুন ॥ ২০—২১ ॥ দেখুন, মনুষ্যের স্ত্রীসঙ্গ রাত্রিতেই নির্দিষ্ট হইয়াছে-



রাত্রৌ ব্যবায় উদ্দিশ্টৌ দিবা ন মনুজস্য হি ।  
 দিবা সঙ্গ্রে মহান্ দোষঃ পশ্যন্তি কিল মানবাঃ ।  
 কামঃ যচ্ছ মহাবুদ্ধে ! লোকনিন্দা দুরাসদা ॥ ২২ ॥  
 তচ্ছ ত্বা বচনং তস্যা যুক্তযুক্তমুদারধীঃ ।  
 নীহারং কল্পয়ামাস শীঘ্রং পুণ্যবলেন বৈ ॥ ২৩ ॥  
 নীহারে চ সমুৎপন্নে তটেহতিতমসা যুতে ।  
 কামিনী তং মুনিং প্রাহ যদুপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২৪ ॥  
 কণ্ঠাহং দ্বিজশার্দূল ! ভুক্ত্বা গন্তাহসি কামতঃ ।  
 অমোঘবীর্যস্ত্বং ব্রহ্মন্ ! কা গতির্মে ভবেদिति ॥ ২৫ ॥  
 পিতরং কিং ব্রবীম্যদ্য সগৰ্ভা চেদুবাম্যহম্ ।  
 ত্বং গমিম্যসি ভুক্ত্বা মাং কিং করোমি বদস্ব তৎ ॥ ২৬ ॥

দীপনার্থম্ । কিঞ্চাধুনা কালোহপি নাস্তীত্যাহ প্রতীক্বেতি ॥ ২১ ॥ মহান্ দোষ ইতি ।  
 প্রাণং বা এতে প্রকল্পন্তি যে দিবারত্যা সংযুজ্যন্ত ইতি প্রলোপনিষচ্ছতের্দিবাসঙ্গ্রে  
 মহান্ দোষঃ । কিঞ্চ মানবা অপি পশ্যন্তীতি লোকনিন্দা চাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নীহারং ভাষায়াং ধুগার ইতি প্রসিদ্ধম্ । ঐতর্য্যাক্তদোষস্ত তপোবলেন শময়িষ্যামীতি  
 মূনেরভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥ (কামিনীতি । কামিনী স্বীয়রূপভাবভঙ্গ্যাদিভিঃ পুরুষমোহকারিণী-  
 ত্যর্থঃ । যদুপূৰ্ব্বং মদুবাক্যমাপ্রিত্য বিনয়গৰ্ভাব্যক্তস্বরেণেতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ অমোঘেতি  
 অমোঘবীর্য্যঃ অব্যর্থরেতাঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

দিবাতে নয় । বরং দিবাসঙ্গ্রে গুরুতর দোষ এবং মনুষ্য সকলে দেখিলে নিন্দা হইবার  
 সম্ভাবনা । হে মহামতে ! লোকনিন্দা অতিশয় গুরুতর, অতএব অনুগ্রহপূৰ্ব্বক আমার  
 এই অভিলাষ পূরণ করুন ॥ ২২ ॥

ঋষিগণ ! তখন সেই উদারমতি পরাশর সত্যবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহা যুক্তি-  
 সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দিক্ কুজ্ঝটিকাময় করিয়া  
 ফেলিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই কুজ্ঝটিকা সমুৎপন্ন হইলে পর যমুনাকুল অতিশয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন  
 হইল । অনন্তর, সেই কমনীয়া মৎস্যগণেরা পরাশরকে অতি যত্নস্বরে বলিলেন ॥ ২৪ ॥ হে দ্বিজ-  
 বর ! আমি এক্ষণে কত্কা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন ।  
 কিন্তু, আপনার বীর্য্য অমোঘ ( নিশ্চয়ই আমাকে গর্ভবতী হইতে হইবে । ) অতএব হে  
 ব্রহ্মন্ ! তাহা পর আমার কি গতি হইবে ? ॥ ২৫ ॥ দ্বিজবর ! যদি আজ আমি গর্ভবতী  
 হই তাহা হইলে পিতাকে কি বলিব । ফলকথা এই আপনি আমাকে উপভোগ করিয়া  
 চলিয়া যাইবেন, পরে আমি কি করিব তাহার উপায় বলুন ? ॥ ২৬ ॥

পরাশর উবাচ ।

কাস্তেহদ্য মৎপ্রিয়ং কৃত্বা কণ্ঠেব ত্বং ভবিষ্যসি ।  
বৃগীষ চ বরং ভীৰু ! যন্তুমিচ্ছসি ভামিনি ! ॥ ২৭ ॥

সত্যবতু্যবাচ ।

যথা মে পিতরৌ লোকে ন জানীতো হি মানদ ! ।  
কণ্ঠাত্ৰতং ন মে হন্যাত্তথা কুরু দ্বিজোত্তম ! ॥ ২৮ ॥  
পুত্রশ্চ ত্বৎসমঃ কামঃ ভবেদদ্ভুতবীৰ্য্যবান্ ।  
গন্ধোহয়ং সৰ্ব্বদা মে স্যাদুযৌবনঞ্চ নবং নবম্ ॥ ২৯ ॥

পরাশর উবাচ ।

শৃণু স্তুন্দরি ! পুত্রস্তে বিষ্ণুংশসম্ভবঃ শুচিঃ ।  
ভবিষ্যতি চ বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে বরবর্ণিনি ! ॥ ৩০ ॥  
কেনচিৎ কারণেনাহং জাতঃ কামাতুরস্বয়ি ।  
কদাপি চ ন সংমোহো ভূতপূৰ্ব্বো বরাননে ! ॥ ৩১ ॥

কাস্তেতি । হে কাস্তে ! কমনীয়ে ! ত্বং ময়া ভূক্তাপি পুনঃ কণ্ঠাভাবমবাপ্যসীতি তাৎ-  
পর্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ যথেতি । হে মানদ ! যথা মে মম মাতা পিতা চ ন জানীতঃ জাতুং ন  
শক্নুতস্তথা লোকে লোকমধ্যে অণ্ডেহপি ন জানন্তি তথা কুর্কিত্যময়ঃ কণ্ঠাত্ৰতং কণ্ঠাধর্মঃ  
অক্ষতযোনিহ্মমিতি যাবৎ ॥ ২৮ ॥ ইদানীং মুনিসঙ্গতো গর্তনিশ্চয়ে পিতৃসমগুণবীৰ্য্যাদিসম্পন্নং  
পুত্রমপি কাময়মানাহ পুত্রশ্চেতি ॥ ২৯ ॥

জনিষ্যমাণপুত্রশ্চ মহিমানং সূচয়রাহ শৃণুতি । হে স্তুন্দরি ! তে তব পুত্রঃ বিষ্ণোরংশাৎ  
সম্ভবিষ্যতি অতঃ শুচিঃ নিত্যপবিত্রাত্মা ত্রিলোকমধ্যে বেদাদিবিভাগাৎ বিখ্যাতঃ বিপ্রতশ্চ

পরাশর দাশকণ্ঠার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, কাস্তে ! অদ্য আমার প্রিয়-  
কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনর্বার তুমি কণ্ঠাই হইবে । হে ভামিনি ! ইহাতেও যদি তোমার  
ভয় হয় তবে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ? ॥ ২৭ ॥

সত্যবতী কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি ত কখনও কাহার অপমান করেন না  
বরং মান প্রদানই করিয়া থাকেন ; অতএব, বাহাতে আমার পিতা মাতা বা অপর কেহ  
এবিষয়ের কিছুই না জানিতে পারেন এবং বাহাতে আমার কণ্ঠাত্ৰত নষ্ট না হয় তাহাই  
করুন ॥ ২৮ ॥ দ্বিজবর ! আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান গুণসম্পন্ন এবং  
অদ্ভুত তেজস্বী হয়, ভবৎপ্রদত্ত এই স্নগন্ধ যেন সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে এবং আমার  
যৌবন যেন সর্বদা নব নব রূপে বিরাজ করে ॥ ২৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া পরাশর বলিলেন, স্তুন্দরি ! শ্রবণ কর ? তোমার পুত্র বিষ্ণুর  
অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩০ ॥ হে বরাননে ! তুমি নিশ্চয়

দৃষ্ট্বা চাপ্সরসাং রূপং সদাহং ধৈর্য্যমাবহম্ ।  
 দৈবযোগেন বীক্ষ্য ত্বাং কামস্য বশগোহভবম্ ॥ ৩২ ॥  
 তৎ কিঞ্চিৎ কারণং বিদ্ধি দৈবং হি ছুরতিক্রমম্ ।  
 দৃষ্ট্বাহং চাতিদুর্গন্ধাং কথং মোহমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥  
 পুরাণকর্তা পুত্রস্তে ভবিষ্যতি বরাননে ! ।  
 বেদবিভাগকর্তা চ খ্যাতশ্চ ভুবনত্রেয়ে ॥ ৩৪ ॥  
 সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তাং বশং যাতাং ভুক্ত্বা স মুনিসত্তমঃ ।  
 জগাম তরসা স্নাত্বা কালিন্দীসলিলে মুনিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সাহপি সত্যবতী জাতা সদ্যো গর্ভবতী সতী ।  
 স্মৃবে যমুনাঙ্গীপে পুত্রং কামমিবাপরম্ ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতীত্যশ্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইদানীং স্বমোহে কারণং নির্দিশম্যাহ কেনচিদিতি ॥ ৩১ ॥ পুরা অহং  
 অপ্সরসাং স্বর্বেশানাং রূপং দৃষ্ট্বাপি সর্বদা ধৈর্য্যং আবহং কিমু তত্র গান্ধবীরূপাং ত্বাং দৃষ্টেতি  
 কৈমূতিকন্যায়েনাস্বক্লিতেজস্রিতাং সমর্থয়তীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ ইদানীং নিজকামাসক্তৌ দৈব-  
 কারণত্বং স্বচয়ম্যাহ । তৎ কিঞ্চিদিতি । হি যস্মাৎ দৈবং ছুরতিক্রমং ইহ জগত্যাং কেনাপি  
 কথমপি ন দৈবমতিক্রমিতুং শক্যতে অতো মম কামার্ত্ততায়াং ন কোহপি দোষসংশয় ইতি  
 বিজানীহি দৃষ্ট্বাহমিতি । অন্যথা অতিদুর্গন্ধাং ত্বাং দৃষ্ট্বা কথং অহং মোহমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ইদানীং প্রকৃতমহুস্মারয়ম্যাহ পুত্রস্তে ভবিষ্যতীতি । পুরাণকর্তা পঞ্চলক্ষণসম্পন্নপুরাবৃত্তগ্রন্থ-  
 প্রণেতা ভাগকর্তা বেদবিভাগকর্তা ॥ ৩৪ ॥

ইত্যুক্তেতি । স মুনিঃ পরাশরঃ ইত্যুক্ত্বা তাং বশস্তাং সত্যবতীং ভুক্ত্বা উপভোগং  
 কৃত্বা যমুনাঙ্গীপে স্নানং বিধায় তরসা বেগেন অবিলম্বেনেত্যর্থঃ জগামেত্যশ্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সাপীতি । সাপি সত্যবতী সদ্যস্তৎকণাৎ পরাশরগমনানন্তরমেব । গর্ভবতী জাতা সতী তত্রৈব

জানিও কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইয়াছি । নতুবা ইতিপূর্বে  
 কখনই তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই ॥ ৩১ ॥ পূর্বে আমি সর্বদা কত অপ্সরাদিগের  
 রূপ দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই দৈবযোগ-  
 বশত কামের বশীভূত হইয়াছি ॥ ৩২ ॥ অতএব এ বিষয়ে কিছু নিগূঢ় কারণ আছে জানিও,  
 আর দেখ, দৈবকে অতিক্রম করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই ; নতুবা তোমাকে এরূপ দুর্গন্ধ-  
 ময় দেখিয়াও কি জন্ত মোহপ্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩৩ ॥ হে চাক্ষুধি ! তোমার পুত্র পুরাণকর্তা  
 বেদজ্ঞ এবং বেদের বিভাগকর্তা হইয়া এই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৪ ॥

সূত কহিধেন, ঋষিগণ ! সেই ঋষিবর পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া  
 উপভোগান্তে যমুনাঙ্গীপে স্নান করিয়া তৎকণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । তখন সেই সতী  
 সত্যবতীও সেই মুহূর্ত্তে গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন এবং সেই যমুনাঙ্গীপে দ্বিতীয় কন্দর্প সদৃশ



জাতমাত্রস্ত তেজস্বী তামুবাচ স্বমাতরম্ ।

তপস্যেব মনঃ কৃৎস্না বিবিশে চাতিবীৰ্য্যবান্ ॥ ৩৭ ॥

গচ্ছ মাতর্যথা কামং গচ্ছাম্যহমতঃ পরম্ ।

তপঃ কৰ্ত্তুং মহাভাগে ! দর্শয়িষ্যামি বৈ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

মাতর্যদা ভবেৎ কার্য্যং তব কিঞ্চিদনুভমম্ ।

স্মর্তব্যোহহং তদা শীঘ্রমাগমিষ্যামি তেহস্তিকম্ ॥ ৩৯ ॥

স্বস্তি তেহস্ত গমিষ্যামি ত্যক্ত্বা চিন্তাং স্মৃথং বস ।

ইতু্যক্ত্বা নির্য্যৌ ব্যাসঃ সাহপি পিতৃস্তিকং গত। ॥ ৪০ ॥

দ্বীপে শ্রুতস্তয়া বালস্তস্মাদ্ভৈপায়নোহভবৎ ।

জাতমাত্রো জগামাশু বুদ্ধিং বিষ্ণুংশযোগতঃ ॥ ৪১ ॥

তীর্থে তীর্থে কৃতস্নানশ্চচার তপ উত্তমম্ ।

এবং দ্বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাৎ ॥ ৪২ ॥

যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয়কল্পপর্ব্বমিব পুত্রং স্রুবে প্রসূতবতী ॥ ৩৬ ॥ জাতমাত্র ইতি । পুত্রস্ত জাতমাত্রস্তেজস্বান্ তপস্তেব ভগবদারাধনেএব নত্বশ্রমিণ্ বিষয়ভোগাদৌ ইতি ভাবঃ । মনঃ কৃৎস্না স্বমাতরং উবাচ । বিবিশে তপস্তেব আবিষ্টঃ । আবেশে কারণমাহ বীৰ্য্যবান্ জন্মান্তরীয়তপোভিরত্যস্তপ্রভাববান্ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩৭ ॥ ) দর্শয়িষ্যামি বৈ স্মৃত ইতি । অহং ত্বয়া স্মৃতো নিজং রূপং দর্শয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ (স্মর্তব্য ইতি । ত্বয়া কার্য্যকালেহহং স্মর্তব্যঃ স্মরণমাত্রোহহং আগমিষ্যামি ॥ ৩৯ ॥ স্বস্তীতি । তে তুভ্যং স্বস্ত্যস্ত স্বস্তিশব্দযোগেন চতুর্থীতি বোধ্যম্ । স্বং স্বামিপুত্রাদিবিষয়িণীং চিন্তাং ত্যক্ত্বা স্মৃথং বস স্মৃথেন কালং যাপয়েতি ভাবঃ । অহং পরমেশ্বরাদিনার্থং তপোবনং গমিষ্যামি । ব্যাসঃ ইতু্যক্ত্বা নির্জ-গাম সাপি সত্যবতী পিতৃর্দাশরাজশ্চ সমীপং গত। ॥ ৪০ ॥ যতস্তয়া সত্যবত্যা স বালঃ ব্যাসঃ যমুনাদ্বীপে শ্রুতঃ প্রসূতঃ তস্মাৎ দ্বৈপায়নঃ অভবৎ দ্বৈপায়ন ইতি নাম্না উদাহৃত ইতি যাবৎ । জাতমাত্রঃ সন্ কথং বুদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি চেৎ তত্র কারণমাহ বিষ্ণুঃশ-

একটী পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ অমিতপরাক্রমশালী অতিতেজস্বী সেই পুত্র জাত মাত্রই তপস্তায় মনোনিবেশ করিয়া নিজ মাতা সত্যবতীকে বলিলেন ॥ ৩৭ ॥ মাতঃ ! আপনি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন । সম্প্রতি আমি তপস্তায় গমন করিব । হে মহাভাগে ! স্মরণ মাত্রই আপনাকে দর্শন দিব ॥ ৩৮ ॥ জননি ! যখন আপনার কোনও বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন, তাহা হইলেই আমি অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইব । এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক আমি তপস্তায় চলিলাম ; আপনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া স্মৃথে বাস করুন । ব্যাস এই কথা বলিয়া তপস্তায় নির্গত হইলেন । সত্যবতীও পিতৃ নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ ঋষিগণ ! এই সত্যবতীপুত্র যমুনাদ্বীপে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হয়েন এবং বিষ্ণুর অংশপ্রযুক্ত জাতমাত্রই তৎকৃণাৎ বুদ্ধিলাভ করেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, দ্বৈপায়ন নানা তীর্থে স্নানাদি করিয়া উগ্রতর তপস্থাচরণে প্রবৃত্ত

চকার বেদশাখাশ্চ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা কলেযুগম্ ।

বেদবিস্তারকরণাদ্যাসনামাহভবন্ মুনিঃ ॥ ৪৩ ॥

পুরাণসংহিতাশ্চক্রে মহাভারতমুত্তমম্ ।

শিষ্যানধ্যাপয়ামাস বেদান্ কৃত্বা বিভাগশঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বমস্তুং জৈমিনিং পৈলং বৈশম্পায়নমেব চ ।

অসিতং দেবলকৈব শুককৈব স্বমাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

এতচ্চ কথিতং সৰ্ব্বং কারণং মুনিসত্তমাঃ ! ।

সত্যবত্যাঃ স্মৃতস্যাপি সমুৎপত্তিস্তথা শুভা ॥ ৪৬ ॥

সংশয়োহত্র ন কর্তব্যঃ সম্ভবে মুনিসত্তমাঃ ! ।

মহতাং চরিতে চৈব গুণা গ্রাহা মূনৈরিতি ॥ ৪৭ ॥

কারণাচ্চ সমুৎপত্তিঃ সত্যবত্যা ঋষৌদরে ।

পরাশরেণ সংযোগঃ পুনঃ শস্ত্রনুনা তথা ॥ ৪৮ ॥

যোগতঃ ॥ ৪১ ॥ তীর্থে ইতি । প্রতিতীর্থং কৃতদ্বানঃ সন্ উত্তমং তপশ্চচার আচরিত-  
বান্ ॥ ৪২ ॥ ইদানীং স্মৃতঃ ব্যাসস্ত জন্মনা সহ দ্বৈপায়ননামঃ কারণাদিবিস্তারমুপসংহৃত্য  
বেদব্যাসত্বকারণমাহ চকারেতি ।) বেদবিস্তারো বিভাগপূর্বকো বিস্তারস্তস্ত কারণাদ্যাসনামা-  
ভবৎ । তত্ক্ষণং স্মৃতসংহিতায়াম্ । ব্যাসবেদতয়া ব্যাস ইতি লোকে শ্রুতো মুনিরিতি ॥ ৪৩ ॥  
(শিষ্যানিতি । ঋক্সামাদিনামভিঃ প্রত্যেকং বিভাগং কৃত্বা বেদান্ পৈলজৈমিনিবৈশম্পা-  
য়নাদীন্ শিষ্যান্ অধ্যাপয়ামাস । বিভাগকরণং পূর্বং হি এক এবাসীৎ বেদঃ । যত্ক্ষণং  
ভাগবতে । “একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সৰ্ব্ববাঙ্ময়ঃ । একো নারায়ণো দেব একোহগ্নির্বর্ণ-  
এব চ ॥” ৪৪—৪৫ ॥

উৎপত্তিনামনিকৃৎকারণতাদিকং বর্ণয়িত্বেনাদানীং তত্রোৎপত্যাদৌ অসম্ভাবনীয়ত্বং মত্বা  
সংশয়ো ন কর্তব্যঃ । যতো দেবমুনিপ্রভৃতীনাং মহতাং জন্মকর্মাদিষু কিমপ্যসম্ভাব্যত্বং নেতি

হইলেন । এইরূপে দ্বৈপায়ন, পরাশর হইতে সত্যবতীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কলিযুগ  
আগত দেখিয়া বেদবৃক্ষকে শাখাদি রূপে বিভাগ করিয়াছেন । এই বেদ বিভাগ করি-  
বার জন্যই পরাশরপুত্র ব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছেন । পরে পুরাণ সংহিতা সকল এবং  
সর্বোৎকৃষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছেন । দ্বৈপায়ন বেদ সকল বিভাগ করিয়া শিষ্য স্মমস্ত,  
জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত, দেবল, এবং নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়া-  
ছিলেন ॥ ৪২—৪৫ ॥

স্মৃত কহিলেন, ঋষিগণ ! আমি তোমাদিগকে এই সমস্ত কারণ এবং সত্যবতীপুত্র  
বেদব্যাসের শুভজনক উৎপত্তি-কথাও বলিলাম ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! এই দ্বৈপায়নজন্মে কোনও  
সন্দেহ করিবেন না ; কারণ, মহৎ লোকের বিশেষতঃ মুনি জনের চরিত্র বিষয়ে গুণ সকলই

অন্যথা তু মুনেশ্চিহ্নং কথং কামাকুলং ভবেৎ ।  
 অনার্য্যজুষ্টং ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃতবান্ স কথং মুনিঃ ॥ ৪৯ ॥  
 সকারণেয়মুৎপত্তিঃ কথিতাশ্চর্য্যকারিণী ।  
 শ্রদ্ধা পাপাচ্চ নির্ম্মুক্তো নরো ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৫০ ॥  
 য এতচ্ছুভমাখ্যানং শৃণোতি শ্রুতিমান্নরঃ ।  
 ন দুর্গতিমবাশ্নোতি সুখী ভবতি সর্ব্বদা ॥ ৫১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
 ব্যাসোৎপত্তিনাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ২ ॥

সন্দেহং নিরাচিকীর্ষুরেতচ্চ কথিতমিত্যারভ্য পঞ্চভিরূপসংহরন্যাহ সূত এতচ্চেতি ॥ ৪৬—৫০ ॥  
 এতাবতা গ্রহেন সত্যবতী পরাশরশ্চ বিবাহিতা স্ত্রী ন ইতুক্তম্ । অতএব সা শস্ত্রমুনা বিবাহিতেনি ন বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ । নচ মহতামুৎপত্তিচরিতাদিকং শ্রদ্ধাহপরাধভয়াং সংশয়মাত্রং ত্যক্তব্যমিতি বাচ্যম্ । ভক্ত্যা শৃণুতাস্তু অশেষপাপরাশেরপি বিমুক্তিঃ শ্রাদেবেতি দর্শনাৎ তদেব ফলমুপপাদয়ন্যাহ য এতদिति ॥ ৫১ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪৭ ॥ দৈব কারণ বশতই মৎশ্রুগর্ভে সত্যবতীর জন্ম এবং প্রথমত পরাশরের সহিত তদমস্তর শাস্ত্রমুরাজের সহিত মিলন হইয়াছিল । অন্যথা, তাদৃশ মুনিবরের চিত্ত কি কখনও কামাসক্ত হইতে পারে ? আর, কি জন্মই বা পরাশর ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া এরূপ অনার্য্যসেবিত কার্য্য করিবেন ? ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতএব এই ব্যাসজন্ম অতি আশ্চর্য্যকর এবং নিগূঢ় কারণ-সজ্জাচিত বলিয়া জানিবেন । শ্রুতিযুগল বিশিষ্ট মনুষ্য এই শুভজনক আখ্যান শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না বরং চিরকাল সুখী হইতে পারে ॥ ৫০—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
 বেদব্যাসের জন্ম বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অর্দ্ধাধিক একপঞ্চাশৎ শ্লোক ।



## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

উৎপত্তিস্তু ত্বয়া প্রোক্তা ব্যাসস্মামিততেজসঃ ।  
সত্যবত্যাশুখা সূত ! বিস্তরেণ ত্বয়াহনঘ ! ॥ ১ ॥  
তথাপ্যেকস্ত সন্দেহশ্চিত্তেহস্মাকং স্তসংস্থিতঃ ।  
ন নিবর্ততি ধর্মজ্ঞ ! কথিতেন ত্বয়াহনঘ !\* ॥ ২ ॥  
মাতা ব্যাসস্য যা প্রোক্তা নান্না সত্যবতী শুভা ।  
স। কথং নৃপতিং প্রাপ্তা শস্ত্রনুং ধর্মবিভগম্ ॥ ৩ ॥  
নিষাদপুত্রীং স কথং রতবান্ পতিঃ স্বয়ম্ ।  
ধর্মিষ্ঠঃ পৌরবো রাজা কুলহীনামসংরতাম্ ॥ ৪ ॥  
শস্ত্রনোঃ প্রথমা পত্নী কা হভূৎ কথয়াহধুনা ।  
ভীষ্মঃ পুত্রোহথ মেধাবী বসোরংশঃ কথং পুনঃ ॥ ৫ ॥  
ত্বয়া প্রোক্তং পুরা সূত ! রাজা চিত্রাঙ্গ দঃ কৃতঃ ।  
সত্যবত্যাঃ সূতো বীরো ভীষ্মেণামিততেজসা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকোনবষ্টিলোকৈঃ শস্ত্রনুনা তথা ।

সত্যবত্যা বিবাহশ্চ গঙ্গারাজ্যোপবর্ণ্যতে ॥

যদ্যপি সত্যবতী পরাশরপত্নী নাস্তি ততশ্চ সা শস্ত্রনুনা বৃত্তেতি যুক্তমেব তথাপি নিষাদ-  
পুত্রী সা কথং রাজা বৃত্তেতি শঙ্কাবশিষ্টেবেতি সুনয়ঃ পৃচ্ছন্তি উৎপত্তিস্থিতি ॥ ১—৪ ॥ প্রথমা  
পত্নী কা শস্ত্রনোরভূদিতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ । যত্যাং ভীষ্ম উৎপন্নঃ স ভীষ্মো বসোরংশঃ কথমিতি  
তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৫ ॥ ( ত্বয়া প্রোক্তমিতি । হে সূত ! পুরা ইতঃ প্রাক্ ত্বয়া অমিততেজসা

ঋষিগণ কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন সূত ! তুমি আমাদের নিকট অমিততেজা ব্যাস-  
দেবের এবং সত্যবতীর জন্ম বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করিলে সত্য ; তথাপি একটা সন্দেহ আমা-  
দিগের চিত্তে গাঢ়তর রূপে অবস্থিতি করিতেছে । হে ধর্মজ্ঞ ! তুমি এত বলিলেও তাহা  
নিবৃত্ত হইতেছে না ॥ ১—২ ॥ সূত ! ব্যাসদেবের মাতা, যাহাকে তুমি সত্যবতী বলিয়া কীর্তন  
করিলে, তিনি কি প্রকারে ধর্মবিত্ত শাস্ত্রনুরাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আর কি জন্মই বা  
সেই ধার্মিকপুত্র নৃপতি পুরুবংশসম্ভূত হইয়া কুলবিহীনা বিবাহের অযোগ্য সেই ধীবর  
কণ্ঠাকে পত্নীত্ব বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩—৪ ॥ সূত ! এক্ষণে বল শাস্ত্রনুর প্রথমা পত্নী কে  
ছিল, যাহাতে ভীষ্মরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বিশেষত সেই মেধাবী ভীষ্মতেই বা কিরূপে

\* মরীন্ত্যতি ধর্মজ্ঞ ! কথিতেন ত্বয়াধুনা । ইতি বা পাঠঃ ।

চিত্রাঙ্গদে হতে বীরে কৃতস্তুদনুজস্তুথা ।  
 বিচিত্রবীৰ্য্যানাংমাহমৌ সত্যবত্যাঃ স্ততো নৃপঃ ॥ ৭ ॥  
 জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে পূৰ্ব্বং ধৰ্ম্মিষ্ঠে রূপবত্যাপি ।  
 কৃতবান্ স কথং রাজ্যং স্থাপিতস্তেন জানতা ॥ ৮ ॥  
 য়তে বিচিত্রবীৰ্য্যে তু সত্যবত্যতিদুঃখিতা ।  
 বধূভ্যাং গোলকৌ পুত্রৌ জনয়ামাস সা কথম্ ॥ ৯ ॥  
 কথং রাজ্যং ন ভীষ্মায় দদৌ সা বরবর্গিনী ।  
 ন কৃতস্তু কথং তেন বীরেণ দারসংগ্রহঃ ॥ ১০ ॥  
 অধর্ম্মস্তু কৃতঃ কস্মাদ্ব্যাসেনামিততেজসা ।  
 জ্যেষ্ঠেন ভ্রাতৃভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতাবিতি ॥ ১১ ॥  
 পুরাণকর্তা ধর্ম্মাত্মা স কথং কৃতবান্ মুনিঃ ।  
 সেবনং পরদারাণাং ভ্রাতৃশৈব বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥  
 জুগুপ্সিতমিদং কর্ম্ম স কথং কৃতবান্ মুনিঃ ।  
 শিষ্টাচারঃ কথং সূত ! বেদানুমিতিকারকঃ ॥ ১৩ ॥

ভীষ্মেণ সত্যবত্যাঃ পুত্রশ্চিত্রাঙ্গদো রাজা কৃতঃ রাজ্যে অসৌ প্রতিষ্ঠাপিতঃ তথা তস্মিন্ বীরে  
 চিত্রাঙ্গদে নিহতে সতি তদনুজঃ চিত্রাঙ্গদকনিষ্ঠঃ বিচিত্রবীৰ্য্যানাং সত্যবত্যা অবরঃ স্ততঃ  
 নৃপঃ কৃত ইতি প্রোক্তঃ । ইতি স্বাভ্যাম্বয়ঃ ॥ ৬—৭ ॥ জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে সত্যপি কনিষ্ঠঃ  
 কথং রাজ্যং প্রাপ্তবানিতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৮ ॥ কুলীনানাং কুলে য়তে ভর্তৃরি বিচিত্রবীৰ্য্য-  
 হত্যাং পুরুষাদ্বেদব্যাসাং কথং গোলকাবুৎপাদিতাবিতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥ ৯ ॥ ভীষ্মেণ  
 বীৰ্য্যবতা কথং ন বিবাহঃ কৃত ইতি তস্মৈ রাজ্যঞ্চ মাতা কথং ন দত্তমিতি ষষ্ঠসপ্তমৌ  
 প্রশ্নৌ ॥ ১০ ॥ ব্যাসোহপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃর্বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতবানি-  
 তাষ্টমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১১ ॥ ভ্রাতৃশৈব দারাণামিতি শেষঃ ॥ ১২ ॥ শিষ্টাচারেণ হি শ্রুতিরনুমীয়তে ।

অষ্টবম্বর অংশ আসিল ॥ ৫ ॥ সূত ! তুমি পূর্বে বলিয়াছ, অতি প্রতাপশালী ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ  
 নামে সত্যবতীপুত্রকে রাজা করিয়াছিলেন এবং সেই বীরপ্রবর চিত্রাঙ্গদ নৃপতির মৃত্যু হইলে  
 পর তদনুজ বিচিত্রবীৰ্য্যকে রাজা করিয়াছিলেন ॥ ৬—৭ ॥ রূপবান্ ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা  
 ভীষ্ম বর্তমান থাকিতে কনিষ্ঠেরা কি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভীষ্ম ইহা অধর্ম্ম  
 জানিয়াও কিরূপে কনিষ্ঠকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ এই বিচিত্রবীৰ্য্য মৃত হইলে  
 পর সেই সত্যবতী অতি দুঃখিতা হইয়াও কি জন্ত বেদব্যাস দ্বারা বধূদ্বয়ে গোলক পুত্র  
 উৎপন্ন করাইয়াছিলেন ? কি জন্তই বা সেই বরবর্গিনী ভীষ্মকে রাজ্য প্রদান করিলেন না  
 এবং ভীষ্ম স্বয়ং বীরাগ্রগণ্য হইয়াও কি জন্ত বিবাহ করেন নাই ? ॥ ৯—১০ ॥ আর কি জনাই  
 বা সেই অমিততেজা ব্যাসদেব জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের ভার্য্যাদ্বয়ে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া  
 অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন ? ॥ ১১ ॥ বেদব্যাস পুরাণকর্তা এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া কিরূপে

ব্যাসশিষ্যোহসি মেধাবিন্ ! সন্দেহং ছেত্তুং মইসি ।

শ্রোতুকামা বয়ং সর্বৈ ধর্মক্ষেত্রে কৃতক্ৰমাঃ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইক্ষাকুবংশপ্রভবো মহাভিষ ইতি শ্রুতঃ ।

সত্যবান্ ধর্মশীলশ্চ চক্রবর্তী নৃপোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥

অশ্বমেধসহস্রৈঃ বাজপেয়শতেন চ ।

তোষয়ামাস দেবেন্দ্রং স্বর্গং প্রাপ মহামতিঃ ॥ ১৬ ॥

একদা ব্রহ্মসদনং গতৌ রাজা মহাভিষঃ ।

সূরাঃ সর্বৈ সমাজগ্নুঃ সেবনার্থং প্রজাপতিম্ ॥ ১৭ ॥

গঙ্গা মহানদী তত্র সংস্থিতা সেবিতুং বিভুম্\* ।

তস্মা বাসঃ সমুদ্রুতং মারুতেন তরস্বিনা ॥ ১৮ ॥

স কিং শিষ্টাচার এতাদৃশ ইতি নবমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১৩ ॥ ( ভবৎকৃতত্বর্জিতপ্রশ্নানামুত্তরবচনদানে  
গম কা শক্তিরিতি চেদত আহ ব্যাসশিষ্যোহসীতি । মেধাবিনিতি সমুদ্রা ব্যাসশিষ্যাত্তেহধি-  
কারঃ সূচিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রশ্ন প্রতিবচনদানপ্রবৃত্তেন শ্রুতেন রাজ্ঞঃ শস্ত্রনোরুৎপত্তিকণাদিকমারভ্য বিবক্ষুণা  
তৎপূর্বজন্মান্তরীয়বৃত্তান্তং বক্তু মারভাতে । যোহসৌ লোকে শস্ত্রনুরিতি নাম্না বিশ্রুত  
আসীৎ স পূর্বস্মিন্ জন্মনি কোহভূৎ স কিং কশ্চিদ্বেবঃ আহোশ্মিৎ মহর্ষিরাসীৎ ? এবং  
চেৎ তর্হি কথং বাসৌ মনুষ্যালোকে শস্ত্রনুরূপেণাবাতরদিতি ঋষীণাং সংশয়াপনোদনায়  
তথাং বিজিজ্ঞাপয়িষুঃ শ্রুত ইক্ষাকুবংশভূপালচক্রবর্তিনো মহাভিষাখ্যমহারাজশ্চ প্রবৃতি-  
কথামাশ্রিত্য বক্তু মারভাতে ইক্ষাকুতি ॥ ১৫ ॥ তস্ম সার্কভৌমনরপতের্মহাভিষশ্চ ইন্দ্রলোক-  
ব্রহ্মলোকাদিষব্যাহতগতিশক্ত্যাদিক্রপমাহাত্ম্যাকারণং বর্ণয়িতুকামঃ আহ । অশ্বমেধসহস্রে-  
পরজ্ঞাতে বিশেষতঃ কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃপত্নীতে রত হইয়াছিলেন ? ॥ ১২ ॥ তিনি বেদের বিভাগকর্ত্তা  
হইয়া কিরূপে একরূপ নিন্দিত কার্য্য করিয়াছিলেন জানি না । শ্রুত ! যে শিষ্টাচারদর্শনে  
বেদের অনুমান হয় এটীও কি সেই শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য হইবে ? ॥ ১৩ ॥ শ্রুত ! তুমি একে  
বেদব্যাসের শিষ্য তাহাতে আবার বুদ্ধিমান ; অতএব, তুমিই আমাদের সন্দেহ ছেদনে  
যোগ্য হইতেছ । আমরা সকলেই এই ধর্মক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে উৎসবের সহিত বর্ত্তমান  
থাকিয়াও তোমার বাক্য শ্রবণে উৎসুক হইতেছি ॥ ১৪ ॥

শ্রুত ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ ! পূর্বকালে ইক্ষাকুবংশসমুত  
সত্যবাদী ধর্মশীল মহাভিষ নামে কোন চক্রবর্তী নৃপবর ছিলেন ॥ ১৫ ॥ এই মহামতি  
নৃপ সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা দেবেন্দ্র শচীপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বর্গ  
লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ একদা এই মহাভিষ রাজা ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন ।

তত্র গঙ্গা সমারাতা গীৰূপধারিণী তদা । নানাভূষণরত্নাদ্যন্তোষনার্থং প্রজাপতেঃ ॥

ইত্যাদিকঃ পাতঃ কচিৎ দৃশ্যতে ॥



অধোমুখাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বে ন বিলোক্যেব তাং স্থিতাঃ ।

রাজা মহাভিষস্তাং তু নিঃশঙ্কঃ সমপশ্যত ॥

সাপি তং প্রেমসংযুক্তং নৃপং জ্ঞাতবতী নদী ॥ ১৯ ॥

দৃষ্ট্বা তৌ প্রেমসংযুক্তৌ নিলজ্জৌ কামমোহিতৌ ।

ব্রহ্মা চূকোপ তৌ তূর্ণং শশাপ চ কুষাশ্রিতঃ ॥ ২০ ॥

মর্ত্যালোকেষু ভূপাল ! জন্ম প্রাপ্য পুনর্দিবম্ ।

পুণ্যেন মহতাবিষ্টস্তমবাপ্যসি সৰ্ব্বথা ॥ ২১ ॥

গঙ্গাং তথোক্তবান্ ব্রহ্মা বীক্ষ্য প্রেমবতীং নৃপে ।

বিমনস্কৌ তু তৌ তূর্ণং নিঃসৃতৌ ব্রহ্মণোহন্তিকাৎ ॥ ২২ ॥

স নৃপান্ চিন্তয়িত্বাথ ভুলোকে ধর্মতৎপরান্ ।

প্রতীপং চিন্তয়ামাস পিতরং পুরুবংশজম্ ॥ ২৩ ॥

গেতি ॥ ১৬—১৭ ॥ গঙ্গেতি । তত্র ব্রহ্মলোকে মহানদী গঙ্গা বিভূঃ ব্রহ্মাণং সেবিতুং সংস্থিতা এতস্মিন্ সময়ে তরস্বিনা বেগবতা মারুতেন বায়ুনা সহসা তস্তাঃ গঙ্গায়াঃ বাসঃ পরিহিতমধোবসনমুকুতং উচ্চালিতং উৎসারিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ অধোমুখা ইতি । সৰ্ব্বে সুরা দেবাঃ তাং গঙ্গাং তাদৃগবস্থাং বায়ুৎসারিতবসনামিত্যর্থঃ অবিলোক্যেব অধোমুখাঃ সন্তঃ স্থিতাঃ । রাজা মহাভিষন্ত শঙ্কশূন্যঃ সন্ সমপশ্যত সপ্রেমকটাক্ষেণেতি ভাবঃ । অপশ্যতে-তায়মানে পদমার্ষম্ । সা গঙ্গাপি তং মহাভিষং প্রেমসংযুক্তং জ্ঞাতবতী প্রেমচক্ষুয়া দৃষ্টবতী-ত্যার্থঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কিং জ্ঞাতমিত্যাহদৃষ্টেতি । তৌ গঙ্গামহাভিষৌ প্রেমসংযুক্তৌ ব্রহ্মলোকমধ্যেহপি নিলজ্জৌ কামমোহিতৌ চ দৃষ্ট্বা বিজ্ঞায়ত্যাঃ ব্রহ্মা চূকোপ ততঃ ক্রোধান-ক্রান্তঃ সন্ তৌ প্রতি শশাপ ॥ ২০ ॥ পুণ্যেনেতি । মহতা পুণ্যেন আবিষ্টঃ হুন্ হে ভূপাল ! পুনর্দিবমাপ্যসীতি চ বোধ্যম্ ॥ ২১ ॥ গঙ্গামিতি । তথা রাজ্ঞে অভিশাপং প্রদায় ব্রহ্মা পিতামহঃ নৃপে মহাভিষে গঙ্গাং প্রেমবতীং বীক্ষ্য হুন্পি অশ্রু মর্ত্যালোকগতশ্চেতি ভাবঃ । ভাৰ্য্যা ভবিষ্যসীতুক্তবান্ । বিমনস্কাবিতি । তৌ গঙ্গামহাভিষৌ তু বজ্রপাতবদভিসম্পাতবাণী-

অনন্তর, সমস্ত দেবগণ প্রজাপতির সেবার জন্ত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥ মহানদী গঙ্গাও বিভূ ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্ত সেই স্থানে আসিলেন । অনন্তর, বেগবান্ বায়ুর দ্বারা তাঁহার বস্ত্র উৎসারিত হইল ॥ ১৮ ॥ দেবগণ ইহা দেখিয়া অধোমুখ হইলেন ; কিন্তু, সেই মহাভিষ রাজা তাঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই গঙ্গাও ব্রহ্মাকে প্রেমসংযুক্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মা এই উভয়কে প্রেমোন্মত্ত এবং কন্দর্পবাণে মোহিত অতএব বিগতলজ্জ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অতিশয় রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শাপপ্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন নৃপতে ! তুমি এক্ষণে মর্ত্যালোকে গাইয়া জন্মগ্রহণ কর, পরে মহৎ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পুনর্বার স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে । গঙ্গে ! তুমিও গগন রাজার প্রতি প্রণয়িনী হইয়াছ তখন তুমি এই রাজার ভাৰ্য্যা হইবে । অনন্তর ব্রহ্মাণো তংগি তচ্চিত্তে সেই গঙ্গাদেনী ও মহাভিষ নৃপতি ঈশ্বরে ব্রহ্মার নিকট হইতে নিঃসৃত

এতস্মিন্ সময়ে চার্চৌ বসবঃ স্ত্রীসমম্বিতাঃ ।  
 বশিষ্ঠশ্রমঃ প্রাপ্তা রমমাণা যদৃচ্ছয়া ॥ ২৪ ॥  
 পৃথাদীনাং বসুনাঞ্চ মধ্যে কোহপি বসুভমঃ ।  
 দ্যৌর্নামা তস্ম ভাৰ্য্যথ নন্দিনীং গাং দদর্শ হ ॥ ২৫ ॥  
 দৃষ্ট্বা পতিং সা পপ্রচ্ছ কশ্চয়ং ধেনুরুভমা ।  
 দ্যৌস্তামাহ বশিষ্ঠশ্চ গৌরিয়ং শৃণু স্তুন্দরি ! ॥ ২৬ ॥  
 দুগ্ধমশ্রাঃ পিবেদ্যস্ত নারী বা পুরুষোহথবা ।  
 অমৃতায়ুর্ভবেন্নুনং সদৈবাগতযৌবনঃ ॥ ২৭ ॥  
 তচ্ছ ত্বা স্তুন্দরী প্রাহ মর্ত্যালোকেহস্তি মে সখী ।  
 উণীনরশ্চ রাজর্ষেঃ পুত্রী পরমশোভনা ॥ ২৮ ॥  
 তস্মা হেতোর্মহাভাগ ! সবৎসাং গাং পয়স্বিনীম্ ।  
 আনয়স্বাশ্রমশ্রেষ্ঠঃ\* নন্দিনীং কামদাং শুভাম্ ॥ ২৯ ॥

মাকর্ণা বিমনকৌ সন্তৌ তূর্ণং সবেগং অবিলম্বেনেত্যর্থঃ । ব্রহ্মণঃ অস্তিক্যং সমীপাৎ নিঃসৃত্য-  
 বিতাবয়ঃ ॥২২॥) প্রতীপমিতি । প্রতীপরাজোদরে জন্ম গ্রাহমিতি চিস্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইথং মহাভিষশ্চ রাজঃ শস্ত্রমুরূপেণাবতরণমুক্ত্বা গঙ্গায়্য অবতরণপ্রকারং তস্মা উদরে  
 বসুনাংবতারণপ্রকারঞ্চাহ এতস্মিন্ সময়ে ইতি । ( বশিষ্ঠশ্চেতি । তে বসবঃ যদৃচ্ছয়া দৈবগত্যা  
 বশিষ্ঠশ্চ সপ্তর্ষীগামতৃমশ্চ ব্রহ্মর্ষেরাশ্রমং প্রাপ্তাঃ ॥২৪॥ অথ কিং জাতং তদাহ অথ অনন্তরং  
 তেষাং পৃথাদীনাং বসুনাং মধ্যে দ্যৌরিত্তি নাম্না বিকৃতঃ বসুরস্তি তস্ম ভাৰ্য্যা নন্দিনীং  
 নন্দিনীনাম্নাঃ সুরভীকণ্ঠাং বশিষ্ঠপালিতাং কামধেনুর্মিত্যর্থঃ দদর্শ ॥ ২৫—২৬ ॥ দুগ্ধমিতি ।  
 যস্ত পুরুষঃ যা কাচিৎ নারী বা অশ্রাঃ কামধেনোঃ দুগ্ধং পিবেৎ সঃ পুরুষঃ সা নারী বা  
 অমৃতায়ুর্ভবেৎ । ন জরাং প্রাপ্য জীবেৎ কিন্তু চিরযৌবনেনৈব অশেষবিষয়সুখমভুবন্  
 অনুভবন্তী বা দশসহস্রবর্ষং জীবেদিত্তি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ উণীনরশ্চেতি । রাজর্ষেকুণীনরশ্চ  
 পরমশোভনা পরমকল্যাণরূপিণী মম সখী অস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥ তস্মা ইতি । তস্মাঃ

হইলেন ॥ ২১—২২ ॥ পরে সেই রাজা মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ জন্য ধর্মতৎপর নৃপগণকে  
 চিন্তা করিয়া পুরুবংশজ প্রতীপ নৃপকে পিতৃদেহ স্থির করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ ! এই সময় অষ্টবসু নিজ নিজ স্ত্রী সমভিব্যাহারে দৈবযোগে ক্রীড়া করিতে  
 করিতে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর এই পৃথাদি বসুমধ্যে  
 দ্যৌর্নামা কোন বসুশ্রেষ্ঠের পত্নী নন্দিনী নামে বশিষ্ঠের কামধেনুকে দর্শন করিল এবং  
 দেখিবামাত্র এই সর্বলক্ষণাবিত ধেনুটী কাহার নিজ পতিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল ।  
 দ্যৌর্নামা বসু পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল । স্তুন্দরি ! এটী বশিষ্ঠের ধেনু ইহার দুগ্ধ পান  
 করিলে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলে নিশ্চয়ই অমৃতবর্ষ পরমায়ু এবং চিরকাল যৌবন লাভে  
 সমর্থ হয় ॥ ২৫—২৭ ॥ স্তুন্দরী বসুপত্নী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, হে মহাভাগ ! রাজর্ষি

যাবদস্যাঃ পয়ঃ পীত্বা সখী মম সদৈব হি ।

মানুষেষু ভবেদেকা জরারোগবিবর্জিতা ॥ ৩০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মা দ্যৌর্জহার চ নন্দিনীম্ ।

অবমন্য মুনিং দাস্তং পৃথ্বাদৈঃ সহিতোহননঃ ॥ ৩১ ॥

হতায়ামথ নন্দিন্যাং বশিষ্ঠস্তু মহাতপাঃ ।

আজগামাশ্রমপদং ফলান্যাদায় সত্বরঃ ॥ ৩২ ॥

নাপশ্যৎ স যদা ধেনুং সবৎসাং স্বাশ্রমে মুনিঃ ।

মৃগয়ামাস তেজস্বী গহ্বরেষু বনেষুপি ॥ ৩৩ ॥

নাসাদিতা যদা ধেনুশ্চূকোপাতিশয়ং মুনিঃ ।

বারুণিশ্চাপি বিজ্জায় ধ্যানেন বস্তুভিহঁতাম্ ॥ ৩৪ ॥

বস্তুভির্মে হুতা ধেনুর্যস্মান্মামবমন্ত্য বৈ ।

তস্মাৎ সর্বৈ জনিষ্যন্তি মানুষেষু ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সখ্যা হেতোঃ । মহাভাগেতি সম্বোধনেন ভক্তারমুৎসাহরন্ত্যাহ । সবৎসাং বৎসসমন্বিতাং শুভাং মঙ্গলালয়াং অতঃ কামদাং সৰ্বকামনাপূরণকারিণীং পরস্বিনীং নিত্যক্ষীরবতীং আনয়স্ব ॥ ২৯ ॥ আময়নে কারণমাহ মানুষেষু । একা দ্বিতীয়রহিতা সতীত্যর্থঃ মানুষেষু মনুষ্যালোকেষু জরা বার্দ্ধক্যং রোগঃ শরীরধ্বংসকারিব্যাধিসমূহঃ তাভ্যাং বিবর্জিতা ভবেদিত্যাশয়া হি ভবান্ যাচিতো ময়েতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥ অবমন্তেতি । দাস্তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মননশীলং বশিষ্ঠমিত্যর্থঃ অবমন্ত্য অবজ্জায় জহারেতি ॥ ৩১—৩২ ॥ নাপশ্যদিতি । যদা ধেনুং ন অপশ্যৎ তদা মৃগয়ামাসেত্যবয়বঃ ॥ ৩৩ ॥ বারুণশ্চাপত্যং পুমান্ বারুণির্বশিষ্ঠঃ ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং মহদতিক্রমফলং প্রদর্শয়ন্যাহ সূতঃ । বস্তুভিরিতি ।

উশীনরের কথা আগীর প্রিয়সখী তিনি মর্ত্যালোকে আছেন, তাঁহার জন্ত এই কামনাপ্রদা-  
রিনী হিতকারিণী পরস্বিনী নন্দিনীকে বৎসের সহিত আশ্রমে আনয়ন করুন ॥ ২৮—২৯ ॥  
তাহা হইলে আমার সখী ইহার দুগ্ধ পান করত জরারোগবিবর্জিত হইয়া মনুষ্যালোকে  
অদ্বিতীয়া হইয়া বিরাজ করিবেন ॥ ৩০ ॥ সেই দ্যৌনামা বস্তু নিষ্পাপ হইলেও পত্নীর এই  
কথা শ্রবণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনি বশিষ্ঠকে অগ্রাহ করিয়া পৃথ্বাদি বস্তুগণের সহিত নন্দি-  
নীকে অপহরণ করিল ॥ ৩১ ॥ এইরূপে নন্দিনী অপহৃত হইলে মহাতপা বশিষ্ঠ ফলাদি  
সংগ্রহ পূর্বক সত্বর আশ্রমে আসিলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর সেই তেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি যখন  
আশ্রম মধ্যে সবৎসা নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নানা বনে এবং গহ্বরমধ্যে  
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পরে, যখন অনেক অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না  
তখন অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং ধ্যান দ্বারা বস্তুকর্তৃক হৃত হইয়াছে ইহা জানিতে  
পারিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, “যে হেতু বস্তুগণ আমাকে অগ্রাহ করিয়া নন্দিনীকে অপ-  
হরণ করিয়াছে এজন্য তাহারা সকলে নিশ্চয়ই মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করিবে” ধর্ম্মান্না বশিষ্ঠ



এবং শশাপ ধৰ্ম্মাত্মা বসুংস্তান্ বারুণিঃ স্বয়ম্ ।  
 ঋত্বা বিমনসঃ সৰ্বে প্রযযুর্দুঃখিতাশ্চ তে ॥ ৩৬ ॥  
 শপ্তাঃ স্ম ইতি জানন্তু ঋষিঃ তমুপচক্রমুঃ ।  
 প্রসাদয়ন্তুস্তমুষিঃ বসবঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥  
 মুনিস্তানাং ধৰ্ম্মাত্মা বসুন্দীনান্ পুরঃস্থিতান্ ।  
 অনুসংবৎসরং সৰ্বে শাপমোক্ষমবাপ্স্যথ ॥ ৩৮ ॥  
 যেনেয়ং বিহতা ধেনুর্নন্দিনী মম বৎসলা ।  
 তস্মাদ্যোর্মানুষে দেহে দীর্ঘকালং বসিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥  
 তে শপ্তাঃ পথি গচ্ছন্তীং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা সরিষ্যরাম্ ।  
 উচুস্তাং প্রণতাঃ সৰ্বে শপ্তাং চিন্তাতুরাং নদীম্ ॥ ৪০ ॥  
 ভবিষ্যামো বয়ং দেবি । কথং দেবাঃ সূধাশনাঃ ।  
 মানুষ্যাণাঞ্চ জঠরে চিন্তেয়ং মহতী হি নঃ ॥ ৪১ ॥

যশ্রাদ্ধু তাস্তস্মাৎ মানুবেষু সৰ্বে জনিষ্যন্তীত্যেবং শশাপেত্যবয়ঃ ॥৩৫—৩৬॥ শপ্তা ইতি । বয়ং  
 শপ্তাঃ স্মেতি জানন্তুঃ তমেব ঋষিঃ উপচক্রমুঃ তদন্তিকং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ । প্রসাদয়ন্তুস্তপ-  
 যন্তুঃ প্রসন্নং কুর্কৃণা ইত্যর্থঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ তৈঃ প্রসাদিতঃ সন্মুনিস্তান্ পুরঃ-  
 স্থিতান্ সন্মুখস্থান্ দীনান্ প্রত্যাহেত্যবয়ঃ । ) অনুসংবৎসরমিতি । যুস্মাকং জন্মনো যঃ  
 সস্বৎসরন্তুপ্তেঃ পশ্চাদিত্যর্থঃ । জন্মসস্বৎসরমধ্যে এব জন্মমরণে ভবিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥  
 ( ইদানীং ধেনুহারিণো বসোন্ত দণ্ডাধিক্যং সূচয়ন্তাহ ভগবান্ বশিষ্ঠঃ যেনেতি যস্মাৎ ভার্য্যা-  
 প্রচোদিতো দ্যৌর্নাম বসুঃ মম নন্দিনীং হতবান্ তস্মাৎ মানুবে দেহে দীর্ঘকালং যাবৎ  
 বসিষ্যতীত্যবয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

উচুরিতি । নদীং গঙ্গাং শপ্তাং ব্রূহণেতি শেবঃ । অতএব চিন্তাতুরাম্ । তে বসবঃ প্রণতাঃ  
 সন্ত উচুঃ ॥ ৪০ ॥ ভবিষ্যাম ইতি । হে দেবি গঙ্গে ! বয়ং অমৃতশনাঃ সন্তঃ কথং মানুষ্যাণাং

সেই বসুগণকে এইরূপে শাপপ্রদান করিলে, বসুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমনা ও  
 দুঃখিত হইয়া প্রথমত আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥৩৪—৩৬॥ পরে, অভিশপ্ত হইয়াছি ইহা  
 স্থির জানিয়া ঋষির নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার স্তবস্তুতি করত শরণাগত  
 হইল ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ সন্মুখস্থ বসুদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, বসুগণ ! তোমরা  
 সকলেই এক বৎসর মধ্যে শাপ হইতে মুক্ত হইবে ; কিন্তু, দ্যৌনাগা বসু আগার অতি  
 বৎসলা নন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে মনুষ্য দেহধারী হইয়া বহুকাল  
 মনুষ্যালোকে থাকিতে হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ঋষিগণ ! বসু সকল এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ব্রূহশাপগ্রস্তা চিন্তাতুরা সরিষ্যরা গঙ্গাকে  
 পশ্চিমধ্যে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল ॥ ৪০ ॥ হে দেবি !  
 আমরা অমৃতশী দেবতা হইয়া কিরূপে মনুষ্যজঠরে জন্মগ্রহণ করিব ইহাই আমাদের

তস্মাদ্বং মানুষী ভূত্বা জনয়াম্মান্ সরিষরে ! ।  
 শন্তনুর্নাম রাজর্ষিস্তন্য ভাৰ্য্যা ভবানঘে ! ॥ ৪২ ॥  
 জাতান্ জাতান্ জলে চাস্মান্ নিক্ষিপস্ব সুরাপগে ! ।  
 এবং শাপবিনির্মোক্ষো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তথৈতুক্তাশ্চ তে সৰ্ব্বে জগ্মুর্লোকং স্বকং পুনঃ ।  
 গঙ্গাপি নির্গতা দেবী চিন্ত্যমানা পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥  
 মহাভিষো নৃপো জাতঃ প্রতীপস্য সূতস্তদা ।  
 শন্তনুর্নাম রাজর্ষিধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৪৫ ॥  
 প্রতীপস্ত স্তুতিং চক্রে সূর্য্যস্যামিততেজসঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তদা চ সলিলাভস্মান্নিঃসৃত্য বরবর্ণিনী ।  
 দক্ষিণং শালসঙ্কশমূরুং ভেজে শুভাননা ॥ ৪৭ ॥  
 অক্লে স্থিতাং স্ত্রিয়ং চাহ মা পৃষ্ঠু। কিং বরাননে ! ।  
 মমোরাবাস্থিতাসি ত্বং কিমর্থং দক্ষিণে শুভে ॥ ৪৮ ॥

জঠরে ভবিষ্যাম ইতীত্যং নোহস্মাকং মহতী চিন্তা জাতেতি পরেণাবয়ঃ ॥ ৪১ ॥ হে অনঘে !  
 পরমপবিত্রে ! পূর্বাশ্বিন্ জন্মনি যঃ ইক্ষাকুবংশীয়ঃ মহাভিষনামা সার্কভৌগনরপতিরাসীৎ স  
 ইদানীং ব্রহ্মণাভিশপ্তঃ সন্ মানুষ্যে লোকে আত্মানমবতারয়ন্ শন্তনুনায়া জনিস্যতি ত্বং তস্ত  
 রাজর্ষেঽর্জ্য্য ভব ॥ ৪২ ॥ তেন কিমিতি চেত্তত্রাহ । জাতান্ জাতান্ অস্মান্ জলে তদীয়পবিত্র-  
 সলিলে নিক্ষিপস্ব এবমস্থিতিতে সতীত্যর্থঃ শাপনির্মোক্ষো ভবিতা অত্র সংশয়ো নাস্তি ॥ ৪৩ ॥  
 তথৈত্ৰি । গঙ্গয়া চ তথাস্ত ইতুক্তাঃ তে সৰ্ব্বে স্বকং লোকং জগ্মুর্গতবন্তঃ । গঙ্গাপি পুনঃ পুন-  
 রায়না চিন্ত্যমানা নির্গতা ॥ ৪৪ ॥

মহাভিষ ইতি । নৃপো মহাভিষস্ত তদা কুরুবংশস্ত রাজঃ প্রতীপস্ত সূতো জাতঃ সন্  
 শন্তনুর্নাম শন্তনুরিতি নাম্না বিক্রতোহভবদिति ॥ ৪৫ ॥ প্রতীপস্তিতি । যদা স্তুতিং চক্রে তদে-  
 ত্যর্থঃ । বরবর্ণিনী বরাধির্নী গঙ্গা ॥ ৪৬—৪৭ ॥ দক্ষিণে শুভে ইতি । ইদং কথ্যমাঃ স্থানঃ

বলবতী চিন্তা ॥ ৪১ ॥ অতএব হে অনঘে গঙ্গে ! আপনি মহুয্যাক্রপিনী ও রাজর্ষি শান্তনুর  
 পত্নী হইয়া আমাদিগকে উৎপাদন করুন ॥ ৪২ ॥ গঙ্গে ! আমাদের জন্মমাত্রই আপনি  
 আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবেন । তাহা হইলেই আমাদের শাপ মোক্ষ হইবে এনিষয়ে  
 কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ গঙ্গাদেবী তাহাই হইবে এইরূপ বলিলে পর বসুগণ পুনর্বার  
 নিজলোকে গমন করিলেন । গঙ্গাও পুনঃপুন চিন্তা করত প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

এই সময় সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি মহাভিষ নৃপতি শান্তনু নামে প্রতীপরাজের  
 পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ একদা প্রতীপরাজা অমিততেজা সূর্য্যের স্তব  
 করিতেছেন এমন সময়ে গঙ্গা বরবর্ণিনীরূপধারণ করত সলিলমধ্য হইতে উখিত হইয়া

সা তমাহ বরারোহা যদর্থং রাজসত্তম ! ।  
 স্থিতাস্ম্যক্কে কুরুশ্রেষ্ঠ ! কাময়ানাং ভজস্ব মাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 তামবোচদথো রাজা রূপযৌবনশালিনীম্ ।  
 নাহং পরস্ত্রিয়ং কামাদগচ্ছেয়ং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫০ ॥  
 স্থিতা দক্ষিণমূরুং মে ত্বমাল্লিষ্য চ ভামিনি ! ।  
 অপত্যানাং স্নুষাণাক্ষ স্থানং বিদ্ধি শুচিস্মিতে ! ॥ ৫১ ॥  
 স্নুষা মে ভব কল্যাণি ! জাতে পুত্রেহতিবাঙ্হিতে ।  
 ভবিষ্যতি চ মে পুত্রস্তব পুণ্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥  
 তথৈতু্যক্ত্বা গতা সা বৈ কামিনী দিব্যদর্শনা ।  
 রাজা চাপি গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তয়ন্তাং স্ত্রিয়ং পুনঃ ॥ ৫৩ ॥

কামাতুরা ত্বং কথমাশ্রিতবতাসীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ ( সা তমিতি । সা গঙ্গা বরারোহা নিতম্বিনী-  
 ত্যর্থঃ । তং প্রতীপমাহ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যদর্থমহং অক্কে ক্রোড়ে স্থিতাস্মি তৎ শৃণু ইতি  
 শেষঃ । কাময়ানাং মাং ভজস্বত্যর্থঃ । কামঃ কন্দর্পঃ যানং যন্তাঃ তাং তাদৃশীমিত্যর্থঃ  
 কাময়মানাং বা ॥ ৪৯ ॥ তামবোচদিতি । অথো গঙ্গাবাক্যং শ্রদ্ধেত্যর্থঃ । রূপেণ যৌবনে চ  
 শালতে শোভতে ইতি । বরবর্ণিনীং স্নন্দরীমপি অহং কামাং কামবশাং পরস্ত্রিয়ং ন গচ্ছে-  
 যম্ ॥ ৫০ ॥ স্থিতেতি । হে ভামিনি ! যতন্ত্বং মে দক্ষিণমূরুদেশং আল্লিষ্য আল্লিষ্য স্থিতা অতন্ত্বৎ-  
 সঙ্গমে সমাধিকারো নাস্তীতি ভাবঃ । দক্ষিণোক্তদেশস্ত স্নুষাণামপত্যানাঞ্চ স্থানমিতি জানীহি  
 অবধারণেতি যাবৎ ॥ ৫১ ॥ স্নুষেতি । হে কল্যাণি ! দক্ষিণোৎসঙ্গাল্পেষতয়া ত্বং মে স্নুষা ভব ।  
 কুতন্তে পুত্র ইতি চেত্তত্রাহ জাতে পুত্রে ইতি । জনিষ্যমাণস্ত পুত্রস্ত ভার্য্যা ভবিষ্যসীতি  
 তাৎপর্যার্থঃ । তত্র সম্ভাবনা কেতি শঙ্কাং নিরস্তাহ তব পুণ্যাদিতি ॥ ৫২ ॥ তথৈতু্যক্ত্বা ইতি ।

তাঁহার শালবৃক্ষসদৃশ দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর, প্রতীপ  
 রাজর্ষি অক্কে উপবিষ্ট। সেই বরবর্ণিনীকে বলিলেন, হে স্নমুখি ! তুমি কিজন্য আমাকে  
 জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার কল্যাণালয় দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলে ॥ ৪৮ ॥ ইহা শ্রবণ  
 করিয়া সেই বরারোহা কামিনী বলিল, হে রাজসত্তম ! আমি যে জন্য আপনার অক্কে  
 উপবেশন করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে কামনা করি,  
 অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৪৯ ॥ প্রতীপরাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া রূপ-  
 যৌবনশালিনী সেই কামিনীকে বলিলেন, হে বরবর্ণিনি ! আমি ত কখনও কামবশে  
 পরস্ত্রী গমন করি না ॥ ৫০ ॥ আর দেখ তুমি আমার দক্ষিণ উরুদেশ আশ্রয় করিয়াছ । হে  
 শুচিস্মিতে ! এই স্থানটিকে কন্যা, পুত্র এবং বধুদিগের স্থান বলিয়া জানিবে ॥ ৫১ ॥  
 অতএব, হে কল্যাণি ! আমার অভিলষিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর তুমি আমার পুত্রবধু  
 হও ইহাই প্রার্থনা । আর তাহা হইলে তোনার পুণ্যবলে নিশ্চয়ই আমার পুত্র হইবে



ততঃ কালেন ক্রিয়তা জাতে পুত্রে বয়স্বিনি ।  
 বনং জিগমিষু রাজা পুত্রং বৃত্তান্তমুচিবান্ ॥ ৫৪ ॥  
 বৃত্তান্তং কথয়িত্বা তু পুনরুচে নিজং সূতম্ ॥ ৫৫ ॥  
 যদি প্রয়াতি সা বান্ধবাং বনে চারুহাসিনী ।  
 কাময়ান্না বরারোহা তাং ভজেথা মনোরমাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 ন প্রযত্যা ত্বয়া কাসি মন্নিযোগান্নরাধিপ ! ।  
 ধর্মপত্নীঞ্চ তাং কৃত্বা ভবিতা ত্বং সূখী কিল ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ ।

এবং সন্দিশ্য তং পুত্রং ভূপতিঃ প্রীতমানসঃ ।  
 দত্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং সর্ব্বাং বনং রাজা বিবেশ হ ॥ ৫৮ ॥  
 তত্রাপি চ তপস্তপ্ত্বা সমারাম্য পরাশ্রিকাম্ ।  
 জগাম স্বর্গং রাজাসৌ দেহং ত্যক্ত্বা স্মতেজসা ॥ ৫৯ ॥

সা কামিনী গঙ্গা তথা ভবতু ইত্যুক্ত্বা গতা জগাম । দিবি ভবং দিব্যং অলৌকিকং দর্শনং  
 যন্তাঃ । দিব্যেষু দেবেষু দর্শনং যন্তা ইতি বা ॥ ৫৩ ॥ )

বয়স্বিনি তরুণে ॥ ৫৪ ॥ বৃত্তান্তং কাচিং স্ত্রী সমাগত্য মম দক্ষিণোরৌ স্থিতা । কামাতুরাং  
 তাং সমীক্ষ্য ময়া নির্ভৎসিতা সা পুনঃ প্রার্থিতবতী ময়া প্রোক্তা মম ভবিষ্যতঃ সূতস্ত  
 পত্নী ভবেতি । সা তদুপশ্রুত্য গতেতি ॥ ৫৫ ॥ ভজেথা ইতি । মম সত্যবাক্যপালনার্থ-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥

তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৫২ ॥ সেই দিব্যান্ধনা কামিনী ইহা স্বীকার করিয়া অস্বহিত হইলেন ।  
 প্রতীপ নৃপতিও এই কামিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজগৃহে আগমন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে পর যখন নিজ পুত্র যৌবন অবস্থায় উপস্থিত হইল তখন  
 প্রতীপ নৃপতি বানপ্রস্থ আশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া পুত্রকে গঙ্গা-সঙ্গমস্থ পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই  
 আদ্যোপান্ত অবগত করাইয়া পুনর্বার বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, যদি সেই চারুহাসিনী  
 কন্যা কখন সেই বনে তোমার নিকট কামাতুরা হইয়া আগমন করে তবে তুমি সেই  
 বরারোহা মনোহারিণী কামিনীকে আমার সত্য বাক্য রক্ষার জন্ত ‘তুমি কে’ ইত্যাদি  
 কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ভজনা করিবে । পুত্র ! আমি বলিতেছি তুমি তাহাকে  
 ধর্মপত্নী করিয়া নিশ্চয়ই সূখী হইবে ॥ ৫৪—৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! প্রতীপনৃপতি, এইরূপে পুত্রকে আদেশ করিয়া প্রসন্নচিত্তে  
 তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যলক্ষী প্রদান করিয়া তপস্যা জন্য বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর  
 কিছুকাল সেই বনে ব্রহ্মরূপিণী জগদম্বার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া গৌরতর তপস্তা

রাজ্যং প্রাপ মহাতেজাঃ শান্তনুঃ সার্বভৌমিকম্ ।

প্রজা বৈ পালয়ামাস ধৰ্ম্মদণ্ডো মহীপতিঃ ॥ ৬০ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
গঙ্গামহাভিষবহুনাং শাপকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

পরাম্বিকাং সাগ্যাবস্থায়োপাধিকবৃক্ষরূপিণীম্ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

করত নিজ যোগপ্রভাবে দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥ এদিকে মহ  
প্রতাপশালী শান্তনু সাম্রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
গঙ্গা মহাভিষ নৃপতি এবং বহুগণের শাপবৃত্তান্ত কথন-  
বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্ব্ব একোনষষ্টিশ্লোক ।

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রতীপেহথ দিবং যাতে শান্তনুঃ সত্যবিক্রমঃ ।  
বভূব যুগয়াশীলো নিঘ্নন্ ব্যাত্রান্ যুগান্মৃপঃ ॥ ১ ॥  
স কদাচিদ্ধনে ঘোরে গঙ্গাতীরে চরন্মৃপঃ ।  
দদর্শ যুগশাবাক্ষীং সুন্দরীং চাক্রভূষণাম্ ॥ ২ ॥  
দৃষ্ট্বা তাং নৃপতির্মগ্নঃ পিত্রোক্তেয়ং বরাননা ।  
রূপযৌবনসম্পন্ন্য সাক্ষাৎক্ষমীরিবাপর্য ॥ ৩ ॥  
পিবন্মুখান্মুজং তস্তা ন তৃপ্তিমগমন্মৃপঃ ।  
হৃষ্টরোমাভবত্তত্র ব্যাপ্তচিত্ত ইবানঘঃ ॥ ৪ ॥  
মহাভিষং সাপি মত্বা প্রেমযুক্তা বভূব হ ।  
কিঞ্চিন্মন্দম্মিতং কৃত্বা তংস্বাগ্রে নৃপশ্চ চ ॥ ৫ ॥  
বীক্ষ্য তামসিতাপাক্ষীং রাজা প্রীতমনা ভূশম্ ।  
উবাচ মধুরং বাক্যং সান্ত্বয়ন্ শঙ্কয়া গিরা ॥ ৬ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্গঙ্গয়া সহ শব্দনোঃ ।

নিবাহঃ কথ্যতে তত্র বহুনাং জগ্ম চোচ্যতে ॥

প্রতীপশ্চ ভগবতীপ্রসাদাচ্ছতমপদপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তান্তমাহ প্রতীপেহথেন্তি ॥ ১—২ ॥  
মগ্নো মগ্নচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ব্যাপ্তচিত্তস্তস্তাং মগ্নচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ মহাভিষগিতি । তস্তা-

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! অনন্তর সেই প্রতীপনৃপতি স্বর্গে গমন করিলে বিক্রমশালী  
শান্তনুনৃপতি ব্যাত্র প্রভৃতি পশুগণকে বিনাশ করত অতিশয় যুগয়াশীল হইলেন ॥ ১ ॥  
একদা তিনি বিজনবনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চাক্রভূষণা যুগ-  
লোচনা সুন্দরী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥ দেখিবামাত্র নৃপতি তাহাতে  
আসক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, পিতা আমাকে বাহার কথা বলিয়াছিলেন  
এই রূপযৌবনবতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় চাক্রবদনা সেই রমণীই হইবেন ॥ ৩ ॥ সেই  
পুণ্যশালী শান্তনুনৃপতি তাহার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তৃপ্তির শেষ পাইলেন না তিনি তাহাতে  
আসক্তচিত্ত হইয়া লোমাক্ষিত কলেবর হইলেন ॥ ৪ ॥ এদিকে সেই কামিনীকপিণী গঙ্গা  
তাহাকে শাপব্রষ্ট মহাভিষ নৃপতি বলিয়া জানিতে পারিয়া তাহাতে প্রণয়িনী হইলেন এবং  
ঈশং হস্ত করত তাহার অঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥ রাজা শান্তনু সেই চাক্র-



দেবী বা ত্বঞ্চ বামোরু ! মানুষী বা বরাননে ! ।  
 গন্ধৰ্বী বাথ যক্ষী বা নাগকন্যাপ্সরাপি বা ॥ ৭ ॥  
 যাসি কাসি বরারোহে ! ভার্য্যা মে ভব স্তুন্দরি ! ।  
 প্রেমযুক্তস্মিতৈব ত্বং ধৰ্মপত্নী ভবাদ্য মে ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ ।

রাজা তাং নাভিজানাতি গঙ্গৈয়মিতি নিশ্চিতম্ ।  
 মহাভিষং সমুৎপন্নং নৃপং জানাতি জাহ্নবী ॥ ৯ ॥  
 পূৰ্ব্বপ্রেমসমাযোগাচ্ছ ত্বা বাচং নৃপশ্চ তাম্ ।  
 উবাচ নারী রাজানং স্মিতপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

স্ত্র্যুবাচ ।

জানামি ত্বাং নৃপশ্ৰেষ্ঠ ! প্রতীপতনয়ং শুভম্ ।  
 কা ন বাঙ্কতি চার্কঙ্গী ভাবিত্বাং সদৃশং পতিম্ ॥ ১১ ॥  
 বাগ্বন্ধেন নৃপশ্ৰেষ্ঠ ! চরিস্যামি পতিং কিল ।  
 শৃণু মে সময়ং রাজন্ ! রণোমি ত্বাং নৃপোত্তম ! ॥ ১২ ॥

দেবতাস্থাদিব্যজ্ঞানেনায়ং বুদ্ধসভায়াং দৃষ্টো মহাভিষরাজা ভবতীতি ॥ ৫—৮ ॥ রাজা তাং নাভিজানাতি । দিব্যজ্ঞানাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥ ভাবিত্বাদিতি । জীজাতেরনশ্চং পতিরপেক্ষিত এবতি হেতোর্যো বা কো বাহপি পতিরপেক্ষিত এব তত্রাপি সদৃশো মনোহররূপো যদি লক্ষ্যন্তর্হি তং কা ন বাঙ্কতি সর্ক্যপি বাঙ্কত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বাগ্বন্ধেন

লোচনাকে সমীপস্থ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত সহকারে মনোহর বাক্য দ্বারা গাঙ্গনা করত মধুর বাক্যে বলিলেন ॥ ৬ ॥ হে চার্কবদনে ! তুমি দেবী, মানুষী, গন্ধৰ্বী, যক্ষাঙ্গনা, নাগকন্যা না অঙ্গরা ? স্তুন্দরি ! তুমি যে কেহই হওনা কেন, আমার ভার্য্যা হও । বরারোহে ! তোমারও প্রেমযুক্ত হস্ত দেখিতে পাইতেছি, অতএব অদ্য তুমি আমার ধৰ্মপত্নী হও ইহাই প্রার্থনা ॥ ৭—৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শাস্ত্রহু নৃপতি সেই স্তুন্দরীকে গঙ্গা বলিয়া জানিতে পারেন নাই, কিন্তু গঙ্গা দেবী তাঁহাকে শাপদ্রষ্ট মহাভিষরাজ শাস্ত্ররূপে উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ অতএব সেই জীৱপী গঙ্গা তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই পূৰ্ব্বপ্রণয়-ভাব মনে করিয়া জীষৎ হস্ত সহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১০ ॥

নৃপবর ! আপনি যে প্রতীপনৃপতিতনয় ইহা আমি জানি ; তবে জীজাতির পতিলাভ বিষয়ে স্থির থাকিলেও কোন্ রমণী মনোমত পতিলাভে ইচ্ছা না করে ? ॥ ১১ ॥ নৃপবর ! আপনি রাজগণের শ্রেষ্ঠ তদ্বিময়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু, আমি আপনার সহিত একটি প্রতি-

যচ্চ কুর্য্যামহং কার্য্যং শুভং বা যদি বাশুভম্ ।  
 ন নিষেধ্যা ত্বয়া রাজন্ বক্তব্যং তথাপ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥  
 যদা চ ত্বং নৃপশ্রেষ্ঠ ! ন করিষ্যসি মে বচঃ ।  
 তদা মুক্ত্বা গমিষ্যামি যথেষ্টং দেশ মারিষ ! ॥ ১৪ ॥  
 স্মৃত্বা জন্ম বসুনাং সা প্রার্থনাপূৰ্ব্বকং হৃদি ।  
 মহাভিষস্য প্রেমাথ বিচিন্ত্যেব চ জাহুবী ।  
 তথৈতু্যক্তাথ সা দেবী চকার নৃপতিং পতিন্ ॥ ১৫ ॥  
 এবং বৃতা নৃপেণাথ গঙ্গা মানুষরূপিণী ।  
 নৃপশ্চ মন্দিরং প্রাপ্তা স্তভগা বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥  
 নৃপতিস্তাং সমাসাদ্য চিক্রীড়োপবনে শুভে ।  
 সাপি তং রময়ামাস ভাবজ্ঞা বৈ বরাস্তনা ॥ ১৭ ॥  
 ন বুৰোধ নৃপঃ ক্রীড়ন্ গতান্বয়গগানথ ।  
 স তয়া মুগশাবাক্ষ্য শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৮ ॥

পণেন । সময়ং পণম্ ॥ ১২ ॥ তথাপ্রিয়ম্ । অপ্রিয়নিতিক্ষেদঃ ॥ ১৩ ॥ তদেতি । তদা  
 ত্বাং মুক্ত্বা ত্যক্ত্বা যথেষ্টং দেশং গমিষ্যামীত্যর্থঃ । যথেষ্টং দেশ মারিষেত্যত্র দেশপদোত্তর-  
 বি ভক্তিলোপশ্চান্দসঃ ॥ ১৪ ॥ স্মৃষেতি । ইথং কার্য্যদ্বয়হেতোজাহুবী শস্ত্রনোঃ পত্নী জাতেতি  
 শেষঃ ॥ ১৫ ॥ যদ্বা পণং শ্রুত্বা রাজ্ঞা তথাস্বিত্যঙ্গীকৃতপণা জাহুবী কার্য্যদ্বয়হেতোনৃপতিং  
 পতিং চকারেত্যম্বয়ঃ ॥ (নৃপশ্চেতি । নৃপশ্চ শস্ত্রনোঃ মন্দিরং হাণ্ডিনপুরস্থভবনং প্রাপ্তা সা  
 বরবর্ণিনীত্যম্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সাপীতি । সাপি বরাস্তনা গঙ্গা ভাবং মনোগতাভিপ্রায়ং জানাতীতি  
 ভাবজ্ঞা ভর্তুরভিপ্রায়ং বিদিত্বা রময়ামাসেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥ স তয়েতি । তয়া সহ ক্রীড়ন্

জায় বদ্ধ হইয়া আপনাকে পতিত্বে স্বীকার করিব । রাজন্ ! আমার সেই প্রতিজ্ঞাটী অগ্রে  
 শ্রবণ করুন, পরে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব ॥ ১২ ॥ মহারাজ ! আমি যখন যে কোন  
 কার্য্য করিব তাহা ভাল বা মন্দ হইলেও আপনি নিষেধ করিতে বা ইহা আমার অপ্রিয়  
 হইল একরূপ বলিতে পারিবেন না । যে দিবস আপনি আমার বাক্য পালন না করিবেন,  
 সেই দিবসই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব ॥ ১৩—১৪ ॥  
 ঋষিগণ ! জাহুবী বসুগণের সেই জন্ম প্রার্থনাবিষয় স্মরণ করিয়া এবং মহাভিষ নৃপতির  
 অণয় ঘটনা চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন । অনন্তর, শাস্তনুরাজ ইহা স্বীকার করিলে,  
 গঙ্গা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ ঋষিগণ ! সেই বরবর্ণিনী গঙ্গাদেবী এইরূপে  
 মানুষরূপিণী হইয়া শাস্তনুনৃপকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তাঁহার গৃহে গমন  
 করিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজাও তাঁহাকে লাভ করিয়া মনোহর উপবনে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত  
 হইলেন এবং সেই মানুষরূপিণী গঙ্গা নৃপতির অতিপ্রায় অবগত হইয়া বিবিধ প্রকারে  
 তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গত হইতে

স। সৰ্বগুণসম্পন্ন। মোহপি কামবিচক্ষণঃ ।

রেমাতে মন্দিরে দিব্যে রমানারায়ণাবিব ॥ ১৯ ॥

এবং গচ্ছতি কালে সা দধার নৃপতেস্তদা ।

গৰ্ভং গঙ্গা বহুং পুত্রং সুষুবে চারুলোচনা ॥ ২০ ॥

জাতমাত্রং সূতং বারি চিক্ষেপৈবং দ্বিতীয়কে ।

তৃতীয়েহথ চতুর্থেহথ পঞ্চমে ষষ্ঠ এব চ ॥ ২১ ॥

সপ্তমে বা হতে পুত্রে রাজা চিন্তাপরোহভবৎ ।

কিং করোম্যদ্য বংশো মে কথং স্থাৎ স্থস্থিরো ভুবি ॥ ২২ ॥

সপ্ত পুত্রা হতা নুনমনয়া পাপরূপয়া ।

নিবারয়ামি যদি মাং ত্যক্ত্বা যাত্নতি সৰ্ব্বথা ॥ ২৩ ॥

অষ্টমোহয়ং সুষম্প্রাপ্তো গৰ্ভো মে মনসীপ্সিতঃ ।

ন বারয়ামি চেদদ্য সৰ্ব্বথেয়ং জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥

নৃপঃ বর্ষপুগান্ গতানপি ন জ্ঞাতবান্ । মৃগশাবকস্ত অঙ্গিলীব অঙ্গিলী যন্তাঃ ॥ ১৮ ॥ রমা  
লক্ষ্মীঃ । লক্ষ্মীনারায়ণৌ ইব তৌ রেমাতে ॥ ১৯ ॥

এবমিতি । এবম্প্রকারেণ কালে গচ্ছতি সতি সা গঙ্গা নৃপতেঃ শত্বনোঃ সকাশাৎ  
গৰ্ভং দধার বহুরূপং পুত্রং চ সুষুবে । কিন্তু জাতমাত্রং তং সূতং স্বসলিলে চিক্ষেপ । ইতি  
জ্ঞাত্যগময়ঃ ॥ ২০—২১ ॥ সপ্তমে ইতি । সপ্তমে পুত্রে নিহতে রাজা চিন্তাপরোহভবৎ ।  
চিন্তাং বিবৃণোতি কিং করোম্যদ্যোতি । অদ্য অধুনা কিং করোমি কণ্ঠোপায়ং বিদধে কথং  
কেনোপায়েন মে বংশঃ স্থস্থিরঃ স্তাদিতি ॥ ২২ ॥ সপ্ত পুত্রা ইতি । অনয়া পাপরূপয়া সপ্ত পুত্রা  
হতা যদ্যোনাং পুত্রহননপ্রবৃত্তাং নিবারয়ামি তদা সৰ্ব্বথা মাং ত্যক্ত্বা যাত্নতি ॥ ২৩ ॥ অষ্টমো-

লাগিল তথাপি সেই ক্রীড়াসক্ত নৃপতি কিছুই জানিতে পারিলেন না । বরং ইন্দ্র যেরূপ  
শচীর সহিত শোভা পান সেইরূপ তিনিও সেই মৃগনয়নার সহিত শোভা পাইতে লাগি-  
লেন ॥ ১৮ ॥ ঋষিগণ ! ইহা ঘটবার প্রধান কারণ এই যে, সেই রমণী যেরূপ সৰ্বগুণবিভূষিতা  
রাজাও তদ্রূপ কামশাস্ত্রবিশারদ ; অতএব, তাঁহারা সেই মনোহর মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের  
ন্যায় সৰ্বদা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সেই চারুলোচনা গঙ্গা গৰ্ভবতী হইলেন এবং শাপভ্রষ্ট  
বহুরূপে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন ॥ ২০ ॥ গঙ্গাদেবী পুত্রটিকে জাতমাত্রই গ্রহণ করিয়া জলে  
নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুত্রও বিনষ্ট হইলে  
পর রাজা চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । এক্ষণে আমি কি করি, কিরূপেই বা আমার  
বংশ পৃথিবীতে স্থস্থিররূপে বর্তমান থাকিবে ॥ ২১—২২ ॥ এই পাপিষ্ঠা ত আমার সাতটা  
সন্তানকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিল । যদি এক্ষণে আমি ইহাকে নিবারণ করি তাহা হইলে  
এখনিই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে ॥ ২৩ ॥ আর এক্ষণে ত এই অভিলষিত



ভবিতা বা ন বা চাগ্রে সংশয়োহয়ং মমাদুতঃ ।  
 সম্ভবেহপি চ দুর্থেয়ং রক্ষয়েদ্বা ন রক্ষয়েৎ ॥ ২৫ ॥  
 এবং সংশয়িতে কার্যো কিং কৰ্ত্তব্যং ময়াধুনা ।  
 বংশস্ত রক্ষণার্থং হি যত্নঃ কার্য্যঃ পরো ময়া ॥ ২৬ ॥  
 ততঃ কালে যদা জাতঃ পুত্রোহয়মষ্টমো বসুঃ ।  
 যুনেৰ্য্যেন হতা ধেনূর্নন্দিনী স্ত্রীজিতেন হি ॥ ২৭ ॥  
 তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ পুত্রং তাযুবাচ পতন্ পদে ॥ ২৮ ॥  
 দাসোহস্মি তব তস্মি ! প্রার্থয়ামি শুচিস্মিতে ! ।  
 পুত্রমেকং পুষ্যাম্যদ্য দেহি জীবং তমদ্য মে ॥ ২৯ ॥  
 হিংসিতাঃ সপ্ত পুত্রা মে করভোরু ! ত্বয়া শুভাঃ ।  
 অষ্টমং রক্ষ স্মশ্রোণি ! পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৩০ ॥

হয়মিতি । অয়ং মনসেঙ্গিতোহষ্টমো গর্ভঃ স্মসংপ্রাপ্তঃ যদি অদ্য ন নিবারয়ামি ইয়ং পাপা  
 সৰ্ব্বথা জলে ফিগেৎ ॥ ২৪ ॥ ভবিত্যেতি । ভবিতা বা ন ভবিতা অগ্রে অগ্নয়েব মহান্ সংশয়ঃ ।  
 ততঃ সম্ভবেহপি ইয়ং দুষ্টা নারী রক্ষয়েৎ ন রক্ষয়েদ্ বা ইত্যেব চাতিমহান্ সংশয়ঃ । অতএব  
 সংশয়িতে কার্য্যো ইদানীং ময়া কিংকৰ্ত্তব্যম্ । কিয়ংকালং এবং বিচারয়ন্ নিশ্চিত্যাহ ।  
 বংশস্ত রক্ষণার্থমেব ময়া পরো যত্নঃ কৰ্ত্তব্যঃ । রক্ষয়েদিত্যি স্বার্থে গিচ্ ॥ ২৫—২৬ ॥

তত ইতি । ততঃ কালে প্রাপ্তে যেন স্ত্রীজিতেন বসুনা যুনেৰ্য্যশিষ্টশ্চ নন্দিনী নাম  
 ধেনুহতা স অষ্টমো বসুর্যদা শত্নুপুত্ররূপেণ জাতঃ ॥ ২৭ ॥ ) তং দৃষ্ট্ব্যেতি । তং দৌর্ভাগ্যানি-  
 ত্যর্থঃ । পতন্ পদে নমস্কর্য্যনিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ পুষ্যামি পোষয়ামীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (হিংসিতা ইতি ।  
 করভোরু ! ত্বয়া মে শুভাঃ কল্যাণময়া সপ্ত পুত্রাঃ হিংসিতা জলে নিমজ্জিতাঃ । অতন্তে চর-

অষ্টম গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে । যদি ইহাকে নিবারণ না করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই জলে  
 নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৪ ॥ ইহার পর আর সম্ভাবন হয় কি না এক্ষণে এই সন্দেহই গুরুতর হই-  
 তেছে । আর যদি হয়, তাহা হইলে এই দুষ্টা রক্ষা করিবে কি না তদ্বিশয়েরও স্থিরতা  
 নাই ॥ ২৫ ॥ অতএব একরূপ সন্দেহ স্থলে এক্ষণে আমার কি করা উচিত । আমার বোধ হয়  
 সর্বপ্রকারে বংশরক্ষার জন্য যত্ন করাই কৰ্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

ঋষিগণ ! (পরে, যেরূপ ঘটিল শ্রবণ করুন) যে বসু স্ত্রীবাচ্যে বশিষ্ঠের দেহু অপহরণ  
 করিয়াছিলেন, সেই বসু যথাসময়ে অষ্টম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, শত্নু  
 নৃপতিজাত-পুত্রটিকে দর্শন করিয়া মানবরূপধারিণী গঙ্গার পদে পতিত হইয়া বলিতে লাগি-  
 লেন, হে কৃশাস্মি ! আমি তোমার দাসস্বরূপ, হে শুচিস্মিতে ! এক্ষণে তোমার নিকট  
 আমার এই প্রার্থনা যে আমি একটি পুত্রকে প্রতিপালন করিব, অতএব তুমি ইহাকে বিনষ্ট  
 করিও না ॥ ২৮—২৯ ॥ স্মরতি ! তুমি আমার সাতটি পুত্র বিনাশ করিয়াছ, এক্ষণে তোমার

অশ্রুদৈ প্রার্থিতন্তেহদ্য দদাম্যথ চ দুর্লভম্ ।  
 বংশো মে রক্ষণীয়োহদ্য ত্বয়া পরমশোভনে ! ॥ ৩১ ॥  
 অপুল্লশ্চ গতির্নাস্তি স্বর্গে বেদবিদো বিদুঃ ।  
 তস্মাদদ্য বরারোহে ! প্রার্থয়াম্যষ্টমং সূতম্ ॥ ৩২ ॥  
 ইতু্যক্তাপি গৃহীত্বা তং যদা গন্তুং সমুৎসৃকা ।  
 তদাতিকুপিতো রাজা তামুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৩ ॥  
 পাপিষ্ঠে ! কিং করোষ্যদ্য নিরয়ান্ন বিভেষি কিম্ ।  
 কাসি পাপকরাণাং ত্বং পুত্রী পাপরতা সদা ॥ ৩৪ ॥  
 যথেষ্টং গচ্ছ বা তিষ্ঠ পুত্রো মে স্থীয়তামিহ ।  
 কিং করোমি ত্বয়া পাপে ! বংশান্তকরয়াহনয়া ॥ ৩৫ ॥  
 এবং বদতি ভূপালে সা গৃহীত্বা সূতং শিশুম্ ।  
 গচ্ছন্তী বচনং কোপসংযুতা সমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

গয়োঃ পতামি অষ্টমং পুত্রং রক্ষত্যবয়ঃ ॥ ৩০ ॥ অশ্রুদিতি । হে পরমশোভনে অশ্রুৎ যৎ  
 কিঞ্চিৎ সুদুর্লভং বস্তুজাতমপি ত্বয়া প্রার্থিতং সৎ অহং দদামি পরং মেহদ্য বংশো রক্ষ-  
 ণীয়ঃ ॥ ৩১ ॥ পুত্ররক্ষণে কারণং সূচয়ম্ভাহ । অপুল্লশ্চেতি । ইহ সংসারে অপুল্লশ্চ গতির্নাস্তীতি  
 বেদজ্ঞাঃ বিদুঃ তস্মাদ্বেতোঃ অষ্টমং পুত্রং প্রার্থয়াম্যতি ॥ ৩২ ॥ ইতু্যক্তাপীতি । রাজা এবং  
 প্রার্থিতাহপি যদা সা তং পুত্রং গৃহীত্বা গন্তুমুৎসৃকা তদা রাজা দুঃখিতোহতিকুপিতশ্চ তামু-  
 বাচ ॥ ৩৩ ॥ ) পাপকরাণাম্পাপিনাগিতার্থঃ ॥ ৩৪ ॥ (যথেষ্টমিতি । মে পুত্রঃ অত্র স্থীয়তাম্ ।  
 ত্বং যথেষ্টং গচ্ছ তিষ্ঠ বা অনয়া বংশান্তকরয়া ত্বয়াহং কিং করোম্যিতি ॥ ৩৫ ॥

এবং বদতীতি । ভূপালে শস্ত্রনৌ এবং বদতি সতি সা শিশুং সূতং গৃহীত্বা গচ্ছন্তী

পায়ে পড়িতেছি এই পুত্রটী রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥ তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর  
 তাহা দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব ; কিন্তু হে সুন্দরি ! অদ্য আমার বংশ রক্ষা  
 করা তোমার উচিত বিবেচনা করিতেছি ॥ ৩১ ॥ কারণ, বেদবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন  
 অপুল্লক ব্যক্তি কখনই স্বর্গে যাইতে সমর্থ হয় না । হে বরারোহে ! এই জন্যই অদ্য এই  
 অষ্টম পুত্রটীকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ঋষিগণ ! নরপতি এইরূপে বারংবার প্রার্থনা  
 করিলেও নারীরূপা গঙ্গা যখন পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া গমনোদ্যতা হইলেন ; তখন রাজা  
 শাস্ত্রমু অতি দুঃখিত এবং কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ৩৩ ॥ পাপিষ্ঠে ! তুমি কি করিতেছ ?  
 তোমার কি নরকে ভয় নাই ? পাপাত্মাদিগের মধ্যে তুমি কোন পাপাত্মার কণ্ঠা যে  
 সর্বদাই আমার বংশ ধ্বংসে রত রহিয়াছ ? ॥ ৩৪ ॥ আমার পুত্র এই স্থানে থাকুক তুমি যথা  
 ইচ্ছা চলিয়া যাও । পাপিষ্ঠে ! তুমি বংশনাশকারিণী তোমাকে লইয়া আমি কি করিব ॥ ৩৫ ॥

শাস্ত্রমুরাজ এইরূপ বলিলে পর সেই রমণী শিশু পুত্রটীকে লইয়া যাইবার সময়

পুত্রকামা স্মৃতং ত্বেনং পালয়ামি বনে গতঃ ।  
 সময়ো মে গমিষ্যামি বচনং হনুখা কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 গঙ্গাং মাং বৈ বিজানীহি দেবকার্যার্থমাগতাম্ ।  
 বসবস্তু পুরা শপ্তা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ৩৮ ॥  
 ব্রজন্তু মানুষীং যোনিং স্থিতাং চিন্তাতুরাস্তু মাম্ ।  
 দৃষ্টেদং প্রার্থয়ামাস্তুর্জননী নো ভবানঘে ! ॥ ৩৯ ॥  
 তেভ্যো দত্ত্বা বরং জাতা পত্নী তে নৃপসত্তম ! ।  
 দেবকার্যার্থসিদ্ধ্যর্থং জানীহি সম্ভবো মম ॥ ৪০ ॥  
 সপ্ত তে বসবঃ পুত্রা মুক্তাঃ শাপাদৃষেস্তু তে ।  
 কিয়ন্তুং কালমেকোহয়ং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

সতী কোপসংযুতা বচনং বক্ষ্যমাণং উবাচ ॥ ৩৬ ॥ ) পুত্রকামেতি । হে রাজন্ ! পুত্র-  
 কামাহং পুত্রং গৃহীত্বা গমিষ্যামি বনে চৈনং পুত্রং পালয়ামি পালয়িষ্যামি । ইহৈব কুতো ন  
 পাল্যতে ইতি চেদগতঃ সময়ো যো ময়া পণঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি হেতোঃ । কুতো নষ্ট ইতি  
 চেদমম বচনং পূর্ষোক্তং ত্বয়া অন্তথা কৃতমিতি হেতোঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র পুত্রং পালয়িষ্যামীত্যত্র  
 কিং প্রমাণমিতি চেদহং গঙ্গাহস্মি ততো মমচনং সত্যং জানীহীত্যভিপ্রায়েণাহ । গঙ্গামিতি ।  
 তর্হি ত্বং মম পত্নী কুতো জাতা তথা পুত্রাশ্চ ত্বয়া কথং হিংসিতা ইতি চেত্তত্রাহ বসব-  
 স্থিতি ॥ ৩৮ ॥ (শাপপ্রকারং স্মচয়ন্ত্যাহ ব্রজস্থিতি । অয়মর্থঃ । নন্দিনীহরণাপরাধান্ বহুন্  
 প্রতি ব্রুক্ধ্বির্বশিষ্ঠঃ এবং শপ্তবান্ যথা, যতো ভবন্তো মম কামধেনুং দ্বতবস্তুঃ অতো  
 মানুষীং যোনিং ব্রজন্তু ইত্যেবমভিশপ্তাঃ সম্ভবন্তে বসবঃ পত্নি স্থিতাঃ মাং দৃষ্ট্বা হে অনঘে !  
 ত্বং নোহস্মাকং জননী ভবেতি প্রার্থয়ামাস্তুরিত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ তেভ্যো দত্তেতি । তেভ্যো  
 বস্তুভ্যাঃ তথাস্থিতি বরং দত্ত্বা তে তব পত্নী জাতাহমিতি শেষঃ । নত্বহং পঞ্চশরবিদ্ধা সতী  
 পত্ন্যভবং কিন্তু তৈর্বস্তুভিঃ প্রার্থিতা দেবকার্যার্থসিদ্ধ্যর্থমেব মম সম্ভব ইতি নিশ্চিতং  
 জানীহি ॥ ৪০ ॥ ততঃ কিং জাতমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ । সপ্তেতি । তে সপ্ত বসবঃ তব যে  
 সপ্তপুত্রা ময়া জলে নিক্ষিপ্তাঃ তে নিহতাঃ সম্ভবঃ মূনের্বশিষ্ঠস্ত শাপাৎ মুক্তাঃ । অয়ং য একো

কোপভরে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! পূর্বে তোমার সহিত আমার যে কথা ছিল তুমি  
 তাহার অন্তথা করিলে; অতএব, এক্ষণে সেই নিয়ম ভঙ্গ জ্ঞাত আমি বনে যাইয়া এই পুত্রটীকে  
 প্রতিপালন করিব ॥ ৩৭ ॥ রাজন্ ! এক্ষণে তুমি আমাকে সুরনদী গঙ্গা বলিয়া অবগত  
 হও । আমি কোনও দেবকার্যের জ্ঞাত এই মনুষ্যালোকে আসিয়াছিলাম । পূর্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ-  
 ঋষি বহুগণকে মানুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন । অনন্তর  
 বহুগণ অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া, আপনি আমাদিগের জননী  
 হউন এই বলিয়া প্রার্থনা করে । তদনন্তর আমি ( তাহাই হইবে বলিয়া ) তাহাদিগকে বর-  
 প্রদান করিয়া তোমার পত্নী হইয়াছিলাম । \*নৃপবর ! দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্যই আমার সম্ভব  
 এইটীই স্থির জানিবেন ॥ ৩৮—৪০ ॥ মহারাজ ! সাত জন বসু আপনার পুত্ররূপে জন্ম-



গঙ্গাদত্তমিমং পুত্রং গৃহাণ শন্তনো ! স্বয়ম্ ।

বহুদেবং বিদিত্বৈনং স্মৃৎ ভুংক্ষু স্ততোদ্রবম্ ॥ ৪২ ॥

গাঙ্গেয়োহয়ং মহাভাগ ! ভবিষ্যতি বলাধিকঃ ।

অদ্য তত্র নয়াম্যেনং যত্র ত্বং বৈ ময়া বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

দাস্তামি যৌবনপ্রাপ্তং পালয়িত্বা মহীপতে ! ।

ন মাতৃরহিতঃ পুত্রো জীবেন চ স্মৃখী ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

ইতু্যক্ত্বাস্তদধে গঙ্গা তং গৃহীত্বা চ বালকম্ ।

রাজা চাতীবহুঃখান্ভঃ সংস্থিতো নিজমন্দিরে ॥ ৪৫ ॥

ভার্য্যাবিরহজং দুঃখং তথা পুত্রশ্চ চাদ্রুতম্ ।

সর্বদা চিন্তয়ন্নান্তে রাজ্যং কুর্বন্ মহীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥

এবং গচ্ছতি কালেহথ নৃপতির্মুগয়াং গতঃ ।

নিঘ্নন্ মুগগগান্ বাণৈর্মহিষান্ শূকরানপি ॥ ৪৭ ॥

বর্তমানঃ অষ্টমো বসুরিত্যর্থঃ । অসৌ কিস্তং কালং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ইহ লোকে তব পুত্রত্বেন কিস্তং কালং ব্যাপ্যায়ং স্থাশ্রুতীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৪১ ॥ গঙ্গাদত্তমিতি । হে শন্তনো ! ত্বং ইমং স্বয়ং গঙ্গাদত্তং পুত্রং গৃহাণ এনং পুত্রমপি চ বহুং বিদিত্বৈব স্ততোদ্রবং স্মৃৎ ভুংক্ষু নহয়ং সাধারণপুত্র ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥ দেবশক্তিগর্ভজাততয়া পুত্রশ্চ ভাবিপ্রভাবং বিজিজ্ঞাপয়িস্বরাহ গাঙ্গেয়োহয়মিতি ॥ ৪৩ ॥ কতিবর্ষং যাবদ্বদাস্তিকং স্থাশ্রুতীতি চেত্তত্রাহ দাস্তামিতি । যতো মাতৃবিহীনঃ পুত্রো ন জীবেন চ স্মৃখী ভবেৎ অত এনং নয়ামীতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥ ইতু্যক্তেতি । এতাবহুত্বা অন্তর্হিতা বভূব ॥ ৪৫ ॥ ভার্য্যোতি । মহীপতিঃ শন্তনুঃ ভার্য্যাবিরহজং পুত্রবিরহজন্যঞ্চ অদ্রুতং দুঃখং সর্বদা চিন্তয়ন্ আন্তে পরং নৈব প্রজাপালনরূপং রাজধর্ম্যং মুক্ত্বা কেবলং দুঃখং চিন্তয়তি অত আহ রাজ্যং কুর্বন্নিতি ॥ ৪৬ ॥

গ্রহণ করিয়া ঋষির শাপ হইতে নিমুক্ত হইয়াছে । এই একটী বসু তোমার পুত্র হইয়া কিছুকাল ইহ লোকে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪১ ॥ হে শান্তনুরাজ ! আমি প্রদান করিতেছি পুত্রটীকে গ্রহণ কর । ইহাকে বহুদেব মনে করিয়া পুত্রজন্তু স্মৃৎ উপভোগ কর ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! তুমি অতি ভাগ্যশালী তাহাতে সন্দেহ নাই । তোমার এই পুত্রটী গঙ্গার গর্ভ-জাত অতএব এ অতিশয় বলশালী হইবে । কিন্তু পূর্বে তোমার সহিত আমার যে স্থানে মিলন হইয়াছিল, অদ্য আমি ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব ॥ ৪৩ ॥ কারণ, মাতৃ-বিরহিত পুত্র কখনই স্মৃখী হইতে বা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য লালন পালন করিয়া ইহার যৌবনকাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার আপনাকে প্রদান করিব ॥ ৪৪ ॥ ঋষিগণ ! গঙ্গা-দেবী এই কথী বলিয়া পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন । রাজাও অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ভার্য্যা ও পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় বিরহজাত দুঃখের সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ স রাজা শম্ভুনুসুদা ।  
 নদীং স্তোকজলাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৪৮ ॥  
 তত্রাপশ্যৎ কুমারং তং মুঞ্চন্তং বিশিখান্ বহুন্ ।  
 আকৃষ্য চ মহাচাপং ক্রীড়ন্তং সরিতস্তটে ॥ ৪৯ ॥  
 তং বীক্ষ্য বিস্মিতো রাজা ন স্ম জানাতি কিঞ্চন ।  
 নোপলেভে স্মৃতিং ভূপঃ পুত্রোহয়ং মম বা ন বা ॥ ৫০ ॥  
 দৃষ্ট্বাপ্যমানুষং কৰ্ম্ম বাণেষু লঘুহস্ততাম্ ।  
 বিদ্যাং বাহপ্রতিমাং রূপং তস্ম বৈ স্মরসন্নিভম্ ॥ ৫১ ॥  
 পপ্রচ্ছ বিস্মিতো রাজা কস্ম পুত্রোহসি চানঘ । !  
 নোবাচ কিঞ্চিদ্বীরোহসৌ মুঞ্চন্ শিলীমুখানথ ॥ ৫২ ॥  
 অন্তর্ধানংগতঃ সোহথ রাজা চিন্তাতুরোহভবৎ ।  
 কোহয়ং মম স্মৃতো বালঃ কিং করোমি ব্রজামি কন্ ॥ ৫৩ ॥

এবমিতি । এতৎপ্রকারেণ কালে গচ্ছতি অথ কদাচিৎ স রাজা মৃগয়াস্কৃতঃ মহিষাদীন  
 বহুন্ মৃগান্ বাণৈর্নিয়ন্ গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ সন্ নদীং গঙ্গাং স্তোকজলাং স্বল্পসলিলনদ্যাং  
 দৃষ্ট্বা বিস্মিত আসীৎ ইতি দ্ৰাভ্যামধ্বয়ঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তত্রাপশ্যদिति । তত্র সরিতস্তটে কঞ্চিৎ  
 কুমারং বহুন্ বিশিখান্ বাণান্ মুঞ্চন্তমপশ্যৎ ॥ ৪৯ ॥ তং বীক্ষ্যতি । রাজা তং কুমারং  
 বীক্ষ্য বিস্মিতঃ সন্ কিমপি ন জানাতি অয়ং মম পুত্রো ন চেতি স্মৃতিং ন উপলেভে ॥ ৫০ ॥  
 দৃষ্ট্বাপীতি । বাণেষু লঘুহস্ততাং ক্ষিপ্তপ্রকারিতাং তথা নদীজলশোষণরূপমমানুষং কৰ্ম্ম অপ্র-  
 তিমাং নিরূপমাং বিদ্যাং চ দৃষ্ট্বা রাজা বিস্মিতঃ সন্ পপ্রচ্ছতি পরেণাধ্বয়ঃ ॥ ৫১—৫২ ॥  
 কোহয়মিতি । অয়ং বালো মম স্মৃতোহস্তো বা কণ্ঠনাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ (গঙ্গামিতি । ভূপাণঃ

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিবস সেই শাম্ভু নৃপতি মৃগয়ায় যাইয়া স্মৃশাণিত  
 বাণদ্বারা মহিষ, শূকর প্রভৃতি নানাজাতি পশুগণকে বধ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে  
 উপস্থিত হইলেন এবং সহসা নদীর জল স্বল্পমাত্র প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হই-  
 লেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ অনন্তর, সেই নদীতটে একটা বালককে ক্রীড়া উপলক্ষে একটা মহৎ  
 শরাসন আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য বাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাজা সেই  
 বালককে দেখিবামাত্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বকথা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন, এজন্ত এই  
 বালক আমার পুত্র কি না ইহাও স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৫০ ॥ রাজা সেই বালকের  
 অমানুষ কৰ্ম্ম, বাণে অতিশয় লঘুহস্ততা অতুল্য ধর্ম্মবিদ্যা এবং কন্দর্পসদৃশ রূপ সন্দর্শন করিয়া  
 অতিশয় বিস্মিত হইয়া, তুমি কাহার পুত্র তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্তু সেই  
 বাণবর্ষণকারী বীর বালক রাজাকে কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল ।  
 বালক প্রস্থান করিলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বালক আমার পুত্র কি না ।

গঙ্গাং তুষ্টাব ভূপালঃ স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ।

দর্শনং সা দদাবাথ চারুরূপা যথা পুরা ॥ ৫৪ ॥

দৃষ্ট্বা তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং বভাষে নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।

কোহয়ং গঙ্গে ! গতৌ বালৌ মম ত্বং দর্শয়াধুনা ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গোবাচ ।

পুত্রোহয়ং তব রাজেন্দ্র ! রক্ষিতশ্চাক্ষমো বহুঃ ।

দদামি তব হস্তে তু গাঙ্গেয়োহয়ং মহাতপাঃ ॥ ৫৬ ॥

কীর্ত্তিকর্ত্তা কুলশ্রাস্ত্র ভবিতা তব স্তত্রত ! ।

পাঠিতস্থখিলান্ বেদান্ ধনুর্বেদঞ্চ শাস্ত্রতম্ ॥ ৫৭ ॥

বশিষ্ঠশ্রামে দিব্যে সংস্থিতোহয়ং স্তত্রস্তব ।

সর্ব্ববিদ্যাবিধানজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৫৮ ॥

যদ্বৈদ জামদগ্ন্যোহসৌ তদ্বৈদায়ং স্তত্রস্তব ।

গৃহাণ গচ্ছ রাজেন্দ্র ! স্ত্রী তব নরাধিপ ! ॥ ৫৯ ॥

শস্ত্রমুঃ তত্র নদীতটে স্থিতঃ সমাহিতঃ সন্ গঙ্গাং তুষ্টাব স্ততিং চকার । অথ রাজাহতিষ্টুতা  
সা গঙ্গা পুরা পূর্ব্বং মাহুস্বরমণীরূপং ধৃত্বা যথা রময়ামাস তথা ইদানীমপি তদ্রূপং বিধায়  
দর্শনং দদৌ শস্ত্রমুরাজায়েতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥ দৃষ্টেতি চারুসর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বাঙ্গমনোহরাম্ ।  
অয়ং বালকঃ কঃ যোহয়ং গতঃ ত্বং ইদানীং তং দর্শয়েতি বভাষে ॥ ৫৫ ॥

পুত্রোয়মিতি । হে রাজেন্দ্র ! অয়ং মহাতপা গঙ্গাগর্ভজাতঃ তব পুত্ররূপোহষ্টমো বহুঃ  
সাম্প্রতং তব হস্তে দদামি সমর্পয়ামি ॥ ৫৬ ॥ কীর্ত্তিকর্ত্তেতি । নতু কেবলং পোষণাদিনা পরিবর্দ্ধিতো-  
হয়ং বালকঃ অখিলান্ বেদান্ ধনুর্বেদঞ্চ পাঠিত এব ॥ ৫৭ ॥ কুতোহয়শ্রাপ বিদ্যাং ইতি চেত্তত্রাহ

একগুণে কি উপায় কারে কাহার নিকট যাই ॥ ৫১—৫৩ ॥ এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া  
রাজা সেই নদীতটে সমাহিত হইয়া গঙ্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর গঙ্গাদেবী  
পূর্ব্ববৎ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজা সেই চারুরূপা  
গঙ্গাকে দর্শন করিবামাত্রই বলিলেন, গঙ্গে ! এই বালকটী কে, এবং কোথায় যাইল, তুমি  
একগুণে সেই বালকটীকে আমায় দর্শন করাও ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গা, রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র ! এই বালকটী তোমারই  
পুত্র আমি এতদিন ইহাকে রক্ষা করিয়াছি । ইহাকে শাপভ্রষ্ট অষ্টম বহু বলিয়া জানিবেন ।  
একগুণে আমি এই মহাতপা গাঙ্গেয়কে আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ রাজন্ ! এই  
পুত্রটীই তোমার কুলের কীর্ত্তিকর হইবে । আমি ইহাকে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে রাখিয়া অখিল  
বেদ বিশেষত সমস্ত ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছি । তোমার এই পুত্রটী বশিষ্ঠের আশ্রমে  
বাস করত একগুণে সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ও সর্ব্বকার্য্যদক্ষ হইয়াছে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রাজেন্দ্র ! অধিক



ইত্যাভ্যাস্তদর্শে গঙ্গা দত্ত্বা পুত্রং নৃপায় বৈ ।  
 নৃপতিস্ত মুদা যুক্তো বভূবাতিস্থখান্বিতঃ ॥ ৬০ ॥  
 সমালিঙ্গ্য স্ততং রাজা সমাত্মায় চ মস্তকম্ ।  
 সমারোপ্য রথে পুত্রং স্বপূরং স প্রচক্রমে ॥ ৬১ ॥  
 গত্ত্বা গজাহ্বয়ং রাজা চকারোৎসবমুত্তমম্ ।  
 দৈবজ্ঞঞ্চ সমাহুয় পপ্রচ্ছ চ শুভং দিনম্ ॥ ৬২ ॥  
 সমাহত্য প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ সচিবান্ সৰ্ব্বশঃ শুভান্ ।  
 যৌবরাজ্যেহথ গান্ধেয়ং স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৬৩ ॥  
 কৃত্বা তং যুবরাজানং পুত্রং সৰ্ব্বগুণান্বিতম্ ।  
 স্তুত্বামাস স ধৰ্ম্মাত্মা ন সন্মার চ জাহ্নবীম্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ ।

এতদ্বঃ কথিতং সৰ্ব্বং কারণং বহুশাপজম্ ।  
 গান্ধেয়স্য তথোৎপত্তিং জাহ্নব্যাঃ সম্ভবং তথা ॥ ৬৫ ॥

বশিষ্ঠস্তোতি ॥ ৫৮ ॥ ধনুর্বেদপারদর্শিতাং সূচয়ন্ত্যাহ যদবেদেতি । জামদগ্ন্যাঃ পরশুরামঃ ॥ ৫৯ ॥  
 ইত্যাভ্যাস্তদর্শে গঙ্গা দত্ত্বা পুত্রং নৃপায় বৈ । নৃপতিস্ত মুদা যুক্তো বভূব পুত্রলাভেনেতি  
 যাবৎ ॥ ৬০ ॥ সমালিঙ্গ্যোতি । সমালিঙ্গ্য সমালিঙ্গ্য শিরোভাগং নয়ন রথে সমারোপয়ন্  
 স্বপূরং হস্তিনপূরং প্রচক্রমে প্রতস্থে ॥ ৬১ ॥ গতেতি । গজাহ্বয়ং হস্তিনপূরং হস্তীতি  
 নাম্না কশিন্নরপতিরাসীৎ তেন নির্মিতত্বাৎ পুরস্তাপি তদাখ্যা জাতেতি বোধ্যম্ ॥ ৬২ ॥  
 সমাদৃত্যোতি । শুভান্ কল্যাণকামান্ গান্ধেয়ং ভীষ্মং স্থাপয়ামাস প্রতিষ্ঠাপিতবান্ ॥ ৬৩ ॥  
 ন সন্মারেতি । পুত্রস্তুত্বেন জাহ্নবীবিরহজ্জঃখশূনাশাত্তাং ন সন্মারেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

আর কি বলিব, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম যাহা কিছু অবগত আছেন সে সমস্তই তোমার পুত্র  
 সম্যাকরূপে শিক্ষা করিয়াছে । এক্ষণে আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইয়া স্ত্রী  
 হউন ॥ ৫৯ ॥ গঙ্গাদেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তর্হিতা  
 হইলেন । নৃপতি ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহার মস্তক আত্মাণ  
 করিলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া নিজ পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥  
 অনন্তর, শান্তনুরাজ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াই পুত্রাগমন জন্য মহোৎসব করিলেন এবং  
 সমস্ত প্রজা ও সৰ্ব্বদাহিতকারী মন্ত্রিবর্গকে আনয়ন পূর্বক দৈবজ্ঞনির্দিষ্ট শুভদিনে গঙ্গা-  
 নন্দনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥ এইরূপে ধৰ্ম্মাত্মা শান্তনুরাজ সৰ্ব্ব-  
 গুণান্বিত গান্ধেয়কে যুবরাজ করিয়া অতিশয় স্ত্রী হইয়া গঙ্গা-বিরহজাত হঃখ অন্তঃকরণ  
 হইতে বিদূরিত করিলেন ॥ ৬৪ ॥

গঙ্গাবতরণং পুণ্যং বসুনাং সম্ভবং তথা ।

যঃ শৃণোতি নরঃ পাপান্মুচ্যতে নাত্র-সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

পুণ্যং পবিত্রমাখ্যানং কথিতং মুনিসত্তমাঃ ! ।

যথা ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং নানাখ্যানকথাস্থিতম্ ।

দ্বৈপায়নমুখোদ্ভূতং পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬৮ ॥

শৃণুতাং সৰ্বপাপঘ্নং শুভদং সুখদং তথা ।

ইতিহাসমিমং পুণ্যং কীর্তিতং মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(এতদ্ব্যংগ্যঃ কথিতমিতি । বো যুগ্মভ্যং এতৎ বসুশাপজং সৰ্বং কারণং গাঙ্গেয়শ্চ ভীষণশ্চ উৎপত্তিঃ জাহ্নব্যাশ্চ সম্ভবঃ নরজাতীয়রমণীরূপধারণমিত্যর্থঃ কথিতং ময়েতি শেষঃ ॥ ৬৫ ॥ গঙ্গায়া ইতি । গঙ্গায়া অবতরণং বসুনাঞ্চ সম্ভবং যো নরঃ শৃণোতি ॥ ৬৬ ॥ উদ্যানীং শ্রীমদ্ভাগবতাস্তর্গতৈতদাখ্যানমাহায়াং শৃণুতাং পাপধ্বংসাদিকলক্ষণমিত্যর্থঃ বর্ণনমধ্যায়ঃ সমাপ্যতি সূতঃ পুণ্যং পবিত্রমিতি ॥ ৬৭—৬৯ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! এই ত আমি আপনাদিগকে বসুশাপের সমস্ত কারণ, গঙ্গা-গর্ভসমূহ ভীষণ উৎপত্তি এবং গঙ্গাদেবীর সম্ভব কথা সমস্তই বলিলাম ॥৬৫॥ ইহ লোকে যে মনুষ্য এই পুণ্যজনক গঙ্গাবতারের এবং বসুদিগের উৎপত্তিকথা শ্রবণ করিবে সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ॥৬৬॥ হে মুনিসত্তমগণ ! আমি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট নানাখ্যান সমন্বিত, পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট, বেদসদৃশ এই পুণ্যজনক শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি আপনাদের নিকট সেই রূপই বলিলাম । ঋষিগণ ! আমি যে এই পুণ্যজনক ইতিহাস বলিলাম, যাহারা ইহা শ্রবণ করেন তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় সর্বদা মঙ্গল হইতে থাকে এবং তাঁহারা চিরসুখী হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন ॥ ৬৭—৬৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

দ্বিতীয়স্কন্ধে বসুগণের জন্মবিষয়ক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

## পঞ্চমোহিত্যায়ঃ ।

ধাময় উচুঃ ।

বসুনাং সম্ভবঃ সূত ! কথিতঃ শাপকাণ্ডাং ।  
গান্ধেয়স্য তথোৎপত্তিঃ কথিতা লোমহর্ষণে ! ॥ ১ ॥  
মাতা ব্যাসস্য ধর্মজ্ঞ ! নান্না সত্যবতী সতী ।  
কথং শম্ভুনো প্রাপ্তা ভার্য্যা গন্ধবতী শুভা ॥ ২ ॥  
তন্মমাচক্ষু বিস্তারং দাশপুত্রী কথং বৃত্তা ।  
রাজ্ঞা ধর্মবরিষ্ঠেন সংশয়ং ছিন্তি সূত্রত ! ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

শম্ভুনো নাম রাজর্ষি মৃগয়ানিরতঃ সদা ।  
বনং জগাম নিব্রুং বৈ মৃগাংশ্চ মহিষান্ রুরুন্ ॥ ৪ ॥  
চত্বার্যোব তু বর্ষাণি পুঞ্জেন সহ ভূপতিঃ ।  
রমমাণঃ স্তথং প্রাপ কুমারেণ যথা হরঃ ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্ত সত্যবতীতিতন্দরী ।

বৃত্তা শম্ভুনো রাজ্ঞা কথেষং সম্যগীয়াতে ॥

গন্ধগা সহ শম্ভুনো বিবাহাদিকং শ্রুত্বা সত্যবতীবিবাহকথাং পৃচ্ছন্তি বসুনানিতি ॥ ১ ॥  
(মাত্তেতি । ধর্মজ্ঞ ! সূত ! ব্যাসশিষ্যত্বাভ্যুত্থানম্ । রাজ্ঞা শম্ভুনো কথং প্রাপ্তা লক্ষা গন্ধবতী  
যোজনগন্ধাশ্চিতা ॥ ২ ॥ তন্মমেতি । হে সূত্রত ! ধর্মবরিষ্ঠেন রাজ্ঞা দাশপুত্রী কথং বৃত্তেন  
তোতন্মমাচক্ষু উক্ত্বা চ সংশয়ং ছিন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

শম্ভুরিতি । সদা মৃগয়ানিরতঃ । রুরুন্ মৃগভেদান্ ॥ ৪ ॥ ) পুঞ্জেন সহ ভীয়েন সহ ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণ পুত্র সূত ! তুমি বসুগণের শাপজ্ঞ সমুদ্ভব এবং গন্ধা-  
নন্দন ভীষ্মের উৎপত্তি কথা বলিয়াছ ॥ ১ ॥ হে ধর্মজ্ঞ ! এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বল, শাম্ভু  
নৃপতি কি করিয়া সেই যোজনগন্ধা ব্যাসজননী সতী সত্যবতীকে ভার্য্যাক্রমে গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন । রাজা ধার্মিকপ্রবর হইয়াও কি রূপে তাহাকে বরণ করিলেন ? হে সূত্রত সূত !  
আমাদিগের এই সংশয় ছেদ কর ॥ ২—৩ ॥

সূত ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ ! রাজর্ষি শাম্ভু সর্বদা  
মৃগয়ারত হইয়া হরিণ মহিষ ও অন্যান্য পশুগণকে বিনাশ করত বনে বনে ভ্রমণ করি-  
তেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে ভূপতি শাম্ভু চারি বৎসর পর্যান্ত পুত্র ভীষ্মের সহিত একত্র থাকিয়া,



একদা বিক্ষিপন্ বাগান্ বিনিয়ন্ খড়্গশুকরান্ ।  
 স কদাচিদ্ধনং প্রাপ্তঃ কালিন্দীং সরিতাং বরাম্ ॥ ৬ ॥  
 মহীপতিরনির্দেশ্যমাজিষ্মদগন্ধমুত্তমম্ ।  
 তস্য প্রভবম্বিচ্ছন্ সঞ্চচার বনং তদা ॥ ৭ ॥  
 ন মন্দারস্য গন্ধোহয়ং মৃগনাভিমদস্য ন ।  
 চম্পকস্য ন মালত্যা ন কেতক্যা মনোহরঃ ॥ ৮ ॥  
 ন চানুভূতপূর্বোহয়ং বাতি গন্ধবহঃ শুভঃ ।  
 কুতোহয়মেতি বায়ুর্বে মম আণবিমোহনঃ ॥ ৯ ॥  
 ইতি সঙ্কিন্ত্যমানোহসৌ বভ্রাম বনমণ্ডলম্ ।  
 মোহিতো গন্ধলোভেন শস্ত্রনুঃ পবনানুগঃ ॥ ১০ ॥  
 স দদর্শ নদীতীরে সংস্থিতাং চারুদর্শনাম্ ।  
 শৃঙ্গারসহিতাং কান্তাং স্থস্থিতাং মলিনাম্বরাম্ ॥ ১১ ॥  
 দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ।  
 অস্যা দেহস্য গন্ধোহয়মিতি সঞ্জাতনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

কুমারেণ স্কন্দেন ॥ ৫ ॥ স কদাচিদিতি । প্রথমং বনং প্রাপ্তঃ পশ্চাদ্বনমধ্যস্থং সরিহরাং  
 কালিন্দীং যমুনাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ অনির্দেশ্যং নির্ণেতুগশকাং তন্ত্ৰ গন্ধস্ত প্রভবমুৎপত্তি-  
 স্থানম্ ॥ ৭—৮ ॥ গন্ধবহো বায়ুঃ ॥ ৯ ॥ পবনানুগঃ পবনমমূলক্ষীকৃত্য গন্তা ॥ ১০ ॥ (স দদ-  
 র্শেতি । স রাজা নদীতটস্থানে মনোজ্ঞদর্শনাং শৃঙ্গারসহিতাং যৌবনোপযোগিহাবভাবা-  
 দ্যাঢ্যাং অতঃ কান্তাং কমনীয়মূর্তিগিতার্থঃ । স্থস্থিতাং চাপল্যরহিতাং মলিনাম্বরামিত্যনেন  
 নীচজাতিকথ্যং সূচিতম্ । এবমুতাং দদর্শেত্যবয়বঃ ॥ ১১ ॥ দৃষ্ট্বা তামিতি । অসিতৌ দ্বিষদ্রক্তৌ

মহাদেব যেরূপ কার্তিক সহবাসে আনন্দ লাভ করেন, তদনুরূপ সুখলাভ করিলেন ॥ ৫ ॥  
 অনন্তর, একদা মৃগয়া উপলক্ষে শূকর গণ্ডার প্রভৃতি বহুপশুগণের সংহার করিতে করিতে  
 সরিহরা-কালিন্দীসমীপস্থ বনে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥ উপস্থিত মাত্রই শাস্ত্রমুরাজ এক  
 প্রকার স্নগন্ধ আশ্রাণ করিলেন ; কিন্তু, সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা নির্ণয়  
 করিতে পারিলেন না । অনন্তর, তিনি সেই সদৃশ গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অন্বেষণ  
 জন্ত সেই বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ পরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে, এই মনো-  
 হর সদৃশ মন্দার পুষ্পের নয়, মৃগনাভিরও নয়, চম্পক, মালতী বা কেতকী পুষ্পেরও  
 নয় । আমি পূর্বে কখন একরূপ সুরভিময় বায়ু সেবন করি নাই একরূপ আণেচ্ছিরের বিমোহন-  
 কারী বায়ু কোথা হইতে প্রবাহিত হইতেছে ? ॥ ৮—৯ ॥ ঋষিগণ ! শাস্ত্রমুরাজ এইরূপ  
 চিন্তা করত সমাগত গন্ধলোভে মোহিত হইয়া সেই গন্ধবহ বায়ুর অনুসরণ করত সমস্ত বন  
 ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর, তিনি কালিন্দী-নদীতীরে সমুপবিষ্ট যৌবনোপযোগী

তদদ্ভুতং রূপমতীবসুন্দরং  
 তথৈব গন্ধোহখিললোকসম্মতঃ ।  
 বয়শ্চ তাদৃগ্নবযৌবনং শুভং  
 দৃষ্টে ব রাজা কিল বিস্মিতোহভবৎ ॥ ১৩ ॥  
 কেয়ং কুতো বা সমুপাগতোহধুনা  
 দেবাক্সনা বা কিমু মানুষী বা ।  
 গন্ধর্ব্বপুত্রী কিল নাগকন্যা  
 জানে কথং গন্ধবতীং নু কামিনীম্ ॥ ১৪ ॥  
 সঙ্কিত্য চৈবং মনসা নৃপোহসৌ  
 ন নিশ্চয়ং প্রাপ যদা ততঃ স্বয়ম্ ।  
 গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতোহথ  
 পপ্রচ্ছ কান্তাং তটসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৫ ॥  
 কাসি প্রিয়ে ! কস্য স্মৃতাসি কস্মা-  
 দিহ স্থিতা ত্বং বিজনে বরোরু ! ।  
 একাকিনী কিং বদ চারুনেত্রে !  
 বিবাহিতা বা ন বিবাহিতাসি ॥ ১৬ ॥

অপাক্সৌ লোচনপ্রাক্সৌ যশ্চাস্তাং দৃষ্ট্বা স মহীপতিঃ অন্যা দেহশ্রায়ং গন্ধঃ ইতি সংজাতঃ  
 নিশ্চয়ঃ যশ্চ ॥ ১২ ॥ রূপাধিক্যং বর্ণয়িতুকাম আহ তদদ্ভুতমিতি । অখিললোকসম্মতঃ সর্ব্বজন-  
 মনোহরো গন্ধঃ ॥ ১৩ ॥ ইদানীং রাজা মনসা বিচারয়ম্বাহ কেয়মিতি ॥ ১৪ ॥ গঙ্গাং স্মরন্  
 কামবশং গতঃ কামেন রুচিভুঃ সন্ যয়া গঙ্গয়াহং ত্যক্তঃ সৈব গঙ্গা হ্রিয়ং ন শ্রাদিতি তাং

অঙ্গসৌষ্টবে কমনীয়মূর্ত্তি মলিনবস্ত্রা একটা সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥ মহী-  
 পতি শাস্ত্রু সেই চারুলোচনা কামিনীকে দেখিবামাত্রই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং এই  
 গন্ধ ইহাঁরই শরীর হইতে সমুৎপন্ন ইহা স্থির করিলেন ॥ ১২ ॥ ঋষিগণ ! রাজা তাঁহার সেই  
 অতীবসুন্দর আশ্চর্যজনক রূপ, সর্ব্ব লোকের আনন্দকর সেই গন্ধ এবং নবযৌবনাবৃত্ত  
 সেই বয়স দেখিয়াই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন ; পরে চিন্তা করিলেন, এই রমণী কে ?  
 কোথা হইতেই বা আসিয়াছে ? ইনি কি দেবকন্যা বা মানবী বা গন্ধর্ব্বকন্যা অথবা নাগকন্যা ?  
 এই সদৃশকবিশিষ্টা কামিনী কে ? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ !  
 শাস্ত্রু নৃপতি মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়াও যখন কিছুই নিশ্চয় করিতে  
 পারিলেন না, তখন গঙ্গাকে স্মরণ করত কামাতুর হইয়া স্বয়ং যমুনাতটসংস্থিত সেই কামি-  
 নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥ সুন্দরি ! তুমি কে এবং কাহার কন্যা ? কিজন্য এই

সঞ্জাতকামোহমরালনেত্রে !

ত্বাং বীক্ষ্য কান্তাঞ্চ মনোরমাঞ্চ ।

ব্রুহি প্রিয়ে ! যাসি চিকীর্ষসি ত্বং

কিং চেতি সৰ্ব্বং মম বিস্তরেণ ॥ ১৭ ॥

ইত্যেবমুক্তা স্তদতী নৃপেণ

প্রোবাচ তং সন্মিতমম্বুজেক্ষণা ।

দাশস্য পুত্রীং ত্বমবেহি রাজন্ !

কন্যাং পিতুঃ শাসনসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৮ ॥

তরীমিমাং ধৰ্ম্মনিমিত্তমেব

সংবাহয়ামীহ জলে নৃপেন্দ্র ! ।

পিতা গৃহে মেহদ্য গতোহস্তি কামং

সত্যং ব্রুবীম্যর্থপতে ! তবাগ্রে ॥ ১৯ ॥

ইত্যেবমুক্তা বিররাম বালা

কামাতুরস্তাং নৃপতিৰ্ভায়ে ।

কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং

বৃথা ন গচ্ছেন্ননু যৌবনং তে ॥ ২০ ॥

---

গঙ্গাং স্মরন্ পপ্রচ্ছেতার্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ অরালনেত্রে কুটিলনেত্রে ॥ ১৭—১৮ ॥ ধৰ্ম্মনিমিত্ত  
মেবেতি । অগ্নাকং দাশানাং মাধ্যধর্ম্মোহস্তীতি তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ (ইত্যেবমিতি । বালা  
দাশকন্যা সত্যবতী ইত্যেবং উক্তা । বিরতা বভূব ততো নৃপতিঃ কামাতুরঃ সন্ ত্যাং বভাষে  
কিং বভাষে ইত্যত্রাহ মাং কুরুপ্রবীরং কুরুবংশনরপতিং পতিং কুরু পতিত্বেন মাং বৃণিতি

---

নির্জ্ঞান বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছ ? চাকুলোচনে ! তোমার বিবাহ হইয়াছে  
কি না আমাকে বল । কারণ, হে কুটিলকটাক্ষে ! তুমি কমলীয়া ও রমণীয়া । আমি তোমাকে  
দেখিয়াই কামাতুর হইয়াছি । প্রিয়ে ! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা  
আমাকে সমস্তই বিস্তার করিয়া বল ॥ ১৬—১৭ ॥

সেই পদ্মপত্রলোচনা স্তন্দরী নরপতির এই কথার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, রাজন্ !  
আপনি আমাকে ধীবরের কন্যা এবং পিতার আদেশানুবর্তিনী বলিয়া জানিবেন ॥ ১৮ ॥ নৃপবর !  
আমি জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই নৌকাখানি যমুনাঙ্গলে বহনাবহন করি । অদ্য আমার পিতা  
গৃহে গমন করিয়াছেন ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥ ১৯ ॥ ঋষিগণ ! সেই কন্যা  
রাজাকে এই কথা বলিয়াই বিরত হইল । কিন্তু, কামাতুর নৃপতি তাহাকে পুনর্বার বলিলেন ।  
স্তন্দরি ! আমি কুরুবংশীয় রাজা । তুমি আমাকে পতিত্ব বরণ কর । দেখ, তোমার এই



ন চাস্তি পত্নী মম বৈ দ্বিতীয়া  
 ত্বং ধৰ্ম্মপত্নী ভব মে যুগাক্ষি ! ।  
 দাসোহস্মি তেহহং বশগঃ সদৈব  
 মনোভবস্তাপয়তি প্রিয়ে ! মাম্ ॥ ২১ ॥  
 গতা প্রিয়া মাং পরিহৃত্য কান্তা  
 নান্ধা বৃতাং বিধুরোহস্মি কান্তে ! ।  
 ত্বাং বীক্ষ্য সৰ্ব্বাবয়বাতিরম্যাং  
 মনো হি জাতং বিবশং মদীয়ম্ ॥ ২২ ॥

শ্রদ্ধামৃতাস্বাদরসং নৃপস্য  
 বচোহতিরম্যাং খলু দাশকন্ধ্যা ।  
 উবাচ তং সাদ্বিকভাবযুক্তা  
 কুত্ৰাহতিধৈর্য্যং নৃপতিং সুগন্ধা ॥ ২৩ ॥  
 যদাথ রাজন্ ! ময়ি তত্ৰৈব  
 মন্যেহহমেতত্ত্বু যথা বচস্তে ।  
 নাস্মি স্বতন্ত্রা ত্বমবেহি কামঃ  
 দাতা পিতা মেহর্থয় তং ত্বমাশু ॥ ২৪ ॥

ভাবঃ । তে তব যৌবনং বৃথা ন গচ্ছেদিত্যতোহহং ব্রূনামিতি তাৎপৰ্য্যার্থঃ ॥ ২০ ॥ ইদানাং  
 সাপত্ন্যশঙ্কাং নিরাকুর্স্মাহ ন চাস্তীতি । হে যুগাক্ষি ! মম দ্বিতীয়া পত্নী নাস্তি অতঃ মম  
 ধৰ্ম্মপত্নী ভব ন তু কেবলমেতাবতৈব পর্য্যবসানং কিন্তু তে বশগো দাসোহস্মিতি । মনো-  
 ভবঃ কন্দৰ্পঃ ॥ ২১ ॥) বিবশং কামাধীনমিতি যাবৎ ॥ ২২ ॥

অতিধৈর্য্যমিতি । অনেন সাপি কামাতুরা জাতেতি বোধিতম্ ॥ ২৩ ॥ যদাথ রাজন্বিতি ।

যৌবন যেন বৃথা না যায় । তুমি সপত্নীর আশঙ্কা করিও না ; কারণ, আমার অন্য পত্নী নাই ।  
 যুগলোচনে ! তুমিই আমার ধৰ্ম্মপত্নী হও । প্রিয়ে ! আমি দাসের ত্বাং সৰ্ব্বদা তোমার  
 বশীভূত থাকিব । দেখ, কামদেব আমাকে অতিশয় ভাপিত করিতেছে । আমি পূর্বে বিবাহ  
 করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমার সেই পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; সেই  
 অবধি আমি অন্য পত্নী গ্রহণ করি নাই । হে সুন্দরি ! এক্ষণে, আমি তোমার সৰ্ব্বাবয়ব-  
 সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে কাতর হইয়াছি, আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে,  
 (কোনরূপেই বশীভূত করিতে পারিতেছি না) ॥ ২০—২২ ॥

পদ্মগন্ধা ধীবরকন্ধ্যা শাস্ত্রমুরাজের অতি রমণীয় অমৃততুল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 সাদ্বিকভাবাক্রান্ত হইলেও অতিশয়ে নৈর্য্য অবলম্বন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে বলিল ॥ ২৩ ॥

ন শ্বৈরিণীহাস্যাপি দাশপুঞ্জী  
 পিতুর্কশেহং সততং চরামি ।  
 স চেদদাতি প্রথিতঃ পিতা মে  
 গৃহাণ পাণিঃ বশগাহস্মি তেহহম্ ॥ ২৫ ॥  
 মনোভবস্তাং নৃপ ! কিন্দুনোতি  
 যথা পুনর্মাং নবর্যোবনাঞ্চ ।  
 ছুনোতি তত্রাপি হি রক্ষণীয়া  
 ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাসু ॥ ২৬ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নৃপতিঃ কামমোহিতঃ ।  
 গতৌ দাশপতের্গেহং তস্যা যাচনহেতবে ॥ ২৭ ॥

হে রাজন্ ! যত্নবান্ভিলষিতং তদেতন্মাপ্যভিলষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ন শ্বৈরিণী ন কুলটা-  
 হহমস্মি অপি তু কুলীনস্ত দাশস্ত পুঞ্জী ॥ ২৫ ॥ নহু ত্বংপিতা প্রেষ্ঠব্য ইত্যবকাশঃ কামাক্তস্ত  
 মম নৈবাস্তীতি চেত্তত্রাহ মনোভব ইতি । যথা মাং পুনর্নবর্যোবনাং মনোভবো ছুনোতি  
 ক্লেশয়তি তথা নৃপ ! ত্বাং কিং ছুনোতি নৈব ছুনোতি । পুরুষাপেক্ষয়া অষ্টগুণিতকামস্ত জ্ঞানু  
 সত্ত্বাং তথাপ্যহং যথা ধৈর্য্যেণ ন বিহ্বলান্স্মি । এবং ত্বয়া তত্রাপি কামোদ্ভবেহপি ধৃতিঃ  
 কুলাচারপরম্পরাসু রক্ষণীয়েত্যার্থঃ ॥ ২৬ ॥

(ইত্যাকর্ণ্যেতি । তস্তা ইত্যেতদ্বচঃ বচনং আকর্ণ্য শ্রদ্ধা কামমোহিতঃ সন্ তস্তা সত্য-  
 বত্যা যাচনার্থং দাশপতের্গেহং গতঃ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্টেতি । দাশঃ ধীবরঃ কুরুবংশীয়নরপতিঃ

রাজন্ ! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত আছি ; কেবল, আমাকে দেখিয়াই  
 যে আপনার মন চঞ্চল হইয়াছে তাহা নয়, আমারও এইরূপ জানিবেন ; কিন্তু, কি করিব  
 আমি স্বাধীনা নহি ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত হউন । আমার পিতা আমার সম্প্রদান-  
 কর্তা । মহারাজ ! আপনি সম্বর তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা করুন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ !  
 আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না । আমি সংকুলজাত দাশরাজের কন্যা । আমি সততই  
 পিতার আদেশানুক্রমে কার্য্য করিয়া থাকি । যদি তিনি প্রদান করেন তাহা হইলে  
 আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন, আমি আপনার বশীভূতা হইব ॥ ২৫ ॥ মহারাজ ! কন্দর্প  
 আপনাকে পীড়া প্রদান করিতেছে সত্য কিন্তু তদপেক্ষা আমাকে অধিকতর কষ্ট দিতেছে ;  
 কারণ, আমি নবর্যোবনাক্রান্তা । তথাপি কি করি, অগ্রে কুলাচারপরম্পরাগত ধৈর্য্য রক্ষা  
 করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ॥ ২৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কন্দর্পবাণপীড়িত সেই শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি সত্যবতীর এই কথা  
 শ্রবণ করিয়া তাহার প্রার্থনা জ্ঞাত দাশপতির গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ধীবর নৃপতিকে

দৃষ্ট্বা নৃপতিমায়ান্তং দাশোহতিবিস্ময়ং গতঃ ।

প্রণামং নৃপতেঃ কৃত্বা কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ২৮ ॥

দাশ উবাচ ।

দাসোহস্মি তব ভূপাল ! কৃতার্থোহহং তবাগমে ।

আজ্ঞাং দেহি মহারাজ ! যদর্থমিহ চাগমঃ ॥ ২৯ ॥

রাজোবাচ ।

ধর্মপত্নীং করিষ্যামি স্নাতামেতাং তবানঘ ! ।

ত্বয়া চেদীয়তে মহং সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥ ৩০ ॥

দাশ উবাচ ।

কন্টারত্বং মদীয়ং চেদ্যত্বং প্রার্থয়সে নৃপ ! ।

দাতব্যং তু প্রদাস্যামি ন ত্বদেয়ং কদাচন ॥ ৩১ ॥

তস্যাঃ পুত্রো মহারাজ ! ত্বদন্তে পৃথিবীপতিঃ ।

সর্বথা চাভিষেক্তব্যো নাত্যঃ পুত্রস্তবেতি বৈ ॥ ৩২ ॥

শস্ত্রমুগাচ্ছস্তং দৃষ্ট্বা বিলোক্য অতিবিস্ময়ং গতঃ । অত্যন্তবদনয়েতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

দাসোহস্মীতি । হে ভূপাল ! অহং তব দাসোহস্মি তবাগমেনেহহং চরিতার্থশ্চ অধুনা তবতঃ  
ইহ মম গৃহে যদর্থং আগমঃ আগমনং । আজ্ঞাং দেহি আজ্ঞাপয়েতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্মপত্নীমিতি । ত্বয়া চেৎ যদি এষা কত্বা মহং দীয়তে তর্হি এতাং তব স্নাতাং ধর্মপত্নীং  
করিষ্যামি ন তু কেবলং ভোগার্থমেব গ্রহীষ্যামীতি বিজ্ঞানীহি এতৎ সত্যং ব্রবীমি ।  
অনবেতি সমুদ্রা মহতামপি তৎকত্বাগ্রহণাধিকারিত্বং প্রদর্শিতম্ ॥ ৩০ ॥

প্রার্থয়সে চেদিত্যম্বয়ঃ । দাতব্যং ত্ববশ্যং দাতব্যমেবাস্তি তদ্বস্ত ন গৃহে স্থাপনীয়ং ত্বাদৃশো  
যদি প্রার্থয়তে তদাবশ্যং দাত্যামি ॥ ৩১ ॥ পুত্রস্তবেতি বৈ ইতি । ইতি যদি তবেষ্টং তদা  
দাত্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলি-  
পূর্বক বলিল ॥২৮॥ মহারাজ ! আমি আপনার দাস, অদ্য আপনার সমাগমে কৃতার্থ হইলাম ।  
রাজন্ ! কিজন্তু আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আজ্ঞা করুন তাহা সম্পন্ন করিব ॥ ২৯ ॥

শাস্ত্রমু নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ধীবর ! তুমি অতিশয় পুণ্যশালী  
সন্দেহ নাই । এক্ষণে যদি তুমি আমাকে তোমার কত্বা প্রদান কর তাহা হইলে আমি  
তাহাকে আমার ধর্মপত্নী করিব ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

ধীবর রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, মহারাজ ! যাহা দাতব্য বস্তু তাহা  
অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে, বিশেষত কত্বাধন কখনই অদেয় হইতে পারে না । অতএব,



সূত উবাচ ।

শ্রুত্বা বাক্যং তু দাশস্য রাজা চিন্তাতুরোহভবৎ ।  
 গাঙ্গেয়ং মনসা কৃত্বা নোবাচ নৃপতিস্তদা ॥ ৩৩ ॥  
 কামাতুরো গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তাবিক্টো মহীপতিঃ ।  
 ন সন্মৌ বুভুজে নাথ ন সুষাপ গৃহং গতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 চিন্তাতুরস্ত তং দৃষ্ট্বা পুত্রো দেবব্রতস্তদা ।  
 গত্বাপৃচ্ছন্ মহীপালং তদসন্তোষকারণম্ ॥ ৩৫ ॥  
 দুর্জয়ঃ কোহস্তু শত্রুস্তে করোমি বশগন্তব ।  
 কা চিন্তা নৃপশার্দূল ! সত্যং বদ নৃপোত্তম ! ॥ ৩৬ ॥

কিং তেন জাতেন সূতেন রাজন্ !  
 দুঃখং ন জানাতি ন নাশয়েদ্যঃ ।  
 ঋণং গ্রহীতুং সমুপাগতোহসৌ  
 প্রাগ্জন্মজং নাত্র বিচারগাহস্তু ॥ ৩৭ ॥

গাঙ্গেয়ং মনসা রাজ্যাধিপং কৃত্বা প্রত্যাভূতং নোবাচ । গাঙ্গেয়সদৃশে পুত্রে সতি কথমে-  
 তস্তাঃ পুত্রায় রাজ্যং দেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্তাঃ পুত্রায় রাজাদানেহনিষ্টেহপি সা ত্রিষ্টে-  
 বেত্যাহ । কামাতুর ইতি ॥ ৩৪ ॥ দেবব্রতো ভীষ্মঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দুঃখং পিতুরিতি শেষঃ । যো  
 দুঃখং পিতুর্ন নাশয়তি স পুত্র ঋণং প্রাগ্জন্মনি গ্রহীতং পিত্রা তদগ্রহীতুমাগতোহস্তু ইতি ।

আপনি যদি আমার এই কথারত্বটাকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে অবশ্যই প্রদান  
 করিতে হইবে । কিন্তু, মহারাজ ! আপনার ঔরসে এই কথার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ  
 করিবে আপনার অস্ত্রে সেই পুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে । আপনার অন্ম  
 পুত্রকে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না ॥ ৩১—৩২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ । রাজা ধীবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হই-  
 লেন এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে স্মরণ করত কোনও উত্তর করিলেন না । বরং সেইরূপ কামা-  
 তুর অবস্থাতেই গৃহে বাইয়া স্নান ভোজন বা শয়ন কিছুই করিলেন না ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর  
 দেবব্রত গাঙ্গেয় তাঁহাকে চিন্তাতুর দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া অসন্তোষের কারণ  
 জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৫ ॥ হে নৃপবর ! আপনার কি কেহ দুর্জয় শত্রু আছে তাহা হইলে  
 বলুন তাহাকে আপনার বশীভূত করিয়া দিতেছি । মহারাজ ! আপনার কি চিন্তা উপস্থিত  
 হইয়াছে আমি সত্য করিয়া বলুন ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ ! যে পুত্র পিতার দুঃখ জানিতে  
 পারে না বা জানিয়াও তাহার নিরাকরণের উপায় করে না তাদৃশ পুত্রের জন্মতে কি  
 প্রয়োজন ? সে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মার্জিত ঋণ গ্রহণ করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে

বিমুচ্য রাজ্যং রঘুনন্দনোহপি  
 তাতাজ্জয়া দাশরথিস্তু রামঃ ।  
 বনং গতো লক্ষ্মণজানকীভ্যাং  
 সইব শৈলং কিল চিত্রকূটম্ ॥ ৩৮ ॥  
 সূতো হরিশ্চন্দ্রনৃপস্য রাজন্ !  
 যো রোহিতশ্চেতি প্রসিদ্ধনামা ।  
 ক্রীতোহথ পিত্রা বিপণোদ্যতশ্চ  
 দাসার্পিতো বিপ্রগৃহে তু নূনম্ ॥ ৩৯ ॥  
 তথাহজিগর্তস্য সূতো বরিষ্ঠো  
 নান্না শুনঃশেফ ইতি প্রসিদ্ধঃ ।  
 ক্রীতস্তু পিত্রাপ্যথ যুপবন্ধঃ  
 সংমোচিতো গাধিসূতেন পশ্চাৎ ॥ ৪০ ॥  
 পিত্রাজ্জয়া জামদগ্ন্যেন পূৰ্ব্বং  
 ছিন্নং শিরো মাতুরিতি প্রসিদ্ধম্ ।  
 অকার্যমপ্যাচরিতঞ্চ তেন  
 গুরোরনুজ্ঞা চ গরীয়সী কৃতা ॥ ৪১ ॥  
 ইদং শরীরং তব ভূপ ! তেন  
 ক্ষমোহস্মি নূনং বদ কিং করোম্যহম্ ।  
 ন শোচনীয়ং ময়ি বর্তমানে-  
 হ্যপ্যসাধ্যমর্থং প্রতিপাদয়াম্যদঃ ॥ ৪২ ॥

ধিক্ তাদৃশং পুত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ সূত ইতি । দাসার্পিতো লক্ষ্মণা দাসত্বেনার্পিত  
 ইত্যর্থঃ । ইয়ং কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণা ॥ ৩৯ ॥ তথাহজিগর্তশ্চেতি । ইয়মপি কথা সপ্তম-  
 স্কন্ধে বক্ষ্যমাণা । গাধিসূতেন বিশ্বামিত্রেণ ॥ ৪০ ॥ পিত্রাজ্জয়েতি । গুরোরনুজ্ঞা গুরোঃ

আর বিচার কি ? ॥ ৩৭ ॥ দেখুন, রঘুনন্দন দশরথপুত্র রানচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় রাজ্য পরিত্যাগ  
 করিয়া লক্ষ্মণ এবং জানকীর সহিত বনে যাইয়া চিত্রকূট পর্বতে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥  
 মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র প্রসিদ্ধনামা রোহিত পিতৃকর্তৃক বিক্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগৃহে দাসত্ব  
 স্বীকার করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ এইরূপ শুনঃশেফ নামে  
 প্রসিদ্ধ অজিগর্তের পুত্র পিতৃকর্তৃক বিক্রীত হইয়া যুপবন্ধ হইয়াছিল ; পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র  
 তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ আর দেখুন, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় নিজ  
 জনপীর মস্তক ছেদন করিলেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে । তিনি ইহা অত্যায কার্য্য করিয়া-

প্রবৃহি রাজংস্তব কাহন্তি চিন্তা  
 নিবারয়াম্যদ্য ধনুর্গৃহীত্বা ।  
 দেহেন মে চেচ্চরিতার্থতা বা  
 ভবত্শিকীর্ষা ভবতশ্চিকীর্ষা ॥ ৪৩ ॥  
 ধিক্ তং স্মৃতং যঃ পিতুরীপ্সিতার্থং  
 ক্ষমোহপি সন্ন প্রতিপাদয়েদ্যঃ ।  
 জাতেন কিং তেন স্মৃতেন কামং  
 পিতুর্ন চিন্তাং হি সমুদ্বরেদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত উবাচ ।

নিশম্যেতি বচস্তস্য পুত্রস্য শত্বনুর্নপঃ ।  
 লজ্জমানস্ত মনসা তমাহ ত্বরিতং স্মৃতম্ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ ।

চিন্তা মে মহতী পুত্র ! যত্বমেকোহসি মে স্মৃতঃ ।  
 শূরোহতি বলবান্ মানী সংগ্রামেষ্পরাঙ্ঘ্যখঃ ॥ ৪৬ ॥

পিতুর্জন্মদগ্নেরিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ক্ষমোহস্মি নুনমিতি । কিমপি ভবৎপ্রিয়ং কর্তুং ক্ষমঃ সমর্থোহস্মি  
 অধুনাহং কিং করোগীতি বদ ময়া কিংকর্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ । অদঃ ইদমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥  
 দেহেনেতি । যদি কার্য্যকরণে মম দেহঃ পততি তদা দেহেন চরিতার্থতা মম জাতা মম দেহঃ  
 সার্থকো জাতঃ । অথবা কার্য্যং জাতং তদা ভবতশ্চিকীর্ষা অমোঘা সফলা জাতা উভয়তো-  
 হপি ফলমেবাহস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ সমুদ্বরেদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

(নিশম্যেতি । নৃপঃ শত্বনুঃ তস্ত পুত্রস্ত বচো নিশম্য শ্রদ্ধা মনসা লজ্জমানঃ সন্ বক্ষ্যমাণঃ  
 বাক্যমাহ ॥ ৪৫ ॥ চিন্তা ইতি । হে পুত্র ! মে মম মহতী চিন্তা জাতা যত্বং মে একঃ স্মৃতঃ

ছিলেন সত্য, কিন্তু পিতার আজ্ঞাকেই গুরুতর করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহারাজ ! আমার  
 এই শরীর আপনারই জানিবেন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য করিতে সমর্থ ইহা সত্য  
 জানিবেন ; অতএব কি করিতে হইবে বলুন । আমি জীবিত থাকিতে আপনার শোক করা  
 উচিত নয় । আপনি যাহা বলিবেন তাহা অসাধ্য হইলেও সম্পন্ন করিব ॥ ৪২ ॥ রাজন্ !  
 আপনার মনে কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আমাকে বলুন, আমি ধনু গ্রহণ করিয়া অদ্যই  
 তাহা নিবারণ করিব । আর যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার দেহ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে  
 আমার দেহ দ্বারা কৃতার্থতা লাভ হইল ; অথবা কার্য্যসিদ্ধ হইলে আপনার ইচ্ছা সফল  
 হইল, অতএব এ বিষয়ে উভয়তই মঙ্গল ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! যে পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার  
 অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন না করে তাহাকে ধিক্ ! আর যে পুত্র পিতার চিন্তা দূর করিতে  
 না পারে সে পুত্রের জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি ফল ? ॥ ৪৪ ॥



একাপত্যস্য মে তাত ! বৃথেদং জীবিতং কিল ।  
 মৃতে হুয়ি মৃধে কাপি কিং করোমি নিরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥  
 এষা মে মহতী চিন্তা তেনাদ্য দুঃখিতোহস্ম্যহম্ ।  
 নান্যা চিন্তাস্তি মে পুত্র ! যাং তবাগ্রে বদাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

তদাকর্ণ্যথ গাঙ্গেয়ো মস্ত্রিরুদ্ধানপৃচ্ছত ।  
 ন মাং বদতি ভূপালো লজ্জয়াদ্য পরিপ্লুতঃ ॥ ৪৯ ॥  
 বিভ্র বার্তাং নৃপস্যাদ্য পৃষ্ঠু যুয়ং বিনিশ্চয়াৎ ।  
 সত্যং ব্রুবন্তু মাং সর্বং তৎ করোমি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা তে নৃপং গহ্বা সংবিজ্ঞায় চ কুরণম্ ।  
 শশংস্বর্বিদিতার্থস্তু গাঙ্গেয়স্তদচিন্তয়ৎ ॥ ৫১ ॥

ততোহপি অতি বলবান্ শূরঃ মানী সংগ্রামেষু অপরাঙ্শুগঃ জীবিতনিরপেক্ষঃ ॥ ৪৬ ॥ ) মৃণে  
 যুদ্ধেহকস্ম্যৎ ॥ ৪৭ ॥ (এষা মে মহতীতি । অদ্য ইদানীং এষেব মে মহতী চিন্তা সমুপাধিতা  
 অতোহহং দুঃখিতঃ অপরা কাপি চিন্তা নাস্তি যাং তবাগ্রে অহং বদামি ॥ ৪৮ ॥

তদাকর্ণ্যেতি । গাঙ্গেয়ঃ গঙ্গায়্যাপত্যং পুমান্ ভীষ্মঃ । পিতৃবাক্যমাকর্ণ্য মস্ত্রিরুদ্ধান্  
 অপৃচ্ছত পরিপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ লজ্জয়াক্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥) বিভ্রুতি । যুয়ং পৃষ্ঠু নৃপশ্চ বার্তাং  
 বিভ্র জানীত ॥ ৫০ ॥

বিদিতার্থো জ্ঞাতার্থঃ ॥ ৫১ ॥ (সহিতৈশ্চরিতি । তৈঃ মস্ত্রিভিঃ সহ দাশশ্চ দৌবরপতেঃ মদনং  
 গৃহং আশু জগাম । প্রেমপূৰ্ব্বং প্রীতিপূৰ্ব্বকং জাহ্নবীস্রুতঃ গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ ॥ ৫২ ॥ পিত্রে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! মহারাজ শান্তনু, পুত্র ভীষ্মদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে  
 মনে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৫ ॥ পুত্র ! আমার চিন্তা অতিশয় গুরুতর ; দেখ  
 তুমি অতিশয় বলবান্ বীরপুরুষ শৌর্যাভিমानी . সংগ্রামে অপরাঙ্শু একমাত্র পুত্র ।  
 অতএব, বৎস ! যে পিতার একমাত্র পুত্র তাহার জীবন বৃথা ; কারণ, সহসা যদি কোন যুদ্ধে  
 মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তখন কি করিব ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পুত্র !  
 এইটাই আমার গুরুতর চিন্তা এবং এই জন্তই অদ্য আমি দুঃখিত হইয়াছি । আমার অন্য  
 আর কোন চিন্তা নাই যে তোমার নিকট বলিব ॥ ৪৮ ॥

ঋষিগণ ! গঙ্গানন্দন পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্ত্রিগণকে বলিলেন, মহা-  
 রাজ লজ্জায় আকুল হইয়া আমাকে কিছুই বলিতেছেন না । আপনারা রাজাকে  
 জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া আমাকে সত্য করিয়া  
 বলুন । তাহা হইলে আমি নিরাকুল হইয়া সে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥

মস্ত্রিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপসমীপে গমন করত তাঁহার মনোগত ভাব অবগত  
 হইয়া গাঙ্গেয়কে বলিলেন । ভীষ্মও সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

সহিতৈস্তৈর্জগামাশু দাশস্য সদনং তদা ।

প্রেমপূর্ব্বমুবাচেদং বিনত্রো জাহুবীষতঃ ॥ ৫২ ॥

গাঙ্গেয় উবাচ ।

পিত্রে দেহি স্নাতান্তেহদ্য প্রার্থয়ামি স্নমধ্যমাম্ ।

মাতা মেহস্ত স্নতেয়ং তে দাসোহস্ম্যস্যাঃ পরন্তপ ! ॥ ৫৩ ॥

দাশ উবাচ ।

ত্বং গৃহাণ মহাভাগ ! পত্নীং কুরু নৃপাত্মজ ! ।

পুল্লোহস্য ন ভবেদ্রাজা বর্তমানে ত্বয়ীতি বৈ ॥ ৫৪ ॥

গাঙ্গেয় উবাচ ।

মাতেয়ুং মম দাশেয়ী রাজ্যং নৈব করোম্যহম্ ।

পুল্লোহস্যঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

দাশ উবাচ ।

সত্যং বাক্যং ময়া জ্ঞাতং পুল্লস্তে বলবান্ ভবেৎ ।

সোহপি রাজ্যং বলাৎ নুনং গৃহীয়াদिति নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

দেহীতি । ইমাং তে স্নমধ্যমাং কণ্ঠাং অহং প্রার্থয়ামি কুত ইতি চেৎ তত্রাহ পিত্রে দেহীতি অদ্য প্রভৃতি ইয়ং মম মাতাস্তু । পরন্তপেতি সম্বোধনাৎ রাজশ্বশুরত্বেন তন্তু ভাবিস্মৃভগত্বং স্মৃচিতম্ ॥ ৫৩ ॥

ত্বং গৃহাণেতি । হে মহাভাগ নৃপাত্মজ ! ত্বং ইমাং কণ্ঠাং গৃহাণ পত্নীং কুরু অতথা ত্বং-পিতৃগৃহীতাস্যাস্চেদিত্যর্থঃ অস্তাঃ পুল্লঃ ত্বয়ি বর্তমানে রাজ্যাধিকারী ন ভবিষ্যতীতি ॥ ৫৪ ॥

মাতেয়মিতি । ইয়ং দাশেয়ী দাশকণ্ঠা মম মাতা স্তাৎ অহং রাজ্যং ন করিষ্যামি অস্তাঃ ভবৎ-কণ্ঠায়াঃ পুল্লঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি অত্র কোহপি সংশয়ো নাস্তীতি বোধ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

সত্যং বাক্যমিতি । ত্বং যদিপি সত্যবাক্যতয়া রাজ্যং ন করিষ্যসি তথাপি ত্বংস্নতস্ত বলদ্রাজ্যং গৃহীয়ান্মম দৌহিত্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর গঙ্গাপুল্ল সেই মন্ত্রিগণের সহিত অবিলম্বে ধীবরগৃহে গমন করিলেন এবং বিনত হইয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন ॥ ৫২ ॥ হে ধীবরবর ! তুমি এক্ষণে তোমার শত্রুদিগকে উত্তপ্ত করিবে সন্দেহ নাই । কারণ, আমি এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তোমার স্নমধ্যমা কণ্ঠাটিকে আমার পিতাকে প্রদান কর । ইনি আমার মাতা হউন এবং আমি ইহার নাস হই ॥ ৫৩ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, হে রাজপুল্ল ! আপনি মহাভাগ্যশালী ; অতএব, আপনিই গ্রহণ করুন, এই কণ্ঠা আপনারই পত্নী হউক । কারণ, রাজা গ্রহণ করিলে আপনি জীধিত থাকিতে ইহার পুল্ল রাজা হইতে পারিবে না ॥ ৫৪ ॥

ভীষ্ম বলিলেন, ধীবর ! তোমার এই কণ্ঠাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবে । দেখ, আমি রাজ্য গ্রহণ করিব না । ইহার পুল্লই রাজ্য গ্রহণ করিবে তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৫ ॥

গাঙ্গেয় উবাচ ।

ন দারসংগ্রহং নুনং করিষ্যামি হি সর্বথা ।

সত্যং মে বচনং তাত ! ময়া ভীষ্মং ব্রতং কৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ ।

এবং কৃতাং প্রতিজ্ঞাং তু নিশম্য ঋষজীবকঃ ।

দদৌ সত্যবতীং তস্মৈ রাজ্ঞে সর্বাঙ্গশোভনাম্ ॥ ৫৮ ॥

অনেন বিধিনা তেন ব্রতা সত্যবতী প্রিয়া ।

ন জানাতি পরং জন্ম ব্যাসস্য নৃপসভমঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

সত্যবতীপরিণয়ো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ময়া বিবাহে কৃতে সত্যোত্তমম্ । ততো বিবাহমেবাহং ন করিষ্যামীতি ভীষ্মং ভরদ্বজং ব্রতং ময়া কৃতমিতি জানীহি ॥ ৫৭ ॥

ঋষজীবকো মৎস্রজীবনো দাশরাজঃ ॥ ৫৮ ॥ ননু ব্যাসমাতা অমৃতী কথং তেন দিবা-  
হিতেতি চেত্তত্রাহ ন জানাতীতি । তদুদরে ব্যাসস্ত জন্ম রাজা ন জানাতি । কঠোরতপসি  
নিশ্চিতমতিরিত্যর্থঃ । এতেন ধর্মজ্ঞেন রাজ্ঞা কথং দাশকন্ডাহনস্ত্রী বিবাহিতেতি দৃষণং নির-  
স্তম্ । কামাতুরস্বাচ্ছান্ধ্যমপ্যাচরিতমহো ভগবত্যা অন্তর্গামিকুপিণ্যা অয়ং গহিণী মদকার্য্যমপি  
মহত্ত্বিঃ কারয়তি কারয়িত্বা চ স্যোপাসনাবলেন সর্বাঙ্গমহীকরোতীতি । অতএব বক্ষ্যতি সপ্তম-  
স্কন্ধে সোমস্বর্গোদ্ভবা রাজানঃ সর্বে শত্রুপাসনয়া মহত্বং প্রাপ্তা ইতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ইহা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, রাজকুমার ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি  
সত্য বলিয়া জানিলাম ; কিন্তু, যদি আপনার পুত্র বলবান্ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি  
বলপূর্ষক রাজ্য গ্রহণ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া গাঙ্গেয় কহিলেন, তাত ! আমি কখনই দারপরিগ্রহ করিব না  
ইহা সত্য বলিতেছি । অদ্য প্রভৃতি আমি এই ভয়ানক গুরুতর ব্রত অবলম্বন করি-  
লাম ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! মৎস্রজীবী সেই ধীবর গঙ্গানন্দনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ  
করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দরী সত্যবতী কন্যা মহারাজ শান্তনুকে প্রদান করিল ॥ ৫৮ ॥ নৃপবর  
শান্তনুও এইরূপে সত্যবতীকে পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সেই নৃপবর ব্যাসদেবের  
জন্মবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণশ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

সত্যবতীপরিণয় নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## যষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং সত্যবতী তেন বৃত্তা শস্ত্রনুনা কিল ।  
দ্বৌ পুত্রৌ চ তথা জাতৌ মৃতৌ কালবশাদপি ॥ ১ ॥  
ব্যাসবীৰ্য্যাত্তু সঞ্জাতো ধৃতরাষ্ট্রোহনু এব চ ।  
মুনিং দৃষ্ট্বাহথ কামিত্যা নেত্রসংমীলনে কৃতে ॥ ২ ॥  
শ্বেতরূপা যতো জাতা দৃষ্ট্বা ব্যাসং নৃপাত্মজা ।  
ব্যাসকোপাৎ সমুৎপন্নঃ পাণ্ডুস্তেন ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥  
সন্তোষিতস্তয়া ব্যাসো দাম্ভ্য কামকলাবিদা ।  
বিদুরস্তু সমুৎপন্নো ধৰ্ম্মাংশঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৪ ॥

একসপ্ততিপদৈস্ত ব্যাসাৎ পুত্রত্রয়োস্তবঃ ।

পাণ্ডুবানাত্তথোৎপত্তিঃ সংক্ষেপাদিহ কথ্যতে ॥

তৃতীয়াধ্যায়ের যে প্রশ্নাঃ কৃতান্তেষাং সর্বেষামুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং দত্তম্ । কথং গোলকা-  
বৃংপাদিতাবিতি শঙ্কা কেবলমবশিষ্টা তদর্থমাহ এবং সত্যবতীতি । দ্বৌ পুত্রৌ চিত্রাঙ্গদ-  
বিচিত্রবীৰ্য্যৌ । বংশাভাবে গোলকানপ্যুৎপাদনীয়াবিতি বেদাজ্ঞয়া গোলকৌ বংশসংরক্ষণার্থ-  
মুৎপাদিতাবিত্যাহ কালবশাদপীতি । ইদমুত্তরান্বয়্যপি । যতো বংশোচ্ছেদকালঃ সমাগত-  
স্তদ্বশাদেবেত্যর্থঃ । এতেন ধার্ম্মিকেন ব্যাসেন কথং ভ্রাতৃত্বার্থ্যাগমনং কৃতমিতি শঙ্কা  
নিরস্তা । বংশোচ্ছেদপ্রাপ্তাবেতাদৃশকৰ্ম্মকরণে বেদাজ্ঞায়াঃ সজ্ঞাদিতি । ইদং কলিযুগাতি-  
রিক্তপরম্ ॥ ১ ॥ অক্লভে নিমিত্তমাহ মুনিং দৃষ্টেতি । জটিলং ব্যাসং দৃষ্ট্বা তত্রানুরাগা-  
ভাবেন স্ত্রিয়া নেত্রনিমীলনে কৃতে সতি তন্নিমিত্তবশাদকৌ জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ শ্বেত-  
রূপোত মুনিং দৃষ্ট্বা তত্রানুরাগাভাবান্নিলোভা শ্বেতা জাতেতি হেতোঃ । স্বপ্নিন্নুরাগা-  
ভাবাদ্যাস্ত কোপ উৎপন্নস্তস্মাদ্ধেতোঃ পুত্রঃ পাণ্ডুঃ শ্বেত উৎপন্নঃ ॥ ৩ ॥ যদা পুনর্বর্ষান্তে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই শাস্ত্রনু নৃপতি এইরূপে সত্যবতীকে বিবাহ করেন ।  
পরে, সত্যবতীগর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য নামে তাঁহার দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু কাল-  
গতিবশত যৌবনকালেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥ অনন্তর, ব্যাসের ঔরসে  
ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন । অশ্বিকাদেবী বেদব্যাসকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া  
ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ (ইহাকে অনু দেখিয়া সত্যবতী ব্যাসদেবকে অগ্র পুত্রের  
উৎপত্তির জন্ত পুনরায় অনুরোধ করায়) নৃপকন্যা অম্বালিকা বেদব্যাসকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ  
হইয়াছিল বলিয়াই দ্বিতীয়পুত্র ব্যাসকোপে পাণ্ডু হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর, বেদব্যাস রতি-

রাজ্যে সংস্থাপিতঃ পাণ্ডুঃ কনীয়ানপি মন্ত্ৰিভিঃ ।  
 অক্ষত্বাক্তরাষ্ট্রোহসৌ নাধিকারে নিয়োজিতঃ ॥ ৫ ॥  
 ভীষ্মশ্চানুমতে রাজ্যং প্রাপ্তঃ পাণ্ডুর্মহাবলঃ ।  
 বিদুরোহপ্যথ মেধাবী মন্ত্রকার্যে নিয়োজিতঃ ॥ ৬ ॥  
 ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ধ্বে ভার্য্যে গান্ধারী সৌবলী স্মৃতা ।  
 দ্বিতীয়া চ তথা বৈশ্ণা গার্হস্থ্যেযু প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৭ ॥  
 পাণ্ডোরপি তথা পত্ন্যা ধ্বে প্রোক্তে বেদবাদিভিঃ ।  
 শৌরসেনী তথা কুন্তী মাদ্রী চ মদ্রদেশজা ॥ ৮ ॥  
 গান্ধারী স্মৃবে পুত্রশতং পরমশোভনম্ ।  
 বৈশ্ণাপ্যেকং স্মৃতং কান্তং যুযুৎসুং স্মৃবে প্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥

বিচিত্রবীৰ্য্যপত্নী প্রেষিতা সা ন গতা । তয়া স্বকীর্য্য দাসী প্রেষিতা তয়া শৃঙ্গারাদিরসৈঃ  
 কামকলাবিদা কামশাস্ত্রাভিজ্ঞয়া দাত্তা ব্যাসঃ সন্তোষিতস্তৎসন্তোষবশাৎ সম্যক্ পুত্রো  
 বিদুর উৎপন্নঃ ॥ ৪ ॥ প্রথমোধ্যায়নার্ভেত্যতাবৎপর্য্যন্তমুপস্থিত্যে বে প্রমাঃ কৃতান্তেমা-  
 যুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং স্মৃতেন ক্রমেণ দত্তমিতঃ পরমপৃষ্টমপ্যুপস্থিত্যে পাণ্ডুবাখ্যানং জনমেজয়-  
 পর্য্যন্তং স্মৃতেন কথ্যতে । তৎপ্রয়োজনং ত্রয়ে জনমেজয়ায় স্বপূৰ্ণজহুর্গতিগতপাণ্ডবোদ্ধারার্থং  
 বাসো দেবীভাগবতং কথয়ামাসেতি বক্তব্যমস্তি । তত্র কে পাণ্ডবাঃ কিঞ্চ তৈর্দুর্জিতমা-  
 চরিতং কো জনমেজয় ইত্যাকাজ্জা শ্রান্তিরিবৃত্যর্থং প্রকৃতমপৃষ্টমপ্যখ্যানং পাণ্ডবানাং  
 বক্তুমানভতে রাজ্যে সংস্থাপিত ইতি । ননু শুকায় ভাগবতোপদেশসময়ে জনমেজয়োৎ-  
 পত্তাভাবেন জনমেজয়ায়োপদিষ্টং ভাগবতমিতি কথা শুকোপদিষ্টভাগবতেহসঙ্গতেতি চেন্ন ।  
 ব্যাসশ্চ সৰ্ব্বজ্ঞত্বেন জনমেজয়ং প্রত্যোবৎ বক্তাহস্মীত্যভিপ্রায়েণ পূৰ্ব্বমেব গ্রহ্যং ভবিষ্যখ্যান-  
 ঘটনং কৃত্বা শুকায়োপাদিদেশেতি কল্পনাৎ ॥ ৫—৬ ॥ সৌবলী স্মৃবলশ্রুত্যাং কথ্য ॥ ৭ ॥  
 শুরসেনশ্রুত্যাং কথ্য শৌরসেনী । মদ্রদেশজা মদ্রদেশরাজজ্যেষ্ঠার্থঃ ॥ ৮ ॥ (গান্ধারী গান্ধার-  
 দেশীয়রাজকন্যা পুত্রাণাং দুৰ্য্যোধনাদীনাং শতং শতসংখ্যাকং স্মৃবে বৈশ্ণকন্যাপি একং  
 যুযুৎসুনামানং পুত্রং স্মৃবে ॥ ৯ ॥ কুন্তী তু কুন্তিভোজপালিতা রাজ্ঞঃ শুরসেনশ্চ হুহিতা কথ্য

কোবিদা দাসীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এজন্য দাসীর গর্ভে সত্যবাদী পবিত্রাত্মা  
 বিদুর ধর্ম্মাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ দেখিয়া রাজ্যাধিকারে  
 নিয়োজিত না করিয়া পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইলেও তাহাকেই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥  
 সেই মহাবল পাণ্ডু ভীষ্মদেবের অনুমতিতেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেধাশালী বিদুর ও  
 তাঁহার মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ স্মৃবলরাজ কন্যা গান্ধারী আর একটা বৈশ্ণ  
 কন্যা এই দুইটা ধৃতরাষ্ট্রের ভার্য্যা । তন্মধ্যে দ্বিতীয়া স্ত্রী বৈশ্ণকন্যা গৃহস্থ কীর্য্যেই অনুরক্তা  
 ছিল ॥ ৭ ॥ ঐরূপ পাণ্ডুরও রাজা শুরসেনকন্যা কুন্তী এবং মদ্ররাজহুহিতা মাদ্রী এই দুইটা  
 পত্নী ছিল ॥ ৮ ॥ ধৃতরাষ্ট্রপত্নীমধ্যে গান্ধারী স্মৃশোভন শত পুত্র এবং বৈশ্ণা সৰ্ব্বজনপ্রিয়

কুন্তী তু প্রথমং কন্যা সূর্য্যাং কর্ণং মনোহরম্ ।  
স্বমুবে পিতৃগেহস্থা পশ্চাৎ পাণ্ডুপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

কিমেতৎ সূত ! চিত্রং ত্বং ভাষসে মুনিসত্তম ! ।  
জনিতশ্চ সূতঃ পূৰ্ব্বং পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১১ ॥  
সূর্য্যাং কর্ণঃ কথং জাতঃ কন্যায়াং বদ বিস্তরাৎ ।  
কন্যা কথং পুনর্জাতা পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১২ ॥

সূত উবাচ ।

শূরসেনসুতা কুন্তী বালভাবে যদা দ্বিজাঃ ! ।  
কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা তু প্রার্থিতা কন্যকা শুভা ॥ ১৩ ॥  
কুন্তিভোজেন সা বাল্য পুত্রী তু পরিকল্পিতা ।  
সেবনার্থং তু দীপ্তশ্চ বিহিতা চারুহাসিনী ॥ ১৪ ॥

সতী অনুতাপীত্যর্থঃ মন্ত্রবলেনাকৃষ্টাং সূর্য্যাং মনোহরং রূপবন্তং কর্ণং প্রসূতবতী । কুত্র স্বমুবে ইতি চেৎ তত্রাহ পিতৃগেহস্থা । পশ্চাৎ পাণ্ডোঃ পরিগ্রহঃ ততঃ পরং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা পরি-  
গ্রহীতা বিবাহিতা ॥ ১০ ॥ )

জনিত উৎপাদিতঃ । বিবাহিতায়াঃ পুনর্বিবাহোহসম্বত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ পিত্রা যদি  
সা ন বিবাহিতা তর্হি সূর্য্যাং কর্ণঃ কথমুৎপন্নঃ কন্যাবস্থায়াং ব্যভিচারেণোৎপত্তৌ তু পুনঃ  
কন্যা কথং জাতা কন্যাত্বভাবে পাণ্ডুনা কথং সা বিবাহিতेत্যাহ সূর্য্যাং কর্ণ ইতি ॥ ১২ ॥

যদেতি । বাল্যভাবে যদা স্থিতা কুন্তী তদা কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা মম কন্যা নাস্তি ভবৎকন্যা  
মমাস্থিতি প্রার্থিতঃ শূরসেনস্তস্মৈ কন্যাং দত্তবানিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ দীপ্তশ্চাগ্নিহোত্রস্থিতশ্চাগ্নেঃ ॥ ১৪ ॥

একমাত্র পুত্র যুয়ুৎশুকে প্রসব করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ পাণ্ডুপত্নী কুন্তী প্রথমে কন্যা অবস্থায় পিতৃ  
গৃহে থাকিয়াই সূর্য্য হইতে মনোহর কর্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন, ইহার কিছু দিন পরে  
পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ॥ ১০ ॥

ঋষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মুনিবর সূত ! তুমি একিরূপ আশ্চর্য্য  
কথা বলিতেছ । পূৰ্ব্বে যাহার পুত্র হইয়াছিল, পাণ্ডুরাজ তাহাকেই বিবাহ করিয়া-  
ছিলেন ? ॥ ১১ ॥ সূত ! কুন্তীর কন্যা অবস্থায় কর্ণ সূর্য্য হইতে কিরূপে জন্মিয়াছিল তাহা  
বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে বল । আর যদি কুন্তীর সন্তান হইয়াছিল তাহা হইলে পুনর্বার  
কিরূপে তিনি কন্যা হইলেন এবং পাণ্ডুই বা কি করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শূরসেন কন্যা কুন্তীর বাল্যাবস্থায় কুন্তিভোজ-রাজ তাহাকে নিজ-  
কন্যা করিবার মানসে প্রার্থনা করেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর, কুন্তিরাজ সেই চারুহাসিনী কন্যাকে  
নিজকন্যারূপে লালন পালন করেন । পরে কুন্তীর কিঞ্চিৎ বোধের উদয় হইলে তাহাকে অগ্নি-  
হোত্রীয় বহির পরিচর্য্যার জন্ত নিয়োজিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ পরে এক দিবস চাতুর্গাশ্র-ব্রতাবলম্বী



দুৰ্ব্বাসাস্ত মুনিঃ প্রাপ্তশ্চাতুৰ্মাস্তে স্থিতো দ্বিজঃ ।  
 পরিচর্যা কৃত্য কুন্ত্যা মুনিস্তোষং জগাম হ ॥ ১৫ ॥  
 দদৌ মন্ত্রং শুভং তস্মৈ যেনাহুতঃ সুরঃ স্বয়ম্ ।  
 সমায়াতি তথা কামং পূরয়িষ্যাতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 গতে মুনৌ ততঃ কুন্তী নিশ্চয়ার্থং গৃহে স্থিতা ।  
 চিন্তয়ামাস মনসা কং সুরং সংবিচিন্তয়ে ॥ ১৭ ॥  
 উদিতশ্চ তদা ভানুস্তয়া দৃষ্টো দিবাকরঃ ।  
 মন্ত্রোচ্চারং তথা কৃত্বা চাহুতস্তিগ্নাশুস্তদা ॥ ১৮ ॥  
 মণ্ডলান্মানুষং রূপং কৃত্বা সৰ্ব্বাতিপেশলম্ ।  
 অবতরত্তদাকাশাৎ সমীপে তত্র মন্দিরে ॥ ১৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা দেবং সমায়ান্তং কুন্তী ভানুং স্তবিস্মিতা ।  
 বেপমানা রজোদোষং প্রাপ্তা সদ্যস্ত ভাগিনী ॥ ২০ ॥  
 কুঁতাজ্জলিঃ স্থিতা সূর্য্যং বভাষে চাকুলোচনা ।  
 স্প্রীতা দর্শনেনাদ্য গচ্ছ ত্বং নিজমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥

(কুন্ত্যা দৈবমন্ত্রপ্রাপ্তেঃ কারণং সূচয়ন্তী দুৰ্ব্বাসাস্থিতি । চাতুৰ্মাস্তব্রতে স্থিতঃ সন্ কুন্ত্যেভ্যঃ  
 গৃহং প্রাপ্তঃ । ততঃ কুন্ত্যাশ্চ পরিচর্যা কৃত্য অতো মুনিদুৰ্ব্বাসাঃ তোষং জগামেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥  
 যেন মন্ত্রেণ সুরো বা যো বা কো বা সমায়াতি সমায়ান্তি ॥ ১৬ ॥ (গতে মুন্যুদিতঃ । মুনৌ দুৰ্ব্বা-  
 সাসি গতে সতি কুন্তী গৃহস্থিতা মন্ত্রনিশ্চয়ার্থং কং দেবং অহং সংবিচিন্তয়ে চিন্তয়ামাসি মনসা  
 চিন্তয়ামাস ॥ ১৭ ॥ উদিতশ্চেতি । যদা কুন্তী চিন্তয়তি তস্মিন্ কালে ভানুঃ কিরণমাণী দিবা-  
 করঃ উদিতো কুন্ত্যা দৃষ্টঃ । অতস্তয়া মন্ত্রোচ্চারং কৃত্বা স দেবস্তিগ্নাশুঃ তিগ্না তীব্রা উষ্ণা  
 ইতি যাবৎ গাবঃ রশ্ময়ো যন্ত স সূর্য্যঃ আহুতঃ ॥ ১৮ ॥) পেশলং সূক্ষ্মরম ॥ ১৯ ॥ রজোদোষঃ

দুৰ্ব্বাসাঋষি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, কুন্তী তাঁহার সেবা করিলে পর তিনি অতি-  
 শয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি মন্ত্র প্রদান করেন । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে কোন দেবতাকে  
 আহ্বান করিলে তিনি সমাগত হইয়া আহ্বানকারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৫-১৬ ॥  
 অনন্তর, দুৰ্ব্বাসা গমন করিলে সেই গৃহস্থিতা কুন্তী মন্ত্রের পরীক্ষার্থ কোন দেবকে  
 আহ্বান করি ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এই সময় দিবাকর সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া  
 কুন্তী সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৮ ॥ সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে নিজ  
 মণ্ডল হইতে অতিসুন্দর মানুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশমার্গ হইতে সেই গৃহে কুন্তীর  
 সম্মুখে অবতরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ চাকুলোচনা কুন্তী সূর্য্যদেবকে সমাগত দেখিয়া অতিশয়  
 বিস্ময়াবিতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ রজস্বলা হইয়া পড়িলেন এবং কুঁতাজ্জলি

সূর্য্য উবাচ ।

আহুতোহস্মি কথং কুন্তি ! ত্বয়া মন্ত্রবলেন বৈ ।  
ন মাং ভজসি কস্মাত্ত্বং সমাহুয় পুরোগতম্ ॥ ২২ ॥  
কামার্ভোহস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! ভজ মাং ভাবসংযুতম্ ।  
মন্ত্ৰেণাধীনতাং প্রাপ্তং ক্রীড়িতুং নয় মামিতি ॥ ২৩ ॥

কুন্ত্যুবাচ ।

কন্যাহস্ম্যহং তু ধর্ম্মজ্ঞ ! সর্ব্বসাক্ষিন্মাম্যহম্ ।  
তবাপ্যহং ন দুর্বাচ্যা কুলকন্যাহস্মি সূত্রত ! ॥ ২৪ ॥

সূর্য্য উবাচ ।

লজ্জা মে মহতী চাদ্য যদি গচ্ছাম্যহং বৃথা ।  
বাচ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যাস্ত্যাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

প্রাপ্তা রজস্বলা জাতেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ স্ত্রীতাহস্মি ত্বং গচ্ছ । মম স্বদর্শনাতিরিক্তং প্রয়ো-  
জনাস্ত্বরং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

( আহুতোহস্মীতি । হে কুন্তি ! ত্বয়া মন্ত্রবলেন কথমহমাহুতোহস্মি সমাহুয় পুরোগতং  
সমুখস্থং মাং কস্মাৎ ন ভজসি ॥ ২২ ॥ কামার্ভোহস্মীতি । হে অসিতাপাঙ্গি ! ভাবসংযুতং  
ত্বৎপ্রণয়পরং মাং ভজ মন্ত্রবলেনাধীনতাং ত্বৎবশতাং প্রাপ্তং মাং রতিক্রীড়ার্থং নয়ৈত্য-  
ব্যয়ঃ ॥ ২৩ ॥ )

নদুর্বাচ্যা দুর্বাচ্যবিষয়া নাস্মি যতোহহং কুলকন্যাহস্মি ॥ ২৪ ॥

হইয়া বলিলেন, দেব ! আপনার দর্শনেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি এক্ষণে নিজ মণ্ডলে গমন  
করুন ॥ ২০—২১ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্য্য কহিলেন, কুন্তি ! তুমি মন্ত্রবলে কিজন্ত আমাকে আহ্বান  
করিলে এবং আহ্বান করিয়া কিজন্তই বা সমুখাগত আমাকে ভজনা করিতেছ না । হে চারু-  
লোচনে ! আমি এক্ষণে কামার্ত্ত হইয়াছি, বিশেষত তোমার প্রতি আমার প্রেমাসক্তি হই-  
য়াছে, অতএব আমাকে ভজনা কর । আমি মন্ত্রবলে তোমার অধীন হইয়াছি, অতএব  
রতিক্রীড়ার জন্ত আমাকে গ্রহণ কর ॥ ২২—২৩ ॥

সূর্য্যদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনিই সকলের সাক্ষী-  
স্বরূপ । এক্ষণে আমি ত কন্যা, আপনাকে নমস্কার করি । হে সূত্রত ! আমাকে কুলকন্যা  
বলিয়া জানিবেন অতএব কোনরূপ দুর্বাচ্য বলিবেন না ॥ ২৪ ॥

সূর্য্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, কুন্তি ! যদি আমি অদ্য বৃথা কিরিয়া যাই তাহা হইলে  
সমস্ত দেবগণের নিকট নিন্দাভাজন হইব এবং ইহা আমার অতিশয় লজ্জার বিষয় তাহাতে  
সন্দেহ নাই । কুন্তি ! অদ্য তুমি যদি আমাকে ভজনা না কর তাহা হইলে তোমাকে

শপ্স্যামি তং দ্বিজঞ্চাদ্য যেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ ।

ত্বাঞ্চাপি স্বভূশং কুন্তি ! নোচেত্মাং ত্বং ভজিষ্যসি ॥ ২৬ ॥

কন্যাধর্মঃ স্থিরস্তে স্মান জ্ঞাস্তুন্তি জনাঃ কিল ।

মৎসমস্ত তথা পুত্রো ভবিতা তে বরাননে ! ॥ ২৭ ॥

ইতু্যক্ত্বা তরুণিঃ কুন্তীং তন্মনস্কং স্নলজ্জিতাম্ ।

ভুক্ত্বা জগাম দেবেশো বরং দত্ত্বাভিবাঙ্কিতম্ ॥ ২৮ ॥

গর্ভং দধার স্রোশী স্রুপ্তে মন্দিরে স্থিতা ।

ধাত্রী বেদ প্রিয়া চৈকা ন মাতা ন জনস্তথা ॥ ২৯ ॥

গুপ্তঃ সদ্মনি পুত্রস্ত জাতশ্চাতিমনোহরঃ ।

কবচেনাতিরম্যেণ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৩০ ॥

দ্বিতীয় ইব সূর্য্যস্ত কুমার ইব চাপরঃ ॥ ৩১ ॥

করে কৃৎস্নাথ ধাত্রেয়ী তামুবাচ স্নলজ্জিতাম্ ।

কাং চিন্তাং করতোরু ! ত্বমাধৎসেহদ্য স্থিতাস্মাহম্ ॥ ৩২ ॥

বাচ্যতাং নিন্দ্যতাম্ ॥ ২৫ ॥ ( শপ্স্যামীতি । যেন দ্বিজে ন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ দত্তঃ তং শপ্স্যামি তস্মৈ শাপং দাত্ত্বামীত্যর্থঃ ত্বামপি শপ্স্যামীতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥ ইদানীং স্ববশানগনাতং কন্যাধনাশশঙ্কং নিরাকুর্করাহ কন্তেতি । হে বরাননে ! তে তব কন্যাধর্মঃ স্থিরঃ স্মান অপিচ কেচিদপি জনাঃ ন জ্ঞাস্তুন্তি কিল মৎসমস্তে পুত্রশ্চ ভবিতা ॥ ২৭ ॥

ইতু্যক্তেতি । তরুণিঃ সূর্য্যঃ তন্মনস্কং সূর্য্যগতচিন্তাং কুন্তীং ভুক্ত্বা জগামেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ একা ধাত্রী বেদ নাত্তো জনঃ ॥ ২৯ ॥ ( গুপ্তঃ সদ্মনীতি । অতিমনোহরঃ পুত্রঃ অতিরম্যেণ কবচেন কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ সন্ সদ্মনি গৃহে জাতঃ ॥ ৩০ ॥ দ্বিতীয়ঃ সূর্য্যো বা কুমারঃ কার্ত্তিকেয় ইব বা জাত ইতিপূর্বেণার্থঃ ॥ ৩১ ॥ ) কাঞ্চিন্তামিতি । অহং ত্বদাজ্ঞাপ্রতিপালিকা স্থিতাস্মি

এবং যে ব্রাহ্মণ তোমায় এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছে তাহাকে অতিকঠোর শাপ প্রদান করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ ( আর যদি তুমি আমায় ভজনা কর তাহা হইলে ) হে বরাননে ! তোমার কন্যাধর্ম স্থির থাকিবে, কেহই এ বিষয় জানিতে পারিবে না এবং আমার সদ্গণ তোমার একটি সন্তান হইবে ॥ ২৭ ॥

দেবপতি সূর্য্য এই কথা বলিয়া সেই একাগ্রচিন্তা এবং অতিলজ্জিতা কুন্তীকে উপভোগ করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সেই স্রোশী কুন্তী গৃহে থাকিয়া গোপনে ঋতুধারণ করিতে লাগিল । ইহা কেবল তাঁহার প্রিয়-ধাত্রী জানিত অতঃ কেহ অধিক কি তাঁহার মাতা পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই ॥ ২৯ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে অতি গোপনে সেই গৃহে একটি মনোহর পুত্র জন্মিল । পুত্রটি সুরম্য কবচ ও কুণ্ডলগুণল স্নোভিত এবং দ্বিতীয় সূর্য্য বা কার্ত্তিকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলৈ-



মঞ্জুষায়াং সূতং কুন্তী মুঞ্চন্তী বাক্যমব্রবীৎ ।  
 কিং করোমি সূতান্নাহং ত্যজে ত্বাং প্রাণবল্লভম্ ।  
 মন্দভাগ্যা ত্যজামি ত্বাং সৰ্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 পাতু ত্বা সগুণাশ্রিতা ভগবতী সৰ্বেশ্বরী চান্দিকা  
 স্তন্যং সৈব দদাতু বিশ্বজননী কাত্যায়নী কামদা ।  
 দ্রক্ষ্যেহং মুখপঙ্কজং সুললিতং প্রাণপ্রিয়াহং কদা  
 ত্যক্ত্বা ত্বাং বিজনে বনে রবিসূতং দুৰ্ভা যথা শৈবিরিণী ॥ ৩৪ ॥  
 পূৰ্বস্মিন্নপি জন্মনি ত্রিজগতাং মাতা ন চারাদিতা  
 ন ধ্যাতং পদপঙ্কজং সূখকরং দেব্যাঃ শিবায়াশ্চিরম্ ।  
 তেনাহং সূত ! দুৰ্ভগাস্মি সততং ত্যক্ত্বা পুনস্ত্বাং বনে  
 তপ্যামি প্রিয় ! পাতকং সূতবতী বুধ্যা কৃতং যৎ স্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা তং সূতং কুন্তী মঞ্জুষায়াং ধৃতং কিল ।  
 ধাত্রীহন্তে দদৌ ভীতা জনদর্শনতস্তথা ॥ ৩৬ ॥

---

যদ্যবয়াজ্ঞাপ্যতে তৎ সৰ্বং ক্রিয়তে ততঃ কাং চিন্তামাধৎসে ধারয়সি নৈতাদৃশী চিন্তাহন্তী-  
 তার্থঃ ॥৩২॥ ততো মঞ্জুষায়াং স্থাপিতং পুত্রং নদ্যাং ত্যক্তুমিচ্ছন্তী কুন্তী প্রাহেত্যর্থঃ । ( কিং  
 করোমীতি । সৰ্বলক্ষণসংযুতং প্রাণবল্লভমপি ত্বাং মন্দভাগ্যাহং ত্যজামি ॥ ৩৩ ॥ ) সৰ্বে-  
 শ্বরীঃ ভগবতীঃ স্তন্যশিবো দদাতি পাতুত্বামিতি । অধুনা ত্বাং ত্যক্ত্বা তব মুখপঙ্কজং কদা  
 দ্রক্ষ্যে ইত্যবয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ সূত প্রিয়েতি সম্বোধনদ্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

---

বর হইল ॥ ৩০—৩১ ॥ তদর্শনে, কুন্তী অতিশয় লজ্জিতা হইলে ধাত্রী তাহার হস্ত ধারিয়া  
 বলিল, সুন্দরি ! যখন আমি রহিয়াছি তখন তোমার চিন্তা কি ? ॥ ৩২ ॥ পরে, সন্তানটাকে  
 পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মঞ্জুষামধ্যে তাহাকে রক্ষা করত কুন্তী বলিল, পুত্র ! আমি  
 দুঃখিতা হইলেও প্রাণবল্লভ স্বরূপ তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি ; কি করি, এক্ষণে আমি  
 এমনি মন্দভাগ্যা হইয়াছি যে, সৰ্বলক্ষণাবিত তোমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই-  
 তেছি ॥ ৩৩ ॥ পুত্র ! আশীর্বাদ করিতেছি ; সেই গুণাভীতা ও গুণময়ী সৰ্বেশ্বরী বিশ্বজননী  
 কাত্যায়নী অন্বিকা আমার অভিলাব পূর্ণ করিবার জন্ত তোমাকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করিয়া  
 রক্ষা করুন । হায় ! আমি এক্ষণে দুঃখী শৈবিরিণীর স্তায় রবির পুত্র তোমাকে নির্জন বনে  
 পরিত্যাগ করিয়া কবে আবার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এই সুললিত মুখপদ্ম দর্শন করিব ॥ ৩৪ ॥  
 পুত্র ! নিশ্চয়ই আমি পূৰ্ব জন্মে ত্রিজগতের মাতা জগদম্বিকার আরাধনা করি নাই ; নিশ্চয়ই  
 সেই মঙ্গলদাত্রী দেবীর সৰ্বসুখপ্রদ পাদপদ্ম ধ্যান করি নাই ; সেই জন্তই আমি ভাগ্যহীনা

স্নাত্বা ত্রস্তা তদা কুন্তী পিতৃবেশ্মন্যু্যবাস সা ।  
 মঞ্জুষা বহমানা চ প্রাপ্তা হৃদ্বিরথেন বৈ ॥ ৩৭ ॥  
 রাধা সূতশ্চ ভার্য্যা বৈ তয়্যাসৌ প্রার্থিতঃ সূতঃ ।  
 কর্ণোহিভূদ্বলবান্বীরঃ পালিতঃ সূতসন্মানি ॥ ৩৮ ॥  
 কুন্তী বিবাহিতা কন্যা পাণ্ডুনা সা স্বয়ংবরে ।  
 মাদ্রী চৈবাপরা ভার্য্যা মদ্ররাজসুতা শুভা ॥ ৩৯ ॥  
 যুগয়ারমমাণস্ত বনে পাণ্ডুর্মহাবলঃ ।  
 জনান যুগবুদ্ধ্যা তু রমমাণং মুনিং বনে ॥ ৪০ ॥  
 শপ্তস্তেন তদা পাণ্ডুমুনিনা কুপিতেন চ ।  
 স্ত্রীসঙ্গং যদি কৰ্ত্তাসি তদা তে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥

ধাত্রীহন্তে ইতি । গঙ্গায়ঃ ত্যক্তুং দদৌ ॥ ৩৬ ॥ ( স্নাত্বেনি । কুন্তী ত্রস্তা সতী স্নাত্বা  
 পিতৃবেশ্মনি গৃহে উবাস বাসঞ্চকার অবতস্থে ইতি যাবৎ । গঙ্গায়ঃ বহমানা মঞ্জুষা তু অধি-  
 রথেন সূতেন প্রাপ্তা লব্ধা ॥ ৩৭ ॥ ) অধিরথশ্চ সূতশ্চ ভার্য্যা রাধা তয়া সূতঃ প্রার্থিতঃ  
 পুত্রত্বেন স্বীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

(কুন্তীতি । সূর্যাদেবপ্রভাবেণ পুনঃ কন্যাতাবং প্রাপ্তা কুন্তী স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসভায়াং  
 রাজ্ঞা পাণ্ডুনা বিবাহিতা তশ্চ পাণ্ডোরপরা ভার্য্যা মদ্ররাজসুতা শুভা সুন্দরী সুলক্ষণা  
 বা ॥ ৩৯ ॥ যুগয়েতি । মহাবলঃ পাণ্ডুঃ যুগয়াঃ রমমাণঃ কদাচিৎ বনে রমমাণং যুগবদ্রম্যং  
 রতিক্রীড়াং কুর্কমাণং কক্ষিৎ মুনিং যুগবুদ্ধ্যা যুগং মত্রেত্যর্থঃ জনান বাণেন নিহতবান্ ॥ ৪০ ॥  
 শপ্তস্তেনেতি । তদা প্রাণপ্রয়াণাব্যবহিতপ্রাক্কালে তেন মুনিনা স পাণ্ডুঃ শপ্তঃ । শাপ-

হইয়াছি সন্দেহ নাই । প্রিয়পুত্র ! এক্ষণে তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিপূৰ্ব্বক নিজ-  
 কৃত এই পাতক স্মরণ করিয়া নিরন্তর সন্তাপে দগ্ধ হইব সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কুন্তী এই প্রকারে অহুতাপ করিয়া, পাছে অপর কোনও  
 লোক দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীতা হইয়া সিন্ধুকমধ্যে আবদ্ধ পুত্রটিকে ধাত্রীর হস্তে  
 প্রদান করিল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, মঞ্জুষাটী জলে নিক্ষেপ করাইয়া কুন্তী ত্রস্তভাবে গঙ্গাতে  
 স্নানাদি সমাপন পূৰ্ব্বক পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন । এদিকে, অধিরথ নামে কোন  
 সূত গঙ্গায় ভাসমান সেই মঞ্জুষাটী প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭ ॥ এই অধিরথের ভার্য্যা রাধা সেই  
 সন্তানটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল । অনন্তর, এই সন্তানটীই সূতগৃহে প্রতিপালিত হইয়া  
 কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ বলবান্ বীর হইলেন ॥ ৩৮ ॥

ঋষিগণ ! এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, পাণ্ডুরাজ স্বয়ংবরে কুন্তীকে বিবাহ করিলেন ।  
 তাঁহার অপর আর একটী সুন্দরী ভার্য্যা মদ্ররাজকন্যা মাদ্রী নামে প্রসিদ্ধা ছিল ॥ ৩৯ ॥ এক  
 দিবস মহাবল পাণ্ডু যুগয়ার ভ্রমণ করিয়া বনে যুগরূপে যুগীতে রতিক্রীড়ানিরত কোন  
 মুনিকে যুগবোধে বন্দ করিলেন ॥ ৪০ ॥ মুনি যুতাসনরে কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই

ইতি শপ্তস্ত মুনিনা পাণ্ডুঃ শোকসমস্থিতঃ ।  
 ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনে বাসং চকার ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৪২ ॥  
 কুন্তী মাদ্রী চ ভার্য্যেদে জগ্মতুঃ সহসঙ্গতে ।  
 সেবনার্থং সতীধর্ম্যং সংশ্রিতে মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৩ ॥  
 গঙ্গাতীরে স্থিতঃ পাণ্ডুমুণীনাশ্রমেষু চ ।  
 শৃণ্বানো ধর্মশাস্ত্রাণি চকার দুশ্চরং তপঃ ॥ ৪৪ ॥  
 কথ্যাং বর্তমানায়াং কদাচিদ্বর্ষসংশ্রিতম্ ।  
 অশৃণোদ্বচনং রাজা স্পর্শ্যমুনিভাষিতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গে গন্তুং পরম্পদ ! ।  
 যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্ত জননং চরেৎ ॥ ৪৬ ॥  
 অংশজঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গোলকস্তথা ।  
 কুণ্ডঃ সহোদ্রঃ কানীনঃ ক্রীতঃ প্রাপ্তস্তথা বনে ॥ ৪৭ ॥

প্রকারমাহ যদি ত্বং ক্রীসঙ্গং কর্তাসি তদা তে তব ক্রবং নিঃসংশয়ং মরণং ভবিষ্যতীতি  
 বিদ্ধি ॥ ৪১ ॥ ইতি শপ্তস্থিতি । পাণ্ডুরিত্যেবম্প্রকারেণাভিশপ্তঃ সন্ শোকসমস্থিতঃ ভৃশ-  
 দুঃখিতশ্চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা তপোবনে বাসং চকার উবাসেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কুন্তীতি । তস্ত পাণ্ডো-  
 দে ভার্য্যে কুন্তীমাদ্রী সতীধর্ম্যং সংশ্রিতে পতিসেবনার্থং সহসঙ্গতে পত্যা সহ বনং জগ্মতুঃ ॥ ৪৩ ॥  
 কুত্র গতঃ পাণ্ডুরিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ গঙ্গাতীর ইতি । মুণীনাশ্রমসম্মিলকর্ষে গঙ্গাতীরে স্থিতঃ ।  
 কথং তত্র স্থিত ইতি চেত্তত্রাহ ধর্মশাস্ত্রাণি শৃণ্বান ইতি ॥ ৪৪ ॥ কথায়ামিতি । রাজা পাণ্ডু-  
 রিত্যর্থঃ কদাচিৎ কথ্যাং পৌরাণিকীগাথায়াং বর্তমানায়াং ধর্মসংশ্রিতং বচনং অশৃণো-  
 দিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ কিং বচনমশৃণোদিত্যাশয়েনাহ অপুত্রস্তেতি । অপুত্রস্ত গতির্গমনশক্তির্নাস্তি ।  
 কুত্র গন্তুমিতি চেত্তত্রাহ স্বর্গে সুরলোকে সুখময়াভীষ্টস্থানে । অতো যেন কেনাপ্যুপায়েন  
 পুত্রস্ত জননং উৎপাদনং চরেৎ পুত্রোৎপত্তৌ প্রযতেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ) অংশজঃ স্ববীৰ্য্যজঃ ।

বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে, পাণ্ডুরাজ ! যখন তুমি ক্রীসঙ্গ করিবে তখনই তোমার  
 মৃত্যু হইবে ॥ ৪১ ॥ পাণ্ডু মুনিকর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অতিশয় শোকাভূত হইলেন  
 এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় দুঃখিতাস্তঃকরণে বনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥  
 মুনিসত্তমগণ ! তাহার দুই ভার্য্যা কুন্তী ও মাদ্রী পতিব্রতা ধর্ম আশ্রয় করিয়া সেবার জন্য  
 তাঁহার সঙ্গেই গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ পাণ্ডুরাজ গঙ্গাতীরস্থ মুনিগণের আশ্রমের সন্নিকটে  
 বাস করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট সর্বদা নানাবিধ ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করত দুশ্চর তপস্তায়  
 রত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এক দিবস ধর্মশ্রিত কথার প্রসঙ্গক্রমে রাজা মুনিদিগের মুখে স্পষ্টত  
 শ্রবণ করিলেন যে, যাহার পুত্র নাই তিনি কদাচ স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহেন, অতএব যে  
 কোনও প্রকারে পুত্রোৎপত্তির জন্য উপায় করা উচিত ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ঔরসজাত, পুত্রিকাপুত্র,



দত্তঃ কেনাপি চাশক্তৌ ধনগ্রাহিস্থতাঃ স্মৃতাঃ ।

উত্তরোত্তরতঃ পুত্রা নিকৃষ্টা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যাকর্ণ্য তদা প্রাহ কুন্তীং কমললোচনাম্ ।

সুতমুৎপাদয়াশু ত্বং যুনিং গত্বা তপোহন্বিতম্ ॥ ৪৯ ॥

মমাজ্ঞয়া ন দোষন্তে পুরা রাজ্ঞা মহাত্মনা ।

বশিষ্ঠাজ্জনিতঃ পুত্রঃ সৌদাসেনেতি মে শ্রুতম্ ॥ ৫০ ॥

তং কুন্তী বচনং প্রাহ মম মন্ত্রোহস্তি কামদঃ ।

দত্তো দুর্ব্বাসসা পূৰ্ব্বং সিদ্ধিদঃ সৰ্ব্বথা প্রভো ! ॥ ৫১ ॥

পুত্রিকাপুত্রঃ কন্যাপুত্রঃ অশ্রাং জায়মানঃ পুত্রো মমেতি সঙ্কেতিতঃ । ক্ষেত্রজো যন্ত-  
রজঃ প্রমৃতশ্চ ক্রীবশ্চ ব্যাধিতশ্চ বা । স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃত ইতি মনুঃ ।  
গোলক ইত্যেকঃ । স্বক্ষেত্রে স্বজিয়াং মৃতে ভর্তৃরি জায়মানো গোলকঃ । অমৃতে জারজঃ  
কুণ্ডঃ । সহোদজস্ত গর্ভে স্থিতো গর্ভিণ্যাং পরিণীতায়্যং যঃ পরিণীতঃ স বোঢ়ঃ পুত্রঃ । কানীনঃ  
পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ । তং কানীনং বদেদ্রাহেতি । ক্রীতো গোল্যেন  
গ্রহীতঃ । বনে প্রাপ্তশ্চ ॥ ৪৭ ॥ অশক্তৌ পুত্রপালনাসামর্থ্যে কেনাপি দত্তঃ । এতে ধন-  
গ্রাহিস্থতা ভবন্তি ॥ ৪৮ ॥

(ইত্যাকর্ণোতি । পাণ্ডুঃ কুন্তীপ্রত্যাহ । কঙ্কিতপসান্বিতং তপোবলসম্পন্নং মুনিমাত্রিত্য  
আশু সুতং উৎপাদয় যুনেরোরসেন পুত্র উৎপাদ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥ কণমহং সতীধন্যং বিহায়  
পুরুষান্তরাশ্রয়েণ সুতমুৎপাদ্য পাপচারিণী ভবেয়মিতি চেত্তত্রাহ । মমাজ্ঞয়েতি । মমাজ্ঞয়া  
তে দোষঃ ন ভবেৎ বিশেষতঃ পুরা পূৰ্ব্বম্বিন্ কালে মহাত্মনা রাজ্ঞা সৌদাসেন মহর্ষে-  
বশিষ্ঠাৎ পুত্রো জনিত উৎপাদিত ইতি শ্রুতং ময়েতি ॥ ৫০ ॥ তং কুন্তীতি । তং পতিং  
পাণ্ডুমিত্যর্থঃ । বচনং প্রাহ হে প্রভো ! মম কামদঃ কামনাপ্রদঃ মন্ত্রোহস্তি । কুতোহয়ং প্রাপ্ত

ক্ষেত্রজ কিংবা গোলক অথবা কুণ্ড, সহোদ্র, কানীন, ক্রীত বা কোন বনাদিতে প্রাপ্ত অথবা  
পুত্রপালনে অশক্ত কোনও লোককর্তৃক প্রদত্ত, এই পুত্র সকল শাস্ত্রে উত্তরাধিকারী  
বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে পরে পরে কথিত পুত্র পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব  
অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ঋষিগণ ! মহারাজ পাণ্ডু এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলনয়না কুন্তীকে বলিলেন,  
কুন্তি ! তুমি শীঘ্র কোনও তপোবীর্য্যসম্পন্ন মুনির নিকট যাইয়া পুত্র উৎপাদন কর ॥ ৪৯ ॥  
দেখ, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি ইহাতে তোমার কোনও দোষ হইবে না । আর,  
আমি শ্রবণ করিয়াছি পূৰ্ব্ব মহাত্মা সৌদাস নামে নৃপতি বশিষ্ঠ মুনি দ্বারা পুত্র উৎপন্ন  
করাইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ ! আমার নিকট  
অভীষ্টপ্রদ কোনও মন্ত্র আছে । দুর্ব্বাসা মুনি পূৰ্ব্ব আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন ।  
প্রভো ! এই মন্ত্রটী সৰ্ব্বসিদ্ধি প্রদানে সমর্থ ॥ ৫১ ॥ রাজন্ ! এই মন্ত্র দ্বারা আমি যে

নিমন্ত্ৰয়েহং যং দেবং মন্ত্ৰেণানেন পার্থিব ! ।

আগচ্ছেৎ সৰ্ব্বথা সো বৈ মম পার্শ্বে নিয়ন্ত্ৰিতঃ ॥ ৫২ ॥

ভৰ্তৃর্বাৰ্য্যেন সা তত্র স্মৃত্বা ধৰ্ম্মং সুরোত্তমম্ ।

সঙ্গম্য স্মৃষুবে পুত্রং প্রথমং চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫৩ ॥

বায়োর্কোদরং পুত্রং জিষ্ণুং চৈব শতক্রতোঃ ।

বর্ষে বর্ষে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুন্ত্যা জাতা মহাবলাঃ ॥ ৫৪ ॥

মাদ্রী প্রাহ পতিং পাণ্ডুং পুত্রং মে কুরুসত্তম ! ।

কিং করোমি মহারাজ ! দুঃখং নাশয় মে প্রভো ! ॥ ৫৫ ॥

প্রার্থিতা পতিনা কুন্তী দদৌ মন্ত্ৰং দয়াস্বিতা ।

একপুত্রপ্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা ॥ ৫৬ ॥

স্মৃত্বা তদাশ্বিনৌ দেবৌ মদ্ররাজসুতা সূতো ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্মৃষুবে বরবর্ণিনী ॥ ৫৭ ॥

এবং তে পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ক্ষেত্রোৎপন্নাঃ সুরাত্মজাঃ ।

বর্ষবর্ষান্তরে জাতা বনে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমাঃ ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি চেত্তত্রাহ । পূৰ্ব্বং মৎসেবাপরিভূষ্টেন মুনিনা দুৰ্দ্ধাসসা সৰ্ব্বথা সিদ্ধিদো মন্ত্ৰো দত্তঃ মহ-  
মিতি শেষঃ ॥ ৫১ ॥) সো বৈ ইত্যত্র সন্ধিরার্থঃ ॥ ৫২ ॥

সঙ্গম্য মিথুনীভূয় ॥ ৫৩—৫৪ ॥ পুত্রং মে ইতি । দেহীতি শেষঃ । কুরুসত্তমেতি-  
সম্বোধনম্ । যদ্বা পুত্রং মে কুরু হে সত্তমেতি সম্বোধনম্ ॥ ৫৫ ॥ একপুত্রপ্রবন্ধেন এক-  
পুত্রোদ্দেশেন ॥ ৫৬ ॥ তদনন্তরং মাদ্রী মদ্ররাজসুতা সা অশ্বিনীকুমারৌ স্মৃত্বা নকুলঃ সহদেব-  
শ্চেত্যেত্যৌ সূতো স্মৃষুবে ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

কোন দেবকে আহ্বান করিব তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধের ন্যায় আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত  
হইবেন ॥ ৫২ ॥

তদনন্তর, কুন্তী স্বামীর আজ্ঞায় সেই স্থানে সুরোত্তম ধর্ম্মরাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার  
সহযোগে প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে পরে বায়ু হইতে ভীমসেনকে, এবং ইন্দ্র হইতে অর্জুনকে  
প্রসব করিলেন । এইরূপে প্রতিবর্ষে মহাবলপরাক্রান্ত তিন পুত্র কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন  
হইল ॥ ৫৩—৫৪ ॥ পরে, মদ্ররাজসুতা পতি পাণ্ডুরাজকে বলিল, হে সত্তম ! আপনি আগার  
পুত্র উৎপাদনের উপায় করুন । মহারাজ ! আমি এক্ষণে কি করি আগার দুঃখ বিমোচন  
করুন । কারণ, আপনিই আমাদিগের নিগ্রহ এবং অনুগ্রহে সমর্থ ॥ ৫৫ ॥ তদনন্তর কুন্তী  
পতির প্রার্থনামতে এবং আপনিও দয়াস্বিতা হইয়া মাদ্রীকে একবার মাত্র পুত্র উৎপাদনের  
জন্ত মন্ত্র প্রদান করিলেন । তাহাতে সেই বরবর্ণিনী মাদ্রীও পতির আজ্ঞানুসারে অশ্বিনী-  
কুমারকে স্মরণ করত তাহাদের সহযোগে নকুল ও সহদেবকে প্রসব করিল ॥ ৫৬—৫৭ ॥

একস্মিন্ সময়ে পাণ্ডুরাদ্রীং দৃষ্ট্বাথ নিৰ্জনে ।  
 আশ্রমে চাতিকামার্তো জগ্রাহাগতবৈশসঃ ॥ ৫৯ ॥  
 মা মা মা মেতি বহুধা নিষিক্কোহপি তথা ভৃশম্ ।  
 আলিলিঙ্গ প্রিয়াং দৈবাৎ পপাত ধরণীতলে ॥ ৬০ ॥  
 যথা বৃক্ষগতা বল্লী ছিন্নে পততি বৈ দ্রুমে ।  
 তথা সা পতিতা বাল্য কুৰ্ব্বতী রোদনং বহু ॥ ৬১ ॥  
 প্রত্যাগতা তদা কুন্তী রুদতী বালকাস্থথা ।  
 মুনয়শ্চ মহাভাগাঃ ক্রুত্বা কোলাহলং তদা ॥ ৬২ ॥  
 মৃতঃ পাণ্ডুস্তদা সর্বৈ মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।  
 মহাগ্নিভির্বিধিং কৃত্বা গঙ্গাতীরে তদাদহন্ ॥ ৬৩ ॥  
 চক্রে সত্বেব গমনং মাদ্রী দত্ত্বা স্মৃতৌ শিশু ।  
 কুন্ত্যে ধর্ম্যং পুরস্কৃত্য সতীনাং সত্যকামতঃ ॥ ৬৪ ॥

আগতবৈশসঃ প্রাপ্তমরণঃ ॥ ৫৯ ॥ ( মা মা মা মেতি । মাদ্র্যা মার্মোত অত্যন্তভয়াভূত্বা  
 বহুধা নিষিক্কোহপি পাণ্ডুঃ দৈবাক্তাং প্রিয়ালিলিঙ্গ ততো ধরণীতলে পপাত । মৃত ইতি-  
 শেষঃ ॥ ৬০ ॥ যথেন্তি । যথা ছিন্নে বৃক্ষে পততি সতি বল্লী তদাশ্রিতা লতা পততি তথা সা বাল্য  
 বহু রোদনং কুৰ্ব্বতী পতিতা ॥ ৬১ ॥ প্রত্যাগতেতি । তদা তস্মিন্ কাণে কাণ্যাপ্তরাং প্রত্যা-  
 গতা কুন্তী রুদতী তথা বালকাঃ মুখিষ্টিরাদয়ঃ রুদন্তশ্চ । মহাভাগা মুনয়শ্চ কোলাহলং ক্রুত্বা  
 পাণ্ডুর্মৃত ইত্যবগচ্ছন্তি স্মৃতি শেষঃ । তদা অগ্নিভিঃ বিধিং কৃত্বা গঙ্গাতীরে পাণ্ডোদেহমদহ-

ঋষিগণ ! এইরূপে সেই বনমধ্যে বর্ষবর্ষান্তরে ক্রমশঃ দেব-ঔরসে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পাঁচটা  
 সন্তান জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৫৮ ॥

এক দিবস পাণ্ডু সেই নিৰ্জনে আশ্রমে মদরাজহুহিতাকে একাকিনী দেখিয়া অতিশয়  
 কাগর্ভ হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুহস্তে পতিত হইয়াই যেন তাহাকে ধারণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥  
 মহারাজ ! আলিঙ্গন করিবেন না করিবেন না বলিয়া মাদ্রী পুনঃ পুনঃ নিবেশ করিলেও  
 দৈববশত তিনি সেই প্রিয় মাদ্রীকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত  
 হইয়া গহীতলে পতিত হইলেন ॥ ৬০ ॥ বৃক্ষ ছিন্ন হইলে যেমন তদাশ্রিতা লতাও পতিতা  
 হয় সেইরূপ পাণ্ডুরাজ পতিত হইবাগাত্রই মাদ্রীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে  
 পতিতা হইল ॥ ৬১ ॥ সেই সময় কুন্তীও সেই স্থানে আসিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন,  
 বালকগণও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল । তখন, কঠোরনিয়ম-পরায়ণ মহাম্মা ঋষিগণ সেই  
 ক্রন্দন কোলাহল শ্রবণ করিয়া পাণ্ডু মৃত হইয়াছে ইহা অবগত হইলেন এবং সকলেই  
 অগ্নির দ্বারা যথাবিধি কাণ্য সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥



জলদানাদিকং কৃত্বা মুনয়স্তত্রবাসিনঃ ।

পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীমনয়ন হস্তিনাপুরম্ ॥ ৬৫ ॥

তাং প্রাপ্তাঞ্চ সমাজ্জায় গাঙ্গেয়ো বিদুরস্তথা ।

নাগরা ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সৰ্ব্বৈ তত্র সমায়যুঃ ॥ ৬৬ ॥

পপ্রচ্ছুশ্চ জনাঃ সৰ্ব্বৈ কশ্চ পুত্রা বরাননে ! ।

পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্জায় কুন্তী দুঃখান্বিতা তদা ॥ ৬৭ ॥

তানুবাচ সুরাণাং বৈ পুত্রাঃ কুরুকুলোদ্ভবাঃ ।

বিশ্বাসার্থে সমাহুতাঃ কুন্ত্যা সৰ্ব্বৈ সুরাস্তদা ॥ ৬৮ ॥

আগত্য খে তদা তৈস্তু কথিতং নঃ সূতাঃ কিল ।

ভীষ্মেণ সংকৃতং বাক্যং দেবানাং সংকৃতাঃ সূতাঃ ॥ ৬৯ ॥

গতা নাগপুরং সৰ্ব্বৈ তানাদায় সূতান্ বধুম্ ।

ভীষ্মাদয়ঃ প্রীতচিত্তাঃ পালয়ামাস্বরর্থতঃ ॥ ৭০ ॥

স্মৃতি দ্বাভ্যামনয়ঃ ॥৬২—৬৩॥ চক্রে সঠেবেতি । মাদ্রী শিশু নকুলসহদেবৌ কুন্ত্যো দত্তা সত্য-  
কামতঃ সতীনাং ধর্ম্যং পুরস্কৃত্য সহগমনং চক্রে ॥ ৬৪ ॥ জলদানাদিকমিতি । মুনয়ঃ জলদানা-  
দিকং কৃত্বা পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীং হস্তিনাপুরং অনয়ন প্রাপয়ামাসুঃ ॥ ৬৫ ॥ তামিতি ।  
গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ বিদুরঃ তথা ধৃতরাষ্ট্রশ্চ নাগরা জনাঃ তাং সমুতাং কুন্তীং প্রাপ্তাং উপনীতাং  
সমাজ্জায় বিদিত্বা তত্র সৰ্ব্বৈ সমায়য়ুরিত্যনয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্জায় কশ্চেন্মে পুত্রা  
ইতি সৰ্ব্বৈ পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥ তৈঃ সুরৈর্নোহস্মাকং দেবানাং সূতা ইতি কথিতম্ ॥ ৬৯ ॥

মাদ্রী নিজের শিশু সন্তান দুইটী কুন্তীকে প্রদান করিয়া সত্যলোক-কামনাপ্রযুক্ত সতীগণের  
ধর্ম্যকে অগ্রে করিয়া পতির সহিত অনুগমন করিলেন ॥৬৪॥ অনন্তর, সেই আশ্রমবাসী মুনিগণ  
রাজার তর্পণাদি করিয়া সেই পঞ্চপুত্রের সহিত কুন্তীকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন ॥৬৫॥  
ভীষ্মদেব, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আত্মীয় ও নগরবাসিগণ কুন্তীকে সমাগত জানিয়া সেই  
স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৬৬ ॥ তদনন্তর, সকলেই পাণ্ডুর শাপ অবগত থাকায়  
এ পুত্র পাঁচটী কাহার এই বলিয়া কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল । কুন্তী নগরবাসিগণের বাক্য  
শুনিয়া অতিশয় দুঃখসহকারে বলিলেন, এই পুত্র কয়টী দেবগণ হইতে কুরুকুলে সমুদ্ভূত  
হইয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসের জন্ত কুন্তী সেই স্থানে দেবগণকে আহ্বান করি-  
লেন ॥ ৬৭—৬৮ ॥ অনন্তর, দেবগণ আকাশে সমাগত হইয়া, এই পাঁচটী আমাদের পুত্র ইহা  
বলিলেন । ভীষ্মদেব দেবগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রগণকে সম্মানিত করিলেন ॥৬৯॥  
পরে তাহারা সকলেই আনন্দিত হইয়া কুন্তীও পুত্র সকলকে গ্রহণ করিয়া পুরমধ্যে গমন

এবং পার্থাঃ সমুৎপন্ন গান্ধেয়েনাথ পালিতাঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং  
দ্বিতীয়স্কন্ধে পাণ্ডবোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

বধুঃ কুন্তীং চ । অর্থতো যথাযোগ্যং ধনাদিভিঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিলেন এবং অকপটভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ ! পৃথাপুত্রগণ এইরূপে  
সমুৎপন্ন এবং ভীষ্মকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ॥ ৭০—৭১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
পাণ্ডবোৎপত্তি নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পঞ্চানাং দ্রৌপদী ভার্য্যা সামান্যা সা পতিব্রতা ।  
পঞ্চপুত্রাস্তু তস্তাঃ স্যুর্ভর্ভূভোহীতীব সুন্দরাঃ ॥ ১ ॥  
অর্জুনস্ত তথা ভার্য্যা কৃষ্ণস্ত ভগিনী শুভা ।  
শুভদ্রা যা হতা পূর্ষং জিষ্ণুনা হরিসংমতে ॥ ২ ॥  
তস্তাং জাতো মহাবীরো নিহতোহসৌ রণাজিরে ।  
অভিমন্যুর্হতাস্তত্র দ্রৌপদ্যাশ্চ সূতাঃ কিল ॥ ৩ ॥  
অভিমন্যোর্ধ্বরা ভার্য্যা বৈরাটী চাতিসুন্দরী ।  
কুলান্তে স্যুবে পুত্রং যুতো বাণাগ্নিনা শিশুঃ ॥ ৪ ॥  
জীবিতঃ স তু কৃষ্ণেন ভাগিনেয়সুতঃ স্বয়ম্ ।  
দ্রৌণিবাণাগ্নিনির্দগ্ধঃ প্রতাপেনাদুতেন চ ॥ ৫ ॥  
পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাদ্বরঃ সূতঃ ।  
তস্মাৎ পরিক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে ॥ ৬ ॥

অ ষষ্টিশ্লোকবর্ধ্যঃ পাণ্ডবানাং কথানকম্ ।

যুতানাং দর্শনং দেবীপ্রসাদাদিহ কথ্যতে ॥

পঞ্চানামিতি ॥ ১ ॥ জিষ্ণুনাহর্জুনেন হরিসংমতে সতি । কৃষ্ণানুমতেনেত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥  
বৈরাটী বিরাটকন্যা উত্তরা কুলান্তে কুলক্ষয়ে সতি । স পুত্রো গর্ভ এবাশ্বখামবাণাগ্নিনা  
যুতঃ ॥ ৪ ॥ পুনর্দ্রৌণিরশ্বখামা তস্ত বাণাগ্নিনির্দগ্ধো ভাগিনেয়ো ভগিনী অপত্যং তস্ত সূতঃ ।  
অদুতপ্রতাপেন কৃষ্ণেন জীবিত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৫ ॥ তস্ত পুত্রস্ত জীবিতস্ত পরিক্ষিত ইতি নাম কিং

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পূর্বেকৃত পঞ্চ পাণ্ডবের সাধারণত দ্রৌপদী নামে এক ভার্য্যা  
ছিল; তাহা হইলেও দ্রৌপদী অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন । পঞ্চজন স্বামী হইতে তাঁহার অতি  
সুন্দর পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল ॥১॥ এই দ্রৌপদী ভিন্ন কৃষ্ণের ভগিনী শুভদ্রাও অর্জুনের আর  
একটি পত্নী ছিল । পূর্বে অর্জুন কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিলেন ॥২॥  
এই শুভদ্রাতে মহাবীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইনি রণাঙ্গণে সপ্তরথি-হস্তে নিহত  
হন । এই দার্কিণ যুদ্ধসময়ে দ্রৌপদীর সন্তানগণও হত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ এই অভিমন্যুর পত্নী  
অতিসুন্দরী বিরাটনয়া উত্তরা কুরুকুল ধ্বংস হইলে পর একটি সন্তান প্রসব করেন ।  
এই সন্তান গর্ভাবস্থাতেই অশ্বখামার বাণাগ্নিতে দগ্ধ হয়, পরে কৃষ্ণ এই ভাগিনেয়-পুত্রটিকে ।



নিহতেষু চ পুত্রেষু ধৃতরাষ্ট্রোহতিদুঃখিতঃ ।  
 তস্মৌ পাণ্ডবরাজ্যে চ ভীমবাগ্ৰাণপীড়িতঃ ॥ ৭ ॥  
 গান্ধারী চ তথাতিষ্ঠৎপুত্রশোকাতুরা ভৃশম্ ।  
 সেবাং তয়োর্দিবরাত্রং চকারার্ভো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৮ ॥  
 বিহুরোহপ্যতিধর্মাত্মা প্রজ্ঞানেত্রমবোধয়ৎ ।  
 যুধিষ্ঠিরস্থানুমতে ভ্রাতৃপার্শ্বে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৯ ॥  
 ধর্মপুত্রোহপি ধর্মাত্মা চকার সেবনং পিতুঃ ।  
 পুত্রশোকোদ্ভবং দুঃখং তস্য বিস্মারয়ন্নিব ॥ ১০ ॥  
 যথা শৃণোতি বৃদ্ধোহসৌ তথা ভীমোহতিরোষিতঃ ।  
 বাগ্ৰাণেনাহনন্তং তু শ্রাবয়ন্ সংস্থিতাজ্ঞনান্ ॥ ১১ ॥  
 ময়া পুত্রা হতাঃ সর্বৈ দুর্ভিক্ষাক্রম্য তে রণে ।  
 দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং হৃদ্যং তথা ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

নিমিত্তং তত্রাহ পরিক্ষীণেষু ॥৬॥ (নিহতেষু) দুর্ঘোষনাदिषু নিহতেষু ধৃতরাষ্ট্রঃ  
 ভীমোক্তবাগ্ৰাণেন পীড়িতঃ পাণ্ডবরাজ্যে তদ্ব্যবস্থায় ॥ ৭ ॥ গান্ধারী চেতি । নতু  
 কেবলং ধৃতরাষ্ট্রঃ গান্ধারী গান্ধাররাজকন্যা দুর্ঘোষনাदिशतपुत्राणां मातापि ভৃশং পুত্র-  
 শোকাক্তা পত্যা সহ পাণ্ডবরাজ্যে অতিষ্ঠৎ । পরং যুধিষ্ঠিরঃ তয়োর্গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রয়োঃ সেবাং  
 চকার ॥ ৮ ॥ বিহুরোহপীতি । অতিধর্মাত্মা বিহুরোহপি প্রজ্ঞানেত্রং ধৃতরাষ্ট্রং প্রবোধিতবান্  
 যুধিষ্ঠিরানুমতেন ভ্রাতৃধৃতরাষ্ট্রস্য পার্শ্বে ব্যতিষ্ঠতেত্যমরঃ ॥ ৯ ॥ ধর্মপুত্রোহপীতি । পিতু-  
 র্ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥ ১০ ॥ যথা শৃণোতীতি । বৃদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রঃ যথা শৃণোতি তথা তাদৃশরূপেণ তত্র-  
 স্থিতান্ জনান্ শ্রাবয়ন্ বাগ্ৰাণেন বাক্শল্যেনাহনৎ ন্যাপীড়য়দিত্যর্থঃ । পীড়নে কারণং  
 দর্শয়ন্নাহ অতিরোষিত ইতি ॥ ১১ ॥ বাগ্ৰাণপ্রকারং বর্ণয়ন্নাহ । ময়া পুত্রা ইতি । অক্রম্য  
 অলৌকিক মহিমা দ্বারা পুনর্জীবিত করেন ॥ ৪—৫ ॥ এই সমস্তানটী কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে  
 পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীতলে পরিক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৬ ॥ এদিকে  
 ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রগণ নিহত হইলে পর অতিশয় দুঃখিত এবং ভীমের বাক্যবাণে প্রপীড়িত হইয়া  
 পাণ্ডব রাজ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ গান্ধারীও পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়া  
 অগত্যা সেই স্থানেই পতির সহিত অবস্থান করিলেন । ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দুঃখে সম-  
 দুঃখী হইয়া দিবরাত্র সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ ধর্মাত্মা বিহুরও যুধিষ্ঠিরের অনু-  
 মতিক্রমে নিজ ভ্রাতা প্রজ্ঞানেত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদা বুঝাইবার জন্ত তাহার নিকটে থাকি-  
 তেন ॥ ৯ ॥ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহাতে তাঁহার পুত্রশোকজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হয় সেইরূপে  
 সেবা করিতেন ॥ ১০ ॥ কিন্তু, অতিক্রুদ্ধ ভীমসেন যাহাতে এই বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শুনিতে পান  
 সেইরূপে সমীপস্থ লোকদিগকে শুনাইয়া বাক্যবাণ দ্বারা তাঁহাকে মর্মান্বিত করিতেন ॥ ১১ ॥  
 ভীমসেন বলিত, সভ্যগণ ! আমি রণাঙ্গনে এই দৃষ্ট অন্ধের সেই সমস্ত পুত্রকে নিহত

ভুনক্তি পিণ্ডমক্কোহয়ং ময়া দত্তং গতদ্রপঃ ।  
 ধ্বাজ্জবৎ শবচ্চাপি বৃথা জীবত্যসৌ জনঃ ॥ ১৩ ॥  
 এবং বিধানি ক্লৃপানি শ্রাবয়ত্যনুবাসরম্ ।  
 আশ্বাসয়তি ধর্মাত্মা মূর্খোহয়মিতি চ ব্রুবন্ ॥ ১৪ ॥  
 অক্টাদশৈব বর্ষানি স্থিত্বা তত্রৈব দুঃখিতঃ ।  
 ধৃতরাষ্ট্রো বনে যানং প্রার্থয়ামাস ধর্মজম্ ॥ ১৫ ॥  
 অবাচত ধর্মপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ।  
 পুত্রোভ্যোহহং দদাম্যদ্য নির্ঝাপং বিধিপূর্বকম্ ॥ ১৬ ॥  
 বৃকোদরেণ সর্বেষাং কৃতমর্কোদ্ধেদেহিকম্ ।  
 ন কৃতং মম পুত্রাণাং পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ১৭ ॥  
 দদাসি চেদ্ধনং মহং কৃৎস্না চৈবোদ্ধেদেহিকম্ ।  
 গমিষ্যেহহং বনং তপ্তুং তপঃ স্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্রশ্চ হৃদ্যাং হৃদগ্রাহি হৃদয়শান্তিকারকমিতি ভাবঃ । কিন্তুঃ দুঃশাসনস্ত ক্লিষ্টম্ । শত্রু-  
 শোণিতদর্শনং হি শত্রুজীবিনাং রাজসপ্রকৃতীনাং তীব্রীতিকরমিতি প্রসিদ্ধে স্তথাস্থম্ ॥ ১২ ॥  
 ভুনক্তিতি । অয়মক্কো ময়া দত্তং পিণ্ডং ধ্বাজ্জবৎ কাকবৎ অথবা শবৎ কুকুরবৎ ভুনক্তি  
 অতোহসৌ জনঃ বৃথা জীবতি শত্রুদত্তপিণ্ডভোজনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ ধর্মাত্মা ধর্মরাজঃ ॥ ১৪ ॥  
 ধর্মজং যমধর্মাজ্জাতং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৫ ॥ (অবাচতেতি । নির্ঝাপং জলপিণ্ডাদিকং  
 পুত্রোভ্যো দদামীতি ধর্মপুত্রং অবাচত নত্বত্বপাণ্ডবং প্রার্থয়ামাসেতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১৬ ॥  
 পুত্রনির্ঝাপদানে কারণং সূচয়ন্তি বৃকোদরেণেতি । মম পুত্রাণাং দুর্ঘোষনাশীনাং ॥ ১৭ ॥  
 দদাসীতি । উদ্ধেদেহিকং পারত্রিককৃত্যম্ ॥ ১৮ ॥

করিয়াছি এবং ইহার পুত্র দুঃশাসনের হৃদয়স্থ রক্ত আমি ভাল করিয়া পান করিয়াছি ॥ ১২ ॥  
 সভাসদগণ ! এই নির্লজ্জ অন্ধ এক্ষণে কাক বা কুকুরের আয় আমার প্রদত্ত পিণ্ড ভোজন  
 করিতেছে । এক্ষণে ইহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ; এ ছষ্ট এক্ষণে বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ১৩ ॥  
 ভীমসেন প্রতিদিনই এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে কঠোর বাক্য সকল শ্রবণ করাইত ; কিন্তু ধর্মাত্মা  
 যুধিষ্ঠির, এই ভীম অতিশয় মূর্খ এইরূপ নানাবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অন্ধরাজকে সান্ত্বনা  
 করিতেন ॥ ১৪ ॥

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় দুঃখিতাস্তঃকরণে অষ্টাদশ বর্ষ পর্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান  
 করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বনগমন প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,  
 আমি অদ্য বিধিপূর্বক পুত্রগণের তর্পণাদি করিব । ভীম সকলের উদ্ধেদেহিক কার্য্য করি-  
 য়াছে সত্য, কিন্তু পূর্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া আমার পুত্রগণের কিছুই করে নাই ॥ ১৬—১৭ ॥  
 অতএব, যদি তুমি আমাকে কিছু ধন প্রদান কর তাহা হইলে পুত্রগণের উদ্ধেদেহিক কার্য্য  
 সকল সম্পন্ন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির জন্ত তপশ্চা করিতে বন গমন করি ॥ ১৮ ॥

একান্তে বিহুরেণোক্তো রাজা ধর্মহৃতঃ শুচিঃ ।  
 ধনং দাতুং মনশ্চক্রে ধৃতরাষ্ট্রায় চার্থিনে ॥ ১৯ ॥  
 সমাহুয়ানুজান্ সর্বানুবাচ পৃথিবীপতিঃ ।  
 ধনং দাম্বে মহাভাগাঃ ! পিত্রে নির্বাপকামিনে ॥ ২০ ॥  
 তচ্ছ্রদ্ধা বচনং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠশ্চামিততেজসঃ ।  
 সংগ্রাহেহস্য মহাবাহুঃ\*মারুতিঃ কুপিতোহব্রবীৎ ॥ ২১ ॥  
 ধনং দেয়ং মহাভাগ ! দুৰ্য্যোধনহিতায় কিম্ ।  
 অক্লোহপি স্তুখমাপ্নোতি মূর্থত্বং কিমতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥  
 তব দুর্মন্ত্রিতেনার্য্য দুঃখং প্রাপ্তা বনে বয়ম্ ।  
 দ্রৌপদী চ মহাভাগা সমানীতা দুরাশ্রয়া ॥ ২৩ ॥  
 বিরাটভবনে বাসঃ প্রসাদান্তব স্তত্রত ! ।  
 দাসত্বঞ্চ কৃতং সর্বৈর্মমংস্তামিতবিক্রমৈঃ ॥ ২৪ ॥

একান্তে বিহুরেণেতি । শুচিঃ পবিত্রাত্মা অর্থিনে প্রার্থিনে ধৃতরাষ্ট্রায় ধনং দাতুং মন-  
 শ্চক্রে । একান্তে নিভূতে ভীমাঙ্গদীনাশসমক্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ) নির্বাপকামিনে পুণ্যপিণ্ড-  
 প্রদানকামবতে ॥ ২০ ॥ মারুতিভীমসেনঃ ॥ ২১ ॥ অক্লোহপ্যেতা দশহস্তো ধৃতরাষ্ট্রোহপীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥  
 দুরাশ্রয়া দুঃশাসনেন । সভায়ামিতি শেষঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ মাগধং জরাসন্ধং হত্বা লঙ্কয়শা অহং

অনন্তর, বিহুর ভীমাঙ্গদীর অসমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের অভিলষিত ধন প্রদানের নিমিত্ত  
 অনুরোধ করিলে পর, রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনামত ধন দিবার জন্ত ইচ্ছা  
 করিলেন এবং অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভাগ্যশালিগণ ! আমরাদিগের  
 জ্যেষ্ঠতাত এই অন্ধ নরপতি নিজ পুত্রদিগকে জনপিণ্ডাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন  
 সেই জন্ত অদ্য আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনামত ধন প্রদান করিব, অতএব তোমাদিগের  
 মত কি ? ॥ ১৯—২০ ॥ মহাবাহু ভীমসেন অমিততেজা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য  
 শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ২১ ॥ মহারাজ ! আপনি ভাগ্যশালী সত্য ;  
 কিন্তু, দুৰ্য্যোধনের গঙ্গলের জন্ত ধনপ্রদান করিতে হইবে আর এই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র স্তুখী হইবে,  
 ইহা হইতে আর মূর্থত্ব প্রকাশ কি হইতে পারে ? ॥ ২২ ॥ মহারাজ ! আপনি আমরাদিগের  
 প্রভু সত্য কিন্তু আপনারই অসৎ মন্ত্রণাতে আমরা বনে কষ্ট পাইয়াছিলাম এবং সেই  
 সৌভাগ্যশালিনী দ্রৌপদীকে দুরাশ্রয় দুঃশাসন সভাতে আনয়ন করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥ হে  
 সত্যব্রত ! আপনারই জন্ত বিরাটনগরে বাস করিতে হইয়াছিল এবং অতুল বিক্রমশালী



দেবিতা ত্বং ন চেজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রভবেৎ সংক্ষয়ঃ কথম্ ।

সূপকারো বিরাটশ্চ হত্বাহভুবং তু মাগধম্ ॥ ২৫ ॥

বৃহন্নলা কথং জিষ্ণুর্ভবেদ্বালশ্চ নর্তকঃ ।

কৃত্বা বেসং মহাবাহুর্যোষায়া বাসবাত্মজঃ ॥ ২৬ ॥

গাণ্ডীবশোভিতৌ হস্তৌ কৃতৌ কঙ্কণশোভিতৌ ।

মানুষং চ বপুঃ প্রাপ্য কিং দুঃখং শ্রাদতঃপরম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্ট্বা বেণীং কৃতাং মূর্দ্ধি কজ্জলং লোচনে তথা ।

অসিং গৃহীত্বা তরসা ছেদ্যাহং নান্যথা স্মখম্ ॥ ২৮ ॥

অপৃষ্ট্বা ত্বাং মহীপাল নিষ্কিপ্তোহগ্নিময়া গৃহে ।

দধ্বু কামশ্চ পাপাত্মা নির্দক্কোহসৌ পুরোচনঃ ॥ ২৯ ॥

কীচকা নিহতাঃ সর্বৈ ত্বামপৃষ্ট্বা জনাধিপ ! ।

ন তথা নিহতাঃ সর্বৈ সভায়াং ধৃতরাষ্ট্রজাঃ ॥ ৩০ ॥

বিরাটশ্চ সূপকারোহভুবমেতাদৃশঃ ক্ষয়ঃ কথং শ্রাব্যং জ্যেষ্ঠো দেবিতা দ্যুতবাসনী ন চেদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ বাসবাত্মজো দেবেশ্বজঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ দৃষ্টেতি । অর্জুনশ্চ মূর্দ্ধি কৃতাং বেণীং  
লোচনে কজ্জলং চ দৃষ্ট্বা । দুঃখিতশ্চ মম তদা স্মখং শ্রাদ্যদ্যাহং ধৃতরাষ্ট্রমসিং গৃহীত্বা তরসা  
বেগেন মস্তকে ছেদ্যি ছেৎশ্রামি নান্যপেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ অপৃষ্টেতি । হে মহীপাল ! ত্বাম-  
পৃষ্ট্বা ময়া গৃহে লাক্ষাগৃহেহগ্নিনিষ্কিপ্তঃ তেন অসৌ তুষ্টায়া পুরোচনঃ দধ্বু কামঃ অস্মানিতি  
শেষঃ । স্বয়মেব নির্দক্ক আসীৎ । স্বয়ি বিদতি তদাসৌ ন মৃতঃশ্রাদতো মহদুঃখমস্মাভিস্বৎ-  
কারণাদেব লক্ষ্মিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥ ন তথেতি । অয়ং মনসি খেদোহদ্যাপি বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

হইয়াও আমরা মৎস্যরাজের দাসত্ব করিয়াছিলাম ॥ ২৪ ॥ যদি আপনি জ্যেষ্ঠ বা দ্যুতাসক্ত  
না হইতেন, তাহা হইলে কি তখন সেরূপ সর্বনাশ হইতে পারিত ? না আমি মগধরাজ  
জরাসন্ধের হস্তা হইয়াও বিরাটরাজের পাচক হইতাম ? অথবা মহাবাহু ইন্দ্রপুত্র অর্জুনকে  
জীবশে বৃহন্নলা সাজিয়া বালকগণের নর্তক হইতে হইত ? ॥ ২৫—২৬ ॥ হায় ! যে হস্ত  
গাণ্ডীব দ্বারা শোভিত হয় অর্জুন সেই হস্তকে কঙ্কণ দ্বারা শোভিত করিয়াছিল । মানুষ্য  
জন্মে ইহা হইতে অধিক আর কি দুঃখ হইতে পারে ? ॥ ২৭ ॥ হায় ! অর্জুনের মস্তকে  
বিরচিত বেণী এবং লোচনদ্বয়ে কজ্জল দেখিয়া যদি আমি অসি গ্রহণ করিয়া বেগে আসিয়া  
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মস্তক ছেদন করিতে পারিতাম তাহা হইলে সুখী হইতে পারিতাম ॥ ২৮ ॥  
পূর্বে পুরোচন আমাদেরকে দধ্বু করিবার ইচ্ছায় জতুগৃহ নির্মাণ করিয়াছিল, আমি  
সেই গৃহে আপনাকে না বলিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই জতুই সেই পাপিষ্ঠ পুরো-  
চন দধ্বু হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ মহারাজ ! আপনাকে না বলিয়াই আমি কীচকগণকে নিহত  
করিয়াছিলাম ; কিন্তু এই বড় দুঃখ রহিল যে, সেইরূপে আপনাকে না বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র

মূৰ্খত্বং তব রাজেন্দ্র ! গন্ধর্বেভ্যশ্চ মোচিতাঃ ।  
 দুৰ্য্যোধনাদয়ঃ কামং শত্রবো নিগড়ীকৃতাঃ ॥ ৩১ ॥  
 দুৰ্য্যোধনহিতায়াদ্য ধনং দাতুং ত্বমিচ্ছসি ।  
 নাহং দদে মহীপাল ! সৰ্ব্বথা প্রেরিতস্ত্বয়া ॥ ৩২ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা নির্গতে ভীমে ত্রিভিঃ পরিবৃত্তো নৃপঃ ।  
 দদৌ বিভ্রং স্বৰহ্ললং ধৃতরাষ্ট্রায় ধর্মজঃ ॥ ৩৩ ॥  
 কারয়ামাস বিধিবৎ পুত্রাণাং চৌর্দ্ধদেহিকম্ ।  
 দদৌ দানানি বিপ্রৈভ্যো ধৃতরাষ্ট্রোহশ্বিকাস্বতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 কুত্বৌর্দ্ধদেহিকং সৰ্বং গান্ধারীনহিতো নৃপঃ ।  
 প্রবিবেশ বনং তুর্ণং কুন্ত্যা চ বিদুরেণ চ ॥ ৩৫ ॥  
 সঞ্জয়েন পরিজ্ঞাতো নির্গতোহসৌ মহামতিঃ ।  
 পুত্রৈর্নিবার্যমাণাপি শূরসেনস্বতা গত্যা ॥ ৩৬ ॥  
 বিলপন্ ভীমসেনোহপি তথ্যে চাপি কৌরবাঃ ।  
 গন্ধাতীরো পরাবৃত্ত্য যযুঃ সৰ্ব্বৈ গজাস্বয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

গন্ধর্বেণ নিগড়ীকৃতা বদ্ধা দুৰ্য্যোধনাদয়ঃ শত্রবস্ত্বয়া মোচিতা ইদং তব মূৰ্খত্বেনেব । এতাদৃশেষু দয়া নৈব বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ত্রিভিরজ্জুননকুলসহদেবৈঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ শূরসেনস্বতা কুন্তী ॥ ৩৬ ॥ যযুর্নৃপিত্য । তান্ বনং

পুত্রগণকে ভার্য্যাসহিত নিহত করিতে পারিলাম না ॥ ৩০ ॥ মহারাজ ! আপনি যে নিগড়-  
 বদ্ধ দুৰ্য্যোধনাদি শত্রুগণকে গন্ধর্বেগণের নিকট হইতে মুক্ত করাইয়াছিলেন, তাহা আপনার  
 মূৰ্খত্ব প্রকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? ॥ ৩১ ॥ অদ্য আপনি সেই দুৰ্য্যোধনের মঙ্গল জন্ত  
 ধন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, মহারাজ ! আপনি আগাকে বারংবার আজ্ঞা করি-  
 লেও আমি কখনই প্রদান করিব না ॥ ৩২ ॥

ভীমসেন এই কথা বলিয়া নির্গত হইলে পর মহারাজ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির অজ্জুন নকুল  
 এবং সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিপুল অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর,  
 অশ্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র বিধিপূর্বক পুত্রগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাইলেন এবং দ্রাক্ষণ-  
 গণকে ধন প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গান্ধারী  
 কুন্তী এবং বিদুরের সহিত শীঘ্র বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ মহামতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় দ্বারা  
 গন্তব্য পথ অবগত হইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন এবং শূরসেনকন্যা কুন্তী পুত্রগণ কর্তৃক  
 বারংবার নিবারিত হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ ( কৌরবগণ ইহাদের  
 সহিত গন্ধাতীর পর্য্যন্ত যাইলেন । ) অনন্তর, তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইয়া সমস্ত কৌরবগণ,

তে গহ্বা জাহ্নবীতীরে শতযূপাশ্রমং শুভম্ ।

কুহ্মা তৃণৈঃ কুটীং তত্র তপস্তেপুঃ সমাহিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

গতান্যুদানি ষট্ তেষাং যদা যাতা হি তাপসাঃ ।

যুধিষ্ঠিরস্ত বিরহাদনুজানিদমব্রুবীৎ ॥ ৩৯ ॥

স্বপ্নে দৃষ্টা ময়া কুন্তী দুৰ্ব্বলা বনসংস্থিতা ।

মনো মে হ্রতে দ্রষ্টুং মাতরং পিতরৌ তথা ॥ ৪০ ॥

বিদুরঞ্চ মহাত্মানং সঞ্জয়ঞ্চ মহামতিম্ ।

রোচতে যদি বঃ সৰ্বান্ ব্রজাম ইতি মে মতিঃ ॥ ৪১ ॥

ততস্তে ভ্রাতরঃ সৰ্বৈ স্তভদ্রা দ্রৌপদী তথা ।

বৈরাটী চ মহাভাগা তথা নাগরিকো জনঃ ॥ ৪২ ॥

প্রাপ্তাঃ সৰ্বজনৈঃ সার্কং পাণ্ডবা দর্শনোৎসুকাঃ ।

শতযূপাশ্রমং প্রাপ্য দদৃশুঃ সৰ্ব্ব এব তে ॥ ৪৩ ॥

বিদুরো ন যদা দৃষ্টো ধর্ম্যস্তং পৃষ্ঠবাংস্তদা ।

কাস্তে স বিদুরো ধীমাংস্তমুবাচাশ্বিকাস্থতঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রেময়িত্বা ॥ ৩৭—৩৮ ॥ যদা যাতা হি তাপসা যুধিষ্ঠিরাদয়স্তদারভ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ মাতরং কুন্তীম্ । পিতরৌ ধৃতরাষ্ট্রগান্ধার্যাবিতি ॥ ৪০ ॥ ( বিদুরঞ্চৈতি । বঃ সৰ্বানিতি চতুর্থীস্থানে দ্বিতীয়া । সৰ্বৈভ্যো যদি রোচতে তর্হি বয়ং সৰ্বৈ তান্ দ্রষ্টুং ব্রজাম ইতি মে নতিশ্চিন্ত-  
গিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বৈরাটী বিরাটরাজকন্যা উত্তরা ॥ ৪২ ॥ প্রাপ্তা ইতি । সৰ্বৈঃ সার্কং দর্শনোৎসুকাঃ  
পাণ্ডবাঃ শতযূপলক্ষিতাশ্রমং প্রাপ্য ধৃতরাষ্ট্রাদীন্ দদৃশুরিত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ ) অশ্বিকাস্থতো

অধিক কি ভীমসেনও বিলাপ করিতে করিতে গঙ্গাতীর হইতে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসি-  
লেন ॥ ৩৭ ॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি, গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র শতযূপাশ্রমে গমন করিয়া তৃণাদি  
দ্বারা একটি কুটীর নির্মাণ করত সমাহিতচিত্তে তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ এইরূপে  
তঁাহাদের গমন দিবস হইতে ছয় বৎসরকাল গত হইলে তঁাহাদের বিরহে ছঃখিত যুধিষ্ঠির  
ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, অদ্য আমি স্বপ্নে বনবাসিনী জননী কুন্তীকে অতিশয় দুৰ্ব্বলা নিরীক্ষণ  
করিয়াছি, এজন্য আমার মন তঁাহাকে এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আর মহাত্মা বিদুর ও স্মৃতি  
সঞ্জয়কে দেখিতে একান্ত অস্থির হইতেছে ; অতএব, যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয় তাহা  
হইলে আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই, আমার এই অভিপ্রায় ॥ ৩৯—৪১ ॥

অনন্তর সকলের মত হইলে, দর্শনোৎসুক পাণ্ডবগণ, স্তভদ্রা দ্রৌপদী বিরাটকন্যা উত্তরা  
এবং অপরাপর নগরবাসী জনগণের সহিত শতযূপাশ্রমে গমন করিয়া সকলেই তঁাহাদিগকে  
দর্শন করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ কিন্তু, যুধিষ্ঠির সেই স্থানে বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া ধৃত



বিরক্তশ্চরতে ক্ষত্ৰা নিরীহো নিস্পরিগ্রহঃ ।

কুত্রাপ্যেকান্তসংবাসী ধ্যায়তেহন্তঃ সনাতনম্ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গাং গচ্ছন্ দ্বিতীয়েহহি বনে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।

দদর্শ বিদুরং ক্ষামং তপসা সংশিতব্রতম্ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টোবাচ মহীপালো বন্দেহহং ত্বাং যুধিষ্ঠিরঃ ।

তস্মৈ শ্রদ্ধা চ বিদুরঃ স্থাগুভূত ইবানঘঃ ॥ ৪৭ ॥

ক্ষণেন বিদুরস্ত্যাস্তান্নিসৃতং তেজ অদ্ভুতম্ ।

লীনং যুধিষ্ঠিরস্ত্যাস্তে ধৰ্ম্মাংশত্বাৎ পরম্পরম্ ॥ ৪৮ ॥

ক্ষত্ৰা জহৌ তদা প্রাণাঙ্খু শোচাহতি যুধিষ্ঠিরঃ ।

দাহার্থং তস্মৈ দেহস্য কৃতবানুদ্যমং নৃপঃ ॥ ৪৯ ॥

শৃণুতস্তু তদা রাজ্ঞো বাণুবাচাশরীরিণী ।

বিরক্তোহয়ং ন দাহার্হো যথেক্তং গচ্ছ ভূপতে ! ॥ ৫০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥ ৪৪ ॥ (বিরক্তশ্চেতি । ক্ষত্ৰা বিদুরঃ বৈরাগ্যমালম্ব্য নিস্পরিগ্রহঃ সন্ যত্র কুত্রাপি একান্তে বিবিক্তদেশে অন্তর্হৃদয়পদ্যে সনাতনং নিত্যস্বরূপং চিদানন্দং ধ্যায়তে । ধ্যানমাপ্রিত্যাস্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গামিতি । যুধিষ্ঠিরঃ দ্বিতীয়েহহি দ্বিতীয়ে দিবসে গঙ্গাং গচ্ছন্ বনে তপসা ক্ষামং বিদুরং দদর্শেত্যবয়বঃ ॥ ৪৬ ॥ দৃষ্টোবাচেতি । যুধিষ্ঠিরোহয়মহং ত্বাং বন্দে । স্থাগুভূতঃ শাপা-পল্লবাদিবিরহিতো বৃক্ষ ইব যদ্বা যোগস্থমহেশ্বর ইব তস্মৈ ॥ ৪৭ ॥ ) তেজ অদ্ভুতমিত্যর্থম্ । ধৰ্ম্মাংশত্বাভ্যুভয়োৰ্যমধৰ্ম্মজ্ঞত্বাৎ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ বিরক্তো জ্ঞানীত্যাৰ্থঃ ॥ ৫০ ॥ (শ্রদ্ধেতি ।

রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পরমজ্ঞানী বিদুর এক্ষণে কোথায় আছেন ? ধৃতরাষ্ট্র ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, বিদুর এক্ষণে বিষয়ভোগে আগ্রহশূন্য ও বিরক্ত হইয়া কোন নির্জন স্থলে বাস করিয়া অন্তরে সনাতন পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতেছেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনন্তর, দ্বিতীয় দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাস্নানে গমন করিতে করিতে বন মধ্যে কঠোর-ব্রতচারী তপঃক্ষীণ-কলেবর বিদুরকে দেখিতে পাইলেন । দেখিবামাত্রই বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির নৃপতি, আপনাকে বন্দনা করিতেছি । পবিত্রাত্মা বিদুর এই কথা শ্রবণমাত্র স্থাগুর আয় নিশ্চল হইয়া রহিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ ক্ষণকাল পরেই বিদুরের মুখ হইতে এক অপূৰ্ণ তেজ নির্গত হইল এবং পরম্পরের ধৰ্ম্মাংশসম্ভবত্ব হেতু উক্ত তেজ যুধিষ্ঠিরের মুখে লীন হইয়া গেল ॥ ৪৮ ॥ সেই সময় বিদুর প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির অতিশয় শোক করত তাঁহার দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্ত উদ্যোগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরে যেমন দাহ করিবেন অগ্নি সহসা আকাশে দৈববাণী হইল যে, এই বিদুর মহাজ্ঞানী অতএব ইনি দাহ-যোগ্য নহেন । মহারাজ ! আপনি ইহাকে দাহ না করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন ॥ ৫০ ॥

শ্রদ্ধা তাং ভ্রাতরঃ সৰ্বৈ সন্মুগঙ্গাজলেহমলে ।  
 গঙ্গা নিবেদয়ামাস্থতরাষ্ট্রায় বিস্তরাৎ\* ॥ ৫১ ॥  
 স্থিতাস্ত্রাশ্রমে সৰ্বৈ পাণ্ডবা নাগরৈঃ সহ ।  
 তত্র সত্যবতীসুহৃদান্দশ সমাগতঃ ॥ ৫২ ॥  
 মুনয়োহন্তে মহাত্মানশ্চাগতা ধৰ্ম্মনন্দনম্ ।  
 কুন্তী প্রাহ তদা ব্যাসং সংস্থিতং শুভদর্শনম্ ॥ ৫৩ ॥  
 কৃষ্ণ ! কৰ্ণস্তু পুত্রো মে জাতমাত্রস্তু বীক্ষিতঃ ।  
 মনো মে তপ্যতে সৰ্বং দর্শয়স্ব তপোধন ! ॥ ৫৪ ॥  
 সমর্থোহসি মহাভাগ ! কুরু মে বাঞ্ছিতং প্রভো ॥ ৫৫ ॥

গান্ধার্যুবাচ ।

দুৰ্য্যোধনো রণে গচ্ছন্ বীক্ষিতো ন ময়া মুনে ! ।  
 তং দর্শয় মুনিশ্রেষ্ঠ ! পুত্রং মে ত্বং সহানুজম্ ॥ ৫৬ ॥

শুভদ্রোবাচ ।

অভিমন্যুং মহাবীরং প্রাণাদপ্যধিকং প্রিয়ম্ ।  
 দ্রষ্টুকামাস্মি সৰ্বজ্ঞ ! দর্শয়াদ্য তপোধন ! ॥ ৫৭ ॥

তে সৰ্বৈ ভ্রাতরঃ অমলে গঙ্গাজলে সন্মুঃ স্নানং কৃতবন্তঃ ॥ ৫১ ॥ স্থিতাস্ত্রত্রেতি । যত্রাশ্রমে  
 নাগরৈঃ সহ পাণ্ডবাঃ স্থিতাস্ত্র সত্যবতীসুহৃদবেদব্যাসঃ নারদশ্চ সমাগত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥  
 মুনয়োহন্তে ইতি । ধৰ্ম্মনন্দনং যুধিষ্ঠিরম্ । শুভদর্শনং ব্যাসস্ত্রত্যাহ ॥ ৫৩ ॥) হে কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ-  
 দ্বৈপায়নেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ( বতস্বং সমর্থোহস্ততো মে বাঞ্ছিতং কুরু ॥ ৫৫ ॥ দুৰ্য্যোধন ইতি ।  
 সহানুজং অনুজৈঃ সহ বর্তমানং দুৰ্য্যোধনং দর্শয়েত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রাণাৎ জীবনাদপ্যধিকং  
 প্রিয়ং অভিমন্যুং দর্শয় নত্বত্র জীবনবোধকতয়া প্রাণশব্দস্ত বহুত্বমিতি বোধ্যম্ ॥ ৫৭ ॥)

যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নির্মল গঙ্গাজলে স্নান করিলেন এবং  
 আশ্রমে আসিয়া ধূতরাষ্ট্রকে সমস্ত কথা বিস্তার পূর্বক বলিলেন ॥ ৫১ ॥ পরে, পাণ্ডবগণ কিছু  
 কালের জন্ত নগরবাসিগণের সহিত সেই আশ্রমে বাস করিলেন । এই সময় সত্যবতীপুত্র  
 বেদব্যাস, নারদ এবং অগ্ন্যত্র মহাত্মা মুনিগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  
 কুন্তী পবিত্রদর্শন বেদব্যাসকে অরুস্থিত দেখিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ! আপনি তপস্বিপ্ৰধান আপ-  
 নার দর্শন ত বিফল হইবার নহে । তপোধন ! আমি আমার পুত্র কৰ্ণকে জাতমাত্র একবার  
 দেখিয়াছিলাম এক্ষণে আমার মন সৰ্বদা পরিতপ্ত হইতেছে আপনি একবার তাহাকে  
 দেখান । হে মহাভাগ ! আপনি এবিষয়ে সমর্থ অতএব আমার বাঞ্ছা পূরণ করুন ॥ ৫২—৫৫ ॥  
 অনন্তর, গান্ধারী কহিলেন, মুনিবর ! দুৰ্য্যোধন যখন রণস্থলে গমন করে তখন আমি

\* শুশোচ চাধিকাপুত্রঃ কুন্তী চ সৌবলী তথা । কচিদিত্যধিকঃ পাঠোহপি দৃশ্যতে ।

সূত উবাচ ।

এবংবিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা সত্যবতীশ্রুতঃ ।  
 প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা দধ্যৌ দেবীং সনাতনীম্ ॥ ৫৮ ॥  
 সন্ধ্যাকালেহথ সম্প্রাপ্তে গঙ্গায়াং মুনিসত্তমঃ ।  
 সৰ্বাংস্তাংশ্চ সমাহুয় যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।  
 তুষ্ঠাব বিশ্বজননীং স্নাত্বা পুণ্যে সরিজ্জলে ॥ ৫৯ ॥  
 প্রকৃতিং পুরুষারামাং সগুণাং নিগুণাং তথা ।  
 দেবদেবীং ব্রহ্মরূপাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥ ৬০ ॥

যদা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো  
 ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা ।  
 ন বিভ্রপো নৈব যমশ্চ পাবক-  
 স্তদাহসি দেবি ! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬১ ॥  
 জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চান্মরং  
 গুণা ন তেষাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়াণ্যহম্ ।  
 মনো ন বুদ্ধির্ন চ তিগ্মগুঃ শশী  
 তদাহসি দেবি ! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬২ ॥

সনাতনীং নিত্যং দেবীং সাম্যাবস্থাম্যোপাধিকব্রহ্মরূপিণীং ভুবনেশ্বরীমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
 পুরুষারামাং পুরুষাশ্রয়াং চৈতন্যভিন্নামিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

(যদেতি । বেধা ব্রহ্মা ঈশ্বরো মহাদেবঃ জলাধিপো বরুণঃ বিভ্রপঃ কুবেরঃ ॥ ৬১ ॥ জনমিতি ।  
 তেষাং জলাদীনাং গুণাঃ রসস্পর্শাদয়ঃ । অহং অহস্তত্বম্ । তিগ্মাঃ প্রথরাস্তীত্রা বা-

তাহাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি আমার সেই পুত্রকে তাহার অনুজগণের সহিত দর্শন  
 করান ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর সূতদ্রা বলিলেন, হে তপোধন ! আপনিত সমস্তই জানেন, মহাবীর  
 অভিমন্যু আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি  
 আপনি অদ্য তাহাকে একবার দেখান ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস এইরূপ নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 প্রাণায়াম পূর্বক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর, সন্ধ্যাকাল  
 সমাগত হইলে সেই মুনিসত্তম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকে আহ্বান পূর্বক গঙ্গার পবিত্র  
 সলিলে স্নান করিয়া যিনি পুরুষাশ্রিতা সগুণা নিগুণাশ্চিকা প্রকৃতি; যিনি দেবতা-  
 দিগেরও পরম দেবতাস্বরূপা, সেই মণিদ্বীপ-নিবাসিনী ব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরীর স্তুব করিতে  
 প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯—৬০ ॥



ইমং জীবলোকং সমাধায় চিত্তে  
 গুণৈর্লিঙ্গকোশঞ্চ নীত্বা সমাধৌ ।

স্থিতা কল্পকালং নয়স্তাত্ত্বতন্ত্রা

ন কোহপ্যস্তি বেত্তা বিবেকং গতৌহপি ॥ ৬৩ ॥

প্রার্থয়ত্যেষ মাং লোকো মৃতানাং দর্শনং পুনঃ ।

নাহং ক্ষমোহস্মি মাতস্ত্বং দর্শয়াশু জনান্ মৃতান্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী ।

স্বর্গাদাহুয় সর্বান্ বৈ দর্শয়ামাস পার্থিবান্ ॥ ৬৫ ॥

গাবো রশ্ময়ো যশ্চ স সূর্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥) সাম্যাবস্থাং বর্ণয়তি ইমমিতি । ইমং জীবলোকং জীবসমুদায়ং চিত্তে হিরণ্যগর্তায়ুকে সমষ্টৌ সমাধায় সংস্থাপ্য তদেকতাং নীত্বৈত্যর্থঃ । তং লিঙ্গকোশং চ সমদৃষ্টিলিঙ্গশরীরায়ুকং হিরণ্যগর্তঞ্চৈত্যর্থঃ । তং হিরণ্যগর্তং গুণৈঃ পৃথগ্-ভিন্নৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সহিতং সমাধৌ সাম্যাবস্থায়ুকে সুষুপ্তিদ্বারা নীত্বা স্থিতা ত্বং কল্পকালং যাবৎ কল্পস্ত পরিমাণং তাবন্তং কালং স্বতন্ত্রা সতী নয়সি তস্মিন্ সময়ে বিবেকং গতৌ জ্ঞান-বান্ বেত্তা তব কোহপি নাস্ত্যেত্যাদৃশী ত্বং সাম্যাবস্থামায়োপাদিকবুদ্ধিরূপিণী সর্বোত্তরৈত্যর্থঃ । যাবান্ প্রপঞ্চস্ত কালস্তাবান্বেব প্রলয়স্তাপীতি তু পুরাণে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৩ ॥ ( প্রার্থয়তীতি । এষ লোকঃ অত্রত্যঃ সর্বৌ জনঃ মৃতানাং দর্শনং মাং প্রার্থয়তি কর্ণদূর্য্যোধনাদীনাং দর্শন-কামনয়া মাং যাচতে ইতি ভাবঃ । পরং তত্রাহং ন ক্ষমঃ শক্তঃ অতস্ত্বং মৃতান্ তান্ কোরবান্ দর্শয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

এবমিতি । এবম্প্রকারেণ বেদব্যাসেন স্তুতা সা মায়াপহিতপরবুদ্ধিচৈতন্যরূপা ভুবনেশ্বরী তান্ সর্বান্ স্বরলোকাং আহুয় দর্শয়ামাস ॥ ৬৫ ॥ দৃষ্টেতি । স্বকান্ আত্মীয়জনান্ বীক্ষ্য সর্বৈ

হে দেবি ! যৎকালে অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ বা ইন্দ্র অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ছিলেন না তখন আপনিই একমাত্র বিরাজ করিতেন ; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬১ ॥ সে সময় জল, বায়ু, পৃথিবী কি আকাশ বা তাহাদিগের ( এই সমস্ত মহাভূতের ) রস স্পর্শ গন্ধ ও শব্দাদি গুণ সমুদয় কি ইন্দ্রিয় বা তাহাদিগের প্রবর্তক মন বা অহংতত্ত্ব কি বুদ্ধিতত্ত্ব এমন কি বিশ্ব প্রকাশক চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও ছিল না ; কিন্তু, হে মাতঃ ! তৎকালে এক মাত্র আপনিই নিত্যরূপে বিরাজমানা ছিলেন ; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬২ ॥ মাতঃ ! আপনি এই সমস্ত জীবলোককে হিরণ্যগর্তায়ুক সমষ্টিতে সমাধান করিয়া সেই লিঙ্গকোষকে সত্ত্বাদিগুণের সহিত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করত কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে মহাসমাধিতে অবস্থান করেন । জননি ! এ সময়ে কেহ মহাবিবেক প্রাপ্ত হইলেও আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৩ ॥ মাতঃ ! এই সমস্ত লোকগণ আমার নিকট মৃতপুত্রাদির পুনর্দর্শন প্রার্থনা করিতেছে ; জননি ! এ বিষয়ে ত আমার ক্ষমতা নাই অতএব আপনিই সেই মৃত-গণকে দর্শন করান ॥ ৬৪ ॥

দৃষ্ট্বা কুন্তী চ গান্ধারী শ্ৰুভদ্রা চ বিরাটজা ।

পাণ্ডবা যুযুত্ঃ সৰ্বৈ বীক্ষ্য প্রত্যাগতান্ স্বকান্ ॥ ৬৬ ॥

পুনর্বিসর্জিতা তেন ব্যাসেনামিততেজসা ।

স্বত্বা দেবীং মাহামায়ামিন্দ্রজালমিবোদ্যতম্ ॥ ৬৭ ॥

তদা পৃষ্ঠ্বা যযুঃ সৰ্বৈ পাণ্ডবা যুনয়ন্তথা ।

রাজা নাগপুরং প্রাপ্তঃ কুর্বন্ ব্যাসকথাং পথি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
মৃতসন্দর্শনো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

যুযুত্মহাশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ পুনরিত্তি। অমিততেজসা ব্যাসেন তে স্বর্গাদাগতাঃ কণাদয়ঃ সৰ্বৈ  
পুনর্বিসর্জিতাঃ সুরলোকং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ । পরাং দেবীং স্বত্বেন নহু স্বশক্ত্যা ব্যাসোহপি  
কিঞ্চিৎ কৰ্ত্তুং ক্ষম ইতি বোধ্যম্ । অতস্তদা তত্র উদ্যতেন্দ্রজালমিবাসীদিত্যর্থঃ ।) ইন্দ্রজাল-  
মিত্যনেন জগতো মিথ্যাভূতপাদনামিথ্যাভূতসংসারাদেতাদৃশানাশীশ্বরানুগতী তানামপী-  
দৃশী দশা জায়ত ইতি বিরক্তো ভূত্বা ভগবতীশ্বররূপং মোক্ষার্থং বিচিন্তয়েদিত্যনাস্তরতাৎ-  
পর্যম্ ॥ ৬৭ ॥ ব্যাসকথাং ব্যাসে শ্রীভুবনেশ্বরানুগ্রহকথাম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

মৃত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই মায়োপাধিকা ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে স্বত হইলে পর  
স্বর্গ হইতে মৃত ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান করিয়া সকলকে দেখাইলেন ॥ ৬৫ ॥ কুন্তী, গান্ধারী,  
শ্ৰুভদ্রা, বিরাটকন্যা এবং পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সকলেই আশ্চর্য স্বজনদিগকে প্রত্যাগত  
দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর, সেই অশ্রিত তপোবলসম্পন্ন ব্যাসদেব  
মহামায়া দেবীকে স্মরণ করিয়া পুনর্বার তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । ঋষিগণ ! এই  
সময়ে ইহা যেন ইন্দ্রজালের আয় বোধ হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥ তদনন্তর পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ  
পরস্পর শুভবাক্তা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন । রাজা যুধিষ্ঠিরও পথে ব্যাস-  
দেবের মহিমার কথা কহিতে কহিতে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৃতদর্শন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততো দিনে তৃতীয়ে চ ধৃতরাষ্ট্রঃ স ভূপতিঃ ।  
দাবাধিনা বনে দন্ধঃ সভার্য্যঃ কুন্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥  
সঞ্জয়স্তীর্থযাত্রায়াং গতস্ত্যক্ত্বা মহীপতিম্ ।  
ঐহা যুধিষ্ঠিরো রাজা নারদাদুঃখমাপ্তবান্ ॥ ২ ॥  
ষট্‌ত্রিংশেহথ গতে বর্ষে কৌরবাণাং ক্ষয়াৎ পুনঃ ।  
প্রভাসে যাদবাঃ সর্বৈ বিপ্রশাপাৎ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩ ॥  
তে পীত্বা মদিরাং মত্তাঃ কৃত্বা যুদ্ধং পরস্পরম্ ।  
ক্ষয়ং প্রাপ্তা মহাত্মানঃ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪ ॥  
দেহং তত্যাজ রামস্ত কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ।  
ব্যাধবাণহতঃ শাপং পালয়ন্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যকৈরেকেনোন্নৈনষ্টং হরেঃ কুলম্ ।

কীর্তয়িত্বোত্তরান্নোবৃত্ত্বক পরিগীয়তে ॥

তত ইতি । পাণ্ডবানাং হস্তিনাপুরাগমনোত্তরম্ ॥ ১ ॥ নারদাচ্ছুত্বৈত্যনয়ঃ ॥ ২ ॥ ষট্‌ত্রিংশেহথেতি । কৌরবাণাং ক্ষয়াদনন্তরং ষট্‌ত্রিংশে বর্ষে গতে সত্যথ প্রভাসে যাদবা ইত্যনয়ঃ ॥ ৩ ॥ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োঃ রিত্যনেনৈশ্বর্যোরপি ভাবিত্বাপরিহারকত্বমুক্তং ভবতি ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পাণ্ডবদিগের হস্তিনাপুরে গমনানন্তর তৃতীয় দিবসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত সেই বনমধ্যে দাবানলে দন্ধ হইয়াছেন এবং সঞ্জয় ও ইতিপূর্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির নারদমুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ এদিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবকুল ধ্বংস হইবার ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরান্তে সমস্ত যাদবগণও প্রভাসে মিলিত হইয়া ব্রহ্মশাপহেতু বিনষ্ট হইলেন ॥ ৩ ॥ সেই মহাত্মা যদুবংশীয়গণ প্রভাসতীর্থে মদ্যপান করত অতিশয় মত্ত হইয়া বলরাম এবং কৃষ্ণের সমক্ষে অবস্থিত হইয়াই পরস্পর যুদ্ধ করত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ বলরাম আত্মীয়গণের বিনাশের পর স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং ভগবান্ ভক্তজনতাপহারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-শাপের গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত ব্যাধবাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ ৫ ॥



বসুদেবস্ত তচ্ছ ত্বা দেহত্যাগং হরেরথ ।  
 জহৌ প্রাণাঙ্গুচীন কৃতা চিন্তে শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥  
 অর্জুনস্ত ততো গতা প্রভাসে চাতিদুঃখিতঃ ।  
 সংস্কারং তত্র সর্বেষাং যথাযোগ্যং চকার হ ॥ ৭ ॥  
 সমীক্ষ্যথ হরের্দেহং কৃতা কাষ্ঠশ্চ সঞ্চয়ম্ ।  
 অষ্টাভিঃ সহ পত্নীভির্দাহয়ামাস পার্শ্বিণঃ ॥ ৮ ॥  
 দেহং রামশ্চ রেবত্যা সহ দগ্ধা বিভাবসৌ ।  
 অর্জুনো দ্বারকামেত্য পুরান্নিক্রাময়জ্জনম্ ॥ ৯ ॥  
 পুরী সা বাসুদেবশ্চ প্লাবিতোদধিনা ততঃ ।  
 অর্জুনঃ সর্বলোকান্ বৈ গৃহীত্বা নির্গতস্তদা ॥ ১০ ॥  
 কৃষ্ণপত্ন্যস্তদা মার্গে চৌরাভীরৈশ্চ লুণ্ঠিতাঃ ।  
 ধনং সর্বং গৃহীতঞ্চ নিস্তেজাশ্চাৰ্জুনোহভবৎ ॥ ১১ ॥  
 ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগম্য বজ্রো রাজা কৃতস্তদা ।  
 অনিরুদ্ধস্থতো নান্না পার্থেনামিততেজসা ॥ ১২ ॥

এবং রামকৃষ্ণয়োৱপি চর্দশাং দর্শয়তি দেহং ততাজেতি ॥ ৫ ॥ শ্রীভুবনেশ্বরীং চিন্তে কৃতা-  
 ত্যস্বয়ঃ ॥ ৬—৮ ॥ নিক্রাময়জ্জনমিতি । বাসুদেবেন স্বপত্ন্যা তৎপুরং সুমুদমপ্যো নিম্নিতং  
 তপ্তগ্নীশ্বরে গতে সতীশ্বরেণ স্বপত্ন্যাপকর্ণান্নিশ্চয়েন সমুদ্রো নগরীং প্লাবয়িত্যতি তথেন  
 নিক্রাময়নিক্রাসিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে ইতি । অনিরুদ্ধস্থতো বজ্রনানা যাদবানাং রাজা কৃতঃ ॥ ১২ ॥ কথিতঃ

অনন্তর, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুবর্তী শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ভুবনেশ্বরী ভগবতীকে ধ্যান  
 করত পবিত্র প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬ ॥

এই সমস্ত ঘটনার পর, অর্জুন অতিশয় দুঃখিতাত্ত্বকরণে প্রভাসে যাওয়া সমস্ত  
 যাদবগণের যথাযোগ্য প্রেতকৃত্যাদি সম্পাদন করিলেন ॥ ৭ ॥ পরে, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ  
 করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রধান অষ্টমহিষীর সজ্জিত এবং বলরামকে রেবতীর সজ্জিত  
 চিতাধিতে দগ্ধ করিয়া দ্বারকাপুরীতে আগমন পূর্বক তথা হইতে সনস্ত পুরবাসিগণকে  
 নিক্রামিত করিলেন ॥ ৮—৯ ॥ অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণের সেই দ্বারকাপুরী সমুদ্র দ্বারা প্লাবিত হইয়া  
 গেল । এদিকে অর্জুন, কৃষ্ণের অপর মহিষীগণ ও দ্বারকানামী সমস্ত জনগণের সজ্জিত  
 ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবার জন্ত তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১০ ॥ পশ্চিমদিক্ আসিতে আসিতে  
 কতকগুলি আভীর জাতীয় দস্যু কৃষ্ণপত্নীদিগকে লুটপাট করিয়া সমস্ত ধন অপহরণ  
 করিল । ঋষিগণ ! অর্জুন এই সময়ে কৃষ্ণবিরহে একরূপ নিস্তেজ হইয়াছিলেন যে, তাহা  
 দিগকে কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১ ॥

ব্যাসায় কথিতং দুঃখং তেনোক্তোহসৌ মহারথঃ ।  
 পুনর্যদাহরিস্বং চ ভবিতাসি মহামতে ! ।  
 তদা তেজস্তবাত্যুগ্রং ভবিষ্যতি পুনর্যুগে ॥ ১৩ ॥  
 তচ্ছ্রদ্ধা বচনং পার্থো গতা নাগপুরেহর্জুনঃ ।  
 দুঃখিতো ধর্মরাজানং বৃত্তান্তং সর্বমব্রুবীৎ ॥ ১৪ ॥  
 দেহত্যাগং হরেঃ শ্রদ্ধা যাদবানাং ক্ষয়ং তথা ।  
 গমনায় মতিং চক্রে রাজা হৈমাচলং প্রতি ॥ ১৫ ॥  
 ষট্‌ত্রিংশদ্বার্ষিকং রাজ্যে স্থাপয়িত্বোত্তরাস্থতম্ ।  
 নির্জগাম বনং রাজা দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৬ ॥  
 ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব বর্ষাণি কৃৎস্না রাজ্যং গজাস্বয়ে ।  
 গতা হিমাচলে ষট্‌ তে জহুঃ প্রাণান্ পৃথাস্থতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 পরীক্ষিদপি রাজর্ষিঃ প্রজাঃ সর্বাঃ স্ত্রধার্মিকঃ ।  
 অপালয়চ্চ রাজেন্দ্রঃ ষষ্টিবর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥

দুঃখগিতি । মম মহতী শক্তিঃ ক গতেতি দুঃখং কথিতমিত্যম্বয়ঃ । পুনর্যুগে ইতি ।  
 অধুনা শক্তির্হরিণাপহতা সা পুনর্হরেরবতারে জাতে তবাপি চাবতারে জাতে আয়াত্নতি  
 ন মধ্য ॥ ১৩—১৫ ॥ উত্তরাস্থতং পরীক্ষিতম্ । (রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ভ্রাতৃভির্দ্রৌপদ্যা চ  
 সহ নির্জগামেত্যম্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ তে দ্রৌপদ্যা সহ ষট্‌ । পৃথা কুন্তী তস্তাঃ স্ত্রতাঃ পাণ্ডবা  
 ইত্যর্থঃ । হিমাচলে প্রাণান্ জহুঃ ॥ ১৭ ॥

তাহার পর, সকলে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলে অর্জুন বজ্র নামে অনিরুদ্ধপুত্রকে যাদবগণের রাজ-  
 পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বেদব্যাসকে পথিমধ্যে সম্বাচিত সমস্ত দুঃখের বিষয় জানাই-  
 লেন । বেদব্যাস ইহা শ্রবণ করিয়া অর্জুনকে বলিলেন, (অর্জুন ! এবিষয়ের জ্ঞাতু তুমি দুঃখিত  
 হইও না, শ্রীকৃষ্ণের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ জানিবে ।) মহারথ ! পুনর্বার  
 যুগপর্য্যয়ে যখন আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি অবতীর্ণ হইবে, তখন আবার তোমার সেই-  
 রূপ উগ্রতর বলবীৰ্য্যাদি উপস্থিত হইবে ॥ ১২—১৩ ॥ পৃথাতনয় অর্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া  
 অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত  
 বলিলেন ॥ ১৪ ॥ ধর্মরাজ সমস্ত যাদবগণের বিশেষত শ্রীকৃষ্ণের দেহনাশের কথা শ্রবণে  
 হিমালয় পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়া ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎকে  
 রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং দ্রৌপদী ও অপর ভ্রাতৃগণের সহিত হিমাচলস্থ  
 বনপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ ঋষিগণ ! যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৃথাপুত্রগণ কুরুক্ষেত্র  
 যুদ্ধের পর এইরূপে হস্তিনাপুরে ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যপালন করিয়া পরে হিমাচলে  
 বাইয়া প্রাণত্যাগ করেন ॥ ১৭ ॥ এদিকে, ধার্মিকপ্রবর রাজর্ষি পরীক্ষিৎও ষষ্টিবর্ষ

বভূব মৃগয়া শীলো জগাম চ বনং মহং ।  
 বিক্রং মৃগং বিচিন্বানো মধ্যাহ্নে ভূপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥  
 তৃষিতশ্চ পরিশ্রান্তঃ ক্ষুধিতশ্চোত্তরাস্নতঃ ।  
 রাজা ঘর্শ্বেণ সন্তপ্তো দদর্শ মুনিমন্তিকে ॥ ২০ ॥  
 ধ্যানে স্থিতং মুনিং রাজা জলং পপ্রচ্ছ চাতুরঃ ।  
 নোবাচ কিঞ্চিন্মোনস্থশ্চূকোপ নৃপতিস্তদা ॥ ২১ ॥  
 মৃতং সর্পং তদাদায় ধনুকোচ্যা তৃষাতুরঃ ।  
 কলিনাবিষ্টচিত্তস্ত কণ্ঠে তস্মা ন্যবেশয়ৎ ॥ ২২ ॥  
 আরোপিতে তথা সর্পে নোবাচ মুনিসত্তমঃ ।  
 ন চচাল সমাধিস্থো রাজাপি স্বগৃহং গতঃ ॥ ২৩ ॥  
 তস্মা পুত্রোহতিতেজস্বী গবিজাতো মহাতপাঃ ।  
 মহাশাক্তোহথ\* শুশ্রাব ক্রীড়মানো বনান্তিকে ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিত্বিতি । সর্পাঃ প্রজাঃ অপালয়ৎ পালয়ামাস ॥ ১৮—১৯ ॥ বিক্রমিত্বিতি । বিচিন্বানঃ  
 অন্নিধান্ । অনুসন্ধান ইতি যাবৎ ॥ ২০ ॥ ) ঘর্শ্বেণোষজন্তুজলেণ রৌদ্রেণ বা ॥ ২১ ॥  
 তৃষাতুরস্তৃষাপীড়িতঃ ॥ ২২ ॥ আরোপিতেহপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥  
 গবিজাতস্তন্নামক ইত্যর্থঃ । মহাশাক্ত ইতি । পরাশক্তেরূপাসক ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

পর্য্যন্ত আলস্যপরিশূত্র হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রতিপালন করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, এক  
 দিবস মৃগয়াভিলাষী হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্ব্বক একটা মৃগকে বাণবিক্র করিলেন । মৃগটি  
 গুরুতর আঘাত পাইয়া পলায়ন করিল, রাজাও তাহার অবেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু,  
 মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধাতে কাতর হইয়া  
 পড়িলেন । ক্রমে, অতিশয় রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া সন্মুখে একটা মুনিকে দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই তৃষাতুর রাজা পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ মুনিকে বারংবার জলের জন্ত  
 অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু, সেই মৌনাবলম্বী ঋষি কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না,  
 তাহাতে মহারাজ অতিশয় কুপিত হইয়া ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা একটা মৃত সর্প গ্রহণ পূর্ব্বক  
 অতিশয় ক্রোধাক্রান্তচিত্তে সেই মুনির কণ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই মৃত  
 সর্প কণ্ঠদেশে সমর্পিত হইলেও সমাধিস্থ মুনিবর কিছুই বলিলেন না এবং ধ্যান হইতেও  
 বিচ্যুত হইলেন না । রাজাও ইহা দেখিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ ! এই মুনির মহাপ্রভাবশালী শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিল । পুত্রটি আতশয়  
 তপোবল-সম্পন্ন এবং ভগবতী মহাশক্তির উপাসকদিগের অগ্রগণ্য । এই সময় সেই



মিত্রাণ্যাহ্ণচ তৎপুত্রং পিতুঃ কণ্ঠে তবাধুনা ।  
 লন্তিতোহস্তি মৃতঃ সর্পঃ কেনাপীতি মুনীশ্বর ! ॥ ২৫ ॥  
 তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপাতিশয়ং তদা ।  
 শশাপ নৃপতিং ক্রুদ্ধো গৃহীত্বাশু করে জলম্ ॥ ২৬ ॥  
 পিতুঃ কণ্ঠেহদ্য মে যেন বিনিষ্কিপ্তো মৃতোরগঃ ।  
 তক্ষকঃ সপ্তরাত্রেণ তং দশেৎ পাপপুরুষম্ ॥ ২৭ ॥\*  
 মুনেঃ শিষ্যোহথ রাজানং সমুপেত্য গৃহে স্থিতম্ ।  
 শাপং নিবেদয়ামাস মুনিপুত্রেণ চার্পিতম্ ॥ ২৮ ॥  
 অভিমন্যুশ্রুতঃ শ্রুত্বা শাপং দত্তং দ্বিজেন বৈ ।  
 অনিবার্য্যঞ্চ বিজ্ঞায় মন্ত্রিবৃদ্ধানুবাচ হ ॥ ২৯ ॥  
 শাপ্তোহহং দ্বিজপুত্রেণ মম দোষাদসংশয়ম্ ।  
 কিং বিধেয়ং ময়ামাত্যী উপায়শ্চিন্ত্যতামিহ ॥ ৩০ ॥  
 মৃত্যুঃ কিলানিবার্য্যোহসৌ বদন্তি বেদবাদিনঃ ।  
 যত্রস্তথাপি শাস্ত্রোক্তঃ কর্তব্যঃ সর্বথা বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥

তৎপুত্রং যত্র কণ্ঠে সর্প আৰোপিতস্তত্র পুত্রমিত্যর্থঃ । লন্তিতঃ স্থাপিতঃ ॥ ২৫—২৬ ॥  
 ( পিতুরিতি । অদ্য যেন মে পিতুঃ কণ্ঠে কণ্ঠদেশে মৃতসর্পঃ নিষ্কিপ্তঃ সপ্তরাত্রেণ তং  
 পাপপুরুষং তক্ষকঃ দশেৎ দংশনং কুর্যাৎ ॥ ২৭ ॥ মুনেরিতি । অথ শৃঙ্গীনা অভিশপ্তে সতি  
 মুনেঃ শমীকত্র কশ্চিৎ শিষ্যঃ গৃহস্থিতং রাজানং শাপবৃত্তান্তং নিবেদয়ামাস ॥ ২৮—২৯ ॥ )  
 মম দোষান্মাপরাধাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ( কিং বিধেয়মিতি । মৃত্যুরনিবার্য্যঃ কিল ইতি বেদ-

পুত্রটী বনাস্তিকে ক্রীড়া করিতে করিতে বন্ধুগণের নিকট শ্রবণ করিল যে, তাহার পিতার  
 কণ্ঠদেশে অদ্য কে এক জন একটী মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে ॥ ২৪—২৫ ॥ শৃঙ্গী বন্ধুগণের  
 কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক নৃপতিকে এই বালিয়া  
 শাপপ্রদান করিলেন যে, অদ্য আমার পিতার কণ্ঠদেশে যে ব্যক্তি মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে,  
 আজ হইতে সপ্ত রাত্রে সর্পরাজ তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ পুরুষকে দংশন করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥  
 শৃঙ্গী এইরূপ শাপপ্রদান করিলে পর, সেই মুনির একজন শিষ্য হস্তিনাপুরে রাজা  
 পরীক্ষিতের নিকট আসিয়া মুনিপুত্র প্রদত্ত শাপের বিষয় জানাইল ॥ ২৮ ॥ অভিমন্যু-  
 পুত্র পরীক্ষিৎ বৃদ্ধশাপবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তাহা অনিবার্য্য ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া  
 বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥ মন্ত্রিগণ ! আমি নিজ অপরাধেই মুনিপুত্র কর্তৃক অভিশপ্ত  
 হইয়াছি ; এক্ষণে আমার কি কর্তব্য তাহার সঙ্গুপায় চিন্তা কর ॥ ৩০ ॥ দেখ, যদিও বেদজ্ঞ

\* ইতি শপ্তসুদা তেন রাজা শ্রুত্বাশু বৈ পিতা । পুত্রং বিনিহ্য বেগেন রাজে শাপং শ্রবেদয়ৎ ॥

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে ॥

উপায়বাদিনঃ কেচিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

বিজ্ঞোপায়েন সিধ্যন্তি কার্য্যাণি নেতরশ্চ চ ॥ ৩২ ॥

মণিমন্ত্রোষধীনাং বৈ প্রভাবাঃ খলু দুর্বিদঃ ।

ন ভবেদিতি কিং তৈস্তু মণিমন্ত্রিঃ স্মসাধিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

সর্পদর্শ্য পুরা ভার্য্যা মুনেঃ সঞ্জীবিতা যুতা ।

দদ্ধার্কিমাযুষস্তেন মুনিনা সা বরাপ্সরাঃ ॥ ৩৪ ॥

ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ সর্বথা বুধৈঃ ।

প্রত্যক্ষং তত্র দৃষ্টান্তং পশ্যন্তু সচিবাঃ কিল ॥ ৩৫ ॥

দিবি কোহপি পৃথিব্যাং বা দৃশ্যতে পুরুষঃ কচিৎ ।

দৈবে মতিং সমাধায় যন্তিষ্ঠেতু নিরুদ্যমঃ ॥ ৩৬ ॥

বিরক্তস্ত যতিভূত্বা ভিক্ষার্থং যাতি সর্বথা ।

গৃহস্থানাং গৃহে কামমাহূতো বাথবান্য়থা ॥ ৩৭ ॥

বাদিনো বদন্তি । তথাপি শাস্ত্রোক্তো যত্নঃ সর্বথা বুধৈঃ কর্তব্যঃ । যত্নে কৃতে কার্য্যসিদ্ধিসম্ভাবনাং ॥ ৩১—৩২ ॥ ) বিজ্ঞোপায়েনাতিক্ষকৃতোপায়েন ছল্লভা অপ্যর্থাঃ সিধ্যন্তীত্যার্থঃ । দুর্বিদোহচিস্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কার্য্যো ভবিতব্যমশ্রিত্য ন নিরুদ্যোগেন স্মৃতিব্যমিতি ন । কিন্তুদ্যোগোহপি কর্তব্য ইত্যর্থঃ । অগং সর্পদর্শ্যেন প্রত্যক্ষং জীবিত ইতি প্রত্যক্ষং দৃষ্টান্তং প্রথমং পশ্যন্তু ময়োচ্যমানমালোচয়ন্তু । যঃ কেবলং দৈবে মতিমাশ্রিত্য নিরুদ্যমস্তিষ্ঠেৎ তথাবিধো দিবি পৃথিব্যাং বা যঃ কোহপি পুরুষো বিদ্যতে কচিৎ স আনেয় ইতি শেষঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ নহু দৈবং প্রারন্ধমেব মুখ্যমিতি কেচিদ্বদন্তি তত্রাহ বিরক্ত ইতি । এতাদৃশো নিরুদ্যমস্ত পুরুষো বিরক্তো দৈবে প্রারন্ধে নিশ্চয়ান্বিত্যং মতিং কৃত্বা যন্তিষ্ঠতি স যতিভূত্বা ভিক্ষার্থং গৃহস্থানাং গৃহং যাতি । নহু গৃহস্থাশ্রমে তিষ্ঠতি অতো

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এরূপ মৃত্যু অনিবার্য্য, তথাপি বুদ্ধিমানের সর্বপ্রকারে শাস্ত্রোক্ত প্রতিকারে যত্নপর হওয়া কর্তব্য ॥ ৩১ ॥ কারণ, বিজ্ঞজনের উপায় দ্বারা সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে অবিজ্ঞের দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না ; অতএব, মন্ত্রিগণ ! মণি, মন্ত্র বা ওষধি সকলের প্রভাব অচিস্তনীয়, সম্যক্ রূপে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইতে না পারে ? ॥ ৩২—৩৩ ॥ দেখ, পূর্ব্বকালে কোন মুনিবরের পত্নী সর্প দংশনে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেও মুনিবর সেই নিজ ভার্য্যা অপ্সরাকে আয়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন ॥ ৩৪ ॥ অতএব, বিজ্ঞগণের যাহা হইবার তাহা হইবে বলিয়া ভবিতব্যের প্রতি বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে । মন্ত্রিগণ ! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণও দর্শন কর ॥ ৩৫ ॥ বল দেখি, পৃথিবীতে বা স্বর্গেতে এমন কাহাকেও কি দেখিতে পাও যে, কোনও ব্যক্তি কেবলমাত্র দৈব, অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে ? দেখ, সন্ন্যাসিগণ সংসার বিরক্ত হইয়াও ভিক্ষার জন্ত গৃহস্থগণের গৃহে গৃহে, আহুত হউক আর না হউক,

যদৃচ্ছয়োপপন্নঞ্চ ক্ষিপ্তং কেনাপি বা মুখে ।

উদ্যমেন বিনা চাস্মাদুদরে সংবিশেৎ কথম্ ॥ ৩৮ ॥

প্রযত্নশ্চোদ্যমে কার্যো যদা সিদ্ধিং ন যাতি চেৎ ।

তদা দৈবং স্থিতং চেতি চিত্তমালম্বয়েদ্বুধঃ ॥ ৩৯ ॥

মন্ত্ৰিণ উচুঃ ।

কো মুনির্ঘেন দম্বার্কমায়ুষো জীবিতা প্রিয়া ॥

কথং মৃত্যু মহারাজ ! তন্মে ব্রূহি সবিস্তরম্ ॥ ৪০ ॥

রাজোবাচ ।

ভৃগোভার্য্য বরারোহা পুলোমা নাম স্তন্দরী ।

তস্মাস্তু চ্যবনো নাম মুনির্জাতোহতিবিশ্রুতঃ ॥ ৪১ ॥

চ্যবনশ্চ চ শর্যাতেঃ স্ককন্তা নাম স্তন্দরী ।

তস্মাং জজ্ঞে স্ততঃ শ্রীমান্ প্রমতির্নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৪২ ॥

প্রমতেস্তু প্রিয়া ভার্য্য প্রতাপী নাম বিশ্রুতা ।

রুরূর্ণাম স্ততো জাতস্তস্মাং পরমতাপসঃ ॥ ৪৩ ॥

গম গৃহাশ্রমিণো ন তন্মতঃ যুক্তমিতি ভাবঃ । উদ্যোগস্ত তদাশ্রমেপ্যপেক্ষিতোহনুত্থানির্বাহা-  
দিত্তি তন্মতেহপি দূষণমন্ত্যবেত্যাহ গৃহস্থানাগিতি । আহুতোহথবানাহুতো বা যদৃচ্ছতি গৃহ-  
স্থানাং গৃহং প্রতি যতিঃ স উদ্যোগেনৈব গচ্ছতি নতু কেবলং দৈবেন তথা যদৃচ্ছয়োপপত্তং  
কেনাপি মুখে নিক্ষিপ্তমগ্নমুদ্যোগেন বিনা যত্নং বিনা কথমুদরে সংবিশেৎ । ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
তস্মাদ্বিরক্তোপ্যুদ্যোগপ্রধান এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তদেবাহ প্রযত্ন ইতি । যদোদ্যমে  
ক্লুতেহপি কার্য্যং ন সিধ্যতি তদা দৈবং প্রবলমিতি নিশ্চয়ঃ কৰ্ত্তব্যো ন তু ততঃ পূৰ্ণমিত্যাহ  
তদা দৈবং স্থিতঞ্চৈতি ॥ ৩৯—৪১ ॥ স্তন্দরীতি । শর্যাতেঃ স্ককন্তা শোভনা কন্তা চ্যবনশ্চ স্তন্দরী  
পত্নী আসীদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ (প্রমতেরিতি । তস্মাং প্রতাপ্যাং রুরূর্ণাতঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ বরাপ্সরা  
সকল সময়েই যাইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ আর দেখ, যদিও বা কখন কেহ দৈবাৎ উপস্থিত  
অগ্নাদি মুখে উত্তোলন করিয়া দেয় ; তাহা হইলে, ভোজন চেষ্টা ব্যতিরেকে কিরূপে সেই  
অগ্নিপিণ্ডাদি মুখ হইতে উদর মধ্যে প্রবেশ করিবে ? ॥ ৩৮ ॥ অতএব, মন্ত্ৰিগণ ! যত্নপূৰ্ব্বক  
কার্য্যোদ্যোগ করা উচিত । তাহা করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয় তাহা হইলে সেইরূপ  
স্থলেই পণ্ডিতগণ দৈবের বলবত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন ॥ ৩৯ ॥

মন্ত্ৰিগণ কহিলেন, মহারাজ ! কোন মুনি আয়ুর অর্ধেক প্রদান করিয়া নিজ প্রিয়াকে  
জীবন দান করিয়াছিলেন এবং কি জন্তই বা তাঁহার ভার্য্য জীবনত্যাগ করিয়াছিল ।  
এ বিষয়টা বিস্তার পূৰ্ব্বক আমাদের নিকট বলুন ॥ ৪০ ॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্ৰিগণ ! পূৰ্ব্বকালে পুলোমা নামে অতিস্তন্দরী ভৃগুর একটা ভার্য্য ছিল,  
তাঁহার গৰ্ভে চ্যবন নামে সুপ্রসিদ্ধ মুনি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥ শর্যাতির স্ককন্তা নামে অতি  
স্তন্দরী কন্তা এই চ্যবনের পত্নী ছিল । ইহারই গৰ্ভে প্রমতি নামে একটা রূপবান্ পুত্র হয় ॥ ৪২ ॥



তস্মিংশ্চ সময়ে কশ্চিৎ স্থলকেশশ্চ বিশ্রুতঃ ।

বভূব তপসা যুক্তো ধৰ্ম্মাত্মা সত্যসম্মতঃ ॥ ৪৪ ॥

এতস্মিন্নন্তরেহমাত্যা মেনকা চ বরাপ্সরাঃ ।

ক্রীড়াং চক্রে নদীতীরে সৰ্বলোকাতিসুন্দরী ॥ ৪৫ ॥

গৰ্ভং বিশ্বাবসোঃ প্রাপ্য নির্গতা বরবর্ণিনী ।

স্থলকেশাশ্রমে গত্বা বিসমর্জ বরাপ্সরাঃ ॥ ৪৬ ॥

কন্যাকাঞ্চ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু সুন্দরীম্ ।

দৃষ্ট্বাহনাথাং তদা কন্যাং জগ্রাহ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

পুষ্পোষ স্থলকেশস্ত নান্না চক্রে প্রমদরাম্ ॥ ৪৮ ॥

স। কালে যৌবনং প্রাপ্তা সৰ্বলক্ষণসংযুতা ।

রুরূদৃষ্ট্বাথ তাং বাল্যং কামবাণাদিতো হভূৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
যদুবংশধ্বংস-পরীক্ষিত্তান্তো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মেনকা নদীতীরে ক্রীড়াং চক্রে ॥৪৫॥ স্থলকেশাশ্রমে গত্বা গৰ্ভং বিসমর্জ স্তম্ভুবে ইত্যর্থঃ ॥৪৬॥  
মুনিসত্তমঃ স্থলকেশঃ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু সুন্দরীং কন্যাং অনাথাং অনাথবৎ পতিতাং  
দৃষ্ট্বা জগ্রাহ ॥ ৪৭ ॥ ) প্রমদরামিতি । তদর্থস্ত মহাভারতে প্রমদাভ্যো বরা স। তু স্তম্ভরূপা  
গুণাবিতা । ততঃ প্রমদরেত্যস্তা নাম চক্রে মহানৃষিরিতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তাহার প্রতাপী নামে বিখ্যাত ভার্য্যা ছিল । তাহার গৰ্ভে রুরূ নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন  
পরে কালক্রমে ইনি পরম তপস্বী হইয়া উঠেন ॥ ৪৩ ॥

মস্ত্রিগণ ! এই সময় সত্যনিষ্ঠ ধৰ্ম্মাত্মা স্থলকেশ নামে বিশ্রুত কোনও পুরুষ ঘোরতর  
তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৪৪ ॥ সৰ্বলোক মধ্যে সুন্দরীপ্রধানা মেনকা নামে অপ্সরা সেই  
সময় নদীতীরে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ এই বরবর্ণিনী অপ্সরা পূর্বে বিশ্বাবসু হইতে গৰ্ভ-  
প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে ক্রীড়া করিতে করিতে স্থলকেশ মুনির আশ্রমে বাইয়া একটা কন্যা  
প্রসব করত তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করে ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর স্থলকেশ, মেনকা কর্তৃক  
পরিত্যক্ত কন্যাটিকে ত্রিলোকসুন্দরী এবং নদীতটে অনাথের ন্যায় পতিত দেখিয়া গ্রহণ  
করিলেন এবং প্রমদরা নাম রাখিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ কিছু-  
কাল গত হইলে সৰ্বলক্ষণাবিতা সেই কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইল । অনন্তর তপস্বী রুরূ  
তাহাকে দেখিবামাত্র একেবারে কামবাণে পীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

যদুবংশ ধ্বংস ও পরীক্ষিত্তান্তকথন নামক

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

### পরীক্ষিৎবাচ ।

কামার্তঃ স মুনির্গত্বা রুরঃ স্রুপ্তো নিজাশ্রমে ।  
পিতা পপ্রচ্ছ দীনং তং কিং রুরো ! বিমনা অসি ॥ ১ ॥  
স তমাহাতিকামার্তঃ স্কুলকেশশ্চ চাশ্রমে ।  
কণ্ঠা প্রমদ্বরা নাম সা মে ভার্য্যা ভবেদिति ॥ ২ ॥  
স গত্বা প্রমতিস্তূর্ণং স্কুলকেশং মহামুনিম্ ।  
প্রমুহ স্রুখং রুত্বা যযাচে তাং বরাননাম্ ॥ ৩ ॥  
দদৌ বাচং স্কুলকেশঃ প্রদাস্তামি শুভেহহনি ।  
বিবাহার্থঞ্চ সস্তারং রচয়ামাসতুর্বনে ॥ ৪ ॥  
প্রমতিঃ স্কুলকেশশ্চ বিবাহার্থং সমুদ্যতো ।  
বভূবতুর্মহাত্মানো সমীপস্থো তপোবনে ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকপঞ্চাশৎপদৈর্বাচ্যং রুরোঃ পুরঃ ।

কৌন্তয়িত্বা শুপ্তগেহে রাজো বাসস্তথোচ্যতে ॥

কামার্তঃ কামপীড়িতঃ সন্ ॥ বিমনাঃ ধিন্নঃ ॥ ১—২ ॥ প্রমতিঃ পিতা প্রমুহ স্রুখং স্রুখং প্রসন্নম্ ॥ ৩ ॥ শুভেহহনি প্রদাস্তামিতি বাচ্যমিত্যর্থঃ । ততো  
বাক্যানিচ্ছয়োত্তরং সস্তারং সামগ্রীমুভাবপি সম্বন্ধিনো রচয়ামাসতুঃ ॥ ৪ ॥ সমীপস্থো দূর-

পরীক্ষিৎ বলিলেন, মদ্বিগণ ! সেই রুর কামবাণে অতিশয় পীড়িত হইয়া নিজাশ্রমে গমন  
করত শয্যা শয়ন করিয়া রহিলেন । অনন্তর, তাঁহার পিতা প্রমতি তাঁহাকে বিষম দেখিয়া  
জিজ্ঞাসা করিলেন, রুরো ! তুমি এত অশ্রুমনস্ক হইয়াছ কেন ? (তোমার কি হইয়াছে  
আমাকে বিশেষ করিয়া সমস্ত বল ) ॥ ১ ॥ রুর অতিশয় কামার্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার  
পিতাকে বলিলেন, পিতঃ ! স্কুলকেশ মুনির আশ্রমে প্রমদ্বরা নামে যে কণ্ঠাটী আছে সেইটী  
যাহাতে আমার ভার্য্যা হয় তাহা করুন ॥ ২ ॥ প্রমতি, পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র  
স্কুলকেশ মুনির নিকট গমন করিলেন এবং নানাবিধ স্রুমিষ্ট আলাপে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া  
সেই চাক্রমুখী কণ্ঠাটীকে প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩ ॥ স্কুলকেশ মুনিও শুভ দিনে কণ্ঠার বিবাহ  
দিব বলিয়া বাক্য দান করিলেন । অনন্তর, মহাত্মা প্রমতি ও স্কুলকেশ উভয়েই একত্রিত  
হইয়া সেই তপোবনে বিবাহের উপযোগি দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত

তস্মিন্নবসরে কণ্ঠা রমমাণা গৃহাঙ্গণে ।  
 প্রসুপ্তং পন্নগং পাদেনোম্পৃশচ্চারুলোচনা ॥ ৬ ॥  
 দৃষ্টা তু পন্নগেনাথ সা মমার বরাঙ্গনা ॥ ৭ ॥  
 কোলাহলস্তদা জাতো মৃত্যুং দৃষ্টা প্রমদরাম্ ।  
 মিলিতা মুনয়ঃ সর্বৈ চুক্রুশুঃ শোকসংযুতাঃ ॥ ৮ ॥  
 ভূমৌ তাং পতিতাং দৃষ্টা পিতা তস্মাচ্চ দুঃখিতঃ ।  
 রুরোদ বিগতপ্রাণাং দীপ্যমানাং স্ততেজসা ॥ ৯ ॥  
 রুরুঃ শ্রুত্বা তদাক্রন্দং দর্শনার্থং সমাগতঃ ।  
 দদর্শ পতিতাং তত্র সজীবামিব কামিনীম্ ॥ ১০ ॥  
 রুদন্তং স্থলকেশঞ্চ দৃষ্ট্বান্ধানুষিসভমান্ ।  
 রুরুঃ স্থানাদবহির্গত্বা রুরোদ বিরহাকুলঃ ॥ ১১ ॥  
 অহো দৈবেন সর্পোহয়ং প্রেযিতঃ পরমাদ্রুতঃ ।  
 মম শর্ম্মবিঘাতায় দুঃখহেতুরয়ং কিল ॥ ১২ ॥

দেশাদাগত্য সমীপদেশস্থৌ ॥ ৫ ॥ (ভাবিষটনাং সূচয়ন্নাহ। তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ বিবাহ-  
 দ্রব্যসম্ভারায়োজনকালভ্যন্তরে সা কণ্ঠা প্রমদরা গৃহাঙ্গণে গৃহাঙ্গিরে ক্রীড়াং কুর্কণী  
 প্রসুপ্তং সর্পং পাদেন অম্পৃশদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥ দৃষ্টেতি। বরাঙ্গনেতি গন্ধর্বাঙ্গরোজগত্বাৎ।  
 পন্নগেন দৃষ্টা মমার ॥ ৭ ॥ মিলিতা ইতি। একত্রস্থা মুনয়ঃ শোকসংযুতাশ্চুক্রুশুঃ চীৎকারং  
 চাক্রিরে রুরুহুরিতি যাবৎ ॥ ৮ ॥ রুরোদেতি। পিতা তাং স্ততেজসা দীপ্যমানাং গতপ্রাণাং  
 দৃষ্টা রুরোদ ॥ ৯ ॥) সজীবামিবেতি। মৃত্যামপি তেজস্বিনীমিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥ (মমেতি।  
 শর্ম্মবিঘাতায় স্তম্ভবিনাশায় ॥ ১২ ॥

হইলেন ॥৪—৫॥ মজ্জিগণ! এই সময়ে সেই চাকুনয়না কণ্ঠাটী অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে  
 একটী নিদ্রিত সর্পকে পদ দ্বারা আঘাত করিল। সর্পটী পদাহত হইবাগাত্তই তাহাকে  
 দংশন করিল এবং দংশন মাত্রই উগ্রবিষপ্রভাবে প্রমদরা জীবন ত্যাগ করিল ॥৬—৭॥  
 ঋষিগণ তাহাকে মৃত দেখিয়া সকলে একবারে শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,  
 ইহাতে তথায় অতিশয় কোলাহল হইয়া পড়িল ॥ ৮ ॥ যদিচ প্রমদরার দেহ হইতে প্রাণবায়ু  
 বহির্গত হইয়াছিল, তথাপি তাহার সেই ভূতলে নিপতিত জীবনশূন্য শরীরের প্রোজ্জলিত-  
 লাবণ্যচ্ছটা-দর্শনে প্রতিপালক পিতা স্থলকেশ অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৯ ॥ রুরু এই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে দেখিতে আসিলেন এবং গত-  
 প্রাণ হইলেও সেই কামিনীকে জীবিতার স্থায় ভূমিতে পতিত দেখিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর,  
 স্থলকেশ ও অপর অপর ঋষিগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইয়া  
 অতিশয় বিরহাকুলিত চিত্তে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥



কিং করোমি ক গচ্ছামি মৃত্যু মে প্রাণবল্লভা ।  
 ন বৈ জীবিতুমিচ্ছামি বিযুক্তঃ প্রিয়য়াহনয়া ॥ ১৩ ॥  
 নালিঙ্গিতা বরারোহা ন ময়া চুম্বিতা মুখে ।  
 ন পাণিগ্রহণং প্রাপ্তং মন্দভাগ্যেন সর্বথা ॥ ১৪ ॥  
 লাজাহোমস্তথাচার্যো ন কৃতস্তনয়া সহ ।  
 মানুষ্যং ধিগিদং কামং গচ্ছন্তুদ্য মমাসবঃ ॥ ১৫ ॥  
 দুঃখিতস্ত ন বা মৃত্যুর্বাঞ্ছিতঃ সমুপৈতি হি ।  
 স্তুখং তর্হি কথং দিব্যমাপ্যতে ভুবি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 প্রপতামি হ্রদে ঘোরে পাবকে প্রপতাম্যহম্ ।  
 বিষমদ্বি গলে পাশং কৃৎস্না প্রাণাস্ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৭ ॥  
 বিলপ্যৈবং রুরুস্তত্র বিচার্য মনসা পুনঃ ।  
 উপায়ং চিন্তয়ামাস স্থিতস্তস্মিন্নদীতটে ॥ ১৮ ॥  
 মরণাৎ কিং ফলং মে স্মাদাত্মহত্যা দুরত্যয়া ।  
 দুঃখিতশ্চ পিতা মে স্মাজ্জননী চাতিদুঃখিতা ॥ ১৯ ॥

প্রিয়য়া বিযুক্তঃ বিরহিতঃ জীবিতুং নেচ্ছামি বৈ ॥ ১৩ ॥ নালিঙ্গিতেতি । মন্দভাগ্যেন  
 ময়া পাণিগ্রহণং ন প্রাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥ মমাসবঃ মম প্রাণা অদ্য গচ্ছন্তু ॥ ১৫ ॥ দুঃখিতস্তেতি ।  
 বাঞ্ছিতোহপি মৃত্যুঃ ন সমুপৈতি । ) স্তুখং তর্হীতি । অনয়া বিনেতি শেষঃ ॥ ১৬ ॥ যতঃ স্তুখং  
 নাস্তি অতঃ প্রপতামীত্যর্থঃ । বর্তমানসামীপ্যে লট্ । পতিষ্যামীতি তু ফলিতম্ ॥ ১৭ ॥

ইথং প্রথমতো মরণনিশ্চয়ং কৃৎস্না পুনর্মনসা বিচার্যোপায়ং চিন্তয়ামাসেতি বক্ষ্যমাণ-

হায় ! দৈব, নিশ্চয়ই এই সর্পকে আমার দুঃখের কারণ করিয়া সমস্ত স্তুখনাশের জন্ত  
 প্রেরণ করিয়াছেন । এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় বা যাই ; হায় ! আমার প্রাণ অপে-  
 ক্ষাও যাহা প্রিয় তাহা ত পলায়ন করিল ! এই প্রিয়ার সহিত ক্ষণ মাত্র বিযুক্ত হইয়া আমি ত  
 জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ১২—১৩ ॥ হায় ! এই নিতম্বিনী ত আমাকে আলিঙ্গন  
 করিল না এবং আমিও ত ইহার মুখে চুম্বন করিতে পারিলাম না, অধিক কি এই মন্দভাগ্য  
 অদ্যাপি ইহার পাণিগ্রহণ জন্ত স্তুখলাভ করে নাই বা ইহার সহিত অগ্নিতে লাজহোমও  
 করে নাই । হায় ! এই মানুষ্য জন্মকে ধিক্ ! ! আমার জীবনে ফল কি ? এখনই আমার  
 প্রাণ বহির্গত হউক ॥ ১৪—১৫ ॥ কিন্তু, হায় ! দুঃখিত ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করিলেও তাহার  
 মৃত্যু হয় না, তবে কি করিয়া আমি ইহলোকে এই পত্নী ব্যতিরেকে সেই অভিলষিত স্বর্গীয়  
 স্তুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব ? আমি এক্ষণে গভীর হ্রদে পতিত হই কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ  
 করি অথবা বিষপান করি, না হয় গলায় রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রিগণ ! ঝঁঝ এইরূপ নানাবিধ বিলাপের পর মনে মনে অনেক বিচার করিয়া সেই

দৈবস্তুষ্ঠো ভবেৎ কামং দৃষ্টা মাং ত্যক্তজীবিতম্ ।

সর্বঃ প্রমুদিতশ্চ শ্রাম্যৎকয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

উপকারঃ প্রিয়ায়াঃ কঃ পরলোকে ভবেদপি ।

মৃতে ময়্যাত্মঘাতেন বিরহাৎ পীড়িতেহপি চ ॥ ২১ ॥

পরলোকে প্রিয়া সাপি ন মে শ্রাদাত্মঘাতিনঃ ।

এতদর্থং মৃতে দোষা ময়ি নৈবামৃতে পুনঃ ॥ ২২ ॥

বিমৃশৈবং রুরুস্তত্র স্নাত্বাচম্য শুচিঃ স্থিতঃ ।

অব্রবীদ্বচনং কৃত্বা জলং পাণাবমৌ মুনিঃ ॥ ২৩ ॥

যন্ময়া স্কৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং দেবার্চনাদিকম্ ।

গুরবঃ পূজিতা ভক্ত্যা হৃতং জপ্তং তপঃ কৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অধীতাস্থখিলা বেদা গায়ত্রী সংস্মৃতা যদি ।

রবিরারাধিতস্তেন সঞ্জীবতু মম প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

রূপমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ দৈবো বিধিঃ । পুংলিঙ্গমার্যম্ সর্বো লোকঃ শত্রুলোকঃ ॥ ২০ ॥  
যদর্থং প্রাণো দেয়স্তশ্রাঃ স্ত্রিয়াঃ পরলোকে ক উপকারঃ শ্রাদিত্যাহ উপকার ইতি ।  
নমু তদ্বাসনয়া মরণে পরলোকে সা প্রাপ্যতি তত্রাহ মৃতে ময়ীতি । আত্মঘাতবাতিরিক্তশ্চ  
তদর্থং কস্মাচরিতবতস্তদ্বাসনয়া তৎ ফলং ভবতি ॥ ২১ ॥ নাত্মঘাতিনস্তশ্চ ত্বেতদর্থমেতন্-  
মৃতপ্রিয়াপ্রয়োজনায়াদোগতেরেব শ্রবণাদিত্যর্থঃ । তস্মান্ময়ি মৃতে দোষা এব ভবেন্মর্না-  
মৃতে ॥ ২২—২৩ ॥ (যন্ময়েতি । দেবার্চনাদিকং যৎ কিঞ্চিৎ স্কৃতং কৃতমিতি ॥ ২৪ ॥ যদি

নদীতটে থাকিয়াই ইহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ প্রাণত্যাগ করিয়া কি ফল  
হইবে ? তাহাতে বরং আমি আত্মহত্যা-পাপ হইতে কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিব না ; আর,  
আমার মরণে পিতা মাতা অতিশয় দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ আমি যে প্রাণ নাশে  
উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে দৈব কি আমাকে মৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ? কখন নয় ; বরং  
আমার শত্রুপক্ষীয়গণ আমার নাশে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ  
নাই ॥ ২০ ॥ আর আমি বিরহে পীড়িত হইয়া আত্মঘাতী হইলে পরলোকে প্রিয়ার কি  
উপকার হইবে ; বরং সেই প্রিয়া পরলোকে আত্মহত্যা-পাপ জন্ত আমার সহিত মিলিত  
হইবেন না । অতএব জীবন ত্যাগ করিলে এতগুলি দোষ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু জীবন  
ত্যাগ না করিলে এ সমস্ত অনিষ্টের কোনটাই ঘটিতে পারিবে না ॥ ২১—২২ ॥

মন্ত্ৰিগণ ! রুরু এইরূপ বহুবিধ বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে স্নান ও আচমনাদি  
করিয়া শুচি হইলেন এবং জল গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি দেবার্চনাদি ও গুরু-  
গণকে ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়া থাকি এবং হোম বা জপ করিয়া থাকি, অথবা অখিল বেদ  
অধ্যয়ন করিয়া থাকি কিংবা গায়ত্রীস্মরণ করিয়া থাকি আর যদি সূর্য্যদেবের আরাধনা

যদি জীবেন্ন মে কান্তা ত্যজে প্রাণানহং ততঃ ।

ইতু্যক্তা তজ্জলং ভূমৌ চিক্ষেপারাদ্য দেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

রাজোবাচ ।

এবং বিলপতস্তস্ম ভাৰ্য্যা দুঃখিতস্ম চ ।

দেবদূতস্তদাভ্যেত্য বাক্যমাহ রুরুং ততঃ ॥ ২৭ ॥

দেবদূত উবাচ ।

মা কাৰ্ষীঃ সাহসং ব্রূহন্ ! কথং জীবেন্মৃতা প্রিয়া ।

গতায়ুরেষা স্ত্রোত্রাণী গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসোঃ স্তুতা ॥ ২৮ ॥

অন্যাং কাময় চার্ব্বঙ্গীং মৃতেয়ং চাবিবাহিতা ।

কিং রোদিষি স্তুৰ্ব্বুন্ধে ! কা প্রীতিস্তেহনয়া সহ ॥ ২৯ ॥

রুরুরুবাচ ।

দেবদূত ! ন চান্ধাং বৈ বরিষ্যাম্যহমঙ্গনাম্ ।

যদি জীবেন্ন জীবেষ্বা মর্তব্যঞ্চাধুনা ময়া ॥ ৩০ ॥

গায়ত্রী সম্যক্ স্তুতা রবিরাধিতো বা তেন স্কৃতেন মম প্রিয়া জীবতু ॥ ২৫ ॥ ইতি পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ উক্তা দেবতাঃ আরাধ্য তজ্জলং ভূমৌ চিক্ষেপ ॥ ২৬ ॥

ভাৰ্য্যা ভাৰ্য্যাহেতুনা দুঃখিতস্যেতি ॥ ২৭ ॥) দেবদূত ইতি । সৰ্ব্বপুণ্যকৰ্ম্মণঃ শপথে কৃতে সতি দেবেনেশ্বরেণ বোধনর্থং প্রেমিতো দূতোহয়ং দেবদূত ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥ (অন্যামিতি । চারুণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যন্তান্তাং তাদৃশীং অন্যাং কাঞ্চিৎ কাময় কাময়স্ব ॥ ২৯ ॥

দেবদূতেতি । যদি জীবেন্ তর্হি এনামেব বরিষ্যামি যদি ন জীবেন্ তর্হি অধুনা মর্তব্য-মিতি মে নিশ্চয় ইতি জানীহি ॥ ৩০ ॥

করিয়া থাকি, তাহা হইলে তদ্বারা আমার যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে সেই পুণ্যবলে আমার প্রিয়া পুনর্জীবিতা হউক ॥ ২৩—২৫ ॥ যদি ইহাতেও প্রিয়া জীবিতা না হয় তখন আমি প্রাণত্যাগ করিব । রুরু এই কথা বলিয়া ইষ্টদেবের আরাধনা করত সেই জন ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥

মন্ত্ৰিগণ ! সেই দুঃখিত রুরু ভাৰ্য্যার নিমিত্ত এইরূপে বিলাপ করিতেছেন এমন সময় একটী দেবদূত তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ব্রূহন্ ! আপনি বৃথা সাহস করিবেন না । মৃত ব্যক্তি প্রিয় হইলেও কি আবার জীবিত হয় ? এই নিতম্বিনী বিশ্বাবসু গন্ধৰ্ব্বের ঔরসে অঙ্গরা মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার পরমাযু শেষ হইয়াছে, অতএব আপনি অত্র কোন বরবর্ণিনীকে অভিলাষ করুন ; বোধ হয় নিশ্চয়ই আপনার বুদ্ধিব্রংশ হইয়াছে ; আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন ? এই কামিনী ত অনুচ্চ-অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহার সহিত আবার আপনার প্রণয় কি ? ॥ ২৭—২৯ ॥



রাজোবাচ ।

বিদিত্বৈতি হঠং তস্মৈ দেবদূতো মুদান্বিতঃ ।  
উবাচ বচনং তথ্যং সত্যং চাতিমনোহরম্ ॥ ৩১ ॥  
উপায়ং শৃণু বিপ্রেন্দ্র ! বিহিতং যৎ সূরৈঃ পুরা ।  
আয়ুষোহর্দ্ধপ্রদানেন জীবয়াশু প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩২ ॥

রুরুরবাচ ।

আয়ুষোহর্দ্ধং প্রযচ্ছামি কন্যায়ৈ নাত্র সংশয়ঃ ।  
অদ্য প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রোত্তিষ্ঠতু মম প্রিয়া ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ ।

বিশ্বাবসুস্তদা তত্র বিমানেন সমাগতঃ ।  
জ্ঞাত্বা পুত্রীং মৃত্যুং চাশু স্বর্গলোকাং প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩৪ ॥  
ততো গন্ধর্ব্বরাজশ্চ দেবদূতশ্চ সত্তমঃ ।  
ধর্ম্মরাজমুপেত্যেদং বচনং প্রত্যভাষতাম্ ॥ ৩৫ ॥  
ধর্ম্মরাজ ! রুরোঃ পত্নী মৃত্যুং বিশ্বাবসোসুতাম্ ।  
মৃত্যুং প্রমদ্বরা কন্যাং দম্বতী সর্পেণ চাধুনা ॥ ৩৬ ॥

হঠং হঠকারিত্বং নির্ব্বক্কাতিশয়মিতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥ পুরা যৎ সূরৈর্বিহিতং তাদৃশমুপায়ং  
শৃণুতি ॥ ৩২ ॥ প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রত্যাগতজীবা সতী প্রোত্তিষ্ঠতু ॥ ৩৩ ॥

স্বর্গলোকাংসমাগত ইত্যবয়বঃ ॥ ৩৪ ॥ (ততো গন্ধর্ব্বরাজ ইতি ধর্ম্মরাজং যমমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দেবদূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরুর কহিলেন, দেবদূত ! এই কামিনী জীবনলাভ  
করুক আর নাই করুক আমি অত্র কাহাকেও বিবাহ করিব না । আর যদি জীবনলাভ  
না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব ॥ ৩০ ॥

মন্ত্ৰিগণ ! দেবদূত রুরুর এই প্রকার অসংসাহসের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় আন-  
ন্দিতান্তঃকরণে রুরুর প্রিয়জনক সত্য অথচ প্রকৃত হিতকর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হই-  
লেন ॥ ৩১ ॥ হে বিপ্রবর ! দেবগণ পূর্বে এই রমণীর জীবন লাভের যেক্রপ উপায় করিয়াছেন  
তাহা শ্রবণ করুন । এখনি নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া এই প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত  
করুন ॥ ৩২ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরুর বলিলেন, দেবদূত ! আমি নিজের পরমায়ুর  
অর্দ্ধেক এই কন্যাকে প্রদান করিতেছি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই । অতএব, এক্ষণে  
আমার এই প্রিয়া জীবন লাভ করিয়া উথিত হইক ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্ৰিগণ ! এই সময়, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু নিজ কন্যা প্রমদ্বরাকে মৃত জানিয়া স্বর্গলোক  
হইতে বিমান আরোহণে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, গন্ধর্ব্বরাজ এবং সেই

সা রুরোরায়ুষোহর্দেন মর্তু কামশ্চ সূর্য্যজ ! ।

সমুত্তিষ্ঠতু তদ্বঙ্গী ব্রতচর্য্যাপ্রভাবতঃ ॥ ৩৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ ।

বিশ্বাবসুসুতাং কন্থাং দেবদূত ! যদীচ্ছসি ।

উত্তিষ্ঠত্বায়ুষোহর্দেন রুরুং গত্বা ত্বমর্পয় ॥ ৩৮ ॥

রাজোবাচ ।

এবমুক্তস্ততো গত্বা জীবয়িত্বা প্রমদ্বরাম্ ।

রুরোঃ সমর্পয়ামাস দেবদূতস্বরাস্বিতঃ ॥ ৩৯ ॥\*

ততঃ শুভেহহি বিধিনা রুরুণাপি বিবাহিতা ।

ইথং চোপায়যোগেন মৃতাপ্যজ্জীবিতা তদা ॥ ৪০ ॥

ধর্ম্মরাজেতি । হে ধর্ম্মরাজ ! মৃত্যুপতে ! রুরোঃ পত্নী তথা বিশ্বাবসুগন্ধর্ব্বশ্চ সূতা সা প্রমদ্বরাসমর্পণ দংশনং প্রাপ্তা মৃত্যু ইদানীং রুরোব্রতচর্য্যাপ্রভাবতস্তথা তস্তায়ুষোহর্দেন প্রোত্তিষ্ঠ-  
ত্বিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বিশ্বাবসুসুতাগিতি । রুরুং রুরুমুনেঃ সমীপং গত্বা তস্মৈ তাং পুনঃ প্রাপ্তজীবনাং  
অর্পয় ॥ ৩৮ ॥

এবমুক্ত ইতি । ধর্ম্মরাজেন এবমুক্তে দেবদূতস্বরাস্বিত ইতি রুরুমরণশক্যেতি বোধ্যম্ ।  
সমর্পয়ামাস ॥ ৩৯ ॥ তত ইতি ইথঞ্চোপায়যোগেন তদা পূর্ব্বকালে যতঃ প্রমদ্বরাসমৃত্যু-  
প্যজ্জীবিতা ততঃ শাস্ত্রসম্মত উপায়ঃ সর্ব্বথা প্রকর্তব্যঃ । ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

দেবদূত ধর্ম্মরাজ যমের নিকট আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ ধর্ম্মরাজ ! প্রমদ্বরাসমর্পণ নামে এই বিশ্বাবসুর কন্যা এবং ঋষিপুত্র রুরুর পত্নী সংপ্রতি সর্পদংশনে তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছে । দ্বিজ রুরু এক্ষণে তাহার জন্ত জীবন ত্যাগে অভিলাষী হইতেছেন । অতএব, হে সূর্য্যপুত্র ! রুরুর ব্রহ্মচর্য্যাপ্রভাবে এবং তাঁহারই আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা সেই ক্রীণাক্রী এক্ষণে জীবন লাভ করুক ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বলিলেন, দেবদূত ! এই বিশ্বাবসুর কন্যাকে যদি তুমি জীবিত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কন্যা রুরুর আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা জীবন লাভ করুক । তুমি এখনিই যাইয়া এই কন্যা রুরুকে সমর্পণ কর ॥ ৩৮ ॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! ধর্ম্মরাজ দেবদূতকে এইরূপ বলিলে পর দেবদূত তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যাইয়া প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করিয়া রুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর, শুভদিনে যথাবিধি রুরু তাহাকে বিবাহ করিলেন । এইরূপে পূর্ব্ব ঋষিকন্যা প্রমদ্বরাসে পতিত হইয়াও উপায় দ্বারা পুনর্বার জীবনলাভ করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

\* রুরুশতাব্দী সপ্তষ্টপাং প্রাপ্য চাকলোচনাম্ । ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

উপায়স্ত্ব প্রকর্তব্যঃ সৰ্ব্বথা শাস্ত্রসম্মতঃ ।

মণিমন্ত্রোষধীভিশ্চ বিধিবৎপ্রাণরক্ষণে ॥ ৪১ ॥

ইতু্যক্ত্বা সচিবান্ রাজা কল্পয়িত্বা সুরক্ষকান্ ।

কারয়িত্বাথ প্রাসাদং সপ্তভূমিকমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥

আরুরোহোত্তরাসূনুঃ সচিবৈঃ সহ তৎক্ষণম্ ।

মণিমন্ত্রধরাঃ শূরাঃ স্থাপিতাস্তত্র রক্ষণে ॥ ৪৩ ॥

প্রেষয়ামাস ভূপালো মুনিং গৌরমুখং ততঃ ।

প্রসাদার্থং সেবকশ্চ ক্ষমস্বেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমিতস্ততঃ ।

মন্ত্রীপুত্রঃ স্থিতস্তত্র স্থাপয়ামাস দন্তিনঃ ॥ ৪৫ ॥

ন কশ্চিদারুহেত্তত্র প্রাসাদে চাতিরক্ষিতে ।

বাতোহপি ন চরেত্তত্র প্রবেশে বিনিবার্যতে ॥ ৪৬ ॥

ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং রাজা তত্রস্থশ্চ চকার সঃ ।

স্নানসন্ধ্যাদিকং কৰ্ম তত্রৈব বিনিবর্ত্য চ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যুক্তেতি । সুরক্ষকান্ কল্পয়িত্বা স্থাপয়িত্বা সপ্তভূমিকং প্রাসাদং বৃহদ্রক্ষ্মায়াটালকং কারয়িত্বা উত্তরাসূনুঃ পরীক্ষিৎ সচিবৈঃ সহ আরুরোহেতি পরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ ) প্রেযয়ামাসেতি । যেন মুনিঃ শাপো দত্তস্তং মুনিং প্রতি সেবকশ্চ মম প্রসাদার্থং পুনঃপুনঃ ক্ষমস্বেতি প্রার্থয়িতুং গৌরমুখং মুনিং প্রেযয়ামাসেত্যশ্রয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণানিতি । ইতস্ততো-যত্র কুত্রচিদ্ধিদ্যমানান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমানিনায়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ বাতোহপীতি । বিনি-

অতএব, মন্ত্রিগণ ! প্রাণরক্ষার জন্ত মণি মন্ত্র এবং ওষধি সকলের দ্বারা শাস্ত্র সম্মত যথা-বিধানে উপায় করা সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য ॥ ৪১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকে এইরূপ বলিয়া প্রধান প্রধান রক্ষক সকল সংস্থাপন পূর্বক একটি সুন্দর অতি উচ্চ সপ্ততল প্রাসাদ নির্মাণানন্তর তাহার রক্ষার জন্ত চতুর্দিকে মণিমন্ত্রাদিধারী বলবান্ রক্ষিগণকে স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ তদনন্তর, মুনিবর শূদ্রীর ক্রোধশাস্তির জন্ত “সেবকের অপরাধ ক্ষমা করুন” ইহা বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে গৌরমুখ নামে মুনিকে পাঠাইলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে, আশ্রয়রক্ষার জন্ত চতুর্দিক হইতে সিদ্ধ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন । এদিকে মন্ত্রীপুত্র সেই স্থানে থাকিয়া হস্তিগণকে এক্রূপে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন যে, কোনও ব্যক্তি এই রক্ষিত প্রাসাদে আরোহণ করিতে না পারে ; অধিক কি নিষেধ-অনুমতির পর বায়ুরও সে স্থলে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না ; অস্ত্রের কথা আর কি বলিব ॥ ৪৫—৪৬ ॥ রাজা পরীক্ষিৎ এই স্থানে থাকিয়াই তক্ষকের আগমন দিবস গণনা করত



রাজকার্য্যানি সৰ্ব্বানি তত্রস্থশ্চাকরোম্পঃ ।

মন্ত্ৰিভিঃ সহ সংমন্ত্ৰ্য গণয়ন্দিবসানপি ॥ ৪৮ ॥

কশ্চিচ্চ কশ্যপো নাম ব্রাহ্মণো মন্ত্ৰিসত্তমঃ ।

শুশ্রাব চ তথা শাপং প্রাপ্তং রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ৪৯ ॥

স ধনার্থী দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কশ্যপঃ সমচিন্তয়ৎ ।

ব্রজামি তত্র যত্রাস্তে শপ্তো রাজা দ্বিজেন হ ॥ ৫০ ॥

ইতি কৃত্বা মতিং বিপ্রঃ স্বগৃহান্নিঃসৃতঃ পথি ।

কশ্যপো মন্ত্ৰবিদ্বিদ্ধান্ ধনার্থী মুনিসত্তমঃ ॥ ৫১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
কুরুবৃত্তান্তকথনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

বার্ধ্যতে সেবকৈরগ্ৰস্ত প্রবেশে তত্র কা বার্তেতি ভাবঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥ (রাজকার্য্যাণীতি ।  
তত্রস্থঃ প্রাসাদোপরি তিষ্ঠন্ । তক্ষকগমনদিবসান্ গণয়ন্ ॥ ৪৮ ॥

কশ্চিচ্ছেতি । মন্ত্ৰিসত্তমঃ মন্ত্ৰবিৎসু সত্তমঃ অগ্রণীরিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ স ধনার্থীতি । যত্র দ্বিজেন  
শপ্তো রাজা আস্তে তত্র ব্রজাগীতি সমচিন্তয়ৎ ॥ ৫০ ॥ বিপ্রঃ কশ্যপ ইতি মতিং কৃত্বা গৃহাৎ  
নিঃসৃতঃ নির্জগাম ॥ ৫১ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

জ্ঞান সন্ধ্যাদি এবং ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন ; অধিক কি, মন্ত্ৰিগণের সহিত  
মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যন্তও সেই স্থানে থাকিয়া নির্বাহ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ঋষিগণ ! এমন সময় কশ্যপ নামে কোনও মন্ত্ৰজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজার এই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণে  
রাজাকে তক্ষকবিষ ইহিতে মুক্ত করিয়া বহুতর ধন লাভ করিব এই আশায় এইরূপ বিবেচনা  
করিলেন যে, অভিশপ্ত রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত যে স্থানে আছেন আমি সেই  
স্থানে যাই । ব্রাহ্মণ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই ধন লাভের আশায় নিজ গৃহ ইহিতে নির্গত  
হইলেন ॥ ৪৯—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক ব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়-  
স্কন্ধে কুরুবৃত্তান্তকথন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

০২০১০০

সূত উবাচ ।

তস্মিন্নেব দিনে নান্না তক্ষকস্তং নৃপোত্তমম্ ।  
শপ্তং জাহ্না গৃহান্তূর্ণং নিঃসৃতং পুরুষোত্তমঃ ॥ ১ ॥  
বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন তক্ষকঃ পথি নির্গতঃ ।  
অপশ্যৎ কশ্যপং মার্গে ব্রজন্তং নৃপতিং প্রতি ॥ ২ ॥  
তমপৃচ্ছৎ পন্নগোহসৌ ব্রাহ্মণং মন্ত্রবাদিনম্ ।  
ক ভবাংস্বরিতো যাতি কিঞ্চ কার্য্যং চিকীর্ষতি ॥ ৩ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

পরীক্ষিতং নৃপশ্রেষ্ঠং তক্ষকশ্চ প্রধক্ষ্যতি ।  
তত্রাহং স্বরিতো যামি নৃপং কর্তুং মপজ্বরম্ ॥ ৪ ॥  
মন্ত্রোহস্তি মম বিপ্রেন্দ্র ! বিষনাশকরঃ কিল ।  
জীবয়িষ্যাম্যহং তং বৈ জীবিতব্যেহধুনা কিল ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈঃ বট্টপদৈশ্চ তক্ষকদ্বিজয়োঃ কথাম্ ।

সমাপ্য তক্ষকেণাথো রাজা নৃত ইতীৰ্য্যতে ॥

তস্মিন্নেব দিনে ইতি । যস্মিন্দিনে কশ্যপো গৃহান্নির্গত স্তস্মিন্নেবেত্যর্থঃ । পুরুষোত্তমঃ পুরুষাকৃতিঃ সন্ ॥ ১ ॥ (কীদৃশরূপেণ পথি নির্গত ইত্যত আহ বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেনেতি । নৃপতিং প্রতি পরীক্ষিতমুদ্दिश্য ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ মন্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণদর্শনেन সন্দিহানস্তক্ষকস্তস্য চিকীর্ষানব-গম্যমপৃচ্ছৎ ক ভবানিতি । স্বরিতস্তরাবৃত্তঃ ॥ ৩ ॥ অপজ্বরং প্রশমিতবিষত্বেন লক্ষস্বাস্থ্যম্ ॥ ৪ ॥ জীবিতব্যে আয়ুষ্যে সতি । তদভাবে ব্রহ্মণাপি জীবয়িতুমশক্যত্বাদিতি ॥ ৫ ॥ অহং স ইতি ।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! যে দিবস দ্বিজবর কশ্যপ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, সেই দিবসেই তক্ষক, নৃপবর পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মণাপে অভিশপ্ত জানিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং পরীক্ষিৎ-নৃপতির আরোগ্যের জন্ত দ্বিজ কশ্যপ পথিমধ্যে গমন করিতেছেন ইহা দেখিতে পাইল ॥ ১—২ ॥ তক্ষক সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এত সত্ত্বর কোথায় যাইতেছেন এবং কি কার্য্যের জন্ত ই বা অভিলষী হইয়াছেন ? ॥ ৩ ॥

কশ্যপ কহিলেন, নৃপবর পরীক্ষিৎকে তক্ষকে দংশন করিবে শুনিয়াছি, এই জন্ত আমি সেই নৃপতিকে আরোগ্য করিতে সত্ত্বর সেই স্থানে গমন করিতেছি ॥ ৪ ॥ দ্বিজবর ! আমার

তক্ষক উবাচ ।

অহং স পন্নগো ব্রহ্মান ! তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্ ।  
নিবর্তস্ব ন শক্তস্ত্বং ময়া দৰ্শ্যং চিকিৎসিতুম্ ॥ ৬ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

অহং দৰ্শ্যং ত্বয়া সৰ্প ! নৃপং শপ্তং দ্বিজেন বৈ ।  
জীবয়িষ্যাম্যসন্দেহং কামং মন্ত্রবলেন বৈ ॥ ৭ ॥

তক্ষক উবাচ ।

যদি ত্বং জীবিতুং যাসি ময়া দৰ্শ্যং নৃপোত্তমম্ ।  
মন্ত্রশক্তিৰলং বিপ্র ! দৰ্শয় ত্বং মমানঘ ! ।  
ধক্ষ্যাম্যেনঞ্চ ত্র্যগোধং বিষদংষ্ট্রাভিরদ্য বৈ ॥ ৮ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

জীবয়িষ্যে ত্বয়া দৰ্শ্যং দক্ষং বা পন্নগোত্তম ! ॥ ৯ ॥

সূত উবাচ ।

অদশং পন্নগো বৃক্ষং ভস্মসাক্ষ চকার তম্ ।

উবাচ কশ্যপং ভূয়ো জীবয়েনং দ্বিজোত্তম ! ॥ ১০ ॥

যশ্চ বিষং নাশয়িতুমিচ্ছসি সোহহং তক্ষকোহুশ্চি রাজানমধুনৈব ধক্ষ্যামি ভস্মসাৎকরিষ্যামি ॥৬॥  
অসন্দেহং মৃতশরীরম্ (নিশ্চয়মিতি বা) ॥৭॥ (কশ্যপশ্চ মন্ত্রবলং বিবিদিষুস্তশ্চ পরীক্ষার্থমাহ যদি  
ত্বমিতি । জীবিতুং জীবয়িতুমিত্যর্থঃ । মম ইতি সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী ॥৮॥) ত্র্যগোধং বটম্ ॥ ৯ ॥

নিকট বিষনাশক মন্ত্র আছে, যদি এক্ষণে আরু থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সেই মন্ত্র-  
বলে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব ॥ ৫ ॥

কশ্যপের এইকথা শ্রবণ করিয়া তক্ষক কহিল, বিপ্র ! আমিই সেই তক্ষক নামক সৰ্প,  
আমিই সেই মহারাজকে দংশন করিব । তুমি নিবৃত্ত হও ! কারণ, আমি যাহাকে দংশন  
করিব তুমি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬ ॥

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক ! রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই তুমি  
তাঁহাকে দংশন করিবে ; কিন্তু, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি দংশন করিলে আমি মন্ত্রবলে  
তাঁহাকে বাঁচাইতে সমর্থ হইব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

তক্ষক কহিল, বিপ্রবর ! আমি দংশন করিলে যদি সত্যই তুমি সেই নৃপতিকে  
বাঁচাইতে যাইতেছ, তবে অগ্রে আমাকে তোমার মন্ত্রের কতদূর শক্তি তাহা দেখাও ?  
এক্সণে আমি এই ত্র্যগোধবৃক্ষকে বিষদস্ত দ্বারা দংশন করিতেছি । ইহা শুনিবামাত্র কশ্যপ  
কহিলেন, সৰ্পবর ! তুমি এ বৃক্ষটীকে দংশনই কর অথবা বিষায়িত্তে দগ্ধই কর, আমি  
নিশ্চয়ই এই বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিব ॥ ৮—৯ ॥



দৃষ্টা ভস্মীকৃতং বৃক্ষং পন্নগেন বিষাগ্নিনা ।  
 সৰ্ব্বং ভস্ম সমাহৃত্য কশ্যপো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥  
 পশ্য মন্ত্রবলং মেহদ্য অগ্নৌধং পন্নগোত্তম ! ।  
 জীবয়াম্যদ্য বৃক্ষং বৈ পশ্যতন্তে মহাবিষ ! ॥ ১২ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা জলমাদায় কশ্যপো মন্ত্রবিত্তমঃ ।  
 সিমেষ ভস্মরাশিং তং মন্ত্রিতেনৈব বারিণা ॥ ১৩ ॥  
 তদ্বারিসেচনাজ্জাতো অগ্নৌধঃ পূৰ্ব্ববচ্ছূভঃ ।  
 বিস্ময়ং তক্ষকঃ প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা তং জীবিতং নগম্ ॥ ১৪ ॥  
 তদাহ কশ্যপং নাগঃ কিমর্থং তে পরিশ্রমঃ ।  
 সম্পাদয়ামি তং কামং ব্রুহি বাঁড়ব ! বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

বিভার্থী নৃপতিং মত্বা শপ্তং পন্নগ ! নিঃসৃতঃ ।  
 গৃহাদহং চোপকর্তুং বিদ্যয়া নৃপসত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

(অদশদিতি । বৃক্ষং অগ্নৌধং ভস্মসাৎ চকার বিষাগ্নিনা দগ্ধং চকার । ভূয়ঃ পুন-  
 রপি উবাচ এতেন সৌরুষ্ঠনোক্তিঃ সূচিতা ॥ ১০—১১ ॥ পশ্যেতি । মন্ত্রবলং মন্ত্রশক্তিম্ ।  
 পশ্যতন্তে ইত্যত্রানাদরে ষষ্ঠী পশ্যন্তং ত্রামনাদৃত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ পূৰ্ব্ববৎ যথা-  
 পূৰ্ব্বং শাখাপ্রশাখাদিসমেত ইত্যর্থঃ । ) নগং বৃক্ষম্ ॥ ১৪ ॥ কিমর্থমিতি । কিং ধনলোভার্থ-  
 মিথং প্রয়াসং করোষি অথবা প্রতিষ্ঠার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ হে পন্নগ ! নৃপতিং শপ্তং মত্বা বিদ্যয়া  
 সঞ্জীবন্তা নৃপসত্তমমুপকর্তুং বিভার্থক গৃহাদহং নিঃসৃত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সকামোহহমিতি ।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! তক্ষক সেই বৃক্ষটিকে দংশন করিয়া ভস্মসাৎ করিল এবং গর্ভ-  
 সহকারে পুনর্ব্বার কশ্যপকে কহিল, ওহে বিপ্রবর ! এক্ষণে এই বৃক্ষটিকে জীবিত কর ॥ ১০ ॥  
 কশ্যপ বৃক্ষটিকে তক্ষকের বিষবহ্নি দ্বারা ভস্মীকৃত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ  
 পূৰ্ব্বক বলিলেন, ওহে সর্পবর ! তোমার বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়াছি । এক্ষণে,  
 আমার মন্ত্রবল দেখ ? আমি এই অগ্নৌধবৃক্ষটিকে তোমার সন্মুখেই বাঁচাইতেছি ॥ ১১—১২ ॥

সেই মন্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ কশ্যপ এই কথা বলিয়াই জলগ্রহণ করিলেন, এবং সেই জল মন্ত্রপূত  
 করিয়া ভস্মরাশির উপর সেচন করিলেন ॥ ১৩ ॥ ঋষিগণ ! এই জল সেচন করিবামাত্র  
 অগ্নৌধবৃক্ষ পূৰ্ব্বের আয় শাখা প্রশাখাদির সহিত পুনর্জীবিত হইল । তক্ষক বৃক্ষকে জীবিত  
 দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, তক্ষক কশ্যপকে বলিল, বৃক্ষন ! তুমি এত  
 পরিশ্রম করিয়া কিজ্ঞা রাজার নিকট যাইতেছ ? তোমার অভিলাষ কি আমি তাহা  
 সম্পন্ন করিতেছি ॥ ১৫ ॥

তক্ষক উবাচ ।

বিত্তং গৃহাণ বিপ্রেন্দ্র ! যাবদিচ্ছসি পার্থিবাৎ ।  
দামি স্বগৃহং যাহি সকামোহহং ভবাম্যতঃ ॥ ১৭ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছৃদ্ধা বচনং তস্মৈ কশ্যপঃ পরমার্থবিৎ ।  
চিন্তয়ামাস মনসা কিং করোমি পুনঃপুনঃ ॥ ১৮ ॥  
ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং প্রয়ামি যদ্যহং পুনঃ ।  
ভবিষ্যতি ন মে কীর্তির্লোকে লোভসমাজ্রয়াৎ ॥ ১৯ ॥  
জীবিতেহথ নৃপশ্রেষ্ঠে কীর্তিঃ শ্রাদ্ধচলা মম ।  
ধনপ্রাপ্তিশ্চ বহুধা ভবেৎ পুণ্যঞ্চ জীবনাৎ ॥ ২০ ॥  
রক্ষণীয়ং যশঃ কামং ধিগ্ধনং যশসা বিনা ।  
সর্বস্বং রঘুণা পূৰ্ব্বং দত্তং বিপ্রায় কীর্তয়ে ॥ ২১ ॥

অতস্তব গমনাদহং সকামঃ পূৰ্ণকামো ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ (তদিত্তি । তস্মৈ তক্ষকস্মৈ তৎ পূৰ্ব্বোক্তং বিত্তপ্রলোভনকরং বাক্যং শ্রুত্বা অধুনাহং কিং করোমি রাজসমীপং গচ্ছামি ন বা ইত্যাদিকং চিন্তয়ামাস ॥ ১৮ ॥) রাজানং ন গত্বা তক্ষকান্মধ্যে এব ধনগ্রহণে ধনং তু লব্ধং পরন্তু রাজসঞ্জীবনজন্তু। মহতী কীর্তির্ন শ্রাদ্ধাৎ ॥ ১৯ ॥ গমনে তু ফলত্রয়ং ভবিষ্যতীত্যাহ জীবিতেহথেতি ॥ ২০ ॥ (কীর্তিধনয়োঃ পুণ্যলঘুত্বং সূচয়ম্ভাহ রক্ষণীয়মিতি । যশ এব সর্বথা রক্ষণীয়ং যশসা বিনা ধনং ধিক্ কীর্তিরহিতধনলাভেনালমিত্যর্থঃ । ইদমেব

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক ! আমি নৃপতিকে সর্পদংশন-শাপে অতিশপ্ত জানিয়া মন্ত্রবলে তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তাহার উপকার সাধনপূৰ্ব্বক কিছু ধন পাইব এই আশায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

তক্ষক কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রবর ! তুমি রাজা পরীক্ষিতের নিকট হইতে যত ধন পাইতে ইচ্ছা কর তাহা আমি প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর এবং গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও ; তাহা হইলেই আমি পূৰ্ণমনোরথ হই ॥ ১৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পরমমন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন সেই কশ্যপ তক্ষকের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কি করি, যদি ধন গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে এই লোভ জন্ত জগতে ত আমার যশ হইবে না ; আর যদি নৃপবর পরীক্ষিত জীবন লাভ করেন, তাহা হইলে ইহ জগতে আমার অচলা কীর্তি থাকিবে অথচ আমিও বহু ধন লাভ করিব এবং জীবন দান হেতু আমার মহৎপুণ্যও হইবে ॥ ১৮—২০ ॥ অতএব, সৰ্ব্বপ্রকারে যশোরক্ষা করাই কর্তব্য ; যে ধনলাভে যশ নাই সে লাভকে ধিক্ ! পূৰ্ব্বকালে রঘুরাজ যশের জন্তই যাচক ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব প্রদান করিয়া-

হরিশ্চন্দ্রেণ কর্ণেন কীর্ত্যর্থং বহুবিস্তরম্ ।

উপেক্ষেয়ং কথং ভূপং দহমানং বিষায়িনা ॥ ২২ ॥

জীবিতেহদ্য ময়া রাজ্ঞি স্মৃথং সর্বজনস্ম চ ।

অরাজকে প্রজানাশো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

প্রজানাশস্য পাপং মে ভবিষ্যতি মৃতে নৃপে ।

অপকীর্তিঞ্চ লোকেষু ধনলোভাদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

ইতি সঙ্কিস্ত্য মনসা ধ্যানং কৃত্বা স কশ্যপঃ ।

গতায়ুষঞ্চ নৃপতিং জ্ঞাতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ২৫ ॥

আপন্নমৃত্যুং রাজানং জ্ঞাত্বা ধ্যানেন কশ্যপঃ ।

গৃহং যযৌ স ধর্ম্মাত্মা ধনমাদায় তক্ষকাং ॥ ২৬ ॥

নিবর্ত্য কশ্যপং সর্পঃ সপ্তমে দিবসে নৃপম্ ।

হস্তকামো জগামাশু নগরং নাগনাহ্নয়ম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টান্তেন সমর্থয়ম্‌হ সর্বস্বমিতি ॥ ২১ ॥) উপেক্ষেয়ং কথমুপেক্ষাং কুর্য়ামহম্ ॥ ২২ ॥ ময়া ধার্ম্মিকে রাজ্ঞি জীবিতে সর্বজনস্মৃথং শ্রাদিত্যপি মহাকলম্ । অজীবিতে তু দোষপ্রাপ্তিঞ্চ ফলম্ ॥ ২৩ ॥ অহো ! ধনলোভেন দুষ্টেনাহনেন ধার্ম্মিকো রাজা ন রক্ষিতঃ প্রজাশ্চ নাশিতা ইত্যপকীর্তিঃ শ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি বিচার্য্যাহধুনা ময়া কিংকর্তব্যমিতি নিশ্চেতুং যোগজ-জ্ঞানেন ধ্যানং কৃতবাংস্তস্মিংশ্চ ধ্যানে গতায়ুষং নৃপতিং জ্ঞাতবান্ ॥ ২৫ ॥ (আপন্নমৃত্যুমিতি । যোগী কশ্যপস্ত ধ্যানেন রাজানং পরীক্ষিতঃ আপন্নমৃত্যুং সন্নিহিতমরণং বিজায় তক্ষকাং ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং যযৌ । তক্ষকদংশনাৎ পরং রাজাসৌ কেনোপায়েনাপি ন জীবিস্যতীতি যদায়ং যোগবলেন জ্ঞাতবান্ তদৈব তক্ষকাং ধনং জগ্রাহ অত্রথা তাদৃশধর্ম্মাত্মনাং কথমেতাদৃশী নীচপ্রবৃত্তিঃ শ্রাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ নিবর্ত্যেতি । সর্পস্তক্ষকঃ কশ্যপং কীর্ত্তিবিনাশসমুদাতমিতি

ছিলেন । কেবল রঘুরাজ কেন ? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এবং কর্ণও কীর্ত্তির নিমিত্ত অনেক করিয়া-ছেন । আর বিশেষত নৃপতি বিষায়ির দ্বারা দহমান হইবেন ইহা জানিয়াও আমি কি করিয়া উপেক্ষা করিব ? ॥ ২১-২২ ॥ যদি আজ আমি রাজাকে জীবিত করিতে পারি তাহা হইলে সকল লোকেরই স্মৃথ সাধন করা হইবে ; কারণ, অরাজক হইলে নিশ্চয়ই প্রজা নাশ হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩ ॥ আর এক কথা, রাজার মৃত্যু হইলে যে প্রজানাশ হইবে তাহার পাপ আমারই হইবে ; আর নিশ্চয়ই এই ধনলোভ বশতঃ সর্বত্র আমার অপঘণ হইবে ॥ ২৪ ॥ ঋষিগণ ! সেই বুদ্ধিমান কশ্যপ এইরূপে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে পরীক্ষিতের পরমায়ু শেষ হইয়াছে । অতএব, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ইহা স্থির করিয়া তক্ষকের নিকট হইতে ধন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

তক্ষক এইরূপে দ্বিজবর কশ্যপকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সপ্তম দিবসে রাজাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং নগরের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া



শুশ্রাব নগরস্থান্তে প্রাসাদস্থং পরীক্ষিতম্ ।

মণিমন্ত্রৌষধৈঃ কামং রক্ষ্যমাণমতন্দ্রিতম্ ॥ ২৮ ॥

চিন্তাবিষ্টস্তদা নাগো বিপ্রশাপভয়াকুলঃ ।

চিন্তয়াগাস যোগেন প্রবিশেষং গৃহং কথম্ ॥ ২৯ ॥

বঞ্চয়ামি কথঞ্চনং রাজানং পাপকারিণম্ ।

বিপ্রশাপাদ্রুতং মূঢ়ং বিপ্রপীড়াকরং শঠম্ ॥ ৩০ ॥

পাণ্ডবানাং কুলে জাতঃ কোহপি নৈতাদৃশো ভবেৎ ।

তাপসশ্চ গলে যেন মৃতঃ সর্পো নিবেশিতঃ ॥ ৩১ ॥

কৃত্বা বিগর্হিতং কৰ্ম্ম জানন্ কালগতিং নৃপঃ ।

রক্ষকান্ ভবনেন কৃত্বা প্রাসাদমভিগম্য চ ॥ ৩২ ॥

মৃত্যুং বঞ্চয়তে রাজা বর্ততেহদ্য নিরাকুলঃ ।

তং কথং ধক্ষয়িম্যামি বিপ্রবাক্যেন চোদিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ন জানাতি চ মন্দাত্মা মরণে হ্রনিবর্তনম্ ।

তেনাসৌ রক্ষকান্ স্থাপ্য সৌধারুঢ়োহদ্য মোদতে ॥ ৩৪ ॥

ভাবঃ । নিবর্ত্য পূৰ্ব্বোক্তধনদানাদিকৌশলেনেত্যর্থঃ । সপ্তমে দিবসে রাজানং জিঘাংসু-  
ইস্তিনাপুরং গতবান্ ॥ ২৭—২৮ ॥ ) বিপ্রশাপভয়াকুল ইতি । যদি রাজা ময়া ন দশ্রুতে  
তদা রাজশাপদাতা ব্রাহ্মণো মাং শপেদিতি ভয়াকুল ইত্যর্থঃ । যোগেন কেনোপায়ে-  
নেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (বঞ্চয়ামীতি । রাজা তু মণিমন্ত্রৌষধাদিভির্মাং বঞ্চয়িতুং সমুদ্যতঃ অতঃ শঠে  
শাঠ্যং সমাচরেদিতি ত্রায়তঃ কথং কেন প্রকারেণ অহমপি এনং শঠং বঞ্চয়ামি । বিপ্রশাপা-  
দিতি । অহো যদৈব ব্রহ্মশাপো জাতস্তদৈবায়ং মৃতঃ কিন্তু মৃঢ়োহয়ং পাপকারী তদপি ন  
জানাতিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ অধুনা রাজানং তিরস্কুৰ্ম্মহ । পাণ্ডবানামিতি । ব্রাহ্মণাবমাননা  
পাণ্ডবকুলোৎপন্নেন কেনাপি ন কৃত্য অনেন তু কৃত্য অতোহয়ং পাণ্ডবকুলান্ধার ইতি  
ভাবঃ ॥ ৩১ ॥ কৃত্বেতি । বিগর্হিতং নিন্দিতং কৰ্ম্ম বিজাবমাননারূপমিত্যর্থঃ । কালশ্চ গতিং

শুনিলেন যে, পরীক্ষিত মণিমন্ত্র-ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস  
করিতেছেন ॥ ২৭—২৮ ॥ তক্ষক ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি  
আমি সপ্তম দিবসে রাজাকে দংশন করিতে না পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই শূদ্রী মুনি  
আমাকে শাপপ্রদান করিবেন ; এক্ষণে কিরূপে এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করি এবং কিরূপেই  
বা ব্রাহ্মণপীড়াকর পাপকার্য্যকারী অতএব ব্রহ্মশাপে মৃতপ্রায় এই শঠ রাজাকে বঞ্চনা  
করি ॥ ২৯—৩০ ॥ হায় ! পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া তপস্বিদিগের গলদেশে মৃত সর্প  
প্রদান করে এরূপ ত কেহই হয় নাই ॥ ৩১ ॥ এই মূঢ় রাজা নিন্দিত কৰ্ম্ম করিয়া কালের  
কুটিলগতি জানিয়াও রক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিয়া

যদি বৈ বিহিতো মৃত্যুর্দৈবেনামিততেজসা ।  
 স কথং পরিবর্তেত কৃতৈর্যত্নৈস্ত কোটিভিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 পাণ্ডবস্ত চ দায়াদো জানন্ মৃত্যুং গতং নৃপঃ ।  
 জীবনে মতিমান্স্থায় স্থিতঃ স্থানে নিরাকুলঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দানপুণ্যাদিকং রাজা কর্তুমর্হতি সর্বথা ।  
 ধর্মেণ হন্যতে ব্যাধির্যেনায়ুঃ শাস্বতং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥  
 নোচেন্মৃত্যুবিধিং কৃত্বা স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 মরণং স্বর্গলোকায নরকায়ান্থথা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥  
 দ্বিজপীড়াকৃতং পাপং পৃথগ্বাস্ত চ ভূপতেঃ ।  
 বিপ্রশাপস্তথা ঘোর আসন্ন মরণে কিল ॥ ৩৯ ॥

কালগতিহ্রনিবার্য্যেব ইতি জানন্নপি ॥ ৩২—৩৩ ॥ ন জানাতীতি । গন্দায়া মৃত্যোহয়ং মরণে  
 অনিবর্তনং জীবানাং স্থিরমৃত্যুত্বং ন জানাতি তেনৈব সোধে প্রাসাদে আক্লুতঃ সন্ মোদতে  
 ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥) মৃত্যুং গতং নষ্টমিতি জানন্ । জীবনে মতিঃ বুদ্ধিমান্স্থায়ৈত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ভবেদिति । ইতি হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ নোচেদिति । যদ্যেতস্ত মনসি নোচেত্তর্হি মৃত্যুবিধিং  
 আসন্নমৃত্যোর্যো বিধিস্তং কৃত্বা স্নানদানাদিক্রিয়াঃ কৃত্বা স্বর্গলোকায স্বর্গলোকং গন্তুং মরণং  
 প্রতীক্লেত । অন্থথা স্নানাদিক্রিয়াহভাবে মরণং নরকায় ভবেদिति ভয়ান চ তথাহয়ং করোতি  
 তস্মীন্মৃত্যুং জিতবানহমিতি জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ দ্বিজপীড়াকৃতং পাপমস্ত জাতং তথা  
 বিপ্রশাপোহপি জাতস্তাবুভাবপ্যাসন্নমরণে এব ভবতো নান্থথা তস্মাদয়মাসন্নমরণ ইত্যর্থঃ ।

মৃত্যুকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । আমি এক্ষণে, ব্রহ্মবাক্যে প্রেরিত হইয়াও কি  
 উপায়ে ইহাকে দংশন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই দুর্বুদ্ধি ত জানিতে পারিতেছে না যে, মৃত্যু  
 কখন নিবৃত্ত হইবার নয় । বোধ হয় এই জন্তই এক্ষণে ব্রহ্মকগণকে নিযুক্ত করিয়া প্রাসাদে  
 আরোহণ পূর্বক আমোদ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ হায় ! অমিতপরাক্রমশালী দৈব যদি মৃত্যু  
 স্থির করিয়া থাকে তাহা হইলে কোটি কোটি বহু দ্বারাও সে যে কখনই প্রতিনিবৃত্ত  
 হইবে না বোধ হয় এ মূঢ় তাহা অবগত নহে ॥ ৩৫ ॥ ইহাও অতি আশ্চর্য্যেব বিষয় যে,  
 পরীক্ষিৎ পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এবং মৃত্যুই স্থির ইহা জানিয়াও জীবনের আশা  
 করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ আমার মতে এক্ষণে সর্ব-  
 প্রকারে রাজার দান পুণ্যাদি কৰ্ম্ম করা উচিত । কারণ, ধর্ম্ম দ্বারা ব্যাধিনাশ এবং দীর্ঘ-  
 জীবনও লাভ হইতে পারে । আর যদি তাহাই না হয়, তথাপি মৃত্যুকালে কর্তব্য স্নান-  
 দানাদি পুণ্যকৰ্ম্ম করিয়া মৃত্যুলাভ হইলে স্বর্গে গমন হইবে ; অন্থথা নরকে যাইতে হইবে  
 সন্দেহ নাই ॥ ৩৭—৩৮ ॥ একে ত ব্রাহ্মণ-পীড়ন জন্ত গুরুতর পাপ ! তাহাতে আবার ঘোর  
 ব্রহ্মশাপ !! ইহার মধ্যে প্রত্যেকটি পৃথকরূপে যে আসন্ন মৃত্যুর কারণ, তাহা কি এই মূঢ়

ন কোহপি ব্রাহ্মণঃ পার্শ্বে য এবং প্রতিবোধয়েৎ ।

বেধসা বিহিতো যুত্মরনিবার্যাস্তু সৰ্ব্বথা ॥ ৪০ ॥

ইতি সঞ্চিস্ত্য সর্পোহসৌ স্বামাগামিকটে স্থিতান্ ।

কৃৎস্না তাপসবেশাংস্তান্ প্রাহিণোৎ স্তুভুজঙ্গমান্ ॥ ৪১ ॥

ফলমূলাদিকং গৃহ্য রাজ্ঞে নাগোহথ তক্ষকঃ ।

স্বয়ঞ্চ কীটরূপেণ ফলমধ্যে সসার হ ॥ ৪২ ॥

নির্গতাশ্চ তদা নাগাঃ ফলান্চাদায় সত্বরাঃ ।

তে রাজভবনং প্রাপ্য স্থিতাঃ প্রাসাদসন্নিধৌ ॥ ৪৩ ॥

রক্ষকাস্তাপসান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ স্তচ্ছিকীর্ষিতম্ ।

উচুস্তে ভূপতিং দ্রষ্টুং প্রাপ্তাঃ স্মোহদ্য তপোবনাৎ ॥ ৪৪ ॥

অভিমন্যুশ্চ তং বীরং কুলার্কং চারুদর্শনম্ ।

পরিবর্দ্ধয়িতুং প্রাপ্তা মন্ত্রেণাথর্কর্ষণৈস্তথা ॥ ৪৫ ॥

নিবেদয়ধ্বং রাজানং দর্শনার্থাগতান্মুনীন্ ।

কৃৎস্নাভিষেকান্ যাস্যামো দত্ত্বা মিষ্টফলানি চ ॥ ৪৬ ॥

ইদং স্বয়ং ন জানাত্যেতাদৃশো যুত্মোহয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥ ( অধুনা পরীক্ষিতোবধুনে তক্ষকস্ত চাতুর্য্যং বর্ণয়ন্তাহ কুণ্ঠেতি ॥ ৪১ ॥ ) গৃহ্ণেতি ল্যবস্তমার্ষং সংগৃহ্ণেত্যর্থঃ । সসার গতবান্ ॥ ৪২—৪৪ ॥ ( রাজানং প্রলোভয়িতুমাহ পরিবর্দ্ধয়িতুমিতি । আথর্কর্ষণৈরগর্কর্ষ-বেদোক্তৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অভিষেকান্ কৃৎস্না আশীর্বাদসলিলৈরিত্যি শেষঃ । তথা মিষ্টফলানি দত্ত্বা

জানিতে পারিতেছে না ॥ ৩৯ ॥ হায় ! এমন কোন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কি ইহার নিকটে নাই ;  
যিনি দৈব-বিহিত যুত্ম সৰ্ব্বপ্রকারে অনিবার্য্য, ইহা সম্যাকরূপে ইহাকে বুঝাইয়া দেন ॥ ৪০ ॥

তক্ষক এইরূপে নানাবিধ চিন্তা করত নিকটস্থিত আত্মীয় সর্পগণকে তপস্বিবেশে  
কতকগুলি ফলমূলাদি গ্রহণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিবার জন্ত রাজনিকটে প্রেরণ  
করিল এবং স্বয়ং কীটরূপ ধারণ করিয়া সেই ফলমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৪১—৪২ ॥  
অনন্তর, সেই সর্পসকল ফল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র রাজভবনে যাইয়া যে প্রাসাদে রাজা  
পরীক্ষিত আছেন সেই প্রাসাদনিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৪৩ ॥ রক্ষকগণ তপস্বীদিগকে  
দেখিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল । অনন্তর, সেই তপস্বিবেশধারী সর্প-  
গণ কহিল যে, অদ্য আমরা পাণ্ডববংশের সূর্য্যস্বরূপ সেই বীরবর অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিতকে  
দেখিবার জন্ত এবং অথর্কর্ষবেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্ত তপোবন হইতে আসি-  
য়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রক্ষকগণ ! তোমরা শীঘ্র রাজাকে জানাও যে, আপনাকে দেখিবার জন্ত  
কতকগুলি মুনি আসিয়াছেন । দেখ, আমরা রাজাকে আশীর্বাদ-সলিলে অভিষেক করিয়া



ভারতানাং কূলে কাপি ন দৃষ্টো দ্বাররক্ষকাঃ ।  
 ন শ্রুতং তাপসানাস্তু রাজ্ঞোহসন্দর্শনং কিল ॥ ৪৭ ॥  
 আরোহামো বয়ং তত্র যত্র রাজা পরীক্ষিতঃ ।  
 আশীর্ভির্বর্দ্ধয়িত্বৈনং দত্তাজ্ঞাঃ প্রত্ৰজামহে ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং তাপসানাস্তু রক্ষকাঃ ।  
 প্রত্যাচুস্তান্ দ্বিজান্মহা নিদেশং ভূপতেষ্যথা ॥ ৪৯ ॥  
 নাদ্য বো দর্শনং বিপ্রা রাজ্ঞঃ স্যাদিতি নো মতিঃ ।  
 শ্বঃ সর্বতাপসৈরত্র ত্রাগন্তব্যং নৃপালয়ে ॥ ৫০ ॥  
 অনারোহস্তু প্রাসাদো বিপ্রাণাং মুনিসত্তমাঃ ! ।  
 বিপ্রশাপভয়াদ্রাজ্ঞা বিহিতোহস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥  
 তদোচুস্তানথো বিপ্রাঃ ফলমূলজলানি চ ।  
 বিপ্রাশিষশ্চ রাজ্ঞেহথ গ্রাহয়ন্তু সুরক্ষকাঃ ॥ ৫২ ॥

চ যাশ্চাম ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ ) রাজ্ঞঃ অসন্দর্শনমিতিচ্ছেদঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ ( প্রত্যাচুরিতি । ভূপতেঃ পরীক্ষিতো যথা নিদেশং আদেশং প্রাসাদারোহণনিষেধাদিক্রপমিত্যর্থঃ । তথা রক্ষকাস্তান্ ব্রাহ্মণবেশধারিণো নাগান্ দ্বিজান্ মহা ব্রাহ্মণদ্বেনাবধাৰ্য্য প্রত্যাচুঃ ॥ ৪৯ ॥ রাজনিদেশপ্রকারমাহ নাদ্যেতি । অদ্য বো যুগ্মকং সম্বন্ধে রাজ্ঞো দর্শনং ন শ্রুতং নোহস্মাকং ইতি মতিঃ বয়ং ইত্যেবং সম্বন্ধমহে ইত্যর্থঃ । অতঃ শ্বঃ আগামিদিনে সর্কৈঃ পুনরত্র নৃপালয়ে আগন্তব্যং রাজদর্শনাগ ইতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ রাজ্ঞোহদর্শনে কারণমাহ অনারোহ ইতি । প্রাসাদোহয়ং বিপ্রাণামপি অনারোহঃ আরোহণাযোগ্যঃ । নহু বিপ্রা নির্দিবাদেন সর্বত্র গচ্ছন্তি কদাপি ব্রাহ্মণেভ্যঃ কশ্চাপি ভীতির্নাস্তীত্যাহ বিপ্রশাপভয়াদিতি ॥ ৫১ ॥ তদেতি ।

এবং এই মিষ্ট ফলগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিব ॥ ৪৬ ॥ ভাল, ইতিপূর্বে ত কখনই ভারতবংশে একরূপ দ্বার রক্ষক নিযুক্ত দেখি নাই অথবা তপস্বিগণের রাজ-দর্শনের অলাভও কখন শ্রবণ করি নাই ॥ ৪৭ ॥ রক্ষকগণ ! রাজা পরীক্ষিত যে স্থানে আছেন আমরা সেই স্থানে যাইব এবং রাজাকে আশীর্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া প্রস্থান করিব ॥ ৪৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রক্ষিপুরুষ সকল সেই তপস্বিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপতির আদেশ মত তাঁহাদিগকে বলিল ॥ ৪৯ ॥ বিপ্রগণ ! বোধ হয় অদ্য রাজার সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে না ; অতএব আপনারা কল্য সকলেই এই রাজগৃহে আগমন করিবেন ॥ ৫০ ॥ তপস্বিগণ ! এই প্রাসাদে ব্রাহ্মণগণের আরোহণ করিবার উপায় নাই ; কারণ, রাজা ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়াই বেঁ ইহা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৫১ ॥ অনন্তর, বিপ্রগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, রক্ষিগণ ! আমরা

তে গহ্বা নৃপতিং প্রোচুস্তাপসানাগতাজ্ঞনাঃ ।  
 রাজোবাচানয়ধ্বং বৈ ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৫৩ ॥  
 পৃচ্ছধ্বং তাপসান্ কার্য্যং প্রাতরাগমনং পুনঃ ।  
 প্রণামং কথয়ধ্বং মে নাদ্য সন্দর্শনং মম ॥ ৫৪ ॥  
 তে গহ্বাথ সমাদায় ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ।  
 রাজ্ঞে সমর্পয়ামাস্ত্ববহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫৫ ॥  
 গতেষু তেষু নাগেষু বিপ্রবেশারতেষু চ ।  
 ফলান্শাদায় রাজাসৌ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥  
 স্নুহদো ভক্ষয়ন্তুদ্য ফলান্যেতানি সর্ব্বশঃ ।  
 অদ্যহং চৈকমেতদ্বৈ ফলং বিপ্রার্পিতং মহৎ ॥ ৫৭ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা তৎ ফলং দত্ত্বা স্নুহদ্যশ্চোত্তরাস্নুতঃ ।  
 করে কৃত্বা ফলং পকং দদার নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥  
 বিদারিতং ফলং রাজ্ঞা তত্র কুমিরভূদগুঃ ।  
 স কৃষ্ণনয়নস্তাত্রো দৃষ্টো ভূপতিনা স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অথো অনন্তরং বিপ্রাঃ বিপ্রবেশধারিণস্তদা যদা কেনাপ্যুপায়েন প্রাসাদমারোহুং ন সমর্থ-  
 ত্বদৈব ইত্যর্থঃ । তান্ রক্ষকান্ উচুঃ । ভোঃ সুরক্ষকাঃ এতেন তেষাং যথাবৎ কর্তব্যতা-  
 পালকত্বং স্মৃতিতম্ । এতানি ফলমূলজলানি অশ্বদাশিষষ্ঠ রাজ্ঞে গ্রাহয়ন্তু ভবন্তু ইতি  
 শেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥ কিং কার্য্যমিতি পৃচ্ছধ্বং প্রাতরাগমনং যুগ্মাকং ভবত্বিতি শেষঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥  
 (স্নু শোভনং স্নুং হৃদয়ং যেষাং তে স্নুহদো বাকবাঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ ) ন মে ভয়মিতি । সপ্তম-

যথার্থই তোমাদের কর্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিতেছ ; এক্ষণে আশীর্বাদরূপ এই ফল  
 মূল এবং জল লইয়া রাজাকে প্রদান কর ॥ ৫২ ॥ অনন্তর, রক্ষিগণ রাজার নিকটে গমন  
 করিয়া আগত তপস্বিগণের সমস্ত কথা বলিল । রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমরা  
 সমস্ত ফলমূলাদি এই স্থানে আনয়ন কর এবং তপস্বিগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বল যে,  
 আমার নিকট তাহাদের কি প্রয়োজন ? অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কল্য প্রাতে  
 যেন পুনর্বার আগমন করেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ রক্ষিগণ রাজার এই আদেশ পাইয়া সেই সমস্ত  
 ফলমূলাদি গ্রহণ করত বহুসম্মান পূর্ব্বক রাজাকে সমর্পণ করিল ॥ ৫৫ ॥ এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ-  
 বেশধারি সর্প সকল প্রস্থান করিলে পর, রাজা পরীক্ষিৎ ফল সকল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে  
 বলিল, মন্ত্রিগণ ! তোমরা আমার পরম বন্ধু, অতএব এ সমস্ত ফল তোমরাই ভক্ষণ কর এবং  
 বিপ্র-প্রদত্ত বলিয়া ইহার মধ্য হইতে একটি মাত্র আমি ভক্ষণ করি ॥ ৫৬—৫৭ ॥ উত্তরাপুত্র  
 পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া এবং বন্ধুবর্গকে সেই সমস্ত ফল প্রদান করিয়া তন্মধ্য হইতে  
 নিজে একটি স্নপক ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ফল বিদারিত হইবামাত্র তন্মধ্যে

তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রাহ সচিবান্বিস্মিতানথ ।  
 অস্তমভ্যেতি সবিতা বিষাদদ্য ন মে ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥  
 অঙ্গীকরোমি তং শাপং কুমিকো মাং দশত্বয়ম্ ।  
 এবমুক্ত্বা স রাজেন্দ্রো গ্ৰীবায়াং সন্ম্যবেশয়ৎ ॥ ৬১ ॥  
 অস্তং যাতে দিবানাথে ধৃতঃ কণ্ঠেহথ কীটকঃ ।  
 তক্ষকস্ত তদা জাতঃ কালরূপো ভয়ানকঃ ॥ ৬২ ॥  
 রাজা সংবেষ্টিতস্তেন দৃষ্টশ্চাপি মহীপতিঃ ।  
 মন্ত্ৰিণো বিস্ময়ং প্রাপ্তা রুরুদুর্ভুশদুঃখিতাঃ ॥ ৬৩ ॥  
 ঘোররূপমহিং বীক্ষ্য দুঃস্বপ্নে ভয়ান্বিতাঃ ।  
 চুত্বুশ্চ রক্ষকাঃ সৰ্ব্বা হাহাকারো মহানভূৎ ॥ ৬৪ ॥  
 বেষ্টিতো ভোগিভোগেন বিনষ্টবহুপৌরুষঃ ।  
 নোবাচ নৃপতিঃ কিঞ্চিন্ন চচালোত্তরাস্থতঃ ॥ ৬৫ ॥

দিবসস্তাস্তং গতে সবিতরি তক্ষকস্তাভাবেন তক্ষকবিষজন্তুমরণভয়স্ত গত্যাদিতি ভাবঃ ॥৬০॥  
 অথ ব্রাহ্মণশাপসার্থক্যায় গ্ৰীবায়ামেতং কীটং স্থাপয়ামি স চ মাং দশত্ব তেন দৃষ্টে সতি  
 তক্ষকসদৃশকীটদংশনেনাপি যথাকথঞ্চিদব্রাহ্মণবাক্যসার্থক্যং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ অঙ্গী-  
 করোমীতি । ব্রাহ্মণবাক্যানৈরর্থক্যভাবেত্যর্থঃ । অঙ্গীকরোমীত্যনেন রাজ্ঞ উদ্ভাদশচ  
 ধ্বনিতঃ ॥ ৬১ ॥ অস্তং যাতে ইতি । অস্তগমনসময়ে এবতি ভাবঃ । তথাচ দিবৈব মরণেন  
 ব্রাহ্মণশাপো যথার্থো জাত ইতি বোধ্যম্ ॥৬২—৬৪॥ ন চচাল বৈধ্যাদিতি শেষঃ ॥৬৫—৬৭॥

একটা ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইল। রাজা স্বয়ং সেই কীটকে কক্ষলোচন এবং তাম্রবর্ণ নিরীক্ষণ  
 করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর, মন্ত্ৰিবর্গ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু রাজা এই কীট  
 দেখিয়া বিস্মিত মন্ত্ৰিগণকে বলিলেন, অদ্য সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন এক্ষণে আমার তক্ষক  
 বিষ হইতে আর ভয় নাই। অতএব, সেই ব্রহ্মশাপের মাত্র রক্ষা করি, এই উৎপন্ন কীট  
 আমাকে দংশন করুক। রাজা পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়াই তাহাকে গ্ৰীবাদেশে স্থাপন  
 করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥

অনন্তর, সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে যেমন ইহা কণ্ঠদেশে ধৃত হইল অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট  
 ভয়ানক কালস্বরূপ তক্ষক-মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং রাজাকে বেষ্টন করিয়াই দংশন করিল।  
 মন্ত্ৰিগণ ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে  
 আরম্ভ করিল ॥ ৬২—৬৩ ॥ সকলেই সেই সর্পের ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়েতে  
 সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। রক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এই সময়ে  
 সেই স্থানে একটা হাহাকার ধ্বনি সমুখিত হইল ॥৬৪॥ উত্তরাপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ সর্প দ্বারা  
 বেষ্টিত হইয়া সমস্ত বল হারাইয়াছিলেন এজ্ঞ চলিতে বা নড়িতে পারিলেন না ॥ ৬৫ ॥



উথিতাগ্নিশিখা ঘোরা বিমজা তক্ষকাননাং ।

প্রজ্জ্বাল নৃপং হ্রাশু গতপ্রাণং চকার হ ॥ ৬৬ ॥

হ্রাশু জীবিতং রাজ্যন্তক্ষকো গগনে গতঃ ।

জগদন্ধস্ত কুর্বাণং দদৃশুস্তং জনা ইহ ॥ ৬৭ ॥

স পপাত গতপ্রাণো রাজা দন্ধ ইব ক্রমঃ ।

চুক্রুশুশ্চ জনাঃ সর্বৈ মৃতং দৃষ্ট্বা নরাধিপম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
পরীক্ষিতরণং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(স পপাতেতি । স রাজা দন্ধঃ দবাগ্নিনা ভস্মীকৃতঃ ক্রমো বৃক্ষ ইব দন্ধঃ বিঘাগ্নিনেত্যর্থঃ ।  
অতএব গতপ্রাণঃ সন্ পপাত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৬৮ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর, সেই তক্ষকমুখ হইতে ভয়ানক বিষজাত অগ্নিশিখা উথিত হইল এবং রাজাকে  
শীঘ্রই প্রজ্জ্বালিত করিয়া বিনাশ করিল ॥ ৬৬ ॥ এইরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া  
গগনে প্রস্থান করিল । এই সময়ে অপরাপর লোক সকল তাহাকে যেন জগৎ দন্ধ করিতে  
সমুদ্যত দেখিল ॥ ৬৭ ॥ ঋষিগণ ! রাজা পরীক্ষিত এইরূপে বিগতপ্রাণ হইয়া দন্ধ বৃক্ষের স্তায়  
ভূতলে পতিত হইলেন এবং সমস্ত লোক তাহাকে মৃত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে  
প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ  
দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিত-মৃত্যুবিষয়ক  
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## একাদশোঃধ্যায়

০০০

সূত উবাচ ।

গতপ্রাণন্তু রাজানং বালং পুত্রং সমীক্ষ্য চ ।  
চক্রুশ্চ মন্ত্ৰিণঃ সৰ্বৈ পৰলোকস্য সংক্ৰিয়াঃ ॥ ১ ॥  
গঙ্গাতীরে দন্ধদেহং ভস্মপ্রায়ং মহীপতিম্ ।  
অগুরুভিশ্চাভিযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ ॥ ২ ॥  
দুৰ্ম্মরেণ মৃতশ্চাস্মৈ চক্রুশ্চৈবৌর্দ্ধদেহিকীম্ ।  
ক্ৰিয়াং পুরোহিতাস্তস্য বেদমন্ত্ৰৈর্বিধানতঃ ॥ ৩ ॥  
দদুর্দানানি বিপ্রৈভ্যো গাঃ স্ববর্ণং যথোচিতম্ ।  
অন্নং বহুবিধং তত্র বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৪ ॥  
স্বমুহূৰ্ত্তে সূতং বালং প্রজানাং প্রীতিবৰ্দ্ধনম্ ।  
সিংহাসনে শুভে তত্র মন্ত্ৰিণঃ সংযবেশয়ন্ ॥ ৫ ॥

সার্বপঞ্চাধিকৈঃ ষষ্টিপদৈশ্চ জনসেনৈঃ ।

সৰ্পসত্ত্বৈ কৃতোদ্যোগ আত্মীকেন নিবারিতঃ ॥

গতপ্রাণমিতি ॥ ১ ॥ প্রথমং দুৰ্ম্মরেণেন মৃতশ্চামন্তকং দাহমাহ গঙ্গাতীরে ইতি ।  
পশ্চাৎ পালাশবিধিনা অগুরুচন্দনকাষ্ঠযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ স্থাপিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥২॥  
তত্র পালাশবিধৌ হেতুমাহ দুৰ্ম্মরেণেতি । মরো মরণং দুৰ্ম্মরো দুৰ্ম্মতিস্তেন মৃতশ্চৌর্দ্ধদেহিকাঃ  
ক্ৰিয়াঃ সমস্তকাশ্চকুরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ (রাজঃ স্বৰ্গকামনয়া দানাদিকনপি কৃতবন্ত ইত্যত  
আহ দহুরিতি ॥৪॥ অরাজকে জনপদে নানাবিধদুর্ঘটনাসম্ভবাং নবরাজাভিমেকোহনশ্চবিধেয়

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! অনন্তর, মন্ত্ৰিগণ রাজা পরীক্ষিতকে গতাশু এবং তাঁহার পুত্রকে  
অতি শিশু দেখিয়া নিজেরাই সেই পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিলেন ॥১॥ প্রথমে  
তাঁহার রাজার অপঘাত মৃত্যুজন্য তাঁহাকে গঙ্গাতীরে অমন্তক দাহ করিয়া পরে কুশপুতুল-  
দহন বিধিজন্য অগুরুপ্রভৃতি-সংযুক্ত চিতাতে অধিরোপণ করিলেন ॥ ২ ॥ রাজার অপমৃত্যু  
হওয়াতে পুরোহিতগণই বেদমন্ত্ৰ উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল  
সমাপ্ত করিলেন, এবং তাঁহার মঙ্গল জন্ত বিপ্রগণকে যথোচিত স্ববর্ণ, গাভী, বহু প্রকার  
ভোজনীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ বস্ত্র সকল প্রদান করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ অনন্তর, মন্ত্ৰিগণ শুভ  
লগ্ন স্থির করিয়া প্রজাগণের আনন্দবৰ্দ্ধক সেই শিশু বালকটাকে পবিত্র রাজসিংহাসনে

পৌরজানপদা লোকাশচক্রুস্তং নৃপতিং শিশুম্ ।  
 জনমেজয়নামানং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬ ॥  
 ধাত্রেয়ী শিক্ষয়ামাস রাজচিহ্নানি সর্বশঃ ।  
 দিনে দিনে বর্দ্ধমানঃ স বভূব মহামতিঃ ॥ ৭ ॥  
 প্রাপ্তে চৈকাদশে বর্ষে তস্মৈ কুলপুরোহিতঃ ।  
 যথোচিতাং দদৌ বিদ্যাং জগ্ৰাহ স যথোচিতাম্ ॥ ৮ ॥  
 ধনুর্বেদং ক্রুপং পূর্ণং দদাবস্মৈ স্ত্রুসংস্কৃতম্ ।  
 অর্জুনায় যথা দ্রোণঃ কর্ণায় ভার্গবো যথা ॥ ৯ ॥  
 সংপ্রাপ্তবিদ্যো বলবান্ বভূব দুরতিক্রমঃ ।  
 ধনুর্বেদে তথা বেদে পারগঃ পরমার্থবিৎ ॥ ১০ ॥  
 ধর্মশাস্ত্রার্থকুশলঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 চকার রাজ্যং ধর্মাত্মা পুরা ধর্মমুতো যথা ॥ ১১ ॥

ইত্যত আহ স্মুহুর্ভে ইতি । স্মুহুর্ভে শুভক্ৰণে । বালং সূতং জনমেজয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫—৭ ॥  
 দদৌ বিদ্যাং গায়ত্রীং ক্ষত্রিয়জাতেস্তস্মিন্ কালে ত্রতবন্ধস্ত সত্ত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (ক্রুপঃ কাপাচার্য্যঃ  
 স্ত্রুসংস্কৃতং পূর্ণং ধনুর্বেদং অস্মৈ জনমেজয়ায় দদৌ শিক্ষয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥) তথা বেদে-  
 শ্বশাস্ত্রাণাম্ ॥ ১০ ॥ (ধর্মশাস্ত্রাণাং অর্থোহভিধেয়ঃ যথার্থতত্ত্বমিত্যর্থঃ তস্মিন্ কুশলো দক্ষঃ শাস্ত্র-  
 তত্ত্বার্থবেত্তা ইত্যর্থঃ । ধর্মমুতো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১ ॥

স্থাপন করিলেন ॥ ৫ ॥ পুরবাসিগণ এই নীবন-রাজকুমারকে সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত  
 দেখিয়া জনমেজয় নামে সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ ধাত্রেয়ী সর্বদাই ইহাঁকে রাজনিয়ম  
 গুলির শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল । এইরূপে সেই নবভূপতি দিনে দিনে যেমন বাড়িতে  
 লাগিলেন তেমনই ক্রমশ তাঁহার বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর, একাদশ  
 বর্ষ উপস্থিত হইলে কুল পুরোহিত তাঁহাকে গায়ত্রী বিদ্যা প্রদান করিলেন, এবং তিনি  
 ইহাঁই ক্ষত্রিয়ের সময়োচিত জানিয়া আনন্দ সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর,  
 দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অর্জুনকে এবং পরশুরাম যেরূপ কর্ণকে সমস্ত ধনুর্বিদ্যা প্রদান করিয়া-  
 ছিলেন, সেইরূপ ক্রুপাচার্য্য তাঁহাকে স্ত্রুসংস্কৃত ধনুর্বেদ সকল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন ॥ ৯ ॥  
 এইরূপে জনমেজয় সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়া অতিশয় বলবান্ এবং শত্রুগণের দুরতিক্রমণীয়  
 হইয়া উঠিলেন । তিনি ধনুর্বেদে যেরূপ পারদর্শী হইলেন সেইরূপ অপর বেদেরও নিগূঢ়ার্থ  
 সকল জানিতে পারিলেন ॥ ১০ ॥ এইরূপে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নরপতি  
 জনমেজয়, পূর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যেরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপ রাজ্য পালন  
 করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥



ততঃ স্তবর্ণবর্ণ্যাক্ষো রাজা কাশিপতিঃ কিল ।  
 বপুষ্টমাং শুভাং কন্থাং দদৌ পারীক্ষিতায় চ ॥ ১২ ॥  
 স তাং প্রাপ্যাসিতাপান্ধীং যুমুদে জনমেজয়ঃ ।  
 কাশিরাজস্ততাং কান্তাং প্রাপ্য রাজা যথা পুরা ।  
 বিচিত্রবীর্যো যুমুদে স্তভদ্রাঞ্চ যথার্জুনঃ ॥ ১৩ ॥  
 বিজহার মহীপালো বনেষুপবনেষু চ ।  
 তয়া কমলপত্রাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৪ ॥  
 প্রজাস্তস্য স্তসস্তৃক্টা বভূবুঃ স্তখলালিতাঃ ।  
 মস্ত্রিণঃ কৰ্ম্মকুশলাশ্চক্রুঃ কার্য্যানি সৰ্ব্বশঃ ॥ ১৫ ॥  
 এতস্মিন্নেব কালে তু মুনিরুত্তমকামকঃ ।  
 তক্ষকেণ পরিক্রিষ্টো হস্তিনাপুরমভ্যাগাৎ ॥ ১৬ ॥  
 বৈরস্ত্যাপচিতিং কোহস্ত প্রকুর্যাদিতি চিন্তয়ন্ ।  
 পরীক্ষিতস্ততং মত্বা তং নৃপং সমুপাগতঃ ॥ ১৭ ॥

তত ইতি । পরীক্ষিতোহপত্যং পুমান্ পারীক্ষিতো জনমেজয়স্তস্মৈ । শুভাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ ১২ ॥ স তামিতি । পুরা পূৰ্ব্বকালে রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ কাশীরাজস্ততাং অম্বিকাং অম্বালিকাং চ প্রাপ্য তথা অৰ্জুনশ্চ স্তভদ্রাং লব্ধ্বা । যথা যুমুদে হর্ষং প্রাপ্তবান্ তথা স জনমেজয়স্তাং বপুষ্টমাং প্রাপ্য যুমুদে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

তক্ষকেণ পরিক্রিষ্ট ইতি ॥ ১৬ ॥ বৈরস্ত্যাপচিতিং প্রতিক্রিয়াম্ । উত্তমস্ত্য গুরোঃ পত্ন্যা রাজপত্নীকুণ্ডলানয়নার্থমুত্তমকে প্রेषিতে স চোত্তমো রাজপত্নীং প্রার্থয়িত্বা

অনন্তর, কাশীরাজ স্তবর্ণবর্ণ্যাক্ষ এই পরীক্ষিতপুত্র জনমেজয়কে নিজকন্যা বপুষ্টমাকে প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥ জনমেজয় সেই চাকুলোচনা বপুষ্টমাকে পাইয়া, পূৰ্ব্ব মহারাজ বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে এবং অৰ্জুন স্তভদ্রাকে লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র যেরূপ শচীর সহিত বিহার করেন, সেইরূপ মহীপাল জনমেজয় এই কমলনয়না বপুষ্টমার সহিত নানা বন ও উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ প্রজাগণও স্তখেতে প্রতিপালিত হইয়া তাহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং কার্য্যকুশল মস্ত্রিগণও বিশেষ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ঋষিগণ ! এই সময় উত্তম নামে কোনও মুনি, তক্ষক হইতে অতিশয় ক্রোধ প্রাপ্ত হইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রতীকার করিতে সমর্থ ইহা চিন্তা করত পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয়কেই যথার্থ পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূৰ্ব্বক বলিলেন, মহারাজ ! আপনি সনাতনুসারে কোন্টী কর্তব্য আর

কার্য্যাকার্য্যং ন জানাসি সময়ে নৃপসভম ! ।

অকর্তব্যং করোষ্যদ্য কর্তব্যং ন করোষি বৈ ॥ ১৮ ॥

কিং ত্বাং সম্প্রার্থয়াম্যদ্য গতামৰ্ষং নিরুদ্যমম্ ।

অবৈরজ্ঞমতন্ত্রজ্ঞং বালচেষ্ঠাসমম্বিতম্ ॥ ১৯ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

কিং বৈরন্ন ময়া জ্ঞাতং ন কিং প্রতিকৃতং ময়া ।

তদ্বদ ত্বং মহাভাগ ! করোমি যদনন্তরম্ ॥ ২০ ॥

উত্তর উবাচ ।

পিতা তে নিহতো ভূপ তক্ষকেণ ছুরাঅনা ।

মন্ত্ৰিগণ্ডং সমাহুয় পৃচ্ছস্ব পিতৃনাশনম্ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং রাজা পপ্রচ্ছ মন্ত্ৰিসভমান্ ।

উচুস্তে দ্বিজশাপেন দম্বঃ সর্পেণ বৈ মৃতঃ ॥ ২২ ॥

তয়া দত্তে কুণ্ডলে সংগৃহ্য মার্গমধ্যে কণ্ঠচিৎ সরসঃ তীরে কুণ্ডলে স্থাপয়িত্বা স্নানার্থমুক্ততার তস্মিন্বেব সময়ে তক্ষকোহপ্যাগত্য কুণ্ডলেহপহৃতবাননন্তরং মহতায়াসেন তে কুণ্ডলে উত্ত্বঙ্কেন লক্কে তদ্দিনাত্তক্ষকেণ সহোত্ত্বঙ্কশ্চ বৈরমাসীদিত্তি কথা মহাভারতে প্রসিদ্ধা । পরৌ-  
ক্ষিতসুতো জনমেজয়ঃ কুর্যাদিত্তি মত্বা তং নৃপং সমুপাগতঃ সন্ বভাষে ইতি শেষঃ ॥ ১৭-১৮ ॥  
অতন্ত্রজ্ঞমশান্ত্রজ্ঞং ন হি শান্ত্রজ্ঞঃ সন্ পিতৃশত্রোরক্ষতং জীবিতং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিং বৈরমিত্তি । যন্তবতা বৈরমুচ্যতে তৎ কিমিত্তি বদ ন তন্ময়া জ্ঞাতমস্তীত্যর্থঃ । ন

কোনুটা অকর্তব্য তাহা জানেন না । আমি দেখিতেছি, আপনি এক্ষণে যাহা অকর্তব্য তাহাই করিতেছেন আর যাহা কর্তব্য কার্য্য তাহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন না ॥ ১৬—১৮ ॥ মহারাজ ! আপনি সন্ন্যাসীর আয় কেবল ক্ষমাগুণাবলম্বী হইয়া একেবারে নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন ; সুতরাং শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পূর্ক্ণ শত্রুতা ভুলিয়া রহিয়াছেন ; ফলত আপনাকে ঘেরুপ বালকের মত কার্য্যকারী দেখিতেছি তাহাতে আর আপনার নিকট কি প্রার্থনা করিব ॥ ১৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর ! আমি কোন্ বিষয়ে কাহার পূর্ক্ণ শত্রুতা জানিতে পারিতেছি না বা জানিয়া তাহার প্রতীকার করিতেছি না, হে মহা-  
ভাগ ! আপনি তাহা বলুন ; শ্রবণানন্তরই তাহার প্রতীকার করিতেছি ॥ ২০ ॥ ইহা শুনিয়া উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! ছুরাআ তক্ষক যে, আপনার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা কি আপনি জানেন না ? এক্ষণে মন্ত্ৰিগণকে আহ্বান করিয়া একবার আপনার পিতৃনাশের কথা জিজ্ঞাসা করুন ? ॥ ২১ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

শাপোহিত্র কারণং রাজ্ঞঃ শপ্তশ্চ মুনির্নাকিল ।

তক্ষকশ্চ তু কো দোষো ব্রূহি মে মুনিসত্তম ! ॥ ২৩ ॥

উত্তর উবাচ ।

তক্ষকেণ ধনং দত্ত্বা কশ্যপঃ সন্নিবারিতঃ ।

ন স কিং তক্ষকো বৈরী পিতৃহা তব ভূপতে ! ॥ ২৪ ॥

ভার্য্যা করোঃ পুরা ভূপ ! দষ্টো সর্পেণ সা যুতা ।

• অবিবাহিতা তু মুনির্নাকীৰ্বিতা চ পুনঃ প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

কুরুণাপি কৃতা তত্র প্রতিজ্ঞা চাতিদারুণা ।

যং যং সর্পং প্রপশ্যামি তং তং হন্যায়ুধেন বৈ ॥ ২৬ ॥

এবং কৃতা প্রতিজ্ঞাং স শস্ত্রপাণী কুরুস্তদা ।

ব্যচরৎ পৃথিবীং রাজন্নিবন্ সর্পান্ যতন্ততঃ ॥ ২৭ ॥

কিং প্রতিকৃতমিতি । বৈরং জ্ঞাত্বা যয়া ন তৎপ্রতিকৃতমিতি নৈবাহস্তীত্যর্থঃ । তথাহস্তি  
চেত্তদপি বদেত্যর্থঃ । করোমি করিষ্যামি । বর্তমানসামীপ্যে লট্ ॥ ২০—২২ ॥ শাপেন মৃতশ্চ  
দোষস্তক্ষকে নৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রাহ্মণশাপাত্তক্ষকেণ দংশঃ কর্তব্যঃ । সঞ্জীবয়িতা কশ্যপো ব্রাহ্মণো ধনং দত্ত্বা কিমিতি  
নিবারিতঃ । ন চ তদভাবে তস্ত কাচিৎ কতিরভূতশাস্ত্রম্ এব তস্তাপরাধ ইত্যর্থঃ । ইত্থমপ-  
রাধে স তক্ষকো বৈরী তব পিতৃহা ন কিমিতি বদেত্যাহ ন স কিমিতি ॥ ২৪ ॥ নম্বোতাদৃশা-

মৃত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপতি জনমেজয় উত্তরের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গকে  
পিতৃ-বিনাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিল, মহারাজ ! আপনার পিতা ব্রহ্ম-  
শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই জন্ত তক্ষক তাঁহাকে দংশন করে এবং সেই জন্তই তাঁহার  
জীবন নষ্ট হইয়াছে ॥ ২২ ॥ জনমেজয় মন্ত্রিগণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তরকে বলি-  
লেন, মুনিসত্তম ! আমার পিতা মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে অভিগ্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং  
তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মশাপই কারণ দেখিতেছি ; ইহাতে তক্ষকের কি দোষ  
তাহা বলুন ॥ ২৩ ॥

উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! তক্ষক, যখন আপনার পিতার চিকিৎসার জন্ত সমাগত সর্প-  
বিদ্যা-বিশারদ কশ্যপ মুনিকে ধন প্রদান করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিল, তখন সেই তক্ষক কি  
আপনার পিতৃহন্তা বা শত্রু নহে ? ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! পূর্বকালে কুরু মুনির ভার্য্যা প্রমদবরা  
অনুচাবস্থাতেই সর্পদংশনে মৃত হইলেও মুনিবর কুরু তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া-  
ছিলেন, তথাপি তিনি কেবল শত্রুতার প্রতীকার করিবার জন্ত এই দারুণ প্রতিজ্ঞা  
করিয়াছিলেন যে, অদ্যাবধি আমি যে যে সর্প দেখিতে পাইব তাহাকেই লগুড়া দি দ্বারা



একদা স বনে ঘোরং ডুগুভঙ্গরসাম্বিতম্ ।

অপশ্যদগুমুদ্যম্য হস্তং তং সমুপাযযৌ ॥ ২৮ ॥

অভ্যহন্ রুষিতো বিপ্রস্তমুবাচাথ ডুগুভঃ ।

নাপরাধ্মোমি তে বিপ্র ! কস্মাশ্মামভিহংসি বৈ ॥ ২৯ ॥

রুরুরুবাচ ।

প্রাণপ্রিয়া মে দয়িতা দম্বটা সর্পেণ সা যুতা ।

প্রতিজ্ঞেয়ং তদা সর্প ! দুঃখিতেন ময়া কৃতা ॥ ৩০ ॥

ডুগুভ উবাচ ।

নাহং দশামি তেহন্তো বৈ যে দশান্তি ভুজঙ্গমাঃ ।

শরীরসমযোগেন ন মাং হিংসিতুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

উত্তর উবাচ ।

শ্রুত্বা তাং মানুষীং বাণীং সর্পেণোক্তাং মনোহরাম্ ।

রুরুরঃ পপ্রচ্ছ কোহসি ত্বং কস্মাদ্ভুগুভতাস্ততঃ ॥ ৩২ ॥

পরাধিনঃ শিক্ষা কেন কৃতেতি চেত্তত্রাহ ভাষ্যেতি ॥ ২৫ ॥ হনি হনিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

ডুগুভমজগরম্ ॥ ২৮ ॥ তে ভুত্যাং নাপরাধ্মোমি দ্রোহং করোমি ॥ ২৯ ॥

ইয়মিতি । সর্পজাতির্হস্তবোতোব্যংক্লেপেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ দংশকসর্পবিষয়ে সা প্রতিজ্ঞা তবাস্তি নাহং দংশক ইত্যাহ নাহমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

বিনাশ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ মহারাজ ! রুরুর এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুগ্রহণ পূর্বক সর্প-কুল বিনাশ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, একদিন সেই মুনি বনমধ্যে জরাজীর্ণ দীর্ঘকায় একটা ডুগুভ (ঢোঁড়া) সর্প দেখিতে পাইয়া তাহাকে মারিবার জন্ত লগুড় উত্তোলন পূর্বক তাহার নিকটে ঘাইয়াই রোষভরে অতিশয় প্রহার করিলেন । তখন, সেই ডুগুভ তাঁহাকে বলিল, ব্রহ্মন ! আমি ত আপনার কোনও অপরাধ করি নাই তবে কি জন্ত আমাকে মারিতেছেন ॥ ২৮—২৯ ॥

রুরুর এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, সর্প ! পূর্বে আমার প্রাণাধিক প্রিয়পত্নী সর্প-দংশনে প্রাণ হারাইয়াছিল, এজন্ত আমি দুঃখিত হইয়াই সেই সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ॥ ৩০ ॥ ডুগুভ কহিল, ব্রহ্মন ! যে সকল সর্প দংশন করে তাহারাত অজ্ঞাতীয় ; আমি ত কখন দংশন করি না ; অতএব শরীরসাদৃশ্যে আমাকে প্রহার করা আপনার উচিত হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

মহারাজ ! রুরুর সেই সর্পের মুখে মনোহর মহাশয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্প ! তুমি কে ? কি জন্তই বা সর্প দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমাকে বল ॥ ৩২ ॥

## সৰ্প উবাচ ।

ব্রাহ্মণোহহং পুরা বিপ্র ! সখা মে খগমাভিধঃ ।

বিপ্রো ধৰ্ম্মভূতাং শ্রেষ্ঠঃ সত্যবাদী জিতেन्द्रিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

স ময়া বঞ্চিতো মৌৰ্খ্যাৎ সৰ্পং কৃত্বা চ তারণকম্ ।

ভয়ঞ্চ প্রাপিতোহত্যর্থমগ্নিহোত্রগৃহে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

তেন ভীতেন শপ্তোহহং বিহ্বলেনাহতিবেপিনা ।

ভব সৰ্পো মন্দবুদ্ধে ! যেনাহং ধৰ্ষিতস্তয়া ॥ ৩৫ ॥

ময়া প্রসাদিতোহত্যর্থং সৰ্পেণাহসৌ দ্বিজোত্তমঃ ।

মামুবাচাথ তৎক্রোধাৎ কিঞ্চিচ্ছান্তিমবাপ্য চ ॥ ৩৬ ॥

রুরুন্তে মোচিতা শাপস্তাস্মৈ সৰ্প ! ভবিষ্যতি ।

প্রমতেস্তু স্মৃতো নূনমিতি মাং সোহব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৭ ॥

সোহহং সৰ্পো রুরুন্তুঞ্চ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

অহিংসা পরমো ধৰ্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

খগমঃ খেচর ইত্যর্থনামা ॥৩৩॥ তারণকং তৃণনির্মিতং সৰ্পং কৃত্বা বঞ্চিতঃ। ময়া অত্যর্থং ভয়ং প্রাপিতশ্চ ॥ ৩৪—৩৬ ॥ (অধুনা শাপমোকোপায়মাহ রুরুরিতি। হে সৰ্প! ডুগুভরূপ-ধারিন্! প্রমতে: স্মৃতো রুরূর্ণাম মুনিভ্যে অস্ত শাপস্ত মোচিতা মুক্তিকর্তা ভবিষ্যতীতি নূনং নিশ্চিতমেব জানীহি ॥৩৭॥ সোহমিতি। অহং স এব সৰ্পঃ ভবৎকরুণাধিগম্যমুক্তিরিতি ভাবঃ। তুঞ্চ রুরুঃ অস্বৎমুক্তিকর্তা ইতি তাৎপর্যার্থঃ। সৰ্কেষামেব অহিংসা পরমো ধৰ্ম্মঃ। বিশেষতঃ

সৰ্প কহিল, বিপ্র! পূর্বে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং আমার একজন খগম নামে বিপ্র বন্ধু ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ জিতেन्द्रিয় এবং অতিশয় সত্যবাদী। একদিন আমি মূৰ্খতাবশত একটি তৃণের সৰ্প নির্মাণ করিয়া, যখন তিনি অগ্নিহোত্র গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর, তিনি এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, রে মূঢ়! তুমি যেমন নির্বিষ সৰ্প দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইলে তেমনি তুমিও বিষবিহীন সৰ্প দেহ লাভ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর, আমি এই ডুগুভ সৰ্পরূপ ধারণ করিয়া সেই দ্বিজোত্তমকে অতি কাতরতা প্রকাশ পূর্বক প্রসন্ন করিলাম। পরে তিনিও তাদৃশ ক্রোধ হইতে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া আমাকে বলিলেন, সৰ্প! প্রমতি-পুত্র রুরু তোমার এই শাপের মুক্তিকর্তা হইবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৩৬—৩৭॥ অতএব, বিপ্রবর! আমি সেই সৰ্প এবং আপনিও সেই রুরু। এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। দেখুন, সাধারণত অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহাই যে সারধৰ্ম্ম

দয়া সৰ্ব্বত্র কৰ্ত্তব্য৷ ব্রাহ্মণেন বিজানতা ।

যজ্ঞাদন্যত্র বিপ্রৈশ্চ ! ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা ॥ ৩৯ ॥

উত্তর উবাচ ।

সৰ্পযোনেৰ্বিনিমুক্তো ব্রাহ্মণোহসৌ কুরুস্ততঃ ।

কৃৎ৷ তস্ম চ শাপান্তং পরিত্যক্তঞ্চ হিংসনম্ ॥ ৪০ ॥

বিবাহিতা তেন বালা মৃতা সঞ্জীবিতা পুনঃ ।

কদনং সৰ্ব্বসৰ্পাণাং কৃতং বৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪১ ॥

ত্বস্তু বৈরং সমুৎসৃজ্য বৰ্ত্তসে পন্নগেষুথ ।

বিমন্যুৰ্ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! পিতৃঘাতকরেষু বৈ ॥ ৪২ ॥

অন্তুরিক্ষে মৃতস্তাতঃ স্নানদানবিবৰ্জিতঃ ।

তস্মোদ্ধারঞ্চ রাজেন্দ্র ! কুরু হত্যাথ পন্নগান্ ॥ ৪৩ ॥

পিতুবৈরং ন জানাতি জীবন্মৈব মৃতো হি সঃ ।

দুৰ্গতিশ্চে পিতৃস্তাবদ্যাবত্তাম্ হনিষ্যামি ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণানামিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ) যজ্ঞাদন্যত্র দয়া কৰ্ত্তব্য৷ । যজ্ঞে তু হিংসৈব কৰ্ত্তব্য৷ । ন সা যাজ্ঞিকী হিংসা হিংসা ভবতি অহিংসন্ সৰ্বভূতান্যন্তত্র তীৰ্থেভ্য ইতি শ্রুতেরিত্যাহ । যজ্ঞাদন্যত্র ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥ এবম্প্রকারেণ কুরুণা বালা স্ত্রী মৃতাপি সঞ্জীবিতান্বষোদ্ধাদানেন ততো বিবাহিতা চ । পুনরনন্তরং পূৰ্ববৈরমনুস্মরন্ সৰ্পাণাং তেন কদনং নাশনং কৃতম্ । ততঃ শাপান্তং কৃৎ৷ হিংসনং পরিত্যক্তমিতি পূৰ্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥ ত্বস্তু বৈরমিতি । ইদমাশ্চর্য্যঃ মম ভাৰতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ (অধুনা পরীক্ষিতো হুস্মরণমুক্তো জনমেজয়মুভেদয়ন্বাহ অন্তুরিক্ষে ইতি । তাতস্তব পিতা অন্তুরিক্ষে শূণ্ডে স্নানদানাদিপুণ্যকৰ্ম্মবিবৰ্জিতঃ সন্ মৃতস্তক্কেণ দষ্ট-

তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ৩৮ ॥ তবে যজ্ঞে যে পশুহিংসা উক্ত আছে, সে হিংসা হিংসার মধ্যে নয় বলিয়াই বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিয়া থাকেন ; অতএব, যজ্ঞে ভিন্ন সৰ্ব্বত্রই দয়া প্রকাশ করা কৰ্ত্তব্য ॥ ৩৯ ॥

উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সৰ্পযোনি হইতে বিমুক্ত হইলেন এবং কুরু ও তাঁহার শাপান্ত করিয়া সৰ্পহিংসা পরিত্যাগ করিলেন । মহারাজ ! দেখুন, কুরু সেই মৃত বালিকাকে নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান পূৰ্বক বাঁচাইয়া বিবাহ করিয়াও কেবল শত্রুতা স্মরণ করত সৰ্পগণের পীড়ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনি মন্যুবিহীন হইয়া সেই পিতৃবিনাশক সৰ্পগণের প্রতি একেবারেই পূৰ্বশত্রুতা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪০—৪২ ॥ মহারাজ ! আপনার পিতা স্নানদান-বৰ্জিত হইয়া শূণ্ডস্থলে জীবন বিসৰ্জন করিয়াছিলেন ; অতএব আপনি এক্ষণে সেই পিতৃশত্রু সৰ্পগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করুন ॥ ৪৩ ॥ দেখুন, যে পুত্র পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ না করে, সে জীবিত



অশ্বামখমিষং কৃৎস্না কুরু যজ্ঞং নৃপোত্তম ! ।

সর্পসত্রং মহারাজ ! পিতুবৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা রাজা জনমেজয়স্তদা ।

নেত্রোভ্যামশ্রুপাতঞ্চ চকারাতিবদুঃখিতঃ ॥ ৪৬ ॥

ধিঙ্‌মামস্তু স্তদুর্বুদ্ধৈর্‌থামানকরস্মৈ বৈ ।

পিতা যস্মৈ গতিং ঘোরাং প্রাপ্তঃ পন্নগপীড়িতঃ ॥ ৪৭ ॥

অদ্যাহং মখমারভ্য করোম্যপচিতিং পিতুঃ ।

হত্বা সর্পানসন্দিগ্ধো দীপ্যামানে বিভাবসৌ ॥ ৪৮ ॥

আহুয় মন্ত্ৰিণঃ সর্বান রাজা বচনমব্রবীৎ ।

কুর্বস্তু যজ্ঞসম্ভারং যথার্থং মন্ত্ৰিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৯ ॥

গঙ্গাতীরে শুভাং ভূমিং মাপয়িত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ ।

কুর্বস্তু মণ্ডপং স্বস্থাঃ শতশুভ্রং মনোহরম্ ॥ ৫০ ॥

সন্নिति শেষঃ । অতঃ সর্পহননে তস্মৈ বচঃ অবশ্যমেব কর্তব্য ইত্যত আহ তস্মৈতি ॥ ৪৩ ॥  
যাবত্তান্ন হনিষ্যসীতি স্বশক্রনাশনে তস্মৈ বাসনয়া অবশিষ্টত্বান্তরা বাসনয়া দুর্গতিযুক্তৈব ॥ ৪৪ ॥  
অশ্বামখো বক্ষ্যমাণো নবরাত্রোৎসবঃ ॥ ৪৫ ॥

জনমেজয় ইতি । জনমৈব বাতিগুণেন শত্রুনেজিতবান্ যতঃ । এজ্ঞপনে ধাতোহি জনমেজয়  
ইতি শ্রুতঃ । ইতি বচনাৎ । শক্কাদিভ্যাংপররূপে জনমেজয় ইত্যপি সাধু ॥ ৪৬—৪৯ ॥ মাপ-  
য়িত্বেন্টি পরিচ্ছিদ্যোত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ তদঙ্গং সতি তাদৃশবেদ্যাদ্যঙ্গং সতি সর্পসত্রো বিধেয়ো

থাকিলেও মৃতস্বরূপ । অধিক আর কি বলিব, যত দিন না আপনি সর্পগণকে বিনাশ  
করিবেন তত দিন আপনার পিতার দুর্গতি থাকিবে ॥ ৪৪ ॥ মহারাজ ! ( সর্প বিনাশের  
উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন । ) আপনি পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ করত অশ্বযজ্ঞক্ষে  
সর্প যজ্ঞ করুন । ( তাহা হইলেই সর্পগণ বিনষ্ট হইবে ) ॥ ৪৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয় উত্তরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করত অতি-  
শয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন, আমায় ধিক্ ! আমি অতিশয়  
নির্বোধ ! আমি বৃথা অভিমান করি ; যাহার পিতা সর্পদংশনে ঘোর দুর্গতি পাইয়াছে  
তাহার আবার অভিমান কি ? ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এক্ষণে, আমি নিশ্চয়ই সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া  
প্রদীপ্ত অগ্নিতে সর্পগণকে দগ্ধ করিয়া পরলোকগত পিতার হিতসাধন করিব ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর,  
মন্ত্ৰিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মন্ত্ৰিগণ ! শীঘ্র যথাযোগ্য যজ্ঞের উপকরণ সকল প্রস্তুত  
কর ॥ ৪৯ ॥ দ্বিজগণ দ্বারা গঙ্গাতীরে পবিত্র ভূমি মাপাইয়া মনোনিবেশ পূর্বক একটা মনো-  
হর শতশুভ্র-বিশিষ্ট মণ্ডপ নির্মাণ করাও এবং তন্মধ্যে একটা বিস্তৃত যজ্ঞবেদী রচিত কর ।

বেদী যজ্ঞস্য কর্তব্য। মমাদ্য সচিবাঃ খলু ।

তদঙ্গত্রে বিধেয়ো বৈ সর্পসত্রঃ স্তবিস্তরঃ ॥ ৫১ ॥

তক্ষকস্ত পশুস্তত্র হোতোতক্ষো মহামুনিঃ ।

শীঘ্রমাহুয়তাং বিপ্রাঃ সর্বজ্ঞা বেদপারগাঃ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ ।

মন্ত্ৰিগন্ত তদা চক্রুর্ভূপবাকৈর্বিচক্ষণাঃ ।

যজ্ঞস্য সর্বসম্ভারং বেদীং যজ্ঞস্য বিস্তৃতাম্ ॥ ৫৩ ॥

হবনে বর্তমানে তু সর্পাণাং তক্ষকো গতঃ ।

ইন্দ্রং প্রতি ভয়াভোহহং ত্রাহি মামিতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥

ভয়ভীতং সমাশ্বাস্ত স্বাসনে সন্নিবেশ্য চ ।

দদাবভয়মত্যর্থং নির্ভয়ো ভব পন্নগ ! ॥ ৫৫ ॥

তমিন্দ্রশরণং জ্ঞাত্বা মুনির্দত্তাভয়ং তথা ।

উত্তকোহহস্যদুঃখিণঃ সেন্দ্রং কৃত্বা নিমন্ত্রণম্ ॥ ৫৬ ॥

স্মৃতস্তদা তক্ষকেণ যাযাবরকুলোদ্ভবঃ ।

আস্তীকো নাম ধর্ম্মাত্মা জরৎকারুশ্রুতো মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

মাত্তপেত্যর্থঃ । পুংস্বমার্ষম্ ॥ ৫১ ॥ ( আহুয়তামিত্যেকবচননির্দেশ আর্ষঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥ )

উত্তকোহহস্যৎ আহুতবান্ সেন্দ্রং তক্ষকং প্রথমতঃ পুনোহুবা ক্যাদিভিনিমন্ত্রণং কৃত্বৈ-

এইরূপে সমস্ত অঙ্গবিধান করিলে পর আমি সেই স্থানে সর্পযজ্ঞ করিব ॥৫০—৫১॥ মন্ত্ৰিগণ !

এই যজ্ঞে মহামুনি উত্তক হোতা আর তক্ষক যজ্ঞীয় পশু হইবে । তোমরা শীঘ্র সর্বজ্ঞ বেদ-  
পারগ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর ॥ ৫২ ॥

মন্ত্ৰিগণ ! অনন্তর, কার্য্যাধ্যক্ষ মন্ত্ৰিসকল ভূপতি জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া যজ্ঞের জন্ত অতি বিস্তৃত বেদী এবং অগ্ন্যস্ত্র উপকরণ সকল আয়োজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ পরে, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মন্ত্রবলে নানাবিধ সর্প সকল আহুত হইয়া জলস্ত হতাশন-মুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া, তক্ষক অতি ভীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্বক বলিল, দেবরাজ ! আমায় রক্ষা করুন, সর্প যজ্ঞ দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি ॥ ৫৪ ॥ ইন্দ্র তক্ষককে ভীত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক নিজাসনে বসাইলেন এবং ভয় নাই তুমি নির্ভয় হও বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥ মুনিবর উত্তক তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত এবং ইন্দ্রকর্তৃক আশ্বাসিত জানিতে পারিয়া প্রথমত উদ্বিগ্ন হইলেন, পরে মন্ত্ৰোচ্চারণ পূর্বক তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত আহ্বান করিলেন ॥ ৫৬ ॥ এই সময় তক্ষক নিরু-প্রায় হইয়া যাযাবর-কুলোদ্ভব জরৎকারু মুনির পুত্র ধর্ম্মাত্মা আস্তীককে স্মরণ করিল ॥ ৫৭ ॥

তত্রাগত্য মুনেৰ্বালস্তুষ্টাব জনমেজয়ম্ ।  
 রাজা তমর্চয়ামাস দৃষ্ট্বা বালং সুপণ্ডিতম্ ॥ ৫৮ ॥  
 অর্চয়িত্বা নৃপস্তন্তু ছন্দয়ামাস বাঙ্কিতৈঃ ।  
 স তু বস্ত্রে মহাভাগ ! যজ্ঞোহয়ং বিরমত্বিতি ॥ ৫৯ ॥  
 সত্যবদ্ধো নৃপস্তেন প্রার্থিতশ্চ পুনস্তথা ।  
 হোমং নিবর্তয়ামাস সর্পাণাং মুনিবাক্যতঃ ॥ ৬০ ॥  
 ভারতং শ্রাবয়ামাস বৈশম্পায়ন বিস্তরাৎ ।  
 ঋত্বাপি নৃপতিঃ কামং ন শাস্তিমভিজগ্মিবান্ ॥ ৬১ ॥  
 ব্যাসং পপ্রচ্ছ ভূপালো মম শাস্তিঃ কথং ভবেৎ ।  
 মনোহৃতিদহতে কামং কিংকরোমি বদস্ব মে ॥ ৬২ ॥  
 পিতা মে দুর্ভগশ্চৈবং মৃতঃ পার্থস্মতাত্মজঃ ।  
 ঋত্বিয়াণাং মহাভাগ ! সংগ্রামে মরণং বরম্ ॥ ৬৩ ॥  
 রণে বা মরণং ব্যাস ! গৃহে বা বিধিপূর্ব্বকম্ ।  
 মরণং ন পিতুর্ম্মেহভূদন্তরিক্ষে মৃতোহবশঃ ॥ ৬৪ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥ বাঙ্কিতৈরিত্যি । বাঙ্কিতং বৃণিত্যুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ বৈশম্পায়ন  
 ইতি প্রথমাস্তং ছান্দসস্থাপ্তবিভক্ত্যন্তম্ ॥ ৬১ ॥ ভারতশ্রবণেনাপি শাস্তির্ন জাতেতি ব্যাসং  
 পপ্রচ্ছেত্যাহ ব্যাসমিতি ॥ ৬২—৬৩ ॥ সংগ্রামে মহতি রণে । রণে সামান্ত্রে । মরণং মে

সেই মুনিপুত্র আস্তীক এই সময় সেই স্থানে যাইয়া নানাবিধ বাক্যে জনমেজয়কে সন্তুষ্ট  
 করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজা বালকটাকে সুপণ্ডিত দেখিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চনা  
 পূর্ব্বক বলিলেন যে, আপনার যাহা অভিলাষ হয় বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব। রাজার  
 এই কথা শুনিয়া আস্তীক বলিলেন, মহারাজ ! আপনি অতিশয় ভাগ্যশালী সন্দেহ নাই ;  
 এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি এই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হউন ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
 মহারাজ জনমেজয় একেত প্রথমে সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এক্ষণে পুনঃ পুনঃ  
 আস্তীক কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষার জন্ত সর্পাহতি নিবারণ করিলেন ॥ ৬০ ॥  
 অনন্তর, বৈশম্পায়ন চিত্ত শুদ্ধির জন্ত তাহাকে সমস্ত ভারত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করাই-  
 লেন। রাজা জনমেজয় সমস্ত ভারত শ্রবণ করিয়াও যখন শাস্তি লাভ করিতে পারিলেন না,  
 তখন ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার মন অতিশয় শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে,  
 এক্ষণে কি করি; কি হইলেই বা শাস্তি লাভ হয়, আপনি সেইরূপ উপদেশ করুন ॥ ৬১—৬২ ॥  
 হায় ! আমি কি দুর্ভাগ্য !! আমার পিতা অর্জুনের পৌত্র হইয়াও অপমৃত্যুতে জীবন ত্যাগ  
 করিয়াছেন। মুনিবর ! ঋত্বিয়গণের সামান্যই হউক আর বিষম সংগ্রামই হউক একমাত্র



শান্ত্যুপায়ং বদস্বাত্ত্বং সত্যবতীশ্বত ! ।

যথা স্বর্গং ব্রজেদাশু পিতা মে দুর্গতিং গতঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
সর্পযজ্ঞবিবৃতির্নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পিতুর্নাভূদিতি গৃহে বা বিধিপূর্ষকমিত্যনেনাশ্বতি ॥ ৬৪ ॥ দুর্গতিং গত ইতি । পরীক্ষিতো  
দুর্গতিশ্চ মহাভারতেপুঙ্ক। অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মজ্জিগন্তান্ স্নুহঃখিতঃ । উত্তরক্বেব  
সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সমরাজ্ঞে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ; যদি তাহা না হয় তবে গৃহেতে বিধিপূর্ষক মৃত্যুই ভাল । কিন্তু  
হায় ! আমার পিতার ইহার কি ছুই হয় নাই ; তিনি দ্বিজশাপে অবশ হইয়া অন্তরীক্ষেই  
জীবন বিসর্জন দিয়াছেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হে সত্যবতীনন্দন ! এক্ষণে এ বিষয়ের শান্তির  
উপায় কি বলুন । যাহাতে পিতা সেইরূপ দুর্গতি পাইয়াও শীঘ্র স্বর্গে যাইতে পারেন তাহা  
উপায় বিধান করুন ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞকথন-নামক

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মৈ ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ।  
উবাচ বচনং তত্র সভায়াং নৃপতিঞ্চ তম্ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গুহ্যমদ্ভুতম্ ।  
পুণ্যং ভাগবতং নাম নানাখ্যানযুতং শিবম্ ॥ ২ ॥  
অধ্যাপিতং ময়া পূৰ্ব্বং শুকায়াশ্বতায় বৈ ।  
শ্রাবয়ামি নৃপ ! ত্বাং হি রহস্যং পরমং মম ॥ ৩ ॥  
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং শ্রবণাৎ কিল ।  
শুভদং সুখদং নিত্যং সর্বগমসমুদ্বৃত্তম্ ॥ ৪ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

আন্তীকোহয়ং শ্বতঃ কস্মৈ বিদ্বার্থং কথমাগতঃ ।  
প্রয়োজনং কিমত্রাস্মৈ সর্পিণাং রক্ষণে প্রভো ! ॥ ৫ ॥

চতুঃষষ্টিশ্লোকবর্ধৈরাস্তীকস্ত সমুদ্ভবঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবতস্তাপি মহাশ্রম্যমতি কথ্যতে ॥

তচ্ছ্রুত্বৈতি । ভারতাদিশ্রবণেন মম চিত্তশান্তির্ন জাতেতি মম পিতা দুর্গতিস্তত ইতি চ  
জন্মেজয়বাক্যং শ্রুত্বৈত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥ শ্রবণাৎ কারণমিত্যর্থঃ । সর্বগমসমুদ্বৃত্তম্ সর্ব-  
বেদেভ্যঃ সারং গৃহীত্বা কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সত্যবতীতনয় বেদব্যাস, মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ আক্ষে-  
পোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই সভামধ্যেই তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ !  
আমি তোমায় অত্যদ্ভুত পবিত্রকারক ভাগবত পুরাণ বলিতেছি শ্রবণ কর । এই ভাগবত  
গূঢ়তম্বে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা বিষয়ের পরম মঙ্গলময় উপাখ্যান সকল বর্ণিত  
আছে ॥ ২ ॥ রাজন্ ! ইহাকেই আমার পরম রহস্য বলিয়া জানিবেন, পূর্বে আমি ইহা নিজ  
পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকেও শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৩ ॥ ইহা  
সমস্ত বেদের সারসংগ্রহে বিরচিত, এজন্ত এই কল্যাণকর সুখপ্রদ ও নিত্য ভাগবত শ্রবণ  
করিলে, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্কর্গ লাভ করিতে পারা যায় সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

কথ্যৈতন্মহাভাগ ! বিস্তরেণ কথানকম্ ।

পুরাণঞ্চ তথা সৰ্ব্বং বিস্তরাহ্মদ স্তত্রত ! ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

জরৎকার্মুনিঃ শান্তো ন চকার গৃহাশ্রমম্ ।

তেন দৃষ্টা বনে গৰ্ভে লম্বমানাঃ স্বপূৰ্ব্বজাঃ ॥ ৭ ॥

ততস্তমাহঃ কুরু পুত্রদারান্

যথা চ নঃ শ্রাৎ পরমা হি তৃপ্তিঃ ।

স্বর্গে ব্রজামঃ খলু দুঃখমুক্তা

বয়ং সদাচারযুতে স্ততে বৈ ॥ ৮ ॥

সতানুবাচাথ লভে সনামা-

মযাচিতাং চাতি বশানুগাঞ্চ ।

তদা গৃহারন্তমহঙ্করোমি

ব্রবীমি তথ্যং মম পূৰ্ব্বজা বৈ ॥ ৯ ॥

বিষ্মার্থং সর্পসত্রবিষ্মার্থম্ ॥ ৫ ॥ ইদং প্রথমত উক্তানস্তরং সৰ্ব্বং পুরাণং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

স্বপূৰ্ব্বজাঃ স্ববংশজাঃ ॥ ৭ ॥ ততস্তমাহরিতি । তং জরৎকার্মুং তৎপিতর আহঃ । যেন দারকরণেন নোহস্মাকং তৃপ্তিঃ শ্রান্তথা কুৰ্ব্বিত্যর্থঃ । তথাচ ত্রয়ি স্ততে সতি বয়ং স্বর্গে ব্রজামস্তথা কুৰ্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ইথং পূৰ্ব্বজবাক্যং শ্রদ্ধা জরৎকার্মুস্তানাহ স তানিতি । সনামাং নাম্না সগানাং যশ্চাঃ কন্তায়া নাম মম নাম চ সমানমেকমস্তি । পুনরযাচিতাং ময়াহপ্রার্থিতাং

জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! এই আস্তীক মুনি কাহার বংশধর এবং কেনইবা বজ্র ব্যাঘাত করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? সর্পগণের রক্ষা করিয়া ইহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? হে মহাভাগ! অগ্রে এই উপাখ্যানটী বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া পরে সমস্ত পুরাণখানি বিস্তার পূৰ্ব্বক বলুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৫—৬ ॥

ব্যাসদেব জনমেজয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূৰ্বে জরৎকার্মু নামে কোনও ঋষি নিরন্তর তপস্তারত থাকিয়া অতিশয় শাস্তিপরাশ্রয় হইয়াছিলেন। তিনি কদাপি দার-পরিগ্রহ করিয়া সংসারশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহার পূৰ্ব্বপুরুষগণ বনমধ্যস্থিত একটী গৰ্ভমধ্যে লম্বমানভাবে থাকিয়া পতনোন্মুখ হইতেছেন ॥ ৭ ॥ (ইহা দেখিয়া জরৎকার্মু তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে) তাঁহারা বলিলেন, জরৎকারো! তুমি আমাদের মুক্তির জন্ত দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন কর তাহা হইলেই আমাদের পরম তৃপ্তি লাভ হইবে। দেখ, যদি তোমার একটী সদাচারনিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলেই আমরা এই দুঃখহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইব ॥ ৮ ॥ অনন্তর, জরৎকার্মু ঋষি তাঁহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া



ইতু্যক্তা তান্ জরৎকার্গতস্তীর্থান্ প্রতি দ্বিজঃ ।  
 তদৈব পন্নগাঃ শপ্তা মাত্রাগৌ নিপতন্ত্বিতি ॥ ১০ ॥  
 কশ্চপশ্চ মুনেঃ পত্ন্যৌ কঙ্কশ্চ বিনতা তথা ।  
 দৃষ্টাদিত্যরথে চাশ্বমুচতুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥  
 তং দৃষ্ট্বা চ তদা কঙ্কর্কিনতাগিদমব্রবীৎ ।  
 কিংবর্ণোহয়ং হয়ো ভদ্রে ! সত্যং প্রবৃহি মাচিরম্ ॥ ১২ ॥  
 বিনতোবাচ ।

শ্বেত এবাশ্বরাজোহয়ং কিংবা ত্বং মন্যসে শুভে ! ।  
 বৃহি বর্ণং ত্বমপ্যশ্চ ততস্তু বিপণাবহে ॥ ১৩ ॥  
 কঙ্করুবাচ ।

কৃষ্ণবর্ণমহং মন্যে হয়মেনং শুচিস্মিতে ! ।  
 এহি সার্কিং ময়া দিব্যং দাসীভাবায় ভামিনি ! ॥ ১৪ ॥

পুনরতিবশানুগামতিবশ্যামেতাদৃশীং কণ্ঠাং ষদ্যহং লভে প্রাপ্নুয়াং তর্হি গৃহারম্ভং বিবাহং  
 করোমি করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

আগৌ পতন্ত্বিতি মাত্রা শপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ তত্র কা মাতা কথং বা শপ্তা ইতি সর্কঃ  
 বৃত্তান্তমাহ কশ্চপশ্চেতি । উচতুর্বক্ষ্যমাণম্ ॥ ১১ ॥ কিংতত্তদাহ তং দৃষ্টেতি ॥ ১২—১৩ ॥

দাসীভাবায়েতি । যন্তাঃ পরাভবঃ সা তন্তা দাসীতি দাসীভবনায় দিব্যং পণং কুর্কি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলিলেন, হে পূর্ষপুরুষগণ ! আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি যে, যদি আমি  
 একান্ত বশবর্ত্তিনী অথচ আমার সদৃশনারী কোনও কণ্ঠা বিনা প্রার্থনায় লাভ করিতে পারি  
 তাহা হইলেই তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইব ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ ! সেই দ্বিজ জরৎকার পূর্ষপুরুষগণকে এইরূপে বলিয়া তীর্থ যাত্রার উদ্দেশে  
 প্রস্থান করিলেন । এদিকে এই সময়ের মধ্যেই সর্পগণ, তাহাদের মাতা কঙ্ক কর্তৃক “অগ্নিতে  
 পতিত হইয়া ভস্মীভূত হও” এই বলিয়া অভিশপ্ত হইল । ইহার বৃত্তান্ত এই যে, কশ্চপ  
 ঋষির কঙ্ক ও বিনতা নামে দুই পত্নী এক দিবস সূর্য্যরথস্থিত অশ্বকে দেখিয়া পরস্পর বলা-  
 বলি করিতে লাগিলেন ॥ ১০—১১ ॥ প্রথমতঃ কঙ্ক সেই অশ্বকে দেখিয়া বিনতাকে বলিলেন,  
 অগ্নি কল্যাণি ! এই ঘোটকের বর্ণ কিরূপ সত্য করিয়া শীঘ্র বল দেখি ॥ ১২ ॥

বিনতা বলিলেন, এই ঘোটকবর নিশ্চয়ই শুক্লবর্ণ ; ভদ্রে ! তুমি ইহাকে কিরূপ বিবেচনা  
 কর ? শীঘ্র ইহার কিরূপ বর্ণ বল দেখি ? আইস এক্ষণে এ বিষয়ে আমরা একটা পণ করি ॥ ১৩ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কঙ্ক বলিলেন, ভগিনি ! তুমি অক্লান্তভাবে মন্দ হাস্ত করিতেছ  
 বটে, কিন্তু আমি এই ঘোটককে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই বিবেচনা করি । ঋষ্ট হইও না ; আমার

সূত উবাচ ।

কদ্ধশ্চ স্বস্থতানাহ সৰ্বান্ সৰ্পান্ বশে স্থিতান্ ।  
 বালান্ শ্যামান্ প্রকুৰ্ব্বন্ত যাবন্তোহশ্বশরীরকে ॥ ১৫ ॥  
 নেতি কেচন তদ্রাহস্তানথাসৌ শশাপ হ ।  
 জনমেজয়স্য যজ্ঞে বৈ গমিষ্যথ হতাশনম্ ॥ ১৬ ॥  
 অন্ত্রে চক্ৰুর্হয়ঃ সৰ্পাঃ করূরং বর্ণভোগকৈঃ ।  
 বেষ্টয়িত্বাস্ত্র পুচ্ছং তু মাতুঃ প্রিয়চিকীৰ্ষয়া ॥ ১৭ ॥  
 ভগিন্যৌ চ স্তসংযুক্তে গত্বা দদৃশুর্হয়ম্ ।  
 করূরং তং হয়ং দৃষ্ট্বা বিনতা চাতিদুঃখিতা ॥ ১৮ ॥  
 তদাজগাম গরুড়ঃ স্ততস্তস্মা মহাবলঃ ।  
 স দৃষ্ট্বা মাতরং দীনামপৃচ্ছৎ পন্নগাশনঃ ॥ ১৯ ॥  
 মাতঃ ! কথং স্তুদীনাসি রুদিতেব বিভাসি মে ।  
 জীবমানে ময়ি স্ততে তথান্ত্রে রবিসারথৌ ॥ ২০ ॥

---

বালানশ্বশ্র কেশান্ । শ্যামান্ স্বকৃষ্ণশরীরবেষ্টনেনেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ গমিষ্যথ পততে-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ করূরং বহুলকৃষ্ণবর্ণকম্ । বর্ণভোগটেকর্মানাবর্ণবিশিষ্টশরীরৈঃ ॥ ১৭ ॥ (ভগিন্যা-  
 বিতি । ভগিন্যৌ সপত্ন্যৌ কদ্ধবিনতে হয়ং অশ্বং দদৃশুঃ । অথ বিনতা তং হয়ং নানাবর্ণ-

---

সহিত এই প্রতিজ্ঞা কর যে, যে এই বিষয়ে পরাস্ত হইবে সে অপরের দাসী হইয়া থাকিবে ॥ ১৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! অনন্তর তাঁহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা স্থির হইলে, কদ্ধ বিনতাকে বধনা করিবার জন্ত একান্ত অমুরক্ত নিজপুত্র সর্পগণকে বলিল, পুত্রগণ ! তোমরা শীঘ্র নিজ কলেবর দ্বারা অশ্বকে বেষ্টন করত তাহার দেহস্থিত সমস্ত কেশগুলিকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া রাখ ॥ ১৫ ॥ জননীর এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্প উত্তর করিল, ইহা আমরা কখনই করিব না ; অনন্তর, কদ্ধ ইহাদিগকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল যে, তোমরা জনমেজয়ের যজ্ঞে যাইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ হও ॥ ১৬ ॥ অপর সর্পসকল জননীর প্রিয়কার্য্য বাসনায় কৃষ্ণবর্ণ শরীর দ্বারা অশ্বপুচ্ছ বেষ্টন করত অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ১৭ ॥ পরে, অশ্বটি এইরূপে সর্পদ্বারা স্তম্বরূপে বেষ্টিত হইলে, কদ্ধ ও বিনতা উভয়ে যাইয়া ঘোটককে দেখিলেন ; পরন্তু, বিনতা ঘোটকটাকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া (সপত্নীর দাসী হইতে হইল ইহা ভাবিয়া) অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর, একদা বিনতার কনিষ্ঠ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত সর্পভোজী গরুড় সেই স্থানে আসিয়া নিজ জননীকে দীনতাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৯ ॥ মাতঃ ! আপনি এত বিষমভাবে

দুঃখিতাসি ততো বান্ধিগ্ জীবিতং চারুলোচনে ! ।

কিং জাতেন স্নতেনাথ যদি মাতা স্নদুঃখিতা ।

শংস মে কারণং মাতঃ ! করোমি বিগতজ্বরাম্ ॥ ২১ ॥

বিনতোবাচ ।

সপত্ন্যা দাস্ত্বহং পুত্র ! কিং ব্রবীমি বৃথাক্রতা ।

বহ মাং সা ব্রবীত্যদ্য তেনাস্মি দুঃখিতা স্নত ! ॥ ২২ ॥

গরুড় উবাচ ।

বহিষ্যেহং তত্র কিল যত্র সা গন্তুমুৎসুক ।

মা শোকং কুরু কল্যাণি ! নিশ্চিন্তাং ত্বাং করোম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা সা গতা পার্শ্বং কদ্রুশ্চ বিনতা তদা ॥ ২৪ ॥

যুতং দৃষ্ট্বা অতিদুঃখিতা আসীৎ সপত্নীদাসীভাবশক্যেতি শেষঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ রবিসারথি-  
ররুণঃ । অন্ত্রে অন্ত্রস্মিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বাং গরুড়ারুণয়োঃ ॥ ২১ ॥

বৃথাক্রতা বার্থং খণ্ডিতাহং সপত্ন্যা দাসী জাতা ততো দাসীভাবাদধিকং দুঃখং কিং  
ব্রবীমি । বৃথাক্রতেত্যপি পাঠঃ ॥ ২২ ॥

বহ মামিতি । স্বস্বন্ধে মাং স্থাপয়িত্বা যত্র দেশে গন্তুমিচ্ছামি তং দেশং মাং বহ প্রাপয়ে-

বসিয়া রহিয়াছেন কেন ? আমার বোধ হয় আপনি যেন রোদন করিতেছিলেন ; জননি !  
আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যসারথি অরুণদেব এবং আমি জীবিত থাকিতেও আপনি দুঃখিতা  
হইয়াছেন, আমাদিগকে দিক্ ! আমাদের জীবনকেও দিক্ ! ! যদি পুত্র থাকিতেও মাতা  
দুঃখিতা হয়, তবে সেরূপ পুত্রের জন্ম হইয়াই বা কি ফল ! জননি ? আপনার দুঃখের কারণ  
বলুন । আমি আপনার দুঃখনাশ করিব ॥ ২০—২১ ॥

বিনতা, নিজপুত্র গরুড়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, পুত্র ! আমি ছলক্রমে  
সপত্নীর দাসী হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখের কথা কি বলিব ।  
বিশেষত অদ্য সেই সপত্নী সগর্বে কহিল, বিনতে ! এক্ষণে তুমি আমার স্বন্ধে করিয়া বহন  
কর, রে বৎস ! সপত্নী কদ্রুর ঈদৃশ গর্কিত আদেশে আমি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছি ॥ ২২ ॥

গরুড়, জননীর মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন, মাতঃ ! আপনি শোক করিবেন না  
আমি আপনার ভাবনা দূর করিব । আপনার সেই সপত্নী যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন  
আমি তাহাকে সেই স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! গরুড় এইরূপ বলিলে পর বিনতা কদ্রুর নিকটে গমন করিল এবং সেই  
মহাবল গরুড়ও জননীকে দাসীভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুত্রগণের সহিত কদ্রুকে



দাসীভাবমপাকৰ্ত্তুং গরুড়োহপি মহাবলঃ ।

উবাহ তাং সপুত্রাং বৈ সিন্ধোঃ পারং জগাম হ ॥ ২৫ ॥

গত্বা তাং গরুড়ঃ প্রাহ বৃহি মাতৰ্নমোহস্ত তে ।

কথং মুচ্যেত মে মাতা দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৬ ॥

কঙ্করুবাচ ।

অমৃতং দেবলোকাঙ্কং বলাদানীয় মে স্ততান্ ।

সমর্পয় স্ততাদ্যাশু মাতরং মোচয়াবলাম্ ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ শীঘ্রমিন্দ্রলোকং মহাবলঃ ।

কৃত্বা যুদ্ধং জহারাশু স্খাকুস্তং খগোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥

সমানীয়ামৃতং মাত্রে বৈনতেয়ঃ সমর্পয়ৎ ।

মোচিতা বিনতা তেন দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥

অমৃতং সঞ্জহারেন্দ্রঃ স্নাতুং সর্পা যদা গতাঃ ।

দাসীভাবাদ্বিনিমুক্তা বিনতা বিপতেৰ্ব্বলাৎ ॥ ৩০ ॥

ত্যাৰ্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ কথং মুচ্যেত তদ্বদেত্যৰ্থঃ ॥ ২৬ ॥ ( বিনতায়াঃ শাপমোচনোপায়মাহ  
অমৃতমিতি । দেবলোকাং স্বৰ্গাং । অবলাং পরতন্ত্ৰাম্ ॥ ২৭ ॥

গরুড়স্ত অমৃতানয়নায় স্বৰ্গমনাদিকমাহ । ইত্যুক্ত ইতি । মহাবল ইত্যনেন দেবগণরক্ষিত-  
শ্রাপ্যমৃতস্থানয়নে শক্তিঃ সৃচিতা ॥ ২৮ ॥ সমানীয় ইতি । বৈনতেয়ঃ বিনতাপুত্রো গরুড়ঃ । মাত্রে  
বিমাত্রে ইত্যৰ্থঃ ॥ ২৯ ॥ ) সঞ্জহাৰাপহৃতবানিত্যাৰ্থঃ । যদা সর্পাঃ স্নানং কৰ্ত্তুং গতাস্তদেত্যৰ্থঃ ।

বহন কৰিতে কৰিতে সমুদ্রের পরপারে লইয়া ষাইল ॥ ২৪—২৫ ॥ সেই স্থানে উপস্থিত  
হইয়া গরুড় বিমাতা কঙ্ককে বলিল, মাতঃ ! আমি আপনাকে নমস্কার কৰিতেছি; এক্ষণে  
বলুন কি কৰিলে আমার জননী আপনার দাসীভাব হইতে একেবারে মুক্তিলাভ কৰিতে  
পারেন ॥ ২৬ ॥ এই কথা শ্রবণ কৰিয়া কঙ্ক কহিল, পুত্র ! ( যদি তোমার জননীকে মুক্ত  
কৰিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ) অদ্য এই মুহূৰ্ত্তেই তুমি স্বৰ্গ হইতে বলপূৰ্ব্বক অমৃত আনয়ন  
কর এবং আমার সন্তানগণকে ভোজন করাইয়া তোমার পরাধীনা জননীকে বিমুক্ত কর ॥ ২৭ ॥

মহারাজ ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষিৰাজ গরুড় এইরূপে বিমাতৃকৰ্ত্তৃক আদিষ্ট  
হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রলোকে ষাইয়া দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ কৰিয়া অমৃতকুস্ত  
হরণ কৰিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর, সেই কুস্ত আনয়ন পূৰ্ব্বক বিমাতা কঙ্কর হস্তে সমর্পণ কৰিয়া  
নিজ মাতাকে বিমাতার দাসীভাব হইতে চিরদিনের মত মুক্ত কৰিলেন ॥ ২৯ ॥ এদিকে  
সর্পগণ অমৃত ভক্ষণ কৰিবার জন্ত যেমন স্নান কৰিতে নিৰ্গত হইল অমনি ইন্দ্র আসিয়া  
সেই অমৃতকুস্ত লইয়া অস্তহিত হইলেন । মহারাজ ! এইরূপে পক্ষিৰাজ গরুড়ের বলে বিনতা

তত্রাস্তীর্ণাঃ কুশাশ্চৈস্তস্ত লীলাঃ পরগনায়কৈঃ ।

দ্বিজিহ্বাস্তে স্তমপমাঃ কুশাগ্রস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ৩১ ॥

মাত্রা শপ্তাশ্চ যে নাগা বাসুকিপ্রমুখাঃ শুচা ।

ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা তে হোচুঃ শাপজং ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥

তানাহ ভগবান্ ব্রহ্মা জরৎকারুর্গহামুনিঃ ।

বাসুকেভগিনীং তস্মৈ অর্পয়ধ্বং সনামিকাম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাং যো জায়তে পুত্রঃ স বস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ।

আস্তীক ইতি নামাসৌ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বাসুকিস্ত তদাকর্ণ্য বচনং ব্রহ্মণঃ শিবম্ ।

বনং গত্বা স্ততাং তস্মৈ দদৌ বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫ ॥

সনামাং তাং মুনির্জ্ঞান্বা জরৎকারুরুবাচ তম্ ।

অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যান্তদা তাং নন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥

বাগ্‌বন্ধং তাদৃশং কৃত্বা মুনির্জ্ঞান্বাহ তাং স্বয়ম্ ।

দত্ত্বা চ বাসুকিঃ কামং ভবনং স্বং জগাম হ ॥ ৩৭ ॥

বিপতে: পক্ষিরাজন্ত ॥ ৩০ ॥ লীলা অমৃতকুস্তস্থানস্থিতানাং কুশানামমৃতদ্রব্যযুক্তবুদ্ধ্যা  
আশ্বাদিতা জিহ্বয়া ততঃ কুশানাং তীক্ষ্ণাগ্রদ্বান্মধ্যে জিহ্বাঃ ক্ষালিতাঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ মহা-  
মুনিরস্তীতি শেষঃ । সনামিকাং সমাননামিকাং জরৎকারুনামিকামিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥  
তং বাসুকিম্ ॥ ৩৬ ॥ (বাগ্‌বন্ধমিতি । তাদৃশং অপ্রিয়ং মে যদা কুর্যাদিত্যাদিক্রপং পূর্ব্বোক্তং

দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, সর্পগণ আসিয়া অমৃত কুস্ত অপহৃত  
দেখিয়া, যে স্থানে কুস্ত ছিল সেই স্থানস্থিত আস্তীর্ণ কুশ সকল চাটিতে আরম্ভ করিল,  
ইহাতে সকলেই কুশাগ্রের ধার দ্বারা ছিন্নজিহ্ব হইয়া দ্বিজিহ্ব হইয়া গেল ॥ ৩১ ॥

এদিকে বাসুকিপ্রভৃতি যে সকল সর্পগণ মাতৃকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহারা অতি-  
শয় শোকাভিভূত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া শাপসমুৎপন্ন ভয়ের কথা জানাইল ॥ ৩২ ॥  
ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে, মহর্ষি জরৎকারুর সমস্ত বিষয় বলিয়া তাঁহার হস্তে জরৎকারু-  
নাম্নী বাসুকির ভগিনীকে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, এই বাসুকি-  
ভগিনীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে সেই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ  
করিবে । আর ইহাও স্থির জানিবে যে, সেই পুত্রটী এই ভূমণ্ডল মধ্যে আস্তীক নামে  
বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বাসুকি ব্রহ্মার এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণে বনগমন করত  
সেই জরৎকারু ঋষির হস্তে বিনয়পূর্ব্বক নিজভগিনীকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ জরৎকারু  
প্রথমে তাহাকে সনাম্নী জানিয়া পরে বাসুকিকে বলিলেন যে, যখন তোমার এই ভগিনী  
আমার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিবে তখনই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৬ ॥ সেই

কৃত্বা পৰ্ণকুটীং শুভ্রাং জরৎকারুর্মহাবনে ।

তয়া সহ স্মৃথং প্রাপ রমমাণঃ পরস্তপ । ৩৮ ॥

একদা ভোজনং কৃত্বা স্পৃগোহসৌ মুনিসত্তমঃ ।

ভগিনী বাসুকেষুত্র সংস্থিতা বরবর্ণিনী ॥ ৩৯ ॥

ন সম্বোধয়িতব্যোহহং ত্বয়া কাস্তে ! কথঞ্চন ।

ইতু্যক্ত্বা তু গতৌ নিদ্রাং মুনিস্তাং স্মদতীং তদা ॥ ৪০ ॥

রবিরস্তগিরিং প্রাপ্তঃ সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে ।

কিং করোমি ন মে শাস্তিস্ত্যজেন্মাং বোধিতঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥

ধৰ্ম্মলোপভয়াত্বীতা জরৎকারুরচিস্তয়ৎ ।

নোচেৎ প্রবোধয়াম্যেনং সন্ধ্যাকালো বৃথা ব্রজেৎ ॥ ৪২ ॥

ধৰ্ম্মনাশাদ্বরং ত্যাগস্তথাপি মরণং ধ্রুবম্ ।

ধৰ্ম্মহানির্নরাণাং হি নরকায় ভবেৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

বাগ্‌বন্ধং প্রতিজ্ঞাম্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ অথ জরৎকারুপরিত্যাগকথাং সূচয়ন্মাহ একদেতি ॥ ৩৯ ॥  
ন সম্বোধয়িতব্য ইতি । হে কাস্তে ! কথঞ্চন কেনাপি কারণেন অহং ন সম্বোধয়িতব্যঃ  
ন জাগরণীয়ঃ মম নিদ্রাবিচ্ছেদো ন কর্তব্য ইতি যাবৎ ॥ ৪০—৪১ ॥) জরৎকারুর্জরৎকারুমুনেঃ  
পত্নী ॥ ৪২ ॥ ধৰ্ম্মনাশাপেক্ষয়া মম ত্যাগং করিষ্যতি অথবা মম মরণং স্ৰাদ্ধং বরং ন তু

মুনি এইরূপে প্রতিজ্ঞা করাইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ; বাসুকিও ভগিনীকে প্রদান  
করিয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ ! জরৎকারু ঋষি এইরূপে বাসুকি-  
ভগিনীকে গ্রহণ করিয়া সেই ঘোর বিপিনে কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহার সহিত পরম  
আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ একদা ঐ মুনিবর ভোজনান্তে শয়ন করিয়া  
বাসুকিভগিনীকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন ; কাস্তে ! যে কোন কারণই উপস্থিত হউক,  
তুমি কিছুতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিও না ; এইমত আদেশ করিয়াই নিদ্রায় অভিভূত  
হইলেন । এতচ্ছবনে সেই স্নন্দরী বাসুকিভগিনীও সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সূর্য্যদেব অন্তাচলশিখরে গমনোন্মুখ  
হইলেন । বাসুকিভগিনী জরৎকারু ইহা দেখিয়া স্বামীর ধৰ্ম্মলোপভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা  
করিতে লাগিলেন । এক্ষণে আমি কি করি, ইহাকে জাগরিত না করিলে আমার শাস্তিলাভ  
হইতেছে না ; কিন্তু, যদি জাগরিত করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি আমাকে পরিত্যাগ  
করিবেন ; আর যদি ইহাকে প্রবোধিত না করি, তাহা হইলে এই সন্ধ্যাসময় বৃথা অতি-  
বাহিত হইবে । অতএব, ধৰ্ম্মনাশ হওয়া অপেক্ষা বরং পরিত্যাগ বা মরণ শ্রেয়স্কর ; কারণ,  
মমুষ্যের ধৰ্ম্মনাশই একমাত্র নরকের হেতু ॥ ৪১—৪৩ ॥



ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা তং মুনিং প্রত্যবোধয়ৎ ।  
 সন্ধ্যাকালোহপি সঞ্জাত উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ স্বত্রত ! ॥ ৪৪ ॥  
 উথিতোহসৌ মুনিঃ কোপাত্তামুবাচ ব্রজাম্যহম্ ।  
 ত্বস্তু ভ্রাতৃগৃহং যাহি নিদ্রাবিচ্ছেদকারিণী ॥ ৪৫ ॥  
 বেপমানাব্রবীদ্বাক্যমিত্যুক্তা মুনির্নাতদা ।  
 ভ্রাতা দত্তা যদর্থং তৎ কথং শ্রাদমিতপ্রভ ! ॥ ৪৬ ॥  
 মুনিঃ প্রাহ জরৎকারুং তদস্তীতি নিরাকুলঃ ।  
 গতান্না মুনির্নাত্যক্তা বাসুকৈঃ সদনং তদা ॥ ৪৭ ॥  
 পৃষ্ঠা ভ্রাতাব্রবীদ্বাক্যং যথোক্তং পতিনা তদা ।  
 অস্তীত্যুক্তা চ হিহ্না মাং গতোহসৌ মুনিসভমঃ ॥ ৪৮ ॥  
 বাসুকিস্তু তদাকর্ণ্য সত্যবাঙ্‌মুনিরিত্যুত ।  
 বিশ্বাসঞ্চ পরং কৃৎস্না ভগিনীং তাং সমাশ্রয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

দর্শনাণ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ (ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি । সা বালা বাসুকিভগিনী ইতি পূর্বোক্তপ্রকারেণ  
 সঞ্চিন্ত্য মুনিং জরৎকারুং প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৪৪ ॥ উথিত ইতি । কোপাৎ নিদ্রাতঙ্গজন্তুকোপাৎ ।  
 অহং ব্রজামি যথেষ্টং গচ্ছামি ত্বাং পরিত্যজ্য ইতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥) তদস্তীতি তব ভ্রাতৃ  
 ইষ্টঃ পুত্রঃ স তব গর্ভেহস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ (পৃষ্ঠেতি । ভ্রাতা বাসুকিনা পৃষ্ঠা জিজ্ঞাসিতা পুত্র-  
 বিষয়মিতি শেষঃ । পতিনা ইত্যর্থম্ । তদা পরিত্যাগকালে ॥ ৪৮ ॥ বাসুকিরিতি । বাসুকিঃ  
 সর্পরাজস্তৎভগিনীকথিতমাকর্ণ্য মুনিঃ সত্যবাক্ ইতি নিশ্চিত্য চ তস্মিন্ পরং বিশ্বাসং কৃৎস্না

মহারাজ ! সেই তপস্বিনী বাসুকিভগিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া, হে স্বত্রত ! সন্ধ্যাকাল  
 উপস্থিত হইয়াছে আপনি গাত্রোথান করুন, এই বলিয়া সেই ঋষিকে জাগরিত করি-  
 লেন ॥ ৪৪ ॥ পরে মুনি জরৎকারু গাত্রোথান করিয়া ক্রোধপূর্বক বাসুকিভগিনীকে  
 বলিলেন, যে হেতু তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিয়া নিদ্রাতঙ্গ করিয়াছ, এজন্ত আমি  
 তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম ; তুমি এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগৃহে গমন কর ॥ ৪৫ ॥  
 মহর্ষি জরৎকারু এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে পর বাসুকিভগিনী কঁাপিতে কঁাপিতে বলিলেন,  
 মুনিবর ! আপনার প্রভাবের দ্বৈ পরিমাণ নাই তাহা সত্য ; কিন্তু, ভ্রাতা আনায় যে জন্ত  
 আপনাকে প্রদান করিয়াছেন তাহা কি করিয়া নিষ্পন্ন হইবে ॥ ৪৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া  
 মুনি ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিয়া বাসুকিভগিনী জরৎকারুকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা  
 সর্পকুলের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত বেক্রপ পুত্রের ইচ্ছা করেন তাহা তোমার গর্ভেই আছে ;  
 এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । বাসুকিভগিনী ও তৎকর্তৃক পরি-  
 ত্যক্ত হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর, তাঁহার ভ্রাতা বাসুকি  
 তাঁহাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সেই মুনিপ্রবর “ সন্তানটি  
 গর্ভে আছে ” এই কথা বলিয়াই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

ততঃ কালেন ক্রিয়তা জাতোহসৌ মুনিবালকঃ ।  
 আস্তীক ইতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ কুরুসত্তম ! ॥ ৫০ ॥  
 তেনায়ং রক্ষিতো যজ্ঞস্তব পার্থিবসত্তম ! ।  
 মাতৃপক্ষশ্চ রক্ষার্থং মুনিনা ভাবিতাঙ্গনা ॥ ৫১ ॥  
 ভব্যাং কৃতং মহারাজ ! মানিতোহয়ং হুয়া মুনিঃ ।  
 যাযাবরকুলোৎপন্নো বাসুকের্ভগিনীস্বতঃ ॥ ৫২ ॥  
 স্বস্তি তেহস্ত মহাবাহো ! ভারতং সকলং শ্রুতম্ ।  
 দানানি বহুদত্তানি পূজিতা মুনয়স্তথা ॥ ৫৩ ॥  
 কৃতেন স্কৃতেনাপি ন পিতা স্বর্গাতিং গতঃ ।  
 পাবিতং ন কুলং কুৎসং হুয়া ভূপতিসত্তম ! ॥ ৫৪ ॥  
 দেব্যাশ্চায়তনং ভূপ ! বিস্তীর্ণং কুরু ভক্তিতঃ ।  
 যেন বৈ সকলা সিদ্ধিস্তব স্রাজ্জনমেজয় ! ॥ ৫৫ ॥

তাং ভগিনীং সমাশ্রয়ং ভগিনীমেব শাপমোচকপ্রসূতিতয়া অবলম্বিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ সর্প-  
 শাপবিবরণমুক্তা ইদানীং জনমেজয়স্ত প্রশ্নোত্তরমাহ তেনায়মিতি ॥ ৫০—৫১ ॥ ভব্যাং কৃতং  
 মঙ্গলং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ যস্য যোক্তং ভারতং সকলং শ্রুতং দানানি নানাবিধানি দত্তানি  
 তথাপি মে চিত্তশাস্তির্ন জাতা ন বা পিতুঃ স্বর্গোহভূদिति তত্তথৈবাস্তীত্যাহ ভারতং  
 সকলমিতি ॥ ৫৩ ॥ অদ্যাপ্যেভিঃ কৰ্ম্মভিরপি হুয়া ন কুলং পাবিতম্ । অতো ময়া যচ্চ্যতে  
 হুৎকল্যাণার্থং তচ্ছৃণুত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৪ ॥ তং কিং তদাহ দেব্যাশ্চায়তনমিতি । তদুক্তং  
 শিবপুরাণে যো দেবীং স্থাপয়েৎ স্কন্দ ! প্রাসাদে ভক্তিভাবতঃ । ত্রৈলোক্যং স্থাপিতং তেন  
 যতঃ সৰ্ব্বমগ্নী শিবা । নানেন সদৃশো ধর্মো দেবীস্থাপনকর্ম্মণা । তুষ্ঠায়াং খলু তস্তাং তু সন্তুষ্টং  
 ভুবনত্রয়ম্ । যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা দেবীপ্রাসাদমদ্বুতম্ । স কোটিকুলমুকুত্যা মণিদ্বীপে

বাসুকি এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মুনির বাক্য অমোঘ জানিয়া এই কথায় দৃঢ়তর বিশ্বাস  
 স্থাপন পূর্ব্বক ভগিনীকেই বিপদনাশের উপায় মনে করিয়া স্বগৃহে রক্ষা করিলেন ॥ ৪৯ ॥  
 অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে, এই মুনিকুমার জন্মগ্রহণ করিয়া আস্তীক নামে বিখ্যাত  
 হইলেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ ! সেই আশ্চর্য্য মুনি আস্তীক মাতৃপক্ষীয়গণের রক্ষা জন্মই  
 তোমাকে সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ এক্ষণে তুমি এই যাযাবর কুলোৎপন্ন  
 বাসুকিভগিনীপুত্র আস্তীকের সম্মান রক্ষা করিয়া অতি সাধু কার্য্যই করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ হে  
 মহাবাহো ! তোমার মঙ্গল হউক । তুমি ইতিপূর্ব্ব সমস্ত ভারতই শ্রবণ করিয়াছ, বহু  
 ধনদান করিয়াছ এবং মুনিগণকেও যথোচিত সম্মান করিয়াছ সত্য ; কিন্তু, মহারাজ !  
 এই বিহিত স্কৃৎসবলেও তোমার পিতা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন নাই আর তুমি নিজ-কুলকেও  
 পবিত্র করিতে পার নাই ॥ ৫৩—৫৪ ॥ অতএব, হে জনমেজয় ! তুমি ভক্তি পূর্ব্বক দেবী  
 মহাশক্তির অর্চনার নিমিত্ত তাঁহার আয়তন বিস্তীর্ণ কর, তাহা হইলেই সমস্ত সিদ্ধিলাভ

পূজিতা পরয়া ভক্ত্যা শিবা সকলদা সদা ।

কুলবুদ্ধিং কৰোত্যেব রাজ্যঞ্চ স্থিহিরং সদা ॥ ৫৬ ॥

দেবীমথং বিধানেন কৃত্বা পার্থিবসত্তম ! ।

শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং পরমং শৃণু ॥ ৫৭ ॥

ত্বামহং শ্রাবয়িষ্যামি কথাং পরমপাবনীম্ ।

সংসারতারিণীং দিব্যাং নানারসসমাহতাম্ ॥ ৫৮ ॥

ন শ্রোতব্যং পরং চাস্মাৎ পুরাণাদ্বিদ্যতে ভুবি ।

নারাধ্যং বিদ্যতে রাজন্ ! দেবীপাদাম্বুজাদৃতে ॥ ৫৯ ॥

তে সভাগ্যাঃ কৃতপ্রজ্ঞা ধন্যাস্তে নৃপসত্তম ! ।

যেষাং চিত্তে সদা দেবী বসতি প্রেমসঙ্কুলে ॥ ৬০ ॥

সুদুঃখিতাস্তে দৃশ্যন্তে ভুবি ভারত ! ভারতে ।

নারাধিতা মহামায়া যৈর্জনৈশ্চ সদাশ্রিকা ॥ ৬১ ॥

বিরাজতে । কুলকোটীসমায়ুক্তো দেবীলোকে বসেন্নরঃ । জ্ঞানং দিব্যং পরং প্রাপ্য কৈবল্যং মোক্ষমাপুয়াৎ ইত্যাদিবচনানি পুরাণান্তরেষপি দ্রষ্টব্যানি ॥৫৫॥ রাজ্যং চকারান্মোক্ষঞ্চ ॥৫৬॥ দেবীমথং নবরাত্রোৎসবাদিকং জ্যোতিষ্ঠোমাদিকং কোটিহোমাদিকঞ্চ দেবীপ্ৰীত্যর্থং কৃতং দেবীমথশব্দেনোচ্যেতে । তং দেবীমথং কৃত্বা শ্রীদেবীভাগবতং শৃণু । অনেন বচনেন নব-রাত্রোৎসবে দেবীভাগবতপারায়ণবিধিঃ প্রদর্শিতঃ । অতোহবশ্যং নবরাত্রচতুষ্ঠয়ে দেবীভাগ-বতপারায়ণং কর্তব্যং শ্রোতব্যঞ্চ ॥৫৭॥ কিং ফলং তচ্ছ্রবণেনেতি চেৎ সংসারতারিণীমিতি । কেবলং দেবীভাগবতশ্রবণেনৈব দেবীপ্রসাদে জাতে সংসারান্বুক্তো ভবতীতি মহাফলং শ্রবণেনেতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ অস্মাৎ পুরাণাদধিকং সমং বাত্বৎ পুরাণং শ্রোতব্যং নৈব ভুবি বিদ্যতে অস্ত পুরাণস্ত সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদন্তেষাঞ্চ পুরাণানামেকৈক সত্বাদিশুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিপ্রতিপাদকত্বাৎ । অতএব সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যাং ভগবত্যা একৈকসত্বাদিশুণোপাধিহরিহরাদ্যপেক্ষয়া সর্বোৎকৃষ্টত্বাদেব দেবীপাদাম্বুজাদৃতে

করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫৫ ॥ সেই মঙ্গলময়ী মহাশক্তি ভক্তিপূর্ষক পূজিতা হইলে কুলের বুদ্ধি করিয়া থাকেন ও রাজ্যকে সর্বদা স্থিহিরে রাখেন ; অধিক কি, জীব বাহা অভিলাষ করে তৎসমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ মহারাজ ! তুমি এক্ষণে, বিদ্যপূর্ষক দেবী ভগবতীর পূজাদি উৎসব করিয়া দেবীমাহাত্ম্য-পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত নামে মহাপুরাণ শ্রবণ কর ॥ ৫৭ ॥ রাজন্ ! সংসার-সমুদ্রের একমাত্র তরণীস্বরূপ পরম-পবিত্রকর অথচ নানারস সমন্বিত এই দিব্য পুরাণকথা আমি নিজেই তোমাকে শ্রবণ করাইব ॥ ৫৮ ॥ মহারাজ ! ইহা তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, পৃথিবীতে, এই পুরাণ হইতে অপর কিছুই বিশেষ শ্রোতব্য নাই এবং দেবীপাদপদ্ম ব্যতিরেকে অপর কিছুই আরাধ্য নাই ॥ ৫৯ ॥ নৃপবর ! বাহাদিগের প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে দেবী ভগবতী নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন, ইহা লোকে তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই ভাগ্যবান্ ও যথার্থ বুদ্ধিমান্ ॥ ৬০ ॥ ভারতসত্তম ! এই ভারতবর্ষে জন্ম-



ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সৰ্ব্বৈ যদারাধনতৎপরাঃ ।

বৰ্ত্তন্তে সৰ্বদা রাজংস্থাং ন সেবেত কো জনঃ ॥ ৬২ ॥

য ইদং শৃণুয়ামিত্যং সৰ্বান্ কামানবাশুয়াৎ ।

ভগবত্যা সমাখ্যাতং বিষ্ণবে যদনুভবম্ ॥ ৬৩ ॥

তেন শ্রুতেন তে রাজংশ্চিত্তশান্তিৰ্ভবিষ্যতি ॥

পিতৃণামুদ্বাহয়ঃ স্বৰ্গঃ পুরাণশ্রবণাদুবেৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
আন্তীকজন্মকথনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দ্বাবিংশত্যাধিকসংখ্যৈঃ পদৈঃ সপ্তশতৈঃ শুভৈঃ । শ্রীমদ্ব্যাসমুখোদগীতৈর্দ্বিতীয়স্কন্ধ ইরিতঃ ॥

আরাধ্যং নৈবাস্তি তদেব সৰ্বৈরারাধ্যমিতি ভাবঃ ॥৫৯—৬১॥ মনুষ্যৈর্ভগবতী সৰ্বদারাধ্যো-  
ত্যত্র কিং বক্তব্যমিতি কৈমুতিকত্নায়েনাহ ব্রহ্মাদয় ইতি ॥ ৬২ ॥ বিষ্ণবে যদনুভবমিতি ।  
পূৰ্ব্বোক্তার্থশ্লোকাত্মকং যন্তাভগবতং সাক্ষাৎভগবত্যা স্বমুখে নৈব বিষ্ণবে উপদিষ্টং যন্তাত্তদানেন  
সদৃশং মহাফলং কিমত্ৰং শ্রান্ন কিমপীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ যদুক্তং মম চিত্তশান্তির্ন জাতা  
পিতৃণামুদ্বাহরোহপি ন জাত ইতি তত্রাহ তেন শ্রুতেনেতি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীমচ্ছবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবী ভাগবতশাস্ত্র ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ যঃ কৃতবান্ভুভাম্ ॥ ২ ॥

স্কন্ধো দ্বিতীয়স্তশাস্ত্র সমাপ্তোহভূচ্ছবার্থদঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজশ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভবনীলকণ্ঠ-

কৃতে দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে দ্বিতীয়স্কন্ধে

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

পরিগ্রহ করিয়া যে সকল মনুষ্য সেই মহামায়া অম্বিকাকে আরাধনা করিল না ; এই  
পৃথিবীতে তাহাদিগকেই নিতান্ত দুঃখার্ণবে মগ্ন দেখিতে পাইবেন ॥ ৬১ ॥ দেখুন, ব্রহ্মা  
প্রভৃতি দেবগণও সৰ্বদা ঐহার আরাধনায় তৎপর রহিয়াছেন, তবে এমন কোন্ ব্যক্তি  
আছে যে, তাঁহার আরাধনা করিবে না ? ॥ ৬২ ॥ অতএব, যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ  
নিত্য শ্রবণ করে সে অভিলষিত সমস্ত কামনাই প্রাপ্ত হয় । এই সৰ্ব্বতোম শ্রীমদ্ভাগবত পূৰ্ব  
ভগবতী স্বয়ং বিষ্ণুকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥ অতএব, মহারাজ ! এই ভাগবত  
পুরাণ শ্রবণ করিলেই তোমার চিত্তের শান্তি হইবেক এবং এই শ্রবণফলে তোমার পিতারও  
অক্ষয় স্বৰ্গলাভ হইবেক ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-  
ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে আন্তীকজন্মকথন-নামক

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

## প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

জনমেজয় উবাচ ।

ভগবন্ ! ভবতা প্রোক্তং যজ্ঞমশ্বাভিধং মহৎ ।  
সা কা কথং সমুৎপন্না কুত্র কস্মাচ্চ কিংগুণা ॥ ১ ॥  
কীদৃশশ্চ মথস্তশ্চাঃ স্বরূপং কীদৃশস্তথা ।  
বিধানং বিধিবদ্ব্রুহি সৰ্ব্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ২ ॥  
ব্রহ্মাণ্ডস্ত তথোৎপত্তিং বদ বিস্তরতস্তথা ।  
যথোক্তং যাদৃশং ব্রহ্মন্নখিলং বেৎসি ভূহর ! ॥ ৩ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরাং দেবীং চিদাম্বিকাম্ ।  
বন্দে সমলহসিতাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥  
পঞ্চাশৎপদ্যৈকরূপলোকো নৈভূবনেশরীম্ ।  
সম্যক্পৃষ্টবতে রাজ্ঞে নির্ণয়ঃ সমাশুচ্যতে ॥

সর্বৈর্ভগবত্যেবারাধ্যা পূজ্যা চেতি ব্যাসবাক্যং শ্রুত্বা জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি ভগবন্নिति ।  
যজ্ঞং যজনীয়ং পূজ্যমিত্যর্থঃ । অশ্বাভিধমশ্বাসংজ্ঞকং তদ্ব্যমিত্যর্থঃ । যস্য প্রোক্তং তত্র কা  
সা অশ্বা কিংস্বরূপা কথং কেন প্রকারেণোৎপন্না কুত্র কস্মিন্ দেশে কালে বা উৎপন্না কস্মাৎ  
কারণাৎপন্না কিংগুণা কিংগুণবতী সা চ ॥ ১ ॥

তস্তা দেব্যা মথো যজ্ঞো যস্য প্রোক্তঃ স কীদৃশস্তশ্চ মথস্ত স্বরূপং কীদৃশং তথা বিধানং  
চ কীদৃশং তৎ সৰ্ব্বং বিধিবদ্ব্রুহি যতস্ত্বং সৰ্ব্বজ্ঞোহসি ॥ ২ ॥

যথোক্তং যাদৃশং পৃষ্টং ময়া তৎ সৰ্ব্বং ত্বং বেৎসি ॥ ৩—৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যে, অশ্বা নামক মহাযজ্ঞের কথা বর্ণনা করিলেন,  
সে অশ্বা কে ? কি নিমিত্ত কোনস্থলে কোন সময়ে কি প্রকারেই বা তিনি উৎপন্ন হইয়া-  
ছিলেন ? তাঁহার স্বরূপ কেমন ? আর অর্চনাই বা কি প্রকার ? দয়ানিধান ! এই বিশ্ব-  
সংসারে এমন কোনও বিষয় নাই যাহা আপনার অবিদিত আছে ; অতএব আপনি  
রূপা করিয়া এ বিষয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান বিধি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১—২ ॥ এই সঙ্গে  
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিও বিস্তাররূপে বলিতে হইবে ; ব্রহ্মন্ ! এই ভূলোক মধ্যে আপনি  
সাক্ষাৎ দেবতা ; অতএব, আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা ত অতি সামান্য  
কথা ; বস্তুত আপনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন ॥ ৩ ॥ হে পরাশর-

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবা ময়া শ্রুতাঃ ।  
 সৃষ্টিপালনসংহারকারকাঃ সগুণাস্তমী ॥ ৪ ॥  
 স্বতন্ত্রাস্তে মহাত্মানঃ পারাশর্য্য ! বদস্ব মে ।  
 আহোশ্বিৎ পরতন্ত্রাস্তে শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫ ॥  
 মৃত্যুধর্ম্মাশ্চ তে নো বা সচ্চিদানন্দরূপিণঃ ।  
 আধিভূতাদিভির্যুক্তা ন বা দুঃখৈস্ত্রিধাত্মকৈঃ ॥ ৬ ॥  
 কালশ্চ বশগা নো বা তে সুরেন্দ্রা মহাবলাঃ ।  
 কথং তে বৈ সমুৎপত্তাঃ কস্মাদিতি চ সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥  
 হর্ষশোকযুতাস্তে বৈ নিদ্রালস্যসমম্বিতাঃ ।  
 সপ্তধাতুময়াস্তেষাং দেহাঃ কিং বাশ্চথা মূনে ! ॥ ৮ ॥  
 কৈর্দ্রব্যৈর্নির্ম্মিতাস্তে বৈ কৈশ্চৈরিন্দ্রিয়ৈস্তথা ।  
 ভোগশ্চ কীদৃশস্তেষাং প্রমাণমাযুষস্তথা ॥ ৯ ॥

তে কিং স্বতন্ত্রা আহোশ্বিৎ পরতন্ত্রা ইত্যপি পারাশর্য্য ! বদ ॥ ৫ ॥  
 মৃত্যুধর্ম্মা জীবা বা আহোশ্বিৎ সচ্চিদানন্দরূপিণস্তে ব্রহ্মাদয়ঃ । তথাধিভৌতিকাধিদৈবিক-  
 কাধ্যাত্মিকৈস্ত্রিধাত্মকৈস্ত্রিবিধৈর্দুঃখৈস্তে যুক্তা অথবা ন যুক্তাঃ ॥ ৬ ॥  
 ইতি চ সংশয়োহস্তুতি শেষঃ ॥ ৭ ॥  
 হর্ষশোকযুতাস্তে সন্তি । কিমশ্চথা বেতি পাদত্রয়েণ সংবধ্যতে ॥ ৮ ॥

কুলতিলক গুরো ! আমি শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ঈশ্বরই সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্য সাধন  
 করিবার জন্ত প্রকৃতির গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত হয়েন ;  
 ইহাতে জিজ্ঞাস্ত এই যে, অসীম প্রভাবশালী সেই মহাত্ম্যত্রয় কি স্বতন্ত্র ? না কি কাহারও  
 অধীনে থাকিয়া কেবল নিজ নিজ নির্দিষ্টকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র ? সাম্প্রতি  
 এই বিষয়টী শুনিবার জন্তই আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে ॥৪—৫॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত  
 সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সাধারণ জীবের ত্রায় মর্ত্যধর্ম্মাবলম্বী অথবা সকলেই সচ্চিদানন্দ  
 স্বরূপ ? আর এক কথা এই যে, তাঁহারা আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি  
 ত্রিবিধ দুঃখে সমাক্রান্ত হন কি না ? ফলতঃ সেই দেবত্রয় সর্ব্বসংহারক-কালের অধীন  
 কি না এবং তাঁহাদিগের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল ? এই সমস্ত বিষয়ে আমার  
 মনে অত্যন্ত সংশয় জন্মিয়াছে । মহর্ষে ! তাঁহারাও কি আমাদের মত হর্ষ শোকের  
 এবং নিদ্রা ও আলস্যের বশীভূত ? আর একটি সন্দেহ এই যে, তাঁহাদিগের দেহ  
 হুঙ্মাংসাদি সপ্তধাতুময় অথবা অণু প্রকার ? ॥ ৬—৮ ॥ যদি তাঁহাদিগের দেহ পঞ্চভূত-  
 জাত না হয়, তবে তাহা কোন উপাদানে নির্ম্মিত ? আর তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলই বা  
 কোন অনির্লচনীয় গুণাশ্রয়ে সৃষ্ট হইল ? যদি অপ্রাকৃত দেহই হয়, তাহা হইলে, সেই



নিবাসস্থানমপ্যেযাং বিভূতিং চ বদস্ব মে ।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ব্রহ্মন্ ! বিস্তরেণ কথামিমাম্ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দুর্গমঃ প্রশ্নভারোহয়ং কৃতো রাজংস্বয়াধুনা ।

ব্রহ্মাদীনাং সমুৎপত্তিঃ কস্মাদিতি মহামতে ! ॥ ১১ ॥

এতদেব ময়া পূৰ্ব্বং পৃষ্ঠোহুসৌ নারদো মুনিঃ ।

বিস্মিতঃ প্রত্যাবাচেদমুখিতঃ শৃণু ভূপতে ! ॥ ১২ ॥

কস্মিংশ্চ সময়ে চাহং গঙ্গাতীরে স্থিতং মুনিম্ ।

অপশ্যং নারদং শান্তং সৰ্ব্বজ্ঞং বেদবিত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

কৈর্দ্রব্যৈরিতি । তেষাং দেহাঃ পাঞ্চভৌতিকা উত ন ॥ ৯—১০ ॥

ব্রহ্মাদীনামিতি । ইদমুপলক্ষণং জনমেজয়েন কৃতানাং সৰ্ব্বেষাং প্রশ্নানাম্ ॥ ১১ ॥

এতদেবেতি । নহু জনমেজয়প্রশ্না অগ্নিবিধাঃ কৃতাঃ ব্যাসস্ত নারদং প্রতি প্রশ্নাঙ্ক-  
বিধাঃ সন্তি তং কথমুচ্যতে এতদেব ময়েতি চেন্ন । এতদেবেত্যৈশ্চতঃসদৃশমিত্যর্থঃ । যে  
অগ্নি প্রশ্নাঃ কৃতাস্তৎসদৃশাঃ এব প্রশ্না ময়া নারদং প্রতি কৃতাস্তেষাং প্রশ্নানাং প্রত্যুত্তরং  
নারদো দত্তবাংস্তেনৈব ত্বংপ্রশ্নানাং সমাধানং ভবিষ্যতি । ন ত্বংপ্রশ্নানাং পৃথক্ প্রতিবচনং  
দেয়ং ভবতীতি ভাবঃ । অতএব জনমেজয়েন কৃতপ্রশ্নানাং প্রত্যেকং প্রতিবচনং ব্যাসো  
ন দত্তবানিতি বোধ্যম্ । উখিত আবিভূতো মদগ্রে প্রকটীভূতঃ ॥ ১২ ॥

অপ্রাকৃত দেহে বিষয় সম্ভোগইবা কি প্রকার ? অপিচ তাদৃশ অলৌকিক দেহের জীবন  
কালই বা কতদিন ? ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! সেই সুরোত্তমত্রয়ের বাসস্থান কোথায় এবং তাঁহাদিগের  
ঐশ্বর্য্যশক্তিই বা কিরূপ ? এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্য আমার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী  
হইয়াছে, আপনি বিস্তার পূৰ্ব্বক উহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১০ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বুঝিলাম, তোমার বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্বের অন্তঃসন্ধান  
প্রবৃত্ত হইয়াছে ; কেননা, অদ্য তুমি আমার নিকট ব্রহ্মাদির উৎপত্তি এবং তাঁহারা  
সাধারণ জীবের জায় জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কাল ধর্ম্মের অধীন কি না ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল  
প্রশ্ন করিলে উহার উত্তর প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে ॥ ১১ ॥ পূৰ্ব্বে কোন সময়ে  
দেবর্ষি নারদ আমার নিকট আবিভূত হওয়ায় আমিও তাঁহার কাছে প্রায় তোমারই প্রশ্ন  
সকলের মত কতকগুলি দুর্লভ বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম । দেবর্ষি আমার তাদৃশ প্রশ্ন  
শ্রবণে প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; পরে নিজ অপরিমিত জ্ঞানশক্তিপ্রভাবে  
যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । মহারাজ ! অদ্য আমি তোমার নিকট আমাদিগের  
সেই গুরু শিষ্য সম্বন্ধিত প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ বর্ণন করিব ; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর,  
ইহার দ্বারা তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইবে ॥ ১২ ॥

দৃষ্টাহং মুদিতো গহ্বা পাদয়োৰপতম্মুনেঃ ।  
 তেনাজ্জপ্তঃ সমীপেহস্ম সংবিষ্টচ্চ বরাসনে ॥ ১৪ ॥  
 শ্রুত্বা কুশলবার্তাং বৈ তমপৃচ্ছং বিধেঃ স্মৃতম্ ।  
 নিবিষ্টং জাহ্নবীতীরে নির্জনে সূক্ষ্মবালুকে ॥ ১৫ ॥  
 মুনেহতিবিততস্মাস্ত ব্রহ্মাণ্ডস্ত মহামতে ! ।  
 কঃ কৰ্ত্তা পরমঃ প্রোক্তুস্তস্মৈ ব্রুহি বিধানতঃ ॥ ১৬ ॥  
 কস্মাদেতৎ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডং মুনিসত্তম ! ।  
 অনিত্যং বা তথা নিত্যং তদাচক্ষু দ্বিজোত্তম ! ॥ ১৭ ॥  
 এককৰ্ত্তৃকমেতদ্বা বহুকৰ্ত্তৃকমশ্রুত্বা ।  
 অকৰ্ত্তৃকং ন কার্য্যং শ্রাদ্ধিরোধোহয়ং বিভাতি মে ॥ ১৮ ॥  
 ইতি সন্দেহসন্দোহে মগ্নং মাং তারয়াধুনা ।  
 বিকল্পকোটীঃ কুর্বাণং সংসারেহস্মিন্ প্রবিস্তরে ॥ ১৯ ॥

(অহমপি ত্বমিহ সংশয়াপন্নঃ সন্ পুরা স্বগুরুং দেবর্ষিনারদমপৃচ্ছমিতি বিবক্ষুরাহ কস্মিংশ্চ সময় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইদানীং গুরুদর্শনজমানন্দহং স্মচয়ম্মাহ দৃষ্টাসিতি ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতমমুস্মত্যাহ শ্রুত্বা কুশলবার্তামিতি ॥ ১৫ ॥

মুনেহতিবিততস্মেতি । অতিবিস্তৃতস্ত ব্রহ্মাণ্ডস্ত পরমঃ সর্কোপরিবর্ক্টি এবস্তুতঃ কৰ্ত্তা কঃ শাস্ত্রেণ প্রোক্ত ইতি বিধানতঃ শাস্ত্রবিধিসমুন্নত্বা ব্রুহীতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

কস্মাদিতি । এতদব্রহ্মাণ্ডং কস্মাৎ সকাশাৎ সজাতং কিঞ্চ এতন্নিত্যং অবিনশ্বরং বা তদপি ব্রুহীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ )

বিরোধোহয়মিতি । কৃতিজগত্বাতাবে কার্য্যত্বমেব ন শ্রাদ্ধিতি বিরোধঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

কোন সময় আমি দেখিলাম, বেদবেত্তাগণের অগ্রগণ্য কালত্রয়দর্শী প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্ নারদ জাহ্নবীতটে মৌনাবলম্বনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । গুরুদেব মৌনাবলম্বনে থাকিলেও আমি দর্শনমাত্র আনন্দভরে নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলাম ; পরে তাঁহার আদেশক্রমে সমীপস্থ একটি উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম । অনন্তর, সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিপ্রবর গুরুদেবের অপরাপর কুশল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নির্জনে গঙ্গাতীরস্থ সূক্ষ্মবালুকাগর আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম, ভগবন্ ! এই অতীব বিস্তৃত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় কৰ্ত্তা কে ? আমাকে ষথার্থ করিয়া বলুন ॥ ১৩—১৬ ॥ মুনিসত্তম ! এই ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইহা কি নিত্য অবিনশ্বর পদার্থ না অনিত্য ? আর এক কথা এই, ইহার কৰ্ত্তা একটা না বহু ? কলতঃ কৰ্ত্তা অবশ্যই আছে, তাহার কারণ, কৰ্ত্তা না থাকিলে যে, কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ; ইহা বোধ হয় সাধারণেই স্বীকার করিয়া থাকে । গুরুদেব ! এই স্মৃতিস্তীর্ণ সংসার বিষয়ে

ব্রুবন্তি শঙ্করং কেচিন্মত্ৰা কারণকারণম্ ।  
 সদাশিবং মহাদেবং প্রলয়োৎপত্তিবর্জিতম্ ॥ ২০ ॥  
 আত্মারামং সুরেশ্বরং ত্রিগুণং নির্মলং হরম্ ।  
 সংসারতারকং নিত্যং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ২১ ॥  
 অন্ত্রে বিষ্ণুং স্তবন্ত্যনং সর্বেষাং প্রভুমীশ্বরম্ ।  
 পরমাত্মানমব্যক্তং সর্বশক্তিসমম্বিতম্ ॥ ২২ ॥  
 ভুক্তিদং মুক্তিদং শান্তং সর্বাঙ্গং সর্বতোমুখম্ ।  
 ব্যাপকং বিশ্বশরণমনাদিনিধনং হরিম্ ॥ ২৩ ॥  
 ধাতারঞ্চ তথা চান্যে ব্রুবন্তি সৃষ্টিকারণম্ ।  
 তমেব সর্ববেদারং সর্বভূতপ্রবর্তকম্ ॥ ২৪ ॥  
 চতুর্মুখং সুরেশানং নাভিপদ্যভবং বিভূম্ ।  
 স্রষ্টারং সর্বলোকানাং সত্যলোকনিবাসিনম্ ॥ ২৫ ॥

যা নিকল্পকোটিস্তা অহমুক্তানিত্যাহ । ব্রুবন্তি শঙ্করমিতি ॥ ২০ ॥

( তন্ত্বেশ্বরত্বে হেতুং বর্ণয়ন্তাহাশ্চ্যারামেতি ॥ ২১ ॥

অন্ত্রে বিষ্ণুমিতি দ্বাত্যাং প্রতিপাদয়তি বিষ্ণোরীশ্বরত্বমিতি শেষঃ ॥ ২২—২৩

ধাতারমিতি দ্বাত্যাম্ ॥ ২৪—২৫ ॥

যে সমস্ত কুট সংশয় ছিল সে সমস্তই প্রকাশ করিলাম ; এক্ষণে রূপা বিতরণ পূর্বক এই  
 সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে ভীষণ সন্দেহ-সাগরে নিমগ্নপ্রায় শিষ্যকে ত্রাণ করুন ॥১৭-১৯॥  
 এ বিষয়ে আর এক আশ্চর্য দেখুন, কতকগুলি পণ্ডিত শঙ্করকেই সর্বকারণ-কারণ  
 পরমেশ্বর মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, সেই সর্বদেবেশ্বর প্রভু মহাদেবই জীব-নিস্তারের  
 হেতুভূত ; তিনিই উৎপত্তি-প্রলয় বর্জিত সদা মঙ্গলময় আত্মারাম ও গুণত্রয়ের নিয়ন্তা । সর্ব-  
 পাপবিরহিত ভক্তজনের পাপহারী সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ ॥ ২০—২১ ॥  
 আবার কোন কোন পণ্ডিতেরা বিষ্ণুকেই সর্বেশ্বর ভাবিয়া এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন  
 যে, তিনিই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা সকলের প্রভু ও আদ্যপুরুষ ; সেই হরিই জন্মমৃত্যু-বিব-  
 র্জিত বিশ্বজীবের তারণকর্তা সর্বব্যাপী সর্বতোমুখ ভক্তজনের ভোগমুক্তিদাতা ॥২২—২৩॥  
 কেহ কেহ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেই সর্বকারণরূপ ঈশ্বর ভাবিয়া এইমত বলেন যে, তিনিই  
 সমস্ত সৃষ্টির কারণ ; সুতরাং তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্তা, সর্বভূতের প্রবর্তক  
 সর্বজ্ঞ । ব্রহ্মাই পরম কারণ স্বরূপ কোন অনির্কচনীয়া অব্যক্ত অনন্ত শক্তির নাভিপদ্য  
 হইতে আবির্ভূত ; অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার পিতা মাতা নাই । বিশেষতঃ তাঁহার বসতি  
 সর্বলোকোপরি সত্যলোকে ; অতএব তিনিই লোক সমূহের উৎপাদয়িতা এবং সমস্ত



দিনেশং প্রবদন্ত্যন্তে সর্বেশং বেদবাদিনঃ ।  
 স্তবন্তি চৈব গায়ন্তি সায়ম্প্রাতরতন্দ্রিতাঃ ॥ ২৬ ॥  
 যজন্তি চ তথা যজ্ঞে বাসবঞ্চ শতক্রতুম্ ।  
 সহস্রাক্ষং দেবদেবং সর্বেষাং প্রভুমুদ্রণম্ ॥ ২৭ ॥  
 যজ্ঞাধীশং সুরাধীশং ত্রিলোকেশং শচীপতিম্ ।  
 যজ্ঞানাক্ষৈব ভোক্তারং সোমপং সোমপপ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥  
 বরুণঞ্চ তথা সোমং পাবকং পবনস্তথা ।  
 যমং কুবেরং ধনদং গণাধীশং তথা পরে ॥ ২৯ ॥  
 হেরম্বং গজবক্রঞ্চ সর্বকার্য্যপ্রসাধকম্ ।  
 স্মরণাং সিদ্ধিদং কার্য্যকামদং কামগং পরম্ ॥ ৩০ ॥  
 ভবানীং কেচনাচাৰ্য্যাঃ প্রবদন্ত্যখিলার্থদাম্ ।  
 আদিমায়াং মহাশক্তিং প্রকৃতিং পুরুষানুগাম্ ॥ ৩১ ॥

দিনেশমিতি । অতন্দ্রিতা আলস্তাদিবর্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥

শতক্রতুং শতান্বমেধযাজিনং বাসবমিন্দ্রম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

ভিন্নরুচিহ্নাং হুর্জলসাধকৈঃ পরমেশ্বরবিভূতিরূপা বরুণাদয়োদিগীশা অপীজ্যন্তে অত  
 আহ বরুণমিতিদ্বাভ্যাম্ ॥ ২৬—৩০ ॥

দেবগণেরও ঈশ্বর ॥ ২৪—২৫ ॥ আবার অপর বেদবাদী পণ্ডিতগণ দিনপতিকেই সর্বেশ্বর  
 বলিয়া কীর্তন করেন ; অতএব তাঁহারা সায়ং সন্ধ্যা ও প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে অতন্দ্রিতভাবে  
 বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্বক তাঁহাদেরই স্তুতি গান করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ কোন কোন  
 ঋষি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্বক দেবরাজ বাসবের অর্চনা করেন । তাঁহারা এই কথা বলেন  
 যে, ইন্দ্রই সমস্ত দেবগণের দেবতাস্বরূপ ; তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সকল  
 জীবের নিগ্রহাত্মগ্রহে সমর্থ । তিনিই সর্বাপেক্ষা সমধিক পরাক্রান্ত ; তিনি সহস্র লোচন,  
 সমস্ত দেবের অধীশ্বর ; অতএব সেই শচীপতিই এই লোকত্রয়ের নিয়ন্তা ও সর্ব যজ্ঞের  
 আরাধ্য ঈশ্বর । তিনি স্বয়ং সোমপানে নিরত এবং সোমপানিগ্ধই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ;  
 স্তুতরাং তিনিই একমাত্র যজ্ঞভোক্তা ॥ ২৭—২৮ ॥ এইরূপে মানবগণ নিজ নিজ অভিরুচি  
 অনুসারে কেহ বরুণ, কেহ সোম, কেহ হতাশন, কেহ পবন, কেহ যম, কেহ বা সর্ষধনের  
 অধীশ্বর কুবেরের, কোন কোন মহাত্মা যিনি স্তুতিমাত্রে সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি প্রদান করেন  
 এবং যিনি স্বয়ং সর্বকামনার পরপারগত হইয়াও ভক্তজনের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া  
 থাকেন সেই সর্বকার্য্যপ্রসাধক গজেন্দ্রবদন গণপতির আরাধনায় নিরত হইলেন ॥ ২৯—৩০ ॥  
 পরন্তু, কতকগুলি জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য এইরূপ বলেন যে, যিনি পরব্রহ্মের সহিত

ব্রহ্মৈকতাসমাপন্নাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।  
 মাতরং সর্বভূতানাং দেবতানাং তথৈব চ ॥ ৩২ ॥  
 অনাদিনিধনাং পূর্ণাং ব্যাপিকাং সর্বজন্তুষু ।  
 ঈশ্বরীং সর্বলোকানাং নিগুণাং সগুণাং শিবাম্ ॥ ৩৩ ॥  
 বৈষ্ণবীং শাক্তরীং ব্রাহ্মীং বাসবীং বারুণীন্তথা ।  
 বারাহীং নারসিংহীঞ্চ মহালক্ষ্মীং তথাদ্বিতাম্ ॥ ৩৪ ॥  
 বেদমাতরমেকাঞ্চ বিদ্যাং ভবতরোঃ স্থিরাম্ ।  
 সর্বদুঃখনিহন্ত্রীঞ্চ স্মরণাং সর্বকামদাম্ ॥ ৩৫ ॥  
 মোক্ষদাঞ্চ মুমুকুশাং কামদাঞ্চ ফলার্থিনাম্ ।  
 ত্রিগুণাতীতরূপাঞ্চ গুণবিস্তারকারকাম্ ॥ ৩৬ ॥  
 নিগুণাং সগুণাং তস্মাত্তাং ধ্যায়ন্তি ফলার্থিনঃ ।  
 নিরঞ্জনং নিরাকারং নির্লেপং নিগুণং কিল ॥ ৩৭ ॥

ইদানীং আদ্যাশক্তের্মহাদেব্যা ভগবত্যা এব ষড়্ভিঃ শ্লোকৈকবৈষ্ণব্যাদিব্যাপ্তিক্রপৈস্তথা  
 নায়্যশবলিতপরব্রহ্মায়কসমষ্টিরূপেণ সর্বগুণোপাধিবর্জিতসচ্চিদ্রূপস্বরূপেণ চ সর্বৈশ্বর্য-  
 শক্তিমন্তঃ নিতরাং সর্বতোমুখপ্রভুত্বং সর্কারাধ্যত্বং চ প্রতিপাদয়ন্তীতি ভবানীতি । কেচন  
 অতিবিরলাস্তে যে আচার্য্য ভবানীং অখিলার্থদাং প্রবদন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

অভিন্নরূপিণী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপা, দেবতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের  
 জননী, জন্মমৃত্যু বিরহিতা এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপিয়া সর্বপ্রাণীতে  
 অবস্থিতি করিতেছেন সেই সগুণ নিগুণরূপা পরম-মঙ্গলময়ী সর্বলোকেশ্বরী মহাশক্তি আদি  
 মায়া ভবদারাই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি অখিলার্থের প্রদাত্রী, অতএব তিনিই সর্বতো-  
 ভাবে সর্ব জীবের আরাধ্যা ॥ ৩১—৩৩ ॥ সেই মহাশক্তিই বৈষ্ণবী, শাক্তমোহিনী বাসবী,  
 বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, মহালক্ষ্মী ও অদ্বিতীয়া বেদমাতা প্রভৃতি অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন ;  
 বস্তুত সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণীই যে, এই ভবসংসার-মহীকূলের একমাত্র নিশ্চল মূলস্বরূপা  
 তাহাতে আর সংশয় নাই । তিনি স্মরণমাত্রেই ভক্তজনের অনন্ত দুঃখ রাশি ধ্বংস করিয়া  
 সর্ব কামনা পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পরন্তু, বাহাদিগের অন্তরে ইহলোকে পার্থিব  
 বিষয় ভোগ আর পরলোকে স্বর্গভোগাদি ভূরি ভূরি বাসনা সকল জাজ্বল্যমানরূপে নিহিত  
 থাকে, তিনি তাদৃশ দুর্ভল প্রকৃতি সকাম-সাধকদিগকেই কেবল ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য ফল দিয়া  
 ভুলাইয়া রাখেন ; আর নিকামান্তঃকরণ প্রবলাধিকারী মুমুকুদিগকে একমাত্র সচ্চিদ্রূপ  
 সূখস্বরূপ অক্ষয় মোক্ষতত্ত্বই প্রদান করিয়া থাকেন । আর এক কথা এই, তিনি স্বয়ং  
 ত্রিগুণের অতীত হইয়াও নিজপ্রভাবে বারংবার এই গুণময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার  
 করেন ; সেই জন্ত নিকাম যোগেক্ষুপকুষেরাই কেবল তাঁহার সেই গুণোপাধিবর্জিত কৈবল্য-

অরূপং ব্যাপকং ব্রহ্ম প্রবদন্তি মুনীশ্বরঃ ।  
 বেদোপনিষদি প্রোক্তস্তেজোময় ইতি কচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রনয়নস্তথা ।  
 সহস্রকরকর্ণশ্চ সহস্রাশ্রঃ সহস্রপাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 বিষ্ণোঃ পাদমথাকাশং পরমং সমুদাহৃতম্ ।  
 বিরাজং বিরজং শান্তং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪০ ॥  
 পুরুষোত্তমং তথা চান্যে প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ।  
 নৈকোপীতি বদন্ত্যন্যে প্রভুরীশঃ কদাচন ॥ ৪১ ॥  
 অনীশ্বরমিদং সর্বং ব্রহ্মাণুমিতি কেচন ।  
 ন কদাপীশজন্তং যজ্জগদেতদচিন্তিতম্ ॥ ৪২ ॥

বেদান্তমতমাহ । নিরঞ্জনমিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

বিরাট্‌স্বরূপবাদিমতমাহ । সহস্রশীর্ষেতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

অনেকেশ্বরবাদিমতমাহ । নৈকোপীতি গৃহপ্রাসাদাদিবিচিত্রং কার্যামনেককর্তৃকং দৃষ্টং  
তথৈদং জগৎ কার্যামপ্যনেককর্তৃকমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অনীশ্বরং স্বভাবাদেবেদং জগদভূদिति কেষাঞ্চিন্মতমাহ । অনীশ্বরমিতি তন্মতসাধক-  
মাহ । ন কদাপীশজন্তমিতি । যদীদং জগদীশজন্তং শ্রান্তদাচিন্তিতমনির্কচনীয়ং কিমিতি  
শ্রান্নহি কুলালকর্তৃকো ঘটোহনির্কচনীয়োহস্তি তস্মাদচিন্তিতত্বাদনির্কচনীয়ত্বাৎ স্বভাবাদেব  
জন্তং নদীশজন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ভাবের ধ্যানে নিরত থাকেন । ফলতঃ কৰ্ম্মফলাসক্ত সকামীরাই তাঁহার কার্যময় স্থূল মূর্ত্তি  
সকলের ভাবনা করে । পরন্তু, বেদান্ততত্ত্বাভিজ্ঞ পরমজ্ঞানী মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে নির্বিকার  
নিরাকার নিরঞ্জন সমস্ত রূপ ও গুণাদিধৰ্ম্মবর্জিত সৰ্বব্যাপক পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ;  
আবার বেদ ও উপনিষদ্ সকলের মধ্যে কোন কোন স্থলে তিনি শুদ্ধ তেজোময় রূপেই  
পরিগীত হইয়াছেন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ অপিচ কোন কোন মনীষী পুরুষেরা তাঁহাকে অনন্ত মস্তক  
অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত শ্রুতি, অনন্তবন্দন, অনন্ত পদ, সৰ্বপাপ-পরিশূন্য বিরাটপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন  
করেন । তাঁহারা আকাশকেই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯—৪০ ॥  
অপরোপর পুরাণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণনা করেন । কতক  
গুলি স্থূলদর্শী অজ্ঞ এইরূপ বলে যে, এতাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি কখনও একটী মাত্র  
ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন ? (বস্তুতঃ গৃহ অট্টালিকাদি নির্মাণের ক্রায় ইহাতেও অনেকগুলি  
কর্ত্তা আছেন ॥ ৪১ ॥) (আবার কতকগুলি নিরীশ্বরবাদী ছরাত্মা পাষাণ্ড এই কথা বলে যে,  
বুদ্ধির অগম্য এই অচিন্তিত অনন্ত জগৎ যে, কোথাকার একজন ঈশ্বর আসিয়া সৃষ্টি  
করিয়াছেন, এরূপ অসম্ভাবিত কখনই হইতে পারে না , ফলতঃ এ ব্রহ্মাণ্ডের নির্দিষ্ট কর্ত্তা



সদৈবেদমনীশঞ্চ স্বভাবোখং সদেদৃশম্ ।

অকর্তাসৌ পুমান্ প্রোক্তঃ প্রকৃতিস্তু তথা চ সা ॥ ৪৩ ॥

এবং বদন্তি সাংখ্যাশ্চ মুনয়ঃ কপিলাদয়ঃ ।

এতে সন্দেহসন্দোহাঃ প্রভবন্তি তথাপরে ॥ ৪৪ ॥

বিকল্পোপহতং চেতঃ কিং করোমি মুনীশ্বর ! ।

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিবক্ষায়াং ন মনো মে স্থিরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

কো ধৰ্ম্মঃ কীদৃশো ধৰ্ম্মশ্চিহ্নং নৈবোপলভ্যতে ।

দেবাঃ সত্বগুণোৎপন্নাঃ সত্যধৰ্ম্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

পীড়্যন্তে দানবৈঃ পাপৈঃ কুত্র ধৰ্ম্মব্যবস্থিতিঃ ।

ধৰ্ম্মস্থিতাঃ সদাচারাঃ পাণ্ডবা মম বংশজাঃ ॥ ৪৭ ॥

সাঙ্খ্যমতস্ত্রাহ । অকর্তেতি । তথাচ সেতি । কর্তৃত্বার্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

যত্র কল্যাণং তিষ্ঠতীতি ধৰ্ম্মশ্চ কল্যাণং চিহ্নং জ্ঞেয়মিতি চেত্তত্রাহ দেবাঃ সত্বগুণোৎপন্না ইতি ॥ ৪৬ ॥

ধৰ্ম্মিষ্ঠানাং দেবানাং মম বংশজানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ধৰ্ম্মিষ্ঠত্বৈপ্যকল্যাণোপহতত্বাদ্যত্র কল্যাণং তত্র ধৰ্ম্মস্তিষ্ঠতীত্যত্র ব্যাপ্ত্যভাবান্ন ধৰ্ম্মচিহ্নং জ্ঞাতুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

কেহই নহে ॥ ৪২ ॥ কর্তা না থাকিলেও এই জগৎ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া অনাদিকাল হইতে এক মাত্র স্বভাব দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে । আবার সাঙ্খ্যমতালম্বীরা বলেন যে, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও জগতের প্রতি তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই ; অতএব সেই একমাত্র ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদনকর্ত্রী ॥ ৪৩ ॥

প্রভো ! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগেরও পরমারাধ্য, এই জন্ত আপনার নিকট সাঙ্খ্যাচার্য্য মহামুনি কপিল ও তাঁহার শিষ্য পরম্পরার উক্তি এবং অপরাপর বাদীদিগেরও মত সকল ব্যক্ত করিলাম ; আমার অন্তরে সৰ্ব্বদাই এই সমস্ত নানাপ্রকার সন্দেহ রাশি সমুদিত হইতেছে । অধিক কি এই সমস্ত সংশয়জালে জড়িত হইয়া আমার চিত্ত এতদূর উপহত হইয়াছে যে, আমি এ বিষয়ে কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না ; বস্তুত ধৰ্ম্মা-ধৰ্ম্মবিবক্ষা বিষয়ে আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ধৰ্ম্ম কি আর অধৰ্ম্মই বা কি তাহার কোন লক্ষণেরই উপলব্ধি হয় না ; কেননা, দেখুন, দেবগণ সকলেই সত্বগুণে সমুৎপন্ন এবং সৰ্ব্বদাই সত্যধৰ্ম্মে নিরত ; তথাপি পাপাত্মা ভূর্তু দানবগণ কর্তৃক প্রায়ই মধ্যে মধ্যে প্রপীড়িত হইয়া থাকেন ; ইহাতে কি করিয়া ধৰ্ম্মের স্থায়িত্ব বিশ্বাস করিব ? আরও একটি দেখুন, আমার পূৰ্ব্বপুরুষ সদাচারসম্পন্ন মহাত্মা পাণ্ডবেরা নিয়ত ধৰ্ম্মপথে থাকিয়াও অশেষ-ক্লেশরাশি ভোগ করিয়াছেন, এমন স্থলে ধৰ্ম্মের কি মর্যাদা বহিল ? অতএব হে গুরো ! এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমার মন সংশয় হইতে

দুঃখং বহুবিধং প্রাপ্তাস্তত্র ধৰ্ম্মস্য কা স্থিতিঃ ।

অতো মে হৃদয়ং তাত ! বেপতেহতীবসংশয়ে ॥ ৪৮ ॥

কুরু মেহসংশয়ক্ষেতঃ সমর্থোহসি মহামুনে ! ।

ত্রাহি সংসারবান্ধেস্ত্বং জ্ঞানপোতেন মাং যুনে ! ॥ ৪৯ ॥

মজ্জন্তুং চোৎপতন্তুঞ্চ মগ্নং মোহজলাবিলে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিাদশসাহস্রাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
জনমেজয়প্রশ্নে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দুঃখং বহুবিধমিতি । ধৰ্ম্মপরায়ণা অপি মম বংশজাঃ পাণ্ডবা দুঃখং প্রাপ্তাস্তেভত্র  
ধৰ্ম্মস্য স্থিতিঃ মর্যাদা কা অতো হৃদয়ং মে বেপতে কম্পতে এতদ্ধৰ্ম্মগতিকং সমালোচ্যেতি  
ভাবঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত কম্পিত হইতেছে ॥ ৪৬—৪৮ ॥ প্রভো ! আপনি মননশীল (ধ্যাননিষ্ঠ)  
ঋষিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, আপনার কিছুই অসাধ্য নাই ; অতএব আমার মনের সংশয়  
বিদূরিত করুন । গুরুদেব ! আমি এই মোহনিল কলুষময় অজ্ঞান হ্রদে নিরন্তর উন্মজ্জিত  
নিমজ্জিত হইতেছি ; দয়াময় ! কৃপাবিতরণ পূৰ্ব্বক বিজ্ঞানতরঙ্গী দানে আমায় এই ভীষণ  
সংসার বারিধি হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক

মহাপুরাণ শ্রীদেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্ন

নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

ব্যাস উবাচ ।

যত্নয়া চ মহাবাহো ! পৃষ্ঠোহহং কুরুসত্তম ! ।  
তান্ প্রশ্নান্নারদঃ প্রাহ ময়া পৃষ্ঠো মুনীশ্বরঃ ॥ ১ ॥  
নারদ উবাচ ।

ব্যাস ! কিংতে ব্রুবীম্যদ্য পুরায়ং সংশয়ো মম ।  
উৎপন্নো হৃদয়েহত্যর্থং সন্দেহাগারপীড়িতঃ ॥ ২ ॥  
গত্বাহং পিতরং স্থানে ব্রূক্ষাণমমিতৌজসম্ ।  
অপৃচ্ছং যত্নয়া পৃষ্ঠং ব্যাসাদ্য প্রশ্নমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

চত্বারিংশচ্ছেদ্যাকবর্ষোবর্ষশ্লোকাবধিকৈরথ ।

বিমানেন গতিবৃদ্ধাদীনাসিহ তু কথ্যতে ॥

যত্নয়েতি । হে মহাবাহো ! যত্নয়াহং পৃষ্ঠো যান্ যান্ প্রশ্নান্ ত্বং মাং প্রত্যক্ষাণীকৃত্বান্ সর্কান্ প্রশ্নান্ মুনীশ্বরো নারদো ময়া পৃষ্ঠো নারদস্ত্রুতি তান্ সর্কান্ প্রশ্নান্ ত্বাং চ প্রশ্নান্ কৃতবানি-  
তার্থঃ । অত্র ব্যাস উবাচেত্যত উত্তরং যত্নয়া চেত্যতঃ পূর্বমেকাদশশ্লোকো দাক্ষিণাত্যপাঠে  
সন্তি পরস্ত সোহপপাঠঃ । সত্তত্যগ্রহাৎপুনরুক্তিদোষাচ্চ গোড়পাঠে প্রাচীনপুস্তকেষু চ তেষা-  
মনুপলস্তাচ্চ ॥ ১ ॥

ততস্তত্তত্তরং নারদঃ কিমুবাচ তদাহ । ব্যাস কিন্তে ইতি । সন্দেহাগারেণ সন্দেহধারা-  
সম্পাতেন ॥ ২ ॥

অদ্য যত্নয়া পৃষ্ঠং প্রশ্নমপৃচ্ছমিত্যর্থঃ । অদ্য যত্নয়াপৃষ্ঠঃ প্রশ্নস্তথাবিধমন্ত্যং প্রশ্নং ব্রূক্ষাণ-  
স্ততাহকৃতবাংস্তংপ্রত্যুত্তরং যদেব ব্রূক্ষা প্রাহ তদেব ত্বংপ্রশ্নানাং প্রতিবচনং ভবিষ্যতীতি-  
ভাবঃ ॥ ৩ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, হে মহাবাহো কুরুসত্তম ! তুমি আমার যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্বে  
আমিও এইমত প্রশ্ন করায় মুনীশ্বর দেবর্ষি নারদ বেক্রপ উত্তর দিয়াছিলেন বলিতেছি  
শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ নারদ কহিলেন, বেদব্যাস ! পূর্বে যখন, আমারই অন্তরে এইরূপ প্রভূত  
সংশয়জাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমার আর কি বলিব । বস্তুত এক্ষণে, তুমি  
আমার নিকট যে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, পূর্বে আমিও এইরূপ ধারারূপিক সন্দেহ-  
ভারে আক্রান্ত-হৃদয় হইয়া নিজ পিতা অসীম-প্রভাব প্রজাপতি ব্রূক্ষার নিকট যাইয়া  
প্রশ্ন করিয়াছিলাম । ( তৎকালে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ  
কর ॥ ২.—৩ ॥ )



পিতঃ কুতঃ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণুমখিলং বিভো ! ।  
 ভবৎকৃতেন বা সম্যক্ কিং বা বিষ্ণুকৃতং ত্বিদম্ ॥ ৪ ॥  
 রুদ্রকৃতং বা বিশ্বাত্মন ! ব্রুহি সত্যং জগৎপতে ! ।  
 আরাধনীয়ঃ কঃ কামং সর্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥  
 তৎ সর্বং বদ মে ব্রহ্মন্ ! সন্দেহাংশ্চিহ্নি চানঘ ! ।  
 নিমগ্নো হস্মি সংসারে দুঃখরূপেহনৃতোপমে ॥ ৬ ॥  
 সন্দেহান্দোলিতং চেতো ন প্রশাম্যতি কুত্রচিৎ ।  
 ন তীর্থেষু ন দেবেষু সাধনেষ্বিতরেষু চ ॥ ৭ ॥  
 অবিজ্ঞায় পরং তত্ত্বং কুতঃ শান্তিঃ পরন্তপ ! ।  
 বিকীর্ণং বহুধা চিত্তং নৈকত্র স্থিরতাং ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥  
 কং স্মরামি যজে কং বা কং ব্রজাম্যর্চয়ামি কম্ ।  
 স্তোমি কং নাভিজানামি দেবং সর্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

ভবৎকৃতেন ভবদ্ব্যাপারেণেত্যর্থঃ । অশ্রোৎপন্নমিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥  
 আরাধনীয়ঃ পূজ্যঃ সর্বদেবেষুৎকৃষ্টঃ সর্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ ॥ ৫—৬ ॥  
 (সংশয়ক্লিষ্টাত্মানঃ খেদং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ তৎসর্বমিতি । অনৃতোপমে ইন্দ্রজালবদলীকে  
 সংসারে ইত্যর্থঃ । ইতরেষু কেষপি চেতো ন প্রশাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥  
 অশান্তিহেতুমাহাবিজ্ঞায়েতি ॥ ৮ ॥  
 অজ্ঞানলক্ষণং নির্দিশন্নাহ কং স্মরামীতি ॥ ৯ ॥

পিতঃ ! আপনি বিশ্বব্যাপক ; আপনিই সমস্ত জগতের অধীশ্বর । এইজন্ত আপনার  
 নিকট একটি প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দানে কৃতার্থ করুন ! এই অখিল সংসারের সৃষ্টি কি  
 আপনিই সগুণরূপে করিয়াছেন ? অথবা বিষ্ণু বা মহাদেব করিয়াছেন ? ঈদৃশ, অখিল  
 ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ফলকথা এই যে, এই জগতের মধ্যে সর্বারাধ্য কে ?  
 সর্বতোমুখী প্রভুতা কাহার হস্তে ? ॥ ৪—৫ ॥

ব্রহ্মন্ ! আমি মিথ্যাময় দুঃখজালজড়িত সংসার-সাগরে ক্রমশ নিমগ্ন হইতেছি ; আমার  
 চিত্ত নিরন্তর সন্দেহ তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে ; সেইজন্ত সে, সাধন বা কোন তীর্থে কি  
 কোন দেবতার বা অপর কোন বিষয়ে কিছুতেই প্রশান্ত হইতেছে না ; অতএব, আপনিই  
 এই বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৬—৭ ॥

প্রভো ! কামক্রোধাদি শত্রুগণ সমস্তই আপনার করায়ত্ত স্রুতরাং জগতের কোন তত্ত্বই  
 আপনার অবিদিত নাই । ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরমতত্ত্ব  
 জানিতে পারে নাই, তাহার আর শান্তি কোথায় ? অনন্ত বিষয়ব্যাপারে বিক্লিষ্টচিত্ত কি  
 কখনও স্থিরতা লাভ করিতে পারে ? ॥ ৮ ॥ এই জগতে নাচার ঈশ্বর বলিয়া বিদ্রুত তাহা-

ততো মাং প্রভুবাচেদং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

ময়া সত্যবতীসূনো ! কৃতে প্রপ্নে হুত্বস্তরে ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কিং ব্রবীমি হুতান্যাহং হুর্কোধং প্রপ্নমুত্তমম্ ।

ত্বয়াশক্যং মহাভাগ ! বিষ্ণোরপি হুনিশ্চয়াৎ ॥ ১১ ॥

রাগী কোহপি ন জানাতি সংসারেহস্মিন্মহামতে ! ।

বিরক্তশ্চ বিজানাতি নিরীহো যো বিমৎসরঃ ॥ ১২ ॥

একার্ণবে পুরা জাতে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।

ভূতমাত্রেঃ সমুৎপন্নে সঞ্জজ্ঞে কমলাদহম্ ॥ ১৩ ॥

ততো মামিতি । ততঃ মদীয়সংশয়মূলকপ্রশ্নানাকর্ণোত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥) হে সূত ! ত্বয়া কৃতং হুর্কোধং প্রপ্নং কিং ব্রবীমি যদ্বিষ্ণোরপি নিশ্চয়াৎ ত্বয়াশক্যং তবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

এতত্ত্ব জ্ঞাতা রাগী বহির্মুখঃ কোহপি নাস্তি কিন্তু যোহস্তমুখো জ্ঞানী স এব জানাতি । তথাচ শ্রুতিঃ তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবায়শক্তিং স্বপুণৈর্নিগৃঢ়ামিতি ॥ ১২ ॥

তত্র বিষ্ণুাদিভিরপ্যজ্ঞেয়ত্বে পূর্ব্বকথামাহ । একার্ণবে ইতি । নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে সতি প্রলয়কালেহনস্তরমাত্মন আকাশঃ সমুত ইত্যেবংরীত্যা ভূতমাত্রে পঞ্চমহাভূতমাত্রেহন্ত-পদার্থরহিতে উৎপন্নে সতি তদানীমহং কমলাজ্ঞে উৎপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

দিগের সর্ব্বোপরি পরমেশ্বর কে? তাহা অদ্যাপি বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম না; অতএব, আমি যে সর্ব্বাধার জ্ঞানে কাহার নিকট বাইয়া কাহাকে স্মরণ করিব বা কাহার অর্চনাদি করিয়া কাহার স্তুতিপাঠে নিরত হইব, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৯ ॥ হে সত্যবতীতনয়! আমি এইরূপ নিতান্ত দুস্তর-বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা বাহা উত্তর করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, পুত্র! অদ্য তুমি আমার নিকট যে প্রকার হুর্কোধ্য উৎকট বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর আমি কি করিব? বোধ হয় ভগবান্ বিষ্ণুও এ বিষয় নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ১১ ॥ হে মহামতে! তুমি ইহা স্থির জানিও যে, এই অখিল সংসার মধ্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তি মাত্রেই ইহা অবগত নহে; তবে, বাহার। সমস্ত বিষয়ে একেবারে বিরত হইয়াছেন, তাদৃশ মিমৎসর নিরীহ মহাত্মাদিগের কিছুই অবদিত নাই ॥ ১২ ॥ পূর্বে (দৈনন্দিন-প্রলয়ে) এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের বস্তুজাত প্রকৃতিগর্তে বিলীন হইলে পর, সেই একার্ণব সময়ে (পুনঃ সৃষ্টির উপক্রমে) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতমাত্র উৎপন্ন হইলে, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর মাভিসরোজ হইতে আবির্ভূত হইলাম ॥ ১৩ ॥ তৎকালে আমি, চতুর্দিক পুত্রময় দেখিয়া অগত্যা সেই নাতিপন্নের কর্ণিকা মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৪ ॥

নাপশ্যং তরণিং সোমং ন বৃক্ষাশ্চ চ পৰ্বতান্ ।  
 কৰ্ণিকায়াং সমাবিষ্টশ্চিন্তামকরবং তদা ॥ ১৪ ॥  
 কস্মাদহং সমুদ্ভূতঃ সলিলেহস্মিন্মহার্ণবে ।  
 কো মে ত্রাতা প্রভুঃ কৰ্ত্তা সংহৰ্ত্তা বা যুগাত্যায়ে ॥ ১৫ ॥  
 ন চ ভূৰ্ব্বিদ্যাতে স্পৰ্শা যদাধারং জলজ্বিদম্ ।  
 পঙ্কজং কথমুৎপন্নং প্রসিদ্ধং রূঢ়িযোগয়োঃ ॥ ১৬ ॥  
 পশ্চাম্যদ্যাশ্চ পঙ্কং তং মূলং বৈ পঙ্কজশ্চ চ ।  
 ভবিষ্যতি ধরা তত্র মূলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥  
 উত্তরন্ সলিলে তত্র যাবদ্বর্ষসহস্রকম্ ।  
 অন্বেষমাণো ধরণীং নাবাপং তং যদা তদা ॥ ১৮ ॥  
 তপস্তপেতি চাকাশে বাগভূদশরীরিণী ।  
 ততো ময়া তপস্তপ্তং পদ্মে বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৯ ॥

( তরণিং সূর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

কস্মাদিতি । যুগাত্যায়ে প্রলয়কালে ॥ ১৫ ॥ )

পঙ্কজং হি পঙ্কাজ্জাতম্ । পঙ্কজত্র নাস্তি ততঃ পঙ্কজং কথমুৎপন্নম্ ॥ ১৬ ॥

মা দৃশ্যতামত্র পঙ্কস্তথাপি কার্য্যেণ পঙ্কজেন কারণশ্চ পঙ্কজানুমানাদন্ত্যেব । স কুত্র-  
 চিদিতি নিশ্চিত্য তং পঙ্কং পশ্চামীতি নিশ্চয়ং কৃতবানিত্যাহ । পশ্চামীতি । পঙ্কজাপি  
 ধরা মূলং সাপি তত্র স্তাদিতি পঙ্কান্বেষণেন ধরাপি প্রাপ্তা ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

নাবাপং তাং ধরণীং তং পঙ্কজং নাবাপং ন প্রাপ্তবানহম্ ॥ ১৮ ॥

এই জলময় মহার্ণব মধ্যে আমি কোথা হইতে কিজগুই বা উৎপন্ন হইলাম ? কে আমার  
 সৃষ্টি করিল ? এই বিষয় সঙ্কটস্থলে কে আমার রক্ষা করিবে ? আমার নিয়ন্তাই বা কে ?  
 আর যুগান্তসময়ে আমার সংহারকর্ত্তাই বা কে ? ॥ ১৫ ॥ ( বস্তু মাত্রেই ত আধারে  
 অবস্থিত ) কিন্তু এস্থলে যদি কোনও আধারভূমিই বিদ্যমান নাই ; তবে, এই অগাধ  
 জলরাশি কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ? আর এক কথা এই যে, পঙ্কে জন্ম হেতুই  
 পঙ্কজ এই শব্দটা যোগরূঢ়শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ । যদি সেই পঙ্কময়ী আধারভূমি না  
 থাকে, তাহা হইলে, এই পঙ্কজটা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? ॥ ১৬ ॥

একণে, আমি এই পঙ্কজের মূলরূপ পঙ্ককে দেখিতে চেষ্টা করি, কেননা, পঙ্ক দেখিতে  
 পাইলেই পঙ্কের আধার স্বরূপ ভূমিও যে পাওয়া যাইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥  
 আমি এইরূপ ভাবিয়া সেই যুগান্তকালের অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র  
 বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন পঙ্কজের মূলভূত পঙ্ক বা পঙ্কের আধাররূপ ভূভাগ কিছুই  
 প্রাপ্ত হইলাম না, তখন, 'তপ' তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হও, কোনও অদৃশ্য শরীর হইতে এইরূপ



সৃজেতি পুনরুদ্ভূতা বাণী তত্র শ্রুতা ময়া ।  
 বিমূঢ়োহহং তদাকর্ণ্য কং সৃজামি করোমি কিম্ ॥ ২০ ॥  
 তদা দৈত্যাবতিপ্রাপ্তৌ দারুণৌ মধুকৈটভৌ ।  
 তাভ্যাং বিভীষিতশ্চাহং যুদ্ধায় মকরালয়ে ॥ ২১ ॥  
 ত্রস্তোহহং নালমালম্ব্য বারিমধ্যমবাতরম্ ।  
 তদা তত্র ময়া দৃষ্টঃ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ২২ ॥  
 মেঘশ্যামশরীরস্ত পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ।  
 শেষশায়ী জগন্নাথো বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ২৩ ॥  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মাদ্যায়ুধৈঃ স্তবিরাজিতঃ ।  
 তমদ্রাক্ষং মহাবিক্রুং শেষপর্যাক্ষশায়িনম্ ॥ ২৪ ॥  
 যোগনিদ্রাসমাক্রান্তমবিস্পান্দিনমচ্যুতম্ ।  
 শয়ানং তং সমালোক্য ভোগিভোগোপরিস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

( পদ্মে নাভিকমলে উপবিশন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বিমূঢ়ত্বং প্রকটয়ন্তাহ কং সৃজামীতি ॥ ২০ ॥ )

যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্তুম্ ॥ ২১ ॥

( নালং মৃণালম্ ॥ ২২ ॥

শেষঃ অনন্তঃ ॥ ২৩ ॥ মেঘশ্যাম ইতি তাভ্যাং বিক্ৰুং বিশিনষ্টি ॥ ২৪—২৫ ॥

আকাশবাণী হইল ; এতৎ শ্রবণে আমি সেই নিজ জন্মভূমিরূপ সরোজে বসিয়া সহস্র বৎসর  
 কাল ঘোরতর তপস্তায় নিরত হইলাম ॥ ১৮—১৯ ॥ পরে, ‘সৃজ’ সৃষ্টিকর এইরূপ, অদৃশ্য  
 শরীর হইতে আকাশবাণী প্রাহুর্ভূত হইল । সেই কথা শুনিয়া আমি একেবারে বিমোহিত  
 হইয়া পড়িলাম ; কারণ, কোন্ বিষয় সৃষ্টি করিব বা কি করিব তাহার কিছুই বুঝিতে পারি-  
 লাম না ॥ ২০ ॥ সেই সময় মধুকৈটভ নামে অতি দারুণপ্রকৃতি দুই দৈত্য সহসা আমার নিকট  
 আসিয়া উপস্থিত হইল ; তাহারা সেই প্রলয়বারিধি-সলিলে নিরবলম্বনে দণ্ডায়মান থাকিয়া  
 আমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত বারংবার নানা প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥  
 তদনন্তর, আমি সেই পদ্মের মৃণাল আশ্রয় পূর্বক জল মধ্যে অবতীর্ণ হইলাম ; তখন,  
 সেই স্থলে যাইয়াই দেখিলাম নবীননীরদের স্তায় শ্রামকলেবর পীতবসন-পরিধারী ভূজ-  
 চতুর্ভুজে পরিশোভিত বনমালাবিভূষিত অখিলজগতের আশ্রয়স্বরূপ আশ্চর্য্যময় এক মহা  
 পুরুষ অনন্ত শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন ॥ ২২—২৩ ॥ দেখিলাম, শেষ-নাগরূপ পর্য্যাক্ষে শয়ান  
 সেই বিরাটরূপ মহাপুরুষের আজানুলম্বিত বিশালবাহুচতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র গদা ও পদ্ম  
 প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ সকল বিরাজ করিতেছে ॥ ২৪ ॥ পরন্তু বৎস নারদ ! অনন্ত সর্পের  
 বিশ্বব্যাপি-কলেবরে শয়ান সেই অচ্যুত পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি একেবারে স্পন্দন শূন্য

চিন্তা সমাধুতা জাতা কিং করোমীতি নারদ ! ।  
 ময়া স্মৃতা তদা দেবী স্তুতা নিদ্রাস্বরূপিণী ॥ ২৬ ॥  
 দেহান্নির্গত্য সা দেবী গগনে সংস্থিতা শিবা ।  
 অবিতর্ক্যশরীরী সা দিব্যাতরনমণিতা ॥ ২৭ ॥  
 বিষ্ণোর্দেহং বিহায়াশু বিরয়াজ নভঃস্থিতা ।  
 উদতিষ্ঠদমেয়াস্মা তয়া মুক্তো জনার্দনঃ ॥ ২৮ ॥  
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতবান্ যুদ্ধযুত্তমম্ ।  
 তদা বিলোকিতৌ দৈত্যৌ হরিণা বিনিপাতিতৌ ।  
 উৎসঙ্গং বিপুলং কৃষ্ণা তত্রৈব নিহতৌ চ তৌ ॥ ২৯ ॥  
 রুদ্রস্তত্রৈব সম্প্রাপ্তৌ যত্রোবাং সংস্থিতাবুভৌ ।  
 ত্রিভিঃ সংবীক্ষিতাস্মাভিঃ খন্ডা দেবী মনোহরা ॥ ৩০ ॥

নিদ্রাস্বরূপিণী যোগনিদ্রাশক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

দেহাৎ বিষ্ণুদেহাৎ ॥ ২৭ ॥

তয়া যোগনিদ্রয়া মুক্ত উদতিষ্ঠৎ উত্তমৌ ॥ ২৮ ॥

তদা বিলোকিতৌ দেব্যা কটাক্ষেন প্রথমং বিলোকিতৌ ততো বিমোহিতৌ ততো  
 হরিণা নিপাতিতাবিতি পূর্ববৃত্তান্তঃ স্মারিতঃ ॥ ২৯ ॥

রুদ্রস্তত্রৈব সম্প্রাপ্ত ইতিবচনেনাং রুদ্রো ব্রহ্মললাটোৎপন্নাদিক্যমাণ্ড্রদ্রাদত্ব এবেতি  
 নিঃসংশয়মেব বোধ্যতে । অতএব কুর্শ্চপুরাণাদিপুুরাণেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকত্রিমূর্তিরহিত-  
 স্তরীয়ো রুদ্রোহস্তীত্যুক্তম্ । এতাবাংস্ত বিশেষঃ । কচিৎ পুরাণেষু ব্রহ্মললাটোত্তবস্ত মূর্তি-

হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাকে এতাদৃশ যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত দেখিয়া আমার এইরূপ ভাবনা  
 উপস্থিত হইল যে, এখন আমি কি করি ! তখন, অগত্যা সেই যোগনিদ্রা স্বরূপিণী  
 দেবীভাগবতীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারাই শ্রব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ২৫—২৬ ॥ শত  
 শত তর্কাদির দ্বারা বাহ্যরূপ বা মূর্তির নির্ণয় হয় না, সেই সর্বমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী  
 যোগনিদ্রা আমার প্রতি কৃপা করিয়া বিষ্ণুর দেহ পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গীয় আভরণে বিভূষিত  
 হইয়া গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিলেন । বৎস ! দেবী যোগনিদ্রা যেমন বিষ্ণুদেহ ত্যাগ  
 করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিতা হইলেন, অমনি তৎকথাৎ অমেয়াস্মা ভগবান্ জনার্দন যোগ-  
 নিদ্রার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তশয্যা পরিত্যাগ পূর্বক উত্থান করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥  
 অনন্তর, তিনি সেই দুর্জয় দানব মধুকৈটভের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর কাল ঘোরতর  
 সংগ্রাম করিয়াও যখন, কিছুতেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ভক্তিতাবে  
 ভগবতীর শ্রব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে দেবীর মারামর কটাক্ষপাতে অন্তরঙ্গ বিমোহিত  
 হইলে, ভগবান্ জনার্দন মিজ উৎসঙ্গ বিস্তৃত করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে নিপাতিত  
 করিলেন । মধুকৈটভ বিনাশের পর ভগবান্ বিষ্ণু ও আমি যেস্থলে অবস্থান করিতেছিলাম

সংস্তুতা পরমা শক্তিরুবাচাস্থানবস্থিতান্ ।  
রূপাবলোকনৈঃ কৃৎস্না পাবনৈর্মুদিতানথ ॥ ৩১ ॥

দেব্যাবাচ ।

কাজেশাঃ ! স্থানি কার্য্যানি কুরুধ্বং সমতদ্রিতাঃ ।  
সৃষ্টিস্থিতিবিশিষ্টানি হতাবেতো মহাস্বরৌ ॥ ৩২ ॥  
কৃৎস্না স্থানি নিকেতানি বসধ্বং বিগতজরাঃ ।  
প্রজাশ্চতুর্বিধাঃ সর্বাঃ সৃজধ্বং স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছৃৎস্বা বচনং তস্তাঃ পেশলং সুখদং মৃদু ।  
অবুম তামশক্তাঃ স্ম কথং কুর্মস্থিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৪ ॥  
ন মহী বিততা মাতঃ ! সর্বত্র বিততং জলম্ ।  
ন ভূতানি গুণাশ্চাপি তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়ানি চ ॥ ৩৫ ॥

ত্রয়াস্তর্গতত্বমস্ত তুরীয়ত্বং কচিবৃষ্টেব মূর্তিত্রয়াস্তর্গতত্বং তস্ত ব্রহ্মললাটোত্তবস্ত তু ন তুরীয়ত্বং  
নাপি তৃতীয়ত্বমিতি ॥ ৩০ ॥

( ত্রিভিব্রহ্মাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

পাবনৈঃ পাবিত্র্যজনকৈঃ রূপাবলোকনৈরস্থান্ মুদিতান্ কৃৎস্নেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ )

বিশিষ্টানি সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

( পেশলং মধুরাকরম্ ॥ ৩৪ ॥

মহী আধাররূপা পৃথ্বী বিস্তৃতা ন কেবলং সর্বত্র জলং বিস্তৃতমিত্যর্থঃ । আধাররূপায়া  
অভাবাৎ সৃষ্টিরসম্ভাব্যোতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

সহসা ভগবান্ ব্রহ্মদেবও সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯—৩০ ॥ বৎস ! আমরা  
তিনজনে একত্র অবস্থিত হইবা মাত্র দেখিলাম দেবী আদ্যাশক্তি অভয়া মনোমোহিনী মূর্তি  
ধারণ পূর্বক অস্তরতলে বিরাজ করিতেছেন, তদর্শনে আমরা তিনজনেই যথাশক্তি তাঁহার  
স্তব করিয়া সেইস্থলে দণ্ডায়মান থাকিলে, তিনি পরম পবিত্র রূপা সৃষ্টির দ্বারা আমাদেরকে  
আনন্দিত করিয়া কহিলেন ; ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর ! হৃদায় দানব মধুকৈটভ ত নিহত  
হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা তিনজনে নিজ নিজ নিকেতন নির্মাণপূর্বক নিরুদবেগে তথায়  
অবস্থান করিয়া আলস্তপরিশূন্ত হইরা সৃষ্টি স্থিতি সংহার রূপ স্ব স্ব কর্তব্য কার্য পালনে যত্ন  
পরায়ণ হও এবং নিজ নিজ বিভূতিশক্তি বিকাশ পূর্বক চতুর্বিধ প্রজার সৃষ্টি কর ॥ ৩১—৩৩ ॥

বৎস ! আমরা দেবী ভগবতীর ঈদৃশ কোমল শ্রুতি-সুখকর মধুময় বাক্য শ্রবণে কহি-  
লাম, মাতঃ ! এক্ষণে এই পৃথিবীর কিয়দাত্ত ভূভাগেও কিছুমাত্র অবকাশ নাই, সর্বত্রই অনন্ত  
জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; বিশেষতঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাত্মত্ব কি পঞ্চতন্মাত্র বা  
ইন্দ্রিয়, অধিক কি, গুণধর্মের কিছুই বর্তমান নাই ; তবে আমরা কি করিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ



তদাকর্ণ্য বচোহস্মাকং শিবা জাতা স্থিতাননা ।  
 ঝটিতে্যবাগতং তত্র বিমানং গগনাচ্ছুভম্ ॥ ৩৬ ॥  
 সোবাচাস্মিন্ সুরাঃ কামং বিশদ্বং গতসাধবসাঃ ।  
 বিমানে ব্রহ্মবিষ্ণুশা দর্শয়াম্যদ্য চাছুতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 তন্নিশম্য বচস্তৃতা ওমিত্যুক্তা পুনর্ব্বয়ম্ ।  
 সমারুহোপবিষ্টাঃ স্মো বিমানে রত্নমণ্ডিতে ॥ ৩৮ ॥  
 মুক্তাদামমুসংবীতে কিক্বিণীজালশব্দিতে ।  
 সুরসদ্বনিভে রম্যে ত্রয়স্তত্রাবিশঙ্কিতাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 সোপবিষ্টাংস্ততো দৃষ্ট্বা দেব্যস্মাবিজিতেন্দ্রিয়ান্ ।  
 স্বশক্ত্যা তদ্বিমানং বৈ নোদয়ামাস চান্বরে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাদীনাং দেবীদত্তবিমানারোহণেনোৰ্দ্ধলোক-

গমনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সৃষ্ট্যুপাদানাদ্যদর্শনাদাহ ন ভূতানীতি ॥ ৩৬ ॥ )

গতসাধবসা গতভয়াঃ । ( ইদানীং ব্রহ্মাদীন্ অব্যক্তসৃষ্টেন্নিত্যত্বং দর্শয়িতুমাংসমাপ্তোরাহ  
 বিমান ইতি ॥ ৩৭—৪০ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হইব ? আমাদের এই সকল কথা শুনিবামাত্র তখন, সেই পরম কল্যাণরূপিণী দেবীর বদনে  
 ঈষৎ হাস্তের সঞ্চার হইল । অমনি তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডল হইতে সেইস্থলে একটা পরম  
 শোভাময় বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৪—৩৬ ॥ তদনন্তর দেবী কহিলেন, সুরগণ !  
 তোমাদের কোন শঙ্কা নাই । আমার আদেশ মতে তোমরা তিনজনেই এই বিমানে আরো-  
 হণ কর । যদিচ তোমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে সকল দেবগণের ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, তথাপি  
 অদ্য আমি তোমাদিগকে এক অতীব আশ্চর্য্যকর বস্তু দেখাইব । তাঁহার এইরূপ আদেশ  
 শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা তিনজনেই নির্ব্বিশঙ্কচিত্তে সেই নানারত্নমুশোভিত মুক্তাদাম-  
 বিজড়িত কিক্বিণীজাল-নিলাদিত অমরপ্রাসাদ-সম্মিত দিব্যমানে আরোহণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট  
 হইলাম ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তখন, দেবী অন্বিকা আমাদেরকে সেই বিমানোপরি নিঃশঙ্কে উপবিষ্ট  
 দেখিয়া উহাকে স্বীয় অনন্তশক্তি প্রভাবে ক্রমশ উৰ্দ্ধাকাশে পরিচালিত করিলেন ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ দেবী-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীপ্রদত্তবিমানে ব্রহ্মাদি দেবগণের

উৰ্দ্ধলোকগমন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

ব্রহ্মোবাচ ।

বিমানং তন্মনোবেগং যত্র স্থানান্তরে গতম্ ।  
ন জলং তত্র পশ্যামো বিস্মিতাঃ স্মো বয়স্তুদা ॥ ১ ॥  
বৃক্ষাঃ সৰ্ব্বফলা রম্যাঃ কোকিলারাবমণ্ডিতাঃ ।  
মহী মহীধরাঃ কামং বনান্যুপবনানি চ ॥ ২ ॥  
নার্যাশ্চ পুরুষাশ্চৈব পশবশ্চ সরিষরাঃ ।  
বাপ্যঃ কূপান্তুড়াগাশ্চ পঞ্চলানি চ নিব্বরাঃ ॥ ৩ ॥  
পুরতো নগরং রম্যং দিব্যপ্রাকারমণ্ডিতম্ ।  
যজ্ঞশালাসমায়ুক্তং নানাহর্ষ্যবিরাজিতম্ ॥ ৪ ॥  
প্রত্যভিজ্ঞা তদা জাতাপ্যস্মাকং প্রেক্ষ্য তৎ পুরম্ ।  
স্বর্গোহয়মিতি কেনাসৌ নির্মিতোহস্তি তদাদ্বুতম্ ॥ ৫ ॥

সপ্তবটিলোকবর্ধৈর্বিমানহা হরাদয়ঃ ।

দদৃশুস্তে দেবদেবীমিতি সমাগিহোচ্যতে ॥

বিমানস্তাশ্রয়গমনানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ বিমানং তন্মনোবেগমিতি ॥ ১—২ ॥

নিব্বরা গিরিপ্রস্রবণানি ॥ ৩—৪ ॥

স্বর্গোহয়মিত্যস্মাকং প্রত্যভিজ্ঞা জাতা পরন্তু স স্বর্গোহয়মন্তঃস্থষ্টিস্বর্গাপে ক্ষয়ান্তঃ কেন-  
নির্মিত ইত্যদ্বুতমাশ্চর্য্যং তদা জাতম্ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস নারদ ! কিয়ৎকাল পরে মনের জ্বাৰ বেগগামী সেই বিমান  
যেস্থলে উপনীত হইল, সেস্থলে দেখিলাম জলের লেশ মাত্রও নাই ; তদর্শনে আমরা  
সকলেই বিস্মিত হইলাম । দেখিলাম, তথায় প্রাণিগণের আধারভূতা দেবী বনুধরা, গিরি-  
সকল, বন ও উপবন প্রভৃতি সমস্তই দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; ফলভারাবনত নানাবিধ তরু-  
রাজি কোকিলকুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত হইতেছে ॥ ১—২ ॥ কোন স্থানে একাও প্রকাণ্ড  
বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে ; কোথাও বা নিব্বরিণী সকল ঝরঝর  
শব্দে গিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে ; স্থানে স্থানে বাপী, কূপ, তড়াগ  
ও পঞ্চল সকল শোভা পাইতেছে ; চতুর্দিকে নর, নারী ও পশু প্রভৃতি নানাবিধ জীবনিকর  
নিজনিজ প্রয়োজনানুসারে বিচরণ করিতেছে ; তাহার পর, ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখি যে,  
আমাদের সম্মুখে যজ্ঞশালা-সুশোভিত নানাবিধ সৌধমালা বিরাজিত দিব্যপ্রাকার পরিবেষ্টিত

রাজানং দেবসঙ্কাশং ব্রজস্তুং যুগয়াং বনে ।  
 অস্মাভিঃ সংস্থিতা দৃষ্টা বিমানোপরি চান্দিকা ॥ ৬ ॥  
 ঋণাচ্চাল গগনে বিমানং পবনৈরিতম্ ।  
 মুহূর্তাদ্বাততঃ প্রাপ্তং দেশে চান্দ্রে মনোহরে ॥ ৭ ॥  
 নন্দনঞ্চ বনং তত্র দৃষ্টমস্মাভিরুত্তমম্ ।  
 পারিজাততরুচ্ছায়াসংশ্রিতা সুরভিঃ স্থিতা ॥ ৮ ॥  
 চতুর্দন্তো গজস্তুতাঃ সমীপে সমবস্থিতঃ ।  
 অপ্সরসাস্তু বৃন্দানি মেনকাপ্রভৃতীনি চ ॥ ৯ ॥  
 ক্রীড়ন্তি বিবিধৈর্ভাবৈর্গাননৃত্যসমম্বিতৈঃ ।  
 গন্ধর্ব্বাঃ শতশস্ত্রে যক্ষা বিদ্যাধরাস্তথা ॥ ১০ ॥

তত্র যদা বিমানমাগতং তন্নিম্ন সময়ে তৎস্বর্গস্থো দেবরাজো যুগয়াং কর্ত্ত্বং বহির্নির্গতঃ সোম্মাভিদৃষ্টঃ । তন্নিম্নেব স্থলে স্থিতৈরস্মাভিঃ পূর্ব্বদৃষ্টা চান্দিকা সাপি বিমানোপরিস্থিতা দৃষ্টা ॥ ৬ ॥

যুগয়াং কর্ত্ত্বং গতমিত্যানেন স্বর্গাদবহদ্রং যদা বিমানং স্থিতং তৎকালিকো বৃত্তান্ত এতৎ পর্য্যন্তমুপপাদিতোহথ যদা মুহূর্ত্তান্তরেণ বিমানং স্বর্গনিকটে গতং তৎকালিকং বৃত্তান্তমাহ ঋণাচ্চালেতি দেশে চান্দ্রে ইতি স্বর্গনিকটে দেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রমণীয় নগর ॥৩—৪॥ তাদৃশ নগর দর্শনে তৎকৃণাং আমাদিগের এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইল যে, একি ? এবে স্বর্গধাম দেখিতেছি ; ঐদৃশ আশ্চর্য্যময়ী নগরী কে নির্মাণ করিল ? ॥ ৫ ॥ দেখিলাম, সেই সময়ে একটা মহাতেজোময় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত হইয়া যুগয়ার্থে গমন করিতেছেন ; তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইল তিনিই সেই স্বর্গপুরীর রাজা ; আবার তখনই দেখিলাম যে ঐহাকে পূর্বে আমাদিগের সৃষ্টাদিকার্য্যে অক্ষমতার বিষয় জানাইয়াছিলাম, সেই দেবী অন্দিকা বিমানোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥ ইহার ঋণকাল পরেই আমাদিগের সেই বিমান বায়ুতরে ক্রমে উর্দ্ধগগনে সমুথিত হইয়া এতৎ সমীরণ বেগে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অপর একটা মনোরম স্থলে উপনীত হইল ॥ ৭ ॥ দেখিলাম সেখানে, দিব্য নন্দনকানন শোভা পাইতেছে । তাহার মধ্যে একটা পারিজাত তরুমূলে ছায়াতে গোমাতা সুরভীদেবী শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ৮ ॥ তাঁহার অনতিদূরে অল্পম দন্ত-চতুর্দন্ত পরিশোভিত গজরাজ ঐরাবত দণ্ডায়মান ; তথায় মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোবৃন্দ নানাবিধ হাবভাব সহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছে । আবার মন্যার-কুম্বমবাটিকা মধ্যে শত শত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিবিধ রাগ মূর্ছনাদিপরিপূর্ণ সংগীতরসে বিভোর হইয়া চিত্ত রমণ করিতেছে ; তাহার মধ্যে আবার দেখি যে, তথায় পুলোমকৃত্তা শচীদেবীর সহিত দেবরাজ শতক্রতু ও বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৯—১১ ॥



মন্দারবাটিকামধ্যে গায়ন্তি চ রমন্তি চ ।  
 দৃষ্টঃ শতক্রতুস্তত্র পৌলোম্যা সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥  
 বয়ন্তু বিস্মিতাশ্চাস্ম দৃষ্টা ত্রৈবিষ্টপন্তদা ।  
 যাদঃপতিং কুবেরঞ্চ যমং সূর্য্যং বিভাবসুশ্চ ॥ ১২ ॥  
 বিলোক্য বিস্মিতাশ্চাস্ম বয়ং তত্র সুরান্ স্থিতান্ ।  
 তদা বিনির্গতো রাজা পুরাতন্যাং স্তম্ভিতাং ॥ ১৩ ॥  
 দেবরাজ ইবাক্ষোভ্যো নরবাহাবনৌ স্থিতঃ ।\*  
 বিমানস্থা বয়ং তচ্চ চচালনং তরসাগতম্ ॥ ১৪ ॥  
 ব্রহ্মলোকং তদা দিব্যং সৰ্বদেবনমস্কৃতম্ ।  
 তত্র ব্রহ্মাণমালোক্য বিস্মিতৌ হরকেশবৌ ॥ ১৫ ॥  
 সভায়াং তত্র বেদাশ্চ সৰ্ব্বৈ সাঙ্গাঃ স্বরূপিণঃ ।  
 সাগরাঃ সরিতশ্চৈব পৰ্বতাঃ পন্নগোরগাঃ ॥ ১৬ ॥

সুরভিঃ স্থিতা দৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

রমন্তি চেতি । তে চ দৃষ্টা ইত্যর্থঃ । ইজ্ঞাসনে ইল্লোহপি দৃষ্ট ইত্যাহ । শতক্রতুরিতি  
 যুগয়াং ক্রত্যাগতঃ স্বাসনে স্থিতো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যাদঃপতিং বরুণম্ ॥ ১২ ॥

তাহার পর, জলচরপতি বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য ও হতাশন প্রভৃতি দেবগণকে দেখিয়া  
 আমরা একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম ; বৎস নারদ ! অধিক আর কি বলিব, একেত  
 আমরা সেই অভিনব দিক্‌পালগণকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার  
 সহসা সেই রত্নবিমণ্ডিত পুরবর হইতে দেবরাজকে নির্গত হইতে দেখিয়া এককালে জ্ঞান-  
 শূন্য হইয়া পড়িলাম ; কেননা, এইমাত্র ঘাহাকে নন্দনকাননে শচীর সহিত ক্রীড়া করিতে  
 দেখিয়া আসিলাম, সেই অক্ষুরূপভাব দেবরাজ তখনই আবার কি করিয়া একথানি মর্ত্য-  
 লোক স্থলের আশ্রয় মরবাহিত শিবিকায় আরোহণ পূৰ্ব্বক আমাদের সন্মুখীম হইলেন ?  
 কারণ তৎকালে আমরা সেই বিমানযোগে পূৰ্ব্বস্থল হইতে অতীব দূরপ্রদেশে আসিয়া  
 উপস্থিত হইয়াছিলাম । যাহা হউক বিমানে থাকিয়া সেই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিতেছি,  
 এমন সময় আমাদের বোমবান সহসা পবনবেগে সৰ্বদেবনমস্কৃত সৰ্বলোকাভীত ব্রহ্ম-  
 লোকে আসিয়া উপনীত হইল । সেখানে আসিয়া দেখি যে, একটা চতুর্ভুজ ব্রহ্মা তথায়  
 বিরাজ করিতেছেন । তদ্বর্শনে ভগবান্ শত্ৰু এবং কেশব অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়ি-  
 লেন ॥ ১২—১৫ ॥ সেই নিকুপম ব্রহ্মসভামধ্যে সাঙ্গবেদ সকল মূর্তিগান্ রূপে শোভা পাই-

\* কচিং পুস্তকে পাঠোহয়ং ন দৃষ্টতে ।

† বিমানন্ত মুহুর্ভাষ্যং ভাষিতং । ইতি পাঠঃ কচিং দৃষ্টতে ।

মামুচতুশ্চতুর্বক্ত্র! কোহয়ং ব্রহ্মা সনাতনঃ ।  
 তাববোচমহং নৈব জানে সৃষ্টিপতিং পতিম্ ।  
 কোহহং কোহয়ং কিমর্থং বা ভ্রমোহয়ং মম চেশ্বরো ॥ ১৭ ॥  
 ক্ষণাদথ বিমানং তচ্চচালাশু মনোজবম্ ।  
 কৈলাসশিখরে প্রাপ্তং রম্যে যক্ষগণান্বিতে ॥ ১৮ ॥  
 মন্দারবাটিকারম্যে কীরকোকিলকুজিতে ।  
 বীণামুরজবান্দিশ্চ নাদিতে সুখদে শিবে ॥ ১৯ ॥  
 যদা প্রাপ্তং বিমানন্তভদৈব সদনাচ্ছুভাৎ ।  
 নির্গতো ভগবান্শুভুর্যাকুটস্থিলোচনঃ ॥ ২০ ॥  
 পঞ্চাননো দশভুজঃ কৃতসোমার্দ্ধশেখরঃ ।  
 ব্যাঘ্রচর্মপরীধানো গজচর্মোত্তরীয়কঃ ॥ ২১ ॥  
 পাঞ্চির্নক্ষো মহাবীরো গজাননষড়াননো ।  
 শিবেন সহ পুত্রো হো ব্রজমানো বিরেজতুঃ ॥ ২২ ॥

বিস্মিতা ইতি অস্মৎসৃষ্টিস্বদেবতাপেক্ষয়াত্র এতে কস্মাদাগতা ইতি বিস্মিতা ইত্যর্থঃ ।  
 তস্মিন্নিব সময়ে যঃ সিংহাসনে স্থিত ইন্দ্রো দৃষ্টঃ স তস্মাৎ পুরান্নির্গতো দেবরাজঃ । ইব শব্দো  
 নিশ্চয়ার্থকঃ । দেবরাজ এব নরবাহা যাবনিঃ শিবিকারূপা তস্তাং স্থিতো দৃষ্টঃ ॥ ১৩—২৩ ॥

তেছে ; তন্নিম্ন, নাগ, পুংগ, পর্কত, সাগর ও অসংখ্য স্রোতস্বতী সকল দেদাপ্যমান রূপে  
 বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥ এই সমস্ত আশ্চর্য্যময় ব্যাপার দেখিয়া কেশব ও মহাদেব আমার  
 জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে চতুর্শুখ ! এই সনাতন পুরুষস্বরূপ ব্রহ্মা কে ? তাঁহাদিগের এইরূপ  
 জিজ্ঞাসায় আমি কহিলাম, এই সৃষ্টিপতি প্রভু যে, কে, আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারি-  
 তেছি না । দেখুন, আপনারাও ত, উভয়েই সাক্ষাৎ জৈশ্বর স্বরূপ ! স্মৃতরাং আপনাদিগের  
 নিকট আর অধিক কি পরিচয় দিব, ফলত ইনি যে, কে ? আর আমিই বা কে, এ বিষয়ে  
 আমার বিষম ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে ? ॥ ১৭ ॥ আমরা পরস্পর এই সকল কথাবার্তা  
 কহিতেছি, এমন সময় আমাদের সেই মনোবেগগামী বিমান তথা হইতে পুনরায় প্রচণ্ড-  
 বেগে আকাশমণ্ডলে সমুখিত হইল । অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মন্দারতরুবাটিকা পরি-  
 শোভিত শুক ও কোকিল কুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত বীণা ও মুরজ প্রভৃতি বিবিধ মনোরম  
 বাদ্যে নিনাদিত সর্বসুখপ্রদ যক্ষগণপরিবৃত্ত পরম কল্যাণময় কৈলাস শিখরে আসিয়া  
 উপস্থিত হইল ॥ ১৮—১৯ ॥ যে সময় সেই স্থানে উপনীত হইলাম, অমনি দেখিলাম যে,  
 দশটী বিশাল বাহুসম্বিত নেত্রত্রয়-পরিশোভিত শাৰ্দূলচর্ম্মাধরধারী পঞ্চবদন চন্দ্রশেখর  
 ভগবান্ শঙ্কু গজাস্তরের চর্ম্মকে উত্তরীয় করিয়া পাঞ্চির্নক্ষক স্বরূপ মহাবীর গজানন ও ষড়ানন  
 সমভিব্যাহারে বৃষারোহণে সেই রমণীয় ধাম হইতে নির্গত হইতেছেন । তৎকালে, গুহ ও

নন্দিপ্রভৃতয়ঃ সর্বৈ গণপাশ্চ বরাশ্চ তে ।  
 জয়শব্দং প্রযুঞ্জান্না ব্রজন্তি শিবপৃষ্ঠগাঃ ॥ ২৩ ॥  
 তং বীক্ষ্য শঙ্করং চান্যং বিস্মিতাস্তত্র নারদ ! ।  
 মাতৃভিঃ সংশয়াবিষ্টস্তত্রাহং ন্যবসন্মুনে ! ॥ ২৪ ॥  
 ক্ষণান্তস্মাদিগিরেঃ শৃঙ্গাধ্বিমানং বাতরংহস ।  
 বৈকুণ্ঠসদনং প্রাপ্তং রমারমণমন্দিরম্ ॥ ২৫ ॥  
 অসম্ভাব্যা বিভূতিশ্চ তত্র দৃষ্টা ময়া স্মৃত ! ।  
 বিস্মিষ্মিয়ে তদা বিষ্ণুর্দৃষ্টা তৎপুরমুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥  
 সদনাগ্রে যযৌ তাবদ্ধরিঃ কমললোচনঃ ।  
 অতসীকুসুমভাসঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৭ ॥  
 দ্বিজরাজাধিরূঢ়শ্চ দিব্যাভরণভূষিতঃ ।  
 বীজ্যমানস্তদা লক্ষ্ম্যা কামিন্যা চামরৈঃশুভৈঃ ॥ ২৮ ॥  
 তং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ সর্বৈ বয়ং বিষ্ণুং সনাতনম্ ।  
 পরম্পরং নিরীক্ষন্তঃ স্থিতাস্তস্মিন্ বরাসনে ॥ ২৯ ॥

শঙ্করমিতি । এতচ্ছঙ্করাধ্বিমানশ্চাচ্ছঙ্করাদভ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

মাতৃভিঃ সহিতং শঙ্করমিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

গঙ্গানন নামক মহাদেবের সেই পুত্রদ্বয় পিতৃসমভিব্যাহারে আসিতে আসিতে পরম রমণীয়  
 শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন, এবং নন্দি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণাধ্যক্ষ সকল নিয়ত  
 জয়শব্দ প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতেছিল ॥ ২০—২৩ ॥  
 বৎস নারদ ! অধিক কি বলিব, সেস্থলে আমরা মাতৃগণপরিবৃত্ত অপর একটি শঙ্কর  
 মূর্তি দর্শন করিয়া তিনজনেই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম । বিশেষত আমিত একেবারে  
 নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া কিরংক্ষণ সেইখানেই বসিয়া রহিলাম ॥ ২৪ ॥ এদিকে, দেখিতে  
 দেখিতে আমাদের ব্যোমধান কৈলাস শৃঙ্গ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়ুবেগে যাইয়া লক্ষ্মী-  
 ক্রীড়ামন্দির-পরিশোভিত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল ॥ ২৫ ॥ পুত্র ! সেখানে পৌছিয়া  
 একটি অসম্ভাবনীয় বিভূতি দর্শন করিলাম অর্থাৎ সেই পুরাণভাগে দেখি যে অপর এক  
 পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুমূর্তি গমন করিতেছেন । আমাদের সমভিব্যাহারী বিষ্ণু সেই উত্তম  
 পুরিটি দেখিয়া একেবারে বিশ্বয় সাগরে নিমগ্ন হইলেন । বৎস ! বৈকুণ্ঠে যাইয়া আমরা যে  
 বিষ্ণুকে দর্শন করিলাম, তিনিও আমাদের সমভিব্যাহারী বিষ্ণুর ন্যায় অঙ্কজ্যোতিঃসম্পন্ন  
 পীতাম্বরপরিধারী চতুর্ভুজ ; এবং নানাবিধ দিব্যাভরণে বিভূষিত হইয়া বিহগেন্দ্র গক্ৰডো-  
 পরি আকৃষ্ট ছিলেন । পরমপ্রণয়িনী কমলাদেবী তাঁহাকে সুসমাশোভিত চামর দ্বারা বন্দন



ততশ্চচাল তরসা বিমানং বাতরংহসা ।  
 স্ৰুধাসমুদ্রঃ সম্প্রাপ্তো মিষ্টবারিমহোন্নিমান্ ॥ ৩০ ॥  
 যাদোগণসমাকীর্ণশ্চলদ্বীচিবিরাজিতঃ ।  
 মন্দারপারিজাতাদৈর্যঃ পাদপৈরতিশোভিতঃ ॥ ৩১ ॥  
 নানাস্তরগংযুক্তো নানাচিত্রবিচিত্রিতঃ ।  
 মুক্তাদামপরিব্রিষ্টো নানাদামবিরাজিতঃ ॥ ৩২ ॥  
 অশোকবকুলান্থ্যশ্চ বৃক্ষৈঃ কুরুবকাদিভিঃ ।  
 সংবৃতঃ সর্বতঃ সৌম্যৈঃ কেতকীচম্পকৈর্বৃতঃ ॥ ৩৩ ॥  
 কোকিলারাবসংযুক্তো দিব্যগন্ধসমম্বিতঃ ।  
 দ্বিরেফাতিরগংকারৈররঞ্জিতঃ পরমাদৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

সদনাগ্রে ইতি । যদৈকুণ্ঠস্থিতো বিষ্ণুস্তদৈকুণ্ঠসদনাগ্রে ইত্যর্থঃ । যযৌ প্রাপ্তবান্ ইমে  
 ব্রহ্মাদয়োহনুব্রহ্মাণ্ডস্তা এতৈর্দৃষ্টা ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৭—৩১ ॥

মন্দারপারিজাতেতি । অতিশোভিতো মণিদ্বীপদেশ ইতি শেষঃ । অতএবাগ্রে তস্মিন্  
 দ্বীপ ইত্যুক্তং সম্ভবতি ॥ ৩২—৩৪ ॥

করিতেছিলেন ॥২৬—২৮॥ নারদ ! সেই সনাতনমূর্তি অভিনব বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া আমরা  
 এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, তৎকালে আমরা তিনজনেই একেবারে বাকশক্তি বিহীন  
 হইয়া কেবল সেই বিমানস্থ বরাসনে বসিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥২৯॥  
 এমন সময়, আগাদিগের আকাশযান আবার তৎক্ষণাৎ সমীপে বেগে সমুপস্থিত হইল ।  
 অনন্তর উহা ক্ষণমধ্যে মধুময় বারিরাশি-পরিপ্লাবিত অসংখ্য জলচরসমাকীর্ণ স্ৰুধাসাগর  
 মধ্যে উপনীত হইল ; দেখিলাম, ঐ স্ৰুধাসিন্ধুর কোন কোন স্থানে উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা যেন  
 গগনমণ্ডলকে গ্রাস করিবে বলিয়া প্রচণ্ডবেগে উল্লঙ্ঘন করিতেছে ; আবার কোথায়ও বা  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চপল স্বভাব জলহিল্লোল সকল ঠিক যেন আল্লাদে ক্ষীত হইয়া সমুদ্রের বক্ষঃস্থলে  
 দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে । এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমশঃ সেই সমুদ্রের মধ্যে  
 মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমতরুরাজি পরিশোভিত বিবিধ আস্তরগাস্তৃত নানা-  
 প্রকার চিত্র বিচিত্রিত মুক্তাদাম বিমণ্ডিত একটা মণিময় দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ।  
 দেখিলাম, দ্বীপটী স্তবিক্ত কুসুমভারাবনত অশোক, বকুল, কেতকী চম্পক ও কুরুবক প্রভৃতি  
 পাদপাবনীতে পরিবৃত্ত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিতেছে ; সেই সকল বৃক্ষের শাখায়  
 বসিয়া কলনাদী পুংকোকিলকুল মধুপানে প্রমত্ত দ্বিরেক মাসার শুন্ শুন্ স্বরের সহিত  
 নিজ নিজ স্নমধুর পঞ্চমস্বর সংমিশ্রিত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে কল কলধ্বনি পূর্বক এমন তান  
 ধরিয়াছে যে, বোধ হইল যেন সেই অনির্লচনীয়া কাকলী কুহরব-কোলাহলে দিগ্‌মণ্ডলকে  
 একখানি গধুময় একতান যন্ত্র স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৩০—৩৪ ॥ বৎস নারদ ! তাহার

তস্মিন্ দ্বীপে শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ স্তমনোহরঃ ।  
 রত্নালিখচিতোহত্যর্থঃ নানারত্নবিরাজিতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 দৃষ্টোহস্মাভির্বিমানৈশ্চদূরতঃ পরিমণ্ডিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 নানাস্তরঙ্গসংছন্ন ইন্দ্রচাপসমম্বিতঃ ।  
 পর্য্যঙ্কপ্রবরে তস্মিন্মুপবিষ্টা বরাঙ্গনা ॥ ৩৭ ॥  
 রক্তমাল্যাম্বরধরা রক্তগন্ধানুলেপনা ।  
 স্তরক্তনয়না কান্তা বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভা ॥ ৩৮ ॥  
 সূচাক্ষুবদনা রক্তদন্তুচ্ছদবিরাজিতা ।  
 রমাকোট্যধিকা কান্ত্যা সূর্য্যবিশ্বনিভাখিলা ॥ ৩৯ ॥  
 বরপাশাকুশাভীতিধরা শ্রীভুবনেশ্বরী ।  
 অদৃষ্টপূর্বা দৃষ্টা সা স্তন্দরী স্মিতভূষণা ॥ ৪০ ॥

শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ ব্রহ্মবিষ্ণুরদ্রেস্বরঃ পর্য্যঙ্কখুরাঃ সদাশিবস্ত কলকস্থানীয়ঃ ততঃশিবা-  
 কারো জাতঃ । ইদং সপ্তমস্কন্ধে স্পষ্টম্ । অত্র মণিদ্বীপস্থানং ব্রহ্মাণ্ডাবহিরন্তীতি দ্বাদশ-  
 স্কন্ধে বক্ষ্যতে । স্তমেনক্রমধ্যাশুঙ্গে ভবতীতি তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানেন স্পষ্টম্ ।  
 তৎপরিমাণং তদ্বর্ণনঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্ । দুর্কাসংকৃতে স্তবরত্নে শিবরহস্তে দ্বিতীয়াংশে চ ॥ ৩৫ ॥

রত্নালয়ো রত্নভ্রমরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্রচাপসমম্বিতঃ ইন্দ্রচাপবদনেকবর্ণবিশিষ্টমণিসমম্বিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

বরপাশাকুশেতি । আয়ুধস্থানানি বামাধঃকরমারভ্য দক্ষিণাধঃকরপর্য্যন্তম্ । তদুক্তং  
 মহাসম্বোধনে তস্মৈ । “দক্ষিণে চাকুশং দদ্যাৎবামে পাশং প্রদাপয়েৎ । অভয়ং দক্ষিণে দদ্যাৎ-

পর আমরা সেই স্যোমনানে বসিয়া দূর হইতে দেখি যে, সেই দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে বিবিধ  
 মহামূল্য মণিরাজি-বিরাজিত রত্নাবলীপচিত পরমসুন্দর অনর্থ আন্তরঙ্গসমাচ্ছাদিত ইন্দ্রধনু  
 সদৃশ একখানি রমণীয় শিবাকার পর্য্যঙ্ক ; তাহার পরেই আবার দেখি যে, তাদৃশ স্তমজ্জিত  
 সর্বজন-মনোহর পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে রক্তাম্বরধারিণী একটি নিরুপম রূপলাবণ্যময়ী  
 দিব্যাঙ্গনা রমণী অঙ্গনিচয়ে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ;  
 সেই বিশ্বমোহিনীর বক্ষঃস্থলে দোহল্যমান কুসুমময় মালাও সম্পূর্ণ লোহিতপ্রভা,  
 বিশেষত তাঁহার নয়নের অভ্যন্তরদেশ অতীব রক্তবর্ণ । পরন্তু, সেই সূচাক্ষুবদনার  
 অনির্কচনীর দেহকান্তির নিকট এককালে কোটি কোটি সৌদামিনী আসিয়া স্থিরভাবে  
 দাঁড়াইলেও উপমার যোগ্য নহে । আহা ! তাঁহার সেই উমপা শূণ্ণ লোহিতবর্ণ ওষ্ঠা-  
 ধরেরই বা কি অনির্কচনীয় শোভা !! বৎস ! অধিক আর কি বলিব, বোধ হয় কোটি  
 কোটি লক্ষ্মী বা একত্রিত কোটি কোটি সূর্য্যমণ্ডল প্রভাও তাঁহার সেই অতুল্য দেহকান্তির  
 নিকট পরাভূত হয় ॥ ৩৫—৩৯ ॥ সেই সর্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরী অতুল্য ভূজ  
 চতুষ্টয়ে বরাভয় ও পাশাকুশাদি আয়ুধ সকল ধারণ পূর্ব্বক ঐষৎ হস্ত বদনে ধোঁব হয়

হ্রীক্লারজপনিষ্ঠৈস্ত পক্ষিৰুন্দৈর্নিষেবিতা ।

অরুণা করুণামূর্তিঃ কুমারী নবযৌবনা ॥ ৪১ ॥

সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা মন্দাস্থিতমুখাস্বজা ।

উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনির্জিতাভোজকুটুম্বলা ॥ ৪২ ॥

নানামণিগণাকীর্ণভূষণৈরুপশোভিতা ।

কনকান্দকেয়ুরকিরীটপরিশোভিতা ॥ ৪৩ ॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটকবিটকবদনাসুজা ।

হুল্লোখাভুবনেশীতি নামজাপপরায়ণৈঃ ॥ ৪৪ ॥

দ্বয়ং বামে প্রদাপয়েদिति । দশপটল্যামপি ভুবনেশীধ্যানে দক্ষেহকুশাতয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টদমिति । ইষ্টদং বরম্ । আয়ুধার্থস্ত প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে শ্রীমচ্ছরভগবৎ-পাদৈর্কিস্তরেণোপপাদিত ইতি ততএবাবধারণ্যঃ । ভুবনেশ্বরী সর্বভুবনেশ্বরীত্যাৰ্থঃ । ভুবনেশ্বরীপদানুকৃত্ত্ব ভুবনেশ্বরীপারিজাতে ভুবনেশ্বরীহৃদয়ে দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াঞ্চ । ইদঞ্চ ধ্যানং দেব্যর্থক্শিরসি হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থং প্রাতঃসূর্যাসমপ্রভাম্ । পাশাকুশধরাং সৌম্যং বরদাভয়হস্তকাম্ । ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ত্তক্তকামহুয়াং ভজে ইত্যুক্তম্ ॥ ৪০ ॥

হ্রীক্লারজপনিষ্ঠৈষিতি । যদাপক্ষিগণোহপি হ্রীক্লারং জপতি তদাশ্চে জপন্তি হ্রীক্লারবীজ-মিত্যত্র কিং.বক্তব্যম্ ॥ ৪১ ॥

উদ্যৎপীনেতি । স্তনদ্বয়েন কমলকুটুমে জিতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটকেতি । কনতী দীপ্যামানে যে শ্রীচক্রাকারে ত্রিপুরসুন্দরীচক্রাকারে তাটকে রত্নকুণ্ডলে তাভ্যাং বিটকং সুন্দরং বদনারবিন্দং যশ্চাঃ সা । হুল্লোখা ভুবনেশীতি । হুল্লোখাপদব্যুৎপত্তিস্ত ভুবনেশ্বরীরহস্তে উক্তা । হৃদি লেখেব জাগর্তি প্রাণশক্তিরিয়ং পরা ।

ত্রৈলোক্যের সমষ্টি সৌন্দর্য্য রাশিকে একস্থলে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন ; কলতঃ আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মনে মনে বিলক্ষণ বুদ্ধিতে পারিলাম, যে, এরূপ মূর্তি আর ইতঃ-পূর্বে কখনই আমার নয়ন গোচর হয় নাই ॥ ৪০ ॥ বৎস ! আর এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর, দেখিলাম, তত্রত্য বস্ত্রবিহঙ্গকুলে হ্রীং বীজ উচ্চারণ পূর্বক সেই নবযৌবনাঢ্যা অরুণ-বর্ণা করুণাপূর্ণ কুমারীর সেবার নিরত রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ জগতে যাহা কিছু উত্তম বেশভূষা বা সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় তৎসমস্তই সেই সরোজবদনার চরণ সরোজহে আসিয়া শরণ লইয়াছে ; বোধ হয় তাঁহার সেই উন্নতান্থ কুচযুগলকে দর্শন করিয়াই কমল-কুটুমে লজ্জাভিমাণে গিয়া জলমধ্যে বাস করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ বৎস ! একেত তাঁহার নিসর্গ সৌন্দর্য্যেরই সীমা নাই তাহাতে আবার বিবিধ মহামূল্য মণিনিচয়-বিজড়িত রত্নময় অঙ্গদ, কেয়ুর ও কিরীট প্রভৃতি নানাজাতি দিব্যালঙ্কার সকল ধারণ করায় তিনিই এই বিশ্ব জগতের একমাত্র সমস্ত সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর আধারভূত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন ; বিশেষত তাঁহার সেই তুলনারহিত মুখপঙ্কজ ধানি দেদীপ্যমান শ্রীচক্রাকার মণিময় কুণ্ডল-যুগল দ্বারা উজ্জলিত হইয়া যেরূপ লোকাভীত শোভা ধারণ করিতেছিল, তাহা বর্ণাবলী



সখীবৃন্দৈঃ স্তুতা নিত্যং ভুবনেশী মহেশ্বরী ।  
 হুল্লোখাদ্যাভিরমরকস্তাভিঃ পরিবেষ্টিতা ॥ ৪৫ ॥  
 অনঙ্গকুসুমাদ্যাভির্দেবীভিঃ পরিবেষ্টিতা ।  
 দেবীষট্‌কোণমধ্যস্থা যন্ত্ররাজোপরিস্থিতা ॥ ৪৬ ॥  
 দৃষ্টা তাং বিস্মিতাঃ সর্বৈ বয়ং তত্র স্থিতাভবন্ ।  
 কেয়ং কাস্তা চ কিংনাম ন জানীমোহত্র সংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 সহস্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা ।  
 সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

হুল্লোখা কথ্যতে তস্মাদিতি । ত্রিপুরতাপনীয়শ্রুতিরপি । হৃদয়াগারবাসিনী হুল্লোখেতি । ভুবনেশীপদব্যাৎপতিস্ত ভুবনেশীপারিজাতে ভুবনেশী হৃদয়ে দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াং । ব্যোম-বীজে মহেশানি কৈলাসাদিপ্রতিষ্ঠিতম্ । বহুবীজাৎ সূৰ্ণাদিনিম্পন্নং বহুধা প্রিয়ে । তেনায়াং বর্ততে লোকো ভূমণ্ডলসমস্থিতঃ । তুর্যাস্বরেণ পাতালে শেবরূপেণ ধার্য্যতে । মহাভূমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্তাপি নাগিকা । অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যতে । বিন্দুচক্রামৃতং দেবি ! প্রাবয়ন্তী জগত্ত্রয়ম্ । দ্রবরূপা ভবেত্তস্মাৎ সৃজন্তী চার্কিমাত্রয়া । অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যত ইতি । ভুবনেশ্বর্য্যুপনিষদি ভুবনাধীশ্বরী তুর্যাভীতা বিশ্ববিমোহিনীতি । যন্ত্রার্থস্ত হালাস্তমাহাত্মো উক্তঃ । সচোপোদ্বাতেএব দর্শিতঃ ॥ ৪৪ ॥

হুল্লোখাদ্যা অমরকস্তাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনঙ্গকুসুমাদ্যাশ্চ যন্ত্রাবরণদেবতাঃ । ইদমুপলক্ষণং সেবার্থমাগতানামন্তদেবতানামপি । তদ্বক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে । সেবার্থমাগতাস্তত্র ব্রহ্মাণী ব্রহ্মকোটয়ঃ । লক্ষ্মীনারায়ণানাঞ্চ কোটয়ঃ সমুপাগতাঃ । গৌরীকোটিসহস্রাণাং রুদ্রাণামপি কোটয় ইতি । যন্ত্রমাহ । দেবীষট্‌কোণেতি । ষড়্‌গুণিতযন্ত্রমধ্যাহ্নেত্যর্থঃ । তত্র যন্ত্রং প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্ । যদ্বা পদ্মমষ্টদলং ব্রাহ্মে বৃতং ষোড়শভির্দলৈঃ । বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণমতিসুন্দরমিতি শারদোক্তং গ্রাহম্ ॥ ৪৬-৪৭ ॥

স্বারা বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বাগাড়ম্বর মাত্র !! তাহার পর ক্রমশ নিকটস্থ হইয়া দেখি, হুল্লোখা প্রভৃতি কতকগুলি দেবকস্তা সহচরী হুল্লোখা, (যে পরা প্রাণশক্তি লেখার আয় হৃদয় মধ্যে নিরন্তর আগরুক থাকেন) ভুবনেশী, এই নাম যপ করিতে করিতে অহর্নিশ সেই ভুবননিয়ন্ত্রী ভগবতী মহেশ্বরীর চতুর্দিক পরিবেষ্টন পূর্বক স্তুতিগান করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥ বৎস ! আমরা তাঁহার বিষয় যতই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম ততই অদৃষ্টপূর্ব অদ্বুত ব্যাপার সকল লক্ষিত হইতে লাগিল অর্থাৎ তাহার পর দেখি যে, সেই জ্যোতির্ময়ী দেবী অনঙ্গকুসুমাদি যন্ত্রাবরণরূপ দেবীগণে পরিবৃত হইয়া ষট্‌কোণাকার যন্ত্ররাজের উপরি বিরাজ করিতেছেন ; ফলত তথার আমরা সেই অশ্রুতপূর্ব অদৃষ্টের রমণীমূর্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিশ্বয়সাগরে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, যে, এই অনির্কচনীয় রূপলাবণ্যবতী কামিনী কে ? ইহার নামই বা কি ? এস্থলে থাকিয়াত, আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর এক আশ্চর্য্য এই যে, প্রথমে

নাঙ্গরা নাপি গন্ধর্বী নেয়ং দেবান্ননা কিল ।

ইতি সংশয়মাপন্নাস্তত্র নারদ ! সংস্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

তদাসৌ ভগবান্নিষ্কৃৎ তাং চাক্রহাসিনীম্ ।

উবাচান্নাং স্ববিজ্ঞানাং কৃৎ গনসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৫০ ॥

এষা ভগবতী দেবী সর্বেষাং কারণং হি নঃ ।

মহাবিদ্যা মহামায়া পূর্ণা প্রকৃতিরব্যয়া ॥ ৫১ ॥

দুজ্জৈয়াল্লধিয়াং দেবী যোগগম্যা দুরাশয়া ।

ইচ্ছা পরাত্মনঃ কামং নিত্যানিত্যস্বরূপিণী ॥ ৫২ ॥

ইতি বাবচতুভূজাং পশুস্তি, তাবদেব সৈব মূর্তির্কিরীড়রূপেণ দৃশ্যমানাবদিত্যাহ ।  
মহত্মনয়নারামেতি । বিরাটরূপং দেব্যাস্ত সপ্তমস্কন্ধে স্পষ্টম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সবিজ্ঞানাং স্বকীয়স্বরূপাং ॥ ৫০ ॥

এবেতি । যম্মোহস্মাকং কারণং সাম্যাবস্থামায়োপাধিকবুদ্ধরূপং তদিদং তদ্ব্যাকৃতমাসী-  
স্তন্মাত্ররূপাত্যাং ব্যাক্রিয়ত ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যং মায়া বা এষা নারসিংহী সর্বমিদং সৃজতি  
সর্বমিদং রক্ষতি সর্বমিদং সংহরতি, তন্মায়াম্যামেতাং শক্তিং বিদ্যা দীতি । অজ্ঞামেকাং  
লোহিততরুক্ষাং ন তস্ত কার্য্যং কারণং চেত্যাশ্রুতিপ্রতিপাদ্যম্ । তদেবা ভগবতী  
তন্তৈব মুখ্যা মূর্তিরিয়মিতি ভাবঃ । পরং বুদ্ধৈব সর্বকারণমায়াশবলিতং ভক্তানুগ্রাহার্থমিদং  
রূপং দধারেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ইচ্ছেতি । ইচ্ছাশক্তিরুমা কুমারীতি শিবসূত্রপ্রতিপাদ্যা । তৎ কিং জড়া নেত্যাহ । নিত্য-  
নিত্যস্বরূপিণীতি । নিত্যং বুদ্ধানিত্যং মায়া তদুভয়রূপিণী মায়াশবলবুদ্ধরূপিণীত্যর্থঃ । তথা  
চ ভগবত্যা উভয়াশ্রয়কত্বাৎ কদাচিত্ত্বরূপেণৈব বর্ণনং কদাচিত্ত্বচ্ছক্তিরূপেণৈব বর্ণন-  
মিতীচ্ছাশক্তিরূপত্বেন বর্ণনেনাপি দোষাভাবঃ । তথাচ স্মৃতিঃ । হ্রীংকার উভয়াশ্রয়ক ইতি ।  
শিবশক্ত্যাশ্রয়ক ইত্যর্থঃ । হ্রীং ব্রহ্মেতি শ্রুতেশ্চ ॥ ৫২ ॥

যাহাকে দূর হইতে চতুভূজা রমণী বলিয়া বোধ হইতেছিল ; তিনিই আবার এক্ষণে দেখিতে  
দেখিতে অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত কর চরণ ও অনন্ত বদনমণ্ডল অদ্বুত বিরাটরূপে প্রতীত হইতে  
লাগিলেন ; দেখ, নারদ ! তৎকালে, আমরা সংশয়াক্রান্ত চিত্ত হইয়া এইরূপ ভাবিতে  
লাগিলাম, যে, এ যে রূপ অদ্বুত ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে ইহাকে কোন অঙ্গরা কি  
গন্ধর্বকন্তা বা কোন অমরাদ্রনা বলিয়াই বিবেচনা হইতেছে না ; এইরূপ ভাবিতোহ এমন  
সময় ভগবান্ বিষ্ণু সেই চাক্রহাসিনী বিশ্বমাতাকে একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ পূর্বক স্বীয়  
বিজ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভাবে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, বেদাদি শাস্ত্রে যিনি জন্ম মৃত্যু  
বিবর্জিত পূর্ণা প্রকৃতি বলিয়া পরিকীর্তিত, ইনি সেই মহাবিদ্যারূপা মহামায়া ; এই  
দেবী ভগবতীই আমাদের তিন জনের উৎপত্তির হেতুভূতা ॥ ৪৮—৫১ ॥ এই দেবী  
সুদ্রমতি নরের পক্ষে সুদুজ্জৈয়া ও দুর্লভ্যা হইলেও তদ্বজ্ঞ স্বধিগণ ইহাকে সমাধিযোগে  
নিজ আত্মাতেই সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন ; ইনি মায়া রূপে অনিত্য বটেন, কিন্তু, চিদানন্দ  
ব্রহ্মরূপে নিত্য ; ইহাকেই আবার বেদে পরায়া পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া নির্দেশ

ভুরাধ্যাত্মভাগ্যৈশ্চ দেবী বিশ্বেশ্বরী শিবা ।  
 বেদগৰ্ভা বিশালাক্ষী সৰ্ব্বেষামাদিরীশ্বরী ॥ ৫৩ ॥  
 এষা সংহৃত্য সকলং বিশ্বং ক্রীড়তি সংক্ৰয়ে ।  
 লিঙ্গানি সৰ্ব্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ ॥ ৫৪ ॥  
 সৰ্ব্ববীজময়ী হেমা রাজতে সাম্প্রতং সুরৌ ! ।  
 বিভূতয়ঃ স্থিতাঃ পার্শ্বে পশ্চতাং কোটিশঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥  
 দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ ।  
 পরিচর্য্যাপরাঃ সৰ্ব্বাঃ পশ্চতাং ব্রহ্মশঙ্করৌ ! ॥ ৫৬ ॥  
 ধন্যা বয়ং মহাভাগাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্য সাম্প্রতম্ ।  
 যদত্র দর্শনং প্রাপ্তা ভগবত্যাঃ স্বয়স্থিদম্ ॥ ৫৭ ॥  
 তপস্তপ্তং পুরা যজ্ঞাতশ্চৈদং ফলমুত্তমম্ ।  
 অন্যথা দর্শনং কুত্র ভবেদস্মাকমাদরাৎ ॥ ৫৮ ॥  
 পশ্যন্তি পুণ্যপুঞ্জা যে যে বদান্ত্যাস্তপস্বিনঃ ।  
 রাগিণো নৈব পশ্যন্তি দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ॥ ৫৯ ॥

বেদগৰ্ভা বেদজনয়িত্রী । অস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃস্বসিতমেতদৃশেদ ইত্যাদিশ্রুতঃ । মমৈ-  
 বাজ্ঞা পরাশক্তির্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী । ঋগ্যজুঃসামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ততে ইতি কুর্শ্ব-  
 পুরাণে ষাটশাধ্যায়ে ত্রিভগবত্যাঙ্কে চ ॥ ৫৩ ॥

করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ এই দেবী বিশালাক্ষী বিশ্বেশ্বরীই জগতের আদিভূতা, ইনিই সর্বভূতের  
 নিয়ন্ত্রী; মহাত্মা ঋষিরা ইহাকেই সর্ব জীবের কল্যাণরূপিনী বেদগৰ্ভা বলিয়া কীর্তন করিয়া  
 থাকেন; অমৃতভাগ্য ব্যক্তিগণই ইহার আরাধনার সমর্থ হইতে পারে না। ইনি প্রলয়-  
 কালে সমস্ত বিশ্বসংসার সংহার পূর্বক জীবনিবহের বাসনাসম্বিত ব্যষ্টি-স্থল-শরীর সকল  
 স্রষ্টাশ্রুপ নিজে সমষ্টি-শরীরে (মূল প্রকৃতিতে) সন্নিবেশিত করিয়া একমাত্র অদ্বৈতাত্ম-  
 স্বরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্কর! হে ব্রহ্মন্! সংপ্রতি যিনি  
 এইরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইনিই বিশ্বজগতের কারণ-স্বরূপিনী; ঐ দেখুন, উহার কোটি  
 কোটি বিভূতি সকল বধাক্রমে চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন; দেখুন দেখি, ঐ সকল দেব-  
 দেবীগণ কেমন দিব্যাভরণে বিভূষিত!! আর কেমন স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্যে বিলেপিতা হইয়া  
 পরিচর্য্যার নিমিত্ত চতুর্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥ আজ যখন আমরা দেবী  
 ভগবতীর ঈদৃশ অনির্বচনীয় হ্রস্ব রূপ সন্দর্শন করিতে পাইলাম, তখন, অবশ্যই আমরা  
 ধন্যবাদের পাত্র!! সংপ্রতি আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে,  
 আমরা কদাচই এরূপ কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতাম না ॥ ৫৭ ॥ পূর্বে যে আমরা ঘোরতর  
 কঠোর তপঃক্লেশ সহ করিয়াছিলাম, ইহা নিশ্চয় তাহারই ফল জানিবে; অন্যথা, দেবী জগৎ-



মূলপ্রকৃতিরেবৈষা সদা পুরুষসঙ্গতা ।

ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়তোযা কৃৎস্না বৈ পরমাত্মনে ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ দৃশ্যমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং দেবতাঃ সুরৌ ! ।

তশ্চৈষা কারণং সর্ব্বা মায়া সর্ব্বেশ্বরী শিবা ॥ ৬১ ॥

কাহং বা ক সুরাঃ সর্ব্বে রমাদ্যাঃ সুরযোষিতঃ ।

লক্ষাংশেন তুলামস্তা ন ভবামঃ কথঞ্চন ॥ ৬২ ॥

সৈষা বরাঙ্গনা নাম যা দৃষ্টা বৈ মহার্ণবে ।

বালভাবে মহাদেবী দোলয়ন্তীব মাং মুদা ॥ ৬৩ ॥

শয়ানং বটপত্রে চ পর্য্যকে স্থস্থিরে দৃঢ়ে ।

পাদাঙ্গুষ্ঠং করে কৃৎস্না নিবেশ্য মুখপঙ্কজে ॥ ৬৪ ॥

কারণস্বরূপং ভগবত্যা বিশদয়তি । এষা সংহত্যোতি । সর্ব্বজীবানামিতি । ব্যাষ্টিলিঙ্গ-  
শরীরানি তদ্বাসনাশ্চ সমষ্টৌ সূত্রাত্মনি স্থাপয়িত্বা তৎসমষ্টিলিঙ্গশরীরং সর্ব্বাসনং স্বশরীরে  
প্রলয়কালে সন্নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা একাকিনী ক্রীড়তি ॥ ৫৪—৫৯ ॥

মূলপ্রকৃতিরেবৈষেতি । এবং বর্ণনং জড়শক্তিরূপত্বেন ক্রিয়তে । ভুবনেশ্বর্যা জড়াজড়-  
রূপত্বেন বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ জীবো দৃশ্যমিদং সর্ব্বং বিশ্বস্ত্রোতয়বিধস্তাপ্যোষৈব কারণম্ । যথা সূদীপ্তাৎ  
পাবকাদ্বিকূলিঙ্গা ইতিশ্রুতেজীববিশ্ববিভাগস্ত কারণং ব্রহ্মাধীনত্বাৎ ॥ ৬১—৬২ ॥

সৈষেতি । অনয়েব মগার্হশ্লোকাত্মকভাগবতস্ত রহস্তভূতশ্লোপদেশঃ কৃত ইত্যস্তা মূর্ত্তি-  
দর্শনে মম প্রত্যভিজ্ঞা সমুখিতা । তস্ত শ্লোকার্হস্তার্থস্ত । সর্ব্বং খন্দিদং ব্রহ্মাহমেবেতি ।

জননী আমাদিগকে এস্থলে আনিয়া সমাদর পূর্ব্বক নিজস্বরূপ দর্শন করাইবেন কেন ? ॥৫৮॥  
ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা ভূরি ভূরি সংকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সতত পুণ্যপুঞ্জ  
উপার্জন করেন, যাহারা নিয়ত তপশ্চর্য্যায় নিরত থাকিয়া সংপাত্রে অপরিয়াপ্ত ধনাদি দান  
করিয়া থাকেন, তাদৃশ মহাত্ম্যারাই এই দেবী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর দর্শনলাভে  
সমর্থ; বৎস ! যাহারা কেবল ঐহিক ভোগবিলাসেই প্রমত্ত তাহাদিগের ভাগ্যে কদাচ ইহঁদের  
সন্দর্শন লাভ ঘটে না ॥৫৯॥ ইনিই সেই আদ্যা মূলপ্রকৃতি ; ইনি নিরন্তরই সেই চিদানন্দময়  
পুরুষের সহিত সংমিলিত হইয়া রহিয়াছেন ; এই দেবী সনাতনীই নিজ প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড  
রচনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন । হে সুরদ্বয় ! ব্রহ্মশঙ্কর ! এই অখিল  
ব্রহ্মাণ্ড এবং এতদন্তর্গত দেবতা প্রভৃতির শরীর সমস্তই দৃশ্যপদার্থ আর কূটস্থ চৈতন্ত স্বরূপ  
পরমাত্মাই জীবন্ত উপাধি অঙ্গীকার করিয়া প্রত্যেক শরীরেই সাক্ষিরূপে বিরাজ করিয়া  
থাকেন ; কিন্তু, এ উভয়বিধ বিষয়েরই একমাত্র কারণ এই সর্ব্ব মঙ্গলময়ী সর্ব্বেশ্বরী সমষ্টি  
মায়াশক্তি জানিবেন ॥৬০-৬১॥ এই সমস্ত দেবতা বা লক্ষ্মী প্রভৃতি সুররমণীগণ কি আমিই  
কলকথা আমরা কেহই ইহঁদের লক্ষাংশের একাংশের সহিত ও তুল্য নহি ॥৬২॥ ইনি নিশ্চয়ই

লেলিহন্তুঃ ক্রীড়ন্তমনৈকৈর্বালচেষ্টিতৈঃ ।

রমমাণং কোমলাঙ্গং বটপত্রপুটে স্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥

গায়ন্তী দোলয়ন্তী চ বালভাবান্ময়ি স্থিতে ।

সেয়ং স্থনিশ্চিতং জ্ঞানং জাতং মে দর্শনাদিব ॥ ৬৬ ॥

কামং নো জননী সৈষা শৃণুতাং প্রবদাম্যহম্ ।

অনুভূতং ময়া পূর্বে প্রত্যভিজ্ঞা সমুখিতা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-  
স্কন্ধে মহাদেবীদত্তবিমানারোহণেন দেবদেবীদর্শনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তস্মাৎ বা ময়া দৃষ্টা সৈবেয়ং সা চ সর্বকারণত্বং স্বত্ত্বাহ । তস্মাদিয়ং সর্বকারণমেবেতি ভাবঃ ।  
ননু কশ্যামবস্থায়ামিয়ং ত্বয়া দৃষ্টা তত্রাহ । বালভাবে ইতি ॥ ৬৩—৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই রমণীগণের শিরোমণিস্বরূপা মহাদেবী জগদম্বিকা, যাহাকে আমি প্রলয়প্রাবিত মহার্ণব  
মধ্যে আমাকেই একটা ক্ষুদ্র বালকমূর্তি করিয়া পরমাহ্লাদসহকারে দোলাইতে দেখিয়া-  
ছিলাম; পূর্বে যখন আমি নিশ্চল দৃঢ়ীভূত পর্য্যকসদৃশ বটপত্রে শয়ান থাকিয়া সাধারণ  
বালকের ত্রায় নিজ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ করে ধারণপূর্ব্বক মুখপঙ্কজে নিবেশিত করিয়া উহা সংলেহন  
করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিলাম; সেই সময়, জননী যেমন স্বীয় শিশুসন্তানকে বিবিধ  
উল্লাপন পূর্ব্বক দোলাইয়া থাকেন ইনি সেইরূপ বটপত্রপুটে ক্রীড়ানিরত আগার কোমলাঙ্গ  
সকলকে নানাবিধ স্বরে গান করিতে করিতে দোলাইয়াছিলেন। এক্ষণে, আমি ইহাকে দর্শন  
মাত্রেই জানিতে পারিয়াছি; ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাদেবী বিশ্বকর্ত্তী জগদম্বিকা ॥ ৬৩—৬৬ ॥  
শঙ্কর ! ব্রহ্মন্! আপনাদের উভয়কে যাহা বলি শ্রবণ করুন, ইনি নিশ্চই আমাদের সেই  
জননী; পূর্বে যে, আমি ইহার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার বিলক্ষণ অনুভূত  
হইতেছে, কেননা, সম্প্রতি আমার অন্তরে তদ্বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীদর্শন বিষয়ক তৃতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতু্যক্তা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ জনার্দনঃ ।  
বয়ং গচ্ছেম পার্শ্বেহস্থাঃ প্রণমন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১ ॥  
সেয়ং বরা মহামায়া দাস্ত্যেযা বরান্ হি নঃ ।  
স্তুরামশ্চ সন্নিধিং প্রাপ্য নির্ভয়াশ্চরণান্তিকে ॥ ২ ॥  
যদি নো বারয়িষ্যন্তি দ্বারস্থাঃ পরিচারকাঃ ।  
পঠিষ্যামশ্চ তত্রস্থাঃ স্তুতিং দেব্যাঃ সমাহিতাঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতু্যক্তে হরিণা বাক্যে স্প্রহৃষ্টৌ স্প্রসংস্থিতৌ ।  
জাতৌ প্রমুদিতৌ কামং নিকটে গমনায় চ ॥ ৪ ॥

একোনপকাশংপদৈঃ শ্রীভাবগমনোত্তরম্ ।

বিষ্ণুনাথ কৃতং শ্রোত্রং শ্রীদেব্যা ইতি কথ্যতে ॥

শ্রীদেবীদর্শনোত্তরং ব্রহ্মাদীনাং বৃত্তমাহ ইতু্যক্তেতি । ইতি পূর্বোক্তাং বালাবস্থাকথাং  
ব্রহ্মণে বিষ্ণুরক্তা পুনর্ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরাহ ॥ ১—২ ॥

তত্রস্থা যদেবে বারয়িষ্যন্তি তন্নিম্নেব দেশে স্থিতাঃ স্তুতিং করিষ্যামস্তাবতা দয়াজ্ঞা  
সর্বজ্ঞা দেবী জ্ঞাতৃত্যস্মাকং কৃপাঞ্চ করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নারদঃ প্রতি ব্রহ্মাহ । ইতু্যক্তে ইতি । হরিবাক্যং শ্রুত্বা অহং হরশ্চোভৌ প্রমুদিতৌ  
জাতৌ নিকটে শ্রীদেবীসমীপে গমনায় তদা হরিং প্রত্যোমিত্যঙ্গীকারবাক্যমুক্তা স্থিতৌ ॥ ৪ ॥

লোক পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! তাহার পর জনাস্থর-নিহনকারী ভগবান্ বিষ্ণু  
ঐ সকল কথা বলিয়াই পুনরায় কহিলেন, চলুন আমরা সকলেই বারংবার প্রণাম করিতে  
করিতে উহার নিকটে যাই তাহা হইলে, ঐ দেবী বিশ্ববন্ধিনী মহামায়া প্রসন্ন হইয়া  
নিশ্চয়ই আমাদের বর প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই ; মাতার নিকট যাইতে সন্তানের  
কি কখন ভয় হয় ? অতএব, চলুন আমরা নির্ভয়ে যাইয়া জগজ্জননীর পদপ্রান্তে  
দাঁড়াইয়া স্তব করি ॥ ১—২ ॥ যদি দ্বারপাল বা পরিচারকগণ আমাদের নিকটে যাইতে  
বারণ করে, তাহা হইলে, আমরা সেই স্থলে দাঁড়াইয়াই একাগ্রচিত্তে মহাদেবীর স্তুতিপাঠ  
করিতে থাকিব । ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস ! ভগবান্ হরি শঙ্করকে আর আমাকে এই কথা  
বলিলে পর, আমরা উভয়েই লোমাক্ষিত কলেবরে কিয়ৎকাল সেইস্থলেই দণ্ডায়মান রহিলাম ;  
পরে জননীর নিকটে যাইবার জন্ত একেবারে আক্লান্দে ক্ষীত হইয়া উঠিলাম ॥ ৩—৪ ॥



ওমিত্যুক্ত্বা হরিং সৰ্বৈ বিমানাত্তরিতাস্ত্রয়ঃ ।

উত্তীৰ্য্য নিৰ্গতা দ্বারি শঙ্কমানা মনশ্চলম্ ॥ ৫ ॥

দ্বারস্থান্ বীক্ষ্য তান্ সৰ্বান্ দেবী ভগবতী তদা ।

স্থিতং কৃৎৱা চকরাশু তাংস্ত্রীন্ স্ত্রীরূপধারিণঃ ॥ ৬ ॥

বয়ং যুবতয়ো জাতাঃ স্তরূপাশ্চারুভূষণাঃ ।

বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা গতাস্ত্ৰংসন্নিধিং পুনঃ ॥ ৭ ॥

সা দৃষ্ট্ৱা নঃ স্থিতাস্ত্ৰং স্ত্রীরূপাংশ্চরণাস্তিকে ।

ব্যলোকয়ত চার্কস্বী প্রেমসম্পূর্ণয়া দৃশা ॥ ৮ ॥

প্রণম্য তাং মহাদেবীং পুরতঃ সংস্থিতা বয়ম্ ।

পরম্পরং লোকয়ন্তুঃ স্ত্রীরূপাশ্চারুভূষণাঃ ॥ ৯ ॥

পাদপীঠং প্রেক্ষমাণা নানামণিবিভূষিতম্ ।

সূর্য্যকোটীপ্রতীকাশং স্থিতাস্ত্ৰং বয়স্ত্রয়ঃ ॥ ১০ ॥

কাস্চিদ্ভক্তান্বরাস্ত্ৰং সহস্রাঃ সহস্রশঃ ।

কাস্চিন্নীলান্বরানার্য্যস্তথা পীতান্বরঃ শুভাঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ সৰ্বৈ বয়ং বিমানাত্তরিতাস্ত্রয়ঃ তত্র গতা ইত্যাহ । ওমিত্যুক্ত্বাতি ॥ ৫ ॥

স্ত্রীরূপধারিণ ইতি । তে বয়ং ত্রয়স্ত্রীরূপা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৯ ॥

অনন্তর, হরিকে তাহাই হউক এইরূপ বলিয়া তিন জনেই অবিলম্বে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শক্তিতচিত্তে দ্বারদেশের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৫ ॥

নারদ ! তাহার পর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, তৎকালে দেবী ভগবতী আমাদের তিন জনকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঈষৎ হাস্ত করত কণমাতে আমাদের তিনজনকেই স্ত্রী মূর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬ ॥ এইরূপে তখন, আমরা তিনজনেই মনোরম অলঙ্কারে বিভূষিত স্তরূপা যুবতী হইয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলাম ; পরন্তু, সেই অবস্থাতেই দেবীর সন্নিধানে গমন করিলাম ॥ ৭ ॥ আমরা সকলেই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া চরণোপান্তে দণ্ডায়মান আছি দেখিয়া সেই অনির্কচনীয় রূপলাবণ্যময়ী দেবী ভগবতী স্ত্রীতি-প্রকল্পনরূপে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন আমরা মনোজ্ঞ অলঙ্কার পরি-শোভিত স্ত্রীমূর্ত্তিতেই মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত রহিলাম ॥ ৮—৯ ॥ তৎকালে আমরা তিনজনেই সেই স্থলে থাকিয়া কেবল বিবিধ মণি-বিভূষিত কোটি স্বৰ্ঘ্য সদৃশ প্রভাসম্পন্ন মহাদেবীর মণিময় পাদপীঠটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥ ১০ ॥ দেখিলাম, কাহারও পরিধানে রক্তান্বর, কাহারও নীলান্বর, কাহারও বা পীতান্বর এইরূপ বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিতা পরম রমণীয়মূর্ত্তি প্রিয়দর্শনা সহস্র সহস্র

দেব্যাঃ সৰ্ব্বাঃ শুভাকারা বিচিত্রান্বরভূষণাঃ ।

বিরেজুঃ পার্শ্বতন্তুস্তাঃ পরিচর্যাপরাঃ কিল ॥ ১২ ॥

জগুশ্চ ননৃতুশ্চান্ধাঃ পর্যুপাসন্ত তাঃ স্ত্রিয়ঃ ।

বীণামারুতবাদ্যানি বাদয়ন্ত্যে যুদাশ্বিতাঃ ॥ ১৩ ॥

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি যদৃক্টং তত্র চান্দ্রুতম্ ।

নখদৰ্পণমধ্যে বৈ দেব্যাশ্চরণপঙ্কজে ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমখিলং সৰ্ব্বং তত্র শ্বাবরজঙ্গমম্ ।

অহং বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বায়ুরগ্নিৰ্যমো রবিঃ ॥ ১৫ ॥

বরুণঃ শীতগুপ্তৃষ্ঠা কুবেরঃ পাকশাসনঃ ।

পৰ্বতাঃ সাগরা নদ্যো গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসন্তথা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বাবসুশ্চিত্রকেতুঃ শ্বেতশ্চিত্রান্দ্রদন্তথা ।

নারদস্তম্বরুশ্চৈব হাহাহুহুস্তথৈব চ ॥ ১৭ ॥

অশ্বিনৌ বসবঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধাশ্চ পিতরন্তথা ।

নাগাঃ শেষাদয়ঃ সৰ্ব্বে কিম্মরোরগরাক্ষসাঃ ॥ ১৮ ॥

পাদপীঠং সিংহাসনম্ । অনেন দাসমৰ্যাদা বোধিতা । যদ্যাসেন স্বামিমুখনিরীক্ষণং  
ন বিধেয়ং কিন্তু পাদয়োরেব দৃষ্টিঃ স্থাপনীয়েতি ॥ ১০—১২ ॥

মারুতবাদ্যং বেণাদিকম্ ॥ ১৩ ॥

তদন্তরং শ্রীভুবনেশ্বর্যাঃ স্বপাদনখমধ্যে এবানেককোটিব্রহ্মাণ্ডানি দর্শিতানীত্যাহ । শৃণু  
নারদেতি ॥ ১৪—১৮ ॥

সহচরী দেবকন্তারা পরিচর্যা-পরায়ণা হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে বিরাজমান রহি-  
য়াছেন ॥ ১১—১২ ॥ সেই সমস্ত দেবরমণীদিগের মধ্যে কেহ বীণাবাদন, কেহ নৃত্য, কেহ বা  
সুস্বরে সংগীতালাপ করিতেছেন ; কলতঃ তাঁহারা সকলেই আক্লাদে পুলকিত হইয়া  
সৰ্ব্বতোভাবে মহাদেবীর উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

নারদ ! সে স্থলে আর একটা যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহাও বলিতেছি শ্রবণ  
কর, সেই সকল দেব কন্তাগণের নৃত্যগানাদি দেখিতে দেখিতে সহসা মহাদেবী ভগবতীর  
চরণপঙ্কজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, তদ্রূপে নখদৰ্পণ মধ্যে শ্বাবর জঙ্গমময় অখিল  
ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রূপে বিরাজিত রহিয়াছে ; অর্থাৎ বন, ভূমি, পর্বত, নদ, নদী ও সাগর  
প্রভৃতি শ্বাবর বস্তু সকল এবং সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, কুবের, প্রজাপতি ঘটা ও  
মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ; অধিক কি আমি, বিষ্ণু ও রুদ্রদেব পর্য্যন্তও লক্ষিত হইতে লাগিল ।  
তাঁহার পর আবার দেখি যে, গন্ধৰ্ব্ব ও অপ্সরোবৃন্দ প্রভৃতি উপদেবদেবগণ এবং গন্ধৰ্ব্ব

বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকশ্চ কৈলাসঃ পর্বতোত্তমঃ ।

সর্বং তদখিলং দৃষ্টং নখমধ্যস্থিতঞ্চন ॥ ১৯ ॥

মজ্জম্পকজং তত্র স্থিতোহহং চতুরাননঃ ।

শেষশায়ী জগন্নাথস্তথাচ মধুকৈটভৌ ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

এবং দৃষ্টং ময়া তত্র পাদপদ্মনখে স্থিতম্ ।

বিস্মিতোহহং ততো বীক্ষ্য কিমেতদিতিশক্তিঃ ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুশ্চ বিস্ময়াবিষ্টঃ শঙ্করশ্চ তথাস্থিতঃ ।

তাং তদা মেনিরে দেবীং বয়ং বিশ্বস্ত্র মাতরম্ ॥ ২২ ॥

ততো বর্ষশতং পূর্ণং ব্যতিক্রান্তং প্রপশ্যতঃ ।

সুধাময়ে শিবে দ্বীপে বিহারং বিবিধং তদা ॥ ২৩ ॥

সখ্য ইব তদা তত্র মেনিরেহস্মানবস্থিতান্ ।

দেব্যঃ প্রমুদিতাকারা নানাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ২৪ ॥

চনেত্যব্যয়মপ্যর্থকং নখমধ্যস্থিতমপীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২১ ॥

প্রধান বিশ্বাবস্থ, চিত্রকেতু, চিত্রাঙ্গদ, শ্বেত, নারদ, তুষ্ক ও হাহাহু ও বিরাজ করিতেছেন। অপরদিকে স্বর্কৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবস্থ, সাধ্যগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, অনন্তাদি নাগগণ এবং কিরর, উরগ ও রাকসগণ পর্য্যন্তও যথানিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে ॥১৪—১৮॥ এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনের পর, দেখি যে, উর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠধাম, ব্রহ্মলোক ও পরম পূজনীয় কৈলাসপর্বত নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে ; ফলকথা এই যে, একমাত্র সেই চরণপঙ্কজস্থ নখদর্পণ মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই দৃষ্ট হইল ॥ ১৯ ॥ এমন কি, তথায় অনন্ত শস্যায় শয়ান জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু এবং তাঁহার নাভিদেলে আমার জন্মভূমিরূপ সেই পঙ্কজ ; তন্মধ্যে আমিও এইরূপ চতুর্শুখে পরিশোভিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছি। পরে দেখি যে, আবার আমার বিরোধি দানবপ্রধান মধুকৈটভও যুদ্ধলালসায় সম্মুখে দণ্ডায়মান ॥ ২০ ॥ লোকপিতামহ ভগবান্ কহিলেন, তৎকালে আমি সেই মহাদেবী ভগবতীর চরণপঙ্কজস্থ নখরগুণাংশু মধ্যে যে এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে আর কোন সংশয় হইতেছে না ; পরন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া সশঙ্কচিত্তে ভাবিলাম যে, এ আবার কি ? ॥ ২১ ॥ রে বৎস ! কেবল আমি নহে আমার সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু এবং শঙ্কর পর্য্যন্তও বিশ্বয় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ; ফলতঃ তখন, আমরা তিনজনেই তাঁহাকে বিশ্বসংসারের জননী বলিয়া বৃত্তিতে পারিয়াছিলাম ॥২২॥ তদনন্তর, এইরূপে সেই সুধাময় শিবদ্বীপে মহাদেবীর নানাবিধ লীলা বিহারাদি দেখিতে



বয়মপ্যতিরম্যত্বাদ্ভুবিম বিমোহিতাঃ ।

প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বৈ পশ্যন্ ভাবান্মনোরমান্ ॥ ২৫ ॥

একদা তাং মহাদেবীং দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ।

তুষ্ঠাব ভগবান্ বিষ্ণুর্যুবতীভাবসংস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

নমো দেবৈ প্রকৃত্যৈ চ বিধাত্রে সততং নমঃ ।

কল্যাণৈ কামদায়ৈ চ বৃদ্ধ্যৈ নৈক্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৭ ॥

সচ্চিদানন্দরূপিণ্যৈ সংসারারণ্যে নমঃ ।

পঞ্চকৃত্যবিধাত্রে তে ভুবনেশৌ নমো নমঃ ॥ ২৮ ॥

সর্বাবিষ্ঠানরূপায়ৈ কুটস্থায়ৈ নমো নমঃ ।

অর্দ্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হুল্লোখায়ৈ নমো নমঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি দর্শনেনৈব সর্বকারণমিত্যশ্বকং নিশ্চয়ো জাত ইত্যাহ । বিশ্বস্ত মাতর-  
মিতি ॥ ২২—২৭ ॥

সংসারারণ্যে সংসারযোনয়ে । পঞ্চকৃত্যবিধাত্রে পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতি-  
তিরোভাবাঃ । তদ্বদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতস্তাশ্চেতিবচনোক্তানি পঞ্চকৃত্যানি-  
তেষাং বিধাত্রী কর্ত্রী ॥ ২৮ ॥

দেখিতে আমাদিগের পূর্ণশতবর্ষকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল । পরন্তু, যতদিন আমরা সে স্থলে  
অবস্থান করিয়াছিলাম, তাবৎকাল তদ্রূপ সেই মহাদেবীর সহচরী বিচিত্র বসনান্ধরণ পরি-  
শোভিতা মূর্তিমতী প্রমোদরূপিণী দিব্যাক্ষনারীগণ আমাদিগকে নিজ সখী বলিয়াই মনে  
করিতেন ॥ ২৩—২৪ ॥ সেইরূপ আমরাও তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই অত্যন্ত রমণীয়তা প্রযুক্ত  
একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য সে স্থলে যতদিন বাস করিয়াছিলাম,  
ততদিন সর্বদাই প্রফুল্লান্তঃকরণে কেবল তাঁহাদিগের মনোরম হাবভাবাদি সন্দর্শন করি-  
তাম ॥ ২৫ ॥ একদিবস আমাদের সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু সেইরূপ যুবতীভাবে  
থাকিয়াই সদানন্দময়ী মহাদেবী ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যিনি এই অনন্ত বিশ্বসংসারের সর্বতোবিধানকর্ত্রী সেই জ্যোতিঃস্বরূ-  
পিণী পরমাপ্রকৃতিকে নিরন্তর প্রণাম করি । যিনি ভক্তবৃন্দকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান  
করেন, সেই সর্বসিদ্ধি-স্বরূপিণী অদ্যা সনাতনী কল্যাণরূপিণীকে বারংবার প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥  
যিনি স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সমস্ত সংসারের অধিতীয় কারণস্বরূপা সেই সচ্চিদানন্দ-  
রূপিণীকে প্রণাম করি । মাতঃ ! এই অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ডের ( সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব  
এবং নিজ-সৃষ্টি জীবনিবহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশরূপ ) এই পঞ্চবিধ কৃত্যের তুমিই  
একমাত্র বিধাত্রী, অতএব হে ভুবনেশ্বরী তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ॥ ২৮ ॥ যিনি এই

জ্ঞাতং ময়াখিলমিদং হুয়ি সন্নিবিষ্টং  
 হ্রভোহস্থ সন্তবলয়াবপি মাতরদ্য ।  
 শক্তিঞ্চ তেহস্থ করণে বিততপ্রভাবা  
 জ্ঞাতাধুনা সকললোকময়ীতি নূনম্ ॥ ৩০ ॥  
 বিস্তার্য সৰ্ব্বমখিলং সদসদ্বিকারং  
 সন্দর্শয়স্যবিকলং পুরুষায় কালে ।  
 তত্রৈশ্চ ষোড়শভিরেব চ সপ্তভিষ্চ  
 ভাসীন্দ্রজালমিব নঃ কিল রঞ্জনায় ॥ ৩১ ॥

সৰ্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ সৰ্ব্বং বিবর্তরূপং মিথ্যাজগদধিষ্ঠানাবিকৃতবৃক্ষরূপায়ৈ ইত্যর্থঃ ।  
 তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মিথ্যাজগদধিষ্ঠানেতি । কূটস্থায়ৈ দেহদ্বয়াধিষ্ঠানং কূটবন্নির্ঝিকারং  
 চৈতন্যং কূটস্থং তদ্রূপায়ৈ । অৰ্দ্ধমাত্রার্থঃ পরং ব্রহ্ম । অৰ্দ্ধমাত্রাত্মিকা দেবী ব্রহ্মানন্দৈক-  
 বিগ্রহা । ভুবনাধীশ্বরী তুৰ্য্যাভীতা বিশ্ববিমোহিনীতি শ্রুতেঃ । অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা উকারো  
 বিষ্ণুরূচ্যতে । মকারো ভগবান্ ব্রহ্ম অৰ্দ্ধমাত্রা পরম্পদম্ । অৰ্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যোতি স্বতেশ্চ ।  
 তদ্রূপিণ্যৈ । হ্রলৈখ্যায়ৈ প্রত্যগাশ্রভূতায়ৈ ॥ ২৯ ॥

ইথং নিশ্চর্ণবৃক্ষরূপত্বেন বর্ণয়িত্বা কারণবৃক্ষত্বেন শোভতি । জ্ঞাতমিতি । হুয়ি সন্নিবিষ্টং  
 স্থিতমিত্যর্থঃ । তে বৃক্ষরূপিণ্যা অস্থ জগতঃ করণে যা শক্তিস্মায়াধ্যা সকললোকময়ীতি-  
 প্রসিদ্ধাস্তি সা জ্ঞাতা ময়া । নখদৰ্পণমধ্যেহ্নেকব্রহ্মাণ্ডদর্শনাৎ । সৰ্ব্বং খণ্ডিদমেবাহং নাশ্চ-  
 দস্তি সনাতনমিতি ভগবত্ব্যক্তেশ্চ । তস্মাৎ সৰ্ব্বকারণভূতা স্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ইথং কারণবৃক্ষরূপিণীং বর্ণয়িত্বা মায়াশক্তিমাত্রাং বর্ণয়তি । বিস্তার্যোতি । সৎ আকাশ-  
 বায়ুরূপমমূর্ত্তভূতদ্বয়ম্ । অসৎ তেজো জলভূমিরূপং মূর্ত্তং ভূতদ্বয়ম্ । তয়োর্ঝিকারং তৎপরি-  
 গামরূপং সৰ্ব্বং জগৎ বিস্তার্য পুরুষায় চেতনায় ভোক্ত্রে দর্শয়সি । কিমর্থং রঞ্জনায় তত্ত্ব  
 নানাপ্রকারৈর্ভোগং কৰ্ত্তুমিত্যর্থঃ । এতাদৃশী ষোড়শভিস্তত্বৈঃ সাংখ্যোট্টকস্তদ্রূপৈঃ পরি-

মিথ্যাত্মত মায়াময় বিশ্বজগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ ( বিবর্তকারণ ) সেই কূটস্থ চৈতন্যরূপাকে  
 প্রণাম করি । যিনি চৈতন্যরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে নিরন্তর প্রকাশ পাইতে-  
 ছেন, সেই অৰ্দ্ধমাত্রার্থস্বরূপা হ্রলৈখ্যাকে বারংবার প্রণাম করি ॥২৯॥ মাতঃ ! আমি বিলক্ষণ  
 বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই অখিল সংসারের উৎপত্তি ও লয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে ।  
 ইদানীং এই স্থলজগৎ আপনাতেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । আর আপনার নিকট আগমন করিয়া  
 এক্ষণে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, এই বিশ্বের উৎপাদনার্থে ( স্থলরূপ প্রকটের নিমিত্ত )  
 আপনার শক্তি প্রভাববিস্তারে উন্মুখ হইয়া থাকে । ফলত আপনিই যে এই অখিল-লোকময়ী  
 তাহাতে আর সংশয় নাই ॥৩০॥ জননি ! আপনি সৃষ্টিকালে ষোড়শ বিকার ও মহাদাদি সপ্ত-  
 বিকৃতিপ্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও বায়ুরূপ দুই অমূর্ত্তভূত এবং তেজঃ  
 প্রভৃতি মূর্ত্তভূতদ্বয় অর্থাৎ সমষ্টি পঞ্চভূত ময় এই জগৎকে স্থলরূপে বিস্তারিত করিয়া ভোক্তৃ-  
 রূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জন কারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন ।

ন হ্যমৃতে কিমপি বস্তুগতং বিভাতি  
 ব্যাপ্যৈব সর্বমখিলং ত্বমবস্থিতাসি ।  
 শক্তিং বিনা ব্যবহৃতৌ পুরুষোহপ্যশক্তৌ  
 বস্তুগ্যতে জননি ! বুদ্ধিমতা জনেন ॥ ৩২ ॥

প্রীণাসি বিশ্বমখিলং সততং প্রভাবৈঃ  
 স্বেন্তেজসা চ সকলং প্রকটীকরোষি ।  
 অংস্যেব দেবি ! তরসা কিল কল্পকালে  
 কো বেদ দেবি ! চরিতং তব বৈভবস্য ॥ ৩৩ ॥  
 ত্রাতা বয়ং জননি ! তে মধুকৈটভাভ্যাং  
 লোকাশ্চ তে স্তবিততাঃ খলু দর্শিতা বৈ ।  
 নীতাঃ স্ত্বখস্য ভবনে পরমাঞ্চ কোটিং  
 যদর্শনং তব ভবানি ! মহাপ্রভাবম্ ॥ ৩৪ ॥

গতা তথা সপ্তভিষ্চ মহদাদৈত্যস্তত্বেন্তজ্জপৈঃ পরিগতা ত্বমোহস্মাকমিহজালমিব বিলক্ষণা  
 ভাসি । অনির্কচনীয়েত্যর্থঃ । যদাহঃ সাংখ্যাঃ । মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহাদাত্মাঃ প্রকৃতি-  
 বিরূতয়ঃ সপ্ত । বোড়শকল্প বিকার ইতি ॥ ৩১ ॥

হ্যমৃতে কিমপি বস্তু নৈবাস্তীতি ব্যাপ্তির্মাহ । নহ্যমিতি । যদ্বস্ত্ব ভাসতে তন্নামরূপ-  
 বিশিষ্টমেব ভাসতে তচ্চ নামরূপং ত্বদ্রূপমেব ততস্তব ব্যাপ্তিরব্যাহতেতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

প্রীণাসীতি । ইদং বিশ্বং প্রকটীকরোব্যুৎপাদয়সি তথা প্রীণাসি অন্তর্ভাবিতগ্যার্থাত্তোষ-  
 যসি তেন স্বং কল্পণাবত্যাঙ্গীতি ভাসি । প্রলয়কালে সর্বমংসি ভক্ষয়সি তেন চ ক্রুরেতি-  
 ভাসীতি তে বৈভবশ্চৈশ্বর্য্যাস্ত চরিতং কো বেদ ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অতএব, মাতঃ ! আপনার এই সমস্ত অনির্কচনীয় কার্য্যপরাম্পরা আমাদিগের বুদ্ধিতে ঠিক  
 যেন ঐজ্জালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ হে ঈশানি ! এই বিশ্বমধ্যে  
 আপনি না থাকিলে কোন বস্তুই প্রকাশ পাইতে পারে না । বস্তুত আপনিই যে,  
 নানাপ্রকার নামরূপাদি দ্বারা অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে আর কোন  
 সন্দেহ নাই । জননি ! এই জগত্ এই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা সর্বদাই এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন  
 যে, অধিক কথা কি, শক্তি ব্যতীত স্বয়ং পরমপুরুষও কোন কার্য্যে সমর্থ নহেন ॥ ৩২ ॥  
 বিশ্বেশ্বর ! কল্পারম্ভে আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা অব্যক্তভাবাপন্ন অখিল সংসারকে প্রকাশ  
 করেন । পরে, নিজ প্রভাবে সৃষ্টজীবনিবহের পোষণ করিয়া থাকেন ; আবার প্রলয়  
 সময়ে এতাদৃশ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে কণমাत्रে গ্রাস করিয়া আত্মোদরসাৎ করেন । অতএব,  
 দেবি ! এ জগতে এমন পুরুষ কে আছে যে, আপনার সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশক্তির তত্ত্ব  
 অবগত হইতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥ জননি ! আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই দুর্জয়



নাহং ভবো ন চ বিরিক্খিবিবেদ মাতঃ !  
 কোহন্তো হি বেত্তি চরিতং তব দুর্কিৰ্ভাব্যম্ ।  
 কানীহ সন্তি ভুবনানি মহাপ্রভাবে !  
 হুস্মিন্ ভবানি ! চরিতে রচনাকলাপে ॥ ৩৫ ॥  
 অস্মাভিরত্র ভুবনে হরিরন্য এব  
 দৃষ্টঃ শিবঃ কমলজঃ প্রথিতপ্রভাবঃ ।  
 অন্তেষু দেবি ! ভুবনেষু ন সন্তি কিস্তে  
 কিং বিদ্য দেবি ! বিততং তব স্প্রভাবম্ ॥ ৩৬ ॥  
 যাচেহস্ব ! তেহজ্জি কমলং প্রণিপত্য কামং  
 চিত্তে সদা বসতু রূপমিদং তবৈতৎ ।  
 নামাপি বক্তুকুহরে সততং তবৈব  
 সন্দর্শনং তব পদাম্বুজয়োঃ সদৈব ॥ ৩৭ ॥

অস্তৃত্র কথং চিদাস্মাতু তু হুগতিকরণাবতাসীতি নিদর্শনমাহ । জাতা বয়মিতি । রক্ষিতা  
 মধুকৈটভাত্যাং সকাশাৎ । সুখস্ত ভবনে মণিদ্বীপে নীতা আনীতাঃ পরমাঞ্চ কোটিং নীতা  
 প্রাপিতাঃ । যদ্যস্মাত্তব মহাপ্রভাবঃ দর্শনং জাতং তস্মাদিত্যর্থঃ । নহেতৎ করুণামস্তরা সম্ভ-  
 বতি তস্মাদস্মাতু করুণাবতোবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

নাহং ভব ইতি । যানীহ নথদর্পণে দৃষ্টানি ভুবনানি তাদৃশাত্তন্তানি কানি কতি-  
 সংখ্যানি তবাস্মিন্ প্রভাবে চরিতে রচনাকলাপরূপে সন্তি তানি কো বেদ ন কোহপী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দানব মধুকৈটভের হস্তে রক্ষা করিলেন ; তাহার পর, পরমসুখময় ধাম মণিদ্বীপে আনয়ন  
 পূৰ্ণক যখন আপনার বিরচিত সুবিস্তৃত লোকসকল এবং নিজ মহাপ্রভাব সন্দর্শন করাই-  
 লেন, তখন আমাদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর পরম সুখ লাভ কি হইতে পারে ? ॥ ৩৪ ॥  
 মাতঃ ! আমি, অথবা ভব কি বিরিক্খি আমরা তিন জনেও যখন, আপনার এই  
 দুর্কিৰ্ভাব্য চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলাম না ; তখন, অপরে আর কে জানিতে সমর্থ  
 হইবে ? ভবানি ! আমরা আপনার ঐ নথদর্পণ মধ্যে যে সমস্ত অসংখ্য লোকপূর্ণ ভুবন-  
 ব্যাপার দর্শন করিলাম তাহা ব্যতীত আরও অমন কত শত ভুবন যে আপনার মায়ায়  
 রচনাজাল মধ্যে গূঢ়ভাবে বর্তমান রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ দেবি !  
 অদ্য আমরা আপনার প্রদর্শিত এই ভুবনমধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও  
 মহেশ্বর যাহা দর্শন করিলাম ঐরূপ অপরাপর ভুবন সকল মধ্যেও যে, পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাদি  
 বর্তমান নাই তাহা কিরূপে বোধ করিব ? কেননা, আপনার অনন্ত প্রভাবের সীমা  
 নাই ॥ ৩৬ ॥ হে অশ্বিকে ! আপনার ঐ চরণকমলে বারংবার প্রণিপাতপূৰ্ণক এই প্রার্থনা করি

ভূত্যাঃ সন্তি সততং ময়ি ভাবনীয়ং  
 ত্বাং স্বামিনীতি মনসা ননু চিন্তয়ামি ।  
 এষাবয়োরবিরতা কিল দেবি ! ভূয়া-  
 দ্ব্যাপ্তিঃ সদৈব জননীস্বতয়োরিবার্যো ! ॥ ৩৮ ॥  
 ত্বং বেৎসি সৰ্ব্বমখিলং ভুবনপ্রপঞ্চং  
 সৰ্ব্বজ্ঞতাপরিসমাপ্তিনিতাস্তভূমিঃ ।  
 কিং পামরেণ জগদম্ব ! নিবেদনীয়ং  
 যদ্যুক্তমাচর ভবানি ! তবেঙ্গিতং স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরূমাপতিশ্চ  
 সংহারকারক ইয়ন্তু জনে প্রসিদ্ধিঃ ।  
 কিং সত্যমেতদপি দেবি ! তবেচ্ছয়া বৈ  
 কর্তুং ক্ষমা বয়মজে ! তব শক্তিয়ুক্তাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্মাভিরিতি । যথাস্মিন্ ভুবনে অস্মাভিব্রহ্মাদয়ো দৃষ্টাঃ সন্তি তথাক্তেষু ভুবনেষু কিং ন  
 সন্তি সম্ভাব্য । কথমিদং ভবিষ্যতীতি চেত্তব বৈভবন্ত চরিতং কো বেদ স কোপীত্যর্থঃ ।  
 তব বৈভবেন সন্তবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

জননীস্বতয়োর্যাতাপুত্রয়োরিব ব্যাপ্তিঃ সম্বন্ধঃ স্বস্বামিতাবঃ সদৈব ভূয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

যতঃ সৰ্ব্বজ্ঞতায়্যাঃ পরিসমাপ্তেৰ্নিতাস্তভূমিশ্চরমভূমিস্তমসি । ইঙ্গিতমভিপ্রেতম্ ॥ ৩৯ ॥

কিং সত্যমেতন্ন সত্যমিত্যর্থঃ । যতস্তবেচ্ছয়া তব শক্তিয়ুক্তা বয়ং কর্তুং ক্ষমা নাশ্রুথা  
 তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যেন আপনার এই রূপই নিরন্তর আমার মনোময় মন্দিরে প্রতিভাত হয় ; আর আপ-  
 নারই নাম যেন আমার মুখকুহরে সতত উচ্চারিত হয় এবং আমার চক্ষুর্দ্বয় যেন সৰ্ব্বদাই  
 আপনার পাদপদ্মযুগল দর্শনে সমর্থ হয় ॥ ৩৮ ॥ আর্যো ! আমি যেন আপনাকে নিত্য স্বামিনী  
 বলিয়া মনে রাখিতে পারি এবং আপনিও আমাকে সৰ্ব্বদাই যেন এ আমার ভৃত্য এইরূপ  
 মনে করেন ; আমাতে এ ভাবটী কখনও যেন বিস্তৃত না হন । জননি ! অধিক আর কি  
 জানাইব, আমাদিগের উভয়ত যেন চিরদিন অখণ্ডিতভাবে মাতৃপুত্রভাব দেদীপ্যমান  
 থাকে ॥ ৩৮ ॥ জগদম্বিক্রে ! এই অখিল বিশ্বমধ্যে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহা আপনার  
 অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কারণ, আপনি সৰ্ব্বজ্ঞতার চরমভূমি । অতএব ভবানি ! এ পামর  
 আর আপনাকে অধিক কি জানাইবে । তথাপি যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে আপনারই  
 অভিপ্রেত পত ; অতএব করুণাবিতরণ পূর্বক মহত প্রার্থনাগুলি গ্রহণ করুন ॥ ৩৯ ॥  
 ভগবতি ! ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর উমাপতি মহেশ্বর সংহার করিয়া  
 থাকেন, লোকমধ্যে এই কথাই প্রসিদ্ধ ; কিন্তু, মা ! এইটী কি স্বার্থ কথা ? বস্তুত আমরা

ধাত্রী ধরাধরস্বতে ! ন জগদ্বিভর্তি  
 আধারশক্তিরখিলং তব বৈ বিভর্তি ।  
 সূর্য্যোহপি ভাতি বরদে ! প্রভয়া যুতস্তে  
 ত্বং সর্ব্বমেতদখিলং বিরজা বিভাসি ॥ ৪১ ॥  
 ব্রহ্মাহমীশ্বরবরঃ কিল তে প্রভাবাৎ  
 সর্ব্বে বয়ং জনিযুতা ন যদা তু নিত্য্যঃ ।  
 কেহন্তে সুরাঃ শতমথপ্রমুখাশ্চ নিত্য্য-  
 নিত্য্য। ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা ॥ ৪২ ॥  
 ত্বঞ্জেদুবানি ! দয়সে পুরুষং পুরাণং  
 জানেহমদ্য তব সন্নিধিগঃ সদৈব ।  
 নোচেদহং বিভুরনাদিরনীহ ঐশো  
 বিশ্বাঅধীরিতি তমঃপ্রকৃতিঃ সদৈব ॥ ৪৩ ॥

ত্বং প্রথমতো বিরজা নিগুণায়রূপিনী বিভাসি পশ্চাত্তে প্রভয়া যুতঃ সূর্য্যো বিভাতি ।  
 তথাচ কৃতিঃ তমেব ভাস্তমভূতানি সর্ব্বং তস্ত ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি ॥ ৪১ ॥

তে প্রভাবাত্তব শক্তে সর্ব্বং সর্ব্বে জনিস্তো জন্মবন্তো ন নিত্য্যস্ততোহন্তোহমদপেক্ষয়া  
 জন্মবান্ কো নিত্য্যঃ স্তাৎ ন কোপীত্যর্থঃ । কিন্তু ত্বমেব নিত্য্যত্যাগঃ ॥ ৪২ ॥

ত্বঞ্জেদিতি । যদি পুরুষং পুরাণং ত্বং দয়সে দয়াকরোষি ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিরূপব্রহ্মবিদ্যা-  
 প্রদানেন তদা স স্বরূপং জানীয়াদिति শেষঃ । ইদং তব সন্নিধিগোহহং জানে নিশ্চিনোমি ।

যে আপনারই শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া আপনারই ইচ্ছামত সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে সমর্থ,  
 এ কথা মহাত্মা তত্ত্বদর্শী ব্যতীত অপরে কে বুঝিতে পারে ? ॥ ৪০ ॥ গিরিবর-  
 তনয়ে ! আপনি স্বরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টিকালে স্বীয় মায়াশক্তিকে সমাপ্রয়  
 করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ; অতএব, সত্য সত্য এই পৃথিবী বিশ্ব  
 জগতের ধারয়িত্রী নহে, প্রকৃতপক্ষে আপনার আধারশক্তিই অখিল জগতের ধারণকর্ত্তী ;  
 অতএব কথা কি, স্বয়ং সূর্য্যদেবও আপনার জ্যোতিতে জ্যোতিয়ান্ হইয়া বিশ্ব সংসার  
 প্রকাশ করিয়া থাকেন । বরদে ! এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই বাহা আপনা ভিন্ন  
 প্রকাশ পাইতে পারে, বস্তুত আপনি স্বীয় স্বরূপ শক্তি দ্বারা অখিল জগৎকে প্রকাশিত  
 করিয়া নিরন্তর স্বয়ম্প্রভাক্রমে প্রতিভাসিত হইতেছেন ॥ ৪১ ॥ মাতঃ ! আমি, ব্রহ্মা বা মহা-  
 দেব আমরা তিন জনও যখন আপনার প্রভাবে বারংবার জন্মগরিগ্রহ করি স্ততরাং নিত্য্য  
 পদার্থ নহি, তখন, নিরন্তর জন্ম মৃত্যুর অধীন হইব প্রভৃতি অপর আর কোন্ দেবতা নিত্য্য  
 হইতে পারে ? বস্তুত আপনিই একমাত্র নিত্য্যপদার্থ, কেননা আপনিই এই অনন্ত বিশ্বের  
 উৎপদনকর্ত্তী সনাতনী মূলপ্রকৃতি ॥ ৪২ ॥ ভবানি ! সম্প্রতি আমি আপনার সন্নিধির্বে বাস



বিদ্যা ত্বমেব ননু বুদ্ধিমতাং নরাণাং  
 শক্তিস্বমেব কিল শক্তিমতাং সর্দৈব ।  
 ত্বং কীর্তিকান্তিকমলামলভুষ্টিরূপা  
 মুক্তিপ্রদা বিরতিরেব মনুষ্যালোকে ॥ ৪৪ ॥  
 গায়ত্র্যসি প্রথমবেদকলা ত্বমেব  
 স্বাহা স্বধা ভগবতী সগুণাঙ্কমাত্রা ।  
 আশ্রায় এব বিহিতো নিগমো ভবত্যা  
 সঞ্জীবনায় সততং সুরপূৰ্বজানাম্ ॥ ৪৫ ॥  
 মোক্ষার্থমেব রচয়স্যখিলং প্রপঞ্চং  
 তেষাং গতাঃ খলু যতো ননু জীবভাবম্ ।  
 অংশা অনাদিনিধনস্য কিলানঘস্য  
 পূর্ণাৰ্ণবস্য বিততা হি যথা তরঙ্গাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্তথা বিদ্যাবশেনানেকাহঙ্কারাদিধর্মবাংস্তমঃপ্রকৃতিমূঢ়প্রকৃতিরেব স্তাৎ বিভূরহমনাদিরহ-  
 মনীহোহহমীশোহমিত্যাদয়োহহঙ্কারধর্মাস্তদ্বান্ স্তাৎ স পুরুষস্তথা নজ্ঞ্যতেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

সুরপূৰ্বজানাং দেবাদিজীবানামপি সঞ্জীবনায় রক্ষণায় মোক্ষায় চায়াক্রপঃ শাস্ত্ররূপো-  
 হ্রস্বত্রস্থানীয়ো নিগম এব বিহিতো ভবতৌ তাদৃশী ত্বং দয়াবতাসীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মোক্ষার্থমেবেতি । সমুদ্রতরঙ্গবদনাদিনিধনস্ত ব্রহ্মণো যেষাং জীবভাবং গতাস্তেষাং মোক্ষ-  
 প্রাপ্ত্যর্থমেব স্বপ্রয়োজনাত্তাবেহপি প্রপঞ্চং কঠেন রচয়ন্তেতাদৃশ্চতিদয়াবতাসীতিভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

করিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি আপনি পুরাণপুরুষের প্রতি অনুগ্রহ  
 প্রকাশ পূর্বক বুদ্ধিবিদ্যার উদয় করিয়া দেন তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজ স্বরূপ জানিতে  
 সমর্থ হয়, অন্তথা সর্বদাই বিমূঢ় প্রকৃতি হইয়া কেবল আমি বিভু আমি অনাদি পুরুষ  
 আমিই বিশ্বের আত্মা ঈশ্বর, ইত্যাদি বিবিধ অহঙ্কারে সমাচ্ছন্ন হয় মাত্র !! ॥ ৪৩ ॥ জননি !  
 অধিক আর কি বলিব, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই বুদ্ধিমান্ মানবগণের বিদ্যা এবং  
 আপনিই সমস্ত শক্তিমান্, জীবগণের সর্বশক্তিস্বরূপা ; আপনিই কমলা ( লক্ষ্মী ) কান্তি,  
 কীর্তি ও বিমল সন্তোষ স্বরূপা । দেবি ! এই মনুষ্যালোক মধ্যে, মুক্তিপ্রদ বৈরাগ্যও  
 আপনি ॥ ৪৪ ॥ মাতঃ ! বেদের জননী গায়ত্রীরূপাও আপনি এবং স্বাহা ও স্বধাদি সমস্ত  
 শক্তিই আপনি, কলত সর্ষেখর্যস্বরূপিনী ত্রিগুণাত্মিকা বা অঙ্কমাত্রা-স্বরূপা তুরীয়রূপা  
 এ সমস্তই আপনি ; বিশ্বব্যাপী মহাসাগরের তরঙ্গমালার স্থায় সেই অনাদিনিধন (জন্মমরণ-  
 পরিবর্তিত ) বিমলানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনের অংশ স্বরূপ, বাহার্য দেবতা প্রভৃতি  
 জীবন্ত লাভ করিয়াছে তাহাদিগের রক্ষা ও মুক্তির নিমিত্ত আপনি এই অখিল প্রপঞ্চময়  
 সৃষ্টি রচনা এবং বেদাদি শাস্ত্র বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ মাতঃ ! আপনার

জীবো যদা তু পরিবেতি তবৈব কৃত্যং  
 ত্বং সংহরস্যখিলমেতদিতিপ্রসিদ্ধং ।  
 নাট্যং নটেন রচিতং বিতথেহস্তরঙ্গে  
 কার্যে কৃতে বিরমসে প্রথিতপ্রভাবা ॥ ৪৭ ॥

ত্ৰাতা ত্বমেব মম মোহময়াদ্বাক্কে-  
 স্ত্বামন্বিকে ! সততমেমি মহার্তিদে ! চ ।  
 রাগাদিভির্বিরচিতো বিতথে কিলান্তে  
 মামেব পাহি বহুদুঃখকরে চ কালে ॥ ৪৮ ॥

নমো দেবি ! মহাবিদ্যে ! নমামি চরণৌ তব ।

সদা জ্ঞানপ্রকাশং মে দেহি সর্বার্থদে ! শিবে ! ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 বিষ্ণুকৃতশ্রীদেবীস্তোত্রকথনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

জীবো যদেতি । যদা জীবঃ । কৃত্যং কর্তৃবাদিকং তত্রৈব ত্বংকর্তৃকমেব পরিবেতি  
 জানাতি ন স্বকর্তৃকম্ । স্বয়ং ত্বসঙ্কোদাসীন এবাহমিতি বিবেকতো জানাতি । তথা অখিল-  
 মেতদ্বমেব সংহরসীত্যপি প্রসিদ্ধং জানাতি । তদা ত্বং জীবস্তাসঙ্গত্বাদিজ্ঞানশ্চ সত্ত্বাধিরমসে  
 উপশমং প্রাপ্নোষি স্বকৃত্যং । তত্র দৃষ্টান্তো যথা বিতথে মিথ্যাক্রমেহস্তরঙ্গেহতিরহস্তে চমৎ-  
 কাররূপে কার্যে কৃতে নটেন রচিতং নাট্যং যথা বিরমতে তথৈতার্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ত্ৰাতা ত্বমেবেতি । মোহময়াদ্বাক্কেঃ সকাশান্নম ত্ৰাতা ত্বমেব নাত্মঃ । এমি অস্ত শরণমিতি  
 শেষঃ । মহার্তিদে ! চেতুস্তরেণ কালে ইত্যনেনাস্থেতি । অন্তকালে নাশকালে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রভাবের সীমা নাই, কিন্তু জীব যখন বিবেক বিজ্ঞানবলে জানিতে পারে যে নট রচিত  
 অতি চমৎকৃত অথচ মিথ্যাত্বত নাট্যাভিনয়ের জ্ঞায় এই অনির্কচনীয় রহস্য রূপ জগতের  
 রচনা ও সংহারাদি প্রসিদ্ধ ব্যাপার সমস্তই আপনার কার্য এবং নিজে অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয়  
 রূপ তখনই আপনি তাহার সমস্ত কার্য কলাপ হইতে বিরত হয়েন ॥ ৪৭ ॥ হে  
 অন্বিকে ! মোহময় ভবসাগর হইতে আপনিই আমার ত্রাণকর্ত্রী অতএব আমি নিরন্তর  
 আপনার শরণাগত হইলাম ; জননি ! রাগদ্বेषাদিজনিত মহতীপীড়াপ্রদ সর্বানর্থকর  
 বহুদুঃখজনক অস্তিমকালে আমার রক্ষা করিবেন ॥ ৪৮ ॥ হে সর্বমঙ্গলরূপিনি ! আপনিই  
 ভক্তের সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী, অতএব হে মহাদেবি ! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণাম করি ;  
 আপনি এইরূপ কৃপা করুন যেন কণকালের জন্তও আমি তত্ত্ববোধ বিস্মৃত না হই ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃত মহাদেবীস্তোত্র কথন নামক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতু্যক্তা বিরতে বিষ্ণৌ দেবদেবে জনার্দনে ।  
উবাচ শঙ্করঃ শৰ্ব্বঃ প্রণতঃ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ১ ॥

শিব উবাচ ।

যদি হরিস্তবদেবি বিভাবজ-  
স্তদনু পদ্মজ এব তবোদ্ভবঃ ।  
কিমহমত্র তবাপি ন সদৃশঃ  
সকললোকবিধৌ চতুরা শিবে ! ॥ ২ ॥  
ত্বমসি ভূমলিলং পবনস্তথা  
খমপি বহিঃশুণশ্চ তথা পুনঃ ।  
জননি ! তানি পুনঃ করণানি চ  
ত্বমসি বুদ্ধিমনোহপ্যথ হকৃতিঃ ॥ ৩ ॥

চচারিং শংপদ্যৈকেন্ত বটপট্টায়রধিকৈরধ ।

হরস্তদ্যন্তরং ব্রহ্মস্ততিরতাপি বর্ণ্যতে ॥

ব্রহ্মা নারদঃ প্রত্যাহ । ইতু্যক্তেতি ॥ ১ ॥

যদীতি । হে দেবি ! যদি হরিস্তব বিভাবজঃ পরাক্রমাজ্জাতস্তর্হি তস্ত বিষ্ণোরনু পশ্চা-  
জ্জায়মানঃ পদ্মজো ব্রহ্মাপি তবোদ্ভবঃ স্বজ্ঞাত এব । বদৈবমস্তি তত্রাহং সদৃশস্তমোগুণবান্  
তব ত্বজ্ঞতো ন কিং অপি তু স্বজ্ঞাত এব । গুণত্রয়স্য স্বৎসম্বন্ধিহাদম্মাকং চ তদান্বকত্বাৎ ।  
যতস্বৎসকললোকবিধানে চতুরাসি ততোহম্মাকং জননং ত্বয়া কথং কৃতমিত্যত্র কিমা-  
শ্চর্য্যম্ ॥ ২ ॥

ত্বমসীতি । বহিঃশুণস্বরূপতাপ্রতিপাদনং বহিঃশুণস্বরূপতাপ্রতিপাদনস্যাপ্যপলক্ষণম্ । কর-  
ণানি জ্ঞানেক্রিয়কর্মেজ্রিয়ানি । অথ অহকৃতিরহকারঃ । শক্কাদিহাৎ পররূপম্ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! দেবাদিদেব জনার্দন বিষ্ণু এই বলিয়া বিরত হইলে সর্বসংহারক  
শঙ্কর প্রণিপাত পূর্বক দেবীর সন্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥১॥ দেবি ! হরি যদি আপ-  
নার প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং তদনন্তর পদ্মযোনিও যদি আপনা হইতে জন্মগ্রহণ  
করিলেন, তবে তমোগুণাবিত হইয়া আমিও আপনার সৃষ্টপদার্থ কেন না হইব ? শিবে !  
সৃষ্টি বিষয়ে আপনার চাতুর্য্য সর্বত্রই লক্ষিত হইতেছে, অতএব, আমার উৎপত্তি যে আপনা  
হইতেই হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২ ॥ জননি ! আপনিই ভূমি, জল,



ন চ বিদন্তি বদন্তি চ যেহন্তথা-  
 হরিহরাজকৃতং নিখিলং জগৎ ॥  
 তব কৃতাত্ময় এব সদৈব-তে  
 বিরচয়ন্তি জগৎ সচরাচরম্ ॥ ৪ ॥  
 অবনিবায়ুখবহ্নিজলাদিভিঃ  
 সবিষয়ৈঃ সগুণৈশ্চ জগদ্ববেৎ ।  
 যদি তদা কথমদ্য চ তৎক্ষুটং  
 প্রভবতীতি তবান্ব ! কলামুতে ॥ ৫ ॥  
 ভবসি সর্বমিদং সচরাচরং  
 ত্বমজবিষ্ণুশিবাকৃতিকল্পিতম্ ।  
 বিবিধবেশবিলাসকুতূহলৈ-  
 র্বিরমসে রমসেহন্ব ! যথারুচি ॥ ৬ ॥

ন চ বিদন্তীতি । যে নিখিলং জগদ্বিষ্ণুহরবুদ্ধকৃতমিত্যন্তথা বদন্তি তে ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তং  
 বিদন্তি জানন্তি । যতন্তে ত্রয়স্তব কৃতাত্মরা কৃতা এব জগদ্বিরচয়ন্তি । তস্মাত্ত্বমেব সকল-  
 জগৎকর্ত্রীতি সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নমু পঞ্চমহাভূতৈরেব জগৎপদ্যতাং নেশ্বরসোপযোগ ইতিচেত্ত্বাহ অবনীতি । যদি  
 পঞ্চভূতৈর্বিষয়সহিতৈশ্চ গুণসহিতৈঃ শব্দস্পর্শাদিসহিতৈশ্চ জগদ্ববেদিতমতং তদা তদ্বৃত্ত-  
 পঞ্চকং তব কলাং চিদংশরূপামুতে কথং ক্ষুটং ভবেৎ তস্য ভূতপঞ্চকস্ত দৃশ্যত্বেন কার্য্যত্বাৎ  
 কার্য্যস্য কত্রপেক্ষত্বাৎকশিচ্ছেতনঃ কর্ত্তাপেক্ষিত এবেতি ত্বমেব জগৎকর্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

একোহহং বহুত্বাং প্রজ্ঞারেশ্বর ইত্যে। মায়াতিঃ পুরুষরূপ জ্বরত ইতিশ্রুতৈরেকৈব ত্বমনেক-  
 রূপা ভবসীত্যাহ । ভবসীতি । বিবিধবেশেষে বিলাসাঃ ক্রীড়াস্তাস্থ কুতূহলৈরাশ্চর্থে রমসে  
 ক্রীড়সে বিরমসে ক্রীড়ানস্তরং প্রলয়কালে বিরামং চ প্রাপ্নোষি । তথাচ ব্যাসমুদ্রম্ ।  
 লোকবত্ত লীলাটেকবল্যমিতি ॥ ৬ ॥

বহ্নি, পূবন ও আকাশ এবং আপনিই রসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় আপনিই  
 বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারস্বরূপা ॥ ৩ ॥ অতএব বাহারা অন্তথা অর্থাৎ এই অখিল জগৎ হরিহর-  
 বিরিকি-বিরচিত বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া ভ্রম বশতঃ  
 মিথ্যা বলিয়া থাকে, ফলতঃ । তাহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিতে পারে না । কেননা, হরি  
 প্রভৃতি তিনজনই আপনাকর্ত্তক সৃষ্ট হইয়া আপনার এই চরাচর জগতের রচনা করিতেছে ॥৪॥  
 জননি ! যদি গন্ধরস প্রভৃতি গুণ-সমন্বিত ভূমি জল বহ্নি বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ-  
 মহাভূত দ্বারা জগৎ নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্যাত্মক সগুণ মহাভূত পঞ্চক  
 আপনার চিদংশ ব্যতিরেকে কিরূপে ব্যক্ত হইল ? ॥ ৫ ॥ মাতঃ শিবে ! আপনিই ব্রহ্মা,  
 বিষ্ণু ও শিবরূপিনী হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনিই আবার অখিল চরাচর

সকললোকসিস্থক্ষুরহং হরিঃ  
 কমলভূশ্চ ভবেম যদাশ্বিকে ! ।  
 তব পদাম্বুজপাংশুপরিগ্রহং  
 সমধিগম্য তদা ননু চক্রিম ॥ ৭ ॥  
 যদি দয়ার্দ্ৰমনা ন সদাশ্বিকে ! ।  
 কথমহং বিহিতশ্চ তমোগুণঃ ।  
 কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ  
 স্তুবিহিতঃ কিমু সত্ত্বগুণো হরিঃ ॥ ৮ ॥  
 যদি ন তে বিষমা মতিরশ্বিকে !  
 কথমিদং বহুধা বিহিতং জগৎ ।  
 সচিবভূপতিভৃত্যজনীরতঃ  
 বহুধনৈরধনৈশ্চ সমাকুলম্ ॥ ৯ ॥

অস্মান্ন যৎ কর্তৃত্বং তত্ত্ব ত্বৎসৃষ্টপদার্থেষেবাকারান্তরোৎপাদকত্বং ঘটং প্রতি কুলা-  
 লস্ত্রবেত্যাহ । সকললোকেতি । এতে বয়ং ভবেম জগৎকর্তারো ভবামঃ । কদা । যদা ত্বৎ-  
 পদরজো ভূজলাদিকং সমধিগম্য প্রাপ্য তত্ত্বাকারবিশেষং চক্রিম কৃতবস্ত্বস্তদেত্যর্থঃ । ইতি-  
 পূৰ্ব্বকল্পীয়কথা স্মারিতা ॥ ৭ ॥

যদি দয়ার্দ্ৰেতি । যদি দেবি ত্বং দয়াবতী নাসি তদা প্রলয়কালে স্তুপ্তিমুচ্ছাদগতেভ্যো-  
 হস্তভ্যাং তত্ত্বদগুণোপাধিকং জ্ঞানযোগ্যং দেহং কো দদ্যাদ্ধতো দেহো দত্তস্তস্মাদদয়াবতী-  
 ত্বাত্তব মধ্যপি দয়াং কুর্কিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

ননু মম সৰ্ব্ব প্রাণিনঃ সমা এবৈতিকথং তাশ্বিহায় স্বহৃদপৰ্য্যোব দয়া কর্তব্যোতি চেত-  
 ত্বাহ । যদি ন তে ইতি । যদি তব বিষমা মতির্নাস্তি কিন্তু সন্মৈব তর্হি সৰ্ব্ব প্রাণিনঃ সম-  
 হঃখস্বখাঃ কিমিতি ন কৃতা বিষমাশ্চ কৃতান্ততৎপ্রাণিকৃতকর্মবশাত্তস্মাত্তবাপি জগৎকর্ম-  
 বশাধ্বিষমা মতিরন্ত্যেবেতি মধ্যপি ভক্তিপ্রেমবৃত্তে দয়াং কুর্কিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বিবিধ ক্রীড়া কোতুক দ্বারা আপনি. আপন  
 ইচ্ছানুসারে. কখনও লীলা করিতেছেন, কখনও বা (প্রলয়ে) তাহা হইতে বিরত হইতে  
 ছেন ॥ ৬ ॥ জননি ! বুঝা বিষ্ণু ও আমি যখন অখিল জগতের সৃষ্টিকরণাভিলাষী হইয়া  
 তত্ত্বৎকার্য্যের কর্তৃত্বে নিযুক্ত হই, তখন সে কেবল আপনার চরণকমলের ভূজলাদিক্রপ  
 স্পর্শরজঃ প্রাপ্ত হইয়াই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥ মাতঃ ! আপনি যদি দয়াবতাই  
 না হইবেন, তবে বিশ্বস্রষ্টা অজ্ঞানোনি রজোগুণসম্পন্ন, অখিল-লোকপালক হরি সত্ত্বগুণ-  
 সম্পন্ন এবং সংসার-সংহারক আমিই বা কিরূপে তমোগুণসম্পন্ন হইতে পারিতাম্ ? ॥ ৮ ॥  
 জগদশ্বিকে ! জীবগণকে কর্মফল প্রদান করিবার নিমিত্ত যদি আপনার বিষমা মতিই না  
 থাকিলে তবে, ভূপতি, অমাত্য ও ভৃত্যজন পরিবৃত্ত এবং বহুধন ও নির্জন পরিপূরিত এই

তব গুণাত্ময় এব সদা ক্রমাঃ  
 প্রকটনাবনসংহরণেষু বৈ ।  
 হরিহরদ্রুহিণাশ্চ ক্রমাত্ময়া  
 বিরচিতান্ত্রিজগতাং কিল কারণম্ ॥ ১০ ॥  
 পরিচিতানি ময়া হরিণা তথা  
 কমলজেন বিমানগতেন বৈ ।  
 পথি গতেভূবনানি কৃতানি বা  
 কথয় কেন ভবানি ! নবানি চ ॥ ১১ ॥  
 সৃজসি পাসি জগজ্জগদম্বিকে !  
 স্বকলয়া কিয়দিচ্ছসি নাশিতুম্ ।  
 রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা  
 তব গতিং ন হি বিদ্য বয়ং শিবে ! ॥ ১২ ॥

নমু যুগ্মভ্যাং পূৰ্ব্বং জগন্ময়া কেন সাধনেন নিৰ্ম্মিতং তদ্রাহ । তব গুণা ইতি । তব  
 গুণাত্ময়েব জগৎ কর্তৃং সমর্থমিত্যর্থঃ । তর্হি ভবন্তঃ কথং জগতাং কারণমিতি চেত্তদ্রাহ ।  
 হরিহরেতি । ত্বৎসৃষ্টপদার্থানাং পঞ্চমহাভূতানাংকারবিশেষরূপাণাং ত্রিজগতাং কারণং  
 বয়ং ত্বয়া রচিতাঃ । ত্বৎসৃষ্টপদার্থেষু হর্যাদিষু জগদাংকারবিশেষোৎপাদকত্বমেবাম্মাকং কার-  
 ণত্বং ন ততোহতিরিক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যদি ত্বদগুণানাং কর্তৃত্বং ন শ্রান্তদাহ । পরিচিতানীতি ময়া হরিণা চ বিমানগতেন  
 কমলজেন চ এতৈরম্মাভিঃ পথি গতানি নবানি ভূবনানি দৃষ্টানি তানি কেন কৃতানীতি-  
 কথয় । নহ্মাম্বাকং তৎকর্তৃত্বং কিন্তু ত্বদগুণানামেবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাত্ত্বমেব জগৎস্রষ্ট্রীত্যাহ । সৃজসীতি । কথং জগদেকাকিনী সৃজসীতি তব লীলাং  
 ন বিদ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অখিল জগৎ বহুপ্রকারে বিভক্ত হইবে কেন ? ॥ ৯ ॥ জননি ! সর্বকালেই আপনার গুণ-  
 ত্ময়েই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহরণে সমর্থ, তবে আপনি ইচ্ছানুসারে হরি, হর ও বিরি-  
 ক্ষিকে ত্রিজগতের কারণরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ভবানি ! যদি জগতের সৃষ্টাদিতে  
 আপনার গুণাত্ময়ের কর্তৃত্বই না থাকিবে তবে আমি হরি ও বিরিক্ষি যখন বিমানযোগে  
 গগন দিয়া গমন করিয়াছিলাম, তখন পথিমধ্যে বিরচিত নব নব ভূবন সকল কি প্রকারে  
 দেখিতে পাইলাম ? আপনি তাহার কারণ বলুন ॥ ১১ ॥ জগদম্বিকে ! আপনি স্বকীয়কলা মার্মা  
 দ্বারা এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি এবং পালন করিতেছেন আবার তাহার দ্বারাই সংহার করি-  
 বার ইচ্ছা করিতেছেন । আপনি স্ত্রীপতি পুরুষের সহিত সততই রমণ করিয়া জগতের  
 কল্যাণ সাধন করিতেছেন, দেবি ! আমরা আপনার কার্যবিধি অবগত হইতে কিরূপে সমর্থ



জননি ! দেহি পদাম্বুজসেবনং  
 যুবতিভাবগতানপি নঃ সদা ।  
 পুরুষতামধিগম্য পদাম্বুজা-  
 দ্বিরহিতাঃ ক লভেম সুখং স্ফুটম্ ॥ ১৩ ॥  
 ন রুচিরস্তি মমান্ব ! পদাম্বুজং  
 তব বিহায় শিবে ! ভুবনেষ্বলম্ ।  
 নিবসিতুং নরদেহমবাপ্য চ  
 ত্রিভুবনশ্চ পতিত্বমবাপ্য বৈ ॥ ১৪ ॥  
 সুদতি ! নাস্তি মনাগপি মে রতি-  
 যুবতিভাবমবাপ্য তবাস্তিকে ।  
 পুরুষতা ক সুখায় ভবত্যলং  
 তব পদং ন যদীক্ষণগোচরং ॥ ১৫ ॥  
 ত্রিভুবনেষু ভবত্বিয়মস্মিকে !  
 মম সদৈব হি কীর্তিরনাবিলা ।  
 যুবতিভাবমবাপ্য পদাম্বুজং  
 পরিচিতং তব সংসৃতিনাশনম্ ॥ ১৬ ॥  
 ভুবি বিহায় তবাস্তিকসেবনং  
 ক ইহ বাঞ্ছতি রাজ্যমকণ্টকম্ ।  
 ক্রটিরসৌ কিল যাতি যুগান্ততাং  
 ন নিকটং যদি তেহজ্জি সরোরুহম্ ॥ ১৭ ॥

ভগবতীসান্নিধ্যং প্রার্থয়তে । জননীতি ॥ ১৩—১৫ ॥

পরিচিতং সেবিতম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইব ? ॥ ১২ ॥ জননি ! আমরা রমণীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি আপনি আমাদের চরণাম্বুজ  
 সেবনে নিয়োজিত করুন ; পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার পাদপদ্ম-বিরহিত হইলে আমরা  
 কোথায় আর সুবিলম্ব সুখ লাভ করিতে পারিব ? ॥ ১৩ ॥ শিবে ! আপনার পাদপদ্ম পরি-  
 ত্যাগ করিয়া ভুবন মধ্যে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিতেও আমার  
 অভিলাষ নাই ॥ ১৪ ॥ সুবদনে ! আপনার নিকট যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষতায়  
 আমার আর কিছুমাত্রই অনুরাগ নাই, যদি আপনার চরণ কমল নয়ন গোচর না হইল,  
 তবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আর কি সুখলাভ হইল ? ॥ ১৫ ॥ জগদধিকে ! আমি

তপসি যে নিরতা যুনয়োহমলা-

স্তব বিহায় পদাম্বুজপূজনম্ ।

জননি ! তে বিধিনা কিল বঞ্চিতাঃ

পরিভবো বিভবে পরিকল্পিতঃ ॥ ১৮ ॥

ন তপসা ন দমেন সমাধিনা

ন চ তথা বিহিতৈঃ ক্রতুভির্যথা ।

তব পদাম্বুজপরাগনিষেবণা-

দ্রবতি মুক্তিরজে ! ভবসাগরাৎ ॥ ১৯ ॥

কুরু দয়াং দয়সে যদি দেবি ! মাং

কথয় মন্ত্রমনাবিলম্বিতম্ ।

সমভবম্প্রজপন্ সুখিতো হুহং

সুবিশদঞ্চ নবান্নমনুত্তমম্ ॥ ২০ ॥

এতাদৃশস্তপদাম্বুজং যে ন ভজন্তি তে হতভাগ্য ইত্যাহ। তপসীতি। বিভবে ঐশ্বৰ্য্যে তপোরূপে সত্যপি পরাভবো মোক্ষাৎ সকাশাৎ পরিকল্পিতো জাতস্তেষামিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মান্ন তপসেতি। ন কৰ্ম্মণা ন প্রজ্ঞা ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানুগুরিত্যাদিপ্রভেদেঃ। অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টেন্দেবেভিরুতমানুষেভিঃ। কাময়ে যং যং কাময়ে হুহং তন্ত-  
মুগ্রকৃণোমি তবুক্ষাগন্তুম্বিস্তং সুমেধমিতি প্রতেশ্চ। তবপদাম্বুজনিষেবণাদ্যথা মুক্তিঃ সা চ  
কটিতি ভবতি তথা ন কুত্রাপীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

প্রজপন্ সুখিতঃ সমভবমিত্যশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥

যে, যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার সংসারযাতনা-প্রলমকারি চরণপদের পরিচর্যা লাভ  
করিলাম, আমার এই নির্মলকীর্তি ত্রিভুবন মধ্যে সততই পরিকীর্তিত হউক ॥ ১৬ ॥  
আপনার পাদপদের সান্নিধ্য সেবা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অবনিতলে ঘাইয়া অকণ্টক  
রাজ্য লাভে বাসনা করিয়া থাকে? তোমার চরণসরোজ যাহার সন্নিহিত না হয়, এই  
হৃৎগাত্যতাক্রান্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া যুগপরিমিত কাল তাহার ফলভোগ  
করিতে হয় ॥ ১৭ ॥ জননি! যে নির্মলবুদ্ধি মুনিগণ আপনার চরণাম্বুজের পূজা পরিহার  
করিয়া তপস্তায় নিরত হন, তাঁহারা নিশ্চিতই বিধাতৃকর্তৃক প্রতারিত হন, তাঁহাদের  
তপোরূপ বিভব বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত না হইয়া কেবল আপনার  
গুণত্রয়ের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ আপনার পাদপদের পূজা ব্যতিরেকে  
কেহই তপস্তা, দম, সমাধি অথবা বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানাদি কোনও প্রকারে সংসারসাগর  
হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। কেননা, জন্মমৃত্যুবিহীন পদার্থের শরণ গ্রহণ  
ব্যতীত কদাচ তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই ॥ ১৯ ॥ করুণাময়ি! যদি আপনি

প্রথমজন্মানি চাধিগতো ময়া  
তদধুনা ন বিভাতি নবাক্ষরঃ ।  
কথয় মাং মনুমদ্য ভবার্ণবা-  
জ্জননি ! তারয় তারয় তারকে ! ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতু্যক্তা সা তদা দেবী শিবেনাদ্বিততেজসা ।  
উচ্চচারান্বিকা মন্ত্রং প্রক্ষুটঞ্চ নবাক্ষরম্ ॥ ২২ ॥  
তং গৃহীত্বা মহাদেবঃ পরাং মুদমবাপ হ ।  
প্রণম্য চরণৌ দেব্যাস্ত্রৈবাবস্থিতঃ শিবঃ ॥ ২৩ ॥  
জপন্নবাক্ষরং মন্ত্রং কামদং মোক্ষদং তথা ।  
বীজযুক্তং শুভোচ্চারং শঙ্করস্তৃষ্ণিবাংস্তদা ॥ ২৪ ॥  
তং তথাবস্থিতং দৃষ্ট্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ।  
অবোচস্তাং মহামায়াং সংস্থিতোহহং পদান্তিকে ॥ ২৫ ॥  
ন বেদাস্ত্রামেবং কলয়িতুমিহাসন্ন পটবো  
যতন্তে নোচুস্তাং সকলজনধাত্রীমবিকলাম্ ।  
স্বাহাভূতা দেবী সকলমখহোমেষু বিহিতাঃ  
তদা ত্বং সর্বজ্ঞা জননি ! খলু জাতা ত্রিভুবনে ॥ ২৬ ॥

নহু নবার্ণমস্মোহস্তীত্যেব প্রথমতঃ কথং জ্ঞাতমিতি চেত্তজাহ। প্রথমজন্মনীতি । পূৰ্ণ-  
জন্মানি ময়া গুরোঃ সকাশাদধিগতঃ প্রাপ্তঃ স্থিতঃ । স ইহ জন্মতদধুনা ন বিভাতি বিন্মতত্বা-  
ধাপি সংস্কারস্ত তিষ্ঠতি তস্মাৎ স্মরণজ্ঞাতমিতি ভাবঃ । নবাক্ষর ইতি । নবার্ণশ্চণ্ডিকামন্ত্র ইত্যর্থঃ ।  
তদ্বিধানঞ্চ নবমঙ্করাস্তিমাধ্যায়ে বক্ষ্যতি । অনেন চ ব্রহ্মাদীনা জীবন্তঃ স্পষ্টমেবোক্তম্ ॥ ২১-২৩ ॥  
বীজযুক্তং বাক্যমমায়াযুক্তম্ ॥ ২৪—২৫ ॥

আমার প্রতি দয়া করেন তবে আমাকে সেই অনন্তবীৰ্য্যজনক নির্মল চণ্ডিকা মন্ত্রের  
উপদেশ করুন, দেবি ! আমি সেই সর্বশ্রেয়স্কর অত্যাশ্রম নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সুখী  
হইতে পারিব সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ জননি ! আমি পূৰ্ণজন্মে শঙ্কর নিকট হইতে নবাক্ষর  
মন্ত্র লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহ জন্মে তাহা ক্ষুরিত হইতেছে না, তারিনি ! এখন  
আপনি আমাকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিয়া ভবার্ণব হইতে পরিজ্ঞান করুন ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! অমিততেজা মহাদেব এইরূপ স্তুতি করিলে পর, দেবী অম্বিকা  
পরিক্ষুটরূপে নবাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২২ ॥ মহাদেব তাহা প্রাপ্তিমায়ে পরম  
আনন্দিত হইলেন এবং দেবীর চরণযুগলে-প্রণিপাত পূৰ্বক সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া



কর্তাহং প্রকরোমি সৰ্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যন্ততঃ  
 কোহন্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মন্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
 ধনোহস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাতিগো  
 মথোহহং ভবসাগরে প্রবিততে গৰ্বাভিবেশাদিতি ॥ ২৭ ॥  
 অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগর্বেণ বৈ  
 ধনোহস্মীতি যথার্থবাদনিপুণো জাতঃ প্রসাদাচ্চ তে ।  
 যাচে ত্বাং ভবভীতিনাশচতুরাং মুক্তিপ্রদাং চেশ্বরীং  
 হিহা মোহকৃতং মহার্তিনিগড়ং ত্বদুক্তিয়ুক্তং কুরু ॥ ২৮ ॥

ন বেদা ইতি । বেদাঙ্ঘ্র্যমেবং সৰ্বজ্ঞাদিবিশিষ্টাঙ্কলয়িতুং জ্ঞাতৃস্পটবো নাসন্ ইতি ন  
 কিংস্তর্হি পটব এব । যতঃ সৰ্বজনবিধাতীমবিকলাং ক্ষুদ্রকর্মণি যজ্ঞাদিষু নোচুস্তদেতৎস্বন্যহিম-  
 জ্ঞানাভাবে সম্ভবতি কিং নৈব সম্ভবতি তস্মাজ্জানন্ত এব তে । নহু তর্হি সৰ্বথা ন জানন্তি  
 মামতো নোচুরিত্যেব কিং ন শ্রাত্ত্বাহি । স্বাহাভূতেতি । যদি ত্বাং সৰ্বথা ন জানন্তি তর্হি  
 ত্বদেকদেশভূতশক্তিঃ স্বাহাভূতা কণং সকলমথহোগেষু বিহিতা তৈস্তস্মাজ্জানন্তএব তে ।  
 অতএব তব বেদৈকবেদ্যত্বমন্ত্যেব । যতঃ ক্ষুদ্রকর্মণি ন বিহিতা ততএব ত্বং সৰ্বজ্ঞা  
 সর্বোত্তরা জাতা নত্বিত্বাদিক্ষুদ্রদেবগণপংক্তিহা জাতেতি ভাঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যাভিনিবন্ধাৎ স্বধনুতাং বর্ণয়তি কর্তাহমিতি শ্লোকদ্বয়েন । কর্তাহং ধনোহস্মীত্যাদ্যে-  
 তাদৃশাভিমানেন কেবলগর্বাভিনিবেশান্মোহসাগরে মগ্নঃ স্থিতঃ । বিলক্ষণগুণাভাবেশ্ভি-  
 মানস্ত মূর্খধর্মত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

যদ্যপ্যেতাং কালপর্যন্তমেতাদৃশঃ স্থিতস্তথাপাদ্যাহং ধনোহস্মীতি বক্তা । যথার্থবাদ-  
 নিপুণো যথার্থবক্তা জাতোহস্মি মহাগুণলাভাৎ । কোহসৌ মহাগুণস্তত্রাহ । তব পাদপঙ্কজ-

সর্বৈশ্বর্যাকামনা-পূরণকারী মোক্ষপ্রদ অথচ অনায়াসে উচ্চরণীয় সেই নবাকর বীজময় জপ  
 করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ নারদ ! অখিল লোকের কল্যাণকর শঙ্করকে সেইরূপে  
 অবস্থিত দেখিয়া আমি পাদপদ্ম সন্নিকর্ষে সংস্থিত হইয়া সেই মহামারাকে কহিলাম ॥ ২৫ ॥  
 জননি ! বেদ সকল আপনার তত্ত্ব জানিতে পটু নহে এমন নয়, যেহেতু যজ্ঞাদি ক্ষুদ্রকর্ম্মে  
 সর্বজনবিধাতী ও নিষ্কল অর্থাৎ পূর্ণরূপিনী আপনার উল্লেখ না করিয়া ইন্দ্রাদি অপ্রধান  
 দেবতাগণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বদীয় অংশভূত স্বাহাদেবীকে হোমযজ্ঞাদি কার্য্যের  
 বিধাতীরূপে বিধান করিয়াছেন ; অতএব, দেবি ! আপনি এই অখিল ভুবন মধ্যে চৈতন্ত-  
 রূপিনী, সর্বজ্ঞা এবং দেবাদি-সমস্ত সমস্ত লোকের অতীত বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে-  
 ছেন ॥ ২৬ ॥ দেবি ! আমি এই অতিশয় অদ্বুত সর্ব চরাচর সমস্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের  
 সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আমি এই অখিলের কর্তা, এই চরাচর ত্রিভুবনে আমার তুল্য  
 ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ অন্য আর কে আছে ? আমি সর্বলোকাভীত ব্রহ্মা, অতএব আমিই  
 ধন্ত তাহাতে আর সংশয় নাই ; এইরূপ গর্বের অভিনিবেশ বশেই আমি এই অতি বিস্তৃত  
 সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ২৭ ॥ পরন্তু, জননি ! এখন আমি আপনার পাদ-

অতোহহং জাতো বিমুক্তঃ কথং স্মাং  
 সরোজাদমেয়াভুদাবিকৃতাশ্চৈ ।  
 তবাজ্জাকরঃ কিঙ্করোহস্মীতি নুনং  
 শিবে ! পাহি মাং মোহমগ্নং ভবাকৌ ॥ ২৯ ॥  
 ন জানন্তি যে মানবাস্তে বদন্তি  
 প্রভুং মাং তবাদ্যং চরিত্রং পবিত্রম্ ।  
 যজন্তীহ যে যাজকাঃ স্বর্গকামা  
 ন তে তে প্রভাবং বিদন্ত্যেব কামম্ ॥ ৩০ ॥  
 ত্বয়া নির্মিতোহহং বিধিভ্যে বিহারং  
 বিকর্তুং চতুর্ক্কা বিধায়াদিসর্গম্ ।  
 অহং বেদ্মি কোহন্তো বিবেদাদিমায়ে !  
 ক্ষমস্বাপরাধং ত্বহঙ্কারজং মে ॥ ৩১ ॥

পরাগপ্রদানং গ্রহণং তস্ত যো লক্ষ্যঃ স এব মহান্ গুণস্তেন । অনেন চ ভক্তির্নির্ভরো দর্শিতঃ ।  
 যত এতাদৃশী ভক্তির্নিগুণস্তাপি ছরাচারবতো মহত্বপ্রদা । তস্মান্নহাতিনিগুণং হি হি হি ভক্তি-  
 যুক্তকুরু ইত্যেব প্রার্থনা মমেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

অত ইতি । হে শিবে ! জ্ঞাবিকৃতাং সরোজাদহজাতঃ কথং মুক্তঃ স্মামিতি চিন্তয়া মুক্ত-  
 স্তবাজ্জাকরঃ কিঙ্করোহস্মীতি নুনং মাং নিশ্চিত্য ভবাকৌ মোহেনাবিবেকেন মগ্নং মামতো  
 ভক্তি প্রদানেন পাহি রক্ষ ॥ ২৯ ॥

যে তবাদ্যম্পবিত্রঞ্চরিত্রগ্নং সর্জনাদিরূপং ন জানন্তি তে মাশ্রভুং বদন্তি । তথা যে  
 যাজকাঃ স্বর্গকামাস্তেইপি তে প্রভাবং ন জানন্তি । যতো মোক্ষার্থং ত্বামনারাধ্য স্বর্গার্থ-  
 মিত্তাদিদেবানেব যথেষ্টং যজন্তি মোহিতা এব তব মায়য়ৈতে ইতি ভাবঃ । তদ্বক্তং ব্রহ্মাণ্ড-  
 পুরাণে । অশ্রুতা সঃ শ্রুতা সচ যজ্ঞানো যেহপ্যবজনঃ । স্বর্ঘস্তো যে নাপেক্ষন্তে ইন্দ্রমগ্নিঞ্চ যে  
 বহ্নিঃ । সিকতা ইব সংযন্তি রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ । অস্মান্নোকাদমুখ্যাস্তেত্যাহ চারণ্যক-  
 শ্রুতিরिति ॥ ৩০ ॥

পঞ্চজের পরাগগ্রহণগর্ভে যথার্থই বস্তু হইয়াছি এবং আপনার প্রসাদে যথার্থই স্বরূপবস্তা  
 হইয়াছি । মাতঃ ! আপনার লীলাময় বিলাস ভবভয়-নাশনে ও মোক্ষপ্রদানে নিপুণতম ;  
 অতএব, ঈশ্বর ! আপনার নিকট এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার এই মোহজালপ্রসূত  
 মহাত্মঃখময় নিগড় অপনয়ন করিয়া আমাকে আপনার প্রতি ভক্তিয়ুক্ত করুন ॥ ২৮ ॥  
 মাতঃ শিবে ! আমি আপনার আবিকৃত পদ হইতে জন্মলাভ করিয়া, এক্ষণে কি প্রকারে  
 মুক্তিলাভ করিব এইরূপ চিন্তাকুলিত চিন্তে ভাবগর্ভে মোহদ্বারা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি,  
 আপনি আমাকে আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর নিশ্চয় করিয়া সেই দুস্তর সাগর হইতে পরিভ্রাণ  
 করুন ॥ ২৯ ॥ জননি ! বাহারা আপনার পবিত্র চরিত্রগাথা অবগত নহে, তাহারাই আমাকে

শ্রমং যেহৃষ্টাযোগমার্গে প্রবৃত্তাঃ  
 প্রকুৰ্বন্তি মূঢ়াঃ সমাধৌ স্থিতা বৈ ।  
 ন জামন্তি তে নাম মোক্ষপ্রদং বা  
 সমুচ্চারিতং জাতু মাতর্শ্রিষেণ ॥ ৩২ ॥  
 বিচারে পরে তত্বসংখ্যাবিধানে  
 পদে মোহিতা নাম তে সংবিহায় ।  
 ন কিং তে বিমূঢ়া ভবাকৌ ভবানি !  
 ত্বমেবাসি সংসারমুক্তিপ্রদা বৈ ॥ ৩৩ ॥

ত্বয়েতি । বিহারং সংসারসর্জনাদিক্রপং বিশেষেণ কর্তুমহং বিধিহে বিধিত্বপদব্যাঙ্গ্য  
 নির্মিত উৎপাদিতঃ সন্ন্যাসাদিসর্গং চতুর্কোণজস্বেদজজরায়ুজোক্তিজ্জাদিক্রপেণ বিধায়াহকারা-  
 দহমেব বেদ্যি সর্কং মত্তঃ কোহন্তো বিবেদেতিবৃত্তিগান্ জাতস্তদহকারজমপরাধং ক্ষমস্ব ।  
 নহি ত্বয়া নির্মিতশ্চৈবমপরাধো যুক্ত ইতিভাবঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রমমিতি । মিশেণাপি ব্যাজেনাপি বন্নাম শ্রীদেব্যাঃ সমুচ্চারিতং জাতু কদাচিদপি ন  
 নিরন্তরন্তথাপি তন্নামোচ্চারিতং মোক্ষপ্রদন্তবতি । ইথং সতি মোক্ষার্থং যেহৃষ্টাযোগাদি-  
 সাধনশ্রমকুৰ্বন্তি তে মূঢ়া এব । তদুক্তং মহাকালসংহিতায়াম্ । সহেগং বাসলীলং বা যন্তাঃ  
 স্মরণমাত্রতঃ । করামলকবনুস্তিষ্ঠাং নসেবেতু কো জন ইতি ॥ ৩২ ॥

বিচারে পরে । ইতি যথা যোগিনো মূঢ়া এবত্যাহ । বিচারে ইতি । তত্বসংখ্যাবিধানে  
 তত্বসংখ্যাবিধানবতি বিচারে পদে স্থানে মোহিতা এতে ভবাকৌ কিং ন মূঢ়া এব । যতঃ  
 সংসারমুক্তিপ্রদা ত্বমেবাসি । ততত্বন্নাম বিহার তস্মিন পদে মোহিতা মূঢ়াঃ কথং ন স্মা-  
 রিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

এই জগতের প্রভু বলিয়া মনে করে, আর যাহারা আপনার প্রভাব বিদিত নহে তাহারা ই  
 স্বর্গকামনার যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ মাতঃ শিবে ! আপনি সনাতনী মহা-  
 রায়, আপনি সংসার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করিবার নিমিত্ত আমাকে বিধাতৃপদে অভিষিক্ত  
 করিবার জন্ত উৎপাদন করিলে আমি স্বেদজ, অণুজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার  
 জীব সৃষ্টি করিয়া “আমিই সকল জানি অত্ৰ কেহই আমা অপেক্ষা অধিক অবগত নহে”  
 এই অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩১ ॥ মাতঃ !  
 কোনও প্রকার ছলক্রমে আপনার নাম উচ্চারণ করিলেই যে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা  
 যাহারা অবগত নহে সেই সকল মূঢ় মানবই তপশ্চায় নিরত বা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম  
 প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-এই অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় পরিশ্রম  
 করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ জননি ! যাহারা আপনার নাম পরিত্যাগ পূর্বক পরম বুদ্ধতত্ব নিরূপণ  
 বিচারে প্রবৃত্ত হয় সেই সাংখ্যযোগিগণ যথার্থ বস্তু বিষয়ে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছে  
 সংশয় নাই, ভবানি ! তাহারা কি ভবসমুদ্রে পতিত হইয়া মহামোহের কল্লোল-লীলায়  
 পরিপ্লুত হয় নাই ? কেননা আপনিই একমাত্র এই অখিল সংসারে মোক্ষদায়িনী রহিয়া-



পরং তত্ত্ববিজ্ঞানমাদৈর্জ্ঞানৈর্ধৈ-  
 রজে ! চানুভূতং ত্যজন্ত্যেব তে কিম্ ।  
 নিমেষাঙ্কুমাত্রং পবিত্রং চরিত্রং  
 শিবা চান্বিকাশক্তিরীশেতি নাম ॥ ৩৪ ॥  
 ন কিং স্বং সমর্থাসি বিশ্বং বিধাতুং  
 দৃশৈবাস্তু সর্বং চতুর্ধ্বা বিভক্তম্ ।  
 বিনোদার্থমেবং বিধিং মাং বিধায়া-  
 দিসর্গে কিলেদং করৌষীতি কামম্ ॥ ৩৫ ॥  
 হরিঃ পালকঃ কিং ভয়াসৌ মধোর্ব্বা  
 তথা কৈটভাদ্রক্ষিতঃ সিদ্ধুমধ্যে ।  
 হরঃ সংহতঃ কিস্ত্রয়াসৌ ন কালে  
 কথং মে ভ্রুবোর্মধ্যদেশাৎ স জাতঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্ত্র মূঢ়ানামিহ বার্তা পূর্ণা জ্ঞানিনস্ত হসি প্রেম্ণোহতিশয়াস্বপ্নাম কদাপি ন ত্যজন্তী-  
 ত্যাহ । পরং তদ্ব্যতি । আদৈর্হরিহরাদিভিজ্ঞানৈঃ ধৈঃ পরং তত্ত্বজ্ঞানমভূতং তেহপি কিং  
 নিমেষাঙ্কমপি শিবা চান্বিকাশক্তিরীশেতি নাম ত্যজন্তি নৈব ত্যজন্তীত্যর্থঃ । তদ্ব্যক্তং ভুব-  
 নেশীসংহিতায়াম্ । আত্মানুভূতিনিষ্কাতা হৈতভাববিবর্জিতাঃ । তেহপি প্রেম্ণা ত্যজন্ত্যে-  
 নামিখং সর্বোত্তমা শিবেতি ॥ ৩৪—৩৫ ॥

হরিঃ পালক ইতি । যঃ সিদ্ধুমধ্যে ভয়া মধোর্ব্বা কৈটভাদ্রা রক্ষিতো হরিরসৌ জগতঃ  
 পালকঃ কিং ভবতি নৈব ভবতীত্যর্থঃ । যঃ স্বরূপে সমর্থো ন স কথমন্তপালনে সমর্থঃ  
 শ্রাদিতি ভাবঃ । তথা সর্বসংহারকো যদি হরস্তর্হি ভয়াসৌ কিং কালে প্রলয়কালে সংহতো  
 নাশিতঃ যদি ন নাশিতস্তর্হি কথং মে ভ্রুবোর্মধ্যদেশাৎ স জাতস্ত্রয়াং সোহপি সর্বসংহারকো  
 ন । ন হি সর্বসংহারকমন্তঃ সংহরেত্ত্রয়ানুধ্যা সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী স্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

ছেন ॥ ৩৩ ॥ অনাদিনিধনে ! হরি ও হর প্রভৃতি যে যে সনাতন পুরুষগণ পরতত্ত্বজ্ঞান  
 অল্পভব করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার পবিত্র মহিমা এবং শিবা অন্ধিকাশক্তি ও ত্রিশানী  
 প্রভৃতি নাম কি নিমেষ মাত্রের জন্তও পরিত্যাগ করিয়াছেন ? ॥ ৩৪ ॥ মাতঃ ! আপনি  
 কটাক্ষমাবেই স্বৈদজাদি চতুর্ধ্ব জীবনিবহ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং কি পরিচালনে সমর্থ নছেন ?  
 বস্তুতঃ কেবল আপনি বিনোদের নিমিত্তই আমাকে বিধাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ;  
 কিন্তু আপন ইচ্ছামাত্রে মহৎ ও অহং তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির আদ্য উপকরণ সমুদায় সঞ্চলন  
 পূর্ব্বক পূর্ব্বই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ জগদধিকে ! আপনিই হরিকে এই অধিল  
 লোকের পালন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন । আপনি কি প্রলয় সাগর মধ্যে যধু ও কৈটভ  
 নামক ঘোরতর দুই দৈত্যের হস্তে তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই ? মাতঃ ! যিনি আত্মরূপে  
 অসমর্থ তিনি কি অপরের রূপে সমর্থ হইতে পারেন ? অতএব আপনি হরি দ্বারা এই

ন তে জন্ম কুত্রাপি দৃষ্টং শ্রুতং বা  
 কুতঃ সম্ভবন্তে ন কোপীহ বেদ ।  
 কিনাদ্যাসি শক্তিস্বমেকা ভবানি !  
 স্বতন্ত্রৈঃ সমন্তৈরতো বোধিতাসি ॥ ৩৭ ॥  
 ত্বয়া সংযুতোহহং বিকর্তুং সমর্থো  
 হরিত্রাতুমশ্ব ! ত্বয়া সংযুতশ্চ ।  
 হরঃ সম্প্রহর্তু স্বয়ৈবেহ যুক্তঃ  
 ক্রমা নাদ্য সর্বৈ ত্বয়া বিপ্রযুক্তাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যথাহং হরিঃ শঙ্করঃ কিং তথাস্তে  
 ন জাতা ন সন্তীহ নো বা ভবিষ্যন্ ।  
 ন যুহন্তি কেহস্মিংশু বাত্যন্তু চিত্তে •  
 বিনোদে বিবাদাম্পদেহান্নাশয়ানাম্ ॥ ৩৯ ॥  
 অকর্ত্তাপ্তগম্পক্ট এবাদ্য দেবো  
 নিরীহোহনুপাধিঃ সদৈবাকুলশ্চ ।  
 তথাপীশ্বরস্তে বিতীর্ণং বিনোদং  
 স্তুসম্পশ্যতীত্যাহুরেবং বিধিজ্ঞাঃ ॥ ৪০ ॥

স্বতন্ত্রৈর্কৈদৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ত্বয়া বিপ্রযুক্তা বিযুক্তাঃ ক্রমা নেত্যশ্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অনাশয়ানামন্নবুদ্ধীনাং বিবাদাম্পদে সহাসম্ব্যেত্যাদিবিবাদাম্পদে ॥ ৩৯ ॥

জগতের পালন করিতেছেন। আর আপনি কি জগৎসংহারক হরকে যথাকালে সংহার করেন না অবশ্যই করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে সেই রুদ্রদেব আমার ক্রমধা হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ? ॥ ৩৬ ॥ ভবানি ! আপনার উৎপত্তি কেহ কখন কোথাও দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, কোথা হইতে আপনার উদ্ভব হইল তাহাও এই অধিল বিধে কেহই অবগত নহে, আপনি আদ্যা ও অদ্বিতীয়া সনাতনী শক্তি, অতএব অন্ত কেহই আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, কেবল একমাত্র অপৌরুষেয় শ্রুতি সকলই তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ অনিকে ! আমি আপনার সহায় বলেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই, হরি এবং হরও সেইরূপ আপনার প্রভাবেই পালন ও সংহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আপনার আশ্রয় ব্যতীত আমরা ঐ সকল কার্য সম্পাদন করিতে কদাচই সমর্থ নহি ॥ ৩৮ ॥ জননি ! আপনার আশ্চর্য্যজনক লীলা ব্যাপারে অদূরদর্শী পণ্ডিতগণে যে পরস্পর বিবাদ করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি ? কেননা, আমি, হরি বা শঙ্কর কি অন্ত

দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেহ্মিন্ প্রাকৃৎস্তো বৈ পুমান্ পরঃ ।

নান্যঃ কোহপি তৃতীয়োহস্তি প্রমেয়ে স্থবিচারিতে ॥ ৪১ ॥

ন মিথ্যা বেদবাক্যং বৈ কল্পনীয়ং কদাচন ।

বিরোধোহয়ং ময়াত্যস্তং হৃদয়ে তু বিশঙ্কিতঃ ॥ ৪২ ॥

একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ ।

সা কি ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্তয় ॥ ৪৩ ॥

নিঃসংশয়ং ন মে চেতঃ প্রভবত্যাশঙ্কিতম্ ।

দ্বিত্বৈকত্ববিচারেহ্মিন্মিমং ক্ষুল্লকং মনঃ ॥ ৪৪ ॥

নিগূর্ণোহপীশ্বরস্তব বিনোদং সম্প্রশুতীতি বিধিজ্ঞাঃ শাস্ত্রজ্ঞা বদন্তীত্যম্বয়ঃ এতাদৃশী ত্বং মহাচমৎকারকর্ত্তী । যস্তাশ্চমৎকৃতিং নিরীহোহপীশ্বরো বেদিভুমিচ্ছতীতি ॥ ৪০ ॥

ইখং দেবীং স্তুত্বা স্বমনসি স্থিতাং শঙ্কাং দূরীকর্ত্তুং পৃচ্ছতি । দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেহ্মিন্মিতি । দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্মূর্ত্ত্যামূর্ত্তয়োর্কিভেদো যস্মিন্ সংসারে দৃষ্টাদৃষ্টরাশিষয়াত্মকে ইত্যর্থঃ । তস্মিন্ সংসারে ত্বত্ত্বঃ প্রাণাধারভূতস্তবপরঃ পুমান্ ভবতি । আধারাধেয়য়োঃ পূর্বাপরীভাবস্ত লোক-দৃষ্টোক্তত্বাৎ । নতুবা পূর্বাপরীভাবঃ উভয়োরপ্যনাদিত্বস্ত বেদসিদ্ধত্বাৎ । তথাটচকা ত্বং সটচক ইতি তত্ত্বম্বয়ং সিদ্ধম্ । অনেন তত্ত্বম্বয়েনৈব সর্বপ্রপঞ্চনির্বাহে তৃতীয়শ্রোপযোগা-ভাবান্নাত্মঃ কোহপি তৃতীয়োহস্তি । ইখং প্রমেয়ে পদার্থে শ্রুত্যা যুক্ত্যা লাবণ্যেন চ বিচারিতে পদার্থম্বয়মেব সিধ্যতি । অবিচারিতে তু মতান্তরেহ্নেকানি তত্ত্বানি জাতান্যেবেতি তদ্ব্যপযোগাভাবঃ ॥ ৪১ ॥

তত্রৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিবাক্যং কদাপি মিথ্যা নৈব কল্প-নীয়ম্ । সর্বপ্রমাণমূৰ্দ্ধত্বাৎ । তত্রৈবং সতি পদার্থম্বয়মভবেন ভাসতে শ্রুতিত্বদ্বৈতং বক্তিতস্মাচ্ছ্রুত্যানুভবয়োর্মহান্ বিরোধো ময়া হৃদয়ে বিশঙ্কিতস্তর্কিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যাদাত্মব্যতিরিক্তস্ত মিথ্যাত্বং বক্তব্যং তদা কিং ত্বমাশ্রুতশাস্ত্রাতাসৌ পুরুষ ইতি সন্দেহং বিনিবর্ত্তয় । মিথ্যাপদার্থভজনে শ্রদ্ধায়া অজায়মানত্বাদিতি নির্ণয় আবশ্যক ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

কোনও পুরুষ এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই করিবে না অথবা এক্ষণে বিদ্যমান নাই যে এ বিষয়ে বিমোহিত না হয়, অতএব দেবি ! আপনার লীলা অনির্বচনীয় সন্দেহ নাই ॥৩৯॥ শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ কহেন যে ঈশ্বর নিগূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, নিরূপাধিক, নিরংশ ও নিরীহ হইয়াও আপনার স্থবিস্তীর্ণ সংসাররূপ লীলা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ যে সকল মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদ সংসার মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আপনার পূর্বাধারভূত অপর এক পুরুষ আছেন, সেই প্রমেয় পদার্থ বিচার বিষয়ে আপনাদের এই উভয় ব্যতীত তৃতীয় আর কোন বস্তুই নাই ॥ ৪১ ॥ বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে । অমৃতব দ্বারা প্রকৃতি পুরুষরূপ পদার্থম্বয় প্রতিভাত হইতেছেন কিন্তু শ্রুতি, অষ্টদেবের কথাই কহিতেছেন, অতএব মাতঃ ! আমি হৃদয় মধ্যে এ বিষয়ের বিরোধ আশঙ্কা করিতেছি ॥৪২॥ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থ একই, বেদ সকল এই কথাই কহিতেছেন, জননি !



স্বমুখেনাপি সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি মামকম্ ।

পুণ্যযোগাচ্চ মে প্রাপ্তা সঙ্গতিস্তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

পুমানসি ত্বং স্ত্রী বাসি বদ বিস্তরতো মম ।

জ্ঞাত্বাহং পরমাং শক্তিং মুক্তঃ শ্রান্তবসাগরাৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-  
স্কন্ধে হরবিরিঞ্চিকৃতস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিত্বৈকত্বেতি । দ্বৈতং সত্যং বাদ্বৈতং সত্যং বেতি বিচারে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বমুখেনাপি স্বমুখে নৈবেত্যর্থঃ । বহুপুণ্যযোগেন তব পাদয়োঃ সঙ্গতির্লক্ষ্যন্তি তত  
এতাদৃশং বহুশ্রমেব প্রাপ্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

যেন জ্ঞানেন তাং পরমাং শক্তিং জ্ঞাত্বা ভবসাগরানুতঃ শ্রামিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সেই পদার্থ কি আপনি ? অথবা সেই পুরুষ ? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ  
করুন ॥ ৪৩ ॥ আমার চিত্ত নিঃসংশয় রূপে শঙ্কাহীন হইতে সমর্থ হইতেছে না এবং আমার  
এই ক্ষুদ্র মন এই দ্বৈতাদ্বৈত বিচারসাগরে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বান্বেষণ করিতেও পারিতেছে না ;  
অতএব মাতঃ শিবে ! আপনি নিজমুখেই আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন ; বিপুল  
পুণ্যযোগ প্রভাবেই আমরা আপনার চরণ যুগলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥  
আপনি পুরুষ বা স্ত্রী বটেন ইহা আমাকে বিস্তার পূর্বক বলুন, তাহা হইলেই আমি পরমা-  
শক্তিকে অবগত হইয়া সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীমদ্দেবীভাগবত

মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে হরবিরিঞ্চিকৃতস্তোত্র বর্ণন

নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠা ময়া দেবী বিনয়াবনতেন চ ।

উবাচ বচনং শ্রদ্ধামাদ্যা ভগবতী হি সা ॥ ১ ॥

দেব্যাচ ।

সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সর্বদৈব মমাস্তু চ ।

যোহসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোহস্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥ ২ ॥

পঞ্চাশতিমহাপদ্মোক্তমোকাশিকৈরথ ।

শ্রীদেব্যা উপদেশক ব্রহ্মণে কৃত ঈর্ষ্যাতে ।

ব্রহ্মপ্রশ্নোত্তরং শ্রীদেবীনিজরূপোপদেশং চকারেত্যাহ । ইতি পৃষ্ঠেতি ॥ ১ ॥

সদৈকত্বমিতি । যদ্বয়োক্তমদ্বৈতং সত্যং চেদ্বৈতস্ত মিথ্যাঽদ্বৈতাস্তর্গত এব মায়াদি-  
পদার্থঃ সম্ভবতীতি মিথ্যাপদার্থতজনে শ্রদ্ধা ন জায়ত ইতি স্বং ব্রহ্মরূপিণ্যসি বা ততো  
ভিন্নাসি চেতি । তদ্বৈতহুচ্যতে । সত্যমদ্বৈতমেব তথাপ্যদ্বৈতরূপাদব্রহ্মণো নাহং ভিন্নাস্মি  
শক্তেচ্চ শক্তাব্যতিরেকাৎ । অগ্ন্যাदिशक्तीनामग्न्येवातिरेकेणादर्शनात् । দ্বিবিধং হি  
শক্তিরূপং কার্য্যং কারণঞ্চ । তত্র কার্য্যরূপমাবরণবিক্ষেপাদিরূপং তত্ত্বশক্তিমজ্ঞপাৎ  
পৃথগেব ভাসতে । অহমজ্ঞোহহং স্মৃখী হুঃখী চেত্যানানুভবাৎ । অগ্নিরূপাভিন্নত্বেন ভাসমান-  
দাহক্ষোটাदिशक्तिकार्यावत् । যচ্চ কারণভূতং মহামায়ারূপং ন তচ্ছক্তিমতো ব্রহ্মণঃ পৃথগব-  
ভাসতে অগ্নেদাহাদিকার্য্যভিন্নদাহাদিকার্য্যজনকপক্ষের্ভেদেনাদর্শনাৎ স্বাতন্ত্র্যাবরণবিক্ষেপ-  
ভিন্নাবরণবিক্ষেপজনকমহামায়াশক্তেরনুভবাচ্চ । তস্তাঃ সত্ত্বাবে তর্হি কিং প্রমাণমিতি চেদা-  
বরণবিক্ষেপরূপকার্য্যাত্মথানুপপত্তিঃ শ্রুতাদিকং চেতি ব্রূয়ঃ । তত্বেবং সতি যথার্থৌ হোমেহগ্নি-  
শক্ত্যাং হোমোহর্থসিদ্ধৌ যথাবায়িশক্তৌ হোমেহগ্নৌ হোমোহর্থসিদ্ধ এবং ব্রহ্মোপাসনায়ামপি  
মমোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা মমোপাসনায়ামপি ব্রহ্মোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা । তথাচোত্তরত্র  
মায়োপাসনায়ামং ব্রহ্মোপাসনায়ামঞ্চ মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেবোপাস্তুং ভবতি । তথাচ মমো-  
ত্তরায়াকৃত্বাদেকস্ত ভগিন্ত মায়ারূপস্ত মম মিথ্যাঽহেহপি দ্বিতীয়ভগিন্ত ব্রহ্মরূপস্ত মম সত্য-  
ঽদ্বৈতাত্মকত্বপ্রতিবিরোধো ন বোপাসনায়ামশ্রদ্ধা স্তাৎ । অরক্ত ভ্রমঃ সর্বেষাং, মায়োপাসনা-  
মায়ারা এব ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মণ এবেতি । তস্মাৎ কেবলমায়ারাঃ কারণভূতারা ব্রহ্মানधि-  
ষ্ঠিতারা উপাস্ত্বাসক্তবে ন মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মেব সর্বেষামুপাস্তমিতি । তদেব চ মম মুখ্যং  
ব্রহ্মরূপমিতি ন কচ্চিদোবলেশ ইতি । ইদং সর্বমুপোদ্বাতে এব স্পষ্টীকৃতং তদেতৎ সর্বং

ব্রহ্মা বলিলেন নারদ । আমি বিনীতভাবে সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ  
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, ব্রহ্মন্ । সেই পুরুষের এবং আমার  
সর্বদাই একত্বতাব, আমাদের কোনও ভেদ নাই । যে পুরুষ সেই আমি এবং যে আমি সেই  
পুরুষ ; তবে যে, শক্তি ও শক্তিমানে ভেদবুদ্ধি হয়, একমাত্র মতিবিভ্রমকেই তাহার কারণ

আবয়োরস্তরং সূক্ষ্মং যো বেদ মতিমান্ হি সঃ ।  
 বিমুক্তঃ স তু সংসারান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥  
 একমেবাদ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্যং সনাতনম্ ।  
 দ্বৈতভাবং পুনর্যতি কাল উৎপৎসুসংজ্ঞকে ॥ ৪ ॥  
 যথা দীপস্তথোপাধেযো গাং সঞ্জায়তে দ্বিধা ।  
 ছায়ৈবাদর্শমধ্যে বা প্রতিবিস্বং তথাবয়োঃ ॥ ৫ ॥  
 ভেদ উৎপত্তিকালে বৈ সর্গার্থং প্রভবত্যজ ! ।  
 দৃশ্যাদৃশ্যবিভেদোহয়ং দ্বৈবিধ্যে সতি সর্বথা ॥ ৬ ॥

মনসি নিধায় ত্রীদেব্যা বাচ । সর্দৈকভূমিতি । তদুক্তং পাবকস্তোত্রতেবেয়মুকাংশোরিব  
 দীপ্তিঃ । চক্ষুস্ত চক্ষিকেবেয়ং শিবস্ত সহজা এবতি । যোহসৌ পরমাত্মা স এবাহমস্মি  
 অহং যাস্মি স এব যোহসৌ পরমাত্মা সোহস্মি । শক্তিঃ শক্তিমতো রভেদাৎ । মতিবিত্রমাদিতি ।  
 শক্তিঃ শক্তিমতো ভিন্নেতি ভেদো ভ্রমমূলক এবত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আবয়োঃ শক্তিঃ শক্তিমতো রস্তরভেদঃ । কার্যরূপেণ শক্তিঃ শক্তাভিন্নেতি রূপস্তং যো বেদ  
 অর্থাৎ কারণশক্তিরূপস্ত ব্রহ্মণা সহাভেদঃ যো বেদ স পুরুষো মায়াশক্তিজ্ঞানসময়ে এব  
 তদভিন্নব্রহ্মজ্ঞানবান্ সন্ জ্ঞানসময়ে এব বিমুক্তঃ সন্নপি দেহান্তে সংসারান্মুচ্যতে বিদেহ-  
 কৈবল্যং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । যথাবয়োরস্তরং নাত্রেব ভেদো ন স্বরূপতো ভেদস্তং যো বেদেতি  
 সমানার্থম্ ॥ ৩ ॥

যদ্যেকমেব ব্রহ্ম তর্হীদং দ্বৈতং কস্মাদাগতমিতি চেত্তজাহ । একমেবেতি । কালে উৎ-  
 পৎসুসংজ্ঞকে উৎপাদনেচ্ছাবতি কালে সৃষ্টিকালে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যথা দীপ ইতি । যথা দীপ একঃ সন্নপ্যুপাধিযোগাদনেকধা ভবতি । তথা মায়া তৎ-  
 কার্যোপাধিভেদাদাত্মৈকোহপি দ্বিধানেকদৃশ্যাদৃশ্যকোটিভেদেন দ্বিধা ভবতি । যথা মুখমেক-  
 মপ্যুপাধিদর্পণভেদাৎ প্রতিবিস্বরূপেণ বহুধা ভবতি যথা বা পুরুষস্ত ছায়োপাধিভেদাদনে-  
 কধা ভবতি তথৈবাবয়োঃ প্রতিবিস্বং মায়া কার্যাস্তঃকরণরূপোপাধিধনেকধা ভবতি ॥ ৫ ॥

কিমর্থময়ং ভেদো ভবতি তজাহ । সর্গার্থমিতি । অসম্ভাবঃ । নিরন্তকালপরিপাকানাং  
 কূর্মণাং মধ্যে পরিপকানামুপভোগেন ক্ষয়াদিতরেবাং চাপরিপকানাং ভোগাসম্ভবে ন তদ-  
 র্থায়াঃ সৃষ্টেরূপযোগাৎ প্রাকৃতঃ প্রলয়ো ভবতি তস্মিন্ প্রলয়ে সর্বং জগদ্বীজরূপেণ মায়ায়াং

বলিয়া জানিবে ॥ ১—২ ॥ যে সাধক আমাদের উভয়ের ( শক্তি ও শক্তিমানের ) ভেদ-  
 বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপত ভেদ না থাকিলেও কেবল কার্যত  
 ভেদমাত্র এইটী বাহার অল্পভূত হয়, সেই তত্ত্বজ পুরুষই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ  
 নাই ॥ ৩ ॥ একটা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু আছেন তিনি নিত্য সনাতন স্বরূপ হইলেও সৃষ্টিকাল  
 উপস্থিত হইলে তিনিই দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ যেমন একমাত্র দীপ উপাধি-  
 যোগে দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন একমাত্র মুখ, দর্পণরূপ উপাধিযোগে প্রতিবিম্বিত হয়  
 যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধিযোগে দ্বিবিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মায়ার কার্যরূপ  
 স্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই আমাদের ভেদ প্রতীক্ষমান হয় ॥ ৫ ॥ হে ব্রহ্মন্ !



নাহং জী ন পুমাংচ্চাহং ন ক্লীবং সৰ্বসংক্ষেপে ।  
 সর্গে সতি বিভেদঃ স্তাৎ কল্পিতোহয়ং ধিয়া পুনঃ ॥ ৭ ॥  
 অহং বুদ্ধিরহং শ্রীশ্চ ধৃতিঃ কীর্তিস্থিতিঃ স্মৃতিঃ ।  
 শ্রদ্ধা মেধা দয়া লজ্জা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রমাক্রমা ॥ ৮ ॥  
 কাস্তিঃ শাস্তিঃ পিপাসা চ নিদ্রা তন্দ্রা জরাজরা ।  
 বিদ্যাবিদ্যা স্পৃহা বাঙ্ক্ষা শক্তিচ্চাশক্তিরেব চ ॥ ৯ ॥

লীনং ভবতি মায়া চ প্রসঙ্গসমস্তপ্রপঞ্চা ব্রহ্মভেদেন তিষ্ঠতি । তদা নিস্তরঙ্গসমুদ্রকল্পঃ ব্রহ্ম-  
 নিরীহঃ তথৈব তিষ্ঠতি । যদধিকৃত্যোচ্যতে । নাসদাসীন্মো সদাসীতদানীং নাসীদ্রজো নো-  
 ব্যোমাপরো যদিত্যাদি তুচ্ছেনাথ পিহিতমিত্যন্তম্ । পরিপক্ষেণ হু কৰ্ম্মসু তত্তৎকালকৰ্ম্ম-  
 বশাৎ ক্ষেত্রস্থং বীজং যথোচ্ছুনং ভবতি তত্রৈবাত্মৈতং নিরীহং ব্রহ্মাপি কালকৰ্ম্মবশাতুচ্ছুনং  
 ভবতি । পশ্চাদকুরন্ততঃ শাখাস্তাভ্যঃ পত্রাণি ততঃ পুংসং ততঃ ফলমেবমেব ক্ষেত্রবীজবদ-  
 জাপি মায়াবীজাদকুরাদিকং জায়তে । স চোচ্ছুনতাদিপরিণামো মায়ায়া এব ন ব্রহ্মগন্তস্ত  
 নিরবয়বত্বান্মায়ায়াশ্চ সাবয়বত্বাৎ পরিণামে সাবয়ববস্তন এবাপেক্ষণাৎ । ব্রহ্ম তু বিবর্তোপা-  
 দানং তদ্বিনা মায়ায়াঃ সত্ত্বাকুর্ভ্যোৰভাবেন পরিণামাযোগাৎ । তথাচ মায়ায়াঃ তৎকার্য্যে  
 চ ব্রহ্মণোহনুসৃত্বাদবাস্তো মায়াভেদাস্তাবস্ত এব ব্রহ্মণো ভেদাঃ সর্গার্থং জাতা ইতি ।  
 যদৈবং জাতং তদা হৈববিধৌ সতি দৃশ্যাদৃশ্যভেদোহপি সৰ্ব্বথা জাতঃ ॥ ৬ ॥

তথাচাহং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যেব ন পুরুষরূপা ক্লীবরূপা বা ন বা জীকপেত্যাহ । নাহং  
 জীতি । সৰ্ব্বসংক্ষেপে প্রলয়ে ইদং কিমপি নাস্তি অহং পুরুষো বা জীবেতি পুনঃ সর্গে সতি  
 জীবানুগ্রহার্থময়ং ভেদো ময়া ধিয়া স্বরূপাশ্রয়িকয়া কল্পিতঃ ॥ ৭ ॥

অনাদি ও অনন্তরূপে প্রবহমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অভূক্ত কৰ্ম্ম  
 সমুদয় জগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্নভাবে উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া,  
 সুমন্ত প্রপঞ্চরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিঃশেষে গ্রাস করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদে অবস্থান করে,  
 তখন ব্রহ্মবস্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের স্থায় নিরীহভাবে অবস্থিতি করে । তদনন্তর জীবের সেই কৰ্ম্ম  
 কালযোগে পরিপক্ব হইলে ক্ষেত্রস্থিত বীজের স্থায় সেই নিরীহ ব্রহ্মবস্ত কাল ও কৰ্ম্মবশে উচ্ছুন  
 হইয়া থাকে, সেই জন্ত মায়া সংকোভ প্রাপ্ত হয় তদনন্তর কৰ্ম্মবীজযুক্ত সেই মায়া  
 হইতেই ব্রহ্মের অন্তর পত্র পুংস ফলাদির স্থায় এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইতে থাকে ।  
 ইহাতে মায়া ও মায়ার কার্য্য পরব্রহ্ম অনুসৃত থাকেন, অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার বস্ত  
 প্রকার ভেদ হয় ব্রহ্মবস্তরও ততপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে । যখন এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন  
 উক্তরূপে বৈধভাবে প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সৰ্ব্বথা প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥  
 পদ্মাসন ! একমাত্র প্রলয়কালে আমি, জী বা পুরুষ নহি এবং ক্লীবও নহি, কেবল সৃষ্টি  
 কালেই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ পদ্মজগন্ ! আমিই বুদ্ধি,  
 আমিই শ্রী এবং আমিই ধৃতি, কীর্তি, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রমা,  
 অকাস্তি, কাস্তি ও শাস্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজরা এবং আমিই

বস। মজ্জা চ ত্বক্ চাহং দৃষ্টির্বাগ্ননৃত্য নৃত্য ।

পর। মধ্য। চ পশ্যন্তী নাভ্যোহহং বিবিধান্চ যাঃ ॥ ১০ ॥

কিং নাহং পশ্য সংসারে মদ্বিযুক্তং কিমস্তি হি ।

সর্বমেবাহমিত্যেবং নিশ্চয়ং বিদ্ধি পদ্মজ ! ॥ ১১ ॥

এতৈশ্চৈব নিশ্চিতৈ রূপৈর্বিহীনং কিং বদস্ব মে ।

তস্মাদহং বিধে ! চান্মিস্তর্গে বৈ বিততাভবম্ ॥ ১২ ॥

নূনং সর্বেষু দেবেষু নানানামধরা হুহম্ ।

ভবামি শক্তিরূপেণ করোমি চ পরাক্রমম্ ॥ ১৩ ॥

গৌরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা ।

বারুণী চাথ কোবেরী নারসিংহী চ বাসবী ॥ ১৪ ॥

উৎপন্নেষু সমস্তেষু কার্ষেযু প্রবিশামি তান্ ।

করোমি সর্বকার্য্যানি নিমিত্তং তং বিধায় বৈ ॥ ১৫ ॥

ভেদানামানন্তোহপ্যদাহরণার্থং কাংশ্চিভেদানাহ। অহবুদ্ধিরিতি ॥ ৮—১০ ॥

সর্বমেবাহমিতি । একোহং বহুভাং প্রজারেষ ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষপ ঈদৃশ ইতি ক্রতে-  
শ্চায়াবিশিষ্টং বুদ্ধৈব সূক্ষ্মাকারেণ ভাসত ইতি মদ্বিযুক্তং বস্ত কিমস্তি নৈবাস্তীত্যর্থঃ । যদি  
শ্রুতর্হি তদ্বক্ষ্যাপুত্রোপমমদেব শ্রাদিতি ॥ ১১ ॥

বিততা ব্যাপিকা ॥ ১২—১৪ ॥

প্রবিশামি তানিতি । তৎস্বষ্টা তদেবানুপ্রাবিশদিতিক্রতেঃ । তান্ পদার্থানিত্যর্থঃ ।  
অনেন চান্তর্যামিৎ ভগবত্যা শ্রুতোকৃতম্ । নিমিত্তং তমিতি । স করোতীতি তং পুরুষং  
নিমিত্তমাত্রং বিধায়াহমেব সর্বং করোমীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাহ্যা, শক্তি ও অশক্তি এবং আমিই বস।, মজ্জা, ত্বক্, দৃষ্টি ও সত্য-  
মত্য বাক্য এবং আমিই পর। মধ্য। ও পশ্যন্তী প্রভৃতি সাক্ষিক্রকোট সংখ্যক নাড়ী-  
রূপিণী ॥ ৮—১০ ॥ বিধাতঃ ! আমি সংসারে কোন্ বস্ত নহি ? আমি। হইতে বিযুক্ত হইয়া  
কোন্ বস্ত বিদ্যমান থাকিতে পারে ? কলতঃ আমিই এই প্রপঞ্চময় সংসারে অধিল বস্তরূপে  
বিদ্যমান রহিয়াছি ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিও ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মন্ ! আমার এই সকল নিত্যকারণ  
দ্বারা বিহীন হইয়া কোন্ বস্ত থাকিতে পারে ? তাহা তুমি আমাকে বল ; কলত কোনস্থলে  
ও তাহা দৃষ্ট হয় না, অতএব আমি এই অধিল সংসারের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহি-  
য়াছি ॥ ১২ ॥ আমি নিশ্চয়ই নানানাম দ্বারা পূর্বক শক্তিরূপে সমস্ত দেবগণে অবস্থিতি করিয়া  
পরাক্রম ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥ কমলাসন ! আমি শঙ্করে গৌরী, ব্রহ্মার  
ব্রাহ্মী, রুদ্রদেবে রৌদ্রী, বরাহে বারাহী, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী, শিবে শিবা, বরুণে বারুণী, কুবেরে  
কোবেরী, নরসিংহে নারসিংহী এবং ইন্দ্রে ইন্দ্রানী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ১৪ ॥  
বস্তজাতমাত্রেরই উৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পদার্থ মধ্যেই আমি অনুপ্রবিষ্ট হই কলতঃ সেই

জলে শীতা তথা বহুবৌধ্যং জ্যোতির্দিবাকরে ।  
 নিশানাথে হিমা কামং প্রভবামি যথা তথা ॥ ১৬ ॥  
 ময়া ত্যক্তং বিধে ! নুনং স্পন্দিতুং ন ক্রমং ভবেৎ ।  
 জীবজাতঞ্চ সংসারে নিশ্চয়োহয়ং বুবে হুয়ি ॥ ১৭ ॥  
 অশক্তঃ শঙ্করো হস্তং দৈত্যান্ কিল ময়োজ্জ্বিতঃ ।  
 শক্তিহীনং নরং বুতে লোকশ্চৈবাতি দুর্বলম্ ॥ ১৮ ॥  
 রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাঃ কিল ।  
 শক্তিহীনং যথা সর্বৈ প্রবদন্তি নরাধমম্ ॥ ১৯ ॥  
 পতিতঃ স্থলিতো ভীতঃ শাস্তঃ শত্রুবশস্ততঃ ।  
 অশক্তঃ প্রোচ্যতে লোকে নারুদ্রঃ কোহপি কথ্যতে ॥ ২০ ॥  
 তদ্বিক্রি কারণং শক্তির্যথা ত্বং চ সিন্ধুক্ষসি ।  
 ভবিতা চ যদা যুক্তঃ শক্ত্যা কৰ্ত্তু তদাখিলম্ ॥ ২১ ॥  
 তথা হরিস্তথা শম্ভুস্তথেন্দ্রোহথ বিভাবস্থঃ ।  
 শশী সূর্যো যমস্তথৈব রুগ্নঃ পবনস্তথা ॥ ২২ ॥  
 ধরা স্থিরা তদা ধৰ্ত্তুং শক্তিয়ুক্তা যদা ভবেৎ ।  
 অন্যথা চৈদশক্তা স্মাৎ পরমাণোশ্চ ধারণে ॥ ২৩ ॥

হিমা শীতলা চন্দ্রিকেত্যর্থঃ ॥ ১৬—২৪ ॥

পুরুষকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আমি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকি ॥ ১৫ ॥ পরমেষ্ঠিন্ !  
 আমি সলিলে শৈত্য; অনলে উষ্ণতা, দিবাকরে জ্যোতিঃ ও নিশাকরে শীতলচন্দ্রিকা ; ব্রহ্মন্-  
 এইরূপে আমি সর্ব বস্তুতেই অবস্থিত হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥  
 আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, এই সংসারে জীবসমূহ শক্তিবহীন হইলে কদাচ  
 নড়িতেও সমর্থ হয় না ॥ ১৭ ॥ অধিক কি শঙ্করও আমা কর্ত্ত্বক পরিত্যক্ত হইলে দৈত্য বিনাশে  
 সমর্থ হয় না । আর দেখ লোক সকল দুর্বল ব্যক্তিকে শক্তিহীনই বলিয়া থাকে । কিন্তু  
 রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন এরূপ কেহই বলে না ॥ ১৮—১৯ ॥ পতিত, স্থলিত, ভীত, শাস্ত ও শত্রুর  
 বশতাপন্ন মানবগণকে লোকে অশক্ত ( শক্তিহীন ) বলিয়া থাকে কিন্তু এ ব্যক্তি “রুদ্র-  
 হীন” এরূপ ত কেহ কখনই বলে না ॥ ২০ ॥ অতএব, তুমি যদ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক,  
 সেই শক্তিকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবে । তুমি যখন শক্তিয়ুক্ত হইবে তখনই  
 অখিলের সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে । হরি, শম্ভু, রুদ্র, বিভাবস্থ, সূর্য্য,  
 শশধর, শমন, বিশ্বকর্মা, বরুণ ও পবন প্রভৃতি দেবতাগণ শক্তিয়ুক্ত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য-



তথা শেষস্তথা কূৰ্মো য়েহন্তে সৰ্কে চ দিগ্গজাঃ ।

মদ্যুক্তা বৈ সমৰ্থাশ্চ স্থানি কার্যাণি সাধিতুম্ ॥ ২৪ ॥

জলং পিবামি সকলং সংহরামি বিভাবন্তুম্ ।

পবনং স্তম্ভয়াম্যদ্য যদিচ্ছামি তথাচরম্ ॥ ২৫ ॥

তদ্বানাকৈব সৰ্কেষাং কদাপি কমলোদ্ভব ! ।

অসতাং ভাবসন্দেহঃ কৰ্তব্যো ন কদাচন ॥ ২৬ ॥

কদাচিৎ প্রাগভাবঃ স্তাৎ প্রধ্বংসভাব এব বা ।

মুৎপিণ্ডেষু কপালেষু ঘটভাবো যথা তথা ॥ ২৭ ॥

যদিচ্ছামীতি । যদ্যদিচ্ছামি তন্তং সৰ্কং স্বাতন্ত্র্যেণ করোমি ন মন্তোহন্তঃ কোহপ্যন্তী-  
ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নহু যদি স্বমেব সৰ্কস্বরূপা তর্হি তব নিরন্তরং বিদ্যমানত্বাৎ সৰ্কপ্রপঞ্চস্তাপি বিদ্যমানতা-  
স্ত্যবেতি জগৎ ময়োৎপাদ্যতে ইতি তব বচনং ন সঙ্গচ্ছেত । অথচ যদি স্বৎসকাশা-  
স্বতোহতিরিক্তমেব জগদপূৰ্ব্বমুৎপদ্যত ইতি মতম্ তদা স্বঃ সৰ্করূপাসীতি বচনং ন সঙ্গচ্ছে-  
তেতিশঙ্কাঃ নিরাকর্তুমাহ । তদ্বানাং চৈবেতি । হে ব্রহ্মন্ ! সৰ্কেষাং তদ্বানামসতাং ভাবসন্দেহ  
উৎপত্তিসন্দেহঃ কদাপি নৈব কৰ্তব্যঃ । অসত উৎপত্তাদ্যাশ্রয়ত্বাযোগাৎ । ন হসন্ বক্ষ্যা-  
পুত্র উৎপত্তাদ্যাশ্রয়ো ভবতি । কিন্তু সঙ্গপেণ সতাং বিদ্যমানানামেব তদ্বানামুৎপত্তি-  
রिति জানীহি ॥ ২৬ ॥

নহু তর্হি সতাং বিদ্যমানানাম্ তদ্বানামুৎপত্তাদ্যাশ্রয়ত্বমপি ন সম্ভবতীতি চেদাবির্ভাব-  
তিরোভাবাবেব সংকার্যবাদে উৎপত্তিপ্রত্যয়ৌ নাভ্যাবিত্যাহ । কদাচিদিতি । যথাবিদ্য-

সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২১—২২ ॥ যখন শক্তিসমবিত হয় তখনই ধরাদেবী স্থির  
থাকিয়া বিবিধ জীব নিবহ সম্বলিত পদার্থ সমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নতুবা একটা  
পরমাণু মাত্র ধারণ করিতে ও সমর্থ হয় না ॥ ২৩ ॥ সেইরূপ শেষ নাগ, কূৰ্ম ও দিগ্গজগণ  
এবং অস্ত্রান্ত সকলেই মদ্যুক্ত (শক্তিবিশিষ্ট) হইয়া স্ব স্ব কার্যসাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৪ ॥  
ব্রহ্মন্ ! আমি যাহা যাহা ইচ্ছা করি তৎসমুদায়ই স্বাতন্ত্র্যভাবে সম্পাদন করিয়া থাকি,  
আমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত জল ও অনলের সংহার করিতে এবং সমীরণকেও স্তম্ভিত করিতে  
পারি ॥ ২৫ ॥ কমলাসন ! এই অখিল বিশ্বমণ্ডল অনাদি ও অনন্তরূপে নিরন্তর প্রবাহমান  
রহিয়াছে, “আপনি তবে কিরূপে ইহার উৎপাদন করিতেছেন ?” এইরূপে সমস্ত অসৎ  
পদার্থের ভাব সন্দেহ অর্থাৎ উৎপত্তির প্রতি সংশয় কদাচই কৰ্তব্য নহে, যেহেতু উৎপত্তি  
প্রভৃতির আশ্রয়াযোগত্ব (আশ্রয়ের অসংযোগ) অসৎ পদার্থের অমুৎপত্তির প্রতি কারণ  
বিদ্যমান রহিয়াছে । দেখ বক্ষ্যাপুত্র এবং শলবিষাণ ও আকাশকুসুম প্রভৃতির উৎপত্তির  
আশ্রয়যোগ সম্ভব হইতে পারে না কিন্তু সংরূপে বিদ্যমান পদার্থ সমূহেরই উৎপত্তি সম্ভব  
হইয়া থাকে, অতএব এই জগৎ ভিন্ন, ঋক্ষাদির জ্ঞান অস্ত্র পদার্থের উৎপত্তির প্রতি  
সন্দেহ, তুমি একবারেই পরিত্যাগ কর ॥ ২৬ ॥ যদি বল, তবে সংপদার্থ সমূহের উৎপত্তি

অদ্যা ত্র পৃথিবী নাস্তি ক গতেতি বিচারণে ।

সঞ্জাতা ইতি বিজ্ঞেয়া অস্তাস্তু পরমাণবঃ ॥ ২৮ ॥

শাশ্বতং কণিকং শূন্যং নিত্যানিত্যং সর্কর্তৃকম্ ।

অহঙ্কারাগ্রিমঞ্চৈব সপ্তভেদৈর্কিবিক্রিতম্ ॥ ২৯ ॥

গৃহাণাজ ! মহত্ত্বমহঙ্কারস্তদুদ্ভবঃ ।

ততঃ সর্বানি ভূতানি রচয়স্ব যথা পুরা ॥ ৩০ ॥

মানশ্চৈব ঘটস্ত মৃৎপিণ্ডেবভাবঃ প্রাগভাব আবির্ভাবজনকঃ । যথা বা কপালেষু ঘটাদেবিদ্যা-  
মানশ্চৈবভাবঃ প্রধ্বংসাতাবস্তিরোভাবজনকঃ । তথৈব কারণাত্মনা বিদ্যমানানান্তত্বানা-  
মাবির্ভাবতিরোভাবাবেবোৎপত্তিপ্রলয়ো নাস্ত্যাবিতি ন সংকারণবাদে সর্বাত্মকং মম ব্যাহত-  
মিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

অত্র সংকার্যবাদেহুদ্ভবমাহ । অদ্যাত্রেতি । অদ্যা ত্র পৃথিবী ঘটরূপা নাস্তি ধ্বংসে  
সতি সা ক গতেতি বিচারণে সতি লোকা অস্তা ঘটরূপায়াঃ পৃথিব্যাঃ পরমাণবো জাতা  
ইতি বদন্তি । তথাচ পরমাণুরূপেণ ঘটস্ত বিদ্যমানতাস্ত্যেবেতি লোকসিদ্ধে এব সংকার্যবাদ  
ইতি ॥ ২৮ ॥

ইখং ভগবতুপদিষ্টাজ্ঞাপয়তি । শাশ্বতমিতি । শাশ্বতমিত্যাদিপরম্পরবিক্রদ্ধবিশেষণে-  
নহত্ত্বস্তাপি মারাজজ্ঞাননির্কচনীয়ত্বং সূচিতম্ । অহঙ্কারাত্মাণ্ডে প্রথমতো ভবং সপ্ত-  
ভেদৈর্দর্শনদাতাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তভেদৈর্কৈবিক্রিতম্ । মহত্ত্বাদেবভাবঃ  
তত্বানাং সত্বাৎ স্বস্তাপি স্বাত্তর্ভাববিবক্ষয়া সপ্ততোক্তিঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

প্রভৃতির আশ্রয়যোগত্বেরও সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহা তুমি বলিতে পার না যেহেতু সংপদার্থ  
সমূহের কার্যবিচারে আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় নামে কথিত হয়, উহা  
অস্ত আর কিছুই নহে । তুমি বিচার করিয়া দেখ, মৃৎপিণ্ডে সংপদার্থরূপ ঘটের প্রাগভাব  
বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই আবার ঘটের আবির্ভাবের কারণ, আর কপাল সকলেও  
ঘটের প্রধ্বংসাতাব বিদ্যমান, কিন্তু সেই প্রধ্বংসাতাবই আবার ঘটের তিরোভাবের  
জনক হইয়া থাকে । সেইরূপে কারণাত্মক সংপদার্থ সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবই  
উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । অতএব ব্রহ্মন্ ! কারণ বিচারেও আমার  
সর্বাত্মকত্ব অব্যাহতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে । তাহাতে তোমার সন্দেহের অবসর  
কিছুই নাই ॥ ২৭ ॥ পদ্মাসন ! সংকার্য বিচারে এইরূপ অহুত্ব হয় যে এখন এখানে  
ঘটরূপা পৃথিবী নাই যদি তাহার ধ্বংস হইল তবে সেই মৃত্তিকা কোথায় গেল এইরূপ  
বিচারে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঘটরূপা পৃথিবী পরমাণুরূপে পরিণত হইয়া  
রহিয়াছে ॥ ২৮ ॥ পরমেষ্ঠিন্ ! নিত্য স্থিতিশীল ও কণহায়ী, অমূর্ত প্রভৃতি নিত্যানিত্য  
পদার্থ সমূহই সর্কর্তৃক অর্থাৎ কারণ অস্ত্র জানিবে ; কিন্তু অহঙ্কার সেই সমস্ত পদার্থের  
মধ্যে অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয় । এইরূপে মহাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতির সপ্ত  
প্রকার ভেদ মাত্র, তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রে প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে

ব্রহ্মস্থানি ধিক্যানি বিরচ্য নিবসন্ত বঃ ।  
 স্থানি স্থানি চ কার্য্যানি কুর্বন্ত দৈবভাবিতাঃ ॥ ৩১ ॥  
 গৃহাণেমাং বিধে ! শক্তিং সুরূপাং চাক্রহাসিনীম্ ।  
 মহাসরস্বতীং নারী রজোগুণযুতাং বরাম্ ॥ ৩২ ॥  
 শ্বেতাস্বরধরাং দিব্যাং দিব্যভূষণভূষিতাম্ ।  
 বরাসনসমারুঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীম্ ॥ ৩৩ ॥  
 এষা সহচরী নিত্যং ভবিষ্যতি বরাদ্ভনা ।  
 মাভয়ংস্থা বিভূতিং মে মত্বা পূজ্যতমাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৪ ॥  
 গচ্ছ ত্বমনয়া সার্কং সত্যলোকং ব্রজাশু বৈ ।  
 বীজাচ্চতুর্বিধং সর্বং সমুৎপাদয় সাম্প্রতম্ ॥ ৩৫ ॥  
 লিঙ্গকোশাশ্চ জীবৈস্তৈঃ সহিতাঃ কৰ্ম্মভিস্তথা ।  
 বর্তন্তে সংস্থিতাঃ কালে তান্ কুরু ত্বং যথা পুরা ॥ ৩৬ ॥  
 কালকৰ্ম্মস্বভাবার্থৈঃ কারণৈঃ সকলং জগৎ ।  
 স্বভাবস্বগুণৈর্যুক্তং\* পূৰ্ব্ববৎ সচরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতঃ পরমশ্রীং স্থানান্তবস্তো ব্রহ্মস্থানি নির্গত্য চেদং কুর্বন্তিত্যাহ । ব্রহ্মস্থিতি । দৈব-  
 ভাবিতাঃ প্রারকেনোৎপাদিতাঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

বীজান্নহন্তব্যং ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ বীজে কিঙ্কিমস্তি তদ্রাহ লিঙ্গেতি । লিঙ্গশরীরানি কৰ্ম্মজীবসহিতানি সন্তি তানি  
 যথা পুরা পূৰ্ব্ববৎ পৃথক্কর ॥ ৩৬ ॥

অহঙ্কার, তদনন্তর অজ্ঞান সমস্ত ভূতবর্গ, এইরূপে তুমিও পূর্বের ভ্রাতৃ যথাকালে  
 এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিতে থাক ॥ ২৯—৩০ ॥ পিতামহ ! এক্ষণে তোমরা এস্থান  
 হইতে নিজ নিজ আলয়ে গমন কর এবং এইরূপে বিশ্বসংসারের রচনা করিয়া বাস  
 করিতে থাক এবং দৈবভাবিত অর্থাৎ প্রারককর্তৃক উৎপাদিত স্ব স্ব কার্য্য সকল নির্বাহ  
 করিতে থাক ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্ম ! তুমি এই দিব্যরূপা, চাক্রহাসিনী রজোগুণযুতা, শ্বেতা-  
 স্বর ধারিণী, দিব্যভূষণে বিভূষিতা, শ্বেতসরোজবাসিনী, মহাসরস্বতী নারী শক্তিকে, ক্রীড়া-  
 সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই অত্যাশ্রিতা ললনা তোমার প্রিয়-  
 সহচরী হইবেন ; ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে,  
 কদাচই অবমাননা করিবে না ॥ ৩৪ ॥ তুমি ইহার সহিত সত্যলোকে গমন কর এবং  
 এক্ষণে তথায় থাকিয়া মহত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর ॥ ৩৫ ॥  
 লিঙ্গ শরীর সকল জীব ও কৰ্ম্ম সমূহের সহিত মিলিত হইয়া একত্র সংস্থিত রহিয়াছে,



মাননীয়স্তয়া বিষ্ণুঃ পূজনীয়শ্চ সর্বদা ।  
 সত্ত্বগুণপ্রধানত্বাদধিকঃ সর্বতঃ সদা ॥ ৩৮ ॥  
 যদা যদা হি কার্য্যং বো ভবিষ্যতি ছুরত্যয়ম্ ।  
 করিষ্যতি পৃথিব্যাং বৈ অবতারং তদা হরিঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তিৰ্যগ্‌যোনাবধান্ত্র মানুষীং তনুমাত্রিতঃ ।  
 দানবানাং বিনাশং বৈ করিষ্যতি জনার্দনঃ ॥ ৪০ ॥  
 ভবোহয়ং তে সহায়শ্চ ভবিষ্যতি মহাবলঃ ।  
 সমুৎপাদ্য সুরান্ সৰ্বান্ বিহরস্ব যথাস্বখম্ ॥ ৪১ ॥  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা নানাধৰ্ম্মৈঃ সদক্ষিণৈঃ ।  
 যজিষ্যন্তি বিধানেন সৰ্বান্ বঃ সসমাহিতাঃ ॥ ৪২ ॥  
 মম্মামোচ্চারণাং সৰ্ব্বৈ মথেষু সকলেষু চ ।  
 সদা তুণ্ডাশ্চ সন্তুষ্টা ভবিষ্যধ্বং সুরাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

ষামগ্র্যস্তরমাহ । কালকৰ্ম্মস্বভাবাট্যেঃ কারণৈরিতি । এতিঃ কারণৈঃ স্বভাবভূতাঃ  
 স্বগুণাঃ সত্বাদয়ঃ শব্দাদয়শ্চ তৈশ্চ যুক্তং পূৰ্ব্ববৎ কুৰ্ণিত্যর্থঃ । যো যন্ত গুণো বদ্যন্ত প্রারব্ধঃ  
 যো যন্ত ফলভোগন্ত কালো যো যন্ত স্বভাবভূতো গুণস্তস্মিন্ কালে তাদৃশকৰ্ম্মগুণানুরোধেন  
 তাদৃশং ফলং দেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥

মম্মামস্বাহেতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

তুমি যথাকালে পূৰ্ণের জ্ঞায় তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিও ॥ ৩৬ ॥ কাল, কৰ্ম্ম ও  
 স্বভাব এই সকল কারণে স্বভাবভূত স্বগুণ সমূহ অর্থাৎ সত্বাদি ও শব্দাদিগুণ সমস্ত দ্বারা  
 এই অখিল জগৎকে পূৰ্ণের জ্ঞায় সংযুক্ত কর, অর্থাৎ বাহ্যর যেরূপ গুণ, বাহ্যর যে  
 প্রারব্ধ কৰ্ম্ম, বাহ্যর যে ফলযোগের কাল, বাহ্যর যেরূপ স্বভাব ভূতগুণ, সেইকালে তুমি  
 সেইরূপ গুণ ও কৰ্ম্মানুরোধে তাহাদিগকে ফল প্রদান করিও ॥ ৩৭ ॥ এই বিষ্ণু সত্ত্বগুণ-  
 প্রধান, অতএব তোমা অপেক্ষা সততই সৰ্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সেই কারণে তুমি ইহঁদের সৰ্ব্ব-  
 দাই সম্মান ও পূজা করিও ॥ ৩৮ ॥ যখন যখন তোমাদের ছকর কার্য্য উপস্থিত হইবে  
 তখন এই হরি সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইবে ॥ ৩৯ ॥ এই জনা-  
 র্দন তিৰ্যগ্‌যোনি অথবা মানবকোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হৃদীকৃত দানবদিগের বিনাশ  
 সাধন করিবে ॥ ৪০ ॥ এই মহাবল মহাদেব তোমার সহায় হইবে ; তুমি যথাকালে সুর-  
 গণকে উৎপাদিত করিয়াই যথাস্থখে বিহার করিতে থাকিবে ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং  
 বৈশ্যগণ, সমাহিতচিত্তে নানাবিধ সদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাদের তৃপ্তি সাধন  
 করিবে ॥ ৪২ ॥ সমস্ত যজ্ঞেই আমার স্বাহা নাম উচ্চারণ হেতু তোমরা সমস্ত দেবতাই

শিবশ্চ মাননীয়ৌ বৈ সৰ্বথা যন্তমোক্ষণঃ ।  
 যজ্ঞকার্যেষু সৰ্বেষু পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 যদা পুনঃ সুরাণাং বৈ ভয়ং দৈত্যাস্ত্রবিষ্যতি ।  
 শক্তয়ো মে তদোৎপন্ন৷ হরিষ্যন্তি স্ত্রবিগ্রহাঃ ॥ ৪৫ ॥  
 বারাহী বৈষ্ণবী-গৌরী নারসিংহী শচী শিবা ।  
 এতান্শাস্ত্রাশ্চ কার্য্যানি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব ! ॥ ৪৬ ॥  
 নবাক্ষরমিমং মন্ত্রং বীজধ্যানযুতং সদা ।  
 জপন্ সৰ্বানি কার্য্যানি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব ! ॥ ৪৭ ॥  
 মন্ত্ৰাণামুত্তমোহয়ং বৈ ত্বং জানীহি মহামতে ! ।  
 হৃদয়ে তে সদা ধার্যুঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা মাং জগন্মাতা হরিং প্রাহ শুচিস্মিতা ।  
 বিষ্ণো ! ব্রজ গৃহাণেমাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 সদা বক্ষঃস্থলে স্থানে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ।  
 ক্রীড়ার্থং তে ময়া দত্তা শক্তিঃ সৰ্বার্থদা শিবা ॥ ৫০ ॥

এতান্শাস্ত্রাশ্চৈত্যস্ত হরিষ্যন্তীতি পূৰ্বেণাবয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

নবাক্ষরমিমং মন্ত্রমিতি । স চ হুর্গায় নবর্ণঃ প্রসিদ্ধঃ । এতদ্বিধানং নবমঙ্করাস্ত্রমা-  
 ধ্যানে বক্ষ্যতি ॥ ৪৭—৫৫ ॥

সতত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে ॥ ৪৩ ॥ তমঃপ্রধান মহাদেবও সকলের মাননীয়,  
 অতএব সমস্ত যজ্ঞ কার্য্যেই যত্নপূৰ্ব্বক ইহার পূজা করা কর্তব্য ॥ ৪৪ ॥ প্রজাপতে !  
 যখন দৈত্য হইতে দেবগণের ভয় উৎপন্ন হইবে তখন বারাহী, বৈষ্ণবী, গৌরী, নারসিংহী,  
 সদাশিবা এই সকল এবং অন্যান্য আমার বিভূতিরূপা শক্তি সকল মিলিত হইয়া অত্যাশ্রম  
 বিগ্রহধারণ পূৰ্ব্বক উৎপন্ন হইয়া সেই ভয় হরণ করিবে ; অতএব ব্রহ্মন্ ! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া  
 যথাস্থখে আপনার কর্তব্য সমুদায় সম্পাদন করিতে থাকিবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ পদ্মজয়ন্ ! তুমি  
 বীজ ও ধ্যান সমন্বিত এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিও ।  
 মহামতে ! এই মন্ত্র সমস্ত মন্ত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত  
 সৰ্বদাই ইহা হৃদয়ে ধারণ করা কর্তব্য ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নারিদ ! জগন্মাতা ভগবতী, আমাকে এইরূপ বলিয়া দ্বিষৎ হস্ত সহকারে ভগবান্  
 হরিকে কহিলেন, বিষ্ণো ! এই মনোরমা মহালক্ষ্মীকে গ্রহণ কর, এই কল্যাণরূপিণী সততই  
 তোমার বক্ষঃস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই, তোমার বিহারের নিমিত্তই এই

ত্বয়েয়ং নাবমস্তব্য। মাননীয়া চ সর্বদা ।

লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যোহয়ং যোগো বৈ বিহিতো ময়া ॥ ৫১ ॥

জীবনার্থং কৃত্য যজ্ঞা দেবানাং সর্বথা ময়া ।

অবিরোধেন সততং বর্জিতব্যং ত্রিভিঃ সদা ॥ ৫২ ॥

ত্বং চ বেধাঃ শিবস্তেতে দৈবমদগুণসম্ভবাঃ ।

মান্তাঃ পূজ্যাস্চ সর্বেষাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

যে বিভেদং করিষ্যন্তি মানবা মূঢ়চেতসঃ ।

নিরয়ং তে গমিষ্যন্তি বিভেদান্নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

(যো হরিঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্ যঃ শিবঃ স স্বয়ং হরিঃ ।

এতয়োর্ভেদমাতিষ্ঠন্নরকায় ভ্রমেরঃ ॥ ৫৫ ॥)

তথৈব অহিণো জ্ঞেয়ো নাত্ৰ কার্য্য। বিচারণা ।

অপরো গুণভেদোহস্তি শূণু বিক্ষো ! ব্রবীমি তে ॥ ৫৬ ॥

মুখ্যঃ সত্ত্বগুণস্তেহস্ত পরমাত্মবিচিন্তনে ।

গৌণত্বেহপি পরো খ্যাতো রজোগুণতমোগুণো ॥ ৫৭ ॥

অপরো গুণভেদোহস্তীতি । যুগং তত্ত্বংকার্য্যেযু তত্ত্বগুণযুক্তা ভবিতারঃ । অস্ত্রকার্য্যেযু  
অস্ত্রগুণযুক্তা ইতি গুণত্রয়াত্মকত্বমেব সর্বেষামিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

যদা যো গুণো মুখ্যস্তদাত্তো গুণো গৌণত্বে অবস্থিতো জ্ঞাতাম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

সর্কার্থসিদ্ধি প্রদায়িনী মহালক্ষ্মীকে তোমাংরে অর্পণ করিলাম ॥ ৪৯—৫০ ॥ তুমি সর্বদাই  
ইহার সম্মান করিবে কদাচ অবমাননা করিও না । জনার্দন ! আমি জগতের হিত  
সাধনের নিমিত্তই এই লক্ষ্মীনারায়ণ নামক কল্যাণকর যোগ সংবিধান করিয়াছি ॥ ৫১ ॥  
দেবতাদিগের জীবন ধারণের নিমিত্ত আমি যজ্ঞ ক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছি ; পরন্তু, তোমরা  
তিনজনে সর্বদাই মিলিত থাকিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য সম্পাদন করিবে । তুমি,  
বিধাতা ও শঙ্কর এই তিনজন আমার তিনটি গুণসম্বৃত দেবতা, অতএব তোমরা এই  
সংসারের মাননীয় ও পূজনীয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫২—৫৩ ॥ যে মূঢ়বুদ্ধি মানব  
তোমাদিগের ভেদ করনা করিবে তাহারা যে নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে তাহাতে আর  
সংশয় নাই ॥ ৫৪ ॥ যে হরি সেই সাক্ষাৎ শিব, যে শিব সেই স্বয়ং হরি, যে নর এই  
উভয়ের ভেদ করনা করিবে, সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে ॥ ৫৫ ॥ যে রূপ হরি ও  
হরে ভেদ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মার সহিতও হরি হরের কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিও ।  
রম্যপটে ! তবে অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ে গুণভেদ আছে, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ  
কর ॥ ৫৬ ॥ পরমাত্মার ধ্যান বিষয়ে তোমাতে স্তম্বরূপে সত্ত্বগুণ অবস্থিতি করক,



লক্ষ্ম্যা সহ বিকারেষু নানাভেদেষু সর্বদা ।  
 রজোগুণযুতো ভূত্বা বিহরস্বানয়া সহ ॥ ৫৮ ॥  
 বাগবীজং কামরাজঞ্চ মায়াবীজং তৃতীয়কম্\* ।  
 মন্ত্ৰোহিয়ং ত্বং রমাকান্ত ! মদন্তঃ পরমার্থদঃ ॥ ৫৯ ॥  
 গৃহীত্বা জপ তং নিত্যং বিহরস্ব যথাস্থখম্ ।  
 ন তে মৃত্যুভয়ং বিষ্ণো ! ন কালপ্রভবং ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥  
 যাবদেষ বিহারৌ মে ভবিষ্যতি স্তনিশ্চয়ঃ ।  
 সংহরিষ্যাম্যহং সর্বং যদা বিশ্বং চরাচরম্ ।  
 ভবন্তোহপি তদা নুনং ময়ি লীনা ভবিষ্যথ ॥ ৬১ ॥  
 স্মৰ্তব্যোহিয়ং সদা মন্ত্রঃ কামদো মোক্ষদস্তথা ।  
 উদগীতেন চ সংযুক্তঃ কৰ্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৬২ ॥  
 কারয়িত্বাথ বৈকুণ্ঠং বস্তব্যং পুরুষোত্তম ! ।  
 বিহরস্ব যথাকামং চিন্তয়ন্মাং সনাতনীয় ॥ ৬৩ ॥

বাগবীজং কামরাজঞ্চৈতি । অম্বঞ্চ ত্র্যক্ষরো ভুবনেশীমন্ত্ৰো ভুবনেশীসংহিতায়াং প্রসিদ্ধঃ ।  
 ধ্যানপূজাদিযন্ত্রাদিকঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্ ॥ ৫৯—৬০ ॥  
 বিহারঃ ক্রীড়া জগৎসর্জনাদিক্রপা ॥ ৬১ ॥

আর রজোগুণ ও তমোগুণ গৌণরূপে অবস্থিত হউক । নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিকারে এবং  
 লক্ষ্মীর সহিত বিহার বিষয়ে রজোগুণযুক্ত হইয়া উহার সহিত সততই বিহার করিতে  
 থাক ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রমাকান্ত ! আমি তোমাকে বাগবীজ, কামবীজ ও মায়াবীজ এই  
 অক্ষরত্রয় সমন্বিত পরমার্থপ্রদ ভুবনেশ্বরীমন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ পূর্বক নিরন্তর জপ  
 কর এবং যথাস্থখে বিহার করিতে থাক, এই মন্ত্র প্রভাবে তোমার মৃত্যুভয় অথবা কাল-  
 ভয় কিছুই থাকিবে না ॥ ৫৯—৬০ ॥ যখন আমার এই জগৎ সৃষ্টাদিক্রপ লীলা স্তনিশ্চয়  
 রূপে সম্পাদিত হইবে, যখন আমি এই চরাচর বিশ্বের সংহার করিব, তখন তোমরাও  
 আমাতে লীন হইবে সংশয় নাই ॥ ৬১ ॥ পরন্তু, যদি কল্যাণ কামনা থাকে তাহা হইলে  
 নিরন্তর আমার এই কামমোক্ষপ্রদ মন্ত্রে প্রণব সংযুক্ত করিয়া নিরন্তর জপ করিবে ॥ ৬২ ॥  
 পুরুষোত্তম ! তুমি অতঃপর বৈকুণ্ঠপুরী রচনা করাইয়া আমার সনাতনী মূর্তি হৃদয়ে  
 ধারণ পূর্বক যথেষ্টরূপে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৩ ॥

দৈত্যানাং হাতরাকালে তমোগুণযুতঃ সদা । বিন্যসঃ বোরূপাণাং কৰ্ত্তা বৈ ত্বং ময়া কৃতঃ ॥  
 গৃহাণেৎ মহাত্মন ! বাগবীজং পরমং মম । কামরাজং দ্বিতীয়ঞ্চ মায়াবীজং তৃতীয়কম্ ॥  
 ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতু্যক্তা বাসুদেবং সা ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ পরা ।  
নিগুণা শঙ্করং দেবমবোচদমৃতং বচঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবুবাচ ।

গৃহাণ হর ! গৌরীং হং মহাকালীং মনোহরাম্ ।  
কৈলাসং কারয়িত্বা চ বিহরস্ব যথাস্থখম্ ॥ ৬৫ ॥  
মুখ্যস্তমোগুণন্তেহস্ত গৌর্ণো সত্ত্বরজোগুর্ণো ।  
বিহরাস্বরনাসার্থং রজোগুণতমোগুর্ণো ॥ ৬৬ ॥  
তপস্তপ্তুং তথা কর্তুং স্মরণং পরমাত্মনঃ ।  
শৰ্ব্ব ! সত্ত্বগুণঃ শাস্তো গৃহীতব্যঃ সদানঘ ! ॥ ৬৭ ॥  
সৰ্ব্বথা ত্রিগুণা যুয়ং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকাঃ ।  
এভিৰ্বিহীনং সংসারে বস্ত নৈবাত্র কুত্রচিৎ ॥ ৬৮ ॥  
বস্তমাত্রং তু দৃশ্যং সংসারে ত্রিগুণং হি তৎ ।  
দৃশ্যং নিগুণং লোকে ন ভূতং নো ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥  
নিগুণঃ পরমাত্মাসৌ নতু দৃশ্যঃ কদাচন ।  
সগুণা নিগুণা চাহং সময়ে শঙ্করোক্তমা ॥ ৭০ ॥

উদগীথেনেতি । প্রণবেন সংযুক্তোহয়ং ব্রহ্মো জপ্য ইত্যর্থঃ । তথাচ প্রণবাদিচতুরক্ষরো-  
মন্ত্রঃ সম্পন্নঃ ॥ ৬২—৬৯ ॥

সময় ইতি । সৃষ্টাদিসময়ে সগুণা সমাধিসময়ে নিগুণা ॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! যিনি স্বরূপতঃ গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টাদি কার্যের নিমিত্ত  
গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করেন, সেই পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী বাসুদেবকে এইরূপ বলিয়া,  
‘তদনন্তর শঙ্করকে এইরূপ অমৃতময় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে হর ! এই মহাকাল-  
রূপিণী মনোরমা গৌরীকে গ্রহণ কর, তুমি কৈলাসপুরী রচনা করাইয়া তাহাতে ইহার  
সহিত যথাস্থখে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৪—৬৫ ॥ তোমাতে তমোগুণ প্রধানরূপে এবং সত্ত্ব  
ও রজোগুণ গৌণরূপে অবস্থিতি করিবে, তুমি অস্বরগণের বিনাশের নিমিত্ত রজোগুণ ও  
তমোগুণ ধারণ পূর্বক সংসারে বিচরণ করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ বিমলাত্মন ! তপস্চরণ ও  
পরমাত্মার স্মরণ করিবার নিমিত্ত তুমি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া সৰ্ব্বদাই শান্তিপথ অবলম্বন  
করিবে ॥ ৬৭ ॥’ তোমরা সকলেই সৰ্ব্বতোভাবে ত্রিগুণ-সম্বিত হইয়া সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়  
করিতে থাক । হে ঈশান ! এই সংসারে ত্রিগুণ-বিহীন হইয়া কোনও বস্তু  
কোনও স্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারে না । সংসারে যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে,

সদাহং কারণং শব্দো ! ন চ কার্যং কদাচন ।

সগুণা কারণত্বাচ্চৈ নিগুণা পুরুষাস্তিকে ॥ ৭১ ॥

মহত্ত্বমহঙ্কারো গুণাঃ শব্দাদয়স্তথা ।

কার্যকারণরূপেণ সংসরন্তে হুহর্মিশম্ ॥ ৭২ ॥

সদুদ্ভূতত্বহঙ্কারন্তেনাহং কারণং শিবা ।

অহঙ্কারশ্চ মে কার্যং ত্রিগুণোহসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥

সদাহমিতি । অহং হে শব্দো ! কার্যং কদাপি নান্নি মমানাদিসিদ্ধয়েনোৎপত্ত্যভাবাৎ । কিন্তু সর্বকারণরূপৈবাস্মীত্যর্থঃ । নহু নিগুণায়ান্তব কারণত্বমপি কথমিতি চেত্তত্রাহ । নগুণেতি । ন মম সদা নিগুণত্বং কিন্তু পরমাত্মাভিন্নাস্তিহিতগুণত্রয়সাম্যাবস্থায়ামুদ্ভূতগুণাভাবেন নিগুণাহম্ । সৃষ্টাদি দশায়ান্ত সগুণৈবাস্মি । ততশ্চ কারণত্বং ন বিরুদ্ধত ইতি-  
ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

কারণত্বং বিশদয়তি মহত্ত্বমিতি । শব্দাদয়ঃ শব্দস্পর্শাদয়ো গুণা ইত্যর্থঃ । কার্যকারণ-  
রূপেণেতি । পূর্বপূর্বশ্চ কারণত্বমুত্তরোত্তরশ্চ কার্যত্বং তজ্জপেণ সংসরন্তে পরিণমন্ত্যহর্মিশং  
ন কদাচিদিরামোহন্তি ॥ ৭২ ॥

তত্র মহত্ত্বমব্যক্তাৎ কেন ক্রমেণোৎপদ্যতে তত্রাহ । সদুদ্ভূতত্বহঙ্কার ইতি । অহঙ্কারো  
দ্বিবিধঃ । একঃ পরাহঙ্কারূপো দ্বিতীয়ো মহত্ত্বাহংপন্নঃ । পরাহঙ্কারূপশ্চ বৃহদারণ্যকে  
সো বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি বৃত্তিরূপউক্তঃ । তথাচ সৃষ্টিসময়ে যঃ প্রথমো ভাবো ব্যক্তশ্চ পরা-  
বাণীরূপো যমহমস্মীত্যাৎপন্নঃ পরাহঙ্কারূপঃ সোহহঙ্কারঃ সদুদ্ভূতঃ । সদেব সোম্যোদমগ্র  
আসীদিত্যত্রোক্তত্বাৎ সত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ । তেন হেতুনাহমব্যক্তরূপাকারণং পরাহঙ্কা-  
রূপাহঙ্কারন্তেত্যর্থঃ । স চ পরাহঙ্কারূপোহহঙ্কারোহপি মৎকার্যভূতো গুণত্রয়াশ্রকঃ প্রতি-  
ষ্ঠিতোহন্তি । সর্বশ্চৈব পদার্থজাতশ্চ গুণত্রয়াশ্রকত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

তৎসমুদায়ই ত্রিগুণবিশিষ্ট । মহেশ্বর ! দৃশ্য অথচ নিগুণ এমন বস্তু জগতে কখন হয় নাই  
এবং হইবেও না ॥ ৬৮—৬৯ ॥ পরমাত্মা নিগুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না, হে শঙ্কর !  
পরমপ্রকৃতিরূপিণী আমি সৃজনাদির সময় সগুণা আর সমাধি সময়ে নিগুণা হইয়া  
থাকি ॥ ৭০ ॥ শব্দো ! আমি অনাদি, অতএব সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান  
থাকি কার্যরূপ কখনই হই না । শঙ্কর ! আমি যখন কারণরূপিণী হই তখনই সগুণা,  
আর যখন পুরুষ সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অতিব্রতাবে অবস্থান করি, গুণত্রয়ের  
সাম্যাবস্থা হেতু গুণোক্তবের অভাবে তখনই আমি নিগুণা হইয়া থাকি ॥ ৭১ ॥ মহত্ত্বম্,  
অহঙ্কার ও শব্দ স্পর্শাদি গুণসমুদয় ইহারা দিবারাত্রই পূর্ব পূর্ব ক্রমে কারণরূপে এবং  
উত্তরোত্তর ক্রমে কার্যরূপে পরিণত হইয়া সংসার কার্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই  
তাহার বিরাম হয় না ॥ ৭২ ॥ অহঙ্কার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি পরমাহঙ্কাররূপ সংপদার্থ  
হইতে উৎপন্ন, অপরটি মহত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । মহেশ ! আমিই সেই পরাহঙ্কার-  
সংপদার্থরূপিণী ; বিচারতত্ত্ব-নিপুণ পণ্ডিতগণ, সেই পরাহঙ্কাররূপা আমাকেই অব্যক্ত শব্দে  
অভিহিত করিয়া থাকেন, অতএব অধিলের কল্যাণকারিণী আমিই এই জগতের কারণ,



অহঙ্কারান্মহত্ত্ববুদ্ধিঃ সা পরিকীর্তিতা ।

মহত্ত্বং হি কার্য্যং স্মাদহঙ্কারো হি কারণম্ ॥ ৭৪ ॥

তন্মাত্রাণি হ্রহঙ্কারাচ্চুৎপদ্যন্তে সदैব হি ।

কারণং পঞ্চভূতানাং তানি সর্বসমুদ্ভবে ॥ ৭৫ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ ।

মহাভূতানি পঞ্চৈব মনঃ ষোড়শমৈব চ ॥ ৭৬ ॥

কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব গণোহয়ং ষোড়শাত্মকঃ ।

পরমায়া পুমানাদ্যো ন কার্য্যং ন চ কারণম্ ॥ ৭৭ ॥

তথাচাযুক্ত্যং প্রথমং পরাহস্তারূপোহহঙ্কার উৎপন্নস্তৌহঙ্কারান্মহত্ত্বমুৎপন্নমিত্যাহ ।  
অহঙ্কারান্মহত্ত্বমিতি বুদ্ধিঃ সমষ্টিবুদ্ধিরিত্যর্থঃ । এতেন সাংখ্যোক্তং মহত্ত্বমনাপ্রিতং ভবতি ।  
তন্মহত্ত্বং হি কার্য্যম্ অহঙ্কারো হি পরাহস্তারূপস্তম্ মহত্ত্বস্ত কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

তন্মাদহঙ্কারো দ্বিতীয় উৎপন্নস্ত স্মাদহঙ্কারাত্তন্মাত্রাপরপর্য্যায়ানি সূক্ষ্মভূতান্যুৎপন্নানি ।  
দ্বিতীয়াহঙ্কারস্তোৎপত্তিরনেন বাক্যোনার্থাদবোধিতা । কারণং পঞ্চভূতানাং তানীতি । তানি  
সূক্ষ্মভূতানি পঞ্চীকৃতানাং পঞ্চভূতানাং কারণস্তবন্তি । অপঞ্চীকৃতভূতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতপঞ্চ-  
মহাভূতোৎপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ । সর্বপ্রপঞ্চস্ত সমুদ্ভবে উৎপত্তিসময়ে ॥ ৭৫ ॥

তত্র পঞ্চভূতানাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি । মনস্ত পঞ্চভূতানাং  
মিলিতসাত্ত্বিকাংশেভ্যো ভবতি তথা প্রাণোহপি পঞ্চভূতানাং মিলিতরাজসাংশেভ্যো  
ভবতি ॥ ৭৬ ॥

• তত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতানি মনশ্চষোড়শমিত্যেবং কার্য্যমিন্দ্রিয়-  
রূপকারণং মহাভূতরূপং মিলিতায়ং গুণসমুদায়ঃ ষোড়শাত্মকো ভবতি । যদধিকৃত্যোচ্যতে-  
ষোড়শকস্ত বিকার ইতি । এবমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারাস্চোক্তাঃ । সৌহৃদ্যং সর্বোহপি  
পরিণামো মায়ায়া এবং ন পরমাশ্রয় ইত্যাহ । পরমাশ্রয়তি । পরমায়া ন কস্মচিৎ কার্য্যম্ ন  
কস্মাপি কারণমুপাদানং ভবতি । কিন্তু বিবর্তকারণমেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

অহঙ্কার আমার কার্য্য, আমি তাহাকে ত্রিগুণ সমন্বিত করিয়া জগতের কার্য্যসাধনার্থ  
প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৭৩ ॥ সেই পরাহঙ্কার ( সমষ্টি বুদ্ধিত্ব ) হইতে মহত্ত্বের  
উৎপত্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন । অতএব মহত্ত্ব কার্য্য  
এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ ॥ ৭৪ ॥ পরন্তু মহত্ত্বজাত-কার্য্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-  
তন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চীকৃত  
পঞ্চভূতের কারণ হয় । সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি কালে এই পঞ্চতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ  
হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রাজ অংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ঐ তন্মাত্রপঞ্চকের  
পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন এই ষোড়শ  
পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন  
এই কার্য্য সমুদায় মহাভূতরূপ কারণে মিলিয়া ষোড়শাত্মক একটি গণ বলিয়া উক্ত হইয়া

এবং সমুদ্ভবঃ শস্তো ! সর্বেষামাদিসমুদ্ভবে ।

সংক্ষেপেণ ময়া প্রোক্তস্তব তত্র সমুদ্ভবঃ ॥ ৭৮ ॥

ব্রজস্বদ্য বিমানেন কার্যার্থং মম সত্তমাঃ ।

স্মরণাদর্শনস্তৃত্যং দাস্তেহহং বিষমে স্থিতে ॥ ৭৯ ॥

স্মর্তব্যাহং সদা দেবাঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

উভয়োঃ স্মরণাদেব কার্যাসিদ্ধিরসংশয়ম্ ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বিসমর্জ্যাম্মানু দত্ত্বা শক্তিঃ স্মসংস্কৃতাঃ ।

বিষ্ণবেহং মহালক্ষ্মীং মহাকালীং শিবায় চ ॥ ৮১ ॥

মহাসরস্বতীং মহং স্থানান্ত্র্যাদ্বিসর্জিতাঃ ।

স্থলান্তরং সমাসাদ্য তে জাতাঃ পুরুষা বয়ম্ ॥ ৮২ ॥

চিন্তয়ন্তঃ স্বরূপন্তুং প্রভাবং পরমাদৃতম্ ।

বিমানন্তুং সমাসাদ্য সংরুঢ়াস্তত্র বৈ ত্রয়ঃ ॥ ৮৩ ॥

এবং সমুদ্ভব ইতি । আদিসমুদ্ভবে আদিসর্গো ঈশ্বরকৃতসৃষ্টৌ সর্বেষামুদ্ভবো মন্তঃ সকাশা-  
দেবঃ ভবতীতি সংক্ষেপেণাত্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

পূর্বোক্তঃ শ্রীদেব্যা দত্তং মহত্ত্বং গৃহীত্বা চতুর্মুখাদিভিঃ ক্রিয়মাণাব্যষ্টিদেহাদিসৃষ্টি-  
জীবসৃষ্টিঃ । ইখং মহাসৃষ্টিং ব্যাষ্টিসৃষ্টকোক্তানন্তরমাহ । ব্রজস্থিতি বিষমে সঙ্কটে ॥ ৭৯ ॥

ইদানীমুপাসনাস্বরূপমাহ । স্মর্তব্যাহমিতি । পরমাত্মোপাসনায়ামপি ন কেবলং পরমাত্মা  
স্মর্তব্যো মায়াস্তুদভিন্নায়া । বহুশক্তিবন্ত্যক্তুমশক্যাত্তথা শক্ত্যুপাসনায়ামপি ন কেবলা  
শক্তিঃ স্মর্তব্যা । পরমাত্মনস্তদভিন্নস্ত বহুবন্ত্যক্তুমশক্যাত্তস্মান্মায়া বিশিষ্টং ব্রহ্মৈবোভয়ত্র  
দেবতেতি ব্রহ্মোপাসকৈঃ শক্ত্যুপাসকৈশ্চ তদেবোপাস্ত্বৈয়ং জ্ঞেয়ঞ্চৈতি । তদভিপ্রায়েণাহ ।  
উভয়োরিতি সর্বক্ষেদমুপোদ্বাতে স্পষ্টম্ ॥ ৮০—৮১ ॥

থাকে ॥ ৭৫—৭৭ ॥ শস্তো ! আদিপুরুষ সনাতন পরমাত্মা কার্যও নহেন কারণও  
নহেন এই প্রপঞ্চ সমুদয় মায়াই কার্য । আদি সৃষ্টিকালে উক্তরূপে সকলেরই উৎপত্তি  
হইয়া থাকে । মহেশ্বর ! এই আদি সৃষ্টির বিষয় আমি তোমার নিকট সংক্ষেপেই কহি-  
লাম ॥ ৭৮ ॥ হে স্মরসত্তমগণ ! এক্ষণে তোমরা আমার কার্য সাধনের নিমিত্ত বিমানে  
আরোহণপূর্বক গমন কর । সঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবামাত্রই  
দর্শন দিব । দেবগণ ! তোমরা সততই আমার এবং সনাতন পরমাত্মার স্মরণ করিও,  
উভয়ের স্মরণ করিলে কার্যাসিদ্ধি বিষয়ে কিছুমাত্রই সন্দেহ থাকিবে না ॥ ৭৯—৮০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী ভুবনেশ্বরী এই বলিয়া আমাদিগকে সেই দিব্যকান্তিময়ী শক্তি  
সকল প্রদানপূর্বক বিদায় দিলেন । তদনুসারে বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, মহাদেবকে মহাকালী,  
এবং আমাকে মহাসরস্বতী প্রদান করিয়া সেইস্থান হইতে বিসর্জন করিলেন ॥ ৮১—৮২

ন ধীপোহসৌ ন সা দেবী স্থাসিকুস্তধৈব চ ।

পুনর্দৃষ্টং বিমানং বৈ তজ্জান্নাভির্ন চান্মথা ॥ ৮৪ ॥

আসাদ্য তস্মিণ্মিততে বিমানে

প্রাপ্তা বয়ং পঙ্কজসন্নিধৌ চ ।

মহার্ণবে যত্র হতো দুরত্যয়ৌ

মুরারিণা তো মধুকৈটভাখ্যৌ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেব্যা উপদেশদানং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মহং দত্তেতিশেষঃ ॥ ৮২—৮৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

আমরা সেখান হইতে স্থানান্তরে আসিয়া দেবীর স্বরূপ ও অত্যন্ত প্রভাব চিন্তা করিতে করিতে পুনর্বার পুরুষ হইয়া পড়িলাম ॥ ৮৩ ॥ সেই বিমান প্রাপ্ত হইয়া আমরা তিনজনে তাহাতে আরোহণ করিয়া দেখি, সেই মণিদ্বীপ নাই, সেই দেবী নাই, কেবল সেই স্থাসিকুস্তই রহিয়াছে, অনন্তর আমরা সেই বিমান ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না ॥ ৮৪ ॥ আমরা সেই সুবিস্তীর্ণ বিমান প্রাপ্ত হইয়া যেখানে দেবদেব জনার্দন, মধুকৈটভ নামক হৃদান্ত অসুরদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সেই মহার্ণবে আমার জন্মপঙ্কজের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীর বিভূতি বর্ণন

নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবম্প্রভাবা সা দেবী ময়া দৃষ্টাথ বিষ্ণুনা ।  
শিবেনাপি মহাভাগ ! তাস্তা দেব্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাकर्ण্য পিতুর্বাक्यं नारदो मुनिसन्तमः ।  
প্রপচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রজাপতিমিদং বচঃ ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ ।

পুমানাদ্যোহবিনাশী যো নিগুণোহচ্যুতিরব্যয়ঃ ।  
দৃষ্টশ্চৈবানুভূতশ্চ তদ্বদস্ব পিতামহ ! ॥ ৩ ॥  
ত্রিগুণা বীক্ষিতা শক্তির্নিগুণা কীদৃশী পিতঃ ! ।  
তস্মাঃ স্বরূপং মে ব্রুহি পুরুষস্ম চ পদ্মজ ! ॥ ৪ ॥  
যদর্থঞ্চ ময়া তপ্তং শ্বেতদ্বীপে মহত্তপঃ ।  
দৃষ্টা সিদ্ধা মহাত্মানস্তাপসা গতমন্তবঃ ॥ ৫ ॥

বিপকাশং পদ্যকৈস্ত প্রোক্তং তদ্বদ্রূপকম্ ।

গুণানাং তেদসং হানৈঃ সাধিদৈবমখোচ্যতে ॥

তাস্তা দেব্য আবরণদেবতাঃ ॥ ১—২ ॥

অচ্যুতির্গাশরহিতঃ । দৃষ্টশ্চৈবেতি । দৃষ্টোহনুভূতশ্চ তাস্তাং যথাদৃষ্টং যথানুভূতঞ্চ বদ ॥ ৩ ॥

যথা ত্রিগুণা স্কুলরূপা শক্তির্গুণবিদীপে করচরণাদিবিশিষ্টা দৃষ্টা তথা নিগুণাপি দৃষ্টা-  
স্তাত্বাচ সা নিগুণা কীদৃশীতি তস্মা অপি স্বরূপং ব্রুহি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! এইরূপে আমি, বিষ্ণু ও মহাদেব আমরা তিনজনে সেই মহা-  
প্রভাবশালিনী দেবীকে এবং তাঁহার সেই মহাবৈভবসম্পন্ন আবরণরূপিনী দেবীদিগকে  
পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মুনিসন্তম নারদ পিতার এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া পরম-  
প্রীতিসহকারে প্রজাপতিকে কহিলেন, লোকপিতামহ ! আপনি যে, আদি ও অবিনশ্বর নিগুণ,  
অচ্যুত ও অব্যয় পুরুষকে মনে মনে অনুভব করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার বিবরণ কীর্তন  
করুন ॥ ২—৩ ॥ পিতঃ ! আপনি কর-চরণ-সংযুক্ত ত্রিগুণাবিতা শক্তি দর্শন করিয়াছেন,  
কিন্তু অদৃষ্টরূপা নিগুণা শক্তি কি প্রকার ? পদ্মজন্ম ! সেই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ

পরমাত্মা ন সংপ্রাপ্তো ময়াসৌ দৃষ্টিগোচরঃ ।

পুনঃপুনস্তপস্তীত্রং কৃতস্তত্র প্রজাপতে ॥ ৬ ॥

ভবতা সগুণা শক্তির্দৃষ্টা তাত ! মনোরমা ।

নিগুণা নিগুণৈশ্চব কীদৃশৌ তৌ বদস্ব মে ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠঃ পিতা তেন নারদেন প্রজাপতিঃ ।

উবাচ বচনস্তথ্যঃ স্মিতপূর্ব্বং পিতামহঃ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নিগুণস্তু যুনে ! রূপং ন ভবেদৃষ্টিগোচরম্ ।

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরং যস্মাদরূপং দৃশ্যতে কথম্ ॥ ৯ ॥

নিগুণা দুর্গমা শক্তির্নিগুণশ্চ তথা পুমান্ ।

জ্ঞানগম্যো যুনীনাस्तু ভাবনীয়ো তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥

এতৎ পরমাত্মদেব্যোর্দর্শনার্থং বহুতপস্তথ্যং তথাপি তৌ ন লব্ধাবিত্যাহ । বদার্থ-  
মিতি ॥ ৫-৮ ॥

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরমিতি । যস্মাদ্ভেতোর্ষদৃশ্যং তত্তত্তনশ্বরমিতি ব্যাপ্তিস্তস্মাৎ পরমাত্মনো নশ্ব-  
রত্বাভাবান্ন দৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বে নশ্বরত্বং ত্রাদেবেত্যর্থঃ । এতেন প্রথমাদ্যায়োক্তস্তু সা কা কথ-  
মুৎপন্নোতি জনমেজয়প্রশ্নস্তোত্তরং ব্যাসেন নারদব্রহ্মসম্বাদমুখে নোক্তমিতি বোধ্যম্ ॥৯-১০॥

কীর্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ৪ ॥ প্রজাপতে ! সেই নিগুণ পরমাত্মার এবং  
নিগুণ দেবীর দর্শনলালসায়, আমি খেতদীপে মহাতপস্তার অনুর্ত্তান করিয়াছিলাম এবং  
জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ অনেক মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষকেও তন্নিমিত্ত তপস্তা করিতে দেখিয়া-  
ছিলাম, কিন্তু আমি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলাম না, পিতা ! তাহাতেও আমি এক-  
বারে ক্ষান্ত হই নাই, বরং পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত কঠোর তপস্তা করিয়াছিলাম, তথাপি  
তাহার দর্শনলাভে সমর্থ হই না ॥ ৫-৬ ॥ তাত ! আপনি সেই মনোরমা সগুণাশক্তিকে  
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু অদৃশ্যরূপা নিগুণা শক্তি ও নিগুণ পুরুষ কি প্রকার ?  
তাহাদের কথা কীর্তন করিয়া আমার চিরপ্রার্থিত মমোরথ সকল করুন ॥ ৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নারদ পিতার নিকটে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, লোক-  
পিতামহ প্রজাপতি জীবৎ হস্ত সহকারে তথ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৮॥ মুনিবর !  
নিগুণ পুরুষের রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ, দৃষ্ট বস্তুমাঝেই নশ্বর হইয়া থাকে, অতএম  
তাহার রূপ কোথায় এবং তিনি কিরূপে দর্শন গোচর হইবেন ? ॥৯॥ নারদ ! নিগুণা শক্তি  
অথবা নিগুণ পুরুষ সহজে জ্ঞানগম্য হইবে না, তবে ইহারা উভয়েই মুনিগণের ধ্যানগম্য

অনাদিনিধনৌ বিদ্ধি সদা প্রকৃতিপুরুষৌ ।

বিশ্বাসেনাভিগম্যৌ তৌ নাবিশ্বাসেন কহিচিৎ ॥ ১১ ॥

চৈতন্যং সৰ্বভূতেষু যত্নমিদ্ধি পরাত্মকম্ ।

তেজঃ সৰ্বত্রগং নিত্যং নানাভাবেষু নারদ ! ॥ ১২ ॥

তঞ্চ তাক্ষ মহাভাগ ! ব্যাপকৌ বিদ্ধি সৰ্বগৌ ।

তাভ্যাং বিহীনং সংসারে ন কিঞ্চিদন্তু বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥

তৌ বিচিন্ত্যৌ সদা দেহে মিশ্রীভূতৌ সদাব্যয়ৌ ।

একরূপৌ চিদাত্মানৌ নিগুণৌ নির্মলারূভৌ ॥ ১৪ ॥

যা শক্তিঃ পরমাত্মানৌ যোহসৌ সা পরমা মতা ।

অন্তরং নৈতয়োঃ কোহপি সূক্ষ্মং বেদ চ নারদ ! ॥ ১৫ ॥

অধীত্য সৰ্বশাস্ত্রাণি বেদান্ সাক্ষাংশ্চ নারদ ! ।

ন জানাতি তয়োঃ সূক্ষ্মমন্তরং বিরতিং বিনা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বাসেনেতি । অনাভ্যাসেনোপলব্ধব্যস্তবাবেন চোভয়োরিতি শ্রুত্যানুভববিশ্বাসেনেব জ্ঞেয়াবিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র তয়োৰ্ব্যাপকত্বমাহ । চৈতন্যমিতি । নানাভাবেষু নানাজীবেষু ॥ ১২ ॥

যথা চৈতন্যং ব্যাপকং তথা তাং তদভিন্নাং শক্তিমপি ব্যাপিকাং বিদ্ধি তস্মাদ্ভাবপি ব্যাপকৌ । তাভ্যাং বিহীনমিতি । তথা চ শ্রুতিঃ । মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ । তয়োৰ্ভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরমিতি ॥ ১৩ ॥

তাবিতি । তৌ চ পৃথগ্নোপাস্তৌ কিন্তু মিশ্রীভূতাবেবোপাস্তৌ । তয়োৰ্ভিন্নমন্তরং মিশ্রীভূতয়োরেব সত্বাং পৃথক্তেনৈকত্বাপ্যবস্থানাত্তাবাদিতি ভাবঃ । অতএব শাস্ত্রে দেব্যা উপাস্যনা বা উক্তা সা জডায়া মিশ্রীভূতয়া উক্তেতি ন ভ্রমিতব্যম্ । তথা চ মায়াবিশিষ্টং বুদ্ধৈব দেবীপদবাচ্যং মায়াপদশক্ত্যাদিপদবাচ্যমিতি সিদ্ধান্তঃ । স্পষ্টং চেদমুপোদবৃত্তত ॥ ১৪ ॥

তদেব স্পষ্টমিতি । যা শক্তিরিতি । অন্তরং ভেদঃ । সূক্ষ্মমপি ন বেদ ॥ ১৫ ॥

ও জ্ঞানগম্য হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ প্রকৃতি ও পুরুষের আদি এবং অন্ত কখনই নাই, বিশ্বাস দ্বারা তাহাদিগকে লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, কদাচই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১১ ॥ নারদ ! সমস্ত ভূতগণে যে চৈতন্য অনুভব হয় এবং বিবিধ জীবে যে সৰ্বত্রগামী নিত্য তেজঃপদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥ মহাভাগ ! সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সৰ্বত্রগামী ও সৰ্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন, ইহ সংসারে তত্ত্বতঃ বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ সেই উভয়েই চিদাত্মা, নিগুণ, নির্মল ও অব্যয় ; এই উভয়ের মিশ্রীভূত একরূপ সততই হৃদয়ে চিন্তা করা কর্তব্য ॥ ১৪ ॥ যিনি শক্তি, তিনিই পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরমশক্তি, নারদ ! ইহাদের সূক্ষ্ম প্রভেদ কেহই অবগত হইতে পারে



অহংকারকৃতং সৰ্ব্বং বিশ্বং স্বাবয়বজন্মম্ ।  
 কথং তদ্রহিতং পুত্র ! ভবেৎ কল্পশতৈরপি ॥ ১৭ ॥  
 নিগুণং সগুণং পুত্র ! কথং পশ্যতি চক্ষুষা ।  
 সগুণঞ্চ মহাবুদ্ধে ! চেতসাং সংবিচারয় ॥ ১৮ ॥  
 পিত্তেনাচ্ছাদিতা জিহ্বা চক্ষুশ্চ মুনিসত্তম ! ।  
 কটুপীতং বিজানীতি রসং রূপং ন তন্তথা ॥ ১৯ ॥  
 গুণৈঃ সমারূতং চেতঃ কথং জানাতি নিগুণম্ ।  
 অহংকারোদ্ভবং তচ্চ তদ্বিহীনং কথং ভবেৎ ॥ ২০ ॥  
 স্বাবয়ব গুণবিচ্ছেদস্তাবন্তদদর্শনং কুতঃ ।  
 তং পশ্যতি তদা চিত্তে যদাহংকারবর্জিতং ॥ ২১ ॥ ।

স্বাবয়বপৰ্য্যন্তং সৎসাদিগুণা বৈরাগ্যং ভাস্তি তাবৎপর্য্যন্তঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তয়োঃ  
 পরমাশ্রদেব্যোৰ্গাম্যমাত্রকৃতং স্বল্পমন্তরং ভেদং ন জানাতি কিন্তু স্বরূপত এব মূঢ়ো ভেদং  
 জানাতি । বিরক্তঃ সত্ত্বগুণস্ত তয়োঃ স্বরূপতো ভেদং নৈব জানাতীতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

নহু তবৈরাগ্যং কুতো দুর্লভমিতি চেত্তত্রাহ । অহংকারেতি । সৰ্ব্বং বিশ্বং দেহাদিষ-  
 হংকারেন ব্যাপ্তং তদ্বিশ্বং কল্পশতৈরপি কথং তদ্রহিতং ত্রাসচ তৎসঙ্গে বৈরাগ্যং ভবতি  
 ততো বৈরাগ্যং দুর্লভমিতি ॥ ১৭ ॥

তস্মান্নিগুণং পরমাত্মানং স্বয়ং সগুণোহহংকারাদিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ কথং চক্ষুষা পশ্যতি  
 ন কথমপীত্যর্থঃ । তস্মাদ্যোগ্যতাভাবাৎ সগুণমেবাধিকারপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্তং চেতসা সংবি-  
 চাররোপাস্ব ॥ ১৮ ॥

দৃষ্টান্তমাহ পিত্তেনেতি । রসং রূপং নেতি । যথার্থরসং যথার্থরূপং জানাতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

দাষ্টান্তিকমাহ গুণৈরिति । তদ্বিহীনং গুণবিহীনম্ । অহংকারস্ত গুণত্রয়াশ্রকণেন  
 তদ্রূপতস্ত চেতসস্তময়ত্বেন কথং তত্ত চেতসো গুণরহিতত্বং স্থানিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

না ॥ ১৫ ॥ নারদ ! জীবলোক, সমস্ত শাস্ত্র ও সাদ্ভবেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া কেবল তাঁহাদের  
 নামমাত্র ভেদ জ্ঞাত হয়, বস্তুত্ববিগ্ন বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কেহই স্বল্পপ্রভেদ অবগত হইতে  
 সমর্থ হয় না ॥ ১৬ ॥ বৎস ! অহংকারের নিরাকরণ না হইলে তাঁহাদিগকে জানিবার উপায়  
 নাই ; এই স্বাবয়ব জন্মমাত্রক অধিল বিশ্ব অহংকার রূপ উপাদানে নির্মিত, অতএব কল্প-  
 শতকাল বিশেষরূপ স্মারস ও বহু করিলেও কিরূপে অহংকাররহিত হইবে ? অতএব  
 নারদ ! বৈরাগ্য অতিশয় দুর্লভ পদার্থ ॥ ১৭ ॥ জীবগণ, সগুণ হইয়া নিগুণ পরার্থকে  
 কিরূপে চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে ? অতএব হে শ্রবুকে ! যদি যোগ্যতারই অভাব হইতেছে,  
 তবে তুমি অধিকার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত চিত্ত দ্বারা সগুণ কল্পেরই উপাসনা কর ॥ ১৮ ॥ মুনি-  
 সত্তম ! রসনা ও দৃষ্টি যদি পিত্ত দ্বারা দূষিত হয়, তবে যেমন কটুরস ও পীতরূপ  
 পূর্বের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত জীবগণের গুণসমাক্রম চিত্ত ও  
 নিগুণ বস্তু অবগতি করিতে অক্ষম হইয়া থাকে । নারদ ! সেই চিত্ত অহংকার হইতে

নারদ উবাচ ।

স্বরূপং দেবমেবেশ ! ত্রয়াণামেব বিস্তরাৎ ।  
 গুণানাং যৎ স্বরূপোহস্তি হৃৎকারদ্বিরূপকঃ ॥ ২২ ॥  
 সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ তথাপরঃ ।  
 বিভেদেন স্বরূপাণি বদস্ব পুরুষোত্তম ! ॥ ২৩ ॥  
 যজ্জ্ঞাত্বা বিপ্রমুচ্যেহহং জ্ঞানং তুংহদ মে প্রভো ! ।  
 গুণানাং লক্ষণান্তেব বিততানি বিভাগশঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ত্রয়াণাং শক্তয়স্তিস্তদ্ব্রবীমি তবানঘ ! ।  
 জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরর্থশক্তিস্তথাপরা ॥ ২৫ ॥  
 সাত্ত্বিকশ্চ জ্ঞানশক্তী রাজসশ্চ ক্রিয়াশ্চিকা ।  
 দ্রব্যশক্তিস্তামসশ্চ তিস্রশ্চ কথিতান্তব ॥ ২৬ ॥  
 তেষাং কার্য্যাণি বক্ষ্যামি শৃণু নারদ ! তত্বতঃ ।  
 তামস্তা দ্রব্যশক্তেষু শব্দস্পর্শসমুদ্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

ন যাবৎ গুণবিচ্ছেদস্তাবত্তমোঃ পরমাশ্চ দেবো দর্শনাশাপি নাস্তীত্যাহ । যাবল্লেন্টি ॥ ২১-২৪ ॥  
 ত্রয়াণামহকারাণাম্ । তিস্রঃ শক্তিযঃ । জ্ঞানজনিকা শক্তিঃ সাত্ত্বিকশ্চ ক্রিয়াজনিকা শক্তিঃ রাজসশ্চ পৃথিব্যাদ্যর্থরূপকার্যাজনিকা শক্তিস্তামসশ্চেত্যাহ ত্রয়াণামিতি ॥ ২৫-২৬ ॥  
 তামস্তা ইতি । তামসাহকারসংযুক্তিদ্রব্যজনকশক্তেঃ সকাশাচ্ছন্দাদিগুণানামুৎপত্তিঃ ॥ ২৭ ॥

উৎপন্ন, তবে তাহা কিরূপে অহঙ্কার বিহীন হইতে পারিবে ॥ ১৯-২০ ॥ জীবগণও যাবৎ নিগুণ হইতে না পারে, তাবৎ সেই নিগুণ পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা নাই, নারদ । জীব যখন অহঙ্কারবর্জিত হয়, তখনই চিত্তমধ্যে সেই নিগুণ পুরুষাদিকে দর্শন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥

নারদ কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! গুণত্রয়ের স্বরূপ অহঙ্কার ত সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে তিন প্রকার, সেই সমুদায়ের স্বরূপগত প্রকার ভেদ আপনি বিস্তারিত ক্রমে বর্ণন করুন ; আর যাহা জানিতে পারিলে আমি মুক্তিনাভে সমর্থ হইব সেই জ্ঞানের বিষয় এবং গুণত্রয়ের লক্ষণ সকল বিস্তার পূর্বক বিভাগ ক্রমে কীর্তন করিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করুন ॥ ২২-২৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে অনঘ ! জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অর্থশক্তি তেদে অহঙ্কারের শক্তি তিন প্রকার ; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের জ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকা শক্তি এবং তামসের অর্থশক্তি জানিবে ; নারদ ! আমি তোমার নিকট ত্রিবিধ অহঙ্কারের পৃথক পৃথক শক্তি বিভাগক্রমে বর্ণন করিলাম ॥ ২৫-২৬ ॥ এক্ষণে, তাহাদের কার্য্য সমুদায়

রূপং রসশ্চ গন্ধশ্চ তন্মাত্রাণি প্রচকৃতে ।  
 শব্দৈকগুণমাকাশং বায়ুঃ স্পর্শগুণস্তথা ॥ ২৮ ॥  
 স্বরূপৈকগুণোহগ্নিশ্চ জলং রসগুণাস্থকম্  
 পৃথ্বী গন্ধগুণা জ্ঞেয়া সূক্ষ্মাণ্যেতানি নারদ ! ॥ ২৯ ॥  
 দশৈতানি মিলিত্বা তু দ্রব্যশক্তিযুতানি বৈ ।  
 তামসাহকারজোহুয়ং সর্গস্তদনুবৃত্তিকঃ ॥ ৩০ ॥  
 রাজস্বাশ্চ ক্রিয়াশক্তেবুৎপন্নানি শৃণু মে ।  
 শ্রোত্রং হৃৎপ্রসনাচক্ষুর্ভ্রাণং চৈব চ পঞ্চমম্ ॥ ৩১ ॥  
 জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্মেন্দ্রিয়াণি চ ।  
 বাকৃপানি পাদপায়ুশ্চ গুহ্যস্তানি চ পঞ্চ বৈ ॥ ৩২ ॥  
 প্রাণোহপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়বঃ ।  
 পঞ্চদশ মিলিত্বৈব রাজসঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥  
 সাধনানি কিলৈতানি ক্রিয়াশক্তিময়ানি চ ।  
 উপাদানং কিলৈতেষাং চিদনুবৃত্তিরুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

এতেভ্যো গুণেভ্যঃ শব্দৈকগুণমাকাশমিত্যাদিক্রমেণ সূক্ষ্মানি তন্মাত্রাপরপর্যায়ানি পঞ্চ-  
 ভূতানুৎপদ্যন্ত ইত্যাহ । শব্দৈকগুণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥

পুনর্ভক্ষ্যমাণরীত্যা পক্ষীকরণে কৃতে সতি দ্রব্যশক্তিযুততামসাহকারানুবৃত্তিযুক্তো-  
 ব্রহ্মাণ্ডসর্গো জায়ত ইত্যাহ । দশৈতানীতি ॥ ৩০ ॥

রাজসাহকারসম্বন্ধিক্রিয়াজনকশক্তেঃ কার্যমগ্ণ্যাহ । রাজস্যা ইতি । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি  
 পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণাশ্চোৎপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

তথ্যানুসারে কহিতেছি শ্রবণ কর । তামসাহকারসম্বন্ধিনী দ্রব্যজনকশক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ,  
 রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হই-  
 য়াছে । আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ ।  
 নারদ ! এই সূক্ষ্মদশটি পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাदि রূপ কার্যজনিকাশক্তিবিশিষ্ট  
 হয় । পরে পক্ষীকরণ নিম্পাদিত হইলে দ্রব্যশক্তি বিশিষ্ট তামসাহকারের অনুবৃত্তিযুক্ত  
 হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৭—৩০ ॥ •একণে রাজসীশক্তি হইতে  
 যাহা বাহ্য উৎপন্ন তৎসমুদায় শ্রবণ কর । শ্রোত্র, হৃৎ, রসনা, চক্ষু, ভ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ;  
 বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও  
 উদান এই পঞ্চবিধ বায়ু সমুদায়ে এই পঞ্চদশ পদার্থ মিলিত হইয়া যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে  
 রাজস সৃষ্টি বলিয়া থাকে । নারদ ! এই ক্রিয়াশক্তিময় সাধন অর্থাৎ করণসংজ্ঞক ইন্দ্রিয়  
 সকল আর ইহাদের উপাদান কারণ ইহাদিগকে চিদনুবৃত্তি অর্থাৎ মায়ী বলিয়া



জ্ঞানশক্তিসমামুক্তাঃ সাত্ত্বিকাস্ত সসুদ্বাঃ ।

দিশো বায়ুশ্চ সূর্যশ্চ বরুণশ্চান্নিবাপি ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতীঃ ।

চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ কৈত্রজশ্চ চতুর্থকঃ ॥ ৩৬ ॥

ইত্যন্তঃকারণাখ্যস্ত বুদ্ধ্যাদেশ্চাধিদৈবতম্ ।

চক্ষুর্যোব তথা প্রোক্তাঃ কিলোপাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ॥ ৩৭ ॥

মনসা সহ চৈতানি নূনং পঞ্চদশৈব তু ।

সাত্ত্বিকস্ত তু সর্গোহয়ং সাত্ত্বিকাখ্যঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥

স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন ত্বে রূপে পঞ্চমাত্মনঃ ।

জ্ঞানরূপং নিরাকারং নিদানস্তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৩৯ ॥

সাধনানি কিলেতি । সাধনানি করণসংস্করানীন্দ্রিয়ান্যেতানীত্যর্থঃ । কিঞ্চ ক্রিয়াশক্তি-  
যুক্তত্বাৎ ক্রিয়াশক্তিময়ানি । এতেষাং সর্কেষামুপাদানং বিবর্তোপাদানস্ত চিদম্বরুতিশ্চিদেব  
বর্তত ইত্যর্থঃ । যথা উপাদানং সমবায়িকারণস্ত চিদম্বরুতিশ্চিতোম্বরুতিরমুহ্যততা বস্যাৎ  
মায়্যাঃ সা মায়োচ্যত ইত্যর্থঃ । মায়ৈব সর্কেষাং পরিণামোপাদানমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সমুদ্বা অর্শ আদ্যজন্তম্ । সাত্ত্বিকাদহকারাধিষ্ঠাতৃদেবতা দিশো বায়ুশ্চেতি বক্ষ্যমাণা  
উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা কথনং কর্ণেন্দ্রিয়ধিষ্ঠাতৃদেবতানামুপলক্ষণম্ । বৈকা-  
রিকাদহকারাদ্রয়োপ্যুৎপন্নত্বাৎ । চন্দ্রো ব্রহ্মেতি চতুষ্ঠয়স্ত বৃত্তিভেদেন চতুর্ধাভিন্নত্বাতঃ-  
করণত্বাধিষ্ঠাত্রিতি বোধ্যম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বৃত্তিভেদেনৈব মনসস্তুষ্ঠয়ায়কত্বং ন স্বরূপতঃ । স্বরূপত্বেকত্বমেবেতি । পঞ্চ জ্ঞানে-  
ন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ণেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণা ইতি পঞ্চদশ বস্তুনি একেন মনসা যুক্তানি ষোড়শ  
বিকারে গণিতানি ষোড়শৈব ভবন্তি নন্বধিকানীতি ভাবঃ । তদ্বক্তং মূলভূতাত্তোব্যাক্তা-  
ধিকৃতত্বাৎ পরবস্তনঃ । আসীৎ কিল মহত্ত্বং গুণান্তঃকরণায়কম্ । অভূতমাদহকারুজ্জীবধঃ  
সৃষ্টিভেদতঃ । বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহস্মিণ । বৈকারিকাদহকারাদেবা বৈকারিকা  
দশ । দিখাতার্কপ্রচেতোশ্চিবহীজ্রোপেজ্জমিত্রকাঃ । তৈজসাদিন্দ্রিয়ান্যাসংস্কৃত্যক্রমযোগতঃ ।  
ভূতাদিকাদহকারাৎ পঞ্চভূতানি জজির ইতি শারদারাম্ । অত্রৈজ্যসৃষ্টিবিষয়ে পঞ্চভূত-  
সৃষ্টিবিষয়ে চ শৈবসংস্খ্যাবেদান্তিনাং পরস্পরং বহুবিরোধো দৃশ্যতে তথাপি সৃষ্টেশ্রমারিকত্বেন  
মিথ্যাত্বাদ্রাদ্রাভাবেন যথা কথঞ্চিদিত্তজালবদুগ্রমানস্ত নিকৃষ্টির্মূঢ়জনবুদ্ধিশঙ্কানিবার-  
ণার্থং কাঞ্চিদপি প্রক্রিয়ামাত্রিত্য কর্তব্যোত্যাভিপ্রায়েণ গ্রহকৃত্ত্বাৎ সৃষ্টিশ্রুতান্তরবিকল্পেতি  
ন মন্তব্যমিতি ॥ ৩৮ ॥

থাকে ॥ ৩১—৩৪ ॥ নারদ ! সাত্ত্বিক অহকার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানশক্তি  
সমবিত্ত পঞ্চ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অর্থাৎ দিব, বায়ু, সূর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার ষয় এবং  
বুদ্ধি প্রভৃতি চারি প্রকারে বিভক্ত অন্তঃকরণের চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও কৈত্রজ এই চারি  
অধিষ্ঠাতৃ দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন । এইরূপে উক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ণেন্দ্রিয় ও  
পঞ্চ বায়ু এই পঞ্চদশ ও মন এই ষোড়শ পদার্থ সাত্ত্বিক সৃষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়া

সাধকস্ত তু ধ্যানাদৌ স্থূলরূপং প্রচক্ষতে\* ।

শরীরং সূক্ষ্মমেবেদং পুরুষস্ত প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥

মম চৈব শরীরং বৈ সূক্ষ্মমিত্যভিধীয়তে ।

স্থূলং শরীরং বক্ষ্যামি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥

শৃণু নারদ ! যত্নেন যচ্ছৃণ্বা বিপ্রমুচ্যতে ।

তন্মাত্রাণি পুরোক্তানি ভূতসূক্ষ্মাণি-যানি বৈ ॥ ৪২ ॥

পক্ষীকৃত্য তু তান্বেব পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ ।

পক্ষীকরণভেদোহয়ং শৃণু সংবদতঃ কিম্ ॥ ৪৩ ॥

ইখং তদ্ব্যবস্থাপাদ্যোপাসনার্থং যোগশক্তিবিশিষ্টব্রহ্মণো ভগবতীপদবাচ্যস্ত দ্বিবিধং  
রূপমাহ স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেনেতি । নিদানমিতি । জ্ঞানরূপং মর্কটাদিষ্ঠানং নিদানং বিবর্তাদি-  
কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্ত্বত্বমাধিকারিজ্ঞানগম্যমেব নতু মধ্যমাধিকারিধানগম্যম্ । ততো মধ্যমাধিকারিণ  
উপাসনার্থং দ্বিতীয়ং স্থূলরূপমস্তীত্যাহ সাধকস্তেতি । সূক্ষ্মমেবেতি । যোগশক্তে রূপদ্বয়-  
মন্তর্মুখবহির্মুখরূপভেদেন । তত্রাস্তর্মুখং রূপস্ত পরাহস্তারূপমুত্তমাধিকারিজ্ঞানবিষয়ো  
বহির্মুখং রূপস্ত তদপেক্ষয়া স্থূলং ভবতি ততো বহির্মুখমায়োগশক্ত্যাকারবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং  
মধ্যমাধিকারিত্তিরূপান্তমিত্যর্থঃ । অকরার্থস্ত পুরুষস্ত পরমাত্মনো লিঙ্গদেহাপেক্ষয়া সূক্ষ্মমে-  
বেদং বহির্মুখমায়োগাকারাপেক্ষয়া তু স্থূলং শরীরং প্রকীৰ্ত্তিতং ততস্তদ্ব্যবস্থাপাদ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মম চেতি । মম চ মচ্ছরীরং সূত্রং সূত্রসংজ্ঞকস্তদপি পরমাত্মনঃ স্থূলং শরীরমিত্যভি-  
ধীয়তে । তত্ত্বত্বদ্বিশিষ্টঃ পরমাত্মাপ্যুপস্থ ইত্যর্থঃ । অথ স্থূলতমং বিরাক্টশরীরমাহ- স্থূলং  
শরীরমিতি ॥ ৪১ ॥

প্রথমমস্তোৎপত্তিমাহ শৃণুতি ॥ ৪২ ॥

তান্বেবেতি । তান্বেব সূক্ষ্মভূতানীধরেণ পক্ষীকৃত্য পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

থাকে ॥ ৩৫—৩৬ ॥ বৎস ! স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে পরমাত্মার রূপ দুই প্রকার; তন্মধ্যে নিরাকার  
জ্ঞানরূপ এক প্রকার, তদ্বদর্শী ঋষিগণ তাহাকেই নিদান অর্থাৎ অধিলের মূলকারণ বলিয়া  
ধাকেন । উহা কেবল উত্তমাধিকারী জ্ঞানীদিগেরই, অন্তের নহে । আর যোগোপহিত ব্রহ্ম-  
রূপা ভগবতীর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ভেদে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে যে দুই রূপ আছে, তাহাও  
উপাসকদিগের মধ্যমাধমভেদে ধ্যানাদিতে প্রতিভাত হয় ॥ ৩৯—৪০ ॥ নারদ ! আমার এই  
শরীর সূত্রাঙ্গা হিরণ্যগর্ভ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাকে ও পরমাত্মার স্থূল শরীর কহে,  
অতএব ঐ সূত্রসম্বিত পরমাত্মারও উপাসনা করা কর্তব্য । নারদ ! আমি এক্ষণে তোমার  
নিকট পরমাত্মা ব্রহ্মের বিরাক্টরূপ স্থূল শরীরের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি তুমি ইহা অবহিত  
চিত্তে শ্রবণ কর, শ্রদ্ধা ও তত্ত্ব সহকারে উহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যগণ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ  
হয় ॥ ৪১ ॥ বৎস ! পূর্বে আমি তোমাকে যে সূক্ষ্মভূত রূপ পঞ্চভূতাত্মক বিবরণ বলিয়াছি তাহার

\* তথানন্দানুভূতিস্থাপাদানং প্রচক্ষতে । সাধকসাধনাসম্বন্ধাদিরূপং পরমাত্মনঃ ।

ইত্যধিকগাঠঃ কচিং পুস্তকে দৃশ্যতে ।

প্রথমং রসতন্মাত্রামুপাদায় মনস্তপি ।

কল্পয়েচ্চ তথা তদৈ যথা ভবতি চৌদকম্ ॥ ৪৪ ॥

শিফানাং চৈব ভূতানামংশান্ কৃৎস্না পৃথক্ পৃথক্ ।

উদকে নিশ্রয়েচ্চাংশান্ কৃতে রসময়ে ততঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রথমং রসতন্মাত্রামিতি । রসতন্মাত্রাং মনস্তাপাদায় নিশ্চিত্য বোধ্য কল্পয়েদिति শেষঃ ।  
অনন্তরং যথা তৎ স্থলমুদকং ভবতি তথা কল্পয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

সেই সর্বলের পক্ষীকরণ ক্রিয়া দ্বারা স্থল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন । সেই পক্ষীকরণ আমি বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৪২—৪৩॥ মনে কর উদক নামক ভূতসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রসতন্মাত্রাকে দুইভাগে বিভক্ত করাইল, এইরূপে অবশিষ্ট সূক্ষ্মভূতরূপ তন্মাত্র চতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল । এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগ রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধভাগকে পুনর্বার চারিভাগে বিভক্ত কর, সেই চারি ভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্দ্ধাংশে যোগ না করিয়া অল্প অর্দ্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ কর । এইরূপ করিলে জল ও ক্রিতি আদি স্থল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥\* এইরূপে জলাদির সৃষ্টি হইলে পর তাহাতে অধিষ্ঠাতৃরূপে চৈতন্য

স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা পক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার একটি চিত্র প্রদান করিতেছি ।

	আকাশ	বায়ু	তেজ	জল	ক্রিতি
আকাশ	॥০	১/০	১/০	১/০	১/০
বায়ু	১/০	॥০	১/০	১/০	১/০
তেজ	১/০	১/০	॥০	১/০	১/০
জল	১/০	১/০	১/০	॥০	১/০
ক্রিতি	১/০	১/০	১/০	১/০	॥০
স্থল পঞ্চভূত	১	১	১	১	১



তদা ভূতবিভাগে চ চৈতন্ত্রে চ প্রবেশিতে ।

চৈতন্ত্র্য প্রবেশান্তু তদাহমিতি সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রতীয়মানে তেনৈব বিশেষণাভিমানতঃ ।

আদিনারায়ণে দেবো ভগবানিতি চোচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

ঘনীভূতেহথ ভূতানাং বিভাগে স্পষ্টতাং গতে ।

বুদ্ধিং প্রাপ্য গুণৈশ্চৈত্ম্যমেকৈকগুণবুদ্ধিতঃ ॥ ৪৮ ॥

আকাশস্ত গুণশ্চৈকঃ শব্দ এব ন চাপরঃ ।

শব্দস্পর্শো চ বায়োশ্চ ঘৌ গুণৌ পরিকীর্তিতৌ ॥ ৪৯ ॥

অগ্নেঃ শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপমেতে ত্রয়ো গুণাঃ ।

শব্দস্পর্শরূপরসাস্চছারো বৈ জলস্ত চ ॥ ৫০ ॥

করা করনরা তথা ভবতি তৎ স্বরূপমবাহ শিষ্টানামিতি । যথা রসতন্মাত্রা দ্বিধা কৃত্য তথাবশিষ্টা ভূততন্মাত্রা অপি দ্বিধা কর্তব্যঃ । তত্র সূৰ্বেষদ্বিভাগস্তথৈব স্থাপনীয়োহবশিষ্টাৰ্দ্ধভাগস্তাংশান্ পৃথক্ পৃথক্ চতুর্দ্বিধা কৃত্বা স্বস্বাৰ্দ্ধভাগরহিতৈষদ্বিভাগে তানংশান্ মেলয়েৎ । তথা চ রসতন্মাত্রাৰ্দ্ধভাগে উদকে রসতন্মাত্রাতিরিক্তভূততন্মাত্রাৰ্দ্ধভাগচতুঃখণ্ডান্ মিশ্রয়েৎ মেলয়েদেবং কৃতে রসময়ে স্থূলজলং জাতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ততোহনন্তরমেব তদা ভূতবিভাগে ইতরেবাং চতুর্গাং ভূতানাং পক্ষীকরণেন বিভাগে জাতে তস্মিন্ পক্ষীকৃতপঞ্চভূতাত্মকেহিষ্ঠান্নতয়া চৈতন্ত্র্য প্রবেশে জাতেহপি প্রতিবিশ্ৰ-  
তয়া প্রবেশ উচ্যতে চৈতন্ত্রে চ প্রবেশিত ইতি । তস্মি প্রতিবিশ্বরূপচৈতন্ত্র্য প্রবেশাৎ পঞ্চভূতাত্মকে দেহে অহমিতি সংশয়স্তাদাত্মারূপঃ সংশয়ো মনোবৃত্তিরূপ উৎপদ্যতে । তস্ত দেহেহহমিতি তাদাত্ম্যমুৎপদ্যত ইতি কলিতম্ ॥ ৪৬ ॥

তৎ স্থূলদেহাভিমানং বিশিষ্টং চৈতন্ত্র্যং বৈশ্বানর ইত্যাদিভিঃ নারায়ণ ইত্যাদিভিঃ সংজ্ঞাভিরুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

পক্ষীকৃতপঞ্চভূতানাং গুণবুদ্ধ্যা স্বরূপমাহ ঘনীভূত ইতি । ঘনীভূতে পক্ষীকরণেন দৃঢ়ীভূতে সতি বিভাগে আকাশাদিরূপেণ বিভাগে স্পষ্টতাং গতে সতি পূৰ্ব্বোক্তরসতন্মাত্র-  
গুণৈঃ কারণভূতৈর্বুদ্ধিং প্রাপ্য কারণগুণাঃ কার্যগুণান্নভস্ত ইতি ত্য়াদিগুণবুদ্ধিং প্রাপ্যৈকৈকগুণবুদ্ধিতে যুক্তান্ত্রৈকৈকভূতানি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

করা করা গুণবুদ্ধ্যা কিং কিছুতং যুক্তমস্তি তন্ময়া নির্দিশতি আকাশস্তেতি ॥ ৪৯—৫০ ॥

প্রবিষ্ট হন, তখন সেই পঞ্চভূতাত্মক দেহে আমিই এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ এইরূপ তাদাত্ম্য ভাবে সংশয়াত্মক মনোবৃত্তির উদয় হয় ॥ ৪৬ ॥ এইরূপ প্রতীয়মান হইলে, সেই স্থূলদেহাভি-  
মানবিশিষ্ট চৈতন্ত্র্য ভগবান্ আদিদেব নারায়ণ অথবা বৈশ্বানর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ আকাশাদি ভূতগণ পক্ষীকরণ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে, আকাশে এক, বায়ুতে দুই এইরূপ ক্রমে ভূত সকলে এক এক অধিক গুণ দৃষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥ তদনুসারে আকাশের এক শব্দ গুণ ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির

শব্দস্পর্শরূপরসা গন্ধশ্চ পৃথিবীশৃণাঃ ।

এবং মিলিতযোগৈশ্চ ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিরূচ্যতে ॥ ৫১ ॥

সর্বজীবা মিলিতৈব ব্রহ্মাণ্ডাংশসমুদ্ভবাঃ ।

চতুরশীতিলক্ষাশ্চ প্রোক্তা বৈ জীবজাতয়ঃ\* ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

অধিদেবতাসহিতং গুণভেদৈস্তত্ত্বস্বরূপবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

এবমিতি । এবং পক্ষীকৃতভূতাত্মকমেব ব্রহ্মাণ্ডমুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সর্ব জীবা । এতে সর্ব জীবা মিলিতৈব সর্বজীবাবিদ্যাভিরেব ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি-  
রিত্যর্থঃ । জীবাবিদ্যাভিরেব ব্রহ্মাণ্ডঃ কল্পিতঃ স্বকর্মফলভোগার্থমিতি ভাবঃ । নতীশ্বরস্ত  
তৎকল্পনে কিঞ্চিং কলমস্তি । কিংহনেহরোহপি জীবাবিদ্যাভিরেব কল্পিত ইতি রহস্তম্ ।  
কতি জীবাঃ সন্তি তত্রাহ চতুরশীতীতি । তদেতৎ স্থলতমং রূপমপ্যুপাস্তম্ । তথা চ এতা-  
বতা সর্বগ্রহেন সর্বা মহাসৃষ্টিরীশ্বরকর্তৃকা জীবসৃষ্টিশ্চোৎপাদিতা তস্যাং সৃষ্টৌ বিদ্যমান-  
জীবানামুত্তমাধিকারিণাং জ্ঞানধনভূতীয়ং প্রণবমায়াবীজবাচ্যং ব্রহ্মজ্ঞেয়মুক্তম্ । মধ্যমাধি-  
কারিণাঙ্ক স্থলশূন্যকারণদেহাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মবৈখানরসূত্রহিরণ্যগর্ভাধ্যাকৃতসংজ্ঞকং বাষ্টৌ বিশ্ব-  
তৈজসপ্রাজ্ঞসংজ্ঞকং প্রণবমায়াবীজাবয়ববর্ণত্রয়বাচ্যমুপাস্তমুক্তং ভবতি । চতুষ্পাদেব চ  
ব্রহ্মমাণ্ডুকাদিষু প্রতিপাদিতং তদ্বাচকা বর্ণাশ্চ প্রতিপাদিতা ইতি বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ  
পাঁচটা গুণই নির্দিষ্ট আছে । এইরূপে পক্ষীকৃত ভূত সমূহের মিলন প্রক্রিয়া দ্বারা এই  
অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাজমূর্তি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪৯—৫১॥ অতএব এইরূপে জীবসমষ্টি  
এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে. এই  
জীবজাতি চতুরশীতিলক্ষ প্রকার ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিতত্ত্ব-স্বরূপ ও অধিষ্ঠাতৃ দেবতার

সহিত গুণভেদ বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

\* জানি স্থলশরীরাদি মিলিত সর্বমেব হি । বিরাজিত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্থ স্থলঃ রূপঃ পরাশ্রয়নঃ ।  
জ্ঞানভ্যাং কথিতং সর্বং যদা তে মুনিসত্তম ।। ইত্যধিকঃ পাঠোহপি দৃশ্যতে ।।

## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্গোহয়ং কথিতস্তাত ! যৎ পূৰ্ব্বোহহং ত্বয়াধুনা ।  
গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ শৃণু চৈকাগ্রমানসঃ ॥ ১ ॥  
সত্ত্বং প্রীত্যাশ্রয়কং জ্ঞেয়ং সুখীং প্রীতিসমুদ্ভবঃ ।  
আৰ্জ্জবধ তথা সত্যং শৌচং শ্রদ্ধা ক্রমা ধৃতিঃ ॥ ২ ॥  
অনুকম্পা তথা লজ্জা শান্তিঃ সন্তোষ এবচ ।  
এতৈঃ সত্ত্বপ্রতীতিশ্চ জায়তে নিশ্চলা সদা ॥ ৩ ॥  
শ্বেতবর্ণং তথা সত্ত্বং ধৰ্ম্মে প্রীতিকরং সদা ।  
সচ্ছন্দোঃপাদকং নিত্যমসচ্ছন্দানিবারকম্ ॥ ৪ ॥  
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ তথা পরা ।  
শ্রদ্ধা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ চতুর্নুখঃ ।

গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ কথয়ামাস বিস্তরাৎ ॥

সর্গোহয়মিতি । দৃশ্যমাত্রস্ত সর্গ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

গুণানাং মুমুক্শিভির্হেয়োপাদেয়ত্বজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্যাদ্ব্যাহ প্রীত্যাশ্রয়কমিতি । সত্ত্বাঙ্কি সৰ্বত্র সুখং ভবতি । সুখে জাতে সৰ্বপদার্থস্ত সুখদত্বাত্তত্র প্রীতিকরং পদ্যতে । তস্মাদ্ভেতোঃ সত্ত্বং প্রীত্যাশ্রয়কমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এতৈর্লক্ষণৈঃ সত্ত্বকার্যভূতৈঃ কারণস্ত প্রতীতির্নিশ্চয়া জায়তে ময়ি সত্ত্বং নিশ্চল-  
মুৎপন্নমিতি ॥ ৩ ॥

সত্ত্বস্ত কার্যান্তরাণ্যপ্যাহ শ্বেতবর্ণমিতি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎসন্যারদ ! তুমি আমাকে যে দৃশ্য-সৃষ্টির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কিরূপ বর্ণ এবং তাহাদিগের সংস্থান কিরূপ তাহা কীর্তন করিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ বৎস ! সত্ত্বগুণকেই প্রীতিজনক জানিবে; কারণ, সত্ত্বগুণ হইতে সুখের উৎপত্তি হয়, সুখ উৎপন্ন হইলে সকল পদার্থই সুখপ্রদ এবং তজ্জন্ত সৰ্বত্রই প্রীতির উৎপত্তি হয়; যখন সরলতা, সত্য, শৌচ, শ্রদ্ধা, ক্রমা, ধৃতি, অনুকম্পা, লজ্জা, শান্তি ও সন্তোষ এই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন এই সকল লক্ষণ দ্বারা সত্ত্বগুণ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ নিশ্চলা প্রতীতির উদয় হইয়া থাকে ॥ ২-৩ ॥ সত্ত্বগুণ শ্বেতবর্ণ, ইহা দ্বারা ধৰ্ম্মে প্রীতি জন্মে, সৎ শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং অসৎ শ্রদ্ধার নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ, শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও



রক্তবর্ণং রজঃ প্রোক্তমপ্রীতিকরমদ্ভুতম্ ।  
 অপ্রীতির্দুঃখযোগহাদ্ভবত্যেব স্থনিশ্চিতা ॥ ৬ ॥  
 প্রেষেযোহথ স্তথা দ্রোহো মৎসরঃ স্তম্ভ এব চ ।  
 উৎকর্ষা চ তথানিদ্রাশ্রদ্ধা তত্র চ রাজসী ॥ ৭ ॥  
 মানো মদস্তথা গর্বেষা রজসী কিল জায়তে ।  
 প্রত্যেতব্যং রজস্তেতৈল্লক্ষণৈশ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮ ॥  
 কৃষ্ণবর্ণং তমঃ প্রোক্তং মোহদঞ্চ বিবাদকৃৎ ।  
 আলস্যঞ্চ তথাজ্ঞানং নিদ্রা দৈহ্যং ভয়স্তথা ॥ ৯ ॥  
 বিবাদশ্চৈব কার্পণ্যং কোটিল্যং রোষ এব চ ।  
 বৈষম্যক্কাতিনাস্তিক্যং পরদোষানুদর্শনম্ ॥ ১০ ॥  
 প্রত্যেতব্যং তমস্তেতৈল্লক্ষণৈঃ সর্বথা বুধৈঃ ।  
 তামস্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তং পরতাপোপপাদকম্ ॥ ১১ ॥  
 সত্বং প্রকাশয়িতব্যং নিয়ন্তব্যং রজঃ সূদ্রা ।  
 সংহর্তব্যং তমঃ কামং জনেন শুভমিচ্ছতা ॥ ১২ ॥

নহু শ্রদ্ধা কিমনেকবিধান্তি যস্মাদজোচ্যতে সচ্ছদ্ধানিবারকমিতি চেদন্ত্যেবেত্যাহ  
সাহ্বিকীতি । সাহ্বিক্যতিরিক্তা সতী শ্রদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অপ্রীতিকরমিতি । রজো হি দুঃখপ্রদং সর্বত্র দুঃখে জাতে সর্বপদার্থেষু প্রীতির্জায়ত-  
ইত্যপ্রীতিকরমুচ্যতে । তদেবাহ অপ্রীতিরিতি ॥ ৬—৭ ॥

রজসেতি । রজঃ কার্য্যাণ্যেতানীত্যর্থঃ । প্রত্যেতব্যমিতি । এতৈল্লক্ষণৈ রজঃ কার্য্য-  
ভূতৈশ্চৈব কারণভূতো রজোশৃণোহন্তীতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

পরতাপোপপাদকমিতি পূর্বারয়ি তমোশৃণলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

তামসীভেদে তিন প্রকার কহিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ রজোশৃণ রক্তবর্ণ, অদ্ভুত ও অপ্রীতিকর ;  
কারণ, ইহা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, দুঃখ হইতেই সকল বস্তুতে অপ্রীতির উৎপত্তি  
হয় ইহা নিশ্চিতই রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ যখন ঘেষ, দ্রোহ, মৎসর, স্তম্ভ, উৎকর্ষা, অনিদ্রা, অশ্রদ্ধা,  
অভিমান, দম্ভ ও গর্ব এই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সকল লক্ষণ  
দ্বারা আমাতে রজোশৃণের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ প্রত্যয় করিবেন ॥ ৭—৮ ॥ তমোশৃণ  
কৃষ্ণবর্ণ, মোহজনক ও বিবাদকর । তমোশৃণ হইতে আলস্য, অজ্ঞান, নিদ্রা, দৈহ্য,  
ভয়, বিবাদ, কপণতা, কুটিলতা, ক্রোধ, বুদ্ধি-বৈষম্য, অতিশয় নাস্তিকতা, পরদোষানুদর্শন এই  
সকলের উৎপত্তি হয় । বুধগণ এই সকল লক্ষণ দ্বারা প্রত্যয় করিবেন যে আমাতে  
তমোশৃণের উৎপত্তি হইয়াছে । এই তমোশৃণ যখন তামসীশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হয় তখন পরের  
হঃখোৎপাদক হইয়া থাকে ॥ ৯—১১ ॥ শুভাকাজী ব্যক্তিগণ সত্বশৃণকে প্রকাশ করিবেন,

অন্তোন্তাভিভবাক্ষৈতে বিরুদ্ধ্যস্তি পরস্পরম্ ।  
 তথান্তোন্তাশ্রয়াঃ সর্বৈ ন তিষ্ঠন্তি নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৩ ॥  
 সত্ত্বং ন কেবলং কাপি ন রজো ন তমস্তথা ।  
 মিলিতাশ্চ সদা সর্বৈ তেনান্তোন্তাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥  
 অন্তোন্তমিধুনাক্ষৈব বিস্তারং কথয়াম্যহম্ ।  
 শৃণু নারদ ! যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১৫ ॥  
 সন্দেহোহত্র ন কর্তব্যো জ্ঞানৈত্বৈত্ব্যক্তং ময়া বচঃ ।  
 জ্ঞাতং তদনুভূতং যৎ পরিজ্ঞাতং ফলে সতি ॥ ১৬ ॥  
 শ্রবণাদর্শনাক্ষৈব সপদ্যেব মহামতে ! ।  
 সংস্কারানুভবাক্ষৈব পরিজ্ঞাতং ন জায়তে ॥ ১৭ ॥

কিমর্থমেতানি লক্ষণান্যুক্তানি তত্রাহ সত্ত্বং প্রকাশয়িতব্যমিতি । সত্ত্ববুদ্ধির্যথা ভবতি  
 তথা কর্তব্যমিত্যর্থঃ । ন হি তৎ সত্ত্বলক্ষণজ্ঞানমন্তরা সম্ভবতি । হেয়োপাদেয়য়োঃ স্বরূপ-  
 জ্ঞানস্তাপেক্ষিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অন্তোন্তেতি । এতেন্তোন্তাভিভবাৎ পরস্পরাভিভবাবিরুদ্ধ্যস্তীতি স্বভাব এষাম্ ।  
 ততশ্চ সত্ত্বৈবৈর্যোগেতরয়োরাভিভবঃ কর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

ময়েত্ব্যক্তং বচো জ্ঞানৈত্বৈত্ব্যক্তং । জ্ঞাতং তদনুভূতমিতি । হে মহামতে ! শ্রবণাদর্শনা-  
 ক্ষৈব সপদি তৎকালমেব ফলে সতি যৎ পরিজ্ঞানং ফলজনকত্বেন পরিজ্ঞাতং, তদেব জ্ঞাতং  
 তদনুভূতঞ্চ ভবতি । বস্তু সংস্কারানুভবাৎ সংস্কারজন্তুশ্রবণাজ্জ্ঞাতং তত্র তৎকালে-  
 তৎপদার্থস্তানুভবাবে ফলস্তাবান্ন তজ্জ্ঞাতং জায়তে । ন হি গদ্যাতীরে আত্মা দৃষ্টা  
 ইতি শ্রবণেন কিঞ্চিৎ ফলমস্তি তদন্তরং তদনুভবশ্চৈব সকলত্বাৎ । তথা চ যত্র কৰ্ম্মণি  
 ফলং ন দৃশ্যতে তৎ কৃতমকৃতমেব । তাদৃশঞ্চ রাজসস্তামসংবা কৰ্ম্ম ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

রজোগুণকে নিয়মিত করিয়া রাখিবেন এবং তমোগুণকে নিঃশেষরূপে সংহার করি-  
 বেন ॥ ১২ ॥ এই তিন গুণ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, নিরুশ্রয় হইয়া অবস্থান  
 করিতে পারে না, ইহাদের স্বভাব এই যে, ইহারা পরস্পরকে জয় করিবার জন্য বিরোধ  
 করিয়া থাকে । অতএব বুধগণ সত্ত্বগুণের বুদ্ধি করিয়া অপর গুণদ্বয়কে পরাজয় করি-  
 বেন ॥ ১৩ ॥ কেবলমাত্র সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণ কোথাও থাকিতে পারে না, অতএব  
 তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সর্বদাই পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥  
 নারদ ! এক্ষণে কোন গুণ কোন গুণের সহিত মিলিত হইয়া মিথুন ভাব প্রাপ্ত হয় তাহা  
 বিস্তার পূর্বক কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর, ভক্তিরূপ হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে  
 জীবগণ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥ আমি এই সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগত  
 হইয়াই বলিতেছি, ইহাতে কদাচ সন্দেহ করিও না, এই বিষয় অনুরূপ হইলে এবং ইহার  
 ফল প্রকাশ হইলেই ইহার যথার্থ্য বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় ॥ ১৬ ॥ হে মহামতে !

অশ্রুতং তীর্থং পবিত্রঞ্চ অশ্রোতপন্ন্য চ রাজসী ।  
 নির্গতস্তত্র তীর্থে বৈ দৃষ্টকৈব যথাশ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥  
 স্নাতস্তত্র কৃতং কৃত্যং দত্তং দানঞ্চ রাজসম্ ।  
 স্থিতস্তত্র কিয়ৎ কালং রজোগুণসমাবৃতঃ ॥ ১৯ ॥  
 রাগদ্বেষাম্ নির্মুক্তঃ কামক্রোধসমাবৃতঃ ।  
 পুনরেব গৃহং প্রাপ্তো যথাপূর্ব্বং তথাস্থিতঃ ॥ ২০ ॥  
 অশ্রুতঞ্চ নানুভূতং বৈ তেন তীর্থং যুনীশ্বর ! ।  
 ন প্রাপ্তঞ্চ ফলং যস্মাদশ্রুতং বিদ্ধি নারদ ! ॥ ২১ ॥  
 নিষ্পাপত্বং ফলং বিদ্ধি তীর্থস্থ মুনিসত্তম ! ।  
 কৃষেঃ ফলং যথা লোকে নিষ্পন্নামশ্চ ভক্ষণম্ ॥ ২২ ॥  
 পাপদেহে বিকারা য়ে কামক্রোধাদয়ঃ পরে ।  
 লোভো মোহস্তথা ভূষণা দ্বেষো রবগস্তথা মদঃ ॥ ২৩ ॥

তদেবাহ শ্রুতমিতি । রাজসীতি । ফলং ভবতু বা মা বা লোকা গচ্ছন্তি যত্রাপি গন্তব্যং  
 মিত্যেবংরূপেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

রাজসং ফলং ভবতু বা মা বেতু্যক্তরূপম্ ॥ ১৯—২০ ॥

তত্র ফলাভাবান্ততীর্থং তেন ন শ্রুতং নাপানুভূতমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কিং শ্রুত তীর্থস্ত ফলং তত্রাহ নিষ্পাপত্বমিতি ॥ ২২ ॥

শ্রবণ, দর্শন ও সংস্কারহেতুক অনুভব দ্বারা তৎকরণে অবগতি করিতে কেহই সমর্থ  
 হয় না ॥ ১৮ ॥ কোন ব্যক্তি পবিত্র তীর্থের কথা শ্রবণ করিল, পরে ফল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা  
 জ্ঞানিয়াই সেই তীর্থে গমন করিবার নিমিত্ত তাহার রাজসী শ্রদ্ধার উদয় হইল ।  
 তদনুসারে সে ব্যক্তি তীর্থে গমন করিয়া পূর্বে যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিল সেইরূপই দর্শন  
 করিল । অনন্তর তথায় স্নান করিয়া সমুদয় তীর্থকার্য সমাধান পূর্ব্বক রাজসিক দান  
 করিল । অর্থাৎ ফল হউক বা না হউক সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য না করিয়াই দান ক্রিয়াদির  
 অনুষ্ঠান করিল এবং রজোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া কিয়ৎকাল সেই তীর্থে অবস্থিতি করিল ।  
 লেখ নারদ, এই ব্যক্তি বহুকাল তীর্থবাস করিলেও রাগদ্বেষাদি হইতে নির্মুক্ত হইল না,  
 পূর্বে যে রূপ কামক্রোধাদির বশীভূত ছিল সেইরূপ থাকিয়াই পুনর্বার নিজগৃহে আগমন  
 পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল । যুনিবর ! সে ব্যক্তি তীর্থের নাম শ্রবণ করিয়াছিল সত্য,  
 কিন্তু তীর্থ যে কি পদার্থ তাহা অনুভব করিতে পারে নাই ; অথবা, যখন সে ব্যক্তি তীর্থের  
 ফল প্রাপ্ত হইল না তখন তাহাকে অশ্রুত বলিয়াও জানিতে পার ॥ ১৮—২১ ॥ হে মুনি-  
 সত্তম ! লোকমধ্যে উৎপন্ন শতাদির উপভোগ যেমন কৃষি কর্ত্ত্বের ফল, সেইরূপ পাপ হইতে  
 নির্মুক্ত হওয়াই তীর্থদর্শনাদির ফল, জানিও ॥ ২২ ॥ নারদ ! কামক্রোধাদি এবং লোভ, মোহ,



অসূয়েৰ্ঘ্যা কমা শাস্তিঃ পাপান্তেতানি নারদ ! ।  
 ন নিৰ্গতানি দেহান্তু তাবৎ পাপযুতে নরঃ ॥ ২৪ ॥  
 কৃতে তীৰ্থে যদৈতানি দেহান্ন নিৰ্গতানি চেৎ ।  
 নিষ্ফলঃ শ্রম এবৈকঃ কৰ্ষকশ্চ যথা তথা ॥ ২৫ ॥  
 শ্রমেণাপীড়িতং ক্ষেত্ৰং কৃচ্ছা ভূমিঃ সূক্ষ্মবীজা ।  
 উণ্ডং বীজং মহার্ষক হিতা বৃত্তিরুদাহৃতান ॥ ২৬ ॥  
 অহোরাত্ৰং পরিক্রিষ্টৌ রক্ষণার্থং ফলোৎসুকঃ ।  
 কালে সূপ্তস্ত হেমন্তে বনে ব্যাত্মাবৃতে ভৃশম্ ॥ ২৭ ॥  
 ভক্ষিতং শলভৈঃ সৰ্বং নিরাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ ।  
 তদ্বতীৰ্থশ্রমঃ পুত্র ! কৰ্ষদো ন ফলপ্রদঃ ॥ ২৮ ॥  
 সত্বং সমুৎকটং জাতং প্রবৃদ্ধং শাস্ত্রদৰ্শনাৎ ।  
 বৈরাগ্যং তৎফলং জাতং তামসার্থেষু নারদ ! ॥ ২৯ ॥

নহু পাপস্তামূৰ্দ্ধ্বাৎ পাপং ন গতমিতি কথং জায়ত ইতি চেৎ পাপকার্য্যাণাং কমা-  
 দীনাং দৃষ্টমানহে তেন কার্য্যেণ কারণস্ত পাপস্তামুমানাদিত্যাহ পাপদেহে বিকারা  
 ইতি ॥ ২৩—২৫ ॥

আপীড়িতং আ সমস্তাধকম্ । মহার্ষমসূচ্যং বীজমিত্যর্থঃ । হিতা বৃত্তিরিয়ং বৃত্তিহিতা-  
 কল্যাণকরী উদাহৃত্য বদ্যপি তথাপি কলাভাবে নিরাশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥  
 দাষ্ট্যাস্তিকে যোজয়তি তদ্বদिति ॥ ২৮ ॥

ভৃক্ষা, ঘেব, অহুরাগ, মদ, অহুয়া, দৈৰ্ঘ্যা, অকমা, অশাস্তি এই সকলের দ্বারা এই পাপের  
 অনুমান হয় ; অতএব যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত দেহ হইতে নিৰ্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মানব-  
 গণ পাপপক্ষে মগ্ন থাকে, তীৰ্থ দর্শন করিলে ঐ সকল যদি দেহ হইতে বহির্গত না হয়,  
 তবে কৃষকের কৰ্ষণাদির জ্ঞান তাহার তীৰ্থ পর্য্যটনাদির পরিশ্রম যাত্রাই সার হইয়া  
 থাকে ॥ ২৩—২৫ ॥ দেখ, লোকে কল্যাণকরী বৃত্তি বলে বুলিয়া, কৃষক বহু পরিশ্রমে ক্ষেত্র  
 পরিকার ও কঠিনা ভূমি কৰ্ষণ করিয়া তাহাতে সূক্ষ্ম বীজ বপন করিল ; পরে, ফল  
 প্রাপ্তিহীন আশায় তাহার রক্ষার নিমিত্ত দিব্যরাত্র ক্লেণ স্বীকার করিতে লাগিল এবং  
 হেমন্তকালে ব্যাত্মাদিপরিবৃত্ত বনমধ্যে শুইয়া রহিল, কিন্তু পতঙ্গদল আসিয়া তাহার শস্ত  
 সকল ভক্ষণ করিয়া তাহাকে ফল হইতে বঞ্চিত ও নিরাশ করিল, সুতরাং তাহার সেই  
 সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইয়া গেল । নারদ ! তীৰ্থশ্রম ও সেইরূপ ফলপ্রদ না হইয়া কষ্টপ্রদই  
 হইয়া থাকে ॥ ২৬—২৮ ॥ বেদান্তাদিশাস্ত্রদৰ্শনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সত্বগুণ বধন প্রচুররূপে  
 উৎপন্ন হয়, তখন তাহার ফলে, তামস ও রাজস বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে,  
 এবং সত্বগুণ বল পুষ্টক রজঃ ও তমোগুণ এই উভয়কেই পরাভব করিয়া থাকে ।

প্রসহ্যাভিভবত্যেব তদ্রজস্বমসী উভে ।

রজঃ সমুৎকটং জাতং প্রবৃত্তং লোভযোগতঃ ॥ ৩০ ॥

ততথাভিভবত্যেব তমঃসত্ত্ব তথা উভে ।

তমস্তুখোৎকটং ভূত্বা প্রবৃত্তং মোহযোগতঃ ॥ ৩১ ॥

তৎ সত্ত্বরজসী চোভে সঙ্গম্যাভিভবত্যপি ।

বিস্তরং কথয়াম্যদ্য যথাভিভবতীতি বৈ ॥ ৩২ ॥

যদা সত্ত্বং প্রবৃত্তং বৈ মতিধর্ম্মে স্থিতা তদা ।

ন চিস্তয়তি বাহ্যার্থং রজস্বমঃসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৩ ॥

অর্থং সত্ত্বসমুদ্ভূতং গৃহ্নাতি চ ন চান্যথা ।

অনায়াসকৃতক্লার্থং ধর্ম্মং যজ্ঞঞ্চ বাঞ্ছতি ॥ ৩৪ ॥

সাত্ত্বিকেষেব ভোগেষু কামং বৈ কুরুতে তদা ।

রাজসেযু ন মোক্ষার্থী তামসেযু পুনঃ কুতঃ ॥ ৩৫ ॥

এবং জিত্বা রজঃ পূর্ব্বং ততশ্চ তমসো জয়ঃ ।

সত্ত্বঞ্চ কেবলং পুত্র ! তদা ভবতি নির্ম্মলম্ ॥ ৩৬ ॥

একৈকস্ত কারণবশাৎকটং জাতেহত্তরোরভিভবো ভবতীত্যাহ সম্বমিতি । শাস্ত্রং বিবেকশাস্ত্রং বেদান্ততত্ত্বদর্শনং সম্বোদ্রেকৈ কারণমুক্তম্ । তেন দর্শনেন তামসার্থেষু রাজসেযু চ বৈরাগ্যাং ফলম্ ॥ ২৯ ॥

তৎ সত্ত্বং প্রসহ বলাৎকারেণ ॥ ৩০—৩২ ॥

বিবৃদ্ধসত্ত্বস্ত লক্ষণমাহ যদা সম্বমিতি ॥ ৩৩ ॥

ন চান্যথা রজস্বমঃসমুদ্ভূতং বাহ্যার্থং ন গৃহ্নাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মোক্ষার্থী সন্ রাজসেযু তামসেযু ন কামং কুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

( রজস্বমোজয়ানস্তরং সত্ত্বমেব নির্ম্মলং ভবতীত্যত আহ এবং জিহ্নেতি ॥ ৩৬—৩৮ ॥

আবার লোভবশত যখন রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উৎকট হইয়া উঠে তখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে, এইরূপে মোহযোগে তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উৎকট হইলে সত্ত্ব ও রজোগুণকে সম্যক্রূপেই অভিভব করিয়া থাকে । নারদ ! গুণনিকরের এই অভিভবের বিষয় আমি বিস্তাররূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯—৩২ ॥ যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় তখন মতি ধর্ম্ম বিষয়েই স্থির থাকে, তম ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বাহ্যবস্ত্র সকলের নিমিত্ত চিন্তা করে না, কেবল সত্ত্বগুণোৎপন্ন পদার্থ গ্রহণ করে, অন্য কিছুই গ্রহণ করে না, ধর্ম্ম আনায়াস কৃত অর্থ, ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদিতে এবং সাত্ত্বিক ভোগে কামনা করে । তখন সেই ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া রাজস ও তামস বিষয়ের কামনা পরিত্যগ করিয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৫ ॥ নারদ ! এইরূপে প্রথমে রজোগুণ জয় করিয়া তদনন্তর তমোগুণ জয় করিলে তখন কেবল

যদা রজঃ প্রবৃদ্ধং বৈ ত্যক্তা ধৰ্ম্মান্ সনাতনান্ ।

অশ্রুত্বা কুরুতে ধৰ্ম্মান্ ত্রাঙ্ক্য প্রাপ্য তু রাজসীম্ ॥ ৩৭ ॥

রাজসাদৰ্শসংবৃদ্ধিস্থত্বা ভোগন্তু রাজসঃ ।

সত্ত্বং বিনির্গতং তেন তমসশ্চাপি নিগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥

যদা তমোবিবৃদ্ধং স্মৃৎকটং সত্ত্বভুব হ ।

তদা বেদে ন বিশ্বাসো ধৰ্ম্মশাস্ত্রে তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥

ত্রাঙ্ক্য তামসীং প্রাপ্য কুরোতি চ ধনাত্যয়ম্ ।

দ্রোহঃ সৰ্বত্র কুরুতে ন শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

জিত্বা সত্ত্বং রজশ্চৈব ক্রোধনো দুৰ্ম্মতিঃ শঠঃ ।

বর্ততে কামচারেণ ভাবেষু বিততেষু চ ॥ ৪১ ॥

এবং সত্ত্বং ন ভবতি রজশ্চৈকং তমস্তথা ।

সদৈবাক্রিত্য বর্তন্তে গুণা মিথুনধৰ্ম্মিণঃ ॥ ৪২ ॥

রজো বিনা ন সত্ত্বং স্মাদ্রজঃ সত্ত্বং বিনা কুচিৎ ।

তমো বিনা ন চৈবৈতে বর্তন্তে পুরুষৰ্ষভ ! ॥ ৪৩ ॥

তমস্তাত্যাং বিহীনস্ত কেবলং ন কদাচন ।

সৰ্ব্ব মিথুনধৰ্ম্মাণো গুণাঃ কার্য্যাস্তরেষু বৈ ॥ ৪৪ ॥

যদা তমোগুণস্ত বৃদ্ধিঃ স্মাৎ তদা নরস্ত ধৰ্ম্মাদিশাস্ত্রে বিশ্বাসো ন স্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯-৪১ ॥  
গুণানাং মিথুনধৰ্ম্মত্বং স্মচয়তি এবমিতি ॥ ৪২-৪৪ ॥)

সত্ত্বগুণ নির্মল হয় ॥ ৩৬ ॥ তখন রজোগুণ বাড়িয়া উঠে তখন মানবগণ রাজসী শ্রদ্ধা প্রা  
হইয়া সনাতন ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ ও ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের অন্তথা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ রাজস প্রয  
য়ারা ধনবৃদ্ধির এবং তখন রাজস ভোগেই কামনা হইয়া থাকে । রজোগুণ সত্ত্বগুণ  
বহির্গত করিয়া দেয় এবং তমোগুণের নিগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ নারদ ! এইরূপে ব  
তমোগুণ বাড়িয়া উৎকট হইয়া উঠে, তখন বেদে ও ধৰ্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না । তামসী প্র  
প্রাপ্ত হইয়া কীব ধম বিনাশ করে এবং সৰ্বত্রই কলহ, বিবাদ ও দ্রোহে নিরত হইয়া কদা  
শাস্তি লীভ করিতে সমর্থ হয় না । তখন তমোগুণপ্রধান সেই ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজোগুণ  
ভর করিয়া কোণসমতাব দুৰ্ম্মতি ও শঠ হইয়া সকল বিষয়েই বথেছাচারে প্র  
হরণ ॥ ৩৯-৪১ ॥ নারদ ! এইরূপে সত্ত্ব, রজ কিংবা তমোগুণ কেহই একাকী থাকি  
থাকে না, মিথুনধৰ্ম্মী গুণত্রয় সৰ্বদাই অস্ত্রান্তের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৪২  
রজোগুণ ব্যতিরেকে সত্ত্ব, সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে রজ এবং তমোগুণ ব্যতিরেকে ঐ উভয়  
এবং রজ ও সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে কেবল তমোগুণ, থাকিতে পারে না । গুণ সকল ভিন্ন ভি



অন্যোন্তসংশ্লিতাঃ সর্বৈ তিষ্ঠন্তি ন বিরোজিতাঃ ।

অন্যোন্তজনকশ্চৈব যতঃ প্রসবধর্মিণঃ ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্বং কদাচিত্ত রজস্তমসী জনয়তু্যত ।

কদাচিত্তু রজঃ সত্ত্বতমসী জনয়ত্যপি ॥ ৪৬ ॥

কদাচিত্তু তমঃ সত্ত্বরজসী জনয়তু্যতে ।

জনয়ন্ত্যেবমুন্তোন্তং যুৎপিওক্ত ঘটং যথা ॥ ৪৭ ॥

বুদ্ধিস্থান্তে গুণাঃ কামান্ বোধয়ন্তি পরস্পরম্ ।

দেবদত্তবিষ্ণুমিত্রযজ্ঞদত্তাদয়ো যথা ॥ ৪৮ ॥

যথা জ্ঞীপুরুষশ্চৈব মিথুনৌ চ পরস্পরম্ ।

তথা গুণাঃ সমায়াস্তি যুগ্মভাবং পরস্পরম্ ॥ ৪৯ ॥

রজসো মিথুনে সত্ত্বং সত্ত্বশ্চ মিথুনে রজঃ ।

উভে তে সত্ত্বরজসীতমসো মিথুনে বিদুঃ ॥ ৫০ ॥

পরস্পরজনকত্বমুৎপাদয়তি সত্ত্বং কদাচিত্তেতি ॥ ৪৬—৪৭ ॥

কস্মিন্ স্থলে স্থিতা গুণা ইথং কার্য্যং কুরুন্তি তত্রাহ বুদ্ধিস্থা ইতি । যথা একৈকোৎ কটহেপ্যেককং স্বকার্য্যং চোক্তং কুরুন্তি তথা মিথুনীভূয়াপ্যভয়গুণকং কার্য্যমুৎপাদয়ন্তীতি দৃষ্টান্তমুখেনাহ দেবদত্তেতি । যথা দেবদত্তাদয়জ্ঞয়ো মিলিত্বা কার্য্যং কুরুন্তি যথা বা জ্ঞীপুরুষৌ মিথুনীভূয় কার্য্যমুৎপাদয়তস্তথৈতার্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যুগ্মভাবং মিথুনীভাবং পরস্পরং যাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তদেব দর্শয়তি রজসো মিথুনে সত্ত্বমিতি । রজঃসত্ত্বরূপমেকং মিথুনমিত্যর্থঃ । এবমন্ত-দপ্যুহম্ । যথা রজসো মিথুনে সত্ত্বং গোণং জ্ঞীহানাপন্নং যথা বা সত্ত্বশ্চ মিথুনে রজো গোণং

কার্য্যে মিথুনধর্মী হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ ইহারা বিরোজিত হইয়া অবস্থিতি করে না অন্ত্রাত্তের আশ্রয়ে থাকিয়া অন্ত্রাত্তের জনক হয় ; কারণ, এই গুণ সকল প্রসবধর্মী, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ কখনও রজ ও তমোগুণ উৎপাদন করে এবং রজোগুণ কদাচিত্ সত্ত্ব এবং তমোগুণের আবার কখনও তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের উৎপত্তি করে এইরূপে পরস্পরে যুৎপিওের ঘটোৎপাদনের ত্রায় পরস্পরের উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৫-৪৭ ॥ দেবদত্ত, বিষ্ণুমিত্র ও যজ্ঞদত্ত এই তিনজনে মিলিয়া যেমন কার্য্য সম্পাদন করে সেইরূপ তিনটি গুণ মিলিত হইয়া জীব বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্বক বিষয়াদির জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ জ্ঞী ও পুরুষ যেমন মিথুনভাব প্রাপ্ত হয় গুণ সকলও সেইরূপ পরস্পর যুগ্মভাব ধারণ করে ॥ ৪৯ ॥ আর রজোগুণের মিথুনে সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ সত্ত্বরূপ এক মিথুন ও সত্ত্বের মিথুনে রজ অর্থাৎ সত্ত্ব রজোরূপ এক মিথুন, এইরূপে সত্ত্ব ও রজঃ তমোগুণের সহিত পৃথক পৃথক মিলিয়া এক এক মিথুন, হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

নারদ উবাচ ।

ইত্যতঃ কথিতং পিত্রা গুণরূপমনুত্তমম্ ।

ঋত্বাপ্যেতৎ স এবাহং ততোহপুচ্ছং পিতামহম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
গুণানাং রূপসংস্থানকীর্তনং নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জীসংস্থানাপন্নং তথৈব সত্ত্বতমো মিথুনঃ রজস্তমো মিথুনমিত্যহি উভে তে সত্ত্বরজসী ইতি ।  
সত্ত্বশ্চ মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে সত্ত্বং তথা রজসো মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে রজ ইত্যর্থঃ ।  
একং প্রধানং পুরুষভাবাপন্নমিতরদ্ব্যগৌণং জীভাবাপন্নমিত্যর্থঃ । এতেষাং মিথুনানাং বুদ্ধৌ  
বর্তমানতোৎপদ্যমানোভয়াত্মককার্যোণ প্রত্যোতব্যা ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নারদ কহিলেন, ঈশোয়ন ! আমি পিতার নিকট এইরূপে গুণ সমুদয়ের বিষয় শ্রবণ  
করিয়াও পুনর্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণগণের রূপ সংস্থান কীর্তন  
নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## নবমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

গুণানাং লক্ষণং তাত ! ভবতা কথিতং কিল ।

ন তৃপ্তোহস্মি পিবন্মিষ্টং ত্বমুখাৎ প্রচ্যুতং রসম্ ॥ ১ ॥

গুণানাস্তু পরিজ্ঞানং যথাবদনুবৰ্ণয় ।

যেনাহং পরমাং শাস্তিমধিগচ্ছামি চেতসি ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতিপৃষ্ঠস্ত পুঞ্জেন নারদেন মহাত্মনা ।

উবাচ চ জগৎকর্তা রজোগুণসমুদ্ভবঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি গুণানাং পরিবৰ্ণনম্ ।

সম্যক্ত্বনাহং বিজানামি যথামতি বদামি তে ॥ ৪ ॥

সত্ত্বস্ত কেবলং নৈব কুত্রাপি পরিলক্ষ্যতে ।

মিশ্রীভাবাত্তু তেষাং বৈ মিশ্রত্বং প্রতিভাতি বৈ ॥ ৫ ॥

---

অষ্টাধিকৈস্ত চত্বারিংশৎপদৈর্নারদেন চ ।

গুণানাং লক্ষণং পৃষ্টং পুনর্যেবোপবর্ণ্যতে ॥

মুমুকুতিগুণানাং হেয়োপাদেয়ত্বজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্য্যঞ্চ পুনরাহ গুণানামিতি ॥১—৪॥

সত্ত্বস্ত কেবলমিতি । একৈকগুণোহন্তগুণসহায়ঃ কুত্রাপি ন তিষ্ঠতি । তেষাং গুণানাং পরস্পরং মিশ্রীভাবাত্তু মিশ্রত্বমেব সর্সদাস্তি ॥ ৫ ॥

---

নারদ কহিলেন, পিতঃ ! আপনি গুণত্রয়ের লক্ষণ বর্ণন করিলেন, কিন্তু আমি আপনার মুখাষুজ-নির্গলিত অতি সুমধুর রস পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না । আপনি যথাযথরূপে গুণসমূহের পরিজ্ঞান বর্ণন করুন যাহা শ্রবণ করিলে আমি মনোমধ্যে পরম শাস্তি লাভ করিতে পারিব ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রজোগুণোৎপন্ন জগৎকর্তা কমলযোনি, মহাত্মা নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥ নারদ ! গুণসমূহের পরিজ্ঞান, আমি সম্যকরূপে অবগত নহি, তবে আমার এ বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান আছে সেইরূপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ বিশুদ্ধ একমাত্র সত্ত্বগুণ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না । সেই গুণ



যথা কাচিৎকরা নারী সর্বভূষণভূষিতা ।  
 হাবভাবযুতা কামঃ ভর্তৃপ্রীতিকরী ভবেৎ ॥ ৬ ॥  
 মাতাপিত্রোস্তুথা সৈব বন্ধুবর্গস্ত প্রীতিদা ।  
 দুঃখং মোহং সপত্নীষু জনয়ত্যপি সৈব হি ॥ ৭ ॥  
 এবং সত্বেন তেনৈব জীহ্বমাপাদিতেন চ ।  
 রজসস্তমসশ্চৈব জনিতা বৃত্তিরনুথা ॥ ৮ ॥  
 রজসা জীকৃতেনৈঃ তমসা চ তথা পুনঃ ।  
 অন্ত্রোন্ত্রস্ত সর্মাযোগাদন্ত্রুথা প্রতিভাতি বৈ ॥ ৯ ॥  
 অবস্থানাং স্বভাবেষু ন বৈ জাত্যন্তরাণি চ ।  
 লক্ষ্যন্তে বিপরীতানি যোগান্নারদ ! কুত্রচিৎ ॥ ১০ ॥

মিশ্রীভাবাদেব গুণানাং সুখদুঃখমোহাস্বকঃ ভবতি নাত্থথেতি দৃষ্টান্তমুদেনাহ যথা-  
কাচিদিতি ॥ ৬—৭ ॥

যথৈকৈব জী সুখদুঃখমোহাস্বিকা ব্যক্তিভেদেন ভিন্নং প্রুতি কালভেদেন বা একাং  
ব্যক্তিং প্রতি ভবতি তথৈব সত্বঃ ভবতীত্যাহ এবং সত্বেনেতি । জীহ্বমাপাদিতেনেতি-  
জীহ্বানাপন্নমিত্যর্থঃ । তেন সত্বেন কুত্রচিৎ পুরুষস্ত সুখজনিকা বৃত্তির্জনিতা ভবতি তত্শ্চৈব  
পুরুষস্ত কালান্তরেহনুথা দুঃখমোহাস্বিকরজসঃ সম্বন্ধিনী তমসো বা সম্বন্ধিনী বৃত্তির্জনিতা  
ভবতি ॥ ৮ ॥

এবং রজো যদা জীকৃতং জীভাবাপন্নং তথা তমো যদা জীভাবাপন্নং জীহ্বানত্বেন  
কল্পিতং তদা তেন রজসা তমসা বা দুঃখাস্বিকা মোহাস্বিকা বা কুত্রচিৎ পুরুষস্ত বৃত্তির্জনিতা  
ভবতি তত্শ্চৈব পুরুষস্ত কালান্তরে সুখবৃত্তিরুৎপাদাতে । ন চৈতদগুণানামন্ত্রগুণসহায়তা-  
ভাবে সম্ভবতি তন্মানিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি জ্ঞেয়মিত্যাহ অন্ত্রোন্ত্রস্তেতি ॥ ৯ ॥

অবস্থানাস্বভাবেধিতি । যদি গুণা একৈক্য এব স্থান মিশ্রীভূতাস্তদা তেষাং স্বভাবে-  
ষবস্থানাদেকরূপৈব বৃত্তিঃ স্তান্ন জাত্যন্তরাণি স্যাৎ । লক্ষ্যন্তে তু বিপরীতানি জাত্যন্তরাণি ।

সকলের পরস্পর মিশ্রণদ্বারা মিশ্রভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ যেমন হাবভাবসম্পন্ন সর্ব-  
ভূষণে বিভূষিতা কোনও কামিনী, এক পক্ষে পতি, মাতা, পিতা ও বন্ধুবর্গের পর্যাপ্ত  
পরিমাণে প্রীতি, এবং অপর পক্ষে সপত্নীগণের দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে, সত্বগুণকে  
যদি সেই রমণীর রমণীরূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপে তবে তাহা কোনও পুরুষের  
সত্বসম্বন্ধি সুখ জনক মনোবৃত্তি, কালভেদে কোনও পুরুষের দুঃখাস্বক রজঃ-সম্বন্ধি মনো-  
বৃত্তি কাহারও মোহাস্বক তমঃ-সম্বন্ধি মনোবৃত্তি উৎপাদিত করিয়া থাকে । এইরূপ, রজ বা  
তমোগুণকে যদি সেই কামিনী হানীর করা যায় তাহা হইলে সেই রজো বা তমো গুণ  
কোনও পুরুষের দুঃখাস্বক ও মোহাস্বক মনোবৃত্তি, কালভেদে তাহারই আবার দুঃখাস্বক  
মনোবৃত্তি উৎপাদন করে । গুণান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ সম্ভব হয় না অতএব  
গুণ সমুদায়ের মিশ্রভাবই সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬—৯ ॥ নারদ ! গুণভিত্তক যখন স্ব

যথা রূপবতী নারী যৌবনে বিভূষিতা ।  
 লজ্জামাধুর্যযুক্তা চ তথা বিনয়সংযুতা ॥ ১১ ॥  
 কামশাস্ত্রবিধিজ্ঞা চ ধর্মশাস্ত্রেহপি সম্মতা ।  
 ভর্তুঃ প্রীতিকরী ভূত্বা সপত্নীনাঞ্চ হুঃখদা ॥ ১২ ॥  
 মোহহুঃখস্বভাবস্থা সত্বশ্চেতুচ্যতে জনৈঃ ।  
 তথা সত্বং বিকুর্গামম্ভাবং বিভাতি বৈ ॥ ১৩ ॥  
 চৌরৈরুপক্রতানাং হি সাধুনাং সুখদা ভবেৎ ।  
 হুঃখা যুতা চ দস্যুনাং সৈব সেনা তথা গুণাঃ ।  
 বিপরীতপ্রতীতিং বৈ জনয়ন্তি স্বভাবতঃ ॥ ১৪ ॥  
 যথাচ হুর্দিনং জাতং মহামেঘঘনাবৃতম্ ।  
 বিদ্যুৎস্তুনিতসংযুক্তং তিমিরেণাবগুণ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥  
 সিঞ্চদ্ভুমিং প্রবর্ষদৈ তমোরূপমুদাহৃতম্ ॥ ১৬ ॥

কদাচিৎ সুখান্নকং কদাচিদুঃখান্নকং কদাচিন্মোহান্নকমিতি তন্মান্বিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি-  
 ভাবঃ ॥ ১০ ॥

যথা রূপবতীত্যারভ্য চৌরৈরুপক্রতেতি পর্যাস্তং পাঠঃ পুনরুক্ত্যর্থকোহপি দৃষ্টান্তদাষ্টা-  
 ন্তিকরোরূপসংহারার্থমিতি বোধ্যম্ ॥ ১১—১৩ ॥

দৃষ্টান্তান্তরমাহ চৌরৈরिति । সেনা রাজসেনা ॥ ১৪ ॥

জনয়ন্তি এতে দৃষ্টান্তার্থা যথা তথা গুণাঃ বিপরীতপ্রতীতিং জনয়ন্তীত্যর্থঃ । যথেন্তি ।  
 হুর্দিনং মেঘাচ্ছন্নো দিবসঃ ॥ ১৫ ॥

স্বভাবে অবস্থান করে তখন তাহাদের প্রত্যেকেরই কোনও অন্তথা ভাব লক্ষিত হয় না,  
 কিন্তু যখন মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় তখনই জাত্যন্তর অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবের বিপরীত ভাব ধারণ  
 করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ যেমন যৌবন ভূষিতা লজ্জা ও মাধুর্য্য-সম্বিতা ধর্মমর্মজ্ঞা বিনীতা  
 কামকলাবতী রূপবতী ও রূপবতী যুবতী বসন্তের প্রেমসী ও প্রীতিকরী এবং সপত্নীগণের  
 হুঃখদায়িনী হয় সেইরূপ গুণগণও পাত্র ও কালভেদে বিপরীত ভাব ধারণ করে সন্দেহ  
 নাই । দেখ নারদ ! যেমন লোকে এই এক রমণীই সপত্নীগণের পক্ষে মোহ ও হুঃখপ্রদা  
 এবং পতিপ্রভৃতি বন্ধুগণের পক্ষে সুখদায়িনী, সেইরূপ সত্বগুণ বিকৃত হইয়াই হুঃখজনক ও  
 মোহজনক স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১—১৩ ॥ নারদ ! এ বিষয়ে আরও প্রমাণ  
 কহিতেছি, শ্রবণ কর । যেমন সেনাগণ, চৌরকর্তৃক উপক্রম সাধুগণের সুখপ্রদ এবং  
 দস্যুগণের হুঃখ ও মোহপ্রদ হয়, যেমন মহামেঘ সমূহ দ্বারা ঘনরূপে, আচ্ছন্ন, বিদ্যুৎ  
 ও শব্দীয় গর্জনাশ্রিত, নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ঘোরতর ধারাসারে ধরাতল প্রাবী হুর্দিন,  
 বীজ ও উপকরণ সম্বিত কুবকগণের সুখপ্রদ এবং যে হুর্ভাগ্য গৃহস্থগণের গৃহ সকল ভুগাদি

যদেতৎ কর্ণকাণাং বৈ তদেবাভীষ ছুর্দিনম্ ।  
 বীজোপকরযুক্তানাং সুখদং প্রভবতু্যত ॥ ১৭ ॥  
 অপ্রচ্ছন্নগৃহাণাঞ্চ দুর্ভগানাং বিশেষতঃ ।  
 তৃণকাষ্ঠগৃহীতৃণাং দুঃখদং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৮ ॥  
 প্রোষিতভর্তৃকাণাং বৈ মোহদং প্রবদন্ত্যপি ।  
 স্বভাবস্থা গুণাঃ সর্বৈ বিপরীতা বিভাস্তি বৈ ॥ ১৯ ॥  
 লক্ষণানি পুনস্তেষাং শৃণু পুত্র ! ব্রবীম্যহম্ ।  
 লঘুপ্রকাশকং সত্ত্বং নির্মলং বিশদং সদা ॥ ২০ ॥  
 যদাঙ্গানি লঘুশ্চেব নেত্রাদীনীল্রিয়ানি চ ।  
 নির্মলঞ্চ তথা চেতো গৃহ্নাতি বিষয়ান্ন তান্ ।  
 তদা সত্ত্বং শরীরে বৈ মস্তব্যঞ্চ সমুৎকটম্ ॥ ২১ ॥  
 জৃষ্ঠাং শুষ্ঠঞ্চ তদ্রাঞ্চ চলং চৈব রজঃ পুনঃ ।  
 যদা তদুৎকটং জাতং দেহে যস্য চ কশ্চচিৎ ॥ ২২ ॥

\* তমোরূপং নিবিড়াকারপ্রায়ম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

প্রোষিতভর্তৃকাণাং বিরহিণীনাং কামিনীনাম্ । স্বভাবস্থা ইতি । এতে যথা দৃষ্টান্তা  
 এবমেতে গুণাঃ স্বভাবস্থা অস্তগুণসাহায্যেন বিপরীতা ভাস্তি তন্মান্বিশ্রীভূতা এবেতি  
 ভাসঃ ॥ ১৯ ॥

সত্ত্বাদিগুণোদ্রেকে সতি জায়মানানি লক্ষণাঞ্জাহ লক্ষণানীতি ॥ ২০ ॥

লঘুস্বরূপমাহ যদাঙ্গানীতি । লঘুশ্চেব ন ভারবন্তি । তান্ রাজসাস্তামসান্ বা বিষয়ান্ন  
 গৃহ্নাতিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

জৃষ্ঠামিতি । জৃষ্ঠাং শুষ্ঠং শরীরশুদ্ধতাং তদ্রাঞ্চ যদা পশুতি তদা চলং রজঃ সমুৎকটং  
 জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যারা আচ্ছাদিত ও তৃণ কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হয় নাই, তাহাদিগের দুঃখপ্রদ এবং প্রোষিত-  
 ভর্তৃকা কামিনীগণেব মোহপ্রদ হয়, সেইরূপ স্বভাবস্থিত গুণ সকল ও অস্ত গুণের  
 সাহায্যে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৮—১৯ ॥ বৎস ! আমি তোমাকে পুনর্বার  
 গুণ সমূহের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর । সত্ত্বগুণ নির্মল, প্রকাশক, লঘু ও বিশদ ॥ ২০ ॥  
 যখন নয়নাদি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ সকল লঘু ( ভারবদ্ধা রহিত ) এবং চিত্ত নির্মল হইয়া রাজস  
 ও তামসাদি ভোগ্যবিষয় গ্রহণ করে না তখন শরীরে সমধিক সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে  
 জানিবে । যখন জৃষ্ঠা, শুষ্ঠ ও তদ্রাদি দৃষ্ট হয় তখন রজোগুণের আধিক্য হইয়াছে বিবেচনা  
 করিবে । যাহার দেহে উৎকট তমোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে, সে কলহ অবেষণ করে গ্রামা-  
 স্তর গমন করে এবং সর্বদাই চঞ্চলচিত্ত ও বিবাদে উদ্যত হয় ; তাহার দেহ যেন গুরু  
 আবরণে আবৃত হইয়া থাকে । তখন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল গুরু ও আবৃত এবং মন শূন্য



কলিং যুগয়তে কর্তুং গন্তুং গ্রামান্তরং তথা ।

চলচ্চিত্তশ্চ মোহত্যাগং বিবাদে চৌদ্যতস্তথা ॥ ২৩ ॥

গুরুমাবরণং কামং তমো ভবতি তদ্যদা ।

তদান্নানি গুরুগ্যাশ্চ প্রভবন্ত্যাবৃত্তানি চ ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রিয়ানি মনঃ শূন্যং নিদ্রাং নৈবাভিবাঙ্কতি ।

গুণানাং লক্ষণাশ্চৈবং বিজ্ঞেয়ানীহ নারদ ! ॥ ২৫ ॥

নারদ উবাচ ।

বিভিন্নলক্ষণাঃ প্রোক্তাঃ পিতামহ ! গুণাস্ত্রয়ঃ ।

কথমেকত্র সংস্থানে কার্য্যং কুর্কন্তীতি শাস্বতম্ ॥ ২৬ ॥

পরম্পরং মিলিত্বা হি বিভিন্নাঃ শত্রবঃ কিল ।

একত্রস্থাঃ কথং কার্য্যং কুর্কন্তীতি বদস্ব মে ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু পুত্র ! প্রবক্ষ্যামি গুণান্তে দীপবৃত্তয়ঃ ।

প্রদীপশ্চ যথা কার্য্যং প্রকরোত্যর্থদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

তমোলক্ষণমাহ কলিমিতি । কলিঃ কলহঃ । এতানি লক্ষণানি যদা ভবন্তি তদা তত্ত্বম  
উৎকটং জ্ঞাতমিতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

গুরুমাবরণমিত্যন্ত্যর্থমাহ তদান্নানীতি । আবৃত্তানি তমসেত্যর্থঃ । শূন্যং জ্ঞানশূন্যম্ ॥ ২৫ ॥  
মিশ্রীভূতা গুণাঃ কার্য্যং কুর্কন্তীতি শ্রদ্ধা নারদঃ শব্দতে বিভিন্নেতি । যদী শত্রবো  
মিলিতাঃ কার্য্যং ন কুর্কন্তীতি তথা গুণাঃ পরম্পরং শত্রবঃ সন্তঃ কথং মিলিত্বা কার্য্যং কুর্কন্তী-  
ত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

হয়, সে, নিদ্রা কামনা করে না । নারদ ! গুণ সকলের লক্ষণ এইরূপ জানিও ॥ ২১—২৫ ॥

নারদ কহিলেন, পিতঃ ! আপনি গুণত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সকল কহিলেন, কিন্তু  
যখন তাহারা একত্র অবস্থিত হয় তখন তাহারা কিরূপে কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া  
থাকে ? ॥ ২৬ ॥ শত্রু সকল যেরূপ একত্র মিলিয়া কার্য্য করে না তাহারা সর্বদাই বিভিন্ন  
থাকে সেইরূপ বিরুদ্ধধর্মী গুণ সকল কি প্রকারে একত্র মিলিয়া কার্য্য সাধন করিবে ?  
তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ ! গুণ সকল দীপবৃত্তি অর্থাৎ প্রদীপের জ্বল ধর্ম বিশিষ্ট,  
প্রদীপ যেমন জ্বল্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করে ইহারাও সেইরূপে কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে ।  
দেখ, বর্ত্তিকা তৈল ও বহ্নিশিখা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ ; তৈল অগ্নির বিরুদ্ধ হইলেও  
তাহার সহিত সঙ্গত হয় । তৈল, বর্ত্তিকা এবং অগ্নি পরস্পর বিরোধী হইয়াও ইহারা সকলে

বর্তিতৈলং যথার্চিষ্ণু বিকৃতানি পরম্পরম্ ।

বিকৃতং হি তথা তৈলয়গ্নিনা সহ সঙ্গতম্ ॥ ২৯ ॥

তৈলং বর্তিবিরোধেব পাবকোহপি পরম্পরম্ ।

একত্রস্থাঃ পদার্থানাং প্রকুর্কন্তি প্রদর্শনম্ ॥ ৩০ ॥\*

নারদ উবাচ ।

এবং প্রকৃতিজাঃ প্রোক্তা গুণাঃ সত্যবতীহৃত ! ।

বিশ্বস্ত কারণং তে বৈ ময়া পূৰ্ব্বং যথাক্রমতম্ ॥ ৩১ ॥

বাস উবাচ ।

ইতু্যক্তং নারদেনাথ মম সৰ্ব্বং সবিস্তরম্ ।

গুণানাং লক্ষণং সৰ্ব্বং কার্যাকৈব বিভাগশঃ ॥ ৩২ ॥

আরাধ্যা পরমা শক্তির্যয়া সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

সগুণা নিগুণা চৈব কার্যভেদে সদৈব হি ॥ ৩৩ ॥

দীপবৃন্তয় ইতি । তথাচ যথা দীপবর্তিকা তৈলানি পরম্পরবিকৃতানি মিলিত্বা ঘটার্থ-  
প্রকাশনমেকং কুর্কন্তি তদ্বদগুণা অপীতি ভাবঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ইখমেতাবৎ পর্য্যন্তঃ বুজ্জগা নারদং প্রতু্যক্তং নারদো বাসং প্রতু্যক্তবানিত্যাহ এবং  
প্রকৃতিজা ইতি । অত্র নারদ উবাচেত্যনেনৈব বন্ধনারদসম্বাদসমাশ্রিতঃ সিদ্ধত্বাৎ সা পুরাণে-  
নোক্তেতি বোধ্যম্ ॥ ৩১ ॥

তে বৈ বিশ্বস্ত কারণন্তে বৈ প্রকৃতিসম্বন্ধিনো গুণা এব নাত্তো বিশ্বস্ত কারণমিত্যর্থঃ ।  
ইতু্যক্তমিতি । হে রাজন্ জনমেজয় ! যস্ময়া পৃষ্টং তদেবোদ্दिষ্ট ময়া পৃষ্টো নারদো মাং  
প্রত্যেবমুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

একত্র অবস্থিত থাকিয়া দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য করিয়া থাকে । নারদ ! গুণ সকল  
পরম্পর বিকৃত হইয়াও সেইরূপে কার্য নির্বাহ করে ॥ ২৮—৩০ ॥

নারদ কহিলেন, সত্যবতীনন্দন ! কমলযোনি গুণসমূহকে এইরূপ প্রকৃতিজাত বলিয়া  
আমার নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন এবং এই গুণ সকলই বিশ্বের কারণ । পূৰ্বে আমি  
পিতামহের নিকট প্রকৃতির গুণ বেক্রপ শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমার নিকটও  
সেইরূপ বর্ণনা করিলাম ॥ ৩১ ॥

বাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি মহর্ষি নারদের  
নিকট পূৰ্বে তদ্বৎপ্রদেপে শ্রবণ করিলে তিনি গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কার্য সকল বিভাগক্রমে  
বিতার পূৰ্ব্বক এইরূপ কহিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ রাজন্ ! শাস্ত্রমধ্যে যেখানে যাহাই উক্ত হউক

\* তথা সম্বাদয়ঃ কার্যাঃ পূৰ্ব্ববর্ণ সহস্রিতাঃ । বিকৃত্য অপি কুর্কন্তি ত্রয়ন্তে মিলিতাঃ কিল ।”

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুজটিং বৃন্তভে ।

অকর্তা পুরুষঃ পূর্ণো নিরীহঃ পরমোহব্যয়ঃ ।

করোত্যেবা মহামায়া বিশ্বং সদসদাঙ্গকম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ সূর্য্যচন্দ্রঃ শচীপতিঃ ।

অগ্নিনো বসবস্বষ্ঠা কুবেরো যাদসাম্পতিঃ ॥ ৩৫ ॥

বহির্বায়ুস্তথা পৃষা সেনানীশচ বিনায়কঃ ।

সর্ব্বৈ শক্তিবুতাঃ শক্তাঃ কৰ্ত্তুং কার্য্যাণি স্থানি চ ॥ ৩৬ ॥

অন্যথা তেপ্যশক্তা বৈ প্রম্পাদিতুমনীশ্বরীঃ ।

স। চৈব কারণং রাজন্ ! জগতঃ পরমেশ্বরী ॥ ৩৭ ॥

সমারাধয়তাং ভূপ ! কুরু যজ্ঞং জনাধিপ ! ।

পূজনং পরয়া ভক্ত্যা তস্যা এব বিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥

মহালক্ষ্মীর্মহাকালী তথা মহাসরস্বতী ।

ঈশ্বরী সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৩৯ ॥

ইখং সম্বাদশ্রবণেন জনমেজয়শ্চ সর্ব্বপ্রশ্নসমাধানে জাতেহপি সম্বাদনির্গলিতার্থঃ নিগ-  
মনস্থানীয়ঃ ব্যাস আহ আরাধ্যোতি । হে রাজন্ ! যতো যয়া দেব্যা সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং যা চ  
জগৎসৃষ্টিস্থিতিকরতিরোধানাহুগ্রপঞ্চকৃত্যকর্ত্তী উৎপত্তিস্থিতিকরহিতা গুণত্রয়সমুদ্ভূত-  
পঞ্চভূতসমুদ্ভূতদেহবতামৈকৈকগুণাভিমানিব্রহ্মাদিজীবানাং সৃষ্টিস্থিতিকরকারিণী সাম্যা-  
বহনারোপাধিকব্রহ্মরূপিণী শ্রীদেবী হেয়গুণাংস্বত্বকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্বা কৰ্ম্মোপাসনাদিভির্বেদান্ত-  
শাস্ত্রশ্রবণাদিভিঃ হেয়গুণাংস্বত্বকার্য্যাণি চ নিরুধ্য গ্রাহং সৰ্ব্বগুণং তৎকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্বা  
তৎ সম্পাদ্য সৰ্ব্বগুণোদ্ভেদেণ যুক্তেন পুরুষেণ সৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টা দেবী সর্ব্ববেদান্ততাৎপর্য্য-  
ভূমিরারাধ্যা জ্ঞেয়া চ মোক্ষকামেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

কার্য্যভেদে মোক্ষরূপে কার্য্যে ব্রহ্মাভিন্না নিগুণা আরাধ্যা তদন্তকামে তু সগুণা গুণ-  
বিশিষ্টেষমেব যয়া বিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী শ্রীদেবী জগৎকর্ত্তী ন কেবলং ব্রহ্ম ন বা ব্রহ্মাদয়ো  
দেবা ইত্যাহ । অকর্ত্তেতি ॥ ৩৪—৩৬ ॥

তাহার সার মর্ম্ম এই যে, যিনি এই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি কার্য্যভেদে  
সর্ব্বদাই সগুণা ও নিগুণা, সেই পরমশক্তিকেই পরমারাধ্যা বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥ পুরুষ  
অব্যয়, পরম ও পূর্ণ হইলেও নিরীহ ; তিনি কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না ;  
এই মহামায়াই সৎ ও অসদাঙ্গক বিশ্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র,  
সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, অগ্নিবৃষ, বসুগণ, বিশ্বকর্মা, কুবের, বরুণ, বহি, বায়ু, পৃষা, বডানন ও গণ-  
পতি, ইহারা সকলে শক্তিবৃত্ত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হন, নতুবা স্পন্দনাদিতেও  
অশক্ত হইয়া থাকেন ; অতএব নরগণে ! সেই পরমেশ্বরী মহামায়াকেই এই জগতের  
কারণ জানিও ॥ ৩৫—৩৭ ॥ নরনাথ ! তুমি তাহার আরাধনা কর, তাহার উদ্দেশে যজ্ঞ কর  
এবং পরম ভক্তি সহকারে সেই পরমশক্তিরই পূজা কর ॥ ৩৮ ॥ রাজন্ ! সেই মহামায়াই  
মহালক্ষ্মী, তিনিই মহাকালী এবং তিনিই মহা সরস্বতী ; তিনি সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বরী এবং



সর্বকামার্থদা শান্তা স্তব্ধসেব্যা দয়ান্বিতা ।  
 নামোচ্চারণমাত্রেণ বাঞ্ছিতার্থকলপ্রদা ॥ ৪০ ॥  
 দেবৈরারাদিতা পূৰ্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ ।  
 মোক্ষকামৈশ্চ বিবিধৈস্তাপসৈর্বিজিতাশ্রুতিঃ ॥ ৪১ ॥  
 অস্পষ্টমপি তন্মাম প্রসঙ্গেনাপি ভাবিতম্ ।  
 দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ দুর্লভানপি সর্বথা ॥ ৪২ ॥  
 ঐ ঐ ইতি ভয়াৰ্ত্তেন দৃষ্ট্য ব্যাভ্রাদিকং বনে ।  
 বিন্দুহীনমণীভূতং বাঞ্ছিতং প্রদদাতি বৈ ॥ ৪৩ ॥  
 তত্র সত্যব্রতশ্চৈব দৃষ্টান্তো নৃপসত্তম ! ।  
 প্রত্যক্ষ এব চাম্মাকং মুনীনাং ভাবিতাশ্রনাম্ ॥ ৪৪ ॥  
 ব্রাহ্মণানাং সমাজেষু তস্মাদাহরণং বুধৈঃ ।  
 কথ্যমানং ময়া রাজন্! শ্রুতং সর্বং সবিস্তরম্ ॥ ৪৫ ॥

সা চৈব কারণমিতি । বানি ময়া নারদং প্রতি জগৎকারণানি শক্তিতানি তানি তানি  
 সর্বাণি ন স্বশক্তিং বিহার্য জগৎ কর্ত্তুং সমর্থানি তস্মাৎ সা শক্তিরেব জগৎকারণং সৈব  
 সর্বোৎকৃষ্টা ধোয়া জ্ঞেয়া চেতি মম নারদস্ত সন্যাদে নারদস্ত ব্রহ্মণশ্চ সন্যাদে নির্ণীত  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বস্তুমহামখমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥

অস্পষ্টং যথাবদ্বর্ণরহিতমিত্যর্থঃ । প্রসঙ্গেনাপি দেবতানামবুদ্ধিরহিতেনাপি পুরুষে  
 গাত্তপ্রসঙ্গেনাপীত্যর্থঃ । ইতরদেবতাস্থারধনেনৈব যৎকিঞ্চিৎ কলং দদতি । ইয়ন্ত অশুদ্ধনামো  
 চ্চারণে প্রসঙ্গেনাপি কৃতে পুরুষার্থচতুষ্টয়ং দদাতিতি কথং ন সর্বৈঃ সেব্যেতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

তদুদাহরণমাহ । ঐ ঐ ইতি ॥ ৪৩ ॥

সমস্ত কারণের কারণরূপিনী ॥৩৯॥ সেই শান্তিরূপা স্তব্ধসেব্যা করুণাময়ীর আরাধনা করিলে  
 তিনি ভক্তজনের সকল কামনাই পরিপূর্ণ করেন ; অধিক কি, তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেই  
 তিনি বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন ॥৪০॥ পুরাকালে মুক্তিকামনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর  
 সমস্ত দেবগণ এবং বহুতর জিতেন্দ্রিয় তাপসগণও তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥  
 মহারাজ ! অধিক কি বলিব যদি অস্পষ্টরূপেও তাঁহার নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে  
 তিনি অতিদুর্লভ বাঞ্ছিতার্থ সকলও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ বনুমধ্যে ব্যাভ্রাদিদর্শনে  
 ভয়াতুর হইয়া ঐঃ ঐঃ বীজ ধরের বিন্দু পরিত্যাগ পূর্বক ঐ ঐ এইরূপ উচ্চারণ করিলেও  
 তিনি বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥ নৃপসত্তম ! এতদ্বিবরে সত্যব্রতের একটা নৃষ্টান্ত  
 আছে । বৃন্দবর লোমশ মুনি ব্রাহ্মণসমাজে আমার এবং বহু তত্ত্বদর্শী মুনিগণের প্রত্যক্ষে  
 তাহার উদাহরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি তদ্বিবরণ সবিস্তার শ্রবণ করিয়া  
 ছিলাম ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনক্ষরো মহামুখো নান্না সত্যব্রতো বিজঃ ॥ ৪৬ ॥

অক্ষরং কোলিমুখাং সমুচ্চাৰ্য্য স্বয়ং ততঃ ।

বিন্দুহীনং প্রসঙ্গেন জাতোহসৌ বিবুধোত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

ঐকারোচ্চারণাদ্বেবী তুষ্ঠা ভগবতী তদা ।

চকার কবিরাজং তং দয়ার্জা পরমেশ্বরী ॥ ৪৮ ॥\*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে গুণবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষ এবোতি । অক্ষরং মুনীনাং ভগবতী নামমহিমস্বরূপং নানাপ্রকারকজাত-  
সিদ্ধিভির্কারংবারং প্রত্যক্ষমেবাতি ন সংশয়োহক্ষরস্তত্ত্বোতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

অক্ষরমিতি । ঐকারাক্ষরগিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

হে রাজনোতাংশী দয়ার্জা ভগবতী সর্বোৎকৃষ্টা তত্ত্বকামকল্পদ্রুমাস্তীতি সৈবারাধ্যোতি  
ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

মহারাজ ! সত্যব্রত নামে এক নিরক্ষর মহামুখ ব্রাহ্মণ, শূকরের মুখ হইতে ঐকার  
অক্ষর শ্রবণ এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ অক্ষর স্বয়ং উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ  
হইয়াছিল ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তাঁহার ঐকার উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া করুণাময়ী পরমেশ্বরী দেবী  
ভগবতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণলক্ষণবর্ণন-নামক নবম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

\* ত্রৈলোক্যে বিস্তৃতশাসীং স হি সত্যব্রতো বিজঃ । অনারাদ্য মহাকালীং প্রজয়া চ মহেশ্বরীম্ ॥

অতস্মাং নৃপশর্দূল ! প্রবীণি পুনঃ পুনঃ । যজ্ঞং কুরু মহারাজ ! বিধিঃ তে কথয়াম্যহম্ ॥”

ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

## দশমোঃধ্যায়ঃ ১

জনমেজয় উবাচ ।

কোহসৌ সত্যব্রতো নাম ব্রাহ্মণো দ্বিজসত্তমঃ ।

কস্মিন্দেশে সমুৎপন্নঃ কীদৃশশ্চ বদস্ব মে ॥ ১ ॥

কথং তেন শ্রুতঃ শব্দঃ কথমুচ্চারিতঃ পুনঃ ।

সিদ্ধিশ্চ কীদৃশী জাতা তস্য বিপ্রশ্চ \* তৎকৃণাৎ ॥ ২ ॥

কথং তুষ্ঠা ভবানী স। সৰ্বজ্ঞা সৰ্বসংস্থিতা ।

বিস্তরেণ বদস্বাদ্য কথামেতাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা রাজ্ঞা ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।

উবাচ পরমৌদারঃ বচনং রসবচ্ছুটি ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি কথং পৌরানিকীং শুভাম্ ।

শ্রুতাং মুনিসমাজেষু ময়া পূৰ্ব্বং কুরুদ্বহ ॥ ৫ ॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্ধোক্ষাগ্ৰবীজমহিমা মহান্ ।

সত্যব্রতকথাযোগাৎ প্রোচ্যতে ভক্তিকারকঃ ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে প্রব্রীজমুপলভ্য কোহসৌ সত্যব্রতঃ কথং তেন প্রসঙ্গেনাম্পষ্টনামো-  
চ্চারণং কৃতং কা চ তেন সিদ্ধির্জাতেতি পরমভাবুকো রাজা পৃচ্ছতি কোসাংসাবিতি ॥১—৫॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে ! আপনি যে সত্যব্রতের নামোল্লেখ করিলেন, এই  
ব্রাহ্মণসত্তম সত্যব্রত কে ? ইনি কোন্ দেশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? ইহার স্বভাবাদি  
কিরূপ ? তৎসমুদয় বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥ মহর্ষে ! সেই  
সত্যব্রত, কি প্রকারে সেই শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কি প্রকারেই বা সেই অম্পষ্ট নাম  
উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং তৎকৃণাৎ সেই বিপ্রের কি রূপই বা সিদ্ধি লাভ হইয়া-  
ছিল ? ॥ ২ ॥ সেই সৰ্ব্বব্যাপিনী সৰ্বজ্ঞা ভগবতী ভবানী কি জন্তই বা তাহার এতি সন্তুষ্ট  
হন, এই মনোরম পবিত্র আখ্যান আপনি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীশ্রুত ব্যাস-  
দেব অতিউদারভাব-সম্পন্ন রসময়ী পবিত্র বচনাবলী দ্বারা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

\* মূৰ্খত্ব ইতি বা পাঠঃ ।



একদাহং কুরুশ্রেষ্ঠ ! কুর্বংস্তীর্থাটনং শুচি ।  
 সংপ্রাপ্তো নৈমিষারণ্যং পাবনং মুনিসেবিতম্ ॥ ৬ ॥  
 প্রণম্যাহং মুনীন্ সৰ্ব্বান হিতস্তত্র ক্রাশ্রমে ।  
 বিধিপুত্রাস্ত্র যত্রাসন্ জীবমুক্তা মহাব্রতাঃ ॥ ৭ ॥  
 কথাপ্রসঙ্গ এবাসীত্তত্র বিপ্রসমাগমে ।  
 জমদগ্নিস্তু পপ্রচ্ছ মুনীনেবং সমাস্থিতঃ ॥ ৮ ॥

জমদগ্নিকবাচ ।

সন্দেহোহস্তি মহাভাগা মম চেতসি তাপসাঃ ! ।  
 সমাজেষু মুনীনাং বৈ নিঃসন্দেহো ভবাম্যহম্ ॥ ৯ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো মঘবা বরুণোহনলঃ  
 কুবেরঃ পবনস্তৃষ্ণা সেনানীশ্চ গণাধিপঃ ॥ ১০ ॥  
 সূর্য্যোহশ্বিনৌ ভগঃ পুষা নিশীনাথো গ্রহাস্তথা ।  
 আরাধনীয়তমঃ কোহত্র বাহ্বিতার্থফলপ্রদঃ ॥ ১১ ॥  
 স্তম্ভসেব্যশ্চ সততং চাশুতোষশ্চ মানদাঃ ! ।  
 ববস্তু মুনয়ঃ শীঘ্রং সৰ্ব্বজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১২ ॥

( সত্যব্রতবিবরণং বক্তুমাহ একদেতি ॥ ৬ ॥  
 জীবমুক্তা জীবদশায়াং যাবাবদ্ধরহিতাঃ ॥ ৭—১০ ॥ )

রাজন্ ! তুমি কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, অতএব আমি পূর্বে মুনিজন সমাজে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই কল্যাণদায়িনী পৌরাণিকী কথা তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥  
 কুরুবর ! আমি এক সময়ে পবিত্র তীর্থপর্যটন করিতে করিতে মুনিজন-সেবিত পরম-পাবন নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ৬ ॥ এই সময় সেই অমুক্তম আশ্রমে মহাব্রত জীবমুক্ত সনক-সনাতনপ্রভৃতি বিধাতৃপুত্রগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন ; আমিও সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত মুনিগণকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলাম । অনন্তর, সেই বিপ্রসমাজে কথাপ্রসঙ্গ উত্থিত হইল ; পরে, তত্রস্থিত মহর্ষি জমদগ্নি, মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭—৮ ॥

হে মহাভাগ মহাতাপস মুনিগণ ! আমার মনোমধ্যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, মহর্ষিগণের সমাজে আমি সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিব এইরূপ অভিলাষ করিয়াছি ॥ ৯ ॥  
 হে সংশিতব্রত মানপ্রদ মহর্ষিগণ ! আপনারা সৰ্ব্বজ্ঞ তাহাতে কোনও সংশয় নাই ; এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, অনল, কুবের, পবন, বিশ্বকর্মা, যজ্ঞানন, গণপতি, সূর্য্য, অশ্বিনদ্বয়, ভগ, পুষা, চন্দ্র ও গ্রহগণ ইহাদের মধ্যে কে সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

এবং প্রণে কৃতে তত্র লোমশো বাক্যমব্রবীৎ ।  
 জমদগ্নে ! শৃণুধৈতদ্যৎ পৃষ্ঠং বৈ স্বয়াধুনা ॥ ১৩ ॥  
 সেবনীয়তমা শক্তিঃ সর্বোবাং শুভমিচ্ছতাম্ ।  
 পরা প্রকৃতিরাদ্যা চ সর্বগা সর্বদা শিবা ॥ ১৪ ॥  
 দেবানাং জননী সৈব ব্রহ্মাদীনাং মহাত্মনাম্ ।  
 আদিপ্রকৃতিশূলং সা সংসারপাদপদ্ম বৈ ॥ ১৫ ॥  
 স্মৃতা চোচ্চারিতা দেবীন্দদাতি কিল বাঞ্ছিতম্ ।  
 সর্বদৈবার্জচিত্তা সা বরদানায় সেবিতা ॥ ১৬ ॥  
 ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণুস্ত মুনয়ঃ শুভম্ ।  
 অক্ষরোচ্চারণাদেব যথা প্রাপ্তং বিজেন বৈ ॥ ১৭ ॥

আরাধনীয়তমঃ সর্বোৎকৃষ্টঃ পূজ্যঃ স্বেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

পরা প্রকৃতিঃ সাম্যাবস্থামায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী । তদ্বক্তা গীতান্ন । ভূমিরাপোহনলো  
 বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ । অহঙ্কার ইতীদং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেরমিতত্ত্বাং  
 বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবরূপাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগদ্বিত্তি । জীবরূপাং  
 চৈতন্যরূপাম্ । তথা স্মৃতসংহিতারাম্ । চিন্মাত্রাপ্রমায়ারায়ঃ শক্ত্যাকারে বিজোক্তমাঃ ।  
 অল্পপ্রবিষ্টা যা সন্নিবিষ্টিকল্পা স্বরূপতা ॥ সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী । সা  
 শিবা পরমা দেবী শিবী ভিন্না শিবকরীতি । শিবাভিন্না ব্রহ্মাভিন্নেত্যর্থঃ । জগদ্বুরূপিণ্যা  
 শক্ত্যা যদবচ্ছিন্নং চৈতন্যং সা মূলপ্রকৃতিঃ পরা শক্তিরিতি চোচ্যতে ইতি তট্টীকায়াং  
 মাধবঃ ॥ ১৪ ॥

সংসারব্রহ্ম শূলং মূলভূতেত্যর্থঃ । সেবিতা সতী বরদানার্থঃ সর্বদৈবার্জচিত্তা যা ভবতী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

আরাধ্য ও স্তবসেব্য ; কাহার আরাধনা করিলে তিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত কল  
 প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আপনারা সত্বর আমাকে বলুন ॥ ১০—১২ ॥

জমদগ্নি মুনিসমাজে এইরূপ প্রশ্ন করিলে তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি লোমশ কহিতে লাগি-  
 লেন, জমদগ্নে ! আপনি এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ শ্রবণ  
 করুন ॥ ১৩ ॥ শক্তিদেবীই সর্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরমারাধ্য দেবতা ; বাহার কল্যাণ কামনা  
 করেন, তাঁহাদিগের শক্তির আরাধনা করাই কর্তব্য । তিনি পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মায়োপাধি-  
 বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপিণী ; তিনিই সর্বকামপ্রদা, শিবকরী, সর্বব্যাপিণী ও ব্রহ্মাদি মহাত্মা  
 দেবগণের জননী । তিনিই আদ্যা প্রকৃতি এবং সংসার-মহীকহের মূলরূপিণী ॥ ১৪—১৫ ॥  
 সেই\*দেবীকে স্মরণ করিলে কিংবা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তিনি জীবের সমস্ত  
 মনোরথ সিদ্ধ করিয়া থাকেন । তাঁহার আরাধনা করিলে বর দানের নিমিত্ত তিনি  
 অত্যন্ত দয়ার্জচিত্ত হন ॥ ১৬ ॥ মুনিগণ ! এক ব্রাহ্মণ এই দেবীর বীজমন্ত্রের একটি অক্ষর

কোশলেষু বিজঃ কশ্চিদেবদন্তেতি বিজ্ঞাতঃ ।  
 অনপত্যশ্চকারেষ্টিং পুত্রায় বিধিপূৰ্বকম্ ॥ ১৮ ॥  
 তমসাতীরমান্ধার কৃৎস্না মণ্ডপমুত্তমম্ ।  
 বিজানাতুয় বেদজ্ঞান্ সত্রকৰ্ম্মবিশারদান্ ॥ ১৯ ॥  
 কৃৎস্না বেদীং বিধানেন স্থাপয়িত্বা বিভাবসূন্ ।  
 পুত্রেষ্টিং বিধিবত্তত্র চকার বিজসত্তমঃ ॥ ২০ ॥  
 ব্রহ্মাণং কল্পয়ামাস হুহোত্রঃ মুনিসত্তমম্ ।  
 অধ্বর্যুং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ হোতারঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২১ ॥  
 প্রস্তোতারং তথা পৈলং \* উদগাতারঞ্চ গোভিলম্ ।  
 সভ্যানশ্চান্ মুনীন কৃৎস্না বিধিবৎ প্রদদৌ বহু ॥ ২২ ॥  
 উদগাতা সামগঃ শ্রেষ্ঠঃ সপ্তস্বরসমম্বিতম্ ।  
 রথস্বরমগায়তু স্বরিতেন সমম্বিতম্ ॥ ২৩ ॥  
 তদাশ্চ স্বরভঙ্গোহভূৎ কৃতে শ্বাসে মুহূৰ্ম্মহঃ ।  
 দেবদত্তশ্চকোপাশু গোভিলং প্রত্যাচ হ ॥ ২৪ ॥

যথাপ্রাপ্তং কলমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পুত্রায় পুত্রার্থম্ ॥ ১৮ ॥

তমসানারী নদী ততীরম্ ॥ ১৯—২৪ ॥

উচ্চারণমাত্রেষ্টে বেক্রপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মঙ্গলময় ইতিহাস আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

কোশলদেশে দেবদত্ত নামে বিখ্যাত কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি অনপত্য থাকায় পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত যথাবিধি পুত্রেষ্টি যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ সেই বিজসত্তম তমসানদীর তীরদেশে মণ্ডপ ও বেদী নির্মাণ করিয়া যজ্ঞকুর্মে বিশারদ বেদজ্ঞ বিজ্ঞেয়গণকে আহ্বান করত হতাশন স্থাপন পূৰ্বক যথাবিধানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই যজ্ঞে মুনিসত্তম হুহোত্র ব্রহ্মা, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্যু, বৃহস্পতি হোতা, পৈল প্রস্তোতা, গোভিল উদগাতা এবং অশ্বাত্ত মুনীগণকে সদস্তরূপে পরিকল্পিত করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই যজ্ঞে উৎকৃষ্ট সামগারক উদগাতা গোভিল, সপ্তস্বরসমম্বিত রথস্বর সাম স্বরিতস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তখন মুহূৰ্ম্মহঃ শ্বাস হইয়া গোভিলের স্বরভঙ্গ হইল, তদর্শনে দেবদত্ত ক্রুপিত হইয়া গোভিলকে বলিতে



মুখোহসি মুনিমুখ্যাদ্য স্বরতঙ্গস্তথা কৃতঃ ।

কাম্যকৰ্ম্মণি সঙ্গাতে পুত্রার্থং যজ্ঞতশ্চ মে ॥ ২৫ ॥

গোভিলস্ত তদোবাচ দেবদত্তঃ অকোপিতঃ ।

মুখন্তে ভবিতা পুত্রঃ শঠঃ শব্দবিবৰ্জিতঃ ॥ ২৬ ॥

সৰ্বপ্রাণিশরীরে তু খাসোচ্ছ্বাসঃ স্তূহগ্রহঃ ।

ন মেহত্র দুষণং কিঞ্চিৎ স্বরতঙ্গে মহামতে ! ॥ ২৭ ॥

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মৈ গোভিলস্ত মহাত্মনঃ ।

শাপাভ্যুতৌ দেবদত্তস্তমুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ২৮ ॥

কথং ক্রুদ্ধোহসি বিপ্রেন্দ্র ! স্বথা ময়ি নিরাগসি ।

অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তি স্তূহদাঃ সদা ॥ ২৯ ॥

স্বপ্নেহপরাধে বিপ্রেন্দ্র ! কথং শপ্তস্তয়া হহম্ ।

অপুত্রোহহং স্তূতপুঃ প্রাক্ তাপযুক্তঃ পুনঃ কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

মুখপুত্রাদপুত্রত্বং বরং বেদবিদৌ বিদুঃ ।

তথাপি ব্রাহ্মণো মুখঃ সৰ্ব্বেষাং নিন্দ্য এব হি ॥ ৩১ ॥

কাম্যোতি । কাম্যকৰ্ম্মভংশে কাম্যসিদ্ধির্ভাদিতি ভাবঃ । সঙ্গাতে প্রাপ্তে ॥ ২৫ ॥

শব্দবিবৰ্জিতো মুকঃ ॥ ২৬ ॥

সৰ্বপ্রাণিশরীরে খাসোচ্ছ্বাসঃ স্তূহগ্রহঃ স্বাধীনো নাস্তি তথাচ মদপরাধাতাবে হুর্দ্বাক্যঃ  
বদন্তব পুত্রস্তথৈব ভাদিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

আরম্ভ করিলেন ॥২৩—২৪॥ গোভিল ! আপনি মুনিগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও অন্য নিতান্ত অজ্ঞের  
জ্ঞান ব্যবহার করিতেছেন ; যেহেতু আমার পুত্রনিমিত্তক কাম্যকৰ্ম্মসময়ে আপনি স্বরতঙ্গ  
করিলেন, ইহাতে আমার কাম্য সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা ॥২৫॥ তখন গোভিল অত্যন্ত  
কুপিত হইয়া দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র, মুখ শঠ ও শব্দবর্জিত মুক হইবে ॥ ২৬ ॥  
দেখ, প্রাণিগণের দেহে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস অত্যন্ত হুর্দ্বা, এই স্বরতঙ্গ বিষয়ে আমার  
কিছুই দোষ নাই, তুমি মহাবুদ্ধি হইয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ২৭ ॥ দেবদত্ত  
মহাত্মা গোভিলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভরে ভীত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহি-  
লেন, বিপ্রেন্দ্র ! আমি নিরপরাধ, আমার প্রতি আপনি বিনা কারণে ক্রুদ্ধ হইলেন কেন ?  
দেখুন, মুনিগণ ক্রোধহীন এবং সৰ্বদাই স্তূহপ্রদ হইয়া থাকেন ॥ ২৮—২৯ ॥ হে বিপ্রেন্দ্র !  
আমার অপরাধ অত্যন্ত অল্প, তাহাতেও আপনি আমাকে এরূপ কঠোর অভিশাপ প্রদান  
করিলেন কেন ? আমি পুত্রহীন বলিয়া পূর্বাধিই স্তূতপু হইয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি  
আবার আমাকে অধিকতর উত্তাপিত করিলেন ॥ ৩০ ॥ কারণ, বেদবিন্ পণ্ডিতগণ বলিয়া

পশুবজ্জ্বলৈব ন যোগ্যঃ সর্বকর্মসু ।  
 কিংকরোমীহ মূর্খেন পুঞ্জেন দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩২ ॥  
 যথা শূদ্রস্তথা মূর্খো ব্রাহ্মণো নাত্রে সংশয়ঃ ।  
 ন পূজাহৌ ন দানাহৌ নিন্দ্যশ্চ সর্বকর্মসু ॥ ৩৩ ॥  
 দেশে বৈ বসমানশ্চ ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ ।  
 করদঃ শূদ্রবলৈব মন্তব্যঃ স চ ভূভুজা ॥ ৩৪ ॥  
 নাসনে পিতৃকার্যেষু দেবকার্যেষু স দ্বিজঃ ।  
 মূর্খঃ সমুপবেশ্যশ্চ কার্যস্য ফলমিচ্ছত ॥ ৩৫ ॥  
 রাজা শূদ্রসমনো জ্ঞেয়ো ন যোজ্যঃ সর্বকর্মসু ।  
 কর্মকন্তু দ্বিজঃ কার্যো ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 বিনা বিপ্রেন কুর্তব্যং শ্রাদ্ধং কুশবটেন বৈ ।  
 ন তু বিপ্রেন মূর্খেন শ্রাদ্ধং কার্যং কদাচন ॥ ৩৭ ॥  
 আহারাদধিকং চান্নং ন দাতব্যমপণ্ডিতে ।  
 দাতা নরকমাপ্নোতি গৃহীতা তু বিশেষতঃ ॥ ৩৮ ॥

তদ্বক্তং বয়ং পুত্রাদপুত্রম্ মূর্খশ্চৈতদ্বিতা শ্রুত ইতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

দেশে বসমানো বাসং কুর্য্যগঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥

থাকেন যে, মূর্খপুত্র অপেক্ষা পুত্র না হওয়াই উত্তম, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্খ হইলে  
 সে সকলেরই নিন্দনীয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ মূর্খপুত্র পশুর ও শূদ্রের স্তায় সকল কর্মেরই  
 অযোগ্য ; হে দ্বিজোত্তম ! আমি ইহ লোকে মূর্খপুত্র লইয়া কি করিব ? ॥ ৩২ ॥ মূর্খ ব্রাহ্মণ  
 শূদ্রের স্তায়, জ্ঞতরাং পূজার ও দানের পাত্র হইতে পারে না ; সে সকল কর্মেরই অযোগ্য  
 হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ বেদবর্জিত ব্রাহ্মণ দেশমধ্যে বাস করিলে রাজা তাহাকে শূদ্রের স্তায়  
 বিবেচনা করিয়া অহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ যিনি কর্মফল  
 লাভের অভিলাষ করেন, তিনি পিতৃকার্যের ও দেবকার্যের আসনে কদাচই মূর্খ ব্রাহ্মণকে  
 উপবেশন করাইবেন না ॥ ৩৫ ॥ রাজা মূর্খ ব্রাহ্মণকে শূদ্র সমান জ্ঞান করিয়া তাহাকে কোনও  
 ধর্মকর্মে নিয়োজিত না করিয়া কৃষিকার্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩৬ ॥ বিপ্র-গ্রহণ না করিয়া  
 কুশবট নির্মাণ দ্বারা বয়ং শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নিরূহ করিবে তথাপি শ্রাদ্ধে কদাচই মূর্খ ব্রাহ্মণ  
 গ্রহণ করিবে না ॥ ৩৭ ॥ অপণ্ডিত ব্যক্তিকে পরিমিত আহারের উপযুক্ত অন্ন প্রদান  
 করিবে কদাচই অধিক অন্ন প্রদান করিবে না, তাহা করিলে দাতা বিশেষতঃ গৃহীতা

\* মূর্খশ্চ চ বিপ্রস্ত যস্তান্নমুদরে গতম্ । পচ্যন্তে নরকে যোরে সর্কে বৈ তন্ত পূর্য্যজাঃ ॥

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুতাপি দৃশ্যতে ॥

ধিগ্রাজ্যং তস্য রাজ্যো বৈ বস্তু দেশেইবুধা জনাঃ ।  
 পূজ্যন্তে ব্রাহ্মণা মূর্খা দানমানাদিকৈরপি ॥ ৩৯ ॥  
 আসনে পূজনে দানে যত্র ভেদো ন চাস্মপি ।  
 মূর্খপণ্ডিতয়োর্ভেদো জ্ঞাতব্যো বিবুধেন বৈ ॥ ৪০ ॥  
 মূর্খা যত্র সুগর্বিষ্ঠা দানমানপরিগ্রহৈঃ ।  
 তস্মিন্ দেশে ন বস্তুব্যং পণ্ডিতেন কথঞ্চন ॥ ৪১ ॥  
 অসতামুপকারায় দুর্জনানাং বিদুতয়ঃ ।  
 পিচুমর্দঃ ফলাঢ্যোহপি কাকৈরেবোপভূজ্যতে ॥ ৪২ ॥  
 ভুক্তান্নং বোদ্যিষিপ্রো বেদান্ত্যাসং করেচ্ছতি বৈ ।  
 ক্রীড়ন্তি পূর্বজান্তশ্চ স্বর্গে প্রমুদিতাঃ কিম ॥ ৪৩ ॥  
 গোভিলাতঃ কিমুক্তং বৈ ত্বয়া বেদবিদুস্তম ।  
 সংসারে মূর্খপুত্রভ্রং মরণাদতিগর্হিতম্ ॥ ৪৪ ॥  
 কৃপাং কুরু মহাভাগ । শাপস্থানুগ্রহং প্রতি ।  
 দীনোদ্ধারণশক্তোহসি পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

দেশে অবুধা ইতি ছেদঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অসতামিতি । যথা পিচুমর্দো নিম্নঃ ফলাঢ্যোহপি কাকৈরেবোপভূজ্যতে স যদাসতাঃ কাকানামুপকারায় তথৈত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নরকাগামী হয় ॥ ৩৮ ॥ যে রাজার রাজ্যে অপণ্ডিত মূর্খ ব্রাহ্মণগণ বাস করে এবং তাহারা দানমানাদি দ্বারা সম্মানিত হয় তাহার সেই রাজ্যে বিষ্ । ॥ ৩৯ ॥ যেখানে আসন, পূজন ও দানাদিতে বিন্দুমাত্রও ভেদ লক্ষিত হইবে না, সেখানে বুদ্ধগণ বুদ্ধি দ্বারা মূর্খ ও পণ্ডিতের প্রভেদ বুঝিয়া লইবেন ॥ ৪০ ॥ যেখানে দান ও মান পরিগ্রহ করিয়া মূর্খেরা অত্যন্ত গর্বিত হয়, সেই স্থানে পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচই বাস করিবেন না ॥ ৪১ ॥ দুর্জনদিগের সম্পত্তি অসজ্জনের উপকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে ; কারণ, নিম্নবৃক্ষসকল ফলাঢ্য হইলেও কেবল কাকেরই উপভোগের নিমিত্তই হয় ॥ ৪২ ॥ আর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অন্ন ভোজন করিয়াও বেদান্ত্যাস করিলে তাহার পূর্বপুত্রগণ প্রমুদিত হইয়া স্বর্গধামে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ অতএব হে গোভিল ! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য হইয়াও এ কি কহিলেন ? দেখুন, সংসারে মূর্খপুত্রপ্রাপ্তি অপেক্ষা মরণও বরং ভাল ; অতএব, কি জন্য আপনি মহামুনি এবং মহাজানী হইয়াও আমাকে মূর্খপুত্রপ্রাপ্তির অভিসম্পত্ত প্রদান করিলেন ? ॥ ৪৪ ॥ হে মহাভাগ ! আপনি দীনজনের উদ্ধরণে সমর্থ, আমি আপনায় চরণতলে নিপতিত হইতেছি. কৃপা করিয়া আমার অভিলাষ নিষয়ে অনুগ্রহ করেন ॥ ৪৫ ॥



লোমশ উবাচ ।

ইতু্যক্তা দেবদত্তস্ত পতিতস্তস্ত পাদরোঃ ।

স্তবন্ দীনহৃদত্যাগং কৃপণঃ সাক্রলোচনঃ ॥ ৪৬ ॥

গোভিলস্ত দয়োৎপন্ন দৃষ্টা তং দীনচেতসম্ ।

কৃণকোপা মহাস্তো বৈ পাপিষ্ঠাঃ কল্পকোপনাঃ ॥ ৪৭ ॥

জলং স্বভাবতঃ শীতং পাবকাতপযোগতঃ ।

উষ্ণং ভবতি তচ্ছীত্বং তন্নিশা শিশিরং ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

দয়াবান্ গোভিলস্তাহ দেবদত্তং স্নুঃখিতম্ ।

মূৰ্খো ভূত্বা স্ততস্তে বৈ বিদ্বানপি ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ইতিদত্তবরঃ সোহথ মুদিতোহভূদ্বিজৰ্বতঃ ।

ইষ্টিং সমাপ্য বিপ্রান্ বৈ বিসমৰ্জ্জ যথাবিধি ॥ ৫০ ॥

কালেন ক্রিয়তা তস্ত ভাৰ্য্যা রূপবতী সতী ।

গৰ্ভং দধার কালে সা রোহিণী রোহিণীসমা ॥ ৫১ ॥

গৰ্ভাধানাদিকং কৰ্ম চকার বিধিবদ্বিজঃ ।

পুংসবনবিধানঞ্চ শৃঙ্গারকরণং তথা ॥ ৫২ ॥

সীমন্তোন্নয়নং চৈব কৃতং বেদবিধানতঃ ।

দদৌ দাদানি মুদিতো মত্রেষ্টিং সফলাং তথা ॥ ৫৩ ॥

কল্পকোপনাঃ বহুকালপর্যন্তং কোপবন্তঃ ॥ ৪৭—৫৩ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ ! দেবদত্ত এই বলিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং দীন ও সাক্রলোচন হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন, তাঁহাকে দীনচিত্ত দর্শন করিয়া গোভিলের দয়ার উদয় হইল, কারণ ঐতারা মহান, কৃণকাল পরেই তাঁহাদের কোপ শান্তি হইয়া যায়, আর পাপিষ্ঠগণের ক্রোধ বহুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ জল স্বভাবতই শীতল কিন্তু পাবক বা আতপযোগে উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার অভাবে শীতই শীতল হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ তখন দয়াবান গোভিল স্নুঃখিত দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র মূৰ্খ হইয়াও তৎপরে বিদ্বান্ হইবে ॥ ৪৯ ॥ সেই বিজ-বর দেবদত্ত এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হর্ষমাত্ত করিলেন; অনন্তর, সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া বিপ্রগণকে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন ॥ ৫০ ॥ কালবশে তাঁহার রূপবতী পতিব্রতা রোহিণীকুল্য রোহিণীনারী ভাৰ্য্যা গৰ্ভধারণ করিল ॥ ৫১ ॥ দেবদত্ত গৰ্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি শুদ্ধিসাধন কৰ্ম্মসমূহ বিধিপূৰ্বক সম্পাদন করিলেন ॥ ৫২ ॥ তিনি বেদবিধি

শুভেহি সূর্যবে পূজ্যঃ রোহিণী রোহিণীযুতে ॥  
 দিনে লগ্নে শুভেহত্যর্থঃ জাতকর্ম চকার সঃ ॥ ৫৪ ॥  
 পুজ্যদর্শনকং কৃৎস্না নামিকর্ম চকার চ ।  
 উতথ্য ইতি পুজ্যশ্চ-কৃতং নাম পুরাবিদা ॥ ৫৫ ॥  
 স চাষ্টমে তথা বর্ষে শুভে বৈ শুভবাসরে ।  
 তস্মোপনয়নং কর্ম চকার বিধিবৎ পিতা ॥ ৫৬ ॥  
 বেদমধ্যাপয়ামাস গুরুভ্যঃ বৈ ত্রিতে স্থিতম্ ।  
 নোচ্চতার তথোতথ্যঃ সংস্থিতো যুদ্ধবতদা ॥ ৫৭ ॥  
 বহুধা পাঠিতঃ পিত্রা ন দধার মতিং শঠঃ ।  
 যুদ্ধবত্তিষ্ঠতেহত্যর্থঃ তং শুশোচ পিতা তদা ॥ ৫৮ ॥  
 এবং কুর্ক্বান্ সদাত্যাসং জাতো দ্বাদশবার্ষিকঃ ।  
 ন বেদ-বিধিবৎ কর্তুং সঙ্ক্যাবন্দনকং বিধিম্ ॥ ৫৯ ॥  
 মূর্খোহভূদ্বিত্তি লোকেষু গতা বার্তাতিবিস্তরম্ ।  
 ব্রাহ্মণেষু চ সর্বেষু তাপসেস্বিতরেষু চ ॥ ৬০ ॥

(রোহিণীযুতে রোহিণীনক্ষত্রসংযুক্তে শুভেদিনে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

• স চাষ্টমে ইতি । গর্ভাষ্টমেষু কুর্ক্বান্ ব্রাহ্মণতোপনয়নমিতি বচনাৎ গর্ভাষ্টমে বর্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৬০ ॥)

মনুসারে সীমন্তোন্নয়ন সমাপন পূর্বক তাঁহার পুত্রোষ্ট্রি বাগ সফল হইল বিবেচনা করিয়া দৃষ্ট-  
 চিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্তু দান করিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর রোহিণী, রোহিণীযুক্ত সূর্য্যে  
 ও শুভদিনে পুত্র প্রসব করিলে দেবদত্ত নবজাত পুত্রের জাতক্রিয়াদি সম্পাদন পূর্বক পুত্র  
 দর্শন করিলেন । পরে, সেই পুরাবিদ জ্ঞেয় পুত্রের উতথ্য এই নাম রক্ষা করি-  
 লেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ অনন্তর, পুত্র অষ্টমবর্ষে উপনীত হইলে দেবদত্ত তাহার উপনয়ন ক্রিয়া  
 যথাবিধি সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তৎপরে গুরু উতথ্যকে ব্রাহ্মচর্য্যাবতাবলম্বী করিয়া  
 তাহাকে বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলে সে কোনও বাক্য উচ্চারণ না করিয়া কেবল  
 মুণ্ডের জায় বসিয়া থাকিত । তাহার পিতা তাহাকে বহুপ্রকারে পড়াইলেও সেই শঠ  
 মূর্খবালক কিছুতেই মনোযোগ করিল না কেবল মুণ্ডের জায় বসিয়াই রহিল, তদর্শনে  
 তাঁহার পিতা অত্যন্ত হঃখিত ও অমৃতপ্ত হইলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥ এইরূপ অত্যাগ করিতে  
 করিতে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল তথাপি সে বিধি পূর্বক সঙ্ক্যাবন্দনাদি শিক্ষা করিতে  
 সমর্থ হইল না ॥ ৫৯ ॥ দেবদত্তের পুত্র উতথ্য অতিশয় মূর্খ হইল এই জনরব, সমস্ত ব্রাহ্মণ  
 তাপস এবং অন্যান্য ইতর জনগণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল ॥ ৬০ ॥ উতথ্য

জহাস লোকন্তঃ বিপ্রং যত্র তত্র গতং বনে ।  
 পিতা মাতা নিনিদাথ মুখং ভয়তিভৎসয়ন্ ॥ ৬১ ॥  
 নিদিতোহথ জনৈঃ কামং পিতৃভ্যামথ বান্ধবৈঃ ।  
 বৈরাগ্যমগমদ্বিপ্রো জগাম বনমপ্যটমো ॥ ৬২ ॥  
 অক্কো বরন্তথা পশুর্ন মুখস্ত বরং স্ততঃ ।  
 ইতু্যক্কোহসৌ পিতৃভ্যাং বৈ বিবেশ কাননং প্রতি ॥ ৬৩ ॥  
 গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কুটুম্বোজমনুভমম্ ।  
 বন্যাং বৃদ্ধিঞ্চ সঙ্কল্প্য স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ॥ ৬৪ ॥  
 নিয়মঞ্চ পরং কৃৎস্না নামত্যং প্রববীম্যহম্ ।  
 স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যো ব্রহ্মচর্য্যত্রতো হি সঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 সত্যব্রতকথাযোগেন বাগ্‌বীজমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

উটম্ কুটুম্বম্ । বন্যাং বৃদ্ধিঃ কলমূলশনরূপাম্ ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বনস্থলীর যে কোন স্থলে গমন করিলে লোক সকল তাহাকে দেখিয়া উপহাস করিত এবং  
 তাহার পিতা ও মাতা, সেই মুখ পুত্রকে ভৎসনা করিয়া সততই নিন্দা করিত ॥ ৬১ ॥  
 এইরূপে সকল লোক জনক জননী এবং বান্ধবগণ কর্তৃক নিন্দিত হইলে উত্থোর চিন্তে  
 বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল ॥ ৬২ ॥ একদিন তাহার পিতা মাতা, বরং অন্ধ এবং পশু পুত্র ভাল  
 তথাপি মুখ পুত্র কোন কার্যেরই নহে, তাহা হইতে হুঃখলাভ ব্যতীত কোনও প্রকার সুখ-  
 লাভের সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ ভৎসনা করিলে উত্থা বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্বক নিবিড়  
 অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর, গঙ্গাতীরে বিঘ্নবিহীন সুশোভন স্থানে এক  
 উত্তম কুটার নির্মাণ করিয়া বনজাত কলমূল দ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক সমাহিত  
 চিন্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল । উত্থা উত্তম রূপ নিয়ম অবলম্বন পূর্বক “আমি কখনই  
 মিথ্যা কহিব না” এইরূপ হৃদ সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করত সেই রমণীয় আশ্রমে  
 অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬৪—৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-  
 বতের তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতকথা উপলক্ষে বাগ্‌বীজের মাহাত্ম্য-  
 কথন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥



## একাদশোইধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ ।

ন বেদাধ্যয়নং কিঞ্চিজ্জানাতি ন জপং তথা ।  
ধ্যানং ন দেবতানাঞ্চ ন চৈবারাধনং তথা ॥ ১ ॥  
নাসনং বেদ বিপ্রোহসৌ প্রাণায়ামং তথা পুনঃ ।  
প্রত্যাহারস্ত নো বেদ ভূতশুদ্ধিঞ্চ কারণম্ ॥ ২ ॥  
ন মন্ত্রং কীলকং জাপ্যং গায়ত্রীঞ্চ ন বেদং সঃ ।  
শৌচং স্নানবিধিং চৈব তথাচমনকং পুনঃ ॥ ৩ ॥  
প্রাণাগ্নিহোত্রং নো বেদ বলিদানং ন চাতিথিম্ ।  
ন সন্ধ্যাং সমিধো হোমং বিবেদ চ তথা মুনিঃ ॥ ৪ ॥  
সোহকরোৎ প্রাতরুখায় যৎকিঞ্চিদস্তথাবনম্ ।  
স্নানঞ্চ শূদ্রবস্ত্রং গঙ্গায়াং মন্ত্রবর্জিতম্ ॥ ৫ ॥  
ফলান্শাদায় বন্যানি মধ্যাহ্নেহপি যদৃচ্ছয়া ।  
ভক্ষ্যাভক্ষ্যপরিজ্ঞানং ন জানাতি শঠস্তথা ॥ ৬ ॥  
সত্যং ব্রূতে স্থিতস্তত্র নানৃতং বদতে পুনঃ ।  
জনৈঃ সত্যতপা নাম কৃতমস্মা দ্বিজস্য বৈ ॥ ৭ ॥

অষ্টপকাশক্তিরেব পঠ্যোঃ সত্যতপস্ত হ ।

বাগ্বীজোচ্চারণাং সিদ্ধির্জাভেতি পরিগীৰ্যতে ।

যনং গতস্তোতথ্যস্ত বৃত্তমাহ লোমশঃ ন বেদেতি ॥ ১ ॥

কারণং সর্বেশ্বরঞ্চ ন বেদ ॥ ২—৪ ॥

তর্হি তত্র কিমকরোত্তত্রাহ সোহকরোদিতি ॥ ৫—৬ ॥

সত্যমেব তপো যন্ত স সত্যতপা অয়ঞ্চ ঋষিঃ সত্য ইতি সত্যতপারাধীতর ইতি তৈত্তি-  
রীয়াশ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৭ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্তপুত্র উত্থা বেদাধ্যয়ন, জপ, ধ্যান, দেবতাদিগের  
আরাধনা, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্র, কীলক, গায়ত্রী, শৌচ, স্নানবিধি,  
আচমন, প্রাণাগ্নিহোত্র, বলিদান, আতিথ্য, সন্ধ্যা, সমিধাহরণ ও হোম এই সকল বিষয়ের  
কিছুই জানিত না, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উদ্ভিয়া বধাকংধকিৎকরণে দস্তধাবন এবং গঙ্গাজলে  
শূদ্রের জায় মন্ত্রবর্জিত স্নান করিত ॥ ১—৫ ॥ সেই শঠের ভক্ষ্যাভক্ষ্য জ্ঞান ছিল না, মধ্যাহ্ন-  
কাল উপস্থিত হইলে যদৃচ্ছাক্রমে বস্ত্রফল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিত ॥ ৬ ॥ কিন্তু সেই

নাহিতং কশ্চিৎ কুর্যাম তথাপি হিতং কচিৎ ।  
 সুখং স্বপিত্তি তত্রৈব নির্ভয়শ্চিন্তয়ম্মিতি ॥ ৮ ॥  
 কদা মে মরণং ভাবি দুঃখং জীবামি কাননে ।  
 জীবিতং ধিক্ চ মূৰ্খস্ত তরসা মরণং ভ্রুবম্ ॥ ৯ ॥  
 দৈবেনাহং কৃতো মূৰ্খো নাশ্চোহত্র কারণং মম ।  
 প্রাপ্য চৈবোত্তমং জন্ম বৃথা জাতং মমাধুনা ॥ ১০ ॥  
 যথা বক্ষ্যা সুরূপা চ যথা বা নিষ্ফলো ক্রমঃ ।  
 অহুগ্নদোহা ধেনুশ্চ তথাহং নিষ্ফলঃ কৃতঃ ॥ ১১ ॥  
 কিং নু নিন্দাম্যহং দৈবং নুনং কৰ্ম্ম মমেদৃশম্ ।  
 ন দত্তং পুস্তকং কুত্বা ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥ ১২ ॥  
 ন বৈ বিদ্যা ময়া দত্তা পূৰ্ব্বজন্মনি নির্মলা ।  
 তেনাহং কৰ্ম্মফলেন শঠোহস্মি চ দ্বিজাধমঃ ॥ ১৩ ॥  
 ন চ তীর্থে তপস্তপ্তং সেবিতা ন চ সাধবঃ ।  
 ন দ্বিজাঃ পূজিতা দ্রব্যৈস্তেন জাতোহস্মি দুৰ্দ্ধীঃ\* ॥ ১৪ ॥

\*নাহিতং কশ্চিৎ কুর্যাদিতি । জানাতীতি শেষঃ । চিন্তয়ম্মিতি ইতি বক্ষ্যমাণশ্রু-  
 ত্যেণ ॥ ৮—১০ ॥

অহুগ্নদোহেতি । ন বিদ্যাতে হুগ্নং পরো দোহে দোহনে যন্তাঃ সা ॥ ১১ ॥

স্থানে অবস্থিতি করিয়া সদা সত্য কথা বলিত কদাচই মিথ্যা কহিত না, সেই হেতু তদ্রুপিত  
 জনগণ তাহার “সত্যতপা” এই নাম রাখিয়াছিল ॥ ৭ ॥ সেই উত্থা কাহারও অহিত  
 বা হিত করিত না, সেই স্থানেই সুখে নিদ্রা যাইত; কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিত যে,  
 কখন আমার মরণ হইবে, বন মধ্যে এইরূপ দুঃখে থাকিয়া আর কতদিন বাঁচিতে হইবে,  
 মূৰ্খের জীবনে ধিক্, মূৰ্খের সম্বর মরণই উত্তম কর ॥ ৮—৯ ॥ দৈবই আমাকে মূৰ্খ করিয়া-  
 ছেন, এ বিষয়ে অন্য কোনও কারণ দেখিতে পাই না; হায়! আমি অত্যুত্তম মানব  
 জন্ম লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু দৈববশে তাহা বিফল হইল ॥ ১০ ॥ হায়! রূপবতী বক্ষ্যা,  
 দুগ্ধহীনা ধেনু এবং ফলহীন পাদপ যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ দৈব আমার জীবনকেও  
 বিফল করিল ॥ ১১ ॥ অহো! আমি দৈবনিন্দাই বা কেন করিতেছি ইহা আমারই কৰ্ম্ম-  
 ফল, আমি পূর্বে পুস্তক প্রদত্ত করিয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণকে দান করি নাই বলিয়াই আমার  
 এইরূপ মূৰ্খতা ঘটিয়াছে ॥ ১২ ॥ আমি পূর্বজন্মে ত্রিগুণবিদ্যাগণকে বিমল বিদ্যা দান করি

বিদ্যাভাসস্ত তেনাহং জাতোহস্মিন্ জন্মনি কিম্ ।

ইতি বা পাঠঃ ॥

বর্তন্তে মুনিপুত্রাশ্চ বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ ।

অহং স্মৃঢ়ং সঞ্জাতো দৈবযোগেন কেনচিৎ ॥ ১৫ ॥

ন জানামি তপস্তপ্তুং কিং করোমি স্মসাধনম্ ।

মিথ্যায়ং মেহত্র সঙ্কল্পো ন মে ভাগ্যং শুভং কিল ॥ ১৬ ॥

দৈবমেব পরং মন্ত্রে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্ ।

বৃথা শ্রমকৃতং কার্য্যং দৈবাদ্ভবতি সর্বথা ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রাদ্যাঃ কিল দেবতাঃ ।

কালস্য বশগাঃ সর্বের কালো হি দুর্জয়ীকমঃ ॥ ১৮ ॥

এবংবিধান্ বিতর্কাংস্তু কুর্বাণোহহর্নিশং দ্বিজঃ ।

স্থিতস্তত্রাশ্রমে তীরে জাহ্নব্যাঃ পাবনে স্থলে ॥ ১৯ ॥

বিরক্তঃ স তু সঞ্জাতঃ স্থিতস্তত্রাশ্রমে দ্বিজঃ ।

কালান্তিবাহনং শাস্ত্রশ্চকার বিজনে বনে ॥ ২০ ॥

কিংব্রিতি । দৈবং বিধিঃ কিম্ কিমর্থং নিদামি যতো মম কঠোরবেদশঃ ভবতি বিধেঃ  
কর্ম্মানুরূপমেব ফলদাতৃত্বাৎ ॥ ১২—১৫ ॥

ইদং ন ময়া কৃতমিতি সঙ্কল্পঃ পশ্চাত্তাপোহপি মিথ্যেব যতো ভাগ্যং মে শুভং নাস্তি  
ততঃ পশ্চাত্তাপোহপি ন সংকর্ম্ম ভবিতুমর্হতীতি ॥ ১৬ ॥

ব্রুথেনি । শ্রুমেণ পৌরুষেণ কৃতং কার্য্যং দৈবাৎ সর্বথা বৃথা ভবতি ॥ ১৭—২১ ॥

নাই সেই কারণেই শঠ ও দ্বিজাধম মূর্খ হইরাছি ॥ ১৩ ॥ আমি, তীর্থস্থানে তপস্তা করি  
নাই, সাধুজনের সেবা করি নাই, জবাজাত দ্বারা দ্বিজগণের পূজা করি নাই সেই সমস্ত  
কারণেই আমি ছষ্টবুদ্ধি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৪ ॥ বহুতর মুনিপুত্র বেদ ও শাস্ত্রার্থের  
পারগাম্য হইরাছেন, কিন্তু আমি কোন দৈবযোগবশত এইরূপ মূঢ় হইয়া কালব্যাপন  
করিতেছি ॥ ১৫ ॥ আমি ত তপস্তা করিতে জানি না, তবে আর কি প্রকারে তপস্তা সাধন  
করিব, আমার তপশ্চরণবিষয়ের সঙ্কল্প করাই বৃথা; আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ,  
অতএব আমার সংসঙ্কল্প কোনমতেই সম্পন্ন হইয়া উঠিবে না ॥ ১৬ ॥ আমি দৈবকেই  
সর্ক্সাপেক্ষা বলবান্ মনে করি, নিরর্থক পৌরুষকে-ধিক্; যেহেতু উদ্যোগ ও পরিশ্রমাদি  
দ্বারা কৃত কার্য্য সকল দৈবদ্বারা সর্ক্সতোভাবেই নিফল হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥ কাল অত্যন্ত  
দুর্জয়ীকমণীয়; কারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র ও শক্রাদি দেবতাগণ সকলেই কালের অধীন ॥ ১৮ ॥

অধিগণ! সেই দ্বিজপুত্র উত্থা এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া জাহ্নবীর স্পর্শবিহীন তীরস্থিত  
সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ পরে, সেই আশ্রমস্থলে বাস করিতে করিতে  
ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং শাস্ত্রতাব অবলম্বন পূর্বক অতিকষ্টে



এবং স্থিতস্ত তু বনে বিষলোমকে বৈ  
 বর্ষানি তত্র নব পঞ্চ গতানি কামম্ ।  
 নারাদনং ন চ জপং ন বিবেদ মন্ত্রং  
 কালাতিবাহনমসৌ কৃতবান্ বনে বৈ ॥ ২১ ॥  
 জানাতি তস্ত বিততং ব্রতম্বেব লোকঃ  
 সত্যং বদত্যপি মুনিঃ কিল নাম জাতম্ ।  
 জাতং যশশ্চ সকলেষু জনেষু কামং  
 সত্যব্রতোহয়মনিশং ন যুযাতিভাষী ॥ ২২ ॥  
 তুত্রৈকদা তু যুগয়াং রমমাণ এব  
 প্রাপ্তো নিষাদনিশঠো ধৃতচাপবাণুঃ ॥  
 ক্রীড়ন্ বনেহতিবিপুলে যমতুল্যদেহীঃ  
 কুরাকৃতির্হননকর্ম্মণি চাতিদক্ষঃ ॥ ২৩ ॥  
 তেনাতিকৃষ্টেন শরেন বিদ্ধঃ  
 কোলঃ কিরাতেন ধনুর্দ্ধরেণ ।  
 পলায়মানো ভয়বিহ্বলশ্চ  
 মুনেঃ সমীপং বিদ্রুতো জগাম ॥ ২৪ ॥

সত্যং বদতীতি ব্রতমিত্যর্থঃ । অতএব সত্যতপা ইতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥  
 কোলো বরাহঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

সেই বিজনবনে কাল যাপন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এইরূপে বিষলজল-সমন্বিত অরণ্য মধ্যে  
 বাস করিতে করিতে তাহার চতুর্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল । তথাপি তাহার আরাদনা,  
 জপ ও মন্ত্রাদি কিছুই জান হইল না, কেবলমাত্র সেই বনে বাস করিয়া কালযাপন করিতে  
 লাগিল ॥ ২১ ॥ জনগণ, তাহার একমাত্র ব্রত অবগত ছিল যে, এই মুনি সত্যতাই সত্য  
 কথা কহিয়া থাকেন, এই জন্যই ইহার সত্যব্রত নাম হইরাছে এবং তাহার এই এক  
 বশঃ সকল লোক মধ্যে প্রবিত্ত হইল যে, ইনি “সত্যব্রত” ইনি কখনই মিথ্যা কথা  
 কহেন না ॥ ২২ ॥

একদিন দ্বিতীয় যমের ভ্রাতা কুরাকৃতি এবং যুগয়ার আতশরানপূর্ণ ত্রিশট নামে অনুবাদ  
 ধনুঃশর ধারণ পূর্বক যুগয়ার উৎসুক হইয়া যুগয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সেই সুবিস্তীর্ণ  
 অরণ্যমধ্যে আসিয়া উগ্রহিত হইল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর, সেই ধনুর্ধারী কিরাত আকর্ণ আকর্ণ  
 পূর্বক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা এক বরাহকে বিদ্ধ করিলে সে ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়ন পূর্বক

বিকম্পমানো রুধিরার্জদেহো  
 যদা জগামাশ্রমমণ্ডলং বৈ ।  
 কোলস্তদাতিব দয়ার্জ্জ্জীবঃ  
 প্রাপ্তো মুনিস্তত্র সমীক্ষ্য দীনম্ ॥ ২৫ ॥  
 অগ্রে ব্রহ্মস্তুং রুধিরার্জদেহং  
 দৃষ্টো মুনিঃ শূকরমাশু বিদ্ধম্ ।  
 দয়াভিবেশাদতিকম্পমানঃ  
 সারস্বতং বীজমথোচ্চচার ॥ ২৬ ॥  
 অজ্ঞাতপূর্বঞ্চ তথাশ্রুতঞ্চ  
 দৈবান্মুখে বৈ সমুপাগতঞ্চ ।  
 ন জ্ঞাতবান্ বীজমসৌ বিমূঢ়ো  
 মমজ্ঞ শোকে স' মুনির্মহাত্মা ॥ ২৭ ॥  
 কোলঃ প্রবিষ্টাশ্রমমণ্ডলং তদ্  
 স্থিতো নিকুঞ্জে প্রবিলীয় গৃঢ়ম্ ।  
 অপ্রাপ্তমার্গো দৃঢ়নির্বিঘ্নচেতাঃ  
 প্রবেপমানঃ শরপীড়িতস্তাৎ ॥ ২৮ ॥

সারস্বতং বীজমিতি । ঐঐ ইতি শব্দং চকারেত্যর্থঃ । স্বভাব এবায়াং মনুষ্যাণাং ছঃখা-  
 তুরং দৃষ্টা ঐঐ ইতি শব্দ উচ্চারণীয় ইতি ॥ ২৬ ॥

ন জ্ঞাতবানিতি । ময়া বহুচারিতং তদ্বীজমস্তীতি ন জ্ঞাতবান্ অথ চ তং শূকরং দৃষ্টা  
 শোকে মমজ্ঞ চ ॥ ২৭ ॥

নিকুঞ্জে নিবিড়বৃক্ষদেশে প্রবিলীয়াদৃষ্টো ভূত্বা ॥ ২৮ ॥

অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়া সেই সত্যব্রত মুনির সন্নিধানে উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥ শূকর  
 আশ্রমে আসিয়া ভয়ে ধরধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহ রুধিরধারায় আর্জ  
 হইয়া গেল ; মুনি সেই দীন ভাবাপন্ন বরাহকে দর্শন করিয়া দয়ার্জ্জচিত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥  
 শরবিদ্ধ শূকর রুধির ধারায় আর্জ হইয়া সম্মুখে গমন করিতেছে ইহা দর্শন করিয়াই সত্য-  
 ব্রতের মানসে দয়ার আবেশ হইল, তাহাতে তিনি কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং ছঃখা-  
 তুর জীবদর্শনে যাহুবতা স্নলভ স্বভাবের বশবর্তী হইয়া ঐ ঐ এইরূপ বিনুহীন সরস্বতীর  
 বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই মূৰ্খ ব্রাহ্মণপুত্র ঐকারাকর যে সারস্বত বীজ তাহা  
 পূর্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই এবং অস্ত্র কোনও রূপে জানিতে পারেন নাই ; দৈবাৎ  
 তাহা মখে আসিয়া উপস্থিত হইল সেই জন্য তিনিও বলিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু সেই মহাত্মা

ততঃ ক্রণাদাকরণাস্তকৃষ্ণঃ  
 চাপং দধানোহিতিকরালদেহঃ ।  
 প্রাপ্তস্তদন্তে স চ যুগ্যমাণো  
 নিষাদরাজঃ কিল কাল এব ॥ ২৯ ॥  
 দৃষ্টা মুনিং তত্র কুশাসনে স্থিতঃ  
 নাম্না তু সত্যব্রতমদ্বিতীয়ম্ ।  
 ব্যাধঃ প্রণম্য প্রমুখে স্থিতোহসৌ  
 পপ্রচ্ছ কোলঃ কু গতো দ্বিজেশ ! ॥ ৩০ ॥  
 জানামি তেহং সূত্রতং প্রসিদ্ধং  
 তেনাদ্য পৃচ্ছে মম বাণবিদ্ধম্ ।  
 ক্ষুধাদ্বিতং মে সকলং কুটুম্বং  
 বিভর্তুকামঃ কিল আগতোহস্মি ॥ ৩১ ॥  
 বৃত্তির্মমৈষা বিহিতা বিধাতা  
 নান্যাস্তি বিপ্রেন্দ্র ! ধাতং ব্রুবীমি ।  
 ভর্তব্যমেবেহ কুটুম্বমঞ্জসা  
 কেনাপ্যুপায়েন শুভাশুভেন ॥ ৩২ ॥

তত ইতি । শূকরে আশ্রমং প্রবিষ্টানন্তরং নিবিড়বনে গতে সতি ততোহনন্তরমেবা-  
 করণাস্তং কৃষ্ণং করণং শ্রোত্রেজিয়ং তৎপর্যাস্তং কৃষ্ণং চাপং দধান ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

কিল আগতোহস্মীত্যত্র সন্ধ্যাতাব অর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

মুনি শূকরকে অত্যন্ত আত্মর দেখিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর শরপীড়িত,  
 অত্যন্ত খিন্নচিত্ত শূকর কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রমমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল এবং আর পথ না  
 পাইয়া নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে লীন হইয়া গৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥  
 ক্রণকাল পরেই, ভীষণমূর্ত্তি দ্বিতীয় যমের জায় সেই নিষাদরাজ, আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন ধারণ  
 পূর্বক সেই শূকরের অন্বেষণ করিতে করিতে সত্যব্রতের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত  
 হইল ॥ ২৯ ॥ সেইস্থানে সত্যব্রত মুনিকে মোনাবলম্বী এবং কুশাসনে একাকী উপবিষ্ট  
 দেখিয়া ব্যাধ প্রণামান্তে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজবর ! বাণবিদ্ধ  
 শূকর কোন্ দিকে গমন করিল ? বুদ্ধন্ ! আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ সত্যব্রতের বিষয়  
 অবগত আছি, এই জন্যই আপনাকে বাণবিদ্ধ শূকরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । আমার  
 পরিবারবর্গ সকলেই ক্ষুধার কাতর, তাহাদিগের পোষণ কামনায় যুগ্মায় আগমন করি-  
 য়াছি, পণ্ডমারণ কর্ণই আমার বিগ্নি নির্দিষ্ট বৃত্তি, আমার ইহাতিম্ন অস্ত্র কোনও জীবনো-



সত্যং ব্রবীষ্যদ্য সত্যব্রতোহসি  
 ক্ষুধাতুরো বর্ততে পোষ্যবর্গঃ ।  
 কাসৌ গতঃ শূকরো বাণবিদ্ধঃ  
 পৃচ্ছাম্যহং বাড়ব ! ব্রুহি তূর্ণম্ ॥ ৩৩ ॥  
 তেনেতি পৃষ্ঠঃ স মুনির্মহাত্মা  
 কিত্ত্বকমগ্নঃ প্রবভূব কামম্ ।  
 সত্যব্রতং মেহদ্য ভবেন্ন ভগ্নং  
 ন দৃষ্ট ইতুচ্ছরিতেন কিং বৈ ॥ ৩৪ ॥  
 গতৌহত্র কোলঃ শরবিদ্ধদেহঃ  
 কথং ব্রবীষ্যদ্য মুষামুষা বা ।  
 ক্ষুধাৰ্দ্দিতৌহয়ং পরিপৃচ্ছতীব  
 দৃষ্টৌ হনিষ্যত্যপি শূকরং বৈ ॥ ৩৫ ॥ •  
 সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসা  
 দয়াশ্রিতং চান্তুতমেব সত্যম্ ।  
 হিতং নরাণাং ভবতীহ যেন  
 তদেব সত্যং ন তথানুথৈব ॥ ৩৬ ॥

সত্যমিতি । ভবান্ সত্যং ব্রবীতু ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কমগ্নঃ সন্দেহমগ্নঃ । সন্দেহমেবাহ সত্যমিতি । ন দৃষ্ট ইতুচ্ছরিতে মম সত্যব্রতং ভগ্নং ন ভবেৎ কিং অপিতু ভবেদেব ॥ ৩৪ ॥

অতো গতঃ কোলঃ শরবিদ্ধদেহ ইত্যমুষা সত্যং বক্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ কথং ব্রবীমীতি । হিংসাদোষভয়াদপি সত্যং কথং ব্রবীমীতি । তত উভয়তো দোষান্মুষা বামুষা কথং ব্রবীমীতি । কথং ব্রবীমীতি বাক্যস্ত দেহলীদীপকজ্ঞায়েনাম্বয়ঃ । সত্যে উক্তেহয়ং হনিষ্যত্যেবেত্যাহ । ক্ষুধাৰ্দ্দিত ইতি ॥ ৩৫ ॥

পায় নাই, ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি, অনিন্দিত হউক বা নিন্দিতই হউক যে কোনও উপায় দ্বারা কুটুম্ববর্গের পোষণ করা কর্তব্য, তন্নিমিত্তই আমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ৩০—৩২ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনি সত্যব্রত নামে বিখ্যাত, আমার পোষ্যবর্গ উপবাসী, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই বাণবিদ্ধ শূকর কোথায় গেল আপনি সম্বর সত্য করিয়া এবিষয়ের উত্তর প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥ সেই নিষাদ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা সত্যব্রত মুনি সংশয় সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন ; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি যদি “দেখিনাই” এই বাক্য উচ্চারণ করি তবে আমার সত্যব্রত কি ভঙ্গ হইবে না ? অবশ্যই ভঙ্গ হইবে ॥ ৩৪ ॥ শরবিদ্ধ শূকর এই স্থান দিয়া গিয়াছে সত্য, তবে কিরূপে মিথ্যা বলিব ?

হিতং কথং শ্রাদ্ধভয়োবিরুদ্ধয়ো-

স্তুত্বন্তরং কিং ন যথা যুধা বচঃ ।

বিচারয়ন্ বাডবধর্মসঙ্কটে

ন প্রাপ বক্তুং বচনং যথোচিতম্ ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতং বীক্ষ্য দয়াস্বিতেন

কোলং তদন্তে সমুদাহতং বচঃ ।

তেন প্রসন্না নিজবীজতঃ শিবা

বিদ্যাং ছুরাপাং প্রদদৌ চ তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥

বীজোচ্চারণতো দেব্যা বিদ্যা প্রস্ফুরিতাখিলা ।

বাল্মীকেশ্চ যথাপূর্ব্বং তথা স হতবৎ কবিঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যং ন সত্যমিতি । যেন সত্যভাষণে হিংসা উবতি তং সত্যং সত্যং ন ভবতি কিন্তু দয়াস্বিতং দয়ানুশ্রুতকল্যাণার্থং প্রযুজ্যমানমপ্যনৃতং সত্যমেব ভবতি ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যনুশ্রুতকল্যাণার্থমনৃতমপি সত্যং তথাচ মমানৃতকথনেহত্র দোষো নাস্তি তথাপ্যভয়ং সংরক্ষিতং শ্রাচ্ছেৎ সর্ব্বতো বরমিতি মনসি বিচারয়ন্নাহ হিতং কথং শ্রাদ্ধভিত্তি । উভয়ো-  
বিরুদ্ধয়োঃ প্রসঙ্গে মম হিতং কথং শ্রাদ্ধভিত্তি চ মমা কিং বক্তব্যং যেন মম বচো যুধা ন  
শ্রাদ্ধভিত্তি বিচারয়ন্ সন্ হে বাডব ! হে জমদগ্নে ! ধর্মসঙ্কটে যথোচিতং বচনং বক্তুং ন প্রাপ ন  
সমর্থো বভূব ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতমিতি । হে জমদগ্নে ! অগ্নিন্ সময়ে নিজবীজতো নিজবীজবাগ্ভববীজোচ্চারতো  
দেবী প্রসন্না সতী ছুরাপাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং তস্মৈ সত্যব্রতায় দদৌ । যয়া বিদ্যায়া বাণাহতং  
কোলং বীক্ষ্য তদন্তে বিচারান্তে দয়াস্বিতেন সত্যব্রতেন বচঃ সমুদাহতম্ । যয়া বহুচঃ ঐঐ-  
ইতি সমুদাহতং তেন বচসেত্যবয়বঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবাহ বীজোচ্চারণত ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

আবার এই ব্যক্তি ক্ষুধার্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ শূকরকে দেখিতে পাইয়াই  
বিনাশ করিবে তবে সত্যই বা কিরূপে বলিব ? ॥ ৩৫ ॥ যে সত্যভাষণে হিংসা হয় সে সত্য  
সত্যই নহে, কিন্তু দয়াদ্বারা অন্তের কল্যাণের নিমিত্ত প্রযুক্ত মিথ্যা সত্যই হইয়া থাকে ।  
ফলত যদ্বারা ইহলোকে প্রাণিগণের হিতসাধন হয় তাহাই সত্য অথচ কিছুই সত্য  
নহে ॥ ৩৬ ॥ জমদগ্নে ! সত্যব্রত এইরূপে ধর্মের সঙ্কটস্থলে পতিত হইয়া এই উভয় বিরুদ্ধ  
বিষয়ের মধ্যে কিরূপে হিতসাধন হয় এবং আমারও মিথ্যা না হয় এমন উত্তর কি ? এইরূপ  
বহু বিচার করিয়াও এবিষয়ের যথোচিত বাক্য প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৩৭ ॥ সত্যব্রত, সেই  
শরাহত শূকরকে দেখিয়া দয়া প্রকাশ পুরঃসর যে বীজাকর উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই  
বীজের উচ্চারণহেতু ভগবতী মঙ্গলদায়িনী দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ছলিত বিদ্যা  
প্রদান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ দেবীর বীজ উচ্চারণহেতু তাঁহার অধিন বিদ্যা প্রস্ফুরিত হইল,

তমুবাচ দ্বিজো ব্যাধঃ সন্মুখস্থঃ ধনুর্ধরম্ ।

সত্যকামস্তু ধর্ম্মাত্মা শ্লোকমেকং দয়াপরঃ ॥ ৪০ ॥

যা পশ্যতি ন সা বুতে যা বুতে সা ন পশ্যতি ।

অহো ব্যাধ ! স্বকার্যার্থিন্ ! কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥

ইতু্যক্তস্ত তদা তেন গতোহসৌ পশুহা পুনঃ ।

নিরাশঃ শূকরে তস্মিন্ পরাবৃত্তো নিজালয়ে ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণস্ত কবির্জাতঃ প্রচেতস ইবাপরঃ ।

প্রসিদ্ধঃ সর্বলোকেষু নাম্না সত্যব্রতো দ্বিজঃ ॥ ৪৩ ॥

যজ্ঞঃ ইয়া বরাহঃ কেন যার্গেণ গত ইতি তত্র দর্শনবদনয়োরেককর্তৃত্বে এবদং সম্ভবতি ন চ দর্শনবদনকর্তৃত্বমেকশ্রুতি কিস্ত ভিন্নত্বেবেত্যাহ যা পশ্যতীতি । যা অনশ্রুত্যা-  
হতিচাকশীতিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যা সর্বসাক্ষিনী সা পশ্যতি । তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং তস্ত  
ভাসা সর্বমিদং ভাতীতিশ্রুত্যা সর্বপ্রকাশকস্ত চিতিশক্তেরেব প্রতিপাদনাৎ । তথাচ  
সা পশ্যতি সা যা পশ্যতি ন সা বুতে বদনকর্তৃত্বং বুৎকরেব ন চিতিশক্তেঃ । যা বুতে বুদ্ধির্ন সা  
পশ্যতি ন বিবরং প্রকাশয়তি তস্তাঃ জড়ত্বাৎ । নহু সত্যানুতে মিথুনীকৃত্য যথা লোকে  
চিতিশক্তিজড়শক্ত্যোরেকত্বমাধ্যাসিকং স্বীকৃত্য য এব পশ্যতি স এব বুতে ইতি ব্যবহারো  
দৃশ্যতে তথা ভবতা ব্যবহারঃ কুতো ন ক্রিয়ত ইতি চেদধ্যাসকারণশ্রাবিদ্যারূপস্ত ময্যভাব-  
দিত্যভিপ্রায়ঃ । ইথং সত্যহো ব্যাধ ! স্বকার্যার্থিন্যাং প্রতি পুনঃ পুনঃ কিং পৃচ্ছসি নৈতৎ  
প্রষ্টুং যোগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

পরাবৃত্ত ইতি । অয়ং জ্ঞানী বর্ততে পূজ্যো নাতিশয়প্রসারোহয়মিতি মত্বা পরাবৃত্ত  
ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

প্রচেতা বরুণঃ স চ শ্রুতিসিদ্ধো জ্ঞানী ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তখন তিনি পুরাতন মুনি বাস্মীকির স্তায় তৎকালেই সংকবি হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর  
সেই ধর্ম্মাত্মা দয়াপর দ্বিজবর সত্যকামনা করিয়া সন্মুখস্থিত ধনুর্ধারী নিষাদকে এই শ্লোক  
কহিলেন ॥ ৪০ ॥

“যেঁশক্তি, দর্শন করে, সেই নাহি বলে ।

যে বলে সে নাহি দেখে, দেখে সব স্থলে ॥

নিজ কার্য কামনার, রে নিষাদজন ! ।

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিছ কিসের কাবণ\* ॥” ৪১ ॥

পশুঘাতক ব্যাধ, দ্বিজবরের সেই বাক্য শ্রবণান্তর শূকরের আশ্রিত বিষয়ে নিরাশ হইয়া  
নিজালয়ে ফিরিয়া গেল ॥ ৪২ ॥ সেই দ্বিজবর, বরুণের স্তায় কবি এবং শূকল লোকে

\* তুমি পুনঃ পুনঃ একপ অসঙ্গত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? এই বলিয়া সত্যব্রত ব্যাধের প্রশ্ন করণ-  
প্রবৃত্তির সফোচ করিয়া দিলেন-। ইহা ঘায়া ওঁহার সত্যব্রত তজ হইল বা ।



সারস্বতং ততো বীজং জজ্ঞাপ বিধিপূর্বকম্ ।

পণ্ডিতশ্চাতিবিখ্যাতো দ্বিজোহসৌ ধরণীতলে ॥ ৪৪ ॥

প্রতিপর্কস্ব গায়ন্তি ব্রাহ্মণা যদ্যশঃ সদা ।

আখ্যানং চাতিবিস্তীর্ণং শ্রবন্তি যুগলঃ কিল ॥ ৪৫ ॥

তচ্ছ্রুত্বা সদনং তস্মৈ সমাগম্য তদাপ্রমে ।

যেন ত্যক্তঃ পুরা তেন গৃহং নীতৌহতিমানতঃ ॥ ৪৬ ॥

তস্মাদ্রাজন্ ! সদা সেব্যা পূজনীয়া চ ভক্তিতঃ ।

আদিশক্তিঃ পরা দেবী জগতাং কারণং হি সা ॥ ৪৭ ॥

তস্মা যজ্ঞং মহারাজ ! কুরু বেদবিধানতঃ ।

সর্বকামপ্রদং নিত্যং নিশ্চয়ং কথিতং পুরা ॥ ৪৮ ॥

শ্রুতা সম্পূজিতা ভক্ত্যা ধাতা চোচ্চারিতা শ্রুতা ।

দদাতি বাঞ্ছিতানর্থকম্ কামদা তেন কীর্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

অত্রাত্যমেব সত্যব্রতমুনেরাখ্যানং লঘুস্তবে শ্রীমদাচার্যৈরপি সংগৃহীতম্ । দৃষ্ট্বা সত্ৰম-  
কারি বস্ত্র সহসা ঐঐইতি ব্যাহতং যেনাকৃতবশাদপীহ বরদে ! বিন্দুং বিনাপ্যাকরম্ । তথাপি  
ঐবমেব দেবি ! তরসা জাতে তবানুগ্রহে বাচঃ শ্রুতিসুধারসদ্রবমুচো নির্যাস্তি বক্ত্রানুজাৎ ॥  
যস্মিন্ত্যো ! তব কামরাজমপরং মন্ত্রাকরং নিকলং তৎসারস্বতমিত্যবৈতি বিরলঃ কশ্চিজ্জন-  
শ্চেছুবি । আখ্যানং প্রতিপর্ক সত্যতপসো যৎ কীর্তয়ন্তো দ্বিজাঃ প্রারম্ভে প্রণবান্পদপ্রণয়তাং  
নীহোচ্চরন্তি ক্ষুণ্ণমিতি ॥ তথা পৃথীধরাচার্যৈরপি । ঋক্সাময়োৰ্যজুষি সন্ধিবশাদুদীর্ণং বীজং  
সরস্বতি ! সক্রতুব য়ে অপস্তু । তে সত্যবাক্যানুনিবহিদিতদ্রবীকা আধর্ষণাদিকমবাধ্য সুখী-  
ভবন্তীতি ॥ ৪৫ ॥

যেন ত্যক্তস্তেন পিত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এতাদৃশমহৎফলদাত্রী যৎকিঞ্চিনিবেণ শ্রুতা ভগবতী তস্মাদনুদেবতা বিহায়েয়মেবারাধ্যে-  
তাহ তস্মাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সত্যব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর তিনি বিধিপূর্বক সারস্বত মন্ত্র জপ করিতে  
লাগিলেন, এই বিজ্ঞ তৎপ্রভাবে অবনীতলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ ॥  
ব্রাহ্মণগণ প্রতি পর্ক সময়ে সততই তাঁহার যশোগান, এবং যুগল সর্বদাই তাঁহার  
সুবিস্তীর্ণ আখ্যান কীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ তাঁহার যশোঘোষণা শ্রবণ করিয়া যিনি  
পূর্বে সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পিতা দেবদত্ত তদীয় আশ্রমে আগমন  
পূর্বক সন্মান ও আদর করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব হে রাজন্ ! জগতের কারণরূপিনী আদিশক্তি সেই পরমাদেবীকে সর্বদা ভক্তি-  
পূর্বক পূজা ও সেবা করাই কর্তব্য ॥ ৪৭ ॥ মহারাজ ! তুমি বৈদিক বিধানে সর্ব কামপ্রদ ও  
নিত্য এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, আমি এবিষয়ের কথা পূর্বেই

অনুমানমিদং রাজন্ ! কর্তব্যং সর্বথা বুধৈঃ ।  
 দৃষ্টা রোগযুতান্ দীনান্ ক্ষুধিতান্নির্দীনান্ শঠান্ ॥ ৫০ ॥  
 জনানার্তাংস্তথা মুখান্ পীড়িতান্ বৈরিভিঃ সদা ।  
 দাসানাজ্ঞাকরান্ ক্ষুদ্রান্ বিকলান্ বিহ্বলানথ ॥ ৫১ ॥  
 অতৃপ্তান্ ভোজনে ভোগে সদার্তানজিতেন্দ্রিয়ান্ ।  
 তৃষাধিকানশক্তাংশ্চ সদাধিপরিপীড়িতান্ ॥ ৫২ ॥  
 তথা বিভবসম্পন্নান্ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনান্ ।  
 পুষ্কদেহাংশ্চ সন্তোগৈঃ সংযুতান্ বেদবাদিনঃ ॥ ৫৩ ॥  
 রাজলক্ষ্ম্যা যুতান্ শূরান্ বশীকৃতজনানথ ।  
 স্বজনৈরবিযুক্তাংশ্চ সর্বলক্ষণলক্ষিতান্ ॥ ৫৪ ॥  
 ব্যতিরেকান্বয়াভ্যাঞ্চ বিচেতব্যং বিচক্ষণৈঃ ।  
 এভিন্ন পূজিতা দেবী সর্বার্থফলদা শিবা ॥ ৫৫ ॥  
 সমারাধিতা চ তথা নৃভিরেভিঃ সদাশ্রিকা ।  
 যতোহমী স্থখিনঃ সর্বৈঃ সংসারেহশ্মিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

তেন কারণেন কামদেতি লোকে কীর্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

(অনুমানমিতি । কার্যদর্শনাৎ কারণশ্রুতমানং পরতো বহুমান্ ধূমাদিত্যাদিবৎ অত্র  
 হুঃখরূপকার্যদর্শনাৎ ভগবত্যা অপূজনরূপকারণং সুখরূপকার্যদর্শনাৎ ভগবত্যাঃ পূজন-  
 রূপকারণমনুমেরমিতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৬ ॥)

তোমাকে কহিয়াছি ॥৪৮॥ মানবগণ, ভক্তিপূর্বক তাঁহার শ্রবণ, পূজন, নামোচ্চারণ, ধ্যান  
 ও স্তব করিলে, তিনি বাঞ্ছিত ফলপ্রদান করেন বলিয়া কামদা শব্দে কীর্তিত হইয়া  
 থাকেন ॥ ৪৯ ॥ রাজন্ ! বিচক্ষণ বুধগণ, রোগযুক্ত ও দীন এবং ক্ষুধিত, নির্দীন, শঠ, আর্ত,  
 মুখ বৈরিপীড়িত, ক্লিষ্ট, ক্ষুদ্র, বিকল, বিহ্বল, ভোগে ও ভোজনে অতৃপ্ত, সর্বদাই পীড়িত,  
 অজিতেন্দ্রিয়, অধিকতর লোভী, অশক্ত, সর্বদাই মনোব্যথার পরিপীড়িত লোকগণকে এবং  
 বিভবসম্পন্ন, পুত্রপৌত্র-সমবিত, সমৃদ্ধিমান্, পুষ্টদেহ; ভোগ্যসমবিত, বেদবাদী বিদ্বান্  
 রাজলক্ষ্মী-সমবিত, শূর, বহুজন বাহার বশীকৃত, সর্বদাই স্বজন সংযুক্ত ও সর্বলক্ষণ-সমবিত  
 ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া অস্বব্যতিরেকে বিচার দ্বারা অনুমান করিবেন যে, এই এই  
 ব্যক্তি অশ্রিক্ত দেবীর আরাধনা করে নাই, এই জন্য ইহারা অসুখী আর এই এই  
 ব্যক্তি অশ্রিকা দেবীর আরাধনা করিয়াছেন, এই হেতু ইহারা সংসার-মধ্যে সুখী হইয়া  
 রহিয়াছেন ॥ ৫০—৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি রাজন্ ! শ্রুতং তত্র ময়া মুনিসমাগমে ।

লোমশস্ত মুখাং কামং দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি সঞ্চিস্ত্য রাজেন্দ্র ! কর্তব্যঞ্চ সদাৰ্চনম্ ।

ভক্ত্যা পরময়া দেব্যাঃ প্রীত্যা চ পুরুষৰ্ষভ ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সত্যব্রতবাগবীজসিদ্ধিবর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শুধিনো জনান্ দৃষ্টেতৈর্ভগবত্যাধিতাস্তীত্যমুমানং কর্তব্যম্ । হুঃখিনো দৃষ্টা যত  
এতে হুঃখিনস্তস্মাদেতৈর্ভগবতী নারাধিতেত্যমুমানং কর্তব্যমিতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! এইরূপে আমি মুনিগণের সমাজমধ্যে মহর্ষি লোমশের মুখ  
হইতে দেবীর উত্তম মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৫৭ ॥ হে রাজেন্দ্র ! এই সকল  
বিবেচনা করিয়া ভক্তি ও প্রীতিসহকারে পরমাদেবী ভগবতীর সৰ্ব্বদা পূজা করাই  
একান্ত কর্তব্য ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত মহা-  
পুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে সত্যব্রতের  
উপাখ্যান বর্ণননামক একাদশ  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

রাজোবাচ ।

বদ যজ্ঞবিধিং সম্যগ্দ্দেব্যাস্তুত্বাঃ সমস্ততঃ ।  
ঋত্বা করোম্যহং স্বামিন্ ! যথাশক্তি হৃতদ্রিতঃ ॥ ১ ॥  
পূজাবিধিঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ হোমদ্রব্যমসংশয়ম্ ।  
ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাশ্চ দক্ষিণাশ্চ তথা পুনঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেব্যা যজ্ঞং বিধানতঃ ।  
ত্রিবিধস্তু সদা জ্ঞেয়ং বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ॥ ৩ ॥  
সাত্ত্বিকং রাজসঞ্চৈব তামসঞ্চ তথাপরম্ ।  
মুনিনাং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং নৃপাণাং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥  
তামসং ব্রাহ্মণানাং বৈ জ্ঞানিনাস্তু গুণোজ্জ্বিতম্ ।  
বিমুক্তানাং জ্ঞানময়ং বিস্তরাং প্রব্রবীমি তে ॥ ৫ ॥

---

সপ্তাশীতিমহাপদৈরধায়জ্ঞবিধির্মহান্ ।

যথাবৎ প্রোচ্যতে বেন মুক্তো ভবতি স্বামবঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে অশ্বায়জ্ঞস্ত মহাকলত্রং ঋত্বা তদ্ব্যজ্ঞবিধিং রাজা পৃচ্ছতি বদ যজ্ঞেতি ॥১-২॥  
ত্রিবিধমিতি । সৰ্ব্বং কৰ্ম্ম বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণানুষ্ঠানেন ত্রিবিধং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥  
ত্রৈবিধ্যমাহ সাত্ত্বিকমিতি ॥ ৪ ॥  
জ্ঞানিনাং বিমুক্তানাং গুণোজ্জ্বিতং জ্ঞানময়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

---

রাজা জনমেজয় কহিলেন, ঐশো ! আপনি সেই দেবীর যজ্ঞবিধি যথাযথরূপে কীর্তন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়া যথাশক্তি তাহা সম্পাদন করিব ॥১॥ মুনিবর ! সেই যজ্ঞের দ্রব্যাস্তুত্ব, পূজাবিধি ও মন্ত্র সকল এবং তাহাতে কতগুলি ব্রাহ্মণ আবশ্যক করে, তাহার দক্ষিণাই বা কিরূপ দিতে হয় তৎসমুদয় বিস্তার পূর্বক বলুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবী যজ্ঞের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর । সমস্ত কৰ্ম্ম সৰ্ব্বদাই বিধিদৃষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার ; ওন্মধ্যে মুনিগণের সাত্ত্বিক, নৃপগণের রাজসিক ও ব্রাহ্মণগণের কৰ্ম্ম তামস বলিয়া উক্ত হয় ; আর এক প্রকার কৰ্ম্ম আছে তাহা গুণ বর্জিত, বিমুক্ত জ্ঞানিগণেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া

দেশঃ কালস্তথা দ্রব্যং মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাস্তথা ।

শ্রদ্ধা চ সাংখ্যিকী যত্র তং যজ্ঞং সাংখ্যিকং বিদুঃ ॥ ৬ ॥

দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্মন্ত্রশুদ্ধিশ্চ ভূমিপ ! ।

ভবেদ্যদি তদা পূর্ণং ফলং ভবতি নান্যথা ॥ ৭ ॥

অন্যায়োপার্জিতে নৈব দ্রব্যেণ স্কৃতং কৃতম্ ।

ন কীর্তির্নিহ লোকে চ পরলোকে ন তৎফলম্ ॥ ৮ ॥

তস্মান্ন্যায়ার্জিতে নৈব কর্তব্যং স্কৃতং সদা ।

যশসে পরলোকায ভবত্যেব স্থায় চ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র ! পাণ্ডবৈস্তু মথঃ কৃতঃ ।

রাজসূয়ঃ ক্রতুবরঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ ॥ ১০ ॥

যত্র সাক্ষাদ্ধরিঃ কুষো যাদবেন্দ্রো মহামনাঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ পূর্ণবিদ্যাশ্চ ভারদ্বাজাদয়স্তথা ॥ ১১ ॥

কৃত্বা যজ্ঞং অসংপূর্ণং মাসমাত্রেন পাণ্ডবৈঃ ।

প্রাপ্তং মহত্তরং কষ্টং বনবাসশ্চ দারুণং ॥ ১২ ॥

তত্র সাংখ্যিকরূপমাহ দেশ ইতি । সাংখ্যিকো দেশো বারাগস্তাদিঃ । কাল উত্তরায়ণাদিঃ ।  
দ্রব্যং শ্রায়ার্জিতম্ । মন্ত্রা বৈদিকাঃ । ব্রাহ্মণাঃ শ্রোত্রিয়াঃ । শ্রদ্ধাশ্চিক্যবুদ্ধিঃ সাংখ্যিকী বিষয়-  
সৌন্দর্যজনিতরাগাদ্যকলুষিতা ॥ ৬—৯ ॥

থাকেন, তোমাকে তৎসমস্তই বিস্তার পূর্বক বলিব ॥ ৩—৫ ॥ রাজেন্দ্র ! বারাগসী প্রভৃতি  
সাংখ্যিকদেশ, উত্তরায়ণাদি সাংখ্যিককাল, শ্রায়ার্জিত দ্রব্য, বৈদিক মন্ত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,  
বিষয়রাগাদিরহিতা সাংখ্যিকী শ্রদ্ধা, যেখানে এই সমস্তই সংঘটিত হয় তাহাকেই সাংখ্যিক  
যজ্ঞ জানিবে । নয়নাথ ! উক্ত সমস্ত দ্রব্য সাংখ্যিক এবং যদি দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও মন্ত্র-  
শুদ্ধি হয় তবে সেই যজ্ঞ পূর্ণ হয় এবং তাহার ফল অবশ্যই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৬-৭ ॥  
যদি শ্রায়বর্জিত বিগর্হিত কার্য্যদ্বারা উপার্জিত দ্রব্যে সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তবে  
তাহাতে ইহলোকে কীর্তি লাভ হয় না এবং পরলোকেও তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।  
অতএব শ্রায়বর্জিত দ্রব্য দ্বারাই সংকার্য্যের অনুষ্ঠান কর্তব্য, তাহাতে ইহলোকে যশঃ,  
পরলোকে সদগতি ও সুখলাভ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৮—৯ ॥ রাজেন্দ্র ! পাণ্ডব-  
গণ যে অত্যাশ্রম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফল ত তুমি শ্রবণ করিয়াছ, সেই রাজসূয়  
মহাযজ্ঞ সমাপ্ত এবং সমাপনকালে তদনুরূপ প্রভূত দক্ষিণাও প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ সেই  
যজ্ঞে মহাবুদ্ধি যাদবেন্দ্র কৃষ্ণরূপী সাক্ষাৎ ধরি, এবং ভারদ্বাজাদি পূর্ণবিদ্যা ব্রাহ্মণও বিদ্যা-  
মান ছিলেন ॥ ১১ ॥ কিন্তু যজ্ঞ সমাপনের পর তিনমাস মধ্যেই পাণ্ডবগণ মহত্তর কষ্ট এবং

পীড়নকৈব পাঞ্চাল্যাস্তথা দ্যুতে পরাজয়ঃ ।  
 বনবাসো মহৎ কষ্টং ক গতং মথজং ফলম্ ॥ ১৩ ॥  
 দাসত্বঞ্চ বিরটিষ্ঠ কৃতং সর্বৈর্ষ্মহীভূতিঃ ।  
 কীচকেন পরিক্লিষ্টা দ্রৌপদী চ প্রমদরা ॥ ১৪ ॥  
 আশীর্বাদা দ্বিজাতীনাং ক গতাঃ শুদ্ধচেতসাম্ ।  
 ভক্তির্বা বাসুদেবস্য ক গতা তত্র সঙ্কটে ॥ ১৫ ॥  
 ন রক্ষিতা তদা বালা কেনাপি দ্রুপদাত্মজা ।  
 প্রাপ্তকেশগ্রহা কালে সাধ্বী চ বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥  
 কিমত্র চিন্তনীয়ং বৈ ধর্মবৈগুণ্যাকারণম্ ।  
 কেশবে সতি দেবেশে ধর্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৭ ॥  
 ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে নিষ্ফলঃ স্মাতদাগমঃ ।  
 বেদমন্ত্রাস্তথান্যে বৈ বিতথাঃ স্যুরসংশয়ম্ ॥ ১৮ ॥

যদ্যেতাদৃশী সামগ্রী নাস্তি তর্হি তত্র তৎকর্মণঃ ফলং নৈব ভবতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রত্যক্ষং তবেতি ॥ ১০—১৬ ॥

কিমত্রেতি । পরমেশ্বরে কেশবে সত্যপি ধর্মমূর্ত্তৌ যুধিষ্ঠিরে সত্যপি তাদৃশযজ্ঞোত্তর-  
 মেতাদৃশো মহাননর্থো জাতস্তস্মাত্তত্র ধর্মবৈগুণ্যং জাতমিতি কিমত্র চিন্তনীয়ং বিচারণীয়ম্ ।  
 জাতমেব ধর্মবৈগুণ্যমিত্যেব নিশ্চেতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নহু ধর্মবৈগুণ্যং তত্র ন জাতং কিন্তু তেষাং পাণ্ডবানাং ভবিতব্যং প্রারকং তথৈব স্থি-  
 তস্তথা ফলং জাতমিতি চেত্তত্রাহ ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে ইতি । যদি প্রারকমেব মুখ্যং ন  
 পুরুষার্থ ইতিমতং স্বীক্ৰিয়তে তদাগমোহনুষ্ঠানপ্রতিপাদকো ব্যর্থ এব স্মাৎ । যথা প্রারকং  
 স্মাত্তথা ভবিষ্যত্যাগমস্তত্র কিং করিষ্যতীতি ॥ ১৮ ॥

নিদারুণ বনবাস ক্লেশ লাভ করিয়াছিলেন ॥১২॥ মহারাজ ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যজ্ঞ  
 পরিপূর্ণ হইবার পরই যদি মানিনী দ্রুপদনন্দিনীর পীড়ন ও অবমাননা এবং পাণ্ডবগণ দ্যুত-  
 ক্রীড়ায় পরাজয় এবং বনবাসরূপ মহৎ কষ্টপ্রাপ্ত হইল, তবে তাহাদের সেই মহাযজ্ঞের ফল  
 কি হইল ? ॥১৩॥ আর যদি সেই মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ বিরটিটের দাসত্ব লাভ করিল এবং যদি  
 অপাংশুলা ভূপাল বালা দ্রৌপদী কীচককর্তৃক ক্লিষ্ট ও অবমানিত হইল, তবে বিশুদ্ধচেতা  
 দ্বিজাতিগণের আশীর্বাদের ফল কি হইল ? এবং সেই সঙ্কটস্থলে বাসুদেবের প্রতি ভক্তির  
 ফলই বা কোথায় গেল ? ॥ ১৪—১৫ ॥ দ্যুতসভায় আনয়নপূর্ব্বক হুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর  
 কেশাকর্ষণ করিয়াছিল তখন সেই বরবর্ণিনী দ্রুপদবালাকে কেহই রক্ষা করেন নাই ॥ ১৬ ॥  
 রাজন্ ! পরমেশ্বর কেশব এবং ধর্মমূর্ত্তি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিদ্যমান থাকিলেও তাদৃশ মহা-  
 যজ্ঞ সমাপনের পর এরূপ মহান্ অনর্থপাত কেন হইল ; এই বিষয়ের বিচার করিলে “কোন  
 প্রকার বৈগুণ্য সংঘটিত হইয়াছিল” এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হয় ॥১৭॥ যদি বল যে কোন বৈগুণ্য



সাধনং নিষ্ফলং সৰ্বমুপায়শ্চ নিরর্থকঃ ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে ॥ ১৯ ॥

আগমোহপ্যর্থবাদঃ শ্রীং ক্রিয়াঃ সৰ্বা নিরর্থকাঃ ।

স্বর্গার্থঞ্চ তপো ব্যর্থং বর্ণধর্মশ্চ বৈ তথা ॥ ২০ ॥

সর্বং প্রমাণং ব্যর্থং শ্রাদ্ভবিতব্যে কৃতে হৃদি ।

উভয়ঞ্চাপি মন্তব্যং দৈবকোপায় এব চ ॥ ২১ ॥

কৃতৈকশ্মনি চেৎ সিদ্ধির্বিপরীতা যদা ভবেৎ ।

বৈগুণ্যং কল্পনীয়ং শ্রীং প্রাজ্ঞৈঃ পণ্ডিতমৌলিভিঃ ॥ ২২ ॥

তৎ কর্ম বহুধা প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ কর্মকারিভিঃ ।

কর্তৃভেদান্মন্ত্রভেদাদ্ভব্যভেদাত্তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥

যথা মঘবতা পূর্বং বিশ্বরূপো ব্রূতো গুরুঃ ।

বিপরীতং কৃতং তেন কর্ম মাতৃহিতায় বৈ ॥ ২৪ ॥

বচনে বেদবচনে ফলপ্রতিপাদকে সত্যপি তত্র বিশ্বাসঃ কস্তাপি ন শ্রীৎ । যদ্যস্মাকং প্রারব্ধং শ্রীতদানুষ্ঠানমন্তরাপি তৎ কার্যং ভবিষ্যতি নোচেদনুষ্ঠানে কৃতেহপি ন ভবিষ্যতীতি । ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে সত্যপি কিং ফলমিত্যক্ষরার্থঃ ॥ ১৯ ॥

নমু তুহি ফলপ্রতিপাদকবেদঃ কিমর্থমিতি চেৎ সোহপি তন্মতেহর্থবাদঃ শ্রাদিত্যাহ আগমোহপীতি । এতানি সর্বাণি দৃশ্যানি তন্মতে স্থ্যরিত্যর্থঃ । ভবিতব্যমেব মুখ্যমিতি মতে হৃদি কৃতে সতি ॥ ২০ ॥

উভয়মিতি । তস্মাদ্ভব্যং পুরুষকারশ্চেত্যভয়ং ফলসিদ্ধিপ্রতিকারণমিতি বক্তব্যম্ । ততশ্চ পুরুষব্যাপারে ব্যঙ্গমেব ফলং ভবতীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

তদেবাহ কৃতে কৰ্ম্মণীতি ॥ ২২—২৩ ॥

হয় নাই কিন্তু ভবিতব্যতা এইরূপই ছিল তাহারই ফলে সেই সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে আগম ও বেদমন্ত্র এবং অন্যান্য বৈদিক কৰ্ম্ম সমস্ত নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥ যদি বল বেদবাক্য ফলপ্রতিপাদক হইলেও যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই হইবে, তবেত সমস্ত সাধন নিষ্ফল ও সমস্ত উপায়ই নিরর্থক হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥ আর আগম সকল অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ তাহার বিধান সমস্তই বিফল, ক্রিয়া সমুদায় নিরর্থক, স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা ও বর্ণধর্ম সমস্তই বিফল হইয়া যায় ; রাজন্ ! এই মত নিতান্তই দৃশ্য, ইহা মহাআগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ২০ ॥ রাজন্ ! যদি ভবিতব্যতাকেই মুখ্য প্রমাণ মনে কর' তবে সমস্ত প্রমাণই ব্যর্থ হইয়া যায় অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়কেই ফল সিদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচনা করা একান্তই কর্তব্য ॥ ২১ ॥ কৰ্ম্ম করিলে যখন বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয় তখন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই কৰ্ম্মের বৈগুণ্য কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ কৃতবিদ্য যজ্ঞানুষ্ঠাতা পণ্ডিতগণ, কর্তা মন্ত্র ও ভব্যভেদে বহুপ্রকার কৰ্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ মহারাজ !

দেবেভ্যো দানং বেভ্যস্ত্ব স্বস্তীত্ব্যক্তা পুনঃপুনঃ ।  
 অমরা মাতৃপক্ষীয়াঃ কৃতং তেষাঞ্চ রক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥  
 দৈত্যান্ দৃষ্ট্বাতিসম্পূৰ্ণাংশ্চ কোপ মম্ববা তদা ।  
 শিরাংসি তস্ম বজ্রেণ চিচ্ছেদ তরসা হরিঃ ॥ ২৬ ॥  
 ক্রিয়াবৈগুণ্যমত্রৈব কর্ত্তভেদাদসংশয়ম্ ।  
 নোচেৎ পঞ্চালরাজেন রোষণাপি কৃতা ক্রিয়া ॥ ২৭ ॥  
 ভারদ্বাজবিনাশায় পুত্রোহ্যোৎপাদনায় চ ।  
 ধুষ্টদ্যুম্নঃ সমুৎপন্নো বেদীমধ্যাক্ষ দ্রৌপদী ॥ ২৮ ॥  
 পুরা দর্শনথেনাপি পুত্রেষ্টিস্ত কৃতা যদা ।  
 অপুত্রস্ত স্তুতাস্তস্ত চত্বারঃ সম্প্রজজিরে ॥ ২৯ ॥  
 অতঃ ক্রিয়া কৃতা যুক্ত্যা সিদ্ধিদা সর্বথা ভবেৎ ।  
 অযুক্ত্যা বিপরীতা স্যাৎ সর্বথা নৃপসত্তম ! ॥ ৩০ ॥

অত্রানেকোদাহরণাত্মাহ যথেন্তি । মাতৃহিতায় মাতৃপক্ষীয়দৈত্যহিতায়ৈত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

তস্ম বিশ্বরূপস্ত ॥ ২৬ ॥

বৈগুণ্যে সতি বিপরীতঃ ফলঃ ভবতীত্ব্যক্তা নোচেদ্বৈগুণ্যং তদাধিকং ফলং ভবতীত্ব্যাহ  
নোচেদিত্তি । কৰ্ম্মবৈগুণ্যং নচেদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভারদ্বাজো দ্রোণঃ । পুত্রোহপি লক্কো দ্রৌপদ্যপাধিকা লক্কো ॥ ২৮ ॥

পুরেন্তি । একপুত্রার্থঃ কৃতে যদে চত্বারঃ পুত্রা উৎপন্না ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এ বিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে গুরু বলিয়া বরণ করেন, কিন্তু সেই বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষীয় দৈত্যগণের হিতের নিমিত্ত বিপরীত কৰ্ম্ম করিলেন ॥ ২৪ ॥ বিশ্বরূপ, প্রত্যক্ষে দেবগণের এবং পরোক্ষে অমরগণের মঙ্গলময় বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিয়া পরিশেষে মাতৃপক্ষীয় অমরগণকেই রক্ষা করিলেন ॥ ২৫ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র তখন অমর গণকেই অতিশয় পুষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বজ্রদ্বারা বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদন করিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এই স্থলেই কর্ত্তভেদে ক্রিয়াবৈগুণ্য ঘটিয়াছিল তত্ত্ব তাহার সম্ভাবনা নাই । আর দেখ, পাঞ্চালরাজ, দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনার্থ রোষ সহকারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেও অগ্নিমধ্য হইতে ধুষ্টদ্যুম্নের এবং বেদীমধ্য হইতে দ্রৌপদীর উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥ আর পুরাকালে অপুত্রক কোশলেজ্ঞ রাজা দর্শনথ নৃধন একটি পুত্রের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যাগের অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁহার চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ অতএব হে নৃপসত্তম ! জ্ঞানমার্গ দ্বারা ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সৰ্ব্বতোভাবেই সিদ্ধি প্রদান করে, আর অন্যায় মার্গ দ্বারা কৃত হইলে তাহা

পাণ্ডবানাং যথা যজ্ঞে কিঞ্চিদৈগুণ্যযোগতঃ ।  
 বিপরীতং ফলং প্রাপ্তং নির্জিতান্তে হুরোদরে ॥ ৩১ ॥  
 সত্যবাদী তথা রাজন্ ! ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 দ্রোপদী চ তথা সাধ্বী তথাত্মোহপানুজাঃ শুভাঃ ॥ ৩২ ॥  
 কুদ্রব্যযোগাদৈগুণ্যং সমুৎপন্নং মথেন্থবা ।  
 সাভিমানৈঃ কৃতান্নাপি দূষণং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 সাধ্বিকস্ত মহারাজ ! দুর্লভো বৈ মথঃ স্মৃতঃ ।  
 বৈখানসমুনীনাং হি বিহিতোহসৌ মহামথঃ ॥ ৩৪ ॥  
 সাধ্বিকং ভোজনং যে বৈ নিত্যং কুর্বন্তি তাপসাঃ ।  
 ত্য়্যারজিতঞ্চ বন্তঞ্চ তথা ঋষ্যং স্তসংস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥  
 পুরোডাশপরা নিত্যং বিযুপা মন্ত্রপূর্বকাঃ ।  
 শ্রদ্ধাধিকা মথা রাজন্ ! সাধ্বিকাঃ পরমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥  
 রাজসা দ্রব্যবহুলাঃ সযুপাশ্চ স্তসংস্কৃতাঃ ।  
 ক্ষত্রিয়াণাং বিশাক্ষৈব সাভিমানাশ্চ বৈ মথাঃ ॥ ৩৭ ॥

উপসংহরতি অত ইতি ॥ ৩০—৩২ ॥

কিং তত্র বৈগুণ্যং পাণ্ডবানাং মথেন্ জাতমিতি চেত্তত্রাহ কুদ্রব্যোতি । অনেকরাজবধ-  
 পূর্বকং সম্পাদিতত্বাৎ কুদ্রব্যত্বং ধনশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদুর্লভঃ সাধ্বিকে। যজ্ঞোহস্তি স চ বৈখানসাদিসাধ্বিকমুনীনামেব সম্ভবতি নাত্মশ্চে-  
 ত্যাহ সাধ্বিকস্থিতি ॥ ৩৪ ॥

ঋষ্যং ঋষিভ্যো হিতম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্বথাই বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ অতএব পাণ্ডবদিগের যজ্ঞেও  
 কোন প্রকার বৈগুণ্য হইয়াছিল বলিয়া বিপরীত ফল ফলিয়াছিল ; তদনুসারে সত্যবাদী  
 ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার বীৰ্য্যবান্ অমুজগণ এবং সাধুলীলা দ্রোপদী এই সকলেই  
 হুরোদরে নির্জিত হইয়াছিল ॥ ৩১—৩২ ॥ অথবা কুদ্রব্য অর্থাৎ অনেক রাজগণের বিনাশ  
 পূর্বক অন্ত্যারজিত দ্রব্য যোগেই বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল, কিংবা তাহারা অভিমানী হইয়া বজ্র  
 করিয়াছিলেন সেই হেতুই দোষ সংঘটিত হয়, ফলতঃ যে কোনরূপেই হউক তাহাদের যজ্ঞে  
 বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ ! সাধ্বিক যজ্ঞ দুর্লভ, এই  
 মহাবজ্র বৈখানসাদি সাধ্বিক মুনিগণের পক্ষেই সম্ভব, অস্ত্রের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয়  
 না ॥ ৩৪ ॥ যে তাপসগণ নিত্য নিত্য ত্য়্যারজিত ঋষির্জনের পক্ষে হিতকর পরিকৃত বস্ত্র ও  
 সাধ্বিক দ্রব্য ভোজন করেন, তাঁহারাও সমধিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়া যুগ বিহীন অর্থাৎ  
 পণ্ডহিংসাবর্জিত, পুরোডাশবিশিষ্ট যে বজ্র, মন্ত্র পূর্বক সমাধান করেন তাহাকেই অতু্যন্তম



তামসা দানবানাং বৈ সক্রোধা মদবর্দ্ধকাঃ ।

সামর্ষাঃ সম্পৃহাঃ ক্রূরা মৃথাঃ প্রোক্তা মহাত্মভিঃ ॥ ৩৮ ॥

মুনীনাং মোক্ষকামানাং বিরক্তানাং মহাত্মনাম্ ।

মানসস্ত্ব স্মৃতো যাগঃ সর্বসাধনসংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্যেষু সর্বযজ্ঞেষু কিঞ্চিদ্ভূতং ভবেদপি ।

দ্রব্যেণ শ্রদ্ধয়া বাপি ক্রিয়য়া ব্রাহ্মণৈস্তথা ॥ ৪০ ॥

দেশকালপৃথগ্দ্ৰব্যসাধনৈঃ সকলৈস্তথা ।

নাশ্চো ভবতি পূর্ণো বৈ যথা ভবতি মানসঃ ॥ ৪১ ॥

প্রথমস্ত্ব মনঃ শোধ্যং কৰ্তব্যং গুণবর্জিতম্ ।

শুদ্ধে মনসি দেহো বৈ শুদ্ধ এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থপরিত্যক্তং যদা জাতং মনঃ শুচি ।

তদা তস্মৈ মখস্থাসৌ প্রভবেদধিকারবান্ ॥ ৪৩ ॥

বিষুপাঃ পশুবন্ধনস্তত্তরহিতা ইত্যর্থঃ । অপশুকা যজ্ঞা ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

তত্র সাংখ্যিকদেবীমথোহপি বাহ্যাত্মস্তরভেদেন দ্বিবিধঃ । বাহ্যস্ত বৈদিকমন্ত্রাদিপূর্বোক্ত-  
সাংখ্যিকসাধননির্কৃষ্টো গৃহস্থানাং স্বকল্যাণার্থিনামাত্মস্তরস্ত মোক্ষকামানামিত্যাহ মুনীনা-  
মিতি ॥ ৩৯ ॥

মানসমস্বায়জ্ঞং স্মৃতি অস্তেতি ॥ ৪০—৪১ ॥

মানসাস্বায়জ্ঞস্তাধিকারিণমাহ প্রথমং দ্বিতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

সাংখ্যিক যজ্ঞ বলা যায় ॥ ৩৫—৩৬ ॥ ক্ষত্র ও বৈশ্যগণ অভিমানী হইয়া বহুল দ্রব্য প্রদান  
পূর্বক যুগসংযুক্ত অসংস্কৃত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহাই রাজস শব্দে উক্ত হইয়া  
থাকে ॥ ৩৭ ॥ দানবের মদগর্ভ, ক্রোধ, ক্রুরতা ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশাদি  
অভিলাষ করত যে যজ্ঞ করিয়া থাকে, মহাত্মা মুনিগণ তাহাকেই তামস যজ্ঞ কহিয়া  
থাকেন ॥ ৩৮ ॥ বিষয় বাসনা বিবর্জিত মোক্ষকামী মহাত্মা মুনিগণ মনে মনে উপযুক্ত সমস্ত  
দ্রব্য সংগ্রহ করত যে যাগ করেন তাহাই মানসযাগ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ অস্তান্ত  
সমস্ত যজ্ঞেই দ্রব্য, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া অথবা ব্রাহ্মণাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ নূনতা হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥  
মানস যজ্ঞ যেমন পূর্ণ হয়, অন্ত কোন যজ্ঞ সেরূপ পূর্ণ হয় না, কারণ সেই সকল যজ্ঞ  
দেশ, কাল এবং পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যরূপ কারণ দ্বারা কিঞ্চিৎ হীন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥  
রাজন্ ! মানসিক অস্বায়জ্ঞের অধিকারী প্রভূতির বিষয় শ্রবণ কর । প্রথমে চিত্তকে শুদ্ধ  
ও গুণবর্জিত কুরা একান্ত কৰ্তব্য ; কারণ, মন শুদ্ধ হইলে শরীর ও শুদ্ধ হয় তাহাতে সংশয়  
নাই ॥ ৪২ ॥ \* মন যখন ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্বক সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধ হয়,  
তখনই সেই ব্যক্তি অস্বায়জ্ঞের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ অধিকারী

তদাসৌ মণ্ডপং কৃৎস্বা বহুযোজনবিস্তৃতম্ ।  
 স্তম্ভৈশ্চ বিপুলৈঃ স্তম্ভৈর্ধ্বজিয়জ্জমসম্ভবৈঃ ॥ ৪৪ ॥  
 বেদীঞ্চ বিশদাং তত্র মনসা পরিকল্পয়েৎ ।  
 অগ্নয়োহপি তথা স্থাপ্যা বিধিবন্মনসা কিল ॥ ৪৫ ॥  
 ব্রাহ্মণানাঞ্চ বরণং তথৈব প্রতিপাদ্য চ ।  
 ব্রহ্মাধ্বর্যুস্তথা হোতা প্রস্তোতা বিধিপূর্বকম্ ॥ ৪৬ ॥  
 উদগাতা প্রতিহর্তা চ সভ্যাশ্চান্ধে যথাবিধি ।  
 পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মনসৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 প্রাগোহপানস্তথা ব্যানঃ সমানোদান এব চ ।  
 পাবকাঃ পঞ্চ এবৈতে স্থাপ্যা বেদ্যাং বিধানতঃ ॥ ৪৮ ॥  
 গার্হপত্যস্তদা প্রাগোহপানশ্চাহবনীয়কঃ ।  
 দক্ষিণাগ্নিস্তথা ব্যানঃ সমানশ্চাবসথ্যকঃ ॥ ৪৯ ॥  
 সভ্যোদানঃ স্মৃতা হেতে পাবকাঃ পরমোৎকটাঃ ।  
 দ্রব্যঞ্চ মনসা ভাব্যং নিগুণং পরমং শুচি ॥ ৫০ ॥  
 মন এব তদা হোতা যজমানস্তথৈব তৎ ।  
 যজ্ঞাধিদেবতা ব্রহ্ম নিগুণঞ্চ সনাতনম্ ॥ ৫১ ॥

মণ্ডপং মানসম্ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

তথৈব মানসমেব ॥ ৪৬—৪৭ ॥

বায়ুধেবাগ্নিতাবনা কার্ষ্যেত্যাহ পাবকা ইতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

উদানঃ সভ্যঃ । আৰ্ঘ উকারলোপঃ । নিগুণং দোষরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ব্যক্তি, তখন ধৈর্য্যাদিক্রপ যজ্ঞীয়ক্রম সম্বৃত সুদীর্ঘ ও মন্থণ স্তম্ভ সমন্বিত বহুযোজন বিস্তৃত  
 মানস মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে স্তম্ভশ্রেণী বেদী মনে মনে কল্পনা এবং সেইরূপ মনে  
 মনেই তাহাতে বিধিপূর্বক বহু স্থাপন করিবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইরূপেই ব্রাহ্মণগণের বরণ  
 করিয়া ব্রহ্মা, অধ্বর্যু, হোতা, প্রস্তোতা, উদগাতা প্রতিহর্তা ও সভ্য সকলকে বিধিপূর্বক  
 কল্পনানুসারে মনে মনে যজ্ঞপূর্বক দ্বিজবর গণের যথাবিধি পূজা করিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর  
 প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চ বায়ুকে পঞ্চাগ্নি কল্পনা করিয়া বিধানক্রমে  
 বেদীতে স্থাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥ তদন্থে প্রাণ বায়ুকে গার্হপত্য, অপানকে আহবনীয়ক,  
 ব্যানকে দক্ষিণাগ্নি, সমানকে অবসথ্যক এবং উদানকে সভ্যরূপে কল্পনা করা কর্তব্য, এই  
 পাবক সকল অত্যন্ত উৎকট অতএব সমাহিত হইয়া ইহাদের স্থাপনাদি সম্পাদন করিতে  
 হয় । আর মনে মনে দ্রব্য সকল সংগ্রহ করত পরম পবিত্র ও শুদ্ধ এইরূপ ভাবনা

ফলদা নিগুণা শক্তিঃ সদা নির্বেদদা শিবা ।  
 ব্রহ্মবিদ্যাখিলাধারা ব্যাপ্য সর্বত্র সংস্থিতা ॥ ৫২ ॥  
 তদুদ্দেশেন তদ্রব্যং হুনেৎ প্রাণাগ্নিষু দ্বিজঃ ।  
 পশ্চাচ্ছিত্তং নিরালম্বং কৃৎ প্রাণানপি প্রভো ! ॥ ৫৩ ॥  
 কুণ্ডলীমুখমার্গেণ হুনেদব্রহ্মণি শাস্বতে ।  
 স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বানুভূতাং মহেশ্বরীম্ ॥ ৫৪ ॥  
 সমাধিনৈব যোগেন ধ্যায়ৈচ্চৈতশ্চনাকুলঃ ।  
 সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ॥ ৫৫ ॥

মন এবৈতি সঙ্কল্পবিকল্পায়কমিত্যর্থঃ । তথৈব তদ্বিত্তি । তদহঙ্কারবৃত্তিবিশিষ্টং মন এব যজমান ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

নিগুণা শক্তিরিতি । সাম্যাবস্থমায়াক্রপিনী ফলদাত্রী যা শক্তিঃ সা চ দেবতেত্যর্থঃ । তথাচ সাম্যাবস্থমায়োপাধিব্রহ্মরূপিনী ভগবতী দেবতেতি ফলিতম্ ॥ ৫২ ॥

তদুদ্দেশেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপভগবত্যাদ্দেশেন দ্রব্যং মনসা কল্পিতং যৎ শ্রান্তদিদং দ্রব্যমেতাবদাহতিকমেতৈর্ম ত্বৈরেতেষ্মিষু ময়া হুয়তে ইতি ভাবনাময় এব হোমো ভগবতী-প্রীত্যর্থং কর্তব্য ইতি মানসিকহোমোত্তরং পশ্চান্নিজং চিত্তং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ং নির্বিষয়ং কৃৎ কুণ্ডলীমুখমার্গেণ স্বেদ্যাক্ষেপেণ তান্ প্রাণাগ্নীন্ ব্রহ্মণি ভগবতীপদবাচ্যে হুনেদ্বিলাপয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

ইথং প্রাণলয়ে জাতে সঙ্কল্পবিকল্পাবপি মনসোহনায়াসেন লীনৌ ভবত এব প্রাণমনসৌ-দুষ্কাসুবন্নিমিত্তাৎ । তদুক্তম্ । হুৎকাসুবৎ সংমিলিতাবুভৌ তৌ তুলাক্রিয়ৌ মানসমাক্রতৌ তৌ । তত্রৈকনাশাদপরশ্চ নাশস্তত্রৈকবৃত্তেহপ্যপরপ্রবৃত্তিরিতি । ইথং প্রাণলয়ে সঙ্কল্পবিকল্প-লয়ে চ সমাধির্ভবতি । তস্মিন্ সমাধৌ স্বানুভূতাং মহেশ্বরীং স্বাভিন্নাং ভগবতীং নির্বিকল্প-চেতসি ধ্যায়েৎ ॥ ৫৪ ॥

ইথং ধ্যায়তো যদৈবং জ্ঞানং ভবতি তদাত্মস্বরূপভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো জাত ইতি-জ্ঞেয়মিত্যাহ সর্বভূতস্বমাত্মানমিতি । সর্বভূতেষ্বধিষ্ঠানতয়া স্থিতমাত্মানং যদানুভবতি সর্বভূতানি চ রজ্জুসর্পবন্ময়ি কল্পিতানীতি যদা পশ্যতি তদা ভগবতীসাক্ষাৎকারো জাত ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ মানসিক যজ্ঞে মনই হোতা ও মনই যজমান এবং সনাতন নিগুণ ব্রহ্মই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । যিনি সততই নির্বেদ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই নিগুণা শক্তিই এই যজ্ঞের ফলদায়িনী । অখিলের আধাররূপিনী ব্রহ্মরূপিনী বিদ্যা সর্বত্রই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, দ্বিজগণ, তাঁহার উদ্দেশেই প্রাণাগ্নিতে হোম করি-বেন, অনন্তর চিত্ত ও প্রাণ পবনকে নিরালম্ব করিয়া কুণ্ডলীর মুখমার্গ দিয়া শাস্বত ব্রহ্মের হোম করিবে । অনন্তর স্বকীয় অনুভূতি দ্বারা, নির্বিকল্পক মানসে সমাধি-যোগে স্বকীয় আত্ম-স্বরূপা সাক্ষাৎ স্বয়ং মহেশ্বরীকে মনোগধ্যে ধ্যান করিবে । এই-রূপে যখন আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত এবং সমস্ত ভূতগণকেই আত্মাতে অবস্থিত



যদা পশ্যতি ভূতাত্মা তদা পশ্যতি তাং শিবাম্ ।  
 দৃষ্ট্বা তাং ব্রহ্মবিদ্ব্যাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৫৬ ॥  
 তদা মায়াদিকং সর্বং দন্ধং ভবতি ভূমিপ ! ।  
 প্রারব্ধকৰ্ম্মমাত্রস্ত যাবদেহঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৫৭ ॥  
 জীবনুজ্ঞস্তদা জাতো যুতো মোক্ষমবাগ্নুয়াং ।  
 কৃতকৃত্যো ভবেত্তাত ! যো ভজেজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ৫৮ ॥  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ধ্যেয়া শ্রীভুবনেশ্বরী ।  
 শ্রোতব্যা চৈব মন্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ৫৯ ॥  
 রাজশ্বেবং কৃতো যজ্ঞো মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ ।  
 অন্তো যজ্ঞাঃ সকামাস্তু প্রভবন্তি ক্ষয়োন্মুখাঃ ॥ ৬০ ॥  
 অগ্নিষ্টোমেন বিধিবৎ স্বৰ্গকামো যজেদिति ।  
 বেদানুশাসনকৈতৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬১ ॥

ইখমাত্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারে জাতে স নরো ব্রহ্মবিদ্ব্যাং । আয়নো ব্রহ্মণ-  
 শ্চৈকত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥

ইখং যদা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি তদা মায়াবিদ্যাদাক্ষকাররূপসকলসংসার-  
 কারণং দন্ধং ভবতীত্যাহ তদা মায়াদিকমিতি । তর্হি দেহঃ কথং তিষ্ঠতীতি চেৎ প্রারব্ধকৰ্ম্ম-  
 শেষাদিত্যাহ প্রারব্ধকৰ্ম্মমাত্রস্থিতি । তস্ত যুক্তেষু বৎ স্ববেগসমাপ্তিং বিনা পতনাভ্যাং ॥ ৫৭ ॥

তাবতা জ্ঞানেন জীবনুজ্ঞঃ সন্মুতো মোক্ষমবাগ্নুয়াং তত্র ন সন্দেহ ইত্যাহ জীবনুজ্ঞ  
 ইতি ॥ ৫৮ ॥

শ্রোতব্যা চ সৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

দর্শন করিবে, তখন জীব সেই কৈবল্য-কল্যাণময়ী মহাবিদ্যা দেবীর দর্শন প্রাপ্ত  
 হইবে। রাজন্! মহাত্মা মুনিগণ সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে দর্শন করিলে পর  
 তখন ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন। তখন মায়াদি সংসারকারণ সমস্তই দন্ধ হইয়া যায়,  
কেবল দেহাবসান পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কৰ্ম্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥ ৫১—৫৭ ॥ তখন জীবগণ  
 জীবনুজ্ঞ, পরে দেহত্যাগান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব বৎস! যে ব্যক্তি জগদম্বিকার  
 ভজনা করে সেই সুধীর ব্যক্তি কৃতকৃত্য হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ অতএব গুরু বাক্যের  
 অনুসারী হইয়া সর্বপ্রযত্নে সেই ভুবনেশ্বরীর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারা-  
 বাহিক ধ্যান করা একান্তই কর্তব্য ॥ ৫৯ ॥

মহারাজ! এইরূপে মানস যজ্ঞ করিলে পর তাহা যে মোক্ষপ্রদ হয়, তাহাতে আর  
 সন্দেহ নাই, মানস-যজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত যজ্ঞই সকাম, অতএব সর্বদাই ক্ষয়োন্মুখ ॥ ৬০ ॥  
 যিনি স্বৰ্গকামনা করেন, তিনি বিধিপূৰ্ব্বক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, বেদের

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি চ যথামতি ।  
 তস্মাত্তু মানসঃ শ্রেষ্ঠো যজ্ঞোহপ্যক্ষয় এব সঃ ॥ ৬২ ॥  
 ন রাজ্ঞা সাধিভুং যোগ্যো যথোহসৌ জয়মিচ্ছতা ।  
 তামসস্ত কৃতঃ পূৰ্ব্বং সৰ্পযজ্ঞস্তয়াধুনা ॥ ৬৩ ॥  
 বৈরং নির্বাহিতং রাজংস্তক্ষকস্ত দুরাঅনঃ ।  
 যৎকৃতে নিহতাঃ সৰ্পাস্তয়াগৌ কোটিশঃ পরে ॥ ৬৪ ॥  
 দেবীযজ্ঞং কুরুষাদ্য বিততং বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।  
 বিষ্ণুনা যঃ কৃতঃ পূৰ্ব্বং সৃষ্ট্যাদৌ নৃপসত্তম ! ॥ ৬৫ ॥  
 তথা ত্বং কুরু রাজেন্দ্র ! বিধিং তে প্রব্রবীম্যহম্ ।  
 ব্রাহ্মণাঃ সস্তি রাজেন্দ্র ! বিধিজ্ঞা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৬৬ ॥  
 দেবীবীজবিধানজ্ঞা মন্ত্রমার্গবিচক্ষণাঃ ।  
 যাজ্ঞকাস্তে ভবিষ্যন্তি যজমানস্তমেব হি ॥ ৬৭ ॥  
 কৃত্বা যজ্ঞং বিধানেন দত্ত্বা পুণ্যং মথার্জিতম্ ।  
 সমুদ্রর মহারাজ ! পিতরং দুর্গতিং গতম্ ॥ ৬৮ ॥  
 বিপ্রাবমানজং পাপং দুর্ঘটং নরকপ্রদম্ ।  
 তথৈব শাপজ্ঞো দোষঃ প্রাপ্তঃ পিত্রা তবানঘ ! ॥ ৬৯ ॥

---

ক্ষয়োগ্নুত্বমেবাহ অগ্নিষ্টোমেনেতি ॥ ৬১—৬৬ ॥

---

এইরূপ অনুশাসন বাক্য, কিন্তু সেই পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্বার মরণশীল মনুষ্যালোকে প্রবেশ  
 করিতে হয় ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, অতএব হে রাজেন্দ্র ! মানস যজ্ঞই অক্ষয় এবং  
 সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১—৬২ ॥ এই যজ্ঞ, অয়াকাজ্ঞী রাজগণের অনুষ্ঠান যোগ্য নহে ।  
 মহারাজ ! পূর্বে আপনি যে সৰ্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তামস, কারণ,  
 আপনি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তক্ষকের বৈরনির্যাতন সমাধান করিয়াছেন এবং  
 সেই বৈরনির্যাতন উপলক্ষে যজ্ঞাগ্নিতে কোটি কোটি সৰ্পগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, নৃপধর !  
 বিষ্ণু সৃষ্টির আদিতে যে দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে বিধিপূৰ্ব্বক  
 সেই দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর ॥ ৬৩—৬৫ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি তোমাকে সমস্ত বিধিই  
 বলিতেছি শ্রবণ কর । বেদজ্ঞ ও বিধিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য এবং দেবীবীজের বিধানবিৎ উত্তম  
 মন্ত্র জ্ঞানী বহু ব্রাহ্মণগণ তোমার যাজক হইবেন এবং তুমি স্বয়ংই যজমান হইবে ॥ ৬৬—৬৭ ॥  
 মহারাজ ! তুমি বিধিপূৰ্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদর্জিত পুণ্যবলে তোমার দুর্গতিগ্রস্ত পিতাকে  
 উদ্ধার কর ॥ ৬৮ ॥ হে অনঘ ! বিপ্রের অবমাননা-জনিত পাপ ঘোরতর ও নরকপ্রদ,

তথা দুর্শ্মরগং প্রাপ্তং সর্পদংশেন ভূভুজা ।  
 অন্তরালে তথা মৃত্যুর্ন ভূমৌ কুশসংস্তরে ॥ ৭০ ॥  
 ন সংগ্রামে ন গঙ্গায়াং স্নানদানাদিবর্জিতম্ ।  
 মরণং তে পিতৃস্তত্র সৌধে জাতং কুরুধ্বহ ! ॥ ৭১ ॥  
 কপূণানি\* চ সর্বাণি নরকস্ত নৃপোত্তম ! ।  
 তত্রৈকং কারণং তস্ত ন জাতং চাতিদুর্লভম্ ॥ ৭২ ॥  
 যত্র যত্র স্থিতঃ প্রাণী জাত্বা কালং সমাগতম্ ।  
 সাধনানামভাবেহপি হবশচ্চাতিসঙ্কটে ॥ ৭৩ ॥  
 যদা নির্বেদমায়াতি মনসা নির্মলেন বৈ ।  
 পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মম কিঞ্চাত্র দুঃখদম্ ॥ ৭৪ ॥  
 পতন্ত্য যথাকামং মুক্তোহহং নিগুণোহব্যয়ঃ ।  
 নাশাত্মকানি তত্ত্বানি তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৭৫ ॥

দেবীবীজং মায়াবীজং তদ্বিধানজ্ঞাঃ ॥ ৬৭—৭১ ॥

কপূণানি কুৎসিতানি । ইমানি সর্বাণি ছষ্টসাধনানি সন্তি চেৎ সন্ত যদ্যেকং সাধনং  
 জ্ঞাতুর্হি মনুষ্যো মুক্ত এব তদপি সাধনং তস্ত ন জাতমিতিপ্রাহ তত্রৈকং কারণমিতি ॥ ৭২ ॥  
 কিং তন্মোককারণং তদাহ যত্র যত্র স্থিত ইতি । যত্র কুত্রাপি স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

অতএব তোমার পিতাও সেই ব্রহ্মশাপ এবং তজ্জন্ত ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥  
 আর সেই ভূপতির সর্প দংশনে প্রাণ বিয়োগ হয় অতএব তাহার প্রশস্তরূপে মৃত্যু না  
 হইয়া দুর্শ্মরগই ঘটয়াছে । আরও দেখ ভূমিতলে কুশস্তরের উপর তাহার মৃত্যু না হইয়া  
 আকাশ স্থিত প্রাসাদের তলোপরিই ঘটয়াছে ॥ ৭০ ॥ রাজন্ ! সংগ্রামে অথবা গঙ্গাতীরে  
 তাহার মৃত্যু হয় নাই । তিনি স্নান দান বর্জিত হইয়া সৌধোপরি প্রাণ পরিত্যাগ করি-  
 য়াছেন ॥ ৭১ ॥ নৃপবর ! নরকলাভের অতি কুৎসিত সমস্ত কারণই তোমার পিতার  
 সম্বন্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে ; আর দেখ, মুক্তির জন্ত অতিশয় দুর্লভ একটা কারণ বিদ্যমান  
 আছে, কিন্তু তোমার পিতা তাহাও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭২ ॥ সে কারণটি এই যে, প্রাণিগণ  
 যে কোনও স্থানে থাকুক, কাল সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, অস্ত কোন প্রকার  
 সাধন না থাকিলেও এবং মৃত্যুসঙ্কটে অবশ হইলেও যখন বিষয় চিন্তা বিরহিত নির্মল  
 মানসে বৈরাগ্য আসিয়া উদ্ভিত হয় তখন এইরূপ চিন্তা করা কর্তব্য যে, আমার এই  
 পঞ্চভূতাত্মক দেহ এক্ষণে বিনষ্ট হইবেক ইহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখের কারণ নাই,  
 আমি মুক্ত, নিগুণ ও অব্যয় পুরুষ, মৃত্যু আমার কিছুই করিতে সমর্থ নহে, ভূততত্ত্ব সমস্তই  
 নাশাত্মক তাহার বিনাশে আমার কি অহুতাপ হইতে পারে ? আমি সংসারী নহি, আমি



ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী সদা মুক্তঃ সনাতনঃ ।  
 দেহে ন মম সম্বন্ধঃ কৰ্ম্মণা প্রতিপাদিতঃ ॥ ৭৬ ॥  
 তানি সৰ্ব্বাণি ভুক্তানি শুভানি চেতরাণি চ ।  
 মনুষ্যদেহযোগেন সুখদুঃখানুসাধনাৎ ॥ ৭৭ ॥  
 বিমুক্তোহতিভয়াদেধারাদস্মাৎ সংসারসঙ্কটাত্ ।  
 ইত্যেবং চিন্ত্যমানস্তু স্নানদানবিবৰ্জিতঃ ॥ ৭৮ ॥  
 মরণং চেদবাপ্নোতি সমুচ্যেজ্জন্মদুঃখতঃ ।  
 এষা কাষ্ঠা পরা প্রোক্তা যোগিনামপি দুর্লভা ॥ ৭৯ ॥  
 পিতা তে নৃপশাৰ্দূল ! শ্রুত্বা শাপং দ্বিজোদিতম্ ।  
 দেহে মমত্বং কৃতবান্ন নির্বেদমবাপ্তবান্ ॥ ৮০ ॥  
 নীরোগো মম দেহোহয়ং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।  
 কথং জীবাম্যহং কামং মন্ত্ৰজ্ঞানানয়ন্তু বৈ ॥ ৮১ ॥  
 ঔষধং মনিমন্ত্রে চ যন্তুং পরমকং তথা ।  
 আরোহণং তথা সৌধে কৃতবান্নপতিস্তদা ॥ ৮২ ॥  
 ন স্নানং ন কৃতং দানং ন দেব্যাঃ স্মরণং কৃতম্ ।  
 ন ভূমৌ শয়নক্লেব দৈবং মত্বা পরং তথা ॥ ৮৩ ॥

মম কিঞ্চিদ্র হুঃখদমিতি । দেহাতিরিক্তোহমস্মি । মম হুঃখদং কিমত্রাস্তি ন কিম-  
 পীত্যর্থঃ ॥ ৭৪—৭৬ ॥

নির্বেদং বৈরাগ্যম্ ॥ ৮০—৮২ ॥

নিত্যমুক্ত সনাতন ব্রহ্ম, এই কৰ্ম্ম জন্ম দেহের সহিত আমার কিছুই সম্বন্ধ নাই ॥ ৭৩—৭৬ ॥  
 আমি পূর্বে হুঃখপ্রদ ও সুখদায়ক পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তজ্জন্মই এই  
 মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্বক সেই সমস্ত শুভাশুভ কৰ্ম্মের ফলভোগ করিয়াছি ॥ ৭৭ ॥ মহারাজ !  
 যে পুরুষ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্নান দান বর্জিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে  
 নিশ্চয়ই এই অতি ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংসার সঙ্কট-হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জন্মের ঘোরতর  
 হুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৭৮ ॥ রাজন্ ! এই আমি যোগিজনেরও অতি দুর্লভ,  
 সাধনের পরকাষ্ঠা তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ॥ ৭৯ ॥ কিন্তু, হে রাজেন্দ্র ! তোমার  
 পিতা দ্বিজকথিত শাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহে মমতা করিয়াছিলেন, সেই কারণেই  
 নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন নাই ॥ ৮০ ॥ তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমার দেহ  
 রোগহীন, রাজ্যও নিকটক ; অতএব আমি কিরূপে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিজ্ঞান  
 পাইব, তিনি এই ভাবিয়াই, “মন্ত্ৰজ্ঞ মানবগণকে আনয়ন কর” এইরূপ আজ্ঞা প্রদান

মগ্নো মোহার্ণবে ঘোরে মৃতঃ সৌধেহিহিনা হতঃ ।

কুত্বা পাপং কলৈর্যোগাত্তাপসম্ভাবমানজম্ ॥ ৮৪ ॥

অবশ্যমেব নরক এতৈরাচরনৈর্ভবেৎ ।

তস্মাত্তং পিতরং পাপাৎ সমুদ্রর নৃপোত্তম ! ॥ ৮৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্মৈ ব্যাসস্ত্যামিততেজসঃ ।

সাশ্রুকণ্ঠোহতিদুঃখার্ভো বভূব জনমেজয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

ধিগিদং জীবিতং মেহদ্য পিতা মে নরকে স্থিতঃ ।

তৎ করোমি যথৈবাদ্য স্বর্গং যাতু্যত্তরাসুতঃ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
অশ্বায়জবিধিপ্রশ্নো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দৈবং প্রারকং মুখ্যং মত্বা বৈরাগ্যমাশ্রয় ন স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অহিনা সর্পেণ হতঃ ॥ ৮৪—৮৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

করেন ॥ ৮১ ॥ তখন সেই নরপতি ঔষধ, মণিমন্ব ও বস্ত্রযোগ প্রয়োগ পূর্বক সৌধোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥ তিনি তখন স্বীয় প্রারককে প্রধান মানিয়া তীর্থস্থান, দান, ভূমিতে শয়ন বা দেবীর স্মরণাদি কোন কৰ্ম্মই করেন নাই ; কলির প্রবেশবশত তাপসের অপমানরূপ পাপ করিয়া কেবল ঘোরতর মোহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সৌধের উপরি-ভাগে তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হইয়া নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৮৩—৮৪ ॥ এই সকল পাপাচরণ দ্বারা সেই নৃপতি অবশ্যই নরকে পড়িয়াছেন, অতএব হে নৃপোত্তম ! তুমি আপনার পিতারে পাপ হইতে পরিভ্রাণ কর ॥ ৮৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয় অমিততেজা ব্যাসদেবের নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তখন অশ্রুজল বিগলিত হইয়া তাঁহার কপোল ও কণ্ঠস্থল দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ তখন তিনি গদগদ স্বরে কহিলেন, আমার জীবনে ধিক্ ! আমার পিতা এখন নরকে নিপতিত রহিয়াছেন যে কোনও উপায়ে আমার পিতা স্বর্গলাভ করিতে পারেন এক্ষণে আমি তাহাই করিব ॥ ৮৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অশ্বায়জ বিধিবর্ণন নামক

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—o—

রাজোবাচ ।

হরিণা তু কথং যজ্ঞঃ কৃতঃ পূৰ্ব্বং পিতামহ ! !  
জগৎকারণরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১ ॥  
কে সহায়ান্তু তত্রাসন্ ব্রাহ্মণাঃ কে মহামতে ! !  
ঋত্বিজো বেদতত্ত্বজ্ঞাস্তম্মে ব্রুহি পরস্তপ ! ॥ ২ ॥  
পশ্চাৎ কারোম্যহং যজ্ঞং বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ।  
ঋত্বা বিষ্ণুকৃতং যাগমশ্বিকায়াঃ সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজপুংসু মহাভাগ ! বিস্তরং পরমাদ্বুতম্ ।  
যথা ভগবতা যজ্ঞঃ কৃতশ্চ বিধিপূৰ্ব্বকঃ ॥ ৪ ॥  
বিসর্জিতা যদা দেব্যা দত্তা শক্তীশ্চ তাস্ত্রয়ঃ ।  
কাজেশাঃ পুরুষা জাতা বিমানবরমাস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

---

অর্দ্ধাধিকৈরষ্টপঞ্চাশৎগদৈরন্বিকামথঃ ।

বিষ্ণুনা চ কৃতঃ ঋত্বনিতিসম্মানিহোচ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে বিষ্ণুনা দেবীমথঃ কৃত ইতি ঋত্বা পরমভাবুকো জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি হরিণা চেতি । পিতামহ ! হে পূৰ্ব্বজ ব্যাস ! ॥ ১—৪ ॥

---

রাজা কহিলেন, পিতামহ ! জগতের কারণরূপী নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু, পুরাকালে কিরূপে অশ্বাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? মহামতে ! সেই যজ্ঞে কে কে সহায় ছিলেন এবং কোন্ কোন্ বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণই বা ঋত্বিক হইয়াছিলেন তৎসমুদয় আমাকে বিশেষরূপে বলুন । আমি সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুকৃত অশ্বাযজ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিয়া পরে যথাবিধি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ১—৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! ভগবান্ হরি, কিরূপ বিধিপূৰ্ব্বক অশ্বিকাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্যকর যজ্ঞের কথা বিস্তারপূৰ্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিজাংশ সঙ্কৃত তিনটি শক্তি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন, তখন তাঁহারা বিমানে থাকিয়াই জীতাব হইতে পরিস্কৃত হইয়া পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ সেই সুরোত্তমত্বয় ঘোরতর মহাগর্বে উপনীত হইয়া ধরিত্রীকে উৎপাদন



প্রাপ্তা মহার্ণবং ঘোরং ত্রয়ন্তে বিবুধোত্তমাঃ ।  
 চক্ৰুঃ স্থানানি বাসার্থং সমুৎপাদ্য ধরাং স্থিতাঃ ॥ ৬ ॥  
 আধারশক্তিরচলা মুক্তা দেব্যা স্বয়ং ততঃ ।  
 তদাধারা স্থিতা জাতা ধরা মেদঃসমস্থিতা ॥ ৭ ॥  
 মধুকৈটভয়োমেদঃসংযোগান্মেদিনী স্মৃতা ।  
 ধারণাচ্চ ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগতঃ ॥ ৮ ॥  
 মহী চাপি মহীয়স্বাকৃতা সা শেষমস্তকে ।  
 গিরয়শ্চ কৃতাঃ সর্বৈ ধারণার্থং প্রবিস্তরাঃ ॥ ৯ ॥  
 লোহকীলং যথা কাষ্ঠে তথা তে গিরয়ঃ কৃতাঃ ।  
 মহীধরা মহারাজ ! প্রোচ্যন্তে বিবুধৈর্জ্ঞানৈঃ ॥ ১০ ॥  
 জাতরূপময়ো মেরুর্বহ্নয়োজনবিস্তরঃ ।  
 কৃতো মণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শোভিতঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ১১ ॥  
 মরীচির্নারদোহত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।  
 দক্ষো বশিষ্ঠ ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ প্রথিতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥

কদা যজ্ঞঃ কৃত ইত্যশঙ্ক্যং নিবর্তয়ন্ প্রথমং তৎসময়মাহ বিসর্জিতা ইতি । যদা মণি-  
 দ্বীপাধিবাসিত্বা ভুবনেশ্বর্যা শক্তীর্দৃষ্ট্বা তে ত্রয়ো ব্রহ্মাদয়ো বিসর্জিতাস্তদনন্তরং তে ত্রয়ো  
 যুবতীভাবং বিহায় পুরুষা জাতাঃ । তদনন্তরমিতি সর্বত্র যোজ্যম্ ॥ ৫—১২ ॥

পূর্বক বাস করিবার নিমিত্ত স্থান নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥  
 তদনন্তর দেবী স্বয়ং তাহাতে অচলা আধারশক্তি প্রদান করিলেন, মেদসমস্থিত ধরণী  
 সেই শক্তিরূপ আধার দ্বারা স্থির হইয়া রহিলেন ॥ ৭ ॥ রাজন্ ! মধুকৈটভ নামক অশুর-  
 ঘরের মেদযোগে উৎপন্ন হইল বলিয়া এই আগ্নাররূপা ধরিত্রীর নাম মেদিনী, অগ্নিল  
 জীবাতিভূত-নিবহের ধারণ করেন বলিয়া ইহার নাম ধরা, অত্যন্ত বিস্তৃত বালিয়া ইহার  
 নাম পৃথ্বী এবং জীবগণের জীবনরক্ষণ ও মহত্ব হেতুক মহয়সী অর্থাৎ অতিমহতী বলিয়া মহী  
 শব্দেও উক্ত হইয়াছে । রাজন্ ! শেষ নাগ এই ধরাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়া রহিলেন ।  
 এইরূপে ব্রহ্মা পৃথিবী ধারণ জগৎ স্থানে স্থানে অবিস্তৃত পর্বত সকলের সৃষ্টি করিলেন,  
 লোহকীলক যেমন কাষ্ঠমধ্যে নিহিত থাকে গিরিগণও সেইরূপ ধরণীর অভ্যন্তরে থাকিয়া  
 উহার দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্বক ধারণ করিয়া রহিল ; রাজন্ ! এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ পর্বত  
 সকলকে মহীধর শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৮—১০ ॥ রাজন্ ! এইরূপে বহুবোজন-  
 বিস্তীর্ণ, মণিময় শৃঙ্গে সুশোভিত কনকময় মেরু নামক মহাগিরির সৃষ্টি হইল ॥ ১১ ॥  
 মরীচি, নারদ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ এবং বশিষ্ঠ ইহারা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন

মরীচেঃ কশ্যপো জাতো দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ ।  
 তাভ্যো দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ সমুৎপন্না হনেকশঃ ॥ ১৩ ॥  
 ততস্ত্ব কাশ্যপী সৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা চাতিবিস্তরা ।  
 মনুষ্যপশুসর্পাদিজাতিভেদৈরনেকধা ॥ ১৪ ॥  
 ব্রহ্মণশ্চাৰ্দ্ধদেহাত্মু মনুঃ স্বায়ত্ত্বুবোহভবৎ ।  
 শতরূপা তথা নারী সঞ্জাতা বামভাগতঃ ॥ ১৫ ॥  
 প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ স্ততৌ তস্তা বভূবতুঃ ।  
 তিস্রঃ কন্যা বরারোহা হভবন্নতিসুন্দরাঃ ॥ ১৬ ॥  
 এবং সৃষ্টিং সমুৎপাদ্য ভগবান্ কমলোদ্ভবঃ ।  
 চকার ব্রহ্মলোকঞ্চ মেরুশৃঙ্গে মনোহরম্ ॥ ১৭ ॥  
 বৈকুণ্ঠং ভগবান্ বিষ্ণু রমারমণমুত্তমম্ ।  
 ক্রীড়াশ্রানং সুরম্যঞ্চ সৰ্বলোকোপরি স্থিতম্ ॥ ১৮ ॥  
 শিবোহপি পরমং শ্রানং কৈলাসাখ্যঞ্চকার হ ।  
 সমাসাদ্য ভূতগণং বিজহার যথারুচি ॥ ১৯ ॥  
 স্বৰ্গস্ত্রিবিষ্টপো মেরুশিখরোপরি কল্পিতঃ ।  
 তচ্চ শ্রানং সুরেন্দ্রস্য নানারত্নবিরাজিতম্ ॥ ২০ ॥

দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ কশ্যপস্ত স্ত্রিয়স্তাভ্যো দেবা দৈত্যাশ্চোৎপন্নাঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

অতিসুন্দরাঃ কন্যাঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইলেন ; ইহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র ॥ ১২ ॥ মরীচির কশ্যপ নামে একটি পুত্র এবং দক্ষের  
 ত্রয়োদশটি কন্যা উৎপন্ন হইল । কশ্যপের ঔরসে তাঁহাদিগের গর্ভ হইতে অনেকানেক দেব  
 ও দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর, মনুষ্য পশু ও সর্পাদি জাতিভেদে  
 অনেক প্রকার সুবিস্তীর্ণ কাশ্যপী সৃষ্টির আরম্ভ হইল ॥ ১৪ ॥ এদিকে ব্রহ্মার দেহের অৰ্দ্ধভাগ  
 হইতে স্বায়ত্ত্বুব মনু এবং বামভাগ হইতে শতরূপানারী কন্যা উৎপন্ন হইলেন ॥ ১৫ ॥  
 শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মনুর দুই পুত্র এবং রূপ লাভণ্যবতী অত্যন্ত  
 সুন্দরী তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ কমলযোনি, এইরূপে সৃষ্টি করিয়া মেরুগিরির শৃঙ্গের উপর মনোহর ব্রহ্মলোক  
 নির্মাণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু সকল লোকের উপরিভাগে লক্ষ্মীর সহিত একত্রে ক্রীড়ার  
 নিমিত্ত বৈকুণ্ঠপুরী নির্মাণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ মহাদেবও পরম মনোহর কৈলাসপুরী রচনা  
 করিয়া ভূতগণের সহিত যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ তৃতীয় ভূবন স্বৰ্গ মেরুগিরির  
 উপরিভাগে বিরচিত হইল ; বিবিধ-রত্নরাজি-বিরাজিত সেই স্থান দেবরাজ ইন্দ্রের নিবাসের

সমুদ্রমথনাং প্রাপ্তঃ পারিজাতস্তরুভূতমঃ ।

চতুর্দন্তস্তথা নাগঃ কামধেনুশ্চ কামদা ॥ ২১ ॥

উচ্চৈঃশ্রবাস্তথাস্থো বৈ রন্তাদ্যাপ্সরসস্তথা ।

ইন্দ্রেনোপান্তমখিলং জাতং বৈ স্বর্গভূষণম্ ॥ ২২ ॥

ধন্বন্তরিশ্চন্দ্রমাশ্চ সাগরাক্ষ সমুদ্রভৌ ।

স্বর্গে স্থিতৌ বিরাজেতে দেবৌ বহুগণৈর্বৃতৌ ॥ ২৩ ॥

এবং সৃষ্টিঃ সমুৎপন্না ত্রিবিধা নৃপসত্তম ! ।

দেবতির্য্যগ্নুয্যাदिভেদৈর্বিবিধকল্পিতা ॥ ২৪ ॥

অণ্ডজাঃ শ্বেদজাশ্চৈব চোদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ।

চতুর্ভেদৈঃ সমুৎপন্না জীবাঃ কৰ্ম্মযুতাঃ কিল ॥ ২৫ ॥

এবং সৃষ্টিং সমাসাদ্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।

বিহারং শ্বেষু স্থানেষু চক্ৰুঃ সর্বৈ যথেষ্পিতম্ ॥ ২৬ ॥

এবং প্রবর্তিতে সর্গে ভগবান্ প্রভুরচ্যুতঃ ।

মহালক্ষ্ম্যা সমং তত্র চিক্রীড় ভুবনে স্বকে ॥ ২৭ ॥

একস্মিন্ সময়ে বিষ্ণুর্বৈকুণ্ঠে সংস্থিতঃ পুরা ।

স্বধাসিন্ধুস্থিতং দ্বীপং সম্মার মণিমণ্ডিতম্ ॥ ২৮ ॥

রমারমণং রমাক্রীড়াস্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ১৮—২৫ ॥

(এবমিতি । এবমিথং প্রকারেণ দেব্যাঃ প্রসাদলাভেনেত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥)

নিমিত্ত নির্দারিত হইল ॥ ২০ ॥ সুররাজ, সমুদ্রমথন সময়ে, তরুবর পারিজাত, ঐরাবত নামক চতুর্দন্ত নাগ, কামপ্রদা কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ববর এবং রন্তাদি অপরগণ প্রাপ্ত হইলেন । রজেন্ ! এ সমস্তই স্বর্গের ভূষণ স্বরূপ হইল ॥ ২১—২২ ॥ ধন্বন্তরি ও চন্দ্রমা সাগর হইতে সমুখিত এবং বহুতর পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গোপরি অবস্থান পূর্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! এইরূপে বহুপ্রকার তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবতা ভেদে ত্রিবিধ সৃষ্টি সম্পাদিত হইল ॥ ২৪ ॥ অণ্ডজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারিপ্রকার জীব শুভাশুভ কৰ্ম্মফল বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করিয়া স্বস্ব স্থানে যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্তিত হইলে পরমপ্রভু ভগবান্ অচ্যুতদেব, স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠভূবনে মহালক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর এক দিবস ভগবান্ বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠধামে উপবিষ্ট আছেন, সেই সময়ে মণিমণ্ডিত মনোহর দ্বীপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল ॥ ২৮ ॥



যত্র দৃষ্টা মহামায়া মন্ত্রশাসাদিতঃ শুভঃ ।  
 স্মৃতা তাং পরমাং শক্তিং স্ত্রীভাবং গমিতো যয়া ॥ ২৯ ॥  
 যজ্ঞং কর্তুং মনশ্চক্রে অম্বিকায়্য রমাপতিঃ ।  
 উত্তীৰ্য্য ভুবনাত্স্মাৎ সমাহুয় মহেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥  
 ব্রহ্মাণং বরুণং শক্রং কুবেরং পাবকং যমম্ ।  
 বশিষ্ঠং কশ্যপং দক্ষং বামদেবং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩১ ॥  
 সম্ভারং কল্পয়ামাস যজ্ঞার্থং চাতিবিস্তরম্ ।  
 মহাবিভবসংযুক্তং সাত্ত্বিকঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৩২ ॥  
 মণ্ডপং বিততং তত্র কারয়ামাস শিল্পিভিঃ ।  
 ঋত্বিজো বরয়ামাস সপ্তবিংশতিসূত্রতান্ ॥ ৩৩ ॥  
 চিত্তিঞ্চ কারয়ামাস বেদীশৈচব সুবিস্তরাঃ ।  
 প্রজ্ঞেপুর্বাঙ্কণা মন্ত্রান্ দেব্যা বীজসমম্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥  
 জুহুবেন্তে হবিঃ কামং বিধিবৎপরিকল্পিতে ।  
 কৃতে তু বিততে হোমে বাণ্ডবাচাশরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

ইখমেতাবৎপর্যন্তং ব্রহ্মবিষ্ণুরূপা ন স্বতন্ত্রাঃ কিন্তু পরশক্ত্যধীনাঃ পরাশক্তেরূপমাত্রা-  
 ন্মতু্যপার্শ্বাপত্রয়যুক্তাঃ পাঞ্চভৌতিকদেহবস্তো বাবৎকল্পপর্যন্তমায়ুষ্যবস্তো বৈকুণ্ঠব্রহ্ম-  
 লোককৈলাসবাসিন ইতিপ্রথমাদ্যায়োক্তপ্রশস্তোত্তরমুক্তং ভবতি ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিকথনেন চ  
 তৎপ্রশস্তাপ্যুত্তরং নিরূপিতং অস্বাযজ্ঞবিষয়প্রশস্তোত্তরং কিঞ্চিপূর্বে দত্তমগ্রে চ দাস্ততীতি  
 বোধ্যম্ । এতাবৎপর্যন্তং পূর্বে জাতে কথিতে সত্যনস্তরং জাতং বৃত্তমাহ একস্মিন্ সময়  
 ইতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

দেব্যা বীজং মায়াবীজং হুল্লেকাশক্তিদেকাখ্যা ইতি মন্ত্রকোশাৎ । মায়াবীজস্ত নামানি  
 মালিনী শিববল্লরী । বাতাবর্তিঃ কলা বাণী বীজং শক্তিঞ্চ কুণ্ডলীতি মন্ত্রকোশাচ্চ তেন সম-  
 ম্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥

রাজন্ ! ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানেই মহামায়ার দর্শন এবং কল্যাণদায়ক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া  
 ছিলেন । পূর্বে যাহার দ্বারা তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন, সেই পরাশক্তিকে স্মরণ করিয়া  
 অম্বিকাযজ্ঞের জুহুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন । অনন্তর স্বীয় ভবন হইতে নির্গত  
 হইয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, হতাশন ও যম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, দক্ষ, বামদেব ও  
 বৃহস্পতি প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন এবং যজ্ঞের নিমিত্ত অতি বিস্তর সামগ্রীসম্ভার সকল  
 আহরণ করিতে লাগিলেন । রমাপতি মহাবৈভবযুক্ত মনোহর সাত্ত্বিক স্থান নিরূপিত করিয়া  
 তথায় শিল্পিগণের দ্বারা সুবিস্তৃত মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন এবং যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত  
 সপ্তবিংশতি সংখ্যক সূত্রত ঋত্বিককে বরণ করিলেন ॥ ২৯—৩৩ ॥ সুবিস্তৃত বেদী ও চিত্তি

বিষ্ণুং তদা সমাভাষ্য স্তম্ভরা মধুরাকরা ।

বিষ্ণো ! ত্বং ভব দেবানাং হরে ! শ্রেষ্ঠতমঃ সদা ॥ ৩৬ ॥

মান্যশ্চ পূজনীয়শ্চ সমর্থশ্চ সুরেষপি ।

সর্বৈ হ্যমর্চয়িষ্যন্তি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সবাসবাঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রভবিষ্যন্তি ভো ভক্ত্যা মানবা ভুবি সর্বতঃ ।

বরদস্ত্বঞ্চ সর্বেষাং ভবিতা মানবেষু বৈ ॥ ৩৮ ॥

কামদঃ সর্বদেবানাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ ।

সর্বযজ্ঞেষু মুখ্যস্ত্বং পূজ্যঃ সর্বৈশ্চ যাজ্ঞিকৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ত্বাং জনাঃ পূজয়িষ্যন্তি বরদস্ত্বং ভরিষ্যসি ।

শ্রয়িষ্যন্তি চ দেবাস্ত্বাং দানবৈরতিপীড়িতাঃ ॥ ৪০ ॥

শরণং ত্বঞ্চ সর্বেষাং ভবিতা পুরুষোত্তম ! ।

পুরাণেষু চ সর্বেষু বেদেষু বিততেষু চ ।

ত্বং বৈ পূজ্যতমঃ কামঃ কীর্তিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

জুহুরিতি । তে ব্রাহ্মণা বিধিবৎ পরিকল্পিতে বহৌ যপেষ্ঠং হবিরষ্টদ্রব্যরূপং জুহবুঃ কোটিহোমাদিকং চক্রুরিত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃং ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াম্ । ‘অশ্বখোহস্বরপ্লক্ষক্লগোদ-সমিধস্তিলাঃ । সিদ্ধার্থপায়সাজ্যানি দ্রব্যান্যষ্টৌ বিহক্লুধাঃ ।’ যপেষ্ঠসংখ্যাপূর্ত্তিরৈকক-দ্রব্যেণ যথাবিভাগং কৃত্বা কর্তব্যং দ্রব্যান্যনতায়ামস্তিমদ্রব্যাবৃতিরাধিক্যেহস্তিমদ্রব্যাহতিদ্বয়ং ত্রয়ং বা একীকৃত্যৈককমন্ত্রেণ হোমঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

নির্ম্মিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ বীজসম্বিত দেবীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর হতাশনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃতাহতি প্রদত্ত হইতে লাগিল । এইরূপে যখন বিধিপূৰ্ণক পরিকল্পিত হইয়া হোম কার্য্য বাহ্যরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন মোহন ও মধুর স্বরে ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্ভাষণ করিয়া এই আকাশবাণী উচ্চারিত হইল যে, বিষ্ণো ! তুমি সর্বদাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠতম হও । তুমি সমস্ত দেবগণের মধ্যে মাননীয়, পূজনীয় ও প্রভাবশালী হইবে । দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাদি সমস্ত সুরগণই তোমার অর্চনা করি-বেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥ হে অচ্যুত ! পৃথিবীতলের সকল স্থলেই যে মানবগণ তোমার প্রতি ভক্তি সম্বিত হইবে তাহার নিশ্চয়ই প্রভাবসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই, আর তুমি সকল মানব-গণের বরপ্রদ ও কামপ্রদ হইবে । বিষ্ণো ! তুমিই সর্ব দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তুমিই সমস্ত ঈশ্বর-গণেরও ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞেই মুখ্য ও যাজ্ঞিকগণের পূজনীয় হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ জনগণ তোমার পূজা করিবে এবং তুমি তাহাদিগকে বরদান করিবে । হে পুরুষোত্তম ! দেবতারা যে যে সময় অসুরগণ কর্তৃক প্রপীড়িত হইবে তখনই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে । তুমিই সকলের রক্ষাকর্তা হইবে সন্দেহ নাই । আর সমস্ত পুরাণ ও সুবিস্তৃত অখিল বেদমধ্যে

যদা যদা হি ধৰ্ম্মশ্চ গ্ৰানিৰ্ভবতি ভূতলে ।  
 তদাংশেনাবতীৰ্য্যাশু কৰ্তব্যং ধৰ্ম্মরক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥  
 অবতারাঃ স্তুবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং তব ভাগশঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি ধরায়াং বৈ মাননীয়্য মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩ ॥  
 অবতारेषু সৰ্বেষু নানাযোনিষু মাধব ! ।  
 বিখ্যাতঃ সৰ্বলোকেষু ভবিতা মধুসূদন ! ॥ ৪৪ ॥  
 অবতारेषু সৰ্বেষু শক্তিস্তে সহচারিণী ।  
 ভবিষ্যতি মমাংশেন সৰ্বকৰ্য্যপ্রসাধিনী ॥ ৪৫ ॥  
 বারাহী নারসিংহী চ নানাভেদৈরনেকধা ।  
 নানায়ুধাঃ শুভাকারাঃ সৰ্বাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তাভিযুক্তাঃ সদা বিষ্ণো ! সুরকৰ্য্যাণি মাধব ! ।  
 সাধয়িষ্যসি তৎ সৰ্বং মদন্তবরদানতঃ ॥ ৪৭ ॥  
 তাস্তুয়া নাবমন্তব্যাঃ সৰ্বদা গৰ্বলেশতঃ ।  
 পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মাননীয়্যাশ্চ সৰ্বথা ॥ ৪৮ ॥  
 নূনন্তা ভারতে খণ্ডে শক্তয়ঃ সৰ্বকামদাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি মনুষ্যাণাং পূজিতাঃ প্রতিমাসু চ ॥ ৪৯ ॥

প্রভবিষ্যন্তীতি । স্বয়ীতি শেষঃ । ভক্ত্যা তৎসহিতা মানবা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥

( যদা যদেতি । হে বিষ্ণো ! যস্মিন্ যস্মিন্ সময়ে ধৰ্ম্মশ্চ গ্ৰানিৰ্গোবাক্ষণদেবাদ্যভিভবযজ্ঞ-  
 বিধাতাদিরূপেত্যর্থঃ । তদা সম্ভবমবনীতলে অবতীৰ্য্য ধৰ্ম্মাভিভবশ্চ কারণমপনীয় ধৰ্ম্ম-  
 রক্ষণং করিষ্যসীতি মহৎ তে কৰ্য্যং ভবেদিত্যভাবঃ ॥ ৪২ ॥ )

তুমিই পূজ্যতম-রূপে পরিকীৰ্ত্তিত হইবে ॥ ৪০—৪১ ॥ হে কেশব ! ভূমিতলে যখন যখন  
 ধৰ্ম্মের গ্ৰানি উপস্থিত হইবে তখনই তুমি অংশে অবতীর্ণ হইয়া ধৰ্ম্মরক্ষা করিবে ॥ ৪২ ॥  
 মধুসূদন ! ধরাতলে বিভাগক্রমে, নানাযোনিতে তদ্রূপে মহাত্মা ব্যক্তিগণের মাননীয়,  
 সৰ্বলোকে বিখ্যাত, সৰ্ব অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার অনেক অবতার হইবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥  
 সমস্ত অবতारेই আমার অংশে উৎপন্ন সমস্ত কৰ্য্যসাধনী শক্তিসকল তোমার সহচারিণী  
 হইবে ॥ ৪৫ ॥ বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি বিবিধ শক্তি সকল বিবিধ আয়ুধযুক্ত ও সমস্ত  
 আভরণে বিভূষিত হইয়া তোমার সহকারিণী হইবে সন্দেহ নাই । হে বিষ্ণো ! তুমি  
 তাহাদের সহিত সততই মিলিত হইয়া মদন্ত বরপ্রভাবে সুরকৰ্য্য সাধন করিতে সমর্থ  
 হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তুমি কিঞ্চিন্মাত্রও গৰ্ব্বপ্রকাশ করিয়া তাহাদের অবমাননা  
 করিবে না, সৰ্বপ্রযত্নে তাহাদিগের পূজা ও সম্মান করিবে ॥ ৪৮ ॥ ভারতবর্ষে এই সৰ্ব-



তাসাং তব চ দেবেশ ! কীর্তিঃ স্মাদখিলেষ্বপি ।  
 দ্বীপেষু সপ্তশ্বপি চ বিখ্যাতা ভুবি মণ্ডলে ॥ ৫০ ॥  
 তাশ্চ ত্বাং বৈ মহাভাগ ! মানবা ভুবি মণ্ডলে ।  
 অৰ্চয়িষ্যন্তি বাঞ্ছার্থং সকামাঃ সততং হরে ! ॥ ৫১ ॥  
 অৰ্চ্চাস্থ চোপহারৈশ্চ নানাভাবসমম্বিতাঃ ।  
 পূজয়িষ্যন্তি বেদোক্তৈর্মন্ত্রৈর্মামজপৈস্তথা ॥ ৫২ ॥  
 মহিমা তব ভূর্লোকে স্বর্গে চ মধুসূদন ! ।  
 পূজনাদেবদেবেশ ! বুদ্ধিমেষ্যতি মানবৈঃ ॥ ৫৩ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি দত্ত্বা বরান্ বাণী বিররাম খসন্তুবা ।  
 ভগবানপি প্রীতাত্মা হৃভবচ্ছবণাদিব ॥ ৫৪ ॥  
 সমাপ্য বিধিবদ্যজ্ঞং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥  
 বিসর্জয়িত্বা তান্ দেবান্ ব্রহ্মপুত্রান্মুনীনথ ।  
 জগামানুচরৈঃ সার্কিং বৈকুণ্ঠং গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫৬ ॥  
 স্থানি স্থানি চ ধিক্ষ্যানি পুনঃ সর্বৈঃ সুরাস্ততঃ ।  
 মুনয়ো বিস্মিতা বার্তাং কুৰ্ব্বন্তুস্তে পরম্পরম্ ॥ ৫৭ ॥

অতএব দেবীপ্রসাদাবিষ্ফোরধিকা লোকে প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৩—৫২ ॥

মহিমেতি । এবং তব মহিমা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

কামপ্রদ শক্তিসকল মানবগণ কর্তৃক প্রতিমাতে পূজিত হইবে ॥ ৪৯ ॥ হে দেবাধিপ !  
 সেই শক্তিসকলের এবং তোমার কীর্তি এই সপ্তদ্বীপে অধিক কি অখিল ভুবনে বিখ্যাত  
 হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫০ ॥ হরে ! অবনিমণ্ডলস্থিত মানবগণ ফল-কামনা করিয়া বাসনা সিদ্ধির  
 নিমিত্ত এই শক্তিগণের এবং তোমার নিয়তই অৰ্চনা করিবে ॥ ৫১ ॥ নানাবিধ কামনা-  
 সম্বিত মনুষ্যগণ ঐ অৰ্চনায়, বিবিধ উপহারে বেদমন্ত্র ও নামজপ দ্বারা তোমাদিগের  
 পূজা করিবে ॥ ৫২ ॥ বিষ্ণো ! তুমি সমস্ত অমরগণের ঈশ্বর হইবে এবং তোমার মহিমা  
 ভূর্লোকে অধিক কি স্বর্গলোকেও মানবগণের অৰ্চনা দ্বারা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আকাশসম্ভবা বাণী, এইরূপ বর দান করিয়া বিরত হইলে  
 ভগবান্ বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলভ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, সর্বৈশ্বর হরি,  
 এইরূপে যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মনন্দন মুনিগণকে বিদায় দিয়া  
 গরুড়ে আরোহণপূর্বক অমরগণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন । সুরগণ সকলেই

যযুঃ প্রমুদিতাঃ কামং স্বাপ্রমাণ্য পাবনানথ ॥ ৫৮ ॥

শ্রুত্বা বাণীং পরমবিশদাং ব্যোমজাং শ্রোত্ররম্যাং

সর্বেষাং বৈ প্রকৃতিবিষয়ে ভক্তিভাবশ্চ জাতঃ ।

চক্ৰুঃ সর্বৈ দ্বিজমুনিগণাঃ পূজনং ভক্তিয়ুক্তা-

স্তম্ভাঃ কামং নিখিলফলদং চাগমোক্তং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণু কৃতান্বায়জ্ঞবৰ্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

থসম্ভবা আকাশজত্যা ॥ ৫৪—৫৮ ॥

প্রকৃতিবিষয়ে মূলপ্রকৃতি । তস্তাঃ প্রকৃতেভূবনৈশ্চর্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিতে লাগিলেন । মুনিগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পর যজ্ঞাদি বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৫৫—৫৮ ॥ রাজন্ ! সেই বিশদাকুরসম্বিত শ্রবণ-মনোহর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেরই প্রকৃতি-বিষয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইল ; তখন সমস্ত দ্বিজ, মুনি ও মুনীন্দ্রগণ ভক্তিয়ুক্ত হইয়া বাহ্যরূপে সেই পরমাপ্রকৃতি দেবীর অখিলফলপ্রদা বেদবিহিত পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুর অন্বায়জ্ঞানুষ্ঠানবর্ণন নামক

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্দশোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

শ্রুতো বৈ হরিণা কুণ্ডো যজ্ঞো বিস্তরতো দ্বিজ ! ।

মহিমানং তথাস্মায়া বদ বিস্তরতো মম ॥ ১ ॥

শ্রুত্বা দেব্যাশ্চরিত্রং বৈ কুর্বে মথমনুত্তমম্ ।

প্রসাদান্তব বিপ্রেন্দ্র ! ভবিষ্যামি চ পাবনঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ।

ইতিহাসং পুরাণঞ্চ কথয়ামি সুবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥

কৌশলেষু নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ।

পুষ্পপুত্রো মহাতেজা ধ্রুবসন্ধিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ বর্ণাশ্রমহিতে রতঃ ।

অযোধ্যায়াং সমৃদ্ধায়াং রাজ্যং চক্রে শুচিত্রতঃ ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাত্মে তথা দ্বিজাঃ ।

স্বাং স্বাং বৃত্তিং সমাস্থায় তদ্রাজ্যে ধর্ম্মতোহভবন্ ॥ ৬ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যৈকেন রাজপ্রমোদনং ততঃ ।

বৈভবং প্রোচ্যতে সমাগম্যথাবদ্বুবনেনিতুঃ ॥

বিষ্ণুকৃতমস্বায়জ্ঞং শ্রুত্বা পুনর্ভগবতীমহিম্নো বুভুংস্বর্জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি । শ্রুত ইতি ॥ ১-৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন ! আমি বিষ্ণুকৃত অস্বায়জ্ঞের বিষয় বিশেষ রূপে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অম্বিকাদেবীর মহিমা-গাথা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন । আমি দেবীর চরিত-কথা শ্রবণান্তর সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্বায়জ্ঞের অনুষ্ঠান করিব । হে বিপ্রেন্দ্র ! তাহাতে আমি আপনার প্রসাদেই পবিত্র হইব সন্দেহ নাই ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবীর চরিতবিষয়ক পরমোত্তম পৌরাণিক ইতিহাস বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বকালে কৌশলদেশে পুষ্পনামক নৃপতির পুত্র, ধ্রুবসন্ধি নামে বিখ্যাত এক মহাতেজা সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন । সেই সত্যসন্ধ শুভাভি-লাষী ধর্ম্মাত্মা নৃপতিবর ব্রাহ্মণাদিচতুর্কর্ণ প্রজাপুঞ্জের হিত সাধনে মনোনিবেশ করিয়া অসমৃদ্ধ অযোধ্যানগরীতে বাস করত রাজকার্য্য পর্যালোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৪—৫ ॥ তাহার রাজ্যপালনগুণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অন্যান্য দ্বিজগণ ধর্ম্মানুযায়ী নিজ



ন চৌরাঃ পিশুনা ধূর্তাস্ত্ৰ রাজ্যে চ কুত্রচিৎ ।  
 দন্তাঃ কৃতঘ্না মূর্খাশ্চ বসন্তি কিল মানবাঃ ॥ ৭ ॥  
 এবং বৈ বর্তমানস্ত নৃপস্ত কুরুসত্তম ! ।  
 হে পত্ন্যো রূপসম্পন্নে হাসতুঃ কামভোগদে ॥ ৮ ॥  
 মনোরমা ধর্মপত্নী সুরূপাতিবিচক্ষণা ।  
 লীলাবতী দ্বিতীয়া চ সাপি রূপগুণান্বিতা ॥ ৯ ॥  
 বিজহার স পত্নীভ্যাং গৃহেষুপবনেষু চ ।  
 ক্রীড়াগিরৌ দীর্ঘিকাশ্চ সৌধেষু বিবিধেষু চ ॥ ১০ ॥  
 মনোরমা শুভে কালে সুষুবে পুত্রযুতমম্ ।  
 সূদর্শনাভিধং পুত্রং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১১ ॥  
 লীলাবত্যাপি তৎপত্নী মাসেনৈকেন ভামিনী ।  
 সুষুবে সূন্দরং পুত্রং শুভে পক্ষে দিনে তথা ॥ ১২ ॥  
 চকার নৃপতিস্তত্র জাতকর্মাদিকং দ্বয়োঃ ।  
 দদৌ দানানি বিপ্রৈভ্যঃ পুত্রজন্মপ্রমোদিতঃ ॥ ১৩ ॥  
 প্রীতিং তয়োঃ সমাং রাজা চকার সূতয়োৰ্নৃপ ! ।  
 নৃপশ্চকার সৌহার্দেষস্তরং ন কদাচন ॥ ১৪ ॥

ধর্মতো ধর্মেণ যুক্তা অভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥

( ধর্মায় ধর্মকার্যায় বা পত্নী সহধর্মিণীত্যর্থঃ ॥ ৯-১১ ॥

নিজ বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার রাজত্ব  
 কালে চোর, থল, ধূর্ত, দাস্তিক, কৃতঘ্ন এবং মূর্খ মানবগণ, কোনও স্থানে বাস করিতে  
 পারিত না ॥ ৭ ॥ সেই প্রজারঞ্জন রাজার রূপযৌবনসম্পন্ন ও প্রীতিপ্রদ দুই যুবতী বনিতা  
 ছিল ॥ ৮ ॥ তাহার মধ্যে মনোরমা প্রধানা ধর্মপত্নী এবং লীলাবতী দ্বিতীয়া পত্নী ; তাহার  
 উভয়েই পরমরূপবতী, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন ॥ ৯ ॥ রাজা ঐবসন্ধি পত্নীদ্বয়ের সহিত গৃহ,  
 উপবন, ক্রীড়াপর্বত, দীর্ঘিকা এবং বিবিধ প্রকার মনোহর সৌধমধ্যে বিহার করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ১০ ॥ কিছু দিন গত হইলে মনোরমা শুভদিনে রাজলক্ষণ-সমন্বিত একটি পুত্ররত্ন  
 প্রসব করিলেন । পরে রাজা এই পুত্রটির সূদর্শন এই নাম রক্ষা করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর,  
 তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী লীলাবতীও একমাস মধ্যেই শুভপক্ষে ও শুভদিনে এক সূন্দর পুত্র  
 প্রসব করিলেন ॥ ১২ ॥ রাজা তখন পুত্রদ্বয়ের জাতকর্মাদি সমাপন করিলেন এবং পুত্রজন্ম-  
 জনিত প্রমোদে প্রফুল্লিত হইয়া বিপ্রগণকে বহুতর ধন দান করিলেন ॥ ১৩ ॥ নরপতি, এই  
 পুত্রদ্বয়ের প্রতি সমান প্রীতি করিতে লাগিলেন, কদাচই মেহের প্রভেদ করিতেন না ॥ ১৪ ॥

চূড়াকর্ম তয়োশ্চক্রে বিধিনা নৃপসত্তমঃ ।

যথাবিভবমেবাসৌ প্রীতিযুক্তঃ পরস্তপঃ ॥ ১৫ ॥

কৃতচূড়ো স্তুতো কামং জহুর্নৃপতেশ্বনঃ ।

ক্রীড়মানাবুভৌ কাস্তৌ লোকানামনুরঞ্জকৌ ॥ ১৬ ॥

তয়োঃ সূদর্শনৌ জ্যেষ্ঠৌ লীলাবত্যাঃ স্তুতঃ শুভঃ ।

শত্রুজিৎসংজ্ঞকঃ কামং চাটুবাক্যো বভূব হ ॥ ১৭ ॥

নৃপতেঃ প্রীতিজনকো মঞ্জুবাক্ চারুদর্শনঃ ।

প্রজানাং বল্লভঃ সোহভূতথা মল্লিজনশ্চ বৈ ॥ ১৮ ॥

যথা তস্মিন্মূপঃ প্রীতিং চকার গুণযোগতঃ ।

মন্দভাগ্যান্মন্দভাবো ন তথা বৈ সূদর্শনে ॥ ১৯ ॥

এবং গচ্ছতি কালে তু ধুবসন্ধিনৃপোত্তমঃ ।

জগাম বনমধ্যেহসৌ মৃগয়াভিরতঃ সঙ্গা ॥ ২০ ॥

নিম্নান্ মৃগানুরুন কশূন শূকরান্ গবয়ান্ শশান্ ।

মহিষান্ শরভান্ খড়গাংশ্চক্রীড় নৃপতির্ব্বনে ॥ ২১ ॥

তথা শুভে ইত্যর্থঃ ॥ ১২-১৭ ॥

চাটুনি মনোহরানি বাক্যানি যশ্চ ॥ ১৮ ॥ )

মন্দভাগ্যাদিতি । সূদর্শনশ্চ মন্দভাগ্যাত্তস্মিন্ সূদর্শনে মন্দভাবো নৃপতির্যথা শত্রুজিতি  
প্রীতিং চকার তথা সূদর্শনে প্রীতিং ন চকারেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

অনন্তর, সেই পরস্তপ নরপতি প্রীতিযুক্ত হইয়া নিজবৈভবের অনুরূপ যথাবিধি তাহা-  
দের চূড়াকরণ সম্পাদন করিলেন ॥ ১৫ ॥ এই শোভন-দর্শন পুত্রদ্বয়কে দর্শন করিলে  
লোকের আনন্দ হইত । এক্ষণে ইহাদিগকে কৃতচূড় ও ক্রীড়া করিতে দেখিয়া রাজার মন  
আনন্দ রসে আপ্ত হইল ॥ ১৬ ॥ এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সূদর্শন জ্যেষ্ঠ ; কিন্তু, লীলাবতীর  
শুভদর্শন পুত্র শত্রুজিৎ অত্যন্ত প্রিয়ভাবী হইল । তাহার মনোরম রূপদর্শন এবং মনোহর  
বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । এই সকল গুণ বর্তমান  
থাকায় শত্রুজিৎ প্রজাজনের ও মল্লিগণেরও বল্লভ হইয়া উঠিল ॥ ১৭—১৮ ॥ নানাবিধ  
গুণযুক্ত বলিয়া রাজা শত্রুজিতের প্রতি যেরূপ প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, সূদর্শনের  
মন্দভাগ্যবশত তাহার প্রতি সেরূপ প্রীতিমান হইলেন না ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন রাজা ধুবসন্ধি বনে গমন করিয়া  
নিরন্তর মৃগয়ায় নিরত হইলেন । তিনি মৃগ, কক, করী, শূকর, গবয়, শশক, মহিষ, শরভ ও  
গণ্ডারগণকে নিহত করিয়া বনমধ্যে মৃগয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২০—২১ ॥ রাজা

ক্রীড়মাণে নৃপে তত্র বনে ঘোরেহতিদারুণে ।  
 উদতিষ্ঠন্নিবুঞ্জাস্তু সিংহঃ পরমকোপনঃ ॥ ২২ ॥  
 রাজ্ঞা শিলীমুখেনাদৌ বিদ্ধঃ ক্রোধবশং গতঃ ।  
 দৃষ্ট্বাণ্ড্রে নৃপতিং সিংহো ননাদ মেঘনিঃস্বনঃ ॥ ২৩ ॥  
 কৃষ্ণাচোৰ্দ্ধং স লাক্সূলং প্রসারিতবৃহৎসটঃ ।  
 হস্তং নৃপতিমাকাশাভুৎপপাতাতিকোপনঃ ॥ ২৪ ॥  
 নৃপতিস্তং সমালোক্য দধারাসিং করে তদা ।  
 বামে চন্দ্ৰ সমাদায় স্থিতঃ সিংহ ইবাপরঃ ॥ ২৫ ॥  
 সেবকাস্তস্মাৎ যে সৰ্ব্বৈঃ তেহপি বাণান্ পৃথক্ পৃথক্ ।  
 অমুঞ্চন্ কুপিতাঃ কামং সিংহোপরি রুঘাশ্বিতাঃ ॥ ২৬ ॥  
 হাহাকারো মহানাসীৎ সম্প্রহারশ্চ দারুণঃ ।  
 উৎপপাত তঁতঃ সিংহো নৃপস্তোপরি দারুণঃ ॥ ২৭ ॥  
 তং পতন্তং সমালোক্য খড়্গেনাভিহনম্পঃ ।  
 সোহপি ক্রূরৈর্নখাঐশ্চ তত্রাগত্য বিদারিতঃ ॥ ২৮ ॥  
 স নৈথৈরাহতো রাজা পপাত চ মমার বৈ ।  
 চুক্রুশ্চ সৈনিকাস্তস্ত নিৰ্জ্জন্মুর্বিশিখৈস্তদা ॥ ২৯ ॥

কনুনিতি । কনুঃ শব্দে জিয়াং পুংসি শব্দকে বলয়ে গজে ইতি মেদিনীকোষাদজা-  
 নিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৭ ॥

সোহপি রাজাপি । তত্রাগত্য সিংহেনেতি শেষঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

সেই ঘোরতর নিদারুণ বনে মৃগয়া-ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময়ে এক সিংহ অতি কুপিত  
 হইয়া নিকুঞ্জ স্থান হইতে উল্লঙ্ঘন প্রদান পূর্বক রাজার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল । মৃগ-  
 রাজ প্রথমেই রাজার শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল ; এক্ষণে রাজাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া মেঘ-  
 গম্ভীর রবে ধ্বনি করিয়া উঠিল ॥ ২২—২৩ ॥ সে অত্যন্ত ক্রোধাবিত হইয়া স্বীয় সুদীর্ঘ লাক্সূল  
 উৎক্লিপ্ত এবং বৃহৎ কেশর জাল প্রসারিত করিয়া নৃপতিকে হনন করিবার নিমিত্ত লক্ষ  
 প্রদান পূর্বক আকাশমার্গে উখিত হইল ; তদর্শনে রাজা তৎক্ষণাৎ বাম করে চন্দ্ৰ ও দক্ষিণ  
 করে অসি ধারণ পূর্বক অপর সিংহের স্তায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ রাজার অনুচর-  
 গণ, সকলেই কুপিত হইয়া রোষভরে সিংহের উপর পৃথক্ পৃথক্ শরনিক্ষেপ করিতে  
 লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন তথায় মহা হাহাকার শব্দ উখিত হইল এবং সিংহের উপর নিদারুণ  
 প্রহার হইতে লাগিল । কিন্তু, সেই দারুণ সিংহ সেই সময়ে রাজার উপর আসিয়া নিপতিত  
 হইল ॥ ২৭ ॥ নরপতি, তাহাকে নিজের উপর নিপতিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অসিদ্বারা



মৃতঃ সিংহোহপি তত্রৈব ভূপতিশ্চ তথা মৃতঃ ।  
 সৈনিকৈর্মদ্রিযুখ্যাশ্চ তত্রাগত্য নিবেদিতাঃ ॥ ৩০ ॥  
 পরলোকগতং ভূপং শ্রুত্বা তে মদ্রিসত্তমাঃ ।  
 সংস্কারং কারয়ামাস্তুর্গত্বা তত্র বনান্তিকে ॥ ৩১ ॥  
 পরলোকক্রিয়াং সর্বাং বশিষ্ঠো বিধিপূর্ব্বকম্ ।  
 কারয়ামাস তত্রৈবং পরলোকস্থথাবহাম্ ॥ ৩২ ॥  
 প্রজাঃ প্রকৃতয়শ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ ।  
 সূদর্শনং নৃপং কর্ত্ত্বং মদ্রং চক্রুঃ পরম্পরম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ধর্ম্মপত্নীসুতঃ শান্তঃ সুরূপশ্চ সুলক্ষণঃ ।  
 অয়ং নৃপাসনাইশ্চ হ্রুবন্মদ্রিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 বশিষ্ঠোহপি তথৈবাহ যোগ্যোহয়ং নৃপতেঃ সূতঃ ।  
 বালোহপি ধর্ম্মবান্ রাজা নৃপাসনমিহাইতি ॥ ৩৫ ॥  
 কৃতে মদ্রে মদ্রিবৃদ্ধৈর্যুধাজিহ্নাম পার্থিবঃ ।  
 তত্রাজগাম তরসা শ্রুত্বা তুজ্জয়িনীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

( তত্র অযোধ্যায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

প্রজা ইতি । সর্ব্বৈ সূদর্শনং নৃপং কর্ত্ত্বং মদ্রাণাং চক্রুঃ । এতেন জ্যেষ্ঠপুত্রশ্চৈব রাজা-  
 সনাইতং স্মৃতিতম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আঘাত করিলেন, কিন্তু সেই সিংহ ধরতর নখরাগ্র দ্বারা রাজাকে বিদারিত করিয়া ফেলিল ॥ ২৮ ॥  
 রাজা সিংহের নখাঘাতে আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন । তখন  
 সৈন্তগণ আর্তরব করিতে করিতে শরপ্রহার দ্বারা সিংহের প্রাণ বিনাশ করিল ॥ ২৯ ॥  
 এইরূপে সেই স্থানে নরপতি ও পশুপতি পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সৈন্তগণ  
 রাজপুরে আগমনপূর্ব্বক মদ্রিগণকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ॥ ৩০ ॥ মদ্রিগণ, রাজার  
 পরলোক-গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেই বনস্থলীতে গমমপূর্ব্বক তাঁহার সংস্কার করাই-  
 লেন ॥ ৩১ ॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ, পরলোকে মঙ্গলপ্রদ তাঁহার সমস্ত পারলৌকিক কার্য্য সেই স্থানেই  
 বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করাইলেন ॥ ৩২ ॥ প্রজা ও পৌরগণ এবং মহামুনি বশিষ্ঠ ইহারা  
 সকলেই সূদর্শনকে রাজা করিবার নিমিত্ত পরস্পর মদ্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মদ্রি-  
 প্রবরগণ কহিলেন যে, সূদর্শন রাজার ধর্ম্মপত্নী-গর্ভজাত পুত্র শান্ত, সুরূপ ও রাজলক্ষণে  
 বিভূষিত ; অতএব, এই রাজপুত্রই নৃপাসনের যথার্থ যোগ্যপাত্র । মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিলেন,  
 এই রাজপুত্র বালক হইলেও ধার্ম্মিক, অতএব এই বালকই রাজা হইবুঝ ও রাজাসনে  
 উপবেশন করিবার যথার্থ উপযুক্ত ॥ ৩৪—৩৫ ॥

যুতং জামাতরং শ্রুত্বা লীলাবত্যাঃ পিতৃ তদা ।  
 তত্রাজগাম হরিতো দৌহিত্রপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৭ ॥  
 বীরসেনস্তথায়াতঃ সূদর্শনহিতেচ্ছয়া ।  
 কলিঙ্গাধিপতিশ্চৈব মনোরমাপিতা নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥  
 উভৌ তৌ সৈন্তসংযুক্তৌ নৃপৌ সাধ্বসসংস্থিতৌ ।  
 চক্রতুর্মুখিযুথ্যৈস্তৈর্মুখৈঃ রাজ্যস্থ কারণাং ॥ ৩৯ ॥  
 যুধাজিতু তদাপৃচ্ছজ্যেষ্ঠঃ কঃ সূতয়োঽর্ষয়োঃ ।  
 রাজ্যং প্রাপ্নোতি জ্যেষ্ঠো বৈ ন কনীয়ান্ কদাচন ॥ ৪০ ॥  
 বীরসেনোহপি তত্রাহ ধর্মপত্নীসুতঃ কিল ।  
 রাজ্যার্থঃ স যথা রাজন্ ! শাস্ত্রজ্যেভ্যো ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪১ ॥  
 যুধাজিৎ পুনরাহেদং জ্যেষ্ঠোহয়ঞ্চ যথা গুণৈঃ ।  
 রাজলক্ষণসংযুক্তো ন তথায়ং সূদর্শনঃ\* ॥ ৪২ ॥  
 বিবাদোহত্র সসম্পন্নো নৃপয়োস্তত্র লুপ্তয়োঃ ।  
 কঃ সন্দেহমপাকর্তুং ক্রমঃ শ্রাদতিসঙ্কটে ॥ ৪৩ ॥

শ্রুত্ব ইতি । স্বদৌহিত্রশ্চ শক্রজিতো রাজ্যাপ্রাপ্তিমাকর্ণ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ )

সাধ্বসসংস্থিতৌ ভয়সংস্থিতৌ ভয়ঙ্করাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিলে উজ্জয়িনী রাজ্যের অধিপতি যুধাজিৎ নামক রাজা  
 সেই মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া সম্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি লীলাবতীর  
 পিতা, সূতরাং জামতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহাতে দৌহিত্রের রাজ্যলাভ হয় এই  
 কামনায় তথায় আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর, মনোরমার পিতা কলিঙ্গ দেশের  
 অধিপতি রাজা বীরসেন নিজদৌহিত্র সূদর্শনের হিতসাধনার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হই-  
 লেন ॥ ৩৮ ॥ সৈন্তসংযুক্ত প্রবল পরাক্রান্ত সেই ভূপতিদ্বয় নিজ নিজ দৌহিত্রের রাজ্য-  
 লাভ জন্য প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন যুধাজিৎ  
 জিজ্ঞাসা করিলেন রাজপুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে ? যে জ্যেষ্ঠ সেই কি কেবল রাজ্যপ্রাপ্ত  
 হইয়া থাকে, কনিষ্ঠ পুত্র কি কদাচই রাজ্য প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৪০ ॥ তখন বীরসেন কহিলেন,  
 রাজন্ ! যে ধর্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র, সেই রাজ্য পাইবে, আমি শাস্ত্রবিদ জ্ঞানিগণের মুখে  
 ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ বীরসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধাজিৎ পুনর্বার কহিলেন,  
 এই রাজপুত্র শক্রজিৎ যেক্রপ রাজলক্ষণসম্পন্ন এবং গুণজ্যেষ্ঠ সূদর্শন তদ্রূপ নহে,

\* অভিলেখী সূদর্শনং কর্তুং মন্ত্রিবরা নৃপম্ । বশিষ্ঠ মহাতেজা বামদেবপুত্রৈবচ ।

উক্তাধিকপাঠঃ কেবলিৎ পশ্যতের দৃষ্টান্তে ॥

যুধাজিগ্মশ্রিণঃ প্রাহ যুয়ং স্বার্থপরাঃ কিল ।

সুদর্শনং নৃপং কৃৎস্না ধনং ভোক্তুং কিলেচ্ছথ ॥ ৪৪ ॥

যুগ্মাকন্তু বিচারোহয়ং ময়া জ্ঞাতস্তথেষ্মিতৈঃ ।

শত্রুজিৎ সৰলস্তম্মাৎ সন্মতো বৈ নৃপাসনে ॥ ৪৫ ॥

ময়ি জীবতি কঃ কুর্যাৎ কনীয়াংসং নৃপং কিল ।

ত্যাভ্রা জ্যেষ্ঠং গুণার্হকং সেনয়া চ সমন্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥

নূনং যুদ্ধং করিষ্যামি তেন খড়্গস্ত্র মেদিনী ।

ধারয়া চ দ্বিধা ভূয়াদ্ যুগ্মাকং তত্র কা কথা ॥ ৪৭ ॥

বীরসেনস্ত তচ্ছ হা যুধাজিতমভাষত ।

বালৌ দ্বৌ সদৃশপ্রজ্ঞৌ কো ভেদোহত্র বিচক্ষণ ! ॥ ৪৮ ॥

এবং বিবদমানৌ তৌ সংস্থিতৌ নৃপতী কদা ।

প্রজাশ্চ ঋষয়শ্চৈব বভূবুর্ব্যগ্রমানসাঃ ॥ ৪৯ ॥

জ্যেষ্ঠঃ ক ইতি । যদ্যপি বয়সা জ্যেষ্ঠঃ সুদর্শনস্তথাপি গুণেন জ্যেষ্ঠঃ শত্রুজিদেব ভবতীতি যুধাজিতোহভিপ্রাশ্নঃ ॥ ৪০—৪৪ ॥

তস্মাৎ সুদর্শনাৎ সৰলো ধর্মপত্নীজত্বাচ্ছত্রজিদেব নৃপাসনে সন্মতো নাশ্র ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

( জ্যেষ্ঠং রাজলক্ষণাদিবিশেষগুণৈরিত্যি শেষঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সদৃশী তুল্যা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যয়োস্তৌ । ন হি কশ্চিদেতয়োজ্ঞানজ্যেষ্ঠোহস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অতএব কিরূপে সে রাজ্য্যর্হ হইতে পারে ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! অনন্তর, সেই রাজ্যলুক নৃপ-  
দ্বয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ ঘটিয়া উঠিল । এইরূপ অতিশয় সঙ্কটস্থলে সন্দেহ নিরসন  
করিতে কে সমর্থ হইয়া থাকে ? ॥ ৪৩ ॥ তখন যুধাজিৎ মন্ত্রিগণকে কহিলেন, তোমরা  
স্বার্থপর, সুদর্শনকে রাজ্য করিয়া প্রচুর ধনলাভের অভিলাষ করিতেছ ॥ ৪৪ ॥ তোমা-  
দিগের বিচার এইরূপ তাহা আমি ইঙ্গিত দ্বারা জানিতে পারিয়াছি ; যাহা হউক বহুগুণের  
আধার হেতু সুদর্শন অপেক্ষা শত্রুজিৎই প্রবল অধিকারী ; অতএব, এই পুত্রই তোমাদিগের  
রাজ্যাসন প্রাপ্ত হইবার একান্ত উপযুক্ত, অত্র কেহই নহে । আর, আমি বাঁচিয়া থাকিতে  
কোন ব্যক্তি সেনাসমন্বিত ও গুণজ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গুণহীনকে রাজ্য  
করিতে পারে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব এবং এই যুদ্ধহেতু আমার খড়্গ  
ধারায় নিশ্চয়ই পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইবে, ইহাতে তোমাদিগের আর কি কথা আছে ॥ ৪৭ ॥  
বীরসেন ইহা শুনিয়া যুধাজিৎকে কহিলেন, আমিও এই বালকদ্বয়ের বুদ্ধি সমানই দেখি-  
তেছি । আপনিও বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাদের উভয়ে কি প্রভেদ আছে তাহা আপনিই বিবে-  
চনা করিয়া বলুন ॥ ৪৮ ॥



সমাজগ্নুশ্চ সামন্তাঃ সসৈন্যাঃ ক্লেশতৎপরাঃ ।  
 বিগ্রহং চাভিকাজ্জন্তুঃ পরম্পরমতদ্রিতাঃ ॥ ৫০ ॥  
 নিষাদা হ্যায়যুস্তত্র শৃঙ্গবেরপুরাশ্রয়াঃ ।  
 রাজদ্রব্যমুপাহতুং যুতং শ্রদ্ধা মহীপতিম্ ॥ ৫১ ॥  
 পুত্রো চ বালকো শ্রদ্ধা বিগ্রহঞ্চ পরম্পরম্ ।  
 চৌরাস্তত্র সমাজগ্নুর্দেশদেশান্তরাদপি ॥ ৫২ ॥  
 সংমর্দস্তত্র সঞ্জাতঃ কলহে সমুপস্থিতে ।  
 যুধাজিঘ্রীরসেনো চ যুদ্ধকামো বভূবতুঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 ঋবসন্ধিমৃত্যুবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অরাজকে জনপদে বহবো দোষা ভবন্তীতি সূচয়মাহ সমাজগ্নুরিতি চতুর্ভিঃ  
 শ্লোকৈঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

মহারাজ ! সেই নৃপতিদ্বয় এইরূপে বিবাদ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে  
 লাগিলেন, প্রজাগণ ও ঋষিগণ তদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ শত শত সামন্ত রাজগণ  
 পরস্পরের বিবাদ কামনা করিয়া সৈন্তসমভিব্যাহারে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও তথায়  
 আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫০ ॥ শৃঙ্গবেরপুরবাসী নিষাদ সকল, মহীপতির মৃত্যুবর্ত্তা শ্রবণ  
 করিয়া রাজার দ্রব্যসমস্ত লুণ্ঠ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫১ ॥ রাজপুত্র দুইটাকে  
 বালক এবং তাহাদের উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদ শ্রবণ করিয়া দেশদেশান্তর হইতে  
 চৌরগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫২ ॥ এইরূপে সেই রাজদ্বয়ের বিবাদ উপস্থিত  
 হইলে সেই রাজ্যমধ্যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল ; এদিকে যুধাজিৎ ও বীরসেন  
 যুদ্ধ কামনার সজ্জিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ভুবনেশ্বরীর বৈভবকথনে

কোশলরাজ ঋবসন্ধির মৃত্যুবর্ণন নামক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চদশোঃধ্যায়ঃ ।

• ব্যাস উবাচ ।

সংযুগে চ সতি তত্র ভূপয়ো-

রাহবায় সমুপাত্তশস্ত্রয়োঃ ।

ক্রোধলোভবশয়োঃ সমং ততঃ

সম্ভব ভুমূলস্ত বিমর্দঃ ॥ ১ ॥

সংস্থিতঃ স সমরে ধৃতচাপঃ

পার্শ্বিণঃ পৃথুলবাহুযুধাজিৎ ।

সংযুতঃ স্ববলবাহনাদিকৈ-

রাহবায় কৃতনিশ্চয়ো নৃপঃ ॥ ২ ॥

বীরসেন ইহ সৈন্যসংযুতঃ

ক্ৰোধধর্মমনুষ্যত্ব সঙ্গরে ।

পুত্রিকাশ্রয়জিতায় পার্শ্বিণঃ

সংস্থিতঃ সুরপতেঃ সমতেজাঃ ॥ ৩ ॥

স বাণরুষ্টিং বিসমর্জ্য পার্শ্বিবো

যুধাজিতং বীক্ষ্য রণে স্থিতঞ্চ ।

গিরিং তড়িত্বানিব তোয়রুষ্টিভিঃ

ক্রোধান্বিতঃ সত্যপরাক্রমোহসৌ ॥ ৪ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্ষোযুধাজির্বীরসেনয়োঃ ।

দৌহিত্যার্থং মহাযুদ্ধমভূদিতি তু বর্ণ্যতে ।

তৌ যুধাজির্বীরসেনৌ যুদ্ধকামৌ জাতৌ তদন্তরং সংগ্রামঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ সংযুগে চ  
সতীতি । আহবায় যুদ্ধার্থং সংগৃহীতশস্ত্রয়োঃ সংগ্রামে সতি বিমর্দঃ সঙ্গবর্ষো বভূব ॥ ১ ॥

পৃথুলবাহুঃ পুষ্টবাহুশ্চাসৌ যুধাজিচ্চেতি কর্মধারয়ঃ । স সমরে সংস্থিতঃ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই ভূপতিদ্বয়ের সমর উপস্থিত হইলে উভয়েই লোভ ও  
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন, তখন সংগ্রামস্থলে ঘোরতর সংঘর্ষ হইয়া  
উঠিল ॥ ১ ॥ একদিকে দীর্ঘবাহু রাজা যুধাজিৎ ধনুর্ধারণ পূর্বক স্বীয় সৈন্যাদি সমভি-  
ব্যাহারে যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ২ ॥ অপর দিকে সুরপতিতুল্য তেজঃসম্পন্ন

তং বীরসেনো বিশিখৈঃ শিলাশিতৈঃ  
 সমারণোদাশুগমৈরজিক্কাগৈঃ ।  
 চিচ্ছেদ বাণৈশ্চ শিলীমুখানসৌ  
 তেনৈব যুক্তানতিবেগপাতিনঃ ॥ ৫ ॥  
 গজরথতুরগাণাং সম্ভূতাত্যুত্থাং  
 সুরনরমুনিসংঘৈর্বীক্ষিতং চাতিঘোরম্ ।  
 বিততবিহগবৃন্দৈরারুতং ব্যোম সদ্যঃ  
 পিশিতমশিতুকামৈঃ কাকগৃধ্রাদিভিশ্চ ॥ ৬ ॥  
 তত্রাদ্রুতক্ষতজসিঙ্করবাহ ঘোরা  
 বৃন্দেভ্যঃ\* এব গজবীরতুরঙ্গমানাম্ ।  
 ত্রাসাবহা নয়নমার্গগতা নরাণাং  
 পাপাত্মনাং রবিজমার্গভবেব কামম্ ॥ ৭ ॥

তং যুধাজিতং তেনৈব যুধাজিতৈব । অসৌ বীরসেনঃ ॥ ৫ ॥

পিশিতং মাংসম্ । বিহগবৃন্দৈঃ পক্ষিবৃন্দৈঃ ॥ ৬ ॥

ক্ষতজং রক্তং তস্ত সিন্ধুর্নদী উবাহ নির্গতা গজবীরতুরঙ্গমানাং বৃন্দেভ্যঃ সমুদায়েভ্যঃ ।  
 কীদৃশী । রবিজঃ সূর্য্যজো যমস্তস্ত লোকস্ত মাৰ্গে ভবা যা বৈতরণী নদী সা পাপাত্মনাং  
 পাপিনাং যথা নয়নমার্গগতা ত্রাসাবহা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রাজা বীরসেনও নিজ দৌহিত্রের হিতের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক সেই যুদ্ধ-  
 স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তখন, সেই সত্যপরাক্রম রাজা বীরসেন যুধাজিতকে  
 যুদ্ধস্থলে দর্শন করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বারিধর যেমন গিরির উপর বারিবর্ষণ করে  
 সেইরূপে তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ বীরসেন শিলাশানিত স্মৃতীক্ষ  
 বেগগামী শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলে যুধাজিৎও সত্ত্বর অতিবেগে শিলামুখ  
 সমূহ দ্বারা তাঁহার সেই শর সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫ ॥ মহারাজ ! সেই সময়  
 অশ্বারোহী গজারোহী ও রথাক্রুত যোদ্ধগণের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন সুরগণ,  
 নরগণ ও মুনীগণ বিস্মিত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন । অবিলম্বেই কাক  
 গৃধ্রাদি বিহঙ্গগণ ছিন্ন সৈন্তগণের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইয়া আকাশমার্গে সমুডীন  
 হইল ॥ ৬ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে গজ, বাজী ও বীরগণের দেহভূধর হইতে অদ্ভুতাকার  
 শোণিতনদী সমুৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল । যেমন শমনমার্গে প্রবাহিতা বৈতরণী  
 পাপাত্মাগণের ভয়াবহ হয়, সেইরূপ এই নদীও সমস্ত নরগণের দৃষ্টিপথে উদ্ভিত হইয়া



কীর্ণানি ভিন্নপুলিনে নরমস্তকানি  
 কেশাবৃত্তানি চ বিভাস্তি যথৈব সিন্ধৌ ।  
 তুণ্ডীফলানি বিহিতানি বিহর্তু কামৈ-  
 র্বালৈর্যথা রবিসুতাপ্রভবৈশ্চ নুনম্ ॥ ৮ ॥  
 বীরং মৃতং ভুবি গতং পতিতং রথাত্মৈ  
 গৃধ্রঃ পলার্থমুপরি ভ্রমতীতি মন্ত্রে ।  
 জীবোহ্যস্যসৌ নিজশরীরমবেক্ষ্য কাস্তং  
 কাঙ্ক্ষত্যহোহতিবিবশোহপি পুনঃ প্রবেষ্টুম্ ॥ ৯ ॥  
 আজৌ হতোহপি নৃবরঃ স্ত্রবিমানরুঢ়ঃ  
 স্বাক্ষে স্থিতাঃ সুরবধুঃ প্রবদত্যভীষ্টম্ ।  
 পশ্চাধুনা মম শরীরমিদং পৃথিব্যাং  
 বাণাহতং নিপতিতং করতোরু ! কাস্তম্ ॥ ১০ ॥  
 একো হতস্তু রিপুণৈব গতোহস্তুরীক্ষঃ  
 দেবান্সনাং সমধিগম্য যুতো বিমানে ।  
 তাবৎপ্রিয়া হুতবহে স্ত্রমমর্প্য দেহং  
 জগ্ৰাহ কাস্তমবলা সৰলা স্বকীয়া ॥ ১১ ॥

কীর্ণানীতি । ভিন্নং নাপিতং প্রবাহবেগেন পুলিনং তটং যেন তস্মিন্ প্রবাহে রক্তময়ে  
 কেশাবৃত্তানি নরমস্তকানি বোধমস্তকানি কীর্ণানি বিক্ষিপ্তানি কথং বিভাস্তি যথা রবিসুতা  
 যমুনা ততীরপ্রভবৈর্বিহর্তু কামৈর্বার্হলৈস্তুণ্ডীফলানি সিন্ধৌ যমুনায়াং বিহিতানি স্থাপিতানি  
 তথৈব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বীরমিতি মৃতং বীরং দৃষ্টা তস্তোপরি গৃধ্রো ভ্রমতি যন্তদ্রহ্মসৌ জীবো নিজশরীরং কাস্তং  
 রণে পত্নিতং পুনঃ প্রবেষ্টুং কাঙ্ক্ষতীচ্ছতীতি মন্ত্রে ॥ ৯ ॥

ভ্রাসাবহ হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ ঐ নদী বেগে প্রবাহিত হইলে তাহার পুলিনদেশে কেশাবৃত্ত  
 নরমুণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন যমুনার তীরজাত বালক সকল  
 ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তুণ্ডীফল সকল রাখিয়া দিয়াছে ॥ ৮ ॥ কোন বীর প্রাণ পরিত্যাগ  
 করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলে, কোনও গৃধ্র তাহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে  
 পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সেই জীব, আপনার মনোহর কলেবর  
 দর্শন করিয়া অত্যন্ত অনারত্ত হইলেও তাহাতে পুনর্বার প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কামনা  
 করিতেছে ॥ ৯ ॥ কোনও বীরবর যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া  
 উৎসঙ্গস্থিতা দেবান্সনাকে আপনার অভীষ্ট প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন যে, হে করতোরু !  
 আমার কেমন মনোহর শরীর শরাহত হইয়া এখন অবনিতলে নিপতিত রহিয়াছে তাহা

যুদ্ধে যুতো চ স্তভটৌ দিবি সঙ্গতো তা-  
 বন্তোশশজ্জনিহতো সহ সম্প্রয়াতো ।  
 তত্রৈব জয়তুরলং পরমাহিতাজ্জা-  
 বেকোঙ্গরোহর্ষবিহতো কলহাকুলো চ ॥ ১২ ॥  
 কচ্চিদযুবা সমধিগম্য সুরাঙ্গনাং বৈ  
 রূপাধিকাং গুণবতীং কিল ভক্তিয়ুক্তঃ ।  
 স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিততান্ প্রবদংস্তদাসৌ  
 তাং প্রেমদামনুচকার চ যোগযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥  
 ভৌমং রজোহতিবিততং দিবি সংস্থিতঞ্চ  
 রাত্রিং চকার তরগিঞ্চ সমারণোদ্যৎ ।  
 মগ্নং তদেব রুধিরানুনিধাবকস্মাৎ  
 প্রাচুর্ভব রবিরপ্যতিকান্তিযুক্তঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্কারাতীর্থে মৃতানাং স্বর্গতানাং বৃত্তমাহ আজাবিতি । আজৌ যুদ্ধে । সুরবধুঃ স্বর্কেষ্ঠাম্ ॥ ১০ ॥

তদ্বদেবান্তস্ত বৃত্তমাহ একো হত ইতি । দেবান্গনাং স্বর্কেষ্ঠাং সমধিগম্য প্রাপ্য তয়া যুতো বিমানে যাবন্তিষ্ঠতি তাবদেব তস্ত মৃতদেহস্ত প্রিয়া জ্ঞী হতবহেহগ্নৌ সতী ভূত্বা দেহঃ সমর্প্য পত্যা সহ স্বদেহং দধ্বা । দিব্যদেহা ভূত্বা সবল্য স্বকীয়া তস্তৈব জ্ঞী কান্তং স্বপতিং জগ্ৰাহেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ যুদ্ধে মৃতানামন্তগপি চমৎকারমাহ যুদ্ধে মৃতাবিতি । অত্র যৌ ভটৌ পরস্পরঃ যুদ্ধং কৃত্বা দিবং গতো তৌ তজ্জাপ্যোকা যাম্পরাঃ সমানপুণ্যসাধ্যা তদর্থং তজ্জাপি কলহাকুলো ভূত্বা সজ্জয়তুরিতি চমৎকারঃ ॥ ১২ ॥

কচ্চিদিতি । কচ্চিদযুবা যুদ্ধে মৃতঃ স্বাপেক্ষাধিকগুণবতীং প্রাপ্য সা ময়ি গুণা ভাবাদ্বিরজ্যেতেতি ভিয়া যথা সা স্বস্মিন্ প্রেমদামনুকূলগুণদর্শনেन ভবিষ্যতি তথা স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবদন্ সন্ তাং প্রেমদামুদ্ভিষ্টানুচকার তদগুণানুরূপমেবানুকরণং কৃতবানিত্যর্থঃ যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥

অবলোকন কর ॥ ১০ ॥ এক বীর রণস্থলে অরিকর্ষক নিহত হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্বক দেবান্গনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত যখন বিমানে বসিয়া রহিয়াছে, সেই সময়ে তাহার পূর্বপ্রেরসী প্রজ্জলিত অনলমধ্যে শরীর সমর্পণ পূর্বক পতিদেহের সহিত স্বীয় শরীর দধ্ব করিয়া দিব্যদেহ ধারণ পূর্বক সেই স্বকীয়া নারিকা পুণ্যবলাদ্বিতা যুবতী নিজ কান্তবে তাহার নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইল ॥ ১১ ॥ ছই বীর পরস্পরের অজ্ঞাঘাতে নিহত হইয়া এক সময়েই স্বর্গে গমন করিল, পরে একমাত্র অঙ্গরার নিমিত্ত পরস্পর কলমে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষেই অজ্ঞগ্রহণ পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১২ ॥ কোন যুবাশ্রব আপন অপেক্ষা রূপগুণবতী সুরাঙ্গনা লাভ করিয়া, তাহার

কশ্চিদগতস্তু গগনং কিল দেবকণ্ঠাং  
 সম্প্রাপ্য চারুবদনাং কিল ভক্তিয়ুক্তাম্ ।  
 নাস্তীচকার চতুরো ব্রতনাশভীতো  
 যাস্ত্যত্যয়ং মম বৃথা হনুকুলশব্দঃ ॥ ১৫ ॥  
 সংগ্রামে সংব্রতে তত্র যুধাজিৎ পৃথিবীপতিঃ ।  
 জঘান বীরসেনং তং বাণৈস্তীত্রৈঃ সূদারুণৈঃ ॥ ১৬ ॥  
 নিহতঃ স পপাতোৰ্ব্বাং ছিন্নমূৰ্দ্ধা মহীপতিঃ ।  
 প্রভয়াং তদ্বলং সৰ্ব্বং নির্গতঞ্চ চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১৭ ॥  
 মনোরমা হতং শ্রুত্বা পিতরং রণমূৰ্দ্ধনি ।  
 ভয়ত্রস্তাথ সঞ্জাতা পিতুর্কৈরমনুস্মরন্ ॥ ১৮ ॥  
 হনিষ্যতি যুধাজিদ্বে পুত্রং মম দুরাশয়ঃ ।  
 রাজ্যলোভেন পাপাত্মা সেতিচিন্তাপরাভবৎ ॥ ১৯ ॥

ভোমং রজ ইতি । যদযুদ্ধসময়ে সেনয়োঃ সংমর্দাছাখিতং ভোমং রজো দিবি গুতং তরণিঃ  
 সূর্য্যং সমাবৃণোদ্যচ্চ দিবসেহপি রাত্রিঃ চকার তদ্রজো যুদ্ধমধ্যে কস্মাদনায়াসেন কধিরাশু-  
 নিধৌ রক্তসমুদ্রে মগ্নং যদাভবত্তদাতিকান্তিযুক্তো রবিরপি সহসা প্রাহুর্ভূবেত্যাশ্চর্য্যমেবং  
 মহাভয়ঙ্করং যুদ্ধমভূদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

প্রতি প্রেমভক্তিসমম্বিত হইল এবং যাহাতে সেই সুন্দরী আপনার প্রতি আসক্ত হইয়া  
 সেইরূপে আপনার গুণ বর্ণন পূর্ব্বক, প্রণয়সহকারে সেই প্রণয়িনীর গুণের অশ্লুকরণ করিতে  
 লাগিল ॥ ১৩ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে ভূমিতলস্থ রজোরশি সৈন্তগণের বিমর্দহেতু বিস্তৃত  
 হইয়া অন্তরীক্ষে উত্থান ও অবস্থান পূর্ব্বক দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগকে  
 রাত্রি করিয়া তুলিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই রজোরশি শোণিতসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে অকস্মাৎ  
 সূর্য্যদেব অতিশয় কান্তিযুক্ত হইয়া প্রাহুর্ভূত হইলেন ॥ ১৪ ॥ কোনও ব্রহ্মচারী রণস্থলে নিহত  
 হইয়া গগনে গমন করিলেন, তৎক্ষণাৎ একটী চাঁকনয়না দেবকণ্ঠা ভক্তিয়ুক্ত চিন্তে তাঁহাকে  
 বরণ করিতে বাহা করিলে, সেই চতুর ব্যক্তি ‘আপনার ব্রহ্মচারীরূপ প্রিয়শব্দ বিকল  
 হইবে’ এই ভাবিয়া ব্রতভঙ্গ-ভয়ে তাহাকে অঙ্গীকার করিলেন না ॥ ১৫ ॥

মহারাজ ! সেই সংগ্রাম অতিশয় ঘোরতররূপে আরম্ভ হইলে পৃথিবীপতি যুধাজিৎ  
 সূদারুণ স্ত্রীক্ষ শরদ্বারা বীরসেনকে আঘাত করিলেন, মহীপতি বীরসেন তদ্বারা ছিন্নমস্তক  
 হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্তগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে  
 পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ মনোরমা রণস্থলে পিতার মরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে  
 অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, হৃষ্টাশয় পাপাত্মা-যুধাজিৎ রাজ্যলোভ  
 বশতঃ এবং আমার পিতার শত্রুতা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই পুত্রকে নিহত করিবে ॥ ১৮-১৯ ॥



কিংকরোমি ক গচ্ছামি পিতা মে নিহতো রণে ।  
 ভর্তা চাপি যতোহদৈব পুত্রোহয়ং মম বালকঃ ॥ ২০ ॥  
 লোভোহতীৰ চ পাপিষ্ঠন্তেন কো ন বশীকৃতঃ ।  
 কিং ন কুর্যাদদাবিষ্টঃ পাপং পার্থিবসত্তমঃ ॥ ২১ ॥  
 পিতরং মাতরং ভ্রাতৃনু গুরুনু স্বজনবান্ধবান্ ।  
 হন্তি লোভসমাবিষ্টো জনো নাত্র বিচারণা ॥ ২২ ॥  
 অভক্ষ্যভক্ষণং লোভাদগম্যাগমনং তথা ।  
 করোতি কিল তৃষ্ণার্ভো ধর্মত্যাগং তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥  
 ন সহায়োহস্তি মে কশ্চিন্নগরেহত্র মহাবলঃ ।  
 যদাধারে স্থিতা চাহং পালয়ামি স্নতং শুভম্ ॥ ২৪ ॥  
 হতে পুত্রে নৃপেণাদ্য কিং করিষ্যাম্যহং পুনঃ ।  
 ন মে ত্রাতাস্তি ভুবনে যেনাহং স্থস্থিতা হুহম্ ॥ ২৫ ॥  
 সাপি বৈরযুতা কামং সপত্নী সর্বদা ভবেৎ ।  
 লীলাবতী ন মে পুত্রে ভবিষ্যতি দয়াবতী ॥ ২৬ ॥  
 যুধাজিতি সমায়াতে ন মে নিঃসরণং ভবেৎ ।  
 জ্ঞাত্বা বালং স্নতং সোহদ্য কারাগারং নয়িষ্যতি ॥ ২৭ ॥

কশ্চিদিতি । অনুকূলঃ শব্দঃ অয়ং ব্রহ্মচারীত্যনুকূলশব্দো যোগ্যঃ শব্দো বৃথা স্তাদিতি  
 ভিয়েত্যর্থঃ ॥ ১৫—২৩ ॥

পালয়ামি পালয়িষ্যামি ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে পিতা ত রণস্থলে নিহত হইলেন, বিপিনবাসী দুর্দাস্তসিংহ স্বামীকে বিনাশ করিল,  
 আমার এই পুত্রও নিতান্ত বালক, এখন আমি কি করি, কোথাই বা গমন করি ॥ ২০ ॥  
 লোভ, অতিশয় পাপকর, তদ্বারা কোন্ ব্যক্তি বশীভূত না হয় ; যে রাজা, ভূপতিগণের  
 মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধর্মিষ্ঠ, লোভের বশীভূত হইলে সেও সমস্ত পাপ কার্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া  
 থাকে ॥ ২১ ॥ লোভাক্রষ্ট ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও বন্ধু বান্ধবদিগকে হনন করিয়া থাকে  
 তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ বিষয়-তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি লোভহেতুই অগম্যাগমন, লোভ  
 হেতুই অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং দ্রোভহেতুই ধর্ম পরিবর্জন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ এই নগরমধ্যে  
 এমন প্রবল সহায় কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই  
 নগরীমধ্যে অবস্থান পূর্বক এই প্রিয়সন্তানকে পালন করিতে পারি ॥ ২৪ ॥ রাজা  
 যুধাজিৎ যদি এই পুত্রকে বিনাশ করে তবে আমি কি করিতে পারিব, এই ভুবনমধ্যে  
 আমার এমন ত্রাণকর্তা কেহই নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি স্থস্থির হইতে

শ্রয়তে হি পুরেন্দ্রেণ মাতুর্গর্ভগতঃ শিশুঃ ।  
 কুন্তিতঃ সপ্তধা পশ্চাৎ কৃতান্তে সপ্তসপ্তধা ॥ ২৮ ॥  
 প্রবিষ্টা চোদরং মাতুঃ করে কৃত্বান্নকং পবিম্ ।  
 একোনপঞ্চাশদপি তেহভবন্নরুতো দিবি ॥ ২৯ ॥  
 সপত্নৈঃ গরলং দত্তং সপত্ন্যা নৃপভার্যয়া ।  
 গর্ভনাশার্থমুদ্दिष्टা পুরৈতনৈ ময়া শ্রুতম্ ॥ ৩০ ॥  
 জাতস্ত্ব বালকঃ পশ্চাদ্ভেদে বিষযুতঃ কিল ।  
 তেনাসৌ সগরো নাম বিখ্যাতো ভুবি মণ্ডলে ॥ ৩১ ॥  
 জীবমানোহথ ভর্তা বৈ কৈকেয়া নৃপভার্যয়া ।  
 রামঃ প্রব্রাজিতো জ্যেষ্ঠো মৃতো দশরথো নৃপঃ ॥ ৩২ ॥  
 মন্ত্ৰিগণস্ববশাঃ কামং যে মে পুত্রং স্মদর্শনন্ ।  
 রাজানং কর্ত্তুকামা বৈ যুধাজিহ্মশগাশ্চ তে ॥ ৩৩ ॥  
 ন মে ভ্রাতা তথা শূরো যো মে বন্ধাৎ প্রমোচয়েৎ ।  
 মহৎ কৰ্ম্মক্ৰমসম্প্রাপ্তং ময়া বৈ দৈবযোগতঃ ॥ ৩৪ ॥

এবমনর্থঃ পূৰ্ব্বং বহবো জাতা ইত্যাহ শ্রয়তে হীতি ॥ ২৮ ॥

অন্নকমন্নং পবিং বজ্রম্ ॥ ২৯ ॥

কথাস্তরমাহ সপত্ন্যা ইতি । গর্ভনাশার্থং গর্ভনাশরূপমর্থমুদ্दिष्टোত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

পারি ॥ ২৫ ॥ আর সেই সপত্নী লীলাবতীও সততই শক্রতা সাধন করিবে, সে কখনই  
 আমার পুত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে না ॥ ২৬ ॥ যুধাজিৎ এইস্থানে আগমন করিলে  
 আমি আর নগর হইতে বাহির হইতে পারিব না, সে অদ্যই আমার পুত্রকে বালক বুদ্ধিমা  
 কারাগারে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৭ ॥ আমি শুনিয়াছি যে, পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র একটি  
 কুজ বজ্র করে গ্রহণ করিয়া উদরে প্রবেশ পূর্বক বিমাতার গর্ভস্থিত শিশু পুত্রকে প্রণমে  
 সপ্তভাগে ছিন্ন করিয়া পরে সেই সপ্ত ভাগের প্রত্যেক ভাগকে পুনর্বার সপ্ত সপ্ত  
 ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহাতেই ত্রিদিব মধ্যে উনপঞ্চাশৎ মরুদগণ উৎপন্ন হইয়া-  
 ছিল ॥ ২৮—২৯ ॥ আরও শুনিয়াছি যে, পুরাকালে এক রাজপত্নী, সপত্নীর গর্ভবিনাশের  
 নিগিত গরল প্রদান করিয়াছিল । সেই গর্ভস্থ শিশুসন্তান বিষযুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল,  
 সেই হেতু সেই বালক পৃথিবীমধ্যে সগর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ ভর্তা  
 বাঁচিয়াছিলেন তথাপি রাজভার্য্যা কৈকেয়ী, রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে কাননে নিক্ষে-  
 পিত করিলেন, রাজা দশরথও সেই কারণেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন ॥ ৩২ ॥ মন্ত্ৰিগণ এখন  
 স্বাধীন নহেন, পূর্বে তাহারা আমার স্মদর্শনকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু

উদ্যমঃ সৰ্ব্বথা কার্য্যঃ সিদ্ধিদৈবাক্ষি জায়তে ।

উপায়ং পুত্ররক্ষার্থং করোম্যদ্য ত্বরাস্বিতা ॥ ৩৫ ॥

ইতি সঙ্কিন্ত্য সা বালা বিদল্লং চাতিমানিনম্ ।

নিপুণং সৰ্ব্বকার্য্যেষু চিন্ত্যং মন্ত্রিবরৌত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥

সমাহুয় তমেকান্তে প্রোবাচ বহুদুঃখিতা ।

গৃহীত্বা বালকং হস্তে রুদতী দীনমানসা ॥ ৩৭ ॥

পিতা মে নিহতঃ সন্ধ্যা পুত্রোহয়ং বালকস্তথা ।

যুধাজিদ্ৰবলবান্ রাজা কিং বিধেয়ং বদস্ব মে ॥ ৩৮ ॥

তামুবাচ বিদল্লোহসৌ নাত্র স্নাতব্যমেব চ ।

গমিষ্যামো বনে কামং বারাগস্তাঃ পুনঃ কিল ॥ ৩৯ ॥

তত্র মে মাতুলঃ শ্রীমান্ বর্ততে বলবত্তরঃ ।

স্বৰাহুরিতি বিখ্যাতো রক্ষিতা স ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠমনসা নগরাদবহিঃ ।

নির্গত্য রথমারুহ্য গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অবশাঃ ন স্বাধীনাঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥

বারাগস্তা বনে ইত্যশ্বয়ঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

এখন তাঁহারা যুধাজিতের বশবর্তী হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ আমার এমত শৌর্য্যশালী ভ্রাতা কেহই নাই যে আমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিতে সমর্থ হইবে, অতএব দেখিতেছি যে, এখন আমি দৈবযোগে মহৎ সঙ্কটেই পতিত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ কার্য্যসিদ্ধি, দৈবের অধীন হইলেও উদ্যোগ করা মনুষ্যগণের একান্ত কর্তব্য, যেহেতু কার্য্যের উদ্যোগ না করিলে দৈবও প্রসুপ্ত থাকেন ।) অতএব আমি সম্বরই পুত্ররক্ষার নিমিত্ত উপায় স্থির করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

মহারাজ ! সেই বালা মনোরমা এইরূপে চিন্তা করিয়া সমস্ত-কার্য্যকুশল ও মতিমান্, বিদল্ল নামক মন্ত্রিবরকে নির্জনে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে দীন মানসে বালকের হস্তধারণ পূর্ব্বক কাদিতে কাদিতে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্রিবর ! আমার পিতা রণস্থলে নিহত হইয়াছেন, এই পুত্র অত্যন্ত বালক, আর যুধাজিৎ একজন বলবান্ রাজা, এই সকল বিবেচনা করিয়া এক্ষণে আমার কি কর্তব্য তাহা আপনি বলুন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ তখন মন্ত্রিবর বিদল্ল সেই রাজপত্নী মনোরমাকে কহিলেন, এখানে অবস্থিতি করা কদাচই কর্তব্য নহে, আমরা শীঘ্রই বারাগসীর বনমধ্যে গমন করিব । তথায় স্বৰাহু নামে বিখ্যাত আমার একজন মাতুল আছেন তিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং সৈন্তবলে বলীয়ান্ তিনিই আমাদের



ইতু্যক্তা তেন সা রাজ্ঞী গম্মা লীলাবতীং প্রতি ।  
 উবাচ পিতরং দ্রষ্টুং গচ্ছাম্যদ্য স্নলোচনে ! ॥ ৪২ ॥  
 ইতু্যক্তা রথমারুহ সৈরক্ষীসংযুতা তদা ।  
 বিদল্লেন চ সংযুক্তা নিঃসৃত্য নগরাদবহিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ত্রস্তা হ্যর্ভাতিকৃপণা পিতুঃ শোকসমাকুলা ।  
 দৃষ্ট্বা যুধাজিতং ভূপং পিতরং গতজীবিতম্ ॥ ৪৪ ॥  
 সংস্কার্য চ ত্বরায়ুক্তা বেপমানা ভয়াকুলা ।  
 দিনদ্বয়েন সম্প্রাপ্তা রাজ্ঞী ভাগীরথীতটম্ ॥ ৪৫ ॥  
 নিষাদৈলুণ্ঠিতা তত্র গৃহীতং সকলং বস্তু ।  
 রথঞ্চাপি গৃহীত্বা তে নির্গতা দম্ভবঃ শঠাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 রুদতী স্নতমাদায় চারুবস্ত্রা মনোরমা ।  
 নির্যয়ো জাহ্নবীতীরে সৈরক্ষীকরলম্বিতা ॥ ৪৭ ॥  
 আরুহ চ ভয়াচ্ছীত্বমুড়ুপং সা ভয়াকুলা ।  
 তীত্বা ভাগীরথীং পুণ্যং যযৌ ত্রিকূটপর্বতম্ ॥ ৪৮ ॥

নগরান্নির্গমনোপায়মাহ যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠেতি । যুধাজিজাজস্তু দর্শনোৎকণ্ঠেতস্যা  
 ময়া দর্শনার্থং রাজ্ঞো গম্যত ইত্যভিপ্রায়ং বহির্দর্শয়িত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

পিতরং যুধাজিতম্ ॥ ৪২—৪৩ ॥

পিতরং গতজীবিতমিতি । বীরসেনঞ্চ পিতরং সংস্কার্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

রক্ষক হইবেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ আমি যেন যুধাজিৎ রাজার দর্শনের নিমিত্তই উৎকণ্ঠিত চিত্তে  
 গমন করিতেছি এইরূপ ছল করিয়া নগরের বহির্দেশে নির্গত হইয়া রথে আরোহণ পূর্বক  
 গমন করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥ বিদল্লের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী মনোরমা  
 লীলাবতীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, স্নলোচনে ! অদ্য আমি পিতা যুধাজিতকে  
 দেখিবার নিমিত্ত গমন করিব। এই বলিয়া পুত্র ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে রথে আরো-  
 হণ পূর্বক বিদল্লের সহিত মিলিত হইয়া নগরের বহির্দেশে নির্গত হইলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥  
 পিতৃশোকে সমাকুলা, ভয়সন্ত্রস্তা, কাতরা ও দীনা মনোরমা যুধাজিতের দর্শন পূর্বক পিতা  
 বীরসেনের অগ্নিসংস্কারাদি সমাধা করিয়া, ভয়ব্যাকুলচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে সত্ত্বর গমন  
 পূর্বক দুই দিনের পর ভাগীরথীর তীর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইস্থানে নিষাদগণ  
 তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং সেই শঠ দম্ভাগণ রথগানি গ্রহণ  
 পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন কেবল মনোরমার পরিধেয় সূচক বস্ত্রমাত্র  
 অবশিষ্ট রহিল, মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিণীর কর ধারণ পূর্বক জাহ্নবীর তীর-

ভারত্বাজাশ্রমং প্রাপ্তা ত্বরয়া চ ভয়াকুলা ।  
 সংবীক্ষ্য তাপসাংস্তত্র সজ্জাতা নির্ভয়া তদা ॥ ৪৯ ॥  
 মুনিনা সা ততঃ পৃষ্ঠা কাসি কশ্চ পরিগ্রহঃ ।  
 কষ্টেনাত্ৰ কথং প্রাপ্তা সত্যং ব্রুহি শুচিস্মিতে ! ॥ ৫০ ॥  
 দেবী বা মানুষী বাসি বালপুত্রা বনে কথম্ ।  
 রাজ্যভ্রষ্টেব বামোরু ! ভাসি ত্বং কমলেক্ষণে ! ॥ ৫১ ॥  
 এবং সা মুনিনা পৃষ্ঠা নোবাচ বরবর্ণিনী ।  
 রুদতী দুঃখসন্তপ্তা বিদল্লক্ণ সমাদিশৎ ॥ ৫২ ॥  
 বিদল্লস্তমুবাচেদং ধ্রুবসন্ধিনুপোত্তমঃ ।  
 তস্মৈ ভার্য্যা ধর্মপত্নী নাম্না চেয়ং মনোরমা ॥ ৫৩ ॥  
 সিংহেন নিহতো রাজা সূর্য্যবংশী মহাবলঃ ।  
 পুত্রোহয়ং নৃপতেস্তস্মৈ নাম্না চৈব স্মদর্শনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 অশ্রুতাঃ পিতাতিধর্মাত্মা দৌহিত্রার্থে মৃতো রণে ।  
 যুধাজিহ্ময়সংক্রান্তা সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥ ৫৫ ॥

ত্রিকূটপর্ব্বতং চিত্রকূটম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

কশ্চ পরিগ্রহঃ কশ্চ স্ত্রীত্যাখ্যঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

দেশে গমন করিয়া উড়ুপে আরোহণ পূর্ব্বক ভয়াকুলিত চিত্তে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর  
 পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥ সেই ভয়াকুলা দেবী  
 সত্বর গমন করিয়া মহর্ষি ভারত্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, তথায় তাপসগণকে দর্শন  
 করিয়া তাহার ভয় দূর হইল ॥ ৪৯ ॥ ভারত্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কমলেক্ষণে ! তুমি কে,  
 কাহার পত্নী, এত কষ্ট সহ করিয়া এখানে আগমন করিলে কেন ? এই সমস্ত বিষয় তুমি  
 সত্য করিয়া বল ॥ ৫০ ॥ শুচিস্মিতে ! তুমি দেবী না মানবী, তোমার পুত্রও আত শিশু,  
 তুমি এই বিজন বনমধ্যে আগমন করিলে কেন ? হে বামোরু ! তুমি যেন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ,  
 আমার এইরূপ বোধ হইতেছে ॥ ৫১ ॥ মুনিবর এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বরবর্ণিনী মনোরমা  
 দুঃখসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন স্বয়ং কিছুই বলিতে না পারিয়া বিদল্লকে তদ্বিষয়  
 নিবেদন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥ তখন বিদল্ল কহিলেন, ধ্রুবসন্ধি নামে এক  
 নরপতি কোশল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, ইনি তাঁহারই ধর্মপত্নী, ইহার নাম মনোরমা ।  
 সেই সূর্য্যবংশীয় মহাবল রাজা বনস্থলে সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন । এই বালক স্মদর্শন তাঁহারই  
 পুত্র ॥ ৫৩—৫৪ ॥ এই মনোরমার পিতা অতিশয় ধর্মশীল, তিনি দৌহিত্রের নিমিত্ত রণস্থলে  
 প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । ইনি যুধাজিহ্মের ভয়ে ভীত হইয়া বিজনবনে উপস্থিত হইয়া-

ত্বামেব শরণং প্রাপ্তা বালপুত্রা নৃপাত্মজা ।

তাতা ভব মহাভাগ ! ত্বমস্মা মুনিসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥

আৰ্ত্তস্য রক্ষণে পুণ্যং যজ্ঞাধিকমুদাহৃতম্ ।

ভয়ত্রস্তস্য দীনস্য বিশেষফলদং শ্রুতম্ ॥ ৫৭ ॥

ঋষিরুবাচ ।

নিৰ্ভয়া বস কল্যাণি ! পুত্রং পালয় শ্রুততে ! ।

ন তে ভয়ং বিশালাক্ষি ! কর্তব্যং শত্রুসম্ভবম্ ॥ ৫৮ ॥

পালয়স্ব শ্রুতং কাস্তং রাজা তেহয়ং ভবিষ্যতি ।

নাত্র দুঃখং তথা শোকঃ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা মুনিনা রাজ্ঞী স্বস্থা সা সম্ভব হ ।

উটজে মুনিনা দত্তে বীতশোকা তদাবসৎ ॥ ৬০ ॥

বিদগ্ধঃ স্বমজ্জিগং বক্তুং সমাদিশদাজ্ঞাপিতবতী ॥ ৫২—৫৫ ॥

( ত্বামেবেতি । বালপুত্রেতি বিশেষণেন যুধাজিন্ মহান্ শত্রুরস্তাঃ পিতরং নিহত্য বালকমিমং হস্তমিচ্ছুঃ বালোহয়ং তৎপ্রতিকর্ত্তুমক্ষমস্তত ইদানীং ভগবতঃ শরণাগতা মুনি-সত্তমস্তমুভয়ো রক্ষণে সমর্থোহসীতি ভাবো ব্যাক্যতে ॥ ৫৬—৫৮ ॥

মুনিরাশ্বাসয়গ্নাহ পালয়স্বেতি । অয়ং তে পুত্রো রাজা ভবিষ্যতি । অশ্রাকৃতিকমনীয়ত্বাদি নৃপতিলক্ষণত্বং দৃষ্টাহং কথয়ামীতি মহর্ষেরভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ )

ছেন ॥ ৫৫ ॥ এই নৃপতনয়ার পুত্র বালক, ইনি এক্ষণে আপনার শরণ লইতেছেন, হে মুনি-সত্তম ! আপনি ইহাঁকে পরিচালন করুন ॥ ৫৬ ॥ আৰ্ত্ত ব্যক্তিমাত্রকে রক্ষা করিলে যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ভয়ত্রস্ত ও দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে যে তাহা হইতেও বিশেষ ফল লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥

ভারদ্বাজ কহিলেন, চাকুলোচনে ! তুমি এই আশ্রমে নির্ভয়ে বাস কর, এই স্থানেই থাকিয়া তোমার পুত্রকে প্রতিপালন কর, কল্যাণি ! শত্রু হইতে তোমার কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই ॥ ৫৮ ॥ তুমি এই সুন্দর পুত্রটিকে প্রতিপালন কর ; তোমার এই পুত্র নিশ্চয়ই রাজা হইবে, আর এই আশ্রমে থাকিলে কখনই তোমার শোক বা দুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহামুনি ভারদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর রাজপত্নী মনোরমা সুস্থ হইলেন । মুনিবর, তাঁহাদিগকে পৰ্ণকুটীর প্রদান করিলে শোক পরিত্যাগ পূর্বক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ এইরূপে সেই মনোরমা মুনিবর ভারদ্বাজের আশ্রমে প্রিয়



সৈরক্ষীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ।

সুদর্শনং পালয়ানা ন্যবসৎ সা মনোরমা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
যুধাজিৎবীরসেনয়োযুদ্ধবর্ণনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সৈরক্ষীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দাসীর এবং বিদল্লের সহিত অবস্থিতি করিয়া সুদর্শনকে প্রতিপালন করিয়া বাস করিতে  
লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে যুধাজিৎ ও বীর-  
সেনের যুদ্ধ এবং মনোরমার বুনগমন বর্ণনানামক  
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

~~~~~

## ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

যুধাজিহ্বথ সংগ্রামাদগত্ৰাযোধ্যাং মহাবলঃ ।  
মনোরমাঞ্চ পপ্রচ্ছ স্মদর্শনজিঘাংসয়া ॥ ১ ॥  
সেবকান্ প্রেষয়ামাস ক গতেতি মুহূর্বদন্ ।  
শুভে দিনেহথ দৌহিত্রং স্থাপয়ামাস চাসনে ॥ ২ ॥  
মন্ত্ৰিভিষ্চ বশিষ্ঠেন মন্ত্রৈরাথর্ষগৈঃ শুভৈঃ ।  
অভিষিক্তশ্চ সম্পূর্ণৈঃ কলশৈর্জলপূরিতৈঃ ॥ ৩ ॥  
ভেরীশঙ্খনিদ্যাদৈশ্চ তুর্যাণাং চাথ নিঃস্বনৈঃ ।  
উৎসবস্তু নগর্যাং বৈ সম্ভুব কুরুবহ ! ॥ ৪ ॥  
বিপ্রাণাং বেদপাঠৈশ্চ বন্দিনাং স্তুতিভিস্তথা ।  
অযোধ্যা মুদিতেনাসীজ্জয়শব্দৈঃ স্মমঙ্গলৈঃ ॥ ৫ ॥  
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা স্তুতিবাদিত্রিনিঃস্বনা ।  
নবে তস্মিন্মহীপালে পূর্বভৌ নূতনেন সা ॥ ৬ ॥

যষ্টিশ্লোকৈর্যুধাজিহ্ব স্মদর্শনজিঘাংসয়া ।

ভারত্বাজাশ্রমে প্রাপ্ত ইতি সমাগিহোচ্যতে ।

ভারত্বাজাশ্রমে মনোরমায়াং গতায়ামনস্তরং জাতং বৃত্তমাহ যুধাজিহ্বথেনি । মনোরমাং চকারান্তপুলক ॥ ১—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, যুদ্ধ ভয়ের পর মহারাজ যুধাজিৎ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রাম স্থল হইতে অযোধ্যা নগরীতে গমন করিয়া স্মদর্শনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে মনোরমা ও স্মদর্শন কোথায় রহিয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ তাহারা কোথায় গেল, মুহূর্ত্ত এইরূপ বলিয়া তাহাদিগের অন্বেষণের নিমিত্ত সেবকগণকে প্রেরণ করিলেন । অনন্তর, শুভদিনে নিজ দৌহিত্রকে রাজ্যাসনে স্থাপন করিলেন ॥ ২ ॥ মন্ত্ৰিগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠ অভিষেক কার্যে নিয়োজিত হইয়া অথর্ষবেদোক্ত মঙ্গলপ্রদ মন্ত্রে সংস্কৃত বারিপূরিত পূর্ণকলস দ্বারা শক্রজিৎকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩ ॥ কুরুবর ! সেই সময় শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, চতুর্দিকে ভেরী ও তুর্য্য বাদ্যের ধ্বনি হইতে লাগিল এবং নগরী মধ্যে মহান্ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণদিগের বেদপাঠ, বন্দিগণের স্তুতিপাঠ এবং মঙ্গল সূচক জয়-শব্দ দ্বারা অযোধ্যাপুরী যেন আছাদে পুলকিত হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥ নব ভূপতি শক্রজিৎ রাজসিংহাসনে

কেচিৎ সাধুজনা যে বৈ চক্রুঃ শোকং গৃহে স্থিতাঃ ।  
 স্মদর্শনং বিচিস্ত্যাদ্য ক গতোহসৌ নৃপাত্মজঃ ॥ ৭ ॥  
 মনোরমাতিসাধ্বী সা ক গতা স্মতসংযুতা ।  
 পিতাস্তা নিহতঃ সম্বে রাজ্যলোভেন বৈরিণা ॥ ৮ ॥  
 ইত্যেবং চিস্ত্যমানাস্তে সাধবঃ সমবুদ্ধয়ঃ ।  
 অতিষ্ঠন্দুঃখিতাস্তত্র শত্রুজিহ্মশবর্তিনঃ ॥ ৯ ॥  
 যুধাজিদপি দৌহিত্রং স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ ।  
 রাজ্যঞ্চ মন্ত্রিসাং কৃত্বা চলিতঃ স্বাং পুরীং প্রতি ॥ ১০ ॥  
 শ্রুত্বা স্মদর্শনং তত্র মুনীনাশ্রমে স্থিতম্ ।  
 হস্তকামো জগামাশু চিত্রকূটং স পর্বতম্ ॥ ১১ ॥  
 নিষাদাধিপতিং শূরং পুরস্কৃত্য বলাভিধম্ ।\*  
 দুর্দর্শাখ্যমগাদাশু শৃঙ্গবেরপুরাধিপম্ ॥ ১২ ॥  
 শ্রুত্বা মনোরমা তত্র বভূবাতিসুদুঃখিতা ।  
 আগচ্ছন্তুং বালপুত্রা ভয়ার্তা সৈন্যসংযুতম্ ॥ ১৩ ॥

পূর্নগরী নূতনেব বভৌ ॥ ৬—৮ ॥

( সমবুদ্ধয়ঃ সর্বভূতেষু সমদর্শিন ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১২ ॥

আরোহণ করিলে প্রজাগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চতুর্দিকে স্তুতিধ্বনি ও বাদিত্র নিশ্বন  
 হইতে লাগিল, ইহাতে অযোধ্যানগরী নবীনার জ্বাশ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥  
 মহারাজ ! অযোধ্যানগরীতে এরূপ উৎসব হইলেও কোন কোন সাধু ব্যক্তি ঘরে বসিয়া  
 স্মদর্শনের স্মরণ পূর্বক শোক করিতে লাগিলেন, হায় ! সেই রাজপুত্র কোথায় গেল, সেই  
 সাধ্বী রাজপত্নী মনোরমাই বা পুত্রের সহিত কোথায় গমন করিল ; আহা ! বৈরিগণ  
 রাজ্যলোভে তাহার পিতাকেও রণস্থলে বিনাশ করিয়াছে ॥ ৭—৮ ॥ সর্বজীবে সমদর্শী  
 সাধুগণ এইরূপ চিন্তাযুক্ত, দুঃখিত ও শত্রুজিতের বশবর্তী হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৯ ॥ যুধাজিৎও দৌহিত্রকে বিধিপূর্বক রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া মন্ত্রিগণের  
 প্রীতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক স্বীয় পুরীর অভিযুখে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর, যুধাজিৎ শ্রবণ করিলেন যে স্মদর্শন মুনিগণের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে ।  
 তখন তিনি সত্বর চিত্রকূট পর্বতে যাত্রা করিয়া বলনামক নিষাদপতিকে সঙ্গে লইয়া দুর্দর্শ  
 নামক শৃঙ্গবের পতির নিকট সত্বর গমন করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ যুধাজিৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে  
 আগমন করিতেছেন মনোরমা ইহা শ্রবণ করিয়া এবং আপনার পুত্রটি বালক এই ভাবিয়া



তমুবাচাতিশোকাকর্ষা মুনিং সাক্ষবিলোচনা ।  
 কিং করোমি ক গচ্ছামি যুধাজিৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥  
 পিতা মে নিহতোহনেন দৌহিত্রো ভূপতিঃ কৃতঃ ।  
 স্তুতং মে হস্তকামোহত্র সমায়াতি বলাস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥  
 পুরা শ্রুতং ময়া স্বামিন্ ! পাণ্ডবা বৈ বনে স্থিতাঃ ।  
 মুনীনামাশ্রমে পুণ্যে পাঞ্চাল্যা সহিতাস্তদা ॥ ১৬ ॥  
 গতাস্তে যুগয়াং পার্থা ভ্রাতরঃ পঞ্চ এব তে ।  
 দ্রৌপদী সংস্থিতা তত্র মুনীনামাশ্রমে শুভে ॥ ১৭ ॥  
 ধৌম্যোহত্রির্গালবঃ পৈলো জাবালির্গৌতমো ভৃগুঃ ।  
 চ্যবনশ্চাত্রিগোত্রশ্চ কণুশ্চৈব জতুঃ ক্রতুঃ ॥ ১৮ ॥  
 বীতিহোত্রঃ স্তমস্তুশ্চ যজ্ঞদত্তোহথ বৎসলঃ ।  
 রাশাসনঃ কহোড়শ্চ যবক্রীর্ষজ্জকুৎ ক্রতুঃ ॥ ১৯ ॥  
 এতে চান্ধে চ মুনয়ো ভারদ্বাজাদয়ঃ শুভাঃ ।  
 বেদপাঠযুতাঃ সর্বৈ সংস্থিতাশ্চাশ্রমে স্থিতাঃ ॥ ২০ ॥  
 দাসীভিঃ সহিতা তত্র যাজ্ঞসেনী স্থিতা মুনৈ ! ।  
 আশ্রমে চারুসর্ব্বান্ধী নির্ভয়া মুনিসংহতে ॥ ২১ ॥  
 পার্থা যুগানুগাস্তাবৎ প্রযাতাশ্চ বনাদ্বনম্ ।  
 ধনুর্বাণধরা বীরাঃ পশ্চৈব শত্রুতাপনাঃ ॥ ২২ ॥

বালো বাসকঃ পুত্রো বস্তা এতেন রক্ষকাভাবত্বং সূচিতম্ ॥ ১৩—২০ ॥)

অত্যন্ত দুঃখিত ও ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং অতিশয় শোকাকর্ষ হইয়া সাক্ষপূর্ণলোচনে  
 কহিতে লাগিলেন, ঋষিবর ! যুধাজিৎ এখানে সসৈন্তে আগমন করিতেছেন, আমি এখন কি  
 করি এবং কোথায় বা যাই ॥ ১৩—১৪ ॥ তিনি আগার পিতাকে নিহত করিয়া আপন  
 দৌহিত্রকে রাজা করিয়াছেন, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আমার এই শৈশব পুত্রকে বিনাশ  
 করিবার নিমিত্ত সৈন্ত সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ প্রভো ! আমি  
 শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে পাণ্ডবগণ বন গমন করিয়া মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে দ্রৌপদীর সহিত  
 বাস করিয়াছিলেন, একদিন তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতার একেবারেই যুগয়া করিতে গমন  
 করিলে, পাঞ্চালরাজতনয়া দ্রৌপদী, বেদপাঠে নিরত ধৌম্য, অত্রি, গালব, পৈল,  
 জাবালি, গৌতম, ভৃগু, চ্যবন, অত্রিগোত্র কণু, জতু, ক্রতু, বীতিহোত্র, স্তমস্তু, যজ্ঞদত্ত,  
 বৎসল, রাশাসন, কহোড়, যবক্রী, যজ্ঞকুৎ ও ক্রতু এবং অস্ত্রাস্ত্র পুণ্যায়ী ও মহায়া

তাবৎ সিদ্ধপতিঃ শ্রীমাদ্ভাগেশো বলসংযুতঃ ।  
 আগতশ্চাশ্রমাত্যাসে শ্রদ্ধা তু নিগমধ্বনিম্ ॥ ২৩ ॥  
 শ্রদ্ধা বেদধ্বনিং রাজা মুনীনাং ভাবিতান্নাম্ ।  
 উত্ততার রথাত্তূর্ণং দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া নৃপঃ ॥ ২৪ ॥  
 যদা নিরগমত্তত্র ভূত্যদ্বয়সমস্থিতঃ ।  
 বেদপাঠযুতান্ বীক্ষ্য মুনীনুদ্যমসংস্থিতঃ ॥ ২৫ ॥  
 কৃতাজ্জলিপুটঃ স্বামিন্ ! সংস্থিতোহথ জয়দ্রথঃ ।  
 আশ্রমে মুনিভির্জুষ্টে ভূপতিঃ সংবিবেশ হ ॥ ২৬ ॥  
 তত্রোপবিষ্টং রাজানং দ্রষ্টুকামাঃ স্ত্রিয়স্তদা ।  
 আয়ুর্শ্মুনিভার্য্যাশ্চ কোহয়মিত্যবুভুপম্ ॥ ২৭ ॥  
 তাসাং মধ্যে বরারোহা যাজ্ঞসেনী সমাগতা ।  
 জয়দ্রথেন দৃষ্টা সা রূপেণ শ্রীরিবাপরা ॥ ২৮ ॥  
 তাং বিলোক্যাসিতাপাঙ্গীং দেবকন্ত্যামিবাপরাম্ ।  
 পপ্রচ্ছ নৃপতির্ধোম্যং কেয়ং শ্যামা বরাননা ॥ ২৯ ॥

বলাভিধং নিষাদাধিপতিং শৃঙ্গবেরপুরাধিপং হৃদর্শনাখ্যং পুরস্কৃত্য রাজাগাদিত্যর্থঃ ॥ ২১-২৫ ॥

ভারদ্বাজাদি ঋষিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রমে দাসীগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ১৬—২১ ॥ এদিকে শত্রুবিনাশন মহাবীর পার্থগণ যখন ধনুর্ঝাণ ধারণ পূর্বক  
 যুগগণের অনুসরণ করিয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমান্  
 সিদ্ধপতি জয়দ্রথ সৈন্তসহিত আশ্রমমার্গে গমন করিতে করিতে, বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া  
 আশ্রম সন্নিধানে আগমন করিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ সেই নরপতি পবিত্রাত্মা মহর্ষিগণের  
 বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত সজ্জর রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ২৪ ॥  
 তখন তিনি দুইটিমাত্র ভূত্য সঙ্গে করিয়া মুনিগণের সন্নিধানে গমন পূর্বক তাঁহাদিগকে  
 বেদপাঠে নিরত অবলোকন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবসর প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন ।  
 প্রভো ! রাজা জয়দ্রথ এইরূপে মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক সেই স্থানে উপবিষ্ট  
 হইলে পর মুনিপত্নীগণ, এ ব্যক্তি কে, ইহা জিজ্ঞাসা করত সেই রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত  
 তথায় আগমন করিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥ তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যাদী যাজ্ঞসেনীও আগমন  
 করিলে জয়দ্রথ দ্বিতীয়া কমলার স্তায় তাঁহাকে দর্শন করিলেন ॥ ২৮ ॥ জয়দ্রথ দেবকন্তার  
 স্তায় কান্তিমতী সেই অসিতাপাঙ্গী রাজতনয়াকে দর্শন করিয়া মহর্ষি ধোম্যকে জিজ্ঞাসা  
 করিলেন, সৌম্য ! মনোরমা শ্যামা ও কমলাননা এই অঙ্গনা কে ? ইনি কাহার ভার্য্যা বা  
 কাহার তনয়া, ইহার নামই বা কি ? আহা ! ইহার রূপলাবণ্য দর্শনে বোধ হয় যেন

ভাৰ্য্যা কশ্চ স্তুতা কশ্চ নাম্না কা বরবৰ্ণিনী ।  
 রূপলাবণ্যসংযুক্তা শচীৰ বসুধাং গতা ॥ ৩০ ॥  
 বৰ্বরুবনমধ্যস্থা লবঙ্গলতিকা যথা ।  
 রাক্ষসীবৃন্দগা নুনং রন্তেবাভাতি ভামিনী ॥ ৩১ ॥  
 সত্যং বদ মহাভাগ ! কশ্চৈয়ং বল্লভাবলা ।  
 রাজপত্নী বচাভাতি নৈষা মুনিবধূর্ষিজ ! ॥ ৩২ ॥

ধোম্য উবাচ ।

পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভাৰ্য্যা দ্রৌপদী শুভলক্ষণা ।  
 পাঞ্চালী সিদ্ধুরাজেন্দ্র ! বসত্যত্র বরাশ্রমে ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ উবাচ ।

ক্ৰ গতাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ শূরাঃ সম্প্রতি বিশ্রুতাঃ ।  
 বসন্ত্যত্র বনে বীরা বীতশোকা মহাবলাঃ ॥ ৩৪ ॥

ধোম্য উবাচ ।

মৃগয়ার্থং গতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবা রথসংস্থিতাঃ ।  
 আগমিষ্যন্তি মধ্যাহ্নে মৃগানাদায় পার্থিবাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মা উদতিষ্ঠদমৌ নৃপঃ ।  
 দ্রৌপদীসন্নিধৌ গত্বা প্রণমোদমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

স্বামিন্ ! হে ভারদ্বাজ ! ॥ ২৬—২৭ ॥

( তাসাং মুনিপত্নীনাম্ । যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী ॥ ২৮—৩০ ॥ )

বৰ্বরুঃ কণ্টকবৃক্ষাঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

শচীদেবী অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৯—৩০ ॥ এই ভামিনী কণ্টক বৃক্ষের মধ্যস্থিত লবঙ্গলতিকার ত্রায় এবং রাক্ষসী বৃন্দের মধ্যগতা রস্তার ত্রায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৩১ ॥ মহাভাগ ! আপনি সত্য করিয়া বলুন এই অবলা কাহার প্রেয়সী ? হে ষিজ ! আমার বোধ হইতেছে ইনি মুনিবধু নহেন কোনও রাজার বনিতা হইবেন ॥ ৩২ ॥

ধোম্য কহিলেন, সিদ্ধুরাজ ! এই শুভলক্ষণা অঙ্গনা, পাঞ্চালরাজার তনয়া দ্রৌপদী, ইনি পাণ্ডবগণের ভাৰ্য্যা, এক্ষণে এই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ কহিলেন, সেই সৰ্ব্বত্র বিখ্যাত শৌৰ্য্যবীৰ্য্য-সম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন, তাহারা বিগত শোক হইয়া এই বনেই কি বাস করিতেছেন ? ॥ ৩৪ ॥

ধোম্য কহিলেন, সিদ্ধুরাজ ! পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র রথে আরোহণ পূৰ্ব্বক মৃগয়ার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন, তাহারা মধ্যাহ্ন সময়ে মৃগ লইয়া আগমন করিবেন ॥ ৩৫ ॥ মুনিবরের সেই



কুশলন্তে বরারোহে ! ক গতাঃ পতয়শ্চ তে ।  
 একাদশ গতান্যদ্য বর্ষাণি চ বনে কিল ॥ ৩৭ ॥  
 দ্রৌপদী তু তদোবাচ স্বস্তি তেহস্ত নৃপাশ্রজ ! ।  
 বিশ্রমস্বাশ্রমাভ্যাসে ক্ৰণাদায়াস্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 এবং ব্রবন্ত্যাং তস্মাস্তু লোভাবিক্টঃ স ভূপতিঃ ।  
 জহার দ্রৌপদীং বীরোহনাদৃত্য মুনিসত্তমান্ ॥ ৩৯ ॥  
 কস্মচিন্নৈব বিশ্বাসঃ কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্বথা বুধৈঃ ।  
 কুৰ্ব্বন্ দুঃখমবাপ্নোতি দৃষ্টান্তস্তত্র বৈ বলিঃ ॥ ৪০ ॥  
 বিরোচনমৃতঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মিষ্ঠঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
 যজ্ঞকর্ত্তা চ দাতা চ শরণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৪১ ॥  
 নাধর্ম্মে নিরতঃ কাপি প্রহ্লাদশ্চ চ পৌত্রকঃ ।  
 একোনশতযজ্ঞান্ বৈ স চকার সদক্ষিণান্ ॥ ৪২ ॥  
 সত্বমূর্ত্তিঃ সদা বিষ্ণুঃ সেব্যঃ স যোগিনামপি ।  
 নির্বিকারোহপি ভগবান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥

( বনে বসতাং পাণ্ডবানাং একাদশ বর্ষাণি গতানি । অতঃ পাণ্ডবা হি অতিদুর্ভাগ্যা ইতি স্মৃতিতম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

লোভাকৃষ্টঃ কোহপি ন বিশ্বসনীয় ইত্যত আহ কস্মচিন্নৈবেতি ॥ ৪০—৪৮ ॥ )

বাক্য শ্রবণে সিদ্ধুরাজ উঠিয়া দ্রৌপদীর সন্নিধানে গমন পূর্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, বর-  
 বর্ষিণি ! আপনার মঙ্গল ত ? আপনার বল্লভগণ কোথায় গমন করিয়াছেন ? অদ্য একাদশ  
 বৎসর গত হইল আপনারা বনমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ তখন দ্রৌপদী কহিলেন,  
 রাজপুত্র ! তোমার মঙ্গল হউক তুমি আশ্রম সন্নিধানে ক্রণকাল অপেক্ষা কর পাণ্ডবগণ  
 এখনি আগমন করিবেন ॥ ৩৮ ॥ পাঞ্চালী এই কথা বলিলে সেই বীর্য্যবান্ রাজা লোভাবিক্ট  
 হইয়া মুনিসত্তমগণকে অনাদর করত দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ প্রভো ! কাহার  
 প্রতি কোনও প্রকারে বিশ্বাস করা বুধগণের কৰ্ত্তব্য নহে, যদি কেহ কখন করেন তবে  
 তিনি অবশ্যই দুঃখে পতিত হইবেন, বলিরাজাই এই বিষয়ের প্রবল দৃষ্টান্তস্থল । বিরোচনের  
 পুত্র শ্রীমান্ ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞকর্ত্তা, দাতা, শরণ্য সাধুজনের সম্মত এবং মহাযোদ্ধা ছিলেন,  
 তাহার মন কখন অধর্ম্ম পথে গমন করিত না, তিনি নবনবতি সংখ্যক সদক্ষিণ যজ্ঞ  
 সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪০—৪২ ॥ কিন্তু, যোগিগণ সততই বাহার সেবা করিয়া থাকেন  
 সেই সত্বমূর্ত্তি নির্বিকার ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাদিগের কার্য্য সাধনার্থ, কপট বামনরূপে  
 কশ্চপ ঋষি হইতে উৎপন্ন হইয়া, হলপূর্বক তাঁহার রাজ্য এবং সমাগরা পৃথিবী হরণ

কশ্চপাচ্চ সমুদ্ভূতো বিষ্ণুঃ কপটবামনঃ ।  
 রাজ্যহ্মলেন হৃতবান্ মহীকৈব সমাগরাম্ ॥ ৪৪ ॥  
 সোহভবৎ সত্যবাগ্রাজা বলিকৈরোচনিস্তদা ।  
 কপটং কৃতবান্ বিষ্ণুরিন্দ্রার্থে তু ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 অন্যঃ কিং ন করোত্যেবং কৃতং বৈ সত্ত্বমূর্তিনা ।  
 বামনং রূপমাস্থায় যজ্ঞপাতং\* চিকীর্ষতা ॥ ৪৬ ॥  
 ন চ বিশ্বসিতব্যং বৈ কদাচিৎ কেনচিত্তথা ।  
 লোভশ্চেতসি চেৎ স্বামিন্ ! কীদৃক্ পাপকৃতং ভয়ম্ ॥ ৪৭ ॥  
 লোভাহতাঃ প্রকুৰ্বন্তি পাপানি প্রাণিনঃ কিল ।  
 পরলোকাদুয়ং নাস্তি কশ্চচিৎ কহিচ্চিন্মুনে ! ॥ ৪৮ ॥  
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা পরস্বাদানহেতুতঃ ।  
 প্রপতন্তি নরাঃ সম্যগ্ লোভোপহতচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥  
 দেবানারাদ্য সততং বাঙ্কন্তি চ ধনং নরাঃ ।  
 ন দেবাস্তুৎ করে কৃত্বা সমর্থ্য দাতুমঞ্জসা ॥ ৫০ ॥  
 অন্যস্থানীয় তে বিত্তং প্রযচ্ছন্তি মনীষিতম্ ।  
 বাণিজ্যেনাথ দানেন চৌর্য্যেণাপি বলেন বা ॥ ৫১ ॥

---

প্রপতন্তি নরকে ইতি শেষঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

---

করিয়াছিলেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥ প্রভো ! আমি শ্রবণ করিয়াছি সেই বিরোচনভনয় সদাশয়  
 রাজা, অঙ্গীকৃত প্রদানপুরঃসর সত্যবাদী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু কপটাচার করিয়া ইন্দ্রের  
 অতীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ যজ্ঞ ব্যাঘাত করিবার বাসনায় বামনরূপ ধারণ  
 পূৰ্ব্বক সত্ত্বমূর্তি বিষ্ণুই যদি এরূপ কার্য্য করিলেন, তবে অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি যে সেইরূপ  
 কার্য্য করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৪৬ ॥ অতএব কোনও প্রকারে কদাচিৎ  
 কাহাকেও বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে, প্রভো ! যাহার চিত্তে লোভ বিদ্যমান রহিল, তাহার  
 আবার পাপের ভয় কি ? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর ! প্রাণিগণ লোভে আবিষ্ট হইয়াই পাপকার্য্যের  
 অনুষ্ঠান করিয়া থাকে কখন কাহারও পরলোকে ইষ্টানিষ্টের ভয় হয় না । মানবগণ লোভ  
 হেতু সম্যকরূপে অভিভূতচিত্ত হইয়া বাক্য, কৰ্ম্ম ও মানস দ্বারা পরস্ব গ্রহণ পূৰ্ব্বক  
 পাতিত্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেখুন, নরগণ নিয়তই দেবতার আরাধনা করিয়া ধন  
 কামনা করে, কিন্তু দেবতাগণ তাহা হস্ত দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে সমর্থ হন না,

বিক্রয়ার্থং গৃহীত্বা চ ধান্যবস্ত্রাদিকং বহু ।  
 দেবানর্চয়তে বৈশ্ণো মহর্ষির্মে ভবেদिति ॥ ৫২ ॥  
 অত্র কিং পরবিত্তেচ্ছা বাগিজ্যে ন পরস্তপ ! ।  
 গ্রহণকালে সম্প্রাপ্তে মহার্ঘঞ্চাপি কাঙ্ক্ষতি ॥ ৫৩ ॥  
 এবং হি প্রাণিনঃ সর্কে পরস্বাদানতৎপরাঃ ।  
 বর্তন্তে সততং ব্রহ্মন্ ! বিশ্বাসঃ কীদৃশঃ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 যথা তীর্থং যথা দানং যথাধ্যয়নমেব চ ।  
 লোভমোহরতানাং বৈ কৃতং তদকৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥  
 তস্মাদেনং মহাভাগ ! বিসর্জয় গৃহং প্রতি ।  
 সপুত্রাহং বসিষ্যামি জানকীব দ্বিজোত্তম ! ॥ ৫৬ ॥  
 ইত্যুক্তোহসৌ মুনিস্তাবদগত্বা যুধাজিতং নৃপম্ ।  
 উবাচ বচনং রাজ্ঞে ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৭ ॥

সর্কে। ব্যবহারে। লোভমূলক এবেতি দর্শয়তি অন্তঃস্থানীয় তে ইতি । তে দেবা অন্তঃস্থ  
 পুরুষস্ত বিত্তমানীয় তেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি মনীষিতং ধনং বাগিজ্যাদিব্যবহারেণ বা তস্মাদেবা  
 অপি পরস্বাদানতৎপরা এবৈত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

তাঁহারা ইহা বাগিজ্য, দান, চৌর্য্য বা বলাদি দ্বারা অন্তের নিকট হইতে আনয়ন পূর্ব্বক  
 প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫১ ॥ বৈশ্ণগণ বহুতর ধান্য বস্ত্রাদি বিক্রয়ের নিমিত্ত গ্রহণ  
 পূর্ব্বক আমার মহৎ ঋদ্ধিলাভ হইবে ভাবিয়া দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥  
 হে সংযতাত্মন! এই বাগিজ্য বিষয়ে কি পর ধন গ্রহণেচ্ছা নাই? অবশ্যই আছে। আরও  
 আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগের নিকট হইতে লোকগণের যে সময় দ্রব্য ক্রয়  
 করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহারা এই দ্রব্য মহার্ঘ হউক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া  
 থাকে ॥ ৫৩ ॥ হে তপোধন! এইরূপে সকল প্রাণিগণ পর ধন গ্রহণের নিমিত্ত তৎপর  
 হয়, তবে তাহাদিগের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ॥ ৫৪ ॥ তাহারা  
 লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন, তাহাদের তীর্থ পর্য্যটন, ধনাদি দান ও বেদাদি অধ্যয়ন সমস্তই  
 বিফল হয়, যদিও তাহারা তীর্থাদি করিয়া থাকেন, তথাপি তৎসমস্তই অকৃতের ভ্রায়  
 হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥ অতএব হে মহাভাগ! আপনি যুধাজিৎকে গৃহের প্রতি প্রতি-  
 নিবৃত্ত করুন, তাহা হইলে আমি পুত্রের সহিত এই স্থানে জানকীর ভ্রায় অবস্থিতি  
 করিব ॥ ৫৬ ॥

মনোরম এইরূপ নিবেদন করিলে তেজঃশালী মহর্ষি ভারদ্বাজ যুধাজিতের নিকট গমন  
 পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি নিজপুরে অথবা যথা ইচ্ছা গমন কর, মনোরমার পুত্র



গচ্ছ রাজন্ ! যথাকামং স্বপূরং নৃপসত্তম ! ।

নেয়ং মনোরমাভ্যেতি বালপুত্রা স্ফুটঃখিতা ॥ ৫৮ ॥

যুধাজিহ্ববাচ ।

মুনে ! মুঞ্চ হৃষ্ঠং সৌম্য ! বিসর্জয় মনোরমাম্ ।

ন চ যাস্ত্যাম্যহং যুক্ত্বা নেম্যাম্যদ্য বলাৎ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥

ঋষিরুবাচ ।

নয়স্ব যদি শক্তিস্তে বলেনাদ্য মমাপ্রমাৎ ।

বিশ্বামিত্রো যথা ধেনুং বশিষ্ঠস্ত মুনেঃ পুরা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সুদর্শনহননেচ্ছয়া যুধাজিতো ভারদ্বাজাপ্রমগমনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

গ্রহণকাল ইতি । যস্মাদ্ভাবৎপরিমিতং বাধুর্ষিকং গ্রাহং তস্মাস্তদপেক্ষয়াধিকং  
কাজ্জতি ॥ ৫৩—৫৯ ॥

বিশ্বামিত্র ইতি । স যথা নীতবাংস্তথা স্বং নয় । তস্ত গতিবন্তুবাপি গতির্ভবিষ্যতীতি  
তাৎপর্যম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

বালক, সেই রাজহুহিতা অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, অতএব সে এখন তোমার নিকট  
আসিতে পারিবে না ॥ ৫৭—৫৮ ॥

যুধাজিৎ কহিলেন, হে সৌম্য ! আপনি হৃষ্টকারিতা পরিত্যাগ করিয়া মনোরমাকে  
প্রদান করুন ; আমি তাহাকে কখনই ছাড়িয়া যাইব না, যদি সহজে প্রদান না করেন,  
তাহা হইলে আমি বলপূর্বক লইয়া যাইব ॥ ৫৯ ॥ ঋষি কহিলেন, মহারাজ ! যদি তোমার  
শক্তি থাকে তবে, পুঙ্খ যেমন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম হইতে ধেনু হরণ করিয়াছিল,  
সেইরূপ তুমিও আমার আশ্রম হইতে বলপূর্বক মনোরমাকে লইয়া যাও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-

বতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে সুদর্শনের হননেচ্ছায়

যুধাজিতের ভারদ্বাজাপ্রমে গমন নামক ষোড়শ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য মুনেন্তজাবনীপতিঃ ।

মস্ত্রিবৃদ্ধং সমাহুয় পপ্রচ্ছ তমতচ্ছিতঃ ॥ ১ ॥

কিং কৰ্তব্যং শ্রবুন্ধেহত্র ময়াদ্য বদ শ্রুত ! ।

বলাময়ামি তাং কামং সপুত্রাঞ্চ শ্রভাষিণীমু\* ॥ ২ ॥

রিপুরল্লোহপি নোপেক্যঃ সৰ্বথা শুভমিচ্ছতা ।

রাজযক্ষ্মেব সম্বৃদ্ধো মৃত্যবে পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩ ॥

নাত্র সৈশ্চ ন যোদ্ধাস্তি যো মামত্র নিবারয়েৎ ।

গৃহীত্বা হস্মি তং তত্র দৌহিত্রশ্চ রিপুং কিল ॥ ৪ ॥

নিষ্কণ্টকং ভবেজ্জ্যোং যতাম্যদ্য বলাদহম্ ।

হতে শ্রদর্শনে নুনং নির্ভয়োহসৌ ভবেদिति ॥ ৫ ॥

দ্বিবিট্লোকবর্ধেস্ত বিবামিত্রকথোত্তরম্ ।

কামবীজস্ত সপ্তাণী রাজপুত্রস্ত কথ্যতে ।

মুনিবাক্যশ্রবণোত্তরং রাজা যৎকৃতবাংস্তদাহ ইত্যাকর্ণোতি । অবনীপতিযুধাজিৎ ॥১॥

শ্রমতমাহ নয়ামি নেষ্যামি ॥ ২—৩ ॥

হস্মি হনিষ্যামি ॥ ৪ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধাজিৎ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার দৃঢ়তার কথা বুঝিতে পারিয়া শীঘ্রই প্রধান বৃদ্ধমস্ত্রিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবুদ্ধে ! এখন আমার কৰ্তব্য কি ? আমি সেই শ্রভাষিণী মনোরমাকে পুত্রের সহিত বলপূৰ্ব্বক লইয়া যাইতে চাই, কারণ আত্মহিতাভিলাষী মানবগণ ক্রুদ্ধ রিপুকেও উপেক্ষা করিবে না, যদি করে তাহা হইলে সেই ক্রুদ্ধ বৈরিও রাজযক্ষ্মার আয় সম্যক্রূপে বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥ আর দেখুন, এখানে সৈশ্চও নাই যোদ্ধাও নাই, অতএব আমাকে কেহই বাধা দিতে সমর্থ হইবে না, আমি যথেষ্টরূপে দৌহিত্রশত্রুকে গ্রহণ করিয়া বিনাশ করিতে পারিব ॥ ৪ ॥ অদ্য আমি তাহাকে বলপূৰ্ব্বক গ্রহণ করিতে যত্ন করিব কারণ, শ্রদর্শন হত হইলে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে এবং আমার দৌহিত্রও নির্ভয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

## প্রধান উবাচ ।

সাহসং ন হি কর্তব্যং শ্রুতং রাজমুনৈর্কচঃ ।  
 বিশ্বামিত্রশ্চ দৃষ্টান্তঃ কথিতস্তেন মারিষ ! ॥ ৬ ॥  
 পুরা গাধিন্মৃতঃ শ্রীমান্ বিশ্বামিত্রোহতিবিশ্রুতঃ ।  
 বিচরন্ স নৃপশ্রেষ্ঠো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যগাৎ ॥ ৭ ॥  
 নমস্কৃত্য চ তং রাজা বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ।  
 উপবিষ্টো নৃপশ্রেষ্ঠো মুনিনা দত্তবিষ্ণুরঃ ॥ ৮ ॥  
 নিমন্ত্রিতো বশিষ্ঠেন ভোজনায় মহাত্মনা ।  
 সসৈন্যশ্চ স্থিতো রাজা গাধিপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৯ ॥  
 নন্দিয়াসাদিতং সর্বং ভক্ষ্যভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ ।  
 ভুক্ত্বা রাজা সসৈন্যশ্চ বাহ্লিতং তত্র ভোজনম্ ॥ ১০ ॥  
 প্রতাপং তঞ্চ নন্দিয়াঃ পরিজ্ঞায় স পার্থিবঃ ।  
 যযাচে নন্দিনীং রাজা বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ১১ ॥

---

যতামি যত্নং করিষ্যামি ॥ ৫ ॥

রাজ্ঞো মতস্ত প্রবণাত্তরং মন্ত্রী মুনিনা বিশ্বামিত্রশ্চ দৃষ্টান্ত উক্তস্তদতিপ্রায়মূপবর্ণ্য রাজানং  
 সাহসান্নিবারয়তীত্যাহ সাহসমিতি ॥ ৬ ॥

দৃষ্টান্তমূপপাদয়ন্ দৃষ্টান্তোক্তেরভিপ্রায়মাহ পুরেতি । গাধিরাজশ্চ মৃতঃ ॥ ৭ ॥

মুনিনা বশিষ্ঠেন ॥ ৮—৯ ॥

নন্দিয়াসাদিতং নন্দিয়া কামধুকৃত্য স্বস্তনেভ্যো নিকাশ্য দত্তং বাহ্লিতং যন্ত যদপেক্ষিতং  
 তৎ ॥ ১০—১১ ॥

---

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আপনার সাহস করা কর্তব্য নহে, আপনি ত মুনি-  
 বরের বাক্য শ্রবণ করিলেন ; ইনি আপনাকে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক কহিয়া-  
 ছেন ॥ ৬ ॥ মহারাজ ! পূর্বে গাধিরাজের পুত্র বিশ্বামিত্র অতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন,  
 একদিন সেই নৃপবর ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭ ॥  
 প্রতাপাবিত রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে প্রণাম করিলে ঋষিবর তাঁহাকে উপবেশনার্থ আসন  
 প্রদান করিলেন, রাজাও তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর মহাত্মা বশিষ্ঠ, তাঁহাকে  
 ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে সেই মহাযশা গাধিপুত্র সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি  
 করিলেন ॥ ৯ ॥ বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে একটি ধেনু ছিল, ঋষিবর তাঁহার দুগ্ধ হইতে সমস্ত  
 খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন, রাজা সমস্ত সৈন্যের সহিত সেই স্নিগ্ধ  
 ভোজনীয় দ্রব্য সকল ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং নন্দিনীর ঐতাব জানিতে  
 পারিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট নন্দিনীকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, মুনিবর ! যে সকল



বিশ্বামিত্র উবাচ ।

মুনে ! ধেনুসহস্রং তে ঘটোগ্রীনাং দদাম্যহম্ ।  
নন্দিনীং দেহি মে ধেনুং প্রার্থয়ামি পরম্পর ! ॥ ১২ ॥  
বশিষ্ঠ উবাচ ।

হোমধেনুরিয়ং রাজস্ব দদামি কথঞ্চন ।  
সহস্রঞ্চাপি ধেনুনাং তবেদং তব তিষ্ঠতু ॥ ১৩ ॥  
বিশ্বামিত্র উবাচ ।

অযুতং বাথ লক্ষং বা দদামি মনসেঙ্গিতম্ ।  
দেহি মে নন্দিনীং সাধো ! গ্রহীষ্যামি বলাদধ ॥ ১৪ ॥  
বশিষ্ঠ উবাচ ।

কামং গৃহাণ নৃপতে ! বলাদদ্য যথাকুচি ।  
নাহং দদামি তে রাজন্ ! স্বেচ্ছয়া নন্দিনীং গৃহাণ ॥ ১৫ ॥  
তচ্ছ ত্বা নৃপতিভৃত্যানাদিদেশ মহাবলান্ ।  
নয়ধ্বং নন্দিনীং ধেনুং বলদর্পস্বসংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥  
তে ভৃত্যা জগৃহুর্ধেনুং হঠাদাক্রম্য যন্ত্রিতাম্ ।  
বেপমানা মুনিং প্রাহ সুরভিঃ সাক্ষলোচনা ॥ ১৭ ॥

ঘটোগ্রীনাং ঘটবদ্ধো বাসাং গবাং তাসাং বহুহৃদ্বতীনামিতি তাৎপর্যম্ ॥ ১২ ॥  
ন দদামি ন দাত্তামি । তবেদং তবৈব তিষ্ঠতু ॥ ১৩—১৪ ॥  
গৃহাণিকাগ্রোত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

ধেনুর আলান কলসের জ্বালা বৃহৎ আমি আপনাকে সেইরূপ সহস্র ধেনু প্রদান করিব,  
কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতেছি এই নন্দিনী ধেনু আমাকে প্রদান করুন ॥ ১০-১২ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্ ! এইটী আমার হোমধেনু, আমি ইহাকে কোনক্রমেই প্রদান  
করিতে পারি না, আপনার সহস্র ধেনু আপনারই থাকুক ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে সাধুবর ! আমি আপনাকে অযুত বা লক্ষ অথবা আপনার  
ইচ্ছামত ধেনু প্রদান করিব, আপনি আমাকে এই নন্দিনী ধেনুটী প্রদান করুন, আর যদি  
সহজে না দেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্বক গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! আপনার যেরূপ অভিলাষ, যেরূপ অভিলাষ, আপনি  
বলপূর্বক সেই রূপেই গ্রহণ করুন, রাজন্ ! আমি আপন ইচ্ছানুসারে গৃহ হইতে  
নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
রাজা বিশ্বামিত্র, বলশালী ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন তোমরা আপন বলদর্পে এই

মুনে ! ত্যজসি মাং কস্মাৎ কৰ্ষয়ন্তি স্ময়ন্তিতাম্\* ।  
 মুনিস্তাং প্রভ্যবাচেদং ত্যজে নাহং স্ফুটদে ! ॥ ১৮ ॥  
 বলাময়তি রাজাসৌ পূজিতোহদ্য ময়া শুভে ! ।  
 কিং কৰোমি ন চেচ্ছামি ত্যক্তুং ত্বাং মনসা কিল ॥ ১৯ ॥  
 ইতুক্তা মুনির্না ধেনুঃ ক্রোধযুক্তা বভূব হ ।  
 হস্তারবং চকারাশু ক্রুরশব্দং স্ফদারুণম্ ॥ ২০ ॥  
 উদগতাস্ত্রে দেহাত্মু দৈত্যা ঘোরতরাস্তদা ।  
 সায়ুধাস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি ব্রুবন্তঃ কবচারতাঃ ॥ ২১ ॥  
 সৈন্যং সৰ্ব্বং হতং তৈস্ত নন্দিনী প্রতিমোচিতা ।  
 একাকী নির্গতো রাজা বিশ্বামিত্রোহতিদুঃখিতঃ ॥ ২২ ॥  
 হস্ত পাপোহতিদীনাত্মা নিন্দন্ ক্ৰান্ত্রবলং মহৎ ।  
 ব্রাহ্মং বলং দুরারাদ্যং মহা তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥  
 তপ্তা বহুনি বর্ষাণি তপো ঘোরং মহাবনে ।  
 ঋষিত্বং প্রাপ গাধেয়স্ত্যক্তা ক্রান্ত্রং বিধিং পুনঃ ॥ ২৪ ॥

বজ্রিতাং হস্তপাদাদিষু বদ্ধাম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

ধেনুকে বন্ধন করিয়া লইয়া চল ॥ ১৬ ॥ ভূত্যাগণ এই আদেশ পাইয়া ধেনুকে বলপূর্বক গাঠন  
 করিলে সুরভিনন্দিনী কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে মুনিবরকে কহিলেন ; তপোধন !  
 আমাকে কি পরিত্যাগ করিতেছেন, নতুবা ইহারা আমাকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করি-  
 তেছে কেন ? মুনি কহিলেন, নন্দিনি ! তোমার দ্বন্দ্ব আমার সমস্ত হোমকার্য্য সম্পন্ন হয় ;  
 আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই। কল্যাণি ! আমি এই রাজাকে সম্মান পূর্বক আতিথ্যাদি  
 দ্বারা তোমার দ্বন্দ্ব ভোজন করাইয়াছি, সেই জন্য ইনি বলপূর্বক আমার নিকট হইতে  
 তোমাকে লইয়া যাইতেছেন, আমি কি করিব, নন্দিনি ! তোমাকে পরিত্যাগ করিতে  
 আমার কিছুতেই ইচ্ছা নাই ॥ ১৭—১৯ ॥ মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধেনু ক্রোধাবিতা  
 হইয়া ঘোরতর হস্তারব করিয়া উঠিলেন ॥ ২০ ॥ তখন তাঁহার দেহ হইতে সেই স্থানেই  
 সায়ুধধারী কবচযুক্ত ঘোরতর দৈত্য সকল বহির্গত হইয়া কহিতে লাগিল, থাক থাক  
 এখনিই প্রতিফল প্রদান করিতেছি ॥ ২১ ॥ অনন্তর, সেই দৈত্যগণ বিশ্বামিত্রের সমস্ত  
 সন্তগণকেই বিনাশ করিল। রাজাও অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে একাকী সেই স্থান হইতে  
 বহির্গত হইলেন ॥ ২২ ॥ হায় ! সেই পাপমতি রাজা কাতর হইয়া অতিশয় দীনভাবে  
 মহৎ ক্রান্ত্র বলের নিন্দা করিলেন এবং ব্রহ্মবল অত্যন্ত দুর্লভ ভাবিয়া তপস্তাচরণে প্রবৃত্ত

\* কবচাদ্য স্ময়ন্তিতাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র ! মা কৃথা বৈরমদ্রুতম্ ।  
 কুলনাশকরং নুনং তাপসৈঃ সহ সংযুগম্ ॥ ২৫ ॥  
 মুনিবর্য্যং ব্রজাদ্য ত্বং সমাশ্বাস্ত তপোনিধিম্ ।  
 সূদর্শনোহপি রাজেন্দ্র ! তিষ্ঠত্বত্র যথাস্থখম্ ॥ ২৬ ॥  
 বালোহয়ং নির্ধনঃ কিং তে করিষ্যতি নৃপাহিতম্ ।  
 যথা তে বৈরভাবোহয়মনাথে দুর্বলে শিশৌ ॥ ২৭ ॥  
 দয়া সর্বত্র কর্তব্য্য দৈবাধীনমিদং জগৎ ।  
 ঈর্ষ্যা কিং নৃপশ্রেষ্ঠ ! যদ্যব্যং তদ্ব্যবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥  
 বজ্রং তুণায়তে রাজন্ ! দৈবযোগান্ন সংশয়ঃ ।  
 তুণং বজ্রায়তে কাপি সময়ে দৈবযোগতঃ ॥ ২৯ ॥  
 শশকো হস্তি শার্দূলং মশকো বৈ যথা গজম্ ।  
 সাহসং মুঞ্চ মেধাবিন্ ! কুরু মে বচনং হিতম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মৈ যুধাজিহ্মপসন্তমঃ ।  
 প্রণম্য তং মুনিং মূৰ্দ্ধ্না জগাম স্বপূরং নৃপঃ ॥ ৩১ ॥

হথৈতি গবাং শব্দস্তানুকরণম্ ॥ ২০—২৪ ॥

তথা হে রাজমুনিনা দৃষ্টান্তো দত্তোহয়ং তন্ত্বেদং তাৎপর্য্যং ত্রয়্যপি সাহসং ক্রিয়তে চেত্ত্বাপি তথৈবাবস্থা ভবিষ্যতীতি যস্মাদেবং তস্মাদিত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ২৫—৩২ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র মহাবনে অবস্থিতি করিয়া বহুকাল ঘোরতর তপস্বী করিয়া ক্রান্তধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষিধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

অতএব রাজেন্দ্র ! আপনিও কদাচ তাপসদিগের সহিত কুলবিনাশকর এবং ঘোরতর শত্রুতাজনক সমর করিবেন না ॥ ২৫ ॥ আপনি মুনিবরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া এক্ষণে গৃহে গমন করুন । সূদর্শনও এইস্থানে যথাস্থখে অবস্থিতি করুক ॥ ২৬ ॥ রাজন্ ! এই বালক নির্ধন, এ আপনার কি অপকার করিবে ? এই অনাথ, দুর্ব্বল, শিশুর প্রতি আপনার শত্রুতাভাব প্রকাশ করা বিফল ॥ ২৭ ॥ এই জগৎ দৈবের অধীন, অতএব সর্বত্রই দয়া করা কর্তব্য ; নৃপবর ! ঈর্ষ্যা করিয়া কি হইবে ? বাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটবে ॥ ২৮ ॥ রাজন্ ! দৈবযোগে কখন বজ্রও তুণতুল্য এবং তুণও বজ্রতুল্য হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ মহারাজ ! আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান, বিবেচনা করিয়া দেখুন, দৈবযোগে শশকও শার্দূলরাজকে এবং মশকও গজরাজকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব, আপনি সাহস পরিত্যাগ করিয়া মহাক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩০ ॥



মনোরমাপি স্বহৃদাশ্রমে তত্র সংস্থিতা ।  
 পালয়ামাস পুত্রস্তং স্নদর্শনমুততম ॥ ৩২ ॥  
 দিনে দিনে কুমারোহসৌ জগামোপচয়ং ততঃ ।  
 মুনিবালগতঃ ক্রীড়ন্নির্ভয়ঃ সর্বতঃ শুভঃ ॥ ৩৩ ॥  
 একস্মিন্ সময়ে তত্র বিদল্লং সমুপাগতম্ ।  
 ক্রীবেতি মুনিপুত্রস্তমামন্ত্রয়ত্তদন্তিকে ॥ ৩৪ ॥  
 স্নদর্শনস্ত তচ্ছ্রদ্ধা দধারৈকাক্ষরং স্ফুটম্ ।  
 অনুস্মারায়ুতং তচ্চ প্রোবাচাতি পুনঃপুনঃ ॥ ৩৫ ॥  
 বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা ।  
 জজাপ বালকোহত্যর্থং ধৃষ্টা চেতসি সাদরম্ ॥ ৩৬ ॥  
 ভাবিযোগান্মহারাজ ! কামরাজাখ্যমদ্রুতম্ ।  
 স্বভাবেনৈব তেনেখং গৃহীতং বালকেন বৈ ॥ ৩৭ ॥  
 তদাসৌ পঞ্চমে বর্ষে প্রাপ্য মন্ত্রমনুভবম্ ।  
 ঋষিচ্ছন্দোবিহীনঞ্চ ধ্যানং শ্যামবিবর্জিতম্ ॥ ৩৮ ॥

উপচয়ং বৃদ্ধিঃ ॥ ৩৩ ॥

একস্মিন্গতি । কংস্মিচ্চিৎ সময়ে বিদল্লং মন্ত্রিণং মুনিপুত্রো হান্তবশাৎ ক্রীবেতি নাম্না-  
 মন্ত্রয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

স্নদর্শনস্তিতি । তদ্বাক্যং স্নদর্শনঃ শ্রদ্ধা তস্ত নাস্তি আদ্যমেকাক্ষরং প্রারব্ধবশাদনু-  
 স্মারায়ুতমনুস্মারেণ বিহীনমপি চিত্তে দধার স্থাপয়ামাস পুনঃপুনঃ প্রোবাচ জজাপ চেতার্থঃ ।

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! নৃপসন্তম যুধাজিৎ মন্ত্রিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত-  
 মস্তকে মুনিবরের চরণে প্রণিপাত পূর্বক নিজ নগরীতে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ মনোরমাও  
 স্নহচিত্তে সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ত্রুতনিরত স্নদর্শনকে প্রতিপালন করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৩২ ॥ সেই প্রিয়দর্শন রাজকুমার দিন দিন শশিকলার স্থায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল  
 এবং তথায় মুনিবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে  
 লাগিল ॥ ৩৩ ॥ একদিন বিদল্লমন্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মুনিবালকগণ আনন্দ  
 করিয়া স্নদর্শনের সম্মিধানে তাঁহাকে “ক্রীব ক্রীব” বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥  
 স্নদর্শন সেই ক্রীব শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একাক্ষর “ক্রী” এই শব্দ  
 ধরিতা লইল এবং অনুস্মার বর্জিত সেই কামরাজাখ্য বীজ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে  
 লাগিল ॥ ৩৫ ॥ তখন রাজপুত্র সেই কামরাজাখ্য বীজ গ্রহণ করিয়া সাদরে মনে মনে  
 নিরন্তর জপ করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ ! ভবিতব্যতার বলবত্তা হেতু বালক স্নদর্শন  
 এই প্রকারে কামরাজ নামক অদ্রুত বীজমন্ত্র দ্বীয় স্বভাব দ্বারাই গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

প্রজপশ্মনসা নিত্যং ক্রীড়ত্যপি স্বপিত্যপি ।  
 বিসম্মার ন তং মন্ত্রং জ্ঞাত্বা সারমিতি স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥  
 বর্ষে চৈকাদশে প্রাপ্তে কুমারোহসৌ নৃপাত্মজঃ ।  
 মুনিনা চোপনীতোহথ বেদমধ্যাপিতস্তথা ॥ ৪০ ॥  
 ধনুর্বেদং তথা সাস্ত্রং নীতিশাস্ত্রং বিধানতঃ ।  
 অভ্যস্তা সকলা বিদ্যা তেন মন্ত্রবলাদিব ॥ ৪১ ॥  
 কদাচিৎ সোহপি প্রত্যক্ষং দেবীরূপং দদর্শ হ ।  
 রক্তাশ্বরং রক্তবর্ণং রক্তসর্বাস্ত্রভূষণম্ ॥ ৪২ ॥  
 গরুড়ে বাহনে সংস্থাং বৈষ্ণবীং শক্তিমদ্রুতাম্ ।  
 দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনঃ স বভূব নৃপাত্মজঃ ॥ ৪৩ ॥  
 বনে তস্মিন্ স্থিতঃ সোহথ সর্ববিদ্যার্থতত্ত্ববিৎ ।  
 মাতরং সেবমানস্ত বিজহার নদীতটে ॥ ৪৪ ॥  
 শরাসনঞ্চ সম্প্রাপ্তং বিশিখাশ্চ শিলাশিতাঃ ।  
 তুণীরং কবচং তস্মৈ দত্তং চান্দ্রিকয়া বনে ॥ ৪৫ ॥  
 এতস্মিন্ সময়ে পুত্রী কাশীরাজস্য স্তুপ্রিয়া ।  
 নান্না শশিকলা দিব্যা সর্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৬ ॥

তেন বকারে উক্তেহপ্যুপাংশুচ্চারণাদিকারমশ্রুত্বা ক্রীত্যেব নাম চমৎকৃতমস্তীত্যভিপ্রায়েণ  
 জজ্ঞাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪২ ॥

রাজপুত্র পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, ঋষি ও ছন্দোবিহীন ধ্যান ও ভ্রাসবর্জিত এই  
 অত্যন্তম মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন কি ক্রীড়াকালে কি শয়ন সময়ে সর্বদাই ইহা মনে  
 মনে জপ করিতে লাগিল; নিজে স্বভাবতই ইহাকে সার পদার্থ জানিয়া আর বিস্মৃত  
 হইল না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ নৃপনন্দন ক্রমে ক্রমে একাদশ বর্ষে উপনীত হইলে, মুনিবর তাহার  
 উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। রাজপুত্রও সেই মন্ত্রবলে সাজ ধনুর্বেদ  
 ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র বিধি পূর্বক অল্প দিনের মধ্যেই অধ্যয়ন করিয়া ফেলিল ॥ ৪০—৪১ ॥  
 একদিন স্তুদর্শন রক্তবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী ও রক্তবর্ণ ভূষণে বিভূষিত দেবীরূপ দর্শন করিল  
 এবং গরুড়বাহনে অবস্থিত অদ্রুত বৈষ্ণবীশক্তি সন্দর্শন করিয়া রাজকুমারের বদনপদ্ম  
 বিকসিত হইয়া উঠিল ॥ ৪২—৪৩ ॥ অনন্তর বহুবিদ্যা-বিশারদ স্তুদর্শন সেই বনমধ্যে  
 অবস্থিতি করিয়া জননীর সেবা করত নদীতটে বিহার করিয়া বেড়াইত ॥ ৪৪ ॥ একদিন,  
 জগজ্জননী সেই কন্ড্রিয় বালককে কানন মধ্যে শরাসন, শিলাশাণিত শর, তুণীর ও কবচ  
 প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শুশ্রীষ নৃপপুত্রং তং বনস্থঞ্চ সূদর্শনম্ ।  
 সর্বলক্ষণসম্পন্নং শূরং কামমিবাপরম্ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্দীজনমুখাচ্ছুত্বা রাজপুত্রং সূসম্মতম্ ।  
 চকমে মনসা তং বৈ বরং বরয়িতুং ধিয়া ॥ ৪৮ ॥  
 স্বপ্নে তস্যাঃ সমাগম্য জগদম্বা নিশাস্তরে ।  
 উবাচ বচনঞ্চৈদং সমাশ্বাস্ত সূসংস্থিতাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 বরং বরয় সূশ্রোণি ! মম ভক্তঃ সূদর্শনঃ ।  
 সর্বকামপ্রদস্তেহস্ত বচনান্মম ভামিনি ! ॥ ৫০ ॥  
 এবং শশিকলা দৃষ্ট্বা স্বপ্নে রূপং মনোহরম্ ।  
 অম্বায়া বচনং শ্রুত্বা জহর্ষ ভূশমানিনী ॥ ৫১ ॥  
 উথিতা সা যুদা যুক্তা পৃষ্ঠা মাত্রা পুনঃপুনঃ ।  
 প্রমোদকারণং বালা নোবাচাতিত্ৰপান্বিতা ॥ ৫২ ॥  
 জহাস যুদমাপম্বা শ্রুত্বা স্বপ্নং মুহূর্মুহুঃ ।  
 সখীং প্রাহ তদান্ধাং বৈ স্বপ্নবৃত্তং সবিস্তরম্ ॥ ৫৩ ॥

---

বরং বরয় যন্তবেষ্টং তদ্বরয় প্রার্থয় । অথচ মম ভক্তঃ সূদর্শনস্তব কামপ্রদঃ পতিরস্ত  
 মে বচনাৎ ॥ ৫০—৫৫ ॥

---

মহারাজ ! এই সময়ে সর্বসুলক্ষণা অলৌকিক রূপলানঘ্যবতী শশিকলা নানী কানী-  
 রাজের প্রিয়তমা কন্যা, শ্রবণ করিলেন যে, সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন শৌর্য্যসমন্বিত, দ্বিতীয়  
 কন্দর্পের ত্রায় পরম সুন্দর রাজপুত্র সূদর্শন বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥  
 নৃপনন্দিনী স্ততিপাঠকের মুখে সেই অভিমত রাজপুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে  
 মনে মনে কামনা করিলেন এবং তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ৪৮ ॥  
 অনন্তর, একদিন বামিনীশেবে জগদম্বিকা রাজনন্দিনীকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক স্বপ্নযোগে  
 কহিলেন, নিতম্বিনি ! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, সূদর্শন আমার ভক্ত, সে আমার  
 বাক্যে তোমার সকল কামনাই পরিপূর্ণ করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ মানিনী শশিকলা এইরূপে  
 স্বপ্নযোগে জগদম্বিকার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিতে করিতে  
 আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর, রাজবালা প্রকৃষ্টবদনে শয্যা হইতে গাত্রোথান  
 করিলেন, তাঁহার জননী তাঁহার হর্ষ সন্দর্শনে আন্তরিক সন্তোষের অনুমান করিয়া পুনঃ  
 পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও শশিকলা লজ্জাপ্রযুক্ত আমোদের কারণ প্রকাশ করিলেন না ॥ ৫২ ॥  
 তিনি স্বপ্ন স্বরূপে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং  
 অবশেষে এক সখীর নিকট এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥



কদাচিৎ সা বিহারার্থমবাপোপবনং শুভম্ ।  
 সখীযুক্তা বিশালাক্ষী চম্পকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪ ॥  
 পুষ্পানি চিহ্নতী বাল্য চম্পকাধঃস্থিতাবলা ।  
 অপশ্যদব্রাহ্মণং মার্গে আগচ্ছন্তং ত্বরাস্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥  
 তং প্রণম্য দ্বিজং শ্রামা বভাষে মধুরং বচঃ ।  
 কুতো দেশান্মহাভাগ ! কৃতমাগমনং ত্বয়া ॥ ৫৬ ॥

দ্বিজ উবাচ ।

ভারদ্বাজাশ্রমাদবালে ! নুনমাগমনং মম ।  
 জাতং বৈ কার্য্যযোগেন কিং পৃচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ৫৭ ॥

শশিকলোবাচ ।

তত্রাশ্রমে মহাভাগ ! বর্ণনীয়ং কিমস্তি বৈ ।  
 লোকাতিগং বিশেষেণ প্রেক্ষণীয়তমং কিল ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ঋবসন্ধিস্থতঃ শ্রীমানাস্তে স্মদর্শনো নৃপঃ ।  
 যথার্থনামা স্ত্রোণি ! বর্ততে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥  
 তস্য লোচনমত্যন্তং নিষ্ফলং প্রতিভাতি মে ।  
 যেন দৃষ্টো ন বামোরু ! কুমারস্ত স্মদর্শনঃ ॥ ৬০ ॥

---

( তমিতি শ্রামা পারিভাষিকোক্তলক্ষণা উক্তমা স্ত্রী । তদ্বক্তৃং, শীতকালে ভবেদৃক্ষা উষ্ণ-  
 কালে চ শীতলা । সর্কাজ্জেননবদ্যাক্ষী সা শ্রামা পরিকীর্তিতা ইতি ॥ ৫৬—৬০ ॥ )

---

কোন সময়ে সেই বিশালাক্ষী শশিকলা বিহারার্থ সখীর সহিত চম্পক শোভিত এক  
 মনোহর উপবনে গমন করেন ॥ ৫৪ ॥ রাজবালা চম্পকতলে অবস্থিত হইয়া পুষ্পচয়ন  
 করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ ক্রতপদে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ৫৫ ॥ সর্কাসুলক্ষণা সর্কাজ্জেননবদ্যাক্ষী রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রিয় সম্ভাষণে  
 কহিলেন, মহাভাগ ! আপনি কোন্দেশ হইতে আগমন করিতেছেন ? ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মণ  
 বলিলেন, বালিকে ! আমি কার্য্যবশতঃ ভারদ্বাজ মুনির আশ্রম হইতে আসিতেছি, তুমি  
 কি জিজ্ঞাসা করিতেছ বল ॥ ৫৭ ॥

শশিকলা কহিলেন, মহাভাগ ! সেই আশ্রমে অলৌকিক ও বর্ণনীয়, বিশেষতঃ দেখিতে  
 অতি সুন্দর এমন কোন বস্তু আছে কি ? ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ বহিলেন, নিতম্বিনি ! সেখানে ঋবসন্ধিনামক নরপতির পুত্র পুরুষমধ্যে পরম-  
 সুন্দর শ্রীমান্ স্মদর্শন তথায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥ হে বামোরু ! যে ব্যক্তি রাজকুমার

একত্র নিহিতা ধাত্রা গুণাঃ সৰ্ব্বৈঃ সিসৃক্ষুণা ।

গুণানামাকরং দ্রষ্টুং মন্ত্রে তেনৈব কোতুকাৎ ॥ ৬১ ॥

তব যোগ্যঃ কুমারোহসৌ ভৰ্তা ভবিতুমৰ্হতি ।

যোগোহয়ং বিহিতোহপ্যাসীন্মণিকাঞ্চনয়োরিব ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
বিশ্বামিত্রকথাকথনপূৰ্ব্বককামবীজপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

কোতুকাৎ সৰ্ব্বগুণানামেকমাকরং দ্রষ্টুং তেনৈব বিধাত্ৰৈকস্মিন্ সুদর্শনে সৰ্ব্বৈঃ গুণা  
নিহিতা ইত্যহং মন্ত্রে ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

সুদর্শনকে কথন দর্শন করে নাই, আমার বোধ হয় তাহার লোচনযুগল নিতাস্তই  
নিষ্ফল ॥ ৬০ ॥ হে কল্যাণি ! আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্তা বিধাতা যেন গুণ সমূহের আকর  
দেখিবার নিমিত্ত কোতুকাবৃত হইয়া সমস্ত গুণকেই একাধারে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥  
শোভনে ! অধিক আর কি বলিব সেই রাজকুমার তোমার পতি হইবারই একান্ত উপযুক্ত ;  
আমি বিবেচনা করি বিধাতা নিশ্চয়ই মণিকাঞ্চনের স্থায় তোমাদের মিলন স্থির করিয়া  
রাখিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে বিশ্বামিত্র কথা ও রাজপুত্রের কামবীজ  
প্রাপ্তি বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

শ্রদ্ধা তদ্বচনং শ্যামা প্রেমযুক্তা বভূব হ ।  
প্রতপ্তে ব্রাহ্মণস্তস্মাৎস্থানাত্ত্বা সমাহিতঃ ॥ ১ ॥  
স। তু পূর্বানুরাগাদৈ ময়া প্রেম্নাতিচঞ্চলা ।  
কামবাণহতেবাস গতে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে ॥ ২ ॥  
অথ কামাদ্বিতা প্রাহ সখীং ছন্দোহনুবর্তিনীম্ ।  
বিকারশ্চ সমুৎপন্নো দেহে যচ্ছুবণাদনু ॥ ৩ ॥  
অজ্ঞাতরসবিজ্ঞানং কুমারং কুলসম্ভবম্ ।  
দুনোতি মদনঃ পাপঃ কিং করোমি ক যামি চ ॥ ৪ ॥  
স্বপ্নেষু বা ময়া দৃষ্টঃ পঞ্চবাণ ইবাপরঃ ।  
তপতে মে মনোহত্যর্থং বিরহাকুলিতং মূঢ় ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎ পদৈরর্থ নিজাং স্মৃতাম্ ।

বিবাহমিতুমুদ্যতঃ কানীরাজ ইতীৰ্ষতে ॥

ইথং শশিকলাং সূদর্শনসমাচারং ব্রাহ্মণ উক্তা গতবানিত্যাহ শ্রদ্ধেতি ॥ ১—২ ॥

যচ্ছুবণাদনু দেহে বিকার উৎপন্ন ইতি সখীং প্রাহেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অজ্ঞাতং রসবিজ্ঞানং যন্ত । এতন্ম শৃঙ্গাররসবিজ্ঞানং লোকৈকর্ষ জ্ঞাতমিত্যর্থঃ । অধু-  
নৈব সম্প্রাপ্তয়োবন ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৬ ॥

বাস বলিলেন, সেই শ্যামা\* নূপনন্দিনী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রেমগন্ধিতা হইলেন এবং বিপ্রবরও সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥ রাজনন্দিনী পূর্বাধি সেই নূপনন্দনের প্রতি অনুরাগ হেতু তদীয় প্রেম-নিমগ্না এবং চঞ্চলাচিত্তা ছিলেন, এখন ঐ দ্বিজবর গমন করিলে তিনি কামবাণে আহত হইয়া পড়িলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর স্বরপীড়িতা শশিকলা ছন্দোহনুবর্তিনী প্রিয়সখীকে কহিলেন, সখি ! আমার এখনও সেই সৎকুলজ রাজকুমারের রসজ্ঞান হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া দেহে ও মানসে কামবিকারের উদয় হইল । পাপ মদন আমাকে অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিতেছে, বল সখি ! এখন কি করি, কোথায় যাই ? ॥ ৩—৪ ॥ প্রিয়সখি ! আমি তাঁহাকে স্বপ্নযোগে দ্বিতীয় কামদেবের আয় দর্শন করিয়াছি, তদবধি আমার কোমল মানস, তাঁহার বিরহে একান্ত আকুলিত হইয়া অতিশয় সম্ভ্রান্ত হইতেছে ॥ ৫ ॥

\* যে নারী শীতকালে উষ্ণ ও উষ্ণকালে শীতলা এবং বাহার সর্বত্র অনিন্দিত তাহাকে শ্যামা কহে ।



চন্দনং দেহলগ্নং মে বিষবদ্ভাতি ভামিনি ! ।  
 অগিয়ং সর্পবচৈব চন্দ্রপাদাশ্চ বহ্নিবৎ ॥ ৬ ॥  
 ন চ হর্ষো বনে শং মে দীর্ঘিকায়াং ন পর্কতে ।  
 ন দিবা ন নিশায়াং বা ন স্তথং স্তথসাধনৈঃ ॥ ৭ ॥  
 ন শয্যা ন চ তাম্বুলং ন গীতং ন চ বাদনম্ ।  
 প্রীণয়ন্তি মনো মেহদ্য ন তৃপ্তে মম লোচনে ॥ ৮ ॥  
 প্রিয়াম্যদ্য বনে তত্র যত্রাসৌ বর্ততে শঠঃ ।  
 ভীতান্মি কুললজ্জায়াঃ পরতন্ত্রা পিতৃস্তথা ॥ ৯ ॥  
 স্বয়ংবরং পিতা মেহদ্য ন করোতি করোমি কিম্ ।  
 দাস্তামি রাজপুত্রায় কামং স্তদর্শনায় বৈ ॥ ১০ ॥  
 সন্ত্যক্তে পৃথিবীপালাঃ শতশঃ সংভৃতর্কয়ঃ ।  
 রমণীয়া ন মে তেহদ্য রাজ্যহীনোহ্যসৌ মতঃ ॥ ১১ ॥

শং কল্যাণং হর্ষো গৃহে ন বনেহপি ন দীর্ঘিকায়াং বাপ্যামপি ন ॥ ৭ ॥

ন প্রীণয়ন্তি এতে উপচারা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শঠ ইত্যেনেনাতিপ্রেমবিরহাকুলচিত্তং সূচিতম্ । প্রিয়ামি যাস্তামি পরন্তু কুললজ্জায়াঃ  
 সকাশাভীতান্মি তথাপি পিতৃঃ পরতন্ত্রান্মি ততো ন ময়া গন্তং শক্যতে ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥

যদ্যদ্য মে স্তদর্শনেনৈব বিবাহং করিষ্যতি তর্হি স্তদর্শনায় রাজপুত্রায় কামং মৈথুনং  
 দাস্তামি ॥ ১০ ॥

সন্ত্যক্তে ইতি । ন মে তে মতা ইতিশেষঃ ॥ ১১—১২ ॥

হে ভামিনি ! আমার এই দেহলগ্ন চন্দন বিষের জ্বালা, এই মালা ভুজঙ্গের জ্বালা এবং চন্দ্র-  
 কিরণ অনলের জ্বালা বোধ হইতেছে ॥ ৬ ॥ সখি ! কি প্রাসাদ, কি বন, কি দীর্ঘিকা-  
 কি পর্কত, কি দিবা, কি নিশা কিছুতেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না, স্তথসাধন বস্ত্র  
 সকল বিপরীত ভাব ধারণ পূর্বক আমাকে নিয়ত দুঃখ প্রদান করিতেছে ॥ ৭ ॥ শয্যা, তাম্বুল,  
 গীত, বাদ্য কিছুতেই আমার মন ও নয়ন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না ॥ ৮ ॥ সখি ! সেই  
 বঞ্চক যে বনে অবস্থান করিতেছে আমি অদ্যই তথায় গমন করিতাম, কিন্তু পিতার ও কুল-  
 লজ্জার অধীন বলিয়াই ভয় করিতেছি ॥ ৯ ॥ আমার পিতা এখনও স্বয়ংবর করিতেছেন না  
 আমি কি করিব, যদি তিনি স্তদর্শনের সহিত বিবাহ দিতেন তবে অদ্যই আমি সেই রাজ-  
 কুমারকে আলিঙ্গন ও রতিদান করিতাম ॥ ১০ ॥ সখি ! দেখ দেখি বিধাতার কি আশ্চর্য্য  
 লীলা ! অত্যাশ্রিত শত শত সমৃদ্ধিসম্পন্ন পৃথিবীপতি রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রমণীয়  
 বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, কিন্তু সেই রাজপুত্র রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তিনি আমার  
 মন হরণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

একাকী নির্ধনশ্চৈব বলহীনঃ সূদর্শনঃ ।

বনবাসী ফলাহারস্তৃষ্ণাশ্চিহ্নে স্তসংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥

বাগ্বীজস্ত জপাৎ সিদ্ধিস্তৃষ্ণা এষাপ্যুপস্থিতা ।

সোহপি ধ্যানপরোহত্যস্তং জজ্ঞাপ মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

স্বপ্নে পশ্যত্যসৌ দেবীং বিষ্ণুমায়ামখণ্ডিতাম্ ।

বিশ্বমাতরমব্যক্তাং সর্বসম্পৎকরান্বিকাম্ ॥ ১৪ ॥

শৃঙ্গবেরপুরাধ্যক্ষো নিষাদঃ সমুপেত্য তম্ ।

দদৌ রথবরং তস্মৈ সর্বোপস্করসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥

চতুর্ভিঃস্তুরগৈর্যুক্তং পতাকাবরমণ্ডিতম্ ।

জৈত্রং রাজসুতং জ্ঞাত্বা দদৌ চোপায়নং তদা ॥ ১৬ ॥

সোহপি জগ্রাহ তং প্রীত্যা মিত্রত্বেন স্তসংস্থিতম্ ।

বনৈর্মূলফলৈঃ সম্যগর্চয়ামাস শম্বরম্ ॥ ১৭ ॥

কৃতাতিথেয় গতে তস্মিন্মিষাদাধিপতো তদা ।

মুনয়ঃ প্রীতিযুক্তাস্তে তমুচুস্তাপসা মিথঃ ॥ ১৮ ॥

তৃষ্ণাশ্চিহ্নে স্তসংস্থিত ইতি ইয়ং যা চিত্তশ্চৈবংস্থিতিঃ সা বাগ্বীজস্ত জপং করোতি যা শশিকলা তজ্জাপাদ্যা সিদ্ধিস্তৃষ্ণাঃ সকাশাদেবোপস্থিতা ॥ ১৩—১৫ ॥

জৈত্রং জয়কারিণম্ ॥ ১৬ ॥

তং রথমুপায়নভূতং জগ্রাহ মিত্রত্বেন স্থিতং শম্বরং নিষাদমর্চয়ামাস ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে সেই অসহায়, বনবাসী, ফলমূলাহারী, ধনহীন ও বলবীৰ্য্য-বিহীন সূদর্শন সততই রাজতনয়ার মনোমন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিল ॥১২॥ শশিকলারও সরস্বতী-বীজমন্ত্র জপহেতু, এই রাজপুত্রে অমুরাগরূপ ফলসিদ্ধির সঞ্চার হইয়াছিল। সূদর্শন ধ্যানরত হইয়া অত্যাশ্রিত কামরাজ-মন্ত্র নিরন্তর জপ করিতে করিতে একদিন স্বপ্নযোগে সেই পূর্ণরূপা, বৈষ্ণবীশক্তি, অব্যক্তা সর্বসম্পৎস্বরূপিণী বিশ্বমাতা অন্বিকার দর্শন পাইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ এই সময়ে শৃঙ্গবেরপুরের অধিপতি নিষাদরাজ সূদর্শনকে সমস্ত উপকরণ-সমবিত এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিবার মানসে ভারবাহুর পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথখানি অখ-চতুর্ভুজযুক্ত, উত্তম পতাকার সূশোভিত ও সর্বত্র বিজয়শীল, অতএব ইহা এই রাজপুত্রের উপযুক্ত জানিয়া উপহার স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছিল ॥ ১৫—১৬ ॥ সূদর্শনও মিত্রদত্ত সেই উত্তম রথ গ্রহণ করিয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা নিষাদরাজের সম্যকরূপে পূজা করিল ॥১৭॥ নিষাদপতি আতিথ্য গ্রহণান্তর গমন করিলে মুনীগণ ও তাপসগণ প্রীতিসহকারে কহিতে

রাজপুত্র ! ধ্রুবং রাজ্যং প্রাপ্যসি ত্বঞ্চ সর্বথা ।  
 স্বল্পৈরহোতিরব্যগ্রঃ প্রতাপমাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥  
 প্রসন্ন্য তেহম্বিকা দেবী বরদা বিশ্বমোহিনী ॥  
 সহায়স্তু স্তসম্পন্নো ন চিন্তাং কুরু স্তত্রত ! ॥ ২০ ॥  
 মনোরমাং তথোচুস্তে যুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।  
 পুত্রস্তেহদ্য ধরাধীশো ভবিষ্যতি শুচিন্মিতে ! ॥ ২১ ॥  
 সা তানুবাচ তম্বঙ্গী বচনং বোহস্তু সৎফলম্ ।  
 দাসোহয়ং ভবতাং বিপ্রাঃ কিং চিত্রং সত্বপাসনাং ॥ ২২ ॥  
 ন সৈন্তং সচিবাঃ কোশো ন সহায়শ্চ কশ্চন ।  
 কেন যোগেন পুত্রো মে রাজ্যং প্রাপ্তুমিহাহতি ॥ ২৩ ॥  
 আশীর্বাদৈশ্চ বো নুনং পুত্রোহয়ং মে মহীপতিঃ ।  
 ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভবন্তো মন্ত্রবিভ্রমাঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রথারূঢ়ঃ স মেধাবী যত্র যাতি স্তদর্শনঃ ।  
 অক্ষৌহিণীসমারূত ইবাভাতি স তেজসা ॥ ২৫ ॥

তং রাজপুত্রম্ ॥ ১৮—২৩ ॥

অত্র সাধনং মৎপুত্রস্ত রাজ্যপ্রাপ্তৌ ন দৃশ্যতে ভবতামাশীর্বাদৈরেব কেবলং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

রথারূঢ় ইতি । এক এব সন্নক্ষৌহিণীসমারূত ইব ভাতি ॥ ২৫ ॥

গাগিলেন, রাজপুত্র ! ব্যগ্র হইও না, তুমি আপন প্রতাপে অল্প দিনের মধ্যে নিশ্চয়  
 রাজ্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৮—১৯ ॥ হে স্তত্রত ! বিশ্বমোহিনী বরপ্রদা অম্বিকা-  
 দেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন্য হইরাছেন ; তোমার সহায়ও স্তসম্পন্ন হইরাছে অতএব তুমি  
 আর চিন্তা করিও না ॥ ২০ ॥ ধৃতব্রত মুনিগণ মনোরমাকেও কহিলেন, শুচিন্মিতে ! তুমি  
 আর ভাবনা করিও না, তোমার পুত্র শীঘ্রই পৃথিবীপতি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥  
 অনন্তর কৃশাঙ্গী মনোরমা মুনিগণের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রগণ ! আপনা-  
 দিগের বাক্য সফল হউক, সজ্জনগণের উপাসনা দ্বারা যে রাজ্যলাভ হইবে তাহাতে  
 আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২২ ॥ সৈন্ত নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তিও নাই, তবে  
 কিরূপে কি উপায়ে আমার পুত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারে ? ॥ ২৩ ॥ আপনারা মন্ত্রবিদ-  
 গণের শ্রেষ্ঠ, আপনাদের আশীর্বাদ-বলেই আমার পুত্র নিশ্চয় মহীপতি হইবে ॥ ২৪ ॥  
 কোন উপায় নাই ॥ ২৫ ॥



প্রতাপো মন্ত্রবীজস্য নান্যঃ কশ্চন ভূয়তে ।  
 এবং বৈ জপতন্তুশ্চ শ্রীতিযুক্তস্য সর্বথা ॥ ২৬ ॥  
 সম্প্রাপ্য সদগুরোর্বীজং কামরাজাখ্যমদ্রুতম্ ।  
 জপেদ্যন্তু শুচিঃ শান্তঃ সর্বান্ কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥  
 ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি বাপি সূদূর্লভম্ ।  
 প্রসম্মায়াঃ শিবায়াশ্চ যদপ্রাপ্যং নৃপোত্তম ! ॥ ২৮ ॥  
 তে মন্দাস্তেহতিদূর্ভাগ্যা রোগৈস্তে সমভিভ্রুতাঃ ।  
 যেষাং চিন্তে ন বিশ্বাসো ভবেদম্বাৰ্চনাদিষু ॥ ২৯ ॥  
 যা মাতা সর্বদেবানাং যুগাদৌ পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
 আদিমাতেতি বিখ্যাতা নান্না তেন কুরুদ্বহ ! ॥ ৩০ ॥  
 বুদ্ধিঃ কীর্ত্তির্হৃতির্লক্ষ্মীঃ শক্তিঃ শ্রদ্ধা মতিঃ স্মৃতিঃ ।  
 সর্বেষাং প্রাণিনাং সা বৈ প্রত্যক্ষং বৈ বিভাসতে ॥ ৩১ ॥  
 ন জানন্তি নরা যে বৈ মোহিতা মায়য়া কিল ।  
 ন ভজন্তি কুতর্কজ্ঞা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৩২ ॥

কুত এবমিতিচেন্মন্ত্রমহিমাহয়মিত্যাহ প্রতাপ ইতি । এবং বৈ এবং ফলং জাত-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

গুরোর্মন্ত্রমপ্রাপ্য জপত এবং সিক্তিরনুভূতা বস্ত সদগুরোর্বীজং কামরাজাখ্যমদ্রুতং  
 সম্প্রাপ্য জপেৎ স সর্বান্ কামানবাগ্নুয়াদিত্যাহ সম্প্রাপ্যোতি ॥ ২৭ ॥

প্রসম্মাজ্জনমেজয়ায় শ্রীদেবীমহিমানমমুভদতি ব্যাসঃ ন তদস্তীতি । শিবায়াঃ সকাশা-  
 দিত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই মেধাবী স্মদর্শন রথাক্রুত হইয়া যেখানে গমন করিতে লাগিল,  
 সেই স্থানেই নিজতেজে অকোহিণী-পরিবৃতের জ্বায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২৫॥ হে ভূপ !  
 ইহা বীজমন্ত্রের প্রতাপ, অথ কোন সামান্ত পদার্থ নহে, স্মদর্শন শ্রীতিসহকারে একাগ্রমনে  
 জপ করিয়াই উক্তরূপ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ যে ব্যক্তি শুচি ও  
 শান্ত হইয়া কামরাজ নামক আশ্চর্য্য-জনক বীজমন্ত্র সদগুরুর নিকট হইতে গ্রহণ পূর্বক  
 নিরন্তর জপ করে, নিশ্চয়ই তাহার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥২৭॥ হে নৃপোত্তম ! স্বর্গে বা মর্ত্যে  
 এমন কোনও বস্তু নাই যাহা শিবাদেবী প্রসম্মা হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না ॥ ২৮ ॥  
 যাহারা অম্বাদেবীর অর্চনাদিতে বিশ্বাস না করে তাহারা অত্যন্ত মন্দমতি ও দুর্ভাগ্য  
 এবং নিরন্তর রোগাক্রান্ত হইয়া সর্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে কুরুবর !  
 সৃষ্টিকালে ঈশাদেবীই সমস্ত দেবতাগণের জননী, সেই হেতু তিনি আদিমাতা বলিয়া  
 বিখ্যাতা হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥ তিনি বুদ্ধি, কীর্ত্তি, হৃতি, লক্ষ্মী, শক্তি, শ্রদ্ধা, মতি, স্মৃতি

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শক্তুর্বাসবো বরুণো যমঃ ।  
 বায়ুরগ্নিঃ কুবেরশ্চ ত্বষ্টা পৃথ্বিনৌ ভগঃ ॥ ৩৩ ॥  
 আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বদেবা মরুদগণাঃ ।  
 সর্বৈ ধ্যায়ন্তি তাং দেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥ ৩৪ ॥  
 কো ন সেবেত বিদ্বান্বে তাং শক্তিং পরমাত্মিকাম্ ।  
 সূদর্শনেন সা জ্ঞাতা দেবী সর্বার্থদা শিবা ॥ ৩৫ ॥  
 ব্রহ্মৈব সাতীতুপ্রাপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী ।  
 যোগগম্যা পরাশক্তির্মুমুকুণাঞ্চ বল্লভা ॥ ৩৬ ॥  
 পরমাত্মস্বরূপং কো বেতুমর্হতি তাং বিনা ।  
 যা সৃষ্টিং ত্রিবিধাং কৃত্বা দর্শয়ত্যখিলাত্মনে ॥ ৩৭ ॥  
 সূদর্শনস্তু তাং দেবীং মনসা পরিচিন্তয়ন্ ।  
 রাজ্যলাভাৎ পরং প্রাপ্য সুখং বৈ কাননে স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

বুদ্ধিঃ কীর্তিরিতি । ইত্যাদিরূপৈঃ সর্বেষাং কল্যাণকর্ত্রী প্রত্যক্ষং স্পষ্টমেব বিভা-  
 সতে ॥ ৩১—৩৪ ॥

সূদর্শনেনেতি । তস্মাস্তত্ত্ব কথমেবং ফলং ন সাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মৈতি । ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সন্নিদ এব দেবীপদবাচ্যত্বমিতি ভাবঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । সর্বৈ  
 বৈ দেবা দেবীমুপতস্থঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মন্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং  
 জগদিতী মুমুকুণাঞ্চ বল্লভেতি । মুমুকুবো হি সর্বং বিহার মহাপ্রেম্ণা স্বাত্মরূপাং সন্নিদমেব  
 পরিশীলয়ন্তি তস্মাত্তেষাং প্রিয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবী তত্র ব্রহ্মভাগরূপেণ বর্ণনং কৃত্বা মায়াভাগরূপেণাপি বর্ণয়তি  
 পরমাত্মস্বরূপমিতি । সর্বপুরাণতত্ত্বাদিষু বেদেষু চেত্বমেব রীতিঃ । দেব্যা মায়াবিশিষ্ট-

প্রভৃতি রূপে এই জগতীতলে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ৩১ ॥ যে যে নরগণ মায়ায়  
 মোহিত, তাহারা দেবীর স্বরূপ জানিতে পারে না এবং যাহারা কুতর্ক-পিশাচের কুহকজালে  
 নিহতচিত্ত, তাহারাই কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে ভজনা করে না ॥ ৩২ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা,  
 বিষ্ণু, শক্তু, ইন্দ্র, বরুণ, যম, বায়ু, অগ্নি, কুবের, বিশ্বকর্মা, পৃথ্বা, ভগ, আশ্বিনদ্বয়, আদিত্য,  
 বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, এই সকলেই সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী দেবীর  
 ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, সেই পরাশক্তির সেবা না  
 করে? সূদর্শন সেই সর্বার্থদায়িনী কল্যাণরূপিণীর স্বরূপ জানিতে পারিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥  
 তিনিই দ্রুত ব্রহ্মবস্ত, তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী এবং তিনিই মুক্তিকাম যোগিজগণের  
 যোগগম্যা পরাশক্তি ॥ ৩৬ ॥ রাজন্! যিনি সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ  
 সৃষ্টি করিয়া অখিলাত্মাকে প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি  
 পরমাত্মার স্বরূপ বিদিত হইতে সমর্থ হয়? ॥ ৩৭ ॥ সূদর্শন অরণ্যমধ্যে অবস্থিত হইয়াও

সাপি চন্দ্রকলাত্যাৰ্থং কামবাণপ্রপীড়িতা ।  
 নানোপচারৈরনিশং দধার দুঃখিতং যপুঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তাবত্তত্ৰাঃ পিতা জ্ঞাত্বা কন্যাং পুত্রবরার্থিনীম্ ।  
 সুবাহুঃ কারয়ামাস স্বয়ংবরমতদ্রিতঃ ॥ ৪০ ॥  
 স্বয়ংবরস্তু ত্রিবিধো বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্তিতঃ ।  
 রাজ্ঞাং বিবাহযোগ্যো বৈ নান্যেষাং কথিতঃ কিম ॥ ৪১ ॥  
 ইচ্ছাস্বয়ংবরশ্চৈকো দ্বিতীয়শ্চ পণাভিধঃ ।  
 যথা রামেন ভগ্নং বৈ ত্র্যম্বকস্ত শরাসনম্ ॥ ৪২ ॥  
 তৃতীয়ঃ শৌর্য্যশুদ্ধশ্চ শূরাণাং পরিকীর্তিতঃ ।  
 ইচ্ছাস্বয়ংবরং তত্র চকার নৃপসত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥  
 শিল্পিভিঃ কারিতা মঞ্চাঃ শুভৈরাস্তরনৈর্যুতাঃ ।  
 ততশ্চ বিবিধাকারাঃ সূক্ষ্ণাঃ সভ্যমণ্ডপাঃ ॥ ৪৪ ॥  
 এবং কৃতেহতিসম্ভারে বিবাহার্থং সুবিস্তরে ।  
 সখীং শশিকলা প্রাহ দুঃখিতা চাকুলোচনা ॥ ৪৫ ॥  
 ইদং মে মাতরং ব্রূহি ত্বমেকান্তে বচো মম ।  
 ময়া বৃতঃ পতিশিচন্তে ধ্রুবসন্ধিস্থতঃ শুভঃ ॥ ৪৬ ॥

বৃক্ষরূপত্বাং কচিন্মায়োপসর্জনবৃক্ষরূপত্বেন বর্ণনং কচিদ্বৃক্ষোপসর্জনমায়ারূপত্বেন বর্ণনমিতীদং  
 চান্মাভিরসকুহৃতং ন বিস্মর্তব্যম্ ॥ ৩৭—৪২ ॥

সেই দেবীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া রাজ্যলাভ-জনিত সুখ অপেক্ষাও অধিকতর সুখ  
 প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ এবং শশিকলাও অরসায়কে সাতিশয় পীড়িত ও দুঃখিত হইয়া  
 নানাবিধ পরিচর্যা দ্বারা দেহ ধারণমাত্র করিতেছিল ॥ ৩৯ ॥ তখন রাজা সুবাহু নিজ  
 কন্যাকে বরাকাজিকী জানিয়া বিশেষ মনোযোগ পূর্বক স্বয়ংবর করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥  
 পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে রাজাদিগের বিবাহযোগ্য স্বয়ম্বর তিন প্রকার, কিন্তু অত্রের পক্ষে  
 তাহা নহে। সেই ত্রিবিধ স্বয়ংবর যথা—ইচ্ছা-স্বয়ংবর প্রথম; পণ্য-স্বয়ংবর দ্বিতীয়, যেমন  
 রামচন্দ্র শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া জানকীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং শূরগণের শৌর্য্য-  
 শুদ্ধ-স্বয়ংবর তৃতীয়; এই তিন প্রকার স্বয়ংবরের মধ্যে নৃপসত্তম সুবাহু ইচ্ছা-স্বয়ংবর করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ৪১-৪৩ ॥ রাজা শিল্পিগণের দ্বারা সুশোভন আস্তরন সমন্বিত মঞ্চ এবং বিবিধ প্রকার  
 সুসজ্জিত সভ্যমণ্ডপ সকল নির্মাণ করাইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে স্বয়ংবর সভা নির্মিত ও  
 সুসজ্জিত এবং সামগ্ৰী-সম্ভার সমাহত হইলে চাকুলোচনা শশিকলা সুদুঃখিত হইয়া  
 সখীকে কহিল, তুমি মাতার নিকট গমন করিয়া আমার বচনানুসারে তাঁহাকে নির্জনে



নান্যং বরং বরিস্যামি তম্মতে বৈ স্মদর্শনম্ ।

স মে ভর্তা নৃপসুতো ভগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা সা সখী গত্বা মাতরং প্রাহ সত্বর ।

বৈদভীং বিজনে, বাক্যং মধুরং মঞ্জুভাষিনী ॥ ৪৮ ॥

পুত্রী তে দুঃখিতা প্রাহ সাধ্বি ! ত্বাং মনুখেণ যৎ ।

শৃণু ত্বং কুরু কল্যাণি ! তদ্বিতং ত্বরিতাধুনা ॥ ৪৯ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমে পুণ্যে ঋবসন্ধিসুতোহস্তি যঃ ।

স মে ভর্তা রতশ্চিত্তে নান্যং ভূপং বৃণোম্যহম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজ্ঞী তদ্বচনং শ্রুত্বা স্বপতৌ গৃহমাগতে ।

নিবেদয়ামাস তদা পুত্রীবাক্যং যথাতথম্ ॥ ৫১ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা বিস্মিতঃ প্রহসন্মুহঃ ।

ভার্য্যামুবাচ বৈদভীং স্ববাহুস্তু শ্রুতং বচঃ ॥ ৫২ ॥

শৌর্য্যশুক্লশ শৌর্য্যং শুক্লং যস্মিন্ স ইত্যর্থঃ । যশ্চ শৌর্য্যং বর্ততে তেন সর্কান্ রাজ্ঞো জিত্বা কণ্ঠাহরণীয়েতি ॥ ৪৩—৫১ ॥

কহিবে, আমি ঋবসন্ধির সুশোভন পুত্র স্মদর্শনকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, আমি, সেই রাজকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না, দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার ভর্তা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, সখী রাজকুমারীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক তাঁহার মাতা বৈদভীকে মধুর বচনে নির্জনে কহিল, সাধ্বি ! আপনার তনয়া দুঃখিত হইয়া আমার দ্বারা যাহা বলিয়া পাঠাইলেন তাহা শ্রবণ করুন এবং যাহা হিতকর হয় তাহাই অবিলম্বে সম্পাদন করুন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তিনি বলিলেন “ভারদ্বাজ ঋষির পবিত্র আশ্রমে ঋবসন্ধি রাজার পুত্র আছেন, তাঁহাকেই আমি মনে মনে বরণ করিয়াছি, আর অন্য কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না” ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পতি গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে তনয়ার বাক্য যথাযথরূপে সমস্তই নিবেদন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তাহা শুনিয়া রাজা স্ববাহু বিস্মিত হইলেন, পরে মুহমুহ হাস্য করিয়া নিজ মহিষী বিদর্ভরাজতনয়াকে তথ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, স্তম্ভ ! সেই রাজপুত্র স্মদর্শন বালক, রজ্জ্ব হইতে বনে নির্কাসিত হইয়াছে, এক্ষণে অসহার্য হইয়া মাতার সহিত নির্জন বনে বাস করি-

হুত্ৰ ! জানাসি বালোহসৌ রাজ্যাসিক্ষাধিতো বনে ।

একাকী সহ মাত্ৰা বৈ বসতে নির্জনে বনে ॥ ৫৩ ॥

তৎকৃতে নিহতো রাজা বীরসেনো যুধাজিতা ।

স কথং নির্ধনো ভর্তা যোগ্যঃ স্মারুচলোচনে ! ॥ ৫৪ ॥

বুহি পুত্ৰীং ততো বাক্যং কদাচিদপি বিপ্রিয়ম্ ।

আগমিষ্যন্তি রাজানঃ স্থিতিমন্তঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
কাশিরাজকন্যায়া বিবাহোদযোগ বর্ণনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

স্মৃতমিত্যপি পাঠঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥

বুহীতি । অস্মিন্ স্বয়ংবরে স্থিতিমন্তঃ প্রতিষ্ঠিতা রাজান আগমিষ্যন্তি তস্মাদেতাদৃশং  
সর্কেষাং বিপ্রিয়ং বাক্যং কদাপি হুয়া ন বক্তব্যমিতিশেষঃ । ইতি পুত্ৰীং বুহীতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

তেছে ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাহারই নিমিত্ত রাজা বীরসেন যুধাজিৎ কর্তৃক সমরে নিহত হইয়াছেন,  
হে চারুলোচনে ! সেই নির্ধন বনুগত অসহায় বালক কিরূপে তাহার ভর্তা হইবে ? ॥ ৫৪ ॥  
অতএব শশিকলাকে বলিও তোমার স্বয়ংবর-সভায় বহুতর মর্যাদাশালী মহৎ মহৎ রাজগণ  
আগমন করিবেন তুমি তাহাদের বাহাকে হর মনোনীত করিবে, অতএব একরূপ অপ্রিয়  
বাক্য আর উচ্চারণ করিও না ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশিরাজের কন্যা শশিকলারস্বয়ংবরের  
উদ্যোগ বর্ণন নামক অষ্টাদশঅধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## উনবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ভক্তা মাতিহিতা বানাং পুত্রীঃ কৃৎসনসংস্থিতাম্ ।  
উবাচ বচনং শ্রদ্ধং সমাশ্রান্ত্য শুচিস্থিতাম্ ॥ ১ ॥  
কিং বৃথা স্মদতি ! ত্বং হি বিপ্রিয়ং মম ভাষসে ।  
পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি বাক্যেনানেন স্তব্রতে ! ॥ ২ ॥  
স্মদর্শনোহতিদুর্ভাগ্যো রাজ্যভ্রষ্টো নিরাশ্রয়ঃ ।  
বলকোশবিহীনশ্চ পরিত্যক্তস্তু বান্ধবৈঃ ॥ ৩ ॥  
মাত্রা সহ বনং প্রাপ্তঃ ফলমূলাননঃ কুশঃ ।  
ন তে যোগ্যো বরোহয়ং বৈ বনবাসী চ দুর্ভগঃ ॥ ৪ ॥  
রাজপুত্রাঃ কৃতপ্রজ্ঞা রূপবন্তঃ স্তসম্মতাঃ ।  
তবার্হাঃ পুত্রি ! সন্ত্যন্ত্যে রাজচিহ্নৈরলঙ্কতাঃ ॥ ৫ ॥  
ভ্রাতাস্ত বর্ততে কান্তঃ স রাজ্যং কোশলেষু বৈ ।  
করোতি রূপসম্পন্নঃ সর্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৬ ॥

বিশিষ্টলোকবর্ষেস্ত স্মদর্শনযুতা নৃপাঃ ।

স্বয়ংবরে সমাজগুরিতি সম্যকখোচ্যতে ॥

ভক্তা সেতি । সা রাজপত্নী ভক্তা রাজ্যেত্যর্থঃ ॥ ১—৪ ॥

রাজচিহ্নৈঃ স্তব্রচাগরাদিতিঃ ॥ ৫—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহু এইরূপ বলিলে পর রাজমহিষী নিজ তনয়া শুচিস্থিতা শশিকলাকে  
ক্রোড়ে বসাইয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, চাকুলোচনে !  
তুমি সর্বদা ব্রতাদি অহুষ্ঠান করিয়া থাক অতএব কেন আমার অপ্রিয় কথা বলিতেছ ? রাজা  
তোমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ॥ ১-২ ॥ সেই স্মদর্শন অতি  
দুর্ভাগ্য, রাজভ্রষ্ট, নিরাশ্রয়, বলকোশ-বিহীন, বান্ধবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, মাত্রার সহিত  
বনে নির্বাসিত, ফলমূলহারী এবং কুশ অতএব একরূপ বনবাসী ভাগ্যবিহীন ব্যক্তি তোমার  
যোগ্য বর নহে । বহুতর কৃতবিদ্য রূপবান্, সকলের স্তসম্মত, রাজচিহ্নে অলঙ্কৃত, তোমার  
যোগ্য রাজপুত্র আছেন, তাঁহারাই এই স্বয়ংবরে আগমন করিবেন ॥ ৩—৫ ॥ ঐ স্মদর্শনের  
সর্বলক্ষণ-সমবিত ও মনোহর রূপগুণ-সম্পন্ন এক ভ্রাতা আছেন, তিনি কোশল দেশে



অন্যচ্চ কারণং সূক্ত ! শৃণু যচ্চ ময়া শ্রুতম্ ।  
 যুধাজিৎ সততং তস্মৈ বধকামোহস্তি ভূমিপঃ ॥ ৭ ॥  
 দৌহিত্রঃ স্থাপিতস্তেন রাজ্যে কৃত্বাতিসঙ্গরম্ ।  
 বীরসেনং নৃপং হত্বা সংমদ্র্য সচিবৈঃ সহ ॥ ৮ ॥  
 ভারত্বাজাশ্রমং প্রাপ্তো হস্তকামঃ সূদর্শনম্ ।  
 মুনির্ন বারিতঃ পশ্চাচ্ছগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥

শশিকলোবাচ ।

মাতর্শ্বমেপ্সিতঃ কামে বনস্থোহপি নৃপাত্মজঃ ।  
 শর্য্যাতিবচনেনৈব সূকন্থা চ পতিব্রতা ॥ ১০ ॥  
 চ্যবনঞ্চ যথা প্রাপ্য পতিশুশ্রবণে রতা ।  
 ভর্তৃশুশ্রবণং জ্ঞীণাং স্বর্গদং মোক্ষদং তথা ।  
 অকৈতবকৃতং নুনং সূখদং ভবতি স্ত্রিয়াঃ ॥ ১১ ॥  
 ভগবত্যা সমাদিষ্টং স্বপ্নে বরমনুভবম্ ।  
 তদ্বতেহং কথং চান্মং সংশ্রয়ামি নৃপাত্মজম্ ॥ ১২ ॥

অতিসঙ্গরমতিসংগ্রামম্ ॥ ৮—৯ ॥

এবং মাতৃর্কচনং বাক্যং সূদর্শনপ্রত্যাখ্যানাভিপ্রায়কং শ্রুত্বা শশিকলোবাচ মাতর্শ্বমে-  
 প্সিত ইতি । কামে মন্থনোরথবিষয়ে । তত্র দৃষ্টান্তমাহ শর্য্যাভীতি ॥ ১০ ॥

যথেনিতি । যথা শর্য্যাতে রাজ্ঞো বচনেন সূকন্থানায়ী শর্য্যাতিসুতা চ্যবনং বৃদ্ধং পতিং  
 প্রাপ্য পতিশুশ্রবণে রতা তথৈব মম রাজ্যাদিলোভো নাস্তি কিন্তু ভর্তৃশুশ্রবণমেবাভিলষিতং  
 তত্ত্ব মম সূদর্শনে পত্যাবস্ত্যেবেতি ভাবঃ । ভর্তৃশুশ্রবণমেব জ্ঞীণাং পরো ধর্ম ইত্যাহ ।  
 ভল্লিতি ॥ ১১ ॥

রাজত্ব করিতেছেন ॥ ৬ ॥ আমি অন্য আর এক বিশেষ কারণ শুনিয়াছি, তুমি তাহা  
 শ্রবণ কর, যুধাজিৎ নামক ভূপাল সূদর্শনকে বধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান  
 আছেন ॥ ৭ ॥ তিনি সচিবগণের সহিত মদ্রণা পূর্বক ঘোরতর যুদ্ধে বীরসেনকে নিহত  
 করিয়া আপন দৌহিত্রকে সেই রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ সূদর্শনকে বিনাশ করিবার  
 মানসে যুধাজিৎ ভারত্বাজের আশ্রম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ; পরে মুনি কর্তৃক নিবারিত  
 হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করেন ॥ ৯ ॥

শশিকলা কহিলেন, জননি ! বনস্থ হইলেও সেই রাজপুত্র আমার মনোরথ বিষয়ে  
 সূক্ষ্মত ; শর্য্যাতির বাক্যে পতিব্রতা সূকন্থা যেমন চ্যবনকে প্রাপ্ত হইয়া পতিশুশ্রবায়  
 নিরত ছিলেন, আমিও এখন সেই রাজপুত্রকে লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত  
 থাকিব । পতির শুশ্রূষা করিলে নারীগণ স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব,

মচ্চিত্তভিত্তৌ লিখিতৌ ভগবত্যা স্মদর্শনঃ ।

তং বিহার্য প্রিয়ং কাস্তং করিষ্যেহহং ন চাপরম্ ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

প্রত্যাদিষ্টাঞ্চ বৈদৰ্ভী তয়া বহুনিদর্শনৈঃ ।

ভর্তারং সৰ্ব্বমাচক্ষু পুত্রোক্তং বচনং হৃশম্ ॥ ১৪ ॥

বিবাহস্ত দিনাদৰ্ব্বাগাপ্তং শ্রুতসমম্বিতম্ ।

দ্বিজং শশিকলা তত্র প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৫ ॥

যথা ন বেদ মে তাতো তথা গচ্ছ স্মদর্শনম্ ।

ভারদ্বাজাশ্রমে ব্রুহি মদ্বাক্যাত্তরসা বিভো ! ॥ ১৬ ॥

পিত্রা মে সম্ভূতঃ কামং মদর্থেন স্বয়ংবরঃ ।

আগমিষ্যন্তি রাজানো বলযুক্তা হনেকশঃ ॥ ১৭ ॥

ময়া ত্বং বৈ বৃতশ্চিত্তে সৰ্ব্বথা প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ।

ভগবত্যা সমাদিষ্টঃ স্বপ্নে মম সুরোপম ! ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ স্মদর্শনবিষয়ে মম ভগবত্যা আজ্ঞাপাস্তীত্যাহ । ভগবতোক্তি । সমাদিষ্টং স্মদর্শনং বরং পতিমৃতে ইত্যম্বরঃ । সংশ্রয়ামি সংশ্রয়িষ্যামি ॥ ১২-১৩ ॥

প্রত্যাদিষ্টা প্রত্যাখ্যাতা ॥ ১৪ ॥

অগ্নিন্ সময়ে শশিকলা যৎ কৃতবতী তদাহ । বিবাহন্তেতি ॥ ১৫—১৬ ॥

মদর্থেন মৎপ্রয়োজনেন স্বয়ংবরঃ সম্ভূতঃ সম্পাদিতঃ ॥ ১৭ ॥

সরলভাবে পতিসেবায় নিরত থাকিলে তাহাদের সুখলাভ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥

আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার বর নির্দেশ করিয়াছেন, সেই রাজপুত্র ব্যতীত আমি কিরূপে অস্ত্র কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি ॥ ১২ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী আমার চিত্তভিত্তিতে স্মদর্শনকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রিয়তম কমলীয় কাস্তকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না ॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এইরূপে বিদৰ্ভরাজ তনয়া বহুর নিদর্শন দ্বারা নিরন্তর হইয়া শশিকলার বাক্য সমুদায় রাজার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর শশিকলা ব্যস্ত হইয়া বিবাহের পূর্ব দিনে একজন বেদজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বিপ্রবরকে ভারদ্বাজের আশ্রমে এই বলিয়া পাঠাইলেন, দ্বিজবর ! বাহাতে আমার পিতা জানিতে না পারেন আপনি সেইরূপে স্মদর্শনের নিকট গমন পূর্বক আমার বাক্য সকল তাঁহাকে বলুন ॥ ১৫—১৬ ॥ পিতা আমার নিমিত্ত এক স্বয়ংবর সভা করিয়াছেন, বহুর সৈন্তসমম্বিত পরাক্রমশালী রাজগণ তাহাতে উপস্থিত হইবেন, হে অমরোপম ! দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে তোমার বিষয়ে আদেশ করিলে আমি পূর্ব হইতেই তোমাকে প্রীতি পূর্বক মনে মনে বরণ করি-

বিষমদ্বি হুতাশে বা প্রপতামি প্রদীপিতে ।  
 বরয়ে হৃদতে নান্যং পিতৃভ্যাং প্রেরিতাপি বা ॥ ১৯ ॥  
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা সংবৃতস্ত্বং ময়া বরঃ ।  
 ভগবত্যাঃ প্রসাদেন শৰ্ম্মাবাভ্যাং ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥  
 আগন্তব্যং হুয়াত্রৈব দৈবং কৃত্বা পরং বলম্ ।  
 যদধীনং জগৎ সৰ্ব্বং বর্ততে সচরাচরম্ ॥ ২১ ॥  
 ভগবত্যা যদাদিষ্ঠং ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি ।  
 যদ্বশে দেবতাঃ সৰ্ব্বা বর্তন্তে শঙ্করাদয়ঃ ॥ ২২ ॥  
 বক্তব্যোহসৌ হুয়া ব্রহ্মস্নেহান্তে বৈ নৃপাত্মজঃ ।  
 যথা ভবতি মে কার্য্যং তৎ কৰ্ত্তব্যং হুয়ানঘ ! ॥ ২৩ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা দক্ষিণাং দত্ত্বা মুনিৰ্ব্ব্যাপারিতস্তয়া ।  
 গত্বা সৰ্ব্বং নিবেদ্যাশু তত্র প্রত্যাগতো দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥  
 সূদৰ্শনস্ত তজ্জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং গমনে তদা ।  
 চকার মুনির্ন তেন প্রেরিতঃ পরমাদরাৎ ॥ ২৫ ॥

হে সুরোপম স্বঃ ভগবত্যা স্বপ্নে সমাদিষ্টো দর্শিত আজ্ঞাপ্তো ময়া চিত্তে বৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২২ ॥

বক্তব্যোহসাবিতি । হে ব্রহ্মস্নেহাক্যানৃপাত্মজঃ সূদৰ্শনস্বপ্নৈবং বক্তব্যঃ ॥ ২৩ ॥  
 তত্র শশিকলা বদ্যে তত্র প্রত্যাগতঃ ॥ ২৪ ॥

রাছি ॥ ১৭—১৮ ॥ আমি বিষ ভক্ষণ করির, অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব ইহাও শ্রেয়,  
 তথাপি তোমা ব্যতিরেকে পিতা মাতার আদেশমত অন্যকে বরণ করিব না ॥ ১৯ ॥ আমি মন,  
 কৰ্ম্ম ও বাক্য দ্বারা তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিরাছি, ভগবতীর প্রসাদে আমাদের অবশ্যই  
 সুখ সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ এই চরাচর অধিন জগৎ বাহার অধীন সেই দৈব-  
 বলের উপর নির্ভর করিয়া তুমি এই স্থানে অবশ্যই আগমন করিবে ॥ ২১ ॥ শঙ্করাদি  
 দেবগণ বাহার বশবর্তী সেই দেবী ভগবতী বাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা কদাচ মিথ্যা  
 হইবে না ॥ ২২ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনি ধার্মিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য অতএব আপনি সেই  
 নৃপতিপুত্রকে নির্জনে আহ্বান করিয়া এই সকল বাক্য বলিবেন ; অধিক আর কি বলিয়া  
 দিব, বাহাতে আমার কার্য্য সাধন হয় তাহা আপনি অবশ্য অবশ্যই করিবেন ॥ ২৩ ॥ এই  
 বলিয়া দক্ষিণা প্রদান পূৰ্ব্বক বিপ্রবরকে সূদৰ্শন সরিধানে পাঠাইয়া দিলেন, তিনি তথায়  
 গমন পূৰ্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিয়া সত্বর প্রত্যাগত হইলেন ॥ ২৪ ॥ সূদৰ্শন ইহা অবগত  
 হইয়া তথায় গমন করিতে হির নিশ্চয় হইলে মহর্ষি তারদ্বাজ তাঁহাকে পরম সমাদরে  
 প্রেরণ করিলেন ॥ ২৫ ॥



ব্যাস উবাচ ।

গমনায়োদ্যতং পুত্রং তমুবাচ মনোরমা ।  
 বেপমানাতিদুঃখার্তা জাতত্ৰাসাশ্রুলোচনা ॥ ২৬ ॥  
 কুত্র গচ্ছসি তত্রাদ্য সমাজে ভূভূতাং কিম্ ।  
 একাকী কৃতবৈরশ্চ কিং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে ॥ ২৭ ॥  
 যুধাজিহ্নন্তুকামস্ত্বাং সমেষ্যতি মহীপতিঃ ।  
 ন তেহন্যোহস্তি সহায়শ্চ তস্মান্মা ব্রজ পুত্রক ! ॥ ২৮ ॥  
 একপুত্রাতিদীনাস্মি তবাংধারা নিরাশ্রয়া ।  
 নার্সি ত্বং মহাভাগ ! নিরাশাং কর্তুমদ্য মাম্ ॥ ২৯ ॥  
 পিতা মে নিহতো যেন সোহপি তত্রাগতো নৃপঃ ।  
 একাকিনং গতং তত্র যুধাজিহ্নাং হনিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব নাত্র কার্য্য বিচারণা ।  
 আদেশাচ্চ জগন্মাতুর্গচ্ছাম্যদ্য স্বয়ংবরে ॥ ৩১ ॥  
 মা শোকং কুরু কল্যাণি ! কল্পিয়ামি বরাননে ! ।  
 ন বিভেমি প্রসাদেন ভগবত্যা নিরন্তরম্ ॥ ৩২ ॥

মুনির্না ভারদ্বাজেন প্রেরিতো গমনে নিশ্চয়ং চকার ॥ ২৫—২৬ ॥

কিং বিচিন্ত্যেতি । কিমাত্রয়ং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে গচ্ছসীত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, পুত্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া মনোরমা দুঃখিতা ও কল্পমানা হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে করিতে কহিলেন ॥ ২৬ ॥ সুদর্শন! তুমি এখন কোথায় যাইতেছ? যেখানে তোমার বিষম বৈরি সকল বিদ্যমান তুমি একাকী কি ভাবিয়া সেই রাজাদিগের স্বয়ংবর সভায় গমন করিতেছ। পুত্র! তুমি এখন বালক, রাজা যুধাজিৎ তোমার বিনাশের বাসনা করিয়া তথায় আগমন করিবে, সেখানে তোমার কেহই সহায় নাই অতএব তুমি কদাচই গমন করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমি অতি দীন ও নিরাশ্রয়, আমার অন্ত কোন অবলম্বন নাই, অতএব এসময় আমাকে নিরাশ করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৯ ॥ দেখ সুদর্শন! যে যুধাজিৎ আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, সেই দুর্দান্ত রাজা তথায় আগমন করিবে, তুমি একাকী সেস্থলে গমন করিলে সে তোমাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে ॥ ৩০ ॥ সুদর্শন কহিলেন মাতঃ! বাহা, ভবিতব্য তাহা অবশ্যই হইবে, এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই, জগন্মাতার আদেশের অনুবর্তী হইয়া

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা রথমারুহ গন্তুকামং স্তুদর্শনম্ ।  
 দৃষ্ট্বা মনোরমা পুত্রমশীর্ভিষ্ঠাত্যমোদয়ৎ ॥ ৩৩ ॥  
 অগ্রতন্তেহম্বিকা পাতু পৃষ্ঠে পদ্মদলেক্ষণা ।  
 পার্শ্বতীপার্শ্বয়োঃ পাতু শিবা সর্বত্র সাম্প্রতম্ ॥ ৩৪ ॥  
 বারাহী বিষমে মার্গে দুর্গা দুর্গেষু কর্হিচিৎ ।  
 কালিকা কলহে ঘোরে পাতু হ্রাং পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥  
 মণ্ডপে তত্র মাতঙ্গী তথা সৌম্যা স্বয়ংবরে ।  
 ভবানী ভূপমধ্যে তু পাতু হ্রাং ভবমোচনী ॥ ৩৬ ॥  
 গিরিজা গিরিহুর্গেষু চামুণ্ডা চত্বরেষু চ ।  
 কামগা কাননেষ্বেবং রক্ষতু হ্রাং সনাতনী ॥ ৩৭ ॥  
 বিবাদে বৈষ্ণবী শক্তিরবতাত্ত্বাং রঘুদ্বহ ! ।  
 ভৈরবী চ রণে সৌম্য ! শত্রুণাং বৈ সমাগমে ॥ ৩৮ ॥  
 সর্বদা সর্বদেশেষু পাতু হ্রাং ভুবনেশ্বরী ।  
 মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩৯ ॥

আদেশাদাক্তরা ॥ ৩১—৩৩ ॥

অগ্রতন্তেহম্বিকা পাতু । তে তবাগ্রতোহগ্রদেশে স্থিতাম্বিকা হ্রাং পাত্তিত্যর্থঃ । উত্তরভ্রাত-  
 পোবমেবার্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

আমি অদ্য স্বয়ংবর সভায় গমন করিব ॥ ৩১ ॥ কল্যাণি ! আপনি শোক করিবেন না আমি  
 ভগবতীর প্রসাদে কাহাকেও কখন ভয় করি না ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, স্তুদর্শন এই বলিয়া রথে আরোহণ পূর্বক গমনেচ্ছুক হইল দেখিয়া  
 মনোরমা তাহাকে আশীর্ষচন দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পুত্র ! অম্বিকাদেবী  
 তোমাকে অগ্রভাগে রক্ষা করুন, পদ্মলোচনা পশ্চাৎভাগে, পার্শ্বতী উভয় পার্শ্বে, শিবাদেবী  
 সর্বত্র, বারাহী বিষম মার্গে, দুর্গা রাজহুর্গে, কালিকা ঘোর কলহে, পরমেশ্বরী মণ্ডপস্থানে,  
 মাতঙ্গী স্বয়ংবর স্থানে, ভবমোচনী ভবানী ভূপমণ্ডলের মধ্যে, গিরিজা গিরিহুর্গে, চামুণ্ডা চত্বর-  
 স্থানে, সনাতনী কামগা কানন মধ্যে রক্ষা করুন ॥ ৩৪-৩৭ ॥ হে রঘুকুলোত্তম ! বৈষ্ণবী শক্তি  
 তোমাকে বিবাদে রক্ষা করুন, ভৈরবী রণে ও শত্রুসমাগমে রক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥ রে পুত্রক !  
 সচ্চিদানন্দময়ী, জগদ্ধাত্রী মহামায়া ভুবনেশ্বরী তোমাকে সর্বদাই সকল স্থলে রক্ষা  
 করুন ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা তং তদা মাতা বেপমানা ভয়াকুলা ।  
 উবাচাহং হুয়া সার্কমাগমিষ্যামি সর্বথা ॥ ৪০ ॥  
 নিমিষার্কং বিনা হ্যং বৈ নাহং শ্বাতুমিহোৎসহে ।  
 সহৈব নয় মাং বৎস ! যত্র তে গমনে মতিঃ ॥ ৪১ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা নিঃসৃত্য মাতা ধাত্রেয়ীসংযুতা তদা ।  
 বিপ্রৈর্দত্তাশিষঃ সর্বে নির্যযুর্হর্বসংযুতাঃ ॥ ৪২ ॥  
 বারাগশ্চাং ততঃ প্রাপ্তো রথেনৈকেন রাঘবঃ ।  
 জাতঃ সুবাহুনা তত্র পূজিতশ্চাইগাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 নিবেশার্থং গৃহং দত্তমন্নপানাদিকং তথা ।  
 সেবকং সমনুজ্ঞাপ্য পরিচর্য্যার্থমেব চ ॥ ৪৪ ॥  
 মিলিতাস্থথ রাজানো নানাদেশাধিপাঃ কিল ।  
 যুধাজিদপি সম্প্রাপ্তো দৌহিত্রেণ সমন্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥  
 করুষাধিপতিশ্চৈব তথা মদ্রেশ্বরো নৃপঃ ।  
 সিন্ধুরাজস্তথা বীরো যোদ্ধা মাহিষ্মতীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥

গিরিসম্বিনো যে হুর্গান্তেষু । পূর্বেক্তা হুর্গাস্ত স্থলহুর্গাঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥

রাঘবঃ রঘুকুলোৎপন্নঃ সুদর্শনঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

দৌহিত্রেণ শত্রুজিতা ॥ ৪৫—৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর মনোরমা তাহাকে এই বলিয়া ভয়ে ব্যাকুল অন্তঃকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, সুদর্শন ! আমি তোমার সঙ্গে গমন করিব, কিছুতেই তাহার অন্তথা হইবে না ॥ ৪০ ॥ তোমা ব্যতিরেকে আমি নিমেষ মাত্রও এখানে অবস্থিতি করিতে পারিব না, বৎস ! যেখানে গমন করিতে তোমার বাসনা হইয়াছে, আমাকেও তথায় লইয়া চল ॥ ৪১ ॥ এই বলিয়া তখন তাহার মাতা ধাত্রীর সহিত নির্গত হইলেন, বিপ্রগণ আশীর্ষচন প্রদান করিলে সকলেই সেস্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪২ ॥ রঘুকুলনন্দন সুদর্শন একই রথে আরোহণ পূর্বক বারাগসীতে উপনীত হইলে, তঁত্ৰত্য রাজা সুবাহু তাহার আগমন অবগত হইয়া সৎকারাদি দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ বাসের নিমিত্ত গৃহ ও অন্ন পানাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিয়া পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর নানাদেশ হইতে বহুতর নৃপতিগণ আসিয়া মিলিত হইলেন এবং যুধাজিৎও নিজ দৌহিত্র শত্রুজিৎকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ করুষাধিপতি, যদ্রাজ, সিন্ধুরাজ, প্রসিদ্ধ বীর ও বোদ্ধবর মাহিষ্মতীর অধীশ্বর, পাঞ্চাল-



পাঞ্চালঃ পৰ্বতীয়শ্চ কামৰূপোহতিবীৰ্য্যবান্ ।  
 কৰ্ণাটশ্চোলদেশীয়ো বৈদৰ্ভশ্চ মহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥  
 অক্ষৌহিণীত্রিষষ্টিশ্চ মিলিতা সংখ্যা তদা ।  
 বেষ্টিতা নগরী সা তু সৈন্যৈঃ সৰ্বত্র সংস্থিতৈঃ ॥ ৪৮ ॥  
 এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষুঃ ।  
 মিলিতাস্তত্র রাজানো বরবারণসংযুতঃ ॥ ৪৯ ॥  
 অন্যান্যনৃপপুত্রাস্ত ইত্যাচুর্নিলিতাস্তদা ।  
 স্মদর্শনো নৃপসুতো হ্যাগতোহস্তি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥  
 একাকী রথমারুহ্য মাত্ৰা সহ মহামতিঃ ।  
 বিবাহার্থমিহায়াতঃ কাকুৎস্থঃ কিং নু সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥  
 এতান্ রাজসুতাংস্ত্যক্ত্বা সসৈন্যান্ সায়ুধানথ ।  
 কিমেনং রাজপুত্রী সা বরিষ্যতি মহাভূজম্ ॥ ৫২ ॥  
 যুধাজিদথ রাজেশস্তানুবাচ মহীপতীন্ ।  
 অহমেনং হনিষ্যামি কণ্ঠার্থে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥  
 কেরলাধিপতিঃ প্রাহ তং তদা নীতিবিত্তমঃ ।  
 নাত্র যুদ্ধং প্রকর্তব্যং রাজমিচ্ছাস্বয়ংবরে ॥ ৫৪ ॥

কামরূপং দেশম্পাতীতি কামরূপঃ ॥ ৪৭—৫০ ॥

কিং নু সাম্প্রতমিতি । যুধাজিৎপ্রমুখাঙ্গিষষ্ঠ্যক্ষৌহিণীসহিতাঃ প্রাণহারকাঃ শত্রবঃ সৰ্ব্বে  
 সমাগতাঃ । অগ্নিন্ সমাজে একাকিন আগমনং কিং নু সাম্প্রতং যোগ্যং ন যোগ্যমিতি  
 তাৎপর্য্যম্ ॥ ৫১—৫৩ ॥

রাজ, পৰ্বতীয়রাজ, কৰ্ণাটরাজ, বীৰ্য্যবান্ কামৰূপাধিপতি, চোলরাজ এবং মহাবল বিদৰ্ভ-  
 রাজ ত্রিষষ্টি অক্ষৌহিণী সেনার সহিত মিলিত হইয়া উপস্থিত হইলেন । তখন বারাগসীর  
 চারিদিক সৰ্ব্বত্রই সেনা দ্বারা পরিপূরিত হইল ॥ ৪৬-৪৮ ॥ অন্যান্য নৃপতিগণ স্বয়ংবর  
 দর্শন মানসে উত্তম উত্তম হস্তি আরোহণ পূৰ্ব্বক উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ তখন রাজ-  
 পুত্রগণ, বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রাজকুমার স্মদর্শনও এখানে আসিয়া নিরাকুল  
 চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন মহামতি সহায়বিহীন স্মদর্শন  
 বিবাহের নিমিত্তই কি রথারোহণ পূৰ্ব্বক মাতার সহিত এখানে আগমন করিয়া-  
 ছেন ? ॥ ৫১ ॥ এই সৈন্যসংযুক্ত, সায়ুধ রাজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজপুত্রী কি  
 এই মহাভূজ স্মদর্শনকে বরণ করিবেন ? ॥ ৫২ ॥ অনন্তর রাজবর যুধাজিৎ সমস্ত মহীপতি-  
 গণকে কহিলেন, আমি কণ্ঠার নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব ॥ ৫৩ ॥ তাঁহার সেই

বলেন হরণং নাস্তি নাত্র শুক্লস্বয়ংবরঃ ।  
 কন্তোচ্ছয়াত্র বরণং বিবাদঃ কীদৃশস্তিহ ॥ ৫৫ ॥  
 অন্ত্রায়েন ত্বয়া পূৰ্ব্বমসৌ রাজ্যাং প্রবাসিতঃ ।  
 দৌহিত্র্যাপিতং রাজ্যং বলবন্তৃপসন্তম ! ॥ ৫৬ ॥  
 কাকুৎস্থোহয়ং মহাভাগ ! কোসলাধিপতেঃ সূতঃ ।  
 কথমেনং রাজপুত্রং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥ ৫৭ ॥  
 লম্প্যাসে তৎফলং নূনমনয়ন্ত নৃপোত্তম ! ।  
 শাস্তাস্তি কশ্চিদায়ুশ্চনু ! জগতোহস্ত জগৎপতিঃ ॥ ৫৮ ॥  
 ধর্মো জয়তি নাধর্মঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্ ।  
 মানয়ং কুরু রাজেন্দ্র ! ত্যজ পাপমতিং কিল ॥ ৫৯ ॥  
 দৌহিত্র্যস্তব সম্প্রাপ্তঃ সোহপি রূপসমম্বিতঃ ।  
 রাজ্যযুক্তস্তথা শ্রীমান্ কথং তং ন বরিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

নীতিসত্তমো নীতিজ্ঞঃ । ইচ্ছাস্বয়ংবরে কন্ত্রায়া ষ্মিন্মিচ্ছা ভবতি স তয়া বরণীয় ইতি মর্গাদায়াঃ সত্বরাত্র যুদ্ধং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বলেনেতি । অস্মিন্মিচ্ছাস্বয়ংবরে বলেন হরণং নাস্তি তত্ত্ব শৌর্য্যশুক্রে এব বর্ততে নাত্র শুক্লোহস্তি কিস্তর্হি তত্রাহ । কন্তোচ্ছয়েতি ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চাস্তাপরাধাভাবেন কথমেনং হনিষ্যসীত্যাহ । অন্ত্রায়েনেতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

জগৎপতিঃ পরমেশ্বরোহস্ত্যেব শাস্তা কশ্চিদ্বিলক্ষণঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

কথং তং ন বরিষ্যতীতি । যদি কন্ত্রায়া ইচ্ছাস্তি তর্হি তং কথং ন বরিষ্যতি যদি নাস্তি তর্হি তব বিবাদেনাপি কিং ফলম্ । কন্তোচ্ছায়াঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া নীতিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য কেরলরাজ কহিতে লাগিলেন, রাজন্ ! ইচ্ছা-  
 স্বয়ংবরে যুদ্ধ করা কর্তব্য নহে ॥ ৫৪ ॥ এখানে শুক্ল-স্বয়ংবর হইবে না সূতরাং বলপূর্ব্বক কন্ত্রা  
 হরণের ব্যবস্থাও নাই, এখানে কন্ত্রা আপন ইচ্ছায় বরণ করিবে, অতএব ইহাতে আবার বিবাদ  
 ঘটিবার সম্ভাবনা কি ? ॥ ৫৫ ॥ তুমি পূর্ব্ব অন্ত্রায় করিয়া উহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করি-  
 য়াছ এবং শ্রেষ্ঠ নৃপতি হইয়াও বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া নিজ দৌহিত্রকে প্রদান করি-  
 য়াছ ॥ ৫৬ ॥ হে মহাভাগ ! সুদর্শন কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন ও কোশলাধিপতির তনয়, তুমি এই  
 নিরপরাধ রাজপুত্রকে কেন বিনাশ করিবে ? ॥ ৫৭ ॥ আয়ুশ্চনু ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে এই  
 জগতে কেহ না কেহ জৈশ্বর আছেন, তিনিই এই অধিলের শাসন করিয়া থাকেন, তুমি যদি  
 কোন ছর্নয়ের অনুষ্ঠান কর, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট হইতে যথোচিত ফল প্রাপ্ত হইবে  
 সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ রাজেন্দ্র ! ধর্ম ও সত্যেরই সর্ব্বত্র জয় এবং অধর্ম ও মিথ্যার পরাজয় হইয়া  
 থাকে, অতএব তুমি নীচ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপনার কলুষিত মতি প্রশমিত  
 কর ॥ ৫৯ ॥ তোমার দৌহিত্রও এখানে উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপবান্ ও শ্রীমান্ এবং

অন্যে রাজসুতাঃ কামং বর্তন্তে বলবন্তরাঃ ।

কন্যাস্বয়ংবরে কন্যা স্বীকরিষ্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥

কৃতে তথা বিবাহঃ কঃ প্রবদন্ত মহীভুজঃ ।

পরস্পরং বিরোধোহত্র ন কর্তব্যো বিজানতা ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সুদর্শনাদিনৃপগণানাং স্বয়ংবরসভাগমনং নাম উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

কং বা সাম্প্রতং স্বীকরিষ্যতি তং স্বীকরোতু ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

রাজ্যসম্বিত, রাজকন্যা তাহাকে বরণ না করিবে কেন ? ॥ ৬০ ॥ আরও বিবেচনা করিয়া দেখ অত্যাশ্রিত বহুতর বলবান্ রাজপুত্রও কন্যা-স্বয়ংবরে উপস্থিত হইয়াছেন, রাজতনয়া তাহাদিগকেও বরণ করিতে পারে। অতএব এই মহীপালগণ সকলেই বলুন, যদি সেই-রূপে বরণ কার্য্য সমাধা হয় তবে তাহাতে আর বিবাদ কি আছে ? একরূপ জানিয়া গুনিয়া ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ করা তোমার কর্তব্য নহে ॥ ৬১—৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শন ও রাজগণের স্বয়ংবরসভা-  
গমন নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥





## বিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি বাদিনি ভূপালে কেরলাধিপতো তদা ।  
প্রভুবাচ মহাভাগ ! যুধাজিৎপি পার্শ্বিবঃ ॥ ১ ॥  
নীতিরিয়ং মহীপাল ! যদব্রবীতি ভবানিহ ।  
সমাজে পার্শ্বিবানাং বৈ সত্যবাঞ্ছিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥  
যোগ্যেষু বর্তমানেষু কন্তারত্নং কুলোদ্বহ ! ।  
অযোগ্যোহীতি ভূপালো ন্যায়োহয়ং তব রোচতে ॥ ৩ ॥  
ভাগং সিংহস্ত গোমায়ুভোক্তুমীতি বা কথম্ ।  
তথা স্তদর্শনোহয়ং বৈ কন্তারত্নং কিমীতি ॥ ৪ ॥  
বলং বেদো হি বিপ্রাণাং ভূভুজাং চাপজং বলম্ ।  
কিমন্যায়ং মহারাজ ! ব্রবীম্যহমিহাধুনা ॥ ৫ ॥

একসপ্ততিপদৈস্ত রাজ্ঞাং তত্র পরম্পরম্ ।

সংবাদত্বং বিনির্কর্তব্যং কন্তানোষ উদীয়তে ॥

কেরলাধিপতিবাক্যানন্তরং যুধাজিৎবাক্যমাহেত্যাহ । ইতি বাদিনীতি । মহাভাগ ! হে জনমেজয় ! ॥ ১ ॥

নীতিরিয়মিতি । ইয়ং নীতিঃ কিমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অয়ং ন্যায়স্তবৈব রোচতে । নান্যন্তেত্যাহ ॥ ৩ ॥

অসাম্প্রতং তব মতমিত্যাহ ভাগমিতি । সিংহস্ত ভাগং গোমায়ুঃ শৃগালঃ কথং ভোক্তু-  
মীতি ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! কেরল দেশের অধিপতি এইরূপ বলিলে রাজা যুধাজিৎও  
প্রভুত্বেরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! আপনি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, আপনি  
এই রাজসমাজে যাহা যাহা বলিলেন সে সকলই সত্য ও নীতিসম্মত । নৃপবর ! আপনি  
সংকুলজাত, অতএব আপনিই বলুন দেখি যে, এই সকল যোগ্যপাত্র বিদ্যমান থাকিতেও  
অযোগ্য ব্যক্তি কন্তারত্ন লাভ করিবে ? এই নীতিই কি আপনার অভিমত ? ॥ ২—৩ ॥  
যেমন শৃগাল কখন সিংহের ভাগ ভোগ করিতে যোগ্য হয় না, সেইরূপ স্তদর্শনও এই  
কন্তারত্ন লাভ করিবার উপযুক্ত নহে ॥ ৪ ॥ বিপ্রগণের বেদই বল, ক্ষত্রিয় রাজার ধর্মবর্ণই  
বল, ইহা সর্বত্রই নির্দিষ্ট রহিয়াছে ; অতএব, মহারাজ ! আমি এ বিষয়ে কি অন্তায়

বলং শুদ্ধং যথা রাজ্ঞাং বিবাহে পরিকীর্তিতম্ ।  
 বলবানেব গৃহ্নাতু নাবলস্ত কদাচন ॥ ৬ ॥  
 তস্মাৎ কন্যাং পণং কৃৎস্না নীতিরত্র বিধীয়তাম্ ।  
 অন্যথা কলহঃ কামং ভবিষ্যতি মহীভুজাম্ ॥ ৭ ॥  
 এবং বিবাদে সংব্রুতে রাজ্ঞাং তত্র পরম্পরম্ ।  
 আহুতস্ত সভামধ্যে স্ৰবাহুর্নৃপসত্তমঃ ॥ ৮ ॥  
 সমাহুয় নৃপাঃ সৰ্ব্বে তমুচুস্তদ্বদর্শিনঃ ।  
 রাজনীতিশ্চয়া কার্য্যা বিবাহেহত্র সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥  
 কিং তে চিকীর্ষিতং রাজংস্তদ্বদম্ব সমাহিতঃ ।  
 পুত্র্যাঃ প্রদানং কঠৈশ্চ তে রোচতে নৃপ ! চেতসি ॥ ১০ ॥

স্ৰবাহুরূবাচ ।

পুত্র্যা মে মনসা কামং বৃতঃ কিল স্তদর্শনঃ ।  
 ময়া নিবারিতাত্যর্থং ন সা প্রত্যোতি মে বচঃ ॥ ১১ ॥

যদুক্তমিচ্ছাস্বয়ংবর ইতি তত্রাহ । বলং শুদ্ধমিতি । নির্বলরাজানাং স স্বয়ংবরো বীৰ্য্য-  
 বতাং রাজ্ঞাস্ত বলমেব শুদ্ধং পরিকীর্তিতম্ । শুদ্ধং বরাদিদেয়ে স্তাদ্বরাদর্থগ্রহে দ্বিয়ামিতি  
 মেদিনীকোশাচ্ছুদ্ধং বরাদর্থগ্রহরূপং পরিকীর্তিতং নাগ্রহ । তস্ত শুদ্ধবিবাহরূপস্ত স্পষ্টং রূপ-  
 মাহ বলবানেবেতি । যতো রাজ্ঞাং বলমেব শুদ্ধং তস্মাৎ কন্যাং বলবানেব গৃহ্নাতবলস্ত কদাচ-  
 ন কদাপি ন গৃহ্নাত্বিতি পণং কৃৎস্না বিবাহে নীতির্ন্যাভিলষিতোহয়ং স্তায়ো বিধীয়তাং  
 ক্রিয়তাম্ । অস্বীকারে দোষমাহ । অন্তথোতি ॥ ৬—৮ ॥

রাজন্বিতি । পণরূপা পূর্ষোক্তা রাজভির্নিশ্চিতা নীতিন্যায়শ্চয়া কার্য্যাত্র স্বয়ংবরে ইত্যম্ব-  
 দভিলষিতমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তব যচ্চিকীর্ষিতং তত্ত্বং মমপি বদেত্যাহ কিং তে ইতি । ময়া পণস্ত ন কৃতোহথ বিবা-  
 হার্থং প্রবৃত্তোহসি তস্মাৎ পুত্র্যাঃ প্রদানং কঠৈশ্চ তে রোচতে তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কামং যথেষ্টং স্তদর্শনো বৃতঃ । প্রত্যোতি স্বীকরোতি ॥ ১১ ॥

বলিতেছি তাহা । আপনিই বলুন ॥ ৬ ॥ রাজাদিগের বলই শুদ্ধ, তদনুসারে বালবান্ ব্যক্তিই  
 কস্তারত্ব গ্রহণ করুক, দুর্বল ক্ষত্রিয় কখনই তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ পণ  
 করিয়া এই বিবাহে নীতি বিধান করুন, তাহা না হইলে মহীপালগণের মধ্যে নিশ্চয়ই  
 কলহ উপস্থিত হইবে ॥ ৬—৭ ॥

সেই স্বয়ংবর সভায় এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, নৃপসত্তম স্ৰবাহুকে তথায়  
 আহ্বান করা হইল ॥ ৮ ॥ তদ্বদর্শী নৃপতিগণ সকলেই স্ৰবাহুকে কহিলেন, রাজন্ ! আপনি  
 মনোযোগী হইয়া এই বিবাহ কার্য্যে একটা স্তনীতি স্থাপন করুন ॥ ৯ ॥ আপনার অভিলাষ  
 কি ? আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমাহিত চিন্তে তাহা প্রকাশ করুন । হে নৃপ !

কিং করোমি সূতায়। মে ন বশে বর্ততে মনঃ ।  
সুদর্শনস্তথৈকাকী সম্প্রাপ্তোহস্তি নিরাকুলঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সম্পন্নভূভূজঃ\* সর্বৈ সমাহুয় সুদর্শনম্ ।  
উচুঃ সমাগতং শাস্ত্রমেকাকিনমতদ্রিতম্ ॥ ১৩ ॥  
রাজপুত্র ! মহাভাগ ! কেনাহুতোহসি সূত্রত ! ।  
একাকী যঃ সমায়াতঃ সমাজে ভূভূতামিহ ॥ ১৪ ॥  
ন বৈ সৈন্যং ন সচিবা ন কোশো ন বৃহদ্বলম্ ।  
কিমর্থঞ্চ সমায়াতস্তদ্বৎ ব্রুহি মহামতে ! ॥ ১৫ ॥  
যুদ্ধকামা নৃপতয়ো বর্তন্তেহত্র সমাগমে ।  
কন্যার্থং সৈন্যসম্পন্নাঃ কিং ত্বং কৰ্ত্তুমিহেচ্ছসি ॥ ১৬ ॥  
ভ্রাতা তে স্ববলঃ শূরঃ সম্প্রাপ্তোহস্তি জিহ্মক্ষয়া ।  
যুধাজিচ্চ মহাবাহুঃ সাহায্যং কৰ্ত্তুমাগতঃ ॥ ১৭ ॥

মে সূতায়। মনো বশে নাস্তীত্যর্থঃ । তথা যথা তত্শাঃ কন্যায়। অভিপ্রায়স্তথৈব সুদর্শনো-  
পানাহুতো ময়াত্র প্রাপ্তঃ । তেন জানামি নুনং কন্যৈবায়মাহুত ইতি ॥ ১২ ॥

সুবাহবচনং শ্রুত্বা কেনাহুতত্বং কিমর্থমত্রাগতোহসীত্যভিপ্রায়েণ সুদর্শনং পপ্রচ্ছুরি-  
ত্যাহ সম্পন্নভূভূজ ইতি । শিষ্টা ভূভূজ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৭ ॥

কাহাকে কন্যা প্রদান করিতে আপনার অভিলাষ হয়, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া  
বলুন ॥ ১০ ॥

সুবাহু कहিলেন, আমার তনয়া মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছে, আমি বহবার  
বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার বাক্য গ্রহণ করে নাই । আমি কি করিব, এক্ষণে  
আমার কন্যার মানস, তাহার বশীভূত নহে । এদিকে সুদর্শন অনিমগ্নিত হইলেও একাকী  
এখানে আগমন করিয়া নিরাকুল-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১১—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর প্রধান প্রধান মহীপালগণ সকলেই সুদর্শনকে আহ্বান  
করিলেন ; সুদর্শনও একাকী শাস্ত্রভাবে আগমন করিলে তাঁহার। সুস্থির ভাবে তাঁহাকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত্রত ! তোমাকে কোন্ ব্যক্তি আহ্বান করিয়াছে ? তুমি অসহায়  
হইয়া এই মহারাজগণের সমাজে আগমন করিয়াছ কেন ? ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমার সৈন্য  
নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আর তোমার কোনও বিশেষরূপ বল দৃষ্ট  
হইতেছে না, মতিমন্ ! তবে তুমি কেন একাকী এখানে আগমন করিয়াছ তাহা বিশেষ  
করিয়া বল ॥ ১৫ ॥ এই রাজসমাজে সৈন্য সম্পন্ন মহাবল নরপতিগণ কন্যার নিমিত্ত যুদ্ধার্থী



গচ্ছ বা তিষ্ঠ রাজেশ্বর ! যাথা তথ্যমুদাহৃতম্ ।

ত্বয়ি সৈন্তবিহীনে চ যথেষ্টং কুরু সূত্রত ! ॥ ১৮ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো দুর্গসংশয়ঃ ।

ন মিত্রাণি ন সৌহার্দী ন নৃপা রক্ষকা মম ॥ ১৯ ॥

অত্র স্বয়ংবরং শ্রদ্ধা দ্রষ্টুকাম ইহাগতঃ ।

স্বপ্নে দেব্যা প্রেরিতোহস্মি ভগবত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

নান্যচ্চিকীর্ষিতং মেহদ্য মামাহ জগদীশ্বরী ।

তয়া যদ্বিহিতং তচ্চ ভবিতাদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥

ন শত্রুরস্তি সংসারে কোহপ্যত্র জগদীশ্বরী ! ।

সর্বত্র পশ্যতো মেহদ্য ভবানীং জগদম্বিকাম্ ॥ ২২ ॥

যঃ করিষ্যতি শত্রুং ময়া সহ নৃপাশ্রজাঃ ! ।

শাস্তা তস্ম মহাবিদ্যা নাহং জানামি শত্রুতাম্ ॥ ২৩ ॥

ত্বয়ি সৈন্তবিহীনে দৃষ্টে সত্যস্মাভির্দয়াবশাদযাথা তথ্যমর্শ আদ্যজন্তম্ । যাথা তথ্যবিশিষ্টং  
বাক্যং সত্যং বাক্যমুদাহৃতমুক্তং তদ্বত্তরং গচ্ছাথবা তিষ্ঠ যথেষ্টং শ্রদ্ধাধাকুর্কিত্যর্থঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

কেনাহুতঃ কিমর্থমাগতোহসীত্যশ্রোত্তরমাহ অত্রোতি । ন কেনাপ্যাহুতঃ কিন্তু ভগবতী-  
প্রেরণায়ৈব স্বয়ংবরং দ্রষ্টুমাগতোহস্মীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, এস্থলে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥ ১৬ ॥ তোমার  
ভ্রাতাও বলশালী এবং শৌর্য্যবীৰ্য্য সম্পন্ন, সে কত্কা গ্রহণ লালসায় এখানে উপস্থিত  
হইয়াছে, মহাবাহু যুধাজিৎও তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করি-  
য়াছেন ॥ ১৭ ॥ হে সূত্রত ! তোমাকে সৈন্তবিহীন দেখিয়া, ঘেরূপ ঘটনা, তাহা আমরা  
তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে তুমি অত্র যাও বা এইস্থানে থাক, তোমার যাহা অভি-  
লাষ হয়, বিবেচনা পূর্ব্বক সেইরূপ অনুষ্ঠান কর ॥ ১৮ ॥ সুদর্শন কহিলেন, আমার সৈন্ত,  
সহায়, কোষ, দুর্গ, বহুবাকব অথবা রক্ষাকারক রাজা কেহই নাই ; এইস্থানে স্বয়ংবর  
হইবে শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ এক কথা  
এই যে দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে এখানে আসিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া-  
ছেন ; তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি এখানে আগমন করিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র সংশয়  
নাই ॥ ১৯—২০ ॥ এক্ষণে আমার অত্র কোনও কার্য্যের অভিলাষ নাই, ভগবতী ভুবনেশ্বরী  
আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি । তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন,  
তাহাই অদ্য সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ হে মহীশ্বরগণ ! আমি জগদীশ্বরী জগ-  
দম্বিকা ভগবতী ভবানীকে সর্বত্রই দর্শন করিতেছি, অতএব এই জগতীতলে আগার

যন্তাবি তন্মৈ ভবিতা নাশ্চথা নৃপসত্তমাঃ ! ।

কা চিন্তা হত্র কর্তব্যাদৈবানোহস্মি সর্বদা ॥ ২৪ ॥

দেবভূতমনুষ্যেষু সর্বভূতেষু সর্বদা ।

সর্বেষাং তৎকৃত্য শক্তির্মানাশ্চথা নৃপসত্তমাঃ ! ॥ ২৫ ॥

সা যং চিকীর্ষতে ভূপং তং করোতি নৃপাধিপাঃ ! ।

নির্ধনং বা নরং কামং কা চিন্তা বৈ তদা মম ॥ ২৬ ॥

তায়ুতে পরমাং শক্তিং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ।

ন শক্তাঃ স্পন্দিতুং দেবাঃ কা চিন্তা মে তদা নৃপাঃ ! ॥ ২৭ ॥

অশক্তো বা মশক্তো বা যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্ ।

তদাজয়া নৃপাদৈব সম্প্রাপ্তোহস্মি স্বয়ংবরে ॥ ২৮ ॥

সা যদিচ্ছতি তৎ কুর্য্যান্মম কিং চিন্তনেন বৈ ।

নাত্র শক্কা প্রকর্তব্যাসত্যমেতদব্রুবীম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

কিং স্বং কর্তুমিহেচ্ছসীত্যন্তোত্তরমাহ নাশ্চদিতি । মাং জগদীশ্বরী যদাহ ত্রয়া তত্র গন্তব্য-  
মিতি তস্মাত্ত্বাক্যপরিপালনাদন্তমম চিকীর্ষিতং নাস্ত্যেব । যুদ্ধং ভবিষ্যতি তদা তব কাব-  
স্থেতি চেত্তত্রাহ তয়েতি ॥ ২১—২৬ ॥

তায়ুতে ইতি । তদ্বক্তং স্মৃতিসংহিতায়াং যজ্ঞবৈভবখণ্ডে ত্রয়োদশাধ্যায়ে । যন্ত ব্রহ্মত্বমা-  
পরঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তত্ৰাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ । যন্ত বিষ্ণুত্বমা-

কেহই শক্তি নাই তবে যে ব্যক্তি আমার সহিত শক্ততার প্রবৃত্ত হইবে, মহাবিদ্যা মহামায়া  
তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন; শক্ততা কাহাকে বলে আমিও অবগত  
নহি ॥২২-২৩॥ হে নৃপসত্তমগণ! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটবে, কদাচই অন্তথা হইবে  
না আমি সর্বদাই দৈবের অধীন রহিয়াছি, অতএব এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া কি ফলোদয়  
হইবে? ॥ ২৪ ॥ নৃপবরগণ! কি দেবতা, কি ভূতযোনি, কি মনুষ্য সকল প্রাণীতেই দেবী-  
দত্ত শক্তি বিদ্যমান আছে, কদাচই তাহার অন্তথা হয় না ॥২৫॥ রাজেশ্বরগণ! তিনি যাহাকে  
ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ভূপতি, ধনপতি বা নির্ধন করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমার  
চিন্তার বিষয় কি? ॥২৬॥ যখন সেই পরাশক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কু প্রভৃতি দেবতা-  
গণও নড়িতে চড়িতে সমর্থ নহেন, তবে তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি আছে? ॥ ২৭ ॥  
নৃপগণ! আমি অশক্তিই হই, অথবা শক্তিই হই, কিংবা একজন সামান্ত ব্যক্তিই হই আমি  
সেই দেবী জগবতীর আদেশে এই স্বয়ংবর সভায় আগমন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ তিনি যাহা  
ইচ্ছা করিতেছেন তাহাই করিবেন আমার সে চিন্তায় প্রয়োজন নাই । হে মহাত্মগণ!  
আপনারা এ বিষয়ে কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আমি আপনাদিগকে সত্য কথাই

জয়ে পরাজয়ে লজ্জা ন মেহত্রাণুপি পার্শ্বিবাঃ ! ।  
ভগবত্যাশ্রু লজ্জাস্তি তদধীনোহস্মি সৰ্বদা ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ তদাকৰ্ণ্য বচনং রাজসত্তমাঃ ।  
উচুঃ পরম্পরং প্রেক্ষ্য নিশ্চয়জ্ঞা নরাধিপাঃ ॥ ৩১ ॥  
সত্যযুক্তং ত্বয়া সাধো ! ন মিথ্যা কহিচিদ্ভবেৎ ।  
তথাপ্যুজ্জয়নীনাথস্ত্বাং হস্তং পরিকাঙ্ক্ষতি ॥ ৩২ ॥  
ত্বংকৃতেন দয়াদিষ্টাস্ত্বাং ব্রুবীমো মহামতে ! ।  
যদ্যুক্তং তত্ত্বয়া কার্য্যং বিচার্য্য মনসানঘ ! ॥ ৩৩ ॥

শ্রুদর্শন উবাচ ।

সত্যযুক্তং ভবন্তিষ্ট কৃপাবন্তিঃ শ্রুজ্ঞানৈঃ ।  
কিং ব্রুবীমি পুনর্বাচ্যমুক্ত্বা নৃপতিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥  
ন মৃত্যুঃ কেনচিদ্ভাব্যঃ কস্মচিদ্বা কদাচন ।  
দৈবাধীনমিদং সৰ্ব্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫ ॥

পরঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ । যন্ত ক্রদ্রহমাপরঃ  
শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থক ইতি ॥ ২৭—৩২ ॥

ত্বংকৃতেন ত্বদাচরণেন দয়াদিষ্টাঃ প্রেরিতাঃ তস্মাস্ত্বাং বয়ং ব্রুবীমো ব্রুমো নাশ্রুথে-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

কহিলাম । জয় বা পরাজয় বিষয়ে আমার অনুমাত্রও লজ্জা নাই ; কারণ, আমি সৰ্বদাই  
সেই ভগবতীর অধীন, অতএব তদ্বিষয়ের যে লজ্জা, তাহা তাঁহারই আছে ॥ ২৯-৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরপতিগণ তাঁহার সেইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং ভগবতীর প্রতি  
তাহার স্থির নিশ্চয়তা জানিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া শ্রুদর্শনকে কহিতে লাগি-  
লেন, সাধো ! তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সত্য, কদাচই মিথ্যা নহে, তথাপি উজ্জয়িনীপতি  
যুধাঞ্জিৎ, তোমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩১—৩২ ॥ হে বুদ্ধিমন্ ! তোমার  
শরীরে যে পাপের লেশ মাত্র নাই তাহা আমরা জানিয়াছি ; তোমার নিমিত্ত আমাদের  
মানসে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, সেই হেতু তোমাকে এই বিষয় জানাইলাম, এক্ষণে  
মনে মনে তদ্বিষয়ের বিচার করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই কর ॥ ৩৩ ॥

শ্রুদর্শন কহিলেন, আপনারা কৃপানু ও সদাশয়, আপনারা যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য,  
আমি বালক হইয়া আপনাদিগকে আর কি বলিব ? ॥ ৩৪ ॥ নৃপবরগণ ! কোনও ব্যক্তি  
কখন কাহারও মৃত্যু ঘটাইতে সমর্থ হয় না, এই স্বাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎই দৈবের



স্ববশোহয়ং ন জীবোহস্তি স্বকৰ্মবশগঃ সদা ।  
 তৎ কৰ্ম ত্রিবিধং প্রোক্তং বিবৃদ্ধিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৩৬ ॥  
 সঙ্কিতং বর্তমানঞ্চ প্রারব্ধঞ্চ তৃতীয়কম্ ।  
 কালকৰ্মস্বভাবৈশ্চ ততঃ সৰ্বমিদং জগৎ ॥ ৩৭ ॥  
 ন দেবো মানুষ্যং হস্তং শত্রুঃ কালাগমং বিনা ।  
 হতং নিমিত্তমাত্রেণ হস্তি কালঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যথা পিতা মে নিহতঃ সিংহেনামিত্রকর্ষণঃ ।  
 তথা মাতামহোহপ্যেবং যুদ্ধে যুধাজিতা হতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 যত্নকোটিং প্রকুর্বাণো হন্যতে দৈবযোগতঃ ।  
 জীবৈর্ঘর্ষসহস্রাণি রক্ষণেন বিনা নরঃ ॥ ৪০ ॥  
 নাহং বিভেমি ধর্ম্মিষ্ঠাঃ কদাচিচ্চ যুধাজিতঃ ।  
 দৈবমেব পরং মহা স্থস্থিতোহস্মি সদা নৃপাঃ ! ॥ ৪১ ॥  
 স্মরণং সততং নিত্যং ভগবত্যাঃ করোম্যহম্ ।  
 বিশ্বস্য জননী দেবী কল্যাণং সা করিষ্যতি ॥ ৪২ ॥  
 পূর্ব্বার্জিতং হি ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা ।  
 স্বকৃতস্য চ ভোগেন কীদৃক্ শোকো বিজানতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ন কেবলং কৰ্মবশগঃ কিন্তু কালকৰ্মস্বভাববশগশ্চেত্যাহ কালেতি । স্বভাবো মূলভূতা  
 প্রকৃতিঃ । ততঃ ব্যাপ্তং তদ্বশগমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

তদেবোপপাদয়তি ন দেব ইতি ॥ ৩৮—৪৩ ॥

অধীন ॥ ৩৫ ॥ জীবগণের মধ্যে কেহই নিজবশে অবস্থিত নহে, সকলে সর্বদাই নিজ নিজ  
 কর্মের বশবর্তী । তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ কহেন, সঙ্কিত, বর্তমান ও প্রারব্ধভেদে কর্ম তিন  
 প্রকার ; এই অখিল জগৎ, কাল কর্ম ও স্বভাব কর্তৃক বিস্তারিত রহিয়াছে, সময় উপস্থিত  
 না হইলে দেবতারাও মানুষাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন না ; জীবগণ কোনও নিমিত্ত-  
 কারণ দ্বারা নিহত হয়, কিন্তু সনাতন কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬-৩৮ ॥  
 সেইরূপে আমার পিতা শত্রুগণের সংহারক হইলেও সিংহ দ্বারা এবং মাতামহ যুধাজিতের  
 দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ জীবগণ জীবনের অল্প কোটি কোটি বছর করিলেও  
 সহসা দৈবযোগে নিহত হয় এবং কেহ রক্ষা না করিলেও দৈবযোগে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত  
 জীবিত থাকিতে পারে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ হে পরম ধর্ম্মিক নরপতিগণ ! আমি যুধাজিৎ হইতে  
 কদাচই ভয় করি না, দৈবকেই প্রধান মানিয়া সর্বদা স্থস্থির চিত্তে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪১ ॥  
 আমি নিত্য নিত্য সততই ভগবতীর স্মরণ করিয়া থাকি, যিনি বিশ্বসংসারের জননী সেই

স্বকৰ্মফলযোগেন প্রাপ্য দুঃখমচেতনঃ ।  
 নিমিত্তকারণে বৈরং করোত্যল্লমতিঃ কিল ॥ ৪৪ ॥  
 ন তথাহং বিজানামি বৈরং শোকং ভয়ং তথা ।  
 নিঃশঙ্কমিহ সম্প্রাপ্তঃ সমাজে ভূভূতামিহ ॥ ৪৫ ॥  
 একাকী দ্রষ্টুকামোহং স্বয়ংবরমনুত্তমম্ ।  
 ভবিষ্যতি চ যদ্যব্যং প্রাপ্তোহস্মি চণ্ডিকাজয়া ॥ ৪৬ ॥  
 ভগবত্যাঃ প্রমাণং মে নান্যং জানামি সংযতঃ ।  
 তৎকৃতঞ্চ সুখং দুঃখং ভবিষ্যতি চ নান্যথা ॥ ৪৭ ॥  
 যুধাজিৎ সুখমাপ্নোতু ন মে বৈরং নৃপোত্তমাঃ ! ।  
 যঃ করিষ্যতি মে বৈরং স প্রাপ্যতি ফলং তথা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তান্তে তথা তেন সন্তুষ্টা ভূভুজঃ স্থিতাঃ ।  
 সোহপি স্বমাশ্রমং প্রাপ্য সুস্থিতঃ সম্ভূব হ ॥ ৪৯ ॥  
 অপরেহি শুভে কালে নৃপাঃ সংমন্ত্রিতাঃ কিল ।  
 সুবাহনা নৃপেণাথ রুচিরে বৈ স্বমণ্ডপে ॥ ৫০ ॥

অচেতনো বুদ্ধিরহিতো মূঢ়ঃ । নিমিত্তকারণে দুঃখশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

একাকীত্যাदि পূৰ্ণাৱয়ি ॥ ৪৬ ॥

ভগবত্যা বাক্যমিতি শেষঃ ॥ ৪৭—৫২ ॥

দেবীই আমার কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ৪২ ॥ দেখ, শুভই হউক আর অশুভই হউক,  
 পূৰ্ণার্জিত নিজকৰ্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, নিজ নিজ কৃতকৰ্ম অবশ্যই ভোক্তব্য, যে  
 ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন সে ব্যক্তি আর শোক করিবেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ মোহাচ্ছন্ন  
 অল্লমতি মানবগণ নিজকৃত কৰ্মযোগে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সামান্য কারণেই শক্রতা করিয়া  
 থাকে ॥ ৪৪ ॥ আমি সেরূপ শক্রতাজনিত শোক বা ভয় কিছুই জানি না ; আমি নিঃশঙ্কচিত্তে  
 এই ভূপতিগণের সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৪৫ ॥ আমি চণ্ডিকার আজায় এই অতুল্যতম  
 স্বয়ংবর দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি ; যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা অবশ্যই সংঘটিত  
 হইবে ॥ ৪৬ ॥ ভগবতীর বাক্যই আমার প্রমাণ, আমি অন্য কিছুই জানি না, একান্ত মনে  
 তাঁহাকেই জানি ; তিনি যেৰূপ সুখ দুঃখের বিধান করিয়াছেন কদাচই তাহার অন্যথা  
 হইবে না ॥ ৪৭ ॥ রাজগণ ! যুধাজিৎ সুখলাভ করুন, তাঁহার প্রতি আমার বৈরভাব নাই,  
 যিনি আমার প্রতি শক্রতাচরণ করিবেন তিনি অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ  
 নাই ॥ ৪৮ ॥

দিব্যাস্তরুণযুক্তেষু মঞ্চেষু রচিতেষু চ ।  
 উপবিষ্টাশ্চ রাজানঃ শুভালঙ্করণৈর্যুতাঃ ॥ ৫১ ॥  
 দিব্যবেশধরাঃ কামং বিমানেন্দ্রমরা ইব ।  
 দীপ্যমানাঃ স্থিতাস্তত্র স্বয়ংবরদিদৃক্ষুয়া ॥ ৫২ ॥  
 ইতি চিন্তাপরাঃ সর্বৈ কদা সাপ্যাগমিষ্যতি ।  
 ভাগ্যবন্তং নৃপশ্রেষ্ঠং শ্রুতপুণ্যং বরিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥  
 যদি স্মদর্শনং দৈবাৎ অজা সমুদয়েদিহ ।  
 বিবাদো বৈ নৃপাণাঞ্চ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥  
 ইত্যেবং চিন্ত্যমানাস্তে ভূপা মঞ্চেষু সংস্থিতাঃ ।  
 বাদিত্রঘোষঃ স্তমহানুস্থিতো নৃপমণ্ডপে ॥ ৫৫ ॥  
 অথ কাশীপতিঃ প্রাহ সূতাং স্নাতাং স্বলঙ্কৃতাম্ ।  
 মধুকমালাসংযুক্তাং ক্ষৌমবাসোবিভূষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 বিবাহোপস্করৈর্যুক্তাং দিব্যাং সিন্ধুসূতোপমাম্ ।  
 চিন্তাপরাং স্ববসনাং স্থিতপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রুতপুণ্যং কং বরিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

সিন্ধুসূতা লক্ষ্মীঃ । চিন্তাপরাং ভগবতীধ্যানপরাম্ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! স্মদর্শন এইরূপ করিলে পর নরপতিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া  
 সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন, স্মদর্শনও আপন আশ্রমে গমন করিয়া স্মৃতিরচিত্তে অবস্থিতি  
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরদিন নরপতি সুবাহু সমস্ত সমাগত নৃপতিগণকেই স্বয়ংবর  
 সভায় নিজ নিজ মনোহর মণ্ডপে আহ্বান করিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর রাজগণ মনোহর  
 অলঙ্কারসমূহে সুশোভিত হইয়া সুরচিত দিব্য আস্তরুণ পরিশোভিত মঞ্চোপরি উপবেশন  
 করিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন তথায় তাঁহারা দিব্য বেশধারী বিমান স্থিত অমর বৃন্দের দ্বারা রত্ন-  
 সমূহের সমুজ্জ্বল প্রভাজালে দীপ্যমান হইয়া স্বয়ংবর দর্শনাভিলাষে অবস্থিতি করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কখন সেই রাজবালা আগমন  
 করিয়া কোন্ ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে বরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ এই স্বয়ংবর সভায় যদি  
 দৈববশে স্মদর্শনকে মাল্য প্রদান করে তাহা হইলে অবশ্যই নৃপতিগণের মধ্যে ঘোরতর  
 বিবাদ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূপগণ মঞ্চো-  
 পরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমনত সময়ে সেই নৃপতিগণের সভামণ্ডপে স্তমহৎ বাদিত্র নির্ঘোষ  
 সমুখিত হইল ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর কাশীপতি সুবাহু, কস্তুর সরিধানে গমন করিয়া দেখিলেন  
 যে শশিকলা স্নান করিয়া পটুবস্ত্র পরিধান পূৰ্ব্বক বিবিধ অলঙ্কারে ও মধুকমালায়



উত্তিষ্ঠ পুত্রি ! স্ননসে ! করে ধ্বজা শুভাং অজম্ ।  
 ব্রজ মণ্ডপমধ্যেহ্যং সমাজং পশ্য ভূভুজাম্ ॥ ৫৮ ॥  
 গুণবান্ রূপসম্পন্নঃ কুলীনশ্চ নৃপোত্তমঃ ।  
 তব চিত্তে বসেদ্যন্ত তং বৃণুস্ব স্নমধ্যমে ! ॥ ৫৯ ॥  
 দেশদেশাধিপাঃ সর্বের মঞ্চেষু রচিতেষু চ ।  
 সংবিষ্টাঃ পশ্য তদ্বস্তু ! বরয়স্ব যথারুচি ॥ ৬০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তং তথা ভাষমাণং বৈ পিতরং মিতভাষিণী ।  
 উবাচ বচনং বালা ললিতং ধর্মসংযুতম্ ॥ ৬১ ॥  
 শশিকলোবাচ ।

নাহং দৃষ্টিপথে রাজ্ঞাং গমিষ্যামি পিতঃ ! কিল ।  
 কামুকানাং নরেশানাং গচ্ছন্ত্যন্যাস্চ যোষিতঃ ॥ ৬২ ॥  
 ধর্মশাস্ত্রে শ্রুতং তাত ! ময়েদং বচনং কিল ।  
 এক এব বরো নারীয়া নিরীক্ষ্যঃ স্মার চাপরঃ ॥ ৬৩ ॥  
 সতীত্বং নির্গতং তস্মা যা প্রযাতি বহুনথ ।  
 সঙ্কল্পয়ন্তি তে সর্বের দৃষ্ট্বা মে ভবতাদিতি ॥ ৬৪ ॥

অত্র ব্যাভিচারিণ্যঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

স্নশোভিত এবং সমস্ত বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর স্থায় শোভা পাইতে-  
 ছেন । নৃপতি, ক্রৌঞ্চবসনে বিভূষিত তনয়ারে চিত্তাতুরা নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্তের  
 সহিত কহিলেন, বৎসে ! উঠ উঠ, করকমলে স্নশোভন মালা ধারণ করিয়া মণ্ডপ মধ্যে  
 গমন পূর্বক রাজগণের সমাজ অবলোকন কর ॥ ৫৮—৫৯ ॥ তদ্বস্তু ! গুণবান্, রূপবান্ ও  
 আভিজাত্যসম্পন্ন বে নৃপসত্তম, তোমার মনোমন্দিরে বাস করিতেছেন, তুমি তাহাকেই  
 বরণ কর ॥ ৫৯ ॥ হে শোভনাস্ত্রি ! দেশদেশান্তরের অধিরাজগণ সুরচিত মঞ্চোপরি উপবিষ্ট  
 রহিয়াছেন, তুমি বাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন কর এবং বাহাকে তোমার অতিক্রি হই  
 তাঁহাকেই বরমাণ্য প্রদান কর ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, স্নবাহ এইরূপ বলিলে পর মিতভাষিণী শশিকলা তাহাকে ধর্মসংযুক্ত  
 স্নললিত মনোহর মধুর বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬১ ॥ পিতঃ ! আমি কামুক নরপতি-  
 গণের দৃষ্টিপথে গমন করিব না, তথায় আমার স্থায় রমণীগণ গমন করে না, ব্যাভিচারিণী  
 কার্মিনীরাই গমন করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ পিতঃ ! আমি ধর্মশাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি যে, নারীগণ

স্বয়ংবরে অজং ধূত্বা যদা গচ্ছতি মণ্ডপে ।  
 সামান্য্য সা তদা জাতা কুলটেবাপরা বধুঃ ॥ ৬৫ ॥  
 বারজী বিপণে গত্বা যথা বীক্ষ্য নরান্ স্থিতান্ ।  
 গুণাগুণপরিজ্ঞানং করোতি নিজমানসে ॥ ৬৬ ॥  
 নৈকভাবা যথা বেশ্যা বৃথা পশ্যতি কামুকম্ ।  
 তথাহং মণ্ডপে গত্বা কুর্বে বারজিয়া কৃতম্ ॥ ৬৭ ॥  
 বৃদ্ধৈরেতৈঃ কৃতং ধর্ম্যং ন করিষ্যামি সাম্প্রতম্ ।  
 পত্নীব্রতং তথা কামং চরিষ্যেহহং ধৃতব্রতা ॥ ৬৮ ॥  
 সামান্য্য প্রথমং গত্বা কৃত্বা সংকলিতং বহু ।  
 ব্রণোতি চৈকং তদ্বদে ব্রণোমি কথমদ্য বৈ ॥ ৬৯ ॥  
 স্মদর্শনো ময়া পূর্ব্বং ব্রতঃ সর্ব্বাঙ্গনা পিতঃ ! ।  
 তস্মতে নান্যথা কর্তু মিচ্ছামি নৃপসত্তম ! ॥ ৭০ ॥

সঙ্কল্পয়ন্তীতি । মাং দৃষ্ট্বয়ং মে ভবতাদিতি তে সঙ্কল্পয়ন্তি । ভবতাদিত্যাশীর্নোটি  
 তাতঙ্ ॥ ৬৪—৬৬ ॥

কুর্বে ইতি । বারজিয়া কৃতং কথং কুর্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

ননু বৃদ্ধসম্প্রদায় এবমেবাস্তি স চ স্বাপ্যাশ্রয়ী ইতি চেত্তদ্রাহ বৃদ্ধৈরिति ॥ ৬৮ ॥

একমাত্র বরকেই নিরীক্ষণ করিবেন অপরকে নিরীক্ষণ করিবেন না ॥ ৬৩ ॥ যে নারী  
 বহুজনের নিকট গমন করে তাহাকে সকলেই “আমার হউক” বলিয়া সংকল্প করিয়া  
 থাকে, তাহাতে তাহার সতীত্ব বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৬৪ ॥ বরার্থিনী রমণী যখন বরমালাধারণ  
 করিয়া স্বয়ংবর সভায় রাজমণ্ডপে গমন করে, তখন সে কুলটার ভ্রাতা সামান্য বধু হইয়া  
 থাকে । যেমন বারবধু বিপণি স্থানে গমন পূর্ব্বক বহুতর নরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিজ  
 মানসে গুণাগুণ পরিজ্ঞান করে, স্বয়ংবরগামিনী রমণীকেও সেইরূপ করিতে হয় ॥ ৬৫—৬৬ ॥  
 বেশ্যা যেমন একজনেরও প্রতি বদ্ধভাব না হইয়া কামুক জনগণকে নিরন্তর অবলোকন  
 করে, আমি রাজগণের সভামণ্ডপে গমন করিয়া বারবনিতার ভ্রাতা সেইরূপ কার্য্য কিরূপে  
 সম্পাদন করিব ? ॥ ৬৭ ॥ বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের এইরূপ অনুমোদন করিলেও আমি এক্ষণে তাহার  
 অনুসরণ করিব না, আমি পাতিব্রত্যাধারণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পত্নীব্রতের আচরণ করিব ॥ ৬৮ ॥  
 সামান্য রমণী যেমন প্রথমে গমন পূর্ব্বক বহুতর ব্যক্তিকে সংকল্প করিয়া পরে এক  
 ব্যক্তিকে বরণ করে আমি কদাচই সেইরূপ করিতে পারিব না ॥ ৬৯ ॥ পিতঃ ! আমি  
 প্রথমেই কামমনো বাক্যে স্মদর্শনকে বরণ করিয়াছি ; তাহাকে ছাড়িয়া অন্য ব্যক্তিকে বরণ  
 করিয়া তাহার অন্তথা করিতে কোনমতেই আমার ইচ্ছা নাই ॥ ৭০ ॥ হে নৃপসত্তম ! যদি

বিবাহবিধিনা দেহি কন্যাদানং শুভে দিনে ।

সুদর্শনায় নৃপতে ! যদীচ্ছসি শুভং মম ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাজ্ঞাং  
পরম্পরসংবাদকথনপূর্বকং কৃত্বা বোধবর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

তত্র দোষমাহ সামান্তেতি । যথা কাচিৎ সামান্তা জ্ঞী প্রথমং সভায়াং গচ্ছা মনসি বহু-  
পুরুষসম্ভবঃ সঙ্কলিতঃ কৃত্বা পশ্চাৎ স্বভাগ্যে লিখিতমেকমেব বৃণোতি তথা সামান্তাবৎ কথ-  
মদ্য পুরুষঃ বৃণোম্যহং পতিব্রতা সতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯—৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করেন, তবে শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহের বিধান অনুসারে  
সুদর্শনকে কন্যা প্রদান করুন ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে স্বয়ংবর সভায় রাজগণের পরম্পর  
কথোপকথন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥





## একবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

সুবাহুরপি তচ্ছ্রুত্বা যুক্তযুক্তং তয়া তদা ।  
চিন্তাবিষ্টো বভূবাসু কিং কৰ্ত্তব্যমিতঃ পরম্ ॥ ১ ॥  
সঙ্গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যাঃ সপরিগ্রহাঃ ।  
উপবিষ্টাশ্চ মঞ্চেষু যোদ্ধুকামাঃ\* মহাবলাঃ ॥ ২ ॥  
যদি ব্রবীমি তান্ সৰ্বান্ সুতা নায়াতি সাম্প্রতম্ ।  
তথাপি কোপসংযুক্তা হনু্যর্মাং দুৰ্ঘবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩ ॥  
ন মে সৈন্যবলং তাদৃগ্ণ দুৰ্গবলমদুতম্ ।  
যেনাহং নৃপতীন্ সৰ্বান্ প্রত্যাদেফুগিহোৎসহে ॥ ৪ ॥  
সুদৰ্শনস্তথৈকাকী হসহায়োহধনঃ শিশুঃ ।  
কিং কৰ্ত্তব্যং নিমগ্নোহহং সৰ্বথা দুঃখসাগরে ॥ ৫ ॥  
ইতিচিন্তাপরো রাজা জগাম নৃপসন্নিধৌ ।  
প্রণম্য তানুবাচাথ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ বষ্টিপদৈরাজাঃ কোলাহলে সতি ।

কণ্ঠায়াঃ সন্মতো রাজা স্থিত ইত্যেতদ্রুচ্যতে ॥

কণ্ঠাবাক্যোত্তরং চিন্তাগ্রস্তো রাজা যচ্চকার তদ্রুচ্যতে সুবাহুরপীতি । কণ্ঠা তু সন্ম-  
যুক্তং পরস্ত যয়া কিং কৰ্ত্তব্যমিতি চিন্তাবিষ্টো বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

নায়াতীতি । ইতীতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যাদেফুঃ প্রত্যাখ্যাতুম্ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, কাশীরাজ সুবাহু স্বীয় কণ্ঠা শশিকলার যুক্তযুক্ত বচন পরম্পরা শ্রবণ  
করিয়া এখন শীঘ্র কি কৰ্ত্তব্য এই বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তাবিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরাক্রান্ত ভূপাল  
সকল যুদ্ধ কামনায় সৈন্ত সমূহ সঙ্গে করিয়া নিজ নিজ অশুচরগণের সহিত এখানে আগমন  
পূৰ্ব্বক স্বয়ংবর মঞ্চে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এখন যদি আমি তাহাদিগকে বলি যে মদীয়  
তনয়া শশিকলা স্বয়ংবর সভায় আসিতেছে না, তাহা হইলে সেই দুৰ্বুদ্ধি ভূপালগণ ক্রোধাক্ত  
হইয়া আমাকে বিনাশ করিবে ॥ ২—৩ ॥ আমার তাদৃগ্ণ সৈন্তবল অথবা দুৰ্গবল নাই যে  
তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই নৃপতিগণের বাক্য অস্বীকার করত তাহাদিগকে দূরীভূত  
করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪ ॥ সুদৰ্শনও একাকী, অসহায়, নির্ধন ও বালক, এখন আমার কৰ্ত্তব্য

কিং কৰ্তব্যং নৃপাঃ কামং নৈতি মে মণ্ডপে স্মৃতা ।  
 বহুশঃ প্রেৰ্যমাণাপি সা মাত্ৰাপি ময়াপি চ ॥ ৭ ॥  
 মূৰ্দ্ধা পতামি পাদেষু রাজ্ঞাং দাসোহস্মি সাম্প্রতম্ ।  
 পূজাদিকং গৃহীত্বাদ্য ব্রজন্তু সদনানি বঃ ॥ ৮ ॥  
 দদামি বহুরত্নানি বস্ত্রাণি চ গজান্ রথান্ ।  
 গৃহীত্বাদ্য কৃপাং কৃত্বা ব্রজন্তু ভবনানু্যত ॥ ৯ ॥  
 ন বশে মে স্মৃতা বালা যদি ত্রিয়েত খেদিতা ।  
 তদা মে শ্ৰাম্যহদুঃখং তেন চিন্তাতুরোহস্ম্যহম্ ॥ ১০ ॥  
 ভবন্তুঃ করুণাবন্তো মহাভাগ্যা মহৌজসঃ ।  
 কিমেতয়া দুহিত্রা মে মন্দয়া দুৰ্ব্বিনীতয়া ॥ ১১ ॥  
 অনুগ্রাহোহস্মি বঃ কামং দাসোহহমিতি সৰ্ব্বথা ।  
 স্মৃতা স্মৃতেব মন্তব্যা ভবন্তিঃ সৰ্ব্বথা মম ॥ ১২ ॥

বাসা উবাচ ।

শ্রুত্বা স্ৰবাহবচনং নোচুঃ কেচন ভূমিপাঃ ।  
 যুধাজিৎ ক্রোধতাত্ৰাক্ষস্তমুবাচ কুমাৰিতঃ ॥ ১৩ ॥

... জনতা ॥ ৭ ॥

বঃ সদনানি যুগং ব্রজন্তিত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

খেদিতা তাড়িতা সতী যদি ত্রিয়েতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কি ? হায় ! আমি এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম ॥ ৫ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে  
 নরপতি স্ৰবাহ বিনয়াবনত হইয়া রাজগণের নিকট গমন পূৰ্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিতে  
 আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ ভূপতিগণ ! আমি এখন কি করি ? আমি এবং তাহার জননী বহবার  
 শ্রয়ংবর সভায় আসিতে বলিলেও আমার কত্যা আসিতে সম্মত হইতেছে না ॥ ৭ ॥ আমি  
 আপনাদিগের দাস আপনাদের চরণতলে উত্তমাক্ষ নিপাতিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি,  
 এক্ষণে পূজাদি গ্রহণ পূৰ্ব্বক আপনারা নিজ নিজ ভবনে গমন করুন । আমি বহুতর  
 রত্ন, বস্ত্র, গজ ও রথ প্রদান করিতেছি গ্রহণ পূৰ্ব্বক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া গৃহে গমন  
 করুন ॥ ৮—৯ ॥ আমার তনয়া এখন বালিকা, তাহাকে তাড়না করিলে যদি প্রাণ পরি-  
 ত্যাগ করে তাহা হইলে আমার আত্যস্তিক দুঃখ হইবে এই নিমিত্তই আমি অত্যন্ত  
 চিন্তাতুর হইতেছি ॥ ১০ ॥ আপনারা সৌভাগ্যশালী, তেজস্বী ও করুণাবান, আমার এই  
 দুৰ্ব্বিনীত মন্দভাগ্য কত্যা গ্রহণে আপনাদের প্রয়োজন কি ? ॥ ১১ ॥ আমি আপনাদিগের  
 দাস, অতএব আমার প্রতি করুণা প্রকাশ এবং আমার কত্যাকে আপনাদিগের তনয়ার  
 স্থায় মনে করা একান্তই কৰ্তব্য ॥ ১২ ॥

রাজস্বার্থেহসি কিং ব্রূষে কৃত্বা কার্যং স্তনিন্দিতম্ ।  
 স্বয়ংবরঃ কথং মোহাদ্ভচিতঃ সংশয়ে সতি ॥ ১৪ ॥  
 মিলিতা ভূভুজঃ সর্বৈঃ স্ফীতাহুতাঃ স্বয়ংবরে ।  
 কথমদ্য নৃপা গন্তুং যোগ্যাস্তে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ১৫ ॥  
 অবমান্য নৃপান্ সর্বাংস্ত্বং কিং স্তদর্শনায় বৈ ।  
 দাতুমিচ্ছসি পুত্রীঞ্চ কিমনার্যমতঃপরম্ ॥ ১৬ ॥  
 বিচার্য পুরুষেণাদৌ কার্যং বৈ শুভমিচ্ছতা ।  
 আরকব্যং স্ফীতাহুতং কৃতং রাজস্বজানতা ॥ ১৭ ॥  
 এতান্ বিহায় নৃপতীন বনবাহনসংযুতান্ ।  
 বরং স্তদর্শনং কর্তুং কথমিচ্ছসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥  
 অহং ত্বাং হস্মি পাপিষ্ঠ ! তথা পশ্চাৎ স্তদর্শনম্ ।  
 দৌহিত্রাদ্য মে কন্যাং দাস্তামীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কিমেতয়েতি । এতয়া ছষ্টয়া মন্দভাগ্যয়া ভবতাং কিং ফলং ভবিষ্যতি যদর্থমেতাবানাগ্রহো ভবন্তিঃ ক্রিয়তে ॥ ১১—১৫ ॥

অবমান্তি । পুত্রীং দাতুং কিমিচ্ছসি । যদিচ্ছসি তর্হি অতোহস্মাৎ পরমধিকমনার্গম-  
 লাঘ্যং কিমস্তি । মহানপরাধস্তব তদেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বিচার্যেতি । শুভমিচ্ছতা পুরুষেণাদৌ কার্যং সাধ্যমসাধ্যং বেতি বিচার্য পশ্চাদারক-  
 বাম্ । স্ফীতাহুতং রাজস্বজানতা তৎ কার্যং কৃতমতঃ ফলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপালগণ কেহ কিছুই বলিলেন না,  
 কিন্তু যুধাজিৎ কোধে লোহিতলোচন হইয়া রোষভরে কাশীরাজকে বলিতে আরম্ভ  
 করিলেন ॥ ১৩ ॥ রাজন্ ! তুমি নিতান্ত মূর্খ, অত্যন্ত নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া এখন কি  
 বলিতেছ ; যদি তোমার সন্দেহ ছিল, তবে না বুঝিয়া মোহবশে স্বয়ংবর সভা রচনা  
 করিলে কেন ? ॥ ১৪ ॥ তুমি আহ্বান করিয়াছ বলিয়া ভূপালগণ সকলেই স্বয়ংবর  
 সভায় আসিয়া মিলিত হইরাছেন, এখন তাঁহারা কিরূপে নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে  
 পারেন ॥ ১৫ ॥ সমস্ত নরপতিগণের অবমাননা করিয়া তুমি কি স্তদর্শনকে কন্যাদান করিতে  
 ইচ্ছা করিতেছ ? তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অনার্য্য কার্য্য আর কি হইতে পারে ? ॥ ১৬ ॥  
 কল্যাণাকাজী পুরুষগণের প্রথমে বিচার করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা কর্তব্য, কিন্তু তুমি  
 বিবেচনা না করিয়াই কার্য্যারম্ভ করিয়াছ, ইহার ফল অবশ্যই পাইতে হইবে, সন্দেহ  
 নাই ॥ ১৭ ॥ তুমি এখন এই বনবাহনসম্পন্ন পৃথিবীজগণকে পরিত্যাগ করিয়া, নিঃসহায়  
 ও নির্ধন স্তদর্শনকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন ? ॥ ১৮ ॥ পাপাধম ! আমি অদ্য  
 তোমাকে বধ করিব, পশ্চাৎ স্তদর্শনকে বিনাশ করিয়া দৌহিত্রকে কন্যা প্রদান করিব,



ময়ি তিষ্ঠতি কোহন্তোহস্তি যঃ কন্যাং হৰ্তুমিচ্ছতি ।  
 সূদৰ্শনঃ কিয়ানদ্য নিৰ্দ্ধনো নিৰ্বলঃ শিশুঃ ॥ ২০ ॥  
 ভারদ্বাজাশ্রমে পূৰ্ব্বং যুক্তো যুনিকৃতে ময়া ।  
 নাদ্যাং মোচয়িষ্যামি সৰ্বথা জীবিতং শিশোঃ ॥ ২১ ॥  
 তস্মাদ্বিচার্য্য সনক্ হং পুত্ৰ্যা চ ভার্য্যা সহ ।  
 দৌহিত্রায় প্রিয়াং কন্যাং দেহি মে সূক্রবং কিল ॥ ২২ ॥  
 সম্বন্ধী ভব দত্তা হং পুত্ৰীমেতাং মনোরমাম্\* ।  
 উচ্চাশ্রয়ঃ প্রকৰ্তব্যঃ সৰ্বদা শুভমিচ্ছতা ॥ ২৩ ॥  
 সূদৰ্শনায় দত্তা হং পুত্ৰীং প্রাণপ্রিয়াং শুভাম্ ।  
 একাকিনেহপ্যরাজ্যায় কিং সুখং প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥  
 “কুলং বিত্তং বলং রূপং রাজ্যং দুৰ্গং সূহৃজ্ঞানম্ ।  
 দৃষ্ট্বা কন্যা প্রদাতব্যা নান্যথা সুখমিচ্ছতি ॥ ১ ॥”  
 পরিচিন্তয় ধৰ্ম্মং হং রাজনীতিঞ্চ শাস্ত্রতীম্ ।  
 কুরু কার্য্যং যথাযোগ্যং মা কৃথা মতিমন্থথা ॥ ২৫ ॥

দৌহিত্র্যৈবেনাং কন্যাং দাত্ত্বানীতি মে বিনিশ্চয়োহস্তি ॥ ১৯—২০ ॥

যুনিকৃতে যুনিসঙ্কোচার্থম্ ॥ ২১—২২ ॥

সম্বন্ধী ভবেতি । মমোতি শেবঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

ইহাই আমার হির নিশ্চয় জানিও ॥ ১৯ ॥ আমি বিদ্যমান থাকিতে এমন কোন্  
 ব্যক্তি আছে যে কন্যা হরণের ইচ্ছা করিতে পারে ? বলহীন, নির্ধন ও শিশু সূদৰ্শনের  
 ক্ষমতাত গনণায় আনিবারই যোগ্য নহে ॥ ২০ ॥ পূৰ্বে ভারদ্বাজের আশ্রমে যুনিকৃনের  
 অত্মরোধ মানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য আমি সেই শিশুর জীবন কোন-  
 মতেই রাখিব না ॥ ২১ ॥ অতএব, তুমি ভার্য্যা ও কন্যার সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ  
 করিয়া, আপনার প্রিয়তমা মনোরমা কন্যা আমার দৌহিত্রকে প্রদান কর ॥ ২২ ॥ তুমি  
 আমার দৌহিত্রকে এই পরমাসুন্দরী কন্যাদান করিয়া আমার সহিত বৈবাহিক সূত্রে  
 আবদ্ধ হও, দেখ, কল্যাণাকাজী মানবগণের সৰ্বদা মহদাশ্রয়ই কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ প্রাণতুল্য  
 প্রিয়তমা এই কল্যাণী কন্যাকে রাজ্যভ্রষ্ট অসহায় সূদৰ্শনকে প্রদান করিয়া কি সুখ লাভের  
 প্রত্যাশা করিতেছ ? ॥ ২৪ ॥ “কুল, বিত্ত, বল, রূপ, রাজ্য, দুৰ্গ ও সূহৃদ্ সহায়াদি দর্শন  
 করিয়া কন্যাদান করা কর্তব্য, তাহা না হইলে সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই ।” তুমি রাজনীতি  
 ও সনাতন ধৰ্ম্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া যথাযোগ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, নীতি ও ধৰ্ম্মপথ পরিহার

\* সম্বন্ধী ভব মে রাজন্ । সহায়োহস্মি সদা ভব । ইতি পাঠোহপি কুজচিং দৃশ্যতে ।

সুহৃদসি মমাত্যর্থং হিতস্তে প্রব্রবীম্যহম্ ।

সমানয় সূতাং রাজন্ ! মণ্ডপে তাং সখীকৃতাম্ ॥ ২৬ ॥

সুদর্শনমৃতে চেয়ং বরিষ্যতি যদাপ্যসৌ ।

বিগ্রহো মে তদা ন শ্রাদ্ধিবাহোহস্ত তবেপ্সিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্যে নৃপতয়ঃ সর্বৈ কুলীনাঃ সৰলাঃ সমাঃ ।

বিরোধঃ কীদৃশস্ত্বেনং বৃণোদ্যদি নৃপোত্তম ! ॥ ২৮ ॥

অনুত্থাহং হরিষ্যেহদ্য বলাৎ কন্যামিমাং শুভাম্ ।

মা বিরোধঃ সুদুঃসাধ্যং গচ্ছ পার্শ্ববসন্তম ! ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যুধাজিতা সমাদিষ্টঃ সুবাহুঃ শোকসংযুতঃ ।

নিঃশ্বসন্ ভবনং গত্বা ভার্য্যাং প্রাহ শুচার্বতঃ ॥ ৩০ ॥

পুত্রীং ব্রুহি সুধৰ্ম্মজ্ঞে ! কলহে সমুপস্থিতে ।

কিং কর্তব্যং ময়া শক্যং ত্বদ্বশোহস্মি সলোচনে ! ॥ ৩১ ॥

বহু যদি স্বয়া প্রার্থ্যতে তর্হীদং স্বীকরোমীত্যাহ সুদর্শনমৃত ইতি । সুদর্শনং বিশাণ যং বা কং বা নৃপতিমিয়ং কন্যা বরিষ্যতি তদাসৌ বিগ্রহো ন শ্রাদ্ধদা তবেপ্সিতো বিবাহোহস্ত নোচেৎসেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

বিরোধঃ কীদৃশ ইতি । বিরোধঃ কিংবিষয় ইত্যর্থঃ । স্বয়মেব বদতি এনং বৃণোদ্যদীতি । এনং সুদর্শনমিয়ং কন্যা যদি বৃণোদ্যদুগ্রাহিত্বি তদ্বিষয়ে বিরোধো নাত্তরাজপিয়ং ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অনুত্থেতি । যদি সুদর্শনায় দাগ্রসীত্যর্থঃ । অতো নিরর্থকং ময়া সহ বিরোধঃ দুঃসাধ্যং মা গচ্ছ মা ব্রজেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

করিয়া অন্তঃগতে কদাচই কার্য্য করিও না ॥ ২৫ ॥ তুমি আমার অত্যন্ত সুক্লম এই নিমিত্তই তোমাকে হিতকথা কহিতেছি, রাজন্ ! তুমি নিজ তনয়াকে সখীপরিবৃত্ত করিয়া অয়ংবর সভামণ্ডপে আনয়ন কর ॥ ২৬ ॥ এই বাল্য, সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্য যাহাকে বরণ করে করুক তাহাতে আমার বিগ্রহ করিবার বাসনা নাই, তাহা হইলে তোমার অভিলাষ অগ্রসারেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া দাইবে ॥ ২৭ ॥ হে নৃপোত্তম ! অন্যান্য নৃপতিগণ সকলেই কুলীন ও সৈন্তবলসম্বিত এবং সর্বতোভাবেই তোমার সদৃশ, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বরণ করিলে কোনও বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না ; কিন্তু যদি এই কন্যা সুদর্শনকে বরণ করে, তবে নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব, অতএব হে নৃপসত্তম ! তদ্বন্ধর বিবাদ বিসম্বাদ না করিতে হয় তাহার উপায় কর ॥ ২৮—২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে যুধাজিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাশীরাজ সুবাহু অত্যন্ত শোকাক্রান্ত হইলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিয়া শোক-

ব্যাস উবাচ ।

স। শ্রদ্ধা পতিবাক্যন্তু গহা প্রাহ স্তুতান্তিকম্ ।  
 বৎসে ! রাজাতিদুঃখার্তঃ পিতা তেহদ্যাপি বর্ততে ॥ ৩২ ॥  
 ত্বদৰ্থে বিগ্রহঃ কামঃ সমুৎপন্নোহদ্য ভূভুতাম্ ।  
 অন্যং বরয় স্ত্রোশোণি ! স্তদর্শনমুতে নৃপম্ ॥ ৩৩ ॥  
 যদি স্তদর্শনং বৎসে ! হঠাত্বং বৈ বরিষ্যসি ।  
 যুধাজিৎ ত্বাঞ্চ মার্কণ্ডেব হনিষ্যতি বলাশ্রিতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 স্তদর্শনঞ্চ\* রাজাসৌ বলমন্তঃ প্রতাপবান্ ।  
 দ্বিতীয়স্তে পতিঃ পশ্চাদ্ভবিতা কলহে সতি ॥ ৩৫ ॥  
 তস্মাৎ স্তদর্শনং ত্যক্ত্বা বরয়ান্মুং নৃপোত্তমম্ ।  
 স্তুখমিচ্ছসি চেম্মহং ভুভ্যং বা মৃগলোচনে ! ॥ ৩৬ ॥  
 ইতি মাত্ৰা বোধিতাং তাং পশ্চাদ্রাজ্যাপ্যবোধয়ৎ ।  
 উভয়োর্বচনং শ্রদ্ধা নির্ভয়োবাচ কন্তকা ॥ ৩৭ ॥

পুত্রীং ব্রূহীতি । এতাদৃশে কলহে জাতে প্রাপ্তে ময়া শক্যং যৎ কিং কর্তব্যং তস্মাৎবিশ্বশো-  
 হস্মি তব যদ্যুক্তং ভাসতে তথা কুর্কিতি পুত্রীং ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৪২ ॥

সন্তপ্তচিত্তে মহিষীকে কহিলেন, স্তুলোচনে ! আমি এক্ষণে তোমারই বশবর্তী হই-  
 য়াছি তুমি শশিকলাকে বুঝাইয়া বল, যে বিষম কলহ উপস্থিত, এক্ষণে আমার কর্তব্য  
 কি ? ॥ ৩০—৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী পতিবাক্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক তনয়ার নিকট গমন করিয়া কহিতে  
 লাগিলেন, বৎসে ! তোমার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন, তোমার নিমিত্ত নিশ্চয়ই  
 নৃপতিগণের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইল, অতএব হে স্ত্রোশোণি ! তুমি স্তদর্শন ব্যতিরেকে  
 অন্যকে বরণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ বৎসে ! যদি বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা দ্বারা  
 স্তদর্শনকেই বরণ কর তবে সৈন্তসম্বিত বলবীৰ্য্যমন্ত প্রতাপাশ্রিত রাজা যুধাজিৎ তোমাকে,  
 আমাকে এবং স্তদর্শনকে বিনাশ করিবে সন্দেহ নাই । এইরূপে কলহ উপস্থিত হইলে পর  
 তোমার দ্বিতীয় পতি হইবারও সম্ভাবনা, অতএব এই সময়েই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই  
 একান্ত কর্তব্য ॥ ৩৪—৩৫ ॥ মৃগনয়নে ! তন্নিমিত্তই বলিতেছি যে যদি তোমার এবং আমার  
 স্তুখ ও মঙ্গল কামনা থাকে তবে অস্ত্র এক নৃপতিকে বরণ করা তোমার একান্তই  
 কর্তব্য ॥ ৩৬ ॥ মাতা এইরূপে বুঝাইলে পর রাজাও তাঁহাকে বিস্তর বুঝিলেন । উভয়ের  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া শশিকলা নির্ভয়চিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭ ॥



## কন্তোবাচ ।

সত্যযুক্তং নৃপশ্রেষ্ঠ ! জানাসি চ ত্রতং মম ।  
 নান্যং বৃণোমি ভূপালং স্মদর্শনমুতে কচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 বিভেষি যদি রাজেন্দ্র ! নৃপেভ্যঃ কিল কাতরঃ ।  
 স্মদর্শনায় দত্ত্বা মাং বিসর্জয় পুরাদ্বেহিঃ ॥ ৩৯ ॥  
 স মাং রথে সমারোপ্য নির্গমিষ্যতি তে পুরাৎ ।  
 ভবিতব্যস্ত পশ্চাদ্ভৈ ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ৪০ ॥  
 নাত্র চিন্তা ত্বয়া কার্য্যা ভবিতব্যে নৃপোত্তম ! ।  
 যদ্ভাবি তদ্ব্যবত্যেব সর্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

## রাজোবাচ ।

ন পুত্রি ! সাহসং কার্য্যং মতিমদ্ভিঃ কদাচন ।  
 বহুভিন্নং বিরুদ্ধব্যমিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৪২ ॥  
 বিস্রম্যামি কথং কন্যাং দত্ত্বা রাজসুতায় চ ।  
 রাজানো বৈরসংযুক্তাঃ কিং ন কুর্য্যুয়সাম্প্রতম্ ॥ ৪৩ ॥  
 যদি তে রোচতে বৎসে ! পণং সংবিদধাম্যহম্ ।  
 জনকেন যথাপূর্ব্বং কৃতঃ সীতাস্বয়ংবরে ॥ ৪৪ ॥

---

পণে কৃতে কলহো ন ভবিষ্যতীত্যাহ যদি ভবিতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

---

নৃপবর ! আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার দৃঢ়ব্রতের কথাত আপনি অবগত আছেন, আমি স্মদর্শন ব্যতিরেকে অল্প কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না ॥ ৩৮ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি যদি রাজগণের ভয়ে ভীত ও কাতর হন, তবে আমাকে স্মদর্শনের করে সম্প্রদান করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিউন, তিনি আমাকে রথে আরোপিত করিয়া নগর হইতে নির্গত হইবেন, তাহার পর যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, কদাচই তাহার অন্তথা হইবে না ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে নৃপোত্তম ! ভবিতব্য বিষয়ে আপনি কিছুই ভাবনা করিবেন না, যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৪১ ॥

রাজা কহিলেন, বৎসে ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কদাচই অতিশয় সাহস করেন না, বেদজ্ঞগণ কহিয়া থাকেন যে বহু ব্যক্তির সহিত বিরোধ করা কর্তব্য নহে ॥ ৪২ ॥ আমি রাজপুত্রকে কন্তাদান করিয়া তাহার সহিত নিজ কন্তাকে কিরূপে বিসর্জন দিব ? রাজগণ বৈর-ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন । এমন অকার্য্য কিছুই নাই যাহা তাহার এখন সম্প্রদান করিতে না পারেন ? ॥ ৪৩ ॥ বৎসে ! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে পূর্বে জনকরাজ যেমন সীতার

শৈবং ধনুৰ্ঘথা তেন ধৃতং কৃত্বা পণং তথা ।

তথাহমপি তদ্বঙ্গি ! করোম্যদ্য দুৰাসদম্ ॥ ৪৫ ॥

বিবাদো যেন রাজ্ঞাং বৈ কৃতে সতি শমং ব্রজেৎ ।

পালয়িষ্যতি যঃ কামং স তে ভৰ্তা ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥

সুদৰ্শনস্তথান্যো বা যঃ কশ্চিদ্বলবত্তরঃ ।

পালয়িত্বা পণং ত্বাং বৈ বরয়িষ্যতি সৰ্ব্বথা ॥ ৪৭ ॥

এবং কৃতে নৃপাণাস্তু বিবাদঃ শমিতো ভবেৎ ।

সুখেনাহং বিবাহং তে করিষ্যামি ততঃপরম্ ॥ ৪৮ ॥

কন্যোবাচ ।

সন্দেহেনৈব মজ্জানি মূৰ্খকৃত্যমিদং যতঃ ।

ময়া সুদৰ্শনঃ পূৰ্ব্বং ধৃতশ্চেতসি নান্যথা ॥ ৪৯ ॥

কারণং পুণ্যপাপানাং মন এব মহীপতে ! ।

মনসা বিধৃতং ত্যক্ত্বা কথমন্যং বৃণে পিতঃ ! ॥ ৫০ ॥

কৃতে পণে মহারাজ ! সৰ্ব্বেষাং বশগা হুহম্ ।

একঃ পালয়িতা দ্বৌ বা বহবো বা ভবন্তি চেৎ ॥ ৫১ ॥

কামং পণম্ ॥ ৪৬—৫০ ॥

সৰ্ব্বেষামিতি । যে যে পণং সাধয়িষ্যন্তি তেষাং সৰ্ব্বেষাং বশগা ভবিষ্যাদীত্যর্থঃ । ন হেতেনৈব পণঃ সাধনীয় ইতি পণসময়ে নিয়মঃ ক্রিয়তে কিন্তু সমুদায়োদ্দেশেনেতি ।

স্বয়ংবরে পণ করিয়াছিলেন, আমিও তোমার নিমিত্ত সেইরূপ পণ সংস্থাপন করি ॥ ৪৪ ॥ তিনি যেমন শৈবধনু পণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ দুঃসাধ্য পণ সংস্থাপন করিতে পারি । তাহা হইলে রাজগণের বিবাদও প্রশমিত হইতে পারে । কারণ, যে ব্যক্তি পণ প্রতিপালনে সগৰ্হ হইবেন সেই ব্যক্তিই তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন ; তাহাতে সুদৰ্শনই হউন অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তিই হউন, যে বলবান্ হইবে সেই ব্যক্তিই পণ প্রতিপালন পূৰ্ব্বক তোমাকে বরণ করিবেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ এইরূপ করিলে নৃপতিগণের বিবাদ প্রশমিত হইয়া যাইবে, আমিও তাহার পর সুখে তোমার বিবাহ কার্য সম্পাদন করিতে পারিব ॥ ৪৮ ॥

কন্তা কহিলেন, পিতঃ ! আপনার বাক্য শুনিয়া আমি সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইলাম ; কারণ, আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা মূৰ্খের কার্য বলিয়াই বোধ হইতেছে ; আমি পূৰ্বেই মনে মনে সুদৰ্শনকে বরণ করিয়াছি তাহার আর অন্যথা হইবে না ॥ ৪৯ ॥ মহীপতে ! মনই পাপ পুণ্যের কারণ হইয়া থাকে, যাহাকে আমি মনে মনে ধারণ করিয়াছি, তাহাকে পরি-

কিং কৰ্ত্তব্যং তদা তাত ! বিবাদে সমুপস্থিতে ।  
 সংশয়াধিষ্ঠিতে কার্যে মতিং নাহং কৰোম্যতঃ ॥ ৫২ ॥  
 মা চিন্তাং কুরু রাজেন্দ্র ! দেহি স্তুদৰ্শনায় মাম্ ।  
 বিবাহং বিধিনা কৃত্বা শং বিধাস্মতি চণ্ডিকা ॥ ৫৩ ॥  
 যন্নামকীৰ্ত্তনাদেব দুঃখৌঘো বিলয়ং ব্রজেৎ ।  
 তাং স্মৃত্বা পরমাং শক্তিং কুরু কার্য্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 গত্বা বদ নৃপেভ্যস্ত্বং কৃতাজ্জলিপুটোহদ্য বৈ ।  
 আগন্তব্যঞ্চ স্বঃ সৰ্বৈবরিহ ভূপৈঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা ত্বং বিস্বজ্যাশু সৰ্ব্বং নৃপতিমণ্ডলম্ ।  
 বিবাহং কুরু রাত্ৰৌ মে বেদোক্তবিধিনা নৃপ ! ॥ ৫৬ ॥  
 পারিষৎ যথা যোগ্যং দত্ত্বা তস্মৈ বিসর্জয় ।  
 গমিষ্যতি গৃহীত্বা মাং ধ্রুবসন্ধিস্থতঃ কিল ॥ ৫৭ ॥

এতদেবাহ : একঃ পালয়িত্তি । ত্রিভির্গদি বা দ্বাভ্যাং বা পণঃ সাধ্যতে তদৈকা কত্বা  
 কত্ব ভাব্যতীতি বিবাদে সমুপস্থিতে কিং কৰ্ত্তব্যম্ । ন কশ্চিদভ্রোপায়ো বিদ্যতে তস্মা-  
 দ্বাভ্যাং ত্রিভ্যো বা সা কত্বা দেয়েতি প্রসঙ্গঃ শান্ততশ্চ মহানন্থঃ পণে কৃতে সতি ভাব্যতা-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সংশয়াধিষ্ঠিতে সংশয়বিষয় ইত্যর্থঃ । অয়ং বা পতিরয়ং বা পতিরिति পতিনিবয়ে সংশয়ে  
 কুলটাবদহং মতিং ন কৰোমি পতিব্রতা সতীতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

ত্যাগ করিয়া অথ ব্যক্তিকে কিরূপে বরণ করিতে পারি ॥ ৫০ ॥ মহারাজ ! পণ করিলে আমি  
 সকলেরই বশবর্ত্তিনী হইব, যদি একজন, দুইজন অথবা বহু ব্যক্তি সেই পণ প্রতিপালন করিতে  
 সমর্থ হয়, তবেই আমি সকলেরই বশীভূতা হইব সন্দেহ নাই, পিতঃ । তাহাতেও বিবাদ  
 উপস্থিত হইতে পারে, তখন আমি কি করিব, অতএব সংশয়সংযুক্ত কার্য্যে আমি কিছুতেই  
 সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না ॥ ৫১-৫২ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না,  
 আপনি আমাকে বিবাহ বিধি দ্বারা স্তুদৰ্শনে সমর্পণ করুন, তাহাতে চণ্ডিকা দেবী অবশ্যই  
 আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! যাহার নাম কীৰ্ত্তন করিলে দুঃখরাশি  
 বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমশক্তিকে অরণ করিয়া সাবধানে কার্য্য সাধন করুন ॥ ৫৪ ॥  
 আপনি অদ্য নৃপতিগণের সম্মিধানে গমন পূর্ব্বক কৃতাজ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলুন,  
 আপনারা সকলেই কল্যা স্বয়ংবর সভায় আগমন করিবেন ॥ ৫৫ ॥ এই বলিয়া সমস্ত ভূপতি-  
 মণ্ডলকে বিদায় দিয়া রাত্রিযোগে বেদোক্ত বিধানে আমার পাণিপীড়ন কার্য্য সমাধান  
 করুন । তদনন্তর যথাযোগ্য বিবাহের দান দ্রব্য প্রদানানন্তর রাজপুত্র স্তুদৰ্শনকে বিদায়  
 দিউন, তাহা হইলে ধ্রুবসন্ধি তনয় স্তুদৰ্শন আমাকে লইয়া গমন করিবেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥



কদাচিত্তে নৃপাঃ ক্রুদ্ধাঃ সংগ্রামং কৰ্ত্তুমুদ্যতাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি তদা দেবী সাহায্যং নঃ করিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥  
 সোহপি রাজহুতৈস্তৈস্তু সংগ্রামং সংবিধাস্থতি ।  
 দৈবান্মৃধে মৃতে তন্নিম্মরিষ্যাম্যহমপ্যুত ॥ ৫৯ ॥  
 স্তুতি তেহস্ত গৃহে তিষ্ঠ দত্ত্বা মাং সহসৈন্যকঃ ।  
 একৈবাহং গমিষ্যামি তেন সার্কং রিরংসয়া ॥ ৬০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মা বচঃ শ্রুত্বা রাজাসৌ কৃতনিশ্চয়ঃ ।  
 মতিং চক্রে তথাকৰ্ত্তুং বিশ্বাসং প্রতিপদ্য চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 কাশীপতেঃ কন্থায়া মতানুসরণং নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বিবাহং বিধিনা কৃত্বা সুদর্শনায় মাং দেহীতিপূৰ্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ৫৩—৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

তাহাতেও যদি নৃপগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হন, তবে দেবী  
 ভগবতী আমাদিগের সহায় হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ সুদর্শনও তখন সেই রাজপুত্রগণের  
 সহিত সংগ্রাম করিবেন, তাহাতে যদি দৈবাৎ রণস্থলে তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে আমিও  
 প্রাণ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হইব ॥ ৫৯ ॥ রাজন্ ! আপনার মঙ্গল হউক  
 আপনি আমাকে সুদর্শনে সমর্পণ করিয়া সসৈন্তে গৃহে অবস্থান করুন; তাঁহার সহিত  
 প্রণয়-বাসনায় আমি একাকিনীই তাঁহার সঙ্গে গমন করিব ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহ নিজ তনয়ার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে  
 বিশ্বাস করিলেন এবং কৃতনিশ্চয় হইয়া সেইরূপে শশিকলার বিবাহ কার্য সম্পাদন করিতে  
 মানস করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মকমহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতির কন্থামতানুসরণ নামক  
 একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

শ্রদ্ধা স্মৃতিবাক্যমনিন্দিতান্না  
নৃপাংশ্চ গত্বা নৃপতির্জগাদ ।  
ব্রজন্তু কামং শিবিরানি ভূপাঃ  
শ্বো বা বিবাহং কিল সংবিধাশ্চে ॥ ১ ॥  
ভক্ষ্যানি পেয়ানি ময়্যর্পিতানি  
গৃহুন্তু সর্বৈ ময়ি স্প্রসন্নাঃ ।  
শ্বো ভাবি কার্যং কিল মণ্ডপেহত্র  
সমেত্য সর্বৈরিহ সংবিধেয়ম্ ॥ ২ ॥  
নায়াতি পুত্রী কিল মণ্ডপেহদ্য  
করোমি কিং ভূপতয়োহত্র কামম্ ।  
প্রাতঃ সমাশ্বাস্তু স্মৃতাং নয়িষ্যে  
গচ্ছন্তু তস্মাচ্ছিবিরানি ভূপাঃ ॥ ৩ ॥

অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশপদৈরথ বর্ণ্যতে ।

সুদর্শনবিবাহশ্চ সুবাহোটৈশ্চ কথ্যম্ ॥

কস্তাবাক্যং শ্রদ্ধা যচ্চকার রাজা তদাহ শ্রদ্ধেতি । কামং যথেষ্টম্ । শ্বো বা ন এন ॥ ১ ॥

কার্যং বিবাহরূপম্ ॥ ২ ॥

নয়িষ্যে আনয়িষ্যে ॥ ৩ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! অনন্তর সেই উদারাত্মা কান্দীপতি সুবাহ, কন্যার বাক্য শ্রবণ পূর্বক নৃপতিগণের সমীপে আসিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্রগণ ! আপনারা এখন আপন আপন শিবিরে গমন করুন, আমি কল্য কন্যার বিবাহ কার্য সম্পাদন করিব ॥ ১ ॥ রাজগণ সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মদন্ত পান ভোজনাদি গ্রহণ করুন, আপনারা কল্য এই সভামণ্ডপে আগমন করিয়া বিবাহ কার্যের বিধান করিয়া দিবেন ॥ ২ ॥ ভূপগণ ! অন্য আমার তনয়া এই সভামণ্ডপে আগমন করিল না, তাহাতে আমি আর কি করিব, কল্য প্রাতঃকালে আশ্বাসিত করিয়া তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিব, অতএব আপনারা একগে স্ব স্ব শিবিরে গমন করুন ॥ ৩ ॥ বুদ্ধিমান্ 'ব্যক্তিগণের

ন বিগ্রহো বুদ্ধিমতাং নিজাপ্রিতে  
 কৃপা বিধেয়া সততং হৃপত্যো ।  
 বিধায় তাং প্রাতরহানয়িষ্যে  
 সূতাং তু গচ্ছন্ত নৃপা যথেষ্টম্ ॥ ৪ ॥  
 ইচ্ছাপণং বা পরিচিন্ত্য চিন্তে  
 প্রাতঃ করিষ্যাম্যথ সংবিবাহম্ ।\*  
 সৰ্বৈঃ সমেত্যাত্র নৃপৈঃ সমেতৈঃ  
 স্বয়ংবরঃ সৰ্বমতেন কার্য্যঃ ॥ ৫ ॥  
 শ্রদ্ধা নৃপান্তেহবিতথঃ বিদিত্বা  
 বচো যযুঃ স্থানি নিকেতনানি ।  
 বিধায় পার্শ্বে নগরস্ত রক্ষাং  
 চক্ৰুঃ ক্রিয়ামধ্যদিনোদিতাশ্চ ॥ ৬ ॥  
 সূবাহুরপ্যার্য্যজনৈঃ সমেত-  
 শ্চকার কার্য্যাণি বিবাহকালে ।  
 পুত্রীং সমাহুয় গৃহে স্তম্ভেষু  
 পুরোহিতৈর্বেদবিদাং বরিতৈঃ ॥ ৭ ॥

ন বিগ্রহ ইতি । বিগ্রহো ন যুক্ত ইতি শেষঃ । প্রাতরহ সূতামানয়িষ্যে । অধুনা তাং  
 কৃপাং বিধায় যথেষ্টং নৃপা গচ্ছন্ত ॥ ৪ ॥

কথং শ্বে বিবাহং করিষ্যসীতি চেত্তত্রাহ ইচ্ছাপণং বেতি । ইচ্ছাপণং বা শৌর্য্যপণং বা  
 যথা ভবতাং মনীষিতং বর্ততে তথা চিন্তে পণং পরিচিন্ত্যত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অবিতথঃ সত্যং নগরস্ত পার্শ্বে আসমস্তাদ্রক্ষাং বিধায় কদাচিদ্রাজা ছলং বিধাত্তীতি  
 শঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

বিবাদ অথবা বিগ্রহ করা কর্তব্য নহে, তাঁহারা নিজাপ্রিত সন্তানের প্রতি সতত কৃপা  
 প্রকাশ করিয়া থাকেন । বাহা হউক তনয়াকে বুঝাইয়া প্রাতঃকালে এই স্থানে আনয়ন  
 করিব, আপনারা একত্রে যথাভিলষিত স্থানে গমন করুন ॥ ৪ ॥ কল্য প্রাতঃকালে ইচ্ছাপণ  
 অথবা শৌর্য্যপণ বাহা ভাল হয় তাহা বিবেচনা করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা হইবে,  
 অথবা আপনারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, সকলের অভিমত স্বয়ংবর কার্য্য নির্বাহ  
 করিবেন ॥ ৫ ॥ নৃপতিগণ সূবাহুর বাক্য শ্রবণানন্তর তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং  
 নগরের চারি দিকে রক্ষা বিধান পূৰ্ণক নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কার্য্য



. স্নানাদিকং কৰ্ম বরস্থ কৃত্বা  
 বিবাহভূষাকরণং তথৈব ।  
 আনায্য বেদীরচিতে গৃহে বৈ  
 তস্তার্হণাং ভূমিপতিশ্চকার ॥ ৮ ॥  
 সবিস্তরং চাচমনীয়মৰ্ঘ্যং  
 বস্ত্রদ্বয়ং গামথ কুণ্ডলে দ্বৈ ।  
 সমৰ্প্য তস্মৈ বিধিবন্নরেন্দ্র  
 ঐচ্ছৎ স্ত্রতাদানমহীনসত্ত্বঃ ॥ ৯ ॥  
 সোহপ্যগ্রহীৎ সৰ্ব্বমদীনচেতাঃ  
 শশাম চিন্তাথ মনোরমায়াঃ ।  
 কন্যাং স্ককেশীং নিধিকন্যকাসমাং\*  
 মেনে তদাত্মানমনুভূতমঞ্চ ॥ ১০ ॥  
 স্পৃজিতং ভূষণবস্ত্রদানৈ-  
 বরোত্তমং তং সচিবাস্তদানীম্ ।  
 নিন্যুশ্চ তে কোতুকমণ্ডপান্ত-  
 মূদান্বিতা বীতভয়াশ্চ সৰ্ব্বৈ ॥ ১১ ॥

আৰ্য্যজনৈঃ পুরোহিতাদিভিঃ ॥ ৭ ॥

তস্ত জাগাতুঃ । অর্হণাং পূজাম্ ॥ ৮—৯ ॥

মনোরমায়াশ্চিন্তা মম পুত্রায় কন্যাং দাতুতি বা ন দাতুতীতি সা শশাম । নিধিকন্যকাসমাং কুবেরকন্যকাসমাং মেনে । আত্মানং অনুভূতমন্নং কন্যাপেক্ষয়া মেনে মহতাং বিবাহে ঐষেব রীতিঃ ॥ ১০—১১ ॥

সকল নির্বাহ করিলেন ॥ ৬ ॥ এদিকে রাজা সুবাহুও প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বৈবাহিক কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিতে লাগিলেন । তিনি বিবাহকালে স্পৃগু গৃহমধ্যে কন্যাকে আনয়ন করিয়া বেদবিদাগ্রগণ্য পুরোহিতগণের দ্বারা বরের স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর তাহার বেশ ভূষাদি কার্য্য সমুদায় সমাধান করাইলেন ; অনন্তর, বরকে গৃহমধ্যে বিরচিত বেদীতে আনয়ন করিয়া তাহার বরোচিত পূজাবিধান সম্পাদন করিলেন ॥ ৭—৮ ॥ তদনন্তর উদারচেতা মহীপতি আসন, আচমনীয়, অৰ্ঘ্য, ক্ষৌর্য্য বস্ত্রযুগল, গো ও কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ পূর্ব্বক স্তুদর্শনকে কন্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৯ ॥ উন্নতমনা স্তুদর্শনও নৃপতিদত্ত তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন । ইহা দেখিয়া

সমাপ্তভূষাং বিধিবদ্ধিধিজ্ঞাঃ  
 ত্রিয়শ্চ তাং রাজহুতাং স্থানে ।  
 আরোপ্য নির্যুৰ্বরসম্মিধানং  
 চতুষ্কযুক্তে কিল মণ্ডপে বৈ ॥ ১২ ॥  
 অগ্নিং সমাধায় পুরোহিতোহসৌ  
 হুত্বা যথাবচ্চ তদন্তরালে ।  
 আহ্বায়য়তো কৃতকৌতুকৌ তু  
 বধুবরৌ প্রেমযুতো নিকামম্ ॥ ১৩ ॥  
 লাজাবিসর্গং বিধিবদ্ধিধায়  
 কুত্বা হুতাশস্ত্র প্রদক্ষিণাঞ্চ ।  
 তৌ চক্রতুস্তত্র যথোচিতং তৎ  
 সৰ্ব্বং বিধানং কুলগোত্রজাতম্ ॥ ১৪ ॥  
 শতদ্বয়ং চাশ্বযুজাং রথানাং  
 স্তম্ভষিতকাপি শরৌঘসংযুতম্ ।  
 দদৌ নৃপেন্দ্রস্ত স্তদর্শনায়  
 স্তপূজিতং পারিষৎ বিবাহে ॥ ১৫ ॥

চতুষ্কযুক্তে বেদীযুক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

আহ্বায়য়ৎ পিতৃাদিনেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

লাজাবিসর্গং লাজাহোমম্ ॥ ১৪—১৫ ॥

মনোরমার উৎকর্ষা প্রশমিত হইল । মনোরমা সেই সুশোভনা কন্যাকে কুবেরতনয়ার স্তায়  
 ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর  
 রাজসচিবগণ নির্ভয়ে ও আহ্লাদ সহকারে বসন ভূষণাদি দ্বারা স্তপূজিত বরোত্তম স্তদর্শনকে  
 উত্তম যানে আরোপিত করিয়া কৌতুকমণ্ডপের মধ্যভাগে লইয়া গেলেন ॥ ১১ ॥ এদিকে  
 বিধিবেদিনী গৃহিণীগণ রাজকন্যার বিবাহোচিত বেশভূষা সমাপিত করিয়া উত্তম যানে  
 আরোপণ পূর্বক বেদীবিশিষ্ট মণ্ডপে বরসম্মিধান লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলেন ॥ ১২ ॥  
 অনন্তর, রাজপুরোহিত মণ্ডপমধ্যে অগ্নিস্থাপন করিয়া যথাবিধি হোম করিলেন, তদনন্তর  
 প্রেমসংযুক্ত বধুবরের কৌতুক মঙ্গলকার্য্য বিধি পূর্বক সমাধা করিয়া পিতৃাদি দ্বারা  
 তাহাদিগকে আহ্বান করাইলেন । তৎপরেই বর ও বধু যথাবিধি লাজাহোম সমাপন  
 পূর্বক হুতাগ্নির প্রদক্ষিণ সম্পাদন করিলেন । এইরূপে গোত্রনিষ্ঠ ও কুলপ্রচলিত সমস্ত  
 কার্য্যই যথাবিধানে যথোচিতরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥ অনন্তর, মহারাজ স্ববাহ

মদোৎকটান্ হেমবিভূষিতাংশ্চ  
 গজান্ গিরেঃ শৃঙ্গসমানদেহান্ ।  
 শতং সপাদং নৃপসূনবেহসৌ  
 দদাবথ প্রেমযুতো নৃপেন্দ্রঃ ॥ ১৬ ॥  
 দাসীশতং কাঞ্চনভূষিতঞ্চ  
 করেণুকানাঞ্চ শতং স্খচাকু ।  
 সমর্পয়ামাস বরায় রাজা  
 বিবাহকালে মুদিতোহনুবলম্ ॥ ১৭ ॥  
 অদাৎ পুনর্দাসসহস্রমেকং  
 সর্বাযুধৈঃ সংভূতভূষিতঞ্চ ।  
 রত্নানি বাসাংসি যথোচিতানি  
 দিব্যানি চিত্রানি তথাবিকানি ॥ ১৮ ॥  
 দদৌ পুনর্বাসগৃহানি তস্মৈ  
 রম্যানি দীর্ঘানি বিচিত্রিতানি ।  
 সিন্ধুদ্ভবানাং তুরগোত্তমানা-  
 মদাৎ সহস্রদ্বিতয়ং সুরম্যম্ ॥ ১৯ ॥  
 ক্রমেলকানাঞ্চ শতদ্বয়ং বৈ  
 প্রত্যাদিশঙ্কারভূতাং স্খচাকু ।  
 শতদ্বয়ং বৈ শকটোত্তমানাং  
 তস্মৈ দদৌ ধান্যরসৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ২০ ॥

সপাদং পঞ্চবিংশত্যধিকং শতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

করেণুকানাং শতম্ ॥ ১৭ ॥

সন্তু তং ভূষিতমিতি কৰ্ম্মধারয়ঃ । আবিকানি উর্ণাবস্ত্রানি ॥ ১৮—১৯ ॥

প্রেমসংযুক্ত হইয়া বিবাহকালে রাজপুত্র সুদর্শনকে, শররাশি পরিপূরিত সুশোভিত ও  
 অশ্বযুক্ত ছইশত রথ, এবং হেমবিভূষিত গিরিশৃঙ্গ তুল্য দেহধারী পঞ্চবিংশতিক একশত  
 মদমত্ত মাতঙ্গ, স্বর্ণভরণ ভূষিত শত দাসী ও শত সংখ্যক স্খচাকুদর্শনা হস্তিনী প্রদান  
 করিলেন ॥ ১৬—১৭ ॥ আর তিনি তাঁহাকে সর্বাযুধ সম্পন্ন ও বিভূষিত এক সহস্র দাস  
 ও বহুতর রত্ন বস্ত্র এবং দিব্য বিচিত্র উর্ণাবসন এবং মনোরম সুপ্রশস্ত বাস গৃহ এবং  
 অতুল্যমূল্য ছই সহস্র সিন্ধুজাত অশ্ব, তারবাহী তিনশত অতুল্যমূল্য উষ্ট্র এবং ধান্যরস পরিপূরিত



মনোরমাং রাজসুতাং প্রণম্য  
 জগাদ বাক্যং বিহিতাঞ্জলিঃ পুরঃ ।  
 দাসোহস্মি তে রাজসুতে ! বরিস্তে  
 তদ্বৃহি যৎ স্মাতু মনোগতস্তে ॥ ২১ ॥  
 তং চারুবাক্যং নিজগাদ সাপি  
 স্বস্ত্যস্ত তে ভূপ ! কুলস্ত বৃদ্ধিঃ ।  
 সম্মানিতাহং মম সূনবে ত্বয়া  
 দত্তা যতো রত্নবরা স্বকণ্ঠা ॥ ২২ ॥  
 ন বন্দিপুত্রী নৃপ ! মাগধী বা  
 স্তৌমীহ কিং ত্বাং স্বজনং মহত্তরম্ ।  
 স্মেরুতুল্যস্ত কৃতঃ স্মতোহদ্য মে  
 সম্বন্ধিনা ভূপতিনোত্তমেন ॥ ২৩ ॥  
 অহোহতিচিত্রং নৃপতেশ্চরিত্রং  
 পরং পবিত্রং তব কিং বদামি ।  
 যদ্রক্ষ্যরাজ্যায় সূতায় মেহদ্য  
 দত্তা ত্বয়া পূজ্যসুতা বরিস্তা ॥ ২৪ ॥

ক্রমেলকানাং উষ্ট্রাণাঞ্চ ॥ ২০ ॥

ইখং পারিবর্হং বরায় দত্তা বরমাতরং তোষয়তি মনোরমামিতি ॥ ২১ ॥

হে ভূপতে ! কুলস্ত বৃদ্ধিরপ্যস্তিত্যর্থঃ । মম হৃর্তগায়াঃ সূনবে ত্বয়া কণ্ঠা দত্তা ততস্তব  
 কল্যাণং ভবত্বস্মাচ্চাধিকং ন কিঞ্চিন্নমাভিলষণীয়মস্তি ॥ ২২ ॥

অথাস্মিন্ সময়ে তব মহত্তরা স্তুতিঃ কর্তব্য। পরস্ত সা স্তুতিঃ স্তুতিবিষয়স্ত পরকীর্ত্তে  
 স্তুতিং কর্ত্ত্বং বন্দিজনবৎ কবিতাশক্তিমন্তে এবং সম্ভবতি ন চাত্রেতদ্ব্যয়মস্তি তব স্বজনদ্বা-  
 শ্রম চ কুলীনায়। বন্দিজনদ্বাভাবাদিত্যাহ ন বন্দিপুত্রীতি ॥ ২৩ ॥

ছইশত শকট প্রদান করিলেন ॥ ১৮—২০ ॥ অনন্তর, রাজা রাজতনয়া মনোরমাকে প্রণাম  
 করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক কহিলেন, নৃপসুতে ! আমি আপনার দাস হইলাম, এক্ষণে  
 আপনার মনোগত কি ? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২১ ॥ রাজার সেই শ্রবণ-মনোহর বাক্য  
 শ্রবণ করিয়া মনোরমা কহিলেন, মহারাজ ! আপনার কুশল এবং কুলবৃদ্ধি হউক ; আমার  
 পুত্রকে আপনি কণ্ঠারত্ন প্রদান করিয়া আমার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন আপনার কুশল  
 ও কুলবৃদ্ধি ব্যতিরেকে আমার অস্ত্র কোনও অভিলাষ নাই ॥ ২২ ॥ রাজন্ ! আপনি  
 নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি কণ্ঠা প্রদান পূর্বক পুত্রকে সম্বন্ধবদ্ধ করিয়া তাহাকে  
 স্মেরু তুল্য মহান্ করিয়া তুলিলেন, আপনি মহত্তর ও আমার স্বজন, আমি বন্দীজনের

বনাধিবাসায় কিলাধনায়  
 পিত্রা বিহীনায় বিসৈন্তকায় ।  
 সৰ্বানিমান্ ভূমিপতীন্ বিহায়  
 ফলাশনায়ার্থবিবর্জিতায় ॥ ২৫ ॥  
 সমানবিত্তেহথ কুলে বলে চ  
 দদাতি পুত্রীং নৃপতিশ্চ ভূপ ! ।  
 ন কোহপি মে ভূপসুতেহর্থহীনে  
 গুণাশ্রিতাং রূপবতীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥  
 বৈরন্ত সৰ্বৈঃ সহ সংবিধায়  
 নৃপৈর্বরিষ্ঠৈর্বলসংযুতৈশ্চ ।  
 স্তুদর্শনায়াত্ম স্তুতাপিতা মে  
 কিং বর্ণয়ে ধৈর্য্যমিদং ত্বদীয়ম্ ॥ ২৭ ॥  
 নিশম্য বাক্যানি নৃপঃ প্রহৃষ্টঃ  
 কৃতাজ্জলির্বাক্যমুবাচ ভূয়ঃ ।  
 গৃহাণ রাজ্যং মম স্তুপ্রসিদ্ধং  
 ভবামি সেনাপতিরদ্য চাহম্ ॥ ২৮ ॥

পুত্র্যস্ত স্তুতা ॥ ২৪ ॥

কথন্তুতায় মম স্তুতায় তত্রাহ বনাধিবাসায়েতি ॥ ২৫ ॥

বলে বলবতীত্যর্থঃ । হে ভূপ ! মেহর্থহীনে স্তুতে ন কোহপি দদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

নিশম্যেতি । রাজ্যং স্বং গৃহাণাহং তু তব সেনাধিপতির্ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তনয়া বা স্তুতিপাঠিকা নহি, অতএব আপনার এই সমস্ত মহৎ কার্যের নিমিত্ত আমি  
 কি স্তুতি করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৩ ॥ মহারাজ ! আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র ও পবিত্র,  
 তাহা আপনাকে আর কি বলিব, যেহেতু আপনি সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া  
 রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী, পিতৃহীন, ধনহীন, সৈন্তবিহীন, ফলমূলভোজী মদীয় পুত্রকে কণ্ঠারত্ন  
 প্রদান করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ নৃপতিগণ প্রায়ই সমানকুল, সমানবল ও সমানবিত্তশালী  
 ব্যক্তিকেই কত্তা প্রদান করিয়া থাকেন, কোনও রাজা মদীয় পুত্রের স্থায় অর্থহীন রাজ-  
 পুত্রকে রূপবতী কত্তা প্রদান করেন না ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! সৈন্তবল সমন্বিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ  
 ভূপতিগণের সহিত শক্রতা করিয়া মদীয় পুত্র স্তুদর্শনকে স্তুতা সমর্পণ করিলেন, এ বিষয়ে  
 আপনার বে কতদূর ধৈর্য্য, আমি জীজ্ঞাতি হইয়া তাহার আর কি বর্ণনা করিতে  
 পারি ? ॥ ২৭ ॥ কাশীরাজ স্তুবাহ, মনোরমার স্তমধুর বচন শ্রবণ করিয়া অধিকতর হৃষ্ট

নোচেতদর্কঃ প্রতিগৃহ্য চাত্র  
 স্তুতান্বিতা রাজ্যকলানি ভুঙ্কু ।  
 বিহায় বারাণসিকানিবাসং  
 বনে পুরে বা স মতো ন মেহস্তি ॥ ২৯ ॥  
 নৃপাস্তু সন্ত্যেব কুষান্বিতা বৈ  
 গত্বা করিষ্যে প্রথমস্ত সাস্ত্রনম্ ।  
 ততঃ পরং দ্বাবপরাবুপায়ৌ  
 নো চেত্ততো যুদ্ধমহং করিষ্যে ॥ ৩০ ॥  
 জয়াজয়ৌ দৈববশৌ তথাপি  
 ধর্ম্মে জয়ৌ নৈব কৃতেহপ্যধর্ম্মে ।  
 তেষাং কিলধর্ম্মবতাং নৃপাণাং  
 কথং ভবিষ্যত্যনুচিন্তিতং বৈ ॥ ৩১ ॥  
 আকর্ণ্য তদ্ভাষিতমর্থবচ্চ  
 জগাদ বাক্যং হিতকারকং তম্ ।  
 মনোরমা মানমবাপ্য তস্মাৎ  
 সর্ব্বাত্মনা মোদযুতা প্রসন্না ॥ ৩২ ॥

বনেহথবা পুরে স বাসো মে মতো ন মাত্ৰোহস্তি । এতাদৃশক্ষেত্রবাসং বিহার্য নাত্তত্র গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কুপিতনৃপভয়ঃ স্মরা নৈব কর্তব্যমিত্যাহ নৃপাস্ত্বিতি । দ্বাবপরাবুপায়ৌ দানভেদৌ তৈ-  
 ত্ত্বিভিস্তেষাং সাস্ত্রনং জাতং চেত্বরম্ । নোচেদযুদ্ধমহং করিষ্যে স্মরা ন ভীতিঃ কর্তব্যো-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নহু যুদ্ধে তব পরাজয়ে মম ভয়ং তদবশমেবেতি চেতুর্ভূহি জয়াজয়াবিত্তি । যদ্যপি তৌ  
 দৈববশৌ তথাপি যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ইতিনিয়মাক্ষর্মে ময়েতাদৃশে কৃতে জয় এব মম

হইয়া কৃতাজলি পূর্ব্বক পুনর্বার কহিলেন, দেবি ! আপনি আমার এই সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য  
 গ্রহণ করুন, আমি এক্ষণে সেনাপতি হইয়া এই রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিতে  
 থাকিব ॥ ২৮ ॥ অথবা এই রাজ্যের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া এই স্থানেই পুত্রের সহিত রাজ্য  
 ভোগ করুন ; বারাণসীবাস পরিত্যাগ করিয়া বনে বা অন্ত নগরে বসবাস আমার অভিমত  
 নহে ॥ ২৯ ॥ রাজগণ রোষান্বিত হইয়াছেন, আমি প্রথমে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া  
 সাস্ত্রনা করিব, তাহাতে কাস্ত না হইলে দান ও ভেদ নামক উপায় দ্বয় অবলম্বন করিব,  
 তাহাতেও শাস্ত না হইলে পরিশেষে অবশ্যই যুদ্ধ করিব । দেবি ! জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত ;  
 তথাপি ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হইয়া থাকে, তবে অধাৰ্ম্মিক নৃপতিবর্গের জয়লাভ-



রাজন্ ! শিবং তেহস্ত কুরুষ রাজ্যং  
 ত্যক্ত্বা ভয়ং হং স্বহৃতেঃ সমেতঃ ।  
 হতোহপি মে নুনমবাপ্য রাজ্যং  
 সাক্ষেতপুৰ্ণ্যং প্রচরিস্যতীহ ॥ ৩৩ ॥  
 বিসর্জয়ান্মারিজসদ্য গন্তুং  
 শিবং ভবানী তব সংবিধান্মতি ।  
 ন কাপি চিন্তা মম ভূপ ! বর্ততে  
 সন্ধিস্তয়ন্ত্যাঃ পরমান্বিকাং বৈ ॥ ৩৪ ॥  
 দোষা গতা বিবিধবাক্যপদৈ রসালৈ-  
 রন্তোন্ত্যভাষণপদৈরমৃতোপমৈশ্চ ।  
 প্রাতনৃপাঃ সমধিগম্য কৃতং বিবাহং  
 রোষান্বিতা নগরবাহগতাস্থথোচুঃ ॥ ৩৫ ॥  
 অদ্যৈব তং নৃপকলঙ্কধরঞ্চ হত্বা  
 বালং তথৈব কিল তং নবিবাহযোগ্যম্ ।  
 গৃহীম তাং শশিকলাং নৃপতেশ্চ লক্ষ্মীং  
 লজ্জামবাপ্য নিজসদ্য কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতি । অধর্মোহপি অধর্মো তু কৃতেনৈব জয়ন্ত্যাত্তেভামহুচিস্তিতমভিলষিতং কণং ভবেন্ন  
 কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

রাজ্যমবাপ্যেতি । অনন্তকোটিব্রহ্মাওনারিকাপ্রীভুবনেশ্বরীভগবতীপ্রসাদাদিতি রহস্যম্ ।  
 সাক্ষেতপুৰ্ণ্যামযোধ্যায়াম্ ॥ ৩৩ ॥

তদেবাহ বিসর্জয়েতি । পরমান্বিকাং সচ্চিদানন্দরূপিনীম্ ॥ ৩৪ ॥

দোষা গতেতি । এবং বদন্তোঃ সন্ধিনোভাষণৈরেব দোষা রাত্রির্গতানন্তরং প্রাতঃ  
 কৃতং বিবাহং নৃপাঃ সমধিগম্য জাহ্নবা নগরবাহগতাস্থথা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণোচুঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপ অভিলষিতসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজার সেই সারগর্ভ  
 বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনোরমা অত্যন্ত সম্মান লাভানন্তর প্রদষ্ট হইয়া প্রসন্ন মানসে  
 হিতকর বাক্যাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩২ ॥ রাজন্ ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি  
 ভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সূতগণের সহিত রাজত্ব করুন, আমার পুত্র সূদর্শনও অনন্ত-  
 কোটি ব্রহ্মাওেশ্বরী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর প্রসাদে অযোধ্যার অধীশ্বর হইয়া এই সংসারমধ্যে  
 বিচরণ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ ভগবতী ভবানী আপনার মঙ্গলবিধান করুন, আপনি  
 আমাদিগকে গৃহ গমনের নিমিত্ত বিদায় করুন; নৃপবর ! আমি নিঃসতাই পরমাদেবী অধিকার  
 চিন্তা করিয়া থাকি, অতএব আমার অন্ত কোনও চিন্তার অবসর নাই ॥ ৩৪ ॥

শৃণুস্ত তুৰ্য্যনিদান্ কিল বাদ্যমানান্

শঙ্খশ্বনানভিভবন্তি মৃদঙ্গশব্দাঃ ।

গীতধ্বনিক্ বিবিধং নিগমশ্বনক্

মন্ত্যামহে নৃপতিনাক্ত কৃতো বিবাহঃ ॥ ৩৭ ॥

অস্মান্ প্রত্যাখ্য বচনৈর্বিধিবচ্চকার

বৈবাহিকেন বিধিনা করণীড়নং বৈ ।

কর্তব্যমদ্য কিমহো প্রবিচিস্তয়ন্তু

ভূপাঃ পরম্পরমতিক্ সমর্থয়ন্তু ॥ ৩৮ ॥

এবং বদৎসু নৃপতিষথ কন্যকায়াঃ

কৃত্বা বিবাহবিধিমপ্রতিমপ্রভাবঃ ।

ভূপান্নিমন্ত্রয়িতুমাশু জগাম রাজা

কাশীপতিঃ স্বসুহৃদৈঃ প্রথিতপ্রভাবৈঃ ॥ ৩৯ ॥

আগচ্ছন্তক্ তং দৃষ্ট্বা নৃপাঃ কাশীপতিং তদা ।

নোচুঃ কিঞ্চিদপি ক্রোধান্মোনমাধায় সংস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥

অদ্যেবেতি । অস্মৎপ্রতারণকর্তারং সুবাহুং তং বালং সুদর্শনক্ হত্বা তাং কন্যাং লক্ষ্মীং  
রাজ্ঞো লক্ষ্মীক্ গৃহীমো যদ্যেতন্ন ক্রিয়তে তর্হি লজ্জামবাধ্য নিজসদ্য নিজগৃহং কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥  
বিবাহনিশ্চয়ঃ কথং ভবতা জ্ঞাত ইতি চেত্তজোচুঃ শৃণুস্বিতি । মৃদঙ্গশব্দা মধুরা অপি নিজ-  
বাহল্যাৎ ক্রুরান্ শঙ্খশ্বনানভিভবন্তি এতৈর্লক্ষণৈর্বিবাহঃ কৃত ইতি মন্ত্যামহে ॥ ৩৭ ॥

মনোরমা ও রাজা সুবাহু, এইরূপে প্রীতিপ্রদ অমৃতোপম বিবিধ সদালাপ করিতে  
লাগিলেন, ইত্যবসরে রজনী প্রভাত হইল ; প্রাতঃকালে রাজগণ, কন্তার পাণিগ্রহণ কার্য্য  
সমাধা হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রোষাঘিত হইলেন এবং নগরের বহির্দেশে গমন  
পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ অদ্যই সেই নৃপতি কুলের কলঙ্ক স্বরূপ সুবাহুকে এবং  
বিবাহের অযোগ্য সেই বালককে নিহত করিয়া রাজলক্ষ্মী ও শশিকলাকে গ্রহণ করিব,  
অন্তথা আমরা এইরূপে লজ্জা পাইয়া কিরূপে গৃহে প্রতিগমন করিব ? ॥ ৩৬ ॥ ভূপালগণ !  
তোমরা শ্রবণ কর, বাদ্যমান তুৰ্য্যনিদাদ এবং মৃদঙ্গধ্বনিকে শঙ্খনিঃশ্বন অভিভূত করিয়া  
সমুদ্ভিত হইতেছে । ঐ শোন ! বিবিধ সঙ্গীতধ্বনি এবং বেদধ্বনি সমুদ্ভিত হইতেছে । ইহাতে  
নিশ্চিতই বোধ হইতেছে যে নরপতি সুবাহু সুদর্শনের সহিত নিজ কন্যা শশিকলার বিবাহ  
কার্য্য সম্পাদন করিল ॥ ৩৭ ॥ অহো ! এই রাজা আমাদেরকে বাক্যদ্বারা প্রতারিত করিয়া  
বৈবাহিক বিধি অনুসারে নিজ নন্দিনীর পাণিগীড়ন কার্য্য সম্পাদন করিল ; ভূপগণ !  
তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের কর্তব্যতা অবধারণ করিয়া সকলেই সেই বিষয়ে এক্যমত্য

স গত্বা প্রণিপত্যাহ কৃতাজ্জলিরভাষত ।

আগন্তব্যং নৃপৈঃ সর্বৈর্ভোজনার্থং গৃহে মম ॥ ৪১ ॥

কন্যাসৌ বৃতো ভূপঃ কিং করোমি হিতাহিতম্ ।

ভবন্তিস্তু শমঃ কার্যো মহান্তো হি দয়ালবঃ ॥ ৪২ ॥

তন্নিশম্য বচস্তস্মৈ নৃপাঃ ক্রোধপরিপ্লুতাঃ ।

প্রত্যাচুর্ভুক্তমস্মাভিঃ স্বগৃহং নৃপতে ব্রজ ॥ ৪৩ ॥

কুরু কার্য্যাণ্যশেষানি যথেষ্টং স্কৃতং কৃতম্ ।

নৃপাঃ সর্বৈ প্রয়াস্তুদ্য স্বানি স্বানি গৃহানি বৈ ॥ ৪৪ ॥

স্ববাহুরপি তচ্ছ্রদ্ধা জগাম শঙ্কিতো গৃহম্ ।

কিং করিষ্যন্তি সংবিগ্নাঃ ক্রোধযুক্তা নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥

গতে তন্মিন্নমহীপালাশ্চক্রুশ্চ সময়ং পুনঃ ।

রুদ্ধা মার্গং গ্রহীষ্যামঃ কন্যাং হত্বা সূদর্শনম্ ॥ ৪৬ ॥

করপীড়নঃ কন্যাকরগ্রহণং চকারাস্তর্ভাবিতনিজার্থদ্বাং কারয়ামাসেত্যাঃ ॥ ৩৮—৪২ ॥

হে নৃপতে ! স্বগৃহং ব্রজেত্যেবাস্মাকং প্রার্থনা ভবতোহন্তঃ সর্বমেবাস্মাভির্লঙ্কং পূর্ণ-  
কামা বয়ং জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

স্কৃতং কৃতং হে রাজঃস্তয়া স্কৃতং পুণ্যং কৃতং সম্যক্ সম্পাদিতম্ । অস্বদবজ্রয়েত্যর্থঃ ।  
ইথং রাজানমুক্তা পরস্পরং বদন্তি নৃপা ইতি ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা স্ততিনিদ্ধাফলকং বাক্যং শ্রদ্ধা নেমে সান্তনাযোগ্যা ইতি মনৈতে সংবিগ্না হুঃখেন  
ক্রোধযুক্তাঃ কিং করিষ্যন্তীতি ন জানে ইতি শঙ্কিতো গৃহং জগাম ॥ ৪৫ ॥

অবলম্বন কর ॥ ৩৮ ॥ নৃপতিগণ এইরূপ বলিতেছেন এমত সময়ে অতুল্যপ্রভাব কানীপতি  
রাজা স্ববাহু, কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধান পূর্বক রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত  
প্রথিতপ্রভাব সূহৃদগণের সহিত গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ নরপতিগণ কানীপতিকে সমাগত  
দেখিয়া কিছুই বলিলেন না, পরন্তু রোষভরে পরিপূরিত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক অবস্থিত  
হইয়া রহিলেন ॥ ৪০ ॥ স্ববাহু রাজগণের সন্নিধানে গমন পূর্বক প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলি-  
পুটে কহিলেন, আপনারা সকলেই ভোজন করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে আগমন  
করুন ॥ ৪১ ॥ ভূপালগণ ! মদীয়কন্যা শনিকলা, একান্তই সেই সূদর্শনকেই বরণ করিল,  
আমি তদ্বিবরে হিতাহিত কিছুই করিতে পারিলাম না; আপনারা দয়াবান্ ও মহান্, অতএব  
এ বিষয়ে সকলেই ক্রান্ত হউন ॥ ৪২ ॥ নৃপগণ, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে  
পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, আমরা সকলেই ভোজন করিয়াছি, আমাদের কামনা পরিপূর্ণ  
হইয়াছে তুমি এখন গৃহে গমন কর ॥ ৪৩ ॥ তোমার যথেষ্ট সদাচরণ করা হইয়াছে এক্ষণে  
তোমার অন্তঃস্থ সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন কর, রাজগণ এক্ষণে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান



কেচনোচুঃ কিমস্মাকং হস্ত তেন নৃপেন বৈ ।

দৃষ্ট্বা তু কোতুকং সৰ্বং গমিষ্যামো যথাগতম্ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যুক্তা তে নৃপাঃ সৰ্বৈ মার্গমাক্রম্য সংস্থিতাঃ ।

চকারোত্তরকার্য্যাণি সুবাহুঃ স্বগৃহং গতঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সুদর্শনবিবাহো নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সময়ং সঙ্কেতম্ ॥ ৪৬ ॥

কেচনোচুরিতি । উদাসীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

উত্তরকার্য্যাণি বরবধুপ্রস্থাপনবিষয়াণি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

করুন ॥ ৪৪ ॥ রাজগণের বাক্য শ্রবণে কাশীপতি, অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং প্রধান প্রধান নৃপগণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন এক্ষণে আমার কি অনিষ্ট করেন এই ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মানসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ রাজা সুবাহু গমন করিলে ভূপালগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমরা গমনমार्গ অবরোধ পূর্বক সুদর্শনকে নিহত করিয়া কত্কা রত্ন গ্রহণ করিব ॥ ৪৬ ॥ তন্মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন সেই নৃপতিপুত্রকে নিহত করিবার প্রয়োজন কি আছে ? আমরা সকলেই কোতুক দর্শন পূর্বক যথেষ্ট প্রতিগমন করিব ॥ ৪৭ ॥ এই বলিয়া সেই ভূপতিগণ গমনমार्গ রোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, রাজা সুবাহুও গৃহে গমন করিয়া বরবধুর প্রস্থান বিষয়ক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনের বিবাহ নামক দ্বাবিংশ  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

—०८५—

ব্যাস উবাচ ।

তস্মৈ গৌরবভোজ্যানি বিধায় বিধিবত্তদা ।  
বাসরানি চ ষড্রাজা ভোজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১ ॥  
এবং বিবাহকার্য্যানি কৃত্বা সৰ্ব্বানি পার্শ্বিবঃ ।  
পারিষর্হং প্রদত্ত্বাথ মন্ত্রয়ন্ সচিবৈঃ সহ ॥ ২ ॥  
দূতৈস্ত্ব কথিতং শ্রুত্বা মার্গসংরোধনং কৃতম্ ।  
বভূব বিমনা রাজা সুবাহুরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৩ ॥  
সুদর্শনস্তদোবাচ শ্বশুরং সংশিতব্রতঃ ।  
অস্মান্ বিসর্জয়াশু ত্বং গমিষ্যামো হশঙ্কিতাঃ ॥ ৪ ॥  
ভারদ্বাজাশ্রমং পুণ্যং গত্বা তত্র সমাহিতাঃ ।  
নিবাসায় বিচারো বৈ কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্ব্বথা নৃপ ! ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ মহারণে ।

শত্রবো নিহতা দেব্যোত্যেবমর্থোহত্র বর্ণ্যতে ॥

তস্মৈ ইতি । গৌরবভোজ্যানি গৌরবেণ মানেন ভোজ্যানি মানপুৰঃসরং ভোজ্যানী-  
ত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

মার্গসংরোধনং কৃতং রাজভিরিতি শেষঃ ॥ ৩—৪ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমমিতি । ভারদ্বাজমুনেরাজয়া বয়মত্রাগতাঃ পুনস্তমুখিং দ্রষ্টুং ভারদ্বাজাশ্রমং  
গত্বা হ্যাস্তামঃ পশ্চাদস্মাভিস্তস্মিন্নাশ্রমে স্থৈরমুত তব গৃহে স্থৈরমিতি বিচারঃ কৰ্ত্তব্যো ন  
মধ্যে ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু জামাতার সম্মান পুরঃসর যথাবিধি অগ্নিসারে বিবিধ ভোজ্য  
দ্রব্য প্রদান করিয়া প্রীতমানসে তাঁহাকে ছয়দিন ভোজন করাইলেন ॥ ১ ॥ এইরূপে সমস্ত  
বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করত বরবধূকে বিবাহ-দেয় বিবিধ  
প্রকার রত্ন-ভূষণাদি প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর, অমিতদ্যুতি কানীপতি দূত মুখ  
হইতে নরপতিগণ সুদর্শনের গমনমার্গ রুদ্ধ করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা  
হইয়া রহিলেন ॥ ৩ ॥ তখন দূতব্রত সুদর্শন শ্বশুরকে কহিলেন, মহারাজ ! আমাদিগকে সম্মান  
বিধায় করুন, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিব ॥ ৪ ॥ নৃপবর ! অগ্রে আমরা সুপবিত্র ভার-  
দ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া তদনন্তর কোন স্থানে বাস করিব তাহার সম্যকরূপ বিচার

নৃপেভ্যশ্চ ন কর্তব্যং ভয়ং কিঞ্চিদ্রয়ানঘ ! ।  
জগন্মাতা ভবানী মে সাহায্যং বৈ করিষ্যতি ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তশ্চেতি মতমাজ্জায় জামাতুর্নৃপসত্তমঃ ।  
বিসমর্জ্জ ধনং দত্ত্বা প্রতশ্চে সোহপি সত্ত্বরঃ ॥ ৭ ॥  
বলেন মহতাবিষ্টো যযাবনু নৃপোত্তমঃ ।  
সুদর্শনো বৃতস্তত্র চচাল পথি নির্ভয়ঃ ॥ ৮ ॥  
রথৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সদারো রথসংস্থিতঃ ।  
গচ্ছন্দদর্শ সৈন্যানি নৃপাণাং রঘুনন্দনঃ ॥ ৯ ॥  
সুবাহুরপি তান্ বীক্ষ্য চিন্তাবিষ্টো বভূব হ ।  
বিধিবৎ স শিবাং চিন্তে জগাম শরণং মুদা ॥ ১০ ॥  
জজ্ঞাপৈকাক্ষরং মন্ত্রং কামরাজমনুত্তমম্ ।  
নির্ভয়ো বীতশোকশ্চ পত্ন্যা সহ নবোঢ়য়া ॥ ১১ ॥  
ততঃ সর্বৈ মহীপালাঃ কৃত্বা কোলাহলং তদা ।  
উপস্থিতাঃ সৈন্যসংযুক্তা হর্তুকামাস্ত কন্যকাম্ ॥ ১২ ॥

ইদমুত্তরং পূর্বং রাজ্ঞা মদগৃহে হ্বেয়মিত্যুক্তং তশ্চেতি বোধ্যম্ ॥ ৬ ॥

সোহপি সুদর্শনোহপি ॥ ৭ ॥

অনু পশ্চান্নৃপোত্তমঃ সুবাহুঃ । বৃত্তো বিবাহিতঃ ॥ ৮—৯ ॥

সুদর্শনঃ শিবাং শরণং জগাম পত্ন্যা সহ নির্ভয়ো জাতো মন্ত্ররূপপ্রভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১০-১২ ॥

করিব ॥ ৫ ॥ বিমলায়ন ! আপনি নৃপগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করিবেন না, জগন্মাতা ভগবতী ভবানী অবশ্যই আমার সাহায্য করিবেন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! নৃপতিসত্তম সুবাহু জামাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপুল ধন প্রদান পূর্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন, সুদর্শনও সত্ত্বর হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ তদনন্তর নৃপসত্তম সুবাহু, মহতী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন । এইরূপে সুদর্শন বিবাহ করিয়া পথিমধ্যে নির্ভয়চিন্তে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ রঘুনন্দন বীরবর সুদর্শন নববধূর সহিত রথে আরোহণ পূর্বক রথসমূহে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে করিতে রাজগণের সৈন্য সকল দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥ রাজা সুবাহু তাহাদিগকে দর্শন করিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন । কিন্তু, সুদর্শন আনন্দিত মনে সম্পূর্ণরূপে শিবরূপিণী শঙ্করীর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি অত্যুত্তম একাক্ষর কামরাজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রভাবে নবোঢ়া পত্নীর সহিত বীতশোক ও নির্ভয় হইয়া অবস্থিতি



কাশীরাজস্ত তান্ দৃষ্ট্বা হস্তকামো বভূব হ ।  
 নিবারিতস্তদাত্যর্থং রাঘবেণ জিগীষতা ॥ ১৩ ॥  
 তত্রাপি নেত্ৰঃ শঙ্খাশ্চ তেৰ্য্যশ্চানকদুন্দুভিঃ ।  
 স্রবাহোশ্চ নৃপাণাঞ্চ পরস্পরজিঘাংসতাম্ ॥ ১৪ ॥  
 শক্রজিতু স্মসংবৃত্তঃ স্থিতস্তত্র জিঘাংসয়া ।  
 যুধাজিৎ তৎসহায়ার্থং সমন্ধঃ প্রবভূব হ ॥ ১৫ ॥  
 কেচিচ্চ প্রেক্ষকাস্তস্ত সহানীকৈঃ স্থিতাস্তদা ।  
 যুধাজিদগ্ৰতো গত্বা সূদর্শনমুপস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥  
 শক্রজিতেন সহিতো হস্তং ভ্রাতরমানুজঃ ।  
 পরস্পরং তে বাণৌঘৈস্ততক্ষুঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 সংমর্দঃ স্মহাংস্তত্র সম্প্রবৃত্তঃ স্মার্মগণৈঃ ।  
 কাশীপতিস্তদা তূর্ণং সৈন্যেন বহুনাবৃতঃ ।  
 সাহায্যার্থং জগামাশু জামাতরমনিন্দিতম্ ॥ ১৮ ॥

রাঘবেণ সূদর্শনেন ॥ ১৩ ॥

পরস্পরজিঘাংসতাং রাজ্ঞাং শঙ্খা তেৰ্য্যশ্চ নেত্রিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

অগ্রতঃ সর্বসৈন্তস্ত তু সূদর্শনমুপস্থিতঃ প্রাপ্তস্তেন যুধাজিতা সহিতঃ শক্রজিচ্চোপস্থিত ইতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥

করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর মহীপালগণ সকলেই কতাহরণ-কামনায় সৈন্তগণের সহিত কোলাহল শব্দে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উত্তীর্ণ হইল ॥ ১২ ॥ কাশীরাজ, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া নিধন করিতে ইচ্ছা করিলে, জরাভিলাষী রঘুনন্দন সূদর্শন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন পরস্পর হননেচ্ছুক নরপতিগণের ও স্রবাহর শঙ্খ, ভেরী ও রণচক্রা ঘোরশব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ শক্রজিৎ, শক্রসংহার বাসনার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, যুধাজিৎ তাঁহার সাহায্যার্থ স্মসজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কোন কোন বীরগণ, নিজ নিজ সৈন্তগণের সহিত উদাসীনভাবে কেবল মাত্র দর্শন করত অবস্থিত রহিলেন । অনন্তর যুধাজিৎ সূদর্শনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যুধাজিতের সহিত অল্প শক্রজিৎও ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন । তখন যোধগণ ক্রোধমুচ্ছিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ সেই সংগ্রামস্থলে স্মৃতীক সাগরসমূহ দ্বারা ঘোরতর সংমর্দ হইয়া উঠিলে, কাশীপতি বহুতর সৈন্তসমভিব্যাহারে জামাতার সাহায্যার্থ সম্মুখ গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এবং প্রবৃতে সংগ্রামে দারুণে লোমহর্ষণে ।  
 প্রাচুর্ভূত্ব সহসা দেবী সিংহোপরিস্থিতা ॥ ১৯ ॥  
 নানায়ুধধরা রম্যা বরভূষণভূষিতা ।  
 দিব্যাস্বরপরীধানা মন্দারব্রক্মসংযুতা ॥ ২০ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা তেহথ ভূপালা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ।  
 কেয়ং সিংহসমাক্রুতা কুতো বেতি সমুখিতা ॥ ২১ ॥  
 সূদর্শনস্তু তাং বীক্ষ্য স্খাছমিতি চাব্রবীৎ ।  
 পশ্য রাজন্ ! মহাদেবীমাগতাং দিব্যদর্শনাম্ ॥ ২২ ॥  
 অনুগ্রহায় মে নুনং প্রাচুর্ভূতা দয়ান্বিতা ।  
 নির্ভয়োহহং মহারাজ ! জাতোহস্মি নির্ভয়াদপি ॥ ২৩ ॥  
 সূদর্শনঃ স্খাছশ্চ তামালোক্য বরাননাম্ ।  
 প্রণামং চক্রতুস্তৃপ্তা মুদিতৌ দর্শনে চ ॥ ২৪ ॥  
 ননাদ চ তথা সিংহো গজাস্ত্রস্তাশ্চকম্পিরে ।  
 ববুর্বাভা মহাঘোরা দিশশ্চাসন্ সূদারুণাঃ ॥ ২৫ ॥  
 সূদর্শনস্তদা প্রাহ নিজং সেনাপতিং প্রতি ।  
 মার্গে ব্রজ ত্বং তরসা ভূপালা যত্র সংস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥

কিমর্থং ভ্রাতরং সূদর্শনং হস্তম্ । অমুজ এবামুজঃ । প্রজ্ঞাদিত্যাদয়ঃ । ততক্ষুশিচ্ছিত্তে  
 ভয়ঃ ॥ ১৭—২০ ॥

বিস্ময়মেবাহ । কেয়মিতি ॥ ২১—২৩ ॥

এইরূপে সেই নিদারুণ লোমহর্ষণ সময় উপস্থিত হইলে, সিংহাধিক্রুতা দেবী ভগবতী  
 সহসা তথায় আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৯ ॥ তাঁহার দেহকান্তি অতিশয় মনোহর, তিনি বিবিধ  
 উৎকৃষ্ট ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । তাঁহার পরিধানে  
 দিব্য অশ্বর ও গলদেশে আজ্ঞাতুলনিত মনোহর মন্দারমালা শোভা পাইতেছে । ভূপাল-  
 সকল তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন । তাঁহারা মনে করিতে  
 লাগিলেন এই সিংহসমাক্রুতা রমণী কে, কোথা হইতেই বা সহসা উপস্থিত হইলেন ॥ ২০-২১ ॥  
 সূদর্শন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কান্দীপতি স্খাছকে কহিলেন, রাজন্ ! দিব্যদর্শনা দয়ান্বিতা  
 মহাদেবী আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন অবলোকন করুন, মহা-  
 রাজ ! এক্ষণে আমি নির্ভয় হইতেও নির্ভয় হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ সূদর্শন ও স্খাছ সেই  
 বরাননা মহাদেবীকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে পুলকিত হইলেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে  
 প্রণিপাত করিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন মহাদেবীর বাহন সিংহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল, সেই

কিং করিষ্যন্তি রাজানঃ কুপিতা দুর্জচেতসঃ ।

শরণার্থক সম্প্রাপ্তা দেবী ভগবতী হি নঃ ॥ ২৭ ॥

নিরাতকৈশ্চ গন্তব্যং মার্গেহস্মিন্ ভূপসঙ্কুলে ।

স্মৃতা ময়া মহাদেবী রক্ষণার্থমুপাগতা ॥ ২৮ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং সেনাপতিস্তেন পথাত্রজৎ ॥ ২৯ ॥

যুধাজিভু স্মসংক্রুদ্ধস্তানুবাচ মহীপতীন্ ।

কিং স্থিতা ভয়সন্ত্রস্তা নিম্নস্ত কন্যকান্বিতম্ ॥ ৩০ ॥

অবমন্ত চ নঃ সর্বান্ বলহীনো বলাধিকান্ ।

কন্যাং গৃহীত্বা সংযাতি নির্ভয়স্তরসা শিশুঃ ॥ ৩১ ॥

কিং ভীতাঃ কামিনীং বীক্ষ্য সিংহোপরি স্মসংস্থিতাম্ ।

নোপেক্ষ্যেহি মহাভাগা হন্তব্যোহত্র সমাহিতৈঃ ॥ ৩২ ॥

হত্বৈনং সংগ্রহীষ্যামঃ কন্যাং চারুবিভূষণাম্ ।

নায়াং কেশরিণাদভ্যং ছেদুমহতি জম্বুকঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্তা দর্শনেন মুদিতাবিত্যশ্বয়ঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

( আতঙ্কশূন্যতারাঃ কারণমাহ স্মৃতেতি । যেমাং দেবী স্বয়ং রক্ষাকর্ত্রী তেষাং ন কুতো-  
হপ্যাতঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

যুধাজিভুদিতি । স্মসংক্রুদ্ধঃ নির্কিষ্মেন সেনাপতিগমনদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে মাতঙ্গগণ কম্পিত হইতে লাগিল; সেই সময়ে ঘোরতর বায়ু দ্বিভিত  
লাগিল এবং দিক্ সকল নিদাক্রণ ভাব ধারণ করিল ॥ ২৫ ॥ সুদর্শন তখন আপন সেনাপতিকে  
কহিলেন, ভূপাল সকল মার্গ রোধ করিয়া। যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সত্বর সেই  
স্থানে গমন কর। দুর্জচেতা নৃপতিগণ প্রকুপিত হইলেও আমাদের কি করিতে পারিবে ?  
দেবী ভগবতী আমাদেরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥  
তোমরা নিরাকুল হইয়া সেই ভূপসঙ্কুল মার্গমধ্যে গমন কর, আমি স্মরণ করিবামাত্র মহা-  
দেবী কৃপাশিত হইয়া আমাদের রক্ষণার্থ আগমন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সেনাপতি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পথেই গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন  
যুধাজিৎ অতিশয় ক্রোধাশিত হইয়া মহীপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, আপনারা ভয়ে সন্ত্রস্ত  
হইয়া রহিলেন কেন ? এই কন্যাহারী সুদর্শনকে নিহত করুন ॥ ২৯-৩০ ॥ এই বলহীন শিশু,  
বলাধিক সকল ভূপালকে অবমাননা করিয়া কন্যা গ্রহণ পূর্বক নির্ভয়চিত্তে বলপূর্বক গমন  
করিতেছে, আর আপনারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না, ইহা অত্যন্তই আশ্চর্যের  
বিষয় ॥ ৩১ ॥ আপনারা কি সিংহোপরিস্থিত একটি কামিনীকে দর্শন করিয়া ভীত  
হইতেছেন ? হে মহাভাগ ভূপতিগণ ! এই বালককে কদাচই উপেক্ষা করিবেন না,



ইতু্যক্তা। সৈন্যসংযুক্তঃ শত্রুজিৎসহিতস্তদা ।  
 যোদ্ধু কামঃ সসংগ্রাণো যুধাজিৎ ক্রোধসংবৃতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 যুমোচ বিশিখাংস্তূর্ণং সমপুঙ্খাঙ্ঘ্রিলাশিতান্ ।  
 ধনুরাক্ষ্য কর্ণাস্তং কৰ্ম্মারপরিমার্জিতান্ ॥ ৩৫ ॥  
 হস্তকামঃ স্তূর্মধাঃ স্তদর্শনমথোপরি ।  
 স্তদর্শনস্ত তান্ বাণৈশ্চিচ্ছেদাপততঃ ক্রণাৎ ॥ ৩৬ ॥  
 এবং যুদ্ধে প্রবৃত্তেহথ চুকোপ চণ্ডিকা ভৃশম্ ।  
 দুর্গা দেবী যুমোচাথ বাণান্ যুধাজিতং প্রতি ॥ ৩৭ ॥  
 নানারূপা তদা জাতা নানাশস্ত্রধরা শিবা ।  
 সম্প্রাপ্তা তুমুলং তত্র চকার জগদম্বিকা ॥ ৩৮ ॥  
 শত্রুজিগ্মিহতস্তত্র যুধাজিদপি পার্থিবঃ ।  
 পতিতৌ তৌ রথাভ্যাশ্ত জয়শব্দস্তদাভবৎ ॥ ৩৯ ॥

নৃপানুভেজয়িতুমাহ অবমন্তেতি ॥ ৩১—৩২ ॥ )

কেসরিণা আদিতাং গৃহীতাম্ । আদিতামিতি চ্ছেদঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

কৰ্ম্মারেণ লোহকারেণ পরিমার্জিতাংস্তীক্লীকৃতান্ ॥ ৩৫ ॥

স্তদর্শনং হস্তকামঃ স্তদর্শনৈবোপরীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

তত্র সম্প্রাপ্তা জগদম্বিকা তুমুলং যুদ্ধধ্বকারেত্যর্থঃ । যদ্যপি মনুষ্যেভ্যঃ ভগবত্যাঃ  
 শস্ত্রধারণমুচিতং তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদনুচিতমপি কৰ্ম্ম ভগবতী করোতীত্যনেন বোধি-  
 তম্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মনোগোপ পূৰ্ব্বক ইহাকে নিহত করুন ॥ ৩২ ॥ ইহাকে হনন করিয়া এই চাক্রভূষণা  
 কামিনীকে গ্রহণ করিব । এই শৃগাল সিংহ-গৃহীত কামিনীকে ছিনাইয়া লইতে কখনই সমর্থ  
 হইবে না ॥ ৩৩ ॥

রাজা যুধাজিৎ এই বলিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে যুদ্ধ বাসনায়  
 শত্রুজিতের সহিত সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ সেই স্তূর্মধুর্দ্ধি রাজা স্তদর্শনের  
 নিধনবাসনায় আকর্ষণধনুরাক্ষণ পূৰ্ব্বক শিলাশাণিত ও কৰ্ম্মার-পরিমার্জিত সমপুঙ্খ স্নায়ক  
 তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; স্তদর্শন সেই সংবেগপাতী শারক সকলকে শর-  
 সমূহ দ্বারা তৎক্রণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত  
 হইলে চণ্ডিকাদেবী অত্যন্ত ক্রোধাবিত হইলেন এবং যুধাজিতের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ বিবিধ অস্ত্রধারিণী কল্যাণময়ী জগদম্বিকা দুর্গাদেবী নানারূপ ধারণ  
 পূৰ্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই ভীষণ  
 সংগ্রামে শত্রুজিৎ ও রাজা যুধাজিৎ নিহত হইল । দুই জনেই রথ হইতে নিপতিত হইলে

বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা ভূপাঃ সর্বৈ বিলোক্য তান্ ।

নিধনং মাতুলস্তাপি ভাগিনেয়স্ত সংযুগে ॥ ৪০ ॥

সুবাহুরপি তদৃষ্ট্বা নিধনং সংযুগে তয়োঃ ।

ভূষ্ঠাব পরমপ্রীতো দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৪১ ॥

সুবাহুরুবাচ ।

নমো দেবৈ জগদ্ধাত্রৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ।

দুর্গায়ৈ ভগবতৈ তে কামদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥

নমঃ শিবায়ৈ শাস্ত্রৈস্তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে ! নমঃ ।

বিশ্বব্যাপ্ত্যৈ জগন্মাতর্জগদ্ধাত্রৈ নমঃ শিবে ! ॥ ৪৩ ॥

নাহং গতিং তব ধিয়া পরিচিস্তয়ন্ বৈ

জানামি দেবি ! সগুণঃ কিল নিগুণায়াঃ ।

কিং স্তোমি বিশ্বজননি ! প্রকটপ্রভাবাং

ভক্তার্তিনাশনপরাং পরমাক্ষ শক্তিম্ ॥ ৪৪ ॥

মাতুলস্তাপীতি । মাতুলভাগিনেয়ৌ সুবাহো রাজ্ঞঃ । তৌ চ যুধাজিৎপক্ষপাতীনৌ  
স্থিতৌ ॥ ৪০—৪১ ॥

নামিতি । অহং সগুণো গুণত্রয়বদ্ধাশ্রয়মতির্ধিয়া তব নিগুণায়াঃ সান্যাদিত্যন্যো-  
পাধিকবুদ্ধরূপিণ্যা গতিং পরাক্রমং ব্যাপ্তিং বা পরিচিস্তয়ন্ বাঙ্মনসস্যোরবিস্ময়দ্বায় জানামি ।  
তদা কিং স্তোমি স্ততিবিষয়শ্চৈব জ্ঞানাভাবাৎ ॥ ৪৪ ॥

সুদর্শনের পক্ষ হইতে মহান্ জয়শব্দ সমুখিত হইল ॥ ৩৯ ॥ সুবাহুর মাতুল ও ভাগিনেয়  
যুধাজিতের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারাও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন । ভূপাল সকল তাঁহাদের  
মরণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ রাজা সুবাহুও যুদ্ধস্থলে তাঁহাদের  
নিধন দর্শন পূর্বক পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর স্তুতি করিতে  
লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

আমি শিবরূপিণী জগদ্ধাত্রী দেবীকে নমস্কার করি, কামপ্রদা ভগবতী দুর্গাদেবীকে  
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । যিনি মঙ্গলময়ী শাস্তি ও বিদ্যারূপিণী তাঁহাকে নিয়তই নমস্কার  
করি । মাতর্মোক্ষদে ! শিবে ! আপনি বিশ্বব্যাপিনী, জগন্মাতা ও জগদ্ধাত্রী আমি আপনাকে  
প্রণাম করি ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে বিশ্বজননি ! দেবি ! আপনি নিগুণা, আমি সগুণ, অতএব  
বাক্য মনের অগোচর আপনার প্রভাব পরাক্রমাদি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়াও জানিতে  
সমর্থ নহি । জননি ! আপনি পরমশক্তি, সততই ভক্তজনের দুঃখ বিনাশের নিমিত্ত  
তৎপর থাকেন, আপনার প্রভাব সর্বত্রই প্রকটিত রহিয়াছে আমি আপনার কি স্তুতি

বাগ্দেবতা ত্বমসি সৰ্বগতৈব বুদ্ধি-  
 বিদ্যা। মতিশ্চ গতিরপ্যসি সৰ্বজন্তোঃ ।  
 ত্বাং স্তোমি কিং ত্বমসি সৰ্বমনোনিয়ন্ত্রী  
 কিং স্তূয়তে হি সততং খলু চাত্মরূপম্ ॥ ৪৫ ॥  
 ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং স্তবন্তো  
 নাস্তং গতাঃ স্তবরাঃ কিল তে গুণানাম্ ।  
 কাহং বিভেদমতিরম্ব । গুণৈর্ভূতো বৈ  
 বক্তুং ক্ষমস্তব চরিত্রমহোঃপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৬ ॥  
 সংসঙ্গতিঃ কথমহো ন করোতি কামং  
 প্রাসঙ্গিকাপি বিহিতা খলু চিত্তগুদ্ধিঃ ।  
 জামাতুরম্ব বিহিতেন সমাগমেন  
 প্রাপ্তং ময়াদ্বুতমিদং তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ত্বাং স্তোমীতি । যতঃ সৰ্বমনোনিয়ন্ত্রী ততঃ কিং স্তোমি মনসো বিষয়ত্বাভাব-  
 দিতি ভাবঃ । কিং স্তূয়ত ইতি । সৰ্বব্যাপকমাত্মরূপং কিং স্তূয়তে ন স্তূয়তে । মনোবিষয়ত্ব-  
 ত্বাৎ তথৈব তদাশ্চাভিরাং ত্বাং মনোবিষয়ত্বাভাবাৎ কিং স্তোমি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা হরশ্চৈতি । এতাদৃশা ব্রহ্মাদয়ো মহাস্তোহনিশং স্তবন্তোহপি তব গুণানামস্তং ন  
 গতাঃ । তথাচ ঋতিঃ । যন্তাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাদ্ভ্যুচ্যতেহজ্ঞেয়া যন্তাঃ অস্তে  
 ন বিদ্যতে তস্মাদ্ভ্যুচ্যতেহনন্তেতি । যদেতমস্তু তদাহমপ্রসিদ্ধো গুণৈঃ সত্বাদিভির্কর্ষে  
 বিভেদমতির্জীবব্রহ্মভেদমতিরজ্ঞস্তব চরিত্রং বক্তুং ক কস্মিন্ কালে ক্ষমো ন কস্মিন্নপী  
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

মম চিত্তগুদ্ধ্যভাবাদ্যদ্যপি ভবত্যা দর্শনযোগাতা নাস্তি তথাপি ভবচ্চরণকমলনিম-  
 গ্নাস্তঃকরণানাং সতাং সঙ্গত্যা কঃ কামো ন সিধ্যেদপি তু সিধ্যাত্যেবেত্যাং সংসঙ্গতিরিত্তি  
 সংসঙ্গতিঃ কামং মনোরথং কথং ন করোতি সম্পাদয়তি অপিতু করোত্যেব । ভগবত্যা  
 স্মিন্ ভক্তিং কুর্বাণাপেক্ষয়া স্বভক্তে ভক্তিং কুর্বাণেহধিকপ্রেমযুক্তত্বাৎ । তদ্বক্তুং দেবী  
 পুরাণে মন্তব্যপেক্ষয়া ভক্তে মম ভক্তিস্ত সিদ্ধিদেতি । নহু চিত্তগুদ্ধিঃ বিনা কথং মদর্শনাই

করিব ? ॥ ৪৪ ॥ দেবি ! আপনি প্রাণিগণের বাগ্দেবী সর্বত্রগতা বুদ্ধি, মতি ও গতি এবং  
 আপনিই সকলের মনোনিয়ন্ত্রী ; অতএব আমি আপনার কি স্তব করিব ? দেবি  
 আপনি আত্মরূপিণী, আমি বাঙ্মনের অগোচর পরমাত্মময়ীর স্তব করিতে কিরূপে সম-  
 হইব ? ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মা হরি, হর এবং প্রধান প্রধান দেবগণ নিরন্তর স্তুতি করিয়াও আপনাকে  
 গুণগণের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই, অধিকে ! আমি কীটাকীট তুল্য অপ্রসিদ্ধ এবং গুণ দ্বারা  
 সম্পূর্ণরূপে সঙ্কট, অজ্ঞ আমি, জীবব্রহ্মের প্রভেদ জ্ঞান কিরূপে বুঝিব, মাতঃ ! আ-  
 তোমার জরবঁগাছ চরিত্র বর্ণনে কস্মিন্ কালেও সমর্থ হইব না ॥ ৪৬ ॥ জননি ! সংস-



ব্রহ্মাপি বাঞ্ছতি সদৈব হরো হরিশ্চ  
 সেন্দ্রাঃ সুরাশ্চ মুনয়ো বিদিতার্থতত্ত্বাঃ ।  
 যদদর্শনং জননি ! তেহদ্য ময়া ছুরাপং  
 প্রাপ্তং বিনা দমশমাদিসমাধিভিশ্চ ॥ ৪৮ ॥  
 কাহং স্তম্ভমতিরাশু তবাবলোকং  
 কেদং ভবানি ! ভবভেষজমদ্বিতীয়ম্ ।  
 জ্ঞাতাসি দেবি ! সততং কিল ভাবযুক্ত-  
 ভক্তানুকম্পনপরামরবর্গপূজ্যা ॥ ৪৯ ॥  
 কিং বর্ণয়ামি তব দেবি ! চরিত্রমেতদ্  
 যদ্রক্ষিতোহস্তি বিষমেহত্র স্তদর্শনোহয়ম্ ।  
 শত্রু হতো স্তবলিনো তরসা ত্বয়া যদ-  
 ভক্তানুকম্পি চরিতং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৫০ ॥

তেতি চেৎ সা চিত্তশুদ্ধির্ভবদ্বক্তৃদর্শনপ্রসঙ্গেনানাগ্রাসেনাপি বিহিতা ভবতি কুতা ভবতি ।  
 এতাদৃশো ভবদ্বক্তৃদর্শনমহিমেতি ভাবঃ । কোহসৌ মম ভক্তস্তবৈতাদৃশো মিলিত ইতি  
 চেদশ্চ জামাতুঃ স্তদর্শনশ্চ তব ভক্তশ্চ যদৈবেন বিহিতেন সমাগমেন চ প্রাপ্তং ময়াহুতামিদং  
 তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ইদানীং স্বশ্রুততাং বর্ণয়তি ব্রহ্মাপীতি । শমদমাদিসমাধিভির্বিলাপি প্রাপ্তং ততো  
 মৎসমোহতঃ কো বা ধত্তোহস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

কেন না মনোরথ সিদ্ধি সম্পাদন করিবে ? আমার এই চিত্তশুদ্ধি প্রাসঙ্গিকক্রমেই সম্পা-  
 দিত হইয়াছে ; জননি ! আমার এই জামাতা আপনার একান্ত ভক্ত, দৈববশে তাঁহার  
 সহিত আমার সঙ্গতি সংঘটিত হইয়াছে তাহাতেই আমি আপনার দর্শন প্রাপ্ত হই-  
 য়াছি ॥ ৪৭ ॥ জননি ! ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্রাদি সুরগণ ও বিদিততত্ত্ব মুনিগণও যাহার কামনা  
 করিয়া থাকেন, অদ্য শম দমাদি ও সমাধি ব্যতিরেকেও আমি আপনার সেই জ্ঞান দর্শন  
 প্রাপ্ত হইলাম ; অতএব দেবি ! ত্রিভুবনে আমার তুল্য ধত্ত ব্যক্তি আর কে আছে ? ॥ ৪৮ ॥  
 ভবানি ! স্তম্ভমতি আমিই বা কোথায় ? এবং একমাত্র ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ ভবদীয়  
 দর্শনই বা কোথায় ? তথাপি হে সুরপূজ্যে ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম, জননি !  
 আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি ভাবযুক্ত ভক্তগণের প্রতি নিয়তই অনু-  
 কম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ দেবি ! আপনি যে এই বিষম সময় সঙ্কটে স্তদর্শনকে  
 রক্ষা করিলেন এবং ছইজন অতিশয় বলবান্ ব্যক্তি নিহত করিলেন তদ্বিষয়ে আপনার  
 চরিত্র কথা আর কি বর্ণন করিব ? বুঝিলাম আপনার পবিত্র চরিত্র ভক্তগণের প্রতি

নাশ্চর্য্যমেতদিতি দেবি ! বিচারিতেহর্থে  
 ত্বং পাসি সর্বমখিলং স্থিরজঙ্গমং বৈ ।  
 ত্রাতস্তুয়া চ বিনিহত্য রিপুর্দয়াতঃ  
 সংরক্ষিতোহয়মধুনা ধ্রুবসন্ধিসূনুঃ ॥ ৫১ ॥  
 ভক্তস্য সেবনপরস্য যশোহতিদীপ্তং  
 কর্তুং ভবানি ! রচিতং চরিতং ত্বয়েতৎ ।  
 নোচেৎ কথং সুপরিগৃহ্য স্ততাং মদীয়াং  
 যুদ্ধে ভবেৎ কুশলবাননবদ্যশীলঃ ॥ ৫২ ॥  
 শক্তাসি জন্মমরণাদিভয়ান্ বিহন্তুং  
 কিঞ্চিৎকমত্র কিল ভক্তজনস্য কামম্ ।  
 ত্বং গীয়সে জননি ! ভক্তজনৈরপারা  
 ত্বং পাপপুণ্যরহিতা সগুণাগুণা চ ॥ ৫৩ ॥  
 ত্বদর্শনাদহমহো স্কৃতী কৃতার্থো  
 জাতোহস্মি দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! ধন্যজন্মা ।  
 বীজং ন তেন ভজনং কিল বেদ্যি মাত-  
 ত্ত্বাতস্তবাদ্য মহিমা প্রকটপ্রভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

---

জ্ঞাতাসীতি । অথাপি ময়া জ্ঞাতাসি দৃষ্টাসি ততো নদন্তঃ কোহস্তি ধন্তঃ । কথন্তু তা  
 ত্বং ভাবযুক্ততক্তেষু কল্পনপরা ॥ ৪৯—৫২ ॥

---

নিয়তই অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ দেবি ! এইরূপ বিচারিত বিষয়েই  
 বা বিচিত্রতা ও আশ্চর্য্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, যেহেতু আপনিই ত এই স্থাবর জঙ্গমাশ্রক  
 অখিল বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, তদনুসারে আপনি এক্ষণে করুণাবশে ভক্তের শত্রুকে  
 নিহত করিয়া এই ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শনকে রক্ষা করিলেন ॥ ৫১ ॥ ভবানি ! আপনি স্বীয়  
 সেবানিরত ভক্তজনের রক্ষার নিমিত্তই যে কেবল এইরূপ চরিত প্রকাশ করেন তাহা নহে,  
 ভক্তগণের যশোরাশি প্রদীপ্ত করিবার নিমিত্তও করিয়া থাকেন ; নতুবা এই ভবদীয়  
 ভক্ত সাধুচরিত সুদর্শন মদীয় কণ্ঠ্য পাণিপীড়ন পুরঃসর যুদ্ধস্থলে বিজয় লাভ করিয়া  
 কুশলী হইলেন কেন ? ॥ ৫২ ॥ জননি ! আপনি জন্ম ও মরণ ভয় বিনাশে একান্তই সমর্থ ;  
 আপনি যে ভক্তজনের মনোরথ সাধন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ?  
 ভক্তগণ আপনাকে পাপপুণ্য-বিরহিতা অপারা এবং সগুণা ও নিগুণা বলিয়া কীর্ত্তন  
 করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥ দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া স্কৃতী

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী প্রসন্নবদনা শিবা ।

উবাচ তং নৃপং দেবী বরং বরয় স্বত্রত ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
মহারণে স্মদর্শনশক্রসংহারো নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

কামং মনোরথং কর্তুং শক্তাসীতি কিং চিত্রমিত্যবয়ঃ । অতএব স্বং ভট্টক-  
গৌরসে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

ও কৃতার্থ হইলাম, মাতঃ ! আমি ভজন সাধন ও বীজমন্ত্রাদি কিছুই জানিনা, অদ্য কেবল  
আপনার মহিমার প্রকটিত প্রভাব মাত্র অবগত হইলাম ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহ এইরূপে কৈবল্যকল্যাণময়ী ভগবতীর স্তুতি করিলে  
দেবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে স্বত্রত ! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে মহারণে স্মদর্শনের শক্রসংহার বর্ণন  
নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তস্মাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভবান্ধ্যাঃ স নৃপোত্তমঃ ।  
প্রোবাচ বচনং তত্র স্খবাহুর্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥

স্খবাহুরুবাচ ।

একতো দেবলোকস্য রাজ্যং ভূমণ্ডলস্য চ ।  
একতো দর্শনন্তে বৈ ন চ তুল্যং কদাচন ॥ ২ ॥  
দর্শনাৎ সদৃশং কিঞ্চিদ্ভিষু লোকেষু নাस्তি মে ।  
কং বরং দেবি ! যাচেহং কৃতার্থোহস্মি ধরাতলে ॥ ৩ ॥  
এতদিচ্ছাম্যহং মাতর্য্যচিৎ বাঞ্ছিতং বরম্ ।  
তব ভক্তিঃ সদা মেহস্ত নিশ্চিতা হনপায়িনী ॥ ৪ ॥  
নগরেহত্র ত্বয়া মাতঃ ! স্নাতব্যং মম সর্বদা ।  
দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা ॥ ৫ ॥  
রক্ষা ত্বয়া চ কর্তব্য সর্বদা নগরস্য হ ।  
যথা সূদর্শনস্ত্রাতো রিপুসংজ্ঞাদনাময়ঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশত্তিসুখা শ্লোকৈঃ ত্রিদেবীমহিমোচ্যতে ।

দুর্গাদেব্যা নিবাসশ্চ কাশ্মাং কৃত ইতীর্ধ্যতে ।

তস্মা ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপসত্তম স্খবাহু ভক্তিসম্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ দেবি ! একদিকে দেবলোকের ও ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজ্য এবং অপরদিকে আপনার দর্শন, যদি এই উভয়ের তুলনা করা যায় তাহা হইলে ঐ রাজ্যাদি কদাচই আপনার দর্শনের তুল্য হইতে পারে না । দেবি ! আপনার দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ত্রিভুবন মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হয় না, তবে জননি ! আমি আর কোন্ বর প্রার্থনা করিব, আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া এই ধরণীমণ্ডলে ধন্ত ও কৃতার্থ হইয়াছি ॥ ২—৩ ॥ মাতঃ শিবে ! আমার বাঞ্ছিত এই বর আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, সততই যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি অবিনাশিনী ও অচলা হয় । জননি ! আপনি নিয়তই যেন আমার এই নগরী মধ্যে অবস্থিতি করেন, আপনি দুর্গাদেবী এই নামে বিখ্যাত হইয়া শক্তিরূপে এই স্থানে অবস্থান করেন ইহাই

তথাত্ৰ রক্ষা কর্তব্যং বারাগস্তাস্থয়ান্বিকে ! ।

যাবৎ পুরী ভবেদুর্মো স্থপ্রতিষ্ঠা স্থসংস্থিতা ॥ ৭ ॥

তাবত্ৰয়াহত্র স্থাতব্যং দুর্গে ! দেবি ! কৃপানিধে ! ।

বরোহয়ং মম তে দেয়ঃ কিমন্যৎ প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥

বিবিধান্ সকলান্ কামান্ দেহি মে বিদ্বিষো জহি ।

অভদ্রাণাং বিনাশক্ কুরু লোকস্ত সর্বদা ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সম্প্রার্থিতা দেবী দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী ।

তমুবাচ নৃপঃ তত্র স্থয়া বৈ সংস্থিতং পুরঃ ॥ ১০ ॥

দুর্গোবাচ ।

রাজন্ ! সদা নিবাসো মে মুক্তিপুৰ্ব্ব্যং ভবিষ্যতি ।

রক্ষার্থং সর্বলোকানাং যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ১১ ॥

অথো হৃদর্শনস্তত্র সমাগম্য মুদাস্থিতঃ ।

প্রণম্য পরয়া তক্ত্যা তুষ্ঠাব জগদম্বিকাম্ ॥ ১২ ॥

অহো কৃপা তে কথয়াম্যহং কিং

ত্রাতস্ত্রয়া যৎ কিল ভক্তিহীনঃ ।

ভক্তানুকম্পী সকলো জনোহস্তি

বিমুক্তভক্তেরবনং ত্রতং তে ॥ ১৩ ॥

স্বং পরাশক্তির্দুর্গাদেবীতি নাম্না সংস্থিতা ভবেতি শেষঃ ॥ ৫—১১ ॥

অথো ইত্যেকারান্তো নিপাতঃ ॥ ১২ ॥

আমি আপনার নিকট কামনা করিতেছি ॥ ৪—৫ ॥ দেবি ! অমিকে আপনি যেমন হৃদর্শনকে বিষয়বিহীন করিয়া পরিভ্রাণ করিলেন, সেইরূপে এই স্থানে অবস্থিত হইয়া, যে পর্য্যন্ত এই বারাগমীপুরী পৃথিবীতলে স্থসংস্থিত ও স্থপ্রতিষ্ঠিত থাকে তাবৎকাল আপনি ইহার রক্ষা করুন ; দুর্গে ! আমি প্রার্থনা করিতেছি আমাকে এই বর প্রদান করুন । দেবি ! আপনি আমাকে অন্যান্য বিবিধ প্রকার মনোরথ প্রদান এবং আমার শত্রু সংহার করুন ; আর এই লোক মধ্যে সমস্ত অভদ্র জনগণের বিনাশ সাধন করুন । করুনামরি ! ইহা হইতে আর অপর কি প্রার্থনা করিব ॥ ৬—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা শ্রবাহ দুর্গতিবিনাশিনী দুর্গাকে এইরূপে স্তুতি ও প্রার্থনা করিয়া পুরোভাগে কৃতান্তলিগুটে দণ্ডায়মান হইলে দেবী তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ ! যাবৎ পর্য্যন্ত

ত্বং দেবি ! সৰ্ব্বং সৃজসি প্রপঞ্চং  
 শ্রুতং ময়া পালয়সি স্বসৃষ্টম্ ।  
 ত্বমৎসি সংহারপরে চ কালে  
 ন তেহত্র চিত্রং মম রক্ষণং বৈ ॥ ১৪ ॥  
 করোমি কিং তে বদ দেবি ! কার্য্যং  
 ক বা ব্রজামীত্যনুমোদয়াশু ।  
 কার্য্যে বিমূঢ়োহস্মি তবাজ্জয়াহং  
 গচ্ছামি তিষ্ঠে বিহরামি মাতঃ ! ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং তথা ভাষমাণস্তু দেবী প্রাহ দয়ান্বিতা ।

গচ্ছাযোধ্যাং মহাভাগ ! কুরু রাজ্যং কুলোচিতম্ ॥ ১৬ ॥

ভক্তানুকম্পীতি । সকলোহপি জনো দেবাদিলোকো ভক্তানুকম্প্যন্তি বিমুক্তভক্তৈর্ভক্তি-  
 রহিতস্ত পুরুষস্ত স্ববনং ন কোহপি করোতি তে তব ব্রতং তু তাদৃশভক্তিরহিতস্ত পুরুষস্তা-  
 প্যবনং কৰ্ত্তব্যমিতি ॥ ১৩—১৪ ॥

মেদিনী বর্তমান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোকগণের রক্ষার নিমিত্ত আমি এই  
 মুক্তিনগরী বারাগসীতে অবস্থিতি করিব সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ অনন্তর সুদর্শন দৃষ্টচিত্তে  
 সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পরমাপ্রীতি ও ভক্তি সহকারে জগদম্বিকার  
 স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥ জগদম্বিকে ! এই অখিল ভুবন মধ্যে সকলেই  
 ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জননি ! আমি দেখিতেছি যে,  
 আপনার ভক্তিবিশীন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করাই দৃঢ়তর ব্রত হইয়াছে ; কারণ, আমি  
 ভক্তিবিশীন হইলেও আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিলেন ; অতএব জননি ! আপনার অপার  
 কৰুণাসিন্ধুর বর্ণনে আমি কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ১৩ ॥ দেবি ! আমি শ্রবণ করিয়াছি  
 আপনি এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিজসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের পালন করিতে-  
 ছেন এবং যথাকালে তাহার সংহার করিবেন ; অতএব মাতঃ ! আপনি যে আমাকে রক্ষা  
 করিয়াছেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? ॥ ১৪ ॥ দেবি ! এক্ষণে আমি আপনার  
 কি কার্য্য সম্পাদন করিব এবং কোথায় গমন করিব, আপনি শীঘ্র তাহার অনুমোদন  
 করুন । মাতঃ ! এক্ষণে কৰ্ত্তব্যকার্য্যে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আমাকে আজ্ঞা  
 করুন আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিব, অথবা অন্য কোথাও গমন করিব কিংবা যথেষ্ট  
 বিহার করিব ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এইরূপ নিবেদন করিলে দেবী দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে  
 কহিলেন, মহাভাগ ! তুমি অযোধ্যায় গমন কর এবং কুলোচিত রাজ্য প্রতিপালন করিতে



অরুণীয়া সদাহং তে পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ।  
 শং বিধানাম্যহং নিত্যং রাজ্যে তে নৃপসত্তম ! ॥ ১৭ ॥  
 অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ।  
 মম পূজা প্রকর্তব্যা বলিদানবিধানতঃ ॥ ১৮ ॥  
 অর্চা মদীয়া নগরে স্থাপনীয়া স্বয়ানঘ ! ।  
 পূজনীয়া প্রযত্নেন ত্রিকালং ভক্তিপূর্বকম্ ॥ ১৯ ॥  
 শরৎকালে মহাপূজা কর্তব্যা মম সর্বদা ।  
 নবরাত্রবিধানেন ভক্তিভাবযুতেন চ ॥ ২০ ॥  
 চৈত্রেহশ্বিনে তথাষাঢ়ে মাঘে কার্যো মহোৎসবঃ ।  
 নবরাত্রো মহারাজ ! পূজা কার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥  
 কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং মম ভক্তিসমম্মিতৈঃ ।  
 কর্তব্যা নৃপশাদ্দূল ! তথাষ্টম্যাং সদা বুধৈঃ ॥ ২২ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তর্হিতা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।  
 নতা স্তদর্শনেনাথ স্তুতা চ বহুবিস্তরম্ ॥ ২৩ ॥  
 অন্তর্হিতাং তু তাং দৃষ্ট্বা রাজানঃ সর্ব এব তে ।  
 প্রণেমুস্তং সমাগম্য যথা শত্রুং সুরাস্তথা ॥ ২৪ ॥

করোমীতি । কিং তে কার্য্যং ময়া কর্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৮ ॥

অর্চা প্রতিমা ॥ ১৯—২০ ॥

চৈত্রে মাঘেহশ্বিনে আষাঢ়ে নবরাত্রো ইত্যম্বয়ঃ । ইতি নবরাত্রচতুর্ষ্টয়েহপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

থাক ॥ ১৬ ॥ নৃপসত্তম ! তুমি সততই আমার অরুণ এবং যত্নপূর্বক পূজা করিবে, আমি তোমার রাজ্যমধ্যে নিয়তই কল্যাণ বিধান করিব ॥ ১৭ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী চতুর্দশী ও নবমীতে বিধিপূর্বক আমার পূজা ও বলি প্রদান করিও ॥ ১৮ ॥ হে অনঘ ! তুমি নগরী মধ্যে আমার প্রতিমা স্থাপন করিয়া যত্নপূর্বক ভক্তি সহকারে ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে ॥ ১৯ ॥ শরৎকালে ভক্তিভাব-সমম্মিত চিত্তে নবরাত্র বিধান দ্বারা আমার মহাপূজা করা একান্ত কর্তব্য ॥ ২০ ॥ মহারাজ ! চৈত্র, মাঘ, অশ্বিন ও আষাঢ় মাসে অর্থাৎ এই নবরাত্র চতুর্ষ্টয়ে আমার মহোৎসব এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ও অষ্টমীতে ভক্তি-যুক্ত মানসে আমার পূজা করা মানবগণের একান্ত কর্তব্য ॥ ২১—২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, বিপদ-বিনাশিনী দুর্গা এইরূপ বলিলে পর, স্তদর্শন তাঁহাকে বহুবিস্তর  
 স্তব ও প্রণাম করিলেন । দেবী ও উক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত

স্রবাহুরপি তং নহা স্থিতশ্চাণ্ডে মুদান্বিতঃ ।  
 উচুঃ সৰ্ব্বৈ মহীপালা অযোধ্যাধিপতিং তদা ॥ ২৫ ॥  
 হুমস্মাকং প্রভুঃ শাস্তা সেবকাস্তে বয়ং সদা ।  
 কুরু রাজ্যমযোধ্যায়াং পালয়াম্মাম্পোত্তম ! ॥ ২৬ ॥  
 হুংপ্রসাদাম্মহারাজ ! দৃষ্টা বিশ্বেশ্বরী শিবা ।  
 আদিশক্তিৰ্ভবানী মা চতুৰ্ভগফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥  
 ধন্যস্ত্বং কৃতকৃত্যোহসি বহুপুণ্যো ধরাতলে ।  
 যস্মাচ্চ হুংকৃতে দেবী প্রাহুর্ভূতা সনাতনী ॥ ২৮ ॥  
 ন জানীমো বয়ং সৰ্ব্বৈ প্রভাবং নৃপসত্তম ! ।  
 চণ্ডিকায়াস্তমোযুক্তা মায়রা মোহিতাঃ সদা ॥ ২৯ ॥  
 ধনদারস্ততানাঞ্চ চিন্তনেহভিরতাঃ সদা ।  
 যথা মহার্গবে ঘোরৈ কামক্রোধবাকুলে ॥ ৩০ ॥  
 পৃচ্ছামস্তাং মহাভাগ ! সৰ্ব্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ।  
 কেয়ং শক্তিঃ কুতো জাতা কিংপ্রভাবা বদস্ব তৎ ॥ ৩১ ॥

বুধৈর্মহোৎসবঃ তথা পূজা চ কার্যোত্যর্থঃ ॥ ২২—২৪ ॥

অযোধ্যাধিপতিং সূদৰ্শনম্ ॥ ২৫—২৭ ॥

হুংকৃতে হুদৰ্শনম্ ॥ ২৮—৩১ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ সমস্ত রাজগণ, তাঁহার অন্তর্ধান দর্শন করিয়া সুরগণ বেক্রপ দেবরাজের  
 নিকট গমন করেন সেইরূপ সূদর্শনের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি-  
 লেন ॥ ২৪ ॥ কাশীপতি স্রবাহুও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে অগ্রে অবস্থিত রহিলেন,  
 তখন সমস্ত ভূপালগণ, অযোধ্যাপতি সূদর্শনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥ নৃপবর !  
 আপনি আমাদের প্রভু ও শাসনকর্তা, আমরা সর্বদাই আপনার সেবক, আপনি  
 অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়া আমাদেরকে প্রতিপালন করেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! আপনার  
 প্রসাদেই আমরা চতুৰ্ভগ ফলপ্রদা আদ্যাশক্তি কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী সনাতনী ভবানী  
 দেবীকে দর্শন করিলাম ॥ ২৭ ॥ রাজন্ ! আপনার নিমিত্তই সেই নিত্যরূপা পরমা-  
 প্রকৃতি দেবী প্রাহুর্ভূত হইরাছিলেন, অতএব আপনিই এই ধরাতলে বহুপুণ্য, কৃতকৃত্য  
 ও ধন্যপুরুষ ॥ ২৮ ॥ নৃপোত্তম ! আমরা সেই মহামায়া চণ্ডিকাদেবীর মায়ার সর্ব-  
 দাই বিমোহিত, অতএব আমরা কেহই তাঁহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহি ॥ ২৯ ॥  
 আমরা ধন পুত্র ও কলত্রাদির চিন্তনেই নিরন্তর নিরত, অতএব আমরা কামক্রোধাদিরূপ  
 গ্রাহ-লজ্জল ঘোরতর মোহার্গবে মগ্ন হইরা রহিয়াছি ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ ! আপনি মহামতি ও

ভব ভ্ৰং নৌচ্চ সংসারে সাধবোহতিদয়াপরাঃ ।

তস্মায়ো বদ কাকুৎস্থ ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥

যৎপ্রভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা ।

তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্তুং বৃহি নৃবরোত্তম ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা তৈস্তু ধ্রুবসন্ধিস্থতো নৃপঃ ।

বিচিন্ত্য মনসা দেবীং তানুবাচ মুদান্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

কিং ব্রুবীমি মহীপালাস্তৃশ্চরিতমুত্তমম্ ।

ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি সেশাঃ সুরগণাস্তথা ॥ ৩৫ ॥

সর্বশ্রাদ্যা মহালক্ষ্মীর্বরেণ্যা শক্তিরুত্তমা ।

সাত্ত্বিকীয়ং মহীপালা জগৎপালনতৎপরা ॥ ৩৬ ॥

সৃজতে যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে ।

সংহারে চ তমোরূপা ত্রিগুণা সা সদা মতা ॥ ৩৭ ॥

ভব ভ্ৰং নৌচ্চেতি । ভ্ৰং সংসারে সংসাররূপে সমুদ্রে নৌর্ভব নৌক। ভবান্মাংসারমিতুম্ ।  
যতঃ সাধবোহতিদয়াপরা ভবন্তি ॥ ৩২—৩৫ ॥

চতুর্ব্যাহারকং হি ভগবত্যাঃ স্বরূপং ক্রমেণ দর্শয়তি । সর্বশ্রাদ্যোতি । একা পালয়িত্রী  
সাত্ত্বিকী মহালক্ষ্মীর্বিষ্ণুশক্তিঃ সর্বপ্রপঞ্চশ্রাদ্যোয়ম্ । দ্বিতীয়া তু সৃজতি যা রজোরূপা সত্ত্ব-  
রূপা চ পালনে ইতিপুনরুক্তিরনুবাদরূপা । সংহারে তমোরূপা যা সেশঃ তৃতীয়া শক্তিঃ ।  
এতাসাং নামানি প্রথমম্বন্ধ এবোক্তানি । তস্তাস্ত সাত্ত্বিকী শক্তিী রাজসী তামসী তথা ।  
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ দ্বয় ইতি । নহু রহস্তে তু সত্বাধোনাতিশুদ্ধেন গুণে-

সর্বজ্ঞ ; এজন্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই শক্তি কে, কোথা হইতে উৎপন্ন  
হইয়াছেন, ইহার প্রভাব কিরূপ ? তৎসমুদায় আমাদের নিকট কীৰ্ত্তন করুন ॥ ৩১ ॥  
হে কাকুৎস্থ ! সাধুগণ সততই রূপাপরমণ, অতএব আপনি করুণা করিয়া আমাদের  
সংসারসাগরের তরলিস্বরূপ হইয়া অত্যাশ্রিত দেবীর মাহাত্ম্য কথা আমাদের নিকট বর্ণন  
করুন ॥ ৩২ ॥ নরপতে ! সেই দেবীর প্রভাব ও স্বরূপ বেরূপ এবং বাহা হইতে তাঁহার  
উদ্ভব, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমাদের বলাবতী বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধ্রুবসন্ধিতনয় রাজা সুদর্শন, আনন্দিত  
হইয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ রাজগণ ! বাহার অশ্রু-  
তম চরিত ইত্যাদি সুরগণ অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্ত ও অবগত নহেন, আমি  
সেই মহামায়ার মহৎ চরিত কিরূপে বর্ণন করিব ॥ ৩৫ ॥ হে মহীপালগণ ! ভগবতী



নিগুণা পরমা শক্তিঃ সৰ্বকামকলপ্রদা ।

সৰ্বেষাং কারণং সা হি ব্রহ্মাদীনাং নৃপোত্তমাঃ ! ॥ ৩৮ ॥

নিগুণা সৰ্বথা জ্ঞাতুমশক্যাযোগিভির্নৃপাঃ ! ।

সগুণা স্তুথসেব্যা সা চিস্তনীয়্যা সদা বুধৈঃ ॥ ৩৯ ॥

রাজান উচুঃ ।

বাল এব বনং প্রাপ্ত্বস্তু নুনং ভয়াতুরঃ ।

কথং জ্ঞাতা ত্বয়া দেবী পরমা শক্তিরুত্তমা ॥ ৪০ ॥

উপাসিতা কথং চৈব পূজিতা চ কথং নৃপ ! ।

যা প্রসন্নী তু সাহায্যং চকার ত্বরয়াম্বিতা ॥ ৪১ ॥

নেদুপ্রভাং দধাবিতি বচনেন মহালক্ষ্মী রজোগুণা সরস্বতী সঙ্কণ্ঠেতি লভ্যত ইতি চেন্ন ।  
কল্পভেদেন গুণভেদব্যবস্থায়াঃ সূক্ষ্মত্বাৎ । এতাসাং শক্তিীনাং শক্ত্বরূপাব্যতিরেকাদব্রহ্মা-  
শ্রয়ঃ বিহারাবস্থানাসম্ভবে ন তদগুণবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব মহালক্ষ্ম্যাদিনামকমিতি বোধ্যম্ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

নিগুণেতি । অথ যা গুণত্রয়কারণভূতা সাম্যাবস্থাস্থিতিকা সা নিগুণা । তস্তা অপি  
পরশক্তিঘেন ব্রহ্মাশ্রয়ঃ বিনাবস্থানাসম্ভবেন সাম্যাবস্থারোপাধিকং ব্রহ্মৈব পরা শক্তির্মায়া  
ভুবনেশ্বরী শব্দবাচ্য ভবতি । সৰ্বং চেদমুপোদ্বাতে স্পষ্টম্ । তত্র নিগুণা সৰ্বেষাং কারণ-  
মিত্যাহ । সৰ্বেষাং কারণং সা হীতি । সৰ্বকারণস্থানবহাভিরা কন্যাদপ্যুৎপত্ত্যভাবেন  
নিত্যস্বমুক্তং তেন চ কেষং শক্তিঃ কুতো জ্ঞাতেত্যস্তোত্তরং দত্তং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

রূপচতুষ্টয়মধ্যোপ্যাহ নিগুণেতি । অব্যোগিভিরিতি ছেদঃ । অব্যোগিভির্নির্জিকল্পসমাধি-  
রহিতৈর্নিগুণা জ্ঞাতুমশক্যা যোগিবুদ্ধিগম্যৈব সেত্বার্থঃ । তথাচ খেতাস্বতরে তে ধ্যান-  
যোগানুগতা অপশ্রুতেনৈবাস্থশক্তিং স্বগুণৈর্নিগুণামিতি । মধ্যমাধিকারিণামব্যোগিনাং তু

ভবানী চারি রূপে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, যিনি সকলের আদি সেই সৰ্বপূজ্য  
উত্তমা সাত্বিকীশক্তি, মহালক্ষ্মীরূপে এই অধিল জগতের পালনকার্যে নিরন্তর নিরত রহি-  
য়াছেন । যিনি সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত, তিনিই রজোগুণরূপা এবং যিনি সংহারকার্যে নিরত,  
তিনিই তমোরূপা শক্তি; আর যিনি ব্রহ্মাদি অধিলের কারণ সেই সৰ্বকামার্থদায়িনী পরমা-  
শক্তি নিগুণাই চতুর্থশক্তি বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ হে রাজন্তবর্গ !  
বাহার্য যোগী নহেন, তাঁহার্য নিগুণাশক্তিকে কোনরূপে অবগত হইতে সমর্থ হন না,  
সগুণা শক্তিই স্তুথসেব্যা, মধ্যমাধিকারী বুদ্ধগণ নিরন্তর তাঁহারই ধ্যান ও পূজা করিয়া  
থাকেন ॥ ৩৯ ॥

রাজগণ কহিলেন, নরপতে ! আপনি বাল্যকালেই ভয়াতুর হইয়া বনগমন করিয়া-  
ছিলেন, তবে কি প্রকারে আপনি পরমোত্তমা দেবী মহামায়াকে জানিতে পারিলেন ?  
কিরূপেই বা তাঁহার পূজা ও উপাসনা করিলেন ? বাহাতে তিনি সস্তর প্রসন্ন হইয়া আপ-  
নার সাহায্য করিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

বালভাবান্ময়া প্রাপ্তং বীজং তস্মাৎ সুসম্মতম্ ।  
স্মরামি প্রজপন্নিত্যং কামবীজাভিধং নৃপাঃ ! ॥ ৪২ ॥  
ঋষিভিঃ কথ্যমানা সা ময়া জ্ঞাতাম্বিকা শিবা ।  
স্মরামি তাং দিব্যরাত্রং ভক্ত্যা পরময়া পরাম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচস্তস্মৈ রাজানো ভক্তিতৎপরঃ ।  
তাং মত্বা পরমাং শক্তিং নির্যায়ুঃ স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৪ ॥  
সুবাহুরগমং কাশ্যাং তমাপৃচ্ছ্য সুদর্শনম্ ।  
সুদর্শনোহপি ধর্ম্মাত্মা নির্জগাম সুকোশলান্ ॥ ৪৫ ॥  
মন্ত্ৰিণস্তু নৃপং শ্রুত্বা হতং শত্রুজিতং যুধে ।  
জিতং সুদর্শনকৈব বভূবুঃ প্রেমসংযুতাঃ ॥ ৪৬ ॥  
আগচ্ছন্তুং নৃপং শ্রুত্বা তং সাক্ষেতনিবাসিনঃ ।  
উপায়নান্যুপাদায় প্রযয়ুঃ সংযুখে জনাঃ ॥ ৪৭ ॥  
তথা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বৈ নানোপায়নপাণয়ঃ ।  
ঋবসন্ধিস্থতং মত্বা মুদিতাঃ প্রযয়ুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৮ ॥

সপ্তমা মহালক্ষ্ম্যাদিক্রুপা চিস্তনীরেত্যর্থঃ । তদ্বারা মূলপ্রকৃतेरेব সর্ব্বজ্ঞোপাস্তম্বমিতি রহ-  
স্তম্ । সর্ব্বং চেদং মৎকৃতশক্তিতত্ত্ববিমর্শিতাং স্পষ্টম্ ॥ ৩৯—৪৭ ॥

সুদর্শন কহিলেন, নৃপগণ ! আমি বাল্যকালে তাঁহার কামবীজ নামক অত্যাশ্রিত বীজমত্ৰ  
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বীজ প্রতিদিনই স্মরণ ও জপ করিতাম । পরে, ঋষিগণের নিকট  
হইতে আমি সেই নিত্য কল্যাণময়ী অম্বিকাকে অবগত হইয়াছিলাম, এবং তদবধিই পরম-  
ভক্তি সহকারে দিব্যরাত্রিই সেই পরাংপরা দেবীকে স্মরণ করিয়া থাকি ॥ ৪২—৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজগণ সুদর্শনের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণানন্তর সেই দেবীকেই পরমা-  
শক্তি মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসম্বিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করি-  
লেন ॥ ৪৪ ॥ কাশিপুরাধিপতি সুবাহুও সুদর্শনকে সম্ভাষণ করিয়া নিজ নগরীতে প্রস্থান  
করিলেন । ধর্ম্মাত্মা সুদর্শনও কোশলরাজ্যের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ মন্ত্ৰিগণ শত্রুজিৎ  
নরপতির সমরে মরণ এবং সুদর্শনের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রেমাস্বিত হই-  
লেন ॥ ৪৬ ॥ সাক্ষেত নগরবাসী সেনাগণ ও প্রজাবর্গ সুদর্শনের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া  
তাহাকে ঋবসন্ধির পুত্র জানিয়া হৃষ্টচিত্তে বিবিধ উপহার দ্রব্য সমস্তিব্যাহারে তাঁহার

স্ত্রিয়োপসংযুতঃ সৌহৃদ প্রাপ্যায়োধ্যাং সূদর্শনঃ ।

সম্মান্য সর্বলোকাংশ্চ যযৌ রাজা নিবেশনম্ ॥ ৪৯ ॥

বন্দিতিস্তুর্যমানস্ত বন্দ্যমানশ্চ মস্ত্রিভিঃ ।

কন্যাভিঃ কীর্যমাণশ্চ লাজৈঃ স্মনসৈস্তথা ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং ত্রৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
দেব্যাঃ কাশীনিবাসবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতসৌহৃদ্যোধ্যাবাসিনো মহাজনাঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

স্মনসৈঃ পুংসৈঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সম্মুখে গমন করিল ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সূদর্শন, নববধূর সহিত প্রফুল্লচিত্তে অযোধ্যায় উপস্থিত  
হইলেন এবং সমস্ত প্রজাবর্গের যথোচিত সম্মাননা করিলেন। অনন্তর মস্ত্রিগণ আসিয়া  
তাঁহার বন্দনা করিল, কন্যাগণ তাঁহার উপর লাজাঞ্জলি ও পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে  
লাগিল; বন্দীগণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার স্তুতিগান করিতে আরম্ভ করিল; এইরূপে রাজা  
সূদর্শন নানাবিধ মাতুলিক কার্য দ্বারা সম্মানিত হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করি-  
লেন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসধিরচিত্ত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দুর্গাদেবীর কাশীবাস এবং সূদর্শনের  
অযোধ্যাগমন নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

গহাযোধ্যাং নৃপশ্রেষ্ঠো গৃহং রাজঃ স্নহদ্রুতঃ ।  
শক্রজিন্মাতরং গ্রাহ প্রণম্য শোকসঙ্কলাম্ ॥ ১ ॥  
মাতর্ন তে ময়া পুত্রঃ সংগ্রামে নিহতঃ কিল ।  
ন পিতা তে যুধাজিচ্চ শপে তে চরণৌ তথা ॥ ২ ॥  
দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ ।  
অবশ্যস্তাবিভাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥  
ন শোকোহত্র হ্রয়া কার্যো যতপুত্রস্ত মানিনি ! ।  
স্বকর্ম্মবশগো জীবো ভুঙ্ক্তে ভোগান্ সুখাস্থান্ ॥ ৪ ॥  
দাসোহস্মি তব ভো মাতর্যধা মম মনোরমা ।  
তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞে ! ন ভেদোহস্তি মনাগপি ॥ ৫ ॥  
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ।  
তস্মিন্ন শোচিতব্যং তে সুখে দুঃখে কদাচন ॥ ৬ ॥

বট্রোতৈকরথৈকশ্চাংসংপদ্যৈর্নিলাধিকাব্ ।

ভোবরিষা পুরে দেবী হাপিতেভ্যচ্যতে পরা ।

সুদর্শনশ্রীযোধ্যাগমনোত্তরং কৃত্যমাহ গণ্ডেতি ॥ ১—২ ॥

সংখ্যে যুদ্ধে ॥ ৩ ॥

বাস বলিলেন, নৃপবর সুদর্শন স্নহদ্রুতগণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যার রাজগৃহে গমনপূর্বক শোকাকুল শক্রজিন্মাতর জননী নীলাবতীকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ ! আপনার চরণ স্পর্শ করত শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পুত্র শক্রজিৎকে এবং আপনার পিতা যুধাজিৎকে সংগ্রামে বিনাশ করি নাই, দেবী দুর্গা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই । জননি ! আপনি অভিমান করিবেন না ; বাহ্য অবশ্য বর্ত্তিবে সে বিষয়ের কোন প্রতীকার নাই ; অতএব, আপনি যতপুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না, আপনি জানিবেন যে, জীবগণ আপন আপন কর্ম্মবশেই সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১—৪ ॥ জননি ! আমি আপনার দাস, যেমন মনোরমা আমার পুজনীয়া আপনিও সেইরূপ তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ মাই জানিবেন ॥ ৫ ॥ মাতঃ ! স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে ; অতএব, সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে আপনি

দুঃখে দুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্ ।

আত্মানং শোকহর্ষাভ্যাং শত্রুভ্যামিব নার্পয়েৎ ॥ ৭ ॥

দৈবাধীনমিদং সর্বং নাত্মাধীনং কদাচন ।

ন শৌকেন তদাত্মানং শোষণেন্মতিমাম্বরঃ ॥ ৮ ॥

যথা দারুণয়ী যোষা নটাদীনাং প্রচেষ্টতে ।

তথা স্বকর্মবশগো দেহী সর্বত্র বর্ততে ॥ ৯ ॥

অহং বনগতো মাতর্নাভবং দুঃখমানসঃ ।

চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কর্ম ভোক্তব্যমিতি বেদ্বি চ ॥ ১০ ॥

মৃতো মাতামহোহত্রৈব বিধুরা জননী মম ।

ভয়াতুরা গৃহীত্বা মাং নির্যযৌ গহনং বনম্ ॥ ১১ ॥

লুণ্ঠিতা তস্করৈর্মার্গে বদ্ধমাত্রা তথা কৃত্য ।

পাথেয়ঞ্চ হৃতং সর্বং বালপুত্রা নিরাশ্রয়া ॥ ১২ ॥

মাতা গৃহীত্বা মাং প্রাপ্তা ভারদ্বাজাশ্রমং প্রতি ।

বিদল্লোহয়ং সমায়াতস্তথা ধাত্রেয়িকাং বলা ॥ ১৩ ॥

মুনিভির্মুনিপত্নীভির্দয়াযুক্তৈঃ সমস্ততঃ ।

পোষিতাঃ ফলনীবারৈর্বয়ং তত্র স্থিতাস্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সুখাসুখানিত্যর্শ আদ্যজন্তম্ ॥ ৪—৭ ॥

আত্মাধীনমন্তঃকরণাধীনং ন নাত্মানং নাস্তঃকরণং শোষণেৎ ॥ ৮ ॥

কদাচই হর্ষ বা শোক করিবেন না ॥ ৬ ॥ (দুঃখ উপস্থিত হইলে অধিকতর দুঃখ দর্শন এবং সুখ উপস্থিত হইলে অধিকতর সুখ দর্শন হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে অতিশয় শোক ও হর্ষ শত্রুতুল্য বলিয়া তাহাদের হস্তে কদাচ আত্মাকে সমর্পণ করা কর্তব্য নহে ॥ ৭ ॥ জননি ! এই অখিল জগৎ দৈবের অধীন, আপনার কিছুই নহে; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কদাচই শোক দ্বারা আত্মাকে পরিশোধিত করিবেন না ॥ ৮ ॥) দারুণয়ী পুতলিকা যেমন রক্তভূমে নটাদির বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করে, সেইরূপ জীবগণও সর্বদা নিজ নিজ কর্মের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ মাতঃ ! আমি জানি যে নিজকৃত কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অতএব আমি বন মধ্যে গমন করিয়াও দুঃখিতচিত্ত হই নাই ॥ ১০ ॥ আপনি জানেন যে আমার মাতামহ এই স্থানেই নিহত হইয়াছেন, আমার জননী তাহাতে শোকাতুর ও ভয়াতুর হইয়া আমাকে লইয়া গহন বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তথায় তস্করগণ পথিমধ্যে সমস্ত পাথেয়াদি লুণ্ঠন করিয়া বদ্ধমাত্রা অবশিষ্ট রাখিয়াছিল; আমি তখন তাঁহার একমাত্র বালক পুত্র; নিরাশ্রয়া জননী আমাকে

দুঃখং ন মে তদা হাসীং সুখং নাদ্য ধনাগমে ।  
 ন বৈরং ন চ মাৎসর্যং মম চিত্তে তু কহিচিৎ ॥ ১৫ ॥  
 নীবারভক্ষণং শ্রেষ্ঠং রাজভোগাৎ পরস্তপে ! ।  
 তদাশী নরকং যাতি ন নীবারাশনঃ কচিৎ ॥ ১৬ ॥  
 ধর্মশ্রাচরণং কার্যং পুরুষেণ বিজানতা ।  
 সঞ্জিতেন্দ্রিয়বর্গং বৈ যথা ন নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥  
 মানুষ্যং দুর্লভং মাতঃ ! খণ্ডেহস্মিন্ ভারতে শুভে ।  
 আহাৰাদিসুখং নূনং ভবেৎ সর্বাস্থ যোনিষু ॥ ১৮ ॥  
 প্রাপ্য তং মানুষ্যং দেহং কর্তব্যং ধর্মসাধনম্ ।  
 স্বর্গমোক্ষপ্রদং নৃণাং দুর্লভং চান্ধ্রযোনিষু ॥ ১৯ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তা সা তদা তেন লীলাবত্যাতিমজ্জিতা ।  
 পুত্রশোকং পরিত্যজ্য তমাহাশ্রবিলোচনা ॥ ২০ ॥

দারুময়ী পুত্ৰী । নটাদীনামিত্যশ্চ বশগেতি শেষঃ ॥ ১—১৫ ॥

তদাশী রাজভোগাশী ॥ ১৬ ॥

যথা ন নরকং ব্রজেত্তথা ধর্মশ্রাচরণং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

সঙ্গে লইয়া এই বিদগ্ধমন্ত্রী ও অবলা ধাত্রীর সহিত ভারতবর্ষের আশ্রমে উপনীত হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ তথায় দয়ালু মুনি ও মুনিপত্নীগণের সহিত বাস করিয়া বহুফল ও  
 নীবার দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এইরূপে আমরা সকলে সেই স্থানে বাস  
 করিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥ মাতঃ ! আমার তখন দুঃখ ছিল না এবং এই ধনাগম সময়েও সুখ  
 নাই অধিক কি আমার মানসে বৈর মাৎসর্যাদি কিছুই নাই ॥ ১৫ ॥ জননি ! আমার  
 বিবেচনার রাজ্য ভোগ অপেক্ষা বরং নীবার ভোজন ভাল ; যেহেতু রাজ্যভোগী ব্যক্তিগণ  
 নরকগামী হয়, কিন্তু নীবারভোজী ব্যক্তিগণ কদাচই সেক্ষেপ হয়েন না ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রিয়গণকে  
 জয় করিয়া নরকে যাইতে না হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্মের আচরণ করা জ্ঞানিগণের  
 পক্ষে একান্তই কর্তব্য ॥ ১৭ ॥ মাতঃ ! এই কল্যাণময় ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম একান্তই  
 দুর্লভ । আহাৰ-বিহারাদি জন্ত সুখ সকল যোনিতেই সম্ভব হইয়া থাকে ; কিন্তু, মনুষ্যদেহ  
 লাভ করিয়া অল্প বোনিতে দুর্লভ, স্বর্গমোক্ষপ্রদ ধর্ম উপার্জন করা মানবগণের পক্ষে  
 একান্তই কর্তব্য ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এইরূপ বলিলে পর লীলাবতী অত্যন্ত লজ্জাবিত্তা হইলেন এবং  
 পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পুত্র সুদর্শন !



সাপরাধানি পুত্রাহং কৃত্য পিত্রা যুধাজিতা ।

হত্বা মাতামহং তেহত্র হতং রাজ্যস্থ যেন বৈ ॥ ২১ ॥

ন তং বারয়িতুং শক্তা তদাহং ন স্মৃতং মম ।

যৎ কৃতং কৰ্ম তেনৈব নাপরাধোহস্তি মে স্মৃত !\* ॥ ২২ ॥

তো যতো স্বকৃতেনৈব কারণং হং তয়োৰ্ন চ ।

নাহং শোচামি তং পুত্রং সদা শোচামি তৎকৃতম্ ॥ ২৩ ॥

পুত্রস্তমসি কল্যাণ ! ভগিনী মে মনোরমা ।

ন ক্রোধো ন চ শোকো মে হস্মি পুত্র ! মনাগপি ॥ ২৪ ॥

কুরু রাজ্যং মহাভাগ ! প্রজাঃ পালয় স্মত্ৰত ! ।

ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তমেতদকণ্টকম্ ॥ ২৫ ॥

বাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচো মাতুর্নত্বা তাং নৃপনন্দনঃ ।

জগাম ভবনং রম্যং যত্র পূৰ্ব্বং মনোরমা ॥ ২৬ ॥

লীলাবতী তু তব নাপরাধঃ কিন্তু পিত্রা তু তবানিষ্টং কৃতং তজ্জন্তোষোহপরাধঃ স  
মমৈবেত্যাহ সাপরাধানীতি ॥ ২১ ॥

ন স্মৃতং শক্রজিতং বারয়িতুং শক্তাহং তদা তন্ত মৎপিত্রধীনবাদিতি ভাবঃ । যৎকৃত-  
মিতি । যদ্যদুষ্টং কৰ্ম কৃতং তন্তং সৰ্বং তেনৈব যুধাজিতা কৃতম্ ॥ ২২ ॥

আমার জনক যুধাজিৎ তোমার মাতামহকে নিহত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া  
আমিই অত্যন্ত অপরাধিনী হইয়াছি ॥ ২০—২১ ॥ আমি তখন আমার পিতা ও পুত্রকে  
নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন যে যে দুষ্ট কর্মের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তৎ সমস্তই  
পিতা যুধাজিৎ করিয়াছিলেন, অতএব বৎস ! সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্রই অপরাধ  
নাই ॥ ২২ ॥ আমার পিতা ও পুত্র, উভয়েই নিজ নিজ কার্য্য দোষেই নিহত হইয়াছেন,  
তোমাকে তাঁহাদের বিনাশের কারণ কিরূপে বলা বাইতে পারে ? পুত্র ! আমি আমার  
পুত্রের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, তাহার কার্য্যের নিমিত্তই শোক করিতেছি ॥ ২৩ ॥  
হে স্মৃতগ ! তুমিই আমার পুত্র, মনোরমা আমার ভগিনী ; বৎস ! তোমার প্রতি আমার  
ক্রোধ অথবা তোমার রাজ্যলাভ অস্ত হুঃখ কিছুমাত্রই নাই ; বৎস ! তুমি অতিশয় ভাগ্য-  
শালী একজন ভগবতীর প্রসাদে এই অকণ্টক রাজ্যলাভ করিয়াছ, এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে  
প্রজাপালন পূর্বক রাজ্য করিতে থাক ॥ ২৪—২৫ ॥

\* ভিত্তি চ হং বিনোক্তব্য পিত্রা পুত্রধিবাসিতম্ । মনোরমাঃ তদা দৃষ্টে। তথা মে মহতী স্মৃত । ১

ইত্যাদিকঃ পাঠঃ বুজচিৎ দৃষ্টভে ।

ন্যবসত্ত্ব গতা তু সৰ্বানাহুয় মন্ত্ৰিণঃ ।  
 দৈবজ্ঞানথ পপ্রচ্ছ মুহূৰ্ত্তং দিবসং শুভম্ ॥ ২৭ ॥  
 সিংহাসনং তথা হৈমং কারয়িত্বা মনোহরম্ ।  
 সিংহাসনে স্থিতাং দেবীং পূজয়িত্যে সদাপ্যাহম্ ॥ ২৮ ॥  
 স্থাপয়িত্বাসনে দেবীং ধর্ম্যার্থকামমোক্ষদাম্ ।  
 রাজ্যং পশ্চাৎ করিষ্যামি যথা রামাদিভিঃ কৃতম্ ॥ ২৯ ॥  
 পূজনীয়া সদা দেবী সর্বৈবনাগরিকৈর্জনৈঃ ।  
 মাননীয়া শিবা শক্তিঃ সর্বকামার্থসিদ্ধিদা ॥ ৩০ ॥  
 ইতু্যক্তা মন্ত্ৰিণস্তে তু চত্বর্বে রাজশাসনম্ ।  
 প্রাসাদং কারয়ামাস্থঃ শিল্পিভিঃ স্তম্বনোরমম্ ॥ ৩১ ॥  
 প্রতিমাং কারয়িত্বাথ মুহূৰ্ত্তেহথ শুভে দিনে ।  
 দ্বিজানাহুয় বেদজ্ঞান্ স্থাপয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥  
 হবনং বিধিবৎ কৃৎবা পূজয়িত্বাথ দৈবতান্ ।  
 প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যাঃ স্থাপয়ামাস ভূমিপঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বঃ তয়োর্মরণে কারণং নৈবাসি ॥ ২৩—২৭ ॥

কটম্ প্রয়োজনায় মুহূৰ্ত্তপ্রঃ ইতি চেত্তত্রাহ । সিংহাসনং তথা হৈমমিতি । দেবীস্থাপ-  
নার্থমিত্যর্থঃ ২৮—২৯ ॥

অথ মন্ত্ৰিণ আজ্ঞাপয়তি । পূজনীয়েতি ॥ ৩০—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নৃপনন্দন স্তদর্শন লীলাবতীর সেই সকল বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পুরঃসর মনোরমা বেদানে পূর্বেই গমন করিয়াছেন  
 সেই মনোরম ভবনে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর, মন্ত্ৰিগণকে আহ্বান  
 করিয়া দৈবজ্ঞদিগকে শুভদিন ও শুভ মুহূৰ্ত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, আমি  
 মনোহর হৈম সিংহাসন নির্মাণ করাইব এবং তাহাতে তুর্গাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া  
 সততই তাঁহার পূজা করিব ॥ ২৮—২৯ ॥ মন্ত্ৰিগণ ! আমি অগ্রে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ  
 এই চতুর্বর্গদায়িনী দেবীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পরে রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপগণ বেক্রপ  
 রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপে রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইব ॥ ২৯ ॥ আর নিখিল নগর-  
 বাসী নরগণেরও সেই সর্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদা সর্বজন-মাননীয়া কল্যাণময়ী শক্তিদেবীর পূজা  
 করা একান্ত কর্তব্য ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, মন্ত্ৰিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নগরমধ্যে রাজ-  
 শাসন প্রচার করিলেন এবং শিল্পিদিগের দ্বারা মনোহর প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন ॥ ৩১ ॥  
 তদনন্তর নরপতি স্তদর্শন দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া বেদজ্ঞ দ্বিগণকে আনয়ন

উৎসবস্তত্র সংবৃত্তো বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ।

ব্রাহ্মণানাং বেদযোষৈর্গানৈস্তু বিবিধৈর্নৃপ ! ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

প্রতিষ্ঠাপ্য শিবাং দেবীং বিধিবদ্ধেদবাদিভিঃ ।

পূজাং নানাবিধাং রাজা চকারাতিবিধানতঃ ॥ ৩৫ ॥

কৃৎবা পূজাবিধিং রাজা রাজ্যং প্রাপ্য স্বপৈতৃকম্ ।

বিখ্যাতশ্চান্দ্রিকা দেবী কোশলেষু বভূব হ ॥ ৩৬ ॥

রাজ্যং প্রাপ্য নৃপঃ সর্বসামন্তকনৃপানথ ।

বশে চক্রেহতিধর্মাত্মা সঙ্কর্মবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥

যথা রামশ্চ রাজ্যেহভূদ্বিলীপশ্চ রঘোর্যথা ।

প্রজানাং বৈ সুখং তদ্বশ্মর্যাদাপি তথাভবৎ ॥ ৩৮ ॥

ধর্মো বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ চতুষ্পাদভবতথা ।

নাধর্মো রমতে চিত্তং কেষামপি মহীতলে ॥ ৩৯ ॥

প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যা ইতি । মূর্ত্তিমিতি শেষঃ । পূর্ব্বং সামান্ততঃ স্থাপনমুক্তমত্র তু  
ক্রমেণেতি ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

কৃৎবেতি । কৃৎবা বিখ্যাতো বভূবেত্যয়ঃ । অন্দ্রিকা চ দেবী বিখ্যাতা বভূবে-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

(রামাদিরাজ্যবৎ প্রজানাং সুখাদিকং জাতমিতি বিশদীকর্ত্তুমাহ ধর্ম ইতি ॥ ৩৯ ॥

পূর্ব্বক শুভদিনে ও শুভমূহর্ত্তে দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥ মতিমান্ নৃপতি  
যথাবিধি পূজা ও হোমকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাসাদে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৩৩ ॥  
জনমেজয় ! তথায় বিবিধ বাদিত্র নিঃস্বন, ব্রাহ্মণগণের বেদ শব্দ এবং বহুবিধ সংগীত  
ধ্বনির সহিত নানাবিধ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুদর্শন বেদবাদি বিপ্রগণের দ্বারা শিবাদেবীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য  
এইরূপে সম্পাদন পুরঃসর বিধানানুসারে বিবিধ প্রকারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৩৫ ॥  
সুদর্শন, আপন পৈতৃক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজাবিধি সংস্থাপন  
করিলেন । তাহাতে তিনি এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত অন্দ্রিকাদেবী কোশল-রাজ্যমধ্যে বিখ্যাত হইয়া  
উঠিলেন ॥ ৩৬ ॥ ধর্মবিজয়ী সদাশয় সুদর্শন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সামন্ত রাজগণকে ধর্ম্ববলেই  
আপন বশে আনয়ন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রজাগণ, মহারাজ দিলীপ রঘু এবং রামচন্দ্রের রাজ্যের  
জায় সুদর্শনের রাজ্যে সুখ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ তখন বর্ণাশ্রমি জনগণের  
ধর্ম্ব চতুষ্পাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবনীতলে কাহারও অধর্ম্মে মতি রহিল না ॥ ৩৯ ॥



গ্রামে গ্রামে চ প্রাসাদাংশক্রুঃ সর্বৈ জনাধিপাঃ ।  
 দেব্যাঃ পূজা তদা প্রীত্যা কোশলেষু প্রবর্তিতা ॥ ৪০ ॥  
 সুবাহুরপি কাশ্যাস্তু দুর্গায়াঃ প্রতিমাং শুভাম্ ।  
 কারয়িত্বা চ প্রাসাদং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪১ ॥  
 তত্র তস্মা জনাঃ সর্বৈ প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ।  
 পূজাং চক্রুর্বিধানেন যথা বিশ্বেশ্বরস্য হ ॥ ৪২ ॥  
 বিখ্যাতা সা বভূবাহ দুর্গা দেবী ধরাতলে ।  
 দেশে দেশে মহারাজ ! তস্মা ভক্তির্ব্যবহৃত ॥ ৪৩ ॥  
 সর্বত্র ভারতে লোকে সর্ববর্ণেষু সর্বথা ।  
 ভজনীয়া ভবানী তু সর্বেষামভবত্তদা ॥ ৪৪ ॥  
 শক্তিভক্তিরতাঃ সর্বৈ মানিনশ্চাভবম্প ! ।  
 আগমোক্তৈরথ স্তোত্রৈর্জপধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবীপূজামাহাত্ম্যবিস্তৃতিং বর্ণয়িতুমাহ গ্রামে গ্রামে ইতি ॥ ৪০ ॥  
 এবং অযোধ্যায়াং দেবীমাহাত্ম্যবিস্তারমুক্তা কাশ্যামপি তদ্বক্তুমাহ সুবাহুরিতি । কারয়িত্বা  
 নিষ্কানুচরবর্গৈরিতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥  
 তত্র কাশ্যঃ সর্বৈ জনাঃ প্রগাঢ়প্রীতিভক্তিপূর্ণেন মনসা বিশ্বেশ্বরবভাঃ পূজয়ামাসেত্যর্থঃ ।  
 এতেনস্মা মাহাত্ম্যং ভক্তমনোরথপ্রদত্বক সৃচিতম্ ॥ ৪২ ॥  
 বিখ্যাত্যেতি । তস্মা মাহাত্ম্যাদিক্যাং ভক্তির্বৃদ্ধে ইতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥  
 সর্বত্র্যেতি । বিশেষণ ভজনীয়ত্বমাহ ভারতে ইতি ॥ ৪৪ ॥  
 নৃপ ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, গ্রামে গ্রামে দেবীর প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া প্রীতি পূর্বক তাঁহার  
 পূজা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কোশল রাজ্যের সর্বত্রই দেবীর পূজা প্রবর্তিত হইল ॥ ৪০ ॥  
 এদিকে রাজা সুবাহুও কাশীতে দুর্গা দেবীর প্রাসাদ ও প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া ভক্তিপূর্বক  
 তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৪১ ॥ কাশীবাসি জনগণ সকলেই প্রেমভক্তি-পরায়ণ হইয়া বিশ্ব-  
 শ্বরের স্তায় বিধি পূর্বক দেবীর পূজা করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর, সেই দুর্গাদেবী  
 ধরনীতলে বিখ্যাত হইলেন । মহারাজ ! এইরূপে দেশ-বিদেশে তাঁহার প্রতি ভক্তি বর্দ্ধিত  
 হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তখন ভগবতী ভবানী দেবী, ভারতবর্ষের সর্বত্রই সর্ববর্ণের মধ্যে  
 সর্বতোভাবে সর্বজনেরই ভজনীয়া ও পূজনীয়া হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে সকলেই ভগবতীর  
 জপ ও ধ্যান এবং আগমোক্ত স্তোত্র দ্বারা নিরন্তর স্তুতি পরায়ণ ও শক্তিভক্তিতে অমুরক্ত  
 হইয়া সর্বত্রই মাননীয় হইয়া উঠিল ॥ ৪৫ ॥ মহারাজ ! তদবধি সমস্ত লোকগণ অত্যেক

নবরাত্রেষু সৰ্বেষু চক্ৰঃ সৰ্বৈ বিধানতঃ ।

অৰ্চনং হবনং যাগং দেব্যা ভক্তিপরা জনাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
অযোধ্যায়াং কাণ্ডাঞ্চ দেবীসংস্থাপনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রেষু । সৰ্বেষু নবরাত্রেষু শরৎকালীনপ্রভৃতিষু ইত্যর্থঃ । হবনং হোমঃ ।  
বিধানতঃ আগমোক্তবিধিনা ॥ ৪৬ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রেতেই ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিধি পূৰ্বক দেবীর অৰ্চনা, হোম ও যাগ করিতে  
লাগিল ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্রমক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যা এবং কাশীপুরীতে দেবীর  
প্রতিষ্ঠা বর্ণন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥



## ষড়বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

নবরাত্রে তু সম্প্রাপ্তে কিং কর্তব্যং দ্বিজোত্তম ! ।  
বিধানং বিধিবদ্‌ব্রহ্মি শরৎকালে বিশেষতঃ ॥ ১ ॥  
কিং ফলং খলু কস্তত্র বিধিঃ কার্যো মহামতে ! ।  
এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্মি কৃপয়া দ্বিজসত্তম ! ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি নবরাত্রত্ৰতং শুভম্ ।  
শরৎকালে বিশেষেণ কর্তব্যং বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৩ ॥  
বসন্তে চ প্রকর্তব্যং তথৈব প্রেমপূৰ্ব্বকম্ ।  
দ্বারতু যমদংষ্ট্রোখ্যো নুনং সৰ্ব্বজনেষু বৈ ॥ ৪ ॥  
শরদ্বসন্তনামানো দুৰ্গমো প্রাণিনামিহ ।  
তস্মাদ্যত্নাদিদং কার্যং সৰ্ব্বত্র শুভমিচ্ছতা ॥ ৫ ॥  
দ্বাবেব স্মমহাঘোরারতু রোগকরৌ নৃণাম্ ।  
বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবুভৌ ॥ ৬ ॥

দ্বিষষ্টিরোকবর্ধ্যস্ত নবরাত্রবিধিঃ নৃপঃ ।

পপ্রচ্ছ তস্মৈ প্রোবাচ ব্যাস ইত্যোতদ্ব্যচ্যতে ।

নবরাত্রোৎসবঃ কর্তব্য ইতি পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে উক্তং তত্ত্ব বিধিঃ জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি নব-  
রাত্রে তু সম্প্রাপ্ত ইতি ॥ ১—৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, দ্বিজসত্তম ! নবরাত্রের সময় উপস্থিত হইলে মনুষ্যাগণের কি করা  
কর্তব্য ? বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্র ত্রতোপলক্ষে কিরূপ বিধানে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়,  
আপনি তৎসমুদায় বিধিপূৰ্ব্বক আমাকে বলুন ॥১॥ হে মহাবুদ্ধে ! সেই নবরাত্র ত্রতের ফল  
কি এবং তাহাতে কিরূপ বিধি কর্তব্য তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বিস্তারিত  
রূপে কীর্তন করুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মঙ্গলময় নবরাত্র ত্রতের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, এই ত্রত  
প্রীতিপূৰ্ব্বক বসন্তকালে বিশেষতঃ শরৎকালেই বিশেষরূপে কর্তব্য । শরৎ ও বসন্ত নামক  
ঋতুদ্বয় সমস্ত লোকমধ্যে যমদংষ্ট্রা নামে বিখ্যাত এবং উহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্ত দুৰ্গম ;  
অতএব, কল্যাণাকাজী জনগণ সৰ্ব্বত্রই বহু পূৰ্ব্বক এই ত্রতের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৩—৫ ॥



তস্মাদ্ভত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ ।  
 চৈত্রেহশ্বিনে শুভে মাসে ভক্তিপূৰ্ব্বং নরাধিপ ! ॥ ৭ ॥  
 অমাবাস্ত্যং সম্প্রাপ্য সস্তারং কল্পয়েচ্ছুভম্ ।  
 হবিষ্যঞ্চাশনং কার্য্যমেকভুক্তস্ত তদ্দিনে ॥ ৮ ॥  
 মণ্ডপস্ত প্রকর্তব্যঃ সমে দেশে শুভে স্থলে ।  
 হস্তষোড়শমানেন স্তম্ভধ্বজসমন্বিতঃ ॥ ৯ ॥  
 গৌরমৃদগোময়াভ্যং লেপনং কারয়েত্ততঃ ।  
 তন্মধ্যে বেদিকা শুভ্রা কর্তব্য চ সমা স্থিরা ॥ ১০ ॥  
 চতুর্হস্তা চ হস্তোচ্ছ্রী পীঠার্থং স্থানমুত্তমম্ ।  
 তোরণানি বিচিত্রানি বিতানঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥  
 রাত্রৌ দ্বিজানথামন্ত্র্য দেবীতত্ত্ববিশারদান্ ।  
 আচারনিরতান্ দাস্তান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১২ ॥

ঋতুদ্বয়ে কিমিত্যবশ্যং কর্তব্যং তত্রাহ দ্বাবতু ইতি ॥ ৪—৭ ॥

অমাবাস্ত্যং চেতি । পূৰ্বেদ্যরমাবাস্ত্যায়ং পূজাসামগ্রী সম্পাদনীয়েত্যর্থঃ । একভুক্ত স্থিতি । অমাবাস্ত্যায়ামেকবারং ভোজনং হবিষ্যাশনরূপং কার্য্যম্ ॥ ৮ ॥

অমাবাস্ত্যায়ামেব মণ্ডপাদিকং কার্য্যং কর্তব্যমিত্যাহ মণ্ডপস্থিতি । শুভে স্থলে ইত্যনেন ভূশোধনাদিকমুক্তং ভবতি । সমে স্থলে নিম্নোন্নতরহিতে প্রাচীসাধনযুতে ইত্যর্থঃ । হস্ত ষোড়শেতি । তদুক্তং শারদায়াম্ । পঞ্চভিঃ সপ্তভির্হস্তৈর্নবভির্বা মিতাস্তরম্ । ষোড়শস্তম্ভ সংযুক্তং চত্বারস্তম্ভু মধ্যগা ইতি । তত্র সপ্তভির্নবভির্হস্তৈর্মিলিত্বা ষোড়শহস্তাঃ সম্প্রাঃ ইদং চোক্তমমানম্ ॥ ৯—১১ ॥

মহারাজ ! শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে নরগণ ঘোরতর রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে সেই হেতু অনেকের প্রাণ নষ্ট হয় ; অতএব, নরপতে ! সেই শুভজনক চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ভক্তি পূৰ্ব্বক চণ্ডিকাদেবীর পূজা করা জ্ঞানীগণের একান্তই কর্তব্য ॥ ৬—৭ ॥ ত্রতের পূৰ্ব্বদিনে অমাবস্তা তিথি প্রাপ্ত হইলে পূজার সামগ্রী সস্তার আহরণ করিবে ঐ তিথিতে একবার মাত্র হবিষ্য ভোজন করিবে । ঐ দিনেই সমদেশে বিশুদ্ধস্থানে ষোড়শ হস্ত পরিমাণ স্তম্ভ ও ধ্বজ-সমন্বিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে ; অনন্তর গৌরমৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা ঐ মণ্ডপ লেপন করাইয়া তন্মধ্যে প্রশস্ত চারিহস্ত ও উচ্চে একহস্ত পরিমিত সমান ও সুদৃঢ় বেদী নির্মাণ করিবে এবং তন্মধ্যে দেবীর পীঠের নিমিত্ত উত্তম স্থান রচনা করিবে ; এই মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র তোরণ সকল রচনা করিয়া উপরিভাগে শূন্যে বিতান যোজনা করিবে ॥ ৮—১১ ॥ রাত্রিকালে, আচারনিষ্ঠ দাস্ত ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ বিশেষতঃ দেবীর পূজাবিধান-বিশারদ দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ করিবে । অনন্তর, প্রতিপদ দ্বিবসে নদী, নদ, দীর্ঘিকা, কুপ অথবা নিজগৃহে বিধিপূৰ্ব্বক প্রাতঃস্নান করিয়া অগ্রে নিত্য-

প্রতিপদ্বিবসে কার্য্যং প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ।

নদ্যাং নদে তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেহথ বা ॥ ১৩ ॥

প্রাতর্মিত্যং পুরঃ কৃত্বা দ্বিজানাং বরণং ততঃ ।

অৰ্য্যপাদ্যাদিকং সৰ্ব্বং কৰ্ত্তব্যং মধুপূৰ্ব্বকম্ ॥ ১৪ ॥

বস্ত্রালঙ্করণাদীনি দেয়ানি চ স্বশক্তিতঃ ।

বিত্তশাঠ্যং ন কৰ্ত্তব্যং বিভবে সতি কৰ্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥

বিপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং সম্পূর্ণং সৰ্ব্বথা ভবেৎ ।

নব পঞ্চ ত্রয়শ্চকো দেব্যাঃ পাঠে দ্বিজাঃ শ্রুতাঃ ॥ ১৬ ॥

বরয়েদ্ব্রাহ্মণং শাস্ত্রং পারায়ণকৃতে তদা ।

স্বস্তিবাচনকং কার্য্যং বেদমন্ত্রবিধানতঃ ॥ ১৭ ॥

বেদ্যাং সিংহাসনং স্থাপ্য কৌমবস্ত্রসমম্বিতম্ ।

তত্র স্থাপ্যাম্বিকা দেবী চতুর্হস্তায়ুধান্বিতা ॥ ১৮ ॥

রত্নভূষণসংযুক্তা মুক্তাহারবিরাজিতা ।

দিব্যাম্বরধরা সৌম্যা সৰ্ব্বলঙ্কণসংযুতা ॥ ১৯ ॥

অমাবান্ত্রায়ামেব রাত্র্যুত্তিষ্ঠনিসম্প্রণঃ কার্য্যমিত্যাং রাত্র্যাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

মধুপূৰ্ব্বকং মধুপূৰ্ব্বকপূৰ্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

বিপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং নিজং সম্পূর্ণং ভবেন্নানথা তন্মাদেমাং সন্তোষঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ । দেব্যাঃ পাঠে সপ্তশত্যাগ্যস্তোত্রপাঠে কৰ্ত্তব্যে দেবীভাগবতপাঠে কৰ্ত্তব্যে চেত্যর্থঃ । তদুক্তং দুর্গাতরঙ্গিন্যাং যামলে । নবরাত্রে তু দেবেশি ! দৌর্গং ভাগবতং পাঠেৎ । জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেণ সমাহিত ইতি । মহেশঠকুরকৃতদুর্গাপ্রদীপে দেবীসামলে চ । দেবীভাগবতং ভক্ত্যা পঠেন্নিত্যমতশ্চিতঃ । নবরাত্রে বিশেষেণ ত্রীদেবীপ্রীত্যে মুদোতি । দ্বিজাঃ শ্রুতাঃ শক্ত্যানুসারেণ লঘুগুরুমুষ্ঠানানুসারেণ চ ॥ ১৬ ॥

একব্রাহ্মণপক্ষে আহ বরয়েদिति । তত্রাদৌ স্বস্তিবাচনং কার্য্যমিত্যাং ॥ ১৭ ॥

কৰ্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবে, তৎপরে পাদ্য অর্ঘ্য ও মধুপূৰ্ব্বকাদি দ্বারা বিপ্রগণকে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় শক্তি অনুসারে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিবে ; বৈভব থাকিলে কদাচই তাহাতে বিত্তশাঠ্য বা কুপণতা করিবে না, কারণ বিপ্রগণ সন্তুষ্ট হইলেই সৰ্ব্বতোভাবে কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন । রাজন্ ! এই ব্রতে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠে ও দেবীভাগবত পাঠে, নয়জন অথবা পাঁচজন, কিংবা তিনজন বা একজন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করা কৰ্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন পারায়ণের নিমিত্ত এক শাস্ত্রচিহ্ন দ্বিজবরকে বরণ করিবে ; এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া পরে কৃতিব্যক্তি বেদোক্ত মন্ত্রবিধানে স্বস্তিবাচন করিবে ॥ ১২-১৭ ॥

মহারাজ ! এইরূপে কৰ্ম্মারম্ভ হইলে বেদীর উপর কৌমবসনযুগ্মসমম্বিত সিংহাসন সংস্থাপন পুরঃসর, আয়ুধবিশিষ্ট ভূজচতুষ্টয়সম্পন্ন বা অষ্টাদশভূজা মুক্তাহারে বিরাজিতা,

শঙ্খচক্রগদাপদ্যধরা সিংহে স্থিতা শিবা ।  
 অষ্টাদশভুজা বাপি প্রতিষ্ঠাপ্যা সনাতনী ॥ ২০ ॥  
 অর্চ্যভাবে তথা যন্ত্রং নবান্নমন্ত্রসংযুতম্ ।  
 স্থাপয়েৎ পীঠপূজার্থং কলসং তত্র পার্শ্বতঃ ॥ ২১ ॥  
 পঞ্চপল্লবসংযুক্তং বেদমন্ত্রৈঃ স্তুসংস্কৃতম্ ।  
 স্তূতীর্থজলসম্পূর্ণং হেমরত্নৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ২২ ॥  
 পার্শ্বে পূজার্থসস্তারান্ পরিকল্প্য সমস্ততঃ ।  
 গীতবাদিত্রনির্বোধান্ কারয়েন্মন্ত্রলায় বৈ ॥ ২৩ ॥  
 তিথৌ হস্তাশ্বিতারাক্ষ নন্দায়াং পূজনং বরম্ ।  
 প্রথমে দিবসে রাজন্ ! বিধিবৎ কামদং নৃণাম্ ॥ ২৪ ॥

তদনন্তরং দেবীস্থাপনমাহ বেদ্যামিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

অষ্টাদশভুজা বা প্রতিমা কার্য্যা । তদ্ব্যানং স্বকৃষ্ণকপরশৃঙ্গদেবকুলিশমিত্যাদিকং প্রাধানিকরহস্তাজ্জ্যেয়ম্ ॥ ২০ ॥

অর্চ্যভাবে প্রতিমায়া অপ্যভাবে তস্মিন্ সিংহাসনে নবান্নমন্ত্রসংযুতং মध्ये লিখিতং নবান্নমন্ত্রেণ সংযুতং প্রত্যাসত্যা নবান্নমন্ত্রস্তেব যন্ত্রং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ । তদযন্ত্রং তদাবরণ-দেবতাশ্চ মন্ত্রমহোদধ্যাদিগ্রন্থেষু স্পষ্টাঃ । স্থাপয়েদিতি । তত্র বেদ্যাং পার্শ্বতঃ সিংহাসনশ্চ দক্ষিণভাগে কলসং কলসস্থাপনবিধানেন স্থাপয়েৎ । স চ বিধিগ্রন্থাস্তরে স্পষ্ট এব । কচিৎ-সিংহাসনস্তাগ্রেহপি কলসস্থাপনমুক্তম্ । নহু স্থানদ্বয়ে দেবীস্থাপনশ্চ কিং প্রয়োজনমিতি চেন্ন । সিংহাসনে নিত্যপূজা মূর্ত্তেঃ স্থাপনশ্চ কলসে তু নৈমিত্তিকনবরাত্রপূজার্থং দেব্যাঃ স্থাপন-স্তাভিহিতস্তাত্ৰাচ কলসে এব প্রাণাদিস্থাপনং সিংহাসনস্থমুত্তো তু পূজ্যং জাতমেবেতি ন তত্র তর্ক্যেয়ম্ । তদ্ব্যকং দেবীপুরাণে । নিত্যপূজাকৃতেরগ্রে কলসং স্থাপয়েত্তত ইতি নিত্য-পূজাকৃतेर्নিত্যপূজামূর্ত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কলসস্থাপনপ্রকারমাহ পঞ্চপল্লবেতি ॥ ২২ ॥

পার্শ্বে স্থতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

নন্দায়াং হস্তনক্ষত্রযুতানন্দাপ্রতিপত্তিধিস্ততাং পূজনং সর্বোত্তমমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বিবিধ-রত্নভূষণে বিভূষিতা, দিব্যান্বর-সমন্বিতা সর্ক-স্বলক্ষণসম্পন্ন, সিংহোপরি সংস্থিতা, শঙ্খচক্রগদাপদ্যধারিণী সনাতনী বিশ্বজননী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ১৮-২০ ॥ যদি প্রতিমার অভাব হয়, তাহা হইলে সেই সিংহাসনে পীঠপূজার্থ নবান্নর মন্ত্র সংযুত যন্ত্র এবং তাহার পার্শ্বে পঞ্চপল্লব সমন্বিত, উত্তম তীর্থজলে পরিপূরিত, স্তব্ধ রত্নসমন্বিত ও বেদমন্ত্রে স্তুসংস্কৃত কলস স্থাপন করিবে ॥ ২১—২২ ॥ আপন পার্শ্বদেশে পূজার সামগ্র্যসস্তার সর্বতঃ সংস্থাপিত রাখিয়া মন্ত্রলের নিমিত্ত গীত ও বাদিত্র নির্বোধ করাইবে ॥ ২৩ ॥

রাজন্ ! প্রথম দিন যদি নন্দা অর্থাৎ প্রতিপত্তিধি হস্তানক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে তাহাতে বিধিপূর্বক পূজা করাই সর্বোত্তম, ইহাতে নরগণের বিশেষ ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥



নিয়মং প্রথমং কৃতা পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ ।  
 উপবাসেন নক্তেন চৈকভক্তেন বা পুনঃ ॥ ২৫ ॥  
 করিষ্যামি ত্রতং মাতর্নবরাত্রিমমুত্তমম্ ।  
 সাহায্যং কুরু মে দেবি ! জগদম্ব ! মমাখিলম্ ॥ ২৬ ॥  
 যথাশক্তি প্রকর্তব্যো নিয়মো ত্রতহেতবে ।  
 পশ্চাৎ পূজা প্রকর্তব্যো বিধিবশস্তপূর্বকম্ ॥ ২৭ ॥  
 চন্দনাগুরুকপূরৈঃ কুসুমৈশ্চ স্নগন্ধিভিঃ ।  
 মন্দারকরজাশোকচম্পকৈঃ করবীরকৈঃ ॥ ২৮ ॥  
 মালতীব্রহ্মকাপুটৈশ্চথাবিষদলৈঃ শুভৈঃ ।  
 পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধূপেদীপৈর্বিধানতঃ ॥ ২৯ ॥  
 ফলৈর্নানাবিধৈরর্ঘ্যং প্রদাতব্যঞ্চ তত্র বৈ ।  
 নারিকেলৈর্মাতুলিঙ্গৈর্দাড়িমীকদলীফলৈঃ ॥ ৩০ ॥  
 নারঙ্গৈঃ পনসৈশ্চৈব তথা পূর্ণফলৈঃ শুভৈঃ ।  
 অন্নদানং প্রকর্তব্যং ভক্তিপূর্বকং নরাধিপ\* ! ॥ ৩১ ॥  
 মাংসাশনং যে কুর্ষন্তি তৈঃ কার্য্যং পশুহিংসনম্ ।  
 মহিষাজবরাহাণাং বলিদানং বিশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

নিয়মং সঙ্কল্পম্ । তৎ স্বরূপমাহ উপবাসেনেতি ॥ ২৫—২৬ ॥

উপবাসাদ্যশক্তাবাহ যথাশক্তিীতি ॥ ২৭ ॥

করজং পুষ্পজাতিবিশেষঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মকাপুটৈর্ব্রাহ্মীপুটৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

পূর্ণফলৈর্বিষফলৈঃ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব রাত্রিতে উপবাস অথবা পূর্ব দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যত ভক্ষণ পূর্বক পরদিন প্রথমেই  
 সঙ্কল্প করিয়া পশ্চাৎ পূজার অমুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে যে,  
 মাতর্জগদম্বিকে ! আমি অতুত্তম নবরাত্র ত্রতের অমুষ্ঠান করিব আপনি আমাকে সকল  
 বিষয়েই সাহায্য করুন ॥ ২৬ ॥ ত্রতের নিমিত্ত যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ  
 বিধি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥ চন্দন, অগুরু কপূর, মন্দার, করজ,  
 অশোক, চম্পক, করবীর মালতী ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি উত্তম উত্তম স্নগন্ধি পুষ্প সকল ও উত্তম  
 উত্তম বিষদল, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা জগদ্ধাত্রীর বিধিপূর্বক পূজা করিয়া নারিকেল, মাতুল-

\* নৈবেদ্যানি বিচিত্রানি সর্কারসংযুতানি চ । ওদনং পারসকৈব পূপাংস্ত বটকাংস্তথা ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুজাপি দৃষ্টতে ।

দেব্যাগ্রে নিহতা যাস্তি পশবঃ স্বৰ্গমব্যয়ম্ ।

ন হিংসা পশুজা তত্র নিব্রতাং তৎকৃতেহনঘ ! ॥ ৩৩ ॥

অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তা সৰ্বশাস্ত্রবিনির্গয়ে ।

দেবতার্থে বিসৃষ্টানাং পশুনাং স্বৰ্গতিষ্ঠুবা ॥ ৩৪ ॥

হোমার্থৈকৈব কৰ্তব্যং কুণ্ডৈকৈব ত্রিকোণকম্ ।

স্থণ্ডিলং বা প্রকৰ্তব্যং ত্রিকোণং মানতঃ শুভম্ ॥ ৩৫ ॥

ত্রিকালং পূজনং নিত্যং নানাঙ্গবৈৰ্মনোহরৈঃ ।

গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ কৰ্তব্যৈশ্চ মহোৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥

মাংসাশনং যে কুৰ্বন্তীতি । যদ্যপি মাংসাশনং ব্রাহ্মণৈরপি ক্রিয়তে তথাপি ব্রাহ্মণশ্চ কালিকাপুরাণাদিষু সাক্ষাৎপ্রতিপাদিতম্ নিষেধকথনাং ক্ষত্রিয়বিষয়ক এবায়ং বিধিরিতি বোধ্যম্ । তথাচ শারদায়াং ব্রাহ্মণো নিয়তঃ শুদ্ধঃ সাত্ত্বিকঃ বলিমাহরেদिति । তথা হিংসায়ুক্তো বলি-  
স্বাদ্যবর্ণং হিত্বা প্রশস্ততে ইতি । আদ্যবর্ণং ব্রাহ্মণবর্ণং হিত্বা ত্যক্তেত্যর্থঃ । তথা কালিকা-  
পুরাণে । সিংহব্যাঘ্রাদিকং দত্ত্বা চাত্মবধ্যামবাগ্নুয়াৎ । যদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব  
হীয়তে । অবশ্যং বিধিতো যত্র বলিস্তত্র দ্বিজঃ পুনঃ । পিষ্টেনাপি ঘৃতেনাপি নিশ্চিতস্ত  
সমর্পয়েদिति । ছান্দোগ্যশ্রুতিরপি । অহিংসন্ সৰ্বভূতাত্মত্বতঃ তীৰ্থেভ্য ইতি ন হিংস্তাং সৰ্ব-  
ভূতানীত্যপি ॥ ৩২ ॥

নহু দেবাতিরিক্তদেবতাসু শাস্ত্রেবলিদানমমুক্তা দেবাপাসনায়ামেব কিমिति বলিদানঃ  
শাস্ত্রেবৃদ্ধমিতি চেদত্র সমাহিতং দুৰ্গাপ্রদীপে যামলে । ব্রহ্মবিদ্যাজীবদশানিহন্তীতি শ্রুতৌ  
শ্রুতং তত্ত্বম্বাং কারণাদেব্যা বলিদানং প্রিয়ং মতমिति । যতঃ কারণাদেবী ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী  
ভবতি ব্রহ্মবিদ্যায়াশ্চ স্বভাবো জীবদশা নাশয়িতব্যেতি তস্মাদেব্যাঃ প্রিয়ো বলির্ভবতীতি  
তদর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ন হিংসা পশুজা তত্রৈতি অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তেতি চ ক্ষত্রিয়োদ্দেশেনৈব তস্ত চিত্তে  
জায়মানহিংসাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং ন ব্রাহ্মণোদ্দেশেনৈতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

মানত ইতি । হোমানুসারেণৈকহস্তাদিদশহস্তান্তমানত ইত্যর্থঃ । তদ্বক্তং শার-  
দায়াম্ । দশহস্তান্তমন্তেষামিতি । মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডং শতার্কে সম্প্রচক্ষতে । শতহোমেহরত্নি-

লিঙ্গ, দাড়িম, কদলী, নারঙ্গ, পনস ও বিষাদি বিবিধ ফল দ্বারা অৰ্ঘ্যপ্রদান পুরঃসর ভক্তি-  
সমন্বিত চিত্তে অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৮—৩১ ॥ যাহারা মাংসভোজী তাহারা দেবীর পূজায়  
পশু হিংসা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্তু ছাগ অথবা বস্ত্রবরাহের বলি প্রদানই উত্তম কল্প ॥ ৩২ ॥  
হে অনঘ ! দেবীর অগ্রে নিহত পশুগণ অক্ষর স্বৰ্গ লাভ করিয়া থাকে ; অতএব পশুঘাতী  
ব্যক্তিগণের পশু হনন নিমিত্ত পাতক জন্মে না । রাজন্ ! দেবতাগণের বলিকার্য্যে  
কৃতোৎসর্গ পশুগণের নিশ্চয়ই স্বৰ্গলাভ হয়, একান্ত সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তে যাজ্ঞিকী হিংসা  
অহিংসা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হোমের নিমিত্ত তাহার পরিমাণ অনুসারে  
একহস্ত হইতে দশহস্ত পর্য্যন্ত ত্রিকোণ কুণ্ড এবং ত্রিকোণ স্থণ্ডিল নির্মাণ কর্তব্য ॥ ৩৫ ॥  
প্রতিদিন ত্রিষন্ধায় বিবিধ মনোহর দ্রব্যে দেবীর পূজা করিয়া পরিশেষে গীত ও নৃত্যাদি

নিত্যং ভূমৌ চ শয়নং কুমারীগণং পূজনম্ ।  
 বস্ত্রালঙ্করণৈর্দ্বিব্যর্ভোজনৈশ্চ সুধাময়ৈঃ ॥ ৩৭ ॥  
 একৈকাং পূজয়েন্নিত্যমেকবুদ্ধ্যা তথা পুনঃ ।  
 দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রত্যেকং নবকঞ্চ বা ॥ ৩৮ ॥  
 বিভবস্থানুসারেণ কর্তব্যং পূজনং কিল ।  
 বিভ্রাণ্ড্যং ন কর্তব্যং রাজপুত্রিমথে সদা ॥ ৩৯ ॥  
 একবর্ষা ন কর্তব্যা কন্যাপূজাবিধৌ নৃপ ! ।  
 পরমজ্ঞা তু ভোগানাং গন্ধাদীনাঞ্চ বালিকা ॥ ৪০ ॥  
 কুমারিকা তু সা প্রোক্তা দ্বিবর্ষা যা ভবেদিহ ।  
 ত্রিমূর্তিশ্চ ত্রিবর্ষা চ কল্যাণী চতুর্বদিকা ॥ ৪১ ॥  
 রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়্ বর্ষা কালিকা স্মৃতা ।  
 চণ্ডিকা সপ্তবর্ষা স্মাদষ্টবর্ষা চ শান্তবী ॥ ৪২ ॥

মাত্রমিত্যাदि । অত্র হোমস্ত তত্তৎকল্পোক্ত এব গ্রাহো যো যত্রোক্তো নিত্যনৈমিগুণকাম্য-  
ভেদেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥

সুধাময়ৈরমৃতময়ৈর্মিষ্টৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কুমারীপূজনে পঞ্চানাহ একৈকামিতি । প্রত্যহমেকৈকামিত্যেকঃ পক্ষঃ । একৈক-  
বুদ্ধ্যতি তু দ্বিতীয়ঃ । দ্বিগুণত্রিগুণবুদ্ধ্যতি তু তৃতীয়চতুর্থপক্ষৌ । প্রত্যেকং প্রত্যহং  
নবকঞ্চ বা নব নব কুমারীগাং পূজনমিত্যন্তমঃ পক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥

শক্তিমথেষ্টমাবজে ॥ ৩৯ ॥

একবর্ষা ন কর্তব্যোতি । তত্র হেতুর্ভূতঃ সা গন্ধাদিভোগানামজ্ঞা ততঃ ॥ ৪০ ॥

দ্বিবর্ষাদিনশবর্ষান্তানাং পূজানাং কুমারীগাং নামানি তৎপূজাফলং তাঙ্গাং পূজানম্যা-  
শ্চেচ্যন্তে । কুমারিকা তু সেতি ॥ ৪১—৪২ ॥

দ্বারা উৎসব করিবে ॥ ৩৬ ॥ প্রতিদিন ভূমিতলে শয়ন করিবে এবং সুধা সদৃশ স্নিগ্ধ ভোজ্য-  
দ্রব্য ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা কুমারীগণের পূজা করিবে ॥ ৩৭ ॥ প্রতিদিন এক একটা অথবা  
প্রত্যহ এক একটা বুদ্ধি করিয়া কিংবা প্রতি দিবস দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ অথবা প্রতিদিন নয়  
নয়টা করিয়া কুমারী পূজা কর্তব্য ॥ ৩৮ ॥ রাজন্ ! বৈভবানুসারে দেবীর স্মৃতির নিমিত্ত  
কুমারী পূজা করিবে, তাহাতে কদাচই বিভ্রাণ্ডা বা কুপণতা প্রকাশ করিবে না ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! কুমারী পূজার নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ করুন ; একবর্ষীয় কুমারী পূজা করা  
কর্তব্য নহে, যেহেতু তাহার গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুর রসান্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ॥ ৪০ ॥  
এ বিষয়ে দ্বিবর্ষীয়া কন্যাই কুমারী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিমূর্তি, চতুর্বর্ষীয়া কল্যাণী, পঞ্চবর্ষীয়া রোহিণী,  
ষড়্ বর্ষীয়া কালিকা, সপ্তবর্ষীয়া চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষীয়া শান্তবী, নববর্ষীয়া দুর্গা, দশবর্ষীয়া সূতজা  
নামে কথিত হইয়া থাকে ; ইহার অধিক বয়স্ক কন্যা সর্ব কার্য্যেই গর্হিত, অতএব তাহা



নববর্ষা ভবেদুর্গা স্তভদ্রা দশবার্ষিকী ।  
 অত উদ্ধং ন কর্তব্য। সর্বকার্যবিগর্হিতা ॥ ৪৩ ॥  
 এতিশ্চ নামতিঃ পূজা কর্তব্য। বিধিসংযুতা ।  
 তাসাং ফলানি বক্ষ্যামি নবানাং পূজনে সদা ॥ ৪৪ ॥  
 কুমারী পূজিতা কুর্ধ্যাদুঃখদারিদ্র্যনাশনম্ ।  
 শত্রুক্ৰয়ং ধনায়ুষ্যবলবৃদ্ধিং কৰোতি বৈ ॥ ৪৫ ॥  
 ত্রিমূর্তিপূজনাদায়ুস্ত্রিবর্গস্তা ফলং ভবেৎ ।  
 ধনধান্যাগমশ্চৈব পুত্রপৌত্রাদিবৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬ ॥  
 বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী চ রাজ্যার্থী যশ্চ পার্থিবঃ ।  
 স্তুথার্থী পূজয়েন্নুনং কল্যাণীং সর্বকামদাম্ ॥ ৪৭ ॥  
 রোহিণীং রোগনাশায় পূজয়েদ্বিধিবন্নরঃ ।  
 কালিকাং শত্রুনাশার্থং পূজয়েদ্ভক্তিপূর্বকম্ ॥ ৪৮ ॥  
 ঐশ্বর্য্যধনকামশ্চ চণ্ডিকাং পরিপূজয়েৎ ।  
 পূজয়েচ্ছাস্ত্রবীং নিত্যং নৃপ ! সংমোহনায় চ ॥ ৪৯ ॥  
 দুঃখদারিদ্র্যনাশায় সংগ্রামে বিজয়ায় চ ।  
 ক্রুরশত্রুবিনাশার্থং তথোগ্রকর্মসাধনে ॥ ৫০ ॥  
 দুর্গাঞ্চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা পরলোকস্থথায় চ ।  
 বাঙ্কিতার্থস্ত সিদ্ধার্থং স্তভদ্রাং পূজয়েৎ সদা ॥ ৫১ ॥

---

ন কর্তব্য। পূজার্থং ন কর্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫১ ॥

---

দিগকে পূজার নিমিত্ত কুমারী কল্পনা কর্তব্য নহে ॥ ৪১—৪৩ ॥ এই সকল নাম দ্বারা বিধি পূর্বক দেবীর পূজা করিবে । নববিধ কুমারী পূজনের ফল বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥ কুমারীর পূজা করিলে দুঃখ নাশ দারিদ্র্যভঞ্জন, শত্রুক্ৰয়, ধন, আয়ু এবং বলবৃদ্ধি হয় ॥ ৪৫ ॥ ত্রিমূর্তি পূজা করিলে আয়ু বৃদ্ধি, ত্রিবর্গের কললাভ, ধনাগম ও পুত্র পৌত্রাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ যে ব্যক্তি বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী রাজ্যার্থী ও স্তুথাজিলাধী হইবেন তিনি সর্বকামদায়িনী কল্যাণী কুমারীর পূজা করিবেন ॥ ৪৭ ॥ মানবগণ, রোগবিনাশের নিমিত্ত বিধি পূর্বক রোহিণীর পূজা করিবে । শত্রু বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিপূর্বক কালিকা পূজা, এবং ঐশ্বর্য্য ও ধন কামনার ভক্তিসহকারে চণ্ডিকা পূজা করিবে । রাজন্ ! শত্রু সম্মোহনের নিমিত্ত, দুঃখ ও দারিদ্র্য বিনাশের এবং সংগ্রামে বিজয় লাভের নিমিত্ত শাস্ত্রবীর পূজা করা কর্তব্য ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতিশয় নিষ্ঠুর শত্রু নিপাতের নিমিত্ত এবং পারলৌকিক

শ্রীরস্তুতি চ মন্ত্ৰেণ পূজয়েন্তু ত্বিতংপরঃ ।  
 শ্রীযুক্তমন্ত্ৰৈরথবা বীজমন্ত্ৰৈরথাপি বা ॥ ৫২ ॥  
 কুমারস্য চ তদ্বানি যা সৃজত্যপি লীলয়া ।  
 কাদীনপি চ দেবাংস্তাং কুমারীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥  
 সত্বাদিভিস্ত্রিমূর্তির্বা তৈর্হি নানাস্বরূপিণী ।  
 ত্রিকালব্যাপিনী শক্তিস্ত্রিমূর্তিঃ পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৪ ॥  
 কল্যাণকারিণী নিত্যং ভক্তানাং পূজিতানিশম্ ।  
 পূজয়ামি চ তাং ভক্ত্যা কল্যাণীং সর্বকামদাম্ ॥ ৫৫ ॥  
 রোহয়ন্তী চ বীজানি প্রাগ্জন্মসঞ্চিতানি বৈ ।  
 যা দেবী সর্বভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥  
 কালী কালয়তে সর্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।  
 কল্লান্তসময়ে যা তাং কালিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥  
 চণ্ডিকাং চণ্ডরূপাঞ্চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনীম্ ।  
 তাং চণ্ডপাপহরিণীং চণ্ডিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমন্ত্ৰমুত্তরৈশ্বর্যমন্ত্ৰৈর্বা ॥ ৫২ ॥

তান্ মন্ত্রানেনবাহ কুমারস্য চেতি । কুমারস্য বালকস্য স্বকস্য বা তদ্বানি রহস্যভূতানি বস্তুনি  
 যা সৃজতীত্যর্থঃ । কাদীন্ ব্রহ্মাদীনপি দেবান্ ॥ ৫৩ ॥

সত্বাদিভিঃ সত্বাদিগুণৈস্ত্রিমূর্তির্মহালক্ষ্ম্যাদিক্রূপিণী । তৈঃ সত্বাদিগুণৈরেব নানাক্রূপিণী  
 প্রস্তাররীত্যা ত্রিকালব্যাপিনী কালজয়াবাধ্যা চিক্রূপিণী ॥ ৫৪—৫৫ ॥

রোহয়ন্তী অক্ষুরীভূতানি কুর্কন্তী ॥ ৫৬—৫৮ ॥

স্তব্ধের নিমিত্ত দুর্গার অর্চনা করিবে । নরগণ, বাহিতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত স্তব্ধজার পূজা  
 করিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ মানবগণ, ভক্তি তৎপর হইয়া শ্রীরস্তু ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা শ্রীযুক্ত  
 মন্ত্রে কিংবা বীজমন্ত্র দ্বারা কুমারীগণের পূজা করা কর্তব্য ॥ ৫২ ॥ যিনি অবলীলাক্রমে  
 কুমার কার্তিকেয়ের রহস্যভূত পবিত্র তত্ত্ব সকলের এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সৃষ্টি  
 করিয়াছেন, আমি সেই কুমারী দেবীর পূজা করিতেছি ॥ ৫৩ ॥ যিনি সত্ব, রজঃ ও তমঃ  
 এই গুণত্রয় ভেদে ত্রিমূর্তি হইয়াছেন, এবং সেই গুণত্রিতয়ের বহুল প্রভেদে বহুরূপিণী  
 হইয়াছেন, ত্রিকালব্যাপিনী সেই ত্রিমূর্তিকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৪ ॥ যিনি পূজিতা  
 হইয়া নিয়তই কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সর্বকামদায়িনী কুমারী কল্যাণীকে  
 আমি ভক্তিসহকারে পূজা করিতেছি ॥ ৫৫ ॥ যিনি সমস্ত জীবগণের পূর্বজন্ম সঞ্চিত  
 কর্মবীজ অক্ষুরিত করিয়া থাকেন সেই রোহিণীদেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত চিত্তে পূজা  
 করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ যিনি কল্লান্ত সময়ে কালীরূপে চরাচর সহিত এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সকল

অকারণাং সমুৎপত্তির্যন্ময়ৈঃ\* পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
 যন্তাস্তাং সুখদাং দেবীং শান্তবীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৯ ॥  
 দুৰ্গা ত্রায়তি ভক্তং যা সদা দুৰ্গার্তিনাশিনী ।  
 দুজ্জেরা সৰ্বদেবানাং তাং দুৰ্গাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬০ ॥  
 সুভদ্রাণি চ ভক্তানাং কুরুতে পূজিতা সদা ।  
 অভদ্রনাশিনীং দেবীং সুভদ্রাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬১ ॥  
 এভির্মল্লৈঃ পূজনীয়াঃ কন্থকাঃ সৰ্বদা বুধৈঃ ।  
 বস্ত্রালঙ্করণৈর্মাল্যৈর্গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 নবরাত্রবিধিকীর্তনং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অকারণাদিতি । যন্তাঃ সমুৎপত্তির্যন্ময়ৈঃ স্বরূপৈর্বেদৈরকারণাদেব পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
 যন্তা আবির্ভাবো কারণাদেব ভবতি । স্বাদেব স্বয়মাবির্ভবতি নাত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥  
 নবরাত্রপূজাক্রমস্বরূপানগ্রহাদবসেয়ঃ । গৌরবাদত্র ন লিখ্যতে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

করিয়াছেন সেই কালিকা দেবীকে আমি ভক্তি পূৰ্ব্বক পূজা করিতেছি ॥ ৫৭ ॥ যিনি চণ্ড-  
 রূপিণী বলিয়া চণ্ডিকা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি চণ্ড যুগু নাগক অশুরদ্বয়কে  
 বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রচণ্ড পাপহারিণী চণ্ডিকা দেবীকে আমি ভক্তি নম্র মানসে পূজা  
 করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ বেদ ব্রহ্ম যাহার স্বরূপ, সেই বেদে অকারণেই যাহার উৎপত্তি পরি-  
 কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সৰ্বসুখপ্রদা শান্তবী দেবীকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৯ ॥ যিনি  
 ভক্তগণকে পরিত্রাণ করেন এবং যিনি নিয়তই বিপদ বিনাশ করিয়া থাকেন, অখিল দেব-  
 গণও যাহাকে জানিতে সমর্থ নহেন, আমি সেই দুৰ্গার্তিনাশিনী দুৰ্গাদেবীকে ভক্তি পূৰ্ব্বক  
 পূজা করিতেছি ॥ ৬০ ॥ যিনি পূজিতা হইয়া ভক্তগণের অমঙ্গল বিনাশ করিয়া নিরন্তর  
 কল্যাণবিধান করেন সেই সুভদ্রা দেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত মানসে অর্চনা করি-  
 তেছি ॥ ৬১ ॥ বুধগণ এই সকল মন্ত্রে বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য গন্ধাদি ও অন্যান্য নানাপ্রকার  
 দ্রব্য দ্বারা সৰ্বদাই কুমারী প্রভৃতি কন্থাগণের পূজা করিবেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রবিধানকীর্তন নামক  
 ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

হীনাক্ষীং বর্জয়েৎ কন্যাং কুষ্ঠযুক্তাং ত্রণাক্ষিতাম্ ।  
গন্ধক্ষুরিতহীনাক্ষীং\* বিশালকুলসম্ভবাম্ ॥ ১ ॥  
জাত্যাক্ষাং কেকরাং কানীং কুরুপাং বহুরোমশাম্ ।  
সন্ত্যজেদ্রোগিনীং কন্যাং রক্তপুষ্পাদিনাক্ষিতাম্ ॥ ২ ॥  
ক্ষামাং গর্ভসমুদ্ভূতাং† গোলকাং কন্যকোদ্ভবাম্ ।  
বর্জনীয়াঃ সদা চৈতাঃ সর্বপূজাদিকর্মসু ॥ ৩ ॥  
অরোগিনীং সূরুপাক্ষীং সূন্দরীং ত্রণবর্জিতাম্ ।  
একবংশসমুদ্ভূতাং কন্যাং সম্যক্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥  
ব্রাহ্মণী সর্বকার্যেষু জয়ার্থে নৃপবংশজা ।  
লাভার্থে বৈশ্যবংশোখা ক্ষেমে চ শূদ্রবংশজা ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ কুমারিকাঃ ।

কথয়িত্বা বর্জনীয়া মহারাজাঃ পি চোচ্যতে ॥

বর্জনীয়াঃ কুমারিকা আহ হীনাক্ষীমিতি । নূনাক্ষীমিত্যর্থঃ । গন্ধেন তুর্গন্ধেন ক্ষুরিতা  
যুক্তমতএব হীনমঙ্গং যন্তাস্তাম্ । বিশালং বেঃ শালকটচৌ । বিশালকুলসম্ভবাঃ হৃষ্টকুল  
সম্ভবামিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রক্তপুষ্পাদিনাক্ষিতাং রক্তপুষ্পং জ্বরজ্ঞ আদিশৌবনচিকুন্তেনাদ্বিতাম্ ॥ ২ ॥

ক্ষামাং ক্লাম্ । গর্ভসমুদ্ভূতামতিবালামেকদিনাদিজাতাম্ । গোলকাং মৃতভর্জুমাভিজাতা  
বিধবাজ্ঞামিত্যর্থঃ । কন্যকোদ্ভবামবিবাহিতকন্যাজ্ঞাম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! হীনাক্ষী, কুষ্ঠরোগিনী, ত্রণাক্ষিতা, তুর্গন্ধদূষিতাক্ষী ও হৃষ্টকুল-  
সম্ভবা কুমারীগণকে নবরাত্রপূজায় গ্রহণ করিবেন না ॥১॥ আর যাহারা জন্মাক্ষা, কেকরাক্ষী  
( বাহার চক্ষু টেরা, ) কানী ( একচক্ষু:হীনা ) কুরুপা, বহুরোমাক্ষিতা, রোগিনী ও রক্ত-  
শলা অথবা অল্প কোন যৌবনচিকুন্তা, অতিক্রুশা, সদ্যোজাতা, বিধবার গর্ভোৎ-  
পন্ন অথবা অবিবাহিতার গর্ভজাতা, সেই সকল কুমারীগণ, সর্বদা পূজাদি সমস্ত কার্যেই  
বর্জনীয় ॥২—৩॥ রাজন্ ! অরোগিনী, সূরুপাক্ষী, সূন্দরী, ত্রণবর্জিতা ও যাহারা জ্বরজ্ঞ নহে  
সেই সকল কুমারীগণের পূজা করাই কর্তব্য ॥৪॥ সমস্ত কার্যেই ব্রাহ্মণবংশজা, জয়ের নিমিত্ত

\* গ্রন্থিকুটিত নীর্ণাক্ষীং । ইতি বা পাঠঃ । । বিশালকুলসম্ভবাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

† দ্বানীগর্ভসমুদ্ভূতাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রাহ্মণৈর্ব্রাহ্মজাঃ পূজ্যাঃ রাজশৈবৈর্ব্রাহ্মকুলজাঃ ।  
 বৈশ্বৈশ্বরিবর্গজাঃ পূজ্যাশ্চতস্রাঃ পাদসম্ভবৈঃ ॥ ৬ ॥  
 কারুভিশ্চৈব বংশোখা যথাযোগ্যং প্রপূজয়েৎ ।  
 নবরাত্রবিধানেন ভক্তিপূর্ব্বং সদৈব হি ॥ ৭ ॥  
 অশক্তো নিয়তং পূজাং কৰ্ত্তুং চেন্নবরাত্রকে ।  
 অক্ষম্যাঞ্চ বিশেষেণ কৰ্ত্তব্যং পূজনং সদা ॥ ৮ ॥  
 পুরাক্ষম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ।  
 প্রাহুর্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটীভিঃ সহ ॥ ৯ ॥  
 অতোহক্ষম্যাং বিশেষেণ কৰ্ত্তব্যং পূজনং সদা ।  
 নানাবিধোপহারৈশ্চ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১০ ॥  
 পায়সৈরামিষৈর্হোমৈর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ ।  
 ফলপুষ্পোপহারৈশ্চ তোষয়েজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ১১ ॥  
 উপবাসে হশক্তানাং নবরাত্রত্রেতে পুনঃ ।  
 উপোষণত্রয়ং প্রোক্তং যথোক্তং ফলদং নৃপ ! ॥ ১২ ॥

একবংশসমুদ্ভূতামজারজামিত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

পাদসম্ভবৈঃ শূদ্রৈশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়জ্ঞাঃ কল্পা পূজ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কারুভিরিতি । কারুর্বিষকর্ম্মণি না ত্রিষু কারকশিল্পিনোরিতি মেদিনীকোশাৎ কারুভিঃ  
 শিল্পিভিঃ স্বস্ববংশোখাঃ পূজ্যাঃ । শূদ্রাপেক্ষয়ৈতেষ্যং বিশেষঃ ॥ ৭—৯ ॥

অত ইতি । তদুক্তমীশানসংহিতায়াম্ । একাদশীকোটীসহস্রতুল্যা জন্মাষ্টমী পৰ্ব্বতরাজ-  
 পূজ্যাঃ । ততোহপি শুক্লা গণিতা শতেন পরাশরব্যাসবশিষ্ঠমুখ্যৈরিতি ॥ ১০ ॥

কুলকুলজা, লাভের নিমিত্ত এবং বৈশ্ববংশজা মঙ্গলের জন্ত শূদ্র কুলোৎপন্ন কুমারীর পূজা  
 করিবে ॥ ৫ ॥ রাজেশ্বর ! নবরাত্রবিধানে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বংশজা ; কত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং কত্রিয়ের  
 কুলোৎপন্ন ; বৈশ্ব, ব্রাহ্মণ কত্রিয় ও বৈশ্ববংশজা এবং শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণাদি চতুর্কংশজা কুমারীর  
 ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেক, কিন্তু শিল্পজীবীগণ নিজ নিজ বংশোৎপন্ন কুমারীকে যথাযোগ্য  
 পূজা করিবেক ॥ ৬—৭ ॥ নবরাত্র ত্রেতে যদি নরগণ নিয়ত পূজা করিতে অক্ষম হয়, তবে  
 অষ্টমীতেই বিশেষ রূপ পূজা করিবে ॥ ৮ ॥ পুরাকালে দক্ষযজ্ঞনাশিনী ভদ্রকালী কোটি  
 কোটি যোগিনীগণের সহিত ঘোরতর রূপে প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন ; অতএব, গন্ধ মাল্য ও  
 অনুলেপনাদি নানাবিধ উপহার দ্বারা বিশেষ রূপে অষ্টমীতেই পূজা করিবে ॥ ৯—১০ ॥  
 এই তিথিতে পায়স ও আমিষ দ্রব্য প্রদান, হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ফলপুষ্পাদি বহুবিধ  
 উপহার দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করিবে ॥ ১১ ॥ নৃপবর । নবরাত্র ত্রেতে যাহারা উপবাসে

সপ্তম্যাঞ্চ তথার্চম্যাং নবম্যাং ভক্তিভাবতঃ ।

ত্রিরাত্রকরণাং সৰ্ব্বং ফলং ভবতি পূজনাং ॥ ১৩ ॥

পূজাভিশ্চৈব হোমৈশ্চ কুমারীপূজনৈস্তথা ।

সম্পূর্ণং তদ্ব্রতং প্রোক্তং বিপ্রাণাকৈব ভোজনৈঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রতানি যানি চান্ধানি দানানি বিবিধানি চ ।

নবরাত্রব্রতশ্চান্ধ নৈব তুল্যানি ভূতলে ॥ ১৫ ॥

ধনধান্যপ্রদং নিত্যং সুখসন্তানবৃদ্ধিদম্ ।

আয়ুরারোগ্যদৈকৈব স্বৰ্গদং মোক্ষদং তথা ॥ ১৬ ॥

বিদ্যার্থী বা ধনার্থী বা পুত্রার্থী বা ভবেন্নরঃ ।

তেনেদং বিধিবৎ কার্য্যং ব্রতং সৌভাগ্যদং শিবম্ ॥ ১৭ ॥

বিদ্যার্থী সৰ্ববিদ্যাং বৈ প্রাপ্নোতি ব্রতসাধনাং ।

রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং সমবাপ্নোতি সৰ্বথা ॥ ১৮ ॥

পূৰ্ব্বজন্মনি যৈর্নূনং ন কৃতং ব্রতমুত্তমম্ ।

তে ব্যাধিনো দরিদ্রাশ্চ ভবন্তি পুত্রবর্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥

বক্ষ্যা চ যা ভবেন্নারী বিধবা ধনবর্জিতা ।

অনুমা তত্র কৰ্ত্তব্যং নেয়ং কৃতবতী ব্রতম্ ॥ ২০ ॥

আমিষৈর্মাংসৈঃ । ইদং ক্ষত্রিয়াদিপরম্ ॥ ১১—১৩ ॥

বিপ্রাণাং চৈব ভোজনৈরেতৈঃ সৰ্বৈর্ব্রতং সম্পূর্ণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

অশক্ত, তাঁহারা তিন দিন উপবাস করিলেই যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে ভক্তিভাবে ত্রিরাত্র করিয়া পূজা করিলে সমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ দেবীর পূজা, হোম, কুমারী পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা নবরাত্র ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ জনমেজয় ! ভূতলে অন্তান্ত যে কিছু ব্রত ও দান কৰ্ম্ম অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এই নবরাত্র ব্রতের তুল্য ফলপ্রদ নহে ॥ ১৫ ॥ এই ব্রতের অমুষ্ঠানে ধন, ধাত্ত, সন্তান বৃদ্ধি, সুখসমৃদ্ধি, আয়ু, আরোগ্য এবং স্বৰ্গ অধিক কি মোক্ষ পর্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ বিদ্যার্থী, ধনার্থী অথবা পুত্রার্থী হইয়া বিধি পূৰ্ব্বক এই কল্যাণকর সৌভাগ্যপ্রদ নবরাত্র ব্রতের অমুষ্ঠান করিলে সফলমনোরথ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ এই ব্রতের অমুষ্ঠান করিলে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যা এবং রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ১৮ ॥ যাহারা পূৰ্ব্বজন্মে এই অত্যাশ্রম পুণ্যপ্রদ ব্রতের অমুষ্ঠান করে নাই, তাহারা এই জন্মে ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র ও পুত্রবর্জিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥ যে নারী বক্ষ্যা, বিধবা ও পুত্রবর্জিতা ; তাহাদিগকে দর্শন



নবরাত্রত্ৰতং প্রোক্তং ন কৃতং যেন ভূতলে ।

স কথং বিভবং প্রাপ্য মোদতেহত্র তথা দিবি ॥ ২১ ॥

রক্তচন্দনসংমিশ্রৈঃ কোমলৈর্বিদ্বপত্রকৈঃ ।

ভবানী পূজিতা যেন স ভবেম্পতিঃ ক্ষিতৌ ॥ ২২ ॥

নারাধিতা যেন শিবা সনাতনী

দুঃখার্তিহা সিদ্ধিকরী জগদ্বরা ।

দুঃখারতঃ শত্রুযুতশ্চ ভূতলে

নুনং দরিদ্রো ভবতীহ মানবঃ ॥ ২৩ ॥

যাং বিষ্ণুরিন্দ্রো হরপদ্মজৌ তথা

বহ্নিঃ কুবেরো বরুণো দিবাকরঃ ।

ধ্যায়ন্তি সর্বার্থসমাপ্তিনন্দিতা

স্তাং কিং মনুষ্যা ন ভজন্তি চণ্ডিকাম্ ॥ ২৪ ॥

স্বাহাস্বধানামমনুপ্রভাবৈ-

স্তূপ্যন্তি দেবাঃ পিতরস্তথৈব ।

যজ্ঞেষু সর্বেষু যুদা হরন্তি

যম্মাময়ুগ্মং ঋতিভিমূর্নীন্দ্রাঃ । ২৫ ॥

ইয়ং বিধবা ত্রতং ন কৃতবতীত্যমুমানুমিতিঃ কৰ্ত্তব্যোত্যর্থঃ । যত ইয়ং বিধবা জাতা তত ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২৩ ॥

সর্বার্থানাং সমাপ্তিঃ সমবাণ্টিঃ প্রাপ্তিস্তয়া নন্দিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়া এই অনুমান করিবে যে, তাহার পূর্ব জন্মে কখন এই ত্রতের অনুষ্ঠান করে নাই ॥ ২০ ॥ এই অবনিতলে যে ব্যক্তি উপরোক্ত নবরাত্র ত্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, সে কিরূপে বিভব প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে ও সুখ সম্ভোগে বাস করিতে পারিবে ? ॥ ২১ ॥ যিনি রক্তচন্দনলিপ্ত কোমল বিদ্বদল দ্বারা ভগবতী ভবানী দেবীর পূজা করিয়াছেন, তিনিই এই পৃথিবীতলে রাজা হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ যে মানব এই অখিল জগতের ঈশ্বরী, সর্বার্থ সিদ্ধিকারিণী দুঃখার্তিবিনাশিনী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভবানীর আরাধনা করে নাই, সে ব্যক্তি এই অবনীতে দুঃখিত দরিদ্র ও শত্রুসংযুত হইয়া বাস করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ হরি, হর, বৃদ্ধা, বাসব, বহ্নি, বরুণ, কুবের ও দিবাকর, ইহারা সর্ববিধ বৈতবে ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়াই যখন সেই সচ্চিদানন্দময়ী জগদম্বিকার ধ্যান করিয়া থাকেন, তখন মনুষ্যাগণ, সেই সর্বার্থসাধিকা চণ্ডিকাদেবীর ভজনা করে না কেন ? ॥ ২৪ ॥ স্বাহা ও স্বধা নামক মন্ত্র প্রভাবে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া

যশ্চেচ্ছয়া সৃজতি বিশ্বমিদং প্রজেশো  
 নানাবতারকলনং কুরুতে হরিশ্চ ।  
 নূনং করোতি জগতঃ কিল ভস্ম শস্তু-  
 স্তাং শর্মদাং ন ভজতে নু কথং মনুষ্যঃ ॥ ২৬ ॥  
 নৈকোহস্তি সর্বভুবনেষু তয়া বিহীনো  
 দেবো নরোহথ বিহগঃ কিল পন্নগো বা ।  
 গন্ধর্বরাক্ষসপিশাচনগেষু নূনং  
 যঃ স্পন্দিতুং ভবতি শক্তিসুতো যথেষ্টম্ ॥ ২৭ ॥  
 তাং ন সেবেত কশ্চণ্ডীং সর্বকামার্থদাং শিবাম্ ।  
 ত্রতং তস্মা ন কঃ কুর্যাদ্বাঙ্কমর্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৮ ॥  
 মহাপাতকসংযুক্তো নবরাত্রত্রতধরেৎ ।  
 মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ২৯ ॥

স্বাহেতি । স্বাহাস্বধানানরূপো যো মনুষ্যঃ প্রভাটৈবমূর্দা হর্ষণে হরশ্চি বদশ্চি । যস্মাৎ-  
 যুগ্মং স্বাহাস্বধেতোবাং রূপং শ্রুতিভির্বেদমন্ত্রান্তে ইত্যর্থঃ । যতস্তুপ্যস্তি ততো যজ্ঞেষ্ প্রাজ্ঞেষ্  
 চ বেদমন্ত্রান্তে স্বাহা স্বধেতি প্রযুক্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাসো জনান্ শোচতি যশ্চেচ্ছয়েতি । ( যশ্চ ইচ্ছয়া ইত্যত্র সন্ধিরার্থঃ ) ॥ ২৬ ॥

নৈকোহস্তীতি । তয়া শক্ত্যা বিহীনঃ সন্ যথেষ্টং স্পন্দিতুং শক্তিসুতঃ সামর্থ্যযুক্তো ভবতি  
 এতাদৃশো নৈকোহপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থচতুষ্টয়ং ধর্মার্থকামমোক্ষরূপং বাঙ্কমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

মুচ্যত ইতি । তদ্বক্তৃমুদাসংহিতায়াম্ । প্রায়শ্চিত্তং ন পাপানাং ঘোষান্তুষ্টম্বাঙ্ক নাশনে ।  
 প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং জগদস্থাপদমুতিঃ । অরণেনৈব দুর্গায়া নিগিষাক্ষেন যৎ কলম্ । ন  
 তদ্বক্তৃং সমর্থোহস্তি শিবো বর্ষশট্ঠরপি । বিষ্ণুনাগসহস্রেভ্যঃ শিবনাম বিশিষ্যতে । শিবনাম-

থাকেন সেই স্বাহা ও স্বধা যাহার নানাস্তর মাত্র ; মূনিবরগণ যাহার উক্ত নামদ্বয় সমস্ত  
 যজ্ঞেই শ্রুতির সহিত কীর্ত্তন করেন ; যাহার ইচ্ছার অধীন হইয়া প্রজাপতি এই বিশ্বের সৃষ্টি  
 করিয়া থাকেন, দেবদেব জনার্দ্রন নানাবিধ রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিশ্বের  
 পালন করেন এবং শঙ্কর এই অখিল জগৎ সংহার করেন, মানবগণ সেই সর্বশর্ম্মপ্রদায়িনী  
 ভবানীকে কেনুনা ভজনা করিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ এই অখিল সংসার মধ্যে সেই শক্তিরূপিণী  
 প্রকৃতি দেবী ব্যতিরেকে কেহই থাকিতে পারে না ; কি দেব কি মানব কি বিহগ, পন্নগ,  
 গন্ধর্ব, রাক্ষস, পিশাচ ও নগাদি সকলে শক্তিবৃত্ত হইয়াই যথেষ্ট নড়িতে চড়িতে  
 সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥ ২৭ ॥ অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই সর্বকামার্থদায়িনী চণ্ডিকাদেবীর  
 পূজা না করিবে ? আর ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের বাসনা করিয়া  
 কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার ত্রতানুষ্ঠান না করিবে ? ॥ ২৮ ॥ মহাপাতকী মানব নবরাত্র

পুরা কশ্চিদ্বনিগ্ দীনো ধনহীনঃ স্খলিতঃ ।  
 কুটুম্বী চাভবৎ কশ্চিৎ কোশলে নৃপসন্তম ! ॥ ৩০ ॥  
 অপত্যানি বহুশ্চাভবন্ ক্ষুৎপিড়িতানি চ ।  
 ভক্ষ্যং কিঞ্চিৎ সায়াহ্নে প্রাপুস্তস্মৈ চ বালকাঃ ॥ ৩১ ॥  
 ভুঙ্তে স্ম কার্য্যকর্তাসৌ পরস্তাথ বুভুক্ষিতঃ ।  
 কুটুম্বভরণং তত্র চকারাতিনিরাকুলঃ ॥ ৩২ ॥  
 সদা ধর্ম্মরতঃ শান্তঃ সদাচারশ্চ সত্যবাক্ ।  
 অক্রোধনশ্চ ধৃতিমান্নির্মদশ্চানস্যয়কঃ ॥ ৩৩ ॥  
 সম্পূজ্য দেবতা নিত্যং পিতৃনপ্যতিথীংস্তথা ।  
 ভুঞ্জানে পোষ্যবর্গেহথ কৃতবান্ ভোজনং বণিক্ ॥ ৩৪ ॥  
 এবং গচ্ছতি কালে বৈ স্মশীলো নামতো গুণৈঃ ।  
 দারিদ্র্যার্ভো দ্বিজং শান্তং পপ্রচ্ছাতিবুভুক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥

স্মশীল উবাচ ।

ভো ভূদেব ! কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য মহামতে ! ।  
 কথং দারিদ্র্যনাশঃ স্যাদিতি মে নিশ্চয়েন বৈ ॥ ৩৬ ॥

সহস্রেভ্যো দেবীনাম বিশিষ্যতে । স সাধকো মহাজ্ঞানী যশ্চ হুর্গাপদানুগঃ । ন চ ভুক্তির্ন  
 বা মুক্তির্ন গতির্নগনন্দিনি ! । বিনা হুর্গাং জগদ্ধাত্রীং নিফলং জীবনং ভবেদिति । চরমে  
 জন্মানি পরং শ্রীদেবীভক্তিমান্ ভবেদिति ॥ ২৯ ॥

দীনো হুঃখী ॥ ৩০ ॥

সায়াহ্নে কিঞ্চিৎ প্রাপুর্নোদরপরিমিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ব্রতানুষ্ঠান করিলে সমস্ত পাপ হইতেই যে মুক্তিলাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ের আর বিচারে  
 প্রয়োজন নাই ॥ ২৯ ॥

মহারাজ ! পূর্বকালে কোন এক ধনহীন হুঃখী বণিক্ কোশল রাজ্যে বহু কুটুম্ববর্গে  
 পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিত ॥ ৩০ ॥ তাহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, তাহারা  
 ক্ষুধায় পীড়িত ও কাতর হইয়া দিনান্তে সায়াহ্নকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত  
 হইত ॥ ৩১ ॥ ঐ বণিক্ ও ক্ষুধাতুর হইয়া পরের কার্য্য করিয়া সায়াহ্নকালে ভোজন করিত ;  
 এইরূপে সে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনার পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিত ॥ ৩২ ॥ এই  
 বণিক্ শান্তচিত্ত, সদাচার, সত্যবাদী, সততই ধর্ম্ম তৎপর, ক্রোধহীন, ধৃতিমান, মদবর্জিত  
 ও অহুয়াপরিশূণ ছিল ; সে প্রতিদিন, দেবতা, পিতৃ ও অতিথিগণের পূজা করিয়া পোষ্যবর্গ  
 ভোজন করিলে পর, আপনি আহার করিত ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে



ধনেষণা মে নৈবাস্তি ধনী স্যামিতি মানদ ! ।  
 কুটুম্বভরণার্থং বৈ পৃচ্ছামি ত্বাং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥  
 পুত্রী স্ততস্তু মে বালো ভক্ষার্থী রোদতে ভৃশম্ ।  
 তাবন্মাত্রঃ গৃহে নান্নং মুষ্টিমেকাং দদাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥  
 বিসর্জিতো যতো গেহাদগতো বালো রুদনয়া ।  
 অতো মে দহতেহত্যর্থং কিং করোমি ধনং বিনা ॥ ৩৯ ॥  
 বিবাহোহস্তি স্ততয়া মে নাস্তি বিভং করোমি কিম্ ।  
 দশবর্ষাধিকায়াস্তু দানকালোহপি যাত্যলম্ ॥ ৪০ ॥  
 তেন শোচামি বিপ্রেন্দ্র ! সর্কাজ্জোহসি দয়ানিধে ! ।  
 তপো দানং ব্রতং কিঞ্চিদব্রুহি মন্ত্রজপং তথা ॥ ৪১ ॥  
 যেনাহং পোষ্যবর্গশ্চ করোমি দ্বিজ ! পোষণম্ ।  
 তাবন্মে স্মাদ্বনপ্রাপ্তির্নাধিকং প্রার্থয়ে কিল ॥ ৪২ ॥

ভুঙ্ক্রে স্মেতি । বুভুক্ষিতঃ পরশু কার্য্যকর্ত্তাসাবপি সায়াহ্নে এব ভুঙ্ক্রে স্মেতা-  
 য়ঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥

সুনীল নামক সেই সুনীল বণিক্ একদিন দারিদ্র্যপীড়িত ও ক্ষুধিত হইয়া শাস্তিচিহ্ন এক  
 দ্বিজবরকে জিজ্ঞাসা করিল ; ভো ! ভূদেব ! কিরূপে দারিদ্র্য বিনাশ হয় 'আপনি কৃপা  
 করিয়া নিশ্চিত রূপে অদ্য আমাকে তাহা বলুন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ মহানতে ! যাহাতে আমার মান  
 রক্ষা হয় তাহা করুন ; আমার ধন বাসনা নাই, ধনী হইব এরূপ কামনাও করি না, দ্বিজো-  
 ত্তম ! আমি কেবল কুটুম্বভরণের নিমিত্তই আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩৭ ॥  
 আমার তনয় তনয়া সকল বালক, তাহারা ক্ষুধাতুর হইয়া অত্যন্ত রোদন করিয়া থাকে,  
 আমার এতাবৎমাত্র অন্নও গৃহে নাই যে তাহাদিগকে মুষ্টি মাত্র প্রদান করিতে পারি ॥ ৩৮ ॥  
 হায় ! অদ্য আমার বালকপুত্র ভোজননের নিমিত্ত রোদন করিতেছিল, আমি তর্জনা দ্বারা  
 তাহাকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়াছি, দ্বিজবর ! যখন আমার পুত্র ক্ষুধাতুর হইয়া কাঁদিতে  
 কাঁদিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সেই অবধি আমার হৃদয় সম্ভাপননে দগ্ধ হইতেছে, আমার  
 ধন নাই আমি কি করিব ? ॥ ৩৯ ॥ আমার তনয়দি বিবাহকাল উপস্থিত, ধন নাই আমি কি  
 করি, হায় ! তাহার বয়ঃক্রম দশ বৎসরেরও অধিক হইল, তাহার সম্প্রদান কাল গত হইয়া  
 যাইতেছে ॥ ৪০ ॥ হে দ্বিজেন্দ্র ! আমি সেই নিমিত্তই শোক করিতেছি, আপনি দয়ানিধি ও  
 সর্কজ, আমাকে তপস্তা, দান, ব্রত ও মন্ত্র জপ প্রভৃতির মধ্যে যাহা কিছু একটা উপায়  
 বলিয়া দিউন, আমি সেই উপায়ে পোষ্যবর্গের পরিপোষণ করিব, বিপ্রবর ! যাহাতে পরি-  
 বারবর্গের পোষণ হয় আমি সেই পরিমিত ধনই প্রার্থনা করিতেছি ; অধিক প্রার্থনা করি

ত্বংপ্রসাদাৎ কুটুম্বং মে স্থখিতং প্রভবেদিহ ।  
তৎ কুরুষ্ব মহাভাগ ! জ্ঞানেন পরিচিস্ত্য চ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতিপৃষ্ঠস্তথা তেন ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।  
উবাচ পরমপ্রীতস্তং বৈশ্যং নৃপসত্তম ! ॥ ৪৪ ॥  
বৈশ্যবর্য্যং কুরুষ্বাদ্য নবরাত্রব্রতং শুভম্ ।  
পূজনং ভগবত্যাশ্চ হবনং ভোজনং তথা ॥ ৪৫ ॥  
বেদপারায়ণং শক্তিজপহোমাদিকং তথা ।  
কুরুষ্বাদ্য যথাশক্তি তব কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥  
এতস্মাদপরং কিঞ্চিদব্রতং নাস্তি ধরাতলে ।  
নবরাত্রাভিধং বৈশ্য ! পাবনং স্থখদং তথা ॥ ৪৭ ॥  
জ্ঞানদং মোক্ষদক্কেব স্থখসন্তানবর্দ্ধনম্ ।  
শত্রুনাশকরং কামং নবরাত্রব্রতং সদা ॥ ৪৮ ॥  
রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ সীতাবিরহিতেন চ ।  
কিঞ্চিক্কায়াং ব্রতং চৈতৎ কৃতং দুঃখাতুরেণ বৈ ॥ ৪৯ ॥  
প্রতপ্তেনাপি রামেণ সীতাবিরহবহিনা ।  
বিধিবৎ পূজিতা দেবী নবরাত্রব্রতেন বৈ ॥ ৫০ ॥

---

ময়া বিসজ্জিতো যতো কদন্ বালো গেহাদগতোহত ইত্যমরঃ ॥ ৩৯—৫০ ॥

---

নাই ॥ ৪১—৪২ ॥ হে মহাভাগ ! আপনার প্রসাদে আমার পরিজনবর্গ বাহ্যতে এই সংসারে  
স্থগী হইতে পারে, আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করিয়া সেইরূপ উপায় করিয়া  
দিউন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বৈশ্যকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম  
প্রীতিসহকারে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, বৈশ্যবর ! তুমি এক্ষণে কল্যাণদায়ক নবরাত্র  
ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবতীর পূজা ও হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন, বেদ-পারায়ণ, শক্তিমন্ত্র  
জপ ও হোমাদির যথাশক্তি অনুষ্ঠান কর, তাহাতে অবশ্যই তোমার কার্য্যসিদ্ধি  
হইবে ॥ ৪৪—৪৬ ॥ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত অবনীতলে আর নাই, এই ব্রত অতি পবিত্র ও  
স্থখদায়ক ॥ ৪৭ ॥ এই নবরাত্র ব্রত জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ শত্রুনাশক এবং স্থখ ও সন্তান বৃদ্ধি  
করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ পূর্বে রামচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট ও সীতার বিরহে আকুল এবং অতিশয় দুঃখিত  
হইয়া কিঞ্চিক্কায়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাম সীতার বিরহানলে অত্যন্ত

তেন প্রাপ্তাথ বৈদেহী কৃতা সেতুং মহার্ণবে ।

হত্বা মন্দোদরীনাথং কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৫১ ॥

মেঘনাদং স্ততং হত্বা কৃতা ভূপং বিভীষণম্ ।

পশ্চাদযোধ্যামাগত্য প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫২ ॥

নবরাত্রতস্তাশ্চ প্রভাবেন বিশাংবর ! ।

সুখং ভূমিতলে প্রাপ্তং রামেণামিততেজসা ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা স বৈশ্যস্তং দ্বিজং গুরুম্ ।

কৃতা জগ্ৰাহ সন্নম্রং মায়াবীজাভিধং নৃপ ! ॥ ৫৪ ॥

জজাপ পরয়া ভক্ত্যা নবরাত্রমতন্দ্রিতঃ ।

নানাবিধোপহারৈশ্চ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ৫৫ ॥

নবসংবৎসরং চৈব মায়াবীজপরায়ণঃ ।

নবমে বৎসরান্তে হু মহাক্ৰম্যাং মহেশ্বরী ॥ ৫৬ ॥

( তেনেতি । তেন নবরাত্রতাত্মুষ্ঠানেন হেতুনেত্যাঃ । মহার্ণবে সেতুকরণং মহাবল-  
কুন্তকর্ণাদিবীরাণাং বিনাশশ্চ কিস্কিন্দায়াং দেবীপূজনশ্চ ফলং, মন্দোদরীনাথহননমকণ্টক  
রাজ্যপ্রাপ্ত্যাদিকঞ্চ লঙ্কায়াং দেবীপূজনশ্চ ফলমিতি নির্গীর্ণত্যাঃ ॥ ৫১— ৫২ ॥

নবরাত্রেতি । অমিতপ্রভাবেণ রামেণাপি তৎকৃতমিত্যাঃ ! দেবীমাহাশ্রমিতি ॥ ৫৩ ॥

মায়াবীজাভিধং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিত্যাঃ ॥ ৫৪ ॥

( জজাপেতি । অতন্দ্রিতো জাগরঃ । পরয়া ভক্ত্যা জজাপ ভুবনেশ্বরীমর্থমিতি শেষঃ ।  
বিবিধোপহারৈরবলিভিঃ সাদরং শ্রদ্ধাপূৰ্ণকর্মিত্যাঃ ॥ ৫৫ ॥

নবসংবৎসরমিতি । মায়াবীজপরায়ণঃ মায়াবীজজপনিরতঃ । দেবাপ্রসাদকালমাহ ।  
নবমে বৎসরান্তে ইতি নবমে বৎসরান্তে দশমে প্রাপ্তে মতী ত্যাঃ ॥ ৫৬ ॥

সম্ভাপিত হইয়াও নবরাত্র ত্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা বিধি পূৰ্ণক দেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥  
সেই ফলেই তিনি মহাসাগরে সেতুবন্ধন পূৰ্ণক কুন্তকর্ণ, মেঘনাদ এবং লঙ্কেশ্বর রাবণকে  
বিনাশ করিয়া মৈথিলীকে প্রাপ্ত হন এবং বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়া পরিশেষে  
অযোধ্যায় আসিয়া অকণ্টক রাজ্যলাভ করেন ॥ ৫১—৫২ ॥ বৈশ্যবর ! অমিততেজা রামচন্দ্র  
নবরাত্র ত্রতের প্রভাবেই ভূমিতলে সুখ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর ! সেই বর্গিক বিপ্রবরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক তাঁহাকে  
গুরু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মায়াবীজ নামক মন্ত্র গ্রহণ করিল এবং আলস্য পরিশূন্য  
হইয়া পরম ভক্তিসহকারে নবরাত্র জপ করিয়া পরম যত্নে নানাবিধ উপহার দ্বারা দেবীর  
পূজা করিতে লাগিল । এইরূপে মায়াবীজের জপানুষ্ঠানে রত হইয়া নয় বৎসর যাপন করি-  
লেন, পরে নবম বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহেশ্বরী দেবী মহাঠমীর নির্গীর্ণ সময়ে প্রত্যংকরূপে



অর্দ্ধরাত্রে তু সঞ্জাতে প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।

নানাবরপ্রদানৈশ্চ কৃতকৃত্যং চকার তম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
বর্জনীকুমারীবর্ণনপুরঃসরং দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

দেব্যা অধিষ্ঠান সময়মাহ অর্দ্ধরাত্র ইতি । প্রত্যক্ষং দর্শনমিত্যনেন দেব্যা ভুরিভক্ত-  
ষৎসলত্বং সূচিতম্ । কৃতকৃত্যং দারিদ্র্যখণ্ডনেন সদগতিপ্রদানেন চেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

দর্শন দিয়া নানাবিধ বর প্রদান পূর্বক তাহাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও কৃতার্থ করিয়া দারিদ্র্যসমুদ্র  
হইতে উদ্ধার করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বর্জনীকুমারীর বিষয় বর্ণন পূর্বক  
দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন নামক সপ্তবিংশ  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টাবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কথং রামেণ তচ্চীর্ণং ব্রতং দেব্যাঃ সুখপ্রদম্ ।  
রাজ্যভ্রষ্টঃ কথং সৌহৃদ্যং কথং সীতা হতা পুনঃ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজা দশরথঃ শ্রীমানযোধ্যাধিপতিঃ পুরা ।  
সূর্য্যবংশবরশ্চামীদেবব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২ ॥  
চত্বারো জজ্ঞিরে তস্মৈ পুত্রা লোকেষু বিক্রতাঃ ।  
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চৈতি নামতঃ ॥ ৩ ॥  
রাজঃ প্রিয়করাঃ সর্বৈঃ সদৃশা গুণরূপতঃ ।  
কৌশল্যায়াঃ সূতো রামঃ কৈকেয়্যা ভরতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥  
সুমিত্রাতনয়ৌ জাতৌ যমলৌ দ্বৌ মনোহরৌ ।  
তে জাতা বৈ কিশোরীশ্চ ধনুর্বাণধরাঃ কিল ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্নবরাত্রপ্রসঙ্গঃ ।

রামায়ণকথা রাজা পৃষ্টা বাসেন চোচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়্যে রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ নবরাত্রব্রতং কৃতং তেন তৎকল্যাণং জাতমিতি বর্ণিতং  
তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য রাজা পৃচ্ছতি কথং রামেণ তচ্চীর্ণমিতি ॥ ১ ॥

সূর্য্যবংশে বর উৎকৃষ্টঃ ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! রামচন্দ্র কিরূপে সেই সুখপ্রদ দেবীভ্রাতের অমুষ্ঠান  
করিয়াছিলেন ? তাঁহার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কারণ কি ? কিরূপে কোন্ ব্যক্তি সীতাকে হরণ  
করিয়াছিল ? এই সকল বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পূর্বকালে অযোধ্যানগরে দশরথ নামে সূর্য্যবংশীয় এক  
সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন ; তিনি সর্বদাই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতেন ॥ ২ ॥  
তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামক চারিটি লোকবিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয় । ইহারা  
চারি জনেই রূপে ও গুণে তুল্য ছিলেন এবং চারি জনেই রাজ্যের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন  
করিতেন । তন্মধ্যে রামচন্দ্র কৌশল্যার পুত্র, ভরত কৈকেয়ীর পুত্র এবং সুভদ্রার লক্ষ্মণ  
ও শত্রুঘ্ন দুইজনই সুমিত্রার যমজ পুত্র ছিলেন । রাজপুত্র চতুষ্টয়ে কিশোর অবস্থায়

সূনবঃ কৃতসংস্কারা ভূপতেঃ সুখবর্দ্ধকাঃ ।  
 কৌশিকেন তদাগত্য প্রার্থিতৌ রঘুনন্দনঃ ॥ ৬ ॥  
 রাঘবং যজ্ঞরক্ষার্থং সূনুং ষোড়শবার্ষিকম্ ।  
 তস্মৈ সোহথ দদৌ রামং কৌশিকায় সলক্ষণম্ ॥ ৭ ॥  
 তৌ সমেত্য মুনিং মার্গে জগ্মতুচ্চারুদর্শনৌ ।  
 তাটকা নিহতা মার্গে রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥ ৮ ॥  
 রামেণৈকেন বাণেন মুনীনাং দুঃখদা সদা ।  
 যজ্ঞরক্ষা কৃতা তত্র সুবাহুনিহতঃ শঠঃ ॥ ৯ ॥  
 মারীচোহথ মৃতপ্রায়ো নিক্ষিপ্তো বাণবেগতঃ ।  
 এবং কৃত্বা মহৎ কৰ্ম্ম যজ্ঞস্য পরিরক্ষণম্ ॥ ১০ ॥  
 গতান্তে মিথিলাং সর্বৈ রামলক্ষণকৌশিকাঃ ।  
 অহল্যা মোচিতা শাপান্মিষ্মাপা সা কৃতাৰলা ॥ ১১ ॥  
 বিদেহনগরে তৌ তু জগ্মতুমুনিনা সহ ।  
 বভঞ্জ শিবচাপঞ্চ জনকেন পণীকৃতম্ ॥ ১২ ॥

কৌশিকেন বিশ্বামিত্রেণ । রঘুনন্দনৌ দশরথঃ ॥ ৬—৯

মারীচসুবাহু দৈত্যৌ ॥ ১০—১২ ॥

ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শরশরাসন ধারণ পূৰ্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥৩—৫॥ এইরূপে  
 পুত্র সকল কৃতসংস্কার হইয়া রাজা দশরথের সুখ বর্দ্ধন করিতে লাগিল ; অনন্তর, এক  
 দিবস মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অযোধ্যায় আগমন করিয়া রাজা দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন  
 যে, আমার যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে প্রদান করুন । রাজা মহর্ষির বাক্য উল্লঙ্ঘন  
 করিতে না পারিয়া, সেই ষোড়শবার্ষিক পুত্র রাম ও লক্ষণকে মুনির সহিত প্রেরণ  
 করিলেন ॥ ৬—৭ ॥ চারুদর্শন রাম ও লক্ষণ মুনির সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিমধ্যে গমন  
 করিতে লাগিলেন, সেই মার্গে তাড়কা নামী এক ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বনমধ্যে বাস করিয়া  
 সর্বদাই মুনিগণকে দুঃখ দিত, রামচন্দ্র এই রাক্ষসীকে এক শরাঘাতেই নিহত করিলেন ।  
 অনন্তর, সুবাহুকে বধ করিয়া এবং মারীচ নামক নিশাচরকে বাণবেগে মৃতপ্রায় করত বহু  
 দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিলেন । এইরূপে যজ্ঞরক্ষণ রূপ  
 মহৎকৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাম, লক্ষণ ও মুনিবর কৌশিক তিনজনে মিলিত হইয়া মিথিলা  
 যাত্রা করিলেন । পশ্চিমধ্যে অহল্যাকে শাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পাপমোচন  
 করিলেন ॥৮—১১॥ অনন্তর মুনির সহিত তাঁহারা দুইজনে বিদেহনগরে উপনীত হইলেন ;  
 এই সময় জনক রাজা, হরধনু ভঙ্গ করিলে সীতাকে প্রদান করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া-



উপযেমে ততঃ সীতাং জানকীঞ্চ রমাংশজাম্ ।  
 লক্ষ্মণায় দদৌ রাজা পুত্রীমেকাং তথোন্মিলাম্ ॥ ১৩ ॥  
 কুশধ্বজস্বতে কণ্ঠে প্রাপতুর্ভ্রাতরাবুভৌ ।  
 তথা ভরতশক্রয়ো স্মশীলৌ শুভলক্ষণৌ ॥ ১৪ ॥  
 এবং দারক্রিয়াস্তেষাং ভ্রাতৃণাং চাভবম্প! ।  
 চতুর্নাং মিথিলায়াস্ত যথাবিধি বিধানিতঃ ॥ ১৫ ॥  
 রাজ্যযোগ্যং সূতং দৃষ্ট্বা রাজা দশরথস্তদা ।  
 রামবায় ধুরং দাতুং মনশ্চক্রে হগ্রজায় বৈ ॥ ১৬ ॥  
 সম্ভারং বিহিতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী পূর্ব্বকল্পিতৌ ।  
 বরৌ সম্প্রার্থয়ামাস ভর্তারং বশবর্তিনম্ ॥ ১৭ ॥  
 রাজ্যং সূতায় চৈকেন ভরতায় মহাত্মনে ।  
 রামায় বনবাসঞ্চ চতুর্দশ সমাস্তথা ॥ ১৮ ॥  
 রামস্ত বচনাত্মন্যঃ সীতালক্ষণসংযুতঃ ।  
 জগাম দণ্ডকারণ্যং রাক্ষসৈরুপসেবিতম্ ॥ ১৯ ॥  
 রাজা দশরথঃ পুত্রবিরহেণ প্রপীড়িতঃ ।  
 জহৌ প্রাণানমেয়াত্মা পূর্ব্বশাপমনুষ্মতরন্ ॥ ২০ ॥

উপযেমে বিবাহং কৃত্বান্ দ্বারকুবানিতি বা ॥ ১৩ ॥

কুশধ্বজো জনকবন্ধুঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

ধুরং রাজ্যভারম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ছিলেন ; রামচন্দ্র সেই শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া লক্ষ্মীর অংশজাতা সীতাকে বিবাহ করি-  
 লেন । রাজা জনক, আপনার অগ্র কন্যা উন্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ দিলেন ॥ ১২-১৩ ॥  
 স্মশীল ও সুলক্ষণ সম্পন্ন ভরত ও শক্রয় কুশধ্বজের নাওনী ও ঋতকীর্তি নামক কন্যাভগ্নকে  
 বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥ রাজন্! এইরূপে মিথিলানগরীতে সেই চারি ভ্রাতার যথানিধি  
 বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল ॥ ১৫ ॥ রাজা দশরথ, তখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যভার  
 গ্রহণের উপযুক্ত দর্শন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার মানস করিলেন ॥ ১৬ ॥  
 কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত সামগ্রীসম্ভার সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া আপনার  
 বশবর্তী স্বামীর নিকট পূর্ব্বকল্পিত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৭ ॥ একবারে নিজপুত্র মহাত্মা  
 ভরতের রাজ্য এবং অগ্রবরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থিত হইল ॥ ১৮ ॥ রামচন্দ্র,  
 সেই কৈকেয়ীর বাক্যে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাক্ষসপরিষেবিত দণ্ডকারণ্যে গমন  
 করিলেন ॥ ১৯ ॥ মহাত্মা রাজা দশরথ পুত্র বিরহে পরিপীড়িত হইয়া অক্লক মূনির শাপ

ভরতঃ পিতরং দৃষ্ট্বা মৃতং মাতৃকৃতেন বৈ ।  
 রাজ্যমৃদ্ধং ন জগ্রাহ ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২১ ॥  
 পঞ্চবট্যাং বসনামো রাবণাবরজাং বনে ।  
 শূর্ণগথাং বিরূপাং বৈ চকারাতিস্মরাতুরাম্ ॥ ২২ ॥  
 খরাদয়স্তু তাং দৃষ্ট্বা ছিন্ননাসাং নিশাচরাঃ ।  
 চক্রুঃ সংগ্রামমতুলং রামেণামিততেজসা ॥ ২৩ ॥  
 স জঘান খরাদীংশ্চ দৈত্যানতিবলান্বিতান্ ।  
 মুনীনাং হিতমস্বিচ্ছনামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥  
 গত্বা শূর্ণগথা লঙ্কাং খরদূষণঘাতনম্ ।  
 দূষিতা কথয়ামাস রাবণায় চ রাঘবাং ॥ ২৫ ॥  
 সোহপি ভ্রাতৃহা বিনাশং তং জাতঃ ক্রোধবশঃ খলঃ ।  
 জগাম রথমারুহ্য মারীচশ্চাশ্রমং তদা ॥ ২৬ ॥  
 কৃত্বা হেমমৃগং নেতুং প্রেযয়ামাস রাবণঃ ।  
 সীতাপ্রলোভনার্থায় মায়াবিনমসস্তবম্ ॥ ২৭ ॥  
 সোহথ-হেমমৃগো ভূত্বা সীতাদৃষ্টিপথং গতঃ ।  
 মায়াবী চাতিচিত্রাস্শচরন্ প্রবলমন্তিকে ॥ ২৮ ॥

একেন বরেণ ভরতায় রাজ্যং দ্বিতীয়েন বরেণার্থাদ্রামায় বনবাসং বস্ত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮-২৬ ॥

অরণ পূৰ্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২০ ॥ ভরত, নিজ মাতার নিমিত্ত পিতার মরণ  
 দর্শন করিয়া, ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয় কামনায় সেই সুসমৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না ॥ ২১ ॥  
 রামচন্দ্র বন গমন করিয়া পঞ্চবটী নামক বিজন অরণ্যে বসতি করিলেন; অনন্তর, এক  
 দিবস রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্ণগথা কামাতুর হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলে কর্ণ ও  
 নাসা চ্ছেদন পূৰ্ব্বক তাহাকে বিরূপ করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥ তাহার নাসাচ্ছেদ দর্শন করিয়া  
 খরদূষণাদি রাক্ষস সকল বিপুল বিক্রমশালী রামচন্দ্রের সহিত বোরতর সংগ্রাম করিল ॥ ২৩ ॥  
 সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র মুনিগণের হিত কামনা করিয়া বহুতর সৈন্তসমন্বিত খরাদি নিশাচর-  
 গণকে সসৈন্তে নিধন করিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর শূর্ণগথা লঙ্কার গমন পূৰ্ব্বক রাম হইতে  
 আপনার নাসাচ্ছেদন এবং খরদূষণের নিধন বার্তা রাবণকে নিবেদন করিল ॥ ২৫ ॥ ক্রূর-  
 প্রকৃতি রাবণ, তাহাদের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং সত্বর রথে  
 আরোহণ করিয়া মারীচের আশ্রমে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ রাবণ, সীতাকে গ্রহণ করিতে  
 ইচ্ছা করিয়া তাহার প্রলোভন জন্ত সেই অদ্ভুত মায়াবী রাক্ষসকে হেমমৃগ রূপে পাঠাইল

তং দৃষ্ট্বা জানকী প্রাই রাঘবং দৈবনোদিতা ।

চন্দ্রানয়নস্য কাস্তেতি স্বাধীনপতিকা যথা ॥ ২৯ ॥

অবিচার্যাথ রামোহপি তত্র সংস্থাপ্য লক্ষ্মণম্ ।

সশরং ধনুসাদায় যমৌ মৃগপদানুগঃ ॥ ৩০ ॥

সারঙ্গোহপি হরিং দৃষ্ট্বা মায়াকোট্যবিশারদঃ ।

দৃশ্যাদৃশ্যো বভূবাত জগাম চ বনাস্তরম্ ॥ ৩১ ॥

গচ্ছা দূরতরং রামঃ ক্রোধাকৃষ্টধনুঃ পুনঃ ।

জঘান চাতিতীক্ষ্ণেন শরেন কৃত্রিমং মৃগম্ ॥ ৩২ ॥

মহতোহতিবলান্বেন চুক্রোশ ভৃশদুঃখিতঃ ।

হা লক্ষ্মণ ! হতোহস্মীতি মায়াবী নশ্বরঃ খলঃ ॥ ৩৩ ॥

স শব্দস্তমূলস্তাবজ্জানক্যা সংশ্রুতস্তদা ।

রাঘবস্তেতি সা মত্বা দীনা দেবরমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥

গচ্ছ লক্ষ্মণ ! তূর্ণং ত্বং হতোহসৌ রঘুনন্দনঃ ।

ত্বামাহ্বয়তি ঘৌমিত্রে ! সাহায্যং কুরু সত্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

কুহেতি । মীতাগ্রলোভনপ্রয়োজনায় তং হেমমৃগং কৃৎসীতাং নেতুমিত্যয়ঃ । রামং দূরদেশং নেতুমিতি বা ॥ ২৭—৩০ ॥

সারঙ্গো মৃগরূপঃ পশুঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

স মারীচো মৃগরূপস্তেন রামেন নিহতোহতিবলাচ্চুক্রোশ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

দিল ॥ ২৭ ॥ মায়াবী মারীচ হেমমৃগের আকার ধারণ পূর্বক জানকীর দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল । অনন্তর, সেই চিত্রিতাঙ্গ কুরঙ্গ, সীতার সম্বিহিত স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ হেমমৃগের মনোহর তনুকাঙ্ক্ষি অবলোকন করিয়া, সীতাদেবী দৈবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বাধীনপতিকা কামিনীর জায় রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো ! এই হেমমৃগের চন্দ্র আনয়ন কর ॥ ২৯ ॥ দৈবনির্ভর বশত রামচন্দ্রও বিচার না করিয়াই লক্ষ্মণকে তথায় রাখিয়া ধনুঃশর গ্রহণ পূর্বক মৃগের অনুগমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ কোটি মায়া-বিশারদ কুরঙ্গও রামরূপী হরিকে দর্শন করিয়া কখন দৃশ্য এবং কখন অদৃশ্য হইয়া একবন হইতে বনাস্তরে গমন করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, বহদূর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে শরাসন আকর্ষণ পূর্বক স্তম্ভীক শরাসন দ্বারা সেই মায়াবী মৃগকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩২ ॥ ধলস্বভাব মায়াবী রাক্ষস অতি বেগে আহত ও অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মৃত্যুকালে “হা লক্ষ্মণ হত হইলাম” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৩৩ ॥ সেই উচ্চতর ভ্রমুর চীৎকার শব্দ জানকীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সেই বীর রামচন্দ্রের



তত্রাহ লক্ষ্মণঃ সীতামম্ব ! রামবধাদপি ।

নাহং গচ্ছেহদ্য যুক্তা হ্যামসহায়ামিহাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥

আজ্ঞা মে রাঘবস্তাত্ত তিষ্ঠেতি জনকাত্মজে ! ।

তদতিক্রমভীতোহহং ন ত্যজামি তবাস্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥

হতং বৈ রাঘবং দৃষ্টা বনে মায়াবিনা কিল ।

তাত্ত্বা হ্যং নাধিগচ্ছামি পদমেকং শুচিস্মিতে ! ॥ ৩৮ ॥

কুরু ধৈর্য্যং ন মন্ত্বেহদ্য রামং হস্তং ক্ষমং ক্ষিতৌ ।

নাহং তাত্ত্বা গমিষ্যামি বিলজ্য রামভাষিতম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রুদতী স্মদতী প্রাহ তং তদা বিধিনোদিতা ।

অকুরা বচনং কুরং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥ ৪০ ॥

রামবধাদপীতি । রামবধে জাতেহপি হ্যামসহায়ামাশ্রমে যুক্তাহং ন গচ্ছে । আশ্রমে-  
পদমার্ষম্ । কিং পুনঃ রানে জীবতি সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

হতং বৈ ইতি । যদা বধে জাতেহপি ন গমিষ্যামি তদ্বৎ হতমেব দূরদেশং প্রীতি মায়া-  
বিনেতি আজ্ঞা কথং গমিষ্যামীতি ভাবঃ । যদ্বা রাঘবসদৃশং পরাক্রমিণং মায়াবিনা কেন  
চিদৈতেত্যন দুষ্টোপদ্রবযুক্তে তাদৃশে দেশে হ্যং তাত্ত্বা পদমেকমপি নাধিগচ্ছামি ন গাম-  
ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

রামং হস্তং ক্ষিতৌ ক্ষমঃ সমর্থস্তং ন মন্ত্বে নৈব তাদৃশোহস্তুীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

মনে করিয়া দীনমনে দেবরকে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি শীঘ্র যাও, রঘুনন্দন বুঝি হত  
হইলেন ঐ শ্রবণ কর, “সোমিত্রে ! শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর ” এই বলিয়া তিনি  
তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ তখন লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, মাতঃ ! আপনি  
এই আশ্রমে একাকিনী রহিয়াছেন, অতএব রামচন্দ্রের নিধন হইলেও আমি আপনাকে  
ছাড়িয়া এস্থান হইতে গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৬ ॥ জনকনন্দিনি ! রামচন্দ্র আমাকে  
আজ্ঞা করিয়াছেন যে তুমি এই স্থানে থাক, আমি যদি আপনার সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া  
অত্যা গমন করি, তবে তাঁহার সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, অতএব আমি সেই ভয়েই এই  
স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৩৭ ॥ বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে কোনও  
মায়াবী এই স্থান হইতে রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছে, অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ  
করিয়া একপাদও গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৮ ॥ আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি বিবেচনা  
করি, এই অবনীতলে কোন ব্যক্তিই রামচন্দ্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে ; আমি  
রামের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্বক এস্থান হইতে কোনমতেই গমন  
করিব না ॥ ৩৯ ॥

অহং জানামি সৌমিত্রে ! সানুরাগঞ্চ মাং প্রতি ।

প্রেরিতং ভরতেনৈব মদর্থমিহ সঙ্গতম্ ॥ ৪১ ॥

নাহং তথাবিধা নারী স্বেরিণী কুহকাধম ! ।

মৃত্যুতে রামে পতিং ত্বাং ন কৰ্ত্তুমিচ্ছামি কামতঃ ॥ ৪২ ॥

নাগমিষ্যতি চেদ্রামো জীবিতং সংত্যজাম্যহম্ ।

বিনা তেন ন জীবামি বিধূরা দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ৪৩ ॥

গচ্ছ বা তিষ্ঠ সৌমিত্রে ! ন জানেহং তবেপ্সিতম্ ।

ক গতং তেহত্র সৌহার্দং জ্যেষ্ঠে ধর্মরতে কিল ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মা লক্ষ্মণো দীনগানসঃ ।

প্রোবাচ রুদ্ধকণ্ঠস্ত তাং তদা জনকাত্মজাম্ ॥ ৪৫ ॥

কিমাশ্ব ক্ষিত্তিজ্যে ! বাক্যং ময়ি ক্রুরতরং কিল ।

কিং বদন্ত্যনিষ্টং তে ভাবি জানে দিয়া হংহম্\* ॥ ৪৬ ॥

মদর্থং মংপ্রাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥

হে কুহক ! হে অধম ! স্বেরিণী কুলটা ॥ ৪২—৪৩ ॥

কিং বদসীতি । এতাদৃশবদনে তেহত্যানিষ্টং ভবতীত্যাহং দিয়া জানে জানামি ॥ ৪৬ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! তখন স্তম্ভী রাম-সুবতী ক্রুরস্বভাবা নাটলে ও দৈবনির্লক্ষ বশত রোদন করিতে করিতে নিষ্ঠুর বচনে নির্মল-চিত্ত লক্ষ্মণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥ সুমিত্রা-নন্দন ! তুমি যে আমার প্রতি অনুরাগী তাহা আমি জানি, তুমি ভরত-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত এখানে গিলিত হইয়াছ, তাহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি ॥ ৪১ ॥ রে মায়াবিন্ কল্লিগাধম ! আমি সেরূপ স্বেচ্ছাচারিণী রমণী নহি, রামচন্দ্র নিহত হইলে আমি কদাচই স্বেচ্ছাক্রমে তোমাকে পতি করি না ॥ ৪২ ॥ যদি রামচন্দ্র, ফিরিয়া না আউসেন, তবে আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জন করিব ; আমি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অত্যন্ত শোকার্ত্তা ও দুঃখিতা হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে কদাচই সমর্থ হইব না ॥ ৪৩ ॥ সৌমিত্রে ! তুমি এখন যাও বা থাক, তাহাতে আর আমি কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তোমার মনে কি আছে তাহা আমি জানি না ; কিন্তু, এইমাত্র বলিতে চাই যে ধর্মনিরত জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার যে সৌহার্দ্য ছিল তাহা এখন কোথায় গেল ? ॥ ৪৪ ॥

\* বিধিনা প্রেরিতা ক্রবে ময়ি হং দাক্ষণং বচঃ । অকল্যাণমহং মন্তে ত্রাতৃর্মম চ তেহনঘে ।

বাগ্‌বাণগোদিতো বাসি তাক্‌, ত্বাং রণুনন্দনম্ । ন কোদোমেহত্র নৈদেহি । ভবিতব্যো শুভাশুভে ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

ইতু্যক্তা নির্যমো বীরস্তাং ত্যক্তা প্ররুদন্ ভৃশম্ ।  
 অগ্রজস্ত পদং পশ্যন্ শোকাক্তঃ পৃথিবীপতে ! ॥ ৪৭ ॥  
 গতেহথ লক্ষ্মণে তত্র রাবণঃ কপটাকৃতিঃ ।  
 ভিক্ষুবেষং ততঃ কৃতা প্রবিবেশ তদাপ্রমে ॥ ৪৮ ॥  
 জানকী তং যতিং মত্ত্বা দত্তার্থ্যং বন্যমাদরাৎ ।  
 ভৈক্ষ্যং সমর্পয়ামাস রাবণায় ছুরাত্মনে ॥ ৪৯ ॥  
 তাং পপ্রচ্ছ স ছুষ্ঠাত্মা নত্ৰপূৰ্ব্বং মৃদুশ্বরঃ ।  
 কাসি পদ্মপলাসাক্ষি ! বনে চৈকাকিনী প্রিয়ে ! ॥ ৫০ ॥  
 পিতা কস্তেহথ বামোরু ! ভ্রাতা কঃ কঃ পতিস্তব ।  
 মৃঢ়েবৈকাকিনী চাত্র স্থিতাসি বরবর্ণিনী ॥ ৫১ ॥  
 নির্জনে বিপিনে কিং ত্বং সৌধারী ত্বমসি প্রিয়ে ! ।  
 উটজে'মুনিপত্নীব দেবকন্যাসমপ্রভা ॥ ৫২ ॥

অগ্রজস্ত রামস্ত পদং পদচিহ্নং ভূমাং পশ্যন্তেন মার্গেণ যথাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫১  
 সৌধারী সৌধযুক্তমহাগৃহে বস্তুমর্হী ॥ ৫২ ॥

সীতাদেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইলেন এবং অন্তর্কীর্ণ  
 রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সীতাকে কহিলেন, অযোনিজে ! আপনি আমাকে ক্রুরতর নিষ্ঠুর বাক্য  
 কেন বলিতেছেন ? এরূপ অযোগ্য বাক্য বলিতেছেন, বলিয়া আমি স্পষ্টই জানিতে  
 পারিতেছি যে আপনার শীঘ্রই অতিশয় অনিষ্ট সংঘটন হইবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ রাজন্ !  
 এই বলিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে করিতে  
 বহির্গত হইলেন এবং শোকাক্ত হইয়া অগ্রজের পাদচিহ্ন দর্শন করিয়া সেই মার্গে গমন  
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ এদিকে লক্ষ্মণ গমন করিলে রাবণ, কপট ভিক্ষকের বেশ ধারণ করিয়া  
 আশ্রমে প্রবেশ করিল ॥ ৪৮ ॥ জানকী ছুরাত্মা রাবণকে যোগী মনে করিয়া আদর পূর্বক  
 অর্থ্য ও বস্ত্রফল প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥ ছুষ্ঠাত্মা রাবণ সীতাকে নম্রভাবে মৃদুশ্বরে জিজ্ঞাসা  
 করিল, সুন্দরি ! তোমার লোচন পদ্মপলাশের স্তায় মনোহর, অতএব তোমাকে সামান্ত  
 রমণী বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি একাকিনী এই বিজুন বনমধ্যে বাস করিতেছ,  
 কেন ? হে বামোরু ! তোমার পিতা কে ? এবং তোমার ভ্রাতা ও পতিই বা কে ? তুমি  
 বরবর্ণিনী হইয়া মুগ্ধবুদ্ধি রমণীর স্তায় একাকিনী এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ কেন ?  
 সুন্দরি ! তুমি সুধাধবলিত গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত ; তুমি কি জন্ত দেবকন্যার স্তায়  
 প্রভাজালে পরিশোভিত হইয়াও মুনিপত্নীর স্তায় এই বিজন বিপিন মধ্যে পূর্ণ কুটীরে  
 বাস করিতেছ ? ॥ ৫০—৫২ ॥



ব্যাস উবাচ ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যাবাচ বিদেহজা ।  
 দিব্যং দিষ্ট্য যতিং জ্ঞাত্বা মন্দোদরীয়াঃ পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥  
 রাজা দশরথঃ শ্রীমাংশ্চদ্বারস্তস্মৈ বৈ সূতাঃ ।  
 তেষাং জ্যেষ্ঠঃ পতির্মেষুতি রামনামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 বিবাসিতোহথ কৈকেয়া কৃতে ভূপতিনা বনে ।  
 চতুর্দশ সমা রামো বসতেহত্র সলক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥  
 জনকস্য সূতা চাহং সীতানাম্নীতি বিশ্রুত ।  
 ভংক্তা শৈবং ধনুঃ কামং রামেণাহং বিবাহিতা ॥ ৫৬ ॥  
 রামবাহুবলেনাত্র বসামো নির্ভয়া বনে ।  
 কক্ষণং যুগমালোক্য হস্তং মে নির্গতঃ পতিঃ ॥ ৫৭ ॥  
 লক্ষ্মণোহপি পুনঃ শ্রুত্বা রবং ভ্রাতুর্গতোহধুনা ।  
 তয়োর্বাহুবলাদত্র নির্ভয়াহং বসামি বৈ ॥ ৫৮ ॥  
 ময়েদং কথিতং সর্বং বৃত্তান্তং বনবাসজম্ ।  
 তেহত্রাগত্যাঈণাং তে বৈ করিষ্যন্তি যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥  
 যতির্বিষ্ণুস্বরূপোহসি তস্মাদ্বং পূজিতো ময়া ।  
 আশ্রমো বিপিনে ঘোরে কৃতোহুতি রাক্ষসংকুলে ॥ ৬০ ॥

দিব্যং দিষ্ট্যতি । মন্দোদরীয়াঃ পতিং রাবণং দিষ্ট্য প্রারব্ধবশেন যতিং দিব্যং জ্ঞাত্বা ॥ ৫৩—৫৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, জনকতনয়া মন্দোদরীপতি রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তুর্ভাগ্য-বশে তাহাকে দিব্য যোগী মনে করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৩ ॥ আপনি শুনিয়া থাকিবেন অযোধ্যানগরীতে দশরথ নামে সমৃদ্ধ সম্পন্ন এক রাজা আছেন । তাঁহার চারিপুত্র, তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি রামনামে বিখ্যাত, তিনিই আমার পতি । রাজা কৈকেয়ীকে বর দিয়া ছিলেন, তাহা দ্বারাই রামচন্দ্র চতুর্দশবর্ষ বনে নির্বাসিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত এই বনে বাস করিতেছেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ আমি জনক রাজার চুহিতা আমার নাম সীতা, রামচন্দ্র শিবশরশনু ভয় করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥ আমি রামচন্দ্রের বাহুবলেই এই বিজন বনে নির্ভয়ে বাস করিতেছি, কাকন যুগ অবলোকন করিয়া আমার নিমিত্ত সেই যুগকে মারিবার জন্ত তিনি এখান হইতে নির্গত হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥ লক্ষণও তাঁহার স্বর শুনিয়া এখনি গমন করিলেন, যোগিবর ! আমি সেই চুই জনের বাহুবলেই এই স্থানে বাস করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ আমি আপনার নিকট বনবাসের বৃত্তান্ত সমস্তই

তস্মাত্ত্বাং পরিপৃচ্ছামি সত্যং ব্রুহি মমাগ্রতঃ ।

কোহসি ত্রিদণ্ডিরূপেণ বিপিনে ত্বং সমাগতঃ ॥ ৬১ ॥

রাবণ উবাচ ।

লঙ্কেশোহহং মরালান্ধি ! শ্রীমান্মন্দোদরীপতিঃ ।

ত্বংকৃতে তু কৃতং রূপং ময়েখং শোভনাকৃতে ! ॥ ৬২ ॥

আগতোহহং বরারোহে ভগিন্যা প্রেরিতোহত্র বৈ ।

জনস্থানে হতো ঞ্জিত্বা ভ্রাতরৌ খরদুষণৌ ॥ ৬৩ ॥

অঙ্গীকুরু নৃপং মাং ত্বং ত্যক্ত্বা তং মানুষং পতিম্ ।

হতরাজ্যং গতশ্রীকং নির্ধনং বনবাসিনম্ ॥ ৬৪ ॥

পট্টরাজ্ঞী ভব ত্বং মে মন্দোদর্যুপরি ক্ষুটম্ ।

দাসোহস্মি তব তদ্বজ্রি ! স্বামিনী ভব ভামিনি ! ॥ ৬৫ ॥

জেতাহং লোকপালনাং পতামি তব পাদয়োঃ ।

করং গৃহাণ মেহদ্য ত্বং সনাথং কুরু জানকি ! ॥ ৬৬ ॥

( যতেঃ পরিচয়মিচ্ছন্তী প্রাহ যতিরিত্তি ॥ ৬০ ॥

তস্মাদিত্তি । তস্মাৎ রাক্ষসসঙ্কুলবিজনারণ্যে আশ্রমকরণাক্ষেতোরিত্যর্থঃ । রাক্ষসানা-  
মীদৃশবেশেনাগমনসম্ভবাৎ পরিপৃচ্ছামীতিভাবঃ ॥ ৬১ ॥

সীতাং বশীকর্তুং রাবণঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্নাহ লঙ্কেশোহহমিত্তি ) ॥ ৬২ ॥

বলিলাম ; এক্ষণে তাঁহারা আগমন করিয়া আপনার যথাবিধি পূজা করিবেন ॥ ৬০ ॥ যতি  
ব্যক্তি বিষ্ণু স্বরূপ, সেই হেতু আমি আপনার পূজা করিলাম । যোগিবর ! এই রাক্ষসপরি-  
সেবিত ঘোরতর অরণ্যমধ্যে আমাদিগের আশ্রম, এই নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করি-  
তেছি, আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন, ত্রিদণ্ডিরূপে এই বনমধ্যে আগমন  
করিলেন, অতএব আপনি কে ? ॥ ৬০—৬১ ॥

রাবণ কহিল, কুটিলনয়নে ! আমি মন্দোদরীর স্বামী শ্রীমান্ লঙ্কেশ্বর, শোভনে ! তোমার  
নিমিত্তই আমি এই যতিবেশ ধারণ করিয়াছি ॥ ৬২ ॥ স্মরারি ! জনস্থানে খরদুষণ নামক  
ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হইয়াছে বলিয়া ভগিনী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আগমন করি-  
য়াছি ॥ ৬৩ ॥ এক্ষণে তুমি হতরাজ্য শ্রীহীন, ধনহীন ও বনবাসী মানুষ পতিকে পরিত্যাগ  
করিয়া আমাকে ভজনা কর । হে তদ্বজ্রি ! আমি রাজাধিরাজ রাবণ, তুমি মন্দোদরীর  
উপরি পরিক্ষুটরূপে পট্টমহিষী হও, আমি তোমার দাস, তুমি এক্ষণে আমার স্বামিনী  
হও ॥ ৬৪—৬৫ ॥ জনকনন্দিনি ! আমি লোকপালগণের জেতা হইয়াও তোমার চরণ  
কমলতলে নিপতিত হইতেছি তুমি আমার অঙ্গীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ

পিতা তে যাচিতঃ পূৰ্বং ময়া বৈ ত্বংকৃতেহবলে ! ।

জনকো মামুবাচৈখং পণবন্ধো ময়া কৃতঃ ॥ ৬৭ ॥

রুদ্রচাপভয়াস্নাহং সম্প্রাপ্তস্ত্ব স্বয়ংবরে ।

মনো মে সংস্থিতং তাবন্নিমগ্নং বিরহাতুরম্ ॥ ৬৮ ॥

বনেহত্র সংস্থিতাং শ্রুত্বা পূৰ্ব্বানুরাগমোহিতঃ ।

আগতোহস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! সফলং কুরু মে শ্রমম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
রাগায়ণবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

রুদ্রচাপভয়াদিতি । মমারাধ্যো যো রুদ্রস্ত্ব চাপভঙ্গে ময়া কৃতে তস্তাবমানো ভবিষ্য-  
তীতি হেতোর্ময়া স্বয়ংবরে নাগতং ন পুনর্মম বলং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৮—৬৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

কর ॥ ৬৬ ॥ পূৰ্বে আমি তোমার জনক জনকরাজের নিকট তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা  
করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে, আমি ধনুর্ভঙ্গরূপ পণবন্ধন করিয়াছি ।  
ভগবান্ রুদ্রদেব আমার গুরু, তাঁহার শরশন ভগ্ন করিতে হইবে এই ভয়ে আমি তোমার  
স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, কিন্তু তদবধিই আমার মন তোমার বিরহমাগরে  
নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে । হে অসিতাপাঙ্গি ! তুমি এই বনে অবস্থিতি করিতেছ ইহা শ্রবণ  
করিয়া সেই পূৰ্ব্বানুরাগে বিমোহিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছ, এক্ষণে তুমি আমার  
এই পরিশ্রম সফল কর ॥ ৬৭—৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রব্রত প্রসঙ্গে রাগায়ণবর্ণন নামক  
অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## উনত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

—००००—  
ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচো ছুষ্টং জানকী ভয়বিহ্বলা ।  
বেপমানা স্থিরং কৃতা মনো বাচমুবাচ হ ॥ ১ ॥  
পৌলস্ত্য ! কিমসঙ্ঘাক্যং ত্বমাখ্যায়মোহিতঃ ।  
নাহং বৈ শ্বেচ্ছারিণী কিন্তু জনকস্য কুলোদ্ভবা ॥ ২ ॥  
গচ্ছ লঙ্কাং দংশাস্য ! ত্বং রামস্তাং বৈ হনিষ্যতি ।  
মংকৃতে মরণং তত্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥  
ইতু্যক্ত্বা পর্ণশালায়াং গতা সা বহ্নিসন্নিধৌ ।  
গচ্ছ গচ্ছেতি বদতী রাবণং লোকরাবণমু ॥ ৪ ॥  
সোহথ কৃতা নিজং রূপং জগামোটজমস্তিকম্ ।  
বলাজ্জগ্রাহ তাং বালাং রুদতীং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৫ ॥  
রামরামেতি ক্রন্দন্তীং লক্ষ্মণেতি মুহুমুহুঃ ।  
গৃহীত্বা নিৰ্গতঃ পাপো রথমারোপ্য সত্বরঃ ॥ ৬ ॥

---

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈঃ সীতাহতেঃ পরম্ ।

রামঃ শোকং চকারেতি ভগ্ন্যতে বিস্তরাদিহ ।

রাবণবাক্যশ্রবণোত্তরং যজ্ঞাতং তদাহ তদাকর্ণ্যেতি ॥ ১—৩ ॥  
বহ্নিসন্নিধাৱগ্নিহোত্রসম্বন্ধিগার্হপত্যসন্নিধৌ । লোকান্ হুঃখাদিনা রাবয়তি স লোক-  
রাবণঃ ॥ ৪ ॥

---

ব্যাস বলিলেন, জানকী সেই ছুষ্টবাক্য শ্রবণানন্তর ভয়ে বিহ্বল ও কল্পমান হইয়া  
“চিত্তের স্বৈর্য্য সম্পাদন পূৰ্ব্বক বলিতে লাগিলেন । পৌলস্ত্যকুল-তিলক ! তুমি অরমোহিত  
হইয়া এরূপ অসঙ্ঘাক্য কেন বলিতেছ ? আমি জনকের কুলে উৎপন্ন হইয়াছি অতএব  
শ্বেচ্ছাচারিণী নহি ॥ ১—২ ॥ দংশানন ! তুমি সত্বর লঙ্কার গমন কর, নতুবা রামচন্দ্র  
তোমার গ্রাণ বিনাশ করিবেন, আমার নিমিত্ত তোমার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥  
এই বলিয়া সীতাদেবী, “যাও যাও” বলিতে বলিতে অগ্নিহোত্র গৃহস্থিত গার্হপত্য অগ্নি  
সন্নিধানে গমন করিলেন । বাহ্যর দৌৰ্জন্তজনিত ক্লেশ পরম্পরার লোক সকল জাহি জাহি  
রবে চীৎকার করিতে থাকে, সেই ছুষ্টবুদ্ধি রাবণ, স্বকীয় বেশ ধারণ পূৰ্ব্বক কুটীর নিকটে  
গমন করিয়া, ক্রন্দনশীলা বালা ও ভয়-বিহ্বলা জানকীকে ধারণ করিল ॥ ৪—৫ ॥ সীতা

গচ্ছন্নরূপপুঞ্জেন মার্গে রুদ্ধো জটায়ুশ্চ ।

সংগ্রামোহভূম্যহারৌদ্রস্তয়োস্তত্র বনাস্তরে ॥ ৭ ॥

হত্বা তং তাং গৃহীত্বা চ গতৌহসৌ রাক্ষসাদ্বিপঃ ।

লক্ষ্মীয়াং ক্রন্দতী তাত ! কুররীব দুরাশ্বনা ॥ ৮ ॥

অশোকবনিকায়াং সা স্থাপিতা রাক্ষসীযুতা ।

স্বরূপমৈব চলিতা সামদানাদিভিঃ কিল ॥ ৯ ॥

রামোহপি তং যুগং হত্বা জগামাদায় নিবৃত্তঃ ।

আয়াস্তং লক্ষ্মণং বীক্ষ্য কিং কৃতং তেহনুজাসমম্ ॥ ১০ ॥

একাকিনীং প্রিয়াং হিত্বা কিমর্থং তুমিহাগতঃ ।

শ্রেত্বা স্বনস্তু পাপস্ত রাঘবস্তব্রবীদিদম্ ॥ ১১ ॥

সৌমিত্রিস্তব্রবীদ্বাক্যং সীতাবাগ্ৰাণতাড়িতঃ ।

প্রভোহত্রাহং সমায়াতঃ কালযোগাম্ম সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

তদা তৌ পর্ণশালায়াং গত্বা বীক্ষ্যতিদুঃখিতৌ ।

জানক্যশ্বেষণে যত্নমুভৌ কর্তুং সমুদ্যতৌ ॥ ১৩ ॥

নিজং রাক্ষসরূপম্ ॥ ৫—৭ ॥

তং জটায়ুশ্চ হত্বা তাং জানকীঞ্চ গৃহীত্বা গত ইত্যশ্বয়ঃ । লক্ষ্মণমিত্যন্তোদ্রোণোথয়ঃ ।  
দুরাশ্বনা লক্ষ্মণাসশোকবনিকায়াং কুররীব ক্রন্দতী স্থাপিতৈত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

হে অনুজ লক্ষ্মণ ! অসমং বিষমম্ ॥ ১০ ॥

রাম রাম ও লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পাপমার্গে রাবণ তাঁহাকে ধরিয়া সঁজুর রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে নির্গত হইল ॥ ৬ ॥ পশ্চিমদ্যে অরুণপুত্র জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই বনমধ্যে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল, উষ্ট্রবাক্ষ রাক্ষাসেশ্বর রাবণ তাহাকে বিনাশ করিল। সেই দুরাশ্বা সীতাকে গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মণ গমন করিল। অনন্তর, সীতা কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলে রাবণ তাঁহাকে রাক্ষসী-গণে পরিবেষ্টিত করিয়া অশোক-বনমধ্যে রাখিয়া দিল। লক্ষ্মণসি সীতাকে অনেক মাস্তানা প্রয়োগ পূর্বক ঐশ্বর্য্য দানাদির প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিজ নিশ্চল ও পবিত্র চরিত্র হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৭—৯ ॥

এদিকে রামচন্দ্র, সেই যুগকে বধ করিয়া গ্রহণপূর্বক স্থতির চিত্তে আগমন করিতে-ছেন, এমনত সময়ে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি কি বিষম কণ্ডাই করিয়াছ, তুমি পাপিষ্ঠ মায়াবীর স্বর শ্রবণ করিয়া একাকিনী প্রেয়সীরে পরিত্যাগ পূর্বক এখানে আগমন করিলে কেন ? লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রভো ! আমি সীতাদেবীর বাক্যবাহে বিভাড়িত হইয়া দৈব বশতই এখানে আগমন করিয়াছি, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১২ ॥ তখন

মার্গমাণো ভু সম্প্রাপ্তৌ যত্রাসৌ পতিতঃ খগঃ ।  
 জটায়ুঃ প্রাণশেষস্ত পতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৪ ॥  
 তেনোক্তং রাবণেনাদ্য হতাসৌ জনকাত্মজা ।  
 ময়া নিরুদ্ধঃ পাপাত্মা পাতিতোহহং যুধে পুনঃ ॥ ১৫ ॥  
 ইত্যুক্তাসৌ গতপ্রাণঃ সংস্কৃতো রাঘবেণ বৈ ।  
 কুত্বৌর্দ্ধদৈহিকং রামলক্ষ্মণৌ নির্গতো ততঃ ॥ ১৬ ॥  
 কবন্ধং ঘাতয়িত্বাসৌ শাপাচ্চামোচয়ৎপ্রভুঃ ।  
 বচনান্তস্ত হরিণা সখ্যং চক্রেহথ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥  
 হত্বা চ বালিনং বীরং কিক্কিষ্কারাজ্যমুত্তমম্ ।  
 স্ত্রীণ্যায় দদৌ রামঃ কৃতসখ্যায় কার্য্যতঃ ॥ ১৮ ॥  
 তত্রৈব বার্ষিকান্মাসাংস্তস্মৌ লক্ষ্মণসংযুতঃ ।  
 চিস্তয়ন্ জানকীং চিত্তে দশাননহতাং প্রিয়াম্ ॥ ১৯ ॥  
 লক্ষ্মণং প্রাহ রামস্ত সীতাবিরহপীড়িতঃ ।  
 সৌমিত্রে ! কৈকয়স্থতা জাতা পূর্ণমনোরথা ॥ ২০ ॥

অহেতি । পাপস্ত দুষ্টস্ত মারীচেঃ স্বনং শ্রদ্ধা প্রিয়ামেকাকিনীং হিত্বা কিমর্থং ভ্রমিহাগত  
 ইতীদং রাঘবোহব্রবীৎ ॥ ১১—১৩ ॥

পাতিতন্তেনেতি শেষঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

তস্ত কবন্ধস্ত । হরিণা বানরেণ স্ত্রীবেণ ॥ ১৭—২০ ॥

তাঁহারা দুইজনে পর্ণশালায় গমন করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত  
 হইলেন, এবং জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার অন্বেষণ  
 করিতে করিতে, প্রাণমাত্রাবশিষ্ট খগরাজ জটায়ু যেখানে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছেন  
 সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ জটায়ু কহিলেন, অদ্য লঙ্কেশ্বর রাবণ, সীতাদেবীকে  
 হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি সেই পাপাত্মাকে রোধ করিয়াছিলাম তাহাতে সে  
 আমার সহিত সংগ্রাম করিয়া অস্ত্রাঘাতে আমাকে অবনীতলে পাতিত করিয়াছে । এই  
 বলিয়া পক্ষিরাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রামচন্দ্র তাঁহার দেহসৎকার ও ঔর্দ্ধদৈহিক  
 কৰ্ম্ম সমাধা করিলেন, তদনন্তর উভয়েই সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥  
 অনন্তর, প্রভু রামচন্দ্র কবন্ধকে নিপাতিত করিয়া তাহাকে শাপ হইতে বিমোচিত করিলেন  
 এবং তাহারই বাক্যে বানররাজ স্ত্রীবের সহিত মিত্রতাবন্ধনে সম্বন্ধ হইলেন ॥ ১৭ ॥  
 তৎপরে রামচন্দ্র কার্য্যবশত বালীকে বিনাশ করিয়া কিক্কিষ্কারাজ্য নববন্ধু স্ত্রীবেকে  
 প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, রাবণ কর্তৃক অপহৃত সীতার বিষয় নিরন্তর চিন্তা করিতে  
 করিতে বর্ষাচারি মাস লক্ষ্মণের সহিত সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৯ ॥ রামচন্দ্র



ন প্রাপ্তা জানকী নুনং নাহং জীবামি তাং বিনা ।  
 নাগমিষ্যাম্যযোধ্যায়ামৃতে জনকনন্দিনীম্ ॥ ২১ ॥  
 গতং রাজ্যং বনে বাসো যুতস্তাতো হুতা প্রিয়া ।  
 পীড়য়ন্মাং স দুষ্টিয়া দৈবোহগ্রে কিং করিষ্যতি ॥ ২২ ॥  
 দুজ্জের্যং ভবিতব্যং হি প্রাণিনাং ভরতানুজ ! ।  
 আবয়োঃ কা গতিস্তাত ! ভবিষ্যতি হুদুঃখদা ॥ ২৩ ॥  
 প্রাপ্য জন্ম মনোর্বংশে রাজপুত্রাবুভৌ কিল ।  
 বনেহতিদুঃখভোক্তারৌ জাতৌ পূর্বকৃতেন চ ॥ ২৪ ॥  
 ত্যক্তা ত্বমপি ভোগাংস্তু ময়া সহ বিনির্গতঃ ।  
 দৈবযোগাচ্চ সৌমিত্রে ! ভুঙ্ক্ষু দুঃখং ত্বরত্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥  
 ন কোহপ্যস্বকুলে পূর্বং মৎসমো দুঃখভাঙ্ নরঃ ।  
 অকিঞ্চনোহক্ষমঃ ক্লিষ্টো ন হৃতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥  
 কিং করোম্যদ্য সৌমিত্রে ! মমোহস্মি দুঃখসাগরে ।  
 ন চাস্তি তরণোপায়ো হসহায়স্ম মে কিল ॥ ২৭ ॥

( ন প্রাপ্তেতি । সীতারন্তজীবিত্বাং তাং বিনা ন জীবামিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

গতমিতি । রাজ্যভ্রংশাদিনা কষ্টস্থাবশেষো ন রক্ষিতঃ । ন জানে অতঃপরং দৈবং কিং  
কষ্টাৎ কষ্টতরমস্মাকং পাতয়িষ্যতি যতঃ স দুষ্টায়েতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

পূর্বমশ্রু প্রতীকারো নাস্তীত্যাহ । দুজ্জের্যমিতি ॥ ২৩ ॥

সুখাভ্যাস্তু দুঃখভোগঃ অতিশয়ক্লেশকর ইত্যাহ প্রাপ্য জন্মেতি ॥ ২৪—২৬ ॥

সীতার বিরহে একান্ত পরিপীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! কেবলরাজ-ভ্রমণের  
 মনোরথ এখন পরিপূর্ণ হইল ॥ ২০ ॥ জানকীরে আর পাওয়া যাউবে না, জানকী ব্যতিরেকে  
 আমিও অযোধ্যায় গমন করিব না দেখ, জানকী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ ধারণ করিতেও  
 সমর্থ হইব না ॥ ২১ ॥ রাজ্য গেল, বনে বসতি হইল, পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, প্রিয়াকেও  
 হারাইলাম ; দুষ্টায়া দৈব, এখন আমাকেও এইরূপ পীড়া দিতেছে, পরে যে কি করিবে,  
 তাহা আমি এখন কিরূপে বলিব ? ॥ ২২ ॥ বৎস লক্ষ্মণ ! ভবিতব্য প্রাণিগণের অত্যন্ত  
 দুজ্জের্য ইহার পর আমাদিগের যে কি হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না ॥ ২৩ ॥  
 দেখ, আমরা উভয়ে মনুর বংশে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও পূর্বকৃত কৰ্ম্মবশে বন-  
 বাসের দুঃখভাগী হইলাম ॥ ২৪ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমিও দৈবযোগে রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্বক  
 আমার সহিত নির্গত হইয়াছ, এক্ষণে আমার সহিত হস্তর দুঃখরাশি ভোগ করিতে  
 থাক ॥ ২৫ ॥ আমাদের কুলে পূর্বে আমার মত দুঃখভাগী কখনও কেহই জন্মগ্রহণ করেন  
 নাই, কেবল আমাদিগের কুলের কথা কেন আমার স্থায় ক্লেশগুরু, অক্ষম ও অকিঞ্চন

ন বিভং ন বলং বীর ! ত্বমেকঃ সহচারকঃ ।  
 কোপং কস্মিন্ করোম্যদ্য ভোগেহস্মিন্ স্বকৃতেহনুজ ! ॥২৮॥  
 গতং হস্তগতং রাজ্যং ক্ষণাদিস্ত্রসভোপমম্ ।  
 বনে বাসস্তু সম্প্রাপ্তঃ কো বেদ বিধিনির্মিতম্ ॥ ২৯ ॥  
 বালভাবাচ্চ বৈদেহী চলিতা চাবয়োঃ সহ ।  
 নীতা দৈবেন দুষ্টেন শ্যামা দুঃখতরাং দশাম্ ॥ ৩০ ॥  
 লঙ্কেশস্ত গৃহে শ্যামা কথং দুঃখং ভবিষ্যতে ।  
 পতিব্রতা স্ত্রীশীলা চ ময়ি প্রীতিযুতা ভূশম্ ॥ ৩১ ॥  
 ন চ লক্ষ্মণ ! বৈদেহী সা তস্য বশগা ভবেৎ ।  
 শ্বৈরিণীব বরারোহা কথং শ্রাজ্জনকাত্মজা ॥ ৩২ ॥  
 ত্যজেৎ প্রাণান্নিয়ন্তু ত্বে মৈথিলী ভরতানুজ ! ।  
 ন রাবণস্ত বশগা ভবেদিতি স্ত্রনিশ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 মৃত্যু চেজ্জানকী বীর ! প্রাণাংস্ত্যক্ত্যাম্যসংশয়ম্ ।  
 মৃত্যু চেদসিতাপান্ধী কিং মে দেহেন লক্ষ্মণ ! ॥ ৩৪ ॥

অকিঞ্চনস্ত মে নাস্তি কোহপ্যুপায় ইত্যত আহ কিং করোমীতি ॥ ২৭—৩০ ॥ )

কথং দুঃখং ভবিষ্যতীত্যনুভবিষ্যতীত্যর্থঃ । তন্ন বেদ্যাহমিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ব্যক্তি কখন হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৬ ॥ সৌমিত্রে ! আমি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হই-  
 লাম, আমার সহায় নাই, অথ কোন উপায়ও নাই, আমি এখন কি করিব ? ॥২৭॥ আমার  
 বল নাই, বিভ্রাট নাই, হে বীর ! তুমিই কেবল আমার একমাত্র সহচর, ভাই ! এই নিজকৃত  
 কৰ্ম্মভোগে আমি কাহার উপর কোপ করিব ॥ ? ২৮ ॥ হায় ! ইন্দ্রসভাসদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন  
 হস্তগত রাজ্য ক্ষণকাল মধ্যে হারাইয়া বনবাস প্রাপ্ত হইলাম, লক্ষ্মণ ! বিধি নির্দিষ্ট  
 কৰ্ম্ম কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে ? ॥২৯॥ আহা ! কোমলাঙ্গী বৈদেহী বালস্বভাববশে  
 আমাদের সহিত বনে আসিল, দুর্দান্ত দৈব সেই সৰ্ব্বাক্ষরমূর্ত্তী মনোরমা কামিনীকে হস্তর  
 দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩০ ॥ সেই শ্যামা জনকনন্দিনী আমার প্রতি অত্যন্তই প্রীতি-  
 মতী, তিনি সততই সাধুচরিত্রা ও পতিব্রতা, অতএব লঙ্কেশ্বরের গৃহে কিরূপে দুঃখভোগে  
 সমর্থ হইবেন ? ॥ ৩১ ॥ লক্ষ্মণ ! সীতাদেবী কখনই রাবণের বশবর্ত্তিনী হইবেন না, সেই  
 বরবর্ণিনী পতিব্রতা জনকনন্দিনী কিরূপে শ্বৈরিণীর আচরণ করিতে সমর্থ হই-  
 বেন ? ॥ ৩২ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে রাবণ আপনার প্রভুত্ব বলে যদি জনকজার  
 প্রতি বল প্রয়োগ করে, তবে সীতা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন তথাপি তাহার বশ-  
 বর্ত্তিনী হইবেন না ॥ ৩৩ ॥ লক্ষ্মণ ! জানকী যদি জীবন বিসর্জন করেন তবে আমি নিশ্চয়ই

এবং বিলপমানং তং রামং কমললোচনম্ ।  
 লক্ষ্মণঃ প্রীহ ধর্মাত্মা সাস্তুয়মৃতয়া গিরা ॥ ৩৫ ॥  
 ধৈর্য্যং কুরু মহাবাহো ! ত্যক্তা কাতরতামিহ ।  
 আনয়িষ্যামি বৈদেহীং হৃদা তং রাক্ষসাদমম ॥ ৩৬ ॥  
 আপদি সম্পদি তুল্যা ধৈর্য্যাদ্ভবন্তি তে ধীরাঃ ।  
 অল্লধিয়ন্তু নিমগ্নাঃ কষ্টে ভবন্তি বিভবেহপি ॥ ৩৭ ॥  
 সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ দৈবাধীনাবুভাবপি ।  
 শোকস্ত কীদৃশস্তত্র দেহেহনাত্মনি চ কচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 রাজ্যাদ্যথা বনে বাসো বৈদেহ্য হরণং যথা ।  
 তথা কালে সমীচীনে সংযোগোহপি ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥  
 প্রাপ্তব্যং সুখদুঃখানাং ভোগাম্ভিবর্তনং কচিৎ ।  
 নান্যথা জানকীজানে ! তস্মাচ্ছোকং ত্যজাধুনা ॥ ৪০ ॥

নিয়ন্তৃত্বং রাবণেন নিয়ন্তৃত্বং স্বীকৃত্যে সতীত্বার্থঃ । নিয়ন্তৃত্বং স্বীকৃত্য যদি বলাৎকারং  
 কুণ্ডাদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আপদি সম্পদি সত্যামিত্যর্থঃ । তুল্যাঃ সমচিন্তা ইত্যর্থঃ । নিমগ্নাঃ কষ্টে ইতি । অল্লধিয়ন্তু  
 বিভবেহপি সতি কষ্টে নিমগ্না ভবন্তি ॥ ৩৭ ॥

(সংযোগাদেদৈবাধীনত্বাৎ বৃথা শোকাদিকং মা কুরু ইত্যত আহ সংযোগ ইতি ।  
 অনাত্মনি দেহে শোকঃ কীদৃশঃ অকর্তব্যঃ এব ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

রাজ্যাদিতি । সমীচীনে দৈবেন পুরুষকারেন চানীতে সমুপস্থিতে বা কালে ইত্যর্থঃ ।  
 দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতবঃ । ত্রয়মেতন্নরাণাম্ পিণ্ডিতং শ্রুৎ ফলাবহমিতি  
 বচনাৎ ॥ ৩৯ ॥

প্রাণ পরিত্যাগ করিব ; কারণ, সেই অসিতাপান্নী সীতাই যদি প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন,  
 তবে আমার এই দেহে প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৪ ॥

কমললোচন রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিলে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তাহাকে  
 সাস্তুনা করিয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ বীরবর ! আপনি কাতরতা পরিত্যাগ  
 করিয়া ধৈর্য্যধারণ করুন, আমি সত্বরই সেই রাক্ষসাদম রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতা-  
 দেবীকে আনয়ন করিব ॥ ৩৬ ॥ ধীরগণ, ধৈর্য্যধারণ হেতু আপদে এবং সম্পদে অবিচলিত-  
 চিত্তই থাকেন, অল্লবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, সম্পদ সবেও কষ্টে নিমগ্ন হয় ॥ ৩৭ ॥ সংযোগ ও বিয়োগ  
 উভয়ই দৈবের অধীন ; তবে এই অনাত্মা দেহের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন  
 কি ? ॥ ৩৮ ॥ যেভাবে রাজ্য হইতে বনবাস হইয়াছে এবং যেভাবে সীতা বিয়োগ ঘটয়াছে,  
 সেইরূপ উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই আমার সীতার সহিত সংযোগ হইবে ॥ ৩৯ ॥ তে



বানরাঃ সন্তি ভূয়াংসো গমিষ্যন্তি চতুর্দিশম্ ।  
 শুদ্ধিং জনকনন্দিয়া আনয়িষ্যন্তি তে কিংল ॥ ৪১ ॥  
 জাত্বা মার্গস্থিতিং তত্র গত্বা কৃত্বা পরাক্রমম্ ।  
 হত্বা তং পাপকর্মাণমানয়িষ্যামি মৈথিলীম্ ॥ ৪২ ॥  
 সসৈন্তং ভরতং বাপি সমাহুয় সহানুজম্ ।  
 হনিষ্যামো বয়ং শত্রুং কিং শোচসি বৃথাগ্রজ ! ॥ ৪৩ ॥  
 রঘুণৈকরথেনৈব জিতা সর্বা দিশঃ পুরা ।  
 তদ্বংশজঃ কথং শোকং কর্তুমর্হসি রাঘব ! ॥ ৪৪ ॥  
 একোহহং সকলাং জেতুং সমর্থোহস্মি সুরাসুরান্ ।  
 কিংপুনঃ সসহায়ো বৈ রাবণং কুলপাংসনম্ ॥ ৪৫ ॥  
 জনকং বা সমানীয় সাহায্যে রঘুনন্দন ! ।  
 হনিষ্যামি দুরাচারং রাবণং সুরকণ্টকম্ ॥ ৪৬ ॥  
 সুখস্থানন্তরং দুঃখং দুঃখস্থানন্তরং সুখম্ ।  
 চক্রনেমিরিবৈকান্তং ন ভবেদ্রঘুনন্দন ! ॥ ৪৭ ॥

প্রাপ্তবাসিতি । কচিং সুখদুঃখানাং বা নিবর্তনমস্তি সুখদুঃখয়োশ্চক্রবৎ পরিবর্তনশীলত্বা  
 দিত্যর্থঃ । অতঃ শোকস্ত্যাজ্য ইতিভাবঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥

অধুনা রামমুক্তেজয়িতুগাহ রঘুণেতি ॥ ৪৪ ॥

একোহহমিতি । ত্রিভুবনজয়সমর্থস্ত মে রাবণস্ত ত্বংবৎ প্রতিভাতি । অতঃশোকো ন  
 কর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

জানকীবল্লভ ! কোনও সময়ে সুখভোগ ও দুঃখভোগ অবশ্যই বিবর্তিত হইয়া থাকে সন্দেহ  
 নাই ; অতএব আপনি এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন ॥ ৪০ ॥ বহুতর  
 বানর আমাদের সহায় হইয়াছে, ইহারা চারিদিকে গমন করিয়া জনকনন্দিনীর সমাচার  
 আনয়ন করিবে ॥ ৪১ ॥ প্রভো ! লঙ্কার গমনমার্গ অবগত হইয়া সেখানে গমন ও পরাক্রম  
 প্রকাশ পূর্বক পাপকর্মা রাবণকে নিহত করিয়া মৈথিলীকে আনয়ন করিব ॥ ৪২ ॥ অথবা  
 সৈন্ত ও শত্রু সহিত ভরতকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়াই শত্রু সংহার করিব,  
 তবে আপনি বৃথা শোক করিতেছেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ প্রভো ! আমাদের পূর্ব পুরুষ  
 মহারাজ বীরবর রঘু, পূর্বে একাকী দশ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, আপনি সেই বংশে জন্ম-  
 গ্রহণ করিয়া কিরূপে শোক করিতেছেন ? ॥ ৪৪ ॥ আমি একাকীই সুরাসুর সকলকেই  
 পরাজয় করিতে সমর্থ, তবে যদি সহায় পাই তাহা হইলে রাক্ষসকুলকলঙ্ক রাবণকে যে  
 সংহার করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪৫ ॥ হে মহাবাহো ! আমরা সাহায্যের নিমিত্ত

মনোহতিকাতরং যস্য সুখদুঃখসমুদ্ভবে ।  
 স শোকসাগরে মগ্নো ন সুখী স্মাৎ কদাচন ॥ ৪৮ ॥  
 ইন্দ্রেণ ব্যসনং প্রাপ্তং পুরা বৈ রঘুনন্দন ! ।  
 নহুষঃ স্থাপিতো দেবৈঃ সর্বৈর্মঘবতঃ পদে ॥ ৪৯ ॥  
 স্থিতঃ পঙ্কজমধ্যে চ বহুবর্ষগগানপি ।  
 অজ্ঞাতবাসং মঘবা ভীতস্ত্যক্তা নিজং পদম্ ॥ ৫০ ॥  
 পুনঃ প্রাপ্তং নিজস্থানং কালে বিপরিবর্তিতে ।  
 নহুষঃ পতিতো ভূমৌ শাপাদজগরাকৃতিঃ ॥ ৫১ ॥  
 ইন্দ্রানীং কাময়ানস্তু ব্রাহ্মণানবগম্য চ ।  
 অগস্তিকোপাৎ সঞ্জাতঃ সর্পদেহো মহীপতিঃ ॥ ৫২ ॥  
 তস্মাচ্ছোকো ন কর্তব্যো ব্যসনে সতি রাঘব ! ।  
 উদ্যমে চিন্ত্যাম্যায় স্মাতব্যং বৈ বিপশ্চিতা ॥ ৫৩ ॥  
 সর্বজ্ঞোহসি মহাভাগ ! সমর্থোহসি জগৎপতে ! ।  
 কিং প্রাকৃত ইবাত্যর্থং কুরুষে শোকমাত্মনি ॥ ৫৪ ॥

সুখদুঃখানামস্থিরত্বং বিজ্ঞায় দুঃখং ন কর্তব্যমিত্যাহ সুখস্থানস্তুরানিতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥  
 অজ্ঞাতবাসং কৃতবানিতি শেষঃ ॥ ৫০—৫৪ ॥

জনকরাজকে আনয়ন করিয়া সেই ছরাচার সুরকণ্টক রাবণকে নিহত করিব ॥ ৪৬ ॥  
 রঘুনন্দন ! চক্রনেমির আশ্রয় স্থানের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ উপস্থিত হইয়া থাকে, সুখ  
 এবং দুঃখ একবারে কখনই হয় না । সুখ ও দুঃখে বাহার মন অত্যন্ত অভিভূত হয়, সেই  
 ব্যক্তি শোকসাগরে নিমগ্ন হয় এবং সে কদাচই সুখী হইতে পারে না ॥ ৪৭—৪৮ ॥ দেখুন,  
 পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন দেবগণ একত্রিত হইয়া  
 নহষরাজকে ইন্দ্র পদে সংস্থাপিত করিলেন ॥ ৪৯ ॥ সেই সময় দেবরাজ ভীত হইয়া  
 আপনার পদ পরিত্যাগ পূর্বক বহুতর বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ কাল  
 পরিবর্তিত হইলে তিনি আপন পদ পুনর্বার প্রাপ্ত হইলেন, এবং নহষরাজ ঋষিশাপে  
 ভূমিতে পতিত হইয়া অজগর মূর্তি ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ৫১ ॥ মহীপতি নহষ ইন্দ্রাণী  
 দেবীকে কামনা এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া মহর্ষি অগস্তির কোপবশে ভূজঙ্গ বোনিতে  
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ অতএব হে রাঘব ! বিপদ উপস্থিত হইলে শোক করা  
 কর্তব্য নহে ; বিপদকালে উদ্যমে চিন্তা সমর্পণ পূর্বক অবস্থিতি করা পণ্ডিতগণের একান্তই  
 কর্তব্য ॥ ৫৩ ॥ হে জগতীপতে ! আপনি মহাভাগ, সর্বজ্ঞ ও সকল কার্য্যেই সমর্থ ; এক্ষণে  
 প্রাকৃত জনের আশ্রয় অতিশয় শোকে অভিভূত হইতেছেন কেন ? ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি লক্ষ্মণবাক্যেন বোধিতো রঘুনন্দনঃ ।

ত্যক্ত্বা শোকং তথাত্যর্থং বভূব বিগতজ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সীতাহরণরামশোকবর্ণনং নাম একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

অত্যর্থমতিশয়িতম্ । ( প্রতীকারশ্রবণাৎ ভবিষ্যে কালেহপি সীতাসংযোগে স্বরণেন  
আত্যন্তিকসস্তাপস্ত বিগমাৎ বিগতজ্বরত্বম্ ॥ ৫৫ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এইরূপ সাস্তুনা বাক্যে সেই কঠোর-  
তর শোক পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক স্থিরচিত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণানন্তর রামের দুঃখ বর্ণন নামক  
ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## ত্রিশোঃ অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এবং তৌ সন্নিদং কৃৎস্না যাবত্তৃষ্ণীং বভূবতুঃ ।  
আজগাম তদাকাশান্নারদৌ ভগবানৃষিঃ ॥ ১ ॥  
রণয়ন্মহতীং বীণাং স্বরগ্রামবিভূষিতাম্ ।  
গায়ন্ বৃহদ্রথং সাম তদা তমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥  
দৃষ্ট্বা তং রাম উখায় দদাবথ বৃষং শুভম্ ।  
আসনং চার্ঘ্যপাদ্যঞ্চ কৃতবানমিতদ্যুতিঃ ॥ ৩ ॥  
পূজাং পরমিকাং কৃৎস্না কৃতাজ্জলিরূপস্থিতঃ ।  
উপবিষ্টঃ সমীপে তু কৃতাজ্জো মুনির্ন হরিঃ ॥ ৪ ॥  
উপবিষ্টঃ তদা রামং সানুজং দুঃখমানসম্ ।  
পপ্রচ্ছ নারদঃ প্রীত্যা কুশলং মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥  
কথং রাঘব ! শোকাক্তৌ যথা বৈ প্রাকৃতৌ নরঃ ।  
হতাং সীতাঞ্চ জানামি রাবণেন হুরাত্মনা ॥ ৬ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবৈধাস্ত নারদো ব্রতমাহ হি ।

রামচক্ৰ তচ্চাপি সমাগেতদ্বিহোচ্যতে ।

লক্ষণভাষণানন্তরং জায়মানং কৃত্যমাহ । এবং তাবতি । সন্নিদং বিচারম্ ॥ ১ ॥

তং রামমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥

রামস্তং দৃষ্টোখায় বৃষং শ্রেষ্ঠমাসনং দদৌ ॥ ৩—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাম ও লক্ষণ এইরূপ বিচার করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে ভগবান্ নারদঋষি, স্বরগ্রামসমন্বিত আপনার মহতী বীণা যোগে রণয়ন-সামবেদ গান করিতে করিতে আকাশমার্গ হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ অন্ততঃ রামচন্দ্র, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সত্তর উন্নত আসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক পূজা করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মুনিবর আজ্ঞা করিলে ভগবান্ তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ রামচন্দ্র অমুজের সহিত দুঃখিতচিত্তে উপবেশন করিলে মুনিসত্তম নারদ প্রীতিপূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রঘুনন্দন ! আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির জায় শোকাক্ত হইয়া রহিয়াছেন কেন ? হুরাত্মা রাবণ যে সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে তাহা আমি জানি । ত্রিদশভবনে অবস্থিতি করিতে

সুরসদাগতচ্চাহং শ্রুতবাঞ্ছনকাঅজাম্ ।  
 পৌলস্ত্যেন হতাং মোহান্মরণং স্বমজানতা ॥ ৭ ॥  
 তব জন্ম চ কাকুৎস্থ ! পৌলস্ত্যানিধনায় বৈ ।  
 মৈথিলীহরণং জাতমেতদর্থং নরাধিপ ! ॥ ৮ ॥  
 পূৰ্ব্বজন্মনি বৈদেহী মুনিপুত্রী তপস্বিনী ।  
 রাবণেন বনে দৃষ্টা তপস্বন্তী শুচিস্মিতা ॥ ৯ ॥  
 প্রার্থিতা রাবণেনাসৌ ভব ভার্য্যেতি রাঘব ! ।  
 তিরস্কৃতস্তয়্যাসৌ বৈ জগ্ৰাহ কবরং বলাৎ ॥ ১০ ॥  
 শশাপ তৎক্ষণং রাম ! রাবণং তাপসী ভূশম্ ।  
 কুপিতা ত্যক্তুমিচ্ছন্তী দেহং সংস্পর্শদূষিতম্ ॥ ১১ ॥  
 ছুরাঅংস্তব নাশার্থং ভবিষ্যামি ধরাতলে ।  
 অযোনিজা বরা নারী ত্যক্ত্বা দেহং জহাবপি ॥ ১২ ॥  
 সেয়ং রমাংশসন্তুতা গৃহীতা তেন রক্ষসা ।  
 বিনাশার্থং কুলশ্চৈব ব্যালী অগিব সস্ত্রমাৎ ॥ ১৩ ॥

কবরং কেশপাশম্ ॥ ১০ ॥

সংস্পর্শদূষিতং পরস্পর্শদূষিতং দেহং ত্যক্তুমিচ্ছন্তীত্যময়ঃ ॥ ১১—১২ ॥

ব্যালী অগিবেতি । সস্ত্রমাধ্যালী অগিব অখুদ্যা মালাবুদ্যা গৃহীতা ব্যালীব সর্পিণী-  
 বেত্যর্থঃ । রমায়াঃ শাপেন পূৰ্ব্বজন্মনি মুনিপুত্রীং জাতং তৎকথা তু স্বান্দে প্রসিদ্ধা সৈব  
 দ্বিতীয়জন্মনি সীতাভবৎ ॥ ১৩ ॥

করিতে শুনিলাম যে পুলস্ত্যকুলজ রাবণ আপনার মরণ না বুঝিয়া মোহবশে জানকীকে  
 হরণ করিয়াছে। হে কাকুৎস্থকুলতিলক ! পৌলস্ত্যকুলের নিধনের নিমিত্তই আপনার  
 জন্মগ্রহণ হইয়াছে, অতএব তজ্জগ্ৰাহ এক্ষণে এই জানকী হরণ সংঘটিত হইল ॥ ৫—৮ ॥  
 রাঘব ! জানকীদেবী পূৰ্ব্বজন্মে মুনিতনয়া ও তপস্বিনী ছিলেন। তিনি তপোবনে তপস্তার  
 অমুষ্ঠানে নিরত আছেন, এমনত সময়ে রাবণ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রার্থনা  
 করিল, শুচিস্মিতে ! তুমি আমার ভার্য্যা হও। ইহা শুনিয়া তিনি রাবণকে তিবন্ধার  
 করিলে হৃষ্টমতি দশানন বলপূৰ্ব্বক তাহার কবরীবন্ধন ধারণ করিল। তখন তাপসী  
 অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং হৃষ্টের স্পর্শে দূষিত দেহ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাবণকে  
 অভিশাপ দিলেন, ছুরাঅন্ ! আমি তোমার বিনাশের নিমিত্ত অযোনিজা রমণী হইয়া  
 অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিব। এই বলিয়া তিনি আপনার প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥ ৯—১২ ॥  
 হে পরম্পদ ! রক্ষসাধিপতি রাবণ নিজ কুল বিনাশের নিমিত্ত মালাভ্রমে তীক্ষ্ণবিষা সর্পিণী র

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ ! তস্মা নাশায় চামরৈঃ ।  
 প্রার্থিতস্ম হরেরংশাদজবংশেহপ্যজন্মনঃ ॥ ১৪ ॥  
 কুরু ধৈর্য্যং মহাবাহো ! তত্র সা বর্ততে বশা ।  
 সতী ধর্ম্মরতা সীতা ত্বাং ধ্যায়ন্তী দিবানিশম্ ॥ ১৫ ॥  
 কামধেনুপয়ঃ পাত্রে কুত্বা মঘবতা স্বয়ম্ ।  
 পানার্থং প্রেষিতং তস্মাঃ পীতং চৈবামৃতং তথা ॥ ১৬ ॥  
 সুরভীদুগ্ধপানাং সা ক্ষুৎতৃড়্‌দুঃখবিবর্জিতা ।  
 জাতা কমলপত্রাক্ষী বর্ততে বীক্ষিতা ময়া ॥ ১৭ ॥  
 উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্মা নাশায় রাঘব ! ।  
 ত্রতং কুরুষ্ব শ্রদ্ধাবানাস্বিনে মাসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥  
 নবরাত্রৌপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্ ।  
 সর্বসিদ্ধিকরং রাম ! জপহোমবিধানতঃ ॥ ১৯ ॥  
 মেধৈশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ ।  
 দশাংশং হবনং কুত্বা স্মশান্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২০ ॥

অজো নাম রঘুপুত্রস্তস্য বংশে ॥ ১৪ ॥

যত এতাদৃশঃ পরমেশ্বরস্তং সীতা চ পরমেশ্বর্যাংশভূতা ততঃ কুরু ধৈর্য্যমিত্যাহ কুরু ধৈর্য্যমিতি । ত্বাং ধ্যায়ন্তীত্যনেন পাতিব্রত্যভঙ্গে ন জাত ইতি বোধিতম্ ॥ ১৫ ॥

উদরক্ষুধয়া পীড়িতা সতী রাবণস্য বশা ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ । কামধেনুপয় ইতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অন্তেতত্ত্বাঃ পাতিব্রত্যং যদি সা প্রাপ্নোতি তর্হি তদুপযোগায় নোচেদ্যম কিং ফলং তস্মেতি চেত্তত্রাহ উপায়মিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

ত্রায় সেই রমার অংশভূতা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে কাকুৎস্থ ! সেই  
 দুর্দান্ত রাবণের বিনাশের নিমিত্ত অমরগণ প্রার্থনা করিলে জন্ম, জরা ও মরণ বর্জিত হরির  
 অংশ হইতে অবনীধামে অজবংশে আপনার জন্ম হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ হে মহাবাহো ! আপনি  
 ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, সীতাদেবী দিবারাত্র আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ স্বয়ং দেব-  
 রাজ ইন্দ্র তাঁহার পানের নিমিত্ত অমৃত ও কামধেনুর দুগ্ধ পাত্রে করিয়া নিত্য নিত্য প্রেরণ  
 করেন, তিনি তাহাই পান করিয়া থাকেন । প্রভো ! সুরধেনুর পয়ঃপানে পদ্মপলাশাক্ষী  
 সীতাদেবী ক্ষুধাতৃষ্ণাদি বর্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, আমি নিত্যনিত্য তাঁহাকে  
 দেখিয়া আসিতেছি ॥ ১৬—১৭ ॥ রঘুনন্দন ! এখন তোমাকে আমি রাবণের নিধনোপায়  
 বলিতেছি শ্রবণ কর । আপনি শ্রদ্ধাবান হইয়া এই অশ্বিনমাসেই ত্রতান্ত্রীণে নিরত  
 হউন ॥ ১৮ ॥ নবরাত্র উপবাস করিয়া ভগবতীর পূজা ও বিশিষ্টক জপ হোমাদির অমু-



বিষ্ণুনাচরিতং পূৰ্ব্বং মহাদেবেন ব্রহ্মণা ।  
 তথা মঘবতা চীর্ণং স্বৰ্গমধ্যস্থিতেন বৈ ॥ ২১ ॥  
 স্থখিনা রাম ! কৰ্ত্তব্যং নবরাত্রব্রতং শুভম্ ।  
 বিশেষেণ চ কৰ্ত্তব্যং পুংসা কৰ্ত্তগতেন বৈ ॥ ২২ ॥  
 বিশ্বামিত্রেণ কাকুৎস্থ ! কৃতমেতন্ন সংশয়ঃ ।  
 ভৃগুনাথ বশিষ্ঠেন কশ্যপেন তথৈব চ ॥ ২৩ ॥  
 গুরুণা হতদারেণ কৃতমেতন্মহাব্রতম্ ।  
 তস্মাত্ত্বং কুরু রাজেন্দ্র ! রাবণস্ত বধায় চ ॥ ২৪ ॥  
 ইন্দ্রেণ ব্রহ্মনাশায় কৃতং ব্রতমনুত্তমম্ ।  
 ত্রিপুরস্ত বিনাশায় শিবেনাপি পুরা কৃতম্ ॥ ২৫ ॥  
 হরিণা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে ! ।  
 বিধিবৎ কুরু কাকুৎস্থ ! ব্রতমেতদতদ্বিত্যতঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

কা দেবী কিস্প্রভাবা সা কুতো জাতা কিমাহ্বয়া ।  
 ব্রতং কিং বিধিবৎ বৃহি সৰ্ব্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ২৭ ॥

বিশংসিতৈঃ শব্দৈঃ । দশাংশং হবনং জপদশাংশমিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৫ ॥

মধুনাশায়েতি । যদ্যপি তস্মিন্ সময়ে ব্রতং কৰ্ত্তুমবকাশো ন জাতো নিদ্রোত্তরমব্যব-  
 হিতকালে এব যুদ্ধস্ত জায়মানত্বাৎ তথাপি মম জয়ো ভবত্বহং ব্রতং করিষ্যামীতি তস্মিন্  
 সময়ে সঙ্কল্পানন্তরং কৃতমিত্যত্র তাৎপর্যাৎ ॥ ২৬—২৭ ॥

ঠান করিলে সৰ্ব্ব কামনাই পরিপূর্ণ হয় সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ রঘুকুলতিলক ! পবিত্র ও  
 প্রশস্ত পণ্ডিতরা দেবীর বলি প্রদান ও জপ এবং জপের দশাংশ হোম করিলে নিশ্চয়ই  
 সীতার সমুদ্ধারে সমর্থ হইবেন ॥ ২০ ॥ পূৰ্বে বিষ্ণু, ত্রিলোচন ও পদ্মাসন, এবং স্বৰ্গস্থিত  
 দেবরাজও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ অতএব হে রাঘব ! স্মৃধী ব্যক্তির  
 বিশেষতঃ কষ্টসঙ্কটে নিপতিত পুরুষগণের এই কল্যাণকর ব্রতের অনুষ্ঠান করা একান্তই  
 কৰ্ত্তব্য ॥ ২২ ॥ হে কাকুৎস্থ ! বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ইহারা সকলেই এই ব্রতের  
 আচরণ করিয়াছিলেন । সোম সুরগুরু ভাৰ্য্যা তারারে হরণ করিলে, তিনিও এই  
 মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব রাজেন্দ্র ! আপনিও রাবণ  
 বধের নিমিত্ত এই ব্রতের আচরণ করুন ॥ ২৩—২৪ ॥ হে মহামতে ! ইন্দ্র ব্রহ্মবিনাশের  
 নিমিত্ত ত্রিলোচন ত্রিপুরবিনাশার্থ এবং নারায়ণ মধুটেকটভবিনাশের নিমিত্ত পূৰ্বে এই  
 ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব আপনিও সমাহিতচিত্তে বিধিপূৰ্ব্বক এই ব্রতানুষ্ঠানে  
 দৃঢ়সঙ্কল্প হউন ॥ ২৫—২৬ ॥

নারদ উবাচ ।

শৃণু রাম ! সদা নিত্য শক্তিরাদ্যা সনাতনী ।  
সৰ্বকামপ্রদা দেবী পূজিতা দুঃখনাশিনী ॥ ২৮ ॥  
কারণং সৰ্বজন্তুনাং ব্রহ্মাদীনাং রঘুদ্রহ ! ।  
তস্যাঃ শক্তিং বিনা কোহপি স্পন্দিতুং ন ক্ষমো ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

প্রশ্নচতুষ্টয়স্ত ক্রমেণোত্তরমাহ শৃণু রামেতি । হে রাম ! যা নিত্য কালত্রয়াবাধা আদ্যা  
সৰ্বাদিকারণভূতা ব্রহ্মরূপা যা চ সনাতন্তুনাদিসিদ্ধা শক্তির্জড়রূপা মায়াখ্যা বহৌ বহুশক্তি-  
বদব্রহ্মণি স্থিতা । এতদুভয়াত্মকমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং তত্ত্বং সা দেবী দেবীপদবাচ্য ভবতি ।  
যথা গজশরীরে প্রবিষ্টং চৈতন্যং গজনামকং ভবতি তথা জগৎকরণমায়াশরীরে প্রবিষ্টং প্রথম-  
তশ্চৈতন্যং মুখ্যতয়া মায়াশক্তিপ্রকৃতিসংজ্ঞকং ভবতি অতএব সৰ্বোৎকৃষ্টং প্রথমং দেবীতত্ত্বং  
ভবতি তদনন্তরং দেবীতত্ত্বমেব তত্তদুপগোপাধিষু প্রবিষ্টং ব্রহ্মনিকাদিসংজ্ঞাং ভজতে তদেব  
পঞ্চতন্ত্রাত্মা প্রবিষ্টং তথা মহাভূতেষু প্রবিষ্টং তত্ত্বংসংজ্ঞাং ভজতে ইতি দেবীরূপমেব  
সৰ্বমিতি সৰ্ববেদসিদ্ধান্তো জাগর্তি ন পুনর্সেবনশৈবমতাপন্নঃশাঃ । কীদৃশী সা যা পূজিতা  
সতী দুঃখনাশিনী জননমরণাদিসৰ্বসংসারদুঃখনাশিনী সৰ্বকামপ্রদা সৰ্বকামার্থমোকপ্রদা  
ভবতি । এতেন কা দেবীতি রামপ্রশ্নোত্তরং দত্তং ভবতি । ইদং ভগবত্যাঃ স্বরূপং  
বৃহদারণ্যকে গার্গীশ্রাক্ষণে স্পষ্টম্ । তত্র হি পৃথিব্যাদিকং কস্মিন্নোতশ্চোতং চেতি গার্গ্য  
প্রথমে প্রশ্নে কৃতে যাজ্ঞবল্ক্যেন পরাকাশশক্তিতায়াঃ চিদম্বরশক্তৌ মায়ায়ামোতশ্চোতং  
চেতুত্তরিতে পুনঃ সা চিদম্বরশক্তিঃ পরাকাশশক্তিতা মায়া কস্মিন্নোতা চ প্রোতা চেত্যাতি-  
প্রায়েণ সা হোবাচ । যদুৰ্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যাদিবো যদবাকৃপৃথিব্যাং যদন্তরা দ্যাব্যাপৃথিবী ইমে  
যদুতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিন্নেব তদোতং চ প্রোতং চেতি গার্গ্য প্রশ্নে কৃতে  
ব্রহ্মণোব সা শক্তিরোতা চ প্রোতা চেত্যাতিপ্রায়েণ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সহোবাচ যদুৰ্দ্ধং গার্গী  
দিবো যদবাকৃ পৃথিব্যা যদন্তরাদ্যাব্যাপৃথিবী ইমে যদুতং চ ভবচ্চেত্যাচক্ষতে । আকাশ এব  
তদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্নাকাশ ওতপ্রোতশ্চেতি সহোবাচ এতদেব তদক্ষরং গার্গী !  
ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থলমনুহুস্বমিত্যাদিনোত্তরং দত্তবান্ । তেন চ গ্রহেনেদমেব ভগবতী-  
স্বরূপং প্রতিপাদিতং ভবতি স্পষ্টীকৃতং চৈতন্যভিবৃহদারণ্যকটীকায়াঃ নীলকণ্ঠ্যামিতী-  
হোপরম্যতে । অথ কিস্ত্রীভাবা সেতি পৃষ্টোত্তরমাহ কারণমিতি । সৰ্বজন্তুনাংমিতীদং সৰ্ব-  
জড়াপ্রপঞ্চোপলক্ষণম্ । তথাচ সৰ্বকর্তৃত্বমেবাস্তাঃ প্রভাব ইত্যর্থঃ তথাচ জাতিঃ । তথাক-  
রাং সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি । মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ । তয়োর্দ্বিত্বভূতিলেশো  
বৈ জগদেতচ্চরাচরমিতি ॥ ২৮ ॥

অধুনা কুতো জাতেতি পৃষ্টোত্তরমাহ তস্যাঃ শক্তিং বিনেতি । তস্যা ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগ-  
বত্যাঃ সন্নিদঃ শক্তিন্মায়াখ্যা তাং বিনা কোহপি প্রাণী স্পন্দিতুং চলিতুং ক্ষমঃ সমর্থো নৈব  
ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

রাম কহিলেন, জ্ঞাননিধে ! সেই দেবী কে ? তাঁহার প্রভাব কিরূপ, কোণা  
হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, সেই ব্রতই বা কি প্রকার ? আপনি  
করণাবিতরণ পূৰ্ব্বক তৎসমস্তই বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীর্তন করুন ॥ ২৭ ॥

নারদ কহিলেন, রাবব ! শ্রবণ করুন, সেই দেবী নিত্য ও সনাতনী আদ্যাশক্তি,  
তাঁহার পূজা করিলে তিনি সকল দুঃখ দূর করিয়া সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণোঃ পালনশক্তিঃ সা কর্তৃশক্তিঃ পিতৃশ্রম ।  
 রুদ্রশ্চ নাশশক্তিঃ সা ত্বষ্টা শক্তিঃ পরা শিবা ॥ ৩০ ॥  
 যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিৎস্তু সদসদ্ব্যবসায়ৈ ।  
 তস্মৈ সৰ্বশ্চ যা শক্তিস্তদুৎপত্তিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥  
 ন ব্রহ্মা ন যদা বিষ্ণুর্ন রুদ্রো ন দিবাকরঃ ।  
 ন চেন্দ্রাদ্যাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বে ন ধরা ন ধরাধরাঃ ॥ ৩২ ॥  
 তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেন পরেন বৈ ।  
 সংযুতা বিহরত্যেব যুগাদৌ নিগুণা শিবা ॥ ৩৩ ॥  
 সা ভূত্বা সগুণা পশ্চাৎ কৰোতি ভুবনত্রয়ম্ ।  
 পূৰ্ব্বং সংসৃজ্য ব্রহ্মাদীন্ দত্ত্বা শক্তীশ্চ সৰ্ব্বশঃ ॥ ৩৪ ॥  
 তাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ ।  
 সা বিদ্যা পরমা জ্ঞেয়া বেদাদ্যা বেদকারিণী ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি । বিষ্ণুাদীনাং শক্তিব্রহ্মমপি সৈবেত্যর্থঃ । কা সা তত্রাহ অত্রা শক্তি-  
 রিতি । পরা শিবা যাত্বা শক্তিঃ পরব্রহ্মশক্তিঃ সৈব বিষ্ণুাদিশক্তিঃ ঐয়ক্ৰপিনীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

কিং বহুনা যচ্চ কিঞ্চিদিতি । যদৈতাদৃশো যদীয়রাঃ শক্তেশ্রমহিমা তদা তাদৃশশক্তিমত্যা  
 ব্রহ্মক্ৰপিন্যা ভগবত্যা উৎপত্তিঃ কুতো ভবেৎ কুতোহপীত্যর্থঃ । নহি সৰ্ব্বকারণস্তোৎপত্তিঃ  
 কস্মাদপি সম্ভবত্যনবস্থাপাতাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

সৰ্ব্বাদিভ্যমেব বর্ণয়ন্তুৎপত্তিরাহিত্যং দ্রুতয়তি ন ব্রহ্মেতি ॥ ৩২ ॥

যদা সৰ্ব্বাভাবস্তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেন পরচিদ্রূপেন সংযুতা নিগুণা সাম্যাবস্থা  
 রূপা যুগাদৌ বিহরতি ॥ ৩৩ ॥

সা ভূত্বেতি । সৈব পশ্চাৎ সগুণা গুণত্রয়সম্ভিরা ভূত্বা ততদগুণোপাধিভিঃ পূৰ্ব্বং ব্রহ্মা-  
 দীন্ সংসৃজ্যোৎপাদয়িত্বা তেভ্যঃ শক্তীশ্চ দত্ত্বা ভুবনত্রয়ং কৰোতি ॥ ৩৪ ॥

তিনি ব্রহ্মাদি অখিল জীবগণের কারণ, তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নড়িতে  
 চড়িতেও সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥ সেই পরাৎপরা শিবাদেবীই বিষ্ণুর পালনশক্তি, বিধাতার  
 সৃষ্টিশক্তি, এবং মহেশ্বরের সংহারশক্তি ॥ ৩০ ॥ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে যে কোনও  
 স্থানে যে কিছু নখর ও নিত্য বস্তু বিদ্যমান আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের শক্তি ; অতএব  
 তাঁহার উৎপত্তি আর কোথা হইতে হইবে? ॥ ৩১ ॥ তাঁহার উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মা নহেন,  
 বিষ্ণু নহেন, রুদ্র নহেন, সূর্য্য নহেন, ইন্দ্রাদি সুরগণ নহেন, ধরা নহেন, ধরাধরও নহেন,  
 অতএব তিনিই নিগুণা কৈবল্যরূপিনী পূর্ণা প্রকৃতি, তিনি প্রলয়কালে পরমপুরুষের সহিত  
 মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৩২—৩৩ ॥ তিনিই অবার সগুণা হইয়া প্রথমে ব্রহ্মা  
 বিষ্ণু মহেশ্বরাদির সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত শক্তি প্রদান পূৰ্ব্বক এই ভুবনত্রয়ের  
 সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ তিনিই পরমাবিদ্যা বেদাদ্যা ও বেদকারিণী, জীবগণ তাঁহার



অসংখ্যাতানি নামানি তস্মা ব্রহ্মাদিভিঃ কিল ।  
 গুণকর্মবিধানৈস্তু কল্পিতানি চ কিং ব্রুবে ॥ ৩৬ ॥  
 অকারাদিক্কারান্তৈঃ স্বরৈর্বর্ণৈস্তু যোজিতৈঃ ।  
 অসংখ্যেয়ানি নামানি ভবন্তি রঘুনন্দন ! ॥ ৩৭ ॥  
 রাম উবাচ ।

বিধিং মে ব্রুহি বিপ্রর্ষে ! ত্রতস্ম্যশ্চ সমাসতঃ ।  
 করোম্যদৈব শ্রদ্ধাবান্ শ্রীদেব্যাঃ পূজনং তথা ॥ ৩৮ ॥  
 নারদ উবাচ ।

পীঠং কৃৎস্না সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদম্বিকাম্ ।  
 উপবাসাম্ভবৈব ত্বং কুরু রাম ! বিধানতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 আচার্য্যোহহং ভবিষ্যামি কর্মণ্যশ্মিন্মহীপতে ! ।  
 দেবকার্য্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যহম্ ॥ ৪০ ॥

তাং জ্ঞায়েতি । তাং ব্রহ্মরূপিণীং জ্ঞাত্বা নির্বিকল্পচেতসা স্বাভেদেন সাক্ষাৎকৃত্তা জন্ম-  
 জীবো জন্মাদিরূপসংসাররূপবন্ধনামুচ্যতে । তথাচ শ্রুতিঃ ব্রহ্ম বেদব্রহ্মৈব ভবতীতি ।  
 সা বিদ্যেতি । পরমা যা বিদ্যা নির্বিকল্পবৃত্তিরূপা সা ভগবতী ব্রহ্মরূপিণী জ্ঞেয়া । ব্রহ্মণো  
 বিদ্যাশরীরত্বাৎ । তদ্বক্তৃং শক্তিঃ শরীরমধিদেবতমস্তরায়্যা জ্ঞানং ক্রিয়াঃ করণমামনজ্ঞাল-  
 মিচ্ছা । ঐশ্বর্য্যমায়তনমাবরণানি চ ত্বাং কিস্ত্বগ্ন যদ্ববসি দেবি ! শশাকমৌলেঃ । এতাদৃশ্যা  
 ভগবত্যাশ্চক্রপিণ্যা উৎপত্তিস্মিনসাপি ন সম্ভাব্যোত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ কিমাহ্বয়েতি পৃষ্টশ্রোত্বরমাহ । অসংখ্যাতানীতি । হে রাম ! শ্রীভগবত্যা নামৈক-  
 মস্তীতি চেন্নয়া বক্তব্যং কিস্ত্ব যাবন্তঃ পদার্থান্তে সর্কসে ভগবতীরূপাঃ । এতৈকব সর্কসত্র বর্ত্ততে  
 তস্মাদ্ভ্যুচ্যতে একেতিশ্রুতেঃ একোহং বহুত্বাং প্রজ্ঞায়েয়েতিশ্রুতেঃ । তথাচ যাবন্তঃ পদার্থা-  
 ন্তেষাং গুণকর্মভেদেন বিধানেন ব্রহ্মাদিভিরসংখ্যেয়ানি নামানি কল্পিতানি যদেখং রাম  
 বর্ত্ততে তদেদং নাম ভবতীদং নেতি কথং ব্রুবে তস্মাৎ সর্কসিণি নামান্তত্বা এব ভবতীত্যর্থঃ ।  
 তথাচ শ্রুতিঃ । তন্মামরূপাত্যামেব ব্যাক্রিয়ত ইতি ॥ ৩৬ ॥

স্বরূপ জ্ঞানিতে পারিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাদি-  
 দেবগণ, গুণ ও কর্ম অনুসারে তাঁহার অসংখ্য নাম করনা করিয়া থাকেন । তাহা আমি  
 বর্ণন করিতে সমর্থ নহি ॥ ৩৬ ॥ হে রঘুনন্দন ! বিবিধ স্বরবর্ণ সংযোজিত অকারাদি  
 ক্কারান্ত বর্ণ সমূহ দ্বারা তাঁহার অসংখ্য নাম বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রাম কহিলেন, বিপ্রবর ! আপনি সংক্ষেপে সেই ত্রতের বিধি সমস্ত আমাকে উপদেশ  
 করুন, আমি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অদ্যই দেবীর পূজা করিব ॥ ৩৮ ॥

নারদ বলিলেন, রাঘব ! সমতল স্থানে পীঠ রচনা করিয়া তথায় জগদম্বিকার সংস্থাপন  
 পুরঃসর বিধিপূর্বক নয় দিন উপবাস করুন ॥ ৩৯ ॥ রাজন্ ! আমি এই কর্ণে আচার্য্য  
 হইয়া দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে ইহা সম্পাদন করিব ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং মহা রামঃ প্রতাপবান্ ।  
 কারয়িত্বা শুভং পীঠং স্থাপয়িত্বাশ্বিকাং শিবাম্ ॥ ৪১ ॥  
 বিধিবৎ পূজনং তস্মাশ্চকার ব্রতবান্ হরিঃ ।  
 সম্প্রাপ্তে চাশ্বিনে মাসি তস্মিন্ গিরিবরে তদা ॥ ৪২ ॥  
 উপবাসপরো রামঃ কৃতবান্ ব্রতমুত্তমম্ ।  
 হোমঞ্চ বিধিবত্তত্র বলিদানঞ্চ পূজনম্ ॥ ৪৩ ॥  
 ভ্রাতরৌ চক্রতুঃ প্রেমুণা ব্রতং নারদসম্মতম্ ।  
 অষ্টম্যাং মধ্যরাত্রে তু দেবী ভগবতী হি সা ॥ ৪৪ ॥  
 সিংহারুঢ়া দদৌ তত্র দর্শনম্প্রতিপূজিতা ।  
 গিরিশৃঙ্গে স্থিতোবাচ রাঘবং সানুজং গিরা ।  
 মেঘগম্ভীরয়া চেদং ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৪৫ ॥

দেবুবাচ ।

রাম রাম মহাবাহো ! তুচ্ছান্ম্যদ্য ব্রতেন তে ।  
 প্রার্থয়স্ব বরং কামং যত্তে মনসি বর্ততে ॥ ৪৬ ॥  
 নারায়ণাংশসমুতস্তুং বংশে মানবেহনঘে ।  
 রাবণস্ত বধায়ৈব প্রার্থিতস্তুমরৈরসি ॥ ৪৭ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি অকারাদিক্কারান্তৈস্তিরিতি ॥ ৩৭—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর সেই প্রতাপবান্ ভগবান্ হরি মুনিবরের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক সত্য মনে করিয়া আশ্বিনমাস উপস্থিত হইলে সেই গিরিশৃঙ্গের উপর সুশোভন পীঠ নির্মাণ করাইয়া তথায় জগদম্বিকা শিবা দেবীকে সংস্থাপিত করিলেন এবং বিধিপূৰ্ণক সেই ব্রতের অনুষ্ঠান ও দেবীর পূজা করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ রঘুবর উপবাস করিয়া সেই মহা ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, বিধিপূৰ্ণক হোম, বলিদান ও পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ভ্রাতৃদ্বয় ভক্তিভাবে অষ্টমীর মহারাত্রে সেই নারদ সম্মত ব্রত সম্পূর্ণ করিলে তখন মহাদেবী ভগবতী পূজার পরিতুষ্ট হইয়া সিংহোপরি আরোহণ পূৰ্ণক তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং গিরিশৃঙ্গে অবস্থিতি করিয়া মেঘের স্থায় গম্ভীরস্বরে ও মধুর বচনে রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, রাম ! আমি তোমার ব্রতানুষ্ঠানে পরিতুষ্ট হইলাম, যাহা তোমার মনের অভিলাষ তাহা এখন আমার নিকট প্রার্থনা কর ॥ ৪৪—৪৬ ॥ রাম ! তুমি রাবণ বধের নিমিত্ত দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুর নির্মল ও পবিত্র বংশে নারায়ণের অংশে

পুরা মৎস্ততনুং কৃদ্ধা হৃদ্ধা ঘোরক রাক্ষসম্ ।  
 হৃদ্ধা বৈ রক্ষিতা বেদাঃ সুরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৮ ॥  
 ভূদ্ধা কচ্ছপরূপস্ত ধৃতবান্ মন্দরং গিরিম্ ।  
 অকুপারং প্রমহানং কৃদ্ধা দেবানপোষয়ৎ ॥ ৪৯ ॥  
 কোলরূপং পুরা কৃদ্ধা দশনাগ্রৈণ মেদিনীম্ ।  
 ধৃতবানসি যদ্রাম ! হিরণ্যাক্ষং জঘান চ ॥ ৫০ ॥  
 নারসিংহীং তনুং কৃদ্ধা হিরণ্যকশিপুং পুরা ।  
 প্রহ্লাদং রাম ! রক্ষিত্বা হৃতবানসি রাঘব ! ॥ ৫১ ॥  
 বামনং বপুরাশ্বায় পুরা ছলিতবান্ বলিম্ ।  
 ভূত্রেম্ভস্থানুজঃ কামং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ ॥ ৫২ ॥  
 জমদগ্নিস্ততস্ত্বং বৈ বিষ্ণোরংশেন সংগতঃ ।  
 কৃদ্ধান্তং কৃত্রিয়াণাস্ত দানং ভূমেরদাদ্বিজৈ ॥ ৫৩ ॥  
 তদেদানীং তু কাকুৎস্থ ! জাতো দশরথাত্মজঃ ।  
 প্রার্থিতস্ত্ব সুরৈঃ সৰ্বৈ রাবণেনাতিপীড়িতৈঃ ॥ ৫৪ ॥  
 কপয়ন্তে সহারা বৈ দেবাংশা বলবন্তরাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি নরব্যাত্র ! মচ্ছক্তিসংযুতা হুমী ॥ ৫৫ ॥

অকুপারঃ সমুদ্রঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৭ ॥ তুমিই পুরাকালে দেবতাগণের হিত কামনার মৎস্ততনু পরিগ্রহ  
 করিয়া ঘোরতর রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বেদ সকলের রক্ষা করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥ তুমিই কচ্ছপ-  
 রূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্দরগিরি ধারণপূর্বক পয়োনিধি মন্থন করিয়া দেবতাগণের পুষ্টিসাধন  
 করিয়াছ ॥ ৪৯ ॥ রাম ! তুমিই পুরাকালে বরাহাবতার হইয়া দশনাগ্রভাগে মেদিনীমণ্ডল  
 ধারণ করিয়াছি এবং নারসিংহ তনু পরিগ্রহ পূর্বক হিরণ্যকশিপু দেহ পর্ত্ত-ধরতর-  
 নথরাগ্র-কুলিণে বিদারণ করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ৫০—৫১ ॥ রঘুনন্দন ! তুমিই  
 পুরাকালে বামনরূপ ধারণ পূর্বক ইন্দ্রের অমুজরূপে বলিকে ছলনা করিয়া দেবতাগণের  
 কার্য্য সাধন করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ কোণল্যানন্দন ! তুমিই যমদগ্নির পুত্ররূপে বিপ্রবংশে অংশাবতার  
 হইয়া কৃত্রিয়কুল নির্মূলরূপে সংহার পূর্বক ভগবান্ কশ্যপ ঋষিকে অধিল ভূমণ্ডল প্রদান  
 করিয়াছ ॥ ৫৩ ॥ সেইরূপ এক্ষণে তুমি রাবণ কর্ত্তক প্রপীড়িত সুরগণের প্রার্থনায় নির্মল  
 কাকুৎস্থকূলে দশরথের পুত্র হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ ॥ ৫৪ ॥ অতএব দেবতাগণের  
 অংশোৎপন্ন মদীর শক্তি সমন্বিত অত্যন্ত বলশালী কপীজগণ তোমার সহায় হইবে। তোমার



শেষাংশোহপ্যনুজন্তেহয়ং রাবণান্ননাশকঃ ।  
 ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ কর্তব্যোহত্র ত্বয়ানঘ ! ॥ ৫৬ ॥  
 বসন্তে সেবনং কার্যং ত্বয়া তত্রাতিশ্রদ্ধয়া ।  
 হস্তাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং যথাস্থখম্ ॥ ৫৭ ॥  
 একাদশসহস্রাণি বর্ষাণি পৃথিবীতলে ।  
 কুত্বা রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ ! গন্তাসি ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বাস্তর্দধে দেবী রামস্ত প্রীতমানসঃ ।  
 সমাপ্য তদ্ব্রতং চক্রে প্রয়াণং দশমীদিনে ॥ ৫৯ ॥  
 বিজয়াপূজনং কুত্বা দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ ।  
 নারদায় প্রতস্থেহসৌ সমুদ্রাভিমুখো হরিঃ ॥ ৬০ ॥  
 কপিপতিবলযুক্তঃ সানুজঃ শ্রীপতিশ্চ,  
 প্রকটপরমশক্ত্যা প্রেরিতঃ পূর্ণকামঃ ।  
 উদধিতটগতোহসৌ সেতুবন্ধং বিধায়া-  
 ত্যহনদমরশত্রুং রাবণং গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৬১ ॥  
 যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ।  
 স ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগান্ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৬২ ॥

দ্বিজে দ্বিজাধিকরণে ॥ ৫৪—৫৮ ॥

ইতু্যক্তেতি । ইতি বরং দেষ্যত্যাৰ্থঃ ॥ ৫৯—৬২ ॥

অনুজ লক্ষণ শেষনাগের অবতার, এই অতুল ভূজবলশালী পুরুষ, রাবণান্নজ ইন্দ্রজিংকে সংহার করিবে তাহাতে তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না ॥ ৫৫—৫৬ ॥ তুমি রাবণকে সংহার করিয়া বসন্তকালে শ্রদ্ধার সহিত আমার পূজা করিয়া যথাস্থখে রাজত্ব করিতে থাকিবে ॥ ৫৭ ॥ রঘুবর ! তুমি একাদশ সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতলে রাজ্য করিয়া পুনর্বার ত্রিদিব ভবনে গমন করিবে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এই বলিয়া দেবী অস্তর্হিত হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীতচিত্ত হইলেন এবং সেই কল্যাণকর ব্রত সমাপন পূর্বক দশমীদিনে বিজয়া-পূজা সমাধা এবং মহর্ষি নারদকে বহুবিধ বস্তু দান করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯-৬০ ॥ রাজন্ ! এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত মহাশক্তি মহাদেবী কর্তৃক প্রেরিত ও পূর্ণকাম হইয়া কমলাপতি রাম-চন্দ্রঅনুজের সহিত কপিপৈতৃ সমভিব্যাহারে সিদ্ধতটে গমন করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্বক সুরশত্রু রাবণকে সংহার করিলেন । তাহার এই অতুল কীর্ত্তি ত্রৈলোক্য মণ্ডলের সর্বত্রই

সন্ত্যক্তানি পুরাণানি বিস্তরাণি বহুনি চ ।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রং ন তুল্যানীতি মে মতিঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণেহষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং  
তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

দেবী ভাগবতশাস্ত্র তৃতীয়স্কন্ধবিস্তরম্ । (১৮৭৬) সার্ভ্বঃ ষড়্ভুজশৈলেন্দ্রপদোদ্যোতাসো বাসীরচঃ ॥

ন তুল্যানীতি । তানি পুরাণান্তে কৈকগুণোপাধিবৃদ্ধিবিষ্ণুাদিপ্রতিপাদকানীদৃশ দেবী-  
ভাগবতঃ তদুপগম্ননভূতসাম্যাবস্থায়োপাধিবৃদ্ধিরূপপরাশক্তিপ্রতিপাদকমতো ন ততুল্য-  
ানি তানি পুরাণানীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমদৈকবকুলোৎপন্নরক্ষনাপায়কঃ স্বধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোহভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবীভাগবতশাস্ত্রং ব্যাখ্যানরহিতম্ চ ।

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সমাগ্ যঃ কৃতবান্ শুভাম্ ॥ ২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধ এতাস্থাঃ সমাপ্তো ভূচ্ছুভার্থদঃ ।

তেন তুষাতু সা দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তিলকাখ্যে ত্রিংশদধ্যায়ঃ  
সমাপ্তঃ ।

পরিকীর্ষিত হইতে লাগিল ॥৬১॥ যে মানব ভক্তি সমন্বিত চিত্তে দেবীর এই অত্যাশ্রম চরিত  
কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিপুল সুখসম্ভোগ প্রাপ্ত হইয়া অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হই  
সন্দেহ নাই ॥৬২॥ মহারাজ ! অত্যাশ্রম বহুতর পুরাণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোনটিই এই  
শ্রীমদ্দেবীভাগ-বতের তুল্য নহে, ইহা আমার হির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত নারদের নবরাত্র ব্রত বর্ণন ও রাম-

চন্দ্রের তদনুষ্ঠান বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ \* ॥

সমাপ্তশ্লোকঃ তৃতীয়স্কন্ধঃ ।





# চতুর্থঃ স্কন্ধঃ ।

## প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

বাসবেয় ! মুনিশ্রেষ্ঠ ! সৰ্বজ্ঞাননিধেহনঘ ! ।  
প্রমুখমিচ্ছাম্যহং স্বামিন্স্মাকং কুলবৰ্দ্ধন ! ॥ ১ ॥  
শূরসেনমৃতঃ শ্রীমান্ বহুদেবঃ প্রতাপবান্ ।  
শ্রুতং ময়া হরিষ্যত্ব পুত্রভাবমবাগুবান্ ॥ ২ ॥  
দেবানামপি পূজ্যোহভূন্নান্না চানকহৃন্দুভিঃ ।  
কারাগারে কথং বদ্ধঃ কংসস্ত ধর্ম্যতৎপরঃ ॥ ৩ ॥

গণেশায় নমঃ ।

যদুশ্চৈবনিমেষান্তাঃ কথং প্রলয়োত্তরো ।  
বন্ধে তাঃ ভুবনেশানী সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥  
অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশদ্বিঃ পদোন্নয়নরত্ন ।  
কৃষ্ণাবতারসম্প্রদায়ো রাজা কৃত উদীয়তে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে রামাবতারপর্যন্তমবতারাঃ শ্রীভগবতাধীনাস্তয়া যথা যথা প্রের্যাস্তে তথা-  
তথা তে কুর্কস্তীতাক্তঃ ন তু কৃষ্ণাবতারস্তদধীন উক্তঃ । তথা চ তত্তেজস্বশক্তিযুক্তভেদে ন তত্ত  
হৃদশা তদাশ্রিতানাং যাদবানাং পাণ্ডবানাং হৃদশা কিমিতি জ্ঞাতেভ্যভিপ্রায়েণ । কিঞ্চ  
জগতঃ কারণং শ্রীভুবনেশ্বরী ভগবতী মায়াবিশিষ্টবৃদ্ধরূপিণীতি সর্ববেদসিদ্ধং তত্ত্বাচ্চ নৈবম্যা-  
নৈবগ্যরাহিত্যোনোচ্চাবচন্যষ্টিকল্পনং কিংনিমিত্তমভবদिति তন্নিমিত্তপরিচয়ার্থঞ্চ জনমে-  
জয়ঃ পৃচ্ছতি বাসবেয় মুনিশ্রেষ্ঠেতি । বাসব্যাঃ স্মৃগকায়ঃ অপত্যং বাসবেয়ঃ । শ্রীভ্যো  
চগিতি চক্ । হে বাস ! ॥ ১—৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে সৰ্বজ্ঞাননিধে ! প্রভো ! হে বিমলাশ্রয় ! মুনিবর ! বাস-  
বেয় ! আপনি নিয়তই অশ্বকুলের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, আমি আপনাকে  
কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিতেছি ॥ ১ ॥ মুনিবর ! আমি পূর্বে শুনিয়াছি  
যে, স্বয়ং ভগবান্ হরি ষাটার পুত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রতাপবান্ আনকহৃন্দুভি  
দেবগণেরও পূজনীয়, সেই শ্রীমান্ শূরসেন-তনয় বহুদেব, সতত ধর্ম্যনিরত থাকিয়াও কি

দেবক্যা ভার্য্যয়া সার্কিং কিমাগঃ কৃতবানসৌ ।  
 দেবক্যা বালঘট্কস্য বিনাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥  
 তেন কংসেন কস্ম্যদৈ যয়াতিকুলজেন চ ।  
 কারাগারে কথং জন্ম বাসুদেবস্য বৈ হরেঃ ॥ ৫ ॥  
 গোকুলে চ কথং নীতো ভগবান্ সাত্বতাম্পতিঃ ।  
 গতৌ জন্মান্তরং কস্ম্যৎ পিতরৌ নিগড়ে স্থিতৌ ॥ ৬ ॥  
 দেবকীবাসুদেবৌ চ কৃষ্ণশ্চামিততেজসঃ ।  
 কথং ন মোচিতৌ বন্ধৌ পিতরৌ হরিণামুনা ॥ ৭ ॥  
 জগৎ কর্তুং সমর্থেন স্থিতেন জনকোদরে ।  
 প্রাক্তনং কিং তয়োঃ কৰ্ম্ম দুৰ্ব্বিজ্ঞেয়ং মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥  
 জন্ম বৈ বাসুদেবস্য যত্রাসীৎ পরমাত্মনঃ ।  
 কেতে পুত্রাশ্চ কা বলা যা কংসেন বিপোখিতা ॥ ৯ ॥

আগোহপরাধঃ । যেনাপরাধেন কারাগারে বদ্ধস্তাদৃশমাগঃ কিং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥  
 যযাতে: কুলমুত্তমমেব তদুদ্ভবেনাপি কংসেন কুলীনেনেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥  
 গতৌ জন্মান্তরমিতি । ক্লিয়বংশজঃ সন্ গোপালবংশজত্ববিশিষ্টং লোকদৃষ্ট্য জন্মান্তরং  
 কস্মাদগত ইত্যর্থঃ । পিতরাবিত্যন্তোরজ্ঞানঃ ॥ ৬—৭ ॥  
 নহু প্রাক্তনকৰ্ম্মবশাতৌ বন্ধৌ তত্র হরিঃ কিং করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ প্রাক্তনং কিমিতি ।  
 যত্র পরমাত্মনো জন্মভবত্তত্র প্রাক্তনং কিমবশিষ্টম্ । যন্নহাত্মভিরপি দুর্জ্ঞেয়ম্ । ন হি তস্মিন্  
 সতি পরমেশ্বরস্য জন্ম শ্রাদ্ধিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নিমিত্ত কংসের কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২—৩ ॥ দেবকী-ভার্য্যার সহিত তিনি কি  
 অপরাধ করিয়াছিলেন ? কি নিমিত্ত যযাতিকুলনন্দন কংসরাজ, দেবকীর ছয়টি শিশু পুত্রকে  
 বিনাশ করিয়াছিলেন । কি নিমিত্তই বা হরি বাসুদেবের পুত্র হইয়া কারাগারে জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছিলেন ? ॥ ৪—৫ ॥ কেনই বা সাত্বত কুলপতি ভগবান্ বাসুদেব গোকুলে নীত  
 হইয়াছিলেন, ক্লিয়বংশে উৎপন্ন হইয়া কেনই বা তিনি লোকমধ্যে গোপালকুলজ বলিয়া  
 বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; অপ্রমিত তেজঃসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের জনকজননী বাসুদেব ও দেবকী  
 কি নিমিত্ত নিগড়-নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতে সমর্থ, সেই  
 অপ্রমিত-প্রভাব হরি জননীর জঠরদেশে অবস্থিত হইয়াও কি নিমিত্ত নিগড়বদ্ধ পিতা  
 মাতাকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া দিলেন না । তাঁহারা যে মহাত্মাগণেরও  
 দুর্জ্ঞেয় আপন আপন প্রাক্তন কৰ্ম্মফলে কারাবদ্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে  
 পারে না, কারণ, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেখানে কি আর  
 প্রাক্তন কৰ্ম্মের ফলভোগ হইতে পারে ? আর, বাসুদেবের ঔরসে ও দেবকী গর্ভে সমুৎপন্ন  
 হইয়া পরিশেষে তাহারা কংস কর্তৃক নিহত হইয়াছিল তাহারা পূৰ্ব্বে কে ছিল ? ॥ ৬—৮ ॥

শিলায়াং নির্গতা বোয়সি জাতা ত্বষ্টভূজা পুনঃ ।  
 গার্হস্থ্যঞ্চ হরেবুহি বহুভার্যাস্তু চানঘ ! ॥ ১০ ॥  
 কার্য্যাণি তত্র তান্বেব দেহত্যাগঞ্চ তস্মৈ বৈ ।  
 কিংবদন্ত্যা শ্রুতং যত্তন্মনো মোহয়তীব মে ॥ ১১ ॥  
 চরিতং বাসুদেবস্তু ত্বমাখ্যাহি যথাতথম্ ।  
 নরনারায়ণৌ দেবৌ পুরাণার্ষিসত্তমৌ ॥ ১২ ॥  
 ধর্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তপশ্চরতুরুত্তমম্ ।  
 যৌ মুনৌ বহুবর্ষাণি পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥  
 নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ নিঃস্পৃহৌ জিতষড়্গুণৌ ।  
 বিষ্ণোরংশৌ জগৎস্থেন্নৈ তপশ্চরতুরুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥  
 তয়োরংশাবতারৌ হি জিহুকৃষ্ণৌ মহাবলৌ ।  
 প্রসিক্তৌ মুনিভিঃ প্রোক্তৌ সর্বজ্ঞৈর্নারদাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ কে তে পুত্রা ইতি । শিলায়াং যে বিপোধিতা ইতি শেষঃ । তে কে পূর্বজ্ঞান  
 হিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

কিংবদন্ত্যা জনশ্রুত্যা মনো মোহয়তীবেতি । কচিদীশ্বরবচ্চরিতেন কচিজীববচ্চরিতেন  
 কিংবদন্ত্যো বা জীবো বেতি মনসো মোহো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ নরনারায়ণাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

জিতষড়্গুণৌ জিতকামক্রোধাদিষট্কেৌ । জগৎস্থেন্নৈ জগৎকল্যাণায় ॥ ১৪—১৫ ॥

যে বালিকা কংস কর্তৃক শিলায় আহত ও তৎকণাৎ অষ্টভূজা হইয়া আকাশপথে উখিত হইয়া-  
 ছিলেন তিনিই বা কে ? হে বিমলায়ন ! যিনি বহুতর রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই  
 শ্রীহরি কিরূপে গৃহস্থ ধর্ম্মেব আচরণ করিলেন ; এবং তিনি সেই জন্মে যে যে কর্ম্ম করিয়া  
 যেক্রমে দেহত্যাগ করেন তৎসমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন । আমি কিংবদন্তীতে যাচা  
 যাচা শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় যেন আমার মনকে মোহিত করিয়া আনিতেছে । ভগবন্ !  
 তাহাতে শুনিতেছি যে বাসুদেবের চরিত্র কখন ঈশ্বরের জ্ঞায় কখনও বা সামান্ত জীবের  
 জ্ঞায়, অতএব তিনি ঈশ্বর অথবা সামান্ত মানব এইরূপ সংশয়বিজুষ্টিত মোহে আমার মন  
 ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে আপনি বাসুদেবের চরিত্র যথার্থরূপে বর্ণন করিয়া আমার এই  
 মোহ বিদূরিত করুন ॥ ৯—১১ ॥

হে ভগবন্ ! পূর্বে, ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা পুরাতন মুনি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, নরনারায়ণ নামক দেবতা  
 দ্বয় পবিত্র বদরিকাশ্রমে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অতুতম তপস্তা করিয়াছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ এই  
 মুনিদ্বয় বিষ্ণুর অংশ, ইহারা জগতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত, নিঃস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ও নিরা-  
 হার হইয়া কামক্রোধাদি রিপুবর্গের পরাজয় পূর্বক অতুতম তপস্তা করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ সর্ব-



বিদ্যমানশরীরো তৌ কথং দেহান্তরং গতো ।  
 নরনারায়ণৌ দেবৌ পুনঃ কৃষ্ণার্জুনৌ কথম্ ॥ ১৬ ॥  
 যৌ চক্রতুষ্পপশ্চ্যাৎ মুক্ত্যর্থং মুনিসত্তমৌ ।  
 তৌ কথং প্রাপতুর্দেহৌ প্রাপ্তযোগৌ মহাতপৌ ॥ ১৭ ॥  
 শূদ্রঃ স্বধর্মনিষ্ঠস্ত যতো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ ।  
 বৈশ্যঃ স্বধর্মনিষ্ঠস্ত দেহান্তে কল্লিয়ৌ ভবেৎ ॥ ১৮ ॥  
 কল্লিয়স্ত শুভাচারো যতো বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।  
 ব্রাহ্মণো নিঃস্পৃহঃ শান্তো ভবরোগাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥  
 বিপরীতমিদং ভাতি নরনারায়ণৌ চ তৌ ।  
 তপসা শোষিতাত্মানৌ কল্লিয়ৌ তৌ বভূবুতুঃ ॥ ২০ ॥  
 কেন তৌ কর্মণা শান্তৌ জাতৌ শাপেন বা পুনঃ ।  
 ব্রাহ্মণৌ কল্লিয়ৌ জাতৌ কারণং তন্মুনে ! বদ ॥ ২১ ॥

বিদ্যমানশরীরো ভাবিতি । পূর্বদেহং পরিত্যজ্য দেহতিরোগমনং সম্ভবতি ন চ তদি-  
 হান্তি । তথা চ কথং তয়োর্দেহান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ যৌ চক্রতুরিতি । মুক্ত্যর্থং তপস্ততোর্দেহান্তরগমনফলং বিকল্পং কথমভূদিতি-  
 প্রস্নার্থঃ ॥ ১৭ ॥

যদ্বস্তপসা যদ্বদফলং ভবতি তদাহ শূদ্র ইতি ॥ ১৮—১৯ ॥  
 এবং নিয়মে সতি নরনারায়ণয়োর্ব্রাহ্মণয়োজ্ঞানিনোর্কিপরীতঃ কল্লিয়জন্মফলং কথমভূদি-  
 ত্যাহ বিপরীতমিতি ॥ ২০ ॥

বিপরীতফলকারণং তর্কয়তি কেন ভাবিতি ॥ ২১ ॥

জ্ঞানসম্পন্ন নারদাদি মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, স্প্রশিক্ মহাবল অর্জুন ও কৃষ্ণ পূর্বোক্ত  
 পুরাতন মুনিদ্বয়ের অংশাবতার ॥ ১৫ ॥ সেই নরনারায়ণ দেবতাদ্বয় পূর্বদেহ বিদ্যমান সম্বোধ  
 ক্রীড়ে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জুন হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? ॥ ১৬ ॥ আর যে  
 মুনীন্দ্ৰযুগল মুক্তির নিমিত্ত উগ্রতর তপস্তা করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা  
 ক্রীড়ে দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ? ॥ ১৭ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আমরা শুনিয়াছি, স্বধর্ম নিরত  
 শূদ্র, দেহান্তে বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এইরূপ বৈশ্য সদাচারনিষ্ঠ হইলে  
 কল্লিয়কুলে জন্মিয়া থাকে এবং সদাচার সম্পন্ন কল্লি, দেহ পরিহার পূর্বক ব্রাহ্মণকুলে  
 জন্মিয়া থাকে । আর ব্রাহ্মণ যদি নিঃস্পৃহ ও শান্তিপথাবলম্বী হয়েন তাহা হইলে ভবঘণ্টা  
 হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮—১৯ ॥ ভগবন্ ! সেই নরনারায়ণ, তপস্তা দ্বারা শরীর  
 শোষণ করিয়াও যে কল্লিয় হইয়াছিলেন, এ বিষয় নিয়মের বিপরীত বলিয়াই আমার নিকট  
 প্রতিভাত হইতেছে ॥ ২০ ॥ তাঁহারা যোগী হইলেও কি কর্ম দ্বারা পুনর্বার জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছিলেন ? অথবা তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়া শাপপ্রযুক্তই কল্লিয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন ?

যাদবানাং বিনাশশ্চ ব্রহ্মশাপাদিতি ক্রটিঃ ।  
 কৃষ্ণশ্যাপি হি গাক্ষর্যাঃ শাপেনৈব কুলক্ষয়ঃ ॥ ২২ ॥  
 প্রহ্মস্বহরণং চৈব শশ্বরেণ কথং কৃতম্ ।  
 বর্তমানে বাসুদেবে দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে ।  
 পুত্রশ্চ সূতিকাগেহাক্ষরণক্ৰাতিদুর্ঘটম্ ॥ ২৩ ॥  
 দ্বারকাদুর্গমধ্যাদ্ বৈ হরিবেশ্যাদুরত্যাং ।  
 ন জ্ঞাতং বাসুদেবেন তৎ কথং দিব্যচক্ষুষা ॥ ২৪ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহান্ ব্রহ্মস্মিঃসন্দেহঃ কুরু প্রভো ! ।  
 যৎ পত্ন্যা বাসুদেবশ্চ দম্ব্যভিনুর্গীতা হতাঃ ॥ ২৫ ॥  
 স্বর্গতে দেবদেবে তু তৎ কথং মুনিসত্তম ! ।  
 সংশয়োহন্যোহস্তি মে ব্রহ্মশ্চিন্তান্দোলনকারকঃ ॥ ২৬ ॥  
 বিষ্ণোরংশঃ সমুদ্ভূতঃ শৌরির্ভূতারহারকৃৎ ।  
 স কথং মথুরারাজ্যং ভয়াভ্যক্তা জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ যাদবানামিতি । স কথং জাত ইতি বদেতি শেষঃ । কৃষ্ণশ্যাপিতি । গাক্ষর্যাঃ  
 শাপেনৈবশ্যাপি কৃষ্ণশ্চ কুলক্ষয়ঃ কথং জাত ইত্যপি বদেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বাসুদেবে বর্তমানে পুত্রশ্চ হরণং কথং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ তেন কৃতং হরণং বাসুদেবেন দিব্যচক্ষুষা কথং ন জ্ঞাতম্ । বদার্থং মহামোহে নিমগ্ন  
 ইত্যাহ ন জ্ঞাতমিতি ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ যৎ পত্ন্যা ইতি ॥ ২৫ ॥

স্বর্গতে বৈকুণ্ঠং গতে ॥ ২৬ ॥

বাহাই হউক, হে মুনে ! আপনি আমার নিকট ইহার কারণ বর্ণন পূর্বক সংশয় অপনোদন  
 করুন ॥ ২১ ॥ আমি শুনিয়াছি যে ব্রহ্মশাপে যদুকুল ধ্বংস হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার  
 হইলেও গাক্ষারীর অভিশাপে তাঁহার কুলক্ষয় হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ অশ্বরাজ শশ্বর কি নিমিত্ত  
 প্রহ্মস্বকে হরণ করিয়াছিল, দেবদেব বাসুদেব জনাৰ্দ্দন বিদ্যমান থাকিলেও সূতিকাগার  
 হইতে পুত্রের হরণ অত্যন্ত দুর্ঘট বলিয়া মনে হয় ॥ ২৩ ॥ শশ্বরাসুর ছরভিক্রমা দ্বারক।  
 মধ্যস্থিত হরির গৃহ হইতে প্রহ্মস্বকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেও বাসুদেব দিব্যচক্ষু দ্বারা  
 দেখিতে পাইলেন না কেন ? ॥ ২৪ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! বাসুদেব দেহত্যাগ করিলে দম্ব্যগণ তাহার  
 পত্নীগণকে যে লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হই-  
 রাছে ॥ ২৫ ॥ হে মুনিসত্তম ! দেবদেব বাসুদেব স্বর্গগত হইলেই উক্ত ব্যাপার কেন সংঘটিত  
 হইল, ব্রহ্মন্ ! ইহা ব্যতীত আমার আর একটি গুরুতর সংশয় আছে বাহা মানসগণে  
 উদ্ভিত হইয়া চিন্তকে আলোড়িত করিতেছে ॥ ২৬ ॥ সাধো ! শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ হইতে

দ্বারবত্যাং গতঃ সাধো ! সসৈন্যঃ সমুদ্রদগণঃ ।  
 অবতারো হরেঃ প্রোক্তো ভূভারহরণায় বৈ ॥ ২৮ ॥  
 পাপাত্মনাং বিনাশায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ।  
 তৎ কথং বাসুদেবেন চৌরাস্তে ন নিপাতিতাঃ ॥ ২৯ ॥  
 যৈহৃতা বাসুদেবস্ত পত্ন্যঃ সংলুপ্তিতাশ্চ তাঃ ।  
 স্তেনাস্তে কিং ন বিজ্ঞাতাঃ সর্বজ্ঞেন সতা পুনঃ ॥ ৩০ ॥  
 ভীষ্মদ্রোণবধঃ কামং ভূভারহরণে মতঃ ।  
 অবিতাশ্চ মহাত্মানঃ পাণ্ডবা ধর্মতৎপরাস্তে ॥ ৩১ ॥  
 কৃষ্ণভক্তাঃ সদাচার্য যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ।  
 তে কৃত্বা রাজসূয়ঞ্চ যজ্ঞরাজং বিধানতঃ ॥ ৩২ ॥  
 দক্ষিণা বিবিধা দত্ত্বা ব্রাহ্মণোভ্যোহতিভাবতঃ ।  
 পাণ্ডুপুত্রাস্তু দেবাংশা বাসুদেবাস্থিতা যুনে ! ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

ভীষ্মদ্রোণাদয়ো ধর্মাত্মানোহপি ভূভারকারক। ইতি জ্ঞাত্বা তেষাং বধস্তত্ত্ব মত ইষ্টৌ  
জাতস্তথা সতি তেষাং স্তেনানাং কথং তেন বধো ন কৃত ইতি বদেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ কৃষ্ণভক্তা ইতি ॥ ৩২—৩৩ ॥

উৎপন্ন ; মুনিগণও কহিয়া থাকেন যে ভূভার হরণের নিমিত্ত ভগবান্ হরি অবনীতে  
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ, অরাসন্ধের ভরে মথুরারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য  
ও সমুদ্রদগণের সহিত দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। এ বিষয় আমার আশ্চর্য্য  
বলিয়াই বোধ হইতেছে। আর দেখুন যদি অমেরায়া বাসুদেব, পৃথিবীর ভার হরণ,  
পাপাত্ম্যগণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে যে সকল  
ছুষ্ট তত্ত্বর তাঁহার পত্নীগণের লুপ্তন করিয়া লইয়াছিল ; তাহাদিগকে পূর্বে তিনি বিনাশ  
করেন নাই কেন ? তিনি সর্বজ্ঞ হইয়াও কি সেই চৌরগণকে জানিতেন না ? ॥ ২৭—৩০ ॥  
তিনি ধর্মনিরত মহাত্মা পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতি মহাত্মা ধর্ম-  
পরায়ণ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে ভূভার বিবেচনা করিয়া কিরূপে তাহাদের বধ সাধন করিয়া-  
ছিলেন, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডু-  
পুত্রগণ সদাচার দেবাংশ সন্তুত কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা ভক্তিভাবে বিধিপূরক রাজসূয় মহাযজ্ঞ  
সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ প্রকার দক্ষিণা প্রদান পূর্বক বাসুদেবের আশ্রিত  
হইয়াছিলেন, তথাপি হে যুনে ! তাঁহারা কিজন্ত ঘোরতর হুঃখ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের  
স্বকৃতিরাশি কোণায় অপহৃত হইয়াছিল, মুনিবর ! তাহারা এমন কি ঘোরতর পাপ



ঘোরং দুঃখং কথং প্রাপ্তাঃ ক গতং স্কৃতঞ্চ তৎ ।

কিং তৎ পাপং মহারৌদ্রং যেন তে পীড়িতাঃ সদা ॥ ৩৪ ॥

দ্রোপদী চ মহাভাগা বেদীমধ্যাং সমুখিতা ।

অংশজা চ সাধ্বী চ কৃষ্ণভক্তিয়ুতা তথা ॥ ৩৫ ॥

স। কথং দুঃখমতুলং প্রাপ ঘোরং পুনঃ পুনঃ ।

দুঃশাসনেন সা কেশে গৃহীতা পীড়িতা ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥

রজস্বলা সভায়াস্তু নীতা ভীতৈকবাসসা ।

বিরাটনগরে দাসী জাতা মৎস্যস্ত সা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

ধর্মিতা কীচকেনাথ রুদতী কুরুরী যথা ।

হতা জয়দ্রথেনাথ ক্রন্দমানাতিদুঃখিতা ॥ ৩৮ ॥

মোচিতা পাণ্ডবৈঃ পশ্চাদ্বলবদ্ধির্মহাত্মভিঃ ।

পূর্বজন্মকৃতং কিং তদ্ পাতকং যেন পীড়িতাঃ ॥ ৩৯ ॥

দুঃখান্যনেকান্যাপ্তাস্তে কথয়াদ্য মহামতে ! ।

রাজসূয়ং ক্রতুবরং কৃত্বা তে মম পূর্বজাঃ ॥ ৪০ ॥

ক গতং স্কৃতঞ্চ তদिति । নহু পূর্বজন্মেবোক্তং রাজসূয়ং সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইতি তৎকথমত্র শকাতে ক গতং স্কৃতঞ্চ তদिति চেৎ । এতাদৃশবাস্তবেনাদিসর্বজনপুত্রসান্নিদো কথং সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইত্যত্রৈব প্রশ্নতাপর্গাৎ । তদেবাহ কিং তৎ পাপমিতি । যেন পাপেন সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইতি কৃত্বা দুঃখেন পীড়িতাস্তৎ পাপং কিমত্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চ দ্রোপদাতি ॥ ৩৫—৩৯ ॥

কিঞ্চ রাজসূয়মিতি ॥ ৪০ ॥

করিয়াছিলেন, যদ্বারা তাঁহাদিগকে নিরস্তরই ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইয়াছিল ॥৩২-৩৪॥ মহাভাগা দ্রোপদী বেদিমধ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি লক্ষ্মীর অংশজাতা, সাধ্বী ও কৃষ্ণভক্তিসমবিতা ; তিনিই বা কি নিমিত্ত অতুলনীয় ঘোরতর দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? হায় ! দ্রোপদী দুঃশাসন কর্তৃক কেশাকর্ষণে অতিশয় প্রপীড়িতা এবং রজস্বলা একবস্ত্রা ও ভীতা হইলেও সেই দৃষ্ট কর্তৃক রাজসভায় আনীতা হইয়াছিলেন, তিনি বিরাটনগরে মৎস্যরাজের দাসী, ও কুরুরাজের জায় রোদন করিলেও কীচক কর্তৃক ধর্মিতা ও অপমানিতা হইয়াছিলেন ; হায় ! সেই দ্রোপদী অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেও জয়দ্রথ কর্তৃক অপহৃতা হইয়া পরিশেষে বলবান্ মহাত্মা পাণ্ডবগণ কর্তৃক মোচিত হইয়াছিলেন ; মুনে ! পূর্বজন্মে সেই পাণ্ডবগণ এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যদ্বারা তাহাদিগকে এরূপ ঘোরতর মহাক্লেশে পড়িতে হইয়াছিল ? ॥ ৩৫—৩৯ ॥ হে মহামতে ! আমার পূর্বপুরুষগণ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও কি কারণে এবং কিরূপে অনেক প্রকার দুঃখ

দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তাঃ পূৰ্বজন্মকৃতেন বৈ ।

দেবাংশানাং কথং তেষাং সংশয়োহয়ং মহান্ হি মে ॥ ৪১ ॥

সদাচারৈস্তু কোন্তেইভীষ্মদ্রোণাদয়ো হতাঃ ।

ছলেন ধনলোভার্থং জানানৈর্নশ্বরং জগৎ ॥ ৪২ ॥

প্রেরিতা বাসুদেবেন পাপে ঘোরে মহাত্মনা ।

কুলং ক্ষয়িতবস্তুস্তে হরিণা পরমাত্মনা ॥ ৪৩ ॥

বরং ভিক্ষাটনং সাধোনীবারৈর্জীবনং বরম্ ।

যোধান্ন হত্বা লোভেন শিল্পেন জীবনং বরম্ ॥ ৪৪ ॥

বিচ্ছিন্নস্তু ত্বয়া বংশো রক্ষিতো মুনিসত্তম ! ।

সমুৎপাদ্য স্ততানাম্ গোলকাঙ্ক্ষক্রনাশনান্\* ॥ ৪৫ ॥

মম পূৰ্বজাঃ পূৰ্বজন্মকৃতপাপেন দুঃখং প্রাপ্তা ইতি বক্তব্যং তদপি ন সম্ভবতি । দেবাংশানাং তেষাং পূৰ্বজন্মভাবাদ্ দেবানাঞ্চ পরমেশ্বরাধিকারিপুরুষত্বাৎ পাপসম্ভাবনাবাস্তথা চ দেবাংশানাং তেষাং কথং দুঃখসম্ভব ইত্যয়ং সংশয়ো মে বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চ সদাচারৈস্থিতি । নশ্বরং মিথ্যাজগজ্জানানৈর্জ্ঞানবুদ্ধিঃ সদাচারৈঃ কথং হতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ প্রেরিতা ইতি । বাসুদেবেনেখরেণ কথং পাপে প্রেরিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

লোভেন যোধান্ন হত্বা ন বিনাশ্য ভিক্ষাটনাদিনা জীবনং বরম্ । ন তু লোভেন যোধান্ন হত্বা রাজ্যভোগো বর ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ বিচ্ছিন্নস্থিতি ॥ ৪৫ ॥

ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৪০ ॥ যদি বলেন তাঁহারা পূৰ্বজন্মকৃতকর্মবশে অতি মহত্তর দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ, তাঁহারা দেবাংশ, অতএব তাঁহাদের এরূপ দুঃখভোগ কিজন্ত ঘটিয়াছিল, এতদ্বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ কুন্তীপুত্রগণ সদাচার সম্পন্ন হইয়া এবং এই জগতের নশ্বরতা জানিয়াও ধনলোভে কি নিমিত্ত ছলপূৰ্বক ভীষ্মদ্রোণাদির বধ সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥ তাঁহারা, পরমাত্মস্বরূপ মহাত্মা বাসুদেব হরি কর্তৃক ঘোরতর পাপকার্যে প্রেরিত হইয়া আপনাদের কুলক্ষয় করিয়াছিলেন ইহাত আমার নিকট অতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥ হে সাধো ! বরং ভিক্ষাটনও ভাল, বরং নীবার কণিকায় প্রাণ ধারণও ভাল, বরং শিল্পকর্ম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করাও ভাল তথাপি লোভবশে অস্ত্রায় যুদ্ধে যোধগণের বধ সাধন করা কদাপি কর্তব্য নহে ॥ ৪৪ ॥ হে মুনিসত্তম ! আপনিই, অতুল পরাক্রমী গোলক পুত্র সকল † উৎপন্ন করিয়া এই বিচ্ছিন্ন বংশের রক্ষা

\* মাতৃশাসনাৎ । ইতি বা পাঠঃ ।

† পতি, যত্নহইলে সেই নারীর গর্ভে অস্ত্র পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রের নাম গোলক ।

সোহ্মেনৈব তু কালেন বিরাটতনয়াশ্রুতঃ ।

তাপসস্য গলে সর্পং শ্রুত্বান্ কথমমুতম্ ॥ ৪৬ ॥

ন কোহপি ব্রাহ্মণং হেষ্টি ক্ষত্রিয়স্য কুলোদ্ভবঃ ।

তাপসং মোনসংযুক্তং পিত্রা কিং তৎ কৃতং মূনে ! ॥ ৪৭ ॥

এতৈরশ্রৈশ্চ সন্দেহৈর্বিকলং মে মনোহধুনা ।

স্থিরং কুরু পিতঃ ! সাধো ! সর্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

জনমেজয়স্ত সন্দেহকথনপুরঃসরং কৃষ্ণাবতারপ্রদ্বন্দ্বকথনং নাম

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ঐদৃশমহাত্মভাবাহুংপন্নং বংশে জায়মানঃ সঃ বিরাটতনয়া উত্তরা তস্তাঃ শ্রুতঃ পরিক্রি-  
তাপসস্ত গলে সর্পং কথং শ্রুত্বানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়াছিলেন ॥৪৫॥ আর সেই সংকুণসমুত উত্তরায়জ মহাত্মভব পিতৃদেব, অকস্মাৎ কিজ্ঞ  
তাপস ব্রাহ্মণের গলদেশে, মৃতসর্প বিন্যস্ত করিয়াছিলেন ? এই বিষয় আমার মনে আশ্চর্য্য  
বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥ ৪৬ ॥ ক্ষত্রকুলোদ্ভব কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিবেচ্য প্রকাশ  
করেন না ; পিতৃদেব কি মোনব্রতধারী তাপসের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন ?  
আপনি কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন ? ॥ ৪৭ ॥ মূনিবর ! এই সকল এবং অন্যান্য  
বহুতর সন্দেহজালে জড়িত হইয়া আমার মন এক্ষণে অত্যন্ত বিকল ও ব্যাকুল হইয়া  
উঠিয়াছে, হে দয়ানিধে ! সাধো আপনি সর্বজ্ঞ ; আপনি কৃপা করিয়া আমার এই চঞ্চল  
মানসের স্থিরতা সম্পাদন করুন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্ন নামক প্রথম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং পৃষ্ঠেঃ পুরাণজ্ঞো ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।  
পরিক্ষিতশ্রুতং শান্তং ততো বৈ জনমেজয়ম্ ।  
উবাচ সংশয়চ্ছেতৃ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! কিমেতদ্বক্তব্যং কৰ্ম্মণাং গহনা গতিঃ ।  
দুর্জ্ঞেয়া কিল দেবানাং মানবানাঞ্চ কা কথা ॥ ২ ॥  
যদা সমুপ্তিতং চৈতদব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাত্মকম্ ।  
কৰ্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সৰ্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥  
অনাদিনিধনা জীবাঃ কৰ্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ ।  
নানাযোনিষু জায়ন্তে ত্রিয়ন্তে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪ ॥

বহির্লোকৈর্কিচিৎপ্রাপ্তং প্রপঞ্চস্ত চ কারণম্ ।

দেবাদীনাঞ্চ সৰ্ব্বেষাং কৰ্ম্মণ্যেবেত্যেতদুচ্যতে ॥

ইথং জনমেজয়েনানেকবিধান্ কৃতান্ প্রশ্নান্ শ্রুত্বা তেষাং সৰ্ব্বেষাং প্রশ্নানাং সমাধানং  
প্রপঞ্চস্ত দেবাদীনাঞ্চ কৰ্ম্মাধীনত্বমিতি ব্যাস উবাচেতি শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রুত আহ এবং  
পৃষ্ঠেঃ পুরাণজ্ঞ ইতি ॥ ১ ॥

কিমুবাচ তদাহ রাজন্ ! কিমিতি । এতদ্বয়া পৃষ্ঠেঃ কিং বক্তব্যং যতো দেবানামপি  
কৰ্ম্মণাং গহনা কষ্টা গতির্দুর্জ্ঞেয়া ভবতি । যদা দেবাদীনামপি কৰ্ম্মণৈবং গতিস্তদা মানবানাং  
কা কথা । তস্মাৎ কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কৰ্ম্মাধীনত্বমেব সৰ্ব্বেষামাহ যদেতি । অত্র তদেতি শেবঃ ॥ ৩ ॥

কৰ্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ কৰ্ম্মরূপকারণজন্মাঃ ॥ ৪ ॥

শ্রুত কহিলেন, অনন্তর সত্যবতীতনয় পুরাণবিদ বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব, এইরূপে  
জিজ্ঞাসিত হইয়া পরীক্ষিৎপুত্র প্রশান্তচেতা জনমেজয়কে সংশয়চ্ছেদি বাক্য সকল  
বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! এ বিষয়ে অধিক বক্তব্য আর কি আছে ?  
আপনি জানিবেন এই সংসারে কৰ্ম্মের গতি সহজেই বোধগম্য হয় না ; ইহার বিচিত্র  
গতি দেবতারাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন, মনুষ্যদিগের পক্ষে আর কি  
বলিব ॥ ২ ॥ যখন এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়, তখন কৰ্ম্মের দ্বারাই সকলের  
উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ কৰ্ম্মরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন জীব

কৰ্মণা রহিতো দেহসংযোগো ন কদাচন ॥ ৫ ॥  
 শুভাশুভৈস্তথা মিত্রৈঃ কৰ্মভিক্ষেষ্টিতং ত্রিদম্ ।  
 ত্রিবিধানি হি তান্মাহুৰ্ভূতান্ধবিদশ্চ মে ॥ ৬ ॥  
 সঞ্চিতানি ভবিষ্যানি প্রারকানি তথা পুনঃ ।  
 বর্তমানানি দেহেহস্মিন্ত্রৈবিধ্যং কৰ্মণাং কিল ॥ ৭ ॥  
 ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সৰ্ব্বেষাং তদ্বশত্বং নরাধিপ ! ।  
 সুখদুঃখজ্বরামৃত্যুহর্ষশোকাদয়স্তথা ॥ ৮ ॥  
 কামক্লোধো চ লোভশ্চ সৰ্ব্বৈ দেহগতা গুণাঃ ।  
 দৈবাধীনাশ্চ সৰ্ব্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ ! ॥ ৯ ॥

দেহসংযোগোহয়ং ত্রিবিধকৰ্মরহিতঃ কদাপি ন তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

তত্র কৰ্ম্মাণি ত্রিবিধানি সঙ্গীত্যাহ শুভাশুভৈরিতি । শুভানি সাধিকানি । অশুভানি  
 তামসানি । মিত্রাণি রাজসানি । তেষাং স্বরূপঞ্চ তৃতীয়বন্ধে সম্বাদিগুণনিরূপণপ্রকরণে  
 স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৬ ॥

তানি চ প্রত্যেকং ত্রিবিধানীত্যাহ সঞ্চিতানীতি এবং কৰ্ম্মণাং ত্রৈবিধ্যং শুভতী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি ব্রহ্মাদয় জৈবরাঃ সন্তি তথাপি তে কৰ্ম্মণৈবেবরা জাতা ইতি কৰ্ম্মবশাৎ তেষা-  
 মস্ত্যাবেত্যাহ ব্রহ্মাদীনামিতি । পূৰ্ব্জন্মনি কশ্চিদিদ্যমানো জীবঃ কৰ্ম্মোপাসনাভিযয়েন  
 হিরণ্যগৰ্ভো ভবতি । সো বিভেৎ স নৈব রেমে ইতি বৃহদাণ্যকশ্রুতেঃ । কৰ্ম্মভিক্ষক এনং স  
 পূৰ্ব্জন্মকৃতশ্রবণাদিসাধনসংস্কারবশাদেব হিরণ্যগৰ্ভজন্মনি জ্ঞানবাংশ্চ ভবতীত্যোতদপি  
 বৃহদাণ্যক এবোক্তম্ । কৰ্ম্মাধীনস্ত তস্ত হিরণ্যগৰ্ভস্তৈবাবতারা এত ব্রহ্মবিকুহরাদয়ঃ  
 ইতি । হিরণ্যগৰ্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ইত্যাদিশ্রুত্যোক্তম্ । তথাচ কৰ্ম্মাধীনহিরণ্যগৰ্ভাংশ্চাদব্রহ্মা-  
 দীনামপি কৰ্ম্মাধীনত্বং ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

দৈবাধীনাঃ কৰ্ম্মাধীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সকলের আদি ও অন্ত নাই, ইহারা ঐ কৰ্ম্ম-বীজ দ্বারা ই নানাবিধ যোনিতে পুনঃ পুনঃ  
 জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ও পুনঃ পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ, কৰ্ম্মকর হইলে জীবকে  
 কদাচই আর দেহের সহিত সংযুক্ত হইতে হয় না ॥ ৪—৫ ॥ জীবগণের কৰ্ম্ম শুভ, অশুভ  
 ও মিত্র, তন্মধ্যে সাধিক কৰ্ম্ম শুভ, তামস কৰ্ম্ম অশুভ এবং রাজসিক কৰ্ম্ম মিত্রিত,  
 তদ্বদর্শি পণ্ডিতগণ জীবের কৰ্ম্ম এই তিন প্রকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥  
 উক্ত তিন প্রকার কৰ্ম্মের প্রত্যেকই আবার সঞ্চিত, ভবিষ্য ও প্রারকভেদে তিন  
 প্রকারে বিভক্ত ; এই তিন প্রকার কৰ্ম্ম জীবদেহে নিয়তই বিদ্যমান থাকে ॥ ৭ ॥  
 হে নৃপতে ! ব্রহ্মাদি সকলেই সেই কৰ্ম্মের বশীভূত । আর সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, হর্ষ,  
 শোকাদি এবং কাম, ক্রোধ ও লোভাদি দেহগত গুণ সকল কৰ্ম্মজনিত অদৃষ্টের বশবর্তী  
 হইয়া প্রাপ্তভূত হয় ॥ ৮—৯ ॥ অতএব রাগ ঘেবাদি শারীরিক ধৰ্ম্ম সকল সমভাবেই

রাগদ্বৈষাদয়ো ভাবাঃ সৰ্ব্বেহপি প্রভবন্তি হি ।  
 দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥  
 বিকারাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে দেহেন সহ সঙ্গতাঃ ।  
 পূৰ্ববৈরানুযোগেন স্নেহযোগেন বা পুনঃ ॥ ১১ ॥  
 উৎপত্তিঃ সৰ্ব্বজন্তুনাং বিনা কৰ্ম্ম ন বিদ্যতে ।  
 কৰ্ম্মণা ভ্রমতে সূৰ্য্যঃ শশাঙ্কঃ ক্ষয়রোগবান্ ॥ ১২ ॥  
 কপালী চ তথা রুদ্রঃ কৰ্ম্মণৈব ন সংশয়ঃ ।  
 অনাদিনিধনকৈতৎ কারণং কৰ্ম্মসম্ভবে ॥ ১৩ ॥  
 তেনেহ শাস্বতং সৰ্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।  
 নিত্যানিত্যবিচাৰেহত্র নিমগ্না মুনয়ঃ সদা ॥ ১৪ ॥  
 ন জানন্তি কিমেতদ্বৈ নিত্যং বানিত্যমেব চ ।  
 মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং জগন্মিত্যং প্রতীয়তে ॥ ১৫ ॥

দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঃ সৰ্ব্বেষামপি কৰ্ম্মাধীনত্বস্ত তুল্যত্বাদিত্যাহ দেবানা-  
 মিতি ॥ ১০ ॥

পূৰ্ববৈরানুযোগেনেত্যৰ্থঃ পূৰ্ববৈরি ॥ ১১ ॥

কৰ্ম্মাধীনত্বং নিগময়তি উৎপত্তিরিতি ॥ ১২ ॥

নহু কৰ্ম্মাদেতাংশং চৰ্ঘটং কৰ্ম্মোৎপন্নমিতি চেত্তত্রাহ অনাদিতি । বীজাকুরবদেতজ্ঞানা-  
 দিত্তাদনাদিত্বম্ । অনিধনত্বস্ত মোক্ষপর্য্যস্তাবস্থানাং । তদেতাংশকৰ্ম্মসম্ভবে সৰ্ব্বতোৎপত্তৌ  
 কারণং ভবতীত্যর্থঃ । তেন কারণেন সৰ্ব্বং জগচ্ছাস্বতং প্রবাহরূপেন নিত্যং ভবতীত্যর্থঃ ।  
 তথাচ কৈবল্যপ্রতিঃ । পুনশ্চ জন্মান্তরকৰ্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপ্নিতি প্রবৃদ্ধ ইতি । কৰ্ম্মণ  
 এব কারণত্বং দর্শয়তি । তথাচ নৈতাংশং কৰ্ম্ম কৰ্ম্মাদপ্যুৎপন্নং ভবিতুমিত্যর্থঃ । অতএবাহঃ  
 ষড়্ভাকমনাদয় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইখং কৰ্ম্মসম্ভবে আগমং প্রদর্শ্যার্থাপত্তিমপ্যাহ নিত্যানিত্যোতি । ইদং জগন্মিত্যং  
 প্রলয়রহিতমাহোষ্চিদনিত্যং প্রলয়সহিতং ভবতি ইতিবিচাৰে সদা মুনয়ো নিমগ্নাঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভুত্ব করিয়া থাকে । দেব মানব ও তির্য্যগ্জাতির পূৰ্ববৈরানুযোগ জন্ত ক্রোধ ঈর্ষা  
 ঘেবাদি এবং স্নেহযোগ জন্ত দয়া দাক্ষিণ্যাদি সকলপ্রকার বিকারই দেহের সহিত কৰ্ম্মমুদ্রে  
 সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০—১১ ॥ রাজন্ ! কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে কোন জীবেরই উৎপত্তি  
 হইতে পারে না । কৰ্ম্ম দ্বারাই সূর্য্যদেব, গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কৰ্ম্ম  
 দ্বারাই নিশাকর, রাজবন্দী রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং রুদ্রদেব কৰ্ম্ম দ্বারাই কপাল  
 মালা ধারণ করিয়াছেন । অতএব, এই কৰ্ম্মের আদিও নাই এবং মোক্ষের পূৰ্ব্বকণ  
 পর্য্যন্ত বিনাশও নাই, এই কৰ্ম্মকেই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে একমাত্র কারণ বলিয়া  
 জানিবে ॥ ১২-১৩ ॥ এই জন্তই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই অধিল জগৎ নিত্য, কিন্তু মুনিগণ, ইহার



কার্য্যভাবঃ কথং বাচ্যঃ কারণে সতি সর্ব্বথা ।

মায়া নিত্য্য কারণঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা কিল ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মবীজং ততো নিত্য্যং চিন্তনীয়ং সদা বুধৈঃ ।

ভ্রমত্যেব জগৎ সর্ব্বং রাজন্ ! কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতম্ ॥ ১৭ ॥

নানাযোনিষু রাজেন্দ্র ! নানাধর্ম্মময়েষু চ ।

ইচ্ছয়া চ ভবেজ্জন্ম বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ১৮ ॥

যুগেযুগেষ্টেনেকাস্থ নীচযোনিষু তংকথম্ ।

তাত্ত্বা বৈকুণ্ঠসংবাসং সুখভোগাননেকশঃ ।

বিন্ম ভ্রমন্দিরে বাসং স্বতন্ত্রঃ কোহভিবাঙ্কতি ॥ ১৯ ॥

কুতো নিমগ্নাস্তদ্রাহ ন জানন্তীতি । যতো নিত্য্যং বানিত্যং বেতি ন জানামি তঃ তা নিমগ্না ইত্যর্থঃ । নহু জগৎস্বরং ভাতি ততো নিত্য্যকোটিঃ কণ্মুখিতেতি চেদগ্নিমিতোতাহ মায়ায়ামিতি । কারণস্ত নিত্য্যে কার্য্যমপি সदैব স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবাহ কার্য্যভাব ইতি অতো হেতোর্নিত্য্যকোটিঃ সমুখিতেত্যর্থঃ । নহু মায়ৈব নিত্য্য স্তাদিতি চেত্তেতাহ মায়া নিত্য্যেতি । মোক্ষপর্য্যন্তং নিত্য্যেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তর্হি প্রত্যক্ষোপলভ্যমানস্ত জগতো নম্বরত্বস্ত কা গতিরिति চেত্তদত্থথাহুপপত্ত্যা কন্ম-  
রূপবীজস্ত সহকারিকারণস্তানিত্য্যং কল্পনীয়মিত্যাহ কর্ম্মবীজস্ততোহনিত্য্যমিতি । অনিত্য্যং  
কর্ম্মবীজং সহকারিকারণং বুদ্ধৌ চিন্তনীয়মিত্যর্থঃ । তস্মাজ্জগত উৎপত্তিপ্ৰলয়াত্থপাশুপপ-  
ত্ত্যাপি কর্ম্মসত্তাবঃ সিক্ত ইতি ভাবঃ । তস্মিন্চানিত্য্যে কন্মনি স্বীকৃতে যদা প্রারব্ধং কন্মো-  
ত্তিষ্ঠতি তদা মায়া বিসৃজতি যদা প্রারব্ধং সর্ব্বপ্রাণিনাং নশ্যতি তদা কারণত্বত্যাগা মায়ায়া  
নিত্য্যেহপি সহকারিকারণস্ত কন্মগোহভাবাজ্জগতঃ প্রলয়ো ভবতীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥ ১৭ ॥

যদি কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতং জগৎ স্তাত্তদেবরাগাং কথমেতাদৃশী গতির্ভবেদিত্যাহ নানাযোনি-  
ষিতি । ইচ্ছয়া যদি নানাযোনিষু অধর্ম্মময়েষু দেশেষু জন্ম ন স্তাত্তদা দেবাদীনাং কর্ম্মানয়-  
ন্ত্রিতত্বং ন স্তান্ন চেচ্ছয়া কশ্চন দুঃখেষু পতিতি তস্মাদেবাদীনাংপি কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতত্বমেবেতি  
ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্যানিত্য্য বিচারে সর্ব্বদা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ এই জগৎ নিত্য্য কি অনিত্য্য  
তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে পারেন না, যেখানে মায়া বিদ্যমান সেখানে জগৎ  
নিত্য্য বলিয়াই প্রতীত হয় ; কারণ, যেখানে কারণ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান, সেখানে  
কার্য্যভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে । মায়া নিত্য্য ও সর্ব্বদাই সকলের কারণরূপে  
বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৫-১৬ ॥ অতএব রাজন্ ! বুধগণ, কর্ম্মবীজ নিত্য্য বলিয়া বিবেচনা  
করিয়া থাকেন । হে নৃপ ! এই অধিল জগৎ কর্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই নিরন্তরই পরি-  
বর্ত্তিত হইতেছে ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! এই জগৎ অমিততেজা বিষ্ণুর ইচ্ছা দ্বারা নানাবিধ ধর্ম্মময়  
নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ নৃপতে ! যদি অমিতপরাক্রমশালী বিষ্ণুর জন্ম  
ইচ্ছাক্রমেই হইয়া থাকে তবে কি অস্ত্র তিনি অধর্ম্মময় নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?  
কি অস্ত্রই বা ভগবান্ বিষ্ণু যুগে যুগে অনেকানেক নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?

পুষ্পাবচয়লীলা চ জলকেলিঃ সুখাসনম্ ।

তাত্ত্বা গৰ্ভগৃহে বাসং কোহভিবাঙ্কতি বুদ্ধিমান্ ॥ ২০ ॥

ভূলিকাং যুদ্ধসংযুক্তাং দিব্যাং শয্যাং বিনির্মিতাম্ ।

তাত্ত্বাহধোমুখবাসঞ্চ কোহভিবাঙ্কতি পণ্ডিতঃ ॥ ২১ ॥

গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ নানাভাবসমম্বিতম্ ।

যুক্তা কো নরকে বাসং মনসাপি বিচিন্তয়েৎ ॥ ২২ ॥

সিন্ধুজাদ্রুতভাবানাং রসং তাত্ত্বা স্তুত্যজম্ ।

বিন্মুত্ররসপানঞ্চ ক ইচ্ছেন্নতিগামরঃ ॥ ২৩ ॥

গৰ্ভবাসাৎ পরো নাস্তি নরকো ভুবনত্রয়ে ।

তদ্বীতাশ্চ প্রকুৰ্বন্তি মুনয়ো হস্তরং তপঃ ॥ ২৪ ॥

হিহা ভোগঞ্চ রাজ্যঞ্চ বনে যান্তি মনস্বিনঃ ।

যদ্বীতাস্তু বিমূঢ়াত্মা কস্তং সেবিতুমিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

গৰ্ভে তুদন্তি কুময়ো জঠরাগ্নিস্তপত্যধঃ ।

বপাসংবেষ্টনং ক্রুরং কিং সুখং তত্র ভূপতে ! ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছাঃ দেবাদীনাং নানাভগ্নভোজ্যমিতি বক্তারমুপহসতি । যুগেযুগেষ্টিতি ॥ ১৯—২১ ॥

অধোমুখবাসং বাল্যাবস্থায়াং গৰ্ভে বা ॥ ২৫ ॥

যদ্বীতাস্তি পূৰ্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাস এবং বিবিধ সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিপূরিত মন্দির মধ্যে বাস করিতে বাসনা করিয়া থাকে ? ॥ ১৯ ॥ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি পুষ্পচয়ন, লীলাবিনাস, জলকেলি ও সুখাসন বিসর্জন দিয়া গৰ্ভ গৃহে বাস করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ভূলিকাপূর্ণ, সুকোমল মনোরম দিব্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি অধোমুখে গৰ্ভবাস করিতে অভিলাষী হয় ? ॥ ২১ ॥ হে নরেন্দ্র ! নানাবিধ জাবভাব-পরিপূর্ণ নৃত্য গীত ও বাদ্য পরিত্যাগ পূৰ্বক কোন ব্যক্তি নরকে বাস করিতে মনে মনেও চিন্তা করিতে পারে ? ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র ! ঐশ্বর্যলক্ষীর অনুপম মনোরম অদ্বুত ভাবের হস্তজ্য মোহনরস পরিবর্জন পুরঃসর বিষ্ঠামূত্রের রসপান করিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে ॥ ২৩ ॥ হে জনমেজয় ! এই ভুবনত্রয়ে গৰ্ভবাসের তুল্য নরক আর কিছুই নাই, ইহারই ভয়ে ভীত হইয়া মুনীগণ, হস্তর তপস্যা করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ মনীষিগণ, বাহার ভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য ও বিষয় সম্ভোগ পরিহার পূৰ্বক বনগমন করেন, এমন মূঢ় ব্যক্তি কে আছে যে, সেই নরকের সেবা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা পূৰ্বক কামনা করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ দেখ, গৰ্ভবাসকালে ক্রিমিগণ দংশন করিতে এবং জঠরাগ্নি অধোভাগে তাপ দান একরিতে থাকে, তাহাতে আবার গৰ্ভবেষ্টন মাংস দ্বারা নিয়তই নির্দয়রূপে বধ

বরং কারাগৃহে বাসো বন্ধনং নিগড়ের্বরম্ ।  
 অন্নমাত্রং ক্ষণং নৈব গর্ভবাসঃ কচিচ্ছুতঃ ॥ ২৭ ॥  
 গর্ভবাসে মহদুখং দশমাসনিবাসনম্ ।  
 তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেহতিদারুণে ॥ ২৮ ॥  
 বালভাবে তথা দুঃখং যুকাজ্জভাবসংযুতম্ ।  
 ক্ষুত্ৰুণ্যবেদনাশক্ৰুঃ পরতন্ত্রোহতিকাতরঃ ॥ ২৯ ॥  
 ক্ষুধিতে রুদিতে বালে মাতা চিন্তাতুরা তদা ।  
 ভেষজং পাতুমিচ্ছন্তী জ্ঞাত্বা ব্যাধিবাথাং দৃঢ়াম্ ॥ ৩০ ॥  
 নানাবিধানি দুঃখানি বালভাবে ভবন্তি বৈ ।  
 কিং সুখং বিবুধা দৃষ্ট্বা জন্ম বাঞ্ছন্তি চেচ্ছয়া ॥ ৩১ ॥  
 সংগ্রামমমরৈঃ সার্কিং সুখং ত্যক্ত্বা নিরন্তরম্ ।  
 কৰ্ত্তুমিচ্ছেচ্চ কো যুতঃ শ্রমদং সুখনাশনম্ ॥ ৩২ ॥  
 সৰ্ব্বথৈব নৃপশ্রেষ্ঠ ! সৰ্ব্বৈ ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।  
 কৃতকৰ্ম্মবিপাকেন প্রাপ্নুবন্তি সুখাসুখে ॥ ৩৩ ॥  
 অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম্ম শুভাশুভম্ ।  
 দেহবদ্ভিনৃভির্দেবৈস্তিৰ্য্যগ্ভিশ্চ নৃপোত্তম ! ॥ ৩৪ ॥

গর্ভবেষ্টনমাংসং বপা ॥ ২৭—৩৭ ॥

হইয়া থাকিতে হয় । রাজেন্দ্র ! তাহাতে কিছুই ত সুখ দৃষ্ট হয় না ॥ ২৬ ॥ কারাগৃহে  
 নিবাস, ও নিগড় দ্বারা বন্ধনও বরং ভাল, তথাপি অন্নক্ষণমাত্রও গর্ভবাস শুভকর নহে ॥ ২৭ ॥  
 প্রথমত দশমাস গর্ভবাসে এবং তৎপরে নিদারুণ যোনিযন্ত্র দিয়া নির্গমনকালেও জীবকে  
 মহৎ দুঃখ অনুভব করিতে হয় ॥ ২৮ ॥ বাল্যাবস্থায় বাক্যানিষ্করণের অভাব ও অজ্ঞানতা  
 নিবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা জানাইতে অশক্ত, স্তত্রাং পরাধীন ও অতিশয় কাতর হইয়া জীবগণ  
 দুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥ আবার, বালক ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিলে তৎপ্রবণে মাতা ও চিন্তা-  
 তুর হইয়া থাকেন । তখন তিনি বালকের ব্যাধির যাতনা অধিকতর জানিয়া ঔষধ পান  
 করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ এইরূপে বাল্যাবস্থাতেও নানাবিধ দুঃখ সংঘটিত  
 হইয়া থাকে । অতএব দেবগণ কি সুখ দেখিয়া এই ঘোরতর দুঃখসঙ্কুল সংসারে স্বেচ্ছাক্রমে  
 জন্মগ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করিবেন ॥ ৩১ ॥ হে নৃপ ! নিরন্তর সন্তোষ সুখ পরিত্যাগ পূৰ্বক  
 কোন্ যুত ব্যক্তি, অমরগণের সহিত শ্রমদারক ও সুখনাশক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা  
 করেন । ॥ ৩২ ॥ নৃপেন্দ্র ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলেই কৃতকৰ্ম্মের বিপাক হেতু সৰ্ব্বতোভাবে  
 সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ নৃপোত্তম ! কি অমর কি মর কি তিৰ্য্যগ্ভাতি যে



তপসা দানযজ্ঞৈশ্চ মানবশ্চৈব তাতাং ব্রজেৎ ।  
 ক্ষীণে পুণ্যেহথ শক্রোহপি পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥  
 রামাবতারযোগেন দেবা বানরতাং গতাঃ ।  
 তথা কৃষ্ণসহায়ার্থং গোপযাদবতাং গতাঃ ॥ ৩৬ ॥  
 এবং যুগে যুগে বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ ।  
 করোতি ধর্মরক্ষার্থং ব্রহ্মণা প্রেরিতো ভূশম্ ॥ ৩৭ ॥  
 পুনঃপুনঃইরেবং নানাযোনিষু পার্থিব ! ।  
 অবতারা ভবন্ত্যন্তে রথচক্রবদদ্ভুতাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 দৈত্যানাং হননং কর্ম কর্তব্যং হরিণা স্বয়ম্ ।  
 অংশাংশেন পৃথিব্যাং বৈ কৃতা জন্ম মহাত্মনা ॥ ৩৯ ॥  
 তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণজন্মকথাং শুভাম্ ।  
 স এব ভগবান্বিষ্ণুরবতীর্ণো যদোঃ কূলে ॥ ৪০ ॥  
 কশ্যপস্ত মুনেরংশো বহুদেবঃ প্রতাপবান্ ।  
 গৌরুত্তিরভবদ্রাজন্ ! পূর্বশাপানুভাবতঃ ॥ ৪১ ॥

রথচক্রবৎ পরিবর্তনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

ইথং সর্বপ্রপঞ্চস্ত সাগাততঃ কর্মজন্তুহ্মুপপাদিতম্ । অয়ং ভাবঃ সচ্চিদানন্দরূপিণ্যা ভগবত্যা নিত্যতৃপ্ত্যা অগৎকল্পনেন কিঞ্চিং কলমস্তি । কিন্তু নানাকর্মভির্ষক্কাঃ প্রাণিনো অগৎসর্জনাভাবে বিষয়াভাবান্দোগাসত্তবে ন তথৈব বন্ধাঃ স্মারিতি তেষাং ভোগেন কর্ম-ক্ষয়ার্থং স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি কেবলং প্রাণিদয়ামবলম্ব্যেব ভগবত্যা অগৎসর্জনে প্রবৃত্তিঃ ।

কোনও দেহধারী মাত্রকেই আপন আপন কৃতকর্মের শুভাশুভ ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে তাহাতে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥ হে পার্থিব ! মনুষ্য তপসা দান ও যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্র প্রাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হইলে, ইন্দ্রও স্বস্থান হইতে নিপতিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ দেখ, রামাবতার সময়ে দেবগণ, তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত বানর হইয়া এবং কৃষ্ণাবতারে গোপ ও যাদব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন ॥ ৩৬ ॥ এইরূপে যুগে যুগে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু, ধর্মরক্ষার নিমিত্ত অনেকবার অবনিমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে পৃথিবীন্দ্র ! এইরূপে ভগবান্ হরি রথচক্রের জ্বালা পরিবর্তিত হইয়া নানাযোনিতে বহুবার অদ্ভুতরূপে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ অমেরাষ্ট্রা হরি স্বয়ং অংশাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যসংহাররূপ কর্তব্য কর্মসম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥ অতএব আমি আপনাকে সেই কল্যাণদায়িনী কৃষ্ণকথাই বলিব । সেই ভগবান্ বিষ্ণুই যদুকূলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্ ! কশ্যপমুনির অংশোৎপন্ন প্রতাপসম্পন্ন বহুদেব পূর্বশাপ হেতু জন্মগ্রহণ পূর্বক

কশ্যপস্ত চ হে পত্ন্যৌ শাপাদত্র মহীতলে ।

অদितिঃ সুরসা চৈবমাসতুঃ পৃথিবীপতে ! ॥ ৪২ ॥

দেবকী রোহিণী চোভে ভগিন্যৌ ভরতর্ষভ ! ।

বরুণেন মহাশ্বাপো দত্তঃ কোপাদিতি শ্রুতম্ ॥ ৪৩ ॥

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং কশ্যপেনাগো যেন শপ্তৌ মহানৃষিঃ ।

সভার্য্যঃ স কথং জাতস্তদ্বদস্ব মহামতে ! ॥ ৪৪ ॥

কথঞ্চ ভগবান্নিস্কুস্তত্র জাতোহস্তু গোকুলে ।

বাসী বৈকুণ্ঠনিলয়ে রমাপতিরথণ্ডিতঃ ॥ ৪৫ ॥

নিদেশাৎ কশ্য ভগবান্ বর্ততে প্রভুরব্যয়ঃ ।

নারায়ণঃ সুরশ্রেষ্ঠো যুগাদিঃ সর্বধারকঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র যথা যথা যশ্চ কৰ্ম্ম বর্ততে তথা তথা তত্ত্ব ফলং দেয়মিতি ন ভগবত্যা বৈষম্যানৈশ্চ'গাদোষ-  
প্রসক্তিঃ । ন চ প্রপঞ্চ সতি কৰ্ম্মোত্তবস্ত্যস্মিন্ সতি তন্নিমিত্তঃ প্রপঞ্চ ইত্যন্তোক্তাশ্রয়ো  
বৈষম্যানৈশ্চ'গাদোষপ্রসক্তিচ্চ তদবশ্বেবেতি চেন্ন, বীজাকুরবৎ কৰ্ম্মণাঃ প্রপঞ্চস্ত চানাদিভ্যং ।  
গদাহঃ বৃদ্ধস্মাকমনাদয় ইতি । অতএব বৃদ্ধদারণ্যকে পূৰ্ব্বজন্মনি কৃতকৰ্ম্মোপাসনস্ত বজ্রমানস্ত  
হিরণ্যগৰ্ভপদপ্রাপ্তৌ সত্যং কৰ্ম্মবদ্ধত্বাদেবেশ্বরস্তাপি হিরণ্যগৰ্ভস্ত ভয়াবত্যাদিকং সো বিভেৎ  
স নৈব রেমে ইত্যাদিনোক্তম্ । অনন্তরং চ সো বেদাহঃ ব্রহ্মান্নি ইত্যনেন তৎজ্ঞানমপ্যুক্তম্ ।  
যদা হিরণ্যগৰ্ভস্তাপি কৰ্ম্মবদ্ধত্বং তদা তদবতারেনু হরিব্রহ্মাদিষু তদবতারাবতারেনু রাম-  
কৃষ্ণাদিষু কৰ্ম্মবদ্ধত্বং কা কণেতি । অধুনা শাপাদিবেশবকৰ্ম্মবদ্ধত্বং চ বদন্ পূৰ্ব্বপ্রশ্নানা-  
মুত্তরমপ্যাহ কশ্যপস্ত মুনেরংশ ইতি । গোবৃতিঃ পশুপালবৃতিঃ ॥ ৪১ ॥

কশ্যপস্ত ঋষেঃ পত্ন্যাবদিতিঃ সুরসা চেভ্যেবং নাম্না বভূবুস্তে বরুণশাপাদেবকীরোহিণীচ  
জাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

যেন শপ্ত ইতি । যেনাগসাপরাধেন সভার্য্যঃ স ঋষিঃ কথং শপ্তৌ জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

গোকুলে বৈকুণ্ঠাপেক্ষয়াহতিনিকৃষ্টে ॥ ৪৫ ॥

পশু পালন বৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন ॥ ৪১ ॥ নৃপবর ! কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী  
অদिति ও সুরসা অভিশাপ বশে দেবকী ও রোহিণী দুই ভগিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন । হে ভরতর্ষভ ! আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে জলাধিপতি বরুণ কোন সময়ে কোপ-  
ভরে তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মহামতে ! মহর্ষি কশ্যপ কি অপরাধ করিয়াছিলেন দ্বারা  
তিনি ভার্য্যার সহিত পশুভাবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বৈকুণ্ঠবাসী অথণ্ডিতার  
বিকুই বা কি জন্ত গোকুলে তদ্রূপরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৪—৪৫ ॥  
যিনি, ভগবান্ ও নারায়ণ, যিনি সুরশ্রেষ্ঠ ও নিগ্রহাত্মগ্রহে সমর্থ, যিনি সর্বাধার ও অব্যয়  
সেই সর্বযুগাদি, বৈকুণ্ঠবাসী রুবীকেশ কি নিমিত্ত আপন ভবন পরিভ্রাম্য পূৰ্ব্বক নয়-

স কথং সদনং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মবানিব মানুষে ।  
 করোতি জননং কস্মাদত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৪৭ ॥  
 প্রাপ্য মানুষদেহস্ত করোতি চ বিড়ম্বনম্ ।  
 ভাবান্নানাবিধাংস্তত্র মানুষে দুষ্কৃতজন্মনি ॥ ৪৮ ॥  
 কামঃ ক্রোধোহমৰ্ষশোকো বৈরং প্রীতিশ্চ কহিচিৎ ।  
 সুখং দুঃখং ভয়ং নৃণাং দৈন্ত্যমার্জবমেব চ ॥ ৪৯ ॥  
 দুষ্কৃতং সুকৃতং চৈব বচনং হননং তথা ।  
 পোষণং চলনং তাপো বিমর্শশ্চ বিকণ্ঠনম্ ॥ ৫০ ॥  
 লোভো দম্ভস্তথা মোহঃ কপটং শোচনং তথা ।  
 এতে চান্যে তথা ভাবা মানুষ্যে সম্ভবন্তি হি ॥ ৫১ ॥  
 স কথং ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্যক্ত্বা সুখমনশ্বরম্ ।  
 করোতি মানুষ্যং জন্ম ভাবৈরৈতৈরভিভূতম্ ॥ ৫২ ॥  
 কিং সুখং মানুষ্যং প্রাপ্য ভুবি জন্ম মুনীশ্বর ! ।  
 কিংনিমিত্তং হরিঃ সাক্ষাদগৰ্ভবাসং করোতি বৈ ॥ ৫৩ ॥  
 গৰ্ভদুঃখং জন্মদুঃখং বালভাবে তথা পুনঃ ।  
 যৌবনে কামজং দুঃখং গার্হস্থ্যেহতিমহত্তরম্ ॥ ৫৪ ॥  
 দুঃখান্বেতান্যবাপ্নোতি মানুষ্যে দ্বিজসন্তম ! ।  
 কথং স ভগবান্ বিষ্ণুরবতারান্ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫ ॥

কস্ত নিদেশাদাক্ষরৈতাদৃশো বর্ততে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

দুষ্টত্বমেবোপপাদয়তি কামঃ ক্রোধ ইতি ॥ ৪৯ ॥

লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষের কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন এ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে ॥৪৬-৪৭॥ তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া নানাবিধ বিড়ম্বনা ভোগ এবং নানাবিধ দুষ্ট-ভাব অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ কারণ, মনুষ্য জন্মে কখন কাম, ক্রোধ, অমৰ্ষ, শোক ও বৈর ; কখন প্রীতি, কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখনও মানুষতানুলভ দৈন্য, সুকৃত দুষ্কৃত, বচন ও হনন, পোষণ ও চলন, তাপ, বিমর্শ ও শ্লাঘা লোভ, দম্ভ ও মোহ, কাপট্য ও অহুশোচনা এই সকল ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪৯-৫১॥ অতএব সেই ভগবান্ বিষ্ণু, নিত্য সুখ পরিহার করিয়া কি নিমিত্ত এই সকল দুষ্টভাব পরিপ্লুত মানুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ হে মুনীশ্বর ! তুতলে মানুষ্যজন্ম গ্রহণে এমন কি সুখ আছে যে, সেই সাক্ষাৎ হরিও যাহার নিমিত্ত গৰ্ভবাস স্বীকার করিয়াছিলেন ? ॥৫৩॥ হে মুনীশ্বর ! যে মনুষ্য-জন্মে গৰ্ভবাসে, উৎপত্তিকালে, বালভাবে ও যৌবনেও দুঃখ এবং গার্হস্থ্য আচরণে ত দুঃখের



প্রাপ্য রামাবতারং হি হরিণা ব্রহ্মযোনিম্ ।  
 দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তং বনবাসেহতিদারুণে ॥ ৫৬ ॥  
 সীতাবিরহজং দুঃখং সংগ্রামশ্চ পুনঃপুনঃ ।  
 কাস্তাত্যাগোহপ্যনেনৈবমমুভূতো মহাত্মনা ॥ ৫৭ ॥  
 তথা কৃষ্ণাবতারেহপি জন্ম রক্ষাগৃহে পুনঃ ।  
 গোকুলে গমনং চৈব গবাং চারণমিত্যুত ॥ ৫৮ ॥  
 কংসশ্চ হননং কঠোদ্বারকাগমনং পুনঃ ।  
 নানাসংসারদুঃখানি ভুক্তবান্ ভগবান্ কথম্ ॥ ৫৯ ॥  
 স্বেচ্ছয়া কঃ প্রতীক্ষেত মুক্তো দুঃখানি জ্ঞানবান্ ।  
 সংশয়ং ছিন্তি সর্বজ্ঞ ! মম চিত্তপ্রশাস্তয়ে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং নৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 কৰ্ম ফল প্রাপ্ত্য কথনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বচনং বিশ্বাসভাষণম্ । নিমর্শো বিচারঃ । বিকথনং বঙ্গনম্ ॥ ৫০—৫৬ ॥  
 এবমিদং সৰ্বমমুভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥  
 রক্ষাগৃহে কারাগৃহে ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
 নহেতুং স্বেচ্ছয়া কশ্চিৎ করোতি কিস্ত্রাদীনতয়েবেত্যাহ স্বেচ্ছয়েতি ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সীমা নাই, হে দ্বিজসত্তম ! তবে সেই ভগবান্ বিষ্ণু কি জন্ম পুনঃ পুনঃ মাতুলম্ জন্মে অবতীর্ণ  
 হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ দেখুন, সেই ব্রহ্মসম্ভব হরি, রামাবতার প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ  
 বনবাসে অতি মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই মহাত্মা, জনকান্নভার বিরহজনিত দুঃখ ;  
 পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, প্রিয়তমা কাস্তার বিরোগ প্রভৃতি মহত্তর দুঃখের বিষয় সকল অনুভব  
 করিয়াছিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ এইরূপে কৃষ্ণাবতারে, কারাগৃহে জন্ম, গোকুলে গমন ও  
 গোচারণ, কংসনাশ, অতি কঠোদ্বারকাগমন প্রভৃতি নানাবিধ সংসার দুঃখ কেন ভোগ  
 করিয়াছিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ হে ভগবন্ ! আপনি সমস্তই অবগত আছেন ; অতএব বলুন,  
 কোন জ্ঞানবান্ মুক্ত ব্যক্তি দুঃখ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আপনি আমার চিত্ত  
 শান্তির নিমিত্ত এই মহান্ সংশয় ছিন্ন করিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্বক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
 বতের চতুর্থস্কন্ধে কৰ্মফল-প্রাপ্ত্যবর্ণন নামক দ্বিতীয়  
 অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

—०—

ব্যাস উবাচ ।

কারণানি বহুশ্রুতাপ্যবতারে হরেঃ কিল ।  
সর্বেষাশ্চৈব দেবানামংশাবতরণেষপি ॥ ১ ॥  
বহুদেবাবতারস্ত কারণং শৃণু তদ্রতঃ ।  
দেবক্যাশ্চৈব রোহিণ্যা অবতারস্ত কারণম্\* ॥ ২ ॥  
একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং ধেনুমাহরৎ ।  
যাচিতোহয়ং বহুবিধং ন দদৌ ধেনুমুত্তমাম্ণং ॥ ৩ ॥  
বরুণস্ত ততো গজা ব্রহ্মাণং জগতঃ প্রভুম্ ।  
প্রণম্যোবাচ দীনাত্মা স্বদুঃখং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৪ ॥  
কিং করোমি মহাভাগ ! মতোহসৌ ন দদাতি গাম্ ।  
শাপো ময়া বিসৃষ্টোহস্মৈ গোপালো ভব মানুষে ॥ ৫ ॥

সার্বপকাধিকৈঃ পঞ্চাশতিঃ পদৈরনন্তরম্ ।

অদিতৈঃ শাপকথনং বিস্তরাতিহ বর্ণ্যতে ॥

দেবকী কেন শাপেন জাতেতি রাজ্ঞা পৃষ্টে ব্যাস উবাচ কারণানীতি । মুখ্যং কারণং তু  
কর্ণেভ্যাক্রমবাস্তরকারণানি তু বহুনি সস্তীত্যর্থঃ । ন হরেদেবক্যা এব কিন্তু সর্বেষাং দেবা-  
নামবতারেষিত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

ধেনুমিতি জাট্যাকবচনং উত্তরত্র ধেনব ইতি বচনাৎ । বরুণস্ত সন্ধিক্রীমাহরদাহতবান্ ।  
বরুণেন স্বধেষ্বর্থ্যে যাচমানোহপি কশ্যপো ন দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

মন্ত উন্নতঃ অতো ময়া শাপো বিসৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এই হরির অবতারে, এবং অখিল দেবগণের অংশাব-  
তারে বহুতর কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ এক্ষণে আপনি বহুদেব, দেবকী ও রোহিণীর  
অবতারের কারণ বিশেষরূপে শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ এক দিবস শ্রীমান্ কশ্যপ ঋষি যজ্ঞের  
নিমিত্ত বরুণদেবের কামধনু অপহরণ করিয়া আনেন ; অনন্তর বরুণদেব ঐ ধেনুর নিমিত্ত  
বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তাঁহাকে ঐ উত্তমা ধেনু প্রদান করিলেন না ॥ ৩ ॥  
তদনন্তর বরুণদেব, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং জগৎপ্রভু ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া  
বিনয় সহকারে আপন দুঃখ নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ৪ ॥ মহাভাগ ! মহর্ষি কশ্যপ

\* শাপাত্ম বরুণস্ত বৈ । ইতি বা পাঠঃ ।

† একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং বরুণস্ত হ । জহার যাজ্ঞীরা গাবঃ পরোদাঃ হুরতি সমাঃ ॥

অদিতিঃ হুরতিশ্চৈব ভার্য্যে যে তস্য স্মৃত্যে । তস্যঃ প্রিয়ার্থং তেনাদ্য রক্ষিতা গাঃ পরোদুতাঃ ॥

ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

ভাৰ্য্যে হে অপি তত্রৈব ভবেতাং চাতিদুঃখিতে ।  
 যতো বৎসা রুদন্ত্যত্র মাতৃহীনাঃ স্বেদুঃখিতাঃ ॥ ৬ ॥  
 মৃতবৎসাদিতিস্তস্মাদুবিষ্যতি ধরাতলে ।  
 কারাগারনিবাসা চ তেনাপি বহুদুঃখিতা ॥ ৭ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মা যাদোনাত্মন্য পদ্মভূঃ ।  
 সমাহুয় মুনিং তত্র তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥  
 কস্মাস্থয়া মহাভাগ ! লোকপালস্য ধেনবঃ ।  
 হতাঃ পুনর্ন দত্তাশ্চ কিমন্যায়ং করোষি বৈ ॥ ৯ ॥  
 জানন্ ত্যায়ং মহাভাগ ! পরবিত্তাপহারণম্ ।  
 কৃতবান্ কথমন্যায়ং সৰ্ব্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ॥ ১০ ॥  
 অহো লোভস্য মহিমা মহতোহপি ন মুকতি ।  
 লোভং নরকদং নুনং পাপাকরমসম্মতম্ ॥ ১১ ॥  
 কশ্চপোহপি ন তং ত্যক্তুং সমর্থঃ কিং করোগ্যহম্ ।  
 সৰ্ব্বদৈবাধিকস্তস্মাল্লোভো বৈ কলিতো ময়া ॥ ১২ ॥

তত্রৈব মাতৃষে এব । বৎসা রুদন্তি স্মাদভ্যনাং গবামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ তেন কারণেনেত্যর্থঃ । তেনাপি তেনৈব কারণেন ইতি শাপে দত্তেহপি ম  
 দদাতীত্যশ্চর্য্যং ব্রহ্মাণং প্রত্যুক্তবানিতি ভাবঃ ॥ ৭—১০ ॥

একপে উন্নত প্রায় তিনি কোন প্রকারেই আমাকে দেখু প্রদান করিলেন না । আমি,  
 মাতৃবিরহে অতিশয় দুঃখিত বৎসগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে, এই বলিয়া শাপ  
 প্রদান করিয়াছি যে, আপনি নরলোকে গোপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করুন এবং আপনার  
 ভাৰ্য্যাধর, অতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে জন্মলাভ করুক” ॥ ৫—৬ ॥ হে ব্রহ্মন !  
 বৎসগণের সেই কষ্ট দর্শন করিয়া অতিশয় রোষভরে পুনর্বার আদিতিকে কহিয়াছি যে তুমি,  
 ধরাতলে মৃতবৎসা, কারাবাসিনী এবং বহুদুঃখভাগিনী হইবে ॥ ৭ ॥

জনমেজয় ! পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বরুণের সেই বচন শ্রবণ পূর্বক মুনিবর কশ্যপকে আহ্বান  
 করিয়া কহিলেন ॥ ৮ ॥ মহাভাগ ! আপনি কি নিমিত্ত লোকপাল বরুণদেবের দেখু সকল  
 হরণ করিয়াছেন ? কি নিমিত্তই বা দেখু সকল পুনঃ প্রদান না করিয়া অস্তায় করিয়া-  
 ছেন ? ॥ ৯ ॥ ভগবন্ ! আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও মতিমান্ হইয়া এবং জ্ঞানের তথ্য অবগত হইয়াও  
 পরধন অপহরণ করিয়া কি অন্য অস্তায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? ॥ ১০ ॥ অহো ! লোভের কি  
 অপূৰ্ণ মহিমা ! মহৎ ব্যক্তিগণও লোভের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়েন না । লোভ,



ধন্যাস্তে মুনয়ঃ শাস্তা জিতো যৈলোভ এব চ ।  
 বৈখানসৈঃ শমপরৈঃ প্রতিগ্রহপরাঙ্ঘ্রু থৈঃ ॥ ১৩ ॥  
 সংসারে বলবান্ধ্রুক্রলোভোহমেধ্যবরঃ সদা ।  
 কশ্যপোহপি দুরাচারঃ কৃতম্বেহো\* দুরাঙ্গনা ॥ ১৪ ॥  
 ব্রহ্মাপি তং শশাপাথ কশ্যপং মুনিসত্তমম্ ।  
 মর্যাদা রক্ষণার্থং হি পৌত্রং পরমবল্লভম্ ॥ ১৫ ॥  
 অংশেম হুং পৃথিব্যাং বৈ প্রাপ্য জন্ম যদোঃ কুলে ।  
 ভার্য্যাভ্যাং সংযুতস্তত্র গোপালকং করিষ্যসি ॥ ১৬ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

এবং শপ্তঃ কশ্যপোহসৌ বরুণেন চ ব্রহ্মণা ।  
 অংশাবতরণার্থায় ভূভারহরণায় চ ॥ ১৭ ॥  
 তথা দিত্যাদিতিঃ শপ্তা শোকসন্তপ্তয়া ভৃশম্ ।  
 জাতাজাতা বিনশ্চোরংস্তব পুত্রাস্তু সপ্ত বৈ ॥ ১৮ ॥

অহো লোভশ্চেতি । যো লোভো মহতোহপীতি দ্বিতীয়াবহবচনম্ । তানপি ন মুঞ্চতী-  
 ত্যর্থঃ । লোভং নরকদমিত্যন্তোত্তরত্র তমিত্যনেনাদ্বয়ঃ ॥ ১১—১৩ ॥

অমেধ্যবর ইতি ছেদঃ যতো দুরাঙ্গনা কৃতম্বেহস্ততো দুরাচার ইত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

পাপের আকর, সজ্জনগণের অসম্মত এবং নিশ্চয়ই নরকপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ মহর্ষি  
 কশ্যপও এই লোভকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না, তবে আমি আর কি করিব?  
 এক্ষণে সর্বপ্রকার দৈব হইতেও লোভকে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া অবধারণ করি-  
 লাম ॥ ১২ ॥ যে সকল মহর্ষিগণ, শাস্তিপরাঙ্গণ প্রশান্তচেতা ও প্রতিগ্রহে পরাঙ্ঘ্রু এবং  
 বৈখানস বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোভকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহারা ই ধন্য ॥ ১৩ ॥ সংসারে  
 লোভই বলবান্ধ্রু, লোভের তুল্য অপবিত্র ও ঘৃণিত বস্তু সংসারে আর নাই; হায়! সেই  
 লোভ, মহর্ষি কশ্যপকেও সামান্য মেহে বদ্ধ ও দুরাচার করিয়া তুলিল! ইহা অতিশয়  
 আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, প্রজাপতি ব্রহ্মাও জায় ও যশের মর্যাদা  
 রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরমপ্রিয়তম আপন পৌত্র কশ্যপকে অভিশাপ প্রদান করিয়া  
 কহিলেন, তুমি পৃথিবীতলে যদুকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত, মিলিত হইয়া  
 গোপালন কার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ১৫-১৬ ॥

মহারাজ! অংশাবতার ও ভূভার হরণের নিমিত্ত ব্রহ্মা ও বরুণ, মহর্ষি কশ্যপকে এইরূপে  
 অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ আর দিতি, অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া অদিতিকে এই  
 বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, তোমার সাতটা পুত্র জন্মিয়া জন্মিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

কস্মাদিত্যা চ ভগিনী শপেদ্রজননী যুনে ! ।  
কারণং বদ শাপে চ শোকস্ত মুনিসত্তম ! ॥ ১৯ ॥

সূত উবাচ ।

পারিক্রিতেন পৃষ্ঠস্ত ব্যাসঃ সত্যবতীস্বতঃ ।  
রাজানং প্রভু্যবাচেদং কারণং স্মসমাহিতঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! দক্ষস্বতে ধ্রে তুং দিতিশ্চাদিতিরুত্তমে ।  
কশ্যপস্ত্র প্রিয়ে ভার্য্যে বভূবতুরুরুক্রমে ॥ ২১ ॥  
অদিত্যা মঘবা পুত্রো যদাভূদতিবীৰ্য্যবান্ ।  
তদা তু তাদৃশং পুত্রং চকমে দিতিরোজসা ॥ ২২ ॥  
পতিমাহাসিতাপাঙ্গী পুত্রং মে দেহি মানদ ! ।  
ইন্দ্রতুল্যবলং বীরং ধর্ম্মিষ্ঠং বীৰ্য্যবত্তমম্ ॥ ২৩ ॥  
তামুবাচ মুনিঃ কাস্তে ! স্বস্থা ভব ময়োদিতে ।  
ব্রতাস্তে ভবিতা তুভ্যং শতক্রতুসমঃ স্বতঃ ॥ ২৪ ॥

অদিতেঃ শাপাস্তুরমপ্যাহ তথেন্তি ॥ ১৮ ॥

শোকস্থিতি । অগ্নিবিষয়ে মম শোকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৩

জনমেজয় কহিলেন, মুনিসত্তম ! দিতি, ইন্দ্রজননী ভগিনী অদিতিকে কি কারণে অস্তি-  
শাপ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার শাপের কারণ কি ? তাহা আমাকে বলুন, এই বিষয়  
শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকের উদয় হইতেছে ॥ ১৯ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়, সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে এইরূপ  
জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি সমাহিত হইয়া রাজাকে এইরূপে সেই সেই বিষয়ের কারণ, কহিতে  
আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥ রাজন্ ! দিতি ও অদিতি নামে প্রজাপতি দ্বন্দ্বের দুইটা তনয়া ছিল ;  
এই সূত্রতা কাসিনী দুইটা মহর্ষি কশ্যপের প্রিয়তমা ভার্য্যা হন ॥ ২১ ॥ অদিতির গর্ভে অতিশয়  
বীৰ্য্যবান্ দেবরাজ ইন্দ্র উৎপন্ন হইলে, দিতি আপনার সেইরূপ বীৰ্য্যবান্ ও তেজঃসম্পন্ন পুত্র  
কামনা করিলেন ॥ ২২ ॥ সেই অসিতাপাঙ্গী দিতি পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, স্বামিন্ !  
আপনি লকলের মানদান করিয়া থাকেন, অতএব প্রার্থনা করি আমাকে ইন্দ্রতুল্য বলশালী  
বীর, বীর, ধর্ম্মিষ্ঠ ও বীৰ্য্যবান্ পুত্র প্রদান করুন ॥ ২৩ ॥ মহর্ষি কহিলেন, কাস্তে ! স্বস্থা হও  
আমি তোমাকে যে ব্রতচরণের কথা কহিতেছি, সেই ব্রত সমাপন হইলেই তুমি ইন্দ্র তুল্য

সা তথ্যেতি প্রতিশ্রুত্য চকার ব্রতমুত্তমম্ ।  
 নিষিক্তং মুনির্না গর্ভং বিভ্রাণা স্তমনোহরম্ ॥ ২৫ ॥  
 ভূমৌ চকার শয়নং পয়োব্রতপরায়ণা ।  
 পবিত্রা ধারণায়ুক্তা বভূব বরবর্ণিনী ॥ ২৬ ॥  
 এবজ্জাতঃ স্তমস্পূর্ণো যদা গর্ভোহতিবীৰ্য্যবান্ ।  
 শুভ্রাংশুমতিদীপ্তাঙ্গীং দিতিং দৃষ্টা তু ছুঃখিতা\* ॥ ২৭ ॥  
 মঘবৎসদৃশঃ পুত্রো ভবিষ্যতি মহাবলঃ ।  
 দিত্যাস্তদা মম স্তনুস্তেজোহীনো ভবেৎ কিল ॥ ২৮ ॥  
 ইতিচিন্তাপরা পুত্রমিস্ত্রকোবাচ মানিনী ।  
 শক্রস্তেহদ্য সমুৎপন্নো দিতিগর্ভেহতিবীৰ্য্যবান্ ॥ ২৯ ॥  
 উপায়ং কুরু নাশায় শক্রোরদ্য বিচিন্ত্য চ ।  
 উৎপত্তিরেব হস্তব্য দিত্যা গর্ভস্য শোভন ! ॥ ৩০ ॥  
 বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীভাবমাস্থিতাম্ ।  
 ছুনোতি হৃদয়ে চিন্তা স্তমস্মবিনাশিনী ॥ ৩১ ॥

ময়োদিতঃ যদব্রতং তস্তান্তে ইত্যর্থঃ । তস্তাঃ কিঞ্চিপুত্রজনকং ব্রতমুক্তমিতি তাৎপর্যম্ ॥ ২৪—২৬ ॥

শুভ্রাংশুঃ শ্বেতবর্ণাঃ গর্ভিণীস্বভাবত্যাচ্ছবর্ণস্তেত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

পুত্র লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥ আপনি বাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব এই বলিয়া দিতি সেই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার উদরে গর্ভ নিষেক করিলেন । দিতি সেই গর্ভ যথানিয়মে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ বরবর্ণিনী, দিতি, নিয়গাবিত ও পবিত্র থাকিয়া একান্তচিত্তে পয়োব্রতের অনুষ্ঠান পূর্বক ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সেই তেজঃসম্পন্ন গর্ভ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন অদिति, দিতিকে শ্বেতবর্ণা ও দীপ্তাঙ্গী দর্শন করিয়া ছুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যখন দিতির ইন্দ্রতুল্য মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে তখন আমারপুত্র তেজোহীন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৭—২৮ ॥ অভিমানিনী অদिति, এইরূপ চিন্তাবিতা হইয়া আপন পুত্র অমররাজকে কহিলেন, বৎস ! অতিশয় বীৰ্য্যবান্ তোমার এক শক্র, এক্ষণে দিতির গর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৯ ॥ তুমি এখন হইতেই শক্রবিনাশের নিমিত্ত উপায় চিন্তা কর । হে স্তমোভন ! দিতির গর্ভ বাহাতে ভূমিষ্ট হইবার পূর্বেই বিনাশ পায়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও ॥ ৩০—৩১ ॥ সপত্নীভাবে গর্ভিতা সেই অসিতাপাঙ্গী দিতিকে দর্শন করিয়া,

\* বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীং ভাবমাস্থিতাম্ । অদিতিচিন্তয়ামাস কিং করোমীতি ছুঃখিতা ।

ইতি বা পাঠঃ ।



রাজযক্ষ্মেব সংরুদ্ধো নক্টো নৈব ভবেদ্রিপুঃ ।

তস্মাদকুরিতং হৃদ্যাদবুদ্ধিমানহিতং কিল ॥ ৩২ ॥

লোহণকুরিব কিপ্তো গৰ্ভো বৈ হৃদয়ে মম ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন পাতয়াদ্য শতক্রতো ! ॥ ৩৩ ॥

সামদানবলেনাপি হিংসনীয়স্তয়া স্মৃত ! ।

দিত্যা গৰ্ভো মহাভাগ ! মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা মাতৃবচঃ শক্ৰো বিচিন্ত্য মনসা ততঃ ।

জগামাপরমাতুঃ স সমীপমমরাধিপঃ ॥ ৩৫ ॥

ববন্দে বিনয়াৎ পাদৌ দিত্যাঃ পাপমতিনৃপ ! ।

প্রোবাচ বিনয়েনাসৌ মধুরং বিষগৰ্ভিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

মাতস্ত্বং ব্রতযুক্তাসি ক্লীণদেহাতিদুৰ্বলা ।

সেবার্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ কিং কর্তব্যং বদস্ব মে ॥ ৩৭ ॥

পাদসংবাহনং তেহং করিষ্যামি পতিব্রতে ! ।

গুরুশুশ্রূষণাং পুণ্যং লভতে গতিমক্ষয়াম্ ॥ ৩৮ ॥

অহিতং শক্ৰম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

(সামদানেতি । চেৎ যদি মম প্রিয়ং অতিলব্ধসি তদা ত্বয়া দিত্যা গৰ্ভো হিংসনীয়ো বিনাশ ইত্যর্থঃ । দিতিগৰ্ভনাশনাৎ মে অন্তঃ কিমপি প্রিয়ং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

সুধনাশিনী ও মর্দনধাতিনী চিন্তা আমার হৃদয়কে একান্ত পরিতাপিত করিতেছে ॥ ৩১ ॥ দেখ শক্ৰ, রাজযক্ষ্মার জ্বায় বন্ধমূল হইলে আর তাহাকে বিনাশ করা যায় না, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি, শক্ৰকে অকুরিত অবস্থাতেই বিনাশ করিবেন ॥ ৩২ ॥ হে শতক্রতো ! দিতির গৰ্ভ, লোহ শক্ৰের জ্বায় আমার হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তুমি যে কোন উপায়ে ইহার নিপাত সাধন কর ॥ ৩৩ ॥ মহাভাগ ! যদি তুমি আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাক, তবে সাম দানাদি অথবা বল দ্বারা দিতির গৰ্ভ বিনাশ করিয়া আমার সম্ভাপিত চিন্তাকে স্মৃতিতল কর ॥ ৩৪ ॥

মহারাজ ! অমররাজ ইন্দ্র, মাতার বচন শ্রবণানন্তর মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়া বিমাতার নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই পাপমতি বিনয়াধিত হইয়া দিতির পাদ বন্দন পূর্বক বিষগৰ্ভিত মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ মাতঃ ! আপনি ব্রতাচরণে ক্লীণদেহ ও অত্যন্ত দুৰ্বল হইয়াছেন, আমি আপনার সেবার নিমিত্ত আগমন

ন মে কিমপি ভেদোহস্তি তবাদিত্যা শপে কিল ।  
 ইতু্যক্তা চরণৌ স্পৃষ্টৌ সংবাহনপরোহভবৎ ॥ ৩৯ ॥  
 সংবাহনস্থঃ প্রাপ্য নিদ্রামাপ স্থলোচনা ।  
 শ্রাস্তা ব্রতকৃশা স্থপ্তা বিশ্বস্তা পরমা সতী ॥ ৪০ ॥  
 তাং নিদ্রাবশমাপন্নাং বিলোক্য প্রাবিশতনুম্ ।  
 রূপং কৃত্বাতিসূক্ষ্মঞ্চ শল্পপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ৪১ ॥  
 উদরং প্রবিশেশাশু তস্তা যোগবলেন বৈ ।  
 গর্ভং চকর্ত বজ্রেণ সপ্তধা পবিনায়কঃ ॥ ৪২ ॥  
 রুরোদ চ তদা বালো বজ্রেণাভিহতস্তথা ।  
 মা রুদেতি শনৈর্বাক্যমুবাচ মঘবানমুম্ ॥ ৪৩ ॥  
 শকলানি পুনঃ সপ্ত সপ্তধা কৰ্ত্তিতানি চ ।  
 তদা চৈকোনপঞ্চাশন্নরুতশ্চাভবম্প ! ॥ ৪৪ ॥  
 তদা প্রবুদ্ধা স্তদতী জাহ্নবা গর্ভং তথাকৃতম্ ।  
 ইন্দ্রেণ চ্ছলরূপেণ চুকোপ ভৃশদুঃখিতা ॥ ৪৫ ॥

পাপে বিমাতৃগর্ভবিনাশরূপে মতির্যশ্চ । বিষগর্তিতং ছষ্টাতিপ্রায়ত্বাৎ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

অদিত্যা মম মাত্ৰা সহ তব ভেদঃ কিমপি মে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

পবিনায়কঃ পবিধারকঃ ॥ ৪২ ॥

মঘবানমুমিতি । মঘবা বহলমিতি সিদ্ধম্ । অমুং বালম্ ॥ ৪৩ ॥

করিলাম, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৩৭ ॥ হে পতিব্রতে ! আমি আপনার পদসেবা  
 করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ গুরুসেবা করিলে পুণ্য ও অক্ষয়গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥  
 মাতঃ ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার অন্তঃকরণে অদिति ও আপনাতে কিছুমাত্র  
 ভেদ বুদ্ধি নাই । এই বলিয়া চরণস্পর্শন পূর্বক পাদসংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রতপরিশ্রান্তা কৃশা স্থলোচনা দিতি সংবাহনের স্থখ প্রাপ্ত হইয়া এবং ইহু বচনে বিশ্বাস  
 করিয়া, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ॥ ৪০ ॥ বজ্রপাণি ইন্দ্র, তাঁহাকে সুষুপ্তা দেখিয়া অত্যন্ত  
 সূক্ষ্মরূপ ধারণ পূর্বক সাবধানে যোগবলে তাঁহার উদর মধ্যে আশু প্রবেশ করিলেন এবং  
 বজ্র দ্বারা ছেদন পূর্বক তাঁহার গর্ভ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥  
 উদরস্থ বালক বজ্রদ্বারা আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, ইন্দ্র, কাঁদিও না কাঁদিও না  
 বলিয়া বালককে বারংবার মাখনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া  
 সেই সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেককেই পুনর্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিলেন । মৃগবর ! জাহ্নবা  
 হইতেই ঊনপঞ্চাশৎ মরুদগণের উৎপত্তি হইল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ স্তদতী দিতি তখন জাগরিতা

ভগিনীকৃতং সা বুদ্ধা শশাপ কুপিতা তদা ।  
 অদিতিং মঘবস্তু সত্যব্রতপরায়ণা ॥ ৪৬ ॥  
 যথা মে কর্ত্বিতো গর্ভস্তব পুত্রেন ছদ্মনা ।  
 তথা তন্নামায়াতু রাজ্যং ত্রিভুবনস্ত তু ॥ ৪৭ ॥  
 যথা তুপ্তেন পাপেন মম গর্ভো নিপাতিতঃ ।  
 অদিত্যা পাপচারিণ্যা যথা মে ঘাতিতঃ সূতঃ ॥ ৪৮ ॥  
 তস্তাঃ পুত্রাস্তু নশ্বস্তু জাতা জাতাঃ পুনঃপুনঃ ।  
 কারাগারে বসত্বেষা পুত্রশোকাতুরা ভৃশম্ ।  
 অন্তজন্মনি চাপ্যেবং মৃতাপত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

বাস উবাচ ।

ইদ্যুৎসৃষ্টং তদা ঋত্বা শাপং মরীচিনন্দনঃ ।  
 উবাচ প্রণয়োপেতো বচনং শময়ন্নিব ॥ ৫০ ॥  
 মা কোপং কুরু কল্যাণি ! পুত্রস্তে বলবন্তরাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি সুরাঃ সর্বে মরুতো মঘবৎসথাঃ ॥ ৫১ ॥  
 শাপোহয়ং তব বামোরু ! ত্র্যম্বকবিশেষত্ব দ্বাপরে ।  
 অংশেন মানুষং জন্ম প্রাপ্য ভোক্ত্যতি ভামিনী ॥ ৫২ ॥

সপ্তধেতি । সপ্তশকলেষু মধ্যে একৈকং শকলং সপ্তধা সপ্তধা কৃৎবেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৯ ॥

মরীচিনন্দনঃ কণ্ডপঃ ॥ ৫০ ॥

মঘবৎসথাঃ । রাজাহঃসখিত্যষ্টজিহ্বিত ট্চসমাসাস্তঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কপটচারী ইন্দ্র তাঁহার গর্ভচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাতে তিনি অতিশয় হুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৪৫ ॥ এই সকল কার্য্য তাঁহার ভগিনীকৃত জানিয়া সত্যবাদিনী ব্রতপরায়ণা দিতি, অদिति ও ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার পুত্র ছল পূর্ব্বক যেমন আমার গর্ভ কর্ত্তন করিয়াছে, তেমনি তাহার ত্রিভুবন রাজ্য বিনষ্ট হউক ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর পাপচারিণী অদिति যেমন গোপনে আমার গর্ভ নিপাত করাইয়া আমার পুত্র নৃশ করিয়াছে তেমনি তাহার পুত্র সকল পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া জন্মিয়াই বিনাশ পাইবে, পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া কারাগারে বসতি করিবে এবং অন্তান্তরেও মৃত-বৎসা হইবে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! মরীচিনন্দন মহর্ষি কণ্ডপ, অভিশাপ বচন শ্রবণ পূর্ব্বক প্রণয়বচনে তাঁহার কোপ শান্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ কল্যাণি ! তুমি কোপ করিও না, তোমার পুত্র সকল অতিশয় বলবান্ এবং মরুৎ নামক দেবগণ হইয়া ইন্দ্রের



বরুণেনাপি দত্তোহস্তি শাপঃ সস্তাপিতেন চ ।

উভয়োঃ শাপযোগেন মানুষীয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

পতিনাশ্বাসিতা দেবী সন্তুষ্টা সা ভবতুদা ।

নোবাচ বিপ্রিয়ং কিঞ্চিত্ততঃ সা বরবর্ণিনী ॥ ৫৪ ॥

ইতি তে কথিতং রাজন্ ! পূর্বশাপস্ত কারণম্ ।

অদিতির্দেবকী জাতা স্বাংশেন নৃপসত্তম ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
অদিশাপকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইয়মদিতিঃ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সখা হইবে ॥ ৫১ ॥ হে বামোক্ষ ! তোমার এই অভিশাপ বিফল হইবে না, অষ্টাবিংশমহন্তরে  
সাপরযুগান্তে ইহার ফল ফলিবে ; তখন ঈর্ষাকলুষিতা কোপনা অদিতি অংশ দ্বারা  
মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ইহার ফলভোগ করিবে ॥ ৫২ ॥ বরুণও সস্তাপিত হইয়া ইহাকে  
অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তোমাদের উভয়ের শাপযোগে এই অদিতি মানুষী হইয়া  
জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

মহারাজ ! তখন বরবর্ণিনী দেবী দিতি, পতি কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া সন্তোষ লাভ  
করিলেন, তদনন্তর আর কিছু অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না ॥ ৫৪ ॥ রাজন্ ! এই আমি  
তোমার নিকট পূর্বশাপের কারণ বর্ণন করিলাম । হে নৃপসত্তম ! এইরূপে অদিতি  
আপন অংশ দ্বারা দেবকী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকী বহুদেবের পূর্বশাপ বর্ণন  
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

বিস্মিতোহস্মি মহাভাগ ! শ্রুত্বাখ্যানং মহামতে !

সংসারোহয়ং পাপরূপঃ কথং মুচ্যেত বন্ধনাং ॥ ১ ॥

কশ্চাপশ্চাপি দায়াদস্ত্রিলোকীবিভবে সতি ।

কৃতবানীদৃশং কৰ্ম কো ন কুৰ্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥ ২ ॥

গৰ্ভে প্রবিশ্য বালশ্চ হননং দারুণং কিল ।

সেবামিমেণ মাতুশ্চ কুত্বা শপথমদ্রুতম্ ॥ ৩ ॥

শাস্তা ধৰ্ম্মশ্চ গোপ্তা চ ত্রিলোক্যাঃ পতিরপ্যত ।

কৃতবানীদৃশং কৰ্ম কো ন কুৰ্যাদসাম্প্রতম্ ॥ ৪ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈকবিপকশংপদৈরগণ নিরন্তরম্ ।

অধৰ্ম্মে চ স্থিতং সৰ্ম্মং জগদিত্যেতদীদৃশ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ে ইজ্ঞাদীনামপি মহতাং গৰ্ভহননাদ্যধৰ্ম্মচরণং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো রাজা পৃচ্ছতি  
বিস্মিতোহস্মীতি । অয়ং পাপরূপঃ সংসারঃ । অস্মাদ্বন্ধনাং সংসাররূপাশ্চাশ্রয়াঃ কথং মুচ্যেত ।  
নান্নান্মোচনাশা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কৃত ইতি চেত্তব্রাহ কশ্চাপশ্চাপীতি । দায়াদঃ পুত্রঃ উত্তমকুলোৎপন্নোহপীত্যর্থঃ ।  
ত্রৈলোক্যাধিপতোহপি জুগুপ্সিতং কৰ্ম কৃতবাস্তদাশ্চ কো ন কুৰ্যাজ্জুগুপ্সিতং নিন্যঃ  
কৰ্ম । সৰ্কোহপি কুৰ্যাদেব । ততশ্চ সংসারান্মোক্ষো দুর্লভ ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

কিং তজ্জুগুপ্সিতং কৰ্ম কৃতবাস্তব্রাহ গৰ্ভে প্রবিশ্যেতি । শপথং কুত্বা হননং কৃতবানি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম । হে  
মহামতে ! আমি দেখিতেছি এই সংসারই পাপের স্বরূপ, তবে জীবগণ সংসারে আসিয়া  
কিভাবে মুক্তি লাভ করিবে তাহা আমার আশাত কিছুই করা যাইতে পারে না ॥ ১ ॥ কারণ,  
যিনি পরম পবিত্র কশ্যপ ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্রৈলোক্য বাহ্যিক বিতর্ক,  
সেই দেবরাজ ইন্দ্রও যখন এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন, তখন আর কোন্ ব্যক্তি জুগুপ্সিত  
কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইবে ॥ ২ ॥ সেবা করিবার ছলে গুরুতর শপথ করিয়া মাতার গর্ভে  
প্রবেশ পূর্বক বালকের প্রাণ বিনাশ করা অতিশয় নিদারুণ কার্য্য সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥  
যিনি, অশ্বিনের শাসক ও ধর্ম্মের রক্ষক, যিনি ত্রিলোকের অধিপতি, যখন তিনিও  
এরূপ ঘৃণিত কৰ্ম্ম করিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি গর্হিত ও দুর্বিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না

পিতামহা মে সংগ্রামে কুরুক্ষেত্রেহতিদারুণম্ ।  
 কৃতবন্তস্তথাশ্চর্য্যং দৃষ্টং কৰ্ম্ম জগদ্গুরো ! ॥ ৫ ॥  
 ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো ধৰ্ম্মাংশোহপি যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 সৰ্ব্বে বিরুদ্ধধৰ্ম্মেণ বাসুদেবেন নোদিতাঃ ॥ ৬ ॥  
 অসারতাং বিজানন্তুঃ সংসারন্তু স্নমেধসঃ ।  
 দেবাংশাশ্চ কথং চক্ৰুর্নিন্দিতং ধৰ্ম্মতৎপরাস্থাঃ ॥ ৭ ॥  
 কাস্থা ধৰ্ম্মন্তু বিপ্রেন্দ্র ! প্রমাণং কিং বিনিশ্চিতম্ ।  
 চলচিত্তোহস্মি সংজাতঃ শ্রদ্ধা চৈতৎ কথানকম্ ॥ ৮ ॥  
 আপ্তবাক্যং প্রমাণং চেদাপ্তঃ কঃ পরদেহবান্ ।  
 পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী ভবতি সৰ্ব্বথা ॥ ৯ ॥

ন কেবলং স এব কৃতবান্ কিম্বন্তোহপি ধৰ্ম্মাশ্রয়ানো মৎপিতামহাদয়োহপি দৃষ্টং কৰ্ম্ম  
 গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিকং কৃতবন্তস্তদেতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ পিতামহা ম ইতি ॥ ৫ ॥

তথাশ্রোতৃপীত্যাহ ভীষ্মো দ্রোণ ইতি । বাসুদেবেন বিরুদ্ধধৰ্ম্মেণ গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিরূপেণ  
 নোদিতাঃ প্রেরিতাঃ । ন হীশ্বরশ্রাদ্ধৰ্ম্মে প্রেরকত্বং যুক্তম্ ॥ ৬ ॥

তদেবাহ অসারতামিতি । ন হি সংসারেহসারতাং জানতাং তদাগ্রহেণাধৰ্ম্মাচরণং  
 সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥

এতাদৃশানাং যদেখমাচরণং তদা ধৰ্ম্মশ্রাবস্থানে কা আস্থা কা শ্রদ্ধা ন কাপীত্যর্থঃ ।  
 কিঞ্চ প্রমাণভূতং বস্ত্র কিমস্তি বিনিশ্চিতম্ । ন কিমপীত্যর্থঃ । ধৰ্ম্মশ্রাচরণে এতে ধৰ্ম্মাশ্রয়ানঃ  
 প্রমাণমিতি স্থিতম্ । যদা তেত এবাধৰ্ম্মাচরণবস্ত্রস্তদা প্রমাণং কিমবশিষ্টং ন কিমপীত্যর্থঃ ।  
 ধৰ্ম্মশ্রাচরণে এতাদৃশং কথানকং শ্রদ্ধা চলচিত্তোহস্মীত্যাহ চলচিত্তোহস্মীতি ॥ ৮ ॥

কিঞ্চাগমোপার্জ্জরঃ । এতাদৃশাচরণবতামাপ্তভাবাদাপ্তবাক্যমাগম ইত্যন্ত বিষয়া-  
 ভাবাদিত্যাহ আপ্তবাক্যমিতি । আপ্তঃ কঃ ন কোহপ্যস্তুীত্যর্থঃ । যো যো হি পরদেহবানুৎ-  
 কৃষ্টদেহবান্ দেহতাদাত্ত্বাবানিত্যর্থঃ । স সৰ্ব্বোহপি পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী সৰ্ব্বথা  
 ভবতি । ততো নাপ্তোহস্তুীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হইবে ॥ ৪ ॥ হে জগদ্গুরো ! আমার পিতামহগণ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামস্থলে অতিশয়  
 নিদারুণ নিন্দিত কৰ্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন ইহাও অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ  
 হইতেছে ॥ ৫ ॥ দেখুন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ অধিক কি ধৰ্ম্মের অংশাবতার  
 যুধিষ্ঠিরও সেই নিন্দিত কৰ্ম্মে লিপ্ত ছিলেন ; তাহারা সকলেই দেবাংশ, ধৰ্ম্মনিরত ও  
 বুদ্ধিমান হইয়া এবং সংসারের অসারতা জানিয়াও বাসুদেব কর্তৃক গুরুবধাদিরূপ বিরুদ্ধ  
 ধৰ্ম্মে প্রেরিত হইয়া কিরূপে স্থণিত কৰ্ম্মের আচরণ করিলেন ? ॥ ৬—৭ ॥ হে বিপ্রকুলেন্দ্র !  
 এতাদৃশ মহান ব্যক্তিগণের যখন ধৰ্ম্ম বিষয়ে এরূপ আচরণ, তখন ধৰ্ম্মের অবস্থিতি বিষয়ে  
 আস্থা বা শ্রদ্ধা কি আছে ? আর তদ্বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণই বা কি ? হে মুনীন্দ্র !  
 এই সকল আখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত একান্তই বিচলিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ যদি



রাগো দ্বেষো ভবেন্নূনমর্থনাশাদসংশয়ম্ ।  
 দ্বেষাদসত্যবচনং বক্তব্যং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১০ ॥  
 জরাসন্ধবিঘাতার্থং হরিণা সত্ত্বমূর্তিনা ।  
 ছলেন রচিতং রূপং ব্রাহ্মণস্ত বিজানতা ॥ ১১ ॥  
 তদাপ্তঃ কঃ প্রমাণং কিং সত্ত্বমূর্তিরপীদৃশঃ ।  
 অর্জুনোহপি তথৈবাত্র কার্যো যজ্ঞবিনির্মিতে ॥ ১২ ॥  
 কীদৃশোহয়ং কৃতো যজ্ঞঃ কিমর্থং শমবর্জিতঃ ।  
 পরলোকপদার্থং বা যশসে বাশ্রুতা কিল ॥ ১৩ ॥  
 ধর্মস্য প্রথমঃ পাদঃ সত্যমেতচ্ছূতেবচঃ ।  
 দ্বিতীয়স্ত তথাশৌচং দয়াপাদস্তৃতীয়কঃ ॥ ১৪ ॥

তদেবাহ রাগদ্বেষ ইতি । যতঃ সর্বশ্চ পুরুষশ্চার্থনাশাদ্বেষো ভবেদেবাসংশয়ম্ । দ্বেষাচ্চ স্বার্থসিদ্ধয়ে অসত্যবচনং বক্তব্যমেবোক্ত নিয়মস্ততো নাপ্তোহন্তীত্যর্থঃ । আপ্তো হি হিতকারী যথার্থবক্তা । যদা তু সর্বো স্বহিতকারিণঃ স্বহিতার্থমনর্থমপাচরন্তি তদাপ্তঃ ক ঐচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

আপ্তাসম্ভবমেবাহ জরাসন্ধেতি ॥ ১১ ॥

অত্যন্তসাত্ত্বিকবিশ্লেষরপি স্বহিতার্থছলকর্তৃত্বাদাপ্তত্বাভাবো যথা তথা অর্জুনোহপি যজ্ঞরূপে বিনির্মিতে উৎপাদিতে কার্যো ছলকারী ভবতি তস্মাদাপ্তো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কথমর্জুনস্ত ছলকারিত্বস্তদাহ কীদৃশোহয়মিতি । যত্র শিশুপালবধাদিরূপোহনর্থো জাতঃ স যজ্ঞঃ কীদৃশঃ । সাত্ত্বিকো বা রাজসো বা কৃতঃ । স চ শমবর্জিতঃ কিমর্থং কৃতঃ নাহি কিমএ ছলং নাস্তীতি স চ পরলোকার্থে বা যশসে বাশ্রুতার্থং বা কৃতঃ শ্রাদ্ধিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তদপি ফলং ন সম্ভবতীত্যাহ ধর্মস্য প্রথমঃ পাদ ইতি ॥ ১৪ ॥

আপ্তবাক্যেই ধর্মবিষয়ের প্রমাণ কহেন তবে উৎকৃষ্ট-দেহধারী আপ্ত ব্যক্তিই বা কে আছেন ? সমস্ত বিষয়াসক্ত পুরুষগণ সর্বতোভাবে বিষয়ে অমুরাগী হইয়া থাকে অতএব তাহারা আপ্ত হইতে পারে না ॥ ৯ ॥ আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে স্বার্থনাশ হইলেই রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়, এবং স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই দ্বেষ হইতে অসত্য বাক্য সকল উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ সত্ত্বমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত জানিয়া শুনিয়াও ছলপূর্বক ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ সাত্ত্বিকমূর্তি বাসুদেবও যেক্রমে স্বার্থসাধনার্থ ছল অবলম্বন করিলেন, অর্জুনও সেইরূপ যজ্ঞকার্য সাধনের নিমিত্ত ছলাবলম্বী হইলেন, তবে আপ্তই বা কে ? আর প্রমাণই বা কি ? ॥ ১২ ॥ যেখানে শিশুপাল-বধাদিরূপ অনর্থের উৎপত্তি সেই যজ্ঞই বা কিরূপ ; এই যজ্ঞ কি জগৎ শান্তিবিবর্জিত হইল ? ইহা পরলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত বা যশের নিমিত্ত অথবা অশ্রু কোন অভিপ্রেত সাধনার্থ সম্পাদিত হইয়াছিল ? ॥ ১৩ ॥ পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, “সত্য ধর্মের প্রথম পাদ, শৌচ দ্বিতীয় পাদ, দয়া তৃতীয় পাদ এবং দান চতুর্থ পাদ ইহা শ্রুতিবাক্য ;” এই

দানং পাদশ্চতুর্থশ্চ পুরাণজ্ঞা বদন্তি বৈ ।  
 তৈর্বিহীনঃ কথং ধর্ম্যস্তিষ্ঠেদিহ স্তসম্মতঃ ॥ ১৫ ॥  
 ধর্ম্যহীনং কৃতং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ ।  
 ধর্ম্মে স্থিরা মতিঃ কাপি ন কস্মাপি প্রতীয়তে ॥ ১৬ ॥  
 ছলার্থঞ্চ যদা বিষ্ণুর্বামনোহভূজ্জগৎপ্রভুঃ ।  
 যেন বামনরূপেণ বঞ্চিতোহসৌ বলির্নৃপঃ ॥ ১৭ ॥  
 বিহর্তা শতযজ্ঞশ্চ বেদাজ্ঞাপরিপালকঃ ।  
 ধর্ম্মিষ্ঠো দানশীলশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 স্থানাৎ প্রভ্রংশিতোহকস্মাদ্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৮ ॥  
 জিতং কেন তয়োঃ কৃষ্ণ বলিনা বামনেন বা ।  
 ছলকর্ম্মবিদা চায়ং সন্দেহোহত্র মহান্মম ॥ ১৯ ॥  
 বঞ্চয়িত্বা বঞ্চিতেন সত্যং বদ দ্বিজোত্তম ! ।  
 পুরাণকর্তা ত্বমসি ধর্ম্মজ্ঞশ্চ মহামতিঃ ॥ ২০ ॥

তৈঃ পাদৈঃ ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মহীনমিতি । তথাচ পাণ্ডবৈঃ সত্যদয়াবিবর্জিতৈঃ কৃতং যজ্ঞরূপং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ কথমপীত্যর্থঃ । তস্মাৎ সোহপি দান্তিকো যজ্ঞস্ততস্তৎকর্তারঃ কথমাগ্না ভবেয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ ছলার্থঞ্চৈতি । যদা বিষ্ণুরপি ছলার্থং বামনোহভূতদাপ্তঃ কোহবশিষ্ট ইতিভাবঃ । কিং বামনেন কৃতমিতিচেত্তত্রাহ যেনেতি ॥ ১৭—১৮ ॥

সম্বন্ধেতে ছলিনস্তত্র মম জাতামাশঙ্কাস্থপমং বদ পশ্চান্ময়া পৃষ্টার্থশ্রোতরং বদেত্যভি-  
 প্রায়েণাহ জিতং কেনেতি হে কৃষ্ণ ব্যাস ! । তয়োর্মধ্যে বলিনা বা জিতং বামনেন বা জিতং  
 চানয়োর্মধ্যে ক উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

পাদবিহীন ধর্ম্ম, সকলের স্তসম্মত হইয়া এই সংসারে উত্তমরূপে অবস্থিতি করিতে পারে না ॥ ১৪—১৫ ॥ পাণ্ডবগণ সত্য ও দয়াদি বর্জিত হইয়া যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, অতএব তাহা কি প্রকারে ফলপ্রদ হইতে পারে ? ধর্ম্মবিষয়ে যে কোথাও কাহারও মতি স্থির ছিল এমনত প্রতীতি হয় না, অতএব তাঁহারা দণ্ডপূর্ণ হইয়াই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা কিরূপে আগু হইতে পারেন ? ॥ ১৬ ॥ জগদ্বিত্ত্ব বিষ্ণু ছল করিবার নিমিত্তই বামনাবতার হইয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ বামনরূপে বলিরাজকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন । হে মুনে ! যখন ভগবান্ বিষ্ণুই একবিধ ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি আগু হইবার নিমিত্ত অবশিষ্ট রহিলেন ? ॥ ১৭ ॥ বলিরাজ শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা, বেদাজ্ঞার প্রতিপালক, ধর্ম্মিষ্ঠ, দানশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, জগৎপ্রভু বিষ্ণু

ব্যাস উবাচ ।

জিতং বৈ বলিনা রাজন্ ! দত্তা যেন চ মেদিনী ।  
 ত্রিবিক্রমোহপি নান্মা যঃ প্রথিতো বামনোহভবৎ ॥ ২১ ॥  
 ছলনার্থমিদং রাজন্ ! বামনত্বং নরাধিপ ! ।  
 সম্প্রাপ্তং হরিণা ভূয়ো দ্বারপালত্বমেবচ ॥ ২২ ॥  
 সত্যাদন্ততরং নাস্তি মূলং ধর্মশ্চ পার্থিব ! ।  
 দুঃসাধ্যং দেহিনা রাজন্ ! সত্যং সর্বাত্মনা কিল ॥ ২৩ ॥  
 মায়া বলবতী ভূপ ! ত্রিগুণা বহুরূপিণী ।  
 যয়েদং নির্মিতং বিশ্বং গুণৈঃ শবলিতং ত্রিভিঃ ॥ ২৪ ॥  
 তস্মাচ্ছলবতা সত্যং কুতোহবিক্রমং ভবেম্প ! ।  
 মিশ্রেন জনিতকৈব স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ২৫ ॥

বলিরেব স্বসত্যায় চলিত ইতি স বিষ্ণোরধিক ইতি প্রতিভাতি । তথাচেশ্বরত্বাপ্তমভঙ্গ-  
 ছলকর্তৃত্বাচ্ছেতি গূঢ়োহভিসন্ধির্নূপশ্চেতি রাজবাক্যং শ্রদ্ধা রাজাভিপ্রেতমেব ব্যাস আহ  
 জিতং বৈ বলিনেতি । ভূমিঃ দাস্তাগীতি প্রতিজ্ঞাতস্ত সত্যস্ত পরিপালনাং তদেবাহ  
 দত্তেতি ॥ ২১—২২ ॥

সত্যং স্তোতি । সত্যাদন্ততরদ্বিতী ॥ ২৩—২৪ ॥

এরূপ বহুতর সদৃশ সঙ্গত ব্যক্তিকে কেন যে স্থানভ্রষ্ট করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে  
 পারিতেছি না । হে দ্বৈপায়ন ! এ বিষয়ে বঞ্চিত বলির জয় হইল ? কি ছলকর্ম্মজ বামন-  
 দেবের জয় হইল ? ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট কে ? এই বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে ।  
 দ্বিজোত্তম ! আপনি পুরাণকর্তা, ধর্ম্মজ ও উদারচেতা, আপনি এই বিষয়ের যথার্থ তথ্য প্রকাশ  
 করিয়া আমার সন্দেহ-দোলিত চিত্তবৃত্তির নৈর্য্য সম্পাদন করুন ॥ ১৮—২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বলিরাজ ভূমিদান করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-  
 ছিলেন, তাহার প্রতিপালন পূর্ব্বক সত্য রক্ষা করেন বলিয়া বলিরাজেরই জয়লাভ  
 হইয়াছিল । হে নরেন্দ্র ! ত্রিবিক্রম যিনি বামন বলিয়া বিখ্যাত, তিনি ছলাবলম্বী হইয়া-  
 ছিলেন বলিয়া বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ নিজ শরীর দ্বারাই ছলাবলম্বীর  
 কুদ্রব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, হে পার্থিব ! সত্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল ধর্ম্ম আর কিছুই নাই,  
 আপনি দেখুন, সেই সত্যাপহারী হরি ছলের কলে, বলির দ্বারপালত্ব লাভ করিতে বাধ্য  
 হইয়াছিলেন ; অতএব, রাজন্ ! সর্ব্বতোভাবে সত্য রক্ষা, দেহিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য  
 জানিবে ॥ ২১—২৩ ॥ রাজন্ ! ত্রিগুণাত্মিকা বহুরূপিণী অষ্টটনষট্ণাপটীয়াসী মায়াই বলবতী,  
 সেই মায়া আপনার বিমিশ্রিত গুণত্রয় দ্বারা এই বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন জানিবেন ॥ ২৪ ॥  
 অতএব ছলশালী ব্যক্তিগণ কিরূপে সত্যকে অন্ধরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এই



বৈখানসাস্ত মুনয়ো নিঃসঙ্গা নিস্প্রতিগ্রহাঃ ।

সত্যযুক্তা ভবন্ত্যত্র বীতরাগা গতশ্রমাঃ ॥ ২৬ ॥

দৃষ্টান্তদর্শনার্থায় নিশ্চিতান্তে চ তাদৃশাঃ ।

অন্যৎ সৰ্বং শবলিতং গুণৈরেভিজ্জিভিনৃপ ! ॥ ২৭ ॥

নৈকং বাক্যং পুরাণেষু বেদেষু নৃপসত্তম ! ।

ধর্মশাস্ত্রেষু চাঙ্গেষু সগুণৈরচিতৈস্বিহ ॥ ২৮ ॥

সগুণঃ সগুণং কুর্য্যামিগুণো ন করোতি বৈ ।

গুণান্তে মিশ্রিতাঃ সৰ্ব্বা ন পৃথগ্ভাবসঙ্গতাঃ ॥ ২৯ ॥

নির্বলীকে স্থিরে ধর্ম্যে মতিঃ কস্যাপি ন স্থিরা ।

ভবোদ্ভবে মহারাজ ! মায়য়া মোহিতস্ত বৈ ॥ ৩০ ॥

তস্মাদিতি । তথা মায়য়া ছলবতা পুরুষেণ সত্যং কুতোহবিদ্ধমনাশ্রিতং ভবেন্ন কুতোহ-  
পীত্যর্থঃ । অবিক্রমিতি ছেদঃ । মিশ্রেণেতি । প্রায়োহয়ং জনো মিশ্রেণ রজোগুণেন জনিতো  
নিশ্চিতঃ । তথাচৈতাদৃশস্ত রজোগুণযুক্তস্ত সত্যং হ্রলভমেব ভবতি ॥ ২৫ ॥

যদ্যপি রাজমায়য়া কলুষিতঃ সর্বজনো ভবতি তথাপি তস্মৈব মায়য়া ছলরহিতা অপি  
প্রাণিনঃ সত্যপরিপালকা বৈখানসাদ্যা মুনয়ো দৃষ্টান্তপ্রদর্শনায় কল্পিতান্তগাচ তাদৃশমায়া-  
বিশিষ্টপরমেশ্বরস্ত ভগবতীপদবাচ্যশ্রুতং ভবিষ্যতি তস্তা বাচো বেদরূপায়া আপ্তবাক্যত্বং  
তস্ত প্রামাণ্যং চ ভবিষ্যতীতি ন কাপি চিন্তাস্তীতি তাৎপর্যোণাহ বৈখানসাস্ত মুনয়  
ইতি ॥ ২৬ ॥

অন্যদ্বিতি । তাদৃশশ্রুতিভ্যোহনুজীবজাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

নৈকং বাক্যমিতি । যতঃ সর্বস্ত জীবজাতস্ত গুণমিশ্রিতত্বম্ । তত এব তেষাং মতে-  
নার্থস্ত ভিন্নত্বাত্তদবাহুবাদিনাং পুরাণানাং স্মৃতীনাং বেদেষুপি তদবাহুবাদস্তার্থবাদ-  
ভাগে সঙ্গাচ্ছেদবাক্যানাঞ্চ নৈকং বাক্যং কিন্তু ভিন্নং ভিন্নমেব প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্ব মিশ্রগুণে অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা নিশ্চিত ; অতএব রজোগুণাত্মক এই সংসারে অক্লুপ  
নিশ্চল সত্য হ্রলভ, রাজন্ ! ইহাকেই সনাতনী মর্যাদা অর্থাৎ বিধিনির্দিষ্ট নিত্যকার্য্য  
বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥ যদি বলেন, বৈখানস মুনিগণ নিশ্চল সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া  
থাকেন ; তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা নিঃসঙ্গ, নিস্প্রতিগ্রহ, বিগতরাগ ও শ্রম রহিত ;  
এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত নিশ্চিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র । উক্ত  
মুনিগণ ভিন্ন সমস্তই ত্রিগুণ-সম্বিত, অতএব মুনিগণের সহিত অপরের তুলনা হইতে  
পারে না ॥ ২৬—২৭ ॥ হে নৃপসত্তম ! সগুণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিরচিত ধর্মশাস্ত্র, পুরাণাদি  
ও সাক্ষবেদে একরূপ উক্তি হয় নাই, প্রণেতাগণের গুণের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া  
পড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥ কারণ, সগুণ ব্যক্তি সগুণ কার্য্যই করিয়া থাকেন ; কিন্তু নিগুণ ব্যক্তি  
সগুণ কার্য্য করেন না ; গুণ সকল মিশ্রিত হইলে কদাচ পৃথক্ ভাব অবলম্বন করে না,  
তাঁহারা যে যে গুণের সহিত পরস্পর মিশ্রিত হয়, সেই সেই গুণেরই ভাব প্রকাশ করিয়া

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি তদাসক্তং মনস্তথা ।  
 করোতি বিবিধান্ ভাবান্ গুণৈস্তৈঃ প্রেরিতং ভূশম্ ॥ ৩১ ॥  
 ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যস্তাঃ প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ।  
 সর্বৈ মায়াবশা রাজন্ ! মানুজীড়তি তৈরিহ ॥ ৩২ ॥  
 সর্বান্ বৈ মোহয়ত্যেষা বিকুর্ষত্যনিশং জগৎ ।  
 অসত্যো জায়তে রাজন্ ! কার্যবান্ প্রথমং নরঃ ॥ ৩৩ ॥  
 ইন্দ্রিয়ার্থাংশ্চিন্তুয়ানো ন প্রাপ্নোতি যদা নরঃ ।  
 তদর্থং ছলমাদত্তে ছলাৎ পাপে প্রবর্ততে ॥ ৩৪ ॥  
 কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ বৈরিণো বলবত্তরাঃ ।  
 কৃতাকৃতং ন জানন্তি প্রাণিনস্তদ্বশস্ততাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 বিভবে সত্যহঙ্কারঃ প্রবলঃ প্রভবত্যপি ।  
 অহঙ্কারাদ্ভবেন্মোহো মোহান্মরণমেব চ ॥ ৩৬ ॥

তদেবাহ সগুণ ইতি ॥ ২৯—৩১ ॥

মানুজীড়তি । সা মায়া তৈঃ সহানুজীড়তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

কার্যাকারণভাবমাহ অসত্য ইতি । কার্যবান্ কার্যোচ্ছাবান্ পুরুষঃ প্রথমমসত্যো ভবত্য-  
 সত্যোনাপি কার্যং সম্পাদয়িত্যামীত্যসত্য্যভিসন্ধিনান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

বিভবে সতীতি । এতাদৃশাসত্যাদিস্বীকারেণাপি কায়াসিদ্ধৌ সত্যমহঙ্কারো ভবতি ততো  
 মোহো মোহান্মরণং নাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

থাকে ॥ ২৯ ॥ মহারাজ ! এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয় ; অত-  
 এব ছলাদিশূন্য নির্মল ও অটল ধর্ম্মে কাহারও মতি স্থির থাকিতে পারে না ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রিয়-  
 গণ, বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া ভোগমার্গে বিচরণ করাইয়া থাকে ; মন সেই ইন্দ্রিয়গণেই  
 আসক্ত, অতএব গুণত্রয় দ্বারা অতিশয়িত রূপে প্রেরিত হইয়া নানাবিধ ভাবে বিচরণ  
 করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ রাজন্ ! ব্রহ্মা হইতে স্বাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণই মায়ার  
 বশীভূত, সেই মায়া তাহাদিগকে লইয়া বিবিধ প্রকারে জীড়া করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥  
 এই মায়াই সকলকে বিমোহিত করিতেছে এবং নিয়তই জগতের বিকৃতি সাধন করি-  
 তেছে । হে নরেন্দ্র ! নরগণ প্রথমে কার্যবশে অসত্যের আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥  
 তাহার। যখন ইন্দ্রিয়ার্থ-ভোগ্যাদির চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত না হয় তখন ছল অবলম্বন করিয়া  
 থাকে এবং তজ্জন্ত পাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা প্রাণিগণের  
 অতিশয় বলবান্ শত্রু ; জীবগণ ইহাদের বশীভূত হইয়া কার্যাকার্যের বিবেচনা করিতে  
 সমর্থ হয় না ॥ ৩৫ ॥ বৈভব বিদ্যমান থাকিলে অহঙ্কার প্রবল হইয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ  
 করে ; সেই অহঙ্কার হইতে মোহ এবং মোহ হইতে পরিশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সঙ্কল্পা বহুবস্ত্রে বিকল্পাঃ প্রভবন্তি চ ।  
 ঈর্ষ্যাসূয়া তথা ঘেঘঃ প্রাহুর্ভবতি চেতসি ॥ ৩৭ ॥  
 আশা তৃষ্ণা তথা দৈশ্চঃ দন্তোহধর্মমতিস্তথা ।  
 প্রাণিনাং প্রভবন্ত্যেতে ভাবা মোহসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যজ্ঞদানানি তীর্থানি ত্রতানি নিয়মান্তথা ।  
 অহঙ্কারাভিভূতস্ত কুরোতি পুরুষোহম্বহম্ ॥ ৩৯ ॥  
 অহস্তাবকৃতং সর্বং প্রভবেদ্ বৈ ন শৌচবৎ\* ।  
 রাগলোভাৎ কৃতং কর্ম সর্বান্নং শুদ্ধিবর্জিতম্ ॥ ৪০ ॥  
 প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ দ্রষ্টব্য্য বিবুধৈঃ কিল ।  
 অদ্রোহেণার্জিতং দ্রব্যং প্রশস্তং ধর্মকর্মণি ॥ ৪১ ॥  
 দ্রোহার্জিতেন দ্রব্যেণ যৎ কুরোতি শুভং নরঃ ।  
 বিপরীতং ভবেত্ততু ফলকালে নৃপোত্তম ! ॥ ৪২ ॥

অস্ত্রাশ্চপি মোহকার্যাণ্যাহ সঙ্কল্পা ইতি ॥ ৩৭---৩৮ ॥

যেহপি যজ্ঞাদিকর্তারন্তেহপি মায়াজ্ঞাহঙ্কারেণ যুক্তাঃ কুর্ত্বন্তীতি তে মায়াবশগা এবৈ-  
 ভ্যাহ যজ্ঞদানানীতি ॥ ৩৯ ॥

স চাহঙ্কারো মহাহুঃ ইতি বৈরাগ্যার্থমাহ অহস্তাবকৃতমিতি । শৌচবচ্ছুদ্ধিবর্যেত্যর্থঃ ।  
 রাগলোভাদিতি । সর্বান্নমপি কর্ম রাগলোভাৎ কৃতং শুদ্ধিবর্জিতং ভবতি । ততোহহঙ্কার-  
 বজ্রাঙ্গলোভাবপি ত্যাজ্যাবিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

অতোহহঙ্কারং রাগলোভৌ বিহার প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধির্দ্রষ্টব্যোত্যাহ প্রথমমিতি ॥ ৪১-৪২ ॥

সংসারে জীবগণের মনে বহুতর সংকল্প, বিকল্প, ঈর্ষা, অসূয়া ও ঘেঘাদি প্রাহুর্ভূত হয়, অনন্তর আশা, তৃষ্ণা, দৈশ্চ, দন্ত ও বিপথগামিনী বুদ্ধি, এই সকল মোহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রাণিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে ॥ ৩৭-৩৮ ॥ পুরুষগণ, অহঙ্কার দ্বারা অভিভূত হইয়াই দিন দিন যজ্ঞ, দান, তীর্থসেবা, ত্রত ও নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ এই সমস্ত যজ্ঞাদি অহঙ্কারভাব দ্বারা অমুষ্ঠিত হয় বলিয়া শৌচাদির জ্ঞান মালিন্য দূর করিতে সমর্থ হয় না । বিশেষতঃ রাগ বা লোভবশত কোনও কার্য্য করিলে তাহা সর্বান্ন শুদ্ধ হয় না ॥ ৪০ ॥ অতএব যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে তাহার দ্রব্যশুদ্ধি দর্শন করাই বুধগণের কর্তব্য । হিংসাদি না করিয়া যে দ্রব্য উপার্জন করা যায়, সেই দ্রব্য ধর্ম্যকর্মে প্রশস্ত ॥ ৪১ ॥ হে নৃপোত্তম ! নরগণ দ্রোহার্জিত দ্রব্য দ্বারা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা ফলদান কালে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥



মনোহৃতিনির্মলং যস্য স সম্যক্ ফলভাগ্ভবেৎ ।  
 তস্মিন্ বিকারযুক্তে তু ন যথার্থফলং লভেৎ ॥ ৪৩ ॥  
 কর্তারঃ কৰ্মণাং সৰ্ব আচার্যা-ঋত্বিজাদয়ঃ ।  
 স্যন্তে বিশুদ্ধমনসস্তদা পূৰ্ণং ভবেৎ ফলম্ ॥ ৪৪ ॥  
 দেশকালক্রিয়াদ্রব্যকৰ্তৃণাং শুদ্ধতা যদি ।  
 মন্ত্ৰাণাঞ্চ তদা পূৰ্ণং কৰ্মণাং ফলমশ্নুতে ॥ ৪৫ ॥  
 শত্রুণাং নাশমুদ্दिष्ट স্বরুদ্ধিং পরমাং তথা ।  
 কৰোতি স্কৃতং তদ্বিপরীতং ভবেৎ কিল ॥ ৪৬ ॥  
 স্বার্থাসক্তঃ পুমান্নিত্যং ন জানাতি শুভাশুভম্ ।  
 দৈবাধীনঃ সদা কুৰ্যাৎ পাপমেব ন সংকৃতম্ ॥ ৪৭ ॥  
 প্রাজাপত্যাঃ সুরাঃ সৰ্বৈ হসুরাশ্চ তদুদ্ভবাঃ ।  
 সৰ্বৈ তে স্বার্থনিরতাঃ পরম্পরবিরোধিনঃ ॥ ৪৮ ॥  
 সন্তোদ্ভবাঃ সুরাঃ সৰ্বৈহপুস্তা বেদেষু মানুসাঃ ।  
 রজোদ্ভবাস্তামসাস্তু তিৰ্য্যকঃ পরিকীৰ্তিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

মনঃশুদ্ধিফলমাহ মনোহৃতিনির্মলমিতি ॥ ৪৩ ॥

কৰ্মশুদ্ধিমাহ কর্তার ইতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥

তচ্চ কৰ্ম পরনাশায় ন কৰ্তব্যমিত্যাহ শত্রুণামিতি ॥ ৪৬ ॥

স্বার্থমপি ন কৰ্ম কুৰ্যাৎ কিমীশ্বরাদিনঃ দৈবভাৱত্যাং স্বার্থাসক্ত ইতি । আপদনাম্  
 দোষমুদ্ভাবয়তি ন জানাতীতি । দৈবাধীনঃ প্রাজাপতীনঃ সংকৃতং পুণ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

পরম্পরেতি । যতঃ স্বার্থপরাস্তুত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যাহার মন অতিশয় নির্মল সেই ব্যক্তিই সম্যক্ শুভফল লাভ করিয়া থাকে ; বিকৃতামনা  
 ব্যক্তিগণ যথার্থ ফললাভে সমর্থ হয় না ॥ ৪৩ ॥ যদি কার্যকালে আচার্য্য ঋত্বিক্ প্রভৃতি  
 কৰ্মকর্তাগণ বিশুদ্ধমনা হয়েন এবং যদি দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য যজমান ও মন্ত্র এই সকল  
 পরিপূৰ্ণ হয়, তাহা হইলেই কৰ্মের ফল সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে ॥ ৪৪-৪৫ ॥ শত্রুবিনাশ এবং  
 আপনার উন্নতির উদ্দেশে ক্রিয়া করিলে তাহা বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ; অতএব  
 পরবিনাশার্থ কৰ্ম করা কৰ্তব্য নহে ॥ ৪৬ ॥ স্বার্থনিরত পুরুষগণ শুভাশুভ কৰ্ম বিবেচনা  
 করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা দৈবের অধীন হইয়া পাপই করিয়া থাকে, পুণ্যকাৰ্য্য করিতে  
 কমবান হয় না ॥ ৪৭ ॥ সমস্ত সুরগণ ও অসুরগণ প্রাজাপতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,  
 ইহারা সকলেই স্বার্থনিরত বলিয়াই পরম্পর বিরোধ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ বেদে উক্ত  
 হইয়াছে যে, সুরগণ সৰ্বগুণ হইতে, মানুষ্যগণ রজোগুণ হইতে এবং তিৰ্য্যগ্গণ তন্নোগুণ

সদ্বোদ্ধবানাং তৈর্বৈরং পরস্পরমনারুতম্ ।

তিরশ্চামত্র কিং চিত্রং জাতিবৈরসমুদ্ভবে ॥ ৫০ ॥

সদা দ্রোহপরা দেবাস্তপোবিস্বকরাস্থথা ।

অসন্তুষ্টা দ্বেষপরাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ॥ ৫১ ॥

অহঙ্কারসমুদ্ভূতঃ সংসারোহয়ং যতো নৃপ ! ।

রাগদ্বেষবিহীনস্ত স কথং জায়তে নৃপ ! ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
জগতোহধর্মোস্থিতিবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

মানুষা রজোদ্ভবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯—৫২ ॥

তন্মাদেবাদিভির্মম পূর্বজাদিভিঃ কথং পাপং কৃতমিতিশঙ্ক্যবসর এব নাস্তি । মায়াস্তঃ-  
পাতিত্বাৎ সর্বত্র জীবজাতস্ত মায়াপ্রেরণয়ৈবাচরণাদতঃ সংসারনাশায় মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপি-  
ণ্যেব ভগবত্যারাধ্যোতি ভাবঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥৪৯॥ রাজন্ ! যদি সর্বসজাত সুরগণই পরস্পর নিয়তই বৈরিতা  
করেন, তবে তির্ধ্যগ্গণের যে জাতিবৈরিতা সংঘটিত হইবে তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা  
কি ? ॥ ৫০ ॥ যখন দেবগণ নিয়তই অসন্তুষ্ট, দ্বেষকলুষিত, পরস্পর বিরোধী এবং পরের  
তপোবিস্বকারক, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন যে, এই সংসার অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন,  
অতএব কিরূপে তাহা রাগদ্বেষাদি পরিশূন্য হইতে পারিবে ? ॥ ৫১—৫২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-

বতের চতুর্থস্কন্ধে জগতের অধর্ম অবস্থিতিবর্ণন

নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

অথ কিং বহুনোক্তেন সংসারেহস্মিন্মপোত্তম ! ।  
ধৰ্ম্মাত্মা দ্রোহবুদ্ধিস্ত কশ্চিদ্বতি কহিচিৎ ॥ ১ ॥  
রাগদ্বেষাবৃতং বিশ্বং সৰ্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।  
আদ্যে যুগেহপি রাজেন্দ্র ! কিমদ্য কলিদৃষিতে ॥ ২ ॥  
দেবাঃ সের্ষ্যশ্চ সত্রোহাশ্চলকৰ্ম্মরতাঃ সদা ।  
মানুষ্যাণাং তিরশ্চাক্ষ কা বার্তা নৃপ ! গণ্যতে ॥ ৩ ॥  
দ্রোহপরে দ্রোহপরো ভবেদিত্তি সমানতা ।  
অত্রোহিণি তথা শান্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা ॥ ৪ ॥  
যঃ কশ্চিদ্ভাপসঃ শান্তো জপধ্যানপরায়ণঃ ।  
ভবেদ্রশ্চ জপে বিব্রকৰ্ত্তা বৈ মঘবা পরম্ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈশ্চ নিখিলং জগৎ ।

মায়য়াবৃতমিত্যুক্তং নারায়ণকথোচ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে রাগদ্বেষবিহীনস্ত স কথং জায়তে নৃপেত্মজঃ তদেব বিশদয়তি অণ  
কিমিতি । কশ্চিদিত্তি শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

দেবাঃ সের্ষ্য ইত্যুক্তং তত্রোদাহরণমাহ দ্রোহপরে ইতি । দ্রোহপরে জনে দ্রোহপরো  
ভবেদিত্তি সমানতা সাম্যাতা সৰ্বত্র বৰ্ত্ততে । অত্রোহিণি শান্তে তু বিদ্বেষো যঃ সা খলতা  
দৃষ্টতা সা কচিদেবাস্তি ন সৰ্বত্রৈত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ইত্রো দেবরাজোহপি সংস্তাং খলতাং স্বীকৃতবাংস্ততঃ পরং কিমবশিষ্টমিত্যাং যঃ কশ্চি-  
দিত্তি । তাপসো দ্রোহাতাববাংস্তস্মিঞ্জপবিব্রকৰ্ত্ততা খলতেদ্রশ্চ ॥ ৫ ॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, হে নৃপসত্তম ! বহুবাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি, এই মাত্র বলিলেই  
পর্যাপ্ত হইবে যে, এই সংসারে হিংসা দ্বেষাদিজনিত কলুষিত বুদ্ধি পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক ধৰ্ম্মপরা-  
য়ণ হইয়া থাকেন একরূপ ব্যক্তি অতি বিরল ॥১॥ রাজেন্দ্র ! সত্যযুগেও এই স্থাবর জঙ্গমান্বক  
বিশ্ব, রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিবৃত ছিল, এখন কলুষিত কলিকাল উপস্থিত, এ সময়ে যে সংসার  
রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিবৃত্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ॥ ২ ॥ নৃপবর ! দেবগণ  
যখন দ্বেষ ও ঈর্ষাসম্বিত এবং প্রবকনা-পরায়ণ, তখন আর তির্য্যক্ ও মানুষ্যগণের কথা কি  
বলিব ॥ ৩ ॥ হে পৃথিবীপতে ! দ্রোহকারী জীবে দ্রোহপর হইবে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য দৃষ্ট  
হইতেছে ; কিন্তু হিংসাবর্জিত শান্ত জীবে বিদ্বেন করিলেই খলতা হইল ॥ ৪ ॥ যে কোঁনও



সতাং সত্যযুগং সাক্ষাৎ সৰ্বদৈবাসতাং কলিঃ ।  
 মধ্যমো মধ্যমানাং তু ক্রিয়াযোগৌ যুগে স্মৃতৌ ॥ ৬ ॥  
 কশ্চিৎ কদাচিদ্বতি সত্যধৰ্ম্মানুবর্তকঃ ।  
 অন্যথান্যযুগানাং বৈ সৰ্বৈ ধৰ্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৭ ॥  
 বাসনাकारणं राजन् ! सर्वत्र धर्मसंस्थितौ ।  
 तस्यां वै मलिनायान्तु धर्मोऽपि मलिनो भवेत् ।  
 मलिना वासना सत्यं विनाशयेति सर्वथा ॥ ৮ ॥

নম্বেবং চেৎ কথং ধৰ্ম্মস্থিতিঃ স্মাদিতি চেত্তজাহ সতামিতি । সৰ্বযুগেষু ত্রিবিধা নরাঃ সন্তি সাধবোহসাধবো মধ্যমাশ্চ । তত্র সতাং সৰ্বং যুগং সত্যযুগমেব । অসতাং সৰ্বং যুগং কলিরেব । যস্মিন্ যুগে ক্রিয়াযোগৌ ব্যবস্থিতৌ স মধ্যমঃ কালো দ্বাপরত্রেতাশ্বকৌ মধ্যমানাং ভবতি । তথাচ যে সাধবো মধ্যমাশ্চ তদাশ্রয়েণ ধৰ্ম্মঃ স্থাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নমু তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি কথং পূৰ্ব্বমুক্তমিতি চেদ্বহবো ন সন্তীত্যভিপ্রায়েণেত্যাহ কশ্চিৎ কদাচিদিতি । অন্যথা বহবস্ত্রযুগানাং তে ধৰ্ম্মান্তঃপরায়ণাঃ সৰ্বৈ ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নমু কিমিতি বহবস্তথা ভবন্তি সৰ্বৈহপি সত্যভাজঃ সাধবঃ কুতো ন ভবন্তীতি চেত্তজাহ বাসনেতি । শুদ্ধবাসনানাং পুণ্যসাধ্যত্বাদন্নত্বম্ । মলিনবাসনানাং স্বভাবদ্বাদ্বদ্বম্ । তথাচ বাসনাবহ্বাত্তাদৃশানামপি বহ্বত্বমিত্যর্থঃ । যদাপি বহুত্বং তেষাং তথাপি মলিনাবাসনাবিনাশায়ৈব ভবন্তীতি নিশ্চিত্য তাসামাচরণং কদাপি ন কুর্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

শান্ত তাপস জপপরায়ণ ও ধ্যাননিমগ্ন থাকিলে অমররাজ তাঁহার তপশ্চায় বিগ্ন ঘটাইয়া থাকেন অতএব ইজ্ঞের থলতা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫ ॥ (রাজন্! সৰ্বযুগেই সাধু, অসাধু ও মধ্যম এই তিন প্রকার মানব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যাহারা সাধু তাঁহাদের সৰ্বদাই সত্যযুগ, যাহারা অসাধু তাহাদের সৰ্বদাই কলিযুগ; আর যে যে যুগে ক্রিয়া ও যোগ ব্যবস্থিত সেই দ্বাপরায়ক ও ত্রেতাশ্বক যুগই সৰ্বদা মধ্যমদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট রহিয়াছে ॥ ৬ ॥) রাজন্! আপনি জানিবেন যে, কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি সত্যধৰ্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের সকল ব্যক্তিকে তত্তদযুগধৰ্ম্মের অনুবর্তন করিত ॥ ৭ ॥ হে রাজেন্দ্র! ধৰ্ম্মস্থিতি বিষয়ে সৰ্বত্রই বাসনাকে কারণ বলিয়া অবগতি করিবেন, সেই বাসনা মলিনা হইলে ধৰ্ম্মও মলিন হইয়া থাকে । আপনি জানিবেন যে, শুদ্ধ বাসনা পুণ্যসাধ্য বলিয়া তাহা অল্পই হয়, আর মলিনা বাসনা স্বভাবতই অধিকতর হইয়া থাকে । এই মলিনা বাসনাই জীবগণকে সৰ্বতোভাবে বিনষ্ট করিয়া থাকে । অতএব ইহার আচরণ কদাচই কর্তব্য নহে । (নৃপোত্তম! এই সকল বচন-পরম্পরা দ্বারা কৃষ্ণ ও ইজ্ঞাদির ছল ও অধৰ্ম্মাচরণ এবং পাণ্ডবগণের অধৰ্ম্মশীলতার কারণ বুঝিয়া লইবেন; এক্ষণে, মুক্তির নিমিত্ত তপশ্চরণশীল নরনারায়ণের দেহান্তর প্রাপ্তি কথ্য শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥)

ব্রহ্মণো হৃদয়াজ্জাতঃ পুত্রো ধর্ম ইতি স্মৃতঃ ।  
 ব্রাহ্মণঃ সত্যসম্পন্নো বেদধর্মরতঃ সদা ॥ ৯ ॥  
 দক্ষশ্চ দুহিতারো হি বৃতা দশ মহাত্মনা ।  
 বিবাহবিধিনা সম্যগুনিনা গৃহধর্মিণা ॥ ১০ ॥  
 তাস্বজীজনয়ৎ পুত্রান্ ধর্মঃ সত্যবতাং বরঃ ।  
 হরিং কৃষ্ণং নরকৈব তথা নারায়ণং নৃপ ! ॥ ১১ ॥  
 যোগাভ্যাসরতো নিত্যং হরিঃ কৃষ্ণো বভূব হ ॥ ১২ ॥  
 নরনারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্ ।  
 প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥  
 তপস্বিষু ধুরীণৌ তৌ পুরাণৌ মুনিসত্তমৌ ।  
 গুণন্তৌ তৎপরং ব্রহ্ম গঙ্গায়্য বিপুলে তটে ॥ ১৪ ॥  
 হরেরংশৌ স্থিতৌ তত্র নরনারায়ণাবধী ।  
 পূর্ণং বর্ষসহস্রস্ত চক্রাতে তপ উত্তমম্ ॥ ১৫ ॥  
 তাপিতঞ্চ জগৎ সর্বং তপসা সচরাচরম্ ।  
 নরনারায়ণাভ্যাঞ্চ শক্রঃ ক্ষোভং তদা যযৌ ॥ ১৬ ॥

ইথমেতৎপর্যন্তঃ কিমর্থং শাপো জাতো দেবকীবহুদেবয়োঃ কথং কৃষ্ণোজ্ঞাপিতয়ো  
 দেবান্হুনেনাধর্ম্যচরণবস্তঃ পাণ্ডবাদয়শ্চ কণনধর্মশীলা ইত্যশোভরং দত্তমধুনা নরনারায়ণ-  
 যোর্মুক্তার্থং তপঃ কুর্ষতোঃ কথং দেহান্তরপ্রাপ্ত্যর্থমুদ্যদেহেনেতিপ্রশ্নস্তোত্তরমাহ ব্রহ্মণো  
 হৃদয়াদিতি ॥ ৯—১২ ॥

প্রালেয়াদ্রিং হিমালয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রীসংজ্ঞকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সত্য-  
 সম্পন্ন এবং সর্বদাই বেদধর্মের অমুরক্ত ছিলেন ॥ ৯ ॥ সেই মহাত্মা গৃহস্থ-ধর্মাবগমী মুনিবর  
 ধর্ম, দক্ষপ্রজাপতির দশটি কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ সত্যনিষ্ঠগণের  
 অগ্রগণ্য সেই ধর্ম, তাঁহাদিগের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন  
 করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ, নিম্নতই যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া রহি-  
 লেন ॥ ১২ ॥ নর এবং নারায়ণও হিমালয় পর্বতে আগমন করিয়া বদরিকাশ্রম তীর্থে  
 অত্যুত্তম তপস্তা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ সেই তপস্বিপ্রধান পুরাণ-মুনিবর গঙ্গার সুপ্রশস্ত  
 তটদেশে গায়ত্রীসংজ্ঞক পরব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ হরির অংশ হইতে সমুৎপন্ন  
 নরনারায়ণ নামক ঋষিষয় পূর্ণ সহস্রবৎসর সেই স্থানে উত্তম তপস্তা করিলেন ॥ ১৫ ॥  
 তাঁহাদের তপন্তোজের চরাচর অখিল জগৎ পরিভ্রম্য হইয়া উঠিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও

চিন্তাবিষ্টঃ সহস্রাক্ষো মনসা সমকল্পয়ৎ ।

কিং কৰ্তব্যং ধৰ্মপুত্রো তাপসো ধ্যানসংযুতো ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধার্থো হুভুশং শ্রেষ্ঠমাসনং সংগ্রহীষ্যতঃ ।

বিঘ্নঃ কথং প্রকৰ্তব্যস্তপো যেন ভবেন্ন হি ॥ ১৮ ॥

উৎপাদ্য কামং ক্রোধঞ্চ লোভং বাপ্যাতিদারুণম্ ।

ইত্যাদিশ্চ সহস্রাক্ষঃ সমারুহ গজোত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

বিঘ্নকামস্ত তরসা জগাম গন্ধমাদনম্ ।

গত্বা তত্রাশ্রমে পুণ্যে তাবপশ্যচ্ছতক্রতুঃ ॥ ২০ ॥

তপসা দীপ্তদেহো তু ভাস্করাবিব চোদিতো ।

ব্রহ্মবিষ্ণু কিমেতৌ বৈ প্রকটৌ বা বিভাবসু ।

ধৰ্মপুত্রাৰ্বীবেতৌ তপসা কিং করিষ্যতঃ ॥ ২১ ॥

ইতি সঙ্কিত্য তৌ দৃষ্ট্বা তদোবাচ শচীপতিঃ ।

কিং বাং কার্য্যং মহাভাগৌ ব্রুতাং ধৰ্মসুতো কিল ॥ ২২ ॥

দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং দাতুং যাতোহস্ত্যহং ঋষী ।

অদেয়মপি দাস্তামি তুচ্ছোহস্মি তপসা কিল ॥ ২৩ ॥

কুতশ্চিন্তা কিঞ্চ কল্পিতবাংস্তুভয়মপ্যাহ কিং কৰ্তব্যমিতি ॥ ১৭ ॥

আসনং মনেতি শেষঃ । বিঘ্ন ইতি । কামং ক্রোধং বোৎপাদ্য যেন বিঘ্নেন তপো ন ভবেৎ  
স তাদৃশো বিঘ্নঃ কথং কৰ্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২২ ॥

সংকুচিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥ সহস্রলোচন চিন্তাবিষ্ট হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে  
লাগিলেন যে, এই ধৰ্মপুত্রদ্বয় তপোনিরত ও ধ্যানপরায়ণ হইয়াছেন, ইহঁরা তপঃ-  
সিদ্ধ হইলে আমার এই অতুল্যম ব্রাহ্মসন অধিকার করিতে পারিবেন, তবে এক্ষণে  
ইহঁাদের তপস্তা ভঙ্গের নিমিত্ত কি প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করি ॥ ১৭—১৮ ॥ দেবরাজ, এই  
উদ্দেশে কাম, ক্রোধ, এবং অতি নিদারুণ লোভকে উৎপাদন করিয়া ঐরাবতে আরোহণ  
পূৰ্বক বিঘ্নাচরণের নিমিত্ত গন্ধমাদন পৰ্বতে গমন করত সেই পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত  
হইয়া সেই পুরাতন ঋষিদ্বয়কে দর্শন করিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তাঁহাদিগকে তপন্তুজ্ঞে  
ভাস্করের স্থায় দীপ্তিমান্ দর্শন করিয়া দেবরাজ বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহঁরা ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু অথবা বিভাবসুই হইবেন ॥ ২১ ॥ ইহঁরা ধৰ্মপুত্র এবং ঋষি, ইহঁরা তপস্তা দ্বারা কি  
করিবেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া শচীনাথ তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন পূৰ্বক কহিতে  
লাগিলেন ॥ ২২ ॥ হে মহাভাগ ধৰ্মতনয় ঋষিদ্বয়! আপনাদিগের কার্য্য বা প্রার্থনা কি  
বনুন, আমি আপনাদিগকে উত্তম বর প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি ;



ব্যাস উবাচ ।

এবং পুনঃপুনঃ শক্রস্তাবুবাচ পুরঃস্থিতঃ ।

নোচতুস্তাবুবাচ ধ্যানসংস্থিতৌ দৃঢ়চেতসৌ ॥ ২৪ ॥

ততো বৈ মোহিনীং মায়াঞ্চকার ভয়দাং বৃষঃ ।

বৃকান্ সিংহাংশ্চ ব্যাঘ্রাংশ্চ সমুৎপাদ্যাবিভীষয়ৎ ॥ ২৫ ॥

বর্ষং বাতং তথা বহ্নিং সমুৎপাদ্য পুনঃপুনঃ ।

ভীষয়ামাস তৌ শক্রো মায়াং কৃৎস্না বিমোহিনীম্ ॥ ২৬ ॥

ভয়তোহপি বশং নীতৌ ন তৌ ধর্মস্থিতৌ মুনী ।

নরনারায়ণৌ দৃষ্টৌ শক্রঃ স্বভুবনং গতঃ ॥ ২৭ ॥

বরদানে প্রলুক্কৌ ন ন ভীতৌ বহ্নিবায়ুতঃ ।

ব্যাঘ্রসিংহাদিভিঃ ক্রান্তৌ চলিতৌ নাশ্রমাৎ স্বকাৎ ॥ ২৮ ॥

ন তয়োর্ধ্যানভঙ্গং বৈ কর্তুং কোহপি ক্রমোহভবৎ ।

ইন্দ্রোহপি সদনং গত্বা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ২৯ ॥

দাতুং যাতো স্নাহং ঋষী । হে ঋষী তং বরং দাতুং যাতঃ প্রাপ্তোহস্মীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

বৃষ ইন্দ্রঃ ॥ ২৫—২৭ ॥

নাশ্রমাৎ স্বকাদাশ্রমনিমিত্ততপসো ন চলিতাবিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

আমি আপনাদের তপস্তায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনারা যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা অদেয় হইলেও আমি প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, ইন্দ্র তাঁহাদের সমুপে অবস্থিতি করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষিগণ দৃঢ়চিত্ত ও ধ্যানমগ্ন ছিলেন, এজন্য কোন কথাই বলিলেন না, তদর্শনে অমররাজ, অতিশয় ভয়প্রদা মোহিনী-মায়ার অবতারণা করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সকল এবং বৃষ্টি বাত্যা ও বহ্নি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ উৎপাদন পূর্বক ভয় দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ শক্র মোহিনী-মায়ার আবির্ভাব করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তদ্বারাও সেই ধর্মপুত্র মুনিদ্বয়কে বশে আনিতে পারিলেন না ॥ ২৭ ॥ সেই নরনারায়ণ মুনিদ্বয়, বর গ্রহণে লুক্ক, অথবা সিংহাদি বা বহ্নি পবনাদি দ্বারা ভীত হইলেন না দেখিয়া দেবরাজ নিজ ভবনে গমন করিলেন । অনন্তর ইন্দ্র গৃহে গমন পূর্বক দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যখন এই মুনিদ্বয় সিংহ-ব্যাঘ্রাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিজ আসন হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন কেহই ইহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে না । এই মুনিবরদ্বয়, ভগ্নলোভাদি দ্বারা বিচলিত হইলেন না, ইহারা আদিশক্তি মহাবিদ্যা সনাতনী, ত্রিলোকেশ্বরী অদ্বৈত-

চলিতৌ ভয়লোভাভ্যাং নেমৌ মুনিবরোত্তমৌ ।  
 চিন্তয়ন্তৌ মহাবিদ্যাশক্তিং সনাতনীম্ ॥ ৩০ ॥  
 ঈশ্বরীং সর্বলোকানাং পরাং প্রকৃতিমদ্বুতাম্ ।  
 ধ্যায়তাং কঃ ক্রমো লোকে বহুমায়াবিদপুত ॥ ৩১ ॥  
 যন্মূলাঃ সকলা মায়া দেবাস্থরকৃতাঃ কিল ।  
 তে কথং বাধিতুং শক্তা ধ্যায়ন্তি গতকল্মষাঃ\* ॥ ৩২ ॥  
 বাগ্‌বীজং কামবীজঞ্চ মায়াবীজং তথৈব চ ।  
 চিত্তে যন্ত ভবেত্তন্ত বাধিতুং কোহপি ন ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥  
 মায়া মোহিতঃ শক্ৰো ভূয়ন্তশ্চ প্রতিক্রিয়াম্ ।  
 কর্ত্তুং কামবসন্তৌ তু সমাহুয়াব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৪ ॥

কুতো ন চলিতৌ তত্র নিমিত্তমাহ চিন্তয়ন্তাবিতি । মহাবিদ্যাং শ্রীভুবনেশ্বরীং পরাং  
 প্রকৃতিং সাম্যাবস্থায়োপাধিকবুদ্ধরূপিণীম্ । বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবভূতাং মহা-  
 বাহো ! যয়েদং ধ্যায়তে জগদিতীতীতৌক্তাম্ ॥ ৩০ ॥

বহুমায়াবিং সোহপীত্যর্থঃ । ধ্যায়তাং মনো বশয়িতুমিতিশেষঃ ॥ ৩১ ॥

যন্মূলা ইতি । যৎপরাশক্তিমূলাঃ সকলা দেবা স্থরকৃতমায়া ভবন্তীতি তাং পরাং শক্তি-  
 মিতিপূৰ্ণেশ্বরীং তে কথং বাধিতুমিতি । অত্বেন বাধিতুমিত্যর্থঃ । যে গতকল্মষা ধ্যায়ন্তি  
 তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধোক্তং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমাহ বাগ্‌বীজমিতি । বাধিতুং কোহপি ন ক্রম ইতি । তত্‌ক্ৰমং  
 মুণ্ডমালায়াম্ । পার্শ্বতীচরণম্ভজনাং কিঙ্করো ভবেৎ । স্বৰ্গভোগশ্চ মোক্ষশ্চ শাক্তানাং  
 ন ভবেৎ কিম্ । শাক্তানাক্ষেব নিন্দাং যে কুৰ্বন্তি হি নরাধমাঃ । তেষাং লোহিতপানং বৈ  
 কুৰ্বন্তি তৈরবীগণাঃ । তৈরবাক্ষেব তৈরবাঃ সদা হিংসন্তি পামরান্ । শাক্তান্ হিংসন্তি  
 নিন্দন্তি গৰ্জন্তি বহুজলকাঃ । ছিনন্তি তেষাং দেবেশী শিরাংসি হরবলভেতি ॥ ৩৩ ॥

রূপিণী পরমা প্রকৃতি শ্রীভুবনেশ্বরীর ধ্যান করিতেছেন, এক্ষণে বহুমায়া বিশারদ হইলেও  
 এমন কে আছে যে ইহাদের ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৮—৩১ ॥ কারণ যে পরমা  
 শক্তি দেবাস্থরকৃত সকল মায়ার মূল, সেই যোগমায়া মহাশক্তির ধ্যানপরায়ণ হইয়া  
 বাহারা পাপের হস্ত হইতে নিমুক্ত রহিয়াছেন, এই ত্রিলোকে এমন কোন ব্যক্তি আছে  
 যে, তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥ বাহারা সরস্বতীবীজ, কামবীজ, ও মায়া-  
 বীজ জপ করিয়া নিম্পাপ ও বিদ্বান্ হইয়াছেন, বাহাদের চিত্তক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরীবীজ উগ্ৰ  
 হইয়াছে তাঁহাদিগের বিষয় আচরণ করিতে কে সমর্থ হইবে ? ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ ! মায়ার  
 কি প্রভাব দেখুন, শাক্তগণের অত্যাচারে কেহই সমর্থ হয় না, ইহা জানিয়াও দেবরাজ  
 মায়ার মোহিত হইয়া পুনর্বার তৎপ্রতীকারার্থ মন্ত্রণ ও বসন্তকে আহ্বান করিয়া

মনোভব ! বসন্তেন রত্যা যুক্তো ব্রজাধুনা ।  
 অপরোভিঃ সমায়ুক্তস্তরসা গন্ধমাদনম্ ॥ ৩৫ ॥  
 নরনারায়ণৌ তত্র পুরাণাবধিসত্তমৌ ।  
 কুরুতস্তপ একান্তে স্থিতৌ বদরিকাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥  
 গচ্ছা তত্র সমীপে তু তয়োর্মম্বথ ! মার্গণৈঃ ।  
 চিত্তং কামাতুরং কার্য্যং কুরু কার্য্যং মমাধুনা ॥ ৩৭ ॥  
 মোহরোচ্চাটরৈনৌ ত্বং বিশিখৈস্তাড়য়াশু চ ।  
 বশীকুরু মহাভাগ ! যুনী ধর্ম্মহুতাবপি ॥ ৩৮ ॥  
 কো হস্মিন্ সর্ব্বসংসারে দেবো দৈত্যোহথ মানবঃ ।  
 যন্তে বাণবশং প্রাপ্তো ন যাতি ভ্রুশতাড়িতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রুহ্মাহং গিরিজানাথশ্চন্দ্রো বহ্নির্বিমোহিতঃ ।  
 গণনা কানয়োঃ কাম ! ত্বদ্বাগানাং পরাক্রমে ॥ ৪০ ॥  
 বারাজনাগণোহয়ন্তে সহায়ার্থং ময়েরিতঃ ।  
 আগমিষ্যতি তত্রৈব রস্তাদীনাং মনোরমঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিক্রিয়াং পরিহারম্ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

হে মম্বথ মার্গণৈঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

ন যাতি মোহমিতি শেষঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

বারাজনানাং গণঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

কহিতে লাগিলেন, হে মনোভব ! তুমি, এক্ষণে বসন্ত ও রতির সহিত মিলিত হইয়া  
 অপরাগণকে সঙ্গে লইয়া সত্বর গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর ॥ ৩৪—৩৫ ॥ সেই স্থানে নর-  
 নারায়ণ নামে পুরাতন ঋষিদ্বয়, বদরিকাশ্রমে একান্তে অবস্থিত হইয়া তপস্তা করি-  
 তেছেন ॥ ৩৬ ॥ হে মম্বথ ! তুমি তাঁহাদের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় শায়ক প্রভাবে তাঁহাদের  
 চিত্ত কামাতুর করিয়া আমার এই কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৩৭ ॥ তুমি স্বীয় শরাঘাতে  
 তাঁহাদিগকে মোহিত ও উচ্চাটিত করিবে, কদাচ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না ; হে মহাভাগ !  
 এইরূপে তুমি সেই ধর্ম্মপুত্র যুনিদ্বয়কে বশীভূত কর ॥ ৩৮ ॥ কন্দর্প ! এই অখিল সংসারে  
 দেব দৈত্য বা মানবগণের মধ্যে এমন কে আছে যে বিতাড়িত হইয়া তোমার বাণের  
 বশীভূত না হইয়াছে ? ॥ ৩৯ ॥ ব্রুহ্মা, আমি, গিরিজানাথ, চন্দ্র এবং বহ্নিও যখন তোমার  
 বাণে বিমোহিত, তখন তোমার শায়ক যে সেই ঋষিদ্বয়ের প্রতি পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ  
 হইবে তদ্বিবরে আর কি বিচার করিতে হইবে ? ॥ ৪০ ॥ তোমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত  
 এই বারাজনাগণকে তোমার সহিত প্রেরণ করিলাম, এই রস্তাদি মনোরম অম্বর



একা তিলোত্তমা রজ্জ্বা কার্য্যং সাধয়িতুং কমা ।  
 স্বমেবৈকঃ ক্রমঃ কামঃ মিলিতৈঃ কল্প সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥  
 কুরু কার্য্যং মহাভাগ ! দদামি তব বাঙ্ছিতম্ ॥ ৪৩ ॥  
 প্রলোভিতৌ ময়াত্যর্থং বরদানৈস্তপস্বিনৌ ।  
 স্থানায় চলিতৌ শাস্তৌ বৃথায়াং মে গতঃ শ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥  
 তথা বৈ মায়য়া কৃত্বা ভীষিতৌ তাপসৌ ভৃশম্ ।  
 তথাপি নোখিতৌ স্থানাদেহরক্ষাপরৌ ন তৌ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা শক্রং প্রাহ মনোভবঃ ।  
 বাসবাদ্য করিষ্যামি কার্য্যং তে মনসেঙ্গিতম্ ॥ ৪৬ ॥  
 যদি বিষ্ণুং মহেশং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্ ।  
 ধ্যায়ন্তৌ তৌ তদাস্মাকং ভবিতারৌ বশৌ মুনী ॥ ৪৭ ॥  
 দেবীভক্তং বশীকর্তুং নাহং শক্তঃ কথঞ্চন ।  
 কামরাজং মহাবীজং চিন্তয়ন্তুং মনশ্চলম্ ॥ ৪৮ ॥

তব বাঙ্ছিতং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তৌ ন সামান্ত্যাবিত্যাহ প্রলোভিতাবিতি ॥ ৪৪ ॥

সকলও সেই স্থানে গমন করিবে ॥ ৪১ ॥ তিলোত্তমা রজ্জ্বা অথবা তুমি একাকীই কার্য্য সাধনে সমর্থ, তবে সকলে মিলিত হইয়া যে কার্য্য সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪২ ॥ হে মহাভাগ ! তুমি কার্য্য সাধন কর, আমি তোমাকে বাঙ্ছিতার্থ প্রদান করিব ॥ ৪৩ ॥ মম্বথ ! আমি তপস্বিহরকে বরদান করিব বলিয়া প্রলোভিত করিয়াছিলাম ; কিন্তু, সেই প্রশান্তাত্মা তাপসযুগল, স্বকীয় নিশ্চিতার্থ হইতে বিচলিত হন নাই, তাহাতে আমার যত্ন ও পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৪ ॥ আর আমি ঐ তাপসদ্বয়কে মায়া দ্বারা অত্যন্ত ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহারা স্থান হইতে উখিত হন নাই, অতএব বোধ হইতেছে তাঁহারা দেহ রক্ষায় যত্নবান্ নহেন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, কামদেব দেবরাজের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন দেবেজ ! অদ্য আমি আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৪৬ ॥ কিন্তু এক কথা এই যে, যদি সেই তাপসদ্বয় বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মা বা দিবাকরের ধ্যানপরায়ণ হইতেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪৭ ॥ নতুবা যে ব্যক্তি কামরাজ মহাবীজ-যন্ত্র চিন্তনে নিরত, আমি সেই দেবীভক্ত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে কদাচই সমর্থ হইব

তাং দেবীং চেম্মহাশক্তিং সংশ্রিতৌ ভক্তিভাবতঃ ।

ন তদা মম বাণানাং গোচরৌ তাপসৌ কিল ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

গচ্ছ ত্বঞ্চ মহাভাগ ! সৰ্বৈষুস্তত্র সমুদ্যতৈঃ ।

কার্য্যং মমাতিদুঃসাধ্যং কৰ্ত্তা হিতমনুত্তমম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেন সমাদিষ্টা যযুঃ সৰ্বৈষু সমুদ্যতাঃ ।

যত্র তৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ তেপাতে দুষ্করং তপঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

নরনারায়ণকথাবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মায়য়া কৃত্বা ভয়মিতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

গচ্ছ ত্বঞ্চেতি । তৌ পরাশক্তিদেবীভক্তৌ বৰ্ত্ততে তত্র সন্দেহো নাস্তি তথাপি স্বঃ  
যদ্বন্ত কুরু যদগ্রে ভবিষ্যতি তদ্ববিত্যর্থঃ । সৰ্বৈষুঃ সমুদ্যতৈঃ সহৈত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

না ॥ ৪৮ ॥ যদি তাপসদ্বয়, সেই মহাশক্তি মহাদেবীকে ভক্তিভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন,  
তবে তাঁহারা মদীয় শরের গোচরীভূত হইবেন না ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ ! তুমি কার্য্যসাধনোদ্যত অশুচরগণের সহিত গমন কর,  
আমার এই দুঃসাধ্য হিতকর কার্য্যের সাধন কৰ্ত্তা তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই রূপে ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই যেখানে সেই  
ধৰ্ম্মপুত্রদ্বয় নরনারায়ণ দুষ্কর তপস্তা করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিল ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবর্ণন

নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

প্রথমং তত্র সম্প্রাপ্তো বসন্তঃ পৰ্বতোত্তমে ।

পুষ্পিতাঃ পাদপাঃ সৰ্ব্বা বিৰেফালিবিৰাজিতাঃ ॥ ১ ॥

আত্মাশ্চ বকুলা রম্যাস্তিলকাঃ কিংকাকাঃ শুভাঃ ।

সালান্তালান্তমালান্ধ মধুকাঃ পুষ্পিতা বভূঃ ॥ ২ ॥

বভূবুঃ কোকিলালাপা বৃক্ষাণ্যেযু মনোহরাঃ ।

বল্লোহপি পুষ্পিতাঃ সৰ্ব্বা আলিলিশূৰ্ণগোত্তমান্ ॥ ৩ ॥

প্রাণিনঃ স্বাস্থ ভাৰ্য্যাস্থ প্রেমযুক্তাঃ স্মরাতুরাঃ ।

বভূবুশ্চাতিমতাশ্চ ক্রীড়াসক্তাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪ ॥

ববুৰ্জ্জ্বলাঃ স্নগন্ধাশ্চ স্পর্শা দক্ষিণানিলাঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনী মুনীনামপি চাভবন্ ॥ ৫ ॥

অধ্বাধিকৈরষ্টপকাশক্তিঃ পদৈর্নরাগ্রজঃ ।

উৰ্ব্বশীং সমুজ্জ্বল্যে চেতি কথং সমুদীৰ্ঘ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে বসন্তাগমনমুপবৰ্ণিতম্ । তদনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ প্রথমং তত্রৈতি । তেন বসন্তাগমনেন পুষ্পিতাঃ পাদপা বৃক্ষাঃ বভূঃ শোভিতা ইত্যর্থঃ । বিৰেফালিবিৰাজিতাঃ ভ্রমরপংক্তিবিৰাজিতাঃ ॥ ১—২ ॥

নগোত্তমান্ বৃহদবৃক্ষান্ ॥ ৩—৪ ॥

প্রমাথীনী বলবন্তি স্বাধীনানীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! প্রথমেই ঋতুরাজ বসন্ত সেই মনোহর পৰ্বতোপরি আবির্ভূত হইলেন । তখন পাদপ সকল পুষ্পিত ও বিৰেফ মালায় পরিশোভিত হইয়া উঠিল ॥ ১ ॥ মনোহর আত্ম, বকুল, তিলক ও সুশোভন কিংকক, সাল, তাল, তমাল ও মধুকাদি তরুরাজী, কুসুমমালায় বিৰাজিত হইয়া অল্পম শোভা ধারণ করিল ॥২॥ বৃক্ষের উপরিভাগে কোকিল-কুলের মধুর আলাপ শ্রুত হইতে লাগিল, লতাসকল পুষ্পিত হইয়া বনস্পতিগণকে আলিঙ্গন করিল ॥৩॥ প্রাণিগণ স্মরাতুর হইয়া আপন আপন ভাৰ্য্যার প্রেমযুক্ত ও পরস্পর ক্রীড়াসক্ত হইয়া অতিশয় উন্মত্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥ মন্দ, স্নগন্ধ ও স্পর্শ দক্ষিণ পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া আর মুনিগণের মানসের বশীভূত রহিল না ॥ ৫ ॥ তখন মীনকেতন, রতির সহিত সন্মিলিত হইয়া পঞ্চবাণ ধারণ পূৰ্ব্বক সেই বদরিকা-



রতিযুক্তস্ততঃ কামঃ পূরয়ন্ পঞ্চমার্গগান্ ।  
 চকার হরিতস্তত্র বাসং বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥  
 রস্তাতিলোক্তমাদ্যাশ্চ গতা তত্র বরাশ্রমে ।  
 গানং চক্ৰুঃ স্নগীতজ্ঞাঃ স্বরতানসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা মধুরোদগীতং কোকিলানাঞ্চ কুজিতম্ ।  
 ভ্রমরালিবিরাবঞ্চ প্রবুদ্ধো তৌ মুনীশ্বরৌ ॥ ৮ ॥  
 ঋতুরাজমকালে তু দৃষ্ট্বা তৌ পুষ্পিতং বনম্ ।  
 জাতৌ চিন্তাপরৌ তত্র নরনারায়ণায়ুযী ॥ ৯ ॥  
 কিমদ্য শিশিরাপায়ঃ সংবৃত্তঃ সময়ং বিনা ।  
 প্রাণিনো বিহ্বলাঃ সর্বো লক্ষ্যন্তেহতিস্মরাতুরাঃ ॥ ১০ ॥  
 কালধর্ম্যবিপর্যাসঃ কথমদ্য দুঃসদঃ ।  
 নরং নারায়ণং প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১১ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

পশ্য ভ্রাতরিমে বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাঃ প্রতিভাস্তি বৈ ।  
 কোকিলালাপসংযুক্তা ভ্রমরালিবিরাজিতাঃ ॥ ১২ ॥

পূরয়ন্ পঞ্চমার্গগান্ পঞ্চবাণান্ পূর্ণান্ ব্যাপকান কুর্করিত্যর্থঃ । পঞ্চবাণৈঃ সর্বাংস্তাড়-  
 য়মিতি ভাবঃ ॥ ৬—৭ ॥

ভ্রমরালিব্রমরপংক্তিঃ ॥ ৮—১১ ॥

ইতি মনসি ঋতুকালবিপর্যাসং চিন্তয়িত্বা নারায়ণ উবাচ যতদাহ পশ্যেতি ॥ ১২ ॥

শ্রমে সত্তর গমনপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ সঙ্গীতনিপুণা রস্তা ও তিলোক্তমাদি  
 প্রধান প্রধান অঙ্গরা সকল সেই মনোরম আশ্রমে গমন পূর্বক স্বরতান ও লয় সমন্বয়ে  
 গান করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ সেই সুমধুর সঙ্গীত, কোকিলগণের মনোহর কুজন ও ভ্রমরগণের  
 সুমধুর কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই মহাবিষ্ময় আগ্রহিত হইলেন ॥ ৮ ॥ নরনারায়ণ ঋষি-  
 যুগল অকালে ঋতুরাজ বসন্তের উদয় ও বনপাদপগণের পুষ্পোদয় পরিদর্শন করিয়া  
 চিন্তাপন্ন হইলেন ॥ ৯ ॥ নিরম ব্যক্তিরেকে এখন কিরূপে বসন্ত ঋতুর উদয় হইল ?  
 দেখিতেছি, সকল প্রাণীই অতিশয় স্মরাতুর ও বিহ্বল হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ কাল-  
 ধর্মের বিপর্যয় অতিশয় দুর্ঘট, কিরূপে তাহা সংঘটিত হইল ? তদনন্তর নারায়ণ, বিস্ময়-  
 বিকারিতনেত্রে নরনামক ঋষিবরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ভ্রাতঃ ! দেখ এই বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া পরিশোভিত হইতেছে, কোকি-  
 লের কলধ্বনি সংঘোবিত হইতেছে, ভ্রমরসকল সুমধুরধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ বিহরণ

শিশিরং ভীমমাতঙ্গং দারয়ন্ স্বথরৈর্নথৈঃ ।  
 বসন্তকেশরী প্রাপ্তঃ পলাশকুসুমৈর্মুনে ! ॥ ১৩ ॥  
 রক্তাশোককরা তদ্বী দেবর্ষে ! কিংশুকাজ্জিকা ।  
 নীলাশোককচা শ্যামা বিকাসিকমলাননা ॥ ১৪ ॥  
 নীলেন্দীবরনেত্রা সা বিম্ববৃক্ষফলস্তনী ।  
 প্রোৎফুল্লকুন্দরদনা মঞ্জরীকর্ণশোভিতা ॥ ১৫ ॥  
 বন্ধুজীবধরা শুভ্রা সিদ্ধুবারনখাদ্রুতা ।  
 পুংস্কোকিলম্বর্য পুণ্য কদম্ববসনা শুভা ॥ ১৬ ॥  
 বহিবৃন্দকলাপা চ সারসস্বননুপুরা ।  
 বাসন্তীবন্ধরশনা মত্তহঃসগতিস্তথা ॥ ১৭ ॥  
 পুত্রজীবাংশুকন্যস্তরোমরাজিবিরাজিতা ।  
 বসন্তলক্ষ্মীঃ সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মন্ ! বদরিকাশ্রমে ॥ ১৮ ॥

ভীমমাতঙ্গং নীতভয়প্রদানেন ভীমং ভয়ঙ্করং মাতঙ্গং গজং শিশিরঋতুরূপং পলাশকুসু-  
 গাশ্রমকৈঃ স্বস্ত্র থরৈঃ কঠিনৈর্নথৈর্দারয়ন্ প্রাপ্তো বসন্তকেশরী বসন্তরূপঃ সিংহো বর্ত্তত  
 ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ন কেবলং স্বয়মেব প্রাপ্তঃ কিন্তু লক্ষ্মীন্সিংহবত্তস্ত্র যা শক্তির্বসন্তলক্ষ্মীঃ সাপি প্রাপ্তেতি  
 বদন্ বসন্তলক্ষ্মীং বর্ণয়তি রক্তাশোকেতি । রক্তো নবীনপল্লবযোগাৎ যোহশোকোহশোক-  
 বৃক্ষঃ স এব করৌ যন্তাঃ সা । কিংশুকঃ পুষ্পিতপলাশবৃক্ষঃ স এবাজ্জী চরণৌ যন্তাঃ ।  
 নীলো যোহশোকো হরিতপল্লবযোগাৎ স এব কচাঃ কেশা যন্তাঃ ॥ ১৪ ॥

বিম্ববৃক্ষফলান্তেব স্তনৌ যন্তাঃ । মঞ্জর্যা এব কণৌ যন্তাঃ ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধুবারমেব নখানি যন্তাঃ ॥ ১৬ ॥

বহিবৃন্দো ময়ূরবৃন্দঃ স এব কলাপো ভূষণং যন্তাঃ । সারসঃ পুঙ্করাহ্বস্ত সারস ইতি-  
 কোষঃ । তস্ত্র স্বন এব নুপুরে যন্তাঃ । বাসন্তী মাধবীলতা তদ্রূপা বন্ধা রসনা কটিনুত্ৰং  
 যথা সা । চলন্তো যে মত্তা হংসাস্ত এব গতির্যন্তাঃ ॥ ১৭ ॥

করিতেছে ॥ ১২ ॥ ঐ দেখ, বসন্তকেশরী পলাশকুসুমরূপ স্বকীয় ধরনথর দ্বারা শিশির-  
 রূপ ভীষণ মাতঙ্গকে বিদারিত করিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! দেখ  
 দেখ কেমন মনোহর সুবাসসম্পন্ন বসন্তলক্ষ্মী বদরিকাশ্রমে উদিত হইয়াছেন ; দেবর্ষে !  
 রক্তাশোক ইহার করতল ; কিংশুক কুসুম ইহার মনোহর চরণ ; নীলাশোক ইহার শ্যামল  
 কেশকলাপ ; বিকসিত কমল ইহার বদন ; নীল ইন্দীবর ইহার নরেন ; বিম্বফল ইহার  
 মনোহর পয়োধর, প্রফুল্ল কুন্দ কুসুম ইহার দশন, মঞ্জরী ইহার মোহনকর্ণ, বন্ধুজীব ইহার  
 অধর, সিদ্ধুবার অদ্রুত নখর ; পুংস্কোকিল কলধ্বনি ইহার কণ্ঠস্বর ; কদম্বকুসুম ইহার  
 বসন ; শিখিকুল ইহার ভূষণ ; সারসস্বর ইহার নুপুরধ্বনি ; কুসুমদাম ইহার চন্দ্রহার ;

অকালে কিমিয়ং প্রাপ্তা বিস্ময়োহয়ং মমাধুনা ।  
 তপোবিস্মকরা নুনং দেবর্ষে ! পরিচিস্তয় ॥ ১৯ ॥  
 শ্রয়তে সুরনারীগাং গানং ধ্যানবিনাশনম্ ।  
 আবয়োস্তপিভঙ্গায় কুতং মঘবতা কিল ॥ ২০ ॥  
 ঋতুরাড্যন্থা কালে প্রীতিং সঞ্জয়য়েৎ কথম্ ।  
 বিস্মোহয়ং বিহিতো ভাতি ভীতেনাসুরশক্রণা ॥ ২১ ॥  
 বাতাঃ স্রগন্ধাঃ শীতাশ্চ সমায়াস্তি মনোহরাঃ ।  
 নান্যৎ কারণমস্তীহ শতক্রতুরুতিং বিনা ॥ ২২ ॥  
 ইতি বুভতি বিপ্রাগ্র্যো দেবে নারায়ণে বিভৌ ।  
 সর্বৈ দৃষ্টিপথং প্রাপ্তা মন্থথপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৩ ॥  
 দদর্শ ভগবান্ সর্বান্নরো নারায়ণস্তথা ।  
 বিস্ময়াবিষ্টমনসৌ বভূবতুরুভাবপি ॥ ২৪ ॥

কদম্ববৃক্ষাধো যে পুত্রজীবা বৃক্ষাস্ত এব কদম্ববৃক্ষরূপং যৎ পূর্বোক্তমংগুতকং বস্ত্রং তস্মিন্  
 ন্যস্তা ক্রিপ্তা আচ্ছাদিতা যা রোমরাজী রোমপংক্তিস্তয়া বিরাজিতা । কদম্ববৃক্ষাণাং বস্ত্র-  
 কল্পনা তদধঃস্থিতপুত্রজীবানাং রোমরাজিকল্পনেতি বোধ্যম্ ॥ ১৮—১৯ ॥

তপিভঙ্গায় তপিস্তপিক্রিয়া তপশ্চর্য্যোত্যর্থঃ । তস্তা ভঙ্গায় ॥ ২০ ॥

ঋতুরাড্যিতি । অনাথা মহুক্তার্থাভাবেহকালে সময়াভাবেহপি ঋতুরাড্বসন্তঃ কণঃ  
 প্রীতিং জনয়েন্ন কথমপীত্যর্থঃ । অসুরশক্রণেজ্জেন ॥ ২১—২২ ॥

বিপ্রাগ্র্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠে ॥ ২৩—২৬ ॥

প্রমত্তহংস গতিই ইহার গমন ; কদম্বকেশর ইহার রোমরাজী ; ঋষিবর ! এই সকল  
 দ্বারা বসন্তলক্ষ্মী কি অপূর্ব শোভাই ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৮—১৯ ॥ ইনি অকালে উপ-  
 নীত হইলেন কেন ? এ বিষয়ে এখন আমার বিস্ময় জন্মিতেছে, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ,  
 ইনি নিশ্চিতই তপস্তার বিস্মকারিণী ॥ ২০ ॥ ঐ শ্রবণ কর সুরকামিনীগণ, কেমন মনোমোহন  
 ধ্যানবিনাশন গান করিতেছে, বোধ হইতেছে, আমাদের তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত  
 দেবরাজ এই সকল উপায় নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ ঋতুরাজ অসময়ে প্রীতি জন্মাই-  
 তেছেন কেন ? ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে অসুরারি ইন্দ্র, আমাদের তপস্তায়  
 ভীত হইয়া তপোভঙ্গের উপায় স্বরূপ এই সকল বিস্ম নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ দেখ  
 শীতল, স্রগন্ধ ও মনোহর পবন প্রবাহিত হইতেছে, শতক্রতুর কার্য্য ব্যতিরেকে ইহাতে  
 আর কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না ॥ ২২ ॥

বিপ্রবর বিভূ দেব নারায়ণ, এই সকল বাক্য বলিতেছেন এমন সময়ে মন্থথাদি সকলেই  
 তাঁহাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ভগবান্ নর ও নারায়ণ উভয়েই তাহাদিগকে



মন্থথং মেনকাঐকৈব রস্তাঐকৈব তিলোত্তমাম্ ।  
 পুষ্পগন্ধাং স্নকেশীঞ্চ মহাশ্বেতাং মনোরমাম্ ॥ ২৫ ॥  
 প্রমদরাং স্নতাচীঞ্চ গীতজ্ঞাং চাক্ৰহাসিনীম্ ।  
 চন্দ্রপ্রভাঞ্চ সোমাঞ্চ কোকিলালাপমণ্ডিতাম্ ॥ ২৬ ॥  
 বিদ্যাম্মালাসুজাক্ষীঞ্চ তথা কাঞ্চনমালিনীম্ ।  
 এতান্চাত্মা বরারোহা দৃষ্টান্তাভ্যাং তদাস্তিকে ॥ ২৭ ॥  
 তাসাং স্তম্ভসহস্রাণি পঞ্চাশদধিকানি চ ।  
 বীকতো বিম্বিতো জাতো কামসৈন্তঃ স্তবিস্তরম্ ॥ ২৮ ॥  
 প্রণম্যাগ্রে স্থিতাঃ সৰ্ব্বা দেববারাজনাস্তদা ।  
 দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যমাল্যোপশোভিতাঃ ॥ ২৯ ॥  
 জগৎস্থলেন তাঃ সৰ্ব্বাঃ পৃথিব্যামতিদুর্লভম্ ।  
 তত্তথাবস্থিতং দিব্যং মন্থথাদিবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৩০ ॥  
 শুশ্রাব ভগবান্ বিষ্ণুর্নরো নারায়ণস্তদা ।  
 শ্রদ্ধা প্রোবাচ তাস্তত্র প্রীত্যা নারায়ণো মুনিঃ ॥ ৩১ ॥  
 আশ্রুতাং স্তম্ভমত্রৈব করোম্যতিথ্যমদুতম্ ।  
 ভবন্ত্যাহতিবিধর্ম্মেণ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাং স্তম্ভাঃ ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাম্মালা চ সা চাক্ষুজাক্ষী চেতি । কচিৎ বিদ্যাম্মালাসুজাক্ষ্যৌ চেতি পাঠস্তদা শ্রী-  
 ছয়ম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

দেববারাজনা অপ্সরসঃ ॥ ২৯ ॥

দর্শন করিয়া বিম্বিতচিত্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহারা মনোভব, মেনকা, রস্তা, তিলোত্তমা,  
 পুষ্পগন্ধা, স্নকেশী, মহাশ্বেতা, মনোরমা, প্রমদরা, চাক্ৰহাসিনী সঙ্গীতজ্ঞা স্নতাচী, চন্দ্রপ্রভা,  
 কোকিলভাসিনী সোমা, অসুজাক্ষী কাঞ্চনমালিনী বিদ্যাম্মালা, এই সকল ও অন্ত্যাত্ম  
 বরারোহা অপ্সরাগণকে সন্নিধানে দর্শন করিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥ অষ্টসহস্র পঞ্চাশৎ অপ্সরা-  
 গণকে এবং কামের স্তবিস্তর সৈন্ত সকলকে দর্শন করিয়া মুনিবর বিম্বিত হইলেন ॥ ২৮ ॥  
 তখন, দিব্যমালার পরিশোভিতা, দিব্যাভরণা দেববারাজনাগণ মুনিবরকে প্রণাম করিয়া  
 সমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ সেই অপ্সরা সকল, ক্ষিত্তিতে স্তম্ভ ও মন্থথ-  
 বৰ্দ্ধন স্বর্গীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥ ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ নরনারায়ণ মুনিবর সেই  
 সঙ্গীত শ্রবণানন্তর প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে শোভনমধ্যমা অপ্সরাগণ  
 তোমরা স্বর্ণ হইতে অতিবিধর্ম্মেই এইস্থানে আগমন করিয়াছ । তোমরা এইস্থানে স্তম্ভ  
 অবস্থিতি কর, আমরা উত্তমরূপে তোমাদের আতিথ্য সম্পাদন করিব ॥ ৩১—৩২ ॥

বাস উবাচ ।

সাভিমানস্তু সজ্জাতস্তদা নারায়ণো মুনিঃ ।  
 ইন্দ্রেণ প্রেষিতা নুনং তপোবিস্মচিকীৰ্ষয়া ॥ ৩৩ ॥  
 বরাক্যঃ কা ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ সৃজাম্যদ্য নবাঃ কিল ।  
 এতাভ্যো দিব্যরূপাশ্চ দর্শয়ামি তপোবলম্ ॥ ৩৪ ॥  
 ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা করেনোরুং প্রতাদ্য বৈ ।  
 তরসোংপাদয়ামাস নারীং সৰ্ব্বান্ধসুন্দরীম্ ॥ ৩৫ ॥  
 নারায়ণোরুসমুত্থা হুর্কনীতি ততঃ শুভা ।  
 দদৃশুস্তাঃ স্থিতান্তত্র বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৬ ॥  
 তাসাঞ্চ পরিচর্য্যার্থং তাবতীশ্চাতিসুন্দরীঃ ।  
 প্রাচুশ্চকার তরসা তদা মুনিরসম্ভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥  
 গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ নানোপায়নপাণয়ঃ ।  
 প্রণেমুস্তা মুনী সৰ্ব্বাঃ স্থিতাঃ কৃদ্ধাঞ্জলিং পুরঃ ॥ ৩৮ ॥

যথা শাস্ত্রেণোক্তং তথাবহ্নিতমিতার্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

অভিমানস্বরূপমাহ বরাক্য ইতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি । তরসা বেগেনোরুং করেণ প্রতাদ্য সৰ্ব্বান্ধসুন্দরীং নারীমুংপাদয়া-  
 মাস ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণেতি । হি যতো নারায়ণোরুসমুত্থা ততস্তস্মাক্ষেতোকর্কনীতি নাম্নাতবদিত্যর্থঃ ।  
 উরুমপ্নাত্যাশ্রয়ত্বাৎপত্তিস্থানত্বেনেতুর্কনীতি ব্যুৎপত্তেঃ । পূর্বোদরাদিত্বাদহসহম্ । দদৃশু-  
 রিতি । তা ইন্দ্রেণ প্রেষিতাস্তামুর্কনীং দদৃশুঃ দৃষ্ট্বা পরমং বিস্ময়ং যযুঃ প্রাপুঃ ॥ ৩৬ ॥

তাসাং চেতি । ইন্দ্রেপ্রেষিতানাং স্ত্রীণাং পরিচর্য্যার্থং তাবতীঃ পঞ্চাশদধিকবোড়শসহস্র-  
 সংখ্যকা অতিসুন্দরীস্তাভ্যোহপ্যতিসুন্দরীঃ ॥ ৩৭ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবরাজ ইন্দ্র তপস্তার বিঘ্ন কারবার বাসনার নিশ্চয়ই সেই  
 অমরাগণকে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া, নরনারায়ণ মুনিদ্বয় অভিমানে পূর্ণ  
 হইয়া মনে করিলেন যে, এই অমরা সকল সামান্ত-রূপসম্পন্ন ও জঘন্ত আমি এক্ষণে  
 ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিব্যরূপসম্পন্ন নূতন অমরা-সৃষ্টি করিয়া আমার তপোবল  
 প্রদর্শন করাইব ॥ ৩৩—৩৪ ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কর দ্বারা উরুতাড়ন পূর্বক  
 নীত্বই এক সৰ্ব্বান্ধসুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই শুভাননা মুনিবরের উরুহুল  
 হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া উর্কনী নামে বিখ্যাত হইল । অনন্তর, তদ্রূপ অমরা সকল  
 তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল ॥ ৩৬ ॥

পরে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্রেপ্রেষিত রমণীগণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাহাদের অপেক্ষা  
 সুন্দরী তাবৎ সংখ্যক নারী সকল নিকরদ্বয়ে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রাচুর্ভূত অমরা সকল

তাং বীক্ষ্য বিভ্রমকরীং তপসো বিভূতিং

দেবাস্তনা হি যুমুহুঃ প্রবিমোহয়ন্ত্যঃ ।

উচুশ্চ তৌ প্রমুদিতাননপদ্মশোভা

রোমোদগমোল্লসিতচারুনিজাস্রবল্ল্যঃ ॥ ৩৯ ॥

কুৰ্যুঃ কথং স্তুতিমহো তপসো মহত্ত্বং

ধৈর্য্যং তথৈব ভবতামভিবীক্ষ্য বালাঃ ।

অস্মৎকটাক্ষবিষদিক্ষশরেণ দক্ষঃ

কো বা ন তত্র ভবতাং মনসো ব্যথা ন ॥ ৪০ ॥

জ্ঞাতৌ যুবাং নরহরেঃ পরমাংশভূতৌ

দেবৌ মুনী শমদমাদিনিধী সদৈব ।

সেবানিমিত্তমিহ নো গমনং ন কামং

কার্য্যং হরেঃ শতমথশ্চ বিধাতুমেব ॥ ৪১ ॥

প্রণেমুরিতি । তা নারায়ণোৎপন্নাস্ত্রিয়োহঞ্জলিং কৃতা পুরঃ স্থিতান্তৌ মুনী নরনারায়ণৌ  
প্রণেমুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তরমিক্রপ্রেষিতাঃ স্তুতিং চকুরিত্যাহ তাং বীক্ষ্যতি । অন্যান্ প্রবিমোহয়ন্ত্যোহপি  
দেবানাং বিভ্রমকরীং স্বস্তাপি মোহকরীং তপসো বিভূতিং দৃষ্ট্ৱ। তৌ নরনারায়ণৌ প্রত্যাচুঃ ।  
কণভূতা রোমোদগমেন রোমাঞ্চোদগমেন চার্ক্যঃ সুন্দরা নিজাস্রবল্ল্যো নিজাস্রলতা যাসাং  
তাঃ ॥ ৩৯ ॥

কুৰ্যুঃ কথমিতি । হে দেবৌ বয়ং বালা মূঢ়া ভবতাং তপসো মহত্ত্বং তথৈব ধৈর্য্যং  
মনসোহপ্যবিষয়মভিবীক্ষ্য স্তুতিং কথং কুৰ্যুর্ন কথমপীত্যর্থঃ । অস্মৎকটাক্ষকজ্জলরূপ-  
বিষেণ দিক্ষো যুক্তঃ শরস্তেন দক্ষঃ কো বা পৃথিবাং ন ভবতি অপি তু সর্কো ভবত্যেব । তত্র  
তস্মিন্ সত্যপি ভবতাং মনসো ব্যথা বিকারো নেতি পরমাশ্চর্য্যং ভবতামিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

নানাবিধ উপহার দ্রব্য হস্তে করিয়া গান ও তান্ত্র করিতে করিতে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক মুনী  
দ্বয়ের অগ্রস্থিত হইয়া প্রণাম করিল ॥ ৩৮ ॥ ইঙ্গপ্রেরিত দেবাস্তনাগণ অস্ত্রের মোহনকারিণী  
হইলেও আপনাদের মানস-বিভ্রমকারিণী তপস্তার কলসম্পত্তিস্বরূপিণী সর্কাস্রসুন্দরী  
উর্ধ্বশীরে দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইল এবং তাহাদের অঙ্গবল্লী সকল রোমাঞ্চজালে উৎকুল  
হইয়া উঠিল ; তখন তাহারা নিজ নিজ বদনকমলের পরমা শোভা বিস্তারিত করিয়া  
মুনিদ্বয়কে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯ ॥ হে দেবযুগল ! আমরা বালা, আমাদের কিছুমাত্র  
জ্ঞান নাই আপনাদিগের তপস্তার মহত্ত্ব ও আপনাদের ধৈর্য্য দর্শন করিয়া আমরা কিরূপে  
আপনাদের স্তুতি করিতে সমর্থ হইব ? অহো ! আমাদের কটাক্ষরূপ বিষদিক্ষ শরে নির্দগ্ধ  
হই নাই, পৃথিবীতলে এমন ব্যক্তি দৃষ্ট হই নাই ; কিন্তু, তাহাতে আপনাদিগের মনোবিকার  
কিছুই লক্ষিত হইল না ; অতএব, আপনাদের মহাশয় অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ৪০ ॥



ভাগ্যেন কেন যুবয়োঃ কিল দর্শনং নঃ  
 সম্পাদিতং ন বিদিতং খলু সঞ্চিতং তৎ ।  
 চিত্তং ক্ষমং নিজজনে বিহিতং যুবাভ্যা-  
 মস্মদ্বিধে কিল কৃতাগসি তাপমুক্তম্ ॥  
 কুর্কন্তি নৈব বিবুধাস্তপনো ব্যয়ং বৈ  
 শাপেন তুচ্ছফলদেন মহানুভাবাঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইথং নিশম্য বচনং সুরকামিনীনাং  
 তাবুচতুমুনিবরৌ বিনয়ানতানাম্ ।  
 প্রীতো প্রসন্নবদনৌ জিতকামলোভৌ  
 ধর্মান্বজৌ নিজতপোরুচিশোভিতাঙ্গৌ ॥ ৪৩ ॥

অতএব যুবাং ন সাধারণৌ কিন্তু পরমেশ্বরশাস্ত্রভূতাবেবেত্যস্মাভিজ্ঞাভাবিত্যাগঃ  
 জ্ঞাতাবিতি । নরহরেবিক্ষোঃ । হে ভগবন্তৌ কপটেনাগতানামপ্যস্মাকং কো বা ভাগ্যো-  
 দয়ো জ্ঞাতৌ যেন ভবদর্শনমস্মাভিলক্ষ্মিত্যাহঃ সেবানিমিত্তমিতি । নোহস্মাকং গমনমাগ-  
 মনমিহ ভবৎসেবানিমিত্তং ন কিন্তু কামং যথেষ্টং হরৈরিক্তশ্রু শতমথশ্রু কার্য্যং ভবত্বপো-  
 বিঘাতরূপং বিধাতুং কর্ত্তুম্বেব ॥ ৪১ ॥

তাদৃশহৃষ্টানামস্মাকং যুবয়োর্দর্শনং কেন ভাগ্যেন সম্পাদিতং তৎ সঞ্চিতং ভাগ্যং খলু ন  
 বিদিতমস্মাভিঃ । কিঞ্চাস্মদ্বিধেঃ সন্দেশে নিজজনে কৃতাগসি কৃতাপরাধে চিত্তং ক্ষমং  
 শাপাদিকর্ত্তুং সমর্থমপি যুবাভ্যাং তাপমুক্তং সস্তাপরহিতং কৃতম্ । অহোহি ত্বিনা ভবতাং  
 ক্ষমেতি ভাবঃ । ইয়ঞ্চ রীতির্ভবদ্বিধানাং মহানুভাবানাং কেনাভিপ্রায়েণেতি তমভিপ্রায়-  
 মাহ । কুর্কন্তীতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

আমরা জানিলাম আপনারা উত্তরে বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ দেব ও মননশীল এবং শব্দমাদিই  
 আপনাদিগের নিধিস্বরূপ । আপনাদের সেবার নিমিত্ত আমাদের এখানে আগমন হয় নাই,  
 আপনাদের তপস্তার বিষমসম্পাদনরূপ দেবরাজ ইন্দের কার্য্য সাধন উদ্দেশ্যেই আমরা  
 এখানে আগমন করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ আমরা এতাদৃশ হৃর্জন হইলেও আমাদের কোন্ সঞ্চিত  
 ভাগ্যফল দ্বারা আপনাদিগের দর্শন লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নছি । আর আমাদের  
 ত্রায় কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি শাপাদি প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াও নিজজন ভাবিয়া যে  
 শাপাদি প্রদান না করিয়া মনস্তাপ বিদূরিত করিলেন, তাহাতে আপনাদের ক্ষমাশূণ  
 অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইল । আমরা জানিলাম মহানুভব বৃগগণ তুচ্ছফলপ্রদ শাপাদি দ্বারা  
 আপনাদিগের তপস্তার ব্যয় করেন না ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! জিতকাম ও জিতলোভ সেই ধর্ম্মতনয় মহর্ষি দ্বয় বিনয়ানত  
 সুরকামিনীগণের এইরূপ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া প্রীত ও প্রসন্নবদন হইলেন এবং

নরনারায়ণাবূচতুঃ ।

ব্রুবন্ত বাঞ্ছিতান্ কামান্দদাবস্তুষ্টমানসৌ ।

যাস্তু স্বর্গং গৃহীত্বৈমামুর্কশীং চারুলোচনাম্ ॥ ৪৪ ॥

উপায়নমিয়ং বাল। গচ্ছত্বদ্য মনোহরা ।

দত্তাবাভ্যাং মঘবতঃ প্রীণনায়োরুসম্ভবা ॥ ৪৫ ॥

স্বস্ত্যস্তু সর্বদেবেভ্যো যথেষ্টং প্রব্রজন্তু চ ।

ন কশ্চাপি তপোবিন্মং প্রকর্তব্যমতঃপরম্ ॥ ৪৬ ॥

দেব্য উচুঃ ।

ক গচ্ছামো মহাভাগ ! প্রাপ্তাস্তে পাদপঙ্কজম্ ।

নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ ! ভক্ত্যা পরময়া মুদা ॥ ৪৭ ॥

বাঞ্ছিতং চেদ্বরং নাথ ! দদাসি মধুসূদন ! ।

তুচ্চঃ কমলপত্রাক্ষ ! ব্রুবীমো মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৮ ॥

পতিস্ত্বং ভব দেবেশ ! বরমেনং পরম্পদ ! ।

ভবামঃ প্রীতিযুক্তাস্থাং সেবিতুং জগদীশ্বর ! ॥ ৪৯ ॥

( কামপ্রদানে হেতুগর্ভবিশেষণমাহ তুষ্টমানসাবীতি ॥ ৪৪ ॥ )

ইয়ং বাল। রাজানমিস্ত্রং প্রত্যাশয়নং গচ্ছতু । আবাত্যাং নরনারায়ণাত্যাম্ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

আপন তপঃপ্রভায় প্রদীপ্তাক্ষ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ৪৩ ॥ রমণীগণ ! আমরা তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা অভিলষিত বর কামনা কর আমরা এখন তাহা প্রদান করিতেছি । আর তোমরা এই চারুলোচনা উর্কশীকে লইয়া স্বর্গ গমন কর । এই মনোরমা বালিকা উর্কশী দেবরাজের উপহার স্বরূপ তোমাদের সহিত গমন করুক । আমরা অমররাজের প্রীতির নিমিত্ত উরুসম্ভবা এই উর্কশীকে প্রদান করিলাম ॥ ৪৪—৪৫ ॥ এক্ষণে সমস্ত দেবগণের কল্যাণ হউক, তোমরা আপন আপন ইষ্ট স্থানে গমন কর, ইহার পর আর কাহারও তপস্তার বিষয় করিতে প্রবৃত্ত হইও না ॥ ৪৬ ॥

অপ্সরাগণ কহিল, হে নারায়ণ ! হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আমরা পরম ভক্তিবোধে আপনার পাদ-পঙ্কজ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, আমরা এখন কোথায় বাইব ? ॥ ৪৭ ॥ হে নাথ ! হে মধুসূদন ! হে কমললোচন ! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের মনোরথ আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪৮ ॥ হে দেবেশ ! আপনি জগতের পতি অতএব আপনি আমাদের পতি হউন, হে পরম্পদ ! আমরা প্রসন্নচিত্তে আপনার সেবার নিয়তই নিযুক্ত থাকিব ॥ ৪৯ ॥

ত্বয়া চোৎপাদিতা নার্যঃ সন্ত্যক্তাশ্চারুলোচনাঃ ।  
 উৰ্বশাদ্যাস্তথা যাস্তু স্বৰ্গং বৈ ভবদাজ্জয়া ॥ ৫০ ॥  
 স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং তিষ্ঠত্বত্র শতাব্দিকম্ ।  
 সেবাং তেহত্র করিষ্যামো যুবয়োস্তাপসোত্তমৌ ! ॥ ৫১ ॥  
 বাঞ্ছিতং দেহি দেবেশ ! সত্যবাগ্ ভব মাধব ! ।  
 আশাতঙ্কো হি নারীণাং হিংসনং পরিকীর্তিতম্ ॥  
 কামার্তানাঞ্চ মুনিভির্ধর্মজৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫২ ॥  
 ভাগ্যযোগাদিহ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাং প্রেমপরিপ্লুতাঃ ।  
 ত্যক্তুং নার্সি দেবেশ ! সমর্থোহসি জগৎপতে ! ॥ ৫৩ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

পূর্ণং বর্ষসহস্রস্ত তপস্তপ্তং ময়াত্র বৈ ।  
 জিতেন্দ্রিয়েণ চার্কস্যঃ ! কথং ভঙ্গং করোগ্যতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 নেচ্ছা কামে স্তখে কাচিৎ স্তখধর্মবিনাশকে ।  
 পশূনামপি সাধর্ম্যে রমেত মতিমান্ কথম্ ॥ ৫৫ ॥

---

ত্বয়া পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রস্ত্রিয় উৎপাদিতাস্তাঃ স্বর্গং গচ্ছন্ত। তাবৎসংখ্যাকা এব  
 বয়মত্র স্থাস্তাম ইতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

---

আপনি যে সকল নারীর উৎপাদন করিয়াছেন, সেই চাক্রনেত্রা রমণীগণও এই স্থানে  
 রহিয়াছে, এক্ষণে উর্বশী প্রভৃতি এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র নারীগণ সকলেই আপনার  
 আজ্ঞায় স্বর্গে গমন করুক ॥ ৫০ ॥ আর, আমরা এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র রমণী এই  
 স্থানে আপনাদের সেবায় নিযুক্ত থাকি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব ! আপনি দেবগণের প্রভু অতএব  
 আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া আপনি সত্যভাবী হউন। তত্ত্বদর্শী ধর্মজ্ঞ মুনিগণ  
 কহিয়াছেন যে, কামাতুরা নারীদিগের আশাতঙ্ক করিলে হিংসাক্রান্ত পাপে লিপ্ত হইতে  
 হয় ॥ ৫২ ॥ আমরা ভাগ্যবশে স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়া প্রেমে পরিপ্লুত হইয়াছি।  
 হে দেবেশ ! আপনি জগতের স্বামী, আপনি সকল কার্য্যেই সমর্থ; অতএব, আপনি  
 আমাদের পক্ষে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৫৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে তবঙ্গী অঙ্গরাগণ ! আমি এই স্থানে পূর্ণ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া  
 জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্তা করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে বিষয়াসঙ্গে লিপ্ত হইয়া সেই তপস্তার  
 ভঙ্গ করিতে পারি ? ॥ ৫৪ ॥ পরমানন্দ ও ধর্মের বিনাশক বিষয়-সম্ভোগ স্তখে আমার বাসনা  
 হয় না। কারণ, কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি, পণ্ডর সমান বিষয়সম্ভোগধর্মের প্রবৃত্ত হইতে  
 পারে ? ॥ ৫৫ ॥



অঙ্গরস উচুঃ ।

শব্দাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং মধ্যে স্পর্শসুখং বরম্ ।  
 আনন্দরসমূলং বৈ নাশ্বদন্তি সুখং কিল ॥ ৫৬ ॥  
 অতোহস্মাকং মহারাজ ! বচনং কুরু সর্বথা ।  
 নির্ভরং সুখমাসাদ্য চরস্ব গন্ধমাদনে ॥ ৫৭ ॥  
 যদি বাঞ্ছসি নাকং ত্বং নাধিকো গন্ধমাদনাৎ ।  
 রমস্বাত্ত্ব শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্বাঃ সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 উর্বশীসম্ভবো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

( স্বর্গং প্রাপ্তুং যদি তপঃক্রিয়তে তদা অত্রৈব স্বর্গসুখমভূতব ইত্যত আহ যদি বাঞ্ছ-  
 সীতি ॥ ৫৮ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অঙ্গরাগণ কহিল, মুনিবর ! শব্দাদি পঞ্চের মধ্যে স্পর্শ সুখই আনন্দরসমূলক ও  
 উৎকৃষ্ট, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট সুখ অত্র আর কিছুই নাই ; অতএব আপনি আমাদের বচ-  
 নানুসারে কার্য্য করিয়া আনন্দরস উপভোগ করুন । আপনি এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে নিরতি-  
 শয় সুখলাভ করিয়া বিচরণ করুন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আপনি যদি স্বর্গ কামনা করেন, তবে  
 জানিবেন যে, গন্ধমাদন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ আর নাই । আপনি এই পরম মনোহর  
 সুশোভন স্থানে সুরাঙ্গনাগণের সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া পরমানন্দ রস অনুভব  
 করুন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে উর্বশীজন্মবর্ণন নামক  
 ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং ধর্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।  
বিমর্শমকরোচ্চিন্তে কিং কৰ্তব্যং ময়াধুনা ॥ ১ ॥  
হাশ্চোহহং মুনিবৃন্দেষু ভবিষ্যাম্যদ্য সঙ্গমাৎ ।  
অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তং দুঃখং নাত্ৰ বিচারণা ।  
মূলং ধর্মবিনাশস্ত প্রথমং যদহঙ্কৃতিঃ ॥ ২ ॥  
মূলং সংসারবৃক্ষস্ত যতঃ প্রোক্তো মহাত্মভিঃ ।  
দৃষ্টো মোনঃ সমাধায় ন স্থিতোহহং সমাগতম্ ॥ ৩ ॥  
বারাঙ্গনাগণং জুষ্টিং তেনাসং দুঃখভাজনম্ ।  
উৎপাদিতাস্থখা নার্যো ময়া ধর্মব্যয়েন বৈ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশক্তিঃ পদৈঃ সমনন্তরম্ ।

অহঙ্কারবৃত্তং বিধং বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্কীঃ সুরাঙ্গনা ইত্যঙ্গরসাং প্রার্থনাং শ্রদ্ধা নারায়ণে  
বিচারং কৃতবানিত্যাহ ইত্যাকর্ণ্যেতি । বিমর্শং বিচারম্ ॥ ১ ॥

ইতি বিচারং কৃত্বা প্রথমত ইদং সঙ্কটং কস্মান্মূলদ্বংপন্নমিতি তন্মূলং শোধিতবানিত্যাহ  
অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তমিতি ॥ ২ ॥

নহু কুতো ধর্মবিনাশস্ত মূলমহঙ্কার ইতি চেত্তদ্রাহ মূলমিতি । যতঃ সংসারবৃক্ষস্ত মূলমহ-  
ঙ্কারস্ততস্তস্মিন্ সংসারে যদ্যন্তবতি শুভং বাশুভং বা তস্ত সর্কস্ত মূলমহঙ্কার এবৈত্যর্থঃ ।  
ক। এতা বরাকোহহমেতদপেক্ষয়াপ্যতিসুন্দরীকংপাদয়িষ্যামীত্যহঙ্কারস্বরূপং হু পূর্বমুক্ত-  
মেবাত্রাহঙ্কারপদেন স্মারিতং পুনঃ স্বয়মেব বদতি দৃষ্টেতি ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ । স্তমহৎপ্রভাব-সম্পন্ন ধর্মনন্দন নারায়ণ সেই অঙ্গরগণের  
এবংবিধ বচন শ্রবণ করিয়া নিজের কৰ্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ যদি  
আমি এক্ষণে বিষয়াসঙ্গে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে মুনিগণের মধ্যে অবশ্যই উপহাসাস্পদ  
হইব । আর অহঙ্কারই ধর্মবিনাশের আদিম ও প্রধান মূল, অহঙ্কার হইতেই যে, এই দুঃখ  
উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ের বিচারে আর প্রয়োজন নাই ॥ ২ ॥ মহাত্মা মহর্ষিগণ কহিয়া  
থাকেন যে অহঙ্কারই সংসারবৃক্ষের মূল । আমি বারাঙ্গনাগণকে দর্শন করিয়া মোনাবলম্বন  
পূর্বক অবস্থান করি নাই, তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করিয়াছি, তাহাতেই দুঃখভাজন  
হইলাম । অধিকন্তু ধর্মব্যয় করিয়া নারীগণের উৎপাদন করিয়াছি । ইঙ্গপ্রেরিত ঐ উত্তম  
ও মনোরম প্রমদাগণ কামাতুর হইয়া তপোধর্মণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে । যদি অহঙ্কারবশে ইহা-  
দিগকে উৎপাদিত না করিতাম তাহা হইলে আমার এই দুঃখপ্রসঙ্গ উপস্থিতই হইত না ।

তাস্তু মাং বাধিতুং বৃতাঃ কামার্তাঃ প্রমদোদ্ভবাঃ ।  
 উৰ্ণনাভিরিবাদ্যাহং জালেন স্বকৃতেন বৈ ।  
 বন্ধোহস্মি স্মদৃঢ়েনাত্ত্র কিং কৰ্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥  
 যদি চিন্তাং সমুৎসৃজ্য সন্ত্যজাম্যবলা ইমাঃ ।  
 শত্রু! ভ্রষ্টা ত্রজিষ্যন্তি সৰ্বা ভগ্নমনোরথাঃ ॥ ৬ ॥  
 মুক্তোহহং সঞ্চরিস্যামি বিজনে পরমস্তপঃ ।  
 তস্মাৎ ক্রোধং সমুৎপাদ্য ত্যক্ত্যামি স্তম্ভরীগণম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা মুনির্নারায়ণস্তদা ।  
 বিমর্শমকরোচ্চিন্তে স্তথোৎপাদনসাধনে ॥ ৮ ॥  
 দ্বিতীয়েহয়ং মহাশত্রুঃ ক্রোধঃ সন্তাপকারকঃ ।  
 কামাদপ্যাধিকো লোকে লোভাদপি চ দারুণঃ ॥ ৯ ॥

বারান্ধনাগণং কুটুমত্র সমাগতং দৃষ্ট্বাহং মোনং সমাধায় ন স্থিতঃ কিন্তু তেন সাকং  
 ভাষণাদিকং কৃতং তেনাহং হৃৎকৃতাজনং জাতঃ । কিন্তু ধর্মস্ত তপসো ব্যরোহপি জাত-  
 স্তপোবলান্তাসামুৎপাদনেনেত্যাহ । উৎপাদিতা ইতি ॥ ৪ ॥

তাসামুৎপত্ত্যেব স্বর্গস্ত নিকীহো জাত ইতি মত্বা তাঃ স্বর্গহা দেবান্ধনা মাং বাধিতুং  
 প্রবৃতাঃ । বদ্যাহকারমবলস্য তা নোৎপাদিতাঃ স্ত্যস্তদায়ং প্রসঙ্গঃ কিমিত্যুপস্থিতঃ স্তাৎ ।  
 তস্মাদূর্ণনাভিরিব লুতাকীট ইব স্বকৃতেনৈব জালেনাহং বদ্ধ ইত্যর্থঃ । ইতি মনসি স্বাপরাধং  
 বিনিশ্চিত্যাতঃপরং কিংকর্ত্তব্যমিতি বিচারয়ামাসেত্যাহ কিং কৰ্ত্তব্য মিতঃ পরমিতি ॥ ৫ ॥

তত একমুপায়ং বিচারিতবানিত্যাহ বদীতি । বদীমাস্ত্যজামি তর্হি শাপং দত্ত্বা গমি-  
 শ্যস্তি ॥ ৬ ॥

তথাপ্যাভিস্মুক্তোহহং তপঃ সঞ্চরিস্যামিতি মহৎ কলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । ইতি বিচার্য  
 তত্শেব নিশ্চয়ঃ কৃত ইত্যাহ তস্মাৎ ক্রোধমিতি ॥ ৭ ॥

ইতি নিশ্চিত্য মনসা পুনর্নারায়ণো বিমর্শমকরোদিত্যাহ বিমর্শমিতি ॥ ৮ ॥

এক্ষণে আমি উৰ্ণনাভের স্ত্রায় নিজকৃত স্মদৃঢ়জালে নিজেই নিবদ্ধ হইলাম ; অতঃপর  
 আমার কৰ্ত্তব্য কি ? ॥৩—৫॥ ‘এই তপঃপরিপন্থিনী রমণীগণের পরিত্যাগে আবার চিন্তা কি’  
 এই ভাবিয়া যদি এই অবলাগণকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ইহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া  
 অতিশাপ মাত্র প্রদান পূর্বক চলিয়া যাইবে তাহা হইলেই আশু বিষম বিপদ হইতে মুক্ত  
 হইয়া বিজন স্থানে উত্তম তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইব অতএব ক্রোধ উৎপাদন পূর্বক এই  
 স্তম্ভরীগণকে পরিত্যাগ করি ॥ ৬—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! নারায়ণ মুনি স্তথোৎপাদন সাধমার্থ ঐরূপ চিন্তা করিয়া  
 পুনর্বার মনে-মনে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ দ্বিতীয় মহাশত্রু ক্রোধ ত্রৈলোক্য মধ্যে



ক্রোধাভিভূতঃ কুরুতে হিংসাং প্রাণবিঘাতিনীম্ ।

দুঃখদাং সৰ্বভূতানাং নরকারামদীর্ঘিকাম্ ॥ ১০ ॥

যথাগ্নির্ঘর্ষণাজ্জাতঃ পাদপং প্রদহেত্তথা ।

দেহোৎপন্নস্তথা ক্রোধো দেহং দহতি দারুণঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সঙ্কিস্ত্যমানং তং ভ্রাতরং দীনমানসম্ ।

উবাচ বচনং তথ্যং নরো ধর্ম্মসুতোহনুজঃ ॥ ১২ ॥

নর উবাচ ।

নারায়ণ মহাভাগ ! কোপং যচ্ছ মহামতে ! ।

শাস্ত্রং ভাবং সমাশ্রিত্য নাশয়াহঙ্কৃতিং পরাম্ ॥ ১৩ ॥

পুরাহঙ্কারদোষেণ তপো নক্টং কিলাবয়োঃ ।

সংগ্রামশ্চাভবভাভ্যাং ভাবাভ্যামসুরেণ হ ॥ ১৪ ॥

দিব্যবর্ষমহাস্রস্ত প্রহ্লাদেন মহাদ্রুতম্ ।

দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তং তজ্জাবাভ্যাং সুরোত্তম ! ॥ ১৫ ॥

কীদৃশো 'বিমর্শ ইত্যাহ দ্বিতীয়োহয়মিতি । একোহহঙ্কারশব্দবলবিতস্তশ্রেণ্যং কলং জাতম্ পুনর্দ্বিতীয়স্ত ক্রোধস্তাহবলশ্বে বহুদুঃখমেব ভবিষ্যতীত্যর্থঃ তস্য দৃষ্টব্যমেবাহ কামা-  
দিত্তি ॥ ৯ ॥

দীর্ঘিকাং নদীম্ ॥ ১০—১৩ ॥

অত্যন্ত সন্তাপদায়ক ; ইহা কাম হইতেও অধিক বলবান্ এবং লোভ হইতেও অতিশয় নিদারুণ ॥ ৯ ॥ জনগণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া প্রাণ-বিনাশিনী হিংসা করিয়া থাকে ; এই হিংসা, নরকের আরাম-ভূমির দীর্ঘিকাক্রপিনী এবং সর্ব জীবের দুঃখপ্রদা ॥ ১০ ॥ যেমন পাদপগণের পরস্পর সংঘর্ষণ হেতু অগ্নি উৎপন্ন হইয়া নিজ-উৎপত্তি কারণ পাদপগণকেই দহন করে, সেইরূপ দারুণ ক্রোধও দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহকেই দহন করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বৈশ্যায়ন কহিলেন, নর নামক কনিষ্ঠ বর্ষতনয় ভ্রাতাকে চিন্তাতুর ও দীনমানস দর্শন করিয়া যথার্থবাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ হে নারায়ণ ! আপনি মহাভাগ ও মহামতি ; অতএব ক্রোধভাব পরিহার করিয়া শাস্ত্রভাব অবলম্বনপূর্বক হৃদ্বর্ষ অহঙ্কারের বিনাশ সাধন করুন ॥ ১৩ ॥ আপনার কি স্মরণ নাই যে পূর্বে অহঙ্কার দোষে আমাদের তপস্তা বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অসুরেন্দ্র প্রহ্লাদের সহিত অতিশয় অদ্রুত সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল । হে সুরোত্তম ! তাহাতে আমরা বহুতর দুঃখ প্রাপ্ত

তস্মাৎ ক্রোধঃ পরিত্যজ্য শান্তো ভব মুনীশ্বর ! ।  
শান্তত্বং তপসো মূলং মুনিভিঃ পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা শান্তোহভূদধর্মনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

সংশয়োহয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ ! প্রহ্লাদেন মহাত্মনা ।  
বিষ্ণুভক্তেন শান্তেন কথং যুদ্ধং কৃতং পুরা ॥ ১৮ ॥  
কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং নরনারায়ণাবধী ।  
তাপসৌ ধর্মপুত্রৌ হৌ শশান্তমনসাবুভৌ ॥ ১৯ ॥  
সমাগমঃ কথং জাতস্তয়োদৈত্যসুতস্ম চ ।  
সংগ্রামস্ত কথং তাভ্যাং কৃতস্তেন মহাত্মনা ॥ ২০ ॥  
প্রহ্লাদোহপ্যতিধর্মাত্মা জ্ঞানবান্ বিষ্ণুতৎপরঃ ।  
নরনারায়ণৌ তদ্বতাপসৌ সত্যসংস্থিতৌ ॥ ২১ ॥  
তেন তাভ্যাং সমুদ্ভূতং বৈরং যদি পরম্পরম্ ।  
তদা তপসি ধর্ম্যে চ শ্রম এব হি কেবলম্ ।  
ক জপঃ ক তপশ্চর্য্যা পুরা সত্যযুগেহপি চ ॥ ২২ ॥

তাভ্যাং ভাবাত্ম্যমহংকারক্রোধাত্ম্যম্ ॥ ১৮—১৭ ॥

হইয়াছিলাম । অতএব, হে মুনীন্দ্র ! আপনি ক্রোধভাব পরিত্যাগপূর্বক শান্তভাব অবলম্বন করুন ; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, শান্তিই তপস্তার একমাত্র মূল ॥ ১৮—১৬ ॥ ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! নর ঋষির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মনন্দন নারায়ণ শান্তভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনীশ্বর ! মহাত্মা প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ও প্রশান্তচেতা, পুরাকালে তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, নরনারায়ণ ঋষি দ্বয়ই বা কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিল ॥ ১৮ ॥ এই ধর্মপুত্রদ্বয় উভয়েই তাপস ও প্রশান্ত মানস, ইহাদের সহিত দৈত্যসুতের সমাগম কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল ? সেই মহাত্মার সহিত ঋষিদ্বয় কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ১৯-২০ ॥ প্রহ্লাদও অতিশয় ধার্মিক, জ্ঞানবান্ ও একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন । নরনারায়ণও সম্বৎসরসম্পন্ন তাপস ; অতএব, প্রহ্লাদের সহিত যদি নরনারায়ণের পরস্পর বৈরভাব সংঘটিত হইয়াছিল তবে পূর্বে সত্যযুগেও তপস্তাধর্ম্যে কেবল শ্রম মাত্রই দৃষ্ট হইতেছে এবং জপ ও তপ সকলই

তাদৃশৈর্ন জিতং চিত্তং ক্রোধাহঙ্কারসংবৃতম্ ।  
 ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্যমহঙ্কারাকুরং বিনা ॥ ২৩ ॥  
 অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নাঃ কামক্রোধাদয়ঃ কিল ।  
 বর্ষকোটীসহস্রস্ত তপঃ কৃত্বাতিদারুণম্ ।  
 অহঙ্কারাকুরে জাতে ব্যর্থং ভবতি সর্বথা ॥ ২৪ ॥  
 যথা সূর্য্যোদয়ে জাতে তমোরূপং ন তিষ্ঠতি ।  
 অহঙ্কারাকুরস্তাশ্চে তথা পুণ্যং ন তিষ্ঠতি ॥ ২৫ ॥  
 প্রহ্লাদোহপি মহাভাগ ! হরিণা সমযুধ্যত ।  
 তদা ব্যর্থং কৃতং সর্বং স্কৃতং কিল ভূতলে ॥ ২৬ ॥  
 নরনারায়ণৌ শাস্তৌ বিহায় পরমং তপঃ ।  
 কৃতবস্তৌ যদা যুদ্ধং ক শমঃ স্কৃতং পুনঃ ॥ ২৭ ॥  
 ঈদৃগ্ভ্যাং সত্ত্বযুক্তাভ্যামজেয়া যদ্যহঙ্কৃতিঃ ।  
 মাদৃশানাঞ্চ কা বার্তা যুনেহহঙ্কারসংক্রয়ে ॥ ২৮ ॥  
 অহঙ্কারপরিত্যক্তো কোহপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে ।  
 ন ভূতো ভবিতা নৈব যস্ত্যক্তস্তেন সর্বথা ॥ ২৯ ॥

কথমিতি । সোহপি প্রহ্লাদঃ শাস্তস্তাবপি নরনারায়ণৌ শাস্তৌ তথা চ ক্রোধাহঙ্কার-  
 য়োরভাবাৎ কথং যুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—২৮ ॥

কোহপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে । এতাদৃশা যদাহঙ্কারযুক্তাস্তদাহঙ্কারবিনিমুক্তঃ কোহপ্যস্তি ন  
 কোহপ্যত্যাগঃ ॥ ২৯ ॥

বৃথা বোধ হইতেছে ॥ ২১—২২ ॥ তাদৃশ তপস্বীগণও ক্রোধাবৃত ও অহঙ্কারাচ্ছন্ন চিত্তকে  
 জয় করিতে পারিলেন না ? কারণ, অহঙ্কারের অধুর ব্যতিরেকে ক্রোধ ও মাৎসর্য্য কখনই  
 উদ্ভূত হইতে পারে না ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার হইতেই কামক্রোধাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে । কোটি-  
 সহস্র বৎসর নিদারুণ তপস্তা করিয়াও যদি অহঙ্কারের অধুর উৎপন্ন হয়, তবে সেই সমস্ত  
 তপই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥ যেমন সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকারের বিন্দুমাত্রও থাকিতে  
 পারে না, সেইরূপ অহঙ্কারের অধুরের অগ্রভাগ উদিত হইলেই কিছুমাত্র পুণ্য অবস্থিতি  
 করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদও যদি ভগবান্ হরির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন,  
 তবে ত ! ভূতলে স্কৃত সমস্তই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ২৬ ॥ শাস্তচিত্ত নরনারায়ণ ঋষিষয়  
 পরম পদার্থ তপস্তা পরিত্যাগ করিয়া যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন শাস্তি ও স্কৃতি  
 কোথায় ? ॥ ২৭ ॥ যখন এবভূত সত্ত্বগুণসম্পন্ন ঋষিষয়ের অহঙ্কার অজেয় হইল, তখন  
 মাদৃশ অসার চিত্ত ব্যক্তিগণের অহঙ্কার বিনাশ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ২৮ ॥ এতাদৃশ



মুচ্যতে লোহনিগড়ৈর্বদ্ধঃ কাষ্ঠময়ৈস্তথা ।  
 অহঙ্কারনিবদ্ধস্ত ন কদাচিদ্ধিমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥  
 অহঙ্কারাবৃতং সর্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।  
 ভ্রমত্যেব হি সংসারে বিষ্ঠামূত্রপ্রদূষিতে \* ॥ ৩১ ॥  
 বুদ্ধজ্ঞানং কুতস্তাবৎ সংসারে মোহসংবৃত্তে ।  
 মতং মীমাংসকানাং বৈ সন্মতং ভাতি স্তত্রত ! ॥ ৩২ ॥  
 মহান্তোহপি সদা যুক্তাঃ কামক্ৰোধাদিভিমুনে ! ।  
 মাদৃশানাং কলাবশ্মিন্ কা কথা মুনিসত্তম ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কার্য্যং বৈ কারণান্তিন্নং কথং ভবতি ভারত ! ।  
 কটকং কুণ্ডলকৈব স্তবর্ণসদৃশং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

নিগড়েঃ শৃঙ্খলাভিঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

মীমাংসকানামিতি । কঠোরব প্রধানং সর্কঃ কর্তব্যম্ । ন তু বুদ্ধজ্ঞানাদিকমস্তি সম্ভবতি  
 বেতি মতম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

ইথং জনমেজয়েনাহঙ্কারময়ত্বং সর্বশ্রোক্তং তদেব ব্যাসঃ স্থাপয়তি কার্য্যমিতি । অহ-  
 ঙ্কারস্ত সর্বং কার্য্যং তৎকারণাদহঙ্কারাৎ কথং ভিন্নং ভবতি ন হি কটকং কুণ্ডলং বা স্তবর্ণা-  
 ত্বিন্নং ভবতি । কিন্তু স্তবর্ণসদৃশং স্তবর্ণমেব ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মহান্ ব্যক্তিগণ যখন অহঙ্কার নিমুক্ত ছিলেন না, তখন ভুবনজরে অহঙ্কার পরিশূন্য  
 আর কে হইতে পারে ? । আমি নিশ্চিতই বুঝিতেছি এই বিশ্বমধ্যে অহঙ্কার নিমুক্ত ব্যক্তি  
 হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৯ ॥ লোহময় নিগড় অথবা কাষ্ঠময় নিগড় হইতেও মুক্ত হইতে  
 পারা যায়, কিন্তু একবার অহঙ্কার দ্বারা নিবদ্ধ হইলে আর কদাচিৎ তাহা হইতে মুক্তিলাভ  
 করিতে পারা যায় না ॥ ৩০ ॥ এই স্বাবর জঙ্গমাত্মক অধিল জগৎ অহঙ্কারে আবৃত হইয়া  
 বিষ্ঠামূত্রপ্রদূষিত এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩১ ॥ অতএব এই মোহসংবৃত্ত সংসারে  
 বুদ্ধজ্ঞান কোথায় ? হে স্তত্রত ! মীমাংসকগণের কৰ্ম্ম প্রধান মতই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া  
 প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ মুনে ! যখন প্রধান প্রধান জনগণও সতত কামক্ৰোধাদি দ্বারা  
 অভিভূত হইয়া থাকেন, তখন কলিযুগে মাদৃশ লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের আর কি কথা  
 আছে ? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভারতকুলভূষণ ! কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন, ইহা কিরূপে বলা  
 যাইতে পারে, কটক ও কুণ্ডল উপাধিভেদে বিভিন্ন হইলেও উভয়েই নিজ কারণ স্তবর্ণ

অহংকারোদ্ভবং সৰ্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।  
 পটন্তস্তবশঃ প্রোক্তস্তদ্বিযুক্তঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥  
 মায়াগুণৈস্তিভিঃ সৰ্ব্বং রচিতং স্থিরজঙ্গমম্ ।  
 সত্বগুণং স্তম্বপর্যন্তং কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৩৬ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্তে চাহংকারমোহিতাঃ ।  
 ভ্রমন্ত্যস্মিন্মহাগাধে সংসারে নৃপসন্তম ! ॥ ৩৭ ॥  
 বশিষ্ঠনারদাদ্যাশ্চ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ পরে ।  
 তেহভিভূতাঃ সংসরন্তি সংসারেহস্মিন্ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥  
 ন কোহপ্যস্তি নৃপশ্রেষ্ঠ ! ত্রিষু লোকেষু দেহভূৎ ।  
 এভির্মায়াগুণৈর্মুক্তঃ শান্ত আত্মস্থখে স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 কামক্রোধৌ তথা লোভো মোহোহহংকারসম্ভবঃ ।  
 ন মুঞ্চন্তি নরং সৰ্ব্বং দেহবন্তুং নৃপোত্তম ! ॥ ৪০ ॥  
 অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি পুরাণানি বিচিন্ত্য চ ।  
 কৃত্বা তীৰ্থাটনং দানং ধ্যানক্লেব স্মরার্চনম্ ॥ ৪১ ॥

তদেবাহ অহংকারোদ্ভবমিতি । পটন্তস্তবশস্তদ্বনতিরিক্তো যথা তথা তদ্বিযুক্তমহংকার-  
 বিযুক্তং কথং চরাচরং ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

যদ্যপ্যহংকারাবৃতমেব সৰ্ব্বং ভবতি তথাপি মায়াগুণৈস্তিভির্নহন্তৃদ্বাদিকৈঃ সৰ্ব্বং  
 রচিতম্ । তথাচ মায়াময়ত্বাৎ সৰ্ব্বং মিথ্যা ভবতীতি জ্ঞানিনাং কা পরিদেবনা খেদো ন  
 কাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পুনরহংকারাবৃত্ত্বং স্থাপয়তি ব্রহ্মাবিস্মুরিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

শান্তে পরমাশ্রমস্থে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

সদৃশই হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ বস্ত্রের কারণ তত্ত্ব, অতএব বস্ত্র যেরূপ তত্ত্ব হইতে অভিন্ন,  
 হইতে পারে না, সেইরূপ চরাচর-সহিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড অহংকার হইতে উৎপন্ন হইয়া  
 কিরূপে তাহা হইতে বিযুক্ত হইতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ স্কৃৎ ত্বং হইতে স্তম্ব পর্যন্ত স্থাবর  
 জঙ্গমাত্মক এই অখিল জগৎ ত্রিবিধ মায়াগুণে বিরচিত, অতএব তাহা মিথ্যা হইলে জ্ঞানি-  
 গণের তাহাতে পরিদেবনা কি আছে ? ॥ ৩৬ ॥ হে নৃপসন্তম ! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহারাও  
 অহংকারে মোহিত হইয়া এই অগাধ সংসার সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ  
 নারদাদি মহাজ্ঞানী মুনিগণও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতে  
 ছেন ॥ ৩৮ ॥ হে রাজেন্দ্র ! এই ত্রৈলোক্যমণ্ডলে এমন কোনও দেহধারী ব্যক্তি নাই, যিনি  
 মায়াগুণ হইতে একবারে মুক্ত এবং শান্ত ও পরমাত্ম-স্থখে অবস্থিত হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥  
 হে নৃপোত্তম ! কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকলই অহংকার হইতে উৎপন্ন, ইহারা

করোতি বিষয়াসক্তঃ সৰ্ব্বং কৰ্ম চ চৌরবৎ ।\*  
 বিচারয়তি নো পূৰ্ব্বং কামমোহমদাশ্রিতঃ ॥ ৪২ ॥  
 কৃতে যুগেহপি ত্ৰেতায়াং স্বাপরে কুরুনন্দন ! ।  
 বিদ্বোহজ্ঞাস্তি চ ধৰ্ম্মোহপি কা কথাদ্য কলৌ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥  
 স্পৰ্দ্ধা সদৈব সজ্জোহা লোভামৰ্ষো চ সৰ্বদা ।  
 এবংবিধোহস্তি সংসারো নাত্ৰ কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৪ ॥  
 সাধবো বিরলা লোকে ভবন্তি গতমৎসরাঃ ।  
 জিতক্রোধা জিতামৰ্ষা দৃষ্টান্তার্থং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ ।

তে ধন্যাঃ কৃতপুণ্যাস্তে মদমোহবিবৰ্জিতাঃ ।  
 জিতেন্দ্রিয়াঃ সদাচারা জিতং তৈর্ভূবনত্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥  
 ছুনোমি পাতকং শূদ্রা পিতৃমম মহাত্মনঃ ।  
 কৃতস্তপস্বিনঃ কণ্ঠে মৃতসৰ্পো হৃদয়ং বিনা ॥ ৪৭ ॥

কুত্বেতি । শাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তীৰ্থাটনাদিকঞ্চ কৃৎস্না বশাহকারস্ত যোগাদিষয়াসক্তঃ সন্  
 সৰ্ব্বং কৰ্ম করোতি চৌরবদাস্তিকঃ স্বাস্থ্যহিতহুণ্ণাপহারকঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

বিদ্বোজ্ঞাস্তীতি । অত্র কৃতাদিষু যত্র কলৌ স্পৰ্দ্ধা জ্ঞোহলোভাদয়ঃ সন্তি তত্র কা  
 কথেষ্যার্থঃ ॥ ৪৩ ॥

এবংবিধোহস্তীতি । যথা শূদ্রা জ্ঞাতোহহকারময়ঃ সংসারস্তথৈবাস্তি ন তত্র সন্দেহ  
 ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি চেন্ন তথা বক্তব্যং শ্রীভগবত্যানুগ্রহবস্তোহহকারাদিবাধারহিতা  
 বিরলাঃ সন্ত্যেব বৈধানসাদয়ঃ পূৰ্ব্বমুক্তা দৃষ্টান্তদর্শনার্থমিত্যাহ সাধব ইতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥

শরীরিগণের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করে না ॥ ৪০ ॥ সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং  
 পুরাণ সকলের আলোচনা, তীর্থপর্যটন, দান, ধ্যান এবং দেবার্চনা করিয়াও মানবগণ  
 বিষয়াসক্ত হইয়া চৌরের ভায় সকল কৰ্মই করিতে থাকে । তাহার কামাঙ্ক, মোহাঙ্ক ও  
 মদাঙ্ক হইয়া প্রথমে কিছুই বিচার করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪১—৪২ ॥ হে কুরুনন্দন ! এই  
 সংসারে সত্য, ত্রেতা ও স্বাপর, এই তিন যুগেই ধর্ম বিদ্ধ ও কৃত বিদ্ধ হইয়াছেন, এখন  
 কলিকালের কথা আর কি বলিব ॥ ৩৩ ॥ এই কলিযুগে সৰ্বদাই জ্ঞোহ, লোভ ও অমৰ্ষাদি  
 বর্তমান রহিয়াছে; অতএব এই কাল যে অতিশয় দূষিত হইবে তাহাতে আর কি কথা  
 আছে ? ॥ ৪৪ ॥ এই কালে বিগতমৎসর, জিতক্রোধ জিতামৰ্ষ সাধু ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল,  
 কেবল আদর্শ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন কোনও শাস্তচিত্ত ব্যক্তি বর্তমান রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥



অতস্তস্মৈ মুনিশ্রেষ্ঠ ! ভবিতা কিং মমাগ্রতঃ ।

ন জানে বুদ্ধিসংমোহাৎ কিং বা কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

মধু পশ্যতি মূঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি ।

করোতি নিন্দিতং কৰ্ম্ম নরকায় বিভেতি চ ॥ ৪৯ ॥

কথং যুদ্ধং পুরা যুতং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে ।

প্রহ্লাদেন যথাচোত্রং নরনারায়ণস্য বৈ ॥ ৫০ ॥

প্রহ্লাদস্ত কথং যাতঃ পাতালাত্তদ্বদস্ব মে ।

সারস্বতে মহাতীর্থে পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ৫১ ॥

নরনারায়ণৌ শান্তৌ তাপসৌ মুনিসত্তমৌ ।

কৃতবন্তৌ তথা যুদ্ধং হেতুনা কেন মানদ ! ॥ ৫২ ॥

সৰ্ব্বপ্রপঞ্চসাহকারবাধাপীড়িতছোক্ত্যাহকারস্ত চ মায়াজ্ঞত্বছোক্ত্যা মায়াবিশিষ্টবুদ্ধ-  
রূপভগবত্যা আরাধনসাহকারাদিবাধারহিতো ভবতীতি মুনের্গৃহ্যেতি সন্ধিঃ । হে মুনে  
এতাদৃশীং সংসারাবস্থাং দৃষ্ট্বা মৎপিত্রাদীনাঞ্চাচরণং মমাচরণঞ্চ দৃষ্ট্বা কথমস্মাকং গতি-  
ভবিষ্যতীতি ভিন্না চিন্তেৎসং হুনোমি খেদং প্রাপ্নোমীত্যাহ হুনোমীতি ॥ ৪৭ ॥

মমাগ্রতো মৎসম্মুখম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

অন্তেতদুঃখকরং কিয়ানন্ত খেদঃ কর্তব্যঃ । প্রকৃতাং যুদ্ধকথাং বিস্তরাচরণয়েত্যাহ কথং  
যুদ্ধমিতি ॥ ৫০—৫২ ॥

রাজা কহিলেন, মুনে ! যাহারা মোহবর্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারসম্পন্ন তাঁহারা ই ধন  
ও পুণ্যবান্, তাঁহারা ই ত্রিলোক জয় করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর ! আমার মহাত্মা পিতা  
বিনা অপরাধে তপস্বীর কঠিনদেশে মৃতসর্প সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপকার্য্য  
স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় হুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইতেছি ॥ ৪৭ ॥ অতএব হে মুনে ! আপনি বলুন  
আমি তাহার কি প্রতীকার করিতে পারি ? ভগবন্ ! বুদ্ধিদোষে এ বিষয়ে যে কি সংঘটিত  
হইবে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না ॥ ৪৮ ॥ মূঢ়াত্মা ব্যক্তিগণ মধুলোভে মধুই দর্শন  
করে, সম্মুখভাগে যে প্রাণসংহারক পর্কত-প্রপাত রহিয়াছে তাহা তাহারা বুদ্ধিদোষে  
কখনই দেখিতে পার না, এইরূপে লোক সকল নিন্দিত কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, সম্মুখে যে ঘোর-  
তর ভয়ঙ্কর নরক রহিয়াছে, তাহা তাহারা মোহবশত দেখিতে পার না স্বতরাং তাহাতে  
ভীতও হয় নী ॥ ৪৯ ॥ সে যাহাহউক হে মুনীন্দ্র ! পুরাকালে কিরূপে প্রহ্লাদের সহিত  
নরনারায়ণের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে আমাকে  
বলুন ॥ ৫০ ॥ প্রহ্লাদ, পাতালতল হইতে সারস্বত মহাতীর্থে এবং পুণ্যকর ও পবিত্র  
বদরিকাশ্রমে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৫১ ॥  
হে মুনে ! প্রশান্ত-চেতা মুনিবর নরনারায়ণই বা কি হেতু প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-

বৈরং ভবতি বিতর্কং দার্পণং বা পরস্পরম্ ।

এষণারহিতো কস্মাচ্চক্রতুঃ প্রধানং মহৎ ॥ ৫৩ ॥

প্রহ্লাদোহপি চ ধর্ম্মাত্মা জ্ঞাত্বা দেবো সনাতনো ।

কৃতবান্ স কথং যুদ্ধং নরনারায়ণৌ যুনী ॥ ৫৪ ॥

এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্মহোতুমিচ্ছামি কারণম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিকাং চতুর্থস্কন্ধে  
বিশ্বস্ত অহঙ্কারাবৃত্তবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

প্রধানং যুদ্ধম্ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ছিলেন ? ॥ ৫২ ॥ ধনসম্পত্তির নিমিত্ত অথবা বনিতার নিমিত্ত সাধারণতঃ পরস্পর বিবাদ  
হইয়া থাকে ; উক্ত মহর্ষিযুগল বাসনা-বিরহিত ছিলেন, তবে কি নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে  
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৩ ॥ আর প্রহ্লাদও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি, তিনি জানিতেন যে নর-  
নারায়ণ মুনিষয় সনাতন দেবতা, তবে তিনিই বা কেন তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-  
ছিলেন ? হে ব্রহ্মন্ ! ইহার কারণ বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা  
জন্মিতেছে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে অহঙ্কারাদি বর্ণন নামক সপ্তম  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টমোঃধ্যা

সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা বিপ্রো রাজ্ঞা পারীক্ষিতেন বৈ ।  
উবাচ বিস্তরাৎ সৰ্ব্বং ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ॥ ১ ॥  
জনমেজয়োহপি ধৰ্ম্মাত্মা নির্বেদং পরমং গতঃ ।  
পিতুর্দুঃশ্চরিতং মত্বা বৈরাটীতনয়শ্চ বৈ ॥ ২ ॥  
তস্মৈবোদ্ধরণার্থায় চকার সততং মনঃ ।  
বিপ্রাবমানপাপেন যমলোকং গতশ্চ বৈ ॥ ৩ ॥  
পুন্নামনরকাদ্যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং স্বকম্ ।  
পুভ্ৰেতি নাম সার্থং শ্রান্তেন তশ্চ মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥  
সৰ্পদৰ্শনং নৃপং শ্রুত্বা হর্ষোপরি যুতং তথা ।  
বিপ্রশাপাদৌত্তরেয়ং স্নানদানবিবর্জিতম্ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তচত্বারিংশচ্ছোকৈরুতঃ পরম্ ।

প্রহ্লাদনারায়ণয়োঃ সমাগম উদীৰ্ঘতে ॥

রাজাপি কিঞ্চিদ্যৎ পৃষ্ঠবানিতি তদভিপ্রায়মাহ জনমেজয়োহপীতি । বৈরাটী বিরাট-  
তনয়োত্তরা তস্তাঃ শ্বতঃ পরিক্ষিতশ্চ চিত্তং দুঃশ্চরিতং দুঃশ্চরিতং মত্বত্যাৰ্থঃ ॥ ১—৩ ॥

তেন তস্মৈতি । তেন পিতৃজ্ঞানেন তশ্চ পিতৃজ্ঞানকর্তৃঃ পুভ্ৰেতি নাম সার্থকমবগম্যকং  
শ্রান্তাশ্রুত্যাৰ্থঃ ॥ ৪ ॥

উত্তরেয়মুত্তরায়া অপত্যম্ । স্ত্রীভ্যো চগিতি চক্ ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, তাপসবৃন্দ ! পরীক্ষিতনয় জনমেজয় কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া  
সত্যবতীপুত্র বিপ্রবর ব্যাসদেব, সেই সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥  
ধৰ্ম্মাত্মা জনমেজয় সেই সকল শ্রবণ করিয়া নিজ পিতা উত্তরাতনয় পরীক্ষিতের দুঃশ্চরিত  
মনে করিয়া অত্যন্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার পিতা, বিপ্রের অবমাননারূপ  
পাপাচরণ নিমিত্তই যমলোকে গমন করেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি সততই মনে  
মনে চিন্তা করিতেন ॥ ৩ ॥ ঋষিগণ ! পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে পরিজ্ঞান করে বলিয়া  
আত্মজের “পুত্র” এই নাম হইয়াছে ; অতএব, যে কোনও উপায়ে পিতার পরিজ্ঞান করি-  
লেই আত্মজের পুত্র এই নামের সার্থক হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ উত্তরাপুত্র নরপতি পরিক্ষিৎ  
বিপ্রশাপে, স্নানদান-বর্জিত হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন,



পিতুর্গতিং নিশম্যাসৌ নির্বেদং গতবান্নৃপঃ ।

পারিক্রিতো মহাভাগঃ সন্তপ্তো ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৬ ॥

পপ্রচ্ছাথ মুনিং ব্যাসং গৃহাগতমনিন্দিতং ।

নরনারায়ণশ্চেমাং কথাং পরমবিস্তৃতাম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

স যদা নিহতো রৌদ্রো হিরণ্যকশিপুর্নৃপ ! ।

অভিষিক্তস্তদারাজ্যে প্রহ্লাদো নাম তৎসুতঃ ॥ ৮ ॥

তস্মিন্ শাসতি দৈত্যেষ্ট্রে দেবব্রাহ্মণপূজকে ।

মথৈভূম্যাং নৃপতয়োহবজন্ত অন্ধয়ান্বিতাঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধর্ম্মতীর্থযাত্রাশ্চ কুর্বতে ।

বৈশ্যাশ্চ স্বস্বরুতিস্থাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ ॥ ১০ ॥

নৃসিংহেন চ পাতালে স্থাপিতঃ সোহথ দৈত্যরাট্ ।

রাজ্যং চকার তত্রৈব প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১১ ॥

কদাচিদুপুজ্যোহথ চ্যবনাখ্যো মহাতপাঃ ।

জগাম নর্ম্মদাং স্নাতুং তীর্থং বৈ ব্যাহতীশ্বরম্ ॥ ১২ ॥

পিতুর্গতিমিতি । ইতিপূর্ব্বলোকোকপ্রকারেণ পিতুর্গতিং প্রবেত্যাৰ্থঃ । মহাভারতেহপি পারিক্রিজ্যস্ত হুর্গতিক্রান্তা । তদ্বচনক অপ্রচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্ৰিগণ্তান্ স্নহঃখিতঃ । উত্তর-শ্চৈব সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬—৭ ॥

তৎপ্রশ্নোত্তরং ব্যাসো বহুস্তবাংস্তদাহ স বদেতি ॥ ৮—১১ ॥

পিতার এইরূপ হুর্গতি শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিতপুত্র মহাভাগ নরপতি জনমেজয় অত্যন্ত সন্তপ্ত ও ভয়বিহ্বল হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইরাছিলেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ নির্মলাখ্য ব্যাসদেব গৃহে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে নরনারায়ণের এই অত্যন্ত বিস্তৃত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

ঋষিবর ব্যাসদেব জনমেজয়ের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, নৃপতে ! যখন অতিশয় উগ্রবীৰ্য্য অশুররাজ হিরণ্যকশিপু নিহত হইল, তখন প্রহ্লাদ নামক তাঁহার পুত্র সেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ দেব ও ব্রাহ্মণ পূজক সেই দৈত্যবর যখন রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, তখন অবনিতলব্ধ নরপতিগণ অন্ধাধিত হইয়া বিবিধ প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবতাগণের তৃপ্তিসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥ তাঁহার রাজত্ব-কালে ব্রাহ্মণগণ তপস্তা, ধর্ম্ম ও তীর্থযাত্রার নিরত, বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদি স্বস্ব কার্য্যে আসক্ত এবং শূদ্রগণ সেবার নিবিষ্টচেতা হইল ॥ ১০ ॥ হরির অবতার নৃসিংহদেব, দৈত্যরাজ

রেবাং মহানদীং দৃষ্ট্বা ততস্তৃণ্যামবাতরৎ ।  
 উত্তরন্তুং প্রজগ্রাহ নাগো বিষভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥  
 গৃহীতো ভয়ভীতস্ত পাতালে মুনিসত্তমঃ ।  
 সস্মার মনসা বিষ্ণুং দেবদেবং জনার্দনম্ ॥ ১৪ ॥  
 সংস্মৃতে পুণ্ডরীকাক্ষে নির্ঝিষোহভূম্মহোরগঃ ।  
 ন প্রাপ চ্যবনো হুঃখং নীয়মানো রসাতলম্ ॥ ১৫ ॥  
 দ্বিজিহ্মেন মুনিস্ত্যক্তো নির্ঝিগ্নেনাতিশক্তিনা\* ।  
 মাং শপেত মুনিঃ ক্রুদ্ধস্তাপসোহয়ং মহানিতি ॥ ১৬ ॥  
 চচার নাগকম্পাভিঃ পূজিতো মুনিসত্তমঃ ।  
 বিবেশাপ্যথ নাগানাং দানবানাং মহৎ পুরম্ ॥ ১৭ ॥  
 কদাচিদ্ভৃগুপুত্রং তং বিচরন্তুং পুরোত্তমে ।  
 দদর্শ দৈত্যরাজোহসৌ প্রহ্লাদো ধর্মবৎসলঃ ॥ ১৮ ॥  
 দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাস মুনিং দৈত্যপতিস্তদা ।  
 পপ্রচ্ছ কারণং কিং তে পাতালাগমনে বদ ॥ ১৯ ॥

ব্যাহুতীখরং ব্যাহুতীখরসম্বন্ধিতীর্থম্ ॥ ১২ ॥

প্রহ্লাদকে পাতালতলে স্থাপিত করিয়াছিলেন । প্রহ্লাদ সেই স্থানেই প্রজাপালনে নিযুক্ত থাকিয়া রাজ্য করিতেন ॥ ১১ ॥ কোনও সময়ে ভৃগুপুত্র মহাতপা চ্যবন মুনি নর্মদা জলে স্নান করিবার নিমিত্ত ব্যাহুতীখর নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই স্থানে মহানদী রেবা দর্শন করিয়া তাহাতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর সর্প আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল ॥ ১৩ ॥ সেই মুনিসত্তম নাগ কর্তৃক ধৃত হইয়া পাতালতলে নীত হইলে অতিশয় ভীত হইয়া তগবান্ দেবদেব জনার্দন বিষ্ণুকে মনে মনে স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণে সেই মহাসর্প নির্ঝিষ হইয়াছিল, অতএব মুনিবর পাতালতলে নীরমান হইলেও বিষজনিত কোন প্রকার হুঃখ প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৫ ॥ তখন সর্পরাজ মুনিবরের অভাব অবগত হইয়া, পাছে সেই তপস্বিবর তাহাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত ও নির্বেদযুক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল ॥ ১৬ ॥ মুনিসত্তম চ্যবন নাগকম্পাগণের পূজিত হইয়া তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর এক সময়ে নাগগণের ও দানবগণের পরম মনোহর পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥ ভৃগুনন্দন চ্যবন, কোনও সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন এমনত সময়ে দৈত্যরাজ ধর্মবৎসল

প্রেষিতোহসি কিমিস্ত্বেণ সত্যং ব্রুহি দ্বিজোত্তম ! ।

দৈত্যবিদ্বেষযুক্তেন মম রাজ্যাদিদৃক্ষয়া ॥ ২০ ॥

চ্যবন উবাচ ।

কিং মে মঘবতা রাজন্ ! যদহং প্রেষিতঃ পুনঃ ।

দূতকার্য্যং প্রকুর্বাণঃ প্রাপ্তবান্নগরে তব ॥ ২১ ॥

বিক্রি মাং ভৃগুপুত্রং তং স্বনেত্রং ধর্ম্মতৎপরম্ ।

মা শঙ্কাং কুরু দৈতেন্দ্র ! বাসবপ্রেষিতস্ত্য বৈ ॥ ২২ ॥

স্নানার্থং নর্ম্মদাং প্রাপ্তঃ পুণ্যতীর্থে নৃপোত্তম ! ।

নদ্যামেবাবতীর্ণোহহং গৃহীতশ্চ মহাহিনা ॥ ২৩ ॥

জাতোহসৌ নির্বিষঃ সর্পো বিষ্ণোঃ সংস্মরণাদিব ।

যুক্তোহহং তেন নাগেন প্রভবাৎ স্মরণস্ত্য বৈ ॥ ২৪ ॥

অত্রাগতেন রাজেন্দ্র ! ময়াপুং তব দর্শনম্ ।

বিষুভক্তোহসি দৈতেন্দ্র ! তদ্বক্তং মাং বিচিস্তুম্ ॥ ২৫ ॥

তস্তাং স্নানার্থমবাতরৎ ॥ ১৩—২০ ॥

কিং মে মঘবতেতি । যদহং প্রেষিতো দূতকার্য্যং কুর্বাণস্তব নগরে প্রাপ্তবানিতি মঘব-  
তেন্দ্রেণ মম কার্য্যং কিমস্তি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তর্হি কিমর্থমাগতস্তজাহ বিক্ৰীতি । স্বনেত্রং জ্ঞানচক্ষুশম্ ॥ ২২—২৪ ॥

প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যপতি, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তখন  
তাঁহার পূজা করিলেন এবং পাতালে আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯ ॥  
প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন, দ্বিজোত্তম ! আপনি কি ইচ্ছকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন ? তাহা  
সত্য বলুন, আমার বোধ হইতেছে যে, দৈত্যবিদ্বেষী ইচ্ছাই আপনাকে আমার রাজ্যদর্শন  
করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজন্ ! ইচ্ছের সহিত আমার কোনও কার্য্য ও সংশয় নাই, তৎকর্তৃক  
প্রেরিত হইয়া তাঁহার দৌত্যকার্য্য করিবার নিমিত্ত আমি তোমার নগরীতে কেন আগমন  
করিব ? ॥ ২১ ॥ আপনি, আমাকে ধর্ম্মতৎপর জ্ঞানেন্দ্র ভৃগুনন্দন চ্যবন বলিয়া জানিবেন ;  
হে দৈতেন্দ্র ! ইচ্ছের প্রেরিত মনে করিয়া কোনও আশঙ্কা করিবেন না ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র !  
আমি স্নান করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদার পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া নদীজলে অবতীর্ণ হইলে এক  
মহাসর্প আমাকে ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ তখন আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করিলাম, বিষ্ণুস্মরণে সর্প  
নির্বিষ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি এখানে আসিয়া আপ-  
নার দর্শন লাভ করিলাম আপনি বিষুভক্ত, আমাকেও সেই বিষুভক্ত বলিয়া জানি-  
বেন ॥ ২৫ ॥



ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচঃ শ্রুত্ব হিরণ্যকশিপোঃ স্মৃতঃ ।

পপ্রচ্ছ পরয়া প্রীত্যা তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ২৬ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

পৃথিব্যাং কানি তীর্থানি পুণ্যানি মুনিসত্তম !

পাতালে চ তথাকাশে তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ২৭ ॥

চ্যবন উবাচ ।

মনোবাক্যশুদ্ধানাং রাজঃস্তুতীর্থং পদে পদে ।

তথা মলিনচিত্তানাং গঙ্গাপি কীকটাদিকা ॥ ২৮ ॥

প্রথমং চেম্মনঃ শুদ্ধং জাতং পাপবিবর্জিতম্ ।

তদা তীর্থানি সর্বাণি পাবনানি ভবন্তি বৈ ॥ ২৯ ॥

গঙ্গাতীরে হি সর্বত্র বসন্তি নগরানি চ ।

ব্রজাশ্চৈবাকরা গ্রামাঃ সর্বৈ খেটাস্তথাপরে ॥ ৩০ ॥

নিষাদানাং নিবাসাশ্চ কৈবর্তানাং তথাপরে ।

ভূগবঙ্গখসানাঞ্চ শ্লেচ্ছানাং দৈত্যসত্তম ! ॥ ৩১ ॥

পিবন্তি সর্বদা গাঙ্গ্যং জলং ব্রহ্মোপমং সদা ।

স্নানং কুর্বন্তি দৈত্যেন্দ্র ! ত্রিকালং শ্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বকুমিতি । অয়ং শাক্তোহপীতি সপ্তমঙ্ক্রে বক্ষ্যতি ॥ ২৫ ॥

( তন্নিশম্যোতি । পরয়া প্রীত্যা ইত্যেনে প্রহ্লাদস্ত পরমভাগবতঃ বিষ্ণুভক্ত্যং প্রশান্ত-  
চিত্তঃ শাস্তরসঃ ব্যজ্যতে ॥ ২৬—২৭ ॥ )

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! হিরণ্যকশিপুতনয় প্রহ্লাদ, তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিয়া  
পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বিবিধ তীর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদ  
কহিলেন, হে মুনিসত্তম ! পৃথিবীতলে, পাতালে অথবা গগনমণ্ডলে কোন্‌কোন্‌ তীর্থ পুণ্য-  
প্রদ, সেই সমস্ত আমার নিকট বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন ॥ ২৭ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজেন্দ্র ! যাঁহাদের দেহ বাক্য ও মানস বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের  
পদে পদেই তীর্থ ; যাঁহারা মলিন চিত্ত, তাহাদের নিকট গঙ্গাও কীকটদেশের অপেক্ষা  
অধিক জুগুপ্সাজনক ও অধম বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ যদি প্রথমে মন পাপ-  
বর্জিত ও বিশুদ্ধ হয়, তবে তাহার পক্ষে সকল তীর্থই পবিত্রকর হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে  
দৈত্যসত্তম ! গঙ্গাতীরে বহুতর নগর, বসতি, ব্রজ বা গোষ্ঠ, আকর, গ্রাম, কুটুম্বপল্লী, নিষাদ-  
নিবাস এবং কৈবর্তনিবাস, ভূগ, বঙ্গ, খস অধিক কি শ্লেচ্ছগণের বহুতর বাসস্থান রহি-

তত্রৈকোহপি বিশুদ্ধাত্মা ন ভবত্যেব মারিষ ! ।  
 কিং ফলং তর্হি তীর্থস্থ বিষয়োপহতাত্মস্ব ॥ ৩৩ ॥  
 কারণং মন এবাত্র নান্যজাজন্ ! বিচিস্তয় ।  
 মনঃশুদ্ধিঃ প্রকর্তব্য। সততং শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৩৪ ॥  
 তীর্থবাসী মহাপাপী ভবেত্তজ্ঞানবধনাৎ ।  
 তত্রৈবাচরিতং পাপমানস্ত্যায় একস্মতে ॥ ৩৫ ॥  
 যথেন্দ্রবারুণং পকং মিষ্টং নৈবোপজায়তে ।  
 ভাবদুষ্টস্তথা তীর্থে কোটিস্নাতো ন শুধ্যতি ॥ ৩৬ ॥  
 প্রথমং মনসঃ শুদ্ধিঃ কর্তব্য। শুভমিচ্ছতা ।  
 শুদ্ধে মনসি দ্রব্যস্য শুদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥ ৩৭ ॥  
 তথৈবাচারশুদ্ধিঃ স্নাততস্তীর্থং প্রসিধ্যতি ।  
 অন্যথা তু কৃতং সর্বং ব্যর্থং ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৮ ॥  
 “হীনবর্ণস্য সংসর্গং তীর্থে গচ্ছা সদা ত্যজেৎ” ।  
 ভূতানুকম্পনং চৈব কর্তব্যং কৰ্ম্মণা ধিয়া ।  
 যদি পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র ! তীর্থং বক্ষ্যাম্যানুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥

কীকটাদিকা কীকটদেশাপেক্ষাধিকা ॥ ২৮—৩৪ ॥

কোটিস্নাতঃ কোটিবারং স্নাত ইতি বহ্যমপদলোপী সমাসঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

যাচ্ছে ॥ ৩০—৩১ ॥ তৎপরিবাসিজনগণ, স্বেচ্ছাক্রমে সর্বদাই ব্রহ্মোপম গজেন্দ্রক পান করি-  
 তেছে এবং তজ্জলে স্নানাদি সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩২ ॥ হে রাজেন্দ্র ! সেই সকলের মধ্যে  
 কেহই বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে না, তবে দেখুন যাহাদের চিত্ত বিষয় দ্বারা আসক্ত হুতরাং  
 যাহারা বিনষ্টচিত্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের আর তীর্থের ফল কি হইতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥  
 তীর্থাদি ধর্মকর্ম বিষয়ে মনই প্রধান কারণ জানিবেন অস্ত কিছুই নহে । যাহারা শুদ্ধি কামনা  
 করেন, মনঃশুদ্ধি করাই তাহাদের প্রধান কর্তব্য ॥ ৩৪ ॥ তীর্থবাসী ব্যক্তিগণ, তীর্থ স্থানে  
 অস্ত ব্যক্তিকে বধনা করিয়া মহাপাপী হয় । তীর্থস্থানে পাপাচরণ করিলে তাহার আর ক্ষর  
 হয় না, সেই পাপ অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ যেমন ইন্দ্রবারুণ কল পক হইলেও  
 মিষ্ট হয় না, সেইরূপ যাহাদের চিত্তভাব দূষিত, তাহারা কোটিবার তীর্থজলে স্নান করিলেও  
 শুদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥ যাহারা কল্যাণ কামনা করেন, অগ্রে মনঃশুদ্ধিই তাহাদের কর্তব্য,  
 মন শুদ্ধ হইলে তৎপরে দ্রব্যশুদ্ধি তদনন্তর আচারশুদ্ধি এবং তৎপরেই তীর্থভ্রমণ সিদ্ধ হইয়া  
 থাকে ; ইহার অন্যথা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তীর্থে গমন  
 করিয়া হীনবর্ণের সহিত সংসর্গ পরিহার করিয়া বুদ্ধি ও কর্ম দ্বারা জীবগণের প্রতি অনু-

প্রথমং নৈমিষং পুণ্যং চক্রতীর্থঞ্চ পুঙ্করম্ ।  
অশ্বেষাকৈব তীর্থানাং সংখ্যা নাস্তি মহীতলে ।  
পাবনানি চ স্থানানি বহুনি নৃপসত্তম ! ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা নৈমিষং গম্ভীৰুদ্যতঃ ।  
নোদয়ামাস দৈত্যান্ বৈ হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ৪১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

উত্তিষ্ঠন্তু মহাভাগা গমিষ্যামোহদ্য নৈমিষম্ ।  
দ্রক্ষ্যামঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তা বিষ্ণুভক্তেন সর্বৈ তে দানবাস্তদা ।  
তেনৈব সহ পাতালান্নির্ঘয়ুঃ পরয়া মুদা ॥ ৪৩ ॥  
তে সমেত্য চ দৈতেয়া দানবাশ্চ মহাবলাঃ ।  
নৈমিষারণ্যমাসাদ্য স্নানং চক্ৰুমুদাশ্চিতাঃ ॥ ৪৪ ॥  
প্রহ্লাদস্তত্র তীর্থেষু চরন্ দৈতৈঃ সমশ্বিতঃ ।  
সরস্বতীং মহাপুণ্যং দদর্শ বিমলোদকাম্ ॥ ৪৫ ॥

( ইত্যুক্তেতি । দানবা বিষ্ণুভক্তেন প্রহ্লাদেন উক্তাঃ সন্তঃ পাতালান্নির্ঘয়ুর্নির্গত-  
বন্তঃ । পরয়া মুদা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্তাত্তরা অপি বিষ্ণুভক্তাঃ সর্বপ্রধানাশ্চ ইত্যপি  
ব্যজ্যতে ॥ ৩৭—৪৫ ॥ )

কম্পা প্রকাশ কর্তব্য । হে রাজেন্দ্র ! আপনি পুণ্য তীর্থের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,  
আমি অত্যন্তম তীর্থ সকল আপনার নিকট কীর্তন করিব শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥ হে নৃপ !  
পুণ্যপ্রদ নৈমিষারণ্যই প্রথম, তদনন্তর চক্রতীর্থ তৎপরেই পুঙ্করতীর্থ ; ইহা ভিন্ন পৃথিবী-  
তলে অস্তান্ত বহুতর তীর্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা নাই । নৃপোত্তম ! ইহা ভিন্ন ভূমণ্ডলে  
বহুতর পবিত্র স্থানও বিদ্যমান আছে ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া নৈমিষ  
গমনে উদ্যত হইয়া হর্ষভরে দৈত্যগণকে কহিলেন, হে মহাভাগগণ ! তোমরা সকলেই  
গাত্রোথান কর আমরা সকলে অদ্যই নৈমিষারণ্যে গমন করিবা, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতবাসা  
অচ্যুতদেবকে দর্শন করিবা চরিতার্থ হইব ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া দানবগণ,  
মুদিতমানসে তাঁহার সহিত পাতালতল হইতে নির্গত হইল ॥ ৪৩ ॥ সেই মহাবল দৈত্য



তীর্থে তত্র নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রহ্লাদস্ত মহাত্মনঃ ।

মনঃ প্রসন্নং সঞ্জাতং স্নাত্বা সারস্বতে জলে ॥ ৪৬ ॥

বিধিবতত্র দৈত্যৈঃ স্নানদানাদিকং শুভে ।

চকারাতিপ্রসন্নাত্মা তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
প্রহ্লাদস্ত তীর্থসমাগমো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

( তীর্থে ইতি । তীর্থে প্রহ্লাদস্ত মনসঃ প্রসন্নত্বকথনাদস্ত মনঃশুদ্ধিঃ সূচিতা ॥৪৬-৪৭॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ও দানবগণ মিলিত হইয়া দৃষ্টচিতে তথায় গমন পূর্বক স্নান করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ প্রহ্লাদ  
সেই তীর্থে দৈত্যগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে মহাপুণ্যপ্রদা নিম্নলজ্জলা সরস্বতী  
নদী দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে নরেন্দ্র ! সরস্বতীর বিমল সলিলে স্নান করিয়া মহাত্মা  
প্রহ্লাদের মন প্রসন্ন হইল ॥ ৪৬ ॥ দৈত্যরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া সেই কল্যাণপ্রদ পরমপবিত্র  
তীর্থে স্নানদানাদি কৰ্ম্ম সমাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদের তীর্থ-  
সমাগম নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কুর্ক্বংস্তীর্থবিধিং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ স্মৃতঃ ।  
অত্রোদঃ স্মমহচ্ছায়মপশ্যৎ পুরতস্তদা ॥ ১ ॥  
দদর্শ বাণানপরামানাজাতীয়কাংস্তদা ।  
গৃধ্রপক্ষযুতাংস্তীত্রাঙ্কিলাধোতান্নহোজ্জ্বলান্ ॥ ২ ॥  
চিন্তয়ামাস মনসা কশ্চেন্নে বিশিখাস্বিহ ।  
ঋষীগামাশ্রমে পুণ্যে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৩ ॥  
এবং চিন্তয়তানেন কৃষ্ণাজিনধরো মুনী ।  
সমুন্নতজটাভারো দৃষ্টো ধর্মস্মৃতৌ তদা ॥ ৪ ॥  
তয়োরগ্রে ধৃতে শুভ্রে ধনুষী লক্ষণাব্রিতে ।  
শার্ঙ্গমাজগবকৈব তথাক্ষর্যো মহেশুধী ॥ ৫ ॥  
ধ্যানস্থো তৌ মহাভাগৌ নরনারায়ণাঋষী ।  
দৃষ্টৌ ধর্মস্মৃতৌ তত্র দৈত্যানাংমধিপস্তদা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাবিকৈঃ পক্ষপকাশক্তিঃ পদৈরনন্তরম্ ।

প্রহ্লাদনারায়ণয়োৰ্ধ্বমেবানুবর্ণ্যতে ॥

প্রহ্লাদস্ত সর্বস্বতীর্থপ্রাপ্ত্যন্তরং জাতং বৃত্তমাহ কুর্ক্বংস্তীর্থবিধিমিতি ॥ ১ ॥

অপরাসুংকৃষ্টানাজাতীয়কান্ ভল্লহাদিজাতিসন্তানান্ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! হিরণ্যকশিপুতনয় সেই স্থানে বিধিপূর্বক তীর্থক্রিয়া করিতে করিতে পুরোভাগে ছায়াপ্রধান একটি বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥১॥ অনন্তর, তথায় গৃধ্রপক্ষ-সমব্রিত, শাণিত, স্তূতিক, মহোজ্জ্বল বাণ সকল স্মসজ্জিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থরূপ ঋষিগণের আশ্রমে কাহার পর সকল স্মরকিত রহিয়াছে? ॥ ২—৩ ॥ প্রহ্লাদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কৃষ্ণাজিনধারী সমুন্নত-জটাজালে সুষোভিত ধর্মতনয় মুনিযুগল নরনারায়ণকে এবং তাঁহাদের অগ্রভাগে শার্ঙ্গোক্ত-লক্ষণাব্রিত সুষোভিত, শার্ঙ্গ ও আজগব নামক ধনুদ্বয় ও অক্ষয় তুণীরযুগল অবস্থাপিত রহিয়াছে ইহা দেখিতে পাইলেন ॥ ৪—৫ ॥ ধর্মপুত্র মহাভাগ নর নারায়ণ ঋষিদ্বয় ধ্যানস্থ ছিলেন, অসুরপালক প্রহ্লাদ তখন তাঁহাদিগকে

ক্রোধরক্তেক্ষণস্তো তু প্রোবাচাস্তরপালকঃ ।

কিং ভবন্ত্যাং সমারকো দন্তো ধর্ম্যবিনাশনঃ ॥ ৭ ॥

ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টং হি সংসারেহস্মিন্ কদাপি হি ।

তপসশ্চরণং তীত্রং তথা চাপশ্চ ধারণম্ ॥ ৮ ॥

বিরোধোহয়ং যুগে চাদ্যে কথং যুক্তং কলিপ্রিয়ম্ ।

ব্রাহ্মণশ্চ তপো যুক্তং তত্র কিং চাপধারণম্ ॥ ৯ ॥

ক জটধারণং দেহে কেষুধী চ বিড়ম্বনো ।

ধর্ম্মশ্চাচরণং যুক্তং যুবয়োর্দ্বিব্যভাবয়োঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা নরঃ প্রোবাচ ভারত ! ।

ক। তে চিন্তাত্র দৈত্যেন্দ্র ! বৃথা তপসি চাবয়োঃ ॥ ১১ ॥

সামর্থ্যে সতি যঃ কুর্য্যাত্তৎ সম্পাদ্যেত তস্মৈ হি ।

আবাং কার্য্যদ্বয়ে মন্দ ! সমর্থো লোকবিশ্রুতো ॥ ১২ ॥

যুদ্ধে তপসি সামর্থ্যং ত্বং পুনঃ কিং করিষ্যসি ।

গচ্ছ মার্গে যথাকামং কস্মাদত্র বিকথ্যসে ॥ ১৩ ॥

আজগবং পিনাকঃ ॥ ৫—৮ ॥

বিরোধোহয়মিতি । তপশ্চরণচাপধারণয়োর্ব্রাহ্মণকলিপ্রিয়ধর্ম্মত্বাদেকত্রাবস্থানে বিরোধ ইত্যর্থঃ । অদ্বৈতং কলিপ্রিয়ং কলৌ যোগ্যমেতদমুষ্ঠানমস্মিন্নাদ্যে সত্যযুগে তু কথং যুক্ত-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

দর্শন করিয়া ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া কহিতে লাগিলেন, তাপসদ্বয় ! আপনাদিগের মানসে কি ধর্ম্মবিনাশক দন্ত প্রবেশ করিয়াছে ? আপনারা কখনও কি দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই যে, এই সংসারে সত্যযুগে তপশ্চরণ এবং উগ্রতর শরাসন ধারণ এ উভয়ের পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ রহিয়াছে । ইহা কলিকালের উপযুক্ত, সত্যযুগে এ উভয়ের অনুষ্ঠান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তপশ্চরণই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ধর্ম্ম, তবে আপনারা চাপধারণ করিতেছেন কেন ? ॥৬—৯॥ শিরোদেশে জটাতার ধারণই বা কোথায় ? আর বিড়ম্বনা-  
শ্বরূপ তুণ ধারণই বা কোথায় ? অতএব, আপনাদের দ্বিব্যভাবসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মাচরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভারতভূষণ ! মুনিবর নর প্রহ্লাদের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র ! আমাদের এই তপস্তা বিষয়ে তোমার বৃথা এত কি চিন্তা পড়ি-  
য়াছে ? ॥১১॥ যাহার সামর্থ্য থাকে তাহার সমস্তই সম্পন্ন হয় ; মন্দবুদ্ধে ! আমরা এই উভয়



ব্রাহ্মং তেজো ছুরারাদ্যং ন ত্বং বেদ বিমোহিতঃ ।  
বিপ্রচর্চা ন কর্তব্য। প্রাণিভিঃ স্থখমীপ্সুভিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

তাপসৌ মন্দবুদ্ধী স্তো যুষাবাং গর্বমোহিতৌ ।  
ময়ি তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্রে ধর্মসেতুপ্রবর্তকে ॥ ১৫ ॥  
ন যুক্তমেতত্তীর্থেহশ্মিন্নধর্ম্যাচরণং পুনঃ ।  
কা শক্তিস্তব যুদ্ধেহস্তি দর্শয়াদ্য তপোধন ! ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ নরস্তং প্রত্যাচ হ ।  
যুধ্যস্বাদ্য ময়া সার্কং যদি তে মতিরিদৃশী ॥ ১৭ ॥  
অদ্য তে ফোটিয়িষ্যামি মূর্খানমস্মরাধম ! ।  
যুদ্ধে শ্রদ্ধা ন তে পশ্চাদ্ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচস্তস্মৈ দৈত্যেন্দ্রঃ কুপিতস্তদা ।  
প্রহ্লাদো বলবানত্র প্রতিজ্ঞামারুরোহ সঃ ॥ ১৯ ॥

বিরোধোহয়মিত্যুক্তং তত্র কিমধিকারাতাবাহা সামর্থ্যাভাবাদ্ধা । নাদ্যঃ । উভয়োর-  
প্যুভয়ত্রাধিকারাৎ । ন দ্বিতীয়ে যত্র সামর্থ্যাভাবস্তত্র তথাস্ত নাত্র তথাস্তীত্যাহ সামর্থ্যে  
সতীতি ॥ ১২—১৯ ॥

কার্যোই উত্তমরূপে সমর্থ, ইহা ত্রিলোকেই বিখ্যাত আছে ॥ ১২ ॥ আমাদের যুদ্ধ ও তপস্বী  
এই উভয় কার্যোই সামর্থ্য আছে, তুমি এ বিষয়ে কি করিবে ? এই পপ পরিস্কৃত রহিয়াছে  
যথেষ্ট গমন কর, এখানে কি নিমিত্ত শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ ? ॥ ১৩ ॥ তুমি মূঢ়বুদ্ধি, অহর্লভ  
ব্রহ্মতেজ কিরূপে বিদিত হইতে পারিবে ? তুমি জানিও যে যাহারা স্থখলাভ করিতে অভি-  
লাষ করেন, তাহাদের ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ের বিচার করা কখনই কর্তব্য নহে ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাপসহয় ! তোমরা মন্দবুদ্ধি এবং বৃথা গর্বে বিমোহিত ; ধর্ম-  
সেতুর প্রবর্তক দৈত্যরাজ আমি এই তীর্থে বিদ্যমান থাকিতে এখানে অধর্ম্যাচরণ যুক্তি-  
যুক্ত হইতেছে না । তপোধন ! তোমার যুদ্ধ বিষয়ে কি শক্তি আছে, তাহা অদ্য আমাকে  
প্রদর্শন করাও ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মুনিবর নর প্রহ্লাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,  
যদি তোমার এইরূপ বুদ্ধিই ঘটিল থাকে তবে আমার সহিত অদ্য যুদ্ধ কর ॥ ১৭ ॥ রে অস্মরা-  
ধম ! অদ্য যুদ্ধ করিয়া আমি তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব, তাহা হইলে তোমার  
আর কখন যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হইবে না ॥ ১৮ ॥

যেন কেনাপ্যুপায়েন জেষ্যামি তাবুভাবপি ।

নরনারায়ণৌ দাস্তাবুধী তাপসমব্রিতৌ \* ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা বচনং দৈত্যঃ প্রতিগৃহ্য শরাসনম্ ।

আকৃষ্য তরসা চাপং জ্যাশব্দঞ্চ চকার হ ॥ ২১ ॥

নরোহপি ধনুরাদায় শরাংস্তীত্রাঙ্কিলাশিতান্ ।

মুমোচ বহুশঃ ক্রোধাৎ প্রহ্লাদোপরি পার্শ্বি ব ! ॥ ২২ ॥

তান্ দৈত্যরাজস্তপনীয়পুষ্ঠৈ-

শ্চিচ্ছেদ বাণৈস্তরসা সমেত্য ।

সমীক্ষ্য ছিন্নাংশ্চ নরঃ স্বসৃষ্টা-

নশ্চান্ মুমোচাশু ক্লৃষাশ্বিতো বৈ ॥ ২৩ ॥

দৈত্যাধিপস্তানপি তীব্রবেগৈ-

শ্চিদ্ধা জঘানোরসি তং মুনীন্দ্রম্ ।

নরোহপি তং পঞ্চভিরাশুগৈশ্চ

ক্রুদ্ধোহননদৈত্যপতিং ভুজান্তে ॥ ২৪ ॥

( তপ্যতে ইতি তাপস্তপস্তেন সমব্রিতৌ ॥ ২০—২২ ॥ )

সমীক্ষ্যতি । নরঃ স্বসৃষ্টান্ যেন ত্যক্তান্ বাণাংশ্চিন্নান্ সমীক্ষ্যত্যশ্বয়ঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মহাবলশালী দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুপিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোনও উপায়ে এই তপস্বী নরনারায়ণ ঋষি-  
দ্বয়কে যুদ্ধে পরাজিত করিব ॥ ১৯—২০ ॥ তদনন্তর দৈত্যরাজ শরাসন গ্রহণ করিয়া সম্বর  
আকর্ষণ পূর্বক জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন । হে রাজেন্দ্র ! তখন ঋষিবর নরও শরাসন  
গ্রহণ পূর্বক ক্রোধাবিত হইয়া বহুতর শিলাশাণিত অস্ত্র সকল প্রহ্লাদের উপর নিক্ষেপ  
করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২২ ॥ অনন্তর, দৈত্যপতি সম্বর হইয়া স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর দ্বারা  
নরনিক্ষিপ্ত বাণ সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া কেলিলেন, ঋষিবর নরও নিজনিক্ষিপ্ত শর সকল  
ছিন্ন হইল দেখিয়া ক্রোধাবিত হইলেন এবং অস্ত্রান্ত বহুতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥  
তখন দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদ তীব্রবেগী শর দ্বারা সেই সমস্ত বাণ ছিন্ন করিয়া সেই মূনি-  
বরের উরঃস্থলে আঘাত করিলেন । নরও ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবাণ দ্বারা দৈত্যরাজের বাহুগল

সেন্দ্রাঃ সুরাস্তত্র তয়োহি যুদ্ধং  
 ত্রক্ষুং বিমানৈর্গগনস্থিতাশ্চ ।  
 নরশ্চ বীর্য্যং যুধি সংস্থিতশ্চ  
 তে তুষ্ণুর্দৈত্যপতেশ্চ ভূয়ঃ ॥ ২৫ ॥  
 ববর্ষ দৈত্যাধিপ আতচাপঃ  
 শিলীমুখানমুধরো যথাপঃ ।  
 গিরৌ নরে চাতিরুষাশ্বিতোহসৌ  
 নরস্তদা গ্লানিমবাপ রাজন্ ! ॥ ২৬ ॥  
 গ্লানিং গতং বীক্ষ্য নরং তদাসৌ  
 নারায়ণঃ ক্রোধযুতো বভূব ।  
 আদায় শাঙ্গং ধনুরপ্রমেয়ং  
 যুমোচ বাগান্ কিল হেমপুঙ্খান্ ॥ ২৭ ॥  
 বভূব যুদ্ধং তুমুলং তয়োস্ত  
 জয়ৈষিণোঃ পার্থিব ! দেবদৈত্যাযোঃ ।  
 ববর্ষুরাকাশপথে স্থিতান্তে  
 পুষ্পানি দিব্যানি প্রহৃষ্টচিত্তাঃ ॥ ২৮ ॥

( নরশ্চেতি । তে দেবাঃ যুধি সংগ্রামভূমৌ সমাক্ষপ্রকারেণ স্থিতশ্চ নরশ্চ দৈত্যাধিপতেঃ প্রহ্লাদশ্চ চ বীর্য্যং ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ তুষ্ণুঃ । স্বববাণমোক্ষকালে বিপক্ষবাণচ্ছেদনকালে চ উভৌ প্রশংসিতবস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ )

অগ্নিরেব সময়ে নারায়ণোহপি ধনুরাদায় যুদ্ধার্থং প্রবৃত্ত ইত্যাহ আদায়েতি ॥ ২৭-২৮ ॥

বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিমানে  
 আরোহণ করিয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান করত কখন নর ঋষির কখন বা প্রহ্লাদের প্রশংসা  
 করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ দৈত্যরাজ চাপ গ্রহণ করিয়া, মেঘ যেরূপ পর্ব্বত শৃঙ্গে বারি বর্ষণ  
 করে সেইরূপ নরের উপর অতি রোষভরে নানাবিধ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ;  
 মহারাজ ! সেই সময় নরমুনি প্রহ্লাদের শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অতিশয় গ্লানিযুক্ত  
 হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন নারায়ণ নরকে ক্রান্ত দেখিয়া অতিশয় ক্রুষ্ট হইলেন এবং অপ্রমেয়  
 শাঙ্গ শরাসন ধারণ করিয়া সূবর্ণপুঙ্খ শর সকল মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে  
 পৃথিবীজ ! তখন পরস্পর জয়াকাজী নারায়ণ ও প্রহ্লাদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে,  
 দেবগণ আকাশমার্গে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের উপর হৃষ্টচিত্তে পুষ্পাঙ্কি করিতে আরম্ভ



চুকোপ দৈত্যাধিপতির্হরৌ স  
 যুমোচ বাণানতিতীব্রবেগান্ ।  
 চিচ্ছেদ তান্ ধর্ম্মসুতঃ স্মৃতীক্ল-  
 ঙ্গনুর্বিমুক্তৈর্বিশিখৈস্তদাশু ॥ ২৯ ॥

ততো নারায়ণং বাণৈঃ প্রহ্লাদশ্চাতিকর্ষিতৈঃ ।  
 ববর্ষ স্থিতং বীরং ধর্ম্মপুত্রং সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥  
 নারায়ণোহপি তং বেগান্মুক্তৈর্বাণৈঃ শিলাশিতৈঃ ।  
 ভূতোদাতীব পুরতো দৈত্যানাং মধিপং স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥  
 সন্নিপাতোহন্বরে তত্র দিদৃক্ষুণাং বভূব হ ।  
 দেবানাং দানবানাঞ্চ কুর্ক্বতাং জয়ঘোষণম্ ॥ ৩২ ॥  
 উভয়োঃ শরবর্ষণে চ্ছাদিতে গগনে তদা ।  
 দিবাপি রাত্রিসদৃশং বভূব তিমিরং মহৎ ॥ ৩৩ ॥  
 উচুঃ পরস্পরং দেবা দৈত্যাশ্চাতীব বিস্মিতাঃ ।  
 অদৃষ্টপূর্ব্বং যুদ্ধং বৈ বর্ততেহদ্য স্মদারুণম্ ॥ ৩৪ ॥  
 দেবর্ষয়োহথ গন্ধর্বা যক্ষকিন্নরপন্নগাঃ ।  
 বিদ্যাধরাশ্চারুণাশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৫ ॥  
 নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব প্রেক্ষণার্থং স্থিতৌ মুনী ।  
 নারদঃ পর্ব্বতং প্রাহ নেদৃশং চাতবৎ পুরা ॥ ৩৬ ॥

হরৌ নারায়ণে ॥ ২৯—৩৫ ॥

নেদৃশমিত্যস্ত তারকাসুরযুদ্ধমিত্যনেনাবয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

করিলেন ॥ ২৮ ॥ দৈত্যরাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত তীব্রবেগে অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন । ধর্ম্মপুত্র নারায়ণ ধর্ম্মনির্ম্মুক্ত স্মৃতীক্ল অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত অস্ত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর প্রহ্লাদ স্মৃতীক্ল শরনিকর দ্বারা, যুদ্ধে অটল সেই বীরবর ধর্ম্মপুত্র নারায়ণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ নারায়ণও শিলাশাণিত বাণ সকল বেগভরে নিক্ষেপ করিয়া পুরঃস্থিত দৈত্যপতিকে প্রপীড়িত ও অস্থির করিলেন ॥ ৩১ ॥ এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত অন্বরতলে দেব ও দৈত্যগণের মহতী জনতা উপস্থিত হইল, তাহারা মধ্যে মধ্যে উভয়ের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ উভয়ের শরবর্ষণে গগনতল আচ্ছাদিত হইলে দিবাভাগও রাত্রিসদৃশ অন্ধকার-ময় হইয়া উঠিল । তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ, অতিশয় বিস্ময়াস্থিত হইয়া পরস্পর কহি-

তারকাস্বরযুদ্ধঞ্চ তথা ব্রতাস্বরশ্চ চ ।

মধুকৈটভয়োৰ্যুদ্ধং হরিণা নেদৃশং কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রহ্লাদঃ প্রবলঃ শূরো যস্মান্নারায়ণেন চ ।

করোতি সদৃশং যুদ্ধং সিদ্ধেনাদ্ভুতকৰ্ম্মণা ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দিনে দিনে তথা রাত্রৌ কৃদ্ধা কৃদ্ধা পুনঃপুনঃ ।

চক্রভুঃ পরমং যুদ্ধং তৌ তদা দৈত্যতাপসৌ ॥ ৩৯ ॥

নারায়ণস্ত চিচ্ছেদ প্রহ্লাদশ্চ শরাসনম্ ।

তরসৈকেন বাণেন স চান্ধকনুরাদদে ॥ ৪০ ॥

নারায়ণস্ত তরসা মুক্তান্ধঞ্চ শিলীমুখম্ ।

তদেব মধ্যতশ্চাপং চিচ্ছেদ লঘুহস্তকঃ ॥ ৪১ ॥

ছিন্নং ছিন্নং পুনর্দৈত্যো ধনুরন্যৎ সমাদদে ।

নারায়ণস্ত চিচ্ছেদ বিশিখৈরাশু কোপিতঃ ॥ ৪২ ॥

ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রঃ পরিঘং স্তমসাদদে ।

জঘান ধর্মজং তূর্ণং বাহোর্মধ্যেহতিকোপনঃ ॥ ৪৩ ॥

( প্রহ্লাদশ্চ শূরত্বে কারণমাহ যস্মাদিতি ॥ ৩৮—৪২ ॥

ছিন্নে ধনুষি ইতি । ধনুৰ্যুদ্ধং পরিত্যজ্য পরিষাদিভিরস্তৈর্নারায়ণং জঘান ॥ ৪৩—৫০ ॥ )

লেন, একরূপ স্তম্ভাক্রম যুদ্ধ আমরা পূর্বে কখনও দর্শন করি নাই ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তখন দেবর্ষি-  
গণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ, পন্নগগণ, বিদ্যাধরগণ ও চারণগণ, সকলেই অত্যন্ত  
বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ নারদ এবং পর্কত ঋষিও এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত  
উপস্থিত হইয়াছিলেন । দেবর্ষি নারদ পর্কতকে কহিলেন, পূর্বে কখনই একরূপ যুদ্ধ সংঘটিত  
হয় নাই ; তারকাস্বরের ও ব্রতাস্বরের যুদ্ধ এবং হরির সহিত মধুকৈটভের যে যুদ্ধ হইয়াছিল  
সে সকল যুদ্ধও একরূপ নহে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ বোধ হইতেছে প্রহ্লাদ অতিশয় বীর্যবান্ ;  
যেহেতু সিদ্ধপুরুষ অদ্ভুতকর্ম্ম নারায়ণের সহিত এ পর্য্যন্তও সদৃশ যুদ্ধই করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তখন সেই দৈত্য ও তাপস নারায়ণ এই দুইজনে দিবসে  
দিবসে ও নিশায় নিশায় পুনঃ পুনঃ পরম ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । তখন নারায়ণ  
একবাণে সত্তর প্রহ্লাদের শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন প্রহ্লাদও অস্ত্র ধনু গ্রহণ করিলেন ;  
লঘুহস্ত নারায়ণ সত্তর শর নিক্ষেপ করিয়া সেই চাপ মধ্যভাগে ছেদন করিলেন ; এইরূপে  
বারংবার শরাসন ছিন্ন করিলে প্রহ্লাদও পুনঃ পুনঃ তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন,  
নারায়ণও অস্ত্র দ্বারা তাহা পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯—৪২ ॥ এইরূপে

তমায়াস্তং স বলবান্মার্গগৈর্নবভিষু নিঃ ।  
 চিচ্ছেদ পরিঘং ঘোরং দশভিস্তমতাড়য়ৎ ॥ ৪৪ ॥  
 গদামাদায় দৈত্যৈশ্চ সর্বায়সময়ীং দৃঢ়াম্ ।  
 জাম্বুদেশে জঘানাশু দেবং নারায়ণং রুঘা ॥ ৪৫ ॥  
 গদয়া চাপি গিরিবৎ সংস্থিতঃ স্থিরমানসঃ ।  
 ধর্মপুত্রোহতিবলবান্মোচাশু শিলীমুখান্ ॥ ৪৬ ॥  
 গদাং চিচ্ছেদ ভগবাংস্তদা দৈত্যপতেদৃঢ়াম্ ।  
 বিশ্বয়ং পরমং জগ্মুঃ প্রেক্ষকা গগনে স্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 স তু শক্তিং সমাদায় প্রহ্লাদঃ পরবীরহা ।  
 চিক্রেপ তরসা ক্রুদ্ধো বলান্নারায়ণোরসি ॥ ৪৮ ॥  
 তামাপতস্তীং সংবীক্ষ্য বাণেনৈকেন লীলয়া ।  
 সপ্তধা কৃতবানাশু সপ্তভিস্তং জঘান হ ॥ ৪৯ ॥  
 দিব্যবর্ষসহস্রস্ত তদ্যুদ্ধং পরমং তয়োঃ ।  
 জাতং বিশ্বয়দং রাজন্ ! সর্বেষাং তত্র চাশ্রমে ॥ ৫০ ॥  
 তদাজগাম তরসা পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ।  
 প্রহ্লাদশ্চাশ্রমং তত্র জগাদ চ গদাধরঃ ।  
 চতুর্ভুজো রমাকান্তো রথাস্তগদপদ্যভূৎ ॥ ৫১ ॥

---

আজগাম জগাদ চ প্রহ্লাদঃ প্রতি ভাষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

---

সমস্ত ধনু ছিন্ন হইলে পর, দৈত্যরাজ পরিঘ ধারণ করিলেন এবং অতিশয় কুপিত হইয়া  
 নারায়ণের বাহুর মধ্যে সত্বর নিক্ষেপ করিলেন । বলবীৰ্য্যবান্ ভগবান্ নারায়ণ সেই ঘোর-  
 তর পরিঘ আসিতেছে দেখিয়া সত্বর নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্বক তাহা ছিন্ন করিলেন এবং  
 দশটি বাণ দ্বারা প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪০—৪৪ ॥ অনন্তর, প্রহ্লাদ লৌহময়ী সুদৃঢ়া  
 গদা গ্রহণ পূর্বক রোষভরে নারায়ণের জাম্বুদেশ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন ।  
 অতিশয় বলবান্ ধর্মনন্দন গদা দর্শনেও স্থিরমানস ও গিরির স্তায় অচল ভাবে অবস্থিত  
 থাকিয়া সত্বর শরজাল বর্ষণ দ্বারা দৈত্যপতির সেই দৃঢ় গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।  
 তখন গগনস্থিত দর্শকগণ অত্যন্ত বিস্ময়াবিত হইয়াছিলেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ তখন শক্রবিনাশী  
 প্রহ্লাদ, কুপিত হইয়া শক্তি গ্রহণ পূর্বক সত্বর নারায়ণের উরঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তীব্রবেগে  
 নিক্ষেপ করিলেন । সেই শক্তি আসিতেছে দর্শন করিয়া নারায়ণ এক শর দ্বারা অবলীলায়  
 তাহা নষ্টভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সপ্ত শর দ্বারা সত্বর তাহাকে বিদ্ধ করি-



দৃষ্ট্বা তমাগতং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ স্মৃতঃ ।

প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা প্রাজ্জলিঃ প্রত্যাচ হ ॥ ৫২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেবদেব ! জগন্নাথ ভক্তবৎসল মাধব ! ।

কথং ন জিতবানাজাবহমেতো তপস্বিনো ॥ ৫৩ ॥

সংগ্রামস্তু ময়া দেব ! কৃতঃ পূর্ণং শতং সমাঃ ।

সুরাণাং ন জিতৌ কস্মাদিতি মে বিশ্বয়ো মহান্ ॥ ৫৪ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

সিদ্ধাবিমৌ মদংশৌ চ বিশ্বয়ঃ কোহত্র মারিস ! ।

তাপসৌ ন জিতাশ্বানৌ নরনারায়ণৌ জিতৌ ॥ ৫৫ ॥

গচ্ছ ত্বং বিতলং রাজন্ ! কুরু ভক্তিং মমাচলান্ ।

নাভ্যাং কুরু বিরোধং ত্বং তাপসাত্যাং মহামতে ! ॥ ৫৬ ॥

( হিরণ্যকশিপোঃ স্মৃতঃ প্রহ্লাদঃ । তং বিষ্ণুঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥ )

সুরাণাং সুরৈঃ সাক্ষিত্যর্থঃ । ময়া শতং সমাঃ । শতসংবৎসরং সংগ্রামঃ কৃত এতা-  
দৃশেন শূরেণ ময়া কস্মাদ্ভিতোৰ্ণ জিতাবিতি মহাবিশ্বয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

( জিতাশ্বানৌ তাপসৌ নরনারায়ণৌ ন জিতাবিত্যশ্বয়ঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥ )

লেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ এইরূপে সেই আশ্রমে প্রহ্লাদ ও নারায়ণের দিব্য সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া  
সর্বজীবের পরম বিশ্বয়কর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥ তখন পীতবাসা চতুর্ভুজ গদাধর  
সত্ত্বর প্রহ্লাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন । হিরণ্যকশিপুপুত্র  
প্রহ্লাদ, চতুর্ভুজ রমাকান্ত, পদ্মধারী চক্রধর নারায়ণকে সেইখানে সমাগত দেখিয়া, পরম  
ভক্তিসহকারে প্রণাম পুরঃসর কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫১—৫২ ॥

হে দেবদেব ! আপনি জগন্নাথ ও ভক্তবৎসল, হে মাধব ! আমি দিব্য পূর্ণ শতবর্ষ  
ধরিয়া সংগ্রাম করিলাম তথাপি এই তপস্বী দুই জনকে সমরে পরাজয় করিতে পারিলাম  
না কেন ? এ বিষয়ে আমার মহান্ বিশ্বয় জন্মিয়াছে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, হে ক্ষমাশীল ! এই নরনারায়ণ ঋষিষয়, সিদ্ধ তাপস, জিতাশ্বা এবং  
আমার অংশসম্বৃত ; এজন্য তুমি ইহাদিগকে পরাজয় করিতে পার নাই, তাহাতে আর  
বিশ্বয় কি আছে ? হে রাজেন্দ্র ! তুমি এক্ষণে পাতালে গমন কর এবং আমার প্রতি  
সেইরূপ অচলাভক্তি কর । হে মহামতে ! তাপস দ্বয়ের সহিত তুমি আর বিরোধ  
করিও না ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাক্ষপ্তো দৈত্যরাজো নির্ঘাবস্থরৈঃ সহ ।  
নরনারায়ণৌ ভূয়স্তপোযুক্তৌ বভূবুতুঃ ॥ ৫৭ ॥\*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
নরনারায়ণাভ্যাং সহ প্রহ্লাদস্ত সমরবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

( দৈত্যরাজঃ প্রহ্লাদঃ অস্থরৈঃ সহ নির্ঘবৌ নরনারায়ণাশ্রমাদিতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অস্থর-  
গণের সহিত তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং নরনারায়ণ দ্বয় ও পুনর্বার তপস্তায় মনো-  
নিবেশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্রম মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদ ও নরনারায়ণের সংগ্রাম  
বর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্ব পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ ।

## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহানত্র পরাশর্য ! কথানকে ।  
নরনারায়ণো শান্তো বৈষ্ণবাংশো তপোধনো ॥ ১ ॥  
তীর্থাশ্রয়ো সত্বযুক্তো বন্যাশনপরো সদা ।  
ধর্মপুত্রো মহাত্মানো তাপসো সত্বসংস্থিতো ॥ ২ ॥  
কথং রাগসমায়ুক্তো জাতো যুদ্ধে পরস্পরম্ ।  
সংগ্রামং চক্রতুঃ কস্মাৎ ত্যক্ত্বা তপিমনুত্তমাম্ ॥ ৩ ॥  
প্রহ্লাদেন সমং পূর্ণং দিব্যবর্ষশতং কিল ।  
হিত্বা শান্তিসুখং যুদ্ধং কৃতবন্তৌ কথং যুনা \* ॥ ৪ ॥  
কথং তো চক্রতুর্যুদ্ধং প্রহ্লাদেন সমং যুনা ।  
কথয়স্ব মহাভাগ ! কারণং বিগ্রহস্য বৈ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশত্তিরথ স্নোতৈর্হরয়ে ভৃগুণা পুনঃ ।

শাপো দত্তো যতঃ কৃকো জাত ইত্যোতদীর্ঘাতে ॥

পূর্বাধ্যায়স্থকথাং শ্রুত্বাসম্ভাবিতমেতদিতি পুনঃ পুনর্বিমৃশ্য সংশয়বান্ পৃচ্ছতি জনমে-  
জয়ঃ সন্দেহোহয়মিতি ॥ ১—২ ॥

তপিং তপিক্রিয়াম্ ॥ ৩ ॥

বর্ষশতমিতি । অত্র তথোক্তরত্ন যুদ্ধস্ত শতসংবৎসরপরিমাণকত্বোক্ত্যা পূর্বা দিব্যঃ  
সহস্রং ত্রিত্যত্র সহস্রশকোহনেকপর্যায়ো বহুনা মনুরোধস্ত ত্রায়াত্বাৎ ॥ ৪—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে পরাশরনন্দন ! আপনার পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার  
মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে । নরনারায়ণ দুইজন ধর্মপুত্র, তপোধন, শান্ত, বিষ্ণুর অংশ, তীর্থা-  
শ্রয়ী, সত্বগুণসম্পন্ন, সতত বন্যফলমূলাহারী মহাত্মা তাপস ও সত্যনিষ্ঠ, হইয়া কি রূপে  
সংগ্রামে এক্রপ অমুরাগবান্ হইয়াছিলেন ? এবং কি হেতুই বা পরমকল্যাণকরী তপস্তা  
পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । কি  
জন্তুই বা শান্তি সুখ পরিত্যাগ পূর্বক এক্রপ দুঃখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥১—৪॥ হে  
মহাভাগ মুনিবর ! কি নিমিত্ত তাঁহারা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? আপনি সেই

\* ঈদৃশো চেন্ননো জেতুং ন শক্যো যুনিসত্তমৌ । মাদৃশানাক কা বার্তা সমে গুণসমুদ্ভবে ॥

ন রাজ্যার্থে ন দ্রব্যার্থে ন নরাণাং সমাগমে । ইত্যাদিকপাঠঃ কৃত্যপি দৃশ্যতে ।



কামিনী কনকং কার্যং কারণং বিগ্রহস্ত বৈ ।  
 যুদ্ধবুদ্ধিঃ কথং জাতা তয়োশ্চ তদ্বিরক্তয়োঃ ॥ ৬ ॥  
 তথাবিধং তপস্তপ্তং তাভ্যাঞ্চ কেন হেতুনা ।  
 মোহার্থং স্তব্ধভোগার্থং স্বর্গার্থং বা পরস্তপ ! ॥ ৭ ॥  
 কৃতমভ্যুৎকটং তাভ্যাং তপঃ সর্বফলপ্রদম্ ।  
 মুনিভ্যাং শাস্ত্ৰচিন্তাভ্যাং প্রাপ্তং কিং ফলমদ্ভুতম্ ॥ ৮ ॥  
 তপসা পীড়িতো দেহঃ সংগ্রামেণ পুনঃপুনঃ ।  
 দিব্যবর্ষশতং পূর্ণং শ্রমেণ পরিপীড়িতো ॥ ৯ ॥  
 ন রাজ্যার্থে ধনে বাপি ন দারেষু গৃহেষু চ ।  
 কিমর্থস্ত কৃতং যুদ্ধং তাভ্যাং তেন মহাত্মনা ॥ ১০ ॥  
 নিরীহঃ পুরুষঃ কস্মাৎ প্রকুর্যাদযুদ্ধমীদৃশম্ ।  
 দুঃখদং সর্বথা দেহে জানন্ ধর্ম্যং সনাতনম্ ॥ ১১ ॥  
 স্তবুদ্ধিঃ স্তব্দানীহ কস্মাৎ কুরুতে সদা ।  
 ন দুঃখদানি ধর্ম্যজ্ঞ ! স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ১২ ॥  
 ধর্ম্যপুত্রো হরেরংশো সর্বজ্ঞো সর্বভূষিতো ।  
 কৃতবস্তো কথং যুদ্ধং দুঃখং ধর্ম্যবিনাশকম্ ॥ ১৩ ॥

( যুদ্ধবুদ্ধিরিতি । তদ্বিরক্তয়োঃ কামিনীকনকাদ্যমুরাগরক্তিতয়োঃ ॥ ৬—১০ ॥

নিরীহ ইতি । নিরীহঃ বিষয়বাসনাপরিহারাৎ তচ্ছেষ্টোরহিত ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥ )

বিগ্রহের কারণ আমার নিকট বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন ॥ ৫ ॥ কামিনী স্তব্ধ অথবা অশ্রু  
 কোন বৈষয়িক কার্য বিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে ; কিন্তু, নরনারায়ণ মুনিদ্বয় এ সমস্ত  
 বিষয়েই বিরাগী, তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, তবে তাঁহাদের  
 যুদ্ধবুদ্ধি কেন জন্মিয়াছিল ? ॥ ৬ ॥ হে তপোধন ! তাঁহারা কেনই বা সেইরূপ তপস্তার অনু-  
 ষ্ঠান করিয়াছিলেন ? হে মুনিবর ! তাঁহারা পরের মোহার্থ অথবা স্তব্ধভোগার্থ কিংবা  
 স্বর্গলাভার্থ এই উৎকট সর্বফলপ্রদ কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন ? আর এই শাস্ত্ৰচিন্তা  
 মুনিদ্বয় তপস্তার কি অদ্ভুত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৭—৮ ॥ তাঁহারা তপস্তার শীর্ণ দেহ  
 হইয়াও পূর্ণ দিব্য সহস্র বৎসর পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়া শ্রম দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া-  
 ছিলেন না কি ? ॥ ৯ ॥ তাঁহারা রাজ্যলাভার্থ বা ধনলাভার্থ অথবা বনিতালাভের নিমিত্ত  
 অথবা কোনও গৃহকার্যের নিমিত্ত একরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই, তবে কি নিমিত্ত তাহারা  
 সেই মহাত্মা প্রজ্ঞাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? ॥ ১০ ॥ নিরীহ পুরুষ, ধর্ম্যকে সনাতন  
 জানিয়াও কি নিমিত্ত একরূপ দেহদুঃখপ্রদ যুদ্ধে সর্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইবেন ? ॥ ১১ ॥ হে ধর্ম্যজ্ঞ !

ত্যক্ত্বা তপঃসমাধিং তং সুখারামং মহৎফলম্ ।  
 সংযুগং দারুণং কৃষ্ণ ! নৈব যুর্থোহপি বাঙ্কতি ॥ ১৪ ॥  
 শ্রুতো ময়া যযাতিস্তু চ্যুতঃ স্বর্গাৎ মহীপতিঃ ।  
 অহঙ্কারভবাৎ পাপাৎ পাতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৫ ॥  
 যজ্ঞকুদানকর্তা চ ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
 শব্দোচ্চারণমাত্রেন পাতিতো বজ্রপাণিনা ॥ ১৬ ॥  
 অহঙ্কারমৃতে যুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ।  
 কিং ফলং তস্য যুদ্ধস্য মূনেঃ পুণ্যবিনাশনম্ ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! সংসারমূলং হি ত্রিবিধং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।  
 অহঙ্কারস্তু সর্বজ্ঞৈর্মুনিভির্ধর্মনিশ্চয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণদৈবপায়ন ! তত্রৈবং সতি কারণান্তরাভাবাদ্যদ্যুদ্ধং কৃতং তৎ কেবলমহঙ্কারেনৈব কৃতমিতি নিশ্চীয়তে তদপ্যতিদোষকরম্ । অহঙ্কারেন কৃতস্তাতিদোষাধায়কত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

কিং তত্র প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ শ্রুতো ময়েতি ॥ ১৫ ॥

কীদৃশোহহঙ্কারস্ত্যুতি চেত্তত্রাহ শব্দোচ্চারণমাত্রেনেতি । ময়া জ্যোতিষ্ঠোমঃ কৃতো ময়াশ্বমেধঃ কৃত ইতি সাত্বিনিবেশং কশ্মণামভিলাষঃ কৃতস্তাদৃশশব্দোচ্চারণমাত্রেনৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নহু তেন যযাতিনাহঙ্কারঃ কৃতোহস্তু নরনারায়ণাভ্যাং হহঙ্কারো ন কৃত ইতি চেত্তত্রাহ অহঙ্কারমৃত ইতি । নিশ্চয় ইত্যত্র ইতীতিশেষঃ । কিঞ্চ কিঞ্চল্যমাত তপোবলেন কৃতে যুদ্ধে পুণ্যবিনাশস্ত স্পষ্টত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

অসুখি ব্যক্তি সততই সুখপ্রদ কর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই দুঃখপ্রদ কর্ম করেন না, ইহাই সনাতনী সংসারমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥ ধর্মপুত্রস্বয় হরির অংশ, সর্বজ্ঞ ও সর্বসম্পদে বিভূষিত, তবে তাঁহারা দুঃখকর ও ধর্মনাশক সংগ্রামে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ১৩ ॥ হে মহর্ষে ! ইহ.সংসারে মূর্খ ব্যক্তিও তাদৃশ সুখ ও আরাম জনক এবং সর্বফলপ্রদ তপস্যা ও সমাধি পরিত্যাগ করিয়া দারুণ দুঃখদায়ক যুদ্ধ কামনা করে না ॥ ১৪ ॥ আমি শুনিয়াছি মহীপতি যযাতি যজ্ঞ দান ও ধর্মনিরত রাজা হইয়াও অহঙ্কারজনিত পাপ হেতুই স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ আমি অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অকুষ্ঠানকর্তা ইত্যাদি অহঙ্কার সূচক শব্দোচ্চারণমাত্রই বজ্রপাণি ইন্দ্র তাহাকে পাতিত করিয়াছিলেন, অতএব অহঙ্কার ব্যতিরেকে যুদ্ধ সংঘটিত হয় না, ইহাই স্থিরনিশ্চয় । হে মূনে ! মুনিগণের দেহবল নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে তপোবল দ্বারাই যুদ্ধ করিতে হয় ; অতএব মুনিগণ যুদ্ধ করিলে তপোবিনাশ ব্যতিরেকে আর তাহাতে কি ফল ফলিতে পারে ? ॥ ১৬—১৭ ॥

স কথং মুনিনা ত্যক্তুং যোগ্যো দেহভূতা কিল ।  
 কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥  
 তপো দানং তথা যজ্ঞাঃ সাধ্বিকাং প্রভবন্তি তে ।  
 রাজসাদ্বা মহাভাগ ! তামসাং কলহস্তথা ॥ ২০ ॥  
 ক্রিয়া স্বপ্নাপি রাজেশ্বর ! নাহঙ্কারং বিনা কচিৎ ।  
 শুভা বাপ্যশুভা বাপি প্রভবত্যপি নিশ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥  
 অহঙ্কারাদ্বন্ধকারী নান্যোহস্তি জগতীতলে ।  
 তেনেদং রচিতং বিশ্বং কথং তদ্রহিতং ভবেৎ ॥ ২২ ॥  
 ব্রহ্মা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরহঙ্কারযুতাস্থমী ।  
 অন্তেষাং চৈব কা বার্তা মুনীনাং বসুধাধিপ ! ॥ ২৩ ॥  
 অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং ভ্রমতীদং চরাচরম্ ।  
 পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুঃ সর্বং কৰ্ম্মবশানুগম্ ॥ ২৪ ॥

ত্রিবিধঃ সাধ্বিকাদিভেদেন ॥ ১৮ ॥

কারণেন বিনেতি । কারণেনাহঙ্কারেন বিনা রহিতং কার্য্যং জগদ্রূপং নৈব ভবতীতি নিশ্চয়স্তস্মাদ্রাজংস্তয়া যদ্বিনিশ্চিতমহঙ্কারমূতে বুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয় ইতি তৎ সম্যাগেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

যদ্যচ্ছেদিতং তৎ সর্বমহঙ্কারেণৈবেত্যাহ তপো দানমিতি ॥ ২০ ॥

( ক্রিয়েতি । জগতোহহঙ্কারকারণেনৈবাস্থস্যাতদ্বাং স্বপ্নাপি ক্রিয়া অহঙ্কারমূতে ন ভবতীত্যর্থঃ । শুভা কল্যাণদায়িকা সাধ্বিকেতি ভাবঃ ॥ ২১—২৪ ॥ )

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ধর্ম্মে নিশ্চিতমতি সর্বজ্ঞ মুনিগণ সাধ্বিক, রাজস ও তামস এই  
 ত্রিবিধ অহঙ্কারকেই সংসারের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ অতএব, মুনিগণ  
 দেহধারী হইয়া সেই অহঙ্কারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন । কারণ ব্যতি-  
 রেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥ ১৯ ॥ হে মহাভাগ ! সাধ্বিক  
 অহঙ্কার হইতে তপস্তা দান ও যজ্ঞ এবং রাজস বা তামস অহঙ্কার হইতে কলহের উৎপত্তি  
 হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হে রাজেশ্বর ! অহঙ্কার ব্যতিরেকে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে  
 স্বপ্ন মাত্রও ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না । শুভই হউক আর অশুভই হউক অহঙ্কার হইতেই তাহা  
 উৎপন্ন হয় ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ২১ ॥ এই জগতীতলে অহঙ্কার ব্যতিরেকে  
 আর অন্য কোনও বন্ধনকারক বস্তু নাই । অহঙ্কার কর্ত্তক এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে,  
 অতএব ইহা কিরূপে অহঙ্কার-বিরহিত হইতে পারে ? ॥ ২২ ॥ হে রাজন্ ! যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু  
 এবং রুদ্র, ইহারাও অহঙ্কারযুক্ত, তখন ইহাদের হইতে ভিন্ন সামান্ত মুনিগণ যে অহঙ্কারযুক্ত  
 হইবেন তদ্বিশয়ে আর কি কথা আছে ? ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার কর্ত্তক আবৃত হইয়া এই চরাচর



দেবতির্য্যঙ্গানুয্যাগাং সংসারেহস্মিন্মহীপতে ! ।  
 রথাস্তবদসর্বার্থং ভ্রমণং সর্বদা স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥  
 বিষ্ণোরপ্যবতারাণাং সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্ ।  
 বিততেহস্মিংশ্চ সংসার উত্তমাধমযোনিষু ॥ ২৬ ॥  
 নারায়ণো হরিঃ সাক্ষাৎ মাৎস্যঃ বপুরুপাশ্রিতঃ ।  
 কামঠং শৌকরকৈব নারসিংহঞ্চ বামনম্ ॥ ২৭ ॥  
 যুগে যুগে জগন্নাথো বাসুদেবো জনার্দনঃ ।  
 অবতারানসংখ্যাতান্ করোতি বিধিযন্ত্রিতঃ ॥ ২৮ ॥  
 বৈবস্বতে মহারাজ ! সপ্তমে ভগবান্ হরিঃ ।  
 মন্বন্তরেহবতরান্ বৈ চক্রে তাঙ্গু তদ্রতঃ ॥ ২৯ ॥  
 ভৃগুশাপান্নমহারাজ ! বিষ্ণুর্দেববরঃ প্রভুঃ ।  
 অবতারাননেকাংশ্চ কৃতবানখিলেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

রাজোবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহাভাগ ! হৃদয়ে মম জায়তে ।  
 ভৃগুণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ কথং শপ্তঃ পিতামহ ! ॥ ৩১ ॥  
 হরিণা চ যুনেস্তস্মৈ বিপ্রিয়ং কিং কৃতং যুনে ! ।  
 যদ্রোষাস্তৃ গুণা শপ্তো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

ভ্রমণং সর্বদা স্মৃতমিতি । অহঙ্কারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বিষ্ণোরপ্যবতারাণামিতি । অহঙ্কারাভিনিবেশাদেব বিষ্ণোরবতারা যে জাতাস্তেষাং সংখ্যামিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে । পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই কৰ্ম্মবশেই নিম্পন্ন হই-  
 তেছে ॥ ২৪ ॥ হে মহীশ্র ! দেবতা তির্য্যক্ ও মনুষ্যাগণ এই সংসারে রথচক্রের স্থায় সততই  
 পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৫ ॥ এই সুবিস্তীর্ণ সংসারে উত্তম ও অধম যোনিতে ভগবান বিষ্ণুর  
 অবতারের সংখ্যা যে কত হইতেছে তাহাই বা কে জানিতে পারে ? ॥ ২৬ ॥ সাক্ষাৎ নারায়ণ  
 হরি, বিধিকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মাৎস্য, কুর্ম, শূকর, নৃসিংহ ও বামন দেহ আশ্রয় করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ২৭ ॥ বাসুদেব জগন্নাথ জনার্দন যুগে যুগে অসংখ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥  
 মহারাজ ! বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে, ভগবান্ হরির যে সকল অবতার হইয়াছিল  
 তৎসমুদায় যথাতথ্য শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥ হে রাজেশ্র ! দেবতাপ্রবর অখিলেশ্বর বিষ্ণু, বিষ্ণু,  
 ভৃগু-শাপহেতু অনেক বার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

বাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! অবক্ষ্যামি ভৃগোঃ শাপস্ত কারণম্ ।  
 পুরা কশ্যপদায়াদো হিরণ্যকশিপূর্বপঃ ॥ ৩৩ ॥  
 যদা তদাস্তরৈঃ সার্কং কৃতং সঙ্ঘাৎ পরম্পরম্ ।  
 কৃতে সঙ্ঘ্যে জগৎ সর্বং ব্যাকুলং সমজায়ত ॥ ৩৪ ॥  
 হতে তস্মিন্মূপে রাজা প্রহ্লাদঃ সমজায়ত ।  
 দেবান্ স পীড়য়ামাস প্রহ্লাদঃ শত্রুকর্ষণঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সংগ্রামো হ্যভবদেবারঃ শত্রুপ্রহ্লাদয়োস্তদা ।  
 পূর্ণং বর্ষশতং রাজংলোকবিস্ময়কারকঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দেবৈর্যুদ্ধং কৃতং চোত্রং প্রহ্লাদস্ত পরাজিতঃ ।  
 নির্বেদং পরমং প্রাপ্তো জ্ঞাত্বা ধর্ম্যং সনাতনম্ ॥ ৩৭ ॥  
 বিরোচনস্ততং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য বলিং নৃপ ! ।  
 জগাম স তপস্তপ্তুং পর্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৩৮ ॥  
 প্রাপ্য রাজ্যং বলিঃ শ্রীমান্ স্তরৈর্বৈরং চকার হ ।  
 ততঃ পরম্পরং যুদ্ধং জাতং পরমদারুণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রশ্নবীজমুপন্যাস রাজোবাচ সন্দেহোহয়মিতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ ! আমার হৃদয়ে আবার এক মহাসংশয় উৎপন্ন হইল, ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুকে কি হেতু অভিষাপ প্রদান করিয়াছিলেন ? ॥ ৩১ ॥ হে মুনে ! ভগবান্ হরিই বা তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, যদ্বারা দেবতাগণের নমস্কৃত জনার্দন বিষ্ণু ভৃগুকর্তৃক অভিষপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৩২ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! ভৃগুর অভিষাপ প্রদানের কারণ কহিতেছি শ্রবণ করুন । পূর্বকালে কশ্যপপুত্র রাজা হিরণ্যকশিপু যখন তখন সুরগণের সহিত সমর করিতেন । এইরূপ নিয়ত সংগ্রামে অধিল জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তদনন্তর দৈত্যপতি নৃসিংহকর্তৃক নিহত হইলে শত্রুতাপন প্রহ্লাদ রাজা হইয়া পিতৃশত্রু দেবগণকে পরিপীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন দেবরাজ ও দৈত্যরাজের শতবৎসর ব্যাপিয়া লোকবিস্ময়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! এই যুদ্ধে দেবতারা উগ্রতর যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইয়াছিলেন । তখন প্রহ্লাদ অতিশয় নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়া বিরোচনপুত্র বলিকে রাজ্য প্রদান পূর্বক তপস্তা করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ বলিও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে লাগিল । অনন্তর, পরম্পর

ততঃ সুরৈর্জিতা দৈত্যা ইন্দ্রেণামিততেজসা ।  
 বিষ্ণুনা চ সহায়েন রাজ্যভ্রষ্টাঃ কৃত্য নৃপ ! ॥ ৪০ ॥  
 ততঃ পরাজিতা দৈত্যাঃ কাব্যস্ত শরণং গতাঃ ।  
 কিং ত্বং ন কুরুষে ব্রহ্মন্ ! সাহায্যং নঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪১ ॥  
 স্মাতুং ন শকুমো হত্র প্রবিশামো রসাতলম্ ।  
 যদি ত্বং ন সহায়োহসি ত্রাতুং মদ্রবিদ্বত্তমঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তঃ সোহব্রবীদৈত্যান্ কাব্যঃ কারুণিকো মুনিঃ ।  
 মা ভৈষ্ঠে ধারয়িষ্যামি তেজসা স্মেন ভোহস্মরাঃ ॥ ৪৩ ॥  
 মল্লৈস্তথৌষধীভিষ্চ সাহায্যং বঃ সদৈব হি ।  
 করিষ্যামি কৃতোৎসাহা ভবন্তু বিগতভুৱাঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তে নির্ভয়া জাতা দৈত্যাঃ কাব্যস্ত সংশ্রয়াৎ ।  
 দেবৈঃ শ্রুতস্তু বৃন্তাস্তুঃ সর্বশ্চারমুখাৎ কিল ॥ ৪৫ ॥

যদেতি । অভবদিতিশেষঃ । সঙ্খ্যং যুদ্ধম্ ॥ ৩৭—৪৬ ॥

ঘোরতর সংগ্রাম চলিলে সুরগণ অসুরগণকে পরাজিত করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে রাজেন্দ্র !  
 অনন্তর অমিততেজা ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্যগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলেন পরাজিত দৈত্য-  
 গণ কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্ ! আপনি তপোবলসম্পন্ন  
 ও প্রতাপবান্, আপনি দৈত্যকুলের সাহায্য করিতেছেন না কেন ? হে মদ্রবিদগ্গণের  
 অগ্রগণ্য ! আপনি আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত যদি সহায়তা না করেন তবে আর আমরা  
 অবনীতলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমাদের শীঘ্রই রসাতলে প্রবেশ করিতে  
 হইবে ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ বলিলে পর পরম করুণাময় মুনিবর শুক্র  
 তাহাদিগকে কহিলেন, দৈত্যগণ ! তোমরা ভয় করিও না, আমি স্বীয় তেজ দ্বারা তোমা-  
 দিগকে রক্ষা করিব এবং মদ্র ও ঔষধ দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব ; তোমরা  
 উৎসাহান্বিত হও এবং মনের হুঃখ ও সন্তাপ দূর কর ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তদনন্তর দৈত্যগণ শুক্রের আশ্রয় লাভ করিয়া নির্ভয় হইল ।  
 দেবগণ এই সমস্ত বৃন্তাস্ত চারমুখে অবগত হইলেন এবং ইন্দ্রের সহিত মদ্রণা করিয়া এই স্থির  
 করিলেন যে, দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রের প্রভাবে আমাদের রাজ্যচ্যুত না করিতে



তত্র সংমন্ত্য তে দেবাঃ শক্রেন চ পরস্পরম্ ।  
 মন্ত্রং চক্ৰুঃ স্ত্রসংবিয়াঃ কাব্যমন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥ ৪৬ ॥  
 যোদ্ধুঃ গচ্ছামহে ভূর্ণং যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ।  
 প্রসহ্য হত্বা শিফ্টাংস্তু পাতালং প্রাপয়ামহে ॥ ৪৭ ॥  
 দৈত্যান্ জগ্মুস্ততো দেবাঃ সংরুচ্যঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।  
 জগ্মুস্তান্ বিষ্ণুসহিতা দানবান্ হরিণোদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥  
 বধ্যমানাস্তু তে দৈত্যাঃ সন্তস্তা ভয়পীড়িতাঃ ।  
 কাব্যাস্ত শরণং জগ্মু রক্ষ রক্ষেতিচাব্ৰুবন্ ॥ ৪৯ ॥  
 তান্ শুক্রঃ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা দেবৈর্দৈত্যান্মহাবলান্ ।  
 মা ভৈষ্টেতি বচঃ প্রাহ মন্ত্রৌষধবলাদ্বিভুঃ ।  
 দৃষ্ট্বা কাব্যং স্ত্রাঃ সর্বে ত্যক্ত্বা তান্ প্রযয়ুঃ কিল ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাঃ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 বিষ্ণুঃ প্রতি ভৃগুশাপস্ত প্রশ্নবীজকণনঃ নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ইতি । যাবদৈত্যা মন্ত্রবলেনাস্ত্রাশ্বস্থানাচ্চ্যাবয়ন্তি তাবদি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

তান্ প্রযয়ুঃ কিলেতি । তান্ দৈত্যানিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিতেই আমরা অতিসব্বর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করি । এইরূপে সহসা  
 আক্রমণ করত বিনাশ করিয়া অবশিষ্ট অস্ত্রদিগকে পাতালতলে প্রবেশ করাইব ॥ ৪৬-৪৭ ॥  
 দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক রোষভরে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ  
 করিতে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত দৈত্যদিগকে বিনাশ  
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ এইরূপে দেবগণ দৈত্যগণকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা  
 ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ‘হে প্রভু রক্ষা করুন রক্ষা করুন’ এই বলিয়া শুক্রের শরণাগত  
 হইল ॥ ৪৯ ॥ শুক্রাচার্য্য সেই মহাবল দৈত্যগণকে দেবগণ কর্তৃক পরিপীড়িত দেখিয়া  
 মন্ত্রৌষধ প্রভাবে ‘ভয় নাই, ভয় নাই’ এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন । অনন্তর,  
 দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া অস্ত্রগণকে পরিত্যাগ পূর্বক স্বস্থ স্থানে প্রস্থান  
 করিলেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপপ্রদানের প্রশ্ন-  
 বীজ বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একাদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তথা গতেষু দেবেষু কাব্যস্তান্ প্রভুবাচ হ ।  
ব্রহ্মণা পূৰ্ব্বমুক্তং যচ্ছৃণুধ্বং দানবোত্তমাঃ ॥ ১ ॥  
বিষ্ণুর্দৈত্যবধে যুক্তো হনিষ্যতি জনার্দনঃ ।  
বারাহরূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ ॥ ২ ॥  
যথা নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ।  
তথা সর্বান কৃতোৎসাহো হনিষ্যতি ন চাশ্রুথা ॥ ৩ ॥  
ন মে মন্ত্রবলং সম্যক্ প্রতিভাতি যথা হরিম্ ।  
জ্যেতুং যুয়ং সমর্থ্যঃ স্ম ময়া ত্রাতাঃ সুরানধ ॥ ৪ ॥  
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং কিরন্তং দানবোত্তমাঃ ।  
অহমদ্য মহাদেবঃ মন্ত্রার্থং প্রব্রজামি বৈ ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈঃ শুক্লবৈরথ ।

মন্ত্রলভার্থগমনকথা সমাগিহোচ্যতে ॥

এবং কাব্যমন্ত্রসামর্থ্যবশাদ্দেবেষু গতেষু ততো দৈত্যানাহুয় কাব্য উবাচেত্যাহ তথা-  
গতেষু ॥ ১—২ ॥

ন চান্তথেষুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তস্মাৎসৈতয়া বিদ্যায়ানয়া সামগ্র্যা তেষাং পরাজয়ো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ ন মে  
মন্ত্রবলমিতি । সুরানধ সুরানপি জ্যেতুং সমর্থ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া সময় পরিহার পূর্বক  
প্রস্থান করিলে, শুক্রাচার্য্য দানবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দমুজগণ ! পূর্ব  
প্রজাপতি ব্রহ্মা যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥  
জনার্দন বিষ্ণু দৈত্যবধে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকেই নিহত করিবেন । পূর্ব তিনি  
বারাহরূপ ধারণ করিয়া অনুরবর হিরণ্যাক্ষকে যেম্নপে সংহার করিয়াছিলেন, নৃসিংহ  
মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক হিরণ্যকশিপুকে যেম্নপে নিহত করিয়াছিলেন ; একপে, সেইরূপে  
উৎসাহাবিত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২-৩ ॥ একপে, আমার  
মন্ত্রবল হরির নিকট সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইবে না । আর আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিলে  
পর তবে তোমরা সুরগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ; অতএব, হে দানবোত্তমগণ !  
কিছুকাল প্রতীক্ষা কর আমি অদ্যই মন্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাদেবের, নিকট গমন

প্রাপ্য মন্ত্রাশ্বহাদেবাদাগমিষ্যামি সাম্প্রতম্ ।

যুগ্মভ্যং তান্ প্রদাস্তামি যথার্থদানবোক্তমাঃ ! ॥ ৬ ॥

দৈত্য্য উচুঃ ।

পরাজিতাঃ কথং শ্বাতুং পৃথিব্যাং মুনিসত্তম ! ।

শক্তা ভবামোহপ্যবলাস্তাবৎ কালং প্রতীক্ষিতুম্ ॥ ৭ ॥

নিহতা বলিনঃ সর্বৈ কেচিচ্ছিষ্টাশ্চ দানবাঃ ।

নাদ্য যুক্তাশ্চ সংগ্রামে শ্বাতুমেবং সুখাবহাঃ\* ॥ ৮ ॥

শুক্র উবাচ ।

যাবদহং মন্ত্রবিদ্যামানয়িষ্যামি শঙ্করাৎ ।

তাবদ্ববুদ্ধিঃ শ্বাতব্যং তপোযুক্তৈঃ শমাস্বিতৈঃ ॥ ৯ ॥

সামদানাদয়ঃ প্রোক্তা বিদ্বদ্ভিঃ সময়োচিতাঃ ।

দেশং কালং বলং বীরৈর্জ্ঞাত্বা শক্তিবলং বুধৈঃ ॥ ১০ ॥

সেবাথ সময়ে কার্য্যা শত্রুণাং শুভকাম্যয়া ।

অশক্ত্যুপচয়ে কালে হস্তব্যাস্তে মনীষিভিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি দৈত্যবাক্যং শ্রুত্বা শুক্র আহ যাবদহমিতি ॥ ৯—১২ ॥

করিব ॥ ৪—৫ ॥ অনন্তর, আমি সেই স্থান হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সত্বরই প্রত্যাগমন করিতেছি । হে দানবোক্তমগণ ! আমি সেই মন্ত্রবলে তোমাদিগকে যথার্থরূপে রক্ষা করিব ॥ ৬ ॥

দৈত্যগণ কহিল, মুনিবর ! আমরা পরাজিত ও দুর্বল হইয়াছি, এক্ষণে অবনীতে অবস্থান পূর্বক তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ৭ ॥ আমাদের মধ্যে যাহারা বলশালী ছিলেন, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন, আমরা এক্ষণে স্বল্পমাত্র দানব অবশিষ্ট আছি । এরূপ অবস্থায় আমাদের সময়ে অবস্থান যুক্তিযুক্ত ও শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে না ॥ ৮ ॥

শুক্র কহিলেন, আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্রবিদ্যা-গ্রহণ করিয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল তোমরা শাস্তিসম্বিত ও তপস্তার নিযুক্ত হইয়া অবস্থিতি কর ॥ ৯ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, বীরগণ সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়কে সমযানুসারে দেশ, কাল, বল ও সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন ॥ ১০ ॥ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সময়ের গতি অনুসারে শত্রুগণেরও সেবা করিবে ; কিন্তু, যখন দেখিবে যে, নিজ শক্তির সম্যক বৃদ্ধি হইয়াছে তখন শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইবে ॥ ১১ ॥

\* নাদ্য যুক্তা সংগ্রামে দৃষ্টমেব সুখাবহম্ । ইতি বা পাঠঃ ।



তদদ্য বিনয়ং কৃত্বা সামপূৰ্ব্বং ছলেন বৈ ।

তিষ্ঠধ্বং স্বনিকেতেষু মদাগমনকাজ্জয়া ॥ ১২ ॥

প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি দানবাঃ ।

মুধ্যামহে পুনর্দেবান্মাত্রমাস্থায় বৈ বলম্ ॥ ১৩ ॥

ইতু্যক্তাথ ভৃগুস্তেভ্যো জগাম কৃতনিশ্চয়ঃ ।

মহাদেবং মহারাজ ! মন্ত্রার্থং মুনিসত্তমঃ ॥ ১৪ ॥

দানবাঃ প্রেষয়ামাস্থঃ প্রহ্লাদং সুরসন্নিধৌ ।

সত্যবাদিনমব্যগ্রং সুরাণাং প্রত্যয়প্রদম্ ॥ ১৫ ॥

প্রহ্লাদস্ত সুরান্ প্রাহ প্রশয়াবনতো নৃপঃ ।

অসুরৈঃ সহিতস্তত্র বচনং নত্নতায়ুতম্ ॥ ১৬ ॥

ন্যস্তশত্ৰা বয়ং সর্বৈ নিঃসন্মাহাস্তথৈব চ ।

দেবাস্তপশ্চরিষ্যামঃ সংব্রতা বন্ধুলৈযুতাঃ ॥ ১৭ ॥

প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা সত্যাভিব্যাহতং তু তৎ ।

ততো দেবা ন্যবর্তন্ত বিজ্বরা মুদিতাশ্চ তে ॥ ১৮ ॥

মাত্রং মন্ত্রজ্ঞত্বং বলমাস্থায়াপ্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভৃগুভৃগুপুত্রঃ শুক্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কাব্যে গতে দেবা আগত্যাস্থাশয়িব্যক্তীতি ভিয়া সামার্থং প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাস্থরিত্যাহ দানবা ইতি ॥ ১৫ ॥

নত্নতায়ুতং নত্নমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নিঃসন্মাহা যুদ্ধার্থং নিরুদ্যোগাঃ অতো যুয্যতির্দৈবঃ বিহার্য দয়া বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অতএব এক্ষণে বিনয়সহকারে ছল প্রকাশ পূর্বক সাম অবলম্বন করিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া নিজ নিকেতনে অবস্থান কর ॥ ১২ ॥ হে দানবগণ ! আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ পূর্বক আগমন করিলে তখন মন্ত্রবলসম্বিত হইয়া পুনর্বার দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব ॥ ১৩ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য এই বলিয়া মন্ত্র আনয়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥ এদিকে দানবগণ সন্ধি করিবার নিমিত্ত সত্যবাদী, সুস্থিরচিত্ত, বিশেষতঃ সুরগণের বিশ্বাসপ্রদ প্রহ্লাদকে সুরগণের সন্নিধানে, প্রেরণ করিল ॥ ১৫ ॥ রাজবর প্রহ্লাদ অসুরগণের সহিত বিনয়াবনত হইয়া অতি বিনয়সহকারে দেবগণকে এইরূপ বাক্য বলিলেন ॥ ১৬ ॥ অমরগণ ! এক্ষণে আমরা সকলেই অস্ত্র ও বর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছি । এক্ষণে আমরা বকল ধারণ পূর্বক তপস্তার অন্তর্ধান করিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ॥ ১৭ ॥ দেবগণ প্রহ্লাদের সেই সত্যবচন শ্রবণ করিয়া গুরু হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সংগ্রাম-

শ্রুতশস্ত্রেষু দৈত্যেষু বিনিবৃত্তাস্তদা সুরাঃ ।

বিশ্রব্বাঃ স্বগৃহান্ গত্বা ক্রীড়াসক্তাঃ স্বেসংস্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

দৈত্যা দম্বঃ সমালম্ব্য তাপসান্তপিসংযুতাঃ ।

কশ্যপশ্চাচ্চামে বাসং চক্ৰুঃ কাব্যাগমেচ্ছয়া ॥ ২০ ॥

কাব্যো গত্বাথ কৈলাসং মহাদেবং প্রণম্য চ ।

উবাচ বিভুনা পৃষ্ঠঃ কিং তে কার্যমিতি প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শুক্র উবাচ ।

মন্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব ! যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ ।

পরাজয়ায় দেবানামসুরাণাং জয়ায় চ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মৈ সৰ্ব্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ শিবঃ ।

চিন্তয়ামাস মনসা কিং কর্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ২৩ ॥

সুরেষু দ্রোহবুদ্ধ্যাসৌ মন্ত্রার্থমিহ সাস্প্রতম্ ।

প্রাপ্তঃ কাব্যো গুরুস্তেষাং দৈত্যানাং বিজয়ায় চ ॥ ২৪ ॥

রক্ষণীয়া ময়া দেবা ইতি সঙ্কিন্ত্য শঙ্করঃ ।

ভুঙ্করং ব্রতমভ্যুগ্রং তমুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

সত্যমভিব্যাহতং ভাষণং প্রহ্লাদস্ত তচ্ছ্রুত্বা দেবা শ্রবর্তন্ত যুদ্ধাদিতি শেষঃ । মুদিতাশ্চা-  
ভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

তপিসংযুতাঃ তপঃক্রিয়াযুক্তাঃ ॥ ২০—২১ ॥

জনিত ভূঃখ সস্তাপ বিসর্জন পূৰ্বক আনন্দিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যগণ, শত্রু পরিত্যাগ  
করিলে দেবগণ বুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে গৃহে গমন পূৰ্বক স্থিরচিত্তে আশ্রয়  
প্রমোদে রত হইলেন ॥ ১৯ ॥ দৈত্যগণ ও দম্ব অবলম্বন পূৰ্বক তপোনিরত তাপস হইয়া  
কাব্যের আগমন আকাঙ্ক্ষায় কশ্যপের আশ্রমে বাস করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এদিকে, শুক্রা-  
চার্য্য কৈলাসে গমন পূৰ্বক মহাদেবকে প্রণাম করিলে মহেশ্বর তাহার আগমন প্রয়োজন  
জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন কাব্য কহিলেন, দেব ! যে সকল মন্ত্র বৃহস্পতির নিকট নাই,  
আমি দেবগণের পরাজয় ও অসুরগণের জয়ের নিমিত্ত, সেই সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতে  
কামনা করিতেছি ॥ ২১—২২ ॥

রাজন্ ! কল্যাণপ্রদ সৰ্ব্বজ্ঞ মহাদেব, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ‘অতঃপর কি  
কর্তব্য’ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে,  
দৈত্যশুক্র শুক্র সুরগণের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবে এইরূপ বুদ্ধি করিয়া, অসুরগণের

পূর্ণং বর্ষমহত্ৰস্তু কণধুমমবাক্শিরাঃ ।

যদি পাস্তুমি ভদ্রং তে ততো মজ্জানবাপ্যসি ॥ ২৬ ॥

ইত্যাভোহসৌ প্রণম্যোশং বাটমিত্যব্রবীদচঃ ।

ত্রতং চরাম্যহং দেব হ্রস্বাক্ষপ্তঃ সুরেশ্বর ! ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভ্রা শঙ্করং কাব্যশ্চকার ত্রতযুক্তমম ।

ধূমপানরতঃ শান্তো মজ্জার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ততো দেবাঃ পরিজ্ঞায় কাব্যং ত্রতরতং তদা ।

দৈত্যান্ দন্তুরতাংশৈচব বভূবুর্মজ্জতৎপরাঃ ॥ ২৯ ॥

বিচার্য মনসা সর্বৈ সংগ্রামায়োদ্যতা নৃপ ! ।

যযুর্ধৃতায়ুধাস্তত্র যত্র তে দানবোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥

তানাগতান্ সমীক্ষ্যথ সাযুধান্দংশিতাংস্তথা ।

আসংস্তে ভয়সংবিগ্না দৈত্যা দেবান্ সমন্ততঃ ॥ ৩১ ॥

অমুরাণাং জগায় চেতি । প্রভুঃ শুক্রাচার্য্য উবাচেতি শেষঃ ॥ ২২—২৫ ॥

অবাক্শিরাঃ সন্ কণধুমং যদি পাস্তুমীত্যর্থঃ । এতদ্ব্রতং কঠিনমগ্নং ন করিষ্যতি ততো  
মজ্জানপি ন দাস্তামীতি ভাবঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

মজ্জতৎপরা বিচারনিষ্ঠাঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

বিজয়ের নিমিত্ত আমার নিকট মজ্জগ্রহণ মানসে আগমন করিয়াছে ॥২৩—২৪॥ কিন্তু, দেব-  
গণকে রক্ষা করা আমার একান্ত কর্তব্য ; তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া কাব্যকে এক  
হুঙ্কর ত্রতের অন্তর্ধান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, পূর্ণ সহস্র বৎসর উর্দ্ধপদ ও  
নিম্নশিরাঃ হইয়া যদি কণধুম ( তুষের ধূম ) পান করিতে পার তবে তোমার কামনা পূর্ণ  
হইবে এবং তদ্বারা মজ্জলাভ করিতে পারিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ শুক্রাচার্য্য এইরূপে উক্ত হইয়া  
মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সুরেশ্বর আপনি যেসকল অমুমতি করিতেছেন আমি সেইরূপ  
ত্রতেরই অন্তর্ধান করিব, এই বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন ॥ ২৭ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য মহাদেব নিকটে এইরূপ স্বীকার করত মজ্জজন্তু কৃতনিশ্চয় হইলেন  
এবং শমশুণ অবলম্বন পূর্বক ধূমপানে নিরত হইয়া সেই কঠোরতর অত্যাশ্রম ত্রতের অন্তর্ধান  
করিতে লাগিলেন ॥২৮॥ তদনন্তর দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে ত্রতনিরত ও দৈত্যাদিগকে দন্তযুক্ত  
জানিতে পারিয়া মজ্জপার তৎপর হইলেন ॥২৯॥ হে নরেন্দ্র ! দেবগণ মনে মনে বিচার করিয়া,  
যেখানে দানবপ্রবরগণ অবস্থিতি করিতেছিল, অত্র শত্রু ধারণ পূর্বক সময়ে উদ্যত হইয়া  
সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ দৈত্যগণ, দেবগণকে আযুধ ও কবচ ধারণ পূর্বক



উৎপেতুঃ সহসা তে বৈ সন্নদ্ধান্ ভয়কর্ষিতাঃ ।  
 অববন্ বচনং তথ্যং তে দেবান্ বলদর্পিতান্ ॥ ৩২ ॥  
 অস্তশস্ত্রে ভয়বতি আচার্যো ব্রতমান্বিতে ।  
 দহ্নাভয়ং পুরা দেবাঃ সম্প্রাপ্তা নো জিঘাংশয়া ॥ ৩৩ ॥  
 সত্যং বঃ ক গতং দেবা ধর্মশ্চ শ্রুতিনোদিতঃ ।  
 অস্তশস্ত্রা ন হস্তব্য ভীতাশ্চ শরণং গতাঃ ॥ ৩৪ ॥

দেবা উচুঃ ।

ভবন্তিঃ প্রেথিতঃ কাব্যো মন্ত্রার্থং কুহকেন চ ।  
 তপো জাতং হি যুগ্মাকং তেন যুধ্যামহে ভূশম্ ॥ ৩৫ ॥  
 সজ্জা ভবন্তু যুদ্ধায় সংরক্ষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।  
 শত্রুশিচ্ছেদেণ হস্তব্য এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যা বিচার্য চ পরম্পরম্ ।  
 পলায়নপরাঃ সর্বৈ নির্গতা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৩৭ ॥

উৎপেতুর্দেবান্ প্রতাজ্ঞয়ুঃ । সন্নদ্ধান্ শস্ত্রৈস্তৈর্যুক্তান্ ॥ ৩২ ॥

অস্তশস্ত্রে ইতি । এতেষু পুরা প্রথমমভয়ং দবা পুনর্জিঘাংসযানোহস্মান্ প্রাপ্তা ইদং  
 কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

চারিদিক্ হইতে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ॥ ৩১ ॥ তাহারা দেব-  
 গণকে সহসা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং ভয়ে কাতর হইয়া বলদর্পিত  
 দেবগণকে নাতিগর্ভ বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩২ ॥ দেবগণ ! আমরা অস্ত্র ত্যাগ  
 করিয়াছি, আমাদের আচার্য্যদেব ব্রতনিরত হইয়াছেন, আর আপনারা পূর্বে আমা-  
 দিগকে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তবে কি অস্ত্র এক্ষণে আমাদের নিধন করিবার  
 নিমিত্ত সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ দেবগণ ! আপনাদিগের সত্য ও শ্রুতি-  
 বিহিত ধর্ম কোথায় গেল ? শ্রুতিতে উক্ত আছে যে অস্ত্রশস্ত্র, ভীত ও শরণাগত ব্যক্তি-  
 গণকে বিনাশ করিবে না । সেই ধর্ম আপনারা পরিত্যাগ করিতেছেন কেন ? ॥ ৩৪ ॥

দেবগণ কাহলেন, তোমরা মন্ত্র শিকার নিমিত্ত গুজ্জাচার্য্যকে ছল পূর্বক প্রেরণ  
 করিয়াছ, তোমাদিগের ছষ্টভাব সংযুক্ত তপস্তা আমরা জানিতে পারিয়াছি ; অতএব এক্ষণে,  
 আমরা তোমাদের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব ॥ ৩৫ ॥ তোমরা এখন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত  
 অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া সুসজ্জিত হও । দেখ, 'হিঙ্গ্র পাইলেই শত্রুদিগকে নিহত করিবে'  
 ইহাই সনাতন ধর্ম ॥ ৩৬ ॥

শরণং দানবা জগ্মুর্ভীতাস্তে কাব্যমাতরম্ ।

দৃষ্ট্বা তানতিসমুপ্তানভয়ং চ দদাবথ ॥ ৩৮ ॥

কাব্যমাতোবাচ ।

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ ।

মৎসন্নিধৌ বর্তমানাস্ম ভীৰ্ভবিভুমহিতি ॥ ৩৯ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যাঃ স্থিতাস্তত্র গতব্যথাঃ ।

নিরায়ুধা হসন্ত্রাস্তাস্তত্রাশ্রমবরেহসুরাঃ ॥ ৪০ ॥

দেবাস্তান্ বিদ্রুতান্ বীক্ষ্য দানবাংস্তে পদামুগাঃ ।

অভিজগ্মুঃ প্রসহৈতানবিচার্য বলাবলম্ ॥ ৪১ ॥

তত্রাগতাঃ সুরাঃ সর্বে হস্তং দৈত্যান্ সমুদ্যতাঃ ।

বারিতাঃ কাব্যমাত্রাপি জগ্মুস্তানাশ্রমস্থিতান্ ॥ ৪২ ॥

হন্যমানান্ সুরৈর্দৃষ্ট্বা কাব্যমাতাতিকোপিতা ।

উবাচ সর্বান্ সনিদ্রাংস্তপসা বৈ করোম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতু্যক্ত্বা প্রেরিতা নিদ্রা তানাগত্য পপাত চ ।

সেন্দ্রা নিদ্রাবশং যাতা দেবা মুকবদাস্থিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

কুহকেন কপটেন তেন হেতুনা ভবতাং তপো হৃষ্টভাবেন বর্ত্তত ইত্যন্বাভিষ্ঠাং তেন  
কারণেন হৃষ্টান্ প্রতি হৃষ্টা ভূত্বা বুধ্যামহে যুদ্ধং কুর্শ্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪০ ॥

পদং পদপদ্ধতিমমূলক্য লক্ষীকৃত্য গচ্ছন্তোহভিজগ্মুঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক পরস্পর বিচার  
করিয়া সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৩৭ ॥  
দানবগণ ভীত হইয়া শুক্রমাতার শরণাপন্ন হইলে শুক্রজননী তাহাদিগকে ভয়ে অতিসমুপ্ত  
দর্শন করিয়া অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমাদের ভয় নাই ভয় নাই, দানবগণ !  
তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমরা যখন আমার সন্নিধানে, অবস্থান করিতেছ তখন আর  
ভয়ের বিষয় কিছুই নাই নির্ভয়ে এই স্থানে অবস্থান কর ॥ ৩৮-৩৯ ॥ অসুরগণ তাহার সেই  
বচন শ্রবণ করিয়া উদ্বেগবিহীন হইল এবং আয়ুধশূন্য হইয়াও সেই আশ্রমে ভয়সঙ্কম্প রহিত  
হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ এদিকে, দেবগণ দানবদিগকে পলায়িত দেখিয়া তাহা-  
দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং বলাবল না বুঝিয়া সেই আশ্রমে গমন পূর্বক  
দৈত্যদিগকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন । তখন কাব্যজননী নিবারণ করিলেও দেবগণ  
তাহার বাক্য না শুনিয়া আশ্রমস্থিত দৈত্যদিগকে হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥  
সুরগণ, অসুরগণকে নিহত করিতেছে দর্শন করিয়া শুক্রজননী অতিশয় কষ্টা হইয়া

ইন্দ্রং নিদ্রাজিতং দৃষ্ট্বা দীনং বিষ্ণুরভাষত ।

মাং ত্বং প্রবিশ ভদ্রং তে নয়ে ত্বাঞ্চ স্বরোত্তম ! ॥ ৪৫ ॥

এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ ।

নির্ভয়ো গতনিদ্রশ্চ বভূব হরিরক্ষিতঃ ॥ ৪৬ ॥

রক্ষিতং হরিণা দৃষ্ট্বা শক্রং তত্র গতব্যথম্ ।

কাব্যমাতা ততঃ ক্রুদ্ধা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

মঘবংস্ত্বাং ভক্ষয়ামি সবিষ্ণুং বৈ তপোবলাৎ ।

পশ্যতাং সৰ্বদেবানামীদৃশং মে তপোবলম্ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তো তু তয়া দেবো বিষ্ণুস্ত্রো যোগবিদ্যায়া ।

অভিভূতো মহাত্মানো স্ত্রকো তো সন্মভূবতুঃ ॥ ৪৯ ॥

বিস্মিতাস্তু তদা দেবা দৃষ্ট্বা তাবভিবাধিতৌ ।

চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ততস্তে দীমমানসঃ ॥ ৫০ ॥

ক্রোশমানান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং প্রাহ শচীপতিঃ ।

বিশেষেণাভিভূতোহস্মি ত্বতোহহং মধুসূদন ! ॥ ৫১ ॥

সনিদ্রান্নিদ্রাযুক্তানিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

হে ইন্দ্র মাং প্রবিশ ত্বামহমন্ত্রত্ব নয়ে প্রাপয়ামি ভদ্রং তেহস্ত তবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৮ ॥

যোগবিদ্যায়া তস্তা যোগজশক্ত্যা ॥ ৪৯—৫০ ॥

কহিলেন, আমি তপোবলে এক্ষণেই দেবগণকে নিদ্রাগত করিব ॥ ৪৩ ॥ তিনি এই বলিয়া নিদ্রাকে প্রেরণ করিলেন, নিদ্রা যাইয়া দেবদিগকে মোহিত করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিল। তখন দেবগণ ইন্দের সহিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মুকের স্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্রকে নিদ্রাধারা পরিত্যক্ত ও দীন দর্শন করিয়া কহিলেন, স্বরোত্তম ! তুমি আমাতে প্রবেশ কর; ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি তোমাকে অস্ত্রত্ব লইয়া বাইব ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্র এইরূপে উক্ত হইয়া বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন হরিকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পুরন্দর বিগতনিদ্র ও নির্ভয় হইলেন ॥ ৪৬ ॥ দেবরাজ, হরিরক্ষিত ও বিগতব্যথ হইল দেখিয়া কাব্যমাতা ক্রুদ্ধা হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্র ! আমি আজ তপোবলে বিষ্ণুর সহিত তোমাকে ভক্ষণ করিব সমস্ত দেবগণ তাহা দর্শন করিবে। ইন্দ্র ! তুমি আমার তপোবল এইরূপই জানিবে ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শুক্রমাতা এইরূপ কহিলে বিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েই যোগবিদ্যায় অভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ॥ ৪৯ ॥ দেবগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত অভিভূত ও পীড়িত



জহেনাং তরসা বিক্ষেপা ! যাবম্মৌ ন দহেৎ প্রভো ! ।

তপসা দর্পিতাং দুষ্টাং মা বিচারয় মাধব ! ॥ ৫২ ॥

ইত্যাভ্যুতগো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শক্রেন ব্যথিতেন চ ।

চক্রং সম্মার তরসা ঘৃণাং ত্যক্ত্বাথ মাধবঃ ॥ ৫৩ ॥

স্মৃতমাত্রং তু সম্প্রাপ্তং চক্রং বিষ্ণুবশানুগম্ ।

দধার চ করে ক্রুদ্ধো বধার্থং শক্রনোদিতঃ ॥ ৫৪ ॥

গৃহীত্বা তৎ করে চক্রং শিরশ্চিচ্ছেদ রংহসা ।

হতাং দৃষ্ট্বা তু তাং শক্রো মুদিতশ্চাভবত্তদা ॥ ৫৫ ॥

দেবাশ্চাতীবসন্তুষ্ठा হরিং জয় জয়েতি চ ।

তুষ্ঠুবুর্মুদিতাঃ সর্বৈ সঞ্জাতা বিগতজ্বরাস্তাঃ ॥ ৫৬ ॥

ইন্দ্রাবিস্কু তু সঞ্জাতৌ তৎক্ষণাদ্বিগতব্যথৌ ।

জীবধাচ্ছঙ্কমানৌ তু ভৃগোঃ শাপং দুরত্যয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
শুক্ৰাচার্য্যস্য মন্ত্রলাভার্থং মহাদেবসমীপগমনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অভিভূতোহশঙ্কঃ ॥ ৫১—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত দীনমানস হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ শচীপতি, দেবগণকে আর্তনাদ করিতে দেখিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, হে গধু-  
সুদন ! আমি আপনার অপেক্ষা বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব ! আর  
বিচারের প্রয়োজন নাই এই তপোদর্পিতা দুষ্টা আমাদিগকে যাবৎ দগ্ধ না করে, তন্মধ্যেই  
সত্বর ইহাকে বিনাশ করুন ॥ ৫২ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, অতিপীড়িত শক্র কর্তৃক এইরূপে  
অভিহিত হইয়া জীবধজনিত ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্বক সত্বর সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৩ ॥  
বিষ্ণুর বশীভূত চক্র স্মরণ যাত্রাই উপস্থিত হইল ; তখন ইন্দ্রের প্রবর্তনায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগ-  
বান্ চক্র ধারণ করিলেন এবং গ্রহণান্তর ক্রোধভরে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া শুক্রমাতার  
শিরশ্ছেদ করিলেন । তদর্শনে ইন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ দেবগণ ও  
বিগতসন্তাপ, হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া জয় জয় শব্দে হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ ইন্দ্র  
ও বিষ্ণু তখন সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইলেন ; কিন্তু, ভৃগুর নিদাক্রণ দুরতিক্রমণীয়  
শাপের কথা মনে করিয়া অত্যন্ত শঙ্কা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রলাভ জন্ত মহাদেবসমীপ-  
গমন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা স্ত্রীবধং ঘোরং চুক্রোধ ভগবান্ ভৃগুঃ ।  
বেপমানোহতিদুঃখার্তঃ প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১ ॥

ভৃগুরুবাচ ।

অকৃতং তে কৃতং বিষ্ণো ! জানন্ পাপং মহামতে ! ।  
বধোহয়ং বিপ্রজাতায়া মনসা কৰ্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ২ ॥  
আখ্যাতস্ত্বং সত্ত্বগুণঃ স্মৃতো ব্রহ্মা চ রাজসঃ ।  
তথাসৌ তামসঃ শত্রুর্বিপরীতং কথং স্মৃতম্ ॥ ৩ ॥  
তামসস্ত্বং কথং জাতঃ কৃতং কৰ্ম্মাতিনিন্দিতম্ ।  
অবধ্যা স্ত্রী ত্বয়া বিষ্ণো ! হতা কস্মিন্নিরাগসা ॥ ৪ ॥  
শপামি ত্বাং দুরাচারং কিমন্যৎ প্রকরোমি তে ।  
বিধুরোহহং কৃতঃ পাপ ! ত্বয়াহং শত্রুকারণাৎ ॥ ৫ ॥

একোনবষ্ট্লোকৈস্ত বিষ্ণোঃ শাপাভ্যন্তরম্ ।

প্রোবিতা শুক্রসেবার্ধং জরস্তীতি নিগদ্যতে ॥

ভৃগুপত্নীবধানস্তরং জাতং কৃত্যমাহ তং দৃষ্টেতি ॥ ১ ॥  
অকৃতমিতি । তে ত্বয়া অকৃতমকার্য্যং কৃতমিত্যর্থঃ । বিপ্রজাতায়া বিপ্রকন্তায়া অয়ং বধে  
মনসাপি কৰ্ত্তুমক্ষমঃ স ত্বয়া সাক্ষাৎ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥  
কথং স্মৃতং কথং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! অনন্তর ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুর স্ত্রীবধরূপ নিদারুণ  
পাপকার্য্য দর্শন করিয়া ক্রোধে কস্মিন্নিত হইতে লাগিলেন এবং অতিশয় দুঃখার্ত হইয়া  
মধুসূদনকে কহিলেন ॥ ১ ॥ মধুসূদন ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ হইয়া এবং জানিয়া শুনিয়াও  
এই অকার্য্য করিলে ; কি আশ্চর্য্য ! এই বিপ্রকন্তার বধ একবার মনে ধারণ করিতেও  
সমর্থ হওয়া যায় না আর তুমি তাহা সাক্ষাৎ সম্পাদন করিলে ॥ ২ ॥ দেব ! মহর্ষিগণ  
তোমাকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ব্রহ্মাকে রজোগুণযুক্ত এবং শত্রুকে তমোগুণসম্পন্ন কহিয়া  
থাকেন, তবে এক্ষণে তাহার বিপরীত হইল কেন ? ॥ ৩ ॥ তুমি কিজন্য তমোগুণযুক্ত  
হইয়া অতি নিন্দিত কৰ্ম্ম করিলে ? বিষ্ণু ! স্ত্রীজাতি অবধ্যা ইহা লোক-প্রসিদ্ধ, তবে বিন  
অপরাধে এই অবলা নারীকে কেন বিনাশ করিলে ॥ ৪ ॥ তুমি অত্যন্ত নিন্দিত কার্য্যের

ন শপেহং তথা শক্রং শপে ত্বাং মধুসূদন ! ।  
 সদা ছলপরোহসি ত্বং কীটযোনির্দুরাশয়ঃ ॥ ৬ ॥  
 যে চ ত্বাং সাত্ত্বিকং প্রাহন্তে মূর্খা মুনয়ঃ কিল ।  
 তামসস্ত্বং দুরাচারঃ প্রত্যক্ষং মে জনাৰ্দ্দন ! ॥ ৭ ॥  
 অবতারা মৃত্যুলোকে সন্তু মচ্ছাপসম্ভবাঃ ।  
 প্রায়ো গৰ্ভভবং দুঃখং ভুঙ্ক্ষু পাপাজ্জনাৰ্দ্দন ! ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তেনাথ শাপেন নষ্টে ধর্ম্মে পুনঃপুনঃ ।  
 লোকস্ত চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেষ্বিহ ॥ ৯ ॥

রাজোবাচ ।

ভৃগুভার্য্যা হতা তত্র চক্রেণামিততেজসা ।  
 গার্হস্থ্যঞ্চ পুনস্তস্মৈ কথং জাতং মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শপ্তা হরিং রোষাত্তদাদায়শিরস্বরন্ ।  
 কায়ো সংযোজ্য তরসা ভৃগুঃ প্রোবাচ কার্য্যবিৎ ॥ ১১ ॥

কীটযোনিঃ কৃকসর্প ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥

যৎ পৃষ্টং ভৃগুশাপঃ কথং জাত ইতি সা কথাত্ত সমাপিতা তদুপসংহরতি তত-  
 স্তেনাথেতি । ধর্ম্মে নষ্টে সত্যীত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

আচরণ করিয়াছ ; এক্ষণে আমি তোমার আর কি করিব ? তোমার অভিশাপ প্রদান  
 করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হইতেছে । পাপিষ্ঠ ! তুমি ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাকে অতিশয়  
 দুঃখান্বিত ও কাতর করিয়াছ ? আমি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিব না, তুমি নিয়তই  
 কপটভাবে অবলম্বন এবং কৃকসর্পের দ্বারা ব্যবহার করিয়া থাক ; তুমি অত্যন্ত ছষ্টাশয়, আমি  
 তোমাকেই অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ৫—৬ ॥ জনাৰ্দ্দন ! যে সকল মুনিগণ, তোমাকে সম্বন্ধে  
 সম্পন্ন বলে তাহারা অতিশয় মূর্খ ; তুমি যে অতিশয় দুরাচার অদ্য আমি তাহা প্রত্যক্ষ  
 করিলাম ॥ ৭ ॥ বিষ্ণু ! তুমি আমার অভিশাপে মর্ত্যালোকে বহবার অবতীর্ণ হইয়া পাপ-  
 কর্ম্মের ফলস্বরূপ প্রায়ই গৰ্ভবস্তুনা ভোগ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ রাজন্ ! ভগবান্  
 বিষ্ণু সেই শাপবশেই ধর্ম্মনষ্ট হইলে লোকের হিতের নিমিত্ত এই মৃত্যুলোকে পুনঃ পুনঃ  
 অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! তেজঃ-পুত্রশালি চক্রেদ্বারা ভৃগুভার্য্যা তথায় নিহত হইলে  
 সেই মহাত্মার পুনর্বার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম কিরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল ? ॥ ১০ ॥



অদ্য ত্বাং বিষ্ণুনা দেবি ! হতাং সঞ্জীবয়াম্যহম্ ।  
 যদি কৃৎনো ময়া ধর্মো জায়তে চরিতোহপি বা ॥ ১২ ॥  
 তেন সত্যেন জীবতে যদি সত্যব্রুবীম্যহম্ ।  
 পশুন্তু দেবতাঃ সর্বা মম তেজো বলং মহৎ ॥ ১৩ ॥  
 অস্তিত্বাং প্রোক্য শীতাভিজীবয়ামি তপোবলাৎ ।  
 সত্যং শৌচং তথা বেদা যদি মে তপসো বলম্ ॥ ১৪ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

অস্তিঃ সম্প্রাক্ষিতা দেবী সদ্যঃ সঞ্জীবিতা তদা ।  
 উখিতা পরমপ্রীতা ভৃগোভার্যা শুচিস্মিতা ॥ ১৫ ॥  
 ততস্তাং সর্বভূতানি দৃষ্ট্বা স্তুতোখিতামিব ।  
 সাধু সাধ্বিতি তং তাং তু ভূকুর্বুঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ১৬ ॥  
 এবং সঞ্জীবিতা তেন ভৃগুণা বরবর্ণিনী ।  
 বিস্ময়ং পরমং ভৃগুর্দেবাঃ সেন্দ্রা বিলোক্য তৎ ॥ ১৭ ॥

অদ্য ত্বামিতি বাক্যং বৌদ্ধজীবনং প্রত্যক্ষানন্ত মৃতত্বাদিত্যুক্তা মনসি সঙ্কল্পং কৰোতি  
 যদীতি ॥ ১২ ॥

যদি সত্যমিতি । যদি চাহং সত্যব্রুবীমি তেন সত্যেন তেন ধর্মোচরণেন চেয়ং জীব-  
 দিতি মনসি সঙ্কল্পং কৃৎনো দেবান্ বদতি পশুন্তি ॥ ১৩—১৫ ॥

তং ভৃগুম্ । তাং তৎপত্নীম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! কার্যবিদ্ ভৃগু, রোষভরে হরিকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান  
 করিয়া পরে সেই হ্রিন্ন মন্তক গ্রহণ করত সম্মুখ দেহোপরি সংযোজন পূর্বক কহিলেন ॥১২॥  
 দেবি ! অদ্য বিষ্ণু তোমাকে নিহত করিয়াছেন, আমি তোমাকে এখনই জীবিত করি-  
 তেছি । যদি আমি সমস্ত ধর্মই অবগত হইয়া থাকি, যদি আমি ধর্মসমূহের আচরণ করিয়া  
 থাকি, যদি আমি সত্যই সত্য কহিয়া থাকি, তবে সেই ধর্মবলে তুমি জীবন লাভ কর ।  
 সমস্ত দেবতাগণ আমার তেজোবল দর্শন করুক । যদি আমার সত্য, বেদাধ্যয়ন ও  
 বেদজ্ঞান থাকে, যদি আমার তপোবল থাকে, তবে তোমাকে অভিমন্ত্রিত শীতলজল দ্বারা  
 প্রোক্ষিত করিয়া তপোবলে এইকণেই জীবিত করিব ॥ ১২—১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভৃগুকর্তৃক বারিধারা সম্প্রোক্ষিত হইয়া ভৃগুভার্যা তৎকণাৎ  
 জীবন লাভ করিয়া উখিত হইলেন এবং পরমপ্রীতি লাভ করিয়া ঈষৎ হাস্ত করিতে লাগি-  
 লেন ॥১৫॥ তখন সমস্ত জীবগণ তাঁহাকে স্তুতোখিতের স্তায় দর্শন করিয়া ভৃগুকে ও তাঁহাকে  
 চারিদিক হইতে সাধু সাধু বলিয়া স্তব করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥ রাজন্ ! এইরূপে সেই বরবর্ণিনী  
 ভৃগু হইতে জীবন লাভ করিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

ইন্দ্রঃ স্বরানথোবাচ মুনিনা জীবিতা সতী ।

কাব্যস্তপ্তা তপো ঘোরং কিং করিষ্যতি মন্ত্রবিৎ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

গতা নিদ্রা সুরেন্দ্রশ্চ দেহেহন্ধেমমভূতপ ! ।

শ্রুত্বা কাব্যশ্চ বৃদ্ধান্তং মন্ত্রার্থমতিদারুণম্ ॥ ১৯ ॥

বিমুশ্চ মনসা শক্ৰো জয়ন্তীং স্বহৃতাং তদা ।

উবাচ কন্যাং চার্বক্ষীং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২০ ॥

গচ্ছ পুত্রি ! ময়া দত্তা কাব্যায় ত্বং তপস্বিনে ।

সমারাধয় তদ্বক্ষি ! মৎকৃতে তং বশং কুরু ॥ ২১ ॥

উপচারৈর্মুনিং তৈস্তৈঃ সমারাধ্য মনঃপ্রিয়ৈঃ ।

ভয়ং মে তরসা গত্বা হর তত্র বরাশ্রমে ॥ ২২ ॥

স। পিতুর্বচনং শ্রুত্বা তত্রাগচ্ছন্ননোরমা ।

তমপশ্যদ্বিশালাক্ষী পিবন্তং ধূমমাশ্রমে ॥ ২৩ ॥

তশ্চ দেহং সমালোক্য শ্রুত্বা বাক্যং পিতুস্তদা ।

কদলীদলমাদায় বীজয়ামান তং মুনিম্ ॥ ২৪ ॥

কিং করিষ্যতীতি । প্রথমতোহস্মাৎ ক্রোধেনৈব গতস্ততো মাতৃবধং শ্রুত্বা দ্বিগুণত-  
ক্রোধেন কিং করিষ্যতি ন জানে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অন্ধেমমিতি ছেদঃ । মন্ত্রার্থং মন্ত্রপ্রাপ্ত্যর্থমতিদারুণমধোমুখতয়া ধূমপানাদিকম্ ॥ ১৯-২১ ॥

হইলেন ॥ ১৭ ॥ তখন ইন্দ্র দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ ! এক্ষণে ত শুক্রজননী ভৃগুকর্ষক  
জীবম লাভ করিল ; কিন্তু, শুক্রাচার্য্য ঘোরতর তপস্তা করিয়া মন্ত্রলাভ করিলে না জানি  
তিনি আমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিবেন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরেন্দ্র ! তখন দেবরাজের সেই নিদ্রাক্রপিনী মারা বিগত হইলেও  
শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই অতি দারুণ তপস্তা-বৃদ্ধান্ত স্বরণ করিয়া তাঁহার দেহে  
অশ্রুখের সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর, সুরপতি মনে মনে বিবেচনা করিয়া নিম্নতমরা  
তবক্ষী জয়ন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সন্মিত বচনে কহিলেন ॥ ২০ ॥ তনয়ে ! আমি তোমাকে  
শুক্রাচার্য্যের সেবার নিয়োজিত করিলাম, হে তবক্ষি ! তথায় গমন করিয়া আমার কার্য্য  
সাধনের নিমিত্ত সেই তপস্চারী শুক্রকে আরাধনা করিয়া বশীভূত কর । সেই উত্তম আশ্রমে  
সদায় গমন করিয়া যে যে কার্য্য দ্বারা মুনির মন পরিতুষ্ট হইবে, সেই সেই প্রিয়কার্য্য অশ্রু-  
ষ্ঠান দ্বারা তুমি তাঁহার আরাধনা করিয়া আমার ভয় হরণ কর ॥ ২১—২২ ॥ সেই বিশালাক্ষী  
মনোরমা জয়ন্তী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া

নির্মলং শীতলং বারি সমানীয় সুবাসিতম্ ।  
 পানায় কল্পয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া লঘু ॥ ২৫ ॥  
 ছায়াং বস্ত্রাতপত্রেণ ভাস্করে মধ্যগে সতি ।  
 রচয়ামাস তদ্বঙ্গী স্বয়ং ধর্ম্মে স্থিতা সতী ॥ ২৬ ॥  
 ফলান্ধানীয় দিব্যানি পক্কানি মধুরাণি চ ।  
 মুমোচাগ্রে মুনেন্দ্রস্য ভক্ষ্যার্থং বিহিতানি চ ॥ ২৭ ॥  
 কুশাঃ প্রাদেশমাত্রা হি হরিতাঃ শুকসন্নিভাঃ ।  
 দধারাগ্রেহথ পুষ্পাণি নিত্যকর্ম্মসমৃদ্ধয়ে ॥ ২৮ ॥  
 নিদ্রার্থং কল্পয়ামাস সংস্করং পল্লবান্বিতম্ ।  
 তস্মিন্মুনৌ চাদরস্থা চকার ব্যজনং শনৈঃ ॥ ২৯ ॥  
 হাবতাবাদিকং কিঞ্চিদ্বিকারজননঞ্চ তৎ ।  
 ন চকার জয়ন্তী সা শাপভীতা মুনেন্দ্রদা ॥ ৩০ ॥  
 স্তুতিং চকার তদ্বঙ্গী গীর্ভিস্তস্য মহাত্মনঃ ।  
 সুভাষিণ্যনুকূলাভিঃ প্রীতিকর্ত্নীভিরপ্যুত ॥ ৩১ ॥  
 প্রবুদ্ধে জলমাদায় দধারাচমনায় চ ।  
 মনোহনুকূলং সততং কুর্বন্তী ব্যচরন্তদা ॥ ৩২ ॥

---

তত্র গতা মে ভয়ং হরেত্যর্থঃ ॥ ২২—৩৫ ॥

---

দেখিতে পাইল যে, শুক্রাচার্য্য আশ্রমে তপস্তায় নিরত থাকিয়া ধূমপান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥  
 শুক্রাচার্য্যের দেহ অবলোকন এবং পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া জয়ন্তী কদলীদল আনয়ন  
 পূর্ব্বক তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ বুদ্ধিশালিনী জয়ন্তী অব্যগ্রা থাকিয়া নির্মল,  
 সুশীতল ও সুবাসিত বারি আনয়ন পূর্ব্বক পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার পানের নিমিত্ত  
 ধীরে ধীরে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৫ ॥ সেই সুন্দরী জয়ন্তী স্বয়ং ধর্ম্মে নিযুক্তা থাকিয়া এইরূপে  
 শুক্রাচার্য্যের সেবা করিতে লাগিলেন । যখন মার্ত্তণ্ডদেব মন্তকোপরি গমন করিতেন তখন  
 বস্ত্র দ্বারা তাঁহার মন্তকোপরি আতপত্র রচনা করিয়া ছায়া করিয়া দিতেন ॥ ২৬ ॥ মুনির ভক-  
 তের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত দিবা সুপক ও সুমধুর ফল সকল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে  
 রাখিয়া দিতেন ॥ ২৭ ॥ তাঁহার নিত্যকর্ম্ম সমাধানের নিমিত্ত শুকশরীরবৎ হরিষ্র্ণ প্রাদেশ  
 প্রমাণ কুশ এবং পুষ্প সকল তাঁহার অগ্রে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৮ ॥ মুনির নিদ্রার নিমিত্ত  
 কোমল পল্লব সকল দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া রাখিতেন এবং সেই মুনির প্রতি ভক্তিসম্বিতা  
 হইয়া বীজন করিতেন ॥ ২৯ ॥ জয়ন্তী মুনির অভিষাপ ভয়ে ভীত হইয়া কখন হাবতাবাদি



ইন্দ্রোহপি সেবকাংস্তত্র প্রেষসামাস চাতুরঃ ।

প্রবৃতিং জাতুকামো বৈ যুনেস্তস্ত জিতাঅনঃ ॥ ৩৩ ॥

এবং বহুনি বর্ষাণি পরিচর্য্যাপরাভবৎ ।

নির্বিকারা জিতক্রোধা ব্রহ্মচর্য্যপরা সতী ॥ ৩৪ ॥

পূর্নে বর্ষসহস্রে তু পরিভূষ্টো মহেশ্বরঃ ।

বরেণ চন্দয়ামাস কাব্যং প্রীতমনা হরঃ ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

যচ্চ কিঞ্চিদপি ব্রহ্মন্ ! বিদ্যতে ভৃগুনন্দন ! ।

প্রতিপশ্যসি যৎ সর্ব্বং যচ্চ বাচ্যং ন কশ্চিৎ ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বাভিভাবকত্বেন ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।

অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং প্রজেশশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥

য্যাস উবাচ ।

এবং দত্তা বরান্ শম্বুস্তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।

কাব্যস্তামথ সংবীক্ষ্য জয়ন্তীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চ কিঞ্চিদতি। হে ব্রহ্মন্ ! যচ্চ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে লোকে যচ্চ যৎ প্রতিপশ্যসি চক্ষুশা যচ্চ কশ্চিৎ কশ্চাপি বাচ্যং বচনবিষয়ো ন তস্ত সর্ব্বাভিভাবকত্বেন যুদ্ধস্বং ভবিষ্যসীত্যর্থঃ । সর্ব্বজ্ঞতা ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৬—৪২ ॥

মনোবিকারজনক কার্য্য কিছুই করিতেন না ॥ ৩৩ ॥ সেই স্মৃতাধিনী, ক্রশাকী, প্রীতিকর ও অশুকুল বাক্য দ্বারা মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের স্তুতি করিতেন ॥ ৩১ ॥ মুনিবর আগরিত হইলে তাঁহার আচমনের নিমিত্ত জল লইয়া সম্মুখে ধারণ করিতেন । এইরূপে মুনির মনের অশুকুল আচরণ করিয়া জয়ন্তী সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ ভগ্নাতুর ইন্দ্রও সেই জিতে-ক্রিয় মুনির প্রবৃতি জানিবার নিমিত্ত তথায় সেবকগণকে প্রেরণ করিতেন ॥ ৩৩ ॥ এইরূপে ক্রোধবর্জিতা ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা ইন্দ্রতমরা জয়ন্তী বহুকাল শুক্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিলেন ॥ ৩৪ ॥ ক্রমে ক্রমে সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাদেব পরিভূষ্ট ও প্রীতমনা হইয়া বর প্রদানের নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে ব্রহ্মন্ ভৃগুনন্দন ! এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তুমি নেত্রদ্বারা যাহা কিছু দেখিতেছ এবং যাহা কাহারও বচনগোচর নহে তুমি সেই সকলেরই অবিভাবক হইয়া প্রভুত্ব করিবে ও সর্ব্বজ্ঞতা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । তুমি সকল জীবগণেরই অবধ্য এবং প্রজাগণের ঈশ্বর ও বিজ্ঞপ্রেষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬—৩৭ ॥

কাসি কস্তাসি স্ত্রোশি ! ব্রুহি কিং তে চিকীর্ষিতম্ ।  
 কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কার্য্যং বদ বরোরু ! মে ॥ ৩৯ ॥  
 কিং বাঞ্ছসি করোম্যদ্য দুষ্করং চেৎ স্ত্রলোচনে ! ।  
 প্রীতোহস্মি হৃৎকৃতেনাদ্য বরং বরয় স্ত্রভ্রতে !\* ॥ ৪০ ॥  
 ততঃ সা তু মুনিং প্রাহ জয়ন্তী মুদিতাননা ।  
 চিকীর্ষিতং মে ভগবৎসুপসা জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪১ ॥

কাব্য উবাচ ।

জ্ঞাতং ময়া তথাপি ত্বং ব্রুহি যশ্মনসেপ্সিতম্ ।  
 করোমি সর্ব্বথা ভদ্রং প্রীতোহস্মি পরিচর্য্যা ॥ ৪২ ॥  
 জয়ন্ত্যবাচ ।

শক্রস্তাহং স্ত্রুতা ব্রহ্মন্ ! পিত্রা তুভ্যং সমর্পিতা ।  
 জয়ন্তী নামতশ্চাহং জয়ন্তাবরজা মুনে ! ॥ ৪৩ ॥

জয়ন্ত্যাবরজা কনিষ্ঠভগিনী ॥ ৪৩—৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবদেব শঙ্কু এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । তখন শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন । হে স্ত্রোশি ! তুমি কে ? কাহার কস্তা ? তোমার মনের অভিলাষ কি ? কি নিমিত্ত তুমি এখানে আগমন করিয়াছ ? হে বামোরু ! তোমার কার্য্য কি তাহা বল ॥ ৩৮—৩৯ ॥ হে স্ত্রলোচনে ! আমি তোমার কার্য্যে অত্যন্ত শ্রীতিলাভ করিয়াছি, তুমি আমার নিকট কি বাঞ্ছা করিতেছ ? হে স্ত্রভ্রতে ! তুমি বর প্রার্থনা কর, অত্যন্ত দুষ্কর হইলেও তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৪০ ॥ ইহা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখপদ্ম প্রফুল্লিত হইল, তখন স্ত্রভ্রতা বাল্য বিনয় নম্রবচনে তপোধনকে কহিল, ভগবন্ ! আমার মনোরথ আপনি তপোবলে অবগত হউন ॥ ৪১ ॥

কাব্য কহিলেন, আমি তোমার সমোত্তর জানিয়াছি, তথাপি তুমি বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া বল, সর্ব্বথা তোমার মঙ্গল সম্পাদন করিব, আমি তোমার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ৪২ ॥

জয়ন্তী কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি ইন্দ্রের কস্তা জয়ন্তের কনিষ্ঠা ভগিনী ; পিতা আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি আপনাকে সকাৰ্য্য হইয়াছি একগণে আপনি আমার

\* তপসা তব ভক্ত্যা চ মনো মে প্রবনীকৃতম্ । বরং বরয় স্ত্রোশি ! তুষ্টোহস্মি প্রদদাসি তে ॥

ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

সকামান্মি হুয়ি বিভো ! স্নাত্তং কুরু মেহধুনা ।  
রংশ্রে হুয়া মহাভাগ ! ধর্মতঃ প্রীতিপূর্বকম্ ॥ ৪৪ ॥

শুক্ৰ উবাচ ।

ময়া সহ ত্বং স্ত্রোত্রোনি ! দশ বর্ষাণি ভমিনি ! ।  
সর্বৈর্ভূতৈরদৃশ্যা চ রমস্বেহ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৫ ॥

বাস উবাচ ।

এবমুক্তা গৃহং গত্বা জয়ন্ত্যাঃ পাণিমুদ্রহন্ ।  
তয়া সহাবসদেব্যা দশবর্ষাণি ভার্গবঃ ॥ ৪৬ ॥  
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং মায়য়া সংবৃতঃ প্রভুঃ ।  
দৈত্যাস্তমাগতং শ্রুত্বা কৃতার্থং মদ্রসংযুতম্ ॥ ৪৭ ॥  
অভিজগ্ম গৃহে তস্মা মুদিতান্তে দিদৃক্ষবঃ ।  
নাপশ্যন্ রমমাণং তে জয়ন্ত্যা সহ সংযুতম্ ॥ ৪৮ ॥  
তদা বিমনসঃ সর্বৈ জাতা ভগ্নোদ্যমাশ্চ তে ।  
চিন্তাপরাতিদীনাশ্চ বীক্ষমাণাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৯ ॥  
অদৃষ্টা তং স্ত্রসংবৃতং প্রতিজগ্ম যথাগতম্ ।  
স্বগৃহান্ দৈত্যবর্ষ্যাস্তে চিন্তাবিষ্টা ভয়াতুরাঃ ॥ ৫০ ॥

চিন্তাপরাশ্চ তেহতিদীনাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বাহ্য পূরণ করুন। হে মহাভাগ! আমি ধর্মাম্বসারে প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে আপনার সহিত  
রমণ করিব ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৪৩—৪৪ ॥

শুক্ৰাচার্য্য কহিলেন, নিতমিহি ! তুমি দশ বৎসর কাল সকল ভূতের অদৃষ্ট হইয়া  
যদৃচ্ছায় আমার সহিত রমণ কর ॥ ৪৫ ॥

বাস কহিলেন, মহারাজ ! ভার্গব শ্রেষ্ঠ কাব্য এইরূপ কহিয়া গৃহে গমন পূর্বক জয়ন্তীর  
পাণি গ্রহণ করিলেন এবং মায়ায় সংবৃত ও জীবগণের অদৃষ্ট থাকিয়া সেই দেবীর সহিত  
দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুক্ৰাচার্য্য ময়লাভ পূর্বক কৃতার্থ  
হইয়া গৃহে আগত হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং  
তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভদ্রীয় গৃহে অতিগমন করিল। কিন্তু, তিনি জয়ন্তীর  
সহিত রমণ করিতেছিলেন, অতএব অসুরগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না ॥ ৪৬—৪৮ ॥  
তখন তাহারা অত্যন্ত বিমনা ও ভগ্নোদ্যম হইয়া, চিন্তাবিষ্ট ও দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনঃপুন  
তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ মায়াসংবৃত শুক্ৰাচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া



রমমাণং তথা জ্ঞাত্বা শত্রুং প্রোবাচ তং গুরুম্ ।  
 বৃহস্পতিং মহাভাগং কিং কৰ্ত্তব্যমিতঃপরম্ ॥ ৫১ ॥  
 গচ্ছাদ্য দানবান্ ব্রহ্মন্ মায়ায়া স্বং প্রলোভয় ।  
 অশ্মাকং কুরু কার্য্যং ত্বং বুদ্ধ্যা সঙ্কিন্ত্য মানদ ! ॥ ৫২ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যং রমমাণং স্তসংবৃতম্ ।  
 জ্ঞাত্বা তদ্রূপমাস্থায় দৈত্যান্ প্রতি যযৌ গুরুঃ ॥ ৫৩ ॥  
 গত্বা তত্রাতিভক্ত্যাসৌ দানবান্ সমুপাহ্বয়ৎ ।  
 আগতাশ্চৈহস্রাঃ সৰ্ব্বে দদৃশুঃ কাব্যমগ্রতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 প্রণম্য সংস্থিতাঃ সৰ্ব্বে কাব্যং মহাতিমোহিতাঃ ।  
 ন বিদুস্তে গুরোর্মায়াং কাব্যরূপবিভাবিনীম্ ॥ ৫৫ ॥  
 তানুবাচ গুরুঃ কাব্যরূপঃ প্রচ্ছন্নমায়য়া ।  
 স্বাগতং মম যাজ্ঞানাং প্রাপ্তোহহং বো হিতার বৈ ॥ ৫৬ ॥  
 অহং বো বোধয়িষ্যামি বিদ্যাং প্রাপ্তামমায়য়া ।  
 তপসা তোষিতঃ শত্রুর্যুগ্মং কল্যাণহেতবে ॥ ৫৭ ॥

স্তসংবৃতং মায়ায়া আচ্ছন্নম্ ॥ ৫০—৫২ ॥

স্তসংবৃতং মায়ায়া আচ্ছন্নং তদ্রূপং গুক্রাচার্য্যরূপমাস্থয়প্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

দৈত্যগণ চিন্তাবিষ্ট ও ভয়াতুর হইয়া আপন আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিল ॥ ৫০ ॥  
 এদিকে গুক্রাচার্য্যকে জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়াসক্ত জানিয়া দেবরাজ মহাভাগ সুরগুরু  
 বৃহস্পতিকে কহিলেন, গুরো! অতঃপর আমাদের কি করা কর্ত্তব্য তাহা করুন ॥ ৫১ ॥  
 ব্রহ্মন্! আপনি অদ্য দানবগণের নিকট গমন করুন, হে মানদ! বাহাতে মান রক্ষা হয়  
 তাহা করিবেন, আপনি দৈত্যগণকে মায়াজালে মুগ্ধ করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূৰ্ব্বক  
 আমাদের কার্য্য করুন ॥ ৫২ ॥ বৃহস্পতি ইহ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং কাব্যকে মায়াসংবৃত  
 ও জয়ন্তীর সহিত রমমাণ জানিয়া গুক্রাচার্য্যের রূপধারণ পূৰ্ব্বক দৈত্যদিগের নিকটে গমন  
 করিলেন ॥ ৫৩ ॥ সেইখানে গমন পূৰ্ব্বক বৃহস্পতি অতি আদরের সহিত দৈত্যদিগকে  
 আহ্বান করিলেন। তখন অসুরগণ আগমন করিয়া গুক্রাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিতে  
 পাইল ॥ ৫৪ ॥ তাহারা অতিশয় আশ্চর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কাব্য মনে করিয়া  
 প্রণাম পূৰ্ব্বক অগ্রে অবস্থিত রহিল, কিন্তু তাহা যে কাব্যরূপধারিণী বৃহস্পতির মায়া তাহা  
 তাহারা জানিতে পারিল না ॥ ৫৫ ॥ তখন মায়া প্রচ্ছন্ন কাব্যরূপী সুরগুরু দৈত্যদিগকে  
 কহিলেন, তোমাদিগের কুশল ত? আমি তোমাদের হিতের নিমিত্তই আগমন করি-  
 য়াছি ॥ ৫৬ ॥ তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আমি হুঙ্কর তপস্তা দ্বারা শত্রুকে নষ্ট করিয়া

তচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনসো জাতান্তে দানবোত্তমাঃ ।

কৃতকার্যং গুরুং মত্বা জহবুস্তে বিমোহিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রণেমুস্তে মুদা যুক্তা নিরাতঙ্কা গতব্যথাঃ ।

দেবেভ্যশ্চ ভয়ং ত্যক্ত্বা তস্মুঃ সর্বৈ নিরাময়াঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপকথনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বিদ্যাং প্রাপ্তাং সদাশিবাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

যে বিদ্যালাভ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে নিষ্কপটে বুঝাইয়া দিব ॥ ৫৭ ॥ তাহা শুনিয়া দানবোত্তমগণ প্রীতমনা হইল এবং গুরু কৃতকার্য হইয়াছেন মনে করিয়া আশ্লাদে বিমোহিত হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহারা দৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং নিরাতঙ্ক ও গতব্যথা হইয়া দেবগণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা পরিহার পূর্বক স্বচ্ছন্দ মানসে বাস করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুশাপ কথন

নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং গুরুণা পশ্চাদ্ গুরুপেণ তিষ্ঠতা ।  
ছলেনৈব হি দৈত্যানাং পৌরোহিত্যেন ধীমতা ॥ ১ ॥  
গুরুঃ সুরাণামনিশং সৰ্ববিদ্যানিধিস্থতা ।  
স্বতোহঙ্গিরস এবাসৌ স কথং ছলকৃশ্মুনিঃ ॥ ২ ॥  
ধৰ্ম্মশাস্ত্রেষু সৰ্বেষু সত্যং ধৰ্ম্মশ্চ কারণম্ ।  
কথিতং মুনিভির্যেন পরমাত্মাপি লভ্যতে ॥ ৩ ॥  
বাচম্পতিস্থতা মিথ্যাবক্তা চেদানবান্ প্রতি ।  
কঃ সত্যবক্তা সংসারে ভবিষ্যতি গৃহাশ্রমী ॥ ৪ ॥  
আহাৰাদধিকং ভোজ্যং ব্রহ্মাণ্ডবিভবেহপি ন ।  
তদৰ্থং মুনয়ো মিথ্যা প্রবর্তন্তে কথং মুনে ! ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিলোকবর্ধোক্ত দেবানাং গুরুণা তথা ।

গুরুপেণ তে দৈত্যা বকিতা ইতি কথ্যতে ।

ইথং দেবগুরুণা গুরুচার্য্যরূপেণ দৈত্যেযু সন্তোষিতেষু তদনন্তরং জাতং বৃত্তং পৃচ্ছতি  
কিং কৃতমিতি । ভৃগুরুপেণ লক্ষণয়া ভৃগুপুত্ররূপেণৈত্যর্থঃ । ছলেন কপটেন দৈত্যানাং  
সহস্রিপৌরহিত্যেন যুক্তেনেতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ইত্যেকং প্রশ্নং কৃৎবা দ্বিতীয়ং প্রশ্নমাহ গুরুঃ সুরাণামিতি । ন হি মুনেছলকৃৎস্বং যুক্ত-  
মিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ধৰ্ম্মশাস্ত্রেষু ইতি । যেন সত্যেন পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম লভ্যতে প্রাপ্যতে । তথা চ শ্রুতিঃ ।  
সত্যেন লভ্যন্তপসা হেয আশ্রয়েতি ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, ঋষিবর । বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি অনুরগৃহে গুরুরূপে বাস করিয়া এবং ছল  
পূৰ্ব্বক দৈত্যগণের পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া কি করিয়াছিলেন ? ॥ ১ ॥ মুনে ! বৃহস্পতি  
সুরগণের গুরু, তিনি সৰ্বদাই বেদাদির আলোচনা করিয়া থাকেন, বিশেষত তিনি অঙ্গিরা  
মহর্ষির পুত্র ও স্বয়ং মুনি ; এবংবিধ গুণসম্পন্ন হইয়াও তিনি কিরূপে ছল অবলম্বন করিয়া-  
ছিলেন ? ॥ ২ ॥ মুনিগণ সকল ধৰ্ম্মশাস্ত্রেই কহিয়াছেন যে, সত্যই ধৰ্ম্মের কারণ এবং সত্য  
হইতেই পরমাত্মা লাভ হইয়া থাকে ; তবে বৃহস্পতি যখন দৈত্যগণের নিকট মিথ্যা বাক্য  
প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন সংসারে কোন্ গৃহাশ্রমী সত্যবক্তা হইবে ? মুনিবর ! এ বিষয়ে  
আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ৩—৪ ॥ যদি বলেন লোভে লোক



শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং শিষ্টাভাবে গতং ন কিম্ ।  
 ছলকর্মপ্রবৃত্তে বাহবিগীতত্বং গুরৌ কথম্ ॥ ৬ ॥  
 দেবাঃ সত্ত্বসমুদ্ভূতা রাজসামানবাঃ স্মৃতাঃ ।  
 তির্ধ্যাক্ষতামসাঃ প্রোক্তা উৎপত্তৌ মুনিভিঃ কিল ॥ ৭ ॥  
 অমরাণাং গুরুঃ সাক্ষান্মিত্যাবাদী স্বয়ং যদি ।  
 তদা কঃ সত্যবক্তা স্মাদ্রাজসস্তামসঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥  
 ক স্থিতিস্তস্য ধর্মস্য সন্দেহোহয়ং মহান্ মম ।  
 কা গতিঃ সর্বজন্তুনাং মিথ্যাভূতে জগজ্জয়ে ॥ ৯ ॥  
 হরিব্রূক্ষা শচীকাস্তস্তথাশ্চে সুরসত্তমাঃ ।  
 সর্বৈ ছলবিধৌ দক্ষা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥ ১০ ॥

ননু লোভার্থমসত্যবক্তা জাত ইতি চেত্তত্রাহ আহারাদধিকমিতি । অতিলোভেন বহু-  
 তরে ধনে সম্পাদিতেহপি আহারাদধিকময়ঃ কেহপি ন ভোক্ত্যস্তি । আহারপরিপূর্তি-  
 পর্যন্তং তু প্রারকং দাতৃত্যেবেতি জ্ঞাত্বা কিমর্থং ব্যর্থায়ুঃকপণার্থং লোভং কুরুন্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

কিঞ্চাবিগীতশিষ্টা হিতকারিণো হ্যপ্তান্তেষাং বাক্যং প্রমাণমিত্যাপ্তবাক্যমাগম উতা-  
 স্যর্থঃ । তত্র মহতাং সর্বেষামেবমাচরণে কাবিগীতত্বমনিন্দিতত্বং তিষ্ঠতি তদভাবে কাপ্ত-  
 স্তদভাবে শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং নাশং প্রতি কথং ন গতমিত্যাহ শব্দপ্রমাণমিতি । অবিগীতত্ব-  
 মিতি । অবিগীতত্বাভাবেহনিন্দিতত্বাভাবে শিষ্টত্বতাপ্যভাবো যতোহবিগীতত্বশ্চৈশ্চ শিষ্টত্বাৎ ॥৬॥

অসংকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাও যথার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে না ; কারণ,  
 এই অখিলব্রূক্ষাও যদি কাহারও ঐশ্বর্য্য হয় তথাপি তাহার আহার পূরণ ব্যতিরেকে আর  
 কিছুই প্রয়োজন হয় না, অতএব সেই লোভ নিমিত্ত মুনিগণ কেন মিথ্যায় প্রবৃত্ত হই-  
 বেন ? ॥ ৫ ॥ মুনীশ্বর ! পুরাতন শিষ্ট মুনিগণ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার  
 বাচকপদার্থ অবশ্যই আছে, এইরূপ বিশ্বাসে পণ্ডিতগণ প্রমাণের মধ্যে শিষ্টপ্রবৃত্ত শব্দকে  
 এক প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে দেখিতেছি শিষ্ট ব্যক্তির অভাবে সেই  
 শব্দ প্রমাণ উচ্ছিন্ন হইয়া গেল ? কারণ, ছলকার্য্য-নিরত বৃহস্পতিতে গর্হিত কার্য্য বর্তমান  
 থাকায় তাহার আর শিষ্টত্ব কোথায় ? ॥ ৬ ॥ উৎপত্তি বিষয়ে মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে,  
 দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মানবগণ রজোগুণ হইতে এবং তীর্থ্যগুণ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন  
 হইয়াছে ॥ ৭ ॥ তবে, সেই সত্ত্বগুণাপ্রিত যিনি দেবগণের সাক্ষাৎ গুরু তিনিও যদি স্বয়ং  
 মিথ্যাবাদী হইলেন তবে আর রাজস ও তামসগণের মধ্যে কে সত্যবাদী হইবে ? ॥ ৮ ॥  
 কি আশ্চর্য্য ! যদি সমস্ত বিশ্বই মিথ্যায় আচ্ছন্ন হইল, তবে সনাতন ধর্মের স্থান কোথায় ?  
 এবং সমস্ত জীবগণেরই বা কি গতি ? মুনিবর ! এ বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় উপস্থিত  
 হইয়াছে ॥ ৯ ॥ যখন ভগবান্ হরি, ব্রূক্ষা ও শচীপতি, এবং অন্যান্য সুরসত্তমগণ সকলেই  
 কাপট্য কর্ত্তব্য দক্ষ হইলেন, তবে স্বরসত্ত্ব ও স্বরবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে আর কি কপা

কামক্রোধাভিসম্ভূতা লোভোপহতচেতসঃ ।

ছলে দক্ষাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বৈ যুনয়ন্ত তপোধনাঃ ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ বিশ্বামিত্রো গুরুসুখা ।

এতে পাপরতাঃ কাত্র গতির্ধর্মশ্চ মানদ ! ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রোহগ্নিশ্চন্দ্রমা বেধাঃ পরদারাভিলম্পটাঃ ।

আর্য্যত্বং\* ভুবনেষু স্থিতং কুত্র যুনে ! বদ ॥ ১৩ ॥

বচনং কশ্চ মন্তব্যমুপদেশধিয়াহনঘ ! ।

সৰ্ব্বৈ লোভাভিভূতান্তে দেবাশ্চ যুনয়ন্তদা ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কিং বিষ্ণুঃ কিং শিবো ব্রহ্মা মঘবা কিং বৃহস্পতিঃ ।

দেহবান্ প্রভবত্যেব বিকারৈঃ সংযুতসু দা ॥ ১৫ ॥

রাগী বিষ্ণুঃ শিবো রাগী ব্রহ্মাপি রাগসংযুতঃ ।

রাগবান্ কিমকৃত্যং বৈ ন করোতি নরাধিপ !† ॥ ১৬ ॥

তদ্বচ্ছেদমেব দ্রুতয়তি দেবাঃ সত্বসমুদ্ভূতা ইতি ॥ ৭—১২ ॥

আর্য্যত্বং শিষ্টত্বম্ ॥ ১৩—১৪ ॥

ইতি জনমেজয়বাক্যং শ্রুত্বা ব্যাসস্তদ্বাক্যমেব স্থাপয়তি কিং বিষ্ণুরিতি । বিষ্ণুরীক্স ব্রহ্মা-  
বাস্ত যো যো দেহবান্ স পূর্কোক্তদোষরূপবিকারৈর্যুক্ত এব ভবতি নান্তথেষ্যম্ ॥ ১৫-১৬ ॥

আছে ? ॥ ১০ ॥ হে মানদ ! যখন সকল সুরগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র ও বৃহস্পতি  
প্রভৃতি তপোধন মুনিগণও কামক্রোধে অভিভূত, লোভে বিনষ্টচিত্ত, ছলকর্মে দক্ষ ও  
পাপে নিরত, তখন ধর্মের আর কি গতি আছে ? ॥ ১১—১২ ॥ হায় ! যখন ইন্দ্র, অগ্নি,  
চন্দ্রমা, বিধাতা ইহঁরাও কামের উৎকট প্রলোভনে অভিভূত হইয়া পরদারাসক্ত, তখন  
এই অধিল ভুবন মধ্যে শিষ্টতা আর কোথায় থাকিবে ? ॥ ১৩ ॥ হে বিমলাঙ্গন ! যখন  
সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ লোভে অভিভূত হইলেন তবে আর কাহার বাক্য উপদেশ  
স্বরূপে গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! ইন্দ্রই হউন, বৃহস্পতিই হউন, ব্রহ্মাই হউন, বিষ্ণুই হউন  
অথবা মহাদেবই হউন যিনি দেহ ধারণ করিবেন, তাহাকেই পূর্কোক্ত অহঙ্কার ও লোভাদি  
বিকারদোষে সংস্পৃষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব

\* আগুত্বং । ইতি বা পাঠঃ ।

† দেহী দেহভগৈর্যুক্তঃ কিং চিত্রং নৃপতেহত্র বৈ । নিভর্ণঃ পরমাত্মানৌ বিদেহঃ পরমঃ পরঃ ।

ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

রাগবানপি চাতুর্য্যাদিদেহ ইব লক্ষ্যতে ।  
 সম্প্রাপ্তে সঙ্কটে মোহপি গুণৈঃ সম্বাধ্যতে কিল ।  
 কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কথং ভবিতুমর্হতি ॥ ১৭ ॥  
 ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্কেষাং গুণা এব হি কারণম্ ।  
 পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা দেহান্তেষাং ন চান্যথা ॥ ১৮ ॥  
 কালে মরণধর্ম্মান্তে সন্দেহঃ কোহত্র তে নৃপ ! ।  
 পরোপদেশে বিস্পষ্টং শিষ্টাঃ সর্কে ভবন্তি চ ॥ ১৯ ॥  
 বিপ্লুতিহ্য বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে ।  
 কামঃ ক্রোধস্তথা লোভদ্রোহাহঙ্কারমৎসরাঃ ॥ ২০ ॥  
 দেহবান্ কঃ পরিত্যক্তুমীশো ভবতি তান্ পুনঃ ।  
 সংসারোহয়ং মহারাজ ! সদৈবৈবংবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥  
 নান্যথা প্রভবত্যেব শুভাশুভময়ঃ কিল ।  
 কদাচিদ্ভগবান্নিস্কুস্তপশ্চরতি দারুণম্ ॥ ২২ ॥

চাতুর্য্যাদিতি । ধৌর্ত্যাদিত্যর্থঃ । কথং ধৌর্ত্যাদিতি জ্ঞাতমিতি চেত্ত্বয়াচ সম্প্রাপ্তে  
 ইতি । সঙ্কটস্ত প্রসঙ্গে তস্ত ধৌর্ত্যং বহির্নিঃসরতীত্যর্থঃ । দৃষ্টাশ্চৈবং বহুবিধাঃ পরোপদেশে  
 চতুরাঃ স্বয়মেকান্তে কামিনীকজ্জলবিষদিক্কটাক্ষশরেণ তাড়িতা মোহিতা জাতা এবেতি  
 ভাবঃ । ইদং রাজ্ঞাশ্চর্য্যং কিন্তু স্বভাব এব সর্কেষামিত্যাহ কারণাদ্রহিতমিতি । গুণত্রয়ং  
 হি সর্কেষাং কারণম্ । তস্ত গুণত্রয়স্ত প্রারব্ধশত উপচয়পচয়ে সতি কচিৎ কদাচিৎ  
 কস্তচিদপি বিষয়াচরণং ভবত্যেব নহি কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কদাপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা আর্ষপ্রয়োগঃ । পঞ্চবিংশতিতত্ত্বসমুদ্ভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ইহারা সকলেই বিষয়ানুরাগী ; অতএব অনুরাগী ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য সাধন করিতে না  
 পারে ? ॥ ১৬ ॥ হে নরেন্দ্র ! অনুরাগী ব্যক্তি চাতুর্য্যবশে কেবল যুদ্ধের জায় লক্ষিত হইয়া  
 থাকেন ; কিন্তু, শঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে তখন স্বয়ং গুণ দ্বারা তাহার ধূর্ততা প্রকাশ হইয়া  
 পড়ে, তখন তিনি গুণের বলীভূত কার্য্য করিয়া থাকেন । অতএব, তদ্বিশেষে গুণত্রয়কেই  
 কারণ বলিয়া জানিবেন যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কদাপি কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হইতে  
 পারে না ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও গুণত্রয়ই কারণ ; যেহেতু তাহাদের দেহ সকলও  
 প্রধান মহত্ত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ নৃপবর !  
 ব্রহ্মাদিও মরণ ধর্ম্মশীল অতএব তাহাতে আর আপনার সন্দেহ কি ? আপনি জানিবেন যে,  
 সকলেই পরের উপদেশ প্রদান সময়ে উত্তমরূপেই শিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু  
 স্বকার্য্য উপস্থিত হইলেই স্বভাবের বিপ্লব ঘটয়া যায় ; তখন তাহার কাম, ক্রোধ, লোভ,  
 হিংসা অহঙ্কার ও মাৎস্যর্যাদি সকলেই উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে ॥ ১৯—২০ ॥



কদাচিদ্ধিবিধান্ যজ্ঞান্ বিতনোতি সুরাধিপঃ ।  
 কদাচিত্তু রমারঙ্গরঞ্জিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥  
 রমতে কিল বৈকুণ্ঠে তদ্বশস্তরুণো বিভুঃ ।  
 কদাচিদ্দানবৈঃ সার্কঃ যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২৪ ॥  
 করোতি করুণাসিন্ধুস্তদ্বাগপীড়িতো ভূশম্ ।  
 কদাচিজ্জয়মাপ্নোতি দৈবাং সোহপি পরাজয়ম্ ॥ ২৫ ॥  
 স্ত্রুতঃখাভিভূতোহসৌ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ।  
 শেষে শেতে কদাচিদ্দৈ যোগনিদ্রাসমারূতঃ ॥ ২৬ ॥  
 কালে জাগর্তি বিশ্বাত্মা স্বভাবপ্রতিবোধিতঃ ।  
 শৰ্বেষা ব্রহ্মা হরিশ্চৈত ইন্দ্রাদ্যা যে সুরাস্তথা ॥ ২৭ ॥  
 মুনয়শ্চ বিনির্মানৈঃ স্বায়ুষো বিচরন্তি হি ।  
 নিশাবসানে সঞ্জাতে\* জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৮ ॥  
 বর্ততে নাত্র সন্দেহো নৃপ ! কিঞ্চিৎ কদাপি চ ।  
 স্বায়ুষোহন্তে পদ্মজাদ্যাঃ ক্ষয়মিচ্ছন্তি পার্থিব! ॥ ২৯ ॥

বিপ্লুতিরिति । স্বকার্যো প্রাপ্তে সৰ্ব্বেষাং বিপ্লুতিঃ স্বভাবচ্যুতিৰ্ভবতীত্যর্থঃ । অনুপদ-  
 মেবেতদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২০—২২ ॥

কালবশেন গুণব্যত্যয়মেব দেবাদিষু দর্শয়তি কদাচিদिति । রমারঙ্গেণ রঞ্জিত  
 ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—৩০ ॥

কোনও দেহবান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না । মহারাজ ! মহর্ষিগণ  
 কহিয়া থাকেন, এই সংসার সৰ্ব্বদাই এইরূপে চলিয়া আসিতেছে ॥ ২১ ॥ এই শুভাশুভময়  
 সংসার কখনই অল্প ভাব প্রাপ্ত হয় না, ইহা একরূপেই চলিয়া আসিতেছে । দেখুন,  
 ভগবান্ বিষ্ণু কখনও নিদারুণ তপশ্চরণ করিতেছেন ; দেবরাজ ইন্দ্রও কখন বহুবিধ যজ্ঞের  
 অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । আর দেখুন, পরমপ্রভু লীলাময় বিষ্ণু কখনও কমলার কমলীয়  
 বিলাসরঙ্গতরঙ্গে রঞ্জিতচিত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিহার করিয়া থাকেন, আবার কখনও করুণা-  
 সিন্ধু হইয়াও দুর্জয় দানবগণের সহিত অতি দারুণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের শরজালে অতীব  
 পীড়িত হইয়া থাকেন, কখন বা জয়লাভ করেন এবং কখনও বা দৈববশে পরাজিত হইয়া  
 থাকেন ; তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই স্ত্রুতঃখের বশীভূত হন সন্দেহ নাই । মহারাজ ! সেই  
 নারায়ণ কখনও বিশ্বসংসারকে নিজ কক্ষিমধ্যে রক্ষা করত যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শেষ-  
 শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন আবার যথাকালে প্রকৃতি দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া জাগরিত  
 হইয়া থাকেন । রাজন্ ! অধিক কি বলিব এই বিশ্বসংসারে মহেশ্বর, ব্রহ্মা, হরি, ইন্দ্রাদি

প্রভবন্তি পুনর্বিষ্ণুহরণক্রাদয়ঃ সুরাঃ ।

তস্মাৎ কামাদিকান্ ভাবান্ দেহবান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০ ॥

নাত্র তে বিষয়ঃ কার্যঃ কদাচিদপি পার্থিব ! ।

সংসারোহয়ন্তু সন্ধিদ্ধঃ কামক্রোধাদিভির্নৃপ ! ॥ ৩১ ॥

দুর্লভস্তদ্বিনির্মুক্তঃ পুরুষঃ পরমার্থবিৎ ।

যো বিভেতীহ সংসারে স দারাম্ন করোত্যপি ॥ ৩২ ॥

বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো বিচরত্যবিশক্তিতঃ ।

তস্মাদ্বৃহস্পতেভার্য্য শশিনা লভিতা পুনঃ ॥ ৩৩ ॥

গুরুণা লভিতা ভার্য্য তথা ভ্রাতুর্ধবীষসঃ ।

এবং সংসারচক্রেহস্মিন্নাগলোভাদিভির্ভূতঃ ॥ ৩৪ ॥

গার্হস্থ্যঞ্চ সমাস্থায় কথং মুক্তো ভবেন্নরঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন হিত্বা সংসারসারতান্ ।

আরাধয়েন্মহেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৫ ॥

সন্ধিদ্ধঃ সম্যগুদিক্ণো যুক্তঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

তস্মাদিতি । গুরুত্রয়বদ্ধতাদিত্যর্থঃ লভিতোপভুক্ত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ভ্রাতুর্ধবীষস ইতি । উতথ্যো জ্যেষ্ঠো বৃহস্পতির্মধ্যম আনর্ভঃ কনিষ্ঠস্তু ভাৰ্য্যা গুরুণা লভিতা ভুক্ত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

গার্হস্থ্যং সংসারাসক্তিমিত্যর্থঃ । ন হি সংসারাসক্তঃ সন্ সংসারামুক্তো ভবেৎ তস্মাৎ সংসারাসক্তিং বিহার্য সংসারনাশায়োদযোগঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যর্থঃ । তথাচ যে সংসারাসক্তির্গার্হ-

স্বরগণ ও মুনিগণ সকলেই নিজ নিজ আয়ুর পরিমাণ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া নিচরণ করিয়া থাকেন । প্রলয়কালের অবসান হইলে নষ্টপ্রায় এই স্থাবর জঙ্গনায়ক জগৎ পুনর্বার উৎপন্ন হয় তাহাতে কিকিয়াত্রও সন্দেহ নাই । হে রাজন্ ! নিজ নিজ আয়ুর অবসানে ব্রহ্মাদি সকলেই কয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ২২—২৯ ॥ আবার যথা সময়ে বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি স্বরগণ দেহধারী হইয়া সেই সেই কামাদি ভাব সকল লাভ করিয়া থাকেন । হে পার্থিব ! আপনি এ বিষয়ে বিস্মিত হইবেন না, এই সংসার, কাম ক্রোধানি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজন্ ! এই সংসারে কামাদি-  
বিনির্মুক্ত পরমার্থবিৎ পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ । যে ব্যক্তি এই সংসারে ভীত হন, তিনি দারপরিগ্রহ করেন না, তাহাতে তিনি সর্বপ্রকার বিষয়াসক্ত হইতে বিমুক্ত এবং শঙ্কাবিহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন । এই কারণেই চন্দ্রমা বৃহস্পতির ভার্য্যা হরণ করিয়াছিলেন, গুরুও আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিলেন । এইরূপে এই সংসারচক্রে সমস্ত জীবই নিয়ত রাগ লোভাদি দ্বারা আকৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩২—৩৪ ॥ রাজন্ !

তন্মায়াগুণতচ্ছন্নং জগদেতচ্চরাচরম্ ।

ভ্রমতু্যম্ভবৎ সৰ্ব্বং যদিরামভবম্ভূপ ! ॥ ৩৬ ॥

তস্মা আরাধনেনৈব গুণান্ সৰ্ব্বান্ বিমূদ্য চ ।

মুক্তিং ভজেত মতিমান্মাতঃ পন্থাস্থিতঃ পরঃ ॥ ৩৭ ॥

আরাধিতা মহেশানী ন যাবৎ কুরুতে কৃপাম্ ।

তাবদ্ববেৎ সুখং কস্মাৎ কোহন্তোহস্তি দয়য়া যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

করুণাসাগরামেতাং ভজেত্তস্মাদমায়য়া ।

যস্মাস্তু ভজনেনৈব জীবনুজ্জ্বলমশ্নুতে ॥ ৩৯ ॥

মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য সেবিতা ন মহেশ্বরী ।

নিঃশ্রেণিকাগ্রাৎ পতিতা অধ ইত্যেব বিদ্যহে ॥ ৪০ ॥

তাস্ত এবাশ্রু ইতি নাপ্তবাক্যপ্রমাণোচ্ছেদরূপং দূষণং তবেতি ভাবঃ । নহু সংসারাসক্তি-  
রাহিত্যং তেন সংসারনাশশ্চাত্যস্তাসম্ভাব্যেব স্বভাবভূতগুণানাং নাশাসম্ভবাদিতি চেৎ  
যস্মা গুণৈরয়ং বদ্ধস্তস্মা এবোপাসনয়া সৰ্ব্বং ভবিষ্যতীত্যাহ তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেনেতি । হিচ্ছেতি  
বৈরাগ্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

বিমূদ্যোপমূদ্য নাশয়িষ্যেত্যর্থঃ । নাস্তঃ পন্থা ইতি । তথাচ শ্রুতিঃ । নাস্তঃ পন্থা বিদ্যতে  
হয়নায়েতি ॥ ৩৭ ॥

কোহন্তোহস্তীতি । যা সৰ্ব্বকর্তী সা যদি দয়াং ন করোতি তদা তদিচ্ছামুল্লজ্যাত্মঃ কঃ  
সমর্থোহস্তি সৰ্ব্বেষাং তদদীনত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

সেবিতেনি বৈরিত্যর্থঃ । নিঃশ্রেণিকাগ্রাদিতি । নিঃশ্রেণিকা সোপানপংক্তিস্তস্মা অগ্রঃ  
প্রাপ্য তস্মাদধঃপতিতা ইত্যেব জানীমহ ইত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃং আসাদ্য জগন্মমুজেষু চিরা-  
দ্রূপং তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেজ্জিয়াগাম্ । নাভ্যর্চয়ন্তি জগতাঃ জনয়িত্বি ! যে ত্বাং  
নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিকৃষ্ণ পুনঃ পতন্তীতি ॥ ৪০ ॥

গার্হস্থ্য অবলম্বন করিলে নরগণ কোনরূপেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না । অতএব সৰ্ব্ব  
প্রযত্নে সংসারের সারতা চিন্তা পরিহার পূর্বক সচ্চিদানন্দরূপিণী মহেশানীর আরাধনা  
করা কর্তব্য ॥ ৩৫ ॥ এই চরাচর জগৎ তাঁহারই মায়াগুণে আচ্ছন্ন হইয়া যদিরামস্তের  
ভ্রায় অথবা উন্মত্তের ভ্রায় নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ মতিমান্ বক্তরিয়া তাহার  
আরাধনা দ্বারাই সকল গুণকে পদদলিত করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ; হে রাজেন্দ্র !  
ইহা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য আর কিছুই পথ নাই ॥ ৩৭ ॥ মহেশানীর আরাধনা করিয়া যে  
পর্যন্ত তাঁহার করুণাকণা লাভ করিতে পারা না যায়, সে পর্যন্ত আর সুখ কোথায় ?  
তিনি ভিন্ন অন্য আর কাহার প্রকৃত দয়া দৃষ্ট হয় না ; অতএব বিগুরুচিত্ত হইয়া সেই  
করুণাময়ীর ভজনা করা উচিত ; কারণ, তাহার আরাধনা করিলেই জীবনুজ্জ্বল হইতে পারা  
যায় ॥ ৩৮-৩৯ ॥ যে ব্যক্তি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মহেশ্বরীর সেবা না করিল, সে ব্যক্তি সোপান-



অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং গুণত্রয়সমম্বিতম্ ।

অসত্যোনাপি সম্বন্ধং মুচ্যতে কথমনুথা ॥ ৪১ ॥

হিহা সৰ্ব্বং ততঃ সৰ্ব্বৈঃ সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী ॥ ৪২ ॥

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং গুরুণা তত্র কাব্যরূপধরেণ চ ।

কদা শুক্রঃ সমায়াতস্তস্মৈ ব্রুহি পিতামহ ! ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃতং গুরুণা তদা ।

কৃত্বা কাব্যস্বরূপঞ্চ প্রচ্ছন্নেন মহাত্মনা ॥ ৪৪ ॥

গুরুণা বোধিতা দৈত্যা মহা কাব্যং স্বকং গুরুম্ ।

বিশ্বাসং পরমং কৃত্বা বভূবুস্তন্ময়াস্তদা ॥ ৪৫ ॥

বিদ্যার্থং শরণং প্রাপ্তা ভৃগুং মহাতিমোহিতাঃ ।

গুরুণা বিপ্রলঙ্কাস্তে লোভাৎ কো বা ন মুহতি ॥ ৪৬ ॥

অহঙ্কারাবৃতমিতি । যশ্চা মায়াজগৎগুণত্রয়েণ তজ্জগৎসত্যাদিদোষেণ সম্বন্ধং জগদ্ব্যবতি তশ্চা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা আরাধনেনৈব সৰ্ব্বং গলিতং নষ্টং ভাবিত্যতীতি সৈব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরী সৰ্ব্বৈরারাদ্যোতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ইথং জনমেজয়শ্চ ধৰ্ম্মাশ্রয়নো ধৰ্ম্মনাশসন্দর্শনকুণ্ঠিতেন্দ্রিয়াস্তঃকরণশ্চ ভগবত্যা আরাধনাবল-  
ম্বেন স্বাস্থ্যমভিধায়াবস্থিতং মুনিং প্রতি তৎস্বাস্থ্যপ্রবণসমুদ্যদানন্দো জনমেজয়ঃ পুনঃ  
প্রকৃতামেব কথাং পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি । হে পিতামহ শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তন্ময়াস্তংপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

ভৃগুং ভৃগুপুত্রধিয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেণীর উপরিভাগ হইতে অধঃপতিত হইল, ইহাই আমি বিবেচনা করি ॥ ৪০ ॥ এই  
ত্রিগুণসমম্বিত বিশ্ব অহঙ্কারে আবৃত ও অসত্যে সম্বন্ধ, অতএব সেই সৰ্ব্বেশ্বরীর আরাধনা  
ব্যতিরেকে আর কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে । রাজন্! সকল বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক  
সেই ভুবনেশ্বরীর সেবা করাই সকলের একান্ত কর্তব্য ॥ ৪১—৪২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনে ! কাব্যরূপধারী দেবগুরু তখন কি করিয়াছিলেন । শুক্রা-  
চার্য্যই বা কত দিন পরে দৈত্যগণ সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বিশেষ  
করিয়া বলুন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কাব্যবেশধারী মহাত্মা বৃহস্পতি প্রচ্ছন্নভাবে তখন কি করিয়া-  
ছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪৪ ॥ দেবগুরু বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলে দৈত্য-  
গণ তাঁহাকেই আপনাদের গুরু কাব্য ভাবিয়া ষথার্থরূপে বিশ্বাস করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া

দশবর্ষাশ্রুকে কালে সম্পূর্ণসময়ে তদা ।  
 জয়ন্ত্যা সহ ক্রীড়িত্বা কাব্যো যাজ্ঞানচিন্তয়ৎ ॥ ৪৭ ॥  
 আশয়া মম মার্গং তে পশ্যন্তঃ সংস্থিতাঃ কিল ।  
 গত্বা তান্ বৈ প্রপশ্যেহহং যাজ্ঞানতিভয়াতুরান্ ॥ ৪৮ ॥  
 মা দেবেভ্যো ভয়ং তেষাং মদুক্তানাং ভবেদিতি ।  
 সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমাম্বায় জয়ন্তীং প্রত্যাচ হ ॥ ৪৯ ॥  
 দেবানেবোপসংযাস্তি পুত্রা মে চারুলোচনে ! ।  
 সময়ন্তে হৃদ্য সম্পূর্ণো জাতোহয়ং দশবার্ষিকঃ ॥ ৫০ ॥  
 তস্মাদগচ্ছাম্যহং দেবি ! দ্রষ্টুং যাজ্ঞান্ স্তমধ্যমে ! ।  
 পুনরেবাগমিষ্যামি তবাস্তিকমনুদ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥  
 তথ্যেতি তমুবাচাথ জয়ন্তী ধর্মবিভুমা ।  
 যথেষ্টং গচ্ছ ধর্মজ্ঞ ! ন তে ধর্মং বিলোপয়ে ॥ ৫২ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যো ভ্রুগাম স্বরিতস্ততঃ ।  
 অপশ্যদানবানাং স পার্শ্বে বাচম্পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥

এতৎ পর্য্যন্তঃ গুরুবৃত্তান্তঃ বর্ণয়িত্বা কাব্যবৃত্তান্তঃ বর্ণয়তি দশবর্ষাশ্রুকে কাব্যে ইতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥

উপসংযাস্তি শরণং গচ্ছন্তি ॥ ৫০—৫৩ ॥

তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল ॥ ৪৫ ॥ বৃহস্পতি-মায়ায় মোহিত ও প্রতারিত দৈত্যগণ বিদ্যা  
 প্রাপ্তির জন্য গুক্রাচার্য্য বোধে তাহার শরণাগত হইল ; কারণ, এই সংসারে লোভবশে  
 সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ এদিকে যখন দশবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন দৈত্যগণ  
 জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়া সমাপন পূর্বক যজ্ঞমানগণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি  
 ভাবিতে লাগিলেন, দৈত্যগণ আমার আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে, আমি  
 যাইয়া সেই ভয়াতুর অসুরগণকে অবলোকন করি ॥ ৪৮ ॥ তাহারা আমার ভক্ত ; অতএব  
 দেবগণ হইতে যাহাতে তাহাদের ভয় না হয় তাহা করা উচিত এইরূপ চিন্তা করিয়া  
 জয়ন্তীকে কহিলেন, হে চারুলোচনে ! আমার পুত্র সকল দেবগণের শরণ লউক, তোমার  
 দশবর্ষ সময় অদ্য সম্পূর্ণ হইল, অতএব হে স্তমধ্যমে ! আমি এখন আমার যজ্ঞমানগণকে  
 দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, পুনর্বার শীঘ্রই তোমার নিকটে আগমন  
 করিব ॥ ৪৯—৫১ ॥ পতিব্রতা জয়ন্তী তথাস্ত বলিয়া তাঁহার গমনে সন্মতি প্রদান পূর্বক  
 বলিলেন, হে ধর্মজ্ঞ ! আপনি যথেষ্ট গমন করুন, আমি আপনার ধর্ম বিলোপ করিতে  
 ইচ্ছা করি না ॥ ৫২ ॥ গুক্রাচার্য্য তাহার বচন শ্রবণ করিয়া সত্তর দানবগণ সমীপে উপস্থিত

ছদ্মরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তুং ছলেন তান্ ।  
 জৈনং ধর্ম্যং কৃতং শ্বেন যজ্ঞনিন্দাপরং তথা ॥ ৫৪ ॥  
 ভো দেবরিপবঃ ! সত্যং ব্রুবীমি ভবতাং হিতম্ ।  
 অহিংসা পরমো ধর্ম্মোহহস্তব্যাহাততায়িনঃ ॥ ৫৫ ॥  
 দ্বিজৈর্ভোগরতৈর্বেদে দর্শিতং হিংসনং পশোঃ ।  
 জিহ্বাস্বাদপরৈঃ কামমহিংসৈব পরা মতা ॥ ৫৬ ॥  
 এবং বিধানি বাক্যানি বেদনিন্দাপরাণি চ ।  
 ব্রূবাণং গুরুমাকর্ষ্য বিস্মিতোহসৌ ভৃগোঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭ ॥  
 চিন্তয়ামাস মনসা মম দ্বেষ্যো গুরুঃ কিল ।  
 বঞ্চিতাঃ কিল ধূর্তেন যাজ্ঞা মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥  
 ধিপ্লোভং পাপবীজং বৈ নরকদ্বারমূর্জিতম্ ।  
 গুরুরপ্যনৃতং ব্রুতে প্রেরিতো যেন পাপুনা ॥ ৫৯ ॥  
 প্রমাণং বচনং যস্মৈ সোহপি পাষণ্ডধারকঃ ।  
 গুরুঃ সুরাণাং সর্বেষাং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥ ৬০ ॥

শ্বেন বৃহস্পতিনা কৃতং প্রণীতং জৈনং ধর্ম্মং জৈনশাস্ত্রং তান্ দৈত্যাঃ ছলেন বোধয়ন্তু-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বৃহস্পতিমতমাহ ভো দেবরিপব ইতি । আততায়িনোহপি অহস্তব্যাহ ইতি ক্ষেদঃ । ন  
 হস্তব্যাহ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, দানবগণের সন্নিধানে ছদ্মরূপধারী সৌম্যাকৃতি বৃহস্পতি বসিয়া  
 রহিয়াছেন । তিনি নিজপ্রণীত জৈনধর্ম্ম ছলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন এবং  
 হিংসাদিদোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক যজ্ঞের নিন্দা করিতেছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তিনি কহিতেছেন,  
 অহে দেববৈরিগণ ! আমি তোমাদিগের হিতকর সত্য বাক্যই বলিতেছি । অহিংসাই  
 পরম ধর্ম্ম, অধিক কি আততায়িগণকেও বধ করা কর্তব্য নয় ॥ ৫৫ ॥ তোমরা নিশ্চয়ই  
 জানিবে, (ভোগনিরত দ্বিজগণ, নিজ নিজ রসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই, বেদে পশু-  
 হিংসা-পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, ) কিন্তু অহিংসার তুল্য উৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম আর কিছুই  
 নাই ॥ ৫৬ ॥

রাজন্ ! দেবগুরু বেদের নিন্দা করত এই সকল বাক্য বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া  
 ভৃগুপুত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই গুরু  
 নিশ্চয়ই আমার বিদ্রোহী ॥ এই ধূর্ত কর্তৃক আমার যজ্ঞমানগণ বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাতে  
 আর সন্দেহ নাই ॥ ৫৭—৫৮ ॥ পাপের একমাত্র কারণস্বরূপ যে লোভ কর্তৃক প্রেরিত



কিং কিং ন লভতে লোভান্মলিনীকৃতমানসঃ ।

অন্যোহপি গুরুরপ্যেবং জাতঃ পাষণ্ডপণ্ডিতঃ ॥ ৬১ ॥

শৈলুষবেষ্টিতং সৰ্বং পরিগৃহ্য দ্বিজোত্তমঃ ।

বঞ্চয়ত্যতিসংযুতান্ দৈত্যান্ যাজ্ঞান্ মমাপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
দৈত্যবঞ্চনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদোক্তাপি হিংসা ন কৰ্তব্যোত্যাহ দ্বিজৈরিত্তি ॥ ৫৬—৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়া এই গুরুও মিথ্যা কহিতেছেন সেই পাপবীজ এবং নরকের দ্বার স্বরূপ লোভকে  
ধিক্ ॥ ৫৯ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যিনি সকল সুরগণের গুরু এবং ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক, বাহার  
বচন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ হইয়া থাকে, তিনিও আজ পাষণ্ড মত ধারণ করিলেন ? অহো !  
লোভের কি অনির্বচনীয় মহিমা ! ॥ ৬০ ॥ লোভের বশীভূত হইয়া সুরগুরুও যখন  
পাষণ্ড পণ্ডিত হইলেন, তবে লোভবশে মলিনমানস মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ কি অকার্য্য না  
করিবে ? ॥ ৬১ ॥ আজ এই সুরগুরু দ্বিজবর হইলেও নটের ভায়া সমস্তই গ্রহণ করিয়া  
আমার মূঢ়বুদ্ধি যাজ্ঞ্য দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরগুরুর দৈত্যবঞ্চনা নামক  
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সন্ধিস্তা মনসা তানুবাচ হসস্মিব ।

বন্ধিতা মৎস্বরূপেণ দৈত্যাঃ কিং গুরুণা কিল ॥ ১ ॥

অহং কাব্যো গুরুশ্চায়ং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ ।

অনেন বন্ধিতা যুয়ং মদযাজ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

মা শ্রদ্ধধ্বং বচোহস্থ্যার্ঘ্যা দান্তিকোহয়ং মদাকৃতিঃ ।

অনুগচ্ছত মাং যাজ্যাস্ত্যজ্জতৈনং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য দৃষ্টৌ তৌ সদৃশৌ পুনঃ ।

বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোহয়মিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৪ ॥

স তান্ বীক্ষ্য স্মমন্ত্রান্তান্ গুরুর্বাক্যমুবাচ হ ।

গুরুর্বো বঞ্চয়ত্যেব মদ্রূপোহয়ং বৃহস্পতিঃ ॥ ৫ ॥

প্রাপ্তো বঞ্চয়িতুং যুগ্মান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।

মা বিশ্বাসং বচস্তস্য কুরুধ্বং দৈত্যসত্তমাঃ ! ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তপঞ্চাশক্তিঃ পদৈরনুসৃতম্ ।

দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তিকৃতানামিহোচ্যতে ॥

দৈত্যাধ্যয়নং বৃহস্পতিকর্তৃকং শ্রদ্ধা দৈত্যান্ প্রতি শুক্র উবাচেত্যাহ ইতি সন্ধিস্তা মন  
সেতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শুক্রাচার্য্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যগণকে  
হাস্ত পূর্বক বলিলেন, দৈত্যগণ! তোমরা মদীয়রূপধারী সুরগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক কি জন্ত  
বন্ধিত হইলে? ॥ ১ ॥ আমি শুক্রাচার্য্য, তোমরা আমার যাজ্য; ইনি দেব-কার্য্যসাধক  
সুরগুরু বৃহস্পতি, ইনি যে তোমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥ এই  
দান্তিক আমার আকার ধারণ করিয়াছেন, তোমরা ইহার বাক্যে কদাচ শ্রদ্ধা করিও না;  
হে দৈত্যগণ! তোমরা আমার যাজ্য, অতএব আমার অনুবর্তী হও; এই বৃহস্পতিকে  
পরিত্যাগ কর ॥ ৩ ॥ দৈত্যগণ, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদের উভয়েরই তুল্য  
তাকৃতি দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিত হইল, এবং উপস্থিত ব্যক্তিকেই শুক্রাচার্য্য  
বলিয়া নিশ্চয় করিল ॥ ৪ ॥ তখন বৃহস্পতি তাহাদিগকে সরল-স্বভাবাবিহীন ও নানাবিধোদ্ভিত

প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া শস্তোয়ুগ্মানধ্যাপয়ামি তাম্ ।  
 দেবেভ্যো বিজয়ং নুনং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥  
 ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং কাব্যরূপধরশ্চ তে ।  
 বিশ্বাসং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোহয়মিতি নিশ্চয়াৎ ॥ ৮ ॥  
 কাব্যেন বহুধা তত্র বোধিতাঃ কিল দানবাঃ ।  
 বুধূর্ন গুরোর্মায়ামোহিতাঃ কালপর্যয়াৎ ॥ ৯ ॥  
 এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো ভার্গবমব্রুবন্ ।  
 অয়ং গুরুর্নো ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিদশ্চ হিতে রতঃ ॥ ১০ ॥  
 দশবর্ষানি সততময়ং নঃ শাস্তি ভার্গবঃ ।  
 গচ্ছ ত্বং কুহকো ভাসি নাস্মাকং গুরুরপ্যুত ॥ ১১ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা ভার্গবং মুঢ়া নির্ভৎশ্চ চ পুনঃ পুনঃ ।  
 জগৃহস্তং গুরুং প্রীত্যা প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ১২ ॥

স তানিতি । সুসংভ্রান্তান্মোহিতান্নজ্ঞপেণায়ং বৃহস্পতির্যো যুগ্মান্ বঞ্চয়তি বঞ্চয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥

কাব্যেন বাস্তবিকেন । কালপর্যয়াৎ কালবৈপরীত্যেন গুরোর্বৃহস্পতের্মায়ামোহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

অবলোকন করিয়া কহিলেন, ইনিই দেবগুরু বৃহস্পতি, এক্ষণে আমার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে বঞ্চনা করাই ইহঁার অভিপ্রায় ॥ ৫ ॥ ইনি দেব-কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে এই স্থানে আসিয়াছেন, হে অসুরপ্রবরগণ! তোমরা ইহঁার বাক্যে কখনও বিশ্বাস করিও না ॥ ৬ ॥ আমি শত্রুর নিকট হইতে যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তোমাদিগকে তাহাই অধ্যয়ন করাইতেছি । আমি, দেবগণের সহিত যুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ তখন কাব্যরূপধারী গুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দৈত্যগণ “ইনিই কাব্য” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, তদ্বাক্যে সাতিশয় বিশ্বাস সংস্থাপন করিল ॥ ৮ ॥ যাহা হউক, তখন দানব-গুরু শুক্রাচার্য্য যদিও দানবদিগকে বিস্তর বুঝাইয়াছিলেন, তথাপি তাহারা বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত হইয়া, বিপরীত কাল-বৈচিত্র্য-নিবন্ধন সে সকল কিছুই বুঝিল না ও তাহাতে কর্ণপাত করিল না ॥ ৯ ॥ তখন তাহারা স্থিরনিশ্চয় হইয়া মহাত্মা শুক্রাচার্য্যকে কহিল, ইনিই আমাদের বুদ্ধিপ্রদ ও হিতনিরত গুরু, ইনিই ধার্ম্মিক-চূড়ামণি ভার্গব, দশবৎসর কাল নিরন্তরই আমাদের উপদেশ দিতেছেন, তুমি আমাদের গুরু নহ, তোমাকে মায়াবী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও ॥ ১০—১১ ॥ মুঢ়বুদ্ধি দৈত্যগণ ভার্গবকে এই কথা বলিয়া এবং পুনঃ পুনঃ ভৎসনা করিয়া, শুক্ররূপী সুর-গুরুকে প্রণাম ও অভিবাদন পূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল ॥ ১২ ॥



কাব্যস্ত তস্ময়ান্ দৃষ্ট্বা চুকোপাথ শশাপ চ ।  
 দৈত্যান্ বিবোধিতাস্মদ্বা গুরুণা চাতিবক্ষিতান্ ॥ ১৩ ॥  
 যস্মাস্ময়া বোধিতা বৈ গৃহীযুর্ন চ মে বচঃ ।  
 তস্মাৎ প্রনম্যসংজ্ঞা বৈ পরাভবমবাস্প্যথ ॥ ১৪ ॥  
 মদবজ্ঞাফলং কামং স্বল্পে কালে হবাস্প্যথ ।  
 তদাস্ম্য কপটং সর্বং পরিজ্ঞাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তাসৌ জগামাশু ভার্গবঃ ক্রোধসংযুতঃ ।  
 বৃহস্পতিমুদং প্রাপ্য তস্মৌ তত্র সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥  
 ততঃ শপ্তান্ গুরুজ্ঞা দৈত্যাংস্তান্ ভার্গবেণ হি ।  
 জগাম তরসা ত্যক্তা স্বরূপং স্বং বিধায় চ ॥ ১৭ ॥  
 গহ্বোবাচ তদা শক্রং কৃতং কার্য্যং ময়া ধ্রুবম্ ।  
 শপ্তাঃ শুক্রেণ তে দৈত্যা ময়া ত্যক্তাঃ পুনঃ কিল ॥ ১৮ ॥  
 নিরাধারা কৃতা নূনং যতধ্বং সুরসত্তমাঃ ।  
 সংগ্রামার্থং মহাভাগাঃ শাপদগ্ধা ময়া কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

তং শুক্রং বৃহস্পতিং শুক্রাচার্য্যরূপেণ জগৃহঃ ॥ ১২—১৬ ॥

এদিকে কাব্য, দৈত্যদিগকে সুরগুরুর একান্ত অনুবর্তী দেখিয়া এবং বৃহস্পতিবাক্যে  
 বিশ্বাস পূর্বক বক্ষিত হইয়াছে স্থির করিয়া, রোষভরে তাহাদিগকে এই অভিশাপ প্রদান  
 করিলেন যে, যখন আমি দুঃখাইয়া দিলেও তোমরা আমার বাক্য গ্রহণ করিলে না,  
 তখন তোমরা সংজ্ঞাহারা হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩—১৪ ॥ তখনই তিনি  
 প্রতি যে অবজ্ঞা করিলে, তাহার ফল অল্প কালেই প্রাপ্ত হইবে এবং তখন ঐ সুরগুরুর  
 কপট ভাব সবিশেষ অনুভব করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য রোষাবেশে সত্বর চলিয়া গেলেন,  
 বৃহস্পতি হৃষ্ট ও সুস্থিরচিত্ত হইয়া সেই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥  
 তদনন্তর, দৈত্যগণ ভার্গবশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে জানিয়া, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ  
 পূর্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া সত্বরগমনে শক্র-সন্নিধানে আগমন পূর্বক তাঁহাকে কহি-  
 লেন, আমি এক্ষণে নিশ্চিতই কার্য্য সাধন করিয়াছি, কারণ, ভার্গব দৈত্যগণকে অভি-  
 সম্পাত করিয়াছেন, এবং আমিও তাহাদিগকে এ সময়ে পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহারা নিরা-  
 শ্রয় হইয়াছে, হে মহাভাগ সুরসত্তমগণ ! আমি দৈত্যদিগকে শাপদগ্ধ করিয়াছি, তখনই

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং মঘবা যুদমাগুবান্ ।  
 জহুশ্চ সুরাঃ সৰ্বে প্রতিপূজ্য বৃহস্পতিম্ ॥ ২০ ॥  
 সংগ্রামায় মতিং চক্ৰুঃ সংবিচার্য মিথঃ পুনঃ ।  
 নির্যম্মিলিতাঃ সৰ্বে দানবাভিমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২১ ॥  
 সুরান্ সমুদ্যতান্ জাহ্না কৃতোদ্যোগান্মহাবলান্ ।  
 অন্তর্হিতং গুরুং চৈব বভূবুশ্চিস্তয়াশ্বিতাঃ ॥ ২২ ॥  
 পরস্পরমথোচুস্তে মোহিতাস্তশ্চ মায়য়া ।  
 সম্প্রসাদ্যো মহাত্মা চ যাতোহসৌ রুষ্টমানসঃ ॥ ২৩ ॥  
 বঞ্চয়িত্বা গতঃ পাপো গুরুঃ কপটপণ্ডিতঃ ।  
 ভ্রাতৃশ্রীলন্তনঃ প্রায়ো মলিনোহন্তর্বহিঃশুচিঃ ॥ ২৪ ॥  
 কিং কুর্ম্যঃ ক চ গচ্ছামঃ কথং কাব্যং প্রকোপিতম্ ।  
 কুর্বীমহি সহায়ার্থং প্রসন্নং হৃষ্টমানসম্ ॥ ২৫ ॥  
 ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সৰ্বে মিলিতা ভয়কম্পিতাঃ ।  
 প্রহ্লাদং পুরতঃ কৃত্বা জগ্মুস্তে ভার্গবং পুনঃ ॥ ২৬ ॥  
 প্রণেমুশ্চরণৌ তশ্চ যুনের্মৌনভূতস্তদা ।  
 ভার্গবস্তানুবাচাত্ রৌষসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ শপ্তানিতি । ভার্গবেণ শপ্তানৈত্যান্ জাহ্না কৃতোদ্যোগং গুরো দৈত্যান্ শিবাং  
 প্রাপ্তান্মজ্ঞাপদেক্যতীতি কৃতকার্যোহমিতি মহা জগামেত্যর্থঃ ॥ ১৭—২৩ ॥

অন্তর্ম্মলিনঃ কপটী ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সচেষ্ট হও ॥ ১৭—১৯ ॥ দেবরাজ দেবগুরুর এইরূপ  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সমস্ত সুরগণ সচেষ্ট হইয়া বৃহস্পতির অর্চনা পূর্বক  
 নির্জনে পুনর্বার মঙ্গলা করিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । তদনন্তর  
 সুরগণ মিলিত হইয়া সংগ্রাম জন্ত অনুরগণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥ ২০—২১ ॥ মহাবল-  
 শালী অমরগণ, উদ্যোগ সহকারে সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া আগমন করিতেছেন এবং গুরুদেব  
 অন্তর্হিত হইয়াছেন জানিয়া, দৈত্যগণ একান্ত চিস্তাশ্বিত হইল ॥ ২২ ॥ তখন পরস্পর বলিল,  
 অহো ! আমরা সেই সুরগুরুর মায়ায় মোহিত হইয়াছি, মহাত্মা গুরুচার্য্য ক্রুদ্ধ  
 হইয়া আমাদেরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রসন্ন করা আমাদের একান্ত  
 কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ সেই পাপাশয় ভ্রাতৃ-ভার্য্যা-গামী, অন্তর্ম্মলিন, বহিঃশুচি ও কপট-পণ্ডিত  
 সুরগুরু আমাদেরকে যথার্থই বঞ্চনা করিয়া এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥ আমরা  
 এক্ষণে কি করি? কোথায় যাই? কিরূপে সেই প্রকোপিত কাব্যকে আমাদের সাহায্যার্থ

ময়া প্রবোধিতা যুয়ং মোহিতা গুরুমায়য়া ।

ন গৃহীতং বচো যোগ্যং তদা যাজ্ঞা হিতং শুচি ॥ ২৮ ॥

তদাবগণিতশ্চাহং ভবন্তিস্তদ্বশস্ততৈঃ ।

প্রাপ্তং নূনং মদোন্মত্তৈশ্মমাবমানজং ফলম্ ॥ ২৯ ॥

তত্র গচ্ছত সদ্ভ্রষ্টা যত্রাসৌ কপটাকৃতিঃ ।

বঞ্চকঃ সুরকার্যার্থী নাহং তদ্বন্ধি বঞ্চকঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং বুভুস্তং শুক্রং তু বাক্যং সন্ধিঙ্কয়া গিরা ।

প্রহ্লাদস্তং তদোবাচ গৃহীত্বা চরণৌ ততঃ ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ভার্গবাদ্য সমায়াতান্ যাজ্ঞানস্মাংস্তথাতুরান্ ।

ত্যান্তুং নার্বসি সৰ্ব্বজ্ঞ ! ত্বন্ধিতাংস্তনয়ান্ হি নঃ ॥ ৩২ ॥

গতে ত্বয়ি তু মন্ত্রার্থং শৈলূষেণ ছুরাঅনা ।

ত্বদ্বেশমধুরালাপৈৰ্বয়ং তেন প্রবঞ্চিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

হে যাজ্ঞাঃ ॥ ২৮—৩২ ॥

প্রসন্ন করি ? ॥ ২৫ ॥ দৈত্যগণ এইরূপ চিন্তা করত সকলে মিলিত হইয়া ভগ-বাক্য-গম্যমানসে প্রহ্লাদকে অগ্রে লইয়া ভার্গব-সন্নিধানে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ ভার্গব দৈত্যগণকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থিত রহিলেন ; তাহার ঠাঁহার পাদপদ্মে অভিষাদন করিলে গুক্রাচার্য্য ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া, তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ যখন আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তোমরা কপট গুরুর মায়ায় মোহিত হইয়া আমার পবিত্র হিতকর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ কর নাই, প্রত্যুত তোমরা তাহার বশবর্তী এবং মদে উন্মত্ত হইয়া আমার অবজ্ঞা করিয়াছ, তখন তোমাদিগকে সেই ফল নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমরা এখন কল্যাণ হইতে পরিত্রষ্ট হইয়াছ, অর্থাৎ আপনারাই আপনাদের সর্বনাশ করিয়াছ ; এক্ষণে যেখানে সেই কপটরূপী, সুরকার্য্যার্থী বঞ্চক পণ্ডিত আছেন, সেই থানেই গমন কর ; জানিও, আমি তাহার দ্বারা বঞ্চক নহি ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! গুক্রাচার্য্য এইরূপ সন্ধিঙ্ক বাক্য বলিলে, প্রহ্লাদ তৎকালে তাহার চরণগ্রহণ পুরঃসর এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে গুরুদেব ভার্গব ! আমরা অদ্য কাতরভাবে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি, হে সৰ্ব্বজ্ঞ ! আমরা আপনার রাজ্য, হিতকর তনয়-তুল্য ; অতএব, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৩২ ॥ আপনি সন্মুখাংগে গমন করিলে,



অজ্ঞানকৃতদোষেণ নৈব কুপ্যতি শাস্তিমান্ ।  
 সৰ্বজ্ঞস্ত্বং বিজানাসি চিত্তং নঃ প্রবণং স্থয়ি ॥ ৩৪ ॥  
 জ্ঞাত্বা নস্তপসা ভাবং ত্যজ্য কোপং মহামতে ! ।  
 ব্রবন্তি মুনয়ঃ সৰ্বৈঃ কণকোপা হি সাধবঃ ॥ ৩৫ ॥  
 জলং স্বভাবতঃ শীতং বহ্ন্যতপসমাগমাৎ ।  
 ভবতুষ্যং বিয়োগাচ্চ শীতত্বমগ্নুগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥  
 ক্রোধশ্চাণ্ডালরূপো বৈ ত্যক্তব্যঃ সৰ্বথা বুধৈঃ ।  
 তস্মাদ্রোষং পরিত্যজ্য প্রসাদং কুরু স্তত্রত ! ॥ ৩৭ ॥  
 যদি ন ত্যজ্যসি ক্রোধং ত্যজ্যস্ম্যহান স্তদুঃখিতান্ ।  
 ত্বয়া ত্যক্তা মহাভাগ ! গমিষ্যামো রসাতলম্ ॥ ৩৮ ॥

বাস উবাচ ।

প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবো জ্ঞানচক্ষুষা ।  
 বিলোক্য হৃমনা ভূত্বা তানুবাচ হসন্নিব ॥ ৩৯ ॥  
 ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং দানবা বা রসাতলম্ ।  
 রক্ষয়িষ্যামি বো যজ্যাম্যন্ত্রৈরবিতথৈঃ কিল ॥ ৪০ ॥

শৈলূষেণ ভ্রমেশধারিণা বৃহস্পতিনা ॥ ৩৩—৪২ ॥

সুরোগ পাইয়া সেই নটরূপী ভ্রমেশধারী হুয়া বৃহস্পতি মধুরালাপ দ্বারা আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ আপনাকে অধিক কি বলিব, প্রগাঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞান-কৃত অপরাধে প্রকুপিত হন না ; আপনি সৰ্বজ্ঞ, আমাদিগের চিত্ত যে আপনাতেই একান্ত আসক্ত, তাহা আপনি জানেন ॥ ৩৪ ॥ হে মহাবুদ্ধে ! আপনি তপোবলপ্রভাবে আমাদিগের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কোপ পরিহার করুন ; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সাধুগণের কোপ চিরস্থায়ী নহে ॥ ৩৫ ॥ হে মুনে ! জল স্বভাবতই শীতল, বহ্নি দ্বারা তাপযোগে উহা উষ্ণ হয় বটে, কিন্তু কণকাল পরে তাপ অবগত হইলেই পুনর্বার শীতল হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ হে স্তত্রত ! ক্রোধ চণ্ডাল তুলা, অতএব বুধগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ; আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আপনি আমাদিগের প্রতি কোপ পরিহার পূর্বক প্রসন্ন হউন ॥ ৩৭ ॥ যদি আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ না করিয়া ঐকগ ঘোর-দুঃখাভিভূত আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, হে মহাভাগ ! তাহা হইলে আপনাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা রসাতলে প্রবেশ করিব ॥ ৩৮ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! কাব্য, প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞাননেত্রে অবলোকন পূর্বক প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তোমাদিগকে

হিতং সত্যং ব্রবীম্যদ্য শৃণুধ্বং তত্ত্ব নিশ্চয়ম্ ।  
 বচনং মম ধর্মজ্ঞাঃ শ্রুতং যদব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ৪১ ॥  
 অবশ্যস্তাবিনো ভাবাঃ প্রভবন্তি শুভাশুভাঃ ।  
 দৈবং ন চানুথা কর্তুং ক্রমঃ কোহপি ধরাতলে ॥ ৪২ ॥  
 অদ্য মন্দবলা যুয়ং কালযোগাদসংশয়ম্ ।  
 দেবৈর্জিতাঃ সক্রুচ্চাপি পাতালং প্রতিপৎস্বথ ॥ ৪৩ ॥  
 প্রাপ্তঃ পর্যায়কালো ব ইতি ব্রূহাত্যভাষত ।  
 ভুক্তং রাজ্যং ভবন্তিষ্ট পূর্ণং সর্বং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪ ॥  
 যুগানি দশপূর্ণানি দেবানাক্রম্য মূর্ধনি ।  
 দৈবযোগাচ্চ যুগ্মাভিভূক্তং ত্রৈলোক্যমূর্জিতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 সাবর্ণিকে মনো রাজ্যং পুনস্তত্ত্ব ভবিষ্যতি ।  
 পৌত্রত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজ্যং প্রাপ্ন্যতি তে বলিঃ ॥ ৪৬ ॥  
 যদা বামনরূপেণ হৃতং দেবেন বিষ্ণুনা ।  
 তদৈব চ ভবৎপৌত্রঃ প্রোক্তো দেবেন জিষ্ণুনা ॥ ৪৭ ॥

অদ্যোতি । যদ্যপ্যহং মহাদেবাং প্রাপ্তমন্ত্রস্তথাপি ভবতাময়ং পরাজয়কালোহস্তাতঃ  
 কালযোগাদেবৈর্জিতাঃ সন্তঃ সক্রুদেকবারং পাতালং প্রতিপৎস্বথ গমিষ্যণেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তদেব স্পষ্টমাহ প্রাপ্তঃ পর্যায়কাল ইতি । ব্যতায়কাল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥  
 মূর্ধনি দেবানাক্রম্য তেষাং মন্তকে চরণং দত্তেত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

আর ভয় করিতে, বা রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে না । তোমরা আমার যাজ্ঞা, আমি তোমাদিগকে অমোঘ মন্ত্র-প্রভাবে অবশ্যই রক্ষা করিব ॥ ৪০ ॥ হে ধর্মজ্ঞগণ ! ব্রহ্মা পুরাকালে যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুযায়ী আমার এই সত্য, হিতকর ও নিশ্চিত বচন শ্রবণ কর ॥ ৪১ ॥ যাহা অবশ্যস্তাবী, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক অবশ্যই সংঘটিত হইবে । ধরাতলে কেহই দৈবের অনুথা করিতে পারে না ॥ ৪২ ॥ তোমরা এখন কালযোগে নিশ্চিতই হীনবল হইয়াছ ; অতএব, এক্ষণে তোমাদিগকে দেবগণের প্রভাবে পরাস্ত হইয়া একবার পাতাল-তলে গমন করিতে হইবে ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন যে, যখন তোমাদের ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিবার পর্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমরা সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ এই ত্রৈলোক্যের আধিপত্য-সুখ ভোগ করিয়াছ । তোমরা দৈববলে অমরবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের মন্তকে চরণ অর্পণ পুরঃসর পূর্ণ দশযুগ পর্য্যন্ত নির্কিঙ্ক্রে ত্রৈলোক্য সুখসম্ভোগ করিয়াছ ॥ ৪৪—৪৫ ॥ আনিও সাবর্ণিক মন্ত্রস্তরে এই রাজ্য পুনর্বার তোমাদের অধিকৃত হইবে । তখন বলিনামে তোমাদের বংশে ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রহ্লাদ-পৌত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতিপন্ন হইবে ॥ ৪৬ ॥ বৈকুণ্ঠনাথ হরি যখন বামনরূপে বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্

হৃতং যেন বলে রাজ্যং দেববাহ্মার্থসিদ্ধয়ে ।

তুমিহো ভবিতা চাণে স্থিতে সাবর্ণিকে মনো ॥ ৪৮ ॥

ভার্গব উবাচ ।

ইতু্যক্তো হরিণা পৌত্রস্তব প্রহ্লাদ ! সাম্প্রতম্ ।

অদৃশ্যঃ সৰ্বভূতানাং গুপ্তচরতি ভীতবৎ ॥ ৪৯ ॥

একদা বাসবেনাসৌ বলিগর্দভরূপভাক্ ।

শূন্যে গৃহে স্থিতঃ কামং ভয়ভীতঃ শতক্রতোঃ ॥ ৫০ ॥

পৃষ্ঠেচ্চ বহুধা তেন বাসবেন বলিস্তদা ।

কিমর্থং গর্দভং রূপং কৃতবান্ দৈত্যপুঙ্গব ! ॥ ৫১ ॥

ভোক্তা ত্বং সৰ্বলোকস্য দৈত্যানাঞ্চ প্রশাসিতা ।

ন লজ্জা খররূপেণ তব রাক্ষসসন্তম ! ।

তস্ম্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈত্যরাজো বলিস্তদা ॥ ৫২ ॥

প্রোবাচ বচনং শক্রং কোহত্র শোকঃ শতক্রতো ! ।

যথা বিষ্ণুর্মহাতেজা মংস্তকচ্ছপতাং গতঃ ॥ ৫৩ ॥

তথাহং খররূপেণ সংস্থিতঃ কালযোগতঃ ।

যথা ত্বং কমলে লীনঃ সংস্থিতো বৃক্ষহত্যয়া ॥ ৫৪ ॥

ইদং বামনরূপেণ হরিণাপি পূৰ্ব্বমুক্তমস্তীত্যাহ বদেতি । হৃতমিতি রাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭-৪৮ ॥

জনार्দন বিষ্ণু, দৈত্যরাজ বলিকে বলিগর্দভরূপেণ যে, আমি দেবগণের বাহ্মিতার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ছলে তোমার রাজ্য হরণ করিলাম, আগামী সাবর্ণিক মন্বন্তর-কাল উপস্থিত হইলে, তুমিই ইচ্ছা করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥

হে প্রহ্লাদ ! ভগবান্ হরির বচনানুসারে তোমার পৌত্র বলি এক্ষণে সৰ্ব ভূতগণের অদৃশ্য থাকিয়া অত্যন্ত ভীতের ভাৱ অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ তিনি বাসব-ভয়ে ভীত হইয়া গর্দভরূপ ধারণ পূর্বক শূন্যগৃহে অবস্থিত আছেন । এমন সময়ে একদিন দেবরাজ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে রাসভদেহ ধারণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫০—৫১ ॥ হে দৈত্যবর ! তুমি সতত সৰ্বলোক-স্বধ-ভোগ করিতেছ, তুমি দৈত্য-গণের শাসন-কর্তা, হে দৈত্যসন্তম ! সৰ্বলোকের উপর তোমার অচল আধিপত্য, অতএব গর্দভরূপ ধারণে তোমার লজ্জার আবির্ভাব হইতেছে না কেন ? দৈত্যরাজ বলি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ॥ ৫২ ॥ হে শক্র ! এ বিষয়ে শোক বা হঃখ কি আছে ? যখন মহাতেজা বিষ্ণুও মংস্ত কচ্ছপের রূপ ধারণ করিয়াছেন, তখন আমি যে কালবণে খরাকার ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আপনি বৃক্ষহত্যার



পীড়িতশ্চ তথা হৃদ্য স্থিতোহহং ধরূপধৃক্ ।

দৈবাধীনশ্চ কিং দুঃখং কিং সুখং পাকশাসন ! ।

কালং করোতি বৈ নুনং যদিচ্ছতি যথা তথা ॥ ৫৫ ॥

ভার্গব উবাচ ।

ইতি তৌ বলিদেবেশৌ কৃতা সংবিদমুত্তমাম্ ।

প্রবোধং প্রাপতুঃ কামং যথাস্থানক জগতুঃ ॥ ৫৬ ॥

ইত্যেতত্তে সমাখ্যাতা ময়া দৈববলিষ্ঠতা ।

দৈবাধীনং জগৎ সর্বং স দেবাস্থরমানুষম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তিকথনং নাম

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পৌত্রস্তবেতি । বলিরিত্যর্থঃ । ইতি বামনবাক্যং তব পৌত্রো বলিঃ কৃতা ভীতবৎ সর্ব-  
ভূতানামদৃষ্টঃ সন্ শুশ্রূষতীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পর যেকুপ মানসমরোবরে সরোজমধ্যে সংলীন হইয়া অবস্থিত ছিলেন, সেইরূপ আমিও  
অদ্য কাতর হইয়া গর্ভভরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি । পাকশাসন ! দৈবাধীন  
ব্যক্তির দুঃখই বা কি এবং সুখই বা কি ? তাহার পক্ষে সকলই সমান ; কারণ, কাল যখন  
যেকুপ ইচ্ছা করে তখন তাহার প্রতি নিশ্চিতই সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ভার্গব বলিলেন, প্রহ্লাদ ! বলিও দেবরাজ পরস্পরে এইরূপ সংলাপ করিয়া উভয়ে  
প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে যথেষ্ট স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ অস্থরসত্তম !  
আমি দৈবের বলবত্তাবিষয়ক এই আখ্যানটী তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । তুমি জানিও  
স্থর, অস্থর ও নর সহিত এই নিখিল জগৎ দৈবেরই অধীন হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যগণের শুক্রাচার্য্য

প্রাপ্তি নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবস্ত মহাত্মনঃ ।  
প্রহ্লাদস্ত স্তম্ভচকো বভূব নৃপনন্দন । ১ ॥  
জ্ঞাত্বা দৈবং বলিষ্ঠঞ্চ প্রহ্লাদস্তাশুবাচ হ ।  
কৃতেহপি যুদ্ধে ন জয়ো ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ২ ॥  
তদা তে জয়িনঃ প্রোচুর্দানবা মদগর্বিভাঃ ।  
সংগ্রামস্ত একর্তব্যো দৈবং কিং ন বিদামহে ॥ ৩ ॥  
নিরুদ্যমানাং দৈবং হি প্রধানমসুরাধিপ ! ।  
কেন দৃষ্টং ক বা দৃষ্টং কীদৃশং কেন নিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥  
তস্মাদযুদ্ধং করিষ্যামো বলমান্থায় সাম্প্রতম্ ।  
ভবাঞ্জে দৈত্যবর্ষা ! ত্বং সর্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ॥ ৫ ॥  
ইতুক্ত্যন্তে স্তদা রাজন্ ! প্রহ্লাদঃ প্রবলারিহা ।  
সেনানীশ্চ তদা ভূত্বা দেবান্ যুদ্ধে সমাহ্বয়ৎ ॥ ৬ ॥

অৰ্দ্ধশ্লোকান্তিকৈরেকসপ্ততিশ্লোকবর্ষাকৈঃ ।

দেবদানবয়োৰ্ধ্বশাস্তির্দেব্যা কৃতোচ্যতে ॥

যুদ্ধে যুগ্মাভিঃ কৃতেহপি জয়ো ন ভবিষ্যতি কিন্তু পরাজয় এবেতি ভার্গববাক্যং শ্রুত্বা  
প্রহ্লাদো দৈত্যাশুবাচেত্যা হ ইতি তন্তেতি ॥ ১—২ ॥

দৈবং কিমিতি । অমুকুলং প্রতিকুলং বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে মহারাজ জনমেজয় ! প্রহ্লাদ মহাত্মা ভার্গবের পূর্বোক্ত বাক্য  
শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ১ ॥ তখন তিনি দৈবকে বলবান্ জানিয়া দৈত্যগণকে  
কহিলেন, ওহে দৈত্যগণ ! সুরগণের সহিত সংগ্রাম করিলেও কদাচই আমাদের জয়লাভ  
হইবে না ॥ ২ ॥ তখন বিজয়ী মদগর্বিভ দানবগণ প্রহ্লাদকে কহিল, সংগ্রাম আমাদের  
একান্তই কর্তব্য, দৈব কাহাকে বলে আমরা তাহা জানি না । হে অসুরেন্দ্র ! যাহারা  
উদ্যোগবিহীন—অর্থাৎ অকর্ণণ্য, দৈব তাহাদেরই প্রধান আশ্রয় ; দৈব কি প্রকার,  
ইহাকে কে নির্মাণ করিয়াছে এবং কে বা তাহা কোথায় দর্শন করিয়াছে ? যাহা হউক  
আমরা একগণে বল অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব । দৈত্যপ্রবর ! আপনি অতিশয় বুদ্ধি-  
শালী ও সর্বজ্ঞ ; একগণে আমাদের প্রধান নায়ক হইয়া যুদ্ধ কার্য সম্পাদন করুন ॥ ৩—৫ ॥

তেহপি তত্রাস্থান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্ ।  
 সর্বৈ সংভূতসস্তারা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্ ॥ ৭ ॥  
 সংগ্রামস্ত তদা ঘোরঃ শক্রপ্রহ্লাদয়োৰ্ভবৎ ।  
 পূৰ্ণং বর্ষণতং তত্র যুনাঃ বিশ্বয়াবহঃ ॥ ৮ ॥  
 বর্তমানে মহাযুদ্ধে শুক্রেণ প্রতিপালিতাঃ ।  
 জয়মাপুস্তদা দৈত্যাঃ প্রহ্লাদপ্রমুখা নৃপ ! ॥ ৯ ॥  
 তদৈবেন্দ্রে গুরোর্বাক্যাং সর্বদুঃখবিনাশিনীম্ ।  
 সস্মার মনসা দেবীং মুক্তিদাং পরমাং শিবাম্ ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

জয় দেবি মহামায়ে শূলধারিণি চান্বিকে ।  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মখড়্গহস্তে হভয়প্রদে ॥ ১১ ॥  
 নমস্তে ভুবনেশানি শক্তিদর্শননায়িকে ।  
 দশতত্ত্বাত্মিকে মাতর্মহাবিদ্যাস্বরূপিণি ॥ ১২ ॥

যদ্ব্যেকোক্তং দৈবং প্রতিকূলং বর্ততে জয়ো ন ভবিষ্যতীতি তদেতদ্ব্যসং নিরুদ্যমানাঃ পৌরুষহীনানাং ভবতি পরাক্রমবন্তিস্ত পৌরুষমেব প্রধানতয়া মন্তব্যমদৃষ্টং তু ক বা বর্ততে কিং দৃষ্টং বর্ততে কেন বা নির্মিতমিতি কেন দৃষ্টং নৈবাদৃষ্টমতীতি ভাবঃ ॥ ৪—৭ ॥

তবৎ অভবদিত্যর্থঃ । আগমশাস্ত্রস্তানিত্যাদভাগমাত্মকঃ ॥ ৮—১১ ॥

শক্তিদর্শননায়িকে ইতি । শৈবশাক্তসৌরগাণেশবৈষ্ণবনাস্তিকমতপ্রতিপাদকানি সঙ্কর্ষণানি সন্তি । তত্র শক্তিদর্শনশ্চ নায়িকা তন্নতশ্চ মুখ্যত্বেন প্রতিপাদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী দেবীত্যা-

রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ কহিলে, প্রবল-বৈরি-বিনাশন প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের সেনানী হইয়া দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥ ৬ ॥ অসুরগণ অসুরগণকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া সকলে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক সুসজ্জিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥ তখন প্রহ্লাদ ও পুরন্দরের পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল, এই ভীষণ সংগ্রাম-দর্শনে সুনিগণেরও বিশ্বয়ের আবির্ভাব হইল ॥ ৮ ॥ হে রাজন্ ! উপস্থিত সেই নিদারুণ সংগ্রামে শুক্রাচার্য্যের অহুগত প্রহ্লাদপ্রমুখ দৈত্যগণের জয়লাভ হইল ॥ ৯ ॥ তখন ইন্দ্র অসুরগণের বাক্যানুসারে সর্বদুঃখবিনাশিনী, মুক্তিপ্রদা পরাংপর কল্যাণদায়িনী ভুবনেশ্বরীকে মনে মনে স্মরণ করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ হইলেন ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহামায়ে দেবি ! হে শূলধারিণি অম্বিকে ! আপনি নিখিল বিশ্বের অতরপ্রদান জন্ত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কুপাণ ধারণ করিয়া থাকেন । হে ভুবনেশানি ! আপনাকে নমস্কার ; আপনি শক্তির প্রাধাত্য-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্রসকলের নায়িকা এবং শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি মতে নানাবিধ তত্ত্বের ভিন্নতা থাকিলেও আপনি



মহাকুণ্ডলিনীরূপে সচ্চিদানন্দরূপিণি ।  
 প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে তে নমো দীপশিখাঙ্গিকে ॥ ১৩ ॥  
 পঞ্চকোষাস্তরগতে পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণি ।  
 আনন্দকলিকে মাতঃ ! সৰ্ব্বোপনিষদর্চিতে ॥ ১৪ ॥  
 মাতঃ ! প্রসাদস্বমুখি ! ভব হীনসম্বান্  
 ত্রায়স্ব নো জননি ! দৈত্যপরাজিতান্ বৈ ।  
 হুং দেবি ! নঃ শরণদা ভুবনে প্রমাণা  
 শক্তাসি হুঃখশমনেহখিলবীৰ্য্যযুক্তে ! ॥ ১৫ ॥

স্তীতি তদেতৎ বড়দর্শনপূজায়াং স্পষ্টং তদতিপ্রায়োগোচ্যতে শক্তিদর্শননারিক্বে ইতি । দশ-  
 তত্বাঙ্গিকে মাতরিতি শৈবশাক্তসৌরবৈকবৈজপুраदिमतভেদেন তত্বাঙ্গানেকানি সন্তি । তত্র  
 শক্তিদর্শনমতে শ্রীভুবনেশ্বর্যা দশ তত্বানি সন্তি । কচিরব তত্বাঙ্গিণি । তত্বকং শারদায়াম্ ।  
 নিবৃত্তাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ ততো বিন্দুঃ কলা পুনঃ । নাদঃ শক্তিঃ সদা পূর্বঃ শিবশ্চ প্রকৃতে-  
 র্বিচ্ছুরিতি । তত্বশব্দেন সৰ্ব্বপ্রপঞ্চস্ত যত্রাস্তর্ভাবস্তত্বমুচ্যতে । তথাচ তদতিপ্রায়োগোচ্যতে  
 দশ তত্বাঙ্গিকে মাতরিতি মহাবিন্দুস্বরূপিণি সিতশোণবিন্দুযুগলমিশ্রণাজ্জায়মানো মিশ্রবিন্দু-  
 র্মহাবিন্দুরিতি কামকলারহস্তে স্পষ্টম্ । তত্বাখ্যায়াং চান্বাভির্কিশদীকৃতং তদপ্রায়োগোচ্যতে  
 মহাবিন্দুস্বরূপিণীতি । সাম্যাবস্থমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মমহাবিন্দুস্তৎস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥

প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে ত ইতি । প্রাণাগ্নিহোত্রপ্রপঞ্চবাগাখ্যৌ ঘৌ বাগৌ তয়োর্বয়োরাপি  
 দেবতা ভুবনেশ্বরী । তদেতত্ত্বয়েষু স্পষ্টং তদতিপ্রায়োগোচ্যতে প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্য ইতি । তদে-  
 বতে ইত্যর্থঃ । নমো দীপশিখাঙ্গিকে ইতি । দীপশিখা বহ্নিশিখা তদাঙ্গিকে ইত্যর্থঃ । তথাচ  
 শ্রুতিঃ । তস্ত মধ্যে বহ্নিশিখা অগ্নিরোক্তা ব্যবহিতা । নীলতোরদমধ্যস্থা বিদ্যাক্ষেপেব  
 ভাস্বরেতি ॥ ১৩ ॥

পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীতি । ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি বাক্যোক্তানন্দময়কোষপুচ্ছভূতব্রহ্মস্বরূপিণী-  
 ত্যর্থঃ । সৰ্ব্বোপনিষদর্চিতে ইতি । সৰ্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সৰ্ব্বাণীতি শ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥

হীনসম্বান্ হীনপরাক্রমান্ ॥ ১৫ ॥

দশতত্বাঙ্গিকা ; হে মাতঃ ! আপনিই মহাবিদ্যাস্বরূপিণী, আমি আপনাকে নমস্কার  
 করি ॥ ১২ ॥ হে মাতঃ ! আপনি আধারপন্নস্থিতা মহাকুণ্ডলিনী ; আপনিই সচ্চিদানন্দ-  
 স্বরূপিণী ; আপনি প্রাণ ও অগ্নিহোত্র-বাগ-স্বরূপিণী, অর্থাৎ আপনিই উক্ত বাগদ্বয়ের অধি-  
 দেবতা ; জলদোদয়ে যেরূপ বিদ্যাৎ প্রকাশ পায়, তাহার ভায় আপনি হৃদয়াকাশে সর্বদাই  
 বহ্নিশিখার ভায় দীপ্তি পাইতেছেন ; মাতঃ ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥ জননি !  
 আপনিই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষে অবস্থিত রহি-  
 যাছেন ; আপনি আনন্দময় কোষে ব্রহ্মস্বরূপিণী ; মাতঃ আপনি আনন্দকলিকা এবং পরা-  
 ব্রহ্মবিদ্যারূপ-উপনিষৎ সকলের পরিপূজিতা ; জননি ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥ মাতঃ !  
 আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা দৈত্যগণের নিকটে পরাজিত ও হীন-  
 তেজ হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে পরিব্রাণ করুন । হে সর্বশক্তিসম্পন্ন দেবি !

ধ্যায়ন্তি যেহপি স্থখিনো নিতরাং ভবন্তি  
 হুঃখান্বিতাবিগতশোকভয়ান্বিতাশ্চ ।  
 মোক্ষার্থিনো বিগতমানবিমুক্তসঙ্গাঃ  
 সংসারবারিধিজলং প্রতরন্তি সন্তঃ ॥ ১৬ ॥  
 ত্বং দেবি ! বিশ্বজননি ! প্রথিতপ্রভাবা  
 সংরক্ষণার্থমুদিতার্তিহরপ্রতাপা ।  
 সংহতু মেতদখিলং কিল কালরূপা  
 কো বেত্তি তেহং চরিতং নমু মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥  
 ব্রহ্মা হরশ্চ হরিদম্বরথো হরিশ্চ  
 নাহং যমোহথ বক্রণোহগ্নিসমীরণো চ ।  
 জ্ঞাতুং কমা ন যুনয়োহপি মহানুভাবা  
 যন্তাঃ প্রভাবমতুলং নিগমাগমাশ্চ ॥ ১৮ ॥

হুঃখান্বিতেতি । অস্তে যে ন ধ্যায়ন্তি তে হুঃখান্বিতাশ্চ তে অবিগতশোকভয়ান্বিতাশ্চেতি কন্দ-  
 ধারয়ঃ । তথা ভবন্তি মোক্ষার্থিনো যে ধ্যায়ন্তীত্যম্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

ত্বং দেবি বিবেচতি । আর্তিহরঃ প্রতাপো যন্তাঃ । সঙ্কণ্ডং বিনা রক্ষণাতাবস্তমোক্ষণং  
 বিনা সংহারাতাবো মাতৃস্ত পুত্রবিষয়ে সঙ্কণ্ডং এবান্তি তব তু জগজ্জনন্যা জগতো রক্ষণা-  
 ন্মারণাচ্ছোভয়গুণবস্তুমন্তীতি তবৈতাদৃশবিলক্ষণচরিতং কো বেদ ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মাতৃশ্রুতরিতং মন্দবুদ্ধীনাং বিষয়ঃ স্তবুদ্ধীনাং তু বিষয়ঃ শ্রাদিতিচেতজ্ঞাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি ।  
 এতে মহাত্মোহপি ন জানন্তি তদৈতদপেক্ষাধিকবুদ্ধিমত্তঃ কে সন্তি । তন্মাদেতদ্বিষয়ে সর্ক  
 এব মন্দবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ যতো বাচো নিবর্তন্ত ইতি ॥ ১৮ ॥

কেবল আপনিই এই ভুবনে আশ্রয়দায়িনী হইয়া আমাদের হুঃখ প্রশমনে সমর্থ হইয়া  
 থাকেন ॥ ১৬ ॥ দেবি ! বাহারা সতত আপনার ধ্যান করেন, তাঁহারাষ্ট প্রকৃত সুখী ;  
 আর বাহারা আপনার ধ্যান না করেন তাঁহাদের শোক ও ভয় বিদূরিত হয় না, স্ততরাং  
 তাঁহারা কেবল হুঃখভোগ করিয়া থাকেন । মোক্ষার্থী যে সকল ব্যক্তি নিয়ত আপনার  
 ধ্যান ধারণা করেন, সেই সজ্জনগণ অভিমান-বিরহিত ও নিঃসঙ্গ হইয়া যে সংসার-  
 বারিধির অপার পার সন্দর্শন করেন, তাহাযে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ হে বিশ্ব-  
 জননি দেবি ! বিশ্ব রক্ষণের নিমিত্ত আপনার প্রভাব বিখ্যাত রহিয়াছে ; বলিতে কি, আপ-  
 নার প্রভাবে বিপদের পীড়া প্রশমিত হয় ; আপনি এই অখিল সংসার-সংহার নিমিত্ত কাল-  
 রূপিনী হইয়া রহিয়াছেন, হে অব ! মন্দমতি জনগণের মধ্যে কে আপনার আচরিত অবগত  
 হইতে পারে ? ॥ ১৭ ॥ দিবাকর, আমি, যম, বক্রণ, হতাশন, সমীরণ, মহানুভব মুনিগণ,  
 আগম, নিগম, অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও আপনার অতুল প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ  
 নহে । মাতঃ ! আমি আপনার চরণে নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥ উমে ! বাহারা আপনার প্রতি

ধন্যাস্তু এব তব ভক্তিপর্য মহাস্তুঃ  
 সংসারদুঃখরহিতাঃ সুখসিন্ধুমায়াঃ ।  
 যে ভক্তিভাবরহিতা ন কদাপি দুঃখা-  
 শ্রোধিঃ জনিক্ণয়তরঙ্গমুমে ! তরস্তি ॥ ১৯ ॥  
 যে বীজ্যমানাঃ সিতচামরৈশ্চ  
 ক্রীড়ন্তি ধন্যাঃ শিবিকাধিরূঢ়াঃ ।  
 তৈঃ পূজিতা ভুং কিল পূৰ্বদেহে  
 নানোপহারৈরিত্যি চিন্তয়ামি ॥ ২০ ॥  
 যে পূজ্যমানা বরবারণশ্চ  
 বিলাসিনীবৃন্দবিলাসযুক্তাঃ ।  
 সামন্তকৈশ্চোপনতৈর্ভজন্তি  
 মন্যে হি তৈস্ত্বং কিল পূজিতামি ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা মঘবতা দেবী বিশ্বেশ্বরী তদা ।  
 প্রাহুর্ভুব তরঙ্গা সিংহারুঢ়া চতুর্ভুজা ॥ ২২ ॥

ধন্য ইতি । যে ভক্তিরহিতাস্তে জনিক্ণয়তরঙ্গবস্তুঃ দুঃখাশ্রোধিঃ হে উমে ন কদাপি তরস্তি ॥ ১৯—২৮ ॥

ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহারাই মহান্, তাঁহারা সংসারদুঃখ বিরহিত হইয়া সতত সুখসমুদ্রে মগ্ন হইয়া থাকেন । আর যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিবিশীন, তাহারা জন্মমৃত্যুস্বরূপ তরঙ্গসমষ্টিত দুঃখসমুদ্র পার হইতে কদাচই সমর্থ হইয়া না ॥ ১৯ ॥ হে দেবি ! যাহারা সতত স্নেহচামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া থাকেন এবং যাহারা শিবিকারোহণে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে নানাবিধ উপহারে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, সুতরাং এ জন্মে তদনুরূপ ফল পাইয়াছেন ইহা আমি বিবেচনা করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥ যাহারা মানবসমূহে নিয়তই পূজা, যাহারা বরবারণারোহণে গমন করিয়া থাকেন, যাহারা বিলাসিনীগণের বিলাস-রসে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ অনুভব করেন, যাহারা অধীনস্থ সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিয়া থাকেন, হে দেবি ! আমি বিবেচনা করিয়া থাকি যে, তাঁহারা পূর্বজন্মে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ সকল সুখসম্পত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবরাজ এইরূপে স্তব করিতেছেন এক্রপ সময়ে দেবী সিংহারোহণে সন্থ প্রাহুর্ভূত হইলেন । তাঁহার ভূজচতুষ্টয় শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মে সুশোভিত,



শঙ্খচক্রগদাপদ্যান্ বিভ্রতী চারুলোচনা ।  
 রক্তান্বরধরা দেবী দিব্যমাল্যবিভূষণা ॥ ২৩ ॥  
 তানুবাচ সুরান্ দেবী প্রসন্নবদনা গিরা ।  
 ভয়ং ত্যজন্তু ভো দেবাঃ ! শং বিধাশ্চে কিলানুনা ॥ ২৪ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা সা তদা দেবী সিংহারুড়াতিসুন্দরী ।  
 জগাম তরসা তত্র যত্র দৈত্যা মদাস্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥  
 প্রহ্লাদপ্রমুখাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা দেবীং পুরঃস্থিতাম্ ।  
 উচুঃ পরস্পরং ভীতাঃ কিংকর্তব্যমিতস্তদা ॥ ২৬ ॥  
 দেবানাং রক্ষণার্থায় সম্প্রাপ্তা চণ্ডিকা কিল ।  
 মহিষাস্তকরী নুনং চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥ ২৭ ॥  
 নিহনিষ্যতি নঃ সর্কানন্থিকা নাত্র সংশয়ঃ ।  
 বক্রদৃষ্ট্যা যয়া পূর্বে নিহতো মধুকৈটভো ॥ ২৮ ॥  
 এবং চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য প্রহ্লাদস্তানুবাচ হ ।  
 যোদ্ধব্যং নাথ গন্তব্যং পলায়া দানবোত্তমাঃ ! ॥ ২৯ ॥  
 নমুচিন্ত্যানুবাচাথ পলায়নপরানিহ ।  
 হনিষ্যতি জগন্মাতা ক্লৃষিতা কিল হেতিভিঃ ॥ ৩০ ॥

---

ন যোদ্ধব্যং কিন্তু পলায়া গন্তব্যমিত্যবয়ঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

---

ভদ্রীয়া লোচনজ্বর অতি মনোহর, তাঁহার পরিধান রক্তান্বর এবং গলদেশ দিব্য মালায় বিভূ-  
 ষিত ॥ ২৩ ॥ দেবী প্রসন্নবদনে সুরগণকে কহিলেন, দেবগণ ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর,  
 এক্ষণে আমি তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব ॥ ২৪ ॥ সেই দিব্য সুন্দরী সিংহারুড়া দেবী  
 সুরগণকে উক্ত বাক্য বলিয়া যেখানে মদমত্ত অসুরগণ অবস্থিত করিতেছিল, সেই স্থানে  
 গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন প্রহ্লাদাদি অসুরগণ, দেবীকে পুরহিত অবলোকন করিয়া ভয়-  
 ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এখন কি করা কর্তব্য ? এই চণ্ডিকা দেবগণের রক্ষণের  
 নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ; ইনি মহিষাস্তর ও চণ্ডমুণ্ডকে বিনাশ করিয়াছেন,  
 ইনিই বক্রদৃষ্টি দ্বারা পূর্বে মধুকৈটভকে সংহার করিয়াছিলেন । এক্ষণে এই অস্থিকা  
 আমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৬—২৮ ॥ প্রহ্লাদ দানবগণকে  
 এইরূপ চিন্তাতুর অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে দানবগণ ! এখন যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন  
 করাই কর্তব্য । তখন নমুচিনামক দৈত্য, পলায়নপর দানবাদিগকে কহিল, তোমরা  
 পলায়ন করিলে এই জগন্মাতা এখনি করমুত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তোমাদিগকে বিনাশ করি-

তথা কুরু মহাভাগ ! যথা দুঃখং ন জায়তে ।

ব্রজাম্যদৈব পাতালং তাং স্তুত্বা তদনুজয়া ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

স্তোমি দেবীং মহামায়াং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।

সর্বেষাং জননীং শক্তিং ভক্তানামভয়ঙ্করীম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা বিষ্ণুভক্তস্তু প্রহ্লাদঃ পরমার্থবিৎ ।

ভূক্তাব জগতাং ধাত্রীং কৃতাজ্জলিপুটসুদা ॥ ৩৩ ॥

মালাসর্পবদাভাতি যন্তাং সর্বং চরাচরম্ ।

সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ তস্মৈ হ্রীংমূর্তয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥

ত্বত্ত্বঃ সর্বমিদং বিশ্বং স্বাবরং জঙ্গমং তথা ।

অন্তো নিমিত্তমাত্রাস্তে কর্তারস্তব নির্মিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

নমো দেবি ! মহামায়ে ! সর্বেষাং জননী স্মৃতা ।

কো ভেদস্তব দেবেষু দৈত্যেষু স্বরূতেষু চ ॥ ৩৬ ॥

দৈত্যানু প্রত্যাঙ্ক প্রহ্লাদঃ প্রত্যাহ মহাভাগেতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

মালাসর্পবদিত্তি । মালায়াং যথা সর্পভ্রমস্তবচরাচরং যন্তাং ভাতি তস্মৈ সর্বাধিষ্ঠানবৃক্ষ-  
রূপায়ৈ হ্রীংকারমূর্তয়ে শ্রীভুবনেশ্বর্যৈ নমোহুদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্তো বৃক্ষবিক্রাদয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বেন ॥ ২৯—৩০ ॥ বাহা হউক, বাহাতে উত্তরপক্ষ রক্ষা হয় তাহাই করা আমাদের কর্তব্য ।  
আমরা ভুবনেশ্বরীকে স্তুতি করিয়া তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক অদ্যই পাতালতলে গমন  
করিব স্থির করিয়াছি ॥ ৩১ ॥ তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী,  
সর্বজননী, ভক্তগণের অন্তরদায়িনী মহামায়ার স্তুত্ব করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া পরমার্থতত্ত্ববিৎ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কৃতাজ্জলিপুটে দেবী  
জগদ্ধাত্রীর স্তুত্ব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মালা দর্শনে বেক্ষণ সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার  
ভ্রাম ধাহার আশ্রয়ে এই চরাচর শোভা পাইতেছে, যিনি এই অখিলের অধিষ্ঠানরূপা, সেই  
হ্রীংকারবীজমূর্তি ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥ হে দেবি ! আপনা হইতেই স্বাবর  
জঙ্গমাদি এই অখিল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি নিমিত্ত কর্তা মাত্র,  
বাস্তবিক, আপনি সৃষ্টাদি কার্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ হে মহা-  
মায়ে ! আমি আপনাকে নমস্কার করি । আপনি সকলের জননী, যখন সুর ও অসুরগণ  
সকলই আপনার সৃষ্ট, তখন আর আপনার দৃষ্টিতে দেবতা ও দৈত্যগণের বিভিন্নতা

মাতুঃ পুত্রেষু কো ভেদোহ্যপ্যন্তেষু শুভেষু চ ।  
 তথৈব দেবেষ্ম্যাসু ন কর্তব্যস্তয়াধুনা ॥ ৩৭ ॥  
 যাদৃশাস্তাদৃশা মাতঃ ! স্তুতাস্তে দানবাঃ কিল ।  
 যতস্ত্বং বিশ্বজননী পুরাণেষু প্রকীর্তিতা ॥ ৩৮ ॥  
 তেহপি স্বার্থপরা নুনং তথৈব বরমপ্যুত ।  
 নাস্তরং দৈত্যাসুরয়োর্ভেদোহয়ং মোহসম্ভবঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ধনদারাদিভোগেষু বয়ং সক্তা দিবানিশম্ ।  
 তথৈব দেবা দেবেষি ! কো ভেদোহস্যুরদেবয়োঃ ॥ ৪০ ॥  
 তেহপি কষ্টপদায়াদা বয়ং তৎসম্ভবাঃ কিল ।  
 কুতো বিরোধসমুত্তিক্রান্তা মাতস্ত্বাধুনা ॥ ৪১ ॥  
 ন তথা বিহিতং মাতস্ত্বয়ি সর্বসমুদ্ভবে ! ।  
 সাম্যতৈব ত্বয়া স্থাপ্যা দেবেষ্ম্যাসু চৈব হি ॥ ৪২ ॥  
 গুণব্যতিকরাৎ সর্বৈ সমুৎপত্তাঃ সুরাসুরাঃ ।  
 গুণাশ্রিতা ভবেয়ুস্তে কথং দেহভূতোহমরাঃ ॥ ৪৩ ॥

সর্কেষামিতি । দেবাদীনাং দৈত্যাदीনাং চেত্যর্থঃ । তদা স্মেন কুতেনু মেনেনু দৈত্যেনু  
 কো ভেদঃ । ভেদো নাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥

ন তথেনি । হে সর্বসমুদ্ভবে সর্বকারণে স্ময়ি ন তথা বিরোধকর্তৃত্বং বিহিতং শাস্ত্রেণে-  
 ত্যর্থঃ । তর্হি কিং তত্রাহ সাম্যতৈবেতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

কিরূপে সম্ভবে ? ॥ ৩৬ ॥ যখন উত্তম ও অধম পুত্রগণের মধ্যে মাতার ভেদবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না,  
 তখন দেবগণকে ও আসাদিগকে ভিন্নভাবে দর্শন না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ৩৭ ॥  
 দেবি ! আপনি অধিল পুরাণে বিশ্বজননী বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন, অতএব মাতঃ ! দেবগণ  
 আপনার যেরূপ পুত্র আমরাও সেইরূপ ॥ ৩৮ ॥ জননি ! তাঁহারাও যেরূপ স্বার্থপর, আমাদেরও  
 স্বার্থ সেই প্রকার ; স্তুতরাং দৈত্য ও দেবগণের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, তবে যদি কেহ  
 ভেদবুদ্ধি করেন, তাহা অসঙ্গত ॥ ৩৯ ॥ দেবি ! ধনদারাদি বিষয়ভোগে আমরা যেরূপ  
 দিব্যরাত্রি আসক্ত, দেবগণও সেইরূপ ; হে দেবেষি ! তবে অসুরগণের সহিত দেবগণের  
 কি ভেদ আছে ? ॥ ৪০ ॥ মাতঃ ! তাঁহারাও কষ্টপদায়াদা, আমরাও তদায়জ, অতএব  
 এবিষয়ে আপনার মেহের বৈলক্ষণ্য কিরূপে হইতে পারে ? ॥ ৪১ ॥ হে বিশ্বজননি ! আপনাতে  
 সেরূপ বিরোধ বিধান কোথাও দৃষ্ট হয় না । অতএব আপনি দেবগণের ও অসুরগণের মধ্যে  
 সাম্যতাব স্থাপন করুন ॥ ৪২ ॥ সুরগণ ও অসুরগণ, সকলেই গুণ-সমূহ-সংযোগে উৎপন্ন হই-  
 য়াছেন, তবে অমরগণ দেহধারী হইয়া কিরূপে অধিক গুণাশ্রিত হইতে পারেন ? ॥ ৪৩ ॥



কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ সর্বদেহেষু সংস্থিতাঃ ।  
 বর্তন্তে সর্বদা তস্মাৎ কোহবিরোধী ভবেজ্জনঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ত্বয়া মিথো বিরোধোহয়ং কলিতঃ কিল কোতুকাৎ ।  
 মন্যামহে বিভেদেন নুনং যুদ্ধাদিদৃশ্যম্ ॥ ৪৫ ॥  
 অন্যথা খলু ভ্রাতৃগাং বিরোধঃ কীদৃশোহনঘে ! ।  
 ত্রক্ষেম্বেচ্ছসি চামুণ্ডে ! বীক্ষিতুং কলহং কিল ॥ ৪৬ ॥  
 জানামি ধর্ম্যং ধর্ম্যজ্ঞে ! বেদ্যি চাহং শতক্রতুম্ ।  
 তথাপি কলহোহস্মাকং ভোগার্থং দেবি ! সর্বথা ॥ ৪৭ ॥  
 একঃ কোহপি ন শাস্তান্তি সংসারে ত্বাং বিনাম্বিকে ! ।  
 স্পৃহাবতস্তু কঃ কর্তুং ক্ষমতে বচনং বুধঃ ॥ ৪৮ ॥  
 দেবাস্তুরৈরয়ং সিদ্ধুর্ন্যধিতঃ সময়ে কচিৎ ।  
 বিষ্ণুনা বিহিতো ভেদঃ সুধারত্নচ্ছলেন বৈ\* ॥ ৪৯ ॥  
 ত্বয়াসৌ কলিতঃ শৌরিঃ পালকত্বে জগদ্গুরুঃ ।  
 তেন লক্ষ্মীঃ স্বয়ং লোভাদ্গৃহীতামরসুন্দরী ॥ ৫০ ॥  
 ঐরাবতস্তথেষ্ট্রেণ পারিজাতোহথ কামধুক্ ।  
 উচৈঃশ্রবাঃ সুরৈঃ সর্বং গৃহীতং বৈষ্ণবেচ্ছয়া ॥ ৫১ ॥

কঃ অবিরোধীতি ছেদঃ । তব গুণমহিমা এবায়ং যদ্বিরোধকর্তৃত্বমিতি ভাবঃ ॥৪৪—৫১॥

সকল দেহেই কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির অধিকার আছে, তবে কোন্ ব্যক্তি অবিরোধী  
 হইয়া থাকিতে সমর্থ হয় ? ॥৪৪॥ আমরা মনে করিতেছি, আপনিই কোতুকবশে যুদ্ধ দর্শন  
 করিবার নিমিত্ত আমাদের পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া এই বিরোধ উপস্থিত করাইয়াছেন ॥৪৫॥  
 নতুবা হে চামুণ্ডে ! যদি আমাদের কলহ দর্শন করিতে আপনার ইচ্ছা না হইবে, তবে আমরা  
 ভ্রাতৃগণে পরস্পর বিরোধ করিব কেন ? ॥ ৪৬ ॥ দেবি ! ধর্ম্যও জানি, শতক্রতুকেও জানি,  
 তথাপি বিষয়সম্ভোগার্থ আমাদের সর্বদাই কলহ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ হে অম্বিকে ! এই  
 সংসারে তোমা ব্যতিরেকে অস্ত্র কাহাকেও নিখিলশাসনকর্তা দৃষ্ট হয় না । বীহারী স্পৃহাবান্  
 তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালন করিতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারেন ॥৪৮॥ মাতঃ !  
 কোনও সময়ে দেবতা ও অসুরগণে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়  
 বিষ্ণু সুধা-রত্ন-বটন-চ্ছলে দেব ও অসুর মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া দিলেন ॥ ৪৯ ॥ মাতঃ !  
 আপনি তাঁহাকেই জগদ্গুরু ও জগতের পালনকর্তা করিয়াছেন । তিনি লোভবশতই

অনয়ং তাদৃশং কৃত্বা জাতা দেবাস্তু সাধবঃ ।  
 অন্যায়িনঃ সুরা নূনং পশ্য ত্বং ধৰ্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥  
 সংস্থাপিতাঃ সুরা নূনং বিষ্ণুনা বহুমানিনা ।  
 নূনং দৈত্যাঃ পরাভূবন্ পশ্য ত্বং ধৰ্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥  
 ক ধৰ্ম্মঃ কীদৃশো ধৰ্ম্মঃ ক কার্য্যঃ ক চ সাধুতা ।  
 কথয়ামি চ কস্তাথে সিদ্ধং মৈমাংসিকং মতম্ ॥ ৫৪ ॥  
 তার্কিকা যুক্তিবাদজ্ঞা বিধিজ্ঞা বেদবাদকাঃ ।  
 উক্ত্বা সকৰ্ত্ত্বকং বিশ্বং বিবদন্তে জড়াজ্ঞকাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 কৰ্ত্তা ভবতি চেদস্মিন্ সংসারে বিততে কিল ।  
 বিরোধঃ কীদৃশস্তত্র চৈককৰ্ম্মণি বৈ মিথঃ ॥ ৫৬ ॥  
 বেদে নৈকমতিঃ কস্মাৎ শাস্ত্রেষ্বপি তথা পুনঃ ।  
 নৈকবাক্যং বচন্তেষামপি বেদবিদাং পুনঃ ॥ ৫৭ ॥

সংস্থাপিতাঃ । স্বস্থানেষিতি শেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

মৈমাংসিকমিতি । নিরীশ্বরং মতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অমরহৃন্দরী লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত, পারিজাত,  
 কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইরূপে বিষ্ণুর ইচ্ছায় সুরগণ অন্যান্য উত্তম  
 উত্তম সামগ্রী সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥ কি আশ্চর্য্য ! এতাদৃশ অনার্য্য কার্য্য করিয়াও  
 দেবগণ সাধু হইলেন, বস্তুত দেবগণই অত্যাশঙ্ক্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । দেবি ! আপনি  
 এ বিষয়ে যথার্থ ধৰ্ম্ম কি তাহা অবলোকন করুন ॥ ৫২ ॥ বহমানী বিষ্ণু দেবতাদিগকে  
 স্বপদে সংস্থাপিত এবং দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন । হে দেবি ! আপনি এ বিষয়ে  
 ধৰ্ম্মলক্ষণ অবলোকন করুন ॥ ৫৩ ॥ ধৰ্ম্ম কোথায় ? ধৰ্ম্ম কীদৃশ ? ধৰ্ম্মের কার্য্যই বা  
 কি ? সাধুতাই বা কীদৃশ ? আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহাদের ধৰ্ম্মরক্ষা  
 হইয়াছে ? কাহাদের বা সাধুতা প্রকাশ পাইয়াছে, কাহাদের জয় বা পরাজয় হওয়া উচিত ;  
 কারণ এই সমুদায় বিবেচনা করিতে আপনি বিশেষরূপে সমর্থ । হায় ! মীমাংসকদিগের  
 সিদ্ধান্ত কাহার সম্মুখেই প্রকাশ করি ? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই জগৎ নিবাদের  
 ক্ষেত্র ; কারণ, তার্কিকগণ যুক্তিপথের পক্ষপাতী, বেদবাদী বিধিমার্গের অশ্রবর্ত্তী এই সকল  
 স্থূলবুদ্ধিগণ এই সংসারকে একজনের কর্ত্ত্বকে সৃষ্ট ও পালিত বলিয়া স্বীকার করে, ও পর-  
 স্পরে বিরোধ করিয়া থাকে ॥ ৫৪—৫৫ ॥ যদি এই অনন্ত সুবিস্তৃত সংসারে একজন  
 কৰ্ত্তাই থাকিবে, তবে এক কার্য্যে পরস্পরের মতভেদ ও বিরোধ ঘটবে কেন ? বেদে কি  
 জ্ঞাত ঐক্যমত দৃষ্ট হয় না এবং শাস্ত্রসকলেরও মত কি জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন, বেদনিদগ্ধগণের

যতঃ স্বার্থপরং সর্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।

নিঃস্পৃহঃ কোহপি সংসারে ন ভবেন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥

শশিনাথ গুরোভার্য্যা হতা জাত্বা বলাদপি ।

গৌতমশ্চ তথেষ্ট্রেণ জানতা ধর্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

গুরুণানুজভার্য্যা চ ভুক্তা গর্ভবতী বলাৎ ।

শপ্তো গর্ভগতো বালঃ কৃতশ্চাক্ষুস্তথা পুনঃ ॥ ৬০ ॥

বিষ্ণুনা চ শিরশ্চিন্নং রাহোশ্চক্রেণ বৈ বলাৎ ।

অপরাধং বিনা কামং তদা সত্ত্ববতাস্বিকে ! ॥ ৬১ ॥

পৌত্রো ধর্মযতাং শূরঃ সত্যব্রতপরায়ণঃ ।

যজ্ঞা দানপতিঃ শান্তঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বপূজকঃ ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণাথ বামমং রূপং হরিণা ছলবেদিনা ।

বঞ্চিতোহসৌ বলিঃ সর্বং হতং রাজ্যং পুরা কিল ॥ ৬৩ ॥

তথাপি দেবান্ ধর্মস্থান্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

জয়ন্তি চাটুবাদাশ্চ ধর্মবাদাঃ ক্রয়ং গতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ক্রোধেনাহ বেদে নৈকমতিরিতি ॥ ৫৬—৫৯ ॥

শপ্তো গর্ভগতো বাল ইতি । অয়ং ভাবঃ বৃহস্পতিনা কনিষ্ঠবন্ধোরানর্ভস্ত কামিনী ভুক্তা । চকারাজ্যেষ্ঠবন্ধোকৃতথ্যস্ত কামিনী মমতা নারী গর্ভবতী বলাভুক্তা তত্র যদা তাং বলা নৈধুনার্থং জগ্রাহ তদা গর্ভস্থ বাল উবাচাত্ম স্থলমতিসঙ্কচিতং দ্বিতীয়ো গর্ভো ন স্থাস্তি

অভিপ্রায়েরও অনৈক্য কি জন্ম দেখা যায় ? ॥ ৫৬—৫৭ ॥ হে দেবি ! এই স্বাবরজঙ্গমাশ্রম অখিল জগৎ স্বার্থপর, এই কারণেই উক্ত প্রকার যত বিপর্যয় ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই । এই সংসারে স্পৃহাহীন ব্যক্তি হয় নাই ও হইবে না ॥ ৫৮ ॥ দেখুন, নিশাকর জানিয়া গুনিয়া বলপূর্বক গুরুর ভার্য্যা হরণ করিলেন ; ইন্দ্র ধর্মের তত্ত্ব নিশ্চয় জানিয়াও গৌতমের ভার্য্যা হরণ করিলেন ; দেবগুরু অহুজের ভার্য্যাতে বলপূর্বক গমন করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠের গর্ভিণী ভার্য্যাকে বলাৎকার করিয়া গর্ভগত বালককে শাপ দিয়া অন্ধ করিয়া রাখিলেন অধিক কি, সত্ত্বগুণাবলম্বী বিষ্ণু, বিনাপরাধে বলপূর্বক রাহুর স্তন্যক ছেদন করিলেন । যে অস্বিকে ! ধার্মিকগণের অগ্রগণ্য, সত্যব্রতপরায়ণ, যজ্ঞশীল, বদান্ত, শান্ত, সর্বজ্ঞমদীর পৌত্র বলি যিনি সকলেরই সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন ; ছলাবলম্বী হরি, বামনরূপ ধারণ পূর্বক তাহাকে বধনা করিয়া তদীয় সমস্ত রাজ্য হরণ করিয়া লইলেন । হার ! তথাপি মনীষিগণ দেবতাদিগকে ধর্মসংস্থাপনকর্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ! এই ভ্রমের যাহারা চাটুকার তাহাদেরই জয়, আর যাহারা ষথার্থ ধর্মবাদী তাহাদের ক্ষয় ॥ ৫৯—৬৪ ॥



এবং জ্ঞাত্বা জগন্মাতর্যধেচ্ছসি তথা কুরু ।

শরণা দানবাঃ সর্বৈ জহি বা রক্ষ বা পুনঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীদেব্যাবাচ ।

সর্বৈ গচ্ছত পাতালং তত্র বাসং যথেষ্পিতম্ ।

কুরুধ্বং দানবাঃ ! সর্বৈ নির্ভয়া গতমশ্রবঃ ॥ ৬৬ ॥

কালঃ প্রতীক্ষ্যো যুস্মাভিঃ কারণং স শুভেহশুভে ।

স্বনির্বেদপরাণাং হি স্বখং সর্বত্র সর্বদা ॥ ৬৭ ॥

ত্রৈলোক্যস্য চ রাজ্যেহপি ন স্বখং লোভচেতসাম্ ।

কৃতেহপি ন স্বখং পূর্ণং সম্পূহাণাং ফলৈরপি ॥ ৬৮ ॥

তস্মাদ্যত্না মহীমেতাং প্রয়াস্বদ্য মহীতলম্ ।

মমাজ্জাং পুরতঃ কৃত্বা সর্বৈ বিগতকল্মষাঃ ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাস্তথেষ্টাত্মা রসাতলম্ ।

প্রণম্য দানবাঃ সর্বৈ গতাস্তাঃ শক্ত্যাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৭০ ॥

ততো মৈথুনং মা কুর্কিতি । তদগণয়িত্বা তথৈব মৈথুনং কৃতবাঃস্তদ্বীর্ঘাঃ গর্ভস্থানলঃ পদা-  
ঘাতেন বহিষ্টিক্ষেপ । ততঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিঃসমক্ৰোধে ভবেতি গর্ভস্থবালকং শনাপেতি  
ভারতে ইয়ং কথা প্রসিদ্ধা ॥ ৬০—৬৭ ॥

হে দেবি ! আপনি জগতের মাতা এই সকল বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই  
করুন । জানিবেন, দানবগণ সকলেই আপনার শরণাপন্ন, এক্ষণে তাহাদিগকে বধ কিংবা  
রক্ষা করা, যাহা ইচ্ছা হয় করুন ॥ ৬১—৬৪ ॥

দেবী কহিলেন, দানবগণ ! তোমরা সকলে সমরজনিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক নির্ভয়ে  
পাতালপুরে গমন কর এবং তথায় যথেষ্ট বাস করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ তোমরা এক্ষণে  
শুভ ও অশুভ প্রাপ্তির কারণস্বরূপ কালের প্রতীক্ষা কর ; জানিও, যাহারা নির্বেদ-  
পরায়ণ ও বিরাগী, তাহাদের সর্বদাই সকল স্থানেই স্বখ বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭ ॥ যাহাদের  
মানস লোভাক্রষ্ট, তাহারা ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না ।  
অধিক কি লভ্যযুগেও লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ ফলপ্রাপ্ত হইলেও সুখলাভ করিতে পারেন  
নাই ॥ ৬৮ ॥ অতএব তোমরা বিগতপাপ হইয়া আমার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ পূর্বক  
মহীতল পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে গমন কর ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, দানবগণ দেবীর বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিল  
এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও তৎকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পাতালতলে গমন করিল ॥ ৭০ ॥

অন্তর্দধে ততো দেবী দেবাঃ স্বভবনং গতাঃ ।

তাত্ত্বা বৈরং স্থিতাঃ সর্বে তে তদা দেবদানবাঃ ॥ ৭১ ॥

এতদাখ্যানমখিলং যঃ শৃণোতি বদত্যথ ।

সর্বদুঃখকিনিমুক্তঃ প্রয়াতি পদযুক্তমম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
দেবদানবযুদ্ধশাস্তিকথনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

কৃত্যেপি কৃতযুগেহপি সম্পূহাণাং কলৈঃ প্রাপ্তৈরপি ন স্নুধমিত্যময়ঃ ॥ ৬৮—৭২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর দেবী অন্তর্ধান হইলেন এবং দেবগণও নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন । এই-  
রূপে দেব ও দানবগণ পরস্পর বৈরভাব পরিহার পুরঃসর অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৭১ ॥  
মহারাজ ! যে ব্যক্তি এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া  
পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরাসুরসংগ্রামশাস্তি নামক  
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ভৃগুশাপান্মুনিশ্রেষ্ঠ ! হরেরদ্বুতকৰ্ম্মণঃ ।  
অবতারাঃ কথং জাতাঃ কস্মিন্মন্বন্তরে বিভো ! ॥ ১ ॥  
বিস্তরাদ্বদ ধৰ্ম্মজ্ঞ ! অবতারকথাং হরেঃ ।  
পাপনাশকরীং ব্রহ্মন্ ! শুভাং সৰ্ব্বসুখাবহাম্ ॥ ২ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি অবতারান্ হরেৰ্যথা ।  
যস্মিন্মন্বন্তরে জাতা যুগে যস্মিন্মরাধিপ ! ॥ ৩ ॥  
যেন রূপেণ যৎ কার্য্যং কৃতং নারায়ণেন বৈ ।  
তৎ সৰ্ব্বং নৃপ ! বক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ তবাধুনা ॥ ৪ ॥  
ধৰ্ম্মশ্চৈবাবতারোহুচ্চাক্ষুষে মনুসম্ভবে ।  
নরনারায়ণৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ খ্যাতৌ মহীতলে ॥ ৫ ॥  
অথ বৈবস্বতাথ্যেহস্মিন্ দ্বিতীয়ে তু যুগে পুনঃ ।  
দত্তাত্রেয়োহবতারোহত্রেঃ পুত্রত্ৰয়মগমদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তবিংশতিশ্লোকৈশ্চ পরাধ্বায়াঃ পরেচ্ছরা ।

হরেনানাবতারান্তে জায়ন্ত ইতি কথ্যতে ॥

ভৃগুশাপং সোপক্করং শ্রবানন্তরং তচ্ছাপেন বিষ্ণোরবতারাঃ কস্মিন্ কস্মিন্ যুগে কতি-  
জাতা ইতি পৃচ্ছতি ভৃগুশাপাদিত্তি ॥ ১—৪ ॥

চাক্ষুষে মনুসম্ভবে চাক্ষুষমন্বন্তরে ॥ ৫ ॥

অথেতি । দ্বিতীয়ে যুগে বৈবস্বতে মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ । অত্রেঃ পুত্রত্ৰয়ঃ হরিরগমঃ স দত্তা-  
ত্রেয়াবতার ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো ! ভৃগু-শাপনিবন্ধন বিচিত্রকৰ্ম্ম। হরি কোন মন্বন্তরে  
কোন অবতারে কি প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! আপনি পাপনাশিনী সৰ্ব্ব-  
সুখদায়িনী ও কল্যাণবিধায়িনী সেই হরির অবতার-কথা বিস্তার পূৰ্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥ ১-২ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে নরেন্দ্র ! যে যে মন্বন্তরে ও যে যে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া-  
ছিলেন, তৎ সমুদায় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ ভগবান্ নারায়ণ যে আকার দারণ  
করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সংক্ষেপে তৎসমুদায় তোমার  
নিকটে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধৰ্ম্মের অবতার প্রকাশিত হয়, তাহাতে  
নরনারায়ণ নামক ধৰ্ম্মপুত্রদ্বয় অবতীর্ণ হইয়া মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ জনস্কর,



ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্ত্রয়োহসী দেবসত্তমাঃ ।  
 পুত্রত্বমগমন্ ভূপ ! তস্মা ত্রেভার্যয়া বৃতাঃ ॥ ৭ ॥  
 অনসূয়াত্রিপত্নী চ সতীনাযুত্তমঃ সতী ।  
 যয়া সম্প্রার্থিতা দেবাঃ পুত্রত্বমগমস্ত্রয়ঃ ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মাভূৎ সোমরূপস্ত দত্তাত্রেয়ো হরিঃ স্বয়ম্ ।  
 দুর্বাসা রুদ্ররূপোহসৌ পুত্রত্বং তে প্রাপেদিরে ॥ ৯ ॥  
 নৃসিংহস্তাবতারস্ত দেবকার্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
 চতুর্থে তু যুগে জাতো দ্বিধারূপো মনোহরঃ ॥ ১০ ॥  
 হিরণ্যকশিপোঃ সম্যগ্ধায় ভগবান্ হরিঃ ।  
 চক্রে রূপং নারসিংহং দেবানাং বিশ্বয়প্রদম্ ॥ ১১ ॥  
 বলের্নিয়মনার্থায় শ্রেষ্ঠে ত্রেতাযুগে তথা ।  
 চকার রূপং ভগবান্ বামনং কশ্যপাম্মুনেঃ ॥ ১২ ॥  
 ছলয়িত্বা যথৈ ভূপং রাজ্যং তস্মা জহার হ ।  
 পাতালে স্থাপয়ামাস বলিং বামনরূপধৃক্ ॥ ১৩ ॥

অত্রেভার্যয়া বৃতাঃ প্রার্থিতাঃ ॥ ৭ ॥

তদেবাহ অনসূয়েতি ॥ ৮—৯ ॥

বর্তমান বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে দ্বিতীয়যুগে ভগবান্ হরি, অত্রি ঋষির পুত্র হইয়া  
 দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ অত্রিপত্নী অনসূয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন  
 প্রধান দেবতাকে সন্তান রূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে তাঁহারা ঋষিপত্নীর কাগনা  
 পূর্ণ করিতে তাঁহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন ॥ ৭ ॥ অনসূয়া, সতীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা,  
 অতএব তিনি প্রার্থনা করিবারাজি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার পুত্র হইতে স্বীকার  
 করেন ॥ ৮ ॥ তন্মধ্যে ব্রহ্মা সোমরূপে; স্বয়ং হরি দত্তাত্রেয়রূপে এবং রুদ্রদেব দুর্বাসারূপে  
 প্রোহভূত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ চতুর্থ যুগে ভগবান্ দেবতাদিগের কার্যসাধন নিমিত্ত মনোহর  
 দ্বিরূপ, অর্থাৎ যুগেন্দ্রমুখ ও অবশিষ্টোক্ত নরাকার, ধারণ করিয়া নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি হিরণ্যকশিপুর বিনাশ নিমিত্তই দেবগণেরও বিশ্বয়কর নরসিংহ  
 মূর্তিতে অবতীর্ণ হন ॥ ১১ ॥ ভগবান্ হরি, বলির প্রভাব প্রশমিত করিবার নিমিত্ত যুগশ্রেষ্ঠ  
 ত্রেতার মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই বামনরূপ-  
 ধারী হরি যজ্ঞস্থানে ছলপূর্বক বলির রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহাকে পাতালে সংস্থাপিত

যুগে চৈকোনবিংশেহথ ত্রেতাখ্যে ভগবান্ হরিঃ ।  
 জমদগ্নিস্থতো জাতো রামো নাম মহাবলঃ ॥ ১৪ ॥  
 ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 দত্তবান্ মেদিনীং কুৎস্নাং কশ্যপায় মহাত্মনে ॥ ১৫ ॥  
 যো বৈ পরশুরামাখ্যো হরেরদুতকর্মণঃ ।  
 অবতারস্ত রাজেন্দ্র ! কথিতঃ পাপনাশনঃ ॥ ১৬ ॥  
 ত্রেতায়ুগে রঘোর্বংশে\* রামো দশরথাত্মজঃ ।  
 নরনারায়ণাংশৌ হৌ জাতৌ ভুবি মহাবলৌ ॥ ১৭ ॥  
 অষ্টাবিংশে যুগে শস্তৌ ষাপরেহর্জুনশৌরিণৌ ।  
 ধরাভারাবতারার্থং জাতৌ কৃষ্ণার্জুনৌ ভুবি ॥ ১৮ ॥  
 কৃতবন্তৌ মহাযুদ্ধং কুরুক্ষেত্রেহতিদারুণম্ ।  
 এবং যুগে যুগে রাজস্ববতারা হরেঃ কিল ॥ ১৯ ॥  
 ভবন্তি বহবঃ কামং প্রকৃতেন্নুরূপতঃ ।  
 প্রকৃতেনখিলং সর্বং বশমেতজ্জগজ্জয়ম্ ॥ ২০ ॥  
 যথেষ্টতি তথৈবেয়ং ভ্রাময়ত্যানিশং জগৎ ।  
 পুরুষস্ত প্রিয়ার্থং সা রচয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ২১ ॥

দ্বিধাক্রপো মনুষ্যসিংহাসকঃ ॥ ১০—১১ ॥

এতে সর্বেহপ্যবতারাঃ শ্রীভগবতীচ্ছন্নৈব জায়ন্তে তদধীনৈবৈতেষাং চেষ্টেত্যাঃ ভব-  
 ন্তীতি ॥ ২০—২২ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর ত্রেতানামক একোনবিংশ যুগে ভগবান্ হরি, জমদগ্নি ঋষির  
 মহাবল পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরশুরাম নামে বিখ্যাত হন ॥ ১৪ ॥ তিনি রূপবান্ সত্যবাদী  
 ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ; তাঁহা হইতেই ক্ষত্রিয়কুল নির্মূলিত হয় এবং তিনি মহাত্মা কশ্যপ  
 ঋষিকে অখিল অবনীরাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ রাজেন্দ্র ! তিনিই অদুতকর্ম্মা হরির  
 পরশুরাম নামক পাপ-বিনাশন অবতার ॥ ১৬ ॥ অনন্তর ভগবান্ হরি, ত্রেতায়ুগে রঘুকুলে  
 রামনামে দশরথ-পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন । তদনন্তর অষ্টাবিংশতি ষাপর যুগে নর-  
 নারায়ণের অংশে মহাবল অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবনীতলে জন্মগ্রহণ করেন । এই কৃষ্ণ ও  
 অর্জুন, ভূমির ভার নাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে অতি নিদারুণ সংগ্রাম  
 সমাধা করেন । রাজন্ ! এইরূপে যুগে যুগে হরির প্রকৃতির অনুরূপ বহুতর অবতার হইয়া  
 থাকে । রাজেন্দ্র ! এই অখিল জগজ্জয়, প্রকৃতির বশেই অবস্থিত রহিয়াছে জানিবে ॥ ১৭-২০ ॥

\* চতুর্দশে । ইতি বা পাঠঃ ।

সৃষ্টা পুরা হি ভগবান্ জগদেতচ্চরাচরম্ ।  
 সৰ্ব্বাদিঃ সৰ্ব্বগচ্চাসৌ দুজ্জৈয়ঃ পরমোহব্যয়ঃ ॥ ২২ ॥  
 নিরালম্বো নিরাকারো নিঃস্পৃহশ্চ পরাংপরঃ ।  
 উপাধিতস্ত্রিধা ভাতি যন্তাঃ সা প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩ ॥  
 উৎপত্তিকালযোগাং সা ভিন্না ভাতি শিবা তদা ।  
 সা বিশ্বং কুরুতে কামঃ সা পালয়তি কামদা ।  
 কল্লান্তে সংহরত্যেব ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনী ॥ ২৪ ॥  
 তয়া যুক্তোহমৃজদ্বৃক্ষা বিষ্ণুঃ পাতি তয়ান্বিতঃ ।  
 রুদ্রঃ সংহরতে কামঃ তয়া সংমিলিতঃ শিবঃ\* ॥ ২৫ ॥

যন্তা মায়ারূপায়া উপাধিতস্ত্রিধা ব্রহ্মবিকুরুদ্রভেদেন সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদেন বা ভাতি পরমাত্মা সা ময়াপ্রকৃতিশব্দবাচ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নমু সা কিং ব্রহ্মণো ভিন্না নেত্যা ই উৎপত্তীতি । উৎপত্তিকালে যদা সা বহিস্পৃথতাং প্রাপ্নোতি তদা সা ভিন্না ভাতি । অন্তঃস্পৃথা তু ব্রহ্মাভিন্নৈব বর্ততে ইতি ভাবঃ । সা বিশ্ব-মিতি ॥ ২৪—২৬ ॥

এই প্রকৃতি যেক্রপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইক্রপেই জগতকে নিরন্তরই ভ্রমণ করাইতেছেন । প্রকৃতি, পুরুষের প্রিয়-সাধনার্থই নিরন্তর এই অখিল জগৎ রচনা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ যে মায়ার উপাধি হইতে পরাংপর, সৰ্ব্বাদি সৰ্ব্বগত দুজ্জৈয় পরম অব্যয় নিরবলম্বন নিরাকার নিঃস্পৃহ ভগবান্, এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে অথবা সাত্ত্বিক রাজস ও তামসরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন, সেই মায়াকেই পরমা প্রকৃতি বলিয়া জানিও ॥ ২২-২৩ ॥ সেই শিবা প্রকৃতি, উৎপত্তি ও কালযোগে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন । সেই ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনীই বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন, এবং কল্লান্তে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্ ! এই প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলেই ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণু পালন, এবং কল্যাণময় মহাদেব সংহার কার্য সাধন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

\* সা ব্রহ্মাতি জগৎ কুৎসং মায়াপাশেন মোহিতম্ । অহং মমেতিপাশেন হৃদয়েন নরাধিপ ! ॥  
 যোগিনো মুক্তসম্পাদ মুক্তিকামা মুমুক্শবঃ । তামেব সমুপাসন্তে দেবীং বিশেষরীং শিবাম্ ॥  
 বিদ্যাবিদ্যোতি তন্তা বৈ যে রূপে বিদ্ধি পার্শ্বিণি ! । বিদ্যায়া মুচ্যতে জন্তুর্কথ্যতে চাত্তরা পুনঃ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সৰ্ব্বে তন্তা বশানুগাঃ । অবতারান্ প্রকুর্কন্তি যন্ত্রিতা ইব দামভিঃ ॥  
 কদাচিচ্চ সৃষ্ণং ভূজন্তে বৈকুণ্ঠে ক্ষীরসাগরে । কদাচিৎ কুরুতে ব্রহ্মং দানবৈর্কলবন্তরৈঃ ॥  
 হরিঃ কদাচিৎ বজ্রান্ বৈ বিততান্ প্রকরোতি চ । কদাচিচ্চ তপস্বীত্রং তীর্থে চরতি সূত্রভঃ ॥  
 কদাচিচ্ছোভে শেবেহসৌ যোগনিদ্রানুপাশ্রিতঃ । ন যতন্তঃ কদাচিচ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥  
 তথা ব্রহ্মা তথা রুদ্রস্তথেষ্টো বরুণো যমঃ । কুবেরোহগ্নিঃ সযীরশ্চ তথাক্তে সুরসন্তমাঃ ॥  
 মুনয়ঃ সনকাদ্যশ্চ বশিষ্ঠাদ্যাস্তথা পরে । সৰ্ব্বেহম্বাবশগা নিত্যং পাকালীব নটন্ত চ ॥  
 নসি প্রোতা যথা গাবঃ প্রচরন্তি বশানুগাঃ । তথৈব দেবতাঃ সৰ্ব্বে কালপাশনিরস্ত্রিতাঃ ॥  
 হর্ষশোকাদয়ো ভাবা নিদ্রাতলালসাদয়ঃ । সৰ্ব্বেষাং সৰ্ব্বদা রাজন্ ! দেহিনাং দেহসংযুতাঃ ॥  
 অমরা নির্জরাঃ প্রোক্তা দেবাশ্চ গ্রন্থকারকৈঃ । অভিধানতচ্চার্থতো বা ন তে হি তাদৃশাঃ কচিৎ ॥



স। চৈবোৎপাদ্য কাকুৎস্থং পুরা বৈ নৃপসত্তমম্ ॥

কুত্রচিৎ স্থাপয়ামাস দানবানাং জয়ায় চ ॥ ২৬ ॥

এবমস্মিংশ্চ সংসারে স্থখদুঃখান্বিতাঃ কিল ।

ভবন্তি প্রাণিনঃ সৰ্বে বিধিতস্তন্যনিস্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

চতুর্থস্কন্ধে হরেরবতারকথনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এবং পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তিনিই পুরাকালে নৃপসত্তম কাকুৎস্থকে উৎপাদন করিয়া দানবগণকে অগ্নি করিবার নিমিত্ত কোনও স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এইরূপে প্রাণিগণ এই সংসারে বিধিনিয়মে আবদ্ধ হইয়া কখন সুখী, কখন বা দুঃখী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর অবতারবর্ণন

নামকষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

উৎপত্তিহিতিনাশাখা ভাবা যেষাং বিরহরম্ । অমরান্তে কথং বাচ্য নিৰ্জরান্চ পুনঃ কথম্ ॥  
 দুঃখাভিভূতা জায়ন্তে কালে বে বিবুধোত্তমাঃ । কথং দেবা প্রবক্তব্য্য বাসনং ক্রীড়নং কথম্ ॥  
 ক্ষণাৎপত্তিনাশশ্চ দৃষ্টতেহস্মিন্ন সংশয়ঃ । জলজানাক কীটানাং মশকানাং তথা পুনঃ ॥  
 তদুপমানকথনে মাসারুধাঃ সমঃ স্মৃতঃ । ততো বর্ষায়ুশ্চাপি শতবর্ষায়ুশ্চ ততঃ ॥  
 মনুষ্যা অমরা দেবাস্তস্মাদ্ভিন্না পরঃ স্মৃতঃ । রত্নবৃক্ষস্তথা বিকুঃ ক্রমশ্চোত্তরোত্তরম্ ॥  
 নুনং দেহবতো নানো মৃতস্তোৎপত্তিরেব চ । চক্রবৎ ক্রমণং রাজন্ ! সৰ্কেষাং নানং সংশয়ঃ ॥  
 মোহজালাবৃতো জন্তুর্চ্যতে ন কদাচন । মায়ীনাং বিদ্যমানানাং মোহজালঃ ন নশ্বতি ॥  
 উৎপিংহকাল উৎপত্তিঃ সৰ্কেষাং নৃপ জায়তে । তথৈব নাশঃ কলান্তে ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্ ॥  
 নিমিত্তং যত্ত্ব ব্রহ্মাণে সংঘাতে পতিতং নৃপ । নান্তথা তত্ত্ববেদনং বিধিনা নিশ্চিহ্নং বৎ ॥  
 জন্ম মৃত্যুঃ স্থখং দুঃখং নির্ধিতং জন্মসত্তবে । তত্ত্বত্বৈব ভবেৎ কামঃ নান্তথেনি নিনির্গমঃ ॥  
 সৰ্কেষাং স্থখদৌ দেবৌ প্রত্যক্ষৌ শশিতাকরৌ । ন নশ্বতি তয়োঃ পীড়া বৎ কচিৎপ্রাপ্তমন্তবা ॥  
 ভাস্করস্ত স্মৃতো মনঃ করী চক্রেঃ কলকবান্ । পশু রাজন্ ! বিধেস্তস্মৈ দুর্জয়ারো মহতামপি ॥  
 বেদকর্তা জগদ্ধাতা বুদ্ধিদন্ত চতুর্ভুজঃ । সোহপি বিক্রবতাং প্রাপ্তো দৃষ্টো পুত্রীং সরসভীম্ ॥  
 শিবস্তাপি মৃত্যু ভাৰ্য্যা মতী দক্ষা কলেবরম্ । সোহতবদুঃশসত্তপ্তঃ কামার্ভশ্চ জনাৰ্দ্ধিহা ॥  
 কামার্ভো দক্ষদেহস্ত কালিন্যাং পতিতঃ শিবঃ । সাপি শ্যামজলা জাতা তন্নিদাযবশান্ প ॥  
 কামার্ভোরমমাণস্ত নগ্নঃ সোপিভূগোর্কনম্ । পতঃ শপ্তোষ ভূগুণা দৃষ্টো কামাতুরঃ ভূশম্ ॥  
 পতন্ত্যৈব তে লিঙ্গং নির্লজ্জাধম কাশুক ! । তন্নস পতিতং তত্ত্ব শিবস্ত বচনাস্মিনে ॥  
 দুঃখিতোহসৌ তপস্তপ্তা শকরৌ লোকশকরঃ । উপযমে গিরেঃ পুত্রীং পার্শ্বভীং চাতিহনদ্রীম্ ॥  
 বিকুঃ প্রাপ্য দেবকার্য্যং সজ্জাতো বৃষভঃ কিল । পপৌ চামৃতবাপীক দানবৈর্নির্ধিতাঃ মুদা ॥  
 ইজ্জোহপি চ বৃষো ভূতা কাকুৎস্থঃ নৃপসত্তমম্ । ককুদি স্থাপয়ামাস দানবানাং জয়ায় বে ॥

## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

বারাঙ্গনাস্থয়া খ্যাতা নরনারায়ণাশ্রমে ।

একং নারায়ণং শাস্তং কাময়ানাঃ স্মরাতুরাঃ ॥ ১ ॥

শপ্ত কামস্তদা জাতো মুনির্নারায়ণশ্চ তাঃ ।

নিবারিতো নরেণাথ ভ্রাতা ধর্মবিদা মুনে ! ॥ ২ ॥

কিং কৃতং মুনিনা তেন ব্যসনে সমুপস্থিতে ।

তাভিঃ সঙ্কলিতেনার্থকামার্থাভির্ভূশং মুনে ! ॥ ৩ ॥

শক্রেণোৎপাদিতাভিশ্চ বহুপ্রার্থনয়া পুনঃ ।

যাচিতেন বিবাহার্থং কিং কৃতং তেন জিষ্ণুনা ॥ ৪ ॥

ইত্যেতচ্ছোভুমিচ্ছামি চরিতং তস্য মোক্ষদম্ ।

নারায়ণস্য মে ব্রুহি বিস্তরেণ পিতামহ ! ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি যথা তস্য মহাত্মনঃ ।

ধর্মপুত্রস্ত ধর্মজ্ঞ ! বিস্তরেণ বদামি তে ॥ ৬ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ স্মরাজনাঃ ।

নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তাঃ কথা ভাসামিহোচ্যতে ।

এতাবৎপর্যন্তং প্রাসঙ্গিকীং কথাং সমাপ্য প্রকৃতাং নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তানাং বারাজ-  
নানাং কথাং পৃচ্ছতি বারাজনা ইতি । বারাজনাভিঃ স্মরাতুরাভিঃ প্রার্থিতো নারায়ণ-

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! আপনি কহিয়াছেন যে, নরনারায়ণের আশ্রমে স্বর্গবারা-  
জনাগণ কামাতুর হইয়া শাস্তচিন্ত একমাত্র নারায়ণকেই কামনা করিয়াছিল ॥ ১ ॥ সেই  
সময় নারায়ণমুনি তাহাদিগকে অভিষাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তদীয় ভ্রাতা নর  
ঋষি তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সঙ্কট সময় সমুপস্থিত  
হইলে নারায়ণমুনি কি করিয়াছিলেন ? অমরনাথ ইন্দ্র যে সকল কামার্ভিলাষিণী স্মর-  
বারাজনাগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা বহুবার পরিণয় প্রার্থনা জানাইলে সেই জিষ্ণু  
নারায়ণ ঋষি কি করিলেন ? ॥ ৩—৪ ॥ হে পিতামহ ! সেই নারায়ণের এই সকল মোক্ষ-  
প্রদ চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে, আপনি তাহা সবিস্তার বর্ণন  
করিয়া আমার অভিলাষ পরিপূরণ করুন ॥ ৫ ॥

শপ্তকামস্তু সংদৃষ্টৌ নরেণাথ যদা হরিঃ ।  
 বারিতোহসৌ সমাশ্বাস্ত মুনির্নারায়ণস্তদা ॥ ৭ ॥  
 শান্তকোপস্তদোবাচ তাস্তপস্বী মহামুনিঃ ।  
 স্মিতপূৰ্ব্বমিদং বাক্যং মধুরং ধৰ্ম্মনন্দনঃ ॥ ৮ ॥  
 অস্মিন্ জন্মনি চার্কস্যঃ কৃতসঙ্কল্পবানহম্ ।  
 আবাত্যাং চ ন কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্ব্বথা দারসংগ্রহঃ ॥ ৯ ॥  
 তস্মাদাচ্ছস্ত ত্রিদিবং কৃপাং কৃদ্ধা মমোপরি ।  
 ধৰ্ম্মজ্ঞা ন প্রকুৰ্ব্বন্তি ত্রতভঙ্গং পরশ্চ বৈ ॥ ১০ ॥  
 শৃঙ্গারেহস্মিন্ রসে নূনং স্থায়ী ভাবো রতিঃ স্মৃতঃ ।  
 কথং করোমি সঙ্কল্পং তদভাবে স্থলোচনাঃ ॥ ১১ ॥  
 কারণেন বিনা কার্যং ন ভবেদिति নিশ্চয়ঃ ।  
 কবিভিঃ কথিতং শাস্ত্রে স্থায়ী ভাবো রসঃ কিল ॥ ১২ ॥  
 ধন্যঃ সূচারুসৰ্ব্বাঙ্গঃ সভাগ্যোহহং ধরাতলে ।  
 প্রীতিপাত্রং যতো জাতো ভবতী নামকৃত্রিমম্ ॥ ১৩ ॥

স্তা বারাজনাঃ শপ্তং প্রবৃত্তৌ নরেণ নিবারিত ইতি পূৰ্ব্বমুক্তং তদনন্তরং নারায়ণঃ কিং কৃত-  
 বানিতি তদব্রূহীতি সমুদ্যায়ার্থঃ ॥ ১—৮ ॥

আবাত্যাং নরনারায়ণাত্যাম্ ॥ ৯—১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই মহাত্মা ধৰ্ম্মপুত্রের আচরণ আমি তোমার নিকটে  
 বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ নারায়ণ হরি যখন শাপ  
 প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন নরঋষি তদর্শনে তাঁহাকে সাধনা পূৰ্ব্বক নিবারণ  
 করিলেন ॥ ৭ ॥ তখন মহামুনি তপোধন ধৰ্ম্মনন্দন নারায়ণ, আপনার রোষভাব পরিত্যাগ  
 করিয়া ঈষৎ হাস্ত পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে স্মদ্রি-  
 সকল ! এই জন্মে আমরা তপশ্চরণের সংকল্প করিয়াছি, স্মৃতরাং এ অবস্থায় আমাদের  
 দারপরিগ্রহ করা কোনরূপেই কৰ্ত্তব্য নয় ; অতএব, তোমরা আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ  
 পুরঃসর স্বর্গে গমন কর । জানিও যাহারা ধৰ্ম্মজ্ঞ, তাঁহারা কদাচই অস্ত্রের ত্রতভঙ্গ করিতে  
 অভিলাষ করেন না ॥ ৯—১০ ॥ স্থলোচনাগণ ! শৃঙ্গাররসে রতিই স্থায়িতাব বলিয়া  
 কীর্তিত হইয়া থাকে, আমাদের এক্ষণে তাহার অভাব ; অতএব আমরা কিরূপে  
 সে সঙ্কল্প সংযোজনা করিতে পারি ? ॥ ১১ ॥ কারণ ব্যতিরেকে কার্যের উৎপত্তি হয় না,  
 ইহাই স্থির নিশ্চয় । কবিগণ, শাস্ত্রে রসকেই স্থায়িতাব কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ যাহা হউক  
 আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল নিশ্চয়ই সুশোভন, আমিই ধরাতলে ধন্য ও সৌভাগ্যবান,



ভবতীভিঃ কৃপাং কৃদ্ধা রক্ষণীয়ং ব্রতং মম ।

ভবিষ্যামি মহাভাগাঃ ! পতিরপ্যন্যজন্মনি ॥ ১৪ ॥

অষ্টাবিংশে বিশালাক্ষ্যো দ্বাপরেহস্মিন্ ধরাতলে ।

দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থং প্রভবিষ্যামি সর্বথা ॥ ১৫ ॥

তদা ভবত্যো মদ্বারাঃ প্রাপ্য জন্ম পৃথক্ পৃথক্ ।

ভূপতীনাং সূতা ভুহা পত্নীভাবং গমিষ্যথ ॥ ১৬ ॥

ইত্যশ্বাস্ত্র হরিস্তাস্ত্র প্রতিশ্রুত্য পরিগ্রহম্ ।

ব্যসর্জয়ৎ স ভগবান্ জগ্মুশ্চ বিগতদ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥

এবং বিসর্জিতাস্তেন গতাঃ স্বর্গং তদাঙ্গনাঃ ।

শক্রায় কথয়ামাস্থঃ কারণং সকলং পুনঃ ॥ ১৮ ॥

আশ্রুত্য মঘবাংস্তাত্যো বৃত্তাস্তঃ তস্মৈ বিস্তরাৎ ।

ভুষ্ঠাব তং মহাত্মানং নারীদৃষ্ট্বা তথোর্বশীঃ ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

অহো ধৈর্য্যং যুনেঃ কামং তথৈব চ তপোবলম্ ।

যেনোর্বশ্যঃ স্বতপসা তাদৃগুপাঃ প্রকল্পিতাঃ ॥ ২০ ॥

শৃঙ্গারেহস্মিন্নিতি । অস্মিন্ শৃঙ্গাররসে স্থায়ী ভাবো রসস্ত রতিরেব । সা চ ময়া ব্রহ্মচর্যা-  
ব্রতধারণেন ত্যক্তা । ততো ভবতীনাং সম্বন্ধং কথং করোমি করিষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৮ ॥

নতুবা আমি তোমাদিগেরও অকৃত্রিম প্রণয়াম্পদ হইলাম কেন ? ॥ ১৩ ॥ তোমরা  
সৌভাগ্যবতী অতএব কৃপা করিয়া আমার ব্রতরক্ষা কর ; আমার এই প্রার্থনা যে  
জন্মান্তরে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি ॥ ১৪ ॥ হে বিশালাক্ষি সুন্দরি সকল !  
অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে দেবগণের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি ধরাতলে নিশ্চিতই অবতীর্ণ  
হইব ; তখন তোমরাও প্রত্যেকেই পৃথিবীতলে রাজকন্তারূপে পৃথক্ পৃথক্ জন্মগ্রহণ  
করিয়া আমার পত্নীভাব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫—১৬ ॥ নারায়ণ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া  
বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । তাহারাও মনের উৎকণ্ঠা  
পরিহার করিয়া সুরপুরে গমন করিল এবং ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত  
আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল ॥ ১৭—১৮ ॥ সুরপতি সুরাঙ্গনাদিগের মুখে সেই ঋষির্দ্বয়ের বৃত্তান্ত  
বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিয়া এবং নারায়ণ ঋষির উরুজাত উর্কশীপ্রভৃতি সুন্দরীদিগকে  
দর্শন করিয়া মহাত্মা নারায়ণের গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, অহো ! যুনির কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশক্তি ? কি চমৎকার তপঃপ্রভাব ?  
আহা ! তিনি আপনার তপোবলে উর্কশী প্রভৃতি এই সকল অনূপম সুন্দরীদিগকে আপ-

ইতি শুদ্ধা প্রসন্নাত্মা বভূব সুররাট ততঃ ।  
 নারায়ণোহপি ধর্মাত্মা তপশ্চাভিরতোহভবৎ ॥ ২১ ॥  
 ইত্যেতৎ সর্বমাখ্যাতং মুনের্ব্রাহ্মমদ্রুতম্ ।  
 নারায়ণশ্চ সকলং নরশ্চ চ মহামুনেঃ ॥ ২২ ॥  
 তৌ হি কৃষ্ণার্জুনৌ বীরৌ ভূভারহরণায় চ ।  
 জাতৌ তৌ ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভ্রূগোঃ শাপবশাদিহ ॥ ২৩ ॥  
 রাজোবাচ ।

কৃষ্ণাবতারচরিতং বিস্তরেণ বদস্ব মে ।  
 সন্দেহো মম চিত্তেহস্তু তং নিবারয় মানদ ! ॥ ২৪ ॥  
 যয়োঃ পুত্রত্বমাপনৌ হর্যনন্তৌ মহাবলৌ ।  
 দেবকীবৃন্দেবৌ তৌ দুঃখভাজৌ কথং মুনে ! ॥ ২৫ ॥  
 কংসেন নিগড়ে বদ্ধৌ পীড়িতৌ বহুবৎসরান্ ।  
 যয়োঃ পুত্রৌ হরিঃ সাক্ষাত্তপসা তৌষিতোহভবৎ ॥ ২৬ ॥  
 জাতৌসৌ মথুরায়াস্তু গোকুলে স কথং গতঃ ।  
 কংসং হত্বা দ্বারবত্যাং নিবাসং কৃতবান্ কথন্ ॥ ২৭ ॥

উর্ধ্বশীরিতি বহুবচনেন উর্ধ্বশীসদৃশত্বাৎ পঞ্চাশদধিকমোড়শসহস্রপরিমিতান্ভাসাং পরি-  
 চর্য্যার্থং বা উৎপাদিতাঃ পূর্ব্বমুক্তান্তা গৃহ্যন্তে । তথাচ নারায়ণেনোৎপাদিতগ্নীভিঃ সন্দে-  
 র্ধশী স্বর্গং প্রতি প্রেষিতেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২৭ ॥

নার উরুদেশ হইতে উৎপাদিত করিয়াছেন ? ॥ ২০ ॥ সুররাজ এইরূপে তাঁহার গুণকীর্তন  
 করিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন ; এদিকে ধর্ম্মাত্মা নারায়ণও আপনার তপশ্চায় অভিনিবিষ্ট হই-  
 লেন ॥ ২১ ॥ রাজেন্দ্র ! এই আমি আপনার নিকট মহামুনি নরনারায়ণের সমস্ত অদ্রুত বৃত্তান্ত  
 সম্যকপ্রকারে कहিলাম ॥ ২২ ॥ হে ভরতভূষণ ! সেই নরনারায়ণ ভৃগুর শাপ হেতু ভূভার-  
 হরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও অর্জুননামক বীরদ্বয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

রাজা कहিলেন, হে মানদ মুনে ! এক্ষণে কৃষ্ণাবতার চরিত বিস্তার পূর্ব্বক কীর্তন  
 করিয়া আমার মনের সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ২৪ ॥ মুনিবর ! মহাবল হরি ও অনন্ত, মাহা-  
 দেব পুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দদেব ও দেবকী দুঃখভাজন হইলেন কেন ?  
 তপশ্চায় পরিতুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দন বাহাদেব পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে  
 বহুকাল কংসের কারাগারে নিগড়নিবদ্ধ হইয়া থাকিবার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ২৫—২৬ ॥ কৃষ্ণ,  
 মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কিজন্তু গোকুলে গমন করিলেন এবং কংসকে বধ করিয়া কিজন্তু  
 সমুদ্রমধ্যবর্তিনী দ্বারকাবতী নগরীতেই বা বাস করিলেন ? ॥ ২৭ ॥ তাঁহার জনক জননী ও

পিত্রাদিসেবিতং দেশং সমৃদ্ধং পাবনং কিল ।  
 ত্যক্ত্বা দেশান্তরেহনার্থ্যে গতবান্ স কথং হরিঃ ॥ ২৮ ॥  
 কুলঞ্চ দ্বিজশাপেন কথমুৎসাদিতং হরেঃ ।  
 ভারাবতারণং কৃত্বা বাসুদেবঃ সনাতনঃ ।  
 দেহং যুমোচ তরসা জগাম চ দিবং হরিঃ ॥ ২৯ ॥  
 পাপিষ্ঠানাঞ্চ ভারেণ ব্যাকুলাভূচ্চ মেদিনী ।  
 তে হতা বাসুদেবেন পার্থেনামিতকৰ্ম্মণা ॥ ৩০ ॥  
 লুণ্ঠিতা যৈহরেঃ পত্ন্যস্তে কথং ন নিপাতিতাঃ ॥ ৩১ ॥  
 ভীষ্মো দ্রোণস্তথা কর্ণো বাহ্লীকোহপ্যথ পার্থিবঃ ।  
 বৈরাটোহথ বিকর্ণশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্থিবঃ ॥ ৩২ ॥  
 সোমদত্তাদয়ঃ সৰ্ব্বে নিহতাঃ সমরে যুনে ! ।  
 তেষামুদ্ভারিতো ভারশ্চৌরাণাং ন হতঃ কথম্ ॥ ৩৩ ॥  
 কৃষ্ণপত্ন্যঃ কথং দুঃখং প্রাপ্তাঃ প্রান্তে পতিত্বতাঃ ।  
 সন্দেহোহয়ং মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! চিন্তে মে পরিবর্ততে ॥ ৩৪ ॥  
 বাসুদেবস্তু ধৰ্ম্মাত্মা পুত্রদুঃখেণ তাপিতঃ ।  
 ত্যক্তবান্ স কথং প্রাণানপমৃত্যুং জগাম হ ॥ ৩৫ ॥

---

আনার্থ্যে শ্রেষ্ঠে ॥ ২৮—৩২ ॥

---

আশ্রয়বর্গ লোকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে পবিত্র দেশে বাস করিতেন, তাহা পরিত্যাগ পূর্বক অন্ত  
 জন্ত দেশান্তরে বসতির কারণ কি ? ॥ ২৮ ॥ কিজন্তই বা দ্বিজশাপে যজ্ঞপতির নিজ কুল উৎ-  
 সাদিত হইল ? কিরূপেই বা সনাতন বাসুদেব পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ  
 পুরঃসর স্বর্গে গমন করিলেন ? পাপিষ্ঠগণের ভারে বাসুদেবী ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, সেই  
 পাপিষ্ঠগণ অমিতকৰ্ম্ম কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের করে নিহত হইয়াছিল, কিন্তু বাহারা হরির পত্নী-  
 দিগকে লুণ্ঠন করিয়াছিল, সেই দুষ্টদিগকে নিপাতিত না করিবার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ২৯-৩১ ॥  
 ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, নরপতি বাহ্লীক, বিরাট, বিকর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা সোমদত্ত প্রভৃতি প্রধান  
 প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করা হইল, কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্তে বিনষ্ট  
 করিয়া তাহাদের ভার হরণ করা না হইল কেন ? ॥ ৩২—৩৩ ॥ পতিত্বতা কৃষ্ণপত্নীগণ কিহেতু  
 অবশেষে দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এ বিষয়ে আমার মানসে সন্দেহের আবির্ভাব  
 হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ ধৰ্ম্মাত্মা বাসুদেব, পুত্র-দুঃখে তাপিত হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করি-  
 লেন এবং কি কারণেই বা তাহার অপমৃত্যু ঘটিল ? ॥ ৩৫ ॥ হে মুনিসত্তম ! পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ-



পাণ্ডবা ধর্মসংযুক্তাঃ কৃষ্ণে চ নিরতাঃ সদা ।  
 তে কথং হুঃখভোক্তারো হৃদবশ্বনিস্তম ! ॥ ৩৬ ॥  
 দ্রৌপদী চ মহাভাগা কথং হুঃখস্ত ভাগিনী ।  
 বেদীমধ্যাচ্চ সংজাতা লক্ষ্যংশসম্ভবা কিল ॥ ৩৭ ॥  
 সভায়াঞ্চ সমানীতা রজোদোষসমম্বিতা ।  
 বলাদুঃশাসনেনাথ কেশগ্রহণকর্ষিতা ॥ ৩৮ ॥  
 পীড়িতা সিদ্ধুরাজ্যথ বনমধ্যগতা সতী ।  
 তথৈব কীচকেনাপি পীড়িতা রুদতী ভৃশম্ ॥ ৩৯ ॥  
 পুত্রাঃ পঠৈব তস্মাচ্চ নিহতা দ্রৌগিনা গৃহে ।  
 স্তভদ্রায়াঃ স্ততো যুদ্ধে বাল এব নিপাতিতঃ ॥ ৪০ ॥  
 তথাচ দেবকীপুত্রাঃ ষট্ কংসেন নিষূদিতাঃ ।  
 সমর্থেনাপি হরিণা দৈবং ন কৃতমশ্রুথা ॥ ৪১ ॥  
 যাদবানাং তথা শাপঃ প্রভাসে নিধনং পুনঃ ।  
 কুলক্লেয়ে তথা তীত্রে তৎপত্নীনাঞ্চ লুণ্ঠনম্ \* ॥ ৪২ ॥

চৌরাগাং ন হৃতঃ কথমিতি । এবং তাদৃশসামর্থ্যবতাং চৌরাগাং ভাৱঃ কথং ন হৃতঃ ॥ ৩৩—৪০ ॥

নিরত ও ধর্মজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁহাদের এত হুঃখ ভোগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৩৬ ॥ যে  
 দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা এবং যজ্ঞ-বেদি-মধ্য হইতে সমুৎপত্তা, তিনিই বা কিজন্ত এত দূর  
 হুঃখভাগিনী হইলেন ? ॥ ৩৭ ॥ সেই বাল্য রজস্বলা থাকিলেও হুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ  
 পূর্বক সভাস্থলে আনয়ন করিলেন কেন এবং কিহেতুই বা বনবাসকালে সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ  
 তাঁহাকে অত্যন্ত মর্দনপীড়া প্রদান করিয়াছিলেন ? সেই ভাগিনী পাণ্ডবগেহিনী রোদন  
 করিলেও কিহেতু কীচক তাঁহার উৎপীড়ন ও অবমাননা করিয়াছিল ? ॥ ৩৮—৩৯ ॥  
 কিহেতুই বা তাঁহার গৃহস্থিত পঞ্চপুত্রকে অশ্রুখামা নিধন করিয়াছিলেন ? স্তভদ্রার বালক  
 পুত্রেরই বা যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৪০ ॥ কংসরাজ কেনই বা  
 দেবকীর ষট্পুত্রকে নিহত করিয়াছিল ? কি জন্তই বা ভগবান্ হরি দৈবের অন্তথা করণে  
 সমর্থ হইয়াও তাহা না করিলেন ? ॥ ৪১ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যাদবগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ,  
 প্রভাসে তাঁহাদের নিধন, একবারে যজ্ঞকুলের ধ্বংস এবং তাঁহার পরীগণের লুণ্ঠন, এই  
 সকল গুরুতর বিষয়েও কি তিনি দৈবকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ? ॥ ৪২ ॥ যদি তিনি সকলের

\* পিজোক্ত নিধনে চৈব দৈবশেষ পুরকৃতম্ । ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃষ্টতে ।

বিষ্ণুনা চেশ্বরেণাপি সাক্ষান্নারায়ণেন চ ।  
 উগ্রসেনস্ত সেবা বৈ দাসবৎ সততং কৃত্য ॥ ৪৩ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহাভাগ ! তত্র নারায়ণে যুনৌ ।  
 সর্বজন্তুসমানত্বং ব্যবহারে নিরন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥  
 হর্ষশোকাদয়ো ভাবাঃ সর্বেষাং সৈদৃশাঃ কথম্ ।  
 ঈশ্বরস্ত হরেজীতা কথমপ্যন্থথা গতিঃ ॥ ৪৫ ॥  
 তস্মাদ্বিস্তরতো ব্রুহি কৃষ্ণস্ত চরিতং মহৎ ।  
 অলৌকিকেন হরিণা কৃতং কৰ্ম্ম মহীতলে ॥ ৪৬ ॥  
 হতা আয়ুঃকরে দৈত্যাঃ ক্রেশেন মহতা পুনঃ ।  
 কৈশ্বর্য্যশক্তিঃ প্রথিতা হরিণা যুনিসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥  
 রুশ্লিণীহরণে নুনং গৃহীত্বাথ পলায়নম্ ।  
 কৃতং হি বাসুদেবেন চৌরবচ্চরিতং তদা ॥ ৪৮ ॥  
 মথুরামণ্ডলং ত্যক্ত্বা সমুদ্রং কুলসম্মতম্ ।  
 জরাসন্ধভয়াতেন দ্বারকাগমনং কৃতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 তদা কেনাপি ন জ্ঞাতো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।  
 কিঞ্চিৎ প্রব্রুহি মে ব্রহ্মন্ ! কারণং ব্রজগোপনম্ ॥ ৫০ ॥

সমর্থেনেশ্বরেণ হরিশৈতেষাং দৈবমন্ত্রথা কথং ন কৃতং নহীশ্বরস্ত কিঞ্চিদুর্ঘটমতীতি  
 ভাবঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

ঈশ্বর এবং স্বয়ং নারায়ণ হইবেন তবে সর্বদা উগ্রসেনের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিলেন  
 কেন ? ॥ ৪৩ ॥ মহাভাগ ! সেই নারায়ণ যুনির প্রতি এই সন্দেহ হয় যে, তাঁহার ব্যবহার  
 নিরন্তরই সাধারণ জীবের স্থায়, তাঁহার হর্ষ শোকাদি ভাব সকল কিজন্তু সাধারণ লোকের  
 তুল্য ? যদি তিনি নারায়ণ হরি পরমেশ্বর, তবে কিহেতু তাঁহার ভাব ঐশ্বরিক না হইয়া  
 সাধারণ জন্তুর স্থায় হইয়াছিল ? ॥ ৪৪—৪৫ ॥ অতএব, লোকাভীতপ্রভাব হরি মহীতলে যে  
 যে কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় এবং তাঁহার দিব্য লীলাকাণ্ড বিশেষ বিস্তার  
 পূৰ্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ৪৬ ॥ হে যুনিসত্তম ! আয়ুঃকর হইলেই জীবের জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে,  
 তবে অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণকে বধ করিয়া ঈশ্বর হরির কি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ  
 পাইয়াছে ? ॥ ৪৭ ॥ রুশ্লিণীহরণকালে ভগবান্ রুশ্লিণীকে গ্রহণ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইয়া-  
 ছিলেন, তাহাতে তাঁহার চৌরের স্থায় আচরণ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ জরাসন্ধের  
 ভয়ে মহাসমুদ্বিসম্পন্ন, কুলসম্মত মথুরামণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারকা নগরে  
 পলায়ন করিবার উদ্দেশ্য কি ? ॥ ৪৯ ॥ যখন তিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন, তখন কি

এতে চান্দ্রে চ বহবঃ সন্দেহা বাসবীস্থত ।

নাশয়াদ্য মহাভাগ ! সর্বজ্ঞোহসি দ্বিজোত্তম ! ॥ ৫১ ॥

গোপ্যস্তথৈকঃ সন্দেহো হৃদয়ান্ন নিবর্ততে ।

পাঞ্চাল্যাঃ পঞ্চভর্তৃহঃ লোকে কিং ন জুগুপ্সিতম্ ॥ ৫২ ॥

সদাচারং প্রমাণং হি প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

পশুধর্ম্যঃ কথং তৈস্তু সমর্থেষুপি সংশ্রিতঃ ॥ ৫৩ ॥

ভীষ্মেণাপি কৃতং কিংবা দেবরূপেণ ভূতলে ।

গোলকৌ তৌ সমুৎপাদ্য যত্নু বংশস্ত রক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥

ধিগ্নর্শনির্গম্যঃ কামং মুনিভিঃ পরিদর্শিতঃ ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রোৎপাদনলক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
জনমেজয়প্রশ্নকথনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নরনারায়ণে পরমেশ্বরে যুনৌ সর্বজ্ঞস্তসমানত্বং সর্বজীবসমানত্বং কথমিতি সন্দেহঃ ॥ ৪৮ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তাঁহাকে ঈশ্বর ভগবান্ হরি বলিয়া কেহ জানিতে পারে নাই ? ব্রহ্মন্ ! যদি তিনি শ্রুতঃ  
ভগবান্ হইবেন তবে ব্রজে লুকাবিত থাকিলেন কেন ? ইহাঁর কারণ কি তাহা আমার  
নিকটে বলুন ॥ ৫০ ॥ হে মুনে ! এই সকল এবং অন্যান্য বহুতর সন্দেহ আমার অন্তরে নিরন্তর  
বিরাজিত রহিয়াছে, আপনি দ্বিজোত্তম সর্বজ্ঞ ও মহাভাগ, আপনার নিকটে প্রার্থনা যে,  
আমার এই সকল সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৫১ ॥ তপোধন ! আমার মনে আর একটা অতি  
গোপনীয় সন্দেহ বর্তমান রহিয়াছে তাহা কিছুতেই অপনীত হইতেছে না । মুনিবর ! পাঞ্চা-  
লীর যে পঞ্চশ্রামী হইয়াছিল তাহা কি লোকসমাজে ঘৃণা কর ও লজ্জাজনক নহে ? পণ্ডিত-  
গণ সদাচারকেই ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; তবে, সেই পাণ্ডবগণ সম্যক  
প্রকারে ক্ষমতাপন্ন হইয়াও কেন পশুধর্মের আচরণ করিয়াছিলেন ? ॥ ৫২-৫৩ ॥ পৃথিবীতলে  
দেবরূপে অবস্থান করিয়া ভীষ্মই বা কি করিলেন ? জিজ্ঞাসা করি গোলক পুত্রদ্বয় উৎপাদন  
করিয়া বংশ রক্ষা করা কি তাঁহার সদৃশ কার্য্য হইয়াছে ? ॥ ৫৪ ॥ মুনিগণ “যে কোনও  
উপায়েই হউক পুত্রোৎপাদন করিবে” এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান পূর্বক যে ধর্ম নির্গম  
করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ধর্মনির্গমে দ্বিগ্ ! ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্নকথন নামক

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## অষ্টাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! এবক্ষ্যামি কৃষ্ণশ্চ চরিতং মহৎ ।  
অবতারকারণঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥  
ধরৈকদা ভরাক্রান্তা রুদতী চাতিমর্ষিতা ।  
গোরূপধারিণী দীনা ভীতাগচ্ছৎ ত্রিবিম্বপম্ ॥ ২ ॥  
পৃষ্ঠা শক্রেণ কিস্তেহদ্য বর্ততে ভয়মিত্যথ ।  
কেন বৈ পীড়িতাসি হুং কিং তে হুঃখং বহুধ্বরে ! ॥ ৩ ॥  
তচ্ছৃৎস্বলা তদোবাচ শৃণু দেবেশ ! মেহখিলম্ ।  
হুঃখং পৃচ্ছসি যত্নং মে ভরাক্রান্তাস্মি মানদ ! ॥ ৪ ॥  
জরাসন্ধো মহাপাপী মাগধেষু পতির্মম ।  
শিশুপালস্তথা চৈদ্যঃ কাশীরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫ ॥

বটিলোকৈর্হুঃখরাজভরাক্রান্তা ভূ মেদিনী ।

ব্রহ্মাণং শরণং গতা বহুঃখং সা ভবেদয়ং ॥

কৃষ্ণাবতারং বর্ণয়েতি রাজবাক্যং শ্রুত্বা ব্যাস আহ শৃণু রাজরিতি । তত্র কৃষ্ণাবতারশ্চ  
কারণং নাশ্রুদন্তি কিন্তু ত্রীমুচ্চিদানন্দরূপিণ্যাঃ সকলজগন্নিবৃত্তাঃ সৃষ্ট্যাদিপঞ্চকৃত্যবিধায়িত্বাঃ  
সকলাস্তর্য়ামিত্বা ভগবত্যা লীলনৈব জগৎ সৃষ্টুং প্রবৃত্তায়াঃ প্রেরণৈব কারণমিত্যভিপ্রায়েণৈ-  
বাহ অবতারকারণঞ্চৈতি । দেব্যাশ্চরিতং প্রেরণরূপম্ ॥ ১—৩ ॥

ইমা পৃথী ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! কৃষ্ণের সুবিস্তৃত চরিত্র ও অবতার কথা এবং দেবী  
ভুবনেশ্বরীর বিচিত্র চরিত্রাদির বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কোনও সময়ে  
পৃথিবী হুঃখরাজগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত ও ভীত হইয়াছিলেন । তখন  
তিনি গোরূপধারণ পূর্বক রোদন করিতে করিতে দীনমনে দেবলোকে গমন করেন ॥ ২ ॥  
দেবরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বহুধ্বরে ! এক্ষণে তোমার ভয়ের কারণ কি ? কে  
তোমাকে পীড়িত করিয়াছে ? তোমার কি হুঃখ ঘটিয়াছে ? এ সমস্তই আমার নিকট  
বল ? ॥ ৪ ॥ পৃথিবী ইহকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মানদ ! আপনি যখন  
আমার হুঃখের ও পীড়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন আপনার নিকটে সমস্ত কথা  
বলিতেছি শ্রবণ করুন, আমি এক্ষণে অত্যন্ত ভরাক্রান্ত হইয়াছি ॥ ৪ ॥ ঘোরপাপী মগধ-  
রাজ জরাসন্ধ পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে । এইরূপ চৈদিপতি শিশুপাল, হুঃখরাজ

ক্রম্মী চ বলবান্ কংসো নরকশ্চ মহাবলঃ ।  
 শাল্বঃ সৌভপতিঃ ক্রুরঃ কেশী ধেনুকবৎসকৌ ॥ ৬ ॥  
 সৰ্বধৰ্মবিহীনাশ্চ পরম্পরবিরোধিনঃ ।  
 পাপাচারা মদোন্মত্তাঃ কালরূপাশ্চ পার্ধিবাঃ ॥ ৭ ॥  
 তৈরহং পীড়িতা শক্র ! ভাৰাজ্ঞাস্তাক্ষমা বিভো ! ।  
 কিং কৰোমি ক গচ্ছামি চিন্তা মে মহতী স্থিতা ॥ ৮ ॥  
 পীড়িতাহং বরাহেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।  
 শক্র ! জানীহি হরিণা দুঃখাদুঃখতরং গতা ॥ ৯ ॥  
 যতোহহং দুৰ্ঘটদৈত্যেন কশ্চপশ্চাত্মজেন বৈ ।  
 হতাহং হিরণ্যাক্ষেণ ময়া তস্মিন্মহার্ণবে ॥ ১০ ॥  
 তদা শূকররূপেণ বিষ্ণুনা নিহতোহপ্যসৌ ।  
 উদ্ধৃতাহং বরাহেণ স্থাপিতা হি স্থিরা কৃতা ॥ ১১ ॥  
 নোচেদ্রসাতলে স্বস্থা স্থিতা স্থাং স্থখশায়িনী \* ।  
 ন শক্তাস্মাদ্য দেবেশ ! ভাৱং বোদ্ধুং দুৰাত্মনাম্ ॥ ১২ ॥

(সৌভপতিরिति শাল্ব বিশেষণम् । তথাচ মহাভারতে । শাল্বশ্চ নগরং সৌভং  
 গতৌহহং ভরতৰ্ষভ ! ॥ ৬—৮ ॥)

পীড়িতাহং বরাহেণেতি । যদি বরাহেণাহং জলারোক্তা স্তাতদা কিমিত্যেতাদৃশং  
 দুঃখং মম ভবেত্তস্মাত্তেনৈবাহং পীড়িতেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কানীরাজ, ক্রম্মী, বলবান্ কংস, মহাবল নরক, সৌভপতি শাল্ব, ক্রুরমতি কেশী, ধেনুক  
 ও বৎসক ইহারা সকলেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইরাছে । দেবরাজ ! অধিক কি বলিব এই  
 সমস্ত রাজগণই ধৰ্মবিবৰ্জিত, পরম্পর বিরোধী, মদোন্মত্ত ও পাপাচারে রত ; ইহারা  
 কালস্বরূপ রাজা হইয়া আমাকে নিরন্তর পরিপীড়িত করিতেছে, আমি তাহাদের ভার  
 বহনে অসমর্থ হইরাছি, এখন কোথায় যাই কি করি এই মহতী চিন্তা আমার অন্তঃকরণে  
 সমুদিত থাকিয়া আমাকে নিরন্তরই পীড়া প্রদান করিতেছে ॥ ৫—৮ ॥ হে বাসব ! বলিতে  
 কি, প্রভাবশালী বরাহরূপী বিষ্ণুই আমার কষ্টের কারণ হইয়াছেন ; শক্র ! তাহার  
 জন্তই আমি দুঃখের উপর দুঃখান্তরে নিপতিত হইরাছি ; কারণ, যখন কশ্চপ-পুত্র ছুই দৈত্য  
 হিরণ্যাক্ষ আমাকে হরণ করিয়া মহার্ণবে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন বিষ্ণু বরাহরূপ  
 ধারণ পূৰ্বক তাহাকে নিধন করিয়া আমাকে উদ্ধার করত স্থিরভাবে রক্ষা করেন ॥ ১০-১১ ॥  
 তিনি যদি সেই সময় আমাকে উদ্ধৃত না করিতেন, তাহা হইলে আমি রসাতলগর্ভে স্থখে  
 কালযাপন করিতাম । হে দেবেশ ! আমি এখন আর উক্ত দুৰাত্মাদিগের ভার বহন

অগ্রে দুষ্কঃ সমায়াতি হৃষ্টাবিংশস্তথা কলিঃ ।

তদাহং পীড়িতা শত্রু ! গন্তাস্ম্যাশু রসাতলম্ ॥ ১৩ ॥

তস্মাদ্বং দেবদেবেশ ! দুঃখরূপাণবস্ত চ ।

পারদো ভব ভারং মে হর পারদৌ নমামি তে ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

ইলে ! কিং তে করোম্যদ্য ব্রহ্মাণং শরণং ব্রজ ।

অহং তত্র গমিষ্যামি স তে দুঃখং হরিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

তচ্ছ্রুত্বা হরিতা পৃথ্বী ব্রহ্মলোকং গতা তদা ।

শত্রোহপি পৃষ্ঠতঃ প্রাপ্তঃ সৰ্বদেবপুরঃসরঃ ॥ ১৬ ॥

স্বরভীমাগতাং তত্র দৃষ্টৌবাচ প্রজাপতিঃ ।

মহীং জ্ঞাত্বা মহারাজ ! ধ্যানেন সমুপস্থিতাম্ ॥ ১৭ ॥

কস্মাদ্রোদিষি কল্যাণি ! কিং তে দুঃখং বদাধুনা ।

পীড়িতাসি চ কেন হুং পাপাচারেণ ভূৰ্বদ ॥ ১৮ ॥

ধরৌবাচ ।

কলিরায়্যতি দুষ্কৌহয়ং বিভেমি তদুয়াদহম্ ।

পাপাচারাঃ প্রজাস্তত্র ভবিষ্যন্তি জগৎপতে ! ॥ ১৯ ॥

তদেবাহ যতোহহমিতি ॥ ১০—১১ ॥

হে ভূর্হে ধরনি ॥ ১৮ ॥

করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১২ ॥ সুরেন্দ্র ! শীঘ্রই সম্মুখে ছষ্ট অষ্টাবিংশ কলি আগমন করিতেছে, তাহার বেক্রপ প্রভাব, তাহাতে বোধ হয় সেই সময় আমাকে উৎপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥ অতএব হে দেবেশ্বর ! আমি আপনার চরণ-মুগলে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমার তারহরণ করিয়া এই অপার দুঃখসাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ১৪ ॥

স্বরপতি কহিলেন, পৃথিবী ! আমি তোমার কি করিব, তুমি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ কর ; আমিও তথায় গমন করিতেছি, তাঁহা হইতেই তোমার দুঃখ দূরীভূত হইবে ॥ ১৫ ॥ তখন, পৃথিবী ইন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ; এ দিকে ইন্দ্রও সমস্ত দেবগণের সহিত পৃথিবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ মহারাজ ! পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবীকে সমাগতা দেখিয়া ধ্যানযোগে তাঁহার আগমন কারণ অবগত হইলেন এবং কহিলেন, কল্যাণি ! তুমি কেন রোদন করিতেছ ? তোমার এক্ষণে কি দুঃখ হইয়াছে ? কোন দুরাচার তোমাকে প্রণীড়িত করিয়াছে বল ॥ ১৭—১৮ ॥



রাজানশ্চ দুৰাচারাঃ পরম্পরবিরোধিনঃ ।

চৌরকৰ্ম্মরতাঃ সৰ্ব্বৈ রাক্ষসাঃ পূৰ্ববৈরিণঃ ॥ ২০ ॥

তান্ হত্বা নৃপতীন্ ভারং হর মেহদ্য পিতামহ ! ।

পীড়িতাস্মি মহারাজ ! সৈন্যভারেণ ভূভুতাম্ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নাহং শক্তস্তথা দেবি ! ভারাবতরণে তব ।

গচ্ছাবঃ সদনং বিষ্ণোর্দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ॥ ২২ ॥

স তে ভাৰাপনোদং বৈ কৰিষ্যতি জনাৰ্দ্দনঃ ।

পূৰ্বং ময়াপি তে কাৰ্য্যং চিন্তিতং স্তুবিচাৰ্য্য চ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা বেদকৰ্ত্তাসৌ পুরস্কৃত্য সুরাংশ্চ গাম্ ।

জগাম বিষ্ণুসদনং হংসাকূটশ্চতুর্মুখঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র গত্বা সুরশ্ৰেষ্ঠং দেবদেবং জনাৰ্দ্দনম্ ।

তুষ্ঠাব বেদবাক্যৈশ্চ ভক্তিপ্রবণমানসঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রুত্বা ধরোবাচ কলিরাস্মাতীতি ॥ ১৯—২১ ॥

তথৈতি ইন্দ্রবদিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥

পৃথিবী কহিলেন, হে জগতীপতে ! ছুট কলি সম্মুখেই আগমন করিতেছে, ইহার প্রভাবে প্রজা সকল ঘোর পাপাচারী হইবে, অতএব আমি কলিভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥ এই কলির প্রারম্ভে রাজরূপে অবতীর্ণ পূর্ববৈরি অসুরগণ অতিশয় দুৰাচার, পরম্পর বিরোধী ও চৌর-কৰ্ম্মকুশল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ পিতামহ ! এক্ষণে এই হ্রস্ব নৃপগণক নিহত করিয়া আমার ভার হরণ করুন ; হে মহাপ্রভো ! আমি সেই ভূপতিগণের সৈন্যভারে অত্যন্তই পীড়িত হইতেছি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবি ! ইন্দ্রের স্তায় আমিও তোমার ভাৰাপনয়নে সমর্থ নহি, চল আমরা হইজনে চক্রধারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করি ॥ ২২ ॥ সেই জনাৰ্দ্দনই তোমার ভাৰাপনয়ন করিবেন । আমি পূৰ্ব হইতেই মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া তোমার কর্তব্য অবগারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া বেদকর্ত্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পৃথিবী ও অসুরগণকে অগ্রে করিয়া হংসবাহনে আরোহণ পূৰ্বক বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করিলেন এবং ভক্তিভাবে বেদবাক্য দ্বারা সেই দেবদেব জনাৰ্দ্দনের স্তুব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

সহস্রশীর্ষা হুমসি সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

ত্বং বেদপুরুষঃ পূৰ্ব্বং দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥

ভূতপূৰ্ব্বং ভবিষ্যচ্চ বৰ্ত্তমানঞ্চ যদ্বিতো ! ।

অমরত্বং ত্বয়া দত্তমস্মাকং চ রম্যাপতে ! ॥ ২৭ ॥

এতাবান্মহিমা তেহস্তি কো ন বেত্তি জগত্ৰয়ে ।

ত্বং কর্ত্তাপ্যবিতা হস্তা ত্বং সৰ্ব্বগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতীড়িতঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ প্রসন্নো গরুড়ধ্বজঃ ।

দর্শনঞ্চ দদৌ তেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যোহমলাশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

প্রপচ্ছ স্বাগতং দেবান্ প্রসন্নবদনো হরিঃ ।

ততস্ত্বাগমনে তেষাং কারণঞ্চ সবিস্তরম্ ॥ ৩০ ॥

তমুবাচাজ্জো নত্বা ধরাভূঃখঞ্চ সংস্মরন্ ।

ভারাবতরণং বিষ্ণো ! কর্ত্তব্যং তে জনাৰ্দ্দন ! ॥ ৩১ ॥

ভুবি কৃৎনাবতারং ত্বং স্বাপরাস্ত্রে সমাগতে ।

হত্বা দুষ্টাশ্বপানুর্ক্ব্যা হর ভারং দয়ানিধে ! ॥ ৩২ ॥

ভূতপূৰ্ব্বমিতি । পূৰ্ব্বং ভূতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কো ন বেত্তি কোহপি ন বেত্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

কারণং পপ্রচ্ছৈত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আপনি সহস্রশীর্ষা—অর্থাৎ অসংখ্যমস্তক, আপনি সহস্রাক্ষ,—অর্থাৎ অসংখ্যনেত্র আপনি সহস্রপাৎ অর্থাৎ—অসংখ্যচরণ এবং আপনি বেদপুরুষ দেবদেব ও সনাতন ॥২৬॥ হে বিত্তো ! বাহা অতীত, বাহা ভবিষ্যৎ ও বাহা বর্ত্তমান সেই সমস্তই আপনি ; হে রম্যাপতে ! আপনিই আমাদেরকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ আপনিই এই জগতের কর্ত্তা, পালয়িতা ও হস্তা এবং আপনিই জগতের এক মাত্র গতি ও ঈশ্বর ; আপনাতে যে এই সমস্ত মহিমা বিদ্যমান আছে তাহা জিজ্ঞাসনে কে না অবগত আছে ? ॥ ২৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! ব্রহ্মা এইরূপে শ্রব করিলে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু প্রসন্ন হইলেন এবং সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥ তখনস্তর, ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ বিস্তারিত রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩০॥ তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধরণীর সমস্ত দুঃখের কারণ স্মরণ পূৰ্ব্বক বলিলেন ; হে প্রভো ! এক্ষণে পৃথিবীর ভার হরণ করা আপনার কর্ত্তব্য ॥৩১॥

বিষ্ণুরূবাচ ।

নাহং স্বতন্ত্র এবাত্র ন ব্রহ্মা ন শিবস্তথা ।  
 নেন্দ্রোহ্মির্ন যমস্তৃক্টা ন সূর্যো বরুণস্তথা ॥ ৩৩ ॥  
 যোগমায়াবশে সর্বমিদং স্থাবরজঙ্গমম্ ।  
 ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যস্তং প্রথিতং গুণসূত্রতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 যথা সা স্বেচ্ছয়া পূর্বং কৰ্ত্তুমিচ্ছতি স্তত্রত ! ।  
 তথা কৰোতি স্তহিতা বয়ং সৰ্বৈহপি তদ্বশাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 যদ্যহং স্মাং স্বতন্ত্রো বৈ চিন্তয়ন্তু ধিয়া কিল ।  
 কুতোহ্ভবং মৎস্তবপুঃ কচ্ছপো বা মহার্ণবে ॥ ৩৬ ॥  
 তির্য্যগ্‌ঘোনিষু কো ভোগঃ কা কীর্ত্তিঃ কিং সুখং পূনঃ ।  
 কিং পুণ্যং কিং ফলং তত্র ক্ষুদ্রমোনিগতস্ত মে ॥ ৩৭ ॥  
 কোলো বাথ নৃসিংহো বা বামনো বাভবং কুতঃ ।  
 জমদগ্নিস্ততঃ কস্মাৎ সন্তবেয়ং পিতামহ ! ॥ ৩৮ ॥

তে অয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

যোগমারেতি । গুণত্রয়জনকসাম্যাবস্থামায়ান্তমুখা যোগমারেত্বাচ্যতে ॥ ৩৪—৩৫ ॥

যদ্যহমিতি । ন হি স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া হুংখাস্তোদৌ নিমজ্জতি ॥ ৩৬ ॥

ননু ভোগাদ্যর্থঃ স্বমবতারং গৃহীতবানিতি চেত্তত্রাহ তির্য্যগ্‌ঘোনিষতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

দয়ানিধে ! দ্বাপরযুগের শেষভাগ সমাগত হইলে আপনি ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া ৬৪ নরপতিগণকে সংহার করিয়া অবনীর ভার অপনয়ন করুন ॥ ৩৩ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, আমি এবিষয়ে স্বাধীন নহি; কেবল আমি কেন ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম, বিশ্বকর্মা, সূর্য ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণের মধ্যেও কেহই স্বাধীন নহেন। এই অগিল স্থাবর জঙ্গমায়ক জগৎ, যোগমায়ার বশে অবস্থিত এবং ব্রহ্মাদি স্তদ্ব্যপ্যস্ত সকলেই তাঁহারই গুণসূত্রে প্রথিত রহিয়াছে ॥ ৩৩-৩৪ ॥ হে স্তত্রত ! সেই হিতকারিণী ইচ্ছাময়ী আপনার ইচ্ছায় বাহ্য করিতে অভিলাষ করেন তাহাই করেন, আমরা সকলেই তাঁহার বশীভূত ইহা জানি-  
 বেন ॥ ৩৫ ॥ তোমরা মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে  
 কিজন্তু মহার্ণবে অবস্থিতি করিয়া মৎস্ত ও কচ্ছপদেহ ধারণ করিব ? ব্রহ্মন্ ! তির্য্যগ্‌ঘোনিতে  
 সম্পৎ-সন্তোগ, কীর্ত্তি বা সুখ কি আছে ? ক্ষুদ্রমোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কি পুণ্য  
 বা ফলপ্রাপ্তি আছে ? আমি কেনই বা শূকর দেহধারী হই ? কেনই বা নৃসিংহদেহ ও  
 বামনবপু ধারণ করি ? কেনই বা জমদগ্নির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি ? বিশেষত তাড়ন  
 মহাত্মা জমদগ্নির পুত্র এবং দ্বিজোত্তম হইয়াও কিজন্তু নৃশংসের কাণ্ড করি ? হায় ! আমি



নৃশংসং বা কথং কৰ্ম কৃতবানস্মি ভূতলে ।  
 ক্ষতজৈস্তু ব্রুদান্ সৰ্বান্ পূরয়েয়ং কথং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তৎ কথং জমদগ্নেশ্চ পুত্রো ভূত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।  
 ক্ষত্রিয়ান্ হতবানাজৌ নির্দয়ো গৰ্ভগানপি ॥ ৪০ ॥  
 রামো ভূত্বাথ দেবেন্দ্র ! প্রাবিশদগুপ্তং বনম্ ।  
 পদাতিশ্চীরবাসাশ্চ জটাবদ্ধলবান্ পুনঃ ॥ ৪১ ॥  
 অসহায়ো হুপাথেয়ো ভীষণে নির্জনে বনে ।  
 কুৰ্ব্বমাথেটকং তত্র ব্যচরং বিগতদ্রুপঃ ॥ ৪২ ॥  
 ন জ্ঞাতবান্ মৃগং হৈমং মায়ায়াপিহিতস্তদা ।  
 উটজে জানকীং ত্যক্ত্বা নির্গতস্তৎপদানুগঃ ॥ ৪৩ ॥  
 লক্ষ্মণোহপি চ তাং ত্যক্ত্বা নির্গতো মৎপদানুগঃ ।  
 বারিতোপি ময়াত্যর্থং মোহিতঃ প্রাকৃতৈগুণৈঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ভিক্ষুরূপং ততঃ কৃত্বা রাবণঃ কপটাকৃতিঃ ।  
 জহার তরসা রক্ষো জানকীং শোককর্ণিতাম্ ॥ ৪৫ ॥  
 দুঃখার্ভেন ময়া তত্র রুদিতং চ বনে বনে ।  
 স্ত্রীবেণ চ মিত্রত্বং কৃতং কার্য্যবশাম্ময়া ॥ ৪৬ ॥

ক্ষতজৈ রুধিরৈঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

আথেটকং মৃগহননাদিরূপম্ ॥ ৪১—৪২ ॥

নির্দয় হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে অধিক কি গৰ্ভগত সন্তানদিগকেও সংহার করিয়াছি । আমি  
 স্বাধীন হইলে কিজন্ত এ সকল কঠোর ও বীভৎস কার্য্য করিব ? ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে দেবেন্দ্র !  
 আরও দেখ, আমি রামাবতারে দগুকারণে প্রবেশ করিয়া চীর, জটী ও বদ্ধল ধারণ  
 পূৰ্ব্বক, অসহায় ও পাথেয়শূন্য হইয়া পদব্রজে ভীষণ নির্জন বনে নির্জ্ঞের ভ্রায় পশু-  
 হননাদিরূপ ব্যাধের কার্য্য করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়াছি ॥ ৪১—৪২ ॥ আমি  
 মায়ায় মোহিত হইয়া স্ত্রীমৃগের স্বরূপ অবগত হইতে পারি নাই, স্ত্রীরাং পর্ণশালায়  
 জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নির্গমন পূৰ্ব্বক সেই মৃগ-পদবীর অনুসরণ করি-  
 য়াছি । আমি বহবার নিবারণ করিলেও লক্ষ্মণ প্রাকৃতিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে  
 পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ করিয়াছিল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ তখন কপটমূর্তি রাক্ষসরাজ  
 রাবণ, ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া শোকসংকীর্ণ জনকতনয়াকে বলপূৰ্ব্বক অপহরণ  
 করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥ আমি প্রিয়া-বিরহ-দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া বনে বনে রোদন করিয়া  
 বেড়াইয়াছি এবং কার্য্যবশে বানররাজ স্ত্রীবেণ সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥

অন্ত্রায়েন হতো বালী শাপাচ্চৈব নিবারিতঃ\* ।  
 সহায়ান্ বানরান্ কৃৎস্না লঙ্কায়াং চলিতং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্ধোহহং নাগপাশৈশ্চ লক্ষণশ্চ মমানুজঃ ।  
 বিসংজ্ঞৌ পতিতৌ দৃষ্টৌ বানরা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥  
 গরুড়েন তদাগত্য মোচিতৌ ভ্রাতরৌ কিল ।  
 চিন্তা মে মহতী জাতা দৈবং কিং বা করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥  
 হতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতস্তাতঃ প্রিয়া হতা ।  
 যুদ্ধং কৰ্কটং দদাত্যেবমগ্রে কিং বা করিষ্যতি ॥ ৫০ ॥  
 প্রথমং তু মহাত্মঃখমরাজ্যস্য বনাশ্রয়ঃ ।  
 রাজপুত্র্যাব্রিতশ্চৈব ধনহীনস্য মে সুরাঃ ! ॥ ৫১ ॥  
 বরাটিকাপি পিত্রা মে ন দত্তা বননির্গমে ।  
 পদাতিরসহারোহহং ধনহীনশ্চ নির্গতঃ ॥ ৫২ ॥  
 চতুর্দশৈব বর্ষাণি নীতানি চ তদা ময়া ।  
 ক্ৰান্ত্রং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য ব্যাধবৃত্ত্যা মহাবনে ॥ ৫৩ ॥

( অন্ত্রায়েন অধর্ম্মযুদ্ধেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥ )

দদাত্যেবমিতি । দৈবমিত্যনুষঙ্গঃ দৈবং বিধির্দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

আমি অন্ত্রায় পূর্বক বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া তাহাকে শাপ-বিমুক্ত করিয়াছি ;  
 তদনন্তর, বানরগণকে সহায় করিয়া লঙ্কায় গমন করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥ যৎকালে অশ্রুজ লক্ষণ ও  
 আমি, দুই জনই নাগপাশে বদ্ধ ও চেতনা-বিহীন হইয়া নিপতিত হই, সে সময় বানরগণ  
 বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, গরুড় আগমন করিয়া আমাদের জাহ্নবীকে নাগপাশ  
 হইতে মুক্ত করিল ; তখন আমি এই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, দৈব না জানি আনাদের  
 অদৃষ্টে কি অমঙ্গল সংঘোজনা করেন ॥ ৪৯ ॥ আমার রাজ্য হৃত হইল, বনে বসতি ঘটিল, পিতা  
 পরলোক গত হইলেন, জানকী অপহৃতা হইল, এক্ষণে নিদাক্ষণ যুদ্ধে অতিশয় ক্লেশ হই-  
 তেছে, না জানি দৈব ইহার পর আমায় আরও কি ঘোর কষ্টে নিপাতিত করেন ? ॥ ৫০ ॥  
 হে সুরগণ ! ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমি প্রথমেই রাজ্য-  
 হীন ও ধনহীন হইয়া বন গমন পূর্বক রাজপুত্রী সীতার সহিত নিবিড় বিপিনাশ্রয়া  
 হই ॥ ৫১ ॥ বন গমনকালে পিতা আমাকে একটি বরাটিকা ও ( এক কড়া কড়ি ) প্রদান  
 করেন নাই, আমি ধনহীন ও অসহায় হইয়া পদব্রজে অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া-

দৈবাৎ যুদ্ধে জয়ঃ প্রাপ্তো নিহতোহসৌ মহাসুরঃ ।  
 আনীতা চ পুনঃ সীতা প্রাপ্তাযোধ্যা ময়া তথা ॥ ৫৪ ॥  
 বর্ষাণি কতিচিত্তত্র স্তখং সংসারসম্ভবম্ ।  
 প্রাপ্তং রাজ্যঞ্চ সম্পূর্ণং কোশলানধিষ্ঠিতা ॥ ৫৫ ॥  
 পুরৈবং বর্তমানেন প্রাপ্তরাজ্যেন বৈ তদা ।  
 লোকাপবাদভীতেন ত্যক্তা সীতা বনে ময়া ॥ ৫৬ ॥  
 কাস্তাবিরহজং দুঃখং পুনঃ প্রাপ্তং দুর্দাসদম্ ।  
 পাতালং সা গতা পশ্চাৎকরাং ভিত্তা ধরাঅজা ॥ ৫৭ ॥  
 এবং রামাবতারেহপি দুঃখং প্রাপ্তং নিরন্তরম্ ।  
 পরতন্ত্রেণ মে নুনং স্বতন্ত্রঃ কো ভবেত্তদা ॥ ৫৮ ॥  
 পশ্চাৎ কালবশাৎ প্রাপ্তঃ স্বর্গো মে ভ্রাতৃভিঃ সহ ।  
 পরতন্ত্রস্ত্র কা বার্তা বক্তব্য্য বিবুধেন বৈ ॥ ৫৯ ॥

( দৈবমেব বলবদিতি প্রতিপাদয়িতুমাং । চতুর্দশৈব বর্ষাণীতি । স্বধর্মপরিত্যাগো-  
 হতিগর্হিতোহপি দৈববশাদেব ময়া পরিগৃহীত ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৫৩—৫৭ ॥ )

এবং রামাবতারে ইতি । ইয়ং কথা রামায়ণাদিষু প্রসিদ্ধাস্তীতি ন বিবিচ্য  
 দর্শিতা ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ছিলাম ॥ ৫২ ॥ আমি মহাবনে গমন করিয়া অগত্যা কল্লিগধর্ম পরিত্যাগ করত ব্যাধবৃত্তি  
 অবলম্বন পূর্বক চতুর্দশ বৎসর যাপন করিয়াছিলাম ॥ ৫৩ ॥ পরে, দৈবানুগ্রহেই সেই মহাসুর  
 রাবণকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হই এবং সীতাকে পুনরায় অযোধ্যায় আনয়ন করি ॥ ৫৪ ॥  
 তথায় কোশল নিবাসী-প্রজাগণের শাসনকর্তা হইয়া কতিপয় বৎসর সংসার-সম্ভূত স্তখ অমু-  
 ভব পূর্বক পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই ॥ ৫৫ ॥ পূর্বে সীতাহরণাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল,  
 তৎপরেই রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিল ; তখন লোকগণ সীতার অপবাদ জ্ঞান করিলে আমি ভীত  
 হইয়া তাঁহারে বনবাসে বিসর্জন দিলাম ; সে সময় আমাকে পুনর্বার পত্নী-বিরহ-জনিত  
 দুস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইল । তদনন্তর ধরাঅজা ধরাতল-ভেদ করিয়া পাতালতলে গমন  
 করিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

দেবগণ ! রামাবতারে আমিও যখন এইরূপে পরাধীন হইয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ করি-  
 য়াছি, তখন অপরে কে আর স্বাধীন আছে তাহা বল দেখি ॥ ৫৮ ॥ তদনন্তর, কালবশে  
 ভ্রাতৃগণের সহিত আমার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল । যাহা হউক পরতন্ত্র ব্যক্তির কতদূর দুর্ঘটনা  
 ঘটে, তাহা বুজিমান পণ্ডিতেই বলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥ হে পদ্মাসন ! তুমি



পরতস্তোহস্ম্যহং নুনং পদ্মযোনে ! নিশাময় ।

তথাত্মমপি রুদ্রশ্চ সর্বৈ চান্দ্রে সুরোত্তমাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং চতুর্থস্কন্ধে  
ভারাক্রান্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ সুরলোকগমনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ন হেতাদৃশীং বিড়ম্বনাং স্বতন্ত্রঃ কশিচৎ স্বেচ্ছয়া স্বস্ত্র করোতি । তস্মাদনেকদৃষ্টাষ্টৈস্তুরৈঃ  
বিধৈর্বিজানীহি হে ব্রহ্মহম্পরতন্ত্র এবোতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি নিশ্চিতই পরাধীন, কেবল আমি কেন আমার গায় ত্রিম  
ও রুদ্র এবং সমস্ত সুরোত্তম গণ সকলেই পরাধীন জানিও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে ভারপীড়িত পৃথিবীর স্বর্গগমন নামক  
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাশ্রু ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ প্রজাপতিম্ ।  
যন্মায়ামোহিতঃ সৰ্ব্বস্তত্ত্বং জানাতি নো জনঃ\* ॥ ১ ॥  
বয়ং মায়াবৃত্তাঃ কামং ন স্মরামো জগদ্গুরুম্ ।  
পরমং পুরুষং শান্তং সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥  
অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শিবোহহমিতি মোহিতাঃ ।  
ন জানীমো বয়ং ধাতঃ ! পরং বস্তু সনাতনম্ ॥ ৩ ॥  
যন্মায়ামোহিতশ্চাহং সদা বর্তে পরাশ্রয়নঃ ।  
পরবান্ দারুপাঞ্চালী মাযিকশ্চ যথা বশে ॥ ৪ ॥

অর্কাধিকৈশ্চ বট্চত্বারিংশৎপদৈর্বিভূজঃ ।

বিষ্ণুজয়া পরাশক্তেঃ স্তুতিং চক্ৰুঃ সমাহিতাঃ ॥

ইত্যাশ্রুতি । হে ব্রহ্মরহমীশ্বর ইতি ভ্রমস্তবাস্তি নাসৌ যুক্ত ইত্যাহ যন্মায়ামোহিত ইতি । যন্মায়ামোহিতো যদযস্মাৎ পরমাশ্রয়নো বা মায়াশক্তিস্তয়া মোহিতঃ সর্বো জনস্তত্ত্বং পরমাশ্রয়তত্ত্বং ন জানাতি ॥ ১ ॥

তয়া মায়ায়া বৃত্তা আচ্ছাদিতা বয়ম্ তস্মাস্তং জগদ্গুরুং জগজ্জনকং ন স্মরামো মায়া-ভ্রমণেন ভ্রাস্তা এব স ইত্যর্থঃ । ততশ্চেতরজীববদস্মাকং বিদ্যমানত্বাশ্চর্যমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

তদেব ভ্রাস্তৃত্বং স্বস্তাহ অহং বিষ্ণুরিতি ॥ ৩ ॥

যন্মায়ৈতি । যদযস্মাৎ কারণাদিত্যর্থঃ । পরবান্ পরাধীন ইত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ । যথা দারুপাঞ্চালী কাষ্ঠপুত্তলী মাযিকশ্চ বশে ভবতি তথাহং পরাধীনো বর্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্বার প্রজাপতিকে কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্ ! সকলেই সেই ভগবতী মহামায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া পরম তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না ॥ ১ ॥ আমরাও মায়ায় মোহিত বলিয়াই শান্ত, পরমপুরুষ, জগদ্গুরু, সচ্চিদানন্দ-ময় অব্যয় পরমাত্মাকে কোনমতেই জানিতে পারিতেছি না ॥ ২ ॥ বিধাতঃ ! আমি বিষ্ণু, আমি ব্রহ্মা, আমি রুদ্র, এইরূপ গর্কে মোহিত থাকিয়া আমরা সনাতন পরম বস্তু চিনিতে পারিতেছি না ॥ ৩ ॥ যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকা ইজ্জালিকের বশে থাকিয়া তাহার ইচ্ছানুসারে নৃত্যাদি করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ পরমাত্মার মায়ায় মোহিত হইয়া পরাধীনভাবে

\* যদ্বশে চ বয়ং সর্বো তত্ত্বং জানামি পশ্যজ ! । ইতি বা পাঠঃ । † ব্রহ্মা । ইতি বা পাঠঃ ॥

ভবতাপি তথা দৃষ্টা বিভূতিস্তস্ত চাছুতা ।

কল্পাদৌ ভবযুক্তেন ময়াপি চ স্বধার্ণবে ॥ ৫ ॥

মণিদ্বীপেহথ মন্দারবিটপে রাসমণ্ডলে\* ।

সমাজে তত্র সা দৃষ্টা শ্রুতা ন বচসাপি চ ॥ ৬ ॥

তস্মাত্তাং পরমাং শক্তিং স্মরন্ত্য স্মরাঃ শিবাম্ ।

সর্বকামপ্রদাং মায়ামাদ্যাং শক্তিং পরাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা হরিণা দেবা ব্রহ্মাদ্যা ভুবনেশ্বরীম্ ।

সম্মরুর্শ্মনসা দেবীং যোগমায়াং সনাতনীম্ ॥ ৮ ॥

ননু স পরমায়া ক বর্ততে কীদৃশশাস্তীতি চেৎ স ব্যাপকঃ সর্বত্রৈবাস্তি সচ্চিদানন্দ-  
রূপঃ । ন চক্ষুশা স দ্রষ্টুং শক্যো নিগুণস্বাক্ষিরবয়বভাচ্চ । কথং তহি তস্ত ধ্যানাদিকং কথং বা-  
মিতি চেত্তস্ত পরমাশ্রনো বা মুখ্যা মূর্তিস্তস্তা ধ্যানেনৈবেতি ব্রূয়ঃ । সা মূর্তিঃ কথমন্তীতি চেত-  
ত্রাহ ভবতাপীতি । বিভূতিমূর্তিরিত্যর্থঃ । তথাচ বা মণিদ্বীপে পূর্নং ভবতা দৃষ্টা ভগবতী  
সৈব পরমাশ্রনো মুখ্যমূর্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রুতা ন বচসাপি চেতি । যাবৎ পর্য্যন্তঃ সা ন দৃষ্টা স্থিতা তাবৎ পর্য্যন্তঃ বচসাপি ন  
শ্রুততিরহস্তভূতত্যার্থঃ । ভক্তানুগ্রহার্থং পরমাশ্রনৈবাকারবিশেষো মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণা  
সংগৃহীত ইতি তত্ত্বম্ । মন্দারবিটপাঃ সন্ত্যাস্নিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্শাদ্যাক্তস্তো মন্দারবিটপ-  
শব্দঃ । রাসমণ্ডলে রাসঃ ক্রীড়াবিশেষস্তস্ত মণ্ডলে স্থানে মণিদ্বীপ ইত্যর্থঃ । সমাজে সঙ্গ-  
দেবতানামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাদিতি । যস্মাদহং নেশ্বরস্তস্মাত্তামিত্যর্থঃ । আদ্যাং শক্তিং পরাত্মন ইতি । অত্র  
কেবলমায়ায়া উপাশ্রয়কথনেহপি তস্তা ব্রহ্মাশ্রয়ং বিহায়াবস্থানাসম্ভবাৎ কেবলায়া গ্রহণে-  
হপি মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ এব গ্রহণং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ কচিং কেবলায়া উপাশ্রয়োক্তি-  
রिति বোধ্যম্ । স্পষ্টীকৃতং চৈতদস্মাভিঃ শক্তিতত্ত্ববিমর্শিত্যম্ । সর্বথাপি ব্রহ্মোপাসনাশক্তি-  
সহিতব্রহ্মণ এব যথা তথা শক্ত্যুপাসনাপি ব্রহ্মবিশিষ্টশক্তিরেবেতি ন শক্ত্যুপাসনায়াঃ ব্রহ্মাশ-  
্রয় ইত্যসকৃদাবেদিতমেবাধস্তাৎ । মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মণ এব ভগবতীত্বাভ্যুচ চ ভাগবতবদ্বাৎ  
কচিদব্রহ্মভাগমাদায় বর্ণনে কচিং মায়াভাগমাদায় বর্ণনেহপি দোষাভাবঃ । অতএব সর্বত্র  
শ্রুতিপুরাণতত্ত্বাদিষু কচিদ্ভগবত্যা ব্রহ্মরূপত্বেন বর্ণনং কচিন্মায়ারূপত্বেন বর্ণনং সম্বচ্ছতে ॥ ৭ ॥

নিরস্তরই পরিভ্রমণ করিতেছি ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মন্! কল্পাদিতে মহেশ্বর তুমি ও আমি মন্দারবৃক্ষ-  
শ্রুশোভিত রাসক্রীড়ার স্থানস্বরূপ মণিদ্বীপে দেবগণসমাজে পরমায়ায় সেই অনির্লচর্চনীয় মূর্তি  
দর্শন করিয়াছিলাম, আমি আর একবার ও স্বধার্ণবমধ্যে ঐ অদ্বৈতমূর্তি দর্শন করিয়াছিলাম,  
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন না করিয়াছিলাম তাবৎ পর্য্যন্ত  
তাঁহার বিষয় কিছুই শুনিতে পাই নাই ॥ ৫—৬ ॥ অতএব, হে স্বরগণ! অদ্য তোমরা  
পরমায়ায় আদ্যা শক্তি, শিবরূপিণী শক্তিকে স্মরণ কর তিনিই তোমাদের অতিলাষ পূরণ  
করিবেন ॥ ৭ ॥



স্মৃতমাত্রা তদা দেবী প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।

পাশাক্ষশবরাভীতিধরা দেবী জপারুণা ।

দৃষ্টা প্রমুদিতা দেবাস্তুৰ্ঘুস্তাঃ স্মদর্শনাম্ ॥ ৯ ॥

দেবা উচুঃ ।

উর্ণনাভাদ্যথা তন্তুর্কিষ্কুলিঙ্গা বিভাবসোঃ ।

তথা জগদ্যদেতস্তা নির্গতং তাং নতা বয়ম্ ॥ ১০ ॥

যন্মায়াশক্তিসংকল্পপ্তং জগৎ সৰ্ব্বং চরাচরম্ ।

তাং চিতং ভুবনাধীশাং স্মরামঃ করুণার্ণবাম্ ॥ ১১ ॥

যদজ্ঞানাদ্ভবোৎপত্তিৰ্যজ্ঞানাদ্ভবনাশনম্ ।

সংবিজ্ঞপাক্ষ তাং দেবীং স্মরামঃ সা প্রচোদয়াৎ ॥ ১২ ॥

ভুবনেশ্বরীং মণিরীপে দৃষ্টাং পরমায়নো মূর্তিম্ ॥ ৮ ॥

পাশাক্ষশেতি । আয়ুধক্রমস্তম্ভাভিস্তৃতীয়স্কন্ধব্যাখ্যানমুক্তো বেদিতব্যঃ ॥ ৯ ॥

উর্ণনাভাদিতি । যথা উর্ণনাভাং কীটবিশেষাচ্ছেতনাদনায়াসেন তন্তুর্জড়ো বিজাতীয় উৎপদ্যতে । যথা বা বিভাবসোরগ্নেরনায়াসেন সজাতীয়াঃ ক্ষুলিঙ্গা উৎপদ্যন্তে । তথা যজ্ঞগচ্ছেতনাচেতনায়কমনায়াসেন তস্তা ভগবত্যাঃ সকাশান্নির্গতং তাং শ্রীভুবনেশ্বরীং বয়ং নতাঃ স্ম ইত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহুতে চ যথা পৃথিব্যামোষধযঃ সম্ভবন্তি । যথা সতঃ পুরুষাৎ ক্লেশলোগানি তথাকরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি । যথা সূদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিক্ষুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরুপাঃ । তথাকরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তীতি চ ॥ ১০ ॥

যন্মায়েতি । যস্তা মায়াশক্ত্যা সংকল্পপ্তং সৰ্ব্বং চরাচরং জগদ্ভবতি স্বয়ং তু নির্জিকাটৈব তাং চিতং চিহ্নপাং ভুবনাধীশাং ভুবনেশ্বরীং করুণার্ণবাং স্মরামঃ । মায়াশক্ত্যেতি পদেন জগতো মিথ্যাত্বং বোধিতম্ । মায়ায়া মিথ্যাত্বাৎ । তথাচ শ্রুতিঃ । ত্রয়মেতৎ স্বপ্নং স্বষুপ্তং মায়ামাত্রং চিদেকরসো হুয়মাস্মেতি ॥ ১১ ॥

যজ্ঞজ্ঞানাদিতি । যস্তা ভগবত্যা জ্ঞানাদ্ভবনাশনং যজ্ঞজ্ঞানাৎ সৰ্পস্ত নাশনমিব ভবতি । তাং সংবিজ্ঞপাং দেবাং স্মরামঃ । সা স্মৃতা দেবী স্মরণে নিরন্তরমস্মাকং প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তু ॥ ১২ ॥

মহারাজ ! ভগবান্ হরি এইরূপ বলিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই সনাতনী যোগমায়া ভুবনেশ্বরী দেবীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ৮ ॥ স্মরণমাত্র রক্তজবার জ্বায় অরুণবর্ণা দেবী ভুবনেশ্বরী পাশ, অক্ষুশ বর ও অভয় ধারণ পূৰ্ব্বক প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত হইলেন । তখন দেবগণ দেবীকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥

যেমন উর্ণনাভ হইতে তন্তু এবং বিশ্বাবসু হইতে বিক্ষুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ যাহা হইতে এই অখিল জগৎ নির্গত হইয়াছে, আমরা ভক্তিনম্রহৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥ যাহার মায়াশক্তি প্রভাববশে এই চরাচর জগৎগুলি বিরচিত হইয়াছে, সেই চিৎস্বরূপা করুণার্ণবরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবীকে আমরা নমস্কার করি ॥ ১১ ॥ যাহার স্বরূপতত্ত্ব

মহালক্ষ্মী চ বিদ্যাহে সৰ্বশক্তৌ চ ধীমহি ।

তমো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ ১৩ ॥

মাতর্নামামি ভুবনার্তিহরে ! প্রসীদ

শং নো বিধেহি কুরু কার্যামিদং দয়ার্জে ! ।

ভারং হরস্ব বিনিহত্য সুরারিবর্গং

মহা মহেশ্বরী ! সতাং কুরু শং ভবানি ! ॥ ১৪ ॥

যদ্যমুজাক্ষি ! দয়সে ন সুরান্ কদাচিৎ

কিং তে ক্ষমা রণমুখেহসিশরৈঃ প্রহর্তুন্ ।

এতত্ত্বয়েব গদিতং নমু যক্ষরূপং

ধৃত্বা তুণং দহ হুতাশ ! পদাভিলাপৈঃ ॥ ১৫ ॥

অথ দেব্যথর্কশিরসি স্থিতাং গায়ত্রীং স্তোত্রপ্রসঙ্গেনাহ মহালক্ষ্মী চ বিদ্যাহে ইত্যাদি ।  
অত্র পদদ্বয়ে চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থেহর্থস্ত স্পষ্ট এব ॥ ১৩ ॥

মহাঃ পৃথিব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যদ্যমুজাক্ষি কমলাক্ষি ! যদি তুং কদাচিৎ সুরান্ দেবান্ ন দয়সে ন দয়াং করোসি তর্জি  
তে রণমুখেহসিশরৈঃ প্রহর্তুং ক্ষমাঃ কিং ন কথমপীত্যর্থঃ । এতত্ত্ববানুগ্রহং বিনা ন ক্ষমাঃ  
কস্মিন্নপি কার্যে ইত্যেতত্ত্বয়েব গদিতং বোধিতম্ । নমু নিশ্চয়েন । কেন গদিতাম্যাদি চেৎ  
গ্রাহ যক্ষরূপং ধৃষেতি । অনেন চ তলবকারোপনিবহুকথা স্মারিতা । তত্র তি দেবাসুর-  
সংগ্রামে পরমেশ্বরী প্রসাদাদেব দেবৈর্জয়ে লকে তে তামগণযান্মাকমেবায়ঃ জয়োগ্রাহকমে-  
বায়ঃ মহিমেত্যভিমানবস্তো বভূবুঃ । ততস্তেবামতিমানখণ্ডনপুরঃসরমন্ত্রগ্রহঃ কর্তৃঃ যক্ষরূপেণ  
ভগবতী প্রাহর্তুতা । ততঃ কিমিদং যক্ষরূপমস্তীতি পরীক্ষার্থং প্রথমমধিগতঃ তমায়ং যক্ষরূপা  
ভগবত্যাচ কোহসীতি । তামগ্নিরাহ । অগ্নিকাহমগ্নি জাতবেদা বা অহমগ্নীতি । ততো  
যক্ষরূপিনী প্রোবাচ তস্মিন্স্থয়ি কিং বীৰ্য্যমিতি । ততোহগ্নিকবাচ ইতাপি ইদং সন্দঃ দহেগং  
পৃথিব্যামিতি । ততো যক্ষরূপং তস্মিন্স্থুণং নিবধৌ তস্তাগ্রে তুণং স্থাপিতবৎ এতদহোতি চ  
যক্ষরূপসুবাচ । তত্তুণং দহুং জাতবেদাঃ সর্বপ্রকারেণোদযোগঃ কৃতবাঃস্তপাপি তত্তুণং

জানিতে না পারিলেই এই জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং যাহার স্বরূপ তব জাত হই-  
লেই এই অধিল জগৎ মিথ্যাত্ৰমে বিনষ্ট হয়, সেই সন্ধিস্বরূপিনী দেবীকে আমরা অরণ  
করি এবং তিনিও আমাদেরকে সেই অরণে ও ধ্যানে নিয়োগ করেন ॥ ১২ ॥ আমরা সেই  
মহালক্ষ্মীকে জানিতে বাসনা করি এবং সেই সর্বশক্তি-স্বরূপিনীকে ধ্যান করি ; সেই দেবী  
রূপাপুরঃসর আমাদেরকে তাঁহার ধ্যানাদিবিষয়ে প্রেরণ করেন ॥ ১৩ ॥ হে নিমিল-ভ্রুংখবিনা-  
শিনি জননি ! আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি এসর হউন ; হে করুণা-  
শরী ! আপনি এই কার্য সম্পাদন করিয়া আমাদের কল্যাণ বিধান করেন ; হে বিধে-  
শ্বরী ! আপনি অসুরবর্গকে নিহত করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করত আমাদের মঙ্গল-  
বিধান করেন ॥ ১৪ ॥ হে কমললোচনে ! আপনি যদি সুরগণের প্রতি করুণা প্রকাশ না

কংসঃ কুজোহথ যবনেন্দ্রহুতশ্চ কেশী  
 বাহুদ্রথো বকবকীধরশাল্লমুখ্যাঃ ।  
 যেহন্তে তথা নৃপতয়ো ভুবি সন্তি তাংস্বং  
 হত্বা হরশ্চ জগতো ভরমাশু মাতঃ ! ॥ ১৬ ॥  
 যে বিষ্ণুনা ন নিহতাঃ কিল শঙ্করেণ  
 যে বা বিগৃহ্য জলজাক্ষি ! পুরন্দরেণ ।  
 তে তে মুখং সুখকরং সুসমীক্ষমাণাঃ  
 সংখ্যে শরৈর্কিন্ধিনিহতা নিজলীলয়া তে ॥ ১৭ ॥  
 শক্তিং বিনা হরিহরপ্রমুখাঃ সুরাশ্চ  
 নৈবেশ্বরা বিচলিতুং তব দেবদেবি ! ।  
 কিং ধারণাবিরহিতঃ প্রভুরপ্যনন্তো  
 ধর্তুং ধরাঞ্চ রজনীশকলাবতংসে ! ॥ ১৮ ॥

দক্ষুং ন শশাকেত্যেবং প্রকারেণ বারিঙ্গরোরপ্যভিমানখণ্ডনোত্তরং উমারূপধারণেন তেষা-  
 মনুগ্রহঃ কৃত ইত্যুক্তম্ । নহেতত্ত্ববাহুগ্রহং বিনা সম্ভবতি । তস্মাদস্মাসু তব দয়াস্ত্যেবেতি  
 ভাবঃ । অক্ষরার্থস্ত যক্ষরূপং যজনীয়রূপম্ । সর্কোত্তমতেজোময়রূপং ধৃত্বা হে হতাশ ! ত্বং  
 দহ ইত্যাদি পদাভিলাষৈঃ পদানামুচ্চারণৈর্গদিতমিত্যর্থঃ । স্পষ্টীকৃতং চৈতদস্মাভিঃ  
 কেনোপনিষদ্বাচ্যাকায়াং চন্দ্রিকাভিধানায়াম্ ॥ ১৫ ॥

কুজো ভৌমঃ । যবনেন্দ্রহুতঃ কালীয়বনঃ । বকী পুতনা । ধরঃ ধরাসুরঃ ॥ ১৬ ॥

কিয়াংস্তবাহুগ্রহোহস্মাসু বর্তত ইতি কিয়দ্বর্ণনীয়মিত্যাহ যে বিষ্ণুনা ন নিহতা ইতি ।  
 তে তে দৈত্যাস্তে তব সুখকরং মুখং সুসমীক্ষমাণাঃ সংখ্যে যুদ্ধে লীলয়া ত্বয়া শরৈর্কিন্ধি-  
 হতা ইত্যাহো ভগবত্যা সামর্থ্যমস্মাসু চাব্যাজকরণেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

শক্তিং বিনেতি । হে দেবদেবি ! হে রজনীশকলাবতংসে চন্দ্রখণ্ডমৌলে ! সর্কে সুরাস্তব  
 শক্তিং বিনা চলিতুমপি নেশ্বরাঃ । নবনস্তো ধারণায়ুক্তো ধরাং বিভর্তি ন মচ্ছক্তিযুক্ত এব-

করেন, তবে তাহারা রণস্থলে অস্ত্রশস্ত্র-নিষ্কর দ্বারা শত্রুগণকে প্রহার করিতে কদাচিৎ সমর্থ  
 হয় না । দেবি ! আপনি যক্ষরূপ ধারণ পূর্বক “হে হতাশন ! তুমি এই ত্বং দহন কর”  
 ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ মাতঃ ! কংস, ভৌম,  
 কালযবন, কেশী, বৃহদ্রথতনয় জরাসন্ধ, বক, পুতনা, ধর ও শাষ প্রভৃতি এবং অন্ত্যাত্ম বহুতর  
 পাপিষ্ঠ নরপতিগণ অবনিতলে অবস্থিতি করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে সংহার করিয়া  
 পৃথিবীর ভার হরণ করুন ॥ ১৬ ॥ হে কমললোচনে মাতঃ ! যে সকল অসুরগণ ইন্দ্রের  
 বিষ্ণুর ও মহেশ্বরের হস্তে নিহত হয় নাই, আপনি তাহাদিগকে অবলীলায় নিধন  
 করিয়াছেন এবং তাহারা তৎকালে আপনার সুখকর আনন অবলোকন করিতে করিতে  
 জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছে ॥ ১৭ ॥ হে চন্দ্রশেখরে দেবি ! হরিহর-বুদ্ধাদি দেবতাগণ,



ইন্দ্র উবাচ ।

বাচা বিনা বিধিরলং ভবতীহ বিশ্বং  
কর্তুং হরিঃ কিমু রমারহিতোহথ পাতুগ্ ।  
সংহর্তু মীশ উময়োজ্বিত ঈশ্বরঃ কিং  
তে তাভিরেব সহিতাঃ প্রভবঃ প্রজেশাঃ ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

কর্তুং প্রভূর্ন জগহিণো ন কদাচনাহং  
নাপীশ্বরস্তব কলারহিতস্ত্রিলোক্যাঃ ॥  
কর্তুং প্রভুত্বমনঘেহত্র তথা বিহর্তুং  
ত্বং বৈ সমস্তবিভবৈশ্বরী ! ভাসি নূনগ্ ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তানাহ বিবুধেশ্বরান্ ।  
কিং তৎ কার্য্যং বদন্তদ্য করোমি বিগতভ্ররাঃ ॥ ২১ ॥

মন্ত্বেহপি ইতি চেৎ সাধারণা কিং ত্বচ্ছক্কেরত্মাস্তি কিং ত্বচ্ছক্তিরেবেত্যভিপ্রায়েণাৎ কিং  
ধারণাবিরহিত ইতি ॥ ১৮ ॥

ইশং দেবসংঘস্তৃত্যন্তরং পৃথগিন্দ্রঃ স্তোতি বাচা বিনেতি । হে ভগবতি ! বাচা সরস্বত্যা  
বিনা বিধিবৃদ্ধা বিশ্বং কর্তু মলং সমর্থো ভবতীহ কিমু ন কিমপীত্যর্থঃ । কিং তে উময়োপ  
প্রজেশাস্তাভিঃ সরস্বতীলক্ষ্মীগৌরীসংজ্ঞকাতিস্তব শক্তিভির্গুণৈঃ এব প্রভবঃ সমগ্ৰা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অথেন্দ্রস্তত্যানন্তরং বিষ্ণুঃ স্তোতি কর্তুং প্রভুরিতি । জগৎ কর্তুং প্রভূর্ন জগহিণো ন  
কদাচিদহং নাপীশ্বরঃ শিবস্তব কলারহিতঃ সন্ । কিং ত্রিলোক্যাঃ প্রভুত্বপি কর্তুং ন

শক্তি ব্যতিরেকে পদমাত্র চলিতেও সমর্থ নহেন ; দেবি ! অধিক কথা কি, ধারণাশক্তি  
না থাকিলে নাগরাজ অনন্ত কখনও ঋণমাত্র ধরা-ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে ভগবতি ! সরস্বতী-ব্যতিরেকে বৃদ্ধা কি বিশ্বনিষ্কাশে কখনও সমর্থ  
হইতেন, রমা-ব্যতিরেকে দেবদেব বিষ্ণু কি বিশ্বপালন করিতে পারিতেন, উমা-ব্যতিরেকে  
মহেশ্বর কি বিশ্ব-সংহারে সমর্থ হইতেন, কদাচই নহে ; সেই প্রজাপ্রভু দেবতাত্রয়, আপ-  
নার অংশরূপা সরস্বতী প্রভৃতি শক্তিসম্বিত হইয়াই বিশ্বকার্য্য পরিচালনে সমর্থ হইয়া  
থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, বিমলে ! আপনার শক্তিবিরহিত হইয়া বিধাতা কদাচই জগতের সৃষ্টি  
করিতে সমর্থ হন না, আমিও জগৎপালন করিতে কদাচই সমর্থ হইতে পারি না এবং  
মহেশ্বরও বিশ্বসংহার করিতে সমর্থ হন না ; অতএব, হে দেবি ! আপনিই বিশ্ববৈভবের  
ঈশ্বরী থাকিয়া বিশ্বমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ২০ ॥

অসাধ্যমপি লোকেহস্মিংশুং করোমি সুরেপ্সিতম্ ।  
শংসন্তু ভবতাং দুঃখং ধরায়াশ্চ সুরোত্তমাঃ ! ॥ ২২ ॥

দেবা উচুঃ ।

বহুধেয়ং ভরাক্রান্তা সম্প্রাপ্তা বিবুধান্ প্রতি ।  
রুদতী বেপমানা চ পীড়িতা দুষ্কটুভুজৈঃ ॥ ২৩ ॥  
ভারাপহরণং চাস্থাঃ কর্তব্যং ভুবনেশ্বরি ! ।  
দেবানামীপ্সিতং কার্য্যমেতদেবাধুনা শিবে ! ॥ ২৪ ॥  
ঘাতিতস্ত পুরা মাতস্তয়া মহিষরূপভুং ।  
দানবোহতিবলাক্রান্তস্তং সহায়শ্চ কোটিশঃ ॥ ২৫ ॥  
তথা শুভ্তো নিশুস্তশ্চ রক্তবীজস্তথাপরঃ ।  
চণ্ডমুণ্ডো মহাবীর্য্যো তথৈব ধূম্রলোচনঃ ॥ ২৬ ॥  
দুৰ্ম্মুখো দুঃসহশ্চৈব করালশ্চাত্তিবীর্য্যবান্ ।  
অন্যে চ বহবঃ ক্রুরাস্ত্রয়ৈব বিনিপাতিতাঃ ॥ ২৭ ॥  
তথৈব চ সুরারীংশ্চ জহি সৰ্ব্বান্মহীশ্বরান্ ।  
ভারং হর ধরায়াশ্চ দুৰ্করং দুষ্কটুভুজাম্ ॥ ২৮ ॥

প্রভুরিতি পূৰ্ণানুবঙ্গেণ যোজনীয়ম্ । তথা বিহতুং নাশিতুমপি ন প্রভুঃ । কিন্তু হে সমস্ত-  
বিভবেশ্বরি ! নুনং নিশ্চয়েন ত্বমেব ভাসি । সৰ্ব্বশক্ত্যা ত্বনা সৰ্ব্বপ্রভুত্বেন সৰ্ব্বোৎকর্ষেণেতি  
ভাবঃ ॥ ২০—২৯ ॥

ধাম বলিলেন, রাজন্ ! দেবগণ এইরূপে ভুবনেশ্বরীর স্তব করিলে তিনি তাঁহাদিগকে  
কহিলেন, হে সুরোত্তমগণ ! তোমরা নিশ্চিন্ত হও ; তোমাদের কি কার্য্য তাহা বল, জানিও  
ইহ লোকে অত্যন্ত অসাধ্য হইলেও যাহা সুরগণের অতিলবিত হইবে তাহা সম্পাদন করিব  
সন্দেহ নাই । এক্ষণে তোমাদিগের ও পৃথিবীর দুঃখের বিষয় বর্ণনা কর ॥ ২১—২২ ॥

দেবগণ কহিলেন, দুষ্ট নৃপতিগণ এই বহুধাকে অতিশয় পরিপীড়িত করিয়াছে, বহুকরা  
এক্ক্ষণে আর তাহাদের ভার বহন করিতে পারিতেছেন না, সেই জন্য বোদনপূৰ্ব্বক  
কাঁপিতে কাঁপিতে দেবগণের নিকট উপনীত হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥ হে ভুবনেশ্বরি ! এক্ষণে এই  
পৃথিবীর ভারাক্তরণ করাই আপনার কর্তব্য ; শিবে ! এক্ষণে এই কার্য্যই দেবতাদিগের  
অভীষ্ট জানিবেন ॥ ২৪ ॥ মাতঃ ! আপনি পুরাকালে, মহিষরূপী অতি বলশালী দানবকে  
কোটি কোটি সহায়গণের সহিত দলিত করিয়াছেন । অধিক কি, শুভ, নিশুভ, রক্তবীজ,  
মহাবলশালী চণ্ডমুণ্ড, ধূম্রলোচন, দুৰ্ম্মুখ, দুঃসহ, অতি বীর্য্যবান্ করাল এবং অস্তান্ত বহুতর

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা সা তদা দেবী দেবানাহানিকা শিবা ।  
সম্প্রাহস্তাসিতাপাক্ষী মেঘগভীরয়া গিরা ॥ ২৯ ॥

শ্রীদেবুবাচ ।

ময়েদং চিস্তিতং পূৰ্ব্বমংশাবতরণং সুরাঃ ! ।  
ভারাবতরণকৈব যথা স্মাদ্ধুষ্ঠভুভুজাম্ ॥ ৩০ ॥  
ময়া সৰ্বৈ নিহন্তব্যা দৈত্যাংশা যে মহীভুজঃ ।  
মাগধাদ্যা মহাভাগাঃ স্বশক্ত্যা মন্দতেজসঃ ॥ ৩১ ॥  
ভবন্তিরপি স্বৈরংশৈরবতীৰ্য্য ধরাতলে ।  
মচ্ছক্তিযুক্তৈঃ কর্তব্যং ভারাবতরণং সুরাঃ ! ॥ ৩২ ॥  
কশ্যপো ভার্য্যা সার্কং দিবিজানাং প্রজাপতিঃ\* ।  
যাদবানাং কূলে পূৰ্ব্বং ভবিতানকচ্ছন্দুভিঃ ॥ ৩৩ ॥  
তথৈব ভৃগুশাপাদ্ধৈ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।  
অংশেন ভবিতা তত্র বহুদেবসুতো हरिঃ ॥ ৩৪ ॥

যত্নকৃতং ভবন্তিস্বয়া পূৰ্ব্ব যথা নিপাতিতা দৈত্যান্তপৈব তেহপি নাশয়িতব্য ইতি ৩২ কিং  
নবীনমেতৎ কিন্তু সৰ্ব্বপ্রপঞ্চকৃত্যং সৃষ্টাদিকং মদধীনমেব তস্মান্নদত্তঃ কো বা নাশয়িতা  
শ্রাদেতেষামতো ময়েবৈতে নিহন্তব্য ইত্যভিপ্রায়েণাহ ময়া সৰ্বৈ ইতি ॥ ৩০—৩২ ॥

কুরুর দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন ॥ ২৫—২৭ ॥ এক্ষণে, সেইরূপে সুরবৈরি  
নৃপতিগণকে বিনাশ করিয়া সেই ছষ্ট ভূপতিগণের গুরুতর ভার হইতে পৃথিবীকে পরিদ্ধাণ  
করুন ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবগণ দেবীকে এইরূপ বলিলে, কল্যাণরূপিণী অসিতাপাক্ষী দেবী  
অধিকা হাস্ত করিয়া জলদগভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ সুরগণ ! যাহাতে অংশাব-  
তার এবং ছষ্ট ভূপতিগণের ভার হরণ ঘটে, তাহা আমি পূৰ্ব্বই চিন্তা করি-  
য়াছি ॥ ৩০ ॥ মগধরাজ জরাসন্ধ প্রভৃতি মহৈৰ্ষ্যশালী যে সকল অসুরাংশসম্বৃত নরপতি  
প্রদীপ্ত হইয়াছে আমি সেই সকলকেই নিজ শক্তির দ্বারা হীনবল করিয়া বিনষ্ট করিব ॥ ৩১ ॥  
হে সুরগণ ! তোমরাও আমার শক্তিসম্বিত নিজ নিজ অংশে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া  
ভার হরণ করিবে ॥ ৩২ ॥ দেব প্রজাপতি মহর্ষি কশ্যপ প্রথমেই ভার্য্যার সহিত যত্নকূলে  
আনকচ্ছন্দুভি বহুদেব হইয়া জগৎগ্রহণ করিবেন ॥ ৩৩ ॥ অব্যয়ান্না ভগবান্ বিষ্ণুও ভৃগুশাপ-



তদাহং প্রভবিষ্যামি যশোদায়াঞ্চ গোকুলে ।  
 কার্য্যং সৰ্ব্বং করিষ্যামি সুরাণাং সুরসত্তমাঃ ! ॥ ৩৫ ॥  
 কারাগারে গতং বিষ্ণুং\* প্রাপয়িষ্যামি গোকুলে ।  
 শেষঞ্চ দেবকীগর্ভাৎ প্রাপয়িষ্যামি রোহিণীম্ ॥ ৩৬ ॥  
 মচ্ছক্ত্যাপচিতৌ তৌ চ কর্তারৌ দুষ্টিসঙ্কয়ম্ ।  
 দুষ্টানাং ভূভুজাং কামং দ্বাপরাস্তে স্থনিশ্চিতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 ইন্দ্রাংশোহপ্যর্জুনঃ সাক্ষাৎ করিষ্যতি বলঙ্কয়ম্ ।  
 ধর্ম্মাংশোহপি মহারাজো ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৮ ॥  
 বায়ুংশো ভীমসেনশ্চ অশ্বিন্যংশৌ যমারপি ।  
 বসোরংশোহথ গান্ধেয়ঃ করিষ্যতি বলঙ্কয়ম্ ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রজস্থ চ ভবন্তোহদ্য ধরা ভবতু স্থস্থিরা ।  
 ভারাবতরণং নুনং করিষ্যামি সুরোত্তমাঃ ! ॥ ৪০ ॥  
 কৃত্বা নিমিত্তমাত্রাংস্তান্ স্বশক্ত্যাহং ন সংশয়ঃ ।  
 কুরুক্ষেত্রে করিষ্যামি ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সঙ্কয়ম্ ॥ ৪১ ॥  
 অসূরৈর্যামতিসুষ্ণা মমতাভিমতা স্পৃহা ।  
 জিগীষা মদনো মোহো দৌষৈর্নজ্জ্যস্তি যাদবাঃ ॥ ৪২ ॥

মদবতারাং পূর্কং প্রথমং যাদবানাং কুলে আনকহনুভির্কহদেবো ভবিতা ভবতি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তথৈবেতি । স যথা শাপাদংশেন ভবিতা তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

উপচিতৌ বদ্ধিতৌ । ভূভুজামিতি কিবন্তোহয়ং শব্দঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

বশতঃ বসুদেবের পুত্র হইয়া অংশে অবতীর্ণ হইবেন ॥ ৩৪ ॥ সুরগণ ! সেই সময়ে আমিও  
 গোকুলে যশোদার জঠরে জন্মগ্রহণ করিব এবং দেবগণের সকল কার্য্যই সম্পাদন  
 করিব ॥ ৩৫ ॥ কারাগারগত বিষ্ণুকে গোকুলে এবং দেবকীর গর্ভ হইতে অনন্তদেবকে  
 রোহিণীর গর্ভে প্রেরণ করিব ॥ ৩৬ ॥ তাঁহারা উভয়ে আমার শক্তি দ্বারা সম্বন্ধিত হইয়া  
 দ্বাপরশেষে দুষ্ট নৃপতিগণকে সংহার করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥ ইন্দ্রের অংশসম্বৃত অর্জুনও  
 সেই দুর্বৃত্ত রাজগণের বলসংক্রয় করিবেন । তখন ধর্ম্মের অংশে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বায়ুর  
 অংশে ভীমসেন, অশ্বিনীযুগলের অংশে নকুল ও সহদেব এবং বসুর অংশে গঙ্গাপুত্র  
 ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের বলসংক্রয় করিবেন ॥ ৩৮—৩৯ ॥ সুরগণ ! এখন  
 তোমরা স্থস্থির হইয়া গমন কর, ধরণীও স্থস্থির হউক ; তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, আমি  
 অবশ্যই বসুকরার ভার হরণ করিব ॥ ৪০ ॥ আমি তাহাদিগকে নিমিত্তমাত্র করিয়া নিজ

ব্রাহ্মণস্ত চ শাপেন বংশনাশো ভবিষ্যতি ।

ভগবানপি শাপেন ত্যক্ত্যভ্যেতৎ কলেবরম্ ॥ ৪৩ ॥

ভবন্তোহপি নিজাংশৈশ্চ সহায়াঃ শাস্ত্রধন্বনঃ ।

প্রভবন্তু সনারীকা মথুরায়াক্ষ গোকুলে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বাস্তর্দধে দেবী যোগমায়া পরাঅনঃ ।

সধরা বৈ সুরাঃ সর্বেষু জগুঃ স্মাত্মালয়ানি চ ॥ ৪৫ ॥

ধরাপি স্তম্ভিরা জাতা তস্মা বাক্যেন তোষিতা ।

ঔষধিবীকুধোপেতা বভূব জনমেজয় ! ॥ ৪৬ ॥

প্রজাশ্চ স্তম্বিনো জাতা দ্বিজাশ্চাপূর্ণহোদয়ম্ ।

সস্তুষ্টা মুনয়ঃ সর্বেষু বভূবুর্কর্ম্মতৎপরঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

ভগবতীশ্তবর্ণনং নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

যমো যমলো নকুলসহদেবাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪৬ ॥

ভগবতীবচনেন স্তুষ্টনাশে বিশ্বস্তাঃ সস্তুষ্টা বভূবুর্ভিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

শক্তিদ্বারা নিশ্চয়ই কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণের সংহার করিব ॥ ৪১ ॥ অশ্রুয়া, ঈর্ষ্যা, হর্ষা, ভীষা, মমতা, অভিমান, স্পৃহা, জয়েচ্ছা, মদন ও মোহ এই সকল দোমেই যাদবগণ নিদন-প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪২ ॥ ব্রাহ্মণের অভিশাপেই যদুবংশ ধ্বংস হইবে । ভগবান্ ও অভিশাপনশেই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪৩ ॥ এক্ষণে, তোমরাও স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের সহায় জন্ত সজীক গোকুলে ও মথুরায় জন্মগ্রহণ কর ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই সকল কথা কহিয়া পরমাত্মার মায়াস্বরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবী অন্তর্হিত হইলেন, দেবগণ ও বসুকরা আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন । হে রাজন্ জনমেজয় ! তখন ধরাদেবী দেবীবাক্যে পরিতুষ্ট ও স্তম্ভিত হইয়া নানাবিধ ঔষধি ও বীকুধ সকল দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ সে সময়ে প্রজাগণ যেরূপ স্তম্ভিত হইল, দ্বিজগণেরও যেরূপ স্তম্ভিত বুদ্ধি হইতে থাকিল, মুনিগণও তদনুরূপ সস্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে তৎপর হইলেন ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের চতুর্থস্কন্ধে ভুবনেশ্বরীর স্তববর্ণন নামক একোনবিংশ  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## বিংশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

শৃণু ভারত ! বক্ষ্যামি ভাবাবতরণং তথা ।  
কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে চ ক্ষপিতং যোগমায়য়া ॥ ১ ॥  
যদুবংশে সমুৎপত্তির্বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।  
ভৃগুশাপপ্রতাপেন মহামায়াবলেন চ ॥ ২ ॥  
ক্ৰিতিভারসমুত্তারনিমিত্তমিতি মে মতিঃ ।  
মায়য়া বিহিতো যোগো বিষ্ণোর্জন্ম ধরাতলে ॥ ৩ ॥  
কিং চিত্রং নৃপ ! দেবী সা ব্রহ্মবিষ্ণুশ্রানপি ।  
নর্তয়ত্যনিশং মায়া ত্রিগুণা ন পরান্ কিমু ॥ ৪ ॥

সার্বভৌমশীতিপদ্যোক্ত দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনম্ ।

ক্রিয়তে বাহুদেবাদ্যাদ্যবতারকথোচ্যতে ॥

ইথং দেবাদিষবতারসঙ্করং জাতমভিধায় পুনরবতারকথাং প্রবর্তয়তি শৃণু ভারতেতি ।  
প্রভাসে কুরুক্ষেত্রে চ যোগমায়য়া ক্ষপিতং নাশনং সৈন্তস্ত্যর্থঃ । ক্ষপিতমিত্যত্র ভাবে  
ভুতঃ ॥ ১—২ ॥

যদ্যপ্যবতারে কারণদ্বয়যুক্তং তথাপি মুখ্যং কারণং মহামায়েচ্ছৈব শাপস্ত গৌণনিমিত্ত-  
ত্বেন মায়্যৈব বিহিত ইত্যাহ ক্ৰিতিভারেতি । ক্ৰিতিভারসমুত্তারনিমিত্তং যদ্বরাতলে বিষ্ণো-  
র্জন্ম ভৃগুশাপোহয়ং যোগঃ স মায়্যৈব বিহিতো নান্তং কারণং তত্রৈতি মে মতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩ ॥

নমু মায়া কিমেতাদৃশী সর্বনিয়ন্ত্রী বর্ততে যয়া বিষ্ণোরপি জন্মাপাদিতমিতি চেদ্বর্তত এব  
সর্বনিয়ন্ত্রীত্যাহ কিং চিত্রমিতি । যদা ব্রহ্মাদীনস্তথামিরূপেণ নর্তয়তি তদা পরান্ জীবান  
বর্তয়তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বাস বলিলেন, হে ভরতকুলভূষণ ! আমি তোমার নিকটে পৃথিবীর ভাবাবতরণ,  
কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস তীরে সৈন্তগণের সংহার এবং ভৃগুশাপে অমিততেজা ভগবান্ হরি  
মহামায়ার প্রভাবে যেক্রমে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন, সে সমস্তই কহিতেছিঃ শ্রবণ  
কর ॥ ১—২ ॥ রাজন্ ! ভগবান্ বিষ্ণু যে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করেন, আমার বিবেচনায় তাহা  
মায়াকৃত যোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; মহামায়াই ক্রিতির ভাবাবতরণ নিমিত্ত সেইরূপ  
করিয়াছিলেন ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ৩ ॥ নৃপতে ! যে ত্রিগুণা মায়াদেবী ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকেও নিরন্তর নৃত্য করাইয়া থাকেন, তিনি যে অপরকে মোহিত



গৰ্ভবাসোদ্রবং ছুঃখং বিগ্নুজ্ঞানায়ুসংযুতম্ ।  
 বিষ্ণোরাপাদিতং সম্যগ্ যয়া বিগতলীলয়া ॥ ৫ ॥  
 পুরা রামাবতারেহপি নির্জরা বানরাঃ কৃতাঃ ।  
 বিদিতং তে যথা বিষ্ণুর্দুঃখপাশেন মোহিতঃ ।  
 অহং মমেতিপাশেন স্তদুচেন নরাধিপ ! ॥ ৬ ॥  
 যোগিনো যুক্তসঙ্গাশ্চ ভক্তিকামা মুমুক্শবঃ ।  
 তামেব সমুপাসন্তে দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৭ ॥  
 বহুভক্তিলেশলেশাংশলেশলেশলবাংশকম্ ।  
 লক্কা যুক্তো ভবেজ্জন্তুতাং ন সেবেত কো জনঃ ॥ ৮ ॥  
 ভুবনেশীত্যেব যন্ত্রে দদাতি ভুবনজয়ম্ ।  
 মাং পাহীত্যস্ত বচসো দেয়াভাবাদৃগাশ্বিতা ॥ ৯ ॥

যয়া বিগতলীলয়া প্রসিকলীলয়া যয়েত্যর্থঃ । ছুঃখস্ত বিগ্নুজ্ঞানায়ুসংযুতমেকদেহাশ্রিত-  
 যেন ॥ ৫ ॥

যথাবিষ্ণোর্জ্ঞানমায়ুসং যয়াপাদিতং তথা পুরা রামাবতারেহপি নির্জরা দেবা বানরাঃ  
 কৃতাঃ । কিঞ্চ বিষ্ণুর্দেবো রামচন্দ্রো ছুঃখপাশেন মোহিতঃ কৃত এতদুভয়মপি তে বিদিত-  
 মন্ত্যেব ন তদ্বক্তব্যমন্তীত্যাহ পুরেতি । অহং মমেতি । পাশেন স্তদুচেনেত্যেতদুঃখপাশে-  
 নেতানেনাশেতি ॥ ৬ ॥

যন্তো মায়াদীনং সৰ্বং তন্মাতাং মায়ামেব সৰ্বযোগিনঃ সমুপাসত ইত্যাহ যোগিন ইতি ।  
 যুক্তসঙ্গাস্ত্যুক্তসৰ্বেষণাঃ । ন কেবলং মুমুক্শব এব ভগবতীং সমারাধয়ন্তি । কিং তর্হি ভুক্তি-  
 কামা ভোগেচ্ছাবন্তোহপীত্যর্থঃ । তদ্বক্তব্যং যত্রান্তি মোক্ষো ন হি তত্র ভোগো যত্রান্তি ভোগো  
 ন হি তত্র মোক্ষঃ । শ্রীমুন্দরীপাদযুগার্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করন্ত এবেতি । শিব-  
 পুরাণেহপি । ভোগমোক্ষপ্রদাত্রী চ শিবৈব পরিকীর্তিতেতি ॥ ৭ ॥

নহু যোগিনোহপ্যোনাং কিং সমারাধয়ন্তীতি চেৎ কিমেতত্ত্ববাশ্চর্যাঃ জাতমেতাদৃশীং কো  
 ন সেবেতেত্যাহ বহুভক্তিলেশেতি ॥ ৮ ॥

ভুবনেশীতি । যঃ কশ্চন পুরুষো হে ভুবনেশি ! মাং পাহীতি বিবক্ষয়া যাবদুভবনেশীতি  
 সম্বোধনাস্ত্যুচ্চারয়তি তাবদেব ভুবনেশীতি মাম যন্ত্রে উচ্চারণকর্ত্রে উচ্চারণকাল এব

করিবেন তদ্বিষয়ে আর বিচিন্ততা কি ? ॥ ৪ ॥ রাজন্ ! সেই মহামায়ার লীলা ত প্রসিদ্ধই  
 আছে, অধিক কি তিনি বিষ্ণুকেও সম্যকরূপে বিষ্ঠা মূত্র ও মায়ু-পরিপূরিত গর্ভে বাস করা-  
 ইয়া ছুঃখ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ পুরাকালে রাম-অবতারে তিনি দেবতাগণকে বানর  
 করিয়াছিলেন ; রাজন্ ! আমি আমার ইত্যাদিরূপ স্তদুচ মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া ভগবান্  
 বিষ্ণু যে কি ছুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তাহা ত তুমি বিশেষরূপে অবগত আছ ॥ ৬ ॥ যুক্তসঙ্গ  
 মুমুক্শু যোগিগণ ভক্তিগাতের আশায় সেই শিবরূপিণী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে উপাসনা করিয়া  
 থাকেন ॥ ৭ ॥ রাজন্ ! ঐহার ভক্তিলেশের কণামাত্র লাভ করিয়া জীবগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়,

বিদ্যাবিদ্যোতি তস্মাৎ হে রূপে জানীহি পার্থিব ! ।  
 বিদ্যায়া যুচ্যতে জস্তুর্কথ্যতেহবিদ্যায়া পুনঃ ॥ ১০ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ চ রুদ্রঃ চ সর্বৈঃ তস্মাৎ বশানুগাঃ ।  
 অবতারাঃ সর্ব্ব এব যজ্ঞিতা ইব দামভিঃ ॥ ১১ ॥  
 কদাচিচ্চ স্মৃৎ ভুঙ্ক্তে বৈকুণ্ঠে ক্ষীরসাগরে ।  
 কদাচিৎ কুরুতে যুদ্ধং দানবৈর্বলবত্তরৈঃ ॥ ১২ ॥  
 হরিঃ কদাচিদ্যজ্ঞান্ বৈ বিততান্ একরোতি চ ।  
 কদাচিচ্চ তপস্তীত্রং তীর্থে চরতি স্তত্রত ! ॥ ১৩ ॥  
 কদাচিচ্ছয়নে শেতে যোগনিদ্রায়ুপাশ্রিতঃ ।  
 ন স্বতন্ত্রঃ কদাচিচ্চ ভগবান্মধুসূদনঃ ॥ ১৪ ॥  
 তথা ব্রহ্মা তথা রুদ্রস্তথেষ্টো বরুণো যমঃ ।  
 কুবেরোহগ্নী রবীন্দ্র চ তথাস্তে সুরসত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥

ভুবনত্রয়ং দদাতি পরমেশ্বরং কুরুতি । পশ্চাত্তেন পুরুষেণ মাং পাহীত্বাস্তে ত্রৈলোক্যা-  
 দধিকপদার্থস্ত দেবস্তাভাবাত্তত্ত্ব তত্ত্বস্ত শিবা গুণী ভবতি । এতাদৃশীং তত্ত্বকামহুবাং তত্ত্ব-  
 ফলপ্রদানাতুরাং কো ন সেবেতেত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

নব্বেকশা এব বন্ধকত্বং মোচকত্বক কথং সম্ভবতীতি চেজপভেদস্বীকারেণোত্তরস্তাপি  
 সম্ভবাদিত্যাহ বিদ্যাবিদ্যোতি । অবিদ্যায়ামস্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং ব্রহ্মমানা  
 ইতি শ্রুতেঃ সম্প্রাপ্য বিদ্যাং গুরুবজ্রগম্যামিতি শ্রুতেচ্চ ॥ ১০ ॥

যৈতাদৃশী তদধীনং সর্ব্বং বর্ত্তত ইত্যাহ ব্রহ্মাবিকুরিতি ॥ ১১—১৮ ॥

কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সেবা না করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ মহেশ্বরের মধ্যে যদি কেহ ভুবনেশ্বরী এই  
 নাম উচ্চারণ করে, তবে তিনি তাঁহাকে ত্রিভুবন প্রদান করিয়া থাকেন ; আর যদি কেহ  
 “আমাকে রক্ষা করুন” এই বাক্য উচ্চারণ করে, তবে বিশ্বেশ্বরী বিশ্বব্রহ্মাও মধ্যে দেয়  
 বস্তু দেখিতে না পাইয়া তাঁহার নিকট গুণী হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ পার্থিব ! তাঁহার  
 বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই প্রকার রূপ জানিবে, জীবগণ এই বিদ্যা দ্বারা মুক্তি এবং অবিদ্যা  
 দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং তাঁহাদের অবতারগণ রজ্জুবদ্ধের  
 ভায় তাঁহার অধীনে অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ১১ ॥ ভগবান্ হরি কখনও বৈকুণ্ঠে কখনও  
 ক্ষীরসাগরে অবস্থান করিয়া স্মৃৎসত্তাপে, কখনও বলবান্ দানবগণের সহিত যুদ্ধ, কোনও  
 সময়ে বহুবিস্তৃত বস্তুর অনুষ্ঠান, কখনও তীত্রতর তপস্তাচরণ করিয়া থাকেন এবং কখনও  
 বা যোগমায়ার আশ্রয়ে শয়ন করিয়া থাকেন, অতএব ভগবান্ মধুসূদন কখনও স্বাধীনতা  
 লাভ করিতে সমর্থ হন না ॥ ১২—১৪ ॥ রাজন্ ! বিষ্ণুর ভায় ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ,  
 যম, কুবের, অগ্নি, রবি, চন্দ্র, অন্তান্ত সুরসত্তমগণ, সনকাদি মুনিগণ ও বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ

যুনয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ বশিষ্ঠাদ্যা স্তথাপরে ।  
 সৰ্বৈহস্বাবশগা নিত্যং পাকালীব নরস্ত চ ॥ ১৬ ॥  
 নসিপ্রোতা যথা গাবো বিচরন্তি বশামুগাঃ ।  
 তথৈব দেবতাঃ সৰ্ব্বাঃ কালপাশনিযন্ত্রিতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 হৰ্ষশোকাদয়ো ভাবা নিদ্রাতজ্জালসাদয়ঃ ।  
 সৰ্ব্বেষাং সৰ্ব্বদা রাজন্ দেহিনাং দেহসংশ্রিতাঃ ॥ ১৮ ॥  
 অমরা নির্জরাঃ প্রোক্তা দেবাশ্চ গ্রহকারকৈঃ ।  
 অভিধানতশ্চার্থতো ন তে মূনঃ তাদৃশাঃ কচিৎ ॥ ১৯ ॥  
 উৎপত্তিস্থিতিনাশাখ্যা ভাবা যেষাং নিরস্তরম্ ।  
 অমরান্তে কথং বাচ্যা নির্জরাশ্চ কথং পুনঃ ॥ ২০ ॥  
 কথং দুঃখাভিজুতা বা জায়ন্তে বিবুধোত্তমাঃ ।  
 কথং দেবাশ্চ বক্তব্য্য ব্যসনে ক্রীড়নং কথম্ ॥ ২১ ॥  
 ক্রণাদুৎপত্তিনাশশ্চ দৃশ্যতেহস্মিন্নসংশয়ঃ ।  
 জলজানাঞ্চ কীটানাং মশকানাস্তথা পুনঃ ॥ ২২ ॥

অভিধানত ইতি । নির্জরা দেবা অভিধানতো নাতৈবামরা ন বৰ্ধত ইত্যর্থঃ । প্রায়-  
কালে মরণাৎ ॥ ১৯ ॥

তদেবাহ উৎপত্তীতি ॥ ২০ ॥

যড়্ ভাববিকারাণাং দেহধৰ্ম্মস্বাদমরত্বং চ যথা ন সম্ভবতি তথা দুঃখে সতি ক্রীড়ামা  
অসম্ভবাদেবত্বমপি ন সম্ভবতীত্যাহ কথং দেবাশ্চেতি । ক্রীড়ার্থকদিবুধাতোরেতদ্রূপম্ ॥ ২১ ॥  
জলজানামিতি । যতো দেবা আয়ুষোহন্তে মরাঃ স্মৃতাঃ । স্মিন্নন্তে ইতি মরাঃ ॥ ২২ ॥

সকলেই নৃত্যপুতলীকার ভ্রাম নিয়তই সেই ভুবনেশ্বরীর বশবর্তী হইয়া থাকেন ॥ ১৬—১৭ ॥  
নাগাবিক্র বলীবর্দ্ধ যেমন মানবের বশবর্তী হইয়া বিচরণ করে, সেইরূপ সমস্ত দেবগণ,  
কালপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! হর্ষ, শোক, নিদ্রা, তজ্জা ও আলস্যাদি  
ভাব সকল, সর্বমাই দেহিমাত্রের দেহ-গৃহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥ গ্রহকারগণ,  
দেবতাদিগকে অমর অর্থাৎ মরণ-ধর্ম্মবিহীন এবং নির্জর অর্থাৎ জরাধর্ম্মবিহীন কহিয়াছেন,  
কিন্তু তাহা নামমাত্রেরই প্রকাশ পাইয়া থাকে, বস্তুর অর্ধগত তাহা কখনই হইতে পারে  
না ; কারণ, যাহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশধর্ম্ম নিয়তই রহিয়াছে, তাহাদিগকে কিরূপে  
অমর অথবা নির্জর বলা যাইতে পারে ? দেবগণ দুঃখে অভিজুত হন কেন ? কিরূপেই বা  
তাহারা দেবপদ বাচ্য হন ; কারণ, বিগত উৎপত্তি হইলে কিরূপে ক্রীড়া হইতে পারে ? দৃষ্ট  
হয় যে, এই সংসারে জলজ কীট ও মশকগণ উৎপন্ন হইয়া কণমধ্যেই বিনষ্ট হইয়া থাকে,  
এইরূপ দেবগণও আয়ুঃশেষে মরণধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে দেবগণ ঐ সকল মরণধর্ম্ম



উপমা ন কথং চৈষামায়ুষোহন্তে মরাঃ স্মৃতাঃ ।  
 ততো বর্ষায়ুষশ্চাপি শতবর্ষায়ুষস্তথা ॥ ২৩ ॥  
 মনুষ্যা হমরা দেবাস্তস্মাদব্রুহ্মা পরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥  
 রুদ্রস্তথা তথা বিষ্ণুঃ ক্রমশ্চ ভবন্তি হি ।  
 নশ্চান্তি ক্রমশ্চৈব বর্দ্ধন্তি চোত্তরোত্তরম্ ॥ ২৫ ॥  
 নূনং দেহবতো নাশো যুতশ্চোৎপত্তিরেব চ ।  
 চক্রবদ্ভ্রমণং রাজন্ ! সর্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥  
 মোহজালারূতো জন্তুর্মূঢ়্যতে ন কদাচন ।  
 মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং মোহজালং ন নশ্চতি ॥ ২৭ ॥  
 উৎপিৎসুকাল উৎপত্তিঃ সর্বেষাং নৃপ ! জায়তে ।  
 তথৈব নাশঃ কল্লান্তে ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্ ॥ ২৮ ॥  
 নিমিত্তং যন্তু যন্মাশে স ঘাতয়তি তং নৃপ ! ।  
 নান্যথা তদুবেষ্মনং বিধিনা নির্মিতং তু যৎ ॥ ২৯ ॥

তস্মান্ ত্রিগুণানাং জলজকীটমশকানামুপমা কথমেবাং ন ভবতি ভবত্যেবেত্যর্থঃ । ততো বর্ষায়ুষশ্চাপীতি । ততো জন্মাদিষড়্ভাববিকারাদৃশ্যথা মনুষ্যা বর্ষায়ুষঃ কেচিৎ কেচিচ্ছত-বর্ষায়ুষস্তথৈব দেবা অমরা অপি সন্তি যথা যন্ত তপশ্চর্যা । তস্মান্ননুষ্যামরসংঘাদব্রুহ্মা পরোদিকায়ুষ্যবান্ ॥ ২৩—২৪ ॥

তথা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরপ্যধিকায়ুষ্যবান্ পরন্তু সর্কেইপি ক্রমশো ভবন্ত্যুৎপদ্যন্তে নশ্চান্তি চেতি ষড়্ভাববিকারবস্ত এব সর্কে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তবেবাহ । নূনং দেহবত ইতি ॥ ২৬—২৮ ॥

সর্কেষাং জন্মনাশো মাট্টেব করোতি । তত্র যন্ত যথা কৰ্ম তদনুরোধেন তন্ত নিমিত্তং কল্লগিত্বা তেন নিমিত্তেন নাশয়তি তস্মাদ্ভ্রমণে যো নিমিত্তং স তং ঘাতয়তি হন্তীত্যর্থঃ । স্বার্থে গিচ্ । তদ্যন্তগবতীজনিতবিধিনা নির্মিতং তদন্তথা নৈব ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

শীল জীবের উপমাগুলি না হইবেন কেন? কেনই বা তাঁহাদের “মর” এই নাম না হইবে? ॥ ১৯—২৩ ॥ জন্মাদি বিকারবান্ বলিয়া মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ একবৎসর কেহ বা শতবৎসর কাল আয়ুলাভ করিয়া থাকে । আবার দেবগণ মনুষ্য হইতে, প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণ হইতে, রুদ্রদেব ব্রহ্মা হইতে এবং বিষ্ণু রুদ্র হইতে অধিকতর আয়ুঃপ্রাপ্ত হন ; এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলেই বিনষ্ট ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন ॥ ২৪—২৫ ॥ বাহারা দেহধারণ করে, নিশ্চিতই তাহাদের বিনাশ হয়, বাহাদের মরণ হয় এবং তাহারা নিশ্চিতই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; রাজন্ ! এইরূপে এই সংসারে সকল জীবই চক্রের স্তায় নিয়ত ভ্রমণ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ জীবগণ মোহজালে আচ্ছন্ন, তাহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না । যতক্ষণ মায়া বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মোহজাল বিদূরিত হয়

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদি দুঃখং বা সুখমেব বা ।  
 তত্বেইব তবেৎ কামং নাশ্বেহেহ বিনির্গয়ঃ ॥ ৩০ ॥  
 সর্বেষাং সুখদো দেবো প্রত্যক্ষো শশিতাকরো ।  
 ন নশ্চতি তয়োঃ পীড়া কচিৎতদৈরিসম্ভবা ॥ ৩১ ॥  
 ভাস্করশ্চ সূতো মন্দঃ ক্ষয়ী চন্দ্রঃ কলঙ্কবান্ ।  
 পশু রাজন্ বিধেঃ সূত্রং দুর্বারং মহতামপি ॥ ৩২ ॥  
 বেদকর্তা জগদ্ধর্তা বুদ্ধিদন্ত চতুর্মুখঃ ।  
 সোহপি বিক্লবতাং প্রাপ্তো দৃষ্টা পুঞ্জীঃ সরস্বতীম্ ॥ ৩৩ ॥  
 শিবশ্চাপি মৃত্যু ভাৰ্য্যা সতী দন্ধা কলেবরম্ ।  
 সোহভবদুঃখসমুপ্তঃ কামার্ভশ্চ জনার্ভিহা ॥ ৩৪ ॥  
 কামাগ্নিদন্ধদেহস্ত কালিন্দ্যাঃ পতিতঃ শিবঃ ।  
 সাপি শ্যামজলা জাতা তন্নিদাঘবশাম্প ! ॥ ৩৫ ॥

তত্বেইবেতি বিধিনির্গতপ্রকারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তদৈরিসম্ভবা রাহসম্ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

জনার্ভিহাপি কামার্ভো জাত এতাদৃশো মহামায়াপ্রভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

তন্নিদাঘবশাস্তংসস্তাপবশাদিত্যর্থঃ । সম্ভাপেনাপি শ্যামবর্ণং কোপেন চাত্তা বদনং  
 মসীবর্ণমভূতদেত্যাঙ্গৌ প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

না ॥ ২৭ ॥ হে নৃপ ! সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাদি সকল বস্তুরই যথাক্রমে উৎপত্তি এবং প্রলয়কালে  
 বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ তাহাতে বাহার নাশ বিষয়ে যে কারণ হয়, সে তাহাকে বিনাশ  
 করিয়া থাকে । ভগবতীর ইচ্ছায় বিধাতা বাহা রচনা করেন তাহার আর অন্তথা হয় না ॥ ২৯ ॥  
 এই সংসারে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে যে, বিধির নিয়তি অনুসারে অখিল জীবগণের জন্ম,  
 মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ অথবা সুখ, এই সমস্ত ব্যাপারই সম্পাদিত হইয়া থাকে, কখনই  
 তাহার অন্তথা হয় না ॥ ৩০ ॥ দেখ, প্রত্যক্ষ দেবতা, চন্দ্র ও সূর্য্য সকলকেই সুখ প্রদান  
 করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাদের বৈরিত্ব পীড়া কখনই বিনষ্ট হয় না ॥ ৩১ ॥ সূর্য্যের পুত্র  
 নিয়তই অপকারী বলিয়া তাঁহার “মন্দ” এই নাম হইয়াছে, চন্দ্র, রাজকন্যা রোগগ্রস্ত ও  
 কলঙ্কী ; রাজন্ ! সামান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে আর কি বলিব ? মহাব্যক্তিগণের প্রতিও বিধি-  
 নিয়তির এইরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ জগতের সৃষ্টিকর্তা চতুরানন ব্রহ্ম,  
 বেদকর্তা ও বুদ্ধিপ্রদ ; তিনিও নিজ-তনয়া সরস্বতীকে দর্শন করিয়া কামাতুর হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ৩৩ ॥ শিবভাৰ্য্যা সতী প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, মহাদেব নিখিল দুঃখবিনাশন  
 হইলেও অত্যন্ত কামার্ভ হইয়া সাতিশয় দুঃখ সমুপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ তৎসময়ে তিনি  
 কামাগ্নি দ্বারা দন্ধদেহ হইয়া কালিন্দীজলে নিপতিত হইলে তাঁহার সম্ভাপে তাপিতা

কামার্তো রমমাগস্ত নগঃ সোহপি ভূগোৰ্বনম্ ।  
 গতঃ প্রাপ্তোহথ ভৃগুশা শপ্তঃ কামাতুরো ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥  
 পতদ্বদ্যৈব তে লিঙ্গং নির্গজ্জতি ভৃশং কিল ।  
 পপৌ চামৃতবাপীঞ্চ দানবৈর্নির্মিতাঃ সুদে ॥ ৩৭ ॥  
 ইন্দ্রোহপি চ বৃষো ভৃগ্বা বাহনদ্বং গতঃ কিতৌ ।  
 আদ্যস্ত সর্বলোকস্ত বিকোরেব বিবেকিনঃ ॥ ৩৮ ॥  
 সর্বজ্ঞদ্বং গতং কুত্র প্রভুশক্তিঃ কুতো গতা ।  
 যদ্বৈময়গবিজ্ঞানং ন জ্ঞাতং হরিণা কিল ॥ ৩৯ ॥  
 রাজন্ ! মায়াবলং পশ্য রামো হি কামমোহিতঃ ।  
 রামো বিরহসন্তপ্তো রুরোদ ভৃশমাতুরঃ ॥ ৪০ ॥  
 যোহপৃচ্ছৎ পাদপান্ মুচুঃ ক গতা জনকাশ্রয়া ।  
 ভক্তিতা বা হতা কেন রুদমুচ্ছতরং ততঃ ॥ ৪১ ॥  
 লক্ষণাহং মরিষ্যামি কাস্তাবিরহদুঃখিতঃ ।  
 ত্বং চাপি মমদুঃখেন মরিষ্যসি বনেহমুজ্জ ! ॥ ৪২ ॥

---

হে নির্গজ ! তে লিঙ্গমদ্যৈব পতদ্বিতি ভৃশং শপ্ত ইতি পূর্বেণায়ঃ । পপাবিতি । শিব  
 ইবেত্যর্থঃ । ইয়ং কথা শিবপুরাণে স্পষ্টা ॥ ৩৭ ॥

---

হইয়া ঐ নদীও শ্রামবর্ণা হন ॥ ৩৫ ॥ রাজন ! মহাদেব বৎকালে কামার্ত ও নগ হইয়া ভৃগুর  
 বনে গমন পূর্বক রমণ করিতে থাকেন, সেই সময় তপোখন ভৃগু তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন  
 করিয়া, তুমি অতিশয় নির্গজ, অতএব “এখনই তোমার লিঙ্গ পতিত হউক” এই বলিয়া  
 তাঁহার প্রতি দারুণ অভিসম্পাত করেন, তখন মহাদেব আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত দানব-  
 গণের বিনির্মিত অমৃতদীর্ঘিকা সলিল পান করিতে থাকেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥ দেবরাজ ইন্দ্রও  
 ক্রিতিতলে বৃষ হইয়া ককুৎস্থের বাহন হইয়াছিলেন । অধিক কি, অখিল লোকের আদি-  
 ভূত, বিবেকী ভগবান্ বিষ্ণুর সর্বজ্ঞতাও প্রভুশক্তিই বা কোথায় গেল ? কি আশ্চর্য্যের  
 বিষয় তিনি হেমমুগের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ রাজেন্দ্র !  
 আশনি যোগমায়াবল অবলোকন করুন, রামচন্দ্র কামে মোহিত, এবং সীতার বিরহানলে  
 সন্তপ্ত ও অত্যন্ত কাতর হইয়া অতিশয় রোদন করিয়াছিলেন । তিনি একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া  
 উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জনকাশ্রয়া সীতা  
 কোথায় গেল ? হিংস্র জন্তুগণ কি তাঁহাকে তর্কণ করিল ? অথবা কোনও চরু-ভক্ষু তাঁহাকে  
 হরণ করিয়া লইল ? ॥ ৪০—৪১ ॥ ভাই লক্ষণ ! আমি প্রিয়তার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া  
 এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, হায় ! তাহা হইলে তুমিও আমার বিরহ-বহিতে জীবন



আবয়োর্মরণং জাহ্না মাতা মম মরিস্যতি ।  
 শত্রুঘ্নোহপ্যতিদুঃখার্তঃ কথং জীবিতুমর্হতি ॥ ৪৩ ॥  
 স্মিত্রা জীবিতং জহ্যৎ পুত্রব্যসনকর্ণিতা ।  
 পূর্ণকামাথ কৈকেয়ী ভবেৎ পুত্রসমম্বিতা ॥ ৪৪ ॥  
 হা সীতে ! ক গতাসি হং মাং বিহায় স্মরাতুরম্ ।  
 এহেহি যুগশাবাক্ষি ! মাং জীবয় কৃশোদরি ! ॥ ৪৫ ॥  
 কিং করোমি ক গচ্ছামি হৃদধীনক জীবিতম্ ।  
 সমাশ্বাসয় দীনং মাং প্রিয়ং জনকনন্দিনি ! ॥ ৪৬ ॥  
 এবং বিলপতা তেন রামেণামিততেজসা ।  
 বনে বনে চ ভ্রমতা নেক্ষিতা জনকাত্মজা ॥ ৪৭ ॥  
 শরণ্যঃ সর্বলোকানাং রামঃ কমললোচনঃ ।  
 শরণং বানরাণাং স গতো মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৪৮ ॥  
 সহায়ান্ বানরান্ কৃৎস্না ববন্ধ বরুণালয়ম্ ।  
 জঘান রাবণং বীরং কুন্তকর্ণং মহোদরম্ ॥ ৪৯ ॥  
 আনীয় চ ততঃ সীতাং রামো দিব্যমকারয়ৎ ।  
 সর্বজ্ঞোহপি হুতাং মত্বা রাবণেন ছুরাঙ্গনা ॥ ৫০ ॥

বিষ্ণোঃ সর্বজ্ঞত্বং বদ্যন্তি তর্হি তৎকুত্র গতমিত্যানেনাবয়ঃ ॥ ৩৮—৫০ ॥

বিসর্জন করিবে, আমাদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে জননী জীবন বিসর্জন করিবেন, শত্রুঘ্নও  
 অতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া জীবন ধারণে সমর্থ হইবে না, স্মিত্রা মাতাও পুত্র-মরণ-  
 নিবন্ধন শোকানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন ; তখন তরতের সহিত কৈকেয়ীর মনোরণ  
 পরিপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪২—৪৪ ॥ হা সীতে ! আমি কনকর্ণের পীড়িত হইতেছি  
 তুমি আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক কোথায় গমন করিলে ? হে যুগলোচনে ! হে কৃশোদরি !  
 তুমি এস ! আমার আশ্রয় প্রদান কর ॥ ৪৫ ॥ আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার  
 জীবন তোমার অধীন, হে জনকনন্দিনি ! আমি তোমার প্রিয়, এক্ষণে তোমার বিরহে  
 অতিশয় দীন হইয়াছি, তুমি আসিয়া আমার আশ্রয় প্রদান কর ॥ ৪৬ ॥ অলৌকিক  
 প্রভাবসম্পন্ন রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন,  
 কিন্তু জনকভনয়াকে দেখিতে পান নাই ॥ ৪৭ ॥ কি আশ্চর্য ! যে কমললোচন রামচন্দ্র  
 সকল লোকের শরণ্য, তিনি আমার বিমোহিত হইয়া বানরগণেরও শরণাগত হইয়াছিলেন  
 এবং তাহাদিগকে সহায় করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্বক, মহোদর বীরবর কুন্তকর্ণ ও  
 রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তদনন্তর সীতাকে স্বামীপে আনয়ন করিয়া

কিং ব্রুবীমি মহারাজ ! যোগমায়াবলং মহৎ ।

যয়। বিশ্বমিদং সৰ্ব্বং ভ্রামিতং ভ্রমতে কিল ॥ ৫১ ॥

এবং নানাবতারেহত্র বিষ্ণুঃ শাপবশং গতঃ ।

করোতি বিবিধাশ্চক্ৰা দৈবাধীনঃ সদৈব হি ॥ ৫২ ॥

তবাহং কথয়িষ্যামি কৃষ্ণশ্রুপি বিচেষ্টিতম্ ।

প্রভবং মানুষে লোকে দেবকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৩ ॥

কালিন্দীপুলিনে রম্যে হাসীশ্রুধুবনং পুরা ।

লবণো মধুপুত্রস্ত তত্রাসীদানবো বলী ॥ ৫৪ ॥

দ্বিজানাং হুঃখদঃ পাপো বরদানেন গৰ্বিতঃ ।

নিহতোহসৌ মহাভাগ লক্ষ্মণশ্রুজেন বৈ ॥ ৫৫ ॥

শক্রস্নেনাথ সংগ্রামে তং নিহত্য মহোৎকটম্ ।

বাসিতা মধুরা নাম পুরী পরমশোভিতা ॥ ৫৬ ॥

ন তত্র পুষ্করাকৌ ঘৌ পুত্রৌ শক্রনিসূদনঃ ।

নিবেশ্য রাজ্যে মতিমান্ কালে প্রাপ্তৌ দিবং গতঃ ॥ ৫৭ ॥

ইখং সৰ্বদেবানাং নানাবিধা হৃদশা মাগ্গৈব তত্তদনাদিকৰ্মযোগেন কৃতত্যাহ কিং ব্রুবীমিতি । এতেনাদৌ অধ্যায়ান্তে মধ্যো বা জনমেজয়েন দেবাদীনামিখং দশা কিমিতি জ্ঞাতা ইতি যচ্ছকিতং তন্ত সৰ্বশ্রুপ্যন্তরমিদমুক্তমিতি বেদিতব্যম্ । তস্মাদেতাদৃশানেক-  
হৃদশাপ্রহাণা যাদিশক্তির্মায়াবিশিষ্টবস্করূপিণী ভগবতী সৰ্বপ্রকারেণ সৰ্বৈক্যারাধ্যোতি  
রহস্তম্ ॥ ৫১—৬০ ॥

অয়ং সৰ্বজ্ঞ হইয়াও হুয়ায়া রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে ইহা মনে করিয়া তাঁহাকে  
দিব্য করাইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ ! যোগমায়ার বল অতি মহৎ, তাঁহার প্রভাবের  
কথা কি বলিব ; এই অধিল বিশ্বমণ্ডল তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ  
করিতেছে ॥ ৫১ ॥ এইরূপে নানা অবতারে ভগবান্ বিষ্ণু শাপের বশীভূত ও দৈবের অধীন  
হইয়া নিরন্তরই নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ রাজন্ ! আমি এক্ষণে দেবগণের  
কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণের মনুষ্যালোকে উৎপত্তি এবং তাঁহার চরিত কথা বর্ণন  
করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৩ ॥

পূৰ্বকালে কালিন্দীর মনোহর পুলিনদেশে মধুবন নামে একটি স্থান ছিল, মধুপুত্র লবণ  
নামে এক মহাবল দানব সেই স্থানে বাস করিত ॥ ৫৪ ॥ সেই পাপাশ্রয় বরলাভে গৰ্বিত  
হইয়া দ্বিজদিগকে অতিশয় হুঃখ দান করিত । পরে লক্ষ্মণের অনুরূপ শক্রস্ন সেই হৃদম্য  
দৈত্যকে সংগ্রামে দলিত করিয়া সেই স্থানে মধুরা নামে পরম মনোহর এক পুরী নির্মাণ  
করেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥ শক্র-বিনাশন মতিমান্ শক্রস্ন আপনার কমললোচন পুত্রদ্বয়কে সেই

সূর্যবংশকয়ে তাং তু যাদবাঃ প্রতিপেদিরে ।  
 মথুরাং মুক্তিদাং রাজন্ ! যযাতিতনয়াঃ পুরা ॥ ৫৮ ॥  
 শূরসেনাভিধঃ শূরস্ত্রাজাভূম্মেদিনীপতিঃ ।  
 মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বুভুজে বিষয়াম্প ! ॥ ৫৯ ॥  
 তত্রোৎপন্নঃ কশ্যপাংশঃ শাপাচ্চ বরুণস্ত বৈ ।  
 বহুদেবোহতিবিখ্যাতঃ শূরসেনস্ততস্তদা ॥ ৬০ ॥  
 বৈশ্বরূতিরতঃ সোহভূম্মতে পিতরি মাধবঃ ।  
 উগ্রসেনো বহুবাধ কংসস্ত্রাজাজ্জো মহান্ ॥ ৬১ ॥  
 অদিতির্দেবকী জাতা দেবকস্ত সূতা তদা ।  
 শাপাট্টে বরুণস্তাথ কশ্যপানুগতা কিল ॥ ৬২ ॥  
 দত্তা মা বহুদেবায় দেবকেন মহাত্মনা ।  
 বিবাহে রচিতে তত্র বাগভূদগগনে তদা ॥ ৬৩ ॥  
 কংস কংস মহাভাগ ! দেবকীগর্ভসম্ভবঃ ।  
 অমৃতমস্তু সূতঃ শ্রীমাংস্তব হস্তা ভবিষ্যতি ॥ ৬৪ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং কংসো বিস্মিতোহভূম্মহাবলঃ ।  
 দেববাচং তু তাং মহা সত্যং চিন্তামবাপ সঃ ॥ ৬৫ ॥

মাধবো লক্ষ্মীপতিঃ ॥ ৬১—৬৫ ॥

রাজ্যে অতিবিক্রম করিয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে স্বর্গে গমন করেন ॥ ৫৭ ॥ পরে, সূর্য-  
 বংশের ক্ষীণদশা ঘটিলে যযাতি-কুলোৎপন্ন বাদবগণ, সেই মুক্তিপ্রদা মথুরাপুরী আধিকার  
 করেন ॥ ৫৮ ॥ হে রাজেন্দ্র ! শূরসেন নামে শূরবর এক যাদব নৃপতি সেই স্থানে রাজ্য চর্চনা  
 করিয়া ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে থাকেন ॥ ৫৯ ॥ তথায় বরুণের অতিশাপে কশ্যপের অংশে  
 বহুদেব নামে বিখ্যাত শূরসেনের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬০ ॥ তিনি বৈশ্বরূতি অর্থাৎ  
 কুবিকার্যাদিতে নিরত হন । পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে শ্রীমান্ উগ্রসেন মথুরার  
 আধিপত্য লাভ করেন ; কিছু দিন গত হইলে কংস নামে তাঁহার এক অতি তেজস্বী তনয়  
 উৎপন্ন হয় ॥ ৬১ ॥ এদিকে দেবক নৃপতির অদিতির অংশে দেবকী নামে একটা তনয়া জন্ম-  
 গ্রহণ করেন । তিনি বরুণের অতিশাপে কশ্যপের অমৃতগমন করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥ মহাত্মা  
 দেবক নৃপতি নিজতনয়া দেবকীর সহিত বহুদেবের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করাতলেন ॥ ৬৩ ॥  
 এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে কংসের প্রতি এই আকাশবাণী হয় যে, মহাভাগ কংস !  
 এই দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তান তোমার জীবন-হস্তা হইবে ॥ ৬৪ ॥ মহাবর কংস সেই  
 আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহা সত্য মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তানিরত



কিং করোমীতি সঙ্কিন্ত্য বিমর্শমকরোত্তদা ।  
 নিহতৈত্যানাং ন মে যত্ন্যুর্ভবেদদৈব সত্বরম্ ॥ ৬৬ ॥  
 উপায়ো নাশ্বথা চান্মিহ কার্যো যত্ন্যভয়াবহে ।  
 ইয়ং পিতৃষসা পূজ্যা কথং হন্যীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৬৭ ॥  
 পুনর্বিচারয়ামাস মরণং মেহস্ত্যাহো স্বসা ।  
 পাপেনাপি প্রকর্তব্যো দেহরক্ষা বিপশ্চিতা ॥ ৬৮ ॥  
 প্রায়শ্চিত্তেন পাপস্ত শুদ্ধির্ভবতি সর্বদা ।  
 প্রাণরক্ষা প্রকর্তব্যো বুধৈরপ্যেনসা তথা ॥ ৬৯ ॥  
 বিচিন্ত্য মনসা কংসঃ খড়্গমাদায় সত্বরঃ ।  
 জগ্রাহ তাং বরারোহাং কেশেষ্ণাক্ষ্য পাপকৃৎ ॥ ৭০ ॥  
 কোষাৎ খড়্গমুপাক্ষ্য হস্তকামো ছুরাশয়ঃ ।  
 পশ্যতাং সর্বলোকানাং নবোঢ়াং তাং চকষ হ ॥ ৭১ ॥  
 হন্যমানাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা হাহাকারো মহানভূৎ ।  
 বহুদেবানুগা বীরা যুদ্ধায়োদ্যতকার্মুকাঃ ॥ ৭২ ॥

নিহতৈত্যানাং স্থিতশ্চেতি শেষঃ ॥ ৬৬ ॥

ইখং বিমর্শং প্রথমতঃ কৃত্বা পুনর্বিচারাস্তরমকরোদিত্যাহ ইয়ং পিতৃষসেতি । মম পিতুঃ স্থানীয়াদেবকাছংপন্নো মম স্বসা ভগিনীত্যর্থঃ । শাকপাণিবাদিত্যাং সাধুত্বম্ ॥ ৬৭ ॥

হইল ॥ ৬৫ ॥ তখন কংস কি করি এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিল ।  
 একবার মনে করিল, অদ্য সত্বরই ইহাঁকে বিনাশ করি, তাহা হইলে আর আমার যত্ন্য  
 হইবে না ; কারণ, এই ভয়াবহ যত্ন্যজনক কার্যের অন্ত কোনও উপায়ও দেখিতেছি না ।  
 আবার মনে করিল, ইনি আমার পিতৃব্যকন্যা ভগিনী, স্ততরাং পূজনীয়া, ইহাঁকেই বা কিরূপে  
 বিনাশ করি ? ॥ ৬৬—৬৭ ॥ অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি আমার পূজনীয়া ভগিনী  
 হইলেও আমার যত্ন্যরূপিনী হইতেছেন, অতএব ইহাঁকে বিনাশ করিলে আমার পাপস্পর্শ  
 হইতে পারে না ; যেহেতু, পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, পাপকার্য্য দ্বারাও আপনার দেহ  
 রক্ষা করা কর্তব্য ॥ ৬৮ ॥ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সর্বদাই পাপের শুদ্ধি হইয়া থাকে । অতএব  
 পাপকার্য্য সাধন করিয়াও আপনার প্রাণরক্ষা করা বুধগণের নিক্তে একান্ত কর্তব্য ॥ ৬৯ ॥  
 পাপাশয় কংস মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্বর খড়্গ ধারণ পূর্বক তাহার কেশ গ্রহণ  
 করিল এবং বরারোহা দেবকীর বিনাশ-বাশনার কোষ হইতে খড়্গ আকর্ষণ পূর্বক সর্ব  
 লোকের সমক্ষে সেই নববিবাহিতা কামিনীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭০—৭১ ॥  
 কংসকে দেবকীসংহারে সমুদ্যত দেখিয়া সকলেই মহা-কোলাহল করিয়া উঠিল, তখন

মুঞ্চ মুঞ্চেতি প্রোচুস্তং তে তদাহুতসাহসঃ ।  
 কৃপয়া মোচয়ামাস্তদেবকীং দেবমাতরম্ ॥ ৭৩ ॥  
 তদ্যুদ্ধমভবদেবারং বীরীগাঞ্চ পরম্পরম্ ।  
 বসুদেবসহায়ানাং কংসেন চ মহাস্থনা ॥ ৭৪ ॥  
 বর্তমানে তথা যুদ্ধে দারুণে লোমহর্ষণে ।  
 কংসং নিবারয়ামাস্তদেবকীং যো যদুসন্তমাঃ ॥ ৭৫ ॥  
 পিতৃষসেয়ং তে বীর ! পূজনীয়া চ বালিকা ।  
 ন হস্তব্য। ত্বয়া বীর ! বিবাহোৎসবসম্রমে ॥ ৭৬ ॥  
 স্ত্রীহত্যা দুঃসহা বীর ! কীর্তিগ্নী পাপকৃতমা ।  
 ভূতভাষিতমাত্রেণ ন কর্তব্য। বিজানতা ॥ ৭৭ ॥  
 অন্তর্হিতেন কেনাপি শক্রণা তব চাস্ত বা ।  
 উদিতেন কুতো ন স্ত্রীহাগনর্থকরী বিভো ! ॥ ৭৮ ॥  
 যশসস্তে বিঘাতায় বসুদেবগৃহস্ত চ ।  
 অরিণা রচিতা বাণী গুপ্তমায়াবিদা নৃপ ! ॥ ৭৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়বিচারোক্তরং তৃতীয়বিচারং পুনরকরোদিত্যাহ পুনরিত্তি । যতো মে মরণং  
 নৃপা ভগিনীয়ং ভবতি ততোহবশ্যং হস্তব্যেবেতি শেবঃ ॥ ৬৮—৭৯ ॥

ভূতভাষিতমাত্রেণাকালবাণ্যেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

তব শক্রণাস্ত বসুদেবস্ত বা শক্রণাস্তর্হিতেনোদিতেন কুতো ন স্ত্রীহিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

বসুদেব-বশবর্তী বীরগণ, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত শরাসন সংযোজিত করিল ॥ ৭২ ॥ সেই  
 অদ্বুত সাহসশালী বীরগণ, দেবকীকে পরিত্যাগ কর বলিয়া বারংবার কংসকে বলিতে  
 লাগিল । পরে তাহার। করুণা করিয়া দেবমাতা দেবকীকে ছরান্না কংসের হস্ত হইতে  
 ছাড়াইয়া লইল ॥ ৭৩ ॥ তখন মহাবল কংসের সহিত সেই বসুদেব-সহায় বীরগণের ঘোরতর  
 সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৭৪ ॥ তখন নিদারুণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে দেখিয়া যুদ্ধ  
 যাদবগণ কংসকে নিবারণ করিয়া কহিল, ইনি দেবকী তোমার ভগিনী ইহাকে তোমার  
 সম্মাননা করা উচিত, তুমি যে ইহাকে বিনাশ করিবে এই বালিকা তাহা একবারও ভাবে  
 নাই ; অতএব হে বীর ! এই বিবাহের উৎসবকালে ইহাকে বধ করা তোমার কর্তব্য হই-  
 তেছে না ॥ ৭৫-৭৬ ॥ বোদ্ধু প্রবর ! নারীহত্যার বশোনাশ ও ঘোরতর পাপ হইয়া থাকে  
 এবং তাহা মানবের পক্ষে একান্ত অসহনীয় । আর জানী ব্যক্তির সামান্য আকাশবাণীর  
 উপর বিশ্বাস করিয়া স্ত্রীহত্যা করা কখনই কর্তব্য নয় ॥ ৭৭ ॥ হয়ত তোমার অথবা বসুদেবের

বিভেষি বীরস্বং ভূত্বা ভূতভাষিতভাষয়া ।

যশোমূলবিঘাতার্থমুপায়স্তুরিণা কৃতঃ ॥ ৮০ ॥

পিতৃষস্যা ন হস্তব্যা বিবাহসময়ে পুনঃ ।

ভবিতব্যং মহারাজ ! ভবেচ্চ কথমন্তথা ॥ ৮১ ॥

এবং তৈর্কোধ্যমানোহসৌ নিবৃত্তো নাভবদ্যদা ।

তদা তং বহুদেবোহপি নীতিজ্ঞঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮২ ॥

কংস ! সত্যং ব্রহ্মীম্যদ্য সত্যাধারং জগজ্জয়ম্ ।

দাস্তামি দেবকীপুত্রানুৎপন্নাস্তব সর্বশঃ ॥ ৮৩ ॥

জাতং জাতং স্ততং ভূভ্যং ন দাস্তামি যদি প্রভো ! ।

কুন্তীপাকে তদা ঘোরে পতন্তু মম পূর্বজাঃ ॥ ৮৪ ॥

শ্রদ্ধাথ বচনং সত্যং পৌরবা যে পুরঃ স্থিতাঃ ।

উচুস্তে ত্বরিতাঃ কংসং সাধু সাধু পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৫ ॥

বহুদেবস্ত গৃহস্ত বহুদেবপত্ন্যাঃ ॥ ৭৯—৮০ ॥

পিতৃষসেতি । পিতৃহানীয়াদেবকাহুৎপন্নাতব স্বস্যা ভগিনীত্যাৰ্থঃ । পিতৃব্যভগিনীতি কলিতম্ । মধ্যমপদলোপী সমাসঃ । ভবিতব্যমিতি । যদ্যোতৎপুত্রসকাশাত্তব বধো দৈবেন

কোনও শত্রু অন্তর্হিত থাকিয়া ঐ অনর্থকর বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে ; তাহা না হইবার কোনও কারণ ত সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৭৮ ॥ আমাদের বোধ হয় তোমার যশোনাশ ও বহুদেবের গৃহনাশের নিমিত্তই ইন্দ্রজালিক মায়াবিদ্যা-বিশারদ কোনও শত্রু এই আকাশবাণী রচনা করিয়া থাকিবে ॥ ৭৯ ॥ হে নৃপ ! তুমি বীরবর হইয়াও ভূতবাক্যে ভয় করিতেছ ? আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে তোমার যশোরক্ষের মূলোৎপাটন নিমিত্তই বৈরিগণ এইরূপ উপায় করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮০ ॥ মহারাজ ! ভবিতব্যের অন্তথা কর্ণনই হয় না, অতএব বিবাহকালে এই পুত্রনীয়া ভগিনীকে হনন করা উচিত হইতেছে না ? ॥ ৮১ ॥

রাজন্ জনমেজয় ! বাদববৃদ্ধগণ এইরূপে বুঝাইয়া দিলেও যখন কংসরাজ নিবৃত্ত হইল না তখন নীতিশাস্ত্রজ বহুদেব তাঁহাকে কহিলেন, কংস ! এই ত্রিভুবন সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, যে দেবকীগর্ভে আমার যতগুলি সন্তান উৎপন্ন হইবে, জাতমাত্র সেই সমস্তগুলিই আমি তোমাকে সমর্পণ করিব ॥ ৮২—৮৩ ॥ যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইবে, জন্মিবামাত্র যদি তোমাকে সেই সমস্ত প্রদান না করি, তবে আমার পূর্বপুরুষগণ কুন্তীপাক-নরকে নিপতিত হইবেন ॥ ৮৪ ॥ সম্মুখস্থিত পুরুবংশীয়গণ, তাঁহার সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান পূর্বক কংসরাজকে কহিলেন ।



ন মিথ্যা ভাষতে কাপি বহুদেবো মহামনাঃ ।

কেশং মুঞ্চ মহাভাগ ! স্ত্রীহত্যাপাতকং তথা ॥ ৮৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং প্রবোধিতঃ কংসো যদ্বহ্নৈর্দৈর্ঘ্যহাস্তভিঃ ।

ক্রোধঃ ত্যক্তা স্থিতস্তত্র সত্যবাক্যানুমোদিতঃ ॥ ৮৭ ॥

ততো ছন্দুভয়ো নেছুর্বাদিত্রাণি চ সম্বনুঃ ।

জয়শব্দস্ত সর্বেষামুৎপন্নস্তত্র সংসদি ॥ ৮৮ ॥

প্রসাদ্য কংসং প্রতিমোচ্য দেবকীং

মহাযশাঃ শূরসুতস্ত দানীম্ ।

জগাম গেহং স্বজনানুরক্তো

নবোঢ়য়া বীতভয়স্তরস্বী ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিকাং চতুর্থস্কন্ধে

দেবকীপরিণয়কথনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

নিশ্চিতঃ স্তাত্তদাত্তা বধেন কিং ভবিষ্যতি কেনাপি প্রকারেণ তব বশো ভবিষ্যত্যেব নহি  
ভবিতব্যং কচিদন্তথা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮১—৮২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বহুদেব মহাশয় ব্যক্তি, ইনি কখনও মিথ্যা কথা কহেন না, অতএব হে মহাভাগ । এক্ষণে  
দেবকীর কেশকলাপ পরিত্যাগ করিয়া নারীহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হও ॥ ৮৫—৮৬ ॥

রাজন্ ! মহাত্মা যাদব-বৃদ্ধগণ কংসরাজকে এইরূপে বুঝাইয়া দিলে, তিনি বহুদেবের  
সত্যবাক্যের অনুমোদন করিয়া ক্রোধ পরিহার পূর্বক অবস্থিত রহিলেন ॥ ৮৭ ॥ তখন  
ছন্দুভিষ্মনি ও বাদিত্রস্বনে সেই স্থান পরিপূরিত হইল, এবং সকলের ঘন ঘন জয়শব্দ  
সমুচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ৮৮ ॥ তখন শূরসেনসুত মহাযশা বহুদেব, এইরূপে কংসরাজকে  
প্রসন্ন করিয়া দেবকীকে মোচন করিলেন এবং স্বজনগণে পরিবৃত্ত হইয়া নবোঢ়া বধূ  
সহিত নির্ভয়ে নিজ ভবনাভিমুখে সত্বর গমন করিলেন ॥ ৮৯ ॥

অর্হষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রলোকায়ক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপরিণয়কথন-

নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে দেবকী দেবরূপিণী ।  
গর্ভং দধার বিধিবদ্বন্দেবেন সঙ্গতা ॥ ১ ॥  
পূর্নৈহথ দশমে মাসে সুষুবে স্তনমুত্তমম্ ।  
রূপাবয়বসম্পন্নং দেবকী প্রথমং যদা ॥ ২ ॥  
তদাহ বহুদেবস্তাং সত্যবাক্যানুমোদিতঃ ।  
ভাবিত্বাচ্চ মহাভাগে ! দেবকীং দেবমাতরম্ ॥ ৩ ॥  
বরোরু ! সময়ং মে ত্বং জানাসি স্বস্তুতাপ্নে ।  
মোচিতা ত্বং মহাভাগে ! শপথেন ময়া যদা ॥ ৪ ॥  
ইমং পুত্রং স্কেশান্তে ! দাস্ত্যামি ভ্রাতৃসূনবে ।  
খলে কংসে বিনাশার্থং দৈবঃ কিং বা করিষ্যতি ।  
বিচিত্রকর্ণণাং পাকো দুজ্জয়ো হৃকৃতাজ্জতিঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকতুল্যকান্ধিঃ শ্লোকৈরনন্তরম্ ।

দেবকীতনয়ান সপ্ত জঘানেতি কথোচ্যতে ।

বিবাহোত্তরং গৃহাগমনে জাতেহনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ । অথেতি । বহুদেবেন সঙ্গতা  
মিথুনীভাবং প্রাপ্তা ॥ ১—৩ ॥

বরোরু সময়মিতি । হে মহাভাগে ! ময়া শপথেন যদা ত্বং মোচিতা তদা ময়া কৃতং  
স্বস্তুতাপ্নে সময়ং পণং জানাসীত্যবয়বঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ কিমিতি চেত্তত্রাহ ইমং পুত্রমিতি । হে স্কেশান্তে ! শোভনকেশান্তে ! ততঃ  
পণসত্যাত্যে ইমং পুত্রং তে ভ্রাতৃসূনবে ত্বংপিভ্রাতৃকৃগ্রসেনস্ত সূনবে পুত্রায় কংসায়  
দাস্ত্যামীত্যর্থঃ । নবেতত্ত্বয়া দয়ালুনা কণং ক্রিয়ত ইতি চেত্তত্রাহ বিচিত্রকর্ণণামিতি ॥ ৫—৬ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! অনন্তর দেবরূপিণী দেবকী বহুদেবের সহিত যথানিয়মে  
সংমিলিত হইয়া গর্ভধারণ করেন ॥ ১ ॥ তদনন্তর দশমাস পরিপূর্ণ হইলে যে সময়ে দেবকীর  
স্বরূপ ও শোভনাকৃতি প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সময়ে মহাভাগ বহুদেব, কংসের নিকট  
প্রতিশ্রুত সত্যবাক্য এবং ভবিতব্যতা স্বরণ করিয়া অদिति-অংশজাতা দেবকীকে কহিলেন,  
হে স্কন্দরি ! আমি তোমার বিবাহকালে কংসের নিকটে “দেবকীগর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ  
করিবে জাত মাত্রই তোমাকে প্রদান করিব” এই বলিয়া শপথ করিয়া তোমাকে তাহার  
হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি তাহা তুমি অবগত আছ । এক্ষণে কংসের করে নিজপুত্র সমর্পণ  
করিবার সেই সময় সমুপস্থিত ॥ ২—৪ ॥ হে স্কেশি ! এক্ষণে এই পুত্রকে তোমার ভ্রাতা

সর্বেষাং কিল জীবানাং কালপাশানুবর্তিনাম্ ।  
 ভোক্তব্যং স্বকৃতং কৰ্ম শুভং বা যদি বাশুভম্ ।  
 প্রারকং সৰ্বথৈবাত্ৰ জীবন্ত বিধিনিশ্চিতম্ ॥ ৬ ॥

দেবক্যবাচ ।

স্বামিন্ ! পূৰ্ব্বকৃতং কৰ্ম ভোক্তব্যং সৰ্বথা নৃভিঃ ।  
 তীৰ্থৈস্তপোভির্দানৈৰ্বা কিং ন যাতি ক্ষয়ং হি তৎ ॥ ৭ ॥  
 লিখিতো ধৰ্ম্মশাস্ত্রেষু প্রায়শ্চিত্তবিধিনৃপ ! ।  
 পূৰ্ব্বার্জিতানাং পাপানাং বিনাশায় মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্লগঃ ।  
 দ্বাদশাবত্রেতে চীর্ণে শুদ্ধিং যাতি যতন্ততঃ ॥ ৯ ॥  
 মন্বাদিভিৰ্যথোদ্ভিষ্টং প্রায়শ্চিত্তং বিধানতঃ ।  
 তথা কৃত্বা নরঃ পাপান্মুচ্যতে বা ন বানদ ! ॥ ১০ ॥  
 বিগীতবচনাস্তে কিং মুনয়স্তত্তদর্শিনঃ ।  
 যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ সৰ্বৈ ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্তকাঃ ॥ ১১ ॥

প্রারককৰ্ম্মাধীনত্বান্নরৈতৎ ক্রিয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

তত্র দৈবং দেবকী শব্দতে তীৰ্থৈরিতি । যথা তীৰ্থাদিসেবনৈরনন্তং পাতকং নশ্রুতি তথা  
 প্রারকমপি ন ক্ষয়ং যাতি কিমিত্যর্থঃ ॥ ৭—১০ ॥

যদি তদ্বক্তৃপ্রায়শ্চিত্তৈঃ প্রারকং ন নশ্রুতি তদা তে কিং বিগীতবচনা নিপাতবচনাঃ  
 সম্বীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কংসের করে প্রদান করিব । দেবি ! জানিও কংস অত্যন্ত খল, তাহার নিকট, বিনাশের  
 নিমিত্ত দৈব কি উপায় উদ্ভাবন করিবেন, বলিতে পারি না । হে মহাভাগে ! এ বিষয়ে  
 তোমার বা আমার কি ক্ষমতা আছে ? কৰ্ম্মের পরিণাম অতিশয় বিচিত্র, সামান্ত মানবগণ,  
 তাহা অবগত হইতে পারে না ॥ ৫ ॥ জানিও, সমস্ত জীবগণই কালপাশের বশবর্তী হইয়া  
 নিজকৃত শুভ ও অশুভ কার্যের ফলভোগ করিয়া থাকে । জীবগণের প্রারক অর্থাৎ  
 কৰ্ম্মাধীন ফলভোগ, বিধি-বিনিশ্চিত জানিয়া এবিষয় অনুমোদন কর ॥ ৬ ॥

দেবকী কহিলেন, স্বামিন্ ! মানবগণকে অবশ্যই পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম্মের ফলভোগ করিতে  
 হয় । কিন্তু তা বলিয়া কি তীর্থবাস, তপস্যা অথবা দান দ্বারা সে পাপধ্বংস হয় না ? ॥ ৭ ॥  
 মহাত্মা মহর্ষিগণ ধৰ্ম্মশাস্ত্রে পূৰ্ব্বার্জিত পাপ বিনাশের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দেশ  
 করিয়াছেন, ব্রহ্মহা হেমহারী, সুরাপো ও গুরু-দারহারী প্রভৃতি পাতকীর দ্বাদশ  
 বার্ষিক ত্রতের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮—৯ ॥ যহু প্রভৃতি মুনিগণ সে  
 প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, যদি নরগণ তদনুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করে তাহা পাপ



ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্যেবং নিশ্চয়ঃ প্রভো ! ।

আয়ুর্কেদঃ স মিথ্যেব মন্ত্রবাদান্তথাধিলাঃ ॥ ১২ ॥

উদ্যমস্তু বৃথা সর্বমেবং চৈদৈবনির্মিতম্ ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব প্রবৃতিস্তু নিরর্থিকা ॥ ১৩ ॥

অগ্নিষ্টোমাদিকং ব্যর্থং নিয়তং স্বর্গসাধনম্ ।

যদা তদা প্রমাণং হি বৃথৈব পরিভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥

বিতথে তৎপ্রমাণে তু ধর্মোচ্ছেদঃ কূতো নহি ।

উদ্যমে চ কূতে সিদ্ধিঃ প্রত্যকেণৈব সাধ্যতে ॥ ১৫ ॥

তস্মাদত্র প্রকর্তব্যঃ প্রপঞ্চশ্চিত্তকল্পিতঃ ।

যথায়ং বালকঃ ক্লেমং প্রাপ্নোতি মম পুত্রকঃ ॥ ১৬ ॥

যদি প্রারকাদীনমেব সর্বং তদা আয়ুর্কেদমন্ত্রশাস্ত্রোক্তা উপায়া মিথ্যেব স্যাঃ । প্রারক-  
মুকুগতাভাবে তৈঃ কার্যশাস্ত্রায়মানস্যাং সতি চানুকূলে প্রারকে তেনৈব কার্যসিদ্ধৌ  
তেষামুপযোগাতাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চৈবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ সর্বং দৈবনির্মিতং প্রারকনির্মিতং চেৎ সর্বোহুপাদ্যমো  
বৃথৈব শ্রাদিত্যাহ উদ্যমশ্চিতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ প্রারকপ্রাবল্যে স্বীক্ৰিয়মাণে প্রমাণং বেদরূপং পরমেশ্বরেণ বৃথৈব পরিভাষিতং  
শ্রাৎ পূর্বোক্তযুক্ত্যা প্রারকপ্রাতিকূল্যে তেন বেদোক্তানুষ্ঠানেন ফলাজননান্তদানুকূল্যে  
তেনৈব প্রজননান্তশ্রোপযোগাতাবাদিত্যাহ যদা তদেতি ॥ ১৪ ॥

যদা বেদশ্চ মিথ্যার্থবাদিস্থং তদা ধর্মোচ্ছেদ এব কূতো ন শ্রাদিত্যাহ বিতথে ইতি ।  
তস্মাদুদ্যোগ এব প্রধানো যত উদ্যোগেনৈব সিদ্ধির্ঘটাদেঃ শস্ত্রাদেচ্চ দৃশ্যতে । নহি  
কুলাগাদয়ো হিছোদ্যোগঃ প্রারকমেবাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তে। ঘটাদিসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ উদ্যমে  
চ কূত ইতি ॥ ১৫ ॥

তস্মাদিতি । যত উদ্যোগঃ প্রধানস্তস্মাদত্রচিত্তকল্পিতঃ কশ্চন প্রপঞ্চ উপায়ঃ কর্তব্য  
ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

হইতে মুক্ত হইবে কি না ? ॥১০॥ যদি প্রায়শ্চিত্তকে শুদ্ধির কারণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়,  
তাহা হইলে কি ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক যাজ্ঞবল্ক্যাদি ভগবদ্রী মহর্ষিগণের বাক্যকে মিথ্যা ও গহিত  
বলিতে হইবে ? ॥১১॥ প্রভো ! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই হইবে, ইহা যদি নিশ্চিতই হয়,  
তবে সমস্ত আয়ুর্কেদ ও মন্ত্রবাদ মিথ্যা হইয়া যায় ॥১২॥ যদি সমস্ত কার্যই দৈবসংঘটিত হয়,  
তবে কোনও উদ্যমে কোনও ফলাভ হয় না, সুতরাং সে সকলকেও বৃথা বলিয়া মানিতে  
হয় । আর যাহা ভবিতব্য তাহাই ঘটিবে যদি এ কথা স্বীকার করা যায়, তবে কৰ্ম্মে প্রবৃতি  
এবং আগ্নিষ্টোমাদি স্বর্গসাধক যজ্ঞ সকল নিরর্থক হইয়া পড়ে । বিচার করিয়া দেখুন, যদি  
দৈবেয়ই প্রাবল্য স্বীকার করা যায়, তবে পরমেশ্বর-পরিভাষিত সমস্ত বেদই মিথ্যা হইয়া  
পড়ে, যদি বেদের প্রমাণ মিথ্যা হয়, তবে ধর্মেরও উচ্ছেদ কেন না হইবে ? যখন উদ্যম  
করিলেই ফল সিদ্ধি প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তখন কার্য-সাধনার্থ বিচার পূর্বক কোনও

মিথ্যা যদি প্রকর্তব্যং বচনং শুভমিচ্ছতা ।

ন তত্র দূষণং কিঞ্চিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৭ ॥

বহুদেব উবাচ ।

নিশাময় মহাতাগে ! সত্যমেতদব্রবীমি তে ।

উদ্যমঃ খলু কর্তব্যঃ ফলং দৈববশানুগম্ ॥ ১৮ ॥

ত্রিবিধানীহ কৰ্ম্মাণি সংসারেহত্র পুরাবিদঃ ।

প্রবদন্তীহ জীবানাং পুরাণেষ্ণাগমেষু চ ॥ ১৯ ॥

সঙ্কিতানি চ জীর্ণানি প্রারকানি স্মমধ্যমে ! ।

বর্তমানানি বামোরু ! ত্রিবিধানীহ দেহিনাম্ ॥ ২০ ॥

শুভাশুভানি কৰ্ম্মাণি বীজভূতানি যানি চ ।

বহুজন্মসমুত্থানি কালে তিষ্ঠন্তি সৰ্ব্বথা ॥ ২১ ॥

পূৰ্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কৰ্ম্মবশানুগঃ ।

স্বৰ্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ ॥ ২২ ॥

নহু ময়া মিথ্যা কথং কৃত্বা পুত্রঃ সংরক্ষণীয় ইতি চেত্তত্রাহ মিথ্যোতি । যদি শব্দোঃপার্থক্যে নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ । তথাচ শুভং জীবরক্ষণাদিরূপমিচ্ছতা পুরুষেণ মিথ্যাপি কৰ্ত্তব্য-  
মিত্যর্থঃ । জীবরক্ষণার্থমিথ্যাবদনেহপি দোষাভাব ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

বহুজন্মদোষাগঃ প্রধান ইতি তত্র সম্ভবতি । সৰ্ব্বসামগ্রীসমবধানেনহপি পুনাঃপাতাদেশ-  
নাৎ । তস্মাদ্ভৈবং প্রারকমেব মুখ্যং ফলসিদ্ধিং প্রতি উদ্যোগস্ত স্হায়ভূত এব সৰ্ব্বদেহাভি-  
উদ্যমঃ খলু কর্তব্য ইতি ॥ ১৮ ॥

বহুজন্মং প্রায়শ্চিত্তাদিনা প্রারকং নজ্যতি বা ন নজ্যতীতি তত্রাহ ত্রিবিধানীহেতি ॥ ১৯ ॥  
সঙ্কিতানীতি । একা সঙ্কিতকোটিরেকা প্রারককোটিরেকা বর্তমানকোটিরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥  
কৰ্ম্মণাং স্বীকারে ফলং জীবানামুচ্চাচগতিরূপমন্তীত্যাৎ বীজভূতানীতি ॥ ২১ ॥

উপায় অবলম্বন করা অবশ্যই কর্তব্য । অতএব, হাতে আমার এই সদ্যোজাত শিশুর  
মঙ্গল হয় বিবেচনাপূর্বক এইরূপ কোন সহপায় স্থির করুন ॥ ১৭—১৮ ॥ পণ্ডিতগণ  
কহিয়া থাকেন যে কোন ব্যক্তি যদি জীবরক্ষণাদিরূপ মঙ্গলাকাজ্য কদাচিৎ মিথ্যাবাক্য  
প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না ॥ ১৭ ॥

বহুদেব কহিলেন, মহাতাগে ! আমি তোমাকে সত্যের বিষয় বলিতেছি প্রবণ কর ।  
উদ্যম, মনুষ্যগণের একান্ত কর্তব্য বটে, কিন্তু উহার ফল দৈবের বশবর্তী জানিবে ॥ ১৮ ॥  
পুরা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, পুরাণ ও আগম শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, এই সংসারে জীবগণের কৰ্ম্ম  
তিন প্রকার, পুরাকৃত সঙ্কিত কৰ্ম্ম, প্রারক কৰ্ম্ম ও বর্তমান কৰ্ম্ম ॥ ১৯-২০ ॥ বহুজন্মকৃত বীজ-  
স্বরূপ যে শুভাশুভ কৰ্ম্ম, তাহা সকল সনয়েই অব্যাহত থাকে ; সেই কৰ্ম্মের বশাবর্তী

ଦିବ୍ୟଂ ଦେହଂ ସଂପ୍ରାପ୍ୟ ଯାତନାଦେହମର୍ଥଜମ୍ ।

ଭୁନକ୍ତି ବିବିଧାନ୍ ଭୋଗାନ୍ ଅର୍ଗେ ବା ନରକେହଥବା ॥ ୨୩ ॥

ଭୋଗାନ୍ତେ ଚ ଯଦୋଽପନ୍ତେ: ସମୟସ୍ତସ୍ତ ଜାୟତେ ।

ଲିଙ୍ଗଦେହେନ ସହିତଂ ଜାୟତେ ଜୀବସଂଜ୍ଞିତମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ତଦୈବ ସଞ୍ଜିତେଭ୍ୟଃ କର୍ମଭ୍ୟାଃ କର୍ମଭିଃ ପୁନଃ ।

ଯୋଜୟତ୍ୟେବ ତଂ କାଳଂ କର୍ମାଣି ପ୍ରାକୃତାନି ଚ ॥ ୨୫ ॥

ଦେହେନାନେନ ଭାବ୍ୟାନି ଶୁଭାନି ଚାଶୁଭାନି ଚ ।

ପ୍ରାରକାନି ଚ ଜୀବେନ ଭୋକ୍ତବ୍ୟାନି ହ୍ନୁଲୋଚନେ ! ॥ ୨୬ ॥

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତେନ ନଶ୍ଚକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନାନି ଭାସିନି ! ।

ସଞ୍ଜିତାନି ତଥୈବାଶୁ ଯଥାର୍ଥଂ ବିହିତେନ ଚ ॥ ୨୭ ॥

ପ୍ରାରକକର୍ମଣାଂ ଭୋଗାଂ ସଂକ୍ରୟୋ ନାନ୍ତଥା ଭବେଂ ।

ତେନାୟଂ ତେ କୁମାରୋ ବୈ ଦେୟଃ କଂସାୟ ସର୍ବଥା ॥ ୨୮ ॥

ତଦୈବ ବିଶଦୟତି ପୂର୍ବଦେହମିତି ॥ ୨୨—୨୪ ॥

କର୍ମଭିରिति । ସଞ୍ଜିତେଭ୍ୟାଃ କର୍ମଭ୍ୟାଃ ପୃଥକ୍ପୃଥକ୍: ପଟ୍ଟେ: କର୍ମଭିରିତ୍ୟର୍ଥଃ । ତଂ କାଳଂ ତସ୍ମିନ୍ଲିଙ୍ଗଦେହାବିର୍ଭାବକାଳେ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ଯୋଜୟତ୍ୟର୍ଥାଂ ପରମେଶ୍ଵରଃ । ଅତଃ କର୍ମାଣି ପ୍ରାକୃତାନି ସଞ୍ଜିତାନି ॥ ୨୫ ॥

ତଥା ଦେହେନାନେନ ଭାବ୍ୟାନି ବର୍ତ୍ତମାନାନି ଚେତ୍ୟର୍ଥଃ । ତଥା ପ୍ରାରକାନି ଚ ଜୀବେନ ତ୍ରିବିଧାନି ଭୋକ୍ତବ୍ୟାନ୍ତେଭେତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୨୬ ॥

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତେନ ତୁ ସର୍ବାଣି ନ ନଶ୍ଚକ୍ତି କିନ୍ତୁ କାନିଚିଦେବେତ୍ୟାହ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତେନେତି ॥ ୨୭ ॥

ପ୍ରାରକାନାନ୍ତୁ ଭୋଗାଦୈବ କ୍ରମ ଇତ୍ୟାହ ପ୍ରାରକେତି । ତେନେତି । ସତସ୍ତସ୍ତ ଭୋଗେନୈବ କ୍ରମ-  
ସ୍ତେନ ହେତୁନା ତଂପ୍ରାରକକ୍ରମାୟ କୁମାରଃ କଂସାୟ ସର୍ବଥା ଦେୟ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୨୮ ॥

ହୈରାହି ଜୀବଗଣ ପୂର୍ବଦେହ ପରିହାରପୂର୍ବକ ଅକ୍ଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଗ ବା ନରକଭୋଗ କରିয়া  
ଥାକେ ॥ ୨୩ ॥ ଜୀବଗଣ ଆପନ ଆପନ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମାନୁସାରେ ପୁଣ୍ୟଜନିତ ଦିବ୍ୟଦେହ, ଅଥବା ପାପ-  
ଜାତ ଯାତନାମୟ ଦେହ ଧାରଣପୂର୍ବକ ଅର୍ଗେ ବା ନରକେ ପୁଣ୍ୟପାପଜନିତ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଭୋଗ  
କରିয়া ଥାକେ ॥ ୨୪—୨୬ ॥ ଐ କର୍ମେର ଭୋଗାନ୍ତେ ଆବାର ସ୍ଵଧନ ତାହାର ଦେହ ଧାରଣେର ସମୟ  
ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ । ତଥନ ଲିଙ୍ଗ ଦେହେର ସହିତ ଜୀବ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୈରା ଅନ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିয়া ଥାକେ ।  
ଲିଙ୍ଗଦେହେର ଆବିର୍ଭାବ କାଳେ ପରମେଶ୍ଵର ଜୀବେର ସଞ୍ଜିତକର୍ମ ସମୂହ ହୈତେ ପୃଥକ୍ ପରିଗଳ କର୍ମ-  
ସମୂହ ଐ ଜୀବେ ଯୋଜିତ କରିয়া ଥାକେନ ॥ ୨୭—୨୮ ॥ ଅତଏବ, ସଞ୍ଜିତ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମସମୂହ  
ଜୀବଦେହେ ନିରନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାକେ । ହେ ହ୍ନୁଲୋଚନେ ! ପ୍ରାରକ କର୍ମକଳ ଜୀବଗଣକେ ଅବଶ୍ୟାହି  
ଭୋଗ କରିତେ ହୁଏ ॥ ୨୬ ॥ ହେ ଭାସିନି ! ସ୍ଵାଧାବିଧି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ଵାରା ଜୀବେର ବର୍ତ୍ତମାନ  
କର୍ମ ସକଳ ବିନଷ୍ଟ ହୈରା ଥାକେ । ପ୍ରାରକ ସକଳ ଭୋଗ ଦ୍ଵାରାହି କ୍ରମ ହୁଏ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବା ଅନ୍ତ



ন মিথ্যাবচনং মেহস্তি লোকনিন্দাভিদূষিতম্ ।  
 অনিত্যেহস্মিংশ্চ সংসারে ধৰ্ম্মসারে মহাঅনাম্ ॥ ২৯ ॥  
 দৈবাধীনং হি সৰ্ব্বেষাং মরণং জননং তথা ।  
 তস্মাচ্ছোকো ন কৰ্ত্তব্যো দেহিনা হি নিরর্থকঃ ॥ ৩০ ॥  
 সত্যং যন্ত গতং কাস্তে ! বৃথা তশ্চৈব জীবিতম্ ।  
 ইহ লোকো গতো যস্মাৎ পরলোকঃ কুতস্ত তঃ ॥ ৩১ ॥  
 অতো দেহি স্তুতং স্তুত্র ! কংসায় প্রদদাম্যহম্ ।  
 সত্যসংস্কারগাদেবি শুভমগ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥  
 কৰ্ত্তব্যং স্তুতং পুষ্টিঃ স্তুত্রে দুঃখে সতি প্রিয়ে ।  
 সত্যসংস্কারগাদেবি ! শুভমেব ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

বাস উবাচ ।

ইতু্যক্তবতি কাস্তে সা দেবকী শোকসংযুতা ।  
 দদৌ পুত্রং প্রসূতঞ্চ বেপমানা মনস্বিনী ॥ ৩৪ ॥

বসুয়োক্তং জীবনকার্থং মিথ্যাপি বক্তব্যমিতি তৎ পরকীর্ত্তনবিষয়ে জীবনকার্থং বক্তব্যং  
 ন স্বীয়জীবনকার্থম্ । অতুপা স্বরকার্থং সৰ্ব্বোহপি মিথ্যা বদতীতিকাংহপি সত্যত্যাগেন  
 দোষবান্ ন শ্রান্তস্মার স্বকীর্ত্তনবিষয়ে মম বচনং মিথ্যাস্তীত্যাহ ন মিথ্যেতি । লোকনিন্দয়া

কোন প্রকারে তাহার ক্ষয় হয় না ; অতএব, কংসরাজকরে তোমার এই কুমারকে  
 অবশুই প্রদান করিতে হইবে ॥ ২৭—২৮ ॥ দেবি ! এই সংসারে যাহাতে লোকনিন্দা  
 বা মিথ্যা কথা প্রকাশিত হয় আমি কখনই তাহা করি নাই ; অতএব, তুমি সত্য  
 রক্ষা করিয়া কংসের হস্তে কুমারকে সমর্পণ কর । দেবকি ! এই আমার সংসার  
 মধ্যে ধর্ম্মই সার বস্তু মহাত্মাগণেরও জীবন মরণ দৈবের অধীন ; অতএব, জীবগণের নিরর্থক  
 শোক প্রকাশ কদাচই কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৯—৩০ ॥ জীবনাধিকে ! অধিক কি বলিব, জানিও  
 যাহার সত্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার জীবনই বৃথা । হে স্তুত্র ! যাহার ইহ লোক সিনষ্ট  
 হইল, তাহা হইতে আর পরলোকের কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে বল ? ॥ ৩১ ॥ অতএব,  
 হে দেবি ! বালকটিকে দাও আমি কংসের হস্তে ইহাকে সমর্পণ করিব । হে প্রিয়ে ! সত্য  
 পার হইলে, পরে অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হইবে ॥ ৩২ ॥ যেখানে জীবের স্তুত দুঃখ  
 নিশ্চিত রহিয়াছে, সেখানে স্তুত-সাধনই কর্ত্তব্য । সত্য রক্ষা করিলে অবশ্যই শুভ ফলিবে  
 সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥

বাস বলিলেন, নিজকান্ত বসুদেব এই সকল বাক্য বলিলে শোকসময়িতা মনস্বিনী  
 দেবকী কম্পিতকলেবরে সদ্যঃপ্রসূত সেই পুত্রটিকে বসুদেবের করে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বসুদেবোহপি ধর্মাত্মা আদায় স্বস্থতং শিশুম্ ।  
জগাম কংসসদনং মার্গে লোকৈরভিষ্কৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

লোকা উচুঃ ।

পশ্যন্তু বসুদেবং ভো লোকা এবং মনস্বিনম্ ।  
স্ববাক্যমনুরূপৈব বালমাদায় যাত্যসৌ ॥ ৩৬ ॥  
মৃত্যবে দাতুকামোহদ্য সত্যবাগনসূয়কঃ ।  
সফলং জীবিতং চাস্তু ধৈর্য্যং পশ্যন্তু চাদ্রুতম্ ।  
যঃ পুত্রং যাতি কংসায় দাতুং কালান্নেনেহপি হি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সংস্কৃত্যমানস্তু প্রাপ্তঃ কংসালয়ং নৃপ ! ।  
দদাবস্মৈ কুমারং তং জাতমাত্রমমানুষম্ ॥ ৩৮ ॥  
কংসোহপি বিস্ময়ং প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা ধৈর্য্যং মহাত্মনঃ ।  
গৃহীত্বা বালকং প্রাহ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৩৯ ॥

দৃষিতং বচনমিত্যবয়ঃ । ইথং তস্তাঃ শঙ্কানিরাসং কৃত্বা তদনুমত্যাৰ্থে তাং বোধয়তি  
অনিত্যে ইতি ॥ ২৯—৩৫ ॥

(লোকবাক্যমাহ । পশ্যন্তি ॥ ৩৬ ॥

ধর্মাত্মা বসুদেব সেই শিশু পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া কংসের ভবনে গমন করিতে লাগিলেন ।  
পন্থমধ্যে সকল লোকে তাঁহার একরূপ অদ্ভুত কাৰ্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিল ;  
হে জনগণ ! বসুদেবের মনস্বিতা অবলোকন কর, ইনি নিজ সত্যবাক্য রক্ষার জন্ত আপন  
শিশু পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া কংস নিকটনে গমন করিতেছেন । এই সত্যবাদী অশ্রু-শূণ  
পুরুষপ্রধান বসুদেব আপন পুত্রটিকে মৃত্যুর করাল কবলে সমর্পণ করিতে অভিলাষী  
হইয়াছেন । ইনি অদ্য কালস্বরূপ কংসের করে পুত্র প্রদান করিতে গমন করিতে-  
ছেন, তোমরা ইহার অদ্ভুত ধৈর্য্য অবলোকন কর, অহো ! এই মহাপুরুষের জীবনই  
সার্থক ! ॥ ৩৫—৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে পৃথিবীন্দ্র ! বসুদেব এইরূপে স্তূয়মান হইয়া কংসালয়ে উপনীত  
হইলেন এবং সদাঃপ্রস্থত সেই দেবরূপী পুত্রটিকে কংসের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥  
তাঁহার এতাদৃশ ধৈর্য্য দর্শন করিয়া কংসরাজও বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন । তখন তিনি বালককে  
গ্রহণপূর্ব্বক জ্বলন্ত হস্ত করিয়া কহিলেন, হে শূরপুত্র ! তুমি অদ্য আমাকে পুত্র সমর্পণ  
করিয়া ধন্ত হইলে ; পরন্তু এই আকাশবাণী হইয়াছে যে তোমার অষ্টম পুত্রই আমার মৃত্যু-  
স্বরূপ, তোমার এই প্রথম পুত্র আমার কালস্বরূপ নহে, অতএব আমি এই বালককে বিনাশ

ধন্যস্ত্বং শূরপুত্রাদ্য জাতঃ পুত্রসমর্পণাৎ ।

মম মৃত্যুর্ন চায়ং বৈ গিরা প্রোক্তস্তু চাক্ষমঃ ॥ ৪০ ॥

ন হন্তব্যো ময়া কামং বালোহয়ং যাতু তে গৃহম্ ।

অক্সমস্তু প্রদাতব্যস্ত্বয়া পুত্রো মহামতে ! ॥ ৪১ ॥

ইতু্যক্ত্বা বশুদেবায় দদাবাশু খলঃ শিশুন্ ।

গচ্ছত্বয়ং গৃহে বালঃ ক্ষেমং ব্যাহতবান্মপ ! ॥ ৪২ ॥

তমাদায় তদা শৌরির্জগাম স্বগৃহং মুদা ।

কংসোহপি সচিবানাং স্থা কিংঘাতয়ে শিশুন্ ॥ ৪৩ ॥

অক্সমাদেবকীপুত্রান্মম মৃত্যুরূদাহতঃ ।

অতঃ কিং প্রথমং বালং হত্বা পাপং করোম্যহম্ ॥ ৪৪ ॥

সাধু সাধ্বিতি তেহপ্যুক্তা সংস্থিতা মন্ত্ৰিসত্তমাঃ ।

বিসর্জিতাস্তু কংসেন জগ্মুস্তে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৫ ॥

গতেষু তেষু সম্প্রাপ্তো নারদো মুনিসত্তমঃ ।

অভ্যুথানার্য্যপাদ্যাди চকারোঽগ্রতস্তদা ॥ ৪৬ ॥

মৃত্যবে কালস্বরূপায় ॥ ৩৭—৪১ ॥ )

ক্ষেমং ব্যাহতবানিতি । অয়ং বালো গৃহং গচ্ছতিতি ক্ষেমং কল্যাণকরং বাক্যং নৃপঃ  
কংসো ব্যাহতবান্ কথিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৭ ॥

করিব না, এই বালক, তোমার গৃহে গমন করুক । মহামতে ! যখন তোমার অষ্টম পুত্র  
জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তুমি সেই পুত্র আমাকে অবশ্য প্রদান করিবে ॥৩৯-৪১॥ কুরাঘ্না কংস  
এই বলিয়া বশুদেব-করে সেই শিশু প্রত্যর্পণ করিল যে, রাজন্ ! এই পুত্রটী এক্ষণে নির্দিয়ে  
গৃহে গমন করুক ॥৪২॥ কংসরাজ এই কথা বলিলে শূরপুত্র বশুদেব ঈর্ষ্যচক্ষে পুত্রটীকে লইয়া  
আপন গৃহে চলিয়া গেলেন । তখন কংসরাজ ও স্বীয় সচিবগণকে কহিলেন, যখন আকাশবাণী  
হইয়াছে যে দেবকীর অষ্টম পুত্রই আমার মৃত্যুরূপ হইবে, তখন এই শিশুটীকে কেন নৃপা  
বিনাশ করিব ? প্রথম পুত্রটীকে বিনষ্ট করিয়া পাপগ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি ? ॥৪৩-৪৪॥  
মন্ত্ৰীগণ, কংসের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার ভূমসী প্রশংসা করিতে  
লাগিলেন । অনন্তর কংসরাজ তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে তাঁহারা আপন আপন ভবনে গমন  
করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর, মুনিসত্তম নারদ আসিয়া কংসসন্নিধানে উপনীত হইলেন । তখন  
উগ্রসেনতনয় কংসরাজ অভ্যুথান পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি প্রদান দ্বারা তাঁহার পূজা ও কুশল  
জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে সহসা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন নরসিং নারদ,  
ঈষৎ হাস্ত আদরপূর্ব্বক কংস ! কংস বলিয়া বারংবার সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহা-



পপ্রচ্ছ কুশলং রাজা তত্রাগমনকারণম্ ।

নারদস্তং তদোবাচ শ্রিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৪৭ ॥

কংস কংস মহাভাগ ! গতৌহং হেমপর্ব্বতম্ ।

তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মন্ত্ৰং চক্ৰুঃ সমাহিতাঃ ॥ ৪৮ ॥

দেবক্যাং বহুদেবশ্চ ভার্য্যায়াং সুরসত্তমঃ ।

বধার্থং তব বিষ্ণুশ্চ জন্ম চাত্ত্ব করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

তৎ কথং ন হতঃ পুত্রস্তয়া নীতিং বিজানতা ।

কংস উবাচ ।

অষ্টমঞ্চ হনিম্যেহং যত্ন্যং মে দেবভাষিতম্ ॥ ৫০ ॥

নারদ উবাচ ।

ন জানাসি নৃপশ্রেষ্ঠ ! রাজনীতিং শুভাশুভম্ ।

মায়াবলঞ্চ দেবানাং ন ত্বং বেৎসি বদামি কিম্ ॥ ৫১ ॥

রিপুরল্লোহপি শূরেণ নোপেক্ষ্যঃ শুভমিচ্ছতা ।

সংমেলনক্রিয়ায়াং তু সর্ব্বে তে হৃষ্টমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫২ ॥

মূৰ্খত্বমরিসন্ত্যাগঃ কৃতৌহয়ং জানতা ত্বয়া ।

ইত্যাভ্রাশু গতঃ শ্রীমাম্মারদো দেবদর্শনঃ ॥ ৫৩ ॥

হেমপর্ব্বতং স্মেরুশ্চ ॥ ৪৮—৫১ ॥

ভাগ ! আমি ঘটনাক্রমে স্মেরু পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম ; সেখানে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মিলিত হইয়া এই মন্ত্ৰণা করিতেছিলেন যে, বহুদেবের ভার্য্যা দেবকীর গর্ভে সুরসত্তম বিষ্ণু কংস বধের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৪৬—৪৯ ॥ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিশেষ দৈববাণীমন্ত্ৰ বিদিত আছ, তথাপি বহুদেবের পুত্রকে বিনাশ না করিবার কারণ কি ? কংস কহিলেন, আমি আকাশবাণী অনুসারে অষ্টম পুত্রকেই হনন করিব ॥ ৫০ ॥

নারদ কহিলেন, নৃপবর ! বুঝিলাম তুমি শুভাশুভ মূলকর নীতির কিছুই অবগত নহ বিশেষতঃ দেবতাগণের মায়া কি প্রকার তাহা যখন তুমি জাননা, তখন তোমাকে আর কি বলিব ? ॥ ৫১ ॥ কলকথা কল্যাণাকাজী শূরগণ অতি ক্ষুদ্র শত্রুকেও উপেক্ষা করেন না । তোমাকে অধিক আর কি বলিব অষ্টম শব্দের অর্থ উত্তমরূপে বুঝিতে পার নাই, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম পর্য্যন্ত বস্তুগুলি সম্বন্ধে হইবে গণনাপ্রণালীতে সেই সকল গুলি অষ্টম হইতে পারে । শত্রুকে পরিহার করিতে নাই, ইহা তোমার

গতেহথ নারদে কংসঃ সমাহুয়াথ বালকম্ ।

পাষাণে পোথয়ামাস স্ত্বং প্রাপ চ মন্দধীঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
দেবকীপুত্রসংহারো নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

সংমেলনেতি । যদা তে চৈকত্রমিলিতান্তদা সর্বে পরস্পরাপেক্ষয়া অষ্টমা এব  
ত্যাগঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

অবিদিত নাই তবে কেন হস্তে পাইয়া সেই শত্রুকে ত্যাগ করিলে ? ইহাতে তোমার মূর্খত্ব  
প্রকাশ বই আর কি হইতে পারে ॥ ৫০ ॥ এই বলিয়া শ্রীমান্ দেবপ্রতিম মহর্ষি নারদ  
সত্ত্বর গমন করিলেন । তখন মন্দবুদ্ধি কংস বালককে পুনরায় আনয়ন ও পাষাণে নিক্ষেপ  
পূর্বক তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বস্থচিন্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপুত্র সংহার নামক  
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কিং কৃতং পাতকং তেন বালকেন পিতামহ ! ।  
যো জাতমাত্রো নিহতস্তথা তেন দুরাত্মনা ॥ ১ ॥  
নারদোহপি মুনিশ্রেষ্ঠো জ্ঞানবান্ ধৰ্ম্মতৎপরঃ ।  
কথমেবংবিধং পাপং কৃতবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ২ ॥  
কর্তা কারয়িতা পাপে তুল্যপাপৌ স্মৃতৌ বুধৈঃ ।  
স কথং প্রেরয়ামাস মুনিঃ কংসং খলং তদা ॥ ৩ ॥  
সংশয়োহয়ং মহাম্বেহত্র বৃহি সৰ্বং সবিস্তরম্ ।  
যেন কৰ্ম্মবিপাকেন বালকো নিধনং গতঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

নারদঃ কৌতুকপ্ৰেক্ষী সৰ্বদা কলহপ্রিয়ঃ ।  
দেবকার্য্যার্থমাগত্য সৰ্বমেতচ্চকার হ ॥ ৫ ॥\*  
ন মিথ্যাভাষণে বুদ্ধিযুনেস্তস্মৈ কদাচন ।  
সত্যবত্তা সুরাণাং স কর্তব্যে নিরতঃ শুচিঃ ॥ ৬ ॥

যাদিকৈশ্চৈব পকাশংপদৈরথ ধরাতলে ।

কেবামংশৈর্নৃপা জাতান্তদেতৎ সম্যগুচ্যতে ।

পূৰ্ব্বাধ্যায়কথাং শ্রুত্বা জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি ॥ ১—১০ ॥

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ ! সেই বালক এমন কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিল যে, জাতমাত্রই দুরাত্মা কংস তাহাকে বিনষ্ট করিল ? ॥ ১ ॥ বিশেষতঃ মহর্ষি নারদ মুনিগণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদগণের অগ্রগণ্য, নিরত ধর্ম্মনিরত ও জ্ঞানবান্ হইয়া এবংবিধ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? ॥ ২ ॥ বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, পাপকার্য্যের কর্তা ও তাহার প্রবর্তক উভয়েই তুল্য পাপভাগী, তবে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ কিজন্ত সেই খল কংসকে শিশুবধে প্রবর্তিত করিলেন ? ॥ ৩ ॥ এ বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে, হে মুনীন্দ্র ! যে কর্ম্মবিপাক নিবন্ধন সেই বালক নিধনপ্রাপ্ত হইল, তাহা আপনি সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবর্ষি নারদ নিরন্তর কলহপ্রিয় স্মৃতরাং সর্বদাই কৌতুক দর্শন করিতে ভাল বাসেন ; বিশেষতঃ তিনি দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্তই কংসের নিকটে



এবং ষড়্‌বালকাস্তেন জাতা জাতা নিপাতিতাঃ ।  
 ষড়্‌গর্ভা শাপযোগেন সন্তু য় মরণং গতাঃ ॥ ৭ ॥  
 শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি তেবাং শাপস্ত কারণম্ ।  
 স্বায়ত্ত্বু বেহন্তরে পুত্রা মরীচেঃ যথাহাবলাঃ ॥ ৮ ॥  
 উর্ণায়াং চৈব ভার্য্যায়ামাসন্ ধর্ম্মবিচক্ষণাঃ ।  
 ব্রহ্মাণং জহসুর্কর্ক্য স্ততাং জভিতুমুদ্যতম্ ॥ ৯ ॥  
 শশাপ তাংস্তদা ব্রহ্মা দৈত্যায়োনিং বিশস্তধঃ ।  
 কালনেমিস্ততা জাতাস্তে ষড়্‌গর্ভা বিশাম্পতে ! ॥ ১০ ॥  
 অবতারে পরে তে তু হিরণ্যকশিপোঃ স্ততাঃ ।  
 জাতাস্তে জ্ঞানসংযুক্তাঃ পূর্ব্বশাপভয়াম্প ! ॥ ১১ ॥  
 তস্মিন্ জন্মনি শাস্তাশ্চ তপশ্চক্রুঃ সমাহিতাঃ ।  
 তেবাং প্রীতোহভবদব্রহ্মা ষড়্‌গর্ভাণাং বরান্ দদৌ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শপ্তা যুয়ং ময়া পূর্ব্বং ক্রোধযুক্তেন পুত্রকাঃ ! ।  
 তুষ্ঠোহস্মি বো মহাভাগা ব্রুবন্ত বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ১৩ ॥

অবতারে পরে দ্বিতীয়ে জন্মনীত্যর্থঃ । জ্ঞানসংযুক্তা ইতি দৈত্যান্‌ভাবং ত্যক্তা জ্ঞানযুক্তা  
 জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৭ ॥

আগমন করিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ বাস্তবিক, তাঁহার কখনই মিথ্যা  
 কথনে অভিপ্রায় নাই, তিনি সত্যবক্তা পবিত্রচেতা এবং দেবতাদিগের কার্য্যসাধনে  
 সতত তৎপর ॥ ৬ ॥

বাহাইউক এইরূপে ক্রমশঃ দেবকীর ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হইল ; কংসরাজও জন্মিবামাত্র  
 সেই ছয়টি বালককে ক্রমশঃ বিনাশ করিল । ষড়্‌গর্ভ নামক এই ছয়টি পিতৃ শাপ জন্মই  
 জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥ রাজন্ ! তাঁহাদের শাপের কারণ কহিতেছি শ্রবণ কর ।  
 স্বায়ত্ত্বু মনুর অধিকার কালে মহর্ষি মরীচির উর্ণানামী পত্নীর গর্ভে ধর্ম্মনিরত ছয়টি মহাবল  
 পুত্র উৎপন্ন হয় । কোন সমর প্রজাপতি ব্রহ্মা কন্দর্পশরে বিমোহিত হইয়া আপন  
 কন্ঠার সহিত রমন করিতে উদ্যত হইলে উহার। তাঁহাকে দেখিয়া উপহাস করে, তাহাতে  
 ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমরা সত্ত্বর অনুরগোনিতে  
 জন্মগ্রহণ কর । রাজন্ ! তদনন্তর সেই ষড়্‌গর্ভ প্রথমে কালনেমির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছিল । দ্বিতীয় জন্মে তাহার। হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইত হয় । এবারে তাহার।  
 পূর্ব্বের শাপতরে জ্ঞানবিচ্যুত হয় নাই ॥ ৮—১১ ॥ এই জন্মে তাহার। শান্ত ও সমাহিত

ব্যাস উবাচ ।

তে তু শ্রদ্ধা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ প্রীতমানসাঃ ।  
ব্রহ্মাণমববুন্ কামং সৰ্বৈৰ্ কার্যার্থতৎপরাঃ ॥ ১৪ ॥  
গৰ্ভা উচুঃ ।

পিতামহাদ্য তুষ্কৌহসি দেহি নো বাঙ্কিতং বরম্ ।  
অবধ্যা দৈবতৈঃ সৰ্বৈর্মানবৈশ্চ মহোরগৈঃ ।  
গন্ধৰ্বসিদ্ধপতিভিৰ্বধো মাতুলং পিতামহ ! ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তানুবাচ ততো ব্রহ্মা সৰ্বমেতদ্বিষ্যতি ।  
গচ্ছন্ত বো মহাভাগাঃ ! সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥  
দত্ত্বা বরং গতৌ ব্রহ্মা মুদিতান্তে তদাভবন্ ।  
হিরণ্যকশিপুঃ ক্রুদ্ধস্তানুবাচ কুরুদ্বহ ! ॥ ১৭ ॥  
যস্মাদ্বিহায় মাং পুত্রাস্তোষিতো বৈ পিতামহঃ ।  
বরেণ প্রার্থিতোহত্যর্থং বলবন্তো যতোহভবন্ ॥ ১৮ ॥

বরেণ হেতুনেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

হইয়া তপস্রা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাতে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বরপ্রদানে সমুদ্যত হইয়া কহিলেন, হে পুত্রগণ ! আমি পূর্বে ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমাদের প্রতি অতিশয় প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বাঙ্কিত বর প্রার্থনা কর ॥ ১২—১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর তাহারা সকলেই ব্রহ্মার বচন শ্রবণে স্বকার্যসাধনার্থে তৎপর হইল এবং প্রীতমনে প্রজাপতিকে কহিল, পিতামহ ! আপনি অদ্য আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইরাছেন এক্ষণে আমাদের বাঙ্কিত বরপ্রদান করুন। হে পিতামহ ! আমরা সমস্ত দেবতা, মানব, মহোরগ, গন্ধৰ্ব ও সিদ্ধপতিগণের অবধ্য হই এই আমাদের প্রার্থনা ॥ ১৪-১৫ ॥

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই সিদ্ধ হইবে। মহাভাগগণ ! তোমরা গমন কর, এই বর সত্য হইবে তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মা এই বর প্রদান করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে স্বধামে প্রতিগমন করিলেন। হিরণ্যকশিপু পুত্রগণ ও অভিশপ্ত বর লাভ করিয়া আনন্দিত হইল। কুরুদ্বহ ! হিরণ্যকশিপু “পুত্রগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের সন্তোষ সাধন করিল” এই ভাবিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিল। তোমরা বরপ্রভাবে অত্যন্ত দর্পিত হইরাছ, বিশেষতঃ তোমরা যখন আমার প্রতি মেহভাব পরিত্যাগ করিলে, তখন আমিও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করি-

যুগ্মাভির্হাপিতঃ স্নেহস্ততো যুগ্মাংস্ত্যজাম্যহম্ ।  
 যুগ্মং ব্রহ্মস্তু পাতালে ষড়্গর্ভা বিক্ৰতা ভুবি ॥ ১৯ ॥  
 পাতালে নিদ্রয়াবিক্ৰান্তিষ্ঠন্তু বহুবৎসরান্ ।  
 ততস্তু দেবকীগর্ভে বর্ষে বর্ষে পুনঃপুনঃ ॥ ২০ ॥  
 পিতা বঃ কালনেমিস্তু তত্র কংসো ভবিষ্যতি ।  
 স এব জাতমাত্রান্ বো বধিষ্যতি স্তদারূপঃ ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং শপ্তাস্তদা তেন গর্ভে জাতাঃ পুনঃ পুনঃ ।  
 জঘান দেবকীপুত্রান্ ষড়্গর্ভাঙ্গাপনোদিতঃ ॥ ২২ ॥  
 শেষাংশঃ সপ্তমস্তত্র দেবকীগর্ভসংস্থিতঃ ।  
 বিস্রংসিতশ্চ গর্ভোহসৌ যোগেন যোগমায়য়া ॥ ২৩ ॥  
 নীতশ্চ রোহিণীগর্ভে কৃত্বা সঙ্কর্ষণং বলাৎ ।  
 পতিতঃ পঞ্চমে মাসি লোকে খ্যাতিং গতস্তদা ॥ ২৪ ॥

যুগ্মাভির্হাপিত ইতি । যতো যুগ্মাভির্ময়ি স্নেহো হাপিতস্ত্যক্তো মহাদারাদনং বিভায়া  
 মচ্ছত্রোবু ক্রণো মহাদারাদনং কুর্ক্বেতি স্ততো যুগ্মান্ শত্রুভূতাংস্ত্যজাম্যত্যর্থঃ । যুগ্মা ১ ।  
 পাতালে ব্রহ্মস্তুত্যেকঃ শাপঃ । ভুবি ষড়্গর্ভা ভবতেতি বিতায়ঃ ॥ ১৯ ॥

পূর্ক্বেতি ব ব্যাখ্যানং পাতালে ইতি । ভুবি কৃত্বা গর্ভে জন্মেতি চেত্তদাহ তত্বেতি ॥ ২০ ॥  
 পিতা ব ইতি । প্রাগ্জন্ম ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

জঘানেতি । ব্রহ্মণা দত্তমবধ্যৎ তু হিরণ্যকশিপুশাপোত্তরং নন্দরূপেণ দেবামবস্থান-  
 রূপং পুরাণাস্তরেবু ক্তমিতি বোধ্যম্ ॥ ২২—২৩ ॥

পতিত ইতি গর্ভ ইতি শেষঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

লাম । এক্ষণে তোমরা পাতালে গমন কর, তোমরা ভূমিতলে ষড়্গর্ভ নামে বিখ্যাত  
 হইবে ॥ ১৭—১৯ ॥ আপাতত তোমরা পাতালে গিয়া নিরন্তর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া  
 বহু সংবৎসর কাল অবস্থিতি করিতে থাক । তদনন্তর তোমরা যে সময়ে দেবকীর গর্ভে  
 বর্ষে বর্ষে জন্মগ্রহণ করিবে, সেই সময়ে তোমাদের পূর্ক্বে পিতা কালনেমি কংসরূপে প্রাক্-  
 ত্ত হইবে । সেই নৃশংসচেতা কংস তোমাদিগকে জাতমাত্রাই বিনষ্ট করিবে ॥ ২০—২১ ॥

ব্যাসবলিলেন, তাহারা এইরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ  
 করিল এবং কংসও সেই শাপপ্রণোদিত হইয়া দেবকীর গর্ভোৎপন্ন পুত্রগণকে ভূমিষ্ঠ-  
 মাত্রাই বিনাশ করিল ॥ ২২ ॥ দেবকীর সপ্তম গর্ভে অনন্তের আবির্ভাব হয় । যোগমায়া  
 যোগবলে ঐ গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপিত করেন । ফলতঃ তৎকালে  
 দেবকীর গর্ভ পঞ্চম মাসে পতিত হইল, ইহাই লোকে প্রচারিত হইল ॥ ২৩—২৪ ॥



কংসোহপি জ্ঞাতবাংস্তত্র দেবকীগর্ভপাতনম্ ।

মুদং প্রাপ স ছুষ্টায়া শ্রুত্বা বার্তাং সুখাবহাম্ ॥ ২৫ ॥

অষ্টমে দেবকীগর্ভে ভগবান্ সাহিত্যাম্পতিঃ ।

উবাস দেবকার্যার্থং ভাৰাবতরণায় চ ॥ ২৬ ॥

রাজোবাচ ।

বসুদেবঃ কশ্যপাংশঃ শেষাংশশ্চ তদাভবৎ ।

হরেরংশস্তথা প্রোক্তো ভবতা মুনিসত্তম ! ॥ ২৭ ॥

অন্তে চ যেহংশা দেবানাং তত্র জাতাস্তু তান্ বদ ।

ভাৰাবতরণার্থং বৈ ক্রিতেঃ প্রার্থনয়ানঘ ! ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সুরাণামসুরাণাঞ্চ যে যেহংশা ভূবি বিক্রতাঃ ।

তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ শৃণু তান্ ॥ ২৯ ॥

বসুদেবঃ কশ্যপাংশো দেবকী চ তথা দিতিঃ ।

বলদেবস্তনস্তাংশো বর্তমানেষু তেষু চ ॥ ৩০ ॥

যোহসৌ ধর্ম্মসুতঃ শ্রীমান্ নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ ।

তস্তাংশো বাসুদেবস্ত বিদ্যামানে যুনৌ তদা ॥ ৩১ ॥

বিষ্ণুশেষকশ্যপাবতারান্ রাজা শ্রুত্বা অন্তদেবাংশাবতারবুৎসয়া পৃচ্ছতি অন্তে চ যেহংশা দেবানামিতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

কংসও জানিতে পারিল যে, দেবকীর গর্ভপাত হইয়াছে ; এই সুখাবহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সেই ছুষ্টায়া সস্তোষের সীমা রহিল না ॥ ২৫ ॥ পরন্তু এদিকে ভক্তজনপ্রতিপালক ভগবান্ও ঐ সময় দেবগণের কার্যসাধন ও ভূভাৰাবতরণ নিমিত্ত দেবকীর অষ্টম গর্ভে বাস করিলেন ॥ ২৬ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর ! আপনি কেবল কশ্যপের অংশ বসুদেব এবং পৃথিবীর প্রার্থনাভাসারে ভাৰাবতারগর্ভ ভগবান্ হরির ও অনন্তদেবের অংশাবতারের কথাই কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ; কিন্তু অপরাপর কোন অংশাবতারের বিষয় বর্ণনা করেন নাই ; অতএব, এক্ষণে অত্যাশ্রিত দেবগণ যিনি যে রূপে নিজ নিজ অংশে আসিয়া পৃথিবীতে উৎসার হইয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় কীৰ্ত্তন করুন ॥ ২৭—২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুর এবং অসুরগণের যে সমস্ত অংশ পৃথিবীতে যে নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, আমি তদ্বিবরণ সংক্ষেপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ বসুদেব কশ্যপের অংশ, দেবকী অদিতির, বলদেব অনন্তের অংশ, যিনি ধর্ম্মের পুত্র এবং শ্রীমান্ নারায়ণ ঋষি বলিয়া বিখ্যাত,

নরস্তানুজো যন্ত তস্যাংশোহর্জুন এব চ ॥ ৩২ ॥  
 যুধিষ্ঠিরস্ত ধর্ম্যাংশো বায়ুশো ভীম ইতু্যত ।  
 অশ্বিন্যংশো ততঃ প্রোক্তো মাদ্রীপুত্রো মহাবলো ॥ ৩৩ ॥  
 সূর্যাংশঃ কর্ণ আখ্যাতো ধর্ম্যাংশো বিহুরঃ স্মৃতঃ ।  
 দ্রোণো বৃহস্পতেরংশস্তৎসুতস্ত শিবাংশজঃ ॥ ৩৪ ॥  
 সমুদ্রঃ শন্তনুঃ প্রোক্তো গঙ্গা ভার্যা মতা বুধৈঃ ।  
 দেবকস্ত সমাখ্যাতো গন্ধর্বপতিরাগমে ॥ ৩৫ ॥  
 বসুভীষ্মো বিরাটস্ত মরুদগণ ইতি স্মৃতঃ ।  
 অরিষ্টস্ত স্মৃতো হংসো ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 মরুদগণঃ কৃপঃ প্রোক্তঃ কৃতবর্মা তথাপরঃ ।  
 দুর্যোধনঃ কলেরংশঃ শকুনিং বিদ্ধি দ্বাপরম্ ॥ ৩৭ ॥  
 সোমপুত্রঃ স্তবর্চাখ্যঃ সোমপ্ররুদাহতঃ ।  
 পাবকাংশো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী রাক্ষসস্তথা ॥ ৩৮ ॥  
 সনৎকুমারস্তাংশস্ত প্রদ্যুম্নঃ পরিকীর্তিতঃ ।  
 দ্রুপদো বরুণস্তাংশো দ্রৌপদী চ রমাংশজা ॥ ৩৯ ॥

তৎস্মৃতোহশ্বখামা ॥ ৩৪ ॥

আগমে পুরাণশাস্ত্রেষু গন্ধর্বপতিরাখ্যাত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

হংসনামা অরিষ্টস্ত অরিষ্টেনেমিদৈত্যস্ত স্মৃতঃ পুত্রো ধৃতরাষ্ট্র ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তথাপর ইতি । মরুদগণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

সোমপ্ররুদাদবঃ ॥ ৩৮—৪৩ ॥

তিনি অদ্যাপি পূর্বে শরীরে বিদ্যমান থাকিলেও বায়ুদেব কৃষ্ণ তাঁহারই অংশ ; যিনি নারায়ণের অনুজ নর নামে বিখ্যাত, অর্জুন তাঁহার অংশ ॥ ৩০—৩২ ॥ এইরূপে ধর্মের অংশ যুধিষ্ঠির ; বায়ুর অংশ ভীমসেন ; মহাবল মাদ্রীপুত্রযুগল অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের অংশ ॥ ৩৩ ॥ কুন্তীগর্ভজাত মহাবীর কর্ণ দিনপতি সূর্য্যদেবের অংশ এবং পরমতত্ত্ব মহাশয় বিহুরকে সাক্ষাৎ ধর্মরাজ যমের অবতার বলিয়া জানিবে । কুরুপাণ্ডবাচার্য্য দ্রোণ মহাশয় বৃহস্পতির অংশ ; তাঁহার পুত্র অশ্বখামা রুদ্রদেবের অংশ ॥ ৩৪ ॥ সমুদ্রের অংশ শন্তনু ; তাঁহার ভার্যা মানবরূপধারিণী গঙ্গা । পুরাণে কথিত আছে যে, দেবক নৃপতি গন্ধর্বপতির অংশ ॥ ৩৫ ॥ কৌরব-পিতামহ শুরাগ্রগণ্য ভীষ্মদেব সাক্ষাৎ বসুর অবতার, যন্তপতি বিরাট মরুদগণের অংশ ; দৈত্য অরিষ্টেনেমিপুত্র হংসের অংশে ধৃতরাষ্ট্র সমুৎপন্ন হন ; কৃপ ও কৃতবর্মা মরুদগণের অংশ ; দুর্যোধন কলির ও শকুনি দ্বাপরযুগের অংশ ; সোমপুত্র

দ্রৌপদীতনয়াঃ পঞ্চ বিশ্বদেবাংশজাঃ স্মৃতাঃ ।  
 কুন্তিঃ সিদ্ধিধৃতিশ্রাদ্রী মতিগাক্ষাররাজজা ॥ ৪০ ॥  
 কৃষ্ণপদ্মাসুতা সৰ্ব্বা দেববারাঙ্গনাঃ স্মৃতাঃ ।  
 রাজানশ্চ তথা সৰ্ব্বৈঃ সুরাঃ শক্রপ্রণোদিতাঃ ॥ ৪১ ॥  
 হিরণ্যকশিপোরংশঃ শিশুপাল উদাহৃতঃ ।  
 বিপ্রচিতির্জরাসন্ধঃ শল্যঃ প্রহ্লাদ ইত্যপি ॥ ৪২ ॥  
 কালনেমিসুতা কংসঃ কেশী হরশিরাসুতা ।  
 অরিষ্টো বলিপুত্রস্ত ককুদ্মী গোকূলে হতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 অনুহ্লাদো ধৃষ্টকেতুর্ভগদত্তোহথ বাঙ্কলঃ ।  
 লম্বঃ প্রলম্বঃ সঞ্জাতঃ খরোহসৌ ধেনুকোহভবৎ ॥ ৪৪ ॥  
 বারাহশ্চ কিশোরশ্চ দৈত্যৌ পরমদারুণৌ ।  
 মল্লৌ তাবেব সঞ্জাতৌ খ্যাতৌ চানুরমুষ্টিকৌ ॥ ৪৫ ॥  
 দিতিপুত্রস্তথারিষ্টো গজঃ কুবলয়াভিধঃ ।  
 বলিপুত্রী বকী খ্যাতা বকস্তদনুজঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬ ॥  
 যমো রুদ্রসুতা কামঃ ক্রোধশ্চৈব চতুর্থকঃ ।  
 তেষামংশৈস্ত সঞ্জাতৌ দ্রোণপুত্রৌ মহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুহ্লাদো দৈত্যঃ । লম্বো দৈত্যঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

দ্রোণপুত্র ইতি । ন কেবলং পূর্বমুক্তং শিবাংশজ এবমিতি মন্তব্যং কিন্তু চতুর্গাময়মংশ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

সুবর্চাধ্য সোমপ্রক নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি ও শিখণ্ডী রাক্ষসের অংশ ;  
 প্রহ্লাদ সনৎকুমারের অংশ ; ক্রপদ রাজা বক্রণের অংশ ; দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশ ; দ্রৌপ-  
 দীর পঞ্চ পুত্র বিশ্ব-দেবগণের অংশ ; কুন্তী সিদ্ধিকপিনী ; মাদ্রী ধৃতিরূপিনী ; গাক্ষারী  
 মতিরূপিনী ; কৃষ্ণপদ্মীগণ স্বর্গবারাঙ্গনা ; এইরূপে সমস্ত সুরগণ ইন্দ্রপ্রেরিত হইয়া স্বায়  
 অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৩৬—৪১ ॥ অসুরদ্বয়ে স্বয়ং হিরণ্যকশিপু শিশুপালরূপে  
 অবতীর্ণ হইয়াছিল ; ঐরূপ জরাসন্ধ বিপ্রচিতির, শল্য প্রহ্লাদের, কংস কালনেমির ও  
 কেশী হরশিরার অংশে সমুদ্ভূত । অরিষ্ট নামক গোকপধারী যে অসুর গোকূলে কৃষ্ণ  
 করে নিহত হয়, সে বলির পুত্র ॥ ৪২—৪৩ ॥ ধৃষ্টকেতু অনুহ্লাদের, ভগদত্ত বাঙ্কলের, প্রলম্ব  
 লম্বের, ধেনুক খরের অংশে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ বারাহ ও কিশোর নামে যে পরম  
 দারুণ দৈত্যদ্বয় ছিল, চানুর ও মুষ্টিক নামে মল্লদ্বয় ঐ উভয়ের অংশে সমুৎপন্ন ॥ ৪৫ ॥  
 কুবলয় নামক কংসমাতঙ্গ, অরিষ্ট নামক দিতিপুত্রের অংশোৎপন্ন । বকী বলির কন্যা, বক



অংশাবতরণে পূৰ্ব্বং দৈতেয়া রাক্ষসাস্তথা ।  
 জাতাঃ সৰ্ব্বৈহস্মরাংশান্তে ক্রিতিভারাবতারণে ॥ ৪৮ ॥  
 এতেষাং কথিতং রাজস্মংশাবতরণং নৃপ ! ।  
 স্মরাণাং চাস্মরাণাঞ্চ পুরাণেষু প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 যদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রার্থনার্থং হরিং গতাঃ ।  
 হরিণা চ তদা দন্তৌ কেশৌ খলু সিতাসিতৌ ॥ ৫০ ॥  
 শ্যামবৰ্ণস্ততঃ কৃষ্ণঃ শ্বেতঃ সংকৰ্ষণস্তথা ।  
 ভারাবতরণার্থং তৌ জাতৌ দেবাংশসম্ভবৌ ॥ ৫১ ॥  
 অংশাবতরণং চৈতচ্ছৃণোতি ভক্তিভাবতঃ ।  
 সৰ্ব্বপাপবিনিমুক্তো মোদতে স্বজনৈর্নৃতঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 অংশাবতারবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সিতাসিতাবিতি । তথাচ কৃষ্ণঃ পূৰ্ব্বোক্তরীত্যা নারায়ণস্তাসিতকেশস্ত চাবতাবঃ  
 বলরামস্ত শেষস্ত সিতকেশস্ত চাবতারঃ অৰ্জুনস্ত নরশ্চৈব ॥ ৫০—৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তাহার অমুজ । জ্যোৎস্না মহাবল অশ্বখামা যদিচ কেবল ক্রদ্রাংশ বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু  
 বাস্তবিক যম, ক্রদ্র, কাম ও ক্রোধ এই চারিটীর অংশেও উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥  
 পৃথিবীর ভারাবতরণের নিমিত্ত অংশাবতারে যে যে দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হইয়া-  
 ছিল তাহারা সকলেই অস্মরগণের অংশ । হে নৃপ ! পুরাণে স্মর ও অস্মরগণের অংশাবতার  
 যেরূপে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় বর্ণন করিলাম ॥ ৪৮—৪৯ ॥  
 ব্রহ্মাদি দেবগণ যখন প্রার্থনার উদ্দেশে বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন  
 হরি তাঁহাদিগকে একগাছি শ্বেতবর্ণ ও একগাছি কৃষ্ণবর্ণ এই দুই গাছি কেশ প্রদান  
 করিয়াছিলেন ; সেই শ্যামবর্ণ কেশ হইতে কৃষ্ণের এবং শুভ্রবর্ণ কেশ হইতে সঙ্কৰ্ষণ  
 বলদেবের উৎপত্তি হয়, তাহারা ভূমির ভার হরণার্থ উভয়েই বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছিলেন ॥ ৫০—৫১ ॥ যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই অংশাবতার কথা শ্রবণ করে, সেই  
 ব্যক্তি সৰ্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া স্বজনগণের সহিত প্রমোদে কালহরণ করিতে  
 সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ  
 শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে অংশাবতারবর্ণন  
 নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

হতেষু ষট্শু পুত্রেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা ।  
সপ্তমে পতিতে গর্ভে বচনান্নারদস্ত চ ॥ ১ ॥  
অষ্টমস্ত চ গর্ভস্ত রক্ষণার্থমতদ্বিতঃ ।  
প্রযত্নমকরোদ্ভাজা মরণং স্বং বিচিস্তয়ন্ ॥ ২ ॥  
সময়ে দেবকীগর্ভে প্রবেশমকরোদ্ধরিঃ ।  
অংশেন বসুদেবে তু সমাগত্য যথাক্রমম্ ॥ ৩ ॥  
তদৈব যোগমায়া চ যশোদায়াং যথেষ্টয়া ।  
প্রবেশমকরোদ্দেবী দেবকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥  
রোহিণ্যাস্তনয়ো রামো গোকূলে সমজায়ত ।  
যতঃ কংসভয়োদ্বিগ্না সংস্থিতা সা চ কামিনী ॥ ৫ ॥  
কারাগারে ততঃ কংসো দেবকীং দেবসংস্কৃতাম্ ।  
স্থাপয়ামাস রক্ষার্থং সেবকান্ সমকল্পয়ৎ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈর্দ্বিপকাশংপদৈর্জ্ঞাননিরূপণম্ ।

বাসুদেবস্ত তমীলাঃ কীর্তন্তে চ ততঃ পরম্ ॥

হতেষু ষট্শুপুত্রিতি । ঔগ্রসেনিনা কংসেন । সপ্তমে চ গর্ভে পতিতে সতি ॥ ১ ॥  
নারদস্ত বচনান্নারণং স্বং বিচিস্তয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥  
সময় ইতি । অবতারকালপ্রাপ্তিসময় ইত্যর্থঃ । অংশেন বসুদেবে ভক্তিতারদ্বারাগত্য  
ভদনস্তরং যথাক্রমং বীৰ্য্যদ্বারা দেবকীগর্ভে প্রবেশমকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥  
যথেষ্টয়া যথেষ্টয়া নতু পরেষ্টয়েত্যর্থঃ । তস্তা ভগবত্যাঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৪—৫ ॥  
রক্ষার্থং তস্তা ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

বাস বলিলেন, ঔগ্রসেননয়ন কংস দেবকীর ছয়টি পুত্রকে এইরূপে বিনাশ করিলে এবং  
সপ্তম গর্ভ পতিত হইলে পর যখন অষ্টম গর্ভের সঞ্চার হইল, তখন কংস নারদের বাক্যানু-  
সারে আপমার মরণ চিন্তা করিয়া অতদ্বিতভাবে সেই গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত  
যত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ১—২ ॥ এদিকে সেই সময় ভগবান্ হরি, অংশদ্বারা প্রথমভূঃ বসুদেব-  
দেহ আশ্রয় করিয়া যথাক্রমে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥ ঐ সময়েই দেবী যোগমায়া  
দেবগণের কার্য্য সাধন জন্য আপন ইচ্ছায় যশোদার গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥ বসুদেবের  
রোহিণী নামী কামিনী কংসভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া নন্দগোকূলে বাস করিতেছিলেন, অনন্তর  
অংশ বলরাম তাঁহার পুত্র হইয়া সেই স্থলেই জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৫ ॥ তদনন্তর কংস,

বহুদেবস্তু কামিন্যাঃ প্রেমতন্তুনিয়ন্ত্রিতঃ ।

পুত্রোৎপত্তিঞ্চ সন্ধিস্ত্য প্রবিষ্টেঃ সহ ভার্য্যা ॥ ৭ ॥

দেবকীগর্ভগো বিষ্ণুর্দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।

সংস্তুতোহমরসজৈশ্চ ব্যবর্জিত যথাক্রমম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জাতে দশমে তত্র মাসেহথ শ্রাবণে শুভে ।

প্রাজাপত্যক্ সংযুক্তে কৃষ্ণপক্ষেহষ্টমীদিনে ॥ ৯ ॥

কংসস্তু দানবান্ সর্কানুবাচ ভয়বিহ্বলঃ ।

রক্ষণীয়া ভবন্তিচ দেবকী গর্ভমন্দিরে ॥ ১০ ॥

অষ্টমো দেবকীগর্ভঃ শত্রুর্নো প্রভবিষ্যতি ।

রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মৃত্যুরূপঃ স বালকঃ ॥ ১১ ॥

হত্নেনং বালকং দৈত্যাঃ সুখং স্বপ্ন্যামি মন্দিরে ।

নিবৃত্তিবর্জিতো দুঃখে নানিতে চাক্ষুর্মে স্মৃতে ॥ ১২ ॥

খড়্গপ্রাসধরাঃ সর্কৈ তিষ্ঠন্তু ধৃতকার্য্যকাঃ ।

নিজ্রাতস্ত্রাবিহীনাশ্চ সর্বত্র নিহিতেক্ষণাঃ ॥ ১৩ ॥

পুত্রোৎপত্তিঞ্চ সন্ধিস্ত্যতি । কামিন্যাঃ প্রেমতন্তুনিয়ন্ত্রিতো বন্ধঃ । স্বস্ত পুত্রোৎপত্তিঃ  
সন্ধিস্ত্য স্বস্ত পুত্রোৎপত্তার্থঃ ভার্য্যা সহ কারাভাস্তরে প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥

প্রাজাপত্যক্ রোহিণীনক্ষত্রম্ ॥ ৯ ॥

অষ্টমীদিনে তস্তাশ্চেষ্টয়া প্রসবকালমালক্ষ্য দানবান্ কংস উবাচেত্যাহ কংসব্রিতি ॥ ১০—১১ ॥

দেবপূজ্য। দেবকীরে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রক্ষণার্থ সেবক সকল নিযুক্ত করিয়া  
দিলেন ॥ ৬ ॥ বহুদেব আপন প্রিয়তমা কামিনীর প্রেমমত্তে আবদ্ধ হইয়া এবং আপনার  
পুত্রোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া ভার্য্যা দেবকীর সহিত কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৭ ॥  
এদিকে, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবকীর গর্ভাগারে প্রবিষ্ট দেবদেব বিষ্ণু দেবগণ  
কর্তৃক নিরন্তর সংস্তুত হইয়া যথানিয়মে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ পরে, যখন দেবকী-  
গর্ভের দশম মাস পূর্ণ হইল, তখন সেই অগ্নয়জলজনক শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রোহিণী-  
নক্ষত্রসম্বিত অষ্টমী তিথির দিনে কংসরাজ অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইয়া অমুচর দানবগণকে  
কহিলেন, তোমরা সকলে কারাগৃহের অভ্যন্তরস্থিত দেবকীকে যত্র পূর্বক রক্ষা  
কর ॥ ৯—১০ ॥ দেবকীর এই অষ্টম গর্ভই আমার পরম শত্রু হইবে; অতএব, আমার  
সেই মৃত্যুরূপ বালককে যত্র পূর্বক রক্ষা করিবে; অর্থাৎ বহুদেব বা দেবকী যেন কোন  
প্রকারে সেই বালককে হানাস্তরিত করিতে না পারে। দৈত্যগণ! আমার সন্তত উদ্বেগ-  
কর ও অশেষ দুঃখদায়ক দেবকীর অষ্টম পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিলেই আমি নির্কিয়ে  
করিয়া নিজ্রাত তত্র পরিত্যাগ পূর্বক সকল দিকেই চক্ষু রাখিয়া অবস্থিতি কর ॥ ১৩ ॥



ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাदिश्यामुरगणान् कृशोहतिभयविह्वलः ।

মন্দিরং স্বং জগামাশু ন লেভে দানবঃ স্তম্ভম্ ॥ ১৪ ॥

নিশীথে দেবকী তত্র বহুদেবমুবাচ হ ।

কিং করোমি মহারাজ ! প্রসবাবসরো মম ॥ ১৫ ॥

বহবো রক্ষপালাশ্চ তিষ্ঠন্ত্যত্র ভয়ানকাঃ ।

নন্দপত্ন্যা ময়া সাক্ষিং কৃতোহস্তি সময়ঃ পুরা ॥ ১৬ ॥

প্রেমণীয়স্তয়া পুত্রো মন্দিরে মম মানিনি ! ।

পালয়িষ্যাম্যহং তত্র তবার্ত্তিমনসঃ কিল ॥ ১৭ ॥

অপত্যং তে প্রদাশ্যামি কংসস্ত প্রত্যয়ায় বৈ ।

কিংকর্তব্যং প্রভো ! চাদ্য বিষমে সমুপস্থিতে\* ॥ ১৮ ॥

ব্যত্যয়ং সমুত্তেঃ শৌরে ! কথং কৰ্ত্তুং ক্রমো ভবেঃ ।

দূরে তিষ্ঠন্ত কাস্তাদ্য লজ্জা মেহদ্য দূরত্যা ।

পরারূঢ়্য মুখং স্বামিন্মন্যথা কিং করোম্যহম্ ॥ ১৯ ॥

অষ্টমে সূত্রে ইতি । কথমুত্তে সূত্রে হুঃধরূপে ইত্যর্থঃ । কথমুত্তে হুঃধে নিবৃত্তিবর্জিতে অতিশয়িতহুঃধরূপে ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর সতত চিন্তাক্লেশ কংসরাজ অনুরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া তরবিহ্বলচিত্তে সত্বরই নিজ মন্দিরে গমন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই মনে স্তম্ভলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥ এখানে, দেবকী সেই কারাগারে নিশীথ সময়ে বহুদেবকে কহিলেন, মহারাজ ! আমার প্রসবকাল উপস্থিত, এখানে বহুতর ভয়ঙ্কর রক্ষপাল নিযুক্ত রহিয়াছে, এখন আমি কি করিব ? পূর্বে নন্দপত্নী যশোদা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া এইরূপ কহিয়াছিলেন, মানিনি ! তোমার চিত্ত শোকতাপে অর্জরিত হইয়াছে ; অতএব, তুমি আমার আলয়ে নিজপুত্রটিকে প্রেরণ করিবে, আমি সর্বাঙ্গতঃ করণে তাহার লালন পালন করিব, বিশেষতঃ কংসের প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমিও তোমাকে একটি অপত্য প্রদান করিব । হে নাথ ! এক্ষণে বিষম শকট কাল উপস্থিত, এ সময় কৰ্ত্তব্য কি বলুন ॥ ১৫—১৮ ॥ ফলত একরূপ স্থলে আপনি কি করিয়াই বা অপত্যের পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইবেন ? বাহা হউক হে নাথ ! এক্ষণে আমার হৃৎপরিহার্য লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি মুখ ফিরাইয়া অবস্থিতি করুন, নচেৎ আমি কি করিব ? আর অন্য উপায় নাই ॥ ১৯ ॥

ইতু্যক্তা তং মহাভাগং দেবকী দেবসংমতম্ ।  
 বালকং স্মুবে তত্র নিশীথে পরমাদ্বুতম্ ॥ ২০ ॥  
 তং দৃষ্টা বিস্ময়ং প্রাপ দেবকী বালকং শুভম্ ।  
 পতিং প্রাহ মহাভাগা হর্ষোৎফুল্লকলেবরা ॥ ২১ ॥  
 পশ্য পুত্রমুখং কাস্ত ! দুর্লভং হি তব প্রভো ! ।  
 অদ্যৈনং কালরূপোহসৌ ঘাতয়িষ্যতি ভ্রাতৃজঃ ॥ ২২ ॥  
 বসুদেবস্তথেষ্টু্যক্তা তমাদায় করে স্মৃতম্ ।  
 অপশ্যচ্চাননং তস্মৈ স্মৃতস্তাদ্বুতকর্মণঃ ॥ ২৩ ॥  
 বীক্ষ্য পুত্রমুখং শৌরিশ্চিস্তাবিক্ষৌ বভূব হ ।  
 কিং করোমি কথং ন স্মাদুঃখমস্মৈ কৃতে মম ॥ ২৪ ॥  
 এবং চিস্তাতুরে তস্মিন্ বাণ্ডবাচাশরীরিণী ।  
 বসুদেবং সমাভাষ্য গগনে বিশদাক্ষরা ॥ ২৫ ॥  
 বসুদেব ! গৃহীত্বৈনং গোকুলং নয় সত্বরঃ ।  
 রক্ষপালান্তথা সর্বৈ ময়া নিদ্রাবিমোহিতাঃ ॥ ২৬ ॥  
 বিবৃতানি কৃতান্যষ্ট কপাটানি চ শৃঙ্খলাঃ ।  
 মুক্তৈনং নন্দগেহে ত্বং যোগমায়াং সমানয় ॥ ২৭ ॥

সন্ততেক্যাত্যয়ং ব্যাত্যাসং কথং কর্তুং ক্রমো ভবেৎকমিতি শেষঃ । শৌরে ইতি সন্দো-  
 ধনম্ । হে স্বামিন্ মুখং পরাবৃত্ত্য দূরে তিষ্ঠেতাশ্বরঃ ॥ ১৯—২৮ ॥

দেবকী, দেবপুজিত মহাভাগ বসুদেবকে এই বলিয়া নিশীথ সময়ে সেই কারাগার  
 মধ্যেই অদ্বুত এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন ॥ ২০ ॥ সেই শোভনদর্শন বালককে  
 অবলোকন করিয়া মহাভাগা দেবকী বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং প্রফুল্লিতকলেবরে পতিকে  
 কহিলেন । নাথ ! তোমার সুদুর্লভ পুত্রের মুখ অবলোকন কর ; হায় ! আমার পিতার  
 ভ্রাতৃপুত্র কালরূপ কংস অদ্যই আমার এই শিশু সন্তানটিকে বিনাশ করিবে ॥ ২১—২২ ॥  
 বসুদেব, “কংসত তাহাঁই করিবে” এই বলিয়া পুত্রটিকে করে গ্রহণ পূর্বক, সেই অদ্বুতকর্মা  
 বালকের মুখকমল অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ বসুদেব পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া  
 মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি করি, কি করিলে আমাকে এই পুত্র বিনাশ  
 জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না ? ॥ ২৪ ॥ বসুদেব এইরূপ চিন্তাতুর হইয়াছেন এমন  
 সময়ে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া গগনপ্রদেশে স্পষ্টাক্ষরে আকাশবাণী হইল, “বসুদেব !  
 তুমি সত্বর এই বালককে গ্রহণ করিয়া গোকুলে গমন কর । রক্ষপাল সকলকে আমি মায়া-  
 নিদ্রায় মৌহিত করিয়াছি, দৃঢ় অষ্ট কপাট বিমুক্ত করিয়া রাখিয়াছি । তুমি শৃঙ্খল মোচন

শ্রুত্বৈবং বসুদেবস্তু তস্মিন্ কারাগৃহে গতঃ ।  
 বিরতং দ্বারমালোক্য বভূব তরসা নৃপ ! ॥ ২৮ ॥  
 তমাদায় যযাবাশু দ্বারপালৈরলঙ্কিতঃ ।  
 কালিন্দীতটমাসাদ্য পূরং দৃষ্ট্বা স্থনিশ্চিতম্ ॥ ২৯ ॥  
 তদৈব কটিদগ্নী সা বভূবাশু সরিষরা ।  
 যোগমায়াপ্রভাবেণ ততারানকদুন্দুভিঃ ॥ ৩০ ॥  
 গত্বা তু গোকুলং শৌরির্নিশীথে নির্জনে পথি ।  
 নন্দদ্বারে স্থিতঃ পশুন্ বিভূতিং পশুসংজ্ঞিতাম্ ॥ ৩১ ॥  
 তদৈব তত্র সংজাতা যশোদা গর্ভসম্ভবা ।  
 যোগমায়াংশজা দেবী ত্রিগুণা দিব্যরূপিণী ॥ ৩২ ॥  
 জাতাং তাং বালিকাং দিব্যাং গৃহীত্বা করপঙ্কজে ।  
 তত্রাগত্য দদৌ দেবী সৈরক্ষীরূপধারিণী ॥ ৩৩ ॥

তমাদায় যযাবাশু ইতি । নহু “জাতং জাতং স্মৃতং ভূতং ন দাস্তামি যদি প্রভো ।  
 কুন্তীপাকে তদা ঘোরে পতন্তু মম পূর্বজাঃ ॥” ইতি বসুদেবেন প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ স্বসত্যতা-  
 পালনার্থং কংসায় পুত্রঃ কথং ন দত্ত ইতি চেন্ন স্বসত্যত্বপালনাপেক্ষয়া সত্যসঙ্কল্পত্বাকাশ-  
 বাণীরূপেণ বদতো ভগবতো বচনপালনস্তাত্ত্বাহিতত্বাৎ পিতৃণামুদ্বারং তু ভগবান্  
 করিষ্যতীত্যশয়াৎ ॥ ২৯ ॥

কটিদগ্নী কটিপ্রমাণা । প্রমাণে দ্বয়সজ্জিতিদ্বয়চ্চপ্রত্যয়ঃ ॥ ৩০ ॥

পশুসংজ্ঞিতাং গবাং বিভূতিমিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

তত্রাগত্যোতি । দেবকার্যার্থং সর্কেষ্বরী দেবী সৈরক্ষীরূপধারিণী সতী তাং বালিকাং  
 জাতাং করপঙ্কজে গৃহীত্বা তত্র বসুদেবসমীপ আগত্য বসুদেবায় দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

করিয়া এই পুত্রকে নন্দগৃহে রাখিয়া তথা হইতে যোগমায়াকে আমন্ত্রণ কর ॥” ২৫—২৭ ॥  
 সেই কারাগৃহে অবস্থিত বসুদেব এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, দ্বারদেশে দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ পূর্বক  
 দেখিলেন যে, দ্বার বিরত রহিয়াছে । রাজেন্দ্র ! তখন তিনি সম্বরণ সেই পুত্রটিকে গ্রহণ  
 পূর্বক দ্বারপাল সকলের অলঙ্কিতভাবে বহির্গত হইলেন, এবং যমুনাতটে গমন করিয়া,  
 কলিন্দকন্ডা তীরে প্রবাহে বহিয়া যাইতেছেন ইহা দেখিয়া চিন্তাতুর হইলেন ॥ ২৮—২৯ ॥  
 কিন্তু, সেই সরিষরা যমুনা তৎক্ষণাৎ কটিদেশপ্রমাণা হইলেন । তখন বসুদেব, যোগমায়ার  
 প্রভাবে যমুনা পার হইয়া নির্জন পথ দিয়া গমন পূর্বক নিশীথ সময়ে গোকুলে উপস্থিত  
 হইলেন এবং নন্দের দ্বারে অবস্থিত হইয়া তাঁহার গৌরবহিষাদি ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৩০—৩১ ॥ সেই সময়েই সেই স্থানে ত্রিগুণাস্বিকা, দিব্যরূপিণী মহাদেবী যোগমায়া  
 স্বীয় অংশে যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৩২ ॥ তখন মহাদেবী যোগমায়া সৈরক্ষীর  
 রূপ ধারণ করিয়া সেই দিব্যরূপিণী বালিকাকে করকমলে গ্রহণ পূর্বক সেই স্থানে আগমন



বসুদেবঃ সূতং দত্ত্বা সৈরক্ষীকরপঙ্কজে ।

তামাদায় যযৌ শীঘ্রং বালিকাং মুদিতাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

কারাগারে ততো গত্ত্বা দেবক্যাঃ শয়নে সূতাম্ ।

নিক্শিপ্য সংস্থিতঃ পার্শ্বে চিন্তাবিষ্টো ভয়াতুরঃ ॥ ৩৫ ॥

রুরোদ সূস্বরং কন্যা তদৈবাগতসংজ্ঞকাঃ ।

উভস্থুঃ সেবকা রাজঃ শ্রুত্বা তদ্রুদিতং নিশি ॥ ৩৬ ॥

তমুচুভূপতিং গত্ত্বা হরিতান্তেহতিবিহ্বলাঃ ।

দেবক্যাশ্চ সূতো জাতঃ শীঘ্রমেহি মহামতে ! ॥ ৩৭ ॥

তদাকর্ণ্য বচস্তেষাং শীঘ্রং ভোজপতির্যযৌ ।

প্রাবৃতং দ্বারমালোক্য বসুদেবমথাহ্বয়ৎ ॥ ৩৮ ॥

কংস উবাচ ।

সূতমানয় দেবক্যা বসুদেব ! মহামতে ! ।

মৃত্যুর্মে চাক্ষমো গর্ভস্তং নিহন্তি রিপুং হরিম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা কংসবচঃ শৌরির্ভয়ত্রস্তবিলোচনঃ ।

তামাদায় সূতাং পাণৌ দদৌ চাপ্ত রুদম্ভিব ॥ ৪০ ॥

বসুদেব ইতি । বসুদেবোহপি সূতং সৈরক্ষীকরপঙ্কজে দত্ত্বা তাং বালিকামাদায় যযাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪—৪০ ॥

করিয়া বসুদেবভক্তে অর্পণ করিলেন । বসুদেবও পুত্রটিকে দেবীর করপঙ্কজে অর্পণ পূর্বক বালিকাটিকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর, কারাগারে গমন করিয়া দেবকীর শয্যায় সেই বালিকারে স্থাপন পূর্বক ভয়াতুর ও চিন্তাবিষ্ট হইয়া দেবকীর পার্শ্বদেশে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৩৫ ॥ পরন্তু শয়ন করাইবামাত্র সেই কন্যা সূস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল ; তখন রাজার রক্তকগণ জাগরিত হইল এবং সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ পূর্বক ভয়ে অতিশয় বিহ্বল হইয়া সত্বর গমনে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ ! শীঘ্র আসুন দেবকীর পুত্র জন্মিয়াছে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ ভোজনপতি, তাহাদের 'সেই' বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমন করিলেন এবং দ্বার বিবৃত রহিয়াছে দর্শন করিয়া বসুদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে মহামতে ! আমার মৃত্যু স্বরূপ দেবকীর অষ্টম পুত্র আনয়ন কর, আমি সেই হরিসংজ্ঞক রিপুকে এখনি বিনাশ করিব ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বসুদেব কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে সন্ত্রস্তলোচন ও বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই যেন সেই বালিকাটিকে কংসকরে অর্পণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

দৃষ্ট্বাথ দারিকাং রাজা বিশ্বয়ং পরমং গতঃ ।  
 দেববাণী বৃথা জাতা নারদস্ত চ ভাষিতম্ ॥ ৪১ ॥  
 বহুদেবঃ কথং কুর্যাদনৃতং সঙ্কটে স্থিতঃ ।  
 রক্ষপালাশ্চ মে সর্বৈ সাবধানা ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥  
 কুতোহত্র কন্ডকা কামং কু গতঃ স স্মৃতঃ কিল ।  
 সন্দেহোহত্র ন কর্তব্যঃ কালস্তা বিষমা গতিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ইতি সঙ্কিস্ত্য তাং বালাং গৃহীত্বা পাদয়োঃ খলঃ ।  
 পোথয়ামাস পাষণে নিষ্কর্ণঃ কুলপাংসনঃ ॥ ৪৪ ॥  
 সা করাম্নিঃস্বতা বালা যযাবাকশমগুলম্ ।  
 দিব্যরূপা তদা ভূত্বা তমুবাচ মৃদুস্বনা ॥ ৪৫ ॥  
 কিং ময়া হতয়া পাপ ! জাতস্তে বলবান্পুঃ ।  
 হনিষ্যতি ছুরারাধ্যঃ সর্বথা ত্বাং নরাধমম্ ॥ ৪৬ ॥

(দৃষ্টেতি । রাজা কংসঃ দারিকাং কন্ডাং দৃষ্ট্বা পরমং বিশ্বয়ং গতঃ । বিশ্বয়স্ত কারণমাহ  
 দেববাণী বৃথা জাতেতি । “কংস কংস মহাভাগ ! দেবকীগর্ভসম্ভবঃ । অষ্টমস্ত স্মৃতঃ শ্রীমাং-  
 স্তব হস্তা ভবিষ্যতি ॥” ইতি দেববাণীস্মারতঃ দেবক্যাঃ পুত্রোৎপত্তিঃ প্রতি স্থিরচিত্তস্ত  
 কংসস্ত দারিকাদর্শনেन বিশ্বয়ো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বহুদেবঃ প্রতি সন্ধিহানঃ কথয়তি বহুদেব ইতি । সঙ্কটে কারাগাররূপে ॥ ৪২—৪৪ ॥

সা করাদিতি । বালা বালিকারূপিণী সা যোগমায়া । করাৎ কংসহস্তাৎ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

রাজা দেবকীর কন্ডা-সন্তান দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিশ্বয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং চিন্তা করিতে  
 লাগিলেন যে, দৈববাণী এবং নারদবাণী বৃথা হইল ॥ ৪১ ॥ বহুদেব এই সঙ্কট স্থানে অবস্থিত  
 হইয়া সন্ততি-বিপর্যায়রূপ অন্ত্যায় কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে ? বিশেষতঃ  
 আমার এই রক্ষপালগণ সাবধানে অবস্থিতি করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥ এই কন্ডা এই  
 ধানে কিরূপে আসিল এবং সেই অষ্টমগর্ভসম্ভূত পুত্রই বা কোথায় গেল ? এ বিষয়ে সন্দেহ  
 কর্তব্য নয় যেহেতু কালের গতি বিষম ॥ ৪৩ ॥ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই নির্দয়কুলপাংসন  
 খল ভূপাল কংস বালিকারে পাদমূলে ধারণ করিয়া পাষণতলে আহত করিবার নিমিত্ত  
 আকাশে উত্তোলন করিল, তখন সেই বালিকা তাহার করতল হইতে নিঃসৃত হইয়া  
 আকাশমণ্ডলে গমন করিলেন এবং দিব্যরূপ ধারণ পূর্বক মৃদুস্বরে কংসরাজকে কহিলেন,  
 আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি হইবে ? তোমার বলবান্ রিপু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ;  
 রে নরাধম ! সেই ছুরারাধ্য পুরুষপ্রবর, তোকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন সন্দেহ  
 নাই ॥ ৪৪—৪৬ ॥ এই বলিয়া সেই শিবরূপিণী কামগামিনী কন্ডা গগনতলে গমন  
 করিলেন । কংসও বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া গৃহে গমন করিল এবং ক্রোধে ও ভয়ে অধীর হইয়া  
 বক ধেমুক বৎস প্রভৃতি দানদগণকে আনয়ন করিয়া সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিল,

ইতু্যক্তা মা গতা কন্যা গগনং কামগা শিবা ।  
 কংসস্তু বিশ্বয়াবিষ্টো গতো নিজগৃহং তদা ॥ ৪৭ ॥  
 আনায্য দানবান্ সর্কানিদং বচনমব্রবীৎ ।  
 বকধেনুকবৎসাদীন্ ক্রোধাবিষ্টো ভয়াভুরঃ ॥ ৪৮ ॥  
 গচ্ছন্তু দানবাঃ সর্বৈ মম কার্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
 জাতমাত্রাশ্চ হস্তব্যা বালকা যত্র কুত্রচিৎ ॥ ৪৯ ॥  
 পুতনৈষা ব্রজহৃদ্য বালয়ী নন্দগোকুলম্ ।  
 জাতমাত্রান্ বিনিগ্ৰস্তী শিশুংস্তত্র মমাজ্জয়া ॥ ৫০ ॥  
 ধেনুকো বৎসকঃ কেশী প্রলম্বো বক এব চ ।  
 সর্বৈ তিষ্ঠন্তু তত্রৈব মম কার্য্যচিকীর্ষয়া ॥ ৫১ ॥  
 ইত্যাজ্জাপ্যাস্থরান্ কংসো যযৌ নিজগৃহং খলঃ ।  
 চিন্তাবিষ্টোহতিদীনাত্মা চিন্তয়িত্ত্বৈব তং পুনঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 কৃষ্ণজন্মকথনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

অতিবিশ্বয়ান্বিতস্ত ভীতস্ত কংসস্ত চেষ্টামাহ আনায্য দানবান্ সর্কানিতি ॥ ৪৮—৫২ ॥  
 ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

দানবগণ ! তোমরা সকলেই আমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর । তোমরা যে কোন  
 স্থানে হউক বালক জন্মাইতে দেখিলেই হনন করিবে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ এই বালকস্বাভিনী  
 পুতনা অদ্য নন্দের গোকুলে গমন করুক । আমার আজ্ঞার প্রসূত শিশুমাত্রকেই বিনাশ  
 করিবে ॥ ৫০ ॥ ধেনুক, বৎসক, কেশী প্রলম্ব ও বকাদি তোমরা সকলেই আমার কার্য্যসাধন  
 করিবার নিমিত্ত সেই গোকুলেই অবস্থিতি করিতে থাক ॥ ৫১ ॥ খল ভূপাল কংস অস্থর-  
 গণকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া নিজ গৃহে গমন পূর্বক নিরস্তর সেই বিষয় চিন্তা করিয়া  
 অতিশয় ভয়াভুর ও দীনভাবাপন্ন হইতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুবাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে কৃষ্ণজন্মনামক

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

প্রাতর্নন্দগৃহে জাতঃ পুত্রজন্মমহোৎসবঃ ।

কিংবদন্ত্যথ কংসেন শ্রুতা চারমুখাদপি ॥ ১ ॥

জানাতি বহুদেবশ্চ দারাস্তত্র বসন্তি হি ।

পশাবো দাসবর্গশ্চ সর্বৈ তে নন্দগোকুলে ॥ ২ ॥

তেন শঙ্কাসমাবিষ্টো গোকুলঃ প্রতি ভারত ।।

নারদেনাপি তৎ সর্বং কথিতং কারণং পুরা ॥ ৩ ॥

গোকুলে যে চ নন্দাদ্যাস্তৎপদ্যশ্চ সুরাংশজাঃ ।

দেবকীবহুদেবাদ্যাঃ সর্বৈ তে শত্রবঃ কিল ॥ ৪ ॥

ইতি নারদবাক্যেন বোধিতোহসৌ কুলাধমঃ ।

জাতঃ কোপমনা রাজন্ ! কংসঃ পরমপাপকৃৎ ॥ ৫ ॥

দ্বিবিষ্ট্রোকবর্ধ্যস্ত কান্দিং কৃষ্ণকথাঃ শুভাঃ ।

কথ্যন্তে মোহিতাঃ সর্বৈ মায়য়েতি বুভুংসরা ।

পূর্বাধ্যায়ের পুতনৈষা ব্রজতদ্য বালগ্নী নন্দগোকুলমিত্যুক্তম্ তত্র গোকুলে কৃষ্ণাবির্ভাব-  
জ্ঞানং কংসস্ত কথং জাতমিতি রাজ্ঞো মনসি শঙ্কা শ্রুতগ্নিরাসার্থঃ স্বয়মেব ব্যাস আই প্রাত-  
রিতি । কিংবদন্তী জনশ্রুতিঃ সা শ্রুতা চারমুখাদপি পুত্রোৎসবঃ শ্রুত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ জ্ঞানকারণমাহ জানাতীতি ॥ ২ ॥

তেন কারণেন কংসো গোকুলং প্রতি কৃষ্ণজন্মশঙ্কয়া সমাবিষ্টো যুক্তোহভবদিত্যর্থঃ ।  
তৃতীয়ঃ জ্ঞানকারণং আই নারদেনেতি । কারণং জ্ঞানকারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এদিকে প্রাতঃকালে নন্দগৃহে পুত্রজন্মের মহোৎসব আরম্ভ  
হইল । তদনন্তর কংসরাজ, কিংবদন্তী ও চর দ্বারা অবগত হইলেন যে, নন্দ-গোকুলে  
পুত্রজন্ম জন্ম ঘোরতর মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে ; ইতিপূর্বে তিনি জানিতেন যে, বহু-  
দেবের পত্নী, পশুগণ ও দাসগণ সকলেই গোকুলে নন্দগৃহে বাস করিতেছে ॥ ১-২ ॥ রাজন্  
এই সকল কারণ পরম্পরায় কংসরাজ গোকুলের প্রতি সন্দেহান হইয়াছিল । বিশেষতঃ  
দেবর্ষি নারদও পূর্বে তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন যে, নন্দাদি যে যে গোপগণ গোকুলে  
বসতি করেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের পত্নী সকল এবং দেবকী ও বহুদেব প্রভৃতি সকলেই  
দেবতার অংশজাত, সুরাং ইহারা সমস্তই তাঁহার শত্রু ॥ ৩—৪ ॥ নারদের এই সকল  
বাক্য দ্বারা প্রবোধিত হইয়া সেই পরম পাপাচারী কুলাধম কংস অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল

পুতনা নিহতা তত্র কৃষ্ণেনামিততেজসা ।  
 বকো বৎসাস্থরশ্চাপি ধেনুকশ্চ মহাবলঃ ॥ ৬ ॥  
 প্রলম্বো নিহতস্তেন তথা গোবর্দ্ধনো দ্বতঃ ।  
 ঞ্জৈতৎ কৰ্ম্ম কংসস্ত্ব মেনে মরণমাত্মনঃ ॥ ৭ ॥  
 তথা বিনিহতঃ কেশী জ্ঞাত্বা কংসোহতিদুৰ্ম্মনাঃ ।  
 ধনুৰ্যাগমিষেণাশু তাবানেতুং প্রচক্রমে ॥ ৮ ॥  
 অক্রুরং প্রেষয়ামাস ক্রুরঃ পাপমতিসুদা ।  
 আনেতুং রামকৃষ্ণৌ চ বধারামিতবিক্রমৌ ॥ ৯ ॥  
 রথমারোপ্য গোপালৌ গোকুলাদগ্নান্বিনীশ্বতঃ ।  
 আগতো মধুরাস্তু কংসাদেশে স্থিতঃ কিল ॥ ১০ ॥  
 তাবাগত্য তদা তত্র ধনুৰ্ভঙ্গঞ্চ চক্রতুঃ ।  
 হস্তাথ রজকং কামং গজং চাগুরমুষ্টিকম্ ॥ ১১ ॥  
 শলঞ্চ তোশলঞ্চৈব নিজঘান হরিসুদা ।  
 জঘান কংসং দেবেশঃ কেশেষাকৃষ্য লীলয়া ॥ ১২ ॥  
 পিতরৌ মোচয়িত্বাথ গতদুঃখৌ চকার হ ।  
 উগ্রসেনায় রাজ্যং তদদাবরিনিষূদনঃ ॥ ১৩ ॥

ইথং গোকুলে কৃষ্ণাবিভাবজ্ঞানকারণং কংসস্তোপপাদ্য কৃষ্ণজগ্নোত্তরং কৃষ্ণবৃত্তং  
 কিঞ্চিৎস্বর্ণয়তি পুতনেতি ॥ ৬—৯ ॥

এবং পুতনা, বক, বৎস, ধেনুক ও প্রলম্ব প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দান্ত দানবগণকে  
 গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিল। অমিতপরাক্রমশালী কৃষ্ণ, তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ  
 করিলেন, অপিচ তিনি গোপ ও মহিষাদির রক্ষার নিমিত্ত গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিলেন,  
 এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কংস আপনার মরণ নিশ্চয় করিল ॥ ৫—৭ ॥ তাহার পর  
 যখন শুনিল যে, কেশীদৈত্যও নিহত হইয়াছে, তখন অতিশয় দুৰ্ম্মনারমান হইয়া ধনুৰ্ভঙ্গ  
 ছল করিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ উভয় ভ্রাতাকে মধুরায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ  
 করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ অনন্তর, সেই পাপমতি কংস, অমিতবিক্রম রাম কৃষ্ণের বধের  
 নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মধুরায় আনয়ন করিতে অক্রুরকে গোকুলে পাঠাইল ॥ ৯ ॥ গান্ধিনী-  
 তনয় অক্রুর কংসের আদেশানুসারে গোকুলে বাইরা সেই গোপালযুগলকে রথে আরো-  
 পিত করিয়া মধুরায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১০ ॥ রাম ও কৃষ্ণ মধুরায় আসিয়া প্রথমেই  
 ধনুৰ্ভঙ্গ করিলেন; তদনন্তর রজক, কুবলমাপীড় হস্তী এবং চাগুর, মুষ্টিক, শল ও তোশল  
 প্রভৃতি মল্লদিগকে সংহার করিয়া পরিশেষে সর্বদেবেশ্বর হরি কংসকে কেশাকর্ষণ পূর্বক

বহুদেবস্তয়োস্তত্র মোক্ষীবন্ধনপূর্বকম্ ।  
 কারয়ামাস বিধিবহু তবন্ধং মহামনাঃ ॥ ১৪ ॥  
 উপনীতো তদা তৌ তু গতো সান্দীপনালয়ম্ ।  
 বিদ্যাঃ সর্বাঃ সমভ্যাস্ত মথুরামাগতো পুনঃ ॥ ১৫ ॥  
 জাতৌ দ্বাদশবর্ষীয়ো কৃতবিদ্যৌ মহাবলৌ ।  
 মথুরায়াং স্থিতৌ বীরৌ স্ত্রতাবানকহুন্দুভেঃ ॥ ১৬ ॥  
 মগধস্ত জরাসন্ধো জামাতৃবধহুঃখিতঃ ।  
 কৃৎস্না সৈন্যসমাজং স মথুরামাগতঃ পুরীম্ ॥ ১৭ ॥  
 স সপ্তদশবারস্ত কৃষ্ণেন কৃতবুদ্ধিনা ।  
 জিতঃ সংগ্রামমাসাদ্য মধুপুর্যাং নিবাসিনা ॥ ১৮ ॥  
 পশ্চাচ্চ প্রেরিতস্তেন স কালযবনাভিধঃ ।  
 সর্বম্লেচ্ছাধিপঃ শূরো যাদবানাং ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৯ ॥  
 শ্রুত্বা যবনমায়াস্তং কৃষ্ণঃ সর্বান্ যদুভূতান্ ।  
 আনায় চ তথা রামমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ২০ ॥

গান্ধিনীসুতোহকুরঃ ॥ ১০—১৬ ॥

জামাতৃবধঃ কংসবধঃ ॥ ১৭ ॥

অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ অরাতিনিষূদন কৃষ্ণ, জনক জননীকে কারা-  
 গার হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের মানসনিহিত হৃৎখশল্যের উদ্ধার করিলেন এবং উগ্র-  
 সেনকে মথুরার রাজ্য প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥ মহামনা বহুদেব সেই স্থানে মোক্ষী-  
 মেধলা বন্ধন পূর্বক রাম ও কৃষ্ণের উপনয়ন প্রদান পুরঃসর ব্রতধারণ করাইলেন ;  
 তাঁহারা উপনীত হইয়া সান্দীপন মুনির পবিত্র নিকেতনে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত উপনীত  
 হইয়া সমস্ত সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিয়া পুনরায় মথুরায় আগমন করিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥  
 আনকহুন্দুভির সেই তনয়দ্বয় মথুরায় অবস্থিতি করিতে করিতে যখন তাঁহাদের বয়ঃক্রম  
 দ্বাদশ বৎসর হইল, তখন তাঁহারা সমস্ত বিষয়েই কৃতবিদ্য ও মহাবলশালী হইয়া  
 উঠিলেন ॥ ১৬ ॥ ঐ সময় মগধরাজ জরাসন্ধ জামাতৃবধে অত্যন্ত হুঃখিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য  
 সংগ্রহ পূর্বক মথুরায় আগমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ মগধরাজ এইরূপে সপ্তদশবার মথুরানগর  
 আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবুদ্ধি মহামতি মধুপুরনিবাসী কৃষ্ণ, আপন বুদ্ধিকৌশলে  
 সপ্তদশবারই তাহাকে পরাজিত করিলেন ॥ ১৮ ॥ অবশেষে, জরাসন্ধ যাদবগণের ভয়াবহ  
 সমস্ত ম্লেচ্ছগণের অধিপতি শৌর্য্যসম্পন্ন কালযবনকে মথুরা আক্রমণের নিমিত্ত পাঠাইয়া  
 দিলেন ॥ ১৯ ॥ মধুসূদন কৃষ্ণ, কালযবন আগমন করিতেছে শুনিয়া সমস্ত যাদবসত্তম ও



ভয়ং নোহিত্ৰ সমুৎপন্নং জরাসন্ধান্নহাবলাৎ ।  
 কিং কৰ্ত্তব্যং মহাভাগা যবনঃ সমুপৈতি বৈ ।  
 প্রাণজ্ঞাণং প্রকৰ্ত্তব্যং ত্যক্ত্বা গেহং বলং ধনম্ ॥ ২১ ॥  
 স্থথেন স্থীয়তে যত্র স দেশঃ খলু পৈতৃকঃ ।  
 সদোদ্বৈগকরঃ কামঃ কিং কৰ্ত্তব্যঃ কুলোচিতঃ ॥ ২২ ॥  
 শৈলমাগরসান্নিধ্যে স্থাতব্যং স্থখমিচ্ছতা ।  
 যত্র বৈরিভয়ং ন স্ত্যং স্থাতব্যং তত্র পণ্ডিতৈঃ ॥ ২৩ ॥  
 শেষশয্যাং সমাশ্রিত্য হরিঃ স্থপিতি সাগরে ।  
 যন্তে শত্রুভয়ান্দীতঃ কৈলাসে ত্রিপুরার্দিনঃ ॥ ২৪ ॥  
 তস্মান্নাত্ৰৈব স্থাতব্যমস্মাভিঃ শত্রুতাপিতৈঃ ।  
 দ্বারবত্যাং গমিষ্যামঃ সহিতাঃ সৰ্ব্ব এব নৈ ॥ ২৫ ॥  
 কথিতা গরুড়েনাদ্য রমা দ্বারবতী পুরী ।  
 রৈবতাচলসান্নিধ্যে সিন্ধুকূলে মনোহরা ॥ ২৬ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তথ্যং সৰ্ব্বৈ যাদবপুঙ্গবাঃ ।  
 গমনায় মতিং চক্ৰুঃ সৰুট্টম্বাঃ সবাহনাঃ ॥ ২৭ ॥

স সপ্তেতি । কৃষ্ণেন সংগ্রামঃ সপ্তদশবারমাসাদ্য কৃত্বা জরাসন্ধো বধুপুংগবাঃ নিবাসিনা  
 কৃষ্ণেন জিত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৮—২৩ ॥

বলদেবকে আনাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগগণ ! সংগ্রতি আমাদিগের পরাক্রান্ত  
 শত্রু জরাসন্ধ হইতে মহৎ ভয় উৎপন্ন হইতেছে, এক্ষণে কালযবন আগমন করিতেছে, অত-  
 এব কৰ্ত্তব্য কি ? ফলতঃ ভবন, ধন ও সৈন্ত পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক প্রাণজ্ঞাণই কৰ্ত্তব্য ॥ ২০-২১ ॥  
 আপনারা জানিবেন যে স্থানে স্থখে অবস্থিতি করিতে পারা যায় তাহাই পৈতৃক স্থান ।  
 যে স্থানে বসতি করিলে সৰ্ব্বদাই উদ্বৈগ উপস্থিত হয়, সেই স্থান কুলোচিত হইলেও  
 তাহাতে বসতি করা কৰ্ত্তব্য নহে ॥ ২২ ॥ অতএব, স্থখে অবস্থিতির ইচ্ছা থাকিলে শৈল  
 ও সাগর সন্নিহিত প্রদেশে বাস করাই একান্ত কৰ্ত্তব্য জানিবেন । যেখানে বৈরিভয় নাই,  
 পণ্ডিতগণ সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন ॥ ২৩ ॥ দেখুন বৈরিভয়ে ভীত হইয়াই ভগবান্  
 হরি শেষশয্যা আশ্রয় করিয়া সাগরগর্ভে স্থখে নিদ্রা বাইতেছেন ; বোধ হয় ত্রিপুরারিও  
 ঐ কারণেই কৈলাস পৰ্ব্বতে বসতি করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ আমরাও এই স্থানে শত্রুদ্বারা  
 পরিতাপিত হইয়াছি ; অতএব, এখানে আর বাস করা আমাদের যুক্তিসিদ্ধ নহে ; আমরা  
 সকলেই স্বজন ও ধনাদি সমস্তই সঙ্গে লইয়া দ্বারবতী নগরে গমন করিব ॥ ২৫ ॥ পশ্চিমে

শকটানি তথোচ্চৈশ্চ বাম্যশ্চ মহিষাস্তথা ।  
 ধনপূর্ণানি কৃৎস্না তে নির্যযুর্নগরাদ্ভহিঃ ॥ ২৮ ॥  
 রামকৃষ্ণৌ পুরস্কৃত্য সর্বৈ তে সপরিচ্ছদাঃ ।  
 অগ্রে কৃৎস্না প্রজাঃ সর্বাশ্চেলুঃ সর্বৈ যদুত্তমাঃ ॥ ২৯ ॥  
 কতিচিদিবসৈঃ প্রাপুঃ পুরীং দ্বারবতীং কিল ।  
 শিল্লিভিঃ কারয়ামাস জীর্ণোদ্ধারং হি মাধবঃ ॥ ৩০ ॥  
 সংস্থাপ্য যাদবাংস্তত্র তাবেতো বলকেশবৌ ।  
 তরসা মথুরামেত্য সংস্থিতৌ নির্জনাং পুরীম্ ॥ ৩১ ॥  
 তদা তত্রৈব সম্প্রাপ্তৌ বলবান্ যবনাধিপঃ ।  
 জ্ঞাত্বৈনমাগতং কৃষ্ণো নির্যযৌ নগরাদ্ভহিঃ ॥ ৩২ ॥  
 পদাতিরগ্রে তস্তাভূদ্যবনস্ত জনার্দনঃ ।  
 পীতাম্বরধরঃ শ্রীমান্ প্রহসন্ মধুসূদনঃ ॥ ৩৩ ॥  
 তং দৃষ্ট্বা পুরতো যাস্তং কৃষ্ণং কমললোচনম্ ।  
 যবনোহপি পদাতিঃ সন্ পৃষ্ঠতোহনুগতঃ খলঃ ॥ ৩৪ ॥

অতএব কীরাকৌ কৈলাসে চ হরিহরৌ স্থিতাবিত্যাহ শেবেতি ॥ ২৪—৩৯ ॥

গরুড় আমাকে সেই দ্বারাবতীর বিষয় বিশেষরূপে জানাইয়াছে। ঐ মনোহারিনী নগরী রৈবতক নামক পর্বতের সন্নিধানে সিন্ধুকূলে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ২৬ ॥

বাস বলিলেন, প্রধান প্রধান যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত স্বজন ও বাহনের সহিত সেই স্থানে গমন করিতে মানস করিলেন ॥ ২৭ ॥ তখন তাঁহাদের যে সকল উষ্ট্র, বড়বা ও মহিষাদি ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া এবং শকট সকল সমস্ত ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণ করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৮ ॥ রাম ও কৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, পশ্চাৎ সমস্ত যাদবগণ ও প্রজাগণ দলে দলে গমন করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ তাঁহারা কিয়দিবস গমন করিয়া দ্বারবতী প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, দ্বারকার যে যে স্থান জীর্ণ বা বিনষ্ট হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ শিল্লিগণ দ্বারা সেই সকল স্থানের সংস্কার করাইয়া লইলেন ॥ ৩০ ॥ বলদেব ও কেশব যাদবগণকে সেই স্থানে রাখিয়া আপনারা দুই জনে সত্বর মথুরায় আগমন করিয়া সেই জনশূন্য পুরীমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ এদিকে মহাবলশালী যবনরাজ সেই সময়েই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যবনপতির আগমনের বিষয় জানিতে পারিয়া নগরের বহির্দিশে নির্গত হইলেন ॥ ৩২ ॥ জনানুর-দর্পহারী ভগবান্ মধুসূদন, পীতবসনে সুসজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে পদব্রজেই কালযবনের সন্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ ক্রুরমতি যবনপতি, কমল-

প্রস্থপ্তো যত্র রাজর্ষির্মুচুকুনো মহাবলঃ ।  
 প্রযযৌ ভগবাংস্তত্র সকালযবনো হরিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 তত্রৈবাস্তদ্রথে বিষ্ণুর্মুচুকুন্দং সমীক্ষ্য চ ।  
 তত্রৈব যবনঃ প্রাপ্তঃ স্তম্ভভূতমপশ্যত ॥ ৩৬ ॥  
 মত্বা তং বাসুদেবং স পাদেনাতাড়য়ন্নৃপম্ ।  
 প্রবুদ্ধঃ ক্রোধরক্তাক্ষস্তং দদাহ মহাবলঃ ॥ ৩৭ ॥  
 তং দক্ষ্যুঃ মুচুকুন্দোহথ দদর্শ কমলেক্ষণম্ ।  
 বাসুদেবং স্তদেবেশং প্রণম্য প্রস্থিতো বনম্ ॥ ৩৮ ॥  
 জগাম দ্বারকাং কৃষ্ণো বলদেবসমম্বিতঃ ।  
 উগ্রসেনং নৃপং কৃত্বা বিজহার যথারুচি ॥ ৩৯ ॥  
 অহরক্রম্নিগীং কামং শিশুপালস্বয়ংবরাং ।  
 রাক্ষসেন বিবাহেন চক্রে দারবিধিং হরিঃ ॥ ৪০ ॥  
 ততো জাম্ববতীং সত্যাং মিত্রবিন্দাঞ্চ ভামিনীম্ ।  
 কালিন্দীং লক্ষ্মণাং ভদ্রাং তথা নাগজিহীং শুভাম্ ॥ ৪১ ॥

অহরদিতি । শিশুপালস্ত স্বয়ংবরাক্রম্নিগীমহরং । তদনন্তরং রাক্ষসেন বিবাহেন দার-  
 বিধিং চক্রে হরিরিত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪৫ ॥

লোচন কৃষ্ণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ধর্ম্মবার নিমিত্ত পাদচাপেই তাঁহার অঙ্গুসরণ  
 করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ তখন ভগবান্ মধুসূদন যেখানে মহাবল রাজর্ষি মুচুকুন্দ প্রগাঢ়  
 নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন কালযবনকে লইয়া ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে যাইয়া উপনীত হই-  
 লেন ॥ ৩৫ ॥ কৃষ্ণ, মুচুকুন্দকে দেখিবামাত্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ; যবনরাজও তথায়  
 উপস্থিত হইয়া সেই নিদ্রাভিভূত রাজর্ষিকে দেখিতে পাইল ॥ ৩৬ ॥ সেই ক্রুরমতি যবন,  
 তাঁহাকে বাসুদেব মনে করিয়া তাঁহার অঙ্গোপরি পদাঘাত করিল । মহাবল নরপতি  
 মুচুকুন্দ আগ্রহিত হইয়া ক্রোধে লোহিতলোচন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই পাণ্ডিত্য যবনকে  
 ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭ ॥ যবনকে দগ্ধ করিয়া নরপতি মুচুকুন্দ কমললোচন কৃষ্ণকে  
 দর্শন করিলেন ; তখন তিনি দেবপ্রবর বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া বনে গমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥  
 অনন্তর, ক্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত দ্বারকানগরে প্রত্যাগমন পূর্বক উগ্রসেনকে রাজা করিয়া  
 যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ পরে কিছুকাল গত হইলে জনার্দন শিশুপালের  
 বিবাহোপলক্ষে বিদর্ভরাজত্বনে যে স্বয়ংবর সভার আড়ম্বর হইয়াছিল তথা হইতে ক্রম্বিগীকে  
 হরণ করিয়া রাক্ষসবিধি অনুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৪০ ॥ মহারাজ ! তৎপরে তিনি,  
 জাম্ববতী, সত্যভামা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা, ভদ্রা ও নাগজিহী (নগ্নজিহ্ব নৃপতির কণ্ঠা),



পৃথক্ পৃথক্ সমানীয়াপ্যপযেমে জনাৰ্দ্দনঃ ।  
 অষ্টাবৈব মহীপাল ! পত্ন্যঃ পরমশোভনাঃ ॥ ৪২ ॥  
 প্রাসূত কৃষ্ণিণী পুত্রঃ প্রহ্ম্যঃ চারুদর্শনম্ ।  
 জাতকৰ্ম্মাদিকং তস্মৈ চকার মধুসূদনঃ ॥ ৪৩ ॥  
 হতোহসৌ সূতিকাগেহাচ্ছবরেণ বলীয়সা ।  
 নীতশ্চ স্বপুৰীং বালো মায়াবতৈ্য সমর্পিতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 বাসুদেবো হতঃ দৃষ্ট্বা পুত্রঃ শোকসমন্বিতঃ ।  
 জগাম শরণং দেবীং ভক্তিয়ুক্তেন চেতসা ॥ ৪৫ ॥  
 বৃত্তাস্ত্রাদয়ো দৈত্যা লীলয়ৈব যয়া হতাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 ততোহসৌ যোগমায়াশ্চিকার পরমাং স্তুতিম্ ।  
 বচোভিঃ পরমোদারৈরক্ষরৈঃ স্তম্বরৈঃ শুভৈঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

মাতৰ্ম্ময়াতিতপসা পরিতোষিতা ত্বং  
 প্রাগ্জন্মনি প্রচুরবস্তুভিরর্চিতাসি ।  
 ধৰ্ম্মাত্মজেন বদরীবনমধ্যমধ্যে  
 কিং বিস্মৃতো জননি ! তে ত্বয়ি ভক্তিভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

বৃত্তাস্ত্রাদয় ইতি । যয়া বৃত্তাস্ত্রাদয়োহজাদিপদেন বৃত্তাস্ত্রাদয়ো গৃহ্যন্তে তে দৈত্যাঃ লীলয়ৈব হতাস্তাং দেবীমিতি পূৰ্ণেণাশ্রয়ঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

মাতরिति । ময়া নারায়ণসংজ্ঞকেন । হে জননি ! স ভক্তিভাবন্তে ত্বয়া বিস্মৃতঃ কিম্ ॥ ৪৮ ॥

ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আনয়ন করিয়া বিবাহ করিলেন ; এই অষ্টনারীই শ্রীকৃষ্ণের পরমশোভনা মহিষী ছিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ প্রথমে কৃষ্ণিণী প্রিয়দর্শন প্রহ্ম্যনামক পুত্রকে প্রসব করিলে, কৃষ্ণ তাঁহার জাতকৰ্ম্মাদি সমাপন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ তদনন্তর, শবর নামক বলবান্ দানব সূতিকাগৃহ হইতে সেই শিশুপুত্রটিকে হরণ পূৰ্ব্বক আপন নগরীতে লইয়া গিয়া মায়াবতীর করে সমর্পণ করিল ॥ ৪৪ ॥ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পুত্র অপহৃত হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত শোকাভূত হইলেন এবং ভক্তিয়ুক্ত মানসে ভগবতীর শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৪৫ ॥ যিনি অবলীলায় বৃত্তাস্ত্রাদি দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ পরম মহৎ অক্ষরসংযুক্ত কল্যাণদায়ক স্তম্বধুর স্বরে সেই যোগমায়ার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥

জননি ! আমি পূৰ্ব্বজন্মে ধৰ্ম্মপুত্র হইয়া বদরীবনমধ্যে তপস্তা দ্বারা আপনাকে সন্তোষিত করিয়াছি এবং নানাবিধ উপহার দ্বারা অর্চনা করিয়াছি ; মাতঃ ! আপনার প্রতি

সূতীগৃহাদপহৃতঃ কিমু বালকো মে  
 কেনাপি ছুষ্টমনসাপ্যথ কোতুকাহা ।  
 মানাপহারকরণায় মমাদ্য নুনং  
 লজ্জা তবাম্ব ! খলু ভক্তজনশ্চ যুক্তা ॥ ৪৯ ॥  
 ছুর্গো মহানতিতরাং নগরী স্মৃণু  
 তত্রাপি মেহতিসদনং কিল মধ্যভাগে ।  
 অন্তঃপুরে চ পিহিতং ননু স্মৃতিগেহং  
 বালো হৃতঃ খলু তথাপি মমৈব দোষাৎ ॥ ৫০ ॥  
 নাহং গতঃ পরপুরং ন চ যাদবাশ্চ  
 রক্ষাবতী চ নগরী কিল বীরবর্ষ্যেঃ ।  
 মায়া তবৈব জননি ! প্রকটপ্রভাবা  
 মে বালকঃ পরিহৃতঃ কুহকেন কেন ॥ ৫১ ॥  
 নো বেদ্যাহং জননি ! তে চরিতং স্মৃণু  
 কো বেদ মন্দমতিরল্লবিদেব দেহী ।  
 কাসৌ গতৌ মমভট্টৈর্ন চ বীক্ষিতৌ বা  
 হর্তাস্বিকে জবনিকা তব কল্লিতেয়ম্ ॥ ৫২ ॥

ছুষ্টমনসা শক্রণা অথবা কেনচিৎ কোতুকান্মানাপহারকরণায় মমাভিমানাপহারণং কষ্টুঃ  
 সূতীগৃহাদপহৃত ইত্যর্থঃ । উভয়থাপি হে অম্ব ভক্তজনশ্চ লজ্জা তব যুক্তা অপেক্ষিত-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

মমৈব দোষাৎ প্রারব্ধরূপাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

আমার যে ভক্তিতাব তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন ? ॥ ৪৮ ॥ হে অম্ব ! কোনও  
 ছুরাশয় শক্র কি স্মৃতিকাগার হইতে আমার সেই শিশু-সন্তানকে হরণ করিয়াছে ? অথবা  
 কোতুক দেখিবার নিমিত্তই একরূপ কার্য্য করিয়াছে ? কিন্তু, আমার বোধ হয় নিশ্চয়ই কোন  
 শক্রপক্ষীয় ব্যক্তি আমাকে অবমানিত করিবার জন্যই বালকটাকে হরণ করিয়াছে ; বাহাই  
 হউক হে মাতঃ ! আপনার ভক্তজনের একরূপ লজ্জা কখনই উপযুক্ত হয় না ॥ ৪৯ ॥ মাতঃ !  
 আমার এই দ্বারবতী অত্যন্ত সুরক্ষিতা, ইহাতে মহান্ ছুর্গ স্ননির্মিত রহিয়াছে, তাহাতে  
 আমার আমার ভবন ইহার মধ্যভাগে অবস্থিত, তন্মধ্যে আমার অন্তঃপুরে স্মৃতিকাগৃহ,  
 তথাপি অদৃষ্ট দোষেই আমার এই শিশু-সন্তান অপহৃত হইয়াছে বলিতে হইবে ॥ ৫০ ॥  
 জননি ! আমি শক্রপূরীতেও গমন করি নাই, যাদবগণও তথায় গমন করে নাই, এই  
 দ্বারবতী বীরবরণে সুরক্ষিত, তবে কোন কুহকে আমার শিশু-সন্তান অপহৃত হইল ?

চিত্রং ন তেহত্র পুরতো মম মাতৃগর্ভা-  
 ন্নীতস্তুর্যাদ্ধসময়ে কিল মায়ায়াসৌ ।  
 যং রোহিণী হনধরং স্নযুবে প্রসিক্তং  
 দূরে স্থিতা পতিপরা মিথুনং বিনাপি ॥ ৫৩ ॥  
 সৃষ্টিং করোষি জগতামনুপালনঞ্চ  
 নাশং তথৈব পুনরপ্যনিশং গুণৈশ্চম্ ।  
 কো বেদ তেহম্ চরিতং ছুরিতাস্তকারি  
 প্রায়েণ সৰ্ব্বমখিলং বিহিতং স্বয়ৈতৎ ॥ ৫৪ ॥

নো বেদ্যাহমিতি । যদাহমেব সৰ্ব্বৈশ্বর্যেনাভিমতো ন বেদ্যি তে চরিতম্ তদান্ন-  
 বিদেবান্নজ্ঞ এব দেহী কো বেদ ন কোহপীত্যর্থঃ । হর্ভা পুত্রহরণকর্তা ভট্টের্ণ চ বীক্ষিত  
 ইত্যর্থঃ । ইয়ং তব কল্পিতা জবনিকা মায়াস্তূকানপটো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

কেনাপি প্রকারেণাত্মেন পুত্রো মম নীত ইতি নৈব প্রতিভাত্যর্থ পুত্রস্ত ন দৃশ্যতে  
 তস্মাস্তবৈবেয়ং মায়েতি ভাবঃ । নবেতাদৃশী মায়া ময়া ক দর্শিতাস্তীতি চেদ্বলদেবজন্মসময়  
 ইত্যাহ চিত্রমিতি । মম পুরতো মমৈবাগ্রদেশেহর্ভসময়ে দশমাসান্নকজন্মসময়শ্রাদ্ধসময়ে  
 পঞ্চমে মাসি মাতৃগর্ভাদেবকীগর্ভাদসৌ পুত্রস্তুর্য নীতঃ । কোহসাবিতি চেত্তত্রাহ যং রোহি-  
 নীতি । অসাবিত্যর্থঃ । নহু দেবক্যদরান্নয়া নীতঃ পুত্রস্তহুদরে স্থাপিত ইতি কুতস্তস্তাঃ  
 পত্ন্যঃ সকাশাদেব পুত্রো জাত ইত্যস্বিতি চেত্তত্রাহ মিথুনং বিনাপীতি । পত্ন্যর্ক্সনুদেবস্ত  
 কারাগৃহে স্থিতত্বেন তৎসংযোগাসম্ভবেন পুত্রস্ত তন্মিথুনজ্ঞত্বাভাবাৎ । নহু ব্যভিচারেণৈব  
 পুত্রো জাতোহস্বিতি চেত্তত্রাহ পতিপরেতি । পতিব্রতেত্যর্থঃ । ততশ্চ ন ব্যভিচারসম্ভবঃ ।  
 তথা চাস্তস্তা উদরাদগর্ভাপহরণকর্তৃ্যাস্তব স্ত্রীগৃহাৎ পুত্রাহরণে ন চিত্রং নাশ্চর্য্য-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

জননি ! আমি জানিতে পারিলাম ইহা আপনারই মায়ার কার্য্য ; দেবি ! আপনার মায়ার  
 এরূপ প্রভাব ত ত্রিলোকমধ্যে হইয়াই থাকে ॥৫১॥ জননি ! যখন আমিই আপনার গুহ্যতম  
 চরিত্র বিদিত নহি, তখন দেহাভিমानी ক্ষুদ্রমতি জীবের মধ্যে এমন কে আছে যে, আপনার  
 চরিত্র জানিতে সমর্থ হইবে ? আমার শিশু-সন্তানটি কোথায় গেল কে বা হরণ করিল,  
 আমার রক্ষপালগণ কিছুই দেখিতে পাইল না ; অধিকে ! আমি জানিলাম ইহা আপনারই  
 কল্পিত মায়াজবনিকামাত্র ॥ ৫২ ॥ জননি ! আপনার পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ;  
 কারণ, পতিব্রতা রোহিণীদেবী দূরদেশে অবস্থিত এবং পুং-সংসর্গ বিবর্জিত হইলেও, আপনি  
 আমার সমক্ষে পঞ্চম মাসেই আমার মাতৃগর্ভ হইতে পুত্রটিকে মায়াদ্বারা সঞ্চালিত করিয়া  
 দিলে পর, বলদেবকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাও প্রসিক্ত আছে ॥ ৫৩ ॥ মাতঃ !  
 আপনিই নিরন্তর গুণদ্বারা এই অখিল জগতের সৃষ্টি, পালন ও নিধন করিতেছেন ;  
 অথ ! আপনার ছুরিতহারি চরিত্র কে জানিতে পারে ? মাতঃ ! আপনি বাহ্যরূপে



উৎপাদ্য পুত্রজননপ্রভবং প্রমোদং  
 দত্ত্বা পুনর্বিবরহজং কিল দুঃখভারম্ ।  
 ত্বং ক্রীড়সে স্তনলিতৈঃ খলু তৈর্বিহারৈ-  
 নোচেৎ কথং মম স্ত্যাপ্তিরতিরূপা স্মৃৎ ॥ ৫৫ ॥  
 মাতাস্ত্র রোদিতি ভৃশং কুররীব বালা  
 দুঃখং তনোতি মম সন্নিধিগা সদৈব ।  
 কষ্টং ন বেৎসি ললিতেহপ্রমিতপ্রভাবে  
 মাতস্ত্বমেব শরণং ভবপীড়িতানাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 সীমা স্তথস্ত্র স্ততজন্ম তদীয়নাশো  
 দুঃখস্ত্র দেবি ! ভবনে বিবুধা বদন্তি ।  
 তৎ কিং করোমি জননি ! প্রথমে প্রনম্যে  
 পুত্রে মমাদ্য হৃদয়ং স্ফুটতীব মাতঃ ! ॥ ৫৭ ॥  
 যজ্ঞং করোমি তব তুষ্টিকরং ব্রতং বা  
 দৈবঞ্চ পূজনমথাখিলদুঃখহা ত্বম্ ।  
 মাতঃ ! স্ততোহত্র যদি জীবতি দর্শয়াশু  
 ত্বং বৈ ক্ষমা সকলশোকবিনাশনায় ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ জগৎ সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্তৃত্বাস্তবৈতাদৃশকরণে কিং চিত্তমিত্যভিপ্রায়েণাহ সৃষ্টিং করোষীতি ॥ ৫৪—৫৬ ॥

সীমেতি । লোকে স্ততজন্ম স্তথস্ত্র সীমা ভবতি । ততো মে প্রথমে পুত্রে নষ্টে হৃদয়ং স্ফুটতীব বিধা ভবতীবেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

এই অখিলের অখিল কার্য্যই নির্বাহিত করিতেছেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ আপনিই প্রথমে লোকের পুত্রজন্ম জনিত প্রমোদ উৎপাদন করিয়া আবার পুত্র-বিবরহ জনিত দুঃখভার প্রদানপূর্ব্বক স্তনলিত বিহার দ্বারা নিরতই ক্রীড়া করিয়া থাকেন, নচেৎ আমার পুত্র-প্রাপ্তিজনিত প্রমোদ বৃথা হইবে কেন ? ॥ ৫৫ ॥ ঐ বালকের জননী নিরতই কুররীর স্ত্রায় রোদন করিতেছেন, তিনি নিরন্তরই আমার সন্নিধানে আসিয়া আপনার মনোবেদনা নিবেদন করিতেছেন ; হে কৃপাময়ি ! আপনি অপরিমিত-প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও কি আমার এই কষ্ট জানিতে পারিতেছেন না ; ফলতঃ মাতঃ ! আপনিই ভবপীড়িত জনের একমাত্র আশ্রয় তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৫৬ ॥ দেবি ! তদ্বজ্র মুনিগণ বলেন যে, লোকের গৃহে পুত্রজন্মই স্তথের সীমা এবং পুত্রবিনাশই দুঃখের চরম অবস্থা ; অতএব, জননি ! এ বিষয়ে আমি আর কি করিব ; অধিক কি প্রথম পুত্র বিনষ্ট হওয়ায় এক্ষণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ মাতঃ ! আমি আপনার তুষ্টিকর যজ্ঞ, ব্রত ও পূজা প্রভৃতি

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকৰ্ম্মণা ।

প্রত্যক্ষদর্শনা ভূত্বা তমুবাচ জগদ্গুরুম্ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীদেব্যাবাচ ।

শোকং মা কুরু দেবেশ ! শাপোহয়ং তে পুরাতনঃ ।

তস্ম যোগেন পুত্রস্তে শম্বরেণ হতো বলাৎ ॥ ৬০ ॥

অতস্তে ষোড়শে বর্ষে হত্বা তং শম্বরং বলাৎ ।

আগমিষ্যতি পুত্রস্তে মৎপ্রসাদাম সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতুাক্তান্তর্দধে দেবী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা ।

ভগবানপি পুত্রস্ত শোকং ত্যক্ত্বাভবৎ সুখী ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং

চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদহরণং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

যজ্ঞং করোমীতি । অস্বাযজ্ঞং করিষ্যামীত্যর্থঃ । বর্তমানসামীপ্যে লট্ । পুত্রপ্রাপ্ত্যন্তরং  
স্বংপ্রীত্যর্থঃ নানাযজ্ঞান্ ব্রতাদ্যনুষ্ঠানানি চ করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সমস্ত দৈবকার্যের অনুষ্ঠান করিব আপনি আমার হৃৎ দূর করুন ; জননি ! যদি আমার  
পুত্র বাঁচিয়া থাকে তবে একবার আমাকে দেখান ; মাতঃ ! আপনি ব্যতিরেকে শোক  
সংহার করিতে আর কেহই সমর্থ নহে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, যিনি অবলীলার ভূতার হরণাদি দেবগণেরও অসাধ্য কার্য সকল সম্পা-  
দন করিয়া থাকেন, সেই জগদ্গুরু কৃষ্ণ এইরূপে দেবীর স্তুত্ব করিলে, তিনি প্রত্যক্ষ  
হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ দেবেশ ! আর শোক করিও না, পূর্বে তোমার প্রতি  
এক অভিশাপ ছিল সেই হেতুই শম্বর নিজ আনুগতিক মারাত্মকভাবে তোমার পুত্র হরণ করি-  
য়াছে ॥ ৬০ ॥ অতএব, তোমার পুত্রের বধন ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে তখন সে আমার  
প্রসাদে শম্বর দৈত্যকে বলপূর্বক বিনাশ করিয়া আগমন করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৬১ ॥

মহারাজ ! চণ্ডবিক্রমা দেবী চণ্ডিকা এইরূপ আশ্বাসপ্রদ বাক্য বলিয়া অন্তর্হিত হইলে  
ভগবান্ কৃষ্ণও পুত্রশোক বিসর্জন দিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদহরণ নামক

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

সন্দেহো মে মুনিশ্রেষ্ঠ ! জায়তে বচনাত্তব ।  
বৈষ্ণবাংশে ভগবতি দুঃখোৎপত্তিং বিলোক্য চ ॥ ১ ॥  
নারায়ণাংশসমুত্তো বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।  
কথং স সূতিকাগারাকুতো বালো হরেরপি ॥ ২ ॥  
সুগুপ্তনগরে রম্যে গুপ্তেহথ সূতিকাগৃহে ।  
প্রবিষ্ট তেন দৈত্যেন গৃহীতোহসৌ কথং শিশুঃ ॥ ৩ ॥

অনীতিপদ্যবৈষ্ণব কিকিজ্জত্বং হরাদিষু ।  
প্রতিপাদ্য পরাশক্তেঃ সৰ্বৈশ্বর্যমুদীৰ্য্যতে ॥

ইথং পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে শ্রীভগবতীপ্রসাদাৎ প্রহ্মায়প্রাপ্তিং কৃষ্ণস্ত প্রভা সংশয়ানিষ্টো রাজ  
পৃচ্ছতি সন্দেহো মে মুনিশ্রেষ্ঠেতি । নহু রাজা প্রথমস্বকারস্তেহপোতাশ্রমো এব প্রশ্নাঃ  
কৃত্য মুনির্না চ মারাধীনত্বাদ্বন্ধাদিদেবানাং সম্ভবতি সৰ্বমেতদিত্যুক্তরং দত্তম্ । পুনর্দ্বিতীয়  
বারং তৃতীয়বারং তথৈব প্রশ্নো রাজা কৃত্য মুনির্না চ তথৈবোত্তরমভিহিতম্ । পুনবহু  
তথৈব প্রশ্নো রাজা ক্রিয়তে মুনির্না চ তথৈবোত্তরমভিধীয়তে । তথা চৈতাদশপুন-  
কক্কেদৌষরূপায়াঃ কিং প্রয়োজনমিতি চেত । সৰ্বপ্রাণিজাতস্তাবাস্তরমৃষ্টাদিকর্তৃষু শ্রীভগ-  
বতীকল্পিতসম্বাদ্যোকেকগুণোপাধিষু শ্রীভগবত্যাধীনেষু পরিচ্ছিন্নেষু অসৰ্বস্বভাগসৰ্বশক্তি-  
মৎসু শ্রীভগবতীস্বষ্টসমষ্টিপ্রপঞ্চেবাস্তরজীববাষ্টিস্বষ্টাদিকর্তৃপ্রবণালোকানাং সৰ্বজ্ঞত্ব-  
সৰ্বশক্তিমত্বসৰ্বৈশ্বর্যত্বমো বহুকালং প্রবৃত্তোহস্তি তদ্বচ্ছেদায় পুনঃ পুনঃ সমানপ্রশ্নো-  
ত্তরয়োঃ সম্বাৎ । নহি বহুকালবাসনাবাসিতাস্তঃকরণস্ত সৰ্বদুঃপদেশেন নিকীৰ্হোহস্তি ।  
রাজা তু পরাশক্তিপরমভক্তো লোকানাং তাদৃশবাসনামুচ্ছেদয়িতুং প্রবৃত্তো ন কথং পুনঃ  
পুনস্তাদৃক্ প্রশ্নান্ কুৰ্যাদিতি । নহু কৃষ্ণাবতারকথা খণ্ডিতৈবোক্তা । তথা রামানতার-  
কথাপি । সাপ্যনেকবারমুক্তেতি ন নিম্নপ্রয়োজনমেতাদৃশং কথনং কচিদস্তীতি চেত । তেষাম-  
সৰ্বজ্ঞতাদিপ্রতিপাদনার্থং গ্রহস্ত সবেন তৎকথাকথনে আসক্ত্যভাববোধনার্থং তথা কথনাৎ ।  
ন হুত্র রাজো ব্যাসস্ত বা কৃষ্ণরামাদিকথাবর্ণনে তাৎপর্য্যমস্তি কিন্তু শ্রীভগবতীগুণানু-  
বর্ণনে এব তাৎপর্য্যম্ । তস্তাশ্চ সৰ্বজ্ঞত্বং সৰ্বোত্তমত্বঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং প্রবৃত্তো তত্র যদি  
তদিতরত্র রামকৃষ্ণাদিষু তৎসৰ্বজ্ঞত্বাদিকং স্তাত্তদা ভগবত্যাং স্থিতং সৰ্বজ্ঞত্বাদিকমাকুলং  
ভবেৎ অতস্তেষামত্রৈব যৎকিঞ্চিৎ কথাপ্রদর্শনেনাসৰ্বজ্ঞতাদিকং পরতত্ত্বাদিকং তেষাং  
প্রতিপাদয়িতুং তথাকথনাৎ । তাৎপর্য্যন্ত শ্রোতৃবক্ত্রান্তেষামসৰ্বজ্ঞত্বাদিকং প্রতিপাদ্য  
সৰ্বজ্ঞত্বং, সৰ্বৈশ্বর্যত্বং স্বতন্ত্রত্বং সৰ্বোত্তমত্বঞ্চ শ্রীভগবত্যাং মেবাস্তীত্যত্রৈতি ॥ ১ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর ! বিষ্ণুর অংশস্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণের দুঃখোৎপত্তির বিষয় শ্রবণ  
করিয়া আপনার কথায় আমার সংশয় জন্মাইতেছে ॥ ১ ॥ দেখুন, ভগবান্ বাসুদেব সাক্ষাৎ  
নারায়ণের অংশে সমুৎপন্ন, অতএব শশ্বরাসুর সূতিকাগৃহ হইতে তাঁহারও পুত্রকে কিরূপে  
হরণ করিল ? ॥ ২ ॥ একেত সুরম্য দ্বারকানগরী বিশেষরূপে সুরক্ষিত, তাহাতে আবার



ন জ্ঞাতো বাসুদেবেন চিত্রমেতন্মাদ্বিতম্ ।

জায়তে মহদাশ্চর্য্যং চিত্তে সত্যবতীশ্বত ! ॥ ৪ ॥

বৃহি তৎ কারণং ব্রহ্মরজাতং কেশবেন যৎ ।

হরণং তত্র সংস্থেন শিশোৰ্কা সূতিকাগৃহাৎ ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

মায়া বলবতী রাজস্রাণাং বুদ্ধিমোহিনী ।

শান্তবী বিশ্রুতা লোকে কো বা মোহং ন গচ্ছতি ॥ ৬ ॥

মানুষং জন্ম সম্প্রাপ্য গুণাঃ সৰ্ব্বৈহপি মানুষাঃ ।

ভবন্তি দেহজাঃ কামং ন দেবা নাস্মরাস্তদা ॥ ৭ ॥

ক্ষুভ্ণ্ণিদ্ৰা ভয়ং তদ্ভ্রা ব্যামোহঃ শোকসংশয়ঃ ।

হর্ষশ্চৈবাভিমানশ্চ জরা মরণমেব চ ॥ ৮ ॥

অজ্ঞানং গ্লানিরপ্রীতিরীৰ্য্যাসূয়া মদঃ শ্রমঃ ।

এতে দেহভবা ভাবাঃ প্রভবন্তি নরাধিপ ! ॥ ৯ ॥

নারায়ণাংশেতি । নারায়ণাংশসম্বৃত্তো যন্তস্ত হরেরিত্যম্বয়ঃ ॥ ২—৫ ॥

এতৎপর্য্যন্তঃ কৃষ্ণস্তাসৰ্ব্বজ্ঞঃ পরতত্ত্বজ্ঞঃ প্রতিপাদিতং শক্তিনা রাজ্ঞা ব্যাসস্ত তদেবা-  
সৰ্ব্বজ্ঞঃ পরতত্ত্বজ্ঞঃ তেষাং স্থাপয়তি মায়েতি ॥ ৬ ॥

ন দেবা নাস্মরাস্তদেতি । তদা মানুষভাবপ্রাপ্তিকালে ন দেবা ন দেবস্বভাবান্তিষ্ঠন্তি  
তথা নাস্মরা দৈত্যস্বভাবান্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭—৯ ॥

সূতিকাগৃহ তাহার মধ্যস্থিত, একরূপ স্থলে ঐ দৈত্য কিরূপে প্রবেশ করিয়া পুত্র হরণ  
করিল ? ॥ ৩ ॥ হে সত্যবতীতনয় ! বাসুদেব তাহা কেন জানিতে পারিলেন না । এতদ্বিষয়  
আমার অদ্ভুত বোধ হইতেছে এবং মানস মধ্যে পরম আশ্চর্য্য রসের উদয় হইতেছে ॥ ৪ ॥  
হে ব্রহ্মন্ ! কেশব দ্বারকায় উপস্থিত থাকিতেও কিরূপে সূতিকাগৃহ হইতে শিশু  
অপহৃত হইল এবং কি জন্ত তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না ; তাহার কারণ কীর্তন  
করুন ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! নরগণের বুদ্ধিবিমোহিনী শান্তবী মায়াই এ বিষয়ের কারণ  
ইহা লোকে বিদ্রুত আছে ; এই সংসারে একরূপ কোন্ ব্যক্তি আছে যে, মায়াই মোহিত  
না হয় ? ॥ ৬ ॥ জীবগণ যখন মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয় তখন তাহাতে মানুষেরই গুণ  
সকল বর্তমান থাকে, বস্তুতঃ দেবতা বা অস্মরদিগের গুণ বা স্বভাব বিদ্যমান থাকে  
না ॥ ৭ ॥ হে নরাধিপ ! মনুষ্য দেহধারণ করিলেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্ৰা, ভয়, তদ্ভ্রা, ব্যামোহ  
শোক, সংশয়, হর্ষ, অভিমান, জরা, মরণ, অজ্ঞান, গ্লান, অপ্রীতি, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, মদ ও

যথা হেমমৃগং রামো ন বুবোধ পুরোগতম্ ।  
 জানক্যা হরণকৈব জটায়ুমরণং তথা ॥ ১০ ॥  
 অভিষেকদিনে রামো বনবাসং ন বেদ চ ।  
 তথা ন জ্ঞাতবান্ৰামঃ স্বশোকান্মরণং পিতুঃ ॥ ১১ ॥  
 অজ্ঞবদ্বিচচারামৌ পশ্যমানো বনে বনে ।  
 জানকীং ন বিবেদাথ রাবণেন হৃতাং বলাৎ ॥ ১২ ॥  
 সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা হত্বা শক্রসুতং বলাৎ ।  
 সাগরে সেতুবন্ধঞ্চ কৃত্বোত্তীৰ্য্য সরিৎপতিম্ ॥ ১৩ ॥  
 প্রেষয়ামাস সৰ্ব্বান্ দিশু তান্ কপিকুঞ্জরান্ ।  
 সংগ্রামং কৃতবান্ ঘোরং দুঃখং প্রাপ রণাজিরে ॥ ১৪ ॥  
 বন্ধনং নাগপাশেন প্রাপ রামো মহাবলঃ ।  
 গরুড়ান্মোক্ষণং পশ্চাদম্বুদ্রঘুনন্দনঃ ॥ ১৫ ॥  
 অহনদ্রাবণং সংখ্যে কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ।  
 মেঘনাদং নিকুন্তঞ্চ কুপিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ১৬ ॥  
 অদৃশ্যত্বঞ্চ জানক্যা ন বিবেদ জনার্দনঃ ।  
 দিব্যঞ্চ কারয়ামাস জ্বলিতেহগ্নৌ প্রবেশনম্ ॥ ১৭ ॥

ন কেবলং কৃষ্ণাবতার এবাসৰ্ব্বজ্ঞত্বং পরতত্ত্বত্বঞ্চ কিন্তু রামাদ্যবতারেহপীত্যাঃ যথা হেমমৃগমিতি ॥ ১০—১৫ ॥

শ্রম এই সকল দেহজাত ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৮—৯ ॥ দেখুন রামচন্দ্র, নিশাচর  
 মারীচ মায়াবলে হেমময় মৃগরূপ ধরিয়া দৃষ্টিগোচরে উপস্থিত হইলেও কিছুমাত্র জানিতে  
 পারেন নাই ; তাহার পর সীতাহরণ ও জটায়ুমরণ এবং অভিষেক দিবসে বনবাস গমন  
 ও তাহার শোকে পিতৃমরণ এ সকলের কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই ॥ ১০—১১ ॥  
 রাবণ যখন বলপূৰ্ব্বক জানকীহরণ করিল, তখন বা তৎপূৰ্বে তিনি তাহা জানিতে পারেন  
 নাই, কেবল বনে বনে অজ্ঞের ভ্রায় অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ তৎপরে তিনি  
 বানরগণকে সহায় এবং ইন্দ্রপুত্র বালিকে বিনাশ করিয়া সাগরে সেতুবন্ধন পূৰ্ব্বক তাহা  
 পার হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ তিনি সীতার অন্বেষণার্থ প্রধান প্রধান বানরগণকে সকল দিকেই  
 প্রেরণ করিয়াছিলেন আর রণাজনে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া মহৎ দুঃখভোগ করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ১৪ ॥ মহাবলশালী রঘুনন্দন রামচন্দ্র নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন পশ্চাৎ গরুড়  
 আসিয়া তাঁহাকে মুক্ত করে ॥ ১৫ ॥ তদনন্তর তিনি কুপিত হইয়া কুন্তকর্ণ নিকুন্ত মেঘনাদ  
 ও রাবণকে বিনাশ করেন ॥ ১৬ ॥ সেই জনার্দন রামচন্দ্র সীতার নির্দোষতা জানিতে না

লোকাপবাদাচ্চ পরং ততস্ততাজ তাং প্রিয়াম্ ।  
 অদুষ্যাং দূষিতাং মদ্বা সীতাং দশরথাত্মজঃ ॥ ১৮ ॥  
 ন জ্ঞাতৌ স্বসুতো তেন রামেন চ কুশীলবৌ ।  
 মুনিনা কথিতৌ তৌ তু তস্মৈ পুত্রৌ মহাবলৌ ॥ ১৯ ॥  
 পাতালগমনকৈব জানক্যা জ্ঞাতবান্ চ ।  
 রাঘবঃ কোপসংযুক্তো ভ্রাতরং হস্তমুদ্যতঃ ॥ ২০ ॥  
 কালশ্রাগমনকৈব ন বিবেদ খরাস্তকঃ ।  
 মানুষং দেহমাশ্রিত্য চক্রে মানুষচেষ্টিতম্ ।  
 তথৈব মানুষান্ ভাবান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১ ॥  
 পূৰ্ব্বং কংসভয়াৎ প্রাপ্তো গোকূলে যদুনন্দনঃ ।  
 জরাসন্ধভয়াৎ পশ্চাদ্ভারবত্যাং গতো হরিঃ ॥ ২২ ॥  
 অধর্ম্যং কৃত্বান্ কুষো কুশ্লিণ্যা হরণঞ্চ যৎ ।  
 শিশুপালবৃত্তায়াশ্চ জানন্ ধর্ম্যং সনাতনম্ ॥ ২৩ ॥

কুপিতো যদুনন্দন ইতি । অনেন সাধনেনেখমগ্রে ভবিষ্যতীত্যজ্ঞাটৈব প্রারকবশে-  
 নৈবেদং সৰ্ব্বমকরোদিতি ভাবঃ ॥ ১৬—২০ ॥

খরাস্তকঃ খরদৈত্যানাশনো রামো মানুষং দেহমাশ্রিত্য প্রারককর্মযোগান্নামুযচেষ্টিতং  
 চক্রে ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

রামাবতারে দৃষ্টান্তভূতেহজ্ঞত্বমসৰ্ব্বজ্ঞত্বং পরতত্ত্বত্বং চাচরণেন দর্শয়িত্বা দাষ্টান্তিকে  
 কৃষ্ণাবতারে দর্শয়তি পূৰ্ব্বং কংসভয়াদিতি ॥ ২২ ॥

পারিষা তাঁহাকে দিব্য করান এবং বিশেষ পরীক্ষার্থ অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়াছিলেন ॥১৭॥  
 তদনন্তর দশরথতনয় রামচন্দ্র লোকাপবাদভয়ে অদুষিতা প্রেয়সী সীতাকে দুষিতা ভাবিয়া  
 পরিত্যাগ করেন ॥ ১৮ ॥ অরণ্য মধ্যে কুশী লব নামে তাঁহার যে দুই পুত্র উৎপন্ন হয় তিনি  
 জানিতে পারেন নাই । পরে মহর্ষি বাম্পরীক কহিয়া দিলে তবে তিনি জানিতে পারিয়া-  
 ছিলেন ॥ ১৯ ॥ আরও দেখুন, রামচন্দ্র জানকীর পাতালগমনের বিষয় কিছুই জানিতে  
 পারেন নাই । আর তিনি এক সময়ে কুপিত হইয়া ভ্রাতাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ২০ ॥ খরনিশাচর-নিপাতনকারী রাম কালপুরুষের আগমন অবগতি করিতে  
 পারেন নাই; ফলতঃ তিনি মানুষদেহ ধারণ করিয়া মানুষের কার্য্যই করিয়াছিলেন । সেই  
 রূপ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণও মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত মনুষ্যের কার্য্যই করিয়াছিলেন,  
 এ বিষয়ে আর বিচারণা কি আছে ? ॥ ২১ ॥ দেখুন, তিনি প্রথমেই কংসভয়ে গোকূলে  
 গমন করিয়াছিলেন, তদনন্তর জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারবতী নগরে পলায়ন করেন ॥ ২২ ॥ আর  
 তিনি সনাতন ধর্ম্য অবগত হইয়াও শিশুপাল-বৃত্ত কুশ্লিণীকে হরণ করিয়াছিলেন; এই



শুশোচ বালকং কৃষ্ণঃ শম্বরেণ হৃতং বলাৎ ।  
 যুমোদ জানন্ পুত্রং তং হর্ষশোকযুতস্ততঃ ॥ ২৪ ॥  
 সত্যভামাজ্জয়া যত্নু যুযুধে স্বর্গতঃ কিল ।  
 ইন্দ্রেণ পাদপার্থস্তু স্ত্রীজিত্বং প্রকাশয়ন্ ॥ ২৫ ॥  
 জহার কল্পবৃক্ষং যঃ পরাভূয় শতক্রতুম্ ।  
 মানিনীমানরক্ষার্থং হরিশ্চক্রধরঃ প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥  
 বন্ধা বৃক্ষে হরিং সত্যা নারদায় দদৌ পতিম্ ।  
 দত্তাথ কনকং কৃষ্ণং মোচয়ামাস ভামিনী ॥ ২৭ ॥  
 দৃষ্ট্বা পুত্রান্ গুরুগুণান্ প্রহ্মান্নপ্রমুখানথ ।  
 কৃষ্ণং জাম্ববতী দীনা যযাচে সন্ততিং শুভাম্ ॥ ২৮ ॥  
 স যযৌ পর্বতং কৃষ্ণস্তপসি কৃতনিশ্চয়ঃ ।  
 উপমন্যুর্নুনিষত্র শিবভক্তঃ পরস্তপঃ ॥ ২৯ ॥  
 উপমন্যুং গুরুং কৃত্বা দীক্ষাং পাশুপতীং হরিঃ ।  
 জগ্রাহ পুত্রকামস্তু যুগ্মী দগ্মী বভূব হ ॥ ৩০ ॥  
 উগ্রং তত্র তপস্তপে মাসমেকং ফলাশনঃ ।  
 জজাপ শিবমন্ত্রস্তু শিবধ্যানপরো হরিঃ ॥ ৩১ ॥

ধর্ম্যং জানন্ সন্ শিশুপালেন বৃত্তায়া কল্পিণ্যা ইত্যম্বয়ঃ । অনেন চাধর্ম্যনিষ্ঠত্বং কৃষ্ণঃ  
 বোধিতম্ ॥ ২৩—২৪ ॥

কার্যে তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম্য হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥ শম্বর দৈত্য পিতৃপুত্রটিকে হরণ করিলে  
 তিনি শোক করিয়াছিলেন, পরে ভগবতীর নিকট তাহা জানিতে পারিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া  
 ছিলেন ; তবেই বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, সাধারণ মনুষ্যের ত্রায় সম্পদ বিপদে তাঁহার  
 হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইত ? ॥ ২৪ ॥ তাহার পর, পারিজাত বৃক্ষের জন্ত স্বর্গে গমন করিয়া  
 সত্যভামার আজ্ঞায় ইন্দ্রের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্ত্রীর বশীভূত  
 তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে ॥ ২৫ ॥ ঐ যুদ্ধে চক্রধর হরি দেবরাজকে পরাজিত করিয়া  
 মানিনীর মান রক্ষার নিমিত্ত কল্পবৃক্ষ হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ পরন্তু, সত্যভামা আবার  
 হরিকে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া নারদকে দান করেন, তৎপরে সেই ভামিনী কনকরাশি প্রদান  
 পূর্বক তাঁহাকে মোচিত করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ বহুগুণসম্পন্ন প্রহ্মান্নপ্রভৃতি কল্পিণীপুত্র-  
 গণকে দর্শন করিয়া জাম্ববতী অতি দীনভাবে তাঁহার নিকট সুশোভন সন্ততির নিমিত্ত  
 প্রার্থনা করিলেন । কৃষ্ণ তাঁহার পুত্রের নিমিত্ত তপস্তায় কৃতনিশ্চয় হইয়া যেখানে শিবভক্ত  
 উপমন্যু মুনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৮—২৯ ॥ সেই হরি

দ্বিতীয়ে তু জলাহারস্তিষ্ঠম্বেকপদো হরিঃ ।

তৃতীয়ে বায়ুভক্ষন্তু পাদাস্থ্যুর্থাগ্রসংস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

ষষ্ঠে তু ভগবান্ রুদ্রঃ প্রসম্নো ভক্তিভাবতঃ ।

দর্শনঞ্চ দদৌ তত্র সোমঃ সোমকলাধরঃ ॥ ৩৩ ॥

আজগাম বৃষাকৃঢ়ঃ সুরৈরিস্ত্রাদিভিরূতঃ ।

ব্রহ্মবিষ্ণুযুতঃ সাক্ষাদ্যক্ষগন্ধর্বসেবিতঃ ॥ ৩৪ ॥

সম্বোধয়ন্ বাসুদেবং শঙ্করন্তুমুবাচ হ ।

তুমৌহস্মি কৃষ্ণ ! তপসা তবোত্তমেন মহামতে ! ॥ ৩৫ ॥

দদামি বাঙ্কিতান্ কামান্ ব্রুহি ষাদবনন্দন ! ।

ময়ি দৃষ্টে কামপূরে কামশেষো ন সম্ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা শঙ্করং তুষ্টং ভগবান্ দেবকীশ্বতঃ ।

পপাত পাদয়োস্তস্ত দণ্ডবৎ প্রেমসংযুতঃ ॥ ৩৭ ॥

স্তুতিং চকার দেবেশো মেঘগন্তীরয়া গিরা ।

স্থিতস্ত পুরতঃ শম্ভোর্বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮ ॥

---

স্বর্গতঃ স্বর্গে গত ইত্যর্থঃ । সাক্ষ্যবিভক্তিকন্তুসির্ম্মা ॥ ২৫—৩৭ ॥

---

পুত্রকামনায় উপমন্যাকে দীক্ষাওক নিরূপিত করিয়া পাশুপত মন্ত্র গ্রহণ ও মন্তক মুণ্ডন পূর্বক দণ্ডী হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ তথায় প্রথম মাসে কলমাত্র আহার করিয়া শিবের ধ্যান-পরায়ণ এবং শিবমন্ত্র জপে নিরত হইয়া উগ্রতর তপস্তা করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় মাসে জল-মাত্র পান করিয়া এক পদে অবস্থিত হন । তৃতীয় মাসে কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ পূর্বক পাদাস্থ্যুষ্ঠের অগ্রভাগে অবাস্থত হইয়া তপস্তা করেন ॥ ৩১—৩২ ॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ষষ্ঠ মাসে ইন্দুমৌলি ভগবান্ রুদ্রদেব তাঁহার ভক্তিভাবে প্রসন্ন হইয়া সেই স্থানে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন । মহাদেব বৃষে আরোহণ পূর্বক ব্রহ্মাও বিষ্ণুর সহিত, ঈশ্রাদি দেবগণে পরিবৃত এবং যক্ষ ও গন্ধর্বগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া তথায় আগমন পূর্বক বাসু-দেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহামতে বহুনন্দন কৃষ্ণ ! আমি তোমার উগ্র তপ-স্তায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার বাঙ্কিত বর প্রার্থনা কর আমি এখনি তাহা প্রদান করিতেছি । আমি সমস্ত ভক্তবৃন্দের বাসনাপূরণকারী, আমার সাক্ষাৎলাভ হইলে এক্রপ কি কামনা আছে যাহা পরিপূর্ণ না হয় ॥ ৩৩—৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভগবান্ দেবকীশ্বর শঙ্করদেবকে প্রসন্ন দেখিয়া প্রেমাঙ্কুরিতচিত্তে তাঁহার পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং সেই সুরেশ্বর সনাতন বাসুদেব শঙ্কর

কৃষ্ণ উবাচ ।

দেবদেব জগন্নাথ সৰ্বভূতার্তিনাশন ! ।

বিশ্বযোনে সুরারিষ্য নমস্ত্রৈলোক্যকারক ! ॥ ৩৯ ॥

নীলকণ্ঠ নমস্তভ্যং শূলিনে তে নমো নমঃ ।

শৈলজাবল্লভায়াথ যজ্ঞরায় নমোহস্ত তে ॥ ৪০ ॥

ধন্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং দর্শনাত্তব সূত্রত ! ।

জন্ম মে সফলং জাতং নত্বা তে পাদপঙ্কজম্ ॥ ৪১ ॥

ষট্কোহহং স্ত্রীময়ৈঃ পাশৈঃ সংসারেহস্মিঞ্জগদুগুরো ! ।

শরণং তেহদ্য সম্প্রাপ্তো রক্ষণার্থং ত্রিলোচন ! ॥ ৪২ ॥

সম্প্রাপ্য মানুষং জন্ম থিম্মোহহং দুঃখনাশন ! ।

ত্রাহি মাং শরণং প্রাপ্তং ভবভীতং ভবাধুনা ॥ ৪৩ ॥

গর্ভবাসে মহদুঃখং প্রাপ্তং মদনদাহক ! ।

জন্মতঃ কংসভয়জমুভূতঞ্চ গোকূলে ॥ ৪৪ ॥

জাতোহহং নন্দগোপালো বল্লবাজ্জাকরস্তথা ।

গোরজঃকীর্ণকেশস্ত ভ্রমন্ বৃন্দাবনে বনে ॥ ৪৫ ॥

পুরতোহগ্রে স্থিতস্ত শস্ত্রোঃ স্তুতিং চকারেত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৮—৪২ ॥

পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া মেঘ-গভীর-স্বরে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥  
 হে দেবদেব ! হে জগন্নাথ ! আপনিই অখিল জীবের দুর্গতি বিনাশ করেন, হে অম্বর-  
 নাশন ! আপনিই এই বিশ্বের স্রষ্টা ও কারণস্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥  
 হে নীলকণ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম করি, হে শূলধারিন্ ! আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার  
 করিতেছি। হে শৈলজাবল্লভ ! আপনিই দক্ষযজ্ঞ-বিনাশক, আমি আপনাকে নমস্কার  
 করি ॥ ৪০ ॥ আপনাকে দর্শন করিয়া আমি ধন্ত ও কৃতকৃত্য হইলাম ; হে সূত্রত ! আপনার  
 পাদপঙ্কজে প্রণাম করিয়া আমার জন্ম সফল হইল ॥ ৪১ ॥ হে অখিলগুরো হে ত্রিলোচন !  
 আমি কামিনীময় পাশ দ্বারা এই সংসারে সম্বদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত  
 আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৪২ ॥ হে দুঃখবিনাশন ! আমি মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত  
 ধিন্ন হইয়াছি ; হে ভব ! ভবতরে ভীত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে  
 আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৪৩ ॥ হে মদনদাহন ! আমি গর্ভবাসে মহদুঃখ প্রাপ্ত  
 হইয়াছি, তাহার পর, কংসভয়ে নন্দ গোকূলে যাইয়া নিরন্তর দুঃখভোগ করিয়াছি, তথায়  
 গোপের আজাকারী হইয়া গোচারণ করত নন্দের গোপাল হইয়া এবং গোপুলি দ্বারা



শ্লেচ্ছরাজভয়ত্রস্তো গতো দ্বারবতীং পুনঃ ।

তাত্ত্বা পিত্র্যং শুভং দেশং মাধুরং দুর্লভং বিভো ॥ ৪৬ ॥

যযাতিশাপবন্ধেন তস্মৈ দত্তং ভয়াদ্বিভো ! ।

রাজ্যং সুপুৰুষমপি চ ধর্মরক্ষাপরেণ চ ॥ ৪৭ ॥

উগ্রসেনস্ম দাসত্বং কৃতং বৈ সর্বদা ময়া ।

রাজাসৌ যাদবানাং বৈ কৃতো নঃ পূর্বজৈঃ কিল ॥ ৪৮ ॥

গার্হস্থ্যং দুঃখদং শস্তো ! জীবন্ত্যং ধর্মখণ্ডনম্ ।

পারতন্ত্র্যং সদা বন্ধো মোক্ষবার্তাত্ত্ব দুর্লভা ॥ ৪৯ ॥

ক্লিষ্টাশ্চ তনয়ান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যা জাম্ববতী মম ।

প্রেরয়ামাস পুত্রার্থং তপসে মদনাস্তক ! ॥ ৫০ ॥

সকামেন ময়া তপ্তং তপঃ পুত্রার্থমদ্য বৈ ।

লজ্জা ভবতি দেবেশ ! প্রার্থনায়াজ্জগদুগুরো ! ॥ ৫১ ॥

কস্তামারাধ্য দেবেশং মুক্তিদং ভক্তবৎসলম্ ।

প্রসন্নং যাচতে যুতঃ ফলং তুচ্ছং বিনাশি যৎ ॥ ৫২ ॥

(দুঃখপ্রাপ্তেঃ কারণমাহ সম্প্রাপ্য মাধুরং জন্মেতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

শ্লেচ্ছরাজভয়াং কালযবনভয়াংত্রস্তঃ ॥ ৪৬ ॥

স্বরাজ্যাগ্রহণকারণমাহ । যযাতিশাপেতি । তস্মৈ উগ্রসেনায় ॥ ৪৭—৪৯ ॥

স্বতপস্তাগমনহেতুং কথয়তি ক্লিষ্টাশ্চ তনয়ান্ দৃষ্টেতি ॥ ৫০—৫২ ॥

প্রকীর্ণকেশ হইয়া নিয়তই বৃন্দাবনের নিবিড়বনে পরিভ্রমণ করিয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ হে বিভো ! আমি শ্লেচ্ছরাজ কালযবনের ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া সুদুর্লভ পিতৃস্থান মধুরাপুরী পরিত্যাগ পূর্বক দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥ হে প্রভো ! যযাতির অভিশাপ হেতু ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট সুপুত্র রাজ্যও উগ্রসেনকে প্রদান করিয়াছি । আমার পূর্বজগণ তাঁহাকেই যাদবগণের রাজা করিয়াছিলেন আমি তদনুসারে তাঁহাকে রাজ্য প্রদান পূর্বক নিয়তই তাঁহার দাসত্ব করিতেছি ॥ ৪৭—৪৮ ॥ হে শস্তো ! গার্হস্থ্য-আশ্রম আত্মশব দুঃখপ্রদ, জীবন্ত ও ধর্মনাশক, তাহাতে সর্বদাই পরাধীনতা, ভববন্ধনমোচনের বার্তা তাহাতে অত্যন্তই দুর্লভ ॥ ৪৯ ॥ হে মদনাস্তক ! জাম্ববতী নারী আমার এক ভার্য্যা ক্লিষ্টাশ্চ তনয়গণকে দর্শন করিয়া সুশোভন সন্তান লাভের নিমিত্ত আমাকে তপস্তা করিতে প্রেরণ করিয়াছে ॥ ৫০ ॥ হে দেবেশ ! হে জগদুগুরো ! আমি কামনা-পরবশ হইয়া এক্ষণে পুত্রের নিমিত্ত তপস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; দেব ! এই পুত্র প্রার্থনার আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছে ॥ ৫১ ॥ আপনি ভক্তবৎসল, মুক্তিপ্রদ, সকল দেব-

সোহহং মায়াবিমূঢ়াত্মা যাচে পুত্রসুখং বিভো ! ।  
 কামিষ্ঠা প্রেরিতঃ শস্তো ! মুক্তিদং ত্বাং জগৎপতে ! ॥ ৫৩ ॥  
 জানামি দুঃখদং শস্তো ! সংসারং দুঃখসাধনম্ ।  
 অনিত্যং নাশধৰ্ম্মাণং তথাপি বিরতির্ন মে ॥ ৫৪ ॥  
 শাপান্নারায়ণাংশোহহং জাতোহস্মিন্ ক্রিতিমণ্ডলে ।  
 ভোক্তুং বহুতরং দুঃখং মায়াপাশেন যদ্বিতঃ ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তবস্তুং গোবিন্দং প্রত্যাচ মহেশ্বরঃ ।  
 বহবন্তে ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ শক্রনিসূদন ! ॥ ৫৬ ॥  
 স্ত্রীণাং মোড়শসাহস্রং ভবিষ্যতি শতাধিকম্ ।  
 তাস্থ পুত্রা দশ দশ ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ ॥ ৫৭ ॥  
 ইত্যুক্তোপররামাশু শঙ্করঃ প্রিয়দর্শনঃ ।  
 উবাচ গিরিজা দেবী প্রণতং মধুসূদনম্ ॥ ৫৮ ॥  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো সংসারেহস্মিন্নরাধিপ ! ।  
 গৃহস্থপ্রবরো লোকে ভবিষ্যতি ভবানিহ ॥ ৫৯ ॥

সোহহমিতি । স মূঢ়োহহং । মূঢ়ত্বে কারণমাহ যতঃ স্ত্রীয়া প্রেরিতো মুক্তিদং ত্বাং  
 অকিঞ্চৎকরং পুত্রসুখং প্রার্থয়ামি ॥ ৫৩—৫৫ ॥

পুত্রকামুকশ্রীকৃষ্ণং প্রতি মহাদেবন্ত বরদানমাহ বহব ইতি ॥ ৫৬—৫৯ ॥

গণের ঈশ্বর ; আরাধনা দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া কোন্ মূঢ় ব্যক্তি বিনাশশীল তুচ্ছ  
 ফলের প্রার্থনা করিয়া থাকে ? ॥ ৫২ ॥ হে জগতীপতে ! হে বিভো ! আপনাকে সাক্ষাৎ  
 মুক্তিদাতা স্বরূপ জানিয়াও মায়ায় বিমোহিত হইয়া কামিনীর প্রলোভনায় মোক্ষতত্ত্ব  
 বিসর্জন দিয়া পুত্রসুখ প্রার্থনা করিতেছি ; অতএব আমার তুল্য মূঢ় ব্যক্তি আর কে  
 আছে ? ॥ ৫৩ ॥ হে শঙ্কর ! সংসার দুঃখাগার, সংসার দুঃখের কারণ, সংসার অনিত্য,  
 সংসার বিনাশ ধৰ্ম্মশীল, আমি এ সকলই জানি, তথাপি সংসারে আমার বিরতি নাই ॥ ৫৪ ॥  
 আমি নারায়ণের অংশরূপী হইয়াও শাপবশে মায়াপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া বহুতর দুঃখ  
 ভোগ করিবার নিমিত্ত অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শক্রঘাতন গোবিন্দ এইরূপ স্তব করিলে দেবদেব মহাদেব  
 তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ ! তোমার বহুসংখ্যক পুত্র হইবে ॥ ৫৬ ॥ তোমার শতাধিক  
 স্ত্রীসহস্র রমণী হইবে ; সেই সকল রমণীর প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশটি করিয়া মহাবল

ততো বর্ষশতান্তে তু দ্বিজশাপাৎ জনার্দন ! ।  
 গান্ধার্যাশ্চ তথা শাপাৎ ভবিতা তে কুলক্ষয়ঃ ॥ ৬০ ॥  
 পরম্পরং নিহত্যার্জো পুত্রান্তে মদ্যমোহিতাঃ ।  
 গমিষ্যন্তি ক্ষয়ং সর্বৈ যাদবাশ্চ তথাপরে ॥ ৬১ ॥  
 সানুজস্বং তথা দেহং ত্যক্ত্বা যাস্তসি বৈ দিবম্ ।  
 শোকস্তত্র ন কর্তব্যো ভবিতব্যং প্রতি প্রভো ! ॥ ৬২ ॥  
 অবশ্যস্তাবিভাবানাং প্রতীকারো ন বিদ্যতে ।  
 তত্র শোকো ন কর্তব্যো নূনং মম মতং সদা ॥ ৬৩ ॥  
 অষ্টাবক্রস্য শাপেন ভার্য্যাশ্চ মধুসূদন ! ।  
 চৌরেভ্যো গ্রহণং কৃষ্ণ ! গমিষ্যন্তি মৃতে স্থয়ি ॥ ৬৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তর্দধে শব্দুঃ সোমঃ সশ্রমগুণলঃ ।  
 উপমন্যুং প্রণম্যথ কৃষ্ণোহপি দ্বারকাং যযৌ ॥ ৬৫ ॥

যত্বংশধ্বংসকারণমাহ ততো বর্ষশতান্তে ইতি ॥ ৬০ ॥

অপরে বৃক্ষাক্কাদয়ঃ ॥ ৬১—৬৪ ॥

সোমশ্চন্দ্রমৌলিশ্চন্দ্রমণ্ডলাধিষ্ঠাতা বা সোমমূর্তিভ্যাং ॥ ৬৫ ॥

পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ প্রিয়দর্শন শব্দর এই বলিয়া বিরত হইলে  
 শ্রীকৃষ্ণ গিরিজার চরণে প্রণাম করিলেন ; তখন, দেবী পার্শ্বতী বামদেবকে পুত্রঃ পুত্রঃ  
 সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মহাবাহো ! কৃষ্ণ ! হে নরশ্রেষ্ঠ ! এই সংসারে তুমি সমস্ত গৃহস্থ-  
 গণের আদর্শস্বরূপ হইবে, তদনন্তর শতবৎসর গত হইলে বিপ্রশাপে এবং গান্ধারীর অভি-  
 শাপে তোমার কুলক্ষয় হইবে ॥ ৫৮—৬০ ॥ তোমার পুত্রগণ এবং অত্যাগত যাদবগণ মদিরা-  
 পানে বিমোহিত হইয়া যুদ্ধস্থলে পরস্পর প্রহার পূর্বক বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬১ ॥ তাহার  
 পর তুমি বলভদ্রের সহিত দেহ পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গধামে গমন করিবে ; হে বিভো তুমি  
 সেই ভবিতব্য বিষয়ে কদাচই শোক করিও না ॥ ৬২ ॥ তুমি জানিও যে অবশ্যস্তাবি  
 বিষয়ের প্রতিকার নাই, স্মরণ্য তদ্বিষয়ে শোক করা কর্তব্য নহে, ইহাই আমার নিয়ত-  
 মত জানিবে ॥ ৬৩ ॥ মধুসূদন ! মহর্ষি অষ্টাবক্রের অভিশাপে তোমার মরণান্তে তোমার  
 ভার্য্যাগণ হৃদ্যস্ত দম্ভাগণ কর্তৃক অপহৃত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবী পার্শ্বতী এই বাক্য বলিলে, শব্দু সুরগণের সহিত অস্ত-  
 হিত হইলেন, কৃষ্ণও উপমন্যাকে প্রণাম করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৬৫ ॥ অতএব



তস্মাদব্রহ্মাদয়ো রাজন্ ! সন্তি যদ্যপ্যধীশ্বরঃ ।

তথাপি মায়াকল্লোলযোগসংস্কৃতিতান্তরাঃ ॥ ৬৬ ॥

তদধীনাঃ স্থিতাঃ সর্বৈ কাষ্ঠপুত্তলিকোপমাঃ ॥ ৬৭ ॥

যথা যথা পূৰ্ব্ভবং কৰ্ম তেষাং তথা তথা ।

প্রেরয়ত্যনিশং মায়া পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৬৮ ॥

ন বৈষম্যং ন নৈষ্কৰ্ণ্যং ভগবত্যাং কদাচন ।

কেবলং জীবমোক্ষার্থং যততে ভুবনেশ্বরী ॥ ৬৯ ॥

যদি সা নৈব সৃজ্যেত জগদেতচ্চরাচরম্ ।

তদা মায়াবিনাভূতং জড়ং স্মাদেব নিত্যশঃ ॥ ৭০ ॥

এতাবৎপর্যাস্তং কৃষ্ণশাল্লজ্জং পরতন্ত্রং স্ত্রীজিতত্মনীশ্বরং মুচ্যং চোপপাদিতম্ । তদেবমুপসংহরন্তীভগবত্যাঃ সৰ্বজ্জং সৰ্বোত্তমং সৰ্বেশ্বরং সৰ্বারাধ্যং শ্রুত্যাগম-  
সিদ্ধমুপসংহরতি তস্মাদিতি । যস্মাক্ষেতোরেতাদৃশী বিড়ম্বনৈতাদৃশাবতারাণাং ভবতি  
তস্মাদ্যদ্যপি ব্রহ্মাদয়োহস্মদপেক্ষাধীশ্বরঃ পরমেশ্বরঃ সন্তি । তথাপি ন সৰ্বাপেক্ষা  
পরমেশ্বরঃ কিন্তু মায়ায়াঃ কল্লোলান্তরঙ্গান্তেষাং বেগেন স্কৃতিতান্তরাঃ সন্তি ॥ ৬৬ ॥

যথা কাষ্ঠপুত্তলিকা পুরুষাধীনা তদ্বৎপমা বেষামেতাদৃশান্তদধীনা মায়াধীনাঃ সন্তি ।  
তস্মান্মুখ্যা সৰ্বাপেক্ষা সৰ্বেশ্বরী সৈবাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

সা চ ন স্বাতন্ত্র্যেণ জগৎ প্রেরয়তি কিন্তু প্রাক্তনকৰ্ম্মানুরোধেনাত্মথোচ্চাবচপ্রাণি  
কর্তৃত্বেন বৈষম্যনৈষ্কৰ্ণ্যে শ্রুতামিত্যাহ যথা যথেন্তি । মায়া পরব্রহ্মস্বরূপিণীতিপদেন মায়া-  
বিশিষ্টব্রহ্মস্বরূপিণীতি স্পষ্টমেবোক্তম্ ॥ ৬৮ ॥

যস্মাদেবং তস্মান্ন বৈষম্যমিতি যদি তস্তাঃ স্বাতন্ত্র্যেণেচ্ছা নাস্তি তর্হি কিমর্থমগ্রকৰ্ম্মানু-  
রধ্য সা জগৎ করোতীতি চেত্তত্রাহ জীবমোক্ষার্থমিতি ॥ ৬৯ ॥

তদেবোপপাদয়তি । প্রলয়কালে জগন্মায়ায়াং লীনং তথৈব তিষ্ঠেত্তু যুক্তং ভবেৎ  
তত্তৎকৰ্ম্মানুরোধেন । জগৎসৰ্জনে তু কৰ্ম্মোপাসনাকরণেন শ্রবণমননাদিনা চান্নসাক্ষাৎ-  
কারেণ জগন্মুক্তং ভবেত্তস্মাৎ কারুণ্যমবলম্ব্য স্বেচ্ছয়া বিহারেহপি প্রাণিমোক্ষার্থং জগজ্জীবা-

হে রাজেন্দ্র ! যদিও ব্রহ্মপ্রভৃতি দেবগণ জগতের অধীশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন,  
তথাপি তাঁহারা মায়াসিদ্ধুর কল্লোলমালায় সংস্কৃতিত হইতেছেন । তাঁহারা কাষ্ঠপুত্তলি-  
কার শ্রায় মায়ার অধীন হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৬৬—৬৭ ॥ তাঁহাদের  
যেমন যেমন পূৰ্ব্ভবের কৰ্ম্ম, পরব্রহ্মরূপিণী মহামায়া তাঁহাদিগকে সেই সেই রূপেই  
প্রেরণ করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥ তাঁহার বৈষম্য বা নিকারুণ্য নাই, সেই ভুবনেশ্বরী জীব-  
গণের মুক্তির নিমিত্তই নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥ যদি সেই ভুবনেশ্বরী এই  
চরাচর জগতের সৃষ্টি না করিতেন এবং কুটস্থ চৈতন্যরূপে জীবের অধিষ্ঠাত্রী না হইতেন  
তাহা হইলে, এই সমস্ত জগৎ জড়বৎ হইয়া তামসী মায়ায় বিনীত হইয়া যাইত সন্দেহ

তস্মাৎ কারুণ্যমাত্রিত্য জগজ্জীবাদিকঞ্চ যৎ ।  
 করোতি সততং দেবী প্রেরয়ত্যনিশঞ্চ তৎ ॥ ৭১ ॥  
 তস্মাদব্রহ্মাদিমোহেহস্মিন্ কর্তব্যঃ সংশয়ো ন হি ।  
 মায়ান্তঃপাতিনঃ সর্বৈ ময়াধীনাঃ সুরাসুরাঃ ॥ ৭২ ॥  
 স্বতন্ত্রা সৈব দেবেশী স্বেচ্ছাচারবিহারিণী ।  
 তস্মাৎ সৰ্ব্বাঙ্গনা রাজন্ ! সেবনীয়া মহেশ্বরী ॥ ৭৩ ॥  
 নাতঃপরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে ।  
 এতন্ধি জন্মসাকল্যং পরাশক্তেঃ পদস্মৃতিঃ ॥ ৭৪ ॥  
 মা ভূতত্র কূলে জন্ম যত্র দেবী ন দৈবতম্ ।  
 অহং দেবী ন চান্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ ॥ ৭৫ ॥  
 ইত্যভেদেন তাং নিত্যাং চিন্তয়েজ্জগদম্বিকাম্ ।  
 জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদেনাং বেদান্তশ্রবণাদিভিঃ ॥ ৭৬ ॥  
 নিত্যমেকাগ্রমনসা ভাবয়েদাত্মরূপিণীম্ ।  
 মুক্তো ভবতি তেনাশু নান্যথা কৰ্ম্মকোটিভিঃ ॥ ৭৭ ॥

দিকং করোতি কৰ্ম্মানুরোধেন তদেব প্রেরয়তি চেতি ভাবঃ । মায়াবিনাভূতং মায়ামাং  
 লীনমিত্যর্থঃ । জড়ং বুদ্ধিরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

তস্মাৎ হে রাজন্ ! ব্রহ্মাদীনাং কথং মোহো ভবতীত্যাদিপূৰ্ব্বোক্তঃ সংশয়স্তয়া নৈব  
 কর্তব্য ইত্যাহ তস্মাদিতি । তত্র হেতুমাং মায়ান্তঃপাতিন ইতি ॥ ৭২ ॥

তর্হি স্বতন্ত্রঃ কোহস্মীতি চেত্তত্রাহ স্বতন্ত্রা সৈব দেবেশীতি ॥ ৭৩—৭৭ ॥

নাই ॥ ৭০ ॥ অতএব, দেবী ভুবনেশ্বরী কারুণ্যবশতঃ এই জীবাদি জগৎ সমুদায় সৃষ্টি করিয়া  
 প্রত্যেক জীবে অধিষ্ঠাত্রী থাকিয়া তাহাদিগের কৰ্ম্মানুসারে তাহাদিগকে পরিচালন করিতে-  
 ছেন ॥ ৭১ ॥ সেই হেতু ব্রহ্মাদিও যে মায়ায় মোহিত হইয়া রহিয়াছেন একথায় আর সন্দেহ  
 নাই ; কারণ, সুর ও অসুরাদি সমস্তই মায়ার অন্তর্গত ও মায়ার অধীন ॥ ৭২ ॥ অতএব, হে  
 রাজন্ ! ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, কেবল সেই মহাদেবী ভগবতীই আপন ইচ্ছাবশে বিহার  
 ও বিচরণ করিয়া থাকেন, তিনি কাহারও অধীন নহেন ; এজন্ত সৰ্ব্বান্তঃকরণে মহেশ্বরীর  
 সেবা করাই কর্তব্য ॥ ৭৩ ॥ এই ত্রিভুবনে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বা উৎকৃষ্ট বস্তু আর  
 কিছুই নাই ; অতএব সেই পরমশক্তির চরণ স্মরণ ব্যতিরেকে জন্মের সাকল্য লাভ হইতে  
 পারে না ॥ ৭৪ ॥ “সেই দেবী যে কূলের অতীষ্টদেবতা নহেন, সেই কূলে যেন জন্ম না  
 হউক ; আমিই সেই দেবী ভগবতী আমি অস্ত্র নহি আমিই ব্রহ্ম আমি শোকভাগী নহি,  
 এইরূপ অভেদ জ্ঞানে সেই নিত্যা জগদম্বিকার চিন্তা করিবে । প্রথমে গুরুমুখে তদন্তর

শ্বেতাশ্বতরাদয়ঃ সর্বৈ ঋষয়ো নির্মলাশয়াঃ ।  
 আত্মরূপাং হৃদা জ্ঞাত্বা বিমুক্তা ভববন্ধনাৎ ॥ ৭৮ ॥  
 ব্রহ্মবিষ্ণুদয়স্তদ্বদেগৌরীলক্ষ্যাদয়স্তথা ।  
 তামেব সমুপাসন্তে সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৭৯ ॥  
 ইতি তে কথিতং রাজন্ যদ্যৎ পৃষ্ঠং ত্বয়ানঘ ! ।  
 প্রপঞ্চতাপত্রস্তেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৮০ ॥  
 এতত্তে কথিতং রাজন্ময়াখ্যানমনুভবম্ ।  
 সর্বপাপহরং পুণ্যং পুরাণং পরমাদ্বুতম্ ॥ ৮১ ॥  
 য ইদং শৃণুয়ামিত্যং পুরাণং বেদসম্মিতম্ ।  
 সর্বপাপবিমুক্তো দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৮২ ॥

আত্মরূপাং হৃদা জ্ঞাত্বা ইতি । তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্র-  
 ন্দেবায়শক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি ॥ ৭৮—৮১ ॥

দেবীলোকে পূর্কোক্তে মণিদীপে ॥ ৮২ ॥

পুরাণং পঞ্চমমিতি । ব্রহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথৈতি মহাপুরাণ-  
 সংগ্রহবাক্যে পুরাণান্তরেণ পঞ্চমত্বেন গৃহীতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীমচ্ছিবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথায়জঃ সুধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোহভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবীভাগবতশ্রাণ্ড ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্তিলকাখ্যাং শুভার্থদাম্ ॥ ২ ॥

বেদান্তশ্রবণাদি দ্বারা ভগবতীকে জানিয়া প্রতিদিন একাগ্রমানসে সেই আত্মরূপিণীর  
 ধ্যান করিলে অচিরকাল মধ্যে মুক্তিলাভ হইবে, অথবা কণ্ঠকোটি দ্বারাও মুক্তিলাভের  
 সম্ভাবনা নাই ॥ ৭৫—৭৭ ॥ শ্বেতাশ্বতরাদি নির্মলাশয় ঋষিগণ এই আত্মরূপিণীকে হৃদয়ে  
 চিন্তা করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা-  
 গণ, এবং গৌরী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণও সেই সচ্চিদানন্দরূপিণীর উপাসনা করিয়া  
 থাকেন ॥ ৭৯ ॥ হে বিমলায়ন্থ রাজেন্দ্র ! সংসারভয়ে সম্বস্ত হইয়া যাহা যাহা জিজ্ঞাসা  
 করিয়াছিলে আমি তৎসমস্তই তোমার নিকট কীর্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে  
 বাসনা কর ? ॥ ৮০ ॥ রাজন্ ! এই আমি তোমার নিকট সর্ববিধ পাপনাশক, পুণ্যকর,  
 পরম অদ্বুত পুরাণাখ্যান কীর্তন করিলাম । যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই বেদতুল্য ভাগবত  
 পুরাণ কথা শ্রবণ করে, সে সর্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া দেবীলোকে গমন পূর্বক  
 মহামহিমায কালযাপন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৮১—৮২ ॥



শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

এতদ্ব্যাপ্তং ব্যাসাৎ কথ্যমানং সর্বসুতম্ ।

পুরাণং পঞ্চমং নূনং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

দেবীসর্বেশ্বরকথনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

অষ্টাদশসহস্রবিধবিশ্বরাজিধিঃ ( ১৪১৮ ) । পদ্যোক্তচতুর্থস্কন্ধোহয়ং কথিতো ব্যাসনির্মিতৈঃ ॥

চতুর্থস্কন্ধে এতদ্ভাঃ সমাপ্তোহকুক্ষুতার্থদঃ ।

শ্রীমতাং তেন মে দেবী হুবনেশী মহেশ্বরী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠবিরচিত্তে

ভাগবতব্যাখ্যানেন তিলকাভিধে চতুর্থস্কন্ধে

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রুত কাহলেন, ঋষিগণ ! ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক পঞ্চম পুৰাণ পূর্বে কীর করেন, আমি তাঁহার নিকট যেক্রপ শ্রবণ করিয়াছিলাম আপনাদিগের নিকটও সেইরূপ বর্ণন করিলাম ॥ ৮৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের

চতুর্থস্কন্ধে সর্বদেব হইতে দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন

নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

সমাপ্তচায়াং চতুর্থস্কন্ধঃ ।



## মহাপুরাণম্ ।



শৈব শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকাখ্য টীকা

টিপ্পনী-বঙ্গানুবাদ সমেতঞ্চ ।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুরস্য প্রযত্নে ন

শ্রীহরিচরণ বসুনা

সম্পাদিতম্ ।

( দ্বিতীয়াংশঃ । )

কলিকাতা-রাজধান্যাং

পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট ৭১ নং ভবনস্থ শব্দকল্পদ্রুম-কার্যালয়াং

সম্পাদকেন বঙ্গাক্ষরৈঃ প্রকাশিতম্ ।

মূল্যম্ : ১০/৬

( All rights reserved. )

PRINTED BY  
K. P. BASU, AT THE RAMNARAYAN PRESS  
71, PATHURIAGHATTA STREET  
CALCUTTA.



# শ্রীমদ্দেবীভাগবতের সূচীপত্র

## পঞ্চম স্কন্ধ ।

[ ১—৩৫৫ পৃষ্ঠা । ৩৫ অধ্যায় । ]

### প্রথম অধ্যায় । ১—১১ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                                           | পৃষ্ঠা । |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| মৃত সমীপে শোনকাদি ঋষিগণের কৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন ...                | ১        |
| বাসসসমীপে জনমেজয়ের কৃষ্ণের শিবোপাসনা-বিষয়ক প্রশ্ন ...         | ৩        |
| বিষ্ণু অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রাধান্য বর্ণন ...                      | ৬        |
| ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের মায়াধীনত্ব বর্ণন ... | ১১       |

### দ্বিতীয় অধ্যায় । ১২—১৯ পৃষ্ঠা ।

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| বাসস সমীপে জনমেজয়ের দেবীমাহাত্ম্য-শ্রবণেচ্ছা ... | ১২ |
| মহিষাসুরের তপশ্চর্যা ...                          | ১২ |
| মহিষাসুরের বরপ্রাপ্তি ...                         | ১৪ |
| রক্ত ও রক্তের তপশ্চা এবং রক্ত বধ ...              | ১৫ |
| রক্তের মহিষী-লাভ ...                              | ১৭ |
| রক্তাসুরের মৃত্যু ...                             | ১৮ |
| মহিষাসুরের ও রক্তবীজের উৎপত্তি ...                | ১৯ |

### তৃতীয় অধ্যায় । ২০—২৮ পৃষ্ঠা ।

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| মহিষাসুরের ইন্দ্রসমীপে দূতপ্রেরণ ...          | ২১ |
| ইন্দ্র কর্তৃক দূত সমীপে মহিষাসুরের নিন্দা ... | ২২ |
| মহিষাসুর সমীপে দূতের প্রত্যাগমন ...           | ২৩ |
| দূতবাক্য শ্রবণে মহিষাসুরের যুদ্ধোদ্যোগ ...    | ২৫ |

### চতুর্থ অধ্যায় । ২৯—৩৬ পৃষ্ঠা ।

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| দেবগণের সহিত ইন্দ্রের মন্ত্রণা ... | ২৯ |
| ইন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির উপদেশ ... | ৩৩ |

### পঞ্চম অধ্যায় । ৩৭—৪৫ পৃষ্ঠা ।

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ব্রহ্মার নিকটে ইন্দ্রের গমন ...                            | ৩৯ |
| ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মার কৈলাসে এবং তদনন্তর বৈকুণ্ঠে গমন ... | ৪০ |

| বিষয়                           | পৃষ্ঠাঙ্ক । |
|---------------------------------|-------------|
| দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ... | ৪১          |
| বিড়ালার্থের যুদ্ধ ...          | ৪২          |
| তাম্রাসুরের যুদ্ধ ...           | ৪৪          |

### ষষ্ঠ অধ্যায় । ৪৬—৫৩ পৃষ্ঠা ।

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| দিক্‌পালীগণের সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ ... | ৪৬ |
| দেব ও দানবসৈন্যের তুমুল যুদ্ধ ...       | ৪৮ |

### সপ্তম অধ্যায় । ৫৪—৬৩ পৃষ্ঠা ।

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| মহিষাসুরের বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়া তুমুল যুদ্ধ ... | ৫৪ |
| দেবগণের রণভঙ্গ ...                                  | ৫৬ |
| মহিষাসুরের ইন্দ্রপদ গ্রহণ ...                       | ৫৭ |
| দেবগণ কর্তৃক ব্রহ্মার স্তব ...                      | ৫৭ |
| দেবগণের ব্রহ্মা ও শঙ্করের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন ...     | ৬২ |

### অষ্টম অধ্যায় । ৬৪—৭৫ পৃষ্ঠা ।

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| বিজয়ের বিষ্ণুসমীপে দেবগণের আগমন বৃত্তান্ত কথন ...             | ৬৫ |
| বিষ্ণুর সহিত দেবগণের মহিষাসুর বধের মন্তব্য ...                 | ৬৭ |
| প্রত্যেক দেবগণের শরীর হইতে তেজের উৎপত্তি ...                   | ৬৯ |
| দেবতেজ হইতে ভগবতীর উৎপত্তি ...                                 | ৭১ |
| কোন দেব হইতে ভগবতীর কোন অঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা বিবরণ ... | ৭৩ |

### নবম অধ্যায় । ৭৬—৮৬ পৃষ্ঠা ।

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| দেবগণের ভগবতীকে অস্ত্র প্রদান ...            | ৭৬ |
| দেবগণ কর্তৃক ভগবতীর স্তব ...                 | ৭৯ |
| ভগবতীর উচ্চৈশ্বরে অট্টহাস করণ ...            | ৮১ |
| শঙ্কাসুরের জন্ত মহিষাসুরের দূত প্রেরণ ...    | ৮২ |
| মহিষাসুর নিকটে দূতের সমস্ত বৃত্তান্ত কথন ... | ৮৩ |
| দেবী সমীপে মহিষাসুরের দূতপ্রেরণ ...          | ৮৫ |

### দশম অধ্যায় । ৮৭—৯৬ পৃষ্ঠা ।

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| দেবগণকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া মহিষাসুরের পাতাল গমন করিবার জন্ত ... |    |
| দূত সমীপে ভগবতীর কথন ...                                             | ৮৮ |
| মহিষাসুর সমীপে দূতের ভগবতী কথিত বাক্য কথন ...                        | ৯৪ |

## সূচীপত্র ।

৮০

### একাদশ অধ্যায় । ৯৭—১০৭

| বিষয়                                | পৃষ্ঠা । |
|--------------------------------------|----------|
| মন্ত্রীগণের সহিত মহিষাসুরের মন্ত্রণা | ৯৭       |
| তাম্রাসুরের যুদ্ধে গমন               | ১০৫      |

### দ্বাদশ অধ্যায় । ১০৮—১১৭ পৃষ্ঠা ।

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| তাম্র সমীপে দেবীর উক্তি                       | ১০৮ |
| মহিষাসুরের পুনর্কার মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা | ১১১ |
| বিড়ালাত্ম্যের উক্তি                          | ১১২ |
| হুশ্মুখের উক্তি                               | ১১৩ |
| বাকলের উক্তি                                  | ১১৪ |
| হুর্করের উক্তি                                | ১১৫ |

### ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১১৮—১২৫ পৃষ্ঠা ।

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| বাকল ও হুশ্মুখের যুদ্ধে গমন | ১১৮ |
| বাকলের যুদ্ধ                | ১২০ |
| বাকলের মৃত্যু               | ১২১ |
| হুশ্মুখের যুদ্ধ             | ১২২ |
| হুশ্মুখের মৃত্যু            | ১২৪ |

### চতুর্দশ অধ্যায় । ১২৬—১৩৩ পৃষ্ঠা ।

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| চিকুরাখ্য ও তাম্রের যুদ্ধে গমন | ১২৭ |
| চিকুরাখ্য ও তাম্রের যুদ্ধ      | ১৩১ |
| চিকুরাখ্য ও তাম্রের মৃত্যু     | ১৩২ |

### পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৩৪—১৪৩ পৃষ্ঠা ।

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| অসিলোমা ও বিড়ালাত্ম্যের যুদ্ধে গমন  | ১৩৪ |
| অসিলোমা ও বিড়ালাত্ম্যের মন্ত্রণা    | ১৩৮ |
| বিড়ালাত্ম্যের যুদ্ধ ও মৃত্যু        | ১৪০ |
| অসিলোমার যুদ্ধ                       | ১৪১ |
| অসিলোমার মৃত্যু ও দানবসৈন্তের রণভঙ্গ | ১৪২ |

### ষোড়শ অধ্যায় । ১৪৪—১৫৪ পৃষ্ঠা ।

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| মহিষাসুরের মানবরূপ ধারণ পূর্বক যুদ্ধে গমন | ১৪৫ |
| দেবীর প্রতি মহিষাসুরের উক্তি              | ১৪৬ |
| মহিষাসুরের প্রতি দেবীর উক্তি              | ১৪৭ |



সপ্তদশ অধ্যায় । ১৫৫—১৬৩ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                                           | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| দেবীসমীপে মহিষাসুরের মনোদরীর উপাখ্যান কথন ...                   | ১৫৫    |
| মনোদরীর বিবাহোদ্যোগ ...                                         | ১৫৬    |
| মনোদরীর বিবাহে অনিচ্ছা-প্রকাশ ...                               | ১৫৭    |
| বীরসেন-নৃপতির মনোদরীদর্শন ...                                   | ১৬০    |
| বীরসেন নৃপতির বিবাহেচ্ছা ও মনোদরী কর্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান ... | ১৬২    |

অষ্টাদশ অধ্যায় । ১৬৪—১৭৪ পৃষ্ঠা ।

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| মনোদরীর ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর ...                 | ১৬৪ |
| উক্ত স্বয়ংবরে মনোদরীর বিবাহ ...                     | ১৬৫ |
| মনোদরীর অনুতাপ ...                                   | ১৬৬ |
| মহিষাসুরের প্রতি দেবীর তিরস্কার ...                  | ১৬৭ |
| মহিষাসুরের নানা রূপ ধারণ করিয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ ... | ১৬৯ |
| দেবী কর্তৃক মহিষাসুর বধ ...                          | ১৭৩ |

একোবিংশ অধ্যায় । ১৭৫—১৯০ পৃষ্ঠা ।

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| দেবগণ কর্তৃক ভগবতীর স্তুতি ... | ১৭৫ |
| দেবগণের প্রতি ভগবতীর উক্তি ... | ১৮৮ |

বিংশ অধ্যায় । ১৯১—১৯৯ পৃষ্ঠা ।

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| অনমেজয় কর্তৃক দেবীলীলার মাহাত্ম্য গুণ কথন ... | ১৯১ |
| অযোধ্যাধিপতি শত্রুঘ্নের মহিষ রাজ্যপ্রাপ্তি ... | ১৯৫ |
| মহিষাসুর বধ নিমিত্তক অগং-মঙ্গল বর্ণন ...       | ১৯৬ |

একবিংশ অধ্যায় । ২০০—২০৮ পৃষ্ঠা ।

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| শুভনিশুভ কথারস্ত ও শুভ নিশুভের তপস্তা ... | ২০১ |
| শুভ ও নিশুভের বর প্রাপ্তি ...             | ২০৪ |
| শুভের স্বর্গ বিজয় ...                    | ২০৬ |

দ্বাবিংশ অধ্যায় । ২০৯—২২০ পৃষ্ঠা ।

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| বৃহস্পতির সহিত দেবগণের মঙ্গলা ...                             | ২০৯ |
| বৃহস্পতি হইতে দেবগণের ভগবতীর আরাধনা করিবার উপদেশ প্রাপ্তি ... | ২১১ |
| দেবগণ কর্তৃক ভগবতীর স্তব ...                                  | ২১২ |
| দেবগণ সমীপে ভগবতীর আবির্ভাব ...                               | ২১৮ |

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । ২২১—২৩০ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                                                                         | পৃষ্ঠা । |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| কৌশিকী ও কালিকার উৎপত্তি ... ..                                                               | ২২১      |
| চণ্ড ও মুণ্ডের অম্বিকা দর্শনানন্তর শুভসমীপে গমন করিয়া দেবীকে গৃহে আনিবার উপদেশ প্রদান ... .. | ২২৩      |
| অম্বিকা নিকটে দূত অগ্রীষের উক্তি ... ..                                                       | ২২৬      |
| অগ্রীষের প্রতি দেবীর উক্তি ... ..                                                             | ২২৮      |

চতুর্বিংশ অধ্যায় । ২৩১—২৪০ পৃষ্ঠা ।

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| অগ্রীষের সমীপে দেবীর প্রতিজ্ঞা কথন ... ..    | ২৩৩ |
| দূতবাক্য শ্রবণে শুভ ও নিশুভের পরামর্শ ... .. | ২৩৫ |
| ধূম্রলোচনের যুদ্ধে গমন ... ..                | ২৩৭ |

পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ২৪১—২৫০ পৃষ্ঠা ।

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| ধূম্রলোচনের প্রতি দেবীর উক্তি ... ..             | ২৪১ |
| ধূম্রলোচনের যুদ্ধ ... ..                         | ২৪৩ |
| ধূম্রলোচন-বধ ... ..                              | ২৪৪ |
| ধূম্রলোচন-বধ শ্রবণে শুভ ও নিশুভের পরামর্শ ... .. | ২৪৮ |

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় । ২৫১—২৬১ পৃষ্ঠা ।

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| চণ্ড ও মুণ্ডের যুদ্ধে গমন ও দেবীর প্রতি উক্তি ... .. | ২৫১ |
| চণ্ড ও মুণ্ডের প্রতি দেবীর তিরস্কার ... ..           | ২৫৪ |
| চণ্ড ও মুণ্ডের দেবীর সহিত যুদ্ধ ... ..               | ২৫৫ |
| কালীর উৎপত্তি ... ..                                 | ২৫৬ |
| চণ্ডমুণ্ড বধ ... ..                                  | ২৬০ |
| দেবীর চামুণ্ডা নামকরণ ... ..                         | ২৬১ |

সপ্তবিংশ অধ্যায় । ২৬২—২৭২ পৃষ্ঠা ।

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| শুভ সমীপে রণভয়সৈন্তের উক্তি ... ..         | ২৬২ |
| ভয় সৈন্তাদিগের প্রতি শুভের তিরস্কার ... .. | ২৬৬ |
| রক্তবীজের যুদ্ধে গমন ... ..                 | ২৬৯ |
| দেবীর প্রতি রক্তবীজের উক্তি ... ..          | ২৭০ |

অষ্টাবিংশ অধ্যায় । ২৭৩—২৮২ পৃষ্ঠা ।

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| শুভসৈন্তের উদ্‌যোগ দর্শনে বুদ্ধানী প্রভৃতি দেবশক্তিগণের আগমন ... .. | ২৭৫ |
| শিবদূতীর বিবরণ ... ..                                               | ২৭৮ |
| দানবগণ সমীপে শিবের দৌত্যকার্য্য ... ..                              | ২৭৯ |
| দেবশক্তিগণের যুদ্ধ ... ..                                           | ২৮০ |

## উনত্রিংশ অধ্যায় । ২৮৩—২৯২ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                            | পৃষ্ঠাঙ্ক । |
|--------------------------------------------------|-------------|
| রক্তবীজের যুদ্ধে আগমন ... ..                     | ২৮৩         |
| বহু রক্তবীজের উৎপত্তি দেখিয়া দেবগণের ভ্রাস ...  | ২৮৫         |
| দেবগণকে ভীত দেখিয়া কালীর প্রতি অধিকার উক্তি ... | ২৮৬         |
| রক্তবীজ বধ ... ..                                | ২৮৭         |
| ভয়াতুর দানবগণের প্রতি শুভের উক্তি ... ..        | ২৯০         |
| নিশুভের সমরে গমনোদ্ভোগ ... ..                    | ২৯১         |

## ত্রিংশ অধ্যায় । ২৯৩—৩০২ পৃষ্ঠা ।

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| নিশুভ ও শুভের যুদ্ধে আগমন ... ..       | ২৯৩ |
| নিশুভের সহিত দেবীর ঘোরতর যুদ্ধ ... ..  | ২৯৪ |
| নিশুভের মৃত্যু ... ..                  | ২৯৮ |
| শুভের নিকট রণভয়সৈন্তগণের উক্তি ... .. | ২৯৯ |

## একত্রিংশ অধ্যায় । ৩০৩—৩১৪ পৃষ্ঠা ।

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| ভয় সৈন্তগণের প্রতি শুভের তিরস্কার ... .. | ৩০৩ |
| শুভের যুদ্ধে গমন ... ..                   | ৩০৫ |
| দেবীর সহিত শুভের যুদ্ধ ... ..             | ৩১১ |
| শুভ-বধ ... ..                             | ৩১৩ |

## দ্বাত্রিংশ অধ্যায় । ৩১৫—৩২৬ পৃষ্ঠা ।

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ব্রাহ্ম সমীপে জনমেজয়ের ভগবতী-মাহাত্ম্যাবিস্ময়ক প্রশ্ন ... | ৩১৫ |
| সুরথ ও সমাধির বৃত্তান্ত আরম্ভ ... ..                        | ৩১৬ |
| সুরথরাজের বনগমন ও সুরমেধা ঋষির আশ্রমে স্থিতি ...            | ৩১৯ |
| সুরথ নৃপতির সহিত নৈশ্র সমাধির মেলন ... ..                   | ৩২২ |
| সুরথের সহিত সমাধির কথোপকথন ... ..                           | ৩২৩ |

## ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় । ৩২৭—৩৩৮ পৃষ্ঠা ।

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ঋষি সমীপে সুরথের মাহাত্ম্য-বিষয়ক প্রশ্ন ... ..                         | ৩২৭ |
| সুরথ ও সমাধি নিকটে মহামায়া-মাহাত্ম্য কথন ... ..                        | ৩২৮ |
| ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বাক্যযুদ্ধ ... ..                                     | ৩৩০ |
| ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন ... ..                            | ৩৩১ |
| লিঙ্গের আদি অন্ত নিরাকরণ জন্ত বিষ্ণুর পাতালে ও ব্রহ্মার উর্দ্ধে গমন ... | ৩৩২ |
| ব্রহ্মার কেতকীদল গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর নিকট মিথ্যা কথন ...               | ৩৩৩ |
| কেতকীর মিথ্যা সাক্ষ্যদান ... ..                                         | ৩৩৩ |
| কেতকীর প্রতি মহাদেবের শাপ প্রদান ' ... ..                               | ৩৩৪ |



চতুর্দ্বিংশ অধ্যায় । ৩৩৯—৩৪৬ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                              | পৃষ্ঠা । |
|----------------------------------------------------|----------|
| উগাবতীর পূজানিধি কথন ... ..                        | ৩৩৯      |
| নবরাত্র-ত্রতবিধি কথন ... ..                        | ৩৪৩      |
| স্বরথ ও সমাধির প্রতি দেবীর আরাধনা করিবার উপদেশ ... | ৩৪৫      |

পঞ্চদ্বিংশ অধ্যায় । ৩৪৭—৩৫৫ পৃষ্ঠা ।

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| স্বরথ ও সমাধির, দেবীর উপাসনা ... .. | ৩৪৯ |
| দেবীর প্রত্যক্ষে আগমন ... ..        | ৩৫১ |
| স্বরথ ও সমাধির বরপ্রাপ্তি ... ..    | ৩৫২ |

ষষ্ঠ স্কন্ধ ।

[ ৩৫৭—৬৭৪ পৃষ্ঠা । ৩১ অধ্যায় । ]

প্রথম অধ্যায় । ৩৫৭—৩৬৭ পৃষ্ঠা ।

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| ঋষিগণ সমীপে সূতের বৃত্তাস্ত্রের বৃত্তান্ত কথন ... .. | ৩৫৯ |
| বিশ্বরূপের উৎপত্তি ... ..                            | ৩৬৩ |
| বিশ্বরূপের তপস্তা ... ..                             | ৩৬৪ |

দ্বিতীয় অধ্যায় । ৩৬৮—৩৭৬ পৃষ্ঠা ।

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| বিশ্বরূপের বধ নাধন জন্ত ইন্দ্রের গমন ... ..               | ৩৬৮ |
| বিশ্বরূপের মৃত্যু ... ..                                  | ৩৬৯ |
| বিশ্বরূপকে ছেদন করিবার জন্ত ইন্দ্রের ও তক্ষার কথোপকথন ... | ৩৭০ |
| বৃত্তাস্ত্রের উৎপত্তি ... ..                              | ৩৭৪ |

তৃতীয় অধ্যায় । ৩৭৭—৩৮৫ পৃষ্ঠা ।

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| ইন্দ্র বিজয়ের জন্ত বৃত্তাস্ত্রের স্বর্গে গমন ... .. | ৩৭৭ |
| বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্রের মন্ত্রণা ... ..              | ৩৭৯ |
| ইন্দ্রের যুদ্ধে গমন ... ..                           | ৩৮১ |
| দেবগণের পলায়ন ... ..                                | ৩৮২ |
| বৃত্তাস্ত্রের তপস্তায় গমন ... ..                    | ৩৮৪ |

চতুর্থ অধ্যায় । ৩৮৬—৩৯৫ পৃষ্ঠা ।

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| বৃত্তাস্ত্রের প্রতি ব্রহ্মার বর দান ... ..       | ৩৮৭ |
| বৃত্তাস্ত্রের সহিত দেবগণের পুনর্বার যুদ্ধ ... .. | ৩৯০ |
| জুস্তিকার সৃষ্টি ... ..                          | ৩৯১ |

| বিষয়                                                 | পৃষ্ঠাঙ্ক । |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| দেবগণের পলায়ন ও ব্রহ্মাসুরের স্বর্গরাজ্য লাভ ...     | ৩২২         |
| ব্রহ্মাসুর বধের নিমিত্ত সর্ব দেবগণের বৈকুণ্ঠে গমন ... | ৩৩০         |

পঞ্চম অধ্যায় । ৩৯৬—৪০৯ পৃষ্ঠা ।

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| দেবগণের প্রতি বিষ্ণুর উক্তি ...            | ৩৯৭ |
| দেবীর আরাধনা করিবার জন্ত বিষ্ণুর উপদেশ ... | ৩৯৯ |
| দেবগণ কর্তৃক ভগবতীর স্তুতি ...             | ৪০২ |
| দেবগণকে দেবীর বরদান ...                    | ৪০৯ |

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৪১০—৪২০ পৃষ্ঠা ।

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মের বন্ধুতা স্থাপন করিবার জন্ত ঋষিগণের গমন ... | ৪১০ |
| ব্রহ্মের সহিত ইন্দ্রের কপট বন্ধুত্ব স্থাপন ...                    | ৪১৬ |
| সমুদ্র সমীপে ইন্দ্র কর্তৃক ব্রহ্মাসুর বধ ...                      | ৪১৯ |

সপ্তম অধ্যায় । ৪২১—৪৩০ পৃষ্ঠা ।

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| ইন্দ্রের প্রতি তুষ্টার শাপ প্রদান ...            | ৪২৩ |
| দেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের নিন্দা ...                 | ৪২৫ |
| ইন্দ্রের গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক মানস সরোবরে গমন ... | ৪২৭ |
| নহষের ইন্দ্র প্রাপ্তি ...                        | ৪২৮ |

অষ্টম অধ্যায় । ৪৩১—৪৪২ পৃষ্ঠা ।

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| নহষের শচীলাভের ইচ্ছা ...           | ৪৩১ |
| নহষের সহিত শচীর নিয়ন্ত্রণ করণ ... | ৪৩৫ |
| শচীর ভগবতী পূজা ...                | ৪৩৯ |
| শচীর প্রতি ভগবতীর বরদান ...        | ৪৪১ |

নবম অধ্যায় । ৪৪৩—৪৫৩ পৃষ্ঠা ।

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| ইন্দ্রের সহিত শচীর মেলন ...            | ৪৪৩ |
| নহষের সপ্তর্ষিধানে আরোহণ ...           | ৪৫০ |
| নহষের প্রতি অগস্তিমুনির শাপ ...        | ৪৫১ |
| ইন্দ্রের পুনঃ স্বর্গরাজ্য প্রাপ্তি ... | ৪৫৩ |

দশম অধ্যায় । ৪৫৪—৪৬১ পৃষ্ঠা ।

|                   |     |
|-------------------|-----|
| কর্ণকলাফল কথন ... | ৪৫৫ |
|-------------------|-----|

একাদশ অধ্যায় । ৪৬২—৪৭২ পৃষ্ঠা ।

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| যুগভেদে ধর্ম কথন ...          | ৪৬৫ |
| কলিযুগের মাহাত্ম্য কীর্তন ... | ৪৬৯ |

দ্বাদশ অধ্যায় । ৪৭৩—৪৮৪ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                      | পৃষ্ঠা । |
|--------------------------------------------|----------|
| তীর্থনাম কথন ...                           | ৪৭৩      |
| জনমেজয়ের আড়ীবক যুদ্ধের কারণ জিজ্ঞাসা ... | ৪৭৮      |
| সংক্ষেপে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ...        | ৪৭৮      |
| বক্রণের প্রতি হরিশ্চন্দ্রের ছপনা ...       | ৪৮০      |
| হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বক্রণের শাপ ...        | ৪৮২      |

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৪৮৫—৪৯৩ পৃষ্ঠা ।

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠের ক্রীতপুত্র দ্বারা যজ্ঞ করণের উপদেশ ... | ৪৮৬ |
| যজ্ঞপশু অশ্ব শুনঃশেপকে আনয়ন ...                                    | ৪৮৭ |
| শুনঃশেপের ক্রন্দন শুনিয়া বিশ্বামিত্রের করুণা ...                   | ৪৮৮ |
| বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরস্পর শাপ প্রদান ...                        | ৪৯০ |
| আড়ীবকের যুদ্ধ ...                                                  | ৪৯১ |
| বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের শাপ মুক্তি ...                               | ৪৯২ |

চতুর্দশ অধ্যায় । ৪৯৪—৫০৪ পৃষ্ঠা ।

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| বশিষ্ঠের মৈত্রাবরুণি নামের হেতু কথন ... | ৪৯৪ |
| নিমির যজ্ঞ করণেচ্ছা ...                 | ৪৯৭ |
| নিমির প্রতি বশিষ্ঠের শাপ ...            | ৫০০ |
| বশিষ্ঠের প্রতি নিমির শাপ ...            | ৫০১ |
| অগস্তি ও বশিষ্ঠের উৎপত্তি ...           | ৫০৪ |

পঞ্চদশ অধ্যায় । ৫০৫—৫১৫ পৃষ্ঠা ।

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| সর্বপ্রাণিনেত্রে নিমির বাসপ্রাপ্তি ... | ৫০৮ |
| জনকের উৎপত্তি ...                      | ৫০৯ |
| কামক্রোধাদির দুর্জয় কথন ...           | ৫১০ |

ষোড়শ অধ্যায় । ৫১৬—৫২৪ পৃষ্ঠা ।

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| হৈহয়গণের ভৃগুবংশীয়গণের নিকট ধনপ্রার্থনা ... | ৫১৮ |
| হৈহয়গণ দ্বারা ভৃগুবংশীয়গণের বিনাশ ...       | ৫১৯ |
| লোভ-নিদাকথন ...                               | ৫২২ |

সপ্তদশ অধ্যায় । ৫২৫—৫৩৫ পৃষ্ঠা ।

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| হৈহয় পক্ষীগণের গৌরীপূজন ... | ৫২৬ |
| ঔর্য ঋষির উৎপত্তি ...        | ৫২৭ |
| হৈহয়গণের শাস্তি ...         | ৫৩১ |



| বিষয়                               | পৃষ্ঠাঙ্ক । |
|-------------------------------------|-------------|
| লক্ষ্মীর রেবন্ত দর্শন ... ..        | ৫৩২         |
| লক্ষ্মীর প্রতি নারায়ণের শাপ ... .. | ৫৩৪         |

### অষ্টাদশ অধ্যায় । ৫৩৬—৫৪৫ পৃষ্ঠা ।

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| লক্ষ্মীর বড়বারূপ ধারণপূর্বক শঙ্করের আরাধনা ... .. | ৫৩৭ |
| লক্ষ্মী কর্তৃক হরি ও হরের ঐক্যভাব কথন ... ..       | ৫৪১ |
| লক্ষ্মীর প্রতি শঙ্করের বরদান ... ..                | ৫৪৩ |

### উনবিংশ অধ্যায় । ৫৪৬—৫৫৪ পৃষ্ঠা ।

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| হরকর্তৃক বিষ্ণু সমীপে চিত্ররূপের প্রেরণ ... ..                      | ৫৪৬ |
| বিষ্ণু সমীপে দূতের উক্তি ... ..                                     | ৫৪৮ |
| বিষ্ণুর ঘোটকরূপ ধারণ করত লক্ষ্মীর নিকট গমন ও হৈহয়ের উৎপত্তি ... .. | ৫৫১ |
| লক্ষ্মীর নবজাত পুত্র পরিত্যাগ করত বৈকুণ্ঠে গমন ... ..               | ৫৫৪ |

### বিংশ অধ্যায় । ৫৫৫—৫৬৫ পৃষ্ঠা ।

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| চম্পাখ্যবিদ্যাধরের শিশুপ্রাপ্তি ... ..                       | ৫৫৫ |
| বিদ্যাধরের শিশু লইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন ... ..               | ৫৫৭ |
| ইন্দ্রবাক্যে বিদ্যাধর কর্তৃক শিশুটিকে স্বস্থানে রক্ষণ ... .. | ৫৫৮ |
| তুর্কসুর নিকট নারায়ণের গমন ... ..                           | ৫৫৮ |
| তুর্কসুর পুত্রলাভ ... ..                                     | ৫৬১ |

### একবিংশ অধ্যায় । ৫৬৬—৫৭৫ পৃষ্ঠা ।

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| হৈহয়কে রাজ্যে স্থাপন করিয়া তুর্কসুর বনগমন ... .. | ৫৬৭ |
| একাবলীর উৎপত্তি ... ..                             | ৫৭২ |

### দ্বাবিংশ অধ্যায় । ৫৭৬—৫৮৫ পৃষ্ঠা ।

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| কালকেতু কর্তৃক একাবলীর হরণ ... .. | ৫৭৭ |
| একাবলীর হৈহয়-বরণেচ্ছা কথন ... .. | ৫৮০ |

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । ৫৮৬—৫৯৬ পৃষ্ঠা ।

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| হৈহয়ের কালকেতু ভবনে গমন ... ..                      | ৫৮৯ |
| কালকেতুর সহিত হৈহয়ের যুদ্ধ ও কালকেতুর মৃত্যু ... .. | ৫৯৩ |
| একাবলীর সহিত হৈহয়ের বিবাহ ... ..                    | ৫৯৫ |

### চতুর্বিংশ অধ্যায় । ৫৯৭—৬০৬ পৃষ্ঠা ।

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| অনমেজয় কর্তৃক বিষ্ণুর অশ্বঘোনিপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা ... .. | ৫৯৭ |
| নারদ সমীপে ব্যাসের সংসার-বিষয়ক প্রশ্ন ... ..                 | ৫৯৯ |
| ব্যাসের সহিত সত্যবতীর কথোপকথন ... ..                          | ৬০৩ |

পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ৬০৭—৬১৬ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                   | পৃষ্ঠা । |
|-----------------------------------------|----------|
| কাম্বীরাজনৃত্যের পুজোৎপত্তি ...         | ৬০৭      |
| নারদ সমীপে ব্যাসের মোহকারণ জিজ্ঞাসা ... | ৬১৫      |

ষড়্বিংশ অধ্যায় । ৬১৭—৬২৫ পৃষ্ঠা ।

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| সংসারে সকলেই মোহের অধীন এতদ্ভূক্ত কথন ... | ৬১৭ |
| সঞ্জয়গৃহে পর্কত ও নারদের অবস্থিতি ...    | ৬১৯ |
| নারদের প্রতি দময়ন্তীর অশ্রুগাগ ...       | ৬২০ |
| পর্কতশাপে নারদের বানরমুখপ্রাপ্তি ...      | ৬২২ |

সপ্তবিংশ অধ্যায় । ৬২৬—৬৩৪ পৃষ্ঠা ।

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| নারদের সহিত দময়ন্তীর বিবাহ ...       | ৬৩১ |
| পর্কতবরে নারদের চাক্রবদন প্রাপ্তি ... | ৬৩২ |
| মহামারার বগকথন ...                    | ৬৩৩ |

অষ্টাবিংশ অধ্যায় । ৬৩৫—৬৪৩ পৃষ্ঠা ।

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| নারদের শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুসমীপে গমন ...        | ৬৩৫ |
| বিষ্ণুকর্তৃক নারদ সমীপে মারার অজেরত্ব কথন ... | ৬৩৭ |
| নারদের মারাদর্শনেচ্ছা ...                     | ৬৩৮ |
| নারদের জীক্লপ প্রাপ্তি ...                    | ৬৪১ |
| নারদের তালধ্বজ নৃপদর্শন ...                   | ৬৪২ |

উনত্রিংশ অধ্যায় । ৬৪৪—৬৫৩ পৃষ্ঠা ।

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| নারদের সহিত তালধ্বজ নৃপতির বিবাহ ...                                      | ৬৪৫ |
| নারদের পুজোৎপত্তি ...                                                     | ৬৪৭ |
| নারদের মারামগ্নতা বর্ণন ...                                               | ৬৪৮ |
| নারদের পুত্রমৃত্যু শ্রবণে বিলাপ এবং নারায়ণের ব্রাহ্মণবেশে তথায় আগমন ... | ৬৫০ |
| নারদের পুনর্কার পুরুষরূপ প্রাপ্তি ...                                     | ৬৫২ |

ত্রিংশ অধ্যায় । ৬৫৪—৬৬৩ পৃষ্ঠা ।

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| তালধ্বজ নৃপতির পত্নীবিরহে বিলাপ ... | ৬৫৪ |
| তালধ্বজের প্রতি ভগবানের উপদেশ ...   | ৬৫৬ |
| মহামারার মহিমা বর্ণন ...            | ৬৬০ |

## একত্রিংশ অধ্যায় । ৬৬৪—৬৭৪ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                      | পৃষ্ঠা । |
|--------------------------------------------|----------|
| নারদকে বিষয় দেখিয়া ব্রহ্মার জিজ্ঞাসা ... | ৬৬৫      |
| ব্রহ্মাগমীপে নারদের স্ববৃত্তান্ত কথন ...   | ৬৬৬      |
| ব্যাস কর্তৃক ঔগমাহাশ্রয় কীর্তন ...        | ৬৬৮      |

## সপ্তম স্কন্ধ ।

[ ৬৭৫—১০৭২ পৃষ্ঠা । ৪০ অধ্যায় । ]

## প্রথম অধ্যায় । ৬৭৫—৬৮১ পৃষ্ঠা ।

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের কথারম্ভ ...     | ৬৭৬ |
| দক্ষপ্রজাপতি কর্তৃক প্রজাসৃষ্টি ...   | ৬৭৮ |
| নারদ কর্তৃক দক্ষপুত্রগণের দূরীকরণ ... | ৬৭৯ |
| নারদের প্রতি দক্ষের শাপপ্রদান ...     | ৬৮০ |

## দ্বিতীয় অধ্যায় । ৬৮২—৬৯১ পৃষ্ঠা ।

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| সূর্য্যবংশ বর্ণন ...                                 | ৬৮৪ |
| চ্যবন মুনির উপাখ্যান ...                             | ৬৮৭ |
| শর্য্যাতি হহিত্ব কর্তৃক চ্যবনের নেত্র-বিকলকরণ... ... | ৬৮৯ |

## তৃতীয় অধ্যায় । ৬৯২—৭০২ পৃষ্ঠা ।

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| চ্যবনের নিকট শর্য্যাতির অহুনয় ...                   | ৬৯৩ |
| চ্যবন কর্তৃক শর্য্যাতির কন্তা প্রার্থনা ...          | ৬৯৫ |
| কন্তাপ্রদান বিষয়ে মন্ত্রিগণের সহিত রাজার মত্মণা ... | ৬৯৭ |
| শর্য্যাতির চ্যবন ঋষিকে কন্তাদান ...                  | ৭০০ |

## চতুর্থ অধ্যায় । ৭০৩—৭১২ পৃষ্ঠা ।

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| শর্য্যাতি কন্তার পতিসেবা... ...             | ৭০৩ |
| অশ্বিনীকুমারের চ্যবনপত্নী দর্শন ...         | ৭০৬ |
| অশ্বিনীকুমারের চ্যবন পত্নীর প্রতি উক্তি ... | ৭০৯ |

## পঞ্চম অধ্যায় । ৭১৩—৭২২ পৃষ্ঠা ।

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| চ্যবনের যৌবনপ্রাপ্তি ...                                                       | ৭১৬ |
| চ্যবন ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সমানাকৃতি দর্শন করিয়া স্নকন্তার ভগবতীর স্তুতি ... | ৭১৮ |
| ভগবতীপ্রসাদে স্নকন্তার চ্যবনলাভ ...                                            | ৭১৯ |

## ষষ্ঠ অধ্যায় । ৭২৩—৭৩২ পৃষ্ঠা ।

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| শর্য্যাতির চ্যবনপ্রমে গমন ...                     | ৭২৫ |
| শর্য্যাতির প্রতি বক্তব্যের অন্ত চ্যবনের উক্তি ... | ৭২৯ |
| শর্য্যাতি যজ্ঞে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপান ...    | ৭৩১ |



সপ্তম অধ্যায় । ৭৩৩—৭৪০ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                                   | পৃষ্ঠা । |
|---------------------------------------------------------|----------|
| শয্যাভিষঙ্গে ইন্দ্রের সহিত চ্যবনের বিবাদ ...            | ৭৩৩      |
| চ্যবনবিনাশের নিমিত্ত ইন্দ্রের বজ্রত্যাগ ...             | ৭৩৪      |
| ইন্দ্রবিনাশ জন্ত চ্যবন কর্তৃক মহাসুরের উৎপাদন ...       | ৭৩৫      |
| চ্যবনের নিকট ইন্দ্রের ক্ষমাপ্রার্থনা ...                | ৭৩৭      |
| রেবত নৃপতির উৎপত্তি ...                                 | ৭৩৯      |
| রেবতের স্বকর্তা রেবতীকে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন ... | ৭৪০      |

অষ্টম অধ্যায় । ৭৪১—৭৫০ পৃষ্ঠা ।

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| ব্রহ্মাসমীপে রেবতের স্বকর্তার বর প্রিজ্ঞাসা ... | ৭৪৪ |
| বলদেবকে রেবতীর বর নির্দেশ ...                   | ৭৪৭ |
| রেবত নৃপতির বলদেবকে কর্তাদান ...                | ৭৪৮ |
| ইক্ষাকুর জন্ম কথন ...                           | ৭৪৯ |

নবম অধ্যায় । ৭৫১—৭৬১ পৃষ্ঠা ।

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| ইক্ষাকুর স্বপুত্র বিকুক্ষির প্রতি মাংস আনয়নের আদেশ ... | ৭৫১ |
| বিকুক্ষির শশাদ নাম প্রাপ্তি ...                         | ৭৫২ |
| ককুৎস্থের রাজ্যলাভ ...                                  | ৭৫৩ |
| ইন্দ্রের ককুৎস্থ নৃপতির বাহন হওন ...                    | ৭৫৫ |
| ককুৎস্থের বংশকীর্তন ...                                 | ৭৫৬ |
| যৌবনাশ্বের পুত্রজন্ত ঋষিগণসমীপে গমন ...                 | ৭৫৮ |
| যৌবনাশ্ব হইতে মাক্কাতার উৎপত্তি ...                     | ৭৬০ |

দশম অধ্যায় । ৭৬২—৭৭০ পৃষ্ঠা ।

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| মাক্কাতার বংশ বর্ণন ...                         | ৭৬২ |
| সত্যব্রতের উৎপত্তি ...                          | ৭৬৩ |
| সত্যব্রতের রাজ্যত্যাগ ...                       | ৭৬৪ |
| বিশ্বামিত্রপুত্র গালবের বৃত্তান্ত ...           | ৭৬৮ |
| সত্যব্রত কর্তৃক বশিষ্ঠের ধেনুহত্যা ...          | ৭৬৯ |
| বশিষ্ঠশাপে সত্যব্রতের ত্রিশঙ্কু নামপ্রাপ্তি ... | ৭৭০ |

একাদশ অধ্যায় । ৭৭১—৭৭৮ পৃষ্ঠা ।

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| সত্যব্রতের মনস্তাপে মৃত্যুদ্রব্যোগ ... | ৭৭২ |
| সত্যব্রতের প্রতি ভগবতীর প্রসন্নতা ...  | ৭৭৩ |

| বিষয়                                       | পৃষ্ঠাঙ্ক । |
|---------------------------------------------|-------------|
| নৃপতি কর্তৃক সত্যব্রতকে অযোধ্যায় আনয়ন ... | ৭৭৫         |
| সত্যব্রতের প্রতি নৃপতির উপদেশ...            | ৭৭৬         |

### দ্বাদশ অধ্যায় । ৭৭৯—৭৮৮ পৃষ্ঠা ।

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| ত্রিশঙ্কর রাজ্যপ্রাপ্তি ...                                | ৭৭৯ |
| ত্রিশঙ্কর স্বশরীরে স্বর্গগমন জন্ত বশিষ্ঠের প্রতি উক্তি ... | ৭৮১ |
| বশিষ্ঠশাপে ত্রিশঙ্কর চাণ্ডালত্বপ্রাপ্তি ...                | ৭৮৩ |
| ত্রিশঙ্কর রাজ্যত্যাগ ...                                   | ৭৮৬ |
| হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যলাভ ...                                 | ৭৮৮ |

### ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৭৮৯—৭৯৮ পৃষ্ঠা ।

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| বিশ্বামিত্রের চণ্ডালগৃহে কুকুরমাংস ভক্ষণেচ্ছা ...      | ৭৯০ |
| আপদকালে দেহরক্ষার বিধি কথন ...                         | ৭৯২ |
| বিশ্বামিত্র নিকটে তৎপত্রীর হৃদয়-বিবরণ কথা ...         | ৭৯৩ |
| ত্রিশঙ্কর উৎসাহ উপকার বর্ণন ...                        | ৭৯৫ |
| ত্রিশঙ্কর প্রত্যাগমনার্থ বিশ্বামিত্রের তৎসমীপে গমন ... | ৭৯৬ |

### চতুর্দশ অধ্যায় । ৭৯৯—৮০৭ পৃষ্ঠা ।

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ত্রিশঙ্কর স্বর্গগমন ...                                     | ৮০০ |
| ত্রিশঙ্কর স্বর্গচ্যুতি ও বিশ্বামিত্রপ্রভাবে মধ্যাহ্নিতি ... | ৮০১ |
| বিশ্বামিত্রের প্রভাবে ত্রিশঙ্কর ইন্দ্রলোকে গমন ...          | ৮০২ |
| হরিশ্চন্দ্রের পুত্রজন্ত বক্রণের তপস্তা ...                  | ৮০৪ |
| হরিশ্চন্দ্রের পুত্রদ্বারা যজ্ঞ করিবার প্রতিজ্ঞা ...         | ৮০৫ |
| হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বক্রণের বরদান ...                       | ৮০৬ |
| হরিশ্চন্দ্রের পুত্রোৎপত্তি ...                              | ৮০৬ |

### পঞ্চদশ অধ্যায় । ৮০৮—৮১৭ পৃষ্ঠা ।

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| হরিশ্চন্দ্রগৃহে বক্রণের আগমন ...             | ৮০৮ |
| হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক বক্রণের প্রত্যাখ্যান ...  | ৮০৯ |
| হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতেয় নামকরণ ...      | ৮১০ |
| হরিশ্চন্দ্রের গৃহে পুনর্বার বক্রণের আগমন ... | ৮১০ |
| রোহিতেয় পলায়ন ...                          | ৮১৬ |
| বক্রণশাপে হরিশ্চন্দ্রের জলোদর রোগ ...        | ৮১৭ |

ষোড়শ অধ্যায় । ৮১৮—৮২৬ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                                                | পৃষ্ঠা । |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| রোহিতের সহিত ইন্ড্রের কথোপকথন ... ..                                 | ৮১৮      |
| হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠের ক্রীতপুত্রদ্বারা বজ্রকরণের উপদেশ ... .. | ৮২০      |
| অজীগন্তের পুত্রবিক্রয় ... ..                                        | ৮২১      |
| শুনঃশেফের ক্রন্দন ... ..                                             | ৮২২      |
| শুনঃশেফকে পরিত্যাগ করিতে বিশ্বামিত্রের উপদেশ ... ..                  | ৮২৩      |
| শুনঃশেফকে পরিত্যাগ করিতে হরিশ্চন্দ্রের অস্বীকার ... ..               | ৮২৬      |

সপ্তদশ অধ্যায় । ৮২৭—৮৩৬ পৃষ্ঠা ।

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের বরুণমন্ত্র প্রদান ... ..        | ৮২৭ |
| বরুণের শুনঃশেফকে মুক্ত করিয়া রাজাকে নীরোগকরণ ... ..    | ৮২৯ |
| বিশ্বামিত্রের পুত্র হইয়া শুনঃশেফের তৎসঙ্গে গমন ... ..  | ৮৩২ |
| রোহিতের সহিত হরিশ্চন্দ্রের মেলন ... ..                  | ৮৩৩ |
| হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদ ... .. | ৮৩৫ |

অষ্টাদশ অধ্যায় । ৮৩৭—৮৪৫ পৃষ্ঠা ।

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক বনমধ্যে রোহিত্যমানা রমণীর দর্শন ... ..        | ৮৩৭ |
| বিশ্বামিত্রকে লোকপীড়াকর তপস্তা করিতে হরিশ্চন্দ্রের নিষেধ ... .. | ৮৩৯ |
| বিশ্বামিত্র কর্তৃক হরিশ্চন্দ্রভবনে মায়াশূকর প্রেরণ ... ..       | ৮৩৯ |
| শূকর কর্তৃক রাজার উপবন ভগ্ন ... ..                               | ৮৪০ |
| শূকরের অনুসরণক্রমে রাজার গহনবনে প্রবেশ ... ..                    | ৮৪৩ |
| হরিশ্চন্দ্রসমীপে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে বিশ্বামিত্রের আগমন ... ..    | ৮৪৪ |

উনবিংশ অধ্যায় । ৮৪৬—৮৫৫ পৃষ্ঠা ।

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| পুত্রবিবাহ জন্ত ব্রাহ্মণবেশধারি-বিশ্বামিত্রের ধনপ্রার্থনা ... .. | ৮৪৮ |
| বিশ্বামিত্রকে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যদান ... ..                      | ৮৫০ |
| হরিশ্চন্দ্র নিকটে বিশ্বামিত্রের দক্ষিণা প্রার্থনা ... ..         | ৮৫০ |
| হরিশ্চন্দ্রের পুত্র ও ভার্য্যার সহিত রাজ্যপরিত্যাগ ... ..        | ৮৫৪ |

বিংশ অধ্যায় । ৮৫৬—৮৬৪ পৃষ্ঠা ।

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| দক্ষিণাজন্ত বিশ্বামিত্রের উৎপীড়ন ... .. | ৮৫৬ |
| হরিশ্চন্দ্রের বারাগসীতে গমন ... ..       | ৮৫৮ |
| পত্নীবিক্রয় কথাশ্রবণে রাজার মোহ ... ..  | ৮৬২ |



## সূচীপত্র ।

### একবিংশ অধ্যায় । ৮৬৫—৮৬৯ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                                              | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| হরিশ্চন্দ্রের নিকটে বিশ্বামিত্রের পুনর্ব্বার দক্ষিণা প্রার্থনা ... | ৮৬৫    |
| হরিশ্চন্দ্র-পত্নীর কোনও ব্রাহ্মণসমীপে ধনপ্রার্থনা করিতে অনুরোধ ... | ৮৬৬    |
| অত্রিয়ার যাক্কা নিষেধ কখন ...                                     | ৮৬৭    |

### দ্বাবিংশ অধ্যায় । ৮৭০—৮৭৯ পৃষ্ঠা ।

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| হরিশ্চন্দ্রের পত্নীবিক্রয়ার্থ রাজমার্গে গমন ... | ৮৭০ |
| ব্রাহ্মণবেশে বিশ্বামিত্রের রাজপত্নী-ক্রয় ...    | ৮৭২ |
| মাতৃবিয়োগে রোহিতের ক্রন্দন ...                  | ৮৭৩ |
| ব্রাহ্মণের রাজপুত্র-ক্রয় ...                    | ৮৭৪ |
| হরিশ্চন্দ্রের বিলাপ ...                          | ৮৭৫ |
| বিশ্বামিত্রকে হরিশ্চন্দ্রের দক্ষিণা দান ...      | ৮৭৭ |
| অন্ন ধন দর্শনে বিশ্বামিত্রের কোধ ...             | ৮৭৮ |

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । ৮৮০—৮৮৭ পৃষ্ঠা ।

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| আত্মবিক্রয়ার্থ হরিশ্চন্দ্রের গমন ...                               | ৮৮০ |
| হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিতে চণ্ডালের আগমন ...                         | ৮৮১ |
| চণ্ডালকে আত্ম-সমর্পণ করিতে অসম্মত দেখিয়া বিশ্বামিত্রের কটুক্তি ... | ৮৮৩ |
| বিশ্বামিত্রের দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান ...                            | ৮৮৬ |

### চতুর্বিংশ অধ্যায় । ৮৮৮—৮৯৩ পৃষ্ঠা ।

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| হরিশ্চন্দ্রের কানীশ্ব শ্রাণানরক্ষা ... | ৮৯০ |
| হরিশ্চন্দ্রের অন্ততাপ ...              | ৮৯২ |

### পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ৮৯৪—৯০৭ পৃষ্ঠা ।

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| রোহিতকে সর্পদংশন । ...                                  | ৮৯৫ |
| রাজপত্নীকে রোরুদ্যমান দেখিয়া ব্রাহ্মণের তিরস্কার ...   | ৮৯৬ |
| রাজপত্নীর বিলাপ ...                                     | ৮৯৯ |
| নগরপাল কর্তৃক রাজপত্নীর অবমাননা । ...                   | ৯০৩ |
| চণ্ডাল কর্তৃক হরিশ্চন্দ্রকে রাজপত্নীর বধ করিতে আদেশ ... | ৯০৪ |
| হরিশ্চন্দ্রের জীবদ করিতে নিষেধ ...                      | ৯০৫ |

### ষড়্‌বিংশ অধ্যায় । ৯০৮—৯১৯ পৃষ্ঠা ।

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| চণ্ডালবাক্যে জীবদ করিতে হরিশ্চন্দ্রের উদ্‌যোগ ...     | ৯০৮ |
| হরিশ্চন্দ্রের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক রাজপত্নীর বিলাপ ... | ৯১১ |

| বিবরণ                              | পৃষ্ঠা । |
|------------------------------------|----------|
| রাজা ও রানীর পরস্পর প্রত্যাভিজ্ঞান | ২১১      |
| রাজার বিলাপ                        | ২১২      |

সপ্তবিংশ অধ্যায় । ২২০—২২৭ পৃষ্ঠা ।

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| চিতায় পুত্রকে রাখিয়া রাজার ভগবতীর স্তুতি | ২২০ |
| হরিচন্দ্র সমীপে দেবগণের আগমন               | ২২০ |
| রাজপুত্রের জীবনলাভ                         | ২২২ |
| হরিচন্দ্রের সহিত ইন্দ্রাদির কথোপকথন        | ২২৩ |
| হরিচন্দ্র প্রভাবে প্রজাগণের স্বর্গ গমন     | ২২৫ |
| রোহিতের রাজ্যাভিষেক                        | ২২৬ |

অষ্টবিংশ অধ্যায় । ২২৮—২৪১ পৃষ্ঠা ।

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| শতাক্ষীমাহাত্ম্য কথন              | ২২৮ |
| দুর্গমাখ্য দানবের যজ্ঞাদি নাশ করণ | ২৩০ |
| শতবর্ষ ব্যাপিয়া অনাবৃষ্টি        | ২৩১ |
| ঋষিগণ কর্তৃক ভগবতীর পূজা          | ২৩২ |
| ভগবতীর শাকম্বরী নাম প্রাপ্তি      | ২৩৫ |
| দুর্গমাখ্য অশুরের যুদ্ধে আগমন     | ২৩৬ |
| দেবীশরীর হইতে শক্তিগণের আবির্ভাব  | ২৩৭ |
| দুর্গমাসুর বধ                     | ২৩৮ |
| ভগবতীর দুর্গানাম প্রাপ্তি         | ২৪০ |

উনত্রিংশ অধ্যায় । ২৪২—২৫০ পৃষ্ঠা ।

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| ভুবনেশ্বরীরূপ কথন                                       | ২৪৩ |
| হরি ও হরের শক্তিশূন্য হওন                               | ২৪৮ |
| ব্রহ্মাকর্তৃক সনকাদির প্রতি মহাশক্তির আরাধনা করিতে আদেশ | ২৪৯ |

ত্রিংশ অধ্যায় । ২৫১—২৬৬ পৃষ্ঠা ।

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| সনকাদির তপস্তায় গমন           | ২৫১ |
| সনকাদি সমীপে দেবীর উক্তি       | ২৫৩ |
| হরি ও হরের প্রকৃতিস্থ হওন      | ২৫৪ |
| দক্ষগৃহে সতীর উৎপত্তি          | ২৫৪ |
| দক্ষের শিববিদ্বেষ কারণ নির্ণয় | ২৫৭ |

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক ।

|                              |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| বিষ্ণু কর্তৃক সতীর দেহচ্ছেদন | ... | ... | ... | ... | ২৫৮ |
| শীঠস্থান কথন                 | ... | ... | ... | ... | ২৬০ |
| শীঠস্থানমাহাত্ম্য কথন        | ... | ... | ... | ... | ২৬৪ |

## একত্রিংশ অধ্যায় । ২৬৭—২৮১ পৃষ্ঠা ।

|                                         |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ভারকাসুরের বিবরণ                        | ... | ... | ... | ... | ২৬৮ |
| দেবগণের দেবীপূজা                        | ... | ... | ... | ... | ২৭০ |
| দেবগণ সমীপে দেবীর আবির্ভাব              | ... | ... | ... | ... | ২৭২ |
| দেবগণের দেবীস্ততি                       | ... | ... | ... | ... | ২৭৪ |
| হিমালয় গৃহে দেবীর জন্মগ্রহণ করিবার কথন | ... | ... | ... | ... | ২৭৮ |

## দ্বাত্রিংশ অধ্যায় । ২৮২—২৯৪ পৃষ্ঠা ।

|                              |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| সুরগণ সমীপে দেবীর আশ্রয় কথন | ... | ... | ... | ... | ২৮২ |
| সৃষ্টি প্রক্রিয়া কথন        | ... | ... | ... | ... | ২৮৯ |
| পক্ষীকরণ                     | ... | ... | ... | ... | ২৯০ |

## ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় । ২৯৫—১০০৫ পৃষ্ঠা ।

|                                      |     |     |     |     |      |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| ভবদৃষ্টিতে মান্নার অভাব কথন          | ... | ... | ... | ... | ২৯৫  |
| দেবগণকে দেবীর বিরাট্ স্তুতি প্রদর্শন | ... | ... | ... | ... | ২৯৯  |
| দেবীর প্রতি দেবগণের স্তুতি           | ... | ... | ... | ... | ১০০২ |

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় । ১০০৬—১০১৬ পৃষ্ঠা ।

|                           |     |     |     |     |      |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| জন্মগ্রহণের কর্মজন্তু কথন | ... | ... | ... | ... | ১০০৬ |
| জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব কথন    | ... | ... | ... | ... | ১০০৮ |
| বেদাস্তদর্শনের সার নিরূপণ | ... | ... | ... | ... | ১০০৯ |
| হীকার বীজের স্বরূপ বর্ণন  | ... | ... | ... | ... | ১০১৫ |

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় । ১০১৭—১০২৯ পৃষ্ঠা ।

|                           |     |     |     |     |      |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| যোগস্বরূপ বর্ণন           | ... | ... | ... | ... | ১০১৭ |
| যোগাসন কথন                | ... | ... | ... | ... | ১০১৯ |
| প্রাণায়াম কথন            | ... | ... | ... | ... | ১০২০ |
| প্রত্যাহারাদি কথন         | ... | ... | ... | ... | ১০২২ |
| মন্ত্রযোগ কথন             | ... | ... | ... | ... | ১০২৩ |
| বট্চক্রাদির স্থান নির্ণয় | ... | ... | ... | ... | ১০২৪ |



ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় । ১০৩০—১০৩৯ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                   | পৃষ্ঠা । |
|-----------------------------------------|----------|
| ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ ... ..              | ১০৩০     |
| ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশের পাত্র নির্দেশ ... .. | ১০৩৭     |
| ব্রহ্মজ্ঞান দাতার গুরুত্ব কথন ... ..    | ১০৩৮     |

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় । ১০৪০—১০৪৮ পৃষ্ঠা ।

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| ভক্তিস্বরূপাদি কীর্তন ... ..      | ১০৪০ |
| জ্ঞানের সূক্তি-কারণত্ব কথন ... .. | ১০৪৫ |

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় । ১০৪৯—১০৫৬ পৃষ্ঠা ।

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| শক্তিমূর্তির সহিত দেবীর স্থান কীর্তন ... .. | ১০৫০ |
| দেবীনাথ পাঠের ফল কীর্তন ... ..              | ১০৫৪ |

উনচত্বারিংশ অধ্যায় । ১০৫৭—১০৬৪ পৃষ্ঠা ।

|                        |      |
|------------------------|------|
| দেবীপূজা নিরূপণ ... .. | ১০৫৭ |
| দেবীর ধ্যান ... ..     | ১০৬৩ |

চত্বারিংশ অধ্যায় । ১০৬৫—১০৭২ পৃষ্ঠা ।

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| দেবীর বাহুপূজা ক্রম কীর্তন ... .. | ১০৬৫ |
|-----------------------------------|------|

অষ্টম স্কন্ধ ।

[ ১০৭৩—১২৩৫ পৃষ্ঠা । ২৪ অধ্যায় । ]

প্রথম অধ্যায় । ১০৭৩—১০৮২ পৃষ্ঠা ।

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| নারদ ও নারায়ণের সংবাদ ... ..                    | ১০৭৪ |
| নারদের প্রতি নারায়ণের দেবীর স্বরূপ বর্ণন ... .. | ১০৭৬ |
| স্বায়ম্ভুবমহুর দেবীজ্ঞতি ... ..                 | ১০৭৮ |
| মহুর প্রতি দেবীর বরদান ... ..                    | ১০৮০ |

দ্বিতীয় অধ্যায় । ১০৮৩—১০৮৯ পৃষ্ঠা ।

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| ব্রহ্মার নাসিকা হইতে বরাহের উৎপত্তি ... .. | ১০৮৩ |
| বরাহ কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার ... ..          | ১০৮৫ |
| ব্রহ্মার বরাহমূর্তির জ্ঞতি ... ..          | ১০৮৬ |
| হিরণ্যাক্ষ বধ ... ..                       | ১০৮৯ |

## তৃতীয় অধ্যায় । ১০৯০—১০৯৩ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                                   | পৃষ্ঠাঙ্ক । |
|-----------------------------------------|-------------|
| স্বায়ত্ত্ববস্তু পৃথিবী প্রাপ্তি ... .. | ... ১০৯০    |
| স্বায়ত্ত্ববস্তু প্রজাসর্গ বিধান ... .. | ... ১০৯১    |

## অধ্যায় । ১০৯৪—১০৯৮ পৃষ্ঠা ।

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| প্রিয়ব্রত বংশ কীর্তন ... ..     | ... ১০৯৪ |
| সপ্তদ্বীপের উৎপত্তি ... ..       | ... ১০৯৬ |
| সপ্তদ্বীপের সামান্য বিবরণ ... .. | ... ১০৯৭ |

## পঞ্চম অধ্যায় । ১০৯৯—১১০৫ পৃষ্ঠা ।

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| অষ্টদ্বীপের বিবরণ ... ..            | ... ১০৯৯ |
| ইলাবৃত্তাদি বর্ষের বৃত্তান্ত ... .. | ... ১১০০ |

## ষষ্ঠ অধ্যায় । ১১০৬—১১১০ পৃষ্ঠা ।

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| আম্বনদস্রবণের উৎপত্তি বিবরণ ... ..    | ... ১১০৭ |
| নদ নদী ও দেবীমূর্তির বৃত্তান্ত ... .. | ... ১১০৮ |

## সপ্তম অধ্যায় । ১১১১—১১১৭

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| সুমেরুগিরির বিবরণ ... ..   | ... ১১১১ |
| ঋবনকত্র বৃত্তান্ত ... ..   | ... ১১১৩ |
| গঙ্গাধারা বৃত্তান্ত ... .. | ... ১১১৪ |

## অষ্টম অধ্যায় । ১১১৮—১১২৬ পৃষ্ঠা ।

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ইলাবৃত্তবর্ষের বিবরণ ... .. | ... ১১১৯ |
| ভদ্রাশ্রবর্ষের বিবরণ ... .. | ... ১১২০ |

## নবম অধ্যায় । ১১২৭—১১৩৪ পৃষ্ঠা ।

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| হরিবর্ষ বৃত্তান্ত ... ..   | ... ১১২৭ |
| কেতুমালবর্ষের বিবরণ ... .. | ... ১১৩০ |
| রম্যকবর্ষ বৃত্তান্ত ... .. | ... ১১৩৩ |

## দশম অধ্যায় । ১১৩৫—১১৪২ পৃষ্ঠা ।

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| হিরণ্যবর্ষ বিবরণ ... ..  | ... ১১৩৫ |
| উত্তর কুরু বিবরণ ... ..  | ... ১১৩৬ |
| কিম্বদন্তবর্ষ কথন ... .. | ... ১১৩৯ |

একাদশ অধ্যায় । ১১৪৩—১১৫০ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                        | পৃষ্ঠাঙ্ক । |
|------------------------------|-------------|
| ভারতবর্ষ বৃত্তান্ত ...       | ১১৪৩        |
| পর্বত ও নদীর বিবরণ ...       | ১১৪৫        |
| ভারতবর্ষের প্রাধান্য কথন ... | ১১৪৭        |

দ্বাদশ অধ্যায় । ১১৫১—১১৫৬ পৃষ্ঠা ।

|                            |      |
|----------------------------|------|
| পল্লবদ্বীপ বৃত্তান্ত ...   | ১১৫১ |
| শাল্লব দ্বীপ বৃত্তান্ত ... | ১১৫৩ |
| কুলদ্বীপ বিবরণ ...         | ১১৫৫ |

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১১৫৭—১১৬২ পৃষ্ঠা ।

|                        |      |
|------------------------|------|
| ক্রৌঞ্চদ্বীপ বিবরণ ... | ১১৫৭ |
| শাকদ্বীপ বৃত্তান্ত ... | ১১৫৯ |
| পুষ্করদ্বীপ বিবরণ ...  | ১১৬০ |

চতুর্দশ অধ্যায় । ১১৬৩—১১৬৮ পৃষ্ঠা ।

|                        |      |
|------------------------|------|
| লোকালোক গিরি বর্ণন ... | ১১৬৩ |
| উত্তরায়ণাদি কথন ...   | ১১৬৭ |

পঞ্চদশ অধ্যায় । ১১৬৯—১১৭৬ পৃষ্ঠা ।

|                      |      |
|----------------------|------|
| সূর্য্যগতি বর্ণন ... | ১১৬৯ |
| সূর্য্যরথ বর্ণন ...  | ১১৭৪ |

ষোড়শ অধ্যায় । ১১৭৭—১১৮৩ পৃষ্ঠা ।

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| মাসাদির বিষয় বর্ণন ...         | ১১৭৮ |
| চন্দ্রস্থিতি কথন ...            | ১১৭৯ |
| চন্দ্রগতি বর্ণন ...             | ১১৮০ |
| শুক্রাদি গ্রহগণের গতি বর্ণন ... | ১১৮১ |

সপ্তদশ অধ্যায় । ১১৮৪—১১৮৮ পৃষ্ঠা ।

|                        |      |
|------------------------|------|
| ঋবসংস্থান কীর্ত্তন ... | ১১৮৪ |
| জ্যোতিষচক্র বর্ণন ...  | ১১৮৬ |

অষ্টাদশ অধ্যায় । ১১৮৯—১১৯৪ পৃষ্ঠা ।

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| রাতর স্থিতি কীর্ত্তন ...                | ১১৮৯ |
| পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের পরিমাণ নির্ণয় ... | ১১৯১ |



## উনবিংশ অধ্যায় । ১১৯৫—১২০০ পৃষ্ঠা ।

| বিষয়                   | পৃষ্ঠাঙ্ক । |
|-------------------------|-------------|
| অভ্যঙ্গের বিবরণ ... ..  | ১১৯২        |
| বিতালের বিবরণ ... ..    | ১১৯৬        |
| সুতঙ্গ বৃত্তান্ত ... .. | ১১৯৭        |

## বিংশ অধ্যায় । ১২০১—১২০৬ পৃষ্ঠা ।

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| তলাতল ও মহাতলের বৃত্তান্ত ... ..    | ১২০১ |
| রসাতল ও পাতালের বিবরণ ... ..        | ১২০২ |
| অনন্তমূর্ত্তির মাহাত্ম্য কথন ... .. | ১২০৩ |

## একবিংশ অধ্যায় । ১২০৭—১২১১ পৃষ্ঠা ।

|                              |      |
|------------------------------|------|
| সনাতনকৃত অনন্ত স্তুতি ... .. | ১২০৭ |
| নরকনাম কথন ... ..            | ১২১০ |

## দ্বাবিংশ অধ্যায় । ১২১২—১২১৯ পৃষ্ঠা ।

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| যে পাপহেতু যে নরক প্রাপ্তি হয় তাবিষয় বর্ণন ... .. | ১২১২ |
|-----------------------------------------------------|------|

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । ১২২০—১২২৪ পৃষ্ঠা ।

|                              |      |
|------------------------------|------|
| অবীচিপ্রমুখ নরক বর্ণন ... .. | ১২২০ |
|------------------------------|------|

## চতুর্বিংশ অধ্যায় । ১২২৫—১২৩৫ পৃষ্ঠা ।

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| তিথি বিশেষে দেবীপূজা বিধি ... ..            | ১২২৬ |
| বার ও নক্ষত্র বিশেষে দেবীপূজা বিধি ... ..   | ১২২৮ |
| যোগ, করণ ও মাস বিশেষে দেবী পূজা বিধি ... .. | ১২৩০ |
| দেবীস্তুতি ... ..                           | ১২৩১ |

# শ্রীমদ্বেদেবীভাগবতম্

পঞ্চমঃ স্কন্ধঃ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—o—

ঋষয় ঋচুঃ ।

ভবতা কথিতং সূত ! মহদাখ্যানমুত্তমম্ ।  
কৃষ্ণশ্চ চরিতং দিব্যং সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥  
সন্দেহোহত্র মহাভাগ ! বাসুদেবকথানকে ।  
জায়তে নঃ প্রোচ্যমানেহবিস্তরেণ মহামতে ! ॥ ২ ॥  
বনে গতা তপস্তপ্তং বাসুদেবেন ছুঙ্করম্ ।  
বিক্ষোরংশাবতারেণ শিবস্তারাদনং কৃতম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

অজাং দুস্তরসংসারসমুদ্রপরিণোষিণীম্ ।  
যন্মে সমলহসিতাং বালকোটরবিপ্রভাম্ ॥  
চতুর্ভিরধিকৈঃ পকাশক্তিঃ শ্লোকৈরধোত্তরম্ ।  
বিক্ষোরপেক্ষয়া রজঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যেব কীর্ত্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে ব্রহ্মাদীনাং শ্রীভগবত্যধীনকমলজঙ্ঘঃ পরিচ্ছিন্নদ্ব্যকোপপাদ্য শ্রীভগবত্যাঃ  
শ্রুত্যাগমযুক্তিভিঃ স্বতন্ত্রদ্ব্যং সর্বজঙ্ঘং সর্বৈশ্বরদ্ব্যং ব্যাপকদ্ব্যং সর্বকারণদ্ব্যকোপপাদিতং তদুপ-  
পাদনপ্রসঙ্গে শিবস্ত সশক্তিকস্ত কৃষ্ণারাধ্যদ্ব্যং প্রীতিপাদিতং তত্র ঋষয়ঃ সাশক্যঃ পৃচ্ছন্তি  
ভবতা কথিতং শ্রুতেতি ॥ ১ ॥ অবিস্তরেণ প্রোচ্যমানেন নঃ সন্দেহো জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, শ্রুত ! তুমি শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান বিষয়ে তাঁহার অলৌকিক অদ্ভুত  
এবং সমস্ত পাপরাশির বিধ্বংসকর পবিত্র চরিত্রকথা বর্ণন করিয়াছ ॥ ১ ॥ পরন্তু হে  
মহাভাগ ! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ হইয়াও বাসুদেব-বিষয়ক কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলে, এমন  
আমাদিগের অন্তরে বিবিধ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ প্রথমত, বিষ্ণুর অংশাবতার বাসু-

বরপ্রদানং দেব্যা চ পার্শ্বত্যা যৎ কৃতং পুনঃ ।  
জগন্মাতুশ্চ পূর্ণায়াঃ শ্রীদেব্যাঃ অংশভূতয়া ॥ ৪ ॥  
ঈশ্বরেণাপি কৃষ্ণেন কৃতন্তৌ সংপ্রপূজিতৌ ।  
ন্যূনতা বা কিমন্ত্যস্ত তদেবং সংশয়ো মম ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বং কারণং তত্র ময়া ব্যাসশ্রুতঞ্চ যৎ ।  
প্রবীমি মহাভাগাঃ কথাং কৃষ্ণগুণান্বিতাম্ ॥ ৬ ॥  
বৃতাস্তং ব্যাসতঃ শ্রুত্বা বৈরাটীহুতজন্তদা ।  
পুনঃ পপ্রচ্ছ মেধাবী সন্দেহং পরমং গতঃ ॥ ৭ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

সম্যক্ সত্যবতীসুনো ! শ্রুতং পরমকারণম্ ।  
তথাপি মনসো বৃত্তিঃ সংশয়ঃ ন বিমুক্তি ॥ ৮ ॥

ভগবন্তঃ পুত্রার্থং তস্মিন্তপসি শিবস্তারাধনং সর্কোত্তমম্বুধ্যা কৃতমিদমেকম্ ॥ ৩ ॥ তথা  
পূর্ণায়া ব্যাপিকায়া জগন্মাতুরংশভূতয়া পার্শ্বত্যা যদ্বরপ্রদানং কৃতমিদং দ্বিতীয়ম্ ॥ ৪ ॥ তত্র  
ঈশ্বরেণাপি কৃষ্ণেন স্বতোন্যূনতারহিতেন কৃতন্তৌ শক্তিশিবৌ পূজিতৌ কিং  
প্রয়োজনং তস্ত তয়োঃপূজনে তদেবং প্রকারেণ সংশয়ো মম ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তত্র কৃষ্ণেন  
শিবপূজনে ইত্যর্থঃ । ব্যাসশ্রুতং ব্যাসাচ্ছ্রুতং কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ যথা মাং প্রতি ভবন্তিঃ প্রশ্নঃ  
কৃত এবং ব্যাসং প্রত্যপি জনমেজয়েন প্রশ্নঃ কৃতস্তত্র তেন বহুতরং দত্তং তদেব ভবন্তিকৃতরং  
বোধ্যমিত্যাহ বৃতাস্তমিতি । পূর্কোক্তং বৃতাস্তম্ কৃষ্ণেন শিবশক্ত্যোরারাধনা কৃতন্তোবং  
রূপং বৈরাটীহুতজ্ঞো বৈরাটি বিরাটস্থাপত্যং কন্তোত্তরা তস্তাঃ সূতঃ পরীক্ষিতশাস্ত্রজ্ঞাতো  
জনমেজয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

দেব পুত্র কামনার বনে গিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া সশক্তি শিবের আরাধনাই  
সর্কোত্তম জানে তাঁহাদের আরাধনাতেই রত হইলেন ॥ ৩ ॥ দ্বিতীয়ত জগৎজননী পরাপ্রকৃতি  
শ্রীমদ্দেবীর অংশরূপা হইয়াও দেবী পার্শ্বতী ও মহাদেব বাসুদেবকে বরদান করেন ॥ ৪ ॥  
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও কেন তাঁহাদের পূজা করিলেন ? তবে কি শ্রীকৃষ্ণ, হর পার্শ্বতী  
অপেক্ষা হীনপ্রভাব ছিলেন ? ইহাই আমাদের সংশয় ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, মহাভাগ মহর্ষিগণ ! শ্রীকৃষ্ণের শিব-আরাধনার কারণ যাহা ব্যাসদেবের  
নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন, আমি আপনাদিগের নিকট সেই কৃষ্ণের গুণগাথা  
বর্ণন করিতেছি, ॥ ৬ ॥ পরীক্ষিত-তনয় মেধাবী জনমেজয় ব্যাসদেবের নিকট বধন এই  
বৃতাস্ত শ্রবণ করেন, তৎকালে তিনিও উক্ত বিষয়ে অতিশয় সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা  
করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥



কৃষ্ণেনারাধিতঃ শত্ৰুস্তপস্তপ্তাতিদারুণম্ ।

বিস্ময়োহয়ং মহাভাগ ! দেবদেবেন বিষ্ণুনা ॥ ৯ ॥

যঃ সৰ্ব্বাঙ্গ্যাপি সৰ্ব্বেশঃ সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদঃ প্রভুঃ ।

স কথং কৃতবান্ ঘোরং তপঃ প্রাকৃতবন্ধরিঃ ॥ ১০ ॥

জগৎকর্তৃঃ ক্রমঃ কৃষ্ণস্তথা পালয়িতুং ক্রমঃ ।

সংহর্তুংপি কস্মাৎ স দারুণং তপ আচরৎ ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সত্যযুক্তং ত্বয়া রাজন্ ! বাসুদেবো জনার্দিনঃ ।

ক্রমঃ সৰ্ব্বেষু কার্যেষু দেবানাং দৈত্যসূদনঃ ॥ ১২ ॥

তথাপি মানুষ্যং দেহমাশ্রিতঃ পরমেশ্বরঃ ।

কৃতবান্ মানুষ্যান্ ভাবান্ বর্ণাশ্রমসমাশ্রিতান্ ॥ ১৩ ॥

বৃদ্ধানাং পূজনকৈব গুরুপাদাভিবন্দনম্ ।

ব্রাহ্মণানাং তথা সেবা দেবতারাদনং তথা ॥ ১৪ ॥

পরম কারণমুৎকৃষ্টং কারণং মায়াবিশিষ্টবুদ্ধরূপং শ্রীভগবতীপদবাচ্যমিত্যর্থঃ । তচ্ছ্রুত্বাপি মনোবৃত্তিঃ সংশয়ঃ ন বিমুক্তি ॥ ৮ ॥ কোহসৌ সংশয় ইতি চেত্তজাহ কৃষ্ণেনেতি ॥ ৯—১০ ॥ তপ আচরদিতি । সৰ্ব্বেশ্বরস্ত বিষ্ণোঃ শিবারাধনং নেদং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ব্যাসোহঙ্গীকরোতি সত্যমিতি । দেবানাং কার্যেষু ক্রমঃ সম ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ যদ্যপীথমস্তি তথাপি কারণদ্বয়সত্ত্বাত্তপশ্চর্য্যা শিবোদ্দেশেন তেন কৃতত্যাগিপ্রায়েণ কারণদ্বয়ে প্রথমং কারণমাহ তথাপীতি । মনুষ্যদেহাপেক্ষয়া শিবাদিদেবতাদেহানামুৎকৃষ্টত্বান্নমুখ্যদেহধারিত্বিঃ শ্রীরাম-

জনমেজয় বলিলেন, সত্যবতী-তনয় ! আপনার নিকট পরম কারণ স্বরূপ ভগবতীর তত্ত্বকথা ভূরি ভূরি শ্রবণ করিয়াও আমার মনের সংশয় নিবৃত্ত হইতেছে না ॥ ৮ ॥ মহাভাগ ! কৃষ্ণ স্বয়ং দেবাদিদেব বিষ্ণুর অবতার হইয়াও যে, অতি কঠোর তপোহুষ্ঠান পূর্বক শত্ৰুর আরাধনা করিয়াছিলেন, ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয় ॥ ৯ ॥ যিনি সকল জীবের আত্মা, জগতের একমাত্র অধীশ্বর এবং সমস্ত সিদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ, সেই প্রভু হরি প্রাকৃত মনুষ্যের ত্বায় কিজন্ত ঘোরতর তপস্তার অনুষ্ঠান করিলেন ? ॥ ১০ ॥\* যে শ্রীকৃষ্ণ স্বাক্ষর অঙ্গময় বিষ্ণুর সৃষ্টি, পালন বা সংহার সমস্তই করিতে সমর্থ; তিনি কেন কঠোর তপস্তা-চরণ করিলেন ? ॥ ১১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, দাম্ববনিসূদন বাসুদেব জনার্দিন দেবগণেরও সৃষ্টি ও পালনাদি সকল কার্যেই সমর্থ হইবেন ॥ ১২ ॥ তথাপি সেই পরমেশ্বর মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনুষ্যগণের অবলম্বিত বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ দেখ, বৃদ্ধদিগের পূজা, গুরুজনের পাদবন্দন, ব্রাহ্মণদিগের

শোকে শোকাভিযোগশ্চ হর্ষে হর্ষসমুন্নতিঃ ।  
 দৈন্যং নানাপবাদাশ্চ জীবু কামোপসেবনম্ ॥ ১৫ ॥  
 কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ কালে কালে ভবন্তি হি ।  
 তথা গুণময়ে দেহে নিগুণত্বং কথং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥  
 সৌবলীশাপজাদোষাত্তথা ব্রাহ্মণশাপজাৎ ।  
 নিধনং যাদবানাস্তু কৃষ্ণদেহস্য মোচনম্ ॥ ১৭ ॥  
 হরণং লুণ্ঠনং তদ্বত্তৎপত্নীনাং নরাধিপ ! ।  
 অর্জুনস্তাত্ত্রমোক্ষে চ ক্লীবত্বং তক্ষরেষু চ ॥ ১৮ ॥  
 অজ্ঞত্বং হরণে গেহাত্তৎ প্রত্যাগ্মানিরুদ্ধয়োঃ ।  
 এবং মানুষদেহেহস্মিন্ মানুষং খলু চেষ্টিতম্ ॥ ১৯ ॥  
 বিষ্ণোরংশাবতারেহস্মিন্ নারায়ণমুনেস্তথা ।  
 অংশজে বাসুদেবেহত্র কিং চিত্রং শিবসেবনে ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণাদিভির্ধর্মমার্গপ্রবর্তকৈঃ শিবাदिপূজনে ন কৃতে বরিষ্ঠপক্ষপাতিত্বাৎ সর্বেষাং কেহপি  
 শিবাदिপূজনং ন কুর্য্যুঃ । অতঃ কৃষ্ণাদিভিঃ শিবাदिপূজনং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৫ ॥ গুণময়ে  
 সত্বাদিগুণনির্মিতে গুণবৃন্তয়ো নিয়মেণ ভবিষ্যন্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ যদুদ্যাদেহসম্বন্ধাদজ্ঞত্বম-  
 প্যতএবাগতমিত্যাহ সৌবলীশাপজাদিতি সৌবলী গাক্ষারী । ব্রাহ্মণোহষ্টাবক্রঃ ॥ ১৭—১৯ ॥  
 ইখং প্রাকৃতদৃষ্ট্যপি শিবারাধকত্বং কৃষ্ণস্তোপপাদ্য পরমার্থদৃষ্ট্যা বিষ্ণোরপেক্ষয়া শিব এবাৎকৃষ্ট  
 ইতি বিষ্ণোরপি শিবারাধকত্বমস্তি । কিংপুনস্তদবতারানাং রামকৃষ্ণাদীনামিত্যভিপ্রায়েণ  
 দ্বিতীয়ং কারণমাহ বিষ্ণোরংশাবতারে ইতি । বিষ্ণোরবতারো ধর্মীশ্বজো নারায়ণস্তদবতারঃ  
 কৃষ্ণস্তস্মিন্ শিবসেবনে কিঞ্চিৎকৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সেবা, দেবগণের আরাধনা, শোক সময়ে শোকের উদয়, হর্ষের সময়ে হর্ষের উদয়, অর্পণবাদ  
 কি দীনতা প্রকাশ, অথবা জীগণের সহিত রতিক্রীড়াদি, অধিক আর কি বলিব, ফলকথা  
 এই যে, সময়ে সময়ে কাম, ক্রোধ বা লোভ প্রভৃতি এই সকল কার্য্য মানবমাত্রেই দেহ-  
 ধর্ম বশতই ঘটয়া থাকে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান হইলেও গুণময়  
 মানবদেহ ধারণ করিয়া তখন আর কিরূপে নিগুণ-ভাব অবলম্বন করিবেন? ॥ ১৪—১৬ ॥

মরনাথ ! সুবল-তনয়া গাক্ষারীও ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত-প্রভাবে যাদব-বংশ ধ্বংস হইলে,  
 শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন । তাহার পর সেই আতীর জাতীয় দম্ভ্যরা পশ্চিমধ্যে তদীয়  
 পত্নীগণকে হরণ ও ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিলে অর্জুন দম্ভ্যদিগকে নিবারণ করিতে না  
 পারিয়া নির্বীৰ্য্য পুরুষের স্থায় অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন মাত্র । কামদেব ও অনিরুদ্ধ  
 তাঁহার দ্বারকাপুরস্থ গৃহ হইতে অপহৃত হইলেও তিনি যে, কিছুই জানিতে পারেন নাই  
 সেটা কেবল এই মানবদেহেরই ব্যবহারি ধর্ম মাত্র । বিশেষতঃ বিষ্ণুর অংশাবতার

স হি সৰ্বেশ্বরো দেবো বিষ্ণোরপি চ কারণম্ ।  
 স্রুগুপ্তস্থাননাথঃ স বিষ্ণুনা চ প্রপূজিতঃ ॥ ২১ ॥  
 তদংশভূতাঃ কৃষ্ণাদ্যাত্মৈঃ কথং ন স পূজ্যতে ।  
 অকারো ভগবান্ ব্রহ্মাপ্যকারঃ শ্রীধারিঃ স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥  
 মকারো ভগবান্ রুদ্রোহপ্যর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী ।  
 উত্তরোত্তরভাবেনাপ্যুত্তমত্বং স্মৃতং বুদ্ধৈঃ ॥ ২৩ ॥  
 অতঃ সৰ্বেষু শাস্ত্রেষু দেবী সৰ্ব্বোত্তমা স্মৃতা ।  
 অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

শিবস্ত বিষ্ণোরপেক্ষয়োংকৃষ্টত্বং প্রতিপাদয়তি সহি সৰ্বেশ্বর ইতি । যতঃ স শিবঃ স্রুগুপ্ত-  
 স্থানং কারণদেহস্তস্ত নাথোহধিপতিস্তৎস্বরূপোহতোলিঙ্গস্বরূপদেহাভিসানিনস্তৎ স্বরূপস্ত  
 বিষ্ণোরপি কারণঃ জনকঃ শিবঃ । কারণদেহস্তাজ্ঞানরূপস্ত লিঙ্গদেহজনকত্বাৎ ॥ ২১ ॥

যতো বিষ্ণোরপি কারণঃ শিবো বিষ্ণুনা চ সৰ্বদা পূজিতস্ততো হি তদংশভূতাস্তস্ত  
 বিষ্ণোরংশভূতা যে কৃষ্ণরামাদ্যাত্মৈঃ কথং ন স শিবঃ পূজ্যতে অপিতু সৰ্বথা পূজ্যত এব-  
 ত্যর্থঃ । শিবস্ত স্রুগুপ্তস্থাননাথস্বমুপপাদয়তি অকার ইতি । এণবে হি চ্ছারো ভাগা  
 অকারোকারমকারাৰ্দ্ধমাত্রারূপাঃ দেহেহপি চ্ছারো ভাগাশ্চতুস্পাদব্রহ্মরূপাঃ স্থলসূক্ষ্মকারণ-  
 তুরীয়রূপাঃ তে চ ব্রহ্মবিষ্ণুরূপরং ব্রহ্মপদবাচাস্তাপনীয়াদিষু প্রসিদ্ধাস্তত্রাকারো ব্রহ্মবাচক  
 উকারো বিষ্ণুবাচকো মকারো রুদ্রবাচকোহর্দ্ধমাত্রা চিত্রপত্নীদেবীবাচিকেত্যর্থঃ । তুরীয়ে-  
 হপ্যন্তমুখস্বাভিন্নমায়ায়াঃ সঙ্গাম্মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বং পূৰ্ব্বং দেব্যা উক্তং ন বিক্ৰধ্যতে ।  
 তুরীয়স্ত নিত্যত্বমপি মায়াবৈশিষ্ট্যেহপি মায়াকার্যত্বস্তাভাবাদ্ রোধ্যম্ । মায়াবহিতস্ত  
 তুরীয়াতীতমিতি নৃসিংহতাপস্তাং স্পষ্টম্ ॥ ২২ ॥

এতেষাং চতুর্নাং ভাগানামুত্তরোত্তরভাবেন ব্রহ্মাপেক্ষয়া বিষ্ণুরুত্তমস্তমপেক্ষয়া রুদ্র-  
 স্তমপেক্ষয়া চিত্রপা সন্নিভগবতী উত্তমেত্যেবং ত্রীত্যা উত্তমত্বং বুদ্ধৈঃ স্মৃতমিত্যর্থঃ । তথাচ  
 বিষ্ণোরপেক্ষয়োত্তরস্থানস্থিতরুদ্রস্তোত্তমত্বাধিক্যপূজ্যত্বমব্যাহতমিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

নারায়ণ ঋষি, আবার তাঁহার অংশাবতার বাসুদেব অতএব এই বাসুদেব যে শিবের  
 আরাধনা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? ॥ ১৭—২০ ॥ স্রুগুপ্তির আধারভূত  
 যে কারণ শরীর, সৰ্বেশ্বর শিব সেই কারণ-দেহের অগিষ্ঠাতা স্বরূপ, সুতরাং তিনি বিষ্ণুরও  
 জনক ; অতএব স্বয়ং বিষ্ণুও সেই কারণেই তাঁহারিক পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ রাম কৃষ্ণ  
 প্রভৃতি অবতার সকল সেই বিষ্ণুর অংশ মাত্র, অতএব তাঁহারা কেন শিবের পূজা না করি-  
 বেন ? অকার ভগবান্ ব্রহ্মা, উকার সাক্ষাৎ হরি, আর মকার স্বয়ং ভগবান্ রুদ্র এবং  
 অর্দ্ধমাত্রাই মহেশ্বরী অতএব বৃধগণ ব্রহ্মা অপেক্ষা বিষ্ণুর, বিষ্ণু অপেক্ষা রুদ্রের, রুদ্র অপেক্ষা  
 তুরীয়রূপিনী মহেশ্বরীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ২২—২৩ ॥ যে অর্দ্ধমাত্রা কিছুতেই  
 উচ্চারিত করেন না, সেই নিত্যরূপা দেবী তাঁহার স্বরূপা, অতএব সকল শাস্ত্রেই তাঁহার  
 সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥



বিক্ষোরপ্যাধিকো রুদ্রো বিষ্ণুস্ত ব্রহ্মণোহধিকঃ ।

তস্মান সংশয়ঃ কার্য্যঃ ক্বকেন শিবপূজনে ॥ ২৫ ॥

ইচ্ছয়া ব্রহ্মণো বক্তৃদ্বারদানার্থমুদ্বভৌ ।

মূলরুদ্রস্ত্র্যাংশভূতো রুদ্রনায়া দ্বিতীয়কঃ ॥ ২৬ ॥

সোহপি পূজ্যোহস্তি সর্ব্বেষাং মূলরুদ্রস্ত্র কা কথা ।

দেবীতত্ত্বস্ত্র সান্নিধ্যাত্মতমস্বং স্মৃতং শিবে ॥ ২৭ ॥

অবতারা হরেরেবং প্রভবন্তি যুগে যুগে ।

যোগমায়াপ্রভাবেন নাত্র কার্য্য্য বিচারণা ॥ ২৮ ॥

যা নেত্রপক্ষপারিসঞ্চলনে সম্য-

দ্বিশ্বং সৃজত্যবতি হস্তি নিগূঢ়তাবা ।

সৈষা করোতি সততং দ্রহিণাচ্যুতেশা-

মানাবতারকলনে পরিভ্রম্যানান্ ॥ ২৯ ॥

যত এবমত আহ অত ইতি । যতঃ সর্কাপেক্ষরোত্তরস্থানস্থিতা চিহ্নপা ভগবতী ততো ভগবত্যেব সর্কশাস্ত্রেবুতমা স্মৃত্যর্থঃ । সা চ নিত্য্য ত্রিকালাবাধ্যাহস্তীত্যাহ অর্ক-  
মাত্রেতি ॥ ২৪ ॥

বিক্ষোরপেক্ষয়া রুদ্রস্ত্রোত্তমত্বমুপসংহরতি বিক্ষোরপ্যাধিক ইতি ॥ ২৫ ॥

নহু ব্রহ্মণ উৎপন্নস্ত্র কথাং বিক্ষোরপ্যাধিকত্বং তত্রাহ ইচ্ছয়েতি । ব্রহ্মণা সৃষ্ট্যর্থং শিবস্ত্রা-  
রাধনা কৃত্য । তন্মনোরথপূর্ত্যর্থং স্বচ্ছয়া স্রাংশেন শিবস্ত্রাস্রাদব্রহ্মণো বক্তৃদ্বারদানার্থমুদ্ব-  
ভাবুৎপন্নো মূলরুদ্রাংশভূতো দ্বিতীয়ো রুদ্রঃ স ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

যঃ পুনর্মূলরুদ্রাংশভূতো ব্রহ্মণো ললাটোৎপন্নঃ সোহপি সর্ব্বেষাং বিষ্ণুাদীনাং পূজ্যো-  
হস্তি তদা মূলরুদ্রঃ সর্ব্বেষাং পূজ্যোহস্তীত্যত্র কা কথ্যেত্যর্থঃ শিবস্ত্রোত্তমত্বং হেতুস্ত্রমুপ-  
পাদয়তি দেবীতত্ত্বস্ত্রোতি । দেবীতত্ত্বং সন্নিভত্বং তৎসান্নিধ্যং কারণদেহস্ত্র তদভিমানিনো  
রুদ্রস্ত্র বর্ত্ততে । বিক্ষোরপেক্ষাদেহাভিমানিনো লিঙ্গদেহস্ত্র চ কারণদেহেন বাবধানাত্তদ্বারা  
সান্নিধ্যমিতি বিক্ষোরপেক্ষয়া রুদ্রস্ত্রাধিক্যং নিঃসংশয়মিত্যর্থঃ । ইদং সর্ব্বং স্মৃতসংহিতাস্রাং  
সৌরসংহিতাস্রাঞ্চ স্পষ্টম্ । পরতত্ত্বপ্রকাশস্ত্র রুদ্রস্ত্রোত্তমত্বং মহত্তরঃ । ন তথা সর্ব্বদেবানাং  
সান্নিধ্যাভাবহতুত ইত্যাদি । বিক্ষোস্ত্র তত্ত্বস্ত্র সম্বন্ধো রুদ্রদ্বারক এব হীত্যাদিনা পুরাণা-  
স্ত্রেবু চ স্পষ্টমিতি বোধ্যম্ ॥ ২৭ ॥

ইথং বিক্ষোরপেক্ষয়া শিবস্ত্রোত্তমত্বং প্রতিপাদ্য পুনঃ সর্কাপেক্ষয়া শ্রীদেব্য্য উত্তমত্বং  
বর্ণয়তি অবতারা ইতি ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মা হইতে বিষ্ণু প্রধান, বিষ্ণু হইতে রুদ্র প্রধান, অতএব ক্বক বে শিব পূজা করিয়া-  
ছেন তাহাতে আর সংশয় করা কর্তব্য নহে ॥ ২৫ ॥ শিবের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাকে বরদান  
করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার ললাট হইতে মূল রুদ্রের অংশ দ্বিতীয় রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥  
মূল রুদ্রের কথা দূরে থাকুক, তিনিও সকলের পূজনীয় । রাজন্ ! পরমাত্মব্রহ্মাণী  
দেবীর সন্নিবর্ত্তনশত শিবের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ যোগমায়ার প্রভাবে

সূতীগৃহাদ্ ব্রজনমপ্যনয়া নিযুক্তঃ  
 সঙ্গোপিতশ্চ ভবনে পশুপালরাজঃ ।  
 সম্প্রাপিতশ্চ মথুরাং বিনিযোজিতশ্চ  
 শ্রীদ্বারকাগ্রগয়নে নমু ভীতচিত্তঃ ॥ ৩০ ॥  
 নির্মায় যোড়শসহস্রশতাব্দিকাস্তা  
 নার্যোহষ্টসম্মততরাঃ স্বকলাসমুখাঃ ।  
 তাসাং বিলাসবশগন্তু বিধায় কামঃ  
 দাসীকৃতো হি ভগবাননয়াপ্যনন্তঃ ॥ ৩১ ॥  
 একাপি বন্ধনবিধৌ যুবতী সমর্থী  
 পুংসো যথা স্তদৃঢ়লৌহময়স্তু দাম ।  
 কিং নাম যোড়শসহস্রশতাব্দিকাস্ত  
 তং স্বীকৃতং শুকমিবাতিনিবন্ধয়ন্তি ॥ ৩২ ॥

যা নেত্রেতি । নেত্রোন্মীলনেনেত্যর্থঃ । পরিতুরমানান্ নানাবতারকলনে গ্রহণে হুঃখৈঃ  
 পরিতবং প্রাপ্যমানানিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

সূতীগৃহাৎ প্রসবগৃহাদ্ ব্রজনং গোকুলং প্রতি কৃষ্ণস্তেত্যর্থঃ । পশুপালরাজো নন্দস্ত ভবনে  
 সঙ্গোপিতো দৈত্যাভিভ্যো রক্ষিতঃ শ্রীকৃষ্ণোহনয়েব । ভীতচিত্তঃ শ্রীকৃষ্ণো নমু নিশ্চয়েন  
 শ্রীদ্বারকাগ্রগয়নেহপ্যনয়েব দেব্যা বিনিযোজিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নির্মায়ৈতি । যোড়শসহস্রাধিকাঃ শতাব্দিকাঃ পঞ্চাশৎসংখ্যকা নার্যোহপি পঞ্চাশদধিক-  
 যোড়শসহস্রানার্যোহপি রাজকন্তারূপাঃ স্বয়মেব ভগবতী নির্মায় তথা স্বকলা স্বশক্তিস্ততাঃ  
 সকাশাৎ সমুখা অষ্টসংখ্যকা নারিকাঃ স্বয়মেব দেবী নির্মায় তাসাং বিলাসবশগং কৃষ্ণং  
 বিধায়ানয়া দেব্যা লোকাভিমতো ভগবান্ কৃষ্ণ আসাং জীবাং দাসীকৃত ইত্যর্থঃ । সর্ব-  
 চেষ্টিতং শ্রীভগবতীকৃতমেবেতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

একাপীতি । লৌহময়ং দাম শৃঙ্খলা । ইখং জীবন্ধনেন হি কশ্চিৎ স্বতন্ত্রঃ পতেৎ ।  
 তস্মাৎ পরাস্বাপ্তোরিতস্তদধীন এব কৃষ্ণঃ সর্বং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

যুগে যুগে বিকুর এইরূপ অনেক অবতার হইয়া থাকে এ বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন  
 নাই ॥ ২৮ ॥ কেবল অচ্যুত নহেন, তিনি ব্রহ্মা ও মহাদেবকেও সতত নানা অবতারের অস্ত-  
 ক্লেশ প্রদান করিতেছেন, অধিক কি তিনিই প্রজ্জ্বলভাবে নেত্র-নিমেষ মাং ত্রে সর্বতোভাবে  
 বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

যোগমায়াই কৃষ্ণকে সূতিকাগৃহ হইতে ব্রজপুরে পাঠাইয়া পশুপালপতি নন্দের গৃহে  
 সর্বতোভাবে রক্ষা করেন. পরে কংসের বধবাসনার কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যান, সেইখানে  
 জরাসন্ধ হইতে ভীত হইলে আবার দ্বারবর্তীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ অধিক কি  
 তিনি, যোড়শসহস্র পঞ্চাশৎ রমণী এবং নিজ অংশ হইতে প্রধানা অষ্টনারিকা, উৎপাদন  
 করিয়া অনন্তের অবতার স্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণকে তাহাদিগের বিলাস-ভোগের বশীভূত সম্পূর্ণ

সাত্বাজিতীবশগতেন যুদাষ্মিতেন  
 প্রাপ্তং সুরেন্দ্রভবনং হরিণা তদানীম্ ।  
 কৃদ্ধা যুধং মঘবতা বিহৃতস্তরুণা-  
 য়ীশঃ প্রিয়াসদনভূষণতাং য আপ ॥ ৩৩ ॥  
 যো ভীমজাং হি হৃতবাহ্লিশুপালকাদী-  
 শ্চিহ্না বিধিং নিখিলধর্ম্যকৃতং বিধিৎসুঃ ।  
 জগ্রাহ তাং নিজবলেন চ ধর্ম্যপত্নীং  
 কোহসৌ বিধিঃ পরকলত্রহতো বিজাতঃ ॥ ৩৪ ॥

অহঙ্কারবশঃ প্রাণী করোতি চ শুভাশুভম্ ।

বিমূঢ়ো মোহজালেন তৎকৃতেনাতিপাতিনা ॥ ৩৫ ॥

শ্রীসম্বন্ধাদনেকহুঃখানি কৃষ্ণেন প্রাপ্তানি তত্র কানিচিহ্নয়তি সাত্বাজিতীতি । সত্ব-  
 জিতস্তাপত্যং কন্তা সত্যভামা । তরুণায়ীশঃ পারিজাতো যন্তকঃ প্রিয়াসদনভূষণতাং সত্য-  
 ভামাগৃহালঙ্কারতাং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণস্তাধর্ম্যকারিত্বমুপপাদয়তি । যো ভীমজামিতি । নিখিলান্ ধর্ম্যান্ করোত্যাংপাদয়তি  
 যো বিধিৎসুঃ বিধিৎসুঃ কৰ্ত্তুমিচ্ছুধর্ম্যায়াপি ভীমজাং কল্পিণীং শিশুপালেন বৃত্তাম্ । তৎপত্নী-  
 শ্চিহ্নাশুপালাদীশ্চিহ্না তাং কল্পিণীমন্তপত্নীং স্বস্ত ধর্ম্যপত্নীত্বেন জগ্রাহাসৌ পরকলত্রহতো যো  
 বিধিজাতঃ স কঃ ধর্ম্যো বাহুধর্ম্যো বেতি ভাবঃ । ন হেতাদৃশাধর্ম্যাচরণে জীবনিতহুঃখ-  
 ভোগে চ স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎপ্রবর্তেত তস্মাচ্ছ্রীভগবত্যধীন এব সর্বব্যবহারঃ কৃষ্ণরামাদীনামিতি  
 ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

নহু কেন প্রকৃত্যাংশেন বশীকৃতাঃ কৃষ্ণাদয়োহস্তথা স্বহুঃখজনকমপ্যনিষ্টাচরণং কুরুন্তীতি  
 চেত্তত্রাহ অহঙ্কারবশ ইতি । প্রকৃতিজন্তাহঙ্কারবশ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দাস স্বরূপ করিয়াছিলেন ॥৩১॥ যুবতী একাকিনী হইলেও যখন সুদৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলের জ্বা-  
 য়ারাজালে পুরুষকে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে ; তখন পঞ্চাশদধিক বোড়শ সহস্র রমণী যে  
 সেই কৃষ্ণকে পালিত শুকের জ্বা সমস্ত কার্য্যে নিয়োগ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা  
 কি ? ॥ ৩২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার এরূপ বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুজ্ঞায় মহানন্দ-  
 সহকারে পারিজাত পুষ্প আহরণ করিতে ইন্দ্রালয়ে গমন করেন । পরে সুরপতির সহিত  
 সংগ্রাম করিয়া পারিজাত তরু হরণ পূর্বক তাহা প্রিয়তমা সত্যভামার আলয়ে মহার্হ ভূষণ  
 স্বরূপ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ দেখ, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ধর্ম্মকার্য্যের বিধানাভিলাষে  
 স্বীয় বাহুবলে শিশুপাল প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া ভীম-হুহিতা কল্পিণীকে হরণ করিয়া  
 তাঁহাকেই আবার স্বীয় ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন ; অতএব পরজী গ্রহণ করিলে যে পাপ  
 হয়, সে বিধি কোথায় রহিল ? ॥ ৩৪ ॥ অতএব দেখ, দেহ ধারণ যাজ্ঞেই প্রাণিগণ একেবারে  
 প্রকৃতি জন্ত অহঙ্কারের দাস হইয়া পড়ে স্বতরাং তখন সেই অধঃপাতনকারী ভীষণ মোহ-  
 জালে বিমোহিত হইয়া শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥



অহঙ্কারাচ্চি সঞ্জাতমিদং স্বাবরজজন্মম্।

মূলান্ধরিহরাঙ্গীনাযুগ্মাৎ প্রকৃতিসম্ভবাৎ ॥ ৩৬ ॥

অহঙ্কারপরিত্যক্তো যদা ভবতি পদ্মজঃ ।

তদা বিমুক্তো ভবতি নো চেৎ সংসারকর্মকৃৎ ॥ ৩৭ ॥

তন্মুক্তস্তু বিমুক্তো হি বন্ধস্তদ্বশতাং গতঃ ।

ন নারী ন ধর্মং গেহং ন পুত্রা ন সহোদরাঃ ॥ ৩৮ ॥

বন্ধনং প্রাণিমাং রাজমহঙ্কারস্তু বন্ধকঃ ।

অহঙ্কর্তা ময়া চেদং কৃতং কার্য্যং বন্দীয়সা ॥ ৩৯ ॥

করিষ্যামি করোম্যেবং স্বয়ং বধ্নাতি প্রাণভূৎ ॥

কারণেন বিনা কার্য্যং ন সম্ভবতি কহিচিৎ ॥ ৪০ ॥

যথা ন দৃশ্যতে জাতো যুৎপিণ্ডেন বিনা ঘটঃ ।

বিষ্ণুঃ পালয়িতা বিশ্বস্তাহঙ্কারসমম্বিতঃ ॥ ৪১ ॥

অন্যথা সর্বদা চিন্তাযুধৌ ময়ঃ কথং ভবেৎ ।

অহঙ্কারবিমুক্তস্তু যদা ভবতি মানবঃ ॥ ৪২ ॥

ন কেবলং প্রাণিচেষ্টা এবাহঙ্কারজ্ঞাঃ কিন্তু সর্বঃ প্রপঞ্চোহনীত্যাহ অহঙ্কারাকীতি ।  
প্রকৃতিসম্ভবাদহঙ্কারাদিত্যর্থঃ । উগ্রাদমুখাকারিণঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

নহু কুত এবমহঙ্কারস্ত ব্যাপ্তিরিতি চেৎ কারণস্তাহঙ্কারস্ত সর্বপ্রপঞ্চরূপকার্য্যোহুগমা-  
দিত্যাহ কারণেনেতি ॥ ৪০ ॥

দৃষ্টান্তমাহ যথেনিঃ বিষ্ণুরহঙ্কারেন বন্দীকৃত ইত্যাদ্যর্থাপত্তিমপি প্রমাণরূপে বিষ্ণুরিতি ॥ ৪১ ॥

কথং ময়া জগৎ পালিতং শ্রাদিতি চিন্তায়া আকারঃ । ৪২—৪৩ ॥

মূল প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হর এবং প্রকৃতি সম্ভব তামস অহঙ্কার হইতে স্বাবর  
জন্মময় বিশ্ব সংসার উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ কমলযোনি পিতামহ যখন অহঙ্কার হইতে  
বিমুক্ত হইলেন তখনই বিমুক্ত থাকেন, তাহা না হইলে সংসার কার্য্য করেন ॥ ৩৭ ॥ অহঙ্কার  
পরিত্যাগ করিলেই জীব বিমুক্ত হইলেন তখন গৃহ, ধন, জী, পুত্র এবং সহোদর কিছুই  
বন্ধন থাকে না, কিন্তু অহঙ্কারে আবদ্ধ হইলেই জীব তাহার বন্দীভূত হইয়া পড়ে ॥ ৩৮ ॥  
রাজন্ ! অহঙ্কার প্রাণিমাণ্ডেরই বন্ধনকারক, সুতরাং অহং বুদ্ধিতেই “আমি স্বীয় কর্মভার  
এই কার্য্য করিরাছি করিতেছি বা করিব” ইত্যাদি জানে জীব স্বয়ংই আবদ্ধ হয় ।  
যুৎপিণ্ড ব্যতীত ঘট জন্মান না; কারণ তিন্ন কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না;  
সুতরাং বিষ্ণু অহঙ্কারে আবদ্ধ হইয়াই বিশ্ব সংসার পালন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯—৪১ ॥  
মানব মাণ্ডেই অহঙ্কারে আবদ্ধ হইয়াই সর্বদা চিন্তা সাগরে নিমগ্ন থাকেন, কিন্তু যখন অহ-  
ঙ্কার হইতে বিমুক্ত হইলেন, তখন আর চিন্তার মগ্ন থাকিবেন কেন ? ॥ ৪২ ॥ অহঙ্কার হইতে

অবতারপ্রবাহেষু কথং মজ্জচ্ছু ভাশয়ঃ ।

মোহমূলমহাকারঃ সংসারস্তৎসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥

অহকারবিহীনামাং ন মোহো ন চ সংসৃতিঃ ।

ত্রিবিধঃ পুরুষঃ প্রোক্তঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা ॥ ৪৪ ॥

তামসস্ত মহারাজ ! ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাदिষু ।

ত্রিবিধত্রিষু রাজৈন্দ্র ! কাহজেশাদিষু সর্বদা ॥ ৪৫ ॥

অহকারঃ সদা প্রোক্তো মূনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।

অহকারেণ তেনৈব বন্ধা এতে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

মায়াবিমোহিতা মন্দাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

করোতি স্বেচ্ছয়া বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ ॥ ৪৭ ॥

মন্দোহপি দুঃখগহনে গর্ত্বাসেহতিসঙ্কটে ।

ন করোতি মতিং বিদ্বান্ কথং কুর্যাৎ স চক্রভৃৎ ॥ ৪৮ ॥

অহকারস্ত ত্রৈবিধ্যমাহ ত্রিবিধ ইতি ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিদেহেষু বিদ্যমানঃ পুরুষোহহকারঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রিবিধ ইত্যর্থঃ ।  
ত্রিষু তেষু ত্রিবিধাহকারস্তিষ্ঠতীত্যাহ ত্রিবিধত্রিবিধিতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥

নহু বিষ্ণোরহকারবশতেন জীববজ্জীবনমেব জাতমিতি লোকাস্তমীশ্বরমিতি বদন্তি  
তজ্জাহ মায়াবিমোহিতা ইতি । মনীষিণোহপি যে মায়াবিমোহিতা মন্দাস্তে বিষ্ণুঃ স্বেচ্ছয়া-  
বতারান্ করোতীতি বদন্তি নহমোহিতাঃ । তে তু পরতন্ত্র এব বিষ্ণুরস্তীতি বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তজ্জার্থাপত্তিং প্রমাণয়তি, মন্দোহপীতি । গর্ত্বাসে মন্দোহপি মতিং ন করোতি তদা  
চক্রভৃৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বরশ্চেৎ কথং কুর্যাৎ করোতি চ তস্মাৎশ্বরঃ স ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

মোহ জন্মায়, মোহ হইতে সংসার প্রবৃ্ত্তি হইয়া থাকে, তাহা না হইলে সেই মজলময়  
হরি নামা যোনিতে অবতীর্ণ হইবেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ অহকারবিহীন পুরুষের মোহ হয় না,  
সুতরাং সংসারেও প্রবৃ্ত্তি থাকে না) মহারাজ ! অহকার ; গুণপ্রভেদে ত্রিবিধ ; সাত্ত্বিক,  
রাজসিক ও তামসিক । এই ত্রিবিধ অহকারই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যানুসারে ক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও  
মহাদেবে বিরাজমান আছে । রাজৈন্দ্র ! ইহা যে কেবল আমিই বলিতেছি তাহা নহে,  
প্রজাপতি, হরি এবং হর ইহাদের প্রত্যেকে যে, ত্রিবিধ অহকার সতত বর্ত্তমান রহি-  
য়াছে, তদ্বজ্জানী মহর্ষিমাভ্যেই সর্বদা বলিয়া থাকেন ; অতএব, সেই অহকার দ্বারাই ইহারা  
যে বন্ধ তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৪৪—৪৬ ॥ মন্দবুদ্ধি পণ্ডিতেরাও মায়ায় বিমোহিত  
হইয়া বলিয়া থাকেন যে, বিষ্ণু স্বীয় ইচ্ছায় নানা অবতার রূপে জন্মিয়া থাকেন, কিন্তু  
যখন মূর্খেরাও বহু ক্লেশকর অনতিপ্রশস্ত অতিশয় সঙ্কট গর্ত্বাসে অভিলষী হইবেন না,  
তখন চক্রধারী বিষ্ণু কেন গর্ত্বাসে অভিলষ করিবেন ? ॥ ৪৭—৪৮ ॥ মধুসূদন কৌশল্যা  
ও দেবকীর বিষ্ঠা প্রভৃতি মলদূষিত গর্ভে নিজ ইচ্ছায় সহসা আগমন করিয়াছিলেন,

কৌশল্যাং দেবকীগর্ভে বিষ্ঠামলসমাকুলে ।

স্বৈচ্ছয়া এবদন্ত্যাক্ষাগতো হি মধুসূদনঃ ॥ ৪৯ ॥

বৈকুণ্ঠসদনং ত্যক্ত্বা গর্তুবাসে স্মৃৎ নু কিম্ ।

চিন্তাকোটীসমুখানে দুঃখদে বিষমস্মিতে ॥ ৫০ ॥

তপস্তপ্ত্বা ক্রতুন্ কৃৎস্না দত্ত্বা দানাত্মনেকশঃ ।

ন বাঙ্কস্তি যতো লোকা গর্তুবাসং স্মৃদুঃখদম্ ॥ ৫১ ॥

স কথং ভগবান্বিষ্ণুঃ স্ববশশ্চেচ্ছজনাদিনঃ ।

গর্তুবাসরুচির্ভূয়ান্তুবেৎ স্ববশতা যদি ॥ ৫২ ॥

জানীহি হুং মহারাজ ! যোগমায়াবশে জগৎ ।

ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যন্তঃ দেবমাত্মুষতির্য্যগম্ ॥ ৫৩ ॥

মায়াতন্ত্রীনিবদ্ধা যে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ।

ভ্রমন্তি বন্ধমায়াস্তি লীলয়া চোর্ণনাতিবৎ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণ অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
বিষ্ণুপেক্ষয়া ক্রতুশ্চ প্রাধান্যবর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বৈষ্ণবো বিষ্ণোগর্তুবাসগমনং স্বৈচ্ছয়েতি বদন্তি । নতু পরৈচ্ছয়েত্যাহ কৌশল্যেতি ॥ ৪৯ ॥  
তৎপশুয়তি বৈকুণ্ঠেতি ॥ ৫০—৫২ ॥

তস্মাদ্বিষ্ণুদয়ঃ পরাশক্তিবশা এব ন স্বতন্ত্রাঃ । ন কেবলং ত এব কিন্তু সর্বপ্রপঞ্চো-  
প্যেবমেবেত্যাহ জানীহি হুমিতি ॥ ৫৩—৫৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বৈষ্ণবেয়া এই কথা বলিয়া থাকে । কিন্তু, ক্রেশকর বিষম সেই গর্ভে শত শত চিন্তার উদয়  
হইয়া থাকে অতএব হরি বৈকুণ্ঠবাস ত্যাগ করিয়া গর্ভে বাস করিবেন, তাহাতে স্মৃৎ  
কি ? ॥ ৪৯—৫০ ॥ বিশেষত দেখা যাইতেছে যে লোক সকল স্মৃৎসহ গর্তুবাস-ক্রেশ অতিক্রম  
করিবে বলিয়াই তপস্তা, যজ্ঞ এবং নানাবিধ দান করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু কি  
স্বাধীন ? যদি নিজের স্বাধীন হইতেন, তবে কখনই গর্তুবাসে কামনা করিতেন না ॥ ৫২ ॥  
অতএব, মহারাজ ! ইহা একপ্রকার স্থির জানিবেন যে দেব, মাতৃষ, তির্য্যক, অধিক কি  
ব্রহ্মা হইতে স্তব্ধপর্য্যন্ত সমস্ত জগন্মণ্ডল সেই যোগমায়ার অধীন ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর  
প্রভৃতি সকলেই তাঁহার মায়াৰূপ তন্তু দ্বারা বদ্ধ ; সুতরাং মায়াবদ্ধ হইয়াই উর্ণনাতির জ্ঞায়  
তাঁহারা ক্রীড়া বাসনায় নানা যোনিতে ভ্রমণ ও বন্ধন লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে বিষ্ণু অপেক্ষা ক্রতুর প্রাধান্যবর্ণন

নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥



## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

যোগেশ্বর্য্যাঃ প্রভাবোহরং কথিতশ্চাতিবিস্তরাৎ ।

বুহি তচ্চরিতং স্বামিন্ ! শ্রোতুং কোতুহলং মম ॥ ১ ॥

মহাদেবীপ্রভাবং বৈ শ্রোতুং কো নাতিবাহুতি ।

যো জানাতি জগৎ সর্বং তদুৎপন্নং চরাচরম্ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি বিস্তরেণ মহামতে ।

শ্রদ্ধধানায় শাস্তায় ন বুয়াৎ স তু মন্দধীঃ ॥ ৩ ॥

পুরা যুদ্ধমভূদঘোরং দেবদানবসেনয়োঃ ।

পৃথিব্যাং পৃথিবীপাল ! মহিষাথে মহীপতো ॥ ৪ ॥

মহিষো নাম রাজেন্দ্র ! চকার তপ উত্তমম্ ।

গচ্ছা হেমগিরৌ চোত্রং দেববিস্ময়কারকম্ ॥ ৫ ॥

---

পঞ্চাশত্তিরথ স্রোতৈর্দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে ।

জনমেজয়পুত্রো স। মহিবোৎপত্তিরচ্যতে ॥

পূর্বকল্পে ত্রীতগবত্যা এক সর্বোত্তমত্বং সর্বেশত্বং সর্বশক্তিচক্রবর্তিত্বং সর্বব্যাপকত্বং সর্বজ্ঞত্বং সর্বাস্তর্ঘ্যামিত্বং 'সকলকল্যাণগুণরত্নাকরত্বং' ক্রতিশ্রুতিযুক্তিভিরাগমানুভবেন চ কচ্ছা পরমপরাশক্তিভক্তো জনমেজয়ো রাজা পরাশক্তিকৃতাবতারানামকলকমহিমানং শ্রোতুং পূজতি যোগেশ্বর্য্যাঃ প্রভাবোহরমিতি ॥ ১—৩ ॥

রাজা কহিলেন, প্রভো ! আপনি মহামায়া যোগেশ্বরীর প্রভাব বিস্তারপূর্বক বর্ণন করিলেন, এক্ষণে তাঁহার চরিত্র কথা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কোতুহল জন্মিয়াছে, আপনি তাহা বর্ণন করুন ॥ ১ ॥ সেই মহেশ্বরী হইতেই এই চরাচর অখিল জগৎ উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়া কোন্ ব্যক্তি সেই মহাদেবীর প্রভাব কথা শ্রবণ করিতে বাসনা না করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান আমি তোমার নিকট এই বিষয় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিব, শ্রদ্ধাশ্রিত ও শাস্ত ব্যক্তির নিকট যে তাহা বর্ণনা না করে, তাহার অন্তঃকরণ অত্যন্তই হীন তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ তুপতে ! পুরাকালে পৃথিবী-তলে মহিষাসুর মহীপতি হইলে দেব এবং দানব সেনার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ রাজেন্দ্র ! আপন মনোরথ সিদ্ধির জন্ত সেই মহিষ সুরমের পরীতে

বর্ষাণামযুতং পূর্ণং চিত্তয়ন্ হৃদি দেবতাম্ ।  
 তস্মৈ তুচ্ছো মহারাজ ! ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৬ ॥  
 তদ্রোগত্যাব্রবীষাক্যং হংসারূঢ়শ্চতুর্মুখঃ ।  
 বরং বরয় ধর্মাশ্রয় ! দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭ ॥  
 মহিষ উবাচ ।

অমরত্বং দেবদেব ! বাঞ্ছামি অহিং । প্রভো ! ।  
 যথা যত্ন্যভয়ং ন স্ম্যৎ তথা কুরু পিতামহ ! ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মোবাচ ।

উৎপন্নস্য ধ্রুবো যত্ন্যধ্রুবং কস্য যতস্য চ ।  
 সর্বথা মরণোৎপত্তী সর্বেষাং প্রাণিনাং কিল ॥ ৯ ॥  
 নাশঃ কালেন সর্বেষাং প্রাণিনাং দৈত্যপুঙ্গব ! ।  
 মহামহীধরাণাঞ্চ সমুদ্রাণাঞ্চ সর্বথা ॥ ১০ ॥  
 একং স্থানং পরিত্যজ্য মরণস্য মহীপতে ! ।  
 প্রব্রুহি তং বরং সাধো ! যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ১১ ॥

কদা যুদ্ধমভূদिति চেত্তজাহ পৃথিব্যামিতি । মহিষাখ্যে মহীপতো পৃথিব্যাং সতী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মহিষস্ত দেবসেনয়া যুদ্ধে কস্যাপরাক্রমো জাত ইতি চেত্তজাহ মহিষো নামেতি ॥ ৯-১০ ॥  
 একং মরণস্য স্থানং নিমিত্তং পরিত্যজ্য যো যথেষ্টং বরস্তং ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

গমন করিয়া দেবতাদিগের বিশ্বকর ঔৎকৃষ্ট ও কঠোরতর তপস্তা করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥  
 মহারাজ ! হৃদয়ে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে করিতে তাহার দশ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ  
 হইলে, সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৬ ॥ চতুরানন হংসা-  
 রোহণে সেই স্থানে আগমন করিয়া মহিষাসুরকে বলিলেন, ধর্মাশ্রয় ! তোমার অতি-  
 লবিত বর প্রার্থনা কর, প্রদান করিতেছি ॥ ৭ ॥

মহিষ কহিল, প্রভো কমলধোনে ! আমি অমর হইতে বাসনা করি ; অতএব হে দেব-  
 দেবপিতামহ ! বাহাতে আমার যত্ন্য ভর না থাকে, আপনি তাহা করুন ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, মহিষ ! উৎপত্তি হইলে মরণ, মরণ হইলে আবার উৎপত্তি ইহাই জীব-  
 গণের সনাতন ধর্ম । অতএব অগ্নিলেই যত্ন্য এবং মরিলেই জন্ম অবশ্যই হইবে সন্দেহ  
 নাই ॥ ৯ ॥ দাব্বপতে ! অধিক কি কালে মহাগিরি, মহাসাগর ও সমস্ত প্রাণিগণ  
 সর্বতোভাবে বিলীন হইবে ॥ ১০ ॥ মহীপাল ! তুমি সাধু, অতএব অমরত্ব ব্যতিরেকে  
 তোমার মানসে বাহা অতিলাভ হয় বল আমি তাহা প্রদান করিতেছি ॥ ১১ ॥

মহিষ উবাচ ।

ন দেবান্যামুবা দৈত্যাস্থরণং মে পিতামহ ! ।

পুরুষান চ মে যত্ন্যর্থোষা মাং কা হনিষ্যতি ॥ ১২ ॥

তস্মাশ্চৈব মরণং নুনং কামিন্যাঃ কুরু পদ্মজ ! ।

অবলা হস্ত মাং হস্তুং কথং শক্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যদা কদাপি দৈত্যৈস্তেজঃ । নার্ষ্যাস্তে মরণং ধ্রুবম্ ।

ন নরৈভ্যো মহাভাগ ! মৃত্যুস্তে মহিষাস্থর ! ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং দত্তা বরং তস্মৈ ধর্যো ব্রহ্মা নিজালয়ম্ ।

সোহপি দৈত্যবরঃ প্রাপ নিজং স্থানং সুদাম্বিতঃ ॥ ১৫ ॥

রাজোবাচ ।

মহিষঃ কস্ম পুত্রোহসৌ কথং জাতো মহাবলী ।

কথং চ মাহিষং রূপং প্রাপ্তং তেন মহাত্মনা ॥ ১৬ ॥

বোবা মাং কা হনিষ্যতি ন হি তস্তাঃ শক্তিরস্তি মাং হস্তুং তস্মাৎ পুরুষান্মৃত্যুর্মান্ত  
বোধিতো মৃত্যুরস্তি চেদন্ত ন সম ততো ভয়মন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

ন নরৈভ্য ইতি পুংস্বিষিষ্টেভ্যো যৎকিকিৎপ্রাণিত্য ইত্যর্থঃ । নরপদস্ত সৰ্বপ্রাণ্যপ-  
লক্ষণার্থস্তাৎ ॥ ১৪—১৫ ॥

মাহিষং রূপং মহিষাকারং রূপমিত্যর্থঃ । মহাত্মনেত্যেনেনারং শিবাবতার ইতি  
কালিকাপুরাণে উক্তম্ । 'স' কথা স্মারিতা । তত্র হি রক্তাস্থরতপসুরা প্রসন্নস্ত শিবস্তাং-

মহিষ বলিল, পিতামহ ! দেব, দানব এবং মনুষ্য জাতীয় পুরুষ হইতে আমার মৃত্যু  
না হয়, জীলোককে আমি গণনা করি না, অবলাগণের মধ্যে কেহই আমাকে সংহার  
করিতে সক্ষম হইবে না ॥ ১২ ॥ অতএব পদ্মবোনে ! কামিনী হইতেই আমার মৃত্যু  
বিধান করুন ; কামিনীগণের বল অতিশয় অল্প, অতএব তাহারা আমাকে কিরূপে সংহার  
করিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ১৩ ॥

পিতামহ কহিলেন, দানবেজ ! যে কোন সময়ে নারী হইতেই তোমার অবশ্যই মৃত্যু  
হইবে, কোন পুরুষ জাতি হইতে তোমার মৃত্যু হয় নাই । মহিষ ! তুমি সৌভাগ্যশালী  
বলিয়াই এই বর লাভ করিলে ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ব্রহ্মা তাহাকে এইরূপ বর দিয়া স্বীয় আশ্রয়ে প্রতিনিযুক্ত  
হইলেন, সেই দানবেজও সহর্ষে স্বস্থানে প্রস্থান করিল ॥ ১৫ ॥

রাজা বলিলেন, ভগবন্ ! মহাবল মহিষাস্থর কাহার পুত্র ? কিরূপে অন্ন গ্রহণ করিল ?  
আর কেনই বা সে মহাত্মা হইয়াও মহিষ-দেই লাভ করিল ? ॥ ১৬ ॥



ব্যাস উবাচ ।

দনোঃ পুত্রো মহারাজ ! বিখ্যাতো ক্রিতিমণ্ডলে ।

রক্তশৈব করন্তু চ বাবাস্তাং দানবোত্তমো ॥ ১৭ ॥

তাবপুত্রো মহারাজ ! পুত্রার্থং তেপতুস্তপঃ ।

বহুন্ বর্ষগগান্ কামং পুণ্যে পঞ্চনদে জলে ॥ ১৮ ॥

করন্তু জলে যশ্চকার পরমং তপঃ ।

বৃক্ষং রসালবটং প্রাপ্য স রক্তোহগ্নিমসেবত ॥ ১৯ ॥

পঞ্চায়িনীসাধনাসক্তঃ স রক্তস্ত্র যদাভবৎ ।

জ্ঞাত্বা শচীপতির্দুঃখমুদযযৌ দানবৌ প্রতি ॥ ২০ ॥

গত্বা পঞ্চনদে তত্র গ্রাহরূপং চকার হ ।

বাসবস্ত করন্তুস্তং তদা জগ্রাহ পাদয়োঃ ॥ ২১ ॥

নিজঘান চ তং দুষ্টং করন্তুং বৃদ্ধসুদনঃ ।

ভ্রাতরং নিহতং জ্ঞাত্বা রক্তঃ কোপং পরঙ্গতঃ ॥ ২২ ॥

স্বশীর্ষং পাবকে হোতুমৈচ্ছচ্ছিত্বা করেণ হ ।

কেশপাশে গৃহীত্বাশ্চ বামেন ক্রোধসংযুতঃ ॥ ২৩ ॥

দক্ষিণেন করেনোগ্রং গৃহীত্বা খড়্গমুত্তমম্ ।

ছিনত্তি শীর্ষং তত্তাবহুহিনা প্রতিবোধিতঃ ॥ ২৪ ॥

শোহয়ং জন্মদ্রয়ে তৎস্মতো মহিষঃ । স চ তপসা মম দেবীসামুদ্যঃ ভবদ্বিতি বরং প্রার্থিত-  
বানিত্যাদিকম্ । আদিশৃষ্টাবুগ্রচণ্ডমূর্ত্যা স্বং নিহতঃ পুরা । দ্বিতীয়স্মৃষ্টৌ তু ভবান্ ভদ্র-  
কাল্যা যয়া হতঃ । দুর্গারূপেণাধুনা স্বাং হনিষ্যামি সহানুগমিত্যুক্তম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

রসালবটে। বটযক্ষিণীস্থানং যক্ষপূর্ব্যামন্তীতি বটযক্ষিণীবিধানতন্ত্রেণ স্পষ্টম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রক্ত ও করন্তু নামক দুই পুত্র হয়, ঐ শ্রেষ্ঠ দানব-  
যুগল ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ॥ ১৭ ॥ মহারাজ ! তাহাদের পুত্র হয় নাই, সুতরাং অতিশয়িত  
পুত্রকামনার তাহারা পঞ্চনদের পবিত্র জলে গমনপূর্বক বহুবর্ষ কাল পর্যন্ত কঠোর তপস্তা  
করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ ইহাদের মধ্যে করন্তু, জলে নিমগ্ন হইয়া স্তম্ভে তপস্তার অনুষ্ঠানে  
নিরত থাকিল, আর রক্ত, যক্ষিণীর স্থান রসাল বটবৃক্ষ অবলম্বন পূর্বক অগ্নির আরাধনা  
করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ রক্ত পঞ্চায়িনী সাধনার নিরত হইলে, শচীপতি এই বৃত্তান্ত অবগত  
হইয়া দুঃখিতচিত্তে দানবযুগলের উদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥ বাসব পঞ্চনদে গমন করিয়া  
কুণ্ডীরূপ ধারণ পূর্বক করন্তু দানবের পাদযুগল ধরিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন ॥ ২১ ॥  
বৃদ্ধনিহদন বাসব সেইরূপে দুষ্ট করন্তুকে নিহত করিলে, রক্ত ভ্রাতার নিধন বার্তা শ্রবণ  
করিয়া অতিশয় কুপিত হইল ॥ ২২ ॥ তখন রক্ত ক্রোধে তৎকণাৎ বামকরে কেশপাশ

উক্তশ্চ দৈত্য যুথোহসি স্বশীর্ষং ছেত্তু মিচ্ছসি ।

আত্মহত্যাতিদুঃসাধ্যা কথং হং কর্তু মুদ্যতঃ ॥ ২৫ ॥

বরং বরয় ভদ্রং তে যন্তে মনসি বর্ততে ।

মা ত্রিষস্ব য়তেনাদ্য কিস্তে কার্যং ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং রক্তং পাবকস্ত হুতাবিতম্ ।

ততোহব্রুবীচ্চো রক্তস্ত্যক্তা কেশকলাপকম্ ॥ ২৭ ॥

যদি তুষ্ণোহসি দেবেশ । দেহি মে বাঞ্ছিতং বরম্ ।

ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুত্রঃ শ্রামঃ পরবলার্দনঃ ॥ ২৮ ॥

অজ্জয়ঃ সর্বথা স শ্রাদ্ধে বদানমমানবৈঃ ।

কামরূপী মহাবীৰ্য্যঃ সর্বলোকাভিবন্দিতঃ ॥ ২৯ ॥

পাবকস্তং তথৈত্যাহ ভবিষ্যতি তবেষ্পিতম্ ।

পুত্রস্তব মহাভাগ ! মরণাধিরমাধুনা ॥ ৩০ ॥

যস্তাং চিত্তং তু রক্ত ! হং প্রমদায়াং করিষ্যসি ।

ভস্তাং পুত্রো মহাভাগ ! ভবিষ্যতি বলাধিকঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র করন্তো জনে মগন্তপশ্চকার । রক্তস্ত পঞ্চাধিগাধনং চকার । স রক্তস্থিতি । স প্রসিকো রক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২০—২৮ ॥

সর্বলোকাভিবন্দিত ইতি । শিবস্তাংশ ইত্যর্থঃ । কালিকাপুরাণে মহিষস্ত শিবাংশ-  
ত্বেবোক্তত্বাৎ । নমস্টিং প্রাপ্তি শিবাংশো মম পুত্রো ভবত্বিতি প্রার্থনয়্যাপি কথং শিবাংশঃ

এহণ পূৰ্বক স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া পাবকে হোম করিতে অভিলাষ করিল ॥ ২৩ ॥ পরে,  
দক্ষিণ করে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া যেমন মস্তক ছেদনে উদ্যত হইল, অমনি অগ্নি তাহাকে  
জ্ঞানদান পূৰ্বক নিবেদন করিয়া বলিলেন, রে মূৰ্খ দানব ! তুমি স্বীয় মস্তক ছেদন করিতে  
অভিলাষ করিতেছ ? আত্মহত্যা অতি দুৰ্গম, কিছুতেই উহা হইতে উদ্ধারের উপায় নাই ।  
অতএব এমন কার্যো কেন উদ্যত হইয়াছ ? ॥ ২৪—২৫ ॥ তুমি এখন মরিও না, মরিলে  
তোমার কোন্ কার্য সিদ্ধ হইবে ? অতএব তোমার মনের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,  
মঙ্গল হইবে ॥ ২৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পাবকের সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রক্ত কেশকলাপ  
পরিত্যাগ পূৰ্বক বলিল, দেবেশ ! যদি কুট্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে অভিলষিত  
বর প্রদান করুন ; যেন ত্রৈলোক্যবিজয়ী শত্রুবল বিনাশক আমার একটি পুত্র হয় ॥ ২৭—২৮ ॥  
সেই পুত্র যেন সৰ্বতোভাবে দেব দানব ও মানবের অজয়, মহাবীৰ্য্যবান্ কামরূপী এবং  
সৰ্ব জনের সম্মানিত হয় ॥ ২৯ ॥ পাবক বলিলেন, মহাভাগ ! তোমার বাঞ্ছিত পুত্রলাভ

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যন্তো বহির্না রন্তো বচনং চিত্তরঞ্জনম্ ।  
 শ্রদ্ধা প্রণম্য প্রযযৌ বহিঃ তং দানবোত্তমঃ ॥ ৩২ ॥  
 ষকৈঃ পরিবৃতং স্থানং রমণীয়ং শ্রিয়ান্বিতম্ ।  
 দৃষ্ট্বা চক্রে তদা ভাবং মহিষ্যাং দানবোত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥  
 মন্ত্রায়াং রূপপূর্ণায়াং বিহায়াস্ত্যাং চ যোষিতম্ ।  
 সা সমাগচ্চ তরসা কাময়ন্তী মুদান্বিতা ॥ ৩৪ ॥  
 রন্তোহপি গমনং চক্রে ভবিতব্যপ্রণোদিতঃ ।  
 সা তু গর্ত্তবতী জাতা মহিষী তস্মৈ বীৰ্য্যতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 তাং গৃহীত্বাথ পাতালং প্রবিবেশ মনোহরম্ ।  
 মহিষেভ্যশ্চ তাং রক্ষন্ প্রিয়ামনুমতাং কিল ॥ ৩৬ ॥  
 কদাচিন্ মহিষশ্চান্যঃ কামার্ত্তস্তামুপাদ্রবৎ ।  
 স্বয়মাগত্য তং হস্তং দানবঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৭ ॥  
 স্বরক্ষার্থং সমাগম্য মহিষং সমতাড়য়ৎ ।  
 সোহপি তং নিজঘানাশু শৃঙ্গাভ্যাং কামমোহিতঃ ॥ ৩৮ ॥

পুত্রো ভবিষ্যতি নহুয়াধীনঃ শিবোহস্তীতি চেন্ন । অগ্নির্বৈ রুদ্র ইতি শ্রুতেরণেঃ শিবস্ত-  
 রূপত্বাৎ স্বপ্রার্থন্যৈব স্বাংশস্ত জায়মানত্বাৎ ॥ ২৯—৩৪ ॥

হইবে, অতএব মরণ ব্যবসায় হইতে এখন বিরত হও ॥ ৩০ ॥ মহাত্মাগ রন্ত । তুমি যে  
 প্রমদায় ইচ্ছা করিবে তাহাতেই তোমার অধিক বলবান্ পুত্র হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই দানববর রন্ত বহির মনোরঞ্জন বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে  
 প্রণাম করিয়া যক্ষগণে পরিবৃত শোভাময় রমণীয় স্থানে প্রস্থান করিল ; একটি সুদৃশ্য মন্ত  
 মহিষী দানববরের নয়নপথে নিপতিত হইলে সে অন্য রমণী পরিত্যাগ করিয়া তাহাতেই  
 রমণের অভিলাষ করিল । মহিষীও সর্ষ হইয়া সমাগম বাসনার অবিলম্বে তাহাকে  
 কামনা করিল, রন্তও ভবিতব্যের বশবর্তী হইয়া তাহাকে সঙ্গম করিলে মহিষী তাহার  
 বীৰ্য্যে গর্ত্তবতী হইল ॥ ৩২—৩৫ ॥ দানবও মনোমত প্রিয়তমাকে মহিষগণ হইতে রক্ষা  
 করিবার নিমিত্ত তাহাকে লইয়া মনোহর পাতালপুরে প্রবেশ করিল ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর কোন সময়ে অপর একটি মহিষ কাম পীড়িত হইয়া উক্ত মহিষীকে আক্রমণ  
 করিলে দানবও স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহার বিনাশে উদ্যত হইল ॥ ৩৭ ॥ দানব স্বীয়  
 পত্নীর রক্ষার নিমিত্ত বেগে আসিয়া সেই মহিষীকে আঘাত করিল । সেই কামমোহিত



তাড়িতস্তেনতীক্ষ্ণাভ্যাং শৃঙ্গাভ্যাং হৃদয়ে ভৃশম্ ।  
 ভূমৌ পপাত তরসা মমার চ বিমূর্ছিতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 মৃতে ভর্তৃরি সা দীনা ভয়ান্তা বিক্রতা ভৃশম্ ।  
 সা বেগান্তং বটং প্রাপ্য যক্ষাণাং শরণং গতা ॥ ৪০ ॥  
 পৃষ্ঠতন্তু গতস্তত্র মহিষঃ কামপীড়িতঃ ।  
 কাময়ানস্তু তাং কামী বলবীৰ্য্যমদোকৃতঃ ॥ ৪১ ॥  
 রুদতী সা ভৃশং দীনা দৃষ্টা যক্ষৈর্ভয়াতুরা ।  
 ধাবমানঞ্চ তং বীক্ষ্য যক্ষাত্মাতুং সমাযযুঃ ॥ ৪২ ॥  
 যুদ্ধং সমভবদেবারং যক্ষাণাং চ হয়ারিণা ।  
 শরেণ তাড়িতস্তূর্ণং পপাত ধরণীতলে ॥ ৪৩ ॥  
 মৃতং রম্ভং সমানীয় যক্ষাস্তে পরমং প্রিয়ম্ ।  
 চিতায়াং রোপয়ামাস্তস্তা দেহস্য শুদ্ধয়ে ॥ ৪৪ ॥  
 মহিষী সা পতিং দৃষ্টা চিতায়াং রোপিতং তদা ।  
 প্রবেষ্টুং সা মতিং চক্রে পতিনা সহ পাবকম্ ॥ ৪৫ ॥

নমু রাক্ষসস্তাপি নানাবিধমুন্দরীর্কহায় পণ্ডজাতীয়মহিষীগমনং কথং কুচিকরং জাত-  
 মিতিচেত্তব্রাহ ভবিতব্যেতি ॥ ৩৫—৩৯ ॥

ভর্তৃরি রম্ভসংজ্ঞকে মৃতে সতীত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

তং মহিষং তয়া সহ মৈথুন্যার্থং ধাবমানম্ ॥ ৪২ ॥

হয়ারিণা মহিষেণ । শরেণ যক্ষক্ষিপ্তশরেণ ॥ ৪৩ ॥

মহিষও তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গ দ্বারা রম্ভকে আঘাত করিল ॥ ৩৮ ॥ মহিষ তীক্ষ্ণ বিষাণ যুগল দ্বারা  
 তাহার হৃদয়ে এতাদৃশ নিদাক্ষণ প্রহার করিল যে, রম্ভ তাহার আঘাতে সহসা ভূমিতলে  
 পতিত হইয়া মূর্ছিত এবং পরিশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল ॥ ৩৯ ॥ স্বামীর মৃত্যু হইলে  
 মহিষী কাতর হইয়া ভয়ে সঙ্কর পলায়ন করিল । সে স্বরিত গমনে বটবৃক্ষের সন্নিহিত  
 যক্ষগণের শরণাগত হইল ॥ ৪০ ॥ কিন্তু সেই কামাতুর মহিষ বলবীৰ্য্যমদে উদ্ধত হইয়া  
 মহিষীকে কামনা করত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ৪১ ॥ যক্ষেরা দেখিল যে  
 মহিষী ভয়ে কাতর হইয়া দীনভাবে অত্যন্ত রোদন করিতেছে আর কামবৃত্তি চরিতার্থ  
 করিবার বাসনায় মহিষ তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে, তদর্শনে যক্ষগণ মহিষীকে রক্ষা  
 করিতে আসিল ॥ ৪২ ॥ মহিষের সহিত যক্ষদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল,  
 মহিষ তাহাদের শরাহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪৩ ॥

রম্ভ, যক্ষদিগের পরম প্রিয়পাত্র ছিল, সুতরাং তাহারা তাহার দেহ শুদ্ধ করিবার  
 বাসনায় তাহার মৃতদেহ লইয়া অনলসাৎ করিল । পতি, চিতায় আরোপিত হইলে মহিষী

বার্যমাণাপি যক্ৰৈঃ সা প্রবিবেশ হৃতাশনম্ ।

জ্বালামালাকুলং সাধ্বী পতিমাদায় বল্লভম্ ॥ ৪৬ ॥

মহিষস্তু চিতামধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ ।

রন্তোহপ্যন্যদ্বপুঃ কৃদ্ধা নিঃসৃতঃ পুত্রবৎসলঃ ॥ ৪৭ ॥

রক্তবীজোহ্যসৌ জাতো মহিষোহপি মহাবলঃ ।

অভিষিক্তস্তু রাজ্যেহ্যসৌ হয়ারিরসুরোত্তমৈঃ ॥ ৪৮ ॥

এবং স মহিষো জাতো রক্তবীজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

অবধ্যস্তু সুরৈর্দৈত্যৈর্মানবৈশ্চ নৃপোত্তম ! ॥ ৪৯ ॥

ইত্যেতৎ কথিতং রাজন্ ! জন্ম তস্য মহাত্মনঃ ।

বরপ্রদানঞ্চ তথা প্রোক্তং সর্বং সবিস্তরম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
মহিষাসুরোৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

পরমং প্রিয়ং যক্ষাণাং মিত্রবর্গাস্তর্গতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

বার্যমাণাপীতি গর্তিণ্যাঃ সতীগমনে নাধিকার ইতি বার্যমাণাপি পতিবিয়োগদুঃখ-  
মসহ্যমানা গর্তবতোব বিভাবসুঃ প্রবিবেশ ॥ ৪৬ ॥

তস্মিন্নেব সময়ে মহিষাং মৃতারাং চিতামধ্যাকার্ত্তস্থিতো মহিষো বহিঃ সমুত্তস্থৌ নির্গতঃ ।  
তস্মিন্নেব সময়ে মৃতো রন্তোহপি পুত্রবাৎসল্যাদ্রক্তবীজশ্চ রূপান্তরং কৃদ্ধা নির্গতঃ ॥ ৪৭ ॥

রক্তবীজোহ্যসৌ জাত ইতি । অসৌ রক্ত এব চিতামধ্যাক্রপান্তরং কৃদ্ধা নির্গতো  
রক্তবীজো জাতঃ । মহিষাসুরোহপি পূর্কোক্তপ্রকারেণৈব জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তাহার সহিত পাবকে প্রবেশ করিতে বাসনা করিল ॥ ৪৫ ॥ যক্ষেরা নিবারণ করিলেও  
সেই সাধ্বী প্রিয়তম পতিকে লইয়া শিখা-সমাকুল হৃতাশনে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৪৬ ॥ মহিষী  
মৃত হইলে তখন মহাবল মহিষ, মাতৃগর্ত পরিত্যাগ করিয়া চিতার মধ্যস্থল হইতে উখিত  
হইল, তখন রক্ত ও পুত্রের প্রতি বাৎসল্য বশত রূপান্তর ধারণ পূর্বক বহির্গত হইল ॥ ৪৭ ॥  
রক্ত রূপান্তর হইয়া রক্তবীজ নামে বিখ্যাত হইল । তদীয় পুত্র মহাবল দানব এইরূপে জন্ম  
লইয়া মহিষ নাম গ্রহণ করিলে প্রধান প্রধান দানবেরা মহিষকে রাজ্যে অভিষিক্ত  
করিল ॥ ৪৮ ॥ নৃপবর ! মহাবীৰ্য্য রক্তবীজ এবং মহিষদানব এইরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া  
দেবতা, দানব এবং মানবগণের অবধ্য হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥ রাজন্ ! এই আমি তোমার নিকট  
সেই মহাত্মা মহিষ দানবের জন্ম ও বরলাভ বৃত্তান্ত সমস্ত সবিস্তার বর্ণন করিলাম ॥ ৫০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক দেবীভাগবত

মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষদানবের উৎপত্তিবর্ণন

নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এবং স মহিষো নাম দানবো বরদর্পিতঃ ।  
প্রাপ্য রাজ্যং জগৎ সর্বং বশে চক্রে মহাবলঃ ॥ ১ ॥  
পৃথিবীং পালয়ামাস সাগরাস্তাং ভূজার্জিতাম্ ।  
একচ্ছত্রাং নিরাতকাং বৈরিবর্গবিবর্জিতাম্ ॥ ২ ॥  
সেনানীশ্চিকুরস্তম্ মহাবীৰ্য্যো মদোৎকটঃ ।  
ধনাধ্যক্ষস্তথা তাত্ৰঃ সেনায়ুতসমাবৃতঃ ॥ ৩ ॥  
অসিলোমা তথোদর্কো বিড়াল্যাশ্চ বাঙ্কলঃ ।  
ত্রিনেত্রোহথ তথা কালবন্ধকো বলদর্পিতঃ ॥ ৪ ॥  
এতে সৈন্যযুতাঃ সর্বৈ দানবা মেদিনীং তদা ।  
আবৃত্য সংস্থিতাঃ কাময়ুধাং সাগরমেখলাম্ ॥ ৫ ॥  
করদাশ্চ কৃতাঃ সর্বৈ ভূমিপালাঃ পুরাতনাঃ ।  
নিহতা যৈ বলোদগ্ৰাঃ ক্ৰান্তধর্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিপকাশংপদ্যকৈস্ত দেবেস্তসমরোদ্যতঃ ॥

মহানুরঃ স্বসৈন্তস্ত সমুদ্যোগং চকার হ ॥

পূর্বাধ্যায়ে মহিষানুরস্ত বলাধিক্য কারণং তপস্তাদিকমুপপাদ্য তেন দেবেস্ত্রেণ সাকং  
কথং যুদ্ধং কৃতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং যুদ্ধপ্রসঙ্গমুপপাদয়তি এবমিতি ॥ ১—২ ॥

সেনানীঃ সেনাপতিঃ । তাত্ৰো দৈত্যস্ত সেনায়ুতসমাবৃতঃ । অত্রায়ুতশব্দো বহুবর্থকো  
বহুসেনাবৃতো ধনাধ্যক্ষো ভাণ্ডারগৃহাধিপতির্মহিষানুরস্তাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অসিলোমাদয়োহবাস্তরসেনাপতয়ঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই বরদর্পিত মহাবল মহিষানুর রাজ্য লাভ করিয়া সমস্ত জগৎ  
স্বীয় বশে আনয়ন করিল ॥ ১ ॥ মহিষ যখন বাহুবলে সাগর পরিবৃত ভূমণ্ডল জয় করিয়া  
শাসন করিতে লাগিল, তৎকালে সেই রাজ্যে ছত্রধারী অন্ত কোন রাজা অথবা বৈরী-  
দিগের গর্ভ এবং কোনও ভয়ের কারণ ছিল না ॥ ২ ॥ তখন অতীব বীৰ্য্যবান্ মদোৎকট চিকুর  
তাহার সেনাপতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, আর তাত্র বহুসংখ্যক সেনার সমাবৃত হইয়া ধন-  
রক্ষায় নিয়োজিত হইল ॥ ৩ ॥ অসিলোমা, বিড়াল, উদর্ক, বাঙ্কল, ত্রিনেত্র এবং কালবন্ধক  
প্রভৃতি বলদর্পিত সেনানায়ক দানবেরা তৎকালে স্বীয় স্বীয় সেনার, সাগর পরিবৃত-সমৃদ্ধি-  
শালী মেদিনীমণ্ডল আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪—৫ ॥



ব্রাহ্মণা বশগা জাতা যজ্ঞভাগসমর্পকাঃ ।

মহিষশ্চ মহারাজ ! নিখিলে ক্রিতিমণ্ডলে ॥ ৭ ॥

একাতপত্রং তদ্রাজ্যং কৃত্বা স মহিষাসুরঃ ।

স্বর্গং জেতুং মনশ্চক্রে বরদানেন গর্বিতঃ ॥ ৮ ॥

প্রণিধিং প্রেষয়ামাস ইয়ারিস্তু শচীপতিম্ ।

স সন্দেশহরং শীঘ্রমাহুয়োবাচ দৈত্যরাট্ ॥ ৯ ॥

গচ্ছ বীর ! মহাবাহো ! দূতত্বং কুরু মেহনঘ ! ।

বুহি শক্রং দিবং গত্বা নিঃশক্ৰঃ সুরসন্নিধৌ ॥ ১০ ॥

মুঞ্চ স্বর্গং সহস্রাক্ষ ! যথেষ্টং গচ্ছ মাচিরম্ ।

সেবাং বা কুরু দেবেশ ! মহিষশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১১ ॥

স ত্বাং সংরক্ষয়েমুনং রাজা শরণমাগতম্ ।

তস্মাত্ত্বং শরণং যাহি মহিষশ্চ শচীপতে ! ॥ ১২ ॥

নোচেদ্বজ্রং গৃহাণাশু যুদ্ধায় বলসূদন ! ।

পূৰ্বৈর্জিজ্ঞাতোহসি চাস্মাকং জানামি তব পৌরুষম্ ॥ ১৩ ॥

যে বলোদগ্ৰা বলেন ক্রুরাঃ কালধর্মো যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমিত্যাদিস্তস্মিন্ যেহবস্থিতান্তে নিহতা ইত্যর্থঃ । যে তু তদন্তে তে তু করদাঃ কৃত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যজ্ঞভাগসমর্পকা যজ্ঞভাগং মহিষাসুরায় সমর্পয়ামাসুরিত্যর্থঃ । মহিষশ্চ ক্রিতিমণ্ডলে এবং সর্বের ব্রাহ্মণা বশগা জাতা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৭—৮ ॥

প্রণিধিমিতি । প্রসিদ্ধে ভূষিতে খ্যাতে প্রণিধিনা চরে পত্রে । ইতি মেদিনীকোষাৎ প্রণিধিমুচরম্ । ইয়ারিস্তুমহিষাসুরঃ শচীপতিং প্রতি প্রমত্তঃ প্রেষয়ামাসেত্যর্থঃ । কথং প্রেষয়ামাস তদাহ স সন্দেশেতি ॥ ৯—১২ ॥

রাজন্ ! যে সকল পরাক্রান্ত রাজা কালধর্ম অমুসারে পলায়ন না করিয়া যুদ্ধ করিল, মহিষ তাহাদিগকে নিহত করিল, আর তদবশিষ্ট পুরাতন মহীপালদিগকে করদ করিল । ক্রিতি-মণ্ডলের ব্রাহ্মণেরা মহিষের বশীভূত হইয়া তাহাকে যজ্ঞভাগ সমর্পণ করিলেন ॥ ৬-৭ ॥ এক-ছত্র রাজ্য করিয়াও মহিষ বরলাভে গর্বিত হইয়া স্বর্গ রাজ্য জয় করিতে মানস করিল ॥ ৮ ॥ তখন দানবরাজ মহিষ শচীপতি সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সত্ত্বর বার্তাবাহককে আহ্বান করিয়া বলিল, তুমি সত্যনিষ্ঠ বীর অতএব তুমি আমার দৌত্যকার্য সম্পাদন কর ; তুমি নিঃশক্ৰচিত্তে সুরালয়ে গিয়া সুরগণের সন্নিধানে ইচ্ছাকে বলিবে, সহস্র-লোচন ! তুমি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া বধাভিলষিত স্থানে প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না ; অথবা মহাত্মা মহিষের সেবা কর ॥ ৯—১১ ॥ তিনি রাজা সূতরাং তুমি শরণাগত হইলে অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করিবেন ; অতএব শচীনাথ ! তুমি মহিষের আশ্রয় গ্রহণ

অহল্যাজার ! বিজাতং বলং তে সুরসঙ্ঘপ ! ।

যুধ্যস্ব ব্রজ বা কামং যত্র তে রমতে মনঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মৈ শক্রঃ ক্রোধসমম্বিতঃ ।

উবাচ তং নৃপশ্রেষ্ঠ ! স্মিতপূৰ্ব্বং বচস্তদা ॥ ১৫ ॥

ন জানেহং স্মন্দাত্মনু ! যতস্ত্বং মদদর্পিতঃ ।

চিকিৎসাং সঙ্করিষ্যামি রোগস্তাস্মৈ প্রভোস্তুব ॥ ১৬ ॥

অতঃ পরং করিষ্যামি মূলস্তাস্মৈ নিমূলনম্ ।

গচ্ছ দূত ! তথা ব্রুহি তস্মাগ্রে মম ভাষিতম্ ॥ ১৭ ॥

শিষ্টৈর্দূতা ন হস্তব্যাস্তস্মাদ্বাং বিসৃজাম্যহম্ ।

যুদ্ধেচ্ছা চেৎ সমাগচ্ছ হুরিতো মহিষীস্বত ! ॥ ১৮ ॥

পূৰ্ব্বৈরিত্তি । অস্মাকং পূৰ্ব্বৈঃ পূৰ্ব্বজৈঃ নিত্যং জিতোহসি । তব পৌরুষং কিম্বদ্বর্ততে তদং জানামীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অহল্যাজারেতি । অহল্যাজারেত্যেনে জীবোনিকুট্টনে এব তব পৌরুষং নাশ্ত্রেতি বোধিতম্ । ব্রজ বেতি রাজ্যং ত্যক্তেত্যর্থঃ । ইত্যেবং বাক্যং ব্রুহি শক্রং প্রতীতি দৈত্যরাড়ু-  
বাচ । ততঃ স দূতোহপি শক্রং প্রতি গদ্যেথমুবাচেত্যর্থাদ্বোধ্যমুত্তরশ্লোকানুরোধাৎ ॥ ১৪ ॥

তদা শক্রঃ কিমুবাচ দূতং প্রতি তদাহ তচ্ছত্বেনিতি ॥ ১৫ ॥

তব প্রভোঃ স্বামিনো মহিষাসুরস্তাস্মৈ মদরূপরোগস্ত চিকিৎসামৌষধং সংকরি-  
ষ্যামি ॥ ১৬—১৮ ॥

কর ॥ ১২ ॥ বলস্বদন ! যদি তাহা করিতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে সত্বর যুদ্ধের জন্ত ব্রজ গ্রহণ কর ; তুমি আমাদিগের পূৰ্ব্বপুরুষগণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে, অতএব আমি তোমার পৌরুষ অবগত আছি ॥ ১৩ ॥ সুরপতে ! তুমি অহল্যার জার সূতরাং তোমার বল জী-আকর্ষণেরই উপযুক্ত ইহা আমরা বেশ জানি ; অতএব হয় যুদ্ধ কর না হয় রাজ্য পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক তোমার যেখানে বাসনা হয় সেই স্থানে প্রস্থান কর ॥ ১৪ ॥

নৃপবর ! ( দানবদূত সুরপতির নিকট উপস্থিত হইয়া মহিষাসুর কথিত বাক্য সকল বলিলে পর ) শক্র তাহার বাক্যে কুপিত হইয়া ঈশং হস্ত সহকারে বলিলেন ॥ ১৫ ॥ রে নিকোঁধ ! তুই মদগর্বে দর্পিত হইয়াছিস্ তাহা আমি জানিতাম না, অতএব তোমার প্রভু মহিষাসুরের এই রোগের ঔষধ শীঘ্রই প্রদান করিতেছি ॥ ১৬ ॥ অধুনা ইহাকে সমূলে নিমূল করিব, নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দূতকে নিহত করেন না, আমি সেই কারণেই তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম ; অতএব দূত ! আমি তোমার নিকট যাহা বলিতেছি হুরাত্মা মহিষের নিকট যাইয়া সে সমস্তই বলিও । মহিষীতনয় ! যদি তোমার যুদ্ধ বাসনা হইয়া থাকে, অসি-

হয়্যারে ! যদ্বলং জাতং তৃণদন্ত্বং জড়াকৃতিঃ ।

শৃঙ্গয়োস্তে করিষ্যামি স্তদৃঢ়ং চ শরাসনম্ ॥ ১৯ ॥

দৰ্পঃ শৃঙ্গবলাত্তেহস্তি বিদিতং কারণং ময়া ।

বিষাণে পরিচ্ছিত্বা তে সংহরিষ্যামি তদ্বলম্ ॥ ২০ ॥

যদ্বলেনাতিপূর্ণস্ত্বং জাতোহসি বলদৰ্পিতঃ ।

কুশলস্ত্বং তদাঘাতে ন যুদ্ধে মহিষাধম ! ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তোহসৌ সুরেন্দ্রেন স দূতস্বরিতো গতঃ ।

জগাম মহিষং মত্তং প্রণম্য প্রত্যাচ হ ॥ ২২ ॥

দূত উবাচ ।

রাজন্ ! দেবাধিপঃ কামং ন ত্বাং বিগণয়ত্যসৌ ।

মন্যতে স্ববলং পূর্ণং দেবসৈন্যসমারূতঃ ॥ ২৩ ॥

যদুত্তং তেন মূৰ্খেণ কথমন্যদব্রুবীম্যহম্ ।

প্রিয়ং সত্যঞ্চ বক্তব্যং ভূত্যেন পুরতঃ প্রভোঃ ॥ ২৪ ॥

তৃণাদ ইতি । তৃণভক্ষণ এব বলং নাশ্যত্বেনি ভাবঃ ॥ ১৯—২০ ॥

তদাঘাতে শৃঙ্গাত্যাঘাতে এব কুশলো ন যুদ্ধে ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২৩ ॥

যদুত্তমিতি । যন্তেন মূৰ্খেণেন্দ্রেনোক্তং তন্মাদত্তদন্তথা কথং ব্রুবীমি কথং বক্তব্য-  
মিত্যর্থঃ । কুত ইতি চেত্তত্রাহ প্রিয়ং সত্যমিতি । ইন্দ্রোক্তাদত্তস্ত ভিন্নস্ত কথনে সত্যবাধঃ  
শ্রাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

লব্ধে আগমন কর ॥ ১৭—১৮ ॥ মহিষ ! তুই তৃণভক্ষক ও জড়াকৃতি স্ততরাং তোরা বল বিক্রম  
আমার অবিদিত নাই অতএব সংগ্রামে আসিলেই তোরা শৃঙ্গ লইয়া স্তদৃঢ় শরাসন প্রস্তুত  
করিব ॥ ১৯ ॥ তুই শৃঙ্গের বলেই দৰ্প করিতেছিস্, ইহা আমি বেশ বিদিত আছি, রে মহিষা-  
ধম ! তুই শৃঙ্গের দ্বারাই আঘাত করিতেই পটু যুদ্ধের বিষয় কিছুই অবগত নহিস্ । অতএব  
তুই যে শৃঙ্গের বলেই পরিপূর্ণ হইয়া বলের দৰ্প করিতেছিস্ আমি সেই বিষণ্ণদয় ছেদন  
করিয়া তোরা বলবীৰ্য্য সমস্তই বিনষ্ট করিব ॥ ২০—২১ ॥

ব্যাস বলিলেন ; দূত সুরপতির নিকট এইকথা শুনিয়া সখির তথা হইতে প্রস্থান  
করিল, পরে প্রমত্ত মহিষদানবের সন্নিহিত হইয়া প্রণাম করত বলিতে লাগিল ॥ ২২ ॥  
রাজন্ ! দেবাধিপতি ইন্দ্র দেবসৈন্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়া নিজেই পূর্ণবলে বলীমান্ বলিয়া  
মমে করিতেছেন । আপনাকে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই গণনা করিতেছেন না ॥ ২৩ ॥  
প্রভুর সম্মুখে ভূত্যের প্রিয় অথচ সত্যকথা বলাই উচিত, সেই মূৰ্খ সুরপতি যাহা বলিয়াছে



প্রিয়ং সত্যঞ্চ বক্তব্যং প্রভোরগ্রে শুভেচ্ছুনা ।  
 ইতি নীতিশ্রমহারাজ জাগর্তি শুভকারিণী ॥ ২৫ ॥  
 কেবলং চেৎ প্রিয়ং বুয়াং ন তে কার্য্যং ভবিষ্যতি ।  
 পরুষঞ্চ ন বক্তব্যং কদাচিচ্ছুভমিচ্ছতা ॥ ২৬ ॥  
 যথারিপুমুখাঘাচঃ প্রসরন্তি বিষোপমাঃ ।  
 তথা ভৃত্যমুখান্নাথ ! নিঃসরন্তি কথং গিরঃ ॥ ২৭ ॥  
 যাদৃশানীহ বাক্যানি তেনোক্তানি মহীপতে ! ।  
 তাদৃশানি ন মে জিহ্বা বক্তুমর্হতি কহিচিৎ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছুভা বচনং তস্মৈ হেতুগর্ভং তৃণাশনঃ ।  
 ভৃশং কোপপরীতাত্মা বভূব মহিষাসুরঃ ॥ ২৯ ॥

তত্র নীতিশাস্ত্রং প্রমাণরতি প্রিয়ং সত্যমিতি ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ । সত্যং হি ত্বা দেবরাজেনানুক্রমপি কেবলং প্রিয়ং বাক্যং ত্বৎসন্তোষার্থং বক্ত-  
 বাম্ । তথাপি তদা তব কার্য্যমিস্ত্রস্থানলাভো ন ভবিষ্যত্যাহ কেবলমিতি । নমু তর্হি  
 মম কার্য্যার্থমিস্ত্রেন যৎ পরুষং বাক্যমুক্তং তদেব বদেতি চেত্তত্রাহ পরুষঞ্চৈতি । প্রভোরগ্রে  
 শুভমিচ্ছতা পুরুষেণ পরুষং বাক্যমপি ন বক্তব্যং মর্য্যাদাভঙ্গপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

নমু ভবতু মমামর্য্যাদা তথাপি যন্তেনোক্তং পরুষং বাক্যং সত্যং তদেব বদেতি  
 চেত্তত্রাহ যথা রিপুমুখাদিতি । কথং গির ইতি । অতিকঠোরা ময়া বক্তুমর্হা অতিনীচা  
 বাচন্তেনোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ যাদৃশানীহেতি ॥ ২৮—২৯ ॥

তাহা আমি আপনার নিকট কিরূপে বলিব ॥ ২৪ ॥ বিশেষতঃ মহারাজ ! হিতাভিলাষী  
 ভৃত্য প্রভু সন্নিধানে প্রিয় এবং সত্যবাক্য বলিবে এই মঙ্গল বিধায়িণী নীতি জাগরুক  
 রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥ যদি কেবল তৃপ্তিকর কথাই বলি, তাহা হইলে আপনার কার্য্য হইবে না,  
 আবার শুভাভিলাষী ভৃত্যের কদাচিৎ পরুষ বাক্য বলাও উচিত নহে ॥ ২৬ ॥ নাথ ! শত্রুর  
 মুখ হইতে বেক্রপ বিমসদৃশ পরুষ বাক্য সকল নিঃসৃত হইয়াছে, সেক্রপ কঠোর বাক্য  
 ভৃত্য মুখ হইতে কিরূপে বহির্গত হইবে ? ॥ ২৭ ॥ মহীপতে ! সুরপতি যাদৃশ বাক্য বলিয়া-  
 ছেন, আমার জিহ্বা কখনই তাদৃশ বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, বার্তাবাহের উক্তরূপ হেতুসম্বিত বাক্য শ্রবণে তৃণভোজী মহিষদানব  
 অতিশয় কুপিত হইয়া লাক্কুল পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করত মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল ; তখন  
 ক্রোধে নয়নমুগল লোহিত করিয়া দানবদিগকে আহ্বান পূর্বক বলিল, দানবগণ !  
 সুরেন্দ্র, যুদ্ধের নিমিত্ত সর্বতোভাবে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে, অতএব তোমরা সেনা সংগ্রহ

সমাহুয়াব্রবীদৈত্যান্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।

লাঙ্গূলং পৃষ্ঠদেশে চ কৃৎস্না মূত্রং পরিত্যজন্ ॥ ৩০ ॥

ভো ভো দৈত্যাঃ সুরেন্দ্রোহসৌ যুদ্ধকামোহস্তি সর্বথা ।

বলোদ্‌যোগং কুরুধ্বং যৈ জেতব্যোহসৌ সুরাধমঃ ॥ ৩১ ॥

মদগ্রে কো ভবেচ্ছুরঃ কোটিশাশ্চতুথাবিধাঃ ।

ন বিভেম্যেকতঃ কামং হনিষ্যাম্যদ্য সর্বথা ॥ ৩২ ॥

শূরঃ শাস্ত্রেষসৌ নুনং তপস্বিষু বলাধিকঃ ।

বলকর্তা হি কুহকো লম্পটঃ পরদারহৎ ॥ ৩৩ ॥

অপ্সরোবলসম্মত্তস্তপোবিস্মকরঃ খলঃ ।

ছিদ্রপ্রহরণঃ পাপো নিত্যং বিশ্বাসঘাতকঃ ॥ ৩৪ ॥

নমুচিনিহতো যেন কৃৎস্না সন্ধিং ছুরাঙ্গনা ।

শপথান্ বিবিধানাদৌ কৃৎস্না ভীতেন ছদ্মনা ॥ ৩৫ ॥

বিষ্ণুস্ত কপটাচার্য্যঃ কুহকঃ শপথাকরঃ ।

নানারূপধরঃ কামং বলকৃদ্দস্তপণ্ডিতঃ ॥ ৩৬ ॥

কৃৎস্না কোলাকৃতিং যেন হিরণ্যাক্ষো নিপাতিতঃ ।

হিরণ্যকশিপুর্থেন নৃসিংহেন চ ঘাতিতঃ ॥ ৩৭ ॥

মূত্রং পরিত্যজন্ মূত্রমিত্যর্থঃ । বৃষভমহিষয়োরয়ং স্বভাবো দর্শিতঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

শাস্ত্রেষু সৌম্যেষসৌ শূরো ন মাদৃশেষিত্যর্থঃ । তথা তপস্বিষু তপঃকুশেষু বলাধিকো ন মাদৃশেষু ॥ ৩৩—৩৮ ॥

কর, সেই সুরাধমকে জয় করিতে হইবে ॥ ৩০—৩১ ॥ আমরা অপেক্ষা কে বীর আছে ? যদি সুরেন্দ্রের ন্যায় কোটি কোটি বীর আইসে তবে তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও ভয় করি না, দানবগণ ! সেই সুরপতিকে আজ সর্বতোভাবে নিহত করিব ॥ ৩২ ॥ সেই ইন্দ্র কেবল শাস্ত্র ও নিরীহ জন সম্মিথানেই শূর আর তপঃকুশ তপস্বিগণের নিকটেই বলবান্ কিন্তু মাদৃশ জনের সমীপে তাহার কোন বিক্রম প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই । সে লম্পট স্তুরাঃ অস্ত্রায় বল প্রয়োগ করিয়া ছল পাতিয়া পরদার-হরণ করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ সে অত্যন্ত খল, পাপপরায়ণ ও ছিদ্রাশ্রয়ী, তাহা না হইলে অপ্সরাগণের সৌন্দর্য্যবলে মত্ত হইয়া তপস্তার বিষ উৎপাদন করিবে কেন ? সে নিত্যস্ত বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই প্রথমতঃ ভীত হইয়া নানাবিধ শপথ করিয়া মহাত্মা নমুচির সহিত সন্ধি করিল, পরে অবসর পাইয়া সেই ছুরাঙ্গা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া কপটতা পূর্বক তাহাকে নিপাত করিল ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পরন্তু বীৰ্য্যবান্ বিষ্ণু কপট ব্যবহারের আচার্য্য, শপথের আকর স্বরূপ এবং নিজের গর্ভ করিতেই পটু ও পণ্ডিত । সে মায়া দ্বারা ইচ্ছা অনুসারে নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ এই

নাহং তদ্বশগো নুনং ভবেয়ং দলুনন্দনাঃ ! ।  
 বিশ্বাসং নৈব গচ্ছামি দেবানাং কুত্র কহিচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 কিং করিষ্যতি মে বিষ্ণুরিত্রো বা বলবন্তরঃ ।  
 রুদ্রো বাপি ন মে শক্তঃ প্রতিকর্তুং রণাঙ্গণে ॥ ৩৯ ॥  
 ত্রিষিষ্টপং গ্রহীষ্যামি জিত্রেঙ্গং বরুণং যমম্ ।  
 ধনদং পাবকঞ্চৈব চন্দ্রসূর্যো বিজিত্য চ ॥ ৪০ ॥  
 যজ্ঞভাগভুজঃ সর্বৈ ভবিষ্যামোহদ্য সোমপাঃ ।  
 জিত্বা দেবসমূহঞ্চ বিহরিষ্যামি দানবৈঃ ॥ ৪১ ॥  
 ন মে ভয়ং সুরৈভ্যশ্চ বরদানেন দানবাঃ ! ।  
 মরগং ন নরৈভ্যশ্চ নারী কিং মে করিষ্যতি ? ॥ ৪২ ॥  
 পাতালপর্বতেভ্যশ্চ সমাহুয় বরান্ বরান্ ।  
 দানবান্ মম সৈন্তেশান্ কুর্ষস্তু দুরিতাশ্চরাঃ ! ॥ ৪৩ ॥  
 একোহহং সর্বদেবেশান্ বিজেতুং দানবাঃ ! ক্রমঃ ।  
 শোভার্থং বঃ সমাহুয় নয়ামি সুরসঙ্গমে ॥ ৪৪ ॥  
 শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ ক্ষুরাভ্যাঞ্চ হনিষ্যেহহং সুরান্ কিল ।  
 ন মে ভয়ং সুরৈভ্যশ্চ বরদানপ্রভাবতঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রতিকর্তুং বিপরীতং কর্তৃম্ ॥ ৩৯—৪২ ॥

হে চরাঃ দূতাস্তানাহুতান্দানবান্ সৈন্তেশান্ কুর্ষস্তু ভবন্তু ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

সকল কারণেই বিষ্ণু শূকরাকৃতি হইয়া হিরণ্যাক্ষকে এবং নরসিংহ মূর্তি ধারণ করিয়া  
 হিরণ্যাক্ষিপুকে সংহার করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ দানবগণ ! আমি কখনই সেই বিষ্ণুর বশী-  
 ভূত হইব না । কারণ, আমি দেবতাদিগের কোন বাক্য কি কার্য্যে কদাচই বিশ্বাস  
 করি না ॥ ৩৮ ॥ অতি বলবান্ রুদ্র যখন রণাঙ্গণে আমার প্রতিকূলাচরণ করিতে সমর্থ  
 নহেন তখন ইন্দ্র অথবা বিষ্ণু আমার কি করিবে ? ॥ ৩৯ ॥ আমি এক্ষণেই ইন্দ্র, বরুণ,  
 যম, কুবের, পাবক, চন্দ্র এবং সূর্য্যকে পরাজয় করিয়া স্বর্গসাম্রাজ্য গ্রহণ করিব ॥ ৪০ ॥  
 দেবগণকে জয় করিয়া আগরা সকলেই যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ ও সোমপান করিয়া দানবগণের  
 সহিত বিহার করিব ॥ ৪১ ॥ দানবগণ ! বরলাভ বশত সুরগণ হইতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও  
 ভয় নাই ; বিশেষত পুরুষ হইতে ত আমার মৃত্যু ভয় নাই কেবল স্ত্রী হইতেই আমার  
 মরণ ভয়, কিন্তু স্ত্রীলোকে আমার কি করিতে পারিবে ? ॥ ৪২ ॥ চরগণ ! অবিলম্বে পাতাল  
 ও পর্বত হইতে প্রথমে প্রধান দানবগণকে আহ্বান করিয়া আমার সেনাধ্যক্ষ পদে  
 নিযুক্ত করক ॥ ৪৩ ॥ দানবগণ ! আমি একাকীই সমস্ত প্রধান প্রধান দেবতাদিগকে পরাজয়



অবধ্যোহং সুরগণৈরশ্বৈরশ্বানবৈস্তথা ।

ভাস্মাৎ সজ্জা ভবন্তদ্য দেবলোকজয়ায় বৈ ॥ ৪৬ ॥

জিত্বা সুরালয়ং দৈত্যা বিহরিষ্যামি নন্দনে ।

মন্দারকুশ্মাপীড়া দেবযোষিঃসমম্বিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

কামধেনুপয়োঃসিক্তাঃ স্খাপানপ্রমোদিতাঃ ।

দেবগন্ধর্বগীতাদিনৃত্যলাস্তুসমম্বিতাঃ ॥ ৪৮ ॥

উৰ্বশী মেনকা রজ্জা য়তাচী চ তিলোত্তমা ।

প্রমদরা মহাসেনা মিশ্রকেশী মদোৎকটা ॥ ৪৯ ॥

বিপ্রচিহ্নিপ্রভৃতয়ো নৃত্যগীতবিশারদাঃ !

রঞ্জয়িষ্যন্তি বঃ সৰ্বান্নানাসুবনিষেবণৈঃ ॥ ৫০ ॥

সৰ্বৈ সজ্জা ভবন্তদ্য রোচতাং গমনং দিবি ॥

সংগ্রামার্থং সুরৈঃ সার্কং কৃতা মঙ্গলযুক্তমম্ ॥ ৫১ ॥

রক্ষণার্থঞ্চ সৰ্বেষাং ভার্গবং মুনিসত্তমম্ ।

সমাহুয় চ সম্পূজ্য স্থাপ্য যজ্ঞে গুরুং পরম্ ॥ ৫২ ॥

বো যুয়ান্ শোভার্থং যুদ্ধশোভার্থং সমাহুয় নয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

জিহ্নেতি । যেন কারণেন সুরালয়ং জিত্বা নন্দনে বিহরিষ্যাম্যহং তৎ কুরুতেত্যর্থঃ । মদ-  
যোগাদ্ভূয়মপি স্তুখিনো ভবিষ্যথৈত্যাহ মন্দারকুশ্মাপীড়া ইতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥

নানাসবাস্ত্রনেকবিধা মদিরাঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

করিতে পারি, কেবল যুদ্ধ শোভার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া সুরগণের সংগ্রামে  
লইয়া যাইতেছি ॥ ৪৪ ॥ বরপ্রভাববশত সুরগণ হইতে আমার কোন ভয় নাই অতএব  
শৃঙ্গ ও খুর প্রহারেই তাহাদিগকে নিধন করিব ॥ ৪৫ ॥ সুর, অসুর অথবা মানব, সকলেরই  
আমি অবধ্য অতএব দেবলোক জয় করিবার নিমিত্ত তোমরা সুসজ্জিত হও ॥ ৪৬ ॥ দানব-  
গণ ! সুরালয় জয় করিয়া পারিজাত মালায় বিভূষিত হইয়া আমরা দেবান্নাগণের সহিত  
নন্দনকাননে বিহার করিব ॥ ৪৭ ॥ আমরা তখন কামধেনুর দুগ্ধ পান এবং স্খাপানে উল্লাসিত  
হইয়া দেব এবং গন্ধর্বদিগের নৃত্য গীত এবং বাদ্য দর্শন ও শ্রবণ করিব ॥ ৪৮ ॥ উৰ্বশী,  
মেনকা, রজ্জা, য়তাচী, তিলোত্তমা, প্রমদরা, মহাসেনা, মিশ্রকেশী, মদোৎকটা, বিপ্রচিহ্নি  
প্রভৃতি নৃত্যগীতবিশারদ স্বর্গবেশ্যরা নানাবিধ মদ্য নিষেবন দ্বারা তোমাদের সকলেরই চিত্ত-  
বিনোদন করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ অতএব যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তবে তোমরা পবিত্র  
মাজল্য কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া সুরগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত এখন সুসজ্জিত  
হও ॥ ৫১ ॥ আর দৈত্যগুরু মুনিসত্তম ভৃগুনন্দন পবিত্রাত্মা গুরুচার্য্যকে আহ্বানপূর্বক

বাস উবাচ ।

ইতি সন্দিগ্ধ দৈত্যৈস্তান্ মহিষঃ পাপধীসুদা ।

জগাম স্থরিতো রাজন্ ! ভবনং স্বং মুদান্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে ভগবতীমাহাংখ্যে দৈত্যসৈন্তোদযোগো নাম  
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞেশ্বাকং বিজয়ার্থং কাম্যাহুষ্ঠানরূপে যজ্ঞে ইত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তাঁহার পূজা করিয়া সমস্ত দৈত্যগণের রক্ষার নিমিত্ত বিজয় কামনায় যজ্ঞ করিতে তাঁহাকে  
নিয়োজিত কর ॥ ৫২ ॥ রাজন্ ! পাপবুদ্ধি মহিষ, তখন প্রধান প্রধান দানবদিগকে এইরূপ  
আদেশ করিয়া ছুট্টিতে স্বীয় আশ্রয়ে প্রবেশ করিল ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীদেবীভাগবত  
মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে দৈত্যসৈন্তের উদ্যোগ বর্ণন  
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

গতে দূতে সুরেন্দ্রোহপি সমাহুয় সুরানথ ।  
যমবায়ুধনাধ্যক্ষবরুণানিদমুচিবান্ ॥ ১ ॥  
মহিষো নাম দৈত্যেন্দ্রো রম্ভপুত্রো মহাবলঃ ।  
বরদৰ্পমদোন্মত্তো মায়াশতবিচক্ষণঃ ॥ ২ ॥  
তস্য দূতোহদ্য সংপ্রাপ্তঃ প্রেষিতস্তেন ভো সুরাঃ ! ।  
স্বৰ্গকামেন লুপ্তেন মাযুবাচেদৃশং বচঃ ॥ ৩ ॥  
ত্যজ দেবালয়ং শক্র ! যথেষ্টং ব্রজ বাসব ! ।  
সেবাং বা কুরু দৈত্যস্ত মহিষস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥  
দয়াবান্ দানবেন্দ্রোহমৌ স তে বৃত্তিং বিধাশ্রতি ।  
নতেষু ভৃত্যভূতেষু ন কুপ্যতি কদাচন ॥ ৫ ॥  
নোচেদ্ যুদ্ধায় দেবেশ ! সেনোদ্যোগং কুরু স্বয়ম্ ।  
গতে ময়ি স দৈত্যেন্দ্রস্তুরিতঃ সমুপেষ্যতি ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশত্তিরথ স্নোটৈকক্বিমর্শো দেবসংসদি ।

বৃহস্পতিযুতৈর্দৈবৈঃ প্রারক ইতি কীর্ত্যতে ॥

দূতগমনানন্তরং দেবলোকে জাতং বৃত্তমাহ গতে দূত ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দানবদূত প্রস্থান করিলে পর দেবরাজ ইন্দ্র, যম বায়ু বরুণ ও কুবের প্রভৃতি সুরগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১ ॥ দেবগণ ! রম্ভপুত্র মহাবল মহিষ এখন দানবগণের রাজা, বিশেষতঃ সে শত শত মায়ায় বিচক্ষণ এবং বরদর্পে দর্পিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২ ॥ সুরগণ ! মহিষ স্বর্গ কামনার লোলুপ হইয়া দূত প্রেরণ করিয়াছে, তাহার দূত অদ্য মৎসল্লিধানে উপনীত হইয়া আমাকে এইরূপ বলিল, শক্র ! সুরালয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার বেখানে ইচ্ছা হয়, গমন কর, অথবা দানবপতি মহাত্মা মহিষাসুরের সেবায় তৎপর হও ॥ ৩-৪ ॥ বিপক্ষ, ভৃত্যের জ্ঞান নত হইলে দানবপতি তাহার প্রতি কখন কুপিত হয়েন না, তুমি তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলে বরং তিনি দয়াপরতন্ত্র হইয়া তোমার বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন ॥ ৫ ॥ দেবেশ ! ইহা যদি তোমার অভিমত না হয় তবে যুদ্ধের নিমিত্ত স্বয়ং সেনা সংগ্রহ কর, এস্থান হইতে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলেই দানবপতি মহিষ অবিলম্বে



ইতু্যক্তা স গতো দূতো দানবশ্চ দুরাঅনঃ ।  
 কিং কৰ্ত্তব্যমতঃ কার্যং চিন্তয়ধ্বং সুরোত্তমাঃ ! ॥ ৭ ॥  
 দুর্বলোহপি ন চোপেক্ষ্যঃ শত্রুৰ্বলবতা সুরাঃ ! ।  
 বিশেষেণ সদোদ্যোগী বলবান্ বলদর্পিতঃ ॥ ৮ ॥  
 উদ্যমঃ কিল কৰ্ত্তব্যো যথাবুদ্ধি যথাবলম্ ।  
 দৈবাধীনো ভবেন্নুনং জয়ো বাথ পরাজয়ঃ ॥ ৯ ॥  
 সন্ধিযোগো ন চাত্মান্তি খলে সন্ধিনিরর্থকঃ ।  
 সৰ্বথা সাধুভিঃ কার্যং বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥  
 যানমপ্যধুনা নৈব কৰ্ত্তব্যং সহসা পুনঃ ॥ ১১ ॥  
 প্রেক্ষকাঃ প্রেষণীয়াশ্চ শীঘ্রগাঃ স্ত্রাবেশকাঃ ।  
 ইন্দ্রিতজ্জাশ্চ নিঃসঙ্গা নিঃস্পৃহাঃ সত্যবাদিনঃ ॥  
 সেনাভিযোগং প্রস্থানং বলসংখ্যা যথার্থতঃ ।  
 বীরাণাঞ্চ পরিজ্ঞানং কৃত্বা যাস্তু সুরাস্বিতাঃ ॥ ১২ ॥

নতেষু নম্বেষু । (বৈরিগণস্তাত্মপেক্ষণীয়ত্বাৎ ইদানীমুদ্যমকরণে হেতুমাং দুর্বলোহপীতি ।  
 বলবতাপি জিগীষুণা হীনবলোহপি শত্রুর্নোপেক্ষ্যন্ততোহপ্যসৌ নিত্যোদ্যোগী বলবাশ্চ  
 তত্র পুনঃ কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫—৯ ॥ )

সন্ধিযোগো মৈত্রীযোগঃ যতো নিরর্থকঃ খলে সন্ধিযোগস্ততঃ সৰ্বথা সাধুভির্ভবন্তিঃ পুনঃ  
 পুনর্বিচার্য কৰ্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইবেন ॥ ৬ ॥ ছুটপ্রকৃতি সেই দানবের দূত ইহা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান  
 করিয়াছে, অতএব সুরোত্তমগণ ! এখন কি করা কৰ্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা কর ॥ ৭ ॥  
 দেববৃন্দ ! দেখ, স্বয়ং বলবান্ হইলেও শত্রুকে দুর্বল বলিয়া উপেক্ষা করা বিধেয় নহে ।  
 বিশেষত যে শত্রু বলবান্ বাহবলে দর্পিত এবং সর্বদাই উদ্যমশীল তাহাকে ত কখনই  
 উপেক্ষা করিবে না ॥ ৮ ॥ আপন আপন বল ও বুদ্ধি অনুসারে উদ্যোগ করা একান্ত  
 কৰ্ত্তব্য, তদনন্তর জয় অথবা পরাজয়ই হউক তাহা নিতান্তই দৈবের অধীন । খলের সহিত  
 সন্ধি করা নিরর্থক, স্তুরাং ইহার সহিত সন্ধি করা কোনক্রমেই উচিত নহে, তোমরা সাধু,  
 সেই দানব সকল অত্যন্ত খল, অতএব পুনঃ পুনঃ বিশেষরূপ বিচার করিয়া বাহা ভাল  
 বিবেচনা হয় তাহাই কর ॥ ৯—১০ ॥ শত্রুর বলাবল না জানিয়া সহসা এখন যুদ্ধ বাজা করাও  
 অসুচিত, অতএব বাহাদের শত্রুপক্ষীয় কাহারও সহিত কোনও সহক নাই ও বাহার  
 অনাগ্রাসে শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের বলাবল বিদিত হইতে পারে এতাদৃশ ইন্দ্রিতজ  
 সত্যবাদী নিস্পৃহ ক্রতগামী চর সকল প্রেরণ করা কৰ্ত্তব্য । তাহার সেনার সংস্থান, তাহা-  
 দের গতি ও সংখ্যা যথার্থরূপে অবগত হইবে এবং তাহাদের কে কেমন বীর, তাহাদের

জ্ঞাত্বা দৈত্যপতেস্তস্য সৈন্তস্য চ বলাবলম্ ।  
 করিষ্যামি ততস্তূর্ণং যানং বা দুর্গসংগ্রহম্ ॥ ১৩ ॥  
 বিচার্য খলু কর্তব্যং কার্যং বুদ্ধিমতা সদা ।  
 সহসা বিহিতং কার্যং দুঃখদং সর্বথা ভবেৎ ॥  
 তস্মাদ্বিমৃশ্য কর্তব্যং সুখদং সর্বথা বুধৈঃ ॥ ১৪ ॥  
 নাত্র ভেদবিধিন্যায্যো দানবেষু চ সর্বথা ।  
 একচিত্তেষু কার্যেষু স্মিত্যচারা ব্রজন্তু বৈ ॥ ১৫ ॥  
 জ্ঞাত্বা বলাবলং তেষাং পশ্চাত্তীতিবিচার্য চ ।  
 বিধেয়া বিধিবদ্ধক্ৰৈস্তেষু কার্যপরেষু চ ॥ ১৬ ॥  
 অন্যথা বিহিতং কার্যং বিপরীতফলপ্রদম্ ।  
 সর্বথা তদুবেগ্ননমজ্ঞাতমৌষধং যথা ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সন্ধিস্ত্য তৈঃ সৰ্বৈঃ প্রণিধিং কার্যবেদিনম্ ।

প্রেষয়ামাস দেবেন্দ্রঃ পরিজ্ঞানায় পার্থিব ! ॥ ১৮ ॥

নহু সন্ধিযোগাসম্ভবে যুদ্ধার্থং যানমেব তর্হি কর্তব্যমিতি চেত্তস্তাপ্যধুনা পরবলাবেক্ষণাৎ পূর্বং সমরো নাস্তীতিাহ যানমিতি । তহ'ধুনা কিং কর্তব্যমিতি চেত্তত্র স্বাতিপ্রায়মাহ প্রেক্ষকা ইতি ॥ ১১—১৭ ॥

( তৈঃ সৰ্বৈর্দেবৈঃসহ ইতীথং সন্ধিস্ত্য বিষয়েহত্র কার্য্যাকার্য্যং বিচার্য পরিজ্ঞানায় শত্রোর্বলাবলাবগমনায় কার্য্যকুশলঃ চারঃ প্রেবিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ )

সংখ্যা কত, ইহারও তদন্ত করিয়া দ্বারায় প্রত্যাগমন করুক ॥ ১১—১২ ॥ প্রথমত সেই দানব-পতির সৈন্তের বলাবল অবগত হইয়া তদনন্তর অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা করিব অথবা দুর্গের আশ্রয় লইব ॥ ১৩ ॥ বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্বদা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত, সহসা কোন কার্য্য করিলে ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাহাতে সকল বিষয়েই সুখদায়ক হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ দানবগণ সকলেই এক প্রাণ ও একচিত্ত, সুতরাং তাহাদের প্রতি ভেদ প্ররোপ করা কোনমতে জ্ঞানসঙ্গত নহে । অতএব আমাদের চরনিকর তথায় গমনপূর্বক তাহাদের বলাবল বিদিত হইয়া আসিলে পর তাহাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিচারপূর্বক কার্য্যতৎপর দানবগণের প্রতি বিধিৎ নীতি প্ররোপ কর্তব্য ॥ ১৫—১৬ ॥ নীতির বিপরীত কার্য্য বিহিত হইলে অজ্ঞাত ঔষধের স্তায় তাহা সর্বতোভাবে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সুরপতি দেবগণের সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইবার বাসনার কার্য্যকুশল দৃষ্ট প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ দূতগণও সত্বর

দূতস্ত্ব হুরিতো গচ্ছা সমাগম্য সুরাধিপম্ ।

নিবেদয়ামাস তদা সৰ্বসৈন্তবলাবলম্ ॥ ১৯ ॥

জ্ঞাত্বা তদ্বলযুদ্যোগং তুরাষাভিভিন্নিতঃ ॥ ২০ ॥

দেবানচোদয়ন্তুৰ্ণং সমাহুয় পুরোহিতম্ ॥

মন্ত্রং মন্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠং চকার ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

উবাচান্দিরসশ্রেষ্ঠং সমাসীনং বরাসনে ॥ ২২ ॥

ইন্দ্র উবাচ ॥

ভো ভো দেবগুরো ! বিঘ্নন ! কিং কৰ্ত্তব্যং বদস্ব নঃ ।

সৰ্বজ্ঞোহসি সমুৎপন্নো কার্যো ত্বং গতিরদ্য নঃ ॥ ২৩ ॥

দানবো মহিষো নাম মহাবীৰ্য্যো মদাশ্বিতঃ ।

যোদ্ধু কামঃ সমায়াতি বহুভির্দানবৈবর্তঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র প্রতিক্রিয়া কার্য্য ত্বয়া মন্ত্রবিদাধুনা ।

তেষাং শুক্রস্তথা ত্বং মে বিঘ্নহৰ্ত্তা স্তমস্মতঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং প্রাহ তুরাসাহং বৃহস্পতিঃ ।

বিচিন্ত্য মনসা কামং কার্য্যসাধনতৎপরঃ ॥ ২৬ ॥

প্রণিধিং দূতম্ ॥ ১৯ ॥

( জ্ঞাত্বৈতি । মহিষেন মহান্ বলোদ্যোগঃ কৃতঃ । অতস্তচ্ছ্রুত্বাদিভ্যস্ত বিঘ্নন ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥ )

দানবালয়ে গিয়া পুত্ৰানুপুত্ৰরূপে অনুসন্ধান লইয়া প্রত্যাগমন পূৰ্বক সুরপতির নিকট সমস্ত দানবসৈন্তের বলাবল নিবেদন করিল ॥ ১৯ ॥ তখন ইন্দ্র দানবসেনার উদ্বোধনের বিষয় বিদিত হইয়া অতীব বিস্মিত হইলেন ॥ ২০ ॥ তখন দেবতাদিগকে সমস্ত যুদ্ধের উদ্বোধনে নিয়োগ করিয়া, ত্রিদশনাথ মন্ত্রকুশল পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ আদিরসশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি উক্তম আসনে আসীন হইলে সুরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, ॥ ২২ ॥ দেবগুরো ! এখন আমাদের কৰ্ত্তব্য কি ? তাহা আমাদিগকে বলুন । আপনি সৰ্বজ্ঞ সূতরাং আপনার কোন বিষয় অবিদিত নাই, সম্ভ্রুতি যে মহিষ নামক দানব অতীব পরাক্রমশালী ও মদগৰ্বিত হইয়াছে । সে দানবদলে পরিত্রস্ত হইয়া আমাদের সহিত সংগ্রাম লালসায় আগমন করিতেছে ॥ ২৩ ॥ আপনি মন্ত্রবিশারদ, অতএব আপনি এখন ইহার প্রতিবিধান করুন, শুক্রাচার্য্য যেমন অশ্বরদিগের বিঘ্ন হরণ করেন, আপনিও আমাদের সেইরূপ বিঘ্নবিধাতকর্ত্তা রহিয়াছেন ইতি । আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি ॥ ২৪ ॥



গুরুকুবাচ ।

স্বস্থো ভব সুরেন্দ্র ! স্বং ধৈর্যমালম্ব্য মারিষ ! ।  
 ব্যসনে চ সমুৎপন্নো ন ত্যাজ্যং ধৈর্যমাশু বৈ ॥ ২৭ ॥  
 জয়াজয়ৌ সুরাধ্যক্ষ ! দৈবাধীনৌ সদৈব হি ।  
 স্নাতব্যং ধৈর্যমালম্ব্য তস্মাদ্ভিক্ষিতা সদা ॥ ২৮ ॥  
 ভবিতব্যং ভবত্যেব জানম্বেব শতক্রতো ! ।  
 উদ্যমঃ সর্বথা কার্যো যথা পৌরুষমাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥  
 মুনয়োহপি হি মুক্ত্যর্থমুদ্যমৈকরতাঃ সদা ।  
 দৈবাধীনঞ্চ জানন্তো যোগধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৩০ ॥  
 তস্মাৎ সদৈব কর্তব্যো ব্যবহারোদিতোদ্যমঃ ।  
 স্তুথং ভবতু বা মা বা দৈবে কা পরিদেবনা ॥ ৩১ ॥  
 বিনা পুরুষকারেণ কদাচিৎ সিদ্ধিমাশ্नुয়াৎ ॥  
 অন্ধবৎ পঙ্গুবৎ কামং ন তথা মুদমাবহেৎ ॥ ৩২ ॥  
 কৃতে পুরুষকারেহপি যদি সিদ্ধির্ন জায়তে ।  
 ন তত্র দূষণং তস্মৈ দৈবাধীনে শরীরিণি ॥ ৩৩ ॥

(মারিষ ! হে আৰ্য্য ! ব্যসনে বিপদি। ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজকোপজে ইতি কোষঃ। আশু তৎকরণমেব। ধৈর্য্যস্ত সীমারামতিক্রান্তায়াং দোষাভাব ইতি ভাবঃ ॥২৬ ৩৩ ॥)

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বৃহস্পতি বাসবের বাক্য শুনিয়া কার্য্যসাধন কামনার মনে মনে অভিলষিত বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন ॥ ২৬ ॥ সুরেন্দ্র ! তুমি সকলের মাননীয় অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিস্থ হও, ব্যসন উপস্থিত হইলে সহসা ধৈর্য্য ত্যাগ করা বিধেয় নহে ॥ ২৭ ॥ সুরাধ্যক্ষ ! জয় বা পরাজয় সর্বতোভাবে দৈবের অধীন স্নাতক্যং বুদ্ধিমান্ লোকের সর্বদাই ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত ॥২৮॥ শতক্রতো ! বাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া স্বীয় পৌরুষের অনুরূপ উৎসাহ সততই করিবে ॥২৯॥ সমস্ত কার্য্য দৈবের আশ্রিত ইহা অবগত হইয়া মূনিগণ মুক্তি লাভের আশায় একমাত্র উদ্যোগেই নিরত থাকিয়া যোগ ও ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ অতএব ব্যবহার শাস্ত্রের অনুমোদিত উদ্যম করা অবশ্য কর্তব্য, তাহাতে স্তুথ অথবা হঃখই হউক, দৈব বিষয়ে পরিতাপ অকর্তব্য ॥ ৩১ ॥ পুরুষকার ব্যতীত অন্ধ ও পঙ্গুর স্থায় কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ হয় বটে কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত দৃষ্ট হওয়া কর্তব্য নহে ॥ ৩২ ॥ শরীরি মায়েই দৈবের অধীন অতএব পুরুষকার অবলম্বন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয়

কার্যসিদ্ধির্ন সৈন্তেহস্তু ন যন্ত্রে ন চ যন্ত্রণে ।  
 ন রথে নায়ুধে নুনং দৈবাধীনা সুরাধিপ ! ॥ ৩৪ ॥  
 বলবান্ ক্লেশমাপ্নোতি নির্বলঃ স্ত্রুখমশ্মুতে ।  
 বুদ্ধিমান্ ক্ষুধিতঃ শোভে নিবুদ্ধিভোগবান্ ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥  
 কাতরো জয়মাপ্নোতি শূরো যাতি পরাজয়ম্ ।  
 দৈবাধীনে তু সংসারে কামং কা পরিদেবনা ॥ ৩৬ ॥  
 উদ্যমে যো জয়েন্ নুনং ভবিতব্যং সুরাধিপ ! ।  
 দুঃখদে স্ত্রুখদে বাপি তত্র তৌ ন বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৭ ॥  
 দুঃখে দুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ স্ত্রুখে পশ্যেৎ স্ত্রুখাধিকান্ ।  
 আত্মানং হর্ষশোকাভ্যাং শত্রুভ্যামিব নার্পয়েৎ ॥ ৩৮ ॥  
 ধৈর্য্যমেবাবগমন্তব্যং হর্ষশোকোদ্ধবে বুদ্ধিঃ ।  
 অধৈর্য্যাদ্যাদৃশং দুঃখং ন তু ধৈর্য্যেহস্তু তাদৃশম্ ॥ ৩৯ ॥  
 দুর্লভং সহনত্বং বৈ সময়ে স্ত্রুখদুঃখয়োঃ ।  
 হর্ষশোকোদ্ধবো যত্র ন ভবেদ্বুদ্ধিনিশ্চয়াৎ ॥ ৪০ ॥  
 কিং দুঃখং কস্ম বা দুঃখং নিওঁণোহহং সদাব্যয়ঃ ॥ ৪১ ॥

তৌ দুঃখস্ত্রুখদৌ ॥ ৩৭ ॥

(নার্পয়েৎ হর্ষশোকাভ্যাং অভিভূতঃ সন্নিতি শেষঃ ॥ ৩৮ ॥)

তাহাতে পুরুষের কিছুই দোষ নাই ॥৩৩॥ সুরাধিপ! কি সৈন্ত, কি যন্ত্র, কি যন্ত্রণা, কি রথ,  
 কি আয়ুধ কিছুতেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না, কেবল দৈবের দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া  
 থাকে ॥ ৩৪ ॥ সংসার দৈবের অধীন স্ত্রুতরাং বলবান্ ব্যক্তি দৈববলেই ক্লেশ পায়, দুর্বল  
 ব্যক্তিও স্ত্রুখলাভ করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও ক্ষুধিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, নিবুদ্ধি ব্যক্তিও  
 ভোগবান্ হয়, কাতর ব্যক্তিও জয়লাভ করে, শূর ব্যক্তিরও পরাজয় হয়, ইহাতে পরিতাপের  
 বিষয় কি ? ॥৩৫—৩৬॥ সুরনাথ ! উদ্যমে স্ত্রুখ অথবা দুঃখই হউক ভবিতব্য অবশ্যই তাহাতে  
 নিয়োজিত করিবে অর্থাৎ সেই উদ্ভোগ স্ত্রুখদায়ক অথবা দুঃখদায়ক হইবে প্রথমত এরূপ  
 বিবেচনা করিবে না ॥ ৩৭ ॥ লোক সকল দুঃখের সময়ে দুঃখের আধিক্যই অবলোকন করে,  
 স্ত্রুখের সময়ে স্ত্রুখের আধিক্য দর্শন করে কিন্তু হর্ষ ও শোকে অভিভূত হইয়া শত্রুমুখে  
 আত্ম সমর্পণ কর্তব্য নহে ॥ ৩৮ ॥ অধৈর্য্য হইলে যেসকল ক্লেশ হয় কিন্তু ধৈর্য্য অবলম্বন  
 করিলে তাদৃশ ক্লেশ হয় না অতএব হর্ষ বা শোক উপস্থিত হইলে পণ্ডিতগণের অবশ্যই  
 ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত ॥ ৩৯ ॥ স্ত্রুখ বা দুঃখের সময় তাহা সহ করা দুষ্কর অতএব  
 বুদ্ধির নিশ্চয়তা বশত যাহাতে হর্ষ ও শোকের উদয় না হয় তাহাই কর্তব্য ॥৪০॥ আমি নিরন্তর

চতুর্বিংশাতিরিক্তোহস্মি কিং.মে দুঃখং সুখঞ্চ কিম্ ।  
 প্রাণস্য ক্ষুৎপিপাসে দ্বে মনসঃ শোকমুচ্ছ'নে ॥ ৪২ ॥  
 জরামৃত্যুশরীরস্য ষড়্'শ্মিরহিতঃ শিবঃ ।  
 শোকমোহৌ শরীরস্য গুণৌ কিং মেহত্র চিন্তনে ॥ ৪৩ ॥  
 শরীরং নাহমথবা তৎসম্বন্ধী ন চাপ্যহম্ ।  
 সপ্তৈকষোড়শাদিত্যো বিভিন্নোহহং সদা সুখী ॥ ৪৪ ॥  
 প্রকৃতিবিকৃতির্নাহং কিং মে দুঃখং সদা পুনঃ ।  
 ইতি মত্বা সুরেশ ! ত্বং মনসা ভব নির্মমঃ ॥ ৪৫ ॥  
 উপায়ঃ প্রথমোহয়ং তে দুঃখনাশে শতক্রতো ! ।  
 মমতা পরমং দুঃখং নির্মমত্বং পরং সুখম্ ॥ ৪৬ ॥  
 সন্তোষাদপরং নাস্তি সুখস্থানং শচীপতে ! ।  
 অথবা যদি ন জ্ঞানং মমত্বনাশনে কিল ॥ ৪৭ ॥  
 ততো বিবেকঃ কর্তব্যো ভবিতব্যে সুরাধিপ ! ।  
 প্রারককর্মণাং নাশো নাভোগাল্পক্ষ্যতে কিল ॥ ৪৮ ॥  
 যদ্যাবি তদ্ব্যবত্যেব কা চিন্তা সুখদুঃখয়োঃ ।  
 সুরৈঃ সর্বৈঃ সহায়ৈর্বা বুদ্ধ্যা বা তব সত্তম ! ॥ ৪৯ ॥

সপ্তৈকষোড়শাদিত্য ইতি । সপ্ত মহাদায়াঃ সপ্ত বিকৃতয়ঃ । একশব্দেন মূলপ্রকৃতিঃ ।  
 ষোড়শশব্দেন ষোড়শবিকারাঃ ॥ ৪৩ ॥

অব্যয় ও নিশ্চয়, অতএব দুঃখ কাহার ? সে দুঃখই বা কি ? তখন এইরূপ বিবেচনা করা  
 কর্তব্য ॥ ৪১ ॥

আমি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত সূতরাং আমার সুখই বা কি দুঃখই বা কি ?  
 প্রাণের ধর্ম ক্ষুধা আর পিপাসা, মনের ধর্ম শোক ও মুচ্ছা, শরীরের ধর্ম জরা ও মৃত্যু, এই  
 ছয় ব্যাধিবিমুক্ত অতএব আমি শিব । শোক আর মোহ ইহারা শরীরের গুণ সূতরাং  
 ইহাদের চিন্তায় আমার প্রয়োজন কি ? আমি শরীরের ধর্ম, অথবা তৎসম্বন্ধীয় জীবও নহি,  
 আমি মহাদাদি সপ্ত বিকৃতি, প্রকৃতি এবং ষোড়শ বিকৃতি হইতে ভিন্ন সূতরাং আমি সর্বদাই  
 সুখী । আমি প্রকৃতি অথবা বিকৃতি নহি অতএব আমার সর্বদা দুঃখ হইবে কেন ? সুরেশ !  
 তুমি মনে মনে এই চিন্তা করিয়া নির্মম হও । শতক্রতো ! মমতাই পরম দুঃখের কারণ,  
 আর নির্মমতাই পরম সুখের মূল, সূতরাং নির্মমতাই তোমার দুঃখ নাশের প্রধান উপায় ।  
 শচীপতে ! সন্তোষ হইতে সুখের বিষয় আর কিছুই নাই । অথবা মমতা নাশ বিষয়ে যদি  
 তোমার জ্ঞান না হয় তাহা হইলে ভবিতব্য বিষয়ে বিবেক করা কর্তব্য । সুরাধিপ ! ভোগ



সুখং ক্রয়ায় পুণ্যস্ত দুঃখং পাপস্ত মারিষ ! ।

তস্মাৎ সুখক্রে হর্ষঃ কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্বথা বুধৈঃ ॥ ৫০ ॥

অথবা মন্ত্রয়িত্বাদ্য কুরু যত্নং যথাবিধি ।

কৃতে যত্নে মহারাজ ! ভবিতব্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
ইন্দ্রমন্ত্রণ বর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

তদেবাহ প্রকৃতির্কিকৃতির্নামিতি ॥ ৪৪—৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

না হইলে কখন প্রারক কার্যের নাশ লক্ষিত হয় না ॥ ৪১—৪৮ ॥ সুরসত্তম ! তোমার বুদ্ধি-  
বলই সহায় হউক অথবা সমস্ত দেবতাই সহায় হউন, তোমার যাহা হইবার তাহা অবশ্যই  
ঘটিবে অতএব সুখ বা দুঃখে তোমার আর চিন্তা কি ? ॥ ৪৯ ॥ রাজন্ ! পুণ্যক্রয়ের  
নিমিত্ত সুখ আর পাপক্রয়ের নিমিত্ত দুঃখ হইয়া থাকে, অতএব সুখ ক্রয় হইলে বুধগণের  
সর্বতোভাবে হর্ষ প্রকাশ করা উচিত । মহারাজ ! অদ্য মন্ত্রণা করিয়া যথাবিধি যত্ন কর,  
যত্ন করিলেও যাহা ভবিতব্য তাহা হইবে ॥ ৫০—৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ইন্দ্রের মন্ত্রবর্ণন নামক  
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রদ্ধা সহস্রাক্ষঃ পুনরাহ বৃহস্পতিম্ ।  
যুদ্ধোদ্যোগং করিষ্যামি হয়ারেণীশনায় বৈ ॥ ১ ॥  
নোদ্যমেন বিনা রাজ্যং ন সুখং ন চ বৈ যশঃ ।  
নিরুদ্যমং প্রশংসন্তি কাতরা ন চ সোদ্যমাঃ ॥ ২ ॥  
যতীনাং ভূষণং জ্ঞানং সন্তোষো হি দ্বিজগ্ননাম্ ।  
উদ্যমঃ শত্রুহননং ভূষণং ভূতিমিচ্ছতাম্ ॥ ৩ ॥  
উদ্যমেন হতস্ত্রাষ্ট্রে নমুচিবৰ্ষল এব চ ।  
তথৈনং নিহনিষ্যামি মহিষং মুনিসত্তম ! ॥ ৪ ॥  
বলং দেবগুরুস্ত্বং মে বজ্রমায়ুধমুত্তমম্ ।  
সহায়স্ত্ব হরির্নূনং তথোমাপতিরব্যয়ঃ ॥ ৫ ॥  
রক্ষোয়ান্ পঠ মে সাধো ! করোম্যদ্য সমুদ্যমম্ ।  
স্বসৈন্যাভিনিবেশঞ্চ মহিষং প্রতি মানদ ! ॥ ৬ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ মহামুখে ।

দেবৈঃ কৃতো দৈত্যসেনাপরাজয় উদীৰ্য্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে কৃতে যত্নে মহারাজ ভবিতব্যং ভবিষ্যতীতি বৃহস্পতিবাক্যং শ্রদ্ধা দেবরাজ  
আহেত্যাহ ইতি শ্রুত্বৈতি ॥ ১ ॥

সোদ্যমাঃ পরাক্রমিণো ন প্রশংসন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তদেবাহ যতীনামিতি ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সহস্রলোচন ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বৃহস্পতিকে পুনরায় বলি-  
লেন যে, মহিষাসুরের বিনাশের নিমিত্ত যুদ্ধের উদ্যোগ করিব । উদ্যম বাতীত রাজ্যলাভ,  
কি সুখ কি যশ কিছুই হয় না ; যাহারা কাতর, তাহারা নিরুদ্যমের প্রশংসা করে, আর  
যাহারা পরাক্রান্ত তাহারা উহার প্রশংসা করে না ॥ ১—২ ॥ যতিদিগের জ্ঞান ও দ্বিজগণের  
সন্তোষই পরম ভূষণ ; কিন্তু, যাহারা ঐশ্বর্য্য অভিলাষী, উদ্যম এবং শত্রু সংহারক পরাক্রমই  
তাহাদিগের উত্তম ভূষণ ॥ ৩ ॥ মুনিসত্তম ! আমি উদ্যম দ্বারা যেমন বৃত্র, নমুচি এবং বলা-  
সুরকে বিনাশ করিয়াছি সেইরূপ উদ্যমেই এই মহিষাসুরকে বিনাশ করিব ॥ ৪ ॥ আপনি  
দেবগণের গুরু স্তব্রাং আপনি এবং উত্তমায়ুধ বজ্র এই উভয়ই আমার উত্তম বল, আর

বাস উবাচ ।

ইত্যাভ্যক্তো দেবরাজেন বাচস্পতিরুবাচ হ ।

সুরেন্দ্রঃ যুদ্ধসংরক্তঃ স্মিতপূৰ্ব্বঃ বচস্তদা ॥ ৭ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ ।

প্রেরয়ামি ন চাহং ত্বাং ন চ নিবারয়াম্যহম্ ।

সন্দিগ্ধেহত্র জয়ে কামং যুধ্যতশ্চ পরাজয়ে ॥ ৮ ॥

ন তেহত্র দুষণং কিঞ্চিদুপিতব্যে শচীপতে ! ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং বিহিতঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

ন ময়া তৎ পরিজ্ঞাতং ভাবি দুঃখং সুখং তথা ।

যদ্যার্য্যাহরণে প্রাপ্তং পুরা বাসব ! বেৎসি হি ॥ ১০ ॥

শশিনা মে হতা ভার্য্যা মিত্রেণামিত্রকর্ষণ ! ।

স্বাশ্রমস্থেন সুপ্রাপ্তং দুঃখং সর্বসুখাপহম্ ॥ ১১ ॥

কেবলং রক্ষোয়ান্নান্নান্ পঠ মৎকল্যাণার্থমন্তঃ সর্বমহঙ্করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

যুধ্যতো জয়ে পরাজয়ে বা সন্দিগ্ধেন চ প্রেরয়ামীত্যম্বরঃ ॥ ৮—৯ ॥

ন ময়েতি । ভবতাং যুদ্ধে যদ্যবি দুঃখং সুখংবা তন্ময়া ন জ্ঞাতং তজ্জ্ঞানং মম নাস্তী-  
ত্যর্থঃ । নহু ত্বং ভাবি বেৎসীতি প্রসিদ্ধিঃ অতঃ কথমেবং বদসীতি চেত্তত্রাহ যদ্যার্য্যাহরণে  
ইতি । যদি মম ভাবিজ্ঞানমস্তি তদা মম ভার্য্যায়াঃ শশিনা হতারাং জায়মানং দুঃখং ময়া  
পূৰ্ব্বং জ্ঞাতমেব স্তাত্ত্বপায়শ্চ ময়া কৃত এব স্মার চ কৃতস্তস্মান্মম ভাবিজ্ঞানং নাস্তীত্যর্থঃ ।

ইহাতে অব্যয় হরি এবং উমাপতি হর অবশ্যই আমার সহায় হইবেন ॥ ৫ ॥ গুরো ! যাহাতে  
আমার মান রক্ষা হয় তাহা করুন ; এক্ষণে আমার মঙ্গল কামনায় বিঘ্ন নাশক মন্ত্র পাঠ  
করুন, আমি মহিষদানবের উদ্দেশে স্বীয় সৈন্ত সন্নিবেশপূর্ব্বক যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছি ॥ ৬ ॥

বাস বলিলেন, বৃহস্পতি দেবরাজের বাক্য শ্রবণান্তর দীর্ঘ হস্ত করিয়া সুরেন্দ্রকে  
কহিলেন, দেবেন্দ্র ! সম্বরই তুমি যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইবে তাহা একপ্রকার স্থির দেখিতেছি ॥ ৭ ॥  
যুদ্ধ করিলে জয় অথবা পরাজয়ের নিশ্চয়তা নাই, অতএব এই সন্দিগ্ধ বিষয়ে তোমাকে আমি  
প্রেরণও করিব না অথবা নিবারণও করিব না ॥ ৮ ॥ শচীপতে ! ভবিষ্য বিষয়ে তোমার  
কিছুমাত্র দোষ নাই, ইহাতে যদি সুখ বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সুখ হইবে আর যদি  
ইহাতে দুঃখ বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে দুঃখ হইবে । বাসব ! ভোগাদিগের যুদ্ধে সুখ  
কি দুঃখ হইবে, সেই ভবিষ্যৎ বিষয় আমি জ্ঞাত নহি, কারণ পুরাকালে আমার ভার্য্যা যখন  
অপহৃত হয় তখন আমি যে ক্লেশ অনুভব করিয়াছি তুমি তাহা অবগত আছ, অতএব আমার  
ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই তাহা থাকিলে দুঃখ পাইব কেন ? ॥ ৯-১০ ॥ শত্রুনাশন ! শশী শত্রু হইয়া  
আমার ভার্য্যা হরণ করিলে তাহাতে আমার সকল সুখেরই বিনাশ হইল । আমি স্বীয় আশ্রমে



বুদ্ধিমান্ সর্বলোকেষু বিদিতোহহং সুরাধিপ ! ।

ক মে গতা তদা বুদ্ধিৰ্যদা ভার্য্য। হতা বলাৎ ॥ ১২ ॥

তস্মাদুপায়ঃ কৰ্ত্তব্যো বুদ্ধিমন্তিঃ সদা নরৈঃ ।

কার্য্যসিদ্ধিঃ সদা নুনং দৈবাধীনা সুরাধিপ ! ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং সত্যং গুরোঃ সার্কং শচীপতিঃ ।

ব্রহ্মাণং শরণং গতা নত্বা বচনমব্রুবীৎ ॥ ১৪ ॥

পিতামহ ! সুরাধ্যক্ষ ! দৈত্যে। মহিষসংজ্ঞকঃ ।

এহীতুকামঃ স্বৰ্গং মে বলোদ্যোগং করোত্যলম্ ॥ ১৫ ॥

অন্যে চ দানবাঃ সৰ্ব্বে তৎসৈন্যং সমুপস্থিতাঃ ।

যৌদ্ধ কামা মহাবীৰ্য্যাঃ সৰ্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ১৬ ॥

তেনাহং ভীতভীতোহস্মি ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ।

সৰ্ব্বজ্ঞোহসি মহাপ্রাজ্ঞ ! সাহায্যং কৰ্ত্তুমহসি ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

গচ্ছামঃ সৰ্ব্ব এবাদ্য কৈলাসং ত্বরিতা বরম্ ।

শঙ্করং পুরতঃ কৃত্বা বিষ্ণুঞ্চ বলিনাং বরম্ ॥ ১৮ ॥

নহু ভাবিজ্ঞানং তব বৰ্দ্ধত এব তথাপি তৎপরিহারোহবশ্যং ভাবিজ্ঞানং ন কৃত ইতি চেত্তদা ভাবিজ্ঞানং নিরর্থকমেব যদ্বিতব্যং তদ্বিষ্যতি । কুরু যুদ্ধং স্বঃ মম ভাবিজ্ঞানসমাচারস্ত ন প্রকৃতে উপযোগ ইতি গূঢ়োহভিসন্ধিঃ ॥ ১০—১৬ ॥

অবস্থিত হইয়া অত্যন্তই দুঃখ পাইতে লাগিলাম ॥ ১১ ॥ সুরনাথ ! আমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া সকল লোকেই বিখ্যাত ; কিন্তু যখন শশী বলপূৰ্ব্বক ভার্য্য। অপহরণ করিয়াছিল তখন আমার বুদ্ধি কোথায় গিয়াছিল ॥ ১২ ॥ সুরাধিপ ! আমার বোধ হয় কার্য্য সিদ্ধি সৰ্ব্বতোভাবে দৈবের আয়ত্ত তথাপি বুদ্ধিমান্ লোকের সৰ্ব্বদা উপায় অবলম্বন করাই কৰ্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শচীপতি গুরুর সেই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করত পিতামহের শরণাগত হইয়া প্রণতিপূৰ্ব্বক বলিলেন ॥ ১৪ ॥ পিতামহ ! মহিষ দানব আমার স্বৰ্গরাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অধিকতর বল সংগ্রহ করিতেছে ॥ ১৫ ॥ অন্যান্য দানবেরা সকলেই সংগ্রামে অভিলাষী হইয়া তাহার সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও অতীব বীৰ্য্যশালী ॥ ১৬ ॥ তাহাতে আমি অতিশয় ভীত হইয়া আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি । হে মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন ॥ ১৭ ॥

ততো যুদ্ধং প্রকর্তব্যং সৰ্বৈষঃ সুরগণৈঃ সহ ।  
 মিলিত্বা মন্ত্রমাধায় দেশং কালং বিচিস্ত্য চ ॥ ১৯ ॥  
 বলাবলমবিজ্ঞায় বিবেকমপহায় চ ।  
 সাহসন্ত প্রকুর্বাণো নরঃ পতনমুচ্ছতি ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য সহস্রাক্ষঃ কৈলাসং নির্জগাম হ ।  
 ব্রহ্মাণং পুরতঃ কৃৎস্না লোকপালসমম্বিতঃ ॥ ২১ ॥  
 তুষ্টাব শঙ্করং গত্বা বেদমন্ত্রেৰ্মহেশ্বরম্ ।  
 প্রসন্নং পুরতঃ কৃৎস্না যযৌ বিষ্ণুপুরং প্রতি ॥ ২২ ॥  
 স্তুত্বা তং দেবদেবেশং ক্লার্ষ্যং প্রোবাচ চাত্মনঃ ।  
 মহিষান্তদুগ্রং চোত্রং বরদানমদোকৃতাত্ম ॥ ২৩ ॥  
 তদাকর্ণ্য ভয়ুঃ তস্য বিষ্ণুর্দেবানুবাচ হ ।  
 করিষ্যামো বয়ং যুদ্ধং হনিষ্যামস্তু দুৰ্জয়ম্ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তে নিশ্চয়ং কৃৎস্না ব্রহ্মবিষ্ণুহরীশ্বরাঃ ।  
 স্থানি স্থানি সমারুহ্য বাহনানি যযুঃ সুরাঃ ॥ ২৫ ॥

ভীতভীতোহস্মীতি । ভীতাদপি ভীতোহতিভীত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭—২৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, আমরা সকলে অদ্যই সঙ্কর হইয়া কৈলাসে যাইব, তথা হইতে শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিব ॥ ১৮ ॥ তথায় সমস্ত সুরগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করণান্তর দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ করা উচিত কি না স্থির করা হইবে ॥ ১৯ ॥ কারণ, যে পুরুষ আপনার বলাবল বিদিত না হইয়া এবং বিচার না করিয়া কোনও কার্য করিতে সাহস করে সে স্বীয় অবনতিই লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সহস্রলোচন ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লোকপাল সমভিব্যাহারে কৈলাসাতিমুখে নির্গত হইলেন, ॥ ২১ ॥ অনন্তর শঙ্করের সন্নিধানে উপনীত হইয়া বেদ মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তুত্ব করিলেন । মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে তাঁহাকে অগ্রে লইয়া বিষ্ণুপুর বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ সুরপতি, দেবদেবেশ বিষ্ণুর স্তুত্ব করিয়া বলিলেন যে, মহিষদানব বরলাভ বশত অত্যন্ত উদ্ধত হইয়াছে ; একান্ত একগে তাহা হইতে আমাদের অতিশয় ভয় উপস্থিত, আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন ॥ ২৩ ॥ তখন বিষ্ণু তাহার ভয়ের বিবরণ অবগত হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, আমরা সংগ্রাম করিয়া সেই দুৰ্জয় অসুরকে সংহার করিব ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা হংসসমাক্রুড়ো বিষ্ণুর্গরুড়বাহনঃ ।

শঙ্করো বৃষভাক্রুড়ো রুদ্রোহা গজসংস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

ময়ূরবাহনঃ স্কন্দো যমো মহিষবাহনঃ ।

কৃত্বা সৈন্যসমায়োগং যাবন্তে নির্ঘয়ুঃ সুরাঃ ॥ ২৭ ॥

তাবদ্বৈত্যবলং প্রাপ্তং দৃপ্তং মহিষপালিতম্ ।

তত্রাভূতু মূলং যুদ্ধং দেবদানবসৈন্যয়োঃ ॥ ২৮ ॥

বার্ণৈঃ খড়্গৈঃস্ত্রিধা প্রাসৈর্মুখলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ ।

গদাভিঃ পট্টিণৈঃ শূলৈশ্চক্রৈশ্চ শক্তিতোমরৈঃ ॥ ২৯ ॥

যুদ্ধগরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ হ্রলৈশ্চবাতিদারুণৈঃ ।

অন্যৈশ্চ বিবিধৈরস্ত্রৈর্নিজব্রুহুস্ত পৰম্পরম্ ॥ ৩০ ॥

সেনানীশ্চিকুরস্তস্ত গজাক্রুড়ো মহাবলঃ ।

মঘবস্তুং পঞ্চভিস্তৈঃ সায়কৈঃ সমতাড়য়ৎ ॥ ৩১ ॥

তুরাষাডপি তাংশ্ছিহ্না বার্নৈর্বাণাংসুরাস্থিতঃ ।

হৃদয়ে চার্কচন্দ্রেণ তাড়য়ামাস তং কৃতী ॥ ৩২ ॥

বাণাহতস্ত সেনানীঃ প্রাপ মুচ্ছাং গজোপরি ।

করিণং বজ্রঘাতেন স জঘান করে ততঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুহরীশ্বরা ইতি হরিরিন্দ্রঃ ঈশ্বরঃ শঙ্করঃ ॥ ২৫—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বীয় স্বীয় বাহনে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২৫॥ যৎকালে ব্রহ্মা হংসে, বিষ্ণু গরুড়ে, শঙ্কর বৃষে, দেবরাজ ঐরাবতে, স্কন্দ ময়ূরে এবং যম মহিষে আরুঢ় হইয়া সমস্ত দেব-সৈন্তের সমায়োগপূর্বক নির্গত হইলেন, সেই সময়েই অস্ত্রশস্ত্র-সম্বিত মহিষ-পালিত দানব-সেনাদল সন্মুখীন হইল ; তখন দেব ও দানব সৈন্তের ঘোরতর ভূমূল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥২৬—২৮॥ বাণ, খড়্গ, প্রাস, মুখল, পরশু, গদা, পট্টিশ, শূল, চক্র, শক্তি, তোমর, যুদ্ধগর, ভিন্দিপাল, লাকুল এবং অন্যান্য বিবিধ নিদারুণ অস্ত্র দ্বারা তাহার পৰম্পর পরম্পরকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ২৯—৩০ ॥ তখন মহিষের সেনাপতি মহাবল চিকুর অতি তীক্ষ্ণ পাঁচটা সায়ক দ্বারা বাসবকে তাড়িত করিল ॥ ৩১ ॥ লঘুহস্ত ইন্দ্রও সঘর শর দ্বারা সেই সমস্ত সায়ক ছেদন করিয়া অর্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা তাহার হৃদয়ে প্রহার করিলেন ॥ ৩২ ॥ সেনাপতি শরাহত হইয়া গজপৃষ্ঠে মুচ্ছিত হইলে বাসব সেই হস্তীর গুণ্ডে বজ্র প্রহার করিলেন, তখন সেই নাগ তাহার বজ্রে সর্কতোভাবে আহত ও ভগ্ন হইয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে পলায়ন করিল ।



তদ্বজ্রাভিহতো নাগো ভগ্নঃ সৈন্যং জগাম হ ।

দৃষ্ট্বা তং দৈত্যরাট্ ক্রুদ্ধো বিড়ালান্যমখাব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥

গচ্ছ-বীর ! মহাবাহো ! জহীস্রং মদগর্বিতম্ ।

বরুণাদীন্ পরান্ দেবান্ হত্যাগচ্ছ মমাস্তিকম্ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিড়ালাত্মো মহাবলঃ ।

আকুহ্য বারুণং মত্তং জগাম ত্রিদশাধিপম্ ॥ ৩৬ ॥

বাসবস্তং সমায়ান্তং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমম্বিতঃ ।

জঘান বিশিথৈস্তীক্লেৱাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৩৭ ॥

স তু চিহ্না শরাংস্তূর্ণং স্বশরৈশ্চাপনিঃসৃতৈঃ ।

পঞ্চাশদ্বিজঘানাশু বাসবঞ্চ শিলীমুথেঃ ॥ ৩৮ ॥

তথেষ্ট্রোহপি চ তান্ বাণাংশ্চিহ্না কোপসমম্বিতঃ ।

জঘান বিশিথৈস্তীক্লেৱাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৩৯ ॥

স তু চিহ্না শরাংস্তূর্ণং স্বশরৈশ্চাপনিঃসৃতৈঃ ।

গদয়া তাড়য়ামাস গজং তস্য করোপরি ॥ ৪০ ॥

স্বকরে নিহতো নাগশ্চকারার্ভুস্বরং মুহুঃ ।

পরিব্রত্য জঘানাশু দৈত্যসৈন্যং ভয়াতুরঃ ॥ ৪১ ॥

স ইন্দ্রঃ । করে শুণ্ডাদণ্ডে ॥ ৩৩—৩৯ ॥

দানবপতি তদ্বর্শনে ক্রুপিত হইয়া বিড়াল নামক দানবকে বলিল, বীর ! তুমি অতিশয় বল-  
শালী, অতএব তুমি গিয়া অগ্রে মদগর্বিত ইন্দ্রকে সংহার কর, পরে বরুণ প্রভৃতি অন্যান্য  
দেবগণকে নিপাত করিয়া আমার নিকট কিরিয়া আইস ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বিড়াল নামক মহাপরাক্রান্ত অশুর দানবপতির সেই বাক্য  
শ্রবণপূর্বক মত্তমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের নিকটে আগমন করিল ॥ ৩৬ ॥  
বাসব তাহাকে আসিতে দেখিয়া সরোষে আশীবিষের দ্বারা প্রেতাশালী ভরকর বিশিখ দ্বারা  
তাহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৩৭ ॥ পরন্তু সেও চাপনিঃসৃত শরসমূহ দ্বারা তাঁহার শর সকল  
অবিলম্বে ছেদন করিয়া পঞ্চাশ শিলীমুখ নিক্ষেপ করিয়া বাসবকে সত্বর প্রহার করিল ॥ ৩৮ ॥  
ইন্দ্রও সেই সকল বাণ ছিন্ন করিয়া কোপসহকারে পুনরায় আশীবিষের দ্বারা তীক্ষ্ণ বিশিখ  
দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন এবং চাপনির্মুক্ত নিজ শরনিকর দ্বারা তাহার বাণ সমূহকে  
খণ্ড খণ্ড করিয়া তৎকণাৎ তাহার গজের শুণ্ডাদণ্ডে গদা প্রহার করিলেন ॥ ৩৯-৪০ ॥ গজ স্বীর

দানবস্তু গজং বীক্ষ্য পরাবৃত্য গতং রণাৎ ।  
 সমাবিশ্য রথে রম্যে জগামাশু সুরান্ রণে ॥ ৪২ ॥  
 তুরাষাড়পি তং বীক্ষ্য রথস্থং পুনরাগতম্ ।  
 অহনদ্বিশিখৈস্তীকৈরাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৪৩ ॥  
 সোহপি ক্রুদ্ধশ্চকারোগ্রাং বাণযুষ্টিং মহাবলঃ ।  
 বভূব তুমুলং যুদ্ধং তয়োস্তত্র জয়ৈষিণোঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ইন্দ্রস্ত বলিনং দৃষ্ট্বা কোপেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 জয়ন্তমগ্রতঃ কৃৎন্বা যুযুধে তেন সংযুতঃ ॥ ৪৫ ॥  
 জয়ন্তস্ত শিতৈর্বাণৈস্তং জঘান স্তনাস্তরে ।  
 পঞ্চভিঃ প্রবলাকৃষ্টৈরস্ত্রং যদগর্জিতম্ ॥ ৪৬ ॥  
 স বাণাভিহতস্তাবন্নিপপাত রথোপরি ।  
 অতিবাহ্য রথং সূতো নির্জগাম রণাজিরাৎ ॥ ৪৭ ॥  
 তস্মিন্ বিনির্গতে দৈত্যে বিড়ালাত্যেহথ যুচ্ছিতে ।  
 জয়শব্দো মহানাসীদুদ্ভীনাঞ্চ নিঃশ্বনঃ ॥ ৪৮ ॥  
 সুরাঃ প্রমুদিতাঃ সর্বৈ ভুক্ষুবুস্তং শচীপতিম্ ।  
 জগুর্গন্ধর্বপতয়ো ননুভুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৯ ॥

স তু হিবেতি । স এবেক্ষ্যচাপনিঃসৃতৈঃ স্বশরৈস্তূর্ণং তস্ত শূরাংশ্ছিহ । তস্ত দৈত্যস্ত গজং  
করোপরি শুভায়াং গদয়া তাড়য়ামাসেত্যম্বয়ঃ ॥ ৪০—৪৪ ॥

জয়ন্তং স্বপুত্রম্ ॥ ৪৫ ॥

করে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আর্জুনের বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল, তখন সে ভরাতুর  
 হইয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে দানবসৈন্যগণকেই বিনাশ করিতে লাগিল ॥৪১॥ সেনাপতি  
 বিড়ালাত্য রণস্থল হইতে গজ পলায়ন করিল দেখিয়া রমণীর রথে আরোহণপূর্বক তৎক্ষণাৎ  
 যুদ্ধস্থলে সুরগণের সম্মুখীন হইল ॥ ৪২ ॥ সুরগণ রথারোহণে পুনর্বার দানবকে আসিতে  
 দেখিয়া আশীবিষ সদৃশ স্ত্রীক শরনিকর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৪৩ ॥ সেই  
 মহাবল দানবও কুপিত হইয়া ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন সেই জয়ান্তিলাবী  
 বাসব ও দানবে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ দানবকে বলবান্ দেখিয়া কোপে  
 বাসবের ইন্দ্রিয় সকল আকুল হইল, তখন স্বীয় পুত্র জয়ন্তকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে সংগ্রামে  
 প্রযুক্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ জয়ন্ত পাঁচটা শাণিত বাণ মরলে আকর্ষণ করিয়া যদগর্জিত দানবের  
 বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ৪৬ ॥ দানব শরজালে অভিহত হইয়া রথের কোড়ে নিপতিত  
 হইল, তখন সারথি রথ লইয়া রণাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিল ॥ ৪৭ ॥ সেই বিড়াল নামক

চুকোপ মহিষঃ শ্রদ্ধা জয়শব্দং সুরৈঃ কৃতম্ ।  
 প্রেষয়ামাস তত্রৈব তাত্ৰং পরমদাপহম্ ॥ ৫০ ॥  
 তাত্ৰস্তু বহুভিঃ সার্কিং সমাগম্য রণাজিরে ।  
 শরবৃষ্টিং চকারাশু তড়িৎস্থানিব সাগরে ॥ ৫১ ॥  
 বরুণঃ পাশমুদ্যম্য জগাম হুরিতস্তদা ।  
 যমশ্চ মহিষাক্রূড়ো দণ্ডমাদায় নির্যযৌ ॥ ৫২ ॥  
 তত্র যুদ্ধমভূদ্ঘোরং দেবদানবয়োর্নিথঃ ।  
 বাণৈঃ খড়্গৈশ্চ মুষলৈঃ শক্তিভিঃ পরশ্বধৈঃ ॥ ৫৩ ॥  
 দণ্ডেন নিহতস্তাত্ৰো যমহস্তোদ্যতেন চ ।  
 ন চচাল মহাবাহুঃ সংগ্রামাঙ্গণতস্তদা ॥ ৫৪ ॥  
 চাপমাকৃষ্য বেগেন মুক্তা তীত্রাঙ্গুলীমুখান্ ।  
 ইন্দ্রাদীনহনতুর্গং তাত্ৰস্তস্মিন্ রণাজিরে ॥ ৫৫ ॥  
 তেহপি দেবাঃ শরৈর্দিব্যৈর্নিশিতৈশ্চ শিলাশিতৈঃ ।  
 নিজঘ্নুর্দানবান্ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চুক্রুশুঃ ॥ ৫৬ ॥

( চুকোপেতি । পরমদাপহম্ শক্রগর্ভবিনাশসমর্থম্ ॥ ৫০ ॥

তাত্ৰস্থিতি । বহুভিঃ সার্কিমিত্যেনে তাত্ৰশু ভুরিবীৰ্য্যবশ্বং সূচিতম্ । তড়িৎস্থান্ মেঘ ইব ।  
 সাগর ইত্যেনে দেবসৈন্তানাং প্রাচুর্য্যমুক্তম্ ॥ ৫১ ॥ )

দানব মুচ্ছিত হইয়া নির্গত হইলে দেবগণের ছন্দুতির নিঃশব্দ এবং মহান্ জয়শব্দ হইতে  
 লাগিল ॥ ৪৮ ॥ সুরগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া শচীপতির স্তব করিতে লাগিল, গন্ধর্ভপতিগণ গান  
 এবং অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

রাজন্ ! মহিষ তখন সুরগণের উচ্চারিত জয় শব্দ শ্রবণে কুপিত হইয়া শক্রগর্ভহারী  
 তাত্ৰ নামক দানবকে সংগ্রামে প্রেরণ করিল ॥ ৫০ ॥ তাত্ৰ রণস্থলে উপস্থিত এবং অনেকানেক  
 প্রতিপক্ষ যোদ্ধগণের সম্মুখীন হইয়া মেঘের সাগরোপরি বারি বর্ষণের জ্ঞান শর বর্ষণ করিতে  
 লাগিল ॥ ৫১ ॥ তখন বরুণ পাশ উদ্যত করিয়া গমন করিলেন এবং যমও মহিষে আক্রমণ  
 হইয়া দণ্ড লইয়া ধাবিত হইলেন ॥ ৫২ ॥ বাণ, খড়্গ, মুষল, শক্তি, এবং পরশু দ্বারা দেব ও  
 দানবের পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ যম হস্ত দ্বারা দণ্ড উদ্যত করিয়া  
 তাত্ৰকে প্রহার করিলেন, মহাবাহু তাত্ৰ যমদণ্ড দ্বারা তাড়িত হইয়াও তৎকালে রণস্থল  
 হইতে বিচলিত হইল না ॥ ৫৪ ॥ বরুণ সে সবেগে চাপ আকর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা  
 রণাঙ্গণে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সম্বর প্রহার করিল ॥ ৫৫ ॥ দেবতারাও কুপিত হইয়া শিলা-  
 শাণিত নিশিত দিব্য শরসমূহ দ্বারা দানবদিগকে আঘাত করিয়া থাক থাক বলিয়া আক্রোশ



নিহতশৈলৈঃ সুরৈর্দৈত্যৈঃ। মুচ্ছামাপ রণাঙ্গণে ।

হাহাকারো মহানাসীদৈত্যসৈন্যে ভয়াতুরে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
পঞ্চমস্কন্ধে দৈত্যসৈন্যপরাজয়ো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সংগ্রামাঙ্গণতঃ সংগ্রামস্থলাং ॥ ৫৪—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥ সুরগণের সেই শরসমূহে আহত হইয়া দানব তাম্র রণস্থলে  
মুচ্ছিত হইল, তখন দানবসৈন্য ভয়াতুর হইয়া মহান্ হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্তক মহাপুরাণ  
শ্রীমদ্দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরের সৈন্যপরাজয়  
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

॥ १०७ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তাশ্চৈহথ মূর্ছিতে দৈত্যে মহিষঃ ক্রোধসংযুতঃ ।

সমুদ্যম্য গদাং গুৰ্ব্বাং দেবানুপজগাম হ ॥ ১ ॥

তিষ্ঠন্ত্যদ্য সুরাঃ সৰ্বে হন্যাহং গদয়া কিম্ ।

সৰ্বে বলিভুজঃ কামং বলহীনাঃ সদৈব হি ॥ ২ ॥

ইত্যাভ্রাসৌ গজাক্রুড়ং সম্প্রাপ্য মদগর্ষিতঃ ।

জঘান গদয়া তুর্ণং বাহুশ্চুলে মহাভুজঃ ॥ ৩ ॥

সোহপি বজ্রেণ ঘোরেন চিচ্ছেদাশু গদাঞ্চ তাম্ ।

প্রহৰ্তু কামস্তুরিতো জগাম মহিষং প্রতি ॥ ৪ ॥

হয়ারিরপি কোপেন খড়্গমাদায় স্প্রভম্ ।

যযাবিস্ত্রং মহাবীৰ্য্যং প্রহরিস্যম্নিবাস্তিকম্ ॥ ৫ ॥

বভূব চ তয়োৰ্যুধং সৰ্বলোকভয়াবহম্ ।

আয়ুধৈর্বিবিধৈস্তত্র মুনিবিস্ময়কারকম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চপঞ্চাশক্তিঃ সৌকৈরনন্তরম্ ।

দেবদানবসৈন্তস্ত যুদ্ধং জাতমুদীৰ্ঘতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে তাশ্চৈ দৈত্যে মূর্ছিতে সতি তদ্বক্তব্যং জাতং বৃত্তমাহ তাশ্চৈ ইতি ॥ ১ ॥

বলিভুজঃ কাকাঃ ॥ ২—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সেনাপতি তাম্র মূর্ছিত হইলে পর মহিষ ক্রোধতরে গুৰুতর গদা উদ্যত করত দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, দেবগণ ! তোমরা কাকের ভায় সৰ্বদাই বলহীন, অতএব থাক, এখনি তোমাদিগকে গদাঘাতে নিহত করিতেছি ॥ ১—২ ॥ মদগর্ষিত মহাবল মহিষ এই কথা বলিয়া ঐরাবতাক্রুড় ইন্দ্রকে সম্মুখে পাইয়া গদা দ্বারা তৎকণাৎ তাহার বাহুশ্চুলে আঘাত করিল ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রও অবিলম্বে ঘোরতর বজ্র প্রহারে সেই গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে প্রহার করিতে অভিলাষী হইয়া সুরার তাহার সন্নিহিত হইলেন ॥ ৪ ॥ তখন মহিষও কোপবশত দীপ্তিশালী খড়্গ লইয়া মহাবীৰ্য্য ইন্দ্রকে প্রহার করিবার নিমিত্ত তাহার নিকটে গমন করিল ॥ ৫ ॥ পরে বিবিধ আয়ুধ বর্ষণ দ্বারা তাহাদের উভয়ের যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে সমস্ত লোকের ভয় ও মুনিগণের বিস্ময়

চকারাশু তদা দৈতেয়া মায়াং মোহকরীং কিল ।  
 শাস্বরীং সৰ্বলোকরীং মুনীনামপি মোহিনীম্ ॥ ৭ ॥  
 কোটিশো মহিষাস্তত্র তক্ষপাস্তৎপরাক্রমাঃ ।  
 দদৃশুঃ সায়ুধাঃ সৰ্বৈ নিমন্তো দেববাহিনীম্ ॥ ৮ ॥  
 মঘবা বিম্বিতস্তত্র দৃষ্ট্বা তাং দৈত্যনির্মিতাম্ ।  
 বভূবাতিভয়োৰিণ্যো মায়াং মোহকরীং কিল ॥ ৯ ॥  
 বরুণোহপি স্তম্ভস্তস্তথৈব ধননায়কঃ ।  
 যমো হতাশনঃ সূর্য্যঃ শীতরশ্মিৰ্ভয়াতুরঃ ॥ ১০ ॥  
 পলায়নপরাঃ সৰ্বৈ বভূবুর্মোহিতাঃ সুরাঃ ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং স্মরণং চক্রুরদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥  
 তত্রাজগ্মুশ্চ কাজেশাঃ স্মৃতমাত্রাঃ সুরোত্তমাঃ ।  
 হংসতাক্ষ্যবধারুঢ়াভ্রাতুকামা বরায়ুধাঃ ॥ ১২ ॥  
 শৌরিস্তাং মোহিনীং দৃষ্ট্বা স্তদৰ্শনমথোজ্জ্বলম্ ।  
 মুমোচ তন্তেজসৈব মায়া সা বিলয়ং গতা ॥ ১৩ ॥  
 বীক্ষ্য তান্মহিষস্তত্র সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ ।  
 যোদ্ধুকামঃ সমাদায় পরিঘং সমুপাদ্রবৎ ॥ ১৪ ॥

শাস্বরী লোকে সাবরীতি বদন্তি ॥ ৭—১১

তত্রাজগ্মুশ্চেতি । নহু পূৰ্ব্বং ব্রহ্মাদয়ো যুদ্ধার্থমাগতা ইতুব্রহ্মমেব পুনরত্রাজগ্মুরিতি  
 কথয়ুচ্যত ইতি চেহচ্যতে । আগতা এব ব্রহ্মাদয়ো দেবরাজস্ত যুধ্যমানস্ত পৃষ্ঠতো বহদূর-

জগ্মিল ॥ ৬ ॥ তখন সেই দানব, সমস্ত লোকের বিনাশকরী, অধিক কি মুনিগণেরও মোহ-  
 কারিণী শাস্বরী মায়া বিস্তার করিল ॥ ৭ ॥ তখন রণস্থলে মহিষসদৃশ রূপবিশিষ্ট ও পরাক্রম-  
 শালী কোটি কোটি মহিষ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তাহার। সকলেই আয়ুধ লইয়া দেবসেনা  
 সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৮ ॥ সেই দানবকৃত মোহকরী মায়া দর্শনে বাসব বিম্বিত এবং  
 অতিশয় ভয় বশত উদ্ভিন্ন হইলেন ॥ ৯ ॥ বরুণ, ধনপতি, যম, হতাশন, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি  
 দেবগণ ভয়ান্ত হইয়া সকলেই পলায়ন করিলেন । তখন সুরবৃন্দ মায়াভালে বিমোহিত হইয়া  
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০—১১ ॥ স্মরণ করিবামাত্র  
 সুরবর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হংস, গরুড় ও বৃষভে আরোহণ করিয়া উত্তম উত্তম আয়ুধ ধারণ  
 পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে পরিজ্ঞান করিতে আসিলেন ॥ ১২ ॥ শৌরি সেই মোহিনী মায়া দর্শন  
 করিয়া উজ্জ্বল স্তদৰ্শনচক্র নিক্ষেপ করিলেন, স্তদৰ্শনের তেজঃপ্রভাবেই সেই মায়া তিরোহিত  
 হইল ॥ ১৩ ॥ মহিষ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ও প্রলয়কারী মহেশ্বরকে তথায়



মহিষাখ্যো মহাবীরঃ সেনানীশ্চিহ্নরস্তুথা ।

উগ্রাশ্বেচোগ্রবীৰ্য্যশ্চ দুদ্ৰুবুধকামুকাঃ ॥ ১৫ ॥

অসিলোমা ত্রিনেত্রশ্চ বাক্ললোহক্কক এব চ ।

এতে চান্ধে চ বহবো যুদ্ধকামা বিনির্যযুঃ ॥ ১৬ ॥

সন্নদ্ধা ধৃতচাপাস্তে রথাক্রুড়া মদোদ্ধতাঃ ।

পরিবক্রঃ সুরান্ সৰ্বান্ বৃকা ইব স্রবৎসকান্ ॥ ১৭ ॥

বাণবৃষ্টিং ততশ্চক্রুর্দানবা মদগর্বিতাঃ ।

সুরাশ্চাপি তথা চক্রুঃ পরম্পরজিঘাংসবঃ ॥ ১৮ ॥

অন্ধকো হরিমাসাদ্য পঞ্চবাণাঙ্গুলানিতান্ ।

মুমোচ বিষসন্দিগ্ধান্ কুর্গাকৃষ্টান্ মহাবলান্ ॥ ১৯ ॥

বাসুদেবোহ্যসম্প্রাপ্তান্ বিশিখানাশুগৈস্তদা ।

চিচ্ছেদ তান্ পুনঃ পঞ্চ মুমোচ রিপুনাশনঃ ॥ ২০ ॥

তয়োঃ পরম্পরং যুদ্ধং বভূব হরিদৈত্যয়োঃ ।

বাণাসিচক্রমুসলৈর্গদাশক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ২১ ॥

মহেশান্ধকয়োৰ্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।

পঞ্চাশদ্দিনপর্য্যন্তং বভূব চ পরম্পরম্ ॥ ২২ ॥

দেশে স্থিতা যদেদ্রুস্ত সঙ্কটমুপস্থিতং তদা তেন স্মৃতা অগ্রে আগতা ইত্যত্র তাং-  
পর্য্যায় ॥ ১২—১৬ ॥

বৃকা ইব স্রবৎসকান্ । যথা বৃকাঃ স্রবৎসান্ পরিববুস্তথৈত্যর্থঃ ॥ ১৭—২২ ॥

অবলোকন করিয়া যুদ্ধাভিলাষে পরিষ লইয়া ধাবিত হইল ॥ ১৪ ॥ তখন, সেনাপতি চিহ্নর, উগ্রাশ্ব, উগ্রবীৰ্য্য, অসিলোমা, ত্রিনেত্র, বাক্লল, অন্ধক এবং অত্যাশ্র যোধগণ সকলেই যুদ্ধ বাসনার বিনির্গত হইল ॥ ১৫—১৬ ॥ সেই মদোদ্ধত দানবগণ বশ্মে পরিবৃত এবং ধনুর্ধারণপূর্ব্বক রথাক্রুড়া হইয়া, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র সকল যেরূপ স্কুম্বার বৎস-  
দিগকে আক্রমণ করে, সেইরূপ সুরগণকে বেষ্টন করিল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর সেই মদগর্বিত দানবগণ বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল, দেবতারাও পরম্পর জিঘাংসু হইয়া সেইরূপ বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ সেনাপতি অন্ধক হরির সন্নিহিত হইয়া মহাবলে আকর্ষণ আকর্ষণ করত বিষদিক্খ শিলাশাণিত পাঁচটা বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ১৯ ॥ তখন অগ্নিনাশক বাসুদেবও স্বপ্রেরিত বাণ দ্বারা সেই সকল বিশিখ সন্মুখাগত হইতে না হইতেই তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২০ ॥ তখন হরি ও দানবপক্ষ বাণ, অসি, চক্র, মুঘল, গদা, শক্তি ও পরশু দ্বারা পরম্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ এদিকে মহেশ ও

ইন্দ্রবাক্ষলয়োস্তদ্বনুমহিষাসুররুদ্রয়োঃ ।

যমত্রিনেত্রয়োস্তদ্বনুমহাহনুধনেশয়োঃ ।

অসিলোমবরুণয়োৰ্যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২৩ ॥

গরুড়ং গদয়া দৈতেয়া জঘান হরিবাহনম্ ।

স গদাপাতখিন্নাস্তো নিঃশ্বসন্নবতিষ্ঠত ॥ ২৪ ॥

শৌরিস্তং দক্ষিণেনাশু হস্তেন পরিসাভ্রবন্ ।

স্থিরং চকার দেবেশো বৈনতেয়ং মহাবলম্ ॥ ২৫ ॥

সমাক্রম্য ধনুঃ শাস্ত্রং যুমোচ বিশিখান্ বহুন্ ।

অন্ধকোপরি কোপেন হস্তকামো জনার্দনঃ ॥ ২৬ ॥

দানবোহপি চ তান্ বাণাংশিচ্ছেদ স্বশরৈঃ শিতৈঃ ।

পঞ্চাশদ্বিহরিং কোপাজ্জঘান চ শিলাশিতৈঃ ॥ ২৭ ॥

বাসুদেবোহপি তাংস্তূর্ণং বঞ্চয়িত্বা শরোভ্রমান্ ।

চক্রং যুমোচ বেগেন সহস্রারং সূদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

ত্যান্তং সূদর্শনং দূরাং স্বেচক্রেণ ন্যবারয়ৎ ।

ননাদ চ মহারাজ ! দেবান্ সম্মোহয়ন্নিব ॥ ২৯ ॥

মহিষাসুররুদ্রয়োরিত্যত্র তু রুদ্রো মহাদেবঃ । যমত্রিনেত্রয়োরিত্যত্র তু ত্রিনেত্রো  
দৈত্যঃ ॥ ২৩ ॥

(সেতি । গদাঘাতেন খিন্নাশ্বসন্নাস্তজানি যন্ত সঃ । গরুড়শাস্ত্রে মহানীরস্তাবসন্নহনণা-  
দৈত্যশ্রুতিবীৰ্য্যবত্বং স্মৃতিমিতি ভাবঃ । অবতিষ্ঠতেত্যত্র অড়াগমাত্মন আৰ্ষঃ ॥২৪-৩০॥)

অন্ধকের পরস্পর পঞ্চাশৎ দিবস পর্য্যন্ত লোমহর্ষণ ভূমূল যুদ্ধ হইয়াছিল ॥২২॥ এইরূপ বাক্ষলের  
সহিত ইন্দ্রের, মহিষের সহিত রুদ্রের, ত্রিনেত্রের সহিত যমের, মহাহনুর সহিত ধনপতির  
এবং অসিলোমার সহিত বরুণের অতীব নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ মহিম হরিবাহন  
গরুড়কে গদাঘাত করিল, গরুড় গদার প্রহারে অতি কাতর হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে  
করিতে বসিয়া পড়িল ॥ ২৪ ॥ তখন দেবপতি শৌরি দক্ষিণহস্ত দ্বারা সাধুনা করিয়া সেই  
বিনতানন্দন মহাবল গরুড়কে স্থির করিলেন ॥ ২৫ ॥ জনার্দন কোপবশত অন্ধককে  
সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া শাস্ত্রধনু আকর্ষণ পুশ্চক তাহার উপর বহুতর শর নিক্ষেপ  
করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রথমত দানব আপনার শাণিত শরজালে তাঁহার সেই বাণ সকল খণ্ড  
খণ্ড করিয়া ফেলিল । পরে কোপবশত শিলাশাণিত পঞ্চাশৎ শর দ্বারা হরিকে আঘাত  
করিল ॥ ২৭ ॥ বাসুদেবও অবিলম্বে সেই উত্তম উত্তম শর সকল বিফল করিয়া সফল অর  
সমবিত সূদর্শন চক্র সবেগে পরিভ্রাণ করিলেন ॥ ২৮ ॥ মহারাজ ! অন্ধক স্বীয় চক্র দ্বারা

দৃষ্ট্বা তু বিফলং জাতং চক্রং দেবশ্চ শার্ঙ্গিনঃ ।  
 জগ্মুঃ শোকং সুরাঃ সর্বৈ জহ্যুর্দানবাস্তথা ॥ ৩০ ॥  
 বাসুদেবোহপি তরসা দৃষ্ট্বা দেবাঙ্গুচাৰতান্ ।  
 গদাং কোমোদকীং ধৃত্বা দানবং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩১ ॥  
 তং জঘানাতিবেগেন মৃদ্ধ্বি মায়াবিনং হরিঃ ।  
 স গদাভিহতো ভূমৌ নিপপাতাতিমূচ্ছিতঃ ॥ ৩২ ॥  
 তং তথা পতিতং বীক্ষ্য হ্যারিরতিকোপনঃ ।  
 আজগাম রমানাথং ত্রাসয়ন্নতিগর্জ্জিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥  
 বাসুদেবোহপি তং দৃষ্ট্বা সমায়ান্তং ক্রুধান্বিতম্ ।  
 চাপজ্যানিনদক্ষোত্রং চকার নন্দয়ন্ সুরান্ ॥ ৩৪ ॥  
 শরবৃষ্টিং চকারাশু ভগবান্ মহিমোপরি ।  
 নোহপি চিচ্ছেদ বাণৌঘৈস্তাঞ্জুরান্ গগনৈরিতান্ ॥ ৩৫ ॥  
 তয়োৰ্যুদ্ধমভূদ্রাজন্ ! পরস্পরভয়াবহম্ ।  
 গদয়া তাড়য়ামাস কেশবো মস্তকোপরি ॥ ৩৬ ॥  
 স গদাভিহতো মৃদ্ধ্বি পপাতোৰ্ব্বাং স্মৃচ্ছিতঃ ।  
 হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্তে তস্মৈ হৃদারুণঃ ॥ ৩৭ ॥

( বাসুদেনোহপীতি । কোঃ পৃথিব্যাঃ অরিঘাতনাদিনা পালকত্বাৎ মোদকো বিষ্ণুঃ ।  
 তস্মৈ যমিত্যাণ্ ততঃ স্মিহাঙ্গীপ্ । কোমোদকী বিষ্ণোরৈব গদা ॥ ৩১—৪৩ ॥ )

সুদর্শন চক্র নিবারণ করিয়া একরূপ গর্জ্জন করিল যে, তখন যেন তাহাতে সমস্ত সুরগণ  
 মোহপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥ শার্ঙ্গধর বাসুদেবের চক্র বিফল হইল, অবলোকন করিয়া  
 সুরগণ শোকাবল হইলেন এবং দানবগণ হর্ষ লাভ করিল ॥ ৩০ ॥ বাসুদেবও সুরগণকে  
 শোকান্বিত দেখিয়া কোমোদকী গদা ধারণ পূর্ব্বক দানবের অভিযুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৩১ ॥  
 তখন হরি সেই মায়াবী দানবের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন, তৎকালে সে গদাঘাতে  
 মূচ্ছিত হইয়া ভূভলে নিপতিত হইল ॥ ৩২ ॥ অতি কোপনস্বভাব মহিষদানব অন্ধককে  
 নিপতিত দেখিয়া গভীরগর্জ্জনে রমানাথকে ত্রাসিত করত আগমন করিল ॥ ৩৩ ॥ সে ক্রোধে  
 অধীর হইয়া সমাগত হইলে বাসুদেব ইহাকে অবলোকন করিয়া ধনুর্জ্যার এতাদৃশ ভয়ঙ্কর  
 শব্দ করিলেন যে, তাহাতে সুরগণের হর্ষের উদয় হইল ॥ ৩৪ ॥ তখন ভগবান্, মহিষের  
 উপর বাণ বর্ষণ করিলেন, মহিষ শরনিকর দ্বারা আকাশ পথেই সেই সকল শর ছেদন  
 করিল ॥ ৩৫ ॥ রাজন্ ! তখন তাঁহাদের পরস্পরের ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । কেশব  
 গদা দ্বারা তাহার মস্তকেব উপর আঘাত করিলেন ॥ ৩৬ ॥ সে গদা প্রহারে মস্তকে



স বিহায় ব্যথাং দৈতেয়া মুহূর্তাদুখিতঃ পুনঃ ।  
 গৃহীত্বা পরিঘং শীর্ষে জঘান মধুসূদনম্ ॥ ৩৮ ॥  
 পরিদেণাহতস্তেন মূর্ছ্যামাপ জনাৰ্দ্দনঃ ।  
 মূচ্ছিতং তমুবাহাশু জগাম গরুড়ো রণাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 পরাবৃত্তে জগন্নাথে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।  
 ভয়ং প্রাপুঃ স্রুত্বাঃ খাভীশ্চ ক্রুশ্চ রণাজিরে ॥ ৪০ ॥  
 ক্রন্দমানান্ সুরান্ বীক্ষ্য শঙ্করঃ শূলভূতদা ।  
 মহিষং তরসাভ্যেত্য প্রাহরদ্রোষসংযুতঃ ॥ ৪১ ॥  
 সোহপি শক্তিং মূমোচাথ শঙ্করস্তোরসি স্ফুটম্ ।  
 জগজ্জ স চ দুৰ্দ্ধাত্মা বক্ষয়িত্ব ত্রিশূলকম্ ॥ ৪২ ॥  
 শঙ্করোহপি তদা পীড়াং ন প্রাপোরসি তাড়িতঃ ।  
 তঃ জঘান ত্রিশূলেণ কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৪৩ ॥  
 সংলগ্নং শঙ্করঃ দৃষ্ট্বা মহিষেণ দুরাত্মনা ।  
 আজগাম হরিস্তাবৎ ত্যক্ত্বা মূর্ছাং প্রহারজাম্ ॥ ৪৪ ॥  
 মহিষস্ত তদা বীক্ষ্য সম্প্রাপ্তৌ হরিশঙ্করৌ ।  
 যুদ্ধকামৌ মহাবীৰ্যৌ চক্রশূলধরৌ বরৌ ॥  
 কোপযুক্তৌ বভূবাসৌ দৃষ্ট্বা তৌ সমুপাগতৌ ॥ ৪৫ ॥

( সংলগ্নং যোগনকর্মণি ব্যাপারবস্তম্ । পৃষ্ঠাং মহিষাসুরপ্রহারমূচ্ছিতং চরিতং গৃহীত্বা  
 গরুড়ঃ সমরাস্ত্রনাগ্নিগতঃ । ইদানীং হরিস্তাবৎ প্রহারজাং মূর্ছাং ত্যক্ত্বা রণাঙ্গনে পুনরায়াত  
 ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥ )

আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, তখন তাহার সৈন্যমধ্যে নিদারুণ হাহাকার শব্দ হইতে  
 লাগিল ॥৩৭॥ সেই দানব মুহূর্তমাত্রে ব্যথা পরিহার করিয়া উখিত হইল, তখন সে পুনর্বার  
 পরিঘ লইয়া মধুসূদনের মস্তকে প্রহার করিল ॥৩৮॥ সেই পরিঘ দ্বারা আহত হইয়া জনাৰ্দ্দন  
 মূচ্ছিত হইলেন, তখন গরুড় তাঁহাকে মূচ্ছিত অবস্থায় লইয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে  
 প্রস্থান করিল ॥ ৩৯ ॥ জগন্নাথ পরাবৃত্ত হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ভীত ও সাতিশয় কাতর  
 হইয়া আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ শঙ্কর দেবগণের রোদন শুনিয়া সরোষাচিতে  
 সত্ত্বর মহিষের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে শূল দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৪১ ॥ দুষ্টস্বভাব মহিষও  
 তাঁহার ত্রিশূল বিফল করিয়াই গর্জন করিল এবং শক্তি লইয়া শঙ্করের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ  
 করিল ॥ ৪২ ॥ তখন শঙ্কর বক্ষে তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না বরং কোপে  
 আরক্তনয়ন হইয়া পুনর্বার ত্রিশূল দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৪৩ ॥ মহিষের সহিত

জগাম সম্মুখন্তাবৎ সংগ্রামার্থং মহাভূজঃ ।  
 মাহিষং বপুরাস্থায় ধুবন্ পুচ্ছং সমুৎকটম্ ॥ ৪৬ ॥  
 চকার ভৈরবং নাদং ত্রাসয়ন্নমরানপি ।  
 ধুবন্ শৃঙ্গে মহাকায়ো দারুণো জলদো যথা ॥ ৪৭ ॥  
 শৃঙ্গাভ্যাং পার্শ্বতান্ শৃঙ্গাংশ্চিক্ষেপ ভ্রশমুৎকটান্ ॥ ৪৮ ॥  
 দৃষ্ট্বা তৌ তু মহাবীৰ্য্যো দানবং দেবসত্তমৌ ।  
 চক্রতুর্বাণবৃষ্টিঞ্চ দানবোপরি দারুণাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 কুর্বাণৌ বাণবৃষ্টিং তৌ দৃষ্ট্বা হরিহরৌ হরিঃ ।  
 চিক্ষেপ গিরিশৃঙ্গং তু পুচ্ছেনাবৃত্য দারুণম্ ॥ ৫০ ॥  
 আপতন্তুং গিরিং বীক্ষ্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।  
 বিশিখৈঃ শতধা চক্রে চক্রেণাশু জঘান তম্ ॥ ৫১ ॥  
 হরিচক্রাহতঃ সংখ্যে মূচ্ছামাপ স দৈত্যরাট্ ।  
 উত্তম্ভৌ চ ক্ষণান্মূনম্ মানুষ্যং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৫২ ॥  
 গদাপানির্মহাঘোরো দানবঃ পর্ষতোপমঃ ।  
 মেঘনাদং ননাদোচ্চৈর্ভীষয়ন্নমরানপি ॥ ৫৩ ॥

পার্শ্বতান্ পর্ষতসম্বন্ধিনঃ ॥ ৪৮ ॥  
 দেবসত্তমৌ বিষ্ণুগহেশ্বরৌ ॥ ৪৯ ॥  
 হরিঃ হর্যারিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

শঙ্কর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া হরি প্রহারজনিত মূচ্ছা পরিত্যাগ পূর্বক তথায়  
 আগমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ মহাবীৰ্য্য দেববর চক্রধর হরি এবং শূলধারী শঙ্কর সংগ্রাম  
 বাসনায় সমর স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া মাহিষ সাতিশয় কুপিত হইল । তখন মাহিষ-  
 দেহ ধারণপূর্বক বিশাল লাক্ষ্মী ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে সমর বাসনায় তাঁহাদের  
 সম্মুখীন হইল ॥ ৪৫—৪৬ ॥ সেই মহাকায় ভয়ানক মাহিষ শৃঙ্গদ্বয় কল্পিত করিয়া জলদের  
 গ্রাম একপ গভীর গর্জন করিল যে তাহাতে অমরগণও ত্রাসিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ সে শৃঙ্গযুগল  
 দ্বারা বিশাল পর্ষতশৃঙ্গ সকল নিরন্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ মহাবীৰ্য্য দেবসত্তম  
 হরি ও হর, দানবকে দর্শন করিয়া নিদারুণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ হরি ও হর  
 উভয়ে বাণবৃষ্টি করিলে মাহিষ তদদর্শনে পুচ্ছ দ্বারা দারুণ গিরিশৃঙ্গ বেষ্ঠন করিয়া নিক্ষেপ  
 করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ গিরিশৃঙ্গ আপতিত হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ হরি শরনিকর দ্বারা  
 তাহা শত পণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ চক্র দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৫১ ॥ হরির চক্রে  
 আহত হইয়া দানবপতি রণস্থলে মূচ্ছিত হইল, কিন্তু ক্ষণমাত্রেই নানুমা দেহ ধারণ করিয়া

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পাঞ্চজন্ত্যং সমুজ্জ্বলম্ ।

পূরয়ামাস তরসা শব্দং কৰ্ত্তুং খরস্বরম্ ॥ ৫৪॥

তেন শব্দেন শঙ্খস্ত ভয়ত্রস্তাশ্চ দানবাঃ ।

বভূবুশ্মুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
সুরাসুরযুদ্ধকথনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

( তচ্ছ্রুত্বাভি । ভগবান্ বিষ্ণুস্তং দেবভয়জনকং অসুরকৃতং মেঘগম্ভীরনাদং শ্রুত্বা শব্দং  
কৰ্ত্তুং দেবানামানন্দায়েতি শেষঃ । গম্ভীরধ্বনিং পাঞ্চজন্ত্যং পূরয়ামাস ॥ ৫৪—৫৫ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

উখিত হইল ॥ ৫২ ॥ তখন পৰ্ব্বত সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর দানব হস্তে গদা লইয়া অমরদিগকে  
ভয় প্রদর্শন পূৰ্ব্বক মেঘের আয় গম্ভীর শব্দে গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু  
সেই শব্দ শ্রবণমাত্র সমুজ্জ্বল পাঞ্চজন্ত্য শঙ্খ লইয়া গম্ভীর ও বোরতর শব্দ করিতে  
লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ শঙ্খের সেই শব্দ শুনিয়া দানবেরা ভয়ে চকিত হইল এবং তপোধন  
ঋষিগণ ও দেবগণ আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীদেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেব দানবের সংগ্রাম-

বর্ণন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ \* ॥



## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

ব্যাস উবাচ ।

অশুরান্ মহিষো দৃষ্ট্বা বিষমমনসস্তদা ।  
তাত্ত্বা তন্মাহিষং রূপং বভূব যুগরাড়সৌ ॥ ১ ॥  
কৃত্বা নাদং মহাঘোরং বিস্তার্য চ মহাসটাম্ ।  
পপাত শুরসেনায়াং ত্রাসয়ন্নখদর্শনৈঃ ॥ ২ ॥  
গরুড়ঞ্চ নখাঘাতৈঃ কৃত্বা রুধিরবিপ্লুতম্ ।  
জঘান চ ভুজে বিষ্ণুং নখাঘাতেন কেশরী ॥ ৩ ॥  
বাসুদেবোহপি তং দৃষ্ট্বা চক্রমুদ্যম্য বেগবান্ ।  
হস্তকামো হরিঃ কামমবাপাশু ক্রুধান্বিতঃ ॥ ৪ ॥  
যাবদ্ধয়রিপুং বেগাচ্চক্রেণাভিজঘান তম্ ।  
তাবৎ সোহতিবলঃ শৃঙ্গী শৃঙ্গাভ্যাং গৃহনদ্ধরিম্ ॥ ৫ ॥

একোনবষ্টশ্লোকৈস্ত পরাভূতাস্ত নিৰ্জরাঃ ।

কৈলাসে গমনং চক্ৰুঃ শর্মদং শঙ্করং প্রতি ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তেহশুরান্ বিষগ্নানবলোক্য মহিষো বচকার তদাহ অশুরানিতি ॥ ১—২ ॥

নখাঘাতেন ভুজে ভুজস্থলে বিষ্ণুং জঘানেত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

শৃঙ্গী শৃঙ্গাভ্যামিতি সিংহরূপং তাত্ত্বা শৃঙ্গী মহিষো ভূত্বা স্বশৃঙ্গাভ্যাং হরিং গৃহনদ্ধাতি-  
তবানিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মহিষ তখন দানবদিগকে বিষম দেখিয়া মহিষরূপ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক সিংহ মূর্তি ধারণ করিল এবং স্বকীয় বিশাল জটা বিস্তার করিয়া ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে শুরসেনা-মধ্যে পতিত হইল, তখন শুরগণ তাহার খরতর নখর দর্শনে অত্যন্ত ভ্রস্ত হইলেন ॥ ১—২ ॥ সেই সিংহরূপধারী মহিষাশুর প্রথমত গরুড়কে এরূপ নখাঘাত করিল যে, তাহার শরীর রুধির স্রাবে প্লাবিত হইয়া গেল তাহার পর সে বিষ্ণুর বাহুমূলে নখর দ্বারা প্রহার করিল ॥ ৩ ॥ বাসুদেব হরিও সেই দানবকে অবলোকন করিবা-  
মাত্র ক্রোধে চক্র উদ্যত করিয়া সংহার কামনায় বেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪ ॥ যেমন হরি মহিষ দানবকে অতিশয় বেগে চক্র প্রহার করিলেন, সেই মহাবল দানবও তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ পরিত্যাগ করিয়া মহিষরূপ ধারণ পূৰ্ব্বক শৃঙ্গ-যুগল দ্বারা হরিকে আঘাত করিল ॥ ৫ ॥

বাসুদেবো বিঘাণাভ্যাং তাড়িতোরসি বিহ্বলঃ ।  
 পলায়নপরো বেগাজ্জগাম ভুবনং নিজম্ ॥ ৬ ॥  
 গতং দৃষ্ট্বা হরিং কামং শঙ্করোহপি ভয়ান্বিতঃ ।  
 অবধ্যং তং পরং মত্ত্বা যযৌ কৈলাসপর্বতম্ ॥ ৭ ॥  
 ব্রহ্মাপি চ নিজং ধাম ত্বরিতঃ প্রযযৌ ভয়াৎ ।  
 মঘবা বজ্রমালম্ব্য তম্হাবাজৌ মহাবলঃ ॥ ৮ ॥  
 বরুণঃ শক্তিমালম্ব্য ধৈর্য্যমালম্ব্য সংস্থিতঃ ।  
 যমোহপি দণ্ডমাদায় যতঃ সমরতৎপরঃ ॥ ৯ ॥  
 ততো যক্ষাধিপঃ কামং বভূব রণতৎপরঃ ।  
 পাবকঃ শক্তিমাদায় তত্রাভূদযুদ্ধমানসঃ ॥ ১০ ॥  
 নক্ষত্রাধিপতিঃ সূর্য্যঃ সমবেতো স্থিতাবুভৌ ।  
 বীক্ষ্য তং দানবশ্রেষ্ঠং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ো ॥ ১১ ॥  
 এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধং দৈত্যসৈন্যং সমভ্যগাৎ ।  
 বিহ্বলান্ বাণজালানি ক্রূরাহিসদৃশানি চ ॥ ১২ ॥  
 কৃত্বা হি মাহিষং রূপং ভূপতিঃ সংস্থিতস্তদা ।  
 দেবদানবযোধানাং নিনাদস্তমূলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥

ভুবনং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ৬ ॥ অবধ্যং পুরুষাণাম্ ॥ ৭ ॥

আজৌ যুদ্ধে ॥ ৮—৯ ॥ (যুদ্ধে মানসং মনো যন্ত স তথা ॥ ১০ ॥)

বাসুদেব বিঘাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিতাড়িত হইয়া বিহ্বলচিত্তে বেগে পলায়ন করিয়া স্বীয়  
 আশ্রয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ হরি প্রস্থান করিলে শঙ্করও তাহাকে নিতান্ত  
 অবধ্য বিবেচনা করিয়া সভয়ে কৈলাসপর্বতে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মাও ভয়বশত স্বীয়  
 আশ্রয়ের অভিমুখে সত্বর ধাবিত হইলেন কিন্তু মহাবল বাসব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সমরে  
 স্থির থাকিলেন ॥ ৮ ॥ বরুণ শক্তি লইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া সমর প্রতীক্ষায় রহিলেন । যমও  
 দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে তৎপর হইয়া রহিলেন ॥ ৯ ॥ এইরূপ যক্ষপতি কুবেরও সাতিশয়  
 সংগ্রামে ব্যগ্র রহিলেন, পাবক শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিতি করিতে  
 লাগিলেন । দানববর মাহিষকে অবলোকন করিয়া নক্ষত্রপতি চন্দ্র এবং সূর্য্য উভয়ে একত্রে  
 যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিলেন ॥ ১০—১১ ॥

মহারাজ ! ইত্যবসরে দানবসৈন্য কুপিত হইয়া ক্রুরতর বিষধর তুল্য শরজাল বর্ষণ করিতে  
 করিতে চতুর্দিকে ধাবিত হইল ॥ ১২ ॥ তখন দানবরাজও মাহিষরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের

জ্যাঘাতশ্চ তলাঘাতো মেঘনাদসমোহভবৎ ।  
 সংগ্রামে স্তমহাঘোরে দেবদানবসেনয়োঃ ॥ ১৪ ॥  
 শৃঙ্গাভ্যাং পার্শ্বতান্ শৃঙ্গাংশ্চিক্বেপ চ মহাবলঃ ।  
 জঘান সুরসজ্যাংশ্চ দানবো মদগর্বিতঃ ॥ ১৫ ॥  
 খুরঘাতৈস্তথা দেবান্ পুচ্ছন্ত ভ্রমণেন চ ।  
 স জঘান রুষাবিষ্টো মহিষঃ পরমাদ্রুতঃ ॥ ১৬ ॥  
 ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ভয়মাজগ্মুরুদ্যতাঃ ।  
 মঘবা মহিষং দৃষ্ট্বা পলায়নপরোহভবৎ ॥ ১৭ ॥  
 সঙ্গরং সম্পরিত্যজ্য গতে শক্রে শচীপতৌ ।  
 যমো ধনাধিপঃ পাশী জগ্মুঃ সর্ব্বৈ ভয়াতুরাঃ ॥ ১৮ ॥  
 মহিমোহতিজয়ং মত্ত্বা জগাম স্বগৃহং ততঃ ।  
 ঐরাবতং গজং প্রাপ্য ত্যক্তমিন্দ্রেণ গচ্ছতা ॥ ১৯ ॥  
 তথোচ্চৈঃশ্রবসং ভানোঃ কামধেনুং পয়স্বিনীম্ ।  
 স্বসৈন্যসংবৃতস্তূর্ণং স্বর্গং গন্তুং মনো দধে ॥ ২০ ॥  
 তরসা দেবসদনং গত্ত্বা স মহিষাসুরঃ ।  
 জগ্রাহ সুররাজ্যং বৈ ত্যক্তং দেবৈর্ভয়াতুরৈঃ ॥ ২১ ॥

নক্ষত্রাধিপতিশ্চন্দ্রঃ ॥ ১১—১৯ ॥

পয়স্বিনীং কামধ্বাং ত্যক্তাং প্রাপ্যোত্যশ্বরঃ ॥ ২০—২৫ ॥

মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল ; এই সময় দেব ও দানব যোদ্ধৃগণের তুমুল শব্দ সমুথিত হইল ॥ ১৩ ॥ দেব ও দানব সেনার ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে মেঘনাদের ঞ্জার জ্যাঘাতের ও করতলাঘাতের শব্দ উথিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ তখন মহাবল দানব মদগর্বিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা পার্শ্বতশৃঙ্গ সকল নিঃক্ষেপ করিয়া সুরগণকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ সেই অতীব অদ্রুত মহিষ রোষাবিষ্ট হইয়া কোন কোন দেবতাকে খুরপ্রহারে কাহাকেও পুচ্ছ ভ্রমণ দ্বারা নিপাত করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন দেব ও গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন, এমন কি মহিষকে দেখিয়াই ইন্দ্র পলায়ন করিলেন ॥ ১৭ ॥ শচীপতি শক্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে যম, কুবের ও বরুণ ইহঁরা সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র, ঐরাবত গজ এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সূতরাং মহিষ সেই হস্তী, হর ও ভাস্করের কামধ্বা ধেনু গ্রহণ পূর্ব্বক আত্যন্তিক জয় হইল নিবেচনা করিয়া স্বীয় আশ্রয়ে গমন করিল। অনন্তর স্বরায় স্বসৈন্য পরিবৃত হইয়া স্বর্গধামে



ইন্দ্রাসনে তথা রম্যে দানবঃ সমুপাविशत् ।

দানবান্ স্থাপয়ামাস দেবানাং স্থানকেষু সঃ ॥ ২২ ॥

এবং বর্ষশতং পূর্ণং কৃত্বা যুদ্ধং সুদারুণম্ ।

অবাপৈন্দ্রং পদং কামং দানবো মদগর্বিতঃ ॥ ২৩ ॥

নির্জরা নির্গতা নাকাভেন সর্বেহতিপীড়িতাঃ ।

এবং বহুনি বর্ষানি বভ্রুগুর্গিরিগহ্বরে ॥ ২৪ ॥

শ্রান্তাঃ সর্বে তদা রাজন্ ! ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ।

প্রজাপতিং জগন্নাথং রজোরূপং চতুর্মুখম্ ॥ ২৫ ॥

পদ্মাসনং বেদগর্ভং সেবিতং মুনিভিঃ স্বজৈঃ ।

মরীচিপ্রমুখৈঃ শান্তৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥ ২৬ ॥

কিন্নরৈঃ সিদ্ধগন্ধর্কৈশ্চারণোরগপন্নগৈঃ ।

ভৃষ্টবুর্ভয়ভীতাস্তে দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ॥ ২৭ ॥

দেবা উচুঃ ।

ধাতঃ ! কিমেতদখিলার্তিহরাশুজন্ম-

জন্মাভিবীক্ষ্য ন দয়াং কুরুষে সুরান্ যং ।

সংপীড়িতান্ রণজিতানসুরাধিপেন

স্থানচ্যুতান গিরিগুহাকৃতসন্নিবাসান্ ॥ ২৮ ॥

স্বজৈঃ স্বস্মাদব্রহ্মণো জাঠৈতস্মানসৈঃ পুত্রৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

গমন করিতে বাসনা করিল ॥ ১৯—২০ ॥ মহিষ অবিদ্যে দেব সদনে গমন করিয়া ভয়াতুর দেবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত সুররাজ্য গ্রহণ করিল ॥ ২১ ॥ পরে, দানবরাজ ইন্দ্রের নগরীস আসনে উপবেশন করিয়া অপরাপর দানবদিগকে দেবগণের স্থানে স্থাপন করিল ॥ ২২ ॥

এইরূপে পূর্ণ শতবর্ষ সংগ্রাম করিয়া সেই মদগর্বিত দানব অভিলষিত ইন্দ্রপদ লাভ করিল ॥ ২৩ ॥ সে অমরগণকে স্বর্গলোক হইতে নির্বাসিত করিলে তাঁহারা সকলে নিপীড়িত হইয়া এইরূপে বহু বৎসর গিরিগহ্বরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্ ! তখন দেবতারা শ্রান্ত হইয়া রজোমূর্তি চতুর্মুখ প্রজাপ্রতি ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন, উৎকালে বেদগর্ভ জগৎপতি কমলাসনে আসীন, বেদবেদাঙ্গের পারগামী শান্তচিত্ত স্বকীয় মানস সম্বৃত মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্কগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ, উরগগণ এবং পন্নগগণ তাঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান ; এই সময়ে সেই ভয়ভীত দেবগণ দেবদেব, জগৎগুরু ব্রহ্মার শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৫—২৭ ॥

পুত্রান্ পিতা কিমপরাধশতৈঃ সমেতান্  
 মন্ত্যজ্য লোভরহিতঃ কুরুতেহতিদুঃস্থান্ ।  
 যন্তুং সুরাংস্তব পদাম্বুজভক্তিযুক্তান্  
 দৈত্যাদির্দিতাংশ্চ কৃপণান্ যদুপেক্ষসেহদ্য ॥ ২৯ ॥  
 অমরভুবনরাজ্যং তেন ভুক্তং নিতান্তং  
 মথহবিরপি যোগ্যং ব্রাহ্মণৈরাদদাতি ।  
 সুরতরুবরপুষ্পং সেবতেহসৌ দুরাত্মা  
 জলনিধিনিধিভূতাং গামসৌ সেবতে তাম্ ॥ ৩০ ॥  
 কিংবা গৃণীমোহসুরকার্য্যমদ্ভুতং  
 জানাসি দেবেশ ! সুরারিচেষ্টিতম্ ।  
 জ্ঞানেন সর্ব্বং ত্বমশেষকার্য্যবিৎ  
 তস্মাৎ প্রভো ! তে প্রণতাঃ স্ম পাদয়োঃ ॥ ৩১ ॥  
 যত্রাপি কুত্রাপি গতান্ সুরানসৌ  
 নান্যচরিত্রৈঃ খলু পাপমানসঃ ।  
 পীড়াং করোত্যেব স দুষ্কচেষ্টিত-  
 জ্ঞাতাসি দেবেশ ! বিধেহি শং বিভো ! ॥ ৩২ ॥

অম্বুজম্ কমলং তস্মিংস্তদ্বাদ্ভা জন্ম যন্তেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অতিদুঃস্থান্ দুষ্টস্থানস্তিতানিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

জলনিধির্নির্গতাং নিধিভূতাং গাং কামধেনুং ॥ ৩০—৩২ ॥

দেবগণ বলিলেন, কমলযোনে ! আপনি জগতের সমস্ত ক্লেশ নিবারণ করিয়া থাকেন,  
 কিন্তু দানবপতির নিকট পরাজিত হইয়া আমরা স্থানচ্যুত হইয়াছি, অধিক কি আমরা গিরি  
 শ্রহায় বাস করিয়া যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতেছি, তথাপি আমাদের এই অবস্থা  
 দর্শন করিয়াও কেন আপনার দয়া হইতেছে না ? ॥ ২৮ ॥ ধাতঃ ! পুত্র, শত অপরাধে অপ-  
 রাধী হইলেও লোভ রহিত পিতা কি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় ক্লেশ দিয়া  
 থাকেন ? আমরা দানবগণ কর্তৃক নিপীড়িত, বিশেষতঃ আপনার চরণকমলে একান্ত ভক্তি-  
 পরায়ণ তথাপি এই দীনগণকে আজ আপনি উপেক্ষা করিতেছেন ? ॥ ২৯ ॥ সেই দুরাত্মা  
 অমরগণের স্বর্গরাজ্য সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতেছে ; যজ্ঞীয় হবির যোগ্যভাগ ব্রাহ্মণ-  
 গণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে ; পারিজাত পুষ্প উপভোগ করিতেছে আর  
 জলনিধির নিধিস্বরূপা কামধেনু লইয়া তাহাও ভোগ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ কিংবা অসুরগণের  
 অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় আর কি বলিব, দেবেশ ! আপনি সুরশত্রুর সমস্ত চেষ্টিতই অবগত

নো চেদ্বয়ং দাবমহাগ্নিপীড়িতাঃ  
কং শান্তিকর্ত্তারমনন্ততেজসম্ ।  
যামঃ প্রজেশং শরণং সুরৈষ্ঠং  
ধাতারমাদ্যং পরিমুচ্য কং শিবম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শুভ্রা সুরাঃ সৰ্বৈ প্রণেমুস্তং প্রজাপতিম্ ।  
ব্রহ্মাঞ্জলিপুটাঃ সৰ্বৈ বিষম্বদনা ভূশম্ ॥ ৩৪ ॥  
তাংস্তথা পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা তদা লোকপিতামহঃ ।  
উবাচ শঙ্কয়া বাচা সূতং সঞ্জয়নিব ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কিং করোমি সুরাঃ কামং দানবো বরদর্পিতঃ ।  
স্ত্রীবধ্যোহসৌ ন পুংবধ্যো বিধেয়ং তত্র কিং পুনঃ ॥ ৩৬ ॥  
ব্রজামোহদ্য সুরাঃ সৰ্বৈ কৈলাসং পৰ্বতোত্তমম্ ।  
শঙ্করং পুরতঃ কৃত্বা সৰ্ব্বকার্য্যবিশারদম্ ॥ ৩৭ ॥  
ততো ব্রজামো বৈকুণ্ঠং যত্র দেবো জনার্দনঃ ।  
মিলিত্বা দেবকার্য্যঞ্চ বিমুশামো বিশেষতঃ ॥ ৩৮ ॥

শিবং মঙ্গলম্ । কং ব্রহ্মাণং পরিমুচ্যেতার্থঃ ॥ ৩৩—৩৮

আছেন ; কারণ, আপনি জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কার্য্যই বিদিত হইয়া থাকেন, অতএব প্রভো ! আমরা আপনার পাদযুগলে প্রণত হইলাম ॥ ৩১ ॥ দানবপতির চরিত্র অপবিত্র, মন পাপে কলুষিত, অতএব সুরগণ যে কোন স্থানে গমন করিলেও সে নানাপ্রকারে ক্লেশ দিয়া থাকে, দেবেশ ! আপনিই একমাত্র পরিত্রাতা অতএব বিভো ! আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৩২ ॥ আপনি সুরগণের অভিষ্টপ্রদাতা, সকলের আদি, প্রজাপতি এবং বিধাতা, অতএব আপনি মঙ্গল বিধান না করিলে আমরা দারুণ দাবানলে পীড়িত হইয়া আপনাকে ত্যাগ করিয়া আর কোন্ অমিততেজা মঙ্গলময় শান্তিকর্ত্তার শরণাগত হইব ? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সমস্ত সুরগণ এইরূপে স্তব করিয়া নিতান্ত ম্লানবদনে ক্রুতাজলি হইয়া প্রজাপতিকে প্রণতি করিলেন ॥ ৩৪ ॥ লোক পিতামহ সেই সুরগণের তাদৃশ অবস্থাदर्শনে মধুর বাক্য দ্বারা সূত উৎপাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ সুরগণ ! আমি কি করিব, দানব বরলাভ বশত নিতান্ত দর্পিত, সে স্ত্রীলোকের বধ্য, পুরুষের বধ্য নহে অতএব তাহার উপায় কি ? ॥ ৩৬ ॥ অতএব সুরগণ ! আমরা সকলে সমনেত হইয়া



ইত্যাভ্রু৷ হংসমাক্রুহ ব্রহ্মা কার্য্যসমুচ্চয়ে ।  
 দেবাংশ্চ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কৈলাসাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৯ ॥  
 তাবচ্ছিবোহপি তীরসা জ্ঞাত্বা ধ্যানেন পদ্মজম্ ।  
 আগচ্ছন্তঃ সুরৈঃ সার্কিং নির্গতঃ স্বগৃহাদবহিঃ ॥ ৪০ ॥  
 দৃষ্ট্বা পরস্পরং তৌ তু কৃত্বাভিবাদনৌ ভূশম্ ।  
 প্রণতৌ চ সুরৈঃ সৰ্বৈঃ সন্তুষ্টৌ সম্ভবতুঃ ॥ ৪১ ॥  
 আসনানি পৃথগ্দ্ভা দেবেভ্যো গিরিজাপতিঃ ।  
 উপবিষ্টেষু তেষেব নিষসাদাসনে স্বকে ॥ ৪২ ॥  
 কৃত্বা তু কুশলপ্রশ্নং ব্রহ্মাণং বৃষভধ্বজঃ ।  
 পপ্রচ্ছ কারণং দেবান্ কৈলাসাগমনে বিভূঃ ॥ ৪৩ ॥

শিব উবাচ ।

কিমত্রাগমনং ব্রহ্মন্ ! কৃতং দেবৈঃ সবাসবৈঃ ।  
 ভবতা চ মহাভাগ ! ব্রুহি তৎ কারণং কিল ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

মহিষেণ সুরেশান ! পীড়িতাঃ স্মর্নিবাসিনঃ ।  
 ভ্রমন্তি গিরিভূর্গেষু ভয়ত্রস্তাঃ সবাসবাঃ ॥ ৪৫ ॥

( ইত্যাভ্রুতি । কার্য্যাণাং সমুচ্চয়ো বাহুল্যম্ তস্মিন্ ॥ ৩৯—৪৩ ॥

কিমত্রেতি । ভবতঃ সূক্ষ্মকার্য্যসমর্থস্তাগমনাৎ কেনাপি মহীয়সা কারণেন ভবিতব্য-  
 গিতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৮ ॥ )

পৰ্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে যাইব, তথা হইতে দেবকার্য্য বিশারদ শঙ্করকে অগ্রে লইয়া বৈকুণ্ঠে  
 দেবদেব জনার্দনের নিকট গমন করিব, সেখানে সকলে মিলিত হইয়া দেবকার্য্যের সাধন  
 নিমিত্ত বিশেষ পরামর্শ করিব ॥ ৩৭—৩৮ ॥

এইরূপ কার্য্যকলাপের আদেশ করিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পৰ্ব্বতের  
 অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ শিবও ধ্যানযোগে দেবগণের সহিত পদ্মযোনির আগমন  
 বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া স্বীয় গৃহ হইতে, সত্ত্বর বহির্গত হইয়া অগ্রসর হইলেন ॥ ৪০ ॥ পরে  
 উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে শিব এবং ব্রহ্মা পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া অত্যন্ত পরিতোষ  
 প্রাপ্ত হইলেন । তখন সুরগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪১ ॥ দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্  
 আসন প্রদান করিলে, তাঁহারা তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন পার্ব্বতীপতিও স্বীয় আসনে নিষপ  
 হইলেন ॥ ৪২ ॥ বৃষধ্বজ ব্রহ্মাকে এবং দেবগণকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কৈলাস আগ-  
 মনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মন্ ! বাসব প্রভৃতি দেবগণ সমভিব্যাহারে

যজ্ঞভুগ্ মহিষো জাতস্তথান্যে সুরশত্রবঃ ।

পীড়িতা লোকপালাশ্চ ত্বামদ্য শরণং গতাস্তাঃ ॥ ৪৬ ॥

ময়া তে ভবনং শস্তো ! প্রাপিতাঃ কার্যগৌরবাৎ ।

যদ্যুক্তং তদ্বিধংস্বাদ্য সুরকার্যং সুরেশ্বর ! ।

ত্বয়ি ভারোহস্তি সর্বেষাং দেবানাং ভূতভাবন ! ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্করঃ প্রহসন্নিদম্ ।

বচনং শ্লক্ষয়া বাচা প্রোবাচ পদ্মজং প্রতি ॥ ৪৮ ॥

শিব উবাচ ।

ভবতৈব কৃতং কার্যং বরদানাং পুরা বিভো ! ।

অনর্থদঞ্চ দেবানাং কিং কর্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৪৯ ॥

ঐদৃশো বলবাহুরঃ সর্বদেবভয়প্রদঃ ।

কা সমর্থী বরা নারী তং হস্তং মদদর্পিতম্ ॥ ৫০ ॥

ন মে ভার্য্যা ন তে ভার্য্যা সংগ্রামং গন্তুমর্হতি ।

গত্বৈব তে মহাভাগে যুযুধাতে কথং পুনঃ ॥ ৫১ ॥

হে বিভো ব্রহ্মন্ ! পুরা পূৰ্ব্বমিদং কার্যমনর্থরূপং বরদানাড্ববতৈব কৃতম্ । নৈতাদৃশো বরো ছষ্টেভ্যো দেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহাভাগে সরস্বতীপার্কত্যো ॥ ৫১—৫৩ ॥

আপনি কি জন্তু এখানে আসিয়াছেন ? মহাভাগ ! ইহার কারণ কি ? আপনি তাহা ব্যক্ত করুন ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, দেবদেব ! মহিষ দানব স্বর্গবাসি দেবতাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে সূতরাং সুরগণ বাসবের সহিত ভয়ে ত্রস্ত হইয়া গিরিগহ্বরে লগন করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥ মহিষ এবং অপরাপর দানবেরা যজ্ঞভাগ ভোগ করিতেছে অতএব লোকপালগণ পীড়িত হইয়া আজি আপনার শরণাগত হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ শস্তো ! কার্যের গুরুতানিবন্ধন আমি তাঁহাদিগকে আপনার ভবনে লইয়া আসিয়াছি ; অতএব সুরেশ্বর ! যাহাতে সুরকার্য যুক্তি অনুসারে সম্পাদিত হয় আপনি তাহার বিধান করুন, ভূতভাবন ! যেহেতু সমস্ত দেবগণের ভার আপনাতেই ব্রহ্ম রহিয়াছে ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শঙ্কর এই কথা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া মনোহর বাক্যে কমলযোনিকে বলিলেন ॥ ৪৮ ॥ বিভো ! বরদান বশত আপনিই পূৰ্বে দেবগণের অনর্থকর কার্য করিয়াছেন, ইহার পর আর কর্তব্য কি ? ॥ ৪৯ ॥ সে ঐদৃশ বলবান ও শুব যে

ইন্দ্রাণী চ মহাভাগা ন যুদ্ধকুশলাস্তি হি ।  
 কান্ধা হস্তং সমর্থাস্তি তং পাপং মদদর্পিতম্ ॥ ৫২ ॥  
 মমেদং মতমদ্যৈব গত্বা দেবং জনার্দনম্ ।  
 স্তুত্বা তং দেবকার্য্যায় প্রেরয়ামঃ স্তমত্বরম্ ॥ ৫৩ ॥  
 সোহতিবুদ্ধিগতাং শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ সর্বার্থসাধনে ।  
 মিলিত্বা বাসুদেবং বৈ কর্তব্যং কার্য্যচিন্তনম্ ॥ ৫৪ ॥  
 প্রপঞ্চে ন চ বুদ্ধ্যা স সংবিধাস্ততি সাধনম্ ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি রুদ্রবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তরসত্তমাঃ ।  
 উথিতাস্তে তথৈতুত্বা শিবেন সহ সত্বরাঃ ॥ ৫৬ ॥  
 স্বকীর্যৈর্বাহনৈঃ সর্বৈ যযুর্বিষ্ণুপুত্রং প্রতি ।  
 মুদিতাঃ শকুনান্ দৃষ্ট্বা কার্য্যসিদ্ধিকরান্ শুভান্ ॥ ৫৭ ॥  
 ববুর্বাতাঃ শুভাঃ শান্তাঃ স্তগন্ধাঃ শুভশংসিনঃ ।  
 পক্ষিণশ্চ শিবা বাচস্তত্রোচুঃ পথি সর্বশঃ ॥ ৫৮ ॥

( সোহতীতি । বুদ্ধিগতাং শ্রেষ্ঠঃ অতন্তেন মিলিত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ )

প্রপঞ্চে ন কপটেনাপীত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৭ ॥

শকুনানেবাহ ববুর্বাতা ইতি ॥ ৫৮ ॥

সমস্ত দেবগণেরও ভয় উৎপাদন করিয়াছে, অতএব কে এমন উত্তমা রমণী আছে যে, সেই মদগর্বিত দানবকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ৫০ ॥ তোমার ভাৰ্য্যা কি আমার ভাৰ্য্যা সংগ্রামে যাইতে সমর্থ হইবেন না যদিও উভয় মহাভাগা সমরে যান, তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপে যুদ্ধ করিবেন? ॥ ৫১ ॥ সোভাগ্যশালিনী ইন্দ্রাণীও সমরে কুশল নহেন অতএব অন্য কোন্ রমণী সেই পাপবুদ্ধি মদগর্বিত দানবকে নিপাত করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ৫২ ॥ অতএব আমার অভিপ্রায় এই যে, অদ্যই জনার্দনের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার স্তব করিয়া দেবকার্য্যের নিমিত্ত সত্বর তাহাকে নিয়োজিত করি ॥ ৫৩ ॥ বিষ্ণু বুদ্ধিগান্গণের মধ্যে অগ্রগণ্য অতএব সকল প্রয়োজন সম্পাদন বিষয়ে বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য বিবেচনা করা কর্তব্য ॥ ৫৪ ॥ তিনি স্বীয় প্রথর বুদ্ধি দ্বারা কৌশলজ্ঞান উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যসাধন করিবেন ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মাদি স্তরসত্তমগণ রুদ্রের এই কথা শুনিয়া তাহাই হইবে, এই বলিয়া শিবের সহিত সত্বর উথিত হইলেন ॥ ৫৬ ॥ তৎকালে কার্য্য সিদ্ধির সুনিমিত্ত সকল সন্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া নিজ নিজ বাহীনে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুপুত্রীর অভিযুখে প্রস্থান



নির্মলক্ৰাভবদ্যোম দিশশ্চ রিমলাস্তথা ।

গমনে তত্র দেবানাং সৰ্ব্বং শুভমিবাভবৎ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
পঞ্চমস্কন্ধে সুরাণাং কৈলাসগমনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শুভমিব শুভমেবাভবৎ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তখন শীতস্পর্শ স্নগন্ধি বায়ু অনুকূলভাবে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল, আর  
পক্ষিকুল পথের সর্বত্রই মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ আকাশ নির্মল, ও দিক্ সকল  
বিমল হইল অধিক কি, দেবতাদিগের গমন সময়ে সমস্তই যেন শুভকর হইয়া উঠিল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক দেবীভাগবত মহা-  
পুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে মহিমপীড়িত সুরগণের কৈলাসগমন  
বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তরসা তেহথ সম্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠং বিষ্ণুৰল্লবম্ ।  
দদৃশুঃ সৰ্বশোভাঢ্যং দিব্যাগেহবিরাজিতম্ ॥ ১ ॥  
সরোবাপীসরিদ্ভিশ্চ সংযুতং সুখদং শুভম্ ।  
হংসসারসচক্রাহৈঃ কূজদ্ভিশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ২ ॥  
চম্পকাশোককহ্লারমন্দারবকুলার্বতৈঃ ।  
মল্লিকাতিলাকাত্রাতযুতৈঃ কুরবকাদিভিঃ ॥ ৩ ॥  
কোকিলারাবসন্নাদৈঃ শিখণ্ডৈর্নৃত্যরঞ্জিতৈঃ ।  
ভ্রমরারাবরম্যৈশ্চ দিব্যৈরুপবনৈর্যুতম্ ॥ ৪ ॥  
সুন্দনন্দনাদ্যৈশ্চ পার্শ্বদৈর্ভক্তিতম্পরৈঃ ।  
সংস্কৃবদ্ভিযুতং ভক্তৈরনন্যভববৃদ্ধিভিঃ ॥ ৫ ॥  
প্রাসাদৈরত্মখচিতৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রমণ্ডিতৈঃ ।  
অভ্রংলিহৈর্বিরাজদ্ভিঃ সংযুতং শুভসদ্ব্যকৈঃ ॥ ৬ ॥

ষট্শগুতিশ্লোকবৈষ্ণবজগদম্বাজলনমহঃ ।

প্লামশমিধো দক্ষুয়ুৎপন্নমিতি কীর্ত্যতে ॥

কৈলাসান্নির্গতা দেবা বৈকুণ্ঠং দদৃশুরিত্যাহ তরসেতি । বিষ্ণুৰল্লবং বিষ্ণুপালিতম্ ॥১—৬॥

ব্যাস বলিলেন, দেবগণ ভ্রায় বিষ্ণুপালিত বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া তাহার অনির্কচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন ; স্থানে স্থানে সুশোভন মনোহর গৃহ সকল বিরাজমান তাহার সম্মুখে সরোবর ও দীর্ঘিকা সকল কহ্লারপুষ্পে সুশোভিত ; কোথাও নদী সকল প্রবাহিত, তাহাতে হংস, সারস ও চক্রবাকাদি জলচর পক্ষিগণ শ্রবণ মনোহর ধ্বনি করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে । কোথাও বা রমণীয় উপবন, তাহাতে চম্পক, অশোক, মন্দার, বকুল, আত্মাতক, তিলক, কুরবক ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পতরুগণ শোভমান তাহার স্থানে স্থানে কোকিল ও ভ্রমরগণ মনোহর ঝঙ্কার রব, এবং ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে ॥ ১—৪ ॥ তাহার মধ্যস্থলে হরির গগনস্পর্শী কাঞ্চনময় প্রাসাদ, তাহার প্রকোষ্ঠ সকল মনোহর, স্থানে স্থানে রত্ন খচিত ও বিচিত্রচিত্রে অনঙ্কত । তাহার মধ্যে মণিময় আসনে বিষ্ণু আসীন ; সুন্দ ও নন্দন প্রভৃতি পারিষদগণ তাহার ঈদৃশ ভক্ত যে, তাহাদের চিত্তবৃত্তি অত্র কোথাও সংস্কৃত হয় না, সুতরাং তাঁহারা একান্তচিত্তে তদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাব

গায়ন্ত্রিদেবগন্ধর্বৈনৃত্যাদিরপ্সরোগণৈঃ ।

রঞ্জিতং কিন্নরৈঃ শশ্বদ্রক্তকর্ণৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৭ ॥

মুনিভিশ্চ তথাশাণ্ডৈর্বেদপাঠকৃতাদরৈঃ ।

স্তবদ্বিঃ শ্রুতিমূর্তৈশ্চ মণ্ডিতং সদনং হরৈঃ ॥ ৮ ॥

তে চ বিষ্ণুগৃহং প্রাপ্য দ্বারপালৌ শুভাকৃতী ।

বীক্ষ্যোচুর্জয়বিজয়ৌ হেমযষ্টিধরৌ স্থিতৌ ॥ ৯ ॥

গত্বৈকোহপ্যুভয়োর্মধ্যে নিবেদয়তু সঙ্গতান্ ।

দ্বারস্থান্ ব্রহ্মরুদ্রাদীন বিষ্ণুদর্শনলালমান্ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বিজয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা গত্বাথ বিষ্ণুসন্নিধৌ ।

সর্বান্ সমাগতান্ দেবান্ প্রণম্যোবাচ সত্বরঃ ॥ ১১ ॥

বিজয় উবাচ ।

দেবদেব ! মহারাজ ! রমাকান্ত ! সুরারিহন্ ! !

সমাগতাঃ সুরাঃ সর্বৈ দ্বারি তিষ্ঠন্তি বৈ বিভো ! ॥ ১২ ॥

( রক্তা রাগযুক্তা কণ্ঠা যেষাং তৈঃ ॥ ৭—৮ ॥ ) তে দেবা বিষ্ণুগৃহং প্রাপ্য দ্বারপালৌ যজ্ঞ-  
বিজয়ৌ প্রত্যাচুঃ ॥ ৯ ॥ কিমুচুস্তদাহ গত্বৈকোহপীতি । উভয়োর্মধ্যে একো গত্বা সঙ্গতান্  
দ্বারস্থানস্মান্নিবেদয়তু ॥ ১০ ॥

স্তব করিতেছে ॥ ৫—৬ ॥ সেখানে অপ্সরাগণ নৃত্য এবং দেব, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ  
মনোহর মধুরস্বরে সঙ্গীত করিতেছেন ॥ ৭ ॥ যাহারা বেদপাঠে আদর করেন, তাদৃশ  
শাস্ত্রস্বভাব মুনিগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥ ৮ ॥ সুন্দরাকৃতি  
দ্বারপাল জয় ও বিজয় স্বর্ণযষ্টি ধারণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান, দেবতারা বিষ্ণুপুরের  
সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বলিলেন ॥ ৯ ॥ তোমাদের উভয়ের  
মধ্যে একজন বিষ্ণুর সমীপে গিয়া নিবেদন কর যে, ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেববৃন্দ মিলিত  
হইয়া আপনার দর্শন লালসায় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মহারাজ ! বিজয় তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে সত্বর, বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করিয়া প্রণাম  
করত সমস্ত দেবগণের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ১১ ॥ মহারাজ ! সমস্ত  
সুরশত্রু সংহার করেন বলিয়াই আপনি সমস্ত দেবতাবৃন্দের পরমারাধ্য দেবতা অতএব  
রমানাথ ! এক্ষণে সমস্ত সুরগণ আগমন করিয়া আপনার দ্বারে অবস্থিতি করিতে  
ছেন, বিভো ! ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, পাবক এবং যম প্রভৃতি সুরবর্গ আপনার দর্শন  
লালসায় বেদবাক্য দ্বারা আপনার স্তুতি করিতেছেন ॥ ১২—১৩ ॥



বিচিন্ত্য বুধ্যা যৎ সৰ্বং মরণশ্চাস্ত্য কারণম্ ।

কুরু কার্যঞ্চ দেবানাং ভক্তবৎসল ! ভূধর ! ॥ ২৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রদ্ধা তদ্বচনং বিষ্ণুস্তানুবাচ হসন্নিব ।

যুদ্ধং কৃতং পুরাশ্চাভিস্তথাপি ন মৃতো হসৌ ॥ ২৭ ॥

অদ্য সৰ্ব্বস্বরাণাং বৈ তেজোভী রূপসম্পদা ।

উৎপন্ন্য চেদ্বরারোহা সা হন্যাত্তং রণে বলাৎ ॥ ২৮ ॥

হয়ারিং বরদৃপ্তঞ্চ মায়াশতবিশারদম্ ।

হন্ত্যং যোগ্যা ভবেন্নারী শক্ত্যংশৈর্নির্মিতা হি নঃ ॥ ২৯ ॥

প্রার্থয়ন্ত চ তেজোহংশান্ স্থিয়োহস্মাকং তথা পুনঃ ।

উৎপন্নৈস্তে চ তেজোহংশৈস্তেজোরশির্ভবেদ্যথা ॥ ৩০ ॥

আয়ুধানি বয়ং দদ্মঃ সৰ্ব্বৈ রুদ্রপুরোগমাঃ ।

তৈশ্চ সৰ্ব্বাণি দিব্যানি ত্রিশূলাদীনি যানি চ ॥ ৩১ ॥

অদ্য সৰ্ব্বৈতি । তেজোভিঃ শক্ত্যংশ রূপং শ্বেতকৃষ্ণাদি । তেন যদি যুক্তা বরারোহা  
স্ত্রী উৎপন্ন্য শতদা সা তং দৈত্যং হন্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

নবস্মাকং শক্ত্যংশৈর্নির্মিতা নারী কণাঃ স্মারহস্মাকং তৎসামর্থ্যমস্তি তত্রাহ প্রার্থয়ন্ত  
চেতি । যুগ্মপি স্বতেজোহংশান্ প্রার্থয়ন্ত । তথাস্মাকং স্থিয়ন্ত তথা পুনঃ প্রার্থয়ন্ত সৰ্ব্বৈঃ  
স্ত্রীপুরুষৈরপি পরা শক্তিঃ প্রার্থনীয়েতি ভাবঃ । যয়া প্রার্থনয়োৎপন্নৈস্তেজোহংশৈস্তেজোরশিঃ  
স্ত্রী যথা ভবেত্তথা প্রার্থয়ন্ত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

করিতে পারিবে ॥ ২৫ ॥ অতএব হে ভক্তবৎসল ! আপনিই ভুবনের রক্ষক, এক্ষণে বুদ্বি  
দ্বারা বিশেষরূপে ইহার মৃত্যু কারণ বিবেচনা করিয়া যাহাতে দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধি হয়  
তাহাই করুন ॥ ২৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বিষ্ণু তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া যেন হাসিতে হাসিতেই  
তাঁহাদিগকে বলিলেন ; আমরা পূর্বে সংগ্রাম করিয়াছিলাম, কিন্তু এই অসুর তাহাতেও  
মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই ॥ ২৭ ॥ যদি এক্ষণে দেবগণের নিজ নিজ শক্তির অংশ ও রূপ  
হইতে কোন বরারোহা রমণী উৎপন্ন হইয়া, তাহা হইলে সেই ললনা তাহাকে বলপূর্ব্বক  
বিনাশ করিবেন ॥ ২৮ ॥ আমরাদিগের শক্তির অংশ সমূহ দ্বারা নারী নির্মিত হইলেই তিনি  
শত শত মায়ায় বিশারদ বলদর্পিত মহিষকে সংহার করিতে পারিবেন ॥ ২৯ ॥ অতএব  
তোমরা আপন আপন স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া তৈজস অংশের নিকট প্রার্থনা কর যে,  
উৎপন্ন তেজঃ সকল সমবেত হইয়া যেন নারীরূপ হইয়া ॥ ৩০ ॥ তখন রুদ্রাদি দেবতাবর্গের  
ত্রিশূল প্রভৃতি যে সকল দিব্য অস্ত্র আছে আমরা সকলেই সেই সমস্ত আয়ুধ তাহাকে

সৰ্ব্বায়ুধধরা নারী সৰ্বতেজঃসমম্বিতা ।

হনিষ্যতি দুৰাত্মানং তং পাপং মদগৰ্ব্বিতম্ ॥ ৩২ ॥

বাস উবাচ ।

ইতু্যক্তবতি দেবেশে ব্রহ্মণো বদনান্ততঃ ।

স্বয়মেবোদ্বভৌ তেজোরাশিশ্চাতীব দুঃসহঃ ॥ ৩৩ ॥

রক্তবর্ণং শুভাকারং পদ্মরাগমণিপ্রভম্ ।

কিঞ্চিচ্ছীতং তথাচোক্ষং মরীচিজালমণ্ডিতম্ ॥ ৩৪ ॥

নিঃসৃতং হরিণা দৃষ্টং হরেণ চ মহাত্মনা ।

বিস্মিতৌ তৌ মহারাজ ! বভূবতুরুরুক্রমৌ ॥ ৩৫ ॥

শঙ্করস্য শরীরাত্ তু নিঃসৃতং মহদদ্ভুতম্ ।

রোপ্যবর্ণমভূতীত্রং দুর্দর্শং দারুণং মহৎ ॥ ৩৬ ॥

ভয়ঙ্করঞ্চ দৈত্যানাং দেবানাং বিস্ময়প্রদম্ ।

ঘোররূপং গিরিপ্রখ্যং তমোগুণমিবাপরম্ ॥ ৩৭ ॥

এবংবিদা নারী যদা পরা শক্তিপ্রদাদৃষ্টবদ্যতি তদৈনং হনিষ্যতীত্যাহ সৰ্ব্বায়ুধেতি ॥ ৩২ ॥

স্বয়মেবোদ্বভাবিতি । ইথং পরা শক্তিঃ সর্বেশ্বিনীতি প্রার্থনীয়েতি সঙ্কল্পং যাবৎ কুর্ষ্যন্তি তাবতাদৃশসঙ্কল্পে পরাশক্তিরিতি স্বরণমাত্রেণৈব ভক্তকামত্বা ভগবতা পরাশক্তিরপ্রার্থিতাপি বৎসং প্রতি গৌরিব স্বয়মেব তত্তচ্ছ্রুত্যাংশরূপৈঃ পুরতঃ প্রোত্বভূতেনত্যহো ভক্তবাৎসল্যাং ভগবত্যা ইতি ভাষ্যঃ । তদ্বক্তং চতুর্থসঙ্কল্পে । ভুবনেশীত্যেব বক্ত্রে দদাতি ভুবনত্রয়ম্ । নাং পাহীতি বচো বক্ত্রে দেয়াভাবাদৃগাবিতেতি ব্যাখ্যাতকৈতদন্থাভিঃ পুরস্তাদেব ॥ ৩৩ ॥

অয়ংকাবতারঃ পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধে কাত্যায়নশ্রমে কাত্যায়নশিষ্যঃ স্ত্রীরূপেণ গোহয়ন্তং মাতিষং দৃষ্ট্বা কাত্যায়নঃ স্ত্রী ত্বাং হনিষ্যতীতি সপ্তবানিতি তদাশ্রমে এব রূপধারণমিতি কালিকাপুরাণে স্পষ্টম্ । আশ্বিনকৃষ্ণচতুর্দশ্যাময়মবতারঃ । তচ্ছ্রুত্বাষ্টম্যাং তদ্বধঃ । নবম্যাং পূজা দশম্যাং বিসর্জনং কৃতং দেবৈরिति চ তত্রোক্তম্ ॥ ৩৪—৩৭ ॥

প্রদান করিব ॥ ৩১ ॥ তাহার পর সেই নারী সমস্ত তেজঃপুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া অখিল আয়ুধধারণ পূর্বক মদগৰ্ব্বিত দুঃস্বভাব পাপিষ্ঠ অশুরকে বিনাশ করিবেন ॥ ৩২ ॥

বাস বলিলেন, দেবেশ বিষ্ণু এই কথা বলিবামাত্র ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হইতে অতীব দুঃসহ তেজোরাশি স্বতই প্রোত্বৃত হইল ॥ ৩৩ ॥ ঐ তেজঃ পদ্মরাগ মণির স্থায় রক্তবর্ণ, কিঞ্চিৎ শীতল অথচ উষ্ণ, সুন্দর-অবয়বসম্পন্ন এবং মরীচি মালায় মণ্ডিত ॥ ৩৪ ॥ মহারাজ ! বিপুলবিক্রম মহাত্মা হরি এবং হরও সেই নিঃসৃত তেজ দর্শনে বিস্মিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ তাহার পর শঙ্করের শরীর হইতে যে অত্যদ্ভুত বিপুল তেজঃ নিঃসৃত হইল ; তাহা রোপ্যবর্ণ, ভয়ানক, দুঃসহ এবং অতি কঠোর দর্শন করিয়া যায় না । উহা গিরিসদৃশ বিশালও

ন হি তৃপ্যাম্যহং ব্রহ্মন্ ! স্খাময়রসং পিবন্ ।  
চরিতঞ্চ মহালক্ষ্ম্যাস্তম্মুখান্তোজনিঃসৃতম্ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞঃ সত্যবতীসুতঃ ।  
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রীণয়ন্নিব ভূপতিম্ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! মহাভাগ ! বিস্তরেণ ব্রবীমি তে ।  
যথামতি কুরুশ্রেষ্ঠ ! তস্মা দেহসমুদ্ভবম্ ॥ ৫৪ ॥  
ন ব্রহ্মা ন হরিঃ সাক্ষান্ন রুদ্রো ন চ বাসবঃ ।  
যাথাতথ্যেন তদ্রূপং বক্তুমীশঃ কদাচন ॥ ৫৫ ॥  
কথং জানাম্যহং দেব্যে যদ্রূপং যাদৃশং যতঃ ।  
বাচারন্তুগমাত্রং তদুৎপত্তিতি ব্রবীমি যৎ ॥ ৫৬ ॥  
স। নিত্যা সৰ্বদৈবাস্তে দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
নানারূপা ত্বেকরূপা জায়তে কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ৫৭ ॥

চিত্রমালাস্বরবিভূষণা । চিত্রানুলেপনা কাস্তিরূপসৌভাগ্যশালিনীতি । এবঞ্চ রূপেণাপি  
ত্রিগুণায়ত্নং সূচিতং স্বস্ত চিত্রত্বাদেব চিত্রমালাদিপারগম্ ॥ ৪৫—৫৪ ॥

ন ব্রহ্মা ন হরিরিতি । তথা চ শ্রুতিঃ । যস্তাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মা  
হুচ্যতেহজ্ঞেয়েতি ॥ ৫৫—৫৮ ॥

তাহাও কীর্তন করুন, আর দেবতার। তাঁহার অঙ্গে যে যে আভরণ ও আয়ুধ দিয়াছিলেন,  
আপনার মুখপঙ্কজ হইতে সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে একান্ত বাসনা হয় ॥ ৫০—৫১ ॥  
ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার মুখ কমল হইতে বিনিঃসৃত মহালক্ষ্মীর চরিত্ররূপ স্খাময় রস পান  
করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৫২ ॥

সূত বলিলেন, সত্যবতীতনয় বেদব্যাস রাজার সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে মধুর  
বাক্যে প্রীত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ কুরুবর ! আপনি অতি ভাগ্যবান্ তাহা  
না হইলে আপনার এরূপ প্রবৃতি হইবে কেন ? অতএব আমার বুদ্ধি অনুসারে বিস্তার  
পূৰ্ব্বক তাঁহার দেহের উৎপত্তির বিষয় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৪ ॥ সাক্ষাৎ রুদ্র,  
কি ব্রহ্মা, কি হরি, কি বাসব কদাচ যথাযোগ্য তাঁহার রূপ বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন ॥ ৫৫ ॥  
তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাক্যের আরম্ভ মাত্রেই তিনি উৎপন্ন হইলেন, অতএব  
দেবীর রূপ বা সাদৃশ্যের বিষয় আমি কিরূপে জানিব ॥ ৫৬ ॥ তিনি নিত্যা সূতরাং  
সর্বদাই সংস্বরূপা তিনি একরূপা হইয়াও দেবগণের গুরুতর কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নানারূপ



যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ ।  
 একরূপস্বভাবোহপি লোকরঞ্জনহেতবে ॥ ৫৮ ॥  
 তথৈষা দেবকার্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া ।  
 কৰোতি বহুরূপানি নিগুণা সগুণানি চ ॥ ৫৯ ॥  
 কার্যকৰ্ম্মানুসারেণ নামানি প্রভবন্তি হি ।  
 ধাত্ত্বর্থগুণবুদ্ভানি গোণানি স্বেচ্ছায়াপি ॥ ৬০ ॥  
 তদৈ বুদ্ধ্যনুসারেণ প্রব্রীমি নরাধিপ ! ।  
 যথা তেজঃসমুদ্ভূতং রূপং তস্মা মনোহরম্ ॥ ৬১ ॥  
 শঙ্করশ্চ চ যত্তেজস্তেন তন্মুখপঙ্কজম্ ।  
 শ্বেতবর্ণং শুভাকারমজায়ত মহত্তরম্ ॥ ৬২ ॥  
 কেশান্তস্তাস্তথা স্নিগ্ধা যাম্যেন তেজসাভবন্ ।  
 বক্রাগ্রাশ্চাতিদীর্ঘা বৈ মেঘবর্ণা মনোহরাঃ ॥ ৬৩ ॥  
 নয়নত্রিতয়ং তস্মা জজ্ঞে পাবকতেজসা ।  
 কৃষ্ণং রক্তং তথা শ্বেতং বর্ণত্রয়বিভূষিতম্ ॥ ৬৪ ॥  
 বক্রৈ স্নিগ্ধৈ কৃষ্ণবর্ণৈ সন্দ্যরোস্তেজসা ভ্রুবৌ ।  
 জাতে দেব্যাঃ স্ততেজস্কৈ কামশ্চ ধনুর্দীব তে ॥ ৬৫ ॥

স্বলীলয়েতি । তথা চ ব্যাসহত্রম্ । লোকবত্ত্ লীলাটেকবনামিতি ॥ ৫৯ ॥

যথা তস্মাঃ কার্যানুসারেণ রূপভেদ এবং নানাকস্মাচরণাং পাঠকপাঠকবন্ধার্থ-  
 গুণদোষাদোষানি নামানি কালীতারাসুন্দরীভবনেশ্বরীত্বর্গেত্যাদিকানি প্রভবন্তীত্যর্থঃ ।  
 অনেন চানন্তরূপমসনন্তনামবন্ধং বোধিতম্ । তদ্বক্তৃত্বম্ । অসংখ্যেয়ানি নামানি তস্মা বন্ধা  
 দিভিঃ সুরৈঃ । গুণকর্ম্মবিধানাটৈয়াঃ কল্পিতানি চ কিং কবে ইতি ॥ ৬০—৬৪ ॥

ধারণ করেন ॥ ৫৭ ॥ স্বভাবত নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোকরঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে  
 নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নিগুণা দেবী অরূপা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য-  
 সম্পাদনের জন্ত স্বীয় লীলায় সদ্ধাদিগুণসম্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
 কোথাও কার্য অনুসারে কোথাও কর্ম্মানুসারে ধাতুর অর্থ ও গুণবুদ্ভু মুখ্য ও গোণ তাঁহার  
 বহুবিধ নাম হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥ অতএব নরাধিপ ! তেজ হইতে যেক্রমে তাঁহার মনোহর  
 রূপ উদ্ভব হইয়াছিল, আমি আপন জ্ঞান অনুসারে আপনার নিকট তাহা বর্ণন করি-  
 তেছি ॥ ৬১ ॥ শঙ্করের তেজ হইতে তাঁহার সুবিপুল শ্বেতবর্ণ ও মনোহর মুখকমল উৎপন্ন  
 হইয়াছিল ॥ ৬২ ॥ তাঁহার সূচিকণ কেশ কলাপ যমের তেজ হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ কেশজাল  
 আজানুলবিত কুটিলাগ্র কৃষ্ণবর্ণ ও মনোহর ॥ ৬৩ ॥ তাঁহার নয়নত্রয় পাবকেব তেজ হইতে

বায়োশ্চ তেজসা শস্তৌ শ্রবণৌ সম্ভূতভুঃ ।  
 নাতিদীর্ঘৌ নাতিহ্রস্বৌ দোলাবিব মনোভুবঃ ॥ ৬৬ ॥  
 তিলপুষ্পসমাকারা নাসিকা স্তমনোহরা ।  
 সঞ্জাতা স্নিগ্ধবর্ণা বৈ ধনদশ্চ চ তেজসা ॥ ৬৭ ॥  
 দন্তাঃ শিখরিণঃ শ্লক্ষাঃ কুন্দাগ্রসদৃশাঃ সমাঃ ।  
 সঞ্জাতাঃ সুপ্রভা রাজন্ ! প্রাজাপত্যেন তেজসা ॥ ৬৮ ॥  
 অধরশ্চাতিরন্তোহস্তাঃ সঞ্জাতোহরুণতেজসা ।  
 উত্তরোষ্ঠস্তথারম্যং কার্ত্তিকেয়শ্চ তেজসা ॥ ৬৯ ॥  
 অষ্টাদশভুজাকারা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ।  
 বসূনাং তেজসাস্থল্যো রক্তবর্ণাস্তথাভবন্ ॥ ৭০ ॥  
 সৌম্যেন তেজসা জাতং স্তনয়োর্যুগ্মমুত্তমম্ ।  
 ঐন্দ্রেণাস্তাস্থা মধ্যং জাতং ত্রিবলিসংযুতম্ ॥ ৭১ ॥  
 জজ্ঞ্যোক বরুণস্তাথ তেজসা সম্ভূতভুঃ ।  
 নিতম্বঃ স তু সঞ্জাতো বিপুলস্তেজসা ভুবঃ ॥ ৭২ ॥  
 এবং নারী শুভাকারা সুরূপা স্তম্বরা ভূশম্ ।  
 সমুৎপন্না তথা রাজন্তে জোরানিশিসমুদ্ভবা ॥ ৭৩ ॥

বক্রে স্নিগ্ধে ইতি দ্বিবচনং ক্রবোর্কিশেষণম্ ॥ ৬৫—৬৭ ॥

সম্ভূত; ঐ সকলের তারা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ ও প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ॥৬৪॥ দেবীর কৃষ্ণবর্ণ  
 অয়ুগল উভয় সন্ধ্যার তেজ হইতে উৎপন্ন; ঐ অয়ুগল স্নিগ্ধ, বক্র ও কামকান্মুরকের  
 স্থায় তেজস্কর ॥ ৬৫ ॥ বায়ুর তেজ হইতে তাঁহার শ্রবণযুগল সম্ভূত হয়, উহা দীর্ঘ নহে,  
 অতিশয় হ্রস্বও নহে, কামদেবের দোলায় স্থায় একান্ত মনোহর ॥৬৬॥ ধনদের তেজ হইতে  
 তাঁহার নাসিকা উৎপন্ন হয়, উহা তিল কুসুম সদৃশ, স্নিগ্ধবর্ণ ও অতিশয় মনোরম ॥ ৬৭ ॥  
 রাজন্ ! তাঁহার সাগ্র দন্ত সকল দক্ষাদির তেজ হইতে উৎপন্ন হয়, উহা কুন্দ কুসুম সদৃশ,  
 শ্রেণীবদ্ধ, মন্থণ ও দ্যুতিশালী ॥ ৬৮ ॥ তাঁহার অতীব রক্তবর্ণ অধর, অরুণের তেজ হইতে  
 এবং রমণীয় ওষ্ঠ কার্ত্তিকের তেজ হইতে সম্ভূত হয় ॥ ৬৯ ॥ তাঁহার অষ্টাদশ বাহু বিষ্ণুর  
 তেজ হইতে এবং রক্তবর্ণ অঙ্গুলিসকল বসুগণের তেজ হইতে উৎপন্ন ॥ ৭০ ॥ তাঁহার  
 উত্তম স্তনযুগল সৌমের তেজ হইতে এবং ত্রিবলীযুক্ত মধ্যস্থল ইন্দ্রের তেজ হইতে সম্ভূত  
 হয় ॥ ৭১ ॥ তাঁহার জজ্ঞা ও উরু যুগল বরুণের তেজ হইতে এবং বিপুল নিতম্ব পৃথিবীর  
 তেজ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৭২ ॥

ତାଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସ୍ୱର୍ଥୁର୍ସର୍ବାଙ୍ଗୀଂ ସୁଦତୀଂ ଚାରୁଲୋଚନାଂ ।

ସୁଦଂ ପ୍ରାପୁଃ ସୁରାଃ ସର୍ବେ ମହିଷେଂ ପ୍ରମୀଡ଼ିତାଃ ॥ ୧୪ ॥

ବିଷ୍ଣୁଃସ୍ତାହ ସୁରାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ଭୃଷଣାନ୍ତ୍ରାୟୁଧାନି ଚ ।

ପ୍ରସଞ୍ଚନ୍ତୁ ଶୁଭାନ୍ତ୍ରାୟୁ ଦେବାଃ ସର୍ବାଂସି ସାମ୍ପ୍ରାତମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ସ୍ବାୟୁଧେଭ୍ୟଃ ସମୁତ୍ପାଦ୍ୟ ତେଜୋଯୁକ୍ତାନି ସତ୍ତ୍ୱରାଃ ।

ସମର୍ପୟନ୍ତୁ ସର୍ବେହୃଦ୍ୟ ଦେବୈ ନାନାୟୁଧାନି ବୈ ॥ ୧୬ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବୀଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପଞ୍ଚମସ୍କନ୍ଦେ ଅଷ୍ଟାଦଶସାହସ୍ରାଂ ସଂହିତାୟାଂ  
ବୈରାସିକ୍ୟାଂ ଦେବୀସ୍ୱରୂପୋଦ୍ଭବନାମାଷ୍ଟମୋହଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୮ ॥

ଶିଖରିଣଃ ସାଗ୍ରା ଦନ୍ତାଃ ପ୍ରଜ୍ଞାପତ୍ୟେନ ତେଜସା ଦକ୍ଷାଦିତେଜସା । ତେନ ବ୍ରହ୍ମଣଶ୍ଚେଜସା ପାଦା-  
ବିତ୍ୟାନେନ ବିରୋଧଃ ॥ ୬୮—୧୬ ॥

• ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବୀଭାଗବତତିଳକେ ପଞ୍ଚମସ୍କନ୍ଦେ ଅଷ୍ଟମୋହଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୮ ॥

ରାଜନ୍ ! ଏହିରୂପେ ଦେବଗଣେର ତେଜଃପୁଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତେ ସେହି ନାରୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହାର ଅଙ୍ଗ  
ସକଳ ସୁନ୍ଦର, ରୂପ ଅନୁପମ ଓ ସ୍ୱର ଅତୀବ ମଧୁର ॥ ୧୩ ॥ ଅଧିକ କି ସେହି ଚାରୁଲୋଚନାର ସମସ୍ତ  
ଅବୟବହି ମନୋହର ; ମହିଷାସୁରମୀଡ଼ିତ ସୁରଗଣ ସେହି ସୁଶୋଭନା ଦେବୀଙ୍କେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିয়া  
ହର୍ଷଲାଭ କରିଲେନ ॥ ୧୪ ॥ ତତ୍କାଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଦିଗଙ୍କେ ବଲିଲେନ, ଦେବଗଣ ! ତୋମରା  
ହିଁଙ୍କେ ଶୁଭପ୍ରଦ ସମସ୍ତ ଆୟୁଧ ଓ ଆଭରଣ ପ୍ରଦାନ କର ॥ ୧୫ ॥ ତୋମରା ସକଳେହି ଅବିଳସ୍ତେ  
ଆପନ ଆପନ ଆୟୁଧ ହୁଅନ୍ତେ ତେଜଃସମ୍ପନ୍ନ ନାନାବିଧ ଆୟୁଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିয়া ଦେବୀଙ୍କେ  
ସମର୍ପଣ କର ॥ ୧୬ ॥

ନହାରି ବେଦବ୍ୟାସ ପ୍ରଣୀତ ଅଷ୍ଟାଦଶସହସ୍ରଶ୍ଳୋକାତ୍ମକ ମହାପୁରାଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବୀ-  
ଭାଗବତେର ପଞ୍ଚମସ୍କନ୍ଦେ ଦେବୀସ୍ୱରୂପୋଦ୍ଭବ ନାମକ ଅଷ୍ଟମ  
ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ॥ \* ॥



## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

দেবা বিষ্ণুবচঃ ক্রত্বা সর্বৈ প্রমুদিতাস্তদা ।

দদুশ্চ ভূষণান্যশ্চ বস্ত্রাণি স্বায়ুধানি চ ॥ ১ ॥

ক্ষীরোদশ্চান্বরে দিব্যে রক্তে সূক্ষ্মে তথাজরে ।

নির্মলঞ্চ তথা হারং প্রীতস্তশ্চৈশ্চ স্মৃতিপিতম্ ॥ ২ ॥

দদৌ চূড়ামণিং দিব্যং সূর্য্যকোটীসমপ্রভম্ ।

কুণ্ডলে চ তথা শুভ্রে কটকানি ভূজেষু বৈ ॥ ৩ ॥

কেয়ূরান্ কঙ্কণান্ দিব্যান্মানারত্নবিরাজিতান্ ।

দদৌ তশ্চৈ বিশ্বকর্মা প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ ॥ ৪ ॥

নূপুরৌ স্তম্বরৌ কাণ্টৌ নির্মলৌ রত্নভূষিতৌ ।

দদৌ সূর্য্যপ্রতীকাশৌ ত্র্যম্বকৌ তশ্চৈ স্থপাদয়োঃ ॥ ৫ ॥

অঙ্কাদিকৈঃ সপ্তষষ্টিপদৈরথ মহায়ুধৈঃ ।

অর্চিতা নির্জরৈর্দেবীকথৈঃ সম্যগুচ্যতে ॥

ইথং বিষ্ণুবাক্যশ্রবণানন্তরং যদেবৈঃ কৃতং তদুচ্যতে দেবা ইতি ॥ ১ ॥

ক্ষীরোদশ্চান্বরে ইতি । অগ্নিন্ স্থলে সপ্তশতীপাঠব্যাখ্যাতারো নানাবিধমস্তরং ক্রত্বা  
মানাবিধমর্থং কল্পয়ন্তি তে চ দেবীভাগবতাক্তার্থে ন বিরুদ্ধাঃ সস্তীত্যাক্তার্থেন সপ্ত-  
শতীপাঠাক্তার্থেন চ যথা ন বিরোধস্তথা ব্যাখ্যায়তে । ক্ষীরোদ ইত্যারভ্য দদাবিত্যন্ত-  
মেকং বাক্যম্ । সপ্তশত্যাংপি ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথান্বরে ইত্যন্তমেকং বাক্যম্ ।  
দত্তবানিত্যশ্চ পূর্ব্বশ্লোকস্তানুবৃত্তিঃ । তেনোভয়োরেকবাক্যতা । অনন্তরঞ্চ চূড়ামণিমিত্যা-  
রভ্য তেজোবন্তি চ সর্বশ ইত্যন্তমেকং বাক্যম্ । অত্র বিশ্বকর্মা কর্তা । সপ্তশত্যাংপি  
চূড়ামণিমিত্যারভ্যাভেদ্যঞ্চ দংশনমিত্যন্তমেকং বাক্যম্ । তত্রাপি বিশ্বকর্মা কর্তা ।  
তেন তয়োর্বাক্যয়োৰপ্যেকবাক্যতেতি । অগ্নানপঙ্কজাং মালামিত্যারভ্য বরণঃ সম্প্রযচ্ছতে-  
ত্যন্তমেকং বাক্যম্ । বরণঃ কর্তা । সপ্তশত্যাংপ্যাগ্নানপঙ্কজমিত্যারভ্য পঙ্কজাতিশোভন-  
মিত্যন্তমেকং বাক্যম্ । তত্রাপি জলধিশব্দেন বরণ এব কর্তা গ্রাহন্তেন তয়োৰপ্যেকবাক্য-  
তেতি । অক্ষরার্থস্ত ব্যাখ্যায়তে । ক্ষীরোদঃ সমুদ্রো বস্ত্রদ্বয়মেকং রত্নহারঞ্চ দদাবিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবতাগণ বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূষণ, বস্ত্র এবং  
নিজ নিজ আয়ুধ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥১॥ ক্ষীরোদসমুদ্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে সুসজ্জিত  
বিমল হার এবং অজর সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ দিব্য অন্বরযুগল দান করিলেন ॥ ২ ॥ বিশ্বকর্মা  
প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহার মস্তকে কোটিসূর্য্যের স্থায় প্রভাশালী দিব্য চূড়ামণি ; কর্ণে  
শুভ্রবর্ণ কুণ্ডল ; করে বলয়, কেয়ুর ও নানাবিধ রত্ন খচিত কঙ্কণ এবং সুন্দর পাদযুগলে  
সুশোভিত রত্নভূষিত বিমলকাণ্টি সূর্য্যতুল্য সমুজ্জল নূপুর যুগল প্রদান করিলেন ॥ ৩—৫ ॥

তথা গ্ৰৈবেয়কং রম্যং দদৌ তস্মৈ মহার্ণবঃ ।  
 অঙ্গুলীয়করত্নানি তেজোবন্তি চ সৰ্বশঃ ॥ ৬ ॥  
 অগ্নানপঙ্কজাং মালাং গন্ধাঢ্যাং ভ্রমরানুগাম্ ।  
 তথৈব বৈজয়ন্তীঞ্চ বরুণঃ সম্প্রয়চ্ছত ॥ ৭ ॥  
 হিমবানথ সন্তুষ্টো রত্নানি বিবিধানি চ ।  
 দদৌ চ বাহনং সিংহং কনকাভং মনোহরম্ ॥ ৮ ॥  
 ভূষণৈর্ভূষিতা দিব্যৈঃ সা ররাজ বরা শুভা ।  
 সিংহারুড়া বরারোহা সৰ্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৯ ॥  
 বিষ্ণুশ্চক্রাৎ সমুৎপাদ্য দদাবস্মৈ রথাস্ককম্ ।  
 সহস্রারং সূদীপ্তঞ্চ দেবারিশিরসাং হরম্ ॥ ১০ ॥  
 স্বত্রিশূলাৎ সমুৎপাদ্য শঙ্করঃ শূলমুত্তমম্ ।  
 দদৌ দেবৈ সুরারীণাং কুন্তনং ভয়নাশনম্ ॥ ১১ ॥  
 বরুণশ্চ প্রসন্নাত্মা দদৌ শঙ্খং সমুজ্জলম্ ।  
 ঘোষবন্তুং স্বশঙ্খাত্তু সমুৎপাদ্য স্তমঙ্গলম্ ॥ ১২ ॥

চূড়ামণিঃ কুণ্ডলে কটকানি কেয়ুরান্ কঙ্কণানি বিশ্বকর্মা দদৌ । নূপুরাবপি তুলা বিশ্ব-  
 কর্মেণৈব দদৌ । গ্ৰৈবেয়কমঙ্গুলীয়করত্নাশ্চপি মহার্ণবো মহার্ণবসদৃশাগাধরুদয়ো বিশ্বকর্মেণৈব  
 দদাবিত্যর্থঃ । সপ্তশতোকবাক্যত্বাৎ ॥ ৩—৬ ॥

বৈজয়ন্তীং মালামুরসি শিরসি অগ্নানপঙ্কজাং মালাং বরুণো দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৭—১২ ॥

মহার্ণব সদৃশ অগাধ বুদ্ধিশালী সেই সুরশিল্পী তাঁহাকে রমণীয় গ্রীবাভূষণ, এবং পরম  
 জ্যোতির্শ্চয় রত্ন খচিত উত্তম উত্তম অঙ্গুলীয়ক সকল দান করিলেন ॥ ৬ ॥ যাহার কমল সকল  
 কখনই স্নান হয় না, গন্ধভরে অন্ধ হইয়া অলিকুল যাহার অনুগমন করিতেছে, বরুণ  
 তাঁহাকে সেই কমলমালা তাঁহার শিরোদেশে এবং উরোদেশে বৈজয়ন্তী মালা অর্পণ  
 করিলেন ॥ ৭ ॥ হিমবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ রত্ন এবং বাহনের নিমিত্ত কনক-  
 বর্ণ মনোহর সিংহ প্রদান করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন সেই বরারোহা সৰ্বলক্ষণসম্পন্ন প্রধান  
 কল্যাণদায়িনী কামিনী দিব্যভূষণে ভূষিত হইয়া সিংহের উপর শোভা পাইতে লাগি-  
 লেন ॥ ৯ ॥ তৎকালে বিষ্ণুও আপনার চক্র হইতে অপর এক অসুর-শিরোহর সহস্রার  
 তেজস্বয় চক্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ১০ ॥ শঙ্কর স্বীয় শূল হইতে  
 দেবগণের ভয়নাশক ও অসুরঘাতক এক উত্তম শূল উৎপাদন করিয়া দেবীকে প্রদান  
 করিলেন ॥ ১১ ॥ বরুণ প্রসন্নচিত্তে নিজ শঙ্খ হইতে মঙ্গলময় ঘোররব অতীব উজ্জল শঙ্খ

হতাশনস্তথা শক্তিং শতদ্বীং স্তমনোজবাম্ ।  
 প্রায়চ্ছত্তু প্রসন্নাত্মা তস্মৈ দৈত্যবিনাশিনীম্ ॥ ১৩ ॥  
 ইষুধিঃ বাণপূর্ণঞ্চ চাপঞ্চাদ্ভুতদর্শনম্ ।  
 মারুতো দত্তবাংস্তস্মৈ দুরাকর্ষং খরস্বরম্ ॥ ১৪ ॥  
 শ্ববজ্রাদ্বজ্রমুৎপাদ্য দদাবিন্দ্রোহতিদারুণম্ ।  
 ঘণ্টামৈরাবতাং তূর্ণং স্তমদাঞ্চাতিসুন্দরাম্ ॥ ১৫ ॥  
 দদৌ দণ্ডং যমঃ কামঃ কালদণ্ডসমুদ্ভবম্ ।  
 যেনান্তং সর্বভূতানামকরোং কাল আগতে ॥ ১৬ ॥  
 ব্রহ্মা কমণ্ডলুং দিব্যং গঙ্গাবারিপ্রপূরিতম্ ।  
 দদাবস্মৈ মুদা যুক্তো বরুণঃ পাশমেব চ ॥ ১৭ ॥  
 কালঃ খড়্গং তথা চর্ম্ম প্রায়চ্ছত্তু নরাধিপ ! ।  
 পরশুং বিশ্বকর্মা চ তীক্ষ্ণমস্মৈ দদাবথ ॥ ১৮ ॥  
 ধনদন্তু সুরাপূর্ণং পানপাত্রং স্তবর্ণজম্ ।  
 পঙ্কজং বরুণশ্চাদাদেবৈ দিব্যং মনোহরম্ ॥ ১৯ ॥  
 গদাং কোমোদকীং ত্রুটী ঘণ্টাশতনিদানীম্ ।  
 অদান্তস্মৈ প্রসন্নাত্মা সুরশত্রুবিনাশিনীম্ ॥ ২০ ॥

(হতাশনস্তথেন্ । শতদ্বীনান অয়োভারনির্মিতায়ো গোলকনিষ্কেপকাস্তবিশেষ ইতি  
 “শতদ্বীপরিরক্ষিতাম্” ইত্যাহ্ রামায়ণটীকায়াং রামাভুজস্বামিপাদেন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৩—১৭ ॥  
 কাল ইতি পরং শৃণাতিতি পরশুস্তং ॥ ১৮—১৯ ॥ )

উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন ॥ ১২ ॥ যে শতদ্বী শক্তি যমের ন্যায় অতি বেগে দৈত্য-  
 দিগকে বিনাশ করে, হতাশন হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে সেই শক্তি প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥ যাহা  
 অতিকষ্টে আকর্ষণ করা যায় এবং যাহার শব্দ অতিশয় কঠোর, তাদৃশ অদ্ভুতদর্শন চাপ এবং  
 বাণপূর্ণ তুণ অমরপ্রবর মারুত তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্র স্বীয় বজ্র হইতে অতি  
 দারুণ বজ্র উৎপাদন করিয়া এবং ঐরাবত হইতে সুন্দর স্তমদা ঘণ্টা লইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে  
 দিলেন ॥ ১৫ ॥ কালপূর্ণ হইলে যে দণ্ড দ্বারা সমস্ত ভূতের বিনাশ করেন, যম সেই কালদণ্ড  
 হইতে মনোহর দণ্ড সৃজন করিয়া তাঁহাকে দান করিলেন ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মা হর্ষাবিষ্ট হইয়া গঙ্গাজল  
 পূর্ণ দিব্য কমণ্ডলু এবং বরুণ পাশ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ নরাধিপ ! কাল, খড়্গ ও চর্ম্ম,  
 এবং বিশ্বকর্মা তীক্ষ্ণ পরশু তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ ধনপতি স্তবর্ণময় সুরাপূর্ণ  
 পানপাত্র, এবং বরুণ দিব্য মনোহর পঙ্কজ অর্পণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ যাহাতে শত শত ঘণ্টা  
 দোহল্যমান এবং যাহা সুরশত্রুগণকে সংহার করে, বিশ্বকর্মা প্রীত হইয়া সেই কোমদকী



অস্ত্রাণ্যনেকরূপানি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্ ।

দদৌ ত্বষ্টা জগন্মাত্রে নিজরশ্মীন্দিবাকরঃ ॥ ২১ ॥

সায়ুধাং ভূষণৈর্যুক্তাং দৃষ্ট্বা তে বিস্ময়ং গতাঃ ।

তুষ্ঠুবুস্তাং সুরা দেবীং ত্রৈলোক্যমোহিনীং শিবাম্ ॥ ২২ ॥

দেবা উচুঃ ।

নমঃ শিবায়ৈ কল্যাণ্যৈ শান্ত্যৈ পুষ্ট্যৈ নমো নমঃ ।

ভগবত্যৈ নমো দেব্যৈ রুদ্রাণ্যৈ সততং নমঃ ॥ ২৩ ॥

কালরাত্র্যৈ তথাস্থায়ৈ ইন্দ্রাণ্যৈ তে নমো নমঃ ।

সিদ্ধ্যৈ বুদ্ধ্যৈ তথা বুদ্ধ্যৈ বৈষ্ণব্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ২৪ ॥

পৃথিব্যাং যা স্থিতা পৃথুয়া ন জ্ঞাতা পৃথিবীঞ্চ যা ।

অন্তঃস্থিতা যময়তি বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্ ॥ ২৫ ॥

মায়ায়াং যা স্থিতা জ্ঞাতা মায়ায়া ন চ তামজাম্ ।

অন্তঃস্থিতা প্রেরয়তি প্রেরয়িত্রীং নুমঃ শিবাম্ ॥ ২৬ ॥

ঘণ্টাশতনিলাদিনীমিতি গদায়া বিশেষণম্ । অনেকঘণ্টাসম্বন্ধা গদেত্যর্থঃ । ত্বষ্টা বিশ্ব-  
কর্মা গদামস্ত্রানি কবচকাদাদিত্যেকং বাক্যম্ । সপ্তশতীপাঠানুরোধাত ॥ ২০—২৪ ॥

পৃথিব্যানিতি । পৃথিব্যাং যাস্তঃস্থিতা পৃথিব্যা যা ন জ্ঞাতা অবিষয়ত্বাৎ । যা পৃথিবীং  
স্বকার্যে যময়তি নিয়ময়তি তাং পরাং দেবতামীশ্বরীমন্তর্যামিক্রুপিণীং বন্দে । তথা চাস্ত-  
র্যামিব্রাহ্মণং যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আস্তরো যং পৃথিবী ন বেদ । যস্ত পৃথিবী শরীরং  
যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি স ত আস্তাস্তর্যাম্যমৃত ইতি ॥ ২৫ ॥

গদা, অভেদ্য কবচ এবং নানাবিধ অস্ত্র সকল তাঁহাকে দান করিলেন । দিবাকর  
জগন্মাতাকে স্বীয় রশ্মিরাশি প্রদান করিলেন ॥ ২০—২১ ॥ আয়ুধ ও অলঙ্কারে তাঁহাকে  
ভূষিত দেখিয়া সুরগণ বিস্মিত ভাবে সেই ত্রৈলোক্যমোহিনী শিবাদেবীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত  
হইলেন ॥ ২২ ॥ দেবগণ কহিলেন, দেবী তুমি শিবা ও কল্যাণী তোমাকে নমস্কার করি,  
তুমি শান্তি ও পুষ্টি তোমাকে বার বার নমস্কার করি । তুমি দেবী ভগবতী ও রুদ্রাণী  
আমরা তোমাকে সর্বদাই নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥ তুমি কালরাত্রি তুমি ইন্দ্রাণী তুমি অশ্বা,  
তোমাকে বারবার প্রণাম করি, তুমি সিদ্ধি, তুমি বুদ্ধি, তুমি বুদ্ধি, তুমি বৈষ্ণবী তোমাকে  
আমরা বার বার প্রণাম করি ॥ ২৪ ॥ যিনি পৃথিবীর অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি  
পৃথিবী যাহাকে জানিতে পারিতেছেন না, অথচ পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া যিনি স্বীয় কার্য  
বলিয়া তাঁহাকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই পরদেবতা ঈশ্বরীকে বন্দনা করি ॥ ২৫ ॥ যিনি  
মায়ার মধ্যে স্থিতি করিতেছেন, তথাচ মায়া যাহাকে অবগত নহেন, কিন্তু মায়ার অন্তর্কর্ত্তিনী  
হইয়া যিনি সেই অজাকে কার্যে নিয়োগ করিতেছেন, সেই প্রেরয়িত্রী শিবাকে আমরা

কল্যাণং কুরু তো মাতঙ্গাহি নঃ শত্রুতাপিতান্ ।  
 জহি পাপং হয়ারিং ত্বং তেজসা স্বেন মোহিতম্ ॥ ২৭ ॥  
 খলং মায়াবিনং ঘোরং জীবধ্যং বরদর্পিতম্ ।  
 দুঃখদং সর্বদেবানাং নানারূপধরং শঠম্ ॥ ২৮ ॥  
 ত্বমেকা সর্বদেবানাং শরণং ভক্তবৎসলে ! ।  
 পীড়িতান্ দানবেনাদ্য ত্রাহি দেবি ! নমোহস্ত তে ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী সুরৈঃ সর্বসুখপ্রদা ।  
 তানুবাচ মহাদেবী স্মিতপূৰ্ব্বং শুভং বচঃ ॥ ৩০ ॥

দেবুবাচ ।

ভয়ং ত্যজন্তু গীর্বাণা মহিষান্মন্দচেতসঃ ।  
 হনিষ্যামি রণেহৈদ্যেব বরদৃপ্তং বিমোহিতম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা সা সুরান্দেবী জহাসাতীব স্বস্বরম্ ।  
 চিত্রমেতচ্চ সংসারে ভ্রমমোহযুতং জগৎ ॥ ৩২ ॥

মায়ায়ামিতি । যা মায়ায়াং স্থিতা যা মায়ায়া ন চ জ্ঞাতা তামজাং মায়া যাস্তুঃস্থিতা  
 প্রেরয়তি তাং প্রেরয়িত্রীং শিবাং হুম ইত্যর্থঃ । অত্র প্রত্যাহারশ্রায়েন পৃথিবীমায়য়ো-  
 রন্তর্যামিস্বরূপত্বস্ত ভগবতঃ প্রতিপাদনে সর্বপ্রপঞ্চান্তর্যামিত্বং ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিতং  
 ভবতীতি বোধ্যম্ ॥ ২৬—২৮ ॥

ত্বমেকেতি । কার্য্যস্ত দেবাদিপ্রপঞ্চস্ত সর্বকারণভূতশ্রীভগবতাধীনত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৯-৩০ ॥  
 অদৈবেতি । শীঘ্রমিত্যর্থঃ । কালিকাপুরাণে চতুর্দশাঙ্গবতীর্ণয়া ভগবত্যাষ্টমাং কৃত-  
 বধস্ত কীর্তনাৎ ॥ ৩১ ॥

নমস্কার করি ॥ ২৬ ॥ মাতঃ ! তুমি কল্যাণবিধান কর, আমরা শত্রুকর্তৃক নিপীড়িত হই-  
 য়াছি, অতএব আমাদিগকে রক্ষা কর । তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে মোহিত করিয়া পাপ  
 মহিষকে সংহার কর ॥ ২৭ ॥ সে জীবধ্য, খল, শঠ, ভয়ঙ্কর ও বরদর্পিত, এবং মায়া দ্বারা  
 নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত দেবগণকে ক্লেশ দিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ ভক্তবৎসলে ! সমস্ত  
 দেবগণের তুমিই একমাত্র আশ্রয় স্থান, দেবি ! আমরা এই দানব কর্তৃক প্রপীড়িত,  
 অতএব তুমি আমাদিগকে এক্ষণে পরিত্রাণ কর, আমরা তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন ; দেবগণ দেবীর এইরূপ স্তুব করিলে সমস্ত সুখদাত্রী মহাদেবী তখন  
 হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে মঙ্গলময় বাক্যে বলিলেন, ॥ ৩০ ॥ দেবগণ ! মন্দমতি মহি-  
 ষকে বিমোহিত করিয়া অদ্যই সমরস্থলে সংহার করিব ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যাঃ সেন্দ্রাশ্চান্দ্রে সুরাসুতথা ।  
 কম্পযুক্তা ভয়ত্রস্তা বর্তন্তে মহিষাং কিল ॥ ৩৩ ॥  
 অহো দৈববলং ঘোরং দুর্জয়ং সুরসন্তমৈঃ ।  
 কালঃ কৰ্ত্তাস্তি দুঃখানাং সুখানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥  
 সৃষ্টিপালনসংহারে সমৰ্থা অপি তে যদা ।  
 মুহন্তি ক্লেশসন্তপ্তা মহিষেণ প্রপীড়িতাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 ইতি কৃত্বা স্মিতং দেবী মাট্টহাসং চকার হ ।  
 উচৈঃ শব্দং মহাঘোরং দানবানাং ভয়প্রদম্ ॥ ৩৬ ॥  
 চকম্পে বসুধা তত্র শ্রুত্বা তচ্ছব্দমদ্ভুতম্ ।  
 চেলুশ্চ পৰ্বতাঃ সৰ্ব্বৈ চুকোভাক্শিচ বীর্যবান্ ॥ ৩৭ ॥  
 মেরুশ্চচাল শব্দেন দিশঃ সৰ্ব্বাঃ প্রপূরিতাঃ ।  
 ভয়ং জগ্মুস্তদা শ্রুত্বা দানবাস্তং স্বনং মহৎ ॥ ৩৮ ॥  
 জয় পাহীতি দেবাস্তামুচুঃ পরমহর্ষিতাঃ ।  
 মহিষোহপি স্বনং শ্রুত্বা চুকোপ মদগৰ্ব্বিতঃ ॥ ৩৯ ॥

হাসকারণমাহ চিত্রমেতচ্চেতি । এতাদৃশা মহাস্তোহপি ব্রহ্মাদ্যাঃ কালবশান্ মহিষাসুরা-  
 দ্বয়ং প্রাপ্তা ইত্যাহো প্রারম্ভমতীব চিত্রমস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩২—৩৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীঃ দেবগণকে এই কথা বলিয়া স্রমধুর স্বরে হাস্য করিলেন ।  
 রাজন্ ! জগৎ ভয় ও মোহে পরিপূর্ণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ইন্দ্র প্রভৃতি অগ্ৰাণ্য সুরগণ  
 মহিষের ভয়ে ত্রস্ত হইয়া কম্পিত হইতেছেন, সংসারে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৩২-৩৩ ॥  
 কি আশ্চর্য্য !! দৈববল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তাহা সুরসন্তমগণেরও ছরতিক্রমণীয় । রাজন্ !  
 কালই স্রুথের প্রভু এবং দুঃখের কৰ্ত্তা অতএব তিনিই ঈশ্বর ॥ ৩৪ ॥ কারণ, ঐহারা সৃষ্টি,  
 স্থিতি ও সংহার করিতে পারেন, তাঁহারাও মহিষ কর্ত্তক পাড়িত হইয়া ক্লেশ সন্তাপে  
 বিমোহিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ দেবী এইরূপ মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিশয় উচৈঃ-  
 শব্দে অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন, সেই মহাঘোর শব্দে দানবদিগের ভয় উপস্থিত  
 হইল ॥ ৩৬ ॥ সেই অদ্ভুত শব্দ শ্রবণে তখন বসুধা কম্পিত, পৰ্ব্বত সকল চঞ্চল এবং বীর্যবান্  
 অকোভ্য সাগরও ক্ষুভিত হইল ॥ ৩৭ ॥ অধিক কি সেই শব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ এবং  
 মেরুপৰ্ব্বতও চলিত হইল তখন দানবগণ সেই মহৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত  
 হইল ॥ ৩৮ ॥

দেবতারা অতিশয় হর্ষচিত্ত হইয়া দেবীকে বলিলেন, দেবি ! আপনার জয় হউক,  
 আপনি আমাদিগকে পরিব্রাণ করুন । মদগৰ্ব্বিত মহিষও এই স্বর শ্রবণ করিয়া কুপিত



কিমেতদিতি তান্ দৈত্যান্ পপ্রচ্ছ স্বনশঙ্কিতঃ ।

গচ্ছন্তু ত্বরিতা দূতা জ্ঞাতুং শব্দসমুদ্ভবম্ ॥ ৪০ ॥

কৃতঃ কেনায়মভ্যুগ্রঃ শব্দঃ কর্ণব্যথাকরঃ ।

দেবো বা দানবো বাপি যো ভবেৎ স্বনকারকঃ ॥ ৪১ ॥

গৃহীত্বা তং ছুরাঅানং মৎসমীপং নয়ন্ত্বিহ ।

হনিষ্যামি ছুরাচারং গর্জন্তুং স্ময়দুর্শদম্ ॥ ৪২ ॥

ক্ষীণায়ুয্যং মন্দমতিং নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৪৩ ॥

পরাজিতাঃ সুরাঃ কামং ন গর্জন্তি ভয়াতুরাঃ ।

নাসুরা মম বশ্যাস্তে কশ্চেদং মূঢ়চেষ্টিতম্ ॥ ৪৪ ॥

ত্বরিতা মামুপায়ান্তু জ্ঞাত্বা শব্দস্য কারণম্ ।

অহং গত্বা হনিষ্যামি তং পাপং বিতথশ্রমম্ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভ্যাসেন তে দূতা দেবীং সর্বান্গসুন্দরীম্ ।

অষ্টাদশভূজাং দিব্যাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৪৬ ॥

( কিমেতদিতিতানিতি । স্বনেনাশ্র শব্দা জ্ঞাতা ; অতঃ কেনাপি মহতা কারণেন ভবি-  
তব্যমিতি মত্বেবাহ গচ্ছন্তিতি ॥ ৪০—৪৪ ॥

ত্বরিতামামিতি । যস্মাদেবভূতঃ শব্দ উখিতো নত্বস্বসাধারণবীৰ্য্যবান্ সঃ । অত আহ  
অহং গচ্ছতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥ )

হইল ॥৩৯॥ মহিষ শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া দৈত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, দূতগণ! তোমরা  
শব্দ উৎপত্তির কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর ॥ ৪০ ॥ কর্ণের ক্লেশকর  
এই ভয়ঙ্কর শব্দ কে করিল? দেব, দানব অথবা যে কেহই শব্দ করিয়া থাকুক তোমরা  
সেই ছুরাঅাকে লইয়া আমার নিকট আগমন করিবে, আমি অহঙ্কারে মত্ত গর্জনকারী  
সেই ছুরাচারকে সংহার করিব ॥ ৪১—৪২ ॥ সুরগণ পরাজিত হইয়া ভয়ান্ত হইয়াছে অতএব  
তাহারা কখনও গর্জন করে নাই, অসুরেরা আমার বশীভূত সূতরাং তাহারাও গর্জন করে  
নাই, তবে এই মূঢ়ের ভ্রায় কার্য্য কাহার? সেই মন্দমতির আয়ু ক্ষীণ হইয়াছে অতএব  
তাহাকে শমন সদনে পাঠাইতেছি ॥ ৪৩—৪৪ ॥ তোমরা অবিলম্বে শব্দের কারণ বিদিত  
হইয়া আমার নিকট আসিবে, পরে আমি গিয়া সেই বৃথাশব্দকারী পাপমতিকে সংহার  
করিব ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহিষের এই কথা শুনিবামাত্র দূত সকল দেবীসন্নিধানে গমন করিল  
এবং দেখিল, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ সুন্দর, বাহু অষ্টাদশ, অবয়ব সকল নানাবিধ অলঙ্কারে  
ভূষিত, শরীরে সমস্ত সুলক্ষণ দেদীপ্যমান ও হস্তে উত্তম অস্ত্র। সেই শুভপ্রদা মনোরমা দেবী

সৰ্বলক্ষণসম্পন্নাং বরায়ুধধরাং শুভাম্ ।

দধতীক্ষ্মকং হস্তে পিবন্তীঞ্চ মুহুর্নধু ॥ ৪৭ ॥

সংবীক্ষ্য ভয়ভীতাস্তে জগ্মুঃ স্তম্ভাঃ স্তম্ভকিতাঃ ।

সকাশে মহিষশ্চাশু তমূচুঃ স্বনকারণম্ ॥ ৪৮ ॥

দৈত্যা উচুঃ ।

দেবী দৈত্যেশ্বর ! প্রোঢ়া দৃশ্যতে কাচিদঙ্গনা ।

সৰ্বাঙ্গভূষণা নারী সৰ্বরত্নোপশোভিতা ।

ন মানুষী নাসুরী সা দিব্যরূপা মনোহরা ॥ ৪৯ ॥

সিংহারুঢ়ায়ুধধরা চাষ্টাদশকরা বরা ।

সংনাদং কুরুতে নারী লক্ষ্যতে মদগৰ্ব্বিতা ॥ ৫০ ॥

সুরাপানরতা কামং জানীমো ন সভর্তৃকা ॥ ৫১ ॥

অন্তরিক্ষস্থিতা দেবাস্তাং স্তবন্তি মুদাম্বিতাঃ ।

জয়েতি পাহি নশ্চেতি জহি শত্রুমিতি প্রভো ! ॥ ৫২ ॥

ন জানে কা বরারোহা কশ্চ বা সা পরিগ্রহঃ ।

কিমর্থমাগতা চাত্র কিঞ্চিকীৰ্ষতি স্তন্দরী ॥ ৫৩ ॥

( সৰ্বলক্ষণেতি । বরায়ুধধরামিত্যনেন সা যোদ্ধুকামেতি সূচিতম্ ॥ ৪৭ ॥

সংবীক্ষ্যেতি । অষ্টদশকরূপাং নারীং সংবীক্ষ্য ভয়ভীতা ইতিভাবঃ ॥ ৪৮—৫১ ॥

অন্তরিক্ষস্থিতেতি । জহি শত্রুমিত্যত্র স্তোত্রবাক্যেন ভবান্নৈব লক্ষ্যতে ইতি মন্তা-  
গহে ॥ ৫২—৫৩ ॥ )

হস্তে চক্ষু ধারণ করিয়া বার বার মধুপান করিতেছেন, তাঁহার ঈদৃশ রূপ অবলোকন  
করিয়া ভীত হইয়া সশঙ্কিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করত মহিষাসুর সমীপে গমন করিয়া  
শব্দের কারণ বিজ্ঞাপন করিল ॥ ৪৬—৪৮ ॥ দৈত্যগণ বলিল, দৈত্যেশ্বর ! আমরা এক  
প্রোঢ়া অপরিচিতা অঙ্গনা নয়নগোচর করিলাম, সেই দেবীর সমস্ত অঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত ও  
রত্নসকলে সুসজ্জিত ; সেই নারী মানুষী অথবা আসুরী নহে, কিন্তু তাহার রূপ অলৌকিক  
ও মনোহর ॥ ৪৯ ॥ সেই প্রধানা নারী সিংহের উপরি, আরুঢ় হইয়া অষ্টাদশ করে আয়ুধ  
ধারণ করত গর্জন করিতেছে, সে সুরাপানে রত স্তম্ভাঃ তাহাকে মদগৰ্ব্বিতা বলিয়া বোধ  
হয় । আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তাহার স্বামী নাই ॥ ৫০—৫১ ॥ দেবগণ  
অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করত সহর্ষে এই বলিয়া তাহার স্তব করিতেছে যে, তোমার জয় হউক  
তুমি শত্রু সংহার করিয়া আমাদের রক্ষা কর ॥ ৫২ ॥ প্রভো ! সেই বরারোহা স্তন্দরী যে  
কে ? কাহারই বা পত্নী, কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছে এবং তাঁহার অভিলাষ বা কি,

দৃষ্টুং নৈব সমৰ্থাঃ স্ম তত্তেজঃপরিধৰ্ষিতাঃ ।  
 শৃঙ্গারবীরহাসাত্যা রৌদ্রাদ্ধুতরসান্বিতা ॥ ৫৪ ॥  
 দৃষ্টেবৈবংবিধাং নারীমসম্ভাষ্য সমাগতাঃ ।  
 বয়ং হৃদাজ্জয়া রাজন্ ! কিং কৰ্ত্তব্যমতঃপরম্ ॥ ৫৫ ॥  
 মহিষ উবাচ ।

গচ্ছ বীর ! ময়াদিষ্টো মস্ত্রিশ্রেষ্ঠ ! বলান্বিতঃ ।  
 সামাদিভিরূপায়ৈস্বং সমানয় শুভাননাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 নায়াতি যদি সা নারী ত্রিভিঃ সামাদিভিস্তিহ ।  
 অহহা তাং বরারোহাং হ্রমানয় মমাস্তিকম্ ।  
 করোমি পটুমহিষীং তামরালঙ্কবং মুদা ॥ ৫৭ ॥  
 প্রীতিযুক্তা সমায়াতি যদি সা যুগলোচনা ।  
 রসভঞ্জে যথা ন শ্রান্তথা কুরু মমেন্সিতম্ ।  
 শ্রবণান্মোহিতোহস্ম্যদ্য তস্মা রূপশ্চ সম্পদা ॥ ৫৮ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

মহিষশ্চ বচঃ শ্রুত্বা পেশলং মস্ত্রিসত্তমঃ ।  
 জগাম তরসা কামং গজাশ্বরথসংযুতঃ ॥ ৫৯ ॥

অসংস্তাষ্যেতি । স্ত্রীসম্ভাষণশ্চ বীরণামগ্নাঘাতাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥

অহহেতি । প্রাণো ন, গাছতীত্যেবং শিক্ষয়িত্বানয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

আমরা তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি ॥ ৫৩ ॥ শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস তাহাতে দেদীপ্যমান, অতএব আমরা তাহার তেজঃপ্রভাবে নিপীড়িত হইয়া তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইলাম না ॥ ৫৪ ॥ মহারাজ ! আপনার আদেশক্রমে ঈদৃশ নারীকে নয়ন-গোচর করিবামাত্র সম্বোধন না করিয়াই আমরা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি । এক্ষণে কি কৰ্ত্তব্য তাহা আদেশ করুন ॥ ৫৫ ॥

মহিষ বকিল, মস্ত্রিশ্রেষ্ঠ বীর ! আমার আজ্ঞায় তুমি সবলে গমন করিয়া সামাদি উপায় দ্বারা সেই চন্দ্রবদনাকে আমার নিকট আনয়ন কর ॥ ৫৬ ॥ সাম, দান, ভেদ এই তিন উপায়ে সেই নারী যদি এখানে না আইসে, তাহা হইলে বরারোহার যাহাতে জীবন না যায়, এরূপ দণ্ডবিধান করিয়া তাহাকে আমার সমীপে আনয়ন করিবে, আমি সেই কুটিল-কেশী রমণীকে হর্ষ সহকারে পাটরাণী করিব ॥ ৫৭ ॥ যদি সেই যুগলোচনা প্রীতিসহকারে আগমন করে তাহা হইলে যাহাতে রসভঙ্গ না হয়, তদনুসারে আমার অভিলষিত সম্পাদন করিবে, আমি তাহার সৌন্দর্য্য সম্পদের বিষয় শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছি ॥ ৫৮ ॥



গত্বা দূরতরং স্থিত্বা তামুবাচ মনস্বিনীম্ ।

বিনয়াবনতঃ প্লব্ধং মন্ত্রী মধুরয়া গিরা ॥ ৬০ ॥

প্রধান উবাচ ।

কাসি ত্বং মধুরালাপে ! কিমত্রাগমনং কৃতম্ ।

পৃচ্ছতি ত্বাং মহাভাগে ! মনুথেন মম প্রভুঃ ॥ ৬১ ॥

স জেতা সর্বদেবানামবধ্যস্তু নরৈঃ কিল ।

ব্রহ্মণো বরদানেন গর্বিতশ্চারুলোচনে ! ॥ ৬২ ॥

দৈত্যেশ্বরোহসৌ বলবান্ কামরূপধরঃ সদা ।

শ্রুত্বা ত্বাং সমুপায়াতাং চারুবেষাং মনোহরাম্ ॥ ৬৩ ॥

দ্রুমিচ্ছতি রাজা মে মহিষো নাম পার্থিবঃ ।

মানুষং রূপমাদায় ত্বৎসমীপং সমেষ্যতি ॥ ৬৪ ॥

যথা রুচ্যেত চার্কস্জি ! তথা মন্ত্র্যামহে বয়ম্ ।

তর্হ্যেহি মৃগশাবাক্ষি ! সমীপং তস্য ধীমতঃ ॥ ৬৫ ॥

নোচেদিহানয়াম্যেনং রাজানং ভক্তিতৎপরম্ ।

তথা করোমি দেবেশি ! যথা তে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৬৬ ॥

( গচ্ছতি । পরকলত্রাণাম্ পণ্ডিতানামপি সমীপগমনশ্চাযুক্তত্বাৎ দূরব্যবধানেন স্থিত্বৈতিভাবঃ ॥ ৬০ ॥

কাসীতি । চারমুখা হি রাজানঃ অত আহ মনুথেনেতি ॥ ৬১—৬৬ ॥ )

ব্যাস বলিলেন, মন্ত্রিসভায় মহিষের বাক্য শ্রবণ করিয়া গজ, অশ্ব ও রথ সমভিব্যাহারে ছরায় অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল ॥ ৫৯ ॥ মন্ত্রী, দেবী সন্নিধানে উপনীত হইয়া দূরতর স্থান হইতেই বিনয়াবনত ভাবে তাঁহাকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥ মধুরালাপে ! তুমি কে ? তোমার এখানে আসিবার কারণ কি ? মহাভাগে ! আমার প্রভু মদীয় মুখ দ্বারা তোমাকে এইকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ৬১ ॥ তিনি সমস্ত দেব ও নরের অবধ্য এবং সর্বলোক বিজয়ী । চারুলোচনে ! সেই বলবান্ দৈত্যেশ্বর ব্রহ্মার বরদান নিবন্ধন গর্বিত হইয়া সর্বদাই স্বীয় ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন । আমাদিগের রাজা মহিষ নামক পৃথিবীপতি তোমার মনোহর রূপ ও বেশের কথা শুনিয়া তোমাকে দেখিতে বাসনা করিয়াছেন ॥ ৬২ ॥ চার্কস্জি ! তিনি মানুষরূপ ধারণ করিয়া তোমার নিকট আসিবেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ অথবা তোমার যেরূপ অভিলাষ হইবে আমরা তদনুরূপই কার্য্য করিব । অতএব মৃগলোচনে ! সেই ধীমান্ মহারাজের নিকট গমন কর ॥ ৬৫ ॥ যদি তুমি না যাও তাহা হইলে ভক্তিপরায়ণ রাজাকে তোমার নিকট আনয়ন করিব । সুরেশ্বর ! তোমার

বশগোহনৌ তবাত্যর্থং রূপসংশ্রবণান্তব ।

করভোরু ! বদাশু ত্বং সংবিধেয়ং ময়া তথা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং বৈয়াসিক্যাং সংহিতায়াং  
নির্জরাণামায়ুর্ধৈর্দেবার্চনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

( বশগ ইতি । আশু তথা সংবিধেয় মিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে তিলকাখ্যটীকায়াং  
নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

রূপ লাভণোর বিষয় শ্রবণ করিয়া রাজা তোমার অতিশয় বশীভূত হইয়াছেন অতএব  
তোমার যেরূপ অভিলাষ হইবে আমি তাহাই করিব । অতএব, করভোরু ! তোমার যেরূপ  
অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর আমি সত্বরই তদনুরূপ কার্য্যবিধান করিব ॥ ৬৬—৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে আয়ুধপ্রদানপূর্ব্বক দেবগণের  
দেবীপূজন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দশমোহিধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্ম প্রমদোত্তমা ।

তমুবাচ মহারাজ ! মেঘগন্তীরয়া গিরা ॥ ১ ॥

দেবুবাচ ।

মন্ত্ৰিবর্য্য ! সুরাণাং বৈ জননীং বিদ্ধি মাং কিল ।

মহালক্ষ্মীরিতি খ্যাতাং সৰ্বদৈত্যানিসূদিনীম্ ॥ ২ ॥

প্রার্থিতাহং সুরৈঃ সৰ্বৈৰ্অহিমস্ম বধায় চ ।

পীড়িতৈর্দানবেন্দ্রেণ যজ্ঞভাগবহিষ্কৃতৈঃ ॥ ৩ ॥

তস্মাদিহাগতাস্ম্যদ্য তদ্বধার্থকৃতোদ্যমা ।

একাকিনী ন সৈন্তেন সংযুতা মন্ত্ৰিসত্তম ! ॥ ৪ ॥

যদ্বয়াহং সামপূৰ্ব্বং কৃত্বা স্বাগতমাদরাৎ ।

উক্তা মধুরয়া বাচা তেন তুষ্টাস্মি তেহনঘ ! ॥ ৫ ॥

নোচেদ্ধস্মি দৃশা ত্বাং বৈ কালাগ্নিসময়া কিল ।

কস্ম প্রীতিকরং ন স্মান্মাধুর্য্যবচনং খলু ॥ ৬ ॥

ষট্‌ষষ্টিশ্লোককৰ্ম্মবৈষ্ণু দূতসংবাদকীৰ্ত্তনম্ ।

ত্রিয়তে যত্র দোষাস্ত দৈত্যানাং ভাণ্ডি সৰ্ব্বতঃ ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে দূতবাক্যং শ্রুত্বা দেবী যদাহ তদুচ্যতে ইতি ভাষ্যেতি ॥ ১—৫

কালাগ্নিসময়া তৎসদৃশয়া ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই প্রমদোত্তমা মহামায়া মহিষমন্ত্রীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্ত করিয়া মেঘের স্তায় গন্তীর বাক্যে তাহাকে বলিলেন, মন্ত্ৰিবর ! আমাকে সুর-গণের জননী বলিয়া জানিবে, আমার নাম মহালক্ষ্মী, আমিই সমস্ত দৈত্যগণকে সংহার করিয়া থাকি ॥ ১—২ ॥ দানবপতি সুরগণকে নিপীড়িত করিয়া যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করিয়াছে, সূতরাং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া মহিষাসুরের বধের নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ অতএব সচিবসত্তম ! তাহার বধে উদ্যত হইয়া সৈন্ত সমভিব্যাহারে না লইয়া আজ একাকিনীই এখানে আসিয়াছি ॥ ৪ ॥ অনঘ ! তুমি যে আমাকে সম্মান পূৰ্ব্বক স্নগধুর বাক্যাবলী দ্বারা সাদরে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৫ ॥ একরূপ ব্যবহার না করিলে কালাগ্নিসদৃশ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে নিশ্চয়ই



গচ্ছ তং মহিষং পাপং বদ মদ্বচনাদিদম্ ।

গচ্ছ পাতালমধুনা জীবিতেচ্ছা যদন্তি তে ॥ ৭ ॥

নোচেৎ কৃতাগসং দুষ্টিং হনিষ্যামি রণাঙ্গণে ।

মদ্বাণক্ষুণ্ণদেহস্ত্বং গন্তাসি যমসাদনম্ ॥ ৮ ॥

দয়ালুস্ত্বং মমেদং ত্বং বিদিত্বা গচ্ছ সত্বরম্ ।

হতে ত্বয়ি সুরা মুঢ় ! স্বর্গং প্রাপ্যন্তি সত্বরম্ ॥ ৯ ॥

তস্মাদগচ্ছস্ব ত্যক্তৈকো মেদিনীঞ্চ সসাগরাম্ ।

পাতালং তরসা মন্দ ! যাবদ্বাণা ন মেহপতন্ ॥ ১০ ॥

যুদ্ধেচ্ছা চেম্মনসি তে তর্হ্যেহি ত্বরিতোহসুর ! ।

বীরৈশ্চহাবলৈঃ সর্বৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১১ ॥

যুগে যুগে মহামুঢ় ! হতাস্ত্বংসদৃশাঃ কিল ।

অসংখ্যাতাস্তপা ত্বাং বৈ হনিষ্যামি রণাঙ্গণে ॥ ১২ ॥

সাফল্যং কুরু শস্ত্রাণাং ধারণে তু শ্রমোহন্যথা ।

তদ্যুধ্যাস্ব ময়া সার্কিং সমরে স্মরণীড়িতঃ ॥ ১৩ ॥

মা গর্বং কুরু দুষ্টিঅনু ! যস্মৈহন্তি ব্রহ্মণো বরঃ ।

স্ত্রীবধ্যত্বে ত্বয়া মুঢ় ! পীড়িতাঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥

গচ্ছতমিতি । তং মহিষং প্রতি গচ্ছত্যর্থঃ ॥ ৭—১৩ ॥

ভস্মসাৎ করিতাম ; মস্ত্রিন ! মধুমাখা কপা কাহার না প্রীতিকর হয় ? ॥ ৬ ॥ তুমি মহিষ সন্নিধানে গমন করিয়া আমি যাহা বলিব সেই বাক্যগুলি তাহাকে বলিবে যে, রে পাপ ! যদি তোমার জীবনের বাসনা থাকে, তবে এখনি রসাতলে গমন কর ॥ ৭ ॥ ইহার অন্তথা করিলে সেই অপরাধী দুষ্টকে সমরাঙ্গণে সংহার করিব । অধিক কি, আমার শরজালে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া শমনসদনে গমন করিতে হইবে ॥ ৮ ॥ মুঢ় ! আমি তোমার প্রতি দয়ালুতা প্রকাশ করিয়াই কহিতেছি তুমি ইহা জানিয়া সত্বর পাতালগামী হও, আর সুরগণ অবিলম্বে স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥ রে মন্দ ! যতক্ষণ না আমার বাণ সকল নিপতিত হইতেছে, তাহার পূর্বেই তুমি একাকী সসাগর ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া অচিরে পাতাল-মধ্যে প্রবেশ কর ॥ ১০ ॥ অসুরবর ! তোমার মনে যদি যুদ্ধের বাসনা থাকে, তাহা হইলে মহাবল বীরগণ সমভিব্যাহারে ত্বরান্বিত আগমন কর, আমি সকলকেই শমন সদনে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি ॥ ১১ ॥ মহামুঢ় ! তোমার সদৃশ অসংখ্য অসুরকে যেমন যুগে যুগে নিহত করিয়াছি, সেইরূপ তোমাকেও সমরাঙ্গণে সংহার করিব ॥ ১২ ॥ রে কামার্ত ! তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমার শস্ত্র ধারণের শ্রম সফল কর, নতুবা তাহা বিফল

কর্তব্যং বচনং ধাতুস্তেনাহং ত্র্যমুপাগতা ।

স্ত্রীরূপমতুলং কৃৎস্না সত্যং হস্তং কৃতাগসম্ ॥ ১৫ ॥

যথেচ্ছং গচ্ছ বা মূঢ় ! পাতালং পন্নগাবৃতম্ ।

হিত্বা ভূম্বরসদ্যাদ্য জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যুক্তঃ স ততো দেব্যা মন্ত্রিশ্রেষ্ঠো বলান্বিতঃ ।

প্রভুবাচ নিশম্যাসৌ বচনং হেতুগর্ভিতম্ ॥ ১৭ ॥

দেবি ! স্ত্রীসদৃশং বাক্যং ব্রূষে ত্বং মদগর্বিতা ।

কাসৌ ক ত্বং কথং যুদ্ধমসম্ভাব্যমিদং কিল ॥ ১৮ ॥

একাকিনী পুনর্বালা প্রারক্যৌবনা মূঢ়ঃ ।

মহিষোহসৌ মহাকায়ে দুর্বিভাব্যং হি সঙ্গতম্ ? ॥ ১৯ ॥

সৈন্যং বহুবিধং তস্য হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্ ।

পদাতিগণসংবিদ্ধং নানায়ুধবিরাজিতম্ ॥ ২০ ॥

কঃ শ্রমঃ করিরাজস্য মালতীপুষ্পমর্দনে ।

মারণে তব বামোরু ! মহিষশ্চ তথা রণে ॥ ২১ ॥

যদ্যশ্বাদিতার্থঃ । স্ত্রীবধ্যভেদবশিষ্টে সতীতি শেষঃ । তস্মিন্নবশিষ্টে সতি ব্রহ্মণো বরো বর্তত ইত্যত্র গর্ভং মা কুর্ষিত্যর্থঃ । তর্হি কা স্ত্রী হনিষ্যতীতি চেদহমেব হনিষ্যামীত্যাহ অয়েতি ॥ ১৪ ॥

কৃতাগসং ত্র্যং হস্তং সমুপাগতেত্যশ্বয়ঃ ॥ ১৫—১৭ ॥

হইবে ॥ ১৩ ॥ রে মূঢ় ! তুমি স্ত্রীবধ্য বলিয়া পূজ্যতম সুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছ, কিন্তু ছুঁটাওন! তুমি স্ত্রীলোকের বধ্য বলিয়া ব্রহ্মার এই বরের গর্ভ আর করিও না ॥ ১৪ ॥ বিধাতার বাক্য পালন করা কর্তব্য এই বিবেচনায় আমি অতুলনীয় নিত্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া পাপিষ্ঠ বলিয়াই তোমাকে নিহত করিতে এখানে আসিয়াছি ॥ ১৫ ॥ রে মূঢ় ! যদি তোমার জীবনের বাসনা থাকে, তাহা হইলে স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া পন্নগাবৃত পাতালে অথবা যেখানে ইচ্ছা গমন কর ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর স্ত্রীসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বলসম্বিত সচিব-প্রবর হেতুযুক্ত-বাক্যে প্রভুস্তর করিল, হে দেবি ! তুমি মদগর্বিতা হইয়া স্ত্রীসদৃশ বাক্যই বলিয়াছ, তুমি স্ত্রীলোক, দৈত্যপতি বীর ; সুতরাং তোমাদের উভয়ে যুদ্ধ কি প্রকারে হইবে ? ইহা আমার নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয় ॥ ১৭-১৮ ॥ তুমি কোমলাঙ্গী, নবযৌবনা বালা, বিশেষতঃ একাকিনী, আর মহিষ মহাকায়, সুতরাং তোমাদের সমর অসম্ভবনীয় ॥ ১৯ ॥ বিশেষতঃ

যদি ত্বাং পরুষং বাক্যং ব্রবীমি স্বল্পমপ্যহম্ ।  
 শৃঙ্গারে তদ্বিরুদ্ধং হি রসভঙ্গাদ্বিভেম্যহম্ ॥ ২২ ॥  
 রাজাস্নাকং সুররিপূর্ববর্ততে ত্বয়ি ভক্তিমান্ ।  
 সান্নৈবতু ময়া বাচ্যং দানযুক্তং তথা বচঃ ॥ ২৩ ॥  
 নোচেদ্ধন্যহমদৈব বাণেন ত্বাং যুষাবদাম্ ।  
 মিথ্যাভিমানচতুরাং রূপযৌবনগর্বিতাং ॥ ২৪ ॥  
 স্বামী মে মোহিতঃ শ্রুত্বা রূপং তে ভুবনাতিগম্ ।  
 তৎপ্রিয়ার্থং প্রিয়ং কামং বক্তব্যং ত্বয়ি যন্ময়া ॥ ২৫ ॥  
 রাজ্যং তব ধনং সর্বং দাসস্তে মহিষঃ কিল ।  
 কুরু ভাবং বিশালাক্ষি ! ত্যক্ত্বা রোষং যুতিপ্রদম্ ॥ ২৬ ॥  
 পতামি পাদয়োস্তেহং ভক্তিভাবেন ভামিনি ! ।  
 পট্টরাজ্ঞী মহারাজ্ঞো ভবং শীঘ্রং শুচিস্থিতে ! ॥ ২৭ ॥  
 ত্রৈলোক্যবিভবং সর্বং প্রাপ্যসি ত্বমনাবিলম্ ।  
 স্তুত্বং সংসারজং সর্বং মহিষস্য পরিগ্রহাৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রীমদৃশনপ্রোক্তম্ ॥ ১৮—২১ ॥

হি যতঃ শৃঙ্গারে পরুষং বাক্যং বিরুদ্ধং ভবতি । ততো রসভঙ্গাদ্বিভেমি ততো ন পরুষং বক্তুং শক্যমীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৮ ॥

তাঁহার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধধারী অসংখ্য সৈন্য আছে ॥ ২০ ॥  
 অতএব হে বামোক্ষ ! করিরাজের বেগন মালতী পুষ্প মর্দন করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ  
হয় না, সেইরূপ তোমাকে সমরে বিনাশ করিতেও তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রম হইবে না। পরন্তু,  
 যদি অল্পমাত্রও পরুষবাক্য তোমাকে বলি, তাহা হইলে উহা শৃঙ্গার রসের বিরুদ্ধ হয়, অত-  
 এব রস ভঙ্গের ভয়বশতঃ কোন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেও সমর্থ হইলাম না ॥ ২১-২২ ॥  
 আমাদিগের রাজা সুরশত্রু বটে, তথাপি তোমার একান্ত ভক্ত হইয়াছেন, অতএব সাম  
 অথবা দানযুক্ত বাক্য বলাই উচিত ॥ ২৩ ॥ তাহা না হইলে তুমি যেরূপ বৃথা অভিমান ও  
 রূপ যৌবনের গর্ব এবং চতুরতা প্রকাশ পূর্বক মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে  
 আমি বাণ দ্বারা এখনি তোমাকে নিহত করিতাম ॥ ২৪ ॥ তোমার ভুবনাতিত রূপ শুনিয়া  
 আমার প্রভু মোহিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রিয়কামনায় তোমাকে যথেষ্ট প্রিয়বাক্য  
 বলাই আমার উচিত ॥ ২৫ ॥ বিশালনয়নে ! রাজ্য ও সমস্ত ধনই তোমার, অধিক কি,  
 মহিষও তোমার দাস হইবে, অতএব নিজের মরণপ্রদ রোষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি  
 সদ্ভাব স্থাপন কর ॥ ২৬ ॥ শুচিস্থিতে ! আমি তোমার পাদযুগলে পতিত হইতেছি, তুমি



দেবুবাচ ।

শৃণু সচিব ! বক্ষ্যামি বাক্যানাং সারমুত্তমম্ ।  
 শাস্ত্রদৃষ্টেন মার্গেণ চাতুর্যমনুচিন্ত্য চ ॥ ২৯ ॥  
 মহিষস্য প্রধানস্ত্বং ময়া জ্ঞাতং ধিয়া কিল ।  
 পশুবুদ্ধিস্বভাবোহসি বচনাত্তব সাম্প্রতম্ ॥ ৩০ ॥  
 মস্ত্রিণস্ত্বাদৃশা যস্য স কথং বুদ্ধিমান্ ভবেৎ ।  
 উভয়োঃ সদৃশো যোগঃ কৃতোহয়ং বিধিনা কিল ॥ ৩১ ॥  
 যদুক্তং জ্ঞীষ্যভাবাসি ত্বদ্বিচারয় মূঢ় ! কিম্ ।  
 পুমান্নাহং তৎস্বভাবাভবং জ্ঞীবেষধারিণী ॥ ৩২ ॥  
 যাচিতং মরণং পূৰ্ব্বং জিয়া ত্বৎপ্রভুণা যথা ।  
 তস্মান্মন্যেহতিমূৰ্খোহসৌ ন বীররসবিভগঃ ॥ ৩৩ ॥  
 কামিন্যা মরণং ক্লীবরতিদং শূরদুঃখদম্ ।  
 প্রার্থিতং প্রভুণা তেন মহিষেণাঅবুদ্ধিনা ॥ ৩৪ ॥

সচিব এব সাচিবঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

যদুক্তং জ্ঞীষ্যভাবেতি । যদ্বয়োক্তং মূঢ়জ্ঞীষ্যভাবাসীতি তত্র বিচারয় কিমহং পুমান্নাস্মি  
 তৎস্বভাবা পুরুষস্বভাবা কিং পুমান্নাহং মায়াবিশিষ্টবুদ্ধিরূপিণ্যা মম পুংপ্রকৃত্যভয়াস্বকহাৎ  
 পুরুষস্বভাবমন্ত্যেব । নহু কিমর্থং তর্হি জ্ঞীবেষো ধৃত ইতি চেদেবৈর্মহিষবধার্থং প্রার্থিতা  
 জ্ঞীবেমাহভবমিত্যাহ অভবং জ্ঞীবেষধারিণীতি ॥ ৩২ ॥

এখনি গিয়া মহারাজের পাটরাণী হও ॥ ২৭ ॥ ভামিনি ! তুমি মহিষের পত্নী হইলে ত্রৈলো-  
 ক্যের যাবতীয় বিমল বিভব এবং সংসার জনিত অসীম সুখ এ সমস্তই প্রাপ্ত হইবে  
 সন্দেহ নাই ॥ ২৮ ॥

দেবী বলিলেন, সচিব ! তোমার বাক্চাতুর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া শাস্ত্রদৃষ্ট পথানুসারে  
 তোমাকে সারগর্ভ উত্তম বাক্যই বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ সম্প্রতি তোমার বাক্যানুসারে  
 আমি বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া জানিলাম যে, তুমি মহিষের প্রধান কন্মচারী পুরুষ, অতএব  
 তোমার স্বভাব ও বুদ্ধি পশুসদৃশ ॥ ৩০ ॥ যাহার মস্ত্রী তোমার সদৃশ সে কিরূপে বুদ্ধিমান  
 হইবে? তোমাদের উভয়ের একরূপ সদৃশ যোগ নিশ্চয়ই বিধাতা করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ মূঢ় !  
 তুমি যে আমাকে জ্ঞীষ্যভাব বলিলে, তাহা কি বিচার করিয়া দেখিয়াছ? যদিও আমি বস্ত্ত  
 পুরুষ নহি, কিন্তু সেই পরম পুরুষস্বভাবা, কেবল জ্ঞীবেষধারিণী মাত্র ॥ ৩২ ॥ তোমার  
 প্রভু পূৰ্বে ব্রহ্মার নিকটে জ্ঞীলোক হইতে মরণ প্রার্থনা করিয়াছে, অতএব আমি  
 বিবেচনা করি, সে অতিশয় মূৰ্খ এবং বীর রসের অনভিজ্ঞ ॥ ৩৩ ॥ কেননা, কামিনীর  
 হস্তে মরণ বীরের ক্লেদদায়ক আর ক্লীবের সন্তোষজনক, দেখ তোমার প্রভু মহিষ আত্মবুদ্ধি

তস্মাৎ স্ত্রীরূপমাধায় কার্য্যং কৰ্ত্তুমুপাগতা ।  
 কথং বিভেমি ত্বদ্বাকৈক্যধর্মশাস্ত্রবিরোধকৈঃ ॥ ৩৫ ॥  
 বিপরীতং যদা দৈবং তৃণং বজ্রসমং ভবেৎ ।  
 বিধিশ্চেৎ সুমুখঃ কামং কুলিশং তুলবত্তদা ॥ ৩৬ ॥  
 কিং সৈন্যৈরায়ুধৈঃ কিং বা প্রপঞ্চৈর্দুর্গসেবনৈঃ ।  
 মরণং সাম্প্রতং যস্য তস্য সৈন্যৈস্তু কিং ফলম্ ॥ ৩৭ ॥  
 যদায়ং দেহসম্বন্ধো জীবস্য কালযোগতঃ ।  
 তদৈব লিখিতং সর্ব্বং সুখং দুঃখং তথা মৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যস্য যেন প্রকারেণ মরণং দৈবনির্ম্মিতম্ ।  
 তস্য তেনৈব জায়েত নান্যথেনি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রহ্মাদীনাং যথাকালে নাশোৎপত্তী বিনির্ম্মিতে ।  
 তথৈব ভবতঃ কামং কিমন্তেষাং বিচার্য্যতে ॥ ৪০ ॥  
 যে মৃত্যুধর্ম্মিণস্তেষাং বরদানেন দর্পিতাঃ ।  
 মরিষ্যামো ন মন্যন্তে তে মূঢ়া মন্দচেতসঃ ॥ ৪১ ॥

তদেবাহ যাচিতমিতি ॥ ৩৩—৩৫ ॥

যদুক্তমেকাকিনীতি তত্রোত্তরমাহ বিপরীতমিতি ॥ ৩৬—৩৭ ॥

কিঞ্চ তব মহিষাসুরান্ মম মৃত্যুর্য়দি কল্লিতঃ শ্রান্তুর্হি স ভবিষ্যতোব । তত্রাহমেকা-  
 কিনী স্মাগপি চেৎ কিং সৈন্যযুতা চেদপি কিমিত্যাহ যদায়মিতি ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ননু মহিষাসুরস্ত বরো যুক্তিতে ততস্তস্ত মরণাভাবাৎ কথং তং হনিষ্যসি ত্বং তত্রাহ ব্রহ্মা-  
 দীনামিতি । মহিষাসুরবুদ্ধ্যাহ ভবত ইতি ॥ ৪০ ॥

অনুসারে কামিনীর হস্তেই মরণ প্রার্থনা করিয়াছে ॥ ৩৪ ॥ তন্নিমিত্তই আমি স্ত্রীরূপ  
 ধারণ করিয়া কার্য্যসাধন করিতে আসিয়াছি, অতএব শাস্ত্রবিরোধি তোমার বাক্যে আমি  
 ভয় করিব কেন ? ॥ ৩৫ ॥ যখন দৈব প্রতিকূল হয়েন, তৎকালে তৃণও কুলিশ সদৃশ হয়,  
 আর বিধি অনুকূল হইলে সেই বজ্রও আবার তুলার ন্যায় কোমল হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥  
 বিপুল সৈন্য বা আয়ুধরাশি কিম্বা বহুবিস্তীর্ণ সুদৃঢ় দুর্গ আশ্রয় করিলেই বা কি ইহতে  
 পারে ? মরণ বাহার নিকটবর্ত্তী, তাহার সৈন্যে কি ফলোদয় হইবে ? ॥ ৩৭ ॥ কালযোগে  
 যখন এই জীবের দেহ সম্বন্ধ হয়, তখনই সুখ, দুঃখ ও মৃত্যু এ সমস্তই লিখিত হইয়া  
 থাকে ॥ ৩৮ ॥ যাহার যে প্রকারে মরণ দৈবকর্ত্তক নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সেইরূপেই মৃত্যু  
 হইবে, তাহার কখন অন্যথা হইবে না ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবে ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণের  
 যেক্রপ যথাকালে নাশ ও উৎপত্তি বিহিত হইয়াছে, তোমরাও অবশ্য সেইরূপ হইবে,  
 অতএব বিচারে প্রয়োজন কি ? ॥ ৪০ ॥ যাহারা মৃত্যু ধর্ম্মের একান্ত বশবর্ত্তী, তাহাদের

তস্মাদগচ্ছ নৃপং ব্রুহি বচনং মম সত্বরম্ ।  
 যদাজ্ঞাপয়তে ভূপস্তু কৰ্ত্তব্যং ত্বয়া কিল ॥ ৪২ ॥  
 মঘবা স্বৰ্গমাপ্নোতু দেবাঃ সন্তু হবিভূজঃ ।  
 যুয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ৪৩ ॥  
 অন্যথা চেম্মতিশ্মন্দ ! মহিষস্য দুরাত্মনঃ ।  
 তদ্যুধ্যস্ব ময়া সাক্ষিং মরণায় কৃতাদরঃ ॥ ৪৪ ॥  
 মন্যসে সঙ্গরে ভগ্না দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ ।  
 দৈবং হি কারণং তত্র বরদানং প্রজাপতেঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস দানবঃ ।  
 কিং কৰ্ত্তব্যং ময়া যুদ্ধং গম্ভব্যং বা নৃপং প্রতি ॥ ৪৬ ॥  
 বিবাহার্থমিহাজ্ঞপ্তো রাজ্ঞা কামাতুরেণ বৈ ।  
 তৎকথং বিরসং কৃত্বা গচ্ছেয়ং নৃপসন্নিধৌ ॥ ৪৭ ॥  
 ইয়ং বুদ্ধিঃ সমীচীনা যদ্বিজামি কলিং বিনা ।  
 যথাগতং তথা শীঘ্রং রাজ্ঞে সংবেদয়াম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

যে মৃত্যুধৰ্ম্মিণ ইতি । সে মৃত্যুধৰ্ম্মিণো দেবাস্তেষাং বরেণামৃতা ভবাম ইতি যে জানন্তি  
 তে মৃত্যু ইত্যর্থঃ ॥ ৪১—৫১ ॥

বরদানে দর্পিত হইয়া যাহারা মনে করে যে, “আমরা মরিব না” তাহারা মৃত ও নিতান্ত  
 মন্দবুদ্ধি ॥ ৪১ ॥ অতএব তুমি অবিলম্বে নৃপসন্নিধানে গিয়া আমার বাক্য বলিবে, পরে  
 ভূপতি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি অবশ্যই তাহা করিবে ॥ ৪২ ॥ যদি জীবন রাখিতে  
 ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমরা পাতালপুরে প্রবেশ কর, আর ইন্দ্র স্বৰ্গরাজ্য এবং দেবগণ  
 যজ্ঞীয় হবি লাভ করুন ॥ ৪৩ ॥ যদি দুরাত্মা মহিষের অন্য মতি হয়, তবে মরণের নিমিত্ত  
 সোৎসুক হইয়া আমার সহিত সংগ্রাম করুক ॥ ৪৪ ॥ যদি মনে কর যে, বিষ্ণু প্রভৃতি  
 দেবগণ সমরে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাহাতে তোমাদের কিছুমাত্র পুরুষার্থ নাই,  
 কেবল প্রজাপতির বরদানই তাহার দৈব কারণ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া দানব চিন্তা করিতে লাগিল ; যে আমার  
 কি যুদ্ধ করা কৰ্ত্তব্য ? অথবা মহিষের নিকট গমন করাই বিধেয় ? ॥ ৪৬ ॥ রাজা কামাতুর  
 হইয়া বিবাহের নিমিত্ত আমাকে এই কার্যে নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কার্য বীরস  
 করিয়া আমি কিরূপে রাজসন্নিধানে গমন করিব ? ॥ ৪৭ ॥ এখন যুদ্ধ না করিয়া রাজার  
 নিকট যাওয়াই উচিত, অতএব যেরূপে আসিয়াছি সেইরূপ সত্বর গিয়া রাজাকে সমস্ত



সংগ্রহাণং পুনঃ কার্যে রাজা মতিমতাং বরঃ ।  
 করিষ্যতি বিচার্যৈব সচিবৈর্নিপুণৈঃ সহ ॥ ৪৯ ॥  
 সহসা ন ময়া যুদ্ধং কর্তব্যমনয়া সহ ।  
 জয়ে পরাজয়ে বাপি ভূপতেরপ্রিয়ং ভবেৎ ॥ ৫০ ॥  
 যদি মাং সুন্দরী হৃদ্যাদহং বা হস্মি তাং পুনঃ ।  
 যেন কেনাপ্যুপায়েন স কুপ্যেৎ পার্থিবঃ কিল ॥ ৫১ ॥  
 তস্মাত্ত্রৈব গত্বাহং বোধয়িষ্যামি তং নৃপম্ ।  
 যথাদ্যাভিহিতং দেব্যা যথাক্রুচি করোতু সঃ ॥ ৫২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সঙ্কিন্ত্য মেধাবী জগাম নৃপসন্নিধৌ ।  
 প্রণম্য তমুবাচেদং কৃতাজ্জলিরমাত্যজঃ ॥ ৫৩ ॥

মন্ত্র্যুবাচ ।

রাজন্ ! দেবী বরারোহা সিংহস্যোপরিসংস্থিতা ।  
 অষ্টাদশভুজা রম্যা বরাযুধধরা পরা ॥ ৫৪ ॥  
 সা ময়োক্তা মহারাজ ! মহিষং ভজ ভামিনি ! ।  
 মহিষী ভব রাজত্বং ত্রৈলোক্যাধিপতেঃ প্রিয়া ॥ ৫৫ ॥

---

দেব্যা ইত্যশ্রাণে তদনুস্মরণমিতি শেষঃ ॥ ৫২—৫৭ ॥

---

বিষয় নিবেদন করিব ॥ ৪৮ ॥ রাজা অদ্বিতীয় বুদ্ধিগান্ বিশেষত আমার প্রভু অতএব তিনি নিপুণ সচিবগণের সহিত বিচার করিয়া এ বিষয়ে যাহা বিহিত হয়, তাহাই করিবেন ॥ ৪৯ ॥ অতএব ইহঁার সহিত সহসা সংগ্রাম করা আমার উচিত নহে, কারণ জয় বা পরাজয় উভয়ই ভূপতির অপ্রিয় হইবে ॥ ৫০ ॥ যদি এই সুন্দরী আমাকে নিহত করে, অথবা আমিই ইহঁাকে নিহত করি, ফলত যে কোন রূপেই হউক রাজা অবশ্যই আমার প্রতি কুপিত হইবেন ॥ ৫১ ॥ অতএব দেবী এখন যাহা বলিলেন, আমি সেখানে গিয়া নৃপতিকে জানাইব পরে তাঁহার যাহা অতিক্রুচি হয়, করিবেন ॥ ৫২ ॥

ব্যাস বলিলেন. সেই মেধাবী মন্ত্রিতনয় এইরূপ চিন্তা করিয়া নৃপতি সন্নিধানে গমন করিল, পরে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে তাহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! সেই বরারোহা ভুবনমোহিনী মনোরমা দেবী অষ্টাদশ করে উত্তম আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের উপরি অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫৪ ॥ মহারাজ ! আমি তাঁহাকে বলিলাম “ভামিনি ! তুমি মহিষাসুরের প্রতি অনুরাগিনী হও ; তাহা হইলে ত্রৈলোক্যাধিপতি রাজার প্রিয়তমা মহিষী

পটুরাজী ত্বমেবাস্য ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ।  
 স তবাজ্জাকরো জাতো বশবর্তী ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥  
 ত্রৈলোক্যবিভবং ভুক্ত্বা চিরকালং বরাননে ! ।  
 মহিষং পতিমাসাদ্য যোষিতাং স্তভগা ভব ॥ ৫৭ ॥  
 ইতি মদ্বচনং শ্রুত্বা সা স্ময়াবেশমোহিতা ।  
 মামুবাচ বিশালাক্ষী স্মিতপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৫৮ ॥  
 মহিষীগর্ভসমুতং পশূনামধমং কিল ।  
 বলিং দাস্যাম্যহং দেবৈষ্য সুরাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ৫৯ ॥  
 কা মূঢ়া কামিনী লোকে মহিষং বৈ পতিং ভজেৎ ।  
 মাদৃশী মন্দবুদ্ধে ! কিং পশুভাবং ভজেদিহ ॥ ৬০ ॥  
 মহিষী মহিষং নাথং সশৃঙ্গা শৃঙ্গসংযুতম্ ।  
 কুরুতে ক্রন্দমানা বৈ নাহং তৎসদৃশী শঠা ॥ ৬১ ॥  
 করিষ্যেহং যুধে যুদ্ধং হনিষ্যে ত্বাং সুরাপ্রিয়ম্ ।  
 গচ্ছ বা দুৰ্ঘট ! পাতালং জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ৬২ ॥  
 পরুষং তু তয়া বাক্যমিত্যুক্তং নৃপ ! মন্তয়া ।  
 তচ্ছ ত্বাহং সমায়াতঃ প্রতিচিন্ত্য পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩ ॥

( ইতিমদিতি । স্ময়োহত্রাভিমানগর্ভস্তেনমোহিতাছন্নজ্ঞানা সত্যুবাচ, নোচেৎ ত্রৈলো-  
 ক্যাপিপতিং ত্বাগীদৃশং বক্তুং কঃ সমর্থো ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ম ইষীতি । ক্রন্দমানা আক্রন্দমানা রত্যাবেশবশেন শঙ্কায়মানেন্যর্থঃ ॥ ৬১—৬৪ ॥ )

হইবে ॥ ৫৫ ॥ তুমিই তাঁহার পাটরাণী হইবে তাহাতে সংশয় নাই, তিনি তোমার বশবর্তী  
 'আজ্জাকর দাস হইয়া জীবন যাপন করিবেন ॥ ৫৬ ॥ বরাননে ! মহিষকে পতি করিলে  
 ত্রৈলোক্যের যাবতীয় বিভব চিরকাল ভোগ করিয়া তুমি রমণীগণের মধ্যে সৌভাগ্যবতী  
 হইবে ॥ ৫৭ ॥ আমার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও অহঙ্কারে বিমোহিত হইয়া সেই  
 বিশালাক্ষী ঈষৎ হাস্ত করিতে করিতে আগাকে বলিল যে, সে মহিষীর গর্ভসমুত ও পশুর  
 অধম ; অতএব আমি সুরগণের হিতকামনায় তাহাকে দেবীর সম্মুখে বলিদান দিব ॥ ৫৮-৫৯ ॥  
 ইহলোকে এমন মন্দবুদ্ধি কামিনী কে আছে যে, মহিষকে পতিরূপে বরণ করিবে ?  
 মন্দবুদ্ধে ! মাদৃশ স্ত্রীলোক কি পশুভাব অভিলাষ করে ? ॥ ৬০ ॥ মহিষী শৃঙ্গসংযুতা স্তভগা  
 সে শৃঙ্গারমদে প্রমত্ত হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে সশৃঙ্গ-মহিষকে পতি করিতে  
 পারে, কিন্তু আমি তাহার সদৃশী বা মূঢ়স্বভাবা নহি যে, তাহাকে পতি করিব ॥ ৬১ ॥ হৃষ্ট !  
 সুরাঙ্গণে যুদ্ধ করিয়া সেই সুরগণের অপ্রিয়কারী অসুরকে সংহার করিব, যদি তাহার

রসভঙ্গং বিচিন্ত্যেব ন যুদ্ধং তু ময়া কৃতম্ ।  
 আজ্ঞাং বিনা তবাত্যস্তং কথং কুর্যাং স্বথোদ্যমম্ ॥ ৬৪ ॥  
 সাতীৰ চ বলোন্মত্তা বর্ততে ভূপ ! ভামিনী ।  
 ভবিতব্যং ন জানামি কিং বা ভাবি ভবিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥  
 কার্যেহস্মিংস্ত্বং প্রমাণং নো মন্তোহতীব দুরাসদঃ ।  
 যুদ্ধং পলায়নং শ্রেয়ো ন জানেহহং বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
 দূতসংবাদকীর্তনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

( সাতীবেতি । ভাবি ভবিতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

কার্য ইতি । স্বমেব প্রমাণং কার্যনিরন্তেতি যাবৎ ॥ ৬৬ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জীবনের ইচ্ছা থাকে তবে পাতালে পলায়ন করুক ॥ ৬২ ॥ রাজন্ ! সে মন্ত হইয়া এইরূপ  
 কর্কশ বাক্য বলিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া প্রতিকার চিন্তা করিতে করিতে আপনার  
 নিকট আসিয়াছি ॥ ৬৩ ॥ মহারাজ ! রসভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় আমি যুদ্ধ করি নাই, বিশেষত  
 আপনার আজ্ঞাব্যতীত অধিকতর নিরর্থক উৎসাহ কিরূপে করিব ? ॥ ৬৪ ॥ হে মহীপাল !  
 সেই ভামিনী নিজবলমদে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে, ভবিতব্যতা যে কি তাহা জানি  
 না, অথবা যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে ॥ ৬৫ ॥ এ বিষয়ে আপনিই একমাত্র প্রভু ;  
 অতএব আপনি যাহা বর্ণিবেন আমরা তাহাই করিব । কিন্তু ইহার মন্ত্রণা অতীব দুষ্কর ;  
 স্মৃতরাং যুদ্ধ করা শ্রেয় অথবা পলায়ন করা শ্রেয় ইহার আমি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি  
 নাই ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দূতসংবাদ নামক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## একাদশোধ্যায়ঃ ।

### কাস উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মহিমো মদবিহ্বলঃ ।  
মন্ত্রিরজানু সনাঙ্গুয় রাজা বচসকুবীৎ ॥ ১ ॥

### সাজোবাত ।

মন্ত্রিণঃ ! কিঞ্চ কৰ্তব্যং কিঞ্চকং ব্রুত্বা চিরম্ ।  
আগতা দেববিহিতা সাজোবাতঃ শাসনীর কিম্ ॥ ২ ॥  
কার্যোন্নিমিগুণা যুগ্মপায়েষু বিচক্ষণাঃ ।  
সামাদিষু চ কৰ্তব্যঃ কোহত্র মহং ব্রুবন্ত চ ॥ ৩ ॥

### মন্ত্রিণ উচুঃ ।

সত্যং সদৈব বক্তব্যং শ্রিয়ঞ্চ নৃপসত্তম ।।  
কার্যং হিতকরং নুনং বিচার্য বিবুধৈঃ কিম্ ॥ ৪ ॥  
সত্যঞ্চ হিতকুজ্রাজন্ । শ্রিয়ঞ্চাহিতকুজ্রবেৎ ।  
যথৌষধং নৃণাং লোকে হুশ্রিয়ং রোগনাশনম্ ॥ ৫ ॥

সত্যমিত্তিককর্ষেবহিষাহরসংসারি ।

বিমুখ তাম্রদুতন্ত প্রেবিতন্তেতি কীর্ত্যতে । ১

ইখং পূর্বাধ্যায়ান্তে মন্ত্রিবর্ষ্যভারগমুপকৃত্ত তদুত্তরং জাতং ব্রুত্বাহ ইতি তন্তেতি ॥ ১ ॥

বিশ্রকং নিশ্চিতম্ ॥ ২ ॥

সামাদিষুপায়েষু ক উপায় ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সত্যমিতি । বক্তব্যং হি বিবিধং সত্যং শ্রিয়কেত্যর্থঃ । তর্কোন্নিমিত্তে একং বিবুধৈহিত-  
করং বিচার্য কার্যং স্বীকার্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

কিং তদ্বিতকরং তৎ স্বয়মেবাহঃ সত্যকেতি । শ্রিয়ঞ্চাহিতকুজ্রমিতি । সত্যমুচ্যতে চেজ্রাজঃ  
কোথো ভবিষ্যতীতি ভিয়া রাজো হিতকরমপি সত্যং বাক্যং হিষা তন্ননোরজনায়াসত্যং

কাস বলিলেন, মদমোহিত রাজা মহিমাজেব যুতের উদ্বল বাক্য শ্রবণে হৃদ মন্ত্রিদিগকে  
আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১ ॥ মন্ত্রিগণ ! একগে আমার কৰ্তব্য কি ? আপনারা তাহা  
নিশ্চয় করিয়া আমার ব্যক্ত করুন ? এই দেবী পক্ষরাজের সায়ান জ্ঞান দেবগণকর্ষক বিমচিত  
হইয়াই কি এখানে আসিয়াছে ? আপনারা সামাদি চতুর্কি উপায়-প্রয়োগে বিচক্ষণ এবং  
উপস্থিত মন্ত্রণাকার্যে নিগুণ ; অতএব, একগে লান দান ডেন ও দত্ত এই উপায়  
চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন উপায় অবলম্বন করা কৰ্তব্য, তাহা আমাকে বলুন ॥ ২—৩ ॥

সত্যম্ প্রোতা মস্তা চ দুর্লভঃ পৃথিবীপতে ! ।

বক্তাপি দুর্লভঃ কামং বহুচাটুভাষকাঃ ॥ ৬ ॥

কথং ব্রুমোহত্র নৃপতে ! বিচারে গহনে হিহ ।

শুভং বাপ্যশুভং বাপি কো বেত্তি ভুবনজয়ে ॥ ৭ ॥

রাজোবাচ ।

স্বস্বমত্যমুসারেণ ব্যবসাদ্য পৃথক্ পৃথক্ ।

যেষাং হি যাদৃশো ভাবস্তচ্ছ্রদ্ধা চিন্তয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥

বহুনাং মতমাজ্ঞায় বিচার্য চ পুমঃ পুমঃ ।

যচ্ছেয়ন্তুচ্ছি কৰ্ত্তব্যং কাৰ্য্যং কাৰ্য্যবিচক্ষণৈঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তস্মৈবং বচনং শ্রদ্ধা বিরূপাক্ষো মহাবলঃ ।

উবাচ তরসা বাক্যং রঞ্জয়ন্ পৃথিবীপতিম্ ॥ ১০ ॥

বিরূপাক্ষ উবাচ ।

রাজমারী বরাকীৰ্ণং সা ব্রুতে মদগৰ্ব্বিতা ।

বিভীষিকামাত্রমিদং জ্ঞাতব্যং বচনং স্বয়া ॥ ১১ ॥

কার্য্যনাশকরঞ্চ যন্নিষ্টং তদ্বক্তব্যং তদেতদত্র প্রিয়পদবাচ্যং তচ্ছাহিতকৃদেব ভবেৎ । তদ্বিন্ন-  
মপ্রিয়ং সত্যং বাক্যং হিতকৃদिति ভাবঃ । তত্র দৃষ্টান্তমাহ । বখৌবধমিতি ॥ ৫ ॥

চাটুভাষকাঃ মনোহররূপককার্য্যঃ ॥ ৬—১২ ॥

৫ মজ্জিগণ বলিলেন, নৃপসন্তর ! সত্য এবং প্রিয়কথা সৰ্বদাই বলা উচিত, তাহার মধ্যে  
যাহা হিতকর, পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া তাহাই স্বীকার করেন ॥ ৪ ॥ রাজন্ ! ইহলোকে  
ঔবধ যেমন মনুষ্যগণের অপ্রিয় হইলেও রোগ বিনাশ করে, সেইরূপ সত্যবাক্য অপ্রিয়  
হইলেও হিতকর কিন্তু কেবল মাত্র প্রিয়বাক্য অহিতকর হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ হে পৃথিবীপতে !  
সত্যবাক্য শ্রবণ ও অনুমোদন করে, এই উত্তর প্রকার লোকই দুর্লভ ; আর সত্যবক্তা  
ব্যক্তিও অত্যন্ত দুর্লভ ; যেহেতু ইহলোকে চাটুবাদীই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া  
যায় ॥ ৬ ॥ নরনাথ ! শুভ বা অশুভ কি, এই ত্রিলোকমধ্যে তাহা কে বিদিত আছে ?  
অতএব, এই হরুহ বিচার বিষয়ের নির্ণয় আমরা কি প্রকারে বলিব ॥ ৭ ॥

রাজা বলিলেন, আপনারা স্বীয় বুদ্ধি-অনুসারে যাহার বেক্ষণ অভিপ্রায়, তাহা পৃথক্  
পৃথক্ ব্যক্ত করুন, সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়া আমি বিবেচনা করিব ॥ ৮ ॥ কারণ, বহুলোকের  
মত সৰ্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া বার বার বিচার করত যাহা প্রেরকর হয়, কার্য্যকর  
ব্যক্তিগণের সেই কার্য্যই কৰ্ত্তব্য জানিবেন ॥ ৯ ॥

কো বিভেতি ত্রিমা বাষ্টক্যচ্ছটৈক রণতুর্মদৈঃ ।

অনৃতঃ সাহসকেতি জাম্বারীবিচেষ্টিতম্ ॥ ১২ ॥

জিহ্বা ত্রিভুবনং রাজমদ্য কাস্তাতয়েন বৈ ।

দীনহেহপাষণো মুনঃ বীরশ্চ ভুবনে ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

তস্মাদ্ যাম্যহমেকাকী যুদ্ধায় চণ্ডিকাশ্রতি ।

হনিষ্যে তাং মহারাজ ! নির্ভয়ো ভব মাশ্রিতম্ ॥ ১৪ ॥

সেনারতোহহং গচ্ছা তাং শত্রুজৈর্বিবিধৈঃ কিল ।

নিষূদয়ামি দুর্মদাং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্ ॥ ১৫ ॥

বদ্ধা সর্পময়ৈঃ পাশৈরানয়িষ্যে তবাস্তি কম্ ।

বশগা তু সদা তে স্মাৎ পশু রাজন্ ! বলং মম ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বিরূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা দুর্ধরো বাক্যমব্রবীৎ ।

সত্যযুক্তং বচো রাজন্ ! বিরূপাক্ষেন ধীমতা ॥ ১৭ ॥

দীনহে স্বীকৃতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যামি গচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, তাহার এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক মহাবল বিরূপাক্ষ সত্বর হইয়া ভূপতির মনোরঞ্জনকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১০ ॥ রাজন্ ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন সেই সামান্য নারী মদগর্ভিত হইয়া যাহা বলিয়াছে, তাহা বিতীর্ণকী মাত্র ॥ ১১ ॥ জীলোকের চেষ্টা ও সাহস নিরর্থক ইহা ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছে, সুতরাং কোন্ ব্যক্তি জীলোকের রণপ্লাযাকর কটুবাक্যে ভয় করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ রাজন্ ! আপনি বীরদর্পে ত্রিভুবন জয় করিয়া এখন অবলা কামিনীর ভয়ে হীনতা স্বীকার করিলে সংসারে আপনার অত্যন্তই অশেষ হইবে ॥ ১৩ ॥ অতএব, মহারাজ ! আমি একাকীই চণ্ডিকার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব, এবং আমিই তাহাকে বধ করিব ; আপনি এক্ষণে নির্ভয়ে অবস্থিতি করুন ॥ ১৪ ॥ রাজন্ ! আপনি অস্ত্রমার পরাক্রম দর্শন করুন ; আমি সেনা সমতিব্যাহারে গমন করিয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সেই চণ্ডবিক্রমা দুর্মদা চণ্ডিকাকে নিপাতিত করিব অথবা সর্পময় পাশ দ্বারা বদ্ধন করিয়া তাহাকে আপনার নিকট আনিয়া দিব, তাহা হইলেই সেই বিরূপাক্ষ নারী সর্বদাই আপনার বশবর্তিনী হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, বিরূপাক্ষের উদ্দেশ্য বাক্য শুনিয়া দুর্ধর বলিল, রাজন্ ! বিরূপাক্ষ অতীব বুদ্ধিমান, সুতরাং ইনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত ও সত্য । রাজন্ ! আপনি বুদ্ধিমান, সুতরাং আমারও যথার্থ বচন শ্রবণ করুন । আমি অসুমান দ্বারা সেই সুদতী রম-



মমাপি বচমং শ্লক্কং শ্রোতব্যং ধীমতা স্বয়া ।

কামাতুরৈবা হৃদতী লক্ষ্যন্তেহপ্যনুমানতঃ ॥ ১৮ ॥

ভবত্যেবংবিধা কামং মারিকা রূপগর্বিতা ।

ভীষয়িত্বা বরাক্রোহা স্বাং বশে কর্তু মিচ্ছতি ॥

হাবোহয়ং মানিনীনাং বৈ তং বেত্তি রসবিস্তমঃ ॥ ১৯ ॥

বক্রোক্তিরেবা কামিন্যাঃ প্রিয়ং প্রতি পরায়ণম্ ।

বেত্তি কোহপি নরঃ কামং কামশাস্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ ২০ ॥

যদুক্তং নাম বাণৈস্ত্বাং বধিব্যে বর্ণয়ুর্দ্ধনি ।

হেতুগর্ভমিদং বাক্যং জ্ঞাতব্যং হেতুবিভূমৈঃ ॥ ২১ ॥

বাণাস্তু মানিনীনাং বৈ কটাক্ষা এব বিব্রুতাঃ ।

পুষ্পাঞ্জলিময়াশ্চাত্তে ব্যঙ্গ্যানি বচনানি চ ॥ ২২ ॥

কা শক্তিরন্তবাণানাং প্রেরণে স্বয়ি পার্শ্বিব ! ।

তাদৃশীনাং ন সা শক্তির্ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদিষু ॥ ২৩ ॥

হাবোহয়মিতি । যো রসবিস্তমঃ । স যোহয়ং মানিনীনাং হাবস্তং বেত্তি ॥ ১৯ ॥

বক্রোক্তিরিতি । কামিন্যা বক্রোক্তিঃ । প্রিয়ং প্রতি পুরুষং প্রতি পরায়ণং ভবতি । সুখাপ্রয়ভূতা ভবতি । ত্রয়ো হৃদ্যং ন সর্কে জানন্তি কিন্তু কোহপি চতুরঃ । কামশাস্ত্রবিচক্ষণ এব জানাতীত্যাহ বেত্তীতি ॥ ২০ ॥

তর্হি ত্বমেব তং হৃদয়বেত্তাসি ততস্তদ্বাক্যার্থং বর্ণয়েতি চেত্তদাহ যদুক্তমিতি । হেতু-  
গর্ভমিতি । কারণগর্ভং তাৎপর্যাস্তরবিশিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কিং তত্ভাৎপর্যাস্তরং তদাহ বাণাস্বিতি । ন প্রসিদ্ধা বাণা অত্র বিব্রুতাঃ । কিন্তু  
কটাক্ষাঃ । পুষ্পাঞ্জলিময়া ইতি । যথা কটাক্ষাঃ পূর্বোক্তাভিপ্রায়াস্তথা পুষ্পাঞ্জলিময়া ব্যঙ্গ-  
বচনানি নম্যোক্তয়শ্চ বাণা ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নীকে কামাতুরা বলিয়া বোধ করি ॥ ১৭—১৮ ॥ কারণ, সেই নিতম্বিনী ভদ্র প্রদর্শন করিয়া  
আপনাকে বশীভূত করিতে বাসনা করিয়াছে; বস্ত্রত রূপগর্বিতা মারিকার প্রায়ই কামা-  
তুরা হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে । মানিনীদিগের এরূপ ব্যবহারকে হাব বলিয়া  
থাকে, বাগরা, অতিশয় রসজ্ঞ, তাঁহারা ইহা জানিতে পারেন ॥ ১৯ ॥ কামিনীগণের  
এই বক্রোক্তিই প্রিয় পুরুষগণের আকর্ষণবিষয়ে প্রধান কারণ হইয়া থাকে; যে সকল  
ব্যক্তি কামশাস্ত্রে বিচক্ষণ, তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি কেবল এই বিষয় উত্তমরূপে বিদিত  
হইতে পারেন ॥ ২০ ॥ রাজন্ । সেই কামিনী বলিয়াছে, 'তোমাকে সমুখ সম্মুখে বাণদ্বারা বধ  
করিব' ইহার তাৎপর্য পৃথক; যে সকল বুদ্ধগণ হেতুবিদ্যায় নিপুণ, তাঁহারা ইহা হেতু-  
গর্ভ বলিয়া জানিতে পারেন ॥ ২১ ॥ দেখুন মানিনীদিগের অত্র কোন বাণ নাই, কেবল  
কটাক্ষবাণই প্রসিদ্ধ; আর অভিপ্রায়ব্যঙ্গক অর্থার্থ বচনাবলিই পুষ্পময় দ্বিতীয় বাণ ॥ ২২ ॥

তয়োক্তং নেত্রবাণৈস্ত্বাং হনিষ্যে মন্দ ! পার্শ্বিবম্ ।  
 বিপরীতং পরিজ্ঞাতং তেভ্যামসবিদা কিল ॥ ২৪ ॥  
 পাতয়িষ্যামি শয্যায়াং রণময্যাং পতিং তব ।  
 বিপরীতরতিক্রীড়াভাষণং জ্ঞেয়মেব তৎ ॥ ২৫ ॥  
 করিষ্যে বিগতপ্রাণং যদুক্তং বচমং ত্বয়া ।  
 বীৰ্য্যং প্রাণা ইতি প্রোক্তং তদ্বিহীনং ন চাম্মথা ॥ ২৬ ॥  
 ব্যঙ্গ্যাধিক্যেন বাক্যেন বরয়ন্তু্যক্তমা নৃপ ! ।  
 তদ্বৈ বিচারতো জ্ঞেয়ং রসগ্রন্থবিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭ ॥  
 ইতি জ্ঞাত্বা মহারাজ ! কর্তব্যং রসসংযুতম্ ।  
 সামিদানদ্বয়ং তস্তা নাশোপায়োহস্তি ভূপতে ! ॥ ২৮ ॥  
 রুষ্টা বা গর্বিতা বাপি বশগা মানিনী ভবেৎ ।  
 তাদৃশৈর্মধুরৈর্ক্বাকৈরানয়িষ্যে তবাস্তিকম্ ॥ ২৯ ॥

নহু মুখ্যবাণাঃ কুতো নাত্র বিবক্ষিতা ইতি চেদসম্ভবায় তেহত্র বিবক্ষিতা ইত্যাহ কা  
 শক্তিরিতি । তাদৃশীনাং শৃঙ্গারবতীনাং জ্ঞানামন্ত্রবাণানাং প্রেরণে কা শক্তিঃ কিং শব্দঃ  
 ক্ষেপার্থঃ নৈব শক্তিরিত্যর্থঃ । যা শক্তির্ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদিষু নাস্তি তস্মাদ্ভক্তরোক্তং বাণৈস্ত্বাং  
 বধিষ্যে ইতি তস্তায়মভিপ্রায় ইত্যাহ ॥ ২৩—২৪ ॥

যচ্চ তয়োক্তং তব পতিং মহিষাসুরং রণে শয্যায়াং রণরূপায়াং শয্যায়াং পাতয়িষ্যা-  
 মীতি । তস্তায়মভিপ্রায় ইত্যাহ বিপরীতরতীতি ॥ ২৫ ॥

যচ্চ তয়োক্তং করিষ্যে বিগতপ্রাণমিতি তস্তায়মভিপ্রায় ইত্যাহ বীৰ্য্যং প্রাণা ইতি ।  
 তদ্বিহীনং বীৰ্য্যবিহীনং করিষ্যামীত্যেব তদ্বচনর্থঃ ॥ ২৬ ॥

হে পার্শ্বিব ! আপনার উপর শায়কনিক্ষেপ করিতে বুদ্ধা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও শক্তি নাই,  
 স্তূতরাং তাদৃশী শৃঙ্গারবতী অবলা কামিনীদিগের প্রকৃতবাণ-প্রেরণের সামর্থ্য কি ? ॥ ২৩ ॥  
 রাজন্ ! সেই রমণী বলিয়াছে, ‘মন্দ ! তোমার রাজাকে নয়নবাণে নিহত করিব’ ; কিন্তু  
 দূতের রসজ্ঞান নাই স্তূতরাং সে বিপরীত জ্ঞান করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥ সেই কাম-  
 নিপুণা কামিনী আরও ব্যক্ত করিয়াছে যে, তোমার পতিকে রণময়ী শয্যায় নিপাতিত  
 করিব, ইহা নিশ্চয়ই বিপরীত রতিক্রীড়ার অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥  
 সেই ক্ষমরী বলিয়াছে যে, তাহার প্রাণ হরণ করিব ; রাজন্ ! এ বিষয়েও বিবেচনা করিয়া  
 দেখুন বীৰ্য্যই প্রাণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ; অতএব, সেই রমণী আপনাকে বীৰ্য্যবিহীন  
 করিবে এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছে, অথু কোন অভিপ্রায় নাই ॥ ২৬ ॥ হে নৃপ !  
 উক্তমা অশ্রুনাগণ ব্যঙ্গ্যাধিক বাক্যেই জিহ্ন ব্যক্তিকে বরণ করিয়া থাকে । আমি যাহা বলি-  
 লাম রসশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া ইহা জানিতে পারিবেন ॥ ২৭ ॥ মহারাজ !

কিং বহুজ্ঞেন মে রাজন্ ! কৰ্ত্তব্যং বশবৰ্ণিনী ।

গত্বা ময়াধুনৈবেয়ং কিঙ্করীব সদৈব তে ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইখং নিশম্য তদ্বাক্যং তাত্ত্বন্ত্ববিচক্ষণঃ ।

উবাচ বচনং রাজন্ ! নিশাময় ময়োদিতম্ ॥ ৩১ ॥

হেতুমৰ্ম্মসহিতং রসযুক্তং নয়াম্বিতম্ ॥ ৩২ ॥

নৈষা কামাতুরা বালা নানুরক্তা বিচক্ষণা ।

ব্যঙ্গ্যানি নৈব বাক্যানি তয়োক্তানি তু মানদ ! ॥ ৩৩ ॥

চিত্রমত্র মহাবাহো ! যদেকা বরবর্ণিনী ।

নিরালম্বা সমায়াতি চিত্ররূপা মনোহরা ॥ ৩৪ ॥

অষ্টাদশভুজা নারী ন শ্রুতা ন চ বীক্ষিতা ।

কেনাপি ত্রিষু লোকেষু পরাক্রমবতী শুভা ॥ ৩৫ ॥

আয়ুধান্যপি তাবন্তি ধৃতানি বলবন্তি চ ।

বিপরীতমিদং মন্যে সৰ্ব্বং কালকৃতং নৃপ ! ॥ ৩৬ ॥

এতাদৃশব্যঙ্গ্যাধিকোন নর্যোক্ত্যাধিকোন বাক্যোন সাত্ত্ব্যভ্রমা কামিনী ভ্রাং বরবর্ণ-  
তীতি যন্ময়োচ্যতে তদৈব রসগ্রহবিচক্ষণৈঃ শৃঙ্গারশাস্ত্রনিপুণৈর্কিচারতো জ্ঞেয়ং নিশ্চেষ্টব্য-  
মিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৬ ॥

আপনি ইহা অবগত হইয়া সেই কামিনীর প্রতি সরস ব্যবহার করিবেন । ভূপতে ! সাম ও  
দান ভিন্ন তাহাকে বাধ্য করিবার অন্য আর উপায় নাই ॥ ২৮ ॥ সেই মানিনী গর্জিতাই  
হউক আর কষ্টাই হউক ইহাতে অবশ্যই বশীভূতা হইবে । রাজন্ ! আমার অধিক বাক্য-  
ব্যয়ে প্রয়োজন নাই, আমি এখনি গিয়া তাদৃশ মধুর বাক্যে তাহাকে আপনার নিকট  
আনয়ন করিব ; অধিক কি, তাহাকে কিঙ্করীর ভায় নিয়ত আপনার বশবৰ্ণিনী করিয়া  
দিব ॥ ২৯—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, দুর্দ্ধরের জেদুশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্য্যকুশল তাত্ত্ব বলিল, রাজন্ ! আমি  
হেতুমসম্বিত সরস এবং ধর্ম্মসম্মত নীতিবাক্য বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৩১—৩২ ॥ হে মানদ !  
সেই বুদ্ধিমতী রমণী কামাতুরা বা আপনার প্রতি অনুরক্তা নহে এবং সেই রমণী আপনার  
প্রতি ব্যঙ্গ বাক্যও প্রয়োগ করে নাই ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ ! সেই বিচিত্ররূপা মনোহারিণী  
বরবর্ণিনী রমণী যে নিরাশ্রয়া এবং একাকিনী হইয়াও এখানে যুদ্ধবাসনায় আসিয়াছে ইহাই  
অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৩৪ ॥ রমণীগণ বিভূজা হইয়া থাকে কিন্তু এই রমণী অষ্টাদশভুজা  
আবার এই অষ্টাদশ করে প্রত্যেক করেই উত্তম উত্তম অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া পরাক্রম



স্বপ্নানি ছুর্নিমিত্তানি ময়া দৃষ্টানি বৈ নিশি ।  
 তেন জানাম্যহং নুনং বৈশম্যং সমুপাগতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 কৃষ্ণাশ্বরধরা নারী রুদতী চ গৃহাঙ্গণে ।  
 দৃষ্টা স্বপ্নেহপ্যষঃকালে চিস্তিতব্যাস্তদত্যয়ঃ ॥ ৩৮ ॥  
 বিকৃতাঃ পক্ষিণো রাত্রৌ রোরুবন্তি গৃহে গৃহে ।  
 উৎপাতা বিবিধা রাজন্ ! প্রভবন্তি গৃহে গৃহে ॥ ৩৯ ॥  
 তেন জানাম্যহং নুনং কারণং কিঞ্চিদেব হি ।  
 যত্নাং প্রার্থয়তে বালা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়া ॥ ৪০ ॥  
 নৈষান্তি মানুষী নো বা গন্ধর্ব্বা ন তথাসুরী ।  
 দেবৈঃ কৃতেয়ং জ্ঞাতব্যা ময়া মোহকরী-বিভো ! ॥ ৪১ ॥  
 কাতরত্বং ন কর্তব্যং মমৈতন্মতমিত্যলম্ ।  
 কর্তব্যং সর্ব্বথা যুদ্ধং যদ্যব্যং তদ্ব্যবসিতি ॥ ৪২ ॥  
 কো বেদ দেবকর্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা ।  
 অবলম্ব্য ধিয়া ধৈর্য্যং শ্রুতব্যং বৈ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥

তেন স্বপ্নেন ॥ ৩৭ ॥

তদত্যয় ইতি তদত্যয়ো ধ্বংসো নিয়তং চিস্তিতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

তেনেতি । তেন হুঃস্বপ্নাদিনা কিঞ্চিদন্তদেব কারণমস্মাকং মরণরূপমশ্রুতাবতারশ্চ  
 জ্ঞানামি অমুমিনোমীত্যর্থঃ । কিঞ্চ হুৎপ্রত্যকতোহপীদং নিশ্চীয়ত ইত্যাহ । যস্মামিতি ॥ ৪০ ॥

প্রকাশে উদ্যতা । মহারাজ ! এরূপ রমণী ত্রিলোক মধ্যে কখন দেখিও নাই বা কখন শুনিও  
 নাই ; অতএব, এই সমস্তই কালের বিপরীত কার্য্য বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে ॥ ৩৫—৩৬ ॥  
 মহারাজ ! আমি রাত্রিযোগে ছুর্নিমিত্ত স্বপ্নসকল নিরীক্ষণ করিয়াছি তাহাতে আমার নিশ্চয়  
 বোধ হইতেছে যে, নিকটে ঘোর বিপদ উপস্থিত ॥ ৩৭ ॥ আমি উষাকালে স্বপ্নে দেখিলাম  
 যে, এক রমণী কৃষ্ণবসন পরিধান করিয়া গৃহাঙ্গণে রোদন করিতেছে, ইহাতে বোধ হয়  
 আপনার অমঙ্গল উপস্থিত হইবে ॥ ৩৮ ॥ রাজন্ ! রাত্রিকালে পক্ষিসকল গৃহে গৃহে বিকট  
 রবে চীৎকার করিতেছে এবং সকল গৃহেই বিবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইতেছে, বিশেষত  
 এই সময়ে এই বালা যুদ্ধের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছে,  
 ইহাতে অমুমান করি যে, ইহার অবশ্যই কোনও নিগূঢ় কারণ আছে ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিভো !  
 এই রমণী মানবী বা গন্ধর্ব্বকামিনী অথবা অমুরপত্নী নহে । কেবল আমাদের মোহ উৎপা-  
 দন করিবার নিমিত্তই দেবতারা এই মায়া রূপিনীকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥ হে রাজেন্দ্র !  
 কাতরতা অবলম্বন করা উচিত নহে, সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ করাই বিধেয় ; যাহা হইবার তাহা  
 অবশ্যই হইবে ইহাই আমার নিশ্চিত অভিপ্রায় ॥ ৪২ ॥ শুভই হউক আর অশুভই হউক,

জীবিতং মরণং পুংসাং দৈবানীনাং নরাধিপ ! ।

কোহপি নৈবানুশা কৰ্ত্তুং সমৰ্থো ভুবনত্ৰয়ে ॥ ৪৪ ॥

মহিষ উবাচ ।

গচ্ছ তাত্ৰ ! মহাতাগ ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।

তামানয় বরারোহাং ক্ৰিয়া ধৰ্ম্মেণ মানিনীম্ ॥ ৪৫ ॥

ন ভবেদ্বশগা নারী সংগ্রামে যদি সা তব ।

হস্ত ব্যা নানুশা কামং মাননীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬ ॥

বীরভূমসি সৰ্ব্বজ্ঞ ! কামশাস্ত্রবিশারদঃ ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন জেতব্যা বরবর্ধিনী ॥ ৪৭ ॥

ত্বম্ বীর মহাবাহো ! সৈন্তেন মহতা হৃতঃ ।

তত্র গতা ত্বয়া জ্ঞেয়া বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮ ॥

কিমর্থমাগতা চেয়ং জ্ঞাতব্যং তচ্চি কারণম্ ।

কামাদ্বা বৈরভাবাচ্চ যান্না কন্তেয়মিত্যুত ॥ ৪৯ ॥

আদৌ তন্নিশ্চয়ং কৃৎস্না জ্ঞাতব্যং তচ্চিকীৰ্ষিতম্ ।

পশ্চাদ্যুদ্ধং প্রকৰ্ত্তব্যং যথাযোগ্যং যথাবলম্ ॥ ৫০ ॥

নরনরা কথং মম বধো ভবিষ্যতীতি ত্ৰাহ নৈবাতীতি । বিলক্ষণশক্তিমত্মাভিষ্যতী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৫ ॥

দেবভাগ্যের কার্য্য কেহই বিদিত হইতে পারে না; অতএব বুদ্ধিমান পুরুষগণের বিশেষ  
বিবেচনা পূৰ্ব্বক বৈরভাবলক্ষন করিয়া স্থির থাকাই উচিত ॥ ৪৩ ॥ নরাধিপ ! পুরুষের জীবন  
বা মরণ দৈবানীনা, স্ততরাং ত্রিভুবনে কেহই তাহা অনুশা করিতে সমর্থ নহে ॥ ৪৪ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর বলিল, মহাতাগ তাত্ৰ ! তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত কৃত-  
নিশ্চয় হইয়া সেই রমণীর নিকট গমন কর আর সেই বরারোহা মানিনীকে ধৰ্ম্মানুসারে  
জয় করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর ॥ ৪৫ ॥ যদি সেই নারী সংগ্রামে তোমার বশীভূত  
না হয় তাহা হইলে তাহাকে সংহার করিবে, আর যদি বশবর্ত্তিনী হয় তবে বধ না করিয়া  
বর সহকারে যথেষ্ট সম্মান করিবে ॥ ৪৬ ॥ হে সৰ্ব্বজ্ঞ ! তুমি বীর অথচ কামশাস্ত্রে অগণ্ডিত,  
অতএব, যে কোন উপায়েই হউক তুমি সেই বরবর্ধিনীকে জয় করিবে ॥ ৪৭ ॥ হে মহাবাহু  
বীরবর তাত্ৰ ! তুমি মহতী সেনার সহিত সেই স্থানে গমন করিয়া বার বার বিচার করিয়া  
তাহার মনোগত ভাব অবগত হইবে ॥ ৪৮ ॥ সেই রমণী কামভাবে বা বৈরভাবে অথবা অন্য  
কোন প্রয়োজনে আসিয়াছে ? অথবা কাহারো যান্না ? তুমি এই সকলের কারণ বিশেষরূপে  
বিদিত হইবে ॥ ৪৯ ॥ প্রথমত এই সকল বিষয়ের নিশ্চয় করিয়া তাহার চিকীৰ্ষিত বিষয়

কাতরত্বং ন কর্তব্যং নির্দয়ত্বং তথা ন চ ।

যাদৃশং হি মনস্তস্তাঃ কর্তব্যং তাদৃশং ত্বয়া ॥ ৫১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা তাত্মঃ কালবশঙ্গতঃ ।

নির্গতঃ সৈন্যসংযুক্তঃ প্রণম্য মহিষং নৃপম্ ॥ ৫২ ॥

গচ্ছন্মার্গে দুরাত্মাসৌ শকুনান্ বীক্ষ্য দারুণান্ ।

বিস্ময়ঞ্চ ভয়ং প্রাপ যমমার্গপ্রদর্শকান্ ॥ ৫৩ ॥

স গত্বা তাং সমালোক্য দেবীং সিংহোপরিস্থিতাম্ ।

স্তূয়মানাং সুরৈঃ সর্বৈঃ সর্বাযুধবিভূষিতাম্ ॥ ৫৪ ॥

তামুবাচ বিনীতঃ সন্ বাক্যং মধুরয়া গিরা ।

সামভাবং সমাপ্রিত্য বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥

দেবি ! দৈত্যেশ্বরঃ শৃঙ্গী হৃদ্রূপগুণমোহিতঃ ।

স্পৃহাং করোতি মহিষস্ত্বংপাণিগ্রহণায় চ ॥ ৫৬ ॥

ভাবং কুরু বিশালাক্ষি ! তস্মিন্নমরদুর্জয়ে ।

পতিং তং প্রাপ্য মুদ্বজ্জি ! নন্দনে বিহরাহুতে ॥ ৫৭ ॥

হস্তব্য নাশ্বথেতি । যদি সংগ্রামে ন বশগা তদা ইস্তব্য। যদ্যন্তথা বশগা স্তাত্তদা ন হস্তব্য। কিন্তু কামং যথেষ্টং মাননীয়েত্যশ্বয়ঃ ॥ ৪৬—৫০ ॥

(ইতিকর্তব্যতামাহ কাতরত্বমিতি । বীরাণামেকান্তানোচিতত্বাৎ কাতরত্বং তথা জীনাং সৌকুমার্যাৎ অনুকম্পার্বাচ্চ নির্দয়ত্বঞ্চ নাবলম্বনীয়মিতি ভাবঃ ॥ ৫১—৫৭ ॥

জ্ঞাত হইবে, পশ্চাদ্ বল ও ক্ষমতা অনুসারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবে ॥ ৫০ ॥ দেখ কাতরতা প্রদর্শন করাও কর্তব্য নহে আর নির্দয় ব্যবহার করাও উচিত নহে, সেই রমণীর যাদৃশ অভিপ্রায় সেইরূপ ব্যবহার করা তোমার একান্তই বিধেয় ॥ ৫১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাম্ কালৈর নিতাস্ত বশীভূত হইয়া নরপতির ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ মাত্র তাহাকে প্রণাম করিয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে বহির্গত হইল ॥ ৫২ ॥ ঐ দুরাত্মা গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে যমমার্গের প্রদর্শক দারুণ ছর্নিমিত্ত সকল অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল ॥ ৫৩ ॥ সে ক্রমশঃ তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই দেবী সমস্ত আযুধে বিভূষিত হইয়া সিংহের উপরি অবস্থিতি করিতেছেন এবং সমস্ত সুরবৃন্দ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন ইহা দর্শন করিল ॥ ৫৪ ॥ তখন তাম্ বিনয়াবনত হইয়া প্রথমত সামভাব অবলম্বন পূর্বক মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ দেবি ! দৈত্যেশ্বর মহিষ আপনার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া পাণিগ্রহণের নিমিত্ত অভিলাষী হইয়াছেন ॥ ৫৬ ॥ সুন্দরি ! আপনি সেই সুরবিজয়ী মহিষাসুরের সহিত প্রীতিসংস্থাপন করুন ; কোমলাঙ্গি !



সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরং দেহং প্রাপ্য সৰ্ব্বসুখাস্পাদম্ ।  
 সুখং সৰ্ব্বাঙ্গনা গ্রাহং দুঃখং হেয়মিতি স্থিতিঃ ॥ ৫৮ ॥  
 করভোরু ! কিমর্থং তে গৃহীতান্ধ্যায়ুধান্মলম্ ।  
 পুষ্পকন্দুকযোগ্যাস্তে করাঃ কমলকোমলাঃ ॥ ৫৯ ॥  
 ভ্রূচাপে বিদ্যমানেহপি ধনুষা কিং প্রয়োজনম্ ।  
 কটাক্ষা বিশিখাঃ সন্তি কিং বাণৈর্নিপ্রয়োজনৈঃ ॥ ৬০ ॥  
 সংসারে দুঃখদং যুদ্ধং ন কর্তব্যং বিজানতা ।  
 লোভাসক্তাঃ প্রকুৰ্বন্তি সংগ্রামঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ৬১ ॥  
 পুষ্পৈরপি ন যোদ্ধব্যং কিং পুনর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 ভেদনং নিজগাত্রাণাং কশ্চ তজ্জায়তে মুদে ॥ ৬২ ॥  
 তস্মাদ্ভ্রমপি তস্মিন্ ! প্রসাদং কর্তুমর্হসি ।  
 ভর্তারং ভজ মে নাথং দেবদানবপূজিতম্ ॥ ৬৩ ॥  
 স তেহত্র বাঞ্ছিতং সৰ্ব্বং করিষ্যতি অনোরথম্ ।  
 ত্বং পটুমহিষী রাজ্ঞঃ সৰ্ব্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

সুখভোগস্ত সর্বোপকরণসম্ভাবেহপি তত্রোদাসীনত্বং মূঢ়ত্বমেবেত্যাহ সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর-  
 মিতি । সুখমসুখভাব্যং দুঃখং হেয়ঞ্চ ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ । ইতীর্থং স্থিতিঃ সনাতনী মর্যাদে-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬৪ ॥

তাঁহাকে পতি লাভ করিয়া আপনি পরমানন্দে অলৌকিক নন্দনকাননে বিহার করুন ॥ ৫৭ ॥  
 দেখুন, সমস্ত সুখের আশ্রয় সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর শরীর ধারণ করিয়া সর্বতোভাবে সুখ গ্রহণ করা  
 এবং দুঃখ পরিত্যাগ করাই কর্তব্য এই রীতি চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৫৮ ॥ করভোরু !  
 আপনার কমলসদৃশ কোমলকর সকল পুষ্পনির্মিত কন্দুক ক্রীড়ারই উপযুক্ত তবে কি  
 কারণে আয়ুধ সকল গ্রহণ করিয়াছেন ? ॥ ৫৯ ॥ আপনার যুগল ভ্রূচাপ বিদ্যমান থাকিতে  
 সামান্ত্র্য ধনুকে প্রয়োজন কি ? কটাক্ষরূপ বাণ সকল বিদ্যমান থাকিতে সামান্ত্র্য শর  
 ধারণের আর কি প্রয়োজন আছে ? ॥ ৬০ ॥ সংসারে যুদ্ধ অত্যন্ত ক্লেশদায়ক বাহারা  
 ইহা অবগত আছেন তাঁহাদিগের যুদ্ধ করা কর্তব্য নহে ; লোভাসক্ত মানবেরাই পরস্পর  
 সংগ্রাম করিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ নিশিত শরের কথা দূরে থাকুক পুষ্প দ্বারাও যুদ্ধ করা উচিত  
 নহে । দেবি ! বলুন দেখি নিজ গাত্র বিদ্ধ হইলে তাহাতে কোন্ ব্যক্তির সুখ হইয়া  
 থাকে ? ॥ ৬২ ॥ অতএব, হে কোমলাঙ্গি ! আপনি প্রসন্নচিত্তে দেবতা ও দানবগণের পূজিত  
 মহীপতি মহিষকে ভজনা করুন ; তাহা হইলে তিনি আপনার অভিলষিত সমস্ত মনোরথ  
 সম্পাদন করিবেন ; অধিক কি, আপনি সর্বতোভাবে রাজার পটুমহিষী হইবেন তাহাতে

বচনং কুরু মে দেবি ! প্রাপ্যাসে সুখযুক্তমম্ ।

সংগ্রামে জয়সন্দেহঃ কষ্টং প্রাপ্য ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥

জানাসি রাজনীতিং ত্বং যথাবদ্বরবর্ণিনি ! ।

ভুঙ্ক্ষু রাজ্যসুখং পূর্ণং বর্ষাণামযুতায়ুতম্ ॥ ৬৬ ॥

পুত্রস্তে ভবিতা কাস্তঃ সোহপি রাজা ভবিষ্যতি ।

যৌবনে ক্রীড়য়িত্বাস্তে বার্কক্যে সুখমাপ্যসি ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
দেবীসমীপে তাত্মাসুরগমনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

কষ্টং প্রাপ্যাপি সংগ্রামে জয়সন্দেহ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৫—৬৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সন্দেহ নাই ॥ ৬৫—৬৬ ॥ দেবি ! অত্যন্ত কষ্ট করিলেও সংগ্রামে জয়বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহাতে সংশয় নাই ; অতএব, আমার অনুরোধ প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে উত্তম সুখলাভ করিবেন ॥ ৬৫ ॥ স্মরিনি ! আপনি রাজনীতির যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত আছেন ; অতএব, বহুসংখ্য বৎসর ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে রাজ্যসুখ ভোগ করুন ॥ ৬৬ ॥ আর মহিষাসুরের পাণিগ্রহণ করিলে আপনার অতি মনোহর পুত্র হইবে এবং সেই পুত্রও রাজা হইতে পারিবে তাহা হইলে যৌবনকালে ক্রীড়া করিয়া আপনি বার্কক্যকালেও সুখলাভ করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ  
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীসমীপে তাত্মাসুরগমন-  
নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচস্তস্ত তাত্ত্বস্ত জগদস্থিকা ।  
মেঘগন্তীরয়া বাচা হসন্তী তমুবাচ হ ॥ ১ ॥

দেবুবাচ ।

গচ্ছ তাত্ত্ব ! পতিং ব্রুহি মুমূষুং মন্দচেতসম্ ।  
মহিষং চাতিকামার্তং মুঢ়ং জ্ঞানবিবর্জিতম্ ॥ ২ ॥  
যথা তে মহিষী মাতা প্রৌঢ়া যবসভক্ষিণী ।  
নাহং তথা শৃঙ্গবতী লম্বপুচ্ছা মহোদরী ॥ ৩ ॥  
ন কাময়েহহং দেবেশং নৈব বিষ্ণুং ন শঙ্করম্ ।  
ধনদং বরুণং নৈব ব্রহ্মাণং ন চ পাবকম্ ॥ ৪ ॥  
এতান্ দেবগগান্ হিত্বা পশুং কেন গুণেন বৈ ।  
বৃণোম্যহং যথা লোকে গর্হণা মে ভবেদिति ॥ ৫ ॥

সকলদেবগণের নিকট হইতে তাত্ত্ব শ্রবণ করিয়া হইলেন ।

দেবতা চ প্রেথিতো তেন ক্রতো কাকলদ্রুমুখো ॥

তাত্ত্ববাক্যশ্রবণোত্তরং জগদস্থিকা যদাহ তদুচ্যতে তন্নিশম্যেতি ॥ ১—২ ॥

যবসং তুগম্ । যথা ভ্রুং তথা ভ্রুজাতীয়া নাহং যন্মামভিকাংক্ষসীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ ন কাময়েহহমিতি ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! জগদস্থিকা দুর্গা তাত্ত্বের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ হস্ত করত মেঘের স্থায় গন্তীরস্বরে তাহাকে কহিলেন ॥১॥ তাত্ত্ব! তোমার প্রভু অতিশয় কামাতুর ও মুঢ় তাহা না হইলে কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানরহিত হইবে কেন? চিত্তের বৈলক্ষণ্য-দর্শনে বোধ হয় যে, তাহার মুমূষুকাল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি গিয়া সেই মন্দমতি মহিষকে বলিবে যে, তোমার প্রৌঢ়া মাতা যেরূপ লম্বপুচ্ছা, শৃঙ্গবতী ও মহোদরী মহিষী আমি তজ্জাতীয়া নহি, সে যেরূপ তুণাদি ভক্ষণ করে আমি তাহা করি না; অতএব, আমাকে বাসনা করা তাহার নিতান্তই অন্তায় হইতেছে ॥ ২—৩ ॥ দেবেশ বিষ্ণু, শঙ্কর, ব্রহ্মা, কুবের, বরুণ অথবা পাবক, ইহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও অভিলষ করি না। এই সকল দেবতাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ গুণে পশুকে বরণ করিব। যদি বরণ করি, তবে লোকে আমার অতিশয়



নাহং পতিংবরা নারী বর্ততে মে পতিঃ প্রভুঃ ।  
 সর্বকর্তা সর্বসাক্ষী হকর্তা নিঃস্পৃহঃ স্থিরঃ ॥ ৬ ॥  
 নিগুণো নিৰ্মমোহনন্তো নিরালম্বো নিরাশ্রয়ঃ ।  
 সর্বজ্ঞঃ সর্বগঃ সাক্ষী পূর্ণঃ পূর্ণাশয়ঃ শিবঃ ॥ ৭ ॥  
 সৰ্বাবাসঃ ক্রমঃ শান্তঃ সৰ্বদৃক্ সৰ্বভাবনঃ ।  
 তং ত্যক্ত্বা মহিষং মন্দং কথং সেবিতুমুৎসহে ॥ ৮ ॥  
 প্রবুধ্য যুধ্যতাং কামং করোমি যমবাহনম্ ।  
 অথবা মনুজানাং বৈ করিষ্যে জলবাহকম্ ॥ ৯ ॥  
 জীবিতেচ্ছাস্তি চেৎ পাপ ! গচ্ছ পাতালমাশু বৈ ।  
 সমন্তৈর্দানবৈযুক্তস্তনুত্থা হস্মি সঙ্গরে ॥ ১০ ॥  
 কামং সদৃশয়োৰ্যোগঃ সংসারে সুখদো ভবেৎ ।  
 অন্যথা দুঃখদো ভূয়াদজ্ঞানাদযদি কল্লিতঃ ॥ ১১ ॥  
 মূৰ্খস্তমসি যদব্রুবে পতিং মে ভজ ভামিনি ! ।  
 কাহং ক মহিষঃ শৃঙ্গী সম্বন্ধঃ কীদৃশো দ্বয়োঃ ॥ ১২ ॥

নিঃস্পৃহঃ স্থির ইতি ভগবত্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বেন পুংপ্রকৃত্যভয়াত্মকত্বাৎ স্বস্ত  
 কেবলমায়াস্বরূপত্বাভিমানেনৈয়মুক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ৬—৮ ॥

প্রবুধ্যতি । ইথং প্রবুধ্য যুধ্যতামিত্যর্থঃ । জলবাহকম্ । জলবাহকত্বেন মহিষঃ  
 প্রসিদ্ধোহস্মীতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥

যদ্বয়োক্তং মহিষেণ সম্বন্ধে সুখং ভবিষ্যতীতি তত্রাহ কামং সদৃশয়োঁরিত্যিতি ॥ ১১ ॥

নিশ্চা হইবে ॥ ৪—৫ ॥ ( বিশেষতঃ আমি আর পতির অভিলাষ করি না ; কারণ, আমার  
 পতি বর্তমান । তিনি সকলের নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ ; তিনি সমস্ত কার্যের কর্তা  
 হইলেও অকর্তা ; এবং তিনি অখিলের সাক্ষিস্বরূপ, নিঃস্পৃহ ও নিশ্চল নিগুণ, নিৰ্মম, অনন্ত,  
 নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, সর্বজ্ঞ, সর্বগামী, পূর্ণ ও পূর্ণাশয় শিব ॥ ৬—৭ ॥ তিনি অখিলের  
 আবাস স্বরূপ, সর্ব কার্যেই সমর্থ, শান্ত সর্বভাবন এবং সর্বদৃক্ । আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ  
 করিয়া কিরূপে মন্দমতি মহিষকে সেবা করিতে যত্ন করিব ॥ ৮ ॥ সে এইরূপ বুঝিয়া যুদ্ধ  
 করুক যে, আমি তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যমের বাহন করিয়া দিব অথবা মানব-  
 দিগের জলবাহক করিব ॥ ৯ ॥ সেই পাষণ্ডের যদি জীবনের বাসনা থাকে তবে এখনি  
 সমস্ত দানবগণ সমভিব্যাহারে পাতালে পলায়ন করুক, তাহা না হইলে আমি সমরে  
 তাহাকে বধ করিব ॥ ১০ ॥ দেখ, পরস্পর সদৃশবস্তুর সংযোগই সংসারে বিশেষ সুখদায়ক  
 হইয়া থাকে ; কিন্তু, যদি অজ্ঞানতাবশত তাহার বিপরীত ঘটনা হয় তাহা হইলে ক্লেশকর  
 হইয়া উঠে সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥ তুমি এখনি বলিলে যে, হে ভামিনি ! আপনি আমাদের পতির

ন বহুনাং জয়োহপ্যস্তু নৈকস্য চ পরাজয়ঃ ।

দৈবাধীনো সদা জেয়ো যুদ্ধে জয়পরাজয়ো ॥ ২৭ ॥

উপায়বাঁদিনঃ প্রাহুর্দৈবং কিং কেন বীক্ষিতম্ ।

অদৃষ্টমিতি যন্মাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৮ ॥

তৎসত্ত্বেহপি প্রমাণং কিং কাতরাশাবলম্বনম্ ।

ন সমর্থজনানাং হি দৈবং কুত্রাপি লক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

উদ্যমো দৈবমেতো হি শূরকাতরয়োর্ম্মতম্ ।

বিচিন্ত্যাদ্য ধিয়া সর্বং কর্তব্যং কার্যমাদরাৎ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা হেতুগর্ভং মহাযশাঃ ।

বিড়ালান্থ্যো মহারাজমিত্যুবাচ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৩১ ॥

রাজন্মেমা বিশালাক্ষী জ্ঞাতব্যা যত্নতঃ পুনঃ ।

কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কুতঃ কস্য পরিগ্রহঃ ॥ ৩২ ॥

মরণং তে পরিজ্ঞায় দ্বিয়াঃ সর্বাঅনা সুরৈঃ ।

প্রেষিতা পদ্মপত্রাক্ষী সমুৎপাদ্য স্বতেজসা ॥ ৩৩ ॥

রাজনিতি । ইয়ং কস্য পত্নী কিমর্থমগ্রাগতেতি প্রথমং জ্ঞাতব্যা ততঃ পশ্চাদ্বিচারঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

লোকেরও জয় হয় না, আবার একজনেরও পরাজয় হয় না ; অতএব জয় ও পরাজয় নিতান্তই দৈবের অধীন জানিবে ॥ ২৭ ॥ যাহারা উপায়ের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন দৈব আবার কি ? বুদ্ধগণ যাহার নাম অদৃষ্ট বলিয়া থাকেন, সেই অদৃষ্টকে কেহ কি কখন দেখিয়াছেন ? অতএব জয়লাভের নিমিত্ত সমুচিত উপায় অবলম্বন করা একান্তই কর্তব্য ॥ ২৮ ॥ যদি বল দৈব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রমাণ কি ? ইহা কেবল কাতর ব্যক্তির আশার অবলম্বন মাত্র, যাহারা স্বকার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ তাদৃশ ব্যক্তির দৈবকে আশ্রয় করিয়াছে, ইহা কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না ॥ ২৯ ॥ অতএব, উদ্যম শূরগণের অভিমত এবং দৈব কাতরগণের সম্মত, ইহাই নিশ্চয় অতএব আজ এই সকল বিষয় বুদ্ধি পূর্বক বিবেচনা করিয়া যত্ন সহকারে কার্য সম্পাদন করা কর্তব্য ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপতি মহিষাসুরের হেতুপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশা বিড়ালাক্ষ কৃতাজ্জলিপুটে বলিল ॥ ৩১ ॥ রাজন্ ! এই বিশালনয়না বালা কাহার পত্নী এবং কোথা হইতে কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছে অগ্রে এই সকল বিষয় যত্ন সহকারে অবগত হইয়া পশ্চাৎ ইহার বিচার করা কর্তব্য ॥ ৩২ ॥ আমার বোধ হয় স্ত্রী হইতেই আপনার

তেহপি চক্ষাঃ স্থিতাঃ খেত্রে সূৰ্যে যুদ্ধাদিন্দ্রবঃ ।  
 সময়েহ্মাঃ সহায়ান্তে ভবিষ্যন্তি যুযুৎসবঃ ॥ ৩৪ ॥  
 পুরতঃ কামিনীং কৃৎস্না তে বৈ বিষ্ণুপুরোগমাঃ ।  
 বধিষ্যন্তি চ মঃ সৰ্বান্ সা ত্বাং যুদ্ধে হনিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥  
 এতচ্চিকীৰ্ষিতং তেষাং ময়া জ্ঞাতং নরীধিপ ! ।  
 ভবিতব্যস্ত ন জ্ঞানং বর্ততে মম সৰ্বথা ॥ ৩৬ ॥  
 যোদ্ধব্যং ন ত্বাদ্যোতি নাহং বক্তুং ক্ষমঃ প্রভো ! ।  
 প্রমাণং ত্বং মহারাজ ! কার্ষ্যেহত্র দেবনির্মিতে ॥ ৩৭ ॥  
 ত্বদৰ্থেহ্মাভিরনিশং মর্তব্যং কার্যগৌরবাৎ ।  
 বিহর্তব্যং ত্বয়া সার্কমেঘ ধর্মোহমুজীবিনাম্ ॥ ৩৮ ॥  
 বিচারোহত্র মহানন্তি যদেকা কামিনী নৃপ ! ।  
 যুদ্ধং প্রার্থয়তেহ্মাভিঃ সসৈনৈর্বলদর্পিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

দ্রুমুঃ উবাচ ।

রাজন্ ! যুদ্ধে জয়ো নাদ্য ভবিতা বেদ্যাহং কিল ।  
 পলায়নং ন কর্তব্যং যশোহানিকরং নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥

নহু তব মনসি কেমমস্তীত্যাগতং তত্রাহ মরণন্তে ইতি । ত্রিগাঃ সকাশান্তে মরণং সূত্রৈঃ সৰ্ব্বাঙ্গনা পরিজ্ঞায়ৈত্যুত্থয়ঃ ॥ ৩৩—৪০ ॥

মরণ হইবে, মরণ এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া আন্তরিক যত্ন সহকারে স্বীয় তেজ হইতে এই কমলনরনা কামিনীকে উৎপাদন করিয়া পাঠাইয়াছে ॥৩৩॥ আর তাহারা সকলেই যুদ্ধ করিবার বাসনার সংগ্রাম দর্শনের অভিলষী হইয়া আকাশমণ্ডলে গোপনভাবে অবস্থিতি করিতেছে, যথা সময়ে সকলেই এই কামিনীর সহায় হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৪॥ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এই কামিনীকে সম্মুখে করিয়া আমাদের সকলকেই বধ করিবে আর সেই দেবী আপনাকে সংহার করিবে ॥৩৫॥ নরনাথ ! ইহাই তাহাদের একান্ত বাসনা ইহা আমি পূর্বেই বিদিত হইয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য যে কি হইবে তাহা আমি বলিতে পারি না ॥৩৬॥ প্রভো ! এক্ষণে আপনার যুদ্ধ করা উচিত নহে এ কথা বলিতে আমি সমর্থ নহি ; অতএব, এই দেবকৃতকার্য্য আপনার বাহা বিবেচনা হয় তাহাই করুন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজের কার্য্যের গৌরব অমুসারে আমাদের জীবন বিসর্জন করা কর্তব্য, আর বিহারের সময় আপনকার সহিত বিহার করা কর্তব্য, ইহাই অমুজীবিনদের যথার্থ ধর্ম ॥ ৩৮ ॥ কিন্তু, নৃপবর ! সেই কামিনী একাকিনী হইলেও যখন বলদর্পিত-সেনাসম্মত আমাদের সহিত সংগ্রাম প্রার্থনা করিতেছে তখন হইতে বিশেষরূপ বিচার করা অবশ্যই কর্তব্য ॥ ৩৯ ॥



ইন্দ্রাদীনাং সংযুগেহপি ন কৃত্বং যজ্জুগুপ্সিতম্ ।

একাকিনীং দ্বিয়ং প্রাপ্য কো হি কুৰ্য্যাৎ পলায়নম্ ॥ ৪১ ॥

তস্মাদ্যুদ্ধং প্রকর্তব্যং মরণং বা রণে জয়ঃ ।

যদ্ভাবি তদ্ব্যবত্যেব কাত্র চিন্তা বিপশ্যতঃ ॥ ৪২ ॥

মরণেহত্র যশঃপ্রাপ্তিজীবনে চ তথা সুখম্ ।

উভয়ং মনসা কৃত্বা কর্তব্যং যুদ্ধমদ্য বৈ ॥ ৪৩ ॥

পলায়নে যশোহানিনির্মরণং চায়ুষঃ ক্ষয়ে ।

তস্মাচ্ছেদ্যেকা ন কর্তব্যো জীবিতে মরণে বৃথা ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

হুমুখস্য বচঃ শ্রুত্বা বাকুলো বাক্যমব্রবীৎ ।

প্রণতঃ প্রাজ্ঞলিভূত্বা রাজানং বাক্যকোবিদঃ ॥ ৪৫ ॥

বাকুল উবাচ ।

রাজংশ্চিন্তা ন কর্তব্যা কার্যেহস্মিন্ কাতরাপ্রিয়ে ।

অহমেকো হনিষ্যামি চণ্ডীং চঞ্চললোচনাম্ ॥ ৪৬ ॥

উৎসাহস্ত প্রকর্তব্যঃ স্থায়ী ভাবো রম্য চ ।

ভয়ানকো ভবেদ্বৈরী বীরস্য নৃপসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥

( জুগুপ্সিতমতিগর্হিতবাদত্যস্তদ্ব্যগ্ণাস্পদমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

যদ্ভাবীতি । বিপশ্যতঃ বিশেষণ বিচারয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৬ ॥ )

হুমুখ বলিল, রাজন্ ! আমি নিশ্চয় জানি যে যুদ্ধে আমাদের জয় হইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও পলায়ন করা উচিত নহে, কারণ ইহাতে পুরুষদিগের যশোহানি হয় ॥ ৪০ ॥ বিশেষত ইন্দ্রাদি দেবভাগের সমরেও আমরা যখন সেইরূপ জুগুপ্সিত কার্য্য করি নাই তখন অসহায়্য জীর সন্নিহিত হইয়া কোন্ ব্যক্তি পলায়ন করিবে ? ॥ ৪১ ॥ অতএব, সমরে জয় হউক অথবা মরণ হউক যুদ্ধ করা একান্তই কর্তব্য; যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, ইহা আলোচনা করিয়া আর চিন্তা করিবার বিষয় কি আছে ? ॥ ৪২ ॥ সমরে মরণ হইলে যশোলাভ আর জীবন থাকিলে সুখ, এই উভয় বিষয় মনে মনে স্থির করিয়া অদ্য যুদ্ধ করাই উচিত ॥ ৪৩ ॥ আরুর ক্ষয় হইলেই মরণ হইবে আর পলায়ন করিলে যশের হানি হইবে, অতএব জীবন বা মরণ বিষয়ে বৃথা শোক করা বিধেয় নহে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! হুমুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ বাকুল প্রণত হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৫ ॥ রাজন্ ! আমি একাকী সেই চঞ্চললোচনা চণ্ডীকে নিহত করিব; "মহারাজ ! এই অপ্রিয়কার্য্যে কাতরভাবে চিন্তা

তস্মাত্ত্যক্তা ভয়ং ভূপ ! করিষ্যে যুদ্ধমদুতম্ ।  
 নয়িষ্যামি নরেন্দ্রাহং চণ্ডিকাং যমসাদনন্ ॥ ৪৮ ॥  
 ন বিভেমি যমাদিত্রাং কুবেরাধ্বরুণাদপি ।  
 বায়োর্বহ্নেস্তথা বিষ্ণোঃ শঙ্করাচ্ছশিনো রবেঃ ॥ ৪৯ ॥  
 একাকিনী তথা নারী কিং পুনর্মদগর্বিতা ।  
 অহং তাং নিহনিষ্যামি বিশিখৈশ্চ শিলাশিতৈঃ ॥ ৫০ ॥  
 পশ্য বাহুবলং মেহদ্য বিহরন্ত যথাস্থম্ ।  
 ভবতাত্ত্র ন গন্তব্যং সংগ্রামেহপ্যনয়া সমম্ ॥ ৫১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং ব্রুবতি রাজেন্দ্রং বাক্ষলে মদগর্বিতে ।  
 প্রণম্য নৃপতিং তত্র দুর্ধরো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫২ ॥

দুর্ধর উবাচ ।

মহিষাহং বিজেষ্যামি দেবীং দেববিনির্মিতাম্ ।  
 অষ্টাদশভূজাং রম্যাং কারণাচ্চ সমাগতাম্ ॥ ৫৩ ॥  
 রাজন্ ! ভীষয়িতুং ত্বাং বৈ মাষ্ট্রেয়া নির্মিতা স্তরৈঃ ।  
 বিভীষিকেয়ং বিজ্ঞায় ত্যজ মোহং মনোগতম্ ॥ ৫৪ ॥

রসস্ত বীররসস্ত স্থায়ী ভাবো নাম । বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা ।  
 রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ স চেতস ইত্যুক্তলক্ষণশ্চেতসশ্চমৎকারঃ । যদ্যপি রস এব

করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৪৬ ॥ হে নৃপসত্তম ! বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ আর ভয়ানক  
 তাহার বৈরী ; অতএব, এখন উৎসাহ অবলম্বন করা আমাদের একান্তই কর্তব্য ॥ ৪৭ ॥  
 রাজন্ ! ভয় পরিত্যাগ করিয়া আমি ঘোরতর যুদ্ধ করিব, অধিক কি, আমি সমরে সেই  
 চণ্ডিকাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ কি যম, কি ইন্দ্র, কি কুবের,  
 কি বায়ু, কি অগ্নি, কি বিষ্ণু, কি শঙ্কর, কি শশী, কি রবি আমি কাহাকেও ভয় করি না,  
 সেই একাকিনী মদগর্বিতা নারীর ত কথাই নাই ; আমি শিলাশণিত শরনিকরে সেই  
 অবলা ললনাকে নিহত করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥ আপনি আজ আমার বাহুবল অবলোকন  
 করিয়া স্তম্বে বিহার করুন, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আপনাকে সংগ্রামে গমন  
 করিতে হইবে না ॥ ৫১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! বাক্ষল মদগর্বিত হইয়া মহীপতি মহিষকে এইরূপ বলিলে  
 পর দুর্ধর প্রণাম করিয়া তাহাকে বলিল ॥ ৫২ ॥ হে মহীন্দ্র ! দেব-নির্মিতা অষ্টাদশভূজা  
 রমণীয়া দেবী যে কোনও কার্যাবশতই এখানে আগমন করুক, আমি তাহাকে পরাজয়

রাজনীতিরিয়ং রাজন্ ! মন্ত্ৰিকৃত্যং তথা শৃণু ।  
 সাত্ত্বিকা রাজস্যাঃ কেচিৎ তামসাস্ত তথাপরে ॥ ৫৫ ॥  
 মন্ত্ৰিগমন্ত্ৰিবিধা লোকে ভবন্তি দানবাধিপ ! ।  
 সাত্ত্বিকাঃ প্রভুকার্য্যাধি সাধয়ন্তি স্বশক্তিমিতিঃ ॥ ৫৬ ॥  
 আত্মকৃত্যং প্রকুৰ্বন্তি স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ ।  
 একচিত্তা ধৰ্ম্মপরা মন্ত্ৰশাস্ত্ৰবিশারদাঃ ॥ ৫৭ ॥  
 রাজস্যা ভিন্নচিত্তাস্ত স্বকার্য্যনিরতাঃ সদা ।  
 কদাচিৎ স্বামিকার্য্যং তে প্রকুৰ্বন্তি যদৃচ্ছয়া ॥ ৫৮ ॥  
 তামসা লোভনিরতাঃ স্বকার্য্যনিরতাঃ সদা ।  
 প্রভুকার্য্যং বিনাশ্চৈব স্বকার্য্যং সাধয়ন্তি তে ॥ ৫৯ ॥  
 সময়ে তে বিভিদ্যন্তে পরৈস্তু পরিবক্ষিতাঃ ।  
 স্বচ্ছিদ্রং শত্রুপক্ষীয়ান্নির্দেশন্তি গৃহস্থিতাঃ ॥ ৬০ ॥  
 কার্য্যভেদকরা নিত্যং কোষগুপ্তাসিৰং সদা ।  
 সংগ্রামেহথ সমুৎপন্নে ভীষয়ন্তি প্রভুং সদা ॥ ৬১ ॥

স্থায়ী ভাবো ন রসস্ত সঙ্কী তথাপি রসশ্চেতি ষষ্ঠী রাহাঃ শির ইতি বজ্জ্জেরা । যদ্বা রসস্ত  
 চিত্তশ্চেত্যর্থো বা । বৈরী বীররসস্ত তু ভয়ানকো ভাবো বৈরীত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৬০ ॥

করিব ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! আমার বোধ হয়, আপনাকে ভয় দেখাইবার জন্যই সুরগণ এই  
 মায়ারমণী নির্মাণ করিয়াছেন ; অতএব, ইহা বিভীষিকা জানিয়া আপনি মনোগত মোহ  
 পরিত্যাগ করুন ॥ ৫৪ ॥ রাজন্ ! রাজনীতি এইরূপ, এক্ষণে মন্ত্ৰিগণের কার্য্যাদির  
 বিষয় শ্রবণ করুন, দানবনাথ ! ইহলোকে মন্ত্ৰী তিন প্রকার, কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজ-  
 সিক, কেহ বা তামসিক হইয়া থাকে । যে সকল মন্ত্ৰী সত্ত্বগুণপ্রধান, তাহারা স্বীয় শক্তি  
 অনুসারে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৫৫—৫৬ ॥ সাত্ত্বিক মন্ত্ৰিগণ মন্ত্ৰশাস্ত্রবিশারদ  
 এবং ধৰ্ম্মপরায়ণ হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রভুকার্য্যের হানি না করিয়া নিজের কার্য্য সম্পা-  
 দন করে ॥ ৫৭ ॥ আর যাহারা রাজস, তাহাদের চিত্ত অস্ত্র প্রকার, তাহারা সর্বদাই  
 আত্মকার্য্যে নিরত থাকে, কখন কখন যদৃচ্ছাক্রমে প্রভুর কার্য্যও করিয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥  
 তামস মন্ত্ৰিগণ সর্বদা লোভপরবশ হইয়া স্বীয়কার্য্যে নিরত হয়, অতএব তাহারা প্রভুর  
 কার্য্য নষ্ট করিয়াও স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥ তাহারাি বিগ্রহাদির  
 সময়ে শত্রুদত্ত উৎকোচাদি দ্বারা বঞ্চিত হইয়া ভেদ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং গৃহে থাকিয়া  
 স্বীয় ছিদ্র সকল শত্রুপক্ষীয় লোকদিগকে নির্দেশ করিয়া দেয় ॥ ৬০ ॥ তাহারা কোষে  
 নিবদ্ধ অসির ত্রায় নিয়ত কার্য্য ভেদ করিয়া থাকে ; অধিক কি, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে



বিশ্বাসস্তু ন কৰ্তব্যন্তেষাং রাজন্ ! কদাচন ।

বিশ্বাসে কার্যহানিঃ শ্ৰীং মন্ত্রহানিঃ সদৈবহি ॥ ৬২ ॥

ধনাঃ কিং কিং ন কুৰ্বন্তি বিশ্বস্তা লোভতৎপরাঃ ।

তামসাঃ পাপনিরতা বুদ্ধিহীনাঃ শঠাস্তথা ॥ ৬৩ ॥

তস্মাৎ কার্যং করিষ্যামি গচ্ছাহং রণমন্তকে ।

চিন্তা ত্বয়া ন কৰ্তব্য। সৰ্বথা নৃপসত্তম ! ॥ ৬৪ ॥

গৃহীত্বা তাং দুৰাচারামাগমিষ্যামি সত্বরঃ ।

পশ্য মেহদ্য বলং ধৈর্য্যং প্রভুকার্য্যং স্বশক্তিতঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং  
পঞ্চমস্কন্ধে মহিষমর্জনা নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ভীষয়ন্তি প্রভুং সদেতি । তস্মাৎ য়ে মন্ত্রিণো ভীষয়ন্তি তে শত্রুপক্ষীয়ান্তব নাশকরা  
ইতি ভাবঃ ॥ ৬১—৬৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

প্রভুকে সর্বদাই ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ অতএব মহারাজ ! তাহাদিগকে কদাচ  
বিশ্বাস করিবেন না, উহাদিগকে বিশ্বাস করিলে সর্বদাই কার্যের হানি এবং মন্ত্রণার  
হানি হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ যাহারা ধন লোভতৎপর বুদ্ধিবিহীন শঠ ও সতত পাপকার্যে  
রত, সেই তামস মন্ত্রিগণ বিশ্বাসভাজন হইয়া কোন্ অকার্য্য না করিয়া থাকে ? ॥ ৬৩ ॥  
এজন্ত হে নৃপসত্তম ! আমি সমরে গিয়া আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব সূতরাং আপ-  
নার কোন প্রকার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৬৪ ॥ সেই দুষ্টচারিণী রমণীকে  
লইয়া অবিলম্বে আগমন করিব, আমি স্বীয় শক্তি ও বল অনুসারে আপনার কার্য্য করিব,  
অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া আমার বল, ধৈর্য্য ও পরাক্রম অবলোকন করুন ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরমর্জনা-

নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

## ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভূত্বা তৌ মহাবাহু দৈত্যৌ বাকলহুর্মুখৌ ।  
জগদুর্নাদদিক্কাঙ্গৌ সর্বশস্ত্রাঙ্গকোবিদৌ ॥ ১ ॥  
তৌ গত্বা সমরে দেবীমুচতুর্বচনং তদা ।  
দানবৌ চ মদোন্মত্তৌ মেঘগন্তীরয়া গিরা ॥ ২ ॥  
দেবি ! দেবা জিতা যেন মহিষেণ মহাত্মনা ।  
বরয় ত্বং বরারোহে ! সর্বদৈত্যাধিপং নৃপম্ ॥ ৩ ॥  
স কৃত্বা মানুষং রূপং সর্বলক্ষণসংযুতম্ ।  
ভূষিতং ভূষণৈর্দিব্যস্ত্রামেষ্যতি রহঃ কিল ॥ ৪ ॥  
ত্রৈলোক্যবিভবং কামং ত্বমেষ্যসি শুচিস্মিতে ! ।  
মহিষে পরমং ভাবং কুরু কাণ্ডে মনোগতম্ ॥ ৫ ॥  
কৃত্বা পতিং মহাবীরং সংসারমুখমদ্রুতম্ !  
ত্বং প্রাপ্যসি পিকালাপে ! যোষিতাং খলু বাঞ্ছিতম্ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশৎ-শ্লোকবৈষ্ণব যুক্তা বাকলহুর্মুখৌ ।

যমলোকং গতাং বেতহুচ্যতে হরনারকৌ ॥

রাজাজ্ঞাং পূর্বাধ্যায়ান্তোক্তাং পরিগৃহ্য বাকলহুর্মুখৌ নির্গতাবিত্যাহ ইত্যাক্তেতি ॥ ১-৫ ॥  
সংসারমুখং বিষয়মুখম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অনন্তর অস্ত্রশস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী মহাবাহু দানবশ্রেষ্ঠ বাকল ও হুর্মুখ বীরমদে মত্ত হইয়া সংগ্রাতিমুখে গমন করিল ॥ ১ ॥ সেই মদমত্ত দানবদ্বয় সমরারূপে গমন করিয়া মেঘের ভায়ে গন্তীর স্বরে দেবীকে বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥ হে বরারোহে দেবি ! যে মহাত্মা মহিষাসুর দেবতাদিগকে জয় করিয়াছেন, আপনি সমস্ত দৈত্যের অধিপতি সেই নরপতিকে বরণ করুন ॥ ৩ ॥ তিনি সমস্তলক্ষণসম্বিত মানুষরূপ ধারণ পূর্বক মনোহর অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গোপনে আপনার নিকট আগমন করিবেন ॥ ৪ ॥ শুচিস্মিতে ! আপনি সেই মনোহর মহিষাসুরে আপনার মনোগত পরম ভাব স্থাপন করুন তাহা হইলে এই ত্রৈলোক্যের সমস্ত বিভব ইচ্ছানুসারে লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৫ ॥ অগ্নি চাক্রভাষিনি ! অধিক আর কি বলিব সেই মহাবীর মহিষাসুরকে পতিত্ব বরণ করিলে, রমণীগণ যে অতুল সংসারমুখ অভিলাষ করে, তাহা আপনিই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬ ॥

## শ্রীদেব্যাচ্চ ।

জান্ম ! ত্বং কিং জ্ঞানাসি নারীয়াং কামমোহিতা ।

মন্দবুদ্ধিবলাত্যর্থং ভজ্যেয়ং মহিষং শঠম্ ॥ ৭ ॥

কুলশীলগুণৈশ্চল্যং তং ভজন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।

অধিকং রূপচাতুর্য্যবুদ্ধিশীলক্ষমাদিভিঃ ॥ ৮ ॥

কা নু কামাতুরা নারী ভজ্যেচ্চ পশুরূপিণম্ ।

পশূনামধমং নুনং মহিষং দেবরূপিণী ॥ ৯ ॥

গচ্ছতং মহিষং তূর্ণং ভূপং বাকলদুশ্মুর্থো ! ।

বদতং তদ্বচো দৈত্যং গজতুল্যং বিষাগিনম্ ॥ ১০ ॥

পাতালং গচ্ছ বাভ্যেত্য সংগ্রামং কুরু বা ময়া ।

রণে জাতে সহস্রাক্ষো নির্ভয়ঃ স্রাদিতি ধ্রুবম্ ॥ ১১ ॥

হহাহং ত্বাং গমিষ্যামি নান্যথা গমনং মম ।

ইথং জ্ঞাত্বা স্মদুৰুদ্ধে ! যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ১২ ॥

মামনির্জিত্য ভূভাগে ন স্থানং তে কদাচন ।

ভবিষ্যতি চতুষ্পাদ ! দিবি বা গিরিকন্দরে ॥ ১৩ ॥

জান্নেতি । হে জান্ম ! ত্বং কামমোহিতা নারীয়াং ভবতি ইতি কিং মাং জ্ঞানাসি ।  
যদ্যস্মাত্তথাবিধাহং মহিষং শঠং ভজ্যেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

কিন্তু কুলান্ননামস্মি । তথা চ কুলান্ননানামিদং বৃত্তমন্তীতম্ । হ কুলশীলগুণৈশ্চল্যমিতি ।  
রূপচাতুর্য্যবুদ্ধাদিভিরধিকমিত্যর্থঃ । স্রাদ্রূপচাতুর্য্যবুদ্ধাদিভিরধিকমপীত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

গচ্ছতমিতি লোট্গম্যমপুরুষদ্বিবচনাস্তং তথৈব বদতমিত্যপি ॥ ১০—১৩ ॥

বাকল ও দুশ্মুর্থের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কহিলেন, রে মূঢ় ! তুই কি  
আমাকে কামমোহিতা বিবেচনা করিয়াছিস্ ? আমার কি বুদ্ধি ও বল নাই যে আমি  
সেই শঠ মহিষকে পতিরূপে ভজনা করিব ? ॥ ৭ ॥ দেখ, যে ব্যক্তি কুল, শীল ও গুণে  
সমতুল্য অথবা যে ব্যক্তি রূপ, চতুরতা, বুদ্ধি, শীল ও ক্ষমাদিগুণে অধিক, কুলান্ননাগণ  
তাহাকেই ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ অতএব, কোন্ দেবরূপিণী নারী কামাতুরা হইয়া  
পশুদিগের মধ্যে অধম পশুরূপী মহিষকে ভজনা করিবে ? ॥ ৯ ॥ অসুরযুগল ! তোমরা  
অবিলম্বে গজতুল্যকলেবর এবং বিষাগধারী সেই ভূপতি মহিষের সন্নিধানে গমন কর এবং  
তাহাকে বল যে “তুমি পাতালে প্রবেশ কর অথবা আমার সহিত আসিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত  
হও ; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ অবশ্যই নির্ভয় হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥  
স্মদুৰুদ্ধে ! আমি তোমাকে সংহার করিয়া তবে যাইব, আমার আগমন কখন বিফল হইবার  
নহে, অতএব ইহা বিদিত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর ॥ ১২ ॥ রে পশু ! আমাকে জয়



ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভ্যুতৌ তৌ তস্মৈ দৈভ্যৌ কোপাকুলিতলোচনৌ ।

ধনুর্বাণধরৌ বীরৌ যুদ্ধকার্যৌ বভূবুতুঃ ॥ ১৪ ॥

কৃতা হ্রিবিপুলং নাদং দেবী সা নির্ভয়া স্থিতা ।

উভৌ চ চক্রভূতীভ্রাং বাণবৃষ্টিং কুরুত্বহ ! ॥ ১৫ ॥

ভগবত্যপি বাণোদ্যান্মোচ দানবৌ প্রতি ।

কৃতাতিমধুরং নাদং দেবকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৬ ॥

তয়োস্তু বাকলস্তূর্ণং সম্মুখোহভূদ্রণাঙ্গণে ।

দুর্মুখঃ প্রেক্ষকস্তত্র দেবীমভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

তয়োষু ক্রমভূদঘোরং দেবীবাকলয়োস্তদা ।

বাণাসিপরিঘাঘাতৈর্ভয়দং মন্দচেতসাম্ ॥ ১৮ ॥

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা দৃষ্ট্বা তং যুদ্ধদুর্মদম্ ।

জঘান পঞ্চভির্বাণৈঃ কর্ণাকৃষ্টৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ১৯ ॥

দানবোহপি শরান্দেব্যাশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

সংভ্রান্তাভয়ামাস দেবীং সিংহোপরিস্থিতাম্ ॥ ২০ ॥

(ইত্যাভ্যুতৌ ইতি । যুদ্ধকার্যৌ সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়াবিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৮ ॥

ভূত ইতি । অস্ত্র যুদ্ধদুর্মদত্বং দেব্যাঃ ক্রোধকারণমিতি ভাবঃ ॥ ১৯—২০ ॥

না করিয়া কি স্বর্গ, কি ভূভাগ, কি গিরিকন্ডর কোথাও তোম হাম হইবে না ইহা নিশ্চয়ই জানিবে" ॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর ঈদৃশ স্বাক্য শ্রবণে সেই বীরবর দামবয়ুগল কোপে রক্তলোচন হইয়া ধনুর্বাণ ধারণ পূর্বক যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইল ॥ ১৪ ॥ হে কুরুকুলধুরন্ধর ! তখন সেই দেবী ঘোরতর গর্জন করিয়া নির্ভয়ে তথায় অবস্থিত রহিলেন । তৎকালে সেই দামব-  
য়ুগল তরুণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ ভগবতীও দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত  
মধুর শব্দ করিয়া দানব যুগলের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ তাহাদের মধ্যে  
বাকল প্রথমে অবিলম্বে রণস্থলে তাঁহার সম্মুখীন হইল, পরন্তু দুর্মুখ তৎকালে প্রেক্ষক  
হইয়া দেবীর অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ তখন সেই দেবী ও বাকলের  
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল, বাণ অসি ও পরিষের আঘাতে সেই যুদ্ধ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের  
ভীতিদায়ক হইল ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, জগন্মাতা যুদ্ধদুর্মদ বাকলকে অবলোকন করিয়া ক্রোধ  
বশত শিলাশানিত পাঁচটি শর আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥  
দানবও নিশিত শরনিকরে দেবীর শর সকল ছেদন করিয়া সাতটি বাণ দ্বারা সেই সিংহ-

সাপি তং দশভিস্তীকৈঃ স্পীতৈঃ সায়কৈঃ খলম্ ।

জঘান তচ্ছরাংশ্চিহ্না জহাস চ মুহুমূহুঃ ॥ ২১ ॥

অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন চিচ্ছেদ চ শরাসনম্ ।

বাকলোহপি গদাং গৃহ্য দেবীং হস্তমুপাযয়ৌ ॥ ২২ ॥

আগচ্ছন্তং গদাপাণিং দানবং মদগর্বিতম্ ।

চণ্ডিকা স্বগদাপাতৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ২৩ ॥

বাকলঃ পতিতো ভূমৌ মুহূর্তাদুখিতঃ পুনঃ ।

চিক্লেপ চ গদাং সোহপি চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ২৪ ॥

তমাগচ্ছন্তমালোক্য দেবী শূলেন বক্ষসি ।

জঘান বাকলং ক্রুদ্বা পপাত চ মমার সঃ ॥ ২৫ ॥

পতিতে বাকলে সৈন্তং ভগ্নং তস্মৈ দুরাত্মনঃ ।

জয়েতি চ মুদা দেবাশ্চক্ৰুশ্চুর্গগনে স্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥

তস্মিংশ্চ নিহতে দৈত্যে দুর্মুখোহতিবলান্বিতঃ ।

আজগাম রণে দেবীং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥

( বাকলবাণপ্রহারানন্তরং দেবীকৃত্যমাহ সাপীতি ॥ ২১—২২ ॥

দেব্যাঃ প্রহারকৌশলমাহ আগচ্ছন্তমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

তমিতি । নিক্ষিপ্তাং গদাং বিফলীকৃত্য তং জঘানেত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৭ ॥ )

বাহিনীকে প্রহার করিল ॥২০॥ দেবীও তাহার শর সমূহ ছেদন করিয়া দশটি সুশাণিত তীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা সেই খলকে প্রহার করিলেন এবং মুহুমূহু হাশ্ব করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ পুনর্বার অর্দ্ধচন্দ্রে বাণ দ্বারা তাহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; তখন বাকল গদা লইয়া দেবীকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল ॥ ২২ ॥ সেই মদগর্বিত দানব হস্তে গদা লইয়া আগমন করিতেছে ইহা দেখিয়া চণ্ডিকা স্বীয় গদাপ্রহারে তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥ ২৩ ॥ প্রচণ্ডপরাক্রম বাকল ভূতলে পতিত হইয়া মুহূর্তকাল মধ্যে পুনর্বার উখিত হইল এবং দেবীর উপরে গদা নিক্ষেপ করিল ॥ ২৪ ॥ দেবী তাহাকে পুনর্বার আসিতে দেখিয়া সক্রোধে শূল লইয়া তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন, বাকলও সেই প্রহারে পতিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল ॥ ২৫ ॥

বাকল সমরে পতিত হইলে সেই দুরাত্মার সৈন্ত সকল যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, তৎকালে দেবগণ আনন্দিত হইয়া আকাশ হইতে জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই দৈত্য নিহত হইলে দুর্মুখ কোপসংরক্তনেত্রে অধিক সৈন্তসমভি-

তিষ্ঠ তিষ্ঠাবলে ! সোহপি ভাষমাণঃ পুনঃ পুনঃ ।

ধনুর্বাণধরঃ শ্রীমান্ রথস্থঃ কবচারুতঃ ॥ ২৮ ॥

তমাগচ্ছন্তমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ ।

কোপয়ন্তী দানবং তং জ্যাঘোষঞ্চ চকার হু ॥ ২৯ ॥

সোহপি বাণানুমোচাশু তীক্ষ্ণানাশীবিষোপমান্ ।

স্ববাণৈস্তান্মহামায়া চিচ্ছেদ চ ননাদ চ ॥ ৩০ ॥

তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূব তুমুলং নৃপ ! ।

বাণশক্তিগদাঘাতৈর্মুসলৈস্তোমরৈস্তথা ॥ ৩১ ॥

রণভূমৌ তদা জাতা রুধিরৌঘবহা নদী ।

পতিতানি তদা তীরে শিরাংসি প্রবভূবুস্তদা ॥ ৩২ ॥

যথা সস্তুরণার্থায় যমকিঙ্করনায়কৈঃ ।

তুশীফলানি নীতানি নবশিক্ষাপরৈর্মুদা ॥ ৩৩ ॥

রণভূমিস্তদা ঘোরা বভূবাভীব দুর্গমা ।

শরীরৈঃ পতিতৈর্ভূমৌ খাদ্যমানৈর্কাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষমাণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩২ ॥

যথেন্তি । - বৈতরণীসস্তুরণায়ৈত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ব্যাহারে সংগ্রাম করিবার জন্ত দেবীর নিকট আগমন করিল ॥ ২৭ ॥ “অবলে ! থাক থাক” এই কথা বার বার বলিতে বলিতে সর্বাঙ্গ কবচ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ধনুর্বাণ ধারণ পূর্বক শ্রীমান্ হুমুখ রথারোহণে দেবীর সম্মিহিত হইল ॥ ২৮ ॥ দেবী তাহাকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং সেই দানবকে কোপান্বিত করিবার নিমিত্ত জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ তখন, অশুর আশীবিষসদৃশ তীক্ষ্ণ বাণসমূহ মোচন করিল ; মহামায়া স্বীয় শরনিকরে তাহা ছিন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ নরনাথ ! তৎকালে বাণ, শক্তি, গদা, মুষল ও তোমরা দি বর্ষণ দ্বারা তাহাদের উভয়ের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তখন রণভূমিতে রুধিরপ্রবাহিনী নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহার তীরে মস্তক সকল পতিত থাকায় বোধ হইতে লাগিল, যেন নূতন সস্তুরণ শিক্ষায় প্রবৃত্ত যমকিঙ্করের দলপতির। বৈতরণী নদীতে সস্তুরণ করিবার নিমিত্ত আনন্দ হৃদয়ে তুশীফল সকল আনয়ন করিয়াছে ॥ ৩২—৩৩ ॥ তৎকালে ঘোরতর রণভূমি অতীব দুর্গম হইল । কোথাও শরীর সকল ভূতলে পতিত রহিয়াছে, বৃক প্রভৃতি জীব সকল তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে ; কোথাও শৃগাল, কুকুর, কক্ক, কাক, অয়োমুখ, গৃধ্র, শ্বেন প্রভৃতি



গোমায়ুসারমেয়াশ্চ কাকাঃ কঙ্কা অয়োমুখাঃ ।

গৃধ্রাঃ শ্চেনাশ্চ খাদন্তি শরীরানি ছুরাঅনাম্ ॥ ৩৫ ॥

ববৌ বায়ুশ্চ ছুর্গন্ধো মৃতানাং দেহসঙ্গতঃ ।

অভুৎ কিলকিলাশকঃ খগানাং পলভক্ষিণাম্ ॥ ৩৬ ॥

তদা চুকোপ ছুষ্ঠাঅা ছুমুখঃ কালমোহিতঃ ।

দেবীমুবাচ গর্বেণ কৃৎস্না চোর্দ্ধং করং শুভম্ ॥ ৩৭ ॥

গচ্ছ চণ্ডি ! হনিষ্যামি ত্বামদৈত্যব স্ত্রবালিশে ! ।

দৈত্যং বা ভজ বামোরু ! মহিষং মদগর্বিতম্ ॥ ৩৮ ॥

দেবুবাচ ।

আসন্নমরণঃ কামং প্রলপস্তদ্য মোহিতঃ ।

অদৈত্যব ত্বাং হনিষ্যামি যথায়ং বাকলো হতঃ ॥ ৩৯ ॥

গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা মন্দ ! মরণং যদি রোচতে ।

ইত্বা ত্বাং বৈ বধিষ্যামি বালিশং মহিষীসুতম্ ॥ ৪০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মা ছুমুখো মর্তুমুদ্যতঃ ।

মুমোচ বাণবৃষ্টিং তু চণ্ডিকাং প্রতি দারুণম্ ॥ ৪১ ॥

সাপি তাং তরসা ছিত্বা বাণবৃষ্টিং শিঠৈঃ শরৈঃ ।

জঘান দানবং ক্রুদ্ধা বজ্রং বজ্রধরো যথা ॥ ৪২ ॥

গোমায়ুঃ শৃগালঃ সারমেয়ঃ খা ॥ ৩৫—৪২ ॥

মাংসভোজী পশু ও পক্ষী সকল সেই ছুরাআদিগের শরীর ভক্ষণ করিতেছে ॥ ৩৫—৩৬ ॥

তৎকালে সমীরণ মৃতব্যক্তিগণের দেহসংস্পর্শে ছুর্গন্ধ হইয়া বহিতে লাগিল এবং মাংস-ভোজী পক্ষিকুলের কিলকিলা শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ তখন ছুষ্ঠস্বভাব ছুমুখ কাল কর্তৃক

বিমোহিত হইয়া ক্রোধে দক্ষিণ কর উত্তোলিত করিয়া সগর্বে দেবীকে বলিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

চণ্ডিকে ! তোমার ছুর্বুন্ধি ঘটয়াছে তুমি এক্ষণেই পলায়ন কর নতুবা তোমাকে সংহার করিব ; আর যদি তাহা না হয় তবে তুমি মদগর্বিত দৈত্যবর মহিষকে ভজনা কর ॥ ৩৮ ॥

দেবী বলিলেন, ওরে ছুষ্ঠ ! আজি তোমার মৃত্যু নিকট উপস্থিত সুতরাং তুমি মোহিত হইয়াই প্রলাপ বলিতেছিস, অতএব বাকলের স্তায় তোকে অদ্যই সংহার করিব ॥ ৩৯ ॥

রে মন্দ ! তুমি পলায়ন কর, অথবা যদি মরণের অন্তিমাবধাণ থাকে তবে থাক, অগ্রে তোকে বধ করিয়া পরে মহিষীসুত মুঢ়মতি মহিষকে বিনাশ করিব ॥ ৪০ ॥

তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং সঞ্জাতং চাতিককর্শম্ ।  
 ভয়দং কাতরাণাঞ্চ শূরাণাং বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৩ ॥  
 দেবী চিচ্ছেদ তরসা ধনুস্তম্ভ করে স্থিতম্ ।  
 তথৈব পঞ্চভির্বাণৈর্বভঞ্জ রথমুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥  
 রথে ভগ্নে মহাবাহুঃ পদাতিদুর্মুখস্তদা ।  
 গদাং গৃহীত্বা দুর্ধর্ষাং জগাম চণ্ডিকাং প্রতি ॥ ৪৫ ॥  
 চকার স গদাঘাতং সিংহমৌলৌ মহাবলাৎ ।  
 ন চচাল হরিঃ স্থানাতাড়িতোহপি মহাবলঃ ॥ ৪৬ ॥  
 অম্বিকা তং সমালোক্য গদাপাণিং পুরঃস্থিতম্ ।  
 খড়্গেন শিতধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ মৌলিমৎ ॥ ৪৭ ॥  
 ছিন্নে চ মস্তকে ভূমৌ পপাত দুর্মুখো মৃতঃ ।  
 জয়শব্দং তদা চক্রুমুদিতা নির্জরা ভূশম্ ॥ ৪৮ ॥  
 তুষ্টিবুস্তাং তদা দেবীং দুর্মুখে নিহতেহমরাঃ ।  
 পুষ্পবৃষ্টিং তথা চক্রুর্জয়শব্দং নভঃস্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

( তয়োঃরিত্তি । অতিকর্শং অতিকঠোরমত্যন্তভয়করমিতি যাবৎ ॥ ৪৩—৪৬ ॥ )  
 মৌলিমৎ কিরীটবদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে দুর্মুখ মরণে উদ্যত হইয়াই চণ্ডিকার উপর নিদাক্রণ বাণ  
 বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥ দেবীও তৎক্ষণাৎ তাহার বাণজাল ছিন্ন করিয়া বৃত্রাসুরের  
 প্রতি বজ্রধরের আয় শাণিত শরনিকর দ্বারা সক্রোধে দানবকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪২ ॥  
 তাহাদিগের পরস্পর নিদাক্রণ সংগ্রাম সংঘটিত হইয়া উঠিল ; রাজন্ ! ঐ যুদ্ধ দর্শনে কাতর  
 জনের ভয় এবং শূরগণের উৎসাহ হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তখন দেবী অবিলম্বে তাহার  
 করস্থিত ধনুক ছেদন করিলেন এবং পাঁচটি বাণ দ্বারা তাহার উত্তম রথ ভগ্ন করিয়া ফেলি-  
 লেন ॥ ৪৪ ॥ রথ ভগ্ন হইলে মহাবাহু দুর্মুখ দুর্ধর্ষ গদা লইয়া পদসঞ্চারে দেবীর অতি-  
 মুখে ধাবিত হইল ॥ ৪৫ ॥ সে সিংহের মস্তকে বিষম বল সহকারে গদা প্রহার করিল  
 কিন্তু মহাবল সিংহ তাড়িত হইয়াও স্থান হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না ॥ ৪৬ ॥ অসুরকে  
 গদা হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া অম্বিকা শিতধার খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন  
 করিলেন ॥ ৪৭ ॥ মস্তক ছিন্ন হইলে দুর্মুখ মৃত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল, তখন অমরবৃন্দ  
 আনন্দিত হইয়া ঘোরতর জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ দুর্মুখ নিহত হইলে  
 অমরগণ নভঃস্থলে থাকিয়া দেবীর স্তব, পুষ্পবৃষ্টি এবং জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরকিন্মরাঃ ।

জহযুক্তং হতং দৃষ্ট্বা দানবং রণমস্তুকে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
বাকলহুমুখবধো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

(দুঃখদায়কদানববিনাশেন হি ঋষাদীনাং হর্ষো জাত ইতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্বগণ, বিদ্যাধরগণ এবং কিন্মরগণ সমরাস্রমে সেই দানবকে নিহত  
দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে বাকল ও দুমুখ বধ নামক

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

দুশ্মুখং নিহতং শ্রদ্ধা মহিষঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।  
উবাচ দানবান্ সৰ্বান্ কিং জ্ঞাতমিতি চাসকৃৎ ॥ ১ ॥  
নিহতো দানবো শূরো রণে দুশ্মুখবাকলো ।  
তস্ম্যা তৎপরমাশ্চর্য্যং পশ্যন্তু দৈবচেষ্টিতম্ ॥ ২ ॥  
কালো হি বলবান্ কর্তা সততং সুখদুঃখয়োঃ ।  
নরাণাং পরতজ্জাণাং পুণ্যপাপানুযোগতঃ ॥ ৩ ॥  
নিহতো দানবশ্রেষ্ঠো কিং কর্তব্যমতঃপরম্ ।  
বুবন্তু মিলিতাঃ সৰ্ব্বে যদযুক্তং কার্য্যসঙ্কটে ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং বুভতি রাজেন্দ্র ! মহিষেহতিবলান্বিতে ।  
চিকুরাখ্যন্তু সেনানীন্তমুবাচ মহারথঃ ॥ ৫ ॥  
রাজন্নহং হনিষ্যামি কা চিন্তা স্ত্রীবিহিংসনে ।  
ইতু্যন্তু স্ববলৈর্যুক্তঃ প্রযযৌ রথসংযুতঃ ॥ ৬ ॥

বটপকাশমহাপদ্যৈর্দৈত্যৈঃ তৌ তাম্রচিকুরৌ ।

সহাস্রধে হতো দেব্যা কথেরং সমুদীৰ্য্যতে ॥

দুশ্মুখবধোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ দুশ্মুখমিতি ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহিষাসুর দুশ্মুখের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অন্ধ হইল এবং দানবদিগকে “এ কি হইল ! এ কি হইল !” এইরূপ বাক্য বারংবার বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥ হায় ! সেই ক্ষীণাঙ্গী রমণী দানববীর দুশ্মুখ ও বাকলকে সমরে নিহত করিয়াছে, অসুরগণ ! এক্ষণে এই পরম আশ্চর্য্যকর দৈবকার্য্য অবলোকন কর ॥ ২ ॥ পুণ্য ও পাপের যোগানুসারে মানবগণ পরাধীন, সুতরাং বলবান্ কাল তদনুসারেই তাহাদের সুখ ও দুঃখের বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ছই জন প্রধান দানব নিহত হইয়াছে, অতঃপর আমরা কি করা উচিত ? এই বিষম বিপদকালে যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহাই বল ॥ ৪ ॥

• ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! সেই বলশালী মহিষ এই কথা বলিলে পর তাহার সেনাপতি মহারথ চিকুরাখ্য তাহাকে বলিল ॥ ৫ ॥ রাজন্ ! একটা অবলার প্রাণ বিনাশের নিমিত্ত

দ্বিতীয়ং পার্শ্বিরক্ষস্তু কৃৎস্না তাত্ৰং মহাবলম্ ।  
 মহতা সৈন্যঘোষণে পূরয়ন্ গগনং দিশঃ ॥ ৭ ॥  
 তমাগচ্ছস্তমালোক্য দেবী ভগবতী শিবা ।  
 চকার শঙ্খজ্যাঘোষণং ঘণ্টানাদং মহাদ্রুতম্ ॥ ৮ ॥  
 তত্রস্থস্তেন শব্দেন তে চ সর্বৈ সুরারিয়ঃ ।  
 কিমেতদিতি ভাষন্তো দুষ্কবুৰ্ভয়কম্পিতাঃ ॥ ৯ ॥  
 চিক্ষুরাখ্যস্ত তান্ দৃষ্ট্বা পলায়নপরায়ণান্ ।  
 উবাচাতীব সংক্রুদ্ধঃ কিং ভয়ং বঃ সমাগতম্ ॥ ১০ ॥  
 অদৈবাহং হনিষ্যামি বাণৈর্বালাং মদোন্নতাম্ ।  
 তিষ্ঠত্বত্র ভয়ং ত্যক্ত্বা দৈত্যাঃ সমরযুদ্ধনি ॥ ১১ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা দানবশ্রেষ্ঠশ্চাপপাণির্বালাশ্রিতঃ ।  
 আগত্য সঙ্গরে দেবীমিত্যুবাচ গতব্যথঃ ॥ ১২ ॥  
 কিং গর্জসি বিশালাক্ষি ! ভীষয়ন্ কাতরান্নরান্ ।  
 নাহং বিভেমি তবঙ্গি ! শ্রুত্বা তেহদ্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥  
 স্ত্রীবধে দূষণং শ্রুত্বা তথৈবাকীর্তিসম্ভবম্ ।  
 উপেক্ষাং কুরুতে চিত্তং মদীয়ং বামলোচনে ! ॥ ১৪ ॥

দৈবচেষ্টিতং প্রারকচেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥ ২—১৫ ॥

আপনার কি চিন্তা? আমিই তাহাকে নিহত করিব; এই বলিয়া সৈন্যীয় সেনাসমভিব্যাহারে  
 রণরোহণে সমরাভিমুখে প্রস্থান করিল ॥ ৬ ॥ মহাবল তাত্ৰ তাহার পার্শ্বিরক্ষক হইয়া  
 সহচর হইল; তখন তাহার মহাসৈন্তের কোলাহলে গগন ও দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইল ॥ ৭ ॥  
 মঙ্গলদায়িনী দেবী ভগবতী তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি  
 জ্যাশব্দ এবং ঘণ্টানাদ করিলেন ॥ ৮ ॥ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সুরারিগণ ভয়ে ত্রস্ত  
 হইল এবং এ কি! এই কথা বলিতে বলিতে ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া 'পলায়ন' করিতে  
 লাগিল ॥ ৯ ॥ তখন, চিক্ষুরাখ্য তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিল,  
 দানবগণ! এক্ষণে তোমাদিগের কি ভয় উপস্থিত হইয়াছে? সমর মধ্যে শরনিকর দ্বারা এই  
 মদোন্নতা কামিনীকে অদ্যই নিহত করিব, অতএব তোমরা ভয় পরিহার পূর্বক সমরে স্থির  
 হইয়া থাক ॥ ১০-১১ ॥ এই বলিয়া দানববর চিক্ষুর ধনুর্ধারণ পূর্বক সেনাসমভিব্যাহারে সমরে  
 আগমন করিল এবং নিঃশব্দ হইয়া দেবীকে বলিল, হে বিশাললোচনে! দুর্বল নরদিগকে  
 ভীত করিবার নিমিত্ত কি জন্ত গর্জন করিতেছ? কৃশাঙ্গি! তোমার কার্য্যকলাপ শ্রবণ  
 করিয়াছি কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নহি ॥ ১২—১৩ ॥ বামলোচনে! স্ত্রীবধ করিলে দোষ

জ্রীণাং যুদ্ধং কটাক্ষৈশ্চ তথা হাবৈশ্চ স্তন্দরি ! ।  
 ন শস্ত্রৈর্বিহিতং কাপি স্বাদৃশীনাং কদাচন ॥ ১৫ ॥  
 পুষ্্পৈরপি ন যোদ্ধব্যং কিং পুনর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 ভবাদৃশীনাং দেহেষু ছনোতি মালতীদলম্ ॥ ১৬ ॥  
 ধিগ্ জন্ম মানুষে লোকে ক্লেব্রধর্ম্মানুজীবিনাম্ ।  
 লালিতোহয়ং প্রিয়ো দেহঃ ক্লান্তনীয়ঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৭ ॥  
 তৈলাভ্যঙ্গৈঃ পুষ্পবাতৈস্তথা মিষ্টান্নভোজনৈঃ ।  
 পোষিতোহয়ং প্রিয়ো দেহো ঘাতনীয়ঃ পরেষুভিঃ ॥ ১৮ ॥  
 দেহং হিঙ্গ্বাসিধারাভির্ধনভৃজ্জায়তে নরঃ ।  
 ধিক্ধনং দুঃখদং পূর্ব্বং পশ্চাৎ কিং সুখদং ভবেৎ ॥ ১৯ ॥  
 ভ্রমপ্যজ্জৈব বামোরু ! যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষসে যতঃ ।  
 সুখং সন্তোগজং ত্যক্ত্বা কং গুণং বেৎসি সঙ্গরে ॥ ২০ ॥  
 খড়্গপাতং গদাঘাতং ভেদনঞ্চ শিলীমুথৈঃ ।  
 মরণান্তে তু সংস্কারো গোমায়ু মুখকর্ষণম্ ॥ ২১ ॥

ছনোতি খেদদ্রতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নহু যুদ্ধে কল্পিয়া বশঃ প্রাপ্নুবন্তি তদ্বদহমপি প্রাপ্যামীতি চেত্তেষামপি ধিকার এবান্তী-  
 ত্যাহ ধিগ্ ক্রমেতি । যেষাং ধর্ম্মো লালিতোহয়ং প্রিয়ো দেহঃ ক্লান্তনীয় ইতি ॥ ১৭ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি তৈলাভ্যঙ্গৈরিত্যিতি ॥ ১৮—২০ ॥

এবং অকীর্ত্তি হয় ইহা আমি জ্ঞাত আছি সুতরাং আমার চিত্ত জীবধে উপেক্ষা করি-  
 তেছে ॥ ১৪ ॥ স্তন্দরি ! কটাক্ষবিক্ষেপ ও হাব দ্বারাই জ্রীদিগের যুদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু  
 তোমার জ্ঞান জ্রীগণের শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ কোন কালে কোথাও বিহিত হয় নাই ॥ ১৫ ॥  
 ভবাদৃশ স্তন্দরী জ্রীগণের শরীরে মালতীদল ও পীড়া প্রদান করে, অতএব নিশিত শরের  
 কথা দূরে থাকুক পুষ্প দ্বারাও তোমাদের সহিত সংগ্রাম করা কর্তব্য নহে ॥ ১৬ ॥  
 বাহার! ক্লেব্রধর্ম্ম অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে মনুষ্যালোকে তাহাদের জন্মগ্রহণে  
 ধিক্ । হায় ! সযত্নে লালিত এই প্রিয় দেহ যে ধর্ম্ম দ্বারা শিত-শরনিকরে ছিন্ন হয়, কোন্  
 ব্যক্তি সেই ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে পারেন ? ॥ ১৭ ॥ মিষ্টান্নভোজন, তৈলমর্দন এবং পুষ্প-  
 গন্ধি বায়ুসেবন দ্বারা এই প্রিয় দেহ প্রতিপালিত হইয়াছে, অতএব ইহা কি কখন শত্রুর  
 শর দ্বারা নষ্ট করা উচিত ? ॥ ১৮ ॥ নরগণ অসির দ্বারা দেহ ছিন্ন করিয়া পরে ধনবান্ হয় ;  
 অতএব, প্রথমতঃ যে ধন দুঃখের মূল সে কি পরে কখন সুখ দিতে সমর্থ হয় ? যদি তাহাও  
 হয় তথাপি সে ধনে ধিক্ ! ॥ ১৯ ॥ বামোরু ! তোমাকে জ্ঞানহীনা বলিয়া বোধ হইতেছে,



তস্মৈব কবিভির্ধূর্তৈঃ কৃতং চাতীৰ শংসনম্ ।

রণে মৃতানাং স্বঃপ্রাপ্তিরর্থবাদোহস্তি কেবলঃ ॥ ২২ ॥

তস্মাদগচ্ছ বরারোহে ! যত্র তে রমতে মনঃ ।

ভজ বা ভূপতিং নাথং হয়ারিং সুরমর্দনম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং ব্রূবাণং তং দৈত্যং প্রোবাচ জগদম্বিকা ।

কিং মৃষা ভাষসে মূঢ় ! বুদ্ধিমানিব পণ্ডিতঃ ॥ ২৪ ॥

নীতিশাস্ত্রং ন জানাসি বিদ্যাং চান্বীক্ষিকীং তথা ।

ন সেবিতাস্ত্রয়া বুদ্ধা ন ধর্মে মতিরস্তি তে ॥ ২৫ ॥

মূর্থসেবাপরো যস্মাত্তস্মাত্ত্বং মূর্থ এব হি ।

রাজধর্মং ন জানাসি কিং ব্রুবীষি মমাশ্রিতঃ ॥ ২৬ ॥

সংগ্রামে মহিষং হত্বা কৃত্বা কুধিরকর্দমম্ ।

যশঃস্তুভ্যং স্থিরং কৃত্বা গমিষ্যামি যথাস্থখম্ ॥ ২৭ ॥

দেবানাং দুঃখদাতারং দানবং মদগর্বিতম্ ।

হনিষ্যেহং দুরাচারং যুদ্ধং কুরু স্থিরো ভব ॥ ২৮ ॥

প্রত্যুত হুগুণা এব রণে সন্তীত্যাহ খড়্গপাতমিত ॥ ২৯ ॥

যেহেতু সন্তোষজনিত স্থখ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের অভিলাষ করিতেছ; সুন্দরি ! তুমি সমরে কি গুণ দেখিয়া এরূপ অভিলাষ করিতেছ ? ॥ ২৯ ॥ যে-যুদ্ধে খড়্গপাত গদাঘাত ও শিলীমুখ অস্ত্র প্রহারে শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয় আর যাহাতে মৃত্যু হইলে পর গোমায়ুগল মুখ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সংস্কার করে তাহাতে কি গুণ দেখিতে পাইতেছ ? ॥ ৩০ ॥ ধূর্ত কবিগণই কেবল ইহার অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহারাই বলেন মৃত নরগণের স্বর্গলাভ হয়, সুন্দরি ! এই উক্তি কেবল স্তুতিবাদ মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥ অতএব, বরারোহে ! তোমার যেখানে অভিলাষ হয় সেই স্থানে গমন কর অথবা সুরমর্দন নৃপতি মহিষকে স্বামীরূপে ভজনা কর ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! চিকুর দানব এইরূপ বলিলে পর জগদম্বিকা তাহাকে বলিলেন, রে মূঢ় ! বুদ্ধিমান পণ্ডিতের ছায় কি বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছিস্ ॥ ৩৩ ॥ তুই নীতিশাস্ত্র অথবা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা জানিস্ না, তুই বৃদ্ধগণের সেবাও করিস্ নাই, তোর ধর্মেও মতি নাই, তুই মূর্থের সেবা করিয়া থাকিস্ স্তুরাং তুইও নিতান্ত মূর্থ, তুই রাজধর্ম জানিস্ না তথাপি আমার নিকটে কি বলিতেছিস্ ॥ ৩৪—৩৫ ॥ আমি সমরে মহিষাসুরকে নিহত করিব, তাহার রক্তে ধরণীকে কর্দমযুক্ত করিয়া তদ্বারা যশস্তুভ্যং অর্জিত করত স্থখে

জীবিতেচ্ছান্তি চেৎ মুঢ় ! মহিষশ্চ তথা তব ।

তদা গচ্ছন্তু পাতালং দানবাঃ সৰ্ব্ব এব তে ॥ ২৯ ॥

মুমূৰ্ষা যদি বশ্চিন্তে যুদ্ধং কুৰ্ব্বন্তু সত্বরঃ ।

সৰ্ব্বানৈব বধিম্যামি নিশ্চয়োহয়ং মমাধুনা ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মা দানবো বলদৰ্পিতঃ ।

মুমোচ বাণবৃষ্টিং তাং ঘনবৃষ্টিমিবাপরাম্ ॥ ৩১ ॥

চিচ্ছেদ তস্মা সা বাণান্ স্বৰাগৈর্নিশিতৈস্তদা ।

জঘান তং তথাঘোরৈরাশীবিষনমৈঃ শরৈঃ ॥ ৩২ ॥

যুদ্ধং পরস্পরং তত্র বভূব বিস্ময়প্রদম্ ।

গদয়া পাতয়ামাস তং রথাজ্জগদম্বিকা ॥ ৩৩ ॥

মূৰ্ছাং প্রাপ স দুৰ্দ্ধাতা গদয়াভিহতো ভৃশম্ ।

মুহূৰ্ত্তদ্বয়মাত্রস্তু রথোপস্থ ইবাচলঃ ॥ ৩৪ ॥

তং তথা মূৰ্ছিতং দৃষ্ট্বা তাত্ৰঃ পরবলার্দনঃ ।

আজগাম রণে যোদ্ধুং চণ্ডিকাং প্রতি চাপলাৎ ॥ ৩৫ ॥

নহুতর্হি দুঃশ্রবতো রণস্ত কিমর্থং কবিত্তিঃ প্রশংসনং কৃতমিতি চেদুর্ভকবিত্তিস্তৎকৃত-  
মপ্রামাণিকমেবেত্যাহ তস্মৈবেতি ॥ ২২—৩২ ॥

রথাৎ চিকুররথাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বস্থানে গমন করিব ॥ ২৭ ॥ আমি দেবগণের ক্রোধদাতা দুরাচার মদগর্ভিত সেই দানবকে  
নিশ্চয়ই নিহত করিব তুই স্থির হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ২৮ ॥ রে মুঢ় ! তোর আর মহিষের যদি  
জীবন ধারণের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সমস্ত দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া পাতালে  
গমন কর ॥ ২৯ ॥ আর যদি তোদের চিতে মৃত্যুবাসনা থাকে তবে সত্বর যুদ্ধ কর, আমি  
এখন সকলকেই বধ করিব ইহাই আমার স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবীর সেই বাক্য শ্রবণে বলদৰ্পিত দানব তৎক্ষণাৎ তাঁহার  
উপর দ্বিতীয় ঘনবৃষ্টির স্রায় বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তখন দেবী নিশিত শরনিকরে  
তাহার বাণ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া আশীবিষসদৃশ ঘোরতর শর দ্বারা তাহাকে প্রহার  
করিলেন ॥ ৩২ ॥ তৎকালে তাহাদের পরস্পর সংগ্রাম জনসাধারণের বিস্ময়কর হইয়া উঠিল ;  
ইত্যবসরে জগদম্বিকা গদা প্রহার দ্বারা রথ হইতে তাহাকে নিপাতিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥  
তখন, সেই দুঃস্থভাব গদা দ্বারা তাড়িত হইয়াও অচলের স্রায় রথসঙ্গীপে দুই মুহূর্ত্ত মাত্র  
মূৰ্ছিত হইয়া পতিত রহিল ॥ ৩৪ ॥ শক্রবিমর্দন তাত্র তাহার তদবস্থা অবলোকন করিয়া

আগচ্ছন্তু তং বীক্ষ্য হসন্তী প্রাহ চণ্ডিকা ।

এহেহি দানবশ্রেষ্ঠ ! যমলোকং নয়াম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥

কিং ভবন্তিঃ সমায়াতৈরবলৈশ্চ গতায়ুৈষঃ ।

মহিষঃ কিং গৃহে মূঢ়ঃ কৰোতি জীবনোদ্যমম্ ॥ ৩৭ ॥

কিং ভবন্তিঃ তৈর্মন্দৈর্ম্মাপি বিফলঃ শ্রমঃ ।

অহতে মহিষে পাপে সুরশত্রৌ দুরাত্মনি ॥ ৩৮ ॥

তস্মাদ্যুয়ং গৃহং গত্বা মহিষং প্রেষয়ন্ত্বিহ ।

পশ্চেন্মাং সোহপি মন্দাত্মা যাদৃশীং তাদৃশীং স্থিতাম্ ॥ ৩৯ ॥

তাত্ত্বস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বাণরুষ্টিং চকার হ ।

চণ্ডিকাং প্রতি কোপেন কৰ্ণাকৃষ্ণশরাসনঃ ॥ ৪০ ॥

ভগবত্যপি তাত্মাক্ষী সমাকৃষ্য শরাসনম্ ।

বাণান্মুমোচ তরসা হস্তকামা সুরাহিতম্ ॥ ৪১ ॥

চিক্ষুরাখ্যোহপি বলবান্ মূর্ছাং ত্যক্তোখিতঃ পুনঃ ।

গৃহীত্বা সশরং চাপং তস্মৌ তৎ-সম্মুখঃ ক্ৰণাৎ ॥ ৪২ ॥

চিক্ষুরাখ্যশ্চ তাত্মশ্চ দ্বাবপ্যতিবলোৎকটৌ ।

যুযুধাতে মহাবীরৌ সহ দেব্যা রণাঙ্গণে ॥ ৪৩ ॥

রথোপস্থে রথসমীপে ॥ ৩৪—৩৬ ॥

চাপল্যবশত সংগ্রাম করিতে চণ্ডিকার নিকট আগমন করিল ॥ ৩৫ ॥ দেবী চণ্ডিকা তাহাকে আসিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দানবশ্রেষ্ঠ ! এস এস, তোমাকে এক্ষণেই যমলোকে প্রেরণ করিতেছি ॥ ৩৬ ॥ অথবা তোমাদের আসিবার প্রয়োজন কি ? তোমরা এমনই দুৰ্বল যে তোমাদের জীবন নাই বলিলেই হয় ; সেই মূঢ় মহিষ কি এক্ষণে গৃহে থাকিয়া জীবনের উপায় করিতেছে ? ॥ ৩৭ ॥ তোমরা নিতান্ত দুৰ্বল সুতরাং তোমাদিগকে বিনাশ করিলে আমার ফল কি ? সেই দুষ্টস্বভাব সুরশত্রু পাপমতি মহিষ নিহত না হইলে আমার সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে ॥ ৩৮ ॥ অতএব, তোমরা গৃহে গিয়া তোমাদের রাজা মহিষকে এইস্থলে প্রেরণ কর ; সেই দুষ্টস্বভাবও আমাকে যেরূপে দেখিতে বাসনা করে, আমিও সেই রূপেই অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

তাম্র তাঁহার বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া শরাসন আকর্ষ আকর্ষণ করিয়া চণ্ডিকার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ ভগবতীও ক্রোধে লোচন রক্তবর্ণ করিয়া শরাসন আকর্ষণ করিলেন এবং সুরশত্রুকে সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া সত্ত্বর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ ইত্যরসরে বলবান্ চিক্ষুরাখ্য মূর্ছা ত্যাগ করিয়া উখিত হইল এবং ক্ৰণমাতেই



কুপিতা চ মহামায়া ববর্ষ শরসমুত্তিম্ ।

চকার দানবান্ সর্বান্ বাণক্ষততনুচ্ছেদান্ ॥ ৪৪ ॥

অশ্বরঃ ক্রোধসংযুতা বভূবুঃ শরতাড়িতাঃ ।

চিহ্নিপুঃ শরজালানি দেবীং প্রতি রুষাশ্বিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

বভূস্তে রাক্ষসাস্তত্র কিংশুকা ইব পুষ্পিণঃ ।

শিলীমুখক্ষতাঃ সর্বৈ বসন্তে চ বনে রণে ॥ ৪৬ ॥

বভূব তুমুলং যুদ্ধং তাত্রেণ সহ সংযুগে ।

বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেবা যে প্রেক্ষকাঃ স্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

তাত্রো মুসলমাদায় লোহজং দারুণং দৃঢ়ম্ ।

জঘান মস্তকে সিংহং জহাস চ ননর্দ চ ॥ ৪৮ ॥

নর্দমানং তদা তস্ত দৃষ্ট্বা দেবী রুষাশ্বিতা ।

খড়্গেন শিতধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ সশ্বরী ॥ ৪৯ ॥

ছিন্নে শিরসি তাত্রাস্ত্র বিশীর্ষো মুসলী বলী ।

বভ্রাম ক্ষণমাত্রস্ত পপাত রণমস্তকে ॥ ৫০ ॥

পতিতং তাত্রমালোক্য চিহ্নুরাখ্যো মহাবলঃ ।

খড়্গমাদায় তরসা দুদ্ভাব চণ্ডিকাং প্রতি ॥ ৫১ ॥

কিং ভবন্তিরিতি । ভবন্তিরাগতৈঃ কিং ফলং ভবতাং পতিরেব কুতো নায়তি । স মহিষো গৃহে স্থিত্বা কিং সর্বানোদ্যমং কৰোতি ॥ ৩৭—৪৫ ॥

পুনর্বার কান্দুক গ্রহণ করিয়া দেবীর সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ মহাবীর চিহ্নুরাখ্য ও তাত্র উভয়েই অতিশয় উগ্রভাবে দেবীর সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৩ ॥ তখন মহামায়া কুপিত হইয়া অবিচ্ছেদে একরূপ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, সেই শরনিকরে সমস্ত দানবদিগের বর্ষ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ॥ ৪৪ ॥ সেই শর বিদ্ধ অশুরগণ কোপে একান্ত বিমোহিত হইয়া সরোষে দেবীর উপর বাণজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ বসন্তকালে পুষ্পিত কিংশুক যেমন বনস্থলে শোভা পায়, শিলীমুখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া দানবগণ রণস্থলে তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ তখন তাত্রের সহিত ভগবতীর একরূপ তুমুল যুদ্ধ হইল যে, দর্শকভাবে অবস্থিত দেবতারাও সাতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ তাত্র লোহময় সুদৃঢ় দারুণ মুষল লইয়া সিংহের মস্তকে প্রহার করিয়া হস্ত ও গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ তাহাকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া দেবী কুপিত হইয়া শিতধার-খড়্গ দ্বারা সশ্বর তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৪৯ ॥ মস্তক ছিন্ন হইলে বলবান্ তাত্র মস্তকবিহীন হইয়াও ক্ষণকাল মুষল ধারণ পূর্বক ভ্রমণ করিয়া রণস্থলে পতিত

ভগবত্যপি তং দৃষ্ট্বা খড়্গপানিমুপাগতম্ ।  
 দানবং পঞ্চাভির্বাণৈর্জঘান তরসা রণে ॥ ৫২ ॥  
 একেন পাতিতং খড়্গং দ্বিতীয়েন তু তৎকরঃ ।  
 কণ্ঠাচ্চ মস্তকং তস্মৈ কুন্তিতং চাপরৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৩ ॥  
 একং তৌ নিহতৌ ক্রুরৌ রাক্ষসৌ রণদুর্মদৌ ।  
 ভগ্নং সৈন্যং তয়োস্তূর্ণং দিক্ষু সঙ্কুস্তমানসম্ ॥ ৫৪ ॥  
 দেবাশ্চ মুদিতাঃ সর্বৈ দৃষ্ট্বা তৌ নিহতৌ রণে ।  
 পুষ্পরষ্টিং মুদা চতুর্জয়শব্দং নভঃস্থিতাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 (ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বা বৈতাল্যঃ সিদ্ধচারণাঃ ।)  
 উচুস্তে জয় দেবীতি চান্নিকেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
 পঞ্চমস্কন্ধে তাম্রচিহ্নুরাখ্যাস্থরবধো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

বসন্তে কিংকরা ইব রণে রাক্ষসা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৬—৫২ ॥

পঞ্চাণানাং বিভাগমাহ একেনেতি । অপটৈঃ শরৈরবশিষ্টৈস্ত্রিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

হইল ॥ ৫০ ॥ মহাবল চিহ্নুরাখ্য তাম্রকে পতিত দেখিবাগাত্র তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া চণ্ডিকার  
 অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৫১ ॥ চিহ্নুরাখ্য খড়্গপানি হইয়া সমীপে আসিলে ভগবতী তদর্শনে  
 দত্তর পাঁচটি বাণ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৫২ ॥ একটি শরে তাহার খড়্গ  
 দ্বিতীয় শরে তাহার হস্ত পাতিত করিয়া অবশিষ্ট শর দ্বারা তাহার কণ্ঠ হইতে মস্তক ছিন্ন  
 করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৩ ॥ রণদুর্মদ ক্রুর সেই অশুর দ্বয় এইরূপে নিহত হইলে তাহাদের  
 সৈন্যগণ ভীত হইয়া অবিলম্বে চতুর্দিকে পলায়ন করিল ॥ ৫৪ ॥ তখন দেবগণ সগরে  
 তাহাদের পতন দর্শনে আনন্দিত হইলেন এবং আকাশ হইতে সহস্রে পুষ্প বর্ষণ করত জয়-  
 শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ এদিকে ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বৈতালগণ, সিদ্ধগণ ও  
 চারণগণ আনন্দিত হইয়া, অম্বিকে ! তোমার জয় হউক দেবি ! তোমার জয় হউক, এই  
 বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে তাম্র ও চিহ্নুরের বধবিষয়ক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

পরলোকস্থ সন্দেহো যদি ভেহন্তি ক্রশাদরি ! ।

স্বর্গভোগপরা নিত্যং ভব ভামিনি ! ভূতলে ॥ ১৩ ॥

অনিত্যং যৌবনং দেহে জাহ্নেতি স্কৃতং চরেৎ ।

পরোপতাপনং কার্যং বর্জনীয়ং সদা বুধৈঃ ॥ ১৪ ॥

অবিরোধেন কর্তব্যং ধর্মার্থকামসেবনম্ ।

তস্মাদ্ভ্রমপি কল্যাণি ! মতিং ধর্ম্মে সদা কুরু ॥ ১৫ ॥

অপরাধং বিনা দৈত্যান্ কস্মান্মারয়সেহশ্বিকে ! ।

দয়াধর্ম্মোহস্তু দেহোহস্তি সত্যে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মাদ্ভ্রম্য তথা সত্যং রক্ষণীয়ং সদা বুধৈঃ ।

কারণং বদ স্ত্রোণি ! দানবানাং বধে তব ॥ ১৭ ॥

দেবুবাচ ।

ত্বয়া পৃষ্ঠং মহাবাহো ! কিমর্থমিহ চাগতা ।

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি হননে চ প্রয়োজনম্ ॥ ১৮ ॥

নহু মম ন বৈদান্তিকমতং নাপি সৌগতং কিন্তু গীমাংসকমতম্ । তথা চ তন্মতে পর-  
লোকস্থ সত্ত্বাৎ যুদ্ধং পরলোকপ্রাপ্ত্যর্থমাবশ্যকমিতি চেত্তত্রাহ পরলোকশ্চেতি । তন্মতে স্বর্গ-  
সুখস্থ সর্বোত্তমত্বাত্তৎপ্রাপ্ত্যর্থং কস্মাদিকং কুর্কিত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

দয়াধর্ম্মোহস্তুতি । অস্ত পুরুষস্ত দেহো দয়াধর্ম্মো দয়ৈব ধর্ম্মো যস্ত স দয়াধর্ম্মস্তথাস্তি ।  
অথ চাস্ত পুরুষস্ত প্রাণাঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ সত্যেনৈব প্রাণানাং রক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥

তাহারা এই বিনাশনীর সন্তোগস্থকেই ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥১০—১১॥ বরাননে ! যদি  
আপনি সুগতদিগের জায় পরলোক নাই এই মতই স্বীকার করেন তাহা হইলেও যুদ্ধ  
পরিত্যাগ করত ইহলোকে যৌবন লাভ করিয়া উত্তম উত্তম ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ  
করুন ॥ ১২ ॥ ক্রশাদরি ! যদি আপনার পরলোকে সন্দেহ থাকে তাহা হইলেও যুদ্ধ  
পরিত্যাগ পূর্বক আপনি এই ভূতলেই নিয়ত স্বর্গভোগের প্রতিপাদক কর্ম্মাদির অশ্রুষ্ঠান  
করুন ॥ ১৩ ॥ কারণ, যৌবন অনিত্য ইহা অবগত হইয়া সততই পুণ্যকার্য করা এবং পর-  
পীড়ন পরিত্যাগ করা বুধগণের একান্ত কর্তব্য এবং এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পরস্পর  
অবিরোধভাবে তৎসমুদায়ের সেবা করা একান্তই বিধেয় ; অতএব, কল্যাণি ! আপনিও  
সর্বদা ধর্ম্মে মতি করুন ॥ ১৪—১৫ ॥ হে অশ্বিকে ! বিনা অপরাধে দৈত্যদিগকে কি নিমিত্ত  
সংহার করিতেছেন ? কারণ, এই পুরুষের দেহে দয়ারূপ ধর্ম্ম বিদ্যমান, আর প্রাণ সকল  
ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সত্য দ্বারা রক্ষণীয়, অতএব দয়া ও সত্য বুধগণের সততই রক্ষা  
করা উচিত । হে স্ত্রোণি ! দানবদিগের বধে তোমার প্রয়োজন কি, তাহা আপনি  
প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১৬—১৭ ॥



বিচরামি সন্দা দৈত্য ! সৰ্বলোকেষু সৰ্বদা ।  
 জ্ঞানান্ধ্যায়ো চ ভূতানাং পশ্যন্তী সাক্ষিকৃপিনী ॥ ১৯ ॥  
 ন মে কদাপি ভোগেচ্ছা ন লোভো ন চ বৈরিতা ।  
 ধৰ্ম্মার্থং বিচরাম্যত্র সংসারে সাধুরক্ষণম্ ॥ ২০ ॥  
 ব্রতমেতত্তু নিয়তং পালয়ামি নিজং সন্দা ।  
 সাধুনাং রক্ষণং কাৰ্য্যং হস্তব্যা য়েহপ্যসাধবঃ ॥ ২১ ॥  
 বেদসংরক্ষণং কাৰ্য্যমবতারৈরনেকশঃ ।  
 যুগে যুগেহতএবাহমবতারান্ বিভিন্শি চ ॥ ২২ ॥  
 মহিষস্তু দুরাচারো দেবান্ বৈ হস্তমুদ্যতঃ ।  
 জ্ঞাত্বাহং তদ্বধার্থং ভো প্রাপ্তাস্মি রাক্ষসাধুনা ॥ ২৩ ॥  
 তং হনিষ্যে দুরাচারং সুরশত্রুং মহাবলম্ ।  
 গচ্ছ বা তিষ্ঠ কামং ত্বং সত্যমেতদুদাহতম্ ॥ ২৪ ॥  
 বৃহি বা তং দুরাত্মানং রাজানং মহিষীশ্বতম্ ।  
 কিমন্যান্ প্রেষয়শ্চত্র স্বয়ং যুদ্ধং কুরুষ হ ॥ ২৫ ॥

তস্মাদন্য সত্যঞ্চ রক্ষণীয়মিত্যাহ তস্মাদিত্তি ॥ ১৭—১৮ ॥

যতঃ সাক্ষিকৃপিনী তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

সাধুরক্ষণমিত্যেতদুত্তরাশ্রয়ি ॥ ২০—২৮ ॥

দেবী কহিলেন, মহাবাহো ! তুমি জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার এখানে আসিবার  
 প্রয়োজন কি ? বীরবর ! আমার এস্থলে আসিবার এবং দৈত্যসংহারের কি প্রয়োজন  
 তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥ দৈত্যবর ! আমি সাক্ষিকৃপিনী হইয়া জীবগণের জ্ঞান ও  
 অজ্ঞান সৰ্বদা দর্শন পূৰ্ব্বক সমস্ত লোক মধ্যে নিয়ত বিচরণ করিয়া থাকি ॥ ১৯ ॥ আমার  
 কখন ভোগ ইচ্ছা নাই, অথবা কোন বিষয়ে লোভ নাই এবং কাহারও সহিত বৈরিতাও  
 নাই, কেবল ধর্ম্মের রক্ষার নিমিত্ত এই সংসারে বিচরণ করিয়া থাকি । সাধুদিগের রক্ষা  
 করাই আমার ব্রত ইহা আমি সততই পালন করিয়া থাকি । সাধুগণের রক্ষা এবং অসাধু-  
 গণের বিনাশই আমার কাৰ্য্য জানিবে ॥ ২০—২১ ॥ যুগে যুগে অনেক অবতার হইয়া  
 বেদের রক্ষা করিতে হয়, অতএব যুগে যুগে আমিই অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥ এক্ষণে  
 দুরাচার মহিষ দেবগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত, ইহা অবগত হইয়া তাহার বধের নিমিত্ত  
 এখানে আসিয়াছি ॥ ২৩ ॥ সেই দুরাচার সুরশত্রু মহাবল মহিষাসুরকে নিহত করিব  
 তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম, ইহাতে তোমার ইচ্ছা হয় থাক অথবা চলিয়া যাও ॥ ২৪ ॥  
 অথবা সেই দৃষ্টান্তের রাজা মহিষাসুরকে বল যে, অস্ত্র অশুরদিগকে কি নিমিত্ত পাঠাই-

সন্ধিং চেৎ কৰ্ত্তুমিচ্ছাস্তি রাজ্ঞস্তব ময়া সহ ।

সৰ্বৈ গচ্ছন্তু পাতালং বৈরং ত্যক্ত্বা যথাস্থখম্ ॥ ২৬ ॥

দেবদ্রব্যস্ত যৎ কিঞ্চিদ্ভূতং জিহ্বা-রণে সুরান্ ।

তদ্বদ্বা যাস্তু পাতালং প্রহ্লাদো যত্র তিষ্ঠতি ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যা অসিলোমা পুরঃ স্থিতঃ ।

বিড়ালাত্ম্যং মহাবীরং পপ্রচ্ছ প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ২৮ ॥

অসিলোমোবাচ ।

শ্রুতং তেহদ্য বিড়ালাত্ম্য ! ভবান্মা কথিতঞ্চ যৎ ।

এবং গতে কিং কৰ্ত্তব্যো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব বা ॥ ২৯ ॥

বিড়ালাত্ম্য উবাচ ।

ন সন্ধিকামোহস্তি নৃপোহভিমানী

যুদ্ধে চ মৃত্যুং নিয়তং হি জানন্ ।

দৃষ্ট্বা হতান্ প্রেরয়তে তথাস্মান্

দৈবং হি কোহতিক্রমিতুং সমর্থঃ ॥ ৩০ ॥

এবং গতে এবং প্রাপ্তৌ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

(মহিষাসুরস্ত কদাপি সন্ধিং ন চিকীৰ্ষতীত্যভিপ্রায়েণাহ ন সন্ধিকামোহস্তীতি । সন্ধা-  
করণে কারণমাহ অভিমানীতি । অভিমানিনাং কদাপি ন্যূনতাস্বীকারো নাস্তীতিভাবঃ ॥ ৩০ ॥)

তেছ ? তুমি স্বয়ং আসিয়া যুদ্ধ কর ॥ ২৫ ॥ তোমার রাজার যদি আমার সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে দেবগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক সকলে মিলিয়া যথাস্থখে পাতাল-তলে গমন করুক ॥ ২৬ ॥ রণে সুরগণকে জয় করিয়া যাহা কিছু দেবদ্রব্য হরণ করিয়াছে, তৎসমুদায় দেবগণকে প্রত্যর্পণ করিয়া পাতালের যে স্থানে প্রহ্লাদ বাস করিতেছেন সেই স্থলে প্রবেশ করুক ॥ ২৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অসিলোমা দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখস্থিত মহাবীর বিড়ালাত্ম্য অসুরকে প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ২৮ ॥ বিড়ালাত্ম্য ! দেবী যাহা এক্ষণে বলিলেন তাহা ত শ্রবণ করিলে ? এ অবস্থায় সন্ধি করা কৰ্ত্তব্য অথবা বিগ্রহ করা উচিত ? ॥ ২৯ ॥

বিড়ালাত্ম্য বলিল, যুদ্ধে অবশ্যই মৃত্যু হইবে ইহা জানিয়াও রাজা স্বীয় স্বাভাবিক অভিমান বশে সন্ধি করিতে সম্মত নহেন, তিনি প্রতি দিন দানবগণের মৃত্যু দর্শন করিয়াও পুনর্বার আমাদিগকে রণে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব দৈবকে অতিক্রম করিতে কোন্

“দুঃসাধ্য এবাশ্বিহ সেবকানাং  
 ধর্মঃ সদা মানবিবর্জিতানাং ।  
 আজ্ঞাপরাগাং বশবর্তিকানাং  
 পাঞ্চালিকানাংবিব সূত্রভেদাৎ ॥”  
 গজা কথং তস্য পুরস্ক্রয়া চ  
 ময়াপি বক্তব্যমিদং কঠোরম্ ।  
 গচ্ছন্তু পাতালমিতশ্চ সর্বৈ  
 দত্তাথ রত্নানি ধনং সুরাগাম্ ॥ ৩১ ॥  
 প্রিয়ং হি বক্তব্যমসত্যমেব  
 ন চ প্রিয়ং শ্রাদ্ধিতকৃত্তু ভাষিতম্ ।  
 সত্যং প্রিয়ং নো ভবতীহ কামঃ  
 মোনং ততো বুদ্ধিমতাং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥  
 ন ফল্গুবাক্যৈঃ প্রতিবোধনীয়ো  
 রাজা তু বীরৈরিতি নীতিশাস্ত্রম্ ॥ ৩২ ॥

ন নুনং তত্র গন্তব্যং হিতং বা বক্তুমাদরাৎ ।  
 প্রক্টুং বাপি গতে রাজা কোপযুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

কিং তৎ কঠোরং বাক্যং তদাহ গচ্ছন্তি ॥ ৩১ ॥

এতাদৃশফল্গুবাক্য রাজা কদাপি ন বোধনীয়ো বীরৈরেতাদৃশং নীতিশাস্ত্রমপ্যস্বীত্যাহ ন  
 ফল্গুবাক্যরিত ॥ ৩২—৩৪ ॥

ব্যক্তি সমর্থ হইয়া থাকে ? ॥ ৩০ ॥ শূত্রের ভারতম্যানুসারে নৃত্যকারী পুতলিকা যেমন  
 নর্তকের বশবর্তী হইয়া থাকে সেইরূপ সেবকেরাও প্রভুর বশবর্তী ও আজ্ঞাধীন, সূত্রাং  
 নিয়ত মানাদি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের কার্য্য করিতে হয় ; অতএব, সংসারে সেবকের  
 ধর্ম্ম অতিশয় দুঃসাধ্য । আপনি সুরগণকে ধন রত্ন দান করিয়া এখান হইতে সকল অসুর-  
 গণের সহিত পাতালে গমন করুন আমরা উভয়ে তাঁহার নিকটে গিয়া এই কঠোরবাক্য  
 কিরূপে বলিব ? ॥ ৩১ ॥ দেখ, অসত্য বাক্যই প্রিয় হইয়া থাকে বস্তুত যাহা হিতকর তাহা  
 কখনই প্রিয় হয় না, (সত্য অথচ প্রিয় এরূপ বাক্য সংসারে অতিশয় দুর্লভ ; অতএব,  
 এরূপ স্থলে বুদ্ধিবান্ ব্যক্তির মোনাবলম্বন করিয়া থাকাই উচিত ; আর বিশেষত অসার  
 বাক্য দ্বারা রাজাকে প্রতিবোধিত করা বীরগণের কর্তব্য নহে, ইহাই নীতিশাস্ত্রের সার  
 মর্ম্ম ॥ ৩২ ॥ অতএব, রাজাকে সাদরে হিত কথা বলিতে বা হিত কথা জিজ্ঞাসা করিতে  
 আমাদের সেখানে গমন করা কখনই উচিত নহে ; কারণ, তাহা করিলে রাজা কুপিত



ইতি সন্ধিস্ত্য কৰ্তব্যং যুদ্ধং প্রাণস্ত্য সংশয়ে ।

স্বামিকার্য্যং পরং মত্বা মরণং তৃণবত্তথা ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সন্ধিস্ত্য তৌ বীরৌ সংস্থিতৌ যুদ্ধতৎপরৌ ।

ধনুর্বাণধরৌ তত্র সম্মুখৌ রথসঙ্গতৌ ॥ ৩৫ ॥

প্রথমস্তু বিড়ালাত্ম্যঃ সপ্ত বাণান্ মুমোচ হ ।

অসিলোমা স্থিতো দূরে প্রেক্ষকঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ৩৬ ॥

চিচ্ছেদ তাংস্তথাপ্রাপ্তানশ্বিকা স্বশরৈঃ শরান্ ।

বিড়ালাত্ম্যং ত্রিভির্বাণৈর্জঘান চ শিলাশিতৈঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রাপ্য বাণব্যথাং দৈত্যঃ পপাত সমরাস্ত্রণে ।

মূচ্ছিতোহথ মমরাশু দানবো দৈবযোগতঃ ॥ ৩৮ ॥

বিড়ালাত্ম্যং হতং দৃষ্ট্বা রণে শক্তিশরৌৎকরৈঃ ।

অসিলোমা ধনুস্পাণিঃ সংস্থিতো যুদ্ধতৎপরঃ ॥ ৩৯ ॥

উদ্ধং সব্যং করং কৃত্বা তামুবাচ মিতং বচঃ ।

দেবি ! জানামি মরণং দানবানাং দুরাশ্রনাম্ ॥ ৪০ ॥

(ইতি। বরং মরণং তথাপি ন প্রভুসকাশে সন্ধিসংস্থাপনার্থগমনমিত্যেতৎ সন্ধিস্ত্য মনসি বিচার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রথমমিতি । পরমাস্ত্রবিদপি প্রেক্ষকঃ একস্তোপরি বহুনাং সম্পতনস্ত যুদ্ধধর্ম্যবিক্র-  
দ্ধাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৪০ ॥

হইবেন সন্দেহ নাই ॥৩৩॥ অতএব, এরূপ জীবন সংশয় স্থলেও প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করা  
অবশ্যই কৰ্তব্য এইরূপ বিবেচনা এবং মরণকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করাই একান্ত  
শ্রেয়স্কর ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এইরূপ ভাবনার পর সেই বীরদ্বয় বর্ম্ম-পরিধান, ধনুর্বাণ  
ধারণ ও রথারোহণ করিয়া সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥৩৫॥  
প্রথমত বিড়ালাত্ম্য সাতটি বাণ পরিত্যাগ করিল, তৎকালে পরমাস্ত্রবেত্তা অসিলোমা  
দর্শক হইয়া দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥৩৬॥ সেই বাণ আসিবামাত্র অশ্বিকা স্বীয় শর-  
নিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া শিলাশণিত তিনটি বাণ দ্বারা বিড়ালাত্ম্যকে প্রহার করি-  
লেন ॥ ৩৭ ॥ দৈত্য বিড়ালাত্ম্য বাণবেদনায় মূচ্ছিত হইয়া রণস্থলে পতিত হইল এবং কণ-  
কাল পরেই দৈবযোগ বশত মৃত্যুমুখে পতিত হইল ॥ ৩৮ ॥ শক্তির শরনিকরে বিড়ালাত্ম্য  
সমরে নিহত হইল দর্শন করিয়া অসিলোমা ধনুর্বাণ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত

তথাপি যুদ্ধং কর্তব্যং পরাধীনেন বৈ ময়া ।  
 মহিষো মন্দবুদ্ধিঃ ন জানাতি প্রিয়াপ্রিয়ে ॥ ৪১ ॥  
 তদগ্রে নৈব বক্তব্যং হিতং চৈবাপ্রিয়ং ময়া ।  
 মর্তব্যং বীরধর্মেন শুভং বাপ্যশুভং ভবেৎ ॥ ৪২ ॥  
 দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্ ।  
 পতন্তি দানবাস্তূর্ণং তব বাণহতা ভুবি ॥ ৪৩ ॥  
 ইতু্যক্তা শরবৃষ্টিং স চকার দানবোত্তমঃ ।  
 দেবী চিচ্ছেদ তান্ বাণৈরপ্রাপ্তাংস্ত নিজান্তিকে ॥ ৪৪ ॥  
 অনৈর্বিব্যাহ তং তূর্ণমসিলোমানমাশুগৈঃ ।  
 বীক্ষিতামরসংঘৈশ্চ কোপপূর্ণাননা তদা ॥ ৪৫ ॥  
 শুশুভে দানবঃ কামং বাণৈর্বিদ্ধতনুঃ কিল ।  
 অবদ্রধিরধারঃ স প্রফুল্লঃ কিংশুকো যথা ॥ ৪৬ ॥  
 অসিলোমা গদাং গুর্বাং লৌহীমুদ্যম্য বেগতঃ ।  
 দুদ্রাব চণ্ডিকাং কোপাৎ সিংহং মূর্দ্ধি জঘান হ ॥ ৪৭ ॥

তথাপিতি । ত্বয়া সহ সন্ধিঃ কর্তব্য ইত্যেৎ মম নিশ্চয়ঃ পরন্তু মহিষো নিবুদ্ধিঃ স তু  
 প্রিয়াপ্রিয়ে শুভাশুভে নজানাতি ॥ ৪১—৪২ ॥

দৈবশ্চ পরন্তে দৃষ্টান্তং দর্শয়তি পতন্তীতি । তব অবলায়া ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥ তখন, বীরবর বামকর উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দেবীকে  
 ংক্ষেপে বলিতে লাগিল যে, দেবি ! ছষ্টম্ভাব দানবদিগের মৃত্যু হইবে তাহা আমি জানি ;  
 ইহা জানিয়াও আমাকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, কারণ আমি পরাধীন; আর মহিষা-  
 সুর নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, সুতরাং কি প্রিয় ও কি অপ্রিয় সে তাহা জানে না ॥ ৪০-৪১ ॥ তাহার  
 নিকটে তিতকর অপ্রিয়বাক্য কখনই বলিব না, বরং শুভই হউক আর অশুভই হউক  
 আমি বীরধর্ম অনুসারে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ ৪২ ॥ দানবগণ তোমার বাণপ্রহারে  
 আহত হইয়া অবিলম্বে ভূতলে পতিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমি দৈবকেই প্রধান জ্ঞান  
 করি, পৌরুষকারে কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না, সুতরাং পৌরুষে ধিক্ ॥ ৪৩ ॥ এই বলিয়া  
 সেই দানবশ্রেষ্ঠ অসিলোমা বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন দেবীও সেই শর সকল নিকটে  
 আসিতে না আসিতেই শরনিকর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অস্ত্র  
 শরসমূহ দ্বারা তাহাকে ভ্রায় বিদ্ধ করিলেন দেবগণ উর্দ্ধে থাকিয়া তাঁহার এই সমস্ত কার্য  
 দেখিতে লাগিলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ বাণের প্রহারে শরীর ক্রতবিকৃত হওয়ায় দেহ হইতে  
 রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল, সুতরাং সেই দানব প্রফুল্ল কিংশুক বৃক্ষের ত্রায় শোভা

সিংহোহপি নখরাঘাতৈস্তং দদার ভুজাস্তরে ।  
 অগণ্য গদাঘাতং কৃতং তেন বলীয়সা ॥ ৪৮ ॥  
 উৎপত্য তরসা দৈত্যো গদাপাণিঃ সূদারুণঃ ।  
 সিংহমুর্দ্ধি সমারুহ জঘান গদয়াশ্বিকাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 কৃতং তেন প্রহারস্ত বঞ্চয়িত্বা বিশাম্পতে ! ।  
 খড়্গেন শিতধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ কণ্ঠতঃ ॥ ৫০ ॥  
 ছিন্নে শিরসি দৈত্যেন্দ্রঃ পপাত তরসা ক্রিতৌ ।  
 হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্যে তস্মৈ দুরাত্মনঃ ॥ ৫১ ॥  
 জয় দেবীতি দেবাস্তাং তুষ্ণুবুর্জগদশ্বিকাম্ ।  
 দেবদুন্দুভয়ো নেতুর্জগুশ্চ নৃপ ! কিমরাঃ ॥ ৫২ ॥  
 নিহতৌ দানবৌ বীক্ষ্য পতিতৌ চ রণাঙ্গণে ।  
 নিহতাঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে তত্র কেসরিণা বলাৎ ॥ ৫৩ ॥  
 ভঙ্কিতাশ্চ তথা কেচিম্নিঃশেষং তদ্রণং কৃতম্ ।  
 ভগ্নাঃ কেচিদগতা মন্দা মহিষং প্রতি দুঃখিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

কৃতমিতি । বঞ্চয়িত্বা বার্থং কৃত্বেতি যাবৎ ॥ ৫০—৫৩ ॥

ভগ্না ইতি । মন্দানামেব রণে ভগ্নত্বং নতু বীর্য্যণামিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥ )

পাইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ তখন অসিলোমা লোহময় গুরুভার গদা উদ্যত করিয়া চণ্ডিকার  
 অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল এবং কোপ বশত সিংহের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ৪৭ ॥  
 প্রবল অমুরকৃত সেই গদাঘাত অগ্রাহ করিয়া সিংহ নখাঘাতে তাহার বাহু বিদারণ  
 করিল ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর সেই নিদারুণ দৈত্য গদা হস্তে লক্ষ্য দিয়া সিংহের স্বন্ধে আরুঢ়  
 হইয়া অশ্বিকাকে মহাবেগে প্রহার করিল ॥ ৪৯ ॥ মহারাজ ! তখন দেবী অমুরকৃত  
 প্রহার বার্থ করিয়া শিতধার খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৫০ ॥ মস্তক ছিন্ন  
 হইলে দৈত্যপতি বেগে ক্রিতিতলে পতিত হইল, তদর্শনে সেই দুরাত্মার সৈন্যমধ্যে মহান্  
 হাহাকার শব্দ উথিত হইল ॥ ৫১ ॥ এদিকে দেবীর জয় হউক, এই কথা বলিয়া দেবতাগণ  
 সেই জগদশ্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন ; দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং গন্ধর্ব্বগণ মহা-  
 নন্দে সংগীত আরম্ভ করিলেন ॥ ৫২ ॥ দানব দ্বয় নিহত হইয়া সমরস্থলে পতিত হইলে,  
 কেশরী তাহা অবলোকন করিয়া বলসহকারে অবশিষ্ট সৈন্যমধ্যে কতকগুলিকে নিহত  
 করিয়া এবং কতকগুলিকে ভক্ষণ করিয়া সেই রণস্থল শূন্য করিয়া ফেলিল । তন্মধ্যে  
 কেহ কেহ পলায়িত হইয়া দুঃখিতচিত্তে মহিষাসুরের নিকট প্রস্থান করিল ॥ ৫৩—৫৪ ॥



চক্রশ্চ রুরুদুশ্চৈব ত্রাহি ত্রাহীতি ভাষণৈঃ ।  
 অসিলোমবিড়ালার্থো নিহতো নৃপসত্তম ! ॥ ৫৫ ॥  
 অন্তে যে সৈনিকা রাজন্ ! সিংহেন ভক্ষিতাশ্চ তে ।  
 এবং ব্রুবন্তো রাজানং তদা চক্রশ্চ বৈশসম্ ॥ ৫৬ ॥  
 তচ্ছ্রী বচনং তেষাং মহিষো দুৰ্ম্মনাস্তদা ।  
 বভূব চিন্তাকুলিতো বিমনা দুঃখসংযুতঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
 বিড়ালার্থাসিলোমকথনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হতশেষা দৈত্যা রাজানং প্রতি গম্বা কিমুচুস্তদাহ অসিলোমেতি ॥ ৫৫—৫৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

পলায়িত সৈন্যগণ রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং রোদন করিতে  
 করিতে বলিল, নৃপসত্তম ! অসিলোমা এবং বিড়ালার্থা নিহত হইয়াছে এবং অত্যাণ্ড যে  
 সকল সৈনিক ছিল তাহাদিগকে সিংহ ভক্ষণ করিয়াছে । তাহারা মহিষরাজকে এই কথা  
 বলিয়া তাহাকে অতিশয় দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল ॥ ৫৫—৫৬ ॥ মহিষাসুর তাহাদিগের  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোদুঃখে বিমনা হইল, তখন অশ্রমনস্ক হইয়া ব্যাকুলভাবে চিন্তা  
 করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে বিড়ালার্থ এবং অসিলোমার বধ  
 বিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষোড়শোহিধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধযুক্তো নরাধিপঃ ।

দারুকং প্রাহ তরসা রথমানয় মেহদ্রুতম্ ॥ ১ ॥

সহস্রথরসংযুক্তং পতাকাধ্বজভূষিতম্ ।

আয়ুধৈঃ সংযুতং শুভ্রং সূচক্রং চারুকূবরম্ ॥ ২ ॥

সূতোহপি রথমানীয় তমুবাচ হরান্বিতঃ ।

রাজন্ ! রথোহয়মানীতো দ্বারি তিষ্ঠতি ভূষিতঃ ।

সৰ্বায়ুধসমায়ুক্তো বরাস্তরগসংযুতঃ ॥ ৩ ॥

আনীতং তং রথং স্রুত্বা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ ।

মানুষং দেহমাস্থায় সংগ্রামে গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥

বিচার্য্য মনসা চেতি দেবী মাং প্রেক্ষ্য দুৰ্ম্মুখম্ ।

শৃঙ্গিণং মহিষং নুনং বিমনা সা ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

---

অৰ্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চাষটিপদৈরুপ সৰ্বিস্তরম্ ।

মহিষঃ স্তরসম্বাদো দেব্যা জাত উদীৰ্য্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে হতশেষা দৈত্যাস্ত্রাহি ত্রাহীতি ভাষণে রাজানং প্রতি গত্বা দারুকহরিত্যুক্তং তদ্বচনং জাতং বৃত্তমাহ তেষামিতি ॥ ১—৪ ॥

মহিষদেহং ত্যক্ত্বা মানুষদেহধারণে কারণমাহ বিচার্য্যোতি । মাং শৃঙ্গিণং মহিষং দৃষ্ট্বা দেবী বিমনা ভবিষ্যতীতি মনসা বিচার্য্যোত্যম্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

---

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি মহিষ সকোপে দারুক নামক সারথিকে বলিল, আমার সেই অদ্রুত রথ শীঘ্র আনয়ন কর । রাজন্ ! ধ্বজ-পতাকায় সুশোভিত, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুন্দর চক্রবিশিষ্ট ও সূচাক যুগন্ধরে অলঙ্কৃত সেই রথ, উত্তম উত্তম সহস্র অশ্বতরে বহন করিয়া থাকে ॥ ১—২ ॥ সারথিও সত্ত্বর সেই রথ আনয়ন করিয়া তাহাকে বলিল, রাজন্ ! আপনার সেই সুশোভন রথ উত্তম আস্তরণ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া দ্বারদেশে আনিয়া রক্ষা করিয়াছি ॥ ৩ ॥ মহাবল অস্তুরপতি রথ আনীত হইয়াছে, অবগত হইয়া ‘আমাকে শৃঙ্গযুক্ত মহিষ ও আমার কুৎসিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া দেবী নিশ্চয়ই বিমনা হইবেন’ মনে মনে এইরূপ বিচার

নারীণাঞ্চ প্রিয়ং রূপং তথা চাতুৰ্য্যমিত্যপি ।  
 তস্মাদ্ভিপঞ্চ চাতুৰ্য্যং কৃত্বা যাস্তামি তাং প্রতি ॥ ৬ ॥  
 যথা মাং বীক্ষ্য সা বালা প্রেমযুক্তা ভবিষ্যতি ।  
 মমাপি চ তদৈব স্তম্ভং স্তম্ভং মানস্বরূপতঃ ॥ ৭ ॥  
 ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ ।  
 ত্যক্ত্বা তস্মাহিষং রূপং বভূব পুরুষঃ শুভঃ ॥ ৮ ॥  
 সৰ্ব্বায়ুধধরঃ শ্রীমাংস্চারুভূষণভূষিতঃ ।  
 দিব্যাস্বরধরঃ কান্তঃ পুষ্পমালা ইবাপরঃ ॥ ৯ ॥  
 রথোপবিষ্টঃ কেয়ুরস্ত্রী বাণধনুর্ধরঃ ।  
 সেনাপরিরূতো দেবীং জগাম মদগর্ভিতঃ ॥ ১০ ॥  
 মনোজ্ঞং রূপমাস্থায় মানিনীনাং মনোহরম্ ।  
 তমাগতং সমালোক্য দৈত্যানামধিপং তদা ॥ ১১ ॥  
 বহুভিঃ সংবৃতং বীরৈর্দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ ॥ ১২ ॥  
 স শঙ্খনিদং শ্রুত্বা জনবিস্ময়কারকম্ ।  
 সমীপমেত্য দেব্যাস্তু তাগুবাচ হসন্নিব ॥ ১৩ ॥

তমেব বিচারমাহ নারীণামিতি ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ মমাপি মহিমদেহস্ত নাস্তাং বিজাতীয়ায়াং স্তম্ভং স্তম্ভং সজাতীয় এব বিদ্যা-  
 মানস্বাৎ । তস্মাদ্ভিপাঃ প্রীত্যর্থং মদর্থঞ্চ মনুষ্যরূপেনেব ময়া ধার্য্যমিত্যাহ মমাপীতি ॥ ৭—৮ ॥

করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ পূৰ্ব্বক সমরে বাইতে উদ্যত হইল ॥ ৪—৫ ॥ সৌন্দর্য্য ও চাতুৰ্য্য  
 রমণীদিগের প্রিয় ; অতএব, রূপ ও চাতুৰ্য্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট গমন  
 করিব ॥ ৬ ॥ কারণ, সেই বালা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বাগতে আমার প্রতি প্রণয়পরায়ণ  
 হইবে, তাহাতেই আমার স্তম্ভ হইবে অথবা কোনও রূপেই স্তম্ভলাভ হইবে না ॥ ৭ ॥

মহাবল দানবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মহিষরূপ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক সুন্দর  
 মনুষ্য রূপ ধারণ করিল ॥ ৮ ॥ সেই দৈত্যপতি কেয়ুর ও অঙ্গদাদি মনোহর অলঙ্কার  
 ও দিব্য বস্ত্র পরিধান এবং গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ পূৰ্ব্বক দ্বিতীয় কন্দর্পের স্তম্ভ  
 শোভা পাইতে লাগিল ; তখন, সৰ্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ পূৰ্ব্বক  
 সেনাগণ সমভিযাহারে মদগর্ভে উৎফুল্ল হইয়া দেবীর নিকট গমন করিল ॥ ৯—১০ ॥  
 দানবগণের অধিপতি মহিষাসুর মানিনীগণের অতি মনোহর সুন্দররূপ ধারণ করিয়া  
 এবং বহু বীরগণে পারিবৃত্ত হইয়া আগমন করিয়াছে দেবী ভগবতী ইহা অবলোকন করিয়া  
 শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ তখন, সেই অসুররাজ সৰ্ব্বজনের বিস্ময়কর শঙ্খনিদ



দেবি ! সংসারচক্রেহস্মিন্ বর্তমানো জনঃ কিল ।  
 নরো বাথ তথা নারী স্খং বাঙ্কতি সর্বথা ॥ ১৪ ॥  
 স্খং সংযোগজং নৃণাং নাসংযোগে ভবেদিহ ।  
 সংযোগো বহুধা ভিন্নস্তান্ ব্রবীমি শৃণু হ ॥ ১৫ ॥  
 ভেদান্ স্প্রীতিহেতুখান্ স্বভাবোথাননেকশঃ ।  
 তত্র প্রীতিভবানাদৌ কথয়ামি যথামতি ॥ ১৬ ॥  
 মাতাপিত্রোস্তু পুত্রেণ সংযোগস্তৃতমঃ স্মৃতঃ ।  
 ভ্রাতৃভ্রাত্ৰা তথা যোগঃ কারণামধ্যমো মতঃ ॥ ১৭ ॥

পুষ্পবাণো মদনঃ ॥ ৯—১৪ ॥

সংযোগজং পদার্থসম্বন্ধজ্ঞমিত্যর্থঃ । অসংযোগে পদার্থসম্বন্ধাভাবে স্খং নৈব ভবতী-  
 ত্যর্থঃ । তানিতি । সংযোগস্ত তান্ ভেদান্ ব্রবীমীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ভেদানাং ত্রৈবিধ্যমাহ স্প্রীতীতি । কেচিৎ সংযোগাঃ প্রীত্যাখ্যাঃ প্রীতিঃ প্রেম তদ্বৈতুকা  
 এব । নাশ্চৎ কারণান্তরং লোভাদিকং বিদ্যতে । যথা মাতাপিত্রোঃ পুত্রেণ সংযোগঃ  
 প্রেমনিমিত্ত এব তাদৃশসংযোগস্ত স্খজনকত্বমকৃতমেব তাদৃশাঃ কেচিৎ সংযোগা ইত্যর্থঃ ।  
 তথা কেচিদ্বৈতুখা লোভাদিরূপহেতুজ্ঞাঃ । যথা ভ্রাতৃঃ সংযোগঃ । স চ মামুপকরিষ্যতীতি  
 লোভমূলক এব । তস্মাদ্তাদৃশাঃ সংযোগহেতুখা ইত্যাচ্যন্তে । তথা স্বভাবোখা স্বভাবেন  
 প্রসঙ্গে নৈব জায়মানাঃ কেচিৎ সংযোগাঃ । যথা পাস্থানাম্ । ন হি তেষাং সংযোগে প্রীতিরীকী  
 লোভো বা কারণং সম্ভবতি কিন্তু স্বভাব এব তথা চ তাদৃশাঃ সংযোগাঃ স্বভাবোখা  
 ইত্যাচ্যন্তে ইত্যর্থঃ । তত্র প্রীত্যাখ্যানামুদাহরণমাহ তত্র প্রীতিভবানিতি ॥ ১৬ ॥

মাতাপিত্রোঃ পুত্রেণ সংযোগঃ প্রীতিজ্ঞঃ প্রথমঃ । স চ তাদৃশপ্রীতিজ্ঞঃ সংযোগ উত্তম  
 এবোত্তমস্খজনকত্বাৎ । পুত্ররূপপ্রিয়পদার্থদর্শনমাত্রেনৈব তত্র নিরতিশয়স্খস্তোক্তবাৎ ।  
 হেতুখানামুদাহরণমাহ ভ্রাতৃভ্রাত্রেতি । কারণাদিতি । ভ্রাতৃভ্রাত্ৰা যঃ সংযোগঃ স উপ-  
 কারমূলকঃ স্খজনকো ন দর্শনমাত্রেন যথা পিতাপুত্রয়োঃ । স চ সংযোগো মধ্যমঃ ।  
 ভ্রাত্রোপকারে কৃতে তৎসংযোগস্ত পূর্ষাপেক্ষয়ান্নস্খজনকত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রবণ করিয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঈষৎ হাস্ত করিতে করিতে তাঁহাকে বলিল ॥১৩॥  
 দেবি ! এই সংসারচক্রে যে সমস্ত লোক বিদ্যমান, তাহারা নর বা নারী হউক সকলে  
 সততই স্খ অতিলাষ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ সেই স্খ ইহ সংসারে নরগণের পরস্পর  
 সংমিলনেই উৎপন্ন হয়, সংমিলনের অভাব হইলে কদাচই তাহা উৎপন্ন হয় না ; দেবি !  
 সেই সংমিলনও নানাবিধ স্তরাং আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥ সংমিলন  
 প্রীতিহেতুক ও স্বভাবহেতুক ভেদে অনেক প্রকার, তাহাদের মধ্যে প্রীতিসম্ভব সংযোগের  
 বিষয় আপন বুদ্ধি অনুসারে অগ্রেই বলিতেছি ॥ ১৬ ॥ পিতা মাতার পুত্রের সহিত যে  
 সংমিলন হইয়া থাকে তাহা প্রীতিনিবন্ধনজাত স্তরাং ইহাই উত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,  
 আর ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার যে মিলন, তাহা উপকারবশত হয় বলিয়া উহাকে মধ্যম  
 বলিতে হইবে ; কলতঃ যে মিলন উত্তম স্খ প্রদান করে তাহাই উত্তম বলিয়া প্রতিপাদিত

উত্তমশ্চ সুখশ্চৈব দাতৃত্বাদুত্তমঃ শ্রুতঃ ।

তস্মাদল্পসুখশ্চৈব প্রদাতৃত্বাচ্চ মধ্যমঃ ॥ ১৮ ॥

নাবিকানাশ্চ সংযোগঃ শ্রুতঃ স্বাভাবিকো বুধৈঃ ।

বিবিধাবৃত্তচিত্তানাং প্রসঙ্গপরিবর্তিনাম্ ॥ ১৯ ॥

অত্যল্পসুখদাতৃত্বাৎ কনিষ্ঠোহয়ং শ্রুতো বুধৈঃ ।

অতু্যত্তমশ্চ সংযোগঃ সংসারে সুখদঃ সদা ॥ ২০ ॥

নারীপুরুষয়োঃ কান্তে ! সমানবয়সোঃ সদা ।

সংযোগো যঃ সমাখ্যাতঃ স এবাতু্যত্তমঃ শ্রুতঃ ॥ ২১ ॥

অতু্যত্তমসুখশ্চৈব দাতৃত্বাৎ স তথাবিধঃ ।

চাতুর্যরূপবেশাদৈ্যে কুলশীলগুণৈস্তথা ॥ ২২ ॥

অনয়োঃ সংযোগয়োঃ কুতো মধ্যনোত্তমত্বং তদাহ উত্তমশ্চ সুখশ্চৈতি । ‘বহুসুখদাতৃত্বাদুত্তমত্বমিত্যর্থঃ । তস্মাদল্পসুখশ্চৈবেতি । তস্মাৎ পূৰ্ব্বসুখাপেক্ষয়াল্পসুখপ্রদাতৃত্বান্মধ্যমত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স্বভাবোৎসংযোগশ্চ স্বরূপং তৎকনিষ্ঠত্বকাহ নাবিকানামিতি । নাবাচরন্তি তে নাবিকাঃ পথিস্থা ইত্যর্থঃ । তেষাং বিবিধাবৃত্তচিত্তানামনেকদেশেষ্বনেককার্য্যার্থং ব্যাকুলচিত্তানাং প্রসঙ্গপরিবর্তিনাং কার্য্যান্তরপ্রসঙ্গে নৈকত্র মিলিতানাং যঃ সংযোগঃ স স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স অত্যল্পসুখদাতৃত্বাৎ কনিষ্ঠ ইত্যাহ অত্যাশ্নেতি । সন্তোতে যোগাস্ত্রিবিধাঃ অল্পমধ্যমোত্তমসুখপ্রদত্বান্নিপ্রকারান্তথাপি ন তেষু অতু্যত্তমসুখদাতৃত্বাদতু্যত্তমঃ সংযোগোহস্তি । স তু ভিন্ন এব তেভ্যোহস্তীত্যাহ অতু্যত্তমশ্চ সংযোগ ইতি । যঃ সেহুতু্যত্তমঃ সংযোগঃ স এব সংসারেহুতু্যত্তমসুখপ্রদ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

স কোহসাবিতি চেত্তজাহ নারীপুরুষয়োরিতি ॥ ২১ ॥

কুতস্তশ্চাতু্যত্তমত্বং তত্রাহ অতু্যত্তমসুখশ্চৈবেতি । তথাবিধোহুতু্যত্তম ইত্যর্থঃ । চাতুর্য্যরূপেতি ॥ ২২ ॥

তইয়া থাকে, আর যাহা তদপেক্ষায় অল্প সুখ প্রদান করে তাহাই মধ্যম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১৭—১৮ ॥ আর দেখ, নাবিকগণ নানা দেশে নানা প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত ব্যাকুল হৃদয় হইয়া প্রসঙ্গাধীন কার্য্যান্তরে ব্যাপ্ত হয়, অতএব ইহাদের যে পরস্পর সংযোগ পণ্ডিতেরা তাহাকে স্বাভাবিক সংযোগ বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ এই সংমিলন অত্যল্প সুখ দেয় বলিয়া বুধগণ ইহার নিকৃষ্টত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ; ফলতঃ ইহ সংসারে যাহা অতু্যত্তম মিলন তাহাই প্রকৃত সুখপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ কান্তে ! সমানবয়স্ক স্ত্রীপুরুষগণের যে নিরন্তর সংযোগ হয়, তাহাকেই অতু্যত্তম বলিয়া জানিবে, কারণ এই মিলনই অতু্যত্তম সুখ প্রদান করে বলিয়া ইহাকে অতু্যত্তম সংমিলন কহে ; অতু্যত্তম মিলন হইলে কুল, শীল, গুণ, রূপ, চাতুর্য্য ও বেশ সকল বিষয়েই স্ত্রী বা পুরুষ পরস্পরের

পরস্পরসমুৎকর্ষঃ কথ্যতে হি পরস্পরম্ ।

তং চেৎ করোষি সংযোগং বীরেণ চ ময়া সহ ॥ ২৩ ॥

অতু্যত্তমসুখশ্চৈব প্রাপ্তিঃ স্মাত্তে ন সংশয়ঃ ।

নানাবিধানি রূপানি করোমি স্বেচ্ছয়া প্রিয়ে ! ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ সর্বৈ সংগ্রামে বিজিতা ময়া ।

রত্নানি যানি দিব্যানি ভবনেহস্মিন্মাধুনা ॥ ২৫ ॥

ভুঙ্ক্ষু ত্বং তানি সর্বানি যথেক্টং দেহি বা যথা ।

পটুরাজ্ঞী ভবাদ্য ত্বং দাসোহস্মি তব সূন্দরি ! ॥ ২৬ ॥

বৈরং ত্যজেহং দেবৈস্তু তব বাক্যান্ন সংশয়ঃ ।

যথা ত্বং সুখমাপ্নোষি তথাহং করবাণি বৈ ॥ ২৭ ॥

অজ্ঞাপয় বিশালাক্ষি ! তথাহং প্রকরোম্যথ ।

চিত্তং মে তব রূপেণ মোহিতং চাকুভাষিণি ! ॥ ২৮ ॥

আতুরোহস্মি বরারোহে ! প্রাপ্তস্তে শরণং কিল ।

প্রপন্নং পাহি রন্তোরু ! কামবাণৈঃ প্রপীড়িতম্ ।

ধর্ম্মাণামুত্তমো ধর্ম্মঃ শরণাগতরক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥

চাতুর্ঘ্যাদিভিঃ পরস্পরসমুৎকর্ষোহন্তোত্তমসমুৎকর্ষো হি যতঃ পরস্পরং কথ্যতে জীচাতু-  
র্ঘ্যাদিগুণৈঃ পুরুষং বর্ণয়ন্তি পুরুষচাতুর্ঘ্যাদিগুণৈস্ত্রিয়ং বর্ণয়তি । তস্মাৎ সোহতু্যত্তম এবাত্ত  
সংযোগ ইত্যর্থঃ । এতাবৎপর্য্যন্তং সংযোগস্বরূপবিভাগকথনস্ত প্রয়োজনমাহ তঞ্চে-  
দিত্তি ॥ ২৩ ॥

কথং বীরত্বং তবেতি চেত্তত্রাহ নানাবিধানীতি ॥ ২৪—২৯ ॥

উৎকর্ষের বিষয় পরস্পর বর্ণন করিয়া থাকে ; অতএব, প্রিয়ে ! তুমি যদি আমার সহিত  
সেইরূপ সংযোগ কর, তবে তোমার অতু্যত্তম সুখপ্রাপ্তি হইবে তাহাতে আর সংশয়  
নাই ; বিশেষত আমি নিজের ইচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপ ধারণ করিব, তাহাতে তোমার  
কোনও চিন্তা নাই ॥ ২৩—২৪ ॥ আমি ইন্দ্রাদি সুরগণকে সমরে পরাজয় করিয়া যে সকল  
দিব্য রত্ন আহরণ করিয়াছি, তাহা আমার ভবনে বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি আমার পটু-  
মহিষী হইয়া সেই সকল রত্ন ইচ্ছানুসারে দান বা উপভোগ কর । সূন্দরি ! আমি তোমার  
দাস, সূতরাং তোমার বাক্যানুসারে দেবগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ  
নাই । অধিক কি, তুমি যাহাতে সুখবোধ করিবে, আমি তাহাই করিব ॥ ২৫—২৭ ॥  
হে চাকুভাষিণি ! হে বিশাললোচনে ! তোমার রূপে আমার চিত্ত মোহিত হইয়াছে ;  
অতএব, তুমি যেক্রূপ আজ্ঞা করিবে, আমি তদনুক্রূপ কার্য্যই করিব ॥ ২৮ ॥ নিতম্বিনি !



ত্বদীয়োহস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! সেবকোহহং কুশোদরি ! ।  
 মরণান্তং বচঃ সত্যং নান্যথা প্রকরোম্যহম্ ॥ ৩০ ॥  
 পাদৌ নতোহস্মি তম্বঙ্গি ! ত্যক্তা নানায়ুধানি তে ।  
 দয়াং কুরু বিশালাক্ষি ! তপ্তোহস্মি কামমার্গণৈঃ ॥ ৩১ ॥  
 জন্মপ্রভৃতি চার্বঙ্গি ! দৈন্ত্যং নাচরিতং ময়া ।  
 ব্রহ্মাদীনীশ্বরান্ প্রাপ্য ত্বয়ি তদ্বিদধাম্যহম্ ॥ ৩২ ॥  
 চরিতং মম জানন্তি রণে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।  
 সোহপ্যহং তব দাসোহস্মি মনুখং পশ্য ভামিনি ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি ব্রুবাণং তং দৈত্যং দেবী ভগবতী হি সা ।  
 প্রহস্তু সস্মিতং বাক্যমুবাচ বরবর্গিনী ॥ ৩৪ ॥

দেবুবাচ ।

নাহং পুরুষমিচ্ছামি পরমং পুরুষং বিনা ।  
 তস্মৈ চেচ্ছাস্ম্যহং দৈত্য ! সৃজামি সকলং জগৎ ॥ ৩৫ ॥

মরণান্তমিতি । তে বচো মরণান্তং মরণপর্যন্তমন্তথা ন করোমি ন করিষ্যামি সত্য-  
 মেতজ্জানীহীত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৪ ॥

নাহং পুরুষমিচ্ছামিতি । অত্র ভগবত্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপহাং পুংপ্রকৃত্যভয়াত্মক-  
 ত্বেহপি স্বস্ত প্রকৃতিরূপহাতিমানমাপ্রিত্য ভগবতেদেদুচ্যতেহলঙ্কারার্থমিতি বোধ্যম্ ।

আমি আতুর হইয়া তোমার শরণ লইলাম, রস্তোকে ! আমি কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া  
 বিপন্ন হইয়াছি অতএব তুমি আমাকে রক্ষা কর । দেখ, শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা  
 সকল ধর্ম অপেক্ষা উত্তম ধর্ম ॥ ২৯ ॥ হে অসিতাপাঙ্গি ! আমি তোমার সেবক হইয়া কাল-  
 যাপন করিব, আমি প্রাণান্তেও তোমার বাক্য অন্যথা করিব না, ইহা সত্য জানিবে ॥ ৩০ ॥  
 এক্ষণে আমি সমস্ত আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদযুগলে পতিত হইতেছি, বিশাল-  
 নয়নে ! আমি কামবাণে একান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব তুমি আমার প্রতি দয়া কর ॥ ৩১ ॥  
 সুন্দরি ! আমি জন্মাবধি ব্রহ্মাদি সুরগণের নিকটে কদাপি দীনতা স্বীকার করি নাই,  
 কিন্তু অদ্য তোমার নিকটে স্বীকার করিলাম ॥ ৩২ ॥ আর সেই ব্রহ্মাদি দেবগণও সংগ্রাম-  
 স্থলে আমার চরিত অবগত আছেন, আমি তাহাদের সকলকেই পরাজয় করিয়াছি ; কিন্তু  
 মানিনি ! আমি একরূপ পরাক্রমশালী হইলেও অদ্য তোমার দাস হইলাম । তুমি আমার  
 মুখ চাহিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দৈত্যপতি মহিষাসুর এইরূপ বলিলে সেই বরবর্গিনী ভগবতী  
 দেবী উচ্চ হাস্ত করিয়া সস্মিত বাক্যে বলিলেন ॥ ৩৪ ॥ আমি পরম পুরুষ বাতীত অন্য কোন

স মাং পশ্যতি বিশ্বাত্মা তস্মাহং প্রকৃতিঃ শিবা ।  
 তৎসান্নিধ্যবশাদেব চৈতন্যং ময়ি শাস্বতম্ ॥ ৩৬ ॥  
 জড়াহং তস্ম সংযোগাৎ প্রভবামি সচেতনা ।  
 অয়স্কান্তস্য সান্নিধ্যাদয়সশ্চেতনা যথা ॥ ৩৭ ॥  
 ন গ্রাম্যসুখবাঙ্ক্ষা মে কদাচিদপি জায়তে ।  
 মূৰ্খস্ত্বমসি মন্দাত্মন্ ! যৎ স্ত্রীসঙ্গং চিকীৰ্ষসি ॥ ৩৮ ॥  
 নরস্য বন্ধনার্থায় শৃঙ্খলা স্ত্রী প্রকীৰ্ত্তিতা ।  
 লোহবন্ধোহপি মুচ্যেত স্ত্রীবন্ধো নৈব মুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥  
 কিমিচ্ছসি চ মন্দাত্মন্ ! মূত্রাগারস্য সেবনম্ ।  
 শমং কুরু সুখায় ত্বং শমাৎ সুখমবাপ্স্যসি ॥ ৪০ ॥  
 নারীসঙ্গে মহদুঃখং জানন্ কিং ত্বং বিমুহসি ।  
 ত্যজ বৈরং সুরৈঃ সার্কং যথেক্টং বিচরাবনৌ ॥ ৪১ ॥

ইচ্ছাম্যাহমিতি । পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি প্রত্যা-  
 বলশব্দোদিতত্যাৰ্থঃ । ইচ্ছা শক্তিক্রমাকুমারীতি শিবমূত্রোদিতা চেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

চৈতন্যং প্রতিবিশ্বরূপমিত্যাৰ্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্ম প্রতিবিশ্বস্য সংযোগাদহং জড়াপি সচেতনাস্মীত্যর্থঃ । নরস্যসম্বন্ধাৎ কথমন্তস্য  
 চেতনত্বমিতি চেতুদৃষ্টান্তবশাৎ সম্ভবতীত্যাহ অয়স্কান্তশ্চেতি । তথা চ নাহং প্রাকৃতাস্তান্নাস্মি  
 যন্মাং ত্বমিথং ভাষসে কিন্তু সৰ্ব্বৈশ্বৰ্য্যাহমস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

ননু তথাপি তব গ্রাম্যসুখেচ্ছাস্তি বা ন বেতি চেত্তত্রাহ ন গ্রাম্যোতি । মম সৰ্ব্বৈশ্বর্য্যত্বাৎ  
 কাচিৎ পীড়াস্তীতি ভাবঃ । যচ্চাহং পণ্ডিত ইতি মদগ্রে স্বচাতুর্য্যং দর্শয়সি তত্র ন ত্বং  
 পণ্ডিতঃ কিন্তু মূৰ্খ এবাসীত্যাহ মূৰ্খস্ত্বমসীতি । তত্র হেতুমাং যৎ স্ত্রীসঙ্গমিতি ॥ ৩৮ ॥

পুরুষকে ইচ্ছা করি না । দৈত্য ! আমি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি স্মরণ্য আমিই সকল জগতের  
 সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৩৫ ॥ আমি তাঁহার শিবা প্রকৃতি সেই বিশ্বাত্মা আমাকে দর্শন করিতে-  
 ছেন । তাঁহার সান্নিধ্য বশতই শাস্বত চৈতন্য বিশ্বরূপে আমাতে বর্তমান রহিয়াছে ॥ ৩৬ ॥ অয়-  
 স্কান্তের সান্নিধ্য বশত লোহ যেমন সচেষ্ট হয়, আমি স্বভাবত জড় হইলেও উক্ত চৈতন্যের  
 সংযোগবশত সচেতনা হইয়া কার্য্য করি ॥ ৩৭ ॥ আমার কখনও গ্রাম্যসুখে অভিলাষ হয় না;  
 মন্দাত্মন্ ! যখন তুমি স্ত্রীসঙ্গ বাসনা করিতেছ তখন তুমি নিতান্ত মূৰ্খ সন্দেহ নাই । কারণ,  
 স্ত্রীজাতি মানবগণের বন্ধনের নিমিত্ত শৃঙ্খল স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ; লোহবন্ধ মানবও  
 কদাপি মুক্তিলাভ করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীবন্ধ মানব কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে  
 না ॥ ৩৮-৩৯ ॥ রে মূৰ্খ ! তুমি মূত্রাগারের সেবা করিতে অভিলাষ করিয়াছ, সুখের নিমিত্ত  
 শাস্তি অবলম্বন কর শাস্তি হইতেই সুখলাভ করিবে ॥ ৪০ ॥ নারীসঙ্গমে মহৎদুঃখ জন্মায়,  
 তুমি ইহা জানিয়াও কেন মোহিত হইতেছ ? তুমি সুরগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া

পাতালং গচ্ছ বা কামং জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ।

অথবা কুরু সংগ্রামং বলবত্যস্মি সাম্প্রতম্ ॥ ৪২ ॥

প্রেষিতাহং সুরৈঃ সর্বৈবস্তুব নাশায় দানব ! ।

সত্যং ব্রবীমি যেনাদ্য ত্বয়া বচনসৌহৃদম্ ॥ ৪৩ ॥

দর্শিতং তেন তুষ্টাস্মি জীবন্ গচ্ছ যথাস্থখম্ ।

সতাং সপ্তপদী মৈত্রী তেন মুঞ্চামি জীবিতম্ ॥ ৪৪ ॥

মরণেচ্ছাস্তি চেদ্যুদ্ধং কুরু বীর ! যথাস্থখম্ ।

হনিষ্যামি মহাবাহো ! ত্বামহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মা বচঃ শ্রুত্বা দানবঃ কামমোহিতঃ ।

উবাচ শ্লক্ষয়্য বাচা মধুরং বচনস্তুতঃ ॥ ৪৬ ॥

বিভেম্যহং বরারোহে ! ত্বাং প্রহর্তুং বরাননে ! ।

কোমলাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং নারীং নরবিমোহিনীম্ ॥ ৪৭ ॥

তস্মা দুষ্টত্বমাহ নরশ্রেতি ॥ ৩৯—৪২ ॥

এতাদৃশং মূঢ় বচনং ন ত্বদ্বয়ান্মরোচ্যতে কিন্তু ত্বয়া বচনসৌহৃদমেতাৎপর্য্যাস্তং দর্শিতং তদ্বশাদিত্যাহ সত্যং ব্রবীমীতি ॥ ৪৩ ॥

অতো জীবন্ সন্ গচ্ছ যথাস্থখং ন যুদ্ধং কুর্কিতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

ইচ্ছানুসারে অবনীমণ্ডলে বিচরণ কর ॥ ৪১ ॥ অথবা যদি তোমার জীবন ধারণের ইচ্ছা থাকে তবে পাতালে গমন কর, না হয় আমার সহিত সংগ্রাম কর ; কিন্তু আমি তোমা হইতে অধিক বলবতী তাহা তুমি জানিও ॥ ৪২ ॥ দানব ! তোমার বিনাশের নিমিত্ত সুরগণ মিলিত হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তোমাকে ইহা সত্যই বলিতেছি, কারণ সৌহৃদ্য-বচন প্রয়োগ করায় আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব জীবিত অবস্থায় তুমি সুখে প্রস্থান কর । দেখ, সীতবার মাত্র বাক্য আলাপ হইলেই সাধুদিগের মৈত্রীসংস্থাপন হয়, আমাদের তাহা হইয়াছে সুতরাং তোমার সহিত আমার মিত্রতা জন্মিয়াছে, অতএব আমি তোমার আর জীবন গ্রহণ করিব না ॥ ৪৩—৪৪ ॥ বীরবর ! তোমার যদি মরণে ইচ্ছা থাকে, তবে সুখে সংগ্রাম কর । মহাবাহো ! আমি তোমাকে সংহার করিব, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দানব ভগবতীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে কাম-মোহিত হইয়া মনো-হর মধুর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৬ ॥ বরারোহে ! তোমার সমস্ত অবয়ব মনোহর ও কোমল, এরূপ গলনা নিরীক্ষণ করিলে নরমাত্রেই মোহিত হয়, অতএব চারুবদনে !



জিত্বা হরিহরাদীংশ্চ লোকপালাংশ্চ সৰ্বশঃ ।

কিং ত্বয়া সহ যুদ্ধং মে যুক্তং কমললোচনে ! ॥ ৪৮ ॥

রোচতে যদি চার্বঙ্গি ! বিবাহং কুরু মাং ভজ ।

নোচেদগচ্ছ যথেষ্টং তে দেশং যস্মাৎ সমাগতা ॥ ৪৯ ॥

নাহং ত্বাং প্রহরিষ্যামি যতো মৈত্রী কৃতা ত্বয়া ।

হিতযুক্তং শুভং বাক্যং তস্মাদগচ্ছ যথাস্থখম্ ॥ ৫০ ॥

কা শোভা মে ভবেদন্তে হত্বা ত্বাং চারুলোচনাম্ ।

স্ত্রীহত্যা বালহত্যা চ ব্রহ্মহত্যা দুরত্যয়া ॥ ৫১ ॥

গৃহীত্বা ত্বাং গৃহং নুনং গচ্ছাম্যদ্য বরাননে ! ।

তথাপি মে ফলং ন স্মাদবলাভোগস্থখং কুতঃ ॥ ৫২ ॥

প্রব্রীমি স্নকেশি ! ত্বাং বিনয়াবনতো যতঃ ।

পুরুষশ্চ স্থখং ন স্মাদৃতে কাস্তামুখানুজাৎ ॥ ৫৩ ॥

ত্বয়া বারংবারং যুদ্ধং কুর্কিষ্যাম্যেতৎ তত্র ন তে যুদ্ধাদহং বিভেমি কিন্তু কোমলাঙ্গী  
কথং হস্তব্যোতি ভরাদিত্যাহ বিভেমাহমিতি ॥ ৪৭—৫০ ॥

কেবলং শোভাভাব এব ন কিন্তু স্ত্রীহত্যাপি তব হননে ভবিষ্যতীত্যাহ স্ত্রীহত্যোতি ॥ ৫১ ॥

বলাৎকারেণ ত্বাং নেষ্যামীত্যপি সানর্থ্যং মরি বর্ততে তথাপি তত্র বলাৎকারেণ  
ভোগে সুখাসম্ভবান্ন তৎ ক্রিয়ত ইত্যাহ গৃহীত্বা ত্বামিতি ॥ ৫২ ॥

যত ইতি । যতঃ পুরুষশ্চ স্থখং কাস্তামুখানুজাদৃতে ন স্মাৎ ॥ ৫৩ ॥

তোমাকে প্রহার করিতে আমার অত্যন্ত আশঙ্কা জন্মিতেছে ॥ ৪৭ ॥ কমললোচনে ! আমি  
হরিহর প্রভৃতি দেবতাবর্গ ও সমস্ত লোকপালদিগকে পরাজয় করিয়াছি অতএব তোমার  
সহিত আমার যুদ্ধ করা কি উচিত হয় ? ॥ ৪৮ ॥ স্নকেশি ! যদি তোমার অভিলাষ হয় তবে  
বিবাহ করিয়া আনাকে ভজনা কর, না হয় তুমি যে স্থান হইতে আসিয়াছ, সেই অভীষ্ট  
প্রদেশে প্রস্থান কর ॥ ৪৯ ॥ তুমি আমার সহিত মিত্রতা করিয়াছ তন্নিমিত্ত তোমাকে  
প্রহার করিতে আমি ইচ্ছা করি না, তোমাকে হিত অথচ মঙ্গল বাক্য বলিলাম অতএব  
তুমি স্থখে প্রস্থান কর ॥ ৫০ ॥ বরাননে ! তুমি স্নলোচনা ললনা, তোমাকে নিহত করিয়া  
অবশেষে আমার কি প্রশংসা লাভ হইবে ? অগ্নি ক্লেশোদরি ! স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যা ও ব্রহ্ম-  
হত্যার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ॥ ৫১ ॥ আমি তোমাকে হত্যা না করিয়া গ্রহণ  
করিয়া নিশ্চয়ই গৃহে লইয়া যাইব । কিন্তু বলপ্রয়োগে কৃত্রাপি স্থখ হয় না, সূতরাং তাহা-  
তেও আমার ফললাভ হইবে না ॥ ৫২ ॥ স্নকেশি ! আমি বিনয়বশত অবনত হইয়া  
তোমাকে বলিতেছি যে, কামিনীর মুখপঙ্কজ ব্যতীত পুরুষের স্থখ হয় না, সেইরূপ পুরু-  
ষের মুখকমল ভিন্ন নারীগণের স্থখ লাভ হয় না । কারণ উভয়ের অসংযোগ হইলেই স্থখের

তত্তথৈব হি নারীণাং ন শ্রাচ্চ পুরুষং বিনা ।

সংযোগে স্ত্বখসন্তুতির্বিয়োগে দুঃখসন্তবঃ ॥ ৫৪ ॥

কান্তাসি রূপসম্পন্ন। সৰ্বাভরণভূষিতা ।

চাতুর্যং অয়ি কিং নাস্তি যতো মাং ন ভজ্জস্মহো ! ॥ ৫৫ ॥

তবোপদিষ্টং কেনেদং ভোগানাং পরিবর্জনম্ ।

বঞ্চিতাসি প্রিয়ানাংপে ! বৈরিণা কেনচিদ্ধিহ ॥ ৫৬ ॥

মুঞ্চাগ্রহমিমং কাস্তে ! কুরু কার্যং স্ত্রশোভনম্ ।

স্ত্বখং তব মমাপি স্ত্রাদ্বিবাহে বিহিতে কিল ॥ ৫৭ ॥

বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সহাভাতি সাবিদ্র্যা চ সহায়ভূঃ ।

রুদ্রো ভাতি চ পার্শ্বত্যা শচ্যা শতমখস্তথা ॥ ৫৮ ॥

কা নারী পতিহীনা চ স্ত্বখং প্রাপ্নোতি শাস্বতম্ ।

যেন ত্বমসিতাপাঙ্গি ! ন করোষি পতিং শূভম্ ॥ ৫৯ ॥

কামঃ কাদ্য গতঃ কাস্তে ! যস্ত্বাং বাটৈঃ স্ত্রকোমলৈঃ ।

মাদনৈঃ পঞ্চভিঃ কামং ন তাড়য়তি মন্দধীঃ ॥ ৬০ ॥

• তস্মাত্তথৈব নারীণামপি পুরুষং বিনা ন শ্রাৎ তুল্যস্ত্রাদ্বিবাহভয়োৱিত্যর্থঃ । সংযোগে ইতি । ইদং কিং ন জানাসীতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥

কান্তাসীতি । ইদং পুরুষসঙ্গবিষয়ং চাতুর্যং তব কিং নাস্তীত্যর্থঃ । কান্তায়া ইদং চাতুর্যমবশ্রমপেক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

ননু বিষয়ো ন কর্তব্য ইতি মাং প্রতি কেচিদ্ধুমন্তীত্যত আহ তবোপদিষ্ট-মিতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

পরাকাষ্ঠা হয়, আর বিরোগ হইলেই ক্লেশ হইয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তুমি সমস্ত আভরণে বিভূষিতা হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমাতে চাতুর্য লক্ষিত হইতেছ না ; যেহেতু তুমি আমাকে ভজনা করিতেছ না ॥ ৫৫ ॥ তোমাকে ভোগ পরিত্যাগ করিতে কি কেহ উপদেশ দিয়াছে ? অয়ি ! মধুরভাষিনি ! যদি তাহা হয় তবে কোনও শত্রু তোমাকে এই বিষয়ে বঞ্চনা করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ৫৬ ॥ কাস্তে ! তুমি এই আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রশোভন বিবাহ কার্য সম্পাদন কর, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই পরম স্ত্বখ লাভ হইবে ॥ ৫৭ ॥ বিশেষত বিষ্ণু কমলার সহিত, ব্রহ্মা সাবিত্রীর সহিত, রুদ্র পার্শ্বতীর সহিত ও ইন্দ্র শচীর সহিত যেমন শোভা পাইয়া থাকেন, আমিও তোমার সহিত সেইরূপ শোভা পাইব সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ পতিবিহীনা কোন নারী নিরন্তর স্ত্বখলাভ করিতে পারে ? যাহাতে তুমি অত্যাশ্রম পতি প্রাপ্ত হইয়াও স্বীকার করিতেছ না ? ॥ ৫৯ ॥ হে কাস্তে ! মন্দবুদ্ধি কাম এখন কোথায় গিয়াছে ? সে উন্মাদকর স্ত্রকোমল পঞ্চবাণ দ্বারা তোমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে

মন্ত্ৰেহমিব কামোহপি দয়াবাংস্থয়ি সুন্দরি ! ।

অবলেতি চ মন্বানো ন প্রেরয়তি মার্গগান্ ॥ ৬১ ॥

মনোভবস্ত বৈরং বা কিমপ্যস্তি ময়া সহ ।

তেন চ ত্বয়্যরালাক্ষি ! ন মুঞ্চতি শিলীমুখান্ ॥ ৬২ ॥

অথবা মেহহিতৈর্দেবৈর্ব্যারিতোহসৌ বধধ্বজঃ ।

সুখবিন্ধংসিভিস্তেন ত্বয়ি ন প্রহরত্যপি ॥ ৬৩ ॥

তাত্ত্বা মাং যুগশাবাক্ষি ! পশ্চাত্তাপং করিষ্যসি ।

মনোদরীব ত্বয়ি ! পরিত্যজ্য শুভং নৃপম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুকূলং পতিং পশ্চাৎ সা চকার শঠং পতিম্ ।

কামার্তা চ যদা জাতা মোহেন ব্যাকুলান্তরা ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে

• দেবীমহিষাসুরসংবাদো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শচ্যা শতমখস্তথেনি । তথাহমপি ত্বয়া শোভাং প্রাপ্যামীতি শেবঃ ॥ ৫৮—৬২ ॥

অথবা মেহহিতৈরিতি । মে মমাহিতৈঃ শত্রুভিদেবৈর্নাম সুখবিন্ধংসিভিরয়ং বধধ্বজে।  
ব্যারিতঃ কিমিত্যর্থঃ । তেন কারণেনাসৌ ত্বয়ি ন প্রহরতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

মনোদরীব পশ্চাত্তাপমিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

সা ত্বয়ী অনুকূলং পতিং পরিত্যজ্য পশ্চাচ্ছঠং পতিং চকার । কদা যদা কামার্তা জাতা  
পশ্চাৎ পূৰ্বপত্যগাতেন পশ্চাত্তাপং প্রাপ্তা তদেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

না কেন ? ॥ ৬০ ॥ সুন্দরি ! আমি বোধ করি মদন আমার ছায় তোমার প্রতি সদয় হইয়াই  
এবং অবালা মনে করিয়াই বাণ প্রয়োগ করিতেছে না ॥ ৬১ ॥ কুটিলনয়নে ! বোধ হয়  
মনোভবের আমার সহিত কোনও শত্রুতা আছে, তাহাতেই তোমার উপর শত্রুকুল  
মোচন করিতেছে না ॥ ৬২ ॥ অথবা আমার সুখঘাতক বৈরী দেবতারা মকরকৈতনকে  
নিবারণ করিয়া থাকিবে, সেই কারণেই কাম তোমাকে প্রহার করিতেছে না ॥ ৬৩ ॥ কৃশাক্ষি !  
মনোদরী যেমন সুন্দর অনুকূল নরপতি পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যখন কামার্ত হইল তখন  
মোহে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পশ্চাৎ একজন শঠকে পতি করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল, হে  
যুগশাবাক্ষি ! আমাকে পরিত্যাগ করিলে তোমাকেও সেইরূপ পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে  
হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪—৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুর ও দেবীর কথোপ-

কথন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রদ্ধা বচস্তস্মৈ দেবী পপ্রচ্ছ দানবম্ ।  
ক। সা মন্দোদরী নারী কোহসৌ ত্যক্তো নৃপস্তয়া ॥ ১ ॥  
শঠঃ কো বা নৃপঃ পশ্চাত্তম্মে ব্রুহি কথানকুম্ ।  
বিস্তরেণ যথাশ্রাপ্তং হুঃখং বনিতয়া পুনঃ ॥ ২ ॥

মহিষ উবাচ ।

সিংহলো নাম দেশোহস্তি বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে ।  
ঘনপাদপসংযুক্তো ধানধান্যসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৩ ॥  
চন্দ্রসেনাভিধস্তত্র রাজা ধর্মপরায়ণঃ ।  
ন্যায়দণ্ডধরঃ শান্তঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ৪ ॥  
সত্যবাদী মূঢ়ঃ শ্রুতিস্মৃতিসুখীতিসাগরঃ ।  
শাস্ত্রবিৎ সর্বধর্মজ্ঞো ধনুর্কোদেহতিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৫ ॥

একবটিলোকবর্ষৈর্মন্দোদর্যাঃ কথানকম্ ।

দেবীবোধায় দৈত্যেন কথ্যতে চেতি কথ্যতে । ৬

মন্দোদরীদৃষ্টান্তং শ্রদ্ধা লীলাবশাদেবী পৃচ্ছতীত্যাহ ইতি শ্রুত্বৈতি  
বনিতয়া মন্দোদর্যা ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! অনন্তর দেবী মহিষাসুরের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই মন্দোদরী নারী কে ? আর সে যাহাকে পূর্বে পরিত্যাগ করিয়াছিল  
সেই রাজাই বা কে ? এবং পশ্চাৎ যে শঠ নৃপতিকে পতিত্ব স্বীকার করিয়াছিল সেই  
নরপতিই বা কে ? আর সেই বনিতা পশ্চাৎ কিরূপে হুঃখ অমুভব করিয়াছিল ? তৎসমুদয়  
আমার নিকট বিস্তার করিয়া কীর্তন কর ॥ ১—২ ॥

দেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর বলিতে আরম্ভ করিল । দেবি ! এই পৃথিবী-  
মণ্ডলে সিংহলদেশ অতি প্রসিদ্ধ স্থান, সেই স্থান বিবিধ-তরুরাজি-সুশোভিত এবং ধনধান্য-  
সমৃদ্ধিশালী ; চন্দ্রসেন নামে এক ধর্মপরায়ণ রাজা সেই স্থানে বাস করিতেন, তিনি শান্ত,  
সত্যবাদী, বীরবর, দয়ালু, ধৈর্য্যশালী, ক্রমাবান্, নীতিশাস্ত্রে সাগরের ন্যায় গভীর জ্ঞান-  
সম্পন্ন, শাস্ত্রবিৎ, সর্বধর্মজ্ঞ এবং ধনুর্কোদেহ অতঃস্থ নিপুণ ছিলেন ; তিনি প্রজাপালনে

তস্ম ভাৰ্য্যা বরারোহা স্তন্দরী স্তভগা শুভা ।  
 সদাচারাতিস্থমুখী পতিভক্তিপরায়ণা ॥ ৬ ॥  
 নাম্না গুণবতী কান্তা সৰ্বলক্ষণসংযুতা ।  
 স্তম্বে প্রথমে গৰ্ভে পুত্ৰীং সা চাতিস্তন্দরীম্ ॥ ৭ ॥  
 পিতা চাতীব সন্তুষ্টঃ পুত্ৰীং প্রাপ্য মনোরমাম্ ।  
 মন্দোদরীতি নামাস্তাঃ পিতা চক্রে মুদাস্থিতঃ ॥ ৮ ॥  
 ইন্দোঃ কুলেব চাত্যর্থং বরূধে সা দিনে দিনে ।  
 দশবর্ষা যদা জাতা কন্যা চাতিমনোহরা ॥ ৯ ॥  
 বরার্থং নৃপতিশ্চিন্তামবাপ চ দিনে দিনে ।  
 মদ্রদেশাধিপঃ শূরঃ স্তম্ভা নাম পার্শ্বিবঃ ॥ ১০ ॥  
 তস্ম পুত্ৰোহতিমেধাবী কন্থগ্রীবোহতিবিশ্রুতঃ ।  
 ব্রাহ্মণৈঃ কথিতো রাজ্ঞে স যুক্তোহস্তা বরঃ শুভঃ ॥ ১১ ॥  
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্নঃ সৰ্ববিদ্যার্থপারগঃ ।  
 রাজ্ঞা পৃষ্ঠা তদা রাজ্ঞী নাম্না গুণবতী প্রিয়া ॥ ১২ ॥  
 কন্থগ্রীবায় কন্যাং স্বাং দাস্তামি বরবর্ণিনীম্ ।  
 সা তু পত্ন্যবচঃ শ্রুত্বা পুত্ৰীং পপ্রচ্ছ সাদরম্ ॥ ১৩ ॥

( অতিনিষ্ঠাজাতাশ্চেতি । ইতচ্ । ধনুর্কোদেহতি নিষ্ঠিতঃ ধনুর্কোদতত্ত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৫-৯ ॥

তৎপর হইয়া স্থানানুসারে দণ্ডবিধান করিতেন ॥ ৩—৫ ॥ মনোহর-রূপসৌন্দর্যশালিনী  
 গুণবতীনাম্নী তাহার এক নিতম্বিনী ভাৰ্য্যা ছিল । তিনি পতির প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া  
 নিয়ত সদাচারে রত থাকিতেন । সেই সৰ্বলক্ষণসম্বিতা কান্তা প্রথম গৰ্ভেই এক স্তন্দরী  
 কন্যা প্রসব করিলেন ॥ ৬—৭ ॥ পিতা চক্রেসেন-ভূপতি মনোরমা কন্যা লাভ করিয়া  
 অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরম আনন্দে সেই কন্যার মন্দোদরী এই নাম রাখা করি-  
 লেন ॥ ৮ ॥ সেই কন্যা ইন্দুকলার স্থায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । যখন কন্যার বয়স  
 দশ বৎসর পূর্ণ হইল, তখন সেই কন্যা অতিশয় মনোহারিনী হইয়া উঠিল ॥ ৯ ॥ নরপতি  
 কন্যাকে দর্শন করিয়া তাহার বরের নিমিত্ত প্রতিদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন । এই  
 সময়ে ব্রাহ্মণগণ রাজাকে বলিলেন যে, মদ্রদেশাধিপতি মহাবীর স্তম্ভা রাজার অতি-  
 মেধাবী কন্থগ্রীব নামে একপুত্র আছে, ঐ কুমার সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত এবং সমস্ত  
 বিদ্যায় পারদর্শী, স্ততরাং সেই রাজপুত্রই এই কন্যার উপযুক্ত ও সুশোভন বর হইবে ।  
 তখন, রাজা স্বীয় প্রেমসী গুণবতীকে বিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি এই বরবর্ণিনী কন্যা

বিবাহং তে পিতা কৰ্ত্তুং কৰ্ম্মগ্ৰাভেণ বাঞ্ছতি ।  
 তচ্ছ্রুত্বা মাতরং প্রাহ বাক্যং মন্দোদরী তদা ॥ ১৪ ॥  
 নাহং পতিং করিষ্যামি নেচ্ছা মেহস্তি পরিগ্রহে ।  
 কৌমারং ব্রতমাস্থায় কালং নেষ্যামি সৰ্ব্বথা ॥ ১৫ ॥  
 স্বাতন্ত্র্যেণ চরিষ্যামি তপস্তীত্রং সदैব হি ।  
 পারতন্ত্র্যং পরং দুঃখং মাতঃ ! সংসারসাগরে ॥ ১৬ ॥  
 স্বাতন্ত্র্যাম্মোক্ষ ইত্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকোবিদাঃ ।  
 তস্মান্মুক্তা ভবিষ্যামি পত্যা মে ন প্রয়োজনম্ ॥ ১৭ ॥  
 বিবাহে বর্তমানে তু পাবকশ্চ চ সন্নিধৌ ।  
 বক্তব্যং বচনং সম্যক্ তদধীনাস্মি সৰ্ব্বদা ॥ ১৮ ॥  
 শ্ৰদ্ধদেবরবর্গাণাং দাসীত্বং শশুরালয়ে ।  
 পতিচিত্তানুবর্তিত্বং দুঃখাদুখতরং শ্রুতম্ ॥ ১৯ ॥  
 কদাচিৎ পতিরন্থাং বা কামিনীঞ্চ ভজেদ্যদি ।  
 তদা মহন্তরং দুঃখং সপত্নীসম্ভবং ভবেৎ ।  
 তদেৰ্ষ্যা জায়তে পত্যা ক্লেশশ্চাপি ভবেদথ ॥ ২০ ॥

দশমে কণ্ঠকা প্রোক্তা তত উদ্ধঃ রজস্বলেতি বচনাৎ কণ্ঠায়া দশমে বর্ষে এন রাজ্ঞ-  
 শ্চিস্তামাহ বরাণমিতি ॥ ১০—১৪ ॥

কৰ্ম্মগ্ৰীবকে সম্প্রদান করিব। রাজমহিষী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ কণ্ঠা  
 মন্দোদরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার পিতা মহারাজপুত্র কৰ্ম্মগ্ৰীবের সহিত তোমার  
 বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। মন্দোদরীও জননীকে সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে  
 বলিল ॥ ১০—১৪ ॥ জননি ! বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই, আমি পতিগ্রহণ করিব না, আমি  
 সৰ্ব্বতোভাবে কৌমারব্রত অবলম্বনপূৰ্ব্বক কালষাপন করিব ॥ ১৫ ॥ মাতঃ ! এই সংসার-  
 সাগরে পরাধীনতা অপেক্ষা নিরতিশয় দুঃখকর বিষয় আর নাই একান্ত আমি স্বাধীনভাবে  
 সৰ্ব্বদা কঠোর তপস্তা করিব বাসনা করিয়াছি ॥ ১৬ ॥ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন  
 যে, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারিলেই মোক্ষ হয় ; অতএব, আমি তাহাতেই মুক্ত হইব,  
 পতিতে আমার প্রয়োজন নাই ॥ ১৭ ॥ বিবাহ সময়ে অগ্নিসমীপে বলিতে হয় যে, আমি  
 সৰ্ব্বতোভাবে নিয়তই তোমার অধীন থাকিব ; আর দেখুন শশুরালয়ে গমন করিয়া শ্রদ্ধ ও  
 দেবরবর্গের দাসী হইয়া কালষাপন করিতে হয় ; বিশেষতঃ পতির স্তূপে স্তম্ভী ও দুঃখে দুঃখী  
 হইয়া তাহার চিত্তের অনুবর্তন করিতে হয়, ইহা হুঃখ অপেক্ষাও দুঃখতর ॥ ১৮—১৯ ॥ আর



সংসারে ক সুখং মাতর্নারীগাঞ্চ বিশেষতঃ ।

স্বভাবাৎ পরতজ্ঞাণাং সংসারে স্বপ্নধর্ম্মিণি ॥ ২১ ॥

শ্রুতং ময়া পুরা মাতরুত্তানচরণাশ্রজঃ ।

উত্তমঃ সর্বধর্ম্মজ্ঞো ঋবাদবরজো নৃপঃ ॥ ২২ ॥

পত্নীং ধর্ম্মপরাং সাধ্বীং পতিভক্তিপরায়ণাম্ ।

অপরাধং বিনা কাস্তাং ত্যক্তবান্ বিপিনে প্রিয়াম্ ॥ ২৩ ॥

এবংবিধানি দুঃখানি বিদ্যমানৈ তু ভর্তরি ।

কালযোগান্মৃতে তস্মিন্নারী শ্রাদুঃখভাজনম্ ॥ ২৪ ॥

বৈধব্যং পরমং দুঃখং শোকসস্তাপকারকম্ ।

পরোষিতপতিত্বেহপি দুঃখং শ্রাদধিকং গৃহে ॥ ২৫ ॥

মদনাগ্নিবিদগ্নায়াঃ কিং সুখং পতিসঙ্গজম্ ।

তস্ম্যাৎ পতিন্ কর্তব্যঃ সর্বথেতি মতির্মম ॥ ২৬ ॥

এবং প্রোক্তা তদা মাতা পতিং প্রাহ নৃপাশ্রজা ।

ন চ বাঞ্ছতি ভর্তারং কোমারব্রতধারিণী ॥ ২৭ ॥

কোমারঃ ব্রতমাস্থায় কালং নেষ্যমীতি । বিবাহমকৃত্বা চিরকালং কুমারী সতী কালং  
যাপয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৫—২১ ॥ )

উত্তানচরণো হুত্তানপাদঃ ॥ ২২—২৪ ॥

যদি কখনও পতি অন্য কামিনীকে বিবাহ করেন তাহা হইলে তৎকালীন সপত্নীজনিত  
মহত্তর দুঃখ উপস্থিত হয় । মাতঃ ! তৎকালে পতির প্রতি ঈর্ষ্যা উপস্থিত হয় তজ্জন্তু অশেষ  
ক্লেশভোগ করিতে হয় ॥ ২০ ॥ অতএব, স্বপ্নসদৃশ এই সংসারে কি সুখ আছে ? বিশেষতঃ  
ইহাতে স্বভাবত-পরাদীন নারীদিগের ত কোনও সুখ নাই ॥ ২১ ॥ জননি ! আমি শ্রবণ করি-  
য়াছি যে, পুরাকালে-উত্তানপাদতনয় ধর্ম্মজ্ঞ উত্তম, ঋব অপেক্ষা কনিষ্ঠ হইলেও রাজা হইয়া-  
ছিলেন ॥ ২২ ॥ আর উত্তানপাদ নৃপতি পতিভক্তিপরায়ণা প্রিয়তমা কাস্তাকে বিনা  
অপরাধে বিপিনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥ স্বামী বিদ্যমান থাকিলে রমণীদিগকে  
এইরূপ বিবিধ দুঃখ অনুভব করিতে হয়, আর যদি কালবশত পতি পরলোক গত হয় তাহা  
হইলে জীজ্ঞাতি অশেষ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যেহেতু বৈধব্য দশা রমণীগণের একমাত্র  
দুঃখ শোক ও সস্তাপের কারণ ; আর পতি বিদেশগত হইলেও নারীগণের দেহ মদনা-  
নলে দগ্ধ হয়, ইহাতে তাহাদের গৃহে অধিক দুঃখ হইয়া থাকে ; অতএব, পতির কি  
জীবিতাবস্থায় কি মৃতাবস্থায় কোন সময়েও পতিলাভে সুখ নাই, এজন্ত আমার বিবে-  
চনায় পতিস্বীকার করা কখনই কর্তব্য নহে ॥ ২৪—২৬ ॥

ত্রতজাপ্যপরা নিত্যং সংসারাদ্বিমুখী সদা ।  
 ন কাঙ্ক্ষতি পতিং কর্তুং বহুদোষবিচক্ষণা ॥ ২৮ ॥  
 ভাৰ্য্যায়া ভাষিতং শ্রদ্ধা তথৈব সংস্থিতো নৃপঃ ।  
 বিবাহো ন কৃতঃ পুত্র্যা জ্ঞাত্বা ভাববিবৰ্জিতাম্ ॥ ২৯ ॥  
 বৰ্তমানা গৃহেষেবং পিত্রা মাত্রা চ রক্ষিতা ।  
 যৌবনশ্চাকুরা জাতা নারীণাং কামদীপকাঃ ॥ ৩০ ॥  
 তথাপি সা বয়শ্চাভিঃ প্রেরিতাপি পুনঃ পুনঃ ।  
 চকমে ন পতিং কর্তুং জ্ঞানার্থপদভাষিণী ॥ ৩১ ॥  
 একদোদ্যানদেশে সা বিহর্তুং বহুপাদপে ।  
 জগাম স্নমুখী শ্রেয়সা সৈরক্ষীগণসেবিতা ॥ ৩২ ॥  
 রেমে কুশোদরী তত্রাপশুৎ কুসুমিতা লতাঃ ।  
 পুষ্পানি চিস্বতী রম্যা বয়শ্চাভিঃ সমাবৃতা ॥ ৩৩ ॥  
 কোমলাধিপতিস্তত্র মার্গে দৈববশান্তদা ।  
 আজগাম মহাবীরো বীরসেনোহতিবিশ্রুতঃ ॥ ৩৪ ॥

পরোষিতে দেশান্তরগতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—৩১ ॥

মাতা, কস্তার এই কথা শুনিয়া তখন পতিকে বলিলেনঃ মন্দোদরী "কৌমারত্রত  
 অবলম্বন করিবে, তাহার বিবাহ করিতে অভিলাষ নাই ॥ ২৭ ॥ সে পতিগ্রহণে নানাবিধ  
 দোষ প্রদর্শন করিয়া সংসারে নিরত বিমুখ হইয়া ত্রত ও জপের অমুষ্ঠান করত সর্বদা  
 একাকিনী কালযাপন করিবে, সে পতিগ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে না ॥ ২৮ ॥ রাজা  
 ভাৰ্য্যার কথা শুনিয়া কস্তার বিবাহে অমুরাগ নাই ইহা অবগত হইলেন এবং তাহার বিবাহ  
 না দিয়া তদবস্থাতেই কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ এইরূপে কস্তা, পিতা মাতা  
 কর্তৃক রক্ষিত হইয়া গৃহে বাস করিতে লাগিলেন ; এই সময়ে সেই রাজতনয়ার কামিনী-  
 গণের কামোদ্যপক যৌবনাকুরের উদয় হইল ॥ ৩০ ॥ রাজকস্তার বয়শ্চাগণ পতি পরিগ্রহের  
 নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও সেই বাল্য নানাবিধ জ্ঞানপূর্ণ বাক্য বলিয়া পতিগ্রহণে  
 অভিলাষ প্রকাশ করিলেন না ॥ ৩১ ॥

একদা সেই স্নমুখী স্রীতিবশত সৈরক্ষীগণ সমভিবাহায়ে বিবিধ-পাদপ-পরিশোভিত  
 উদ্যানে বিহার করিতে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥ সেই কুশোদরী তথায় বয়শ্চাগণের সহিত  
 নানাবিধ কুসুম চরন ও রমণীয় পুষ্পিত লতা সকল দর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৩৩ ॥ এই সময় কোমলাধিপতি মহাবীর বীরসেন নামক অতি প্রসিদ্ধ রাজা

একাকী রথমারুঢ়ঃ কতিচিৎসেবকৈরুতঃ ।

সৈন্যঞ্চ পৃষ্ঠতন্তুস্ত সমায়াতি শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩৫ ॥

দৃষ্টেস্তস্তা বয়স্তাভি দূরতঃ পার্থিবস্তদা ॥ ৩৬ ॥

মন্দোদরৈষ্য তথা প্রোক্তং সমায়াতি নরঃ পথি ।

রথারুঢ়ো মহাবাহু রূপবান্ মদনোহপরঃ ॥ ৩৭ ॥

মন্ত্ৰেহহং নৃপতিঃ কশ্চিৎ প্রাপ্তো ভাগ্যবশাদিহ ।

এবং ব্রুবত্যাং তত্রাসৌ কোমলেন্দ্রঃ সমাগতঃ ॥ ৩৮ ॥

দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং বিস্ময়ং প্রাপ ভূপতিঃ ।

উত্তীৰ্য্য স রথাত্তূর্ণং পথ্যচ্ছ পরিচারিকাম্ ॥ ৩৯ ॥

কেয়ং বালা বিশালাক্ষী কস্ত পুত্রী বদাশু মে ।

এবং পৃষ্ঠা তু সৈরক্ষী তমুবাচ শুচিস্মিতা ॥ ৪০ ॥

প্রথমং ব্রুহি মে বীর ! পৃচ্ছামি ত্বাং স্থলোচন ! ।

কোহসি ত্বং কিমিহায়াতঃ কিং কার্য্যং বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি পৃষ্ঠেস্ত সৈরক্ষ্যা তামুবাচ মহীপতিঃ ॥ ৪২ ॥

( মন্দোদরীসমীপে কোমলাধিপতিসমাগমপ্রসঙ্গমাহ একদেতি ॥ ৩২—৩৭ ॥

দৈববশত সেই পথে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তাহার সৈন্য সকল পশ্চাতে মন্দ গমনে আসিতেছিল ; কেবলমাত্র তিনি একাকী কতিপয়মাত্র সেবক সমভিব্যাহারে রথারুঢ় হইয়া সেই উদ্যানের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন তাহার বয়স্তা দূর হইতে সেই রাজাকে নয়নগোচর করিয়া মন্দোদরীকে বলিল, সখি ! দ্বিতীয় মদনের ক্তার রূপবান্ মহাবাহু এক জন পুরুষ রথে আরোহণ করিয়া পথে আগমন করিতেছেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ আমি বোধ করি কোন রাজা আমাদের ভাগ্যবশত এখানে উপস্থিত হইয়াছেন । এই কথা বলিতে বলিতেই কোমলপতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই নরপতি অসিতাপাঙ্গী রাজ-নন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ভক্তে ! এই বিশালনয়না বালা কে এবং কাহার কস্তা ? তুমি আমাকে ইহা শীঘ্র বল । শুচিস্মিতা সৈরক্ষী এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাকে বলিল ॥ ৪০ ॥ হে স্থলোচন ! বীর ! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি প্রথমে বলুন ; আপনি কে ? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন ? আপনার আরোহণ কি ? ॥ ৪১ ॥ সৈরক্ষী ইহা জিজ্ঞাসা করিলে মহীপতি তাহাকে বলিলেন, ভূতলে কোমল নামক অতি সুন্দর পরম বিস্ময়কর এক দেশ আছে আমি সেই দেশের অধিপতি আমার নাম বীরসেন, আমার



কোসলো নাম দেশোহস্তি পৃথিব্যাং পরমাদৃতঃ ।

তস্মৈ পালয়িতা চাহং বীরসেনাভিধঃ প্রিয়ে ! ॥ ৪৩ ॥

বাহিনী পৃষ্ঠতঃ কামং সমাম্রাতি চতুর্বিধা ।

মার্গভ্রমাদিহ প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং কোসলাধিপম্ ॥ ৪৪ ॥

সৈরক্ষ্যুবাচ ।

চন্দ্রসেনসুতা রাজন্ ! নান্না মন্দোদরী কিল ।

উদ্যানে রক্তকামেয়ং প্রাপ্তা কমললোচনা ॥ ৪৫ ॥

শ্রদ্ধা তদ্ভাষিতং রাজা প্রভুবাচ প্রসাধিকাম্ ।

সৈরক্ষি ! চতুরাসি ত্বং রাজপুত্রীং প্রবোধয় ॥ ৪৬ ॥

ককুৎস্থবংশজশ্চাহং রাজাস্মি চারুলোচনে ! ।

গান্ধর্ব্বেন বিবাহেন পতিং মাং কুরু কামিনি ! ॥ ৪৭ ॥

ন মে ভাৰ্য্যাস্তি স্ত্রোত্রোণি ! বয়সোদৃতযৌবনাম্ ।

বাঞ্ছামি রূপসম্পন্নং স্কুলাং কামিনীং কিল ॥ ৪৮ ॥

অথবা তে পিতা মহং বিধিনা দাতুমর্হতি ।

অনুকূলপতিশ্চাহং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

মহিষ উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ সৈরক্ষী প্রাহ তাং তদা ।

প্রহস্ম মধুরং বাক্যং কামশাস্ত্রবিশারদা ॥ ৫০ ॥

এবং ব্রুবত্যাশিতি । তাসাং মধ্যে একস্তাং ব্রুবত্যাশিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪৫ ॥ )

চতুর্বিধ বাহিনী ইচ্ছানুসারে পশ্চাৎ আসিতেছে । আমি পথভ্রমে এখানে উপস্থিত হই-  
য়াছি, আমাকে কোশলদেশের অধিপতি বলিয়া জানিবে ॥ ৪২—৪৪ ॥

সৈরক্ষী বলিল, রাজন্ ! এই কমলনয়না চন্দ্রসেন রাজার ছহিতা ইহার নাম মন্দো-  
দরী । ইনি ক্রীড়া করিবার বাসনায় এই উদ্যানে আগমন করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ রাজা সৈর-  
ক্ষীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, সৈরক্ষি ! তোমাকে চতুরা বলিয়া বোধ  
হইতেছে, অতএব আমি বাহা বলিতেছি তাহা তুমি রাজপুত্রীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া  
দাও ॥ ৪৬ ॥ চারুলোচনে ! আমি ককুৎস্থবংশসম্বৃত রাজা ; কামিনি ! গান্ধর্ব্ব বিবাহ  
বিধি দ্বারা আমাকে পতিত্বে বরণ কর ॥ ৪৭ ॥ নিতম্বিনি ! আমার অস্ত্র আর ভাৰ্য্যা নাই,  
তুমি রূপবতী কামিনী, সম্বংশসম্বৃত ও বয়সানুসারে প্রাপ্তযৌবনা, স্ততরাং আমি তোমাকে  
লাভ করিতে বাসনা করি ॥ ৪৮ ॥ অথবা তোমার পিতা আমাকে বিধিপূর্ব্বক প্রদান  
করিতেও পারেন, তাহা হইলে আমি তোমার অনুকূল পতি হইব সন্দেহ নাই ॥ ৪৯ ॥

মন্দোদরি ! নৃপঃ প্রাপ্তঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ।  
 রূপবান্ বলবান্ কান্তো বয়না ত্বৎসমঃ পুনঃ ।  
 প্রীতিমামৃপতির্জাতত্বয়ি সুন্দরি ! সর্বথা ॥ ৫১ ॥  
 পিতাপি তে বিশালাক্ষি ! পরিতপ্যতি সর্বথা ।  
 বিবাহকালং তে জ্ঞাত্বা ত্বাঞ্চ বৈরাগ্যসংযুতাম্ ॥ ৫২ ॥  
 ইত্যাহাস্মান্ স নৃপতির্বিনিঃস্বস্ত্য পুনঃ পুনঃ ।  
 পুত্রীং প্রবোধয়ন্তেতাং সৈরক্ষ্যঃ সেবনে রতাঃ ॥ ৫৩ ॥  
 বত্সু শক্তা বয়ং ন ত্বাং হঠধর্ম্মরতাং পুনঃ ।  
 ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মোহব্রবীৎ মুনিঃ ॥ ৫৪ ॥  
 ভর্তারং সেবমানা বৈ নারী স্বর্গমবাশ্রুয়াৎ ।  
 তস্মাৎ কুরু বিশালাক্ষি ! বিবাহং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৫ ॥

মন্দোদর্যুবাচ ।

নাহং পতিং করিষ্যামি চরিত্যে তপমদ্রুতম্ ।  
 নিবারয় নৃপং বালে ! কিং মাং পশ্যতি নিদ্রপঃ ॥ ৫৬ ॥

সৈরক্ষ্যুবাচ ।

দুর্জয়ো দেবি ! কামোহসৌ কালস্তু দুরতিক্রমঃ ।  
 তস্মাৎ মে বচনং পথ্যং কর্তুমর্হসি সুন্দরি ! ॥ ৫৭ ॥

প্রসাধিকাং কুট্টিনীমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৫৫ ॥

মহিষ বলিল, দেবি ! তাঁহার এই কথা শুনিয়া কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সেই সৈরক্ষী  
 হাসিতে হাসিতে মধুর বাক্যে রাজকণ্ঠকে বলিল ॥ ৫০ ॥ মন্দোদরি ! কমনীয়কাস্তি  
 সূর্য্যবংশীয় এক নরপতি আসিয়াছেন, তিনি রূপবান্ বলবান্ এবং তোমার সমান-  
 বয়স্ক ; সুন্দরি ! সেই নৃপতি তোমার প্রতি সর্বতোভাবে প্রীতিপরায়ণ হইয়াছেন ॥ ৫১ ॥  
 বিশাললোচনে ! তোমার বিবাহকাল উপস্থিত তথাপি তুমি বিবাহ করিলে না বয়ঃ  
 তদ্বিবরে তোমার একান্তই বৈরাগ্য ; তোমার পিতা ইহা অবগত হইয়া নিরন্তর পরিতাপ  
 করিতেছেন ॥ ৫২ ॥ দেখ, তোমার পিতা বার বার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে  
 বলিয়াছেন যে, সৈরক্ষীগণ ! তোমরা ইহার সেবায় নিরত থাকিয়া ইহাকে প্রবোধিত  
 কর ॥ ৫৩ ॥ কিন্তু, তুমি হঠধর্ম্মে নিরত হইয়াছ সুতরাং আমরা তোমাকে কিছুই বলিতে  
 পারি না ; মুনিগণ বলিয়াছেন যে, স্বামীর শুশ্রূষা করাই স্ত্রীদিগের পরম ধর্ম্ম ॥ ৫৪ ॥  
 বিশালনয়নে ! স্বামীর সেবা করিলে নারীগণ স্বর্গলাভ করেন ; অতএব তুমি বিধিপূর্ব্বক  
 বিবাহ কর ॥ ৫৫ ॥

অন্যথা ব্যসনং নুনমাপতেদিতি নিশ্চয়ঃ ।

ইতি তস্মা বচঃ শ্রুত্বা কন্যোবাচাথ তাং সখীম্ ॥ ৫৮ ॥

যদ্যদ্ভবেত্তদুত্তবতু দৈবযোগাদসংশয়ম্ ।

ন বিবাহং করিষ্যেহং সর্বথা পরিচারিকে ! ॥ ৫৯ ॥

মহিষ উবাচ ।

ইতি তস্মাস্তু নির্বন্ধং জ্ঞাত্বা গ্রাহ নৃপং পুনঃ ।

গচ্ছ রাজন্ ! যথাকামং নৈমিচ্ছতি সৎপতিম্ ॥ ৬০ ॥

নৃপস্তু তদ্বচঃ শ্রুত্বা নির্গতঃ সহ সেনয়া ।

কোসলান্ বিমনা ভূত্বা কামিনীং প্রতি নিম্পৃহঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
মনোদর্যুপাখ্যানং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তপস্তু তপসা সহতি দ্বিরূপকোষঃ ॥ ৫৬—৬১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

মনোদরী বলিলেন, আমি বিবাহ না করিয়া অদ্বুত তপস্তার অনুষ্ঠান করিব ; বালে !  
তুমি নরপতিকে নিবারণ কর, উনি নির্ভঙ্জ হইয়া কেন আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

সৈরঙ্গী বলিল, দেবি ! কাম একান্ত দুর্জয়, কালও দুরতিক্রমণীয় ; অতএব, স্তম্ভরি !  
আমার বাক্য পথ্য স্বরূপ জানিয়া প্রতিপালন কর ॥ ৫৭ ॥ আর যদি ইহার অন্যথা কর  
তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার বিপদ উপস্থিত হইবে । মনোদরী সৈরঙ্গীর ঈদৃশ বাক্য  
শুনিয়া তাহাকে বলিল, পরিচারিকে ! দৈবযোগে যাহা হইবার তাহাই হইবে তাহাতে  
সংশয় নাই, তথাপি এক্ষণে আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না ॥ ৫৮—৫৯ ॥

মহিষ বলিল, সৈরঙ্গী তাহার এইরূপ নির্বন্ধ জানিয়া নরপতিকে বলিল, রাজন্ !  
এই কামিনী সৎপতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না আপনি যণা ইচ্ছা তথায় প্রস্থান  
করুন ॥ ৬০ ॥ নৃপতি তাহার কথা শুনিয়া কামিনীর প্রতি নিম্পৃহ হইলেন এবং  
বিমনা হইয়া সেনার সহিত কোশলদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মনোদরীর উপাখ্যান বর্ণন নামক

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥



## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

মহিষ উবাচ ।

তস্তাস্তু ভগিনী কন্যা নাম্না চেন্দুমতী শুভা ।  
বিবাহযোগ্যা সঞ্জাতা স্বরূপাবরজা যদা ॥ ১ ॥  
তস্তা বিবাহঃ সংবৃত্তঃ সংজাতশ্চ স্বয়ংবরঃ ।  
রাজানো বহুদেশীয়াঃ সঙ্গতাস্তত্র মণ্ডপে ॥ ২ ॥  
তয়া বৃতো নৃপঃ কশ্চিদ্বলবান্ রূপসংযুতঃ ।  
কুলশীলসমায়ুক্তঃ সর্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৩ ॥  
তদা কামাতুরা জাতা বিটং বীক্ষ্য নৃপস্তু সা ।  
চকমে দৈবযোগাত্ম শঠং চাতুর্যম্ভূষিতম্ ॥ ৪ ॥  
পিতরং প্রাহ তম্বঙ্গী বিবাহং কুরু মে পিতঃ ! ।  
ইচ্ছা মেহদ্য সমুদ্ভূতা দৃষ্ট্বা মদ্রাধিপং স্থিহ ॥ ৫ ॥  
চন্দ্রসেনোহপি তচ্ছ্রুত্বা পুত্র্যা যদ্যাবিতং রহঃ ।  
প্রসন্নেনৈব মনসা তৎকার্যে তৎপরোহভবৎ ॥ ৬ ॥

সপ্ততিলোকবর্ধ্যোস্ত মন্দোদরীয়াঃ কথানকম ।

সমাপ্য মহিষস্তাপি বধ এবাত্র কথ্যতে ।

তস্মিন্ রাজনি গতেহনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ তস্তাস্তু ভগিনীতি । তস্তা মন্দোদরীয়াঃ ॥১-৩॥

বিটং ধৃত্বং সা মন্দোদরী ॥ ৪ ॥

মদ্রাধিপং মদ্ররাজম্ ॥ ৫ ॥

তৎপরস্তদুদযোগবান্ ॥ ৬ ॥

মহিষ বলিল, দেবি ! সেই মন্দোদরীর ইন্দুমতী নামে সুলক্ষণা অবিবাহিতা এক ভগিনী ছিল । কালক্রমে সে বিবাহযোগ্যা হইলে, তাহার বিবাহ জন্ত স্বয়ংবর সভা প্রস্তুত হইল । অনন্তর, সেই সভামণ্ডপে নানাदिगदेशीय নৃপতিগণ উপস্থিত হইলে সেই কন্যা তাঁহাদের মধ্যে কুলশীলসম্পন্ন সর্বসুলক্ষণসংযুক্ত বলশালী ও রূপবান্ এক নরপতিকে যখন বরণ করিল তখন মন্দোদরী দৈবের অনির্বচনীয় প্রভাব বশত ধৃত চাতুর্যময় ও শঠ মদ্রপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া কামাতুর হইল এবং তাহাকেই বিবাহ করিতে অভিলাষ করিল ॥ ১—৪ ॥ তখন সেই ক্রশাঙ্গী তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, পিতঃ ! এই সভায় মদ্ররাজকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আপনি এক্ষণে আমার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করুন ॥ ৫ ॥ নিজনন্দিনী নির্জনে এইরূপ বলিলে পর রাজা

তমাহুয় নৃপং গেহে বিবাহবিধিনা দদৌ ।  
 কন্যাং মনোদরীং তস্মৈ পারিবর্হং তথা বহু ॥ ৭ ॥  
 চারুদেবোহপি তাং প্রাপ্য স্নন্দরীং মুদিতোহভবৎ ।  
 জগাম স্বগৃহং তুচ্ছো রাজাপি সহিতঃ স্ত্রিয়া ॥ ৮ ॥  
 রৌমে নৃপতিশাদূলঃ কামিন্যা বহুবাসরান্ ।  
 কদাচিদাসপত্ন্যা স রমমাণো রহঃ কিল ॥ ৯ ॥  
 সৈরন্ধ্র্যা কথিতং তস্মৈ তয়া দৃষ্টঃ পতিস্তথা ।  
 উপালম্ব্যং দদৌ তস্মৈ স্মিতপূর্ব্বং কুষাশ্রিতা ॥ ১০ ॥  
 কদাচিদপি সামান্যাং রহো রূপবতীং নৃপঃ ।  
 ক্রীড়য়ন্ লালয়ন্ দৃষ্টঃ খেদং প্রাপ তদৈব সা ॥ ১১ ॥  
 ন জ্ঞাতোহয়ং শঠঃ পূর্ব্বং যদা দৃষ্টঃ স্বয়ংবরে ।  
 কিং কৃতং তু ময়া মোহাদ্বক্ষিতাহং নৃপেণ হ ॥ ১২ ॥  
 কিং করোম্যদ্য সস্তাপং নির্লজ্জ নিম্নেণ শঠে ।  
 কা প্রীতিরীদৃশে পত্যৌ ধিগদ্য মম জীবিতম্ ॥ ১৩ ॥

তং মদ্রাধিপম্ ॥ ৭ ॥

চারুদেবো রাজা মদ্রাধিপস্তাং প্রাপ্য তয়া স্ত্রিয়া সহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮—১৭ ॥

চন্দ্রসেন তাহা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় প্রসন্নচিত্ত হইয়া কন্যার বিবাহ বিষয়ে তৎপর হইলেন ॥ ৬ ॥ তিনি মদ্রপতিকে গৃহে আহ্বান করিয়া বিবাহ কার্য্যের নিয়ম অনুসারে মনোদরী কন্যাকে প্রচুর ধন যৌতুকের সহিত তাহাকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৭ ॥ মদ্রপতি চারুদেব সেই স্নন্দরীকে লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে ক্রীসমভিব্যাহারে স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥ সেই নৃপবর কামিনীর সহিত বহু দিবস ক্রীড়া করিলেন, পরে কোন সময়ে তিনি দাসপত্নীর সহিত নির্জনে ক্রীড়ায় আসক্ত হইলে এক পরিচারিকা এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া মনোদরীর নিকটে প্রকাশ করিল, মনোদরীও পতির তদবস্থা অবলোকনে কুপিত হইয়া জ্বলন্ত হস্তবদনে তিরস্কার করিল ॥ ৯—১০ ॥ অনন্তর, একদা রাজা কোনও সামান্য রূপবতী রমণীর সমভিব্যাহারে পুনরায় ইচ্ছানুসারে ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইয়া আমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে মনোদরী তাহা দর্শন করিল এবং অত্যন্ত হঃখিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ পূর্ব্ব যখন স্বয়ংবরে ইহাকে দর্শন করি তখন শঠ বলিয়া জানিতে পারি নাই, এই রাজা আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে ; হায় ! আমি মোহবশত কি অন্ত্যায় কার্য্যই করিয়াছি ॥ ১২ ॥ এই রাজা শঠ এবং ইহার কিছুমাত্র দ্বন্দ্ব ও লজ্জা নাই সুতরাং ইহার নিমিত্ত এখন কোনও সস্তাপ করা বৃথা ; ঈদৃশ পতির প্রতি কিরূপে প্রীতি হইতে পারে ;

অদ্যপ্রভৃতি সংসারে সুখং ত্যক্তং ময়া খলু ।  
 পতিসন্তোগজং সৰ্ব্বং সন্তোষোহদ্য ময়া-কৃতং ॥ ১৪ ॥  
 অকর্তব্যঃ\* কৃতং কার্য্যং তজ্জাতং দুঃখদং মম ।  
 দেহত্যাগঃ ক্রিয়তে চেক্ষত্যাতিব ছুরত্যয়া ॥ ১৫ ॥  
 পিতৃগেহং ত্রজাম্যাশু তত্রাপি ন সুখং ভবেৎ ।  
 হাশ্রয়োগ্যা সখীনাস্তু ভবেয়ং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥  
 তস্মাদত্রৈব সংবাসো বৈরাগ্যযুতয়া ময়া ।  
 কর্তব্যঃ কালযোগেন ত্যক্তা কামসুখং পুনঃ ॥ ১৭ ॥  
 মহিষ উবাচ ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য সা নারী দুঃখশোকপরায়ণা ।  
 স্থিতা পতিগৃহং ত্যক্তা সুখং সংসারজং ততঃ ॥ ১৮ ॥  
 তস্মাদ্ভ্রমপি কল্যাণি ! মামনাদৃত্য ভূপতিম্ ।  
 অন্তঃ কাপুরুষং মন্দং কামার্তা সংশ্রমিষ্যসি ॥ ১৯ ॥

পতিগৃহং পতিশরনাগারমিত্যর্থঃ । সংসারজং সুখঞ্চ হিত্বৈত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥  
 তস্মাদিতি । মন্দোদরীব্রহ্মপীত্যর্থঃ । কাপুরুষং কুৎসিতপুরুষম্ ॥ ১৯—২০ ॥

অতএব, এখন আমার জীবন ধারণে ষিচ্ ॥ ১৩ ॥ অদ্য হইতে আমি পতি সন্তোগজনিত  
 সংসারের সমস্ত সুখই পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সন্তোষ অবলম্বন করিলাম ॥ ১৪ ॥  
 আমি অকর্তব্য কার্য্য করিয়াছি সুতরাং তাহা এক্ষণে আমার অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়াছে ;  
 যদি এক্ষণে আমি দেহত্যাগ করি, তাহা হইলে আত্মহত্যা পাপ আমাকে কখনই পরি-  
 ত্যাগ করিবে না। অবশ্যই তাহার কলভোগ করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ আর যদি পিতৃগৃহে  
 গমন করি তবে সেখানেও আমার সুখ হইবে না ; কারণ, সখীগণ আমার এইরূপ অবস্থা  
 অবলোকন করিয়া নিয়তই উপহাস করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ অতএব, কামসুখ পরিত্যাগ  
 করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক কালের কুটিলতাবশত এই স্থানে বসতি করাই আমার  
 একান্ত কর্তব্য ॥ ১৭ ॥

মহিষ বলিল, দেবি ! সেই নারী শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া  
 আমার শরনগৃহ এবং সাংসারিক সুখ একবারে পরিত্যাগ পূর্বক তথায় অবস্থিতি করিতে  
 লাগিল ॥ ১৮ ॥ অতএব, হে কল্যাণি ! আমি রাজা তথাপি তুমি আমাকে অনাদর করিতেছ ;  
 কিন্তু, পরিশেষে তুমিও এই মন্দোদরীর ন্যায় কামার্ত হইয়া অন্ত কোন মূৰ্খ কাপুরুষকে



বচনং কুরু মে তথ্যং নারীগাং পরমং হিতম্ ।

অকৃত্বা পরমং শোকং লপ্যাসে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

দেবুবাচ ।

মন্দাশ্বন্ ! গচ্ছ পাতালং যুদ্ধং বা কুরু সাম্প্রতম্ ।

হত্বা হ্যমসুরান্ সৰ্ব্বান্ গমিষ্যামি যথাস্বথম্ ॥ ২১ ॥

যদা যদা হি সাধুনাং দুঃখং ভবতি দানব ! ।

তদা তেষাঞ্চ রক্ষার্থং দেহং সঙ্কারয়াম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অরূপায়াশ্চ মে রূপমজন্মায়াশ্চ জন্ম চ ।

সুরাণাং রক্ষণার্থায় বিদ্ধি দৈত্য ! বিনিশ্চিতম্ ॥ ২৩ ॥

সত্যং ব্রবীমি জানীহি প্রার্থিতাহং সুরৈঃ কিল ।

ত্বদ্বদার্থং হ্যারো ! ত্বাং হত্বা শ্বাস্ত্বামি নিশ্চলা ॥ ২৪ ॥

তস্মাদ্যুধ্যাস্ব বা গচ্ছ পাতালমসুরালয়ম্ ।

সৰ্ব্বথা ত্বাং হনিষ্যামি সত্যমেতদব্রবীম্যহম্ ॥ ২৫ ॥

ইখং বিনোদার্থং মন্দোদরীকথা ভগবতা পৃষ্টা সা শ্রুতাস্থনা বিনোদং বিহার যথার্থং ভাষণমাহ মন্দাশ্বরিত্তি । অহং ন প্রাকৃতাস্মি কিন্তু সৰ্ব্বেশ্বরী । কিমর্থং তর্হি অত্রাগতাসীতি চেত্তত্রাহ যদা যদেতি ॥ ২১—২২ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি অরূপায়া ইতি । অজন্মায়াশ্চেত্যত্র ভাবুভাত্যামন্ততরস্তামিতি ভাণ্ড ॥ ২৩—২৪ ॥

আশ্রয় করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ এক্ষণে, তুমি নারীগণের পরম হিতকর ও পথ্য স্বরূপ আমার এই বাক্য প্রতিপালন কর, তাহা না করিলে অবশেষে পরম শোক প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২০ ॥

মহিষাসুরের এই সকল বাক্য শুনিয়া দেবী বলিলেন, রে মন্দাশ্বন্ ! তুমি পাতালে পলায়ন কর অথবা এখনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাকে এবং সমস্ত অসুরগণকে নিহত করিয়া যথাস্বখে গমন করিব ॥ ২১ ॥ দানব ! যে যে সময়ে সাধুদিগের ক্লেশ উপস্থিত হয়, তৎকালে তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত আমি দেহ ধারণ করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥ দৈত্যবর ! আমার রূপ নাই এবং জন্মও নাই কেবল সুরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই সময়ে সময়ে রূপধারণ ও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ২৩ ॥ রে ছুরাচার মহিষ ! তোমার বধের নিমিত্ত সুরগণ আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন সেই জন্য আমি তোমাকে সংহার করিয়া দিই হইব ; মহিষ ! আমি বাহা বলিলাম সে ঋমন্তই সত্য বলিয়া জানিবে ॥ ২৪ ॥ এক্ষণে তুমি অসুরালয় পাতালে পলায়ন কর অথবা যুদ্ধ কর আমি তোমাকে সর্ব প্রকারে সংহার করিব ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ২৫ ॥

## বাস উবাচ ।

ইতু্যক্তঃ স তয়া দেব্যা ধনুর্দাদায় দানবঃ ।

যুদ্ধকামঃ স্থিতস্তত্র সংগ্রামাঙ্গণভূমিষু ॥ ২৬ ॥

মুমোচ তরসা বাণান্ কর্ণাকৃষ্টাঙ্ঘ্রিলাশিতান্ ।

দেবী চিচ্ছেদ তান্ বাণৈঃ ক্রোধান্মুত্তৈরয়োমুখৈঃ ॥ ২৭ ॥

তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং সম্বভূব ভয়প্রদম্ ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ পরস্পরজয়েষিণাম্ ॥ ২৮ ॥

মধ্যে দুর্ধর আগত্য মুমোচ চ শিলীমুখান্ ।

দেবীং প্রতি বিশ্বাসস্তান্ কোপয়ন্নতিদারুণান্ ॥ ২৯ ॥

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা তং জঘান শিতৈঃ শরৈঃ ।

দুর্ধরস্ত পপাতোর্ব্যাং গতাস্তুর্গিরিশৃঙ্গবৎ ॥ ৩০ ॥

তং তথা নিহতং দৃষ্ট্বা ত্রিনেত্রঃ পরমাস্ত্রবিৎ ।

আগত্য সপ্তভির্বাণৈর্জঘান পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩১ ॥

অনাগতাংস্ত চিচ্ছেদ দেবী তান্ বিশিখৈঃ শরান্ ।

ত্রিশূলেণ ত্রিনেত্রস্ত জঘান জগদম্বিকা ॥ ৩২ ॥

ত্রিনেত্রো দৈত্যঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক দানব কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ অভিলাষে সেই রণভূমিতে অবস্থিত হইল এবং আকর্ষণ আকর্ষণ করিয়া শিলাশাণিত শর সকল সবেগে পরিত্যাগ করিতে লাগিল । দেবীও কোপে অয়োমুখ শরসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার শায়ক সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তখন তাঁহাদের পরস্পর একরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল যে, পরস্পর জঘাতিলাষী দেব ও দানবগণের তাড়াতে ভয় জন্মাইতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে ইত্যবসরে দুর্ধর সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইল এবং দেবীকে প্রকুপিত করিয়া বিষলিপ্ত সুদারুণ শিলীমুখ শর সকল তাঁহার উপর পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ তখন ভগবতী কুপিত হইয়া শাণিত শর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন । দুর্ধর সেই প্রহারে গতাস্ত হইয়া গিরিশৃঙ্গের স্থায় ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ৩০ ॥ তখন মহাস্ত্রবিৎ ত্রিনেত্র তাহাকে নিহত দেখিয়া সমরে উপস্থিত হইল এবং সাতটি শায়ক দ্বারা পরমেশ্বরীকে প্রহার করিল ॥ ৩১ ॥ সেই শর আসিতে না আসিতেই দেবী বিশিখ দ্বারা তাহাকে ছেদন করিলেন অধিকন্তু জগদম্বিকা ত্রিশূল দ্বারা সেই ত্রিনেত্রকে নিহত করিলেন ॥ ৩২ ॥ এইরূপে ত্রিনেত্র নিহত হইলে অন্ধক তদদর্শনে স্তব্ধ হইয়া সমরস্থলে আগমন করিল এবং লোহময় গদা লইয়া সিংহের মস্তকে বেগে প্রহার করিল ॥ ৩৩ ॥ সিংহও নখা-

অন্ধকস্ত্রাজগামাশু হতং দৃষ্ট্বা ত্রিলোচনম্ ।  
 গদয়া লোহময্যাশু সিংহং বিব্যাধ মস্তকে ॥ ৩৩ ॥  
 সিংহস্ত নখঘাতেন তং হত্বা বলবত্তরম্ ।  
 চখাদ তরসা মাংসমন্ধকশ্চ রুষাশ্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 তান্ রণে নিহতান্ বীক্ষ্য দানবো বিস্ময়ং গতঃ ।  
 চিক্ষেপ তরসা বাণানতিতীক্ষ্ণাঙ্ঘ্রিলাশিতান্ ॥ ৩৫ ॥  
 দ্বিধা চক্রে শরান্ দেবী তানপ্রাপ্তাঙ্ঘ্রিলীমুখেঃ ।  
 গদয়া তাড়য়ামাস দৈত্যং বক্ষসি চান্বিকা ॥ ৩৬ ॥  
 স গদাভিহতো মূচ্ছামবাপামরবাধকঃ ।  
 বিষহ পীড়াং পাপাত্মা পুনরাগত্য সত্বরঃ ॥ ৩৭ ॥  
 জঘান গদয়া সিংহং মূৰ্দ্ধি ক্রোধসমশ্বিতঃ ।  
 সিংহোহপি নখঘাতেন তং দদার মহাস্বরম্ ॥ ৩৮ ॥  
 বিহায় পৌরুষং রূপং সোহপি সিংহো বভূব হ ।  
 নথৈবিদারয়ামাস দেবীসিংহং মটোংকটম্ ॥ ৩৯ ॥  
 তঞ্চ কেশরিণং বীক্ষ্য দেবী ক্রুদ্ধা হয়োমুখেঃ ।  
 শরৈরবাকিরভীক্ষৈঃ ক্রুরৈরাশীবিষৈরিব ॥ ৪০ ॥  
 ত্যক্ত্বাসৌ হরিরূপস্ত গজো ভূত্বা মদশ্রবঃ ।  
 শৈলশৃঙ্গং করে কৃৎবা চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ॥ ৪১ ॥

দানবো বিস্ময়ং গতঃ স চ মহিষাস্বরঃ ॥ ৩৫ ॥

দৈত্যং বক্ষসীতি । মহিষাস্বরমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪০ ॥

ঘাতে অতিশয়-বলশালী সেই অন্ধককে নিহত করিয়া অত্যন্ত ক্রোধ বশত তাহার মাংসভক্ষণ  
 করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ এই সমস্ত অসুরগণ সমরে নিহত হইলে মহিষাস্বর তদর্শনে বিস্মিত  
 হইয়া শিলাশাপিত সূতীক্ষ্ণ শর সকল বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ দেবী অশ্বিকা  
 তাহার সায়ক সকল আসিতে না আসিতেই শিলীমুখ দ্বারা দ্বিধা করিয়া গদা দ্বারা  
 দৈত্যের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন ॥ ৩৬ ॥ সেই অমরপীড়ক দুর্ভায়া মহিষাস্বর গদাঘাতে  
 মূচ্ছিত হইল কিন্তু পরক্ষণেই প্রহার বেদনা সহ করত পুনর্বার আগমন করিয়া  
 মহাক্রোধে গদা দ্বারা সিংহের মস্তকে প্রহার করিল, সিংহও নখাঘাতে সেই মহাস্বরকে  
 বিদীর্ণ করিল ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তখন মহিষাস্বরও পুরুষরূপ পরিত্যাগ পূর্বক সিংহরূপ ধারণ  
 করিয়া নখর দ্বারা দেবীর মটোংকট সিংহকে ক্ষত বিক্ষত করিল ॥ ৩৯ ॥ মহিষাস্বর সিংহরূপ



আগচ্ছন্তং গিরেঃ শৃঙ্গং দেবী বাগৈঃ শিলাশিতৈঃ ।

চকার তিলশঃ খণ্ডান্ জহাস জগদম্বিকা ॥ ৪২ ॥

উৎপত্য চ তদা সিংহস্তস্ত যুদ্ধি ব্যবস্থিতঃ ।

নৈথৈর্বিদায়ামাস মহিষং গজরূপিণম্ ॥ ৪৩ ॥

বিহায় গজরূপঞ্চ বভূবাস্তাপদী তথা ।

হস্তকামো হরিং কোপাদারুণো বলবত্তরঃ ॥ ৪৪ ॥

তং বীক্ষ্য শরভং দেবী খড়েগন চ কুষাশ্রিতা ।

উত্তমাঙ্গে জঘানাশু সোহপি তাং প্রাহরতদা ॥ ৪৫ ॥

তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়প্রদম্ ।

মাহিষং রূপমাস্থায় শৃঙ্গাভ্যাং প্রাহরতদা ॥ ৪৬ ॥

পুচ্ছপ্রভ্রমণেনাশু শৃঙ্গাঘাতৈর্মহাস্থরঃ ।

তাড়য়ামাস তম্বঙ্গীং ঘোররূপো ভয়ানকঃ ॥ ৪৭ ॥

পুচ্ছেন পর্বতশৃঙ্গান্ গৃহীত্বা ভ্রাময়ন্ বলাৎ ।

প্রেষয়ামাস পাপাত্মা প্রহসন্ পরয়া মুদা ॥ ৪৮ ॥

করে কৃত্বতি । শুণ্ডায়াং গৃহীত্বতার্থঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

অষ্টাপদীতি । অষ্টাপদী চন্দ্রমল্লা শরভে কৰ্কটে পুমানিতি মেদিনীকোষাদষ্টাপদী শরভঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

ধারণ করিলে দেবী তদর্শনে কুপিত হইয়া ক্রুর আশীবিষ সদৃশ স্ত্রীক্ল শর সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ তখন মহিষাস্থর সিংহরূপ পরিত্যাগ পূর্বক মদস্রাবী প্রমত্ত গজরূপ ধারণ করিয়া শুণ্ড দ্বারা গিরিশৃঙ্গ ধারণ করত দেবীর উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৪১ ॥ দেবী জগদম্বিকা গিরিশৃঙ্গ আসিতেছে দর্শন করিয়া শিলাশাণিত শরনিকরে তাহা তিল তিল প্রমাণ খণ্ড খণ্ড করত হস্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ এদিকে সিংহ লক্ষপ্রদানে তাহার মস্তকে উৎপতিত হইয়া গজরূপী মহিষাস্থরকে নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিল ॥ ৪৩ ॥ তখন সে সিংহকে সংহার করিবার বাসনায় গজরূপ পরিত্যাগ করিয়া সিংহ অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ ভয়ঙ্কর শরভরূপ ধারণ করিল ॥ ৪৪ ॥ দেবী সেই শরভকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে কুপিত হইয়া খড়েগ দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, তখন শরভও তৎক্ষণাৎ দেবীকে প্রহার করিল ॥ ৪৫ ॥ এই সময় তাহাদের পরস্পরের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ; তখন মহিষাস্থর মহিষরূপ ধারণ করিয়া শৃঙ্গ দ্বারা ভগবতীকে প্রহার করিল ॥ ৪৬ ॥ সেই ঘোররূপ ভয়ানক অস্থর পুচ্ছ ভ্রমণ ও বিবাণদ্বয়ের আঘাত করিয়া সেই কুশাদী দেবীকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥ সেই দুর্কষ অস্থর লাঙ্গুলদ্বারা পর্বতশিখর সকল গ্রহণ

তামুবাচ বলোন্মত্তস্তিষ্ঠ দেবি ! রণাঙ্গণে ।

অদ্যাং হ্রাং হনিষ্যামি রূপযৌবনভূষিতাম্ ॥ ৪৯ ॥

মূৰ্খাসি মদমত্তাদ্য যন্ময়া সহ সঙ্গরম্ ।

করোষি মোহিতাতীব মৃষা বলবতী খরা ॥ ৫০ ॥

হত্বা হ্রাং হনিষ্যামি দেবান্ কপটপণ্ডিতান্ ।

যে নারীং পুরতঃ কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মাং শঠাঃ ॥ ৫১ ॥

দেবুবাচ ।

মা গৰ্ব্বং কুরু মন্দাত্মস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণাঙ্গণে ।

করিষ্যামি নিরাতঙ্কান্ হত্বা হ্রাং সুরসত্তমান্ ॥ ৫২ ॥

পীত্বাদ্য মাধবীং মিষ্টাং শাতয়ামি রণেহধম ! ।

দেবানাং দুঃখদং পাপং মুনীনাং ভয়কারকম্ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা চষকং হৈমং গৃহীত্বা সুরয়া যুতম্ ।

পপৌ পুনঃ পুনঃ ক্রোধাক্রান্তকামা মহাসুরম্ ॥ ৫৪ ॥

তয়োর্দেব্যষ্টাপদিনোঃ । পুনস্তদ্রূপং বিহায় মাহিষং রূপমাস্থায় শৃঙ্গাভ্যাং গ্রাহরৎ ॥ ৪৬-৫২ ॥  
মাধবীং সুরাম্ ॥ ৫৩ ॥

পূৰ্ব্বক সবলে ঘৃণিত করিয়া নিষ্কেপ করিতে লাগিল। তখন পীপাত্মা বলোন্মত্ততা বশত নিরতিশয় হর্ষে হস্ত করিয়া দেবীকে বলিতে লাগিল, দেবি ! রণস্থলে স্থির হইয়া থাক, রূপ ও যৌবনের সহিত অদ্যই তোমাকে সমরে নিহত করিব ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তুমি মদমত্তা হইয়া আমার সহিত সমর করিতেছ ; তোমার কোন জ্ঞান নাই ; তুমি একান্ত মোহের বশীভূত হইয়াছ ; তুমি আপনাকে অতিশয় বলবতী ভাবিয়া যে অভিমান করিতেছ তাহা মিথ্যা জানিও ॥ ৫০ ॥ যে শঠেরা নারীকে সম্মুখে রাখিয়া আমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, অগ্রে তোমাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ সেই কপটপণ্ডিত দেবগণকে সংহার করিব ॥ ৫১ ॥

দেবী কহিলেন, রে ছরায়ন্ ! গৰ্ব্ব করিও না রণাঙ্গণে স্থির হইয়া থাক, অদ্য আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া সেই সুরসত্তমদিগকে নির্ভয় করিব ॥ ৫২ ॥ রে অধম ! তুই পাপিষ্ঠ ; তুই দেবতাগণকে দুঃখ দিয়া থাকিস্ ও মুনিগণকে ভয় দেখাইয়া থাকিস্ ; আমি স্মিষ্ট মাধবী সুরা পান করিয়া তোকে সমরাস্ত্রাঙ্গণে নিহত করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবী এই কথা বলিয়া কোপবশত মাহিষাসুরকে সংহার করিতে অতিলাষিনী হইয়া সুরাপূর্ণ হৈম চষক গ্রহণ করত বারংবার সুরাপান করিতে

পীত্বা দ্রাক্ষাসবং মিষ্টং শূলমাদায় সত্বরং ।

তুদ্রাব দানবং দেবী হর্ষয়ন্ দেবতাগণান্ ॥ ৫৫ ॥

দেবাস্তাং তুফুবুঃ প্রেমুণা চক্রুঃ কুসুমবর্ষণম্ ।

জয় জীবতি তে প্রোচুহু ন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৬ ॥

ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগচারণাঃ ।

কিন্নরাঃ প্রেক্ষ্য সংগ্রামং মুদিতা গগনে স্থিতাঃ ॥ ৫৭ ॥

সোহপি নানাবিধান্ দেহান্ কৃত্বা কৃত্বা পুনঃ পুনঃ ।

মায়াময়ান্ জঘানাজৌ দেবীং কপটপণ্ডিতঃ ॥ ৫৮ ॥

চণ্ডিকাপি চ তং পাপং ত্রিশূলেণ বলান্বুদি ।

তাড়য়ামাস তীক্ষ্ণেন ক্রোধাদরুণলোচনা ॥ ৫৯ ॥

তাড়িতোহসৌ পপাতোর্ব্যাং মুচ্ছামাপ মুহূর্তকম্ ।

পুনরুথায় চামুণ্ডাং পদ্ম্যাং বেগাদতাড়য়ৎ ॥ ৬০ ॥

বিনিহত্য পদাঘাতৈর্জহাস চ মুহুর্মুহুঃ ।

রুরাব-দারুণং শব্দং দেবানাং ভয়কারকম্ ॥ ৬১ ॥

ততো দেবী সহস্রারং স্ননাভং চক্রমুত্তমম্ ।

করে কৃত্বা জগাদোচ্চৈঃ সংস্থিতং মহিষাসুরম্ ॥ ৬২ ॥

হস্তকামা মহাসুরমিত্যুশ্রায়মতিপ্রায়ঃ । মহিষাসুরশ্চ কালিকাপুরাণোক্তরীত্যা শিবাং-  
শতাত্তশ্চ চ বুদ্ধিপূরঃসরং হননাযোগ্যত্বাদেবং মদিরাং পীত্বা তদ্ব্যর্থং দেব্যা মদাক্রত্বং  
স্বীকৃতমিতি ॥ ৫৪ ॥

লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, সুমিষ্ট দ্রাক্ষারস পান করিয়া দেবী শূল লইয়া দানবের প্রতি  
ধাবিত হইলেন তদর্শনে দেবতাগণ অতিশয় হর্ষলাভ করিলেন ॥ ৫৫ ॥ পরন্তু প্রীতিবশত  
তাহারা দেবীর উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং “জয় জীব” এই  
বলিয়া হৃন্দুভি শব্দে তাহার জয় ঘোষণা করিলেন ॥ ৫৬ ॥ ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ,  
পিশাচগণ, উরগগণ এবং কিন্নরগণ গগনমণ্ডল হইতে সংগ্রাম দর্শন করিয়া পরম প্রীতি  
লাভ করিলেন ॥ ৫৭ ॥ এদিকে সেই কপটপণ্ডিত মহিষাসুর বারংবার মায়াময় নানাবিধ  
দেহ ধারণ করিয়া দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ তখন চণ্ডিকা-ক্রোধে  
অরুণলোচন হইয়া সূতীক শূল দ্বারা সেই পাপমতি মহিষাসুরের হৃদয়ে বলপূর্ব্বক প্রহার  
করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অসুর শূলাঘাতের বেদনায় মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু  
মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনর্বার উখিত হইয়া চণ্ডিকাকে সবেগে পদদ্বয় দ্বারা আঘাত করিল ॥ ৬০ ॥  
সেই মহাসুর দেবীকে পদ দ্বারা প্রহার করিয়া বার বার হাস্য করত একপ ভয়ঙ্কর চীৎকার



পশ্য চক্রং মদাকাদ্য তব কণ্ঠনিকুন্তনম্ ।  
 ক্ষণমাত্রং স্থিরো ভূত্বা যমলোকং ত্রিজাধুনা ॥ ৬৩ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা দাক্ষণং চক্রং যুমোচ জগদম্বিকা ।  
 শিরশ্চিন্নং রথাস্ত্রেন দানবশ্চ তদা রণে ॥ ৬৪ ॥  
 সূত্ৰাব রুধিরং চোষণং কণ্ঠনালাদিগিরেযথা ।  
 গৈরিকাদ্যরুণং প্রোঢ়ং প্রবাহমিব নৈবরম্ ॥ ৬৫ ॥  
 কবন্ধস্তশ্চ দৈত্যশ্চ ভ্রমন্ বৈ পতিতঃ ক্ষিতৌ ।  
 জয়শব্দশ্চ দেবানাং বভূব স্তম্ববর্দ্ধনঃ ॥ ৬৬ ॥  
 সিংহস্ততিবলস্তত্র পলায়নপরানথ ।  
 দানবান্ ভক্ষয়ামাস ক্ষুধার্ত্ত ইব সঙ্গরে ॥ ৬৭ ॥  
 মৃতে চ মহিষে ক্রূরে দানবা ভয়পীড়িতাঃ ।  
 মৃতশেষাশ্চ যে কেচিৎ পাতালং তে যযূর্নপ ! ॥ ৬৮ ॥  
 আনন্দং পরমং জগ্মুর্দেবাস্তস্মিন্মিলাপতিতে ।  
 মুনয়ো মানবাস্চৈব যে চান্যে সাধবঃ ক্ষিতৌ ॥ ৬৯ ॥

( পীত্বৈতি । দেবতাগণান্ হর্ষয়ন্ দেবীতাত্র পুংলিঙ্গনির্দেশ আর্থঃ । ভ্রবণে পুংতুল্য-  
 প্রকৃতিমত্বাৎ পুংলিঙ্গনির্দেশো বা ॥ ৫৫—৬৩ ॥

ইত্যুক্ত্বৈতি । রথাস্ত্রেন চক্রেণ ॥ ৬৪—৬৫ ॥

কবন্ধ ইতি । কবন্ধো মস্তকশূণ্ঠদেহ ইত্যর্থঃ । কবন্ধোহস্ত্রী ক্রিয়াযুক্তমপমূর্দ্ধকলেবরম্ ।  
 ইত্যমরকোষঃ ॥ ৬৬—৬৯ ॥ )

শব্দ করিল যে, সেই শব্দে দেবতাগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥ ৬১ ॥ তখন দেবী সুনাত  
 সহস্রার উত্তম চক্র করে ধারণ করিয়া সন্মুখস্থিত অশুরকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ॥ ৬২ ॥  
 রে মূঢ় ! দেখ, এই চক্র আজ তোর কণ্ঠচ্ছেদন করিবে ; ক্ষণকাল মাত্র স্থির হইয়া থাক,  
 এখনি তোকে যমলোকে প্রেরণ করিতেছি ॥ ৬৩ ॥ জগদম্বিকা এই কথা বলিয়াই সেই  
 নিদাক্ষণ চক্র পরিত্যাগ করিলেন । তখনই সেই চক্র রণস্থলে দানবের মস্তক ছিন্ন করিয়া  
 ফেলিল ॥ ৬৪ ॥ গৈরিকাদি দ্বারা অরুণবর্ণ বিশাল নিব্বার প্রবাহ যেমন পর্বত হইতে  
 বহির্গত হয় সেইরূপ তাহার কণ্ঠনাল হইতে উষ্ণ রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥  
 সেই অশুরের মস্তকশূণ্ঠ দেহ ক্ষণকাল ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইলে  
 দেবতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন জয়শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥ অতিশয় বলশালী  
 সিংহ রণস্থলে পলায়মান দানবদিগকে ক্ষুধার্ত্তের ন্যায় ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ রাজন্ !  
 ক্রূরপ্রকৃতি মহিষাসুর নিহত হইলে মৃতাবশিষ্ট যে সকল দানব ছিল, তাহারা ভীত  
 হইয়া পাতালে পলায়ন করিল ॥ ৬৮ ॥ সেই পাণ্ডবতি অশুর নিপাতিত হইলে, দেবগণ

চণ্ডিকাপি রণং ত্যক্ত্বা শুভে দেশেহথ সংস্থিতা ।

দেবাস্তত্রায়যুঃ শীঘ্রং স্তোতুকামাঃ সুখপ্রদম্ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
মহিষাসুরবধো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

নমু মহিষবধো মার্কণ্ডেয়পুরাণেহত্থোক্তো দেবীভাগবতে চাশ্রথোক্তস্তোচ্যকৃতম্ ।  
পুরাকল্পে যথাবৃত্তং প্রতিকল্পং তথৈব চ । প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ ॥  
তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথৈব ত্রিদশাগম ইতি রামবৃত্তান্তবর্ণনে কালিকাপুরাণাদিতি  
চেন্ন । তত্র বচনে প্রায়শ ইত্যধ্যাহারেণ দোষাভাবাৎ । অতএব হরিবংশাদিষু পণ্ডিতক্রম-  
ভেদোহপি ন দোষাধায়ক ইতি ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ঋষিগণ মানবগণ এবং ক্ষিতিতলে অত্যাশ্রিত্যে যে যে সাধুলোক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই  
নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৬৯ ॥ ভগবতী চণ্ডিকাও সমর পরিত্যাগ করিয়া  
পবিত্র স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । অনন্তর, দেবগণ সুখপ্রদা দেবীর স্তব করিতে  
অভিলাষী হইয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ৭০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরবধনামক

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একোনবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

অথ প্রমুদিতাঃ সর্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।  
মহিষং নিহতং দৃষ্ট্বা ভুঁক্টবুর্জগদম্বিকাম্ ॥ ১ ॥

দেবা উচুঃ ।

ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরিদং মহেশঃ  
শক্ত্যা তবৈব হরতে ননু চান্তিকালে ।  
ঈশা ন তেহপি চ ভবন্তি তয়া বিহীনা-  
স্তস্মাদ্ভমেব জগতঃ স্থিতিনাশকর্তা ॥ ২ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চিচ্ছারিংশংস্পদৈরনন্তরম্ ।

দেবৈঃ কৃতা মহাদেব্যাঃ স্থিতিরিত্যেতদ্ব্যচ্যুতৈঃ ॥

স্তোত্রকামা দেবা আগত্য কিং চক্লুস্তদ্ব্যচ্যুতৈঃ অপেতি ॥ ১ ॥

তত্র প্রথমতঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্তৃত্বেন সর্বেশ্বরত্বং ভগবত্যাঃ সত্ত্বকং বর্ণয়ন্তি  
ব্রহ্মেতি । হে ভগবতি ! যস্মাদ্ভ্রুক্ষা তবৈব শক্ত্যা যুক্তো জগৎ সৃজতি তথা বিষ্ণুরিদং জগদবতি  
পালয়তি । তথান্তিকালে প্রলয়কালে তবৈব শক্ত্যা যুক্তো মহেশঃ শিবো জগৎ সংহরতে ।  
য য়াচ্চ তয়া শক্ত্যা বিহীনাস্তে ব্রহ্মাদয়ো জগৎসৃষ্টিস্থিতিনাশেষু নেশা ন সমর্থাস্তস্মাদ্ভয়-  
ব্যতিরেকাভ্যমেব জগতঃ স্থিতিনাশকর্তা । ইদং সৃষ্টিকর্তৃত্বস্তাপ্যপলক্ষণম্ । ভ্যমেব সর্বে-  
শ্বরীতি ভাবঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । কাসি ভ্যং মহাদেবি ! সার্ববাদহং ব্রহ্মরূপিণী মন্তঃ প্রকৃতি-  
পুরুষায়কং জগৎ । মায়া বা এষা নারসিংহী সর্বমিদং সৃজতি সর্বমিদং রক্ষতি সর্বমিদং  
সংহরতীত্যাদিঃ । সূতসংহিতায়াঞ্চ । যস্ত ব্রহ্মত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি  
ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ ॥ যস্ত বিষ্ণুত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি  
ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ ॥ যস্ত রুদ্রত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি  
ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ ॥ ইতি ॥ ২ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! অনন্তর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ মহিষাসুরের নিধনদর্শনে আন-  
ন্দিত হইয়া জগদম্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ভগবতি ! আপনারই শক্তিবলে  
ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণু জগতের পালন এবং মহেশ্বর প্রলয়কালে জগতের সংহার করিয়া  
থাকেন, কিন্তু তদীয়শক্তি-বিহীন হইলে তাঁহারা আর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারে  
সমর্থ হইবেন না ; অতএব, দেবি ! আপনিই এই অখিল জগতের স্থিতিনাশের এক মাত্র



কীর্ত্তিমতিঃ স্মৃতিগতী করুণা দয়া ত্বং  
 শ্রদ্ধা ধৃতিশ্চ বসুধা কমলাজপা চ ।  
 পুষ্টিঃ কলাধ বিজয়া গিরিজা জয়া ত্বং  
 তুষ্টিঃ প্রেমা ত্বমসি বুদ্ধিরুমা রমা চ ॥ ৩ ॥  
 বিদ্যা ক্ষমা জুগতি কান্তিরপীহ মেধা  
 সর্বং ত্বমেব বিদিতা ভুবনত্রয়েহস্মিন্ ।  
 আভির্বিনা তব তু শক্তিভিরাশু কর্ত্তুং  
 কো বা ক্ষমঃ সকললোকনিবাসভূমে ! ॥ ৪ ॥  
 ত্বং ধারণা ননু ন চেদসি কুর্শ্বনাগৌ  
 ধর্ত্তুং ক্ষমৌ কথমিলামপি তৌ ভবেতাম্ ।  
 পৃথী ন চেদ্বমসি বা গগনে কথং স্থা-  
 স্ত্যেত্যেতদস্ব ! নিখিলং বহুভারযুক্তম্ ॥ ৫ ॥

যস্মাৎ মহাকারণস্বরূপা তস্মাৎ সর্বকার্য্যরূপাপি জাটেন । কার্য্যস্ত কারণানন্তা-  
 দিতি বদন্ মুখ্যানি রূপানি বিভূতিস্থানাপন্নামুপাসনার্থমনুবদতি কীর্ত্তিরিতি । স্মৃতিগতীতি  
 বন্দঃ । অজপাজপামস্তরূপেত্যর্থঃ । গিরিজা রুদ্রশক্তিঃ । উমা ঈশ্বরশক্তিঃ ॥ ৩ ॥

কিং পুনরেতাৎস্বরূপৈবাহমস্মীতি চেত্তত্রাহ সর্বং ত্বমেব বিদিতেতি । সর্বকারণ-  
 রূপায়ান্তব কার্য্যমাত্রস্বরূপত্বাৎ সর্বাশ্রয়কত্বমন্তেবেত্যর্থঃ । ননু তদৈতচ্ছক্তিস্বরূপত্বমেব  
 প্রথমতঃ কিমিতি প্রতিপাদিতমিতি চেদাভির্বিনা ব্যবহারস্তাসম্ভবাদাসাং মুখ্যেভ্যনোপা-  
 সকানাং বিভূতিস্বরূপদর্শনার্থং প্রতিপাদিতমিত্যভিপ্রায়েণাহ আভির্বিনেতি । কর্ত্তুং  
 ব্যবহারমিত্যর্থঃ । সকললোকনিবাসভূমে ইতি দেবীসম্বোধনম্ । সর্বাধিষ্ঠানরূপিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অধুনা ধারণশক্তিরূপাং বিভূতিং বর্ণয়তি ত্বং ধারণা ননু চেদিতি । হে ভগবতি ! ত্বং  
 ধারণশক্তিরূপা ননু নিশ্চয়েন ন চেদসি তদা কুর্শ্বনাগাবিলাং পৃথীং ধর্ত্তুং কথং ক্ষমৌ  
 ভবেতাং ন কণমপীত্যর্থঃ । তথা ত্বং পৃথী ন চেদসি তদৈতজ্জগদ্বহুভারযুক্তং গগনেহস্ত-  
 রীক্ষে কণং স্থাস্তি । ন কণমপীত্যর্থঃ । তথা চ সর্বাধারশক্তিরূপা ত্বমসীতি ভাবঃ । তথা  
 চ শ্রুতিঃ । অহং রুদ্রেভির্কুশুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ । অহং মিত্রাবরুণো ভা  
 বিভর্মীত্যাদিঃ ॥ ৫ ॥

প্রধান কারণ সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥ দেবি ! আপনি সমস্ত জগতের কারণস্বরূপা স্মৃতির  
 সমস্তই আপনাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে । এই বিশ্বসংসারে কীর্ত্তি, মতি, স্মৃতি, গতি, করুণা,  
 দয়া, শ্রদ্ধা, ধৃতি, বসুধা, কমলা, মস্তুরূপা অজপা, পুষ্টি, কলা, বিজয়া, জয়া, তুষ্টি, প্রেমা,  
 বুদ্ধি, রমা, বিদ্যা, ক্ষমা, কান্তি মেধা, অধিক কি রুদ্রশক্তি গিরিজা ও ঈশ্বরশক্তি উমা  
 প্রভৃতি যেসকল শক্তি বিদ্যমান আছেন সে সমস্তই আপনি ইহা ত্রিভুবনে কাহারো  
 অবিদিত নাই ; আপনার এই সকল শক্তি ব্যতিরেকে কেহ কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ  
 হয় না ॥ ৩—৪ ॥ ভগবতি ! যদি আপনি ধারণাশক্তি না হইতেন তাহা হইলে কুর্শ্ব ও

যে বা স্তবন্তি মনুজা অমরান্ বিমূঢ়া  
 মায়াগুণৈস্তব চতুর্মুখবিষ্ণুরূদ্রান্ ।  
 শুভ্রাংশুবহ্নিমবায়ুগণেশমুখ্যান্  
 কিং ত্বামৃতে জননি ! তে প্রভবন্তি কার্যে ॥ ৬ ॥  
 যে জুহ্বতি প্রবিততেহন্নধিয়োহন্ ! যজ্ঞে  
 বহ্নৌ সুরান্ সমধিকৃত্য হবিঃ সমৃদ্ধম্ ।  
 স্বাহা ন চেৎ ত্বমসি তে কথমাপুরদ্ধা  
 ত্বামেব কিং ন হি যজন্তি ততো হি মূঢ়াঃ ॥ ৭ ॥

ইখং সর্কেশ্বর্ঘ্যাং ত্বয়ি সত্যং যেহন্ত্রেহন্ত্ৰদেবতা উপাসতে তে তব মায়াগুণৈর্কিমূঢ়া এব ইত্যাহ যে বা স্তবন্তীতি । বা শব্দস্বর্থকঃ । যে তু মনুজা অমরাংশ্চতুর্মুখবিষ্ণুরূদ্রাংশুখা শুভ্রাংশ্চবহ্নিস্তবপ্রভূতীন্ স্তবন্তি । তে তব মায়াগুণৈর্কিমূঢ়া এব মোহিতা এব । ন স্বোপাস্ত-  
 দেবতাং কল্যাণদায়িনীং মুখ্যত্বেনারাধ্যাং জানন্তীতি ভাবঃ । কিং ত্বাং শক্তিরূপামৃতে  
 বিহায় কার্যে কার্যাবিসয়ে তে দেবাঃ প্রভবন্তি সমর্থ্য ভবন্তি । যতো মূঢ়েরারাধ্যান্তে কিন্তু  
 নৈব ভবন্তি তচ্ছক্তিরূপা এব তে ভক্তকার্য্যং কৰ্ত্তুং ক্ষমাস্তত্বামেব কুতো ন ভজন্তীতি  
 ভাবঃ । তদ্বক্তং শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্ । যে ন স্তবন্তি দেবেশীং সৰ্বকারণকারণাম্ ।  
 মায়াগুণৈর্মোহিতাঃ স্ম্যহঁতভাগ্যা ন সংশয় ইতি ॥ ৬ ॥

এবমন্ত্ৰদেবতোপাসকোপহাসং কৃত্বা শ্রোত্রিয়োপহাসমাহ যে জুহ্বতি প্রবিতত ইতি ।  
 হে ভগবতি ! অথানন্তরং যে প্রবিততে বিস্তুতে যজ্ঞে সুরানিন্দ্রাদীন্ দেবান্ সমধিকৃত্যোদ্দিশ্য  
 সমৃদ্ধং বিপুলং হবির্জুহ্বতি তেহপি অন্নধিয় এব । যতস্তস্মিন্ যজ্ঞে ত্বং স্বাহারূপা ন চেদসি ন  
 প্রযুক্তাসে চেত্তদা তে দেবা অন্ধা সাক্ষাত্ কুতং হবিরাপুঃ কিং নৈব প্রাপ্নুযুঃ । ততস্তদধীন-  
 মেব তেষাং জীবিতমিতি । ততস্ত্বাত্মকতোত্ত্বামেব মূঢ়াঃ কিং ন যজন্তি কুতো ন যজন্তী-  
 ত্যাঃ । যতো ন যজন্তি ততোহন্নধিয় এব তে ইতি ভাবঃ । তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতো-  
 পাখ্যানে । অশ্রুতাসঃ শ্রুতাসশ্চ যজ্ঞানো যেহপ্যগজনঃ । স্বর্ঘ্যন্তো নাপেক্ষন্তে ইন্দ্ৰ-  
 মগ্নিক্ষ যে বিহঃ । সিকতা ইব সংযন্তি রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ । অশ্মাল্লোকাদমুশ্মাচ্ছেত্যাহ  
 চারণ্যকশ্রুতিরिति । কাঠকেহপি । প্লবা হেতে দৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু  
 কশ্মেতি ॥ ৭ ॥

অনন্তদেব কিরূপে পৃথিবী ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন ? জননি ! আপনি যদি পৃথিবী  
 না হইতেন তবে এই বহুভারপূর্ণ নিখিল জগৎ কি কখন অন্তরীক্ষে থাকিতে পারিত ? ॥ ৫ ॥  
 জননি ! যে সকল মানব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, অগ্নি, যম, বায়ু ও গণেশ প্রভৃতি  
 দেবতাগণকে স্তব করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার মায়াবলে মোহিত । দেবি ! সেই  
 দেবতারা কি আপনার শক্তি ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হইতে  
 পারেন ? ॥ ৬ ॥ মাতঃ ! স্বাহারা বিস্তুত যজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশে বিপুল হবিঃ আহুতি দেয়  
 তাহারা একান্ত অন্নবুদ্দি, কারণ যদি আপনি স্বাহা না হইতেন তবে দেবতাগণ কি

ভোগপ্রদাসি ভবতীহ চরাচরাণাং  
 স্বাংশৈর্দদাসি খলু জীবনমেব নিত্যম্ ।  
 স্বীয়ান্ সুরান্ জননি ! পোষয়সীহ যদ্বৎ  
 তদ্বৎ পরানপি চ পালয়সীতি হেতোঃ ॥ ৮ ॥  
 মাতঃ ! স্বয়ং বিরচিতান্ বিপিনে বিনোদাদ্-  
 বক্ষ্যান্ পলাশরহিতাংশ্চ কটুংশ্চ বৃক্ষান্ ।  
 নোচ্ছেদয়ন্তি পুরুষা নিপুণাঃ কথঞ্চিৎ  
 তস্মাক্তমপ্যতিতরাং পরিপাসি দৈত্যান্ ॥ ৯ ॥

নমু তেষাং দেবানাং ভোগপ্রদত্তালোকাস্তানেব ভজন্তীতি চেত্তত্রাহ ভোগপ্রদাসীতি ।  
 হে ভগবতি ভবতি ! স্বমেব চরাচরাণাং ভোগপ্রদাসি । যতঃ স্বাংশৈঃ সপ্তপ্রকৃতিবিকৃতি-  
 ক্রুপৈঃ ষোড়শবিকারৈশ্চ নিত্যং প্রাণিনাং জীবনং প্রাণনং দদাসি প্রারক্কর্ষভোগার্থম্ ।  
 নহি তদ্বিরহিতানাং জীবহীনানাং প্রারক্কভোগঃ সম্ভবতি । তস্মাৎ প্রারক্কর্ষভোগানুসারেণ  
 জীবনদাতৃস্বামেব ভোগপ্রদাসীত্যর্থঃ । তত্র হেতুমপ্যাহ স্বীয়ানিতি । যথা স্বীয়ান্ সুরান্  
 পোষয়সি । ইহ প্রপঞ্চে তদ্বৎ পরান্ সুরানপি ভোগজীবিতদানেনাপি পালয়সীতি হেতো-  
 স্বমেব ভোগপ্রদাসীত্যর্থঃ । ন হি পূর্বোক্তদেবানাং ভোগপ্রদত্তে তে দেবাঃ স্বশক্তভ্যো  
 দৈত্যেভ্যোহপি ভোগং দদতীতি যুক্ত্যতে । দৈত্যভোগপ্রণাশার্থমেব তেষামুদযোগাত্তস্মা-  
 ত্তদেবেভ্যো ব্যতিরিক্তা স্বমেব ভোগপ্রদাসীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নমু হৃষ্টান্ দৈত্যান্ কিমিত্যহং পালয়ামীতি চেত্তত্রাহ মাতঃ স্বয়মিতি । হে ভগবতি !  
 মাতর্ষস্মাৎ কারণাধিপিনেহরণ্যে বিনোদালীলয়া বক্ষ্যানফলান্ পলাশরহিতান্ পত্ররহি-  
 তান্ কটুংশ্চ বৃক্ষান্ স্বয়ং বিরচিতানুৎপাদিতান্নিপুণাঃ পণ্ডিতাঃ পুরুষা নোচ্ছেদয়ন্তি কথঞ্চিৎ  
 কথমপি । তস্মাৎস্বয়ং তদ্বদেব তেষাং নিকৃষ্টকর্ষভিত্তানুৎপাদ্য দৈত্যান্ নোচ্ছেদয়সি কিন্তু  
 পালয়ন্তেবেত্যর্থঃ । তদুক্তং বিষবৃক্ষোহপি সংবর্জ্য স্বয়ং ছেতুমসাম্প্রতিমিতি ॥ ৯ ॥

তৎক্ষণাৎ সেই হত হবিঃ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন ? দেবি ! সেই সকল লোকেরা আপনার  
 পূজা করে না বলিয়া তাহারা নিশ্চয়ই মূঢ় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ জননি ! আপনি  
 প্রকৃতির সপ্ত বিকৃতি ও ষোড়শ বিকার এই ত্রয়োবিংশ তত্ত্বরূপ স্বীয় অংশ দ্বারা প্রাণি-  
 পুঞ্জের প্রারক্কর্ষভোগের নিমিত্ত জীবন দান করিতেছেন ; আর আপনার অমুগত  
 সুরগণকে এই জগতে যেমন পোষণ করিতেছেন সেইরূপ অমুরদিগকেও কৰ্ম্মানুসারে  
 ভোগ ও জীবন দান দ্বারা পালন করিতেছেন ; অতএব, ভগবতি ! আপনিই এই চরাচর  
 লোকের ভোগপ্রদান করিতেছেন তাহাতে আর সংশয় কি আছে ? ॥ ৮ ॥ মাতঃ ! চিত্ত-  
 বিনোদনের নিমিত্ত উদ্যানে মনোহর বৃক্ষ সকল রোপণ করিলেও যদি স্বভাবগুণে কাহার  
 ফল কাহার বা পত্র না হয় অথবা কোনও তরুর রস কটু হয়, তথাপি বিজ্ঞ পুরুষেরা  
 কদাচ তাহা স্বয়ং ছেদন করেন না ; দেবি ! আপনিও সেইরূপ নিকৃষ্ট কৰ্ম্মানুসারে



যত্বং তু হংসি রণমূর্দ্ধি শরৈররাতীন্  
 দেবাস্তনাস্বরতকেলিমতীন্ বিদিত্বা ।  
 দেহান্তরেহপি করুণারসমাদদানা  
 তত্তে চরিত্রমিদমীপ্সিতপূরণায় ॥ ১০ ॥  
 চিত্রং ত্বমী যদসুভী রহিতা ন সন্তি  
 ত্বচ্চিস্তিতেন দনুজাঃ প্রথিতপ্রভাভাঃ ।  
 যেষাং কৃতে জননি ! দেহনিবন্ধনং তে  
 ক্রীড়ারসস্তব ন চান্তরোহিত্র হেতুঃ ॥ ১১ ॥

নরেনবং চেত্তেষামুচ্ছেদোহমুচিত এবতি কথং ময়া তে নিরস্তরং হন্তুন্তে ইতি চেত্তত্রাহ  
 যত্বং তু হংসীতি । হে ভগবতি ! ত্বং করুণারসমাদদাতেনব দেহান্তরেহপি স্বর্গাদিষপি দেবা-  
 স্তনানাং সুরতরূপাস্থ কেলিষু ক্রীড়াস্থ মতির্যেষামরাতীনাং শত্রুণাং তানরাতীন্ শরৈ-  
 রণমূর্দ্ধি হংসি যত্বত্তে চরিত্রমিদমুচিতং ন । কিন্তু ঈপ্সিতপূরণায় তেষাং মনোরথপূরণা-  
 য়ৈব ন দ্বেষার্থমিত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ । যদ্যহং দেবানাং ভোগেচ্ছন্ দৈত্যান হনিষ্যামি তদা  
 তেষাং কথং তন্তোগসিদ্ধিঃ । নহি তে তামসপ্রকৃতয়ো যাগাদিভিঃ স্বর্গং গমিষ্যন্তি । ন চ  
 তদ্বিনা তৎ সুখং প্রাপ্যন্তি তস্মাদেতান্ মচ্ছন্তপুতান্ কৃত্বা স্বর্গং প্রাপয়িষ্যামীতি মনীষয়া  
 তেষাং কল্যাণার্থমেব বধো নাশ্তপ্রয়োজন ইতি । তদ্বক্তৃন্ । লালনে তাড়নে মাতু-  
 র্নাকারুণ্যং যথার্থকৈ । তদ্বদেব মহেশস্ত নিয়ন্তু গুণদোষয়োঃ । ১০ ॥

নমু স্বর্গসুখার্থমেব যদি তানহং হন্মি তর্হি তাবন্মাত্রং কার্য্যং মমেচ্ছয়াপি ভবিতুং ইতি  
 মমেচ্ছ্যৈব সর্বসৃষ্টৈর্জাতত্বাত্তথাচ কিমর্থং দৈত্যবধফলকার্য্যার্থমবতারগ্রহণমিতি চেত্তত্রাহ  
 চিত্রং ত্বমিতি । হে জননি ! যেষাং কৃতে যেষাং দৈত্যানাং মর্থে তে তব দেহনিবন্ধনং দেহ-  
 গ্রহণং ভবতি । তে দনুজা দৈত্যাঃ ত্বচ্চিস্তিতেন ত্বদিচ্ছয়া অসুভিঃ প্রাট্টৈ রহিতা ন সন্তীতি  
 যত্বচ্চিত্রমেবাশ্চর্য্যমেব ত্বদিচ্ছ্যৈব তেষাং মরণং স্বর্গপ্রাপ্তিচ্চানারীসেনৈবাপেক্ষিতা । নমু  
 তদর্থমবতারাপেক্ষান্তি । তদেতৎ কুতো ন জাতমিত্যাশ্চর্য্যমেবাস্মাকং ভাতি । তর্হি  
 মমাবতারগ্রহণে কো হেতুর্ভবন্তির্যোজিত ইতি চেৎ ক্রীড়ারস এবাত্র হেতুর্নাশ্ততরঃ । স্বার্থে  
 তরপ । নাশ্ত ইত্যর্থঃ । অবতারং গৃহীত্বা নানালীলাঃ কর্তব্যাস্তল্লীলাকীর্তনেন শ্রবণেন চ  
 ভক্তিবৃদ্ধিঃ পবিত্রতা চ ভবিষ্যতীতি ক্রীড়ারস এবাত্র হেতুরিতি ভাবঃ । তদ্বক্তৃন্ শিবপুরাণে  
 উমাসংহিতায়াম্ । যদিচ্ছাবৈভবং সর্বং তত্ত্বা দেহগ্রহঃ স্মৃতঃ । লীলয়া সাপি ভক্তানাং  
 গুণবর্ণনহেতবে ॥ সাপি লীলাপীত্যর্থঃ । দেহগ্রহোহবতারঃ ॥ ১১ ॥

দৈত্যগণকে উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে আপনিই প্রতিপালন করিতেছেন ॥৯॥ ভগবতি !  
 আপনার হৃদয় এতদূর করুণা-রসে আকৃষ্ট যে, দেবাস্তনাস্বরতাভিলাষী তামসপ্রকৃতি দৈত্য-  
 গণ যাগাদি দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারিবে না অতএব তাহারা আগার শরে প্রাণত্যাগ  
 করিলে দেহাবসানে স্বর্গলোকে গিয়া দেবাস্তনার সহিত সুরত ক্রীড়ায় রত হইবে, আপনি  
 এই অভিপ্রায়েই সেই শত্রুদিগকে শরনিকরে সমরে সংহার করিয়াছেন ; অতএব, আপনার  
 এই ব্যবহার উহাদের মনোরথ সম্পাদন নিমিত্ত বস্তুত বধের নিমিত্ত নহে ॥ ১০ ॥ জননি !  
 আপনি যাহাদের বিনাশ বাসনায় শরীর ধারণ করিয়াছেন, আপনার সঙ্কল্প মাত্রেই যে

প্রাপ্তে কলাবহুহু চুষ্ঠতরে চ কালে  
 ন ত্বাং ভজন্তি মনুজা ননু বঞ্চিতাস্তে ।  
 ধূর্তৈঃ পুরাণচতুরৈর্হরিশঙ্করাণাং  
 সেবাপরাশ্চ বিহিতাস্তব নিশ্চিতানাম্ ॥ ১২ ॥  
 জ্ঞাত্বা সুরাংস্তব বশানসুরাদিতাংশ্চ  
 যে বৈ ভজন্তি ভুবি ভাবযুতা বিভগ্নান্ ।  
 ধূত্বা করে স্তবিস্রলং খলু দীপকং তে  
 কূপে পতন্তি মনুজা বিজলেহতিঘোরে ॥ ১৩ ॥  
 বিদ্যা স্তমেব স্তখদাস্তখদাপ্যবিদ্যা  
 মাতস্তমেব জননার্তিহরা নরাণাম্ ।  
 মোক্ষার্থিভিস্তু কলিতা কিল মন্দধীভি-  
 নারাদিতা জননি ! ভোগপরৈস্তথাভৈঃ ॥ ১৪ ॥

এবমেতাদৃশবৈভবাং ত্বাং জনা ন ভজন্তি বতো ধূর্তৈস্তে বঞ্চিতা ইতি জনানাক্রোশতি  
 প্রাপ্তে কলাবিত্তি । চুষ্ঠে কলৌ প্রাপ্তে সতি সাধনাস্তররহিতত্বাতিপাপিনোহপি অরণ-  
 মাত্রেণ চতুর্বিধপুরুষার্থদাং ত্বাং ভগবতীং বে ন ভজন্তি তে ধূর্তৈঃ পুরাণচতুরৈর্নহু নিশ্চ-  
 য়েন বঞ্চিতাঃ । বঞ্চয়িত্বা চ তব নিশ্চিতানাং স্বয়োৎপাদিতানাং হরিশঙ্করাদীনাং সেবা-  
 পরাশ্চ বিহিতা ইতাহহাহো লোকস্ত ভাগ্যমিথমন্তীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

পুনরপি জনানাক্রোশতি জ্ঞাত্বৈতি । তব বশাংস্তদধীনানসুরাদিতান্ দৈত্যপীড়িতান্  
 বিভগ্নান্ খণ্ডিতাভিমানান্ এতাদৃশান্ দেবান্ জ্ঞাত্বাপি যে ভজন্তীত্যম্বয়ঃ । দীপকং দীপ-  
 মিতার্থঃ । অগ্নোহং স্পষ্টঃ । তদন্তুমুদাসংহিতায়াম্ । ন ভজন্তি মহাদেবীং করুণারস-  
 সাগরাম্ । অন্ধকূপে পতন্ত্যেতে ঘোরে সংসাররূপিণীতি ॥ ১৩ ॥

ননু তর্হি কৈরহমারাধিতাসীতি চেত্তত্রাহঃ বিদ্যা স্তমেবেতি । অস্তখদা অনিদ্যাপি হে  
 মাতস্তমেব নরাণাং জনার্তিহরাপি স্তমেব সর্বস্বরূপা স্তমেবাসীত্যর্থঃ । সৈতাদৃশী ত্বং  
 মোক্ষার্থিভিমুনিভিঃ কলিতাসি আরাধিতাসি । অজ্ঞৈর্নারাধিতাসীত্যর্থিকার্থকণনম্ ॥ ১৪ ॥

সেই বিখ্যাতপ্রভাব অসুরগণের প্রাণ বিরোগ হইল না ইহা অতীব আশ্চর্য্য ! বোধ হয়,  
 আপনার দেহ ধারণের লীলা করা ভিন্ন অন্য কোনও কারণ নাই ॥ ১১ ॥ দেবি ! এই  
 ঘোর কলিযুগে যে সকল মানব আপনাকে ভজনা না করিয়া অন্যান্য দেবগণকে ভজনা  
 করে, পুরাণচতুর ধূর্তেরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, আপনার নিশ্চিত হরি-  
 হরাদির সেবাপরায়ণ করিয়াছে ; হায় ! ইহাতে সেই জনগণের কি দুর্ভাগ্যই সংঘটিত হই-  
 য়াছে ॥ ১২ ॥ দেবি ! অসুরনিপীড়িত এই সুরগণ আপনার অধীন ইহা জানিয়াও যে সকল  
 মানব অসুরাগপরায়ণ হইয়া ভূতলে সেই দেবগণের পূজা করে, তাহারা নিশ্চয়ই স্তবিস্রল  
 দীপ করে ধারণ করিয়াও নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জল কূপमध्ये নিপতিত হয় ॥ ১৩ ॥  
 মাতঃ ! আপনিই চিৎস্বরূপিণী বিদ্যানুতরাং স্তখ অর্থাৎ মুক্তি প্রদান করেন ; আপনিই

ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং শরণ্যং  
 পাদাম্বুজং তব ভজন্তি সুরাসুখাশ্চে ।  
 তদৈ ন যেহল্লমতয়ো মনসা ভজন্তি  
 ভ্রান্তাঃ পতন্তি সততং ভবসাগরে তে ॥ ১৫ ॥  
 চণ্ডি ! ত্বদজ্জিহ্বাজলজোথরজঃপ্রসাদৈ-  
 ব্রহ্মা কৰোতি সকলং ভুবনং ভবাদৌ ।  
 শৌরিশ্চ পাতি খলু সংহরতে হরন্তু  
 ত্বাং সেবতে ন মনুজস্ত্বিহ দুর্ভগোহসৌ ॥ ১৬ ॥  
 বাগ্দেবতা ত্বমসি দেবি ! সুরাসুরাণাং  
 বক্তুং ন তেহমরবরাঃ প্রভবন্তি শক্তাঃ ।  
 ত্বং চেন্মুখে বসসি নৈব যদৈব তেযাং  
 যস্মাদ্ভুবন্তি মনুজা ন হি তদ্বিহীনাঃ ॥ ১৭ ॥

তর্হি যে মাং ন ভজন্তি তেযাং কা গতির্ভবতীতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি ॥ ১৫ ॥

পুনজনানাক্রোশতি চণ্ডীতি । চড়ি কোপ ইতি ধাতোশ্চণ্ডীতি রূপং নিম্পন্নম্ । সকল-  
 জগদ্ব্যবহরং ব্রহ্মমায়াবিশিষ্টং চণ্ডীপদবাচ্যম্ । ব্রহ্মণো ভয়করত্বক্ ভীষান্মাদ্বাতঃ পবত ইতি  
 ঋতৌ । মহদ্ব্যং বজ্রমুদাতমিতি ঋতৌ কম্পনাদিত্যাধিকরণে চ বর্ণিতম্ । তদজ্জিহ্বাজলজং  
 তবাজ্জিহ্বাকমলং তস্মাদুখিতং রজঃ পঞ্চমহাভূতরূপং অত্রঃ স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ইয়ং বা যথাকথঞ্চিদস্মাভিঃ স্তুতিঃ ক্রিয়তে সা সত্যো বাসতী বেতি ন বয়ং বিদ্রো যতো  
 বাগ্দেবতয়া ত্বয়া যথা মুখে স্থিতয়া প্রের্যতে তথা কুর্ম ইত্যাহ বাগ্দেবতেতি । হে দেবি ।  
 সুরাসুরাণাং বাগ্দেবতা ত্বমসি । কুত ইতি চেদ্বস্মাদেভ্যাং মুখে যদৈব বদাপি ত্বং চেন্নৈব  
 বসসি বদসং নৈব করোষি । তদা তেহমরবরা উপলক্ষণতয়া দৈত্যা অপি বক্তুং শক্তা নৈব  
 প্রভবন্তি তস্মাদিত্যর্থঃ । কেয়ং ব্যাপ্তিগৃহীতেতি চেদ্বস্মান্ননুজাস্তদ্বিহীনা বাগ্দেবতা-  
 বিহীনা মুকা মুখে সত্যপি নৈব ভুবন্তি বদাস্ত তস্মাত্তত্র গৃহীতা ব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

অবিদ্যা অর্থাৎ মায়া সূতরাং অমুখ অর্থাৎ সংসারক্লেশ প্রদান করেন ; দেবি ! বাহারা  
 আপনার অর্চনা করে আপনি সেই নরগণের জন্যক্লেশ হরণ করিয়া থাকেন, মোক্ষাভিলাষী  
 মুনিগণই আপনার আরাধনা করেন আর ভোগপরায়ণ মন্দমতি অজ্ঞ ব্যক্তিরাই আপনার  
 আরাধনায় বিরত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ অধিক কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অপরাপর দেবগণ  
 সর্বদা আপনার আরাধ্য চরণকমলের অর্চনা করিয়া থাকেন ; কিন্তু, যে সকল অন্নবুদ্ধি  
 ভ্রান্ত মানবেরা মনে মনে আপনার চরণ ধ্যান করে না, তাহারা নিয়ত এই ভবসাগরে  
 পতিত হয় ॥ ১৫ ॥ চণ্ডিকে ! আপনার চরণ-কমল হইতে উখিত রজোরাশির প্রসাদেই  
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন ; অতএব,  
 দেবি ! যে সকল মনুষ্য আপনার সেবা করে না তাহারা নিতান্তই ভাগ্যহীন মনেহ  
 নাই ॥ ১৬ ॥ জগদম্বিকে ! আপনিই সুর ও অসুরদিগের বাগ্দেবতা, সূতরাং আপনি যদি



শপ্তো হরিস্তু ভৃগুণা কুপিতেন কামং  
 মীনো বভূব কমঠঃ খলু শূকরস্তু ।  
 পশ্চান্নসিংহ ইতি যশ্চলকৃদ্ধরায়াং  
 তান্ সেবতাং জননি ! মৃত্যুভয়ং ন কিং শ্যাম্ ॥ ১৮ ॥  
 শস্তোঃ পপাত ভুবি লিঙ্গমিদং প্রসিদ্ধং  
 শাপেন তেন চ ভৃগোৰ্বিপিনে গতশ্চ ।  
 তং যে নরা ভুবি ভজন্তি কপালিনস্তু  
 তেষাং সুখং কথমিহাপি পরত্র মাতঃ ! ॥ ১৯ ॥  
 যোহভূদগজাননগণাধিপতির্মহেশাং  
 তং যে ভজন্তি মনুজা বিতথপ্রপন্নাঃ ।  
 জানন্তি তে ন সকলার্থফলপ্রদাত্রীং  
 ত্বাং দেবি ! বিশ্বজননীং সুখসেবনীয়াম্ ॥ ২০ ॥

অধুনা দেবতাস্থ প্রত্যেকং দোষং দর্শয়ন্তু ভৃগুণাপহসতি শপ্তো হরিরিতি । হে জননি !  
 কুপিতেন ভৃগুণা হরিঃ শপ্তস্ত শপ্ত এব কামং যথেষ্টং মীনো বভূব । তথা কমঠঃ কৃষ্ণঃ ।  
 তথা শূকরস্ত বরাহোহপি । পশ্চাদনন্তরং নৃসিংহ ইতি এবং প্রকারেণ যশ্চলকৃদ্ধবামনোহপি  
 বভূবেতি পরাধীন্যেহবতারান্তান্ সেবতাং পুরুষাণাং মৃত্যুভয়ং কিং ন শ্যাদপি তু শ্যাদেব ।  
 যে শাপদগ্ধাঃ স্বস্ত কল্যাণং কৰ্ত্তুং ন শকুবন্তি তৈঃ পরশ্চ কল্যাণং কথং ক্রিয়তে ইতি  
 ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

শস্তোঃ পপাতেতি । যশ্চ শস্তোঃ সতীবিয়োগাদরণ্যগতশ্চ ভৃগোঃ শাপাল্লিঙ্গং পতিত-  
 মিদং পুরাণাদিষু প্রসিদ্ধম্ । স্বলিঙ্গপালনেহপি যো ন সমর্থস্তঃ শিবং যে ভজন্তি তেষামিহ  
 পরত্র বা কথং সুখং ভূয়ান্ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যোহভূদগজাননেতি । হে মাতঃ ! মহেশাচ্ছিবাদভূৎ কোহসৌ গজাননশ্চাসৌ গণা-  
 ধিপশ্চ তং শিবপুত্রঃ যে ভজন্তি তে নরা বিতথপ্রপন্না অকল্যাণকরে দেবে কল্যাণকরত্ব-

তাঁহাদের মুখমণ্ডলে বিরাজ না করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা কোন প্রকারে কিছুই  
 উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইত না ; অতএব, দেবি ! মনুষ্যেরা স্বর্ষীহীন হইয়াও কিরূপে কথা  
 কহিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ১৭ ॥ জননি ! প্রকুপিত ভৃগুমুনির অভিশাপ বশতই হরি ধরাতলে  
 মীন, কৃষ্ণ, শূকর, নৃসিংহ ও বঙ্কনাতপস্বী বামন প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ  
 হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পরাধীনত্ব স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে ; বাহারা সেই  
 পরাধীন অবতারগণের সেবা করে, তাহাদের কি জন্ত মৃত্যুভয় না হইবে ? ॥ ১৮ ॥ মাতঃ !  
 সতীর বিরোগবশত মহাদেব অরণ্যমধ্যস্থ ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিলে ভৃগুমুনির  
 শাপে তাঁহার লিঙ্গ ভূতলে পতিত হয়, ইহা ত সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে ; অতএব যিনি  
 স্বীয় লিঙ্গ রক্ষা করিতেও সমর্থ নন, বিশেষত যিনি অস্পৃশ্য মরুপাল প্রকৃতি ধারণ  
 করেন, সেই শত্ৰুকে যে মানবেরা ভজনা করে তাহাদের ইহকালে ও পরকালে কিরূপে

চিত্রং ঋষ্যরিজনতাপি দয়ার্দ্ৰভাবা-

দ্ধত্বা রণে শিতশরৈর্গমিতা ছ্যালোকম্ ।

নোচেৎ স্বকর্মনিচিতে নিরয়ে নিতাস্তং

দুঃখাতিদুঃখগতিমাপদমাপতেৎ সা ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যুত গর্ভভাবাৎ

জানন্তি তেহপি বিবুধা ন তব প্রভাবম্ ।

কেহন্তে ভবন্তি মনুজা বিদিতুং সমর্থাঃ

সম্মোহিতাস্তব গুণৈরমিতপ্রভাবৈঃ ॥ ২২ ॥

দেববুদ্ধিমাপন্নো ভ্রান্তা এব । শিবারাধনে ন তু কল্যাণং নৈব জায়তে । কুতঃ পুনস্তৎ-  
পুরুষারাধনেনেতি ভাবঃ । কিমর্থমেতাদৃশং ভবতীতি চেত্তত্রাহ জানন্তি তেনেতি । সুখ-  
সেবনোগ্রাঃ স্মরণমাত্রেণাপি চতুর্ক্ৰিপুরুষার্থদাং বিশ্বমাতরং ন জানন্তীতি হেতোঃ ন হি  
তাদৃশজ্ঞানে সতি উৎকৃষ্টপক্ষপাতং বিহায় নিকৃষ্টপক্ষপাতং কশ্চিৎ কৰোতি । তস্মাত্তে মূঢ়-  
ত্বাত্তথা কুর্ক্ৰন্তীতি ভাবঃ । তদ্বক্তং শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্ । গঙ্গাং বিহায় তৃপ্তার্থং  
মক্ৰবারি যথা ব্রজেৎ । বিহায় দেবীং তদ্ভিন্নং তথা দেবাস্তরং ব্রজেদिति । যস্তাঃ স্মরণ-  
মাত্রেণ পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্ । অনায়াসেন লভতে কস্ত্যজ্ঞেভ্যঃ নরোত্তম ইতি স্মৃতসংহিতায়া-  
মপি । করুণাসাগরামেতাং যঃ পূজয়তি শাকরীম্ । কিং ন সিদ্ধ্যতি তস্মেষ্টে তস্তা এব  
প্রসাদত ইতি ॥ ২০ ॥

শ্রীদেবীং সন্তোষয়িতুং কাঞ্চিচ্চমৎকারনার্তাং কুর্ক্ৰন্তি চিত্রমিতি । হে দেবি ! চিত্রময়-  
মেকো বিলক্ষণশ্চমৎকার ইত্যর্থঃ । কোহসাবিতি চেচ্ছগু ঋষ্যরিজনতাপি শক্রসমূহোহপি  
দয়ার্দ্ৰভাবানিশিতশরৈ রণে হত্বা ছ্যালোকং স্বর্গলোকং গমিতা প্রাপিতেতি । ন হি দয়ায়াং  
সত্যং দয়াবিষয়স্ত বধঃ সম্ভবতি । ন চ শক্রবিষয়ে কস্তাপি দক্ষোদ্ভবো ভবতি । তস্মাদিদ-  
মুত্তমমপি বিদ্যানানমাশ্চর্য্যমেব । ননু কিমর্থং ময়া তেষাং দৈত্যানামুপরি আশ্চর্য্যকারণ-  
ভূতা দয়া সম্পাদিতেতি চেত্তত্রাহ নোচেৎ স্বকর্মেতি । স্বস্তাস্মরসমূহস্ত যন্তামসং কৰ্ম্ম তেন  
নিচিতে সম্পাদিতে নিরয়ে নরকে নিতাস্তমত্যস্তং যথা ত্বাত্তথা দুঃখাপেক্ষয়াপ্যতিদুঃখস্ত  
গতিপ্রাপ্তিস্তদ্রূপামাপদং নোচেৎ যদি দয়া ন ক্রিয়তে চেত্তদাপতেৎ প্রাপ্তুয়াৎ সারিজনতেতি  
হেতোরিত্যর্থঃ । অস্মরণোনিষপি যদৈতাদৃশী দয়া তদা ভক্তেষু কিয়তী ত্বাদিতি ন বিদ্ব  
ইতি গূঢ়োহভিসন্ধিঃ । নিরতিশয়দয়াবত্মমেনে বর্ণিতম্ ॥ ২১ ॥

ননু বীরাণাং পরাক্রমবর্ণন এব সন্তোষো ভবতি ততো ভবদ্ভিন্নম পরাক্রমঃ কুতো ন  
বর্ণ্যতে তত্রাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি । গর্ভভাবাদহকারাবৃত্তাত্তাদৃশাঃ পরিচ্ছিন্না ব্রহ্মাদয়োহপি

সুখ লাভ হইবে ? ॥ ১৯ ॥ দেবি ! যে গণাধিপতি গজানন পূর্কোক্ত মহেশ হইতে জন্মগ্রহণ  
করিয়াছেন, যে মানবেরা সেই গণপতিকে অর্চনা করে তাহারা নিতাস্ত ভ্রান্ত ; বিশেষত  
তাহারা নিশ্চয়ই চতুর্কর্ণ প্রদানে সমর্থ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জননীস্বরূপ স্মথারাধ্যা  
আপনাকে অবগত নহে ॥ ২০ ॥ দেবি ! আপনি দয়ার্দ্ৰতাবশতই অরিসমূহকে শিত শর-  
নিকর দ্বারা সমরে নিহত করিয়া স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছেন, যদি তাহা না করিতেন  
তবে তাহারা নিশ্চয়ই স্বীয় কৰ্ম্মফলে নরকে অধিকতর আপদে পতিত হইত সন্দেহ

ক্লিশ্বন্তি তেহপি মুনয়ন্তব দুর্কিভাবেঃ  
 পাদাম্বুজং ন হি ভজন্তি বিমুঢ়চিত্তাঃ ।  
 সূর্য্যায়িসেবনপরাঃ পরমার্থতত্ত্বং  
 জ্ঞাতং ন তৈঃ শ্রুতিশতৈরপি বেদসারম্ ॥ ২৩ ॥  
 মন্ত্রে গুণাস্তব ভুবি প্রথিতপ্রভাভাঃ  
 কুর্কন্তি যে হি বিমুখান্নু ভক্তিভাবেঃ ।  
 লোকান্ স্ববুদ্ধিরচিটৈববিধাগমৈশ্চ  
 বিষ্ণুশভাস্করগণেশপরান্ বিধায় ॥ ২৪ ॥

তব প্রভাভং ন জানন্তি বদা তদা তবামিতপ্রভাবৈরতুল্যপ্রভাবৈশ্বর্গ্যৈঃ সত্বাদিভিঃ সম্বো-  
 দিতাঃ কেহন্তে অস্বহাদয়ঃ । প্রভাভং বিদিতুং সমর্থ্য ভবন্তি ন কেহপীত্যর্থঃ । তথাচ  
 শ্রুতিঃ । বস্তাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাদ্ভ্যতেহজ্ঞেয়েতি ॥ ২২ ॥

নহু যথা মৎপ্রভাবস্তথা মৎস্বরূপমপি কেনাপি ন জ্ঞায়তে চেৎ কথমুচ্যতে ভগবত্যা-  
 রাধনাং মুক্তো ভবতীতি । ন হি প্রভাবস্বরূপজ্ঞানং বিনারাগনং সম্ভবতীতি চেত্তত্রাহ  
 ক্লিশ্বন্তি তেহপীতি । হে মাতঃ ! যে মুনয়ন্তব রূপং দুর্কিভাবেমিতি মত্বা তব পাদাম্বুজং ন  
 হি ভজন্তি । অথ চ দৃষ্টমানসূর্য্যায়িসেবনপরা অগ্নিহোত্রাদিকর্ষ্মনিকাতা ভবন্তি তে বিমুঢ়-  
 চিত্তাঃ । ক্লিশ্বন্ত্যেব ক্লেশং প্রাপ্নুবন্ত্যেব । যতঃ শ্রুতিশতৈঃ সর্ববেদৈরপি প্রতিপাদিতমত  
 এব বেদসারং পরমার্থতত্ত্বং তৈর্ন জ্ঞাতং তত ইত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ । নহি ব্রহ্মরূপিণ্য  
 ভগবত্যা রূপং কেনচিৎপনভ্যতে স্পষ্টতয়া । কিমস্তীত্যোবোপলব্ধবাস্তবভাবেন চোভয়োঃ ।  
 অস্তীত্যোবোপলব্ধস্ত তব্ভাবঃ প্রদীদতীতি শ্রুতাস্করীত্যা তথা নোতি নেতীতি প্রতি-  
 পাদিতরীত্যা চ নিবেদ্যবধিত্বা কাচিদন্তি ভগবতীতি সত্ত্বামাত্রোপলব্ধ্যেব তদারাদনশ্চ  
 সম্ভবাৎ । তত্র ক্লেশং মদ্বানা যে তাং মুক্তিদানন্দরূপিণীং ন ভজন্তি তে ক্লিশ্বন্তীতি যুক্ত-  
 মেবেতি । তথা শ্রুতিঃ । যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গি অগ্নিলোকে জুহোতি দদাতি  
 তপস্ততাপি বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যস্তবান্বেবাস্ত লোকে ভবতীতি ॥ ২৩ ॥

নহু তর্হি সর্কোৎকৃষ্টাং সুলভাং সর্কফলদাং মমোপাসনাং কিমিতি মূঢ়াঃ পরিত্যজন্তি  
 বার্থমিতি চেত্তত্রাহ মন্ত্রে ইতি । হে মাতস্তব গুণাঃ সত্বাদয়ো হি স্ববুদ্ধিরচিটৈঃ পুরুষবুদ্ধি-  
 রচিটৈর্কবিধাগমৈর্নানাতন্ত্রৈর্মোহকৈর্হেতুভিলোকান্ বিষ্ণুশভাস্করগণেশদেবতাপরান্  
 তত্ত্বং প্রাণিপ্রারব্ধবশেন তত্তদেবতোপাসকান্ বিধায় তব ভক্তিভাবেঃ বিমুখান্ কুর্কন্তীতি  
 মন্ত্রেহহং তত্ত্বাস্মাক্তোত্তমোপাসনাং পরিত্যজন্তি স্বভাব ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নাই ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মা হরি ও হর এবং অগ্ন্যাগ্ন দেবগণও আপনার প্রভাব জানিতে সমর্থ  
 নহেন, তখন আপনার অমিতপ্রভাব-সত্বাদিগুণে মোহিত সামান্য মনুষ্যগণ কিরূপে ত্বদীয়  
 প্রভাব বিদিত হইতে সমর্থ হইবে ? ॥ ২২ ॥ মাতঃ ! যাহারা চিত্তার অগোচর আপনার  
 পদাম্বুজ অর্চনা করে না অথচ দৃষ্টমান সূর্য্য ও অনলের সেবায় নিরত হয়, তাহারা শত  
 শত শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত বেদের সার পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়াই বিমোহিত চিত্তে  
 কেবল ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে ॥ ২৩ ॥ জননি ! আমি বিবেচনা করি যে, আপনার  
 সর্ব রজ ও তমোগুণের প্রভাব ভূমণ্ডলে প্রথিত রহিয়াছে সেই গুণসকল পুরুষবুদ্ধি



কুর্বন্তি যে তব পদাধ্বিমুখান্নরাগ্ৰ্যান্  
 স্বেচ্ছাগমৈর্হরিহরার্চনভক্তিব্যোগৈঃ ।  
 তেষাং ন কুপ্যসি দয়াং কুরুষেহশ্বিকে ! ত্বং  
 তান্মোহমস্ত্রনিপুণান্ প্রথয়স্বলক্ষ্য ॥ ২৫ ॥  
 তুর্যো যুগে ভবতি চাঁতি বলং গুণস্ত  
 তুর্য্যস্ত তেন মথিতান্য়সদাগমানি ॥  
 ত্বাং গোপয়ন্তি নিপুণাঃ কবয়ঃ কলৌ বৈ  
 তৎকল্লিতান্ সুরগগানপি সংস্রবন্তি ॥ ২৬ ॥

নহু মদুগুণৈরেব তেষাং বুদ্ধির্বিপরীতা মর্য়েবং কুতেতি ভবতা কথং জ্ঞায়ত ইতি  
 ভক্তোচ্যতে কুর্বন্তি যে তবেতি । হেহশ্বিকে মাতর্থে পুরুষাঃ স্বেচ্ছাগমৈঃ পুরুষপ্রণীতা-  
 গমৈঃ কথন্তুতৈর্হরিহরার্চনভক্তিব্যোগৈর্হরিহরার্চনভক্তিপ্রতিপাদকৈস্তাদৃশাগমৈস্তদুপদে-  
 শৈরিত্যর্থঃ । নরাগ্ৰ্যান্ ব্রাহ্মণান্ তব পদাধ্বিমুখান্ কুর্বন্তি তেষাং সম্বন্ধনামাত্রে বধী তান্ন  
 কুপ্যসীত্যর্থঃ । কিঞ্চ । তেষু দয়াঞ্চ কুরুষে । কিঞ্চ । তান্মোহমস্ত্রনিপুণান্ বশ্যাকর্ষণাদি-  
 নস্ত্রনিকাতানলং পূর্ণং প্রথয়সি বিস্তারয়সি । ধনাদিনা বংশবৃদ্ধাদিনা চেত্যর্থঃ । অয়ং  
 ভাবঃ যদি ত্বদন্তদেবতোপাসনা তবেষ্টা নাস্তি তর্হি তদেবোপাসকানাং তদেবতামস্ত্রাগমো-  
 পদেষ্টৃণাঞ্চ কল্যাণং কথং করোষি নাশযোগ্যা হি তে । করোষি চ কল্যাণং যৎকিঞ্চিৎ  
 ক্ষুল্লককলপ্রদানেন । তস্মাদপি তবাভিমতমেবেতি জ্ঞায়তে । তস্মাস্ত্বয়ৈব স্বগুণৈঃ প্রারক-  
 বশান্তেষাং বিপরীতা বুদ্ধিঃ কুতেতি নিশ্চীয়ত ইতি ॥ ২৫ ॥

নহু যদ্যহমেব স্বগুণৈস্তেষাং বিপরীতবুদ্ধিঃ করোমি তর্হি সত্যযুগেহপি তথাবিধাঃ  
 কুতো ন সন্তি সর্কে মদারাধকা এব কুতঃ সন্তীতি চেত্তত্রাহ তুর্যো যুগে ইতি । তুর্যো সত্য-  
 যুগে তুর্য্যগুণস্তাতিগুহ্যস্বগুণস্ত মিশ্রিতস্ত গুণত্রয়াপেক্ষয়া তুর্য্যত্বাৎ । তস্ত তুর্য্যগুণস্তাতিবলং  
 প্রাবল্যং ভবতি । তেন হেতুনা সত্যযুগেহসদাগমান্যসচ্ছাস্ত্রানি মথিতান্মথিতানি ভবন্তি ।  
 কলৌ তু তুর্য্যগুণস্তাভাবাদ্গুণত্রয়স্তাতিপ্রবলত্বাৎ কবয়ো নিপুণা কবিত্বাভিমানিনস্তাং  
 গোপয়ন্তি নোপাসতে মন্দভাগ্যত্বাদথ চ তৎকল্লিতান্ হরিব্রহ্মাদীন্ সুরান্ সংস্রবন্তি ভজন্তে  
 ইত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ সত্যযুগে সর্কে উত্তমপ্রারকবস্তুঃ পুণ্যজনাঃ সন্তি ততস্তয়া তস্মিন্

বিরচিত নানাবিধ মোহকর তন্ত্রাদি শাস্ত্র দ্বারা লোক সকলকে বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্য ও  
 গণেশ প্রভৃতি দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত করিয়া আপনার ভক্তিভাব হইতে বিমুখ করিয়া  
 দেয় ॥ ২৪ ॥ অশ্বিকে ! যাঁহারা হরি-হরাদির অর্চনাবিবরক ভক্তিযোগ প্রতিপাদিত  
 আগম শাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে আপনার চরণকমল হইতে বিমুখ করে, আপনি তাহাদের  
 প্রতি কুপিত হন না, প্রত্যুত বশ্যাকর্ষণাদি মোহমস্ত্রনিপুণ সেই মানবদিগকে সম্পূর্ণরূপে  
 বিধাত করিয়া তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ সত্যযুগে বিগুহ্য স্ব-  
 গুণই অধিকতর বলবান্ ছিল, তাহাতেই অসং শাস্ত্র সকলের প্রভাব সঙ্কুচিত ছিল ; কিন্তু,  
 কলিকালে তাহার অভাব বশত অবিগুহ্য গুণের প্রাধান্য হইয়াছে সূতরাং পণ্ডিতাভিমানী

ধায়ন্তি মুক্তিফলদাং ভুবি যোগসিদ্ধাং  
 বিদ্যাং পরাঞ্চ মুনয়োহতিবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ ।  
 তে নাপ্নুবন্তি জননীজঠরে তু দুঃখং  
 ধন্যাস্তু এব মনুজাস্ত্বয়ি যে বিলীনাঃ ॥ ২৭ ॥  
 চিচ্ছক্তিরস্তি পরমাত্মনি তেন সোহপি  
 ব্যক্তো জগৎসু বিদিতো ভবকৃত্যকর্তা ।  
 কোহন্যস্ত্বয়া বিরহিতঃ প্রভবত্যমুগ্মিন্  
 কৰ্ত্তুং বিহৰ্ত্তুমপি সঞ্চলিতুং স্বশক্ত্যা ॥ ২৮ ॥

যুগে সুখদায়কঃ সত্ত্বগুণ এব স্থাপিতস্তদনুগুণা স্রোপাসনা স্থাপিতা । কলিযুগে তু দৃষ্ট-  
 প্রারদ্ধহাতে দুঃখদায়কা গুণাস্ত্বয়া স্থাপিতাস্তদগুণানুরোধেন চ স্বাতিরিক্তদেবীনামল্লফল-  
 দানানুপাসনা স্থাপিতেতি তস্মিন্ যুগে সৰ্ব্বৈ স্বদারাদকাঃ সন্তি নাগ্ৰদেবতারাদকা  
 ইতি ॥ ২৬ ॥

অস্ত্বয়ং পামরাণাং কথা স্বরূপাসকাস্ত্ব ধন্যা এবত্যাহ ধায়ন্তীতি । তদুক্তমুদাসংহি-  
 তায়াম্ । তে ধন্যাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্যুর্ধন্যা তেষাং প্রসূঃ কুলম্ । যেষাং চিত্তং ভবেল্লীনং  
 শ্রীদেব্যাং পরসংবিদীতি ॥ ২৭ ॥

অধুনা মীরাবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ পুংপ্রকৃত্যায়কত্বাৎ কেবলপ্রকৃতিরূপত্বেনাপি  
 তাং বর্ণয়তি চিচ্ছক্তিরিতি । চিচ্ছক্তিশব্দেন চৈতন্যমুচ্যতে । তদুক্তং সংক্ষেপশারীরকে ।  
 চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্ত বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যাত ইতি । হে মাতঃ ! সা চিচ্ছক্তিঃ পরমাত্ম্যাস্তি  
 তেন কারণেন সোহপি পরমাত্মা ব্যক্তো নামরূপায়কো ভবতি তথা জগৎসু বিদিতঃ  
 প্রসিদ্ধস্তথা ভবকৃত্যকর্তা প্রপঞ্চসৃষ্টিস্থিতিসংহতিকর্তা ভবতি । কঃ পুরুষোহস্ম্যাং পরমাত্ম-  
 নোহন্যস্ত্বদ্বিরহিতঃ স্বশক্ত্যেবামুগ্মিন্ প্রপঞ্চে কৰ্ত্তুং বিহৰ্ত্তুং তথা সঞ্চলিতুং প্রভবতি ন  
 কোহপীত্যর্থঃ । যদ্যস্তি তর্হি তত্রাপি ত্বং শক্তিরূপা ভবন্ত্যেব । এতাদৃশী ত্বং সকলকারণা  
 মহনীয়েতি ভাবঃ । তদুক্তং দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্ । শক্ত্যা বিনা শিবো স্ত্যেন্নৈ নাম ধাম ন  
 বিদ্যত ইতি ॥ ২৮ ॥

নিপুণ মানবেরা আপনার উপাসনা না করিয়া আপনারই কল্পিত হরি হরাদি দেবতা-  
 গণের অর্চনা করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ হে মাতঃ ! আপনি চিৎস্বরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা ; আপনিই  
 যোগসিদ্ধ হইলে ভক্তলোকদিগকে মুক্তিফল প্রদান করেন, এজন্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান  
 মুনিগণ আপনারই ধ্যান করিয়া থাকেন, পরন্তু যে সকল মানব আপনাতে বিলীন হইয়াছে  
 তাহারাই ধন্য, অধিক কি তাহাদিগের আর জননী-জঠরে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না ॥ ২৭ ॥  
 জননি ! আপনি চিৎশক্তি রূপে পরমাত্মায় বিরাজ করেন, এজন্ত পরমাত্মাও এই জগৎ-  
 স্রষ্টাংশে বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়া জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্তা বলিয়া বিদিত  
 হন । দেবি ! আপনার শক্তিবিহীন হইয়া কোন্ পুরুষ স্বশক্তি অনুসারে এই জগৎপ্রপঞ্চে কর্ম  
 করিতে বিহার করিতে অথবা বিচরণ কুরিতে সমর্থ হয় ? ॥ ২৮ ॥ ভগবতি ! আপনা হইতেই

তদ্বানি চিহ্নিরহিতানি জগদ্বিধাতুং  
 কিং বা ক্ষমাণি জগদম্ব ! যতো জড়ানি ।  
 কিং চেন্দ্রিয়ানি গুণকর্মযুতানি সন্তি  
 দেবি ! ত্বয়া বিরহিতানি ফলং প্রদাতুম্ ॥ ২৯ ॥  
 দেবা মথেষ্বপি হৃতং মুনিভিঃ স্বভাগং  
 গৃহীয়ুরম্ব ! বিধিবৎ প্রতিপাদিতং কিম্ ।  
 স্বাহা ন চেজ্জমসি তত্র নিমিত্তভূতা  
 তস্মাত্ত্বমেব ননু পালয়সীব বিশ্বম্ ॥ ৩০ ॥  
 সর্বং ত্বয়েদমখিলং বিহিতং ভবাদৌ  
 ত্বং পাসি বৈ হরিহরপ্রমুখান্ দিগীশান্ ।  
 কালেহংসি বিশ্বমপি তে চরিতং ভবাদ্যং  
 জানন্তি নৈব মনুজাঃ ক নু মন্দভাগ্যাঃ ॥ ৩১ ॥

ননু মা ভূচ্চিহ্নিস্তদ্বাত্তেব চতুর্বিংশতিসংখ্যানি মহাদানীনি জগৎ করিষ্যন্তীতি চেত-  
 ত্বাহ তদ্বানীতি । চিহ্নিরহিতানি চিহ্নজিহ্নিরহিতানীত্যর্থঃ । তাত্ত্বপি জড়ত্বাৎ জগৎ  
 কর্ত্তুং প্রদাতুং বা সমর্থানীত্যর্থস্তগৈবেন্দ্রিয়ান্যপীতি সম্পিণ্ডিতোহর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অস্মাকং দেবানাং সর্বভাবেন ত্বমেব পালয়িত্ব্যসীত্যাহ দেবা মথেষ্বপীতি । হেহম্ব ! ত্বং  
 চেৎ স্বাহারূপা তত্র যজ্ঞেযু নিমিত্তভূতা সাধনভূতা নাসি তর্হি মুনিভির্বিধিবৎ প্রতিপাদিতং  
 মথেষু হৃতং স্বভাগং কিং দেবা গৃহীয়ূর্ন গৃহীয়ুরিত্যর্থঃ । যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বমেব দেবান্ পাল-  
 যসি দেবেষু পালিতেষু দেবপালিতং বিশ্বং ত্বয়েব পালিতং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

হে ভগবতি ! বয়ং স্তুতিং কর্ত্তুং প্রবৃত্তা এব কেবলং ন স্তুতিং কর্ত্তুং যোগ্যাস্তব সকল-  
 কারণায়া মনোবাচামগোচরত্বাত্তব চরিতস্ত ব্রহ্মাদিবুদ্ধীনাং প্যবিষয়ত্বাদিত্যাহ সর্বং ত্বয়েদ-  
 মिति । মনুজা ইত্যপলক্ষণং দেবানাম্ ॥ ৩১ ॥

এই বিশ্ব সংসার বিরচিত হইয়াছে, স্মতরাং আপনিই বিশ্বজননী । মহাদাদি চতুর্বিংশতি  
 তত্ত্ব জড় স্মতরাং ত্বদীয় চিৎশক্তিবিরহিত হইয়া তাহারা জগৎ নির্মাণে কিরূপে সমর্থ  
 হইতে পারে ? দেবি ! গুণকর্মবিশিষ্ট যে সকল ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে তাহারাও ত্বদীয়  
 শক্তিবিহীন হইয়া সংসারের কার্যবিধান বা ফল দান করিতে কদাচই সমর্থ হয়  
 না ॥ ২৯ ॥ মাতঃ ! আপনি যদি স্বাহারূপ হইয়া যজ্ঞের নিমিত্তভূতা না হইতেন তাহা  
 হইলে দেবগণ কি মুনিগণ কর্ত্ত্বক যথাবিধি প্রতিপাদিত যজ্ঞে আহুত হবির স্ব স্ব ভাগ  
 গ্রহণ করিতে পারিতেন ? অতএব, দেবি ! আপনিই এই বিশ্ব সংসারের পালন করিতেছেন  
 সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ ভগবতি ! তবসংসারের প্রথমে আপনিই এই অখিল জগতের সৃষ্টি করি-  
 য়াছেন ; হরিহর প্রভৃতি দেবতা ও দিকপতিদিগকে আপনিই রক্ষা করিতেছেন ; আপনিই  
 অন্তকালে এই বিশ্ব সংসারের সংহার করিয়া থাকেন ; অতএব, তবানি ! আপনার চরিত্র



হত্বাস্বরং মহিষরূপধরং মহোগ্রং  
 মাতস্ত্রয়া স্বরগণঃ কিল রক্ষিতোহয়ম্ ।  
 কাং তে স্তুতিং জননি ! মন্দধিয়ো বিদামো  
 বেদা গতিং তব যথার্থতয়া ন জগ্মুঃ ॥ ৩২ ॥  
 কার্য্যং কৃতং জগতি নো যদসৌ ছুরাত্মা  
 বৈরী হতো ভুবনকণ্টকছর্কিভাব্যঃ ।  
 কীর্ত্তিঃ কৃতা ননু জগৎসু কৃপা বিধেয়া-  
 প্যস্মাংশ্চ পাহি জননি ! প্রথিতপ্রভাবে ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দেবী তানুবাচ মৃদুস্বরা ।  
 অন্যৎ কার্য্যঞ্চ দুঃসাধ্যং ব্রুবন্ত সুরসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 যদা যদা হি দেবানাং কার্য্যং স্যাদতিদুর্ঘটম্ ।  
 স্মর্তব্যাহং তদা শীঘ্রং নাশয়িষ্যামি চাপদম্ ॥ ৩৫ ॥

ন কেবলং ব্রহ্মাদয় এব ত্বাং জানন্ত্যতি কিন্তু বেদা অপি তব গতিং যথার্থতয়া ন জানন্তি । তদা কাং তে স্তুতিং কর্ত্তুং বরং জানীম ইত্যাহ হত্বাস্বরমিতি । যথার্থতয়া যথা-  
 তথ্যেন ন জগ্মুঃ ন প্রাপুঃ । তথাচ স্তুতিঃ যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইতি ॥ ৩২ ॥

অধুনা বতারং গৃহীত্বা দেব্যা কৃতমুপকারং বর্ণয়ন্তি কার্য্যং কৃতমিতি । ভুবনকণ্টকচ্চাসৌ  
 ছর্কিভাব্যশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ । কৃপা বিধেয়া জগৎসু হে জননি ! প্রথিতপ্রভাবে ত্বমস্মাংশ্চ  
 পাহীত্যয়ঃ ॥ ৩৩—৩৭ ॥

দেবতারাও বিদিত নহেন, মন্দভাগ্য মানবগণ কিরূপে তাহা অবগত হইবে ॥ ৩১ ॥ মাতঃ !  
 মহিষরূপধারী ভয়ঙ্কর অসুরকে বিনষ্ট করিয়া আপনি এই সুরগণকে রক্ষা করিয়াছেন ;  
 জননি ! বেদ সকলও আপনার গতি যথার্থরূপে অবগত হইতে পারেন নাই, আমরা  
 মন্দবুদ্ধি হইয়া আপনার কি স্তুতি করিব ॥ ৩২ ॥ জননি ! আপনি আমাদের বৈরী  
 অভাবনীয় ভুবনকণ্টক ছষ্ট দানবকে দলন করিয়া আমাদের কার্য্যসাধন করিয়াছেন,  
 তাহাতেই আপনার কীর্ত্তি জগতে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ; অতএব, হে বিদিতপ্রভাবে ! আপনিই  
 জগন্মাতা, কৃপা বিতরণ করিয়া আমাদেরকে রক্ষা করুন ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবতারা এইরূপ স্তব করিলে পর, দেবী স্তোত্রাদিগকে  
 মৃদুস্বরে বলিলেন, সুরসত্তমগণ ! তোমাদের অপর দুঃসাধ্য কার্য্য কি আছে তাহা  
 বল ? ॥ ৩৪ ॥ যখন তোমাদিগের অতি দুর্ঘট কোনও কার্য্য উপস্থিত হইবে তখনই  
 আমাদের স্মরণ করিবে আমি অবিলম্বে সেই আপদ বিনাশ করিব ॥ ৩৫ ॥

দেবা উচুঃ ।

সৰ্ব্বং কৃতং ত্বয়া দেবি ! কার্যং নঃ খলু সাম্প্রতম্ ।

যদয়ং নিহতঃ শক্ররস্মাকং মহিষাসুরঃ ॥ ৩৬ ॥

অরিষ্যামো যথা তেহম্ ! সদৈব পদপঙ্কজম্ ।

তথা কুরু জগন্মাতৰ্ভক্তিং ত্বয়্যপ্যচঞ্চলাম্ ॥ ৩৭ ॥

অপরাধসহস্রানি মাতৈব সহতে সদা ।

ইতি জ্ঞাত্বা জগদ্যোনিং ন ভজন্তে কুতো জনাঃ ॥ ৩৮ ॥

দ্বৌ সুপর্ণৌ তু দেহেহস্মিংশ্রয়োঃ সখ্যং নিরন্তরম্ ।

নান্যঃ সখা তৃতীয়োহস্তি যোহপরাধং সহতে হি ॥ ৩৯ ॥

তস্মাজ্জীবঃ সখায়ং ত্বাং হিত্বা কিং নু করিষ্যতি ।

পাপাত্মা মন্দভাগ্যোহসৌ সুরমানুষযোনিষু ॥ ৪০ ॥

অপরাধসহস্রেতি । সৰ্ব্বনিজজনেষু সংস্থাপি পুত্রাপরাধং নিকর্যাজবৃত্ত্যা মাতৈব সহতে নান্য ইতি জ্ঞাত্বা সৰ্ব্বজগদ্যোনিং মাতরং সৰ্ব্বজগতো দেবীং কুতো জনা ন ভজন্তে কৃতঃ স্বকল্যাণং প্রচ্যবন্তে ইতি জনানাক্রোশতি । তথা চ ব্যাসহুত্রম্ । যোনিশ্চ গীষত ইতি ॥ ৩৮ ॥

ন কেবলং ভগবত্যা জগদ্যোনিং কিন্তু সৰ্ব্বজীবসখিত্বমপ্যস্তুীতি কল্পং দ্বাসুপর্ণেতি শ্রুতিমর্থতঃ পঠতি । দ্বৌ সুপর্ণাবিতি । অস্মিন্ দেহরূপে বৃক্ষে দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিসদৃশৌ দ্বৌ জীবপরমাত্মানৌ স্তঃ । তয়োনিরন্তরং সখ্যমস্তি কদাপ্যভয়োবিয়োগাতাবাৎ এবং রীত্যানয়োস্তৃতীয়ঃ সখা নৈবাস্তি । য এতস্ম জীবস্তাপরাধং সহতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বস্মাদেবং তস্মাজ্জীবঃ স্বসখায়ং পরমেশ্বরীং ভগবতীং পরসম্বিষ্টং হিত্বা কিং নু করিষ্যতি স্বকল্যাণং নহি শক্রতঃ কল্যাণং সম্ভবতি । ন বা গত্যান্তরমস্তুীত্যর্থঃ । তস্মাদিয়মেব ভগবতী পিতৃমাতৃসখিস্থানা সৰ্ব্বজীবৈরারাদ্যেতি ভাবঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । দ্বাসুপর্ণা সমুজ্জা সখায়েতি ॥ ৪০—৪১ ॥

দেবগণ কহিলেন, দেবি ! আপনি সম্প্রতি যে আমাদিগের শক্র মহিষাসুরকে নিহত করিয়াছেন, ইহাতেই সমস্ত কার্য সম্পাদন করা হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ এক্ষণে যাহাতে আপনার চরণ পঙ্কজ সৰ্ব্বদা স্মরণ করিতে পারি এবং যাহাতে আপনার প্রতি অচল ভক্তি থাকে আপনি তাহাই করুন ॥ ৩৭ ॥ জননীই পুত্রের সহস্র সহস্র অপরাধ সহ করেন, মানবেরা ইহা অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত জগন্মাতার অর্চনা করে না তাহা বলিতে পারি না ॥ ৩৮ ॥ এই দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপ দুইটি বিহঙ্গম নিয়তই বাস করিতেছে ; তাহাদের উভয়ের এমনই সখ্যভাব যে কখন তাহার বিচ্ছেদ হয় না ; কিন্তু, উহাদের অপরাধ সহ করে এক্রপ আর তৃতীয় সখা কেহই নাই ॥ ৩৯ ॥ অতএব, যে জীব সখাস্বরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করে সে অপর আর কি করিবে, সে কখনই কল্যাণ লাভ করিতে পারে না ? সেই পাপাত্মা সুর ও মনুষ্যপণ্ডের মধ্যে মন্দভাগ্য সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য দেহং স্তুপ্রাপং ন স্মরেত্ত্বাং নরাধমঃ ।  
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা ব্রুমঃ সত্যং পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥  
 স্তুথে বাপ্যথবা দুঃখে ত্বং নঃ শরণমদ্রুতম্ ।  
 পাহি নঃ সততং দেবি ! সর্বৈবস্তুব বরায়ুধৈঃ ।  
 অন্যথা শরণং নাস্তি তৎপদাসুজরেণুতঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা স্তুরৈর্দেবী তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।  
 বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেবাস্তাং বীক্ষ্য নির্গতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
 দেব্যাঃ স্তুতিবর্ণনং নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

( স্বেষাং কার্যমাহ পাহীতি । তৎপদাসুজরেণুতোহন্থথেত্যম্বয়ঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি দুর্লভ দেহ লাভ করিয়া বাক্য মন ও কৰ্ম্ম দ্বারা আপনাকে বার বার স্মরণ না করে সে নিশ্চয়ই নরাধম, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ সত্যই বলিলাম ॥ ৪১ ॥ দেবি ! স্তুথের সময়েই হউক আর দুঃখের সময়েই হউক আপনিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তী ; অতএব, আপনিই উত্তম উত্তম অস্ত্র দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন । দেবি ! আপনার চরণ-  
 রেণু ব্যতিরেকে আমাদের রক্ষার আর অন্য উপায় নাই ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, জনমেজয় ! দেবগণ এইরূপে ভগবতীর স্তুব করিলে পর দেবী ভগ-  
 বতী সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, দেবগণও দেবীর অন্তর্দ্বান দর্শন করিয়া অতিশয়  
 বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীর স্তুতিবিময়ক

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## বিংশোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

অথাস্তুতং বীক্ষ্য যুনে ! প্রভাবং  
দেব্যা জগচ্ছাস্তিকরং বরঞ্চ ।  
ন তৃপ্তিরস্তি দ্বিজবর্য্য ! শৃণুতঃ  
কথামৃতং তে মুখপদ্মজাতম্ ॥ ১ ॥  
অন্তর্হিতায়াঞ্চ তদা ভবান্মাং  
চক্রুশ্চ কিং দেবপুরোগমাশ্চ ।  
দেব্যাশ্চরিত্রং পরমং পবিত্রং  
দুরাপমেবান্নপুণ্যৈর্নরাণাম্\* ॥ ২ ॥  
কস্তু প্তিমাশ্লেতি তথামৃতেন  
ভিন্নোহন্নভাগ্যাং পটুকর্ণরন্ধ্রঃ ।  
পীতেন যেনামরতাং প্রয়াতি  
ধিক্ তান্ নরান্ যে ন পিবন্তি সারম্ ॥ ৩ ॥

পঞ্চাশত্তিরথ শ্লোকৈরন্তর্হিতানোত্তরস্ত বৎ ।

অভূদবৃত্তং জগৎক্ষেম তদত্রৈবোপবর্ণ্যতে ॥

শ্রীদেব্যা অন্তর্হিতানোত্তরং জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি অথেনি । অদ্ভুতপ্রভাবং বীক্ষ্য তৎকথা-  
মৃতং শৃণুতো মে তৃপ্তির্নাস্তীত্যম্বয়ঃ ॥ ১ ॥  
নরাণাং মধ্যোহন্নপুণ্যৈরিত্যম্বয়ঃ ॥ ২ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ঋষিবর ! ভগবতীর এই পরম পবিত্র জগতের হিতকর অদ্ভুত  
চরিত্রের বিষয় অবগত হইলাম ; কিন্তু, আপনার মুখকমল-বিনির্গত কথামৃত শ্রবণ করিয়া  
এক্ষণেও আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না ॥ ১ ॥ মুনিবর ! ভুবানী অন্তর্হিতা হইলে সেই  
প্রধান প্রধান দেবগণ তৎকালে কি করিলেন তাহা আপনি বলুন । ভগবন্ ! যে সকল  
জীবের পুণ্যবল অল্প, তাহারা কখনই দেবীর এই পরম পবিত্র চরিত্র অবগত হইতে সমর্থ  
হয় না ॥ ২ ॥ যুনে ! অন্নভাগ্য মানবের কথা দূরে থাকুক যাঁচার কণ্ঠকুহর কথামৃত শ্রবণে  
নিপুণ, সেই মহাত্মাও কি দেবীর চরিতামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন ? যে বাক্যামৃত

\* অন্নপুণ্যৈর্নরাণাম্ । ইতি বা পাঠঃ ॥

লীলাচরিত্রং জগদম্বিকায়।  
 রক্ষাস্বিতং দেবমহামুনিভ্যাম্ ।  
 সংসারবার্দ্ধকস্তরুণং নরাণাং  
 কথং কৃতজ্ঞা হি পরিত্যজেয়ুঃ ॥ ৪ ॥  
 মুক্তাশ্চ যে চৈব মুমুক্শবশ্চ  
 সংসারিণো রোগযুতাশ্চ কেচিৎ ।  
 তেষাং সদা শ্রোত্রপুটৈশ্চ পেয়ং  
 সৰ্ব্বার্থদং বেদবিদো বদন্তি ॥ ৫ ॥  
 তথাবিশেষেণ যুনে ! নৃপাণাং  
 ধর্মার্থকামেষু সদা রতানাম্ ।  
 মুক্তাশ্চ যস্মাৎ খলু তৎ পিবন্তি  
 কথং ন পেয়ং রহিতৈশ্চ তেভ্যঃ ॥ ৬ ॥  
 যৈঃ পূজিতা পূর্ব্বেভবে ভবানী  
 সৎকুন্দপুষ্পৈরথ চম্পকৈশ্চ ।  
 বৈলৈর্দলৈস্তে ভুবি ভোগযুক্তা  
 নৃপা ভবন্তীত্যনুমেয়মেবম্ ॥ ৭ ॥

তদুরাপমেব শ্রদ্ধেতি শেষঃ । তচ্ছ্রদ্ধা অন্নভাগ্যাভিন্নঃ কতৃপ্তিমাপ্রোতীত্যর্থঃ ॥ ৩—৫ ॥  
 তেভ্যো মুক্তেভ্যো রহিতৈরিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

পান করিলে মানব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সর্ব সার বাক্যামৃত যাহারা পান করে না, তাহাদিগকে ধিক্ ! ॥ ৩ ॥ জগদম্বিকার লীলাচরিত্র দেব ও মহামুনিগণের রক্ষাকর ও নরদিগের সংসারসাগরের তরণীস্বরূপ ; অতএব, কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে ? ॥ ৪ ॥ বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দেবীর চরিত্র সমস্ত অভিলষিতই প্রদান করিতে সমর্থ, অতএব কি মুক্ত, কি মুমুক্শ, কি সংসারী, কি রোগী, সকলেরই শ্রবণ-পুট দ্বারা নিয়ত উহা পান করা কর্তব্য ॥ ৫ ॥ বিশেষত ধর্ম, অর্থ ও কামভোগে নিরত নৃপ-গণেরও এই চরিতামৃত পান করা কর্তব্য । যুনে ! মুক্ত ব্যক্তিগণও যখন দেবীর চরিতামৃত পান করেন, তখন তত্ত্বিন্ন অস্ত্রান্ত সামান্ত ব্যক্তিগণের যে তাহা পান করা কর্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৬ ॥ মুনিবর ! ভোগী রাজগণকে ও হুঃখী দরিদ্রগণকে অবলোকন করিয়া এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে, যাহারা পূর্ব্বে জন্মে সুন্দর কুন্দপুষ্প, চম্পকপুষ্প ও বিম্বদল দ্বারা ভবানীর পূজা করিয়াছেন, তাহারাই ভুলোকে রাজা হইয়া ভোগমুখ

যে ভক্তিহীনাঃ সমবাপ্য দেহঃ  
 তং মানুষং ভারতভূমিভাগে ।  
 যৈর্নার্চিতা তে ধনধান্যহীনা  
 রোগান্বিতাঃ সম্ভতিবর্জিতাশ্চ ॥ ৮ ॥  
 ভ্রমন্তি নত্যং কিল দাসভূতা  
 আজ্ঞাকরাঃ কেবলভারবাহাঃ ।  
 দিবানিশং স্বার্থপরাঃ কদাপি  
 নৈবাপ্নুবন্ত্যাদরপূর্তিমাশ্রম ॥ ৯ ॥  
 অন্ধাশ্চ মূকা বধিরাশ্চ খণ্ডাঃ  
 কুষ্ঠান্বিতা যে ভুবি দুঃখভাজাঃ ।  
 তত্রানুমানং কবিভির্বিধেয়ং  
 নারাধিতা তৈঃ সততং ভবানী ॥ ১০ ॥  
 যে রাজভোগান্বিতাঃ ক্লিষ্টপূর্ণাঃ  
 সংসেব্যমানা বহুভির্মনুষ্যৈঃ ।  
 দৃশ্যন্তি যে বা বিভবৈঃ সমেতা-  
 স্তৈঃ পূজিতাশ্চেত্যনুমেয়মেব ॥ ১১ ॥  
 তস্মাৎ সত্যবতীসূনো ! দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ।  
 কথয়স্ব কৃপাং কৃত্বা দম্ভাবানসি সাম্প্রতম্ ॥ ১২ ॥

ইত্যেবমনুমেয়মিত্যম্বয়ঃ ॥ ৭—৮ ॥

উদরমেবোদরঃ তৎপূর্তিমাশ্রমপি নৈবাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

অনুভব করিতেছেন ॥ ৭ ॥ আর যাহারা ভারতভূমিভাগে ছত্রপাণ্ডা মানুষদেহ ধারণ করিয়া  
 ভক্তিহীনতা বশত তাঁহার অর্চনা করে নাই, তাহারাই রোগান্বিত, ধন ধান্য ও সম্পত্তি  
 লাভে বঞ্চিত ও সম্ভতিবর্জিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ অধিক কি, তাহারা কেবল  
 ভারবাহী আজ্ঞাকারী দাস হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করে, কিন্তু দিবারাত্র স্বার্থের অনুসন্ধান  
 করিয়া ও উদর পূর্তিমাশ্রম দ্রব্যলাভে সমর্থ হয় না ॥ ৯ ॥ অন্ধ, মূক, বধির, খণ্ড ও কুষ্ঠরোগী  
 প্রভৃতি যাহারা ভুলোকে দুঃখভোগ করিতেছে, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া পণ্ডিতগণ  
 অনুমান করিবেন যে, ইহারা কখনই ভবানীর আরাধনা করে নাই ॥ ১০ ॥ যাহারা সমৃদ্ধি-  
 শালী ও অনেক অমূল্য দ্রব্য সর্বতোভাবে সেবিত হইয়া রাজভোগ্য ভোগ্য উপভোগ  
 করিতেছেন, যাহারা বিভববান্ দৃষ্ট হইতেছেন, তাহারা নিশ্চয়ই জগদধিকার চরণকমলের



হত্বা তং মহিষং পাপং স্তুতা সম্পূজিতা স্তরৈঃ ।

ক গতা সা মহালক্ষ্মীঃ সৰ্বতেজঃসমুদ্ভবা ॥ ১৩ ॥

কথিতং তে মহাভাগ ! গতাস্তর্কানমাশু সা ।

স্বর্গে বা মৃত্যুলোকে বা সংস্থিতা ভুবনেশ্বরী ॥ ১৪ ॥

লয়ং গতা বা তত্রৈব বৈকুণ্ঠে বা সমাশ্রিতা ।

অথবা হেমশৈলে সা তদ্বতো মে বদাধুনা ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

পূর্ব্বং ময়া তে কথিতং মণিদ্বীপং মনোহরম্ ।

ক্ৰীড়াস্থানং সদা দেব্যা বল্লভং পরমং স্মৃতম্ ॥ ১৬ ॥

যত্র ব্রহ্মা হরিঃ শ্বাণুঃ স্ত্রীভাবং তে প্রপেদিরে ।

পুরুষত্বং পুনঃ প্রাপ্য স্থানি কার্য্যানি চক্রিরে ॥ ১৭ ॥

যঃ সুধাসিন্ধুমধ্যেহুস্তি দ্বীপঃ পরমশোভনঃ ।

নানারূপৈঃ সদা তত্র বিহারং কুরুতেহশ্বিকা ॥ ১৮ ॥

ভগবত্যা আরাধনাদেবৈহিকং পারলৌকিকং সুখং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপঞ্চ সিদ্ধ্যভীতি  
প্রকরণার্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

কথিতমিতি । তে ত্রয়াস্তর্কানং গতেত্যুক্তং তত্রাস্তর্কানোত্তরং সা ভুবনেশ্বরী স্বর্গে বা  
মৃত্যুলোকে বা ক সংস্থিতেতি বদেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

লয়ং গতেতি । তস্মিন্নেব স্থলে লয়ং গতা স্থলশরীরস্থভূম্যাদিক্রমেণ স্থাননি লীনা  
বেত্যর্থঃ । হেমশৈলে স্মেরৌ বা ॥ ১৫—১৮ ॥

পূজা করিয়াছিলেন ইহা অনুমান করিতে হইবে ॥ ১১ ॥ অতএব, হে সত্যবতীতনয় !  
আপনি দয়ালু স্তবরাং এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার নিকট দেবীর অনুত্তম চরিত্রগাথা  
বর্ণন করুন ॥ ১২ ॥ মুনিবর ! সমস্ত দেবগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে সমুৎপত্তা সেই মহালক্ষ্মী  
পাপিষ্ঠ মহিষাসুরকে নিহত করিয়া এবং সুরগণ কর্তৃক পূজিত ও সংস্তুত হইয়া কোথায়  
গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥ মহাভাগ ! আপনি বলিয়াছেন যে তিনি অস্তর্কান করিলেন, এক্ষণে  
জানিতে ইচ্ছা করি সেই ভুবনেশ্বরী অস্তর্হিত হইয়া স্বর্গলোকে অথবা মৃত্যুলোকে অবস্থিতি  
করিতেছেন ? তিনি সেই স্থানেই লয় পাইলেন কিংবা বৈকুণ্ঠ আশ্রয় করিলেন অথবা  
স্মেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন । মুনিবর ! আপনি এই সমস্ত বিবরণ যথাযথ রূপে আমার  
নিকট কীর্তন করুন ॥ ১৪—১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আমি পূর্ব্বকই আপনার সমীপে মনোহর মণিদ্বীপের বিষয়  
বর্ণন করিয়াছি, ঐ দ্বীপ দেবী ভগবতীর ক্রীড়াস্থান ও পরম প্রিয় ॥ ১৬ ॥ এই স্থানেই ব্রহ্মা  
বিষ্ণু ও মহাদেব স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলেন, পরে পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে  
ব্যাপ্ত হন ॥ ১৭ ॥ ঐ স্থান পরম শোভন ও সুধাসিন্ধুর মধ্যদেশে অবস্থিত, অশ্বিকা

স্তুতা সম্পূজিতা দেবৈঃ সা তত্রৈব গতা শিবা ।

যত্র সংক্রীড়তে নিত্যং মায়াক্রান্তিঃ সনাতনী ॥ ১৯ ॥

দেবাস্তাং নির্গতাং বীক্ষ্য দেবীং সর্বেশ্বরীং তথা ।

রবিবংশোদ্ভবং চক্রভূমিপালং মহাবলম্ ॥ ২০ ॥

অযোধ্যাধিপতিং বীরং শক্রঘ্নং নাম পার্থিবম্ ।

সর্বলক্ষণসম্পন্নং মহিষশাসনে শুভে ॥ ২১ ॥

দত্তা রাজ্যং তদা তস্মৈ দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।

স্বকীর্ত্যৈবাহনৈঃ সর্বে জগুঃ স্বান্যালয়ানি তে ॥ ২২ ॥

গতেষু তেষু দেবেষু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ! ।

ধর্মরাজ্যং বভূবাহ প্রজাশ্চ সুখিতাস্থতা ॥ ২৩ ॥

পর্জন্ত্যঃ কালবর্ষা চ ধরা ধান্যগণারুতা ।

পাদপাঃ ফলপুষ্পাঢ্যা বভূবুঃ সুখদাঃ সদা ॥ ২৪ ॥

গাবশ্চ ক্ষীরসম্পন্না ঘটোদ্রাঃ কামদা নৃণাম্ ।

নদ্যঃ স্রমার্গগাঃ স্বচ্ছাঃ শীতোদাঃ খগসংযুতাঃ ॥ ২৫ ॥

মায়াক্রান্তিঃ । মায়াক্রান্তিবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী ভগবতী শ্রীভুবনেশ্বরী যত্র মণিদ্বীপে বর্ততে তত্র তদংশভূতা সা গতেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৪ ॥

দেবী নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া সর্বদা সেই স্থানে বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ পরব্রহ্ম-  
রূপিণী সনাতনী ভগবতী ভুবনেশ্বরী যে স্থানে নিয়ত ক্রীড়া করেন, দেবতারা পূজা ও স্তব  
করিলে পর তদংশসম্ভূতা এই শিবা দেবীও সেই মণিদ্বীপে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ সেই  
সর্বেশ্বরী দেবী অন্তর্হিত হইলে, দেবগণ সর্বলক্ষণসম্পন্ন সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যাপতি মহাবল  
বীরপ্রবর শক্রঘ্ন-নামক নরপতিকে মহিষাসুরের সিংহাসনে অধিরোপিত করিয়া সাম্রাজ্যের  
অধীশ্বর করিলেন ॥ ২০—২১ ॥ ইন্দ্রপ্রভাত দেবগণ তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া নিজ নিজ  
বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক আপন আপন আলয়ে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

মহারাজ ! দেবগণ গমন করিলে পৃথিবীতলে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন হইতে লাগিল ;  
তাঁহাতে প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ তৎকালে পর্জন্ত দেব  
যথাসময়ে বর্ষণ করায় ধরামণ্ডলধনধাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ; পাদপ সকল ফলপুষ্পে পরি-  
পূর্ণ হইয়া সতত সকলের সুখদায়ক হইল ॥ ২৪ ॥ ঘটের জায় উদ্রঃসম্পন্ন গাভীগণ এরূপ দুগ্ধবতী  
হইল যে গম্বুঘোরা ইচ্ছানুসারে দোহন করিতে লাগিল ; নদী সকল স্বচ্ছ ও শীতল জলে  
পূর্ণ হইয়া সুপথে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা চতুর্দিকে খগকুল বিরাজ করিতে

ব্রাহ্মণা বেদবন্তশ্চ যজ্ঞকৰ্ম্মরতাস্থথা ।

কজ্জিয়া ধৰ্ম্মসংযুক্তা দানাদ্যায়নতৎপরঃ ॥ ২৬ ॥

শস্ত্রবিদ্যারতা নিত্যং প্রজারক্ষণতৎপরঃ ।

ন্যায়দণ্ডধরাঃ সৰ্ব্বে রাজানঃ শমসংযুতাঃ ॥ ২৭ ॥

অবিরোধন্তু ভূতানাং সৰ্ব্বেষাং সম্ভূব হ ।

আকরা ধনদা নৃণাং ব্রজা গোযুধসংযুতাঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রাহ্মণাঃ কজ্জিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চ নৃপসত্তম ! ।

দেবীভক্তিপরঃ সৰ্ব্বে সম্ভূবুর্ধরাতলে ॥ ২৯ ॥

সৰ্ব্বত্র যজ্ঞযুপাশ্চ মণ্ডপাশ্চ মনোহরাঃ ।

মথৈঃ পূর্ণা ধরাশ্চাসন্ ব্রাহ্মণৈঃ কজ্জিয়ৈঃ কুটৈঃ ॥ ৩০ ॥

পতিব্রতধরা নার্যাঃ স্ত্রীশীলাঃ সত্যসংযুতাঃ ।

পিতৃভক্তিপরঃ পূজা আসন্ ধৰ্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৩১ ॥

ন পাষণ্ড্যং ন বাধৰ্ম্মঃ কুত্রাপি পৃথিবীতলে ।

বেদবাদাঃ শাস্ত্রবাদা নাশ্চে বাদাস্থথাভবন্ ॥ ৩২ ॥

কলহো নৈব কেষাঞ্চিন্ন দৈন্ত্যং নাশুভা মতিঃ ।

সৰ্ব্বত্র স্থখিনো লোকাঃ কালে চ মরণং তথা ॥ ৩৩ ॥

ষট্‌বদ্ভোগো বাসাং তা। ষটোয়াঃ উদ্যোগোহনন্তিত্যানঙাদেশে বহুত্ৰীহেষ্কধমো গীষিতি  
গীষ্ ॥ ২৫—২৯ ॥

লাগিল ॥২৫॥ ব্রাহ্মণগণ বেদতত্ত্বপরায়ণ হইয়া যজ্ঞ কৰ্ম্মে নিরত হইলেন এবং কজ্জিয় সকল  
আপন ধৰ্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া দান ও অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৬ ॥ নৃপগণ ন্যায়দণ্ড ধারণ  
করিয়া প্রজারক্ষণে তৎপর হইলেন ; রাজন্ ! এই সময় রাজগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে রত  
থাকিলেও সকলেই শান্তিপরায়ণ হইলেন । এইরূপে জীববর্গের আর পরস্পর বিরোধ ঘটিল  
না ; আকর সকল মানবগণকে প্রচুর পরিমাণে ধনদান করিতে লাগিল ; গোচারণ হান  
সকল গোযুধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ২৭-২৮ ॥ হে নৃপসত্তম ! সেই সময় ধরাতলস্থ ব্রাহ্মণ,  
কজ্জিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র সকলেই দেবীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলেন ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণ ও কজ্জিয়গণ  
এত অধিক পরিমাণে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে পৃথিবীর সকল স্থানেই মনোহর  
যজ্ঞযুগ এবং যজ্ঞমণ্ডপ বিরাজমান হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥ স্ত্রী সকল স্ত্রীশীল ও সত্যপরায়ণ  
হইয়া পতিব্রতা ধৰ্ম্মের অমুষ্ঠান করিতে লাগিল ; পূজগণ ধৰ্ম্মনিষ্ঠ হইয়া পিতার প্রতি ভক্তি-  
পরায়ণ হইল ॥ ৩১ ॥ পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই নাস্তিকতা বা অধৰ্ম্মের অমুষ্ঠান একেবারে  
তিরোহিত হইল ; শুষ্ক তর্কবিতর্ক রহিত হইয়া কেবল বেদান্তধারী শাস্ত্রের বাদান্তবাদ



স্ফুদাং ন বিরোগশ্চ নাপদশ্চ কদাচন ।  
 নানাবৃষ্টির্ন ছুর্ভিক্ষং ন মারী ছুঃখদা নৃণাম্ ।  
 ন রোগো ন চ মাৎসর্যং ন বিরোধঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৪ ॥  
 সর্বত্র সুখসম্পাদা নরা নার্যঃ সুখান্বিতাঃ ।  
 ক্রীড়ন্তি মানবাঃ সর্বৈঃ স্বর্গে দেবগণা ইব ॥ ৩৫ ॥  
 ন চোরা নৈব পাষণ্ডা বঞ্চকা দন্তকাস্তথা ।  
 পিশুনা লম্পটাঃ শুকা ন বহুবৃন্তদা নৃপ ! ॥ ৩৬ ॥  
 ন বেদবেষিণঃ পাপা মানবাঃ পৃথিবীপতে ! ।  
 সর্বধর্মরতা নিত্যং বিজসেবাপরায়ণাঃ ॥ ৩৭ ॥  
 ত্রিধাত্মাঃ সৃষ্টিধর্মস্ত ত্রিবিধা ব্রাহ্মণাস্ততঃ ।  
 সাত্ত্বিকা রাজসাত্ত্বিক তামসাস্ত তথাপরে ॥ ৩৮ ॥  
 সর্বৈঃ বেদবিদো দক্ষাঃ সাত্ত্বিকাঃ সত্যবৃত্তয়ঃ ।  
 প্রতিগ্রহবিহীনাশ্চ দয়াদমপরায়ণাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 যজ্ঞাংস্তে সাত্ত্বিকৈরন্নৈঃ কুর্বাণা ধর্মতৎপর্যঃ ।  
 পুরোডাশবিধানৈশ্চ পশুভির্ন কদাচন ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিযৈঃ কুশৈর্মৈষধৈঃ পৃথিব্যঃ পূর্ণা আসন্নিতার্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

( মারয়তীতি মারী রোগাদিনা বাহুল্যেন জনসংক্ষয়ঃ । মাৎসর্যোহস্ত্যন্তদেবস্তস্ত ভাবো মাৎসর্যম্ ॥ ৩৪—৪০ ॥

হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ কোনও ব্যক্তির কাহারও সহিত কলহে মতি রহিল না ; দীনতা বা  
 অন্তত কার্যে মতি রহিত হওয়ার লোক সকল সর্বত্রই সুখে বিরাজ করিতে লাগিল ;  
 তখন, অকালমৃত্যু না থাকায় কদাপি কাহারও স্ফুদগণের সহিত বিরোগ ও আপদ  
 সংঘটিত হইল না ; অনাবৃষ্টি, ছুর্ভিক্ষ অথবা মানবদিগের ক্লেশদায়ক মারীভর রহিল না ;  
 অধিক কি কোনও জীবের রোগ পর্যন্ত দৃষ্ট হইত না ; পরস্পর বিরোধ কি মাৎসর্যভাঁক  
 তিরাহিত হইল ॥ ৩৩—৩৪ ॥ রাজন্ ! স্বর্গে দেবগণের ভায় নর কি নারী সকলেই সর্বত্র  
 পরম সুখে ক্রীড়াসুখ অনুভব করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ অধিক কি, সে সময়ে চোর, পাষণ্ড,  
 বঞ্চক, দাত্তিক, খল, লম্পট, জড়, বেদবিষেবী পাপপরায়ণ মানব কেহই ছিল না ; পৃথিবী-  
 পতে ! সেই সময় সমস্ত মানবগণই ধর্মে একান্ত অদ্বন্দ্ব হইয়া সর্বদা বিজগণের সেবার  
 তৎপর রহিল ॥ ৩৬—৩৭ ॥ সৃষ্টি ধর্মের ত্রিবিধ নিবন্ধন ব্রাহ্মণ সকলও সাত্ত্বিক, রাজ-  
 সিক ও তামাসিকভেদে ত্রিবিধ ; সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সকল বেদবিদ দক্ষ ও সত্য ব্যবহারে  
 নিরত ; তাহার দয়াদম এবং কাহারও নিকট হইতে কোনও বস্তু গ্রহণ করেন  
 না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ তাহার ধর্মতৎপর হইয়া সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী পুরোডাশ বিধানে যজ্ঞ করেন,

দানমধ্যয়নঞ্চৈব যজ্ঞনস্ত তৃতীয়কম্ ।

ত্রিকৰ্ম্মরসিকান্তে চ সাধিকা ব্রাহ্মণা নৃপাঃ ॥ ৪১ ॥

রাজস্য বেদবিদ্যাংসঃ ক্ষত্রিয়াণাং পুরোহিতাঃ ।

যট্কৰ্ম্মনিরতাঃ সৰ্ব্বৈ বিধিবদ্যাংসভক্ষকাঃ ॥ ৪২ ॥

যজ্ঞনং যাজ্ঞনং দানং তথৈব চ প্রতিগ্রহঃ ।

অধ্যয়নস্ত বেদানাং তথৈবাধ্যাপনস্ত যট্ ॥ ৪৩ ॥

তামসাঃ ক্রোধসংযুক্তা রাগদ্বेषপরাঃ পুনঃ ।

রাজ্যাং কৰ্ম্মকরা নিত্যং কিঞ্চিদধ্যয়নে রতাঃ ॥ ৪৪ ॥

মহিষে নিহতে সৰ্ব্বৈ স্থখিনো বেদতৎপরাঃ ।

বভূবুর্ভূতনিষাতা দানধৰ্ম্মপরাস্তথা ॥ ৪৫ ॥

ক্ষত্রিয়াঃ পালনে যুক্তা বৈশ্যা বণিজবৃত্তয়ঃ ।

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাকুসীদবৃত্তয়ঃ পরে ॥ ৪৬ ॥

এবং প্রমুদিতো লোকো মহিষে বিনিপাতিতে ॥ ৪৭ ॥

অনুদ্বৈগঃ প্রজানাং বৈ সমুদ্ভব ধনাগমঃ ।

বহুকীরাঃ শুভা গাবো নদ্যশ্চৈব বহুদকাঃ ॥ ৪৮ ॥

সাধিকা ব্রাহ্মণাস্ত ত্রিকৰ্ম্মনিরতা ইত্যাহ দানমিতি ॥ ৪১ ॥

রাজসিকান্ত যট্কৰ্ম্মনিরতা ইত্যাহ রাজস্য ইতি ॥ ৪২ ॥

কানি তানি যট্ কৰ্ম্মাণি ইত্যাহ যজ্ঞনমিতি ॥ ৪৩—৪৮ ॥

কিন্তু কখন পশুগণ দ্বারা যজ্ঞ করেন না ॥ ৪১ ॥ নরপাল ! ঠাহারা সাধিক ব্রাহ্মণ, তাঁহারা দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই তিন কার্যে নিরত ॥ ৪১ ॥ রাজসিক ব্রাহ্মণেরা বেদবিদ এবং ক্ষত্রিয়গণের পুরোহিত্য করিয়া বিধিপূৰ্ব্বক মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন ; তাঁহারা যজ্ঞ, যাজ্ঞন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন এবং বেদের অধ্যাপন এই যট্ কৰ্ম্মে নিরত ॥ ৪২—৪৩ ॥ তামস ব্রাহ্মণেরা, ক্রোধ, রাগ, ও দ্বেষের পরায়ণ হইলে, তাহারা কিঞ্চিদধ্যয়ন করিয়া নিরন্তর রাজাদিগের কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

মহারাজ ! মহিষাসুর নিহত হইলে সকল ব্রাহ্মণই বেদ শাস্ত্রাভ্যাসার্থী ও ততপরায়ণ হইয়া দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপালন, বৈশ্যগণ বণিজ-বৃত্তি এবং অপর জাতির কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ ব্যবহার করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ ফলতঃ মহিষাসুর নিপাতিত হইলে মানবমণ্ডল এইরূপে সন্তোষিত হইয়াছিল ॥ ৪৭ ॥ তখন প্রজাগণ নিরুদ্বৈগ হইয়া ধনসঞ্চয় করিতে লাগিল ; গাভী সকল স্তলক্ষণাধিত ও বহুস্থল-বতী হইল ; নদী সকল জলপূর্ণ, বৃক্ষ সকল প্রচুর ফলে শোভিত ও মানবগণ রোগশূন্য

বৃক্ষা বহুকলাশ্চাসু মানবা রোগমর্জিতাঃ ।

নাথয়ো নেতরঃ কাপি প্রজানাং দুঃখদায়কাঃ ॥ ৪৯ ॥

ন নিধনমুপযাস্তু প্রাণিনস্তে হপ্যকালে

সকলবিভবযুক্তা রোগহীনাঃ সदैব ।

নিগমবিহিতধর্ম্মে তৎপরাশ্চণ্ডিকায়া-

শ্চরণমরসিজানাং সেবনে দক্ষচিন্তাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
জগৎ-ক্ষেমবর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

নাথয় ইতি । পুংস্তাধির্মানসী ব্যথা ইত্যমরঃ । নেতর ইতি । অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা  
মৃষিকাঃ খগাঃ । প্রত্যাশন্নাস্ত রাজানঃ যড়েতে ইতরঃ স্তৃতাঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হইল ; ফলতঃ তৎকালে কোনও লোকের মানসিক ক্লেশ এবং বহুকষ্টদায়ক অতিবৃষ্টি,  
অনাবৃষ্টি, শলভ, মৃষিক, খগ ও রাজবিজ্রোহ কিছুই বর্তমান ছিল না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ রাজন্ !  
সেই সময়ে প্রাণিবর্গ আর অকালে কালকবলে নিপতিত হইত না, প্রত্যাশ নিরন্তর নীরোগ  
হইয়া সকল বিভবের অধিকারী হইতে লাগিল ; বিশেষতঃ সকলেই নিগমবিহিত ধর্ম্মে  
তৎপর হইয়া চণ্ডিকার চরণকমল সেবায় একাগ্রচিত্ত হইয়া কালান্তিপাত করিতে  
লাগিল ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে জগদমঙ্গল বর্ণন নামক

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## একবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! এবক্ষ্যামি দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ।  
সুখদং সৰ্বজন্তুনাং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥  
যথা শুভো নিশুভশ্চ ভ্রাতরৌ বলবন্তরৌ ।  
বভূবুর্মহাবীরাববধ্যৌ পুরুষৈঃ কিল ॥ ২ ॥  
বহুসেনারতো শূরৌ দেবানাং দুঃখদৌ সদা ।  
দুরাচারৌ মদোৎসিক্তৌ বহুদানবসংযুতৌ ॥ ৩ ॥  
হতাবস্থিকরা তৌ তু সংগ্রামেহতীবদারুণে ।  
দেবানাঞ্চ হিতার্থায় সর্বৈঃ পরিচরৈঃ সহ ॥ ৪ ॥  
চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবাহু রক্তবীজোহতিদারুণঃ ।  
ধূত্রলোচননামা চ নিহতাস্তে রণাঙ্গণে ॥ ৫ ॥  
তামিহত্য সুরাণাং সা জহার ভয়মুত্তমম্ ।  
স্তুতা সম্পূজিতা দেবৈর্গিরৌ হেমাচলে শুভে ॥

একাধিকৈঃ বটপদৈঃ শুভাহরকথোচ্যতে ।

বহীনাচ্চামরাণীনাং চ্যবনং সমাগীৰ্য্যতে ॥

দেব্যাশ্চরিত্রমেকমুক্তা পুনরপি দেব্যাশ্চরিত্রং দ্বিতীয়ং ব্যাসঃ কথয়তি শৃণু রাজ-  
মিতি ॥ ১—৩ ॥

পরিচরৈঃ সেবকৈঃ সহ হতাবস্থিকারঃ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! যাহা শ্রবণ করিলে প্রাণিপুঞ্জের সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া  
সুখলাভ হয় দেবীর সেই পরম পবিত্র চরিত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ পূর্বকালে  
শুভ ও নিশুভ নামে অশুরপ্রবর মহাবীর দুই ভ্রাতা ছিল, তাহারা অতিশয় বীৰ্য্যবান্ ও  
পুরুষের একান্ত অবধ্য ॥ ২ ॥ এই দুরাচার অশুর দুই অসংখ্য দানবদলে পরিবৃত হওয়ার  
অত্যন্ত মদোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল স্ত্রতরাং অসীম সৈন্যদল সমাভিব্যাহারে সুরগণকে  
সর্বদাই ক্রেশ প্রদান করিত ॥ ৩ ॥ তখন, অম্বিকাদেবী দেবগণের হিত কামনার  
অতীব নিদারুণ সংগ্রামে, সমস্ত অশুরের সহিত সেই শুভ ও নিশুভকে নিহত করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৪ ॥ রণস্থলে তাহাদের প্রধান সহচর মহাবাহু চণ্ড মুণ্ড, অতীব ভয়ঙ্কর রক্তবীজ  
ও ধূত্রলোচনকেও নিপাত্তিত করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ দেবী সেই সকল দানবগণকে বিনষ্ট

রাজোবাচ ।

কাবেতাবম্মরাদৌ কথং তৌ বলিনাং বরৌ ।  
 কেন সংস্থাপিতৌ চেষ্টে জীবধ্যত্বং কুতো গতো ॥ ৭ ॥  
 তপসা বরদানেন কস্ত জাতৌ মহাবলৌ ।  
 কথঞ্চ নিহতৌ সৰ্ব্বং কথয়স্ব সবিস্তরম্ ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! কথাং দিব্যাং সৰ্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ।  
 দেব্যাশ্চরিতসংযুক্তাং সৰ্ব্বার্থফলদাং শুভাম্ ॥ ৯ ॥  
 পুরা শুভ্রনিশুভ্তৌ দ্বাবম্মরৌ ভূমিমণ্ডলে ।  
 পাতালতশ্চ সম্প্রাপ্তৌ ভ্রাতরৌ শুভদৰ্শনৌ ॥ ১০ ॥  
 তৌ প্রাপ্তযৌবনৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্ ।  
 অমোদকং পরিত্যজ্য পুষ্করে লোকপাবনে ॥ ১১ ॥  
 বর্ষণামযুতং যাবদ্যোগবিদ্যাপরায়ণৌ ।  
 একত্রৈবাসনং কৃত্বা তেপাতে পরমং তপঃ ॥ ১২ ॥

হেমাচলে শুভে ইত্যস্তং সূত্ররূপেণ চরিত্রমুক্তং তদ্ব্যাখ্যানায় রাজা পৃচ্ছতি কাবেতা-  
 বিতি ॥ ৭—১২ ॥

করিলে সুরগণের ভয় অন্তর্হিত হইয়াছিল ; তখন সুরগণ স্বেচ্ছাভন স্বেমেক পূর্বতে গমন  
 করিয়া তাহার স্তব ও পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

জনমেজয় শুভ্র ও নিশুভ্রের কথা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর ! এই অম্মর  
 দ্বয় কে ? তাহারা কিরূপে অধিতীর বলবান্ হইল ? কোন্ ব্যক্তি ইহাদিগকে এখানে সংস্থা-  
 পন করেন ? কি কারণে ইহারা জীবধ্য হইল ? তাহার তপস্তা ও বরপ্রভাবে ইহারা মহা-  
 বলশালী হইল ? কি নিমিত্তই বা দেবী ভগবতী ইহাদিগকে নিহত করিলেন ? আপনি  
 এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ৭—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবীর পবিত্র-চরিত্রসম্বিত মনোহর উপাখ্যান কীর্তন  
 করিতেছি শ্রবণ করুন ; এই মঙ্গলময় পবিত্র কথা সকল শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস  
 হয় এবং সমস্ত অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ পূর্বকালে শুভ্র ও নিশুভ্র নামে  
 দুই ভ্রাতা পাতাল হইতে ভূমণ্ডলে আগমন করিয়াছিল ॥ ১০ ॥ অনন্তর এই অম্মর দ্বয়  
 যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলে ভূবন মধ্যে পরমপাবন পুষ্করতীর্থে অন্ন ও জল পরিত্যাগ করিয়া  
 উৎকট তপস্তার অমুষ্ঠান করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ তাহারা যোগবিদ্যায় এতাদৃশ নৈপুণ্য  
 লাভ করিয়াছিল যে, এক স্থানেই একাসনে অযুতবর্ষকাল হুস্তর তপশ্চর্যা করিল ॥ ১২ ॥

তয়োস্ত্বকৌহভবদ্রুক্ষা সৰ্বলোকপিতামহঃ ।

তত্রাগতশ্চ ভগবানারুহ বরটাপতিম্ ॥ ১৩ ॥

তাবুভৌ চ জগৎপ্রক্টা দৃষ্টা ধ্যানপরৌ স্থিতৌ ।

উত্তিষ্ঠতং মহাতাগৌ ! তুষ্কৌহহং তপসা কিম্ ॥ ১৪ ॥

বাহ্বিতং বাং বরং কামং দদামি বুভতামিহ ।

কামদৌহহং সমায়াতো দৃষ্টা বাং তপসো বলম্ ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তশ্চ প্রবুদ্ধৌ তৌ সমাহিতৌ ।

প্রদক্ষিণক্রিয়াং কৃত্বা প্রণামং চক্ৰতুস্তদা ॥ ১৬ ॥

দণ্ডবৎ প্রনিপাতক কৃত্বা তৌ দুর্বলাকৃতী ।

উচতুর্মধুরাং বাচং দীনৌ গদগদয়া গিরা ॥ ১৭ ॥

দেবদেব ! দয়ামিক্ষৌ ! ভক্তানামভয়প্রদ ! ।

অমরত্বঞ্চ নৌ ব্রূহন্ ! দেহি তুষ্কৌহসি চেদ্বিতৌ ! ॥ ১৮ ॥

মরণাদপরং কিঞ্চিদুয়ং নাস্তি ধরাতলে ।

তস্মাদুয়াচ্চ সন্ত্রস্তৌ যুগ্মকং শরণং গতো ॥ ১৯ ॥

বরটাপতিং হংসম্ ॥ ১৩—১৪ ॥

তপসো বলমিতি । ইতি বুদ্ধৌবাচেতি শেষঃ ॥ ১৫—২০ ॥

তখন লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রুক্ষা তাহাদের তপস্তার পরিতুষ্ট হইরা হংসপৃষ্ঠে আরোহণ পূৰ্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥ বিধাতা তাহাদিগকে ধ্যানে নিমগ্ন দেখিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের তপস্তার পরিতুষ্ট হইরাছি, অতএব তোমরা উত্তিষ্ঠ হও ॥ ১৪ ॥ আমি সৰ্ব লোকের সমকামনা পূরণ করিয়া থাকি, এক্ষণে তোমাদের তপোবল দর্শনে সন্তুষ্ট হইরা এখানে আগমন করিয়াছি, তোমরা আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর আমি তাহা তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, ব্রাহ্মন্ ! শুভ ও নিশুভ পিতামহের দীদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যান হইতে নিবৃত্ত হইল এবং সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিল ॥ ১৬ ॥ তপস্তার ক্লেশ বশত ক্ষীণকলেবর দীন অল্প বয়সে দণ্ডবৎ প্রনিপাত করিয়া গদগদ স্বরে মধুর বাক্য বলিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ ব্রূহন্ ! আপনি ভক্তগণের ভূতপ্রেম, দেবগণেরও দেবতা, বিশেষতঃ মরণ সাগর ; আপনি ইচ্ছানুসারে সমস্তই করিতে পারেন ; অতএব, যদি আপনি আমাদের অতি সন্তুষ্ট হইরা থাকেন, তবে আমাদের অমরত্ব প্রদান করুন ॥ ১৮ ॥ ধরাতলে মরণ ভিন্ন গুরুতর অন্ত তর আর কিছুই নাই, অতএব আমরা সেই



ত্ৰাহি স্বং দেবদেবেশ ! জগৎকর্ত্ত্বঃ ! কামানিধে ! ।

পরিষ্কোটেয় বিশ্বাস্তন্ ! সদ্যো মরণজং ভরম্ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কিমিদং প্রার্থনীয়ং বো বিপরীতস্ত সৰ্ব্বথা ।

অদেয়ং সৰ্ব্বথা সৰ্ব্বৈঃ সৰ্ব্বভ্যো ভুবনত্রেয়ে ॥ ২১ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃত্যু চ ।

মর্যাদা বিহিতা লোকে পূৰ্ব্বং বিশ্বকৃত্তা কিল ॥ ২২ ॥

মৰ্ত্তব্যং সৰ্ব্বথা সৰ্ব্বৈঃ প্রাণিভির্নাত্ৰ সংশয়ঃ ।

অশ্রুং প্রার্থয়তং কামং দদামি যচ্চ বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৩ ॥

ব্রাস উবাচ ।

তদাকৰ্ণ্য বচস্তস্য শ্রুবিম্ৰশ্চ চ দানবৌ ।

উচতুঃ প্রণিপত্যাথ ব্রহ্মাণং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ২৪ ॥

পুরুষৈরমরাদৈশ্চ মানবৈর্মৃগপক্ষিভিঃ ।

অবধ্যত্বং কৃপাসিক্কা ! দেহি নৌ বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ২৫ ॥

বো যুগ্মাকমিদং প্রার্থনীয়ং সৰ্ব্বথা বিপরীতং কিং বিপরীতমেব কথমিত্যর্থঃ । বিপরীত-  
ত্বমেবাহ । অদেয়মিতি ॥ ২১—২৭ ॥

মহাভয়ে ভীত হইয়াই আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥ হে বিশ্বাস্তন্ ! আপনি কামা-  
জ্ঞের আধার, দেবতাগণেরও ঈশ্বর, বিশেষত জগতের নিৰ্মাতা ; অতএব, মরণজনিত ভয়  
নিবারণ করিয়া আমাদেরকে অভয় প্রদান করুন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাদের ইহাই কি প্রার্থনীয় ? ইহাত সৰ্ব্বতোভাবে বিপরীত  
বলিয়া বোধ হইতেছে ; কারণ, ইহা ত্রিভুবন মধ্যে কেহই কাহাকে প্রদান করিতে সমর্থ  
নহে ॥ ২১ ॥ জন্মিগে অবশ্যই মৃত্যু আছে এবং মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই জন্ম হইবে, এই নিয়ম  
বিশ্বনিরন্তর পূৰ্বকালে ইহলোকে স্থাপন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ অতএব, সকল প্রাণী অবশ্যই  
মরিতে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই, এজন্য তোমরা অশ্রু কোনও মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা  
কর, আমি তাহা প্রদান করিতেছি ॥ ২৩ ॥

ব্রাস বলিলেন, মহারাজ ! দানবদ্বয় ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ বিবেচনা  
পূৰ্বক সম্মুখস্থিত প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়া বলিল ॥ ২৪ ॥ দয়ামর ! আমরা হইতে  
মানব ও মৃগ পক্ষী পর্যন্ত যত পুরুষ আছে আমরা তাহাদের সকলেরই অবধ্য হইব  
ইহাই আমাদের অভিলষিত অতএব আপনি আমাদেরকে এই বর প্রদান করুন ॥ ২৫ ॥

নারী বলবতী কাস্তি যা নৌ নাশং করিষ্যতি ।

ন বিভীষঃ স্ত্রিয়াঃ কামং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ২৬ ॥

অবধ্যো ভ্রাতরৌ স্রাতাং নরৈভ্যঃ পঙ্কজোদ্ভব ! ।

ভয়ং ন স্ত্রীজনেভ্যশ্চ স্বভাবাদবলা হি সা ॥ ২৭ ॥

বাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যং প্রদদৌ বাঙ্কিতং বরম্ ।

ব্রহ্মা প্রসন্নমনসা জগামাথ স্বমালয়ম্ ॥ ২৮ ॥

গতেহথ ভবনে তস্মিন্ দানবৌ স্বগৃহং গতো ।

ভৃগুং পুরোহিতং কৃৎস্না চক্রতুঃ পূজনং তদা ॥ ২৯ ॥

শুভেদিনে সুনক্রে জাতরূপময়ং শুভম্ ।

কৃৎস্না সিংহাসনং দিব্যং রাজ্যার্থং প্রদদৌ মুনিঃ ॥ ৩০ ॥

শুভায় জ্যেষ্ঠভূতায় দদৌ রাজ্যাসনং শুভম্ ।

সেবনার্থং তদৈবাসু সম্প্রাপ্তা দানবোত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥

চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবীরৌ ভ্রাতরৌ বলদর্পিতৌ ।

সম্প্রাপ্তৌ সৈন্যসংযুক্তৌ রথবাজিগজান্বিতৌ ॥ ৩২ ॥

(ইতি শ্রুত্বাতি। অমরত্বব্যতিরিক্তবরপ্রদানেন ব্রহ্মণঃ প্রসন্নমনস্বমিতি বোধব্যম্ ॥২৮-৩১॥

প্রবলদৈত্যানাংমেকত্র সংমেলনং বক্রুমাং চণ্ডমুণ্ডাবিতি । ন কেবলং তৌ এষ ধৌ পরস্ত  
সৈন্যসংযুক্তাবিতি ॥ ৩২-৩৩ ॥ )

আমাদিগকে বিনাশ করিতে পারে এরূপ বলবতী নারী কে আছে ? আমরা সচরাচর ত্রৈলোক্য মধ্যে স্ত্রীলোক হইতে কখনও ভয় করি না ॥ ২৬ ॥ কমলযোনে ! আমরা ছই ভ্রাতা পুরুষের অবধ্য হইব, স্ত্রীলোক স্বভাবত অবলা, অতএব স্ত্রীজাতি হইতে আমাদের কোনও ভয়ের কারণ নাই ॥ ২৭ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! তাহাদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা, প্রসন্ন-  
হৃদয়ে উহাদিগের অভিলষিত বর প্রদান করিয়া স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৮ ॥  
ব্রহ্মা স্বভবনে গমন করিলে দানবযুগলও গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল । তখন তাহারা দৈত্যগুরু  
ভৃগুমুনিকে পুরোহিত করিয়া তাহার পূজা করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ মুনিবর ভৃগু শুভদিনে  
শুভনক্রে স্বর্ণময় সুনন্দর মনোহর সিংহাসন নির্মাণ করাইয়া রাজ্যের নিমিত্ত প্রদান করি-  
লেন ॥ ৩০ ॥ শুভ জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাহাকেই রাজ্যাসন প্রদান করিলেন । তখন অমরবর শুভের  
সেবা করিবার বাসনার প্রধান প্রধান বংশাণী অমরগণ অবিগড়ে তাহার নিকট  
উপস্থিত হইল ॥ ৩১ ॥ বলদর্পিত মহাবীর চণ্ড মুণ্ড নামক ছই ভ্রাতা, রথ অশ্ব ও গজ-

ধূত্ৰলোচননামা চ তদ্রূপশ্চণ্ডবিক্রমঃ ।

শুভ্রক নৃপতিং শ্রেষ্ঠা তদাগাদবলসংযুতঃ ॥ ৩৩ ॥

রক্তবীজস্তথা শূরো বরদানবলাধিকঃ ।

অক্ষৌহিনীভ্যাং সংযুক্তস্ত্রৈবাগত্য সঙ্গতঃ ॥ ৩৪ ॥

তশ্চৈকং কারণং রাজন্ ! সংগ্রামে যুধ্যতঃ সদা ।

দেহাঙ্গধিরসম্পাতস্তস্য শত্রুহিতস্য চ ॥ ৩৫ ॥

জায়তে চ যদা ভূমাবুৎপদ্যন্তে হনেকশঃ ।

তাদৃশাঃ পুরুষাঃ ক্রুরা বহবঃ শত্রুপাণয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সম্ভবন্তি তদাকারাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ ।

যুদ্ধং পুনস্তে কুর্বন্তি পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ ॥ ৩৭ ॥

অতঃ সোহপি মহাবীৰ্য্যঃ সংগ্রামেহতীব দুর্জয়ঃ ।

অবধ্যঃ সৰ্বভূতানাং রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরাশ্চতুরঙ্গসমম্বিতাঃ ।

শুভ্রক নৃপতিং মদ্রা বভূবুস্তস্য সেবকাঃ ॥ ৩৯ ॥

অসংখ্যাতা তদা জাতা সেনা শুভ্রনিশুভ্রয়োঃ ।

পৃথিব্যাঃ সকলং রাজ্যং গৃহীতং বলবত্তয়া ॥ ৪০ ॥

সঙ্গতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৪—৪৪ ॥

সমাকুল সৈন্তসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইল ॥ ৩২ ॥ সেইরূপ প্রচণ্ড পরাক্রমশালী ধূত্ৰলোচন নামে অশুর, শুভ্র রাজা হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, স্বীয় সৈন্ত সমভিব্যাহারে তাহার সমীপে আগমন করিল ॥ ৩৩ ॥ এই সময় বরপ্রাপ্তি নিবন্ধন অধিকতর বলশালী মহাবীর রক্তবীজ নামক অশুরও ছই অক্ষৌহিনী সেনা সঙ্গে লইয়া তাহার সহিত মিলিত হইল ॥ ৩৪ ॥ রাজন্ ! এই রক্তবীজের দুর্জয়তার একটি প্রধান কারণ ছিল তাহা শ্রবণ করুন ; এই অশুর শত্রু দ্বারা আহত হইলে ইহার শরীর হইতে ভূতলে যখন ক্রধির বিদ্যুৎপতিত হয় তখনই তাদৃশ ক্রুরস্বভাব শত্রুপাণি অসংখ্য অশুর উৎপন্ন হইয়া থাকে । সেই ক্রধির হইতে উৎপন্ন অশুরগণ তাহার দ্বারা আকৃতি সম্পন্ন ও পরাক্রমশালী হয় এক উৎপন্ন হইবামাত্র পুনর্বার যুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৩৫-৩৭ ॥ এই কারণেই সেই মহাবীৰ্য্য মহাসুর রক্তবীজ সংগ্রামে নিতান্ত অজয় ও সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের অবধ্য হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ অন্যান্য অশুরগণও তৎকালে শুভ্রকে নৃপতি আনিয়া চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া তাহার ভৃত্য হইল ॥ ৩৯ ॥ তখন শুভ্র ও নিশুভ্র সেনা অগণিত হইয়া উঠিল, সুতরাং



সেনাযোগং তদা কৃৎস্না নিশুভ্তঃ পরবীরহা ।  
 জগাম তরসা স্বর্গে শচীপতিজয়ায় চ ॥ ৪১ ॥  
 চকারাসৌ মহাযুদ্ধং লোকপালৈঃ সমস্ততঃ ।  
 বৃত্রহা বজ্রপাতেন তাড়য়ামাস বকসি ॥ ৪২ ॥  
 স বজ্রাভিহতো ভূমৌ পপাত দানবানুজঃ ।  
 ভয়ং বলং তদা তস্য নিশুভ্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ভ্রাতরং মূর্ছিতং শ্রুত্বা শুভ্তঃ পরবলার্দ্দিনঃ ।  
 তত্রাগত্য সুরান্ সর্বাংস্তাড়য়ামাস শায়কৈঃ ॥ ৪৪ ॥  
 কৃতং যুদ্ধং মহতেন শুভ্তেনাক্রিষ্টকৰ্ম্মণা ।  
 নির্জিতাস্ত সুরাঃ সর্বৈ সেন্দ্রাঃ পালান্চ সর্বশঃ ॥ ৪৫ ॥  
 ঐন্দ্রং পদং তদা তেন গৃহীতং বলবন্তয়া ।  
 কল্পপাদপসংযুক্তং কামধেনুসমন্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥  
 ত্রৈলোক্যং বজ্রভাগাশ্চ হতান্তেন মহাত্মনা ।  
 নন্দনক বনং প্রাপ্য মুদিতোহভূমহাসুরঃ ॥ ৪৭ ॥

পালা দিক্‌পালা ইন্দ্রসহিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

( ঐন্দ্রমিতি । ঐন্দ্রং পদং স্বর্গরাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ত্রৈলোক্যমিতি । মহাত্মনা মহাকায়সম্বাদিসম্পন্নেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫০ ॥

ধরাতলে বত রাজ্য ছিল, তাহার বালপূর্বক সকলই গ্রহণ করিল ॥ ৪০ ॥ এই সময় শক্র-  
 হস্তা নিশুভ্ত শচীপতিকে পরাজয় করিবার অভিলাষে বহুতর সেনা সমভিব্যাহারে অবিলম্বে  
 স্বর্গে গমন করিল ॥ ৪১ ॥ নিশুভ্ত, লোকপালগণের সহিত চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে  
 লাগিল, সেই সংগ্রাম সময়ে শচীপতি ইন্দ্র তাহার বকঃস্থলে বজ্র প্রহার করিলেন ॥ ৪২ ॥  
 সেই দানবরাজানুজ বজ্র প্রহারে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ; তখন তাহার সৈন্তগণ  
 রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৩ ॥ শক্রবল-সংহারক শুভ্ত ভ্রাতার  
 মূর্ছাসংবাদ শ্রবণ করিবারাত্র সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইয়া শায়ক নিকরে সমস্ত সুরগণকে  
 প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ অক্রিষ্টকৰ্ম্মা শুভ্ত এইরূপ মহা ঘোরতর সংগ্রাম করিল যে,  
 তাহাতে ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ এবং দিক্‌পালগণ পরাজিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ তখন,  
 কল্পপাদপ ও কামধেনু প্রভৃতি ইন্দ্রের যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তুর উপর আধিপত্য ছিল, শুভ্ত  
 বালপূর্বক তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিল ॥ ৪৬ ॥ অধিক কি, সেই মহাত্মা অনুর ত্রৈলোক্য রাজ্য  
 এবং বায়ুতীর বজ্রভাগ হরণ করিল, অনুরপ্রবর নন্দনকানন প্রাপ্ত হইয়া যৎপরো-  
 নাতি আমল লাভ করত সুখা পানে প্রথম সুখাশুভব করিতে লাগিল । তখন দানবর

স্বধায়াশ্চৈব পানেন স্বধমাপ মহাস্থরঃ ।

কুবেরং স চ নিৰ্জিত্য তস্য রাজ্যং চকার হ ॥ ৪৮ ॥

অধিকারং তথা ভানোঃ শশিনশ্চ চকার হ ।

যমশ্চৈব বিনিৰ্জিত্য জগ্ৰাহ তৎপদস্তুথা ॥ ৪৯ ॥

বরুণশ্চ তথা রাজ্যং চকার বহ্নিকশ্চ চ ।

বায়োঃ কার্য্যং নিশুভ্ৰশ্চ চকার স্ববলান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥

ততো দেবা বিনিধূতা হুতরাজ্যা হুতশ্রিয়ঃ ।

সমুজ্য নন্দনং সৰ্বে নিৰ্ঘয়ুর্গিরিগহ্বরে ॥ ৫১ ॥

হুতাদিকারান্তে সৰ্বে বভ্রয়ুর্বিজনে বনে ।

নিরালম্বা নিরাধারা নিস্তেজস্কা নিরায়ুধাঃ ॥ ৫২ ॥

বিচেক্ষরমরাঃ সৰ্বে পৰ্বতানাং গুহাস্থ চ ।

উদ্যানেষু চ শূন্যেষু নদীনাং গহ্বরেষু চ ॥ ৫৩ ॥

ন প্রাপুস্তে স্বথং কাপি স্থানভক্টা বিচেষ্টসঃ ।

লোকপালা মহারাজ ! দৈবাধীনং স্বথং কিল ॥ ৫৪ ॥

বলবন্তো মহাভাগা বহুজ্ঞা ধনসংযুতাঃ ।

কালে হুঃখং তথা দৈন্যমাপ্নুবন্তি নরাধিপ ! ॥ ৫৫ ॥

তত ইতি । বিনিধূতা ধৰ্মিতা দূরীকৃতান্তেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

বৃত্তাদাবলম্বনরহিতাঃ । নিরাধারা অশ্রয়স্থানশূন্য ইত্যর্থঃ । অপ্রাপ্তবজ্রভাগাদিহাং নিস্তেজস্কা ইত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৬ ॥

কুবেরকে রণে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্যগ্রহণ পূৰ্ব্বক শাসন করিতে লাগিল ॥ ৪৭—৪৮ ॥

চন্দ্র, সূর্য্য এবং যমকে পরাজিত করিয়া তাহাদের পদ অধিকার করিল ॥ ৪৯ ॥ নিশুভ্র শ্রীম বল পন্নিত হইয়া বরুণের অনলের ও বায়ুর রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ তখন রাজ্যত্রষ্ট ও ত্রীত্রষ্ট হওয়ার দেবতাগণ সমস্ত হইয়া নন্দনকানন পরি-  
ত্যাগ পূৰ্ব্বক গিরিগহ্বরে পলায়ন করিলেন ॥ ৫১ ॥ অধিকার সমস্ত হুত হইলে, তাঁহারা সকলে আয়ুধবিহীন তেজোহীন, আলম্ববিহীন ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া নির্জন বনে জমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

মহারাজ ! লোকপাল অমরবর্গ ব্যাকুল হৃদয়ে জনশূন্য উদ্যানে পৰ্ব্বতগুহা এবং নদী প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হইয়া কুজাপি স্বধলাভ করিতে পারিলেন না, কারণ স্বধ একান্তই দৈবারত ॥ ৫৩—৫৪ ॥ নরনাথ ! তাহাদের প্রচুর জ্ঞান, বল ও ধন আছে তাদৃশ মহাভাগ পুরুষেরাও কালে হুঃখ ও দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫ ॥

চিত্রমেতন্মহারাজ ! কালশ্চৈব বিচেষ্টিতম্ ।

যঃ করোতি নরং তাবদ্রাজানং ভিক্ষুকং ততঃ ॥ ৫৬ ॥

দাতারং যাচকঞ্চৈব বলবন্তং তথাবলম্ ।

পণ্ডিতং বিকলং কামং শূরশাতীং কাতরম্ ॥ ৫৭ ॥

মথানাঞ্চ শতং কৃৎ প্রাপ্যেচ্ছাসনমুত্তমম্ ।

পুনর্দুঃখং পরং প্রাপ্তং কালশ্চ গতিরীদৃশী ॥ ৫৮ ॥

কালঃ করোতি ধর্মিষ্ঠং পুরুষং জ্ঞানসংযুতম্ ।

তমেবাভীষ পাপিষ্ঠং জ্ঞানলেশবিবর্জিতম্ ॥ ৫৯ ॥

ন বিশ্বয়োহত্র কর্তব্যঃ সর্বথা কালচেষ্টিতে ।

ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীনামপীদৃককণ্ঠচেষ্টিতম্ ॥ ৬০ ॥

বিষ্ণুর্জননমাপ্নোতি শূকরাদিষু যোনিষু ।

হরঃ কপালী সঞ্জাতঃ কালেনৈব বলীয়সী ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
শুভ্রনিশুভ্রস্বর্গবিজয়ো নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

পণ্ডিতমিতি । বিকলং ব্যাকুলত্বাদবোধহীনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

মহারাজ ! কালের কি বিচিত্র গতি ? কাল, রাজাকে ভিক্ষুক, দাতাকে যাচক, বলবান্কে দুর্বল, পণ্ডিতকে মূর্খ ও শূরকে অতীব কাতর করিয়া থাকে ॥ ৫৬-৫৭ ॥ মহারাজ ! বাসব শত অবশেষে বজ্র করিয়া উত্তম ইচ্ছাসন প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্বার নিরতিশয় দুঃখলাভ করিলেন সুতরাং কালের গতি এইরূপই জানিবেন ॥ ৫৮ ॥ কালই যে পুরুষকে জ্ঞানরত প্রদান করিয়া ধর্মিষ্ঠ করে, আবার তাহাকেই জ্ঞানরত হইতে বঞ্চিত করিয়া পাপিষ্ঠ করিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥ তপবান্ বিষ্ণু বলবান্ কালের বলবর্তী হইয়া শূকর প্রভৃতি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবও অস্পৃশ্য নরকপাল ধারণ করেন ; যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু হর প্রভৃতিকেও জৈদৃশ কষ্টকর কার্য্য করিতে হয় তখন কালের এই সকল কার্য্যে কোনরূপে বিশ্বয়প্রকাশ করা কর্তব্য নহে ॥ ৬০—৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে শুভ্র ও নিশুভ্রের স্বর্গবিজয়  
নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দ্বাবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

—ॐ—

বাস উবাচ ।

পরাজিতাঃ সুরাঃ সর্বৈ রাজ্যং শুভ্রঃ শশাস হ ।  
এবং বর্ষসহস্রং জগাম নৃপসত্তম ! ॥ ১ ॥  
অকরাজ্যাস্ততো দেবাশ্চিন্তামাপুঃ স্তুস্তরাম ।  
গুরুং দুঃখাতুরাস্তে তু পশ্যচ্ছুরিদমাদৃতাঃ ॥ ২ ॥  
কিং কর্তব্যং শুরো ! বৃহি সর্বজ্ঞ ! স্বং মহামুনিঃ ।  
উপায়োহস্তু মহাভাগ ! দুঃখস্য বিনিকৃন্তয়ে ॥ ৩ ॥  
উপচারপরা নুনং বেদমন্ত্রাঃ সহস্রশঃ ।  
বাঞ্ছিতার্থকরা নুনং সূত্রৈঃ সংলক্ষিতাঃ কিল ॥ ৪ ॥  
ইকৈয়ো বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সর্বকামফলপ্রদাঃ ।  
তাঃ কুরুষ্ব মুনে ! নুনং স্বং জানাসি চ তৎক্রিয়াঃ ॥ ৫ ॥  
বিধিঃ শত্রুবিনাশায় যথোদ্দিষ্টঃ সদাগমে ।  
তং কুরুষ্বাদ্য বিধিবদ্যথা নো দুঃখসংক্ষয়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তাদিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ্য হরৈঃ কৃতা ।

আহুত্ব তা পরা দেবী দেবকার্যার্থমুচ্যতে ।

দেবপরাজয়োত্তরং জাতং বৃদ্ধমাহ পরাজিতা ইতি ॥ ১ ॥

গুরুং বৃহস্পতিম্ ॥ ২—৬ ॥

বাস বলিলেন, নৃপসত্তম! সমস্ত সুরগণ পরাজিত হইলে পর শুভ্র তাঁহাদের সমস্ত রাজ্য শাসন করিতে লাগিল, এইরূপে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল ॥ ১ ॥ পরন্তু দেবগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অতীব দুস্তর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, অবশেষে দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া আদর সহকারে নিজগুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২ ॥ শুরো! আপনি মুনিগণের অগ্রগণ্য, বিশেষত সর্বজ্ঞ অতএব এক্ষণে আমাদিগের কর্তব্য কি? হে মহাভাগ! উপস্থিত মহাদুঃখ নিবারণের যদি কোন উপায় থাকে তবে তাহা আপনি বলুন ॥ ৩ ॥ সহস্র সহস্র বেদমন্ত্র আছে কিন্তু তৎসমস্তই যথাবিধি অমুষ্ঠান সাপেক্ষ, যদি তাঁহারা স্ত্রুত দ্বারা সর্বতোভাবে লক্ষিত হন তবে অবশ্যই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ মুনিবর! সমস্ত অতিলবিত কার্য্য প্রদান করে ঈদৃশ বিবিধ যজ্ঞের বিবরণ বেদে উক্ত হইয়াছে, আপনি নিশ্চয়ই সেই সকল কার্য্য বিদিত আছেন, অতএব সেই সকল যজ্ঞের অমুষ্ঠান করুন ॥ ৫ ॥

ভবেদাগ্নিরসাদৈব তথা হুং কর্তুমহসি ।

দানবানাং বিনাশায় অভিচারং যথামতি ॥ ৭ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ ।

সর্বৈ মজ্জাশ্চ বেদোক্তা দৈবাধীনফলাশ্চ তে ।

ন স্বতন্ত্রাঃ সুরাধীশ ! তথৈকাস্তফলপ্রদাঃ ॥ ৮ ॥

মজ্জাণাং দেবতা যুয়ং তে তু হুংতৈকভাজনম্ ।

জাতাঃ স্ম কালযোগেন কিং করোমি প্রমাধনম্ ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রাগ্নিবরুণাদীনাং যজনং যজ্ঞকৰ্ম্মসু ।

তে যুয়ং বিপদং প্রাপ্তাঃ করিষ্যন্তি কিমিচ্ছয়ঃ ॥ ১০ ॥

অবশ্যস্তাধিতাবানাং প্রতীকারো ন বিদ্যতে ।

উপায়স্তথ কর্তব্য ইতি শিষ্টানুশাসনম্ ॥ ১১ ॥

দৈবং হি বলবৎ কেচিৎ প্রদবন্তি মনীষিণঃ ।

উপায়বাদিনো দৈবং প্রবদন্তি নিরর্থকম্ ॥ ১২ ॥

হে অগ্নিরস ! অগ্নিরোগোজোদ্ভব ! ॥ ৭ ॥

একাস্তফলপ্রদাঃ নিয়মেন ফলপ্রদাঃ ॥ ৮—৯ ॥

তদা ইষ্টৈঃ কিং করিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

নহু দৈবমেব প্রবলং চেহুপায়ঃ কিমিতি কর্তব্য ইতি চেতুত্ৰাহ দৈবমিতি ॥ ১২ ॥

বেদে শত্রু বিনাশের নিমিত্ত যেরূপ বিধি নির্দিষ্ট আছে আপনি সেই বিধি অনুসারে কার্য সম্পাদন করুন ; অগ্নিরস ! যাহাতে আমাদিগের আশু ক্লেশ নাশ হয় আপনি দানবদিগের বিনাশের নিমিত্ত জানানুসারে সেইরূপে অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন ॥ ৬—৭ ॥

বৃহস্পতি বলিলেন, সুরাধিপ ! বেদোক্ত সমস্ত মন্ত্র দৈবের অধীন হইয়াই ফল প্রদান করেন, বস্তুত তাঁহারা একাস্তফলপ্রদ নহেন, কেবল নিয়মের বাধ্য হইয়া ফলপ্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ তোমরাই মন্ত্র সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু কালযোগে এক্ষণে তোমরাই এক মাত্র হুংধের ভাজন হইয়াছ, অতএব আমি তাহাতে কি উপায় করিব ॥ ৯ ॥ দেখ, যজ্ঞকার্য্যে ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের যজন হইয়া থাকে, কিন্তু তোমরাই সকলে মহাবিপদে পতিত হইয়াছ সুতরাং যজ্ঞ সকল আর কি করিবে ? ॥ ১০ ॥ অতএব, যে সকল কার্য্য অবশ্যস্তাধি তাহার প্রতিকার নাই ; কিন্তু শিষ্টগণ অনুশাসন করিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য ॥ ১১ ॥ কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে, দৈবই বলবান্ কিন্তু উপায়বাদিরা কহিয়া থাকেন যে, দৈব অনর্থক, উপায় বা পুরুষার্ণ

দৈবকৈবাপ্যুপায়শ্চ দ্বাবেবাভিমতো নৃণাম্ ।

কেবলং দৈবমাশ্রিত্য ন শ্রীতব্যং কদাচন ॥ ১৩ ॥

উপায়ঃ সর্বথা কার্যো বিচার্য স্বধিয়া পুনঃ ।

তস্মাদ্ভবীমি বঃ সর্বান্ সংবিচার্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪ ॥

পুরা ভগবতী তুষ্ঠা জঘান মহিষাসুরম্ ।

যুগ্মাভিস্তু স্তুতা দেবী বরদানং দদাবথ ॥ ১৫ ॥

আপদং নাশয়িষ্যামি সংস্মৃতা বঃ সদৈব হি ।

যদা যদা বো দেবেশা আপদো দৈবসম্ভবাঃ ॥ ১৬ ॥

প্রভবন্তি তদা কামং শ্রুতব্যাহং শ্রুতৈঃ সদা ।

স্মৃতাং নাশয়িষ্যামি যুগ্মকং পরমাপদঃ ॥ ১৭ ॥

তস্মাদ্ধিমাচলে গত্বা পর্বতে স্তমনোহরে ।

আরাধনং চণ্ডিকায়াঃ কুরুধ্বং প্রেমপূর্বকম্ ॥ ১৮ ॥

মায়াবীজবিধানজ্ঞাস্তু পুরশ্চরণে রতাঃ ।

জানান্যহং যোগবলাৎ প্রসন্না সা ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্ততত্ত্বমন্তীত্যাহ দৈবঃ চৈবাপ্যুপায়শ্চেতি ॥ ১৩—১৮ ॥

অনুষ্ঠানে মুখ্যো মন্ত্রঃ কো বাস্তীতি চেত্তত্রাহ মায়াবীজেতি । স চ মায়াবিশিষ্টবুদ্ধগো-  
বাচকঃ । হ্রীংকার উভয়ায়ক ইতি বুদ্ধাণ্ডপুরাণাৎ । তথা চ মায়াবিশিষ্টবুদ্ধবাচকভুবনেশ্বরী-  
দ্বারা সকল কার্যাই সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ১২ ॥ কিন্তু, হে সুররাজ ! জীবগণের দৈব ও উপায়  
এই উভয়বিধই অবলম্বন করা উচিত স্মরণ্যঃ কেবল দৈবকে আশ্রয় করিয়া থাকা কদাচ  
কর্তব্য নহে ॥ ১৩ ॥ অতএব, স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে বারংবার বিচার করিয়া সর্বতোভাবে  
উপায় করা কর্তব্য । দেবগণ ! আমি পুনঃ পুনঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া তোমাদিগকে  
বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ পূর্বকালে ভগবতী প্রসন্ন হইয়া মহিষাসুরকে বধ করিয়া-  
ছিলেন ; তৎকালে তোমরা সকলে দেবীর স্তব করিলে তিনি তোমাদিগকে বর দান  
করিয়াছিলেন যে, তোমরা শ্রবণ করিবামাত্র আমি সকল সময়েই তোমাদিগের আপদ  
বিনষ্ট করিব ; দেবতাগণ ! যে যে সময়ে তোমাদিগের দৈবজনিত কোন বিপদ উপস্থিত  
হইবে, তখনই তোমরা অবশ্যই আমাকে নিরন্তর শ্রবণ করিবে । তাহা হইলে আমি  
তোমাদিগকে পরম বিপদসাগর হইতে উদ্ধার করিব ॥ ১৫—১৭ ॥ অতএব, তোমরা পরম  
পবিত্র অতি মনোহর হিমালয় পর্বতে গমন করিয়া ঐতিসহকারে পরমারাধা চণ্ডিকা-  
দেবীর আরাধনা কর ॥ ১৮ ॥ তোমরা মায়াবীজের বিধান বিদিত হইয়া তাহার পুরশ্চরণে  
প্রবৃত্ত হও ; আমি যোগবলে জানিতে পারিতেছি যে তিনি তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন



দুঃখস্তোহস্য যুগ্মকং দৃশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥  
 তস্মিন্ শৈলেন্দা দেবী তিষ্ঠতীতি ময়া শ্রুতম্ ।  
 স্তুতা সম্পূজিতা সদ্যো বাঞ্ছিতার্থান্ প্রদাস্তুতি ॥ ২১ ॥  
 নিশ্চয়ং পরমং কৃতা গচ্ছধ্বং কো হিমালয়ম্ ।  
 সুরাঃ সর্বাণি কার্য্যাণি সা বঃ কামং বিধাস্তুতি ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা দেবাস্তে প্রযযুর্গিরিম্ ।  
 হিমালয়ং মহারাজ ! দেবীধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ২৩ ॥  
 মায়াবীজং হৃদা নত্যং জপন্তুঃ সর্ব্ব এব হি ।  
 নমস্চকুর্মহামায়াং ভক্তানাং ভয়প্রদাম্ ।  
 তুর্ঘুবুঃ স্তোত্রমত্রেমশ্চ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ২৪ ॥  
 নমো দেবি বিশ্বেশ্বরী ! প্রাণনাথে !  
 সদানন্দরূপে সুরানন্দদে ! তে ।  
 নমো দানবাস্তপ্রদে ! মানবানা-  
 মনেকার্থদে ভক্তিগম্যস্বরূপে ! ॥ ২৫ ॥

মন্ত্ৰেণ সা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবতারাদ্যোত্যর্থঃ । তৎপুস্তকরূপে মায়াবীজ-  
 পুস্তকরূপে রতাঃ আসক্তা ইত্যর্থঃ । তৎসংখ্যা চ শারদারাম্ । প্রজপেন্নম্রবিন্ময়ঃ ষাতিংশ-  
 লক্ষমানতঃ । ত্রিঃষাছতুর্ভুক্ত্যুহরদিষ্টৈর্দ্বৈর্বাংশশত ইতি । দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতাশাস্ত্র । রবি-  
 লক্ষং জপেদ্বিদ্যামিতি ষাটশলক্ষাশ্বকং পুস্তকরূপমুক্তম্ । হালাস্তমাহাশ্রো তু । একলক্ষ-  
 জপেনৈব সালোকাং স্তাদ্বিলক্ষতঃ । সামীপ্যং চৈব সাযুজ্যং চতুল্লক্ষজপাৎ স্তুতে ॥ ইত্যনেন  
 লক্ষচতুষ্টিয়াশ্বকমপি পুস্তকরূপমভিহিতম্ ॥ ১৯—২৩ ॥

মহামায়াং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীং ভুবনেশ্বরীমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তে ভূত্যমিত্যর্থঃ । সদানন্দরূপে ব্রহ্মরূপে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

হইবেন ॥ ১৯ ॥ আমি দেখিতেছি যে অদ্যই তোমাদিগের বিপদের অবসান হইবে তাহাতে  
 অণুনাত্র সংশয় নাই । আমি শুনিয়াছি যে, সেই হিমাচলে দেবী সর্ব্বদাই অবস্থিতি করেন ;  
 তাঁহার পূজা ও স্তুত করিলেই তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই অভিলষিত বর প্রদান করি-  
 বেন ॥ ২০—২১ ॥ অতএব, তোমরা সকলে স্থিরনিশ্চয় হইয়া সেই হিমালয়ে গমন কর ।  
 সুরগণ ! তিনি তোমাদিগের সমস্ত কার্য্য অবশ্যই সম্পাদন করিয়া উপস্থিত বিপদের  
 অপনয়ন করিবেন ॥ ২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ হিমালয় পর্ব্বতে  
 গমন করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই ভগবতীর আরাধনার নিয়ম হইয়া ভক্তি সহকারে

ন তে নামসংখ্যাং ন তে রূপমীদৃক্  
 তথা কোহপি বেদাদিদেবাদিরূপে ! ।  
 ত্রমেবাসি সর্বেষু শক্তিস্বরূপা  
 প্রজাসৃষ্টিসংহারকালে সदैব ॥ ২৬ ॥  
 স্মৃতিত্বং ধৃতিত্বং ত্রমেবাসি বুদ্ধি-  
 জ্ঞরা পুষ্টিভুষ্টি ধৃতিঃ কান্তিশাস্তী ।  
 সুবিদ্যা সুলক্ষ্মীগতিঃ কীর্তিমেধে  
 ত্রমেবাসি বিশ্বস্ত বীজং পুরাণম্ ॥ ২৭ ॥  
 যদা যৈঃ স্বরূপৈঃ করোষীহ কার্য্যং  
 সুরাণাঞ্চ তেভ্যো নমামোহদ্য শাষ্টেয়্য ।  
 ক্রমা যোগনিদ্রা দয়া ত্বং বিবক্ষা  
 স্থিতা সর্বভূতেষু শষ্টেয়্যঃ স্বরূপৈঃ ॥ ২৮ ॥

আদিদেবো হিরণ্যগর্ভস্তদাদয়ো যে দেবাস্তৎস্বরূপে । হিরণ্যগর্ভঃ সমবস্ততাঞ্চে ইতি  
 ঋতেঃ ॥ ২৬ ॥

কান্তিশাস্তীতি হৃদয়ঃ । তথা কীর্তিমেধে ইত্যত্রাপি । বিশ্বস্ত বীজং মায়াবিশিষ্টবৃক্ষরূপ-  
 মবাক্তম্ ॥ ২৭ ॥

তেভ্যো রূপেভ্য ইত্যর্থঃ । শাষ্টেয়্য কল্যাণার্থমিত্যর্থঃ । তাভ্যেব রূপাণ্যাহ ক্রমা যোগ-  
 নিদ্রেতি ॥ ২৮ ॥

নিরন্তর হৃদয় মধ্যে মায়াবীজ জপ করিতে লাগিলেন । তাঁহার ভক্তগণের অভয়দায়িনী  
 বৃক্ষরূপিনী মহামায়াকে প্রণাম করিয়া পরম ভক্তিসহকারে স্তোত্রমন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তব  
 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩—২৪ ॥

দেবি ! আপনি বিশ্বেশ্বরী এবং বিশ্বজননী সূতরাং জীবনেরও ঈশ্বরী ; আপনি সদানন্দ-  
 স্বরূপিনী সূতরাং আপনি সুরগণেরও আনন্দ বর্ধন করিয়া থাকেন অতএব, আপনাকে  
 নমস্কার করি । আপনি মানবদিগকে দলন করিয়াছেন ; আপনিই মানবদিগের অতীষ্ট  
 প্রদান করেন ; আপনার স্বরূপ ভক্তি দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, অতএব দেবি ! আমরা  
 আপনাকে নমস্কার করি ॥ ২৬ ॥ হে সর্বদেবস্বরূপে ! কেহই আপনার রূপের নিশ্চয় করিতে  
 পারেন না এবং আপনার নামেরও কেহ সংখ্যা করিতে পারেন না ; প্রাণিগণের সৃজন  
 ও সংহার কালে অধিক কি, সমস্ত কার্য্যই আপনি নিয়তই শক্তিস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া  
 থাকেন ; দেবি ! আপনিই স্মৃতি, ধৃতি, বুদ্ধি, জ্ঞরা, পুষ্টি, ভুষ্টি, আধাররূপা, কান্তি, শান্তি,  
 সুবিদ্যা, সুলক্ষ্মী, গতি, কীর্তি ও মেধা এবং আপনিই বিশ্বের অব্যক্ত বীজস্বরূপা ॥ ২৬—২৭ ॥  
 আপনি যে সময়ে যে সকল রূপ দ্বারা ইহলোকে, সুরগণের কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া

কৃতং কার্য্যমাদৌ ত্বয়া যৎ সুরাণাং  
 হতোহসৌ মহারির্মদাক্ষো হয়ারিঃ ।  
 দয়া তে সদা সৰ্বদেবেষু দেবি !  
 প্রসিদ্ধা পুরাণেষু বেদেষু গীতা ॥ ২৯ ॥  
 কিমত্রান্তি চিত্রং যদম্বা সূতং স্বং  
 মুদা পালয়েৎ পোষয়েৎ সম্যগেব ।  
 যতন্ত্বং জনিত্রী সুরাণাং সহায়ী  
 কুরুষ্বেকচিত্তেন কার্য্যং সমগ্রম্ ॥ ৩০ ॥  
 ন বা তে গুণানামিয়ত্তা স্বরূপং  
 বয়ং দেবি ! জানীমহে বিশ্ববন্দ্য ! ।  
 কৃপাপাত্রমিত্যেব মত্বা তথাস্মান্-  
 ভয়েভ্যঃ সদা পাহি পাতুং সমর্থৈ ! ॥ ৩১ ॥

কৃতং কার্য্যগিতি-। যদম্বাৎ কারণাত্ময়া যৎ কার্য্যমাদৌ কৃতং কিং তৎ সুরাণাং  
 মহারিঃ শক্রহরারির্মহিষাসুরত্বয়া কৃত ইতি তম্বাৎ কারণাৎ সৰ্বদেবেষু তে দয়া সদা  
 প্রসিদ্ধা । সা দয়া বেদেষু পুরাণেষু চ গীতা বর্ণিতৈত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইয়ং বা দয়া ত্বয়া কৃতাত্র কিং চিত্রম্ । মাতুঃ স্বভাব এবায়ং যৎ পুত্রেষু দয়া কৰ্ত্তব্যে  
 ত্যাহ কিমত্রান্তীতি । যতন্ত্বং সুরাণাং জনিত্রী সহায়ী চাসি তত একচিত্তেনাস্মাকং সমগ্রং  
 সৰ্ব্বং কার্য্যং কুরুষ ন পুনর্মহিষবধঃ কৃত ইতি তাবন্মাত্রেণ সন্তোষঃ কুৰ্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

এতেষাং স্তুতিভক্তিপ্রদাদিকং দৃষ্টাহং কার্য্যং করিষ্যামীত্যশাং মা কুরু অস্মাকং তজ্জ-  
 জ্ঞানাতাবাবিত্যাহ ন বা তে ইতি । তে গুণানামিয়ত্তাঃ তথা তব স্বরূপঞ্চ ন জানীমহে  
 বয়ং যেন স্তুতিং কৰ্ত্তুং সমর্থ্য ভবেম । তর্হি কিমর্থঃ ময়াহুগ্রহঃ কৰ্ত্তব্য ইতি চেত্তত্রাহ কৃপা-  
 পাত্রমিতি ॥ ৩১ ॥

থাকেন, আমরা একপে শাস্তি কাননায় সেই সেই রূপকে নমস্কার করি; আপনি ই কমা, আপ-  
 নিই যোগনিজ্ঞা আপনিই দয়া এবং আপনিই নানাবিধ প্রশস্ত স্বরূপে সকল জীবেরই বিরাজ  
 করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ দেবি ! আপনি মদাক্ষ সহশজ্ঞ মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়া সুর-  
 গণের কার্য্য পূর্বেই সম্পাদন করিয়াছেন । অতএব, দেবি ! আপনার দয়া সমস্ত দেবতা-  
 গণে সর্বদাই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, অধিক কি আপনার সেই দয়া পুরাণ ও বেদেও  
 বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥ আপনি সুরগণের জনিত্রী সূতরাং মাতা যে স্বীয় পুত্রগণকে আনন্দ  
 সহকারে নিরন্ত পালন ও পোষণ করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি ? বিশেষত আপনি  
 দেবগণের সহায়, অতএব আপনি একচিত্ত হইয়া সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করুন ॥ ৩০ ॥  
 দেবি ! আপনার গুণের ইয়ত্তা অথবা আপনার স্বরূপ আমরা জ্ঞাত নহি । দেবি ! বিশ্ব-



বিনা বাণপাঠৈবিনা মুষ্টিঘাটৈ-  
 বিনা শূলখড়্গৈর্গবিনা শক্তিদণ্ডৈঃ ।  
 রিপুন্ হস্তমেবাসি শক্তা বিনোদাৎ  
 তথাপীহ লোকোপকারায় লীলা ॥ ৩২ ॥  
 ইদং শাস্ত্রতং নৈব জানন্তি মুঢ়া  
 ন কার্য্যং বিনা কারণং সম্ভবেদ্বা ।  
 বয়ং তৰ্কয়ামোহনুমানং প্রমাণং  
 ত্বমেবাসি কৰ্ত্তাস্ত্র বিশ্বস্ত চেতি ॥ ৩৩ ॥  
 অজঃ সৃষ্টিকৰ্ত্তা মুকুন্দোহবিতায়ং  
 হরো নাশকৃদ্বৈ পুরাণে প্রসিদ্ধঃ ।  
 ন কিং ত্বংপ্রসূতাস্ত্রয়ন্তে যুগাদৌ  
 ত্বমেবাসি সৰ্ব্বস্ত তেনৈব মাতা ॥ ৩৪ ॥

নম্রম মহান্ শ্রমো ভবতি ততো নাহনেতৎ কার্য্যং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ বিনা বাণ-  
 পাঠৈরিতি । অনায়াসেনৈবেচ্ছামাত্রেণৈব সকলজগৎসৰ্জনবদ্রিপুন্ হস্তং ত্বং শক্তা সমর্থাসি ।  
 কিমর্থং তর্হি ময়া দৈতানাশার্থমবতারা ধৃত। ইতি চেন্নোটেকরবতারচেষ্টাবর্ণনং কৰ্ত্তব্যন্তেন  
 চ তস্ত কল্যাণং ভবিতব্যমিতি লোকোপকারায়ৈবাবতারলীলা ইত্যাহ তথাপীতি ॥ ৩২ ॥

ন ইদং বাক্যং যো জগৎকৰ্ত্তাস্তি তং প্রতি বক্তব্যং নাহং তথাবিধানীতি চেত্তত্রাহ  
 ইদং শাস্ত্রমিতি । মুঢ়া লোকা অপি ইদং জগচ্ছাস্ত্রতং নৈব জানন্তি জননমরণাদিপরिणाम-  
 বজ্ঞাৎ । তথা জগতঃ কার্য্যত্বমুৎপত্ত্যশ্রয়ত্বাৎ সিদ্ধং তচ্চ কার্য্যং স্বারণং বিনা নৈব সম্ভবেৎ ।  
 বা নিশ্চয়েন । তচ্চ কারণং ন কেবল আত্মা নির্ধিকারত্বাৎ । ন কেবলং জড়ম্ । তস্ত  
 নানাবিধনিয়তভোগবজ্জগজ্জনকত্বাসম্ভবাৎ । অতোহত্থাৎপপত্তিরূপানুমানেন মায়াবিশিষ্ট-  
 চেতনব্রহ্মরূপিণী ত্বমেব জগৎকারণমিতি বয়ং কল্পয়াম ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

নম্রহং জগৎকৰ্ত্তা চেৎ কথং ব্রহ্মাদয়ঃ সৃষ্টাদিকতার ইতি প্রসিদ্ধমিতি চেত্তত্রাহ অজঃ  
 সৃষ্টিকৰ্ত্তেতি । অবিত্যেতি ছেদঃ সত্যং তে জগৎকৰ্ত্তারঃ পরন্তু তে দেবব্রাহ্মণপত্তিগন্ত এব ।

সংসারের সমস্ত লোকই আপনাকে পূজা করিয়া থাকে । আপনি বিপদে রক্ষা করিতে  
 সম্পূর্ণ সমর্থ সূতরাং আমাদিগকে কৃপাপাত্র বিবেচনা করিয়া এই উপস্থিত বিপদ হইতে  
 রক্ষা করুন ॥ ৩১ ॥ আপনি বাণপাত, মুষ্টি প্রহার, শূল, খড়্গ, শক্তি, দণ্ড বা অন্ত্রাণ্ড শস্ত্রের  
 প্রহার ব্যতীত অনায়াসেই ইচ্ছামত রিপু সংহার করিতে পারেন, তথাপি কেবল বিনোদ ও  
 লোক সকলের উপকারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধাদি দ্বারা লীলা করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥  
 জনন মরণাদি পরিণাম বশত মুঢ় লোকেরাও জানে যে এই জগৎ নিত্য নহে, কারণ  
 ব্যতীত কখন কার্য্য হইতে পারে না ইহাও তাহারা অবগত আছে ; অতএব আপনিই এই  
 বিশ্বসংসারের কারণ, আমরা অহুমান প্রমাণ দ্বারা বুঝাই কল্পনা করিয়া থাকি ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মা

ত্রিভিঃ পুরাধিতা দেবি ! দত্তা  
 ত্বয়া শক্তিরূপা চ তেভ্যঃ সমগ্রা ।  
 ত্বয়া সংযুতাস্তে প্রকুবন্তি কামঃ  
 জগৎপালনোৎপত্তিসংহারমেব ॥ ৩৫ ॥  
 তে কিং ন মন্দমতয়ো যতয়ো বিমূঢ়া-  
 স্থাং যেন বিশ্বজননীং সমুপাশ্রয়ন্তি ।  
 বিদ্যাং পরাং সকলকামফলপ্রদাং তাং  
 মুক্তিপ্রদাং বিবুধবৃন্দস্বন্দিতাজিহ্মু ॥ ৩৬ ॥  
 যে বৈষ্ণবাঃ পাশুপতাশ্চ সৌরা  
 দস্তান্ত এব প্রতিভাস্তি নুনম্ ।  
 ধ্যায়ন্তি ন ত্বাং কমলাঞ্চ লজ্জাং  
 কান্তিং স্থিতিং কীর্তিমথাপি পুষ্টিম্ ॥ ৩৭ ॥

তথা চ তেষামপি কার্যভাভ্যাপি কারণাপেক্ষায়াঃ ত্রয়মেব সৰ্ব্বকারণং পর্যাবশ্যসীতি ভাবঃ ।  
 তথা চ শ্রুতির্মৈত্রায়ণীয়াণাম্ তমো বা ইদমেবাসতৎপরে স্তাস্তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং  
 প্রয়াতি বদেতদ্রজ ইত্যারভ্য ব্রহ্মাদীনাং মায়াবিশিষ্টবুদ্ধিগণ এবোৎপত্তিঃ প্রতি-  
 পাদিতেতি ॥ ৩৪ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি ত্রিভিঃ প্রতি ॥ ৩৫ ॥

ইখং বা ত্বং সৰ্ব্বেশ্বরী ত্বাং যে ন ভজন্তি তে মূঢ়া এবত্যাহ তে কিং নেতি । যতঃস্তু-  
 হপীত্যর্থঃ । তথা যে বৈষ্ণবাদ্যাস্তেহপি দস্তা দান্তিকা এব মূঢ়া এবত্যাহ যে বৈষ্ণবা  
 ইতি ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও মহাদেব সংহারকর্তা বলিয়া পুরাণে প্রসিদ্ধ ; আপনি এই  
 তিন জনকে যুগাদিতে প্রসব করিয়াছেন, অতএব সেই কারণেই আপনি সকলেরই  
 জননী সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥ দেবি ! পূর্বে এই তিন দেবতাই আপনার আরাধনা করেন,  
 তখন আপনি প্রসঙ্গ হইয়া সমস্ত উৎকৃষ্ট শক্তি তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন ;  
 তাহারা আপনার শক্তি সংযুক্ত হইয়াই সূচাক্রমে জগতের সৃষ্টি পালন ও সংহার করিতে-  
 ছেন ॥ ৩৫ ॥ দেববৃন্দ বাহ্য চরণ বন্দনা করেন, বাহ্য অর্চনা করিলে সকল অতীষ্ট  
 ফললাভ হয়, বাহ্য সেই মুক্তিদাত্রী বিশ্বজননী চিৎস্বরূপিনীর অর্চনা করে না, তাহারা  
 যত্ন হইলেও কি মন্দমতি মূঢ় নহে ? ॥ ৩৬ ॥ বাহ্য কামলা, লজ্জা, কান্তি, স্থিতি, কীর্তি,  
 পুষ্টি স্বরূপা আপনাকে ধ্যান করেন না, সেই সৌর, পাশুপত ও বৈষ্ণব সকল নিশ্চয়ই  
 দান্তিক বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ জননি ! অনুরবর্গ ও হরি হর প্রভৃতি প্রধান

হরিহরাদিভিরপ্যথ সেবিতা  
 ত্বমিহ দেববরৈরমৃত্যুরৈস্তথা ।  
 ভুবি ভজন্তি ন যেহন্নধিয়ো নরা  
 জননি ! তে বিধিনা খলু বঞ্চিতাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 জলধিজাপদপঙ্কজরঞ্জনং  
 জতুরসেন করোতি হরিঃ স্বয়ম্ ।  
 ত্রিনয়নোহপি ধরাধরজাজ্জি-প-  
 ঞ্জপরাগনিষেবণতৎপরঃ ॥ ৩৯ ॥  
 কিমপরম্ নরম্ কথানকৈ-  
 স্তব পদাজ্জয়গং ন ভজন্তি কে ।  
 বিগতরাগগৃহাশ্চ দয়াং ক্ষমাং  
 কৃতধিয়ো মুনয়োহপি ভজন্তি তে ॥ ৪০ ॥  
 দেবি ! ত্বদজ্জিভজনে ন জনা রতা যে  
 সংসারকূপপতিতাঃ পতিতাঃ কিলামী ।  
 তে কুষ্ঠগুণ্মশির-আধিযুতা ভবন্তি  
 দারিদ্র্যদৈন্ত্র্যসহিতা রহিতাঃ স্তখৌঘৈঃ ॥ ৪১ ॥

নহু কিমিতি তে মূঢ়া ইতি চেত্তে বৈষ্ণবাদ্যা যান্ বিষ্ণাদিদেবান্ ভজন্তি তে দেবা  
 অপি যাং দেবতাং পরাশক্তিং ভজন্তি তামভজন্তস্তে কথং ন মূঢ়া ইত্যাহ । হরিহরাদিভির-  
 পীতি । ন হি রাজসেবকসেবনকর্তা রাজানং ভজতি মুখ্যত্বেন । ন তে কেবলং মূঢ়া অপি  
 তু বিধিনা বঞ্চিতা অপীত্যাহ বিধিনেতি ॥ ৩৮ ॥

কথং হরিহরাদয়ো ভজন্তীতি তৎস্বরূপমাহ জলধিজৈতি । জলধিজা রমা । জতু লাক্ষা  
 স্পষ্টমন্ত্রঃ ॥ ৩৯ ॥

এতাদৃশা বুদ্ধাদয়ো মহাস্তোহপি যদা ত্বাং ভজন্তি তদা পরম্ কা কথেন্যাহ কিমপরম্  
 নরম্ভেতি । যে ত্যক্তৈষণা জ্ঞানিনস্তেহপি ত্বদংশভূতাং দয়াং ক্ষমাং ভজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

প্রধান দেবগণও ইহলোকে আপনার সেবা করেন ; অতএব, যে সকল সামান্য-বুদ্ধি মানব  
 ভূতলে আপনার অর্চনা করে না, বিধাতা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥  
 দেবি ! হরি জতুরস দ্বারা কমলার চরণকমল স্বয়ং রঞ্জিত করেন, ত্রিলোচনও পার্শ্বতীর চরণ-  
 কমলের পরাগ সেবন করিতে একান্ত উৎসুক ; কমলা ও পার্শ্বতী আপনার অংশ মাত্র,  
 স্তবরাং ইহাদের সেবা করিলে আপনারই সেবা হইয়া থাকে । অস্ত্র অস্ত্র নরের কথা দূরে  
 থাকুক যাহারা সদস্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন এবং বাহারা বিষয়াশ্রয়  
 ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাদৃশ মুনিগণও আপনার অংশরূপা ক্ষমা ও দয়ার সেবা



যে কাষ্ঠভারবহনে যবমাবহারে  
 কার্যে ভবন্তি নিপুণা ধনদারহীনাঃ ।  
 জানীমহেহ্নমতিভির্ভবদজি স্বেবা  
 পূর্বে ভবে জননি ! তৈর্ন কৃত্য কদাপি ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা সুরৈঃ সর্বৈরশ্বিকা করুণাশ্রিতা ।  
 প্রাহুর্ভুব তরসা রূপমৌবনসংযুতা ॥ ৪৩ ॥  
 দিব্যাস্বরধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা ।  
 দিব্যমাল্যসমায়ুক্তা দিব্যচন্দনচর্চিতা ॥ ৪৪ ॥  
 জগন্মোহনলাবণ্যা সর্বলক্ষণলক্ষিতা ।  
 অদ্বিতীয়স্বরূপা সা দেবানাং দর্শনং গতা ॥ ৪৫ ॥  
 জাহ্নব্যাং স্নাতুকামা সা নির্গতা গিরিগহ্বরাত্ ।  
 দিব্যরূপধরা দেবী বিশ্বমোহনমোহিনী ॥ ৪৬ ॥  
 দেবান্ স্তুতিপরানাহ মেঘগন্তীরয়া গিরা ।  
 প্রেমপূর্ব্বং শ্রিতং কৃত্বা কোকিলামঞ্জুবাদিনী ॥ ৪৭ ॥

যে স্থাং ন ভজন্তি তেষাং গতিরীদৃশী ভবতীত্যাহ দেবি । তদজ্ঞীতি । ভজনে ন রতা  
 ইত্যশ্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥

যবসং তৃণং তস্তাবহারৌ ভরণম্ । স্পষ্টমন্ত্ৰং ॥ ৪২—৪৬ ॥

করিতেছেন ; অতএব, আপনার চরণ-সরোজের কে না সেবা করিয়া থাকে ? ॥৩৯—৪০॥  
 দেবি ! যে সকল মনুষ্য আপনার চরণকমল-সেবার অনুরক্ত নহে, তাহারা সুখপরম্পরায়  
 বঞ্চিত হইয়া সংসাররূপ ঘোরতর কূপে নিপতিত হয় ; অধিক কি সেই পতিত মানবেরা  
 কুষ্ঠ, গুল্ম, শিরঃপীড়া দৈন্ত দারিদ্র্য প্রভৃতি মহাক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ জননি !  
 যে সকল লোক ধন ও বনিতাবিহীন হইয়া কাষ্ঠ ভার বহন, তৃণাহরণ প্রভৃতি কার্যে  
 নৈপুণ্য প্রকাশ করে সেই অন্নবুদ্ধি মানবেরা পূর্ব্ব জন্মে কখনই আপনার পদপঙ্কজের সেবা  
 করে নাই, ইহা আমরা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিতেছি ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সমস্ত সুরগণ এইরূপ স্তুত করিবামাত্র রূপমৌবনসম্পন্ন  
 অশ্বিকা দেবী করুণাবশত তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ সেই অলৌকিক  
 রূপ লাবণ্যবতী সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন জগবতী দিব্য বস্ত্র ভূষণ মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা  
 বিভূষিত হইয়া দেবগণের দর্শনপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ বিশ্ব-বিমোহন কন্দর্পও  
 যাহাতে মোহিত হন, ঈদৃশ মনোহর দিব্যরূপ-ধারণ করিয়া দেবী গঙ্গায় স্নান করিবার

দেবুবাচ ।

ভো ভো সুরবরাঃ কাত্র ভবন্তিঃ স্তূয়তে ভূশম্ ।

কিমর্থং ব্রুত বঃ কার্য্যং চিন্তাবিক্টাঃ কুতঃ পুনঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা ভাবিতং তস্যা মোহিতা রূপসম্পদা ।

প্রেমপূৰ্ব্বং হৃদুৎসাহাস্তামুচুঃ সুরসন্তমাঃ ॥ ৪৯ ॥

দেবা উচুঃ ।

দেবি ! স্তম্ভাং বিশ্বেশি ! প্রণতাঃ স্ম কৃপার্ণবে ! ।

পাহি নঃ সৰ্ব্বদুঃখেভ্যো সংবিগ্নাদৈত্যাতিপিতান্ ॥ ৫০ ॥

পুরা ত্বয়া মহাদেবি ! নিহত্যাশুরকণ্টকম্ ।

মহিষং নো বরো দত্তঃ স্মৰ্তব্যাহং সদাপদি ॥ ৫১ ॥

স্মরণাদৈত্যজাং পীড়াং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ।

তেন ত্বং সংস্বতা দেবি ! নুনমস্মাভিরিত্যপি ॥ ৫২ ॥

অদ্য শুভ্তনিশুভ্তৌ দ্বাবশুরৌ ঘোরদর্শনৌ ।

উৎপন্নৌ বিব্রকর্তারাবহনৌ পুরুষৈঃ কিল ॥ ৫৩ ॥

( প্রাহৃত্বাভাদ্যানস্তরং দেবীকৃত্যমাহ দেবানিতি ॥ ৪৭—৫৩ ॥

বাসনায় গিরিগহ্বর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪৬ ॥ কোকিলের জ্বায় মধুরভাষিণী সেই দেবী প্রীতিসহকারে ঈষৎ হাস্য করিয়া মেঘের জ্বায় গম্ভীর স্বরে স্তুতিপরায়ণ দেবগণকে বলিলেন ॥ ৪৭ ॥ হে সুরসন্তমগণ ! তোমরা নিরস্তর এখানে কাহার স্তব করিতেছ ? তোমাদের প্রয়োজ্যমই বা কি ? তোমরা একরূপ চিন্তাকুলই বা কেন ? এক্ষণে এই সমুদয় সবিস্তার প্রকাশ করিয়া আমাকে বল ॥ ৪৮ ॥ মহারাজ ! সুরগণ প্রথমে তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন, পরে স্বলীয়া মধুর বাক্য শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া প্রীতিপূৰ্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

দেবি ! আপনি এই বিশ্বসংসারের ঈশ্বরী বিশেষত কৃপার সাগর, অতএব আপনাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতেছি, দেবি ! আমরা দৈত্যগণের উপদ্রবে তাপিত হইয়া অতিশয় ভীত হইয়াছি, অতএব আপনি আগাদিগকে সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫০ ॥ ভগবতি ! আপনি পূৰ্বে অখিলের কণ্টক স্বরূপ মহিষাশুরকে নিহত করিয়া আগাদিগকে বর দিয়াছেন যে, আপদকাল উপস্থিত হইলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিও ॥ ৫১ ॥ স্মরণ করিলামাত্র আমি তোমাদের দৈত্যকৃত সমস্ত ক্লেশ বিনাশ করিব, তাহাতে সংশয় নাই ; দেবি ! আমরা সেই কারণেই এক্ষণে আপনাকে স্মরণ করিয়াছি ॥ ৫২ ॥ অধুনা শুভ

রক্তবীজশ্চ বলবাংশ্চণ্ডমুণ্ডৌ তথাসুরৌ ।

এতৈরন্যৈশ্চ দেবানাং হৃতং রাজ্যং মহাবলৈঃ ॥ ৫৪ ॥

গতিরন্যা ন চাস্মাকিং ত্রমেবাসি মহাবলে ! ।

কুরু কার্য্যং সুরাণাং বৈ দুঃখিতানাং স্তমধ্যমে ! ॥ ৫৫ ॥

দেবাস্তদজিহ্ণু ভজনে নিরতাঃ সদৈব

তে দানবৈরতিবলৈর্বিপদং স্তনীতাঃ ।

তান্ দেবি ! দুঃখরহিতান্ কুরু ভক্তিয়ুক্তান্ ।

মাতস্তমেব শরণং ভব দুঃখিতানাম্ ॥ ৫৬ ॥

সকলভুবনরক্ষা দেবি ! কার্য্য্য ত্রয়াদ্যঃ

স্বকৃতমিতি বিদিত্বা বিশ্বমেতদ্ যুগাদৌ ।

জননি ! জগতি পীড়াং দানবা দর্পযুক্তাঃ

স্ববলমদসমেতাস্তে প্রকুর্বন্তি মাতঃ ! ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
দেবীস্তুতিবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ন কেবলং শুভনিশ্চিন্তা অপিতু অগ্রেহপি সমীচ্যত আহ রক্তবীজ ইতি ॥ ৫৪-৫৭ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ও নিশ্চিন্ত নামে ঘোরদর্শন অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইয়া বিষম উপদ্রব করিতেছে, কিন্তু ঐ অসুরদ্বয় পুরুষের নিতান্তই অবধ্য ॥ ৫৩ ॥ বলবান্ রক্তবীজ এবং চণ্ড মুণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র অসুরগণও মিলিত হইয়া দেবগণের সমস্ত রাজ্য হরণ করিয়াছে ॥ ৫৪ ॥ আপনিই আমাদের একমাত্র গতি, আপনি ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই; অতএব, স্তমধ্যমে ! আপনি এই একান্ত সম্ভাপিত দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করুন ॥ ৫৫ ॥ দেবি ! আপনার চরণকমলের সেবার দেবগণ নিরন্তর নিরন্তর রহিয়াছে, তথাপি অতি বলবান্ দানবেরা তাহাদিগকেই বিপদে পাতিত করিতেছে; মাতঃ ! আপনি দুঃখিতদিগের রক্ষাকর্ত্তা, অতএব ভক্তিপরায়ণ দেবগণকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫৬ ॥ জননি ! দানবগণ স্বীয় বলমদে গর্ভিত হইয়া জগতীতলে নানা উপদ্রব করিতেছে, আপনি যুগাদি সময়ে এই বিশ্ব সংসারের স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা বিদিত হইয়া এক্ষণে সকল ভুবনের রক্ষা কর; আপনার একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবগণকর্ত্তক দেবীর স্তুতিবর্ণন

নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



# ত্রয়োবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

৩৩০

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী দেবৈঃ শক্রনিপীড়িতৈঃ ।

স্বশরীরাৎ পরং রূপং প্রাদুর্ভূতং চকার হ ॥ ১ ॥

পার্কত্যাস্তু শরীরাদ্বে নিঃস্বতা চান্বিকা যদা ।

কৌশিকীতি সমন্তেষু ততো লোকেষু পঠ্যতে ॥ ২ ॥

নিঃস্বতায়াস্তু তস্তাঃ সা পার্কতী তনুব্যত্যাৎ ।

কৃষ্ণরূপাথ সঞ্জাতা কালিকা সা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩ ॥

মসৌবর্ণা মহাঘোরা দৈত্যানাং ভয়বন্ধিনী ।

কালরাত্রীতি সা প্রোক্তা সৰ্বকামফলপ্রদা ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ বটবটিল্লোকৈরথ হরৈঃ স্তুতা ।

কৌশিকীতি গিরৌ তত্র প্রাদুর্ভূতেতি চোচ্যতে ॥

দেববাচ্যপ্রবণোত্তরং পার্কতী বৎ কৃত্যং চকার তদাহ এবং স্তুতেতি ॥ ১ ॥

কৌশিকীতি । কোশাগ্নিগতা কৌশিকী । তদুক্তম্ । শরীরকোশাদ্যন্তস্তাঃ পার্কত্যা নিঃস্বতান্বিকা । কৌশিকীতি সমন্তেষু ততো লোকেষু গীষত ইতি । পৃষোদরাদিত্যাৎ সাধুতম্ । তদুক্তং বৈকৃতিকরহস্তে । গৌরীদেহসমুদ্ভূতা বা সত্বেকগুণাপ্ররা । সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুভাস্বরনিবহিণী । দধৌ চাষ্টভূজা বাণমুসলে শূলচক্রভৃৎ । শঙ্খঃ ঘণ্টাঃ লাজলক্ষ্য কার্ম্মকং বসুধাধিপ ! । এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সৰ্বজ্ঞঃ প্রযচ্ছতীতি ॥ ২ ॥

নিঃস্বতায়ামিতি । পার্কত্যাস্তুতনুব্যত্যাচ্ছরীরপরিণামাৎ তস্তাঃ কৌশিক্যাং নিঃস্বত্যাং নির্গত্যাং সত্যং সা সৈব পার্কতী অণানন্তরং কৃষ্ণরূপা সঞ্জাতা তদা সা কৃষ্ণবর্ণত্যাং কালিকেতি প্রকীৰ্ত্তিতেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তস্তা ধ্যানমাহ মসৌবর্ণেতি । ইয়মেব কালরাত্রিরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শক্রসস্তাপিত সুরগণ এইরূপ স্তুত করিলে পর দেবী স্বীয় শরীর হইতে এক পরম রূপের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১ ॥ অন্ধিকা দেবী পার্কতীর শরীর কোশ হইতে নিঃস্বত হইলেন বলিয়া সমস্ত লোকে কৌশিকী বলিয়া ধ্যানি লাভ করিলেন ॥ ২ ॥ পার্কতীশরীর হইতে কৌশিকী নিঃস্বত হইলে সেই পার্কতী শরীরের পরিণাম বশত কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকা নামে অভিহিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তাহার সেই ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি দর্শন করিলে দৈত্যগণেরও ভয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে । রাজন্ ! এই দেবীই ইহ ভুবনে সৰ্ব-

অম্বিকায়াঃ পরং রূপং বিররাজ মনোহরম্ ।

সর্বভূষণসংযুক্তং লাবণ্যগুণসংযুতম্ ॥ ৫ ॥

ততোহম্বিকা তদা দেবানিভ্যুবাচ হ সন্মিতা ।

তিষ্ঠন্তু নির্ভয়া যুয়ং হনিষ্যামি রিপুনিহ ॥ ৬ ॥

কার্যং বঃ সর্বথা কার্যং বিহরিষ্যাম্যহং রণে ।

নিশুস্তাদীন্ বধিষ্যামি যুগ্মাকং স্তথহেতবে ॥ ৭ ॥

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী সিংহারুঢ়া মদোৎকটা ।

কালিকাং পার্শ্বতঃ কুত্বা জগাম নগরে রিপোঃ ॥ ৮ ॥

সা গত্বোপবনে তস্মাবম্বিকা কালিকাম্বিতা ।

জগাবথ কলং তত্র জগন্মোহনমোহনম্ ॥ ৯ ॥

শ্রেষ্ঠা তন্মধুরং গানং মোহমীযুঃ খগা যুগাঃ ।

মুদঞ্চ পরমাং প্রাপুরমরা গগনে স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥

তস্মিন্নবসরে তত্র দানবৌ শুস্তসেবকৌ ।

চণ্ডমুণ্ডাভিধৌ ঘোরৌ রমনাণৌ যদৃচ্ছয়া ॥ ১১ ॥

অম্বিকায়া ইতি । যন্তাঃ শরীরাৎ কোশিকুৎপরা তন্তাঃ পার্শ্বত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ততোহম্বিকা পার্শ্বতীত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

কালিকাং শ্বশরীরান্নির্গতাং কোশিকৌমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মনোরথ-পূর্ণকারিণী কালরাত্রি নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৪ ॥ তখন অম্বিকার নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত সেই মনোহর লাবণ্যময় রূপ সুশোভিত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥ অনন্তর, অম্বিকা দেবী ঈষৎ হাস্ত করিয়া দেবগণকে বলিলেন, তোমরা নির্ভর হইয়া অবস্থান কর, আমি তোমাদিগের শত্রুগণকে এখনই সংহার করিব ॥ ৬ ॥ তোমাদের কার্য সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্তব্য, অতএব তোমাদিগের সুখ সাধনের নিমিত্ত সমরাজ্ঞে অবতীর্ণ হইয়া নিশুস্ত প্রভৃতি অসুরগণকে বধ করিব সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

দেবী ভগবতী! এই কথা বলিয়া মদগর্বে উদ্ধত হইয়া সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক কালিকাকে সঙ্গে লইয়া দেবশত্রু শুস্তের নগরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮ ॥ অম্বিকা কালিকা-সমভিব্যাহারে সেই নগরের উপবনে গমন করিয়া জগতের মোহকর কন্দর্প ও যাহা শ্রবণ করিলে মোহিত হইলেন এমন মনোহর মধুর স্বরে গান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ অধিক কি, সেই মধুর গান শ্রবণ করিয়া পশুপক্ষিগণও মোহিত হইল; তখন দেবগণ গগনমণ্ডলে থাকিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

ইত্যবসরে শুস্তের অগুচর চণ্ডমুণ্ড নামক ভয়ঙ্কর অসুর ঝড় ক্রীড়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আগমন করিয়া দেখিল যে, সেই মনোহর রূপবতী অম্বিকা দেবী

আগতো দদৃশাতে তু তাং তদা দিব্যরূপিণীম্ ।  
 অম্বিকাং গানসংযুক্তাং কালিকাং পুরতঃ স্থিতাম্ ॥ ১২ ॥  
 দৃষ্ট্বা তাং দিব্যরূপাঞ্চ দানবৌ বিশ্বাস্বিতৌ ।  
 জগদুস্তরসা পার্শ্বং শুভুস্ত নৃপসত্তম ! ॥ ১৩ ॥  
 তৌ গহ্বা তং সমাসীনং দৈত্যানাংধিপং গৃহে ।  
 উচতুর্মধুরাং বাণীং প্রণম্য শিরসা নৃপম্ ॥ ১৪ ॥  
 রাজন্ ! হিমালয়াং কামং কামিনী কামমোহিনী ।  
 সম্প্রাপ্তা সিংহমারুতা সৰ্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৫ ॥  
 নেদৃশী দেবলোকেহস্তি ন গন্ধৰ্বপুরে তথা ।  
 ন দৃষ্টা ন শ্রুতা কাপি পৃথিব্যাং প্রমদোত্তমা ॥ ১৬ ॥  
 গানঞ্চ তাদৃশং রাজন্ ! করোতি জনরঞ্জনম্ ।  
 মৃগাস্তিষ্ঠস্তি তৎপার্শ্বে মধুরস্বরমোহিতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 জায়তাং কস্ত পুত্ৰীয়ং কিমর্থমিহ চাগতা ।  
 গৃহতাং রাজশাদূল ! তব যোগ্যাস্তি কামিনী ॥ ১৮ ॥  
 জাহ্নানয় গৃহে ভার্য্যাং কুরু কল্যাণলোচনাম্ ।  
 নিশ্চিতং নাস্তি সংসারে নারী ভ্বেবংবিধা কিল ॥ ১৯ ॥

জগন্মোহনস্ত কামস্তাপি মোহনং মোহকারকম্ । কলং মধুরং জগৌ ॥ ১২—১৮ ॥

গান করিতেছেন, আর কালিকা দেবী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন ॥ ১১—১২ ॥  
 নৃপসত্তম ! চণ্ডমুণ্ড ভগবতীর সেই অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিন্মিত হইয়া অবিলম্বে  
 শুভের সমীপে গমন করিল ॥ ১৩ ॥ তাহারা গৃহমধ্যে সমাসীন দৈত্যপতির নিকটে গমন  
 করিয়া অবনত মস্তকে তাহাকে প্রণাম করিয়া মধুর বাক্য বলিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥  
 রাজন্ ! হিমালয় হইতে যদৃচ্ছাক্রমে এক কামিনী সিংহে আরোহণ করিয়া এই স্থানে  
 আসিয়াছেন, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সমস্ত সুলক্ষণে বিরাজমান, এমন কি সেই রূপ  
 দর্শনে কামও বিমোহিত হইলেন ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! এমন সুন্দরী রমণী দেবলোকে, গন্ধৰ্ব  
 লোকে অথবা ভুলোকে বিদ্যমান নাই ; এরূপ প্রমদা আমরা কোথাও দেখি নাই এবং  
 কুত্রাপি শুনিও নাই ॥ ১৬ ॥ মহারাজ ! সেই রমণী এরূপ লোকরঞ্জন মনোহর সঙ্গীত  
 করিতেছে যে, মৃগ সকলও সেই মধুর স্বরে বিমোহিত হইয়া তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহি-  
 য়াছে ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! এই রমণী আপনার যোগ্য। অতএব এই কামিনী তাহার কস্তা,  
 কি কারণেই বা এখানে আসিয়াছে, অগ্রে ইহা বিদিত হইয়া পরে ইহাকে গ্রহণ করুন ॥ ১৮ ॥  
 আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, এরূপ রূপবতী নারী সংসারে আর কেহই নাই ; অতএব,



দেবানাং সৰ্ব্বরত্নানি গৃহীতানি ত্বয়া নৃপ ! ।

কস্মিন্নেমাং বরারোহাং প্রগৃহ্ণাসি নৃপোত্তম ! ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রশ্চৈরাবতঃ শ্রীমান্ পারিজাততরুস্তথা ।

গৃহীতোহশ্বঃ সপ্তমুখস্ত্বয়া নৃপ ! বলাৎ কিল ॥ ২১ ॥

বিমানং বৈধসং দিব্যং মরালধ্বজসংযুতম্ ।

ত্বয়াক্তং রত্নভূতং তদ্বলেন নৃপ ! চাভূতম্ ॥ ২২ ॥

কুবেরস্য নিধিঃ পদ্মস্ত্বয়া রাজন্ ! সমাহৃতঃ ।

ছত্রং জলপতেঃ শুভ্রং গৃহীতং ত্বয়া বলাৎ ॥ ২৩ ॥

পাশশ্চাপি নিশুন্তেন ভ্রাতা তব নৃপোত্তম ! ।

গৃহীতোহস্তি হঠাৎ কামং বরুণস্য জিতস্য চ ॥ ২৪ ॥

অগ্নানপক্ৰজাং তুভ্যং মালাং জলনিধির্দদৌ ।

ভয়াত্তব মহারাজ ! রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২৫ ॥

মৃত্যোঃ শক্তিৰ্যমশ্চাপি দণ্ডঃ পরমদারুণঃ ।

ত্বয়া জিত্বা হতঃ কামং কিমশ্চদ্বর্ণ্যতে নৃপ ! ॥ ২৬ ॥

কামধেনুর্গৃহীতাদ্য বর্ততে সাগরোদ্ভবা ।

মেনকাদ্যা বশে রাজংস্তব তিষ্ঠন্তি চাপ্সরাঃ ॥ ২৭ ॥

সংসারে নিশ্চিতং নাস্তীত্যবয়ঃ ॥ ১৯—২১ ॥

বৈধসং বরুণঃ সম্বন্ধীত্যর্থঃ । মরালো হংসঃ । ত্বয়া আক্তং গৃহীতমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৭ ॥

আপনি সেই সুলোচনাকে গৃহে আনয়ন করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করুন ॥ ১৯ ॥ নরপাল ! আপনি দেবভাগ্যের সমস্ত রত্নই গ্রহণ করিয়াছেন, তবে কি কারণে এই রমণীয়ত্ব গ্রহণ করিতেছেন না ? ॥ ২০ ॥ রাজন্ ! আপনি ইন্দ্রের পরম সুন্দর ঐরাবত হস্তী, পারিজাত তরু, সপ্তাশ্ব উচ্চৈশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি রত্ন সকল বলপূৰ্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ নৃপবর ! মরালধ্বজ-চিহ্নিত বিধাতার রত্নস্বরূপ দিব্য বিমান আপনি বলপূৰ্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ কুবেরের পদ্মনিধি ও জলপতি বরুণের শুভ্র ছত্র আপনি বলসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ নৃপোত্তম ! বরুণ বিজিত হইলে আপনার ভ্রাতা নিশুন্ত বলপূৰ্ব্বক তাহার পাশাক্ত গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! সমুদ্র ভয়বশত আপনাকে নানাবিধ রত্ন এবং বাহার কমল কখনও জ্ঞান হয় না তাদৃশ কমলমালা প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥ নৃপবর ! অধিক আর কি বলিব আপনি মৃত্যুকে জয় করিয়া তাহার শক্তি এবং যমকে পরাজয় করিয়া তাহার সেই নিদারুণ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ রাজন্ ! যে কামধেনু সাগর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, আপনি তাহাকে আনিয়াছেন ; সেই কামধেনু

এবং সৰ্বানি রত্নানি ত্রয়াস্তানি বলাদপি ।

কস্মিন্ন গৃহতে কাস্তারত্নমেবা বরাঙ্গনা ॥ ২৮ ॥

সৰ্বানি তে গৃহস্থানি রত্নানি বিশদাশ্চথ ।

অনয়া সন্তুবিষ্যন্তি রত্নভূতানি ভূপতে ! ॥ ২৯ ॥

ত্রিষু লোকেষু দৈত্যৈশ্চ ! নেদৃশী বৰ্ভতে প্রিয়া ।

তস্মাত্তামানয়াশু হুং কুরু ভার্য্যাং মনোহরাম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা তয়োৰ্বাক্যং মধুরং মধুরাক্ষরম্ ।

প্রসন্নবদনঃ প্রাহ স্ত্রীংসং সন্নিধৌ স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥

গচ্ছ স্ত্রীংস ! দূতত্বং কুরু কার্য্যং বিচক্ষণ ! ।

বক্তব্যঞ্চ তথা তত্র যথাভ্যেতি কৃশোদরী ॥ ৩২ ॥

উপায়ৌ হৌ প্রযোক্তব্যৌ কাস্তাশ্চ স্ত্রীবিচক্ষণৈঃ ।

সামদানাবিতি প্রাহঃ শৃঙ্গাররসকোবিদাঃ ॥ ৩৩ ॥

ভেদে প্রযুক্ত্যমানেহপি রসাতাসস্ত জায়তে ।

নিগ্রহে রসভঙ্গঃ স্মাত্তস্মাত্তৌ দূষিতৌ বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ত্রয়াস্তানি ত্রয়া গৃহীতানি । কাস্তারত্নং স্ত্রীরত্নম্ ॥ ২৮—৩০ ॥

অদ্যাপি আপনার নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে ; অধিক কি, মেনুকা প্রভৃতি অঙ্গরাগণও আপনার বশীভূত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥ এইরূপে আপনি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সমস্ত রত্নই আহরণ করিয়াছেন । এই বরাঙ্গনা ও রমণীরত্ন অতএব ইহাকে কি নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছেন না ? ॥ ২৮ ॥ ভূপতে ! আপনার গৃহে যে সকল রত্ন আছে, তাহারা এই রমণীরত্ন দ্বারা বিশদ হইয়া যথার্থ রত্নস্বরূপতা লাভ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ হে দৈত্যৈশ্চ ! ত্রিলোক মধ্যে এমন প্রিয়তমা ললনা আর নাই অতএব আপনি এই মনোহরা রমণীকে সত্ত্বর আনয়ন করিয়া তাহাকে উপভোগ করুন ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যাধিরাজ শুভ চণ্ডমুণ্ডের এইরূপ কোমলাক্ষর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থিত স্ত্রীংসকে বলিল, স্ত্রীংস ! তুমি সকল কার্য্যে বিচক্ষণ, অতএব এক্ষণে আমার দৌত্যকার্য্য সম্পাদন কর । যাহাতে সেই কৃশোদরী আমার নিকট আগমন করে, তুমি তাহার নিকট সেইরূপেই বাক্য বিস্তার করিবে ॥ ৩১—৩২ ॥ শৃঙ্গাররসে বিচক্ষণ স্ত্রীংস কহিয়া থাকেন যে, কামিনীগণের নিকট সাম ও দান এই উভয়বিধ উপায় প্রয়োগ করাই কর্তব্য ॥ ৩৩ ॥ কারণ, ভেদ প্রয়োগ করিলে অবশ্য কপটতার প্রয়োজন হয়, স্ত্রীংস কপট ব্যবহারে রসাতাস হয় এবং নিগ্রহ করিলে রসভঙ্গ হয়, অতএব পণ্ডিতগণ এই দুই

সামদানমুথৈর্বাক্যৈঃ স্তম্ভৈর্নন্দনমুতৈস্তথা ।

কা ন যাতি বশে দূত ! কামিনী কামপীড়িতা ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সুগ্রীবস্তু বচঃ শ্রুত্বা শুভোক্তং সুপ্রিয়ং পটু ।

জগাম তরসা তত্র যত্রাস্তে জগদম্বিকা ॥ ৩৬ ॥

সোহপশ্যৎ সুমুখীং কাস্তাং সিংহস্তোপরি সংস্থিতাম্ ।

প্রণম্য মধুরং বাক্যমুবাচ জগদম্বিকাম্ ॥ ৩৭ ॥

দূত উবাচ ।

বরোরু ! ত্রিদশারাতিঃ শুভঃ সর্বানন্দসুন্দরঃ ।

ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুরঃ সর্বজিজ্ঞাজতে নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥

তেনাহং প্রেষিতঃ কামঃ ক্রংসকাশং মহাত্মনা ।

ত্বদ্রূপশ্রবণাসক্তচিত্তেনাতিবিদূয়তা ॥ ৩৯ ॥

বচনং তস্মৈ তদ্বদ্বি ! শৃণু প্রেমপুরঃসরম্ ।

প্রণিপত্য যথা প্রাহ দৈত্যানাং মধিপত্নয়ি ॥ ৪০ ॥

দেবা ময়া জিতাঃ সর্বৈ ত্রৈলোক্যাধিপতিস্বহম্ ।

যজ্ঞভাগানহং কাস্তে ! গৃহ্মামীহ স্থিতঃ সদা ॥ ৪১ ॥

রসভাসঃ । ভেদে কপটশ্রাবস্তং জারমানহাৎ কপটং বিনা তেদাসক্তবাৎ সতি তন্নিহ্ন  
কপটে রসভাস এব ভবতীত্যর্থঃ । নিগ্রহে দণ্ডে ॥ ৩৪—৪৩ ॥

উপায়কেই দ্বিভ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥ দূতবর ! সাম ও দান সমন্বিত  
মধুর-বাক্য প্রয়োগ করিলে কোন্ কামিনী কামবাণে পরিপীড়িতা হইয়া বশীভূত না  
হইয়া থাকে ? ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সুগ্রীর শুভের চাতুর্ধ্যময় মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে  
জগন্মাতা অম্বিকার সরিধানে প্রস্থান করিল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, সে সিংহবাহিনী সুবদনা  
কাস্তা জগদম্বিকাকে অবলোকন করিয়া প্রণতি পূর্বক মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥  
সুন্দরি ! মহারাজ সুরশত্রু শুভ সর্বানন্দসুন্দর ও বীরপুরুষ ; সেই নরপাল সকলকে পরাজয়  
করত ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥  
সেই মহাত্মা আপনার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতি সান্তিপর আসক্ত  
হইয়াছেন সুতরাং তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপনার নিকটে স্বাভিলাষ প্রকাশ করি-  
বার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ কৃশাদি ! সেই দৈত্যপতি প্রণত হইয়া  
আপনাকে বাহা বলিয়াছেন, আপনি তাঁহার সেই প্রেমময় বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৪০ ॥



হৃতসারা কৃত্য নুনং দ্যৌর্ময়া রত্নবর্জিতা ।

যানি রত্নানি দেবানাং তানি চাহতবানহম্ ॥ ৪২ ॥

ভোক্তাহং সর্বরত্নানাং ত্রিষু লোকেষু ভামিনি ! ।

বশানুগাঃ সুরাঃ সর্বৈ মম দৈত্যাশ্চ মানবাঃ ॥ ৪৩ ॥

হৃদগুণৈঃ কর্ণমাগত্য প্রবিশ্য হৃদয়াস্তরম্ ।

হৃদধীনঃ কৃতঃ কামং কিঙ্করোহস্মি করোমি কিম্ ॥ ৪৪ ॥

ত্বমাজ্ঞাপয় রন্তোরু ! তৎ করোমি বশানুগঃ ।

দাসোহহং তব চার্বকি ! রক্ষ মাং কামবাণতঃ ॥ ৪৫ ॥

ভজ মাং হং মরালান্ধি ! তবাধীনং স্মরাকুলম্ ।

ত্রৈলোক্যস্বামিনী ভূত্বা ভুঙ্কু ভোগাননুভূতমান্ ॥ ৪৬ ॥

তব চাজ্ঞাকরঃ কান্তে ! ভবামি মরণাবধি ।

অবধ্যোহস্মি বরারোহে ! সদেবাস্মরমানুশৈঃ ॥ ৪৭ ॥

সদা সৌভাগ্যসংযুক্তা ভবিষ্যসি বরাননে ! ।

যত্র তে রমতে চিত্তং তত্র ক্রীড়স্ব সুন্দরি ! ॥ ৪৮ ॥

( ত্রিলোকৈকস্বয়ং তবাধীনং তৎ মাং প্রার্থয়সে কিমিত্যত আহ তদগুণৈরিতি । কর্ণ-  
মাগত্য হৃদয়াস্তরং প্রবিষ্ট চ হৃদগুণৈঃ হৃদধীনঃ কৃত ইত্যমরঃ ॥ ৪৪—৫২ ॥ )

কান্তে ! আমি সমস্ত দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াছি ;  
বিশেষত আমি গৃহে থাকিয়াই নিয়ত যাবদীয় যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪১ ॥

দেবগণের যে সকল ধন রত্ন ছিল আমি তৎসমস্ত হরণ করিয়া আনিয়াছি সূতরাং রত্নরাশি  
কৃত হওয়ার অমর ভূবন নিশ্চয়ই সারবিহীন হইয়াছে ॥ ৪২ ॥ সুন্দরি ! ত্রিলোক মধ্যে

যে সমস্ত ধন রত্ন আছে, তৎসমুদয়ই আমি ভোগ করিতেছি ; অধিক কি, সমস্ত সুর,  
অসুর ও মানবগণ আমার একান্ত অনুগত হইয়া কালযাপন করিতেছে ॥ ৪৩ ॥ কিন্তু,

তোমার গুণগ্রাম আমার কর্ণকূহর দ্বারা হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে নিতান্তই  
তোমার অধীন করিয়াছে সূতরাং আমি তোমার কিঙ্কর স্বরূপ হইয়াছি ; অতএব এক্ষণে

আমি কি করিব ? সুন্দরি ! তুমি বাহ্যে আজ্ঞা করিবে, আমি তোমার বশবর্তী  
হইয়া তাহাই সম্পাদন করিব । সুন্দরি ! আমি তোমার দাস, অতএব আমাকে

কামবাণ হইতে পরিজ্ঞান কর ॥ ৪৪—৪৫ ॥ মরালনরনে ! আমি তোমার নিতান্ত অধীন  
বিশেষত কামণেরে সাতিশয় আকুল হইয়াছি ; অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর তাহা

হইলে তুমি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বরী হইয়া অল্পম ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করিবে ॥ ৪৬ ॥  
নিতম্বিনি ! তুমি আমার মৃত্যুর আশঙ্কা করিও না ; কারণ, আমাকে দেবতা অসুর ও

মানবের অবধ্য বলিয়া জানিবে । আমি চিরদিন তোমার আজ্ঞাকারী দাস হইয়া

ইতি তস্মৈ বচশ্চিহ্নে বিষ্মশ্চ মদমহুরে ! ।

বক্তব্যং যদুবেৎ প্রেমুণা তদব্রুহি মধুরং বচঃ ।

শুভায় চঞ্চলাপাঙ্গি ! তদব্রুবীম্যহমাশু বৈ ॥ ৪৯ ॥

ক্যাস উবাচ ।

তদুতবচনং শ্রুত্বা স্মিতং কৃত্বা সুপেশলম্ ।

তং প্রাহ মধুরাং বাচং দেবী দেবার্ধসাধিকা ॥ ৫০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

জানাম্যহং নিশুভঞ্চ শুভুকাতিবলং নৃপম্ ।

জেতারং সৰ্বদেবানাং হস্তারকৈব বিদ্বিষাম্ ॥ ৫১ ॥

রাশিং সৰ্বগুণানাঞ্চ ভোক্তারং সৰ্বসম্পদাম্ ।

দাতারুণাতিশূরঞ্চ সুন্দরং মন্থথাকৃতিম্ ॥ ৫২ ॥

দ্বাত্রিংশলক্ষগৈর্যুক্তমবধ্যং সুরমানুষৈঃ ।

জ্ঞাত্বা সমাগতাস্ম্যত্র দ্রক্ষুকামা মহাসুরম্ ॥ ৫৩ ॥

রত্নং কনকমায়াতি স্বশোভাধিকবৃদ্ধয়ে ।

তত্রাহং স্বপতিং দ্রক্ষুং দূরাদেবাগতাস্মি বৈ ॥ ৫৪ ॥

দ্বাত্রিংশলক্ষগণানি কাশীধাত্তে একাদশাধ্যায়ে । পঞ্চসংখ্যঃ পঞ্চদীর্ঘঃ সপ্তরক্তঃ ষড়্ভূতঃ ।  
ত্রিপৃথুর্লঘুগন্তীরো দ্বাত্রিংশলক্ষগাংস্তিতি । ত্রিলঘুত্রিগন্তীর ইত্যর্থঃ । এতদ্ব্যাখ্যাপি তত্রৈব  
স্পষ্টা । তানি মহাভারতে চ প্রসিদ্ধানি ॥ ৫৩ ॥

থাকিব ॥ ৪৭ ॥ বরাননে ! আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে ;  
সুন্দরি ! তুমি যেখানে অভিলাষ করিবে সেই খানেই বিহার করিবা বেড়াইবে ॥ ৪৮ ॥  
দেবি ! সেই দৈত্যপতির এই সমস্ত বাক্য মনে মনে বিবেচনা করিয়া যাহা আপনার  
বক্তব্য হয় আপনি শ্রীতিসহকারে তাদৃশ মধুর বাক্য প্ররোগ করুন ; চঞ্চলাপাঙ্গি ! আমি  
সহর গিয়া সেই সমস্ত মহারাজ শুভকে নিবেদন করিতেছি ॥ ৪৯ ॥

ক্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবকার্য্য-তৎপরা ভগবতী দুতের সেই সুমধুর বাক্য শ্রবণ  
করিয়া ক্রমশঃ হস্ত করত মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ দুত ! শুভ ও নিশুভকে  
আমি বিশেষরূপে জানি । সেই অসুররাজ শুভ অতি বলবান্, সে সমস্ত দেবভাগকে  
পরাজয় করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে সে সৰ্বগুণের আকর, অতীব শূর, দাতা  
এবং রতিপতির হার সুন্দর ; সেই দৈত্যবর দ্বাত্রিংশৎ লক্ষলক্ষণে ভূষিত বিশেষতঃ সুর ও  
মানুষের অবধ্য । দুতবর ! ইহা বিদিত হইয়াই আমি সেই মহাসুর শুভকে দর্শন করিতে  
এখানে আসিয়াছি ॥ ৫১—৫৩ ॥ দেখ, রত্ন স্বীর্ণ শোভার অধিকতর বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত

দৃষ্টা ময়া সুরাঃ সৰ্ব্বৈ মানবা ভুবি মানদাঃ ।  
 গন্ধৰ্বা রাক্ষসাস্চান্যে যে চাতিথিয়দৰ্শনাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 সৰ্বৈ শুভভয়াস্তীতা বেপমানা বিচেতসঃ ।  
 ঋত্বা শুভগুণানত্র প্রাপ্তাস্মাদ্য দিদৃক্ষয়া ॥ ৫৬ ॥  
 গচ্ছ দূত মহাভাগ ! বৃহি শুভং মহাবলম্ ।  
 নির্জনে শ্লক্ষয়া বাচা বচনং বচনানুমম ॥ ৫৭ ॥  
 দ্বাং জ্ঞাত্বা বলিনাং শ্রেষ্ঠং সুন্দরাণাঞ্চ সুন্দরম্ ।  
 দাতারং গুণিনং শূরং সৰ্ববিদ্যাবিশারদম্ ॥ ৫৮ ॥  
 জেতারং সৰ্বদেবানাং দক্ষং চোত্রং কুলোত্তরম্ ।  
 ভোক্তারং সৰ্বরত্নানাং স্বাধীনং স্ববলোন্নতম্ ॥ ৫৯ ॥  
 পতিকামাস্ম্যহং সত্যং তব যোগ্যা নরাধিপ ! ।  
 স্বেচ্ছয়া নগরে তেহত্র সমায়াতা মহামতে ! ॥ ৬০ ॥  
 মমাস্তি কারণং কিঞ্চিদ্বিবাহে রাক্ষসোত্তম ! ।  
 বালভাবাদ্ভূতং কিঞ্চিৎ কৃতং রাজন্ ! ময়া পুরা ॥ ৬১ ॥

অশ্ব শোভায়া অধিকবৃদ্ধার্থম্ ॥ ৫৪—৬০ ॥

( শুভৈশ্চৈতাদৃশগুণবস্তাপি ন মম বিবাহকারণমিত্যত আহ মমাস্তীতি । ব্রতং নিয়মঃ ॥ ৬১—৬৩ ॥

যেমন স্বর্ণের নিকট আসিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ আমিও স্বীয় পতিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দূর হইতে এখানে আসিয়াছি ॥ ৫৪ ॥ আমি সমস্ত দেবতা, গন্ধৰ্ব, রাক্ষস ভূতলস্ব বিখ্যাত মানব প্রভৃতি অত্যন্ত প্রিয়দর্শন সমস্ত জনগণকে অবলোকন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহারা সকলেই শুভভয়ে ভীত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া কল্পিত হইতেছে । অতএব, শুভের এই সমস্ত গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া তাহার দর্শন লাভসায় অধুনা এখানে আসিয়াছি ॥ ৫৫-৫৬ ॥ দূত ! তুমি অতি সৌভাগ্যবান্ এক্ষণে তুমি শুভ সন্নিধানে গমন করিয়া নির্জনে সেই মহাসুর শুভকে আমার বাক্যানুসারে মধুর বাক্যে বলিবে যে, তুমি বলবানের অগ্রগণ্য, সুন্দর অপেক্ষাও সুন্দর, সমস্ত বিদ্যায় বিশারদ, শূর, গুণী, দাতা, দক্ষ, সংকুল-সমুত, তেজস্বী এবং দেবগণের বিজেতা বিশেষত স্বীয় বাহুবলে উন্নত ও স্বাধীন হইয়া সমস্ত রত্ন উপভোগ করিতেছ । অতএব, হে নরনাথ ! আমি তোমার এই সমস্ত গুণ অবগত হইয়া সত্য সত্যই পতিপ্রাপ্তির অভিলାষে স্বেচ্ছাপূর্বক তোমার নগরে আসিয়াছি । মহাস্বন্ ! আমিই তোমার যোগ্যা রমণী ॥ ৫৭—৬০ ॥ দৈত্যাবর ! আমার বিবাহে কিঞ্চিৎপ্রতিবন্ধক আছে । পূর্বকালে বিরলে বরশ্রাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে



জীড়ন্ত্যা চ বয়স্কাভিঃ সঠৈকান্তে যদৃচ্ছয়া ।  
 স্বদেহবলদর্পেণ সখীনাং পুরতো রহঃ ॥ ৬২ ॥  
 মৎসমানবলঃ শূরো রণে মাং জেষ্যতি স্ফুটম্ ।  
 তং বরিষ্যাম্যহং কামং জ্ঞাত্বা তস্মৈ বলাবলম্ ॥ ৬৩ ॥  
 জহস্বচনং শ্রদ্ধা সখেয়া বিস্মিতমানসাঃ ।  
 কিমেতয়া কৃতং কুরং ত্রতমদ্রুতমাশু বৈ ॥ ৬৪ ॥  
 তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র ! জ্ঞাত্বা মে হীদৃশং বলম্ ।  
 জিত্বা মাং স্ববলেনাত্র বাঞ্ছিতং কুরু চাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥  
 ত্বং বা তবানুজো ভ্রাতা সমেত্য সমরান্বগে ।  
 জিত্বা মাং সমরেণাত্র বিবাহং কুরু সুন্দর ! ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
 পঞ্চমস্কন্ধে কৌশিকীপ্রাচুর্ভাবো নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

কিমিতি । কুরং কঠোরতরমিত্যর্থঃ ॥ ৬৪—৬৬ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

করিতে যদৃচ্ছাক্রমে শৈশব স্বভাববশত এবং স্বীয় শরীরের বলে দর্পিত হইয়া সখীদিগের  
 সমক্ষে এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার সদৃশ বলশালী কোন বীরপুরুষ যদি আমাকে  
 রণে পরাজয় করিতে পারে তাহা হইলে আমি তাহার বলাবল অবগত হইয়া অবশ্যই  
 তাহাকে বরণ করিব ॥ ৬১—৬৩ ॥ সখীগণ আমার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে হাস্ত করিয়াছিল  
 এবং বিস্মিত মানসে বলিয়াছিল যে, এই বালিকা কি জন্ত সহসা এরূপ অদ্ভুত কঠোর  
 প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ৬৪ ॥ অতএব, রাজেন্দ্র ! তুমিও আমার ঈদৃশ বল অবগত হইয়া স্বীয়  
 পরাক্রমে আমাকে পরাজয় করিয়া আপনার অভিলষিত সম্পাদন কর ॥ ৬৫ ॥ হে সর্বদ-  
 সুন্দর ! তুমি অথবা তোমার অমুজ ভ্রাতা সমর স্থলে আগমন করিয়া আমাকে পরাজয়  
 করিয়া বিবাহ কার্য সম্পাদন কর ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে কৌশিকীপ্রাচুর্ভাববর্ণন নামক  
 ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—o—

ব্যাস উবাচ ।

দেব্যান্তদ্বচনং শ্রুত্বা স দূতঃ প্রাহ বিস্মিতঃ ।

কিং ব্রুমে রুচিরাপান্নি ! স্ত্রীস্বভাবান্নি সাহসাৎ ॥ ১ ॥

ইন্দ্রাদ্যা নির্জিতা যেন দেবা দৈত্যাস্তথাপরে ।

তং কথং সমরে দেবি ! জেতুমিচ্ছসি ভামিনি ! ॥ ২ ॥

ত্রৈলোক্যে তাদৃশো নাস্তি যঃ শুভ্রং সমরে জয়েৎ ।

কা ত্বং কমলপত্রান্নি ! তস্মাৎ যুধি সাম্প্রতম্ ॥ ৩ ॥

অবিচার্য্য ন বক্তব্যং বচনং কাপি স্তন্দরি ! ।

বলং স্বপরয়োজ্ঞান্না বক্তব্যং সময়োচিতম্ ॥ ৪ ॥

ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুভ্রস্তব রূপেণ মোহিতঃ ।

ত্বাক্ষ প্রার্থয়তে রাজা কুরু তস্মৈষ্পিতং প্রিয়ে ! ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ বটিপদৈর্দূতসংবাদকীৰ্ত্তনম্ ।

ক্রিয়তে যত্র দৈত্যানাং কামার্থং মরণং মৃতম্ ।

তস্মাৎ পরশ্রিয়ং নৈব কাময়েন্নতিমান্নরঃ ।

ইতি দর্শয়িতুং কামবর্ণনং সমাগীর্ষ্যতে ।

দেবীবাক্যশ্রবণোত্তরং দূতো যদাহ তদবুবাতি দেব্যা ইতি ॥ ১—২ ॥

যুধি সাম্প্রতং যুদ্ধে যোগ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত সবিস্ময়ে বলিল, স্তন্দরি ! তুমি স্ত্রীলোকের স্বভাব বশত বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এ কি বলিতেছ ? ॥ ১ ॥ দেবি ! তুমি বৃথা অভিমানে গর্জিতা ; যে শুভ্র, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অপরাপর অনেক দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তুমি তাহাকে কিরূপে সমরে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥ ২ ॥ কমলনরনে ! তুমিত দৈত্যরাজ শুভ্রের সমুখ সংগ্রামে অতি তুচ্ছ পদার্থ বলিয়াই প্রতীক-মান হইবে, শুভ্রকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে এই ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন বীরই নাই ॥ ৩ ॥ স্তন্দরি ! বিবেচনা না করিয়া কুত্ৰাপি কোনও বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে ; আপনার ও পরের বল বিদিত হইয়া সময়-অনুসারে বাক্য বলাই কর্তব্য । ৪ ॥ ত্রৈলোক্যের অধিপতি রাজা শুভ্র তোমার রূপ লাভণ্যে মোহিত হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব তুমি প্রণয়িনী হইয়া তাঁহার অভিলষিত সম্পাদন কর ॥ ৫ ॥

ত্যক্ত্বা মূৰ্খস্বভাবং ত্বং সম্মান্য বচনং মম ।  
 ভজ শুভ্রং নিশুভ্রং বা হিতমেতদব্রুবীমি তে ॥ ৬ ॥  
 শৃঙ্গারঃ সৰ্ব্বথা সৰ্বৈঃ প্রাণিভিঃ পরয়া যুদা ।  
 সেবনীয়ে বুদ্ধিমন্তিৰ্ভবানামুত্তমো যতঃ ॥ ৭ ॥  
 নাগমিষ্যসি চেদ্বালে ! স ক্রুদ্ধঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
 অশ্মানাজ্জাকরান্ প্রেষ্য বলান্নেষ্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৮ ॥  
 কেশেষ্ণাকৃষ্য তে নুনং দানবা বলদর্পিতাঃ ।  
 ত্বাং নরিষ্যন্তি বামোরু ! তরসা শুভ্রসম্মিধৌ ॥ ৯ ॥  
 স্বলজ্জাং রক্ষ তদ্বঙ্গি ! সাহসং সৰ্ব্বথা ত্যজ ।  
 মানিতা গচ্ছ তৎপার্শ্বে মানপাত্রং যতোহসি বৈ ॥ ১০ ॥  
 ক যুদ্ধং নিশিতৈর্বাণৈঃ ক স্ত্রুখং রতিসঙ্গজম্ ।  
 সারাসারং পরিচ্ছিদ্য কুরু মে বচনং পটু ॥ ১১ ॥  
 ভজ শুভ্রং নিশুভ্রং বা লঙ্কাসি পরমং শুভম্ ॥ ১২ ॥

দেবুবাচ ।

সত্যং দূত ! মহাভাগ ! প্রবক্তুং নিপুণো হসি ।  
 নিশুভ্রশুভ্রৌ জানামি বলবস্তাবিতি ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥

তে তব কেশেবু অথবা তে দৈত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১৩ ॥

তুমি এক্ষণে মূৰ্খস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র অথবা নিশুভ্রকে ভজনা কর, দেখ আমি তোমাকে হিতবাক্যই বলিতেছি অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর ॥৬॥ নববিধ রসের মধ্যে শৃঙ্গার রস সর্বোত্তম, অতএব পরম আনন্দ সহকারে সেই শৃঙ্গার রস সেবন করা সমস্ত বুদ্ধিমান প্রাণিগণের একান্ত কর্তব্য ॥ ৭ ॥ আর দেখ, যদি তুমি বালিকা-স্বভাব বশতঃ শুভ্রের সমীপে গমন না কর তাহা হইলে সেই পৃথিবীপতি ক্রুদ্ধ হইয়া আজাকর কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিয়া এখনই তোমাকে বলপূর্বক লইয়া যাইবেন ॥ ৮ ॥ সুনন্দ ! সেই বলদর্পিত দানবেরা তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া অবিলম্বে শুভ্র সম্মিধানে লইয়া যাইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ কৃশাদি ! তুমি সর্বতোভাবে সাহস পরিত্যাগ করিয়া নিজের মান রক্ষা কর । তুমি সম্মানের পাত্র অতএব সম্মানিত হইয়াই তাঁহার নিকট গমন কর ॥ ১০ ॥ দেখ নিশিত শরনিকর দ্বারা দেহনিকৃন্তনকর যুদ্ধ আর রতি-জনিত স্ত্রুখ এই উভয়ের কত অন্তর ! ইহারা পরস্পর অতিশয় বিতর্ক বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; অতএব সারাসার বিবেচনা করিয়া আমার এই হিতকর বাক্য প্রতিপালন কর । শুভ্র অথবা নিশুভ্রকে ভজনা করিলে তুমি নিরতিশয় সুখলাভ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১১—১২ ॥



প্রতিজ্ঞা মে কৃত্য বাল্যাদনৃত্যম্ ।  
 তস্মাদ্ভুহি নিশুস্তঞ্চ শুস্তং বা বলবত্তরম্ ॥ ১৪ ॥  
 বিনা যুদ্ধং ন মে ভর্তা ভবিতা কোহপি সৌষ্ঠবাৎ ।  
 জিহ্বা মাং তরসা কামং করং গৃহ্নাতু সাম্প্রতম্ ॥ ১৫ ॥  
 যুদ্ধেচ্ছয়া সমায়াতাং বিদ্ধি মামবলাং নৃপ ! ।  
 যুদ্ধং দেহি সমর্থোহসি বীরধর্ম্যং সমাচর ॥ ১৬ ॥  
 বিভেষি মম শূলাচ্ছেদগচ্ছ পাতালমাচিরম্ ।  
 ত্রিদিবঞ্চ ধরাং ত্যক্ত্বা জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ১৭ ॥  
 ইতি দূত ! বদাশু ত্বং গত্বা স্বপতিমাদরাৎ ।  
 স বিচার্য যথায়ুক্তং করিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ১৮ ॥  
 সংসারে দূতধর্ম্মোহয়ং যৎ সত্যং ভাষণং কিল ।  
 শত্রৌ পত্যৌ চ ধর্ম্মজ্ঞ ! তথা ত্বং কুরু মাচিরম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা নীতিমদ্বলসংযুতম্ ।  
 হেতুযুক্তং প্রগল্ভঞ্চ বিস্মিতঃ প্রযযৌ তদা ॥ ২০ ॥

( যো মাং জয়তি সংগ্রামে স মে ভর্তা ভবেদिति মে প্রতিজ্ঞা ইতি বক্তুমাহ প্রতিজ্ঞে-  
 ত্যাदि ॥ ১৪—২১ ॥ )

দেবী বলিলেন, দূত ! তুমি অতিশয় ভাগ্যশালী স্মৃতরাং সত্য বলিতে বেশ নিপুণ ; শুস্ত  
 ও নিশুস্তকে আমি বলবান্ বলিয়া বিশেষরূপে অবগত আছি ॥১৩॥ তথাপি বালস্বভাববশত  
 আমি পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহার অন্তথা কিরূপে হইবে ? অতএব তুমি, অতিশয়-  
 বলশালী সেই শুস্ত বা নিশুস্তকে বলিবে যে, যুদ্ধ না করিয়া সৌন্দর্য্য বশত কেহই আমার  
 স্বামী হইতে পারিবে না স্মৃতরাং তুমিও অবিলম্বে আমাকে জয় করিয়া স্বেচ্ছানুসারে আগার  
 পাণিগ্রহণ কর ॥ ১৪-১৫ ॥ আমি অবলা হইলেও যুদ্ধবাসনার এখানে আসিয়াছি ইহা নিশ্চয়  
 জানিবে ; অতএব, যদি সমর্থ হও তবে যুদ্ধ দান করিয়া বীরধর্ম্মের আচরণ কর ॥ ১৬ ॥ আর  
 যদি আমার শূল দর্শনে তোমার ভয় হইয়া থাকে অথবা যদি তোমার জীবনের ইচ্ছা থাকে  
 তবে স্বর্গ ও ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া অচিরে পাতালে গমন কর ॥ ১৭ ॥ দূত ! তুমি  
 এখনি স্বীয় প্রভুর সন্নিধানে গমন করিয়া আদর সহকারে আমার এই সমস্ত বাক্য বলিবে,  
 অনন্তর সেই মহাবল দানবপতি বিচার করিয়া বাহা উচিত বোধ হয় তাহাই করিবেন ॥১৮॥  
 ধর্ম্মজ্ঞ ! এই সংসারে শত্রু বা স্বামির নিকট সত্য বাক্য বলাই দূতের ধর্ম্ম সন্দেহ নাই,  
 অতএব তুমি প্রভুর নিকটে সত্য গমন করিয়া সত্য বাক্যই বলিবে ॥ ১৯ ॥

গত্বা দৈত্যপতিং দূতো বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ ।  
 প্রণম্য পাদয়োঃ প্রহসঃ প্রভুবাচ নৃপঞ্চ তম্ ।  
 রাজনীতিকরং বাক্যং শ্রুত্বপূৰ্ব্বং প্রিয়ং বচঃ ॥ ২১ ॥

দূত উবাচ ।

সত্যং প্রিয়ঞ্চ বক্তব্যং তেন চিন্তাপরো হৃদম্ ।  
 সত্যং প্রিয়ঞ্চ রাজেন্দ্র ! বচনং দুৰ্লভং কিল ।  
 অপ্রিয়ং বদতাং কামং রাজা কুপ্যতি সৰ্ব্বথা ॥ ২২ ॥  
 সাক্ষাৎ কুতঃ সমায়াতা কস্য বা কিং বলাবলা ।  
 ন জ্ঞানগোচরং কিঞ্চিৎ কিং ব্রুবীমি বিচেষ্টিতম্ ॥ ২৩ ॥  
 যুদ্ধকামা ময়া দৃষ্টা গৰ্ব্বিতা কটুভাষিণী ।  
 তয়া যৎ কথিতং সম্যক্ তচ্ছৃণু মহামতে ! ॥ ২৪ ॥

সত্যং প্রিয়ঞ্চ বক্তব্যমিতি । প্রভোরগ্রে সত্যং প্রিয়ঞ্চ বাক্যং বক্তব্যমিতি হি নীতি-  
 শাস্ত্রং বর্ততে । তেন হেতুনা হে রাজেন্দ্রং চিন্তাপরোহিত্যর্থঃ । কুতচ্চিন্তাপর ইতি চেত্তদ্রাজ  
 সত্যং প্রিয়ঞ্চতি । যদি সত্যমুচ্যতে তর্হি তৎকর্ণকঠোরদ্বাদপ্রিয়মেব ভবতি যদি তু যথা  
 মনোরঞ্জনং ভবতি তথা বক্তব্যং তর্হি কার্যহানিঃ । অতো হি সত্যপ্রিয়ান্বকং বাক্যং দুৰ্লভ-  
 মিত্যর্থঃ । অপ রাজকার্য্যানুরোধেন সত্যমেব বক্তব্যং তদা তন্ত কর্ণকঠোরদ্বাদ্রাজা  
 সৰ্ব্বথা কুপ্যতীত্যর্থঃ । এতাদৃশমতিকঠোরং বক্তৃনযোগ্যতয়োদাহৃতমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

অবলা কিং বলেত্যশ্বয়ঃ । ইদং কিঞ্চিদপি জ্ঞানগোচরং ন ভবতি । ময়া কিং বক্তব্য-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! তখন সেই দূত দেবীর নীতিসম্মত হেতুযুক্ত বলমদগর্কিত  
 প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া প্রস্থান করিল ॥ ২০ ॥ অনন্তর দৈত্যপতির সন্নিধানে  
 উপনীত হইয়া তাহার চরণ যুগলে প্রণিপাত করিল এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বিনীত  
 ভাবে নীতিসংযুক্ত কোমল প্রিয় বাক্য বলিতে লাগিল ॥ ২১ ॥

রাজেন্দ্র ! প্রভুর নিকট সত্য এবং প্রিয়বাক্য বলাই উচিত কিন্তু সত্য এবং প্রিয়-  
 বাক্য নিতান্ত দুৰ্লভ ; পক্ষান্তরে কর্ণ-কঠোর অপ্রিয়বাক্য বলিলে রাজা নিতান্তই কুপিত  
 হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত এক্ষণে আমি অতিশয় চিন্তাধিত হইয়াছি ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র !  
 সেই রমণী অবলা কি বলবতী, তিনি কোথা হইতে এই স্থানে আসিয়াছেন এবং তিনি  
 কাহার রমণী এ সমস্ত বিষয় আমি কিছু মাত্র জানিতে পারি নাই, অতএব তাহার ব্যব-  
 হারের বিষয় কিরূপে বলিব ? ॥ ২৩ ॥ তবে সেই কটুভাষিণী রমণীকে দর্শন করিয়া  
 এই মাত্র বুঝিলাম যে, তিনি অতিশয় গর্কিতা ও সংগ্রাম বাসনার এই স্থানে আসিয়াছেন ।  
 রাজন্ ! আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান অতএব সেই রমণী আপনাকে বাহা বলিয়াছেন,

ময়া বাল্যাং প্রতিজ্ঞেয়ং কৃত্য পূর্বং বিনোদতঃ ।  
 সখীনাং পুরতঃ কামং বিবাহং প্রতি সর্বথা ॥ ২৫ ॥  
 যো মাং যুদ্ধে জয়েদক্কা দর্পকং বিধুনোতি বৈ ।  
 তং বরিষ্যাম্যহং কামং পতিং সমবলং কিল ॥ ২৬ ॥  
 ন মে প্রতিজ্ঞা মিথ্যা সা কর্তব্য্য নৃপসন্তম ! ।  
 তস্মাদ্যুধ্যাস্ব ধর্মজ্ঞ ! জিত্বা মাং স্ববশং কুরু ॥ ২৭ ॥  
 তয়েতি ব্যাহতং বাক্যং শ্রুত্বাহং সমুপাগতঃ ।  
 যথেষ্টসি মহারাজ ! তথা কুরু তব প্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥  
 সা যুদ্ধার্থং কৃতমতিঃ সায়ুধা সিংহগামিনী ।  
 নিশ্চলা বর্ততে ভূপ ! যদযোগ্যং তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ সূগ্রীবস্মৈ নরাধিপঃ ।  
 পপ্রচ্ছ ভ্রাতরং শূরং সমীপস্থং মহাবলম্ ॥ ৩০ ॥  
 শুভ উবাচ ।

ভ্রাতঃ ! কিমত্র কর্তব্যং ব্রুহি সত্যং মহামতে ! ।  
 নার্যেকা যোদ্ধুকামাস্তি সমাহ্বয়তি সাম্প্রতম্ ॥ ৩১ ॥

( দেবীবাক্যমাহ ময়েতি ॥ ২৫ ॥ )

তাহা আনুপূর্বিক শ্রবণ করিয়া যাহা কর্তব্য হয় তাহাই করুন ॥ ২৪ ॥ সেই রমণী বলিল  
 যে, আমি পূর্বে বাল-স্বভাববশত ক্রীড়া করিতে করিতে সখীগণের সমক্ষে বিবাহ বিষয়ে  
 এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে কোনও বীর আমাকে সর্বতোভাবে যুদ্ধে পরাজয়  
 করিয়া সহসা আমার গর্ব খর্ব করিবে, আমি সেই সমবল ব্যক্তিকে অবশ্যই পতিত্বে বরণ  
 করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ হে নৃপসন্তম ! আপনি ত ধার্মিকবর অতএব আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা  
 করা আপনার উচিত নহে ; সংগ্রাম করিয়া আমাকে আপনার বশে আনয়ন করুন ॥ ২৭ ॥  
 মহারাজ ! তাহার কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমি প্রত্যাগত হইলাম, এক্ষণে  
 আপনার যাহা প্রিয় হয়, ইচ্ছানুসারে তাহাই করুন ॥ ২৮ ॥ সেই রমণী যুদ্ধের নিমিত্ত কৃত-  
 নিশ্চয় হইয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্বক সিংহপৃষ্ঠে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন  
 এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্তব্য তাহাই বিধান করুন ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নরপতি শুভ সূগ্রীবের ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থ  
 বীরবর স্বীয় ভ্রাতা নিগুণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৩০ ॥ ভ্রাতঃ ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান ;



অহং গচ্ছামি সংগ্রামে ত্বং বা গচ্ছ বলান্বিতঃ ।  
যদ্রোচতে নিশুস্তাদ্য তৎ কর্তব্যং ময়া কিল ॥ ৩২ ॥

নিশুস্ত উবাচ ।

ন ময়া ন ত্বয়া বীর ! গন্তব্যং রণমুর্দ্ধনি ।  
প্রেষয়স্ব মহারাজ ! ত্বরিতং ধূত্রলোচনম্ ॥ ৩৩ ॥  
স গত্বা তাং রণে জিত্বা গৃহীত্বা চাক্রলোচনাম্ ।  
আগমিষ্যতি শুস্তাত্র বিবাহঃ সংবিধীয়তাম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য শুস্তো ভ্রাতুঃ কনীয়সঃ ।  
কোপাৎ সম্প্রেষয়ামাস পার্শ্বস্থং ধূত্রলোচনম্ ॥ ৩৫ ॥

শুস্ত উবাচ ।

ধূত্রলোচন ! গচ্ছাশু সৈন্যেন মহতাবৃতঃ ।  
গৃহীত্বানয় তাং মুক্তাং স্ববীর্যমদমোহিতাম্ ॥ ৩৬ ॥  
দেবো বা দানবো বাপি মনুষ্যো বা মহাবলঃ ।  
তৎপার্ষ্ণিকগ্রাহতাং প্রাপ্তো হস্তব্যস্তরসা ত্বয়া ॥ ৩৭ ॥

যদ্রোচতে তবেতি শেষঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥

অতএব এ বিষয়ে কি করা উচিত তাহা সত্য করিয়া বল । একাকিনী রমণী যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া সম্প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, অতএব আমি সংগ্রামে যাইব, অথবা তুমি সেনাগণ সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে গমন করিবে, ইহাতে তোমার যাহা অভিক্রটি হইবে আমি তাহাই করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥

নিশুস্ত বলিল, মহারাজ ! সংগ্রামস্থলে আপনার বা আমার যাওয়া উচিত নহে, অতএব ধূত্রলোচনকে অবিলম্বে সমরে প্রেরণ করুন ॥ ৩৩ ॥ এই বীর তথায় গমন করিয়া সেই চাক্রলোচনা ললনাকে রণে জয় করত এখানে আনয়ন করুক তাহা হইলেই আপনি তাহাকে বিবাহ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, শুস্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কোপবশত পার্শ্বস্থিত ধূত্রলোচনকে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রেরণ করিল ॥ ৩৫ ॥ শুস্ত বলিল, ধূত্রলোচন ! তুমি প্রভূত সেনায় পরিবৃত হইয়া এখনিই রণে গমন কর এবং বীর্য্যমদে গর্জিতা সেই মুক্তা রমণীকে লইয়া আইস ॥ ৩৬ ॥ আর যদি দেব দানব অথবা মনুষ্যের মধ্যে কোনও মহাবল ব্যক্তি তাহার পৃষ্ঠরক্ষক হয় তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করিবে ॥ ৩৭ ॥ তাহার

তৎপার্শ্ববর্তিনীং কালীং হত্বা সংগৃহ্যতাং পুনঃ ।

শীঘ্রমত্র সমাগচ্ছ কৃদ্ধা কার্য্যমনুত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥

রক্ষণীয়া ত্বয়া সাধ্বী মুখতা যুদ্ধমার্গগান্ ।

যত্নেন মহতা বীর ! যুদ্ধদেহা কৃশোদরী ॥ ৩৯ ॥

তৎসহায়াস্ত হস্তব্য। যে রণে শস্ত্রপাণয়ঃ ।

সর্বথা সা ন হস্তব্য। রক্ষণীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাদিষ্টস্তদা রাজ্ঞা তরসা ধূত্ললোচনঃ ।

প্রণম্য শুভ্রং সৈন্যেন বৃতঃ শীঘ্রং যযৌ রণে ॥ ৪১ ॥

অসাধুনাং সহস্রাণাং ষষ্ঠ্যা তেষাং বৃতস্তথা ।

স দদর্শ ততো দেবীং রম্যোপবনসংস্থিতাম্ ॥ ৪২ ॥

দৃষ্ট্বা তাং যুগশাবাকীং বিনয়েন সমস্থিতঃ ।

উবাচ বচনং শ্লক্ষং হেতুমদ্রসভূষিতম্ ॥ ৪৩ ॥

শৃণু দেবি ! মহাভাগে ! শুভ্রশুদ্বিরহাতুরঃ ।

দূতং প্রেষিতবান্ পার্শ্বে তব নীতিবিশারদঃ ॥ ৪৪ ॥

রক্ষণীয়া ন হস্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অসাধুনাং দৈত্যানামিত্যর্থঃ । তদ্রক্তম্ । বৃতঃ ষষ্ঠ্যা সহস্রাণামসুহস্রাণাং ক্রুতঃ  
যযাবিতি মার্কণ্ডেয়পুবাণে । ষষ্ঠিসহস্রাসুহস্রৈঃ সহিত ইত্যর্থঃ । রম্যোপবনসংস্থিতাং দদর্শেত্য-  
র্থঃ ॥ ৪২—৪৪ ॥

পার্শ্ববর্তিনী কালীকে নিহত করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে । বীরবর ! তুমি এই সমস্ত মহৎ  
কার্য্য সম্পাদন করিয়া সত্বর এখানে প্রতিনিবৃত্ত হইবে ॥ ৩৮ ॥ সেই কৃশাদী সাধ্বীর  
শরীর অতিশয় কোমল ; অতএব বাহাতে সেই রমণী বিনষ্ট না হয় তুমি অতিশয় যত্ন সহ-  
কারে সেইরূপে কোমল শরনিকর পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৯ ॥ কিন্তু, যাহারা শস্ত্রধারণ  
করিয়া তাহার সহায় হইবে তাহাদিগকে সংহার করিবে ; ফলত সেই কামিনীকে কোন-  
রূপে নিহত না করিয়া বরং তাহাকে যত্নে রক্ষা করিবে ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ধূত্ললোচন রাজার এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র দৈত্যপতি  
শুভ্রকে প্রণাম করিয়া ষষ্ঠিসহস্র দানব সৈন্য সমভিব্যাহারে সত্বর সংগ্রামে প্রস্থান  
করিল এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, দেবী রমণীর উপবনে উপবিষ্ট হইয়া  
রহিয়াছেন ॥ ৪১—৪২ ॥ তখন ধূত্ললোচন সেই যুগনয়নাকে নয়ন-গোচর করিয়া বিনয়  
সহকারে হেতুপূর্ণ মধুর সরস বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ দেবি ! তুমি অতি সৌভাগ্যবতী

রসভঙ্গভয়োদ্বিগ্নঃ সামপূৰ্ণং ত্বয়ি স্বয়ম্ ।

তেনাগত্য বচঃ প্রোক্তং বিপরীতং বরাননে ! ॥ ৪৫ ॥

বচসা তেন মে ভৰ্ত্তা চিন্তাবিষ্টমনা নৃপঃ ।

বভূব রসমার্গজ্ঞে ! শুভ্তঃ কামবিমোহিতঃ ॥ ৪৬ ॥

দূতেন তেন ন জ্ঞাতং হেতুগৰ্ভং বচস্তব ।

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যদুক্তং কঠিনং বচঃ ॥ ৪৭ ॥

ন জ্ঞাতস্তেন সংগ্রামো দ্বিবিধঃ খলু মানিনি ! ।

রতিজ্যোৎস্নোৎসাহজ্জশ্চ পাত্ৰভেদে বিবক্ষিতঃ ॥ ৪৮ ॥

রতিজন্তুয়ি বামোরু ! শত্রোরুৎসাহজঃ স্মৃতঃ ।

সুখদঃ প্রথমঃ কাস্তে ! দুঃখদশ্চারিজঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৯ ॥

জানাম্যহং বরারোহে ! ভবত্যা মানসং কিল ।

রতিসংগ্রামভাবস্তে হৃদয়ে পরিবৰ্ত্ততে ॥ ৫০ ॥

ইতি তজ্জ্ঞং বিদিত্বা মাং ত্বৎসকাশং নরাধিপঃ ।

প্রেময়ামাস শুভ্তোহদ্য বলেন মহতাবৃতম্ ॥ ৫১ ॥

তেন দূতেন বচস্বত্কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

যদুক্তং ত্বয়া কঠিনং গূঢ়তাৎপর্যং বচো বাক্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ন জ্ঞাত ইতি । তবাভিপ্রেতঃ সংগ্রামস্তেন মূঢ়েন ন জ্ঞাত ইত্যর্থঃ । কোহসৌ দ্বিবিধঃ সংগ্রামস্তদাহ রতিজ্যোৎস্নোৎসাহজ্জশ্চৈতি ॥ ৪৮ ॥

পাত্ৰভেদমাহ রতিজন্তুয়ীতি ॥ ৪৯ ॥

ইদং তবাভিপ্রেতমহং জানামি ন তু পূৰ্ণং প্রেষিতো মূঢ়ো দূত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

কারণ নৈত্যপতি শুভ্ত তোমার বিরহে কাতর হইয়াছেন, সেই নীতি বিশারদ রাজা রসভঙ্গের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তোমার নিকট প্রীতিবাক্য বলিয়া স্বয়ংই দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু, বরাননে ! সেই দূত গিয়া রাজ্যের নিকট সমস্ত বিপরীত বাক্য বলিয়াছে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রসজ্ঞে ! তাহাতে কামাতুর মদীয় প্রভু মহারাজ শুভ্ত চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ সেই দূত তোমার বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারে নাই । মানিনি ! “যে ব্যক্তি সংগ্রামে আমাকে জয় করিবে” তোমার এই কঠোর বাক্যের তাৎপর্য্য গূঢ় ; সে মূঢ় বলিয়াই তোমার অভিপ্রেত সংগ্রামের অর্থ অগবত হইতে পারে নাই । বামোরু ! রতিজনিত ও উৎসাহজনিত সংগ্রাম পাত্ৰভেদে দুই প্রকার, রতিজনিত সংগ্রাম তোমাতেই শোভা পায় আর উৎসাহজনিত সংগ্রাম শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এই উভয়বিধ সংগ্রাম মধ্যে রতিজনিত সংগ্রাম সুখদায়ক আর শত্রুজনিত সংগ্রাম ক্লেশদায়ক জানিবে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ নিতম্বিনি ! তোমার মানসিক ভাব আমি



চতুরাসি মহাভাগে ! শৃণু মে বচনং যুছ ।

ভজ শুভ্রং ত্রিলোকেশং দেবদর্পনিবর্হণম্ ॥ ৫২ ॥

পট্টরাজী প্রিয়া ভূত্বা ভুঙ্কু ভোগানমুত্তমান্ ।

জেষ্যতি ত্বাং মহাবাহুঃ শুভ্রঃ কামবলার্থবিৎ ॥ ৫৩ ॥

বিচিত্রান্ কুরু হাবাংস্ত্বং সোহপি ভাবান্ করিম্যতি ।

ভবিম্যতি কালিকেয়ং তত্র বৈ নশ্বসাক্ষিণী ॥ ৫৪ ॥

এবং সঙ্গরযোগেন পতির্মে পরমার্থবিৎ ।

জিহ্বা ত্বাং সুখশয্যায়াং পরিশ্রাস্তাং করিম্যতি ॥ ৫৫ ॥

রক্তদেহাং নখাঘাতৈর্দন্তৈশ্চ খণ্ডিতাধরাম্ ।

শ্বেদক্লিমাং প্রভয়াং ত্বাং সংবিধাস্মতি ভূপতিঃ ॥ ৫৬ ॥

ভবিতা মানসঃ কামো রতিসংগ্রামজস্তব ।

দর্শনাদ্বশ এবাস্তে শুভ্রঃ সর্বাঙ্গানা প্রিয়ে ! ॥ ৫৭ ॥

বচনং কুরু মে পথ্যং হিতকৃচ্চাপি পেশলম্ ।

ভজ শুভ্রং গণাধ্যক্ষং মাননীয়াতিমানিনী ॥ ৫৮ ॥

ত্বং চতুরাসি অতে! মে মম বচনং শৃণুত্যাহ চতুরাসীতি ॥ ৫২—৫৯ ॥

বিলক্ষণ বুদ্ধিতে পারিতেছি, তোমার হৃদয়ে রতিজনিত সংগ্রামভাবই দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ৫০ ॥ নরপতি শুভ্র অদ্য এই বিষয়ে আমাকে বিশ্লেষজ্ঞ জানিয়া বিপুল সৈন্ত সমভিব্যাহারে আমাকেই তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন ॥ ৫১ ॥ ভাগ্যবতি ! তুমি চতুরা, অতএব আমার বাক্যের তাৎপর্য অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর । দেখ, শুভ্র দেবগণের দর্প দলন করিয়া ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে বিবাহ কর ॥ ৫২ ॥ তাহা হইলে তুমি তাঁহার প্রিয়তমা পাটরাণী হইয়া অমুত্তম ভোগ উপভোগ করিবে । আর সেই মহাবাহু শুভ্র কামরণের প্রকৃত অর্থ অবগত আছেন সুতরাং তিনি তোমাকে অনায়াসেই জয় করিবেন ॥ ৫৩ ॥ তুমি বিচিত্র হাব ও মনোগত ভাব প্রদর্শন করিলে তিনিও ভাব প্রকাশ করিবেন । আর সেই কালিকা তোমার মর্ষক্রোড়ায় সহচরী হইয়া সেই স্থানেই বাস করিবেন ॥ ৫৪ ॥ কামশাস্ত্রবিৎ দৈত্যপতি শুভ্রের সহিত রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তোমাকে জয় করিয়া সুখশয্যায় পরিশ্রাস্ত করিবেন ; তিনি তোমার শরীর নখাঘাতে শোণিতসিক্ত এবং অধর দন্ত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন, তখন তুমি ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া তাঁহার নিকট রণে ভঙ্গ দিবে ॥ ৫৫—৫৬ ॥ তোমার মানসিক রতিজনিত সংগ্রাম-লালসা এই-রূপে পূর্ণ হইবে । প্রণয়িনি ! তোমার দর্শন মাত্রই শুভ্র সর্বাঙ্গঃকরণে তোমার বশীভূত

মন্দভাগ্যাশ্চ তে নুনঃ শত্রুযুদ্ধপ্রিয়াশ্চ যে ।

ন তদর্হাসি কান্তে ! ত্বং সদা সুরতবল্লভে ! ॥ ৫৯ ॥

অশোকং কুরু রাজানং পাদঘাতবিকাশিতম্ ।

বকুলং সীধুসেকেন তথা কুরুবকং কুরু ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
ধূতলোচনসংবাদো নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সীধুসেকেন স্বমুখমদিরাসেকেন বকুলবৃক্ষং তথা কুরুবকবৃক্ষং বিকাশিতমিব রাজানং  
পাদঘাতেন বিকাশিতম্ বিকসিতমশোকমশোকবৃক্ষং কুর্কিত্যর্থঃ । পাদঘাতেনাশোকবৃক্ষস্ত  
সীধুসেকেন বকুলকুরুবকয়োর্বৃক্ষেলোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

হইবেন ॥ ৫৭ ॥ অতএব, তুমি আমার হিতকর মনোহর বাক্য প্রতিপালন কর । তুমি  
অতিশয় মানিনী সূতরাং শুভকে বিবাহ করিলে সকলের মাননীয় হইবে সন্দেহ  
নাই ॥ ৫৮ ॥ যাহারা শত্রু যুদ্ধকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে তাহাদের ভাগ্য নিতান্ত মন্দ  
সন্দেহ নাই । কান্তে ! সুরতই তোমার সতত প্রিয়, সূতরাং শত্রুদি দ্বারা সংগ্রাম করা  
তোমার উপযুক্ত নহে ॥ ৫৯ ॥ (দেবি ! অধিক আর কি বলিব, বকুল ও কুরুবক তরু  
মুখমদিরা দ্বারা উৎসিক্ত হইলে যেমন বিকসিত হয় এবং অশোক বৃক্ষ জীলোকের পদ-  
প্রহারে যেমন বিকসিত হইরা থাকে তুমিও সেইরূপ মুখমদিরাসেচন ও পদাঘাত দ্বারা  
রাজার অন্তঃকরণ প্রকুল্লিত করিয়া তাহাকে শোকশূন্য কর ॥ ৬০ ॥)

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ধূতলোচনসংবাদ বর্ণন নামক  
চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভ্যু বিররামাসৌ বচনং ধৃত্বলোচনঃ ।  
প্রত্যাচ তদা কালী প্রহস্ম ললিতং বচঃ ॥ ১ ॥  
বিদূষকোহসি জাল্ম ! ত্বং শৈলুষ ইব ভাষসে ।  
বৃথা মনোরথাংশ্চিন্তে করোষি মধুরং বদন্ ॥ ২ ॥  
বলবান্ বলসংযুক্তঃ প্রেষিতোহসি দুরাত্মনা ।  
কুরু যুদ্ধং বৃথা বাদং মুঞ্চ মুঢ়মতেহধুনা ॥ ৩ ॥  
হত্বা শুভ্রং নিশুভ্রঞ্চ ত্বাঞ্চান্ধ্যাংস্তদ্বলাধিপান্ ।  
দেবী ক্রুদ্ধা শরাঘাতৈর্ভ্রজিষ্যতি নিজালয়ম্ ॥ ৪ ॥  
কাসৌ মন্দমতিঃ শুভ্রঃ ক বা বিশ্ববিমোহিনী ।  
অযুক্তঃ খলু সংসারে বিবাহবিধিরেতয়োঃ ॥ ৫ ॥  
সিংহী কিং ত্বতিকামার্তা জম্বুকং কুরুতে পতিম্ ।  
করিণী গর্দভং বাপি গবয়ং সুরভিঃ কিমু ॥ ৬ ॥

বটিনোত্কেমহাদেব্যা হতোহসৌ ধৃত্বলোচনঃ ।

বিচারঃ শুভ্রসদসি জাত ইতাপি কীর্ত্যতে ॥

ধৃত্বলোচনবাক্যবিরামোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ ইত্যাভ্যু বিররামেতি ॥ ১ ॥

বিদূষকোহসীতি । বিদূষকশ্চাটুবটৌ পরনিন্দাকরেহপি চেতি মেদিনী । শৈলুষো  
নটঃ ॥ ২-৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, জনমেজয় ! ধৃত্বলোচন এই বলিয়া বিরত হইলে, কালিকা দেবী  
উৎকট হাস্ত করিয়া সুললিত বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রে মুঢ় ! তুই চাটু  
বাক্যে নিপুণ বলিয়াই নটের জ্ঞান বাক্য-বিজ্ঞাস করিতেছিস্ ; তুই মনে করিয়াছিস্ যে মধুর  
বাক্য বলিলেই মনোরথ পূর্ণ হইবে কিন্তু তাহা নিতান্তই অসম্ভব ॥ ২ ॥ মুঢ়মতে ! তুই বলবান্  
বিশেষত সেই দুরাত্মার অহুমতি অহুসারে প্রচুর সৈন্য সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছিস্,  
এখন বৃথা বাক্য-ব্যয় পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩ ॥ এই দেবী ক্রুপিত হইয়া তোকে শুভ্রও  
নিশুভ্রকে এবং অজ্ঞাত সেনাপতিদিগকে শরনিকরে সংহার করিয়া পরে স্বীয় আলয়ে গমন  
করিবেন ॥ ৪ ॥ দেখ, শুভ্র মন্দমতি আর এই দেবী বিশ্ববিমোহিনী সূতরাং এ উভয়ের অন্তর  
অধিকতর ; অতএব, এই সংসারে ইহাদের পরস্পর বিবাহ বিধি নিতান্তই অযোগ্য ॥ ৫ ॥  
মুঢ় ! তুই বুঝিয়া-দেখ, সিংহী যদিও অতিশয় কাম্যতুরা হয় তথাপি সে কি কখন সামান্ত



গচ্ছ শুভ্রং নিশুভ্রঞ্চ বদ সত্যং বচো মম ।

কুরু যুদ্ধং ন চেদ্যাহি পাতালং তরসাধুনা ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কালিকায়। বচঃ শ্রুত্বা স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ ।

তামুবাচ মহাভাগ ! ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৮ ॥

হৃদর্শে ! ত্বাং নিহত্যাজৌ সিংহঞ্চ মদগর্বিতম্ ।

গৃহীত্বৈনাং গমিষ্যামি রাজানং প্রত্যহং কিল ॥ ৯ ॥

রসভঙ্গভয়াং কালি ! বিভেমি ত্বিহ সাম্প্রতম্ ।

নোচেত্বাং নিশিতৈর্বাণৈর্হন্যাদ্য কলহপ্রিয়ে ! ॥ ১০ ॥

কালিকোবাচ ।

কিং বিকথসি মন্দাত্মায়ং ধর্মো ধনুশ্চতাম্ ।

অশক্ত্যা যুদ্ধে বিশিখান্ গন্তাসি যমসংসদি ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছুত্বা বচনং দৈত্যঃ সংগৃহ্য কাম্মু'কং দৃঢ়ম্ ।

কালিকাং তাং শরাসারৈর্ববর্ষাতিশিলাশিতৈঃ ॥ ১২ ॥

আজৌ যুদ্ধে । এনাং স্কন্দরীমশ্বিকাম্ । অহং রাজানং প্রতীত্যমরঃ ॥ ৯ ॥

তর্হি কার্য্যং কুতো ন করোষি চেত্তদ্রাহ রসভঙ্গেতি ॥ ১০ ॥

শৃগালকে, করিলি কি গর্দভকে অথবা সুরভি কি গবয়কে পতি করিয়া থাকে ? ॥ ৬ ॥

তুই এক্ষণে সত্বর শুভ্র ও নিশুভ্রের সন্নিধানে গমন করিয়া আমার এই সত্য বাক্য বল্ যে, সে এখনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক নতুবা অবিলম্বে পাতালে পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করুক ॥ ৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! সেই দানব ধূম্রলোচন কালিকার বাক্য শ্রবণে অতিশয় ক্রোধাবিত হইয়া আরক্তলোচনে তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ কুৎসিতাদি ! আজি তোমাকে এবং এই মদগর্বিত সিংহকে সমরে নিহত করিয়া এই স্কন্দরীকে রাজার নিকট লইয়া যাইব ॥ ৯ ॥ কালি ! কেবল রসভঙ্গের ভয়ে এখনও এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেছি না । কলহপ্রিয়ে ! যদি তাহা না হইত তাহা হইলে নিশিত শরসমূহ দ্বারা এখনিই তোমাকে নিহত করিতাম সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

কালিকা ধূম্রলোচনের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মূঢ় ! তুই কি মিছা আশ্বস্তাশা করিতেছিস্, ইহা ধনুর্ধারী বীরদিগের ধর্ম নহে, তুই এক্ষণে স্বীয় শক্তি অল্পসারে বাণ সকল মোচন কর, আমি এখনিই তোকে শয়ম-সভায় প্রেরণ করিতেছি ॥ ১১ ॥

দেবাস্তু প্রেক্ষকাস্তত্র বিমানবরসংস্থিতাঃ ।

তাং স্তবস্তো জয়েতু্যচূর্দেবীং শক্রপূরোগমাঃ ॥ ১৩ ॥

তয়োঃ পরম্পরং যুদ্ধং প্রবৃত্তক্কাতিদারুণম্ ।

বাণখড়্গগদাশক্তিযুসলাদিভিরুৎকটম্ ॥ ১৪ ॥

কালিকা বাণপাঠৈস্ত হস্তা পূৰ্ব্বং খরানথ ।

বভঞ্জ তদ্রথং ব্যুঢ়ং জহাস চ মুহুমূহঃ ॥ ১৫ ॥

স চান্যং রথমারুঢ়ঃ কোপেন প্রজ্বলন্নিব ।

বাণবৃষ্টিং চকারোত্রাং কালিকোপরি ভারত ! ॥ ১৬ ॥

সাপি চিচ্ছেদ তরসা তস্ম বাণানসঙ্গতান্ ।

মুমোচান্যানুগ্রবেগান্ দানবোপরি কালিকা ॥ ১৭ ॥

তৈর্বাণৈর্নিহতাস্তস্ম পার্শ্বগ্রাহাঃ সহস্রশঃ ।

বভঞ্জ চ রথং বেগাৎ সূতং হস্তা খরানপি ॥ ১৮ ॥

চিচ্ছেদ তদ্বনুঃ সদ্যো বাণৈরুরগসম্মিভৈঃ ।

মুদং চক্রে সুরাণাং সা শঙ্খাদং তথাকরোৎ ॥ ১৯ ॥

নারং ধর্মো মুখেন বল্গনরূপঃ ॥ ১১—১৪ ॥

খরান্ রথবাহান্ রাসতান্ ॥ ১৫—২১ ॥

বাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! দেবীর ঐদৃশ বাক্য শ্রবণে দানব ধূম্রলোচন সূদৃঢ় কান্দুক গ্রহণ করিয়া কালিকার উপর শাণিত শায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ উত্তম উত্তম বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধ দর্শন এবং জয় হউক বলিয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন বাণ, খড়্গ, গদা, শক্তি ও মুঘল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা তাহাদের পরস্পর ঘোরতর নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ কালিকা শর প্রহার দ্বারা প্রথমত তাহার রথবাহক খর সকলকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন, পরে তাহার বিশাল রথ ভগ্ন করিয়া বারংবার হস্ত করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ হে ভারত ! তখন ধূম্রলোচন অস্ত্র রথে আরোহণ করত কোপে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন কালিকার উপর ঘোরতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ কালিকা দেবীও তাহার বাণ সকল আসিতে না আসিতেই তৎক্ষণাৎ ধঙ ধঙ করিয়া ফেলিলেন এবং দানবের উপর অস্ত্র বাণ সকল সবেগে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ সেই শরনিকরে তাহার সহস্র সহস্র পার্শ্বরক্ষক নিহত হইল ; অধিক কি, তিনি সেই সকল শর দ্বারা তাহার বাহক খর ও সারথিকে নিহত করিয়া রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮ ॥ সর্পসদৃশ বেগশালী শরজালে তাহার ধনুক ছিন্ন করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন, তদর্শনে দেবতাগণ আনন্দ

বিরথঃ পরিঘঃ গৃহ সৰ্বলোহময়ং দৃঢ়ম্ ।  
 আজগাম রথোপস্থং কুপিতো ধূত্ৰলোচনঃ ॥ ২০ ॥  
 বাচা নির্ভৎসয়ন্ কালীং করালঃ কালসম্মিভঃ ।  
 অদৈব ভাং হনিষ্যামি কুরুপে ! পিঙ্গলোচনে ! ॥ ২১ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা সহসাগত্য পরিঘং ক্ষিপতে যদা ।  
 হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম চকার তরসাম্বিকা ॥ ২২ ॥  
 দৃষ্ট্বা ভস্মীকৃতং দৈত্যং সৈনিকা ভয়বিহ্বলাঃ ।  
 চক্রুঃ পলায়নং সদ্যো হা তাতেত্যব্রুবন্ পথি ॥ ২৩ ॥  
 দেবাস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা দানবং ধূত্ৰলোচনম্ ।  
 মুমূচুঃ পুষ্পবৃষ্টিং তে মুদিতা গগনে স্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥  
 রণভূমিস্তদা রাজন্ ! দারুণা সমপদ্যত ।  
 নিহতৈর্দানবৈরশ্চৈঃ খরৈশ্চ বারগৈস্তথা ॥ ২৫ ॥  
 গৃধ্ৰাঃ কাকা বটাঃ শ্চোনা বরফা জম্বুকাস্তথা ।  
 ননৃতুশ্চ ক্রুশুঃ প্রেতান্ পতিতান্ রণভূমিষু ॥ ২৬ ॥

বদেতি । যদা বস্মিন্ কালে ক্ষিপতে ত্যজতি তস্মিন্নেব কালে সাম্বিকা যন্তাঃ শরীরেণ  
 কোশিকী নির্গতা সা স্মন্দরী অম্বিকা হুঙ্কারেণৈব হুঙ্কারোচ্চারণেনৈব তং ভস্ম চকার ।  
 কাষ্ঠং ভস্ম চকারেতিবৎ প্রয়োগঃ । তথা চাম্বিকয়া স হুঙ্কারেণ নাশিতো ন তু কালিকয়া ।  
 তদ্বক্তৃং মার্কণ্ডেয়পুরাণে হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা তত ইতি ॥ ২২ ॥

পথি হাতাতেত্যব্রুবম্ভিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

নিহতৈর্নির্গতপ্রাণৈর্দানবাদিভির্দারুণা ভয়ঙ্করী সমপদ্যতেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

লাভ করিলেন ॥ ১৯ ॥ ধূত্ৰলোচন বিরথ হইবামাত্র কুপিত হইয়া লোহময় সূদৃঢ় পরিঘ  
 লইয়া রথ সমীপে উপনীত হইল ॥ ২০ ॥ তখন কালসদৃশ ভয়ঙ্কর দানব দেবীকে ভৎসনা  
 করিয়া বলিল, কুৎসিতাঙ্গি পিঙ্গললোচনে কালি ! আমি এপনিই তোমাকে নিহত  
 করিব ॥ ২১ ॥ এই বলিয়া সহসা তাঁহার নিকট গিয়া যখন পরিঘ নিক্ষেপ করিতে উদ্যত  
 হইল, তখনই অম্বিকা দেবী হুঙ্কার শব্দ দ্বারা তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২ ॥  
 ধূত্ৰলোচন ভস্মসাৎ হইল দেখিয়া তাহার সৈন্তগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পথিমধ্যে হা তাত !  
 হা তাত ! বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল ॥ ২৩ ॥ দেবগণ ধূত্ৰ-  
 লোচনকে নিহত দেখিয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গগনমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! সেই সময় কোন স্থানে নিহত দানবগণ, কোন স্থানে অশ্ব, কোন  
 স্থানে বারণ ও কোন স্থানে খর সকল পতিত থাকায় রণভূমি ভয়ঙ্কর মূর্তিধারণ করিল ॥ ২৫ ॥  
 গৃধ্র, কাক, শ্চোন, বটবরফাদি পিঙ্গাচ ও জম্বুক প্রভৃতি মাংসলোলুপ জীবগণ, রণস্থলে



অস্বিকা তদ্রণস্থানং ত্যক্ত্বা দূরং স্থলাস্তরে ।  
 গহ্বা চকার চাপ্যুগ্রং শঙ্খনাদং ভয়প্রদম্ ॥ ২৭ ॥  
 তং শ্রুত্বা দরশনক্লান্তশ্চক্ষুঃ সন্মনি সংস্থিতঃ ।  
 দৃষ্ট্বাথ দানবান্ ভয়ানাগতান্ রুধিরোক্ষিতান্ ॥ ২৮ ॥  
 ছিন্নপাদকরাক্ষাংশ্চ মঞ্চকারোপিতানপি ।  
 ভয়পৃষ্ঠকটিগ্রীবান্ ক্রন্দমানাননেকশঃ ॥ ২৯ ॥  
 বীক্ষ্য শুভ্রো নিশুশ্চ ক গতো ধূত্রলোচনঃ ।  
 কথং ভয়াঃ সমায়াতা নানীতা কিং বরাননা ॥ ৩০ ॥  
 সৈন্যং কুত্র গতং মন্দাঃ কথয়ন্তু যথোচিতম্ ।  
 কস্মায়ং শঙ্খনাদোহদ্য শ্রুয়তে ভয়বর্ধনঃ ॥ ৩১ ॥

গণা উচুঃ ।

বলঞ্চ পাতিতং সর্বং নিহতো ধূত্রলোচনঃ ।  
 কৃতং কালিকয়া কৰ্ম্ম রণভূমাবমানুষম্ ॥ ৩২ ॥

---

বট। বরফাঃ বটবরফশব্দেন পিলাচবিশেষাঃ । তদ্রক্তং শূলিনীমস্ত্রবিধানে সহস্রং  
 প্রজপেন্নম্রং শূলিষ্ঠা যং স্পৃশন্নরঃ । বটাস্চ বরফাষ্টেচব ন স্পৃশন্তি কদাচনেতি । চূড়ুঃ  
 কোলাহলং চক্রুঃ । রণভূমিষু প্রেতান্ পতিতান্ দৃষ্টেতি শেষঃ ॥ ২৬—৩৩ ॥

---

পতিত প্রেতদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া নৃত্য ও বিকট কোলাহল শব্দ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥  
 তখন, অস্বিকা দেবী সেই রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্তী স্থানে গমন পূর্বক একপ  
 ভীতিপ্রদ প্রচণ্ড শঙ্খনাদ করিলেন যে, শুভ্র স্বীর আলয়ে বসিয়াও সেই ভয়জনক  
 শঙ্খ নিনাদ শুনিতে পাইল । পরক্ষণেই দেখিল যে, দানব সৈন্তগণ রণে ভঙ্গ দিয়া  
 রোদন করিতে করিতে রণস্থল হইতে আগমন করিতে লাগিল । তাহাদের মধ্যে কেহ  
 সর্স্বাঙ্গে রুধিরধারায় আশ্রাবিত, কাহারও পদ ছিন্ন, কাহারও বাহু ছিন্ন, কেহ বা নয়ন-  
 বিহীন, কাহারও বা পৃষ্ঠ ভগ্ন, কাহারও কটি ভগ্ন, কাহারও গ্রীবা ভগ্ন, কেহ বা খড়্গ  
 শায়িত । শুভ্র ও নিশুশ্চ ইহাদিগকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ধূত্রলোচন এক্ষণে  
 কোথায় ? তোমরা কি অস্ত্র রণে ভঙ্গ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে এবং কি অস্ত্রই বা সেই  
 স্ত্রবদনা রমণীকে আনয়ন কর নাই ? ॥ ২৭—৩০ ॥ অস্ত্রান্ত্র সৈন্ত সকল কোথায় ? আর  
 এই যে ভয়বর্ধন শঙ্খের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, এই শঙ্খধ্বনি কাহার ? রে মূঢ়-  
 গণ ! তোরা এই সকল বিষয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত শীঘ্রই ব্যক্ত কর ॥ ৩১ ॥

সৈন্ত সকল শুভ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, রাজন্ ! কালিকা দেবী ধূত্র-  
 লোচনকে নিহত এবং সমস্ত সৈন্তগণকে সংহার করিয়া রণস্থলে অলৌকিক কার্য্য

শঙ্খনাদোহ্মিকায়ান্তু গগনং ব্যাপ্য রাজতে ।

হর্ষদঃ সুরসজ্জানাং দানবানাঞ্চ শোকক্লুৎ ॥ ৩৩ ॥

যদা নিপাতিতাঃ সর্বৈ তেন কেশরিণা বিভো ! ।

রথা ভগ্না হয়াশ্চৈব বাণপাটৈবিনাশিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

গগনস্থাঃ সুরাশ্চক্ৰুঃ পুষ্পবৃষ্টিং মুদান্বিতাঃ ।

দৃষ্ট্বা ভগ্নং বলং সর্বং পাতিতং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩৫ ॥

নিশ্চয়ন্তু কৃতোহ্মাভির্জয়ো নৈব ভবেদिति ।

বিচারং কুরু রাজেন্দ্র ! মস্ত্রিভির্মস্ত্রবিভ্রমৈঃ ॥ ৩৬ ॥

বিস্ময়োহয়ং মহারাজ ! জদেকা জগদম্বিকা ।

ভবন্তিঃ সহ যুদ্ধায় সংস্থিতা সৈন্তবর্জিতা ॥ ৩৭ ॥

নির্ভয়ৈকাকিনী বালা সিংহারুঢ়া মদোৎকটা ।

চিত্রমেতন্মহারাজ ! ভাসতেহদ্রুতমঞ্জসা ॥ ৩৮ ॥

সন্ধির্বা বিগ্রহো বাদ্য স্থানং নির্যাপমেব চ ।

মস্ত্রয়িত্বা মহারাজ ! কুরু কার্য্যং যথারুচি ॥ ৩৯ ॥

যদা সর্বৈ তেন কেশরিণা নিপাতিতাঃ । যদা চ রথা ভগ্না বাণপাটৈর্হয়াশ্চ বিনাশিতা-  
স্তদা গগনস্থা ইত্যমরঃ ॥ ৩৪ ॥

ভগ্নং বলং ধূম্রলোচনং পাতিতঞ্চ দৃষ্ট্বাস্মাভির্জয়ো নৈব ভবেত্তবেতি নিশ্চয়ঃ কৃত ইত্য-  
মরঃ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ মহারাজ ! যে শঙ্খের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া দানবগণের অন্তরে  
ভীতিসঞ্চার ও দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ইহা  
অম্বিকার শঙ্খনিদাদ জানিবেন ॥ ৩৩ ॥ প্রভো ! দেবী অজস্র বাণ বর্ষণ করিয়া যে সময়  
দানববর ধূম্রলোচনের রথ সকল ভগ্ন এবং অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাহাকেও বিনাশ  
করিলেন, সেই কেশরী যখন সমস্ত সৈন্তগণকে বিনাশ করিতে লাগিল, যখন ধূম্রলোচন  
রথ-শয্যায় শায়িত হইল, যখন সমস্ত সৈন্ত ভগ্ন হইল, তখন সুরগণ এই সমস্ত অবলোকন  
করিয়া হর্ষ সহকারে গগনমণ্ডল হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩৪—৩৫ ॥ রাজন্ !  
আমাদিগের জয়লাভ হইবে না আমরা এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছি অতএব এক্ষণে আপনি  
মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া যাহা কর্তব্য তাহাই করুন ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ !  
জগদম্বিকা সৈন্তের সহায়তা না লইয়াও আপনাদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনায়  
যে একাকিনী অপেক্ষা করিতেছেন, ইহাই আমাদিগের বিস্ময়ের বিষয় ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ !  
মদগর্বে গর্জিতা সেই বালা নির্ভর হইয়া একাকিনী সিংহপৃষ্ঠে বিরাজমান রহিয়াছেন ।  
রাজেন্দ্র ! এ সমস্তই আমাদিগের অদ্রুত বলিয়াই বিবেচনা হইতেছে ॥ ৩৮ ॥ মহারাজ !

তৎসম্মিধৌ বলং নাস্তি তথাপি শত্রুতাপন ! ।

পার্শ্বগ্রাহাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বে ভবিষ্যন্তি কিলাপদি ॥ ৪০ ॥

সময়ে তৎসমীপস্থৌ জ্ঞাতৌ চ হরিশঙ্করৌ ।

লোকপালাঃ সমীপেহদ্য বর্তন্তে গগনে স্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥

রক্ষোগণাশ্চ গন্ধৰ্বাঃ কিম্বরা মানুষাস্তথা ।

তৎসহায়ীশ্চ যন্তব্যাঃ সময়ে সুরতাপন ! ॥ ৪২ ॥

অস্মাকমনুমানেন জ্ঞায়তে সৰ্ব্বথেদৃশম্ ।

অন্বিকায়াঃ সহায়ীশা তৎকার্য্যাশা ন কাচন ॥ ৪৩ ॥

একা নাশয়িতুং শক্তা জগৎ সৰ্ব্বং চরাচরম্ ।

কা কথা দানবানাস্ত সৰ্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি জ্ঞাত্বা মহাভাগ ! যথা ক্লুচি তথা কুরু ।

হিতং সত্যং মিতং বাক্যং বক্তব্যমনুযায়িভিঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং শুভ্রঃ পরবলার্দ্দিনঃ ।

কনীয়াংসং সমানীয় পপ্রচ্ছ রহসি স্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

সন্ধির্মৈত্রী । নিগ্রহঃ শত্রুত্বম্ । স্থানমুদাসীনতয়াবস্থানম্ । নির্ধাণং পলায়নম্ ॥ ৩৯—৪০ ॥

সময়ে ইতি । তাবপি হরিশঙ্করৌ সময়ে সহায়ৌ ভবিষ্যত ইতি শ্লেষঃ ॥ ৪১ ॥

রক্ষোগণাঃ ভূতগণাঃ ॥ ৪২ ॥

সন্ধি, বিগ্রহ, পলায়ন বা উদাসীন ভাবে অবস্থিতি, ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে অভি-  
লাষ হয়, মন্ত্রণা করিয়া সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৩৯ ॥ হে শত্রুসন্তাপন ! আমাদের  
বোধ হয় সেই দেবীর নিকট এক্ষণে সৈন্ত নাই সত্য, কিন্তু আপদকালে সমস্ত সুরবর্গ  
তাঁহার পার্শ্বরক্ষক হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ যথাসময়ে হরি ও হর উভয়েই তাঁহার সমীপে  
উপস্থিত হইবেন, এক্ষণে লোকপালগণ গগনমণ্ডল আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমীপেই বর্তমান  
রহিয়াছেন ॥ ৪১ ॥ সুরতাপন ! আপনি জানিবেন যে, গন্ধৰ্ব্ব কিম্বর ও মানুষগণ সকলেই  
যথাসময়ে নিশ্চয়ই তাঁহার সহায় হইবে ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! আমরা অনুমান দ্বারা এইরূপই  
বিবেচনা করিতেছি, বস্তুত সেই অধিকা কাহারও কোন সহায়ের প্রত্যাশা রাখেন  
না, কিংবা কেহ তাঁহার কার্য্য করিবে সে আশাও করেন না ॥ ৪৩ ॥ আপনি নিশ্চয় জানি-  
বেন, তিনি একাকিনীই চরাচরের সহিত সমস্ত জগন্মণ্ডল বিনাশ করিতে পারেন, তাহাতে  
সমস্ত দানবগণের কথা আর কি বলিব ॥ ৪৪ ॥ হে মহাভাগ ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত



ভ্রাতঃ ! কালিকয়াদৈব নিহতো ধূত্রলোচনঃ ।

বলঞ্চ শাতিতং সৰ্বং গণা ভয়াঃ সমাগতাঃ ॥ ৪৭ ॥

অম্বিকা শঙ্খনাদং বৈ করোতি মদগৰ্বিতা ।

জ্ঞানিনাকৈব ছুজ্জয়া গতিঃ কালশ্চ সৰ্বথা ॥ ৪৮ ॥

তৃণং বজ্রায়তে নুনং বজ্রকৈব তৃণায়তে ।

বলবান্ বলহীনঃ স্মাদৈবশ্চ গতিরীদৃশী ॥ ৪৯ ॥

পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ ! কিং কৰ্তব্যমতঃ পরম্ ।

অভোগ্যা চাম্বিকা নুনং কারণাদত্র বাগতা ॥ ৫০ ॥

যুক্তং পলায়নং বীর ! যুদ্ধং বা বদ সত্বরম্ ।

লঘুং জ্যেষ্ঠং বিজানামি ত্বামহং কার্য্যসঙ্কটে ॥ ৫১ ॥

নিশুন্ত উবাচ ।

ন বা পলায়নং যুক্তং ন দুৰ্গগ্রহণং তথা ।

যুদ্ধমেব পরং শ্রেয়ঃ সৰ্বথৈবানয়ানঘ ! ॥ ৫২ ॥

বস্ত্ততন্তুস্তাঃ সহায়াপেক্ষৈব নাস্তীত্যাহ অম্বিকয়া ইতি ॥ ৪৩—৪৯ ॥

অভোগ্যেতি অস্মাৎ কারণাৎ পরাভবরূপাদত্র সমাগতাম্বিকা নুনমভোগ্যা ন সেবনী-  
য়েতি যুক্তং পলায়নং বা যুক্তং যুদ্ধং বা যুক্তমিত্যশয়ঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

হইয়া আপনার বেক্সপ অভিকৃতি হয় তাহাই করুন; হিত অথচ পরিমিত সত্য বাক্য  
বলাই ভৃত্যগণের উচিত, এই নিমিত্তই আপনাকে এই সকল কথা বলিলাম ॥ ৪৫ ॥

বাস বলিলেন, রাজন! পরবলবিমর্দন শুভ, তাহাদিগের বাক্য শ্রবণে কনিষ্ঠ  
ভ্রাতাকে নির্জনে আহ্বান করিয়া বলিল ॥ ৪৬ ॥ ভ্রাতঃ ! একাকিনী কালিকা আজ ধূম-  
লোচনকে সংহার করিয়া সমস্ত সৈন্ত বিনষ্ট করিয়াছে, অবশিষ্ট সৈন্তগণ ভঙ্গ দিয়া আমার  
নিকট উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥ এক্ষণে অম্বিকা মদগৰ্বিত হইয়া শঙ্খনাদ করিতেছে । ভ্রাতঃ !  
কালের গতি জ্ঞানিগণেরও নিতান্ত ছুজ্জয় ॥ ৪৮ ॥ দেখ, কালের গতিবশত তৃণ কোথাও  
বজ্রসদৃশ, বজ্র কোথাও তৃণতুল্য এবং বলবান্ ও বলহীন হইয়া থাকে, অতএব দৈবের গতি  
এইরূপই জানিবে ॥ ৪৯ ॥ মহাভাগ ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহার পর আমাদের কৰ্তব্য  
কি ? এই পরাভবের পর সেই সমাগত অম্বিকাকে উপভোগ করা উচিত, অথবা এখান  
হইতে পলায়ন করা বিধেয়, কিংবা যুদ্ধ করা কৰ্তব্য ? তুমি তাহা সত্বর বল । তুমি কনিষ্ঠ  
হইলেও সঙ্কটস্থলে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি ॥ ৫০—৫১ ॥

নিশুন্ত শুভের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, হে অনঘ ! পলায়ন কিংবা দুর্গের আশ্রয়  
গ্রহণ করা যুক্তি সঙ্গত নহে, ইহার সহিত যুদ্ধ করাই সৰ্ব্ব প্রকারে শ্রেয়স্কর জানিবে ॥ ৫২ ॥

সসৈন্তোহহং গমিষ্যামি রণে তু প্রবরাশ্রিতঃ ।

হুত্বা তামাগমিষ্যামি তরসা ত্ববলানিমাম্ ॥ ৫৩ ॥

অথবা বলবদৈবাদন্যথা চেষ্টুবিষ্যতি ।

মৃত্যে ময়ি ত্বয়া কার্য্যং বিমৃশ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শুভ্রঃ প্রোবাচ চানুজম্ ।

তিষ্ঠ ত্বং চণ্ডমুণ্ডৌ দ্বৌ গচ্ছতাং বলসংযুতো ॥ ৫৫ ॥

শশকগ্রহণায়াত্র ন যুক্তং গজমোচনম্ ।

চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবীরৌ তাং হস্তং সৰ্ব্বথা ক্ষমৌ ॥ ৫৬ ॥

ইতু্যক্ত্বা ভ্রাতরং শুভ্রঃ সন্তাম্য চ মহাবলৌ ।

উবাচ বচনং রাজা চণ্ডমুণ্ডৌ পুরঃস্থিতৌ ॥ ৫৭ ॥

গচ্ছতাং চণ্ডমুণ্ডৌ দ্বৌ স্বসৈন্যপরিবারিতৌ ।

হস্তং তামবলাং শীঘ্রং নির্লজ্জাং মদগৰ্ব্বিতাম্ ॥ ৫৮ ॥

গৃহীত্বাথ নিহত্যাভৌ কালিকাং পিঙ্গলোচনাম্ ।

আগম্যতাং মহাভাগৌ কুত্বা কার্য্যং মহত্তরম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্থপেতি । বলবদৈবাদহমেব মরিষ্যামি চেদিতার্থঃ । তদেতি শেষঃ । মৃত্যে ময়ী-  
ত্যত্রাশ্রয়ঃ ॥ ৫৪—৫৭ ॥

তামবলাং কালিকাং হস্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

আমি প্রধান প্রধান যোদ্ধা এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরে গিয়া সেই অবলাকে সংহার  
করিয়া আবিগ্ৰহে প্রতি নিবৃত্ত হইব ॥ ৫৩ ॥ অথবা যদি দৈবের অতিশয় প্রবলতা বশত  
ইহার অশ্রুণা হয়, তবে আমি মৃত হইলে আপনি বারংবার বিবেচনা করিয়া যাহা কর্তব্য  
হয় তাহাই করিবেন ॥ ৫৪ ॥

শুভ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিল, তুমি অপেক্ষা কর, এখন  
সৈন্যসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া চণ্ড ও মুণ্ড উভয়েই গমন করুক ॥ ৫৫ ॥ দেখ, শশক গ্রহণ করি-  
বার নিমিত্ত গজেন্দ্র প্রেরণ উচিত নহে ; ইহা অতি সামান্ত বিষয়, মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ড  
তাহাকে সংহার করিতে সৰ্ব্বতোভাবে সমর্থ হইবে ॥ ৫৬ ॥ রাজা শুভ্র ভ্রাতাকে এই কথা  
বলিয়া সম্মুখস্থিত মহাবীর চণ্ড মুণ্ডকে বলিল ॥ ৫৭ ॥ চণ্ড ! মুণ্ড ! তোমরা মদগৰ্ব্বিতা  
লজ্জাহীনা সেই অবলা ললনাকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বীয় সেনায় পরিবৃত্ত হইয়া সত্বর  
গমন কর ॥ ৫৮ ॥ বীরযুগল ! সেই পিঙ্গলনয়না কালিকাকে সংগ্রাম স্থলে বিনাশ করিয়া  
এবং সেই অধিকাকে গ্রহণ করিয়া এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করত শীঘ্র আগমন কর ॥ ৫৯ ॥

সা নায়াতি গৃহীতাপি গৰ্বিতা চান্বিকা যদি ।  
তদা বাণৈর্মহাতীকৈর্হস্তব্যাহবমণ্ডিতা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
ধূত্রলোচনবধো নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

গৃহীত্বতি । কালিকাং নিহত্যাথ তামন্বিকাং গৃহীত্বত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

আর যদি সেই গর্বিত অম্বিকা গৃহীত হইলেও না আইসে তবে স্ত্রীকায়িক সায়ক সমূহ  
দ্বারা রণভূষণরূপ সেই দুর্গাকেও নিহত করিবে ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রলোকায়ক মহাপুরাণ  
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ধূত্রলোচন বধ নামক  
পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞপ্তৌ তদা বীরৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবলৌ ।  
জগদুত্তরসৈবাজৌ সৈন্যেন মহতান্বিতৌ ॥ ১ ॥  
দৃষ্ট্বা তত্র স্থিতাং দেবীং দেবানাং হিতকারিণীম্ ।  
উচুস্তৌ মহাবীর্য্যৌ তদা সামান্বিতং বচঃ ॥ ২ ॥  
বালে ! ত্বং কিং ন জানাসি শুভ্রং সুরবলার্দনম্ ।  
নিশুভ্রঞ্চ মহাবীর্য্যং তুরাষাড্ বিজয়োকৃতম্ ॥ ৩ ॥  
ত্বমেকাসি বরারোহে ! কালিকাসিংহসংযুতা ।  
জেতুমিচ্ছসি দুৰ্ব্বদ্ধে ! শুভ্রং সৰ্ব্ববলান্বিতম্ ॥ ৪ ॥  
মতিদঃ কোহপি তে নাস্তি নারী বাপি নরোহপি বা  
দেবাস্থাং প্রেরয়ন্ত্যেব বিনাশায় তবৈব তে ॥ ৫ ॥  
বিমৃশ্য কুরু তদ্বশি ! কার্য্যং স্বপরয়োর্বলম্ ।  
অষ্টাদশভুজহাত্বং গৰ্ব্বঞ্চ কুরুষে মুষা ॥ ৬ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চাষটিপদৈরথ ভরকরম্ ।

যুদ্ধং সমভবদ্ঘোরং শ্রীদেব্যাশ্চণ্ডমুণ্ডয়োঃ ॥

চণ্ডমুণ্ডাজ্ঞানস্তরং জাতং বৃত্তমাহ ইত্যাজ্ঞপ্তাবিতি ॥ ১—২ ॥

তুরাষাড্ভিঃশুভ্রং বিজয়েনোকৃতমুন্নতম্ ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তখন মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ড ভুস্তের এই আদেশ পাইবা-  
মাত্র মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সত্তর সমরে প্রস্থান করিল ॥ ১ ॥ সেই নিরতিশয় বলবান্  
দানবদ্বয় সমরস্থলে দেবগণের হিতকারিণী দেবীকে দর্শন করিয়া সামসম্বিত বাক্যে  
তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥ বালে ! তুমি কি জান না যে মহাবল পরাক্রান্ত অনুরাজ  
শুভ্র ও নিশুভ্র সমস্ত সুরসৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়াছেন এবং সুরপতি ইন্দ্রকে পরাজয়  
করিয়া বিজয়মদে অত্যন্ত উন্নত হইয়াছেন ? ॥ ৩ ॥ নিতম্বিনি ! তোমার দুৰ্ব্বদ্ধি ঘটিয়াছে  
সন্দেহ নাই, নতুবা কি জন্ত তুমি একাকিনী, কেবলমাত্র কালিকা ও সিংহকে সহায় করিয়া  
সমস্ত সেনার সাহিত শুভ্রকে পরাজয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৪ ॥ আমার বোধ হয়  
তোমাকে স্নবুদ্ধি প্রদান করে এমন নারী বা নর কেহই নাই ? দেবতারা তোমার

কিং ভুজৈৰ্ভূভিব্যৰ্থৈরাযুধৈঃ কিং শ্রমপ্রদৈঃ ।

শুভ্রশ্রাণে সুরাণাং বৈ জেতুঃ সমরশালিনঃ ॥ ৭ ॥

ঐরাবতকরচ্ছেতুর্দন্তিদারণকারিণঃ ।

জয়িনঃ সুরসজ্জানাং কার্য্যং কুরু মনোগতম্ ॥ ৮ ॥

বৃথা গর্ভায়সে কাস্তে ! কুরু মে বচনং প্রিয়ম্ ।

হিতং তব বিশালাক্ষি ! সুখদং দুঃখনাশনম্ ॥ ৯ ॥

দুঃখদানি চ কার্য্যাণি ত্যাজ্যানি দূরতো বুধৈঃ ।

সুখদানি চ সেব্যানি শাস্ত্রতত্ত্ববিশারদৈঃ ॥ ১০ ॥

চতুরাসি পিকালাপে ! পশ্য শুভ্রবলং মহৎ ।

প্রত্যক্ষং সুরসজ্জানাং মর্দনে মহোদয়ম্ ॥ ১১ ॥

প্রত্যক্ষঞ্চ পরিত্যজ্য বৃথৈবানুমিতিঃ কিল ।

সন্দেহসহিতে কার্য্যে ন বিপশ্চিৎ প্রবর্ততে ॥ ১২ ॥

স্বপরয়োর্বলং বিমৃশ্য বিচার্য্য কার্য্যং কুর্কিত্যর্থঃ ॥ ৬—১১ ॥

বৃথৈবানুমিতিঃ । দেববলমপি মহোদয়ং বলদ্বাদৈত্যবলবদিত্যনুমিতিঃ বৃথৈব তত্র দৈত্যসম্বন্ধিহস্তাপাদিহাদিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

বিনাশের নিমিত্তই তোমাকে রণস্থলে প্রেরণ করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥ কৃশাক্ষি ! আপনার ও পরের বলাবল বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আর যদি আপনার অষ্টাদশ বাহু দ্বারা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিব, মনে মনে এইরূপ গর্ভ করিয়া থাক তাহা নিতান্তই নিষ্ফল জানিবে ॥ ৬ ॥ কারণ, সেই সুরবিজয়ী শুভ্র যখন সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তোমার বাহু সকল আর আয়ুধ সকলই বা তাহার কি করিবে ? ঐ সকল কেবল বহনের পরিশ্রম জনক মাত্র হইবে, বস্তুত তাহা দ্বারা কোনও ফললাভের প্রত্যাশা করিও না ॥ ৭ ॥ যে বীরবর ঐরাবতের কর ছেদন করিয়াছেন, যিনি দন্তির দন্ত সকল উৎপাটিত করিয়াছেন এবং যিনি সমস্ত সুরবৃন্দকে পরাজয় করিয়াছেন, তুমি সেই শুভ্রের অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন কর ॥ ৮ ॥ কাস্তে ! তুমি বৃথা গর্ভিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেছ । বিশালনয়নে ! আমার প্রিয়বাক্য প্রতি-পালন কর, আমার এই হিতবাক্য শুনিলে তোমার ক্লেশ তিরোহিত হইয়া সুখোদয় হইবে তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ৯ ॥ যে সকল কার্য্য করিলে ক্লেশ হয়, শাস্ত্রতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণ সে কার্য্য কখনই করেন না, প্রত্যাৎ তাঁহারা সুখদায়ক কার্য্য নিয়তই করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ মধুরভাষিণি ! তুমি চতুরা, অতএব শুভ্র সুরবৃন্দকে নিপীড়িত করিয়া স্বায় সূমহৎ বলের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন তাহা ! তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন কর ॥ ১১ ॥ আর, যদি তুমি দেবতাদিগের সৈন্যকে মহত্তর বলিয়া অনুমান করিয়া থাক তাহা মিথ্যা ;

শক্রঃ সুরাণাং পরমঃ শুভ্রঃ সমরদুর্জয়ঃ ।

তস্মাত্ত্বাং প্রেরয়ন্ত্যত্র দেবা দৈত্যেশপীড়িতাঃ ॥ ১৩ ॥

তস্মাত্তদ্বচনৈঃ স্নিগ্ধৈর্বক্তিতাসি শুচিস্মিতে ! ।

দুঃখায় তব দেবানাং শিক্ষা স্বার্থস্য সাধিকা ॥ ১৪ ॥

কার্যমিত্রং পরিক্ষিপ্য ধর্মমিত্রং সমাশ্রয়েৎ ।

দেবাঃ স্বার্থপরাঃ কামং ত্বামহং সত্যমববুধম্ ॥ ১৫ ॥

ভজ শুভ্রং সুরেশানজেতারং ভুবনেশ্বরম্ ।

চতুরং সুন্দরং শূরং কামশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ১৬ ॥

ঐশ্বর্য্যং সর্বলোকানাং প্রাপ্যসে শুভ্রশাসনাং ।

নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা ভর্তারং ভজ শোভনম্ ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা চণ্ডস্য জগদম্বিকা ।

মেঘগম্ভীরনিদং জগজ্জ পুনরব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

তব দুঃখায় দেবানাং শিক্ষা ভবতি স্বার্থস্য চ সাধিকা ভবতীদং কথং ত্বয়া ন জ্ঞাত-  
মিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৯ ॥

কারণ, পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া কখনই সন্দেহযুক্ত অনুমান কার্য্যে  
প্রবৃত্ত হইবেন না ॥ ১২ ॥ সমর-দুর্জয় শুভ্র সুরগণের পরম শত্রু সুরাণাং দানবপতির  
নিকট দেবতারা নিপীড়িত হইয়াই তোমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছে ॥ ১৩ ॥ শুচি-  
স্মিতে ! তুমি এই কারণেই দেবতাদিগের মধুর বাক্যে বঞ্চিত হইয়াছ, দেবতারা  
স্বীয় স্বার্থ সাধন করিতে অভিলাষী হইয়া তোমাকে ক্রেশ দিবার নিমিত্তই এইরূপ  
উপদেশ দিয়াছে ॥ ১৪ ॥ কার্য্যবশত যে মিত্র হয় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম-নিবন্ধন  
যে মিত্র হয় তাহাকেই আশ্রয় করা কর্তব্য । দেখ, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বলিতেছি  
যে, দেবতারা নিতান্তই স্বার্থপর ; তাহারা নিজ কার্য্যের সাধন জন্তই তোমার পরম মিত্র  
হইয়াছে ॥ ১৫ ॥ শুভ্র সুরপতিকে জয় করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়াছেন, বিশেষত,  
তিনি শূর, সুন্দর, চতুর ও কামশাস্ত্রে বিশারদ অতএব এক্ষণে তুমি তাহাকেই ভজনা  
কর ॥ ১৬ ॥ দেখ, ত্রিলোক মধ্যে যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আছে, শুভ্রের শাসনবশত তৎসমুদয়ই  
তুমি লাভ করিবে অতএব তুমি স্থির নিশ্চয় করিয়া সেই সুশোভন ভর্তা শুভ্রকেই ভজনা  
কর ॥ ১৭ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! জগদম্বিকা সেই চণ্ডের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মেঘের ন্যায়  
গম্ভীরস্বরে গজ্জন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ রে আম্ম ! তুই কি মিথ্যা বক্তব্য



গচ্ছ জাম্ব্য ! যুধা কিং ত্বং ভাষসে বন্ধকং বচঃ ।

ত্যাঙ্ক্য হরিহরাদীংশ্চ শুভ্রং কন্যাসুজ্ঞে পতিম্ ॥ ১৯ ॥

ন মে কশ্চিৎ পতিঃ কার্য্যো ন কার্য্যং পতিনা সহ ।

স্বামিনী সর্বভূতানামহমেব নিশাময় ॥ ২০ ॥

শুভ্রা মে বহবো দৃষ্টা নিশুভ্রাশ্চ সহস্রশঃ ।

ঘাতিতাশ্চ ময়া পূৰ্ব্বং শতশো দৈত্যদানবাঃ ॥ ২১ ॥

মমাগ্রে দেববৃন্দানি বিনষ্টানি যুগে যুগে ।

নাশং যাস্মন্তি দৈত্যানাং যুধানি পুনরদ্য বৈ ॥ ২২ ॥

কাল এবাগতোহস্ত্যত্র দৈত্যসংহারকারকঃ ।

বৃথা ত্বং কুরুষে যত্নং রক্ষণায়ান্নসমুত্তেঃ ॥ ২৩ ॥

কুরু যুদ্ধং বীরধৰ্ম্মরক্ষায়ৈ ত্বং মহামতে ! ।

মরণং ভাবি দুস্ত্যাজ্যং যশো রক্ষ্যং মহাত্মভিঃ ॥ ২৪ ॥

কিস্তে কার্য্যং নিশুভ্তেন শুভ্তেন চ দুরাত্মনা ।

বীরধৰ্ম্মং পরং প্রাপ্য গচ্ছ স্বৰ্গং সুরালয়ম্ ॥ ২৫ ॥

শুভ্রো নিশুভ্রশ্চৈবাত্মে যে চাত্ত তব বান্ধবাঃ ।

সৰ্ব্বৈ তবানুগাঃ পশ্চাদাগমিষ্যন্তি সাম্প্রতম্ ॥ ২৬ ॥

বস্তুতঃ পত্যাপেক্ষা মম নাস্তীত্যাহ ন মে ইতি । স্বামিনী সৰ্ব্বেশ্বরীত্যর্থঃ ॥ ২০—২৬ ॥

বাক্য প্রয়োগ করিতেছিন্ ? তুই এখনই প্রশ্ন কর । হরিহর প্রভৃতি দেবগণকে পরি-  
ত্যাগ করিয়া আমি শুভ্রকে কিজন্ত পতি করিব ॥১৯॥ রে মূৰ্খ ! পতির সহিত আমার কোন  
কার্য্যই নাই সুতরাং কাহাকেও পতি করিবার প্রয়োজন নাই । আমিই সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের  
স্বামিনী হইয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীবসমূহ প্রতিপালন করিয়া থাকি ইহাই অবধারণ  
কর ॥২০॥ আমি পূৰ্বে সহস্র সহস্র নিশুভ্র ও শুভ্রকে দর্শন এবং বিনাশ করিয়াছি এবং শত  
শত দৈত্য দানবকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছি ॥২১॥ আমার সম্মুখে যুগে যুগে কত শত  
দেবতা বিনষ্ট হইয়াছে, অদ্য আবার এই দানববৃণ সকল পুনরায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে ॥ ২২ ॥  
একণে দৈত্যগণের সংহারক কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুই স্বীয় দলবলের  
রক্ষার নিমিত্ত আর বৃথা কেন যত্ন করিতেছি ॥২৩॥ তোকে নিবুদ্ধি বলিয়া বোধ হইতেছে  
না, অতএব বীরধৰ্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই একণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ । মরণ অবশ্যই হইবে কেহ  
কখনই তাহা হইতে পরিভ্রাণ পাইবে না । অতএব মহাত্মগণের যশোরক্ষা করাই সৰ্ব্বতো-  
ভাবে কর্তব্য ॥২৪॥ দুরাত্মা শুভ্র এবং নিশুভ্রে তোর প্রয়োজন কি ? একণে শ্রেষ্ঠ

ক্রমশঃ সৰ্বদৈত্যানাং করিষ্যাম্যদ্য সঙ্কল্পম্ ।

বিষাদং ত্যজ মন্দাত্মন ! কুরু যুদ্ধং বিশাম্পতে ! ॥ ২৭ ॥

হামহং নিহনিষ্যামি ভ্রাতরং তব সাম্প্রতম্ ।

ততঃ শুভ্রং নিশুভ্রঞ্চ রক্তবীজং মদোৎকটম্ ॥ ২৮ ॥

অন্যাস্চ দানবান্ সৰ্বান্ হৃদ্বাহং সমরাস্রগে ।

গমিষ্যামি যথাস্থানং তিষ্ঠ বা গচ্ছ বা ক্রতম্ ॥ ২৯ ॥

গৃহাণাস্ত্রং রথাপুষ্ট ! কুরু যুদ্ধং ময়াধুনা ।

কিং জল্পসি যুমা বাক্যং সৰ্বথা কাতরপ্রিয়ম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তয়েথং প্রেরিতৌ দৈত্যৌ চণ্ডমুণ্ডৌ ক্রুধান্বিতৌ ।

জ্যাশব্দং তরসা ঘোরং চক্রতুৰ্বলদর্পিতৌ ॥ ৩১ ॥

সাপি শঙ্খশ্বনং চক্রে পূরয়ন্তৌ দিশৌ দশ ।

সিংহোহপি কুপিতস্তাবম্নাদং সমকরোদ্বলী ॥ ৩২ ॥

তেন নাদেন শক্রাদ্যা জহবুঁরমরাস্তদা ।

মুনয়ো যক্ষগন্ধৰ্ব্বাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাস্চ কিম্বরাঃ ॥ ৩৩ ॥

(ক্রমশ ইতি । বিশাম্পতে ইতি চণ্ডশ্চ সন্যোধনম্ । যৌ বিশৌ বৈশ্বমহুজাবিত্যমর-  
কোবাৎ বিশৌ মনুষ্যাঃ পদাত্যাদয় ইতি যাবৎ । তেবাং পতিরিত্যলুকসমাসঃ । সেনাপতি-  
রিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৫ ॥)

বীরধর্ম অবলম্বন করিয়া স্বর্গে গমন কর ॥ ২৫ ॥ শুভ্র, নিশুভ্র ও তোর অন্তান্ত বান্ধব  
সকল তোর অনুগামী হইয়া সকলেই এই স্থানে অবিলম্বেই আসিবে সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥  
মুঢ় ! আজ আমি ক্রমশই সমস্ত দানবগণের ক্ষয় সাধন করিব ; অতএব তুই বিষাদ পরি-  
ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ ॥ ২৭ ॥ আমি এখনি তোকে এবং তোর ভ্রাতাকে  
নিহত করিব, পরে মদমন্ত রক্তবীজ নিশুভ্র ও শুভ্র এবং অন্তান্ত দানবদিগকে সমর স্থলে  
সংহার করিয়া অভীষ্ট স্থানে গমন করিব ; এক্ষণে তোর ইচ্ছা হয় থাক্ নতুবা অবিলম্বে  
পলায়ন কর ॥ ২৮—২৯ ॥ তুই বৃথা পুষ্ট হইয়াছিস্, যেহেতু যুদ্ধ করিতে ভীত চটতেছিস্  
এক্ষণে কাতরগণের প্রিয় নিফল বাক্য প্রয়োগ করিয়া কি হইবে, আমার বাক্যানুসারে  
ঐ সকল বৃথা বাক্য পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রগ্রহণ পূর্বক আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বলদর্পিত চণ্ড ও মুণ্ড দেবীর ঈদৃশ বাক্যে উৎসাহিত ও  
কুপিত হইয়া অতিবেগে ঘোরতর জ্যাশব্দ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তখন, দেবীও একপ  
শঙ্খধ্বনি করিলেন যে, সেই শব্দে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল ; ইত্যবসরে বলবান্ সিংহও  
কুপিত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিল ॥ ৩২ ॥ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া শক্র প্রভৃতি সুরগণ,

যুদ্ধং পরস্পরং তত্র জাতং কাতরভীতিদম্ ।  
 চণ্ডিকাচণ্ডরোস্তীত্রং বাণখড়্গগদাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥  
 চণ্ডযুক্তাঙ্কুরান্ দেবী চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 মুমোচ পুনরুগ্রা সা চণ্ডিকা পন্নগানিব ॥ ৩৫ ॥  
 গগনং ছাদিতং তত্র সংগ্রামে বিশিখৈস্তদা ।  
 শলভৈরিব মেঘান্তে কৰ্ষকাণাং ভয়প্রদৈঃ ॥ ৩৬ ॥  
 মুণ্ডোহপি সৈনিকৈঃ সার্কং পপাত তরসা রণে ।  
 মুমোচ বাণবৃষ্টিং বৈ ক্রুদ্ধঃ পরমদারুণঃ ॥ ৩৭ ॥  
 বাণজালং মহদৃক্টা ক্রুদ্ধা তত্রান্বিকা ভৃশম্ ।  
 কোপেন বদনং তস্থা বভূব ঘনসন্নিভম্ ॥ ৩৮ ॥  
 কদলীপুষ্পানেত্রঞ্চ ভুক্টীকুটিলং তদা ।  
 নিফ্রাস্তা চ তদা কালী ললাটফলকাদ্ভ্রতম্ ॥ ৩৯ ॥  
 ব্যাঘ্রচৰ্ম্মাশ্বরা কুরা গজচৰ্ম্মোত্তরীয়কা ।  
 মুণ্ডমালাধরা ঘোরা শুকবাণীসমোদরা ॥ ৪০ ॥

কৰ্ষকাণাং ক্ষেত্রকৰ্ষকাণাং ভয়প্রদৈর্ধাত্বাদিভক্ষণেন ভয়দায়কৈঃ শলভৈরিব ॥ ৩৬-৩৭ ॥  
 ঘনসন্নিভং কৃষ্ণবর্ণম্ ॥ ৩৮ ॥  
 ললাটফলকাদম্বিকায়াম্ ললাটেদেশাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

মুনিগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ ও কিন্নরগণ অনিলিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন বাণ, খড়্গ ও গদা দ্বারা চণ্ডিকা ও চণ্ডের পরস্পর কাতর জনের ভয়াবহ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৪ ॥ চণ্ডিকা দেবী উগ্রমূর্তি হইয়া নিশিত শরনিকরে চণ্ড-পরিত্যক্ত শর সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ সর্পসদৃশ অগ্রান্ত শর সকল তাহার উপর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন, কৃষ্ণকর্ণের ভয়াবহ শলভ যেমন মেঘমণ্ডল আচ্ছন্ন করে সেইরূপ রণস্থলে পরস্পরের পরিত্যক্ত শরজালে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল ॥ ৩৬ ॥ ইত্যবসরে অতীব ভয়ঙ্কর মুণ্ড ও সেনা সমভিব্যাহারে সমরে উপস্থিত হইল এবং ক্রোধে অধীর হইয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ সেই স্রবহৎ শরজাল দর্শন করিয়া অম্বিকা সাতিশর কুপিত হইলেন ; তখন কোপবশত তাহার বদনমণ্ডল ক্রুক্টী দ্বারা কুটিল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং নয়ন কদলী-পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল ; এই সময়ে তাহার ললাটফলক হইতে সহস্রা কালী নিফ্রাস্ত হইলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥ সেই ক্রুরপ্রকৃতি ঘোরাকৃতি দেবীর পরিধান বস্ত্র ব্যাঘ্রাজিনরচিত, উত্তরীয় বস্ত্র গজচৰ্ম্ম নির্মিত, জঘন বিশাল, উদর শুক বাণীর ন্যায় গভীর, বদন বিস্তীর্ণ, জিহ্বা লোল, মূলে মুণ্ডমালা, হস্তে খড়্গ, পাশ ও খট্টক, অধিক



খড়্গপাশধরাতীবভীষণা ভয়দায়িনী ।

খট্वाঙ্গধারিণী রৌদ্রা কালরাত্রিরিবা পরা ॥ ৪১ ॥

বিস্তীর্ণবদনা জিহ্বাং চালয়ন্তী মুহুমুহুঃ ।

বিস্তারজঘনা বেগাজ্জঘানাস্থরসৈনিকান্ ॥ ৪২ ॥

করে কৃদ্ধা মহাবীরাংস্তরসা সা রুঘাশ্বিতা ।

মুখে চিক্বেপ দৈতেয়ান্ পিপেষ দশনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪৩ ॥

গজান্ ঘণ্টাশ্বিতান্ হস্তে গৃহীত্বা নিদধৌ মুখে ।

সারোহান্ ভক্ষয়িত্বাজৌ সাট্টহাসং চকার হ ॥ ৪৪ ॥

তথৈব তুরগানুষ্ট্রাংস্তথা সারথিভিঃ সহ ।

নিষ্কিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্কয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ৪৫ ॥

হনুমানং বলং প্রেক্ষ্য চণ্ডমুণ্ডৌ মহাস্থরৌ ।

ছাদয়ামাসতুর্দেবীং বাণাসারৈরনন্তরৈঃ ॥ ৪৬ ॥

চণ্ডশ্চণ্ডকরচ্ছায়াং চক্রং চক্রধরায়ুধম্ ।

চিক্বেপ তরসা দেবীং ননাদ চ মুহুমুহুঃ ॥ ৪৭ ॥

শুকা নির্জলা যা বাপী গভীরা তরা সমমস্তর্গতগর্ভবহ্নরং যশাঃ । অতিক্রুধিতেতি  
তাৎপর্যম্ ॥ ৪০—৪৪ ॥

অতিভৈরবং যথা শ্রান্তথা চর্কয়তি বর্তমানসামীপ্যে ভূতে লট্ । চচর্কেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অনন্তরৈর্ব্যবধানরহিতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

কি তাহার মূর্তি কালরাত্রির ন্যায় অতীব রৌদ্র ; সেই দেবী বার বার জিহ্বা সঞ্চালন  
করত অতীব ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া জনগণের ভীতি প্রদান করিতে লাগিলেন  
এবং মহাবেগে অস্থরসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হই-  
লেন ॥ ৪০—৪২ ॥ তিনি রোষপরবশ হইয়া বেগে মহাবীর দানবদিগকে হস্তে লইয়া  
মুখমধ্যে নিক্ষেপ করত দস্ত দ্বারা ক্রমে ক্রমে চর্কণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ তিনি রণ-  
স্থলে বাহুবলে ঘণ্টার সহিত গজ সকল গ্রহণ করিয়া যুগবিবরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,  
এবং আরোহীর সহিত তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥  
এইরূপে তুরগ, উষ্ট্র এবং সারথির সহিত রথ সকল বদন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দশন দ্বারা  
ভয়ঙ্কর রূপে চর্কণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

মহারাজ ! তখন মহাস্থর চণ্ড ও মুণ্ড সৈন্যবল বিনষ্ট হইতেছে দর্শন করিয়া নিরস্তর  
বাণ বর্ষণ করত দেবীকে সমাচ্ছন্ন করিল ॥ ৪৬ ॥ চণ্ড সূর্য্যমদৃশ প্রভাময় সূদর্শন সম চক্র  
লইয়া দেবীর অতিমুখে সবলে নিক্ষেপ করিয়া বারংবার গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥ কালী

নন্দস্তং বীক্ষ্য তং কালী রথাস্থাং রবিপ্রভম্ ।  
 বাণেনৈকেন চিচ্ছেদ স্প্রভং তং সূদর্শনম্ ॥ ৪৮ ॥  
 তং জঘান শরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চণ্ডং চণ্ডী শিলাশিতৈঃ ।  
 মুচ্ছিতোহসৌ পপাতোৰ্ব্বাং দেবীবাণাদিতো ভূশম্ ॥ ৪৯ ॥  
 পতিতং ভ্রাতরং বীক্ষ্য মুণ্ডো দুঃখাদ্ধিতস্তদা ।  
 চকার শরবৃষ্টিং কালিকোপরি কোপতঃ ॥ ৫০ ॥  
 চণ্ডিকা মুণ্ডনিমুক্তাং শরবৃষ্টিং সূদারুণাম্ ।  
 ঈষিকাত্তৈর্বলান্মুতৈশ্চকার তিলশঃ ক্ৰণাৎ ॥ ৫১ ॥  
 অর্ধচন্দ্রেণ বাণেন তাড়য়ামাস তং পুনঃ ।  
 পতিতোহসৌ মহাবীৰ্য্যো মেদিন্যাং মদবর্জিতঃ ॥ ৫২ ॥  
 হাহাকারো মহানাসীদানবানাং বলে তদা ।  
 জহসুরমরাঃ সর্বৈ গগনস্থা গতব্যথাঃ ॥ ৫৩ ॥  
 বিহার্য মুচ্ছাং চণ্ডস্ত সংগৃহ্য মহতীং গদাম্ ।  
 তরসা তাড়য়ামাস কালিকাং দক্ষিণে ভূজে ॥ ৫৪ ॥  
 বঞ্চয়িত্বা গদাঘাতং তং ববন্ধ মহাসুরম্ ।  
 তরসা বাণপাশেন মস্ত্রমুক্তেন কালিকা ॥ ৫৫ ॥

চণ্ডকরচ্ছায়ং সূর্য্যসদৃশম্ । চক্রধরো বিষ্ণুস্তদায়ুধঃ সূদর্শনম্ । লক্ষণয়া তদ্বদি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫০ ॥

মস্ত্রৈরভিমন্ত্রিতা ঈষিকাঃ শলাকাঃ ঈষিকাস্ত্রম্ ॥ ৫১-৫৫ ॥

তাহাকে গর্জ্জন করিতে এবং রবির ন্যায় হ্যাতিময় চক্রকে আসিতে দেখিয়া একটি মাত্র  
 বাণ দ্বারা সেই সূদর্শন-তুল্য স্প্রভ চক্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং শিলাশাগিত তীক্ষ্ণ শর-  
 সমূহ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন, তখন বীরবর চণ্ড দেবীর শরজালে নিতাস্ত নিপীড়িত  
 ও মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪৮—৪৯ ॥ মহাবল মুণ্ড ভ্রাতাকে পতিত দেখিয়া  
 দুঃখে সাতিশয় কাতর হইল কিন্তু তৎক্ৰণাৎ প্রকুপিত হইয়া দেবীর উপর বাণবৃষ্টি করিতে  
 লাগিল ॥ ৫০ ॥ তখন, চণ্ডিকা বলসহকারে ঈষিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মুণ্ডমুক্ত সূদারুণ  
 শর সকল ক্ৰণমাতেই তিল তিল করিয়া ফেলিলেন এবং অর্ধ চন্দ্র বাণ দ্বারা তাহাকে  
 পুনরায় প্রহার করিলেন । তখন মহাবল অসুর মদগর্জ পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীতলে  
 পতিত হইল ॥ ৫১—৫২ ॥ মুণ্ড পতিত হইবামাত্র দানবসেনামধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ  
 সমুখিত হইল, গগনতলস্থ সুরগণ এই শব্দ শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় হর্ষলাভ করিলেন ॥ ৫৩ ॥  
 এই সময়ে চণ্ড মুচ্ছা পরিহার করিয়া গুর্জী গদা গ্রহণ করত কালিকার দক্ষিণ ভূজে

উখিতস্ত তদা মুণ্ডো বন্ধঃ দৃষ্টানুজং বলাৎ ।  
 আজগাম স্তম্ভদ্বয়ঃ শক্তিং কৃৎস্না করে দৃঢ়াম্ ॥ ৫৬ ॥  
 আগচ্ছস্তং তদা কালী দানবং বীক্ষ্য সত্ত্বরম্ ।  
 ববন্ধ তরসা তস্ত দ্বিতীয়ং ভ্রাতরং ভূশম্ ॥ ৫৭ ॥  
 গৃহীত্বা তৌ মহাবীৰ্য্যৌ চণ্ডমুণ্ডৌ শশাবিব ।  
 কুর্বন্তী বিপুলং হাসমাজ্জগামান্বিকাং প্রতি ॥ ৫৮ ॥  
 আগত্য তামথোবাচ গৃহাণেমৌ পশু প্রিয়ে ।  
 রণযজ্ঞার্থমানীতৌ দানবৌ রণদুর্জয়ো ॥ ৫৯ ॥  
 তাবানীতৌ তদা বীক্ষ্য চণ্ডিকা তৌ রুকাবিব ।  
 অন্ধিকা কালিকাং প্রাহ মাধুরীসংযুতং বচঃ ॥ ৬০ ॥  
 বধং মা কুরু মা মুঞ্চ চতুরাসি রণপ্রিয়ে ! ।  
 দেবানাং কার্য্যসংসিদ্ধিঃ কৰ্ত্তব্যা তরসা ত্বয়া ॥ ৬১ ॥

( উখিত ইতি । মুচ্ছাপগমেণ প্রাপ্তচৈতন্ত ইত্যর্থঃ । স্তম্ভদ্বয়ঃ স্তম্ভদ্বয়সম্বন্ধে  
 ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

দ্বিতীয়ং ভ্রাতরং মুণ্ডম্ ॥ ৫৭ ॥

গৃহীত্ব ইতি । মহাবীৰ্য্যয়োরাপি তয়োঃ শশয়োরিব গ্রহণাৎ কালিকায়্য উগ্রনীৰ্য্যভঃ  
 গম্যতে ॥ ৫৮ ॥ )

যজ্ঞে পশুবধস্থাপেক্ষিতত্বাদ্রণযজ্ঞে বহুদ্রোশেনেমৌ পশু ময়ানীতাবিত্যাহ । রণযজ্ঞার্থ-  
 ম্রিতি ॥ ৫৯—৬০ ॥

বধং মা কুরু ইতি । বধং হিংসাং মা কুরু তর্হি কিং মোচনীয়ো তত্রাহ মা মুঞ্চ ইতি । তর্হি  
 বন্ধা স্থাপনীয়ো তত্রাহ চতুরাসীতি । হে রণপ্রিয়ে ! চতুরাসি ত্বং মদ্বাক্যয়োর্থং বিচার্য্য  
 দেবানাং কার্য্যসিদ্ধিস্তরসা কৰ্ত্তব্যা ত্বয়েত্যর্থঃ । রণে যজ্ঞবুদ্ধ্যানয়োঃ পশুবুদ্ধ্যা চ হননে

সবেগে প্রহার করিল ॥ ৫৪ ॥ কালিকা গদাঘাত বিফল করিয়া তৎক্ষণাৎ মস্তপুত  
 পাশাঙ্গ দ্বারা সেই মহাসুরকে বন্ধন করিলেন ॥ ৫৫ ॥ পরন্তু মুণ্ড উখিত হইয়াই অনুজ  
 চণ্ডের বন্ধন অবস্থা অবলোকন করিল তখন সে বর্ষ দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সূদৃঢ় শক্তি করে  
 লইয়া আগমন করিল ॥ ৫৬ ॥ সেই দানবকে আসিতে দেখিবামাত্র কালী অবিলম্বে দ্বিতীয়  
 ভ্রাতা মুণ্ডকেও দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তখন কালী সেই মহাবল চণ্ড ও মুণ্ডকে  
 শশকের ন্যায় গ্রহণ করিয়া বিপুল হাস্য করিতে করিতে অন্ধিকার নিকটে আগমন করি-  
 লেন ॥ ৫৮ ॥ কালিকা অন্ধিকার সম্মুখানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমি রণ-  
 যজ্ঞের নিমিত্ত রণদুর্জয় দানবরূপ এই প্রশস্ত পশুদ্বয় আনয়ন করিয়াছি, আপনি ইহা-  
 দিগকে গ্রহণ করুন ॥ ৫৯ ॥ রুক্যুগলের ন্যায় সেই দানবদ্বয় আনীত হইয়াছে দেখিয়া



ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মা বচঃ শ্রুত্বা কালিকা প্রাহ তাং পুনঃ ।  
 যুদ্ধযজ্ঞেহতিবিখ্যাতে খড়্গযুগে প্রতিষ্ঠিতে ॥ ৬২ ॥  
 আলম্ব্য করিষ্যামি যথা হিংসা ন জায়তে ।  
 ইত্যাভ্যুপাস্য তদা দেবী খড়্গেন শিরসী তয়োঃ ।  
 চকর্ত্ত তরসা কালী পপৌ চ কুধিরং যুদা ॥ ৬৩ ॥  
 এবং দৈত্যৌ হতৌ দৃষ্ট্বা মুদিতোবাচ চান্দিকা ।  
 কৃতং কার্য্যং সুরাণাং তে দদাম্যদ্য বরং শুভম্ ॥ ৬৪ ॥

যাগীয়হিংসায় হিংসাত্বাভাবাধোহপি ন ভবিষ্যতি মোচনমপি ন ভবিষ্যতি । দেবানাং কার্য্যাসিদ্ধিচ্চ ভবিষ্যতীতি তদভিপ্রায় ইতি ॥ ৬১ ॥

কালিকা দেবীং প্রাহেত্যাহ ইতি তস্মা ইতি ॥ ৬২ ॥

মহৎকার্য্যে দেব্যর্থং বলিদানং কৰ্ত্তব্যমিতি দেব্যভিপ্রায়ঃ শ্রুত্বা কালিকয়াগ্রে মহাদৈত্য-  
 বধাদিমহাকাৰ্য্যাসিদ্ধ্যর্থং পশুযজ্ঞা শ্রীদেব্যগ্রে তৌ হতাবিতি গুঢ়োহভিসন্ধিঃ ॥ ৬৩ ॥

অত্র যদ্যদ্বিকশদেন কোশিকীমাতা গৃহতে তদ্যদ্বিকশা ললাটফলকান্নিঃসৃতারাঃ  
 কাল্যাশ্চতুমুণ্ডৌ নিহত্যাগতারা অদ্বিকশৈব চামুণ্ডেতি নামকরণং কৃতমিত্যর্থঃ সম্পদ্যতে ।  
 যদি তু অদ্বিকশদেন কোশিকৌব গৃহতে তদা কোশিকীললাটফলকান্নিঃসৃতারাঃ কাল্যা-  
 শ্চতুমুণ্ডৌ নিহত্যাগতারাঃ কোশিকৌব চামুণ্ডেতি নামকরণং কৃতমিত্যর্থঃ সম্পদ্যতে ।  
 মার্কণ্ডেয়পুরাণেপ্যভরণক্ষৌ সন্তবতঃ । প্রাক্ষস্ত দ্বিতীয়পক্ষমেব সপ্তশতীব্যাখ্যায়াং সমা-  
 শ্রয়ন্তি । পরদ্ব্যদ্বিকশদেব কোশিকীজনন্তাঃ শক্রেঃ পূৰ্ব্বমুভয়পুরাণয়োৰুক্তত্বাং সৈবাত্র  
 গ্রাহ্য যুক্তত্বাদিতি প্রথমপক্ষ এব জ্যায়ানিতি মম প্রতিভাতি ॥ ৬৪ ॥

অদ্বিকা কালিকাকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ রণপ্রিয়ে ! তুমি সূচতুরা  
 অতএব ইহাদিগকে হিংসা করিও না, এবং পরিত্যাগও করিও না ; কিন্তু মদীয় বাক্যের  
 তাৎপর্য্য বিচার করিয়া যাহাতে দেবগণের কার্য্য সৰ্ব্বতোভাবে সুসিদ্ধ হয়, তাহা  
 তোমার অবশ্য কৰ্ত্তব্য জানিবে ॥ ৬১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অদ্বিকার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া কালিকা তাঁহাকে পুনরায়  
 বলিলেন, দেবি ! অতি বিখ্যাত এই যুদ্ধযজ্ঞে খড়্গরূপ যুগ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহাদিগকে  
 তাহাতেই এক্ষণে বধ করিব যে, তাহাতে হিংসা হইবে না, অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে বধ করিলে  
 সে হিংসা হিংসামধ্যে গণ্য হয় না অতএব রণযজ্ঞে পশু বিবেচনা করিয়া দেবগণের কার্য্য  
 সিদ্ধির নিমিত্ত ইহাদিগকে বলি দিব এই কথা বলিয়াই সেই কালিকা দেবী খড়্গ  
 গ্রহণে তাহাদের শিরশ্ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ আনন্দ সহকারে কুধির পান করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৬২-৬৩ ॥ এইরূপে দানব স্বয়ং নিহত হইল দেখিয়া অদ্বিকা দেবী শ্রীতিসহকারে  
 বলিলেন ; কালিকে ! তুমি সুরগণের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ এক্ষণে আজি তোমাকে

চণ্ডমুণ্ডো হতো যস্মাত্তস্মাতে নাম কালিকে ! ।

চামুণ্ডেতি স্তুবিখ্যাতং ভবিষ্যতি ধরাতলে ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

পঞ্চমস্কন্ধে চণ্ডমুণ্ডবধো নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

চামুণ্ডেতি । পুষোদরাদিত্যাং সাধুঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

একটি উত্তম বরদান করিতেছি ॥৬৪॥ কালিকে ! তুমি চণ্ড মুণ্ডকে নিহত করিয়াছ স্ততরাং এই ধরাতলে তোমার নাম চামুণ্ডা বলিয়া বিখ্যাত হইবে ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্রম মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে চণ্ডমুণ্ড বধ নামক

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

হতো তৌ দানবৌ দৃষ্টৌ হতশেষাশ্চ সৈনিকাঃ ।

পলায়নং ততঃ কৃত্বা জগ্মুঃ সৰ্বে নৃপং প্রতি ॥ ১ ॥

ভিন্নাক্ষা বিশিখৈঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নকরাস্তথা ।

রুধিরস্রাবদেহাশ্চ রুদন্তোহভিযয়ুঃ পুরে ॥ ২ ॥

গত্বা দৈত্যপতিং সৰ্বে চক্রুবুশ্বারবং যুহুঃ ।

রক্ষ রক্ষ মহারাজ ! ভক্ষয়ত্যদ্য কালিকা ॥ ৩ ॥

তয়া হতো মহাবীরৌ চণ্ডমুণ্ডৌ সুরার্দনৌ ।

ভক্ষিতাঃ সৈনিকাঃ সৰ্বে বয়ং ভগ্না ভয়াতুরাঃ ॥ ৪ ॥

ভীতিদঞ্চ রণস্থানং কৃতং কালিকয়া প্রভো ! ।

পাতিতৈর্গজবীরৈশ্চৈদাসৈরকপদাতিভিঃ ॥ ৫ ॥

অক্ষাধিকৈঃশিখৈঃস্বপদৈরধ সযুক্তরম্ ।

রক্তবীজাহরস্তাভ্য বুদ্ধং সমাগিহোচ্যতে ॥

চণ্ডমুণ্ডবধোত্তরং জাতং বৃদ্ধমাহ হতো তাবিতি ॥ ১—২ ॥

বুশ্বারবমিতি । হস্তমুখসংযোগেন ক্রিয়মাণঃ শকো বুশ্বারবঃ । কস্মিংশ্চিদনর্থে সম্প্রাপ্তে  
এব তং শব্দং লোকাঃ কুর্কন্তি ॥ ৩—৪ ॥

দাসৈরকপদাতিভিরিতি । দাসৈরকস্ত করতে দাসীপুত্রে চ ধীবরে ইতি মেদিনী ।  
দাসৈরকশ্চ পদাতয়শ্চেতি বৃদ্ধঃ কৰ্ম্মধারয়ো বা । দাসৈরকা উষ্ট্রা বা ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! চণ্ডমুণ্ড নিহত হইলে হতাবশিষ্ট সৈনিকেরা পলায়ন করিয়া  
দৈত্যপতি শুস্তুর নিকট গমন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১ ॥ তাহাদের মধ্যে শর গ্রহণে  
কাহারও অক্ষ সকল ক্ষত বিক্ষত, কাহারও বাহু বিছিন্ন এবং কাহারও দেহ রুধির  
ধারায় পরিপ্লুত হইয়াছিল; তাহারা ঈদৃশ অবস্থায় রোদন করিতে করিতে নগরাভিমুখে গমন  
করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ তাহারা দানবপতির সন্নিধানে উপনীত হইয়া মুহমূহঃ বুশ্বাবর (করমুখ-  
সংযোগে বিপদ-সূচক শব্দ) করিতে করিতে তাঁহাকে বলিল, মহারাজ ! অদ্য কালিকা  
সমস্তই ভক্ষণ করিতেছে, অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥ সেই  
কালী সুরগণের নিপীড়নকারী মহাবীর চণ্ড মুণ্ডকে নিহত করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত  
সৈনিককেই ভক্ষণ করিয়াছেন, আমরা তদর্শনে ভয়ে কাতর হইয়া রণে ভগ্ন দিয়া  
পলাইয়া আসিয়াছি ॥ ৪ ॥ প্রভো ! কালিকা সেই রণস্থানকে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, বীর ও



শোণিতৌঘবহা কুল্যা কৃত্য মাংসাতিকর্দমা ।  
 কেশশৈবলিনী ভগ্নরথচক্রবিরাজিতা ॥ ৬ ॥  
 ছিন্নবাহ্বাদিমংস্তাঢ্যা শীর্ষতুণ্ডীফলান্বিতা ।  
 ভয়দা কাতরাণাং বৈ সুরানাং মোদবর্দ্ধিনী ॥ ৭ ॥  
 কুলং রক্ষ মহারাজ ! পাতালং গচ্ছ সত্ত্বরম্ ।  
 ক্রুদ্ধা দেবী ক্ষয়ং সদ্যঃ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥  
 সিংহোহপি ভক্ষয়ত্যাজৌ দানবান্ দনুজেশ্বর ! ।  
 তথৈব কালিকা দেবী হস্তি বাণৈরনেকধা ॥ ৯ ॥  
 তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র ! মরণায় যুষ্মা মতিম্ ।  
 করোষি সহিতো ভ্রাতা নিশুন্তেন কৃতানয়ঃ ॥ ১০ ॥  
 কিং করিষ্যতি নার্যেষা ক্রুরা কুলবিনাশিনী ।  
 যশ্চা হেতোর্মহারাজ ! হস্তমিচ্ছসি বান্ধবান্ ॥ ১১ ॥  
 দৈবাধীনৌ মহারাজ ! লোকে জয়পরাজয়ো ।  
 অন্নার্থায় মহদুঃখং বুদ্ধিমান্ন প্রকল্পয়েৎ ॥ ১২ ॥

---

কুল্যা নদী । শোণিতমেব জলং তস্মৈ প্রাপিকা মাংসমেবাতিশরিতঃ কর্দমো যশ্চাম্ ।  
 কেশরূপশৈবালবতী । ভগ্না রথাস্তেবাং চট্টকরাবর্জস্থানাপটৈর্কিরাজিতা ॥ ৬ ॥  
 ছিন্না যে বাহুপাদাস্ত এব মংস্তাষ্টৈযুক্তা । শীর্ষাণ্যেব তুণ্ডীফলানি তদ্যুক্তা ॥ ৭-১০ ॥

---

পদাতিগণের পতিত শরীর দ্বারা ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছেন ॥ ৫ ॥ সেই সংগ্রামস্থলে  
 শোণিত শারা প্রবাহিত হইয়া একটা নদী হইয়াছে, সৈন্তগণের মাংসরাশিই সেই নদীর  
 প্রচুর পঙ্ক ; কেশকলাপ শৈবল ; ভগ্নরথচক্রই আবর্জ ; ছিন্ন বাহু ও চরণ সকলই মংস্ত-  
 কুল এবং মস্তক সকল তুণ্ডী ফল ; রাজন্ ! এক্ষণে এই নদী দর্শনে কাতর দৈত্যগণের  
 ভয়সঞ্চার এবং দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন হইতেছে ॥ ৬—৭ ॥ মহারাজ ! অবিলম্বে পাতালে  
 পলায়ন করিয়া কুল রক্ষা করুন । দেবী কুপিত হইয়া সদ্যই দানবকুলের ক্ষয় সাধন  
 করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ দনুজেশ্বর ! অধিক আর কি বলিব সেই সিংহও সমরস্থলে  
 দানবদিগকে ভক্ষণ করিতেছে আর কালিকা দেবী শরসমূহে অসংখ্য দানবদিগকে নিহত  
 করিতেছেন ॥ ৯ ॥ অতএব, রাজেন্দ্র ! আপনি মনে মনে কি আশা করিয়াছেন আমাদের  
 বোধ হয় আপনি সহোদর নিশুন্তের সহিত নিরর্থক য়িবার নিমিত্ত বাসনা করিতে-  
 ছেন ॥ ১০ ॥ আর যদি আপনার জয় হয় তাহা হইলে আপনি বাহার নিমিত্ত বান্ধব-  
 দিগকে সংহার করিতে বাসনা করিয়াছেন, সেই ক্রুরপ্রকৃতি কুলবিনাশিনী নারী  
 আপনার কি মঙ্গলসাধন করিবে ? ॥ ১১ ॥ মহারাজ ! ইহলোকে জয় ও পরাজয় দৈবের

চিত্রং পশ্য বিধেঃ কৰ্ম্ম যদধীনং জগৎ প্রভো ! ।

নিহতা রাক্ষসাঃ সৰ্ব্বে স্ত্রিয়া পশ্চৈকস্মিনয়া ॥ ১৩ ॥

জেতা ত্বং লোকপালানাং সৈন্যযুক্তো হি সাম্প্রতম্ ।

একা প্রার্থয়তে বালা যুদ্ধায়েতি স্তম্ভ্রমঃ ॥ ১৪ ॥

পুরা ত্বয়া তপস্তপ্তং পুঙ্করে দেবতায়নে ।

বরদানায় সম্প্রাপ্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১৫ ॥

ধাত্রোক্তস্ত্বং মহারাজ ! বরং বরয় স্তত্রত ! ।

তদা ত্বয়ামরত্বঞ্চ প্রার্থিতং ব্রহ্মণঃ কিল ॥ ১৬ ॥

দৈবদৈত্যমনুষ্যেভ্যো ন ভবেন্মরণং মম ।

সপকিস্তরযক্ৰেভ্যঃ পুংলিঙ্গবাচকাদপি ॥ ১৭ ॥

তস্মাত্ত্বাং হস্তকামৈষা প্রাপ্তা যোষিদ্ধরা প্রভো ! ।

যুদ্ধং মা কুরু রাজেন্দ্র ! বিচার্যৈবং ধিয়াধুনা ॥ ১৮ ॥

দেবী হেমা মহামায়া প্রকৃতিঃ পরমা মতা ।

কল্পাস্তকালে রাজেন্দ্র ! সৰ্ব্বসংহারকারিণী ॥ ১৯ ॥

কিং করিষ্যতীতি । কিমনয়া কলমিত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

অধীন, স্তত্রাং বুদ্ধিমান্, মানবগণ সামান্ত প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত মহৎ হুঃখজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না ॥ ১২ ॥ প্রভো ! এই জগন্মণ্ডল ব্যাহার অধীন, সেই বিধির বিচিত্র কার্য্য অবলোকন করুন ; কি আশ্চর্য্য ! সেই একমাত্র স্ত্রী সমস্ত দানবদিগকেই নিহত করিল ॥ ১৩ ॥ মহারাজ ! আপনি সৈন্যগণের সহিত লোকপালদিগকেও পরাজয় করিয়াছেন কিন্তু অধুনা এই বালা একাকিনী হইয়াও আপনাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ১৪ ॥ মহারাজ ! আপনি পুরাকালে দেবতাদিগের বসতি স্থান পরম পবিত্র পুঙ্করতীর্থে তপস্তা করিয়াছিলেন, সৰ্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা বরদান করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন, তখন আপনি ব্রহ্মার নিকট অমর বর প্রার্থনা করেন ॥ ১৫—১৬ ॥ কিন্তু, ব্রহ্মা অমরবর দানে অস্বীকৃত হইলে আপনি তাঁহার নিকট হইতে দেব, দানব, মনুষ্য, নাগ, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতি কোনও পুঙ্কব হইতে মৃত্যু হইবে না, এই বর গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ প্রভো ! সেই জন্তই বোধ হয় আপনাকে সংহার করিবার বাসনায় এই ললনা আগমন করিয়াছেন । দানবেন্দ্র ! আপনি মনোযোগ পূৰ্ব্বক এইরূপ বিচার করিয়া অধুনা এই যুদ্ধ হইতে বিরত হউন ॥ ১৮ ॥ রাজেন্দ্র ! এই দেবীই মহামায়া পরমাপ্রকৃতি ; স্তত্রাং ইনিই

উৎপাদয়িত্বী লোকানাং দেবানামধীশ্বরী শুভা ।

ত্রিগুণা তামসী দেবী সৰ্বশক্তিসমম্বিতা ॥ ২০ ॥

অজয়া চাক্ষুয়া নিত্যা সৰ্বজ্ঞা চ সদোদিতা ।

বেদমাতা চ গায়ত্রী সাক্ষ্যা সৰ্বস্বরালয়া ॥ ২১ ॥

নিগুণা সগুণা সিদ্ধা সৰ্বসিদ্ধিপ্রদাব্যয়া ।

আনন্দানন্দদা গৌরী দেবানামভয়প্রদা ॥ ২২ ॥

এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ । বৈরভাবং ত্যজানয়া ।

শরণং ব্রজ রাজেন্দ্র । দেবী হ্যং পালয়িষ্যতি ॥ ২৩ ॥

আজ্ঞাকরো ভবৈতস্তাঃ সঞ্জীবন নিজং কুলম্ ।

হতশেষাশ্চ যে দৈত্যাশ্চৈ ভবন্তু চিরায়ুষঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শুভঃ সুরবলর্দিনঃ ।

উবাচ বচনং তথ্যং বীরবর্ষ্যগুণাশ্রিতম্ ॥ ২৫ ॥

সুসম্মম আশ্চর্য্যম্ ॥ ১৪—২০ ॥

( অজয়া অজেক্ষা । সদোদিতা নিরন্তরং প্রকাশমানা । সৰ্বস্বরালয়া সৰ্ব্বেষাং স্বরাণাং আশ্রয়স্বরূপেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নিগুণেতি । সংবিজ্ঞপায়া অস্তাঃ সৰ্ব্বোপাধিবিবৰ্জিতত্বাং নিগুণত্বম্ ব্রহ্মাণ্ডাদিমুষ্টি-  
কর্তৃত্বাং সগুণত্বং বোধ্যম্ ॥ ২২—২৪ ॥

বীরবর্ষ্যগুণাশ্রিতং বীরবর্ষ্যাণাং গুণৈর্ভূতাপরাধসুখাদিতিক্রপেতমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ )

কলান্ত সময়ে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ এই শুভদায়িনী দেবী সমস্ত  
লোক ও দেবগণকে উৎপন্ন করিয়াছেন, ইনিই সকলের অধীশ্বরী অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্রী এবং  
ইনিই তামসী অর্থাৎ সংহারকর্ত্রী ; বস্তুত এই দেবীই ত্রিগুণা ও সৰ্বশক্তি-সমম্বিতা ॥ ২০ ॥  
এই দেবীই অজেক্ষা, অক্ষুয়া, নিত্যা, সাক্ষ্যস্বরূপা এবং স্বরগণের আশ্রয়স্বরূপা ; ইনিই  
বেদমাতা গায়ত্রীরূপা ; অধিক কি, ইনিই নিরন্তর প্রকাশমান হইয়া সকল বিষয়ে জীব-  
গণের জ্ঞানগোচর করিতেছেন ॥ ২১ ॥ এই অব্যয়া নিগুণা হইয়াও কখন সগুণা হইয়া  
থাকেন, ইনিই স্বয়ং সিদ্ধস্বরূপা অথচ আরাধিত হইয়া সমস্তলোককে সিদ্ধি প্রদান  
করেন ; ইনিই আনন্দময়ী হইয়া ভক্তবৃন্দকে আনন্দ দান করেন ; অধিক কি বলিব  
এই গৌরীই দেবতারূপের অন্তরদায়িনী সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ মহারাজ ! আপনি এই  
সমস্ত বিদিত হইয়া ইহার সহিত বৈরভাব পরিত্যাগ করুন ; রাজেন্দ্র ! আপনি ইহার  
শরণাগত হউন, তাহা হইলে দেবী আপনাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন ॥ ২৩ ॥ আপনি  
ইহার আজ্ঞাকারী হইয়া আপনার কুল রক্ষা করুন, তাহা হইলেই হতাবশিষ্ট দানবেরা  
চিরজীবন লাভ করিতে পারিবে ॥ ২৪ ॥



## শুভ উবাচ ।

মৌনং কুর্বন্তু ভো মন্দা যুগং তথা রণাজিরাৎ ।  
 শীঘ্রং গচ্ছত পাতালং জীবিতাশা বলীয়সী ॥ ২৬ ॥  
 দৈবাধীনং জগৎ সর্বং কা চিন্তাত্ত্র জয়ে মম ।  
 দেবান্তথৈব ব্রহ্মাদ্যা দৈবাধীনা যুগং যথা ॥ ২৭ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রোহুয়ং যমোহগ্নির্বরুণস্তথা ।  
 সূর্য্যশ্চন্দ্রস্তথা শক্রঃ সৰ্ব্বৈ দৈববশাঃ কিল ॥ ২৮ ॥  
 কা চিন্তা তর্হি মে মন্দা যন্তাবি তন্তুবিষ্যাতি ।  
 উদ্যমস্তাদৃশো ভুয়াদৃষাদৃশী ভবিতব্যতা ॥ ২৯ ॥  
 সর্বথৈবং বিচার্য্যৈব ন শোচন্তি বুধাঃ কচিৎ ।  
 স্বধর্ম্মং ন ত্যজন্তীহ জ্ঞানিনো মরণান্তরাৎ ॥ ৩০ ॥  
 সুখং দুঃখং তথৈবায়ুর্জীবিতং মরণং নৃণাম্ ।  
 কালে ভবতি সম্প্রাপ্তে সর্বথা দৈবনির্ধিতম্ ॥ ৩১ ॥  
 ব্রহ্মা পততি কালে স্বে বিষ্ণুশ্চ পার্বতীপতিঃ ।  
 নাশং গচ্ছন্ত্যায়ুষোহন্তে সৰ্ব্বৈ দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৩২ ॥

জীবিতাশা যুগাকং বলীয়স্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

মম দৈবাধীনত্বনিশ্চয়াৎ সা নাস্তীত্যাহ দৈবাধীনমিতি ॥ ২৭—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুরবল-বিমর্দন শুভ তাহাদের ঈদৃশ নাক্য শ্রবণ করিয়া  
 বীরোচিত বাক্যে বখার্ব কথ। বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৬ ॥ শুভ বলিল, রে মূর্খগণ!  
 তোরা নীরব হইরা থাক, তোদের জীবিতাশ। বলবতী বলিগাই রণস্থল হইতে পলাইয়া  
 আসিরাহিস্, অতএব তোরা অবিলম্বে পাতালে গমন কর ॥ ২৬ ॥ এই জগৎ দৈবের  
 অধীন সূতরাং জর বিষয়ে আমার চিন্তা কি? ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দও যেরূপ দৈবের অধীন  
 আমরাও সেইরূপ দৈবের অধীন হইরা রহিরাছি ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, যম, অগ্নি, বরুণ,  
 সূর্য্য, চন্দ্র এবং শক্র, সকলেই দৈবের নিত্যভূত ॥ ২৮ ॥ রে মূর্খগণ! বাহা হইবার  
 তাহা অবশ্যই হইবে, যেরূপ ভবিতব্যতা ইহ লোকে সেইরূপই উদ্যম হইরা থাকে, সূতরাং  
 সে বিষয়ে আমার চিন্তার প্রয়োজন কি? ॥ ২৯ ॥ বুধগণ এইরূপ বিচার করিগাই কখন  
 শোক করেন না, বিশেষতঃ জ্ঞানিগণ মরণ-তরবণত ইহ লোকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে  
 স্বীকৃত করেন না ॥ ৩০ ॥ জীবগণের সুখ, দুঃখ, জন্ম, জীবন ও মরণ, কাল প্রাপ্ত হইলেই  
 দৈবকর্তৃক বিহিত হইরা থাকে ॥ ৩১ ॥ দেখ, বীর কালের অবসান হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও

তথাহমপি কালশ্চ বশগঃ সৰ্ব্বথাধুনা ।

নাশং জয়ং বা গন্তাম্মি স্বধৰ্ম্মপরিপালনাং ॥ ৩৩ ॥

আহুতোহপ্যনয়া কামং যুদ্ধায়াবলয়া কিল ।

কথং পলায়নপরো জীবৈশ্চ শরদাং শতম্ ॥ ৩৪ ॥

করিষ্যাম্যদ্য সংগ্রামং যন্তাবি তন্তুবহ্নিহ ।

জয়ো বা মরণং বাপি স্বীকরোমি যথা তথা ॥ ৩৫ ॥

দৈবং মিথ্যেতি বিদ্বাংসো বদন্ত্যদ্যমবাদিনঃ ।

যুক্তিযুক্তং বচন্তেষাং যে জানন্ত্যভিভাষিতম্ ॥ ৩৬ ॥

উদ্যমেন বিনা কামং ন সিধ্যন্তি মনোরথাঃ ।

কাতরা এব জল্পন্তি যন্তাব্যং তন্তুবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥

অদৃষ্টং বলবান্মুঢ়াঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

প্রমাণং তস্মৈ সত্ত্বৈ কিমদৃশ্যং দৃশ্যতে কথম্ ॥ ৩৮ ॥

• ইখং কালবশত্বে সৰ্ব্বেষাং সমানে যথা তে বুধ্যন্তি তথাহমপীত্যাহ তথাহমপীতি ॥ ৩৩-৩৫ ॥

দৈবাধীনত্বপক্ষেহপীদমুক্তরং ময়া দত্তম্ । উদ্যমাধীনত্বপক্ষে তু সৰ্ব্বথা যোদ্ধব্যমিত্যেবা-  
য়াতীত্যাহ দৈবং মিথ্যেতি । তেষাং বচো যুক্তিযুক্তং ইখং যেহভিভাষিতং শাস্ত্রং জানন্তি  
তে বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র যুক্তিমাহ উদ্যমেন বিনেতি । তন্তুবিষ্যতীতি অত্রোক্তি শেষঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্মৈ সত্ত্বৈ কিমিতি । তস্মাদদৃষ্টম্ সত্ত্বৈ কিং প্রমাণং ন প্রমাণমুচ্যতীত্যর্থঃ । অদৃষ্টমদৃষ্টং  
কথং দৃশ্যতে তস্মাদদৃষ্টত্বাভাবান্ন প্রত্যক্ষং প্রমাণমদৃষ্টসত্ত্বৈ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

পার্ব্বতীপতি মহাদেবেরও পতন হয়, আয়ুর অবসানে বাসব প্রভৃতি সমস্ত দেবতারাও  
বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ সেইরূপ আমিও সৰ্ব্বতোভাবেই কালের বশবর্তী হুতরাং  
একপে স্বধৰ্ম্ম পালন করিয়া জয় অথবা বিনাশ লাভ করিব তাহাতে সন্দেহ কি ? ॥ ৩৩ ॥

এই অবলা ইচ্ছানুসারে আমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে অতএব আমি পলায়ন  
করিয়া কিরূপে শত শত বৎসর জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব ? ॥ ৩৪ ॥ আমি আজ  
সংগ্রাম করিব, যাহা হইবার তাহাই হউক ; ইহাতে জয়ই হউক অথবা মরণই হউক  
উভয়ই আমি স্বীকার করিব ॥ ৩৫ ॥ উদ্যমবাদী পণ্ডিতগণ দৈবকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন  
যাহারা তাঁহাদের বাক্যের সার মৰ্ম্ম অবগত হইতে পারেন তাঁহারাও তাঁহাদের বাক্য  
যুক্তিযুক্ত বলিয়া জানিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥ উদ্যম ব্যতীত মনোরথ কখনই সিদ্ধ হইবে না,  
কাতর ব্যক্তিরাই যাহা হইবার তাহাই হইবে এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ মন্দবুদ্ধি  
মানবেরাই অদৃষ্টকে বলবান্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না ; অদৃষ্ট আছে কি  
না তাহার কোনও প্রমাণ নাই বস্তুতঃ যে অদৃষ্ট অদৃষ্ট তাহা কিরূপে দৃষ্ট হইবে ? ॥ ৩৮ ॥

অদৃষ্টং কাপি দৃষ্টং শ্রাদ্বেষা মূৰ্খবিভীষিকা ।  
 অবলম্বং বিনৈবৈষা হুঃখে চিত্তস্ত ধারণা ॥ ৩৯ ॥  
 চক্রী সমীপে সংবিষ্টা সংস্থিতা পিষ্টকারিণী ।  
 উদ্যমেন বিনা পিষ্টং ন ভবত্যেব সৰ্ব্বথা ॥ ৪০ ॥  
 উদ্যমে চ কৃতে কার্যং সিদ্ধিং যাতে্যেব সৰ্ব্বথা ।  
 কদাচিত্তস্ত ন্যূনত্বে কার্যং নৈব ভবেদপি ॥ ৪১ ॥  
 দেশং কালঞ্চ বিজ্ঞায় স্ববলং শত্রুজং বলম্ ।  
 কৃতং কার্যং ভবত্যেব বৃহস্পতিবচো যথা ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি নিশ্চিত্য দৈত্যৈশ্চো রক্তবীজং মহাসুরম্ ।  
 প্রেষয়ামাস সংগ্রামে সৈন্তেন মহতা বৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

তস্মাদদৃষ্টাভাবাদবলম্বং বিনৈবৈষা চিত্তস্ত ধারণা স্থাপনা হুঃখে হুঃখ-  
বিষয়ে ॥ ৩৯ ॥

চক্রীতি । বর্তুলং পাষণদ্বয়ং পিষ্টসাধনং চক্রীপদবাচ্যং । লোকে চক্রীতি বদন্তি ॥ ৪০ ॥  
ননুদ্যমে কৃতেপি কচিৎ কার্যং ন ভবতি তস্মাদুদ্যোগোহপ্যকিঞ্চিংকরঃ । কিন্তু দৈব-  
মেব প্রধানমিতি চেত্তত্রাহ কদাচিদिति । কার্যাহুরূপোদ্যোগে ভবত্যেব কার্যম্ । কার্য-  
বাহুল্যে উদ্যোগন্যূনতয়াং ন কার্যং ভবতীতি ন তন্নির্কাহার্থমদৃষ্টাপেক্ষাতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

প্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবোপ্যাগমস্তাদৃষ্টবিষয়ে প্রামাণ্যমন্ত্যেবেতি চেদ্ যে বেদপ্রামাণ্য-  
বাদিনস্তান্ প্রতীক্ষং বক্তব্যম্ । ন বয়ং তাদৃশাঃ । কিন্তু প্রত্যক্ষমেকৈ চার্ষাকা ইতি  
নাস্তিকমতাবলম্বিন ইত্যাহ দেশং কালঞ্চতি । দেশকালাবপ্যাদ্যোগস্ত সামগ্রীভূতে  
কল্ল্যেতে ইতি ভাবঃ । কো ভবতামাচার্য্য ইতি চেত্তত্রাহ বৃহস্পতীতি । বৃহস্পত্যং  
শাস্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

অদৃষ্ট কি কোথাও দৃষ্ট হইরাছে ? ইহা মূৰ্খদিগের বিভীষিকা মাত্র ; সুতরাং ইহা অজ্ঞগণের  
হুঃখাবস্থার অবলম্বন ব্যতিরেকে চিত্তধারণের উপায় মাত্র, সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥ পেষণী  
চক্রী ( জাঁতা ) সমীপে উপবিষ্ট থাকিলেও কোন বস্তু পুরুষের উদ্যম ব্যতীত কোনরূপে  
পিষ্ট হয় না ॥ ৪০ ॥ অতএব, কার্যাহুরূপ উদ্যম করিলে সেই কার্য অবশ্যই সিদ্ধ হইরা  
থাকে, কার্য অপেক্ষা যদি উদ্যম অল্প হয়, তবে সে কার্য কখনই সম্পন্ন হয় না ॥ ৪১ ॥  
দেশ, কাল এবং শত্রুর ও নিজের বল বিশেষরূপে বিদিত হইরা কার্য করিলে তাহা সুসিদ্ধ  
হইরা থাকে এই কথা বৃহস্পতি বলিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শুভ্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রচুর সৈন্য সমভিব্যাহারে  
মহাসুর রক্তবীজকে সংগ্রামস্থলে প্রেরণ করিবর অস্ত্র তাহাকে বলিল, রক্তবীজ ! তুমি



শুভ উবাচ ।

রক্তবীজ ! মহাৰাহো গচ্ছ স্বং সমরাস্রণে ।

কুরু যুদ্ধং মহাভাগ । যথা তে বলমাহিতম্ ॥ ৪৪ ॥

রক্তবীজ উবাচ ।

মহারাজ ! ন তে কার্য্যা চিন্তা স্বপ্নতরাপি বা ।

অহমেনাং হনিষ্যামি করিষ্যামি বশে তব ॥ ৪৫ ॥

পশ্য মে যুদ্ধচাতুর্য্যং কেষং বাল! সুরপ্রিয়া ।

দাসীং তেহহং করিষ্যামি জিত্বেনাং সমরে বলাৎ ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভাষ্য কুরুশ্রেষ্ঠ ! রক্তবীজো মহাসুরঃ ।

জগাম রথমারুহ্য স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥ ৪৭ ॥

হস্ত্যশ্বরথপাদাতিবৃন্দৈশ্চ পরিবেষ্টিতঃ ।

নির্জ্জগাম রথারুঢ়ো দেবীং শৌলোপরিস্থিতাম্ ॥ ৪৮ ॥

তমাগতং সমালোক্য দেবী শঙ্কমবাদয়ৎ ।

ভয়দং সর্বদৈত্যানাং দেবানাং মোদবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৯ ॥

শ্রুত্বা শঙ্কস্বনং চোগ্রং রক্তবীজোহতিবেগবান্ ।

গত্বা সমীপে চামুণ্ডাং বতাম্বে বচনং মূঢ় ॥ ৫০ ॥

অসং রক্তবীজো মহিষাসুরস্তোতপতিসময়ে চিতামধ্যার্মির্গতো দেহান্তরেণ রক্তাসুর  
এবেতি পূর্বমুক্তম্ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

অতিশয় বলবান্, অতএব তুমিই সমরস্থলে গমন কর । মহাভাগ ! সেখানে গিয়া তোমার  
যেকোন বল তদনুসারে যুদ্ধ করিবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥

রক্তবীজ বলিল, মহারাজ ! আপনি এ বিষয়ে স্বপ্নমাত্রও চিন্তা করিবেন না আমি  
নিশ্চয়ই তাহাকে সংহার করিব অথবা আপনার বশীভূত করিয়া দিব ॥ ৪৫ ॥ আমার  
যুদ্ধ চাতুর্য্য আপনি অবলোকন করুন, সেই সুরপ্রিয়া বাল! অতি সামান্য, আমি ইহাকে  
বল সহকারে এখনিই জয় করিয়া আপনার দাসী করিয়া দিব ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ ! মহাসুর রক্তবীজ এই কথা বলিয়া খীর সৈন্য সমূহে  
পরিবৃত হইয়া রথে আরোহণ পূর্বক রণে প্রস্থান করিল ॥ ৪৭ ॥ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি  
এই চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়া শৌলোপরি অবস্থিতা দেবীর  
উদ্দেশে নগর হইতে নির্গত হইল ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, দেবী তাহাকে সমাগত দেখিয়া শঙ্কম্বনি  
করিলেন, সেই শব্দে দানবদিগের ভয় সঞ্চার এবং দেবতাগণের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে

## রক্তবীজ উবাচ ।

বালে ! কিং মাং ভীষয়সি মদ্বা স্বং কাতরং ফিল ।  
 শঙ্খনাদেন তদ্বসি ! বেৎসি কিং ধূত্নলোচনম্ ॥ ৫১ ॥  
 রক্তবীজোহস্মি নাম্মাহং স্বংসকাশমিহাগতঃ ।  
 যুদ্ধেচ্ছা চেৎ পিকালাপে ! সজ্জা ভব ভয়ং ন মে ॥ ৫২ ॥  
 পশ্যাদ্য মে বলং কাশ্বে ! দৃষ্টা য়ে কাতরাস্তুরা ।  
 নাহং পংক্তিগতস্তেষাং কুরু যুদ্ধং যথেষ্টসি ॥ ৫৩ ॥  
 বৃদ্ধাশ্চ সেবিতাঃ পূৰ্বং নীতিশাস্ত্রং শ্রুতং ত্বয়া ।  
 পঠিতঞ্চার্থবিজ্ঞানং বিদ্বদগোষ্ঠী কৃতাত্ব বা ॥ ৫৪ ॥  
 সাহিত্যতত্ত্ববিজ্ঞানং চেদস্তি তব স্মন্দরি ! ।  
 শৃণু মে বচনং পথ্যং তথ্যং প্রমিতিবৃংহিতম্ ॥ ৫৫ ॥  
 রসানাঞ্চ নবানাং বৈ দ্বাবেব মুখ্যতাং গতো ।  
 শৃঙ্গারকঃ শাস্তিরসো বিদ্বজ্জনসভাসু চ ।  
 তয়োঃ শৃঙ্গার এবাদৌ নৃপভাবে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৬ ॥

শৈলোপরিস্থিতামিতি । বদ্যপি দেবী শুভ্রস্তোপবনে স্থিতেতি পূৰ্ব্বমুক্তং তথাপি চণ্ড-  
 মুণ্ডবধানস্তরং সৰ্বদৈত্যানাং বধে বিস্তীর্ণস্থলস্তাপেক্ষিতদ্বাল্লোকাসমুল্লিতে বিস্তীর্ণে দেশে  
 হিমালয়ে গতবতী ভগবতীতি বা শৈলোপৰ্য্যেব তস্তোপবনমাসীদिति বা বোধ্যম্ ॥ ৪৮-৫৩ ॥  
 পরন্তু যৎকিঞ্চিৎ ময়োচ্যতে তচ্ছ্রদ্ধা পশ্চাদ্ভুত্বং কুৰ্ব্বিত্যাহ বৃদ্ধাশ্চেতি । সৰ্ব্বেষাং  
 বাক্যানাং চেদস্তীত্যেনেনারম্ভঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

লাগিল ॥ ৪৯ ॥ রক্তবীজ সেই শঙ্খনাদি শ্রবণ করিবামাত্র অতিবেগে চামুণ্ডা সরিধানে  
 উপনীত হইয়া তাঁহাকে কোমলভাবে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫০ ॥

বালে ! আমাকে কাতর বিবেচনা করিয়া শঙ্খনাদ দ্বারা কি ভর প্রদর্শন করিতেছ ?  
 কৃপাদি ! আমাকে কি ধূত্নলোচন বলিয়া বিবেচনা করিতেছ ? ॥ ৫১ ॥ মধুরভাবিণি ! আমার  
 নাম রক্তবীজ, আমি তোমার উদ্দেশে এই স্থানে আসিয়াছি, যদি তোমার যুদ্ধ বাসনা থাকে,  
 তবে সজ্জিত হও আমার তাহাতে কিছুমাত্র ভর নাই ॥ ৫২ ॥ কাশ্বে ! বাহারিা যুদ্ধে কাতর,  
 তুমি তাহাদিগকেই দর্শন করিয়াছ, আমি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নহি ; অতএব তোমার  
 যেক্রপ ইচ্ছা সেইরূপ যুদ্ধ কর তাহা হইলেই আমার বল প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে ॥ ৫৩ ॥  
 স্মন্দরি ! তুমি যদি পূৰ্বে বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক, নীতিশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাক, অর্থ  
 বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া থাক, পণ্ডিত সত্যের মিলিত হইয়া থাক অথবা সাহিত্য ও তত্ত্ব  
 বিষয়ে বহি তোমার বিজ্ঞান থাকে, তবে প্রমাণ সহ সত্য অথচ পথ্য মদীর এই বাক্য  
 শ্রবণ কর ॥ ৫৪—৫৫ ॥ নববিধ রসের মধ্যে বিদ্বজ্জনের সত্য শৃঙ্গার ও শাস্তি এই উত্তরবিধ

বিফুলক্ষ্ম্যাং সহীন্তে বৈ সাবিজ্ঞা চতুরাননঃ ।

শচ্যৈশ্চৈশৈলসুতয়া শঙ্করঃ সহ শেরতে ॥ ৫৭ ॥

বল্যা বৃক্ষো যুগো যুগ্যা কপোত্যা চ কপোতকঃ ।

এবং সর্বৈ প্রাণভূতঃ সংযোগরসিকা ভূশম্ ॥ ৫৮ ॥

অপ্রাপ্তভোগবিভবা যে চান্দ্রে কাতরা নরাঃ ।

ভবন্তি যতয়ন্তে বৈ মূঢ়া দৈবেন বঞ্চিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

অসংসাররসজ্ঞাস্তে বঞ্চিতা বঞ্চনাপরৈঃ ।

মধুরালাপনিপুণৈ রতাঃ শান্তিরসে হি তে ॥ ৬০ ॥

ক জ্ঞানং ক চ বৈরাগ্যং বর্তমানে মনোভবে ।

লোভে ক্রোধে চ দুর্কর্ষে মোহে মতিবিনাশকে ॥ ৬১ ॥

তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণি ! কুরু কাস্তং মনোহরম্ ।

শুভ্রং সুরাণাং জেতারং নিশুভ্রং বা মহাবলম্ ॥ ৬২ ॥

রসানামিতি । বিষ্ণুসভাস্থ শৃঙ্গাররসঃ শান্তিরসশ্চেতি স্বাবেব মুখ্যত্বেন গণিতৌ নৃপ-  
ভাবে সংসারাসক্তিরূপে নৃপস্বভাবে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

অগ্নিন্ রসে কে সজ্জা ইতি চোক্তব্রাহ বিফুলক্ষ্ম্যা ইতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥

শান্তিরসে কে সজ্জা ইতি চেক্তভাগ্যা ইত্যাহ অপ্রাপ্তভোগবিভবা ইতি । যে কুত্রা-  
প্যপযোগিনো ন সন্ত্যক্তপনুমূঢ়াদয়ন্তে শান্তিরসে নিমগ্না ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

কিঞ্চ জ্ঞানং ভবতি চেৎ সাপি শান্তিঃ শান্তিরসোহস্ত শুদেব তু সর্বথা চম্পভ-  
মিত্যাহ ক জ্ঞানমিতি ॥ ৬১—৬২ ॥

রসই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ উভয় রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই প্রথমত  
রাজতাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥ অধিক কি, এই রসে আসক্ত হইয়া বিষ্ণু কমলার  
সহিত, চতুরানন সাবিজ্ঞীর সহিত, ইন্দ্র শচীর সহিত এবং শঙ্কর উমার সহিত বাস করিতে-  
ছেন ॥ ৫৭ ॥ আর দেখ বৃক্ষ লতার সহিত, যুগ যুগীর সহিত ও কপোত কপোতীর সহিত  
মিলিত হয় এইরূপে সমস্ত প্রাণিপুঞ্জই সংযোগ-রসে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥  
বাহারা পীড়াবশত কাতর হইয়াই ভোগ বিভব উপভোগ করিতে পারে না, সেই  
মূঢ় মানবেরাই দৈব বিড়ম্বনার বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥ বাহারা সংসার রস বিদিত  
নহে, তাহারাই প্রতারকদিগের মধুর বাক্য-কোশলে বঞ্চিত হইয়া শান্তিরসে নিরত  
হয় ॥ ৬০ ॥ বুদ্ধি-বিনাশক মোহ, দুর্কার ক্রোধ, লোভ এবং কামের উদয় হইলে জ্ঞান  
অথবা বৈরাগ্য কোথায় স্থান পাইয়া থাকে ? ॥ ৬১ ॥ অতএব, কল্যাণি ! তুমি সুরবিজয়ী  
মনোহর শুভ্র অথবা মহাবল নিশুভ্রকে পতিত্বের স্বপ্ন কর ॥ ৬২ ॥



বাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা রক্তবীজোহসৌ বিররাম পুরঃস্থিতঃ ।

শ্রদ্ধা জহাস চামুণ্ডা কালিকা চারিকা তথা ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
রক্তবীজসমরাগমনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

চামুণ্ডা ললাটারিঃস্থতা কালিকা কোশাগ্নিগতা অরিকা তয়োর্জননী ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! রক্তবীজ দেবীর অগ্রে দণ্ডারমান হইয়া এই সমস্ত  
কথা বলিয়া বিরত হইলে কালিকা, অরিকাও চামুণ্ডা তাহা শ্রবণ করিয়া হাস্ত করিতে  
লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে রক্তবীজের সংগ্রাম গমন নামক  
সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কৃদ্ধা হস্তাং ততো দেবী তমুবাচ বিশাম্পতে ! ।  
মেঘগন্তীরয়া বাচা যুক্তিযুক্তমিদং বচঃ ॥ ১ ॥  
পূৰ্বমেব ময়া প্রোক্তং মন্দাঅন্ ! কিং বিকথসে ।  
দূতশ্রাণে যথাযোগ্যং বচনং হিতসংযুতম্ ॥ ২ ॥  
সদৃশো মম রূপেণ বলেন বিভবেন চ ।  
ত্রিলোক্যাং যদি কোহপি শ্রাত্তং পতিং প্রবৃণোম্যহম্ ॥ ৩ ॥  
বৃহি শুভ্রং নিশুভ্রঞ্চ প্রতিজ্ঞা মে পুরা কৃতা ।  
তস্মাদযুধ্যস্ব জিত্বা মাং বিবাহং বিধিবৎ কুরু ॥ ৪ ॥  
ত্বং বৈ তদাজ্ঞয়া প্রাপ্তশ্চ কার্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
সংগ্রামং কুরু পাতালং গচ্ছ বা পতিনা সহ ॥ ৫ ॥

ত্রিবিট্লোকবর্ধোক্ত রক্তবীজাহরণে হ ।

দেব্যা সহ মহাবুদ্ধমতুদিতি চ বর্ণ্যতে ॥

রক্তবীজবাক্যং শ্রদ্ধা দেবী যদাহ তদুচ্যতে কৃদ্ধা হস্তমিতি ॥ ১ ॥

পূৰ্বমেবেতি । হে মন্দাঅন্ ! পূৰ্বং প্রেযিতশ্চ দূতশ্রাণে যথাযোগ্যং হিতসংযুতং বচনং  
ময়া পূৰ্বমেব প্রোক্তং পুনঃ কিমর্থং বিকথস ইত্যমরঃ ॥ ২ ॥

তৎকিমুক্তমিতি চেত্তদাহ সদৃশো মমেতি । প্রবৃণোমি বর্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্  
বরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরপতে ! দেবী রক্তবীজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত করত  
মেঘের স্তায় গন্তীর স্বরে তাহাকে এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥  
মন্দাঅন্ ! আমি পূৰ্ব্বেই দূতের নিকট যথোচিত বাক্য বলিয়াছি, অতএব কেন আর  
একণে অনর্থক প্লাবণ করিতেছ ? ॥ ২ ॥ ত্রিভুবন মধ্যে যদি কোনও পুরুষ, রূপ, বল ও বিভবে  
আমার সদৃশ থাকেন তাহা হইলে আমি তাহাকেই পতিবে বরণ করিব ॥ ৩ ॥ তুমি শুভ্র ও  
নিশুভ্রের নিকটে গমন করিয়া তাহাদিগকে জানাইবে যে, আমি পূৰ্ব্বেই এইরূপ প্রতিজ্ঞা  
করিয়াছি, অতএব আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বিধিপূৰ্বক বিবাহ কর ॥ ৪ ॥ তুমি  
দৈত্যপতি শুভ্রের আদেশানুসারে তাহার কার্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই এখানে  
আসিয়াছ, অতএব হর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও নতুবা তোমাদের প্রভুর সহিত পাতালে পলায়ন  
কর ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাঃ স দৈত্যোহম্বপূরিতঃ ।

মুমোচ তরসা বাগান্ সিংহস্তোপরি দারুণান্ ॥ ৬ ॥

অম্বিকা তাঙ্করান্ বীক্ষ্য গগনে পন্নগোপমান্ ।

চিচ্ছেদ সায়কৈস্তীর্কৈর্লঘুহস্ততয়া কণাৎ ॥ ৭ ॥

অনৈর্জঘান বিশিথে রক্তবীজঃ মহাস্বরম্ ।

অম্বিকা চাপনির্মুতৈঃ কণাকুটৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৮ ॥

দেবীবাণহতঃ পাপো মুচ্ছামাপ রথোপরি ।

পতিতে রক্তবীজে তু হাহাকাৰো মহানভূৎ ॥ ৯ ॥

সৈনিকাশ্চক্রুস্তঃ সৰ্ব্ব হতাঃ স্য ইতি চাব্ৰুবন্ ॥ ১০ ॥

ততো বৃক্ষারবৎ শ্রুত্বা শুভ্রঃ পরমদারুণম্ ।

উদ্যোগং সৰ্বসৈন্যানাং দৈত্যানাং দিশে হ ॥ ১১ ॥

শুভ্র উবাচ ।

নির্যাস্ত দানবাঃ সৰ্ব্ব কাষোজাঃ স্ববলৈর্বতাঃ ।

অন্যেহপ্যতিবলাঃ শূরাঃ কালকেয়া বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥

ইতি প্রতিজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ৪—৭ ॥

অনৈরিতি স্থলাগ্নৈরিতিত্বার্থঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবীর ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দানব কোপে পরিপূর্ণ হইল এবং অবিলম্বে সিংহের উপর নিদারুণ শর সকল মোচন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ তখন, অম্বিকা আকাশ মার্গে সর্প সদৃশ সেই শরজাল দর্শন করিয়া লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত তীক্ষ্ণ সায়ক সমূহ দ্বারা কণমাতেই সেই শর সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক শিলাশানিত অপর বিশিষ্ট সকল পরিত্যাগ করিয়া মহাস্বর রক্ত-বীজকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৭—৮ ॥ তখন, সেই পাণিষ্ঠ দেবীর শরাঘাতে মুর্ছিত হইয়া রথের উপর পতিত হইল । রক্তবীজ নিপতিত হইলে তাহার সৈন্তগণের মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উখিত হইতে লাগিল এবং হায় হায় ! আমরা হত হইলাম এই বলিয়া সৈন্তগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ৯—১০ ॥ অনন্তর, অম্বররাজ শত্রু নিদারুণ বৃষ্টিব (করমুখ-সংযোগে বিপদশূচক আর্তনাদ) শ্রবণ করিয়া সমস্ত দানব-সেনাদিগকে যুগ্মসজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ করিল ॥ ১১ ॥ শুভ্র বলিল, অন্য সমস্ত দানব, কাষোজগণ ও অস্ত্রাস্ত্র সেনাপতিগণ স্বীয় স্বীয় সেনার পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে গমন করুক ; বিশেষতঃ কালকেয়গণ শূর ও অতিশয় বলবান্, অতএব তাহারাও সেনা সমভিব্যাহারে সময়ে গমন করুক ॥ ১২ ॥



ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাক্ষপুং বলং সর্বং শুভেন চ চতুর্বিধম্ ।  
 নির্জগাম মদাবিক্টং দেবীসমরমণ্ডলে ॥ ১৩ ॥  
 তমাগতং সমালোক্য চণ্ডিকা দানবং বলম্ ।  
 ঘণ্টানাদং চকারাশু ভীষণং ভয়দং মুহুঃ ॥ ১৪ ॥  
 জ্যাম্বনং শঙ্খনাদঞ্চ চকার জগদম্বিকা ।  
 তেন নাদেন সা জাতা কালী বিস্তারিতাননা ॥ ১৫ ॥  
 শ্রুত্বা তম্বিনদং ঘোরং সিংহো দেব্যাশ্চ বাহনম্ ।  
 জগর্জ্জ সোহপি বলবান্ জনয়ন্ ভয়মদ্ভুতম্ ॥ ১৬ ॥  
 তম্বিনাদমুপশ্রুত্য দানবাঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ।  
 সর্বৈ চিক্ণিপূরজ্ঞানি দেবীং প্রতি মহাবলাঃ ॥ ১৭ ॥  
 তস্মিন্নেবায়তে যুদ্ধে দারুণে লোমহর্ষণে ।  
 ব্রহ্মাদীনাঞ্চ দেবানাং শক্তয়শ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥ ১৮ ॥  
 যস্য দেবস্য যজ্রপং যথাভূষণবাহনম্ ।  
 তাদৃগুপাস্তদা দেব্যঃ প্রযযুঃ সমরাস্রগে ॥ ১৯ ॥

তেন চ রক্তং ন নির্গতং মূর্ছা চ জাতেভ্যভয়ং যুক্তমেব ॥ ১—১৪ ॥

কালী বিস্তারিতাননা সতী তেন নাদেন যুক্তা জাতা । তথা তেষাং নাদং শ্রুত্বেনা-  
 করোদিত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥

আয়তে বিস্তীর্ণে ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শুভের আজ্ঞা পাইবামাত্র হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথী এই চতুরঙ্গিণী সেনা মদমত্ত হইয়া দেবীর সংগ্রাম স্থলে গমন করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ চণ্ডিকাদেবী দানবসৈন্তগণকে সমীপে সমাগত দেখিয়া অবিলম্বে বারংবার ভীষণ ও ভয়প্রদ ঘণ্টা-  
 ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ জগদম্বিকাও জ্যাম্বন এবং শঙ্খনিবাদ করিলেন ; তৎকালে কালীও স্বীয় বদন বিস্তারিত করিয়া সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ ঘোরতর শব্দ করি-  
 লেন ॥ ১৫ ॥ দেবীর বাহন বলবান্ সিংহও ঘোরতর সেই নিনাদ শ্রবণগোচর করিয়া এমন গর্জন করিল যে, তাহাতে দানবদিগের অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন, মহাবল দানবেয়া সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া কোণবশত অধীর হইয়া দেবীর উপর বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭ ॥ সেই লোমহর্ষণ বিষয়কর নিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের শক্তি সকল চণ্ডিকাদেবীর নিকট আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ যে যে দেবতার যেমন রূপ যেমন ভূষণ ও যেমন বাহন সেই সেই দেবতার শক্তি সকল সেইরূপ

ব্রহ্মাণী বরটারুড়া শাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ ।  
 আগতা ব্রহ্মাণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণীতি প্রতিপ্রতা ॥ ২০ ॥  
 বৈষ্ণবী গরুড়ারুড়া শঙ্খচক্রগদাধরা ।  
 পদ্মহস্তা সমায়াতা পীতাম্বরবিভূষিতা ॥ ২১ ॥  
 শাক্ষরী তু রুধারুড়া ত্রিশূলবরধারিণী ।  
 অর্কচন্দ্রধরা দেবী তথাহিবলয়া শিবা ॥ ২২ ॥  
 কৌমারী শিখিসংকুড়া শক্তিহস্তা বরাননা ।  
 যুদ্ধকামা সমায়াতা কার্তিকেয়স্বরূপিণী ॥ ২৩ ॥  
 ইন্দ্রাণী স্তম্ভবদনা স্তম্ভেতগজবাহনা ।  
 বজ্রহস্তাতিভূষাঢ্যা সংগ্রামাভিমুখী যযৌ ॥ ২৪ ॥  
 বারাহী শূকরাকারা প্রোঢ়প্রোতাসনা মতাঃ ।  
 নারসিংহী নৃসিংহস্তা বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ ॥ ২৫ ॥  
 যাম্যা চ মহিষারুড়া দণ্ডহস্তা ভয়প্রদা ।  
 সমায়াতাম্ সংগ্রামে যমরূপা শুচিস্মিতা ॥ ২৬ ॥

বরটো হংসঃ ॥ ২০—২২ ॥

শিখিসংকুড়া ময়ূরাক্ষেত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

রূপ ধারণ করিয়া তদমুখারী বাহনে আরুঢ় ও সেইরূপ ভূষণে ভূষিত হইয়া সময়ে আগমন  
 করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মাণী নামে বিখ্যাত ব্রহ্মার শক্তি হংসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক  
 অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু লইয়া আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥ পীতবসনা বৈষ্ণবী গরুড়ে আরুঢ় হইয়া  
 শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম হস্তে ধারণ করিয়া আগত হইলেন ॥ ২১ ॥ শিবরমণী শাক্ষরীদেবী  
 রুধপৃষ্ঠে আরুঢ় হইয়া এবং ললাটে অর্কচন্দ্র, করে অহি বলয় ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া  
 আগমন করিলেন ॥ ২২ ॥ চাক্রবদনা কৌমারী দেবী কার্তিকেয়-সদৃশ রূপ ধারণ পূর্বক  
 ময়ূরের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শক্তিহস্তে রণস্থলে আগমন  
 করিলেন ॥ ২৩ ॥ স্তম্ভবদনা ইন্দ্রাণী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া ঐরাবতে  
 আরোহণ পূর্বক করে বজ্র ধারণ করত যুদ্ধের অভিলাষে রণস্থলে আগমন করি-  
 লেন ॥ ২৪ ॥ শূকররূপিণী বারাহী অত্যাশ্রিত প্রোতাসনে আসীন হইয়া রণস্থলে উপস্থিত  
 হইলেন । নারসিংহী নৃসিংহের অমরূপ দেহ ধারণ করিয়া তথায় সমাগত হইলেন ॥ ২৫ ॥  
 যমের শক্তি যম সদৃশ ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক ঐযং

তথৈব বারুণী শক্তিঃ কোবেরী চ মদোৎকটা ।  
 এবংবিধাস্তথাকারা যযুঃ স্বস্ববলৈর্হৃতাঃ ॥ ২৭ ॥  
 আগতাস্তাঃ সমালোক্য দেবী যুদমবাপ চ ।  
 স্বস্থা যুযুদিরে দেবা দৈত্যাশ্চ ভয়মায়যুঃ ॥ ২৮ ॥  
 তাভিঃ পরিরূতস্তত্র শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ।  
 সমাগম্য চ সংগ্রামে চণ্ডিকামিত্যবাচ হ ॥ ২৯ ॥  
 হস্তস্তামহুরাঃ শীঘ্রং দেবানাং কার্যাসিদ্ধয়ে ।  
 নিশুস্তশ্চৈব শুস্তশ্চ যে চান্তে দানবাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩০ ॥  
 হস্তা দৈত্যবলং সর্বং কৃৎস্না চ নির্ভয়ং জগৎ ।  
 স্থানি স্থানি চ ধিক্যানি সমাগচ্ছন্তু শক্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥  
 দেবা যজ্ঞভূজঃ সন্তু ব্রাহ্মণা যজনে রতাঃ ।  
 প্রাণিনঃ সন্তু সন্তুষ্টাঃ সর্বৈ হাবরজঙ্গমাঃ ॥ ৩২ ॥  
 শমং যাস্তু তথোৎপাতা ঐতয়শ্চ তথা পুনঃ ।  
 ঘনাঃ কালে প্রবর্ষন্তু কৃষির্বহুফলা তথা ॥ ৩৩ ॥

তথাকারাঃ যন্ত দেবন্ত যা শক্তিস্তন্ত দেবন্ত য আকারস্তথাকারো যাসাং তা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

যে চান্তে দানবাঃ স্থিতান্তেহপি হস্তস্তামিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

দৈত্যবলঞ্চ সর্বং হস্তেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

হস্ত করিতে করিতে করে দণ্ডধারণ করিয়া সমরস্থলে আগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে  
 মদোৎকটা কোবেরী শক্তি, বারুণী শক্তি এবং অন্তান্ত সকল শক্তিই তদনুযায়ী রূপ বাহন  
 ও ভূষণে সজ্জিত এবং নিজ নিজ সৈন্তগণে পরিবৃত হইয়া সমরে আগমন করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ২৭ ॥ দেবী তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, দেবতাগণও স্বহৃদিত  
 হইয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দানবগণ তদর্শনে সাতিশয় ভীত  
 হইল ॥ ২৮ ॥ অধিল লোকের যজ্ঞলকারক শঙ্কর তৎকালে সেই শক্তিগণকে সমভিব্যাহারে  
 লইয়া সমরস্থলে উপস্থিত হইয়া চণ্ডিকাদেবীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ শুস্ত, নিশুস্ত  
 ও অন্তান্ত যে সকল দানবগণ এই সমরে সমাগত হইয়াছে, দেবতাগণের কার্য সাধনের  
 নিমিত্ত সেই অশুরদিগকে সমস্ত সংহার কর ॥ ৩০ ॥ সমস্ত দানবকুল বিনাশ করিয়া  
 জগৎকে ভয় হইতে পরিজ্ঞান করিয়া শক্তিগণ আপন আপন আলয়ে প্রতিগমন করুন ॥ ৩১ ॥  
 দেবতাগণ যজ্ঞভোজী, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ কার্যে নিরত, আর হাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত  
 প্রাণিগণ পরম সন্তুষ্ট হউক ॥ ৩২ ॥ উৎপাত ও অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভীতি সকল



ব্যাস উবাচ ।

এবং ব্রুতি দেবেশে শঙ্করে লোকশঙ্করে ।  
 চণ্ডিকায়্যাঃ শরীরাত্ নিগতা শক্তিরমুতা ॥ ৩৪ ॥  
 ভীষণাতিপ্রচণ্ডা চ শিবাশতনিদাদিনী ।  
 ঘোররূপাধ পঞ্চাশুমিভ্যুবাচ স্মিতাননা ॥ ৩৫ ॥  
 দেবদেব ! ব্রজাশু হং দৈত্যানামধিপং প্রতি ।  
 দূতহং কুরু কামারে ! ব্রহ্মি শুভং স্মরাকুলম্ ॥ ৩৬ ॥  
 নিশুভঞ্চ মদোৎসিক্তং বচনাম্মম শঙ্কর ! ।  
 মুক্তা ত্রিবিষ্টপং যাত যুয়ং পাতালমাশু বৈ ॥ ৩৭ ॥  
 দেবাঃ স্বর্গে স্থখং যাস্তু তুরাষাট্ আসনং শুভম্ ।  
 প্রাপ্নোতু ত্রিদিবং স্থানং যজ্ঞভাগাংশ্চ দেবতাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 জীবিতেচ্ছা চ যুগ্মাকং যদি স্মাতু মহত্তরা ।  
 তর্হি গচ্ছত পাতালং তরস । যত্র দানবাঃ ॥ ৩৯ ॥

অতিবিশিষ্টভেদসঃ কৌশিক্যাঃ সবিধে স্বয়ং গন্তমশক্তস্তা দেবশক্তীরাশানো দেবো  
 দর্শয়িত্বা কৌশিক্যাঃ স্বশক্তেঃ পার্শ্বত্যাঃ সকাশাৎ প্রাহুর্ভূতত্বেন ধৃষ্টতয়া ঈশান এব  
 তথোক্তবানিতি ভাবঃ । স্বস্তা অপি সহায়প্রদর্শনেনৈবক্রষ্টা ভগবতী ততোত্তরং নাহি কিমু  
 তস্তাঃ সকাশাহংপরা কাচিচ্ছক্তিরিত্যাহ চণ্ডিকায়্যাঃ শরীরাবৃতি ॥ ৩৪ ॥

শিবাশতনিদাদিনী শতশব্দোহনন্তবাচী । শিবানাং শতেন নিদাদিনীতি বিগ্রহঃ ।  
 নিনদদনস্তশিবাবৃতেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৯ ॥

প্রশমিত হউক, মেঘ সকল নিয়মিত সময়ে বারিবর্ষণ করুক এবং কৃষিকার্য্যে প্রচুর শস্ত  
 সকল উৎপন্ন হউক ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সর্বলোকের মঙ্গলদায়ক দেবেশ শঙ্কর এইরূপ বলিলেন পর  
 চণ্ডিকাদেবীর শরীর হইতে এক অত্যন্ত শক্তি নির্গত হইলেন ; তাঁহার আকৃতি অতি-  
 শয় ভীষণ ও প্রচণ্ড ; তাঁহার চতুর্দিকে শত শত শিবা ঘোরতর ভীষণশব্দ করিতে লাগিল ;  
 তখন সেই ঘোররূপা শক্তি ঈশং হস্ত করিতে করিতে পঞ্চাননকে বলিলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥  
 দেবদেব ! আপনি দৈত্যদিগের অধিপতি শুভের নিকট অবিলম্বে গমন করুন ; হে কাম-  
 নাশন ! আপনি আমার দৌত্যকার্য্যে নিরত হউন ; শঙ্কর ! মদীর বাক্যাহুসাত্ত্ব মদগর্ভিত  
 কামাতুর দৈত্যপতি শুভ ও নিশুভকে বলুন যে, তোমরা অমররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া  
 এখনিই পাতালে প্রবেশ কর ॥ ৩৬—৩৭ ॥ দেবতারা স্বর্গে গিয়া স্থখে বাস করুন ; বাসব  
 স্বীয় সুশোভন আসন লাভ করুন ; আর অধিক কি বলিব, দেবতাগণ স্বর্গ স্থান ও আপন  
 আপন যজ্ঞভাগ লাভ করুন ॥ ৩৮ ॥ স্মার যদি তোমাদের জীবনের নিত্য বাসনা থাকে,

অথবা বলমান্হায় যুদ্ধেচ্ছা মরণায় চেৎ ।

তদাগচ্ছন্ত তৃপ্যন্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্তাঃ শূলপাণিস্তরাশ্বিতঃ ।

গত্বাহ দৈত্যরাজানং শুভ্রং সদসি সংস্থিতম্ ॥ ৪১ ॥

শিব উবাচ ।

রাজন্ ! দূতোহহমহায়াত্রিপুরাস্তকরো হরঃ ।

ত্বংসকাশমিহায়াতো হিতং কর্তুং তবাখিলম্ ॥ ৪২ ॥

ত্যাক্ত্বা স্বর্গং তথা ভূমিং যুয়ং গচ্ছত সত্ত্বরম্ ।

পাতালং যত্র প্রহ্লাদো বলিশ্চ বলিনাংবরঃ ॥ ৪৩ ॥

অথবা মরণেচ্ছা চেত্তর্হ্যাগচ্ছত সত্ত্বরম্ ।

সংগ্রামে বো হনিষ্যামি সর্বানৈবাহমাশু বৈ

ইত্যাচ মহারাজ্ঞী যুগ্মংকল্যাণহেতবে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি দৈত্যবরান্ দেবীবাক্যমমৃতসম্মিতম্ ।

হিতকৃচ্ছাবয়িত্বা স প্রত্যায়াতশ্চ শূলভৃৎ ॥ ৪৫ ॥

মচ্ছিবাঃ । যা মরা সহ নিনদস্তাঃ প্রোছত্বৃতাঃ । পিশিতঃ মাংসম্ ॥ ৪০—৪৩ ॥

ইত্যাচ মহারাজ্ঞীতি । ত্যাক্ত্বা স্বর্গমিত্যারভ্যাসু বৈ এতৎপর্যাস্তমিতিশব্দার্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তবে যেখানে দানবগণ বসতি করিয়া আছে তোমারা সত্ত্বর সেই পাতালপুরে প্রবেশ কর ॥ ৩৯ ॥ নতুবা যদি মরণের নিমিত্ত তোমাদের সসৈন্তে সংগ্রাম করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে সত্ত্বর রণস্থলে আগমন কর, তোমাদিগের মাংস খাইয়া আমার শিবাগণ পরিতৃপ্ত হউক ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তাঁহার ঈদৃশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া শূলপাণি সত্ত্বর সভাসীন দানবরাজ শুভ্রের সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন ॥ ৪১ ॥ রাজন্ ! আমি ত্রিপুরাসুরের অস্তক স্বয়ং হর, এক্ষণে অবিকাদেবীর দূত হইয়া তোমার সমস্ত বিষয়ে হিত সাধন করিবার নিমিত্তই তোমার নিকট আগমন করিয়াছি ॥ ৪২ ॥ বীরবর বলি ও প্রহ্লাদ বে স্থানে বাস করিতেছেন, তোমরা স্বর্গরাজ্য ও মর্ত্যরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে সেই পাতালপুরে গমন কর ॥ ৪৩ ॥ অথবা যদি যুদ্ধ বাসনা হইয়া থাকে তবে যুদ্ধে আগমন কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের সকলকেই এনি সময়ে নাশ করিব ।

যয়ানৌ প্রেরিতঃ শঙ্করুতক্ষে দানবান্ প্রতি ।

শিবদূতীতি বিখ্যাতা ভাতা ত্রিভুবনেহখিলে ॥ ৪৬ ॥

তেহপি শ্রদ্ধা বচো দেব্যাঃ শঙ্করোক্তস্তু হুঙ্করম্ ।

যুদ্ধায় মিষয়ুঃ শীঘ্রং দংশিতাঃ শত্রুপাণয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

তরসা রণমাগত্য চণ্ডিকাঃ প্রতি দানবাঃ ।

নির্জয়শ্চ শরৈস্তীকৈঃ কণাকুটৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৪৮ ॥

কালিকা শূলপাতৈস্তান্ গদাশক্তিবিদারিতান্ ।

কুর্বন্তী ব্যচরন্তত্র ভঙ্কয়ন্তী চ দানবান্ ॥ ৪৯ ॥

কমণ্ডলুজলাক্ষেপগতপ্রাণান্মহাবলান্ ।

ব্রহ্মাণী চাকরোক্তত্র দানবান্ সমরাস্রমে ॥ ৫০ ॥

মাহেশ্বরী বৃষাকৃতা ত্রিশূলেনাতিরংহসা ।

জঘান দানবান্ সংখ্যে পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৫১ ॥

বৈষ্ণবী চক্রপাতেন গদাপাতেন দানবান্ ।

গতপ্রাণাশ্চকারাশ্চ চোত্তমাস্ত্রবিবর্জিতান্ ॥ ৫২ ॥

দেবীবাক্যং দেব্যা বাক্যং হিতকৃদমৃতসন্নিভং প্রাবরিষা শূলভৃচ্ছিবঃ প্রত্যাহাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

যয়েতি । কৌশিকীত উদ্ধৃত্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৫২ ॥

রাজন্ ! তোমাদিগের কল্যাণ কামনার মহারাজী অধিকা দেবী এই সকল কথা বলিয়া আমাদের প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই শূলধারী শঙ্কর দেবীর অমৃতসর হিতকর সেই বাক্য প্রধান প্রধান দানবদিগকে শুনাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ যে শক্তি শঙ্করকে দূত করিয়া দানবদিগের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, সমস্ত ত্রিভুবনে তিনি শিবদূতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন, দৈত্যগণ দেবীর সেই হুঙ্কর বাক্য শঙ্কর-মুখে শ্রবণ করিয়া কবচ-বন্ধন ও ধনুর্কাণ ধারণ পূর্বক যুদ্ধবাসনার সত্ত্বর নির্গত হইল ॥ ৪৭ ॥ দানবেরা বেগে রণস্থলে আসিয়া আকর্ণ আকৃষ্ট শিলাশাণিত তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা চণ্ডিকাকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ তখন, কালিকাদেবী কাহাকেও শূলপাতে, কাহাকেও শক্তিপ্রহারে, কাহাকেও গদাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে ভঙ্কন করত রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মাণী সমরাস্রমে মহাবল দানবগণের শরীরে কমণ্ডলুর সলিলসেচন করিয়া তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ মাহেশ্বরী বৃষে আকৃষ্ট হইয়া অতিবেগে ত্রিশূলদ্বারা দানবদিগকে প্রহার করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ বৈষ্ণবী



ঐন্দ্রী বজ্রপ্রহারেণ পাতয়ামাস ভূতলে ।

ঐরাবতকরাঘাতপীড়িতান্ দৈত্যপুঙ্গবান্ ॥ ৫৩ ॥

বারাহী ভূগুঘাতেন দংষ্ট্রাণ্যপাতনেন চ ।

জঘান ক্রোধসংযুক্তা শতশো দৈত্যদানবান্ ॥ ৫৪ ॥

নারসিংহী নখৈস্তীর্জৈর্দারিতান্ দৈত্যপুঙ্গবান্ ।

ভঙ্কয়ন্তী চচারাকৌ ননাদ চ মুহুমূহঃ ॥ ৫৫ ॥

শিবদূতী সাত্ত্বিহাসৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে ।

তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা কালিকা চ স্বরাশ্রিতা ॥ ৫৬ ॥

শিখিসংস্থা চ কৌমারী কর্ণাকৃষ্টৈঃ শিলাশিতৈঃ ।

নিজঘান রণে শত্রূন্ দেবানাঞ্চ হিতায় বৈ ॥ ৫৭ ॥

বারুণী পাশসম্বন্ধান্ দৈত্যান্ সমরমস্তকে ।

পাতয়ামাস তৎপৃষ্ঠে মূর্ছিতান্ গতচেতনান্ ॥ ৫৮ ॥

এবং মাতৃগণেনাজাবতিবীৰ্য্যপরাক্রমম্ ।

মর্দিতং দানবং সৈন্যং পলায়নপরং হৃড়ৎ ॥ ৫৯ ॥

বুধারবস্ত্র স্তমহানভূভক্ত বলার্গবে ।

পুষ্পরুষ্টিং তদা দেবাশ্চক্রুর্দেব্যা গণোপরি ॥ ৬০ ॥

(ঐন্দ্রীতি । শক্তিবাহনানামপি যুদ্ধকার্য্যকরম্ভমাহ ঐরাবতেতি ॥ ৫৩—৫৬ ॥

ন হেতাশ্চঃ সংহারব্যাপারো নিরর্থক অত আহ দেবানাঞ্চ হিতায়েতি ॥ ৫৭ ॥

তৎপৃষ্ঠে তস্ত রণস্থলস্ত পৃষ্ঠে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

গদাঘাতে বহুতর দৈত্যের প্রাণ বিনাশ এবং চক্র প্রহারে বহুতর দৈত্যের মস্তক ছিন্ন

করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ ইন্দ্রাণী ঐরাবতের কর প্রহারে নিপীড়িত প্রধান প্রধান দানব-

গণের উপর বজ্রপ্রহার করিয়া তাহাদিগকে ধরণীতলে পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

বারাহী বোধপরবশ হইয়া দশনাগ্রভাগ ও ভূগু প্রহারে শত শত দৈত্য দানবদিগকে

শমন মদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ নারসিংহী তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা দানব পুঙ্গবদিগকে

বিদীর্ণ করিয়া ভঙ্কণ করিতে করিতে সমরস্থলে বিচরণ এবং বারংবার ঘোরতর শব্দ

করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ শিবদূতী অষ্ট অষ্ট হস্ত দ্বারা দানবগণকে যেমন ভূতলে পাতিত

করিলেন, অমনি কালিকা ও চণ্ডিকা অবিলম্বে তাহাদিগকে ভঙ্কণ করিতে লাগি-

লেন ॥ ৫৬ ॥ দেবতাগণের হিত কামনার সেই সময়ে কৌমারী মন্বরে আরোহণ করিয়া

শিলাশাণিত শর সকল আকর্ণ আকর্ষণ করত শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

বারুণী শক্তি সমুখ সংগ্রামে দৈত্যগণকে পাশদ্বারা আবদ্ধ করিয়া পাতিত করিতে লাগি-

লেন তাহাতে তাহারা চেতনশূন্য হইয়া ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥

রথান্নাহতদেহাত্তু বহু স্তম্ভাব শোণিতম্ ।  
 বজ্রাহতগিরেঃ শৃঙ্গানিবিধা ইব গৈরিকাঃ ॥ ৭ ॥  
 যত্র যত্র যদা ভূমৌ পতিস্তি রক্তবিন্দবঃ ।  
 সমুত্তম্ভুতদাকারাঃ পুরুষাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥  
 ঐন্দ্রী তমস্বরং ঘোরং বজ্রেনাভিজঘান চ ।  
 রক্তবীজং ক্রোধাবিষ্টা নিঃসসার চ শোণিতম্ ॥ ৯ ॥  
 ততস্তৎকৃতজাজ্জাতা রক্তবীজা হনেকশঃ ।  
 তদ্বীৰ্য্যাশ্চ তদাকারাঃ সায়ুধা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ১০ ॥  
 ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদণ্ডেন কুপিতা হহনম্ভুশম্ ।  
 মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন দারয়ামাস দানবম্ ॥ ১১ ॥  
 নারসিংহী নখাঘাতৈস্তং বিব্যাধ মহাস্বরম্ ।  
 অহনৎ তুণ্ডঘাতেন ক্রুদ্ধা তং ব্রাহ্মসাধনম্ ॥ ১২ ॥  
 কৌমারী চ তথা শক্ত্যা বক্ষ্যন্তেনমতাড়য়ৎ ।  
 মোহপি ক্রুদ্ধঃ শরাসারৈর্বিভেদ নিশিতৈশ্চ তাঃ ॥ ১৩ ॥

শিবাধরং লব্ধবানিত্যাহ অত্যদুততরমিতি । তদধরদানমত্যদুততরং নৈতৎ সদৃশমস্তত্র কাপি  
 দৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

কৃতজাজ্জাতাঃ ॥ ১০—১১ ॥

চক্র প্রহারে আহত হইলে, বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গ হইতে যেমন গৈরিকের নির্ঝরিতী নর্গত হয়,  
 সেইরূপ তাহার দেহ হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ তৎকালে তাহার  
 রক্তবিন্দু সকল ভূতলের যেখানে পতিত হইল, সেই স্থানেই তদাকার সহস্র সহস্র পুরুষ  
 তৎকণাৎ উৎপন্ন হইল ॥ ৮ ॥ ঐন্দ্রাণী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই ভয়ঙ্কর রক্তবীজ অসুরকে বজ্র  
 দ্বারা প্রহার করিলেন, তখন তাহার সেই দেহ হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে  
 লাগিল ॥ ৯ ॥ রক্ত পতিত হইবামাত্র তাহার স্ত্রীর বীৰ্য্যবান্ রূপসম্পন্ন আয়ুধধারি যুদ্ধদুর্মদ  
 অনেক রক্তবীজ সেই ক্রোধিত হইতে স্রাব প্রাপ্ত করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ তখন ব্রহ্মাণী কুপিত  
 হইয়া ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা তাহাকে অধিকতর বলসহকারে প্রহার করিলেন ; মাহেশ্বরী শূলপ্রহার  
 করিয়া দানবকে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ১১ ॥ নারসিংহী নখরেন্দ্র আঘাত দ্বারা সেই মহাস্বরকে  
 বিদ্ধ করিলেন ; বারাহী ক্রুদ্ধ হইয়া তুণ্ডঘাত দ্বারা সেই দানবসাধনকে আহত করি-  
 লেন ॥ ১২ ॥ সেইরূপ কৌমারীও ইহার বক্ষঃস্থলে শক্তিপ্রহার করিলেন ; তখন দানব-  
 প্রবর ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সকলকেই বিদ্ধ করিতে

গদাশক্তিপ্রহারৈস্ত মাतृঃ सर्वाः पृथक् पृथक् ।  
 शक्त्यस्तुं शराघातैर्विविधस्तुं একোপিতাঃ ॥ ১৪ ॥  
 তস্য শস্ত্রাণি চিচ্ছেদ চণ্ডিকা স্বশরৈঃ শিতৈঃ ।  
 জঘানান্তৈশ্চ বিশিখন্তুং দেবী কুপিতা ভৃশম্ ॥ ১৫ ॥  
 তস্য দেহাচ্চ স্রষ্ট্রাব রুধিরং বহুধা তু যৎ ।  
 তস্ম্যাস্তংসদৃশাঃ শূরাঃ প্রাত্তুরাসন্ সহস্রশঃ ॥ ১৬ ॥  
 রক্তবীজৈর্জগদ্ব্যাপ্তং রুধিরৌঘসমুদ্ভবৈঃ ।  
 সমটেকঃ সায়ুধৈঃ কামং কুর্বন্তি যুদ্ধমদ্বুতম্ ॥ ১৭ ॥  
 প্রহরতশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা রক্তবীজাননেকশঃ ।  
 ভয়ভীতাঃ সুরাজ্জৈশ্বরিঘনাঃ শোককর্ণিতাঃ ॥ ১৮ ॥  
 কথমদ্য ক্রয়ং দৈত্যা গমিষ্যন্তি সহস্রশঃ ।  
 মহাকায়া মহাবীৰ্যা দানবা রক্তসম্ভবাঃ ॥ ১৯ ॥  
 একৈব চণ্ডিকাত্রাস্তি তথা কালী চ মাতরঃ ।  
 এতাভির্দানবাঃ সর্বৈ জেতব্যাঃ কষ্টমেব তৎ ॥ ২০ ॥

তুণ্ডঘাতেন বারাহী দেবাহনৎ ॥ ১২—২০ ॥

লাগিল ॥ ১৩ ॥ সেই মহাসুর গদা শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র প্রহারে সমস্ত মাতৃগণকে পৃথক পৃথক-  
 রূপে বিদ্ধ করিল, তখন শক্তিগণও তৎকর্তৃক একোপিত হইয়া শরপ্রহার দ্বারা তাহাকে  
 বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ চণ্ডিকাদেবী কুপিত হইয়া আপনার শিত শরনিকর  
 দ্বারা তাহার শস্ত্রজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া অপর বিশিধ সমূহে তাহাকে নিদাক্ষণ প্রহার  
 করিলেন ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! এইরূপ গুরুতর প্রহারে তাহার দেহ হইতে যেমন অধিকতর  
 রুধিরস্রাব হইল, অমনিই রক্তবীজ সদৃশ সহস্র সহস্র অসুর সেই রুধির হইতে প্রাত্তুত  
 হইল ॥ ১৬ ॥ এমন কি, সেই শোণিতপ্রবাহ হইতে যে সকল রক্তবীজ উৎপন্ন হইল,  
 তাহাদিগের দ্বারাই জগন্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল । তখন তাহারীও সকলেই কবচ দ্বারা  
 আবৃত হইয়া আয়ুধ সকল গ্রহণ করিয়া অতীব অদ্বুত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ যখন  
 বহুসংখ্যক রক্তবীজ হইয়া দেবীকে প্রহার করিতে লাগিল, তখন দেবতারা তদুর্ধ্বনে  
 অত্যন্ত ভীত হইয়া শোকে কাতর হইলেন এবং বিব্রবদনে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে,  
 এই শোণিতসমুদ্ভূত মহাকায় সহস্র সহস্র দানব দৃষ্ট হইতেছে, ইহারা সকলেই মহাবীৰ্য্য-  
 শালী অতএব ইহারা একণে কি একারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮—১৯ ॥ মাতৃগণ, কালিকা  
 ও একাকিনী চণ্ডিকা এই সময় স্থলে বর্তমান রহিয়াইছেন, ইহারা এই সমস্ত দানবগণকে



নিশুভ্তো বাধ শুভ্তো বা মহসা বলসংবৃতঃ ।

আগমিষ্যতি সংগ্রামে ততোহনর্থো মহান্ ভবেৎ ॥ ২১ ॥

ব্রাস উবাচ ।

এবং দেবা তয়োষিগ্ৰাশ্চিস্তামাপূর্মহত্তরাম্ ।

যদা তদান্বিকা গ্রাহ কালীং কমললোচনাম্ ॥ ২২ ॥

চামুণ্ডে ! কুরু বিস্তীর্ণং বদনং ত্বরিতা ভৃশম্ ।

মচ্ছত্রপাতসমুতং রুধিরং পিব সত্বরং ॥ ২৩ ॥

ভক্ষয়ন্তী চর রণে দানবানদ্য কামতঃ ।

হনিষ্যামি শরৈস্তীকৈর্গদাসিমুসলৈস্তথা ॥ ২৪ ॥

তথা কুরু বিশালাক্ষি ! পানং তক্ষধিরস্ত চ ।

বিন্দুমাত্রং যথা ভূম্যাং ন পতেদপি সান্ধ্রতম্ ॥ ২৫ ॥

ভক্ষ্যমাণাস্তদা দৈত্যান্ চোৎপৎস্বস্তি চাপরে ।

এবমেবাং ক্রমো নূনং ভবিষ্যতি ন চান্তথা ॥ ২৬ ॥

আগমিষ্যতীতি । আগমিষ্যতি চেদিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৩ ॥

দানবান্ ভক্ষয়ন্তী রণে চর ত্রজেত্যর্থঃ । অহং দৈত্যান্ হনিষ্যামি ইং তান্ হতান্ ভক্ষয়েত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ তথ্যেতি তক্ষধিরস্ত পানমপি তথা কুরু যথা ভূম্যাং বিন্দুমাত্রমপি লেশমাত্রমপি সান্ধ্রতং ন পতেদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কিমেনেভ ভবিষ্যতীতি চেত্তজাহ ভক্ষ্যমাণা ইতি ॥ ২৬ ॥

জয় করিবেন, তাহা অতীব কষ্টকর সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ আর যদি এই সময় শুভ অথবা নিশুভ সেনাসমভিব্যাহারে মহসা বুদ্ধে আগমন করে, তাহা হইলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ২১ ॥

ব্রাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবতারা ভয়বশত এইরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া যখন অতিশয় চিন্তায় আবিষ্ট হইলেন, তখন অন্বিকা দেবী কমলনয়না কালীকে কহিলেন ॥২২॥ চামুণ্ডে ! তুমি সত্বর মুখ ব্যাহান কর, আকির যখন অস্ত্র দ্বারা রক্তবীজকে গ্রহণ করিব, তখন তাহা হইতে যেমন রক্তবিন্দু নিঃসৃত হইবে, তুমি অমনি সত্বর তাহা পান করিবে ॥ ২৩ ॥ আমি স্ত্রীক শারকসমূহ, গদা, অসি ও মুখ্য গ্রহণে রক্তসমুত দানবদিগকে এখনই হনন করিব, তুমি সেই দানবগণকে ইচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিবা এই বর্ণনালে বিচরণ করিতে থাক ॥ ২৪ ॥ বিশাললোচনে, অধিক আর কি বলিব, তুমি তাহার কথিরধারা একপে পান করিবে যে, বিন্দুমাত্রও যেন তুলে পতিত না হয় ॥২৫॥ তাহা হইলেই, এই দানবেরা ভক্ষিত হইলে পুনরায় আর অপর দানব উৎপন্ন হইতে পারিবে না, সুতরাং এইরূপেই ইহার।

ঘাতয়িষ্যাম্যহং দৈত্যং ত্বং ভক্ষয় চ সত্ত্বরা ।

পিবন্তী ক্ষতজং সর্বং যতমানারিসংকরে ॥ ২৭ ॥

ইত্থং দৈত্যক্ষয়ং কৃৎস্না দত্ত্বা রাজ্যং সুরালয়ম্ ।

ইন্দ্রায় স্থস্থিরং সর্বং গমিষ্যামো যথাস্থখম্ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তান্বিকয়া দেবী চামুণ্ডা চণ্ডবিক্রমা ।

পপৌ চ ক্ষতজং সর্বং রক্তবীজশরীরজম্ ॥ ২৯ ॥

অম্বিকা তং জঘানান্তু খড়্গেন মুসলেন চ ।

চখাদ দেহশকলাংশচামুণ্ডা তান্ কুশোদরী ॥ ৩০ ॥

সোহপি ক্রুদ্ধো গদাঘাতৈশ্চামুণ্ডাঃ সমতাড়য়ৎ ।

তথাপি সা পপাবান্তু ক্ষতজং তমভক্ষয়ৎ ॥ ৩১ ॥

যেহন্তে রুধিরজাঃ কুরা রক্তবীজা মহাবলাঃ ।

তেহপি নিপাতিতাঃ সর্বৈ ভক্ষিতা গতশোণিতাঃ ॥ ৩২ ॥

কৃত্রিমা ভক্ষিতাঃ সর্বৈ যন্তু স্বাভাবিকোহস্থরঃ ।

সোহপি প্রপাতিতো হত্বা খড়্গেনাতিবিখণ্ডিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ঘাতয়িষ্যাম্যহমিতি । পূৰ্ণানুবাদঃ কৃত্বাগ্রে কৰ্ত্তব্যমাহ ঘাতয়িষ্যাম্যিতি ॥ ২৭—৩৩ ॥

অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে ; ইহার অন্তথা হইলে কখনই ইহারা বিনষ্ট হইবে না ॥ ২৬ ॥ আমি রক্তবীজকে প্রহার করিতে আরম্ভ করি এবং তুমি শত্রু-সংকরে যত্নপর হইয়া অবিলম্বেই সমস্ত রুধির পান কর ॥ ২৭ ॥ চামুণ্ডে ! এইরূপে দৈত্যদল নির্মূল করিয়া সুরপতিকৈ নিকটক স্বর্গরাজ্য প্রদান পূৰ্বক পরিণেবে স্থস্থির হইয়া আমরা সকলেই সুখে প্রস্থান করিব ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! চণ্ডবিক্রমা চামুণ্ডাদেবী অম্বিকার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিষ্যাম্যত্র রক্তবীজের দেহ নিঃসৃত শোণিতধারা পান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ অম্বিকা দেবী মুদল ও খড়্গ দ্বারা তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন এবং সেই কুশোদরী চামুণ্ডাও তৎক্ষণাৎ সেই সকল খণ্ডিত দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ তখন, রক্তবীজও কুপিত হইয়া গদাঘাতে চামুণ্ডাকে প্রহার করিতে লাগিল, চামুণ্ডা এইরূপে গুরুতর আহত হইলেও রুধিরধারা পান করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ মহারাজ ! যে সকল জুরপ্রকৃতি মহাবল মানব রক্তবীজের রুধির হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, কালিকাদেবী তাহাদিগের রুধির পান করিলেন এবং অম্বিকা

রক্তবীজে হতে রৌদ্রে যে চাশ্বে দানবা রণে ।

পলায়নং ততঃ কৃৎস্না গতাশ্চে ভয়কম্পিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

হাহেতি বিববস্তস্তে শুভ্রং প্রোচুঃ স্তবিস্রলাঃ ।

রুধিরারক্তদেহাশ্চ বিগতাত্মা বিচেতসঃ ॥ ৩৫ ॥

রাজম্মনিকয়া রক্তবীজোহসৌ বিনিপাতিতঃ ।

চামুণ্ডা তস্মৈ দেহাত্মু পপৌ সৰ্ব্বঞ্চ শোণিতম্ ॥ ৩৬ ॥

যে চাশ্বে দানবাঃ শূরা বাহনেনাতিরংহসা ।

সিংহেন নিহতাঃ সৰ্ব্বে কাল্যা চ ভক্তিতাঃ পরে ॥ ৩৭ ॥

বয়ং হ্যং কথিতুং রাজমাগতা যুদ্ধচেষ্টিতম্ ।

চরিতঞ্চ তথা দেব্যাঃ সংগ্রামে পরমাদ্বুতম্ ॥ ৩৮ ॥

অজ্ঞেয়েয়ং মহারাজ ! সৰ্ব্বথা দৈত্যদানবৈঃ ।

গন্ধৰ্ব্বাসুরযক্ষৈশ্চ পন্নগোরগরাক্ষসৈঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্যাস্তত্রাগতা দেব্য ইন্দ্রাণীপ্রমুখা ভূশম্ ।

যুধ্যমানা মহারাজ ! বাহনৈরাযুধৈর্যুতাঃ ॥ ৪০ ॥

( রক্তবীজবধানস্তরং বৃত্তমাহ রক্তবীজে ইতি ॥ ৩৪ ॥

হাহেতীতি । বিচেতসঃ ভয়েন বিগতজ্ঞানা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪০ ॥

তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন ॥ ৩২ ॥ এইরূপে শোণিতসঙ্কৃত দানবগণ ভক্তিত হইলে পর যে প্রকৃত রক্তবীজ, অধিকাদেবী তাহাকে ও খড়্গ দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নিপাতিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন, সেই মহাসুর রক্তবীজ সমরে দেবীর হস্তে নিহত হইলে অন্তান্ত দানবগণ ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ অস্ত্রশস্ত্রবিহীন বিচেতনপ্রায় রুধিরাক্ত-কলেবর সেই সৈন্ত সকল অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া, হার কি হইল ! কি হইল !! এইরূপ আর্তনাদ করিতে করিতে দৈত্যপতি শুভ্রকে বলিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ রাজেন্দ্র ! অধিকাদেবী রক্তবীজকে বিনাশ করিয়াছেন এবং চামুণ্ডা তাহার সমস্ত রক্তই পান করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ অচণ্ড বেগশালী দেবীর বাহন সিংহ অন্তান্ত পৌর্যাশালী দানবগণকে নিহত করিয়াছে এবং কালী অবশিষ্ট সৈন্ত সমূহকে ভক্ষণ করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ দানবেন্দ্র ! যুদ্ধের এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং চণ্ডিকাদেবীর সমরাদর্শের সেই অদ্ভুত চরিত্র বলিবার নিমিত্তই আমরা পলায়ন করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি ॥ ৩৮ ॥ মহারাজ ! আমাদের বিবেচনার, কি দৈত্য, কি দানব, কি গন্ধৰ্ব্ব, কি অসুর, কি যক্ষ, কি পন্নগ, কি চারণ, কি রাক্ষস, কি উরগ কেহই এই রমণীকে জয় করিতে পারিবেন না ॥ ৩৯ ॥ রাজেন্দ্র ! ইন্দ্রাণী প্রভৃতি মগর শক্তি সকল সেই সমরস্থলে আগমন করিয়াছেন, তাহারা



তাভিঃ সৰ্ব্বং হতং সৈন্যং দানবানাং বরাযুধৈঃ ।

রক্তবীজোহপি রাজেন্দ্র ! তরসা বিনিপাতিতঃ ॥ ৪১ ॥

একাপি হুঃসহা দেবী কিং পুনস্তাভিরম্বিতা ।

সিংহোহপি হস্তি সংগ্রামে রাক্ষসনিমিতপ্রভঃ ॥ ৪২ ॥

অতো বিচার্য সচিবৈর্ষদযুক্তং তদ্বিধীয়তাম্ ।

ন বৈরমনয়া যুক্তং সন্ধিরেব স্মথপ্রদঃ ॥ ৪৩ ॥

আশ্চর্য্যমেতদখিলং যন্নারী হস্তি রাক্ষসান্ ।

রক্তবীজোহপি নিহতঃ পীতং তস্তাপি শোণিতম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্ত্রে নিপাতিতা দৈত্যাঃ সংগ্রামেহম্বিকয়া নৃপ ! ।

চামুণ্ডয়া চ মাংসং বৈ ভক্ষিতং সকলং রণে ॥ ৪৫ ॥

বরং পাতালগমনং তস্তাঃ সেবাথবা বরা ।

ন তু যুদ্ধং মহারাজ ! কার্য্যমম্বিকয়া সহ ॥ ৪৬ ॥

তাভিঃ ইজ্রাগীপ্রমুখাভিঃ ॥ ৪১ ॥

অপ্রতিহতপ্রভাবা সা দেবী ইদানীং দেবশক্তিভির্মিলিতা অতিশয়েনাসহনীয়া জাতেতি  
বক্তুমাহ একাঙ্গীতি ॥ ৪২—৪৫ ॥

অধুনা কর্তব্যমকর্তব্যঞ্চাহ বরং পাতালগমনমিত্যাदि ॥ ৪৬—৫০ ॥ )

নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া নানাবিধ আয়ুধ দ্বারা যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ৪০ ॥ দান-  
বেজ্র ! অধিক আর কি বলিব, তাহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়াই উত্তম উত্তম আয়ুধ  
দ্বারা সমস্ত দানব-সৈন্য এবং সেই রক্তবীজকেও অবিলম্বেই নিপাতিত করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥ সেই  
অমিতপ্রভাব সিংহও সমরে অনেক দানবদিগকে নিহত করিয়াছে । রাজন্ ! কেবলমাত্র  
সেই দেবীকেই সহ করা সুকঠিন, তাহাতে আবার তিনি একগণে দেবশক্তিগণে পরিবৃত্ত  
হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ৪২ ॥ অতএব, সচিববর্গের সহিত বিচার করিয়া যাহা যুক্তিসঙ্গত হয়  
তাহাই করুন । আমাদের বিবেচনায় ইহার সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্বক সন্ধি করাই  
আপনার পক্ষে একান্তই শ্রেয়ঙ্কর ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, সেই রমণী  
সমস্ত দানবকে সংহার করিয়া অবশেষে রক্তবীজের সমস্ত শোণিত পান করিয়া তাহাকেও  
বিনাশ করিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ? ॥ ৪৪ ॥ রাজন্ ! অম্বিকা  
দেবী অপরায়ণ সমস্ত দৈত্যদিগকেই রণস্থলে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং চামুণ্ডা তাহাদের  
শোণিত ও মাংস সমস্তই ভক্ষণ করিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ মহারাজ ! এই সকল দেখিয়া বিবেচনা  
হয়, অম্বিকাদেবীর সেবা অথবা পাতালপুরে পলায়ন এই উভয়বিধ কার্য্যই আমাদের  
পক্ষে শ্রেয়ঙ্কর ; পরন্তু, তাহার সহিত যুদ্ধ করা কখনই উচিত বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৪৬ ॥

ন নারী প্রাকৃতা হেবা দেবকার্যার্থসাধিনী ।

মায়েয়ং প্রবলা দেবী কপয়ন্তীমুখিতা\* ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেষাং বচস্তথ্যং শ্রদ্ধা কালবিমোহিতঃ ।

মুমূর্ষুঃ প্রভ্যুবাচেদং শুভঃ প্রক্ষুরিতাধরঃ ॥ ৪৮ ॥

শুভ উবাচ ।

যুয়ং গচ্ছত পাতালং শরণং বা ভয়াতুরাঃ ।

হনিষ্যাম্যহমদৈত্যব তাক্ তাস্চ সমুদ্যতঃ ॥ ৪৯ ॥

জিত্বা সর্বান্ অরানাজৌ কৃৎস্না রাজ্যং সুপুঙ্কলম্ ।

কথং নারীভয়োদ্বিগ্নঃ পাতালং প্রবিশাম্যহম্ ॥ ৫০ ॥

নিহত্য পার্শদান্ সর্বান্ রক্তবীজমুখান্ রণে ।

প্রাণত্রাণায় গচ্ছামি হিত্বা কিং বিপুলং যশঃ ॥ ৫১ ॥

মরণং অনিবার্যং বৈ প্রাণিনাং কালকল্লিতম্ ।

তদুয়ং জন্মনোপাত্তং ত্যজেৎ কো দুর্লভং যশঃ† ॥ ৫২ ॥

তান্ স্বীরান্ সর্বার্হিত্য বিপুলং যশো যুদ্ধমরণজং হিত্বা প্রাণত্রাণায় গচ্ছামি  
গমিষ্যানি কিমিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ইনি সামান্ত নারী নহেন নিশ্চয়ই মহাযোদ্ধা হইবেন ; কেবল দেবতাদিগের প্রয়োজন  
সম্পাদনের নিমিত্তই আবির্ভূত হইয়া অসুরকুল ক্ষয় করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দৈত্যপতি শুভ কালের মায়ার বিমোহিত হইয়া মুমূর্ষু  
হইয়াছিল সুতরাং তাহাদের ঈদৃশ প্রকৃত বাক্য শুনিয়াও ক্রোধে কম্পিতাধর হইয়া এইরূপ  
প্রভ্যুত্তর করিল ॥ ৪৮ ॥ তোমরা ভয়াতুর হইয়া চণ্ডিকার শরণাগত হও অথবা পাতালপুরে  
পলায়ন কর, আমি কিন্তু উদ্বোধী হইয়া তাহাকে এখনই সংহার করিব ॥ ৪৯ ॥ সমস্ত  
অরবর্গকে সমরে জয় করিয়া বিপুল সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে কি একটা সামান্ত  
নারীর ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পাতালে প্রবেশ করিব ॥ ৫০ ॥ আমার পার্শদ রক্তবীজাদি প্রধান  
প্রধান বীরদিগকে সমরে সংহার করিলাম, বিশেষতঃ আমার সেই বিপুল যশ পরিত্যাগ  
করিয়া এক্ষণে আপনার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত কিরূপে পলায়ন করিব ॥ ৫১ ॥ দেখ, কালকল্লিক  
কল্লিত প্রাণিগণের মৃত্যু অনিবার্য ; জন্মগ্রহণ মায়েই জীবের মরণ তর উপস্থিত হইয়া

\* করায় সমুপস্থিতা । ইতি বা পাঠঃ ।

† তদুত্তরাৎ জন্মতঃ প্রাপ্তং ত্যজ্যেৎ দুর্লভং যশঃ । ইতি বা পাঠঃ ।

নিশুস্তাহং গমিষ্যামি রথাক্রটো রণাজিহ্নে ।

হত্বা তামাগমিষ্যামি নাগমিষ্যামি চান্দ্রথা ॥ ৫৩ ॥

ত্বস্ত সেনাযুতো বীর ! পার্ষিগ্রাহো ভবস্ব মে ।

তরসা তাং শরৈস্তীকৈর্নারীং নয় যমালয়ে ॥ ৫৪ ॥

নিশুস্ত উবাচ ।

অহমদ্য হনিষ্যামি গত্বা দুর্কটঞ্চ কালিকাম্ ।

আগমিষ্যাম্যহং শীঘ্রং গৃহীত্বা তামথান্বিকাম্ ॥ ৫৫ ॥

মা চিন্তাং কুরু রাজেন্দ্র ! বরাকায়াস্ত কারণে ।

কৈবা বালা ক মে বাহুবীৰ্য্যং বিশ্ববশঙ্করম্ ॥ ৫৬ ॥

ত্যক্ত্বার্ভিঃ বিপুলাং ভ্রাতভুঙ্কু ভোগাননুভুমান্ ।

আনয়িষ্যাম্যহং কামং মানিনীং মানসংযুতাম্ ॥ ৫৭ ॥

ময়ি তিষ্ঠতি তে রাজন্ ! ন যুক্তং গমনং রণে ।

গত্বাহমানয়িষ্যামি তবার্থে বৈ জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৫৮ ॥

মরণং দ্বিতি । প্রাণিনাং কালক্লিষ্টং মরণমনিবার্য্যমেব যদা জন্ম গৃহীতং তদৈব তদুপপাদ্যং ততস্তদুপাদুলভং যতঃ কস্যজ্ঞেয় কোহপীত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৮ ॥

থাকে ; তবে কোন্ ব্যক্তি যত্নভয়ে হ্রলভ যশোরশি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় ? ॥ ৫২ ॥

নিশুস্ত ! আমি রথে আরোহণ করিয়া এখনই সমরে গমন করিব এবং যুদ্ধে তাহাকে নিহত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইব ; পরন্তু যদি তাহাকে সংগ্রামে বিনাশ করিতে না পারি তাহা হইলে আর ফিরিয়া আসিব না ॥ ৫৩ ॥ বীরবর ! তুমি সেনা সমভিব্যাহারে সমরে আমার পার্শ্ব-  
রক্ষক হও এবং অতিবেগে তীক্ষ্ণ সায়কসমূহ প্রহার করিয়া সেই নারীকে শমনসদনে প্রেরণ কর ॥ ৫৪ ॥

নিশুস্ত বলিল, আমি অদ্য সমরে গিয়া অগ্রে সেই দুর্গা কালিকাকে নিহত করিব অব-  
শেষে সেই অন্বিকাকে লইয়া অবিলম্বেই আগমন করিব ॥ ৫৫ ॥ রাজেন্দ্র ! মদীয় বাহুবীৰ্য্যে  
বিশ্বসংসার বশীভূত হইয়াছে সুতরাং আমার নিকটে সেই বালা অতি সামান্য ; অতএব  
আপনি সেই তুচ্ছ রমণীর নিমিত্ত বৃথা চিন্তা করিবেন না ॥ ৫৬ ॥ ভ্রাতঃ ! সেই মানিনী  
রমণীকে আমি যথেষ্ট সম্মান সহকারে আনয়ন করিব, আপনি ছরুহ মানসিক ব্যথা  
পরিত্যাগ করিয়া অনন্তম ভোগ উপভোগ করুন ॥ ৫৭ ॥ রাজন্ ! আমি থাকিতে আপনার  
সমরে যাওয়া উচিত নহে আমি যুদ্ধে গিয়া এখনই আপনার নিমিত্ত জয়লক্ষী আনয়ন  
করিব ॥ ৫৮ ॥



ব্যাস উবাচ ।

ইত্থাক্ত্বা ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং কনীয়ান্ বলগর্ভিতঃ ।

রথমাস্থায় বিপুলং সন্নদ্ধঃ স্ববলান্বিতঃ ॥ ৫৯ ॥

জগাম তরসা তূর্ণং সঙ্গরে কৃতমঙ্গলঃ ।

সংস্তুতো বন্দিমূর্তৈশ্চ সায়ুধঃ সপরিধরঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
রক্তবীজবধো নাম উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

(ইত্থাক্ত্বতি । কনীয়ান্ নিগুপ্তঃ । জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং গুপ্তম্ । সন্নদ্ধঃ কবচান্বিতঃ ॥ ৫৯-৬০ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! কনিষ্ঠ সহোদর নিগুপ্ত নিজ বাহুবলে গর্ভিত হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুপ্তকে এইরূপ বলিয়া কবচ দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিল এবং নানাবিধ আয়ুধ প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী বিবিধ দ্রব্যে সজ্জিত হইয়া বিশাল রথে আরোহণ পূর্বক অবিলম্বে যুদ্ধে গমন করিল । তৎকালে বন্দী ও স্ত্রীগণ তাহার স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল এবং নানাবিধ মঙ্গল্য কার্য্য হইতে লাগিল ॥ ৫৯—৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে রক্তবীজবধবর্ণন নামক  
উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রিশোহিধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

নিশুন্তো নিশ্চয়ং কৃত্বা মরণায় জয়ায় বা ।  
সোদ্যমঃ সবলঃ শূরো রণে দেবীমুপাযযৌ ॥ ১ ॥  
তমাজগাম শুন্তোহপি স্ববলেন সমারুতঃ ।  
প্রেক্ষকোহভূদ্রণে রাজা সংগ্রামরসপণ্ডিতঃ ॥ ২ ॥  
গগনে সংস্থিতা দেবাস্তদাভ্রপটলারুতাঃ ।  
দিদৃক্ষবস্ত্র সংগ্রামং সেন্দ্রা যক্ষগণাস্থতা ॥ ৩ ॥  
নিশুন্তোহথ রণে গত্বা ধনুরাদায় শার্ঙ্গকম্ ।  
চকার শরবৃষ্টিং স ভীষয়ন্ জগদম্বিকাম্ ॥ ৪ ॥  
মুঞ্চন্তুং শরজালানি নিশুন্তুং চণ্ডিকা রণে ।  
বীক্ষ্যাদায় ধনুঃশ্রেষ্ঠং জহাস সুস্বরং মুহুঃ ॥ ৫ ॥  
উবাচ কালিকাং দেবী পশু মুখহমেতয়োঃ ।  
মরণায়াগতো কালি ! মৎসমীপমিহাধুনা ॥ ৬ ॥

চতুঃষষ্টিমহাপদোনিশুন্তবধ উচ্যতে ।

যত্র দেব্যঃ দানবানাং পরাক্রম উদীৰ্য্যতে ॥

নিশুন্তেন যুদ্ধার্থং কৃতনিশ্চয়ানস্তরং জাতং বৃত্তমাহ নিশুন্ত ইতি ॥ ১—২ ॥

অভ্রপটলারুতা ইত্যনেন দেব্যপরিচ্ছারার্থমভ্রপটলমাগতমিতি বোধিতম্ ॥ ৩—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তখন সেই পরাক্রমশালী নিশুন্ত, যুদ্ধে হয় জয় নী হয় মৃত্যু হইবে, ইহা স্থির করিয়া অতিশয় উৎসাহের সহিত সমস্ত সেনা সমভিব্যাহারে দেবীর সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিল ॥ ১ ॥ এদিকে দৈত্যপতি শুন্তও নিজ সৈন্যদলে পরিবৃত্ত হইয়া নিশুন্তের পশ্চাতে আগমন করিল ; শুন্ত ধনুঃযুদ্ধে সুপণ্ডিত ছিল একত্রে তখন স্বয়ং সমর না করিয়া কেবল তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ ইহা প্রভৃতি দেবগণ ও যক্ষগণ সেই ঘোরতর সমর দর্শন করিতে ইচ্ছা করত মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া গগনগুপ্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর, নিশুন্ত রণস্থলে উপস্থিত হইয়া শৃঙ্গ-নির্নির্মিত দৃঢ় ধনুঃ গ্রহণ করত জগদম্বিকাকে তর প্রদর্শন পূর্বক শরবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ চণ্ডিকা নিশুন্তকে শ্রেষ্ঠতম ধনুক লইয়া শরজাল মোচন করিতে অবলোকন করিয়া মুহু মন্দস্বরে বারংবার হস্ত করিতে লাগিলেন এবং কালিকাকে কহিলেন ; কালি !

দৃষ্ট্বা দৈত্যবধং ঘোরং রক্তবীজাত্যয়ং তথা ।  
 জয়াশাং কুরুতস্ত্বেতো মোহিতৌ মম মায়য়া ॥ ৭ ॥  
 আশা বলবতী হেবা ন জহাতি নরং কচিৎ ।  
 ভয়ং হৃতবলং নষ্টং গতপক্ষং বিচেতনম্ ॥ ৮ ॥  
 আশাপাশনিবন্ধৌ ঘৌ যুদ্ধায় সমুপাগতৌ ।  
 নিহন্তব্যৌ ময়্য কালি ! রণে শুভ্রনিশুভ্রকৌ ॥ ৯ ॥  
 আসন্নমরণাবেতো সম্প্রাপ্তৌ দৈবমোহিতৌ ।  
 পশ্যতাং সর্বদেবানাং হনিষ্যাম্যহমদ্য তো ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা কালিকাং চণ্ডী কৰ্ণাকৃষ্ণশরোৎকরৈঃ ।  
 ছাদয়ামাস তরসা নিশুভ্রং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১১ ॥  
 দানবোহপি শরাংস্তৃশাশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়ানকম্ ॥ ১২ ॥  
 কেশরী কেশজালানি ধুমানঃ সৈন্যমাগরম্ ।  
 গাহয়ামাস বলবান্ সরসীং বারণো যথা ॥ ১৩ ॥

রক্তবীজশ্রাত্যয়ো ধ্বংসঃ । মম মায়য়া মোহিতাবিত্যনেন স্বশু বুদ্ধত্বম্ । স্বমায়্যশক্তে-  
 রতিশয়িতো মহিমান্বীতি চ বোধিতম্ ॥ ৭—১২ ॥

ইহাদের মূৰ্খতা দেখ ; ইহারা মৃত্যু বাসনা করিয়াই এক্ষণে আমার নিকটে উপস্থিত হই-  
 রাছে ॥৫—৬॥ ইহারা আমার মায়ার এমনই মোহিত যে, দানবদিগের এই ঘোরতর সংক্রম  
 এবং রক্তবীজেরও নিধন দেখিয়া এখনও জয়াশা করিতেছে ॥ ৭ ॥ আশা এমনই বলবতী  
 যে, সে কদাপি মানবকে পরিত্যাগ করে না ; কি আশ্চর্য্য ! অপক্ষীয় বলের মধ্যে কতক  
 ভয়, কতক নষ্ট, কতক চেতনাশূন্য ও কতক বলহীন হইরাছে, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও  
 ইহারা জয়াশারূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে । কালি ! অদ্য সময়ে  
 আমি নিশ্চয়ই এই নিশুভ্র ও শুভ্রকে সংহার করিব ॥ ৮—৯ ॥ ইহাদের মৃত্যু নিকটবর্তী  
 হুতরাং ইহারা দৈব মায়ার মোহিত হইয়াই আমার নিকটে উপস্থিত হইরাছে ; অতএব,  
 অদ্য সমস্ত দেবগণের সমক্ষেই আমি ইহাদিগকে নিহত করিব ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! চণ্ডী কালিকাকে এই কথা বলিয়াই সহসা আকর্ণ  
 আকৃষ্ট শরনিকর দ্বারা পুরোবর্তী নিশুভ্রকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১ ॥ নিশুভ্রও  
 শুভ্রকণাৎ শাণিত শরনিকরে তাঁহার সেই শরজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিল ; তখন এইরূপে  
 তাহাদের পরস্পর অতি ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥ এই সময়ে ভগবতীর সিংহ



নৈধৈর্দন্তপ্রহারৈস্ত দানবান্ পুরতঃ স্থিতান্ ।  
 চখাদ চ বিশীর্ণান্ গজানিব মদোৎকটান্ ॥ ১৪ ॥  
 এবং বিমথ্যমানে তু সৈন্তে কেশরিণা তদা ।  
 অভ্যধাবন্নিশুস্তোহথ বিকৃষ্টবরকাম্মূকঃ ॥ ১৫ ॥  
 অন্তোহপি ক্রুদ্ধা দৈত্যৈস্ত্রা দেবীং হস্তমুপায়যুঃ ।  
 সন্দ্রষ্টদন্তবসনা রক্তনেত্রা হুনেকশঃ ॥ ১৬ ॥  
 তত্রাজগাম তরসা শুভঃ সৈন্তসমারুতঃ ।  
 নিহত্য কালিকাং কোপাদগ্রহীতুং জগদম্বিকাম্ ॥ ১৭ ॥  
 তত্রাগত্য দদর্শাজাবম্বিকাক পুরঃস্থিতাম্ ।  
 রৌদ্ররসযুতাং কাস্তাং শৃঙ্গাররসসংযুতাম্ ॥ ১৮ ॥  
 তাং বীক্ষ্য বিপুলাপাঙ্গীং ত্রৈলোক্যবরম্বন্দরীম্ ।  
 সুরকুনয়নাং রম্যাং ক্রোধরক্তেষ্কণাং তথা ॥ ১৯ ॥  
 বিবাহেচ্ছাং পরিত্যজ্য জয়াশাং দূরতস্তথা ।  
 মরণে নিশ্চয়ং কৃত্বা তম্হাবাহিতকাম্মূকঃ ॥ ২০ ॥

গাহয়ামাস প্রবিবেশ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩—২৫ ॥

কেশরজাল কল্পিত করিতে করিতে, বলবান্ হস্তী যেমন সরোবর মধ্যে প্রবেশ করে,  
 সেইরূপ সেই সৈন্তসাগর মধ্যে অবগাহন করিল ॥ ১৩ ॥ তৎকালে যে যে দানব তাহার  
 সম্মুখে পড়িতে লাগিল অমনি সে নখ ও দন্ত প্রহারে তাহাদের অঙ্গ সকল বিদীর্ণ করিয়া  
 মদমত্ত গজ সমূহের স্থায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ সেই কেশরী এইরূপে  
 সৈন্ত বিমর্দন করিলে পর নিশুস্ত উৎকৃষ্ট কাম্মূক আকর্ষণ করিয়া ধাবিত হইল ॥ ১৫ ॥  
 তখন অস্ত্রাস্ত্র শত শত দানবপতিরাও ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া দশন দ্বারা অধর দংশন করত  
 দেবীকে নিহত করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল ॥ ১৬ ॥ এদিকে, শুভ কালিকাকে  
 নিহত করিয়া জগদম্বিকাকে গ্রহণ করিবার বাসনায় সেনা সমভিব্যাহারে অতিবেগে  
 তথায় আগমন করিল ॥ ১৭ ॥ শুভ রণস্থলে আসিয়া দেখিল যে, জগদম্বিকা সম্মুখেই  
 বিরাজ করিতেছেন ; তিনি শৃঙ্গার-রসোচিত কমনীয় কাস্তি ধারণ করিলেও রৌদ্ররসে  
 পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ সেই ত্রিভুবনম্বন্দরী দীর্ঘাপাঙ্গী ভগবতীর নয়নমুগল  
 স্বাভাবিক রক্তবর্ণ হইলেও সেই সময়ে কোপবশত অধিকতর লোহিত হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥  
 শুভ তাহার মনুষ্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া ও বিবাহবাসনা এবং জয়কামনা দূরে  
 পরিত্যাগ করিল এবং মরণে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কাম্মূক ধারণ করত অবস্থিতি করিতে  
 লাগিল ॥ ২০ ॥

তং তথা\* দানবং দেবী স্মিতপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ।

বভাষে শৃণুতাং তেষাং দৈত্যানাং রণমস্তকে ॥ ২১ ॥

গচ্ছধ্বং পামরা যুয়ং পাতালং বা জলার্ণবম্ ।

জীবিতাশাং স্থিরাং কৃৎস্না ত্যক্ত্বাত্রেবায়ুধানি চ ॥ ২২ ॥

অথবা মচ্ছরাঘাতহতপ্রাণা রণাজিরে ।

প্রাপ্য স্বর্গস্থখং সর্বৈ ক্রীড়ন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ২৩ ॥

কাতরত্বঞ্চ শূরত্বং ন ভবত্যেব সর্বথা ।

দদাম্যভয়দানং বৈ যাস্তু সর্বৈ যথাস্থখম্ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্তা নিশুন্তো মদগর্বিতঃ ।

নিশিতং খড়্গমাদায় চর্ম্ম চৈবাস্টচন্দ্রকম্ ॥ ২৫ ॥

ধাবমানস্তু তরসাসিনা সিংহং মদোৎকটম্ ।

জঘানাতিবলান্মুর্দ্ধি ভ্রাময়ন্ জগদম্বিকাম্ ॥ ২৬ ॥

ততো দেবী স্বগদয়া বঞ্চয়িত্বাসিপাতনম্ ।

তাড়য়ামাস তং বাহোর্মূলে পরশুনা তদা ॥ ২৭ ॥

খড়্গেন নিহতঃ সোহপি বাহুর্মূলে মহামদঃ ।

সংস্তুভ্য বেদনাং ভূয়ো জঘান চণ্ডিকাং তদা ॥ ২৮ ॥

ধাবমান ইতি । অসিনা মুর্দ্ধি, সিংহং জঘান জগদম্বিকাঞ্চ জঘানেত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

তখন, দেবী সমরস্থলে দানবকে সেইরূপে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্ত সহকারে সমস্ত দানবদিগের শ্রবণগোচরে বলিতে লাগিলেন ॥২১॥ রে পামরগণ ! যদি তোদের জীবনের বাসনা থাকে তবে এই স্থানেই অস্ত্র শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া পাতালে অথবা নাগর মধ্যে পলায়ন কর ॥ ২২ ॥ অথবা আমার সায়ক প্রহারে রণস্থলে বিনষ্ট হইয়া স্বর্গস্থখ লাভ করত নির্ভয়ে ক্রীড়ারস অনুভব কর ॥ ২৩ ॥ এক সময়ে একাধারে কোনও প্রকারে কাতরতা ও বীরত্ব প্রকাশ পায় না ; অতএব, আমি সকলকেই অস্ত্র দান করিতেছি, এক্ষণে যে স্থানে স্থখ হয়, সেই স্থানেই গমন কর ॥ ২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই মদগর্বিত নিশুন্ত দেবীর ঈদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া নিশিত খড়্গ ও অষ্টচন্দ্রক-শোভিত চর্ম্ম লইয়া ধাবিত হইল এবং প্রথমতঃ অসি দ্বারা মদমত্ত সিংহের মস্তকে সবেগে প্রহার করিল, পরে সেই অসি অতীব-বলসহকারে মুণ্ডিত করিয়া

সাপি ঘণ্টাধ্বনং ঘোরং চকার ভয়দং নৃণাম্ ।  
 পপৌ পুনঃ পুনঃ পানং নিশুস্তং হস্তমিচ্ছতি ॥ ২৯ ॥  
 এবং পরম্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়প্রদম্ ।  
 দেবানাং দানবানাঞ্চ পরম্পরজয়ৈষিণাম্ ॥ ৩০ ॥  
 পলাদাঃ পক্ষিণঃ কুরাঃ সারমেয়াশ্চ জম্বুকাঃ ।  
 ননৃতুশ্চাতিসন্তুষ্টা গৃধ্রাঃ কক্কাশ্চ বায়সাঃ ॥ ৩১ ॥  
 রণভূর্তাতি ভূয়িষ্ঠপতিতাস্থরবশ্বকৈঃ ।  
 রুধিরস্রাবসংযুক্তৈর্গজাশ্বদেহসঙ্কুলা ॥ ৩২ ॥  
 পতিতান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা নিশুস্তোহ্তিরুবাশ্বিতঃ ।  
 প্রযযৌ চণ্ডিকাং তুর্ণং গদামাদায় দারুণাম্ ॥ ৩৩ ॥  
 সিংহং জঘান গদয়া মস্তকে মদগর্বিতঃ ।  
 প্রহৃত্য চ স্মিতং কৃত্বা পুনর্দেবীমতাড়য়ৎ ॥ ৩৪ ॥  
 সাপি তং কুপিতাতীব নিশুস্তং পুরতঃস্থিতম্ ।  
 প্রহরন্তুং সমীক্ষ্যাত্ দেবী বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥

নিশুস্তং হস্তমিচ্ছতি যা সেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

পলাদা মাংসাশিনঃ । সারমেয়াঃ শ্বানঃ ॥ ৩১ ॥

‘অস্থরবশ্ব’কৈরস্থরশরীরৈঃ । গজাশ্বদেহসঙ্কুলা রণভূরিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৫ ॥

জগদম্বিকার উপর নিক্ষেপ করিল ॥২৫—২৬॥ তখন দেবী আপন গদা দ্বারা অসির আঘাত  
 নিবারণ করিয়া পরন্তু দ্বারা তাহার বাহমূলে প্রহার করিলেন ॥২৭॥ বীরবর নিশুস্ত বাহমূলে  
 আহত হইলেও সেই বেদনা সহ করিয়া পুনরায় চণ্ডিকাকে খড়া দ্বারা প্রহার করিল ॥২৮॥  
 তখন দেবী এমন ঘোরতর ঘণ্টাধ্বনি করিলেন যে, তাহাতে সমস্ত দৈত্যগণের ভীতির  
 সঞ্চার হইল । অনন্তর, তিনি নিশুস্তকে সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই সময় বার বার  
 মধুপান করিলেন ॥২৯॥ মহারাজ! এইরূপে পরম্পর জয়াভিলাষী দেব ও দানবদিগের অত্যন্ত  
 ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৩০॥ তখন মাংসভক্ষক কুরপ্রকৃতি সারমের, জম্বুক, গৃধ্র, কক ও  
 বায়স প্রভৃতি পক্ষিকুল অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রণস্থলে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ অসংখ্য  
 দানব, গজ ও অশ্বের দেহ সকল রুধির দ্বারা অতিবিশক্ত হইয়া সমরক্ষেত্রে পতিত হওয়ার  
 রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল ॥ ৩২ ॥ তখন নিশুস্ত দানবদিগকে পতিত  
 দেখিয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইল এবং নির্দারুণ গদা লইয়া তৎকণাৎ চণ্ডিকার নিকট  
 ধাবমান হইল ॥ ৩৩ ॥ সেই মদগর্বিত অস্থর প্রথমতঃ সিংহের মস্তকে গদা প্রহার করিয়া  
 হত করিল এবং পুনরায় সেই গদা দ্বারা দেবীকে প্রহার করিল ॥ ৩৪ ॥ দেবীও পুরোবর্তী



দেব্যাচ ।

তিষ্ঠ মন্দমতে ! তাবদ্যাবৎ খড়্গমিদং তব ।

গ্রীবায়াং প্রেরয়াম্যশ্বাদগস্তাসি যমসাদনম্ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যংক্ৰা তরসা দেবী কৃপাণেন সমাহিতা ।

চিচ্ছেদ মস্তকং তস্ম নিশুস্তস্মাথ চণ্ডিকা ॥ ৩৭ ॥

স চ্ছিন্নমস্তকো দেব্যা কবকোহতীবদারুণঃ ।

বভ্রাম চ গদাপাণিজ্ঞাসয়ন্ দেবতাগণান্ ॥ ৩৮ ॥

দেবী তস্ম শিতৈর্বানৈশ্চিচ্ছেদ চরণৌ করৌ ।

পপাতোৰ্ক্যাং ততঃ পাপী গতাস্থঃ পৰ্বতোপমঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্মিন্নিপতিতে দৈত্যে নিশুস্তে ভীমবিক্রমে ।

হাহাকারো মহানাসীত্তৎসৈন্তে ভয়কম্পিতে ॥ ৪০ ॥

ত্যক্তাযুধানি সৰ্বানি সৈনিকাঃ কৃতজ্ঞাপ্লুতাঃ ।

জগ্মুৰ্ভ্রুশ্বাবং সৰ্বৈ কুৰ্ব্বাণা রাজমন্দিরম্ ॥ ৪১ ॥

তানাগতান্ স সম্প্রেক্ষ্য শুভঃ শক্রনিসূদনঃ ।

পশ্চিচ্ছ ক নিশুস্তোহসৌ কথং ভয়াঃ পলায়িতাঃ ॥ ৪২ ॥

ততো যমসাদনং গন্তাসীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪৫ ॥

নিশুস্তকে প্রহার করিতে দেখিয়া অতীব কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ মন্দমতে ! যে পর্য্যন্ত আমি এই খড়্গ দ্বারা তোমার গ্রীবাদেশ ছেদন না করিতেছি তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, এক্ষণে শীঘ্রই তুমি ছিন্নমস্তক হইয়া শমন-সদনে গমন করিবে ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! চণ্ডিকা দেবী এই কথা বলিয়াই অতীব সাবধানে কৃপাণ দ্বারা তৎকণাৎ সেই নিশুস্তের মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭ ॥ দেবীর প্রহারে মস্তক ছিন্ন হইলে সেই অতীব দারুণ কবক গদা হস্তে করিয়া অচণ্ড বেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল ; তখন দেবগণ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর, দেবী শাণিত শরসমূহ দ্বারা সেই কবকের হস্ত ও পদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; তখন সেই পাপিষ্ঠ জীবন-বিহীন হইয়া পৰ্ব্বতের স্তায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৯ ॥ সেই ভীমপরাক্রম দানব নিশুস্ত নিপতিত হইলে তাহার ভয়কম্পিত সৈন্তমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুৎপন্ন হইল ॥ ৪০ ॥ তখন সৈনিকগণ কথির ধারায় প্রাণিত হইয়া সমস্ত আয়ুধ পরিভাগ পূৰ্ব্বক আত্মনাদ করিতে করিতে অশ্রুরাজ শুভের সন্নিধানে পলায়ন করিল ॥ ৪১ ॥ সেই শক্রনিসূদন শুভ তাহাদিগকে

তচ্ছৃণ্বা বচনং রাজ্ঞস্তে প্রোচুঃ প্রণতা ভূশম্ ।  
 রাজ্ঞস্তে নিহতো ভ্রাতা শেতে সমরমূৰ্দ্ধনি ॥ ৪৩ ॥  
 তয়া নিপাতিতাঃ শূরা যে চ তেহপ্যনুজানুগাঃ ।  
 বয়ং ত্বাং কথিভুং সৰ্বং বৃত্তান্তং সমুপাগতাঃ ॥ ৪৪ ॥  
 নিশুন্তো নিহতস্তত্র তয়া চণ্ডিকয়াধুনা ।  
 ন হি যুদ্ধস্ত কালোহদ্য তব রাজন্ ! রণাঙ্গনে ॥ ৪৫ ॥  
 দেবকার্য্যং সমুদ্दिश্য কাপীয়ং পরমাস্রনা ।  
 হস্তং দৈত্যকুলং নুনং প্রাপ্তেতি পরিচিস্তয় ॥ ৪৬ ॥  
 নৈষা প্রাকৃতযোষৈব দেবী শক্তিরনুত্তমা ।  
 অকিস্ত্যচরিতা কাপি দুজ্জেরা দৈবতৈরপি ॥ ৪৭ ॥  
 নানারূপধরাভীষ মায়ামূলবিশারদা ।  
 বিচিত্রভূষণা দেবী সৰ্ব্বায়ুধধরা শুভা ॥ ৪৮ ॥  
 গহনা গৃঢ়চরিতা কালরাত্রিরিবাপরা ।  
 অপারপারগা পূর্ণা সৰ্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৯ ॥

পরমাস্রনা সৰ্ব্বকারণভূতা সংবিদ্রুপিনী শ্রীভগবতাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৫০ ॥

সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ; সৈন্তগণ ! এক্ষণে নিশুন্ত কোথায় ? তোমরা কি নিমিত্ত রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসিলে ? ॥ ৪২ ॥

সেই সৈন্তগণ দৈত্যপতি শুভের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর প্রণাম করিয়া বলিল ; রাজন্ ! আপনার ভ্রাতা নিশুন্ত নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! যে সকল দানববীর আপনার অনুজের অনুগামী হইয়াছিল, দেবী তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিয়াছেন ; কেবল আমরাই আপনাকে সেই বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি ॥ ৪৪ ॥ রাজন্ ! সম্প্রতি দেবীর শত্রুপ্রহারে নিশুন্ত নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; অতএব এক্ষণে আপনার সেই সংগ্রামস্থলে যাইবার উপযুক্ত সময় নহে ইহাই আমাদের বোধ হইতেছে ॥ ৪৫ ॥ দেবকার্য্যের উপলক্ষ করিয়া অধিলের কারণরূপিনী কোনও উৎকৃষ্টা রমণী দানবকুল সংহার করিতে আসিয়াছেন ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৪৬ ॥ এই দেবী কখনই সামান্য রমণী নহেন ; ইনি নিশ্চয়ই পরমশক্তি ইহার চরিত্র চিন্তার অগোচর ; অধিক কি, এই অনুত্তমা শক্তিকে দেবতারাও কদাপি জানিতে সমর্থ করেন না ॥ ৪৭ ॥ যত প্রকার মায়া আছে এই দেবী, বিশেষ রূপে সে সমস্তের মূল বিদিত আছেন, সুতরাং সেই মায়াবশে এক্ষণে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়াছেন ; এই সঙ্গলময়ী দেবী বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হইয়া সমস্ত আয়ুধ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ ইহাকে দেখিলেই

অন্তরিক্ষস্থিতা দেবাস্তাঃ স্তবস্ত্যকুতোভয়াঃ ।

দেবকার্য্যঞ্চ কুর্বাণাং শ্রীদেবীঃ পরমাহুতাম্ ॥ ৫০ ॥

পলায়নং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বথা দেহরক্ষণম্ ।

রক্ষিতে কিল দেহেহস্মিন্ কালেহস্মৎস্থখতাপ্ততে ।

সংগ্রামে বিজয়ো রাজন্ ! ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥

কালঃ করোতি বলিনঃ সময়ে নির্ব্বলং কচিৎ ।

তং পুনঃ স বলং কৃৎস্না জয়ায়োপদধাতি হি ॥ ৫২ ॥

দাতারং যাচকং কালঃ করোতি সময়ে কচিৎ ।

ভিক্ষুকং ধনদাতারং করোতি সময়ান্তরে ॥ ৫৩ ॥

বিষ্ণুঃ কালবশে নুনং ব্রহ্মা বা পার্শ্বতীপতিঃ ।

ইন্দ্রাদ্যা নির্জরাঃ সর্ব্বে কাল এব প্রভুঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৪ ॥

তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষস্ব বিপরীতং তবাধুনা ।

সংযুথো দেবতানাঞ্চ দৈত্যানাং নাশহেতুকঃ ॥ ৫৫ ॥

একৈব চ গতির্নাস্তি কালস্য কিল ভূপতে ! ।

নানারূপধরাপ্যস্তি জ্ঞাতব্যং তস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৫৬ ॥

ততশ্চাধুনেদং কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ পলায়নং পরো ধর্ম্ম ইতি । কালেহস্মৎস্থখতাং গতেহস্ম-  
কূলে আগতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৮ ॥

অপর কালরাত্রির জ্ঞান ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়; ইহার চরিত্র অবগত হওয়া অতীব  
সুকঠিন ; সর্ব্ব সুলক্ষণে ভূষিতা এই পূর্ণাপ্রকৃতি হুহুহু কার্য্যের পরপারেও বাইতে সমর্থ  
হয়েন ॥ ৪৯ ॥ অধিক কি বলিব, অদ্ভুতস্বভাবা সেই দেবী দেবকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন  
আর দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অকুতোভয়ে তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ মহা-  
রাজ ! এখন পলায়ন করিয়া শরীর রক্ষা করাই প্রধান ধর্ম্ম ; কারণ, এই দেহ রক্ষিত  
হইলে পুনর্বার কাল যখন আমাদের অসুস্থ হইবে তখন আপনারও সময়ে জয়  
লাভ হইবে, তাহাতে সংশয় কি ? ॥ ৫১ ॥ দেখুন, কাল-কোন সময়ে বলবানকে দুর্ব্বল করে,  
আবার সময়ান্তরে তাহাকেই স বল করিয়া বিজয়ের নিমিত্ত সমুদ্র্যত করে ॥ ৫২ ॥ কাল  
কোন সময়ে দাতাকে ভিক্ষুক আবার সময়ান্তরে সেই ভিক্ষুককে ধনদাতা করিয়া  
থাকে ॥ ৫৩ ॥ অধিক কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ ও ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ সকলেই কালের বশীভূত ;  
সুতরাং কালই স্বয়ং সকল বিষয়েরই প্রভু হয় ॥ ৫৪ ॥ অতএব, মহারাজ ! আপনি কালের  
প্রতীক্ষা করুন, এক্ষণে কাল দেবগণের অসুস্থ এবং আপনার প্রতিসুস্থ ; এই জন্তই  
সেই কাল এক্ষণে দৈত্যাদিগকে নাশ করিতেছে ॥ ৫৫ ॥ কিন্তু, ভূপতে ! কালের গতি



কদাচিৎ সন্তুবো নৃণাং কদাচিৎ প্রলয়স্তথা ।  
 উৎপত্তিহেতুঃ কালোহ্মন্তঃ কয়হেতুস্তথাপরঃ ॥ ৫৭ ॥  
 প্রত্যক্ষং তে মহারাজ ! দেবাঃ সর্বৈ সর্বাসবাঃ ।  
 করদাস্তে কৃতাঃ পূৰ্ব্বং কালেন সম্মুখেন চ ॥ ৫৮ ॥  
 তেনৈব বিমুখেনাদ্য বলিনোহ্ৰলয়াশ্চরাঃ ।  
 নিহতা নিতরাং কালঃ কয়োতি চ শুভাশুভম্ ॥ ৫৯ ॥  
 নৈবাত্র কারণং কালী নৈব দেবাঃ সনাতনাঃ ॥ ৬০ ॥  
 যথা তে রোচতে রাজ্যংস্তথা কুরু বিমুশ্চ চ ।  
 কালোহ্ময়ং নাত্র হেতুস্তে\* দানবানাং তথা পুনঃ ॥ ৬১ ॥  
 হৃদগ্রতো গতঃ শক্রো ভগ্নঃ সম্ব্যো নিরায়ুধঃ ।  
 তথা বিমুস্তথাক্রুদ্ধো বরুণো ধনদো যমঃ ॥ ৬২ ॥  
 তথা হুমপি রাজেন্দ্র ! বীক্য কালবশং জগৎ ।  
 পাতালং গচ্ছ তরসা জীবন্ তদ্রমবাপ্যসি ॥ ৬৩ ॥

অবলয়েতি ছেদঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইথং জ্ঞাত্বা যদিচ্ছসি তৎ কুর্কিত্যাহ যথা তে ইতি । নাত্র হেতুরিতি । হেতুঃ স্তুথহেতু-  
 রমুকুলো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬৩ ॥

কখনই একরূপ নহে, বস্তুত তাহার কার্য্য নানারূপ হইয়া থাকে ইহা আপনি নিশ্চয়  
 জানিবেন ॥ ৫৬ ॥ কাল কদাচিৎ মহাব্যাগণের উৎপত্তি করে, কখন বা তাহাদের প্রলয়  
 করিয়া থাকে । মহারাজ ! উৎপত্তির কাল এক, আর কয়ের কাল এক ইহা ত আপনার  
 প্রত্যক্ষই হইয়াছে । দেখুন, যখন কাল আপনার অমুকুল ছিল, তখন আপনি ইন্দ্রাদি সমস্ত  
 দেববর্গকে করদ করিয়াছিলেন, এখন সেই কালই আপনার প্রতিকূল হইয়াছে স্তুরাং  
 একটা সামান্য অবলা নারীও বলবান্ অশুরদিগকে নিহত করিতেছে ; অতএব, কাল  
 নিয়তই শুভ বা অশুভ করিতেছে, সনাতন দেববর্গ অথবা সেই কালী ইহার কারণ  
 নহে ॥ ৫৭—৬০ ॥ রাজন্ ! বর্তমান কাল আপনার এবং দানবদিগের অমুকুল নহে,  
 অতএব আপনি ইহা বিদিত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন ॥ ৬১ ॥ দেখুন, পূৰ্বে ইন্দ্র,  
 বিষ্ণু, ব্রহ্ম, বরুণ, যম প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণও আয়ুধ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক রণে ভঙ্গ  
 দিয়া আপনার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছিল সেইরূপে আপনিও এক্ষণে জগৎকে  
 কালের বশবর্তী জানিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সমস্ত পাতালে গমন করুন । কারণ, জীবিত

মৃত্যে হস্মি মহারাজ ! শত্রবন্তে মূদাবৃত্তাঃ ।

মঙ্গলানি প্রগায়ন্তে। বিচরিস্যন্তি সর্বতঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং  
পঞ্চমস্কন্ধে নিমুত্তবধো নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

( জীবতি ভদ্রং মৃত্যে কিং শাদিত্যাহ মৃত্যে হস্মিতি ॥ ৬৪ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

ধাকিলে পরে সমস্ত সুখই প্রাপ্ত হইবেন, আর আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আপনার  
সেই শত্রুকুল আনন্দিত হইয়া মঙ্গল-সুচক গান করত সর্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিতে  
ধাকিবে ॥ ৬২—৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে নিমুত্ত বধ নামক  
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শুভো দৈত্যপতিস্তদা ।  
উবাচ সৈনিকানাশু কোপাকুলিতলোচনঃ ॥ ১ ॥

শুভ উবাচ ।

জান্মাঃ ! কিং ব্রুত দুর্বাচ্যঃ কৃত্বা জীবিতুমুৎসহে ।  
নিহত্য সচিবান্ ভ্রাতৃম্লির্লজ্জা বিচরামি কিম্ ॥ ২ ॥  
কালঃ কর্তা শুভানাং বাশুভানাং বলবত্তরঃ ।  
কা চিন্তা মম দুর্বারে তন্মিগ্রীশেহপ্যরূপকে ॥ ৩ ॥  
যন্তবতি তন্তবতু যৎ কৰোতি কৰোতু তৎ ।  
ন মে চিন্তাস্তি কুত্রাপি মরণাজ্জীবনান্তথা ॥ ৪ ॥  
স কালোহপ্যন্থথা কৰ্ত্তুং ভাবিতো নেশতে কচিৎ ।  
ন বৰ্ষতি চ পৰ্জ্জন্তঃ শ্রাবণে মাসি সৰ্ব্বথা ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈঃ শুভানুববধানিতা ।

কথা প্রারম্ভাতে দেব্যা অগতো মঙ্গলং কৃতম্ ।

নিশুভবধানস্তরং জাতং কৃত্যমাহ ইতি তেষামিতি ॥ ১ ॥

দুর্বাচ্যঃ কৰ্ম্ম কৃত্বাহং জীবিতুমুৎসহে কিমিত্যর্থঃ । দুর্বাচ্যঃ কৰ্ম্ম শ্রমেবাহ নিহত্যোতি ।  
বিচরামি কিং বিচরিষ্যামি কিমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ মম যদি মরণকালঃ সমাগতঃ স্তান্তদা কুত্রাপি মরা গতে স কিং মাং তাক্যতীতি  
বদন্ কালস্ত মহিমানমাহ কালঃ কৰ্ত্তেতি । অরূপকে রূপরহিতে তন্মিগ্রীশে সতী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দানবপতি শুভ সেই সৈন্তগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে  
ইতস্তত নরন সঞ্চালন করত অবিলম্বেই তাহাদিগকে বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥ মূঢ়গণ ! তোরা  
কি বলিতেছিস্ ? আমি কি এই অকথনীয় ঘৃণিত কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা  
করিতে পারি ? বল দেখি আমি সচিববর্গ ও ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া এক্ষণে নির্লজ্জ হইয়া  
কিভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হইব ? ॥ ২ ॥ কালই শুভ বা অশুভ কার্য্যকলাপের প্রধান  
কর্ত্তা ; অতএব সেই রূপবিহীন কালই যদি শুভ বা অশুভ করিবার অলঙ্ঘনীয় প্রভু হইল  
তবে আর আমার চিন্তা করিয়া কল কি ? ॥ ৩ ॥ বাহা হইবার তাহা হউক বাহা করিবার  
তাহা করুক ; আমার মরণ বা জীবন, কোন বিষয়েই চিন্তা নাই ॥ ৪ ॥ বিশেষত সেই



কদাচিৎপার্শ্বার্থে বা পৌষে মাঘেহথ ফাল্গুনে ।

অকালে বর্ষতীবাশু তস্মান্মুখ্যো ন চাস্ত্যয়ম্ ॥ ৬ ॥

কালো নিমিত্তমাত্রস্তু দৈবং হি বলবত্তরম্ ।

দৈবেন নিশ্চিতং সর্বং নান্যথা ভবতীত্যদঃ ॥ ৭ ॥

দৈবমেব পরং মন্ত্রে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্ ।

জ্ঞেতা যঃ সর্বদেবানাং নিশ্চিন্তোহপ্যনয়া হতঃ ॥ ৮ ॥

রক্তবীজো মহাশূরঃ সোহপি নাশং গতো যদা ।

তদাহঃ কীর্তিমুৎসৃজ্য জীবিতাশাং করোমি কিম্ ॥ ৯ ॥

প্রাপ্তে কালে স্বয়ং ব্রহ্মা পরাক্ষয়সম্মিতে ।

নিধনং যাতি তরসা জগৎকর্তা স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ১০ ॥

নহু কালস্তৈবারাধনং কর্তব্যং তেন স ন বাধিযাত ইতি চেত্তত্রাহ স কালোহপীতি । ভাবিত আরাধিতোহপি দৈবাপেক্ষরাত্তথা কর্তুঃ কচিং কচিদপি নেশতে ন সমর্থো ভবতী-  
ত্যর্থঃ । তস্মাৎ কালাপেক্ষরপি দৈবমেব মুখ্যমিতি ভাবঃ । কালস্তৈব মুখ্যে তত্তৎকালিকং  
কার্য্যং তত্তৎকালে কুতো ন স্তাত্তস্মিন্ন কালো মুখ্য ইত্যাহ ন বর্ষতি চেতি ॥ ৫—৬ ॥

কন্তুহি মুখ্য ইতি চেত্তত্রাহ কালো নিমিত্তমাত্রমিতি ॥ ৭ ॥

নহু দ্বয়া পূর্বং জৈনমতমাশ্রিত্য প্রত্যক্ষমেকৈ চাক্ষীক্য ইতি বার্ষ্পত্যশাস্ত্রাবলম্বনে  
দৈবং বেদসিদ্ধং খণ্ডয়িত্বা পৌরুষমেব কার্য্যসাধকং সাধিতমধুনা তু কথং দৈবং কার্য্যসাধক-  
মুচ্যাত ইতি চেত্তত্রাহ দৈবমেব পরমিতি । পৌরুষে সত্যপি কার্য্যস্তাত্তাত্ত্বাদনর্থকং কার্য্য-  
সাধকং পৌরুষং ধিগিত্যর্থঃ । অনেককার্য্যকারণতাবপ্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকতাবকল্পনাপেক্ষয়া  
বেদপ্রমাণসিদ্ধং দৈবমেব পরং মুখ্যং কার্য্যসাধকং মন্ত্রে ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ সর্বস্ত দৈবাধীনত্বাৎ  
বহুতবিষ্যতি তত্তবতু । ময়া বোদ্ধব্যমেবেতি ভাবঃ । কিঞ্চ লোকদৃষ্টাপ্যধুনা জীবিতাশা-  
কিকিংকরেত্যাহ জ্ঞেতেতি ॥ ৮ ॥

কাল আরাধিত হইলেও মরণের অথবা জীবনের অন্তথা করিতে কদাপি সমর্থ হয়  
না । দেখ, পৰ্ব্বতদেব বর্ষাকালে বর্ষণ করিলেও কখন কখন শ্রাবণ মাসে বর্ষণ করে  
না আবার কখন কখন অগ্রহারণ, পৌষ, মাঘ অথবা ফাল্গুন প্রভৃতি অকালেও অতিশয়  
বর্ষণ করিয়া থাকে ; অতএব, স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কালের মুখ্যতা নাই ॥ ৫-৬ ॥  
কলত কাল কেবল নিমিত্ত মাত্র আর দৈবই কাল অপেক্ষা বলবত্তর ; সুতরাং  
দৈবই সমস্ত বিশ্ব সংসার নির্মাণ করিয়াছেন, ইহা কোনও প্রকারে অন্তথা হইবার  
নহে ॥ ৭ ॥ আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি ; নিরর্থক-পুরুষকারকে ধিক্ ! কারণ,  
যে নিশ্চয় সমস্ত দেবতাবর্গকেও জয় করিয়াছে অদ্য তাহাকেই এই সামান্ত রমণী নিহত  
করিল ॥ ৮ ॥ হায় ! সেই মহাবীর রক্তবীজও যখন নিধনপ্রাপ্ত হইরাছে, তখন আমি কীর্তি  
বিসর্জন দিয়া কিরূপে জীবনের আশা করিব ॥ ৯ ॥ যিনি স্বয়ং বিশ্বসংসার নির্মাণ করিয়া-

চতুর্ঘুগসহস্রস্ত ব্রহ্মণো দিবসে কিল ।

পতন্তি ভবনাং পঞ্চ নব চেন্দ্রাস্তথা পুনঃ ॥ ১১ ॥

তথৈব দ্বিগুণে বিষ্ণুর্মরণায়োপকল্পতে ।

তথৈব দ্বিগুণে কালে শঙ্করঃ শাস্তিমেতি চ ॥ ১২ ॥

কা চিন্তা মরণে মৃত্যু নিশ্চলে দৈবনির্ম্মিতে ।

মহীমহীধরাণাঞ্চ নাশঃ সূর্য্যশশাঙ্কয়োঃ ॥ ১৩ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।

অধ্রবেহস্মিন্ শরীরে তু রক্ষণীয়ং যশঃ স্থিরম্ ॥ ১৪ ॥

রথো মে কল্প্যতাং শীঘ্রং গমিষ্যামি রণাজিরে ।

জয়ো বা মরণং বাপি ভবত্বদৈব দৈবতঃ ॥ ১৫ ॥

ইতু্যক্তা সৈনিকান্ শুভ্তো রথমাস্থায় সহরঃ ।

প্রযযাবশ্বিকা যত্র সংস্থিতা তুহিনাচলে ॥ ১৬ ॥

সৈন্যং প্রচলিতং তস্য সঙ্গ্রে তত্র চতুর্বিধম্ ।

হস্ত্যশ্বরথপাদাতসংযুতং সাযুধং বহু ॥ ১৭ ॥

তত্র গত্বাচলে শুভ্তঃ সংস্থিতাং জগদশ্বিকাম্ ।

ত্রৈলোক্যমোহিনীং কাস্তামপশ্যৎ সিংহবাহিনীম্ ॥ ১৮ ॥

করোমি কিং করিষ্যামি কিমিত্যর্থঃ ॥ ৯—১৫ ॥

ছেন, সেই ব্রহ্মাও নিজ আয়ুর শেষকাল উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ নিধনপ্রাপ্ত হইলেন ॥১০॥ দেখ, ব্রহ্মার এক দিনে চারি সহস্র যুগ হইয়া থাকে এবং সেই এক দিনেই চতুর্দশ ইন্দ্র পতন হয় ; এইরূপ ইহার দ্বিগুণ সময় অতিবাহিত হইলেই বিষ্ণুর পরমায়ুর পরিশেষ হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বিগুণ কাল বিগত হইলে মহেশ্বরও শাস্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥১১-১২॥ এই পরিদৃষ্টমান পৃথিবী, পর্ব্বত, চন্দ্র ও সূর্য্য সকলেরই বিনাশ হইবে বিশেষতঃ দৈব সকলের মরণ স্থিরতর করিয়া রাখিয়াছেন ; অতএব মৃতগণ ! সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই ॥ ১৩ ॥ জীব জন্মিলে অবশ্যই তাহার মৃত্যু হইবে আর জীবের মরণ হইলেও তাহার পুনর্জন্ম অবশ্যই তাহাতে সন্দেহ নাই ; অতএব, এই নবর শরীর হইতে স্থিরতর যশ রক্ষা করাই মানবের অবশ্য কর্তব্য ॥ ১৪ ॥ আমার রথ সজ্জিত কর অদ্য দৈববশত যুদ্ধে জয়ই হউক অথবা মরণই হউক, আমি শীঘ্রই রণস্থলে গমন করিব ॥ ১৫ ॥

অনন্তর, শুভ সৈনিকদিগকে এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বতে যে স্থানে অগ্নিকা বিরাজ করিতেছেন সেই স্থানে গমন করিল ॥ ১৬ ॥ তখন হস্তী, অশ্ব

সৰ্বাভরণভূষাঢ্যাং সৰ্বলক্ষণসংযুতাং ।

সুয়মানাং স্তূৰৈঃ খট্টৈর্গন্ধকৰ্ষককিন্নরৈঃ ॥ ১৯ ॥

পুষ্পৈশ্চ পূজ্যমানাঞ্চ মন্দারপাদপোস্তবৈঃ ।

কুৰ্ব্বাণাং শব্দনিবদং ঘণ্টানাদং মনোহরম্ ॥ ২০ ॥

দৃষ্ট্বা তাং মোহমগমচ্ছুভঃ কামবিরোহিতঃ ।

পঞ্চবাণাহতঃ কামং মনসা সমচিন্তয়ৎ ॥ ২১ ॥

অহো রূপমিদং সমাগহো চাতুর্যমদ্বুতম্ ।

মৌকুমার্যাঞ্চ ধৈর্যাঞ্চ পরস্পরবিরোধি যৎ\* ॥ ২২ ॥

অকুমারাতিতম্বঙ্গী সদ্যঃ প্রকটযৌবনা ।

চিত্রমেতদমৌ বালা কামভাববিবৰ্জিতা ॥ ২৩ ॥

কামকান্তাসমা রূপে সৰ্বলক্ষণলক্ষিতা ।

অশ্বিকেষ্যং কিমেতত্ত্ব হস্তি সৰ্বান্নহাবলান্ ॥ ২৪ ॥

তুহিনাচলে হিমাচলে । নিশুভযুদ্ধসময়ে যুদ্ধং বিহার গৃহং গতঃ পুনঃ প্রযযৌ গতবানি-  
তার্থঃ ॥ ১৬—২১ ॥

ধৈর্যাং যুদ্ধধৈর্যম্ ॥ ২২—২৩ ॥

কামকান্তা রতিসুখসমা । রূপেণ রতিসদৃশীতার্থঃ । অতিলাবণাবতী শৃঙ্গারং নিজকম্প  
বিহার সৰ্বান্নহাবলান্ হস্তি বীরকম্প করোতি কিমেতদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

রথ ও পদাতি-সকল চতুর্দিক দাসংখ্য সৈন্ত আয়ুধ ধারণ করিয়া তাহার সহিত গমন করিতে  
লাগিল ॥ ১৭ ॥ শুভ সেই হিমাচলে গিয়া জগদম্বিকাকে দেখিল, তিনি হিমাচলের এক  
প্রদেশে সিংহের উপরে অধিষ্ঠিত হইয়া জিতুবন-মোহিনী কান্তি ধারণ করিয়া বিরাজ  
করিতেছেন । তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত ; সমস্ত শরীরে সুন্দর  
লক্ষণ সকল দেদীপ্যমান ; আকাশহিত দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিন্নরগণ পারিজাত পুষ্পরাশি  
হারী তাঁহার পূজা করিয়া স্তব করিতেছেন এবং সেই দেবী অক্লান্তক মনোহর ঘণ্টানাদ  
ও শব্দধ্বনি করিতেছেন ॥ ১৮—২০ ॥ শুভ তাঁহাকে দর্শন করিগাই কামবশত বিরো-  
হিতপ্রায় হইল এবং কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥  
অহো ! ইহার অতীব আশ্চর্য্য রূপ লাবণ্য !! ইহার চাতুর্য্যও অদ্বুত ও বিস্ময়কর !! কি  
আশ্চর্য্য ! অকুমারতা ও সমর-সহিত্বতা পরস্পর বিরোধি হইলেও ইহাতে উভয়ই বিদ্যমান  
রহিয়াছে ॥ ২২ ॥ ইহার শরীর অতিশয় কোমল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ক্রম, আবার সম্প্রতি  
নূতন যৌবনের উদয় হইয়াছে, তথাপি এই বালার কিছুমাত্র কামভাব নাই, ইহা অতিশয়



উপায়ঃ কোহত্র কৰ্ত্তব্যো যেন মে বশগা ভবেৎ ।

ন মজ্জা বা মরালাক্ষীসাধনে সন্নিধৌ মম ॥ ২৫ ॥

সৰ্বমজ্জময়ী হেমা মোহিনী মদগৰ্জিতা ।

সুন্দরায়ং কথং মে শ্রাদ্ধশগা বরবৰ্ণিনী ॥ ২৬ ॥

পাতালগমনং মেহদ্য ন যুক্তং সমরাস্রগাৎ ।

সামদানবিভেদৈশ্চ নেয়ং সাধ্যা মহাবলা ॥ ২৭ ॥

কিং কৰ্ত্তব্যং ক গন্তব্যং বিষমে সমুপস্থিতে ।

মরণং নোত্তমং চাত্র স্ত্রীকৃতস্ত যশোহপহুৎ ॥ ২৮ ॥

মরণং ঋষিভিঃ প্রোক্তং সঙ্গরে মঙ্গলাস্পদম্ ।

যত্বে সমানবলমোর্যোধয়োৰ্যুধ্যাতোঃ কিল ॥ ২৯ ॥

প্রাপ্তেয়ং দৈবরচিতা নারী নরশতোত্তমা ।

নাশায়াম্মংকুলশ্চেহ সৰ্ব্বথাতিবলাবলা ॥ ৩০ ॥

মম সন্নিধৌ মরালাক্ষী হংসলোচনা তস্তাঃ সাধনে বশীকারে সমৰ্থা মজ্জা অপি ন সম্ভী-  
ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ সৰ্বমজ্জময়ীরমস্তীতি ন কচ্চিন্মজ্জ এনাং বশীকুর্যাদিত্যভিপ্রায়েণাহ সৰ্বমজ্জ-  
ময়ীতি । হি যতঃ সৰ্বমোহিনী ততঃ সৰ্বমজ্জময়ীত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

বিষমে সঙ্কটে । অত্র স্ত্রীকৃতং স্ত্রীহন্তেন কৃতং জাতং মরণঞ্চ মরণমপি নোত্তমং যত-  
স্তদ্যশোহপহুৎ যশোহারকমেব তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি মরণমিতি ॥ ২৯ ॥

অবলেতি চ্ছেদঃ ॥ ৩০ ॥

আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ কামকামিনীর চার অতিশয় সুন্দরী ও সমস্ত সুলক্ষণে  
ভূষিতা হইরাও প্রমোদাদি পরিত্যাগ করিয়া এই অধিকা সেই মহাবল অসুরদিগকে সংহার  
করিতেছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥ বাহা হউক এখন বাহাতে এই  
রমণী আমার বশীভূতা হয়, সেই উপায় অবলম্বন করাই আমার কর্ত্তব্য ; এই মরালনরনাকে  
বশীকরণ করিবার ক্ষম সকলও আমার নিকটে নাই ॥ ২৫ ॥ অথবা মৎসন্নিধানে মজ্জ থাকিলেই  
বা কি হইবে এই মদগৰ্জিতা বালা সমস্ত-মজ্জবরূপা । সুতরাং সেই বলে সমস্ত লোককেই  
বিশোহিত করিতেছে অতএব এই বরবৰ্ণিনী সুন্দরী কিরূপে আমার বশীভূত হইবে ? ॥ ২৬ ॥  
সাম, দান ও ভেদ দ্বারা এই বীরাজ্ঞা আরম্ভ হইবার নহে ; আর এক্ষণে সমরস্থল হইতে  
পালাইয়া পাতালে গমন করাও যুক্তিযুক্ত নহে ; অতএব এক্ষণে আমার বিষম সময় উপস্থিত,  
এখন কর্ত্তব্য কি ? বাই বা কোথায় ? আর যদি সমর করিলে এই স্ত্রীর হস্তে মৃত্যু হয়  
তবে সে মৃত্যুও উত্তম নহে বরং তাহাতে যশের হানিই হইবে ॥ ২৭—২৮ ॥ কারণ, বীরগণ

বৃথা কিং সামবাক্যানি ময়া যোজ্যানি সাম্প্রতম্ ।

হননায়াগতা হেমা কিংনু সান্না প্রসীদতি ॥ ৩১ ॥

ন দানৈশ্চালিতুং যোগ্যা নানাশস্ত্রবিভূষিতা ।

ভেদস্তু বিকলঃ কামঃ সৰ্বদেববশানুগা ॥ ৩২ ॥

তস্মাত্তু মরণং শ্রেয়ো ন সংগ্রামে পলায়নম্ ।

জয়ো বা মরণং বাদ্য ভবত্যেবং যথাবিধি ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা শুভঃ সত্বাপ্রিতোহভবৎ ।

যুদ্ধায় স্থিরো ভূত্বা তামুবাচ পুরঃস্থিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

দেবি ! যুধ্যস্ব কান্তেহদ্য বৃথায়াং তে পরিশ্রমঃ ।

মুখাসি কিল নারীণাং নায়ুং ধর্ম্যঃ কদাচন ॥ ৩৫ ॥

বৃথেনিতি । সাম্প্রতমস্মিন্ কালে কিং যোজ্যানি কিমর্থং যোজ্যানি নায়ুং কালঃ সাম-  
বাক্যানামিতি ভাবঃ । তদেবাহ হননায়গতি ॥ ৩১ ॥

ন দানৈরिति । যতো নানাশস্ত্রবিভূষিতা সৰ্বসাধনসম্পাদনে সমর্থী ততো যৎকিঞ্চি-  
দ্ধনদানৈর্ন চালিতুং যোগ্যাস্তীত্যর্থঃ । ভেদস্থিতি । যতঃ সৰ্ব্ব দেবা অস্তা বশা অনুগাঃ  
সেবকাস্চ সন্তি ততো ভেদোহপ্যত্র বিকল ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

যথাবিধি যথাঐদেবম্ ॥ ৩৩ ॥

সত্বাপ্রিতো ধৈর্য্যাপ্রিতঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

সমুখ সমরে সমবলের সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া যে মৃত্যুলাভ করে, ঋষিরা সেই মরণকেই  
মঙ্গলাস্পদ বলিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ দেবতাবৃন্দ এই রমণীকে শত নর অপেক্ষাও বলবতী  
করিয়া নির্মাণ করিয়াছে, সুতরাং এ নাম মাত্র অবলা কার্য্যত ইহার বলের সীমা নাই ;  
অতএব এই নারী আমাদের কুলক্ষয় করিবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছে সন্দেহ  
নাই ॥ ৩০ ॥ অধুনা সামবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াই বা কি ফল হইবে ? কারণ, এই  
নারী আমাদেরকে সংহার করিতেই আসিয়াছে, অতএব এ কি সাম বাক্যে প্রসন্ন  
হইবে ? ॥ ৩১ ॥ এই রমণী যখন নানাবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রে সুসজ্জিত রহিয়াছে, তখন ইহাকে  
দান দ্বারা বশীকৃত করা কখনই সম্ভবপর নহে আর সমস্ত দেবতাবৃন্দ যখন ইহার বশবর্তী  
তখন ভেদ অবশ্যই বিকল হইবে ॥ ৩২ ॥ অতএব, পলায়ন না করিয়া সমরে মৃত্যুলাভই  
শ্রেয়স্কর, অন্য দৈববশে জয়ই হউক অথবা মরণই হউক, তাহাতে আমার চিন্তার বিষয়  
কিছুই নাই ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শুভ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বল প্রকাশে উদ্যত  
হইল এবং যুদ্ধের নিমিত্ত স্থিরনিশ্চয় হইয়া পুরোবর্তিনী দেবীকে বলিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

নারীগাং লোচনে বাণা ক্রবাবেব শরাসনম্ ।  
 হাবভাবস্ত শস্ত্রাণি পুমান্ লক্ষ্যং বিচক্ষণঃ ॥ ৩৬ ॥  
 সমাহস্তাঙ্গরাগোহত্র রথশ্চাপি মনোরথঃ ।  
 মন্দপ্রজল্লিতং ভেরীশব্দো নান্যঃ কদাচন ॥ ৩৭ ॥  
 অন্ত্রাশ্রধারণং স্ত্রীগাং বিড়ম্বনমসংশয়ম্ ।  
 লজ্জৈব ভূষণং কাস্তে ! ন চ ধাক্ট্যং কদাচন ॥ ৩৮ ॥  
 যুধ্যমানা বরা নারী কৰ্কশেবাভিদৃশ্যতে ।  
 স্তনৌ সংগোপনীয়ৌ বা ধনুষঃ কৰ্ষণে কথম্ ॥ ৩৯ ॥  
 ক মন্দগমনং কুত্র গদামাদায় ধাবনম্ ।  
 বুদ্ধিদা কালিকা তেহত্র চামুণ্ডা পরনারিকা ॥ ৪০ ॥  
 চণ্ডিকা মস্ত্রমধ্যস্থা লালনেহস্বস্বরা শিবা ।  
 বাহনং যুগরাডাস্তে সৰ্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

সমাহঃ কবচম্ । অঙ্গরাগো হরিচন্দনাদিঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

চামুণ্ডা পরনারিকা পরোহস্তো নারকো যন্তাঃ সা পরনারিকা চতুরা ন পরনারিকা  
 অচতুরেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মস্ত্রমধ্যস্থা মস্ত্রদাত্তী লালনেহপি অস্বস্বরা কঠোরস্বরা ন হেতাদৃশয়া লালনং সম্ভবতী-  
 ত্যর্থঃ । অত এনাং বিহায় মল্লিকটে আগচ্ছতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

দেবি ! তুমি যুদ্ধ কর তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু কোমলাঙ্গি ! তোমার এই পারশ্রম বিফল  
 হইতেছে । তোমার কোন জ্ঞান নাই, কারণ বাহা নারীদিগের ধর্ম নহে তুমি তাহারই  
 আচরণ করিতেছ ॥ ৩৫ ॥ ( দেখ, রমণীদিগের লোচন যুগলই বাণ ; ক্রযুগলই শরাসন ; হাব  
 ভাব সকল শস্ত্রজাল এবং শস্ত্রারসবিচক্ষণ পুরুষই লক্ষ্যস্থানীয় ॥ ৩৬ ॥ তাঁহাদের অঙ্গরাগই  
 যুদ্ধের কবচ ; মনোরথই রথ ; যুদ্ধ মধুর বাক্যালাপই ভেরী শব্দ ; ইহা ভিন্ন কামিনীদিগের  
 অন্ত্র যুদ্ধসজ্জা আর কখন নাই ॥ ৩৭ ॥ অতএব, কাস্তে ! স্ত্রীগণের অন্ত্র অন্ত্র ধারণ করা কেবল  
 বিড়ম্বনা মাত্র সংশয় নাই ; কামিনীগণের লজ্জাই ভূষণ কিন্তু ধৃষ্টতা কখনই তাহাদের ভূষা  
 হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥ পরম সুন্দরী নারীও যদি সমরে নিরত হইলেন, তবে তিনও কৰ্কশের  
 জায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ; বিশেষত তুমি যখন কাম্বুক আকর্ষণ করিবে তখন তোমার স্তন-  
 যুগল কি প্রকারে সংগোপন করিবে ? যখন গদা লইয়া ধাবমান হইবে তখন তোমার  
 মধুর গতি কোথায় থাকিবে ? সুন্দরি ! তোমার পরামর্শ দাত্তী কালিকা এবং অচতুরা  
 চামুণ্ডা ॥ ৩৯-৪০ ॥ চণ্ডিকা তোমার মস্ত্রদাত্তিনী তাহার স্বর অতিশয় কৰ্কশ অতএব সে  
 ক্রুদ্ধপে তোমাকে লালন পালন করিবে ? ইহা ব্যতীত সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের ভয়ঙ্কর যুগরাজ



বীণানাদং পরিত্যজ্য ঘণ্টানাদং করোষি যৎ ।

রূপযৌবনয়োঃ সর্বং বিরোধি বরবর্ণিনি ! ॥ ৪২ ॥

যদি তে সঙ্গরেচ্ছাস্তি কুরূপা ভব তামিনি ! ।

লম্বোষ্ঠী কুনখী কুরা ধ্বজ্জবর্ণা বিলোচনা ॥ ৪৩ ॥

লম্বপাদা কুদন্তী চ মার্জ্জারনয়নাকৃতিঃ ।

ঐদৃশং রূপমাম্বায় তিষ্ঠ যুদ্ধে স্থিরা ভব ॥ ৪৪ ॥

কর্কশং বচনং ব্রুহি ততো যুদ্ধং করোম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥

ঐদৃশীং স্তম্ভতীং দৃষ্ট্বা ন মে পাণিঃ প্রসীদতি ।

হস্তং ত্বাং যুগলাবাক্ষি ! কামকান্তোপমে ! যুধে ! ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি বুবাণং কামার্ভং বীক্ষ্য তং জগদম্বিকা ।

শ্মিতপূর্বমিদং বাক্যমুবাচ ভরতোত্তম ! ॥ ৪৭ ॥

দেবুবাচ ।

কিং বিধীদসি মন্দাত্মন্ ! কামবাণবিমোহিত ! ।

প্রেক্ষিকাং স্থিতা যুট্ ! কুরু কালিকয়া যুধম্ ॥ ৪৮ ॥

বিলোচনাক্ষা ( বিকৃতনয়না বা ) ॥ ৪৩—৪৫ ॥

কামকান্তা রতিঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

আবার তোমার বাহন ; অতএব কান্তে ! তুমি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আগমন কর ॥ ৪১ ॥ বরবর্ণিনি ! বীণাধ্বনি পরিত্যাগ করিয়া তুমি যে ঘণ্টাধ্বনি করিতেছ, ইহা তোমার রূপ ও যৌবনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ॥ ৪২ ॥ অতিমানিনি ! যদি তোমার সমর বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কুৎসিত রূপ ধারণ কর । তোমার আকৃতি কুর, বর্ণ কাকের জ্ঞায় কৃষ্ণ, ওষ্ঠ লম্বমান, পদযুগল দীর্ঘ, নখ সকল কুৎসিত, দশন সকল বিকট, নয়নযুগল বিকালের জ্ঞায় পিঙ্গলবর্ণ হউক । দেবি ! তুমি ঐদৃশ কুৎসিত রূপ ধারণ করিয়া স্থিরভাবে সমরে অবস্থিতি কর ॥ ৪৩—৪৪ ॥ যুগলোচনে ! তুমি আমাকে অগ্রে কর্কশ বাক্য বল, তাহার পর আমি যুদ্ধ করিব তোমাকে রতির জ্ঞায় স্তম্ভরী দেখিয়া আমার হস্ত সমরাদর্শে তোমাকে প্রহার করিতে অগ্রসর হইতেছে না ॥ ৪৫—৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভরতোত্তম ! শুষ্ঠ এইরূপ বাক্য বলিলে পর জগদম্বিকা তাহাকে কামার্ভ অবলোকন করিয়া ঐবৎ হাত করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭ ॥ রে মন্দাত্মন্ ! কামবাণে বিমোহিত হইয়া কেন বিব্র হইতেছিন্ ; যুট্ ! যদি আমাকে প্রহার

চামুণ্ডয়া বাকুর্বেতে তব যোগ্যে রণাঙ্গণে ।

প্রহরস্ব যথাকামং নাহং স্বাং যুদ্ধু যুৎসহে ॥ ৪৯ ॥

ইতু্যক্তা কালিকাঃ প্রাহ দেবী মধুরয়া গিরা ।

জহেনং কালিকে ! ক্রুরে কুরূপপ্রিয়মাহবে ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা কালিকা কালপ্রেরিতা কালরূপিণী ।

গদাং প্রগৃহ্য তরসা তস্মাবাজৌ কৃতোদ্যমা ॥ ৫১ ॥

তয়োঃ পরম্পরং যুদ্ধং বভূবাতিতয়ানকম্ ।

পশ্যতাং সর্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ মহাজ্ঞানাম্ ॥ ৫২ ॥

গদাযুদ্যম্য শুভোহ্থ জঘান কালিকাং রণে ।

কালিকা দৈত্যরাজানং গদয়া স্তূহনদ্ভুশম্ ॥ ৫৩ ॥

বভঞ্জাস্তু রথং চণ্ডী গদয়া কনকোচ্ছলম্ ।

থরান্ হত্বা জঘানাস্তু দারুকং দারুণশ্বনা ॥ ৫৪ ॥

প্রেক্ষিকাহমিতি । যদি ময়ি প্রহারং কর্তুং তব হস্তো ন প্রসীদতি তর্হি যথা ত্বং যুদ্ধার্থং কুরূপাং লম্বোঙ্গিমিত্যাদিলক্ষণাং প্রার্থয়সি তথা কালিকেয়মস্তি তথৈব যুদ্ধং কুরু । অহং কেবলং প্রেক্ষিকান্মি ভবামি । ততো ন ময়ি প্রহারাপেক্ষেতার্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অথবা চামুণ্ডয়া ললাটাত্ততয়া কুরু যুদ্ধম্ । এতে কালিকাচামুণ্ডে তব রণাঙ্গণে যোগ্যে ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

করিতে তোমর হস্ত অগ্রসর না হয় তবে এই কুরূপা কালিকার সহিত অথবা চামুণ্ডার সহিত যুদ্ধ কর, ইহারাই সমরঙ্গণে তোমর উপযুক্ত, সুতরাং ইহারাই তোমর সহিত সমর করিবে, আমি কেবল দর্শক হইয়া রহিলাম । তোমর যেক্রপ ইচ্ছা হয় প্রহার কর কিন্তু আমি তোমর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেবী ভগবতী তাহাকে এই কথা বলিয়া কালিকাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, কালিকে ! তোমার অবয়ব ক্রুর, এই শুভও সময়ে কুরূপ অত্যন্ত ভাল বাসে, অতএব তুমিই ইহাকে সংহার কর ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই কালরূপিণী কালিকা, দেবীর এই অমুখ্য প্রাপ্তি মাঝেই অবিলম্বে গদা লইয়া কাল-প্রেরিতার জায় সমরে উদ্যত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন মহাত্মা মুনিগণও দেবগণের সমক্ষে তাহাদের পরস্পর অতিশয় ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫২ ॥ প্রথমত শুভ গদা উদ্যত করিয়া সমর স্থলে সেই কালিকাকে প্রহার করিল ; অনন্তর কালিকাও দৈত্যরাজকে গদা দ্বারা মিতান্ত নিপীড়িত করিলেন ॥ ৫৩ ॥ পরে অতিশয় কোপাধিত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করত সেই গদাধাতে

স পদাতির্গদাং শুক্লীং সমাদায় কুধাশ্বিতঃ ।  
 কালিকাভুজয়োর্মধ্যে প্রহসন্নহনন্তদা ॥ ৫৫ ॥  
 বঞ্চয়িত্বা গদাপাতং খড়্গসমাদায় সঙ্করা ।  
 চিচ্ছেদাস্তা ভুজং সব্যং সায়ুধং চন্দনার্চিতম্ ॥ ৫৬ ॥  
 স চ্ছিন্নবাহুবিরথো গদাপাণিঃ পরিপ্লুতঃ ।  
 রুধিরেণ সমাগম্য কালিকামহনন্তদা ॥ ৫৭ ॥  
 কালী চ করবালেন ভুজং তস্তাথ দক্ষিণম্ ।  
 চিচ্ছেদ প্রহসন্তী সা সগদং কিল সাক্ষদম্ ॥ ৫৮ ॥  
 কর্তুং পাদপ্রহারং স কুপিতঃ প্রযযৌ জবাৎ ।  
 কালী চিচ্ছেদ চরণৌ খড়্গেনাস্তা স্বরাস্বিতা ॥ ৫৯ ॥  
 সচ্ছিন্নকরপাদোহপি তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাবুবন্ ।  
 ধাবমানো যয়াবাস্ত কালিকাং ভীষস্মি ব ॥ ৬০ ॥  
 তমাগচ্ছন্তমালোক্য কালিকা কমলোপমম্ ।  
 চকর্ত মন্তকং কণ্ঠাঙ্গুধিরৌঘবহং ভৃশম্ ॥ ৬১ ॥

দাক্ষকং সারথিম্ ॥ ৫৪ ॥

( স ইতি । পদাতিঃ ভয়রথত্বাৎ পাদচারীত্বার্থঃ ॥ ৫৫—৬৫ ॥ )

তাহার কনকমণ্ডিত উজ্জ্বল রথ তৎক্ষণাৎ ভয় করিয়া কেলিলেন এবং তদনন্তর তাহার  
 রথবাহক খর সকল সংহার করিয়া সারথিকেও শমন সদনে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ তখন  
 শুভ শুক্লতার মহতী গদা গ্রহণ করত পাদচারী হইয়া রোষাবেশে কালিকার হৃদয় মধ্যে  
 প্রহার করিয়া হস্ত করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ ইত্যবসরে কালিকা তাহার গদাঘাত বিকল  
 করিয়া অবিলম্বে খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত চন্দন চর্চিত তাহার বাম  
 বাহু ছেদন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তখন বাম ভুজ ছিন্ন হওয়ার তাহার সমস্ত শরীর রুধির ধারায়  
 পরিপ্লুত হইল তথাপি সে গদা হস্তে আগমন করিয়া কালিকাকে প্রহার করিল ॥ ৫৭ ॥  
 কালিকাও হাসিতে হাসিতে করবাল দ্বারা অঙ্গ ও গদার সহিত তাহার দক্ষিণ ভুজ ছিন্ন  
 করিয়া কেলিলেন ॥ ৫৮ ॥ তখন শুভ কুপিত হইয়া পাদপ্রহার করিবার নিমিত্ত বেগে  
 ধাবিত হইল, কালীও সঙ্কর হইয়া খড়্গ দ্বারা তাহার চরণদুগল ছেদন করিয়া কেলি-  
 লেন ॥ ৫৯ ॥ হস্ত ও পদ ছিন্ন হইলেও সেই দৈত্য “থাক্ থাক্” বলিয়া কালিকাকে ভীতি  
 প্রদর্শন করিয়াই যেন অবিলম্বে ধাবমান হইয়া তৎসন্নিধানে আগমন করিল ॥ ৬০ ॥  
 কালিকা তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাহার মন্তক কণ্ঠ হইতে কমলের স্থায় কর্তন করিয়া



ছিন্নৈঃসৌ মন্তকে ভ্রমৌ পপাত গিরিসম্মিভঃ ।  
 প্রাণা বিনির্ঘয়ন্তস্ত দেহাদুৎক্রম্য সত্ত্বরম্ ॥ ৬২ ॥  
 গতাস্থং পতিতং দৈত্যং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সবাসবাঃ ।  
 ভূৰ্ভুবুস্তাং তদা দেবীং চামুণ্ডাং কালিকাস্তথা ॥ ৬৩ ॥  
 ববুর্বাভাঃ শিবাস্তত্র দিশশ্চ বিমলা ভূশম্ ।  
 বভূবুশ্চাগ্নয়ো হোমে প্রদক্ষিণশিখাঃ শুভাঃ ॥ ৬৪ ॥  
 হতশেষাশ্চ যে দৈত্যাঃ প্রণম্য জগদম্বিকাম্ ।  
 ত্যক্তাযুধানি তে সর্বৈ পাতালং প্রযয়ুর্নৃপ ! ॥ ৬৫ ॥  
 এতন্তে সর্বমাখ্যাতে দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ।  
 শুভাদীনাং বধকৈব সুরাণাং রক্ষণং তথা ॥ ৬৬ ॥  
 এতদাখ্যানকং সর্বং পঠন্তি ভুবি মানবাঃ ।  
 শৃণুন্তি চ সদা ভক্ত্যা তে কৃতার্থা ভবন্তি হি ॥ ৬৭ ॥  
 অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্ধনশ্চ ধনং বহু ।  
 রোগী চ মুচ্যতে রোগাৎ সর্বান্ কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥

অত্র দেবস্তত্বান্তরং ভগবত্যা বরদানং তত্শাস্ত্রান্তর্ধানমনুক্রমপি মার্কণ্ডেয়পুরাণাদব-  
 সেয়ম্ ॥ ৬৬—৬৮ ॥

ফেলিলেন ; তখন তাহা হইতে অনর্গল রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥৬১॥ মহারাজ !  
 শুভের মন্তক ছিন্ন হইলে পর্বতের স্তায় তাহা ভূতলে পতিত হইল ; এবং তৎকালে  
 তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেল ॥ ৬২ ॥ ইত্যাদি দেবতারূপ  
 সেই দানবকে গতাস্থ হইয়া পতিত হইতে অবলোকন করিয়া সেই দেবী ভগবতীর, চামুণ্ডার  
 ও কালিকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ তৎকালে সমীরণ স্পর্শ হইয়া প্রবাহিত  
 হইতে লাগিল, দিক্ সকল অতীব নির্মল হইল এবং ছতশন হোমকালে  
 প্রদক্ষিণশিখা হইয়া শুভশংসী হইল ॥ ৬৪ ॥ এদিকে তৎকালে যে সকল দৈত্য হতাবশিষ্ট  
 ছিল তাহার। অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক জগদম্বিকাকে প্রণাম করিয়া সকলেই পাতালে  
 প্রস্থান করিল ॥ ৬৫ ॥ মহারাজ ! শুভ প্রভৃতি অসুরগণের নিধন করিয়া দেবী ষেক্ষপে  
 সুরগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি আত্মপূর্বক সেই পবিত্র চরিত্র তোমার নিকট  
 কীর্তন করিলাম ॥ ৬৬ ॥ ভূতলে যে সকল মানব ভক্তিপূর্বক এই উপাখ্যান আদ্যোপান্ত  
 পাঠ বা নিয়ত শ্রবণ করে, তাহাদের সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হইয়া থাকে সন্দেহ  
 নাই ॥ ৬৭ ॥ রাজন্ ! বাহার পুত্র নাই, সে পুত্র লাভ করে ; বাহার ধন নাই, সে প্রচুর ধন  
 লাভ করে ; রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয় ; অধিক কি, যে ব্যক্তি দেবীর এই সমস্ত মাহাত্ম্য

শত্রুতো ন ভয়ং তস্ত য ইদং চরিতং শুভম্ ।

শৃণোতি পঠতে নিত্যং মুক্তিমাঞ্জাষতে নরঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
শুভবধো নাম একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

( শত্রুত ইতি । চরিতং দেব্যা ইতি শেবঃ । ন কেবলং নখরং পুত্রাদিকং শাস্ত্রতপদ-  
মপি লভতে অত আহ মুক্তিমানিতি ॥ ৬৯ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রবণ করেন তিনি সকল কামনাই লাভ করিতে পারেন ॥ ৬৮ ॥ মহারাজ । যে মানব এই  
পবিত্র চরিত্র নিত্য পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে, তাহার শত্রু হইতে কখনই ভয়প্রাপ্ত  
হয় না, অধিকন্তু মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে শুভবধ বর্ণন নামক  
একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# দ্বাত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

—৩৩—

## জনমেজয় উবাচ ।

মহিমা বর্ণিতঃ সম্যক্ চণ্ডিকাস্ত্রয়া যুনে ! ।  
কেন চারাধিতা পূৰ্ব্বং চরিত্রত্রয়যোগতঃ ॥ ১ ॥  
প্রসন্ন্য কস্ত বরদা কেন প্রাপ্তং ফলং মহৎ ।  
আরাধ্য কামদাং দেবীং কথয়স্ব কৃপানিধে ! ॥ ২ ॥  
উপাসনাবিধিঃ ব্রহ্মংস্তথা পূজাবিধিঃ বদ ।  
বিস্তরেণ মহাতাগ ! হোমস্ত চ বিধিঃ পুনঃ ॥ ৩ ॥

ত্রিষ্টম্লোকবর্ষোক্ত চরিত্রত্রয়সেবকো ।

রাজবৈশ্তো এসিদ্ধৌ বৌ তরোবর্তা তু কথ্যতে ।

অত্র পূৰ্ব্বাধ্যায়ৈ চরিত্রত্রয়পাঠস্ত তচ্ছ্রবণস্ত চ সৰ্বকামপ্রদত্বং মোক্ষপ্রদত্বকাঙ্ক্ষিতম্ । তত্র চরিত্রত্রয়পাঠেন শ্রবণেন বা কস্ত সিদ্ধির্জাতেতি ভক্তিমাদ্ রাজা পৃচ্ছতি মহিমা বর্ণিতঃ সম্যগিতি । কেন চারাধিতেতি । নহু ভগবত্যাঃ সৰ্বৈ ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সৰ্বৈ দেবর্ষয়ঃ সৰ্বৈ রাজর্ষয়ঃ সৰ্বৈ ব্রহ্মর্ষয়ো গৌরীলক্ষ্ম্যাदिমহাদেবতাশ্চ কিং বহুনা প্রাপিজাতং সৰ্বমারাধকমস্তি । সূখমাত্রং ভগবত্যাৱাধনে নৈব ভবতীতি তদারাধনফলং মোক্ষকামমুনিভিরাৱাধনান্মোক্ষফলঞ্চ পূৰ্ব্বমুক্তমেবেতি চেত্তত্রাহ চরিত্রত্রয়যোগত ইতি । সত্যম্ । পূৰ্ব্বমুক্তং তথাপি ভগবত্যাৱাধনমনেকমন্ত্রজপধ্যানসমাধিপূজাস্তোত্রপাঠৈরনেকবিধং ভবতি । তত্র চরিত্রত্রয়স্ত ক্রমাচ্চরিত্রত্রয়পাঠেন শ্রবণেন বা কস্ত সিদ্ধির্জাতেতি বিশেষেণ চরিত্রত্রয়মাত্রপাঠশ্রবণফলং কস্ত জাতমিতি যয়া পূৰ্ব্বত ইতি ভাবঃ । চরিত্রত্রয়যোগতঃ কেনারাধিতেত্যয়ঃ ॥ ১ ॥

কেন প্রাপ্তং ফলমিতি । অত্রাপি চরিত্রত্রয়যোগত ইত্যুপদেশীয়ম্ ॥ ২ ॥

কিঞ্চোপাসনাবিধিমপি ব্রূহীত্যাহ উপাসমেতি ॥ ৩—৫ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর ! আপনি সৰ্বভেদভাবে চণ্ডিকার মহিমাই বর্ণন করি-  
রাছেন ; কিন্তু মধুকৈটভ-নাশাদি চরিত্র ত্রয় পাঠ ও শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি পূৰ্ব্ব  
ভাহার আরাধনা করিয়াছিলেন ? কোন্ ব্যক্তি সেই অতীষ্টপ্রদায়িনী দেবীর উপাসনা  
করিয়া মহৎ ফল লাভ করিয়াছেন ? কোন্ সময়ে তিনি কাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া  
বরদান করিয়াছিলেন ? কৃপানিধে ! আপনি কৃপা করিয়া সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার পূৰ্বক  
বর্ণন করুন ॥ ১—২ ॥ ব্রহ্মন্ ! আপনি সেই মহাদেবীর উপাসনা বিধি, পূজা প্রণালী  
ও হোমবিধি বিস্তারে কীৰ্ত্তন করুন ॥ ৩ ॥



সূত উবাচ ।

ইতি ভূপবচঃ শ্রুত্বা প্রীতঃ সত্যবতীশ্বতঃ ।

প্রভুবাচ নৃপং কৃষ্ণো মহামায়াপ্রপূজনম্ ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

স্বারোচিষেহস্তরে পূৰ্ব্বং সুরথো নাম পার্ধিবঃ ।

বভূব পরমোদারঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ৫ ॥

সত্যবাদী কৰ্ম্মপরো ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজকঃ ।

গুরুভক্তিরতো নিত্যং স্বদারগমনে রতঃ ॥ ৬ ॥

দানশীলোহবিরোধী চ ধনুর্বেদৈকপারগঃ ।

এবং পালয়তো রাজ্যং স্নেহাঃ পৰ্বতবাসিনঃ ॥ ৭ ॥

বলাচ্ছক্রত্বমাপন্নঃ সৈন্যং কৃত্বা চতুর্বিধম্ ।

হস্ত্যশ্বরথপাদাতিনহিতান্তে মদোৎকটাঃ ॥ ৮ ॥

স্বারোচিষেহস্তরে ইতি । স্বারোচিষাধিকারোপলক্ষিতে দ্বিতীয়মবস্তরে ইত্যর্থঃ । পূৰ্ব্ব-  
মিতি কণাঈলাপেক্ষয়া ॥ ৫—৬ ॥

অবিরোধিতি ছেদঃ । কস্তাপি ন শত্রুরিত্যর্থঃ । স্নেহাঃ পৰ্বতবাসিনঃ ইতি । বদ্যপি  
ক্রবন্ত পোত্রো বন্ধিক্রমাকো মূখ্যত্বেন যুদ্ধার্থমাগত ইতি প্রকৃতিবৎ উক্তং তথাপি তেন  
অসহায়ার্থং স্নেহা আনীতা ইতি বোধ্যম্ । অতএব তেবাঃ শত্রুভাবাবেহপি সাহায্যার্থ-  
মাগতবাদ্‌বলাচ্ছক্রত্বমাপন্ন ইত্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥

বলাচ্ছক্রত্বমিতি । অনেকাকৃতেহপি শত্রুর্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সত্যবতী-তনয় কৃষ্ণদেবপায়ন ভূপতি জনমেজয়ের ঐদৃশ  
বাক্য শ্রবণে পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে মহামায়া ভগবতীর পূজার বিধি বলিতে প্রবৃত্ত  
হইলেন ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পূৰ্ব্বকালে স্বারোচিষ মন্বন্তরে অতীব উদারপ্রকৃতি ও  
প্রজাপালন-পরায়ণ সুরথ নামে এক নরপতি ছিলেন ॥ ৫ ॥ তিনি সত্যবাদী কার্যদক্ষ ও  
গুরুর প্রতি ভক্তিমান ছিলেন ; তিনি নিম্নত বিজগণের সেবা করিতেন এবং নিজ  
ধর্মপত্নী ভিন্ন কখনও অন্য কোন রমণীর সহিত সহবাস করিতেন না ; তিনি দাতার  
অগ্রগণ্য ও ধনুর্বিদ্যায় অতি নিপুণ ছিলেন ; তিনি কাগরও সহিত বিরোধ করিতেন  
না ; 'রাজনু ! সেই সুরথ নৃপতি এইরূপে নির্বিঘ্নে রাজ্য পালন করিতেছেন, ইত্যবসরে  
পৰ্বতবাসী স্নেহগণ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল । এই মদমন্ত কোলানগরবিধ্বংসী স্নেহগণ  
যুদ্ধনীতির অশুসরণ না করিয়া কেবল বল পূর্বক সমস্ত পৃথিবী-গ্রহণ করিবার অভিলাষে  
হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এই চতুর্বিধ সেনা সমাধিবাহারে সুরথ নৃপতির রাজ্যগ্রহণ

কোলাবিক্ষংসিনঃ প্রাপ্তাঃ পৃথ্বীগ্রহণতৎপরাস্তে ।

স্বরথঃ সৈন্যমাদায় সম্মুখঃ সমপদ্যত ॥ ৯ ॥

যুদ্ধং সমভবদ্বোরং তস্তা তৈরতিদারুণৈঃ ।

শ্লেচ্ছানাস্তু বলং স্বল্পং রাজ্যস্তদ্বলমদুতম ॥ ১০ ॥

তথাপি তৈর্জিতো যুদ্ধে দৈবাদ্রাজা পরাজিতঃ ।

ভয়শ্চ স্বপুরং প্রাপ্তঃ স্বরক্ষং দুর্গমশ্চিত্তম ॥ ১১ ॥

চিন্তয়ামাস মেধাবী রাজা নীতিবিচক্ষণঃ ।

প্রধানান্বিমনা দৃষ্ট্বা শত্রুপক্ষসমাপ্তিতান্ ॥ ১২ ॥

স্থানং গৃহীত্বা বিপুলং পরিখাদুর্গমশ্চিত্তম ।

কালপ্রতীক্ষা কর্তব্য কিংবা যুদ্ধং বরং মতম্ ॥ ১৩ ॥

মল্লিগঃ শত্রুবশগা মল্লযোগ্যা ন তে কিল ।

কিং করোমীতি মনসা ভূপতিঃ সমচিন্তয়ৎ ॥ ১৪ ॥

কোলাবিক্ষংসিন ইতি । কোলাশব্দো নানৈকদেশেন নামগ্রহণমিতি জ্ঞাত্যং কোলা-  
হণবাচকঃ । তথাচ কোলাহলেনান্ত্যয়েনৈব শত্রুরাজাবিক্ষংসনশীলো ন তু যুদ্ধনীত্যবলম্বিন  
ইত্যর্থঃ । তথাহি রাজা তে জিতো এব স্মারিত্যিতি ভাবঃ । যদ্বা কোলাশব্দেন রাজ্ঞো  
নগরীতি ব্রূতবৈবর্ত্তে প্রকৃতিথণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে উক্তম্ । তস্তাঃ কোলানগর্যা বিক্ষংসিন  
ইতি বা ॥ ৯—১০ ॥

পরাজিত ইতি । দৈবযোগাদন্ত্যয়িনাং যুদ্ধপ্রসঙ্গে জ্ঞানবান্ রাজা কথমন্ত্যয়ং কুর্যা-  
দिति পরাজিত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিমনাঃ সন্ প্রধানান্ দৃষ্ট্বৈত্যম্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

চিন্তামেবাহ স্থানং গৃহীত্বৈতি ॥ ১৩—১৪ ॥

করিবার নিমিত্ত আগমন করিল । স্বরথ রাজাও স্বীয় সৈন্য সঙ্গে লইয়া তাহাদের  
সম্মুখীন হইলেন ॥ ৯—১০ ॥ তখন, সেই সুদারুণ শ্লেচ্ছদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর  
যুদ্ধ হইল ; মহারাজ ! তৎকালোচিত শ্লেচ্ছদিগের সৈন্যবল সামান্যমাত্র আর স্বরথ  
রাজের সৈন্যবল অধিকতর ছিল তথাপি শ্লেচ্ছগণ দৈববশত যুদ্ধে জয়লাভ করিল ; তখন  
রাজা রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন পূর্বক দুর্গ দ্বারা স্বরক্ষিত স্বীয় নগরে প্রত্যাবৃত্ত  
হইলেন ॥ ১০—১১ ॥ সেই নীতিবিশারদ রাজা মল্লিগকে শত্রুপক্ষাপ্তিত দেখিয়া অত্যন্ত  
বিমনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে পরিধাবেষ্টিত প্রাকার পরিবৃত্ত বিপুল  
স্থানে আশ্রয় লইয়া সমগ্র প্রতীক্ষা করা কর্তব্য, অথবা যুদ্ধ করা প্রেরণকর ? ॥ ১২—১৩ ॥  
ভূপতি মনে মনে আরও চিন্তাকরিলেন যে, এক্ষণে মল্লিগণ শত্রুর বশীভূত সূতরাং তাহাদের  
সহিত মল্লগণ করা কখনই উচিত নহে ; অতএব এক্ষণে আমার কর্তব্য কি ? ॥ ১৪ ॥

কদাচিত্তে গৃহীত্বা মাং পাপাচারীঃ পরাশ্রিতাঃ ।

শত্রুভ্যোহথ প্রদানশ্চিতি তদা কিংবা ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

পাপবুদ্ধিষু বিশ্বাসো ন কর্তব্যঃ কদাচন ।

কিং ন তে বৈ প্রকুৰ্বন্তি যে লোভবশগা নরাঃ ॥ ১৬ ॥

ভ্রাতরং পিতরং মিত্রং স্নহদং বান্ধবং তথা ।

গুরুং পূজ্যং দ্বিজং ঘেষ্টি লোভাবিষ্টঃ সদা নরঃ ॥ ১৭ ॥

তস্মান্ময়া ন কর্তব্যো বিশ্বাসঃ সর্বথাধুনা ।

মন্ত্ৰিবর্গেহ্‌তিপাপিষ্ঠে শত্রুপক্ষসমাশ্রিতে ॥ ১৮ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা রাজা পরমদুর্মনাঃ ।

একাকী হয়মারুহ্য নির্জগাম পুরাতনতঃ ॥ ১৯ ॥

অসহায়োহথ নির্গত্য গহনং বনমাশ্রিতঃ ।

চিন্তয়ামাস মেধাবী ক গন্তব্যং ময়া পুনঃ ॥ ২০ ॥

যোজনত্রয়মাশ্রিত্ব তু যুনেরাশ্রমমুত্তমম্ ।

জ্ঞাত্বা জগাম ভূপালস্তাপসস্ত স্নমেধসঃ ॥ ২১ ॥

( মন্ত্ৰিণাং মন্ত্ৰণাবোগাতঃ স্পষ্টীকর্তৃমাহ কদাচিত্তে ইতি ॥ ১৫—২০ ॥ )

স্নমেধসস্তাপসস্ত তন্নামকস্ত যুনেরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তাহারা যখন বিপদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন বিপরীত কার্য্য করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবে না ; এই পাপিষ্ঠ মন্ত্ৰিগণ যদি কোনও সময়ে আমাকে গ্রহণ করিয়া শত্রুর হস্তে সমর্পণ করে, তখন আমার কি উপায় হইবে ? ॥ ১৫ ॥ [যে সকল মনুষ্য লোভের বশীভূত, তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই ; অতএব সেই পাপবুদ্ধিদিগকে কদাচ বিশ্বাস করা উচিত নহে ॥ ১৬ ॥ লোকে লোভপরতন্ত্র হইয়া পিতা, ভ্রাতা, মিত্র, স্নহদ, বান্ধব গুরু এবং পূজ্য দ্বিজগণকেও সর্বদা ঘেব করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ মন্ত্ৰিবর্গ যখন বিপদের সহিত মিলিত হইয়াছে তখন ইহারা যে পাপিষ্ঠ তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; অধুনা ইহাদের উপর আর কদাচ বিশ্বাস করা উচিত নহে ॥ ১৮ ॥ রাজা মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া অতীব বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু উপায় না দেখিয়া ঘোটকে আরোহণ পূর্বক একাকী সেই পুরী হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৯ ॥ সেই সহায়বিহীন মেধাবী রাজা নগর হইতে বহির্গত হইয়া গহনবনে প্রবেশ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন আমি কোথায় বাইব ॥ ২০ ॥ অনন্তর, সেই স্থান হইতে তিন যোজন অন্তরে তাপস-প্রবর স্নমেধা ঋষির পবিত্র আশ্রম বিদ্যমান আছে ইহা বিদিত হইয়া সেই আশ্রমেই



বহুবৃক্ষসমায়ুক্তং নদীপুলিনসংশ্রিতম্ ।

নিবৈরথাপদাকীর্ণং কোকিলারাবমণ্ডিতম্ ॥ ২২ ॥

শিষ্যাধ্যয়নশব্দাঢ্যং যুগযুগশতাবৃতম্ ।

নীবারাম্রস্পক্যাঢ্যং স্পৃশ্পফলপাদপম্ ॥ ২৩ ॥

হোমধুমস্রগন্ধেন প্রীতিদং প্রাণিনাং সদা ।

বেদধ্বনিসমাক্রান্তং স্বর্গাদপি মনোহরম্ ॥ ২৪ ॥

দৃষ্ট্বা তমাশ্রমং রাজা বভূবাসৌ যুদাশ্রিতঃ ।

ভয়ং ত্যক্ত্বা মতিং চক্রে বিশ্রামায় বিজ্ঞাশ্রমে ॥ ২৫ ॥

আসজ্য পাদপেহম্বস্ত জগাম বিনয়াশ্রিতঃ ।

দৃষ্ট্বা তং মুনিমাসীনং শালচ্ছারাম্র সংশ্রিতম্ ॥ ২৬ ॥

যুগাজিনাসনং শাস্ত্রং তপসাতিকুশং ঋজুম্ ।

অধ্যাপয়ন্তং শিষ্যাংশ্চ বেদশাস্ত্রার্থদর্শিনম্ ॥ ২৭ ॥

রহিতং ক্রোধলোভাদৈর্ঘ্যন্দ্বাতীতং বিমৎসরম্ ।

আত্মজ্ঞানরতং সত্যবাদিনং শমসংযুতম্ ॥ ২৮ ॥

( বহুবৃক্ষসমায়ুক্তমিত্যাदिভিত্তিभिः শ্লোকৈরাশ্রমং বিশিনষ্টি ॥ ২২—২৫ ॥ )

শালচ্ছারাম্র শালবৃক্ষচ্ছারাম্র ॥ ২৬—২৯ ॥

গমন করিলেন ॥ ২১ ॥ মহারাজ ! এই আশ্রমের শোভার পরিসীমা ছিল না, ইহা নদীতীরে সংস্থাপিত, হইার স্থানে স্থানে নানাবিধ তরুরাজি বিরাজমান, কোকিল সকল তরুপরি মনোহর রব করিতেছিল ; স্থানে স্থানে হিংস্র জন্তুগণ বিচরণ করিতেছে কিন্তু তাহাদের পরস্পর বৈরভাব নাই ; কোথাও শত শত যুগকুল দলে দলে বিচরণ করিতেছে ; কোথাও পাদপরাজি কুমুদিত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে ; কোথাও বৃক্ষ সকল কলতরে অবনত হইয়া রহিয়াছে ; কোথাও স্পৃশ্প নীরাব সকল সংস্থাপিত ; কোথাও শিষ্যগণের অধ্যয়ন-ধ্বনি ; কোথাও অতি মনোহর বেদধ্বনি হইতেছে ; কোথাও হোমধূমের স্রগন্ধ নিরন্তর প্রাণিপুঞ্জের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে ; ফলত সেই তপোবন নিরীক্ষণ করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও অধিকতর মনোহর বলিয়া বোধ হয় ॥ ২২—২৪ ॥ নৃপতি স্রগন্ধ ঈদৃশ আশ্রম অবলোকন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তর পরিত্যাগ করিয়া দ্বিজবরের এই আশ্রমে বিশ্রাম করিতে মানস করিলেন ॥ ২৫ ॥ তদনন্তর রাজা বৃক্ষমূলে অর্ধ বন্ধন করিয়া বিনীতভাবে সেই ঋষির সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন যে, মুনিবর শালবৃক্ষের নিখিড় ছায়ায় যুগচর্মে আসীন হইয়া রহিয়াছেন, তপস্তার ক্রেশবশত তাহার শরীর কৃশ অথচ সরল ; তিনি শীত বা উষ্ণে অনতিতৃপ্ত ; তাহার ক্রোধ লোভ ও মোহ প্রভৃতি কোন

তং বীক্ষ্য ভূপতির্ভূমৌ পপাত দণ্ডবতদাঁ ।

তদগ্রেহজ্জলাপূর্ণনয়নঃ প্রেমসংযুতঃ ॥ ২৯ ॥

উত্তীর্ণোত্তীর্ণ ভদ্রস্তে তনুবাচ তদা মুনিঃ ।

শিষ্যো দদৌ বৃষীং তস্মৈ গুরুণা নোদিতস্তদা ॥ ৩০ ॥

উথায় নৃপতিস্তম্ভাং সমাসীনস্তদাজ্জয়া ।

অৰ্ঘ্যপাদ্যার্হণং চক্রে স্ত্রমেধা বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৩১ ॥

পপ্রচ্ছাত্র কুতঃ প্রাপ্তঃ কস্বঃ চিন্তাপরঃ কথম্ ।

কথয়স্ব যথাকামং সংযুতং কারণং হিহ ॥ ৩২ ॥

কিমাগমনকৃত্যং তে বৃহি কার্য্যং মনোগতম্ ।

করিষ্যে বাহ্লিতং কামমসাধ্যমপি যত্তব ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ ।

স্বরথো নাম রাজাহং শত্রুভিষ্চ পরাজিতঃ ।

ত্যক্ত্বা রাজ্যং গৃহং ভার্য্যামহং তে শরণং গতঃ ॥ ৩৪ ॥

বৃষীমাসনম্ ॥ ৩০—৩৫ ॥

রিপুই নাই স্ত্রতরাং শাস্ত, সত্যবাদী এবং মৎসর বিহীন ; বিশেষত আত্মজ্ঞানে নিরত হইয়া অন্তরেস্ত্রির নিগ্রহ করিয়াছেন ;) সেই বেদশাস্ত্রার্থপারদর্শী মুনিবর তৎকালে শিষ্য-দিগকে বেদ সকল অধ্যয়ন করাইতেছিলেন ॥ ২৬—২৮ ॥ নরপতি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া নরনজলে পরিপূর্ণ হইলেন এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডের জার ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২৯ ॥ তখন মুনিবর তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন ; বৎস ! উঠ উঠ, তোমার মঙ্গল ত ? অনন্তর গুরুর নির্দেশ অনুসারে একটি শিষ্য তাঁহাকে কুশাসন প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥ নরপতি গাজোথান করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই আসনে আসীন হইলেন ; তখন মুনিবর স্ত্রমেধা বিধি পূর্বক পাদ্য ও অৰ্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তুমি কে ? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ ? কি কারণে চিন্তার নিমগ্ন ? এই সকলের কারণ সংযুত রহিয়াছে অতএব এই সমস্ত আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বল ॥ ৩১—৩২ ॥ তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কি ? তোমার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বল ; যদি উহা আমার অসাধ্যও হয়, তথাপি আমি তোমার বাহ্লিত কার্য্য সম্পাদন করিব সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥

রাজা বলিলেন ; মুনিবর ! আমি স্বরথ নামে রাজা ; শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য গৃহ ও ভার্য্যা পরিত্যাগ পূর্বক আপনায় শরণাগত হইয়াছি ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মন ! আপনি

যদাভ্যাপয়সে বৃক্ষঃ স্তম্ভং তত্তিতং পরঃ ।

করিষ্যামি ন মে ভ্রাতা স্বদন্তঃ পৃথিবীতলে ॥ ৩৫ ॥

শত্রুভ্যো মে ভয়ং ঘোরং প্রাপ্তোহস্মাদ্য তবাস্তিকম্ ।

ভ্রায়স্ব মুনিশর্দূল ! শরণাগতবৎসল ! ॥ ৩৬ ॥

ঋষিরুবাচ ।

নির্ভয়ং বস রাজেন্দ্র ! নাত্র তে শত্রবঃ কিল ।

আগমিষ্যন্তি বলিনো নিশ্চয়ং তপসো বলাৎ ॥ ৩৭ ॥

নাত্র হিংসা প্রকর্তব্য। বনবৃত্ত্যা নৃপোত্তম ! ।

কর্তব্যং জীবনং শঠৈশ্চনীবারফলমূলকৈঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা নির্ভয়ঃ স নৃপসুদা ।

উবাসাশ্রম এবাসৌ ফলমূলোপশনঃ শুচিঃ ॥ ৩৯ ॥

কদাচিৎ স নৃপসুত্র বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিতঃ ।

চিন্তয়ামাস চিন্তার্তো গৃহ এব গতায়তঃ ॥ ৪০ ॥

শত্রুভ্যো মে ভয়ং-ঘোরং বর্তত ইত্যেকং বাক্যম্ । প্রাপ্তোহস্মাদ্য তবাস্তিকং মাং ভ্রায়স্বত্যম্বরঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

গৃহে গতায়তৌ গতচিত্তঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥

যাহা আচ্ছা করিবেন আমি ভক্তি সহকারে তাহা সম্পাদন করিব ; আপনি ভিন্ন পৃথিবী-তলে আমার পরিজ্ঞান-কর্তা আর কেহই নাই ॥ ৩৫ ॥ এক্ষণে শত্রু হইতে আমার ঘোরতর ভয় উপস্থিত ; আমি সেই জন্যই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি । মুনিবর ! আপনি শরণাগত বৎসল এজন্য আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে বিপদ হইতে পরিজ্ঞান করেন ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষি বলিলেন, রাজেন্দ্র ! তুমি এই স্থানে নির্ভয়ে বাস কর ; তোমার শত্রুগণ বলবান হইলেও উপোবল প্রভাবে তাহারা এখানে আসিতে পারিবে না ॥ ৩৭ ॥ নৃপোত্তম ! এখানে হিংসা করিতে পারিবে না, কেবল বনবৃত্তি অহুসারে নীবার, ফল ও মূল প্রভৃতি প্রশস্ত খাদ্য দ্রব্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! নরপতি সুরথ তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ফল মূল ভক্ষণ করত পবিত্র ভাবে নির্ভয়ে সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ কোনও সময়ে আশ্রমের বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া মানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে নিজ গৃহের কথা



রাজ্যং মে শত্রুভিঃ প্রাপ্তং শ্রেষ্ঠৈঃ পাপিষ্ঠৈঃ সদা ।  
 সম্পীড়িতাঃ স্যামোকাষ্টেহুঁরাচরৈর্গতজ্ঞপৈঃ ॥ ৪১ ॥  
 গজাশ্চ ভুরগাঃ সর্বৈ হুর্বলা তক্ষ্যবর্জিতাঃ ।  
 জাতাঃ স্যামো সন্দেহঃ শত্রুণা পরিপীড়িতাঃ ॥ ৪২ ॥  
 সেবকা মম সর্বৈ তে শত্রুণাং বশবর্তিনঃ ।  
 হুঃখিতা এব জাতাঃ স্যামঃ পালিতা যে ময়া পুরা ॥ ৪৩ ॥  
 ধনং মে হুঁরাচরৈরসদ্যস্পদৈঃ পরৈঃ ।  
 দ্যুতাসবভুজিষ্যাदिহানে স্মাৎ প্রাপিতং কিল ॥ ৪৪ ॥  
 কৌশল্যঃ করিষ্যন্তি ব্যসনৈঃ পাপবৃদ্ধয়ঃ ।  
 ন পাত্ৰদাননিপুণা শ্রেষ্ঠান্তে মদ্রিণোহপি মে ॥ ৪৫ ॥  
 ইতি চিন্তাপরো রাজা বৃক্ষমূলস্থিতো যদা ।  
 তদাজগাম বৈশ্রস্ত্য কশ্চিদার্তিপরস্তথা ॥ ৪৬ ॥  
 নৃপেণ পুরতো দৃষ্টঃ পার্শ্বে তত্রোপবেশিতঃ ।  
 পপ্রচ্ছ তং নৃপঃ কোহসি কুত এবাগতো বনম্ ॥ ৪৭ ॥

ভুজিষ্যা বেষ্টা ॥ ৪৪ ॥

শ্রেষ্ঠাঃ পাপবৃদ্ধয়ো মদ্রিণোহপি মে পাপবৃদ্ধয় এব ॥ ৪৫—৪৬ ॥

কোহসি কা জাতিস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

মনে উদয় হইবামাত্র ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার শত্রুগণ রাজ্য লুণ্ঠ করিয়াছে সত্য  
 কিন্তু তাহারা হুঁরাচার, শ্রেষ্ঠ ও লজ্জাবিহীন বিশেষত সর্বদাই পাপকার্য্যে রত ; অতএব,  
 তাহারা প্রজাগণকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৪০—৪১ ॥ আমার হস্তী  
 ও অশ্ব সকল একত্রে নিরস্তরূপে আহার পাইতেছে না অতএব তাহারা হুর্বল হইয়া  
 শত্রুর নিকট নিতান্ত কষ্ট পাইতেছে ॥ ৪২ ॥ আমি যে সকল সেবকদিগকে পূর্বে  
 পালন করিয়াছি, এখন তাহারা সকলেই শত্রুর বশবর্তী হইয়া হুঃখ ভোগ করিতেছে সন্দেহ  
 নাই ॥ ৪৩ ॥ সেই হুঁরাচার শত্রুগণ অসংকার্য্য ধন ব্যয় করিয়া থাকে, হুতরাং আমার  
 সঞ্চিত ধন তাহারা দ্যুতক্রীড়া মদ্য ও বেষ্টার নিমিত্ত ব্যয় করিয়া অবশ্যই ক্ষয় করি-  
 তেছে ॥ ৪৪ ॥ সেই শ্রেষ্ঠগণের এবং নদীর মদ্রিবর্গের পাপকার্য্যে সন্ততই মতি ; তাহারা  
 দানের পাত্রপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিতে জানেন না হুতরাং সমস্ত কোষ ব্যসন  
 ধারাই ক্ষয় করিয়া ফেলিবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৫ ॥ বৃক্ষমূলে থাকিয়া রাজা বনন এইরূপ  
 চিন্তা করিতেছিলেন, তখন কোন এক বৈষ্ণব কাতর হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ॥ ৪৬ ॥  
 নরপতি তাহাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র আপনার পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন ; অনন্তর, সেই

কোহসি কন্মাল নীমোহসি হরিতঃ শোকপীড়িতঃ ।

বুহি সত্যং মহাভাগ ! মৈত্রী সাধুপদী মতা ॥ ৪৮ ॥

বাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুয়া বচনং রাজতুমুবাচ বিশোভযঃ ।

উপবিশ্য হিরো কুহা যদ্বা সাধুসমাগমম্ ॥ ৪৯ ॥

বৈশ্য উবাচ ।

মিত্রাহং বৈশ্যজাতীয়ঃ সমাধিনাম বিক্রতঃ ।

ধনবান্ ধর্মনিপুণঃ সত্যবাগনসূয়কঃ ॥ ৫০ ॥

পুত্রদারৈর্নিরন্তোহহং ধনলুপ্তৈরসাধুভিঃ ।

কুপণেতি মিথঃ কুহা ত্যক্তা ময়াঃ স্তুতস্যাজাম্ ॥ ৫১ ॥

স্বজনে চ সন্ত্যক্তঃ প্রাপ্তোহস্মি বনমাশু বৈ ।

কোহসি ত্বং ভাগ্যবান্ ভাসি কথয়স্ব প্রিয়াধুনা ॥ ৫২ ॥

কূতঃ কন্মাদেশাদিত্যর্থঃ । কোহসি কিং নাম তে ইত্যর্থঃ । কন্মাৎ কারণাদি-  
ত্যার্থঃ ॥ ৪৮—৫৩ ॥

বৈশ্যবর উপবিষ্ট হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; মহাভাগ ! তুমি কোন্ জাতীর ?  
কোন্ দেশ হইতে এই বনে আগমন করিয়াছ ? ॥৪৭॥ তোমার নাম কি ? কি কারণে তুমি  
শোকে কাতর হইয়া শ্রান ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছ ? মহাভাগ ! পুরস্পর সাতটি কথা কহিলেই  
মিত্রতা হইয়া থাকে, তদনুসারে আমি তোমার মিত্র ; অতএব ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত আমার  
নিকট সত্য করিয়া বল ॥ ৪৮ ॥

বাস বলিলেন, বৈশ্যবর রাজার এই বাক্য শুনিয়া শ্রম অপনয়ন পূর্বক হির-  
তাবে উপবিষ্ট হইয়া সাধুর সহিত সমাগম হইল ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বলিতে  
লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ মিত্র ! আমি বৈশ্য জাতীর, আমার নাম সমাধি, আমি ধনবান্ হিলাম,  
কখন কাহারও প্রতি অহুয়া করিতাম না, সদা সত্য বাক্য বলিয়া ধর্মকার্যে নিরত  
থাকিতাম ॥ ৫০ ॥ আমার জী ও পুত্রগণ ধনলোলুপ এবং অস্বাধু স্তুতরাং তাহারা  
অতীব হৃত্যজ্য ময়া ত্যাগ করিয়া “ইনি কুপণ” এই ছল অবলম্বন পূর্বক গৃহ হইতে  
আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে ॥ ৫১ ॥ আমার স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া  
আমি এখন বনমধ্যে আগমন করিয়াছি । আপনি ভাগ্যবানের দ্বার দৃষ্ট হইতেছেন ;  
অতএব, প্রিয়বর ! অহুগ্রহ করিয়া এক্ষণে আমার নিকট আপনার পরিচর ব্যক্ত  
করুন ॥ ৫২ ॥

রাজোবাচ ।

সুখং নাম রাজাহং সমুদ্ভূতঃ পীড়িতোহভবম্ ।  
 প্রাপ্তোহস্মি গতরাজ্যোহত্র মল্লিভিঃ পরিবক্ষিতঃ ॥ ৫৩ ॥  
 দিষ্ট্যাহমত্র মিত্রং মে মিলিতোহস্মি বিশোত্তম ! ।  
 সুখেন বিহরিষ্যাবো বনেহত্র শুভপাদপে ॥ ৫৪ ॥  
 শোকং ত্যজ মহাবুদ্ধে ! স্বস্থো ভব বিশোত্তম ! ।  
 অত্রৈব চ যথাকামং সুখং তিষ্ঠ ময়া সহ ॥ ৫৫ ॥

বৈশ্য উবাচ ।

কুটুম্বং মে নিরালম্বং ময়া হীনং সুদুঃখিতম্ ।  
 ভবিষ্যতি চ চিন্তার্তং ব্যাধিশোকোপতাপিতম্ ॥ ৫৬ ॥  
 ভাৰ্য্যাদেহে সুখং নো বা পুত্রদেহে ন বা সুখম্ ।  
 ইতি চিন্তাতুরং চেতো ন মে শাম্যতি ভূমিপ ! ॥ ৫৭ ॥  
 কদা ত্রক্ষ্যে সুতং ভাৰ্য্যং গৃহং স্বজনমেব চ ।  
 স্বস্থং ন মমানো রাজন্ ! গৃহচিন্তাকুলং ভূশম্ ॥ ৫৮ ॥

( দিষ্ট্যাহমিত্যাদিভিঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

নিরালম্বং আশ্রয়সহায়াদিরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥ )

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাহাকে বলিলেন, আমি সুখ নামক রাজা, সমুদ্ভূত  
 দস্যুগণের নিকট নিপীড়িত হইয়াছি, তাহার উপর আমার মল্লিগণ আমাকে বক্ষণ  
 করিয়াছে, সুতরাং রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥ বিশোত্তম !  
 সৌভাগ্যবশতই আজ তুমি আমার পরম মিত্ররূপে উপস্থিত হইয়াছ। আমরা উভয়ে  
 মনোহর পাদপ মণ্ডিত এই বনমধ্যে পরম সুখে বিহার করিব ॥ ৫৪ ॥ হে মহাবুদ্ধে ! একপে  
 শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হও এবং ইচ্ছানুসারে আমার সহিত এই স্থানেই পরম  
 সুখে বাস কর ॥ ৫৫ ॥

বৈশ্য বলিলেন, রাজন্ ! মদীর বান্ধববর্গ আমার অভাবে নিরাশ্রয় হইয়া অতিশয়  
 দুঃখিত হইবে, বিশেষত ব্যাধি ও শোক বশত সন্তাপিত হইয়া তাহাদের চিন্তার অবধি  
 থাকিবে না ॥ ৫৬ ॥ রাজন্ ! একপে আমার ভাৰ্য্যা এবং পুত্র সুখে অথবা দুঃখে কাল  
 কাটাগণন করিতেছে এইরূপ চিন্তার কাতর হইয়া আমার হৃদয় শান্তি লাভ করিতে  
 পারিতেছে না ॥ ৫৭ ॥ রাজেন্দ্র ! পুত্র, কন্যা, স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং গৃহ এই সকল আমি  
 পুনর্বার কবে দর্শন করিব, আগাম মন সর্বদাই এইরূপ গৃহ চিন্তায় আকুল হইয়াছে,



রাজোবাচ ।

যৈনিরন্তোহসি পুত্রাদ্যৈরসদৃশৈঃ স্ববালিশৈঃ ।

তান্ দৃষ্ট্বা কিং স্বখং তেহদ্য ভবিষ্যতি মহামতে ! ॥ ৫৯ ॥

হিতকারী বরঃ শত্রুদুঃখদাঃ স্নহদঃ কুতঃ ।

তস্মাৎ স্থিরং মনঃ কৃত্বা বিহরস্ব ময়া সহ ॥ ৬০ ॥

বৈশ্য উবাচ ।

মনো মে ন স্থিরং রাজন্ ! ভবত্যদ্য স্নহঃখিতম্ ।

চিন্তয়াত্র কুটুম্বস্য দুস্ত্যজস্য দুরাশ্রয়ভিঃ ॥ ৬১ ॥

রাজোবাচ ।

মমাপি রাজ্যজং দুঃখং দুনোতি কিল মানসম্ ।

পৃচ্ছাবোহদ্য মুনিং শাস্তং শোকনাশনমৌষধম্ ॥ ৬২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি কৃত্বা মতিং তৌ তু রাজা বৈশ্যশ্চ জগ্মদুঃ ।

মুনিং তৌ বিনয়োপেতো প্রকুং শোকস্য কারণম্ ॥ ৬৩ ॥

যে দুঃখদাস্তে স্নহদঃ কুতঃ নৈব স্নহদ ইত্যর্থঃ ॥ ৬০—৬৩ ॥

কিছুতেই স্নহ হইতেছে না ॥ ৫৮ ॥ রাজা বলিলেন, মহামতে ! তোমার অসদাচার মূৰ্খপুত্র ও কপটাচারী আশ্রয় স্বজন তোমাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছে, অতএব ঈদৃশ পুত্র প্রভৃতি আশ্রয়বর্গকে অবলোকন করিয়া তোমার কি স্বখ লাভ হইবে ? ॥ ৫৯ ॥ শত্রুগণ যদি হিত অনুষ্ঠান করে, তবে সে শত্রুও ভাল ; কিন্তু যাহারা ক্রেশ দিয়া থাকে, তাহারা আবার কিরূপে স্নহ হইতে পারে ? অতএব তুমি মনঃস্থির করিয়া আমার সহিত পরম স্নখে বিহার করিতে থাক ॥ ৬০ ॥

বৈশ্য বলিলেন, রাজন্ ! দুরাশ্রয়গণও যে কুটুম্ববর্গকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না আজ আমার মন সেই কুটুম্ববর্গের জন্য নিতান্তই দুঃখিত হইতেছে, কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৬১ ॥

রাজা বলিলেন, আমারও রাজ্যের নিমিত্ত এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়া নিরন্তর চিন্তা সস্তাপিত করিতেছে ; অতএব আইস আমরা উভয়েই আজ মুনিবরকে এই শোক বিনাশের ঔষধের বিষয় জিজ্ঞাসা করি ॥ ৬২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সুরথরাজ ও বৈশ্যবর এইরূপ স্থির করিয়া শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় অতি বিনীতভাবে মুনির নিকট গমন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর,

গত্বা তং প্রণিপত্যা হ রাজা ঋষিমমুত্তমম্ ।

আসীনঃ সমাগাসীনঃ শান্তঃ শান্তিমুপাগতঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈরাগিকায়াং পঞ্চমস্কন্ধে  
সুরধবনগমনো নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

“ (নাতি উত্তমো বন্দাদিতি বাক্যেন অমুত্তমং সৰ্ব্বধামাধুমিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

রাজা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুখাসীন প্রশান্তচিত্ত  
মুনিবরকে প্রশান্তভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে সুরধবনগমন নামক  
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# ত্রয়সিংশোঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

মুনে ! বৈশ্যোহয়মধুনা বনে যে মিত্রতাং গতঃ ।  
পুত্রদারৈর্নিরন্তোহয়ং প্রাপ্তোহত্র মম সঙ্গমম্ ॥ ১ ॥  
কুটুম্ববিরহেণাসৌ দুঃখিতোহতীবদুর্মনাঃ ।  
ন শাস্তিমুপযাত্যেব তথাহমপি সাম্প্রতম্ ।  
গতরাজ্যোহস্মি দুঃখেন শোকার্তোহস্মি মহামতে ! ॥ ২ ॥  
নিষ্কারণঞ্চ মে চিন্তা হৃদয়ান্নিবর্ততে ।  
হয়া মে দুর্বলাঃ স্যুঃ কিং গজাঃ শত্রবশং গতাঃ ॥ ৩ ॥  
ভূত্যাবগন্তথা দুঃখী জাতঃ স্মাতু ময়া স্মিনা ।  
কোশঙ্কয়ং করিষ্যন্তি রিপবোহতিবলাৎ কণাৎ ।  
ইত্যেবং চিন্তয়ানস্ম ন মে নিদ্রা তনৌ স্তথম্ ॥ ৪ ॥  
জানামীদং জগন্মিথ্যা স্বপ্নবৎ সর্বমেব হি ।  
জানতোহপি মনো ভ্রান্তং ন স্থিরং ভবতি প্রভো ! ॥ ৫ ॥

অর্চাবিত্তৈঃ পঞ্চবটপদৈর্মহাশাস্ত্রমুচ্যতে ।

ঐমদ্ভুবনমুদ্যম্য রাজে পৃষ্টবতেহধুনা ।

মুনিঃ প্রতি রাজা গতা কিং চকার তদাহ মুনে বৈশ্যোহয়মিতি ॥ ১—৬ ॥

স্বরথ বলিলেন, মুনিবর ! এই বৈশ্যের পুত্র ও কন্যা একত্রে মিলিত হইয়া ইহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, এজন্য ইনি অধীর আলস পরিভ্যাগ করিয়া সম্রাতি এই তপোবনে উপস্থিত হইরাছেন ; ইনি এক্ষণে আমার সহিত সম্মিলিত হওয়ার আমার পরম মিত্র হইরাছেন ॥ ১ ॥ ঋষিবর ! ইনি আত্মীয় স্বজনের বিরহে নিতান্ত বিষনা হইয়া অতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতেছেন, কিছুতেই শাস্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না । মহামতে ! ইহার জ্ঞান আমিও এক্ষণে অগম্যত রাজ্যভক্ত দুঃখ ও শোকে অতিশয় কাণ্ডর হইরাছি, এই অকারণ চিন্তা কিছুতেই আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে না । আমার হস্তী ও অশ্ব সকল শত্রুর অধীন হইয়া কি এক্ষণে দুর্বল হইরাছে ? আমার অদর্শনে ভূতাবগ কি অতিশয় ক্লেশভোগ করিতেছে ? রিপু সকল কণকাল মধ্যে বলসহকারে সকল ধন অপব্যয় করিয়া কোষ ক্ষয় করিবে ; ঋষিবর ! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার শরীরে কোনও স্থখ নাই অধিক কি এই ভাবনায় আমার নিদ্রা পর্য্যন্তও হইতেছে না ॥ ২—৪ ॥ প্রভো !



কোহং কেহা গজাঃ কেহনী ন তে মে হি মহোদরাঃ ।

ন পুত্রা ন চ মিত্রাণি যেষাং হুঃখং হীনোতি যাম্ ॥ ৬ ॥

ভ্রমোহয়মিতি জানামি তথাপি মম মানসঃ ।

মোহো নৈবাপসরতি কিং তৎ কারণমদ্ব্যুতম্ ॥ ৭ ॥

স্বামিংস্তমসি সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বসংশয়নাশকৃৎ ।

কারণং ব্রুহি মোহস্ত মমাস্ত চ দয়ানিধে ! ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠন্তদা রাজা হৃদেধা মুনিসত্তমঃ ।

তমুবাচ পরং জ্ঞানং শোকমোহবিনাশনম্ ॥ ৯ ॥

ঋষিঃ উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি কারণং বন্ধমোকরোঃ ।

মহামারেতি বিখ্যাতা সৰ্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥ ১০ ॥

মানসো মোহো নৈবাপসরতি তৎ কারণং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৭—৯ ॥

কারণং বন্ধমোকরোরিতি । বন্ধমোকরোঃ কারণে কথিতে তদন্তর্গতস্ত মোহস্তাপি তদেব কারণমিত্যর্থঃ কথিতং ভবতীতি ভাবঃ । মহামারেতি । গুণজরসাম্যাবস্থায়িকা মূলপ্রকৃতির্বা মহামারেতি বিখ্যাতা সা সৰ্ব্বেষাং প্রাণিনাং বন্ধমোকরোঃ কারণ-মিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যদিও আমি জানি যে এই অধিল জগৎসংসার স্বপ্নের ভাষা মিথ্যা তথাপি আমার মন এমন দ্বন্দ্ব যে কিছুতেই হির হইতেছে না ॥ ৬ ॥ আমি কে ? অথ বা গজের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? বস্তুত তাহারা আমার সহোদর, পুত্র বা মিত্র নহে, তথাপি তাহাদের হুঃখে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ৭ ॥ ঋষিবর ! এই সকলই ভ্রমের কার্য্য ইহা আমি জানি, তথাপি আমার মানস হইতে মোহ তিরোহিত হইতেছে না, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ অতএব ইহার কারণ কি ? ॥ ৭ ॥ স্বামিন্ । আপনার কোন বিষয়ই অগোচর নাই আপনি সমস্ত বিষয়ের সংশয় ক্ষেদন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ; অতএব দয়ানিধে ! কৃপা করিয়া আপনি আমার এবং এই বৈশ্যের মোহের কারণ বলুন ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সুরথরাজা মুনিসত্তম হৃদেধা একে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বাহাতে শোক ও মোহ তিরোহিত হয়, তাদৃশ পরম জ্ঞানজনক বাক্য তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

ঋষি বলিলেন, রাজন্ ! বন্ধন ও মোকের কারণের বিষয় আপনাকে বলিতেছি, আপনি মনোনিবেশ পূর্বক তৎসমুদয় শ্রবণ করুন । দেখুন, সখ, বন্ধ ও তদ এই গুণজরের সাম্যাবস্থাই মূলপ্রকৃতি ; তিনিই মহামারা নামে বিখ্যাত হইলেন ; সেই মহামারাই ইহলোকে

ব্রহ্মা বিমূৰ্ত্তথেশানন্তরাষাড্ বক্রগোহ্নিলঃ ।

সৰ্বে দেবা মনুষ্যাশ্চ গন্ধৰ্বৈরগরাক্ষসাঃ ॥ ১১ ॥

বৃক্ষাশ্চ বিবিধা বল্ল্যঃ পশবো যুগপক্ষিণঃ ।

মায়াধীনাশ্চ তে সৰ্বে ভাজনং বক্রমোক্ষয়োঃ ॥ ১২ ॥

তয়া সৃষ্টমিদং সৰ্বং জগৎ স্বাবরজজন্মম্ ।

তদ্বশে বর্ততে নূনং মোহজালেন যজ্ঞিতম্ ॥ ১৩ ॥

ত্বং কিয়ান্মানুষেষেকঃ কজ্রিয়ো রজসাবিলঃ ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি মোহয়ত্যনিশং হি সা ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মেশবাস্তদেবাদ্যা জ্ঞানে সত্যপি শেষতঃ ।

তেহপি রাগবশোল্লোকে ভ্রমন্তি পরিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মাদয়োরপি তদধীনাঃ সস্তীত্যাহ ব্রহ্মা বিমূৰ্ত্তিতি ॥ ১১ ॥

মায়াধীনাশ্চেতি । ন হৃদৈষতে ব্রহ্মণি মায়াং বিনা কশ্চিৎ পদার্থো ভাসতে । ততো মায়াধীনমেব সৰ্বমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নহু কজ্রধীনং কার্য্যং ভবিতুমর্হতি ন তু মায়াধীনমিতি চেৎ সৈব কজ্র্যন্তি নান্তঃ কর্ত্তাস্তীত্যাহ তয়েতি ॥ ১৩ ॥

যদৈবং সৰ্বং মায়ামোহজালেন যজ্ঞিতম্ । তদা ত্বং পামরঃ কথমহং মোহজালেন যজ্ঞিত ইতি কিমাশ্চর্য্যং কয়োষীত্যাহ ত্বং কিয়ানিতি । নহু মম ব্রহ্মজ্ঞানং বর্ত্ততে ততঃ কুতো ন মোহো নষ্ট ইতি চেত্তত্রাহ জ্ঞানিনামপীতি । তদ্বক্তৃং মার্কণ্ডেয়পুরাণে । জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা । বলাদাক্রুধ্য মোহার মহামারা প্রযচ্ছতীতি ॥ ১৪ ॥

নহু কেবাং জ্ঞানিনাং তয়া চিত্তানি মোহিতানীতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মেশেতি । নহু ব্রহ্মজ্ঞানেন তেবাং মায়াকার্য্যস্ত মোহস্ত কুতো ন নাশসম্ভব ইতি চেত্তত্রাহ শেষত ইতি । প্রারককৰ্ম্মভোগপর্য্যস্তং মায়াশেষস্ত বিদ্যমানবাস্তব্যাচ্ছোবাদেব মোহঃ সম্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের বন্ধন ও মুক্তির কারণ ॥ ১০ ॥ অধিক কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বক্রণ, বায়ু ও অন্যান্য সমস্ত দেবগণ, গন্ধৰ্ববর্গ, নাগগণ, রাক্ষসগণ, মনুষ্যগণ, যুগপক্ষিগণ, পশু পক্ষী বৃক্ষ ও মানা জাতি লতা প্রভৃতি সকলেই এই মারার অধীন হইয়া বন্ধন ও মুক্তিনাশ করিতেছেন ॥ ১১—১২ ॥ এই স্বাবর জন্মযামক সমস্ত জগৎ তাঁহারই সৃষ্ট পদার্থ । কার্ত্তীর জীব নিমহ মোহজালে নিবদ্ধ হইয়া তাঁহারই বশীকৃত হইয়া গহিরাছে ॥ ১৩ ॥ মহারাজ ! আপনি কজ্রিয় স্ততরাং আপনার চিত্ত রম্যোত্তম দ্বারা কলুষিত হইয়া গহিরাছে ; দেখুন, যিনি মায়াবলে জ্ঞানিগণের মনকেও নিরন্তর মুগ্ধ করিয়া থাকেন তাহার নিকট আপনি ও জ্ঞানিগণের মনুষ্য ; অধিক কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অসীম জ্ঞান থাকিলেও তাঁহারা মায়াবলে বিশ্বরূপরাগরশত সৰ্ব্বতোভাবে মোহিত হইয়া জিহ্বন মধ্যে ভ্রমণ করিয়া

পুরা সত্যযুগে রাজন্ ! বিষ্ণুর্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।

শ্বেতদ্বীপং সমাসাদ্য চকার বিপুলং তপঃ ॥ ১৬ ॥

বর্ষাণামমৃতং যাবদব্রহ্মবিদ্যাশ্রমসক্তয়ে ।

অনন্তরমুখ্যায়ানৌ চিন্তয়ানন্ততঃপরম্ ॥ ১৭ ॥

একস্মিন্নির্জনে দেশে ব্রহ্মাপি পরমাদ্বিতে ।

স্থিতস্তপসি রাজেন্দ্র ! মোহস্য বিনিবৃত্তয়ে ॥ ১৮ ॥

কদাচিৎশাস্ত্রদেবোহসৌ শ্রুতাস্তরমতিহরিঃ ।

তস্মাদ্দেশাৎ সমুখায় জগামান্চিদব্রহ্ময়া ॥ ১৯ ॥

চতুর্মুখোহপি রাজেন্দ্র ! তথৈব নিঃসৃতঃ শ্রুতঃ ।

মিলিতৌ মার্গমধ্যে তু চতুর্মুখচতুর্ভুজৌ ॥ ২০ ॥

অন্তোহন্তঃ পৃষ্ঠবস্তৌ তৌ কন্তুঃ কন্তুমিতি স্ম হ ।

ব্রহ্মা প্রোবাচ তং দেবং কর্তাহং জগতঃ কিল ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুস্তমাহ ভো মূর্খ ! জগৎকর্তাহমচ্যুতঃ ।

ত্বং কিয়ান্ বলহীনোহসি রজোগুণসমাপ্তিতঃ ॥ ২২ ॥

নমু ব্রহ্মাদীনাং মোহঃ কদা দৃষ্টে ইতি চেৎসহস্রাং দৃষ্টোহতি তদৈকমুদাহরণমুচ্যত ইত্যাহ পুরা সত্যযুগে ইতি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাশ্রমসক্তয়ে ততাঃ স্থিরতাতৈ ইত্যর্থঃ । অনন্তরমুখ্যায় নিত্যানন্তস্থাপিত-  
প্রাপ্তার্থং জীবমুক্তিদশাসিদ্ধার্থমিতি বাবৎ ॥ ১৭—২০ ॥

কন্তুঃ কন্তুমিতি পিতৃপুত্রস্বজ্ঞানমেব প্রথমতো মোহেন নষ্টম্ । ইদমেব প্রথমং মোহ-  
ব্রহ্মণমিতি ভাবঃ । দ্বিতীয়ং মোহমাহ ব্রহ্মা প্রোবাচেতি ॥ ২১—২২ ॥

ধাকেন ॥ ১৪—১৫ ॥ রাজন্ ! পূর্বে সত্যযুগে নারায়ণ বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া  
স্বয়ং বিপুল তপস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইরাছিলেন ॥ ১৬ ॥ তিনি অখণ্ড নিত্যানন্ত লাভ  
করিবার বাসনার ব্রহ্মবিদ্যার স্থিরতার নিমিত্ত দশ সহস্র বৎসর ধ্যানযোগে অতিবাহিত  
করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! ব্রহ্মাও এক নির্জন পরম অদ্বিত হানে মোহ কর করি-  
বার নিমিত্ত সেই আদ্যাশক্তির তপস্তার নিরত হইরাছিলেন ॥ ১৮ ॥ কোন সময়ে এই  
বান্ধবদেব হরি অস্ত্র হানে বাইতে মানস করিলেন ; তখন তিনি সেই স্থান হইতে উখিত  
হইরা অস্ত্র হান দর্শন করিবার অভিলাষে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ এদিকে ব্রহ্মাও বিষ্ণুর  
স্তায় তাঁহার পূর্ব স্থান হইতে বহির্গত হইলেন । অনন্তর, পশ্চিমধ্যে তাহাদের পরস্পর  
সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা পরস্পরকে তুমি কে তুমি কে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন  
প্রকাশিত বলিলেন, আমি জগৎকর্তা ব্রহ্মা ॥ ২০—২১ ॥ বিষ্ণু ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া  
বলিলেন, রে মূর্খ ! আমি অচ্যুত বিষ্ণু হুতরাং আমিই জগতের কর্তা । তোমাকে রজো-



সদ্ধাঅিতঃ হি মাং বিদ্ধি বাহুদেবঃ সনাতনম্ ।

ময়া স্বং রক্ষিতোহদৈব কৃদ্বা বুদ্ধঃ স্মদারুণম্ ॥ ২৩ ॥

শরণং মে সমাগ্নাতো দানবাত্যাঃ প্রপীড়িতঃ ।

ময়া তো নিহতো কামঃ দানবো মধুকৈটভো ॥ ২৪ ॥

কথং গৰ্বায়সে মন্দ ! মোহোহয়ং ত্যজ সাম্প্রতম্ ।

ন মতোহপ্যধিকঃ কশ্চিৎ সংসারেহস্মিন্ প্রসারিতে ॥ ২৫ ॥

ঋষিকুবাচ ।

এবং বিবদমানো তো ব্রহ্মবিষ্ণু পরম্পরম্ ।

স্মরদোষ্ঠৌ বেপমানৌ লোহিতাকৌ বভূবভুঃ ॥ ২৬ ॥

প্রাচুর্ভূব সহসা তয়োর্বিবদমানয়োঃ ।

মধ্যে লিঙ্গং সূধাশ্বেতং বিপুলং দীর্ঘমদুতম্ ॥ ২৭ ॥

আকাশে তরসা তত্র বাণুবাচাশরীরিণী ।

তো সন্মোধ্য মহাভাগৌ বিবদন্তৌ পরম্পরম্ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মন্ ! বিষ্ণো ! বিবাদং মা কুরুতাং বাং পরম্পরম্ ।

লিঙ্গাস্তাস্ত্র পরং পারমধস্তাদুপরি ধ্রুবম্ ॥ ২৯ ॥

অদৈবোতি । সমীপকালে ইত্যর্থঃ । ন স্বদৈব বর্ষাণামমৃতং তপশ্চরণাৎ ॥ ২৩ ॥

দানবাত্যাঃ মধুকৈটভাত্যাম্ ॥ ২৪—৩১ ॥

শুণের আধিক্য থাকার তুমি আমা অপেক্ষা বলহীন ॥ ২২ ॥ তুমি আমাকে সৎসন-প্রধান সনাতন বাহুদেব বলিয়া জানিও । তোমার কি শরণ নাই এই মাত্র স্মদারুণ বুদ্ধ করিয়া আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছি । তুমি যখন মধু ও কৈটভ নামক দানব দ্বয়ের নিকট নিপীড়িত হইয়া আমার শরণাগত হইলে, আমি তখন তাহাদিগকে নিহত করিলাম ॥ ২৩—২৪ ॥ তুমি এক্ষণে কিরূপে গর্ব প্রকাশ করিতেছ ? মন্দাশ্বন্ ! তুমি এখনি এই মোহ পরিত্যাগ কর । আমি অধিক কি বলিব এই সুবিশীর্ণ বিশ্বসংসারে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্ত কেহই নাই ॥ ২৫ ॥

ঋষি বলিলেন, রাজন্ ! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পর এইরূপে বিবাদে প্রযুক্ত হইলে তাঁহাদের শরীর কল্মিত ও লোচন লোহিতবর্ণ হইল এবং ওষ্ঠাধর প্রক্ষুরিত হইতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন সেই বিবদমান দেবযুগলের মধ্যে সহসা সূধাসদৃশ শ্বেতবর্ণ বিশাল ও দীর্ঘাকার একটি অদ্ভুত লিঙ্গ প্রাক্টৃত হইল ॥ ২৭ ॥ তৎকালে অশরীরিণী বাণী আকাশে উদ্ভূত হইয়া সেই পরস্পর বিবদমান মহাভাগ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সন্মোদন করিয়া বলিল ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মন্ ! বিষ্ণো ! আপনারা উভয়ে বিবাদ করিতেছেন কেন ? এই লিঙ্গের উপরেই হউক

যো যাতি সুবয়োর্মধ্যে স শ্রেষ্ঠো বাং সৈদয হি ।  
 একঃ প্রমাতু পাতালমাকাশমপরোহধুনা ॥ ৩০ ॥  
 প্রমাণং মে বচঃ কার্য্যং ত্যক্তা বাদং নিরর্থকম্ ।  
 মধ্যস্থঃ সর্বদা কার্য্যো বিবাদেহগ্নিন্ বয়োরিহ ॥ ৩১ ॥  
 ঋষিরুবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং দিব্যং সজ্জীভূতো কৃতোদ্যমো ।  
 জগদুর্মাতুমগ্রহং লিঙ্গমদুতদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥  
 পাতালমগমদ্বিকুর্ব্রজাপ্যাকাশমেব চ ।  
 পরিমাতুং মহালিঙ্গং স্বমহত্ত্ববিরুদ্ধয়ে ॥ ৩৩ ॥  
 বিষ্ণুর্গত্বা কিয়দংশং প্রাপ্তঃ সর্বাদ্ভিনা যতঃ ।  
 ন প্রাপান্তঃ স লিঙ্গস্ত পরিবৃত্য যযৌ স্থলম্ ॥ ৩৪ ॥  
 ব্রহ্মাগচ্ছততশ্চোক্ষং পতিতং কেতকীদলম্ ।  
 শিবস্ত মস্তকাৎ প্রাপ্য পরাবৃত্তো মুদাবৃতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 আগত্য তরসা ব্রহ্মা বিষ্ণবে কেতকীদলম্ ।  
 দর্শয়িত্বা চ বিতথমুবাচ মদমোহিতঃ ॥ ৩৬ ॥

মাতুং পরিচ্ছেদম্ ॥ ৩২—৩৪ ॥

শিবস্ত মস্তকাৎ পতিতমিত্যদ্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বিতথমনুতম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

অথবা অধোভাগেই হউক, যে ইহার পরশারে বাইতে পারিবে, তিনিই আগনাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই; অতএব এক জন পাতালে গমন করুন ও একজন আকাশে গমন করুন ॥ ৩০—৩১ ॥ আগনাদিগের এই বিবাদ সময়ে এক জন মধ্যস্থ করা অবশ্য কর্তব্য, অতএব আপনারা অনর্থক বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করুন ॥ ৩১ ॥

ঋষি বলিলেন, মহারাজ ! সেই দিব্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে প্রসম্মিত ও উৎসাহিত হইয়া সেই সমুদ্রস্থিত অদ্বুত লিঙ্গের পরিমাণ করিতে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥ আপন আপন মহত্ত্ব বৃদ্ধির বাসনার লিঙ্গের পরিমাণ করিতে বিষ্ণু পাতালে এক ব্রহ্মা আকাশে গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ বিষ্ণু কিয়ৎ দেশ যাইয়া পরিপ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং যখন সর্ব প্রকারে দ্রষ্ট করিয়াও লিঙ্গের অন্ত পাইলেন না, তখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মাহামে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ এদিকে, ব্রহ্মা আকাশ পথে বাইতেছেন ইত্যবসরে শিবের মস্তক হইতে পতিত একটা কেতকীদল প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি যার পর নাই আশ্চর্য হইয়া তাহা গ্রহণ করত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মা মদমোহিত হইয়া অবিলম্বে

লিঙ্গস্য মস্ত কান্দেতদগৃহীতং কেতকীদলম্ ।

অভিজ্ঞানায় চানীতং তব চিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৩৭ ॥

ঐহা তদব্রূহাণো বাক্যং দৃষ্ট্বা চ কেতকীদলম্ ।

হরিস্তং প্রত্যাবাচেন্দং সাক্ষী কঃ কথয়াধুনা ॥ ৩৮ ॥

যথার্থবাদী মেধাবী সদাচারঃ শুচিঃ সমঃ ।

সাক্ষী ভবতি মৰ্করজ্জিবিবাদে সমুপস্থিতে ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

দূরদেশাৎ সমায়াতি সাক্ষী কঃ সময়েহধুনা ।

যৎ সত্যং তদ্বচঃ সেয়ং কেতকী কথয়িষ্যতি ॥ ৪০ ॥

ইতু্যক্ত্বা প্রেরিতা তত্র ব্রহ্মণা কেতকী ক্ষুটম্ ।

বচনং প্রাহ তরসা শাস্ত্রিণং প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৪১ ॥

শিবমূর্দ্ধি স্থিতাং ব্রহ্মা গৃহীত্বা মাং সমাগতঃ ।

মন্দেহোহত্র ন কৰ্ত্তব্যস্তুরা বিষ্ণো ! কদাচন ॥ ৪২ ॥

মম বাক্যং প্রমাণং হি ব্রহ্মা পারং গতৌহস্ত হ ।

গৃহীত্বা মাং সমায়াতঃ শিবভক্তৈঃ সমর্পিতাম্ ॥ ৪৩ ॥

দূরদেশাদিতি । অগ্নিন্ সময়ে দূরদেশাৎ যগ্নিন্ স্থলে শিবমন্তকং দৃষ্টং তদ্বাদেশাৎ কঃ সাক্ষী সমায়াতি ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪২ ॥

অস্ত শিবলিঙ্গমন্তকস্ত ॥ ৪৩ ॥

প্রত্যাগত হইয়া বিষ্ণুকে উহা প্রদর্শন করাইয়া মিথ্যাবাক্যে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ বিষ্ণো !  
লিঙ্গের মস্তক হইতে এই কেতকীদল গৃহীত হইয়াছে, ইহা কেবল অভিজ্ঞান ও তোমার  
চিত্তশান্তির নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছি ॥ ৩৭ ॥ বিষ্ণু ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ ও কেতকীদল  
দর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ; ব্রহ্মন্ ! এখন এবিষয়ে তোমার সাক্ষী কে আছে ? ॥ ৩৮ ॥  
যাহার বাক্য সত্য, যাহার সকলের প্রতিই সমতাব, যিনি মেধাবী শুচি ও সদাচার, বিবাদ  
উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তিই সাক্ষী হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, এ সময়ে সেই দূরদেশ হইতে কোন্ সাক্ষী এখানে আসিবে ? অতএব  
যাহা সত্য, এই কেতকীই তাহা বলিবে ॥ ৪০ ॥ এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা কেতকীকে ইহা বলিতে  
সবিশেষ অহরোধ করিলেন, কেতকীও তাঁহার নিদেশ অনুসারে সস্তর বিকুর প্রবেশের  
অঙ্গ বলিল ॥ ৪১ ॥ বিষ্ণো ! আমি মহাদেবের মন্তকে হিমায়, ব্রহ্মা আমাকে তথা হইতে লইয়া  
এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, অতএব এ বিষয়ে আপনার কথাট মন্দেহ করা উচিত  
নহে ॥ ৪২ ॥ শিবভক্তি-পরায়ণ কোনও ব্যক্তি আমাকে তাঁহার মন্তকে সমর্পণ করিয়াছিলেন,



কেতক্যা বচনং শ্রুত্বা হরিরাহ স্মরন্নিব ।

মহাদেবঃ প্রমাণং মে যদ্যসৌ বচনং বদেৎ ॥ ৪৪ ॥

ঋষিরুবাচ ।

ভদ্রাকর্ণ্য হরেক্যাক্যং মহাদেবঃ সনাতনঃ ।

কুপিতঃ কেতকীং প্রাহ মিথ্যাবাদিনি ! মা বদ ॥ ৪৫ ॥

গচ্ছতো মধ্যতঃ প্রাপ্তা পতিতা মন্তুকান্মম ।

মিথ্যাভিভাষিণী ত্যক্তা ময়া স্বং সৰ্বদৈব হি ॥ ৪৬ ॥

ব্রুহ্মা লজ্জাপরো ভূহ্মা ননাম মধুসূদনম্ ।

শিবেন কেতকী ত্যুক্তা তদ্দিনাং কুশ্মেষু বৈ ॥ ৪৭ ॥

এবং মায়াবলং বিদ্ধি জ্ঞানিনামপি মোহদম্ ।

অশ্বেষাং প্রাণিনাং রাজন্ ! কা বার্তা বিজ্ঞমং প্রতি ॥ ৪৮ ॥

দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থং সৰ্বদৈব রমাপতিঃ ।

দৈত্যান্ বধয়তে চান্ত ত্যক্তা পাপভয়ং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥

(কেতকীবাক্যমাকর্ণ্যাপ্রদধানো হরির্বিস্মিতঃ সন্নাহ মহাদেবঃ প্রমাণং মে ইতি ॥৪৪-৪১॥)

ব্রুহ্মাও আমাকে পাইয়া লইয়া আসিয়াছেন, অতএব ব্রুহ্মা যে ইহার শেষ সীমার নিরাহিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবিষয়ে আমার বাক্যই প্রমাণ বলিয়া জানিবেন ॥ ৪৩ ॥ বিষ্ণু কেতকীর এই বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন; আমি তোমার কথার বিশ্বাস করিতে পারি না, যদি মহাদেব স্বয়ং এই কথা বলেন, তবেই ইহা প্রমাণ হইতে পারে ॥ ৪৪ ॥

ঋষি কহিলেন, রাজন্ । সনাতন মহাদেব হরির বাক্য শ্রবণ গোচর করিয়া কুপিত হইয়া কেতকীকে বলিলেন; মিথ্যাবাদিনি! তুমি এক্ষণ মিথ্যা কথা বলিও না ॥৪৫॥ আমার মন্তক হইতে তুমি পতিত হইয়াছিলে, ব্রুহ্মা বাইতে বাইতে পথি মধ্যে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তুমি যখন মিথ্যা কথা কহিয়াছ তখন আমি তোমাকে কখনই গ্রহণ করিব না, অন্য হইতে তুমি আমার পরিত্যক্তা হইলে ॥ ৪৬ ॥ তখন ব্রুহ্মা দিত্য লজ্জিত হইয়া মধুসূদনকে প্রণাম করিলেন; মহাদেবও সেই দিন হইতে কুশ্মেষ মধ্যে কেতকীকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

মহারাজ! মায়াবলকে এইরূপ প্রবল বলিয়া জানিবেন; কারণ, যখন তিনি বিস্মিত হইয়া প্রতি জ্ঞানিগণকেও মোহিত করিয়া থাকেন তখন অত্যন্ত সামান্য প্রাণিগণের মোহের কথা আর কি বলিব ॥ ৪৮ ॥ দেখুন, রমাপতি বিষ্ণু মোহবশে পাপভয় পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত সর্বদাই দৈত্যদিগকে বধনা করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

অবতারকরোঁ দেবো নানাযোনিষু মাধবঃ ।  
 ত্যক্তানন্দমুখং দৈত্যযুদ্ধকৈবাকরোষিভুঃ ॥ ৫০ ॥  
 নুনং মায়াবলং চৈতন্যধবেহপি জগদুত্তরো ।  
 সর্বজ্ঞে দেবকার্য্যাংশে কা বার্তাশ্রুত্ব ভূপতে ! ॥ ৫১ ॥  
 জ্ঞানিনামপি চেতাংসি পরমা প্রকৃতিঃ কিল ।  
 বলাদাকুষা যোহায় প্রযচ্ছতি মহীপতে ! ॥ ৫২ ॥  
 যয়া ব্যাপ্তমিদং সর্বং ভগবত্যা চরাচরম্ ।  
 মোহদা জ্ঞানদা সৈব বন্ধমোক্শপ্রদা সদা ॥ ৫৩ ॥

রাজোবাচ ।

ভগবন্ ! ব্রুহি মে তস্তাঃ স্বরূপং বলযুক্তমম্ ।  
 উৎপত্তিকারণং বাপি স্থানং পরমকঞ্চ যৎ ॥ ৫৪ ॥

ঋষিরুবাচ ।

ন চোৎপত্তিরনাদিভ্যামূপ ! তস্তাঃ কদাচন ।  
 নিতৈত্য়ব সা পরা দেবী কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্মাদিত্যেবং নির্দর্শনাং জ্ঞানিনোহপি মোহিতা এব মহামায়রৈত্যাহ জ্ঞানিনামপীতি ॥ ৫২ ॥

ন কেবলং মোহকর্ত্রী কিন্তু জ্ঞানদা বন্ধমোক্শদাপি সৈবেত্যাহ বরেতি । আশ্বনো  
 নির্মিকারৈকবিধত্বাত্তদতিরিক্তস্ত সর্বজ্ঞ বেদ্যত্বাত্ত মায়াময়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

ইখং পরাশক্তের্মহিমানং ক্ৰমা রাজা পৃচ্ছতি ভগবন্তিতি । তস্তা মে মহং রূপং ব্রুহি  
 তথা বলং ব্রুহি তস্তা উৎপত্তেঃ কারণং তৎস্থানঞ্চ ব্রুহীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

তত্র তৃতীয়প্রশ্নসমাধানমাহ ন চোৎপত্তিরিতি । তত্র হেতুমাহ অনাদিভ্যাদিতি । তথা-  
 চোৎপত্তেরত্বাভূৎপত্তিকারণত্বাভাব ইত্যর্থঃ । নিতৈত্য়বেতি । আমোক্শপর্য্যন্তঃ বিদ্যমান-

অধিক কি তিনি সকল বিশ্বের প্রভু হইলেও আনন্দমুখ পরিহার পূর্বক নানা যোনিতে  
 অবতীর্ণ হইয়া দৈত্য দিগের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ ভূপতে ! বিহু সর্বজ্ঞ এবং  
 জগতের গুরু বিশেষতঃ দেবগণের সৃষ্টি কার্যের একমাত্র অধীশ্বর ; অতএব যখন তাঁহার  
 উপরই আমার এত বল, তখন অপর আশিগণ যে মারামোহিত হইবে সেবিষয়ে আর  
 আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৫১ ॥ মহারাজ ! সেই পরমাপ্রকৃতি, জ্ঞানদিগেরও চিত্ত বলপূর্বক আকর্ষণ  
 করিয়া মোহমাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ সেই ভগবতী এই সচরাচর বিশ্ব সংসারে  
 ব্যাপ্ত থাকিয়া মোহ প্রদান পূর্বক বন্ধন করিতেছেন, আবার তিনিই জ্ঞান দিয়া মুক্তি  
 প্রদান করিতেছেন ॥ ৫৩ ॥

রাজা বলিলেন ; ব্রহ্মন্ ! তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার ? উক্ত বলই বা কিরূপ ? উৎপত্তির  
 কারণ কি ? এবং তাঁহার পরম স্থানই বা কোথায় ? আপনি এই সমস্ত বিষয় আমাকে  
 বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৫৪ ॥

বর্ততে সৰ্বভূতেষু শক্তিঃ সৰ্বাঙ্গনা নৃপ ! ।

শববচ্ছক্তিহীনস্ত এণী ভবতি সৰ্বথা ॥ ৫৬ ॥

চিচ্ছক্তিঃ সৰ্বভূতেষু রূপং তস্তান্তদেব হি ।

আবির্ভাবতিরোভাবৌ দেবানাং কার্যাসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭ ॥

যদা স্তবন্তি তাং দেবা মনুজাশ্চ বিশাম্পতে ! ।

প্রাহুর্ভবতি ভূতানাং ছঃখনাশায় চান্নিকা ॥ ৫৮ ॥

নানারূপধরা দেবী নানাশক্তিসমম্বিতা ।

আবির্ভবতি কার্যার্থং স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী ॥ ৫৯ ॥

দৈবাধীনা ন সা দেবী যথা সৰ্ব্বৈ স্থরা নৃপ ! ।

ন কালবশগা নিত্যং পুরুষার্থপ্রবর্তিনী ॥ ৬০ ॥

হাদিত্যর্থঃ । বলমাহ কারণানাঞ্চ কারণং নিরতিশয়পরাক্রমবতী সৰ্বজনকত্বরূপমেব বলমন্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

স্থানমাহ বর্ততে ইতি । সৰ্বপদার্থেষু শক্তেৰ্বিদ্যমানত্বাৎ সৰ্বমন্তাঃ স্থানং ভবতি সৰ্ব-  
ব্যাপিনীত্যর্থঃ । ভজ ব্যতিরেকমাহ শববদিত্তি ॥ ৫৬ ॥

রূপমাহ চিচ্ছক্তিরিতি । যত ইয়ং সৰ্বব্যাপকস্ত চিত্তো বুদ্ধঃ ইয়ং শক্তিস্ততোহস্তা রূপং  
তদেব বুদ্ধেব ন চান্তং । নহ্মশক্তিরিতিস্তং রূপং দৃষ্টতে কিঞ্চিন্নিবেব । তদ্বদীয়মপি  
বুদ্ধান্তিরত্বাৎ বুদ্ধরূপেবেত্যর্থঃ । তথাচ মারোপাসনারাং মায়াবিশিষ্টবুদ্ধরূপমেবোপাস্তম্  
তদেব ভগবতীরূপমিতি কলিতম্ । ক্ষুণ্ণীকৃতং চৈতন্যম্ভাতিঃ সপ্তশতাব্দটুকব্যাখ্যানেন  
উপোদঘাতে চ । নহু দেবৈঃ স্ততা সতী উৎপরেতি ব্যবহারঃ কিমতিপ্রায়ক ইতি চেদা-  
বির্ভাবতিরোভাবমূলক ইত্যাহ আবির্ভাবেতি ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ন কালেতি । দৈবস্ত কালস্ত চ স্ততাঃ সকাশাদেবোৎপন্নহাদিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

এবি কহিলেন ; নরপাল ! তিনি অনাদি অতএব তাঁহার কখন উৎপত্তিও নাই, সেই  
পরমাশ্রুতি নিত্য। এবং তিনি নিরন্তরই সমস্ত কারণেরও কারণ হইয়া থাকেন, অতএব  
তাঁহার ভুল্য বলবতী আর কে হইতে পারে ? ॥ ৫৫ ॥ রাজন্ ! তিনি শক্তিরূপে সমস্ত পদার্থ  
মধ্যেই সৰ্বতোভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন ; সুতরাং জীব শক্তিবিশীন হইলে শবের  
স্তায় নিম্পক হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ এই চরাচর বিশ্বমণ্ডলে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে  
তৎ সমস্তই চিৎ স্বরূপ বুদ্ধ সুতরাং জীবী শক্তিও সকল প্রাণীতে বিরাজ করিতেছে ;  
অতএব এই শক্তির রূপও বুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই ; বেবেহু অগ্নিশক্তির অগ্নি-তির  
আর অন্তরূপ দৃষ্ট হয় না । তবে কেবল দেবগণের কার্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই  
সময়ে সময়ে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ রাজন্ ! দেবগণ ও  
জানবগণ যখন তাঁহার স্তব করেন তখনই অগ্নিকা প্রাণিপুঞ্জের ক্রোধ নিবারণ করিবার অস্ত  
প্রাহুর্ভূত হকেন ॥ ৫৮ ॥ সেই পরমেশ্বরী দেবী বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া নানা প্রকার  
শক্তিগণ সমতিবাহারে স্বীয় ইচ্ছানুসারেই দেব-কার্যের নিমিত্ত আবির্ভূত হকেন ॥ ৫৯ ॥



অকর্তা পুরুষো দ্রষ্টা দৃশ্যং সৰ্বমিদং জগৎ ।  
 দৃশ্যন্ত জননী সৈব দেবী সদসদাঙ্গিকা ॥ ৬১ ॥  
 পুরুষং রঞ্জয়ত্যেকা বুদ্ধা ব্রহ্মাণ্ডনাটকম্ ।  
 রঞ্জিতে পুরুষে সৰ্বং সংহরত্যতিরংহসা ॥ ৬২ ॥  
 তয়া নিমিত্তভূতান্তে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।  
 কল্পিতাঃ স্বস্বকার্যেষু প্রেরিতা লীলয়া স্বমী ॥ ৬৩ ॥  
 স্বাংশং তেষু সমারোপ্য কৃতান্তে বলবত্তরাঃ ।  
 দত্তাশ্চ শক্তয়ন্তেভ্যো গীর্লক্ষ্মীগিরিজা তথা ॥ ৬৪ ॥  
 তে তাং ধ্যায়ন্তি দেবেশাঃ পূজয়ন্তি পরাং যুদা ।  
 জ্ঞাত্বা সৰ্বেশ্বরীং শক্তিং সৃষ্টিস্থিতিবিনাশিনীম্ ॥ ৬৫ ॥

অকর্তেতি । অকর্তা আত্মা দ্রষ্টা তদতিরিক্তং সৰ্বং দৃশ্যং তন্ত সৰ্বন্ত জননী তস্মাৎ  
 স্বতন্ত্রত্বার্থঃ । সদসদাঙ্গিকা । সং কারণমসং কার্য্যং তদাঙ্গিকা অস্তাঃ পুরুষরজন্যার্থায়া-  
 অরজন্যার্থায়ৈব স্বচ্ছয়া জগৎকারণত্বং ন তু পরাধীনত্বত্বার্থঃ ॥ ৬১ ॥

যদা রজন্যাদুপরতা তদেবমেব সংহরতীত্যাহ রঞ্জিতে ইতি ॥ ৬২ ॥

নহু ব্রহ্মাদয়ঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহতিকর্তার ইতি লোকে প্রবাদঃ কণমিতি চেদজ্ঞানমূলক  
 ইত্যাহ তয়েতি । কল্পিতা ইতি । রাজাজ্ঞয়া প্রধানস্ত ব্যবহারবদত্রাপি ভগবত্যাঃ শক্ত্যা  
 তেষাং ব্যবহার ইতি ভগবত্যেব সৃষ্ট্যাদিকর্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

অত এব তে ব্রহ্মাদয়ে দেবাস্তাং ধ্যায়ন্তীত্যাহ তে তামিতি ॥ ৬৫ ॥

নৃপবর ! কাল ও দৈব তাঁহা। হইতেই উৎপন্ন সূতরাং তিনি দেবগণের জ্ঞান দৈবের অধীন  
 অথবা কালেরও বশীভূত নহেন বস্তুত তিনি পুরুষার্থ অনুসারে জীবগণকে নিয়ত কার্য্যে  
 প্রবর্তিত করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥ পুরুষ কার্য্য করেন না, কেবল সকলের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান  
 থাকেন । এই সমস্ত জগৎ দৃশ্য ; সেই দেবী এই অখিলের কার্য্য ও কারণ স্বরূপা সূতরাং  
 তিনিই এই সমস্ত দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥ তিনি একাকিনীই এই  
 ব্রহ্মাণ্ডনাটক প্রকটিত করিয়া পুরুষকে রঞ্জিত করেন এবং পুরুষ রঞ্জিত হইলেই অতি  
 সম্বরে পুনর্বার উহার সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও  
 সংহারকর্তা ইহা লোকপ্রবাদ মাত্র বস্তুত তাঁহারা সৃষ্টি স্থিতি সংহারের নিমিত্ত মাত্র ।  
 প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবতী লীলার জন্ত ইহাদিগকে কল্পনা করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়ো-  
 জিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৬৩ ॥ ভগবতী স্বীয় অংশ সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও  
 মহেশ্বরকে স্বীয় শক্তি সরস্বতী লক্ষ্মী ও গিরিনন্দিনী দান করিয়া তাঁহাদিগকে বলবত্তর  
 করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥ সেই স্রববরগণ মহাশক্তিকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী জানিয়া

এতন্তে সৰ্বমাখ্যাভঃ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।

মম বুদ্ধ্যানুসারেণ নাস্তং জানামি ভূপতে ! ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং  
পঞ্চমস্কন্ধে মহামায়ামাহাত্ম্যকথনং নাম ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

নাস্তং জানামীতি । তথাচ শ্রুতিঃ বস্তা অস্তো ন বিদ্যাতে তন্মাহচ্যতেহনন্তেতি । মাহ  
স্বরূপং তন্মহিমা চ নৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে মাহা চ তমোরূপগাহত্বভেদৈরিত্যাদিগ্রহে ন বিশেষঃ  
স্পষ্টীকৃতস্তত্বে চ ব্যাখ্যাতস্তত এবাবধারণ্যঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

আনন্দে তাঁহার ধ্যান ও পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥ ভূপতে ! আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি  
অনুসারে দেবীর পবিত্র মাহাত্ম্য আনুপূর্বিক তোমার নিকট কীর্তন করিলাম বলত  
ইহার অস্ত আমি জানিতে পারি নাই ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণন নামক  
ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥#॥

# চতুস্ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

## রাজোবাচ ।

ভগবন্ ! ব্রুহি মে সম্যক্ তস্তা আরাধনে বিধিम् ।  
পূজাবিধিঞ্চ মজ্জাংশ্চ তথা হোমবিধিঞ্চ বদ ॥ ১ ॥

## ঋষিরুবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি তস্তাঃ পূজাবিধিঞ্চ শুভম্ ।  
কামদং মোক্ষদং নৃণাং জ্ঞানদং দুঃখনাশনম্ ॥ ২ ॥  
আদৌ স্নানবিধিঞ্চ কৃত্বা শুচিঃ শুক্লাবরো নরঃ ।  
আচম্য প্রয়তঃ কৃত্বা শুভমায়তনং নিজম্ ॥ ৩ ॥  
তুতোহবলিপুঙ্খম্যাস্তু সংস্থাপ্যাসনমুত্তমম্ ।  
তত্রোপবিষ্টা বিধিবজ্জিরাচম্য যুদাশ্রিতঃ ॥ ৪ ॥  
পূজাদ্রব্যং স্তুসংস্থাপ্য যথাশক্ত্যনুসারতঃ ।  
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ ॥ ৫ ॥

চতুস্ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ সমৰ্চনম্ ।

পরাহারাঃ পৃষ্টবতে রাজো প্রোবাচ তাপসঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ের ভগবতীশ্বররূপং মহাবাক্য তস্তাঃ সর্বোত্তরং শ্রুত্বা তৎপূজনাদিকং ব্রুত্বং  
রাজা পৃচ্ছতি ভগবন্নতি ॥ ১ ॥

পূজাবিধেঃ ফলমাহ কামদমিতি ॥ ২ ॥

স্নানবিধিঃ বৈদিকং তাত্ত্বিকঞ্চ কৃত্বার্ণাটবৈদিকসম্বন্ধাৎ মজ্জসম্বন্ধাৎ কৃত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

রাজা বলিলেন ; ভগবন্ ! আপনি সেই ভগবতীর আরাধনা বিধি, পূজা বিধি, হোম  
বিধি এবং মজ্জ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিবরণ আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন ॥ ১ ॥

ঋষি বলিলেন ; রাজন্ ! আমি সেই দেবীর পূজা বিধি কীর্তন করিতেছিঃ শ্রবণ করুন ;  
বিধি পূৰ্বক ভগবতীর পূজা করিলে, মানবদিগের অতীষ্ট সিদ্ধি, দুঃখ বিনাশ, জ্ঞানলাভ,  
মোক্ষপ্রাপ্তি প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ মানবগণ প্রথমতঃ স্নান করিয়া  
পরে শুক্লাবর ধারণ পূৰ্বক বৈদিক সম্বন্ধাৎ এবং তাত্ত্বিক সম্বন্ধাৎ করিবে ; তাহার পর প্রয়ত  
চিত্তে আচমন করিয়া স্বকীয় শুভ স্থান নির্বাচন করিয়া লইবে ॥ ৩ ॥ তদনন্তর সেই  
স্থান গোময়াদি দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে পবিত্র আসন আকৃত করিবে । তৎপরে  
শ্রীতচিত্তে সেই আসনে উপবেশন করিয়া বিধিপূৰ্বক তিনবার আচমন করিবে ॥ ৪ ॥



কুৰ্ঘ্যাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাস্তু সঙ্কারং প্রোক্ষ্য মন্ত্রতঃ ॥

কালজ্ঞানং ততঃ কৃৎস্না স্তাসং কুৰ্ঘ্যাদ্যথাবিধি ॥ ৬ ॥

শুভে তাত্রময়ে পাণ্ড্রে চন্দ্রেনে ন সিতেন চ ।

ষট্‌কোণং বিলিখেদমন্ত্রং চাষ্টকোণং ততো বহিঃ ॥ ৭ ॥

নবাক্ষরস্ত মন্ত্রস্ত বীজানি বিলিখেত্ততঃ ।

কৃৎস্না যন্ত্রপ্রতিষ্ঠাঞ্চ বেদোক্তাং সংবিধায় চ ॥ ৮ ॥

অৰ্চ্চাং বা ধাতবীং কুৰ্ঘ্যাং পূজামন্ত্রৈঃ শিবোদিতিৈঃ ।

পূজনং পৃথিবীপাল ! ভগবত্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৯ ॥

ভূতভক্তিঃ বিধায় চেতি । ভুবং জলে জলং বহৌ বাহুং নারো নভস্তমুঃ বিলাপ্য  
ধমহকারে মহত্ত্বোৎপাদকৃতিম্ । মহাস্তং প্রকৃতৌ মায়াশাস্ত্রনিপ্রবিলাপয়েদিত্যাदि শরী-  
রোৎপত্তিপৰ্য্যন্তং বিধায়েতার্থঃ ॥ ৫ ॥

প্রাণপ্রতিষ্ঠাঃ স্থিতি । তু শব্দার্থস্তেন মাতৃকাক্রাসাস্তং কৰ্ম কৰ্বেত্যর্থঃ । মন্ত্রতঃ  
জপ্যমানমন্ত্রস্তাস্ত্রমন্ত্রেণেত্যর্থঃ । কেবলং কড়িতিমন্ত্রেণ বা । কালজ্ঞানং অন্যোত্যাदि-  
সংকল্পবিধিস্তং কৃৎস্না । স্তাসং মাতৃকাক্রাসাদিনিম্নমন্ত্রস্তাস্তং কৃৎস্না নিজদেহে ধৰ্ম্মাদিভিঃ  
পীঠং কল্পয়িত্বা তদ্বাস্তরপূজাং কৃৎস্না বাহুপূজামারতেদিতানুক্রমপার্থাদ্‌বোধাম্ ॥ ৬ ॥

বাহুপূজায়াং বহুনাহ শুভে ইতি । চকারেণাষ্টগন্ধেন বা । অষ্টকোণমষ্টপত্রং চকারাঙ্ক-  
পূরমপি বিলিখেদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নবাক্ষরমন্ত্রস্তেতি দেবাঃপত্রমারভ্যাষ্টপত্রেষষ্ঠাবক্ষরানি লিখিত্বা নবমমক্ষরং মধ্যে  
কর্ণিকার্যাং দেবাগ্রে লিখেদিত্যর্থঃ । কৰ্বেতি প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণেত্যর্থঃ । বেদোক্তাং বেদ-  
মন্ত্রেণ বেত্যর্থঃ । তত্র মধ্যে আধারশক্ত্যাदिপীঠমজ্ঞাস্তং সম্পূজ্য দেবীমাবাহু তাং মূল-  
মন্ত্রেণাসনাহ্যপচারৈঃ পূজয়িত্বা ষট্‌কোণেবু বড়ঙ্গানি মন্ত্রস্ত পূজয়েৎ । তত্র ক্রমস্ত শার-  
দারামুক্তঃ । অগ্নিনৈক্যত্বাব্যবসায়ো দিক্‌পূজনমিতি নবমক্ষরেবু শৈলপুত্রাদ্যা নবহর্গাঃ  
পূজয়েৎ । ভূপুৰেষিজ্ঞাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েদিতি বহুপূজাপ্রকারঃ ॥ ৮ ॥

তাহার পর স্বশক্তি অনুসারে পূজা-দ্রব্য সংগ্রহ পূৰ্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপন করিয়া  
প্রাণারাম করত ভূতভক্তি হইতে মাতৃকাক্রাস পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিবে ॥ ৫ ॥  
অনন্তর, মাস তিথি ইত্যাদির উল্লেখ পূৰ্ব্বক সংকল্প করিয়া যথাবিধি মাতৃকা স্তাসাদি মন্ত্র  
স্তাস পর্য্যন্ত করিবে ; পরে নিজ দেহে পীঠ কল্পনা করিয়া অন্তর্ভাগ করিয়া বাহু পূজা  
করিবে ; তাহার পর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করত পূজার সামগ্রী সকল অত্র মন্ত্র দ্বারা অথবা ষট্-  
কার দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া বিধি অনুসারে উৎসর্গ করিবে ॥ ৬ ॥ পরে তাত্রময় শুভ পাণ্ড্রে  
শ্বেতচন্দ্রন অথবা অষ্টবিধ গন্ধ দ্বারা ষট্‌কোণ বস্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টপত্র এবং  
ভূপূর বস্ত্রও লিখিত করিবে ॥ ৭ ॥ তাহার প্রত্যেক মলে নবাক্ষর মন্ত্রের এক একটা বীজ  
অক্ষর লিখিয়া নবম অক্ষরটি কর্ণিকামধ্যে লিখিবে । তাহার পর প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রদ্বারা  
অথবা বেদমন্ত্র দ্বারা মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ণিকা-মধ্যে আধারশক্তি হইতে পীঠমন্ত্র  
পর্য্যন্ত পূজা করিবে । তাহার পর দেবীকে আবাহন করিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা আসনাদি

কৃষ্ণা বা বিধিবৎ পূজামাগমোক্তাঃ সমাহিতাঃ ।

জপেন্নবাক্ষরং মন্ত্রং সততং ধ্যানপূর্বকম্ ॥ ১০ ॥

হোমং দশাংশতঃ কুর্যাদদশাংশেন চ তর্পণম্ ।

ভোজনং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তদদশাংশেন কারয়েৎ ॥ ১১ ॥

চরিত্রত্রয়পাঠঞ্চ নিত্যং কুর্যাদ্বিসর্জয়েৎ ।

নবরাত্রত্রতকৈব বিধেয়ং বিধিপূর্বকম্ ॥ ১২ ॥

আশ্বিনে চ তথা চৈত্রে শুক্রে পক্ষে নরাধিপ ! ।

নবরাত্রোপবাসো বৈ কর্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞাভাবে প্রতিমাং বা ভগবত্যা ধাতুনির্মিতাঃ কুর্যাদিত্যাহ অর্চাঃ বেতি । প্রতিমাং বেত্যর্থঃ । ধাতবীং স্তবর্ণাদিধাতুনির্মিতাং শিবোদিতৈঃ যামলাদিতদ্রোষ্টকৈঃ । তে চ মন্ত্রাঃ প্রপঞ্চসারবিবরণে স্পষ্টাঃ । মূলমন্ত্রেণ বা পূজা কর্তব্য্যা । পূজামুপসংহরতি পূজনমিতি ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণা বেতি । বা শব্দেন বৈদিকমন্ত্রৈর্বা পূজাঃ কৃত্তব্যার্থঃ । অপেদিতি পূজনাস্তরং ঋষ্যাদিভ্যাসপূর্বকং ধ্যান্ভা অপোদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তত্র অপো দ্বিবিধঃ । নিত্যঃ পৌরশ্চরণিকশ্চেতি । তত্র নিত্যঅপে নিত্যহোমবিধি-  
স্ত্রাস্তরোক্ত উপসংহর্তব্যঃ । নৈমিত্তিকে তু পুরশ্চরণে দশাংশমিত্যাহ হোমদশাংশত ইতি ।  
হোমদ্রব্যস্ত ততৎকল্পোক্তমেব ॥ ১১ ॥

ইথং অপং সমাপ্য দেবাগ্রে চরিত্রত্রয়পাঠং কুর্যাদিত্যাহ চরিত্রত্রয়মিতি । পাঠে চরিত্র-  
ত্রয়স্ত যদ্যপি দেবীভাগবতেহস্মিন্ শব্দে চরিত্রত্রয়ং প্রথমশব্দে প্রথমচরিত্রমস্তি তথা বামন-  
পুরাণেহপ্যস্তি তথাপি মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্তমেব সংক্ষিপ্তত্বাৎ গ্রাহম্ । স চ পাঠো নিত্যঃ ।  
ততঃ পাঠানস্তরং দেবীং বিসর্জয়েদিত্যর্থঃ । অথাবশ্যং কর্তব্যং নিত্যং নবরাত্রত্রতমাহ  
নবরাত্রত্রতকৈবেতি ॥ ১২ ॥

তৎকালমাহ আশ্বিনে ইতি ॥ ১৩ ॥

যথাযোগ্য উপচারে অর্চনা করিয়া ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গ পূজা এবং ভূপুরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির  
পূজা করত যজ্ঞপূজা সমাপন করিবে ॥ ৮ ॥ মহারাজ ! পূর্বেোক্ত যজ্ঞের অভাবে ভগবতীর  
ধাতুময়ী মূর্তি প্রস্তুত করিয়া শিবোক্ত তন্ত্র বিহিত পূজা মন্ত্র দ্বারা যত্র সহকারে তাঁহার  
পূজা করিবে ॥ ৯ ॥ অথবা বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সমাহিত চিত্তে তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া  
তদনন্তর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে ॥ ১০ ॥ জপ হই প্রকার নিত্য ও  
পৌরশ্চরণিক ; নিত্য অপের নিত্য হোম হইরা থাকে, আর নৈমিত্তিক পুরশ্চরণ অপের  
দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ তর্পণ ও তর্পণের দশাংশ  
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় ॥ ১১ ॥ মহারাজ ! এইরূপে জপ সমাপন পূর্বক নিত্যই দেবীর  
চরিত্রত্রয় মূলক চণ্ডীপাঠ করিয়া তদনন্তর দেবীকে বিসর্জন করিবে । নরনাথ ! মানব-  
গণের শাস্ত্রবিধি অনুসারে নবরাত্র ত্রত করা অবশ্য কর্তব্য ॥ ১২ ॥ বাহারা যজ্ঞ  
কামনা করেন তাঁহাদের আশ্বিন এবং চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষে নবরাত্র ত্রতের উপবাস

হোমঃ স্ত্রবিপুলঃ কার্যো জপ্যমন্ত্রৈঃ স্পায়সৈঃ ।

শর্করাস্তমিষ্টৈশ্চ মধুযুক্তৈঃ স্তসংকৃতৈঃ ॥ ১৪ ॥

ছাগমাংসেন বা কার্যো বিষ্ণপত্রৈস্তথা শুভৈঃ ।

হরারিকুস্থৈ রক্তৈস্তিলৈর্বা শর্করাসুতৈঃ ॥ ১৫ ॥

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ।

কর্তব্যং পূজনং দেব্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ॥ ১৬ ॥

নির্ধনো ধনমাপ্নোতি রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে ।

অপুত্রো লভতে পুত্রাঙ্কুতাংশ্চ বশবর্তিনঃ ॥ ১৭ ॥

রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং প্রাপ্নোতি সার্বভৌমিকম্ ।

শত্রুভিঃ পীড়িতো হস্তি রিপুনার্য্যপ্রসাদতঃ ॥ ১৮ ॥

বিদ্যার্থী পূজনং যন্ত করোতি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।

অনবদ্যাং শুভাং বিদ্যাং বিদ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণঃ কচ্ছিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা ভক্তিসংযুতঃ ।

পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং স সর্বসুখভাগ্ভবেৎ ॥ ২০ ॥

জপ্যমন্ত্রৈর্ষস্ত মন্ত্রস্ত জপঃ ক্রিয়তে তদ্রতৈঃ । অনেকমষ্ট্রাপেক্ষয়া বহুবচনম্ । স্তসংকৃত-  
রিত্যন্তমেকমেব পায়সং জব্যম্ । আহতিবাহল্যাপেক্ষয়া বহুবচনম্ ॥ ১৪ ॥

ছাগমাংসেন বেতি । ইদং কচ্ছিরপরম্ । কালিকাপুরাণাদিষু বৈদিকস্ত ব্রাহ্মণস্ত তদ্রাধি-  
কারাস্তুত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

অষ্টম্যাদিতিষিষু চ বিশেষপূজাপি নিয়মেন কর্তব্যোত্যাহ অষ্টম্যামিতি ॥ ১৬—২২ ॥

করা নিত্যান্ত বিধেয় ॥ ১০ ॥ যে মন্ত্র জপ করিবে সেই মন্ত্র দ্বারা স্তসংকৃত পায়সে দ্রুত, মধু  
ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া বহুসংখ্য হোম করা কর্তব্য ॥ ১৪ ॥ অথবা ছাগ মাংস কিংবা পবিত্র  
বিষ্ণপত্র, রক্ত করবীর পুষ্প অথবা শর্করা মিশ্রিত তিল দ্বারা হোম করিবে ॥ ১৫ ॥ এতি  
তিথিতেই পূজারবিধি ব্যবস্থা থাকিলেও অষ্টমী, নবমী, ও চতুর্দশীতে দেবীর পূজা করিয়া  
বিগ্রগণকে ভোজন করান কর্তব্য ॥ ১৬ ॥ নরনাথ ! এইরূপে মহাদেবীর পূজা করিলে নির্ধন  
মানব ধন লাভ করে, রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং অপুত্র ব্যক্তি বশবর্তী ও গণবান্  
পুত্র সকল লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবীর পূজা করিলে সার্বভৌম  
রাজ্য প্রাপ্ত হয় এবং পূর্বে যে সকল শত্রুর নিকট পরাস্ত হইয়াছিল, মহামারার প্রসাদে  
তাহাদিগকেও সংহার করিতে পারে ॥ ১৮ ॥ বিদ্যাভিলাষী ব্যক্তির যদি ইচ্ছির সংবত  
করিয়া তাঁহার পূজা করে, তবে অনবিদ্যা মজনপ্রদা বিদ্যা লাভ করিতে পারে তাহাতে  
সংশয় নাই ॥ ১৯ ॥ ব্রাহ্মণ, কচ্ছির, বৈশ্য অথবা শূদ্র, যে কেহই হউক ভক্তিপরায়ণ হইয়া



নবরাত্র্যত্রতং কুৰ্য্যামরনারীগণশ্চ যঃ ।  
 বাহ্বিতং ফলমাপ্নোতি সৰ্বদা ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২১ ॥  
 আশ্বিনে শুক্লপক্ষে তু নবরাত্র্যত্রতং শুভম্ ।  
 করোতি ভাবসংযুক্তঃ সৰ্বান্ কামানবাধুয়াৎ ॥ ২২ ॥  
 বিধিবশাৎ গুলং কুত্বা পূজাহানং প্রকল্পয়েৎ ।  
 কলশং স্থাপয়েত্তত্র বেদমন্ত্রবিধানতঃ ॥ ২৩ ॥  
 যজ্ঞং সুরুচিরং কুত্বা স্থাপয়েৎ কলশোপরি ।  
 বাপয়িত্বা যবাংশ্চারুন্ পার্শ্বতঃ পরিবর্তিতান্ ॥ ২৪ ॥  
 কুত্বোপরি বিতানঞ্চ পুষ্পমালাসমাবৃতম্ ।  
 ধূপদীপস্বসংযুক্তং কর্তব্যং চণ্ডিকাগৃহম্ ॥ ২৫ ॥  
 ত্রিকালং তত্র কর্তব্যং পূজা শক্ত্যানুসারতঃ ।  
 বিত্তশাঠ্যং ন কর্তব্যং চণ্ডিকায়াম্শ্চ পূজনে ॥ ২৬ ॥  
 ধূপৈর্দীপৈঃ স্তনৈবেদ্যৈঃ ফলপুষ্পৈরনেকশঃ ।  
 গীতবাদ্যৈঃ স্তোত্রপাঠৈর্বেদপারায়ণৈস্তথা ॥ ২৭ ॥

নবরাত্র্যবিধিমাংসং বিধিবদিত্তি । মণ্ডলং ক্ষেত্রমৃত্তিকয়া চতুরশ্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞং পূর্বোক্তং পার্শ্বতঃ কলশস্ত সমস্ততো মূলমন্ত্রেণ যবান্ বিকিরেদিত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

জগদ্ধাতীর অর্চনা করিলে সমস্ত সৃষ্টির অধিকারী হইতে পারে ॥ ২০ ॥ নিরত ভক্তিতৎপর  
 হইয়া নর বা নারীগণের মধ্যে যে কেহ নবরাত্র্য ত্রত করেন, তিনি আপনার অভিলষিত  
 লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ যিনি আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে তদগত চিত্ত হইয়া পবিত্র নব-  
 রাত্র্য ত্রত করেন, তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত করেন ॥ ২২ ॥ মহারাজ ! এক্ষণে নবরাত্র্য  
 ত্রতের বিধি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন । যথাবিধি অহুসারে চতুরশ্র মণ্ডল প্রস্তুত  
 করিয়া পূজা স্থান রচনা করিবে তৎপরে বেদের মন্ত্র ও বিধানমতে তাহার উপর কলশ  
 স্থাপন করিবে ॥ ২৩ ॥ পূর্বোক্ত নিরমাহুসারে সূক্ষর যজ্ঞ নির্মাণ করিয়া তদুপরি কলশ  
 রাখিবে এবং কলশের চতুর্দিক্ বেটন করিয়া সূচাক যব সকল বিকীর্ণ করিবে ॥ ২৪ ॥ পূজা  
 স্থানের উপরিভাগ চত্ৰাভাগ এবং পুষ্পমালা দ্বারা স্তোত্রোদ্ভিত করিয়া চণ্ডিকার গৃহমধ্যে  
 ধূপ ও দীপ প্রদান করিবে ॥ ২৫ ॥ মহারাজ ! নিজ শক্তি অহুসারে সেই পূজাগৃহে ভগবতী  
 দেবীর প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে পূজা করা বিধেয়, কলত কোনও রূপে বিস্তের  
 শঠতা বা কুপণতা করা কর্তব্য নহে ॥ ২৬ ॥ তথায় ধূপ, দীপ, মনোহর নৈবেদ্য, পুষ্প  
 এবং নানাবিধ ফল উপহার দিয়া তাঁহার পূজা সম্পাদন করিবে ; বিশেষত স্তোত্র পাঠ,  
 বেদপারায়ণ, গীতবাদ্য এবং নানাবিধ বাদিজ দ্বারা উৎসব করা বিধেয় । অধিকন্তু চন্দন,

উৎসবস্তত্র কর্তব্যো নানাবাদিত্রসংযুতৈঃ ।

কন্ঠকানাং পূজনঞ্চ বিধেয়ং বিধিপূর্বকম্ ॥ ২৮ ॥

চন্দনৈর্ভূষণৈর্বস্ত্রৈর্ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈস্তথা ।

সুগন্ধতৈলমাল্যৈশ্চ মনসো রুচিকারকৈঃ ॥ ২৯ ॥

এবং সম্পূজনং কৃৎবা হোমং মন্ত্রবিধানতঃ ।

অষ্টম্যাং বা নবম্যাং বা কারয়েদ্বিধিপূর্বকম্ ॥ ৩০ ॥

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পারণং দশমীদিনে ।

কর্তব্যং শক্তিতো দানং দেয়ং ভক্তিপরৈর্নৃপৈঃ ॥ ৩১ ॥

এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা নবরাত্রব্রতং নরঃ ।

নারী বা সধবা ভক্ত্যা বিধবা বা পতিব্রতা ॥ ৩২ ॥

ইহ লোকে সুখং ভোগান্ প্রাপ্নোতি মনসেঙ্গিতান্ ।

দেহান্তে পরমং স্থানং প্রাপ্নোতি ব্রততৎপরঃ ॥ ৩৩ ॥

জন্মান্তরেহৈশ্বিক্যভক্তির্ভবত্যব্যভিচারিণী ।

জন্মোত্তমকূলে প্রাপ্য সদাচারো ভবেদ্ধি সঃ ॥ ৩৪ ॥

নবরাত্রব্রতং প্রোক্তং ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ।

আরাধনং শিবায়াস্তু সর্বসৌখ্যকরং পরম্ ॥ ৩৫ ॥

কন্ঠকাবিধিস্ত্রয়ত্রাশ্চ তৃতীয়স্কন্ধে উক্তাঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

হোমং পূর্বোক্তদ্রব্যৈঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

ভূষণ, বস্ত্র, নানাবিধ খাদ্য, সুগন্ধি তৈল এবং মনোহর মাল্য দ্বারা যথাবিধি কুমারী  
দিগের পূজা করা বিধেয় ॥ ২৮—২৯ ॥ এইরূপে তাঁহার পূজা কার্য সম্পাদন করিয়া  
অষ্টমী বা নবমী তিথিতে পূর্বোক্ত হোমদ্রব্য দ্বারা মন্ত্র বিধানমতে হোম করাইবে ॥ ৩০ ॥  
অবশেষে বিধি পূর্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইরা দশমীর দিনে স্বয়ং পারণ করিবে পরে  
ভক্তিপর হইরা স্বশক্তি অঙ্গুসারে দ্বিজগণকে বিবিধ বস্তু দান করিবে ॥ ৩১ ॥

মহারাজ ! এইরূপে ভক্তিসহকারে যে কোন পুরুষ অথবা যে কোন পতিব্রতা সধবা বা  
বিধবা নারী উক্ত বিধি অঙ্গুসারে নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করে তাহারা ইহলোকে মনের  
অভিলষিত ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিরা অসীম সুখ লাভ করিরা থাকে এবং দেহের  
অবসান হইলে পরম স্থান প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২—৩৩ ॥ আর যদি কোনও কারণ বশত জন্মগ্রহণ  
করিতে হয় তাহা হইলে জন্মান্তরে সেই নর উত্তম কূলে জন্মলাভ করিরা সদাচার সম্পন্ন  
হয়েন এবং অধিকার প্রাপ্তি তাহার অচলা ভক্তি হইরা থাকে ॥ ৩৪ ॥ মহারাজ ! আমি  
আপনাকে এই নবরাত্র ব্রতের বিধি বলিলাম, ইহা সকল ব্রত অপেক্ষা উত্তম ; ইহাতে

অনেন বিধিনা রাজন্ ! সমাধায় চণ্ডিকাম্ ।  
 জিহ্না রিপুনশ্চলিতং রাজ্যং প্রাপ্যশুভমম্ ॥ ৩৬ ॥  
 সুখঞ্চ পরমং হুপ ! দেহেহগ্নিন্ স্বগৃহে পুনঃ ।  
 পুত্রদারান্ সমাসাদ্য লপ্যাসে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥  
 বৈশ্ণোত্তম ! স্বমেবাদ্য সমাধায় কামদাম্ ।  
 দেবীং বিশ্বেশ্বরীং মায়াং সৃষ্টিসংহারকাম্বিনীম্ ॥ ৩৮ ॥  
 স্বজনানাঞ্চ মান্ত্ব্যং ভবিষ্যসি গৃহে গতঃ ।  
 সুখং সাংসারিকং প্রাপ্য যথাভিলষিতং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥  
 দেবীলোকে শুভে বাসো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ।  
 নারাধিতা ভগবতী যৈস্তে নরকভাগিনঃ ॥ ৪০ ॥  
 ইহ লোকেহতিদুঃখাৰ্ত্তা নানারোগৈঃ প্রপীড়িতাঃ ।  
 ভবন্তি মানবা রাজন্ ! শত্রুভিশ্চ পরাজিতাঃ ॥ ৪১ ॥  
 নিকলত্রা হুপুত্রাশ্চ তৃষাৰ্ত্তাঃ স্তব্ধবুদ্ধয়ঃ ।  
 বিদ্বীদনৈঃ করবীরৈঃ শতপত্রৈশ্চ চম্পকৈঃ ॥ ৪২ ॥

পরমং স্থানং মণিদ্বীপং দেবীলোকম্ ॥ ৩৩—৩৯ ॥

মহামায়া শিবায় আরাধনা বশত পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! আপনি এই বিধি অনুসারে চণ্ডিকার সৰ্ব্বতোভাবে আরাধনা করুন, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে সমস্ত শত্রুবর্গ পরাজয় করিয়া অশ্লিত অত্যুত্তম রাজ্যপ্রাপ্ত হইবেন এবং স্বীয় আলয়ে পুত্র ও দারার সহিত মিলিত হইয়া এই দেহেই পুনরায় পরম সুখ লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥

বৈশ্যবর ! যিনি ইচ্ছা মাজে সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন, বাহার অর্চনা করিলে সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমিও সেই বিশ্বেশ্বরী মহামায়ার আরাধনা কর ॥ ৩৮ ॥ তাহা হইলে তুমি গৃহে গমন করিয়া অভিলষিত সাংসারিক সুখ সকল প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় স্বজনদিগের মাত্ত হইবে এবং অবশেষে মৃত্যুর পর পবিত্র দেবীলোকে বাস স্থান প্রাপ্ত হইবে সংশয় নাই । কারণ, বাহার ভগবতীর আরাধনা করে না, তাহারাই নরকে গমন করে, অধিকন্তু ইহ-লোকে নানাবিধ রোগে বারংবার পীড়িত হইয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে । দেবী-পূজার বিরত মানবেরাই শত্রু সন্নিধানে পরাস্ত; দ্বী পুত্র বিহীন, অধবুদ্ধি এবং তৃষ্ণার কাতর হইয়া ক্লেশ ভোগ করে । আর বাহার বিদ্বদ, করবীর, শতপত্র ও চম্পককুসুম দ্বারা জগদ্ধাত্রীর অর্চনা করে, সেই পুণ্যবান্ দেবীভক্তিপরায়ণ মানবেরাই সাতিশর বিদ্যাশ্রী



অর্চিতা জগতাং ধাত্রী যৈস্তেহতীববিলাসিনঃ ।  
ভবন্তি কৃতপুণ্যাস্তে শক্তিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৪৩ ॥

ধনবিভবসুখাঢ্যা মানবা মানবস্তঃ  
সকলগুণগণানাং ভাজনং ভারতীশাঃ ।  
নিগমপঠিতমন্ত্রেঃ পূজিতা যৈর্ভবানী  
নৃপতিতিলকমুখ্যাস্তে ভবন্তীহ লোকে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে  
পূজাবিধিবর্ণনং নাম চতুর্দ্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

দেবীলোকে মণিধীপে ॥ ৪০—৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

হইয়া থাকে ॥ ৩৯—৪৩ ॥ মহারাজ ! অধিক আর কি বলিব, বাহারি নিগম শাস্ত্রের অশ্রু-  
মোদিত মন্ত্র দ্বারা ভবানীর পূজা করিয়াছে, সেই সকল মানবেরাই ইহলোকে ধন ও বিভব  
সুখে পরিপূর্ণ হইয়া সংসারে সন্মান ভাজন করেন, কলত তাঁহারা সমস্ত গুণগ্রামের  
একমাত্র আশ্রয় হইয়া ইহলোকে নৃপবরগণের অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকান্বক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ভগবতীর পূজাবিধি বর্ণন নামক  
চতুর্দ্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

—০১৫০০—

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা হুঃখিতো বৈশ্যপার্বিবো ।  
প্রণিপত্য মুনিং প্রীত্যা প্রশ্রয়াবনতো ভূশম্ ॥ ১ ॥  
হর্ষেণোৎফুল্লনয়নাবৃচতুর্বা ক্যাকোবিদৌ ।  
কৃতাজ্জলিপুটৌ শাস্তৌ ভক্তিপ্রবণচেতসৌ ॥ ২ ॥  
ভগবন্ ! পাবিতাবদ্য শাস্তৌ দীনৌ শুচাষিতৌ ।  
তব সূক্তসরস্বত্যা গঙ্গয়েব ভগীরথঃ ॥ ৩ ॥  
সাধবঃ সম্ভবন্তীহ পরোপকৃতিতৎপরাঃ ।  
অকৃত্রিমগুণারামাঃ সুখদাঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ৪ ॥  
পূর্বপুণ্যপ্রসঙ্গেন প্রাপ্তোহয়মাশ্রমঃ শুভঃ ।  
তবাবাভ্যাং মহাভাগ ! মহাহুঃখবিনাশকঃ ॥ ৫ ॥

অর্চ্যাদিকৈশ্চতুঃপকাশংগদৈরথ ভূপতিঃ ।

বৈশ্রব্দ দেব্যাঃ অত্যকং দর্শনং আপতুর্ভূশম্ ।

দেবীপূজানিধিঃ রাজা বৈশ্রব্দ শ্রুত্বা মন্ত্রোপদেশার্থমুভৌ প্রার্থয়েতে ইত্যাহ ইতি  
তন্ত্বেতি ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা সুরথ এবং বৈশ্রবর সমাধি সাতিশর মনোহুঃখে কাল  
অতিবাহিত করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে মুনিরুদ্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই  
প্রীত হইলেন এবং অত্যন্ত বিনয়সহকারে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি-  
লেন ॥ ১ ॥ তৎকালে তাঁহাদের অন্তঃকরণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত এবং নয়নযুগল হর্ষভরে প্রফুল্ল  
হইয়া উঠিল ; তখন বাক্যবিশারদ শাস্ত্রস্বতাব বৈশ্য এবং রাজা উভয়েই কৃতাজ্জলিপুটে  
তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ ভগবন্ ! আমরা দীন ও শোকাবিত হইয়া প্রশান্তভাবে  
আপনার আশ্রমে ছিলাম কিন্তু ভগীরথ যেমন গঙ্গা দ্বারা দেশ পবিত্র করিয়াছিলেন, সেই-  
রূপ আজ আপনিও আমাদেরকে পরম-পাবন বাক্যাবলি দ্বারা পবিত্র করিলেন ॥ ৩ ॥  
অকৃত্রিম গুণগ্রামে বিদ্বিষিত সাধু সকল পরের উপকারে নিরত হইয়া সমস্ত দেহিগণের  
বাহাতে সুখ সম্পাদন হয়, তাহাই করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ মহাভাগ ! আমরা নিশ্চয়ই পূর্ব-  
জন্মকৃত পুণ্যবশত আপনার এই পবিত্র আশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সেই জন্যই আজ

ভবন্তি মানবা ভূমৌ বহবঃ পার্শ্বতঃ পরাঃ ।  
 পার্শ্বসাধনে দক্ষাঃ কেচিৎ কাপি ভবাদৃশাঃ ॥ ৬ ॥  
 দুঃখিতোহহং মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! বৈশ্ণোহয়ং চাতিদুঃখিতঃ ।  
 উভৌ সংসারসন্তপ্তৌ ভবাত্মনপদে যুদা ॥ ৭ ॥  
 দর্শনাদেব হে বিদ্বন্ ! গতং দুঃখমিহাবয়োঃ ।  
 দেহজং মানসং বাক্যপ্রবণাদেব সাস্প্রতম্ ॥ ৮ ॥  
 ধন্যাবাবাং কৃতকৃত্যৌ জাতৌ সূক্তিস্থধারসাত্ ।  
 পাবিতৌ ভবতা ব্রহ্মন্ ! কৃপয়া করুণার্ণব ! ॥ ৯ ॥  
 গৃহাণাস্মৎকরৌ সাধো ! নরং পারং ভবার্ণবে ।  
 ময়ৌ প্রান্তাবিতি জ্ঞাত্বা মজ্জদানেন সাস্প্রতম্ ॥ ১০ ॥  
 তপঃ কৃত্যতিবিপুলং সমারাধ্য সুখপ্রদাম্ ।  
 সস্প্রাপ্য দর্শনং ভূয়ো যাস্থাবো নিজমন্দিরম্ ॥ ১১ ॥  
 বদনাত্তব সংপ্রাপ্য দেবীমন্ত্রং নবাকরম্ ।  
 স্মরণঞ্চ করিষ্যাবো নিরাহারৌ ধৃতব্রতৌ ॥ ১২ ॥

ভবার্ণবে মগ্নাবিত্যর্থঃ । মজ্জদানেন পারং নরৈত্যয়ঃ ॥ ১০ ॥

আমাদেরিগের নিরতিশয় ক্লেশের অবসান হইল ॥ ৫ ॥ এই ভূমণ্ডলে পার্শ্বসাধনে তৎপর  
 বহুতর মানবই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু পরের হিতসাধন করিতে সমর্থ একরূপ ভবাদৃশ  
 ব্যক্তি কদাচিত্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ মুনিবর ! আমি ত দুঃখী, আমার আশা অপেক্ষাও  
 এই বৈশ্ণব অধিকতর দুঃখী ; আমরা উভয়েই সংসার সন্তাপে তাপিত হইয়া শান্তিলাভ জন্য  
 প্রকৃত মানসে আপনার আশ্রমে আগমন করিয়াছি এবং এই স্থানে আসিয়া আপনার  
 দর্শনলাভ মাত্রই আমাদেরিগের দৈহিক দুঃখ বিদূরিত হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা আপনার  
 মনোহর বাক্য শ্রবণে আমাদের মানসিক সমস্ত ক্লেশও অন্তর্হিত হইল ॥ ৭-৮ ॥ ব্রহ্মন্ ! আপ-  
 নার সুধাসদৃশ বাক্যরসে অভিষিক্ত হইয়া আমরা ধন্ত ও কৃতকৃত্য হইলাম ; হে করুণা-  
 সাগর ! অধিক আর কি বলিব, আপনি কৃপা করিয়া আমাদেরিগকে আজ পবিত্র করিলেন ॥ ৯ ॥  
 সাধো ! আমরা ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি আপনি ইহা বিদিত  
 হইয়া অধুনা মজ্জদান করত আমাদেরিগের কর ধারণ পূর্বক সংসার সাগরের পরপারে লইয়া  
 চলুন ॥ ১০ ॥ মুনিবর ! অগ্রে আমরা অতীব বিপুল তপস্বী করিয়া সুখমাত্রী ভগবতীর  
 আরাধনা করিব, পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তদনন্তর খীর আলয়ে গমন করিব ॥ ১১ ॥  
 এক্ষণে আপনার বদনমণ্ডল হইতে দেবীর নবাকর মন্ত্র লাভ করিয়া নবরাজ ব্রত অবলম্বন  
 পূর্বক নিরাহার থাকিয়া উহার স্মরণ করিব ॥ ১২ ॥



বাস উবাচ ।

ইতি সঙ্কোচিতস্তাভ্যাং স্তুমেধা মুনিসত্তমঃ ।

দদৌ মন্ত্রং শুভং তাভ্যাং ধ্যানবীজপুরঃসরম্ ॥ ১৩ ॥

তৌ চ প্রাপ্য মুনের্মন্ত্রং সংমন্ত্য গুরুদৈবতৌ ।

জগদুর্বৈশ্বরাজানৌ নদীতীরমনুভমম্ ॥ ১৪ ॥

একাংস্তে বিজনে স্থানে কুত্বাসনপরিগ্রহম্ ।

উপবিষ্টৌ স্থিরপ্রজ্ঞৌ তাবতীবকুশোদরৌ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রজাপ্যরতৌ শান্তৌ চরিত্রত্বয়পাঠকৌ ।

নিশ্চতুর্মাসমেকস্তু তত্র ধ্যানপরায়ণৌ ॥ ১৬ ॥

তয়োর্মাসত্রতেনৈব জাতা প্রীতিরনুভমা ।

পাদাম্বুজে ভবান্মাস্তু স্থিরা বুদ্ধিস্তথাপ্যলম্ ॥ ১৭ ॥

কদাচিত্ পাদযোগত্বা মুনেস্তস্ম মহাত্মনঃ ।

কৃতপ্রণামাবাগত্য তস্মদুচ্চ কুশাননে ॥ ১৮ ॥

নাশ্চকার্য্যপরৌ কাপি বভূবতুঃ কদাচন ।

দেবীধ্যানপরৌ নিত্যং জপমন্ত্ররতৌ সদা ॥ ১৯ ॥

মন্ত্রং গৃহীত্বা কিং করিষ্যত ইতি চেষ্টত্বাহ । তপঃ কুবেতি স্তুতপ্রদাং ভগবতীং সমা-  
রাধোত্যর্থঃ । ততো দর্শনং ভক্তাঃ প্রাপ্য নিজমন্দিরং বাস্তাব ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

গুরুদৈবতৌ মন্ত্রস্ত ঋষিচ্ছলো দৈবতং বীজশক্তয়শ্চার্থাং প্রাপ্যোত্যর্থঃ । অনন্তরং মুনিং  
সংমন্ত্য তদমুজ্ঞাং গৃহীত্বা জগদুরিত্যমরঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! বৈশ্র এবং রাজা এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর মুনিসত্তম স্তুমেধা  
তাহাদিগকে ধ্যান ও বীজ সহিত সেই মঙ্গলদায়ক মন্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর,  
সেই বৈশ্র ও রাজা মুনির নিকট মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, বীজ, শক্তি ও দেবতা প্রাপ্ত হইরা তৎপরে  
গুরুকে আমন্ত্রণ পূর্বক তাঁহার অমুজ্ঞা সহীরা পবিত্র নদীতীরে গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥ অতিশয়  
কুশোদর স্থিরবুদ্ধি বৈশ্র এবং রাজা তথায় একান্তে বিজন স্থানে আসন পরিগ্রহ করিয়া  
তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৫ ॥ সেই শান্তচিত্ত বৈশ্র ও রাজা দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইরা  
তাঁহার মন্ত্র জপ ও চরিত্র ত্রয় পাঠ করিতে করিতে সেই স্থানে এক মাস অতিবাহিত  
করিলেন ॥ ১৬ ॥ এই একমাস মাত্র ত্রত অমুষ্ঠামেই তাহাদের ভবানীর চরণকমলে অতিশয়  
অমুরাগ জন্মিল অধিকন্তু তাঁহাদের মতি অতিশয় স্থির হইল ॥ ১৭ ॥ তাহারা এই সময়  
অন্ত কোন কার্য্যে রত হইতেন না, কেবল প্রতি দিন এক একবার মহাত্মা মুনিবরের পদ-  
পঙ্কজ সন্নিধানে গমন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রজাগমন পূর্বক নিজ নিজ কুশাসনে

এবং জাতে তদা পূর্ণে তত্র সংবৎসরে নৃপ ! ।

বভূবভুঃ ফলাহারং ত্যক্ত্বা পর্ণাশনো নৃপ ! ॥ ২০ ॥

বর্ষমেকং তপস্তত্র চক্রতুর্বেশ্যপার্থিবৌ ।

শুদ্ধপর্ণাশনো দাস্তৌ জপধ্যানপরায়ণৌ ॥ ২১ ॥

পূর্ণে বর্ষদ্বয়ে জাতে কদাচিদর্শনঞ্চ তৌ ।

প্রাপতুঃ স্বপ্নমধ্যে তু ভগবত্যা মনোহরম্ ॥ ২২ ॥

রক্তান্বরধরাং দেবীং চারুভূষণভূষিতাম্ ।

কদাচিন্নৃপতিঃ স্বপ্নেহ্যপ্যপশ্যজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ২৩ ॥

বীক্ষ্য স্বপ্নে চ তৌ দেবীং প্রীতিযুক্তৌ বভূবভুঃ ।

জলাহারৈস্তৃতীয়ে তু স্থিতৌ সংবৎসরে তু তৌ ॥ ২৪ ॥

এবং বর্ষত্রয়ং কৃৎবা ততস্তৌ বৈশ্যপার্থিবৌ ।

চক্রতুস্তৌ তদা চিন্তাং চিন্তে দর্শনলালসৌ ॥ ২৫ ॥

প্রত্যক্ষদর্শনং দেব্যা ন প্রাপ্তং শাস্তিদং নৃণাম্ ।

দেহত্যাগং করিষ্যাবো দুঃখিতৌ ভূশমাতুরৌ ॥ ২৬ ॥

ইতি সঙ্কিস্ত্য মনসা রাজা কুণ্ডং চকার হ ।

ত্রিকোণং স্থস্থিরং সৌম্যং হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ ॥ ২৭ ॥

দিনমধ্যে ত্রয়োদশদর্শনং প্রাপ্তব্রিতি নিরমাস্তাবম্বাত্ৰকাল এব জপধ্যানবিরামো নাস্তি  
কালে ইত্যভিপ্রায়েণাহ কদাচিদ্রিতি ॥ ১৮—২৪ ॥

উপবিষ্ট হইতেন এবং দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইরা সর্বদা মন্ত্র জপ কার্যে নিরন্ত থাকি-  
তেন ॥ ১৮—১৯ ॥ রাজন্ ! এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে তখন তাঁহারা ফলাহার পরিত্যাগ  
করিয়া পর্ণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥ এবং এইরূপে তাহারা উভয়েই তপ ও  
ধ্যানে নিরন্ত হইরা শুদ্ধ পর্ণ ভক্ষণ করত এক বৎসর কাল তথার তপত্তা করিলেন ॥ ২১ ॥  
মহারাজ ! এই দুই বৎসর পরিপূর্ণ হইলে তাঁহারা কদাচিৎ স্বপ্নযোগে ভগবতার মনোহর  
দর্শন লাভ করিলেন ॥ ২২ ॥ সেই নরপতি ও বৈষ্ণব কদাচিৎ মনোহর ভূষণে ভূষিতা রক্তবসনা  
অগ্নিকাদেবীকে স্বপ্নযোগে অবলোকন করিয়া বার পর নাই প্রীতিলাত্ত করিলেন, অনন্তর  
তৃতীয় বৎসরে কেবল জলাহার দ্বারা তপত্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ এইরূপ  
তিন-বৎসর তপশ্চর্যা করিয়াও যখন প্রত্যক্ষ দর্শন পাইলেন না, তখন বৈষ্ণব ও ভূপতি  
দেবীর দর্শন লাভনার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কাহাতে মানবগণের  
পরম প্রয়োজন হইবে, আমরা তাঁহার সেই প্রত্যক্ষ দর্শন পাইলাম না, অতএব আমরা  
নিরন্তর দুঃখে কাটর হইরা আগত্যাগ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা

সংস্থাপ্য পাবকং রাজা তথা বৈশ্যোহতিভক্তিমান্ ।  
 জুহাবাসৌ নিজং মাংসং ছিদ্ভা ছিদ্ভা পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥  
 তথা বৈশ্যোহপি দীপ্তেহর্যৌ স্বমাংসং প্রাক্ষিপত্তদা ।  
 রুধিরেণ বলিষ্ঠাশ্চ দদতুস্তৌ কৃতোদ্যমৌ ॥ ২৯ ॥  
 তদা ভগবতী দত্বা প্রত্যক্ষং দর্শনং তয়োঃ ।  
 প্রাহ প্রীতিভরোদ্ভ্রান্তৌ দৃষ্টৌ তৌ দুঃখিতৌ ভৃশম্ ॥ ৩০ ॥  
 শ্রীদেব্যুবাচ ।

বরং বরয় ভো রাজন্ ! যন্তে মনসি বাঙ্কিতম্ ।  
 ভুন্তাং তপসা তেহদ্য ভক্তোহসি ত্বং মতো মম ॥ ৩১ ॥  
 বৈশ্যং প্রাহ তদা দেবী প্রসম্বাহং মহামতে ! ।  
 কিং তেহতীক্ৰং দদাম্যদ্য প্রার্থয়াশু মনোগতম্ ॥ ৩২ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা তামুবাচ মুদান্বিতঃ ।  
 দেহি মেহদ্য নিজং রাজ্যং হতশক্রবলং বলাৎ ॥ ৩৩ ॥

দর্শনলাগসৌ প্রত্যক্ষদর্শনলাগসৌ ॥ ২৫—২৮ ॥

করিয়া একহস্ত পরিমাণ স্নানর স্নদৃঢ় একটি ত্রিকোণ কুণ্ড প্রস্তুত করিলেন ॥ ২৭ ॥ এবং তাহাতে বহি সংস্থাপন করিয়া অতীব ভক্তিসহকারে নিজ গাত্র হইতে পুনঃ পুনঃ মাংস ছেদন করত হোম করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তখন বৈশ্যও সেইরূপে বহি সংস্থাপন করিয়া প্রদীপ্ত হতশনে স্বীয় মাংস নিক্ষেপ করিতে লাগিল । মহারাজ ! এইরূপে তাঁহারা উভয়েই উৎসাহিত হইয়া দেবীকে রুধিরের বলিপ্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ তখন ভগবতী তাহাদিগকে অতীব দুঃখিত ও ভক্তিরসে উৎস্রাস্তচিত্ত অবলোকন করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন প্রদান পূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

রাজন্ ! তুমি আমার পরম ভক্ত ও প্রিয় ; আমি তোমার তপস্তার পরিভূট হইরাছি, অতএব তোমার মনে বাহা ইচ্ছা হইবে তাহা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করিতেছি ॥ ৩১ ॥ অনন্তর তিনি বৈশ্যকেও বলিলেন ; মহামতে ! আমি এসম্বর হইরাছি, অতএব তোমার মনোগত কি তাহা অবিলম্বে প্রার্থনা কর, আমি তোমার অতীষ্ট বর এখনই প্রদান করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা সুরথ দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ; দেবি ! বলপূর্বক শক্রবল নিহত করিয়া অদ্যই নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হই,



তমুবাচ তদা দেবী গচ্ছ রাজমিজং গৃহম্ ।

শত্রবঃ ক্লীণসত্ত্বাস্তে গমিষ্যন্তি পরাজিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

মজ্জিগন্তে সমাগম্য তে পতিষ্যন্তি পাদয়োঃ ।

কুরু রাজ্যং মহাভাগ ! নগরে স্বং যথাস্বখম্ ॥ ৩৫ ॥

কুত্বা রাজ্যং সুবিপুলং বর্ষণামমুতং নৃপ ! ।

দেহাস্তে জন্ম সম্প্রাপ্য সূর্য্যাক্ষ ভবিতা মনুঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বৈশ্যস্তামপ্যুবাচেদং কৃতাজ্জলিপুটঃ শুচিঃ ।

ন মে গৃহেণ কার্য্যং বৈ ন পুত্রেণ ধনেন বা ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বং বন্ধকরং মাতঃ ! স্বপ্নবনশ্বরং ক্ষুটম্ ।

জ্ঞানং মে দেহি বিশদং মোক্ষদং বন্ধনাশনম্ ॥ ৩৮ ॥

অসারেহস্মিংশ্চ সংসারে মুঢ়া মজ্জন্তি পামরাঃ ।

পণ্ডিতাঃ সন্তরন্তীহ তস্ম্যাম্বেচ্ছন্তি সংসৃতিম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য মহামায়্য বৈশ্যং প্রাহ পুরঃস্থিতম্ ।

বৈশ্যবর্য্য ! তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

কৃধিরেণেতি । অয়ং মাংসহোমো বলিদানং স্বগাত্রকৃধিরেণ চেতি দ্বয়ং ব্রাহ্মণাতিরিক্ত-  
বিষয়মিতি কালিকাপুরাণাদিষু স্পষ্টম্ ॥ ২৯—৩৫ ॥

আমাকে এই বর প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥ তখন দেবী তাঁহাকে বলিলেন, রাজন্ ! তুমি স্বীয়  
আলয়ে গমন কর, তোমার শত্রু সকল ক্লীণবল হইয়া অবশ্যই পরাজিত হইবে ॥ ৩৪ ॥ মহা-  
ভাগ ! তোমার মজ্জিগণ সমাগত হইয়া স্বদীয় চরণে নিপতিত হইয়া তোমার বশীভূত হইবে  
অতএব তুমি স্বীয় নগরে গমন করিয়া স্বখে রাজ্য পালন কর ॥ ৩৫ ॥ রাজন্ ! এইরূপে  
তুমি অমৃত বর্ষ কাল সুবিশাল রাজ্য শাসন করিয়া পরে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্য  
হইতে জন্মলাভ করিয়া সুবর্ণি নামক মনু হইবে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই পবিত্রস্বভাব বৈশ্যও কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,  
দেবি ! গৃহ পুত্র বা ধনে আমার কোনও প্রয়োজন নাই ॥ ৩৭ ॥ জননি ! গৃহ, ধন ও পুত্র  
এই সমস্ত সংসারের বন্ধন স্বরূপ এবং স্বপ্নের স্থায় অতীব নশ্বর ; অতএব বাহাতে সংসার  
বন্ধন ছিন্ন হইয়া মুক্তিলাভ হয়, তাদৃশ বিশদ জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞান-  
বিহীন মুঢ় পামরেরাষ্ট এই অসার সংসার সাগরে নিমগ্ন হয়, পণ্ডিতেরা কখনই সংসার  
ইচ্ছা করেন না, অতএব তাঁহারাই ইহা হইতে উদ্ধীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

ইতি দত্ত্বা বরং তাত্ধ্যাং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৪১ ॥

অদর্শনং গতায়ান্তু রাজা তং মুনিসত্তমম্ ।

প্রণম্য হরমাক্ৰুহ গমনায় মনো দধে ॥ ৪২ ॥

তদৈব তস্মৈ সচিবাস্তজাগত্য নৃপং প্রজাঃ ।

প্রণেমুর্বিনয়োপেতাতিমুখুঃ প্রাজ্জলিহিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

রাজ্যন্তে শত্রবঃ সর্বৈ পাপাচ্চ নিহতা রণে ।

রাজ্যং নিষ্কণ্টকং ভূপ ! কুরুষ পুরমাহিতঃ ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা নত্বা তং মুনিসত্তমম্ ।

আপৃচ্ছ্য নির্যরৌ তত্র মজ্জিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥

সংপ্রাপ্য চ নিজং রাজ্যং দারান্ স্বজনবান্ধবান্ ।

বুভুজে পৃথিবীং সর্বাং ততঃ সাগরমেখলাম্ ॥ ৪৬ ॥

বৈশ্যোহপি জ্ঞানমাসাদ্য মুক্তসঙ্গঃ সমস্ততঃ ।

কালান্তিবাহনং তত্র মুক্তবন্ধশ্চকার হ ।

তীর্থেষু বিচরন্ গায়ন্ ভগবত্যা গুণানথ ॥ ৪৭ ॥

সূর্য্যাজ্ঞায় সম্প্রাপ্য সাবর্নির্মুখুর্ভবিতৈতার্থঃ ॥ ৩৬—৪৩ ॥

নিহতা রণে ইতি । অস্মাতিমুখুঃ কৃত্বা তে রণে নিহতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামায়া সন্মুখস্থিত বৈশ্রবকে বলিলেন, বৈশ্রবর ! তোমার জ্ঞানলাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ দেবী তাঁহাদিগকে এইরূপ বর দিয়া সেই খানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ দেবী অন্তর্হিত হইলে পর রাজা সেই মুনি-সত্তমকে প্রণাম করিয়া অশ্রু আরোহণ পূর্বক গৃহে বাইবার মানস করিলেন ॥ ৪২ ॥ সেই সময়ে তাঁহার সচিববৃন্দ এবং প্রজাবর্গ সন্নিধানে আগমন করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল ॥ ৪৩ ॥ রাজন্ ! আপনার শত্রুবর্গ অতিশয় পাপাচরণ করিয়াছিল এতদ্ব্যতীত তাহারা সকলেই সময়ে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি নগরে অবস্থিতি করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করুন ॥ ৪৪ ॥ রাজা মজ্জিবর্গের জৈদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর সেই মুনিবরকে প্রণাম করিয়া অমুমতি গ্রহণ পূর্বক মজ্জিগণে পরি-বেষ্টিত হইয়া নিজ নগরাতিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অবশেষে নিজ রাজ্য, দারা, আত্মীয় ও বান্ধবদিগকে প্রাপ্ত হইয়া সাগর দ্বারা পরিবৃত সমস্ত ভূমণ্ডল ভোগ করিতে লাগি-লেন ॥ ৪৬ ॥ এদিকে বৈশ্রব জ্ঞানলাভ করিবামাত্র সর্বতোভাবে আসক্তবিহীন হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন । অনন্তর, সেই জীবমুক্ত বৈশ্রবর নিরন্তর তীর্থে তীর্থে বিচরণ ও দেবীর গুণ গান করিতে করিতে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

এতন্তে কথিতং দেব্যাশ্চরিতং পরমাদ্বুতম্ ।  
 আরাধনফলপ্রাপ্তিৰ্যথাবদুপবৈশ্যয়োঃ ॥ ৪৮ ॥  
 দৈত্যানাং হননং প্রোক্তং প্রাদুর্ভাবস্তথা শুভঃ ।  
 এবংপ্রভাবা সা দেবী ভক্তানাংভয়প্রদা ॥ ৪৯ ॥  
 যঃ শৃণোতি নরো নিত্যমেতদাখ্যানমুত্তমম্ ।  
 স প্রাপ্নোতি নরঃ সত্যং সংসারমুখমদ্বুতম্ ॥ ৫০ ॥  
 জ্ঞানদং মোক্ষদঞ্চৈব কীর্তিদং সুখদং তথা ।  
 পাবনং শ্রবণামুনমেতদাখ্যানমদ্বুতম্ ॥ ৫১ ॥  
 অখিলার্থপ্রদং নৃণাং সৰ্বধৰ্ম্মসমাবৃতম্ ।  
 ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং পরমং মতম্ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ ।

জনমেজয়েন রাজ্ঞাসৌ পৃষ্ঠঃ সত্যবতীশ্বতঃ ।

উবাচ সংহিতাং দিব্যাং ব্যাসঃ সৰ্বার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ৫৩ ॥

আরাধনেতি । চরিত্রজরেনারাধনেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৫২ ॥

সংহিতাং সংহিতৈকদেশং পঞ্চমস্কন্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

তদেবাহ চরিতকণ্ডিকারাদ্বিত্তি ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমচ্ছবকুলোৎপন্নো রজনীগায়ত্রীঃ স্তম্ভীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোহতিধানতঃ ॥

মহারাজ ! আমি আপনার নিকট দেবীর এই পরম অদ্বুত চরিত্র, ভূপতি ও বৈশ্যের দেবী আরাধনার ফলপ্রাপ্তি, দানবদিগের সংহার এবং তাঁহার কল্যাণজনক আবির্ভাবের সমস্তই বিবরণ যথাবৎ কীর্তন করিলাম ; রাজন্ ! আপনি সেই ভক্তগণের অন্তরঙ্গারিনী দেবীর প্রভাব এই প্রকার জানিবেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ যে মানব দেবী ভগবতীর এই পবিত্র উপাখ্যান নিয়ত শ্রবণ করে, সেই নরবর সংসারের অদ্বুত পবিত্র সুখপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ এই অদ্বুত আখ্যান শ্রবণ করিলে মানবগণ, জ্ঞান, মুক্তি, কীর্তি, সুখ ও পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫১ ॥ এই উপাখ্যানে সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্ব নিহিত থাকায় ইহা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের পরম কারণ ; ফলত ইহা মানবদিগের অখিল অভীষ্টই প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয়, সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সৰ্ব্বতত্ত্ববিদ্ সেই মহর্ষি এই দিব্য সংহিতা তাঁহার নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ পরম কারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস শুভাঙ্গি দানবগণের বধসংঘটিত চণ্ডিকার চরিত্র এইরূপেই



চরিতং চণ্ডিকায়ান্ত শুভদৈত্যবধাশ্রিতম্ ।

কথয়ামাস ভগবান্ কৃষ্ণঃ কারুণিকো মুনিঃ ।

ইতি বঃ কথিতঃ সারঃ পুরাণানাং মুনীশ্বরঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে

সুরথসমাধিবরলাভকথনং নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্যোমাক্ষত্রিসংখ্যাতৈঃ ( ২০২০ ) স্কটিকৈর্যাসেন ধীমতা । দেবীভাগবতস্তান্ত পঞ্চমস্কন্ধ ইরিতঃ ।

দেবীভাগবতস্তান্ত ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ যঃ কৃতবাহুতাম্ ॥

পঞ্চমস্কন্ধ এতস্তাঃ সমাপ্তোহতুচ্ছতর্ধদঃ ।

শ্রীমতাং তেন মে দেবী ভুবনেশী মহেশ্বরী ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজশ্রীলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠকৃতে

দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে পঞ্চমস্কন্ধে

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বর্ণন করিয়াছিলেন । মুনিবরগণ ! আমিও আপনাদের নিকটে এই পুরাণের সারসংগ্রহ  
প্রকাশ করিলাম ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে সুরথ ও সমাধির বরপ্রাপ্তি নামক

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

সমাপ্তচারণঃ পঞ্চমস্কন্ধঃ ॥



# ষষ্ঠঃ স্কন্ধঃ ।

## প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সূত সূত মহাভাগ ! মিষ্টং তে বচনামৃতম্ ।

ন তৃপ্তাঃ স্মো বয়ং পীত্বা দ্বৈপায়নকৃতং শুভম্ ॥ ১ ॥

পুনস্ত্বাং প্রমুখমিচ্ছামঃ কথাং পৌরানিকীং শুভাম্ ।

বেদেহপি কথিতাং রম্যাং প্রসিদ্ধাং পাপনাশিনীম্ ॥ ২ ॥

বৃজাসুর ইতি খ্যাতো বীৰ্য্যবাংস্কুটুরাজঃ ।

স কথাং নিহতঃ সংখ্যে বাসবেন মহাজনা ॥ ৩ ॥

দরানোলিতদীর্ঘাকীং শৃঙ্গাররসবারিধিम् ।

কুলীনাং কলরে কারিৎ কামিনীং কামমগ্নরীম্ ।

নষ্টিলোকৈবৃজদৈত্যবধো দেব্যা কথাং কৃতঃ ।

ইত্যশীক্য কথা তত্ত বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥

তত্র প্রথমতঃ স্বভক্তিপ্রদর্শনেন শ্রোতারো মুনয়ো বক্তারং স্মৃতমুৎসাহয়ন্তি স্মৃত  
স্মতেতি । দ্বিকৃতিরাদরার্থা । দ্বৈপায়নেতি । দ্বৈপায়নেন কৃতমুৎপাদিতং তদমুখান্নিঃস্মৃত-  
মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বেদেহপীতি । বহুচব্রাক্ষণেহপীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সংখ্যে যুদ্ধে ॥ ৩ ॥

নৈমিষারণ্যানিবাসী ঋষিগণ স্মৃতকে সাদরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ !  
তোমার মুখস্বধাকর হইতে বিনিঃসৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন কথিত কল্যাণকর বচনামৃত  
আমাদের অত্যন্ত মিষ্ট বোধ হইতেছে, এক্ষণ আমরা তাহা পাম করিয়াও পর্যাপ্তরূপে  
তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১ ॥ স্মৃত ! বাহা প্রসিদ্ধ, পাপনাশন ও মনোহর এবং  
বেদেও বাহা কথিত হইয়াছে, আমরা সেই শুভকর পুরাণ কথা পুনর্বার তোমাকে  
জিজ্ঞাসা করিবার বাসনা করিতেছি ॥ ২ ॥ (বৃজাসুর নামে বিখ্যাত অতিশয় বীৰ্য্যবান্  
বিশ্বকর্মার এক পুত্র ছিল; ইন্দ্র মহাশক্তি হইলেও তাহাকে যুদ্ধে বিরুদ্ধে বিনাশ করিলেন ॥ ৩ ॥



ত্বম্ভৈ বৈ সুরপক্ষীয়স্তংপুত্রো বলবন্তরঃ ।

শক্রেন ঘাতিতঃ কস্মাদব্রহ্মযোনির্মহাবলঃ ॥ ৪ ॥

দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্নান্ মানুষ্যান্ রাজস্যাঃ স্মৃতাঃ ।

তির্য্যক্শাস্ত্রামসাঃ প্রোক্তাঃ পুরাণাগমবাদিভিঃ ॥ ৫ ॥

বিরোধোহত্র মহান্ ভাতি নূনং শতমথেন হ ।

ছলেন বলবান্ বৃত্রঃ শক্রেন বিনিপাতিতঃ ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুঃ প্রেরয়িতা তত্র স তু সত্ত্বধরঃ পরঃ ।

প্রবিষ্টঃ পবিত্রমধ্যে স ছদ্মনা ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৭ ॥

সন্ধিঃ বিধায় ন হেবং মঞ্জিতোহসৌ মহাবলঃ ।

হরিভ্যাং সত্যমুৎসৃজ্য জলফেনেন শাতিতঃ ॥ ৮ ॥

কৃতমিস্ত্রেণ হরিণা কিমেতৎ সূত ! সাহসম্ ।

মহাস্তোহপি চ মোহেন বন্ধিতাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মযোনিব্রাহ্মণঃ ॥ ৪ ॥

সাত্ত্বিকানাং দেবানাং মেতৎ কুরং কস্মাদ্ভূতমিত্যাহ দেবা ইতি ॥ ৫ ॥

ইখং দেবানাং সাত্ত্বিকেষু সতি কুরকর্মকরণে মহান্ বিরোধ ইত্যাহ বিরোধোহত্রৈতি ।  
ছলেনৈতি । ন হি সাত্ত্বিকেষু ছলসত্ত্ববস্তস্ত রজোগুণাছৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ সাত্ত্বিকস্তেজস্ত প্রেরয়িতা বিষ্ণুস্ত মহাসাত্ত্বিকস্তেন কথং প্রেরিতঃ । কুরকর্মণি  
স্বয়মপি কপটেন নহ্মমধ্যে কথং প্রবিষ্ট ইত্যাহ বিষ্ণুরিতি । পবিত্রম্ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ বিশ্বাসঘাতোহপ্যভূতঃ কথং কৃত ইত্যাহ সন্ধিমিতি । সন্ধির্মৈত্রী । সত্যং  
সত্যবাক্যং নাহং হনিষ্যামীত্যেবং রূপম্ । শাতিতো নানিতঃ ॥ ৮—৯ ॥

বিশ্বকর্মা দেবপক্ষীয় ব্যক্তি, তাঁহার পুত্র বীর্যবান্ ও মহাবল এবং ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন,  
সুতরাং ইহু সুরগণের রাজা হইয়াও তাঁহাকে কি জন্য বিনাশ করিলেন ? ॥ ৪ ॥ পুরাণজ  
ও আগমবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, সমুদ্রাগণ রজোগুণ  
হইতে এবং সমস্ত তির্য্যগ্জাতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫ ॥ কিন্তু বৃত্র বিনাশে  
তাঁহার মহৎ বিরোধ দৃষ্ট হয়, যেহেতু ইহু শতযজ্ঞকারী সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেও ছল দ্বারা  
বলবান্ বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ আর, সত্ত্বগুণধারী বিষ্ণুই তাঁহাকে এই  
কার্য্যে প্রবর্তিত করেন এবং সেই ভগবান্ প্রভু বিষ্ণুই বৃত্র বধের নিমিত্ত ছলপূর্ব্বক বজ্র-  
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ মহাবল বৃত্র সন্ধি সংস্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল,  
কিন্তু ইহু ও বিষ্ণু সত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জলফেন দ্বারা তাঁহাকে  
বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ সূত ! ইহু এবং বিষ্ণু সত্য পরিত্যাগেও একরূপ সাহস করিলেন  
ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ! বাহাই হউক বুঝিলাম, মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণও মোহ দ্বারা

অন্যায়বর্তিনোহত্যর্থং ভবন্তি সুরসন্তপাঃ ।

সদাচারেণ যুক্তেন দেবাঃ শিষ্টত্বমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

এবং বিশিষ্টধর্ম্মেণ শিষ্টত্বং কীদৃশং পুনঃ ।

হত্বা বৃত্রস্ত বিশ্বস্তং শক্রেন ছদ্মনা পুনঃ ।

প্রাপ্তং পাপফলং নো বা ব্রহ্মহত্যাসমুদ্ভবম্ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ ত্বয়া পুরা প্রোক্তং বৃত্রাসুরবধঃ কৃতঃ ।

শ্রীদেব্যা ইতি তচ্চাপি চিত্তং মোহয়তীহ নঃ ॥ ১২ ॥

সূত উবাচ ।

শৃণুস্ত মুনয়ো বৃত্তং বৃত্রাসুরবধাশ্রয়ম্ ।

যথেন্দ্রেণ চ সম্প্রাপ্তং দুঃখং হত্যাসমুদ্ভবম্ ॥ ১৩ ॥

এবমেব পুরা পৃষ্ঠো ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।

পারীক্ষিতেন রাজ্ঞাপি স যদাহ চ তদ্ববে ॥ ১৪ ॥

সদাচারেতি । যুক্তেন শাস্ত্রানুসারেণ সদাচারেণ দেবাঃ শিষ্টত্বমাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

এবমিতি । এবং বিশিষ্টেনৈতাদৃশেন ধর্ম্মেণাচারেণ তেষাং দেবানাং কীদৃশং পুনঃ শিষ্টত্বং ন কথমপীত্যর্থঃ । কিঞ্চৈতাদৃশব্রহ্মবধ্যায়াঃ ফলং তেনেন্দ্রেণ প্রাপ্তমথবা নেত্যরমপি প্রমোহন্তীত্যাহ প্রাপ্তমিতি ॥ ১১ ॥

প্রশাস্তরমপ্যাহ কিঞ্চেতি । যত্না পুরা চতুর্থস্কন্ধে প্রোক্তং শ্রীদেব্যা বৃত্রাসুরবধঃ কৃত ইতি তচ্চাপি তদুক্তমপি নোহস্মান্মোহয়তি বৃত্রাসুরবধঃ কিং দেব্যা কৃত আহোষিদিন্দ্রেণ কৃত ইত্যবিবেকনুৎপাদয়তীত্যর্থঃ । তদুক্তং চতুর্থস্কন্ধে চতুর্বিংশাধ্যায়ে । বৃত্রাসুরাদয়ো দৈত্যা লীলয়ৈব যয়া হত ইতি তথাদিত্যপুরাণেহপি । যা জয়ে মহিষং দৈত্যাং কুরং বৃত্রাসুরং তথা । সাদ্যরক্তাসুরং হত্বা স্বারাজ্যং তে প্রদান্তীতি ॥ ১২ ॥

ইত্যনেকান্মুনিপ্রশ্নান্ শ্রদ্ধা শ্রুত আহ শৃণুস্বিতি ॥ ১৩ ॥

স যদাহেতি । স ব্যাসস্তং রাজ্ঞানং যদাহ তদেবাহং ব্রুবে কথয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বঞ্চিত হইয়া পাপবুদ্ধি হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥ প্রধান প্রধান দেবগণ অত্যন্ত অন্তায়কারী কেবল শাস্ত্রানুসৃত সদাচার দ্বারাই তাঁহারা শিষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ একরূপ সদাচারমাত্র দ্বারা কিরূপ শিষ্টতা হয় ? তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, ফলতঃ একরূপ শিষ্টতা শিষ্টতাই নহে । সে যাহা হউক ইন্দ্র হল দ্বারা বিশ্বস্তচিত্ত বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়া, ব্রহ্মহত্যাজনিত কোনও ফল পাইয়াছিলেন কি না ? ॥ ১১ ॥ শ্রুত ! তুমি পূর্বে কহিয়াছ যে, দেবী ভগবতী বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রই বৃত্রাসুর নাশক ইহা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ ; অতএব কোন্ বিষয়টি বথার্থ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া এক্ষণে আমাদের মন মোহিত হইয়া আসিতেছে ॥ ১২ ॥

শ্রুত কহিলেন, মুনিগণ ! বৃত্রাসুর বধ ঘটিল বৃত্রাস্ত্র এবং দেবরাজ বেক্রপে ব্রহ্মহত্যা জনিত দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৩ ॥ পরীক্ষিত-পুত্র মহা-

জনমেজয় উবাচ ।

কথং বৃত্তাস্তরঃ পূৰ্ব্বং হতো মম্ববতা যুনে ! ।  
 সহায়ং বিষ্ণুসামান্য ছদ্মনা মাত্বিকেন হ ॥ ১৫ ॥  
 কথঞ্চ দেব্যা নিহতো দৈত্যোহসৌ কেন হেতুনা ।  
 কথমেকবধো দ্বাভ্যাং কৃতঃ শ্রান্মুনিপুঙ্গব ! ॥ ১৬ ॥  
 তদেতচ্ছোভুমিচ্ছামি পরং কোভূহলং হি মে ।  
 মহতাং চরিতং শৃণুন্ কো বিরজ্যেত মানবঃ ॥ ১৭ ॥  
 কথয়ান্বাটৈবভবং ত্বং বৃত্তাস্তরবধাশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যন্তোহসি রাজঃস্তব বুদ্ধিরীদৃশী  
 জাতা পুরাণশ্রবণেহতিসাদরা ।  
 পীত্বায়ুতং দেববরাস্তু সৰ্ব্বথা  
 পানে বিতৃষ্ণাঃ প্রভবন্তি বৈ পুনঃ ॥ ১৯ ॥

রাজপ্রশ্নমাহ কথমিতি । বিষ্ণুসহায়সামান্য বৃত্তাস্তরঃ পূৰ্ব্বং কথং কেন প্রকারেণ মম্ববতা হত ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নমাহ কথং চেতি । যো মম্ববতা নিহত ইত্যুক্তঃ স কথং দেব্যা নিহতঃ । কেন চ হেতুনা কারণেন দেব্যা নিহত ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ । কথমেকবধ ইতি । দ্বাভ্যাং সমর্থাত্যামেকস্ত বধঃ কথং কৃত ইত্যশ্চর্য্যঃ প্রতিভাতীত্যর্থঃ । যদ্যপি দ্বাভ্যামেকস্ত বধো নাশ্চর্য্যাত্মকস্তথাপি ক্রতাবিজ্ঞেয়ং কৃত ইত্যুক্তম্ । পুরাণেষু তু দেবীকৃত ইত্যুচ্যত ইত্যশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

পীত্বায়ুতমিতি । অমৃতং পীত্বা তৎস্বাদং জানন্তোহপি দেববরাঃ পানে স্রুধাপানে বিতৃষ্ণা ভবন্তি । ত্বং হেতাবৎপর্য্যস্তং ক্রতাপি ন বিতৃষ্ণা ভবন্তীতি যন্তোহসীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

রাজ জনমেজয় পূৰ্বে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সত্যবতী-তনয় ব্যাসদেব যাহা কহিয়াছিলেন, আমি সেই কথাই আপনাদের নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! পূৰ্বে সত্বগুণ-সম্পন্ন সুরপতি ইন্দ্র, বিষ্ণুকে সহায় করিয়া বৃত্তাস্তরকে কিরূপে নিহত করেন ? আর শ্রীদেবীই বা কি নিমিত্ত কি প্রকারে ঐ দৈত্যবরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ? মুনীন্দ্র ! হুই ব্যক্তি, একজনকে বধ করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মানসে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে । কোন্ মানব মহৎ ব্যক্তিবর্গের চরিত কথা শ্রবণ করিতে বিরক্ত হইয়া থাকে ? আপনি শক্তিকল্পিনী জগজ্জননীর বৃত্তাস্তর বধ ঘটিত বৈভব কথা বর্ণন করিয়া আমার শ্রবণ ও মনকে চরিতার্থ করুন ॥ ১৫—১৮ ॥



দিনে দিনে তেহধিকভক্তিভাবঃ  
 কথাসু রাজন্ ! মহনীয়কীর্ত্তেঃ ।  
 শ্রোতা যদৈকশ্রবণঃ শৃণোতি  
 বক্তা তদা প্রীতমনা ব্রবীতি ॥ ২০ ॥  
 যুদ্ধং পুরা বাসবরজ্রয়োর্ষদ-  
 বেদে প্রসিদ্ধঞ্চ তথা পুরাণে ।  
 দুঃখং সুরেন্দ্রেণ তথৈব লব্ধং  
 হত্বা রিপুং ভ্রাক্ষ্মিপাপমেব ॥ ২১ ॥  
 চিত্রং কিমত্র নৃপতে ! হরিবজ্রভৃন্ত্যাং  
 যচ্ছন্ননা বিনিহতজ্বিশিরোহথ বৃদ্ধঃ ।  
 মায়াবলেন মুনয়োহপি বিমোহিতাস্তে  
 চক্রুশ্চ নিন্দ্যমনিশং কিল পাপভীতাঃ ॥ ২২ ॥

তদেবাহ দিনে দিনে ত ইতি । ইদমেব শ্রোতুয়ুঁক্তম্ । তদৈব বক্তাপি বক্তুং প্রসীদতী-  
 ত্যাহ শ্রোতেতি ॥ ২০ ॥

যুদ্ধমিতি । বেদে বহুচব্রাক্ষ্মণে । তথৈব লব্ধম্ । যথা কশ্ম হৃষটং কৃতং তথৈব দুঃখমপি  
 লব্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যজ্ঞয়োক্তং সাধিকেন বাসবেন কুরকশ্ম কথং কৃতমিতি ভদ্রাহ চিত্রং কিমত্রেতি । যে  
 মুনয়ো দেহদুঃখং প্রত্যক্ষমভূতবস্তো ত এব পাপাভীতাস্তেহপি মায়ামোহিতাঃ সন্তো নিন্দ্য-  
 কশ্ম চক্রুর্হবঃ । তদা নিত্যং দুঃখাসংস্পৃষ্টং স্বর্গসুখং মদাক্ষা দেবা অভূতবস্তঃ কথং ন মায়া  
 মোহিতাঃ । তথাচ মায়া মোহিতত্বাদিহহরিভ্যাং ছন্ননা বিনিহতজ্বিশিরা অগ্রে বক্ষ্যমাণে।

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সুরসন্তমগণ অমৃত পান করিয়া তৎপানেও বিতৃষ্ণ হইয়া  
 থাকেন, কিন্তু আপনি এতাবৎ পর্য্যন্ত পুরাণকথা শ্রবণ করিয়াও বিতৃষ্ণ হইলেন না, বরং  
 পুরাণ শ্রবণে আপনার আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আপনার বুদ্ধি পুরাণ-পীযুষ রসে  
 নিমগ্ন হইয়াছে, অতএব হে রাজেন্দ্র ! আপনি ধন্য ! ॥ ১৯ ॥ নৃপবর ! বহুধাতলে আপনার  
 কীর্ত্তি প্রশংসনীয় হইয়াছে, পুরাণ কথায় আপনার ভক্তিভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাই-  
 তেছে, সুতরাং আমিও আপনার নিকট পুরাণ কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম প্রীতিলাভ  
 করিতেছি, যেহেতু শ্রোতা যদি এক মনে তদগত চিত্ত হইয়া কথা শ্রবণ করে তাহা  
 হইলে বক্তাও আনন্দিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক কথা কহিরা থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ হে  
 পৃথিবীজ ! পূর্ব্বকালে বৃদ্ধ ও বাসবের যে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইন্দ্র বিশ্বকশ্মার পুত্রকে  
 বধ করিয়া বে দুঃখ পাইয়াছিলেন তৎকথা বেদে ও পুরাণে প্রসিদ্ধরূপে বর্ণিত  
 আছে ॥ ২১ ॥ রাজন্ ! মায়াবলে মোহিত মুনিগণ পাপকে ভয় করিয়াও নিন্দিত কশ্ম

বিষ্ণুঃ সদৈব কপটেন জঘান দৈত্যান্  
 সস্ত্রাস্তমূর্তিরপি মোহমবাণ্য কামম্ ।  
 কোহন্তোহস্তি তাং ভগবতীং মনসাপি জেতুং  
 শক্তঃ সমস্তজনমোহকরীং ভবানীম্ ॥ ২৩ ॥  
 মৎস্তাদিযোনিষু সহস্রযুগেষু সদ্যঃ  
 সাক্ষাদ্ভবত্যপি যয়া বিনিয়োজিতোহত্র ।  
 নারায়ণো নরসথো ভগবাননন্তঃ  
 কার্যং কৰোতি বিহিতাবিহিতং কদাচিৎ ॥ ২৪ ॥  
 দেহং ধনং গৃহমিদং স্বজনা মদীয়ং  
 পুত্রাঃ কলত্রমিতি মোহমুপেত্য সৰ্ব্বঃ ।  
 পুণ্যং কৰোত্যথ চ পাপচয়ং কৰোতি  
 মায়াগুণৈরতিবলৈর্বিবলীকৃতো যৎ ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণস্তথা বৃত্তো দৈত্যো বিনিহতোহত্র কিঞ্চিৎ ন কিমপীত্যর্থঃ । মায়ামোহিতাঃ সৰ্ব্বে  
 কুর্কন্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

তৎ কিং বিষ্ণুরপি মায়াবশ এবতি চেদন্ত্যেবেত্যাহ বিষ্ণুঃ সদৈবেতি । কপটেনেতি ।  
 নৈতন্মায়ামোহিতত্বাভাবে সম্ভবতীতি ভাবঃ । যদা বিষ্ণুরপি মায়াং জেতুমসমর্থস্তদা তদন্তঃ  
 কঃ সমর্থঃ স্তাদিত্যাহ কোহন্তোহস্তীতি ॥ ২৩ ॥

তদেব মায়ামোহিতত্বং সৰ্ব্বেষাং বিশদয়তি মৎস্তাদীতি । যয়া বিনিয়োজিত ইতি ।  
 মায়াশেষঃ ॥ ২৪ ॥

যদ্বন্মায়ামায়াগুণৈর্বিবলীকৃতো মোহিত ইত্যর্থঃ । অষ্টমতে ব্রহ্মণি দ্বৈতস্ত মায়াকল্পিত-  
 ত্বান্মায়াধীনঃ সৰ্ব্বেষাং হিতাহিতকর্তৃত্বযুক্তং যুক্তমেব ॥ ২৫ ॥

করিয়া থাকেন, তবে বিষ্ণু ও বজ্রী যে ছল দ্বারা ত্রিশিরা ও বৃত্তকে নিহত করিবেন  
 তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? ॥ ২২ ॥ বিষ্ণু সম্বন্ধে হইলেও যখন মায়ায় মোহিত হইয়া  
 সর্বদাই কপটপটুতা প্রদর্শন পূর্বক দৈত্যগণকে নিহত করিয়া থাকেন ; তখন কোন্ ব্যক্তি  
 সেই সর্বজন মোহকারিণী মায়াৰূপিণী ভগবতী ভবানীকে মানস দ্বারাও জয় করিতে সমর্থ  
 হয় ? ॥ ২৩ ॥ হে নৃপ ! এই মায়ায় নিরোগবশেই ভগবান্ অনন্তরূপ নরসখা নারায়ণ,  
 সহস্র সহস্র যুগে মৎস্তাদি যোনিতে এই সংসার মধ্যে প্রাহৃত হইয়া কখন বিহিত এবং  
 কখন অবিহিত কৰ্ম্মও করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ দেবমানবাদি সমস্ত জীবগণ মায়া দ্বারা বিকল  
 ও বিহ্বল হয় বলিয়াই দেহ, ধন, গৃহ, পুত্র, কলত্র ও স্বজন এই সমস্তই আমার, এইরূপ  
 মোহপ্রাপ্ত হইয়া কখন পুণ্য এবং কখন পাপ কৰ্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ মহারাজ ! এই

ন জাভুং মোহং কপিভুং নরঃ ক্রমঃ  
 কশ্চিদ্তুবেদভূপ ! পরাবরার্থবিৎ ।  
 বিমোহিতস্তৈস্ত্রিভিরেব মূলতো  
 বশীকৃতাত্মা জগতীতলে ভূশম্ ॥ ২৬ ॥  
 অথ তো মায়য়া বিষ্ণুবাসবৌ মোহিতৌ ভূশম্ ।  
 জগদুশ্চদ্যনা ব্রহ্মং স্বার্থসাধনতৎপরৌ ॥ ২৭ ॥  
 তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাস্তমবনীপতে ! ।  
 কারণং পূর্ববৈরস্তু ব্রহ্মবাসবয়োর্মিথঃ ॥ ২৮ ॥  
 ত্র্যম্বকো প্রজাপতির্হ্যসীদেবশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ ।  
 দেবানাং কার্য্যকর্তা চ নিপুণো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥  
 স পুত্রং বৈ ত্রিশিরসমিক্তদ্বৈষাৎ কিলাসৃজৎ ।  
 বিশ্বরূপেতি বিখ্যাতং নাম্না রূপেণ মোহনম্ ॥ ৩০ ॥  
 ত্রিভিঃ স বদনৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্ব্যরোচত মনোহরৈঃ ।  
 ত্রিভির্ভিন্নানি কার্য্যাণি মুখেঃ সমকরোম্মুনিঃ ॥ ৩১ ॥  
 বেদানেকেন মোহদ্বীতে সুরাং চৈকেন মোহপিবৎ ।  
 তৃতীয়েন দিশঃ সর্বা যুগপচ্চ নিরীকৃতে ॥ ৩২ ॥

পরাবরার্থবিৎ । পরোহর্থঃ কারণম্ । অবরোহর্থঃ কার্য্যঃ তয়োবিদপীত্যর্থঃ । মূলত  
 আদিতঃ ॥ ২৬ ॥

যত এবমত আহ অথেতি ॥ ২৭ ॥

প্রশ্নসমাধানমুপসংহত্য কথারম্ভঃ প্রতিজানীতে । তদহমিতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

জগতীতলে কোনও কার্য্য ও কারণবিদ ব্যক্তি মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে কখনই  
 সমর্থ হন না, তাঁহারা আদি হইতেই ত্রিবিধ মায়ী গুণ দ্বারাই বিমোহিত হইয়া তাঁহারই  
 বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ অতএব সেই বিষ্ণু ও বাসব উভয়েই মায়ী দ্বারা বিমো-  
 হিত ও স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া ছলপূর্বক ব্রহ্মাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥  
 রাজন্ ! আমি এই ব্রহ্মাস্ত এবং ব্রহ্ম ও বাসবের পরস্পর বৈরিতার কারণ আপনাকে  
 বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥ দেবপ্রবর, বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, মহাতপস্বী ব্রাহ্মণপ্রিয়  
 এবং দেবতাদিগের নিপুণ শিরকর্তা ছিলেন ॥ ২৯ ॥ তিনি ইন্দের প্রতি বিশেষ বশতঃ পরম  
 রূপবান্ ত্রিশিরস্ব বিশ্বরূপ নামক এক পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ সেই পুত্রের  
 পরম স্নানর ও মনোহর তিনটি আনন ছিল । বিশ্বরূপ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মুখ দ্বারা  
 ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নিরূহ করিতেন । তন্মধ্যে একটি দ্বারা বেদ অধ্যয়ন, আর একটি



ত্রিশিরা ভোগমুৎসৃজ্য তপশ্চক্রে হৃদ্বক্ষরম্ ।  
 তপস্বী স হৃদুর্দান্তো ধর্মমেব সমাপ্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥  
 পঞ্চাগ্নিসাধনং কালে পাদপাণ্ড্রে নিবেশনম্ ।  
 জলমধ্যে নিবাসঞ্চ হেমন্তে শিশিরে তথা ॥ ৩৪ ॥  
 নিরাহারো জিতাঙ্গাসৌ ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।  
 তপশ্চচার মেধাবী দুষ্করং মন্দবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 তঞ্চ দৃষ্ট্বা তপশ্চাস্তং খেদমাপ শচীপতিঃ ।  
 বিষাদমগমত্তত্র শক্রোহয়ং মা স্য ভূদিতি ॥ ৩৬ ॥  
 দৃষ্ট্বা তশ্চ তপোবীৰ্য্যং সত্যকামিততেজসঃ ।  
 চিন্তাঞ্চ মহতীং প্রাপ হুনিশং পাকশাসনঃ ॥ ৩৭ ॥  
 বিবর্দ্ধমানস্ত্রিশিরা মাময়ং শাতয়িষ্যতি ।  
 নোপেক্ষ্যঃ সর্বথা শত্রুবর্দ্ধমানবলো বুধৈঃ ॥ ৩৮ ॥  
 তস্মাদ্ভূপায়ঃ কর্তব্যস্তপোনাশায় সাম্প্রতম্ ।  
 কামস্তু তপসাং শত্রুঃ কামায়শ্চতি বৈ তপঃ ।  
 তথৈবাদ্য প্রকর্তব্যং ভোগাসক্তো ভবেদ্যথা ॥ ৩৯ ॥

পাদপাণ্ড্রে পাদয়োনিবেশনং তথাচাধোমুখতা ফলিতা ॥ ৩৪—৩৭ ॥

শাতয়িষ্যতি নাশয়িষ্যতি ॥ ৩৮—৪২ ॥

দ্বারা সুরাপান ও অশ্রুটি দ্বারা সমস্ত দিক্ দর্শন করিতেন ॥ ৩১—৩২ ॥ সুনিবর ত্রিশিরা, যুহু, দাস্ত ও ধর্মশীল হইয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক কঠোর তপস্তার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি-সাধন ও পাদপের উপরে পাদবন্ধন পূর্বক অধোমুখ হইয়া অবস্থান এবং হেমন্তে শিশির মধ্যে ও শীতকালে বারিমধ্যে বাস করিতেন ; এইরূপে আহার পরিত্যাগ ও আশ্রয় করিয়া সমস্ত বিষয়াসক্ত পরিত্যাগ পূর্বক মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের দুষ্কর কঠোরতর তপস্তার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ শচীপতি তাঁহাকে এইরূপ তপস্তা করিতে দেখিয়া অতিশয় খেদ ও বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন এবং বাহাতে ইক্ষপদ লাভ করিতে না পারে সেইরূপ বাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ পাক-শাসন ইক্ষ সেই অমিততেজা তপস্বীর তপোবীৰ্য্য এবং স্থিরাসুরাগ দর্শন করিয়া সন্তোষিত অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ এই ত্রিশিরা দিন দিন তপোবলে বলীয়ান হইতেছে, অতএব এ আমাকে বিমোহ করিতে পারিবে । যে শত্রুর বল দিন দিন বর্দ্ধিত হয় বুদ্ধগণ কদাচই তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না ॥ ৩৮ ॥ অতএব এক্ষণে ইহার তপস্তা বিমোহের উপায় করা আমার একান্তই কর্তব্য, এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, কামই

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা বুদ্ধিমান্ বলমর্দনঃ ।

আজ্ঞাপয়ৎ মোহপরসম্বৃক্ষপুত্রপ্রলোভনে ॥ ৪০ ॥

উর্কশীং মেনকাং রক্তাং স্বতাচীক তিলোত্তমাম্ ।

সমাহুয়াব্রবীচ্ছক্ৰস্তাস্তদা রূপগর্বিতাঃ ॥ ৪১ ॥

প্রিয়ং কুরুধ্বং মে সর্বাঃ কার্যোহদ্য সমুপস্থিতে ।

যত্তো মেহদ্য মহাঙ্কক্ৰস্তপস্তপতি দুর্জয়ঃ ॥ ৪২ ॥

কার্য্যং কুরুত গচ্ছধ্বং প্রলোভয়ত মা চিরম্ ।

শৃঙ্গারবেশৈর্বিবিধৈর্হাবৈর্দেহসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রলোভয়ত ভদ্রং বঃ শময়ধ্বং স্বরং মম ।

অস্বশ্বোহহং মহাভাগাস্তস্ম জ্ঞাত্বা তপোবলম্ ॥ ৪৪ ॥

বলবানাসনং মেহদ্য গ্রহীষ্যত্যবিলম্বিতঃ ।

ভয়ং মে সমুপায়াতং ক্ষিপ্রং নাশয়তাবলাঃ ॥ ৪৫ ॥

উপকুর্কস্ত সহিতাঃ কার্যোহদ্য সমুপস্থিতে ॥ ৪৬ ॥

তচ্ছুভা বচনং নার্য্য উচুস্তং প্রণতাঃ পুরঃ ।

মা ভয়ং কুরু দেবেশ ! যতিষ্যামঃ প্রলোভনে ॥ ৪৭ ॥

যত্ত ইতি । সংযত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪১ ॥

তপস্তার শত্রু, কাম হইতেই তপস্তার বিনাশ হইয়া থাকে ; অতএব এক্ষণে সে বাহাতে ভোগাসক্ত হয়, আমার তাহাই করা কর্তব্য ॥ ৩৯ ॥ বুদ্ধিমান্ ইহু এইরূপ চিন্তা করিয়া বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ত্রিশিরাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত উর্কশী, মেনকা, রক্তা, স্বতাচী ও তিলোত্তমা প্রভৃতি রূপগর্বিত অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥ অপ্সরাগণ ! এক্ষণে আমার একটি গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা এই বিষয়ে আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর । এক্ষণে আমার এক দুর্জয় মহান শত্রু সংযত হইয়া তপস্তা করিতেছে ॥ ৪২ ॥ তোমরা বিলম্ব না করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক কার্য্যসাধনে যত্ন কর, তোমরা শৃঙ্গার বেশ ধারণ পূর্ব্বক দেহ সমুদ্ভব হাব ভাবাদি বিবিধ চেষ্টায় তাহাকে প্রলোভিত করিবে ॥ ৪৩ ॥ তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া আমার হৃদয়ের অর প্রেমমিত কর । অপ্সরাগণ ! অধিক আর কি বলিব, আমি তাহার তপোবল অবগত হইয়া কিছুতেই স্বাধ্যলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৪৪ ॥ অবলাগণ ! সেই বলবান্ তপস্বী অবিলম্বেই আমার আসন গ্রহণ করিবে, আমার এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমরা সত্বর সেই ভয় বিনাশ কর । এক্ষণে এই কার্য্য উপস্থিত, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমার উপকার সাধন কর ॥ ৪৫—৪৬ ॥

যথা ন শ্রাদ্ধং তস্মাক্তথা কার্যং মহাহ্যতে ! ।

নৃত্যগীতবিহারৈশ্চ যুনেস্তস্মৈ প্রলোভনে ॥ ৪৮ ॥

কটাকৈরঙ্গভেদৈশ্চ মোহয়িত্বা মুনিং বিভো ! ।

লোলুপং বশমস্মাকং করিষ্যামো নিম্নজিতম্ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভাষ্য হরিং নার্যো যযুক্তিশিরসোহস্তিকম্ ।

কুর্বন্ত্যো বিবিধান্ ভাবান্ কামশাস্ত্রোচিতানপি ॥ ৫০ ॥

গায়ন্ত্যস্তালভেদৈস্তা নৃত্যন্ত্যঃ পুরতো যুনেঃ ।

তং প্রলোভয়িতুং চক্রূর্নানান্যে বরাঙ্গমাঃ ॥ ৫১ ॥

নাপশ্যৎ স তপোরাশিরঙ্গনানাং বিভ্রমনম্ ।

ইন্দ্রিয়ানি বশে কৃত্বা মুকাক্ষবধিরঃ স্থিতঃ ॥ ৫২ ॥

দিনানি কতিচিত্তস্বূর্নার্যাস্তু শ্রাশ্রমে বরে ।

কুর্বন্ত্যো গাননৃত্যাদিপঞ্চানতিমোহদান্ ॥ ৫৩ ॥

ন চচাল যদা কামং ধ্যানাচ্চ ত্রিশিরা মুনিঃ ।

পরাকৃত্য তদা দেব্যঃ পুনঃ শক্রমুপস্থিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

মুকাক্ষবধির ইব স্থিতঃ ॥ ৫২—৫৭ ॥

অঙ্গরাগণ তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া প্রণাম পূর্বক কহিল, দেবেশ্বর ! আপনি ভয় করিবেন না ? আমরা সেই তপস্বীর প্রলোভনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিব ॥ ৪৭ ॥ হে মহাহ্যতে ! সেই মুনির প্রলোভনের নিমিত্ত নৃত্য, গীত ও বিহারাদি করিয়া যাহাতে আপনার ভয় দূরীভূত হয়, আমরা তাহাই করিব ॥ ৪৮ ॥ দেবরাজ ! আমরা ঐ মুনিকে কটাক ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মোহিত করিয়া চলচিত্ত ও নিম্নজিত করতঃ আমাদের বশে আনয়ন করিব ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! অঙ্গরাগণ, দেবরাজকে এই বলিয়া ত্রিশিরার নিকট গমন করিল এবং কামশাস্ত্রোক্ত বিবিধ প্রকার হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ তাহারা মুনির সম্মুখে কখন গান এবং কখনও ভিন্ন ভিন্ন তাল সম্বয়ে নৃত্য করিতে লাগিল । ফলত সেই দেববরাঙ্গনাগণ সেই মুনিকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ কিন্তু তপঃপ্রভাব সম্পন্ন সেই মহর্ষি ত্রিশিরা অঙ্গনাগণের রঙ্গভঙ্গরূপ বিভ্রমণ অবলোকনও করিলেন না, পরন্তু তিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া মুক, অক্স ও বধিরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ অঙ্গনাগণ মুনির সেই মনোহর আশ্রমে অতিশয় মনোমোহনকর সংগীত ও নৃত্যাদি বিবিধ কামকলা প্রদারিত করিয়া



কৃতাজ্জলিপুটাঃ সৰ্ব্বা দেবরাজমথানুবন্ ।

শ্রাস্তা দীনা ভয়ত্রস্তা বিবর্ণবদনা ভৃশম্ ॥ ৫৫ ॥

দেবদেব মহারাজ ! যত্নশ্চ পরমঃ কৃতঃ ।

ন স শক্যো দুরাধৰ্ষো ধৈর্য্যচ্চালয়িতুং বিভো ! ॥ ৫৬ ॥

উপায়োহশ্যঃ প্রকর্তব্যঃ সৰ্ব্বথা পাকশাসন ! ।

নাস্মাকং বলমেতস্মিংস্তাপসে বিজিতেন্দ্রিয়ে ॥ ৫৭ ॥

দিষ্ট্য বয়ং ন শপ্তাঃ স্ম যদনেন মহাত্মনা ।

মুনিনা বহ্নিতুল্যেন তপসা দ্যোতিতেন হি ॥ ৫৮ ॥

বিসৃজ্যাপ্সরসঃ শক্রশ্চিস্তয়ামাস মন্দধীঃ ।

তশ্চৈব চ বধোপায়ঃ পাপবুদ্ধিরসাম্প্রতম্ ॥ ৫৯ ॥

বিসৃজ্য লোকলজ্জাং স তথা পাপভয়ং ভৃশম্ ।

চকার পাপবুদ্ধিস্ত তদ্বধায় মহীপতে ! ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
বিস্ক্রপতপস্তাবর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্রষ্টোতি । অন্তঃপাণ্যেনেত্যাৰ্থঃ । ন শপ্তা ইতি যত্নদ্রষ্টোত্যবয়বঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

কিয়দিন অবস্থিতি করিল ॥ ৫৩ ॥ কিন্তু যখন সেই ত্রিশিরা মুনি কিছুতেই ধ্যান হইতে  
বিচলিত হইলেন না, তখন অঙ্গরাগণ শ্রাস্ত, দীনভাবাপন্ন ও প্রত্যারত হইয়া ইন্দ্র  
সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং সকলেই ভয়ত্রস্ত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিল,  
মহারাজ ! আমরা অত্যন্ত যত্ন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সেই হর্ষ মুনিবরের ধৈর্য্যচ্যুতি  
করিতে পারিলাম না ॥ ৫৪—৫৬ ॥ পাকশাসন ! এক্ষণে আপনি অন্য উপায় করুন, সেই  
জিতেন্দ্রিয় তাপসের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে আমাদের সামর্থ্য হইল না আমাদের ভাগ্যবলেই  
বহ্নির ভায় তপঃপ্রভাব সম্পন্ন সেই মহাত্মা মুনিবর আমাদের আদিগকে শাপ প্রদান করেন  
নাই ॥ ৫৭—৫৮ ॥ অনন্তর অঙ্গরাগণকে বিদায় দিয়া মন্দবুদ্ধি পাপমতি পুরুষের অতিশয়  
অভাব্য হইলেও সেই মুনিবরের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । মহারাজ ! সেই  
অমররাজ, লোক লজ্জা ও পাপভয় বিসর্জন দিয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত অতি নিমিত্ত  
পাপবুদ্ধিই হিরতর করিলেন ॥ ৫৯—৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসাহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রিশিরার তপস্তা বর্ণন  
নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

অথ স লোভমুপেত্য সুরাধিপঃ  
সমধিগম্য গজাসনসংস্থিতঃ ।  
ত্রিশিরসং প্রতি দুষ্টিমতিস্তুদা  
মুনিমপশ্যদমেয়পরাক্রমম্ ॥ ১ ॥  
তমভিবীক্ষ্য দূঢ়াসনসংস্থিতং  
জিতগিরং স্তমসাধিবশস্তম্ ।  
রবিবিভাবস্তমস্মিতমোজসা  
সুরপতিঃ পরমাপদমভ্যাগাৎ ॥ ২ ॥  
কথমসৌ বিনিহন্তুমুহো ময়া  
মুনিরপাপমতিঃ কিল সংমতঃ ।  
রিপুরয়ং স্তমসিক্রতপোবলঃ  
কথমুপেক্ষ্য ইহাসনকামুকঃ ॥ ৩ ॥

ত্রিশকাশংগদ্যবর্ধোত্রিশিরোবধবর্ণনম্ ।

কৃষ্ণা বৃজাসুরোংপত্তির্বিভবরেণোপবর্ণ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ের পাণবুদ্ধিঃ তদ্ব্যধায় চকারেত্যুক্তং তদন্তরং জাতং বৃত্তমাহ অথেতি । স ইন্দ্রঃ  
লোভমুপেত্য প্রাপ্য ত্রিশিরসং প্রতি সমধিগম্য গজা তং মুনিমপশ্যদিত্যশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥

পরমাপদং খেদম্ ॥ ২ ॥

আসনকামুকঃ মদীয়াসনেচ্ছাবান্ কথমুপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অনন্তর অতিনূক সুরপতি ত্রিশিরার বধসাধনে সফল  
করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্বক সেই অমিত পরাক্রম মুনিবরের সন্নিধানে গমন করত  
দর্শন করিলেন যে, সেই মুনিবর বাক্যসংঘত করত সূদৃঢ় আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া একাগ্র-  
চিত্তে সমাধি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন ; তৎকালে তাহার শরীর হইতে একরূপ তেজ  
বহির্গত হইতেছিল যে তাহাকে সূর্য্য ও অগ্নির স্তায় বোধ হইতে লাগিল । ইন্দ্র ত্রিশিরাকে  
এইরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত খেদ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১—২ ॥ তখন তিনি ভাবি-  
লেন, এই নির্মলমানস মুনিবর প্রদীপ্ত তপোবল সম্পন্ন, আমি ইহাকেই বিনাশ করিবার  
জন্য অভিলাষ করিয়াছি ইহা অতিশয় ধর্ম্মবিক্রম ; কিন্তু হায় ! ইনি আমার সিংহাসন

ইতি বিচিন্ত্য পবিং পরমায়ুধং  
 প্রতি যুমোচ মুনিং তপসি স্থিতম্ ।  
 শশিদিবাকরসম্মিতমাশুগং  
 ত্রিশিরসং সুরসজ্জপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥  
 তদভিঘাতহতঃ স ধরাতলে  
 কিল পপাত মমার চ তাপসঃ ।  
 শিখরিণঃ শিখরং কুলিশাদ্বিতং  
 নিপতিতং ভুবি বাহুতদর্শনম্ ॥ ৫ ॥  
 তং নিহত্য মৃদমাপ সুরেশ-  
 শ্চ ক্রুশ্চ মুনয়স্ত সংস্থিতাঃ ।  
 হা হতেতি ভূশমার্তনিঃস্বনাঃ  
 কিং কৃতং শতমথেন পাপিনা ॥ ৬ ॥  
 বিনাপরাধং তপসাং নিধিহিতঃ  
 শচীপতিঃ পাপমতিদুরাত্মা ।  
 ফলং কিলায়ং তরসা কৃতশ্চ  
 প্রাপ্নোতু পাপী হননোদ্ভবশ্চ ॥ ৭ ॥  
 তং নিহত্য তরসা সুররাজো  
 নির্জগাম নিজমন্দিরমাশু ।  
 স হতোহপি বিররাজ মহাত্মা  
 জীবমান ইব তেজসাং নিধিঃ ॥ ৮ ॥

বাহুতদর্শনমিত্যত্র বশক ইবার্থকো ভুবি নিপতিতমিবেত্যেবং যোজ্যঃ ॥ ৫—৭ ॥

গ্রহণে অতিলাঘী হইয়াছেন, অতএব কিরূপে একরূপ শত্রুকে উপেক্ষা করি ॥ ৩ ॥ দেবরাজ  
 এইরূপ ভাবিয়া স্বয়ং সেই তপস্শায় অবস্থিত, শশধর ও দিনকরের তুল্য দীপ্যমান মুনিবর  
 ত্রিশিরার প্রতি শীঘ্রগামী স্বীয় অমোঘ অস্ত্র বজ্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪ ॥ তখন পর্কতের  
 সুবিশাল শিখরদেশ বজ্রদ্বারা আহত হইয়া যেকরূপ ভূমিতলে পতিত হয়, সেইরূপ তপস্বিশ্রবর  
 ত্রিশিরাও কুলিশাহত হইয়া অবনিতলে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করি-  
 লেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র তাঁহাকে বিনাশ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তদ্রাস্ত মুনিগণ  
 হা হতোহস্মি, হায় ! কি হইল এই বলিয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উচ্চৈঃ-  
 স্বরে কহিতে লাগিল ; হায় ! পাপমতি শতক্রতু আজ কি দুঃকর্মই করিল । হায় ! দুরাত্মা



তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ জীবন্তুমিব বৃদ্ধহা ।  
 চিন্তামাপাতিখিন্নাস্তঃ কিং বা জীবৈদয়ং পুনঃ ॥ ৯ ॥  
 বিষ্ময়া মনসাতীব তক্ষাণং পুরতঃ স্থিতম্ ।  
 মঘবা বীক্ষ্য তং প্রাহ স্বকার্য্যসদৃশং বচঃ ॥ ১০ ॥  
 তক্ষংশ্চিকি শিরাংস্ত্যস্ত কুরুষ্ব বচনং মম ।  
 মা জীবতু মহাতেজা ভাতি জীবন্তিব স্বয়ম্ ।  
 ইত্যাকর্ণ্য বচস্ত্যস্ত তক্ষোবাচ বিগর্হয়ন্ ॥ ১১ ॥

তক্ষোবাচ ।

মহাস্কন্ধো ভূশং ভাতি পরশূর্ন তরিস্যতি ।  
 ততো নাহং করিস্যামি কার্য্যমেতদ্বিগর্হিতম্ ॥ ১২ ॥  
 ত্বয়া বৈ নিন্দিতং কৰ্ম্ম কৃতং সদ্ভির্বিগর্হিতম্ ।  
 অহং বিভেমি পাপাঈষ্ম মৃতশ্চৈব চ মারণে ॥ ১৩ ॥

স হতোহপীতি । হতো মৃতোহপি জীবমান ইব জীববদিব বিররাজ । যতশ্চেষ্টাসাং  
 নিধিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কিংবেতি । কিং মুচ্ছাং প্রাপ্তোহয়ং পুনর্জীবৈদিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

পাপমতি শচীপতি বিনা অপরাধে এই তপোনিধি মুনিবরকে নিহত করিল ? অতএব এই  
 পাপাত্মা মুনি-হত্যাজনিত পাপের ফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হউক ॥ ৬—৭ ॥ অনন্তর সুররাজ ইন্দ্র  
 তাঁহাকে নিহত করিয়া সত্ত্বর নিজ আলয়ে গমন করিলেন ; এদিকে সেই মহাত্মা তপোনিধি  
 হত হইয়াও স্বশরীর প্রভায় জীবিতের জ্ঞান বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ তখন বৃদ্ধ-  
 বিনাশন ইন্দ্র তাঁহাকে জীবিতের জ্ঞান পতিত থাকিতে দেখিয়া “ইনি পুনর্জীব জীবিত  
 হইতেও পারেন” এইরূপ চিন্তা করত অতিশয় বিষম হইতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ পরে মনে মনে  
 নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখস্থিত কাষ্ঠচ্ছেদক তক্ষাকে স্বার্থসাধনের অনুরূপ  
 বাক্যে বলিতে লাগিলেন, শিল্পিবর ! তুমি ইহার মস্তক সকল ছেদন করিয়া আমার  
 বচন প্রতিপালন কর, এই মহাতেজা মহর্ষি জীবিতের জ্ঞান প্রতীয়মান হইতেছেন, অতএব  
 তুমি ইহার মস্তক ছেদন করিলে ইনি আর জীবিত হইতে পারিবেন না । তখন তক্ষা  
 ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কার্য্যের নিন্দা করত তাঁহাকে কহিলেন ॥ ১০—১১ ॥

দেবরাজ ! এই মুনির কণ্ঠ অতীব স্থূল সূতরাং অচ্ছেদ্য ; আমার এই পরশু ইহা কণ্ঠন  
 করিতে সমর্থ হইবে না । বিশেষত আমি এই বিগর্হিত কার্য্য করিতে পারিব না ॥ ১২ ॥  
 আপনি সজ্জনগণের বিগর্হিত অত্যন্ত অধর্ম্মকর কার্য্য করিয়াছেন ; কিন্তু আমি পাপে ভর  
 করি সূতরাং এই মৃত মুনির ‘অঙ্গে পুনর্জীব আঘাত করিতে পারিব না ॥ ১৩ ॥ এই মুনি

মৃতোহয়ং যুনিরন্ত্যেব শিরসঃ কৃন্তনেন কিম্ ।

ভয়ং কিস্তেহত্র সঞ্জাতং পাকশাসন ! কথ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

সজীব ইব দেহোহয়মাভাতি বিশদাকৃতিঃ ।

তস্মাদ্বিভেমি মা জীবেৎ যুনিঃ শত্রুরয়ং মম ॥ ১৫ ॥

তক্ষোবাচ ।

নাত্র কিং ত্রপসে বিদ্বন্ ! কুরেণানেন কৰ্ম্মণা ।

ঋষিপুত্রমিমং হত্বা ব্রহ্মহত্যাভয়ং ন কিম্ ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যামি পশ্চাৎ পাপক্ষয়ায় বৈ ।

শত্রুস্তু সৰ্ব্বথা বধ্যশ্চলেনাপি মহামতে ! ॥ ১৭ ॥

তক্ষোবাচ ।

ত্বং লোভাভিহতঃ পাপং করোষি মঘবস্মিহ ।

তং বিনাহং কথং পাপং করোমি বদ মে বিভো ! ॥ ১৮ ॥

মহাস্কন্ধ ইতি । স্কন্ধঃ কণ্ঠো মহাগজবদচ্ছেদ্যো ভাতি । অত্র মম পরশুচ্ছেদনাস্ত্রং ন তরিষ্যতি কার্য্যং কর্ত্ত্বং সমর্থো ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১২—১৭ ॥

মৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, ইহার শিরচ্ছেদনে প্রয়োজন কি ? পাকশাসন ! এ বিষয়ে আপনার ভয়ের কারণ কি আছে তাহা বলুন ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, শিল্লিবর ! এই যুনি আগার পরম শত্রু, ইহার দেহ এখনও সজীবের ছায় প্রভাবিশিষ্ট বোধ হইতেছে, অতএব এই যুনিবর পাছে জীবিত হন, আমি সেই জন্যই ভয় করিতেছি ॥ ১৫ ॥

তক্ষা কহিল, আপনি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও এই নৃশংস কৰ্ম্ম করিতে কি লজ্জা বোধ করিতেছেন না ? বিশেষত এই ঋষিপুত্রকে হনন করিয়া আপনি কি ব্রহ্মহত্যার ভয় করিতেছেন না ? ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, আমি পাপক্ষয়ের নিমিত্ত পরে প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু এক্ষণে এই শত্রুকে বধ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য । মহামতে ! নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, ছল করিয়াও সৰ্ব্বপ্রকারে শত্রুর বধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥

তখন তক্ষা ইন্দের এই কথা শুনিয়া বলিল, মঘবন্ ! আপনি লোভ পরতন্ত্র হইয়াই এই পাপকার্য্য করিতেছেন ; কিন্তু বিভো ! আমার লোভের কারণ কিছুই নাই, অতএব তাহা ব্যতিরেকে আমি কিরূপে এক্ষণে পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি ? ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

মথেষু খলু ভাগং তে করিষ্যামি সদৈব হি ।

শিরঃ পশোস্তু তে ভাগং যজ্ঞে দাস্ত্যস্তি মানবাঃ ॥ ১৯ ॥

শুল্কেনানেন ছিক্তি ত্বং শিরাংস্ত্য কুরু প্রিয়ম্ ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা মহেন্দ্রস্য বচস্তক্ষা মুদান্বিতঃ ।

কুঠারেণ শিরাংস্ত্য চকর্ত স্মৃঢ়েন হি ॥ ২১ ॥

ছিন্নানি ত্রীণি শীর্ষাণি পতিতানি যদা ভুবি ।

তেভ্যস্ত পক্ষিণঃ ক্ষিপ্ৰং বিনিষ্পেতুঃ সহস্রশঃ ॥ ২২ ॥

কলবিক্কাস্তিত্তিরয়স্তথৈব চ কপিঞ্জলাঃ ।

পৃথক্ পৃথগ্বিনিষ্পেতুর্মুখতন্তুরসা তদা ॥ ২৩ ॥

যেন বেদানধীতে স্য সোমঞ্চ পিবতে তথা ।

তস্মাদ্বজ্রাৎ কিলোৎপেতুঃ সদ্য এব কপিঞ্জলাঃ ॥ ২৪ ॥

যেন সৰ্ব্বা দিশঃ কামং পিবন্নিব নিরীক্ষতে ।

তস্মাদ্ভু তিত্তিরাস্তত্র নিঃসৃত্যস্তিগ্নতেজসঃ ॥ ২৫ ॥

তং বিনেতি । লোভবিষয়কবস্তুপ্রাপ্তিঃ বিনেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

পশোষ্যচ্ছিরোহস্তি স তে ভাগো ভবিষ্যতি অমন্তকমপি তং ভাগং গৃহীত্বা সন্তুষ্টো ভবে-  
ত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শুল্কেন মোল্যেন ॥ ২০—২৪ ॥

যেন মুথেন সৰ্ব্বা দিশঃ পিবন্নিব ভক্ষয়ন্নিবেক্ষতে তস্মাদব্রাদনান্মুখাতিত্তিরা নিঃসৃত্য  
ইত্যর্থঃ । তথাচ ঋতিঃ । যৎ সোমপানমাসীৎ স কপিঞ্জলোহভবদ্যৎ সুরাপানং স কলবিক্কো  
যদব্রাদনং স তিত্তিরিরিতি ॥ ২৫ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, তক্ষন্ ! আগি যজ্ঞস্থলে তোমার ভাগ করনা করিয়া দিব, মানবগণ  
যজ্ঞে প্রদত্ত পশুর মন্তক সৰ্ব্বদাই তোমাকে প্রদান করিবে, এক্ষণে তুমি এই নিয়মে ইহার  
মন্তক ছেদন করিয়া আমার প্রিয়কার্য সাধন কর ॥ ১৯—২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই তক্ষা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৃষ্টচিত্ত হইল এবং  
স্মৃঢ় কুঠার দ্বারা সেই মুনির মন্তক সকল ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ২১ ॥ মহারাজ ! তাঁহার  
মন্তকত্রয় ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র পক্ষি সবেগে নির্গত  
হইতে লাগিল ॥ ২২ ॥ কলবিক্ক, তিত্তিরি ও কপিঞ্জল এই তিন প্রকার পক্ষিপুঞ্জ পৃথক্ পৃথক্  
মুখ হইতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শীঘ্রই নির্গত হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ নৃপবর ! সেই তীব্রতেজা  
মুনিবর যে মুখ দ্বারা বেদাধ্যয়ন ও সোমপান করিতেন তাহা হইতে কপিঞ্জল পক্ষী সকল



যৎ সুরাপস্ত তদ্বজ্রং তস্মাত্তু চটকাঃ কিল ।  
 বিনিম্পেতুস্ত্রিশিরস এবং তে বিহগা নৃপ ! ॥ ২৬ ॥  
 এবং বিনিঃসৃতান্ দৃষ্ট্বা তেভ্যঃ শক্রস্তদাশুজান্ ।  
 মূমোদ মনসা রাজন্ ! জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ২৭ ॥  
 গতে শক্রে তু তক্ষাপি স্বগৃহং তরসা যযৌ ।  
 যজ্ঞভাগং পরং লব্ধ্বা মুদমাপ মহীপতে ! ॥ ২৮ ॥  
 ইন্দ্রোহিথ স্বগৃহং গত্বা হত্বা শক্রং মহাবলম্ ।  
 মেনে কৃতার্থমাত্মানং ব্রহ্মহত্যামচিন্তয়ন্ ॥ ২৯ ॥  
 তং শ্রুত্বা নিহতং ত্বষ্টা পুত্রং পরমধার্মিকম্ ।  
 চুকোপাতীব মনসা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥  
 অনাগসং মুনিং যস্মাৎ পুত্রং নিহতবান্ মম ।  
 তস্মাদুৎপাদয়িষ্যামি তদ্বধার্থং সূতং পুনঃ ॥ ৩১ ॥  
 সুরাঃ পশ্যন্তু মে বীর্য্যং তপসশ্চ বলং তথা ।  
 জানাতু সর্ব্বং পাপাত্মা স্বকৃতস্য ফলং মহৎ ॥ ৩২ ॥  
 ইত্যুজ্জ্বাগ্নিং জুহাবাথ মত্শৈরাথর্ব্বণোদিতৈঃ ।  
 পুত্রশ্চোৎপাদনার্থায় ত্বষ্টা ক্রোধসমাকুলঃ ॥ ৩৩ ॥

চটকাঃ কলবিষ্কাঃ ॥ ২৬ ॥

মূমোদেতি । ত্রিশিরা মৃত ইতি নিশ্চয়েন ॥ ২৭—৩৩ ॥

যে মুখ দ্বারা দিক্ সকল পান করিবার আশ্রয় দর্শন করিতেন তাহা হইতে তিত্তিরি পক্ষী  
 সকল এবং যাহা দ্বারা সুরা পান করিতেন তাহা হইতে কলবিক পক্ষী সকল নির্গত হইতে  
 লাগিল ॥ ২৪—২৬ ॥ দেবরাজ পক্ষিগণকে তাহার মুখবিবর হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া  
 মনে মনে অত্যন্ত হুট্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ মহারাজ ! ইন্দ্র  
 নিজ নগরে গমন করিলে তক্ষাও সত্বর নিজ গৃহে গমন করিল এবং যজ্ঞভাগ লাভ করিয়া  
 অত্যন্ত হুট্ট হইল ॥ ২৮ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র শক্র বিনাশ পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিয়া আপনাকে  
 কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যার বিষয় কিছুই চিন্তা করিলেন না ॥ ২৯ ॥

অনন্তর, বিশ্বকর্মা গুনিলেন যে, তাহার পরম ধার্মিক পুত্র নিহত হইয়াছে, তখন  
 তিনি মনে মনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্র যখন আমার গুণবান্ ও  
 তপস্বী-নিরত পুত্রকে নিরপরাধে বিনাশ করিয়াছে তখন আমি তাহার বিনাশের  
 নিমিত্ত পুনর্বার অত্র পুত্রের সৃষ্টি করিব ॥ ৩০—৩১ ॥ সুরগণ আমার বীর্য্য ও তপোবল  
 দর্শন করুক এবং সেই পাপাত্মা ইন্দ্রও স্বকৃত কুকার্য্যের মহৎ ফল অনুভব করুক ॥ ৩২ ॥

কৃতে হোমেহষ্টরাত্রস্তু সন্দীপ্তাচ্চ বিভাবসোঃ ।  
 প্রাদুর্ভূত তরসা পুরুষঃ পাবকোপমঃ ॥ ৩৪ ॥  
 তং দৃষ্ট্বাগ্রে স্মৃতং ত্বষ্টা তেজোবলসমম্বিতম্ ।  
 বেগাৎ প্রকটিতং বহুদীপ্যমানমিবানলম্ ॥ ৩৫ ॥  
 উবাচ বচনং ত্বষ্টা স্মৃতং বীক্ষ্য পুরঃস্থিতম্ ।  
 ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব প্রতাপাত্তপসো মম ॥ ৩৬ ॥  
 ইতু্যক্তে বচনে ত্বষ্টা ক্রোধপ্রজ্বলিতেন চ ।  
 সোহবর্দ্ধত দিবং স্তব্ধা বৈশ্বানরসমদ্যুতিঃ ॥ ৩৭ ॥  
 জাতঃ স পর্বতাকারঃ কালমুভূতসমঃ স্বরাট্ ।  
 কিং করোমীতি তং প্রাহ পিতরং পরমাত্মরম্ ॥ ৩৮ ॥  
 কুরু মে নামকং নাথ ! কার্যং কথয় সূত্রত ! ।  
 চিন্তাতুরোহসি কস্মাস্ত্বং ব্রুহি মে শোককারণম্ ॥ ৩৯ ॥  
 নাশয়াম্যদ্য তে শোকমিতি মে ব্রতমাহিতম্ ।  
 তেন জাতেন কিং ভূয়ঃ পিতা ভবতি দুঃখিতঃ ॥ ৪০ ॥

অষ্টরাত্রমভিচারহোমে কৃতে সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

নামকং মম নামকরণং কুর্কিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তেন পুত্রেন জাতেন কিং ফলম্ ন কিমপি । যস্ত পুত্রস্ত পিতা দুঃখিতো ভবতি ॥ ৪০—৪১ ॥

বিশ্বকর্মা এই বলিয়া ক্রোধে অত্যন্ত আকুল হইলেন এবং অপর্যবেদোক্ত বিধান দ্বারা পুত্র  
 উৎপাদনের নিমিত্ত অনলে হোম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ অষ্ট রাত্র হোম করিলে পর  
 সেই প্রদীপ্ত অনল হইতে দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পুরুষ সত্ত্বর আবির্ভূত  
 হইল ॥ ৩৪ ॥ বিশ্বকর্মা অনল হইতে বাহির্ভূত তেজ ও বল সমম্বিত দীপ্যমান অনলের  
 ন্যায় সেই পুত্রকে সম্মুখে দর্শন করিয়া কহিলেন, ইন্দ্রশত্রো ! তুমি আমার তপোবল  
 দ্বারা বিবর্দ্ধিত হও ॥ ৩৫—৩৬ ॥ বিশ্বকর্মা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া এই বাক্য বলিলে পর  
 অনলতুল্য দীপ্তিশালী সেই পুত্র আকাশমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥  
 ঋণকাল মধ্যে সেই পুরুষ কালান্তক শমন সদৃশ পর্বতাকৃতি হইয়া ঈশ্বরের ন্যায় বিরাজ  
 করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত কাতর নিজ জনক বিশ্বকর্মা কে কহিল, প্রভো ! আপনি  
 আমার নামকরণ করুন, তাত ! আমি আপনার কোন্ কার্য সাধন করিব ? আপনি কি  
 অস্ত্র চিন্তাতুর ও শোকাতুর হইয়াছেন তাহার কারণ সকল ব্যক্ত করিয়া বলুন ॥ ৩৮-৩৯ ॥  
 আমি আপনার শোক বিনাশ করিব ইহাই অদ্য আমার নিশ্চিত ব্রত হইল ; পিতঃ ! যে  
 পুত্র পিতার দুঃখ মোচনে সমর্থ না হয়, সেই পুত্র জন্মিলেই বা কি ফল ? ॥ ৪০ ॥ পিতঃ !

পিবামি সাগরং সদ্যচ্চূর্ণয়ামি ধরাধরান্ ।

উদ্যন্তং বারয়াম্যদ্য তরগিৎ তিগ্মতেজসম্ ॥ ৪১ ॥

হন্মীন্দ্রং সমুদ্রং সদ্যো যমং বা দেবতাস্তরম্ ।

ক্ষিপামি সাগরে সর্বান্ সমুৎপাট্য চ মেদিনীম্ ॥ ৪২ ॥

ইত্যাकर्ण্য বচস্তস্মৈ বৃক্ষা পুত্রস্ত পেশলম্ ।

প্রত্যাচাতিমুদিতস্তং স্ততং পৰ্বতোপমম্ ॥ ৪৩ ॥

বৃজিনাভ্রাতুমধুনা যস্মাচ্ছক্তোহসি পুত্রক ! ।

তস্মাৎ বৃদ্ধ ইতি খ্যাতং তব নাম ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥

ভ্রাতা তব মহাভাগ ! ত্রিশিরা নাম তাপসঃ ।

ত্ৰীণি তস্মৈ চ শীর্ষাণি হতবন্ বীৰ্য্যবন্তি চ ॥ ৪৫ ॥

বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞো সৰ্ববিদ্যাविशारदः ।

সংস্থিতস্তপসি প্রায়ত্নিলোকীविश्वरूपदे ॥ ৪৬ ॥

শক্রেণ তু হতঃ সৌহৃদ্য বজ্রঘাতেন সাম্প্রতম্ ।

বিনাপরাধং সহসা ছিন্নানি মস্তকানি চ ॥ ৪৭ ॥

তস্মাদ্ভ্যং পুরুষব্যাত্ৰ ! জহি শক্রং কৃতাগসম্ ।

ব্রহ্মহত্যাযুতং পাপং নিস্ত্রপং দুর্মতিং শঠম্ ॥ ৪৮ ॥

হন্মীন্দ্রমিতি । ইন্দ্রঃ হন্নি হনিষ্যামি যমং বাতুলদ্বা দেবতাস্তরং হন্নি হনিষ্যামী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

বৃজিনাভ্রায়ত ইতি বৃদ্ধঃ প্ৰবোধরাদিভ্যাজ্জিনশব্দস্ত তকারাদেশঃ ॥ ৪৪—৪৮ ॥

আমি এক্ষণে সমস্ত সাগর পান করিব, অথবা সমস্ত পৰ্ব্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব, অথবা উদয়শীল তিগ্মতেজা তরগিকে নিবারণ করিয়া রাখিব কিংবা সমস্ত সুরগণের সহিত বাসবকে, যমকে বা অস্ত্র যে কোনও দেবতাকে বিনাশ করিব অথবা মেদিনীকে উৎপাটন করিয়া সমস্ত জীবগণকে সাগর জলে নিক্ষেপ করিব ॥ ৪১—৪২ ॥

মহারাজ ! বিশ্বকৰ্ম্মা সেই পুত্রের এইরূপ মনোহর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই পৰ্ব্বতোপম পুত্রকে কহিলেন, পুত্র ! তুমি এক্ষণে বৃদ্ধি অর্থাৎ ছঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ এই হেতু তুমি বৃদ্ধ নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ মহাভাগ ! তোমার ভ্রাতা ত্রিশিরা নামে তাপস ছিলেন, তাহার তিনটি মস্তকই বীৰ্য্যবান্ অর্থাৎ উত্তম কৰ্ম্মক্ষম ছিল ॥ ৪৫ ॥ সে বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ এবং সৰ্ব বিদ্যাৰ বিশারদ হইয়া নিরন্তর ত্রিলোকের বিশ্বরূপ তপস্যায় নিরন্তর থাকিত ॥ ৪৬ ॥ ইন্দ্র আমার সেই গুণবান্ পুত্রকে বজ্র দ্বারা বিনাশ করিয়াছে, সেই পাপাত্মা বিনা অপরাধে তাহার তিনটি মস্তকই ছেদন



ইতু্যক্তা চ তদা ত্বষ্টা পুত্রশোকসমাকুলঃ ।

আয়ুধানি চ দিব্যানি চকার বিবিধানি চ ॥ ৪৯ ॥

দদাবস্মৈ সহস্রাক্ষবধায় প্রবলানি চ ।

খড়্গশূলগদাশক্তিতোমরপ্রমুখানি বৈ ॥ ৫০ ॥

শাস্ত্রক্ষনুস্তথা বাণং পরিঘং পট্টিশং তথা ।

চক্রং দিব্যং সহস্রারং সূদর্শনসমপ্রভম্ ॥ ৫১ ॥

তুণীরৌ চাক্ষরৌ দিব্যৌ কবচঞ্চাতিসুন্দরম্ ।

রথং মেঘপ্রতীকাশং দৃঢ়ং ভারসহং জবম্ ॥ ৫২ ॥

যুদ্ধোপকরণং সর্বং কৃৎস্না পুত্রায় পার্শ্বিব ! ।

দত্ত্বাসৌ প্রেরয়ামাস ত্বষ্টা ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
ব্রজোৎপত্তিকথনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

চকার উৎপাদিতবান্ ॥ ৪৯—৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করিয়াছে ॥ ৪৭ ॥ অতএব, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি সেই কৃতাপরাধ ব্রহ্মহত্যা-পাপযুক্ত,  
পাপস্বরূপ, নির্লজ্জ, শঠ ও দুষ্টমতি সুরপতিকে সংহার কর ॥ ৪৮ ॥

মহারাজ ! পুত্রশোকে ব্যাকুল বিশ্বকর্মা এইরূপ বালিয়া বিবিধ প্রকার দিব্য আয়ুধ  
সকল উৎপাদন করিলেন ॥ ৪৯ ॥ তিনি ইন্দ্র বধের নিমিত্ত বিশেষ কার্য্যক্রম উত্তম উত্তম  
খড়্গ, শূল, গদা, শক্তি, তোমরাদি এবং শাস্ত্র ধনুক, বাণ, পরিঘ, পট্টিশ, সূদর্শন সদৃশ  
প্রভাবিশিষ্ট দিব্য চক্র, দিব্য অক্ষয় তুণীর ছয়, সুন্দর কবচ, মেঘপ্রভ সূদৃঢ় ভারসহ বায়ুবেগী  
রথ, এই সমস্ত নিৰ্ম্মাণ করিয়া পুত্রকে প্রদান করিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥ মহারাজ ! ক্রোধ-  
সমন্বিত শিল্পিপ্রবর বিশ্বকর্মা এইরূপে যুদ্ধের সমগ্র উপকরণ প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদয়  
নিজ পুত্র ব্রজাসুরকে প্রদান পূর্বক ইন্দ্র বধের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ব্রজাসুরের উৎপত্তি নামক

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কৃতশস্যায়নো বৃজো ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ।  
নির্জগাম রথারূঢ়ো হস্তং শক্রং মহাবলঃ ॥ ১ ॥  
তদৈব ব্রাহ্মণাঃ কুরাঃ পুরা দেবপরাজিতাঃ ।  
সমাজগ্মুশ্চ সেবার্থং বৃজং জাহ্নবা মহাবলম্ ॥ ২ ॥  
ইন্দ্রদূতাস্তু তং দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় তু সমাগতম্ ।  
বেগাদাগত্য বৃজাস্তং শশংস্তু চেষ্টিতম্ ॥ ৩ ॥

দূতা উচুঃ ।

স্বামিন্ ! শীঘ্রমিহায়াতি বৃজো নাম রিপুস্তব ।  
বলবান্ শূন্যেনে রূঢ়স্তৃপ্তা চোৎপাদিতঃ কিল ॥ ৪ ॥  
অভিচারেন নাশার্থং তব ক্রোধাবিভেন বৈ ।  
পুত্রাঘাতাভিতপ্তেন হুঃসহো ব্রাহ্মসৈবুতঃ ॥ ৫ ॥  
যত্নং কুরু মহাভাগ ! শীঘ্রমিহায়াতি সাম্প্রতম্ ।  
মেরুমন্দরসঙ্কাশো ঘোরশকোহতিদারুণঃ ॥ ৬ ॥

বটিন্দ্রো কৈর্দেবসেনাপরাজয়কখোত্তরম্ ।

পিত্রাজয়্য ভগন্তার্থং বৃজো গত উদীৰ্যতে ।

অষ্টঃ প্রেরণোত্তরং জাতং বৃজমাহ কৃতশস্যায়ন ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মহাবল বৃজ, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শস্যায়ন করাইয়া  
রথে আরোহণ পূর্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নির্গত হইল ॥ ১ ॥ পূর্বে  
দেবগণ যে সকল দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা বৃজাস্থরকে বলবান্  
জানিয়া তাহার সেবা ও সাহায্যের নিমিত্ত তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২ ॥  
ইন্দ্রের দূত সকল তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত সমুদ্যত দেখিয়া বেগে আগমন পূর্বক দেবরাজকে  
তাহার কার্য ও অন্ত্যস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিল ॥ ৩ ॥ প্রভো ! বিশ্বকর্মা পুত্র-  
বিনাশে মস্তপ্ত ও ক্রোধাবিত্ত হইয়া আগনার বিনাশের নিমিত্ত অভিচার কৰ্ম্ম দ্বারা যে  
পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন সেই হুঃসহ বৃজ নামক অস্থর আগনার বলবান্ শক্র, সে এক্ষণে  
রথে আরোহণ পূর্বক অস্থরগণে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করি-

এতস্মিন্স্থিত্রে তত্র ভীতা দেবগণা ভূশম্ ।

আগত্যোচুঃ সুরপতিং শৃণুস্তং দূতভাষিতম্ ॥ ৭ ॥

গণা উচুঃ ।

মঘবন্ ! দুর্নিমিত্তানি ভবন্তি ত্রিদশালয়ে ।

বহুনি ভয়শংসীনি পক্ষিণাং বিকৃতানি চ ॥ ৮ ॥

কাকা গৃধ্রাস্তথা শ্বেনাঃ কঙ্কাদ্যা দারুণাঃ খগাঃ ।

রুদন্তি বিকৃতৈঃ শব্দৈরুৎকারৈর্ভবনোপরি ॥ ৯ ॥

চীচীকূচীতি নিনদান্ কূর্বন্তি বিহগা ভূশম্ ।

বাহনানাঞ্চ নেত্রেভ্যো জলধারাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১০ ॥

শ্রয়তেহতিমহাঙ্কো রুদতীনাং নিশাস্ত চ ।

রাক্ষসীনাং মহাভাগ ! ভবনোপরি দারুণঃ ॥ ১১ ॥

প্রপতন্তি ধ্বজাস্তূর্ণং বিনা বাতেন মানদ ! ।

প্রভবন্তি মহোৎপাতা দিবি ভূম্যস্তুরিকজাঃ ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণান্বরধরা নার্যো ভ্রমন্তি চ গৃহে গৃহে ।

যাস্তু যাস্তু গৃহাৎ তূর্ণং বুবন্ত্যো বিকৃতাননাঃ ॥ ১৩ ॥

তব নানার্থমিত্যবয়বঃ ॥ ৫—১১ ॥

তেছে ॥ ৪—৫ ॥ হে মহাভাগ ! এই শব্দ মেরুমন্দের প্রমাণ ও অতিশয় দারুণ, সে একপে ঘোরতর শব্দ করিয়া সত্ত্বর আগমন করিতেছে, আপনি বিশেষরূপে যত্নবান্ হউন ॥ ৬ ॥

মহরাজ ! দেবরাজ দূতগণের বচন শ্রবণ করিতেছেন এমন সময়ে দেবতাগণ, ভীত হইয়া আগমন করত বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ সুরপতি ! অদ্য দেবগণের ভবনে বহুতর অমঙ্গল লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, পক্ষিগণ বেরূপে ধ্বনি করিতেছে তাহাতে শীঘ্রই যে অনিষ্টোপাত হইবে তাহা জানা বাইতেছে ॥ ৮ ॥ কাক, গৃধ্র, শ্বেন ও কঙ্ক প্রভৃতি নিদারুণ পক্ষিসকল, ভবনের উপরিভাগে বিকৃত ও উচ্চতর শব্দে রোদন করিতেছে ॥ ৯ ॥ অন্যান্য পক্ষিগণ সর্বদাই চীচী কূচী প্রভৃতি শব্দ করিতেছে, বাহনগণের লোচন হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে ॥ ১০ ॥ মহাভাগ ! অধিক আর কি বলিব, রাজিকালে ভবনের উপরিভাগে রোদ্যমানা রাক্ষসীগণের ভয়ঙ্কর দারুণ শব্দ শ্রুত হইতেছে ॥ ১১ ॥ হে মানদ ! বিনা বাতেই রথস্থিত ধ্বজা সকল ভগ্ন হইয়া নিপতিত হইতেছে, এইরূপে স্বর্গমধ্যে ভূমিজাত ও অন্তরীকজাত উৎপাত সকল প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১২ ॥ দেবরাজ ! একপে সুরপুরে বিকৃতাননা অন্ননাগণ কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ পূর্বক “গৃহ হইতে



রাত্রৌ স্বপ্নেষু কাস্তানাং স্পৃগানাং নিজমন্দিরে ।

কেশান্ লুনন্তি রাক্ষসো ভীষয়ন্ত্যো ভৃশাতুরাঃ ॥ ১৪ ॥

এবংবিধানি দেবেশ ! ভূকম্পোদ্ধাদয়ন্তথা ।

গোমায়বো রুদন্তি স্ম নিশায়াং ভবনাস্তনে ॥ ১৫ ॥

সরটানাঞ্চ জালানি প্রভবন্তি গৃহে গৃহে ।

অঙ্গপ্রস্থুরগাদৌনি ছুর্নিমিত্তানি সর্বশঃ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তামাপ সুরেশ্বরঃ ।

বৃহস্পতিং সমাহুয় পপ্রচ্ছ চ মনোগতম্ ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

ব্রহ্মন্ ! কিমুত ঘোরানি নিমিত্তানি ভবন্তি বৈ ।

বাতাশ্চ দারুণা বাস্তি প্রপতন্ত্যালকাঃ খতঃ ॥ ১৮ ॥

সর্বজ্ঞোহসি মহাভাগ ! সমর্থো বিঘ্ননাশনে ।

বুদ্ধিমাণ্ড্রাত্তত্বজ্ঞো দেবতানাং গুরুস্তথা ॥ ১৯ ॥

কুরু শান্তিঃ বিধানজ্ঞ ! শত্রুক্ষয়বিধায়িনীম্ ।

যথা মে ন ভবেদুঃখং তথা কার্য্যং বিধীয়তাম্ ॥ ২০ ॥

দ্বিবি উৎপাতা ভবন্তি ভূম্যস্তরিক্ষজাশ্চোৎপাতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২—১৭ ॥

শীঘ্রই যাও, শীঘ্রই যাও” এই বাক্য সর্বদাই বলিতেছে ॥ ১৩ ॥ সুরকামিনীগণ রাত্রিকালে আপন আপন মন্দির মধ্যে নিদ্রিত থাকিলেও স্বপ্নযোগে দর্শন করিতেছে যে, ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সকল আগমন করিয়া তাহাদের কেশকলাপ ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতেছে ॥ ১৪ ॥ হে দেবেজ ! এইরূপ অশুভ লক্ষণ সকল এবং ভূমিকম্প ও উৎপাতাদি উৎপাত সকল সংঘটিত হইতেছে । অধিক কি রাত্রিকালে শৃগাল সকল ভবনের অঙ্গন মধ্যে আগমন করিয়া ঘোরতর হৃদয়বিকোভক দারুণ শব্দে রোদন করিতেছে ॥ ১৫ ॥ বহুতর কুকলাস গৃহে গৃহে সর্বদাই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রস্থুরগাদি অমঙ্গল লক্ষণ সকল সর্বদাই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ অত্যন্ত চিন্তাবিত হইলেন এবং সুরগুরু বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মন্ ! ঘোরতর ছুর্নিমিত্ত সকল প্রকাশ পাইতেছে, নিদারুণ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে এবং আকাশ হইতে কেশরাশি নিপতিত হইতেছে এ সকল কি ? হে মহাভাগ ! আপনি বুদ্ধিমান শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ দেবতাদিগের গুরু বিশেষতঃ সর্বজ্ঞ ও বিঘ্ন বিনাশনের সমস্ত বিধানই অবগত

## বৃহস্পতিরূবাচ ।

কিং করোমি মহাত্মক ! ত্বয়াদ্য দুষ্কৃতং কৃতম্ ।  
 অনাগসং মুনিং হুত্বা কিংফলং সমুপার্জিতম্ ॥ ২১ ॥  
 অত্যাগুণ্যপাপানাং ফলং ভবতি সৎসরম্ ।  
 বিচার্য ধনু কৰ্ত্তব্যং কার্য্যং তদ্বৃতিমিচ্ছতা ॥ ২২ ॥  
 পরোপতাপনং কৰ্ম্ম ন কৰ্ত্তব্যং কদাচন ।  
 ন সুখং বিন্দতে প্রাণী পরপীড়াপরায়ণঃ ॥ ২৩ ॥  
 মোহান্নোভাদব্রহ্মহত্যা কৃতা শত্রু ! ত্বয়াধুনা ।  
 তস্ত পাপস্ত সহস্রা ফলমেতদুপাগতম্ ॥ ২৪ ॥  
 অবধ্যঃ সৰ্বদেবানাং জাতোহসৌ ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ ।  
 হস্তং ত্বাং স সমায়াতি দানবৈবহুভির্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥  
 আয়ুধানি চ সৰ্ব্বানি বজ্রতুল্যানি বাসব ! ।  
 ত্বষ্ট্রো দত্তানি দিব্যানি গৃহীত্বা সমুপস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥  
 সমাগচ্ছতি দুৰ্দ্ধৰ্ষো রথারূঢ়ঃ প্রতাপবান্ ।  
 দেবেন্দ্র প্রলয়ং কুৰ্ব্বন্নাস্তু মৃত্যুৰ্ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

অলকাঃ কেশাঃ ধতঃ আকাশতঃ পতন্তি ॥ ১৮—২১ ॥

অত্যাগ্রেতি । ধতঃ ব্রহ্মরং ফলং ভবতি ততো বিচার্য কৰ্ত্তব্যমিত্যৰ্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥

আছেন ! অতএব আপনি শত্রুবিনাশিনী শাস্তির অনুষ্ঠান করুন, অধিক কি বলিব বাহাতে  
আমাদিগের হুঃখ না হয়, আপনি সেইরূপ কার্য্যের বিধান করুন ॥ ১৮—২০ ॥

বৃহস্পতি বলিলেন, মহাত্মলোচন ! আমি কি করিব তুমি ইতিপূর্বে অতিশয় পাপ কৰ্ম্ম  
করিয়াছ; সেই নিরপরাধ মুনিধরকে মিহত করিয়া তুমি অতি কুৎসিত ফল উপার্জন  
করিয়াছ ॥ ২১ ॥ অতিশয় উগ্রতর পাপ ও পুণ্যের ফল সৎসরই বলিয়া থাকে, অতএব কল্যাণ-  
কামুক অনাগণের বিচার করিয়াই কৰ্ম্ম করা কৰ্ত্তব্য ॥ ২২ ॥ বাহাতে অপরের অতিশয় সন্তাপ  
হয় এরূপ কৰ্ম্ম কখনই কৰ্ত্তব্য নহে । যে সকল প্রাণী পরপীড়ার নিরত তাহারা কখনই  
সুখলাভ করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥ শত্রু ! তুমি এক্ষণে মোহবশে ও লোভবশে ব্রহ্মহত্যা  
করিয়াছ, সেই পাপের এই ফল সহস্রা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥ সুররাজ ! এই  
ব্রহ্মনামক অশুর, সমস্ত দেবগণের অবধ্য হইয়া অঙ্গগ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রতাপবান্  
দুৰ্দ্ধৰ্ষ অশুরবর বহুতর দানবগণে পরিবৃত্ত হইয়া এবং বিশ্বকর্মা কর্তৃক প্রদত্ত বজ্রতুল্য দিবা  
অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ পূর্বক তোমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রলয়-  
কাল উপস্থিত করিয়াই যেন আগমন করিতেছে । এই ত্রিলোকমধ্যে তাহাকে বিনাশ

কোলাহলস্তদা জাতস্তথা ব্রুবতি বাক্পতো ।  
 গন্ধৰ্ব্বাঃ কিম্বরা যক্ষা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ২৮ ॥  
 সদনানি বিহায়েবামরাঃ সৰ্ব্বৈ পলায়িতাঃ ।  
 তদদৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং শক্রশ্চিন্তাপরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥  
 আজ্ঞাপয়ামাস তদা সেনোদ্যোগায় সেবকান্ ।  
 আনয়ধ্বং বসূন্ ক্রুদ্ধানশ্বিনৌ চ দিবাকরান্ ।  
 পুষ্পগন্ধ ভগং বায়ুং কুবেরং বরুণং যমম্ ॥ ৩০ ॥  
 বিমানেষু সমারুহ সায়ুধাঃ সুরসন্তমাঃ ।  
 সমাগচ্ছন্ত তরসা শক্রায়াতি সাম্প্রতম্ ॥ ৩১ ॥  
 ইত্যাজ্ঞাপ্য সুরপতিঃ সমারুহ গজোত্তমম্ ।  
 বৃহস্পতিং পুরোধায় নির্গতো নিজমন্দিরাৎ ॥ ৩২ ॥  
 তথৈব ত্রিদশাঃ সৰ্ব্বৈ স্বং স্বং বাহনমাশ্বিতাঃ ।  
 যুদ্ধায় কৃতসঙ্কল্পা নিষ্যুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৩৩ ॥  
 ব্রজোহথ দানবৈষু'ক্তঃ সংপ্রাপ্তো মানসোত্তরম্ ।  
 পৰ্ব্বতং দেবতাবাসং রম্যং পাদপশোভিতম্ ॥ ৩৪ ॥

দেবেভ্যেতি । হে দেবেশ্ব ! প্রলয়ং কুর্ক্সাগচ্ছতি । অস্ত মৃত্যুর্নৈব ভবিষ্যতি । তাদৃশ-  
 পরাক্রমবতঃ পুরুষস্তাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

১

করিতে পারে এরূপ কেহই নাই, অতএব ইহার মৃত্যুও হইবে না ॥ ২৫—২৭ ॥ বৃহস্পতি  
 এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে এক মহান্ কোলাহল শব্দ উখিত হইল। এই সময়  
 গন্ধৰ্ব্ব, কিম্বর, যক্ষ, মুনীগণ ও অন্যান্য অমরগণ সকলেই আপন আপন গৃহ পরিত্যাগ  
 করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দেবরাজ সুরগণকে পলায়নপর দেখিয়া অত্যন্ত  
 চিন্তাবিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেনা সকলের উদ্যোগের নিমিত্ত সেবকগণকে আজ্ঞা  
 প্রদান করিয়া কহিলেন যে, তোমরা বসুগণ, ক্রুদ্ধগণ, অশ্বিনীদ্বয়, আদিত্যগণ, পুষা, ভগ,  
 বায়ু, কুবের, বরুণ ও যম প্রভৃতি সুরগণকে আনয়ন কর। শক্র উপস্থিতপ্রায় হই-  
 রাছে অতএব সেই সুরবরগণ স্ব স্ব বিমানে আরোহণ পূর্বক সশস্ত্র এখানে আগমন  
 করক ॥ ২৮—৩১ ॥

অমররাজ এইরূপ আজ্ঞা করিয়া গজরাজে আরোহণ পূর্বক সুরগণকে অগ্রে করিয়া  
 আপন মন্দির হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৩২ ॥ সেইরূপ ত্রিদশগণও সকলেই নিজ নিজ বাহনে  
 আরোহণ পূর্বক যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়া আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক নির্গত  
 হইলেন ॥ ৩৩ ॥ এদিকে ব্রজাসুর ও দানবগণে পরিবৃত্ত হইয়া মানস সরোবরের উত্তরস্থিত,



ইন্দ্রোহিপ্যাগত্য সংগ্রামং চকার মানসোত্তরে ।  
 পৰ্বতে দেবতাসু ক্তো বাচস্পতিপুরঃসরঃ ॥ ৩৫ ॥  
 তত্রাভূদারুণং যুদ্ধং বৃত্রবাসবয়োস্তদা ।  
 গদাসিপরিষৈঃ পাশৈর্বাণৈঃ শক্তিপরশধৈঃ ॥ ৩৬ ॥  
 মানুষ্যেণ প্রমাণেন সংগ্রামঃ শরদাং শতম্ ।  
 বভূব ভয়দো নৃণামৃষীণাং ভাবিতাঙ্গনাম্ ॥ ৩৭ ॥  
 বরুণঃ প্রথমং ভগ্নস্ততো বায়ুগণঃ কিল ।  
 যমো বিভাবসুঃ শক্রঃ সৰ্বৈ তে নির্গতা রণাং ॥ ৩৮ ॥  
 পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দেবানিহ্নুপুরোগমান্ ।  
 ব্রহ্মোহপি পিতরং প্রাগাদাশ্রমস্থং যুদাশ্রিতম্ ॥ ৩৯ ॥  
 প্রণম্য প্রাহ ত্বষ্ঠারং পিতঃ ! কার্য্যং ময়া কৃতম্ ।  
 দেবা বিনির্জিতাঃ সৰ্বৈ সেন্দ্রাঃ সমরসংস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥  
 বিক্রান্তান্তে গতাঃ স্থানং যথা সিংহাং যুগা গজাঃ ॥ ৪১ ॥  
 ইন্দ্রঃ পদাতিরগমন্ময়ানীতো গজোত্তমঃ ।  
 ঐরাবতোহয়ং ভগবন্ ! গৃহাণ দ্বিরদোত্তমম্ ॥ ৪২ ॥

গন্ধৰ্ব্বা ইত্যস্ত পলায়িতা ইত্যমরঃ ॥ ২৮—৩৬ ॥

মানুষ্যেণেতি । মনুষ্যাণাং শতবর্ষপরিমিতকালপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ । বভূবেতি । অস্ত সংগ্রাম ইত্যনেনামরঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥

তদ্রাজিতে পরিশোভিত সুরম্য পৰ্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল । রাজন্ ! ঐ মনোহর  
 স্থানই দেবতাদিগের নিবাস স্থল ছিল ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রও বৃহস্পতিকে অগ্রে করিয়া সুরগণের  
 সহিত মানসের উত্তরস্থিত সেই পৰ্বতে উপস্থিত হইয়া সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করি-  
 লেন ॥ ৩৫ ॥ সেই স্থানে বৃত্র ও বাসবের গদা, অসি, পরিষ, পাশ, বাণ, শক্তি ও পরশ  
 প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ নিয়তাত্মা ঋষিগণের ও মনুষ্য-  
 গণের ভয়প্রদ ঘোরতর সেই সংগ্রাম মনুষ্য পরিমাণের একশত বৎসর ব্যাপিয়া নিয়তই  
 হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ তদনন্তর প্রথমে বরুণ, পরে বায়ুগণ, তৎপরে যম, বিভাবসু ও ইন্দ্র,  
 এইরূপে ক্রমশঃ সকলেই যুগে ভগ্ন দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন ব্রহ্মাসুর ইন্দ্র  
 প্রভৃতি দেবতাগণকে পলায়নপর দেখিয়া আশ্রমস্থিত হৃষ্টচিত্ত পিতার নিকট গমন পূর্বক  
 প্রণাম করিয়া কহিল, পিতঃ ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে কার্য্য সাধন করিয়াছি, ইন্দ্র  
 প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকেই সংগ্রামস্থলে পরাজিত করিয়াছি। সিংহের নিকট হইতে যুগ  
 ও গজগণ যেরূপে পলায়ন করে সেইরূপে তাহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে পলায়ন করি-

ন হতাস্তে ময়া তস্মাদযুক্তং ভীতমারণম্ ।

আজ্ঞাপয় পুনস্তাত ! কিং করোমি তবেপ্সিতম্ ॥ ৪৩ ॥

নির্জরা নির্গতাঃ সর্বৈ ভয়ভীতাঃ শ্রমাতুরাঃ ।

ইন্দ্রোহৈপ্যরাবতং ত্যক্ত্বা ভয়ভীতঃ পলায়িতঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা স্বকী প্রাহ মুদাম্বিতঃ ।

পুত্রবানদ্য জাতোহস্মি সফলং মম জীবিতম্ ॥ ৪৫ ॥

স্বয়াহং পাবিতঃ পুত্র ! গতৌ মে মানসৌ স্বরঃ ।

নিশ্চলং মে মনো জাতং দৃষ্ট্বা বীৰ্য্যং তবাস্তুতম্ ॥ ৪৬ ॥

শৃণু বক্ষ্যাম্যহং পুত্র ! হিতং তেহদ্য নিশাময় ।

তপঃ কুরু মহাভাগ ! সাবধানঃ স্থিরাসনঃ ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ কেষাকিঞ্চ পাকশাসনঃ ।

শত্রুস্তু ছলকর্তাস্তি নানাভেদবিশারদঃ ॥ ৪৮ ॥

তপসা প্রাপ্যতে লক্ষ্মীস্তুপসা রাজ্যমুত্তমম্ ।

তপসা বলবৃদ্ধিঃ স্তাৎ সংগ্রামে বিজয়স্তুথা ॥ ৪৯ ॥

মৃগাঃ গজাঃ যথা সিংহাদক্রতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

(কথং শত্রুং হতবানিত্যপেক্ষ্যামাহ ন হতাস্ত ইতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

স্বয়েতি । অরশ্চাত্তশত্রুভিঃ পরাজিতে প্রতীকারকরণাভাবাৎ চিরস্থিতো মানসঃ  
সস্তাপঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

তপসো মাহাত্ম্যমাহ তপসেতি ॥ ৪৯ ॥

গাছে ॥ ৩৯—৪১ ॥ দেবরাজের গজরাজ কাড়িয়া লইয়াছি সে পদত্রেজেই পলায়ন করিয়াছে ।

ভগবন্ ! আমি এই গজবর ঐরাবতকে আনয়ন করিয়াছি আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৪২ ॥

পিত ! ভীতজনকে বধ করা অসুচিত, এই হেতু আমি তাহাদিগকে বিনাশ করি নাই ।

একণে আপনি আজ্ঞা করুন পুনর্বার আপনার কি অভীষ্ট সাধন করিব ॥ ৪৩ ॥ সমস্ত

দেবগণই তরে ভীত ও শ্রমাতুর হইয়া সংগ্রাম স্থল হইতে নির্গত হইয়াছে, অধিক কি

ইন্দ্রও ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ঐরাবত পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিয়াছে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বিশ্বকর্মা পুত্রের সেই বচন শ্রবণানন্তর কষ্ট-চিত্তে কহিলেন,

অদ্য আমি বধার্থেই পুত্রবান্ হইলাম এবং আমার জীবন সফল হইল ॥ ৪৫ ॥ পুত্র ! অদ্য

তুমি আমাকে পবিত্র করিলে; একণে আমার চিন্তাজর প্রশমিত হইল; তোমার অস্তুত বীৰ্য্য

দর্শনে আমার মনও স্থির হইল ॥ ৪৬ ॥ বৎস ! আমি এখন বাহ্য কঠিতেছি মনোযোগ পূর্বক

তাহা শ্রবণ কর । হে মহাভাগ ! তুমি সাবধান হইয়া স্থিরাসনে উপবেশন পূর্বক তগতা

আরাধ্য জ্জহিং দেবং লব্ধ্বা বরমমুত্তমম্ ।

জহি শক্রং দুর্দ্রাচারং ব্রহ্মহত্যাসমাবৃতম্ ॥ ৫০ ॥

সাবধানঃ শিরো ভূত্বা ধাতারং ভজ শঙ্করম্ ।

বাহ্লিতং স বরং দদ্যাৎ সন্তুষ্টচতুরাননঃ ॥ ৫১ ॥

তোষয়িত্বা বিশ্বযোনিং ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ।

অবিনাশিত্বমাসাদ্য জহি শক্রং কৃতাগসম্ ॥ ৫২ ॥

বৈরং মনসি মে পুত্র ! বর্ততে স্তূতঘাতজম্ ।

ন শাস্তিমমুগচ্ছামি ন স্বপামি স্তুথেন হ ॥ ৫৩ ॥

তাপসো মে হতঃ পুত্রো নিরাগাঃ পাপুনা যতঃ ।

ন বিন্দামি স্তুথং ব্রত ! ত্বং মামুদর দুঃখিতম্ ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য পিতুর্বাচ্যং ব্রতঃ ক্রোধযুতস্তদা ।

আজ্ঞামাদায় চ পিতুর্জগাম তপসে মুদা ॥ ৫৫ ॥

গন্ধমাদনমাসাদ্য পুণ্যাং দেবধুনীং শুভাম্ ।

স্নাত্বা কুশাসনং কৃত্বা সংস্থিতশ্চ শিরাসনঃ ॥ ৫৬ ॥

অরাধ্যোতি । সঃ ইন্দ্র এব ব্রহ্মহত্যাসমাবৃতত্বাৎ সুসাধ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

বাহ্লিতমিতি । শঙ্করং কল্যাণদায়কমিত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥

তাপস ইতি । নিরাগা নিরাপরাধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥

কর ॥৪৭॥ তুমি কাহাকেও কদাচই বিশ্বাস করিও না ; কারণ, ছলাবেষণকারী ভেদবিশারদ ইন্দ্র তোমার প্রধান শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে ॥৪৮॥ পুত্র ! তপস্তা সাধারণ বস্তু নহে, তপস্তা দ্বারা লক্ষ্মীলাভ, উত্তম রাজ্যলাভ, বলবৃদ্ধি এবং সংগ্রামে বিজয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ অতএব তুমি হিরণ্যগর্ভের আরাধনা করিয়া উত্তম বর লাভানন্তর ব্রহ্মহত্যা-পাপ-সমবৃত ছরাচার ইন্দ্রকে সংহার কর ॥ ৫০ ॥ সাবধান ও স্তূতির চাইয়া কল্যাণপ্রদ বিধাতার ভজনা কর, তাহা হইলেই সেই চতুরানন সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বাহ্লিত বর প্রদান করিবেন ॥৫১॥ তুমি প্রথমে অপ্রমিতপ্রভাবসম্পন্ন বিশ্বযোনি বিধাতার সন্তোষসাধন পূর্বক অমরত্ব লাভ করিয়া পরে সেই কৃতাপরাধ শত্রুকে সংহার কর ॥৫২॥ হে পুত্র ! পুত্রহত্যাজনিত বৈরতাব আমার মনোমধ্যে নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে, একমুখ আমি স্তুতি নিজে বাইতে পারিতেছি না এবং কোনরূপেই আমার শাস্তিলাভ হইতেছে না ॥ ৫৩ ॥ সার্থিষ্ঠ পুত্রদর আমার শুভমুখী পুত্রকে সংহার করিয়াছে ; হে ব্রত ! আমি তোমাকে আর কি জানাইব, আমি দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইরাছি এক্ষণে তুমি আমার উদ্ধার সাধন কর ॥ ৫৪ ॥



ত্যাঙ্কুশং বারিপানঞ্চ যোগাভ্যাসপরায়ণঃ ।

ধ্যায়ন্ বিশ্বসৃজং চিত্তে সোপবিষ্টঃ স্থিরাসনে ॥ ৫৭ ॥

মঘবা তং তপশ্চাস্তুং জ্ঞাত্বা চিন্তাতুরো হৃভুং ।

গন্ধৰ্বান্ প্রেষয়ামাস বিদ্বার্থং পাকশাসনঃ ॥ ৫৮ ॥

যক্ষাংশ্চ পন্নগান্ সর্পান্ কিম্বরানমিতৌজসঃ ।

বিদ্যাধরানপ্সরসো দেবদূতাননেকশঃ ॥ ৫৯ ॥

উপায়ান্তৈঃ কৃতাঃ সম্যক্ তপোবিদ্বায় মায়িভিঃ ।

ন চচাল ততো ধ্যানাদ্ধাষ্ট্রৈঃ পরমতাপসঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে

দেবসেনাপরাজয়ানস্তরং বৃত্তশ্চ তপশ্চার্থগমনং নাম

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অতিকঠোরঃ তপঃ কৃতবানিত্যত আহ ত্যাঙ্কুশং বারিপানঞ্চৈতি ॥ ৫৭—৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বৃত্তাসুর পিতার সেই বচন শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইল এবং তাহার আজ্ঞা গ্রহণ পূৰ্ব্বক তপস্তার অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে গমন করিল ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর সে গন্ধমাদন পৰ্ব্বতে গমন পূৰ্ব্বক কল্যাণদায়িনী পুণ্ড্রপ্রদা মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া তপস্তা করিবার নিমিত্ত স্থিরাসন রচনা করিয়া কুশাসনে উপবিষ্ট হইল ॥ ৫৬ ॥ ক্রমে অন্ন ভোজন ও বারি পান পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক যোগাভ্যাসে নিরত থাকিয়া স্থিরাসনে উপবেশন পূৰ্ব্বক নিরন্তর বিশ্বসৃষ্টা প্রজাপতির ধ্যান করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ এদিকে দেবরাজ বৃত্তাসুরকে তপস্তানিরত অবগত হইয়া অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন এবং তাহার তপস্তার বিষয় করিবার নিমিত্ত অমিতপ্রভাব গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ, কিম্বর, বিদ্যাধর, অপ্সরা ও অগ্নাত্ত দেবদূতগণকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ সেই মায়াবী গন্ধৰ্ব্ব প্রভৃতি দেবযোনি সকল তপস্তার বিষয় সাধন করিবার নিমিত্ত বিবিধ উপায়ে নানাপ্রকার চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু পরম তপস্বী ঋষ্টপুত্র বৃত্ত আপনীর ধ্যানযোগ হইতে কোনরূপেই বিচলিত হইল না ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে দেবসেনার পরাজয়ানস্তর বৃত্তের তপস্তায়

গমন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

৩৩০

ব্যাস উবাচ ।

নির্গতান্তে পরাবৃত্তান্তপোবিদ্বকরাঃ সুরাঃ ।

নিরাশাঃ কার্য্যসংসিদ্ধৌ তং দৃষ্ট্বা দৃঢ়চেতসম্ ॥ ১ ॥

জাতে বর্ষশতে পূর্ণে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

তত্রাজগাম তরসা হংসাক্রুচ্চতুমুখঃ ॥ ২ ॥

আগত্য তমুবাচেদং ভৃষ্টপুত্র ! স্থখী ভব ।

তাত্ত্বা ধ্যানং বরং ব্রুহি দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৩ ॥

তপসা তেহদ্য তুচ্ছোহস্মি ত্বাং দৃষ্ট্বা চাতিকর্ষিতম্ ।

বরং বরয় ভদ্রেস্তে মনোহভিলষিতং তব ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বৃত্তস্তদাতিবিশদাং পুরতো নিশম্য

বাচং সুধাসমরসাং জগদেককর্ত্ত্বুঃ ।

সন্ত্যজ্য যোগকলনাং সহসোদতিষ্ঠৎ

সঞ্জাতহর্ষনয়নাশ্রুকলাকলাপঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিলোকবৈদ্যন্ত বৃত্তেন বরগর্ভতঃ ।

দেবাঃ সর্বে পরাত্ত্বাঃ শকরং শরণং যযুঃ ॥

তপোবিদ্বকরগন্ধর্ভগমনোত্তরং বৃত্তমাহ নির্গতা ইতি ॥ ১—৪ ॥

যোগকলনাং ধ্যানবিধি ॥ ৫—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বৃত্তাসুরকে দৃঢ়চিত্ত দর্শন করিয়া তপস্তার বিদ্বকারী সুরগণ কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে নিরাশ হইলেন এবং তথা হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় স্ব স্ব স্থানে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ অনন্তর শত বৎসর পূর্ণ হইলে লোকপিতামহ চতুরানন ব্রহ্মা হংসে আরোহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিয়া কহিলেন, বৃত্ত ! তুমি স্থখী হও, এক্ষণে ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করি-তেছি ॥ ২—৩ ॥ বৎস ! তপস্তা দ্বারা তোমার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, তোমার এই উৎকট তপস্তা দর্শন করিয়া আমি এক্ষণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার কল্যাণ হউক, এক্ষণে মনোমত বর প্রার্থনা কর ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বৃত্তাসুর পুরোভাগে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মার অতিশয় স্পষ্টাকর সমন্বিত সুধাতুল্য সরস বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে

পাদৌ প্রণম্য শিরসা প্রণয়াদ্বিধাতু-  
 বন্ধাজ্জলিঃ পুরত এব সমাসসাদ ।  
 প্রোবাচ তং স্তবরদং তপসা প্রসন্নং  
 প্রেমুণাতিগদগদগিরা বিনয়েন নত্ৰঃ ॥ ৬ ॥  
 প্রাপ্তং ময়া সকলদেবপদং প্রভোহদ্য  
 যদর্শনং তব স্তূহ্লভমাশু জাতম্ ।  
 বাঙ্কাস্তি নাথ ! মনসি প্রবণে দুরাপা  
 তাং প্রব্রুবীমি কমলাসন ! বেৎসি ভাবম্ ॥ ৭ ॥  
 মৃত্যুশ্চ মা ভবতু মে কিল লোহকাষ্ঠ-  
 শুষ্কার্দ্ৰবংশনিচয়ৈরপরৈশ্চ শস্ত্রৈঃ ।  
 বুদ্ধিং প্রয়াতু মম বীৰ্য্যমতীব যুদ্ধে  
 যশ্মাদ্ভবামি সৰলৈরমরৈরজ্যৈঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইথং সংপ্রার্থিতো ব্রূক্ষা তমাহ প্রহসন্নিব ।  
 উত্তিষ্ঠ গচ্ছ ভদ্রন্তে বাঙ্কিতং সফলং সদা ॥ ৯ ॥

---

বেৎসি ভাবমিতি । যদ্যপি ত্বং সম ভাবমভিপ্রায়ঃ সৰ্ব্বজ্ঞত্বাৎ বেৎসি তথাপীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥  
 বংশনিচয়ৈঃ বংশা বৈণবন্তেষাং কাষ্ঠভেদৈপি পৃথগুপাদানং গোবলীবর্দন্তায়ৈন ॥ ৮-১৩ ॥

---

করিতে সহসা দণ্ডায়মান হইল ॥ ৫ ॥ তখন, ব্রূক্ষার সম্মুখে গমন করিয়া প্রণয় সহকারে  
 অবনত মস্তকে তাঁহার পদযুগলে প্রণাম করিল এবং বিনয়নত্ৰ ও বন্ধাজলি হইয়া সেই  
 তপঃপ্রসন্ন বরপ্রদ ব্রূক্ষাকে গদগদ বাক্যে কহিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ প্রভো ! আপনার স্তূহ্লভ  
 দর্শন লাভ করাতেই অদ্য আমার সমস্ত দেবপদই লাভ হইল ; কমলাসন ! আমার  
 মানসে এক দুষ্পূরণীয় বাসনা নিহিত রহিয়াছে, আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ সকলই জানিতে পারিতে-  
 ছেন, তথাপি আমি তাহা কহিতেছি প্রবণ করুন ॥ ৭ ॥ হে নাথ ! লোহ, কাষ্ঠ, শুষ্ক ও  
 আর্দ্ৰবস্ত সকল এবং বংশও অন্ত্যাত্ম শস্ত্রসমূহ দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয় এবং যুদ্ধে  
 যেন আমার বীৰ্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; কারণ, তাহা হইলেই আমি সসৈন্য সমস্ত  
 অসরগণেরই অজ্যেয় হইব ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ব্রূক্ষাস্বর ব্রূক্ষার নিকট এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে  
 কমলাসন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বেৎস ! গাত্রোত্থান করিয়া অভিলষিত স্থানে  
 গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তোমার এই মনোরথ সৰ্ব্বদাই



ন শুক্লেণ ন চার্জ্জ্বেণ ন পাষাণেন দারুণা ।  
 ভবিষ্যতি চ তে মৃত্যুরিতি সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥ ১০ ॥  
 ইতি দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা জগাম ভুবনং পরম্ ।  
 ব্রহ্মস্তু তং বরং লব্ধ্বা মুদিতঃ স্বগৃহং যযৌ ॥ ১১ ॥  
 শশংস পিতুরগ্রে তদ্বরদানং মহামতিঃ ।  
 ত্বষ্টা তু মুদিতঃ প্রাপ্তং পুত্রং প্রাপ্তবরং তদা ॥ ১২ ॥  
 স্তুতি তেহস্তু মহাভাগ ! জহি শত্রুং রিপুং মম ।  
 হত্নাগচ্ছ ত্রিশিরসো হস্তারং পাপসংযুতম্ ॥ ১৩ ॥  
 ভব ত্বং ত্রিদশাধীশঃ সংপ্রাপ্য বিজয়ং রণে ।  
 মমাধিং ছিন্তি বিপুলং পুত্রনাশসমুদ্ভবম্ ॥ ১৪ ॥  
 জীবতো বাক্যকরণাৎ ক্ষয়াহে ভূরিভোজনাৎ ।  
 গয়ায়াং পিণ্ডদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্ত পুত্রতা ॥ ১৫ ॥  
 তস্মাৎ পুত্র ! মমাত্যর্থং হুঃখং নাশিতুমর্হসি ।  
 ত্রিশিরা মম চিত্তাত্তু নাপসর্পতি কহিচিৎ ॥ ১৬ ॥  
 স্ত্রীলঃ সত্যবাদী চ তাপসো বেদবিত্তমঃ ।  
 অপরাধং বিনা তেন নিহতঃ পাপবুদ্ধিনা ॥ ১৭ ॥

ত্রিশিরসো হস্তারমিল্লম্ ॥ ১৪—১৬ ॥

পাপবুদ্ধিনেতি । ইতি পুত্রং প্রাহেতি শেষঃ ॥ ১৭—২৩ ॥

সফল হইবে । শুক বা আর্জ বস্ত্র দ্বারা অথবা পাষাণ বা অগ্রাশ্র কাষ্ঠাদি দ্বারা তোমার  
 মৃত্যু হইবে না, ইহা আমি তোমার নিকট সত্য কহিলাম ॥ ১—১০ ॥ প্রজাপতি ব্রহ্মকে  
 এইরূপ বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন । ব্রহ্মও বরলাভে প্রফুল্লিত হইয়া নিজ  
 গৃহে গমন করিল ॥ ১১ ॥ মহামতি ব্রহ্ম পিতার অগ্রে এই বরদান বার্তা নিবেদন করিল,  
 বিশ্বকর্মাও পুত্রের বরদান বার্তা শ্রবণে ক্ষুণ্ণ ও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ॥ ১২ ॥ মহাভাগ ! তোমার  
 মঙ্গল হউক, তুমি আমার পরস বৈরি শতক্রতুকে বিনাশ কর । সেই ত্রিশিরার বিনাশ-  
 কারী পাপাত্মা পুরন্দরকে বিনাশ করিয়া পুনর্বার এখানে আগমন কর ॥ ১৩ ॥ তুমি  
 সংগ্রামে বিজয় লাভ কর এবং ত্রিদশগণের অধীশ্বর হইয়া আমার পুত্রনাশ জনিত  
 অতিশয় মনোব্যথা বিদূরিত কর ॥ ১৪ ॥ পিতা যখন জীবিত থাকেন তখন তাঁহার আজ্ঞা  
 প্রতিপালন, মৃত দিবসে ( শ্রাদ্ধ দিবসে ) ভূরি ভোজন-দান এবং গয়ায় পিণ্ড দান এই  
 তিনটি কার্য দ্বারাই পুত্রের পুত্রত্ব হইয়া থাকে । অতএব হে পুত্র ! তুমি আমার বাক্য  
 রক্ষা করিয়া আমার হুঃখ বিনাশ করিতে যত্নবান হও । তুমি নিশ্চয় জানিও যে, ত্রিশিরা

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা বৃত্তঃ পরমদুর্জয়ঃ ।

রথমারুহ্য তরসা নির্জগাম পিতৃগৃহাৎ ॥ ১৮ ॥

রণদুন্দুভিনির্বোধং শঙ্খনাদং মহাবলম্ ।

কারয়িত্বা প্রয়াণং স চকার মদগর্বিতঃ ॥ ১৯ ॥

নির্ব্যো নয়সংযুক্তঃ সেবকানিতি সংবদন্ ।

হত্বা শত্রুং গ্রহীষ্যামি অমররাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ২০ ॥

ইতু্যক্ত্বা নির্জগামাশু স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ।

মহতা সৈন্যনাদেন ভীষয়ন্নমরাবতীম্ ॥ ২১ ॥

তমাগচ্ছন্তমাজ্জায় তুরাষাডপি সত্ত্বরঃ ।

সেনোদ্যোগং ভয়ত্রস্তঃ কারয়ামাস ভারত ! ॥ ২২ ॥

সর্বানাহুয় তরসা লোকপালানরিন্দমঃ ।

যুদ্ধার্থং প্রেরয়ন্ সর্বান্ ব্যরোচত মহাদ্ভ্যুতিঃ ॥ ২৩ ॥

গৃধ্রব্যূহং ততঃ কৃত্বা সংস্থিতঃ পাকশাসনঃ ।

তত্রাজগাম বেগান্তু বৃত্তঃ পরবলার্দনঃ ॥ ২৪ ॥

গৃধ্রব্যূহং গৃধ্রপক্ষ্যাকারসেনানিবেশম্ ॥ ২৪—২৮ ॥

আমার মানসক্ষেত্র হইতে কখনই অপসারিত হইতেছে না ॥১৫—১৬॥ সেই ত্রিশিরা স্মৃণীল, সত্যবাদী, তপস্বী এবং বেদবিদগগণের অগ্রগণ্য ছিল। হায়! আমার সেই গুণবান্ প্রিয়পুত্রকে পাপবুদ্ধি পুরন্দর বিনা অপরাধেই বিনাশ করিয়াছে ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই অতিশয় দুর্জয় বৃত্তাসুর তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণ পূর্বক সত্ত্বর পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইল ॥১৮॥ সেই মদগর্বিত অসুর যখন আপনার মহতী সেনা সমতিব্যাহারে রণোদ্দেশে গমন করিল, তখন রণ-দুন্দুভির নির্বোধ ও শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। সেই নীতিসম্পন্ন বৃত্ত প্রয়াণকালে আপনার সেনা সমূহকে বলিতে লাগিল, আজ অমররাজকে বিনাশ করিয়া অকণ্টক অমররাজ্য গ্রহণ করিব ॥১৯-২০॥ রাজন্! অমররাজ এই বলিয়া সৈন্যসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া স্মৃহান্ সেনা নিনাদে অমরাবতীর ভয়োৎপাদন পূর্বক সত্ত্বর নির্গত হইল ॥২১॥ হে ভারত! দেবরাজ তাহাকে সমাগত জানিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া সত্ত্বর সেনাগণের উদ্যোগ করিতে কহিলেন এবং শীঘ্রই সমস্ত লোকপালগণকে আহ্বান ও যুদ্ধের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ সেই মহাদ্ভ্যুতি শত্রুতাপন পাকশাসন পুরন্দর গৃধ্রব্যূহ ( গৃধ্র পক্ষীর ঞ্চায় সেনানিবেশ ) রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এদিকে শত্রু-বিনাশন

দেবদানবযোস্তাবৎ সংগ্রামস্তমুলোহিবৎ ।

বৃত্রবাসবয়োঃ সংখ্যে মনস। বিজয়েষিণোঃ ॥ ২৫ ॥

এবং পরম্পরং যুদ্ধে সংদীপ্তে ভয়দে ভূশম্ ।

আকূতং দেবতাঃ প্রাপুর্দৈত্যাশ্চ পরমাং যুদম্ ॥ ২৬ ॥

তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ খড়্গৈঃ পরশপট্টিশৈঃ ।

জঘ্নুঃ পরম্পরং দেবদৈত্যাঃ স্বস্ববরায়ুধৈঃ ॥ ২৭ ॥

এবং যুদ্ধে বর্তমানে দারুণে লোমহর্ষণে ।

শক্রং জগ্রাহ সহসা বৃত্রঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

অপার্বত্য যুখে ক্ষিপ্ত্ব। স্থিতো বৃত্রঃ শতক্রতুম্ ।

যুদিতোহুভয়হারাজ ! পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ২৯ ॥

শক্রে প্রস্তুতঃ বৃত্রেণ সম্ভ্রান্ত। নির্জরাস্তদা ।

চুক্রশুঃ পরমার্ভাস্তে হ। শক্রেতি মুহুমুহুঃ ॥ ৩০ ॥

অপার্বত্য যুখে শক্রং জগ্রাহ সর্বৈ দিবৌকসঃ ।

বৃহস্পতিং প্রণম্যোচুর্দীন। ব্যথিতচেতসঃ ॥ ৩১ ॥

কিং কর্তব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ত্বমস্মাকং গুরুঃ পরঃ ।

শক্রে। প্রস্তুতঃ বৃত্রেণ রক্ষিতো দেবতান্তরৈঃ ॥ ৩২ ॥

অপার্বত্য কবচবস্ত্রাদ্যাবরণরহিতং কৃত্ত্বৈত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥

বৃত্রাসুর সবেগে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥ অতঃপর দেব ও দানবগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, পরস্পর বিজয়াভিলাষী বৃত্র ও বাসব ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ এইরূপে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধানল অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে দেবতাগণ বিমর্ষ ও দৈত্যাগণ হর্ষপ্রাপ্ত হইল ॥ ২৬ ॥ দেব ও দৈত্যাগণ, তোমর, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরশ, পট্টিশ প্রভৃতি স্বস্ব অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৭ ॥ এইরূপে অতি নিদারুণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ক্রোধ সমন্বিত বৃত্র ইন্দ্রকে সহসা গ্রহণ করিল এবং কবচ ও বস্ত্রাদি আবরণ বিরহিত করিয়া যুখে নিক্ষেপ পূর্বক গ্রাস করিয়া পূর্ব বৈরিতা স্মরণ পূর্বক অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৮—২৯ ॥ বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে অমরগণ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও কাতর হইয়া হা ইন্দ্র ! হা ইন্দ্র ! বলিয়া মুহুমুহুঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ দেবতাগণ, দেবরাজকে কবচাদি-বিরহিত ও বৃত্রযুখে অবস্থিত জানিয়া দীন ও ব্যথিতমনা হইয়া বৃহস্পতিকে প্রণাম পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র ! আপনি আমাদের পরম গুরু, এক্ষণে কর্তব্য কি ? দেবগণ



বিনা শক্রেন কিং কুশ্মঃ সর্বৈ হীনপরাক্রমাঃ ।

অভিচারং কুরু বিভো ! সত্বরঃ শক্রমুক্তয়ে ॥ ৩৩ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ ।

কিং কর্তব্যং সুরাঃ ক্ষিপ্তো মুখমধ্যেহস্তি বাসবঃ ।

বৃত্রেনোৎসাদিতো জীবনস্তি কোষ্ঠান্তরে রিপোঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দেবাশ্চিন্তাতুরাঃ সর্বৈ তুরাসাহং তথাকৃতম্ ।

দৃষ্টো বিমুশ্চ তরসা চক্রুর্যত্রং বিমুক্তয়ে ॥ ৩৫ ॥

অমৃজন্ত মহাসত্বাং জুস্তিকাং রিপুনাশিনীম্ ।

ততো বিজুস্তমাগঃ স ব্যাবৃতাস্তো বভূব হ ॥ ৩৬ ॥

বিজুস্তমাগশ্চ ততো বৃত্রশ্চাস্তাদবাপতৎ ।

স্বানুস্বানুপি সংক্ষিপ্য নিজ্রাস্তো বলসূদনঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ প্রভৃতিলোকেষু জুস্তিকা প্রাণিসংস্থিতা ।

জহবুশ্চ সুরাঃ সর্বৈ শক্রং দৃষ্টো বিনির্গতম্ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ প্রবরতে যুদ্ধং তয়োল্লোকভয়প্রদম্ ।

বর্ষণামযুতং যাবদারুণং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩৯ ॥

জীবনস্তীতি । জীবতো নিকাসনোপায়ঃ প্রথমতঃ কর্তব্যস্তদনন্তরনভিচারচিকীর্ষেতি  
বৃহস্পতেরভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪—৪৬ ॥

ইজ্রকে রক্ষা করিলেও বৃত্রাসুর তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে । আমরা সকলেই হীনপরাক্রম,  
অতএব ইজ্র ব্যতিরেকে আমরা কি করিব ; হে বিভো ! আপনি ইজ্রের মুক্তির নিমিত্ত  
সত্বর অভিচার ক্রিয়া সম্পাদন করুন ॥ ৩১—৩৩ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন, সুরগণ ! দেবরাজ বৃত্রমুখে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছেন, বৃত্র তাঁহাকে  
অবসন্ন করিয়াছে, কিন্তু তিনি জীবিত থাকিয়া ঐ রিপুর কোষ্ঠ মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন,  
অতএব জীবিতাবস্থায় নিজ্রামণ চেষ্টাই কর্তব্য ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবরাজকে তদবস্থ দর্শন করিয়া অমরগণ অত্যন্ত চিন্তাতুর  
হইলেন এবং সত্বর ইজ্রের মুক্তির জন্য বিশেষরূপে বিবেচনা পূর্বক যত্ন করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর, তাঁহারা মহাসত্বসম্পন্ন বৈরিবিনাশিনী জুস্তিকার সৃষ্টি করিলেন । তখন  
বৃত্রাসুর জুস্তন করিলে তাহার আনন বিবৃত হইল । বলবিনাশন ইজ্র এই অবকাশে স্বকীয়  
অঙ্গ সকল সমুচিত করিয়া বিজুস্তমাগ বৃত্রের বদন হইতে নিজ্রাস্ত হইয়া নিপতিত হই-  
লেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥ মহারাজ ! তদবধিই জুস্তিকা লোকमध्ये প্রাণিদেহে সংস্থিত হইয়া রহিয়াছে ।

একতশ্চ সুরাঃ সৰ্বে যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ।

একতো বলবাংস্ত্রাষ্ট্রঃ সংগ্রামে সমবর্তত ॥ ৪০ ॥

যদা ব্যবৰ্দ্ধত রণে বৃত্তো বরমদারুতঃ ।

পরাজিতস্তদা শক্রস্তেজসা তস্মা ধৰ্ষিতঃ ॥ ৪১ ॥

বিব্যথে মঘবা যুদ্ধে ততঃ প্রাপ্য পরাজয়ম্ ।

বিষাদমগমন্ দেবা দৃষ্ট্বা শক্রং পরাজিতম্ ॥ ৪২ ॥

জগ্মুস্ত্যক্তা রণং সৰ্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।

গৃহীতং দেবসদনং বৃত্তেণাগত্য রংহসা ॥ ৪৩ ॥

দেবোদ্যানানি সৰ্বানি ভুঙ্ক্তেহসৌ দানবো বলাৎ ।

ঐরাবতোহপি দৈতেয়ন গৃহীতোহসৌ গজোত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥

বিমানানি চ সৰ্বানি গৃহীতানি বিশাম্পতে ! ।

উচ্চৈঃশ্রবা হয়বরো জাতস্তস্মা বশে তদা ॥ ৪৫ ॥

কামধেনুঃ পারিজাতো গণশ্চাপ্সরসাং তথা ।

গৃহীতং রত্নমাত্রস্ত তেন দ্রুত্বতেন হ ॥ ৪৬ ॥

স্থানভ্রষ্টাঃ সুরাঃ সৰ্বে গিরিভূর্গেষু সংস্থিতাঃ ।

দুঃখমাপুঃ পরিভ্রষ্টা যজ্ঞভাগাং সুরালয়াং ॥ ৪৭ ॥

যজ্ঞভাগাং সুরালয়াচ্চ পরিভ্রষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫৪ ॥

তদনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে নির্গত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইলেন ॥৩৮॥ এইরূপে ইন্দ্র নির্গত হইলে পুনর্বার বৃত্ত ও বাসবের অমৃতবর্ষ ব্যাপী নিদারুণ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥৩৯॥ এক দিকে সুরগণ সকলেই যুদ্ধের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন, অপর দিকে বিপুল-বিক্রম দৃষ্টেনন্দন বৃত্ত সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ বৃত্তাসুর যখন বরমদে মত্ত হইয়া রণে বর্দ্ধিত হইল তখন ইন্দ্র তাঁহার তেজে ধৰ্ষিত হইয়া পরাজিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর দেব-রাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, দেবগণও তাঁহাকে পরাজিত দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪২ ॥ তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণ রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন বৃত্তাসুরও সত্বর আগমন করিয়া ত্রিদশালয় অধিকার করিল ॥ ৪৩ ॥ সেই দানবপ্রবর বলপূর্বক সমস্ত দেবোদ্যান ভোগ করিতে লাগিল এবং গজরাজ ঐরাবতকেও গ্রহণ করিল ॥৪৪॥ রাজন্! সেই দৃষ্টতনয় বৃত্ত সমস্ত বিমান ও হয়বর উচ্চৈঃশ্রবা, কামধেনু, পারিজাত, অঙ্গরাগণ প্রভৃতি সমস্ত স্বর্গরত্ন গ্রহণ করিল ॥৪৫—৪৬॥ এদিকে সুরগণ সকলেই স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিরিভূর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তাঁহারা যজ্ঞভাগে বঞ্চিত ও সুরালয়

বৃত্রঃ সুরপদং প্রাপ্য বভূব মদগর্বিতঃ ।

ত্বষ্টাভীষ সুখং প্রাপ্য যুগোদ স্ততসংযুতঃ ॥ ৪৮ ॥

অমন্ত্রয়ন্ হিতং দেবা মুনিভিঃ সহ ভারত ! ।

কিং কর্তব্যমিতি প্রাপ্তে বিচিন্ত্য ভয়মোহিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

জগ্মুঃ কৈলাসমচলং সুরাঃ শক্রসমম্বিতাঃ ।

মহাদেবং প্রণমোচুঃ প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভৃশম্ ॥ ৫০ ॥

দেবদেব ! মহাদেব কৃপাসিন্ধো মহেশ্বর ! ।

রক্ষাস্মান্ ভয়ভীতাংস্ত্ব বৃত্রেনাতিপরাজিতান্ ॥ ৫১ ॥

গৃহীতং দেবসদনং তেন দেব বলীয়সা ।

কিং কর্তব্যমতঃ শস্তো ! বৃহি সত্যং শিবাদ্য নঃ ॥ ৫২ ॥

কিং কুর্ম্যঃ ক চ গচ্ছামঃ স্থানভ্রষ্টা মহেশ্বর ! ।

দুঃখস্ত নাধিগচ্ছামো বিনাশোপায়মীশ্বর ! ॥ ৫৩ ॥

সাহায্যং কুরু ভূতেশ ! ব্যথিতাঃ স্ম কৃপানিধে ! ।

বৃত্রং জহি মদোৎসিক্তং বরদানবলাঘিভো ! ॥ ৫৪ ॥

(সুরস্ত দেবরাজস্ত পদং ইন্দ্রত্বমিতার্থঃ সুরাণাং পদং স্থানং স্বর্গরাজ্যমিতি বা ॥ ৪৮-৫৪ ॥)

হইতে পরিলভে হইয়া অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ বৃত্রাসুর সুররাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মদগর্বে গর্বিত হইল ; বিশ্বকর্মাও তৎকালে অত্যন্ত সুখী হইয়া পুত্রের সহিত আগোদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ হে ভারত ! তদনন্তর দেবগণ মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদিগের হিতকর বিষয়ের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু, তখন কি করা কর্তব্য এই বিষয় চিন্তা করিয়াই তাঁহারা ভয়ে নিমোহিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর, সুরগণ ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসচলে মহাদেব সমীপে গমন করিলেন এবং অত্যন্ত বিনীত ও কৃতাজলি হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করত কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

হে দেবদেব মহাদেব ! আপনি মহেশ্বর এবং করুণা রসের অপার সমুদ্র স্বরূপ, আমরা বৃত্রাসুরকর্তৃক পরাজিত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি আপনি আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৫১ ॥ শস্তো ! আপনি সকলের মঙ্গলবিধান করেন, অতএব সেই বলবান্ দানব স্বর্গরাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে, এক্ষণে আমাদের কি কর্তব্য তাহা আপনি সত্য করিয়া বলুন ॥ ৫২ ॥ হে মহেশ ! আমরা স্থানভ্রষ্ট হইয়া কি করি কোথায় যাই, আমরা ত দুঃখ বিনাশের উপায় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫৩ ॥ হে ভূতভাবন ! আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি আপনি আমাদের সাহায্য করুন ; দয়াময় ! বরদান বলে সেই বৃত্রাসুর মদমত্ত হইয়াছে আপনি তাহাকে বিনাশ করুন ॥ ৫৪ ॥



শিব উবাচ ।

ব্রহ্মাণং পুরতঃ কৃত্বা বয়ং সৰ্ব্বৈ হরেঃ ক্ষয়ম্ ।

গত্বা সমেত্য তং বিষ্ণুং চিস্তয়ামো বধোদ্যমম্ ॥ ৫৫ ॥

স শক্তশ্চ ছলজশ্চ বলবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ।

শরণ্যশ্চ দয়াকিশ্চ বাসুদেবো জনার্দনঃ ॥ ৫৬ ॥

বিনা তং দেবদেবেশং নার্থসিদ্ধিৰ্ভবিষ্যতি ।

তস্মাত্তত্র চ গন্তব্যং সৰ্ব্বকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭ ॥

বাস উবাচ ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সৰ্ব্বৈ ব্রহ্মা শক্রঃ সশঙ্করঃ ।

জগ্মুর্বিষোঃ ক্ষয়ং দেবাঃ শরণ্যং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৫৮ ॥

গত্বা বিষ্ণুপদং দেবাস্তৃষ্ণুভূঃ পরমেশ্বরম্ ।

হরিং পুরুষসূক্তেন বেদোক্তেন জগদ্গুরুম্ ॥ ৫৯ ॥

প্রত্যক্ষোহভূজ্জগন্নাথস্তেষাং স কমলাপতিঃ ।

সংমান্য চ সুরান্ সৰ্বানিত্যুবাচ পুরঃস্থিতঃ ॥ ৬০ ॥

কিমাগতাঃ স্ম লোকেশা হরব্রহ্মসমম্বিতাঃ ।

কারণং কথয়ধ্বং বঃ সৰ্বেষাং সুরসত্তমাঃ ! ॥ ৬১ ॥

হরেঃ ক্ষয়ং স্থানম্ ॥ ৫৫—৫৭ ॥

ক্ষয়ং স্থানম্ । ভক্তবৎসলত্বস্ত চৈতন্যরোপেণ ॥ ৫৮—৬১ ॥

শঙ্কর কহিলেন, দেবগণ ! আমরা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া হরিগৃহে গমন পূৰ্ব্বক  
তীহার সহিত সেই ছবঁত বৃত্তের বধোপায় চিন্তা করিব ॥ ৫৫ ॥ জনার্দন বাসুদেব সকল  
কার্য্যেই সমর্থ, বলবান্, ছলজ, অতিশয় বুদ্ধিমান, দয়ানিধি এবং সৰ্ব্বজনের শরণ্য ; সেই  
দেবদেব ব্যতিরেকে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ; অতএব সৰ্ব্বকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমা-  
দের সকলেরই সেই স্থানে গমন করা কর্তব্য ॥ ৫৬—৫৭ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! ইত্যাদি দেবতাগণ শঙ্কর ও ব্রহ্মার সহিত এইরূপ স্থির  
করিয়া সকলেই সেই সৰ্ব্বজন-শরণ্য ভক্তবৎসল হরির আশ্রয়ে গমন করিলেন এবং জগদ-  
গুরু পরমেশ্বর হরিকে বেদোক্ত পুরুষ-সূক্ত দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ তখন,  
সেই কমলাপতি জগৎপ্রভু জনার্দন তীহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন এবং সুরগণের সম্মাননা  
পূৰ্ব্বক তাহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ লোকেশগণ ! তোমরা  
শঙ্কর ও ব্রহ্মার সহিত কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ ; সুরনন্দগণ ! তোমাদের আগ-  
মনের কারণ কি তাহা আমার নিকট বল ॥ ৬১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রদ্ধা হরেৰ্বাক্যং নোচুর্দেবা রমাপতিম্ ।

চিন্তাবিষ্টাঃ স্থিতাঃ প্রায়ঃ সৰ্ব্বে প্রাঞ্জলয়ন্তথা ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
বৃদ্ধপরাভূতদেবানাং শঙ্করাশিষ্যগ্ৰহণবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

( ইতীতি । দেবাঃ বিষ্ণোৰ্বাক্যমাকর্ণ্যাপি ন তঃ কিমপি উক্তবন্তঃ পরন্তু কিং বুঝ  
ইতি চিন্তয়া আবিষ্টাঃ কৃতাজ্জলিপুটাঃ স্থিতা এব ॥ ৬২ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবগণ হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রমাপতিকে  
কিছুই বলিতে পারিলেন না, পরন্তু প্রায় সকলেই চিন্তাশ্রিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত  
রহিলেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে বৃদ্ধকর্তৃক দেবপরাজয় নামক  
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তথা চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য সৰ্বান্ সৰ্বার্থতত্ত্ববিৎ ।  
প্রাহ প্রেমভরোদ্ভ্রাস্তান্ মাধবো মেদিনীপতে ! ॥ ১ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

কিং মৌনমাশ্রিতা যুয়ং বুবুধুঃ কারণং সুরাঃ ! ।  
সদসদ্বাপি যচ্ছৃদ্ধা যতিষ্যে তন্নিবারণে ॥ ২ ॥

দেবা উচুঃ ।

কিমজ্ঞাতং তব বিভো ! ত্রিষু লোকেষু বর্ততে ।  
সৰ্বং বেদ ভবান্ কার্য্যং কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩ ॥  
ত্বয়া পূৰ্ব্বং বলিৰ্বন্ধঃ শক্ৰো দেবাধিপঃ কৃতঃ ।  
বামনং বপুরাস্থায় ক্রান্তং ত্রিভুবনং পদৈঃ ॥ ৪ ॥  
অমৃতং ত্বাহুতং বিষ্ণো ! দৈত্যশ্চ যিনিপাতিতাঃ ।  
ত্বং প্রভুঃ সৰ্বদেবানাং সৰ্বাপদ্বিনিবারণে ॥ ৫ ॥

একানকষ্টশ্লোকৈকস্তু দেবাঃ সৰ্বৈ সর্বাসবাঃ ।  
দেবাঃ স্তব্ধা বরং প্রাপুরিতি সমাগিহোচ্যতে ॥

মৌনমাশ্রিতেষু দেবেষ্বনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ তথোতি ॥ ১ ॥  
সদসদ্বাপীতি । সৎ কারণং বা অস্ত অসৎ কারণং বাস্ত তদ্বুবুধিত্যর্থঃ ॥ ২—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! সৰ্বার্থতত্ত্বজ্ঞ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ দেবগণকে চিন্তাতুর ও একান্ত অনুগত অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সুরগণ ! তোমরা মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলে কেন ? তোমরা আমার নিকট কি জ্ঞাত আসিয়াছ তাহা ভাল অথবা মন্দ হউক শীঘ্র বল ; কারণ, আমি তাহা শ্রবণ করিলে তদনন্তর তোমাদের ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারিব ॥ ২ ॥

দেবগণ কহিলেন, প্রভো ! ত্রিভুবন মধ্যে আপনার কি অবিদিত আছে, আপনি সকল কার্য্যই জানেন, তবে কি নিমিত্ত আমরাদিগকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? ॥ ৩ ॥ পূর্বে আপনি বামনরূপ ধারণ করিয়া তিনটি পদ দ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং বলিরাজকে বন্ধ করিয়া ইন্দ্রকে দেবাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ বিভো ! আপনিই দৈত্যদিগকে বিমোহিত করিয়া অমৃত আহরণ করিয়াছিলেন এবং



## বিষ্ণুরূবাচ ।

ন ভেতব্যং সুরবরা বেদ্যুপায়ং সুসংমতম্ ।  
 তদ্বধায় প্রবক্ষ্যামি যেন সৌখ্যং ভবিষ্যতি\* ॥ ৬ ॥  
 অবশ্যং করণীয়ং মে ভবতাং হিতমাত্মনা ।  
 বুদ্ধ্যা বলেন চার্ধেন যেন কেন চ্ছলেন বা ॥ ৭ ॥  
 উপায়াঃ খলু চত্বারঃ কথিতাস্তদ্বদর্শিভিঃ ।  
 সামাদয়ঃ স্নহৎস্বেব দুর্হৃদেষু বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মণাম্শু বরো দত্তস্তপসারাদিতেন চ ।  
 দুর্জয়ত্বঞ্চ নম্প্রাপ্তং বরদানপ্রভাবতঃ ॥ ৯ ॥  
 অজেয়ঃ সর্বভূতানাং ত্বস্তী সমুপপাদিতঃ ।  
 ততো বলেন বুদ্ধিং স প্রাপ্তঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ১০ ॥  
 দুঃসাধ্যোহসৌ সুরাঃ ! শত্রুর্বিনা সাম প্রতারণম্ ॥  
 প্রলোভ্য বশমানেন্যো হস্তব্যস্ত ততঃ পরম্ ॥ ১১ ॥

সামাদয়ঃ সামদানভেদদণ্ডাঃ । তে সর্কে যথাযোগ্যং কেচিৎ স্নহৎসু কেচিদুর্হৃদেষু বিশেষতঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

বিনা সামসেতি । সাম বিনা প্রতারণং বিনা যতো ব্রহ্মদত্তবরণেসৌ দৃষ্টস্তস্মাদ্বেদ-  
 দণ্ডয়োঁরজাসম্ভবাৎ সাম প্রতারণং বিনা দুঃসাধ্যোহসমিত্যর্থঃ ॥ ১১—১২ ॥

আপনিই তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, অতএব, হে দেব ! আপনিই দেবতাদিগের সর্বপ্রকার বিপদ নিবারণে একমাত্র প্রভু রহিয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিষ্ণু দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, সুরগণ ! ভয় নাই যাহাতে সেই দৈত্য-  
 বর বিনষ্ট হয় আমি তাহার একটা সর্বসম্মত উপায় বিদিত আছি, এক্ষণে তাহা তোমাদের  
 নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবগণ ! ইহা দ্বারাই তোমাদের সুখলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥  
 দেখ, বুদ্ধি বল অর্থ বা ছল দ্বারা অথবা অন্য যে কোনও প্রকারে হউক তোমাদিগের হিত-  
 সাধন করা আমার অবশ্য কর্তব্য ॥ ৭ ॥ তদ্বদর্শী পণ্ডিতগণ মিত্রগণের বিশেষতঃ শত্রুগণের  
 প্রতি প্রয়োগ করিবার জন্য সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারিপ্রকার উপায় নির্দ্ধারিত করি-  
 য়াছেন ॥ ৮ ॥ তপস্তা দ্বারা আরাধিত হইয়াই ব্রহ্মা তাহাকে বরপ্রদান করিয়াছেন এবং সেই  
 বরপ্রভাবেই সে দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৯ ॥ বিশেষতঃ বিশ্বকর্মা বজ্রাঘ্নি হইতে তাহাকে  
 উৎপাদন করিয়াছে, অতএব এই সমস্ত কারণ জগুই সেই পরপুরঞ্জয় ব্রহ্মার অতিশয়  
 বলবান্ হইয়া সমস্ত জীবগণের একান্ত অজেয় হইয়াছে ॥ ১০ ॥ সুরগণ ! অগ্রে সামপ্রয়োগ

গচ্ছধ্বং সর্ষিগন্ধর্বা যত্রাসৌ বলবন্তরঃ ।

সাম তস্ম প্রযুগ্মধ্বং তত এনং বিজেষ্যথ ॥ ১২ ॥

সঙ্গম্য শপথান্ কৃত্বা বিশ্বাস্তু সময়েন হি ।

মিত্রত্বঞ্চ সমাধায় হস্তব্যঃ প্রবলো রিপুঃ ॥ ১৩ ॥

অদৃশ্যঃ সম্প্রবেক্ষ্যামি বজ্রমস্ত বরায়ুধম্ ।

সাহায্যঞ্চ করিষ্যামি শত্রুস্তাহং সুরোত্তমাঃ ! ॥ ১৪ ॥

সময়ঞ্চ প্রতীক্ষধ্বং সর্বধৈবায়ুষঃ ক্ষয়ে ।

মরণং বিবুধাস্তস্ত নান্যথা সম্ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

গচ্ছধ্বমুষিভিঃ সার্কিং গন্ধর্বাঃ কপটাবৃত্তাঃ ।

ইন্দ্রেণ সহ মিত্রত্বং কুরুধ্বং বাক্যদানতঃ ।

যথা স যাতি বিশ্বাসং তথা কার্য্যং প্রতারণম্ ॥ ১৬ ॥

গুপ্তোহহং সম্প্রবেক্ষ্যামি পবিং সঙ্খাদিতং দৃঢ়ম্ ।

বিশ্বস্তং মঘবা শত্রুং হনিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ১৭ ॥

সঙ্গম্যেতি । তত্র সঙ্গম্য গত্বা যথা স বক্ষ্যতি সময়ঃ সঙ্কেতম্ । তেন সঙ্কেতেন শপথান্ কৃত্বা তং বিশ্বাস্তু তেন মিত্রত্বঞ্চ সমাধায় হস্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অহস্ত কিং করিষ্যামি তত্রাহ অদৃশ্য ইতি ॥ ১৪ ॥

অত্র ত্বরা ন কর্তব্য । আয়ুষঃ ক্ষয় এব মরণং ভবতি নান্যথা । আয়ুস্ত তত্শাদ্যাপি বর্ততে ইত্যাহ সময়ঃ চেতি । সময়ঃ কালম্ । ইন্দ্রেণ সহ বৃত্তাস্তুরস্ত মিত্রত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

তদনন্তর প্রতারণা ব্যতিরেকে ঐ শত্রুকে জয় করা হুঃসাধ্য ; অতএব প্রথমে প্রলোভন দেখাইয়া স্ববশে আনয়ন করত তৎপরে তাহার বিনাশ করাই কর্তব্য ॥ ১১ ॥ এক্ষণে, যেখানে সেই বলবান্ শত্রু বৃত্তাস্তুর বাস করিতেছে অগ্রে সেই স্থানে গন্ধর্কগণ ঋষিগণের সহিত গমন করিয়া তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করুক, তদনন্তর তাহাকে পরাজয় করিবে ॥ ১২ ॥ তথায় গমন করিলে পর সে যাহা কহিবে সেই নিয়মে শপথ পূর্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া অগ্রে বিশ্বাস উৎপাদন এবং তদনন্তর বজ্র সংস্থাপন করিবে, পরে যথাসময়ে সেই প্রবল রিপুকে বিনাশ করিবে ॥ ১৩ ॥ সুরগণ ! আমিও ইন্দ্রের উৎকৃষ্ট আয়ুধ বজ্রমধ্যে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া যথাসময়ে তাহার সাহায্য করিব ॥ ১৪ ॥ দেখ, তোমরা সময় প্রতীক্ষা কর সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ুর কাল শেষ হউক, নচেৎ কোনরূপেই ইহার মৃত্যু হইবে না ॥ ১৫ ॥ এক্ষণে, গন্ধর্কগণ ঋষিগণের সহিত সেই অস্তুরের নিকট গমন করিয়া কপটতা পূর্বক কেবল মাত্র বাক্য দ্বারা ইন্দ্রের সহিত মিত্রত্ব সংস্থাপন করুক, তৎপরে যখন তাহার বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে তখনই প্রতারণা করা কর্তব্য ॥ ১৬ ॥ আমি সূদৃঢ় আচ্ছাদিত বজ্রমধ্যে গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইব, ইন্দ্র যখন তাহাকে বিশ্বস্ত আনিতে পারিবেন তখনই সেই বজ্র-

বিশ্বাসস্ত কৃতে পাপং কৃত্বা শক্রস্ত পৃষ্ঠতঃ ।

মৎসহায়োহথ বজ্রেণ শাতয়িষ্যতি পাপিনম্ ॥ ১৮ ॥

ন দোষোহত্র শঠে শত্রৌ শাঠ্যমেব প্রকূর্বতঃ ।

নানুথা বলবান্ বধ্যঃ শূরধর্মেণ জায়তে ॥ ১৯ ॥

বামনং রূপমাধায় ময়ায়ং বঞ্চিতো বলিঃ ।

কৃত্বা চ মোহিনীবেশং দৈত্যাঃ সর্ব্বেহপি বঞ্চিতাঃ ॥ ২০ ॥

ভবন্তুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ।

গচ্ছধ্বং শরণং ভাবৈঃ স্তোত্রমন্ত্রৈঃ সুরোত্তমাঃ ! ॥ ২১ ॥

সাহায্যং সা যোগমায়া ভবতাং সংবিধাস্থতি ॥ ২২ ॥

ন চাত্তথেতি । এতদুক্তপ্রকারাদন্তঃ প্রকারস্তস্ত মরণে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নহু বাসবো বিশ্বাসঘাতং ন কুৰ্য্যাদুদা কথমস্মাকং কার্য্যং ভবিষ্যতি তত্রাহ বিশ্বাস-  
স্থেতি । ময়া বোধিত ইতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চাত্র দৃষ্টশক্রবিষয়ে স দোষোহপি নাস্তীত্যাহ ন দোষ ইতি । শঠঃ প্রতি শঠঃ  
কুৰ্য্যাদিতি স্ত্রাদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ যদি পাপভিরা শাঠ্যং ন ক্রিয়তে তদাত্তপ্রকারেণ শূর-  
ধর্মেণায়ং বধ্যো নৈব ভবতীত্যাহ নাত্তথেতি ॥ ১৯ ॥

ময়াপ্যেবং বহুবিধং কপটং সঙ্কটে প্রাপ্তে কৃতমিত্যাহ বামনমিতি ॥ ২০ ॥

কিঞ্চায়ং সর্ব্বোহপি সত্যো বা মিথ্যা বা প্রকারস্তদৈব সিদ্ধেদ্যদি পরমেশ্বর্যা জগদ-  
দ্বায়াঃ প্রসাদঃ স্তান্ত্রাং সৈব মুখ্যদ্বেনারাধনীয়েত্যাহ ভবন্তু ইতি । ভগবতীং ঐশ্বর্য্যস্ত  
সমগ্রস্ত ধর্ম্মস্ত বশসঃ প্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি বন্ধাং ভগ ইতীক্সনেতি শ্লোকোক্তবড়্  
ভগরূপৈশ্বর্য্যবতীম্ । যদ্বা । ভগং মায়া সমাধ্যাতা যোনিঃ সর্ব্বস্ত সা যতঃ । তদ্বতীতি  
তদীশানী নাম্না ভগবতী স্মৃতেতি শিবপুরাণাস্তর্গতোমাসংহিতোক্তেঃ । সর্ব্বকারণত্বাদ্  
যোনিস্থানাপন্ন্য যা মায়াশক্তিস্তস্তাঃ স্বামিনীত্বাত্তদ্বতী যা সচ্চিদানন্দরূপিনী দেবী সা ভগ-  
বতীপদেনোচ্যতে । তাং ভগবতীং শিবাং মঙ্গলরূপাং তচ্ছাত্রীং বা । যদ্বা শিবামেতানুম্ভা-  
মেনাং জড়শক্তিং তথৈব চেতি স্মৃতসংহিতোক্তরীত্যা সংবিদ্রূপামিতি বা ॥ ২১—২২ ॥

প্রহারে তাহাকে বিনাশ করিবেন অন্তথা কোনরূপেই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবেন  
না ॥ ১৭ ॥ দেবরাজ, বিশ্বাসঘাত-জনিত পাপকে এখন পশ্চাতে রাখিয়া আমার সাহায্যে  
সেই পাপাত্মা অনুরকে বজ্র দ্বারা বিনাশ করিবেন ॥ ১৮ ॥ দেখ, শঠ শক্রর প্রতি শঠতাচরণ  
দোষের নিমিত্ত হয় না ; বিশেষতঃ শঠতা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বীরধর্ম্ম দ্বারা বলবান্  
শত্রুকে কদাচই বধ করা যায় না ॥ ১৯ ॥ পূর্বে আমিও বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে  
এবং মোহিনীবেশে সমস্ত দৈত্যদিগকে বঞ্চিত করিয়াছি ; অতএব, বলবান্ শঠ শক্রর প্রতি  
শঠতাচরণ কদাপি দোষের বিষয় নহে ইহা জানিবে ॥ ২০ ॥

দেবগণ ! এক্ষণে, তোমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা দেবী ভগ-  
বতীর আরাধনা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও ; তাহা হইলে, সেই যোগমায়া তোমাদিগের



বন্দামহে সদা দেবীং সাত্বিকীং প্রকৃতিং পরাম্ ।  
 সিদ্ধিদাং কামদাং কাম্যাং ছুরাপামকৃতাত্মভিঃ ॥ ২৩ ॥  
 ইন্দ্রোহপি তাং সমারাধ্য হনিষ্যতি রিপুং রণে ।  
 মোহিনী সা মহামায়া মোহয়িষ্যতি দানবম্ ॥ ২৪ ॥  
 মোহিতো মায়য়া বৃত্তঃ স্তম্বসাধ্যো ভবিষ্যতি ।  
 প্রসন্নায়াম্ পরান্বায়াম্ সৰ্ব্বং সাধ্যং ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥  
 নোচেন্ননোরথাবাণ্ধুর্ন কশ্চাপি ভবিষ্যতি ।  
 অন্তর্যামিস্বরূপা সা সৰ্ব্বকারণকারণা ॥ ২৬ ॥  
 তস্মাত্তাং বিশ্বজননীং প্রকৃতিং পরমাদৃতাঃ ।  
 ভজধ্বং সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈঃ শত্রুনাশায় সত্তমাঃ ! ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ নিরন্তরমস্মাভিঃ সৰ্বৈঃ সৈবারাধ্যতে ততোহস্মিন্ সঙ্কটে তাং বিভায় কমন্তঃ  
 রণং ব্রজেমেত্যভিপ্রারেণাহ বন্দামহে ইতি । সাত্বিকীং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকমায়োপাধিবিশিষ্টাং  
 প্রকৃতিম্ । প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদিতি বুদ্ধহৃতপ্রতিপাদ্যাং সৰ্ব্বকারণাং  
 চৈক্যপাং ভগবতীমিত্যর্থঃ । দেবীং স্বপ্রকাশাম্ । তমেব ভাস্তমহুভাতি সৰ্বং তন্তু ভাসা সৰ্ব-  
 মেদং বিভাতিতি ঋতেঃ । সিদ্ধিদাং মোক্ষদাং কামদামৈহিকপারলৌকিককামদাম্ ।  
 কাম্যাং সৰ্বৈরভিলষণীয়াম্ ॥ ২৩ ॥

নমু তদারাধনে কিং সা সাক্ষাচ্চনিষ্যতি নেত্যাহ মোহিনীতি ॥ ২৪ ॥

নমু তরা মোহিতোহপি ন স মরিষ্যতি শত্ৰুাদিনা তন্তু মৃতেরতাবাদিতি চেত্বাত্ম-  
 প্রসন্নায়ামিতি । সৰ্ব্বং যথা স শত্ৰুাদিরহিতোপায়েন মরিষ্যতি তথা তৎ সৰ্ব্বং সাধ্যং  
 ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

তদপ্রসন্নতায়াম্ সৰ্ব্বং ছুর্যভমেবেত্যাহ নোচেদিতি । নমু সৰ্ব্বোত্তমা সা কিমর্থমস্মদর্গং  
 ক্রশমাশ্রয়িতীতি চেত্বাত্মাহ অন্তর্যামিতি । সৰ্ব্বদা তয়াস্তর্যামিরূপিণ্যা সৰ্বৈ ক্লেণা  
 আশ্রিতা এব সন্তি । ন তে নবীনা আশ্রিতা ইত্যর্থঃ । যদা নমু সৰ্ব্বোত্তমা কিমর্থমস্মাক-

৷হায়া বিধান করিবেন ॥ ২১—২২ ॥ দেবগণ ! যিনি স্বয়ং কামনাস্বরূপিণী হইয়া ভক্তগণের  
 সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, ঐহার আরাধনার সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হয়, পুতান্ধা  
 যোগিগণ ব্যতিরেকে ঐহাকে কেহই লাভ করিতে পারে না, আমরাও সেই সমস্তগুণস্বরূপিণী  
 প্রকৃতিরূপিণী পরাংপরা দেবীকে বন্দনা করিয়া থাকি ॥ ২৩ ॥ অতএব, ইন্দ্রও তাঁহার  
 আরাধনা করিয়া নিশ্চয়ই রণে শত্রু সংহার করিতে সমর্থ হইবেন ; কারণ, সেই মোহজননী  
 মহামায়া পূজিতা হইয়া সেই দানবকে বিমোহিত করিবেন ॥ ২৪ ॥ বৃত্তান্তর মায়ার মোহিত  
 হইলে ইন্দ্র তাহাকে সহজেই বধ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই ; অধিক কি, সেই  
 পরাংপরা অধিকা প্রসন্ন থাকিলে সমস্তই সিদ্ধ হইবে ॥ ২৫ ॥ তিনি অন্তর্যামি-স্বরূপিণী  
 এবং সকল কারণের কারণ, তাঁহার আরাধনা ব্যতিরেকে কাহারও মনোরথ সিদ্ধির  
 সম্ভাবনা নাই ॥ ২৬ ॥ অতএব, হে সুরসত্তমগণ ! শত্রু বিনাশের নিমিত্ত পরম আদরের

পুরা ময়াপি সংগ্রামং কৃৎস্না পরমদারুণম্ ।

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি নিহতো মধুকৈটভো ॥ ২৮ ॥

স্তুতা ময়া তদাত্যর্থং প্রসন্ন্য প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৯ ॥

মোহিতো তৌ তদা দৈত্যৌ ছলনে চ ময়া হতো ।

বিপ্রলকৌ মহাবাহু দানবৌ মদগর্বিতৌ ॥ ৩০ ॥

তথা কুরুধ্বং প্রকৃতেভজনং ভাবসংযুতাঃ ।

সর্বথা কার্য্যসিদ্ধিং সা করিষ্যতি সুরোত্তমাঃ ! ॥ ৩১ ॥

এবং তে দত্তমতয়ো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।

জগ্মুস্তে মেরুশিখরং মন্দারজ্রমমণ্ডিতম্ ॥ ৩২ ॥

একান্তে সংস্থিতা দেবাঃ কৃৎস্না ধ্যানং জপং তপঃ ।

তুষ্টবুর্জগতাং ধাত্রীং সৃষ্টিসংহারকারিণীম্ ।

ভক্তকামদুঘামশ্বাং সংসারক্লেশনাশিনীম্ ॥ ৩৩ ॥

মুপায়ং বক্ষ্যতীতি চেত্তদ্রাহ অন্তর্যামীতি । সর্বোত্তমায়া এব তস্তাঃ অন্তর্যামিরূপত্বাদ্ভদ্রং যচ্চেষ্টিতং তৎ সর্বং তৎপ্রেরণয়ৈব ভবতীতি সা প্রার্থিতা সতী যথা কার্য্যং ভবিষ্যতি তথৈব প্রেরয়িষ্যতীতি ভাবঃ । সর্বোবাং কারণং মায়া তস্তা অপি কারণা বিবর্তাধিষ্ঠান-রূপা । যদ্যপি মায়ায়া অনাদিত্বং তথাপি তদ্বৃত্তেক্রংপন্নত্বাত্তদভিপ্রায়েণৈবমুক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ২৬—৩৩ ॥

সহিত সাত্বিকভাবে সেই বিশ্বজননী প্রকৃতিদেবীর আরাধনা কর ॥ ২৭ ॥ দেখ, পূর্বকালে আমি পঞ্চ সহস্র বৎসর অতি নিদারুণ সংগ্রাম করিয়া মধুকৈটভ নামক অশুর দ্বয়কে সংহার করিয়াছিলাম । তখন আমি সেই মহামায়া পরাপ্রকৃতির স্তুতি করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া ঐ অশুর দ্বয়কে বিনোহিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ মদগর্বিত মহাবাহু অশুর দ্বয় প্রতারিত হয়, সেই হেতুই আমি ছলপূর্বক সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যদ্বয়কে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম ॥ ২৮—৩০ ॥ অতএব, সুরগণ ! তোমরাও ভক্তিভাবে সেইরূপে পরাপ্রকৃতির আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তোমাদের কার্য্য-সিদ্ধি করিবেন ॥ ৩১ ॥

মহারাজ ! প্রভাবশালী বিষ্ণু দেবতাদিগকে এইরূপ বুদ্ধি প্রদান করিলে পর তাঁহারা মন্দারতরু-পরিণোভিত সুরেশ্বর শিখরে গমন করিলেন এবং একান্তে অবস্থিত থাকিয়া জপ ও তপস্তায় নিরত এবং ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই সৃষ্টি-স্থিতি সংহারকারিণী ভক্তগণের অতীষ্টপ্রদায়িণী সংসারক্লেশনাশিনী জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩২—৩৩ ॥

দেবা উচুঃ ।

দেবি ! প্রসীদ পরিপাহি সুরান্ প্রতপ্তান্  
 বৃত্তাসুরেণ সমরে পরিপীড়িতাংশ্চ ।  
 দীনার্ভিনাশনপরে পরমার্থতত্ত্বে  
 প্রাপ্তাংস্তুদজ্জিহ্মকমলং শরণং সदैব ॥ ৩৪ ॥  
 ত্বং সর্ববিশ্বজননী পরিপালয়ান্মান্  
 পুত্রানিবাতিপতিতান্নিপুসক্কেহস্মিন্ ।  
 মাতর্ন তেহস্তুবিদিতং ভুবনত্রয়েহপি  
 কস্মাদুপেক্ষসি সুরানসুরপ্রতপ্তান্ ॥ ৩৫ ॥  
 ত্রৈলোক্যমেতদখিলং বিহিতং ত্বয়ৈব  
 ব্রহ্মা হরিঃ পশুপতিস্তব বাসনোথাঃ ।  
 কুর্বন্তি কার্যমখিলং স্ববশা ন তে তে  
 ভ্রতঙ্গচালনবশাদ্বিহরন্তি কামম্ ॥ ৩৬ ॥  
 মাতা সূতান্ পরিভবাং পরিপাতি দীনা-  
 ন্নীতিস্ত্বয়ৈব রচিতা প্রকটাপরাধান্ ।  
 কস্মান্ন পালয়সি দেবি ! বিনাপরাধা-  
 নস্মাংস্তুদজ্জিহ্মশরণান্ করুণারসাক্ষে ! ॥ ৩৭ ॥

প্রতপ্তান্ সংসারতাপেন । পরমার্থং সত্যং যত্ত্বং ব্রহ্মরূপং তৎস্বরূপে হে ভগবতি !  
 ত্বদজ্জিহ্মকমলং শরণমাশ্রয়ং প্রাপ্তানিত্যশ্রয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

উপেক্ষসীতি পরমশ্রমপদমার্বম্ ॥ ৩৫ ॥

অস্মিন্ সঙ্কটে ব্রহ্মাদয়ঃ কিমিতি ন প্রার্থ্যন্তে তত্রাহ ত্রৈলোক্যমিতি । অস্বতন্ত্রপ্রার্থ-  
 নয়া কিং ফলং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

হে পরব্রহ্মস্বরূপিণি দেবি ! আপনি দীন হুঃখী প্রাণিগণের আধিব্যাধি বিনাশ  
 করিয়া থাকেন এমন্য আমরা আপনার চরণকমলে শরণ গ্রহণ করিলাম । ভগবতি !  
 আমরা বৃত্তাসুর কর্তৃক সমরে পরাজিত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত ও পরিপীড়িত হইয়াছি,  
 আপনি এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৩৪ ॥ আপনি  
 অখিল বিশ্বের জননী, আমরাও এই শত্রুশঙ্কটে পতিত হইয়াছি, অতএব এক্ষণে আমা-  
 দিগকে পুত্রের স্থায় রক্ষা করুন । মাতঃ ! ত্রিভুবনে আপনার ত কিছুই অবিদিত নাই,  
 আমরা অসুরগণের প্রতাপানলে অত্যন্ত সন্তপ্ত, অতএব আপনি আমাদের কি জন্য  
 উপেক্ষা করিতেছেন ? ॥ ৩৫ ॥ জননি ! আপনিই এই ত্রিলোকমণ্ডলের সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার



নূনং মদজিহ্মভজনাণ্ডপদাঃ কিলৈতে  
 ভক্তিং বিহায় বিভবে স্তুতভোগলুকাঃ ।  
 নেমে কটাক্ষবিষয়া ইতি চেন্ন চৈষা  
 রীতিঃ স্তুতে জননকর্ত্তরি চাপি দৃষ্টা ॥ ৩৮ ॥  
 দোষো ন নোহত্র জননি ! প্রতিভাতি চিত্তে  
 যত্তে বিহায় ভজনং বিভবে নিমগ্নাঃ ।  
 মোহস্তয়া বিরচিতঃ প্রভবত্যসৌ ন-  
 স্তম্মাৎ স্বভাবকরণে ! দয়সে কথং ন ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চাস্মৎপ্রার্থনয়ৈব বয়ং ত্বয়া পালনীয়া ইতি ন কিন্তু স্বকল্পিতরীতিপরিপালনার্থ-  
 মপি বয়ং ত্বয়া রক্ষণীয়া ইত্যাহ মাতা স্তুতানিতি । মাতা পরিভবাৎ স্তুতান্ পালয়তীতি  
 রীতির্ন্বয়াদা ত্বয়ৈব যুগাদৌ রচিতা । অজ্ঞেযু পশুযপি দর্শনাৎ । বয়স্ত নিরপরাধা এব ।  
 ততঃ হে করুণারসাক্ষে ! কুতোহস্মান্ স্তুতান্মাতৃভূতা সতী ন পালয়সীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

নম্র যুগং সাপরাধা মদন্তলস্মীমদাক্ষাঃ সন্তো ন মাং ভজথেতি ততো মল্লেককটাক্ষবিষয়া  
 ন ভবথেতি চেত্তত্রাহ নূনমিতি । মমাভ্যে উজ্জনেনাণ্ডং পদমিত্তাদিহানং বৈশ্বে যুগং বিভবে  
 সতি স্থানপ্রাপ্তৌ সত্যং স্তুতস্ত ভোগে লুকা আসক্তাঃ । ন চৈবেতি । অস্তেবং রীতিরন্তত্র ।  
 স্তুতে স্তুতবিষয়ে জননকর্ত্তরি জনন্তাক্ষ নৈবা রীতিঃ কুত্রাপি দৃষ্টা । পুত্রাপরাধাঃ সর্কেহপি  
 মাত্রা সোঢ়ব্যা এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চ নায়ং দোষোহস্মাকং ত্বয়া মোহেনাচ্ছাদিতং সর্কং যথা যথা যশ্মিন্ কার্ষ্যে প্রের-  
 যসি তথা কুর্শ ইত্যাহ দোষো ন ন ইতি । ততো নিরপরাধিষু দয়াবশ্তং বিধেয়েতি  
 ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

করিতেছেন, বুঝা বিষ্ণু ও মহেশ্বর আপনারই ইচ্ছামাত্রে উৎপন্ন হইয়া অখিল কার্য্য  
 সম্পাদন করিতেছেন । জননি ! তাঁহারা স্বাধীন নহেন, আপনারই ক্রতজি দ্বারা পরিচালিত  
 হইয়া যথেষ্ট বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ নানাবিধ অপরাধে অপরাধী হইলেও মাতা  
 স্তুতীন তনয়গণকে ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, জননি ! আপনিই এই রীতির রচনা  
 করিয়াছেন, তবে দয়ামরি ! কি কারণে নিরপরাধ এবং আপনার চরণকমলে শরণাগত  
 জানিয়াও আমরাগকে রক্ষা করিতেছেন না ॥ ৩৭ ॥ দেবি ! যদি আপনি মনে করেন যে,  
 ইহারা যখন মদন্তগ্রহলক্স ঐশ্বর্য্যভোগ করে, তখন তাহাতেই একান্ত আসক্ত থাকিয়া  
 আমার প্রতি ভক্তি করিতে একবারেই ভুলিয়া যায়, অতএব এক্ষণে ইহারা আমার করুণা-  
 কটাক্ষের বিষমীভূত হইতে পারে না, ইহা সত্য বটে ; কিন্তু মাতঃ ! পুত্রের প্রতি জননীর  
 এরূপ ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না, অতএব আমরা নিয়তই আপনার করুণাকণার পাত্র  
 তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥ আর এক কথা, আপনার আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া  
 আমরা যে ঐশ্বর্য্যভোগে নিমগ্ন হই, সে বিষয়ে আমাদের কোনও দোষ আছে বলিয়া বোধ

পূৰ্ব্বং ত্বয়া জননি ! দৈত্যপতিৰ্বলিষ্ঠো  
 ব্যাপাদিতো মহিষরূপধরঃ কিলার্জো ।  
 অস্মৎকৃতে সকললোকভয়াবহোহসৌ  
 বৃত্রং কথং ন ভয়দং বিধুনোষি মাতঃ ! ॥ ৪০ ॥  
 শুভ্রশুভ্রাতিবলবানমুজো নিশুভ্র-  
 স্তৌ ভ্রাতরৌ তদমুগা নিহতা হতৌ চ ।  
 বৃত্রং তথা জহি খলং প্রবলং দয়ার্জো !  
 মত্তং বিমোহয় তথা ন ভবেদ্যথাসৌ ॥ ৪১ ॥  
 ত্বং পালয়াদ্য বিবুধানসুরেণ মাতঃ !  
 সম্ভাপিতানতিতরাং ভয়বিহ্বলাংশ্চ ।  
 নাত্যোহস্তি কোহপি ভুবনেষু সুরার্ভিহন্তা  
 যঃ ক্লেশজালমখিলং নিদহেৎ স্বশক্ত্যা ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ বয়মপরাধিনো নাধুনৈব কিন্তু পূৰ্ব্বমপি স্থিতান্তত্ৰ পূৰ্ব্বং যথাস্মদপরাধানবিগণস্য  
 যথা মহিষাদ্যা দৈত্যা হতান্তথাধুনাপি বৃত্রং কুতো ন নাশয়সীত্যাহ পূৰ্ব্বং ত্বয়েতি ।  
 বিধুনোষি নাশয়সি ॥ ৪০—৪১ ॥

ত্বদন্তঃ কোহপ্যস্মান্ রক্ষেদিত্যাশা মনসাপি ন ত্বয়া কর্তব্যাত্যাহ ত্বং পালয়াদ্যেতি ।  
 স্বশক্ত্যাস্মাকং ক্লেশজালং নির্দহেদেতাংশো নৈবাস্তীত্যর্থঃ । সর্বেষাং ক্লেশনাশকা বয়ং  
 দেবাঃ অস্মৎক্লেশত্র নিবারকঃ কোহন্তঃ শ্রাদিত্তি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

হয় না ; কারণ, আপনি যে মোহরচনা করিয়া রাখিয়াছেন সেই মোহ নিজ প্রভাব প্রকাশ  
 করিয়া আমাদেরকে মুগ্ধ করিয়া রাখে । জননি ! আপনি স্বভাবতই করুণাময়ী অতএব ইহা  
 জানিয়াও কি জন্য আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন না ॥ ৩৯ ॥ দেবি ! আপনি  
 পূৰ্ব্বকালে আমাদের নিমিত্তই সকল লোকের ভয়াবহ বলবান্ দৈত্যপতি মহিষাসুরকে  
 সমুখ সংগ্রামে বিনাশ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত এই ভয়াবহ বৃত্রাসুরকে  
 বিনাশ করিতেছেন না ? ॥ ৪০ ॥ আপনি, অতিশয় বলশালী শুভ্র ও তদমুগ নিশুভ্র নামক  
 ভ্রাতৃদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন এবং তাহাদিগের অমুগামী অপরাপর দৈত্যগণকেও নিহত  
 করিয়াছেন ; করুণাময়ি ! এক্ষণে সেইরূপে খল ও প্রবল বৃত্রাসুরকে বিনাশ করুন ।  
 মাতঃ ! যাহাতে সে আর কিছুমাত্র প্রভাব প্রকাশ করিতে না পারে আপনি সেইরূপে  
 এই মদমত্ত অসুরকে বিমোহিত করুন ॥ ৪১ ॥ আমরা অসুরগণের প্রভাবে অত্যন্ত সম্ভাপিত  
 ও তাহাদের ভয়ে অতিশয় বিহ্বল হইয়াছি, আপনি আমাদের রক্ষা করুন ; কারণ,  
 আপনি ব্যতিরেকে ত্রিলোকমধ্যে নিজ শক্তি দ্বারা দেবতাদিগের ক্লেশজাল হরণ করিতে

বৃত্তে দয়া তব যদি প্রথিতা তথাপি  
 জহেনমাশু জনহুঃখকরং খলঞ্চ ।  
 পাপাং সমুদ্ধর ভবানি ! শরৈঃ পুনান।  
 নো চেৎ প্রযাস্ততি তমো ননু ছুষ্টবুদ্ধিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তে প্রাপিতাঃ সুরবনং বিবুধারয়ো যে  
 হত্বা রণেহপি বিশিখৈঃ কিল পাবিতান্তে ।  
 ত্রাতা ন কিং নিরয়পাতভয়াদয়ার্জে !  
 যচ্ছত্রবোহপি ন হি কিং বিনিহংসি বৃত্রম্ ॥ ৪৪ ॥  
 জানীমহে রিপুরসৌ তব সেবকো ন  
 প্রায়েণ পীড়য়তি নঃ কিল পাপবুদ্ধিঃ ।  
 যস্তাবকস্তিহ ভবেদমরানসৌ কিং  
 ত্বৎপাদপঙ্কজরতান্ননু পীড়য়েদ্বা ॥ ৪৫ ॥

ননু যথা ভবতাং মাতাম্হি তথা দৈত্যানামপি ভবামি ততশ্চ কথং ময়া জনন্তা তে  
 হস্তব্যা ইতি চেত্তত্রাহ বৃত্তে দয়েতি । ছুষ্টবুদ্ধির্হরাচারঃ । স যদি দয়া ন হন্ততে তদা  
 স্বপাপাত্তমো নরকং প্রযাস্ততি ততস্তৎকল্যাণার্থমেব তং জহীতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

ননু মচ্ছত্রপূতাঃ কে স্বর্গং গতা ইতি চেত্তত্রাহ তে প্রাপিতা ইতি । সুরবনং নন্দনং  
 যে যে দয়া হতাঃ শত্রবো ভবন্তি তে তে সর্কেহপি ন প্রাপিতাঃ কিম্ অপিতু প্রাপিতা এব ।  
 তথা নরকপাতভয়ার ত্রাতাঃ কিম্ অপিতু ত্রাতা এব ততো বৃত্রং কিং কুতো ন বিনিহংসী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ননু স মম ভক্তোহস্তি ততঃ কথং হস্তব্যা ইতি চেৎ স তব ভক্তো নৈবাস্তি যদি তব  
 ভক্তঃ শ্রান্তদা ত্বৎপাদপঙ্কজরতান্নান্ন কথং পীড়য়েদিত্যাহ জানীমহে ইতি । তব ভক্তস্ত  
 সর্কত্র দেবীবুদ্ধিমাশ্রিতো ভবতি । ন চ তথাবিধঃ কিঞ্চিং পীড়য়তি । যতোহয়ং পীড়য়তি  
 তস্মান্ন তব ভক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

পারে এরূপ আর কেহই নাই ॥৪২॥ মাতঃ ! যদিও আপনি বৃত্তের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া-  
 ছেন, তথাপি সেই জনগণের হুঃখদায়ক ও ক্রুরস্বভাব অসুরকে শীঘ্র বিনাশ করুন ।  
 ভবানি ! আপনার শরনিকর দ্বারা পবিত্র করিয়া তাহাকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন,  
 নচেৎ সেই ছুষ্টবুদ্ধি নিশ্চয়ই ঘোর নরকে প্রবেশ করিবে ; অতএব তাহারই কল্যাণার্থ  
 তাহাকে বধ করা আপনার একান্ত কর্তব্য ॥ ৪৩ ॥ পূর্বে বাহারা দেবগণের শত্রু ছিল  
 আপনি তাহাদিগকে সংগ্রাম স্থলে অস্ত্র দ্বারা পবিত্র করিয়া সর্গস্থ নন্দনকাননে প্রেরণ  
 করিয়াছেন ; করুণাময়ি ! তাহারা শত্রু হইলেও আপনি তাহাদিগকে কি নরক ভয়  
 হইতে পরিত্রাণ করেন নাই ? তবে কি নিমিত্ত এখনও বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিতেছেন  
 না ॥ ৪৪ ॥ আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি ঐ অসুর আপনার শত্রু পরন্তু সেবক নহে ; কারণ,



কুৰ্মঃ কথং জননি ! পূজনমদ্য তেহম্ !  
 পুষ্পাদিকং তব বিনির্মিতমেব যস্মাৎ ।  
 মন্ত্ৰা বয়ঞ্চ সকলং পরশক্তিরূপং  
 তস্মাদ্ভবানি ! চরণে প্রণতাঃ স্ম নুনম্ ॥ ৪৬ ॥  
 ধনাস্তু এব মনুজা হি ভজন্তি ভক্ত্যা  
 পাদাম্বুজং তব ভবাক্ষিজলেষু পোতম্ ।  
 যং যোগিনোহপি মনসা সততং স্মরন্তি  
 মোক্ষার্থিনো বিগতরাগবিকারমোহাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 যে যাজ্ঞিকাঃ সকলবেদবিদোহপি নুনম্  
 ত্বাং সংস্মরন্তি সততং কিল হোমকালে ।  
 স্বাহাস্তু তৃপ্তিজননীঞ্চ মথৈ সুরাণাং  
 ভূয়ঃ স্বধাং পিতৃগণস্ত চ তৃপ্তিহেতুম্ ॥ ৪৮ ॥

অথ তব পূজয়া তব সন্তোষ উৎপাদনীয় ইতি চেদস্মাকং নিকটে কঃ পদার্থঃ পূজা-  
 যোগ্যোহস্তি যেন ত্বং সন্তুষ্যসি । যোহস্তি সত্বজ্ঞপস্তবৈবাস্তি ততো নাস্মাকং পূজাযোগ্যতা ।  
 কিন্তু কেবলং নমস্কারেণৈব সন্তুষ্টা ভবেত্যভিপ্রায়েণাহ কুৰ্মঃ কথংগতি মন্ত্ৰা বয়ং পূজা-  
 কর্তারঃ চকারাদন্তদপি পূজাযোগ্যং গ্রাহম্ । তৎ সৰ্ব্বং পরশক্তিরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

অথ ভগবতুপাসকানাং ধন্যতাং বর্ণয়তি ধন্যাস্তু এবৈতি । পোতং নৌকাম্ ॥ ৪৭ ॥

যে যাজ্ঞিকা ইতি । স্বাহাস্বধোচ্চারণকর্তারন্তেহপি ধন্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ঐ পাপবুদ্ধি আমাদিগকে নিয়তই পীড়াদান করিতেছে ; জননি ! যাহারা আপনার  
 চরণারবিন্দ সেবায় নিরন্তর নিরত, যে ব্যক্তি সেই দেবগণকে পীড়াপ্রদান করে সে ব্যক্তি  
 কিরূপে আপনার ভক্ত হইতে পারে ? ॥ ৪৫ ॥ মাতঃ ! আমরা আপনার পূজা কিরূপে  
 সম্পাদন করিব ? পুষ্পাদি যাহা কিছু পূজার দ্রব্য দৃষ্ট হয়, আপনিই ত তৎসমুদয়ের নির্মাণ  
 করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমরা এবং মন্ত্ৰ প্রভৃতি যাহা কিছু পূজার যোগ্য পদার্থ, তৎ-  
 সমুদায়ই আপনার শক্তিস্বরূপ ; অতএব, হে ভবানি ! আমরা কেবলমাত্র প্রণিপাত  
 দ্বারাই আপনার পূজা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৬ ॥ যাহারা তবাম্বুধির পোত  
 স্বরূপ আপনার চরণারবিন্দ ভক্তিতাবে ভজনা করে সেই মানবগণই ধন্য ; দেবি ! যে  
 যোগিগণ বিষয়ানুরাগ, বিকার ও মোহ পরিত্যাগ পূর্বক মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারাও  
 আপনার সেই চরণসরোজ সতত স্মরণ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ যাহারা  
 সকল বেদের তত্ত্বজ্ঞ যাজ্ঞিক তাঁহারাও বজ্রের আহতিকালে দেবগণের তৃপ্তিজননী স্বাহা-  
 রূপিণী এবং পিতৃগণের পরম তৃপ্তিকারিণী স্বধাস্বরূপিণী আপনাকে নিয়তই চিন্তা করিয়া

মেধাসি কান্তিরসি শান্তিরপি প্রসিদ্ধা  
 বুদ্ধিস্তমেব বিশদার্থকরী নরাণাম্ ।  
 সৰ্বং ত্বমেব বিভবং ভুবনত্রেয়েশ্বিন্  
 কৃত্বা দদাসি ভজতাং কৃপয়া সদৈব ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দেবী প্রত্যক্ষা সাভবভূদা ।  
 চারুরূপধরা তস্মী সৰ্বাভরণভূষিতা ॥ ৫০ ॥  
 পাশাকুশবরাভীতিলসদ্বাহুচতুষ্ঠয়া ।  
 রণংকিঙ্কণিকাজালরশনাবন্ধসংকটিঃ ॥ ৫১ ॥  
 কলকণ্ঠীরবা কান্তা কণংককণনুপুরা ।  
 চন্দ্রখণ্ডসমাবদ্ধরত্নমৌলিবিরাজিতা ॥ ৫২ ॥  
 মন্দস্মিতারবিন্দাস্তা নেত্রত্রয়বিভূষিতা ।  
 পারিজাতপ্রসূনাচ্ছনালবর্ণসমপ্রভা ॥ ৫৩ ॥

বিভবমিতি । মেধাদিকং সৰ্বং বিভবমৈশ্বর্যং কৃত্বাংপাদ্য ভজতাং কৃপয়া তেভ্যো  
 দদাসি তদৈবেত্যশ্রয়ঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

পাশাকুশবরাভীতিভির্নসদ্ব্যক্তং বাহুচতুষ্ঠয়ং যন্তাঃ সা । তত্রাভীতিরভয়মুদ্রা । তত্রায়ুধ-  
 ক্রমস্ত দশপটল্যামুক্তঃ । দক্ষেকুশাতয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টমিতি । রণচ্ছকায়মানং  
 যৎ কিঙ্কণিকানাং কুদ্রঘণ্টিকানাং জালং তদ্ব্যক্তরসনয়া কাঞ্চ্যা বন্ধা সংকটিষন্তাঃ সা ॥ ৫১ ॥

কলকণ্ঠী কোকিলা তদ্বৎ মধুরো রবঃ শব্দো যন্তাঃ কান্তা দীপ্তা কণন্তঃ শব্দায়মানাঃ  
 ককণনুপুরা যন্তাঃ সা । চন্দ্রখণ্ডেনাঙ্কিচ্ছ্রেণ সমাবদ্ধো রত্নমৌলী রত্নমুকুটস্তেন বিরা-  
 জিতা ॥ ৫২ ॥

মন্দস্মিতমীষকাস্তাং তেন যুক্তমরবিন্দসদৃশমাস্তমাননং যন্তাঃ । পারিজাতবৃক্ষস্ত যৎ প্রসূনং

থাকেন ॥ ৪৮ ॥ মাতঃ ! আপনিই মেধা, আপনিই কান্তি, আপনিই শান্তি আপনিই পুরুষ-  
 গণের বিশদার্থকারিণী প্রসিদ্ধা বুদ্ধি এবং আপনিই ত্রিভুবনের অধিল ঐশ্বর্য স্বরূপা ;  
 দেবি ! বাহারা আপনার ভজনা করে, আপনি দয়াপূর্বক কোনও রূপে তাঁহাদিগকে ঐ  
 বিভব প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবগণ এইরূপে স্তুব করিলে পর দেবী ভগবতী সমস্ত আভ-  
 রণে বিভূষিতা হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করত তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৫০ ॥  
 তাঁহার বাহুচতুষ্ঠয়, পাশ, অকুশ এবং বরদান ভজিয়া ও অভয়মুদ্রার পরিশোভিত, সূচাক  
 কটিতট রসনাদামবন্ধ কিঙ্কণী সমূহের কলধ্বনিতে সুশোভিত এবং চরণযুগল ককণস্থ  
 নুপুর শব্দে রঞ্জিত । তাঁহার সূমধুর স্বর অতীব কমলীয়, ললাটতট সূখাংগুখণ্ড পরিশোভিত

কুর্শ্বঃ কথং জননি ! পূজনমদ্য তেহং !  
 পুষ্পাদিকং তব বিনির্মিতমেব যস্মাৎ ।  
 যন্তা বয়ঞ্চ সকলং পরশক্তিরূপং  
 তস্মাস্তুবানি ! চরণে ঞ্জতাঃ স্ম নুনম্ ॥ ৪৬ ॥  
 ধনাস্তু এব মমুজা হি ভজন্তি তন্ত্য  
 পাদাম্বুজং তব ভবাক্ষিজলেষু পোতম্ ।  
 যং যোগিনোহপি মনসা সততং স্মরন্তি  
 মোক্ষার্থিনো বিগতরাগবিকারমোহাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 যে যাজ্ঞিকাঃ সকলবেদবিদোহপি নুনম্  
 ত্বাং সংস্মরন্তি সততং কিল হোমকালে ।  
 স্বাহাস্তু তৃপ্তিজননীঞ্চ মধে সুরাণাং  
 ভূয়ঃ স্বধাং পিতৃগণস্ত চ তৃপ্তিহেতুম্ ॥ ৪৮ ॥

অথ তব পূজয়া তব সন্তোষ উৎপাদনীয় ইতি চেদন্যকং নিকটে কঃ পদার্থঃ পূজা-  
 যোগ্যোহস্তি যেন ত্বং সন্তুযাসি । যোহস্তি সত্বজগত্বৈবাস্তি ততো নান্যকং পূজাযোগ্যত্বাৎ ।  
 কিন্তু কেবলং নমস্কারেণৈব সন্তুষ্টা ভবেত্যভিপ্রায়েণাহ কুর্শ্বঃ কথং কথং যন্তা বয়ং পূজা-  
 কৰ্ত্তারঃ চকারাদন্তমপি পূজাযোগ্যং গ্রাহম্ । তৎ সৰ্বং পরশক্তিরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

অথ ভগবতুপাসকানাং যন্ততাং বর্ণয়তি যন্তাস্তু এনেতি । পোতং নৌকাম্ ॥ ৪৭ ॥  
 যে যাজ্ঞিকা ইতি । স্বাহাস্বধোচ্চারণকৰ্ত্তারন্তেহপি যন্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ঐ পাপবুদ্ধি আমাদিগকে নিয়তই পীড়াদান করিতেছে ; জননি ! বাহারা আপনার  
 চরণারবিন্দ সেবার নিরন্তর নিরত, যে ব্যক্তি সেই দেবগণকে পীড়াপ্রদান করে সে ব্যক্তি  
 কিরূপে আপনার ভক্ত হইতে পারে ? ॥ ৪৬ ॥ মাতঃ ! আমরা আপনার পূজা কিরূপে  
 সম্পাদন করিব ? পুষ্পাদি বাহা কিছু পূজার দ্রব্য দৃষ্ট হয়, আপনিই ত তৎসমুদয়ের নির্মাণ  
 করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমরা এবং যত্র প্রভৃতি বাহা কিছু পূজার যোগ্য পদার্থ, তৎ-  
 সমুদায়ই আপনার শক্তিস্বরূপ ; অতএব, হে ভবানি ! আমরা কেবলমাত্র প্রাধিপাত  
 দ্বারাই আপনার পূজা করিতেছি, আপনি এসরা হউন ॥ ৪৬ ॥ বাহারা ভবাম্বুধির পোত  
 স্বরূপ আপনার চরণারবিন্দ তজ্জিভাবে ভজনা করে সেই মানবগণই যন্ত ; দেবি ! যে  
 যোগিগণ বিষয়াহুঁরাগ, বিকার ও মোহ পরিত্যাগ পূর্বক মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারাও  
 আপনার সেই চরণসরোজ সতত স্মরণ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ বাহারা  
 সকল বেদের তত্ত্বজ্ঞ যাজ্ঞিক তাঁহারাও যজ্ঞের আহুতিকালে দেবগণের তৃপ্তিজননী স্বাহা-  
 রূপিনী এবং পিতৃগণের পরম তৃপ্তিদায়িনী স্বধাস্বরূপিনী আপনাকে নিয়তই চিন্তা করিয়া



মেধাসি কাস্তিরসি শাস্তিরপি প্রসিদ্ধা

বুদ্ধিস্তমেব বিশদার্থকরী নরাণাম্ ।

সর্বং ত্বমেব বিভবঃ ভুবনজয়েহস্মিন্

কুৰ্বা দদাসি ভজতাং কুপয়া সদৈব ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা স্তুরৈর্দেবী প্রত্যক্ষা সাতবহুয়া ।

চারুরূপধরা তবী সর্বাভরণভূষিতা ॥ ৫০ ॥

পাশাকুশবরাভীতিলসমাহচতুষ্ঠয়া ।

রণংকিকিণিকাজালরণনাবন্ধসংকটিঃ ॥ ৫১ ॥

কলকণ্ঠীরবা কাস্তা কণংককণনুপূরা ।

চন্দ্রখণ্ডসমাবদ্ধরত্নমৌলিবিরাজিতা ॥ ৫২ ॥

মন্দস্মিতারবিন্দাস্থা নেত্রত্রয়বিভূষিতা ।

পারিজাতপ্রসূনাচ্ছনালবর্ণসমপ্রভা ॥ ৫৩ ॥

বিভবমিতি । মেধাদিকং সর্বং বিভবমৈখর্যং কৃত্বোৎপাদ্য ভজতাং কুপয়া তেভ্যো দদাসি তদৈবেত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

পাশাকুশবরাভীতিভিলসদ্ব্যক্তং বাহচতুষ্ঠয়ং বস্ত্রাঃ সা । তজ্জাভীতিরভয়মুজ্জা । তজ্জায়ুধ-  
ক্রমস্ত দশপটল্যামুক্তঃ । দক্ষেকুশাতরে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টমিতি । রণচ্ছকারমানং  
যং কিকিণিকানাং ক্ষুদ্রঘণ্টিকানাং জালং তদ্ব্যক্তরসনরা কাষ্ঠ্যা বদ্ধা সংকটিষষ্ঠাঃ সা ॥ ৫১ ॥

কলকণ্ঠী কোকিলা তদ্বং মধুরো রবঃ শব্দো যজ্ঞাঃ কাস্তা দীপ্তা কণস্তঃ শকারমানাঃ  
ককণনুপূরা বস্ত্রাঃ সা । চন্দ্রখণ্ডেনাচ্ছিত্ত্বেন সুবাবদ্ধো রত্নমৌলী রত্নমুকুটস্তেন বিরাজিতা ॥ ৫২ ॥

মন্দস্মিতারবিন্দাস্থা তেন মুক্তমর্যাদিসমুদয়বিহীনম্ ।

বাকেন ॥ ৪৯-৫৩ ॥

গণের বিশদার্থকারিণী প্রসিদ্ধা বুদ্ধি প্রদায়কী

দেবি ! ঈদৃশী কুপয়া দদাসি ।

বিভবঃ প্রভবঃ ।

বাসি বাসি ।

ককণনুপূরা বস্ত্রাঃ সা ।

ককণনুপূরা বস্ত্রাঃ সা ।

ককণনুপূরা বস্ত্রাঃ সা ।

ককণনুপূরা বস্ত্রাঃ সা ।

ককণনুপূরা বস্ত্রাঃ সা ।

রক্তাশ্বরপরিধানা রক্তচন্দনচর্চিতা ।

প্রসাদস্বমুখী দেবী করুণারসসাগরা ॥ ৫৪ ॥

সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা সর্বদৈতারণিঃ পরা ।

সর্বজ্ঞা সর্বকর্ত্তী চ সর্বাধিষ্ঠানরূপিণী ॥ ৫৫ ॥

সর্ববেদান্তসংসিদ্ধা সচ্চিদানন্দরূপিণী ।

প্রণেয়ুস্তাং সমালোক্য সুরা দেবীং পুরঃস্থিতাম্ ॥ ৫৬ ॥

তানাহ প্রণতানম্রা কিং বঃ কার্য্যং ব্রুবন্তু যাম্ ॥ ৫৭ ॥

দেবা উচুঃ ।

মোহয়ৈনং রিপুং ব্রতং দেবানামতিদুঃখদম্ ।

যথা বিশ্বসতে দেবান্ তথা কুরু বিমোহিতম্ ।

আয়ুধে চ বলং দেহি হতঃ স্ত্রাং যেন বা রিপুঃ ॥ ৫৮ ॥

পুংসং তস্ত যদচ্ছং নালং তস্ত যো বর্ণো রক্তস্তেন সমা প্রভা যস্তাঃ সা রক্তবর্ণেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রসাদেন প্রসন্নতরা স্বমুখী ॥ ৫৪ ॥

সর্বশৃঙ্গারযুক্তবেশনাঢ্যা যুক্তা শৃঙ্গারমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ । সর্বং বদৈতমাত্মাতিরিক্তং পদার্থ-  
জাতং তস্তারণিকৃৎপাদিকা । অতএব সর্বজ্ঞা সর্বকর্ত্তী চ তথা সর্ববিবর্ত্তাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম  
তজ্জপিণী চ ॥ ৫৫ ॥

সর্ববেদান্তা উপনিষত্তাগাঠৈঃ সংসিদ্ধা তদেকপ্রতিপাদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

বো বঃ কার্য্যং তস্তাং ব্রুবন্তিত্যর্থঃ । ব্রূধাতোষ্মৈকর্ষকস্তাং ॥ ৫৭ ॥

ও শিরোদেশ সমুজ্জ্বল রত্নমুকুটে বিরাজিত ছিল ॥ ৫১—৫২ ॥ তাঁহার সুখারবিন্দ মন্দ মন্দ  
স্রিতশোভায় এবং ইন্দীবর সদৃশ নয়নজয়ের পরম শোভায় বিভূষিত, তাহার অঙ্গকাস্তি  
পারিজাত কুসুমসদৃশ মনোরম রক্তবর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল রক্তচন্দনে রঞ্জিত এবং পরিধান  
বসনও রক্তবর্ণ ছিল ইহাতে তৎকালে তাহাকে সমস্ত শৃঙ্গারবেশধারিণী বলিয়া বোধ  
হইতেছিল । মহারাজ ! অখিল ব্রহ্মাণ্ডের জননী, সর্বজ্ঞা, সর্বকর্ত্তী ও অখিলের অধিষ্ঠান-  
রূপিণী, বেদান্তমতসিদ্ধা, সচ্চিদানন্দ-রূপিণী, সুপ্রসন্ন দয়াময়ী মহাদেবী ভগবতী ভুবনেশ্বরী  
এইরূপে দেবতাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । সুরগণ তাঁহাকে সম্মুখস্থিত দর্শন করিয়া  
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন । তখন, সেই অগদম্বিকাও প্রণত দেবগণকে কহিলেন, দেব-  
গণ ! তোমরা কি জন্য আমার স্তব করিতেছ তাহা আমাকে বল ॥ ৫৩—৫৭ ॥

দেবগণ কহিলেন, ভগবতি ! ব্রহ্মাসুর দেবগণকে অতিশয় দুঃখ প্রদান করিতেছে,  
আপনি সেই অুরশত্রুকে বিমোহিত করুন । দেবি ! যাহাতে সে দেবগণকে বিশ্বাস করে  
আপনি তাহাকে সেইরূপে বিমোহিত করুন এবং যাহাতে সেই পরম শত্রু বিনষ্ট হয়  
আমাদের অঙ্গে সেইরূপ বল প্রদান করুন ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তথৈতু্যক্তা ভগবতী তত্রৈবাস্তুরধীরত ।

স্থানি স্থানি নিকেতানি জগুর্দেবা মুদাস্বিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
দেবীস্তুতিবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যথা দেবান্ বিশ্বসতে দেবেষু যথা বিশ্বসেস্তথা বিমোহিতং কুর্ষিত্যর্থঃ । কিঞ্চায়ুধেহপি  
বলং দেহি যেন বলেন রিপূহৃতঃ সাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ইতি মদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অনন্তর দেবী ভগবতী তথাস্ত বলিয়া সেই স্থানেই অস্তর্হিতা  
হইলেন, দেবগণও আনন্দিত হইয়া আপন আপন নিকেতনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রলোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবগণ কর্তৃক ভগবতীর স্তুতি  
বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ # ॥



## ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এবং প্রাপ্তবরা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।

জগ্মুঃ সর্বৈ চ সংমন্ত্য বৃত্তশ্চাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ১ ॥

দদৃশুস্তত্র তং বৃত্তং জ্বলন্তমিব তেজসা ।

ধক্ষন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ এসন্তমিব চামরান্ ॥ ২ ॥

ঋষয়োহথ ততোহভ্যেত্য বৃত্তমুচুঃ প্রিয়ং বচঃ ।

দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং সামযুক্তং রসাত্মকম্ ॥ ৩ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

বৃত্ত বৃত্ত মহাভাগ সর্বলোকভয়ঙ্কর ।

ব্যাপ্তং ত্বয়েতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং কিল ॥ ৪ ॥

শক্রেণ তব বৈরং যন্ততু সৌখ্যবিঘাতকম্ ।

যুবয়োহুঃখদং কামং চিন্তারুদ্ধিকরং পরম্ ॥ ৫ ॥

অষ্টবটিনোকবর্ধৈবৃন্দদৈত্যবধাশ্রিতা ।

কথা প্রারম্ভাতে বৃত্ত দেব্যান্ত মহিমা শ্রুতঃ ।

দেব্যস্তর্কানানন্তরং জাতং বৃত্তাস্তমাহ এবং প্রাপ্তেতি ॥ ১—২ ॥

বিষ্ণুনা পূর্বযুক্তং প্রথমতঃ সান্না বিশ্বাসঃ কারয়িতব্যস্ততো বিশ্বস্তো হস্তব্য ইতি  
তৎসামার্থং ঋষয়স্তং বৃত্তং প্রত্যাগত্যোচুরিত্যাহ ঋষয়োহপেতি ॥ ৩—৪ ॥

সৌখ্যবিঘাতকং স্বশত্রোর্নাশচিন্তয়া দগ্ধচিন্তয়াৎ । তদেবোপপাদয়তি যুবয়োৱিতি ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অনন্তর তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ঋষি সকল ও দেবগণ দেবী  
ভগবতীর নিকট হইতে এইরূপ বরলাভ করত সকলে একত্র মিলিত হইয়া মঙ্গলা করিলেন  
এবং তদনন্তর বৃত্তাস্ত্রের উত্তম আশ্রমে গমন করিয়া দেখিলেন যে, বৃত্তাস্ত্র নিজতেজে  
প্রজ্বলিত হইয়া ত্রিভুবন দাহন করিবার নিমিত্ত ও অমরগণকে গ্রাস করিবার নিমিত্তই  
যেন উপবিষ্ট রহিয়াছে ॥ ১—২ ॥ তখন, ঋষিগণ তাহার নিকটে গমন করিয়া দেবগণের  
কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সামযুক্ত রসাত্মক প্রিয়বাক্যে তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

হে মহাভাগ বৃত্ত ! অখিলের সকল লোকই তোমাকে ভয় করিয়া থাকে, তুমি বিশ্ব  
ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থলেই আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ, কিন্তু ইন্দ্রের সহিত তোমার  
যে শত্রুতা আছে তাহাতে তোমার সুখের ব্যাঘাত হইতেছে সন্দেহ নাই । এক্ষণে এই বৈর

ন ত্বং স্বপিষি সন্তুষ্ঠো ন চাপি মমবা তথা ।  
 সুখং স্বপিষি চিন্তার্থো দ্বয়োর্বৈরিজং ভয়ম্ ॥ ৬ ॥  
 যুবয়োষুধাতঃ কালো ব্যতীতস্ত মহানিহ ।  
 পীড্যন্তে চ প্রজাঃ সর্বাঃ সদেবাসুরমানবাঃ ॥ ৭ ॥  
 সংসারেহত্র সুখং গ্রাহ্যং দুঃখং হেয়মিতি স্থিতিঃ ।  
 ন সুখং কৃতবৈরশ্চ ভবতীতি বিনির্গয়ঃ ॥ ৮ ॥  
 সংগ্রামরসিকাঃ শূরাঃ প্রশংসন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।  
 যুদ্ধং শৃঙ্গারচতুরা ইন্দ্রিয়ার্থবিঘাতকম্ ।  
 পুষ্্পৈরপি ন যোদ্ধব্যং কিংপুনর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৯ ॥  
 যুদ্ধে বিজয়সন্দেহো নিশ্চয়ং বাণতাড়নম্ ।  
 দৈবাধীনমিদং বিশ্বং তথা জয়পরাজয়ো ।  
 দৈবাধীনাবিতি জ্ঞাত্বা ন যোদ্ধব্যং কদাচন ॥ ১০ ॥

যদ্যস্মাৎ কারণাদয়োঃ পরস্পরং বৈরিজ্ঞাত্বং ভয়ং ভবতি তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

স্থিতির্মর্থ্যাদা ॥ ৮ ॥

সংগ্রামরসিকা যুদ্ধং প্রশংসন্তীত্যন্তরেণাবয়ঃ । পণ্ডিতাঃ শৃঙ্গারচতুরাস্ত যুদ্ধং ন প্রশংসন্তি । তন্তুদিন্দ্রিয়ার্থবিঘাতকং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বিজয়ার্থং যুদ্ধং চেত্তত্রাপি সন্দেহ এবত্যাহ যুদ্ধ ইতি । বাণতাড়নং তজ্জ্ঞাত্বং দুঃখং তু নিশ্চিতমেব ভবতি ন তত্র সন্দেহ ইত্যর্থঃ । কুতো বিজয়সন্দেহ ইতি চেত্তত্রাহ দৈবাধীন-মিতি ॥ ১০—১২ ॥

আমাদের উভয়েরই অত্যন্ত চিন্তা-বুদ্ধিকর এমন্য অতীব দুঃখপ্রদ হইয়াছে ॥ ৪-৫ ॥ তুমিও  
 সন্তুষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইতে সমর্থ হও না, ইন্দ্রও সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না, যেহেতু  
 আমাদের উভয়েরই মানসে বৈরিজাত ভয় জাগরুক রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ আর দেখ, বহুকাল  
 অতীত হইল তোমাদিগের যুদ্ধ অবসান হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি দেব অসুর ও মানব  
 প্রভৃতি প্রজাবর্গ সকলেই পীড়া পাইতেছে ॥ ৭ ॥ এই সংসারে সুখই জীবগণের গ্রাহ্য এবং  
 দুঃখ পরিত্যজ্য ইহাই সনাতনী মর্যাদা জানিও ; পরন্তু যে ব্যক্তি শত্রুতা করে তাহার  
 কদাচই সুখ হয় না ইহা পণ্ডিতগণ নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৮ ॥ সংগ্রাম-  
 সিক শূরগণই যুদ্ধের প্রশংসা করেন, কিন্তু শান্তিপরাগণ শৃঙ্গারচতুর পণ্ডিতগণ কদাচই  
 স্ত্রিয়সুখ-বিনাশক যুদ্ধের প্রশংসা করেন না বরং তাহারা বলেন শান্তি শরাদির কথা দূরে  
 থাক সামান্য পুষ্পাদি দ্বারাও যুদ্ধ করিবে না ॥ ৯ ॥ আর দেখ, যুদ্ধে বিজয়লাভ বিষয়ে সন্দেহ  
 হয়, কিন্তু বাণতাড়ন নিশ্চিতই হইয়া থাকে । দৈত্যরাজ ! এই অধিল বিশ্বই দৈবের অধীন,  
 তএব জয়পরাজয় ও দৈবের অধীন জানিয়া যুদ্ধ করা কদাচই কর্তব্য নহে ॥ ১০ ॥ উপযুক্ত

কালেহথ ভোজনং স্নানং শয্যায়াং শয়নং তথা ।  
 পরিচর্যা পরা ভার্যা সংসারঃ সুখসাধনম্ ॥ ১১ ॥  
 কিং সুখং মুখ্যতঃ সংখ্যে বাণবৃষ্টিভয়ঙ্করে ।  
 খড়্গপাতাতিরৌদ্রে চ তথারাতিসুখপ্রদে ॥ ১২ ॥  
 সংগ্রামে মরণাৎ স্বর্গসুখপ্রাপ্তিরিতি স্ফুটম্ ।  
 প্রলোভনপরং বাক্যং নোদনার্থং নিরর্থকম্ ॥ ১৩ ॥  
 ছিদ্ৰা দেহং ব্যথাং প্রাপ্য শৃগালকরটাদিভিঃ ।  
 পশ্চাৎ স্বর্গসুখাবাপ্তিং কো বা বাঙ্কতি মন্দধীঃ ॥ ১৪ ॥  
 সখ্যং ভবতু তে বৃদ্ধ ! শত্রেণ সহ নিত্যদা ।  
 অবাপ্যসি সুখং ত্বঞ্চ শত্রুশ্চাপি নিরস্তরম্ ॥ ১৫ ॥  
 বয়ঞ্চ তাপসাঃ সর্বৈ গন্ধর্ব্বাশ্চ নিজাশ্রমে ।  
 সুখবাসং গমিষ্যামঃ শাস্ত্রে বৈরেহধুনৈব বাম্ ॥ ১৬ ॥  
 সংগ্রামে যুবয়োর্বীর ! বর্তমানে দিবানিশম্ ।  
 শীড়্যন্তে মুনয়ঃ সর্বৈ গন্ধর্ব্বাঃ কিমরা নরাঃ ॥ ১৭ ॥

অরাতোঃ সুখপ্রদে মরণাৎ সংগ্রামমরণাৎ স্বর্গো ভবত্যেব সুনিশ্চিতমিতি বচনাৎ  
 স্বর্গফলার্থং মুখ্যমুক্তমিতি চেত্তত্রাহ সংগ্রাম ইতি । যুদ্ধে নোদনার্থং প্রেরণার্থমর্থবাদঃ  
 স ন তু তত্র তাৎপর্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ছিদ্বেতি । কো নাম পুরুষো বাণব্যথাং প্রাপ্য শৃগালকরটাদিভিঃ দেহং ছিদ্ৰা পশ্চাৎ  
 স্বর্গসুখাবাপ্তিং বাঙ্কতি ন কোহপীতি জ্ঞাবঃ । যদ্বা শৃগালকরটাদিভির্দেহং ভঙ্কয়িত্তেতি  
 শেষঃ ॥ ১৪ ॥

যত এবং ততঃ সখ্যং ভবত্বিতি ॥ ১৫—১৭ ॥

কালে স্নান, ভোজন উত্তম শয্যায় শয়ন এবং সেবানিরতা পতিব্রতা ভার্যা এই কয়েকটিকেই  
 সংসার-সুখের সাধন বলিয়া জানিবে ॥ ১১ ॥ আর যুদ্ধে কেবল ভয়ঙ্কর বাণবৃষ্টি ও উগ্রতর  
 খড়্গপাত হইয়া থাকে অতএব তাহাতে কি সুখ আছে বরং তাহাতে শত্রুরই সুখ হইয়া  
 থাকে । যদি বল মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সংগ্রামে মরণ হইলে স্বর্গলাভ হয় তাহা  
 কেবল প্রলোভনপর প্রবর্তক বাক্য মাত্র বস্তুত তাহাতে কিছুমাত্র কল নাই ॥ ১২—১৩ ॥  
 আর যদিও দেহ ছেদ করিয়া বেদনা পাইয়া এবং শৃগাল কাকাদিকে স্বশরীরমাংস ভোজন  
 করাইয়া শেষে সুখলাভই হয়, তবে বুদ্ধিমানের কথা দূরে থাক্ কোন্ মন্দবুদ্ধি তাহা বাসনা  
 করিয়া থাকে ? ॥ ১৪ ॥ অতএব, হে বৃদ্ধ ! ইজের সহিত তোমার নিত্যকাল সখ্য হউক,  
 তাহাতে তুমি এবং ইজ উভয়েই নিত্য সুখ লাভ করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥ বিশেষত  
 যদি তোমাদের শত্রুতা এগনিই শাস্ত হইয়া যায় তবে আমরা সমস্ত তাপসগণ ও গন্ধর্ব্বগণ



সৰ্বেষাং শান্তিকামানাং সখ্যমিচ্ছামহে বয়ম্ ।  
 মুনয়স্ত্বঞ্চ শক্রশ্চ প্রাপ্নুবন্তু সুখং কিল ॥ ১৮ ॥  
 মধ্যস্থান্চ বয়ং বৃত্ত ! যুবয়োঃ সখ্যকারণে ।  
 শপথং কারয়িত্বাত্ত যোজয়ামো মিথঃ প্রিয়ম্ ॥ ১৯ ॥  
 শক্রস্তু শপথান্ কৃত্বা যথোক্তাংশ্চ তবাশ্রিতঃ ।  
 চিত্তং তে প্রীতিসংযুক্তং করিষ্যতি তু সাম্প্রতম্ ॥ ২০ ॥  
 সত্যাদারা ধরা মুনং সত্যেন চ দিবাকরঃ ।  
 তপত্যয়ং যথাকালং বায়ুঃ সত্যেন বাত্যথ ॥ ২১ ॥  
 উদগ্ধানপি মৰ্যাদাং সত্যেনৈব ন মুঞ্চতি ।  
 তস্মাৎ সত্যেন সখ্যং বাং ভবত্বদ্য যথাস্থখম্ ॥ ২২ ॥  
 একত্র শয়নং ক্রীড়া জলকেলিঃ সুখাসনম্ ।  
 যুবাভ্যাং সৰ্বথা কার্য্যং কৰ্ত্তব্যং সখ্যমেত্য চ ॥ ২৩ ॥

সৰ্বেষাং শান্তিকামানাং সৌখ্যায়ৈতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

নহু ভবন্তোহপি তৎপক্ষীরাস্ততো ভবতঃসু কো বিশ্বাসস্তত্রাহ শপথমিতি ॥ ১৯ ॥

তদেব বিশদয়তি শক্রম্ভিতি ॥ ২০—২১ ॥

স মূলো হ বা এব পরিণুষ্যতি বোহনৃতমভিবদতীতি প্রমোপনিষদি শ্রুতেঃ । সত্যভয়ং সৰ্বেষামস্তুতীতি ভাবঃ । ততঃ কিং তত্রাহ তস্মাদিতি ॥ ২২—২৫ ॥

আপন আপন আশ্রমে সুখে বাস করিতে পারিব সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ হে বীর ! তোমাদের  
 সংগ্রাম নিয়তই বিদ্যমান থাকায় মুনীগণ, গন্ধৰ্বগণ, কিন্নরগণ ও নরগণ সকলে দিবা-  
 রাত্রই পীড়া প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৭ ॥ আমরা অরণ্য নিবাসী মুনি, সমস্ত শান্তিকাম জন-  
 গণের সুখের নিমিত্তই তোমাদের বহু কামনা করি। তোমার ও ইন্দের এক সমস্ত  
 জীবগণের সুখলাভ হউক ইহা আমাদের একান্ত বাসনা ॥ ১৮ ॥ বৃত্ত ! তোমাদের  
 সন্মিলনে আমরা মধ্যস্থ, আমরা এ বিষয়ে শপথ করাইরা পরস্পরের প্রিয়কার্য্যে উত্তরকেই  
 নিয়োজিত করিব ॥ ১৯ ॥ তুমি যেরূপ বলিবে এক্ষণে ইচ্ছ তোমার সমক্ষে সেইরূপ শপথ  
 করিরা তোমার চিত্তের প্রীতি উৎপাদন করিবেন ॥ ২০ ॥ তুমি নিশ্চয় জানিও যে সত্যের  
 উপরই বহুধরা প্রতিষ্ঠিত, সত্য হেতুই দিবাকর উদিত হইতেছেন, সত্য হেতুই সমীরণ  
 সদাকাল প্রবহমান রহিয়াছেন এবং সত্য হেতুই অপার পয়োনিধি স্বকীয় বেলারূপ মৰ্যাদা  
 কখনই অতিক্রম করেন না ; অতএব, এক্ষণে সত্য দ্বারাই তোমাদের বহু যথাস্থখে  
 সম্পাদিত হউক ॥ ২১—২২ ॥ তোমরা মিত্রতাপাশে পরস্পর বদ্ধ হইরা একত্র শয়ন, একত্র  
 ক্রীড়ন, একত্র জলকেলি এবং একত্র সুখে উপবেশন করিতে থাক ॥ ২৩ ॥

বাস উবাচ ।

মহর্ষিবচনং শ্রুত্বা তানুবাচ মহামতিঃ ।

অবশ্যং ভগবন্তো মে মাননীয়াস্তপস্বিনঃ ॥ ২৪ ॥

ভবন্তো মুনয়ঃ কাপি ন মিথ্যাবাদিনো ভূশম্ ।

সদাচার্যঃ স্ত্যাস্ত্যশ্চ ন বিদুশ্ছলকারণম্ ॥ ২৫ ॥

কৃতবৈরে শঠে স্তকে কামুকে চ গতদ্বিষি ।

নির্লজ্জে নৈব কর্তব্যং সখ্যং মতিমতা সদা ॥ ২৬ ॥

নির্লজ্জোহয়ং দুরাচারো ব্রহ্মহা লম্পটঃ শঠঃ ।

ন বিশ্বাসস্ত কর্তব্যঃ সর্বথৈবেদৃশে জনে ॥ ২৭ ॥

ভবন্তো নিপুণাঃ সর্বে ন দ্রোহমতয়ঃ সদা ।

অনভিজ্ঞাস্ত শাস্ত্রাচ্ছিত্তানামতিবাদিনাম্ ॥ ২৮ ॥

মুনয় উচুঃ ।

জন্তুঃ কৃত্য ভোক্তা বৈ শুভস্য ত্রুশুভস্য চ ।

দ্রোহঃ কৃত্য কুতঃ শাস্ত্রিমাশ্রয়ামৃচেতনঃ ॥ ২৯ ॥

যুগং সাধবশ্ছলকারণং ছলক ন বিদুঃ সখ্যার্থং ভবন্তিঃ প্রার্থ্যতে । তথাপি নায়ং সখ্যযোগ্য ইতি নীতিশাস্ত্রবচনমাহ কৃতবৈরে ইতি । কৃতবৈরে শত্রৌ শঠে কপটবতি স্তকে বুদ্ধিরহিতে কামুকে বিষয়িনি গতদ্বিষি অপগতকীর্তৌ নির্লজ্জে চ সখ্যং ন কর্তব্যমিতি নীতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

এতেষাং মধ্যে কোহসৌ বাসব ইতি চেত্তজাহ নির্লজ্জোহয়মিতি । সর্বদুঃখগবানিতি-  
ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

যুগং সাধবোহতিবাদিনাং কপটিনাং চেতসামনভিজ্ঞা অতো ভবন্তিঃ প্রার্থ্যতে । পরস্ত  
দুঃখমধ্যস্থতা ভবন্তির্ন স্বীকার্যেত্যভিপ্রায়েণাহ অনভিজ্ঞা ইতি ॥ ২৮ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! মহামতি বৃদ্ধ মহর্ষিগণের বচন শ্রবণ করিয়া কহিতে  
লাগিল, ঋষিগণ ! আপনারা জ্ঞানাদিসম্পন্ন ও তপস্বী অতএব আমার মাননীয় ॥ ২৪ ॥

আপনারা মুনী স্ত্যাস্ত্যঃ কৃত্যাপি মিথ্যা কহেন না ; আপনারা সদাচার ও শাস্ত্র স্ত্যাস্ত্যঃ  
ছলের কারণ অবগত নহেন ॥ ২৫ ॥ শঠ, লম্পট, বুদ্ধিবিহিত, কীর্তিশূন্য ও নির্লজ্জ, এই

সকল ব্যক্তির সহিত বিশেষতঃ শত্রুর সহিত সখ্য সংস্থাপন করা বুদ্ধিমানগণের কর্তব্য  
নয় ॥ ২৬ ॥ এই দুরাচার ইন্দ্র নির্লজ্জ, শঠ ও লম্পট এবং ব্রহ্মবাতক অতএব ঈদৃশ ব্যক্তির

প্রতি বিশ্বাস করা কদাচই কর্তব্য নয় ॥ ২৭ ॥ আপনারা সাধু ও সর্বসদুগুণসম্পন্ন স্ত্যাস্ত্যঃ  
আপনাদিগের মতি পরের অনিষ্ট চিন্তার প্রধাবিত হয় না ; আপনাদিগের চিত্ত শাস্ত্র বলি-

য়াই আপনারা কপটচারিগণের মন বুদ্ধিতে পারেন না, অতএব দুঃখ জনের মধ্যস্থ হওয়া  
আপনাদিগের কর্তব্য নয় ॥ ২৮ ॥

বিশ্বাসঘাতকর্তারো নরকং যান্তি নিশ্চয়ম্ ।

দুঃখঞ্চ সমবাপ্নোতি নুনং বিশ্বাসঘাতকঃ ॥ ৩০ ॥

নিষ্কৃতিব্রহ্মহত্যাং সুরাপানঞ্চ নিষ্কৃতিঃ ।

বিশ্বাসঘাতিনাং নৈব মিত্রদ্রোহকৃতামপি ॥ ৩১ ॥

সময়ং বৃহি সর্বজ্ঞ ! যথা তে চেতসি ধ্রুবম্ ।

তেনৈব সময়েনাদ্য সন্ধিঃ স্খাদুভয়োঃ কিল ॥ ৩২ ॥

বৃত্র উবাচ ।

ন শুক্রেণ ন চার্জেণ নাশ্মনা ন চ দারুণা ।

ন বজ্রেণ মহাভাগ ! ন দিবা নিশি নৈব চ ॥ ৩৩ ॥

বধ্যো ভবেয়ং বিপ্রেন্দ্রাঃ ! শক্রস্য সহ দৈবতৈঃ ।

এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নান্যথা ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ঋষয়স্তং তদা প্রাহুর্বাঢ়মিত্যেব চাদৃতাঃ ।

সময়ং শ্রাবয়ামাস্তুস্ত্রানীয় স্বরেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

মুনয়স্ত যদ্যেতাদৃশং শপথং কৃত্বা বিশ্বাসঘাতং করিষ্যতি তর্হি তস্ত স ফলং ভোক্ষ্যতী-  
ত্যভিপ্রায়েণাহঃ জন্তুঃ কৃতশ্চেতি ॥ ২৯—৩০ ॥

ব্রহ্মহত্যাং তথা সুরাপানঞ্চ নিষ্কৃতিরস্তীত্যর্থঃ । অতঃ সর্বথাশ্রয়চিনাক্ষয়া সখ্যং কর্তব্য-  
মিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

সময়মিতি । পরস্ত তত্র সময়ং সঙ্কেতমেতাদৃশং ভবন্তিঃ স্বীক্ৰিয়তে চেন্নয়া সখ্যং ক্রিয়তে  
ইত্যেবং রূপং বৃহি । তেনৈব সময়েন শপথোত্তরমুভয়োঃ সন্ধির্নৈত্রী স্খাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

মুনিগণ কহিলেন, রাজন্ ! জন্তুগণ নিশ্চয়ই নিজকৃত পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিয়া  
থাকে, তবে নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দ্রোহাচরণ করিয়া কিরূপে শাস্তি লাভ করিতে সমর্থ  
হইবে ? ॥ ২৯ ॥ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিগণ নিশ্চিতই নরক প্রাপ্ত হইবে এবং নিরস্তরই দুঃখভোগ  
করে সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ বরং ব্রহ্মঘাতক ও সুরাপানীর নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক  
ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই, ইহাদিগকে অবশ্যই নরকভোগ করিতে  
হইবে ॥ ৩১ ॥ অতএব, হে সর্বজ্ঞ ! তোমার মনে বাহা নিশ্চিত আছে সেই নিয়ম প্রকাশ  
করিয়া বল, তদ্বারাই তোমাদের উভয়ের সন্ধি সংস্থাপিত হইবে ॥ ৩২ ॥

বৃত্র বলিল, হে মহাভাগ মুনিগণ ! ইহা সমস্ত দেবগণের সহিত শুক বা আর্জি বস্ত দ্বারা  
অথবা কাষ্ঠ, প্রস্তর এবং বজ্র দ্বারা নিশায় অথবা দিবাকালে আমার বধ সাধন না করে,  
আমি এই নিয়মে তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে পারি, নচেৎ অস্ত্র কোনও প্রকারে  
তাহা করিতে পারি না ॥ ৩৩—৩৪ ॥



ইন্দ্রোহপি শপথাংস্তত্র চকার বিগতকুরঃ ।

সাক্ষিণং পাবকং কৃষ্ণা মুনীনাং সম্মিথৌ কিল ॥ ৩৬ ॥

বৃত্তস্ত বচনৈস্তস্মৈ বিশ্বাসমগমস্তদা ।

বভূব মিত্রবচ্ছক্রে সহচর্যাপরায়ণঃ ॥ ৩৭ ॥

কদাচিন্নন্দনে চোভৌ কদাচিদগন্ধমাদনে ।

কদাচিদ্ধদধেশ্তীরে মোদমানৌ বিচেরতুঃ ॥ ৩৮ ॥

এবং কৃতে চ সন্ধানে বৃত্তঃ প্রমুদিতোহভবৎ ।

শক্ৰোহপি বধকামস্ত তদুপায়ানচিস্তয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

রক্ষাশ্বেষী সমুদ্বিগ্নস্তদাসীন্মঘবা ভূশম্ ।

এবং চিস্তয়তস্তস্মৈ কালঃ সমভিবৰ্ত্তত ॥ ৪০ ॥

বিশ্বাসং পরমং প্রাপ বৃত্তঃ শক্রেহতিদারুণে ।

এবং কতিচিদানি গতানি সময়ে কৃতে ॥ ৪১ ॥

বৃত্তস্ত মরণোপায়ান্ মনসীন্দ্রোহপ্যচিস্তয়ৎ ॥ ৪২ ॥

ত্বষ্টৈকদা স্তুতং প্রাহ বিশ্বস্তং পাকশাসনে ।

পুত্র বৃত্ত মহাভাগ ! শৃণু মে বচনং হিতম্ ॥ ৪৩ ॥

এবমিতি । এবং সময়ঃ । শপথেন ক্রিয়েত চেম্মে মম সাক্ষী যোচত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৯ ॥

রক্ষাশ্বেষী সন্ধেতাতিরিক্তমরণোপায়ো রক্ষুঃ তদশ্বেষী ॥ ৪০—৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ঋষিগণ তখন তাহার সেই বাক্য আদর পূর্বক শ্রীকার করিলেন এবং অশ্বরাজকে সেই স্থানে আনয়ন করিয়া সন্ধির নিয়ম শ্রবণ করাইলেন ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্রও তথায় মুনিগণের সমক্ষে অগ্নি সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন এবং চিন্তারূপ বিষম অর হইতে বিমুক্ত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ বৃত্ত তখন ইন্দ্রের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সহিত নিত্রতা স্থাপন পূর্বক একত্র বিহার করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ তাহার উভয়ে মিলিত হইয়া কখন নন্দনবনে, কখন গন্ধমাদনে, কখন বা তোরণি-তীরে আমোদ অমৃতভব করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ উভয়ের এইরূপে সন্ধিবন্ধন পূর্বক মিলন হইলে অশ্বরাজ বৃত্ত অত্যন্ত আনন্দিত হইল, কিন্তু দেবরাজ তাহার বধ কামনার তদ্বিষয়ক উপায় সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিন্তে তাহার হিত্রাশ্বেষণ করিতে করিতে কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন ॥ ৪০ ॥ এইরূপে সন্ধি সংস্থাপন করিবার পর কয়েক বৎসর গত হইল, তখন সরলচিত্ত বৃত্তাশ্বর অতিদারুণ ইন্দ্রের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করিতে লাগিল, কিন্তু ইন্দ্র মনে মনে তাহার মরণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥

ন বিশ্বাসস্তু কৰ্তব্যঃ কৃতবৈরে কথঞ্চন ।

মঘবা কৃতবৈরন্তে সদাসূয়াপরঃ পরৈঃ ॥ ৪৪ ॥

লোভোন্মত্তো ঘেষরতঃ পরদুঃখোৎসবাস্বিতঃ ।

পরদারলম্পটঃ স পাপবুদ্ধিঃ প্রতারকঃ ।

রক্ষাশ্বেষী দ্রোহপরো মায়াবী মদগর্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥

বঃ প্রবিশ্যোদরে মাতুর্গর্ভচ্ছেদং চকার হ ।

সপ্তকৃত্বঃ সপ্তকৃত্বঃ ক্রন্দমানমনাতুরঃ ॥ ৪৬ ॥

তস্মাৎ পুত্র ! ন কৰ্তব্যো বিশ্বাসস্তু কথঞ্চন ।

কৃতপাপস্ত কা লজ্জা পুনঃ পুত্র ! প্রকুৰ্বতঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং প্রবোধিতঃ পিত্রা বচনৈর্হেতুসংযুতৈঃ ।

ন বুবোধ তদা বৃত্র ! আসন্নমরণঃ কিল ॥ ৪৮ ॥

স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে তমপশ্যন্মহাস্থরম্ ।

সন্ধ্যাকাল উপারুতে মুহূর্তেহতীবদারুণে ॥ ৪৯ ॥

সপ্তকৃত্বঃ সপ্তকৃত্ব ইতি । সপ্তকৃত্বো যথা স্ত্রীত্বাৎ প্রথমং গর্ভচ্ছেদং চকার পশ্চাদেতৈকক-  
মবয়বঃ সপ্তকৃত্বশ্চকার তেন চৈকোনপঞ্চাশন্নকতো নিম্নত্রা ইতি পুরাণান্তরে স্পষ্টম্ । অনা-  
তুরো মনসি পাপভয়রহিতঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

কদাচিদিতি । স বাসবঃ ॥ ৪৯ ॥

এক দিন বিশ্বকর্মা, নিজ সন্তান বৃত্রাস্থরকে পাকশাসনের প্রতি বিশ্বস্তচিত্ত জানিতে  
পারিয়া বলিলেন, বৎস বৃত্র ! তুমি আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৪৩ ॥ দেখ, যাহার  
সহিত একবার শত্রুতা ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কদাচ কৰ্তব্য নয় । ইহু  
তোমার পরম শত্রু সে সর্বদাই তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে, অতএব তাহাকে আর  
বিশ্বাস করিও না ॥ ৪৪ ॥ সেই ইহু সর্বদাই লোভনিরত, ঘেষরত, পরদুঃখে উৎসবাস্বিত,  
পরদার-লম্পট, পাপবুদ্ধি, প্রতারক, ছিদ্রাশ্বেষী, হিংসক, মায়াবী ও মদগর্বিত ; বৎস !  
অধিক আর কি বলিব, সেই পাপিষ্ঠ অবলীলাক্রমে পাপভয় পরিত্যাগ করিয়া মাতার  
উদরে প্রবেশ করত তাঁহার গর্ভস্থিত রোদদামান বালককে প্রথমে সপ্তভাগ তৎপরে  
সেই সপ্তভাগের প্রত্যেককে পুনর্বার সপ্তভাগ এইরূপে ঊনপঞ্চাশৎ ভাগে ছেদ করিয়াছে ;  
অতএব, হে পুত্র ! তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কদাচই কৰ্তব্য নহে । যে ব্যক্তি সর্বদাই  
পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত তাঁহার পুনর্বার পাপকার্য্য করিতেই বা কি লজ্জা আছে ॥ ৪৫—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বৃত্রাস্থরের মরণকাল নিকটবর্তী হইয়াছিল বলিয়াই সে  
পিতৃকর্তৃক হেতুযুক্ত বাক্য দ্বারা এইরূপে প্রবোধিত হইলেও তাহা শুভকর বলিয়া বুঝিতে

ততঃ সচিস্ত্য মঘবা বরদানং মহাঅনাগ্নি\* ।

সঙ্কেয়ং বর্ততে রৌদ্রা ন রাত্রির্দিবসো ন চ ॥ ৫০ ॥

হস্তব্যোহয়ং ময়া চাদ্য বলেনৈব ন সংশয়ঃ ।

একাকী বিজনে চাত্র সম্প্রাপ্তঃ সময়োচিতঃ ॥ ৫১ ॥

এবং বিচার্য মনসা সম্মার হরিমব্যয়ম্ ।

তত্রাজগাম ভগবানদৃশ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

বজ্রমধ্যে প্রবিষ্টাসৌ সংস্থিতো ভগবান্ হরিঃ ।

ইন্দ্রো বুদ্ধিং চকারাশু তদা বৃত্রবধং প্রতি ॥ ৫৩ ॥

ইতি সঞ্চিস্ত্য মনসা কথং হত্যাং রিপুং রণে ।

অজ্ঞেয়ং সর্বথা সর্বদেবৈশ্চ দানবৈস্তথা ॥ ৫৪ ॥

যদি বৃত্রং ন হন্যাদ্য বঞ্চয়িত্বা মহাবলম্ ।

ন শ্রেয়ো মম নুনং শ্চাৎ সর্বথা রিপুরক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥

অপাং কেনং তদাপশ্যৎ সমুদ্রে পর্বতোপগম্ ।

নায়ং শুকো ন চার্জোহয়ং ন চ শত্রুমিদং তথা ॥ ৫৬ ॥

বরদানমিতি । দিব। নিশি চ মরণং নাশীকরন্ত সক্ষা ভবত্যশ্চাং মারণেন বরদানং মিথ্যা  
ন ভবতীত্যর্থঃ । মহাঅনাগ্নিঃ বৃক্ষাদীনাং বরদানমিত্যবয়বঃ ॥ ৫০-৫৩ ॥

কথং হত্যাং ইতি । মনসা সঞ্চিস্ত্যত্যবয়বঃ ॥ ৫৪ ॥

নহু সঙ্কেটেন মারণাপেক্ষয়া ন হস্তব্য এবেতি চেত্তত্রাহ যদি বৃত্রমিতি ॥ ৫৫—৫৭ ॥

পারিল না ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, একদিন সক্ষাকালে অতি দারুণ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে ইন্দ্র  
সেই মহাসুর বৃত্রকে দেখিতে পাইয়া বৃক্ষার বরদান বিষয়ে চিন্তা করিলেন যে, এক্ষণে এই  
ভয়ঙ্করী সক্ষা উপস্থিত হইরাছে এখন দিবাও নয় রাত্রি ও নয় আর এই দৈত্যও একাকী  
নির্জনে যথাকালে উপস্থিত হইরাছে অতএব এই সময়েই বলপূর্ব্বক ইহার বধ সাধন করা  
কর্তব্য তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৪৯-৫১ ॥ ইন্দ্র মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া, অব্যাসা  
হরিকে স্মরণ করিলেন । ভগবান্ পুরুষোত্তম হরিও সেই স্থানে অদৃশ্যভাবে আগমন করিয়া  
বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন, তখন ইন্দ্র শীঘ্রই বৃত্রাসুরের বধের নিমিত্ত স্থিরচিত্ত হই-  
লেন ; কিন্তু, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দেব দানবগণের সর্বথা অজ্ঞেয় এই রিপুকে  
রণমধ্যে কিরূপে বধ করিব আর যদি এই মহাবল অসুরকে বধনা করিয়া অদ্বাই বধ না  
করি তবে এই ছরস্ত্র রিপু বর্ত্তমান থাকিলে আমার কিছুতেই মঙ্গল নাই ॥ ৫২—৫৫ ॥  
ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাগরবারিহ পর্ব্বত প্রমাণ কেন দর্শন করিলেন ।



অপাং ফেনং তদা শক্ৰো জগ্ৰাহ কিল লীলয়া ।  
 পরাং শক্তিকং সম্ভার ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৫৭ ॥  
 স্মৃতমাত্ৰা তদা দেবী স্বাংশং ফেনে স্থাপয়ৎ ।  
 বজ্রং তদাবৃতং তত্র চকার হরিসংযুতম্ ॥ ৫৮ ॥  
 ফেনাবৃতং পবিং তত্র শক্ৰশ্চিক্রেপ তং প্রতি ।  
 সহসা নিপপাতাশ্চ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৫৯ ॥  
 বাসবস্ত প্রহৃষ্টাত্মা বভূব নিহতে তদা ।  
 ঋষয়শ্চ মহেশ্চ তমস্তবন্ বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ৬০ ॥  
 হতশক্ৰঃ প্রহৃষ্টাত্মা বাসবঃ সহ দৈবতৈঃ ।  
 দেবীং সম্পূজয়ামাস যৎপ্রসাদাক্রতো রিপুঃ ॥ ৬১ ॥  
 প্রসাদয়ামাস তদা স্তোত্রৈর্নানাবিধৈরপি ।  
 দেবোদ্যানেন পরাশক্তেঃ প্রাসাদমকরোদ্ধরিঃ ॥ ৬২ ॥  
 পদ্মরাগময়ীং মূর্তিং স্থাপয়ামাস বাসবঃ ।  
 ত্রিকালং মহতীং পূজাং চক্ৰুঃ সৰ্বৈহপি নির্জরাঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বাংশং পরাশক্ত্যাংশং যেন স দৈত্যো নজ্জ্যতি তথাঃশং দেবী তস্মিন্ ফেনে ন্যধাপয়ৎ  
 স্থাপিতবতীত্যাংশঃ । তেন চাতিকোমলোহপি ফেনপিণ্ডো বজ্রাদপ্যধিকো জাত ইতি  
 ভাবঃ । তদাবৃতং ফেনাবৃতম্ ॥ ৫৮—৬১ ॥

দেবোদ্যানেন নন্দনবনে হরিরিজঃ । পরাশক্তেঃ প্রসাদং মহাস্তমকরোদিত্যাংশঃ ॥ ৬২ ॥

তস্মিন্ প্রাসাদে পদ্মরাগমণেররূপবর্ণরত্নস্ত নির্মিতাঃ শ্রীভুবনেশ্বর্যা মূর্তিঃ পূজাং যথা  
 দর্শনং জাতং তথা কৃত্বা স্থাপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

তখন তাহাকে শুষ্কও নর অর্দ্ধও নর এবং শত্রুও নর ইহা ভাবিয়া অবলীলার তাহাই গ্রহণ  
 করিলেন এবং তৎকণাৎ পরম ভক্তিসহকারে পরাশক্তি ভুবনেশ্বরীকে স্মরণ করি-  
 লেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ ভগবতী স্মরণমাত্র স্বীয় অংশ ফেন মধ্যে সংস্থাপন করিলেন । এদিকে  
 নারায়ণাধিষ্ঠিত বজ্রও সেই ফেনপিণ্ড দ্বারা আবৃত হইল ॥ ৫৮ ॥ তখন ইন্দ্র সেই ফেনাবৃত  
 বজ্র যন্ত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎকণাৎ বজ্রাস্তর সেই বজ্র দ্বারা আহত হইয়া  
 অচলের স্থায় নিপতিত হইল ॥ ৫৯ ॥ বজ্রাস্তর নিহত হইলে ইন্দ্র অতিশয় হুট্টিচিৎ হইলেন,  
 ঋষিগণও বিবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ অমন্তর, বাহার অহুগ্রহে  
 শক্ৰ নিহত হইল দেবরাজ দেবগণের সহিত সেই দেবীর পূজা করিলেন এবং নানাবিধ  
 স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করাইলেন । পরে, নন্দনকাননে পরমাশক্তির পদ্মরাগময়ী  
 মূর্তি স্থাপন করিলেন ; মহারাজ ! তদবধি সকল দেবই ত্রিসঙ্খ্যায় দেবীর পূজা করিতে  
 লাগিলেন এবং তদবধিই শ্রীদেবী দেবগণের কুলদেবতা হইলেন । সেই সময় ইন্দ্র ত্রিভুবন

তদাপ্রভৃতি দেবানাং শ্রীদেবী কুলদৈবতম্ ।  
 বিষ্ণুং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং পূজয়ামাস বাসবঃ ॥ ৬৪ ॥  
 ততো হতে মহাবীর্যে যুত্রে দেবভয়ঙ্করে ।  
 প্রববৌ চ শিবো বায়ুর্জহ্মুর্দেবতাস্থথা ॥ ৬৫ ॥  
 হতে তস্মিন্ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসকিন্নরাঃ ॥ ৬৬ ॥  
 ইথং যুত্রে পরাশক্তিপ্রবেশযুতফেনতঃ ।  
 তয়া কৃতবিমোহাচ্চ শক্রেণ সহসা হতঃ ॥ ৬৭ ॥  
 ততো যুত্রে নিহত্বীতি দেবী লোকেষু গীয়তে ।  
 শক্রেণ নিহত্বাচ্চ শক্রেণ হত উচ্যতে ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
 যুত্রবধো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

তদাপ্রভৃতি তস্মাৎ কালাদারভ্য শ্রীদেবী ভুবনেশ্বরী দেবানাং কুলদৈবতং বংশপর-  
 ম্পরোপাশ্রমিষ্টদৈবতমভূদিত্যর্থঃ ॥ ৬৪—৬৬ ॥

ইথমিতি । ইথং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ যতো যুত্রে নামকো দৈত্যঃ পরাশক্রেঃ প্রবেশঃ সঙ্ক-  
 রণং তদ্যুক্তফেনত ফেনপিণ্ডেন করণেন শক্রেণ সহসা হতস্তস্মাৎ কিঞ্চ তয়া পরাশক্ত্যা  
 কৃতো যো দৈত্যস্ত মোহো দেবমৈত্রীকরণে অবিবেকস্তস্মাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

ততো যুত্রেতি । ততস্তস্মাৎ কারণাদেবী যুত্রে নিহত্বীতি লোকেষু গীয়তে । তথা মধু-  
 কৈটভবধো বিষ্ণুনা কৃতাহপি দেবীপ্রসাদমস্তরা তস্তা জায়মানত্বাদেবীকৃত ইত্যাচ্যতে  
 তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুরও পূজা করিলেন ॥ ৬১—৬৪ ॥ অনন্তর মহাবীর্য ভয়ঙ্কর যুত্রে নিহত হইলে  
 যুহমন্দ শুভকর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও কিন্নরগণ মহানন্দে  
 বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৬৫—৬৬ ॥ মহারাজ ! যুত্রে ভগবতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিল  
 এবং সেই পরাশক্তি ফেনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়াই ইন্দ্র সেই অশুরকে সহসা  
 নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এই কারণেই দেবী ভুবনেশ্বরী “যুত্রে নিহত্বী”  
 বলিয়া ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন ; কিন্তু, ইন্দ্র তাহাকে বাহ্যদৃষ্টে ফেন দ্বারা বিনাশ  
 করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছে ইহাই লোকে কহিয়া থাকে ॥ ৬৭—৬৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে যুত্রবধ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

অথ তং পতিতং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুর্বিষ্ণুপুরীং যযৌ ।  
মনসা শঙ্কমানস্তু তস্য হত্যাকৃতং ভয়ম্ ॥ ১ ॥  
ইন্দ্রোহপি ভয়সন্ত্রস্তো যযাবিন্দ্রপুরীং ততঃ ।  
মুনয়ো ভয়সংবিগ্না হৃভবন্নিহতে রিপৌ ॥ ২ ॥  
কিমস্মাভিঃ কৃতং পাপং যদসৌ বঞ্চিতঃ কিল ।  
মুনিশব্দো বৃথা জাতঃ সুরেশশ্চ চ নঙ্গমাৎ ॥ ৩ ॥  
অস্মাকং বচনাদ্ভ্রো বিশ্বাসমগমৎ কিল ।  
বিশ্বাসঘাতিনঃ সঙ্গাৎ বয়ং বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥ ৪ ॥  
ধিগিয়ং মমতা পাপমূলমেবমনর্থকুৎ ।  
যদস্মাভিশ্চলং কৃত্বা শপথৈর্বঞ্চিতোহসুরঃ ॥ ৫ ॥  
মন্ত্রকুদ্ভুদ্ধিদাতা চ প্রেরকঃ পাপকারিণাম্ ।  
পাপভাক্ স ভবেমুনং পক্ষকর্তা তথৈব চ ॥ ৬ ॥

অর্কোনায়া ত্রিষষ্ট্যা তু যুতেঃ পদৈরনন্তরম্ ।

ঔপবাসো বাসবশ্চ নহবস্তাভিবেচনম্ ॥

বৃত্রবধানস্তরং জাতং ব্রতমাহ অথ তমিতি ॥ ১—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অনন্তর দেবদেব বিষ্ণু ব্রতাসুরকে নিপতিত দেখিয়া মনে মনে তাহার হত্যাজনিত ভয়ের আশঙ্কা করিতে করিতে বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ এদিকে ইন্দ্রও পরম শত্রু ব্রতাসুর নিহত হইলে পাপভয়ে ভীত হইয়া অমরপুরে প্রস্থান করিলেন । তখন মুনিগণ ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা ব্রতাসুরকে বঞ্চিত করিয়া কি পাপ কর্মই করিয়াছি, হায় ! দেবরাজের সঙ্গদোষে আজ আমাদের মুনি নাম বৃথা হইল ॥ ২—৩ ॥ ব্রত আমাদের বচনেই ইন্দ্রকে বিশ্বাস করিয়াছিল, অতএব বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গদোষে আজ আমরাও বিশ্বাসঘাতক হইলাম ॥ ৪ ॥ মমতাই সমস্ত অনর্থের মূল ; অতএব, সেই মমতাকে ধিক্ ! কারণ, মমতাপাশে বদ্ধ হইয়াই আমরা ছল পুঙ্ক শপথ দ্বারা ব্রতকে বঞ্চিত করিয়াছি ॥ ৫ ॥ স্বয়ং পাপকার্য্য না করিয়াও যাহারা পাপকার্য্য করিতে অন্তের সহিত মঙ্গলা করে বা তদ্বিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করে বা তৎকার্য্য



বিষ্ণুনাপি কৃতং পাপং যৎ সাহায্যমবাশ্রুবান্ ।  
 বজ্রং প্রবিশ্য যেনামৌ পাতিতঃ সত্বমূর্তিনা ॥ ৭ ॥  
 নুনং স্বার্থপরঃ প্রাণী ন পাপাৎ ত্রাসমশ্নুতে ।  
 হরিণা হরিসঙ্গেন সর্বথা দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৮ ॥  
 দ্বাবেব স্তঃ পদার্থানাং দ্বাবেব নিধনং গতো ।  
 প্রথমশ্চ তুরীয়শ্চ যৌ ত্রিলোক্যাস্তু দুর্লভৌ ॥ ৯ ॥  
 অর্থকামৌ প্রশস্তৌ হৌ সর্বেষাং সংমতৌ প্রিয়ৌ ।  
 ধর্মধর্ম্মেতিবাখ্যাদৌ দন্তোহয়ং মহতামপি ॥ ১০ ॥  
 মুনয়োহপি মনস্তাপমেবং কৃৎস্না পুনঃ পুনঃ ।  
 জগ্নুঃ স্বানাত্মমানেব বিমনস্কা হতোদ্যমাঃ ॥ ১১ ॥  
 ত্বষ্টা তু নিহতং ক্রুৎস্না পুত্রমিস্ত্রেণ ভারত ! ।  
 রুরোদ দুঃখসন্তপ্তো নির্বেদমগমৎ পুনঃ ॥ ১২ ॥

হরিণা বিষ্ণুনা হরিসঙ্গেনৈকসঙ্গেন ॥ ৮ ॥

দ্বাবেব স্ত ইতি । পদার্থানাং ধর্ম্মার্থকামমোক্করূপাণাং মধ্যে দ্বাবেব পদার্থৌ বক্ষ্য-  
 মানৌ বিদ্যমানৌ স্তঃ । দ্বাবেব চ নিধনং নাশং গতো । নহু কৌ তৌ নিধনং গতো  
 তত্রাহ প্রথমশ্চ তুরীয়শ্চেতি । ধর্ম্মমোক্কাবিত্যর্থঃ । যৌ ত্রিলোক্যাঃ দুর্লভৌ তৌ ধর্ম্ম-  
 মোক্কৌ সর্বথাস্মিন্ সময়ে উচ্ছিন্নাবিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কৌ বিদ্যমানৌ স্তত্তত্রাহ অর্থকামাবিতি । সর্বৈর্ধর্ম্মকামপরায়ণা জ্ঞাতা ইত্যর্থঃ । নহু ন  
 ধর্ম্মোহদ্যাপ্যুচ্ছিন্নো যতো লোকে ধর্ম্মঃ কৰ্ত্তব্যোহয়ং ধর্ম্মোহয়ং ধর্ম্ম ইতি বদন্তীতি চেত্তত্রাহ

করিতে প্রেরণ করে অপবা যে কোনও প্রকারে তাহার পক্ষ আশ্রয় করে তাহারাও  
 নিশ্চয়ই পাপভাগী হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ বিষ্ণু সর্বপ্রধান হইলেও তিনি যখন বজ্রে প্রবেশ  
 পূর্বক ইন্দ্রের সাহায্য করিয়া বজ্রকে বিনাশ করিয়াছেন, তখন তিনিও পাপভাগী হইয়া-  
 ছেন সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ যখন ভগবান বিষ্ণুও ইন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া একরূপ পাপাচরণ  
 করিলেন তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে লোকে স্বার্থপর হইলে পাপ হইতে আর ভয়প্রাপ্ত  
 হয় না ॥ ৮ ॥ বোধ হয় এক্ষণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি পদার্থের মধ্যে ত্রিভুবন-  
 দুর্লভ প্রথম ও চতুর্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম ও মোক্ষ একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে এবং অর্থ ও কামই  
 প্রশস্ত বলিয়া প্রিয় হইয়াছে, তবে ধর্ম্ম ধর্ম্ম এই বাক্যটি কেবল বাক্যমাত্র, তাহা এক্ষণে  
 মহৎ পণ্ডিতদিগেরও দন্ডের কারণ হইয়াছে ; কলত নিষ্ঠাপরতন্ত্র হইয়া ভক্তিতাবে কেহই  
 আর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে না ॥ ৯—১০ ॥ রাজন্ ! মুনীগণ পুনঃ পুনঃ এইরূপে  
 মনস্তাপ করিয়া বিমনা হইলেন এবং হতোদ্যম হইয়া নিজ নিজ আশ্রমে গমন করি-  
 লেন ॥ ১১ ॥ এদিকে, বিশ্বকর্মা ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিজ পুত্র নিহত হইয়াছে ইহা শ্রবণ করিয়া শোক-

যত্রাসৌ পতিতস্তত্র গত্বা বীক্ষ্য তথাগতম্ ।  
 সংস্কারং কারয়ামাস বিধিবৎ পারলৌকিকম্ ॥ ১৩ ॥  
 স্নাত্বাস্থ্য সলিলং দত্ত্বা কৃত্বা চৈবৌর্দ্ধদেহিকম্ ।  
 শশাপেত্ৰং স শোকাক্তঃ পাপিষ্ঠং মিত্রঘাতকম্ ॥ ১৪ ॥  
 যথা মে নিহতঃ পুত্রঃ প্রলোভ্য শপথৈর্ভূশম্ ।  
 তথেন্দ্রোহপি মহদুঃখং প্রাপ্নোতু বিধিনির্মিতম্ ॥ ১৫ ॥  
 ইতি শপ্তা সুরেশানং কৃষ্টা তাপসমস্মিতঃ ।  
 মেরোঃ শিখরমাস্থায় তপস্তপে স্তুত্বকরম্ ॥ ১৬ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

হত্বা ত্বাষ্ট্রং সুরেশোহথ কামবস্বামবাগুবান্ ।  
 স্তুখং বা দুঃখমেবাগ্রে তন্মে বৃহি পিতামহ ! ॥ ১৭ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

কিং পৃচ্ছসি মহাভাগ ! সন্দেহঃ কীদৃশস্তব ।  
 অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ১৮ ॥

ধর্ম্মধর্ম্মেতি বাখ্যাদো বাচ্য। কেবলং ভাষণমেবৌর্দ্ধরিতং ন ধর্ম্মস্বরূপং কুত্রাপি দৃশ্যত  
 ইত্যর্থঃ । নহু স বাখ্যাদঃ কিমর্থমিতি চেকস্তার্থমিত্যাহ দস্তোহয়মিতি । লোটেকর্ধান্মিকা  
 এতে রামকৃষ্ণপণ্ডিতা ইত্যেবং বক্তব্যমেতদর্থমিত্যর্থঃ ॥ ১০—২০ ॥

সন্তপ্ত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২ ॥  
 অনন্তর, বৃদ্ধ যেখানে নিপতিত ছিল তিনি তথায় গমনপূর্ব্বক তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া  
 অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে তাহার দাহাদি সংস্কার ও পারলৌকিক ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন  
 করিলেন এবং স্নানান্তে তাহার তর্পণ ও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া অত্যন্ত শোকাক্ত  
 হৃদয়ে মিত্রঘাতী পাপিষ্ঠ ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, ইন্দ্র যেমন আমার পুত্রকে  
 শপথ দ্বারা প্রলোভিত করিয়া নিহত করিল, সেইরূপ সেও বিধিপ্রদত্ত অতি গুরুতর দুঃখ  
 প্রাপ্ত হউক ॥ ১৩—১৫ ॥ রাজন্ ! পুত্রশোক-সন্তপ্ত বিশ্বকর্মা সুরেশ্বরকে এইরূপ অভিশাপ  
 প্রদান করিয়া মেরুপর্ব্বতের শিখরদেশ আশ্রয় করত হৃদয় তপস্তার অর্জুমান করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, পিতামহ ! সুররাজ বৃহীতনয় বৃদ্ধকে বিনাশ করিয়া স্তুখ অথবা  
 দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অগ্রে আপনি আমাকে বলুন ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? আপনার সন্দেহই বা  
 কি প্রকার ? আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, জীবগুণকে নিজকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল

বলিষ্ঠৈর্দুর্বলৈর্বাপি স্বল্পং বা বহু বা কৃতম্ ।  
 সর্বথৈব হি ভোক্তব্যং স দেবাস্থরমানুষৈঃ ॥ ১৯ ॥  
 শক্রাশ্বেথং মতির্দত্তা হরিণা বৃদ্ধঘাতিনে ।  
 প্রবিষ্টোহথ পবিং বিষ্ণুঃ সহায়ং প্রত্যপদ্যত ॥ ২০ ॥  
 ন চাপদি সহায়োহভূদ্বাস্তদেবঃ কথঞ্চন ।  
 সময়ে স্বজনঃ সর্বঃ সংসারেহস্মিন্নরাধিপ ! ।  
 দৈবে বিমুখতাং প্রাপ্তে ন কোহপ্যস্তি সহায়বান্ ॥ ২১ ॥  
 পিতা মাতা তথা ভার্য্যা ভ্রাতা বাধ সহোদরঃ ।  
 সেবকো বাপি মিত্রং বা পুত্রশ্চৈব তথৌরসঃ ॥ ২২ ॥  
 প্রতিকূলে গতে দৈবে ন কোহপ্যেতি সহায়তাম্ ।  
 ভোক্তা পাপস্ত পুণ্যস্ত কৰ্ত্তা ভবতি সর্বথা ॥ ২৩ ॥  
 বৃদ্ধং হস্তা গতাঃ সৰ্বে নিস্তেজস্কঃ শচীপতিঃ ।  
 শেপুস্তং ত্রিদশাঃ সৰ্বে ব্রহ্মহেত্যব্রুবন্ শনৈঃ ॥ ২৪ ॥  
 কো নাম শপথান্ কৃত্বা সত্যং দত্ত্বা বচঃ পুনঃ ।  
 জিঘাংসতি স্ত্রবিশ্বস্তং মুনিং মিত্রত্বমাগতম্ ॥ ২৫ ॥

নহু যো বিষ্ণুঃ পূৰ্ণং বজ্রং প্রবিষ্ট সহায়ো জাতঃ স কথমিত্তস্ত তদনন্তরং সঙ্কটে সহায়ো  
 ন জাতস্তত্রাহ ন চাপদৌতি । দৈবেহনুকূলে সৰ্বে সহায় ভবন্তি প্রতিকূলে তু ন কোহপি  
 কস্তান্তীত্যর্থঃ । তদেবাহ দৈবে ইতি ॥ ২১—২৩ ॥

দৈবে প্রতিকূলে যে তদীয়াঃ স্থিতাস্ত এব তমিত্তং শেপুৰিত্যাহ শেপুৰিতি । কিঞ্চায়ং  
 ব্রহ্মহেতি শনৈঃ পরস্পরং নিন্দাং চকুরিত্যাহ ব্রহ্মহেতি ॥ ২৪ ॥

অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ॥১৮॥ বলিষ্ঠই হউক বা দুর্বলই হউক আর দেবতা অশুর বা  
 মানুষাদি যে কেহই হউক সকলেই নিজকৃত পাপপুণ্যের, অল্প বা অধিক পরিমাণে কৃত  
 হইলেও সৰ্ব্বভোক্তাবে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্র যখন বৃদ্ধকে সারিবার  
 জন্য সচেষ্ট হইরাছিলেন বিষ্ণু তখনই তাহাকে বুদ্ধিপ্রদান এবং বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া  
 তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিপদের সময় বিষ্ণু কোনও রূপে ইন্দের সহায়তা  
 করেন নাই । অতএব, হে নরেন্দ্র ! এই সংসারে সকল ব্যক্তিই সময়ে স্বজন হইয়া থাকে,  
 কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইলে কাহাকেও আর সহায়বান্ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥২০—২১॥  
 অধিক কি, দৈব প্রতিকূল হইলে পিতা, মাতা, ভার্য্যা বা সহোদর, সেবক, মিত্র বা ঔরস-  
 পুত্র কেহই সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না ; ফলতঃ যে ব্যক্তি পাপ বা পুণ্য করে সেই  
 তাহা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২২—২৩ ॥ বৃদ্ধ নিহত হইলে পর সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন



দেবগোষ্ঠ্যাং সুরোদ্যানে গন্ধৰ্বগণাং সমাগমে ।  
 সৰ্বত্রৈব কথা তস্মৈ বিস্তারমগমৎ কিল ॥ ২৬ ॥  
 কিং কৃতং দুষ্কৃতং কৰ্ম শত্রেণাদ্য জিঘাংসতা ।  
 বৃদ্ধং ছলেন বিশ্বস্তং মুনিভিষ্চ প্রতারণিতম্ ॥ ২৭ ॥  
 বেদপ্রমাণমুৎসৃজ্য স্বীকৃতং সৌগতং মতম্ ।  
 যদয়ং নিহতঃ শত্ৰুৰ্বক্ষয়িত্বাতিসাহসাৎ ॥ ২৮ ॥  
 কো নাম বচনং দত্ত্বা বিপরীতমথাচরেৎ ।  
 বিনা শত্ৰুং হরিং বাপি যথায়ং বিনিপাতিতঃ ॥ ২৯ ॥  
 এবংবিধাঃ কথাশ্চান্ধ্যাঃ সমাজেষ্বভবন্ ভূশম্ ।  
 শুশ্রাবেন্দ্রোহপি বিবিধাঃ স্বকীৰ্ত্তেহানিকারিকাঃ ॥ ৩০ ॥  
 যস্য কীৰ্ত্তিহতা লোকে ধিক্ তস্মৈব কুজীবিতম্ ।  
 যং দৃষ্ট্বা পথি গচ্ছন্তঃ শত্ৰুঃ স্মেরমুখো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥  
 ইন্দ্রদ্যুম্নোহপি রাজর্ষিঃ পতিতঃ কীৰ্ত্তিসঙ্করাৎ ।  
 স্বর্গাদকৃতপাপোহসৌ পাপকুৎ কিং ন পাত্যতে ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ সৰ্বত্র তত্তৎস্থলেষু নানাবিধা বাক্যশাভবন্নিত্যাহ কো নামেতি ॥ ২৫ ॥

দেবগোষ্ঠ্যাং দেবস্থানে ॥ ২৬—২৮ ॥

যথায়ং বিনিপাতিতস্তথা বিপরীতং কৰ্ম হরিং শত্ৰুং বিনা কো নামাচরেৎ ইত্যম্বয়ঃ ।  
 ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

করিলেন, কিন্তু বুদ্ধহত্যা-পাপপ্রভাবে শচীপতি অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, তখন সকল  
 দেবতাই তাঁহাকে বুদ্ধঘাতক বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥২৪॥ তাঁহারা আরও কহিতে  
 লাগিলেন যে, কোন ব্যক্তি শপথ এবং সত্য করিয়া বিশ্বস্ত মিত্রতাবপ্রাপ্ত মুনিবরকে হনন  
 করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥২৫॥ মহারাজ ! তৎকালে দেবগণের গোষ্ঠীমধ্যে, সুরোদ্যানে,  
 গন্ধৰ্বগণের সম্মিলনে, ফলত সৰ্ব্বস্থলেই এই কথার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল যে, ইন্দ্র বিশ্বস্ত  
 বৃদ্ধকে মুনিগণ দ্বারা প্রতারণিত করিয়া ছলপূৰ্ব্বক স্বয়ং নিহত করত কি দুষ্কর্মই করিয়া-  
 ছেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তিনি বেদের সনাতন প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া অবলীলার বৃদ্ধকে নিহত  
 করত সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধ মত অবলম্বন করিয়াছেন ॥২৮॥ যেভাবে বৃদ্ধকে নিহত করা হইল  
 সেই রূপে বাক্য দিয়া, বিষ্ণু ও বাসব ব্যতিরেকে আর কে তাহার বিপরীতাচরণ করিতে  
 পারে ॥২৯॥ তৎকালে এই প্রকার নানা কথা নানা সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইতে  
 লাগিল এদিকে ইন্দ্রও নিজকীৰ্ত্তির হানিকর এই সকল কথা কৰ্ণগোচর করিলেন ॥ ৩০ ॥  
 মহারাজ ! লোকমধ্যে তাহার কীৰ্ত্তি বিনষ্ট হইল, তাহার সেই নিন্দিত জীবনে ধিক্ ! হায় !

স্বল্পেহপরাধেহপি নৃপো যযাতিঃ পতিতঃ কিল ।  
 নৃপঃ কৰ্কটতাং প্রাপ্তো যুগানক্টাদশৈব তু ॥ ৩৩ ॥  
 ভৃগুপত্নীশিরশ্ছেদাদ্ভগবান্ হরিরচ্যুতঃ ।  
 ব্রহ্মশাপাৎ পশোর্যোনৌ স জাতো মকরাদিষু ॥ ৩৪ ॥  
 বিষ্ণুশ্চ বামনো ভূত্বা যাচনার্থং বলৈর্গৃহে ।  
 গতঃ কিমপরং দুঃখং প্রাপ্নোতি দুষ্কৃতী নরঃ ॥ ৩৫ ॥  
 রামোহপি বনবাসেষু সীতাবিরহজং বহু ।  
 দুঃখঞ্চ প্রাপ্তবান্ ঘোরং ভৃগুশাপেন ভারত ! ॥ ৩৬ ॥  
 তথৈভ্রোহপি ব্রহ্মহত্যাকৃতং প্রাপ্য মহন্তয়ম্ ।  
 ন স্বান্ধ্যং প্রাপ গেহেহসৌ সৰ্বসিদ্ধিসমম্বিতে ॥ ৩৭ ॥  
 পৌলোমী তং প্রভাহীনং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ বাসবম্ ।  
 নিঃশ্বসন্তু ভয়ত্রস্তং নষ্টসঙ্গং বিচেতনম্ ॥ ৩৮ ॥  
 কিং প্রভোহদ্য ভয়াৰ্ত্তোহসি মৃতস্তে দারুণো রিপুঃ ।  
 কা চিন্তা বর্ততে কাস্ত ! তব শক্রনিষূদন ! ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রহ্যমোহপীতি । পুণ্যবানপি কীর্তিসংকরাৎ পতিতঃ কিং পুনর্মাদৃশঃ পাপী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ইদং কথাবয়ং মহাভারতে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৩ ॥

বিনষ্টকীর্তি মানবকে পথিমধ্যে গমন করিতে দেখিলে শক্রগণও হস্তযুগ্ম হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥  
 যখন রাজর্ষি ইন্দ্রহ্যর নিশ্চাপ হইলেও কীর্তিসংকরহেতু স্বর্ণ হইতে পতিত হইয়াছিলেন,  
 তখন পাগাচারী ব্যক্তিগণ কেন না পতিত হইবে ? ॥ ৩২ ॥ নরপতি যযাতি অত্যন্ত অপ-  
 রাধেও স্বর্ণ হইতে নিপতিত হইয়া অষ্টাদশ যুগ কৰ্কটযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥  
 অধিক কি ভগবান্ অচ্যুত স্বয়ং হরি, ভৃগুপত্নীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্রহ্ম-  
 শাপে বরাহ মকরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ তিনি সৰ্বব্যাপী হইলেও  
 সূত্র বামনরূপ ধারণ করত বাহুপ্রাণ করিবীর নিমিত্ত বলির গৃহে গমন করিয়াছিলেন ।  
 অতএব, দুষ্কৃতকারী পুরুষগণ ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর দুঃখ প্রাপ্ত হইবে ? ॥ ৩৫ ॥  
 হে ভারতভূষণ ! রামচন্দ্রও ভৃগুর অভিশাপে বনবাসে সীতার বিরহে বহু ঘোরতর দুঃখ  
 প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ সেইরূপ ইন্দ্রও ব্রহ্মহত্যাক্রান্ত পাপপ্রাপ্ত হইয়া একপ ভীত  
 হইলেন যে, সৰ্ববিধ ঐশ্বর্যসম্বিত গৃহেও তাঁহার স্বান্ধ্যলাভ বড়িয়া উঠিল না ॥ ৩৭ ॥  
 তখন পুণ্ডরীকাক্ষী শচী পুরুষকে প্রভাহীন, জ্ঞানহীন, বিচেতনপ্রায় ও ভয়সন্ত্রস্ত  
 দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রভো ! এক্ষণে আপনার সিদ্ধাক্ষণ রিপু বিনষ্ট হইয়াছে

কস্মাচ্ছেচসি লোকেশ ! নিঃশ্বসন্ প্রাকৃতো যথা ।  
নান্যোহস্তি বলবান্ধ্বজ্বৰ্ধেন চিন্তাপরো ভবান্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

নারাতিৰ্বলবান্ মেহস্তি ন শাস্তিৰ্ন সুখং তথা ।  
বৃক্ষহত্যাভয়াদ্ভাজি ! বিভেমি সততং গৃহে ॥ ৪১ ॥  
নন্দনং ন সুখাকারং নায়ুতং ন গৃহং বনম্ ।  
গন্ধৰ্ব্বাণাং তথা গেষ্যং নৃত্যমপ্সরসাং পুনঃ ॥ ৪২ ॥  
ন ত্বং সুখকরা নারী নানা চ সুরযোষিতঃ ।  
ন তথা কামধেনুশ্চ দেববৃক্ষঃ সুখপ্রদঃ ॥ ৪৩ ॥  
কিঙ্করোমি ক গচ্ছামি ক শর্ম্ম মম জায়তে ।  
ইতি চিন্তাপরঃ কাস্তে ! ন লভে সুখমাজ্জনি ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ॥

ইত্যাভ্রা বচনং শত্রুঃ প্রিয়াং পরমকাতরাম্ ।  
নির্জগাম গৃহান্মন্দো মানসং সর উত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥

ভৃগুপত্নীতি । ইয়ঞ্চ কথাত্বেইব চতুর্থকক্ষে প্রসিদ্ধা ॥ ৩৪—৪৬ ॥

তথাপি আপনি ভয়াৰ্ত্ত হইয়া দীৰ্ঘনিশ্বাস বিসৰ্জন করিতেছেন কেন ? নাথ ! আপনি শত্রুসংহার করিলেন তথাপি কি হেতু চিন্তাতুর হইয়াছেন ? আপনি লোকপাল হইয়া প্রাকৃত ব্যক্তির জ্ঞান দীৰ্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক অমুশোচনা করিতেছেন কেন ? আপনার আরত অস্ত্র বলবান্ শত্রু দেখিতে পাইতেছি না, তবে কি অন্য আপনি এরূপ চিন্তাতুর হইলেন ? ॥ ৩৮—৪০ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! আমার আর অস্ত্র বলবান্ শত্রু নাই সত্য কিন্তু, তথাপি আমার সুখও নাই শাস্তিও নাই । আমি গৃহে থাকিয়া কেবল বৃক্ষহত্যা ভয়ে সততই ভীত হইতেছি ॥ ৪১ ॥ দেবি ! নন্দনকানন, অলকাতবন, অমৃতবন, গন্ধৰ্ব্বগণের মনোরম সঙ্গীত ও অপ্সরাগণের মনোহর নৃত্য এ সমস্তই আমার সুখদায়ক হইতেছে না ॥ ৪২ ॥ অধিক কি, তোমার জ্ঞান জিভুবনসুন্দরী নারী ও অস্ত্রান্ত্র সুরসুন্দরীগণ এবং কামধেনু, মন্দার, পারিজাত, সস্তান, কল্লবৃক্ষ ও হরিচন্দন প্রভৃতি দেবতরুগণও আমার সুখপ্রদ হইতেছে না ; এক্ষণে আমি কি করিব কোথায় বাইব, কোথায় গেলে আমার সুখ হইবে, প্রিয়ে ! এইরূপ চিন্তাতুর হইয়াই আমি নিজে নিজে সুখলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সুচ ইন্দ্র পরমকাতরা প্রিয়া শচীকে এইরূপ বাক্য বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পরম মনোহর মানস সরোবরে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥



পদ্মনালে প্রবিষ্টোহসৌ ভয়ান্তঃ শোককর্ষিতঃ ।  
 ন প্রজায়ত দেবেন্দ্রস্তুভিত্ততশ্চ কল্মষৈঃ ॥ ৪৬ ॥  
 প্রতিচ্ছন্নো বসত্যপ্সু চেষ্টমান ইবোরগঃ ।  
 অসহায়স্তুরাষাডৈচ্ছিস্তার্তো বিকলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৭ ॥  
 ততঃ প্রনষ্টে দেবেন্দ্রে ব্রহ্মহত্যাভয়াদ্বিতে ।  
 সুরাশ্চিস্তাতুরাশ্চাসমুৎপাতাশ্চাভবন্নথ ॥ ৪৮ ॥  
 ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্বা ভয়ান্তাশ্চাভবন্ ভূশম্ ।  
 অরাজকং জগৎ সর্বমভিত্ততমুপদ্রবৈঃ ॥ ৪৯ ॥  
 অবর্ষণং তদা জাতং পৃথিবী ক্লীণবৈভবা ।  
 বিচ্ছিন্নশ্রোতসো নদ্যঃ সরাঃশ্রুদকানি বৈ ॥ ৫০ ॥  
 এবস্তুরাজকে জাতে দেবতা মুনয়স্তথা ।  
 বিচার্য নহ্ষং চক্রুঃ শক্রুঃ সর্বে দিবৌকসঃ ॥ ৫১ ॥  
 সম্প্রাপ্য নহ্ষো রাজা ধর্ম্মিষ্ঠোহপি রজোবলাৎ ।  
 বভূব বিষয়াসক্তঃ পঞ্চবাণশরাহতঃ ॥ ৫২ ॥

তুরাষাডিক্রুঃ ক্রুৎ অগচ্ছৎ ॥ ৪৭—৪৮ ॥

( ঋষিপ্রভৃতীনাং ভয়কারণমাহ । অরাজকমিতি ॥ ৪৯—৫২ ॥

দেবরাজ তথায় ভয়ে ও শোকে ক্লীণদেহ হইয়া পদ্মনালে প্রবেশ করিয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি ঘোরতর পাপে অভিভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই তৎকালে তাহাকে কেহই জ্ঞানিতে পারিল না ॥ ৪৬ ॥ তিনি উরগের ন্যায় আহার বিহারশীল চিস্তার্ত অসহায় ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া সেই জলমধ্যে লুকায়িতভাবে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর, দেবরাজ ব্রহ্মহত্যা ভয়ে পরিপীড়িত হইয়া প্রস্থান করিলে, সুরগণ অত্যন্ত চিস্তাবিত হইলেন কারণ তৎকালে সর্বত্রই বহুবিধ উৎপাত ঘটিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ ঋষিগণ, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত ভয়ান্ত হইলেন কারণ অধিল জগৎ অরাজক হইয়া বিবিধ উপদ্রবে অভিভূত হইতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ তখন অনাবৃষ্টি নিবন্ধন পৃথিবীতে স্বল্প শস্ত, নদীতে অত্যল্প জল ও সরোবর সকল সলিলহীন হইল ॥ ৫০ ॥ এইরূপ অরাজকতা উপস্থিত হইলে স্বর্গবাসী সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ বিচার করিয়া নহ্ষরাজকে ইন্দ্র পদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫১ ॥ মহারাজ ! নহ্ষ, ধার্ম্মিক হইলেও রজোগুণপ্রভাবে কামশরে সমাহত হইয়া অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হইলেন ॥ ৫২ ॥ তৎকালে সেই নরপতি অঙ্গরাগণে পরিবৃত্ত হইয়া দেবোদ্যানের ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । একদিন তিনি ইন্দ্রপত্নী শচীর গুণমাধুরী শ্রবণ করিয়া তাহাকে লাভ

অপ্সরোভির্বৃতঃ ক্রীড়ন্ দেবোদ্যানেষু ভারত ! ।  
 শক্রপত্নীণাং শ্রদ্ধা চকমে তাং স পার্থিবঃ ॥ ৫৩ ॥  
 ঋষীনাং কিমিদ্রাণী নোপগচ্ছতি মাং কিল ।  
 ভবদ্ভিচ্চামরৈঃ সর্বৈঃ কৃতোহহং বাসবস্ত্বিহ ॥ ৫৪ ॥  
 প্রেষয়ধ্বং সুরাঃ কামং সেবার্থং মম বৈ শচীম্ ।  
 প্রিয়ক্লেশম কৰ্ত্তব্যং সৰ্ব্বথা যুনয়োহমরাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 অহমিদ্রোহদ্য দেবানাং লোকানাঞ্চ তথেশ্বরঃ ।  
 আগচ্ছতু শচী মহং ক্ষিপ্ৰমদ্য নিবেশনম্ ॥ ৫৬ ॥  
 ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রদ্ধা দেবা দেবর্ষয়স্তথা ।  
 গত্বা চিন্তাতুরাঃ প্রোচুঃ পৌলোমীং প্রণতাস্ততঃ ॥ ৫৭ ॥  
 ইন্দ্রপত্নি ! ছুরাচারো নহুষস্ত্বামিহেচ্ছতি ।  
 কুপিতোহস্মানুবাচেদং প্রেষয়ধ্বং শচীমিহ ॥ ৫৮ ॥  
 কিঙ্কর্ষস্তদধীনাঃ স্ম যেনেদ্রোহয়ং কৃতঃ কিল ॥ ৫৯ ॥  
 তচ্ছ্রদ্ধা দুর্মনা দেবী বৃহস্পতিমুবাচ হ ।  
 রক্ষ মাং নহুমাদব্রহ্মংস্তবাস্মি শরণং গতা ॥ ৬০ ॥

রজোপগুণকার্য্যমাহ অপ্সরোভির্বৃত ইতি ॥ ৫৩—৫৭ ॥

ত্ৰুহুঃ পরজীকামনারূপঃ আচারো যশ্চ সঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

করিতে অভিলাষ করিলেন ॥৫৩॥ অতস্তর, তিনি ঋষিগণকে কহিলেন, আপনারা ও দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া আমাকে ইন্দ্র পদে বরণ করিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি ইন্দ্রাণী আমার নিকট আগমন করিতেছেন না কেন ? ॥ ৫৪ ॥ আগার প্রিয়ানুষ্ঠান করা যদি আপনাদিগের কৰ্ত্তব্য হয়, তবে সত্ত্বর আমার সেবার নিমিত্ত শচীকে প্রেরণ করুন ॥ ৫৫ ॥ আমি এক্ষণে ইন্দ্র এজ্ঞ দেবগণের ও অখিল লোকের ঈশ্বর হইয়াছি; অতএব অদ্যই সত্ত্বর ইন্দ্রাণী আমার ভবনে আগমন করুক ॥ ৫৬ ॥

দেবগণ ও দেবর্ষিগণ নহষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাতুর হইলেন এবং শচীর নিকট গমন করিয়া অবনত মস্তকে কহিতে লাগিলেন; ইন্দ্রপত্নি ! ছুরাচার নহুষ আপনাকে কামনা করিতেছে, সে কুপিত হইয়া আমাদিগকে বলিল শচীকে এখানে শীঘ্র প্রেরণ কর; দেবি ! আমরা তাহাকে ইন্দ্র করিয়া তাহারই অধীন হইয়াছি, অতএব এক্ষণে আমরা কি করিব ॥ ৫৭—৫৯ ॥ ইন্দ্রপত্নী শচী তাহাদিগের সেই বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুর্মনা হইলেন এবং বৃহস্পতিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম,

বৃহস্পতিরুবাচ ।

ন ভেতব্যাং স্বয়া দেবি ! ন হৃষ্যৎ পাপমোহিতাৎ ।

ন হ্যাং দাস্তাম্যহং বৎসে ! ত্যক্ত্বা ধর্ম্যং সনাতনম্ ॥ ৬১ ॥

শরণাগতমার্ত্তঞ্চ যো দদাতি নরাধমঃ ।

স এব নরকং যাতি যাবদাচ্ছৃতসংগমম্ ।

স্বস্থা ভব পৃথুশ্রোণি ! ন ত্যক্ষ্যে হ্যাং কদাচন ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবাসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
ইন্দ্রস্ত গুপ্তবাসকথনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

স্বংপ্রদানে দোষমাহ শরণাগতমিতি ॥ ৬২ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

আমাকে ছরাচার নহবের হস্ত হইতে রক্ষা করুন ॥ ৬০ ॥ তখন বৃহস্পতি কহিলেন, দেবি !  
পাপমোহিত মহষ হইতে তুমি ভয় করিওনা ; বৎসে ! সনাতন ধর্ম্য পরিত্যাগ করিয়া আমি  
তোমাকে নহবের হস্তে প্রদান করিব না ॥ ৬১ ॥ যে নরাধম শরণাগত কাতর ব্যক্তিকে  
পরহস্তে পরিত্যাগ করে সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দুর্কিণাক নরকভোগ করে সন্দেহ নাই ;  
নিতম্বিনি ! তুমি স্থস্থ হও আমি তোমাকে কদাচই পরিত্যাগ করিব না ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্তক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রের গুপ্তবাস কথন নামক

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

—०००००—  
বাস উবাচ ।

নহমস্বথ তাং শ্রদ্ধা গুরোস্ত শরণং গতাম্ ।  
চুক্ৰোধ স্মরবার্ত্তস্তমাস্মিরসমাশু বৈ ॥ ১ ॥  
দেবানাহাস্মিরাসুহুস্তবোহ্ময়ং ময়া কিল ।  
ইতীন্দ্রাণীং গৃহে যুতো রক্ষতীতি ময়া শ্রুতম্ ॥ ২ ॥  
ইতি তং কুপিতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ ।  
অবুব্রহ্মং ঘোরং সামপূর্ব্বং বচস্তদা ॥ ৩ ॥  
ক্রোধং সংহর রাজেন্দ্র ! ত্যজ পাপমতিং প্রভো ! ।  
নিন্দন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পরদারাভিমর্শনম্ ॥ ৪ ॥  
শক্রপত্নী সদা সাধ্বী জীবমানে পতৌ পুনঃ ।  
কথমশ্রুং পতিং কুর্ঘ্যাৎ স্তভগাতিপতিব্রতা ॥ ৫ ॥  
ত্রিলোকীশস্ত্রমধুনা শাস্তা ধর্ম্মস্য বৈ বিভো ! ।  
ত্বাদৃশোহধর্ম্মমাতিষ্ঠেতদা নশ্চেৎ প্রজা ধ্রুবম্ ॥ ৬ ॥

---

অর্দ্ধাধিকৈকসংখ্যাত্মা লোকানাং নহবে নৃপে ।  
শচ্যাসক্তমতো মা তু দেবীচিন্তাং চকার হ ।  
দেবীপ্রসাদতশ্চেন্দ্রঃ দর্শনং চ শচী ততঃ ॥

বৃহস্পতিনাভয়ে দত্তে তদ্ব্যতঃ জাতং বৃদ্ধমাহ নহব ইতি । অস্মিরসং বৃহস্পতিম্ ॥ ১ ॥  
ইতীত্যশ্রাহেত্যেনোষয়ঃ । কুতো হস্তব্য ইত্যত্র হেতুমাং গৃহে যুতস্তাং রক্ষতীতি ।  
ইতি হেতোরিতি শেষঃ ॥ ২—৫ ॥

---

বাস বলিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্রপত্নী দেবগুরু শরণাপন্ন হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া  
নহবরাজ বৃহস্পতির প্রতি অত্যন্ত ক্রোধাধিত হইলেন এবং দেবগণকে কহিলেন,  
দেবগণ ! আমি শুনিয়াছি সেই যুচ অস্মিরার পুত্রই ইন্দ্রাণীকে আপন গৃহে রক্ষা করিয়াছে,  
অতএব আমি তাহাকে শীঘ্রই নিহত করিব ॥ ১—২ ॥ দেবগণ ও ঋষিগণ তখন তাহাকে  
এইরূপে প্রকুপিত দেখিয়া সেই ভীষণমূর্ত্তি নহবকে সাধনা পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৩ ॥ রাজেন্দ্র !  
আপনি ক্রোধ পরিহার করুন ; প্রভো ! এক্ষণে এ পাপমতি পরিত্যাগ করুন ; দেখুন,  
ঋষিগণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই পরদার গমনকে গুরুতর পাপ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ॥ ৪ ॥  
আপনি বিবেচনা করুন পুলোমনামিনী সততই সাধ্বী স্ত্রীলা ও পতিব্রতা ; পতিবিদ্যমানে  
কিভাবে পুনর্ব্বার অন্তপতি গ্রহণ করিবেন ? ॥ ৫ ॥ প্রভো ! আপনি এক্ষণে ত্রিভুবনের

সর্বথা প্রভুণা কার্যং শিষ্টাচারস্য রক্ষণম্ ॥

বারমুখ্যাশ্চ শতশো বর্তন্তেহত্র শচীসমাঃ ॥ ৭ ॥

রতিস্তু কারণং প্রোক্তং শৃঙ্গারস্য মহাত্মভিঃ ।

রসহানির্ব্বলাংকারে কৃতে সতি তু জায়তে ॥ ৮ ॥

উভয়োঃ সদৃশং প্রেম যদি পার্শ্বিবসন্তম ! ।

তদা বৈ সুখসম্পত্তিরুভয়োরূপজায়তে ॥ ৯ ॥

তস্মাদ্ভাবমিমং মুঞ্চ পরদারাভিমর্শনে ।

সম্ভাবং কুরু দেবেন্দ্রপদং প্রাপ্তোহস্তু নুত্তমম্ ॥ ১০ ॥

ঋদ্ধিকর্যস্তু পাপেন পুণ্যেনাতিবিবর্দ্ধনম্ ।

তস্মাৎ পাপং পরিত্যজ্য সন্মতিং কুরু পার্শ্বিব ! ॥ ১১ ॥

নহম্ উবাচ ।

গৌতমস্য যদা ভুক্তা দারাঃ শক্রেণ দেবতাঃ ! ।

বাচস্পতেস্তু সোমেন ক যুয়ং সংস্থিতাস্তদা ॥ ১২ ॥

প্রজা ঋষমিতি । যদ্বদাচরতি শ্রেষ্ঠতত্তদেবেতরো জন ইতি জ্ঞানাস্তং দেবরাজোহপি  
সন্ পরদারলম্পটশ্চেৎ সর্কেহপি পরদারলম্পট। ভবেয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ৬—১১ ॥

দেবতা ইতি সম্বোধনাস্তম্ । সোমেন চক্রেণ তু বাচস্পতেত্ত্বরোদারা ভুক্তা ইত্যম্বগঃ ।  
তদা যুয়ং ঋষজ্ঞাঃ ক স্থিতাস্তস্মিন্ সময়ে তয়োরূপদেশঃ কিমিতি ভবত্বিন্ কৃত ইতি  
ভাবঃ ॥ ১২—১৩ ॥

অধিপতি সূতরাং ধর্মের রক্ষক হইয়াছেন ; অতএব, আপনার সদৃশ ব্যক্তি যদি অধর্ম্মাচরণ  
করেন তাহা হইলে সমস্ত প্রজাই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬ ॥ সর্বদা শিষ্টাচারের রক্ষা করাই  
প্রভুগণের একান্ত কর্তব্য । আর দেখুন, এই স্বর্গলেকে শচীর সমান সুন্দরী অনেক বারনারী  
বিদ্যমান আছে আপনি তাহাদের দ্বারা ইঞ্জির চরিতার্থ করুন ॥ ৭ ॥ মহাত্মাগণ পরম্পরের  
প্রতি পরম্পরের অনুরাগকেই শৃঙ্গাররসের কারণ করিয়া থাকেন, অতএব বলাংকার দ্বারা  
রসের হানিই হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ হে পার্শ্বিবোত্তম ! যদি উভয়ের প্রেম সদৃশ হয় তবেই  
তাহাতে উভয়েরই সুখ সম্পত্তির উৎপত্তি হইতে পারে । রাজন্ ! আপনি একগে  
ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব এই পরদারাভিমর্শনরূপ কলুষিত ভাব পরিহার করিয়া  
সাধু ভাবের উদয় করুন ॥ ৯—১০ ॥ পাপ দ্বারা সমৃদ্ধি বিনাশ পায় এবং পুণ্যদ্বারা  
সমৃদ্ধির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; অতএব হে পার্শ্বিব ! আপনি কলুষভাব পরিত্যাগ  
করিয়া চিত্তকে সৎপথে আনয়ন করুন ॥ ১১ ॥

নহম্ কহিলেন, দেবগণ ! ইন্দ্র যখন গৌতমের দার হরণ করে, চক্রে যখন বৃহস্পতির  
পত্নী তারাকে হরণ করে, তখন তোমরা কোথায় ছিলে ? দেখ, পরকে উপদেশ প্রদান

পরোপদেশে কুশলাঃ প্রভবন্তি নরাঃ কিল ।

কর্তা চৈবোপদেশটা চ ছল্লভঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

মামাগচ্ছতু সা দেবী হিতং শ্রাদদুতং হি বঃ ।

এতশ্চাঃ পরমং দেবাঃ ! সুখমেবং ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

অন্যথা ন হি তুষ্যেহং সত্যমেতদব্রবীমি বঃ ।

বিনয়াদ্বা বলাদ্বাপি তামাশু প্রাপয়ন্তিহ ॥ ১৫ ॥

ইতি তস্ম বচঃ শ্রুত্বা দেবাশ্চ মুনয়স্তথা ।

তমুচ্চাতিসন্ত্রস্তা নহ্ষং মদনাতুরগ্ ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রাণীমানয়িষ্যামঃ সামপূৰ্বং তবাস্তিকম্ ।

ইতু্যক্ত্বা তে তদা জগ্মুর্ বৃহস্পতিনিকেতনম্ ॥ ১৭ ॥

বাস উবাচ ।

তে গত্বাগ্নিরসঃ পুত্রং প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সুরাঃ ।

জানীমঃ শরণং প্রাপ্তামিন্দ্রাণীং তব বেশ্মনি ॥ ১৮ ॥

সা দেয়া নহ্ষায়াদ্য বাসবোহসৌ কৃতো যতঃ ।

বৃণোত্বিয়ং বরারোহা পতিত্বৈ বরবর্ণিনী ॥ ১৯ ॥

এতশ্চ ইন্দ্রাণ্যাঃ সুখমিত্যশ্রয়ঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

অগ্নিরসঃ পুত্রং বৃহস্পতিম্ ॥ ১৮—২১ ॥

করিতে অনেকেই কুশল ও সমর্থ হয় কিন্তু স্বয়ং কার্যানুষ্ঠান করিয়া পরের প্রতি সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিতে পারে এরূপ পুরুষ অত্যন্ত ছল্লভ ॥ ১২—১৩ ॥ দেবগণ ! সেই গুণবতী দেবী আমার নিকট আগমন করুক ইহাতে তোমাদের পরম হিত সাধন হইবে এবং সেই দেবীরও পরম সুখলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি অন্য কোনও প্রকারে আমি সন্তুষ্ট হইব না ; বিনয়েই হউক বা বলেই হউক তোমরা সত্ত্বর ইন্দ্রাণীকে এখানে আনয়ন কর ॥ ১৫ ॥

তখন দেবগণ ও মুনিগণ মদনবাণে প্রণীড়িত নহ্ষরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন, “আমরা কোমলভাবে সম্মত করিয়া ইন্দ্রাণীকে আগনার নিকট আনয়ন করিব ।” তাহারা নহ্ষকে এই বলিয়া বৃহস্পতির নিকেতনে গমন করিলেন ॥ ১৬—১৭ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবগণ বৃহস্পতির ভবনে গমন পূর্বক কৃতান্তলিপুটে কহিলেন, ওয়ো ! ইন্দ্রাণী আপনার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত আছি । অদ্য তাহাকে নহ্ষরাজকে প্রদান করিতে হইবে, যেহেতু আমরা সকলে মিলিয়াই



বৃহস্পতিঃ সুরানাহ তচ্ছ্রদ্ধা দারুণং বচঃ ।

নাহং ত্যক্ষ্যে তু পৌলোমীং সতীঞ্চ শরণাগতাম্ ॥ ২০ ॥

দেবা উচুঃ ।

উপায়োহন্যঃ প্রকর্তব্যো যেন মোহদ্য প্রসীদতি ।

অনুথা কোপসংযুক্তো দুরারাদ্যো ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

গুরুকবাচ ।

তত্র গত্বা শচী ভূপং প্রলোভ্য বচসা ভূশম্ ।

করোতু সময়ং বালা পতিং জ্ঞাত্বা মৃতং ভজে ॥ ২২ ॥

ইন্দ্রে জীবতি মে কাস্তে কথমন্যং করোম্যহম্ ।

অন্বেষণার্থং গম্ভব্যং ময়া তস্ম মহাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি সা সময়ং কৃত্বা বঞ্চয়িত্বা চ ভূপতিম্ ।

ভর্তুরানয়নে যত্নং করোতু মম বাক্যতঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্বৈ বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।

নহস্যং সহিতা জগ্মুরিন্দ্রপত্ন্যা দিবৌকসঃ ॥ ২৫ ॥

কোহসাবুপায়ঃ কৰ্তব্য ইতি চেত্তমুপায়ং স্বরমেবাহ তত্র গতেতি । পতিমিন্দ্রং মৃতং জ্ঞাত্বা ভজে ভাজষ্যে । বৰ্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্ । ইতি সময়ং করোত্বিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

মে মৎস্বামিনীন্দ্রে ইত্যম্বয়ঃ । নমু পতিমৃত ইতি জ্ঞানং কণং ভবিষ্যতীতি চেন্ময়াণ্বেষণার্থং গম্ভব্যং তদা ভবিষ্যতীত্যশয়েনাহ অন্বেষণার্থমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

ইন্দ্রপত্ন্যা সহিতা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

তাঁহাকে ইন্দ্ররূপদে বরণ করিয়াছি । গুরো ! এই সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরী বরবর্ণিনী এক্ষণে তাঁহাকে বরণ করুন ॥ ১৮—১৯ ॥

বৃহস্পতি দেবগণের সেই নির্দারক বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ ! এই পতিব্রতা সতী এক্ষণে আমার শরণাগত হইয়াছেন অতএব আমি কদাচই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না ॥ ২০ ॥

দেবগণ কহিলেন, গুরো ! আপনি যদি শচীকে পরিত্যাগ না করেন তবে এক্ষণে যাহাতে নহষরাজ প্রসন্ন হন এরূপ কোনও উপায় করুন নতুবা তিনি কুপিত হইলে কিছুতেই তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারা যাইবে না ॥ ২১ ॥ বৃহস্পতি কহিলেন, দেবগণ ! শচী এক্ষণে তথায় গমন পূৰ্বক নহষ নৃপতিকে বাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিয়া এইরূপ নিয়ম করুক যে, “পতির বিনাশ অবগত হইলে তৎপরে আপনাকে ভজনা করিব” ॥ ২২ ॥ আমার পতি ইন্দ্র জীবিত থাকিতে কিরূপে অন্য পতি গ্রহণ করিব ? অতএব এক্ষণে আমি সেই মহাত্মার অনুসন্ধানার্থ গমন করিব ॥ ২৩ ॥ শচী আমার বাক্যানুসারে এইরূপ নিয়ম বন্ধন পূৰ্বক

তানাগতান্ সমীক্ষ্যাহ তদা কৃত্রিমবাসবঃ ।  
 জহ্ব চ মুদা যুক্তস্তাং বীক্ষ্য মুদিতোহব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥  
 অদ্যাস্মি বাসবঃ কান্তে ! ভজ মাং চাক্ললোচনে ! ।  
 পতিত্বে সৰ্বলোকস্য পূজ্যোহহং বিহিতঃ সুরৈঃ ॥ ২৭ ॥  
 ইতুক্তা সা নৃপং প্রাহ বেপমানা ত্রপাযুতা ।  
 বরমিচ্ছাম্যহং রাজংস্তুভঃ প্রাপ্তুং সুরেশ্বর ! ॥ ২৮ ॥  
 কিঞ্চিৎ কালং প্রতীক্ষ্য যাবৎ কুর্বে বিনির্গয়ম্ ।  
 ইন্দ্রোহস্তীতি ন বাস্তীতি সন্দেহো মে হৃদি স্থিতঃ ॥ ২৯ ॥  
 ততস্তাং সমুপস্থাস্তে কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনি ।  
 তাবৎ ক্ষমস্ব রাজেন্দ্র ! সত্যমেতদব্রবীমি তে ।  
 ন হি বিজ্ঞায়তে শক্ৰো নষ্টঃ কিং বা ক বা গতঃ ॥ ৩০ ॥  
 এবমুক্তঃ স ইন্দ্রাণ্য নহ্বঃ প্রীতিমানভূৎ ।  
 ব্যসর্জয়ৎ স তাং দেবীং তথৈতুক্তা মুদাস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥

কৃত্রিমবাসবো নহ্বঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

মে হৃদি স্থিতঃ সন্দেহস্তস্য নির্গয়ং যাবৎ কুর্বে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

সেই ভূপতিকে বক্ষণা করিয়া পতির আনয়নের নিমিত্ত যত্ন করুক ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! অনন্তর বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল দেবগণই এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া ইন্দ্রাণীর সহিত নহ্বের নিকট গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন কৃত্রিম বাসব নহ্ব, তাঁহাদিগকে আগত দেখিয়া দৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দসহকারে ইন্দ্রাণীকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, কান্তে ! অদ্য আমি যথার্থই বাসব হইলাম, হে চাক্ললোচনে ! তুমি আমাকে পতিরূপে ভজনা কর, দেখ সুরগণ এক্ষণে আমাকে সৰ্বলোকেবাই আরাধ্য করিয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥

নহ্ব এইরূপ বলিলে পর শচীদেবী অতিশয় লজ্জিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নৃপতিকে কহিলেন, সুরেশ্বর ! আমি আপনার নিকট হইতে একটি বরলাভ করিবার বাসনা করিতেছি । ‘ইন্দ্র জীবিত আছেন কি না’ আমি যে পর্য্যন্ত, ইহার নির্ণয় করিতে না পারি আপনি সেই কিঞ্চিৎকালমাত্র প্রতীক্ষা করুন । তিনি আছেন কি নাই এইরূপ সন্দেহ আমার হৃদয়ে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ২৮—২৯ ॥ রাজেন্দ্র ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এ বিষয়ের কোনও স্থিরতা সম্পাদন করিতে না পারি আপনি সেই পর্য্যন্ত আমাকে ক্ষমা করুন ; আমি আপন মনে ইহার নিশ্চয় করিয়া তদনন্তর আপনাকে ভজনা করিব ইহা সত্য বলিতেছি জানিবেন, ফলত শক্ৰ এক্ষণে নষ্ট হইলেন কি স্থানান্তরে গমন করিলেন তাহার কিছুই জানা যাইতেছে না ॥ ৩০ ॥ শচীদেবী এইরূপ বলিলে পর নহ্ব অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাই হউক এই বলিয়া আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন ॥ ৩১ ॥

সা বিশ্বক্টা নৃপেণাশু গত্বা প্রাহ সুরান্ সতী ।  
 ইন্দ্রস্তাগমনে যত্নং কুরুতাদ্য কৃতোদ্যমাঃ ॥ ৩২ ॥  
 শ্রদ্ধা তদ্বচনং দেবা ইন্দ্রাণ্য। রসবচ্ছুচি ।  
 মজ্জয়ামাসুরেকাগ্রাঃ শত্রুার্থং নৃপসত্তম ! ॥ ৩৩ ॥  
 তে গত্বা বৈষ্ণবং ধাম তুর্কুবুঃ পরমেশ্বরম্ ।  
 আদিদেবং জগন্নাথং শরণাগতবৎসলম্ ॥ ৩৪ ॥  
 উচুশ্চৈবং সমুদ্বিগ্না বাক্যং বাক্যবিশারদাঃ ।  
 দেবদেবঃ সুরপতিব্রহ্মহত্যাপ্রপীড়িতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কাপি তিষ্ঠতি বাসবঃ ।  
 ত্বন্ধিয়া নিহতে বিপ্রে ব্রহ্মহত্যাযতঃ প্রভো ! ॥ ৩৬ ॥  
 ত্বং গতিস্তস্য ভগবন্তস্যাকং তথৈব হি ।  
 ত্রাহি নঃ পরমাপন্নান্মোক্ক্ষং তস্য বিনির্দ্দিশ ॥ ৩৭ ॥  
 দেবানাং বচনং শ্রদ্ধা কাতরং বিষ্ণুরব্রবীৎ ।  
 যজ্ঞতামশ্বমেধেন শত্রুঃ পাপনিবৃত্তয়ে ॥ ৩৮ ॥  
 পুণ্যেন হয়মেধেন পাবিতঃ পাকশাসনঃ ।  
 পুনরেয্যতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

(সা বিশ্বক্টেতি । ইন্দ্রস্তাগমনার্থং সত্তরং যতনীয়ত্বাদাত্তাগমনং বোধ্যম্ ॥ ৩২—৩৯ ॥)

পতিব্রতা শচী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া সত্তর গমন পূর্বক সুরগণকে  
 কহিলেন, আপনারা ইন্দ্রের আনয়নের নিমিত্ত উদ্যোগ ও বিশেষরূপ যত্ন করুন ॥ ৩২ ॥  
 রাজেন্দ্র ! দেবগণ ইন্দ্রাণীর সেই শ্রবণ-মনোহর পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া একাগ্রচিত্তে  
 ইন্দ্রের আনয়ন নিমিত্ত মজ্জণা করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর, তাঁহার। বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া,  
 শরণাগতবৎসল আদিদেব জগন্নাথ পরমেশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥  
 বাক্যবিশারদ দেবগণ সমুদ্বিগ্নচিত্তে বিষ্ণুকে কহিলেন, প্রভো ! দেবদেব সুরপতি বাসব  
 ব্রহ্মহত্যা পাপে প্রপীড়িত, এক্ষণে তিনি সমস্ত ভূতগণের অদৃশ্য হইয়া কোন স্থানে অবস্থিতি  
 করিতেছেন । প্রভো ! তিনি আপনারই বুদ্ধিকোশলে বিপ্রবর ব্রহ্মকে বিনাশ করিয়া  
 ব্রহ্মহত্যা পাপে অভিভূত হইয়াছেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ হে বিভো ! আপনিই তাঁহার এবং আমা-  
 দিগের একমাত্র গতি, আমরা এক্ষণে পরম আপদে পতিত হইয়াছি আপনি এই বিপদ  
 মোচনের এবং ইন্দ্রের মুক্তির উপায় নির্দেশ করুন ॥ ৩৭ ॥

দেবগণের সেই কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ইন্দ্র পাপ হইতে পরিজ্ঞান  
 পাইবার নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন ॥ ৩৮ ॥ তাহা হইলে ইন্দ্র এই পাপবিনাশক যজ্ঞ দ্বারা



হয়মেধেন সন্তুষ্টা দেবী ত্রীজগদম্বিকা ।

ব্রহ্মহত্যাदिपापानि नाशयिष्यत्यसंशयम् ॥ ৪০ ॥

যশ্চাঃ স্মরণমাত্রেণ পাপজালং বিনশ্যতি ।

কিং পুনর্বাজিমেধেন তৎপ্রীত্যর্থং কৃতেন চ ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রাণী কুরুতাং নিত্যং ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্ ।

আরাধনং শিবারাস্ত্র সুখকারি ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥

নহুষোহপি জগন্মাতুর্মায়ায়া মোহিতঃ কিল ।

বিনাশং স্বকৃতেনাশু গমিষ্যত্যেনসা সুরাঃ ! ॥ ৪৩ ॥

পাবিতশ্চান্বমেধেন তুরাষাডপি বৈভবম্ ।

প্রাপ্ত্যত্যাচিরকালেন স্বমাসনমনুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥

তে তু শ্রদ্ধা শুভাং বাণীং বিষোরমিততেজসঃ ।

জগ্নুস্তং দেশমনিশং যত্রাস্তে পাকশাসনঃ ॥ ৪৫ ॥

তমাশ্বাস্ত্র সুরাঃ শক্রং বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।

কারয়ামাসুরখিলং হয়মেধং মহাক্রতুম্ ॥ ৪৬ ॥

হয়মেধঃ কিং দেবতোদ্দেশেন কর্তব্যম্ভূতাহ হয়মেধেন সন্তুষ্টেতি । ত্রীদেবীপ্রীত্যর্থ-  
মশ্বমেধঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

কৈমুতিকৃত্যেনেহ যশ্চাঃ স্মরণমাত্রেণেতি ॥ ৪১ ॥

ইতীন্দ্রকর্তব্যমুক্তা শচীকর্তব্যমাহ ইন্দ্রাণীতি । কুরুতামিত্যমিতি ॥ ৪২ ॥

এনসা পাপেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥

জগ্নুস্তং দেশগিতি পূর্বে দেবৈরুক্তং এব দেশো নহুষভয়ার প্রকটীকৃতোহথবা তস্মিন্  
সময়ে বহুতরং শোধং কৃত্বা তং দেশং জগ্নুরিতিবার্থঃ কর্তব্যঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

পবিত্র হইয়া অকুতোভয়ে পুনর্বার ইন্দ্র প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥ বিশেষত  
অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে জগদম্বিকা দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহার ব্রহ্মহত্যাदि সমস্ত পাপ বিনষ্ট  
করিবেন নিশ্চয় জানিবে ॥ ৪০ ॥ দেখ, যাহার স্মরণ মাত্রেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ  
দ্বারা যদি তাহার প্রীতিসাধন করা হয় তাহা হইলে তদ্বারা যে ঘোরতর পাপও বিনষ্ট হইবে  
তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ৪১ ॥ আর ইন্দ্রাণী নিত্য নিত্য ভগবতীর পূজা করুক  
তাহা হইলে সেই মঙ্গলময়ীর আরাধনা দ্বারা অবশ্যই সুখলাভ হইবে ॥ ৪২ ॥ বিশেষতঃ  
নহুষও সেই জগন্মাতার মায়া মোহিত হইয়া নিজকৃত পাপ দ্বারা অতি শীঘ্রই বিনাশ  
প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৩ ॥ আর শতক্রতুও অশ্বমেধ দ্বারা পবিত্র হইয়া অচিরেই স্বীয় আসনরূপ  
পরমবৈভব প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪৪ ॥ রাজন্ ! অমরগণ অমিততেজা বিষ্ণুর কল্যাণদায়িনী মনো-  
হারিণী সেই বাণী শ্রবণ করিয়া যেখানে পাকশাসন অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে  
গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ, দুর্দশাপন্ন দেবেজকে আশ্বাসিত করিয়া

বিভজ্য বৃক্ষহত্যাশ্চ বৃক্ষেষু চ নদীষু চ ।

পৰ্বতেষু পৃথিব্যাঞ্চ জ্ঞীষু চৈবাক্ষিপদ্বিভুঃ ॥ ৪৭ ॥

তাং বিসৃজ্য চ ভূতেষু বিপাপঃ পাকশাসনঃ ।

বিজ্বরঃ সমভূদুয়ঃ কালাকাজ্ঞী স্থিতো জলে ॥ ৪৮ ॥

অদৃশ্যঃ সৰ্বভূতানাং পদ্মনালে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৪৯ ॥

দেবাস্তু নির্গতাঃ স্থানে কৃত্বা কার্য্যং তদদ্ভুতম্ ।

পৌলোমী তু গুরুম্প্রাহ দুঃখিতা বিরহাকুলা ॥ ৫০ ॥

কৃতযজ্ঞোহপি মে ভর্তা কিমদৃশ্যঃ পুরন্দরঃ ।

কথং দ্রক্ষ্যে প্রিয়ং স্বামিংস্তমুপায়ং বদস্ব মে ॥ ৫১ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ ।

তুমারাধয় পৌলোমি ! দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ।

দর্শয়িষ্যতি তে নাথং দেবী বিগতকল্মষম্ ॥ ৫২ ॥

কালাকাজ্ঞী উদয়কালং প্রতীক্ষমাণো নহবভয়াদ্যশ্বিন্ স্থলেহশ্বমেধঃ কৃতস্তৎ স্থলং  
পরিভ্রাজ্য দেবানামপ্যগোচরে কচিজ্জলে পদ্মনালে কশ্মিংশ্চিহ্ন্যতিষ্ঠত স্থিতবানিত্যর্থঃ ।  
অতএব স বাসব ইন্দ্রাণ্য ন জাত ইতি বক্ষ্যমাণগ্রহে ন বিরোধঃ । অতথা দেবৈর্জ্ঞাত্বা-  
দিন্দ্রাণ্য জাত এবৈতি তদ্বিরোধঃ স্তাদেবোতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

স্থানে স্বস্থানে দেবা গতা ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

কিমদৃশ্য ইতি । যজ্ঞকালে প্রকটো জাতঃ পুনঃ কথমদৃশ্যো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

সম্পূর্ণরূপে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করাইলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন দেবপ্রভু ইন্দ্র বৃক্ষহত্যা  
পাপকে বিভাগ করিয়া বৃক্ষ, নদী ও পর্বত সমূহে, জ্ঞীসকলে এবং পৃথিবীতে নিক্ষেপ  
করিলেন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে ভূত সমূহে বৃক্ষহত্যা পাপ বিসর্জন করিয়া পাকশাসন  
পুনর্বার বিগতপাপ ও বিজ্বর হইয়া কালের আগমন প্রতীক্ষায় সেই জলমধ্যেই সর্বভূতের  
অদৃশ্য হইয়া পদ্মনালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেবগণ, সেই অদ্ভুত কার্য্য  
সমাধান পূর্বক সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । তখন  
বিরহাকুলা পৌলোমনন্দিনী অতিশয় দুঃখিত হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতিকে বলিলেন, প্রভো !  
আমার স্বামী পুরন্দর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াও কি নিমিত্ত অদৃশ্য রহিয়াছেন ? আমি তাঁহাকে  
কিভাবে দেখিতে পাইব আপনি আমাকে তাহার উপায় বলুন ॥ ৫০—৫১ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন, দেবি ! তুমি কল্যাণময়ী ভগবতীর আরাধনা কর, তাহা হইলে  
তিনিই তোমার পতিকে নিষ্পাপ করিয়া তোমাকে দেখাইবেন ॥ ৫২ ॥ সেই জগদ্ধাত্রী

আরাধিতা জগদ্ধাত্রী নহ্ষং বারয়িষ্যতি ।

মোহয়িত্বা নৃপং স্থানাং পাতয়িষ্যতি চান্বিকা ॥ ৫৩ ॥

ইতু্যক্তা সা তদা তেন পুলোমতনয়া নৃপ ! ।

জগ্রাহ মন্ত্রং বিধিবদ্গুরোর্দেব্যাঃ সমাধনম্ ॥ ৫৪ ॥

বিদ্যাং প্রাপ্য গুরোর্দেবী দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ।

সম্যগারাধয়ামাস বলিপুষ্পার্চনৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৫ ॥

ত্যাক্তান্ভোগসম্ভারা তাপসীবেশধারিণী ।

চকার পূজনং দেব্যাঃ প্রিয়দর্শনলালসা ॥ ৫৬ ॥

কালেন কিয়তা তুষ্ঠা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।

সৌম্যরূপধরা দেবী বরদা হংসবাহিনী ॥ ৫৭ ॥

কেবলং দর্শনেনাপি কিং ফলম্ যদি তস্মৈ রাজ্যপ্রাপ্তির্ন শ্রান্তশ্রান্ত রাজ্যপ্রাপ্ত্য-  
পায়মপি বদেতাভিপ্রায়ঃ শচ্যা জানন্নাহ আরাধিতেতি । পাতয়িষ্যতীতি । তত ইতু্যক্তা  
রাজ্যপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

পুলোমতনয়া শচী গুরোঃ সকাশাং সমাধনং মন্ত্রং সিদ্ধিসাধনসহিতং মন্ত্রং বিধিবদী-  
ক্ষয়োক্তবিধিনা জগ্রাহেত্যর্থঃ । সাধনম্ ঋষ্যাদিভ্যাসাদিপূরশ্চরণান্তং মন্ত্রং কল্লোক্তং  
গ্রাহম্ ॥ ৫৪ ॥

কোহসৌ মন্ত্রো গৃহীত ইতি চেত্তজ্রাহ বিদ্যামিতি । শ্রীভুবনেশ্বরীঃ মহাবিদ্যাঃ  
প্রাপ্যেতান্নরঃ । হুল্লেক্ষায়কশ্রীভুবনেশ্বরীমন্ত্রং প্রাপ্যেতার্থঃ । অয়ঞ্চ মন্ত্রঃ সর্বমন্ত্রোক্ত-  
মোত্তমঃ । মুখ্যত্বেন মায়াবীজশব্দপ্রতিপাদকত্বাদতএবৈতন্মন্ত্রস্তেব মায়াবীজশক্তিবীজ-  
প্রকৃতিবীজদেবাগ্রণবেত্যাদয়ঃ সংজ্ঞাঃ । স্পষ্টীকৃতং চৈতন্যবিস্তারেন সপ্রমাণমগ্ন্যাতঃ শক্তিতত্ত্ব-  
বিমর্শিতাম্ । মন্ত্রশাস্ত্রবিদাঃ বৈদিকানামুপনিষদ্ব্যাগাংবদাঞ্চ স্পষ্টমেবৈতৎ ॥ ৫৫ ॥

ত্যাঙেতি । পূরশ্চরণোক্তব্রতপরা ভূষেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

হংসবাহিনীতানেন ভুবনেশ্বর্যা হংসো বাহনমস্তীতি বোধিতম্ ॥ ৫৭ ॥

অন্বিকার আরাধনা করিলে তিনিই নহ্ষ নৃপতিকে অত্যাধ কার্য্য হইতে বিরত করিবেন  
এবং তিনিই তাহাকে মায়াজালে বিমোহিত করিয়া স্বর্গপদ হইতে নিপাতিত করি-  
বেন ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! বৃহস্পতি এইরূপ বলিলে পর পুলোমতনয়া তাহার নিকট হইতে  
দেবীর সিদ্ধিসাধন-সমন্বিত মন্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ শচীদেবী গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র  
লাভ করিয়া, বলি ও পুষ্পপ্রভৃতি উপহারসামগ্রী দ্বারা শ্রীদেবী ভুবনেশ্বরীর সম্যকরূপে  
আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ ইন্দ্রাণী পতির দর্শনলালসার সন্তোষ্য বস্তু সমূহ পরিহার  
ও তাপসীর বেশ ধারণ করিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ কিছুকাল গত হইলে  
সেই দেবী পরিতুষ্টা হইয়া প্রশান্ত মূর্তিতে হংসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক ইন্দ্রাণীকে বরপ্রদান  
করিবার নিমিত্ত তাহার সমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৫৭ ॥ তৎকালে তাহার অঙ্গকান্তি কোটি



কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশা চন্দ্রকোটিস্থনীতলা ।  
 বিদ্যুৎকোটিনমানাভা চতুর্বেদসমম্বিতা ॥ ৫৮ ॥  
 পাশাকুশাভয়বরান্ দধতী নিজবাহুভিঃ ।  
 আপাদলম্বিনীং স্বচ্ছাং মুক্তামালাঞ্চ বিভ্রতী ॥ ৫৯ ॥  
 প্রসন্নশ্বেতবদনা লোচনত্রয়ভূষিতা ।  
 আব্রুকীটজননী করুণায়ুতসাগরা ॥ ৬০ ॥  
 অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকা পরমেশ্বরী ।  
 সৌম্যানন্তরসৈয়ু ক্তস্তনদ্বয়বিরাজিতা ॥ ৬১ ॥  
 সর্বেশ্বরী চ সর্বজ্ঞা কূটস্থাক্ষররূপিণী ।  
 তামুবাচ প্রসন্না সা শক্রপত্নীং কৃতোদ্যমাম্ ।  
 মেঘগন্তীরশব্দেন মুদমাদদতী ভূশম্ ॥ ৬২ ॥

দেবুবাচ ।

বরং বরয় শ্ৰোত্রোণি ! বাঙ্কিতং শক্রবল্লভে ! ।  
 দদাম্যদ্য প্রসন্নাস্মি পূজিতা স্তব্ধশং ত্বয়া ॥ ৬৩ ॥

কোটিসূর্য্যোত্যাদিনা তেজোবহ্ন্যতিশয়ো দ্যোতিতঃ । চতুর্বেদসমম্বিতেতি । চতুর্দিকু বিদ্যা-  
 মানৈশ্চতুর্ভির্বেদৈঃ স্তুতিং কুর্বাঙঃ সমম্বিতা বেদচতুষ্টয়প্রতিপাদ্যোতি তেন বোধিতম্ ॥ ৫৮ ॥

পাশাকুশেতি । আয়ুধধ্যানং পূর্ব্বমুক্তং ন বিস্মর্ত্তবাম্ । আয়ুধার্থস্ত শ্রীমচ্ছকরাচার্য্যৈঃ  
 প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে উক্তঃ । বাহু যৌ স্তো রক্ষণব্যাপকার্থ্যাবিত্যাদিগ্রহেন সতত  
 এবাবগন্তব্যো নেহ বিতন্ততে । আপাদেতি মুক্তাকলানাং বৈজয়ন্তীমালেতার্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥  
 সৌম্যানন্তেতি । সৌম্যাঃ শান্তিদাস্ত্যাদয়ো যেহনন্তরসা মোক্ষদায়কাস্তেয়ু ক্তং পরিপূর্ণং  
 স্তনদ্বয়ং তেন বিরাজিতা অতিপুষ্টস্তনয়োরুৎপ্রেক্ষয়ম্ ॥ ৬১ ॥

কূটস্থাক্ষরং ব্রহ্ম ক্তরূপিণী ॥ ৬২—৬৩ ॥

কোটি সূর্য্যের জ্বায় প্রদীপ্ত হইলেও কোটি কোটি চন্দ্রের জ্বায় স্তনীতল ; তাঁহার লাবণ্য-  
 ছটা কোটি কোটি স্থির সৌদামিনীর জ্বায় প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং মূর্ত্তিমান্ বেদ-  
 চতুষ্টয় চারি দিকে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ তাঁহার বাহুচতুষ্টয় পাশ অক্ষুশ বর  
 ও অভয়দান ভঙ্গিমায় পরিশোভিত, এবং তিনি কণ্ঠদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত প্রলম্বিনী  
 নির্মল মুক্তামালা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥ তাঁহার মুখমণ্ডলে দীপৎ হাস ও প্রসন্নতা  
 বিরাজ করিতেছিল ; সেই করুণাময়ী জিনয়নী কীট অবধি ব্রহ্মপর্য্যন্ত জীবগণের  
 জননী ॥ ৬০ ॥ তাঁহার স্তনতর স্তন যুগল শান্তি প্রভৃতি অনন্ত পীযুষরসে পরিপূর্ণ ; তিনি  
 অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, সর্বেশ্বরী ও পরমেশ্বরী, সর্বজ্ঞান সম্পন্ন, কূটস্থিতা অক্ষর-  
 সাক্ষিচৈতন্যরূপিণী ; সেই ভুবনেশ্বরী দেবী আরাধন-তৎপর। অমরেশ্বরী শচীকে মেঘ-  
 গন্তীর স্বরে তদীয় আনন্দজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ শক্রবল্লভে !

বরদাহং সমায়াতা দর্শনং সহজং ন মে ।

অনেককোটিজন্মোখপুণ্যপুঞ্জৈর্হি লভ্যতে ॥ ৬৪ ॥

ইত্যাশ্রিতা সা তদা দেবীং তামাহ প্রণতা পুরঃ ।

শক্রপত্নী ভগবতীং প্রসন্নং পরমেশ্বরীম্ ॥ ৬৫ ॥

বাঞ্চামি দর্শনং মাতঃ ! পত্ন্যঃ পরমদুর্লভম্ ।

নহ্যাস্ত্যয়নাশঞ্চ স্বপদপ্রাপণং তথা ॥ ৬৬ ॥

দেব্যাচ ।

গচ্ছ ত্বমনয়া দূত্যা সাক্ষং শ্রীমানসং সরঃ ।

যত্র মে মূর্তিরচলা বিশ্বকামাভিধা মতা ॥ ৬৭ ॥

তত্র পশ্যসি শক্রং ত্বং দুঃখিতং ভয়বিহ্বলম্ ।

মোহয়িষ্যামি রাজানং কালেন কিয়তা পুনঃ ॥ ৬৮ ॥

স্বস্থা ভব বিশালাক্ষি ! করোমি তব চেপ্সিতম্ ।

ভংশয়িষ্যামি ভূপালং মোহিতং ত্রিদশাসনাৎ ॥ ৬৯ ॥

শক্রপত্নীমুৎসাহয়তি বরদাহং সমায়াতেতি । অনেককোটিতি । তদুক্তমুৎসাহিতায়াং শিবপুরাণে । বক্তুং শক্যং ন তৎ পুণ্যং যেন দেবী প্রদৃশত ইতি ॥ ৬৪ ॥

ইত্যাশ্রিতা । দেব্যা উক্তা সা শক্রপত্নী পুরোহপ্রদেশে প্রণতা মতী তাং দেবীং ভগবতী-  
মাহেত্যম্বয়ঃ ॥ ৬৫—৬৬ ॥

তোমার বাঞ্ছিত বর বরণ কর, আমি তোমার পূজায় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, হে স্ত্রোত্রিণি ! আমি বর প্রদান করিতে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি ; আমার দর্শনলাভ সহজে হয় না, কোটি কোটি জন্মার্জিত পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা আমার দর্শন লাভ হয় ॥ ৬৩—৬৪ ॥ তখন দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রপত্নী শচীদেবী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর সেই প্রসন্ন পরমেশ্বরী ভগবতীকে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ ! আমি আপনার নিকট হইতে পরম দুর্লভ পতির দর্শন এবং নহব নৃপতি হইতে ভয় বিনাশ ও ইন্দ্রের পুনর্কার পদপ্রাপ্তি কামনা করিতেছি ॥ ৬৫—৬৬ ॥

দেবী কহিলেন, সুরেশ্বরী ! তুমি আমার এই দূতীর সহিত মানস সরোবরে গমন কর, সেই স্থানে বিশ্বকামা নামক আমার অচলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৬৭ ॥ শতক্রতু সেই স্থানে মহাদুঃখিত ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া অবস্থিতি করিতেছে তুমি দেখিতে পাইবে । আর কিছুকাল মধ্যেই আমি নহবরাজকে মারায় মোহিত করিব ॥ ৬৮ ॥ বিশালাক্ষি ! তুমি স্থির হও আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব, আমি শীঘ্রই সেই ভূপতিকে মোহিত করিয়া সুরসিংহাসন হইতে প্রভ্রংশিত করিব ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দেবীদূতী তাং গৃহীত্বা শক্রপত্নীং হরান্বিতা ।

প্রাপয়ামাস সান্নিধ্যং স্বপত্ন্যঃ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৭০ ॥

সাদৃষ্টা তং পতিং বালা সুরেশং গুপ্তসংস্থিতম্ ।

মুদিতাভূদ্বরং বীক্ষ্য বহুকালান্তিবাঙ্কিতম্ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
শচ্যা ইন্দ্রদর্শনং নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তাং শক্রপত্নীং সা দেব্যা দত্তা দূতী গৃহীত্বা স্বপত্ন্যঃ সান্নিধ্যং প্রাপয়ামাসেত্যর্থঃ । অত্র  
স্বপত্ন্যেন শচী বিবক্ষিতা পরমেশ্বরীমিতি শক্রপত্নীবিশেষণম্ ॥ ৭০—৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভগবতীর দূতী সুরেশ্বরী শক্রপত্নীকে সঙ্গে লইয়া সত্বর তাঁহার পতি  
ইন্দ্রের সান্নিধ্যনে উপস্থিত করিয়া দিলেন । তখন বালা পুলোমজ্ঞা গুপ্তভাবে অবস্থিত  
চিরবাঙ্কিত স্বীয় কান্ত সুরপতিকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৭০—৭১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রপত্নী কর্তৃক ভগবতীর স্তুতি ও ইন্দ্র-  
দর্শনবর্ণন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## নবমোহধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

ব্যাস উবাচ ।

তাং বীক্ষ্য বিপুলাপাকীং রহঃ শোকসমস্থিতাম্ ।  
আখণ্ডলঃ প্রিয়াং ভার্য্যাং বিন্মিতচ্চারুবীভূতা ॥ ১ ॥  
কথমত্রাগতা কাস্তে ! কথং জ্ঞাতস্বয়া হৃদম্ ।  
দুর্জের্যঃ সর্বভূতানাং সংস্থিতোহস্মি শুভাননে ! ॥ ২ ॥

শচ্যুবাচ ।

দেবদেব্যাঃ প্রসাদেন জ্ঞাতোহস্মদ্য ভবানিহ ।  
পুনস্তৃপ্তাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তাস্মি ত্বাং দিবস্পাতে ! ॥ ৩ ॥  
নহুষো নাম রাজর্ষিঃ স্থাপিতো ভবদাসনে ।  
ত্রিদশৈর্মুনিভিশ্চৈব স মাং বাধতি নিত্যশঃ ॥ ৪ ॥  
পতিং মাং কুরু চার্বকি ! তুরাসাহং সুরাধিপম্ ।  
এবং বদতি মাং পাপমা কিঙ্করোমি বলার্দ্দিন ! ॥ ৫ ॥

সপ্তবষ্টিশ্লোকবর্ষোজ্জগদ্ব্যপ্রসাদতঃ ।

নহুষস্তাপাধঃপাতো বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥

ইন্দ্রদর্শনে শচ্যা কৃতে সতি তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ । তাং বীক্ষ্যতি ॥ ১—২ ॥  
প্রাপ্তাস্মীতি । তত্ৰা এব প্রসাদেন তব দর্শনমধুনা জাতং পুনস্তৃপ্তা এব প্রসাদেন ত্বাং  
প্রাপ্তাস্মি প্রাপ্স্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥  
( মাং বাধতি মম মনঃপীড়াং করোতীত্যর্থঃ । পরশ্রমপদমার্বম্ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবরাজ তখন প্রিয়ভার্য্যা বিশালনয়না শোকাব্বিতা শচীকে  
নির্জনে দর্শন করিয়া বিন্মিতচিত্তে কহিলেন, কাস্তে ! আমি সমস্ত জীবগণের দুর্জের্য  
হইয়া এই বিজন স্থানে একাকী বাস করিতেছি, শুভাননে ! তুমি তাহা কিরূপে  
জানিতে পারিলে ? এবং কিরূপেই বা এখানে আগমন করিলে ? ॥ ১-২ ॥ শচী কহিলেন,  
সুরেশ্বর ! আমি দেবী ভগবতীর চরণপ্রসাদে আপনার অবস্থিতির স্থান জানিতে  
পারিয়াছি এবং তাঁহারই প্রসাদে আমি আপনাকে প্রাপ্ত হইব ॥ ৩ ॥ দেবগণ ও  
মুনিগণ মিলিত হইয়া নহুষ নামক নৃপতিকে আপনার সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছেন,  
সে কহিয়া থাকে “সুশোভনে ! আমি সুরপতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছি, অতএব তুমি  
একপে আমাকে পতিরূপে ভজনা কর” এইরূপে সে নিরন্তরই আমাকে নিপীড়িত  
করিতেছে, ॥ ৪ ॥ হে বলবিনাশন ! সেই পাপাত্মা আমাকে এইরূপ বলিতেছে তাহাতে

ইন্দ্র উবাচ ।

কালাকাজ্ঞী বরারোহে ! সংস্থিতোহস্মি যদৃচ্ছয়া ।

তথা ত্বমপি কল্যাণি ! স্থস্থিরং শ্রমনঃ কুরু ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ॥

ইতু্যক্তা তেন সা দেবী পতিনাতিপ্রশংসিনা ।

নিঃশ্বসন্ত্যাহ তং শত্রুং বেগমানাতিদুঃখিতা ॥ ৭ ॥

কথন্তিষ্ঠে মহাভাগ ! পাপাত্মা মাং বশানুগাম্ ।

করিষ্যতি মদোন্মত্তো বরদানেন গর্জিতঃ ॥ ৮ ॥

দেবাশ্চ যুনয়ঃ সর্বৈ মাযুচুস্তদুয়াকুলাঃ ।

তং ভজস্ব বরারোহে ! দেবরাজং স্মরাতুরম্ ॥ ৯ ॥

বৃহস্পতিস্তু শত্রুশ্চ ! বাড়বো বলবর্জিতঃ ।

কথং মাং রক্ষিতুং শক্তো ভবেদেবানুগঃ সদা ॥ ১০ ॥

তস্মাচ্চিস্তান্তি মহতী নার্য্যহং বশবর্ত্তিনী ।

অনাথা কিং করিষ্যামি বিপরীতে বিধৌ বিতো ! ॥ ১১ ॥

কালাকাজ্ঞীতি । মম পদপ্রাপ্তৌ কালোহপি হেতুঃ । দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফল-  
হেতবঃ । অসমেতান্ননুয্যাগাং পিণ্ডিতং স্ত্রাৎ ফলাবহমিতিবচনাৎ । অতোহহং কালঃ  
প্রতীক্ষে ইতি ভাবঃ ॥ ৬—৭ ॥

কথমিতি । বরদানেন গর্জিতঃ পাপাত্মা অতো বলাৎ স মম ধর্মঃ নাশকরিষ্যতীতি ভাবঃ ।  
রক্ষকশ্চ নাস্তীত্যত আহ দেবাশ্চেত্যাদি ॥ ৮—১৩ ॥ )

আমি অবলা হইয়া তাহার কি করিতে পারি ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র কহিলেন, বরবর্ধিনি ! আমি  
কালের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া এইস্থানে অবস্থিতি করিতেছি, কল্যাণি ! তুমিও আপন  
মন স্থস্থির করিয়া কালের প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থিতি করিতে থাক ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজনু ! যতিমান্ ইন্দ্র এই বাক্য বলিলে পর শচীদেবী অতিশয়  
দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, মহাভাগ ! আমি  
কিরাপে সেখানে অবস্থিতি করিতে পারিব, সেই পাপাত্মা মদোন্মত্ত ও বরদানে গর্জিত  
হইয়া আমারে বলপূর্ব্বক বশবর্ত্তিনী করিবে ॥ ৭—৮ ॥ দেবগণ ও যুনিগণ তাহার ভয়ে  
ব্যাকুল হইয়া আমারে কহিয়া থাকেন, শোভনে ! সুরপতি এক্ষণে তোমার নিমিত্ত  
স্বরশরে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন অতএব তুমি তাঁহাকে ভজনা কর ॥ ৯ ॥ হে পরশু !  
বিপ্রবর বৃহস্পতি বলহীন ও দেবগণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের কি প্রকারে রক্ষা  
করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১০ ॥ প্রভো ! ইহাতে মহতী চিন্তার বিষয় রহিয়াছে, দেখুন  
আমি অনাথা অবলা নারী, অতএব সর্ব্বদাই পুরুষের বশবর্ত্তিনী, বিধাতা এক্ষণে প্রতিকূল

নার্য্যস্ম্যহং ন কুলটা হৃচ্চিত্তাতিপতিব্রতা ।

নাস্তি মে শরণং তত্র যো যাং রক্ষতি হুঃখিতাম্ ॥ ১২ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

উপায়ং প্রব্রীম্যদ্য তং কুরুষ্ব বরাননে ! ।

শীলং তে হুঃস্থিতে কালে পরিত্রাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

পরেণ রক্ষিতা নারী ন ভবেচ্চ পতিব্রতা ।

উপায়ৈঃ কোটিভিঃ কামভিন্নচিত্তাতিচঞ্চলা ॥ ১৪ ॥

শীলমেব হি নারীণাং সদা রক্ষতি পাপতঃ ।

তস্মাত্ত্বং শীলমাস্থায় স্থিরা ভব শুচিস্থিতে ! ॥ ১৫ ॥

যদা ত্বাং নহুষো রাজা বলাদাকর্ষয়েৎ খলঃ ।

তদা ত্বং সময়ং কৃত্বা গুপ্তং বক্ষয় ভূপতিম্ ।

একান্তে তৎসমীপে ত্বং গত্বা বদ মদালসে ! ॥ ১৬ ॥

ঋষিযানেন দিব্যেন মামুপৈহি জগৎপতে ! ।

এবং তব বশে প্রীতা ভবিষ্যামীতি মে ব্রতম্ ॥ ১৭ ॥

পরেণেতি । কামেন ভিন্নং সত্ত্বিন্নং চিত্তং যস্তাঃ সাত্তিচঞ্চলা নারী কোটিভিক্রপায়ৈঃ পরেণাত্তেন রক্ষিতা পতিব্রতা নৈব ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কিন্তু তত্রাহ শীলমেবেতি । তস্তাঃ শীলং স্বভাবো বাসনাত্মকস্তাং রক্ষতীত্যর্থঃ । শীলং সদ্ধাসনামাস্থায় ॥ ১৫ ॥

নহুবধাপরিহারোপায়মাহ । যদা ত্বামিতি । খলো হৃষ্টঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইয়াছেন তাহাতে আমি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব ॥ ১১ ॥ আমি পতিব্রতা

কুলটা নহি, আমার চিত্ত তোমাতেই একান্ত আসক্ত ; তথায় আমার আশ্রয় স্থান কেহই নাই, আমি সেখানে হুঃখ পাইলে কে আমার রক্ষা করিবে ? ॥ ১২ ॥ ইন্দ্র কহি-

লেন, বরাননে ! আমি এক্ষণে তোমাকে এক উপায় বলিয়া দিতেছি, তাহা অবলম্বন করিলে হুঃখের সময় তোমার সুচরিত্র রক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥ নারীজাতি

পরকর্তৃক কোটি কোটি উপায় দ্বারা রক্ষিত হইলেও তাহার পতিব্রতা হইতে পারে না, বেহেতু কাম তাহাদের চঞ্চল মানস ভেদ করিয়া অসৎপথে চালিত করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

নারীগণের সচরিত্রতাই তাহাদিগকে পাপ হইতে পরিরক্ষিত করে ; অতএব, হে শুচি-স্থিতে ! তুমি সংশীলতা অবলম্বন পূর্বক স্থির হইয়া অবস্থিতি করিবে ॥ ১৫ ॥ যদি সেই

হৃদয় খল নৃপতি নহু্য তোমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে তবে তুমি সময় অবধারণ করিয়া গুপ্তভাবে তাহাকে বক্ষণ করিও । হে মদালসে ! তুমি মির্জানে তাহার সন্নিধানে গমন করিয়া কহিবে, জগৎপতে ! আপনি ঋষিবাহিত দিব্যখানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট



ইতি তং বদ স্ত্রোত্রাণি ! তদা তু পরিমোহিতঃ ।

কামান্নঃ স যুনাং যানে যোজয়িষ্যতি পার্ধিবঃ ॥ ১৮ ॥

অবশ্যং তাপসো ভূপং শাপদন্ধং করিষ্যতি ।

সাহায্যং জগদম্বা তে করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

জগদম্বা পদস্মতুঃ সঙ্কটং ন কদাচন ।

যদি জায়েত তচ্চাপি জেয়ং তৎস্বস্তয়ে কিল ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মণিষীপাধিবাসিনীম্ ।

ভজ ত্বং ভুবনেশানীং গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যখ্যাতা শচী তেন জগাম নহ্ষং প্রতি ।

তথেষ্ট্যক্তাতিবিশ্বস্তা ভাবিকার্যে কৃতোদ্যমা ॥ ২২ ॥

নহ্ষস্তাং সমালোক্য মুদিতো বাক্যমব্রবীৎ ।

স্বাগতং সত্যবচনে ! ত্বদধীনোহস্মি কামিনি ! ॥ ২৩ ॥

যদি জায়েতেতি । যদি কদাচিৎ হুঃখং জায়েত তদা জেয়ং তদুঃখং মম স্বস্তয়ে কল্যাণায় ভবতি । অগ্রে মহৎকল্যাণং ভবতীতি জেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২০—২১ ॥

তথেষ্ট্যক্তেতি । যথেষ্ট্রগোক্তং তথৈবোক্তা স্থিতেতি শেষঃ । ইতি শব্দ এবার্থকঃ । তথৈবোক্তেতি পাঠঃ স্মৃগমঃ ॥ ২২—২৩ ॥

আগমন করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীতমনে আপনার বশবর্ত্তিনী হইব, ইহাই আমার নিশ্চিত ব্রত জানিবেন । স্ত্রোত্রাণি ! তুমি এইরূপ বলিলে পর সেই নৃপতি কামে অন্ধ ও মোহিত হইয়া যুনিগণকে যান বাহনে নিয়োজিত করিবে ॥ ১৬—১৮ ॥ তখন তাপসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপাগ্নি দ্বারা অবশ্যই সেই ভূপতিকে দণ্ড করিবেন এবং ভগবতী জগদম্বিকা তোমার সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ যে ব্যক্তি জগদম্বিকার চরণপদ্ম স্পর্শ করে তাহার কদাচই সঙ্কট উপস্থিত হয় না, যদি কখনও সংঘটিত হয়, তবে তাহা সেই ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্তই জানিবে ॥ ২০ ॥ অতএব তুমি গুরুবাক্যের অনুবর্ত্তিনী থাকিয়া সর্বপ্রযত্নে সেই মণিষীপ-নিবাসিনী জগৎজননী ভুবনেশানীর ভজনা কর ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া শচীদেবী তাহাই হউক এই নুলিয়া বিশ্বস্তচিত্তে ভাবিকার্যে উদ্যোগিনী হইয়া নহ্ষের নিকট গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ নহ্ষ শচীদেবীকে সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, সত্যভাষিনি ! তোমার কুশল ত ? কামিনি ! আমি তোমার অধীন হইলাম ; তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ অতএব সত্য করিতেছি আমি তোমার দাস হইলাম । হে মিতভাষিনি ! যখন তুমি আমার

দামোহং তব সত্যেন পালিতং বচনং হুয়া ।

যদাগতা সমীপে মে তুর্কোহস্মি মিতভাষিনি ! ॥ ২৪ ॥

ন চ ত্রীড়া হুয়া কার্য্যা ভক্তং মাং ভজ স্মৃতিতে ! ।

কার্য্যং বদ বিশালাক্ষি ! করিষ্যামি তব প্রিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

শচ্যবাচ ॥

সর্বং কৃতং হুয়া কার্য্যং মম কৃত্রিমবাসব ! ।

মনোরথোহস্মি মে দেব ! শৃণু চিত্তেহধুনা বিভো ! ॥ ২৬ ॥

বাহিতং কুরু কল্যাণ ! হুদ্রশাহমতঃপরম্ ।

ব্রবীমি মানসোৎসাহং হুং তং কর্তুমিহাইসি ॥ ২৭ ॥

নহুষ উবাচ ।

কার্য্যং হুং ব্রুহি চন্দ্রাশ্রে ! করোমি তব বাহিতম্ ।

অলভ্যমপি দাস্ত্যামি তুভ্যং সূত্র ! বদস্ব মাম্ ॥ ২৮ ॥

শচ্যবাচ ।

কথং ব্রবীমি রাজেন্দ্র ! প্রত্যয়ো নাস্তি মে তব ।

শপথং কুরু রাজেন্দ্র ! যৎকরোমি প্রিয়ং তব ॥ ২৯ ॥

তব যৎ প্রিয়ং তৎ করোমি করিষ্যামীত্যেবং শপথং কুর্কিত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

সমীপে আগমন করিয়াছ তখন আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২৩—২৪ ॥

হে শুচিস্মিতে ! তুমি লজ্জা করিও না আমি তোমার ভক্ত, তুমি আমাকে ভজনা কর ।

বিশালাক্ষি ! তোমার কোন প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে বল, আমি এখনি তাহা

সম্পাদন করিতেছি ॥ ২৫ ॥ শচী কহিলেন, প্রভো বাসব ! আপনি সকল কার্য্যই সম্পাদন

করিয়াছেন, এক্ষণে আমার অন্তরে এক মনোরথ বিদ্যমান আছে ; আপনি আমার সেই

অতীষ্ট মনোরথ সম্পাদন করুন, তৎপরেই আমি আপনার বশবর্ত্তিনী হইব । হে কল্যাণ-

ময় ! এক্ষণে আমি মনের অভিনাষ প্রকাশ করিতেছি, আপনি তাহা সম্পাদন করুন ॥ ২৬—২৭ ॥

নহুষ কহিলেন, চন্দ্রাননি ! তোমার কার্য্য কি বল আমি তোমার অভিলষিত সম্পাদন

করিব, হে সূত্র ! তুমি বল, তাহা যদি অলভ্যও হয় তথাপি আমি তাহা তোমাকে প্রদান

করিব ॥ ২৮ ॥ শচী কহিলেন, রাজেন্দ্র ! আপনাতে আমার প্রত্যয় হয় না, আমার প্রিয়

সাধন করিবেন বলিয়া আপনি শপথ করুন ; রাজন্ ! পৃথিবীতলে সত্যবাদী রাজা হ্রলভ,

আপনি সত্যপাশে নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহা জানিয়া পশ্চাৎ আমার মনোরথ ব্যক্ত করিব ।

ভূপতে ! আপনি আমার বাহিত সম্পাদন করিলে আমি নিয়তই আপনার বশবর্ত্তিনী

রাজানঃ সত্যবচসো ছল্লতা এব ভূতলে ।

পশ্চাৎ বীৰ্য্যহং রাজ্ঞে জাহ্না সত্যেন যন্ত্রিতম্ ॥ ৩০ ॥

কৃতে চেদ্বাহ্নিতে ভূপ ! সদা তে বশবর্তিনী ।

ভবিষ্যামি তুরাষাভূবৈ সত্যমেতদ্বচো মম ॥ ৩১ ॥

নহুষ উবাচ ।

অবশ্যমেব কর্তব্যং বচনং তব সূন্দরি ! ।

শপামি স্কৃতেনাহং যজ্ঞদানকৃতেন বৈ ॥ ৩২ ॥

শচ্যুবাচ ।

ইন্দ্রস্য হরয়ো বাহা গজশ্চৈব রথস্তুথা ।

গরুড়ো বায়ুদেবস্য যমস্য মহিমস্তুথা ॥ ৩৩ ॥

বৃষভঃ শঙ্করস্যাপি ব্রহ্মণো বরটাপতিঃ ।

ময়ুরঃ কার্ত্তিকেয়স্য গজাস্তস্য তু মূষকঃ ॥ ৩৪ ॥

ইচ্ছাম্যহমপূৰ্ব্বং বৈ বাহনং তে সুরাধিপ ! ।

যন্ন বিষ্ণোর্ন রুদ্রস্য নাসুরাণাং ন রক্ষসাম্ ॥ ৩৫ ॥

বহুস্ত্বাং মহারাজ ! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৩৬ ॥

সর্বৈ শিবিকয়া রাজস্নেতঙ্কি মম বাহ্নিতম্ ।

সৰ্বদেবাধিকং ত্বাং বৈ জানামি বসুধাধিপ ! ।

তেন তে তেজসো বুদ্ধিং বাঙ্খাম্যহমতস্ক্রিতা ॥ ৩৭ ॥

মে বাহ্নিতে কৃতে সতীত্যম্বরঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

বরটাপতির্হংসঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

হইব, ইহা সত্য করিয়াই আমি আপনার নিকট বলিতেছি ॥২৯—৩১॥ মহাব কহিলেন, সূন্দরি ! আমি আমার যজ্ঞ ও দানাদি দ্বারা অর্জিত সমস্ত পুণ্যপুণ্ড্রের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার বাক্য অবশ্যই সম্পাদন করিব ॥ ৩২ ॥

শচী কহিলেন, ইন্দ্রের উচৈঃপ্রবা অথ ঐরাবত গজ ও রথ, বায়ুদেবের যমগতি, যমের মহিষ, শঙ্করের বৃষভ, ব্রহ্মার রাজহংস, যজ্ঞানন্দের ময়ুর, গজানন্দের মূষক বাহন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হে সুরাধিপ ! আমি তোমার অপূৰ্ব্ব বাহন দেখিতে বাসনা করিতেছি । বাহা বিকুরও নর, রুদ্রেরও নর, সুরগণেরও নর, রাক্ষসেরও নর, মহারাজ ! সেই ধৃতব্রত মুনিগণ আপনার বাহন হউন ॥ ৩৩—৩৬ ॥ রাজন্ ! মুনিগণ আপনাকে শিবিকা দ্বারা বন্ধে বহন করুন ইহাই আমার মনোবাঞ্ছিত জানিবেন । হে বসুধাধিপ !



ব্যাস উবাচ ।

তস্মাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্ম জ্ঞানদুর্বলঃ ।  
মোহিতস্ত মহাদেব্যা কৃতমোহেন তৎক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥  
উবাচ বচনং ভূপঃ সংস্রবন্ বাসবপ্রিয়াম্ ॥ ৩৯ ॥

নহুষ উবাচ ।

সত্যযুক্তং হুয়া তস্মি ! বাহনং রুচিরং মম ।  
করিষ্যামি স্কেশান্তে ! বচনং তব সর্বথা ॥ ৪০ ॥  
নহন্নবীৰ্য্যো ভবতি যো বাহান্ কুরুতে মুনীন্ ।  
অহমারুহ যানেন ত্রামেষ্যামি শুচিস্মিতে ! ॥ ৪১ ॥  
সপুৰুষো মাং বক্ষ্যন্তি সৰ্ব্বে দেবর্ষয়স্তথা ।  
সমর্থং ত্রিষু লোকেষু জ্ঞাত্বা মাং তপসাধিকম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা তাং স্তসস্তম্ভো বিসমর্জ হরিপ্রিয়াম্ ।  
মুনীনাহুয় সৰ্ব্বাংস্তানিত্যুবাচ স্মরাস্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥

সর্বাধিকস্ত তব সর্বোত্তমং ঋষিবাহনমেবোচিতমিত্যাহ সর্বদেবাধিকং  
ভ্রামিতি ॥ ৩৭ ॥

মহাদেব্যা বরদানসময়ে বহুভুং নহুষঃ মোহনিব্রামীতি তন্মোহন মস্মিন্ সময়ে কৃত-  
মিত্যাহ মোহিতস্তিতি । মহাদেব্যা কৃতেনোৎপাদিতেন মোহেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

নহ্নেন্নেতি । হি যতো যো মুনীন্ বাহান্ কুরুতে মোহন্নবীৰ্য্যো ন ভবতি । তস্মান্তেন  
বাহনেন তেজসো বৃদ্ধির্ভবিষ্যতীতি যত্নয়োক্তং তৎসত্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

আমি আপনাকে সমস্ত দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, তদ্বারা আপনার আরও  
তেজোবৃদ্ধি হউক, ইহাই আমি একান্ত মানসে কামনা করিতেছি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শতীর সেই বচন শ্রবণ করিয়া জ্ঞানদুর্বল নহুষ হস্ত  
করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবীকৃত মোহ দ্বারা মোহিত হইয়া বাসব-প্রিয়ার প্রশংসা করিয়া  
কহিতে লাগিলেন, তদ্বজ্জি ! তুমি সত্যই আমার উত্তম বাহনের বিষয় বলিয়াছ, স্কেশি !  
সদ্বয়ই আমি তোমার বাক্যানুসারে কার্য সম্পাদন করিব ॥ ৩৮—৪০ ॥ চাক্রহাসিনি ! যে  
ব্যক্তি অন্নবীৰ্য্য সে কদাচই মুনিগণকে বাহন করিতে সমর্থ হয় না, আমি মুনিগণকে  
বাহন করিয়া যানারোহণে তোমার নিকট আগমন করিব তাহাতে আমার অতুল বীৰ্য্য  
প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥ সপুৰ্ব্বিগণ ও সমস্ত দেবর্ষিগণ আমাকে ত্রিলোক  
मध्ये সর্বাধিক সমর্থ ও তপস্তা দ্বারা শ্রেষ্ঠ জানিয়া বহন করিবেন তাহাতে আর  
সংশয় কি ? ॥ ৪২ ॥

নহব উবাচ ।

অহমিত্রোহদ্য ভো বিপ্রাঃ সৰ্বশক্তিসমম্বিতঃ ।

কার্যমত্র প্রকুৰ্বন্তু ভবন্তো বিগতশ্রয়াঃ ॥ ৪৪ ॥

ইচ্ছাসনং ময়া প্রাপ্তং নেচ্ছামী মাযুপৈতি চ ।

আকারিতা চ মাং বুতে প্রেমপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৪৫ ॥

মুনিষানেন দেবেন্দ্র ! মাযুপৈহি সুরাধিপ ! ।

দেবদেব ! মহারাজ ! মৎপ্রিয়ং কুরু মানদ ! ॥ ৪৬ ॥

এতৎ কার্যং মুনিশ্রেষ্ঠা মমাত্যন্তং দুঃসদম্ ।

ভবন্তিস্তু প্রকর্তব্যং সৰ্বথৈব দয়ালুভিঃ ॥ ৪৭ ॥

মনো দহতি মে কামঃ শত্রুপত্ন্যাং প্রবর্তিতম্ ।

ভবন্তুঃ শরণং মেহদ্য কুরুধ্বং কার্যমদ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥

অগস্তিপ্রমুখান্তস্তু শ্রদ্ধা বাক্যমসংকরম্ ।

অঙ্গীচক্লুশ্চ ভাবিত্বাৎ কৃপয়া পরমর্ষয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

অঙ্গীকৃতেহথ তদ্বাক্যে মুনিভিস্তদ্বদর্শিভিঃ ।

মুদং প্রাপ নৃপঃ কামঃ পৌলোমীকৃতমানসঃ ॥ ৫০ ॥

যদাহমেনেন যানেনাগনিষ্যামি তদা মাং সন্তুষয় এবং বক্ষ্যামীত্যাহ সপ্তর্ষয় ইতি ॥ ৪২—৫১ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্! তখন নরপতি নহব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই বলিয়া ইচ্ছাণীকে বিদায় দিলেন এবং কামাকুলিত চিত্তে সমস্ত মুনিগণকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভো বিপ্রবর্গ! আমি এক্ষণে সৰ্বশক্তি সম্বিত দেবরাজ ইচ্ছ হইয়াছি, আপনারা সকলে বিম্বিত না হইয়া আমার কার্যসাধন করুন ॥ ৪৩—৪৪ ॥ আমি ইচ্ছাসন প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ইচ্ছাণী আমার সন্নিধানে আগমন করিতেছেন না; তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আমার অভিলাষ জানাইলে তিনি প্রণয়পূৰ্ব্বক এই বাক্য বলিয়াছেন যে, হে দেবেন্দ্র! হে মানদ! আপনি মুনিবাহু যানে আরোহণ পূৰ্ব্বক আমার নিকট আগমন করিয়া আমার প্রিয়কার্য সাধন করুন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ মহর্ষিগণ! এই কার্য সম্পাদন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর, তথাপি আপনারা দয়া করিয়া আমার এই কার্যটি সৰ্বতোভাবে সাধন করুন ॥ ৪৭ ॥ আমার মন শত্রুপত্নীতে একান্ত আসক্ত হইয়া স্বয়ং-স্বরামলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে আপনারা আমার আশ্রয় স্থান হইয়া এই অদ্রুত কার্য সম্পাদন করুন ॥ ৪৮ ॥ অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহার সেই অসং ও অবমানকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও অবশ্রুতাবি-দৈববশে করণার্জচিত্তে তাহাতে সন্মতি প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥ নহবের

আরুহ্য শিবিকাং রম্যাং সংস্থিতস্তুরয়াস্থিতঃ ।  
 বাহান্ কৃৎস্না যুনাং দিব্যান্ সর্পসর্পেতিচাব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥  
 কামার্ভঃ সোহম্পৃশন্ যুতঃ পাদেন যুনিমন্তকম্ ।  
 অগস্তিঃ তাপসশ্রেষ্ঠঃ লোপামুদ্রাপতিং তদা ॥ ৫২ ॥  
 বাতাপিভক্ষকর্তারং সমুদ্রস্থাপি শোষকম্ ।  
 কশয়া তাড়য়ামাস পঞ্চবাণশরাহতঃ ।  
 ইন্দ্রাণীহতচিত্তোহসৌ সর্পেতি প্রব্রুবন্ যুনিম্ ॥ ৫৩ ॥  
 তং শশাপ যুনিঃ ক্রুদ্ধঃ কশাঘাতমনুস্মরন্ ।  
 সর্পো ভব দুরাচার ! বনে ঘোরবপুর্মহান্ ॥ ৫৪ ॥  
 বহুবর্ষসহস্রাণি যত্র ক্লেশো মহান্ ভবেৎ ।  
 বিচরিস্যসি বীৰ্য্যেণ পুনঃ স্বর্গমবাপ্তস্বসি ॥ ৫৫ ॥  
 দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং নাম তব মোক্ষো ভবিষ্যতি ।  
 প্রশ্নানামুত্তরং শ্রুত্বা ধর্মপুত্রমুখান্বিতঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং শপ্তঃ স রাজর্ষিঃ স্তুত্বা তং যুনিমন্তকম্ ।  
 স্বর্গাৎ পপাত সহসা সর্পরূপধরোহভবৎ ॥ ৫৭ ॥

যুনিমন্তকং পাদেনাস্পৃশৎ । অগস্তিঞ্চ কশয়া তাড়য়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৬ ॥

মানস ইন্দ্রাণীতে একান্ত আসক্ত হইয়াছিল, তৎসদৃশী ঋষিগণ সেই বাক্য অঙ্গীকার করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সত্ত্বর মনোরম শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক যুনিগণকে বাহন করিয়া গমন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, সর্প সর্প (চল চল), তখন সেই নহবরাজ অত্যন্ত কামার্ভ হইয়া পদ দ্বারা যুনি মন্তক স্পর্শ করিল এবং কাম-শরে আহত হইয়া ; যিনি বাতাপি নামক রাক্ষসকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি সমুদ্রকেও শোষণ করিয়াছিলেন, সেই লোপামুদ্রাপতি তাপসশ্রেষ্ঠ যুনিবর অগস্ত্যকে সর্প সর্প (চল চল) বলিয়া কশাঘাতা বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৫০—৫৩ ॥ তখন সেই যুনিবর কশাঘাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ করিলেন যে, রে দুরাচার ! তুই সর্প সর্প বলিয়া কশাঘাত করিতেছিস্ অতএব তুই ঘোরবনে বহৎকার সর্প হইয়া অবস্থিতি করিতে থাক্ । নিজ বীৰ্য্যবশে বিচরণ করিয়া বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে যখন বহুতর ক্লেশভোগ হইবে তখন পুনর্বার স্বর্গ প্রাপ্ত হইবি ॥ ৫৪—৫৫ ॥ তুই যখন যুধিষ্ঠির নামক নরপতির দর্শন লাভ করিবি সেই সময় সেই ধর্মপুত্রের মুখ হইতে প্রশ্ন সকলের উত্তর শ্রবণ করিয়া শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবি ॥ ৫৬ ॥



বৃহস্পতিস্ততো গচ্ছা তরসা মানসং প্রীতি ।  
 ইন্দ্রায় সৰ্ব্ববৃত্তান্তঃ কথয়ামাস বিস্তরাৎ ॥ ৫৮ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা মঘবা রাজঃ স্বর্গাৎ প্রচ্যবনাদিকম্ ।  
 মুদিতোহভূম্মহারাজ ! স্থিতস্তত্ৰৈব বাসবঃ ॥ ৫৯ ॥  
 দেবাশ্চ যুনরো দৃষ্টৌ নহবঃ পতিতং ভুবি ।  
 জগ্মুঃ সৰ্ব্বেহপি তত্রৈব যত্রৈন্দ্রঃ সরসি স্থিতঃ ॥ ৬০ ॥  
 তমাশ্বাস্ত সুরাঃ সৰ্ব্বে যুনিভিঃ সহিতাস্তদা ।  
 স্বর্গে সমানয়ামাস্ত্রয়ানপূৰ্ব্বং শচীপতিম্ ॥ ৬১ ॥  
 সমাগতং ততঃ শক্রং সৰ্ব্বে তে যুনয়ঃ সুরাঃ ।  
 স্থাপয়িত্বাসনে পশ্চাদভিষেকং দধুঃ শিবম্ ॥ ৬২ ॥  
 ইন্দ্রোহপি স্বাসনং প্রাপ্য শচ্যা সহ সুরালয়ে ।  
 চিক্রীড় নন্দনে রম্যে কাননে প্রেমযুক্তয়া ॥ ৬৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবমিন্দ্রেণ সম্প্রাপ্তং দুঃখং পরমদারুণম্ ॥ ৬৪ ॥

---

তং যুনিসত্তমমগতিং শুদ্ধা ত্তোজ্রেণ সন্তোষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৬৩ ॥

---

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এইরূপে অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়া রাজর্ষি নহব সেই  
 যুনিসত্তমের স্তব করিতে করিতে সহসা স্বর্গ হইতে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্পের  
 আকার ধারণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥ অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি সত্তর মানস সরোবরে গমন  
 করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্বক জানাইলেন ॥ ৫৮ ॥ সুরপতি,  
 নহব নৃপতির স্বর্গচ্যুতি প্রভৃতি বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং  
 হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ দেবগণ ও যুনিগণ নহবের পৃথিবী-  
 গতন দর্শন করিয়া সকলেই যে স্থানে ইন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই মানস সরোবরে  
 গমন করিলেন ॥ ৬০ ॥ তখন যুনিগণ ও সুরগণ সকলে মিলিত হইয়া শচীপতিকে আশ্বাস  
 প্রদান পূর্বক সম্মানিত করিয়া পুনর্বার স্বর্গে আনয়ন করিলেন ॥ ৬১ ॥ পরে সমস্ত দেবগণ  
 ও ঋষিগণ সমাগত শক্রকে স্বর্গের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া তৎপরে সর্বমঙ্গলময়ী  
 অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ৬২ ॥ ইন্দ্রও স্বকীয় সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া  
 প্রণয়িনী শচীর সহিত সুরালয়ে যনোরম নন্দনবনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! কামরূপ মহর্ষি অশুরেশ্বর বিশ্বরূপকে নিহত করিয়া ইন্দ্র  
 এইরূপে পরম দারুণ দুঃখভোগ করিয়া তদনন্তর দেবীর প্রসাদে পুনর্বার স্বীয় আসন পুনঃ

হস্তাস্বরং কামরূপং বিশ্বরূপং মহামুনিম্ ।

পুনর্দেব্যাঃ প্রসাদেন স্বস্থানং প্রাপ্তবান্মুপ ! ॥ ৬৫ ॥

এতন্তে সর্বমাখ্যাতং বৃত্তাস্বরবধাশ্রয়ম্ ।

যৎপৃষ্ঠৌহং ত্বয়া রাজন্ ! কথানকমনুভবম্ ॥ ৬৬ ॥

যাদৃশং কুরুতে কৰ্ম্ম তাদৃশং ফলমাप्नुয়াৎ ।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
নহষস্তাধঃপাতবর্ণনং নাম নবমোহিধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

তথা চ যথেষ্টেন হৃষ্টঃ কৰ্ম্ম কৃতং তথা তেন তস্ত ফলমপি ভুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে নবমোহিধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬৪—৬৫ ॥ রাজেন্দ্র ! তুমি বাহ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি  
সেই বৃত্তাস্বর বধ বৃত্তাস্বরূপ অভ্যুত্তম উপাখ্যান আপনার নিকট কীর্তন করিলাম ॥ ৬৬ ॥  
হে কুরুকুলভূষণ ! আপনি জানিবেন যে, জীবগণ যেরূপ কৰ্ম্ম করে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত  
হইয়া থাকে । কৃতকৰ্ম্ম শুভই হউক আর অশুভই হউক অবশ্যই তাহার ফল ভোগ  
করিতে হইবে সন্দেহ নাই, তদনুসারে ইন্দ্রও ব্রহ্মহত্যারূপ স্বকৃত কৰ্ম্মের ফল ভোগ করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাফলপ্রাপ্তি ও নহষের  
স্বর্গচ্যুতিবর্ণননামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কথিতং চরিতং ব্রহ্মন্ ! শক্রশ্চাদ্ভুতকৰ্ম্মণঃ ।

স্থানভ্রংশস্তথা দুঃখপ্রাপ্তিরুক্তা বিশেষতঃ ॥ ১ ॥

যত্র দেবাধিদেব্যাশ্চ মহিমাভীৰ্ণ বর্ণিতঃ ।

সন্দেহোহত্র মমাপ্যস্তি যচ্ছক্ৰোহপি মহাতপাঃ ॥ ২ ॥

দেবাধিপত্যমাসাদ্য দুঃখং দুঃখমবভূৎ ।

মথানাস্তু শতং কৃৎ প্রাপ্তং স্থানমবভূতম ॥ ৩ ॥

দেবেশত্বঞ্চ সংপ্রাপ্য ভ্রষ্টঃ স্থানাদসৌ কথম্ ।

এতৎ সৰ্ব্বং সমাচক্ষু কারণং করুণানিধে ! ॥ ৪ ॥

একাধিকৈস্ত চচারিংশং পদ্যৈঃপ্রবিশস্ত হ ।

কৰ্ম্মণো রূপকথনং কৃত্বৈব তু বন্ধাতে ।

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম্ম শুভাশুভনিভূতকৰ্ম্ম । তত্রৈত্রেণ শতাব্দ-  
মেধাস্বকং সৰ্ব্বোত্তমং শুভকৰ্ম্মৈবচরিতং কিমিতি তস্তাকল্যাণং জাতমিতি পৃচ্ছতি কথিতং  
চরিতমিতি । অদ্ভুতকৰ্ম্মণঃ অদ্ভুতং ব্রহ্মবধ্যাকৰণং কৰ্ম্ম যন্ত তন্ত শক্রশ্চেত্যশয়ঃ । তন্ত  
কৰ্ম্মণঃ ফলমপি স্থানভ্রংশো দুঃখপ্রাপ্তিশ্চোক্তা ॥ ১ ॥

পরন্তু তত্র সন্দেহো বর্ত্তত ইত্যাহ সন্দেহোহত্রৈতি । কোহসৌ তদাহ যচ্ছক্ৰোহ-  
পীতি ॥ ২ ॥

দুঃখং দুঃখহন্তু দেবাধিপত্যমিত্রত্বং প্রাপ্যাপি দুঃখমবভূদিত্যর্থঃ । তদেব স্পষ্টয়তি  
মথানামিতি ॥ ৩ ॥

যস্মাদেবধিধঃ সন্দেহো ভবতি তস্মাত্তন্ত নাশকং কিমর্থং দুঃখমভূতন্ত চ কারণমেতৎ  
সৰ্ব্বং সমাচক্ষু কথয় ॥ ৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি অদ্ভুতকৰ্ম্ম। ইত্ৰের অদ্ভুত চরিত্র ও তাঁহার স্থান-  
ভ্রংশ ও দুঃখপ্রাপ্তি বিশেষরূপে বর্ণন এবং তৎপ্রসঙ্গে দেবাধিদেবী ভুবনেশ্বরীর মহিমাও  
বিশদরূপে কীর্তন করিলেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ে আমার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে  
যে, ইত্ৰ মহাতপা ছিলেন, তিনি দুঃখনাশক দেবাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও দুঃখ অনুভব  
করিলেন কেন ? তিনি শত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান পূৰ্ব্বক দেবাধিপত্য এবং অত্যাশ্রম স্থান  
প্রাপ্ত হইয়াও কি নিমিত্ত সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলেন ? হে করুণানিধে ! আপনি  
করুণা বিতরণ পূৰ্ব্বক আমার নিকট এই সকলের কারণ কীর্তন করুন ॥ ১—৪ ॥



সৰ্ব্বজ্ঞোহসি মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! পুরাণানাং প্রবর্তকঃ ।  
 নাবাচ্যং মহতাং কিকিচ্ছিস্যে চ শ্রদ্ধয়াষিতে ।  
 তস্মাৎ কুরু মহাভাগ ! মৎসন্দেহাপনোদনম্ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠঃ স রাজ্ঞা বৈ তদা সত্যবতীসুতঃ ।  
 তমাহাতিপ্রসন্নাত্মা যথানুক্রমযুত্তরম্ ॥ ৬ ॥

বাস উবাচ ।

নিবোধ নৃপতিশ্ৰেষ্ঠ ! কারণং পরমাদ্বুতম্ ।  
 কৰ্ম্মণস্ত্রিধা প্রোক্তা গতিস্তত্ত্ববিদাম্বরৈঃ ॥ ৭ ॥  
 সঞ্চিতং বর্তমানঞ্চ প্রারম্ভমিতিভেদতঃ ॥ ৮ ॥  
 সাত্ত্বিকং রাজসং কৰ্ম্ম তামসং ত্রিবিধং পুনঃ ॥ ৯ ॥  
 অনেকজন্মসংজাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্ ।  
 শুভং বাপ্যশুভং ভূপ ! সঞ্চিতং বহুকালিকম্ ।  
 অবশ্যমেব ভোক্তব্যং স্কৃতং দুষ্কৃতং তথা ॥ ১০ ॥

সন্দেহাপনোদনমিতি । অয়ং ভাবঃ শতান্বমেধানাং কলং স্বৰ্গঃ ন চ স স্বৰ্গো মধ্যো  
 এব শতান্বমেধকৰ্ম্মজন্তুপুণ্যানাশমস্তুরা নষ্টো ভবিতুমর্হতি দৃঢ়তরকারণস্ত বিদ্যমানত্বাৎ ।  
 নমু মধ্যো ততোহপি দৃঢ়তরস্ত কারণস্ত বুদ্ধবধ্যাক্রপস্ত জাতত্বান্তস্ত ফলং হঃখং মধ্যো এব  
 জাতমিতি চেদেতাংশপুণ্যকর্তৃহৃষ্টে কৰ্ম্মণি বুদ্ধবধ্যাক্রপে এব কথং প্রবৃত্তিরিতি সন্দেহো  
 জাগরুক এবোতি ॥ ৫—৬ ॥

তত্র প্রথমতঃ কৰ্ম্মত্রৈবিধ্যাং বর্ণয়তি কৰ্ম্মণম্বিতি । ত্রৈবিধ্যমেবাহ সঞ্চিতং বর্তমান-  
 ক্ষেতি ॥ ৭—৯ ॥

তত্র সঞ্চিতবাক্যমাহ অনেকেতি । তদপি সঞ্চিতং ত্রিবিধমন্তীত্যাহ সাত্ত্বিকমিতি ।  
 নমু তৎ সঞ্চিতং কৰ্ম্ম বহুকালব্যবধানেন নষ্টমেব জাতং স্মৃতিচেদ্যেত্যাহ অবশ্য-  
 মিতি । ন তু তন্নষ্টং কিন্তু নিজরূপেণ স্থিতমস্তি তৎস্কৃতদুষ্কৃতাত্মকং কালান্তরেহবশ্যমেব  
 ভোক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ, মুনিশ্ৰেষ্ঠ ও পুরাণ সমূহের প্রবর্তক, আমি আপনার শ্রদ্ধাযুক্ত শিষ্য,  
 এবজুত প্রিয় শিষ্যের নিকট মহদ্ ব্যক্তিদ্বিগের অবাচ্য কিছুই নাই ; অতএব মহাভাগ !  
 আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সমস্ত সংশয়ের অপনোদন করুন ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, জনষেজয়, সত্যবতী পুত্র বাসদেবকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি  
 অত্যন্ত প্রসন্নমনে যথাক্রমে উত্তর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥

বাস বলিলেন, নৃপবর ! আপনি তাহার অজুত কারণ সকল শ্রবণ করুন ; তত্ত্ববিদ  
 ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, কৰ্ম্মের গতি সঞ্চিত, বর্তমান ও প্রারম্ভভেদে তিন প্রকার ;

জন্মজন্মনি জীবানাং সঞ্চিতানাঞ্চ কৰ্মণাম্ ।

নিঃশেষন্তু কয়ো নাভুৎ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১১ ॥

ক্রিয়মাণঞ্চ যৎ কৰ্ম বর্তমানং তদুচ্যতে ।

দেহং প্রাপ্য শুভং বাপি হুশুভং বা সমাচরেৎ ॥ ১২ ॥

সঞ্চিতানাং পুনর্মধ্যাৎ সমাহৃত্য কিয়ান্ কিল ।

দেহারন্তে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ ॥ ১৩ ॥

প্রারকং কৰ্ম বিজ্ঞেয়ং ভোগান্তস্য কয়ঃ স্মৃতঃ ।

প্রাণিভিঃ খলু ভোক্তব্যং প্রারকং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

পুরাকৃতানি রাজেন্দ্র ! হুশুভানি শুভানি চ ।

অবশ্যমেব কৰ্ম্মাণি ভোক্তব্যানীতিনিশ্চয়ঃ ।

দেবৈর্মনুষ্যৈরমুৰৈর্যক্ষগন্ধৰ্বকিমরৈঃ ॥ ১৫ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি জন্মজন্মনীতি ॥ ১১ ॥

সঞ্চিতস্বরূপমুপপাদ্য বর্তমানস্বরূপমাহ ক্রিয়মাণমিতি । তত্শেব বিশেষণ স্বরূপমাহ দেহং প্রাপ্যেতি । অস্মিন্ দেহে অধুনা যৎ ক্রিয়তে তদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

প্রারকস্বরূপমাহ সঞ্চিতানামিতি । সঞ্চিতানাং কৰ্ম্মণাং মধ্যাৎ কানিচিত্ত্যক্তানি কৰ্ম্মাণি সমাহৃত্য কিয়ান্ কালো দেহারন্তসময়ে তদারম্ভাবচ্ছিন্নে কালে তানি কৰ্ম্মাণি প্রেরয়তি কলদানার্থঃ প্রারকং কৰ্ম্মবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তত্ত প্রারককৰ্ম্মণো ভোগাদেব কয় ইত্যাহ ভোগাদিতি ॥ ১৪ ॥

এবং ক্রমেণ সৰ্ব্বাণি সঞ্চিতানি ভোক্তব্যানীত্যাহ পুরাকৃতানীতি ॥ ১৫ ॥

ইহার প্রত্যেকে আরাব তিন তিন প্রকার জানিবেন, যথা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; অনেক জন্মজন্মিত প্রাক্তন কৰ্ম্মকে সঞ্চিত কহে, তুপতে ! সঞ্চিত কৰ্ম্ম শুভই হউক আর অশুভই হউক এবং বহুকালিকই বা হউক প্রাণিগণকে অবশ্যই সেই স্মৃকৃত বা হুত কৰ্ম্মের কলভোগ করিতে হইবে ॥ ৬—১০ ॥ জীবগণের জন্মজন্মকৃত সঞ্চিত কৰ্ম্মকল ভোগ ব্যতিরেকে শত কোটি কল্পেও নিঃশেষ রূপে কয় প্রাপ্ত হয় না ॥ ১১ ॥ যে কৰ্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখনও তাহার শেষ হয় নাই, তাহাকেই বর্তমান কৰ্ম্ম কহে ; জীবগণ দেহ ধারণ করিয়া শুভই হউক আর অশুভই হউক এই বর্তমান কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ দেহারন্ত সময়ে কাল, পূৰ্ব্বোক্ত সঞ্চিত কৰ্ম্ম সমূহের মধ্য হইতে কিয়দংশ আহরণ করিয়া ভোগের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া থাকে তাহাকেই প্রারক কৰ্ম্ম কহে ; কলভোগ দ্বারা তাহার কয় হইয়া থাকে । প্রাণিগণকে অবশ্যই এই প্রারক কৰ্ম্ম ভোগ করিতে হয় ॥ ১৩—১৪ ॥ মহারাজ ! দেবতাই হউক আর মনুষ্যই হউক, অমরই হউক বা মরই হউক, গন্ধৰ্বই হউক আর কিনরই হউক, পুরাকৃত ধৰ্ম্মাধর্মের কল

কর্মেব হি মহারাজ ! দেহারন্তু কারণম্ ।

কর্মকয়ে জন্মনাশঃ প্রাণিনাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্র ইন্দ্রাদ্যাশ্চ সুরাস্তথা ।

দানবা যক্ষগন্ধর্বা সর্বে কর্মবশাঃ কিল ॥ ১৭ ॥

অন্যথা দেহসম্বন্ধঃ কথং ভবতি ভূপতে ! ।

কারণং যন্তু ভোগস্তু দেহিনঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মাদনেকজন্মোৎসক্তিতানাঞ্চ কর্মণাম্ ।

মধ্যে বেগঃ সমায়াতি কস্তচিৎ কালপাকতঃ ॥ ১৯ ॥

তৎপ্রারকবশাৎ পুণ্যং কৰোতি চ যথা তথা ।

পাপং কৰোতি মনুজস্তথা দেবাদয়োহপি চ ॥ ২০ ॥

কৈৰ্ত্তোক্তব্যানি তত্রাহ দেবৈরिति । সঞ্চিতকর্মাভাবে দেহারন্তু এব ন শাস্ত্রান্ধাদেবা-  
দীনাং দেহপ্রাপ্ত্যা সঞ্চিতং কর্ম তেষামপ্যনুমীয়ত ইত্যভিপ্রায়েণ কর্মদেহয়োঃ কার্য-  
কারণভাব উচ্যতে কর্মেব হি মহারাজেতি । তথা চ বৃহদারণ্যকে শ্রুতিঃ । তদেব যন্তুৎসহ  
কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্তমশ্বেতি । কৈবল্যোপনিষদি । পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম-  
যোগাৎ স এব জীবঃ নৃপিতি প্রবুদ্ধ ইতি ॥ ১৬ ॥

এবং কর্মণো দেহকারণত্বং প্রসাধ্য ব্রহ্মাদীনামপি দেহবত্বাৎ কর্মাদীনত্বমস্বীত্যাহ  
বুদ্ধেতি ॥ ১৭ ॥

তত্র প্রমাণমাহ অন্তথেতি ॥ ১৮ ॥

কারণং যন্তু ভোগস্তু পূর্বেণ দেহসম্বন্ধ ইত্যনেনাশ্রয়ঃ । দেহিনঃ সুখদুঃখয়োর্ভোগস্তু  
কারণং যন্তু দেহসম্বন্ধঃ সোহন্তথা ব্রহ্মাদীনাং কর্মাদীনত্বেন কথং শ্রাদিতি বিশিষ্টোহশ্রয়ঃ ।  
ইথং কর্মণাং ত্রৈবিধ্যমুপপাদ্য যজ্ঞাজ্ঞা পৃষ্টং দেবেশ্বরঞ্চ সম্প্রাপ্য ভ্রষ্টঃ স্থানাদসৌ কথমिति  
তৎসমাধানমাহ তস্মাদিতি । কর্মণাং মধ্যে কস্তচিৎ কর্মণঃ কালেন পরিপাকবশাৎ বেগঃ  
সমায়াতীত্যশ্রয়ঃ ॥ ১৯ ॥

তৎপ্রারক্বেতি । যন্তু বেগঃ সমায়াতি তদেব প্রারকঃ তৎপ্রারকবশাদ্ যথা পুণ্যং কৰোতি  
তথা পাপমপি কৰোতীত্যশ্রয়ঃ । তথা চ যথা পুণ্যেন প্রারকেন পুণ্যকর্মকৃৎস্বৈজ্ঞং পদং  
লব্ধম্ । তথা পাপেন প্রারকেন ব্রহ্মহত্যাং কৃৎস্বা স্থানভ্রংশোহপীজ্ঞস্ত জাত ইতি ন শকাবসর  
ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥ ১৬ ॥ পুরাকৃত কর্মই সকলের  
দেহারন্তের কারণ হইয়া থাকে, কর্মের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণের জন্মনাশ হয় তাহাতে  
সংশয় নাই ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র ও সুরগণ এবং দানব, যক্ষ, গন্ধর্বাदि সকলেই  
কর্মের বশবর্তী, হে নৃপ ! তদ্ব্যতিরেকে দেহিগণের সুখদুঃখ ভোগের কারণস্বরূপ দেহ-  
সম্বন্ধ কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে ? ॥ ১৭—১৮ ॥ অতএব, রাজেন্দ্র ! কালের পরিপাক  
বশত অনেক জন্মান্বিত সঞ্চিত কর্ম সমূহের মধ্যে কোনও কর্মের বেগ উপস্থিত হয় ;  
বাহ্যর বেগ উপস্থিত হয় তাহাই প্রারক, সেই প্রারক বশে মনুষ্য এবং দেবাদি সকলেই



তথা নারায়ণো রাজমরশ্চ ধর্মজাবুভৌ ।

জাতৌ কৃষ্ণার্জুনৌ কামমংশৌ নারায়ণস্ত তৌ ॥ ২১ ॥

পুরাণপীঠিকেয়ং বৈ মুনিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ২২ ॥

দেবাংশঃ স তু বিজ্ঞেয়ো যো ভবেদ্বিতবাধিকঃ ।

নাঋষিঃ কুরুতে কাব্যং নারুদ্রো রুদ্রমর্চতে ।

নাদেবাংশো দদাত্যম্মং নাবিকুঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৩ ॥

ইন্দ্রাদগ্নেধমাদ্বিষ্ণোর্ধনদাদিতি ভূপতে ! ।

প্রভুত্বঞ্চ প্রভাবঞ্চ কোপক্লেব পরাক্রমম্ ॥ ২৪ ॥

আদায় ক্রিয়তে নুনং শরীরমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৫ ॥

যঃ কশ্চিদ্ বলবান্ লোকে ভাগ্যবানথ ভোগবান্ ।

বিদ্যাবান্ দানবান্ বাপি স দেবাংশঃ প্রপঠ্যতে ॥ ২৬ ॥

তথৈবৈতে সমাখ্যাতাঃ পাণ্ডবাঃ পৃথিবীপতে ! ।

দেবাংশো বাহুদেবোহপি নারায়ণসমদ্যুতিঃ ॥ ২৭ ॥

ন কেবলমিহ এব কর্মবশগ ইত্যাক্ষর্য্যঃ কর্তব্যঃ কিন্তু নারায়ণাদয়ঃ সর্ব্বৈহপি কর্ম-  
বশগা ইত্যাহ তথা নারায়ণ ইতি । ধর্মজাবিতি । দেবাংশয়োরাপি কর্মাধীনত্বমন্ত্য-  
বেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নারায়ণাংশাবিত্যত্র কিং প্রমাণং তত্রাহ পুরাণপীঠিকেরমিতি । পুরাণক্রম এবাত্র  
প্রমাণমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তত্রৈব প্রমাণান্তরং বচনমাহ দেবাংশ ইতি । অর্চতে ইত্যর্থঃ প্ররোগঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

যেদ্রুপ পুণ্য করে সেইরূপ পাপকর্মও করিয়া থাকে, ইহাতে আপনি জানিবেন যে, ইহু  
পুণ্যবশত যেমন দেবাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপ পাপ প্রারব্ধ দ্বারা বুদ্ধহত্যা  
করিয়া স্বীয়পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন ইহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে ? ।  
রাজেন্দ্র ! কেবল ইহুই কর্মের বশীভূত নহেন, ধর্মপুত্র নর এবং নারায়ণও কর্মবশে  
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নর ও নারায়ণের অংশে অর্জুন ও কৃষ্ণ উভয়েই কর্মবশে  
নারায়ণের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । মুনিগণ ইহাকেই পুরাণ সমূহের পীঠিকা বা  
ভিত্তিক্রমে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৯—২২ ॥ যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ তাঁহাকে দেবাংশ  
বলিয়া জানিবেন, যিনি মুনি নহেন তিনি জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন না, যিনি  
রুদ্র নহেন তিনি রুদ্রের অর্চনা করেন না ; যিনি দেবাংশ নহেন, তিনি অন্নদান করেন  
না ; যিনি বিষ্ণুর অংশ নহেন তিনি পৃথিবীপতি হইবেন না ॥ ২৩ ॥ হে পৃথিবীজ ! ইহু, অগ্নি,  
যম বিষ্ণু এবং ধনদ হইতে প্রভুত্ব, প্রভাব, কোপ ও পরাক্রম গ্রহণ পূর্ব্বক জীবগণের শরীর  
নির্মাণ হয় ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥ ২৪—২৫ ॥ লোকমধ্যে যে কোনও ব্যক্তি বলবান্,

শরীরং প্রাণিনাং নূনং ভাজনং সুখদুঃখয়োঃ ।

শরীরী প্রাপ্নুয়াৎ কামং সুখং দুঃখমনস্তরম্ ॥ ২৮ ॥

দেহী নাস্তি বশঃ কোহপি দৈবাধীনঃ সদৈব হি ।

জননং মরণং দুঃখং সুখং প্রাপ্নোতি চাবশঃ ॥ ২৯ ॥

পাণ্ডবাস্তে বনে জাতাঃ প্রাপ্তাস্তু স্বগৃহং পুনঃ ।

স্ববাহুবলতঃ পশ্চাদ্রাজসূয়ং ক্রতুভ্রমম্ ॥ ৩০ ॥

বনবাসং পুনঃ প্রাপ্তা বহুদুঃখকরং পরম্ ।

অৰ্জুনেন তপস্তপ্তং দুষ্করং হজিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৩১ ॥

সন্তুষ্টৈস্তু সুরৈর্দত্তং বরদানং পুনঃ শুভম্ ।

নরদেহকৃতং পুণ্যং ক গতং বনবাসজম্ ॥ ৩২ ॥

নরদেহে তপস্তপ্তং চোত্রং বদরিকাশ্রমে ।

নার্জুনশ্চ শরীরে তৎ ফলদং সংবভূব হ ॥ ৩৩ ॥

ইথাঃ দেবানাং কৰ্ম্মবশত্বেমুপপাদ্য সৰ্ব্বপ্রাণিনাং কৰ্ম্মবশত্বেমুপপাদয়তি । শরী-  
রীতি ॥ ২৮—২৯ ॥

দেবাধীনত্বে নিদর্শনং পাণ্ডবানায়াহ পাণ্ডবা ইতি । স্ববাহুবলেন রাজসূয়ঃ ক্রতুভ্রমন্তেঃ  
কৃত ইতি শেষঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

ক গতিমিতি । এতাদৃশপুণ্যকৰ্ম্মবস্তোহপি দৈবাধীনত্বাদ্ দুঃখং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

ভাগ্যবান্, ভোগবান্, বিদ্যাবান্ অথবা দানশীল, সেই ব্যক্তি দেবাংশ বলিয়া কীর্তিত  
হইয়া থাকেন ॥২৬॥ হে বসুধাধিপ ! সেইরূপ পাণ্ডবগণকে এবং নারায়ণের তুল্যপ্রভাশালী  
বাসুদেবকেও দেবাংশ বলিয়া জানিবেন ॥২৭॥ রাজন্ ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, প্রাণি-  
গণের শরীর সুখদুঃখ ভোগের আয়তন এই শরীরধারী জীবগণ সততই সুখের পর দুঃখ ও  
দুঃখের পর সুখভোগ করিয়া আসিতেছে ॥ ২৮ ॥ কোনও দেহী ( জীবাত্মা ) স্বাধীন নহে,  
সৰ্ব্বদাই দৈবের অধীন ; সে আশ্রয়শে না থাকিয়া দৈববশেই জন্ম, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ  
প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

রাজন্ ! দৈব যে সৰ্ব্বাপেক্ষা বলবান্ তদ্বিশেষের নিদর্শন দর্শন করুন ; পাণ্ডবগণ প্রথমে  
বনে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎপরে নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন ; অনন্তর নিজ বাহুবলে  
রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, তৎপরে পুনর্বার বিপুলতর কঠোর দুঃখকর বনবাস  
প্রাপ্ত হইলেন । তদনন্তর অৰ্জুন দুষ্কর তপস্তরণ করিলে অজিতোজয় দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া  
তাঁহাকে কল্যাণকর বর প্রদান করিলেন । তথাপি তিনি দুঃখের কঠোর কর হইতে পরিজ্ঞাপ  
পাইলেন না, নরদেহকৃত বনবাসজনিত পুণ্য কোথায় চলিয়া গেল । তিনি পুরাকালে পূৰ্ব-  
জন্মে নর নামক ধৰ্ম্মশূন্য হইয়া বদরিকাশ্রমে যে উগ্রতর তপস্তা করিয়াছিলেন এক্ষণে অৰ্জুন

প্রাণিনাং দেহসম্বন্ধে গহনা কৰ্ম্মণো গতিঃ ।  
 ছুজ্ঞে'রা সৰ্ব্বথা দেবৈৰ্মানবানাস্তু কা কথা ॥ ৩৪ ॥  
 বাসুদেবোহপি সজ্জাতঃ কারাগারেহতিসঙ্কটে ।  
 নীতোহসৌ বসুদেবেন নন্দগোপশ্চ গোকুলম্ ॥ ৩৫ ॥  
 একাদশৈব বর্ষাণি সংস্থিতস্তত্র ভারত ! ।  
 পুনঃ স মথুরাং গত্বা জঘানোগ্রসৃতং বলাৎ ॥ ৩৬ ॥  
 মোচয়ামাস পিতরৌ বন্ধনাস্তৃশছঃখিতৌ ।  
 উগ্রসেনঞ্চ রাজানং চকার মথুরাপুরে ॥ ৩৭ ॥  
 জগাম দ্বারবত্যাং স শ্লেচ্ছরাজভয়াৎ পুনঃ ।  
 সৰ্ব্বং ভাবিবশাৎ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ পৌরুষং মহৎ ॥ ৩৮ ॥  
 কৃষ্ণা কার্য্যাণ্যনেকানি দ্বারবত্যাং জনার্দিনঃ ।  
 দেহং ত্যক্ত্বা প্রভাসে তু স কুটুম্বো দিবং গতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ স্নহদো ভ্রাতরৌ জাময়স্তথা ।  
 প্রভাসে যাদবাঃ সৰ্ব্বে বিপ্রশাপাৎ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৪০ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি নরদেহ ইতি । ফলদং ন সম্ভবেত্যর্থঃ । যতো ন তাদৃশপুণ্যাহরূপং ফলং দৃশ্যতেহর্জুনস্তেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদাহ প্রাণিনামিতি ॥ ৩৪ ॥

বাসুদেবস্তাপি কৰ্ম্মাধীনত্বমাহ বাসুদেবোহপীতি ॥ ৩৫—৪০ ॥

দেহে তাহা ফলপ্রদ হইল না ? ॥ ৩০—৩৩ ॥ প্রাণিগণের দেহ সম্বন্ধে কৰ্ম্মের গতি অতিশয়  
 ছুজ্ঞে'র, দেবগণও যেখানে তাহা জানিতে পারেন না, সেখানে মানবগণের সম্বন্ধে আর কি  
 বক্তব্য আছে ॥ ৩৪ ॥ ভগবান্ বাসুদেবও অতিশয় সঙ্কট স্থল কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়া  
 পরিশেষে বসুদেব কর্তৃক নন্দগোপের গোকুলে নীত হইয়া তথায় একাদশ বৎসর অব-  
 স্থিতি ও পুনর্বার মথুরায় গমন করিয়া বলপূর্বক উগ্রসেন তনয় কংসকে হনন করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ অনন্তর তিনি অত্যন্ত ছঃখিত পিতা মাতাকে বন্ধন হইতে মোচন  
 এবং উগ্রসেনকে মথুরাপুরে নরপতি করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ তদনন্তর তিনি শ্লেচ্ছরাজ  
 কালংঘবনের ভয়ে দ্বারকাপুরী গমন করেন, এইরূপে জনার্দিন কৃষ্ণ দৈববশে দ্বারবতী  
 নগরীতে অনেক কার্য্যসাধন করিয়া মহৎ পুরুষার্থ সাধনানন্তর কুটুম্বগণের সহিত প্রভাস  
 তীর্থে দেহ পরিত্যাগ পূর্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮—৩৯ ॥ প্রভাসতীর্থে  
 বিপ্রশাপে যাদবগণ সকলেই পুত্র, পৌত্র, স্নহদ, ভ্রাতা ভগিনী ও কুলকামিনীগণের সহিত  
 নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্! এই আমি আপনার নিকট কৰ্ম্মের গহন গতির



এবং তে কথিতা রাজন্ । কৰ্মণো গহনা গতিঃ ॥

বাসুদেবোহপি ব্যাধস্ত বাণেন নিধনং গতঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
কৰ্মস্বরূপবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

( বাসুদেবস্তাপি কৰ্মফলভাগিহমাহ বাসুদেবোহপীতি । ব্যাধস্ত নীচজুনশ্চেতি  
ভাবঃ ॥ ৪১ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম, অধিক আর কি বলিব, এই কৰ্মবশেই স্বয়ং বাসুদেবও ব্যাধের  
বাণে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে কৰ্মস্বরূপবর্ণন নামক  
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একাদশোহধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

জনমেজয় উবাচ ।

ভারাবতরণার্থায় কথিতং জন্ম কৃষ্ণয়োঃ ।  
সংশয়োহয়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি ॥ ১ ॥  
পৃথিবী গোস্বরূপেণ ব্রহ্মাণং শরণং গতা ।  
দ্বাপরাস্তেহতিদীনর্তা গুরুভারপ্রপীড়িতা ॥ ২ ॥  
বেধসা প্রার্থিতো বিষ্ণুঃ কমলাপতিরীশ্বরঃ ।  
ভূভারোত্তরণার্থায় সাধুনাং রক্ষণায় চ ॥ ৩ ॥  
ভগবন্ ! ভারতে খণ্ডে দেবৈঃ সহ জনার্দন ! ।  
অবতারং গৃহাণাশু বসুদেবগৃহে বিভো ! ॥ ৪ ॥  
এবং সম্প্রার্থিতো ধাত্রা ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।  
বভূব সহ রামেণ ভূভারোত্তরণায় বৈ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চাষ্ট্রলোকৈর্ধর্ম্যা যুগোক্তবাঃ ।

কথ্যন্তে যত্র সদসঙ্কল্পস্ত চ বিনির্গমঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে বাসুদেবকথাং শ্রুত্বা তত্র সন্নিহানো রাজা পৃচ্ছতি ভারাবতারেতি ।  
কৃষ্ণয়োরিতি । অর্জুনস্তাপি হরেরংশভাতিপ্রায়েণাহ কৃষ্ণদ্ব্যবহারো বলরামস্ত বা হরেঃ  
স্বৈতকেশোত্তবত্বাৎ কৃষ্ণদ্ব্যবহারঃ । তথা চ কৃষ্ণয়োরিত্যন্ত কৃষ্ণাৰ্জুনয়োরিত্যর্থঃ । কৃষ্ণ-  
বলরাময়োরিত্যর্থো বা । সংশয় উক্তবিষয় ইতি ॥ ১ ॥

অবতারকথাং সংক্ষেপেণ বর্ণয়তি । পৃথিবীতি ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র ! আপনি বলিলেন যে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্তই  
রাম ও কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এই বিষয়ে আমার হৃদয়ে মহৎ সংশয় উপস্থিত হই-  
য়াছে তাহা আপনি শ্রবণ করুন । দ্বাপরযুগের অবসান সময়ে পৃথিবী গুরুভারে আক্রান্তা ও  
কাঁতরা হইয়া গোকুল ধারণ পূর্বক ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন ॥ ১—২ ॥ তখন ব্রহ্মা  
পৃথিবীর সহিত ভূভার অবতারণ ও সাধুগণের রক্ষণের নিমিত্ত কমলাপতি প্রভু বিষ্ণুর  
নিকট গমন পূর্বক প্রার্থনা করিয়া বলিলেন ; বিভো ! আপনি ধরাতলে বসুদেবের আহরে  
অবতাররূপে শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করুন ॥ ৩—৪ ॥ বিধাতা এইরূপে প্রার্থনা করিলে ভগবান্  
ভূভার হরণের নিমিত্ত বলরামের সহিত দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

কিয়ানুত্তারিতো ভারো হত্বা ছুষ্টাননেকশঃ ।  
 জ্ঞাত্বা সৰ্বান্ ছুরাচারান্ পাপবুদ্ধিনৃপানিহ ॥ ৬ ॥  
 হতো ভীষ্মো হতো দ্রোণো বিরাতো ক্রপদস্তথা ।  
 বাহ্লীকঃ সোমদত্তশ্চ কর্ণো বৈকৰ্ত্তনস্তথা ॥ ৭ ॥  
 যৈলুৰ্ণীতং ধনং সৰ্বং হতাশ্চ হরিযোষিতঃ ।  
 কথং ন নাশিতা ছুষ্টা যে স্থিতাঃ পৃথিবীতলে ॥ ৮ ॥  
 আভীরাশ্চ শকা স্বেচ্ছা নিষাদাঃ কোটিশস্তথা ।  
 ভারাবতরণং কিস্তুং কৃতং কৃষ্ণেন ধীমতা ॥ ৯ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহাভাগ ! ন নিবৰ্ত্ততি চিত্ততঃ ।  
 কলাবস্মিন্ প্রজাঃ সৰ্বাঃ পশ্যতঃ পাপনিশ্চয়াঃ ॥ ১০ ॥

বাস উবাচ ।

রাজন্ ! যস্মিন্ যুগে যাদৃক্ প্রজা ভবতি কালতঃ ।  
 নান্যথা তদুবেষ্মনং যুগধৰ্ম্মোহত্র কারণম্ ॥ ১১ ॥

কিয়ানিতি ছুষ্টান্ সৰ্বান্ জ্ঞাত্বা তাংশ্চ হত্বা ভারঃ কিয়ানুত্তারিতো কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥  
 নহু ভীষ্মাদীনিহতা ভার উত্তারিত এব নেতি কথমুচ্যতে তত্রাহ হতো ভীষ্ম ইতি ।  
 এতে একৈকশ এব হতা ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥  
 তহুৰ্ণীতাঃ কে তত্রাহ যৈলুৰ্ণীতং ধনামতি । এতে সৰ্কে ছুষ্টা অবশিষ্টা এবত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥  
 ভারাবতরণমিতি । ভারাবতারপ্রতিজ্ঞাং কৃত্বাবতারো গৃহীতস্তত্র সৰ্ব্বেছুষ্টানামবশিষ্ট-  
 তাদবতারং গৃহীত্বা ভারাবতারণং কিং কৃতং ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥  
 পশ্যতঃ রামকৃষ্ণৌ কথং ন তাঃ প্রজা নাশিতবস্তাবিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥  
 সমাধন্তে রাজয়িতি । অয়ং ভাবঃ । ছুষ্টাচারা দ্বিবিধাঃ পুরুষাঃ একে যুগধৰ্ম্মেন ছুষ্টাচারাঃ  
 পরে বেদধৰ্ম্মোচ্ছেদার্থমবতীর্ণা দৈত্যা ছুরাচারাঃ । তত্রাবতারং গৃহীত্বা বে বেদধৰ্ম্মোচ্ছেদং

তিনি এই অবনীতলে অনেক অনেক স্বভাবত ছুষ্ট ব্যক্তিগণকে এবং অনেক অনেক নরপতি-  
 গণকে পাপবুদ্ধি ও ছুরাচার জানিয়া তাহাদিগকে হনন করিয়া কিয়ৎপরিমাণে পৃথিবীর  
 ভার হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিরাত, ক্রপদ, বাহ্লীক, সোমদত্ত  
 ও শূর্য্যপুত্র কর্ণও নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ কিন্তু বাহারা ধন লুণ্ঠন করিল, হরির  
 রমণীগণকে হরণ করিল, সেই সমস্ত কোটি কোটি আভীর, শক, স্বেচ্ছা ও নিষাদগণ  
 পৃথিবীতলে অবশিষ্ট রহিয়া গেল, ধীমান্ কৃষ্ণ যদি তাহাদিগকেই বিনাশ না করিলেন,  
 তবে তাঁহার ভূভারহরণ করা কিরূপে সমাধা হইল ॥ ৮—৯ ॥ মহাভাগ ! কলিকালে  
 সকল প্রজাকেই পাপনিরত দর্শন করিয়া এই মহাসংশয় আমার চিত্তকেত্র হইতে কোন-  
 রূপেই অপনীত হইতেছে না ॥ ১০ ॥



যে ধর্মরসিকা জীবাশ্চে বৈ সত্যযুগেহভবন্ ।

ধর্মার্থরসিকা যে তু তে বৈ ত্রেতা যুগেহভবন্ ॥ ১২ ॥

ধর্মার্থকামরসিকা দ্বাপরে চাভবন্ যুগে ।

অর্থকামপরাঃ সর্বৈ কলাবশ্বিন্ ভবন্তি হি ॥ ১৩ ॥

যুগধর্মস্তু রাজেন্দ্র ! ন যাতি ব্যত্যয়ঃ পুনঃ ।

কালঃ কর্তাস্তি ধর্মস্তু হৃদ্যস্ত চ বৈ পুনঃ ॥ ১৪ ॥

রাজোবাচ ।

যে তু সত্যযুগে জীবা ভবন্তি ধর্মতৎপরাঃ ।

কুত্র তেহদ্য মহাভাগ ! তিষ্ঠন্তি পুণ্যভাগিনঃ ॥ ১৫ ॥

ত্রেতা যুগে দ্বাপরে বা যে দানব্রতকারকাঃ ।

বর্তন্তে যুনয়ঃ শ্রেষ্ঠ ! কুত্র ব্রুহি পিতামহ ! ॥ ১৬ ॥

কর্তুঃ কত্রিয়গৃহেহবতীর্ণা দৈত্যকূলে বা যেহবতীর্ণা দৈত্যাস্ত এব নাশিতা নহু কালব্রত-  
বেন হুরাচারান্তেন নাশিতান্তেবাঃ নাশনে সর্বৈহপি কলিযুগেভ্যঃ সন্তীতি সর্বৈবাঃ  
মারগপ্রসঙ্গেন প্রজোচ্ছেদ এব স্তাদিতি । নাস্তথা তত্তবেদিতি । ন তা নাশয়িতুং শক্যন্তে  
ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তানেব যুগধর্মীভূতপাদয়তি বে ধর্মরসিকা ইতি ॥ ১২—১৪ ॥

প্রসঙ্গাগতমাহ বৈরাগ্যার্থঃ যে তু সত্যযুগে ইতি ॥ ১৫—২১ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! কালবশে যে যুগে যেরূপ স্বভাবাদি বিশিষ্ট প্রজা জন্মিয়া  
থাকে, তাহার অন্তথাভাবে কখনই হয় না, যুগধর্মকেই এ বিষয়ের বিশেষ কারণ বলিয়া  
জানিবেন ; তবে যুগধর্ম অমুসারে বাহারা ছুটে বা ছরাচার, তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ  
করিলে অধিল প্রজারই একবারে উচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহাতে সৃষ্টিহিতি প্রলয়রূপ  
সনাতন জগৎ প্রবাহ বিনষ্ট হয়, এই হেতুই ভগবান্ কৃষ্ণ পৃথিবীর ভারস্বরূপ দানব ও  
ছরাচার কত্রিয়বর্গকেই বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ রাজন্ ! বাহারা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি  
তাঁহারা সত্যযুগে, বাহারা ধর্ম ও অর্থ পরায়ণ তাঁহারা ত্রেতাযুগে, বাহারা ধর্ম ও অর্থ  
কামপরায়ণ তাঁহারা দ্বাপরযুগে, বাহারা অর্থ ও কামপরায়ণ, তাঁহারা এই কলিযুগে  
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১২-১৩ ॥ মহারাজ ! আপনি জানিবেন যে যুগধর্মের ব্যত্যয়  
কখনই হয় না ; এবং কাল, ধর্ম ও অধর্মের কর্তা নিরন্তরই বিদ্যমান আছেন ॥ ১৪ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ ! সত্যযুগে যে সকল ধর্মপরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ  
করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যশালী মহাব্যগণ একত্রে কোথায় আছেন ? পিতামহ ! বাহারা  
ত্রেতাযুগ বা দ্বাপরযুগে দানব্রত পরায়ণ ছিলেন সেই মুনিগণই বা একত্রে কোথায় আছেন ?  
এবং এই বর্তমান কলিযুগে যে সকল নির্দয় ও নির্লজ্জ মহাব্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই

কলাবদ্য ছুরাচার। যেহু সন্তি গতত্রপাঃ ।

আদ্যে যুগে ক যাস্তিস্তি পাপিষ্ঠা দেবনিন্দকাঃ ॥ ১৭ ॥

এতৎ সর্বং সমাচক্ষু বিস্তরেণ মহামতে ! ।

সর্বথা শ্রোতুকামোহস্মি যদেতদ্বর্ণনির্ণয়ম্ ॥ ১৮ ॥

বাস উবাচ ।

যে বৈ কৃতযুগে রাজন্ ! সম্ভবন্তীহ মানবাঃ ।

কৃদ্ধা তে পুণ্যকর্মানি দেবলোকান্ ত্রজস্তি বৈ ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নৃপসন্তম ! ।

স্বধর্মনিরতা যাস্তি লোকান্ কর্মজিতান্ কিল ॥ ২০ ॥

সত্যং দয়া তথা দানং স্বদারগমনং তথা ।

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু সমতা সর্বজন্তুযু ॥ ২১ ॥

এতৎ সাধারণং ধর্মং কৃদ্ধা সত্যযুগে পুনঃ ।

স্বর্গং যাস্তীতরে বর্ণা ধর্মতো রজকাদয়ঃ ॥ ২২ ॥

তথা ত্রেতা যুগে রাজন্ ! দ্বাপরেহথ যুগে তথা ॥

কলাবস্মিন্ যুগে পাপা নরকং যাস্তি মানবাঃ ॥ ২৩ ॥

তাবত্তিস্তি তে তত্র যাবৎ শ্রাৎ যুগপর্যায়ঃ ।

পুনশ্চ মানুবে লোকে ভবন্তি ভুবি মানবাঃ ॥ ২৪ ॥

তদ্যুগস্থা রজকাদয়ো নীচা অপি ধর্মতঃ স্বধর্মআচরণাৎ স্বর্গং যাস্তীত্যবয়ঃ ॥ ২২ ॥

কলাবস্মিন্ । অস্মিন্ কলৌ যে পাপাচারান্তে নরকং যাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

পাপিষ্ঠ দেব ও শুক্লনিন্দকগণ সত্যযুগের সময় কোথায় যাইবে ? ॥ ১৫—১৭ ॥ হে মহামতে ! আমি এই সকল ধর্মনির্ণয়ের বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইরাছি আপনি করুণা করিয়া এই সকলের গূঢ়তম বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন ॥ ১৮ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! যে সকল মনুষ্য সত্যযুগে এই অবনীতলে জন্মগ্রহণ করে তাঁহারা পুণ্যজনক কর্ম সমূহের অমুষ্ঠান দ্বারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ হে নৃপসন্তম ! বিপ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ আপন আপন ধর্মকার্যে নিরত থাকিয়া স্ব স্ব কর্মার্জিত লোকে গমন করে ॥ ২০ ॥ সত্য, দয়া, দান, স্বদারগমন, অহিংসা এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবে দয়া এই সকল সাধারণ ধর্মের আচরণ করিয়া সেই ধর্মবলে রজকাদি নীচবর্ণ সকলও স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ২১—২২ ॥ সেইরূপ ত্রেতা ও দ্বাপরযুগেও স্ব স্ব ধর্মার্জিত পুণ্যবলে মানবগণ স্বর্গে গমন করে কিন্তু এই কলি-যুগে পাপাসক্ত মনুষ্যগণ নরকে গমন করিয়া যুগের বিপর্যয়কাল পর্যন্ত সেই ঘোর নরকে

গ্রামে গ্রামে পরাশ্রয়াঃ প্রাসাদকরণোৎসুকাঃ ।

স্বকৰ্মনিরতাঃ সৰ্বৈ সত্যশৌচদয়ান্বিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

ত্ৰযুক্তকৰ্মনিরতাস্তত্ত্বজ্ঞানবিশারদাঃ ।

অভবন্ কত্রিয়ান্তত্ৰ প্রজাতরুণতৎপরাঃ ॥ ৩৯ ॥

বৈশ্যাস্ত কৃষিবাণিজ্যগোসেকানিরতাস্তথা ।

শূদ্রাঃ সেবাপরাস্তত্ৰ পুণ্যে সত্যযুগে নৃপ ! ॥ ৪০ ॥

পরাশ্রাপূজনাসক্তাঃ সৰ্বৈ বর্ণাঃ পরে যুগে ।

তথা ত্ৰেতাযুগে কিঞ্চিন্ ন্যূনা ধৰ্ম্মশ্চ সংস্থিতিঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বাপরে চ বিশেষেণ ন্যূনা সত্যযুগস্থিতিঃ ।

পূৰ্ব্বং বে রাক্ষসা রাজ্যন্তে কলৌ ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪২ ॥

পাষণ্ডনিরতাঃ গ্রামো ভবন্তি জনবঞ্চকাঃ ।

অসত্যবাদিনঃ সৰ্বৈ বেদধৰ্ম্মবিবৰ্জিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

দাস্তিকা লোকচতুরা মানিনো বেদবৰ্জিতাঃ ।

শূদ্রসেবাপরাঃ কেচিচ্ছানাদৰ্ম্মপ্রবর্তকাঃ ॥ ৪৪ ॥

গায়ত্ৰ্যামৃত্যঃ । প্রণবসক্তাশ্চেত্যর্থঃ । মারাবীজং ভুবনেশ্বরীমন্ত্ৰতত্ত্বৈকজ্ঞাপিনো মুখ্য-  
ত্বেন জপনীলাঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥

পরাশ্রাপূজনেতি । পরে যুগে সত্যে সৰ্ব্বৈপি বর্ণাঃ পরাশ্রাপূজনাসক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

প্রসঙ্গেনাবাস্তরং কলৌ কঞ্চিৎশিশেমমাহ পূৰ্ব্বং বে রাক্ষসা ইতি । তেহপি কলিযুগে  
ধৰ্ম্মনাশার্থঃ ব্রাহ্মণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৭ ॥

গায়ত্ৰী ও প্রণবমন্ত্রে একঃ গায়ত্ৰী ধ্যানে আসক্ত থাকিয়া একমাত্র মারাবীজ মন্ত্ৰ জপ করি-

তেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ কিপ্রগণ সকলেই নিজ নিজ গ্রামে মহামারা অধিকার মন্দির নির্মাণে

উৎসুক হইয়া সত্য, শৌচ ও দয়াযুক্তমানসে আপন আপন কৰ্মে নিরত থাকিতেন ॥ ৩৮ ॥

তত্ত্বজ্ঞানে নিপুণ কত্রিয়গণ সততই ত্রীবিধিত কৰ্মের অহুষ্ঠান পূৰ্বক প্রজা প্রতি-

পালনে তৎপর থাকিতেন ॥ ৩৯ ॥ বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য ও গোসেবার অহুরক্ত এবং শূদ্র-

গণও নিরতই ব্রাহ্মণাদি ত্রিকর্ণের সেবার নিরত থাকিত ॥ ৪০ ॥ এইরূপে সত্যযুগে সকল বর্ণই

পরমাশক্তি অধিকাদেবীর পূজার অহুরক্ত থাকিত কিন্তু ত্ৰেতাযুগে উক্ত ধর্মের মর্যাদা

কিঞ্চ পরিমাণে নূন হইয়াছিল, এইরূপে দ্বাপরযুগে সত্যযুগের ধর্মমর্যাদা বিশেষরূপেই

নূনতা প্রাপ্ত হইয়াছে । হে ভরতভৃষণ ! পূর্বে যাহারা রাক্ষস ছিল, তাহারা কলির ব্রাহ্মণ

হইয়া থাকে ; তাহারা সকলেই পাষণ্ডমতাবলম্বী, জনবঞ্চক, অসত্যবাদী, বেদবিরহিত,

বৈদিকধর্ম বর্জিত, দাস্তিক, ব্যবহার চতুর, অভিমानी ও শূদ্রসেবাপরায়ণ, তদ্বন্দ্বো



বেদনিন্দাকরাঃ ক্রুরা ধর্মভ্রষ্টাতিবাছুকাঃ ।

যথা যথা কলিরুচ্ছিং যাতি রাজংস্তথা তথা ॥ ৪৫ ॥

ধর্মস্য সত্যমূলস্য ক্ষয়ঃ সর্বাস্থনা ভবেৎ ।

তথৈব কত্রিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রাশ্চ ধর্মবর্জিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

অসত্যবাদিনঃ পাপাস্তথা বর্ণেতরাঃ কলৌ ।

শূদ্রধর্মরতা বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহপরায়ণাঃ ।

ভবিষ্যন্তি কলৌ রাজন্ ! যুগে বৃদ্ধিং গতে কিল ॥ ৪৭ ॥

কামচারাঃ দ্বিয়ঃ কামলোভমোহসমম্বিতাঃ ।

পাপা মিথ্যাতিবাদিন্যঃ সদা ক্লেশরতা নৃপ ! ॥ ৪৮ ॥

স্বভর্তৃবঞ্চকা নিত্যং ধর্মভাষণপণ্ডিতাঃ ।

ভবন্ত্যেবংবিধা নার্যাঃ পাপিষ্ঠাশ্চ কলৌ যুগে ॥ ৪৯ ॥

আহারশুদ্ধ্যা নৃপতে ! চিত্তশুদ্ধিস্ত জায়তে ।

শুদ্ধে চিত্তে প্রকাশঃ শ্রাদ্ধর্মস্য নৃপসত্তম ! ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মসঙ্করদোষেণ জায়তে ধর্মসঙ্করঃ ।

ধর্মস্য সঙ্করে জাতে নূনঃ শ্রাদ্ধর্মসঙ্করঃ ॥ ৫১ ॥

কামচারা যথেষ্টাচারবত্যঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

নমু যদি ধর্মঃ শ্রেষ্ঠস্তর্হি কিমিতি কলৌ ধর্মং নাচরন্তি তত্রাহ আহারশুদ্ধোতি । শুদ্ধে চিত্তে ইতি । আহারশুদ্ধ্যা সবুদ্ভিস্তৎশুদ্ধৌ ধর্মপ্রকাশস্তথা চ কলাবাহারশুদ্ধাদ্যভাবান ধর্মবুদ্ধি-  
র্জায়ত ইত্যর্থঃ । তথা চ ছান্দোগাশ্রুতিঃ । আহারশুদ্ধ্যা সবুদ্ভিস্তচ্ছুদ্ধৌ ক্রবা স্বতিরিতি ॥ ৫০ ॥

কতকগুলি লোক সনাতন ধর্মের অমর্যাদা ধাপন করিয়া বিবিধ ধর্মের প্রবর্তক বেদ-  
নিন্দাপরায়ণ, ক্রুর, ধর্মভ্রষ্ট ও বাচাল হইয়া উঠে । রাজন্ ! কলির যেমন বৃদ্ধি হইতে  
থাকে, সত্যমূলকধর্মেরও সেইরূপ সর্বতোভাবে ক্ষয় হয় ; এবং সেই পরিমাণেই  
কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ধর্মবর্জিত হয় । কলিযুগ বৃদ্ধি পাইলে কত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র  
বর্ণগণ, অসত্যবাদী ও পাপাচার এবং বিপ্রবর্ণ শূদ্রধর্মে নিরত ও প্রতিগ্রহপরায়ণ হইয়া  
থাকে ॥ ৪৫—৪৭ ॥ রাজেন্দ্র ! কলিযুগের নারীগণ, কাম, লোভ ও মোহসম্বিত  
হইয়া অত্যন্ত প্রবলা, বেচ্ছাচারিণী, পাপাচারিণী ও মিথ্যাবাদিনী হইয়া লোকসমাজের  
অশেষ ক্লেশকরী হয় এবং আপনাদিগকে ধর্মভাষণে পরম পণ্ডিত মনে করিয়া  
উপদেশ প্রদানে তৎপর ও নিজ পতির বাক্যনাতে প্রবৃত্ত স্ততরাঃ অতিশয় পাপিষ্ঠ হইয়া  
উঠে ॥ ৪৮—৪৯ ॥ হে নৃপসত্তম ! আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে  
ধর্ম পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ বর্ণাশ্রমধর্মের আচারের সঙ্করদোষ

এবং কলিযুগে ভূপ ! সৰ্ব্বধৰ্ম্যবিবৰ্জিতে ।  
 স্ববৰ্ণধৰ্ম্যবার্ভৈষ্য ন কুত্ৰাপ্যপলভ্যতে ॥ ৫২ ॥  
 মহাত্তোহপি চ ধৰ্ম্মজ্ঞা অধৰ্ম্মং কুৰ্ব্বতে নৃপ ! ।  
 কলিস্বভাব এবৈষঃ পরিহার্যো ন কেনচিৎ ॥ ৫৩ ॥  
 তস্মাদত্র মনুষ্যাণাং স্বভাবাৎ পাপকারিণাম্ ।  
 নিকৃতির্ন হি রাজেশ্বরে ! সামান্যোপায়তো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

ভগবন্ ! সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ ! সৰ্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ! ।  
 কলাবধৰ্ম্মবহুলে নরাণাং কা গতিৰ্ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥  
 যদ্যস্তি তদুপায়শ্চৈদয়য়া তং বদস্ব মে ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এক এব মহারাজ ! তত্রোপায়োহস্তি নাপরঃ ।  
 সৰ্ব্বদোষনিরাসার্থং ধ্যায়ৈন্দেবীপদান্বজম্ ॥ ৫৭ ॥

ধৰ্ম্মবুদ্ধ্যভাবে কো দোষস্তত্রাহ বৃত্তসঙ্করেতি । বৃত্তং বর্ণাশ্রমাচারস্তৎসঙ্করদোষেণ  
 ধৰ্ম্মসঙ্করো ভবতীত্যর্থঃ । ব্রাহ্মণাচরণং শূদ্রেণ শূদ্রাচরণং ব্রাহ্মণেন কৃতং চৈকধৰ্ম্মসঙ্করো ভব-  
 ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥

পাপনিকৃত্যপায়ং রাজা পৃচ্ছতি ভগবন্ সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞেতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

দেবীপদান্বজং যাব্যাবিশিষ্টবুদ্ধকপিণ্যা দেব্যাঃ পদান্বজমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

( মিশ্রণদোষ ) দ্বারা এই ধৰ্ম্মসঙ্করদোষের উৎপত্তি হয় । ধৰ্ম্মসঙ্কর উপস্থিত হইলেই বর্ণসঙ্কর  
 দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ এইরূপে কলিযুগে ক্রমে ক্রমে সকল ধৰ্ম্ম বিলোপিত  
 হইলে স্ববর্ণ ধৰ্ম্মের বার্তা আর কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না । নৃপবর ! এই যুগে  
 ধৰ্ম্মজ্ঞ মহান্ ব্যক্তিগণও অধৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ; কলির স্বভাবই এইরূপ, ইহা পরিত্যাগ  
 করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ৫২—৫৩ ॥ অতএব রাজেশ্বরে ! এই কালে মানবগণ নৈসর্গিক  
 নিয়মানুসারেই পাপকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে এই কারণে সামান্য উপায় দ্বারা তাহা-  
 দিগের নিকৃতি সাধিত হইতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ ও সৰ্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, এই অধৰ্ম্ম-  
 বহুল কলিযুগে নরগণের গতি কিরূপে হইবে ? যদি কোনও উপায় থাকে তবে আপনি  
 কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলুন ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! কলিকলুষ হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত একমাত্র উপায়  
 বিদ্যমান আছে, অপর আর কিছুই নাই ; জীবগণ সমস্ত পাপ ও দোষের নিরাকরণ নিমিত্ত

ন সন্ত্যাহানি তাবন্তি যাবতী শক্তিরন্তি হি ।  
 নান্নি দেব্যাঃ পাপদাহে তস্মাস্তীতিঃ কুতো নৃপ ! ॥ ৫৮ ॥  
 অবশেনাপি যন্মাম লীলয়োচ্চারিতং যদি ।  
 কিং কিং দদাতি তজ্জাতুঃ সমর্থো ন হরাদয়ঃ ॥ ৫৯ ॥  
 প্রায়শ্চিত্তস্তু পাপানাং শ্রীদেবীনামসংস্মৃতিঃ ।  
 তস্মাৎ কলিভয়াদ্ভাজন্ ! পুণ্যক্ষেত্রে বসন্নরঃ ।  
 নিরন্তরং পরান্ময়া নাম সংস্মরণং চরেৎ ॥ ৬০ ॥  
 ছিত্বা ভিত্বা চ ভূতানি হত্বা সৰ্ব্বমিদং জগৎ ।  
 দেবীং নমতি ভক্ত্যা যো ন স পাটৈর্বিলিপ্যতে ॥ ৬১ ॥  
 রহস্যং সৰ্ব্বশাস্ত্রাণাং ময়া রাজমুদীরিতম্ ।  
 বিমূশৈতদশেষেণ ভজ দেবীপদাম্বুজম্ ॥ ৬২ ॥  
 অজপাং নাম গায়ত্রীং জপন্তি নিখিলা জনাঃ ।  
 মহিমানং ন জানন্তি মায়ায়া বৈভবং মহৎ ॥ ৬৩ ॥

ন সন্ত্যাহানীতি । দেব্যা নান্নি পাপদাহে পাপদাহবিষয়ে যাবতী শক্তিরন্তি তাবন্ত্যাহানি  
 প্রাপানি নৈব সন্তীত্যর্থঃ । যন্মাদেবং তস্মাৎ কলিযুগাস্তীতিভয়ং কুতো ভবতি । কলিযুগ-  
 ভয়ে ন কিঞ্চিৎ কারণমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

নামস্মরণং চরেৎ কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬০—৬২ ॥

ইদানীং সৰ্বে প্রাণিনঃ পরাশক্তিমন্ত্রজপাধ্যঃ নিরন্তরং জপন্তি জগন্ন আরভ্য মরণ-  
 পর্যন্তম্ । তথাপ্যয়ং মন্ত্রোহস্তীতি মায়াকৃতমোহেন ন জানন্তি ততো ন মুক্তা ভবন্তী-  
 ত্যাহ মায়ায়া বৈভবমিতি । জনানাক্রোশতি অজপাং নাম গায়ত্রীমিতি । তদ্বক্তৃমজপাং  
 নাম গায়ত্রীং জীবো জপতি নিত্যশঃ । অজপাং জপতো নিত্যং পুনর্জন্ম ন বিদ্যত ইতি  
 অজপামন্ত্রবিধানস্ত দক্ষিণামূর্ত্তিসহিতায়াং স্পষ্টম্ ॥ ৬৩ ॥

মহাদেবীর চরণকমল ধ্যান করিবে ॥ ৫৭ ॥ হে নরেন্দ্র ! মহাদেবীর পাপদাহক নামে যে  
 পরিমাণ শক্তি আছে, এই অখিল সংসারে সেই পরিমাণ পাপ নাই, অতএব তাহাতে আর  
 ভয়ের কারণ কোথায় ? ॥ ৫৮ ॥ সেই নাম অজ্ঞানে অবলীলার উচ্চারিত হইলেও যে কি  
 কি অনির্কচনীর কলপ্রদান করে তাহা হরি হর প্রভৃতিরও জানিবারও সামর্থ্য নাই ॥ ৫৯ ॥  
 রাজন্ ! শ্রীদেবীর নাম স্মরণই পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত, অতএব কলিভয়ার্ত্ত মানবগণ পুণ্য-  
 ক্ষেত্রে বাস করিয়া নিরন্তরই পরমাদেবীর নাম স্মরণ করিবে ॥ ৬০ ॥ এই অখিল জগতীহিত  
 জীবগণের ছেদ, ভেদ ও বিনাশ করিয়াও যে ব্যক্তি দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করে সেই  
 মানব পাপসমূহ দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না ॥ ৬১ ॥ রাজন্ ! আমি সমস্ত শাস্ত্রেরই গূঢ় তত্ত্ব  
 পরিকীর্ত্তন করিলাম, এই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া আপনি নিয়তই দেবীর



গায়ত্ৰীং ব্রাহ্মণাঃ সৰ্ব্বে জপন্তি হৃদয়াস্তরে ।

মহিমানং ন জানন্তি মায়ায়া বৈভবং মহৎ ॥ ৬৪ ॥

এতৎ সৰ্ব্বং সমাখ্যাতং যৎ পৃষ্ঠং তত্ত্বয়া নৃপ ! ।

যুগধৰ্ম্মব্যবহায়াং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
সদসদ্বর্ণনির্ণয়ো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

যথাভূপাং সৰ্ব্বে জপন্তি তথৈব গায়ত্ৰীমপি সৰ্ব্বে ব্রাহ্মণা জপন্তি তথাপি তত্ত্বা মহিমানং  
ন জানন্তি ততো ন যুক্তা ভবন্তীত্যাহ গায়ত্ৰীমিতি । গায়ত্ৰীমহিমা তু সৰ্ব্বত্রৈব প্রসিদ্ধা ।  
উপপাদিতশ্চান্নাভিবৃদ্ধদারণ্যকটীকায়াং সপ্তমাধ্যায় ইতি ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পাদপদ্ম ভজনা করুন ॥ ৬২ ॥ অখিল জীবগণ অজ্ঞপা নামক গায়ত্ৰী নিরন্তরই জপ করি-  
তেছে, কিন্তু তাহারা তাহার মহিমা জানে না, রাজন্ ! তাহাতে মায়ায় মহৎ বৈভবই  
প্রতিপাদিত হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণগণ হৃদয়াস্তরে গায়ত্ৰী মন্ত্র জপ করিতেছেন কিন্তু  
তাহার মহিমা অবগত নহেন ; নৃপবর ! তাহাতেও মায়ায় মহৎ প্রভাবমাত্রই প্রতি-  
ভাত হয় ॥ ৬৩—৬৪ ॥ রাজন্ ! আপনি যুগধৰ্ম্মের ব্যবস্থা বিবরে বাহা জিজ্ঞাসা করিয়া-  
ছিলেন তৎসমস্তই কীর্তন করিলাম এক্ষণে আপনি আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ  
করেন ? ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে সদসৎ ধৰ্ম্মনির্ণয় নামক একাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—o—  
রাজোবাচ ।

তীর্থানি ভূবি পুণ্যানি ব্রুহি মে মুনিসত্তম ! ।  
গম্যানি নানবৈর্দে বৈঃ ক্ষেত্রানি সরিতস্তথা ॥ ১ ॥  
ফলঞ্চ যাদৃশং যত্র তীর্থেষু স্নানদানতঃ ।  
বিধিস্তু তীর্থযাত্রায়াং নিয়মাংশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি তীর্থানি বিবিধানি চ ।  
যেষু তীর্থেষু দেবীনাং প্রশস্তান্ধ্যায়নানি চ ॥ ৩ ॥  
নদীনাং জাহ্নবী শ্রেষ্ঠা যমুনা চ সরস্বতী ।  
নর্মদা গণ্ডকী সিন্ধুর্গোমতী তমসা তথা ॥ ৪ ॥  
কাবেরী চন্দ্রভাগা চ পুণ্যা বেত্রবতী শুভা ।  
চর্ম্মণ্ডী চ সরযুস্তাপী সাল্মতী তথা ॥ ৫ ॥

চতুঃসপ্ততিপদৈশ্চ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ ।

আড়ীবকং মহাগুরুং বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে তস্মাৎ কলিভয়াজ্ঞান পুণ্যক্ষেত্রে বসন্তরঃ । নিরন্তরং পরাস্বায়ী নাম-  
সংস্রবণং চরেদিত্যুক্তম্ । তত্র কানি তানি পুণ্যক্ষেত্রাণীতি রাজা পৃচ্ছতি তীর্থানি  
ভূবীতি ॥ ১ ॥

বিশেষতো ব্রুহীত্যন্তরঃ ॥ ২ ॥

যেষু তীর্থেষু দেবীনাং ললিতাদেবীনাং প্রশস্তান্ধ্যায়নানি স্থানানি বিদ্যন্তে তানীত্যর্থঃ ।  
অগ্ননমেবায়নম্ ॥ ৩ ॥

তমসা নদী ॥ ৪—৬ ॥

অনেনৈজয় কহিলেন, মুনিবর ! পৃথিবীতলে দেবতা ও মানবগণের গমন যোগ্য  
পবিত্র ক্ষেত্র ও নদী প্রভৃতি যে সকল পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে আপনি সেই  
সকলের নাম, সেই সকল তীর্থাদিতে স্নানদানাদি করিলে যেরূপ ফল হয় এবং সেই সকল  
তীর্থযাত্রার বিধি নিয়ম কিরূপ তৎসমুদয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! নানাবিধ তীর্থের বিষয় এবং যে সকল তীর্থে দেবীগণের  
প্রশস্ত আয়তন সকল বিদ্যমান আছে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥  
নদী সকলের মধ্যে জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা, গণ্ডকী, সিন্ধু, গোমতী, তমসা,  
কাবেরী, চন্দ্রভাগা, বেত্রবতী, চর্ম্মণ্ডী, সরযু, তাপী এবং সাল্মতী এই সকল নদী

এতাশ্চ কথিতা রাজস্নাতাশ্চ শতশঃ পুনঃ ।  
 তাসাং সমুদ্রগাঃ পুণ্যাঃ স্বল্পপুণ্যা হনন্ধিগাঃ ॥ ৬ ॥  
 সমুদ্রগাণাং তাঃ পুণ্যাঃ সৰ্বদৌষবহাস্তু য়াঃ ।  
 মাসদ্বয়ং শ্রাবণাদৌ তাশ্চ সৰ্বা রজস্বলাঃ ॥ ৭ ॥  
 ভবন্তি বৃষ্টিযোগেন গ্রাম্যবারিবহাস্তথা ।  
 পুষ্করঞ্চ কুরুক্ষেত্রং ধৰ্ম্মারণ্যং সুপাবনম্ ॥ ৮ ॥  
 প্রভাসঞ্চ প্রয়াগঞ্চ নৈমিষারণ্যমেব চ ।  
 বিষ্ণুতৰ্কার্বুদারণ্যং শৈলাশ্চ পাবনাস্তথা ॥ ৯ ॥  
 শ্রীশৈলশ্চ স্রমেরুশ্চ পৰ্বতো গন্ধমাদনঃ ।  
 সরাংসি চৈব পুণ্যানি মানসং সৰ্ববিষ্ণুতম্ ॥ ১০ ॥  
 তথা বিন্দুসরঃ শ্রেষ্ঠমক্কোদং নাম পাবনম্ ।  
 আশ্রমাস্তু তথা পুণ্যা মুনীনাং ভাবিতাজ্ঞানাম্ ॥ ১১ ॥  
 বিষ্ণুতস্তু সদা পুণ্যো খ্যাতো বদরিকাশ্রমঃ ।  
 নরনারায়ণৌ যত্র তেপাতে তৌ মুনী তপঃ ॥ ১২ ॥

সৰ্বদৌষবহাস্তু য়া ইতি । অসমুদ্রগাভ্যঃ সমুদ্রগাঃ শ্রেষ্ঠাঃ । সমুদ্রগাস্বপি সৰ্বদা জল-  
 বহাঃ শ্রেষ্ঠাঃ । তাঃ সৰ্বদাজলবহাঃ শ্রাবণাদৌ শ্রাবণভাদ্রপদয়োরাদৌ মাসদ্বয়ং সৰ্বা  
 রজস্বলাঃ প্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

গ্রাম্যবারিবহা ইতি । গ্রামোপযোগিজলবহাঃ । ন সমুদ্রগামিত্ব ইত্যর্থঃ । ক্ষেত্রাণ্যাহ  
 পুষ্করমিতি ॥ ৮—৯ ॥

শৈলানাং শ্রীশৈলশ্চেতি । সরোবরাণ্যাহ সরাংসীতি ॥ ১০—১১ ॥

প্রধান ও পাবিত্র ॥ ৪—৫ ॥ ইহা ভিন্ন অত্যাশ্চ শত শত নদী অবনীতলে বিদ্যমান আছে ;  
 তাহাদের মধ্যে যে সকল নদী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছে সেই সকলই অধিকতর  
 পবিত্র এবং যে সকল নদী সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করে নাই তাহারা তদপেক্ষা অল্প  
 পবিত্র ॥ ৬ ॥ আর সমুদ্রগামিনী নদীগণের মধ্যে যে সকল সৰ্বদাই প্রবল প্রবাহে  
 প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে অধিকতর পবিত্র বলিয়া জানিবেন, কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র এই  
 দুই মাসে সেই সমস্ত নদীই রজস্বলা হইয়া থাকে ; আর এই সময়ে কতকগুলি সরিৎ  
 বৃষ্টিযোগে প্রবাহিত হইয়া গ্রামোপযোগী জলমাত্র বহন করিয়া থাকে । রাজন্ !  
 পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, সুপবিত্র ধৰ্ম্মারণ্য, প্রভাস, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য ও অবুদারণ্য  
 এই সকল ক্ষেত্রই পুণ্যপ্রদ ও বিখ্যাত । মহারাজ ! পৰ্বত সমূহের মধ্যে শ্রীশৈল,  
 স্রমেরু ও গন্ধমাদন এই সকলই পবিত্র ; পুণ্যপ্রদ সরোবর সমূহের মধ্যে পরম পবিত্র  
 সৰ্বত্র বিখ্যাত মানস, বিন্দুসরোবর ও অক্কোদই প্রধানরূপে গণ্য হইয়া থাকে ।



বামনাশ্রম আখ্যাতঃ শতযুপাশ্রমস্তথা ।

যেন যত্র তপস্ত পুং তস্মা নান্নাতিবিশ্রুতঃ ॥ ১৩ ॥

এবং পুণ্যানি স্থানানি হসংখ্যাতানি ভূতলে ।

মুনিভিঃ পরিগীতানি পাবনানি মহীপতে ! ॥ ১৪ ॥

এষু স্থানেষু সর্বত্র দেবীস্থানানি ভূপতে ! ।

দর্শনাৎ পাপহারীণি বনস্তি নিয়মেন চ ।

কথয়িম্যামি তান্মগ্রে প্রসঙ্গেন চ কানিচিৎ ॥ ১৫ ॥

তীর্থানি নৃপ ! দানানি ব্রতানি চ মথাস্তথা ।

তপাংসি পুণ্যকর্ম্মানি সাপেক্ষানি মহীপতে ! ॥ ১৬ ॥

দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধিঃ মনঃশুদ্ধিমপেক্ষ্য চ ।

পাবনানি হি তীর্থানি তপাংসি চ ব্রতানি চ ॥ ১৭ ॥

কদাচিদ্রব্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ ক্রিয়াশুদ্ধিঃ কদাচন ।

দুর্লভা মনসঃ শুদ্ধিঃ সর্বেষাং সর্বদা নৃপ ! ॥ ১৮ ॥

এষিতি । সর্বেষেযু স্থানেষু দেবীস্থানানি সস্তীত্যর্থঃ । অগ্রে সপ্তমঙ্কে কানিচিদেবী-  
স্থানানি কথয়িম্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তীর্থাदिषু निगमानाह तीर्थानीति । हे नृप ! तीर्थानि दानानि व्रतानि मथास्तपांसि  
सर्वाणि द्रव्यशुद्धिक्रियाशुद्धिमनःशुद्धिसापेक्षानि तदपेक्षया फलदानि भवन्ति न स्वत इत्यर्थः ।  
अतस्तीर्थादिषु वसंश्चूद्धित्रयं सम्पादयेदिति तात्पर्यम् ॥ १६—१७ ॥

तत्र द्रव्यशुद्धिः क्रियाशुद्धिः कदाचिৎ सिध्येत् मनःशुद्धिस्तु सर्वथा ह्यसाध्येत्याह कदाचि-  
दिति ॥ १८—२२ ॥

উদরাশ্রম মুনিগণের সকল আশ্রমই পুণ্যজনক, তন্মধ্যে সতত পুণ্যপ্রদ বদরিকাশ্রম  
সর্ক্সাপেক্ষা বিখ্যাত ; এই স্থানে নরনারায়ণ নামক পুরাতন মুনিহর তপশ্চরণ করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৭—১২ ॥ আর বামনাশ্রম ও শতযুপাশ্রমও বিশেষরূপে বিখ্যাত । এইরূপে যিনি  
যেস্থানে তপস্তা করিয়াছিলেন তাঁহার নামানুসারে সেই আশ্রম বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥  
মহারাজ ! মুনিগণ, পৃথিবীতলে এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য পরম পাবন পুণ্যস্থান সকল কীর্তন  
করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ এই পুণ্যস্থান সকলের মধ্যেই সর্বত্র দেবীর স্থান বিদ্যমান আছে, সেই  
সকল স্থান দর্শন করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয় ; সেই স্থানে দেবীর ভক্তগণ নিয়ম অবলম্বন  
পূর্বক বাস করিয়া থাকেন । আমি সেই সকল স্থানের মধ্যে কতকগুলির বিষয় প্রসঙ্গক্রমে  
পরে কীর্তন করিব ॥ ১৫ ॥ নৃপবর ! তীর্থ, দান, ব্রত, যজ্ঞ, তপস্তা ও পুণ্যকর্ম্ম সকল পরম্পর  
সাপেক্ষ ॥ ১৬ ॥ দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করিয়া তীর্থ, তপস্তা ও ব্রত  
সকল পুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ দ্রব্যশুদ্ধি ও ক্রিয়াশুদ্ধি কাহারও কদাচিৎ হইতে

মনস্ত চঞ্চলং রাজম্ননেকবিষয়াশ্রিতম্ ।

কথং শুদ্ধং ভবেদ্রাজন্ ! নানাভাবসমাশ্রিতম্ ॥ ১৯ ॥

কামক্রোধৌ তথা লোভো হৃহঙ্কারো মদস্তথা ।

সৰ্ববিঘ্নকরা হেতে তপস্তীর্থব্রতেষু চ ॥ ২০ ॥

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

স্বধৰ্মপালনং রাজন্ ! সৰ্বতীর্থফলপ্রদম্ ॥ ২১ ॥

নিত্যকৰ্মপরিত্যাগান্ মার্গে সংসৰ্গদোষতঃ ।

ব্যর্থং তীৰ্থাধিগমনং পাপমেবাবশিষ্যতে ॥ ২২ ॥

ক্ষালয়ন্তি হি তীর্থানি সৰ্বথা দেহজং মলম্ ।

মানসং ক্ষালিতুং তানি ন সমর্থানি বৈ নৃপ ! ॥ ২৩ ॥

শক্তানি যদি চেত্তানি গঙ্গাতীরনিবাসিনঃ ।

মুনয়ো দ্রোহসংযুক্তাঃ কথং সূৰ্য্যভাবিতেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

বশিষ্ঠসদৃশাঃ প্রহ্বা বিশ্বামিত্রাদয়ঃ কিল ।

রাগদ্বেষরতাঃ সৰ্বৈ কামক্রোধাকুলাঃ সদা ॥ ২৫ ॥

চিত্তশুদ্ধিময়ং তীর্থং গঙ্গাদিত্যোহতিপাবনম্ ॥ ২৬ ॥

দেহজং মলমিতি । তীর্থানি দেহমলমেব ক্ষালয়ন্তি ন তু মানসং মলমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে সৰ্বদা চিত্তশুদ্ধি একান্তই দুর্লভ ॥ ১৮ ॥ নৃপবর ! মন সৰ্বদাই নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং সৰ্বদাই চঞ্চল অতএব নানা ভাব-সম্পন্ন মানসের বিগুহতা কিরূপে সহজে সম্পন্ন হইতে পারে ? ॥ ১৯ ॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার ও মদ ইহারা তপস্তা, তীর্থ ও ব্রতাদিতে সকল প্রকার বিঘ্ন সংঘটন করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ মহারাজ ! অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও স্বধৰ্মপালন এই সকলগুলিই সমস্ত তীর্থেরই ফল প্রদান করে ॥ ২১ ॥ তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে নিত্যকৰ্ম পরিত্যাগ ও সংসৰ্গদোষহেতু তীর্থভিগমন ব্যর্থ হইয়া উঠা কেবল পাপমাত্রেই পরিণত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ আর তীর্থসলিল কেবল দেহমলই ক্ষালন করিতে পারে, কিন্তু কদাচ মানসিক মল প্রক্ষালন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৩ ॥ যদি তীর্থবারিতে মানস মল প্রক্ষালন হইতে পারিত, তবে কি অত্র গঙ্গাতীরনিবাসী মুনিগণ ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াও পরস্পর হিংসাদ্রোহে নিরত হইবেন ॥ ২৪ ॥ বশিষ্ঠ সদৃশ নম্রশীল মুনিগণ এবং বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণও সৰ্বদাই রাগ দ্বেষ নিরত ও কাম ক্রোধে অধীর হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ অতএব চিত্তশুদ্ধি রূপ তীর্থ গঙ্গাদি তীর্থ হইতেও পবিত্রতা সম্পাদন

যদি শ্রাদ্ধৈবযোগেন কালয়ত্যন্তরং মলম্ ।

বিশেষেণ তু সংসঙ্গে জ্ঞাননিষ্ঠস্য ভূপতে ! ॥ ২৭ ॥

ন বেদা ন চ শাস্ত্রাণি ন ব্রতানি তপাংসি ন ।

ন মথা ন চ দানানি চিত্তশুদ্ধেস্তু কারণম্ ॥ ২৮ ॥

বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রো বেদবিদ্যাविशारदः ।

রাগদ্বৈষান্বিতঃ কামঃ গঙ্গাতীরসমাশ্রিতঃ ॥ ২৯ ॥

আড়ীৰকং মহাযুদ্ধং বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ ।

জাতং নিরর্থকং দ্বৈষাদেবানাং বিশ্বয়প্রদম্ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বামিত্রো বকস্তত্র জাতঃ পরমতাপসঃ ।

শপ্তঃ স তু বশিষ্ঠেন হরিশ্চন্দ্রস্য কারণাৎ ॥ ৩১ ॥

কৌশিকেণ বশিষ্ঠোহপি শপ্তাডীদেহভাকৃ কৃতঃ ।

শাপাদাডীৰকো জাতো তৌ মুনী বিশদপ্রভৌ ॥ ৩২ ॥

নহু যদি তীর্থাদিসেবনায় চিত্তশুদ্ধিগুহী সা কস্মাত্তবতি তত্রাহ যদি শ্রাদ্ধিতি । হে ভূপতে ! যদি দৈবযোগেন জ্ঞাননিষ্ঠস্য সংসঙ্গে বিশেষেণ নিরন্তরং শ্রাদ্ধদা স এব সংসঙ্গঃ আন্তরং মলং সানসং মলং কালয়তি নাত্ত ইত্যর্থঃ । যদি দৈবযোগেনেত্যেনেৎ সংসঙ্গশ্রাদ্ধি-  
হূলভত্বং বোধিতম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

তথাচ কলিভয়াদিতত্ত্বতীর্থচতুর্থক্করোঃ প্রতিপাদিতাঃ দ্রব্যগুহিঃ ক্রিয়াগুহিঃ সম্পাদ্য  
পুণ্যক্ষেত্রে বসন্ জ্ঞাননিষ্ঠসংসমাগমেন শাস্ত্রশ্রবণাদিনা মানসীঃ গুহিঃ বৈরাগ্যাদিনা  
সম্পাদ্য দেবীনামানি গৃহ্ণন্ শ্রীদেবীসমারাদনপরো ভবেদ্বিতি সৰ্ব্বপ্রকরণার্থঃ । অত্র দ্রব্য-  
ক্রিয়াচিত্তগুহীনাং মধ্যে সৰ্ব্বেষাং ব্রতনিয়মানামন্তর্ভাবমভিপ্রেত্যা রাজ্ঞা পৃষ্ঠা অপি তীর্থ-  
ব্রতনিয়মা নোক্তা ইতি বোধাম্ । তত্র চিত্তশুদ্ধিরতিহূলভেতি দর্শয়িতুং বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রয়োঃ  
কথাং প্রস্তোতি বশিষ্ঠো ব্রহ্মণ ইতি । গঙ্গাতীরস্থিতোহপি রাগদ্বৈষান্বিতচিত্তশুদ্ধিরহিত  
ইত্যর্থঃ । এতাদৃশানাং মহতামপি যতো ন চিত্তশুদ্ধিস্ততঃ সা হূলভেবেতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

রাগদ্বৈষান্বিতত্বে - কিং প্রমাণমিতি চেদ্ যুদ্ধমেব প্রমাণমিত্যাহ আড়ীৰকমিতি ।  
আড়িঃ বকস্ত যোদ্ধারো যস্মিন্ যুদ্ধে তদযুদ্ধমাড়ীৰকম্ । আড়িঃ শরারিঃ । শরারিরাটি-  
রাড়িঃশ্চেতি কোশঃ । আড়ীৰকমিত্যত্রোক্তোষামপীতি পূৰ্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥২৬॥ রাজন্ ! ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যদি দৈবযোগে  
জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির বিশেষরূপ সংসঙ্গ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মনোমালিন্য  
প্রকালিত হইতে পারে ॥২৭॥ রাজেন্দ্র ! বেদ বা শাস্ত্র, ব্রত বা তপস্তা, যজ্ঞ বা দান ইহাদের  
মধ্যে কোনটিও চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না ॥ ২৮ ॥ দেখুন, ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ,  
বেদবিদ্যাविशारद ও গঙ্গাবাসী হইয়াও রাগ দ্বৈষাদির বশীভূত হইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥  
বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের নিরর্থক বিদ্বৈবশত দেবতাগণেরও বিশ্বয়কর আড়ীৰক নামক  
ঘোরতর মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ৩০ ॥ তাহাতে পরম তাপস বিশ্বামিত্র রাজা হরি-



নিবাসং প্রাপতুস্তীরে সরসৌ মানসস্য চ ।

চক্রতুর্দারুণং যুদ্ধং নখচঞ্চুপ্রতাড়নৈঃ ॥ ৩৩ ॥

বর্ষাণামযুতং যাবত্তারুণী রোষসংযুতো ।

যুযুধাতে মদোন্মত্তৌ সিংহাবিব পরম্পরম্ ॥ ৩৪ ॥

রাজোবাচ ।

কথং তৌ মুনিশার্দুলৌ তাপসৌ ধর্মতৎপরৌ ।

পরম্পরং বৈরপরৌ সঞ্জাতৌ কেন হেতুনা ॥ ৩৫ ॥

শাপং পরম্পরং কেন কারণেন মহামতী ।

দত্তবন্তৌ মিথঃ ক্লেশকারকং দুঃখদং নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

হরিশ্চন্দ্রো নৃপশ্রেষ্ঠত্রিশকুতনয়ঃ পুরা ।

বভূব রবিবংশীয়ো রামচন্দ্রস্য পূর্বজঃ ॥ ৩৭ ॥

অনপত্যঃ স রাজর্ষির্বরুণায় মহাক্রতুম্ ।

প্রতিজ্ঞে পুত্রকামো নরমেধং দুরাসদম্ ॥ ৩৮ ॥

বরুণস্তস্য সন্তুষ্টৌ যজ্ঞস্য নিয়মে কৃতে ।

দধার গর্ভং রাজ্যস্তু ভার্য্যা পরমহুন্দরী ॥ ৩৯ ॥

প্রতিজ্ঞ ইতি । মম পুত্রো ভবতু তেন পুত্রেণ নরমেধং মহাক্রতুং হে বরুণ ! স্ব-  
প্রীত্যর্থং করিষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

দধার গর্ভমিতি । তেন বরুণসন্তোষেণেতি শেষঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

শ্চন্দ্রের কারণে বশিষ্ঠ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥  
বশিষ্ঠ ঋষিও বিশ্বামিত্র কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শরুরি নামক বিহঙ্গদেহ ধারণ করিয়া-  
ছিলেন । এইরূপে সেই প্রভাবশালী ঋষিদের আড়ীবক্ররূপে জন্মগ্রহণপূর্বক মানস সা-রা-  
বরের তীরদেশে বসতি করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধভরে মদোন্মত্ত সিংহের স্তায় নখ  
চঞ্চু ও চরণপ্রহার দ্বারা অযুত বৎসর ব্যাপিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৩২—৩৪ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর ! কি কারণে সেই মহর্ষিদের, ধর্মতৎপর তাপস হইয়াও  
পরস্পর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৩৫ ॥ তাঁহার। উত্তরেই বুদ্ধিমান্ অতএব  
শাপকে মহুষ্যের দুঃখকর জানিয়াও কি কারণে পরস্পরকে ক্লেশকর অভিসম্পাত প্রদান  
করিয়াছিলেন ? ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর ! পূর্বকালে ত্রিশকু তনয় হরিশ্চন্দ্র সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন,  
তিনি নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রামচন্দ্রের পূর্বকালীন ছিলেন ॥ ৩৭ ॥ সেই রাজর্ষি  
অনপত্য ছিলেন বলিয়া বরুণের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, “হে জলাধিপতে ! যদি

রাজা বভ্রুব সস্ত্রুকে দৃষ্টা ভাৰ্য্যাং সদোহিদাম্ ।  
 চকার বিধিবৎ কৰ্ম গৰ্ভসংস্কারকায় ॥ ৪০ ॥  
 অমুবে তনয়ং নারী সৰ্বলক্ষণসংযুতম্ ।  
 যুদং প্রাপ নৃপসুত্রে পুত্রে জাতে বিশাম্পতে ! ॥ ৪১ ॥  
 কৃতবান্ জাতকৰ্ম্মাদি সংস্কারবিধিমুত্তমম্ ।  
 দদৌ হিরণ্যং গা দোক্ষীৰ্ব্রাক্ষণেভ্যো বিশেষতঃ ॥ ৪২ ॥  
 জন্মোৎসবেহুতিসংবৃত্তে গেহে বৈ যাদসাম্পতিঃ ।  
 আজগাম মহারাজ ! বিপ্রবেশধরস্তথা ॥ ৪৩ ॥  
 পূজিতঃ পার্থিবেনাথ দত্তা বিধিবদাসনম্ ।  
 কার্য্যে পৃষ্ঠেহব্রবীদ্ধাক্যং বরুণোহস্মীতি ভূপতিম্ ॥ ৪৪ ॥  
 কুরু যজ্ঞং সূতং কৃত্বা পশুং পরমপাবনম্ ।  
 সত্যবাগ্ ভব রাজেন্দ্র ! সঙ্কল্পস্ত ত্বয়া কৃতঃ ॥ ৪৫ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা বিশ্বলোহতিব্যথাকুলঃ ।  
 সংস্তুভ্যাধিঃ নৃপঃ প্রাহ বরুণং স কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৪৬ ॥

দোক্ষীৰ্ব্রাক্ষণীঃ ॥ ৪২ ॥

যাদসাং পতিবরুণঃ ॥ ৪৩—৪৬ ॥

আমার পুত্র হয় তবে আমি আপনার প্রীতির নিমিত্ত সেই পুত্র দ্বারা হুঙ্কর নরমেধ যজ্ঞের  
 অনুষ্ঠান করিব” ॥ ৩৮ ॥ এইরূপে যজ্ঞের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলে পর বরুণ তাঁহার প্রতি  
 পরিতুষ্ট হইলেন । অনন্তর রাজার পরমশুন্দরী ভাৰ্য্যা অচিরকাল মধ্যেই গৰ্ভধারণ করি-  
 লেন ॥ ৩৯ ॥ রাজা ভাৰ্য্যাকে গৰ্ভবতী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার গৰ্ভ-  
 সংস্কারের নিমিত্ত যাবতীয় কৰ্ম্ম সম্পাদন করিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্ ! অনন্তর রাজপত্নী  
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলে রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বিধিপূৰ্ব্বক  
 জাতকৰ্ম্মাদি সংস্কার করাইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুতর হিরণ্য ও হুঙ্কবতী গাভী সকল  
 দান করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ এইরূপে রাজগৃহে যথা সময়ে বাহুল্যরূপে পুত্রজন্মের উৎসব  
 আরম্ভ হইলে পর জলাধিপতি বরুণ বিপ্রবেশ ধারণপূৰ্ব্বক রাজভবনে আগমন করি-  
 লেন ॥ ৪৩ ॥ রাজাও তাঁহার বিধিবৎ পূজা করিয়া আসন প্রদানপূৰ্ব্বক কার্য্যজিজ্ঞাসা  
 করিলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ ! আমি জলাধিপতি বরুণ, আপনি পূৰ্বে প্রতিজ্ঞা  
 করিয়াছিলেন যে আমি স্বীয় পুত্রকে পশুরূপে বলিদান করিয়া পরমপবিত্র নরমেধ  
 যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ; তদনুসারে এক্ষণে তৎসমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া সত্যবাদী  
 হউন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রাজা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বল ও মৰ্ম্মাহত হইলেন,

স্বামিন্ ! করোমি তং যজ্ঞং সৰ্ব্বথা বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।

ময়া তে যৎ প্রতিজ্ঞাতং ভবামি সত্যবাগহম্ ॥ ৪৭ ॥

পূৰ্ণে মাসে বিশুদ্ধেত ধৰ্ম্মপত্নী সুরোত্তম ! ।

বিশুদ্ধায়ান্তু ভাৰ্য্যায়াং কৰ্ত্তব্যঃ সপশুৰ্মথঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাশ্রুত্ব বচনে রাজ্ঞা বরুণঃ স্বগৃহং গতঃ ।

রাজা বভূব সন্তুষ্টঃ কিঞ্চিচ্চিন্তাতুরস্তথা ॥ ৪৯ ॥

পূৰ্ণে মাসি পুনঃ পানী পরীক্ষার্থং নৃপালয়ে ।

আজগাম দ্বিজো ভূত্বা সবেশঃ সৃষ্টু ভাষকঃ ॥ ৫০ ॥

কৃত্যইণং সূখাসীনং ভূপতিস্তং সুরোত্তমম্ ।

উবাচ বিনয়োপেতো হেতুগৰ্ভং বচস্তদা ॥ ৫১ ॥

অসংস্কৃতং সূতং স্বামিন্ ! যুপে বধ্নামি তং কথম্ ।

সংস্কৃত্য ক্ষত্রিয়ং কৃত্বা যজ্ঞেহহং যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৫২ ॥

দয়সে যদি দেব ! ত্বং জ্ঞাত্বা দীনং স্বমেবকম্ ।

অসংস্কৃতস্ত বালস্ত নাধিকারোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৫৩ ॥

ভবামি ভবিষ্যম্যত্যাৰ্থঃ ॥ ৪৭—৫৬ ॥

এবং ক্রিয়ৎক্ষণ পরে মানসিক দুঃখ সংবরণ করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূৰ্ব্বক বরুণদেবকে কহিতে লাগিলেন, প্রভো ! আমি আপনার নিকট পূৰ্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তদনুসারে সেই যজ্ঞ বিধিপূৰ্ব্বক সম্পাদন করিয়া আপনার নিকট সত্যবাদী হইব ॥ ৪৬—৪৭ ॥ কিন্তু, হে সুরোত্তম ! একমাস পরিপূর্ণ হইলে আমার ধৰ্ম্মপত্নী সূতিকাশৌচ হইতে বিশুদ্ধ হইবেন, তদন্তর আমার ভাৰ্য্যা বিশুদ্ধা হইলে আমি সেই নরমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বরুণ হরিশ্চন্দ্র নৃপতির সেই বচন শ্রবণ করিয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন, রাজাও তাঁহার গমনে সন্তুষ্ট হইলেন পরন্তু পুত্রের বিনাশ শঙ্কায় কিঞ্চিৎ চিন্তাতুর হইলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর, এক মাস পরিপূর্ণ হইলে পাশধর প্রিয়বাদী পরম পবিত্র বিপ্রের বেশধারণ পূৰ্ব্বক নৃপতিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পুনৰ্বার পার্শ্ববালয়ে আগমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ তখন রাজা তাঁহার পূজা করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং বিনয় সহকারে হেতুগৰ্ভ বচনে বলিলেন, প্রভো ! আমার পুত্র এক্ষণে অসংস্কৃত রহিয়াছে তাহাকে কিরূপে যুপকাষ্ঠে বন্ধন করিব ? অতএব তাহাকে সংস্কার দ্বারা ক্ষত্রিয় করিয়া তদনন্তর সেই উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ৫১—৫২ ॥ দেব ! যদি আমাকে দীন ও



বরুণ উবাচ ।

প্রতারয়সি রাজেন্দ্র ! কৃত্বা সময়মগ্রতঃ ।

দুস্ত্যজস্তব জানামি স্মৃতস্নেহো হৃপুত্রিণঃ ॥ ৫৪ ॥

গৃহং ত্রজামি ভূপাল ! বচনাত্তব কোমলাৎ ।

কিয়ং কালং প্রতীক্ষ্যাহমাগমিষ্যামি তে গৃহম্ ॥ ৫৫ ॥

ভবিতব্যং ত্বয়া তাত ! তদা সত্যবচোম্বিতম্ ।

অন্যথা ত্বয়ি যুদ্ধামি কোপং শাপসমম্বিতম্ ॥ ৫৬ ॥

রাজোবাচ ।

সমাবর্তনকর্ণান্তে সৰ্ব্বথা যাদসাম্পাতে ! ।

কৃত্বা পুত্রং পশুং যন্তে বজ্রিষ্যে বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৫৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞো বরুণঃ প্রীতমানসঃ ।

তথৈতু্যক্ত্বা যযৌ তূর্ণং নৃপস্ত স্তস্থিতোহভবৎ ॥ ৫৮ ॥

রোহিতাখ্য ইতি খ্যাতঃ স্মৃতস্তস্মৈ বিরুদ্ধিমান্ ।

সম্ভ্রাতৃচতুরঃ সৰ্ববিদ্যানাক্ষ বিশারদঃ ॥ ৫৯ ॥

( সমাবর্তনেতি । বেদাধ্যয়নান্তরং গার্হস্থ্যাদিকারপ্রয়োজকঃ কৰ্ম্মবিশেষঃ সমা-  
বর্তনম্ ॥ ৫৭—৬৪ ॥ )

আপনার সেবক জানিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করেন তবে আমি কৃতার্থ হই ; দেখুন, অসংস্কৃত বালকের কোনও বিষয়ে অধিকার নাই, সুতরাং আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন ॥ ৫৩ ॥

বরুণ বলিলেন, রাজন্ ! তুমি আমাকে প্রতারণা করিয়া পর পর সময় নির্ধারণ করিতেছ ; আমি বুঝিলাম, তুমি অপুত্র ছিলে বলিয়া এক্ষণে তোমার পুত্রস্নেহ অপরি-  
ত্যাগ্য হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৫৪ ॥ বাহা হউক, ভূপাল ! তোমার কাতরবচনে আমি এক্ষণে গৃহে  
গমন করিতেছি কিন্তু কিয়ংকাল প্রতীক্ষা করিয়া পুনর্বার তোমার গৃহে আগমন  
করিব ॥ ৫৫ ॥ বৎস ! তখন যেন তোমার বাক্য সত্য হয় আর যদি ইহার অন্যথা হয় তাহা  
হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার উপর শাপসমম্বিত কোপ-পাবক নিক্ষেপ করিব ॥ ৫৬ ॥

রাজা কহিলেন, হে জলাধিপতে ! সমাবর্তন কৰ্ম্ম সমাপনান্তে আমি হৃপুত্রকে পশু  
করিয়া বিধিপূৰ্ব্বক মহাবজ্রের অমুষ্ঠান করিব সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, বরুণ রাজার বচন শ্রবণ করিয়া প্রীতিপূর্ণ মানসে তথাস্তু বলিয়া গহ্বর  
গমন করিলেন, তখন রাজাও স্তস্থির হইলেন ॥ ৫৮ ॥ এদিকে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র রোহি-  
তাখ্য নামে বিখ্যাত হইল এবং বরোবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে চতুর ও সৰ্ববিদ্যায় বিশারদ

যজ্ঞস্য কারণং তেন জ্ঞাতং সৰ্বং সৰ্বিস্তরম্ ।  
 ভয়ভীতস্ততঃ সোহৃতি যত্না মরণমাত্মনঃ ॥ ৬০ ॥  
 কৃৎস্না পলায়নং বীরো গতোহসৌ গিরিগহ্বরে ।  
 অগম্যে নৃপতেঃ কামং স্থিতস্তত্র ভয়াতুরঃ ॥ ৬১ ॥  
 প্রাপ্তে কালেহথ বরুণো যজ্ঞার্থী নৃপতেগৃহম্ ।  
 গত্বা তমাহ ভূপালং কুরু যজ্ঞং বিশাম্পতে ! ॥ ৬২ ॥  
 প্রম্নানবদনো রাজা তমাহ ব্যাধিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 কিং করোমি গতঃ কাপি স্মৃতো মে সুরসত্তম ! ॥ ৬৩ ॥  
 কৃৎস্না তদ্বচনং রাজ্ঞঃ কুপিতো যাদসাম্পতিঃ ।  
 শশাপ তং নৃপং কোপাদসত্যবাদিনং ভৃশম্ ॥ ৬৪ ॥  
 জলোদরাভিধো ব্যাধিদেহে ভবতু তে নৃপ ! ।  
 যতঃ প্রতারিতশ্চাহং কৃৎস্না কপটপণ্ডিত ! ॥ ৬৫ ॥  
 ইতি শপ্ত্বা যযৌ ধাম স্বকং পাশধরস্তদা ।  
 রাজা চিন্তাতুরস্তস্মৌ ভবনে ব্যাধিপীড়িতঃ ॥ ৬৬ ॥  
 যদাতিব্যাধিতো রাজা রোগেণ শাপজেন হ ।  
 তদা শুশ্রাব পুত্রোহপি পিতরং ব্যাধিপীড়িতম্ ॥ ৬৭ ॥

কুত্বেতি । সময়মিতি শেষঃ ॥ ৬৫—৬৯ ॥

হইয়া উঠিল ॥ ৫৯ ॥ সেই বালক ক্রমে ক্রমে যজ্ঞের কারণ সমস্ত সৰ্বিস্তার অবগত হইয়া  
 আত্মমরণ নিশ্চয় করত ভয়ে ভীত হইল এবং সত্বর নৃপতির নিকট হইতে পলায়ন করিয়া  
 অগম্য গিরিগহ্বরে ভীতমানসে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬০—৬১ ॥ অনন্তর যথা কাল  
 উপস্থিত হইলে বরুণ যজ্ঞার্থী হইয়া রাজভবনে গমন পূর্বক ভূপতিকে কহিলেন, রাজন্ !  
 এক্ষণে নিয়মিত সময় উপস্থিত, অতএব নিজ সংকল্পিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৬২ ॥  
 তখন রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যাধিত হইলেন এবং অতি স্নানবদনে কহিলেন,  
 সুরসত্তম ! এক্ষণে আমি কি করিব, আমার পুত্র প্রাণভয়ে কোথায় পলায়ন করি-  
 রাছে ॥ ৬৩ ॥ বরুণ রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন এবং অভিশাপ  
 দিলেন যে, অসত্যবাদিন্ ! তুমি কপট-পণ্ডিত, সেই জন্ত আমাকে বারংবার প্রতারণা  
 করিতেছ অতএব তোমার দেহে জলোদর নামক ব্যাধি উৎপন্ন হউক ॥ ৬৪—৬৫ ॥  
 পাশধারী বরুণ এইরূপ অভিশাপ প্রদানপূর্বক নিজগৃহে গমন করিলেন রাজাও  
 ব্যাধিপীড়িত এবং চিন্তাতুর হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ যখন

পান্থিকঃ প্রাহ পুত্রং হি পিতা তে হৃশদুঃখিতঃ ।  
 জলোদরবিকারেণ শাপজেন নৃপাত্মজ ! ॥ ৬৮ ॥  
 বিনষ্টং জীবিতং তেহদ্য বৃথা জাতশ্চ দুশ্মতে ! ।  
 যৎ ত্যক্ত্বা পিতরং দুঃশ্চং প্রাপ্তোহসি গিরিগহ্বরম্ ॥ ৬৯ ॥  
 কিমেনৈ শরীরেণ প্রাপ্তং তে জন্মনঃ ফলম্ ।  
 দেহদং দুঃখিতং কৃতা স্থিতোহশ্রুত্ব স্ততাধম ! ॥ ৭০ ॥ -  
 প্রাণাস্ত্যাজ্যাঃ পিতুঃ কার্যে সৎপুত্রেণেতি নিশ্চয়ঃ ।  
 তদৰ্থে দুঃখিতো রাজা ক্রন্দতি ব্যাধিপীড়িতঃ ॥ ৭১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচস্তথাং পান্থিকাক্ষম্ সংযুতম্ ।  
 যদা চক্রে মনো গম্ভং দ্রষ্টুস্তাতং ব্যথাতুরম্ ॥ ৭২ ॥  
 তদা বিপ্রবপুর্ভূত্বা বাসবস্তমুপাগমৎ ।  
 রহঃ প্রাহ হিতং বাক্যং দয়াবানিব ভারত ! ॥ ৭৩ ॥

দেহদং পিতরমিত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭৩ ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র অতিশাপ জনিত রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার পুত্র রোহিত শুনিতে পাইল যে, তাহার পিতা জলোদর রোগে অতিশয় পরিপীড়িত হইতেছেন ॥ ৬৭ ॥ কোনদিবস এক পথিক তাঁহাকে কহিল, নৃপনন্দন ! তোমার পিতা শাপজনিত জলোদর রোগে অতিশয় পীড়িত ও দুঃখিত হইয়াছেন ; তোমার নিশ্চয়ই দুশ্মতি ঘটিয়াছে, তুমি বৃথাই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার জীবন বৃথাই বিনষ্ট হইল যেহেতু তুমি অতি দুঃখিত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখনও গিরিগহ্বরে অবস্থিতি করিতেছ ॥ ৬৮—৬৯ ॥ তুমি নিশ্চয়ই কুপুত্র ; তোমার এই শরীরে প্রয়োজন কি ? তোমার জন্ম লাভের ফল কি হইল ? যাহা হইতে এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে তুমি সেই পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জন গিরিগহ্বরে অবস্থিত রহিয়াছ ? ॥ ৭০ ॥ তুমি নিশ্চয় জানিও যে, পিতার কার্যে প্রাণ পরিত্যাগ করাই সৎপুত্রের কার্য্য, অতএব এক্ষণে অধিক আর কি বলিব তোমার পিতা রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্যাধিপীড়িত হইয়া তোমার নিমিত্ত দুঃখে নিরন্তর রোদন করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নৃপনন্দন রোহিত পথিকের মুখে ধর্ম্মসঙ্গত সেই বচন শ্রবণ করিয়া যখন ব্যাধিপীড়িত ও দুঃখিত পিতাকে দেখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিতে মানস করিল, তখন ইন্দ্র বিপ্রবেশধারণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং



মূৰ্খোহসি রাজপুত্র ! ত্বং গমনায় মতিং বৃথা ।

করৌষি পিতরং হৃদ্য ন জানাসি ব্যথায়ুতম্ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
আড়ীৰকমহাযুদ্ধ-কারণকীর্তনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

( ন জানাসীতি । পিতৃপক্ষীয়াং কন্যাদপি কাপি পিতৃপীড়াবার্তা ন প্রাপ্তেতি  
ভাবঃ ॥ ৭৪ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

নির্জনে দয়াবানের শ্রায় হিতবাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭২—৭৩ ॥ রাজপুত্র ! তুমি মূৰ্খ,  
তুমি এখন এখানে থাকিয়া তোমার পিতা ব্যথিত হইয়াছেন কি না তাহা নিশ্চয়রূপে  
জানিতেছ না, তবে বৃথা কেন সেই স্থানে গমন করিবার বাসনা করিতেছ ? ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে আড়ীৰকযুদ্ধের কারণ কথন  
নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্র উবাচ ।

সাহসং কৃতবান্ রাজা পূৰ্ব্বং যৎ কথিতো মথঃ ।  
বরুণায় প্রতিজ্ঞাতঃ পুত্রং কৃত্বা পশুং প্রিয়ম্ ॥ ১ ॥  
গতে ত্বয়ি পিতা পুত্রং বন্ধা যুপেহ্মণঃ পুনঃ ।  
পশুং কৃত্বা মহাবন্ধে ! বধিষ্যতি ব্যথাতুরঃ ॥ ২ ॥  
ইথং নিষিক্তস্তৎপুত্রঃ শক্রেণামিততেজসা ।  
স্থিতস্তত্রৈব মায়েশীমায়য়া মোহিতো ভূশম্ ॥ ৩ ॥  
যদা পুনঃ পুনঃ শ্রুত্বা পিতরং রোগপীড়িতম্ ।  
গমনায় মতিং চক্রে তদেন্দ্রঃ প্রত্যষেধয়ৎ ॥ ৪ ॥  
হরিশ্চন্দ্রোহতিদুঃখার্ত্তঃ পপ্রচ্ছ গুরুমন্তিকে ।  
স্থিতং বশিষ্ঠমেকান্তে সৰ্ব্বজং হিততৎপরম্ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশদ্বিঃ পদৈরনন্তরম্ ।

শুনঃশেপকথান্তে চ বুদ্ধমাড়ীবকং শ্রুতম্ ॥

পিতৃগৃহে গম্যতে চেৎ পিতা তব নরমেধঃ ত্বংপশুকং করিষ্যতি তস্মান্মা গমস্তত্রৈত্যা-  
ভিপ্রায়েণ পিতৃবৃত্তান্তমিক্রো বোধয়তি সাহসমিতি । প্রিয়ং পুত্রং পশুং কৃত্বা কথিতো  
বেদেষুক্তো মথো নরমেধো বরুণায় পূৰ্ব্বং প্রতিজ্ঞাত ইতি যতদ্রাজা সাহসং কৃতবানি-  
ত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ততঃ কিং তত্রাহ গতে ত্বয়ীতি । অস্বণ ইতি ছেদঃ । ব্যথাতুরঃ পীড়িতঃ ॥ ২ ॥

স্থিতস্তত্রৈবেতি । পিতৃগৃহং ন গত ইত্যর্থঃ । মায়েশী মায়াস্বামিনী ভগবতী ব্রহ্মচিহ্ন-  
পিনী তস্তা মায়া মোহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৬ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, নৃপনন্দন ! পূৰ্ব্ব রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন  
যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীতির নিমিত্ত প্রিয় পুত্রকে পশু করিয়া নরমেধ মহাবন্ধের অনুষ্ঠান  
করিবেন । তাঁহার এরূপ প্রতিজ্ঞা করা অত্যন্ত সাহসের কার্য্যই হইয়াছে ॥ ১ ॥ নৃপনন্দন !  
তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান তুমি কি বুঝিতেছ না যে, তুমি তথায় গমন করিলে তোমার ব্যাধি-  
পীড়িত কাতর পিতা এক্ষণে নির্দয় হইয়া তোমাকে পশু করত যুপে বন্ধনপূৰ্ব্বক বধ  
করিবে ॥ ২ ॥ অমিততেজা ইন্দ্র তাহাকে এইরূপে নিবেদন করিলে সেই রাজপুত্র মহামায়ার  
মায়াবশে মোহিত হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ মহারাজ ! এইরূপে  
যখনই সে পুনঃ পুনঃ তাহার পিতাকে অতিশয় পীড়িত শ্রবণ করিয়া তৎসমীপে গমন  
করিতে মানস করিল তখনই ইন্দ্র তথায় আসিয়া তাহাকে নিবেদন করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

রাজোবাচ ।

ভগবন্ ! কিং করোম্যদ্য কাতরোহস্মি ব্যথাকুলঃ ।

ত্রাহি মাং দুঃখমনসং মহাব্যাধিভয়াতুরম্ ॥ ৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

শৃণু রাজমুপায়োহস্তু রোগনাশং প্রতি স্তুতঃ ।

ত্রয়োদশবিধাঃ পুত্রাঃ কথিতা ধর্মসংগ্রহে ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ ক্রীতং স্তুতং কৃৎস্না যজস্ব মথমুত্তমম্ ।

দ্রব্যং দত্ত্বা যথোদ্দিষ্টমানয়স্ব দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৮ ॥

এবং কৃতে মথে ভূপ ! রোগনাশো ভবিষ্যতি ।

বরুণোহপি প্রসন্নাত্মা ভবিষ্যতি যথাসুখম্ ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা রাজা প্রোবাচ মজ্জিগম্ ।

অশ্বেষয় মহাবুদ্ধে ! বিষয়েষ্যতিযত্নতঃ ॥ ১০ ॥

কদাচিৎ কোহপি নোভার্থী দদাতি স্বস্তুতং পিতা ।

সমানয় ধনং দত্ত্বা যাবৎ প্রার্থয়তেহপ্যসৌ ॥ ১১ ॥

ত্রয়োদশবিধা ইতি । ঔরসক্ষেত্রজদত্ত্রিমকৃত্রিমক্রীতাদয়ো মনুষ্যতিপ্রাসিদ্ধাঃ । ধর্মসংগ্রহে  
ধর্মশাস্ত্রে ॥ ৭—৯ ॥

বিষয়েষু দেশেষু ॥ ১০ ॥

এদিকে, রাজা হরিশ্চন্দ্র সাতিশয় দুঃখার্জ হইয়া সর্বজ্ঞ ও হিতসাধক কুলশুক বশিষ্ঠদেবকে  
সম্মিহিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! এক্ষণে আমি কি করিব, আমি ব্যাধির  
যাতনায় আকুল ও কাতর এবং এই মহাব্যাধির ভয়ে অত্যন্ত আতুর ও দুঃখিত হইয়াছি,  
আপনি এক্ষণে আমাকে সহপদে প্রদান করিয়া পরিজ্ঞান করুন ॥ ৫—৬ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্ ! আপনার রোগ বিনাশের নিমিত্ত উত্তম উপায় রহিয়াছে ;  
দেখুন, শর্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত্রিম, কৃত্রিম ও ক্রীতাদিতেছে পুত্র  
ত্রয়োদশ প্রকার ; অতএব, আপনি যথাবিহিত মূল্য প্রদান পূর্বক একটি উত্তম ব্রাহ্মণ-  
শিশু ক্রয় করুন এবং তদ্বারা সেই উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৭—৮ ॥ মহারাজ !  
এইরূপ করিলে পর বরুণ প্রসন্ন হইবা সুখী হইবেন এবং তাহা হইলে আপনার রোগও  
অবশ্যই বিনষ্ট হইবে ॥ ৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা হরিশ্চন্দ্র বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মজ্জীক  
কহিলেন, মজ্জিবর ! তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ অতএব তুমিই পরম যত্নসহকারে আমার



সৰ্বথৈব সমানেয়ো যজ্ঞার্থে দ্বিজবালকঃ ।

ন কার্য্য। কৃপণা বুদ্ধিস্বয়া মৎকার্য্যহেতবে ॥ ১২ ॥

প্রার্থনীয়স্বয়া পুত্রঃ কশ্চিদ্দ্বিজবাদিনঃ ।

দ্রব্যেণ দেহি যজ্ঞার্থং কৰ্ত্তব্যোহসৌ পশুঃ কিল ॥ ১৩ ॥

ইতি সঞ্চোদিতস্তেন সচিবঃ কার্য্যহেতবে ।

অশ্বেষয়ামাস পুরে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে ॥ ১৪ ॥

এবমশ্বেষতস্তস্য বিষয়ে কশ্চিদাতুরঃ ।

নির্দ্বন্দ্বিস্তিস্ততশ্চাসীদজীগৰ্ত্তেতি নামতঃ ॥ ১৫ ॥

তস্য পুত্রঃ শুনঃশেপঃ মধ্যমঃ মস্ত্রিসত্তমঃ ।

আনয়ামাস দত্তার্থং প্রার্থিতং যন্ধনং তদা ॥ ১৬ ॥

সমানীয় শুনঃশেপঃ সচিবঃ কার্য্যতৎপরঃ ।

রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস পশুযোগ্যং দ্বিজাত্মজম্ ॥ ১৭ ॥

রাজাতিমুদিতস্তেন বিপ্রানানীয় সৰ্বতঃ ।

কারয়ামাস সম্ভারান্ যজ্ঞার্থং বেদবিস্তমান্ ॥ ১৮ ॥

অসৌ পিতা যাবন্ধনং প্রার্থয়তে তাবদ্বৈতাত্মনঃ ॥ ১১—১২ ॥

দ্বিজবাদিনঃ ব্রাহ্মণস্তেতার্থঃ । প্রার্থনাস্বরূপমাহ দ্রব্যেণ দেহীতি । ইতি প্রার্থনীর ইতি শেষঃ ॥ ১৩—২২ ॥

রাজ্যমধ্যে একটি ব্রাহ্মণ-সন্তানের অশ্বেষণ কর ॥ ১০ ॥ যদি কদাচিৎ কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থলোভে আপন পুত্রকে প্রদান করেন, তবে তিনি যত অর্থ প্রার্থনা করিবেন তৎসমস্তই প্রদান করিয়া তাঁহার পুত্রকে আনয়ন কর ॥ ১১ ॥ মস্ত্রিবর! তুমি যেক্রমে পার যজ্ঞের নিমিত্ত দ্বিজ বালককে অবশ্যই আনয়ন করিবে, কলত আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কণাচই কৃপণতা বা আলস্য করিও না ॥ ১২ ॥ তুমি কোনও ব্রাহ্মণকে এইরূপে প্রার্থনা করিবে যে, অর্থ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত আপনার পুত্রকে প্রদান করুন, আমরা এই বালককে যজ্ঞে পশুরূপে বলি দিয়া আহুতি প্রদান করিব ॥ ১৩ ॥ মন্ত্রী নৃপতি কর্তৃক এইরূপে যজ্ঞকার্য্যের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ও গৃহে গৃহে ব্রাহ্মণ-শিশুর অশ্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ এইরূপে অশ্বেষণ করিতে করিতে অবগত হইলেন যে, তাঁহার অধিকারে অজীগৰ্ত্ত নামক এক আত্মর দরিদ্র ব্রাহ্মণের তিনটি পুত্র আছে ॥ ১৫ ॥ অনন্তর, মস্ত্রিবর সেই ব্রাহ্মণকে প্রার্থিত ধন প্রদান করিয়া তাঁহার শুনঃশেপ নামক মধ্যম পুত্রকে ক্রয় করিয়া আনয়ন করিলেন ॥ ১৬ ॥ কার্য্যকুশল সচিব শুনঃশেপকে রাজার নিকট আনয়ন করিয়া “এই দ্বিজপুত্র পশুযোগ্য” এই বলিয়া সমর্পণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

প্রারব্ধে তু মথৈ তত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।

বন্ধং দৃষ্ট্বা শুনঃশেপং নিষিদ্ধে নৃপং তদা ॥ ১৯ ॥

রাজন্ ! মা সাহসং কার্ষীমু কৈনং দ্বিজবালকম্ ।

প্রার্থয়াম্যহমায়ুশ্চাম্ ! স্ত্বং তেহদ্য ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥

ক্রন্দত্যয়ং শুনঃশেপঃ করুণা মাং ছনোত্যপি ।

দয়াবান্ ভব রাজেন্দ্র ! কুরু মে বচনং নৃপ ! ॥ ২১ ॥

পরদেহস্য রক্ষায়ৈ স্বদেহং যে দয়াপরাঃ ।

দদতি ক্ষত্রিয়াঃ পূৰ্ব্বং স্বৰ্গকামাঃ শুচিত্বতাঃ ॥ ২২ ॥

ত্বং স্বদেহস্য রক্ষার্থং হংসি দ্বিজসুতং বলাৎ ।

পাপং মা কুরু রাজেন্দ্র ! দয়াবান্ ভব বালকে ॥ ২৩ ॥

সৰ্ব্বেষাং সদৃশী প্রীতির্দেহে বেৎসি স্বয়ং নৃপ ! ।

মুকৈনং বালকং তস্মাৎ প্রমাণং যদি মে বচঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বং দ্বিজসুতং স্বদেহস্য রক্ষার্থং হংসীদমমুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

তখন রাজা অত্যন্ত হুটু হইয়া যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উত্তম উত্তম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন পূর্বক সমস্ত যজ্ঞের সামগ্রী সম্ভার আহরণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ যখন যজ্ঞ আরম্ভ হইল সেই সময় মহামুনি বিশ্বামিত্র শুনঃশেপকে বন্ধ দেখিয়া রাজাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন ; মহারাজ ! ইহাকে বলিদান করিতে সাহস করিবেন না, এই দ্বিজ বালককে পরিত্যাগ করুন, আয়ুশ্চাম্ ! আমি অদ্য আপনার নিকট এই বিষয় প্রার্থনা করিতেছি আপনি ইহা করিলে পর তাহাতে আপনার অবশ্যই সজল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৯—২০ ॥ রাজেন্দ্র ! এই শুনঃশেপ ক্রন্দন করিতেছে, তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত করুণা উদ্ভূত হইয়া আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে । রাজেন্দ্র ! আপনি আমার বচন শ্রবণে দয়া করিয়া এই দ্বিজবালককে ছাড়িয়া দিউন ॥ ২১ ॥ দেখুন, পূর্ব শুক্লশীল ক্ষত্রিয় রাজগণ স্বর্গ কামনা করিয়া পরদেহের রক্ষার নিমিত্ত নিজ দেহ প্রদান করিতেন, আর আপনি এক্ষণে নিজ দেহ রক্ষার নিমিত্ত বলপূর্বক দ্বিজপুত্রকে বিনাশ করিতেছেন, ইহা কতদূর পাপকর কার্য্য হইতেছে তাহা আপনিই বিচার করিয়া দেখুন, কলত এরূপ পাপাচরণ করিবেন না আপনি এই বালকের প্রতি দয়াবান্ হউন ॥ ২২—২৩ ॥ মহারাজ ! সকল ব্যক্তিরই আপন আপন দেহে সুমান সমান প্রীতি বিদ্যমান তাহা আপনি স্বয়ংই অনুভব করিতেছেন, অতএব এক্ষণে যদি আমার বাক্য প্রমাণ বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ বালককে পরিত্যাগ করুন ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

অনাদৃত্য চ তদ্বাক্যং রাজা দুঃখাতুরো ভূশম্ ।  
 ন যুমোচ যুনিষ্ঠ্যৈ চুকোপাতীব তাপসঃ ॥ ২৫ ॥  
 উপদেশং দদৌ তস্মৈ শুনঃশেপায় কৌশিকঃ ।  
 মন্ত্রং পাশধরস্তাথ দয়াবান্ বেদবিভুমঃ ॥ ২৬ ॥  
 শুনঃশেপোহপি তং মন্ত্রমসকৃদ্বধকর্ষিতঃ ।  
 প্লুতস্বরেণ চুক্ৰোশ সংস্মরন্ বরুণং ভূশম্ ॥ ২৭ ॥  
 স্তবস্তং যুনিপুত্রং তং জ্ঞাত্বা বৈ যাদসাম্পতিঃ ।  
 তত্রাগত্য শুনঃশেপং যুমোচ করুণার্ণবঃ ॥ ২৮ ॥  
 রোগহীনং নৃপং কৃত্বা বরুণং স্বগৃহং যযৌ ।  
 বিশ্বামিত্রস্ত তং পুত্রং কৃতবান্মোচিতং মৃত্যুতঃ ॥ ২৯ ॥  
 ন কৃতং বচনং রাজ্ঞা কৌশিকস্ত মহাত্মনঃ ।  
 রোষং দধার মনসা রাজোপরি স গাধিজঃ ॥ ৩০ ॥  
 একস্মিন্ সময়ে রাজা হ্যারুঢ়ো বনং গতঃ ।  
 শূকরং হস্তকামস্ত মধ্যাহ্নে কৌশিকীতটে ॥ ৩১ ॥

পাশধরস্ত বরুণস্ত ॥ ২৬ ॥

প্লুতস্বরেণাক্রোশেন জজ্ঞাপেত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

মৃত্যুতর্মরণান্মোচিতং মৃত্যুং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৯

গাধিজো বিশ্বামিত্রঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্যাধি দ্বারা অতিশয় দুঃখাতুর ছিলেন বলিয়াই তৎকালে তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক সেই দ্বিজ বালককে পরিত্যাগ করিলেন না, তাহাতে পরম তপস্বী বিশ্বামিত্রও রাজার প্রতি অতিশয় কুপিত হইলেন ॥ ২৫ ॥ তখন বেদবিদগণের অগ্রগণ্য কৌশিকনন্দন বিশ্বামিত্র শুনঃশেপের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া তাহাকে বরুণ মন্ত্রের উপদেশ করিলেন ॥ ২৬ ॥ শুনঃশেপও প্রাণভয়ে অতি কাতর হইয়া বরুণকে স্মরণ করত প্লুতস্বরে সেই মন্ত্র বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ করুণার্ণব বরুণ, দ্বিজপুত্র স্তব করিতেছে ইহা জানিয়া সেই স্থানে আগমন পূর্বক শুনঃশেপের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন এবং রাজাকে রোগহীন করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন । এইরূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই যুনিপুত্রকে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন ॥ ২৮—২৯ ॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাত্মা বিশ্বামিত্রের বচন পালন করেন নাই বলিয়া তদবধি গাধিপুত্র মনে মনে সেই রাজার প্রতি কষ্ট হইয়া রহিলেন ॥ ৩০ ॥



বুদ্ধব্রাহ্মণবেশেন বিশ্বামিত্রেণ বঞ্চিতঃ ।  
 সৰ্বস্বং প্রার্থিতং তস্মৈ গৃহীতং রাজ্যমদ্রুতম্ ॥ ৩২ ॥  
 নীড়িতোহসৌ হরিশ্চন্দ্রো যজমানো যতো ভূশম্ ।  
 বশিষ্ঠঃ কৌশিকং প্রাহ বনে প্রাপ্তং যদৃচ্ছয়া ॥ ৩৩ ॥  
 ক্ষত্রিয়াধম দুৰ্বুদ্ধে ! বৃথা ব্রাহ্মণবেশভূৎ ।  
 বকধর্ম্য বৃথা কিং ত্বং গৰ্ব্বং বহসি দান্তিক ! ॥ ৩৪ ॥  
 কস্মাত্ত্বয়া নৃপশ্রেষ্ঠো যজমানো যম্যাপ্যসৌ ।  
 অপরাধং বিনা জ্ঞান্য ! গমিতো দুঃখমদ্রুতম্ ।  
 বকধ্যানপরো যস্মাত্তস্মাত্ত্বং বৈ বকো ভব ॥ ৩৫ ॥  
 ইতি শপ্তো বশিষ্ঠেন কৌশিকঃ প্রাহ তং পুনঃ ।  
 তমপ্যাড়ির্ভবায়ুশ্চান্ ! বকোহহং যাবদেব হি ॥ ৩৬ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

এবং পরস্পরং দত্ত্বা শাপং তৌ ক্রোধনীড়িতৌ ।  
 অগুজৌ তরমা জাতৌ সরস্বাডীবকৌ মুনী ॥ ৩৭ ॥

রাজ্যমদ্রুতমিতি । ইয়ং কথা বিস্তরেণ সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যতে ॥ ৩২—৩৪ ॥  
 জ্ঞান্য মূৰ্খ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

এক দিন হরিশ্চন্দ্র অশ্বারোহণে বনগমন করিয়া মধ্যাহ্নকালে কৌশিকী নদীর তট প্রদেশে এক শূকরকে নিহত করিতে বাসনা করিলে বিশ্বামিত্র বুদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার সৰ্বস্ব ও সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ আপনার যজমান রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ মনে মনে হুঃখিত ও ব্যথিত হইয়া রহিলেন এবং একদিন যদৃচ্ছাক্রমে বনমধ্যে বিশ্বামিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে কহিলেন, রে দুৰ্বুদ্ধি ক্ষত্রিয় কুলাধম ! তুই বৃথা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়াছিস্ তোর ধর্ম্য বকের জ্ঞান, তুই দান্তিক, তুই বৃথা গৰ্ব্ব করিয়া থাকিস্ । আমার যজমান রাজশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র, তাহার কোনও অপরাধ নাই, রে মূঢ় ! তথাপি তুই তাঁহাকে কি জন্ত এত কষ্ট দান করিতেছিস্ । তুই বকের জ্ঞান ধ্যানপরায়ণ অতএব বক হইয়া জন্মগ্রহণ কর ॥ ৩৩—৩৫ ॥ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপে অতিশপ্ত হইয়া তাঁহাকেও কহিলেন, বশিষ্ঠ ! আমি যতকাল পর্য্যন্ত বক হইয়া থাকিব তুমিও ততদিন আড়ি অর্থাৎ শরালি নামক পক্ষী হইয়া অবস্থিতি করিতে থাক ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই ক্রোধাকুল মুনিদ্বয় এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে শাপ প্রদান করিয়া উভয়েই সরোবরে শরালি ও বক পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥ বক-

একস্মিন্ পাদপে নীড়ং কৃৎসাসৌ বকরূপভাক্ ।  
 বিশ্বামিত্রঃ স্থিতস্তত্র দিব্যে সরসি মানসে ॥ ৩৮ ॥  
 অন্তস্মিন্ পাদপে কৃৎসা বশিষ্ঠো নীড়যুতমম্ ॥  
 আড়ীকপধরস্তস্থাবন্যোন্ম্যং দ্বেষতৎপরো ॥ ৩৯ ॥  
 দিনে দিনে তৌ সংগ্রামং চক্রতুঃ ক্রোধসংযুতো ।  
 দুঃখদং সর্বলোকানাং ক্রন্দমানাবুভৌ ভূশম্ ॥ ৪০ ॥ -  
 চক্ষুপক্ষপ্রহারৈস্তু নখাঘাতৈঃ পরস্পরম্ ।  
 জঘ্নতু রুধিরক্লিন্নৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৪১ ॥  
 এবং বহুনি বর্ষানি পক্ষিরূপধরৌ যুনী ।  
 স্থিতৌ তত্র মহারাজ ! শাপপাশেন যন্ত্রিতৌ ॥ ৪২ ॥

রাজোবাচ ।

কথং যুক্তৌ যুনিশ্রেষ্ঠৌ শাপাদ্বশিষ্ঠকৌশিকৌ ।  
 তন্মমাচক্ষু বিপ্রর্ষে ! পরং কোতুহলং হি মে ॥ ৪৩ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

যুধ্যমানাবুভৌ দৃষ্টৌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।  
 তত্রাজগামানিমিষৈর্বৃতঃ সর্বৈর্দয়াপরৈঃ ॥ ৪৪ ॥

নীড়ং পক্ষিগৃহম্ ॥ ৩৮—৪৩ ।

রূপধারী বিশ্বামিত্র মানস সরোবরে একটা বৃক্ষোপরি নীড় নির্মাণ পূর্বক বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ বশিষ্ঠ ও আড়ীকপ ধারণ করিয়া অন্ততর বৃক্ষে কুলায় রচনা করত বসতি করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেই ঋষিদ্বয় পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ সেই পক্ষীদ্বয় জুহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অতি ঘোরতর সর্বলোকের পীড়াকর কঠোর চীৎকার করিয়া প্রতি দিন সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ তাহারা পরস্পর চক্ষু ও পক্ষ প্রহার এবং নখাঘাত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাপ্লুত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের স্তায় প্রকাশমান হইল ॥ ৪১ ॥ পক্ষিরূপধারী ঋষিদ্বয় অভিশাপে অভিযন্ত্রিত হইয়া এইরূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে সেই স্থানে বহুশত বৎসর অতিবাহিত করিল ॥ ৪২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর ! সেই বশিষ্ঠ ও কৌশিক নামক ঋষিদ্বয় কিরূপে শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন তাহা আমাকে বলুন, ঋষিবর ! এই স্মৃতিস্তম্ভ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কোতুহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদ্বিগের উভয়কে যুদ্ধনিরত দর্শন করিয়া দয়ার্জচিত্ত দেবতাগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ পদ্মাসন, তাঁহা-

তাবাস্থাস্ত জগৎকর্তা যুধ্যতোৰ্বিনিবার্য চ ।  
 শাপং সম্মোচয়ামাস তয়োঃ ক্ষিপ্তং পরম্পরম্ ॥ ৪৫ ॥  
 ততো জগ্মুঃ সুরাঃ সৰ্বৈ স্বানি ধিষ্ঠ্যানি পদ্মভূঃ ।  
 সত্যলোকং জগামাসু হংসারূঢ়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৬ ॥  
 বিশ্বামিত্রোহপ্যগাত্তূর্ণং বশিষ্ঠঃ স্বাশ্রমং গতঃ ।  
 মিথঃ স্নেহং ততঃ কৃত্বা প্রজাপত্ব্যপদেশতঃ ॥ ৪৭ ॥  
 মৈত্রাবরুণিনাপ্যেবং কৃতং যুদ্ধমকারণম্ ।  
 কৌশিকেন সমং ভূপ ! দুঃখদঞ্চ পরম্পরম্ ॥ ৪৮ ॥  
 কো নাম মানবো লোকে দেবো বা দানবোহপি বা ।  
 অহঙ্কারজয়ং কৃত্বা সৰ্বদা সুখভাগ্ ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥  
 তস্মাদ্রাজংশ্চিত্তশুদ্ধির্মহতামপি দুর্লভা ।  
 যত্নেন সাধনীয়া সা তদ্বিহীনং নিরর্থকম্ ॥ ৫০ ॥  
 তীর্থং দানং তপঃ সত্যং যৎকিঞ্চিদ্র্মসাধনম্ ॥ ৫১ ॥  
 “শ্রদ্ধাত্রিবিধা প্রোক্তা সাত্ত্বিকী রাজসী তথা ।  
 তামসী সৰ্বদেহেষু দেহিনাং ধৰ্ম্মকৰ্ম্মসু ॥ ১ ॥

অনিমিষৈর্দেবগণৈঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

মৈত্রাবরুণিনা শাস্ত্রেন বশিষ্ঠেনাপীত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

চিত্তশুদ্ধিদৌৰ্ভ্যদর্শনার্থমিয়ং কথা দৃষ্টান্তার্থং গৃহীতা তামুপসংহরতি তস্মাদ্রাজমিতি ।  
 নিরর্থকমিত্যন্তোরত্রাহ্মণ্যঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

দিগকে যুদ্ধ হইতে নিবারিত ও আশ্বাসিত করিয়া পরস্পর-প্রদত্ত শাপ হইতে পরস্পরকে  
 মোচন করিয়া দিলেন ॥ ৪৫ ॥ অনস্তর, সুরগণ নিজ নিজ আলয়ে এবং প্রভাবশালী পদ্মাসন  
 হংস আরোহণে সত্যলোকে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র,  
 প্রজাপতির উপদেশানুসারে পরস্পর প্রণয় ও স্নেহবন্ধন সম্পাদন করিয়া আপন আপন  
 আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥ রাজন্ ! আপনি দেখুন যে, এক্ষণে মিত্রাবরুণ তনয় মহর্ষি  
 বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সহিত অকারণে দুঃখপ্রদ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ অতএব এই  
 অগ্নিল মধ্যে কোন্ মানব, দানব বা দেবতা অহঙ্কার জয় করিয়া সৰ্বদা সুখভাগী হইতে  
 পারেন ? ॥ ৪৯ ॥ অতএব হে পার্থিব ! চিত্তের শুদ্ধি মহদ্ ব্যক্তিদিগেরও দুর্লভ ; পরম যত্ন-  
 সহকারে তাহার সাধন করিতে হয় । চিত্তশুদ্ধিবিহীন মানবগণের তীর্থ, দান, তপস্যা, সত্য  
 এবং অথ বাহ্য কিছু ধৰ্ম্মসাধন তৎসমস্তই নিরর্থক জানিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ “রাজন্ !  
 দেহিগণের ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম বিষয়ে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসীভেদে তিন প্রকার শ্রদ্ধা কথিত



সাত্বিকী দুর্লভা লোকে যথোক্তফলদা সদা ।  
 তদর্কফলদা প্রোক্তা রাজসী বিধিসংযুতা ॥ ২ ॥  
 তামসী ত্বফলা রাজন্ ! ন তু কীর্তিকরী পুনঃ ।  
 কামক্রোধাভিভূতানাং জনানাং নৃপসত্তম ! ॥ ৩ ॥”  
 বাসনারহিতং কৃৎস্না তচ্ছিত্তং শ্রবণাদিনা ।  
 তীর্থাदिषু বসেমিত্যং দেবীপূজনতৎপরঃ ॥ ৫২ ॥  
 দেবীনামানি বচসা গৃহুংস্তৃশ্চা গুণান্ স্তবন্ ।  
 ধ্যায়ংস্তৃশ্চাঃ পদান্তোজং কলিদোষভয়াদিতঃ ॥ ৫৩ ॥  
 এবস্ত্ব কুর্ক্বতস্তৃশ্চ ন কদাচিৎ কলেভয়ম্ ।  
 অনায়াসেন সংসারান্মুচ্যতে পাতকী জনঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
 শুনঃশেপকথানন্তরমাড়ীৰকযুদ্ধবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

এতাদৃশী দুর্লভা চিত্তশুদ্ধিঃ কথং সাধনীয়েতি চেত্তত্রাহ বাসনারহিতমিতি । সংস্রঃ  
 পূৰ্ব্বোক্তং কৃৎস্না বেদান্তশ্রবণাদিনা চিত্তং বাসনারহিতং বদা ভবতি তদা তচ্ছুদ্ধিমিতি  
 কথ্যতে তথা কৃৎস্না তীর্থাदिषু বসেদিত্যর্থঃ । কিং কুর্ক্বন্ বসেত্তত্রাহ দেবীপূজনতৎপর  
 ইতি ॥ ৫২—৫৩ ॥

এবংকুর্ক্বতঃ কিং ফলং ভবতি তত্রাহ এবং ইতি । মুচ্যতে শ্রীভগবতানুগ্রহেণ  
 জ্ঞানপ্রাপ্তিধারেণেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্বিকী শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ ফলপ্রদা এবং লোকমধ্যে প্রায়ই দুর্লভ । বিধি-  
 বিহিত রাজসী শ্রদ্ধা তাহার অর্কফল প্রদান করিয়া থাকে এবং তামসী শ্রদ্ধা নিফলা ও  
 অকীর্তিকরী ; কামক্রোধাভিভূত ব্যক্তিগণেরই তামসী শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে ॥১—৩॥” অতএব  
 রাজন্ ! সংস্রঃ অবলম্বন পূৰ্ব্বক বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা চিত্তকে বাসনা-বিরহিত করিয়া  
 দেবীর পূজায় একান্ত নিরত হইয়া তীর্থাदि স্থলে বাস করিবে ॥ ৫২ ॥ কলিদোষ জন্ম  
 ভয়াতুর নরগণ দেবীর নাম গ্রহণ, গুণস্ততি এবং তাঁহার চরণ সরোজের ধ্যান করিয়া কাল  
 হরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ এইরূপ করিলে জীবগণের আর কদাচিৎ কলিভয় থাকিতে পারিবে না  
 এবং পাতকী জনগণ অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ  
 নাই ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
 ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে শুনঃশেপকথানন্তর আড়ীৰকযুদ্ধ বর্ণন  
 নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

মৈত্রাবরুণিরিত্যুক্তং নাম তস্মৈ যুনেঃ কথম্ ।  
বশিষ্ঠস্ত মহাভাগ ! ব্রহ্মণস্তনুজস্য হ ॥ ১ ॥  
কিমসৌ কৰ্ম্মতো নাম প্রাপ্তবান্ গুণতস্তথা ।  
ব্রুহি মে বদতাং শ্রেষ্ঠ ! কারণং তস্মৈ নামজম্ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

নিবোধ নৃপতিশ্রেষ্ঠ ! বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।  
নিমিষাপাতনুং ত্যক্ত্বা পুনর্জাতো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩ ॥  
মিত্রাবরুণয়োৰ্যস্মাতস্মাতস্মামবিশ্রুতম্ ।  
মৈত্রাবরুণিরিত্যস্মিন্ লোকে সৰ্ব্বত্র পার্থিব ! ॥ ৪ ॥

রাজোবাচ ।

কস্মাচ্ছপ্তঃ স ধৰ্ম্মাত্মা রাজ্ঞা ব্রহ্মাভ্যজো যুনিঃ ।  
চিত্রমেতস্মুনিং লগ্নো রাজ্ঞঃ শাপোহতিদারুণঃ ॥ ৫ ॥

---

একোনসপ্ততিস্রোতৈকবশিষ্ঠস্ত তু শাপতঃ ।

মৈত্রাবরুণিতা জাতা সা কথা প্রোচ্যতেহধুনা ॥

বশিষ্ঠস্ত পূর্বাধ্যায়ে মৈত্রাবরুণিরিতি নামোক্তং তত্র কেন প্রবৃ্ত্তিনিমিত্তেন তস্মৈ জাতমিতি রাজা পৃচ্ছতি মৈত্রাবরুণিরিত্যুক্তমিতি । যদি মিত্রাবরুণয়োৰপত্যমিত্যর্থঃ তর্হি ব্রহ্মণস্তনুজস্য তস্মৈ কথং জাতমিত্যর্থঃ । তস্মাৎ কিমসাবিতি । অসৌ বশিষ্ঠঃ কিং তয়ো-  
মিত্রাবরুণয়োঃ কৰ্ম্মতস্তস্মৈ প্রাপ্তবানথবা গুণত ইত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

যস্মান্মিত্রাবরুণয়োৰপত্যমিতি শেষস্তস্মাদিত্যশ্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

চিত্রমেতদिति । রাজ্ঞঃ শাপো যুনিং লগ্নঃ প্রাপ্ত এতদপ্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

---

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র তবে আপনি কি কারণে তাঁহার মৈত্রাবরুণি এই নাম কীর্ত্তন করিলেন ॥ ১ ॥ তিনি কৰ্ম্মদ্বারা অথবা অন্য কোনও গুণদ্বারা এই নাম প্রাপ্ত হইলেন ; হে বক্তৃপ্রবর ! আপনি আমাকে তাঁহার ঐ নামের কারণ বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! প্রভাবশালী বশিষ্ঠ ব্রহ্মার পুত্র ইহা সত্য কিন্তু তিনি নর-  
পতি নিমিত্ত শাপে তহু ত্যাগ করিয়া মিত্রাবরুণ হইতে অশ্রুলাভ করেন বলিয়া লোক  
মধ্যে সৰ্ব্বত্রই মৈত্রাবরুণি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩—৪ ॥

অনাগসং মুনিং রাজা কিমসৌ শপ্তবান্মুনে ! ।

কারণং বদ ধর্মজ্ঞ ! তস্য শাপস্য মূলতঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কারণস্তু ময়া প্রোক্তং তব পূর্বং বিনিশ্চিতম্ ।

সংসারোহয়ং ত্রিভির্ব্যাণ্ডো রাজম্মায়াগুণৈঃ কিল ॥ ৭ ॥

ধর্মং করোতু ভূপালশচরস্তু তাপসাস্তপঃ ।

সর্বেষাম্তু গুণৈর্বিদ্বং নোজ্জ্বলং তদুবেদিহ ॥ ৮ ॥

কামক্ৰোধাভিভূতাশ্চ রাজানো মুনয়স্তথা ।

লোভাহঙ্কারসংযুক্তাশ্চরন্তি দুশ্চরং তপঃ ॥ ৯ ॥

যজন্তি ক্ষত্রিয়া রাজনুজোগুণসমাবৃতাঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তু তথা রাজন্ ! ন কোহপি সত্বসংযুতঃ ॥ ১০ ॥

কিমসৌ কিমর্থমিত্যর্থঃ । মূলত আদিতঃ ॥ ৬ ॥

পূর্বমিতি । তৃতীয়চতুর্থস্বকর্যোরিত্যর্থঃ । মায়্যাগুণৈরিতি । মায়্যাময়ঃ সর্বঃ প্রপঞ্চো মায়্যাজ্জিভিগুণৈঃ সর্বদা ব্যাপ্তঃ । তে চ গুণাঃ সর্বদোপচর্যাপচর্যবিশিষ্টাঃ । তথাচ বদা সত্বগুণোপচর্যস্তদা নীচা অপূত্বমং কর্ম কুর্কন্তি । যদা রজস্তমোগুণোপচর্যস্তদা মহাত্মোহপি নাচং কর্ম কুর্কন্তীতি মহাত্মং প্রতি কথং শাপো দত্ত ইত্যশ্চর্য্যং ন কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি ধর্মং করোত্বিতি । নহু তে সর্বে ধর্মকর্তারঃ সাত্বিকাঃ প্রতিভাস্তি তত্রাহ সর্বেষাংত্বিতি । নোজ্জ্বলং ন সাত্বিকং তদ্ব্যাদিকমিত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

রাজা কহিলেন ভগবন্ ! ব্রাহ্মার পুত্র ধর্মাত্মা সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কি কারণে নিমি-  
রাজ কর্তৃক অভিশপ্ত হইলেন ? সেই ক্ষত্রিয় নৃপতির নিদারুণ অভিশাপ মুনিকেও ভোগ  
করিতে হইল ! এই বিষয়টী আমার আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥ ৬ ॥ হে ধর্মজ্ঞ ! সেই  
রাজা নিরপবাধ মুনিবরকে কি কারণে শাপ প্রদান করিলেন ? তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত  
আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে অতএব আপনি সেই শাপের কারণ বর্ণন করুন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! পূর্বেই আমি আপনাকে এই সকলের কারণ বিশেষরূপে  
বলিয়াছি । এই সংসার সত্ব রজঃ ও তমঃ তিনটি মায়্যার গুণদ্বারা পরিব্যাপ্ত ॥ ৭ ॥  
রাজগণ ধর্ম্যাচরণই করুন আর তাপস সকল তপশ্চরণই করুন, তাঁহাদের সেই সমস্ত  
ধর্মাদি মায়্যা গুণদ্বারা অহুবিদ্ধ হইয়া ঐজ্জ্বল্যলাভ করিতে পারে না ॥ ৮ ॥ ভূপালগণ ও  
মুনিগণ, কাম ক্রোধে অভিভূত এবং লোভ ও অহঙ্কারে সংযুক্ত হইয়া দুষ্কর তপস্তার  
আচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥ রাজন্ ! ক্ষত্রিয়গণ, অথবা ব্রাহ্মণগণ সকলেই রজোগুণ  
সংযুক্ত হইয়া যাগাদি করিয়া থাকেন, বলত তাঁহাদের মধ্যে কেহই সত্বগুণ সম্পন্ন হইয়া  
কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি করেন না ॥ ১০ ॥ নিমিরাজ ঋষিকর্তৃক এবং ঋষিরাজ নিমি কর্তৃক



ঋষিণাসৌ নিমিঃ শপ্তস্তেন শপ্তো যুনিঃ পুনঃ ।

দুঃখাদুঃখতরং প্রাপ্তাবুভাবপি বিধেৰ্বলাৎ ॥ ১১ ॥

দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্মনসঃ শুদ্ধিরজ্জ্বলা ।

দুর্লভা প্রাণিনাং ভূপ ! সংসারে ত্রিগুণাত্মকে ॥ ১২ ॥

পরশক্তিপ্রভাবোহয়ং নোল্লজ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ ।

যস্তানুগ্রহমিচ্ছেৎ সা মোচয়ত্যেব তং ক্ষণাৎ ॥ ১৩ ॥

মহাস্তোহপি ন মুচ্যন্তে হরিব্রহ্মহরাদয়ঃ ।

পামরা অপি মুচ্যন্তে যথা সত্যব্রতাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মাস্তু হৃদয়ং কোহপি ন বেত্তি ভুবনত্রেয়ে ।

তথাপি ভক্তবশ্যেয়ং ভবত্যেব স্থনিশ্চিতম্ ॥ ১৫ ॥

তস্মাত্তত্ত্বতিরাস্থেয়া দোষনির্মূলনায় চ ।

রাগদম্বাদিযুক্তা চেৎ সা ভক্তির্নাশিনী ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

বিধেৰ্বলাৎ প্রারব্ধপ্রেরিততমোগুণবলাদিত্যর্থঃ ॥ ১১—১২ ॥

নবেতাদৃশা মহাস্তঃ কিমিতি গুণত্রয়বেগদমনং নাচরন্তি তত্রাহ পরশক্তিপ্রভাবোহয়-  
মিতি । তর্হি কোহপি যুক্তো ন স্তাদিতি চেত্তত্রাহ যস্তানুগ্রহমিতি ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মমোক্ষাদিকং সর্বস্তদিচ্ছয়া ভবতীত্যাহ মহাস্তোহপীতি । অদ্যাপি তে স্বসেবার্থং  
ব্রহ্মাদয়ো মহাস্তোহপি স্থাপিতাঃ ন মোচিতাঃ । অথ চ পামরা অপি সত্যব্রতাদয়স্তৃतीय-  
স্কন্ধোক্তপ্রকারেণ মোচিতাঃ । অত্র মহারাজ্য্যাঃ পরশক্তিরিচ্ছাব কারণং নাশ্চাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নমু তর্হি স্বতন্ত্রায়াস্তৃতাঃ পরমেশ্বর্যাঃ মনসি কিমস্তি তত্রাহ তস্মাস্ত্বিতি । তর্হি কিং  
কর্তব্যমিতি চেত্তদ্বয়ং মায়াবীৰ্য্যতো ভক্তবশ্য ভগবতীতি নিশ্চিতং ভবতি ততো ন  
কিঞ্চিৎকরমস্তৌ চ্যুতিপ্রায়েণাহ তথাপীতি ॥ ১৫ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদিতি । দোষনির্মূলনায় গুণত্রয়োচ্ছেদায়েত্যর্থঃ । পরন্তু সা ভক্তি-  
নির্কল্যাঙ্গা চেৎ কল্যাণকরী নোচেদনর্থকরীত্যাহ রাগদম্বাদীতি । ইদং নির্কল্যাঙ্গত্বক্লেব-

অভিশপ্ত হইয়া উভয়েই প্রারব্ধ প্রেরিত তমোগুণবলে দুঃখ হইতেও কঠোরতর দুঃখ  
পাইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ মহারাজ ! এই ত্রিগুণাত্মক সংসারে প্রাণিগণের পক্ষে দ্রব্যশুদ্ধি,  
ক্রিয়াশুদ্ধি ও নিৰ্ম্মলরূপে চিত্তশুদ্ধি একান্তই দুর্লভ ॥ ১২ ॥ রাজন্ ! ইহাকেই পরমাশক্তি জগদ-  
বিকার প্রভাব বলিয়াই জানিবেন । কোনও ব্যক্তি ইহা উল্জন করিতে সমর্থ হয় না,  
পরন্তু তিনি যাহাঁর প্রতি অনুগ্রহ করিবার অভিলাষ করেন তাহাকে ক্ষণ মধ্যেই সেই  
গুণবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ অধিক কি, হরি হর ও বিরিকি প্রভৃতি মহান্  
দেবতাগণও তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন মুক্ত হইতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ হইলে  
সত্যব্রত প্রভৃতির স্তায় পামরগণও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥ তাঁহার হৃদয়ে যাহা  
আছে তাহা ত্রিভুবন মধ্যে কেহই অবগত হইতে পারে না, পরন্তু তিনি যে ভক্তের  
বশীভূত হইয়া থাকেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ অতএব দোষের উন্মুলন নির্মিত

ইক্ষাকুকুলসন্ততো নিমিন্ৰাম মরাধিপঃ ।

রূপবান্ গুণসম্পন্নো ধর্মজ্ঞো লোকরঞ্জকঃ ॥ ১৭ ॥

সত্যবাদী দানপরো যাজকো জ্ঞানবান্ শুচিঃ ।

দ্বাদশস্তনয়ো ধীমান্ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১৮ ॥

পুরং নিবেশয়ামাস গৌতমাত্মমসন্নিধৌ ।

জয়ন্তুপুরসংজ্ঞন্তু ব্রাহ্মণানাং হিতায় সঃ ॥ ১৯ ॥

বুদ্ধিস্তম্ভ সমুৎপন্নো যজেরমিতি রাজসী ।

যজেন বহুকালেন দক্ষিণাসংযুতেন চ ॥ ২০ ॥

ইক্ষাকুং পিতরং দৃষ্ট্বা যজ্ঞকার্যায় পার্থিব ! ।

কারয়ামাস সন্তারং যথোদ্দিষ্টং মহাত্মভিঃ ॥ ২১ ॥

ভৃগুমঙ্গিরসকৈব বামদেবঞ্চ গৌতমম্ ।

বশিষ্ঠঞ্চ পুলস্ত্যঞ্চ ঋচীকং পুলহং ক্রতুম্ ॥ ২২ ॥

মুনীনামন্ত্রয়ামাস সর্বজ্ঞান্ বেদপারগান্ ।

যজ্ঞবিদ্যাপ্রবীণাংশ্চ তাপমান্ বেদবিত্তমান্ ॥ ২৩ ॥

শ্রুতহৃদ্যোতনর্থং বিভীষিকামাত্রম্ । বস্তুতস্ত স্নেহঃ বা সলীলঃ বা যন্তাঃ স্বরণমাত্রতঃ ।  
সিদ্ধয়োহষ্টৌ করস্থাঃ স্মারন্তে মুক্তিঞ্চ শাস্ত্রতীত্যাদি বচনৈর্যথা কথঞ্চিদপি দেব্যা ভক্তিঃ  
সিদ্ধিদায়িনীতি বোধ্যম্ ॥ ১৬ ॥

অথ কথাং প্রস্তোতি । ইক্ষাকুতি ॥ ১৭ ॥

ইক্ষাকোদ্বাদশস্তনয়ো নিমিঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মণানামুপকারায় জয়ন্তুপুরসংজ্ঞকং নিবেশয়ামাসেত্যম্বরঃ ॥ ১৯—২০ ॥

ইক্ষাকুং পিতরং দৃষ্ট্বা তদমুজামাদায়েতি শেষঃ ॥ ২১—২৩ ॥

সাত্বিকী ভক্তি অবলম্বন করা একান্তই কর্তব্য, কিন্তু রাগদম্ভাদি সংযুক্ত ভক্তি মানবগণের  
অনিষ্টকর হইয়া থাকে এজন্য তাহা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত শ্রেয়ঙ্কর সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

মহারাজ ! ইক্ষাকুর দ্বাদশ পুত্র নিমি নানক নরপতি, রূপবান্, গুণসম্পন্ন, ধর্মজ্ঞ,  
লোকরঞ্জন, সত্যবাদী, দানশীল, যাজক, শুদ্ধাচার, প্রজাপালনতৎপর, ধীমান্ ও জ্ঞান-  
সম্পন্ন ছিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥ সেই মহাত্মা, ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত গৌতমের আশ্রম  
সন্নিধানে জয়ন্তুপুর নামক এক নগর সংস্থাপন করেন ॥ ১৯ ॥ কিছুকাল গত হইলে তাঁহার  
এইরূপ রাজসী বুদ্ধি উৎপন্ন হইল যে, আমি “বিপুল দক্ষিণাধিত বহুকাল বাপা একটা  
যজের অহুষ্ঠান করিব” ॥ ২০ ॥ অনন্তর, নিজ ভ্রমক ইক্ষাকুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক যজ্ঞ  
কার্যের নিমিত্ত মহাত্মা ব্যক্তিগণ কর্তৃক কথিত সামগ্রীসম্ভারের অয়োজন করাইলেন ॥ ২১ ॥  
ভৃগু, অঙ্গিরা, বামদেব, গৌতম, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, ঋচীক, পুলহ, ক্রতু প্রভৃতি বেদপারগ,

রাজা সংভূতসম্ভারঃ সম্পূজ্য গুরুমাজ্ঞনঃ ।  
 বশিষ্ঠং প্রাহ ধর্মযজ্ঞো বিনয়েন সমন্বিতঃ ॥ ২৪ ॥  
 যজেষ্যং মুনিশার্দূলং ! যাজয়স্ব কৃপানিধে ! ।  
 গুরুভ্যং সর্ববেত্তাসি কার্যং মে কুরু সাম্প্রতম্ ॥ ২৫ ॥  
 যজ্ঞোপকরণং সর্বং সমানীতং স্ত্রুসংস্কৃতম্ ।  
 পঞ্চবর্ষমহত্শস্ত্র দীক্ষাং কর্তুং মতিশ্চ মে ॥ ২৬ ॥  
 অগ্নিন্ যজ্ঞে সগারাদ্যা দেবী শ্রীজগদম্বিকা ।  
 তৎপ্রীত্যর্থমহং যজ্ঞং করোমি বিধিপূর্বকম্ ॥ ২৭ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বাসৌ নিমের্বাক্যং বশিষ্ঠঃ প্রাহ ভূপতিম্ ।  
 ইন্দ্রেণাহং ব্রতঃ পূর্বং যজ্ঞার্থং নৃপসন্তম ! ॥ ২৮ ॥  
 পরাশক্তিমখং কর্তুমুদযুক্তঃ পাকশাসনঃ ।  
 স দীক্ষাং গমিতো দেবঃ পঞ্চবর্ষশতাব্দিকাম্ ॥ ২৯ ॥

কিং দেবতোদ্দেশেন যজ্ঞ ইতি চেত্তজ্জাহ অগ্নিন্ যজ্ঞে ইতি । শ্রীদেবীপ্রীত্যর্থং যজ্ঞঃ ক্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

ইন্দ্রোহপি দেবীমখং কর্তুমুদযুক্তো ময়া দীক্ষাং গমিতঃ প্রাপিতোহস্মি । তথা চ মধ্যো আগমনং মম ন সম্ভবতি ত্বং তদ্বজ্রসমাপ্ত্যন্তরং প্রারম্ভং কুর্ষিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যজ্ঞবিদ্যা-বিশরাদ সর্বজ্ঞ তাপস মুনিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন ॥ ২২—২৩ ॥  
 অনন্তর, সেই ধার্মিক নরপতি নিমি যজ্ঞের সমস্ত সামগ্ৰী সম্ভার সংগ্রহ করিয়া নিজগুরু বশিষ্ঠ দেবের পূজা করত তাঁহাকে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন ॥ ২৪ ॥ মুনিবর ! আমি যাগ করিব, আপনি কৃপা করিয়া আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করুন, আপনি গুরু স্তুতরাং আমার সমস্তই অবগত আছেন অতএব এক্ষণে আমার এই যজ্ঞকার্য সম্পাদন করুন ॥ ২৫ ॥ যজ্ঞের সমস্ত উপকরণই আনীত ও স্ত্রুসংস্কৃত হইরাছে । গুরো ! আমি পঞ্চ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত হইব ইহাই আমার সঙ্কল্প জানিবেন ॥ ২৬ ॥ এই যজ্ঞে জগদম্বিকা দেবীর আরাধনা করিব, তাঁহার প্রীতির নিমিত্তই আমি বিধিপূর্বক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২৭ ॥

বশিষ্ঠ নিমি নৃপতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নৃপোত্তম ! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে পূর্বেই যজ্ঞের নিমিত্ত বরণ করিয়াছেন । এক্ষণে পাকশাসন পরাশক্তির প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইরাছেন, আমিও পঞ্চশত বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাকে দীক্ষিত করিরাছি ; অতএব হে পর্ষদ ! আপনাকে, বাবৎ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন না হয় তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে ; ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তাহার সমস্ত কার্য



তস্মাদ্ভ্রমস্তরং তাবৎ প্রতিপালয় পার্ধিব ! ।

ইন্দ্রযজ্ঞে সমাপ্তেহত্র কৃত্বা কার্যং দিবস্পাতেঃ ।

আগমিষ্যাম্যহং রাজংস্তাবত্বং প্রতিপালয় ॥ ৩০ ॥

রাজোবাচ ।

ময়া নিমজ্জিতাশ্চাত্তে মুনয়ো যজ্ঞকারণাৎ ।

সস্তারাঃ সংহৃতাঃ সর্বৈ পালয়ামি কথং গুরো ! ॥ ৩১ ॥

ইক্ষাকুণাং কুলে ব্রহ্মন্ ! গুরুত্বং বেদবিত্তমঃ ।

কথং ত্যক্ত্বাদ্য মে কার্যমুদ্যতো গন্তুমাশু বৈ ॥ ৩২ ॥

ন তে যুক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যদুস্বজ্য মথং মম ।

গন্তামি ধনলোভেন লোভাকুলিতচেতনঃ ॥ ৩৩ ॥

নিবারিতোহপি রাজ্ঞা স জগামেন্দ্রমথং গুরুঃ ।

রাজাপি বিমনা ভূত্বা গোতমং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

ইয়াজ্জ হিমবৎ পার্শ্বে সাগরশ্চ সমীপতঃ ।

দক্ষিণা বহুলা দত্তা বিপ্রৈভ্যো মথকর্মণি ॥ ৩৫ ॥

নিমিনা পঞ্চসাহস্রী দীক্ষা তত্র কৃত্বা নৃপ ! ।

ঋত্বিজঃ পূজিতাঃ কামং ধনৈর্গোভির্মুদা যুতাঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রতিপালয় কালমিতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

পালয়ামি কথং কথং পালয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৮ ॥

সমাধা করিরা তৎপরে আমি এই স্থানে আগমন করিব, অতএব মহারাজ ! আপনি তৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন ॥ ২৮—৩০ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর ! আমি যজ্ঞের নিমিত্ত অস্ত্রাত্ম মুনিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এবং সমস্ত সামগ্ৰী সস্তার আহরণ করিয়াছি তবে কিরূপে এক্ষণে প্রতীক্ষা করিতে পারি ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মন্ ! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও ইক্ষাকুবংশীরের কুলগুরু হইয়া এক্ষণে কিরূপে আমার কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্র সত্তর গমনে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥ হে দ্বিজোত্তম ! আপনি ধনের নিদাক্ষণ লোভে জ্ঞানশূন্য হইয়া আমার যজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, ইহা আপনার উচিত কার্য্য হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥ রাজন্ ! নিমিরাজ এইরূপে নিবারণ করিলেও বশিষ্ঠ-ঋষি ইন্দ্রযজ্ঞে গমন করিলেন, রাজাও বিমনা হইয়া গোতম ঋষিকে যজ্ঞ কার্য্যে বরণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন তিনি হিমাচলের পার্শ্বদেশে সাগর সন্নিধানে যজ্ঞারম্ভ করিরা ব্রাহ্মণগণকে বহুতর দক্ষিণা প্রদান করিলেন ॥ ৩৫ ॥ এই যজ্ঞে নিমিরাজ পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দীক্ষিত হইয়াছিলেন

শক্রযজ্ঞে সমাপ্তে তু পঞ্চবর্ষশতাব্দকে ।  
 আজগাম বশিষ্ঠস্ত রাজ্ঞঃ সত্রদিদৃক্ষয়া ॥ ৩৭ ॥  
 আগত্য সংস্থিতস্তত্র দর্শনার্থং নৃপস্য চ ।  
 তদা রাজা প্রমুগুস্ত নিদ্রয়াপহতো ভৃশম্ ॥ ৩৮ ॥  
 নামৌ প্রবোধিতো ভূতৈর্নাগতস্ত যুনিং নৃপঃ ।  
 বশিষ্ঠস্ত ততো মন্যুঃ প্রাচুর্ভূতোহবমানতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 অদর্শনান্নিমেষুত্র চূকোপ যুনিসত্তমঃ ।  
 শাপঞ্চ দত্তবাংস্তস্মৈ রাজ্ঞে মন্যুবশং গতঃ ॥ ৪০ ॥  
 যস্মাদ্ব্যং মাং গুরুং ত্যক্ত্বা কৃত্বান্যং গুরুমাত্মনঃ ।  
 দীক্ষিতোহসি বলান্মন্দ ! মামবজ্জায় পার্থিব ! ॥ ৪১ ॥  
 বারিতোহপি ময়া তস্মাদ্বিদেহস্তং ভবিষ্যসি ।  
 পতন্তিদং শরীরং তে বিদেহো ভব ভূপতে ! ॥ ৪২ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি তদ্ব্যাহতং ব্রহ্মা রাজ্ঞস্ত পরিচারকাঃ ।  
 সদ্যঃ প্রবোধয়ামাসু যুনিমাহঃ প্রকোপিতম্ ॥ ৪৩ ॥

( নাসাবিতি । যুনিং নাগতঃ ন প্রাপ্তঃ যুনিসন্নিধৌ নারাত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪৪ )

এবং ইহাতে ঋষিকগণ পর্যাপ্ত ধন ও গোধন দ্বারা পরিপূজিত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট ও  
 পরিতুষ্ট হইরাছিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, দেবরাজের পঞ্চ শতবৎসরব্যাপী যজ্ঞ সমাপিত হইলে  
 বশিষ্ঠঋষি নিমিরাজের যজ্ঞ দর্শনার্থ আগমন করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত  
 সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । রাজা তখন নিদ্রায় একান্ত অভিভূত ছিলেন,  
 একান্ত ভৃত্যগণ তৎকালে রাজাকে জাগরিত করিতে পারিল না । সূতরাং রাজাও ঋষির  
 নিকট আগমন করিলেন না । একান্ত অবমাননা বোধে মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্তঃকরণে ক্রোধানল  
 উদ্দীপিত হইল ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তিনি রাজার অদর্শনে প্রকুপিত হইলেন এবং অতিশয়  
 ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিমিরাজকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, তুমি অত্যন্ত মনমতি  
 রাজা, আমি চিরগুরু থাকিতে বিশেষত আমি তোমাকে নিবারণ করিলেও তুমি যখন  
 আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তকে বরণ করত বলপূর্বক দীক্ষিত হইয়াছ, তখন তুমি  
 বিদেহ ( দেহ হীন ) হও । রাজন্! তোমার এই শরীর অদ্যই নিপতিত হউক অর্থাৎ  
 তুমি বিদেহ হও ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজার পরিচারকগণ, বশিষ্ঠের অতিশাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে  
 তৎক্ষণাৎ জাগরিত করিল এবং বশিষ্ঠ ঋষি আপনার সাক্ষাৎ না পাইয়া অত্যন্ত প্রকুপিত

কুপিতং তং সমাগত্য রাজা বিগতকল্মষঃ ।  
 উবাচ বচনং শ্রুত্ব হেতুগর্ভক যুক্তিমৎ ॥ ৪৪ ॥  
 মম দোষো ন ধর্মজ্ঞ ! গতস্ত্বং তৃষ্ণাকুলঃ ।  
 হিঙ্গ্রা মাং যজমানং বৈ প্রার্থিতোহপি ময়া ভৃশম্ ॥ ৪৫ ॥  
 ন লজ্জসে বিজশ্রেষ্ঠ ! কৃত্বা কর্ম জুগুপ্সিতম্ ।  
 সন্তোষং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! জানন্ ধর্মস্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৪৬ ॥  
 পুত্রোহসি ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎসেদবেদাঙ্গবিত্তমঃ ।  
 ন বেৎসি বিপ্রধর্মস্য গতিং সূক্ষ্মাং দূরত্যায়াম্ ॥ ৪৭ ॥  
 আত্মদোষং ময়ি জ্ঞাত্বা যুধা মাং শপ্তুমিচ্ছসি ।  
 ত্যাজ্যস্ত সৃজনৈঃ ক্রোধো চাণ্ডালাদধিকো যতঃ ॥ ৪৮ ॥  
 বৃথা ক্রোধপরীতেন ময়ি শাপঃ প্রপাতিতঃ ।  
 তবাপি চ পতঙ্গদ্য দেহোহয়ং ক্রোধসংযুতঃ ॥ ৪৯ ॥  
 এবং শপ্তো যুনী রাজ্ঞা রাজা চ যুনিনা তথা ।  
 পরস্পরং প্রাপ্য শাপং দুঃখিতৌ তৌ বভূবুতুঃ ॥ ৫০ ॥

তৃষ্ণা ধনলোভেন আকুলঃ কৰ্ত্তব্যজ্ঞানবিরহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

কিয়ন্তস্তব দোষা এতেনৈবাবগচ্ছ ইত্যত আহ সন্তোষমিতি ॥ ৪৬—৫২ ॥

হইয়াছেন, এই বিষয় নিবেদন করিল ॥ ৪৩ ॥ পাপবিহীন নিমিরাজ প্রকুপিত বশিষ্ঠ  
 সন্নিধানে আগমন করিয়া বিনম্রভাবে হেতুগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত বচনে বলিতে আরম্ভ  
 করিলেন ॥ ৪৪ ॥ হে ধর্মজ্ঞ ! আমি আপনার যজমান, আমি বারংবার প্রার্থনা করিলেও  
 আপনি লোভের তৃষ্ণার ব্যাকুল হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করত অশ্রদ্ধ গমন করিয়াছেন,  
 অতএব ইহাতে আমার কিছুই দোষ নাই ॥ ৪৫ ॥ আপনি বিজবরগণের অগ্রগণ্য হইয়া এবং  
 সন্তোষকে ব্রাহ্মণগণের সারধর্ম জানিয়াও ভীদশ জুগুপ্সিত কর্ম করত লজ্জিত হইতেছেন  
 না ॥ ৪৬ ॥ আপনি ব্রহ্মার পুত্র এবং বেদ-বেদাঙ্গ পারগ হইয়াও ছন্দ্রিহর ব্রাহ্মণ ধর্মের  
 স্মরণ গতি অবগত নছেন ॥ ৪৭ ॥ আপনি আপনার নিজের দোষ আমার উপর  
 আরোপিত করিয়া আমাকে অভিশাপ দিবার নিমিত্ত বৃথা অভিশাপ করিতেছেন । ক্রোধ  
 চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিকতর দুষণীয়, অতএব তাহা পরিত্যাগ করা সৃজনগণের একান্ত  
 কৰ্ত্তব্য ॥ ৪৮ ॥ আপনি যখন অকারণ ক্রোধানলে প্রজলিত হইয়া আমার উপর অভি-  
 সম্পাত করিলেন, তখন আমিও একগে অভিশাপ দিতেছি যে আপনার এই ক্রোধযুক্ত  
 দেহ নিপতিত হউক ॥ ৪৯ ॥ মহাহাজ ! এইরূপে রাজা যুনিবরকে এবং যুনিবর রাজাকে  
 অভিশাপ প্রদান করিয়া উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ॥ ৫০ ॥ তখন বশিষ্ঠ অত্যন্ত



বশিষ্ঠস্ততিচিন্তার্থো ব্রহ্মাণঃ শরণং গতঃ ।

নিবেদয়ামাস তথা শাপং ভূপকৃতং মহৎ ॥ ৫১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

রাজ্ঞা শপ্তোহস্মি দেহোহয়ং পতন্তুদ্য তবেতি বৈ ।

কিং করোমি পিতঃ ! প্রাপ্তং কৰ্ত্তং কারপ্রপাতজম্ ॥ ৫২ ॥

অন্যদেহসমুৎপত্তৌ জনকং বদ সান্ধ্রতম্ ।

তথা মে দেহসংযোগঃ পূৰ্ব্ববৎ সমপদ্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥

যাদৃশং জ্ঞানমেতস্মিন্ দেহে তত্রাস্তু তৎ পিতঃ ! ।

সমর্থোহসি মহারাজ ! প্রসাদং কৰ্ত্তুমহসি ॥ ৫৪ ॥

বশিষ্ঠস্ত বচঃ শ্রদ্ধা ব্রহ্মা প্রোবাচ তং স্মৃতম্ ।

মিত্রাবরুণয়োন্তেজস্বঃ প্রবিশ্য স্থিরো ভব ॥ ৫৫ ॥

তস্মাদযোনিজঃ কালে ভবিতা ত্বং ন সংশয়ঃ ।

পুনর্দেহং সমাসাদ্য ধর্মযুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৫৬ ॥

ভূতাত্মা বেদবিৎ কামঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বপূজিতঃ ॥ ৫৭ ॥

হে পিতর্মে জনকং বদ কস্তোদরে ময়া জন্ম গ্রাহম্ । কিঞ্চ তথা মে ইতি । তথা তদ্বদেব মে দেহসংযোগঃ পূৰ্ব্ববৎ সমপদ্যতাং প্রাপ্তুয়াৎ । যদাকারোহয়ং দেহস্তদাকার এব দ্বিতীয়ে দেহো ভবিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

তথা যাদৃশং জ্ঞানমস্মিন্দেহেহস্তি তাদৃশমেব তস্মিন্ দেহেহপাস্বিত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৮ ॥

চিন্তাকুল হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন এবং নিমি প্রদত্ত মহৎ শাপের বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, পিতঃ ! “অদ্য তোমার এই দেহ পতিত হউক” এই বলিয়া নিমিরাজ আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে দেহপাত জনিত মহৎকষ্ট উপস্থিত হইল, অতএব আমি কি করিব ? ॥ ৫১—৫২ ॥ পিতঃ ! কোন্ ব্যক্তি হইতে জন্মগ্রহণ করিব, তাহা আপনি আমাকে বলুন এবং যাহাতে আমি পূর্বের দ্যায় দেহ প্রাপ্ত হই তাহারও উপায় করুন ॥ ৫৩ ॥ আর আমার এই দেহে যেরূপ জ্ঞান রহিয়াছে, সেই দেহেও যাহাতে সেইরূপ জ্ঞান থাকে, আপনি প্রসন্ন হইয়া স্বকীর অনীম প্রভাবদ্বারা সেইরূপ করুন, কারণ আপনি তাহা সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ রূপেই সমর্থ আছেন ॥ ৫৪ ॥

রাজন্ ! বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা আপনার সেই প্রিয় পুত্রকে কহিলেন, তুমি মিত্রাবরুণের তেজে প্রবেশ করিয়া স্থির চিন্তে অবস্থিতি কর ; তাহাতে তুমি যথাকালে অযোনিজ দেহ লাভ করিয়া পুনর্কীর ধর্মযুক্ত, সত্যনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ, সর্বজ্ঞ ও সকলের পূজিত হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৫—৫৭ ॥ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর মহর্ষি

এবমুক্তস্তদা পিত্রা প্রযযৌ বরুণালয়ম্ ।

কৃতা প্রদক্ষিণং প্রীত্যা প্রণম্য চ পিতামহম্ ॥ ৫৮ ॥

বিবেশ স তয়োর্দেহে মিত্রাবরুণয়োঃ কিল ।

জীবাংশেন বশিষ্ঠোহথ ত্যক্তা দেহমনুত্তমম্ ॥ ৫৯ ॥

কদাচিত্তুর্বশী রাজমাগতা বরুণালয়ম্ ।

যদৃচ্ছয়া বরারোহা সখীগণসমাবৃতা ॥ ৬০ ॥

দৃষ্ট্বা তামপ্সরাং দিব্যাং রূপযৌবনসংযুতাম্ ।

জাতৌ কামাতুরৌ দেবৌ তদা তাম্ চতুর্নপ ! ॥ ৬১ ॥

বিবশৌ চারুসর্বাঙ্গীং দেবকণ্ঠাং মনোরমাম্ ।

আবাং হ্রমনবদ্যাক্ষি ! বরয়স্ব সমাকুলৌ ॥ ৬২ ॥

বিহরস্ব যথাকামং স্থানেহস্মিন্ বরবর্ণিনি ! ।

তথোক্তা সা ততো দেবী তাভ্যাং তত্র স্থিতা বশা ॥ ৬৩ ॥

কৃতা ভাবং স্থিরং দেবী মিত্রাবরুণয়োগৃহে ।

সা গৃহীত্বা তয়োর্ভাবং সংস্থিতা চারুদর্শনা ॥ ৬৪ ॥

জীবাংশেন লিঙ্গদেহেন বিবেশেত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

দেবৌ মিত্রাবরুণৌ ॥ ৬১—৬২ ॥

বশিষ্ঠ, পিতামহকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বরুণালয়ে গমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর, তিনি আপনার অত্মাত্ম দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহরূপ স্বীয় জীবাংশ দ্বারা মিত্রাবরুণের দেহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ তদনন্তর কোনও সময়ে পরম-রূপলাবণ্যবতী উর্ধ্বশী স্বীয় সখীগণে পরিবৃত্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে বরুণালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬০ ॥ মিত্রাবরুণ নামক দেবতাদ্বয় রূপ-যৌবনসম্পন্ন। সেই অপ্সরাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইলেন, এবং মন্বথশরে বিমোহিত ও বিবশ হইয়া সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী মনোরমা দেবকণ্ঠা উর্ধ্বশীকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বরবর্ণিনি ! আমরা তোমাকে দর্শন করিয়া মন্বথশরে একান্ত আকুল হইয়াছি ; সুন্দরি ! তুমি আমাদিগকে বরণ করিয়া এই স্থানে যথেষ্টক্রমে বিহার করিতে থাক । তাঁহারা এইরূপ বলিলে পর উর্ধ্বশী দেবী তখন তাঁহাদিগের প্রতি অমুরাগিনী ও তাঁহাদের বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই মিত্রাবরুণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৬১-৬৩ ॥ উর্ধ্বশী তাঁহাদের প্রতি পরম অমুরাগের সহিত তথায় অবস্থিতি করিলে তাঁহাদের বীৰ্য্য এক অনাবৃত কুস্তমধ্যে পতিত হইল, তাহাতে অতিশয় মনোহর ছই ঋষিকুমার জন্মগ্রহণ করিলেন, তন্মধ্যে অগস্তি প্রথম এবং বশিষ্ঠ দ্বিতীয় হইলেন, এইরূপে মিত্রাবরুণের বীৰ্য্য হইতে ঋষিসন্তম তাপস দ্বয়ের উৎপত্তি হইল ॥ ৬৪-৬৬ ॥

তয়োস্তু পতিতং বীৰ্য্যং কুন্তে দৈবাদনারতে ।

তস্মাজ্জাতৌ যুনী রাজন্ ! ষাট্বেবাতিমনোহরৌ ॥ ৬৫ ॥

অগস্তিঃ প্রথমস্তত্র বশিষ্ঠশ্চাপরস্তথা ।

মিত্রাবরুণয়োর্বীৰ্য্যাতাপসার্ষিসত্তমৌ ॥ ৬৬ ॥

প্রথমস্ত বনং প্রাপ্তৌ বাল এব মহাতপাঃ ।

ইক্ষাকুস্ত বশিষ্ঠং তং বালং বত্রে পুরোহিতম্ ॥ ৬৭ ॥

বংশস্তাস্য সুখার্ধং বৈ পালয়ামাস পার্থিব ! ।

বিশেষেণ যুনিং জাহ্না প্রীত্যা যুক্তো বভূব হ ॥ ৬৮ ॥

এতন্তে সৰ্ব্বমাখ্যাতং বশিষ্ঠশ্চ চ কারণম্ ।

শাপাদ্বেহাস্তরপ্রাপ্তিমিত্রাবরুণয়োঃ কুলে ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
বশিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণতো জন্মগ্রহণবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অস্ত বংশস্ত সুখার্ধং পালয়ামাসেতি রাজানং প্রতি ব্যাসোক্তিঃ ॥ ৬৮—৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

প্রথম অগস্তি বাল্যকালেই মহান্ তপস্বী হইয়া বনে গমম করিলেন এবং রাজশ্রেষ্ঠ ইক্ষাকু  
বালক বশিষ্ঠকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন ॥ ৬৭ ॥ রাজন্ ! নৃপতিপ্রবর ইক্ষাকু, তাঁহা-  
দিগের বংশের কল্যাণের নিমিত্তই তাঁহাকে পালন করিতে লাগিলেন । বিশেষতঃ তিনি  
তাঁহাকে বশিষ্ঠমুনি জানিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ জনমেজয় ! এই  
আমি তোমাকে নিনিশাপে বশিষ্ঠের দেহান্তর প্রাপ্তির এবং মিত্রাবরুণের কুলে তাঁহার  
উৎপত্তির বিবরণ সমস্তই বর্ণন করিলাম ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে বশিষ্ঠের মিত্রাবরুণ হইতে জন্মগ্রহণ  
বর্ণন নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥



## পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

দেহপ্রাপ্তির্বশিষ্ঠস্য কথিতা ভবতা কিল ।  
নিমিঃ কথং পুনর্দেহং প্রাপ্তবানিতি মে বদ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বশিষ্ঠেন চ সংপ্রাপ্তঃ পুনর্দেহো নরাধিপ ! ।  
নিমিনা ন তথা প্রাপ্তো দেহঃ শাপাদনস্তরম্ ॥ ২ ॥  
যদা শপ্তো বশিষ্ঠেন তদা তে ব্রাহ্মণাঃ ক্রতো ।  
ঋত্বিজো যে রূতা রাজ্ঞা তে সর্বৈ সমচিন্তয়ন্ ॥ ৩ ॥  
কিং কর্তব্যমহোহস্মাভিঃ শাপদন্ধো মহীপতিঃ ।  
অস্মিন্ যজ্ঞে ত্বসম্পূর্ণে দীক্ষায়ুক্তশ্চ ধার্মিকঃ ॥ ৪ ॥  
কিং কর্তব্যং কার্য্যমেতদ্বিপরীতমভূৎ কিল ।  
অবশ্যং ভাবিতাবত্বাদশক্ৰাঃ স্ম নিবারণে ॥ ৫ ॥

ত্রিষষ্টিলোকবর্ষোত্ত নিমের্দ্দেহান্তরে গতিম্ ।

প্রোক্তা রাজ্ঞাঃ হৈহয়ানাং কথা প্রারভাতেহধুনা ।

পূর্বাধ্যায়ের বশিষ্ঠদেহপ্রাপ্তিকথাঃ শ্রুত্বা নিমের্দ্দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ পৃচ্ছতি দেহপ্রাপ্তি-  
রिति ॥ ১ ॥

ন তথেন্দি বশিষ্ঠবৎ সুলদেহো ন প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তর্হি কীদৃশং দেহং প্রাপ্তবানিতি চেষ্টত্ব কথ্য প্রস্তুয়তে বদেতি ॥ ৩ ॥

অস্মিন্ যজ্ঞে ত্বসংপূর্ণ ইতি । অদ্যাপি যজ্ঞো ন সংপূর্ণো দীক্ষায়ুক্তশ্চ রাজা মধ্যো এবা-  
ধুনা মরিস্যতি ততশ্চ কিং কর্তব্যমিতি চিন্তাঃ চকুরিত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের দেহান্তর প্রাপ্তির বিষয় বর্ণন  
করিলেন, কিন্তু নিমিরাজ কিরূপে পুনর্বার দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণন করেন  
নাই, এক্ষণে সেই বিষয় কীর্তন করিয়া আমার কোতুহল চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বশিষ্ঠ ঋষিই পুনর্বার দেহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিমিরাজ  
বশিষ্ঠ শাপের পর আর পূর্বা দেহ প্রাপ্ত হন নাই ॥ ২ ॥ যখন বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে অভিশাপ  
প্রদান করেন তখন যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত ঋষিক ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কি  
আশ্চর্য্য ! এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই দীক্ষিত ধার্মিক মহীপতি নিমি শাপগ্রস্ত

মন্ত্ৰৈৰ্হবিধৈর্দেহং তদা তস্মা মহাজ্ঞানঃ ।

রক্ষিতং ধারয়ামাস্ কিকিচ্ছুনসংযুতম্ ॥ ৬ ॥

গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পূজ্যমানং মুহুমূহুঃ ।

মন্ত্রশক্ত্যা প্রতিষ্ঠিত্য নির্বিকারং স্থপূজিতম্ ॥ ৭ ॥

সমাগ্রে চ ক্রতো তত্র দেবাঃ সর্বৈ সমাগতাঃ ।

ঋত্বিগ্ভিত্ত্ব স্তুতাঃ সর্বৈ স্থপ্রীতাশ্চাতবন্ নৃপ ! ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞপ্তা মুনিভিঃ স্তোত্রৈর্নির্বিঘ্নাত্মানমব্রুবন্ ।

প্রসম্মাঃ স্ম মহীপাল ! বরং বরয় স্বব্রত ! ॥ ৯ ॥

যজ্ঞেনানেন রাজর্ষে ! বরং জন্ম বিধীয়তে ।

দেবদেহং নৃদেহং বা যন্তে মনসি বাঙ্কিতম্ ॥ ১০ ॥

দৃপ্তঃ কামঃ পুরোধাস্তে মৃত্যুলোকে যথাস্থখম্ ।

এবমুক্তো নিমেরাত্মা সঙ্কটস্তানুবাচ হ ॥ ১১ ॥

তদনন্তরং মন্ত্রশক্ত্যা তস্মা লিঙ্গদেহং তন্মিমেব দেহে যজ্ঞসমাপ্তিপৰ্য্যন্তং স্তম্ভয়ামাস-  
রিত্যাহ মন্ত্ৰৈৰ্হবিধৈরিত্যিতি । কিকিচ্ছুনেনেতি । যথা ঋসোচ্ছাসসংযুক্তং কিকিৎ শ্রাব্যপে-  
ত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

দেবা যজ্ঞে হবিষা সঙ্কটী ইত্যাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞপ্তা ইতি । এতাদৃশী রাজোহবস্থা জাতেতি মুনিভির্বোধিতা ইত্যর্থঃ । তে বিজ্ঞপ্তা  
দেবা নির্বিঘ্নাত্মানং খিন্নাত্মানং রাজানমবব্রুৱনিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যজ্ঞেনানেনাপূর্বে ক্রতে সতি দিব্যং জন্ম বিধীয়তে প্রাপ্যতে ইত্যর্থঃ । অতো দেব-  
দেহং নৃদেহং বা যন্তে মনসি বাঙ্কিতং ভবতি তং দেহং বরয়েত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

দৃপ্ত ইতি যথা তে পুরোণা উপাধ্যায়ো বশিষ্ঠাচ্ছাপাৎ পূর্কদেহং ত্যক্ত্বা যথাস্থখং মৃত্যু-  
লোকে এব তদেহসদৃশ্বিতীরদেহধারণং কৃত্বা দৃপ্তো গর্কিতস্তিষ্ঠতি তথা তবাপেক্ষিতং

হইলেন ; এই কার্য্য বিপরীত হইয়া উঠিল, আমরা কি করিব, যাহা অবশ্যজ্ঞাবী তাহা  
অবশ্যই ঘটবে, অতএব আমরা কি করিয়া ইহার নিবারণ করিব ॥৩—৫॥ তখন তাঁহারা সেই  
মহাত্মার কিকিৎ নিশ্বাস-সমব্রিত দেহকে বহুবিধ মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিলেন এবং মালা গন্ধাদি  
দ্বারা মুহুমূহুঃ পূজা করিয়া বিবিধ যজ্ঞে মন্ত্রশক্তি দ্বারা স্তম্ভিত ও বিকারবিহীন করিয়া  
রাজাকে উক্ত দেহ ধারণ করাইলেন ॥৬—৭॥ অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপিত হইলে ঋষিগণ  
দেবতাগণের স্তব করিতে লাগিলেন, তাহাতে দেবগণ প্রীত ও সঙ্কট হইয়া সেই স্থানে  
আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন মুনিগণ নৃপতির সমস্ত অবস্থা জানাইলে দেবগণ হুঃখিত  
নৃপতিকে কহিলেন, হে স্বব্রত ! আমরা আপনার যজ্ঞাশ্রুষ্ঠানে প্রসন্ন হইয়াছি এক্ষণে  
আপনি আমাদের নিকট বর গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥ নৃপবর ! এই যজ্ঞের অশ্রুষ্ঠান ফলে  
আপনার উৎকৃষ্ট জন্ম হওয়া উচিত অতএব আপনি দেবদেহ অথবা নরদেহ বাহা অভিলাষ

ন দেহে মম বাঞ্ছাস্তি সর্বদৈব বিনশ্বরে ।

বাসো মে সর্বসত্ত্বানাং দৃষ্টাবস্তু স্মরোক্তমাঃ ! ॥ ১২ ॥

নেত্রেষু সর্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরাম্যহম্ ।

এবমুক্তাঃ স্মরাস্তত্র নিমেরাঙ্গানমববন্ ॥ ১৩ ॥

প্রার্থয় ত্বং মহারাজ ! দেবীং সর্বেশ্বরীং শিবাম্ ।

মথেনানেন সন্তুষ্টা সা তেহভীকং বিধাশ্রুতি ॥ ১৪ ॥

স দেবৈরেবমুক্তস্ত প্রার্থয়ামাস দেবতাম্ ।

স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দৈব্যৈর্ভক্ত্যা গদগদয়া গিরা ॥ ১৫ ॥

প্রসন্না সা তদা দেবী প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং রূপং লাবণ্যদীপিতম্ ॥ ১৬ ॥

চেতুদপি বরয়েত্যর্থঃ । নিমেরাশ্রুতি । অনেন চ রাজা বশিষ্ঠশাপেন দেহাভিমানং ত্যক্তা গন্তকামো ব্রাহ্মণৈর্মম্বলেন স্তম্ভিতস্তদেহাভিমানং ত্যক্তা লিঙ্গাশ্রাভিমানেন হিত ইতি বোধিতম্ ॥ ১১ ॥

সর্বসত্ত্বানাং সর্বজীবানাং দৃষ্টৌ মম বাসো ভবদ্বিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

এতৎপ্রয়া প্রার্থিতং দাতুমশ্যকং শক্তির্নাস্তি পরতন্ত্রাণাং যন্মিন্ যন্মিন্ কার্যো বয়ং তগ-  
বত্যা নিযুক্তান্তদেব কর্তুং শক্যমো যদি তব তথেষ্টাস্তি তর্হি তগবতীমেব প্রার্থয়েত্যাহঃ  
প্রার্থয় ত্বমিতি ॥ ১৪ ॥

দেবতাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং তগবতীম্ ॥ ১৫ ॥

রূপমিতি । তৃতীয়স্কন্ধোক্তপ্রকারকম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

করেন তাহাই প্রার্থনা করুন ॥ ১০ ॥ অথবা আপনার পুরোহিত যেমন পূর্বদেহ পরিত্যাগ  
পূর্বক তৎসদৃশ দ্বিতীয় দেহ ধারণপূর্বক গর্ভিত হইয়া মৃত্যুলোকে অবস্থিতি করিতেছেন,  
আপনার ইচ্ছা হইলে তদ্রূপও প্রার্থনা করিতে পারেন । মহারাজ ! দেবগণ এইরূপ বলিলে  
পর নিমিরাজের আশ্রা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

স্মরসন্তমগণ ! যে দেহ সর্বদাই বিনষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আমার অতিলাষ নাই,  
অতএব সমস্ত জীবগণের নেত্রযুগলের উপরিভাগে আমার বসতি হউক ॥ ১২ ॥ আমি  
অখিল প্রাণিগণের নেত্রোপরি বায়ুরূপে বিচরণ করিব ইহাই আমার প্রার্থনা । নিমিরাজ  
এইরূপ কহিলে পর স্মরগণ নিমির আশ্রাকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি শিবরূপিণী  
সর্বেশ্বরী দেবীর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি এই বক্ষ দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অতএব  
অবশ্যই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবেন ॥ ১৩—১৪ ॥ নিমিরাজ দেবগণের সেই বচন  
শ্রবণ করিয়া ভক্তিতাবে গদগদ বাক্যে নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা দেবীর নিকট প্রার্থনা  
করিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ আসিলা উপস্থিত হইলেন ;  
তাঁহার কোটি সূর্য্য সদৃশ জ্যোতিঃ ও রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত ও



দৃষ্টা প্রমুদিতাঃ সৰ্ব্বৈ কৃতকৃত্যশ্চ চেতসি ।  
 প্রসম্মায়াং দেবতায়্যাজ্ঞা বত্রে বরং নৃপ ! ॥ ১৭ ॥  
 জ্ঞানং তদ্বিমলং দেহি যেন মোক্ষো ভবেদপি ।  
 নেত্রেষু সৰ্বভূতানাং নিবাসো মে ভবেদिति ॥ ১৮ ॥  
 ততঃ প্রসম্মা দেবেশী প্রোবাচ জগদম্বিকা ।  
 জ্ঞানং তে বিমলং ভূয়াৎ প্রারক্সাবশেষতঃ ॥ ১৯ ॥  
 নেত্রেষু সৰ্বভূতানাং নিবাসোহপি ভবিষ্যতি ।  
 নিমিষং যাস্তি চক্ষুঃসি ত্বংকৃতেনৈব দেহিনাম্ ॥ ২০ ॥  
 তব বাসাৎ সনিমিষা মানবাঃ পশবস্তথা ।  
 পতঙ্গাশ্চ ভবিষ্যন্তি পুনশ্চানিমিষাঃ সুরাঃ ॥ ২১ ॥  
 ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ তদা শ্রীপরদেবতা ।  
 আমন্ত্র্য চ মুনীন্ সৰ্ব্বাঃস্তত্রৈবাস্তুহিতাভবৎ ॥ ২২ ॥  
 অস্তুহিতায়্যাজ্ঞাং দেব্যাস্তু মুনয়স্তত্র সংস্থিতাঃ ।  
 বিচিন্ত্য বিধিবৎ সৰ্বৈ নিমেষদেহং সমাহরন্ ॥ ২৩ ॥

রাজা প্রথমঃ জ্ঞানং যাচিতমিত্যাহ জ্ঞানং তদिति । কিঞ্চ যাবৎ প্রারক্সং কৰ্ম ন ভূক্তং তাবন্নেত্রেষু বাসো ভবত্বিতি দ্বিতীয়ঃ বরং বত্রে ইত্যাহ নেত্রেদ্বিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

নিবাসো বায়ুরূপেণেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সনিমিষা নেত্রনিমীলনবস্ত ইত্যর্থঃ । নিমীলনাদেবীষুকার্যাদ্বাদিত্যি ভাবঃ । পুনশ্চানিমিষা ইতি । যে সনিমিষাস্ত এবানিমিষা অপি ভবিষ্যন্তি । তব বায়ুরূপস্ত নিবাসাদিত্যর্থঃ । অনিমিষা উন্মীলনবস্ত ইত্যর্থঃ । ন কেবলং মানবা এব এতাদৃশাঃ কিন্তু ন সুরা অপি ইত্যাহ । সুরা ইতি ॥ ২১—২২ ॥

প্রক্লিষ্ট হইয়া মনে মনে আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বোধ করিতে লাগিলেন । তখন রাজা ভগবতী দেবীকে প্রসন্ন জানিয়া তাহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, দেবি ! বন্দারা মোক্ষলাভ হয়, আমাকে সেই বিমল তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করুন, আর যাহাতে সমস্ত জীবগণের নেত্রোপরি আমার বসতি হয় আপনি তাহাও করুন ॥ ১৬—১৮ ॥ অনন্তর সুপ্রসন্ন সুশ্রেষ্ঠী জগদম্বিকা দেবী কহিলেন, নৃপবর ! প্রারক্স কার্যের অবসানে তোমার বিমল জ্ঞানলাভ এবং সমস্ত জীবগণের নেত্রোপরি বায়ুরূপে বসতি হইবে, তোমার আশিষ্টান হেতুই দেহিগণের নেত্রযুগল নিমেষবিশিষ্ট হইবে ॥ ১৯—২০ ॥ তোমার নিবাস হেতুই মানবগণ, পশুগণ ও পতঙ্গগণের নেত্রোপরি নিমেষ হইবে, কিন্তু অমরগণ অনিমিষ থাকিবেন ॥ ২১ ॥ পরমেশ্বরী ভগবতী তাহাকে এইরূপ বরপ্রদান পূর্বক সমস্ত মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া সেই স্থানেই অস্তুহিত হইলেন ॥ ২২ ॥ দেবী অস্তুহিত হইলে তদ্বস্থিত মুনিগণ বহুতর চিন্তা করিয়া

অরুণিং তত্র সংস্থাপ্য মমসু মন্ত্রবস্তদা ।  
 মন্ত্রহোমৈর্মহাশ্রানঃ পুত্রহেতোর্নিমেরথ ॥ ২৪ ॥  
 অরুণ্যাং মধ্যমানায়াং পুত্রঃ প্রাচুরভূতদা ।  
 সর্বলক্ষণসম্পন্নঃ সাক্ষান্নিমিরিবাপরঃ ॥ ২৫ ॥  
 অরুণ্যামথনাজ্জাতস্তস্মান্নিমিথিরিতি শ্রুতঃ ।  
 যেনায়ং জনকাজ্জাতস্তেনাসৌ জনকোহভবৎ ॥ ২৬ ॥  
 বিদেহস্ত নিমির্জাতো যস্মাত্তস্মাত্তদশ্রয়ে ।  
 সমুদ্ভূতাস্ত রাজানো বিদেহা ইতি কীর্তিতাঃ ॥ ২৭ ॥  
 এবং নিমিস্রতো রাজা প্রথিতো জনকোহভবৎ ।  
 নগরী নির্মিতা তেন গঙ্গাতীরে মনোহরা ॥ ২৮ ॥  
 মিথিলেতি স্তুবিখ্যাতা গোপুরাট্টালসংযুতা ।  
 ধনধান্যসমায়ুক্তা হট্টশালাবিরাজিতা ॥ ২৯ ॥  
 বংশেশ্চস্মিনু যেহপি রাজানস্তে সর্বৈ জনকাস্তথা ।  
 বিখ্যাতা জ্ঞানিনঃ সর্বৈ বিদেহাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩০ ॥  
 এতত্তে কথিতং রাজন্নিমেরাখ্যানমুত্তমম্ ।  
 শাপাদ্ যস্য বিদেহত্বং বিস্তরাছুদিতং ময়া ॥ ৩১ ॥

সমাহরন্ মন্বনর্থং গৃহীতবস্তুঃ ॥ ২৩—২৫

বিধিপূর্বক মথন করিবার নিমিত্ত নিমির দেহ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩ ॥ মহাত্মা সুনিগণ  
 নিমির পুত্রের নিমিত্ত হোম করিয়া তৎপরে তাঁহার দেহে অরুণি (মহন কাষ্ঠ) সংস্থাপন  
 পূর্বক মন্ত্র উচ্চারণ করত মহন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ এইরূপে অরুণি মথিত হইলে  
 পর সর্বলক্ষণ সম্পন্ন সাক্ষাৎ দ্বিতীয় নিমির ছায় একটি পুত্র উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥ এই  
 পুত্র অরুণির মহন দ্বারা জন্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া মিথি নামে এবং জনকের অঙ্গ হইতে  
 জন্মিলেন বলিয়া জনক নামে অভিহিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ রাজন্! নিমিরাজ বশিষ্ঠ-শাপে  
 বিদেহ অর্থাৎ দেহহীন হইয়াছিলেন বলিয়া তৎশ-সমুৎ সকলেই বিদেহ বলিয়া পরিকীর্তিত  
 হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ এইরূপে নিমির পুত্র জনকরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি  
 গঙ্গাতীরে মনোরম। এক নগরী নির্মাণ করেন, তাঁহার নামানুসারে ঐ নগরী মিথিলা  
 বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । জনকরাজ এই নগরী, হর্গ তোরণ হট্টশালা ও বহুতর অট্টালিকায়  
 পরিশোভিত করিয়া ধনধান্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ২৮-২৯ ॥ মহারাজ! এই  
 বংশের রাজগণ সকলেই জনক বলিয়া বিখ্যাত এবং সকলেই জ্ঞানসম্পন্ন ও বিদেহ বলিয়া  
 পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ রাজন্! শাপবশে বাহার বিদেহ প্রাপ্তি হইয়াছিল,

রাজোবাচ !

ভগবন্ ! ভবতা প্রোক্তং নিমিশাপস্ত্য কারণম্ ।  
 শ্রদ্ধা সন্দেহমাপন্নং মনো মেহতীব চঞ্চলম্ ॥ ৩২ ॥  
 বশিষ্ঠো ব্রাহ্মণশ্চেষ্ঠো রাজ্ঞৈশ্চৈব পুরোহিতঃ ।  
 পুত্রঃ পঞ্চজযোনেস্তু রাজ্ঞা শপ্তঃ কথং যুনিঃ ॥ ৩৩ ॥  
 গুরুঞ্চ ব্রাহ্মণং জ্ঞাত্বা নিমিনা ন কৃত্য কমা ।  
 যজ্ঞকৰ্ম্ম শুভং কৃত্বা কথং ক্রোধমুপাগতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 জ্ঞাত্বা ধৰ্ম্মস্য বিজ্ঞানং কথমিক্কাকুসম্ভবঃ ।  
 ক্রোধস্য বশমাপন্নঃ শপ্তবান্ ব্রাহ্মণং গুরুম্ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কমাতিদুর্লভা রাজন্ ! প্রাণিভিরজিতাত্মভিঃ ।  
 কমাবান্ দুর্লভো লোকে স্তমমর্থো বিশেষতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 সৰ্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী মুনির্ভবতু তাপসঃ ।  
 নিদ্রাক্রোধোবিজেতা চ যোগাত্যাসে স্থনিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৭ ॥  
 কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো হৃহকারশ্চতুর্থকঃ ।  
 দুর্জয়্যা দেহমধ্যস্থা রিপবন্তেন সৰ্ব্বথা ॥ ৩৮ ॥

মিথিরিতি । প্ৰবোধরাদিহাং সাধুত্বম্ । অনেন কারণেন জনকনামাতবদিত্যর্থঃ ॥ ২৬-৩৭ ॥

আমি সেই নিমিরাজের অত্যুত্তম এই উপাখ্যান আপনার নিকট বিস্তার পূৰ্ব্বক কীর্তন করিলাম ॥ ৩১ ॥

রাজা কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি নিমিশাপের কারণ কীর্তন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মন অত্যন্ত সংশয়াপন্ন ও অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল ॥ ৩২ ॥ বশিষ্ঠ ঋষি, ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মার পুত্র, বিশেষত তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন ; অতএব তিনি কি নিমিত্ত রাজা কর্তৃক অতিশপ্ত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ নিমিরাজ তাঁহাকে গুরু ও ব্রাহ্মণ জানিয়াও কমা করিলেন না কেন ? তিনি ঈদৃশ মঙ্গলজনক যজ্ঞকৰ্ম্ম করিয়াও কি অজ্ঞ ক্রোধপরবশ হইলেন ? ॥ ৩৪ ॥ তিনি ইক্ষাকুবংশে উৎপন্ন এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়াও কি কারণে ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিজ গুরু ব্রাহ্মণকে অতিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! অজিতেন্দ্রিয় প্রাণিগণের পক্ষে কমা অতিশয় দুর্লভ, বিশেষত সমর্থ থাকিয়া কমাবান্ একরূপ ব্যক্তি ত্রিলোক মধ্যে অতিশয় দুর্লভ ॥ ৩৬ ॥ যিনি সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধ ও নিদ্রা জয় করত সৰ্ব্বদা যোগাত্যাসে নিবৃত্ত থাকেন সেই তপোধন



ন ভূতপূৰ্বঃ সংসারে ন চৈব বৰ্ত্ততেহধুনা ।  
 ভবিতা ন পুমান্ কশ্চিদ্ যো জয়েত রিপুনিমান্ ॥ ৩৯ ॥  
 ন স্বৰ্গে ন চ ভুলোকে ব্রহ্মলোকে হরেঃ পদে ।  
 কৈলাসে নেদৃশঃ কশ্চিদ্ যো জয়েত রিপুনিমান্ ॥ ৪০ ॥  
 মুনয়ো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ তথাস্তে তাপসোত্তমাঃ ।  
 তেহপি গুণত্রয়াবিদ্ধাঃ কিংপুনৰ্মানবা ভুবি ॥ ৪১ ॥  
 কপিলঃ সাংখ্যবেত্তা চ যোগাভ্যাসরতঃ শুচিঃ ॥  
 তেনাপি দৈবযোগাদ্ধি প্রদক্ষাঃ সগরান্নজাঃ ॥ ৪২ ॥  
 তস্মাদ্রাজমহাকারাত্ সঞ্জাতং ভুবনত্রয়ম্ ।  
 কার্য্যকারণভাবাত্তু তদ্বিস্কৃতং কথং ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥  
 ব্রহ্মা গুণত্রয়াবিষ্টো বিষ্ণুশ্চৈবাত্ম শঙ্করঃ ।  
 প্রভবন্তি শরীরেষু তেষাং ভাবাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৪ ॥  
 মানবানাঞ্চ কা বার্তা সত্বেকাস্তব্যবস্থিতৌ ।  
 গুণানাং সঙ্করো রাজন্ ! সৰ্ব্বত্র সমবস্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥

তেনাপি পুরুষেণ দেহমধ্যস্থা এতে রিপবো দুর্জেরা ইত্যর্থঃ । জেতুমশক্যা ইতি তাৎ-  
 পর্য্যম্ ॥ ৩৮—৪৪ ॥

সত্বেকাস্তব্যবস্থিতৌ সৰ্ব্বত্র নিরন্তরমবস্থিতাবিত্যর্থঃ । সৰ্ব্বত্র দেবাদিসৰ্ব্বপ্রাণিমাাত্র-  
 দেহেষু ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মুনিই কাম ক্রোধ লোভ ও অহঙ্কার প্রভৃতি দেহ মধ্যস্থিত রিপুগণকে সৰ্ব্বতোভাবে  
 জয় করিতে পারেন না ॥ ৩৭—৩৮ ॥ যিনি এই রিপুগণকে জয় করিতে পারেন এই  
 অখিল সংসার মধ্যে একরূপ পুরুষ পূৰ্বে কেহই ছিলেন না, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই এবং  
 পরেও জন্মগ্রহণ করিবেন না ॥ ৩৯ ॥ যিনি এই রিপুনিচয়কে পরাজিত করিতে পারেন  
 একরূপ কোনও পুরুষ ভূতলে বা স্বর্গে, ব্রহ্মলোকে বা বৈকুণ্ঠে, অধিক কি, কৈলাসেও  
 বিদ্যমান নাই ॥ ৪০ ॥ যখন ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য তাপসোত্তম ঋষিগণ সকলেই  
 সৰ্ব্ব রজ ও তমোগুণ দ্বারা পরিবিদ্ধ, তখন ভূতলস্থিত সামান্য মানবগণের কথা আর কি  
 বলিব ॥ ৪১ ॥ দেখুন, কপিল ঋষি সাংখ্যবেত্তা যোগাভ্যাসনিরত ও পবিত্রাত্মা ছিলেন  
 তিনিও দৈবযোগে ক্রোধপরবশ হইয়া সগর নৃপতির পুত্রগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥  
 রাজন্ ! অহঙ্কার হইতে এই ত্রিভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব অখিল সংসার ও অহঙ্কার  
 পরস্পরে কার্য্যকারণভাবে সঙ্কট, তবে এই সংসারোৎপন্ন জীব কিরূপে সেই অহঙ্কার  
 হইতে বিযুক্ত হইতে পারে ? ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহারাও গুণত্রয় দ্বারা আবিষ্ট,  
 তাঁহাদের শরীরেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ তবে মানবগণের

কদাচিৎ সত্ত্ববুদ্ধিঃ স্তাৎ কদাচিদ্রজসঃ কিল ।

কদাচিত্তমসৌ বুদ্ধিঃ সমভাবঃ কদাচন ॥ ৪৬ ॥

নিগুণঃ পরমাত্মাসৌ নির্লেপঃ পরমোহব্যয়ঃ ।

অলক্ষ্যঃ সর্বসত্ত্বানামগ্রমেয়ঃ সনাতনঃ ॥ ৪৭ ॥

তথৈব পরমা শক্তির্নিগুণা ব্রহ্মসংস্থিতা ।

ছজ্জেরা চান্নমতিভিঃ সর্বভূতব্যবস্থিতিঃ ॥ ৪৮ ॥

পরাত্মনস্তথা শক্তেস্তুয়োৱৈক্যং সদৈব হি ।

অভিন্নং তদ্বপুজ্ঞীহা মুচ্যতে সর্বদোষতঃ ॥ ৪৯ ॥

তজ্জ্ঞানাদেব মোক্ষঃ স্তাদিতি বেদাস্তডিগুণমঃ ।

যো বেদ ন বিমুক্তোহস্মিন্ সংসারে ত্রিগুণাত্মকে ॥ ৫০ ॥

সমভাবঃ সাম্যাবস্থা ন কস্তাপীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

একং পরমাত্মানমেকাং মায়াঞ্চ হিহ্না সর্বৈ গুণত্রয়েণ বদ্ধা ইত্যাহ নিগুণ ইতি ॥ ৪৭-৪৮ ॥

তয়োৱৈক্যমিতি । চক্রচক্ষিকরোরিব বহিদাহকতরোরিবেতি ভাবঃ । ন হি শক্তিমতঃ শক্তিঃ কচিৎ পৃথগুপলভ্যত ইতি । সা চ শক্তির্যদাত্তমুখা তিষ্ঠতি তদা ব্রহ্মভেদেন ভাসতে । যদা পুনর্বহিমুখা তিষ্ঠতি তদা চৈতন্ত্যাৎ পৃথগ্ভাসতে তথা চাভিন্নং তদ্বপুৱিত্যনে-  
নাত্তমুখশক্তিবিশিষ্টমভিন্নব্রহ্মমায়ারূপমুক্তং ভবতি তদ্বপুজ্ঞীহা সর্বদোষাদবিদ্যারূপাদ্গুণ-  
ত্রয়াদিরূপান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্যমেব সর্ববেদসিদ্ধান্ত ইত্যাহ তজ্জ্ঞানাদেবেতি । তথা চ শ্রুতিঃ । তে ধ্যানযোগাচ্চ-  
গতা অপস্তন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি শ্বেতাশ্বতরে । তদ্বক্তৃমাসংহিতায়াম্ ।  
মায়াঞ্চ প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়াবি ব্রহ্ম শাস্বতম্ । অভিন্নং তদ্বপুজ্ঞীহা মুচ্যতে ভববন্ধনাদিতি ।  
অত্মমুখা শক্তিরেব বিদ্যোতি শৈবাগমাচ্চ ॥ ৫০ ॥

দেহে যে সত্ত্বগুণের একান্ত অবস্থিতি সংঘটিত হইবে না তদ্বিশয়ে আর বক্তব্য কি আছে ?  
কারণ, সংমিশ্রিত গুণত্রয়ই সর্বত্র অবস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ অতএব, কখনও সত্ত্বগুণের  
কখনও রজোগুণের এবং কখনও তমোগুণের বুদ্ধি হইয়া থাকে এবং কখনও বা ইহাদের  
সমভাবে অবস্থিতি হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ রাজেন্দ্র ! কেবল সেই সনাতন পরম পুরুষই অব্যয় ও  
নির্লেপ এবং সর্বভূতের অগ্রমেয় ও অলক্ষ্য ; সেই পরাংপর পরমাত্মাই নিগুণ ; আর, যিনি  
সকল জীবেই অবস্থান করিতেছেন, যিনি অন্নবৃদ্ধি ব্যাক্তিগণের ছজ্জেরা সেই ব্রহ্মরূপিনী  
পরমাশক্তিকে ও নিগুণা জানিবেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥ পরমাত্মা ও পরমাশক্তির ঐক্য সর্বদাই বিদ্যমান  
আছে ; তাঁহাদের মূর্তি অভিন্ন, যখন এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই জীবগণ সর্বপ্রকার  
দোষ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ “সেই জ্ঞান হইতেই মোক্ষলাভ হয়” বেদান্তশাস্ত্রে ইহা  
ডিগুণশব্দের দ্বারা বিধোষিত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি তাহা বিদিত হয় সে এই ত্রিগুণাত্মক  
সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে সন্দেহ নাই ॥ ৫০ ॥ মহারাজ ! জ্ঞান ছই প্রকার তদ্বধ্যে শাস্ত্রিক

জ্ঞানস্ত্ব দ্বিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রিকং প্রথমং স্মৃতম্ ।

বেদশাস্ত্রার্থবিজ্ঞানান্তত্বেদে বুদ্ধিবোগতঃ ॥ ৫১ ॥

বিকল্পান্তত্বে বহবো ভবন্তি মতিকল্পিতাঃ ।

“কৃতকল্পিতাঃ কেচিৎ স্মৃতকল্পিতাঃ পরে ।

বিতর্কৈর্বিভ্রমোৎপত্তির্বিভ্রমাদ্ বুদ্ধিভ্রংশতা ।

বুদ্ধিভ্রংশাজ্ঞাননাশঃ প্রাণিনাম্পরিকীর্তিতঃ ॥”

অনুভবাখ্যঃ দ্বিতীয়ঃ জ্ঞানস্তদুন্নতঃ নৃপ ! ॥ ৫২ ॥

তত্তদা প্রাপ্যতে তস্য বেত্তুঃ সঙ্গো যদা ভবেৎ ।

শব্দজ্ঞানায় কার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি ভারত ! ॥ ৫৩ ॥

তস্মান্নানুভবজ্ঞানং সম্ভবত্যতিমানুষম্ ।

অন্তর্গতং তমশ্ছেতুং শব্দবোধো হি ন ক্রমঃ ।

যথা ন নশ্চতি তমঃ কৃতয়া দীপবার্তয়া ॥ ৫৪ ॥

তৎ কৰ্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে ।

আয়াসায়াপরং কৰ্ম বিদ্যায়া শিল্পনৈপুণম্ ॥ ৫৫ ॥

শাস্ত্রিকমিতি শব্দশ্রবণমাত্রেন জ্ঞায়মানং পরোক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তত্র মতিকল্পিতা বিতর্কাঃ সংশয়বিপর্যাসাদিরূপা বহবো জায়ন্ত ইতি ন তজ্ঞানং মোক্ষদায়কমিত্যর্থঃ । অনুভবামিতি । অপরোক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

তত্তদেতি । তদপরোক্ষজ্ঞানং যদা বেত্তুরনুভবিতুঃ সঙ্গো ভবেত্তদৈব ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

জ্ঞান প্রথম, বেদশাস্ত্রার্থ বিজ্ঞান হইতে বুদ্ধিবোগ দ্বারা সেই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ তাহাতে মানবগণের মতিকল্পিত বহুতর বিতর্ক দৃষ্ট হয়। “তন্মধ্যে কতকগুলি কৃতকল্পিত ও কতকগুলি স্মৃতকল্পিত। এই বিতর্ক দ্বারা প্রাণিগণের প্রমের উৎপত্তি, ভ্রমদ্বারা বুদ্ধিভ্রংশ ও বুদ্ধিভ্রংশ দ্বারা জ্ঞাননাশ হয়।” রাজন্! দ্বিতীয় জ্ঞানের নাম অনুভব বা অপরোক্ষ জ্ঞান, সেই জ্ঞান প্রাণিগণের গকে অত্যন্তই দুর্লভ জানিবেন ॥ ৫২ ॥ যখন অনুভবকর্তা যদুগুর সহিত সঙ্গ সংঘটিত হয় তখনই সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ফলত শব্দ জ্ঞান হইতে কার্য্যসিদ্ধি হয় না অতএব তাহা হইতে আলৌকিক অনুভব জ্ঞানের (অপরোক্ষের) উৎপত্তিও হইতে পারে না, এজন্য সেই জ্ঞানের নিমিত্ত মহৎ আয়াসের প্রয়োজন। রাজন্! যেমন প্রদীপ প্রজ্বলিত না করিয়া তাহার কথা মাঝেই অন্ধকার বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ শব্দবোধমাত্র অন্তরের অন্ধকার নাশ করিতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ৫৩-৫৪ ॥ বাহ্য বন্ধনের নিমিত্ত হয় না তাহাকেই বর্ধার কৰ্ম এবং বাহ্যতে মুক্তি লাভ হয় তাহাকেই বর্ধার বিদ্যা বলা যাইতে পারে। ফলত অপর কৰ্ম সকল কেবল



শীলং পরহিতদ্বঞ্চ কোপাভাবঃ কমা ধৃতিঃ ।  
 সন্তোষশ্চেতি বিদ্যায়াঃ পরিপাকোজ্জ্বলং ফলম্ ॥ ৫৬ ॥  
 বিদ্যায়া তপসা বাপি যোগাত্যাসেন ভূপতে ! ।  
 বিনা কামাদিশক্রুণাং নৈব নাশঃ কদাচন ॥ ৫৭ ॥  
 “মনস্ত চঞ্চলং রাজন্ ! স্বভাবাদতিদুঃখম্ ।  
 তদ্বশঃ সর্বথা প্রাণী ত্রিবিধো ভুবনত্রয়ে ॥”  
 কামক্রোধাদয়ো ভাবাশ্চিত্তজাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।  
 তে তদা ন ভবন্ত্যেব যদা বৈ নির্জিতং মনঃ ॥ ৫৮ ॥  
 তস্মাত্তু নিমিনা রাজন্ন কমা বিহিতা মুনৌ ।  
 যথা যযাতিনা পূৰ্ব্বং কৃতা শুক্রে কৃতাগসি ॥ ৫৯ ॥  
 ভৃগুপুত্রেন শপ্তোহপি যযাতিনৃপসত্তমঃ ।  
 ন শশাপ মুনিং ক্রোধাজ্জরাং রাজা গৃহীতবান্ ॥ ৬০ ॥  
 কশ্চিৎ সৌম্যো ভবেৎ কশ্চিৎ ক্রুরো ভবতি পার্থিবঃ ।  
 স্বভাবভেদান্মপতে ! কশ্চ দোষোহত্র কল্যাতে ॥ ৬১ ॥

সম্ভবত্যাতিমাহুযমিতি সহজতয়া ন সম্ভবতি কিন্তু মহতায়াসেনেতি ভাবঃ ॥৫৪—৫৬ ॥

ইদমেতাবৎপর্যাস্তমপ্রকৃতং কিমর্থমুক্তং তজ্জাহ বিদ্যয়েতি ॥ ৫৭ ॥

কামাদিশক্রনাশসাধনমুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

তথা চ নিমেষ্তাদৃশসাধনাভাবেন মনোজরাভাবাৎ ক্রোধাদেঃ সম্ভবান্নিমিনা মুনৌ কমা  
 ন বিহিতেত্যর্থঃ । কৃতা কমেতিশেষঃ । যথা যযাতিনা পূৰ্ব্বং শুক্রে কৃতাগসি কমা কৃতা তথা  
 নিমিনা ন কৃতেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

আয়াসের নিমিত্ত এবং অপর বিদ্যা কেবল শিল্পনৈপুণ্য মাত্র হইয়া থাকে ॥৫৫॥ শীলতা,  
 পরোপকার, অক্রোধ, কমা, ধৈর্য ও সন্তোষ এ সকলই বিদ্যাবল্লীর পরিপক উজ্জ্বল ও  
 উত্তম ফল ॥ ৫৬ ॥ রাজন্ ! বিদ্যা, তপস্যা ও যোগাত্যাস ব্যতিরেকে কদাচই কামাদি  
 শক্র সকলের বিনাশ হয় না ॥ ৫৭ ॥ “জীবগণের মন স্বভাবতই চঞ্চল ও অবশ, প্রাণি-  
 গণ সর্বতোভাবে মনের বশীভূত, অতএব তাহারা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইয়া এই  
 সংসার মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে ।” কাম ক্রোধাদি ভাব সকল মন হইতেই উৎপন্ন  
 হইয়া থাকে, যখন মনকে পরাজিত করিতে পারা যায় তখন আর সেই সকল ভাব  
 উৎপন্ন হইতে পারে না ॥৫৮॥ রাজন্ ! এই জন্তই পূৰ্বে শুক্রাচার্য্য অপরাধ করিলে যযাতি  
 যেমন তাহাকে কমা করিয়াছিলেন, নিমিরাজ বশিষ্ঠ ঋষির প্রতি সেরূপ কমা করিতে  
 সমর্থ হন নাই ॥ ৫৯ ॥ নৃপসত্তম যযাতি ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া  
 ক্রোধবশে মুনিবরকে প্রতিশাপ প্রদান না করিয়া আপনিই জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৬০॥

হৈহয়ঃ ভার্গবান্ পূৰ্ব্বং ধনলোভাৎ পুরোহিতান্ ।  
 ব্রাহ্মণান্ মূলতঃ সৰ্ব্বাংশিচ্ছিছুঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ॥ ৬২ ॥  
 গৰ্ভানকৰ্ত্তয়ন্ তেষাং কল্লিয়াঃ কুপিতা ভূশম্ ।  
 পাতকং পৃষ্ঠতঃ কৃৎন ব্রাহ্মহত্যা সমুদ্ভবম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
 নিমের্দেহাস্তুরগতিবর্ণনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সংক্ষেপতস্তাং কথামাহ ভৃগুপুত্রোণেতি ॥ ৬০—৬১ ॥

কশিৎ সৌম্য ইত্যত্র যযাতিদৃষ্টোক্তঃ কশিৎ জুর ইত্যত্র হৈহয়দৃষ্টোক্ত ইত্যাহ হৈহয়ঃ  
 ইতি ॥ ৬২ ॥

পাতকং পৃষ্ঠতঃ কৃৎন তদগণয়িত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হে নরাধিপ ! স্বভাববশে কোনও রাজা শাস্ত্যভাবসম্পন্ন এবং কোনও রাজা জুরস্বভাব  
 হইয়া থাকেন, অতএব এ বিষয়ে কাহার দোষ কর্ত্তনা করা যাইতে পারে ? ॥ ৬১ ॥ দেখুন,  
 পূৰ্ব্বকালে হৈহয়গণ ধনলোভের বশীভূত ও ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া ভৃগুবংশীর পুরোহিত  
 ব্রাহ্মণগণকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছিল ॥ ৬২ ॥ অধিক কি, সেই কল্লিয়গণ ব্রাহ্মহত্যা  
 পাপকে লক্ষ্য না করিয়া অতিশয় ক্রোধবশত সেই ব্রাহ্মণগণের গৰ্ভস্থ বালকগণকেও ছেদন  
 করিয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নিমির দেহাস্তুরগতি ও হৈহয়কথারন্ত  
 নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

# ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কূলে কশ্চ সমুৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়া হৈহয়াশ্চ যে ।  
ব্রহ্মহত্যামনাদৃত্য নিজস্মূর্ত্যর্গবাংশ্চ যে ॥ ১ ॥  
বৈরশ্চ কারণং তেষাং কিং মে ব্রুহি পিতামহ ! ।  
নিমিত্তেন বিনা ক্রোধঃ কথং কুর্বন্তি সত্তমাঃ ॥ ২ ॥  
বৈরং পুরোহিতৈঃ সার্কং কস্মাত্তেষামজায়ত ।  
নান্নহেতোর্হি তবৈরং ক্ষত্রিয়াণাং ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥  
অন্থথা ব্রাহ্মণান্ পুত্র্যান্ কথং জস্মূন্নগসঃ ।  
বাহুজা বলবন্তোহপি পাপভীতাঃ কথং ন তে ॥ ৪ ॥  
স্বল্পেহপরাধে কো হন্যাৎ বাড়বান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।  
সন্দেহো মে মুনিশ্রেষ্ঠ ! কারণং বক্তুমর্হসি ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পকাশংপদৈরথ তু হৈহয়ৈঃ ।

ভার্গবা নিহতা মোক্তাঃ ব্রাহ্মণা ইতি কথ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে হৈহয়া ভার্গবান্ পূর্বাঃ ধনমোক্তাঃ পুরোহিতানিতি শ্রদ্ধা রাজা পৃচ্ছতি  
কূলে কস্তেতি ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! হৈহয় নামক যে ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মহত্যায় অনাদর প্রদর্শন  
পূর্বক ভার্গবগণকে নিহত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কাহার বংশে জন্মগ্রহণ করেন ? ॥ ১ ॥  
পিতামহ ! সজ্জনগণ গুরুতর কারণ ব্যতিরেকে কখনও ক্রোধ করেন না, অতএব আপনি  
তাঁহাদিগের ক্রোধের কারণ কি তাহা বলুন ॥ ২ ॥ পুরোহিতগণের সহিত তাঁহাদের শত্রুতা  
সংঘটন কেন হইল ? আমার বোধ হইতেছে, সামান্ত কারণে ক্ষত্রিয়গণের এ শত্রুতা  
সংঘটিত হয় নাই ॥ ৩ ॥ তাহা না হইলে তাঁহারা নিরপরাধ পুত্রবীর ব্রাহ্মণগণকে কি অস্ত  
বিনাশ করিবেন ? ক্ষত্রিয়গণ বলবান্ হইলেও তাঁহারা পাপ হইতে ভীত হইলেন না  
কেন ? ॥ ৪ ॥ মুনিবর ! কোন্ ক্ষত্রিয়গণ সামান্ত অপরাধেই পরমপুণ্য বিপ্রবর্গকে বিনাশ  
করিয়া থাকেন ? অতএব হে মুনীন্দ্ৰ ! আমার এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি  
তাঁহার কারণ বর্ণন করুন ॥ ৫ ॥



সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা তেন রাজ্ঞা সত্যবতীহৃতঃ ।

উবাচ পরমশ্রীতঃ কথাং সংস্মৃত্য চেতসা ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু পারিক্ষিতে ! বার্তাং ক্ষত্রিয়াণাং পুরাতনীম্ ।

আশ্চর্য্যাকারিণীং সম্যগ্বিদিতাক্ষ পুরা যয়া ॥ ৭ ॥

কার্ত্তবীৰ্য্যেতি নাম্নাভূত্কেহয়ঃ পৃথিবীপতিঃ ।

সহস্রবাহুবলবানর্জুনো ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ৮ ॥

দত্তাত্রেয়শ্চ শিষ্যোহভূদবতারো হরৈরিব ।

সিদ্ধঃ সর্ব্বার্থদঃ শাক্তো ভৃগুণাং যাজ্ঞ্য এব সঃ ॥ ৯ ॥

যজ্ঞা পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ সদা দানপরায়ণঃ ।

দদৌ বিভং ভৃগুভ্যোহসৌ কৃৎস্না যজ্ঞাননেকশঃ ॥ ১০ ॥

ধনিনস্তে দ্বিজা জাতা ভৃগবো নৃপদানতঃ ।

হয়রত্নসমৃদ্ধ্যাঢ্যাঃ সঞ্জাতাঃ প্রথিতা ভুবি ॥ ১১ ॥

স্বর্ঘাতে নৃপশার্দ্দূলে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনে পুনঃ ।

হৈহয়া নির্ধনা জাতাঃ কালেন মহতা নৃপ ! ॥ ১২ ॥

অনুথা মহৎকারণাভাবে । বাহজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ ॥ ৪—৬ ॥

পারিক্ষিতে ইতি সম্বোধনমার্থঃ প্রয়োগঃ ॥ ৭—৮ ॥

হরৈরিব হরৈরেবেত্যর্থঃ । নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ । শাক্তঃ পরাশক্তৈরুপাসকঃ ॥ ৯—১৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! জনমেজয় সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অতিশয় স্ত্রীত হইলেন এবং মনে মনে হৈহয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই উপাখ্যান বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ তিনি বলিলেন, পরিক্ষিতনয় ! বাহা আমি পূর্বে সম্পূর্ণরূপ অবগত হইয়াছি ক্ষত্রিয়দিগের সেই অত্যাশ্চর্য্য পুরাতন উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ পূর্ব্বকালে হৈহয়বংশজাত সহস্রবাহ, বলবান্ ধর্ম্মতৎপর কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন নামক এক নরপতি ছিলেন । তিনি হরির অবতার, মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের শিষ্য এবং পরমাশক্তির উপাসক ছিলেন ; তিনি যোগসিদ্ধ বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত এবং অতিশয় দানশক্তিসম্পন্ন ; পরন্তু এই নৃপতির ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের বজ্রমান ছিলেন ॥ ৮—৯ ॥ তিনি যোগশীল পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সর্বদাই দানপরায়ণ ছিলেন, তদনুসারে অনেকবার বজ্র করিয়া ভার্গবগণকে বহুতর ধন দান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ কার্ত্তবীৰ্য্যের দানপ্রভাবে সেই বিপ্রগণ বহুতর অশ্ব ও রত্নাদি বিবিধ সমৃদ্ধি দ্বারা পৃথিবীতলে ধনশালী বলিয়া

ধনকার্য্যং সমুৎপন্নং হৈহয়ানাং কদাচন ।  
 যাচিষ্যবোহভিজগ্নুস্তান্ ভৃগুংস্তে হৈহয়া নৃপ ! ॥ ১৩ ॥  
 বিনয়ং ক্ষত্রিয়াঃ কৃত্বাপ্যযাচন্তু ধনং বহু ।  
 ন দদুস্তেহতিলোভার্ভা নাস্তিনাস্তীতিবাদিনঃ ॥ ১৪ ॥  
 ভূমৌ চ নিদধুঃ কেচিদ্ভৃগবো ধনযুত্তমম্ ।  
 দদুঃ কেচিদ্ধিজাতিভ্যো জ্ঞাত্বা ক্ষত্রিয়তো ভয়ম্ ॥ ১৫ ॥  
 কৃত্বা স্থানান্তরে দ্রব্যং ব্রাহ্মণা ভয়বিহ্বলাঃ ।  
 ত্যক্ত্বাশ্রমান্ যযুঃ সৰ্ব্বে ভৃগবন্তৃষ্ণয়াশ্রিতাঃ ॥ ১৬ ॥  
 যাজ্ঞাংশ্চ দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা ন দদুর্লোভমোহিতাঃ ।  
 পলায়িত্বা গতাঃ সৰ্ব্বে গিরিছূর্ণানুপাশ্রিতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 ততস্তে হৈহয়াস্তাত ! দুঃখিতাঃ কার্য্যগৌরবাৎ ।  
 ভৃগুণামাশ্রমাঞ্জগ্নুর্দ্রব্যার্থং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ১৮ ॥  
 ভৃগুংস্তু নির্গতান্ বীক্ষ্য শূন্যাংস্ত্যক্ত্বা গৃহানথ ।  
 চঞ্চনুভূতলং তত্র দ্রব্যার্থং হৈহয়া ভৃশম্ ॥ ১৯ ॥

আশ্রমান্ গৃহাণি যযুঃ । পৰ্ব্বতাদিষিতার্থঃ ॥ ১৬ ॥

যাজ্ঞান্ যজমানান্ ॥ ১৭—১৯ ॥

বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥১১॥ হে ক্ষিতীন্দ্র ! নৃপতিশ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন স্বৰ্গ গমন করিলে পর  
 কালের ছরতিক্রমণীয় প্রভাবে হৈয়গণ একেবারে নির্ধন হইয়া পড়িলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর  
 কোনও সময়ে হৈয়গণের বহুতরু-ধনসম্পাদ্য কোনও কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহারা  
 ভার্গবগণের নিকট গমন পূৰ্ব্বক বিনয়সহকারে বিপুল অর্থ প্রার্থনা করিলেন । কিন্তু  
 বিপ্রগণ, অতিশয় লোভার্ভ হইয়া ‘নাই নাই’ এই বলিয়া কিছুতেই তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান  
 করিলেন না ॥ ১৩-১৪ ॥ পরন্তু ক্ষত্রিয়গণ বলপূৰ্ব্বক ধন গ্রহণ করিবে এই আশঙ্কায় কেহ  
 কেহ উত্তম উত্তম বহুমূল্য ধনসমূহ ভূমিমধ্যে স্থাপন করিলেন, কেহ কেহ বা দ্বিজগণকে  
 দান করিলেন ॥১৫॥ ধন-লোভাশ্রিত ভার্গবগণ তরে বিহ্বল হইয়া স্ব স্ব দ্রব্য সকল এইরূপে  
 স্থানান্তরিত করিয়া আপন আপন নিকেতন পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক পৰ্ব্বতাদিতে পলায়ন করি-  
 লেন ॥১৬॥ লোভমুক্ত বিপ্রগণ যজমানদিগকে দুঃখিত দেখিয়াও ধন প্রদান করিলেন না,  
 কিন্তু তরে পলায়নপূৰ্ব্বক সকলেই গিরিছূর্ণ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১৭॥  
 তদনন্তর ক্ষত্রিয়প্রবর হৈয়গণ দুঃখিত হইয়া মহৎকার্য্যের অন্বেষণে অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত  
 ভার্গবদিগের আশ্রমে গমন করিয়া দেখিলেন ভার্গবগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

ধনতাধিগতং বিত্তং কেনচিদ্ গুবেশ্মনি ।

দদৃশুঃ ক্ষত্রিয়াঃ সৰ্ব্বৈ তদ্বিত্তং শ্রমকর্ষিতাঃ ॥ ২০ ॥

যত্র তত্র সমুৎপন্নং ভূরি দ্রব্যং মহীতলাৎ ।

তদা তে পার্শ্বভাগস্থব্রাহ্মণানাং গৃহাণ্যপি ॥ ২১ ॥

নির্ভিদ্য হৈহয়! দ্রব্যং দদৃশুর্ধনলিপ্সয়া ।

ব্রাহ্মণাশ্চ ক্রুশুঃ সৰ্ব্বৈ ভীতাশ্চ শরণং গতাঃ ॥ ২২ ॥

অতিচিহ্নং বিপ্রাণাং ভবনান্নিঃসৃতং বহু ।

নিজস্বস্তাংচ্ছরৈঃ কোপাদ্ভাড়াংচ্ছরণাগতান্ ॥ ২৩ ॥

যযুস্তে গিরিভূর্গাংশ্চ যত্র বৈ ভৃগবঃ স্থিতাঃ ।

আ গর্ভাদনুকৃত্তন্তুশ্চৈকশ্চৈব মহীমিমাম্ ॥ ২৪ ॥

প্রাপ্তান্ প্রাপ্তান্ ভৃগুন্ সর্বাশ্চ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

আবালবৃদ্ধানপরানবমন্ড চ পাতকম্ ॥ ২৫ ॥

ধনতা ধননকর্তা কেনচিৎ পুরুষেণ ॥ ২০ ॥

যত্র তত্রোতি । অন্তেষুপি স্থলেষু ধননাহুৎপন্নং ভূরি দ্রব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নির্ভিদ্য ধনলিপ্সুত্বার্থঃ ॥ ২২ ॥

অতিচিহ্নং অতিশয়েনান্বেষণং কুর্কং । নিজস্বুরিতি । যুগ্মকঃ নিকটে দ্রব্যে সতি নাস্তি দ্রব্যমিতি ভবন্তিঃ কণমুক্তমিত্যপরাধেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

করিয়াছেন এবং তাঁহাদের গৃহ সকল শূন্য হইয়া রহিয়াছে । তখন তাঁহারা ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই সকল গৃহ ধনন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কেহ কেহ ভার্গবগণের গৃহ হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর ক্ষত্রিয় সকল ধনপ্রাপ্তির আশায় এইরূপে পরিশ্রম করিয়া যখন ভূমিতল হইতে ভূরি ভূরি ধনপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তখন পার্শ্বস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের গৃহ সকলও ধনন ও বিদারণ করিয়া ধন অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল । তখন ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ডরে সকলেই তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৮—২২ ॥ ক্ষত্রিয়গণ পুখানুপুখরূপে অন্বেষণ করিয়া বিপ্রগণের ভবন হইতে বহুতর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন । তখন তাঁহারা, মিথ্যাকথন অপরাধ হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া শরণাগত সেই ব্রাহ্মণদিগকে শর দ্বারা নিহত করিলেন ॥ ২৩ ॥ মহারাজ ! তৎকালে হৈহয়গণ এক্রপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যেখানে ভার্গব সকল অবস্থিতি করিতেছিলেন, ক্ষত্রিয়গণও সেই স্থানে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণপত্নীগণের গর্ভস্থ শিশু পর্যন্ত বিদারণ করত অবনীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ হৈহয়গণ ভার্গবদিগের মধ্যে কি বালক কি যুবা, কি বৃদ্ধ বাহাকেই দেখিতে লাগিলেন, বৃদ্ধত্যা পাতক অগ্রাহ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রীত্ব শর-নিকর দ্বারা তাঁহাদিগের আশ্রয় সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ এইরূপে ভার্গবগণ সমূলে



এবমুৎপাটিয়ামানেষু ভার্গবেষু যতন্ততঃ ।

হনু্যর্গর্ভাংশ্চ নারীণাং গৃহীত্বা হৈহরা ভৃশম্ ॥ ২৬ ॥

রুরুদুস্তাঃ দ্বিয়ঃ কামঃ কুরর্য ইব দুঃখিতাঃ ।

গর্ভাংশ্চ কুস্তিতা যাসাং কজ্রিয়ৈঃ পাপনিশ্চয়ৈঃ ॥ ২৭ ॥

অন্যেহপ্যাছশ্চ তান্ দৃষ্টান্ মুনয়স্তীর্থবাসিনঃ ।

মুঞ্চন্তু কজ্রিয়াঃ ক্রোধং ব্রাহ্মণেষু ভয়াবহম্ ॥ ২৮ ॥

অমুক্তমেতদারব্বং ভবন্তিঃ কর্ম্ম গর্হিতম্ ।

যদগর্ভান্ ভৃগুপত্নীনাং নিহনু্যঃ কজ্রিয়র্ষভাঃ ॥ ২৯ ॥

অত্যাগ্রপুণ্যপাপানামিহৈব ফলমাশ্রুয়াৎ ।

তস্মাজ্জুগুপ্সিতং কর্ম্ম ত্যক্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৩০ ॥

তানাহৈহৈহয়াঃ ক্রুদ্বা মুনীনথ দয়াপরান্ ।

ভবন্তুঃ সাধবঃ সর্ব্বৈ নার্ব্বজ্ঞাঃ পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ৩১ ॥

এতিহৃতং ধনং সর্ব্বং পূর্ব্বজানাং মহাত্মনাম্ ।

বঞ্চয়িত্বা ছলাভিতৈজ্জমার্গে পাটচ্চরৈরিব ॥ ৩২ ॥

এতে প্রতারকা দস্তান্তাদৃশা বকরুত্তয়ঃ ।

উৎপন্নৈ চ মহাকার্ষ্যে প্রার্থিতা বিনয়েন তে ॥ ৩৩ ॥

এবমুৎপাটিয়ামানেষু নাশ্রয়ামানেষু ব্রাহ্মণেষু পশ্চাদগর্ভান্ হনু্যরিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

পাপকারিণামর্থজ্ঞা অভিপ্রায়জ্ঞা ভবন্তো নেত্যাঃ ॥ ৩১ ॥

পাটচ্চরৈশ্চোটৈরিবেত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

বিনষ্ট হইলে হৈহয়গণ তাঁহাদিগের গর্ভিনী রমণীগণকে ধরিত্তা তাহাদিগের গর্ভ বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ পাপবুদ্ধি কজ্রিয়গণ গর্ভ ধাতন করিলে অবলাগণ হুঃখে কুররীর দ্বারা জনন করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ তখন তীর্থবাসী অস্তান্ত মুনীগণ, সেই হৈহয়গণকে ক্রোধে উদ্দীপ্ত দেখিয়া কহিলেন, হে কজ্রিয় সকল ! তোমরা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ভয়াবহ ক্রোধ করিতেছ তাহা পরিত্যাগ কর ॥ ২৮ ॥ তোমরা কজ্রিয়শ্রেষ্ঠ হইয়াও ভার্গবগণীগণের গর্ভধাতন করিতেছ ইহাতে তোমরা অত্যন্ত অমুক্ত ও অত্যন্ত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ তোমরা জানিও যে, জীবগণ অভিশয় উগ্রতর পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফল ইহা লোকেই প্রাপ্ত হয়, অতএব কল্যাণ-কামুক জনগণের অত্যন্ত অমুক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করা একান্তই কর্তব্য ॥ ৩০ ॥

অনন্তর পরম ক্রুদ্ধ হৈহয়গণ, কল্পদ্বারিত তপোধনগণকে কহিলেন, আপনারা সকলেই সাধু, অতএব পাপকর্ম্মের বথার্থ অর্থ অবগত নহেন ॥ ৩১ ॥ এই ছলাভিজ্ঞ ভার্গবগণ, আমরা-

ন দহুঃ প্রার্থিতং বিপ্রাঃ পাদবৃক্ষ্যাপি যাচিতাঃ ।  
 নাস্তীতিবাদিনস্তকা ছুঃখিতান্ বীক্ষ্য যাজ্ঞ্যকান্ ॥ ৩৪ ॥  
 ধনং প্রাপ্তং কার্ত্তবীৰ্য্যাদ্রক্ষিতং কেন হেতুনা ।  
 ন কৃতাঃ কৃতবঃ কিং তৈর্দানকার্থিষু ভূরিণঃ ॥ ৩৫ ॥  
 ন সৃক্ষিতব্যং বিপ্রৈশ্চ ধনং কাপি কদাচন ।  
 যচ্চৈব্যং বিধিবদ্ভয়ং ভোক্তব্যঞ্চ যথাস্থধম্ ॥ ৩৬ ॥  
 দ্রব্যে চৌরভয়ং প্রোক্তং তথা রাজভয়ং বিজাঃ ।।  
 বহুভয়ং মহাঘোরং তথা ধূর্তভয়ং মহৎ ॥ ৩৭ ॥  
 যেন কেনাপ্যুপায়েন ধনং ত্যজতি রক্ষকম্ ।  
 অথবাসৌ মৃতো যাতি দ্রব্যং ত্যক্ত্বা হসদগতিম্ ॥ ৩৮ ॥  
 পাদবৃক্ষ্য তথাস্মাভিঃ প্রার্থিতং বিনয়ান্বিতৈঃ ।  
 তথাপি লোভসন্দিগ্ধৈর্ন দত্তং নঃ পুরোহিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

পাদবৃক্ষ্যাপীতি । একমুদ্রিকায়াঃ সপাদমুদ্রিকাং দাস্তাম ইতি পাদবৃক্ষ্যেত্যর্থঃ । যাজ্ঞ্য-  
 কান্ স্বার্থে কপ্রত্যয়ঃ যাজ্ঞ্যানিত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৯ ॥

দিগের উদারাত্মা পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে প্রবক্ষনা করিয়া পথিমধ্যে চৌরগণের স্ত্রাস  
 সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছেন ॥৩২॥ ইহারা প্রতারক ও দান্তিক এবং বকের স্ত্রাস ধর্মশীল ।  
 দেখুন, আমাদের মহৎকার্য উপস্থিত হওয়ার আমরা পাদপরিমাণে বুদ্ধিদান ( সিকি সুদ )  
 অঙ্গীকার করিয়াও বিনয় পূর্বক অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তথাপি ইহারা তাহা প্রদান  
 করিলেন না, পরন্তু বজ্রমানদিগকে অতিশয় ছুঃখিত দেখিয়াও ইহারা নাই নাই এই  
 বলিয়াই শুরু হইয়া রহিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ইহারা কার্ত্তবীৰ্য্য হইতেই ধনলাভ করিয়াছেন  
 সত্য কিন্তু কি জন্য সেই ধন রক্ষা করিয়াছেন? তদ্বারা যজ্ঞ করেন নাই কেন? বিজ্ঞানই বা  
 ষাচকগণকে প্রচুর পরিমাণে দান করেন নাই? ॥৩৫॥ বিপ্রগণের কখন কোথাও ধন সঞ্চয়  
 করা কর্ত্তব্য নহে, বিধিপূর্বক দান এবং যথাস্থধে ভোগ করাই কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥ বিজগণ !  
 ধনে চৌরভয় রাজভয় এবং ঘোরতর বহুভয় বিশেষতঃ ভয়ানক ধূর্তভয় বিদ্যমান রহিয়াছে ।  
 ধনের এইরূপ ধর্মই জানিবেম যে, ধন যে কোমও উপায়ে হউক নিজ রক্ষককে পরিত্যাগ  
 করিয়া থাকে । আরও দেখুন, ধনরক্ষক ব্যক্তি যখন মরিয়া যায়, তখন তাহাকে অবশ্যই  
 উহা পরিত্যাগ করিতে হয় । যদি ধনবান্ প্রাণ পরিত্যাগের পূর্বে উপার্জিত অর্থ দ্বারা  
 সদগতি সাধক যোগাদির অনুষ্ঠান করে তবে অবশ্যই সদগতি লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু তাহা  
 না করিলে সেই ব্যক্তি বিফল ধন পরিত্যাগ পূর্বক অসদগতি লাভ করিয়া থাকে সন্দেহ  
 নাই ॥ ৩৭—৩৮ ॥ আমরা পাদ-পরিমাণে কুসীদ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া বিনয়  
 সহকারে মহৎকার্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলাম তথাপি গোতে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া আমা-

দানং ভোগস্তথা নাশো ধনস্ত গতিরীদৃশী ।

দানভোগৌ কৃতীনাঞ্চ নাশঃ পাপাশ্রনাং কিল ॥ ৪০ ॥

ন দাতা ন চ যো ভোক্তা কৃপণো গুপ্তিতংপরঃ ।

রাজ্ঞাসৌ সর্বথা দণ্ড্যো বঞ্চকো দুঃখভাঙ্ নরঃ ॥ ৪১ ॥

তস্মাদ্ভয়ং গুরুনেতান্ বঞ্চকান্ ব্রাহ্মণাধমান্ ।

হস্তং সমুদ্যতাঃ সর্বৈ ন ক্রোধব্যং মহাশ্রুভিঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাশ্রু হেতুমদ্ব্যাক্যং তানাস্থাস্ত মুনীনথ ।

বিচেক্ষচ্চ বিচিহ্নান ভৃগুদারাননেকশঃ ॥ ৪৩ ॥

ভয়ান্তা ভৃগুপত্ন্যস্ত হিমবন্তং ধরাধরম্ ।

প্রপেদিরে রুদন্ত্যশ্চ বেপমানাঃ কৃশা ভৃশম্ ॥ ৪৪ ॥

এবং তে হৈহয়ৈর্বিপ্রাঃ শীড়িতা ধনকাম্যুতৈঃ ।

নিহতাশ্চ যথাকামং সংরক্তৈঃ পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ৪৫ ॥

লোভ এব মনুষ্যাণাং দেহসংস্হো মহারিপুঃ ।

সর্বদুঃখাকরঃ প্রোক্তো দুঃখদঃ প্রাণনাশকঃ ॥ ৪৬ ॥

(ইদানীং ধনানাং পরিণতিমাত্র দানমিতি । কৃতীনাং পুণ্যধিরাং চতুরাণামিত্যর্থঃ ।  
পাপাশ্রনাং হুবুঁকীনাং সূচানামিতি বাবৎ ॥ ৪০—৪২ ॥

বিচেক্ষশ্চেতি । বিচিহ্নান অবিব্যস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ভয়ান্তা ইতি । কৃশা আহারকচ্ছুভরোহেগশ্রান্তিত্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥)

দেব পুরোহিতগণ আমাদিগকে তাহা প্রদান করিলেন না ॥ ৩৯ ॥ মহর্ষিগণ! দান, ভোগ ও  
বিনাশ, ধনের এই তিন প্রকার গতি ; তন্মধ্যে কৃতিগণ দান ও ভোগদ্বারা অর্থের সাফল্য  
সম্পাদন করিয়া থাকেন আর পাপাশ্রাদিগের ধন কেবল বৃথাই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪০ ॥ যে  
ব্যক্তি দাতাও নয় ভোক্তাও নয়, কেবল ধনরক্ষণে তংপর ও কৃপণ, নরপতিগণ সেই দুঃখ-  
ভাগী আশ্রবঞ্চক ব্যক্তিগণের সর্বতোভাবে দণ্ডবিধান করিবেন ॥ ৪১ ॥ আমরা সেই কার-  
ণেই গুরু হইলেও এই বঞ্চক ব্রাহ্মণাধমগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; মহর্ষিগণ!  
আপনারা মহাত্মা অতএব এই সমস্ত অবগত হইয়া ইহাতে ক্রোধ করিবেন না ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, হৈহয়গণ মুনিগণকে এইরূপ হেতুমবিত্ত বাক্য আশ্বাসিত করিয়া  
ভার্গবপত্নীগণের অব্বেষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ ভার্গবপত্নীগণ ভরে কাতর,  
ও অত্যন্ত কৃশাকী হইয়া কাপিতে কাপিতে ও রোদন করিতে করিতে হিমাচলে পলায়ন  
পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে সেই বিপ্রগণ, অর্থলোলুপ ক্রোধোদ্দীপ্ত  
পাপবুদ্ধি হৈহয়গণ কর্তৃক বথেক্ষরূপে নিপীড়িত হইয়া নিহত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ রাজন!



সর্বপাপস্য মূলং হি সর্বদা তৃষ্ণয়াস্থিতঃ ।

“বিরোধকৃৎ ত্রিবর্ণানাং সর্বার্থেঃ কারণং তথা ॥ ৪৭ ॥

লোভাৎ ত্যজন্তি ধর্ম্যং বৈ কুলধর্ম্যং তথৈব হি ।

মাতরং ভ্রাতরং হস্তি পিতরং বান্ধবস্তথা ॥ ৪৮ ॥

গুরুং মিত্রং তথা ভামং পুত্রক ভগিনীং তথা ।

লোভাবিষ্টো ন কিং কুর্যাদকৃত্যং পাপমোহিতঃ ॥ ৪৯ ॥

ক্রোধাৎ কামাদহঙ্কারাল্লোভ এব মহারিপুঃ ।

প্রাণাংস্ত্যজতি লোভেন কিং পুনঃ শ্রাদনাবৃতম্ ॥ ৫০ ॥

“পূর্বজাস্তে মহারাজ ! ধর্ম্যজ্ঞাঃ সৎপথে স্থিতাঃ ।

পাণ্ডবা কোরবাস্চৈব লোভেন নিধনং গতাঃ ॥ ১ ॥

যত্র ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ কৃপঃ কর্ণশ্চ বাহ্লিকঃ ।

ভীমসেনো ধর্ম্যপুত্রস্তথৈবার্জুনকেশবৌ ॥ ২ ॥

তথাপি যুদ্ধমত্যাগং কৃতং তৈশ্চ পরম্পরম্ ।

কুটুম্বকদনং ভূরি কৃতং লোভাতুরৈরিহ ॥ ৩ ॥

কথং হৈহয়ৈর্ধার্মিকৈঃ স্বপুত্রবো হিংসিতা ইতি যৎ পৃষ্টং রাজ্ঞা তৎসমাধানমাহ লোভ এবত্যাদিনা ॥ ৪৬—৪৯ ॥

পুরাতন মুনিগণ কহিয়াছেন লোভই মনুষ্যদিগের দেহান্তঃস্থিত মহান্ শত্রু ; লোভই সকল দুঃখের আকর ; লোভই সকল পাপের মূল ; লোভই সমস্ত দুঃখের কারণ ; লোভ দ্বারাই প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; লোভ হেতুই ব্রাহ্মণাদিবর্ণ মধ্যে সততই বিরোধ উপস্থিত হয় এবং লোভ দ্বারাই মানবগণ বিষয়তৃষ্ণার ব্যাকুল হইয়া থাকে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ মনুষ্যগণ লোভ হেতুই ধর্ম্য কর্ম ও কুলক্রমাগত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে এবং লোভ হেতুই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, মিত্র, পুত্র, ভগিনী ও ভগিনীপতি প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া থাকে ; বলত লোভাবিষ্ট ব্যক্তি পাপে বিমোহিত হইলে তাহার কিছুই অকার্য্য থাকে না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ক্রোধ, কাম ও অহঙ্কার হইতেও লোভ প্রবলতম মহান্ শত্রু ; রাজন্ ! লোভ দ্বারা জীবগণ প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, ইহাতে লোভের অনিষ্টকারিত্ব বিষয়ে বলিবার আর কি অবশিষ্ট রহিল ? ॥ ৫০ ॥ “মহারাজ ! আপনার পূর্বপুরুষ পাণ্ডব ও কোরবগণ, ধার্মিক ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু কেবল লোভবশেই তাঁহারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ দেখুন, যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বাহ্লিক, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন এবং কেশব এই সকল মহাত্মা ব্যক্তিগণ ছিলেন সেখানেও লোভ হেতু পরস্পর অতিশয় ঘোরতর যুদ্ধ এবং কুটুম্ব বিচ্ছেদ ঘটয়াছিল । তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং পাণ্ডব-

হতো দ্রোণো হতো ভীষ্মতথৈব পাণ্ডবান্ধজাঃ ।  
 ভ্রাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ সৰ্ব্বে বৈ নিহতা রণে ॥ ৪ ॥”  
 তস্মান্নোভাভিভূতস্ত কিং ন কুর্য্যাম্বরঃ কিল ।  
 হৈহয়ৈর্নিহতাঃ সৰ্ব্বে ভৃগবঃ পাপবুদ্ধিভিঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
 হৈহয়ভার্গবব্রতাস্তবর্ণনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তথা ক্রোধাৎ কামাদহঙ্কারাৎ কিং ন কুর্য্যাদিত্যম্বরঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

দিগের পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ ও পিতৃগণ সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন ॥ ১—৪ ॥” অতএব  
 লোভে অভিভূত মানবগণ কি অকার্য্য না করিলে থাকে? রাজন্! সেই লোভ হেতুই  
 পাপবুদ্ধি হৈহয়গণ ভৃগুবাংশীরদিগকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়ভার্গবব্রতাস্তবর্ণন নামক  
 ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তদশোহিধ্যায়ঃ

জনমেজয় উবাচ ।

কথং তাশ্চ দ্বিয়ঃ সৰ্ব্বা ভৃগুণাং দুঃখসাগরাৎ ।  
মুক্তা বংশঃ পুনস্তেষাং ব্রাহ্মণানাং স্থিরোহভবৎ ॥ ১ ॥  
হৈহয়ৈঃ কিং কৃতং কার্যং হত্বা তান্ ব্রাহ্মণানপি ।  
ক্ষত্রিয়ৈর্লোভসংযুক্তৈঃ পাপাচারৈর্বদস্ব তম্ ॥ ২ ॥  
ন তৃপ্তিরস্তি মে ব্রহ্মন্ ! পিবতস্তে কথামৃতম্ ।  
পাবনং স্নখদং নৃণাং পরলোকে ফলপ্রদম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।  
যথা দ্বিয়স্ত ত্য মুক্তা দুঃখান্তস্বাদুরত্যায়াৎ ॥ ৪ ॥  
ভৃগুপত্ন্যো যদা রাজন্ ! হিমবন্তং গিরিং গতাঃ ।  
ভয়ত্রস্তাতিভয়াশা হৈহয়ৈঃ পীড়িতা ভ্ৰশম্ ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈঃ শ্রীদেবীকৃপয়া ততঃ ।

ভৃগুবংশস্থিতিং প্রোচ্য হৈহয়োৎপত্তিকচ্যতে ॥

ভৃগুণাং পত্ন্যো গিরিচূর্ণাদিষু গতা ইতি পূর্বাধ্যায়ে উক্তং তদন্তরং জাতং বৃত্তং রাজা  
পৃচ্ছতি কথস্তাশ্চেতি । কথং মুক্তা ইত্যশ্বয়ঃ । কিঞ্চ তেষাং ব্রাহ্মণানামনন্তরং বংশঃ কথং  
স্থিরোহভবৎ প্রচলিত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কিঞ্চ হৈহয়ৈরপানন্তরং কিং কৃতমিতি পৃচ্ছতি হৈহয়ৈরिति ॥ ২—৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! সেই ভার্গবরমণীগণ কিরূপে এই অপার দুঃখসাগর  
হইতে নিস্তার পাইলেন এবং কিরূপেই বা সেই ব্রাহ্মণদিগের বংশ পুনর্বার পৃথিবীতে  
প্রতিষ্ঠিত হইল ॥ ১ ॥ সেই পাপাচার ক্ষত্রিয়াধম লোভাকুষ্ট হৈহয়গণ ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ  
করিবার পরই বা কি কার্য করিয়াছিল, আপনি এই সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার  
কৌতুহল চরিতার্থ করুন ॥ ২ ॥ তপোনিধে ! মানবগণের ইহলোকে স্নখপ্রদ এবং পর-  
লোকে পুণ্যফলপ্রদ অতিপবিত্র ভবদীয় বচনামৃত প্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়া আমার  
তৃপ্তিলাভ হইতেছে না ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভৃগুপত্নীগণ যেরূপে সেই কঠোরতর হস্তর দুঃখসাগর হইতে  
মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই পাপনাশক পবিত্র উপাখ্যান কীর্তন  
করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥ হৈহয়গণ ভার্গবরমণীগণকে নিদারুণরূপে নিপীড়িত করিলে পর,



গৌরীং তত্র তু সংস্থাপ্য যুগ্ময়ীং সরিতস্তটে ।  
 উপোষণপরাস্চকুর্নিশ্চয়ং মরণং প্রতি ॥ ৬ ॥  
 স্বপ্নে গচ্ছা তদা দেবী প্রাহ তাঃ প্রমদোত্তমাঃ ।  
 যুগ্মাস্থ মধ্যে কস্তাশ্চিদ্বিভা চোরুজঃ পুমান্ ॥ ৭ ॥  
 মদংশঃ শক্তিসংভিন্নঃ স বঃ কার্ষ্যং বিধাশ্রুতি ।  
 ইত্যাदिश्च पराश्च सा पश्चादस्तुর্হিতাভবৎ ॥ ৮ ॥  
 জাগৃতাশ্চ ততঃ সর্বা যুদমাপূর্বরাজনাঃ ।  
 কাচিভাসাং ভয়োদ্বিগ্না কামিনী চতুরা ভৃশম্ ॥ ৯ ॥  
 দধার চোরুগৈকেন গর্ভং সা কুলবৃদ্ধয়ে ।  
 পলায়নপরা দৃষ্টা কত্রিযৈ ব্রাহ্মণী যদা ॥ ১০ ॥  
 বিহ্বলা তেজসা যুক্তা তদা তে দুষ্কবুভৃশম্ ।  
 গৃহতাং বধ্যতাং নারী সগর্ভা যাতি সত্বরী ॥ ১১ ॥  
 ইতি ব্রুবন্তঃ সংপ্রাপ্তাঃ কামিনীং খড়্গপাণয়ঃ ।  
 সা ভয়ার্তা তু তান্ দৃষ্ট্বা রুরোদ সমুপাগতান্ ॥ ১২ ॥

যো যুগ্মাস্থ মধ্যে কস্তাশ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ উরুং ভিদ্ধা পুমান্ ভবিষ্যতি স মদংশো ভবতীতি  
 ভগবতী প্রাহেত্যাহ মদংশ ইতি । শক্তিসংভিন্নো মচ্ছক্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥  
 দধারেতি । ইয়মপি শক্তিস্ত্রীঃ শ্রীভগবত্যনুগ্রহাদেব লক্কেতি বোধ্যম্ ॥ ১০—১৫ ॥

তাঁহারা ভয়-বিহ্বল ও হতাশ হইয়া যখন হিমাচলে গমন করিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই  
 সেই পর্বতে সুরতরঙ্গিনীর তটদেশে যুগ্ময়ী গৌরীমূর্তি নির্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন  
 এবং মরণ নিমিত্ত মনে মনে নিশ্চয় করিয়া উপবাস করিয়া রহিলেন ॥৫—৬॥ অনন্তর জগ-  
 দম্বিকা দেবী সেই ধর্মপরাগণ প্রমদাগণের সমীপে স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন যে,  
 তোমাদের মধ্যে কাহারও উরু হইতে আমার অংশ-সম্পূর্ণ একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে,  
 সেই পুরুষ তোমাদের সকল কার্যেরই প্রতিবিধান করিবে ; দেবী ভগবতী এই আদেশ  
 করিয়া অস্তহিতা হইলেন ॥৭-৮॥ অনন্তর সেই বরাজনাগণ জাগরিতা হইয়া অত্যন্ত হর্ষাবিত  
 হইলেন ; তাঁহাদের মধ্যে একটি অতি-চতুরা কামিনী কত্রিয়গণের ভয়ে উদ্বিগ্না হইয়া কুল-  
 বৃদ্ধির নিমিত্ত এক উরুর মধ্যে গর্ভধারণ করিলেন । অনন্তর তাঁহার দেহ তেজে প্রদীপ্ত  
 হইয়া উঠিল তখন তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়নপর হইলেন । কত্রিয়গণ সেই ব্রাহ্মণীকে  
 দর্শন করিয়া অতিবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং কহিতে লাগিল, দেখ এই গর্ভবতী  
 ভার্গবরমণী সত্বর পলায়ন করিতেছে, উহাকে ধর এবং উহার প্রাণ বিনাশ কর ॥ ৯-১১ ॥  
 তাহারা সকলেই এই বলিয়া খড়্গধারণ পূর্বক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল ; তখন সেই

গৰ্ভস্থ রক্ষণার্থং সা চুক্ৰোশাতিভয়াতুরা ।  
 রুদতীং মাতরং শ্রদ্ধা দীনাং ত্রাণবিবৰ্জিতাম্ ॥ ১৩ ॥  
 নিরাধারাং ক্রন্দমানাং কল্মষৈর্ভূতাপিতাম্ ।  
 গৃহীতামিব সিংহেন সগৰ্ভাং হরিণীং তথা ॥ ১৪ ॥  
 সাক্ষনেত্রাং বেগমানাং সংকুধ্য বালকসুদা ।  
 ভিত্তোরুং নির্জগামাশু গৰ্ভঃ সূর্য ইবাপরঃ ॥ ১৫ ॥  
 মুঞ্চন্ দৃষ্টীঃ কল্মিয়াণাং তেজসা বালকঃ শুভঃ ।  
 দর্শনাছালকশ্চাস্ত সৰ্ব্ব জাতা বিলোচনাঃ ॥ ১৬ ॥  
 বভ্রুর্গিরিচূর্ণেষু জন্মাক্ষা ইব কল্মিয়াঃ ।  
 চিন্তিতং মনসা সৰ্ব্বৈঃ কিমেতদিতি সাম্প্রতম্ ॥ ১৭ ॥  
 সৰ্ব্ব চক্ষুর্বিহীনা যজ্জাতাঃ স্ম বালদর্শনাং ।  
 ব্রাহ্মণ্যাস্তু প্রভাবোহয়ং সতীত্বতবলং মহৎ ॥ ১৮ ॥  
 কণাদ্ব্যমোঘসঙ্কল্পাঃ কিং করিষ্যন্তি দুঃখিতাঃ ।  
 ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা নেত্রহীনা নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৯ ॥

মুঞ্চন্নপহরন্ পরাশক্তাংশ্চাৎ বিলোচনা অন্ধাঃ ॥ ১৬ ॥

সাম্প্রতমস্মিন্ কালে কিমেতদিত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৯ ॥

কামিনী তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন ॥১২॥ তিনি  
 ভয়াতুর হইয়া গৰ্ভ রক্ষার নিমিত্ত যখন চীৎকার করিতে লাগিলেন তখন গৰ্ভস্থিত বালক,  
 নিরাশ্রয় দীনা কাতরা অশ্রনয়না ও ভয়ে কল্পমানা জননীকে রক্ষকবিহীন ও অতিশয়  
 কল্মষপীড়িত অবলোকন করিয়া এবং কেশরী কর্তৃক আক্রান্ত গৰ্ভবতী হরিণীর স্থায় ক্রন্দন  
 করিতেছেন শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে জননীর উরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের স্থায়  
 সমুদ্র বিনির্গত হইলেন ॥ ১৩-১৫ ॥ সেই সুশোভন বালক স্বকীয় তেজে কল্মষগণের দর্শন-  
 শক্তি বিলোপ করিলেন ; তখন হৈহয়গণ সেই বালককে দর্শন করিয়া সকলেই ভৎকণাৎ  
 অন্ধ হইল ॥ ১৬ ॥ অনন্তর তাহারা জন্মাক্ষের স্থায় গিরিগহ্বরে বিচরণ করিতে লাগিল  
 এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমাদের একি দৈব-দুর্কিপাক উপস্থিত  
 হইল ॥ ১৭ ॥ বালককে দর্শন করিবামাত্র আমরা সকলেই অন্ধ হইলাম, অহো ! ইহা  
 ব্রাহ্মণীর প্রভাব এবং তাঁহার সতীত্ব ব্রতের মহৎ বল তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥  
 আমরা ভৃগুরমণীগণকে নিপীড়িত করিয়াছি তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত দুঃখিত হইরাছেন ;  
 এক্ষণে না জানি এই সত্যসংকল্পা নারীগণ আমাদের আরও কি অমিষ্ট করেন ? সেই  
 বিভ্রান্তচিত্ত নেত্রবিহীন ও নিরাশ্রয় কল্মষগণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই

ব্রাহ্মণীং শরণং জগ্মুর্হৈহয়া গতচেতসঃ ।  
 প্রণেমুস্তাং ভয়ত্রস্তাং কৃতাজ্জলিপুটাস্চ তে ॥ ২০ ॥  
 উচুশ্চৈনাং ভয়োবিঘ্নাং দৃষ্ট্যর্থং কল্পিয়বভাঃ ।  
 প্রসীদ স্বভগে মাতঃ ! সেবকাস্তে বয়ং কিল ॥ ২১ ॥  
 কৃতাপরাধা রন্তোরু ! কল্পিয়াঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ।  
 দর্শনাত্তব তদ্বজ্রি ! জাতাঃ সর্বৈ বিলোচনাঃ ॥ ২২ ॥  
 মুখস্তে নৈব পশ্যামো জন্মাক্ষা ইব ভাগিনি ! ।  
 অদ্বুতং তে তপোবীৰ্য্যং কিং কুর্ম্যঃ পাপকারিণঃ ॥ ২৩ ॥  
 শরণং তে প্রপন্মাঃ স্ম দেহি চক্ষুংষি মানদে ! ।  
 অক্ষত্বং মরণাদুগ্রং কৃপাং কর্তুং ভ্রমহসি ॥ ২৪ ॥  
 পুনর্দৃষ্টিপ্রদানেন সেবকান্ কল্পিয়ান্ কুরু ।  
 উপরম্য চ গচ্ছেম সহিতাঃ পাপকর্মণঃ ॥ ২৫ ॥  
 অতঃপরং ন কর্তব্যমীদৃশং কর্ম কহিচিৎ ।  
 ভার্গবানাস্তু সর্বেষাং সেবকাঃ স্ম বয়ং কিল ॥ ২৬ ॥

( ব্রাহ্মণীমিতি । গতচেতসঃ অকস্মাদবুদ্ধপাতাৎ নষ্টবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ ॥ ২০-২১ ॥

বিলোচনা অক্ষা ইত্যর্থঃ ॥ ২২-২৪ ॥

উপরম্যোতি । উপরম্য বিরম্যোত্যর্থঃ । সহিতা মিলিতা ইত্যর্থঃ । নেত্রে লক্কে একেনাপি ভবতীনাং পীড়াকরণায় ন স্বাতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৫-৩০ ॥ )

ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইল । সেই রমণীও পুনর্বার তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় ভীত  
 হইলেন কিন্তু তাহার। সেই সত্যব্রতা কামিনীকে কৃতাজ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া আপনা-  
 দিগের দৃষ্টি প্রাপ্তির নিমিত্ত বলিতে লাগিল, মাতঃ ! আমরা আপনার সেবক আপনি  
 প্রসন্ন হউন ॥ ১৯—২১ ॥ কল্যাণি । আমরা পাপিষ্ঠ কল্পিয় ; জননি । আমরা আপনার  
 কতই অপরাধ করিয়াছি ; ক্ষমারি ! আমরা আপনার দর্শন মায়েই অক্ষ হইয়াছি ॥ ২২ ॥  
 কোপনে ! আমরা জন্মাক্ষের দ্বারা আপনার মুখকমল দর্শন করিতে পাইতেছি না ; জননি !  
 আপনার তপোবীৰ্য্য অদ্বুত, আমরা পাপকারী অতএব কোনমতেই এ বিষয়ের প্রতীকারে  
 সমর্থ হইব না এজন্য এক্ষণে কেবল আপনারই শরণাগত হইলাম, আপনি আমাদের  
 চক্ষুঃপ্রদান করিয়া আমাদের মান রক্ষা করুন ; মাতঃ ! অক্ষত্ব মরণ অপেক্ষাও উগ্রতর,  
 অতএব আপনি আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন ॥ ২৩-২৪ ॥ আপনি পুনর্বার দৃষ্টিশক্তি  
 প্রদান করিয়া কল্পিয়গণকে অদ্বুত হইয়া ক্রীতদাস করুন, আমরা দৃষ্টিশক্তি পাইলেই সকলে  
 এই পাপকর্ম হইতে বিরত হইয়া গৃহে গমন করিব ॥ ২৫ ॥ অতঃপর আর আমরা ভীদৃশ গর্হিত  
 কর্ম কদাচই করিব না, অদ্যাবধি আমরা সমস্ত ভার্গবগণের সেবক হইয়া রহিলাম ॥ ২৬ ॥



অজ্ঞানাদ্ যৎ কৃতং পাপং ক্তব্যং তত্ত্বয়াধুনা ।  
 বৈরং মাতঃপরং কাপি ভৃগুভিঃ ক্ত্রিয়ৈঃ সহ ।  
 ক্তব্যং শপথৈঃ সম্যগ্তিতব্যস্তু হৈহরৈঃ ॥ ২৭ ॥  
 সপুত্রা ভব স্ত্রোণি ! প্রণতাঃ স্য বয়ঞ্চ তে ।  
 প্রসাদং কুরু কল্যাণি ! ন দ্বিষ্যাম কদাচন ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী বিস্ময়াস্বিতা ।  
 তানাহ প্রণতান্ দুঃস্থানাশ্বাস্ত গতলোচনান্ ॥ ২৯ ॥  
 গৃহীতা ন ময়া দৃষ্টিৰ্ম্ময়াকং ক্ত্রিয়াঃ কিল ।  
 নাহং ক্ত্রয়াস্বিতা সত্যং কারণং শৃণুতাদ্য যৎ ॥ ৩০ ॥  
 অয়ঞ্চ ভার্গবো নূনমুরুজঃ কুপিতোহদ্য বঃ ।  
 চক্ষুংষি তেন যুস্মাকং স্তম্ভিতানি ক্ত্রয়াবতা ॥ ৩১ ॥  
 স্ববন্ধুগ্নিহতান্ জ্ঞাত্বা গৰ্ভস্থানপি ক্ত্রিয়ৈঃ ।  
 অনাগমো ধৰ্ম্মপরাংস্তাপমান্ ধনকাম্যয়া ॥ ৩২ ॥  
 গৰ্ভানপি যদা যুয়ং ভৃগুনঘ্নংস্তু পুত্রকাঃ ।  
 তদায়মুরুণা গৰ্ভো ময়া বর্ষশতং ধৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্বেতি । বাচা ইতিবাক্যলক্ষ্যাপ্ ॥ ৩১—৩২ ॥

আমরা অজ্ঞানবশতঃ যে সমস্ত পাপকার্য্য করিয়াছি, আপনি তৎসমুদয় ক্ষমা করুন ।  
 আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি অতঃপর ভার্গবগণের সহিত আর ক্ত্রিয়গণের কোনও  
 শত্রুতা রহিল না ॥ ২৭ ॥ নিতম্বিনি ! আপনি পুত্রের সহিত স্তম্ভে কালযাপন করুন, আমরা  
 আপনার নিকট নিয়তই প্রণত রহিলাম । কল্যাণি ! আপনি প্রসন্ন হউন আমরা আর  
 কদাচই বিদ্বেষ ভাব অবলম্বন করিব না ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ব্রাহ্মণরমণী তাহাদিগের সেই বচন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াস্বিত-  
 চিত্তে সেই দুর্দশাবিত প্রণত অন্ধ ক্ত্রিয়গণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ক্ত্রিয়-  
 গণ ! আমি তোমাদের দৃষ্টি হরণ করি নাই অথবা আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্টও হই নাই,  
 তোমরা এখন ইহার ষথার্থ কারণ শ্রবণ কর ॥ ২৯—৩০ ॥ এই উরুজাত ভৃগুকুলোৎপন্ন সন্তান  
 তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়াছে, সেই হেতু এই বালক রোষভরে তোমাদের  
 নেত্র সকল স্তম্ভিত করিয়াছে ॥ ৩১ ॥ তোমরা ধন কামনার এই বালকের পরম আত্মীয়  
 নিরপরাধ ধর্ম্মতৎপর তাপসগণকে এবং গৰ্ভস্থিত ভার্গবগণকে নিহত করিয়াছ তাহা এই

ষড়ঙ্গশ্চাখিলো বেদো গৃহীতোহনেন চাঞ্জসা ।  
 গৰ্ভস্থেনাপি বালেন ভৃগুবংশবিরুদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥  
 সোহপি পিতৃবধামুনং ক্রোধাদ্বো\* হস্তমিচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥  
 ভগবত্যাঃ প্রসাদেন জাতোহয়ং মম বালকঃ ।  
 তেজসা যস্য দিব্যেন চক্ষুংষি মুমিতানি বঃ ॥ ৩৬ ॥  
 তস্মাদৌৰ্ব্বং স্ততং মেহদ্য যাচধ্বং বিনয়ান্বিতাঃ ।  
 প্রণিপাতেন ভূক্ষোহসৌ দৃষ্টিং বঃ প্রতিমোক্ষ্যতি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মা হৈহয়ান্তুৰ্য্যুবুশ্চ তম্ ।  
 প্রণেমুর্বিনয়োপেতা উরুজং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥  
 স সন্তুষ্টো বভূবাহ তানুবাচ বিচক্ষুষঃ ।  
 গচ্ছধ্বং স্বগৃহান্ ভূপা মমাখ্যানকৃতং বচঃ ॥ ৩৯ ॥

অঘ্নমিতি পুরুষবাত্যয় আৰ্ঘ্যঃ । ভৃগুণাং যথ পুত্রকা ইতি পাঠঃ পুস্তকান্তরে । হে পুত্রকা হে রাজানঃ ॥ ৩৩ ॥

গৰ্ভস্থেনানেত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

কুতঃ প্রতাপোহয়ং বালকশ্চেতি চেত্তদ্রাহ ভগবত্যা ইতি ॥ ৩৬ ॥

ওঁৰ্ব্বমূকভবম্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

মমাখ্যানকৃতং বচঃ মমাখ্যানেন কৃতং লক্ষ্যমিদং বক্ষ্যমাণং বচনমিত্যর্থঃ । তদ্বৈরাগ্যার্থে পঠধ্বমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শিশু জানিতে পারিয়াছে ॥ ৩২ ॥ বৎসগণ ! যখন তোমরা ভৃগুবংশীয় গৰ্ভস্থ বালকগণকেও বিনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে তখন আমি উরুদেশমধ্যে এই শিশুটীকে শতবৎসর ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥ এই বালক গৰ্ভস্থ হইয়াও ভৃগুবংশের বৃদ্ধির নিমিত্ত অত্যন্ত সময়ের মধ্যেই ষড়ঙ্গ সমস্ত বেদই অধ্যয়ন করিয়াছে ॥ ৩৪ ॥ এক্ষণে সেই এই ভৃগুসন্তান পিতৃবধ-ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া তোমাদিগের বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ যাহার দিব্য তেজে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই এই আমার পুত্রটি ভগবতী ভুবনেশ্বরীর প্রসাদেই উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এই বালককে সামান্য বলিয়া বিবেচনা করিও না ॥ ৩৬ ॥ এক্ষণে তোমরা বিনয়ান্বিত হইয়া আমার এই ওঁৰ্ব্ব ( উরুজাত ) পুত্রের নিকট যাচঞা কর, এই সন্তান প্রণিপাত দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে দৃষ্টিপ্রদান করিবে ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! হৈহয়গণ ব্রাহ্মণীর সেই বাক্য শ্রবণানন্তর ভার্গব সন্তানকে স্তব করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বিনয়ান্বিত হইয়া উরুজাত সেই মুনিসত্তমকে প্রণাম

অবশ্যস্তাবিভাবাস্তে ভবন্তি দেবনির্মিতাঃ !

নাত্র শোকস্ত কৰ্ত্তব্যঃ পুরুষেণ বিজানতা ॥ ৪০ ॥

পূৰ্ব্ববদৃষয়ঃ\* সৰ্ব্বৈ প্রাপ্নুবন্ত যথাস্থখম্ ।

ব্রজন্ত বিগতক্রোধা ভবনানি যথাস্থখম্ ॥ ৪১ ॥

ইতি তেন সমাদিষ্টা হৈহয়াঃ প্রাপ্নুলোচনাঃ ।

ঔৰ্ব্বমামন্ত্র্য জগ্মুস্তে সদনানি যথারুচি ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণী তং স্তুতং দিব্যং গৃহীত্বা স্বাশ্রমং গতা ।

পালয়ামাস ভূপাল ! তেজস্বিনমতন্দ্রিতা ॥ ৪৩ ॥

এবন্তে কথিতং রাজন্ ! ভৃগুণাস্তু বিনাশনম্ ।

লোভাবিষ্টৈঃ ক্ষত্রিয়ৈশ্চ যৎ কৃতং পাতকং কিল ॥ ৪৪ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

শ্রুতং ময়া মহৎ কৰ্ম্ম ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ দারুণম্ ।

কারণং লোভ এবাত্র দুঃখদশ্চোভয়োস্তু সঃ ॥ ৪৫ ॥

কিং তদ্বচনং তদাহ অবশ্যস্তাবিভাবা ইতি ॥ ৪০—৪২

( হৈহয়গমনান্তরজাতবৃত্তমাহ ব্রাহ্মণীতি ॥ ৪৩-৪৪ ॥

করিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন ঔৰ্ব্ব ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া সেই নেত্রবিহীন হৈহয়গণকে কহিলেন, তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর। ভূপালগণ ! তোমরা আমার এই উপাখ্যান-লব্ধ বক্ষ্যমাণ বচন পাঠ করিও ॥ ৩৯ ॥ যাহা দৈবনির্মিত ও অবশ্যস্তাবী তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, ইহা অবগত হইয়া কাহারও এই বিষয়ে শোক করা উচিত নয় ॥ ৪০ ॥ তোমরা পূৰ্ব্বের শ্রায় দৃষ্টিলাভ করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক যথাস্থখে স্বস্থ গৃহে গমন কর। অদ্যা-বধি ঋষিগণও পূৰ্ব্বের শ্রায় স্থখলাভ করুন ॥ ৪১ ॥ মহর্ষি ঔৰ্ব্ব এইরূপ আদেশ করিলে হৈহয়গণ লোচন লাভ করিয়া যথেষ্টক্রমে নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিল ॥ ৪২ ॥ এদিকে ব্রাহ্মণীও সেই তেজস্বী দিব্য পুত্রকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করত সাব-ধানে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ রাজন্ ! এই আমি আপনার নিকট ভার্গবগণের বিনাশ বৃত্তান্ত এবং লোভাবিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ যেক্রমে পাপকর্ম্ম করিয়াছিল তৎসমুদয় বর্ণন করিলাম ॥ ৪৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন ! আমি ক্ষত্রিয়গণের অতিশয় নিদারুণ কর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিয়া জানিলাম যে, এ বিষয়ে লোভই একমাত্র কারণ এবং লোভ হইতেই উভয়



কিঞ্চিৎ প্রকটুমিহেচ্ছামি সংশয়ং বাসবীশ্বত ! ।

হৈহয়ান্তে কথং নাম্না খ্যাতা ভুবি নৃপাত্মজাঃ ॥ ৪৬ ॥

যদোক্ত যাদবাঃ কামং ভরতাদ্ভারতাস্থথা ।

হৈহয়ঃ কোহপি রাজাভূতেষাং বংশে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৭ ॥

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কারণং করুণানিধে ! ।

হৈহয়ান্তে কথং জাতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ কেন কৰ্ম্মণা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

হৈহয়ানাং সমুৎপত্তিং শৃণু ভূপ ! সবিস্তরাম্ ।

পুরাতনীং সুপুণ্যাক্ষ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৪৯ ॥

কস্মিংশ্চিৎ সময়ে ভূপ ! সূর্য্যপুত্রঃ সুশোভনঃ ।

রেবন্তেতি চ বিখ্যাতো রূপবানমিতপ্রভঃ ॥ ৫০ ॥

উচৈঃশ্রবসমাকুহ হযরত্বং মনোহরম্ ।

জগাম বিষ্ণুসদনং বৈকুণ্ঠং ভাস্করাত্মজঃ ॥ ৫১ ॥

ভগবদর্শনাকাঙ্ক্ষী হযারুঢ়ো যদাগতঃ ।

হয়স্থস্ত তদা দৃষ্টো লক্ষ্ম্যাসৌ রবিনন্দনঃ ॥ ৫২ ॥

ইদানীং অনমেজয়ঃ হৈহয়ানাং ভার্গবনাশনে কারণং নিশ্চিত্যাহ কারণ-  
মিত্যাदि ॥ ৪৫-৫১ ॥

বৈকুণ্ঠগমনে কারণমাহ । ভগবদর্শনেতি ॥ ৫২-৫৪ ॥ )

পক্ষের একরূপ হুঃখ ঘটয়াছে ॥ ৪৫ ॥ মুনীন্দ্র ! আমি এই বিষয়ে আপনাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা  
করিতে ইচ্ছা করিতেছি, সেই রাজপুত্রগণ পৃথিবীতলে হৈহয় নামে বিখ্যাত হইলেন  
কেন ? ॥ ৪৬ ॥ ক্ষত্রগণের মধ্যে কতকগুলি যহুবংশসমুদ্ভূত বলিয়া যাদব এবং কতকগুলি  
ভরত হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া ভারত এই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ; কিন্তু ইহাদের বংশে  
হৈহয় নামে কোন্ রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা এই ক্ষত্রিয়গণ অন্য কোন কৰ্ম্ম  
দ্বারা হৈহয় নামে বিখ্যাত হইলেন, আমি তাহার কারণ শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষ  
করিতেছি আপনি কৃপা করিয়া তাহা বর্ণন করুন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভূপতে ! আমি আপনার নিকট হৈহয়দিগের উৎপত্তির কথা সবিস্তার  
বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন, এই পুরাতনী কথা শ্রবণ করিলে পাপরাশি ধ্বংস হইয়া  
পুণ্যের উদয় হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ রাজন্ ! কোনও সময়ে অপরিমিত-প্রভাসম্পন্ন রূপবান্  
ও সুশোভন রেবন্ত নামক সূর্য্যপুত্র, মনোহর অশ্বরত্ন উচৈঃশ্রবাস আরোহণ করিয়া বিষ্ণু  
নিকেতন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৫০—৫১ ॥ তিনি যখন ভগবানের দর্শনা-

রমা বীক্ষ্য হয়ং দিব্যং ভ্রাতরং সাগরোদ্ভবম্ ।  
 রূপেণ বিস্মিতা তস্মৈ তস্মৌ স্তম্ভিতলোচনা ॥ ৫৩ ॥  
 ভগবানপি তং দৃষ্ট্বা হয়ারুঢ়ং মনোহরম্ ।  
 আগচ্ছস্তং রমাং বিষ্ণুঃ পপ্রচ্ছ প্রণয়াং প্রভুঃ ॥ ৫৪ ॥  
 কোহয়মায়াতি চার্বঙ্গি ! হয়ারুঢ় ইবাপরঃ ।  
 স্মরতেজস্তুভুঃ কাস্তে ! মোহয়ন্ ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥  
 প্রেক্ষমাণা তদা লক্ষ্মীস্তচ্ছিত্তা দৈবযোগতঃ ।  
 নোবাচ বচনং কিঞ্চিৎ পৃষ্ঠাপি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৬ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

অশ্বাসক্তমতিং বীক্ষ্য কামিনীমতিমোহিতাম্ ।  
 পশ্যন্তীং পরমপ্রেমুণা চঞ্চলাক্ষীঞ্চ চঞ্চলাম্ ॥ ৫৭ ॥  
 তামাহ ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কিং পশ্যসি স্তলোচনে ! ।  
 মোহিতা চ হরিং দৃষ্ট্বা পৃষ্ঠা নৈবাভিভাষসে ॥ ৫৮ ॥  
 সর্বত্র রমসে যস্মাদ্রমা তস্মাদ্ভবিষ্যসি ।  
 চঞ্চলত্বাচ্চলেত্যেবং সর্বথৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

স্মরতেজস্তুভুঃ স্মরবস্তেজো যস্তাঃ সা তদুৰ্য্যস্তেত্যর্থঃ । স্মরন্তে তদুজঃ কাস্তে ইতি পাঠো-  
 হত্বত্র পুস্তকে ॥ ৫৫—৫৭ ॥

হরিমখং দৃষ্ট্বা ॥ ৫৮—৬০ ॥

কাজ্জী হইয়া অশ্বারোহণে গমন করেন, তখন লক্ষ্মীদেবী ঐ রবিনন্দনকে দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ৫২ ॥ ক্ষীরাক্তিতনয়া রমাদেবী সাগরসমুদ্ভূত সহোদর অশ্ববরের মনোহর রূপ  
 অবলোকন পূর্বক বিস্মিত হইয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন ॥ ৫৩ ॥ নিগ্রহাহুগ্রহসমর্থ  
 ভগবান্ বিষ্ণু, মনোহর রূপসম্পন্ন রেবন্তকে অশ্বারোহণে আসিতে দেখিয়া প্রণয়বশে  
 লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি ! দ্বিতীয় মনোভবের ভ্রাতা কোন্ পুরুষপ্রবর ত্রিভুবন  
 মোহিত করিয়া অশ্বারোহণে আগমন করিতেছেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ তখন লক্ষ্মীদেবী দৈবযোগ-  
 বশতঃ একমনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এজন্য ভগবান্ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও  
 তিনি কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না ॥ ৫৬ ॥

চঞ্চলাদেবী লক্ষ্মী অশ্বের প্রতি একান্ত আসক্তচিত্ত ও অত্যন্ত মোহিত হইয়া পরম  
 প্রেমবশে স্থিরনেত্রে অবলোকন করিতেছেন ভগবান্ ইহা দর্শন করিয়া কুপিত হইলেন  
 এবং তাঁহাকে কহিলেন, স্তলোচনে কি দেখিতেছ ? তুমি অশ্ব দর্শনে এমনি মোহিত  
 হইয়াছ যে, আমি জিজ্ঞাসা করিলেও কথা কহিতেছ না ॥ ৫৭—৫৮ ॥ তুমি সর্বত্র রমণ

প্রাকৃত্য চ যথা নারী নূনং ভবতি চঞ্চলা ।  
 যথা ত্বমপি কল্যাণি ! স্থিরা নৈব কদাচন ॥ ৬০ ॥  
 ত্বং হয়ং মৎসমীপস্থা সমীক্ষ্য যদি মোহিতা ।  
 বড়বা ভব বামোরু ! মর্ত্যলোকেহতিদারুণে ॥ ৬১ ॥  
 ইতিশপ্তা রমা দেবী হরিণা দৈবযোগতঃ ।  
 রুরোদ বেপমানা সা ভয়ভীতাতিদুঃখিতা ॥ ৬২ ॥  
 তমুবাচ রমানাথং শঙ্কিতা চারুহাসিনী ।  
 প্রণম্য শিরসা দেবং স্বপতিং বিনয়ান্বিতা ॥ ৬৩ ॥  
 দেবদেব ! জগন্নাথ ! করুণাকর ! কেশব ! ।  
 স্বপ্নেহপরাধে গোবিন্দ ! কস্মাচ্ছাপং দদাসি মে ॥ ৬৪ ॥  
 ন কদাচিন্ময়া দৃষ্টঃ ক্রোধস্তে হীদৃশঃ প্রভো ! ।  
 ক গতস্তে নয়ি স্নেহঃ সহজো ন তু নশ্বরঃ ॥ ৬৫ ॥  
 বজ্রপাতস্তু শত্রৌ বৈ কর্তব্যো ন স্নহজ্জনে ।  
 সদাহং বরযোগ্যা তে শাপযোগ্যা কথং কৃত্য ॥ ৬৬ ॥

( অতিদারুণে অতিশয়দুঃখসঙ্কুলে ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

বেপমানা কম্পিতেত্যর্থঃ ॥ ৬২-৬৩ ॥

স্বপ্নে নিজসোদরহৃদদর্শনরূপে সামান্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪-৬৬ ॥

করিয়া থাক এজন্য রমা নামে এবং তোমার মন অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া চঞ্চলা নামে  
 বিখ্যাত হইবে ॥ ৬০ ॥ কল্যাণি ! প্রাকৃত নারীগণ যেমন চঞ্চলা তুমিও সেইরূপ চঞ্চলা  
 হইবে কোথাও কদাচিৎ স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না ॥ ৬০ ॥ তুমি আমার সমীপে  
 অবস্থিত হইয়াও যখন অশ্রুদর্শনে বিমোহিত হইয়াছ তখন তুমি নিদারুণ ক্লেশসংকুল  
 মর্ত্যলোকে ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ কর ॥ ৬১ ॥ রমাদেবী দৈবযোগে হরিকর্তৃক এইরূপে  
 অভিশপ্ত হইয়া ভয়ে ও দুঃখে কম্পমানা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥ তখন  
 চারুহাসিনী রমাদেবী শঙ্কিত ও বিনয়ান্বিত হইয়া প্রণাম পূর্বক নিজ কাস্ত নারায়ণকে  
 কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ দেবদেব ! গোবিন্দ ! আপনি জগতের নাথ ও দয়ার সাগর,  
 হে কেশব ! স্বপ্নে অপরাধেই কিহেতু আমাকে এরূপ শাপ প্রদান করিলেন ? ॥ ৬৪ ॥ প্রভো !  
 আমি আপনার এরূপ ক্রোধ পূর্বে কখনও দর্শন করি নাই ; হায় ! আমার প্রতি আপনার  
 যে অবিদ্যমান সহজ স্নেহ ছিল তাহা একগে কোথায় গেল ? ॥ ৬৫ ॥ নাথ ! বজ্রপাত স্বজনের  
 প্রতি না করিয়া শত্রুর প্রতি করাই উচিত । আমি সর্বদাই আপনার বর দানের যোগ্য-



প্রাণাংস্ত্যক্ত্যামি গোবিন্দ ! পশ্যতোহদ্য তবাগ্রতঃ ।

কথং জীবে ত্বয়া হীনা বিরহানলতাপিতা ॥ ৬৭ ॥

প্রসাদং কুরু দেবেশ ! শাপাদম্মাৎ সুদারুণাৎ ।

কদা মুক্তা সমীপং তে প্রাপ্নোমি সুখদং বিভো ! ॥ ৬৮ ॥

হরিরুবাচ ।

যদা তে ভবিতা পুত্রঃ পৃথিব্যাং মৎসমঃ প্রিয়ে ! ।

তদা মাং প্রাপ্য তম্বঙ্গি ! সুখিতা ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে

ভৃগুবংশস্থিতিবর্ণনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

স্বল্পাপরাধেন কঠোরতরশাপদানাং নির্ক্লিষ্টচিত্তা সুহৃৎখিতা চ প্রাহ প্রাণাংস্ত্যক্ত্যামিতি ॥ ৬৭-৬৯ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

পাত্র, এক্ষণে আপনি আমাকে শাপের যোগ্য করিলেন কেন ? ॥ ৬৬ ॥ গোবিন্দ ! আমি আপনার সমক্ষেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব ; আমি আপনার বিরহানলে সন্তাপিত হইয়া কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ৬৭ ॥ বিভো ! প্রসন্ন হইয়া বলুন, আমি এই সুদারুণ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া কবে আবার অতিশয় সুখকর আপনার সম্মিলন প্রাপ্ত হইব ? ॥ ৬৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, প্রিয়ে ! যখন মর্ত্যলোকে আমার সদৃশ তোমার পুত্র হইবে, তখন তুমি পুনর্বার আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ভৃগুবংশস্থিতিবর্ণন নামক সপ্তদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ইতি শপ্তা ভগবতা সিদ্ধুজা কোপযোগতঃ ।

কথং সা বড়বা জাতা রেবন্তেন চ কিং কৃতম্ ॥ ১ ॥

কস্মিন্ দেশেহক্ৰিজা দেবী বড়বা রূপধারিণী ।

সংস্থিতৈকাকিনী বাল্য পরোষিতপতিকা যথা ॥ ২ ॥

কালং কিয়ন্তুমায়ুশ্চান্ ! বিযুক্তা পতিনা রমা ।

সংস্থিতা বিজনেহরণ্যে কিং কৃতঞ্চ তয়া পুনঃ ॥ ৩ ॥

সমাগমং কদা প্রাপ্তা বাসুদেবস্ত সিদ্ধুজা ।

পুত্রঃ কথং তয়া প্রাপ্তো নারায়ণবিযুক্তয়া ॥ ৪ ॥

এতদ্বৃত্তান্তমার্যেণ ! কথয়স্ব সবিস্তরম্ ।

শ্রোতুকামোহস্মি বিশ্বেন্দ্র ! কথাখ্যানমনুভবম্ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা ব্যাসঃ পরীক্ষিতনয়েন বৈ ।

কথয়ামাস ভো বিপ্রাঃ ! কথামেতাং সবিস্তরাম্ ॥ ৬ ॥

---

দ্বিবিষ্টিলোকবর্ধ্যন্ত হৈহরস্ত কথোচ্যতে ।

ভগবত্যাঃ প্রসাদেন বংশোহরমিতি কীর্ত্যতে ।

ভগবতা লক্ষ্ম্যাং শপ্তায়ামনন্তরং কিং বৃত্তং জাতমিতি পৃচ্ছতি ইতি শপ্তেতি ॥১—৬ ॥

---

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! ভগবান্ বিষ্ণু কোপবশত সিদ্ধুতনয়াকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে পর, তিনি কিরূপে বড়বা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রেবন্তই বা তৎকালে কি করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ ক্ষীরোদনন্দিনী লক্ষ্মীদেবী কোন্ দেশে বড়বারূপ ধারণ করিয়া প্রোষিতপতিকা বাল্য গ্রাস একাকিনী কিরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ? ॥ ২ ॥ মুনিবর ! সেই কমলাদেবী পতিবিরহিতা হইয়া কতকাল কোন্ বিজনবনে অবস্থিতি করিলেন এবং তৎকালে তিনি কি করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ আর কোন সময়ে পুনর্বার বাসুদেবের সহিত তাঁহার সংমিলন হইয়াছিল ; তিনি নারায়ণের সহিত বিযুক্ত হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তবে কিরূপে পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৪ ॥ হে আৰ্য্যশ্রবর ! আপনি এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন, এই অত্যাশ্চর্য উপাখ্যান শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ।  
 পাবনীং সুখদাং কর্ণে বিশদাক্ষরসংযুতাম্ ॥ ৭ ॥  
 রেবন্তস্তু রমাং দৃষ্ট্বা শপ্তাং দেবেন কামিনীম্ ।  
 ভয়ার্ত্তঃ প্রযযৌ দূরাং প্রণম্য জগতাং পতিম্ ॥ ৮ ॥  
 পিতুঃ সকাশং ত্বরিতো বীক্ষ্য কোপং জগৎপতেঃ ।  
 নিবেদয়ামাস কথাং ভাস্করায় স শাপজাম্ ॥ ৯ ॥  
 ছুঃখিতা সা রমা দেবী প্রণম্য জগদীশ্বরম্ ।  
 আজ্ঞপ্তা মানুষ্যং লোকং প্রাপ্তা কমললোচনা ॥ ১০ ॥  
 সূর্য্যপত্ন্যা তপস্তপ্তং যত্র পূৰ্ব্বং সুদারুণম্ ।  
 তত্রৈব সা যযাবান্তু বড়বারূপধারিণী ॥ ১১ ॥  
 কালিন্দীতমসাসঙ্গে সুপর্ণাক্ষশ্চ চোত্তরে ।  
 সৰ্ব্বকামপ্রদে স্থানে সুরম্যবনমণ্ডিতে ॥ ১২ ॥

কর্ণে কর্ণয়োৱিত্যর্থঃ ॥ ৭—৯ ॥

রেবন্তকথাং সমাপ্য রমায়াঃ কথামাহ ছুঃখিতেতি ॥ ১০ ॥

সূর্য্যপত্ন্যা ছায়য়া ॥ ১১ ॥

তদেব স্থলমাহ কালিন্দীতমসেতি । তমসানারী নদী ॥ ১২—১৬ ॥

শ্রুত কহিলেন, ঋষিগণ ! জনমেজয় বেদব্যাসকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর দ্বৈপায়ন  
 মুনি এই উপাখ্যান সবিস্তার বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ ব্যাস বলিলেন,  
 রাজন্ ! যাহা হারা জনগণ পবিত্র হইয়া কল্যাণ লাভ করে, আমি আপনার নিকট  
 সেই বিশদাক্ষর-সম্বিত ঐতি-মধুর পৌরাণিক পুরাতন কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ  
 করুন ॥ ৭ ॥ ভাস্করতনয় রেবন্ত, দেবদেব বাসুদেব কমলাদেবীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন  
 দেখিয়া ভয়ার্ত্ত হইলেন এবং জগৎপতি জনার্দনকে প্রণাম করিয়া দূরে প্রস্থান করি-  
 লেন ॥ ৮ ॥ তিনি জগৎপতি বিষ্ণুর কোপ দর্শন করিয়া সত্ত্বর পিতার নিকটে গমন পূৰ্ব্বক  
 তাঁহাকে কমলার প্রতি নারায়ণের শাপপ্রদান বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৯ ॥ এদিকে  
 কমললোচনা কমলাদেবী অভিশাপানন্তর নারায়ণের নিকট হইতে আজ্ঞা লইয়া ছুঃখিত-  
 চিত্তে তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূৰ্ব্বক মল্লয়ালোকে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ পূৰ্বে সূর্য্যপত্নী  
 যে স্থানে তপস্তা করিয়াছিলেন, কমলাদেবী বড়বারূপ ধারণপূৰ্ব্বক সেই স্থানেই  
 গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ এই স্থান মনোহর বনসমূহে বিস্তৃতি এবং সৰ্ব্বকামপ্রদ সুপর্ণাক্ষ  
 পৰ্ব্বতের উত্তরদেশে কালিন্দী ও তমসার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতে-



তত্র স্থিতা মহাদেবং শঙ্করং বাঙ্কিতপ্রদম্ ।  
 দধ্যৌ চৈকেন মনসা শূলিনং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১৩ ॥  
 পঞ্চাননং দশভুজং গৌরীদেহার্কধারিণম্ ।  
 কপূরগৌরদেহাতং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্ ॥ ১৪ ॥  
 ব্যাঘ্রাজিনধরং দেবং গজচর্ম্মোত্তরীয়কম্ ।  
 কপালমালাকলিতং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ১৫ ॥  
 সাগরস্ত স্ততা কৃষ্ণা হরীরূপং মনোহরম্ ।  
 তস্মিংস্তীর্থে রমা দেবী চকার দুশ্চরং তপঃ ॥ ১৬ ॥  
 ধ্যায়মানা পরং দেবং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতা ।  
 দিব্যং বর্ষসহস্রস্ত গতং তত্র মহীপতে ! ॥ ১৭ ॥  
 ততস্তৃষ্ণো মহাদেবো বৃষাকৃচ্ছিত্রিলোচনঃ ।  
 প্রত্যক্ষোহভূন্ মহেশানঃ পার্শ্বতীসহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১৮ ॥  
 তত্রৈত্য সগণঃ শঙ্কুস্তামাহ হরিবল্লভাম্ ।  
 তপস্বন্তীং মহাভাগামশ্বিনীরূপধারিণীম্ ॥ ১৯ ॥

পরং দেবং মহাদেবম্ ॥ ১৭—১৮ ॥

অশ্বিনী বড়বা ॥ ১৯—২২ ॥

ছিল ॥ ১২ ॥ রমাদেবী সেই স্থানে অবস্থান করিয়া একান্ত মানসে বাঙ্কিতপ্রদ কল্যাণদায়ক মহাদেবকে এইরূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন যে, মহাদেব করতলে ত্রিশূল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার ললাটতটে মনোরম স্নগীতল সোমকলা স্নশোভিত হইতেছে, তাঁহার পাঁচটা বদনে তিন তিনটা করিয়া লোচন বিদ্যমান রহিয়াছে কণ্ঠদেশ নীলবর্ণে রঞ্জিত তাঁহার দশটা বাহু, কলেবর কপূর তুল্য গৌর, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গজচর্ম্ম উত্তরীয় ও নাগগণ তাঁহার উপবীত, তিনি গৌরীদেহের অর্দ্ধভাগ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার গলদেশে কপালমালা শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ১৩—১৫ ॥ সিদ্ধস্তুতা লক্ষ্মী মনোহর বড়বার রূপ ধারণপূর্ব্বক সেই তীর্থে কঠোরতর তপস্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজন্! তিনি বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক পরমদেব মহাদেবের ধ্যান করিতে করিতে সেই স্থানে দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৭ ॥ তদনন্তর পরম প্রভু দেবদেব ত্রিলোচন মহেশ্বর বৃষভবাহনে আরোহণ করিয়া পার্শ্বতীর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কমলাদেবীকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ মহাদেব সগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়া অম্বরূপধারিণী তপস্বিনী সেই হরিবল্লভা কমলাকে কহিলেন, কল্যাণি! আপনি সমস্ত জগতের জমনী এবং আপনার পতি সমস্তলোকের বিধাতা ও সর্কার্থ

কিং তপশ্চাসি কল্যাণি ! জগন্মাতার্বদম্ম মে ।

সর্বার্থদঃ পতিস্তেহস্তি সর্বলোকবিধায়কঃ ॥ ২০ ॥

হরিং ত্যক্ত্বাদ্য মাং কস্মাৎ স্তৌষি দেবি ! জগৎপতিম্ ।

বাসুদেবং জগন্নাথং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ২১ ॥

বেদোক্তং বচনং কার্য্যং নারীগাং দেবতা পতিঃ ।

নান্যস্মিন্ সর্বথা ভাবঃ কর্তব্যঃ কহিচিৎ কচিৎ ॥ ২২ ॥

পতিশুশ্রূষণং স্ত্রীণাং ধর্ম্ম এব সনাতনঃ ।

ষাদৃশস্তাদৃশঃ সেব্যঃ সর্বথা শুভকাম্যয়া ॥ ২৩ ॥

নারায়ণস্ত সর্বেষাং সেব্যো যোগ্যঃ সদৈব হি ।

তন্ত্যক্ত্বা দেবদেবেশং কিং মাং ধ্যায়সি সিন্ধুজে ! ॥ ২৪ ॥

লক্ষ্মীরুবাচ ।

আশুতোষ ! মহেশান ! শপ্তাহং পতিনা শিব ! ।

মাং সমুদ্রর দেবেশ ! শাপাদস্মাদয়ানিধে ! ॥ ২৫ ॥

তদোক্তং হরিণা শস্তো ! শাপানুগ্রহকারণম্ ।

বিজ্ঞপ্তেন ময়া কামং দয়াযুক্তেন বিষ্ণুনা ॥ ২৬ ॥

ষাদৃশস্তাদৃশ ইতি । ষাদৃশোহস্তি সাধূর্বা সাধূর্বা তাদৃশঃ সেব্য ইত্যর্থঃ ॥ ২০—২৪ ॥

আশুতোষ ! শীঘ্রং প্রসাদকর ! ॥ ২৫ ॥

তদোক্তমিতি । যদা শাপো দত্তস্তদা ময়া প্রার্থিতেন বিষ্ণুনোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

প্রদান করিতে সমর্থ, তিনি বিদ্যমান থাকিতে আপনি তপস্বী করিতেছেন ইহার কারণ কি ? ॥ ১৯—২০ ॥ দেবি ! আপনি জগৎপালক জগন্নাথ ভোগমোক্ষপ্রদ বাসুদেব শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত আমার স্তব করিতেছেন ? ॥ ২১ ॥ দেবি ! বেদোক্ত বচন অনুসারেই কার্য্য করা কর্তব্য, বেদে উক্ত হইয়াছে যে, পতিই নারীগণের দেবতা, অতএব কখন কোনও মতে অশ্রুত প্রতি সর্বতোভাবে মনের ভাববন্ধন করা কর্তব্য নয় ॥ ২২ ॥ পতি শুশ্রূষাই নারীদিগের সনাতন ধর্ম্ম, পতি সাধুই হউন আর অসাধুই হউন, মঙ্গলেচ্ছুক রমণীগণ সর্বতোভাবে তাহারই সেবা করিবে ॥ ২৩ ॥ সিন্ধুতনয়ে ! আপনার পতি নারায়ণ সকলেরই সেবনীয়, সকল অর্থ প্রদানেই সমর্থ । আপনি সেই দেবদেব গোলোক-পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য আমার আরাধনা করিতেছেন ? ॥ ২৪ ॥

লক্ষ্মী कहিলেন, হে দেবদেব ! হে কল্যাণালয় ! আপনি সেবকের প্রতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হন, ইহা আমি জানি । আমার পতি আমাকে অতিশাপ প্রদান করিয়াছেন, দয়ানিধে ! আপনি

যদা তে ভবিতা পুত্রস্তদা শাপস্ত মোক্ষণম্ ।  
 ভবিষ্যতি চ বৈকুণ্ঠবাসস্তে কমলালয়ে ! ॥ ২৭ ॥  
 ইত্যুক্তাহং তপস্তপ্তুমাগতান্মি তপোবনে ।  
 আরাধিতো ময়া দেব ! ত্বং সর্বার্থপ্রদায়কঃ ॥ ২৮ ॥  
 পতিসঙ্গং বিনা পুত্রং দেবদেব ! লভে কথম্ ।  
 স তু তিষ্ঠতি বৈকুণ্ঠে ত্যক্ত্বা বামামনাগসম্ ॥ ২৯ ॥  
 বরং মে দেহি দেবেশ ! যদি তুচ্ছোহসি শঙ্কর ! ।  
 তব তস্মা দ্বিধা ভারো নাস্তি নূনং কদাচন ॥ ৩০ ॥  
 ময়ৈতদগিরিজাকান্ত ! জ্ঞাতং পত্ন্যঃ পুরো হর ! ।  
 যন্ত্বং সোহসৌ পুনর্যোহসৌ স ত্বং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥  
 একত্বঞ্চ ময়া জ্ঞাত্বা ময়া তে স্মরণং কৃতম্ ।  
 অন্যথা মম দোষস্ত্র্যামাশ্রয়ন্ত্যা ভবেচ্ছিব ! ॥ ৩২ ॥

বামাং স্ত্রিয়মনাগসমনপরাধিনীম্ ॥ ২৯—৩০ ॥

যন্ত্বং সোহসৌ বিষ্ণুঃ যোহসৌ বিষ্ণুঃ স ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

অন্যথা যুবয়োঃ শিববিষ্ণোর্ভেদসত্ত্বে ॥ ৩২ ॥

আমাকে দয়া করিয়া এই অভিশাপ হইতে উদ্ধার করুন ॥ ২৫ ॥ শস্তো! আমি যখন  
 তাঁহাকে বিনয় বচনে মনোহুঃখ জানাইলাম, তখন তিনি অমুগ্রহ করিয়া করুণাঘিতচিত্তে  
 শাপ মোচনের কারণ কহিয়া দিলেন যে, কমলে! যখন তোমার পুত্র জন্মিবে তখনই  
 শাপ মোচন হইয়া পুনর্বার তোমার বৈকুণ্ঠবাস হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৬—২৭ ॥  
 তিনি আমাকে এইরূপ বলিলে পর আমি তপশ্চরণের নিমিত্ত এই তপোবনে আগমন  
 পূর্বক ভগবান্ ভবানীপতি আপনাকে সর্বেশ্বর ও সর্বার্থপ্রদ জানিয়া আপনার আরা-  
 ধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ২৮ ॥ দেবেশ! পতিসঙ্গ ব্যতিরেকে কিরূপে পুত্র লাভ করিব;  
 আমি নিরপরাধিনী হইলেও তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতে-  
 ছেন। হে মহেশ্বর! আপনি সকল লোকের মঙ্গল বিধান করেন, যদি আপনি আমার  
 প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমাকে বরপ্রদান করুন। প্রভো! আমি নিশ্চয়  
 জানি যে, আপনাতে ও তাহাতে কিছুমাত্র বিভিন্ন ভাব নাই ॥ ৩০ ॥ গিরিজাকান্ত! আমি  
 ইহা স্বীয় পতির নিকট হইতেই অবগত হইয়াছি। হে হর! আপনি যে, তিনিও সে;  
 আবার তিনি যে, আপনিও সে; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৩১ ॥ মঙ্গলময়! আমি  
 আপনাদিগের উভয়ের অভেদ ভাব অবগত হইয়াই আপনার ধ্যান করিয়াছি; তাহা না  
 হইলে আপনার আশ্রয় করিয়া আমার দোষ হইতে পারিত সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥



শিব উবাচ ।

কথং জ্ঞাতস্বয়া দেবি ! মম তস্মৈ চ স্তুন্দরি ! ।

ঐক্যভাবো হরেনূনং সত্যং মে বদ সিদ্ধুজে ! ॥ ৩৩ ॥

একত্বঞ্চ ন জানন্তি দেবাশ্চ মুনয়স্তথা ।

জ্ঞানিনো বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ কুতর্কোপহতাঃ কিল ॥ ৩৪ ॥

মদন্তা বাসুদেবস্য নিন্দকা বহবস্তথা ।

বিষ্ণুভক্তাস্তু বহবো মম নিন্দাপরায়ণাঃ ॥ ৩৫ ॥

ভবন্তি কালভেদেন কলৌ দেবি ! বিশেষতঃ ।

কথং জ্ঞাতস্বয়া ভদ্রে ! দুর্জয়োহদ্য কৃতাত্মভিঃ ।

সর্বথা ত্বৈক্যভাবস্তু হরৈর্মম চ দুর্লভঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সা শম্ভুনা পৃষ্ঠা তুর্চেন হরিবল্লভা ।

বৃত্তান্তং তস্মৈ বিজ্ঞাতং প্রবক্তুমুপচক্রে ॥ ৩৭ ॥

শিবং প্রতি রমা তত্র প্রসন্নবদনা ভূশম্ ॥ ৩৮ ॥

(মম মধুসূদনস্ত চৈক্যভাবো দেবাদিভির্ন জ্ঞায়তে স্বল্পবুদ্ধির্নারী যঃ কেন রূপেণ জানাসীত্যত আহ কথমিত্যাदि ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ভেদজ্ঞৌ কিং কুরুত ইত্যাহ মদন্তা ইতি । বাসুদেবস্ত মযাপি ব্যাপনশীলস্ত । মম মহেশস্ত সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্তেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

বিশেষেণ ভেদজ্ঞানস্ত কালমাহ কলাবিত্তি ॥ ৩৬—৩৮ ॥

শঙ্কর বলিলেন, দেবি সিদ্ধুতনয়ে ! আমার এবং সেই হরির ঐক্যভাব তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিলে, তাহা আমার নিকট সত্য করিয়া বল ॥ ৩৩ ॥ দেবগণ, মুনিগণ এবং বেদতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ কুতর্ক দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়াই আমাদের উত্তরের অভেদ ভাব অবগত হইতে পারেন না ॥ ৩৪ ॥ তুমি প্রায়ই দেখিতে পাইবে যে, আমার ভক্তবৃন্দের মধ্যে বহুতর ব্যক্তিই বাসুদেবের এবং বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই আমার নিন্দা করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ বিশেষত কলিকালে কালমাহাত্ম্য বশে ইহা অতি বাহুল্য-রূপেই ঘটয়া থাকে । সে যাহা হউক, কল্যাণি ! উদারাত্মা ব্যক্তিগণেরও দুর্জয় সেই বিষয় তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে, ফলতঃ হরির ও আমার একতা অবগত হওয়া একান্তই দুর্লভ জানিবে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর হরি-বল্লভা কমলা প্রসন্নবদনে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সার বৃত্তান্ত মহাদেব সন্নিধানে বলিতে আরম্ভ

## লক্ষ্মীরুবাচ ।

একদা দেবদেবেশ ! বিষ্ণুর্ধ্যানপরো রহঃ ।

দৃষ্টো ময়া তপঃ কুর্বন্ পদ্মাসনগতো যদা ॥ ৩৯ ॥

তদাহং বিস্মিতা দেবং তমপৃচ্ছং পতিং কিল ।

প্রবুদ্ধং সুপ্রসন্নঞ্চ জ্ঞাত্বা বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৪০ ॥

দেবদেব জগন্নাথ ! যদাহং নির্গতার্ণবাৎ ।

মথ্যমানাং সুরৈর্দৈতৈঃ সর্বৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ প্রভো ! ॥ ৪১ ॥

বীক্ৰিতাশ্চ ময়া সর্বৈ পতিকামনয়া তদা ।

ব্রতস্ত্বং সর্বদেবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠোহসীতিবিনিশ্চয়াৎ ॥ ৪২ ॥

ত্বং কং ধ্যায়সি সর্বৈশ ! সংশয়োহয়ং মহান্মম ।

প্রিয়োহসি কৈটভারে ! মে কথয়স্ব মনোগতম্ ॥ ৪৩ ॥

## বিষ্ণুরুবাচ ।

শৃণু কান্তে ! প্রবক্ষ্যামি যং ধ্যায়ামি সুরোত্তমম্ ।

আশুতোষং মহেশানং গিরিজাবল্লভং হৃদি ॥ ৪৪ ॥

একদেতি । পদ্মাসনগতঃ যোগসাধনানামাসানাং মধ্যে বদ্ধপদ্মাসনশ্চ কায়সংস্থান-  
বিশেষস্তোৎকর্ষাৎ তদাসনমবলম্ব্য স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তদাহমিতি । সর্বৈর্দৈতৈঃ সর্বৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ বিস্মিতত্বম্ ॥ ৪০—৪৫ ॥

করিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ লক্ষ্মী বলিলেন, দেবদেব ! একদিন ভগবান্ বিষ্ণু, নির্জনে পদ্মাসন গ্রহণ করিয়া তপস্তা করিতে করিতে ধ্যানপরায়ণ রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম । অনন্তর যখন ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে অবস্থিত রহিয়াছেন জানিতে পারিলাম তখন আমি তাঁহাকে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে দেবদেব ! আপনিই ত জগতের অধিনাথ এবং অখিলব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, এক্ষণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া মহার্ণব মন্বন করিলে যখন আমি তাহা হইতে নির্গত হইলাম, তখন আমি পতি কামনার সকলকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু নাথ ! আপনি সমস্ত দেবতা হইতেই শ্রেষ্ঠতম ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়াই আপনাকে বরণ করিয়াছিলাম ; হে সর্বৈশ ! এক্ষণে আপনি আবার কাহার ধ্যান করিতেছেন ? ইহাতে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইল ; ভগবন্ ! আপনি আমার একান্ত প্রিয়, এক্ষণে আমার নিকট আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৪১—৪৩ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, কান্তে ! আমি বাহাকে ধ্যান করিতেছি তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর । আমি সেই আশুতোষ মহেশ্বর সুরসত্তম গিরিজাবল্লভকে হৃদয়াশ্রয়ে ধ্যান

কদাচিদেবদেবো মাং ধ্যায়ত্যমিতবিক্রমঃ ।

ধ্যায়াম্যহং দেবেশং শঙ্করং ত্রিপুরাস্তকম্ ॥ ৪৫ ॥

শিবস্তাহং প্রিয়ঃ প্রাণঃ শঙ্করস্তু তথা মম ।

উভয়োরস্তরং নাস্তি মিথঃ সংস্কৃতচেতসোঃ ॥ ৪৬ ॥

নরকং যাস্তি তে নুনং যে দ্বিস্তি মহেশ্বরম্ ।

ভক্তা মম বিশালাক্ষি ! সত্যমেতদব্রুবীম্যহম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতুক্তং দেবদেবেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।

একান্তে কিল পৃষ্ঠেন ময়া শৈলস্তুতাপ্রিয় ! ॥ ৪৮ ॥

তস্মাদ্বাং বল্লভং বিষোজ্জ্বলা ধ্যাতবতী হুহম্ ।

তথা কুরু মহেশান ! যথা মে প্রিয়সঙ্গমঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রিয়ো বচঃ শ্রুত্বা প্রতুবাচ মহেশ্বরঃ ।

তামাশ্বাস্ত্র প্রিয়ৈর্বাক্যার্থার্থং বাক্যকোবিদঃ ॥ ৫০ ॥

স্বস্থা ভব পৃথুশ্রোণি ! তুচ্ছোহহং তপসা তব ।

সমাগমন্তে পতিনা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥

শিবস্তেতি । মিথঃ পরস্পরং গুঢ়ভাবেন বা সংস্কৃতং চেত আত্মা যয়োঃ ॥ ৪৬—৫০ ॥  
আশ্বাসবচনমাহ । স্বস্থা ভবেতি ॥ ৫১—৫৩ ॥ )

করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ সেই অমিতপ্রভাব দেবদেব মহাদেব কখনও আমাকে ধ্যান করেন এবং কখন বা আমিও সেই সুরেশ্বর ত্রিপুরাস্তক শঙ্করের ধ্যান করিয়া থাকি ॥ ৪৫ ॥ আমি শিবের প্রাণতুল্য প্রিয় এবং শঙ্কর আমারও সেইরূপ প্রিয়, আমাদের উভয়ের চিত্ত গুঢ়ভাবে পরস্পর সংস্কৃত, অতএব আমাদের কিছুমাত্রই প্রভেদ নাই ॥ ৪৬ ॥ হে বিশালাক্ষি ! যে সকল ব্যক্তি আমার ভক্ত হইয়া শিবের প্রতি বিদ্রোহ করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হয়, ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া কহিলাম ॥ ৪৭ ॥ মহেশ্বর ! আমি একান্তে জিজ্ঞাসা করিলে সেই দেবদেব পরম প্রভু বিষ্ণু আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন এই জন্যই আপনাকে তাঁহার বল্লভ জানিয়া আমি আপনার ধ্যান করিয়াছি । হে মহেশ ! যাহাতে আমার প্রিয়সমাগম হয় আপনি তাহার উপায় বিধান করুন ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বাক্যবিশারদ মহাদেব লক্ষ্মীর সেই বচন শ্রবণ করিয়া প্রিয়বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক কহিলেন, নিতম্বিনি ! তুমি স্নহ হও, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, পতির সহিত তোমার শীঘ্রই সন্মিলন হইবে ইহাতে সংশয়



অত্রৈব হয়রূপেণ ভগবান্ জগদীশ্বরঃ ।

আগমিষ্যতি তে কামং পূর্ণং কর্তুং ময়েরিতঃ ॥ ৫২ ॥

তথাহং প্রেরয়িষ্যামি তং দেবং মধুসূদনম্ ।

যথাসৌ হয়রূপেণ হ্যামেষ্যতি মদাতুরঃ ॥ ৫৩ ॥

পুত্রস্তে ভবিতা স্ত্রুজ ! নারায়ণসমঃ ক্রিতৌ ।

ভবিষ্যতি স ভূপালঃ সৰ্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৫৪ ॥

সুতং প্রাপ্য মহাভাগে ! ত্বং তেন পতিনা সহ ।

গন্তাসি দিবি বৈকুণ্ঠং প্রিয়া তস্ম ভবিষ্যসি ॥ ৫৫ ॥

একবীরেতি নাম্নাসৌ খ্যাতিং যাস্মতি তে সুতঃ ।

তস্মাত্তু হৈহয়ো বংশো ভুবি বিস্তারমেষ্যতি ॥ ৫৬ ॥

পরন্তু বিশ্বতাসি ত্বং হৃদিস্থাং পরমেশ্বরীম্ ।

মদাক্ষা মতচিত্তা চ তেন তে ফলমীদৃশম্ ॥ ৫৭ ॥

অতস্তদোষশাস্ত্যর্থং হৃদিস্থাং পরদেবতাম্ ।

শরণং যাহি সৰ্ব্বাভাবেন জলধেঃ সূতে ! ।

অনুথা তব চিত্তস্তু কথং গচ্ছেদ্রয়োক্তমে ॥ ৫৮ ॥

পরন্তুতৎকার্য্যসিদ্ধার্থমহমেকং রহস্তং বদামি তচ্ছৃণুত্যাহ পরন্তু বিশ্বতাসি ভ্রমিতি ॥ ৫৭ ॥

অনুপেতি । যদি মচ্চিদানন্দরূপিণ্যাং ভগবত্যাং তব চিত্তমাসক্তং স্মৃতির্হি হয়োক্তমে  
স্বর্ঘ্যস্তাশ্বে কথং চিত্তং গতং স্মৃতিস্মাত্তগবত্যাং তব চিত্তস্তাসক্তির্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

নাই ॥ ৫০—৫১ ॥ আমি ভগবান্ জগৎপতিকে প্রেরণ করিলে পর তিনি তোমার কামনা

পূরণ করিবার নিমিত্ত অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিবেন ॥ ৫২ ॥ আমি

সেই দেবদেব মধুসূদনকে এক্রূপে প্রেরণ করিব যে, তিনি অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক মদাতুর

হইয়া আপনার নিকট আগমন করিবেন ॥ ৫৩ ॥ হে স্ত্রুজ ! তাহাতে তোমার নারায়ণের

সমান একটী পুত্র হইবে এবং সে ক্রিতিতলে রাজা হইয়া সৰ্বলোকের পূজনীয় হইবে

মনেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ মহাভাগে ! তুমি পুত্র প্রাপ্ত হইলে পর নারায়ণের সহিত বৈকুণ্ঠ-

লোকে গমন এবং তাঁহার প্রিয়া হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবে ॥ ৫৫ ॥ তোমার

সেই পুত্র একবীর নামে বিখ্যাত এবং তাহা হইতেই পৃথিবীতলে হৈহয় বংশ বিস্তা-

রিত হইবে ॥ ৫৬ ॥ কমলে ! তুমি ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ ও মতচিত্ত হইয়া হৃদিস্থিত পরমে-

শ্বরীকে বিশ্বত হইয়াছ, সেই হেতুই তুমি এইরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৫৭ ॥ অতএব সেই

দোষ প্রশমনের নিমিত্ত হৃদয়স্থিতা পরদেবতার সৰ্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ কর । দেবি ! যদি

তোমার চিত্ত আনন্দরূপিণী ভগবতীর প্রতি সমাগত থাকিত তাহা হইলে কদাচই তোমার

ব্যাস উবাচ ।

ইতি দত্তা বরং দেবৈ্য ভগবান্ শৈলজাপতিঃ ।

অন্তর্দানং গতঃ সাক্ষাচ্ছময়া সহিতঃ শিবঃ ॥ ৫৯ ॥

সাপি তত্রৈব চার্বক্ষী সংস্থিতা কমলাসনা ॥ ৬০ ॥

ধ্যায়ন্তী চরণান্তোজং দেব্যাঃ পরমশোভনম্ ।

দেবাস্থরশিরোরত্ননিঘৃষ্টনখমণ্ডলম্ ॥ ৬১ ॥

প্রেমগদগদয়া বাচা তুচ্চাব চ মুহুমূহঃ ।

প্রতীক্ষমাণা ভর্তারং হযরূপধরং হরিম্ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
হৈহয়বংশোপন্যাসনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

নিঘৃষ্টনখমণ্ডলং চরণান্তোজমিত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

চিত্ত উঠেঃশ্রবার প্রতি প্রধাবিত হইত না ॥ ৫৮ ॥ ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পার্বতীপতি  
ভগবান্ মহাদেব কমলাদেবীকে এইরূপ বরদান করিয়া উমার সহিত লক্ষ্মীর সমক্ষেই  
অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥ চারুসর্বাঙ্গী কমলাদেবীও সেই স্থানেই থাকিয়া বাহার নখমণ্ডল  
সুরাস্থরগণের শিরোরত্ন দ্বারা সর্বদাই সংবর্ষিত হইয়া থাকে অধিকার সেই চরণপদ্ম স্মরণ  
করিতে লাগিলেন এবং হযরূপধারী নিজ বল্লভ হরির প্রতীক্ষায় প্রেম-গদগদ বাক্যে  
মুহুমূহ মহাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬০—৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়বংশোপন্যাসন নামক অষ্টাদশ  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একোবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তৈশ্চ দত্ত্বা বরং শম্ভুঃ কৈলাসং ত্বরিতো যযৌ ।  
রম্যং দেবগণৈর্জুষ্টিমপ্সরোভিশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ১ ॥  
তত্র গত্ত্বা চিত্ররূপং গণং কার্য্যবিশারদম্ ।  
প্রেময়ামাস বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২ ॥  
শিব উবাচ ।

চিত্ররূপ ! হরিং গত্ত্বা বৃহি ত্বং বচনাম্মগ ।  
যথাসৌ ছুঃখিতাং পত্নীং বিশোকাক্ষ করিষ্যতি ॥ ৩ ॥  
ইতু্যুক্তশ্চিত্ররূপোহথ নির্জগাম ত্বরান্বিতঃ ।  
বৈকুণ্ঠং পরমং স্থানং বৈষ্ণবৈশ্চ গণৈর্বৃতম্ ॥ ৪ ॥  
নানা ক্রমগণাকীর্ণং বাপীশতবিরাজিতম্ ।  
সংযুক্তং হংসকারণময়ূরশুককোকিলৈঃ ॥ ৫ ॥

পক্ষাধিকৈশ্চ পক্ষাশংপদৈর্যথ হরৈরজাং ।

অধিত্যমভবৎ পুত্র ইতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

শম্ভুবরদানোত্তরং জাতং বৃত্তং ব্যাস আহ তৈশ্চ দত্ত্বেতি ॥ ১—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবদেব শম্ভুর, কমলারে বরদান করিয়া অপ্সরোগণে বিভূষিত এবং সুরসমূহ কর্তৃক পরিষেবিত মনোহর কৈলাসে গমন পূর্বক চিত্ররূপ নামক কার্য্যবিশারদ এক গণবরকে লক্ষ্মীর কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত বৈকুণ্ঠধামে পাঠাইয়া দিলেন । যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া দিলেন চিত্ররূপ ! তুমি হরির নিকট যাইয়া যাহাতে তিনি ছুঃখবিধুরা নিজকাস্তা সমুদ্রহুহিতার বিরহশোকশল্য সমুদ্ধার করেন, আমার বাক্যানুসারে তুমি তাহাকে সেইরূপ করিয়া বলিবে ॥ ১—৩ ॥ মহাদেবের এইরূপ আদেশ পাইয়া চিত্ররূপ অবিলম্বে কৈলাস হইতে নির্গত হইয়া বৈষ্ণবগণ-সমূহে পরিবৃত্ত পরমধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিল । সেই স্থানটী বিবিধ দিব্য পাদপগণে সমাকীর্ণ ; শতশত মনোহারিণী দীর্ঘিকা-শ্রেণী দ্বারা সুষোভিত ; হংস, কারণ্ডব, ময়ূর, শুক ও কোকিল প্রভৃতি নানাবিধ বিহঙ্গম-গণের শ্রবণ-সুখকর কণ্ঠরবে নিনাদিত এবং পতাকাবলি দ্বারা অলঙ্কৃত প্রাসাদসমূহে বিমণ্ডিত ; নৃত্য গীতাদি বহুবিধ মনোহর কলাকলাপে পরিপূর্ণ ; উহাতে নয়নরঞ্জন বকুল, অশোক, তিলক, চম্পক প্রভৃতি তরুরাজিবিরাজিত এবং মনোহর মন্দারতরু,



উচ্চপ্রাসাদসংযুক্তং পতাকাভিরলঙ্কিতম্ ।

নৃত্যগীতকলাপূর্ণং মন্দারক্রমসংযুতম্ ॥ ৬ ॥

বকুলাশোকতিলকচম্পকালিবিমণ্ডিতম্ ।

কুজিতৈর্বিহগানাস্তু কর্ণাহ্লাদকরৈর্যুতম্ ॥ ৭ ॥

সংবীক্ষ্য ভবনং বিষ্ণোর্দ্বাঃস্থৌ প্রাহ প্রণম্য চ ।

জয়বিজয়নামানৌ বেত্রপাণী স্থিতাবুভৌ ॥ ৮ ॥

চিত্তরূপ উবাচ ।

ভো নিবেদয়তাং শীঘ্রং হরয়ে পরমাত্মনে ।

দূতং প্রাপ্তং হরস্তাত্ৰ প্রেরিতং শূলপাণিনা ॥ ৯ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য জয়ঃ পরমবুদ্ধিমান্ ।

গত্বা হরিং প্রণম্যাহ কৃতাজ্জলিপুটঃ পুরঃ ॥ ১০ ॥

দেবদেব রমাকান্ত ! করুণাকর কেশব ! ।

দ্বারি তিষ্ঠতি দূতোহত্র শঙ্করস্য সমাগতঃ ॥ ১১ ॥

আজ্ঞাপয় প্রবেষ্টব্যো ন বেতি গরুড়ধ্বজ ! ।

চিত্তরূপধরোহ্যপ্যস্তি ন জানে কার্য্যগৌরবম্ ॥ ১২ ॥

ইত্যাকর্ণ্য হরিঃ প্রাহ জয়ং প্রজ্ঞাতকারণঃ ।

প্রবেশয়াত্র রুদ্রস্য ভূত্যং সময়সংস্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

চম্পকালিচম্পকগুচ্ছিতঃ ॥ ৭—১২ ॥

প্রজ্ঞাতকারণঃ সর্বজ্ঞত্বাৎ ॥ ১৩—১৪ ॥

দিগন্তব্যাপী স্বকীয় পুষ্পগন্ধ বিস্তার পূর্বক পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ৪—৭ ॥

চিত্তরূপ বিষ্ণুর নয়ন-মনোহর স্নশোভন ভবন দর্শন করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান জয়

বিজয় নামক বেত্রপাণি পুরুষদ্বয়কে প্রণাম করিয়া কহিল ; অহে ! তোমরা সত্বর যাইয়া

পরমাত্মা হরিকে নিবেদন কর যে, ভগবান্ শূলপাণির প্রেরিত একজন দূত এখানে আসিয়া

একণে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে ॥ ৮—৯ ॥ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বুদ্ধিমান্

জয়, হরির সন্মুখে আসিয়া প্রণতি পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে কহিল, হে করুণাকর কেশব !

হে দেবদেব রমাকান্ত ! ভবানীপতির চিত্তরূপ নামক দূতপ্রবর এখানে উপস্থিত হইয়া

দ্বারদেশে অবস্থিত রহিয়াছে ; কার্য্যগৌরব অবগত নহি, তাহাকে আপনার নিকট আনয়ন

করিব কি না, আজ্ঞা করুন ॥ ১০—১২ ॥ জয়ের কথা শ্রবণমাত্র অন্তর্যামী হরি, অন্তরে কারণ

জানিয়া কহিলেন, জয় ! তুমি সেই সমাগত রুদ্রদূতকে ভবনমধ্যে আনয়ন কর ॥ ১৩ ॥

ইত্যাकर्ण्य जयसूर्णं गङ्गा तं परमाद्भुतम् ।  
 एहीत्याकारयामास जयः शङ्करमेवकम् ॥ १४ ॥  
 প্রবেশিতো জয়েনাথ চিত্ররূপস্তথাকৃতিঃ ।  
 প্রণম্য দণ্ডবদ্বিক্ষুং কৃতাজ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥  
 দৃষ্ট্বা তং বিস্ময়ং প্রাপ ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ ।  
 চিত্ররূপধরং শস্তোঃ সেবকং বিনয়ান্বিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 পপ্রচ্ছ তং স্মিতং কৃত্বা চিত্ররূপং রমাপতিঃ ।  
 কুশলং দেবদেবস্য সকুটুম্বস্য চানঘ ! ॥ ১৭ ॥  
 কস্মাদ্বং প্রেষিতোহস্মত্র ব্রুহি কার্য্যং হরস্য কিম্ ।  
 অথবা দেবতানাঞ্চ কিঞ্চিৎ কার্য্যং সমুপস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

দূত উবাচ ।

কিমজ্ঞাতং তবাস্তীহ সংসারে গরুড়ধ্বজ ! ।  
 বর্তমানং ত্রিকালজ্ঞ ! যদহং প্রব্রবীমি বৈ ॥ ১৯ ॥  
 প্রেষিতোহস্মি ভবেনাত্র বিজ্ঞপ্তুং ত্বাং জনার্দন ! ।  
 হরস্য বচনাদ্বাক্যং প্রব্রবীমি ত্বয়ি প্রভো ! ॥ ২০ ॥

( প্রবেশিত ইতি । তথাকৃতিশ্চিত্ররূপাকৃতিরিত্যর্থঃ । কৃতাজ্জলিপুটঃ কৃতোহজ্জলিপুটো যেনেতিবিগ্রহঃ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্টেতি । শিবমহিমা সেবকেহপি প্রতিকলিতঃ অতশ্চিত্ররূপস্ত চিত্ররূপধরত্বম্ । অতস্তং দৃষ্ট্বা ভগবতোহপি বিস্ময় ইতি ভাবঃ ॥ ১৬—২৪ ॥ )

তাহা শুনিয়া জয় সেই রমণীয়মূর্তি শিবসেবককে আহ্বান পূর্বক জনার্দনসন্নিধানে প্রবেশ করাইল । বিচিত্রাকৃতি চিত্ররূপ নারায়ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত রহিল । ভগবান্ বিহগেন্দ্রবাহন নারায়ণ সেই চিত্ররূপধারী বিনয়ান্বিত শিবসেবককে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ১৪-১৬ ॥ অনন্তর কমলাপতি জীবৎ হস্ত করিয়া চিত্ররূপকে জিজ্ঞাসিলেন বিমলমতে ! পরিজনের সহিত দেবদেব মহাদেবের সর্বাঙ্গীন কুশল ত ? তোমাকে কি নিমিত্ত এখানে পাঠাইয়াছেন ? মহেশ্বরের কার্য্য কি বল ; অথবা যদি দেব-গণের কোনও কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাও আমাকে বল ॥ ১৭-১৮ ॥

দূত কহিল, অন্তর্যামিন্ ! যখন, ইহ সংসারে আপনার কোন বিষয়ই অবিদিত নাই, তখন উপস্থিত বিষয় আমি বাহা বলিব তাহা কি আপনার অপরিজ্ঞাত আছে ? হে ত্রিকালজ্ঞ ! তথাপি ভগবান্, ভুবানীপতি আপনাকে যে বিষয় বিদিত করিবার নিমিত্ত আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার বচনানুসারে আমি তাহা আপনার নিকট নিবেদন করি-

তেনোক্তমেতদ্বেশ ! ভাৰ্য্যা তে কমলালয়া ।  
 তপস্তপতি কালিন্দীতমসাসঙ্গমে বিভো ! ॥ ২১ ॥  
 হয়ীরূপধরা দেবী সৰ্বার্থসিদ্ধিদায়িনী ।  
 ধ্যাভুং যোগ্যামরগণৈর্মানবৈর্যক্ষকিন্নরৈঃ ॥ ২২ ॥  
 বিনা তয়া নরঃ কোহপি স্তুখভাগী ভবেদুবি ।  
 তাং ত্যক্তা পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রাপ্নোষি কিং স্তুখং হরে ! ॥ ২৩ ॥  
 দুৰ্বলোহপি ত্রিয়ং পাতি নির্ধনোহপি জগৎপতে ! ।  
 বিনাপরাধক্ বিভো ! কিং ত্যক্তা জগদীশ্বরী ॥ ২৪ ॥  
 দুঃখং প্রাপ্নোতি সংসারে যশ্চ ভাৰ্য্যা জগদ্গুরো ! ।  
 ধিক্ তস্মৈ জীবিতং লোকে নিন্দিতং ত্রিমণ্ডলে ॥ ২৫ ॥  
 সকামা রিপবন্তেহদ্য দৃষ্ট্বা তাং দুঃস্থিতাং ভূশম্ ।  
 ত্বাং বিযুক্তক্ রময়া হসিষ্যন্তি দিবানিশম্ ॥ ২৬ ॥  
 রমাং রময় দেবেশ ! ত্বদুৎসঙ্গতাং কুরু ।  
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্নাং স্ত্রীলাক্ সুরূপিণীম্ ॥ ২৭ ॥

অরিমণ্ডলে শক্রমণ্ডলে নিন্দিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

দুঃস্থিতাং দুঃখিতামিত্যর্থঃ । রময়া বিযুক্তং ত্বামিত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

তেছি ॥১৯-২০॥ তিনি কহিয়াছেন, হে বিভো ! দেবী কমলালয়া আপনার প্রেমসী ভাৰ্য্যা ;  
 সেই সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী সিন্ধুনন্দিনী যক্ষ, কিন্নর, নর ও অমরগণের ধ্যানযোগ্যা হইয়াও  
 বড়বারূপ ধারণপূৰ্ব্বক কলিন্দকন্ধ্যা যমুনা ও তমসার সঙ্গমস্থলে কঠোরতর তপস্তা করিতে-  
 ছেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই সৰ্বার্থদায়িনী লোকজননী ব্যতিরেকে এই ত্রিলোক মধ্যে  
 কোন্ পুরুষ স্তুখভাগী হইতে পারে ? হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি  
 কি স্তুখ প্রাপ্ত হইতেছেন ? ॥ ২৩ ॥ বিভো ! নির্ধন বা দুৰ্বল ব্যক্তিও আপনার ভাৰ্য্যার  
 প্রতিপালন করিয়া থাকে, আপনি জগতীপতি হইয়াও বিনা অপরাধে সেই জগদারাধ্যা  
 ভাৰ্য্যারে পরিত্যাগ করিতেছেন কেন ? ॥২৪॥ জগদ্গুরো ! আপনাকে আমি কি উপদেশ  
 প্রদান করিব ? এই সংসারে বাহার ভাৰ্য্যা দুঃখপ্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি অরতিমণ্ডলে অতিশয়  
 নিন্দিত হয়, বিভো ! তাহার তাদৃশ জীবনেই ধিক্ !! হে লোকনাথ ! তাঁহাকে অত্যন্ত  
 দুঃখিত দেখিয়া এখন আপনার রিপুগণের কামনা পরিপূর্ণ হইয়াছে । “দেবি ! কেশব  
 তোমারে পরিত্যাগ করিয়াছেন ; অতএব এক্ষণে আমাদের সহিত তুমি স্তুখে কালহরণ  
 কর” এই বলিয়া শক্রগণ দিবারাত্র আপনাকে উপহাস করিতেছে ॥ ২৫-২৬ ॥ অতএব  
 হে সুরেশ্বর ! আপনি রমাদেবীর মনোরঞ্জন করুন, সেই সৰ্বলক্ষণসম্পন্না নিকপমা রূপবতী



স্থিতিতৌ ভব তাং প্রাপ্য বল্লভাঞ্চাক্রহাসিনীম্ ।  
 কাস্তাবিরহজং দুঃখং স্বরাম্যহমনাতুরঃ ॥ ২৮ ॥  
 মম ভার্য্যা মৃত্যু বিবেকা ! দক্ষযজ্ঞে সতী যদা ।  
 তদাহং দুঃসহং দুঃখং ভুক্তবানমুজেক্ষণ ! ॥ ২৯ ॥  
 সংসারেহস্মিন্নরঃ কোহপি মা ভূম্যৎসদৃশোহপরঃ ।  
 মনসাকরবৎ শোকং তস্মা বিরহপীড়িতঃ ॥ ৩০ ॥  
 কালেন মহতা প্রাপ্তা ময়া গিরিসুতা পুনঃ ।  
 তপস্তপ্তাতিদুঃসাধ্যং যা দক্ষা তু কৃষাধ্বরে ॥ ৩১ ॥  
 হরে ! কিং সুখমাপন্নং হুয়া সংত্যজ্য কামিনীম্ ।  
 একাকী তিষ্ঠতা কালং সহস্রবৎসরাত্মকম্ ॥ ৩২ ॥  
 গত্বাশ্বাশ্চ মহাভাগাং সমানয় নিজালয়ম্ ।  
 মা ভূৎ কোহপীহ সংসারে বিমুক্তো রময়া তয়া ॥ ৩৩ ॥  
 কৃত্বা তুরগরূপং ত্বং ভজতাৎ কমলালয়াম্ ।  
 উৎপাদ্য পুত্রমায়ুস্বংস্তামানয় শুচিস্মিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

স্বরাম্যহমিতি শিবোক্তিঃ ॥ ২৮—৩৭ ॥

সুশীলা কমলাকে পুনরায় আপনার ক্রোড়গতা করুন ॥ ২৭ ॥ দেব ! আপনি সেই চাক্রহাসিনী  
 বল্লভারে গ্রহণ করিয়া স্থখী হউন । ভগবান্ শঙ্কর আরও বলিলেন যে, আমি এক্ষণে যদিও  
 বিরহাতুর নহি, তথাপি জগদম্বিকার সেই বিরহ দুঃখ স্বরণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট অনুভব  
 করিয়া থাকি ॥ ২৮ ॥ হে কমললোচন ! আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা সতীদেবী যখন দক্ষযজ্ঞে  
 জীবন বিসর্জন করিলেন, তখন আমি দুঃসহ দুঃখ অনুভব করিয়াছি, কেশব ! এই সংসারে  
 অন্য কোনও ব্যক্তির যেন তেমন দুঃখ না হয় !! তাঁহার বিরহে আমার যে শোক ও মনঃ-  
 পীড়া হইয়াছিল তাহা আমি এখন কেবল মনে মনেই স্বরণ করিয়া থাকি ; কাহারও নিকটে  
 প্রকাশ করি না ॥ ২৯-৩০ ॥ যিনি দক্ষযজ্ঞে গদীর নিন্দাজনিত প্রদীপ্ত রোষানলে দগ্ধ হইয়া  
 জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন ; আমি অতিশয় দুঃস্বপ্নের তপস্তা করিয়া বহুকালের পর  
 সেই দেবীকে পুনরায় গিরিজারূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩১ ॥ মুরারে ! প্রণয়িনী ভার্য্যারে  
 পরিত্যাগ করিয়া সহস্র সংবৎসর একাকী থাকিয়া আপনি কি সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন ? ॥ ৩২ ॥  
 আপনি সেই সৌভাগ্যবতী সুদত্তী যুবতীকে আশ্বাসিত করিয়া নিজ নিকেতনে আনয়ন  
 করুন ; ভগবন্ ! সেই ভবভাবন ভবানীপতি শেষে আপনাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন  
 যে, কংসারে ! সংসারে যেন কোনও ব্যক্তি সেই পরমা দেবী রমা ব্যতিরেকে মুহূর্তমাত্রও  
 অবস্থিত না হয় ; আয়ুস্মন্ ! আপনি- তুরঙ্গরূপ ধারণপূর্বক সেই কমলারে ভজনা করুন ।

ব্যাস উবাচ ।

হরিরাকর্ষ্য তদ্বাক্যং চিত্তরূপশ্চ ভারত ! ।

তথৈতু্যক্ত্বা তু তং দূতং প্রেষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৩৫ ॥

গতে দূতেহথ ভগবান্ বৈকুণ্ঠাৎ কামসংযুতঃ ।

জগাম ধূত্বা তত্রাশু বাজিরূপং মনোহরম্ ॥ ৩৬ ॥

যত্র সা বড়বারূপং কৃত্বা তপতি সিন্ধুজা ।

বিস্মৃত্যং দেশমাসাদ্য তামপশ্যদ্বয়ীং স্থিতাম্ ॥ ৩৭ ॥

সাপি তং বীক্ষ্য গোবিন্দং হয়রূপধরং পতিম্ ।

জ্ঞাত্বা বীক্ষ্য স্থিতা সাধ্বী বিস্মিতা সাশ্রুলোচনা ॥ ৩৮ ॥

তয়োস্তু সঙ্গমস্তত্র প্রবৃত্তৌ মন্থথার্তয়োঃ ।

কালিন্দীতমসাসঙ্গে পাবনে লোকবিশ্রুতে ॥ ৩৯ ॥

সগর্ভা সা তদা জাতা বড়বা হরিবল্লভা ।

সুযুবে সুন্দরং বালং তত্রৈব চ গুণোত্তরম্ ॥ ৪০ ॥

(সাপিতমিতি । শাপাত্তবৈবৈতদেব হুঃখমিতি সংসৃত্য সাশ্রুনেত্রিভাবঃ । স্বয়ং হুঃখ-  
মোচনাগ্নাগমনাৎ বিস্ময়কারণমিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৮ ॥

তয়োঃমিতি । তয়োঃভগবতো লক্ষ্যাস্ত সঙ্গমে নৈব ততীর্থশ্চ পাবনত্বং লোকবিশ্রুতত্বঞ্চৈতি  
বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৯—৪০ ॥ )

তদনন্তর সেই শুচিস্থিতা জাগ্রার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে আনয়ন  
করেন ॥ ৩৩-৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভরতকুলভূষণ ! ভগবান্ হরি সেই চিত্তরূপের বচন আকর্ষণ করিয়া  
“ভগবান্ ভূতপতি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহাই করিব” এই বলিয়া সেই দূতকে শঙ্কর  
সন্নিধানে প্রতিপ্রেরণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ দূত গমন করিলে পর ভগবান্ মনোহর তুরঙ্গরূপ  
ধারণ পূর্বক সকামাস্তঃকরণে তৎকৃণাৎ বৈকুণ্ঠ হইতে যেখানে কমলাদেবী বড়বারূপিনী  
হইয়া তপশ্চরণ করিতেছিলেন সেই স্থানে যাত্রা করিলেন । তথায় আসিয়াই দেখিলেন যে,  
বিমলাদেবী অশ্বিনীর রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ সেই সাধ্বীও অশ্বরূপ-  
ধারী নিজ কাস্ত গোবিন্দকে নিরীক্ষণ করিবারাত্র চিনিতে পারিয়া আর অন্যত্র পলায়ন  
করিলেন না ; বস্তুতঃ তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত মনে সেই স্থলেই অবস্থিত  
রহিলেন ; কিন্তু মনোহুঃখে তাঁহার বিশাল নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা ক্ষরিত  
হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর, সেই কালিন্দী ও তমসার লোকবিখ্যাত সঙ্গম স্থলে তাঁহাদের  
উভয়ের পরস্পর সঙ্গম সংঘটিত হইল ॥ ৩৯ ॥ তখন বড়বারূপিনী হরিবল্লভা গর্ভবতী হইয়া  
যথাকালে সেই স্থানেই রূপসম্পন্ন গুণবান্ এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৪০ ॥ তখন ভগবান্

তামাহ ভগবান্ বাক্যং গ্রহস্ব সময়াশ্রিতম্ ।

তাজাদ্য বড়বং দেহং পূৰ্বদেহা ভবাধুনা ॥ ৪১ ॥

গমিষ্যাবঃ স্ববৈকুণ্ঠমাৰাং কৃত্বা নিজং বপুঃ ।

তিষ্ঠত্বত্র কুমারোহয়ং ত্বয়া জাতঃ স্নলোচনে ! ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মীরুবাচ ।

স্বদেহসম্ভবং পুত্রং কথং হিত্বা ত্রজাম্যহম্ ।

স্নেহঃ স্নুস্তুজঃ কামং স্বাত্মজস্য সুরষভ ! ॥ ৪৩ ॥

কা গতিঃ শ্রাদমেয়াত্মন্থ ! বালশ্রাস্য নদীতটে ।

অনাথস্যাসমর্থস্য বিজনেহল্লতনোরিহ ॥ ৪৪ ॥

অনাশ্রয়ং স্নুতং ত্যক্ত্বা কথং গন্তুং মনো মম ।

সমর্থং সদয়ং স্বামিন্ ! ভবেদম্বুজলোচন ! ॥ ৪৫ ॥

দিব্যদেহৌ ততো জাতৌ লক্ষ্মীনারায়ণাবুভৌ ।

বিমানবরসংবিষ্টৌ স্তূয়মানৌ সুরৈর্দ্যিবি ॥ ৪৬ ॥

গন্তুকামং পতিং গ্রাহ কমলা কমলাপতিম্ ।

গৃহাণেমং স্নুতং নাথ ! নাহং শক্তাস্মি হাপিতুম্ ॥ ৪৭ ॥

বড়বায়া ইদং বড়বম্ ॥ ৪১—৪৪ ॥

সদয়ং মম মনঃ স্নুতং ত্যক্ত্বা গন্তুং কথং সমর্থং ভবেদিত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৫—৪৭ ॥

হাশু করিয়া তাঁহাকে সমরোচিত বাক্যে কহিলেন, প্রিয়ে ! এক্ষণে বড়বাদেহ পরিত্যাগ করিয়া পূৰ্বদেহ গ্রহণ কর ॥ ৪১ ॥ স্নলোচনে ! আমরা উভয়ে আপন আপন দেহ ধারণ পূৰ্বক নিজ নিকেতন বৈকুণ্ঠধামে গমন করি, আর তোমার প্রস্তুত এই সন্তান এই স্থানেই অবস্থান করুক ॥ ৪২ ॥ লক্ষ্মী কহিলেন, নাথ ! স্বীয় জঠরজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গমন করিব। সুরেশ্বর ! আশ্রুজাত সন্তানের স্নেহ অত্যন্তই দুস্তজ্য জানিবেন ॥ ৪৩ ॥ মহাত্মন্থ ! এই বালক অত্যন্ত শিশু অতিশয় ক্ষুদ্র তনু ; স্নুতরাং আশ্র রক্ষণে নিতাস্তই অসমর্থ, ইহাকে নদীতটে পরিত্যাগ করিলে এ অনাথ হইবে তখন ইহার কি গতি হইবে ? ॥ ৪৪ ॥ হে কমললোচন ! স্বামিন্ ! স্নেহরসে আমার মন পরিপ্লুত ; নিরাশ্রয় শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর লক্ষ্মী ও নারায়ণ পূৰ্ববৎ দিব্য দেহ ধারণ পূৰ্বক উক্তম বিমানে আরোহণ করিলে পর দেবতাগণ তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ নারায়ণ গমন করিতে অভিলাষ করিলে কমলা কহিলেন, নাথ ! আপনি এই পুত্রকে গ্রহণ করুন, আমি ইহাকে



প্রাণপ্রিয়োহস্তু মে পুত্রঃ কাস্ত্য। ত্বৎসদৃশঃ প্রভো ! ।  
গৃহীত্বেনং গমিষ্যামো বৈকুণ্ঠং মধুসূদন ! ॥ ৪৮ ॥

হরিরুবাচ ।

মা বিষাদং প্রিয়ে ! কর্তুং ত্বমহসি বরাননে ! ।  
তিষ্ঠত্বয়ং স্থথেনাত্ত রক্ষা মে বিহিতা হিহ ॥ ৪৯ ॥  
কার্য্যং কিমপি বামোরু ! বর্ততে মহদদ্ভুতম্ ।  
নিবোধ কথয়াম্যদ্য স্ততস্যাত্ত বিজ্ঞোচনে ॥ ৫০ ॥  
তুর্কস্কর্নাম বিখ্যাতো যথাতিতনুজো ভুবি ।  
হরিবর্শ্মেতি পিত্রাস্ত কৃতং নাম স্তবিশ্রুতম্ ॥ ৫১ ॥  
স রাজা পুত্রকামোহদ্য তপস্তপতি পাবনে ।  
তীর্থে বর্ষণতং জাতং তস্য বৈ কুর্কতস্তপঃ ॥ ৫২ ॥  
তস্যার্থে নির্ম্মিতঃ পুত্রো ময়ায়ং কমলালয়ে ! ।  
তত্র গত্বা নৃপং স্ক্রুত্ব ! প্রেরয়িষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৩ ॥  
তস্মৈ দাস্যাম্যহং পুত্রং পুত্রকামায় কামিনি ! ।  
গৃহীত্বা স্বগৃহং রাজা প্রাপয়িষ্যতি বালকম্ ॥ ৫৪ ॥

( প্রাণেতি । প্রাণেত্যোহপি প্রিয়ঃ প্রাণতুল্যঃ প্রিয়ো বা ॥ ৪৮—৪৯ ॥

তত্র পুত্ররক্ষণে কারণমাহ কার্য্যং কিমপীত্যাদি ॥ ৫০—৫১ ॥

পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৪৭ ॥ প্রভো ! মধুসূদন ! এই পুত্র আমার  
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, দেখুন এ দেহকাস্তিতে অবিকল আপনার সদৃশ ; অতএব আমরা  
এই তনয়কে গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব ॥ ৪৮ ॥ হরি কাহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি বিষন্ন  
হইও না, এই বালক এই স্থানে স্থখে অবস্থিতি করুক, আমি ইহার রক্ষার নিমিত্ত উপায়  
বিধান করিয়াছি ॥ ৪৯ ॥ হে বামোরু ! এই অবনীতলে কোনও এক স্তম্ভে অদ্ভুত কার্য্য  
আছে ; তাহা তোমার এই পুত্র দ্বারা সম্পন্ন হইবে ; সেই নিমিত্ত আমি ইহাকে এখানে  
পরিত্যাগ করিতেছি ; এক্ষণে তোমার নিকট সেই বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥  
তুর্কস্ক নামে বিখ্যাত যথাতি নৃপতির এক পুত্র আছে ; তাহার পিত্রাস্ত নামে ইহার নাম  
হরিবর্শ্মী রাখিয়াছিল । সে সেই নামেই স্তবিশ্রুত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥ সেই রাজা এক্ষণে পুত্র  
প্রাপ্তির কামনায় পুত্রীত্ব তীর্থে শত বৎসর হইল তপস্তা করিতেছে । কমলে ! তাহার  
নিমিত্তই আমি এই পুত্র উৎপাদিত করিয়াছি । হে স্ক্রুত্ব ! আমি এখনিই তথায় যাইয়া সেই  
নরপতিকে প্রেরণ করিব ॥ ৫২—৫৩ ॥ বরাননে ! সেই পুত্রপ্রার্থী রাজাকে আমি এই  
পুত্র প্রদান করিব ; সে এই বালককে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবে ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাশ্বাস্য প্রিয়াং পদ্মাং কৃদ্ধা রক্ষাঞ্চ বালকে ।

বিমানবরমারুহ প্রযযৌ প্রিয়য়া সহ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
হরৈরশ্বিতাং পুত্রজননং নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

হেতুগর্ভবিশেষণেন তপঃ কারণমাহ পুত্রকাম ইতি ॥ ৫২ ॥  
তন্ত্বেতি । নির্মিত উৎপাদিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভগবান্ এইরূপে পদ্মালয়া প্রিয়ায়ে আশ্বাসিত করিয়া  
বালককে সেই স্থানে রাখিয়া উত্তম বিমানে আরোহণ পূর্বক কমলার সহিত বৈকুণ্ঠধামে  
গমন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে অশ্বিনীতে হৈহয়োৎপত্তি কথন নামক  
একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## বিংশোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

সংশয়োহয়ং মহানত্র জাতমাত্রঃ শিশুস্তথা ।

মুক্তঃ কেন গৃহীতোহসাবেকাকী বিজনে বনে ॥ ১ ॥

কা গতিস্তস্মৈ বালস্ত জাতা সত্যবতীহৃত ! ।

ব্যাঘ্রসিংহাদিভির্হিংস্রৈর্গৃহীতো নাতিবালকঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

লক্ষ্মীনারায়ণৌ তস্মাৎ স্থানাচ্চ চলিতৌ যদা ।

তদৈব তত্র চম্পাখ্যঃ প্রাপ্তৌ বিদ্যাধরঃ কিল ! ॥ ৩ ॥

বিমানবরমারুঢ়ঃ কামিন্যা সহিতো নৃপ ! ।

মদনালসয়া কামং ক্রীড়মানো যদৃচ্ছয়া ॥ ৪ ॥

বিলোক্য তং শিশুং ভূমাবেকাকিনমনুত্তমম্ ।

দেবপুত্রপ্রতীকাশং রমমাণং যথাস্থখম্ ॥ ৫ ॥

বিমানান্তরসোত্তীৰ্য্য চম্পকস্তাং শিশুং জবাৎ ।

জগ্রাহ চ মুদং প্রাপ নিধিং প্রাপ্য যথাধনঃ ॥ ৬ ॥

চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশদ্বিঃ পদৈঃ সূতস্ত হ ।

হরেঃ কথানকং সম্যগ্‌হরীজাতস্ত চোচাতে ।

সূতমরণ্যে তজ্জা নারায়ণে গতে সতি সংশয়িতো রাজা পৃচ্ছতি সংশয়োহয়মিতি ॥ ১ ॥

নাতিবালক ইতি । অতিবালকো ব্যাঘ্রাদিভিঃ কথং ন ভক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥ ২—৮ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! এই বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় উপস্থিত হইল ; লক্ষ্মী ও নারায়ণ সেই সদ্যোজাত অসহায় শিশু সন্তানকে তাদৃশভাবে বিজন বনে পরিত্যাগ করিলে, পরে কে তাহাকে গ্রহণ করিল ? আহা ! সেই সদ্যঃপ্রসূত বালকের কি গতি হইল ? সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ কি তাহাকে ভক্ষণ করিল না ? ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! লক্ষ্মী ও নারায়ণ সেই স্থান হইতে গমন করিবামাত্র চম্পক নামক বিদ্যাধর মনোহর বিমানে আরোহণ পূর্বক মদনালসা নারী কামিনীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩—৪ ॥ দেবপুত্রের স্তায় কমনীয়কান্তি পরম সুলভ সেই শিশুটিকে ভূমিতলে একাকী যথাস্থখে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া চম্পক সস্তর বিমান হইতে অবতরণ পূর্বক তাহাকে গ্রহণ করিল । নির্ধন ব্যক্তি নিধি



গৃহীত্বা চম্পকঃ প্রাদাদ্ধৈব্য তং মদনোপমম্ ।  
 মদনালসায়ৈ তং বালং জাতমাত্রং মনোহরম্ ॥ ৭ ॥  
 সা গৃহীত্বা শিশুং প্রেম্ণা সরোমাঞ্চা সবিস্ময়া ।  
 মুখং চুচুশ্ব বালস্য কৃৎস্না তু হৃদয়ে ভূশম্ ॥ ৮ ॥  
 আলিঙ্গিতচুশ্বিতচ তস্মাসৌ প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ।  
 উৎসঙ্গে চ কৃতস্তম্বা পুত্রভাবেন ভারত ! ॥ ৯ ॥  
 কৃৎস্নাক্ষে তো সমারূঢ়ৌ বিমানং দম্পতী মুদা ।  
 পতিং পপ্রচ্ছ চার্বঙ্গী প্রহস্ম মদনালসা ॥ ১০ ॥  
 কন্ধ্যায়ং বালকঃ কান্ত ! ত্যক্তঃ কেন চ কাননে ।  
 পুত্রোহয়ং মম দেবেন দত্তস্ত্যাকপাণিনা ॥ ১১ ॥

চম্পক উবাচ ।

প্রিয়ে ! গহ্বাদ্য পৃচ্ছেয়ং শক্রং সৰ্বজ্ঞমাশু বৈ ।  
 দেবো বা দানবো বাপি গন্ধৰ্বো বা শিশুঃ কিল ॥ ১২ ॥  
 তেনাজ্ঞপ্তঃ করিষ্যামি পুত্রং প্রাপ্তং বনাদমুম্ ।  
 অদৃষ্টৌ নৈব কৰ্তব্যং কার্যং কিঞ্চিন্ময়া ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥

তস্মা কৃশাঙ্গা ১—১০ ॥

ত্যাশ্বকপাণিনা ত্যাশ্বকং ধনুস্তংপাণৌ যন্ত তেন শিবেন ॥ ১১—১২ ॥

অমুং পুত্রং করিষ্যামি বেদমন্ত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পাইয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয় মনোহর পুত্রলাভে বিদ্যাধরও তদ্রূপ আনন্দিত হইল ॥৫-৬॥  
 চম্পক সেই সদ্যোজাত মনোহর মন্থধোপম শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া মদনালসা দেবীকে  
 প্রদান করিল ॥ ৭ ॥ মদনালসা শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইল এবং  
 হৃদয়ে ধারণ করিয়া বারংবার মুখচুশ্বন করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ হে ভারত ! মদনালসা শিশু-  
 টিকে পুত্রভাবে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন ও চুশ্বন করিয়া পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইল । তৎপরে  
 উভয়ে বালকটিকে লইয়া পরমানন্দে বিমানে আরোহণ করিল । অনন্তর তম্বঙ্গী মদনালসা  
 হাস্ত করিয়া পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, নাথ ! এই বালকটি কাহার ? ইহাকে বনমধ্যে  
 কে পরিত্যাগ করিয়া গেল ? রোধ হয় দেবদেব গিণাকপাণি আমাকে এই পুত্রটি প্রদান  
 করিলেন ॥ ৯—১১ ॥

চম্পক বলিল ! এই শিশুটি দেব, দানব কি গন্ধৰ্বের সন্তান তাহা আমি সেই সৰ্বজ্ঞ  
 শচীপতি ইন্দ্রকে এখনি গিয়া জিজ্ঞাসা করিব ॥১২॥ তিনি আজ্ঞা করিলে পর বনপ্রাপ্ত এই  
 শিশুটিকে বেদমন্ত্রে সংস্কৃত করাইয়া পুত্রত্বে গ্রহণ করিব । বিশেষ না জানিয়া এক্ষণে হঠাৎ

ইত্যাভ্যু তাং গৃহীত্বা তং বিমানেনাথ চম্পকঃ ।  
 যযৌ শক্রপুরং তূর্ণং হর্ষেণোৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১৪ ॥  
 প্রণম্য পাদয়োঃ প্রীত্যা চম্পকস্ত শচীপতিম্ ।  
 নিবেদ্য বালকং গ্রাহ কৃতাজ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥  
 দেবদেব ! ময়া লক্ষ্মীতীর্থে পরমপাবনে ।  
 কালিন্দীতমসাসঙ্গে বালকোহয়ং স্মরপ্রভঃ ॥ ১৬ ॥  
 কশ্যপঃ বালকঃ কাস্তঃ কথং ত্যক্তঃ শচীপতে ! ।  
 আজ্ঞা চেত্তব দেবেশ ! কুর্বেহং বালকং স্মৃতম্ ॥ ১৭ ॥  
 অতীবসুন্দরো বালঃ প্রিয়য়া বল্লভঃ স্মৃতঃ ।  
 কৃত্রিমস্ত স্মৃতঃ প্রোক্তো ধর্মশাস্ত্রেষু সর্বথা ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

পুত্রোহয়ং বাসুদেবস্ত বাজিরূপধরস্য হ ।  
 হৈহয়োহয়ং মহাভাগ ! লক্ষ্ম্যাং জাতঃ পরস্তপঃ ॥ ১৯ ॥  
 উৎপাদিতো ভগবতা কার্যার্থং কিল বালকঃ ।  
 দাতুং নৃপতয়ে নুনং যযাতিতনয়ায় চ ॥ ২০ ॥

তাং ভাষ্যামিত্যাভ্যু তঞ্চ বালকং গৃহীত্বৈত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

কালিন্দীতমসাসঙ্গে তয়োঃ সম্মে ॥ ১৬—১৭ ॥

কৃত্রিমস্ত স্মৃত ইতি । তথা চ মনুঃ সদৃশস্তঃপ্রকুর্যাদ্ যং গুণদোষবিচক্ষণঃ । পুত্রং পুত্র-  
 গুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিম ইতি ॥ ১৮—২২ ॥

কোনওকার্য্য করা আগার কর্তব্য হয় না ॥ ১৩ ॥ চম্পক নিজকাস্তা মন্দনালসাকে এইরূপ  
 বলিয়া বালকটিকে গ্রহণ পূর্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে সত্বর ইন্দ্রপুরে গমন করিল ॥ ১৪ ॥ চম্পক  
 প্রীতিপূর্বক শচীপতির পদতলে প্রণাম করিয়া বালকের বিবরণ বিজ্ঞাপনপূর্বক কৃতাজ্জলি-  
 পুটে দাঁড়াইয়া কহিল, দেবেন্দ্র ! আমি কালিন্দী ও তমসার সম্মিলনপূর্বক পরম পবিত্র তীর্থস্থলে  
 এই মনোভবনিভ শিশুটিকে প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভো ! শচীকান্ত ! এই পুত্রটি কাহার ? আর  
 ইহাকে পরিত্যাগ করিলই বা কেন ? যদি আপনার অহুমতি হয় তবে আমি এই শিশুটিকে  
 পুত্ররূপে গ্রহণ করি ॥ ১৫—১৭ ॥ এই বালক অত্যন্ত সুন্দর এবং আমার প্রিয়্যর অত্যন্ত  
 বল্লভ, ধর্মশাস্ত্রেও কৃত্রিম পুত্রের বিধি উক্ত হইয়াছে, অতএব আমার একান্ত বাসনা যে,  
 এই শিশুটিকে বেদমন্ত্রে সংকৃত করিয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করি ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, মহাভাগ ! ভগবান্ বাসুদেব অশ্বরূপ ধারণপূর্বক অশ্বরূপা কমলার  
 গর্ভে ইহাকে উৎপাদন করিয়াছেন । তিনি যযাতিতনয় তুর্কস্মকে এই শক্রসংহারকম

হরিণা প্রেরিতঃ সোহদ্য রাজা পরমধার্মিকঃ ।  
 আগমিষ্যতি পুত্রার্থং তীর্থে তস্মিন্ মনোরমে ॥ ২১ ॥  
 তাবদ্বং গচ্ছ তত্রৈব গৃহীত্বা বালকং শুভম্ ।  
 যাবন্ন যাতি নৃপতিঃ হীতুং হরিণেরিতঃ ॥ ২২ ॥  
 গত্বা তত্র বিমুক্তেনং বিলম্বং মা কুথা বর ! ।\*  
 অদৃষ্টা বালকং রাজা দুঃখিতশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥  
 তস্মাচ্চম্পক ! মুক্তেনং রাজা প্রাপ্নোতু পুত্রকম্ ।  
 একবীরেতি নাম্নায়ং খ্যাতঃ স্যাৎ পৃথিবীতলে ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা চম্পকস্তুরয়াশ্রিতঃ ।  
 জগাম পুত্রমাদায় স্থলে তস্মিন্মহীপতে ! ॥ ২৫ ॥  
 মুমোচ বালকং তত্র যত্র পূর্বং স্থিতো হৃদুৎ ।  
 আরুহ্য স্ববিমানস্ত যযৌ স্বাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২৬ ॥  
 তদৈব কমলাকান্তো লক্ষ্ম্যা সহ জগদুগুরুঃ ।  
 বিমানবরমারুঢ়ো জগাম নৃপতিং প্রতি ॥ ২৭ ॥

বরেতিসম্বোধনম্ ॥ ২৩ ॥

একবীরেতি । ইদং দ্বিতীয়ং নাম । একবীরেতি বাহুলকাৎ সাধু ॥ ২৪—২৭ ॥

বালকটিকে প্রদান করিয়া কার্য্যবিশেষের সাধন করিবেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই পরম ধার্মিক  
 রাজা হরিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া অদ্যই পুত্রের নিমিত্ত সেই মনোহর পবিত্র তীর্থে আগমন  
 করিবেন ॥ ২১ ॥ যাবৎ তিনি দেবদেব বিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে না আইসেন  
 তাহার পূর্বেই তুমি অবিলম্বে তথায় যাইয়া এই রমণীয় মূর্ত্তি শিশুটিকে সেই স্থানে রাখিয়া  
 দাও, হে বিদ্যাধরপ্রবর ! তুমি আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিও না । রাজা বালককে দেখিতে  
 না পাইলে নিতান্তই দুঃখিত হইবেন ; অতএব চম্পক ! তুমি এই বালকের মায়া পরিত্যাগ  
 কর ; রাজা এই পুত্রটিকে গ্রহণ করুন । তুমি জানিও এই শিশুটি পৃথিবীতলে একবীর  
 নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ২২-২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ইত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চম্পক পুত্রটিকে লইয়া  
 তৎক্ষণাৎ তথায় যাইয়া তাহাকে পুষ্কোম্বিধিত স্থলে রাখিয়া দিয়া বিমানে আরোহণ পূর্বক  
 নিজালয়ে গমন করিল ॥ ২৫—২৬ ॥ সেই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ কমলাকান্ত প্রভাজালে



দৃষ্টস্তদা তেন নৃপেণ বিষ্ণুঃ  
 সমুত্তরংস্তত্র বিমানমুখ্যাৎ ।  
 জহর্ষ রাজা হরিদর্শনেন  
 পপাত ভূমৌ খলু দণ্ডবচ্চ ॥ ২৮ ॥  
 উত্তিষ্ঠ বৎসেতি হরিঃ পতন্তু-  
 মাশ্বাসয়ন্তু মিগতং স্বভক্তম্ ।  
 সৌহৃদ্যংস্বকো বাসুদেবং পুরঃস্বং  
 তুষ্ঠাব ভক্ত্যা মুখরীকৃতোহথ ॥ ২৯ ॥  
 দেবাধিদেবাখিললোকনাথ !  
 কৃপানিধে ! লোকগুরো ! রমেশ ! ।  
 মন্দস্য মে তে কিল দর্শনং যৎ  
 স্থূলভং যোগিজনৈরলভ্যম্ ॥ ৩০ ॥  
 যে নিঃস্পৃহাস্তে বিষয়েরপেতা-  
 স্তেষাং ত্বদীয়ং খলু দর্শনং স্যাৎ !  
 আশাপরোহং ভগবন্ননন্ত !  
 যোগ্যো ন তে দর্শনে দেবদেব ! ॥ ৩১ ॥

( জহর্ষেতি । দরিদ্রশ্চ নিধিপ্রাপ্তোহ হরিদর্শনেন রাজ্ঞো হর্ষ ইতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥  
 কৃপানিধিত্তে কারণমাহ মন্দশ্চ মে ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥  
 যে ইতি । আশাপরস্তুকাতুরঃ বিষয়াসক্তচেতা ইতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥

সমুজ্জল বিমানে আরোহণ করিয়া নৃপতির নিকট গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ভগবান্ বিমান  
 হইতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে নৃপতিবর তুর্কস্ব তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত  
 দৃষ্ট হইলেন এবং ভূমিতলে নিপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ২৮ ॥ উঠ বৎস !  
 মনোমালিন্য দূর কর এই বলিয়া নারায়ণ, সেই ভূমিপতিত নিজভক্ত নৃপতিকে আশ্বা-  
 সিত করিলেন, রাজাও সমুৎসুক ও ভক্তিসম্বিত চিত্তে সন্মুখস্থিত বাসুদেবকে স্তুব করিবার  
 নিমিত্ত বাক্যবিস্তাস করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯ ॥ হে রমেশ ! আপনি দেবতাদিগের  
 অধিদেবতা, অখিললোক-মণ্ডলের নাথ, করুণার সিদ্ধ এবং সকল লোকের উপদেষ্টা ;  
 প্রভো ! আপনার দর্শন যোগিজনেরও একান্ত স্থূলভ, আমি অত্যন্ত মন্দমতি হইয়াও  
 আপনার সেই দর্শন লাভ করিলাম, প্রভো ! ইহা দ্বারা আপনার অপার করুণাই প্রকাশ  
 পাইতেছে ॥ ৩০ ॥ ভগবন্ ! অনন্ত ! বাহারা নিঃস্পৃহ ও বিষয় হইতে বিরত তাঁহারা  
 আপনার দর্শন লাভের অধিকারী, দেবাদিদেব ! আমি আশাজালে বদ্ধ, আমি আপনার

ইতি স্তুতন্তেন নৃপেণ বিষ্ণু-  
 স্তমাহ বাক্যেন স্খ্যাময়েন ।  
 বৃণীষ রাজন্ ! মনসেপ্সিতং তে  
 দদামি তুৰ্দ্ধস্তপসা তবেতি ॥ ৩২ ॥  
 ততো নৃপস্তং প্রণিপত্য পাদয়োঃ  
 প্রোবাচ বিষ্ণুং পুরতঃ স্থিতকঃ ।  
 তপস্ত্ব তপ্তং হি ময়া স্তুতার্থে  
 পুত্রং দদম্মাত্মসমং মুরারে ! ॥ ৩৩ ॥  
 শ্রুত্বা নৃপপ্রার্থিতমাদিদেব  
 স্তমাহ রাজানমমোঘবাক্যম্ ।  
 যযাতিসুনো ! ব্রজ তত্র তীর্থে  
 কলিন্দকন্ধ্যাতমসাপ্রসঙ্গে ॥ ৩৪ ॥  
 ময়াদ্য পুত্রস্ত্ব যথেষ্পিতস্তে  
 তত্রৈব যুক্তোহস্ত্যমিতপ্রভাবঃ ।  
 লক্ষ্ম্যা প্রসূতো মম বীৰ্য্যজশ্চ  
 কৃতস্তুবার্থেহথ গৃহাণ রাজন্ ! ॥ ৩৫ ॥

ইতীতি । স্খ্যাময়েন মনসিসঙ্গাতপ্রসাদাদিতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

তত ইতি । আত্মসমং তথাশ্রুতুল্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রুত্বেতি । কলিন্দকন্ধ্যাতমসাপ্রসঙ্গে ইতি । কলিন্দপৰ্ব্বতস্ত কন্ধ্যা যমুনাতমসা চ নদী  
 তয়োঃ প্রসঙ্গে সঙ্গমস্থলে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥ )

দর্শন লাভে সম্পূর্ণই অযোগ্য মনেহ নাই ॥ ৩১ ॥ নৃপতিশ্রেষ্ঠ তুৰ্দ্ধস্তু এইরূপে স্তব করিলে  
 পর ভগবান্ বিষ্ণু অমৃতারমান বাক্যে কহিলেন, রাজন্ ! আমি তোমার তপশ্চর্য্যায় পরিতুষ্ট  
 হইয়াছি, তোমার মনের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর আমি এখনই তাহা প্রদান করি-  
 তেছি ॥ ৩২ ॥ তদনন্তর, নরপতি পুরস্থিত পরাংপর বিষ্ণুর চরণে পুনরায় প্রণিপাত পূর্বক  
 কহিলেন, মুরারে ! আমি পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্তা করিয়াছি । আমাকে আত্মতুল্য  
 পুত্র প্রদান করন ॥ ৩৩ ॥ আদিদেব নরনারায়ণ নৃপতির প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাকে অমোঘ বাক্যে  
 বলিলেন, যযাতিনন্দন ! তুমি, যমুনা ও তমসার সঙ্গম তীর্থে গমন কর । অদ্য আমি সেই  
 স্থানে তোমার নিমিত্তই তোমার মনোমত অমিতপ্রভাব একটি পুত্র রাখিয়া আসিয়াছি  
 স্বরায় বাইরা গ্রহণ কর । রাজন্ ! সেই ভবন আমার ঔরসে কমলাদেবীর অর্ঠরে জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছে ॥ ৩৪—৩৫ ॥ রাজা হরির সেই স্নমধুর বিমল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট

শ্রদ্ধা হরেবাক্যমতীব মূৰ্খঃ  
 সন্তুষ্টচিত্তঃ প্রবভূব রাজা ।  
 হরিস্ত দত্তেতি বরং জগাম  
 বৈকুণ্ঠলোকং রময়া যুতশ্চ ॥ ৩৬ ॥  
 গতে হরৌ মোহথ যযাতিসূনু-  
 র্যযাবনুদঘাতরথেন রাজা ।  
 প্রেমাস্থিতস্তত্র স্ততোহস্তি যত্র  
 বচো নিশম্যেতি জনার্দনশ্চ ॥ ৩৭ ॥  
 স তত্র গত্বাতিমনোহরং তং  
 দদর্শ বালং ভুবি খেলমানম্ ।  
 মুখে নিবেশ্যৈককরেণ কৃৎস্না  
 শঙ্কং পদাঙ্গুষ্ঠমন্যসদ্বঃ ॥ ৩৮ ॥  
 তং বীক্ষ্য পুত্রং মদনস্বরূপং  
 নারায়ণাংশং কমলাপ্রসূতম্ ।  
 হরিপ্রভাবং হরিবর্ণনামা  
 হর্ষপ্রফুল্লাননপঙ্কজোহভূৎ ॥ ৩৯ ॥  
 গৃহ্ণন্ সবেগাৎ করপঙ্কজাভ্যাং  
 বভূব প্রেমার্ণবমগ্নদেহঃ ।  
 মূৰ্খন্যুপাত্মায় মুদাস্থিতোহসৌ  
 ননন্দ রাজা স্ততমালিলিঙ্গ ॥ ৪০ ॥

অনুদঘাতরথেন অপ্রতিহতগতিমতা রথেনেত্যর্থঃ । নিশম্যেতি । জনার্দনশ্চেতি । ইতি  
 পূর্বোক্তপ্রকারকম্ ॥ ৩৭—৪০ ॥

হইলেন । তখন ভগবান্ বিষ্ণুও তাঁহাকে বরপ্রদান করিয়া রমার সহিত বৈকুণ্ঠলোকে  
 গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

যযাতিপুত্র রাজা তুর্কস্ব জনার্দনের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর প্রেমপূরিত চিত্তে এক  
 অপ্রতিহতগতি রথে আরোহণপূর্বক যেখানে সেই পুত্রটি অবস্থিতি করিতেছিল, সেই  
 স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অসামান্যপ্রভাবসম্পন্ন নরপতি তথাক বাইরাই দেখিলেন যে,  
 সেই পরমসুন্দর মনোহর শিশু একটি সুকোমল কর দ্বারা চরণাঙ্গুষ্ঠ ধারণপূর্বক স্বীয়  
 মুখে সন্নিবেশিত করিয়া আত্মলাদে ভূতলে খেলা কুরিতেছে ॥ ৩৮ ॥ পুত্রটি নারায়ণাংশে



মুখং সমীক্ষ্যাতিমনোহরং ত-  
 মুবাচ নেত্রাস্থনিরুদ্ধকণ্ঠঃ ।  
 দন্তোহসি দেবেন জনার্দনেন  
 মাং ত্রাহি পুত্রাবমহুঃখভীতেঃ\* ॥ ৪১ ॥

তপ্তং ময়া পুত্র ! তপস্তবার্থে  
 স্নদুষ্করং বর্ষশতঞ্চ পূর্ণম্ ।  
 তেনৈব তুষ্টিেন রমাশ্রিয়েণ  
 দন্তোহসি সংসারসুখোদয়ায় ॥ ৪২ ॥  
 মাতা রমা ত্রাং তনুজং মদার্থে  
 ত্যক্ত্বা গতা সা হরিণা সমেতা ।  
 ধন্যা তু সা যা প্রহসন্তমক্কে  
 কৃত্বা স্নতং ত্রাং মুদিতাননা স্মৃৎ ॥ ৪৩ ॥

ত্বমেব সংসারসমুদ্রনৌকা-  
 রূপঃ কৃতঃ পুত্র ! লক্ষ্মীধবেন ।  
 ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতিঃ স্নতং তং  
 মুদা সমাদায় যযৌ গৃহায় ॥ ৪৪ ॥

নেত্রাস্থনাশ্রুজলেनावরুদ্ধকণ্ঠঃ । অবমহুঃখং নীচহুঃখং নরকপাতজ্ঞাতং তদভীতে  
 রিত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

কমলার উদরজাত ; স্নতরাং নারায়ণ তুল্য প্রভাবসম্পন্ন, সেই মদন-মনোহর তনয়কে  
 অবলোকন করিয়া লোকবিশ্রুত নরেশ্বর হরিবর্মার মুখকমল হর্ষভরে প্রফুল্লিত হইয়া  
 উঠিল ॥ ৩৯ ॥ রাজা করাঘুজ যুগলে পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া প্রেমার্ণবে নিমগ্ন হইলেন  
 এবং হর্ষভরে মস্তকের আঘাণ লইয়া অত্যন্ত আনন্দিত-মানসে আলিঙ্গন করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৪০ ॥ বালকের মনোহর মুখকমল অবলোকন করিয়া আনন্দ-বাস্পভরে নৃপতির কণ্ঠ  
 অবরুদ্ধ হইল । তখন তিনি শিশুটিকে সন্মোদন করিয়া গদগদ বাক্যে কহিলেন, পুত্র !  
 নারায়ণ পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে তোমা হেন পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছেন ; তুমি আমাকে  
 পুরাণমনরকপাত জ্ঞাত ভয় হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৪১ ॥ পুত্র ! আমি তোমার নিমিত্ত  
 সম্পূর্ণ শত বৎসর স্নদুষ্কর তপশ্চর্যা করিয়াছি, তদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াই কমলাপতি আমার  
 সংসার সুখের নিমিত্ত তোমাকে প্রদান করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥ তোমার জননী রমাদেবী

পুরীসমীপে নৃপমাগতং ত-  
 মাকর্ণ্য সর্বৈ সচিবাস্তু রাজ্ঞঃ ।  
 যযুঃ সমীপং নৃপতেশ্চ লোকাঃ  
 সোপায়নাস্তে সপুরোহিতাশ্চ ॥ ৪৫ ॥  
 বন্দীজনা গায়নকাশ্চ সূতাঃ  
 সমাযযুঃ সম্মুখমাশু রাজ্ঞঃ ।  
 নৃপঃ পুরং প্রাপ্য পুরঃ সমাগতং  
 জনং সমাশ্বাস্ত বাটিক্যশ্চ দৃষ্ট্য ।  
 স পূজিতঃ পৌরজনেন রাজা-  
 বিবেশ পুঞ্জৈ যুতো নগর্য্যাম্ ॥ ৪৬ ॥  
 মার্গেষু লাজৈঃ কুসুমৈঃ সমস্তাদ্-  
 বিকীর্য্যমাণো নৃপতির্জগাম ।  
 গৃহং সমৃদ্ধং সচিবৈঃ সমেতঃ  
 সূতং সমাদায় সুদা করাভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

(লক্ষ্মীধবেনেতি । ধবো ভর্তা লক্ষ্ম্যা ভদ্রা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

পুরীতি । সোপায়নাঃ উপহারভ্রষ্টব্যঃ সহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ )

গায়নকাঃ গায়কাঃ ॥ ৪৬ ॥

( মার্গেষু । লাজৈঃ খদিকাভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

আমার নিমিত্ত স্বকীয় অঙ্গজাত সন্তান পরিত্যাগ করিয়া হরির সহিত গমন করিয়াছেন ।  
 পুত্র ! তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া তোমার হাস্য বিকসিত মুখপঙ্কজ দর্শনে যাহার বদনমণ্ডল  
 প্রফুল্লিত হয় সেই জননীই ধাত্রী ॥ ৪৩ ॥ হৃদয়নন্দন ! দেবাধিদেব রমাপতি তোমার আমার  
 সংসার সাগর-পারের তরণীস্বরূপ করিয়াছেন ; এই বলিয়া রাজা সেই পুত্রটিকে গ্রহণ  
 পূর্বক আনন্দিতমনে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ নগরী-সন্নিধানে নরপতি নগরীতে  
 প্রত্যাগত হইতেছেন শুনিয়া রাজার সচিব ও পুরবাসী প্রজা সকল পুরোহিত সমভি-  
 বাহায়ে উপহার সামগ্র্যসম্ভার সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল ॥ ৪৫ ॥ তখন বন্দীগণ  
 গায়ক ও সূতগণ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল । নরপতি পুরীপ্রাপ্ত হইয়া সমাগত লোক  
 সকলের প্রতি সম্মুখে দৃষ্টিপাত ও স্তম্ভুর সস্তাষণ দ্বারা আশ্বাসিত করিলেন ; তদনন্তর  
 পৌরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া পুঞ্জের সহিত নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজা যখন  
 রাজমার্গে গমন করিতে লাগিলেন, তখন পৌরগণ তাঁহার উপরি কুসুম ও লাজ বর্ষণ  
 করিতে লাগিল । অনন্তর, নরপতি করযুগল দ্বারা পুত্রকে গ্রহণ করিয়া সচিবগণের সহিত  
 স্বকীয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

রাষ্ট্রজ্য দদৌ চাখ স্মৃতং মনোজ্ঞং  
 সদ্যঃপ্রসূতঞ্চ মনোভবাত্মম্ ।  
 রাজ্ঞী শ্বহীত্বাভিনবং তনুজং  
 পপ্রচ্ছ রাজানমনিন্দিতা সা ॥ ৪৮ ॥  
 রাজন্ ! কুতশ্চৈষ স্মৃতঃ স্মজন্মা  
 প্রাপ্তস্বয়া মন্থথতুল্যরূপঃ ।  
 কৈনৈষ দত্তঃ কথয়াশু কাস্তু !  
 চেতো মদীয়ং প্রকৃতং স্মৃতেন ॥ ৪৯ ॥  
 নৃপস্তদোবাচ মুদাস্মিতোহসৌ  
 প্রিয়ে ! রমেশেন স্মৃতো হি মহম্ ।  
 লোলাক্ষি ! দত্তঃ কমলাসমুখো  
 জনার্দিনাংশোহিয়মহীনসম্বুঃ ॥ ৫০ ॥  
 সা তং গৃহীত্বা মুদমাপ রাজ্ঞী  
 রাজা চকারোৎসবমদ্ভুতঞ্চ ।  
 দদৌ চ দানং কিল যাচকেভ্যো  
 গীতানি বাদ্যানি বহুনি নেতুঃ ॥ ৫১ ॥

রাষ্ট্রজ্য ইতি । মনোভবাত্মং কামতুল্যকাস্তিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

রাজস্মিতি । স্মজন্মা আকৃতিদর্শনাৎ শুদ্ধাশ্রয়প্রতীতেরিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

নৃপেতি । কমলাসমুখো লক্ষ্মীগর্ভাজাত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

তদনন্তর, তুর্কসু সেই সদ্যঃপ্রসূত মনোভবতুল্য মনোহর পুত্রটিকে স্বীয় মহিবীর করে  
 সমর্পণ করিলেন । মনোরমা রাজপত্নী অভিনব সন্তানটিকে গ্রহণ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা  
 করিলেন, রাজন্ ! এই মন্থথমূর্তি স্মজাত পুত্রটি কোথায় পাইলেন ? কে আপনাকে  
 এই সন্তান প্রদান করিল ? নাথ ! আগনি লীভ বনুন ; এই শিশুটি আমার মন হরণ  
 করিল ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তখন নরপতি আনন্দিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! কৃপানিধি কমলাপতি  
 আমাকে এই পুত্র প্রদান করিয়াছেন, হে চপলনয়নে ! এই সন্তান নারায়ণের অংশে  
 কমলালয়ার গর্ভসমুত ; দেবি ! এই সন্তানে বল, বীৰ্য্য, ধৈর্য্য, গাভীৰ্য্যাদি সমস্ত গুণই  
 বিদ্যমান আছে সন্দেহ নাই ॥ ৫০ ॥ তখন, মহিবী সেই শিশু সন্তানকে গ্রহণ করিয়া  
 অপরিমেয় আনন্দলাভ করিলেন । অনন্তর, রাজা তুর্কসু রাজত্ববনে অদ্ভুত উৎসব আরম্ভ  
 করিলেন । যাচকগণকে দান করিতে লাগিলেন ; রাজত্ববনে নানাবিধ ক্ষীত ও বাদ্যধ্বনি



কৃত্বোৎসবং ভূপতিরাঙ্গজন্ত  
 নানৈকবীরেতি চকার বিক্রমতম্ ।  
 সুখঞ্চ সম্প্রাপ্য যুদাশ্বিতোহসৌ  
 ননন্দ দেবাধিপতুল্যবীৰ্য্যঃ ॥ ৫২ ॥  
 পুত্রং হরে রূপগুণামুরূপং  
 সম্প্রাপ্য বংশস্ত ঋণাচ্চ মুক্তঃ ॥ ৫৩ ॥  
 ইতিসকলসুরাণামীশ্বরেণাপিতং তং  
 সকলগুণগণাঢ্যং পুত্রমাসাদ্য রাজা ।  
 বিবিধসুখবিনোদৈর্ভার্য্যয়া সেব্যমানো  
 ব্যহরত নিজগেহে শক্রতুল্যপ্রতাপঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
 হরের্হয়ীজাতসুতস্ত কথাবর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বংশস্ত ঋণাং পিতৃণামৃণাদিতি যাবৎ ॥ ৫৩—৫৪ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

সমুখিত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ ভূপতি তুর্কসু পুত্রোপলক্ষে উৎসব করিয়া একবীর বলিয়া  
 তাহার নাম রাখিয়া দিলেন । ইন্দ্রতুল্য বীৰ্য্যবান্ সেই নরপতি ভগবান্ হরির তুল্য রূপ ও  
 গুণাবিত পুত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলেন এবং বংশের ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়া অত্যন্ত  
 আনন্দিত হইলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ রাজন্ ! শক্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই নরপতি এইরূপে  
 সমস্ত সুরগণের অধিপতি নারায়ণ-প্রদত্ত সর্ব গুণালঙ্কৃত পুত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়তমা কর্তৃক  
 সুখসেবিত এবং তাঁহার সহিত বিবিধ বিনোদ ও রাজভোগে নিরন্তর নিরত হইয়া নিজ  
 নিকেতনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হরির অশ্বিনীগর্ভজাতসুতকথাবর্ণন-  
 নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



# একবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

॥১০০০৮॥

বাস উবাচ ।

জাতকর্মাণ্যাদিসংস্কারাংশ্চকার নৃপতিসুদা ।

দিনে দিনে জগামাশু বৃদ্ধিঃ বালঃ স্তন্যপালিতঃ ॥ ১ ॥

নৃপঃ সংসারজং প্রাপ্য সুখং পুত্রসমুদ্ভবম্ ।

ঋণত্রয়বিমোক্ষঞ্চ মেনে তেন মহাত্মনা ॥ ২ ॥

ষষ্ঠেহন্নপ্রাশনং তস্মৈ কৃত্বা মাসি যথাবিধি ।

তৃতীয়েহথ তথা বর্ষে চূড়াকরণমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

চকার ব্রাহ্মণান্ দ্রব্যৈঃ সম্পূজ্য বিবিধৈর্ধনৈঃ ।

গোভিশ্চ বিবিধৈর্দানৈর্ঘাচকানিতরানপি ॥ ৪ ॥

বর্ষে চৈকাদশে তস্মৈ মৌজীবন্ধনকর্ম্ম বৈ ।

কারয়িত্বা ধনুর্বেদমধ্যাপয়ত পার্শ্বিবঃ ॥ ৫ ॥

---

অর্দ্ধাধিকৈকবষ্ট্যা তু শ্লোকানামভিবেচনে ।

একবীরশ্চ চ কৃতেহনন্তরং বৃত্তমুচ্যতে ॥

রাজঃ পুত্রপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ জাতকর্মাণ্যাদিতি ॥ ১ ॥

মেনে মানিতবান্ ॥ ২ ॥

ষষ্ঠে মাসীত্যম্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

ঘাচকানিতরানপি মুকাদীন সম্পূজ্য চূড়াকরণং চকারেত্যম্বয়ঃ ॥ ৪—১১ ॥

---

বাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই অবসরে নরপতি তুর্কস পুত্রের জাতকর্মাণ্যাদি সংস্কার করাইলেন । ক্রমে বালকটি লালিত পালিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১ ॥ রাজা সেই পুত্রজনিত সংসার সুখ প্রাপ্ত হইয়া, “এই উদারাত্মা পুত্রদ্বারা আমি পিতৃঋণ ঋণবিমুক্ত ও দেবঋণ হইতে মুক্ত হইলাম” মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর ষষ্ঠমাসে বিধিপূর্বক তাহার অন্নপ্রাশন এবং তৃতীয়বর্ষে চূড়াকরণ ক্রিয়া সুশৃঙ্খল-রূপে সম্পন্ন করিলেন । সেই সকল ক্রিয়াতে রাজা ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ দ্রব্য, ধন ও গোদান এবং অস্ত্রাশ্রু ঘাচকগণকেও নানাবিধ দ্রব্য প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ৩-৪ ॥ একাদশ বর্ষে তাহার মৌজীবন্ধন প্রভৃতি উপনয়ন কর্ম্ম সমাধান পূর্বক ধনুর্বেদ অধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৫ ॥ তদনন্তর, পুত্র বেদাধ্যয়নে পারদর্শী এবং রাজধর্ম্মে বিশারদ হইল

অধীতবেদং পুজ্রং তং রাজধর্ম্যবিশারদম্ ।  
 দৃষ্ট্বা তস্মাভিষেকায় মতিং চক্রে জনাধিপঃ ॥ ৬ ॥  
 পুষ্যার্কযোগসংযুক্তে দিবসে নৃপসত্তমঃ ।  
 কারয়ামাস সস্তারানভিষেকার্থমাদরাৎ ॥ ৭ ॥  
 দ্বিজানাঙ্কুয় বেদজ্ঞান্ সর্বশাস্ত্রবিচক্ষণান্ ।  
 অভিষেকং চকারাসৌ বিধিবৎ স্বাত্মজস্য হ ॥ ৮ ॥  
 জলমানীয় তীর্থেভ্যঃ সাগরেভ্যশ্চ পার্থিবঃ ।  
 স্বয়ং চকার বিধিবদভিষেকং শুভে দিনে ॥ ৯ ॥  
 ধনং দত্ত্বাথ বিপ্রৈভ্যো রাজ্যং পুজ্রে নিবেশ্য সঃ ।  
 জগাম বনমেবাশু স্বর্গকামঃ স ভূপতিঃ ॥ ১০ ॥  
 একবীরং নৃপং কৃত্বা সংমান্য সচিবানথ ।  
 ভার্য্যয়া সহ ভূপালঃ প্রবিবেশ বনং বনী ॥ ১১ ॥  
 মৈনাকশিখরে রাজা কৃত্বা তাতীয়মাশ্রমম্ ।  
 নিত্যং পত্রফলাহারশ্চিস্তয়ামাস পার্শ্বতীম্ ॥ ১২ ॥  
 এবং স নৃপতিঃ কৃত্বা দিষ্টান্তে সহ ভার্য্যয়া ।  
 মৃতোহসৌ বাসবং লোকং গতঃ পুণ্যেন কর্মণা ॥ ১৩ ॥

পার্কতীং ভগবতীং চিস্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

দিষ্টান্তে প্রারককর্মসমাপ্তাবিত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৮ ॥

দেখিয়া রাজা তাহার অভিষেকের নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন ॥৬॥ নৃপতিসত্তম তুর্কসু আদর  
 পূর্বক পুষ্যা ও অর্ক যোগযুক্ত দিবসে অভিষেকের নিমিত্ত দ্রব্য সস্তার সকল আহরণ  
 করাইলেন ॥ ৭ ॥ তিনি সর্বশাস্ত্রে সুনিপুণ বেদজ্ঞ বিপ্রগণকে আনাইয়া যথাবিধি আশ্রমের  
 অভিষেক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ তীর্থ ও সাগরসমূহ হইতে সলিল আনয়ন পূর্বক  
 শুভদিনে রাজা স্বয়ংই পুত্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ৯ ॥ অভিষেক সমাপ্তির  
 অনতিবিলম্বেই সেই নরপতি বিপ্রগণকে ভূরি ভূরি ধনদান পূর্বক পুত্রের প্রতি রাজ্যভার  
 বিস্তৃত করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় বন গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ নরপতি তুর্কসু একবীরকে  
 রাজাসনে বসাইয়া সচিবগণের সম্মাননা পূর্বক সংযতেস্ত্রিয় হইয়া ভার্য্যার সহিত বন-  
 প্রবেশ করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর, তিনি মৈনাক পর্বতের শিখরদেশে তৃতীয়াশ্রম (বানপ্রস্থ  
 ধর্ম) অবলম্বন পূর্বক প্রতিদিন পত্র ও ফলমাত্র আহারী হইয়া পার্কতীকে ধ্যান করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১২ ॥ এইরূপে তাঁহার প্রারক কর্মের অবসান হইলে, তিনি ভার্য্যার সহিত



ইন্দ্রলোকং পিতা প্রাপ্ত ইতি শ্রুত্বাথ হৈহয়ঃ ।

চকার বেদনির্দিষ্টং কৰ্ম চৈবৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ১৪ ॥

কুন্তোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ সৰ্বাঃ পিতুঃ পার্থিবনন্দনঃ ।

রাজ্যঞ্চকার মেধাবী পিত্রা দত্তং সুসম্মতম্ ॥ ১৫ ॥

একবীরোহথ ধৰ্ম্মজ্ঞঃ প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্ ।

বুভুজে বিবিধান্ ভোগান্ সচিবৈশ্চ সুমানিতঃ ॥ ১৬ ॥

একস্মিন্ দিবসে রাজা মন্ত্ৰিপুঞ্জৈঃ সমন্বিতঃ ।

জগাম জাহ্নবীতীরে হয়ারুঢ়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৭ ॥

সম্পশ্চন্ পাদপান্ রম্যান্ কোকিলানাপসংযুতান্ ।

পুষ্পিতান্ কলসংযুক্তান্ ষট্পদালিবিরাজিতান্ ॥ ১৮ ॥

মুনেীনাশ্রম্যান্ দিব্যান্ বেদধ্বনিনিদিতান্ ।

হোমধুমারতাকাশান্ মৃগশাবসমারতান্ ॥ ১৯ ॥

কেদারান্ শালিসংপকান্ গোপিকাভিঃ সুরক্ষিতান্ ।

প্রফুল্লপঙ্কজারামান্নিকুঞ্জাংশ্চ মনোরমান্ ॥ ২০ ॥

হোমধুমেনাবৃত আকাশো যেষু তে আশ্রমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

পঞ্চম লাভ করিয়া পুণ্যকৰ্ম দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেন । রাজা স্বৰ্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া একবীর হৈহয় তাঁহার বেদনির্দিষ্ট ওর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥ পার্থিবনন্দন মতিমান্ হৈহয়, পিতার উত্তরোত্তর ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান পূৰ্বক পিতৃদত্ত নিৰ্দিষ্টক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ ধৰ্ম্মাত্মা রাজা একবীর রাজ্য লাভানন্তর সচিবগণের সুসম্মত থাকিয়া বিবিধ উত্তম উত্তম ভোগ্য দ্রব্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ সেই প্রতাপবান্ নরপতি এক দিবস অশ্বারোহণ পূৰ্বক মন্ত্ৰিপুঞ্জগণের সহিত জাহ্নবীতীরে গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ তথায় বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, কোকিল-গণের মনোহর কাকলী সম্বলিত, মধুপাবলির সুললিত কলগুঞ্জন-গুঞ্জিত কলপুষ্প পরি-শোভিত পাদপশ্ৰেণী রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে ; তাহার অদূরবর্তী মুনিদিগের দিবা আশ্রম সকলের মধ্যে কোন স্থানে মৃগশাবকনিচয় বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা সুমধুর বেদধ্বনি উদ্‌ঘোষিত হইতেছে । উহার উপরিস্থিত আকাশে উদ্ভিত হোমধুমপটল কৃষ্ণচক্ৰাতপের অনুকরণ করিতেছে । সুপক শালিধাত্ত সকল ক্ষেত্র সমূহের শোভা বিস্তার করিতেছে ; গোপিকাগণ প্রফুল্লিত মানসে তাহা রক্ষা করিতেছে ; প্রফুল্ল কমল-বিমণ্ডিত আরাম ও মনোরম নিকুঞ্জ সকল দর্শকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছে ; প্রিয়াল, চম্পক, পনস, বকুল, তিলক, কদম্ব ও গন্ধারাদি তরুরাজি পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া

প্রেক্ষমাণঃ প্রিয়লাংস্ত চম্পকান্ পনসক্রমান্ ।

বকুলাংস্তিলকাম্বীপান্ মন্দারাংশ্চ প্রফুল্লিতান্ ॥ ২১ ॥

শালাংস্তালতমালাংশ্চ জম্বুচূতকদম্বকান্ ।

স গচ্ছন্ জাহ্নবীতোয়ে প্রফুল্লং শতপত্রকম্ ।

পঙ্কজং চাতিগন্ধাত্যমপশ্যদবনীপতিঃ ॥ ২২ ॥

দক্ষিণে জলজম্বাথ পার্শ্বে কমললোচনাম্ ॥ ২৩ ॥

কনকাভাং স্নকেশীঞ্চ কম্বুগ্রীবাং কুশোদরীম্ ।

বিশ্বোষ্ঠীং স্নন্দরীং কিঞ্চিৎসমুদ্যৎসুপয়োধরাম্ ॥ ২৪ ॥

সুনাঙ্গাং চারুসর্ব্বাঙ্গীমপশ্যৎ কন্যকাং নৃপঃ ।

রুদতীং\* তাং নৃসখীং ত্যক্তা বিহ্বলাং দুঃখপীড়িতাম্ ॥ ২৫ ॥

মাশ্রুনেত্রাং ক্রন্দমানাং বিজনে কুররীমিব ।

সংবীক্ষ্য রাজা পপ্রচ্ছ কন্যকাং শোককারণম্ ॥ ২৬ ॥

স্বনসে ! ব্রুহি কাসি ত্বং কস্য পুত্রী শুভাননে ! ।

গন্ধবর্ষী দেবকন্যাথ কথং রোদিষি স্নন্দরি ! ॥ ২৭ ॥

কথমেকাকিনী বালে ! ত্যক্তা কেন পিকস্বরে ! ।

পতিস্তে ক গতঃ কান্তে ! পিতা বা ব্রুহি সাম্প্রতম্ ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চিৎসমুদ্যৎসুপয়োধরাং অকুরিতযৌবনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তাং সখীং বক্ষ্যমাণাম্ ॥ ২৫—২৮ ॥

জনগণের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে, কোন দিকে শাল, তমাল, জম্বু, চূত, কেলি কদম্ব প্রভৃতি নানাজাতি মহিক্রহনিচয় বিরাজিত রহিয়াছে। অনন্তর অবনীপতি, জাহ্নবী জলে গমন করিয়া দেখিলেন, প্রফুল্লিত মনোহর শতদল কমলসকল মনোহর গন্ধ বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে ॥২১-২২॥ সেই জলজ সমূহের দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি এক কমললোচনা কন্যা অবলোকন করিলেন। তাহার অঙ্গপ্রভা কনকের ভ্রায়, স্নশোভিত কেশকলাপ আকৃষ্ট ও দীর্ঘ, গ্রীবাদেশ কম্বুভূষা, উদর কুশ, ওষ্ঠ বিশ্বকলের ভ্রায় মনোহর, অঙ্গ সকল সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ও স্নগঠিত, পয়োধর ঈষৎ উখিত হইয়াছে, নাসিকা মনোহর এবং সর্ব্বাঙ্গ অতিশয় সূচ্য সেই মুকুলিত যৌবনা কামিনী, স্বীয় সখী বিরহজনিত দুঃখে কাতর ও বিহ্বল হইয়া বিজনে কুররীর ভ্রায় ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া রাজা তাহাকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন ॥ ২৩—২৭ ॥ কোকিলকণ্ঠি ! তুমি বালা, তোমাকে একাকিনী

কিং তে দুঃখমরালজ্র ! কথয়াদ্য মমাস্তিকে ।  
 করোমি দুঃখনাশস্তে সৰ্ব্বথৈব ক্লশোদরি ! ॥ ২৯ ॥  
 ন রাজ্যে মম তদ্বসি ! পীড়াং কোহপি করোত্যলম্ ।  
 ন ভয়ং চৌরজং কাস্তে ! ন রাক্ষসভয়ং তথা ॥ ৩০ ॥  
 ময়ি শাসতি ভূপালে নোৎপাতা দারুণা ভুবি ।  
 ভয়ং ন ব্যাত্তসিংহেভ্যো ন ভয়ং কস্যচিদ্ভবেৎ ॥ ৩১ ॥  
 বদ বামোরু ! কস্মাদ্বং বিলাপং জাহ্নবীতটে ।  
 করোষি ত্রাণহীনাং কিং তে দুঃখং বদস্ব মে ॥ ৩২ ॥  
 হন্যাহং দুঃখমভ্যুগ্রং প্রাণিনাং পৃথিবীতলে ।  
 দৈবঞ্চ মানুষং কাস্তে ! ত্রতমেতন্মমাদ্বুতম্ ।  
 বিশাললোচনে ! ব্রুহি করোমি তব চিস্তিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ইতু্যক্তে বচনে রাজ্ঞা ঋত্বোবাচ যদুশ্বনা ।  
 শৃণু রাজেন্দ্র ! বক্ষ্যামি মম শোকস্য কারণম্ ॥ ৩৪ ॥

অরালজ্র কুটিলজ্র ইতি তস্তাঃ সম্বোধনম্ ॥ ২৯—৩২ ॥

দৈবঞ্চ মানুষং দৈবং মানুষমুভয়মপীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

কে ছাড়িয়া দিল, হে প্রিয়দর্শনে ! এক্ষণে তোমার পতি অথবা পিতা কোথায় গেল তাহা  
 তুমি আমাকে বল ॥২৮॥ কুটিলনরনে ! তোমার দুঃখ কি তাহা এক্ষণে আমার নিকট বল,  
 ক্লশোদরি ! আমি সৰ্ব্বতোভাবে তোমার দুঃখ নাশ করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ হে চারু-  
 সর্কাজি ! আমার রাজ্যে কোনও ব্যক্তি কাহাকেও পীড়া দেয় না, সুদর্শনে ! আমার রাজ্যে  
 চৌরভয় বা রাক্ষসভয় কিছুই নাই ; আমার শাসন সময়ে ভূতলে দারুণ উৎপাত এবং  
 সিংহভয় বা ব্যাত্তভয় প্রভৃতি কোনও প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩০—৩১ ॥ বামোরু !  
 তুমি জাহ্নবীর বিজন তটে রক্ষকহীনা একাকিনী বিলাপ করিতেছ, তোমার দুঃখ কি  
 তাহা আমার নিকট বল ॥ ৩২ ॥ বিমলে ! আমি অবনীতলে প্রাণিগণের দৈব কিংবা  
 মনুষ্যজাত উভয়বিধ দুঃখ অতিশয় উগ্রতর হইলেও তাহা দূরীকৃত করিতে পারি, ইহাই  
 আমার প্রধান ব্রত ; হে আরতনেত্র ! তোমার মনের অভিলাষ কি বল, আমি এখনি  
 তাহা সম্পাদন করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

রাজা এইরূপ বলিলে পর, সেই মনোরমা কামিনী যদুশ্বরে কহিতে লাগিল, রাজন !  
 আমার শোকের কারণ কহিতেছি শ্রবণ করন ॥৩৪॥ ভূপতে ! প্রাণিগণের বিপত্তি উপস্থিত



বিপত্তিরহিতঃ প্রাণী কথং রুদতি ভূপতে ! ।  
 প্রব্রুবাণি মহাবাহো । যদর্থং রুদতী হুহম্ ॥ ৩৫ ॥  
 তব রাজ্যাদন্যদেশে রাজা পরমধার্মিকঃ ।  
 রভ্যো নাম মহারাজ ! সন্তানরহিতো ভূশম্ ॥ ৩৬ ॥  
 তস্য ভার্য্যা সুবিখ্যাতা রুদ্ররেখেতিনামতঃ ॥ ৩৭ ॥  
 সুরূপা চতুরা সাধ্বী সৰ্বলক্ষণসংযুতা ।  
 অপুত্রা দুঃখিতা কাস্তমিত্যুবাচ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥  
 কিং জীবিতেন মে নাথ ! ধিগ্ বৃথা জীবিতং মম ।  
 বক্ষ্যায়াঃ সুখহীনায়া হপুত্রায়া ধরাতলে ॥ ৩৯ ॥  
 ইত্যেবং ভার্য্যা ভূপঃ প্রেরিতো মথমুত্তমম্ ।  
 চকার ব্রাহ্মণাং স্তজ্জ্ঞানাহুয় বিধিবদ্ভদা ॥ ৪০ ॥  
 পুত্রকামো ধনং ভূরি দদাবথ যথোদিতম্ ।  
 হুয়মানে ঘৃতেহত্যর্থং পাবকাদতিসুপ্রভাৎ ।  
 আবির্ভূব চার্বঙ্গী কন্যকা শুভলক্ষণা ॥ ৪১ ॥

বিপত্তিরহিত ইতি । বিপত্তিহীনঃ কথং রুদতি নৈব রোদিতীত্যর্থঃ । রুদতীত্যর্থম্ ।  
 তস্মাদ্রোদনেন বিপত্ত্যহুমানং কুর্ষিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

( সন্তানরহিতো ভূশমিতি । ভূশমত্যাঃ সন্তানৈরহিতঃ কদাচিদপ্যস্ত সন্তানং নজাত  
 মিত্যাঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

ইতীতি । তজ্জ্ঞান্ মথসাধনক্রিয়াভিজ্ঞানিত্যাঃ ॥ ৪০ ॥

পুত্রকামেতি । হুয়মানস্ত পাবকস্ত সুপ্রভাৎ সিদ্ধিস্চকমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

না হইলে তাহার। নিরর্থক রোদন করিবে কেন ? হে মহাবাহো ! আমি যে নিমিত্ত রোদন  
 করিতেছি তাহা এক্ষণে বলিতেছি ॥ ৩৫ ॥ মহারাজ ! আপনার দেশ হইতে অন্ততর দেশে  
 রভ্য নামক পরম ধার্মিক এক রাজা প্রথমে নিঃসন্তান থাকেন । রুদ্ররেখা নামী তাঁহার  
 পরম সুন্দরী একমাত্র ভার্য্যা ; তিনি চতুরা সাধ্বী এবং সৰ্বলক্ষণ সম্পূর্ণা । কিন্তু পুত্রহীনা  
 ছিলেন বলিয়া তিনি সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া নিজকান্ত রৈভ্যরাজকে কাতর স্বরে কহিলেন,  
 নাথ ! আমি পুত্রহীনা বক্ষ্যা সেই জন্য আমার মনে কিছুমাত্রই সুখ নাই । ধরাতলে আমার  
 জীবনই বৃথা, এ জীবনে আর প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৬-৩৯ ॥ রাজমহিষী সুদুঃখিত চিত্তে এইরূপ  
 বলিলে পর, রাজা তখন, বেদবিদ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া বিধি অনুসারে উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ  
 করিলেন ॥ ৪০ ॥ তিনি পুত্র প্রাপ্তির কামনার শাক্তোক্ত ভূরি ভূরি দ্রব্য প্রদান করিলেন ।  
 যখন, ভূরি ভূরি স্বতরাশি আহুতি দেওয়া হইতে লাগিল, তখন সেই প্রদীপ্ত পাবক

বিশেষী স্নদতী স্কন্ধঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ।  
 কনকভা স্কন্ধেশান্তা রক্তপাণিতলা স্কন্ধঃ ॥ ৪২ ॥  
 সুরক্তনয়না তরী রক্তপাদতলা হৃদয়ম্ ।  
 হৃতাশনাং সমুদ্ভূতা হোত্রা সা স্বীকৃতা তদা ॥ ৪৩ ॥  
 হোতা প্রোবাচ রাজানং গৃহীত্বা তাং স্তমধ্যমাম্ ।  
 রাজন্ ! পুজীং গৃহাণেমাং সর্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ৪৪ ॥  
 একাবলীব সন্তু ভীঃ স্তম্যমানাকু তাশনাং ।  
 নান্না চৈকাবলী লোকে খ্যাতা পুজী ভবিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥  
 স্তুতিতো ভব ভূপাল ! পুজ্যা পুজ্যসমানয়া ।  
 সন্তোষঃ কুরু রাজেন্দ্র ! দত্তা দেবেন বিষ্ণুনা ॥ ৪৬ ॥  
 হোতুরীক্যং নৃপঃ শ্রদ্ধা দৃষ্টা তাং কল্যক্যং শুভাম্ ।  
 জগ্রাহ পরমপ্রীতো হোত্রা দত্তাং স্তম্যতাম্ ॥ ৪৭ ॥  
 গৃহীত্বা নৃপতিস্তাস্তু দদৌ পট্টে বরাননাম্ ।  
 আভাষ্য রক্তরেখায়ৈ গৃহাণ স্তভগে ! স্ততাম্ ॥ ৪৮ ॥

শুভলক্ষণাক্তাহ বিশেষীত্যাदि । স্কন্ধঃকোমলেত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৪ ॥ )

একাবলীব মুক্তামালেব ॥ ৪৫ ॥

( স্তুতিতেতি । সজাতং স্তম্যশ্চেতি তারকাदिত্বাৎ ইতচ্ ॥ ৪৬ ॥

হোতুরিতি । স্তম্যতাং যজ্ঞীয়াগ্নিজাতত্বাৎ স্তপবিজ্ঞাং স্তলক্ষণাক্তেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ )

হইতে সর্বসুন্দরী শুভলক্ষণা এক কণ্ঠা আবির্ভূত হইল ॥ ৪২ ॥ সেই কণ্ঠার দন্তগুলি  
 একান্ত মনোহর, অঙ্গুল অত্যন্ত শোভমান, বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর,  
 অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কনকতুল্য কমলীয়, কেশকলাপ সূক্ষ্ম ও আকৃষ্ট, ওষ্ঠ বিম্বকলের স্তায় ;  
 পাণিতল ও পদতল রক্তবর্ণ নয়নযুগল আলোহিত-কমলদল তুল্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল  
 অত্যন্ত কোমল । হৃতাশন হইতে উদ্ভূত হইলে হোতা সেই স্তম্যমা কীর্ণাকী কণ্ঠাকে  
 করযুগলে গ্রহণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্ ! এই সর্বসুন্দরী তনয়াকে গ্রহণ  
 কর ॥ ৪২—৪৪ ॥ হোমকালে হৃতাশন হইতে একাবলী মালার স্তায় উৎপন্ন হইয়াছে,  
 অতএব এই কণ্ঠা অগতীতলে একাবলী নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৪৫ ॥ হে পৃথিবীপাল !  
 এই পুজ্যসদৃশী স্তলক্ষণা কণ্ঠা গ্রহণ করিয়া আপনি স্তনী হউন, রাজেন্দ্র ! দেবদেব বিষ্ণু  
 আপনাকে এই কণ্ঠারই প্রদান করিয়াছেন ; ইহাতে আপনি সন্তোষ লাভ করুন ॥ ৪৬ ॥  
 নৃপতি হোতৃবাক্য শ্রবণে সেই স্তম্যজ্ঞান কণ্ঠা দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রকৃষ্টচিত্তে তাঁহার  
 হস্ত হইতে সেই মনোজ্ঞ তনয়াকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর, সেই বরাননা কণ্ঠাকে

সা তাং কমলপত্রাক্ষীং প্রাপ্য কণ্ঠাং মনোরমাম্ ।  
 জহর্ষ মুদিতা রাজ্ঞী পুত্রং প্রাপ্য যথাসুখম্ ॥ ৪৯ ॥  
 চকার মঙ্গলং কৰ্ম জাতকৰ্মাদিকং শুভম্ ।  
 পুত্রজন্মসমুখং যন্তুং সৰ্বং বিধিবন্ততঃ ॥ ৫০ ॥  
 সমাপ্য চ মথং রাজ্ঞা দ্বিজভৈর্যা দক্ষিণাং শুভাম্ ।  
 দত্তা বিম্বজ্য বিপ্রৈস্ত্রান্ মুদং প্রাপ মহীপতিঃ ॥ ৫১ ॥  
 দিনে দিনেহসিতাপাক্ষী পুত্রবৃদ্ধ্যা ভূষণং বভৌ ।  
 মুদঞ্চ পরমাং প্রাপ নৃপভার্যা স্ততাস্বিতা ॥ ৫২ ॥  
 উৎসবস্তদ্দিনে তস্য প্রবৃত্তঃ স্ততজন্মজঃ ।  
 পুত্রী পুত্রসমাত্যর্থং বভূব বল্লভা কিল ॥ ৫৩ ॥  
 রাজ্ঞো মস্তিস্ততা চাহং স্রবুদ্ধে ! মন্থথাকৃতে ! ।  
 যশোবতী চ মে নাম সমানং বয় আবয়োঃ ॥ ৫৪ ॥

হে স্তভগে স্ততাং গৃহাণেত্যেবমাত্যাত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥

পুত্রবৃদ্ধ্যা পুত্রবর্দ্ধনসমানবর্দ্ধনেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

পুত্রীং স্ততস্থানীয়াং মত্বা স্ততজন্মানি জায়মান উৎসবঃ তস্য রাজ্ঞো গৃহে তদ্দিনে  
 সংপ্রবৃত্তঃ ॥ ৫৩ ॥

স্রবুদ্ধে মন্থথাকৃতে ইতি রাজ্ঞঃ সম্বোধনম্ । তেন চ ত্বয়ি মমাসক্তির্বর্ততে ইতি যশো-  
 বত্যা বোধিতম্ ॥ ৫৪ ॥

লইয়া নিজপত্নী দেবী রুম্মরেখার নিকট যাইয়া কহিলেন, স্তভগে ! এই কণ্ঠাকে গ্রহণ  
 কর ॥ ৪৮ ॥ রাজ্ঞী রুম্মরেখা সেই কমলনয়না মনোরমা তনয়ারে পাইয়া পুত্রপ্রাপ্তির  
 জ্ঞান সুখাসুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর রাজা কণ্ঠার জাতকৰ্মাদি মঙ্গলকর কৰ্ম  
 সকল এবং পুত্র জন্মের জ্ঞান যাবতীর ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিলেন ॥ ৫০ ॥ নরপতি  
 স্বীয় বজ্র সমাপন করিয়া দ্বিজগণকে বহুতর দক্ষিণা প্রদান পূর্বক বিদায় দিয়া অত্যন্ত  
 আনন্দিত হইলেন ॥ ৫১ ॥ সেই অসিতাপাক্ষী কণ্ঠা পুত্রনির্কিণেবে লালিতা ও প্রতি-  
 পালিতা হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । নৃপতি-ভার্যা রুম্মরেখা সেই তনয়াকে  
 লাভ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন । সেই দিনেই পুত্র-জন্মোৎসবের জ্ঞান উৎসব আরম্ভ  
 হইল, সেই কণ্ঠা পুত্রের জ্ঞান অত্যন্ত বল্লভা হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৫২—৫৩ ॥ হে  
 মন্থথমূর্ত্তে ! আপনি রাজা ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আমি আপনার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত  
 নিবেদন করিব, শ্রবণ করুন । আমি সেই রাজার মস্তিস্তনয়া, আমার নাম যশোবতী ;  
 সেই একাবলীর আর আমার সমানরূপ এবং সমান বয়স, অতএব রাজা ক্রীড়ার নিমিত্ত



বয়স্কাহং কৃত্য রাজ্ঞা ক্রীড়নায় তয়া সহ ।  
 সদা সহচরী জাতা প্রেমযুক্তা দিবানিশম্ ॥ ৫৫ ॥  
 একাবলী গন্ধবস্তি যত্র পদ্মানি পশ্যতি ।  
 তত্র সা রমতে বালা নাশ্তত্র স্তম্ভমাধুর্যম্ ॥ ৫৬ ॥  
 সূদূরে জাহ্নবীতীরে ভবস্তি কমলাশ্রুপি ।  
 রমমাণা তত্র যাতা মৎসমেতা সখীযুতা ॥ ৫৭ ॥  
 ময়া নিবেদিতং রাজন্ ! পুত্রী তে কমলাকরান্ ।  
 প্রেক্ষমাণাতিদূরে সা প্রয়াতি নির্জনে বনে ॥ ৫৮ ॥  
 নিষেধিতাথ পিত্রাসৌ গৃহে কৃৎস্না জলাশয়ান্ ।  
 কমলান্ বাপয়িত্বাথ পুষ্পিতান্ ভ্রমরারূতান্ ॥ ৫৯ ॥  
 তথাপি নির্যযৌ বালা কমলাসক্তচেতনা ।  
 তদা রাজ্ঞা রক্ষপালাঃ প্রেরিতাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৬০ ॥

আবরোঃ রাজকন্তায়াঃ মম চেতার্থঃ । বয়স্কা সখী ॥ ৫৫ ॥

একাবল্যাঃ স্বভাবমাহ গন্ধবস্তীতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

তস্তান্তংকর্ম জাহ্নবীতীরদূরদেশস্থকমলগ্রহণরূপং ময়া রাজ্ঞে নিবেদিতং কথং নিবেদিতং তত্রাহ রাজমিতি ॥ ৫৮ ॥

নির্জনে বনে তথাচ কস্মিন্চিদিবসে ব্যাস্ত্রাদিত্তিরূপকৃত্য শ্রাদিত্তি ভাবঃ । ইথং ময়া নিবেদিতে সতি গৃহে জলাশয়ান্ কৃৎস্না তত্র পুষ্পিতান্ ভ্রমরারূতান্ কমলান্ পুংস্বমার্ষম্ ।

আমাকে তাঁহার বয়স্কা সখী করিয়া দিয়াছেন । আমি দিবারাত্রই তাঁহার প্রিয়তমা সহচরী  
 হইয়া সময় যাপন করিয়া থাকি ॥ ৫৪-৫৫ ॥ একাবলী যেখানে গন্ধযুক্ত পদ্ম দর্শন করেন সেই  
 স্থানেই থাকিতে ও ক্রীড়া করিতে ভাল বাসেন ; অতঃ কোথাও তাঁহার স্তম্ভমাত্ত হয়  
 না । দূরস্থিত জাহ্নবীতীরে বহুতর কমল জন্মিয়া থাকে, একাবলী আমার ও অন্তান্ত সখী-  
 গণের সহিত আনন্দে তথায় গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আমি এক দিন রাজাকে  
 বলিয়া দিলাম, রাজন্ ! আপনার একাবলী প্রতি দিন নির্জন দূর বনে কমল-সরোবর  
 দেখিতে গমন করেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর রাজা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং আপন  
 ভবন মধ্যে জলাশয় নির্মাণ করিয়া তাহাতে বহুতর নলিনী আনিয়া রোপিত করিলেন ।  
 ক্রমে তাহাতে কমল সকল প্রফুল্লিত হইলে, তখন, ভ্রমর সকল আসিয়া তাহাতে মধুশান  
 করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ তথাপি তিনি কমল লাভ লালসায় বহির্গত হইতে লাগিলেন ;  
 তখন, রাজা তাঁহার সহিত শস্ত্রধারী রক্ষক সকল প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ সেই  
 ক্রশালী নৃপনন্দিনী রক্ষকগণে পরিবৃত্ত হইয়া আমার ও অন্তান্ত সখীগণের সহিত ক্রীড়ায়

এবং রক্ষাযুতা তস্মী মৎসমেতা সখীযুতা ।

ক্রীড়ার্থং জাহ্নুবীতোরে নিত্যমায়ান্তি যাতি চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
একবীরস্ত রাজ্যাভিষেকাদিবর্ণনং নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বাপসিদ্ধা রোপসিদ্ধাসৌ কস্তা পিত্রাথ জাহ্নুবীতীরং গন্তং নিবারিতা তথাপীতৃত্যন্তরম্লোকে-  
নাবয়ঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

নিমিত্ত জাহ্নুবীর জলে প্রতিদিনই আগমন করেন, আবার ক্রীড়া সাজ হইলেই গৃহে  
প্রতিগমন করিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে একবীরের রাজ্যাভিষেক ও একাবলীর  
জন্মকথনবর্ণন নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ।

যশোবত্যাচ ।

প্রাতরুথায় তদ্বঙ্গী চলিতা চ সখীযুতা ।  
চামরৈর্বাঁজ্যমানা সা রক্ষিতা বহুরক্ষিভিঃ ॥ ১ ॥  
সামুদৈশ্চাতিসম্নৈঃ সহিতা বরবর্ণিনী ।  
ক্ৰীড়ার্থমত্র রাজেন্দ্র ! সম্প্রাপ্তা নলিনীং শুভাম্ ॥ ২ ॥  
অহমপ্যনয়া সার্কং গঙ্গাতীরে সমাগতা ।  
অঙ্গরোভিঃ সমেতা চ কমলৈঃ ক্ৰীড়মানয়া ॥ ৩ ॥  
একাবলী তথা চাহং জাতে ক্ৰীড়াপরে যদা ।  
সহসৈব তদায়াতো দানবো বলসংযুতঃ ॥ ৪ ॥  
কালকেতুরিতিখ্যাতো রাক্ষসৈর্বহুভিযুতঃ ।  
পরিঘাসিগদাচাপবাণতোমরপাণিভিঃ ॥ ৫ ॥  
দৃষ্টা চৈকাবলী তেন রূপর্যোবনশালিনী ।  
দ্বিতীয়া কামপত্নীব ক্ৰীড়মানা সুপক্ৰজৈঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাষ্টলোকবর্ষেরেকাবল্যাঃ কথানকম্ ।

যশোবতী গ্রাহ রাজে ইতি সমাগিহোচ্যতে ।

পূর্বাধ্যায়োক্তবৃত্তান্তরং যশোবতীরূপং কথয়তি প্রাতরুথায়ৈতি ॥ ১—৬ ॥

যশোবতী কহিল, রাজেন্দ্র ! এক দিন একাবলী প্রাতঃকালে উঠিয়া সখীগণের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিতে লাগিলেন ; সহচরীগণ তাহাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিল ; রক্ষিগণ বহুসমূহ হইয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল । ক্রমে তিনি ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সুশোভিত কমলসমূহের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১-২॥ আমিও তাঁহার সহিত কমল লইয়া খেলিতে খেলিতে গঙ্গাতীরে আসিলাম এবং হই জনেই অঙ্গরাগণের সহিত কমল লইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলাম ॥৩॥ যখন আমরা উভয়ে ক্রীড়ার একান্ত আসক্ত হইরাছি, তখন, কালকেতু নামে বিখ্যাত এক বলবান্ দানব পরিঘ, অসি, গদা, চাপ, বাণ এবং তোমর প্রভৃতি অস্ত্রধারী বহুতর রাক্ষসগণের সহিত সহসা আসিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইল ॥৪-৫॥ একাবলী উত্তম উত্তম পক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় কালকেতু তাঁহাকে তাদৃশ রূপর্যোবনসম্পন্ন মন্থকের রতির দ্বার অবলোকন



মর্যোক্তৈকাবলী রাজন্ ! কোহয়ং দৈত্যঃ সমাগতঃ ।

গচ্ছাবো রক্ষপালানাং মধ্যে পঙ্কজলোচনে ! ॥ ৭ ॥

বিমৃশ্চৈবং সখী চাহং স্বরয়েব গতে ভয়াৎ ।

মধ্যে বৈ সৈনিকানাং সায়ুধানাং নৃপাত্মজ ! ॥ ৮ ॥

কালকেতুস্ত তাং দৃষ্ট্বা মোহিনীং মদনাতুরঃ ।

গদাং গুৰ্বীং গৃহীত্বা তু ধাবমানঃ সমাগতঃ ॥ ৯ ॥

রক্ষকান্ দূরতঃ কৃৎস্না জগ্রাহান্বজলোচনাম্ ।

ত্রস্তাং বেপথুসংযুক্তাং ক্রন্দমানাং কুশোদরীম্ ॥ ১০ ॥

ত্যজৈনাং মাং গৃহাণেতি ময়া চোক্তোহপি দানবঃ ।

ন মাং জগ্রাহ কামার্তস্তাং গৃহীত্বা বিনিঃসৃতঃ ॥ ১১ ॥

তিষ্ঠতিষ্ঠেতিভাষন্তো রক্ষকাস্তং মহাবলম্ ।

প্রতিষিধ্য তু সংগ্রামং চক্রুর্বিস্ময়কারকম্ ॥ ১২ ॥

তস্মাপি রক্ষসাঃ কুরাঃ সৰ্বতঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।

যুযুধু রক্ষকৈঃ সার্কিং স্বামিকার্যে কৃতোদ্যমাঃ ॥ ১৩ ॥

রক্ষপালানাং মধ্যে গচ্ছাব ইতি মধ্বা তদৈকাবল্যুক্তা ॥ ৭ ॥

তদনন্তরং তরৈবং বিমৃশ্যাহং সা সখী একাবলী চোভে সৈনিকানাং মধ্যে দৈত্যভয়াস্বর-  
য়েব গতে ইত্যমরঃ ॥ ৮—১০ ॥

এনামেকাবলীং ত্যজ মাং গৃহাণ ইতি মর্যোক্তোহপীত্যর্থঃ ॥ ১১—১২ ॥

করিল ॥ ৬ ॥ রাজন্ ! আমি তখন একাবলীকে বলিলাম, দেখ, এ কে-একজন দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল ; অনুজ্ঞেকণে ! একণে চল আমরা রক্ষকদিগের মধ্যস্থলে গিয়া প্রবেশ করি ॥ ৭ ॥ নৃপনন্দন ! তখন, সখী ও আমি দুই জনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রধারী সৈনিকগণের মধ্যভাগে গমন করিলাম ॥ ৮ ॥ কালকেতু সেই মনোমোহিনী তরুণী কামিনীকে অবলোকন মাত্র মন্থধনরে প্রপীড়িত হইয়া গুৰ্বী গদা গ্রহণপূর্বক ক্রতবেগে আমাদিগের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রক্ষকদিগকে দূর করিয়া দিয়া সেই পঙ্কজলোচনা কুশোদরী সখীরে গ্রহণ করিল । তখন, সেই বাল্য ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ৯—১০ ॥ তদর্শনে আমি সেই দানবকে কহি-  
লাম, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গ্রহণ কর । সেই কামার্ত দানব আমাকে গ্রহণ না করিয়া সখীরেই লইয়া বাইতে আরম্ভ করিল ॥ ১১ ॥ রক্ষকগণ “ধাক্ ধাক্ বজা  
লইয়া পলাইস্ না তোরে বিলক্ষণ শিক্কা দিতেছি” এই বলিয়া সেই মহাবল দানবকে  
কিরাইয়া তাহার সহিত ঘোরতর বিস্ময়জনক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । তাহার সমস্তি-

সংগ্রামস্ত তদা জাতঃ কালকেতোস্তথা রণে ।  
 নিহত্য রক্ষকান্ সৰ্ব্বান্ গৃহীত্বৈনাং মহাবলঃ ।  
 যুক্তো রাক্ষসসৈন্যেন নির্জগাম পুরম্প্রতি ॥ ১৪ ॥  
 বীক্ষ্য তাং রুদতীং বালাং গৃহীতাং দানবেন তু ।  
 পৃষ্ঠতোহহং গতা তত্র যত্র নীতা সখী মম ॥ ১৫ ॥  
 বিক্ৰোশন্তী যথা সা মান্শ্যশ্চেদিতি পদানুগা ।  
 সাপি মামাগতাং বীক্ষ্য কিঞ্চিৎস্বস্থ্যভবত্তদা ॥ ১৬ ॥  
 গতাহং তৎসমীপে তু তামাভাষ্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭ ॥  
 সা মান্শ্যাপ্যাতিদুঃখার্তা স্তম্ভস্বেদসমাকুলা ।  
 কণ্ঠে গৃহীত্বা মাং ভূপ ! রুরোদ ভৃশদুঃখিতা ॥ ১৮ ॥  
 স মামাহ কালকেতুঃ প্রীতিপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ।  
 সমাশ্বাসয় ভীতাং ত্বং সখীং চঞ্চললোচনাম্ ॥ ১৯ ॥  
 প্রাপ্তং মমাদ্য নগরং দেবলোকসমম্প্রিয়ে ! ।  
 দাসোহস্মি তব রত্যা হি কস্মাৎ ক্রন্দসি কাতরা ॥ ২০ ॥

রত্যা ক্রীড়য়াহং তব দাসোহস্মি কস্মাৎ ক্রন্দসি রোদিষীতি সখীং কথয়েত্যান্তরেণা-  
 স্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাহারী শত্রুধারী কুরুর রাক্ষসসেনা সকল স্বামীকার্য সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে  
 রক্ষকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১২—১৩ ॥ মহাবল কালকেতু পরে স্বয়ংও সেই  
 ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রক্ষকগণকে রণস্থলে নিহত করিয়া সখীরে গ্রহণপূৰ্ব্বক রাক্ষস-  
 সৈন্যগণের সহিত নিজ নগরে গমন করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ সেই বালা দানবকর্তৃক গৃহীত  
 হইয়া ভয়ে রোদন করিতেছে দেখিয়া আমিও সখীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগি-  
 লাম ॥ ১৫ ॥ বাহাতে তিনি আমাকে দেখিতে পান একূপ স্থান দিয়া চীৎকার করে  
 কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতে লাগিলাম, সখীও আমাকে দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ স্তম্ভ  
 হইলেন ॥ ১৬ ॥ আমি পুনঃ পুনঃ ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার সমীপে গমন করিলাম, সখী  
 অতিশয় দুঃখে কাতর হইয়াছিলেন, আমাকে নিকটে দেখিয়া স্তম্ভিত ও স্বেদ জলে আদ্রুত  
 হইয়া আমার কণ্ঠদেশ ধারণপূৰ্ব্বক অধিকতর দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ১৭—১৮ ॥ তখন কালকেতু আমার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূৰ্ব্বক বলিল, তোমার  
 এই চঞ্চললোচনা সখী অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন তুমি ইহাকে আশ্বাসিত কর ॥ ১৯ ॥  
 “প্রিয়ে ! আমার নগরী দেবলোকের তুল্য ; তাহাতে তুমি এখনি গমন করিতে পারিবে ।  
 আর অদ্য হইতে আমি তোমার অগণনসংবদ্ধ হইয়া ক্রীতদাস হইলাম, তুমি কাতর হইয়া

কথয়েনাং সখীং তেহদ্য স্বস্থা ভব স্নলোচনে ।।

ইত্যাঙ্গা মাং সখীপার্শ্বে সমারোপ্য রথোত্তমে ॥ ২১ ॥

জগাম তরসা দুৰ্ঘটঃ পুরে স্বশ্চ মনোহরে ।

সৈন্তেন মহতা যুক্তঃ প্রফুল্লবদনাম্বুজঃ ॥ ২২ ॥

একাবলীং তথা মাঞ্চ সংস্থাপ্য ধবলে গৃহে ।

রাক্ষসান্ গৃহরক্ষার্থং কল্পয়ামাস কোটিশঃ ॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয়ে দিবসে সোহিথ মাযুবাচ রহো নৃপ !।

প্রবোধয় সখীং বাল্যং শোচন্তীং বিরহাতুরাম্ ॥ ২৪ ॥

পত্নী মে ভব স্নশ্রোণি ! স্নখং ভুঙ্ক্ষু যথেষ্পিতম্ ।

রাজ্যং ত্বদীয়ং চন্দ্রাশ্বে ! সেবকোহহং সদা তব ॥ ২৫ ॥

পুনরুক্তং ময়া বাক্যং শ্রুত্বা তদ্ভাষিতং খরম্ ।

নাহং ক্ষমাপ্রিয়ং বক্তুং ত্বমেনাং কথয় প্রভো ! ॥ ২৬ ॥

ইত্যাঙ্কে বচনে দুৰ্ঘটো মদনক্ষতমানসঃ ।

উবাচ বিনয়াদেনাং সখীং ক্ষামোদরীং প্রিয়াম্ ॥ ২৭ ॥

হে স্নলোচনে ! স্বস্থা ভবেত্যপি কথয়েত্যমরঃ ॥ ২১—২৫ ॥

অপ্রিয়মিতি ছেদঃ ॥ ২৬ ॥

ইত্যাঙ্কে ইতি । ইতি ময়া বচনে উক্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কাঁদিও না স্বস্থ হও” হে স্নলোচনে ! আমার এই বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তোমার প্রিয়-  
সখীকে বল, এই বলিয়া সেই দুষ্ট আমাদিগকে সেই মনোরম রথে উত্তোলনপূর্বক নিজ  
পার্শ্বে বসাইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে প্রফুল্লবদনে স্বকীয় মনোহর পুরে সত্বর গমন  
করিল ॥ ২০—২২ ॥ অনন্তর, উভয় সখীকেই সুধাধবলিত মনোহর গৃহে সংস্থাপিত করিয়া  
আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত কোটি কোটি রাক্ষস নিযুক্ত করিয়া দিল ॥ ২৩ ॥ দ্বিতীয় দিবসে  
সেই দৈত্য আমাকে নির্জনে ডাকিয়া বলিল, তোমার সখী পিতা মাতার বিরহে একান্ত  
কাতর হইয়া শোক করিতেছেন, তুমি ইহাকে বুঝাইয়া স্থস্থ কর ॥ ২৪ ॥ “হে স্নশ্রোণি ! তুমি  
আমার পত্নী হইয়া বধাভিলাষ স্নখসন্তোষ কর । চন্দ্রাননে ! এই রাজ্য তোমার, আমি  
তোমার নিরস্তর দাস” আমার এই সমস্ত বাক্য দ্বারা তোমার সখীকে বুঝাইয়া বল ॥ ২৫ ॥  
আমি তাহার সেই অশ্রাব্য কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলাম, প্রভো ! আমি ইহাকে  
অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারিব না, তুমি স্বয়ংই ইহাকে বুঝাইয়া বল ॥ ২৬ ॥ আমি এইরূপ  
বলিলে পর সেই দুষ্ট দানব স্নম্মথশরে বিকৃতচিত্ত হইয়া সেই কুশোদরী প্রিয়সখীকে বিমর  
বচনে বলিতে লাগিল ; অরি প্রিয়ে ! তুমি অন্য আমার প্রতি বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ



কুশোদরি ! ইয়া মন্ত্ৰো নিক্ষিপ্তোহস্তি মমোপরি ।

তেন মে হৃদয়ং কান্তে ! হৃতং তে বশতাং গতম্ ॥ ২৮ ॥

তেনাহং তব দাসোহদ্য কৃতোহস্মীতি বিনিশ্চয়ঃ ।

ভজ মাং কামবাণেন পীড়িতং বিবশং ভৃশম্ ॥ ২৯ ॥

যৌবনং যাতি রস্তোক্ষু ! চঞ্চলং দুর্লভং তথা ।

সফলং কুরু কল্যাণি ! পতিং মাং পরিরভ্য চ ॥ ৩০ ॥

একাবল্যবাচ ।

পিত্রাহং কল্লিতা পূৰ্ব্বং দাতুং রাজসুতায় বৈ ।

হৈহয়স্তু মহাভাগ ! স ময়া মনসা বৃতঃ ॥ ৩১ ॥

কথমন্যং ভজে কান্তং ত্যক্ত্বা ধৰ্ম্মং সনাতনম্ ।

কন্যাধৰ্ম্মং বিহায়াদ্য বেৎসি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩২ ॥

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা কামং কন্যা তং পতিমাপ্নুয়াৎ ।

পরতন্ত্রা সদা কন্যা ন স্বাতন্ত্র্যং কদাচন ॥ ৩৩ ॥

ইত্যুক্তোহপি তয়া পাপী বিররাম ন মোহিতঃ ।

ন মুমোচ বিশালাক্ষীং মাঞ্চ পার্শ্বস্থিতাং তথা ॥ ৩৪ ॥

মন্ত্ৰো বশীকরণ ইত্যর্থঃ । অনেন চ দ্ব্যহমতাস্তং মোহিতোহস্মীতি বোধ্যতে ॥ ২৮-৩০ ॥

রাজসুতায় দাতুং পিত্রা কল্লিতেত্যর্থঃ । ময়া চ মনসা হৈহয় এব বৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১-৩২ ॥

করিয়াছ, কান্তে ! সেই কারণেই আমার হৃদয় তোমার একান্ত বশীভূত হইয়াছে ; তাহাতেই আমাকে তোমার দাসত্বে বদ্ধ করিয়াছে, আমিও তোমার দাস হইলাম ইহাই হিরনিশ্চয় জানিবে ; প্রেরসি ! এক্ষণে আমি মন্থথশরে একান্ত পীড়িত ও বিবশ হইয়া পড়িয়াছি ; অতএব, কুশোদরি ! তুমি এক্ষণে আমাকে ভজনা কর ॥ ২৭—২৯ ॥ হৈ রস্তোক্ষু ! যৌবন অত্যন্ত দুর্লভ ও চঞ্চল বস্তু ; কল্যাণি ! তুমি এক্ষণে আমাকে পতিভাবে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সাকল্য সম্পাদন কর ॥ ৩০ ॥

একাবলী বলিলেন, মহাভাগ ! প্রথমে পিতা আমাকে এক রাজপুত্রকে প্রদান করিবার কর্তব্য করিয়াছিলেন, আমিও সেই হৈহয় নামক নৃপবরকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি ॥ ৩১ ॥ আপনিও ও শাস্ত্রনিশ্চয় অবগত আছেন, এক্ষণে আমি সনাতন ধর্ম্ম এবং কন্যাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্য পতিকে আলিঙ্গন করিব ? ॥ ৩২ ॥ পিতা যাহাকে প্রদান করেন, কন্যা তাহাকেই পতিরূপে গ্রহণ করে, কন্যা সকল সর্বদাই পরতন্ত্রা ; তাহার কখনই স্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥ একাবলী এইরূপ বলিলেও সেই পাপিষ্ঠ দৈত্য কামশরে বিমোহিত হইয়া কাস্ত হইল না এবং সেই বিশালাক্ষী সখীকে ও

পাতালবিবরে তস্য পুরং পরমসঙ্কটে ।

রাক্ষসৈ রক্ষিতং দুর্গং মণ্ডিতং পরিখ্যাতম্ ॥ ৩৫ ॥

তত্র তিষ্ঠতি দুঃখার্ভা সখী মে প্রাণবল্লভা ।

তেনাহং বিরহেণাত্ত রারটীমি স্নদুঃখিতা ॥ ৩৬ ॥

একবীর উবাচ ।

কথং ত্বমত্র সম্প্রাপ্তা পুরাতন্য দুরাঙ্গনঃ ।

বিস্ময়ো মে মহানত্র তত্ত্বং ব্রুহি বরাননে ! ॥ ৩৭ ॥

ত্বয়া চ কথিতং বাক্যং সন্দ্বিদ্ধং ভাতি ভামিনি ! ।

হৈহয়ার্থে কল্পিতা সা পিত্রেতি মম সাম্প্রতম্ ॥ ৩৮ ॥

হৈহয়ো নাম রাজাহং নাহ্যোহস্তি পৃথিবীপতিঃ ।

মদার্থে কথিতা সা কিং সখী তব স্নলোচনা ॥ ৩৯ ॥

এতন্মে সংশয়ং স্তব্ধ ! চ্ছেত্তুমর্হসি ভামিনি ! ।

অহং তামানয়িষ্যামি তং হত্বা রাক্ষসাধমম্ ॥ ৪০ ॥

রারটীমি বল্গনাং করোমীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সাম্প্রতমস্মিন্ কালে ॥ ৩৮ ॥

হৈহয় ইতি । যদ্যপি হত্বা অপত্যমিত্যর্থে জ্ঞীভ্যোচগিতিকি হায়ের ইত্যেব রূপং সিধ্যতি তথাপি প্ৰবোধরাদিভ্যাকৈহয়পদস্ত সাধুত্বং বোধ্যম্ । যদ্বা হেশকেন নাটমকদেশেন নামগ্রহণমিতি ন্যারাক্ষেবাশকস্ত গ্রহণম্ । তথাচ হেশকেন হেবাশকেন তং শকং কুর্কনু হয়তি গচ্ছতীতি হৈহয়োহন্তস্তায়ং হৈহয় ইতি । যদ্বা হে ভক্ত ইত্যাচার্য্য হয়তি গচ্ছতীতি হৈহয়োবিষ্ণুস্তায়ং হৈহয় ইতি ব্যাপ্ত্য সাধুত্বং বোধ্যম্ । মদার্থে কথিতা সা কিমিতি । যদি মদার্থে সা কথিতা তর্হি মটমৈব সা জ্ঞী সঙ্কটে পতিতেত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী আমাকেও ছাড়িয়া দিল না ॥ ৩৪ ॥ তাঁহার পুর পাতালবিবর মধ্যে অতিশয় শঙ্কট স্থানে অধিষ্ঠিত ; নিরন্তর রাক্ষসসমূহে তাহা রক্ষা করিতেছে, উহাতে পরিখা দ্বারা পরিবৃত্ত মনোহর দুর্গ বিনির্মিত আছে ॥ ৩৫ ॥ আমার প্রাণবল্লভা প্রিয়সখী সেই স্থানেই দুঃখিতচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি এই স্থানে তাঁহার বিরহদুঃখে একান্ত কাতর ও অস্থির হইয়া বেড়াইতেছি ॥ ৩৬ ॥

একবীর কহিলেন, বরাননে ! তুমি সেই দুরাঙ্গার পুর হইতে এই স্থানে কিরূপে আগমন করিলে ? এ বিষয়ে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে । তুমি আমার নিকট সত্যর ইহার কারণ বল ॥ ৩৭ ॥ ভামিনি ! তুমি যাহা কহিতেছ তাহাতে আমার সংশয় জন্মিতেছে ; তোমার প্রিয়সখীর পিতা তাঁহাকে হৈহয়ের হস্তে সমর্পণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, আমারই নাম হৈহয়, আমিই হৈহয় নামক রাজা ; একপে অবনীতলে

স্থানং দর্শয় মে তস্ম যদি জানাসি সূত্রেতে ! ।

রাজ্ঞে নিবেদিতং কিং বা তৎপি ত্রে চাতিদুঃখিতা ॥ ৪১ ॥

যশৈশ্বা বল্লভা পুত্রী ন কিং জানাতি তাং হতাম্ ।

নোদ্যমঃ কিং কৃতন্তেন ততো মোচনহেতবে ॥ ৪২ ॥

বন্দীকৃতাং সূতাং জ্ঞাত্বা কথং তিষ্ঠতি স্তস্থিরঃ ।

অসমর্থো নৃপঃ কিংবা কারণং ব্রুহি সত্ত্বরম্ ॥ ৪৩ ॥

ত্বয়া মেহপহতং চেতো গুণানুজ্ঞা হমানুষান্ ।

সখ্যাঃ পঙ্কজপত্রাক্ষি ! কৃতঃ কামবশো ভ্রশম্ ॥ ৪৪ ॥

কদা পশ্যামি তাং কাস্তাং মোচয়িত্বাতিসঙ্কটাৎ ।

ইতি মে হৃদয়ঞ্চাদ্য করোত্যতিমনোরথম্ ॥ ৪৫ ॥

ব্রুহি মে গমনোপায়ং পুরে তস্মাতিদুর্গমে ।

কথং ত্বমাগতা তস্মাৎ সঙ্কটাদত্র তদ্বদ ॥ ৪৬ ॥

ইদং বর্তমানং রাজ্ঞে নিবেদিতং কিংবা নেতি বদেতি শেষঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

হৈহয় নামক অশ্ব কোনও রাজা বিদ্যমান নাই, তোমার সেই সুলোচনা প্রিয়সখী কি আমার নিমিত্তই করিত হইয়াছেন ? ভামিনি ! তুমি আমার এই সংশয়জাল ছিন্ন কর, আমি সেই রাক্ষসাদ্বয়কে সংহার করিয়া এখনই তোমার প্রিয়সখীকে আনয়ন করিব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৩৮—৪০ ॥ সূত্রেতে ! যদি তোমার জানা থাকে তবে আমাকে শীঘ্রই সেই স্থান দেখাইয়া দাও । তিনি যে এত দুঃখ পাইতেছেন তাহা কি তাঁহার শিষ্যকে কেহ নিবেদন করিয়াছে ? ইনি যাহার প্রিয়তমা পুত্রী, তাঁহার সেই বল্লভা কন্তা অপহৃত হইয়াছে তাহা কি তিনি জানিতে পারিয়াছেন ? আর সেই রাক্ষসা-  
দ্বয়ের হস্ত হইতে তাঁহার মোচনের নিমিত্ত কি কোনও প্রকার উদ্যোগ করিয়া-  
ছেন ? ॥ ৪১-৪২ ॥ নিজকন্তা বন্দীকৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়াও সেই নরপতি কি প্রকারে  
স্তস্থির হইয়া রহিয়াছেন ? অথবা সেই রাজা কি তাঁহার মোচনে অসমর্থ ? তুমি সত্ত্বর  
এই সমস্ত বিষয়ের কারণ বল ॥ ৪৩ ॥ হে সরোজাক্ষি ! তুমি তোমার প্রিয়সখীর অলৌকিক  
গুণ সকল কীর্তন করিয়া আমার মন হরণ করিয়াছ এবং আমাকে মনোভবের নিতান্ত  
বন্দীভূত করিয়াছ ॥ ৪৪ ॥ হায় ! কখন আমি সেই মনোরমা কাস্তাকে অতিশয় সঙ্কট হইতে  
পারিসুক্ত করিয়া ত্রীতিপ্রফুল্লিতনেত্রে অবলোকন করিব ॥ প্রিয়সখি ! আমার হৃদয় এইরূপ  
উচ্চতর মনোরথে আরোহণ করিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ হে সূতাবিনি ! কি উপায়ে আমি সেই  
অতিশয় দুর্গম পুরীতে গমন করিতে পারিব ? তুমিই বা কিরূপে সেই সঙ্কট স্থান হইতে  
এখানে আগমন করিলে তাহা আমাকে বল ॥ ৪৬ ॥



## যশোবত্যাচ ।

বালভাবান্ময়া মস্ত্রো ভগবত্যা বিশাম্পতে ! ।

প্রাপ্তোহস্তি ব্রাহ্মণাং সিদ্ধাং সবীজধ্যানপূর্বকঃ ॥ ৪৭ ॥

তত্রাবস্থিতয়া রাজন্ ! ময়া চিন্তে বিচারিতম্ ।

আরাধয়ামি সততং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্ ॥ ৪৮ ॥

সা দেবী সেবিতা কামং বন্ধমোক্ষং করিষ্যতি ।

ভক্তানুকম্পিনী শক্তিঃ সমর্থী সর্বসাধনে ॥ ৪৯ ॥

যা বিশ্বং সৃজতে শক্ত্যা পালয়ত্যেব সা পুনঃ ।

কল্লান্তে সংহরত্যেব নিরাকারা নিরাশ্রয়া ॥ ৫০ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ।

ধ্যাত্বা রক্তান্মরাং সৌম্যাং সুরক্তনয়নাং হৃদি ।

সংস্মৃত্য মনসা রূপং মন্ত্রজাপ্যপরাভবম্ ॥ ৫১ ॥

উপাসিতা ময়া দেবী মাসমেকং সমাধিনা ।

স্বপ্নে মম সমায়াতা ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৫২ ॥

মামাহামৃতয়া বাচা কিং স্পৃশাসীতি চণ্ডিকা ।

উত্তিষ্ঠ যাহি তরসা গঙ্গাতীরং মনোহরম্ ॥ ৫৩ ॥

( যেতি । নিরাশ্রয়া অত্রং কিমপ্যাশ্রয়মকুর্কতোব কস্তাপি সাহায্যমগৃহীত্ববেত্যর্থঃ ।  
নিজয়া শক্ত্যেতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

ধ্যাত্বেতি । মন্ত্রজাপ্যপরা মন্ত্রজপনশীলেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

মামিতি । তরসা বেগেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥ )

যশোবতী বলিল, রাজন্ ! আমি বাল্যকালে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট বীজ ও ধ্যানের  
সহিত ভগবতীর মন্ত্রলাভ করিয়াছি, সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া মনে মনে বিচার করিলাম  
যে, এক্ষণে আমি সর্বদাই সেই চণ্ডবিক্রমা সদ্যো-মনোরথপ্রদায়িনী চণ্ডিকার আরাধনা  
করিব ॥ ৪৭—৪৮ ॥ ভক্তের প্রতি অহুকম্পাবতী সেই সর্বার্থসাধিনী শক্তির আরাধনা  
করিলে অবশ্যই তিনি আমার প্রিয়সখীর বন্ধন মোচন করিবেন ॥ ৪৯ ॥ সেই দেবী ভগবতী  
স্বরূপতঃ নিরাকারা হইরাও এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও কেবল নিজশক্তি দ্বারাই  
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালন এবং কল্লান্তকালে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥ মনে  
মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই কল্যাণরূপিনী সুরক্তবসনা ও লোহিতলোচনা বিশ্বেশ্বরী  
দেবীর ধ্যান এবং মনে মনে তাঁহার রূপ স্মরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম ॥ ৫১ ॥  
আমি একমাস মাত্র সমাধি অবলম্বনপূর্বক দেবীর উপাসনা করিলে চণ্ডিকাদেবী আমার  
ভক্তিভাবে স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া অমৃতময় কাক্য আমাকে কহিলেন, তুমি নিদ্রিত

আগমিষ্যতি তত্রাসৌ হৈহয়ো নৃপপুঙ্গবঃ ।  
 একবীরো মহাবাহুঃ সৰ্বশত্রুবিমর্দনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 দত্তাত্রেয়েণ মমম্ভো মহাবিদ্যাভিধঃ পরঃ ।  
 দত্তোহস্মৈ নোহপি সততং মাযুপাস্তেহতিভক্তিতঃ ॥ ৫৫ ॥  
 ময্যাসক্তমতির্নিত্যং মম পূজাপরায়ণঃ ।  
 মামেব সৰ্বভূতেষু ধ্যায়মাশ্তে চ মৎপরঃ ॥ ৫৬ ॥  
 স তে হুঃখবিনাশং বৈ করিষ্যতি মহামতিঃ ।  
 মাস্তো বিহরংস্তত্র তব ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥  
 হুত্বা তং রাক্ষসং ঘোরং মোচয়িষ্যতি মানিনীম্ ।  
 একাবলীমেকবীরঃ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৫৮ ॥  
 পশ্চাৎ স বৈ পতিঃ কার্যস্থয়া রাজসুতঃ শুভঃ ।  
 ইতু্যক্তাস্তর্দধে দেবী প্রবুদ্ধাহং তদৈব হি ॥ ৫৯ ॥  
 কথিতং স্বপ্নবৃত্তাস্তং দেব্যাস্চারাদনং তথা ।  
 প্রসন্নবদনা জাতা ত্রুত্বা সা কমলেক্ষণা ॥ ৬০ ॥

মহাবিদ্যাভিধঃ শ্রীবিদ্যামন্ত্র ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মামেব সৰ্বভূতেষু । সৰ্বং সদাশ্রয়কং পশুতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

মাস্তো লক্ষ্মীসুত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

রহিরাছ, উঠ সত্বর সেই মনোহর গঙ্গাতীরে গমন কর ॥৫২-৫৩॥ সেই শত্রুনিহন মহাবাহু  
 একবীর নৃপতিশ্রেষ্ঠ হৈহয় সেই স্থানে আগমন করিবেন ॥৫৪॥ মহামুনিশ্বর দত্তাত্রেয় তাহাকে  
 মহাবিদ্যা নামক মদীয় মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, রাজাও সেই মন্ত্র দ্বারা সততই ভক্তিভাবে  
 আমার অর্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥ তাঁহার মন আমাতেই নিত্য আসক্ত এবং নিরত  
 আমারই পূজায় নিরত থাকে । অধিক কি, সেই রাজা মৎপরায়ণ হইয়া সৰ্ব জীবের অস্ত-  
 র্যামিরূপে আমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ সেই মহাবুদ্ধি রমাপুত্র গঙ্গাতটে  
 বিহারার্থ আগমন করিয়া তোমাদের হুঃখ বিনাশ করিবেন । সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ রাজা  
 একবীর ঘোর সমরে রাক্ষসগণকে নিধন করিয়া একাবলীর উদ্ধার সাধন করি-  
 বেন ॥৫৭-৫৮॥ অবশেষে তিনি আমাকে বলিয়া দিলেন যে, তদনন্তর সেই সৰ্বশুলক্ষণ সম্পন্ন  
 সুশোভন রাজপুত্রকে পতিষে বরণ করা তোমার একান্ত কর্তব্য, এই বলিয়া তিনি  
 অস্তর্ধান করিলেন আমিও তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিলাম ॥ ৫৯ ॥ তদনন্তর, কমলবদনা প্রিয়-  
 সখীকে সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত এবং দেবীর আরাধনার বিষয় নিবেদন করিলাম ; তিনি  
 তাঁহার বদনকমল প্রকৃষিত হইয়া উঠিল । সেই শুচিস্মিতা একাবলী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া

বিশেষেণ চ সম্ভুক্তা মাযুবাচ শুচিস্মিতা ।

গচ্ছ তত্র স্বরাযুক্তা কুরু কার্যং মম প্রিয়ে ! ॥ ৬১ ॥

সত্যবাক্যা ভগবতী সা বাং মোক্ষং বিধাশ্রুতি ॥ ৬২ ॥

ইত্যাজ্ঞপ্তা তয়া চাহং সখ্যা বৈ প্রেমযুক্তয়া ।

মুদ্রাপসরণং যুক্তং তস্মাৎ স্থানান্তদা নৃপ ! ॥ ৬৩ ॥

চলিতাহং ততঃ শীঘ্রং মহাদেবীপ্রসাদতঃ ।

মার্গজ্ঞানং শীঘ্রগতির্ময়া প্রাপ্তা নৃপাত্মজ ! ॥ ৬৪ ॥

ইত্যেতৎ কথিতং সর্বং কারণং মম দুঃখজম্ ।

কস্বং কস্মৈ স্মৃতশ্চেতি বদ বীর ! যথা তথা ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
যশোবত্যা হৈহরায় একাবলীসংবাদবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তস্মাজ্জায়মানাং স্বপ্নাদপসরণং গমনং যুক্তমিতি মত্বেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

মহাদেবীপ্রসাদতো মার্গজ্ঞানং শীঘ্রগতিশ্চ ময়া প্রাপ্তেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

কস্বং কস্মৈতি । যদ্যপি হৈহরো নাম রাজাহং নান্যোহস্তি পৃথিবীপতিরিত্যনেন রাজ-  
বাক্যেন সন্দেহস্ত নিবৃত্তত্বাৎ কস্বমিতিপ্রশ্নো ন যুক্তস্তথাপি একাবলীলোভার্থমিদং রাজজ্ঞাতং  
বা মুখ্যত্বেন স রাজায়মেবাস্তীতি তদ্বশাহুভুক্তমিতি সন্দেহাবিষ্টা যশোবতী পুনঃ পৃচ্ছতি  
কস্বং কস্মৈতি । যথা তথা সত্যং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন, প্রিয়সখি ! কার্যাসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি অবিলম্বে গমন  
কর ॥৬০—৬১॥ সেই সত্যভাগিনী ভগবতী অম্বিকাদেবী আমাদিগকে বন্ধন হইতে মোচন  
করিবেন । রাজন্ ! আমার সেই প্রণয়িনী প্রিয়সখী আমাকে এইরূপ আদেশ করিলে পর  
সেই স্বপ্নহেতু আমি ঐ স্থান হইতে নির্গমন করা উচিত বিবেচনার সত্ত্বর নিজ্জানু হইলাম ।  
নৃপনন্দন ! মহাদেবীর প্রসাদে আমি পথজ্ঞান ও ক্রতগতি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৬২—৬৪ ॥  
এই আমি আপনার নিকট নিজ দুঃখের কারণ বর্ণন করিলাম, হে বীর ! আপনি কে  
কাহার গুহ ? তাহা আপনি আমাকে সত্য করিয়া বলুন ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহরের নিকট একাবলীর হরণবৃত্তান্ত  
বর্ণন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তস্মাস্তু বচনং শ্রুত্বা রমাপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।  
প্রফুল্লবদনাস্তোজস্তামুবাচ বিশাম্পতে ! ॥ ১ ॥

রাজোবাচ ।

রস্তোরু ! যন্তুয়া পৃষ্ঠৌ বৃত্তাস্তো বিশদাক্ষরঃ ।  
হৈহয়োহহং চৈকবীরনাম্না সিদ্ধুস্তাস্মতঃ ॥ ২ ॥  
মনো মে যন্তুয়া নুনং পরতন্ত্রং কৃতং কিল ।  
কিং করোমি ক গচ্ছামি বিরহেণাতিপীড়িতঃ ॥ ৩ ॥  
প্রথমং রূপমাখ্যাতং সর্বলোকাতিগং ত্বয়া ।  
তেন মে বিহ্বলং জাতং কামবাণাহতং মনঃ ॥ ৪ ॥  
ততস্তুয়া\* গুণাঃ প্রোক্তাস্তৈস্তু চিত্তং হতং পুনঃ ।  
যন্তুয়োক্তং পুনর্বাচ্যং তেন মে বিস্ময়োহভবৎ ॥ ৫ ॥

অধ্বাধিকৈশ্চ বদ্বিষ্টিনো কৈর্হৈহরভূতত ।

কালকেতোর্মহাযুদ্ধং জাতমিত্যেতদ্রূঢ়্যতে ॥

যশোবতী বাক্যং শ্রুত্বা রাজোবাচেত্যাহ তস্মাস্ত্বিতি ॥ ১ ॥

ত্বয়া যঃ পৃষ্ঠৌ বৃত্তাস্তো মদ্বিষয়কস্তং শৃণ্বিতি শেষঃ ॥ ২—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই প্রতাপাবিত কমলাপুত্র হৈহয় যশোবতীর সেই বাক্য শ্রবণে প্রফুল্লিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১ ॥ রস্তোরু ! তুমি যে সুললিত বৃত্তাস্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আমি কহিতেছি শ্রবণ কর । আমি সিদ্ধুস্তা লক্ষ্মীর তনয় হৈহয়, আমি অবনীতলে একবীর নামে বিখ্যাত হইয়াছি ॥ ২ ॥ এক্ষণে তুমি আমার মন পরাধীন করিয়া দিলে, আমি তোমার প্রিয়সখীর বিরহে অতিশয় পীড়িত হইয়া এক্ষণে কি করিব ? কোথায় যাইব ? ॥ ৩ ॥ তুমি প্রথমে তাঁহার অলৌকিক রূপ বর্ণন করিয়াছ তাহাতেই আমার মন মগ্নধশরে আহত হইয়া বিহ্বল হইয়াছে ॥ ৪ ॥ তদনন্তর আবার তুমি তাঁহার গুণ বর্ণনা করিলে তাহাতে আমার মন একেবারে বিমোহিত হইয়াছে । অনন্তর, যখন তুমি পুনর্বার রাক্ষস সন্নিধানে কথিত তাঁহার বাক্য আমার নিকট কীর্তন

একাবল্যা বচঃ প্রোক্তং দানবাগ্রে ময়া বৃতঃ ।

হৈহয়স্তং বিনা নান্যং বৃণোমীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥

তেন বাক্যেন তদ্বন্ধি ! ভূত্যোহহমধুনা কৃতঃ ।

ত্বয়া তস্মাঃ শ্লকেশান্তে ব্রুহি কিং করবাণি বাম্ ॥ ৭ ॥

স্থানং তস্ম ন জানামি রাক্ষসস্ত দুরাত্মনঃ ।

গতির্মৈ নাস্তি গমনে পুরে তস্মিন্ শ্লোচনে ! ॥ ৮ ॥

বদ মাং ত্বং বিশালাক্ষি ! তত্র প্রাপয়িতুং ক্রমা ।

প্রাপয়াশু সখী তে সা যত্র তিষ্ঠতি স্নন্দরী ॥ ৯ ॥

হত্বা তং রাক্ষসং ক্রুরং মোচয়িষ্যামি সাম্প্রতম্ ।

বিবশাং শোকসন্তপ্তাং রাজপুত্রীং তব প্রিয়াম্ ॥ ১০ ॥

বিমুক্তদুঃখাং কুহাশু প্রাপয়িষ্যামি তে পুরম্ ।

পিত্রে চাস্মাঃ প্রদাস্থামি কন্যামেকাবলীমহম্ ॥ ১১ ॥

পশ্চাদ্বিবাহং কর্তাসৌ রাজা পুত্র্যাঃ পরস্তপঃ ।

এবং তে মনসঃ কামো মম চাপি প্রিয়ংবদে ! ॥ ১২ ॥

কিং তদ্বাক্যং তদাহ একাবল্যা বচ ইতি । ময়া হৈহয়ো বৃতস্তং হৈহয়ং বিনাশ্যং ন বৃণোমীতি নিশ্চয় ইতি দানবাগ্রে বচ একাবল্যা প্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তেন বাক্যেনেতি । প্রাবিতেনেতি শেষঃ । বাং যুবয়োঃ ॥ ৭—৮ ॥

বদ মামিতি । উপায়মিতি শেষঃ । প্রাপয়িতুং ক্রমেতি যতস্তস্মাৎ শ্লাবদমাগতাসি ততস্তদুপায়াভিজ্ঞাসীত্যর্থঃ ॥ ৯—১৩ ॥

করিলে, তখন আমার মানসে অতিশয় বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ॥ ৫ ॥ তোমার প্রিয়সখী একাবলী দৃষ্ট দানবের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে, “আমি অগ্রে হৈহয়রাজকে বরণ করিয়াছি, তিনি তির অগ্ন কাহাকেও বরণ করিব না ইহাই আমার স্থির নিশ্চয় ।” স্নন্দরি ! তুমি আমার নিকট এই বাক্য বলিয়া এক্ষণে আমাকে তাঁহার ভৃত্য করিয়া দিলে । শ্লকেশি ! এক্ষণে আমি তোমাদের কি কার্য সাধন করিব তাহা তুমি আমার নিকট বল ॥ ৬—৭ ॥ আমি সেই দুরাত্মা রাক্ষসের বসতি স্থান অবগত নহি, আমি কখনও তাহার পুরীমধ্যে গমন করি নাই, শ্লোচনে ! তুমি আমাকে সেই স্থানে বাইবার উপায় বলিয়া দাও ; কারণ, তুমিই আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে । অতএব যেখানে তোমার সেই সর্কাজস্নন্দরী সখী অবস্থিতি করিতেছেন তুমি শীঘ্র সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল ॥ ৮—৯ ॥ তোমার প্রিয়সখী রাজনন্দিনী অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়াছেন আমি সেই ক্রুরাচার রাক্ষসকে নিহত করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে বিমুক্ত করিব সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥ কল্যাণি । আমি তোমার প্রিয়সখীকে মুক্ত করিয়া তোমাদের নগরীতে লইয়া যাইব এবং তাঁহাকে তাঁহার পিতার

ভবিষ্যতি সসম্পূর্ণঃ সাধনেন তবাধুনা ।  
 দর্শয়াণ্ড পুরং তস্মা পশ্য মে ত্বং পরাক্রমম্ ॥ ১৩ ॥  
 যথা হস্মি ছুরাচারং পরদারাপহারকম্ ।  
 তথা কুরু প্রিয়ং কৰ্ত্তুং শক্তাসি বরবর্ণিনি ! ।  
 মার্গং দর্শয় তস্মাদ্য পুরস্তা দুৰ্গমস্তা চ ॥ ১৪ ॥

বাস উবাচ ।

তন্নিশম্য প্রিয়ং বাক্যং মুদিতা চ যশোবতী ।  
 তমুবাচ রমাপুত্রং গমনোপায়মাদরাৎ ॥ ১৫ ॥  
 মন্ত্ৰং গৃহাণ রাজেন্দ্র ! ভগবত্যাস্ত্র সিদ্ধিদম্ ।  
 দর্শয়িষ্যামি তস্মাদ্য পুরং রাক্ষসপালিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 সজ্জা ভব মহাভাগ ! গমনায় ময়া সহ ।  
 সৈন্যেন মহতা যুক্তস্তত্র যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥  
 কালকেতুর্মহাবীরো রাক্ষসৈর্বলিভির্ভূতঃ ।  
 তস্মান্মন্ত্ৰং গৃহীত্বা ত্বং ব্রজ তত্র ময়া সহ ॥ ১৮ ॥

---

যথা হস্মি হনিষ্যামি তথা কুর্কিত্যর্থঃ । ইত্যেতৎ প্রিয়ং কৰ্ত্তুং ত্বং শক্তাসি তব দেবী-  
 ভক্তিযুক্তত্বাৎ ॥ ১৪—১৯ ॥

---

করে সমর্পণ করিব ॥ ১১ ॥ তদনন্তর ঐ শক্রনাশন রাজা আপনার কন্যার বিবাহকার্য সম্পাদন  
 করিবেন, বোধ করি ইহাই তোমার মনের অভিলাষ, প্রিয়ংবদে ! আমারও সেইরূপ বাসনা  
 জানিবে ॥ ১২ ॥ বরবর্ণিনি ! এক্ষণে তোমার উদ্যমের দ্বারাই সেই মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে,  
 তুমি সত্ত্বর আমাকে তাহার পুরী দেখাইয়া আমার পরাক্রম দর্শন কর ॥ ১৩ ॥ চন্দ্রাননে !  
 তুমি আমার প্রিয়কার্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে ; বাহাতে আমি  
 সেই ছুরাচার পরদারাপহারক রাক্ষসকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই তুমি সেইরূপ কার্য-  
 বিধান কর । এক্ষণে তুমি সেই রাক্ষসের দুৰ্গম পুরীর পথ দেখাইয়া দাও ॥ ১৪ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! যশোবতী রাজপুত্রের সেই প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত  
 আনন্দিত হইল এবং আদরপূর্বক সেই কমলাপুত্র হৈহয়রাজকে রাক্ষসপুরে গমন করিবার  
 উপায় বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৫ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি ভগবতীর সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র গ্রহণ  
 করুন, তাহা হইলে অদ্য আমি আপনাকে তাহার সেই রাক্ষস-রক্ষিত পুরী দেখাইয়া  
 দিব ॥ ১৬ ॥ রাজন্ ! আমার সহিত গমন করিবার নিমিত্ত আপনি আপনার মহতী সেনা  
 সমতিব্যাহারে সুসজ্জিত হউন ; কারণ, সেই স্থানে বাইলেই আপনাকে তাহার সহিত  
 যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ১৭ ॥ কালকেতু স্বয়ং মহাবীর এবং বলবিক্রমশালী রাক্ষসগণে



দর্শয়িষ্যামি তে মার্গং পুরস্তাশ্চ ছুরাশ্চনঃ ।

হুত্বা তং পাপকর্মাণং মোচয়াশু সখীং মম ॥ ১৯ ॥

শ্রুত্বা তদ্বচনং বীরো মন্ত্ৰং জগ্ৰাহ সত্বরঃ ।

দত্তাত্রেয়াদৈবযোগাৎ প্রাপ্তাজ্জানিবরাচ্ছূভাৎ ॥ ২০ ॥

যোগেশ্বরীমহামন্ত্ৰং ত্রিলোকীতিলকাভিধম্ ।

তেন সর্বজ্ঞতা জাতা সর্বাস্তুশ্চারিতা তথা ॥ ২১ ॥

তয়া সহ জগামাশু পুরং তস্য স্তূৰ্গমম্ ।

রক্ষিতং রাক্ষসৈর্যোরৈঃ পাতালমিব পন্নগৈঃ ॥ ২২ ॥

যশোবত্যা চ সৈন্তেন মহতা সংযুতো নৃপঃ ॥ ২৩ ॥

তমায়াস্তং সমালোক্য দূতাস্তশ্চ ভয়াতুরাঃ ।

ক্রোশন্তোহভিযয়ুঃ পার্শ্বং কালকেতোস্তরশ্বিনঃ ॥ ২৪ ॥

তমুচুঃ সহসা গত্বা রাক্ষসং কামমোহিতম্ ।

একাবলীসমীপস্থং কুর্বন্তুং বিনয়ান্ বহুন্ ॥ ২৫ ॥

দত্তাত্রেয়াদৈবযোগাৎ প্রাপ্তাদিতি । দৈবযোগাৎ কাকতালীরজ্ঞায়েন প্রাপ্তাদি-  
ত্যাৰ্থঃ ॥ ২০ ॥

যোগেশ্বরীমহামন্ত্ৰমিতি । ত্রিলোক্যাস্তিলকবদ্ভূষণভূতত্বাত্রিলোকীতিলক ইত্যভিধা যন্ত  
সঃ । তথাবিধং মন্ত্ৰং হ্রীং গৌরিকৃদ্ভদ্রয়িত্তে যোগেশ্বরী ছং ফট্ স্বাহেত্যেতৎক্রপং যোগেশ্বরী-  
মন্ত্ৰং জগ্ৰাহেত্যর্থঃ । অয়ং মন্ত্ৰো গৌরীতন্ত্রাদিষু প্রসিদ্ধঃ । ন্যাসাদিকং শারদাতিলকটীকারা-  
মুক্তং নবমপটলে ঘটার্গলযন্ত্রবিধানে । সর্বাস্তুশ্চারিতেতি । তেন মন্ত্ৰপ্রভাবেন পৃথিব্যাদি-  
ভূতভেদনশক্তিঞ্চ জ্ঞাতেত্যর্থঃ ॥ ২১-২৬ ॥

পরিবৃত্ত, অতএব আপনি ভগবতীর মন্ত্ৰগ্রহণপূৰ্ব্বক আমার সহিত গমন করুন ॥ ১৮ ॥

আমি আপনাকে সেই ছুরাশ্চর পুরমার্গ দেখাইয়া দিব, আপনি সেই পাপাচারী রাক্ষসা-  
ধমকে নিহত করিয়া আমার প্রিয়সখীর উদ্ধার সাধন করুন ॥ ১৯ ॥ হৈহয় একবীর যশো-

বতীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণিগণের হিতকর জ্ঞানিপ্রবর দৈবযোগে সমাগত মহর্ষি  
দত্তাত্রেয়ের নিকট হইতে ত্রিলোকীতিলক নামক যোগেশ্বরীর মহামন্ত্ৰ গ্রহণ করিলেন । তখন

নৃপবর সেই মন্ত্ৰপ্রভাবে সকল বিষয় জানিবার এবং অপ্রতিহত প্রভাবে সর্বত্র গমন করি-  
বার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২০—২১ ॥ অনন্তর হৈহয়রাজ যশোবতীর সহিত মহতী সেনা-

সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া পন্নগগণে পরিবেষ্টিত পাতালপুরীর জায় ঘোরতর রাক্ষস সৈন্তে পরি-  
রক্ষিত সেই রাক্ষসের চূর্ণম পুরীতে সত্বর গমন করিলেন ॥ ২২-২৩ ॥ তখন রাক্ষসরাজের দূতগণ

রাজাকে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়াতুর হইল এবং চীৎকার করিতে করিতে দ্বিপ্রকারী  
কালকেতুর নিকট গমন করিল ॥ ২৪ ॥ কালকেতু কামশরে বিমোহিত হইয়া একাবলীর

দূতা উচুঃ ।

রাজন্ ! যশোবতী নারী কামিন্যাঃ সহচারিণী ।  
 আয়াতি সহ সৈন্যেন রাজপুত্রেণ সংযুতা ॥ ২৬ ॥  
 জয়ন্তো বা মহারাজ ! কার্তিকেয়োহথ বা নু কিম্ ।  
 আগচ্ছতি বলোন্মত্তো বাহিনীসহিতঃ কিল ॥ ২৭ ॥  
 সংযতো ভব রাজেন্দ্র ! সংগ্রামঃ সমুপস্থিতঃ ।  
 দেবপুত্রেণ যুধ্যস্ব ত্যজ বা কমলেক্ষণাম্ ॥ ২৮ ॥  
 ইতো দূরেহস্তি সৈন্যং তদ্যোজনত্রয়মাত্রতঃ ।  
 সজ্জা ভব মহীপাল ! ছন্দুভিং ঘোষণাশু বৈ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।  
 রাক্ষসান্ প্রেরয়ামাস সায়ুধান্ সবলান্ বহুন্ ।  
 গচ্ছধ্বং রাক্ষসাঃ সর্বৈ সন্মুখাঃ শত্রুপাণয়ঃ ॥ ৩০ ॥  
 তানাজ্ঞাপ্য কালকেতুঃ পপ্রচ্ছ প্রণয়াশ্বিতঃ ।  
 একাবলীং সমীপস্থাং বিবশাং ভূশতুঃখিতাম্ ॥ ৩১ ॥

জয়ন্তো বেতি । ইন্দ্রপুত্র ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩২ ॥

সমীপে উপবেশন পূর্বক বহুবিধ বিনয় বাক্য বলিতেছিল, দূতগণ সেই সময়ে সহসা গমন করিয়া তাহাকে বলিল, রাজন্ ! এই কামিনীর সহচারিণী যশোবতী এক জন সসৈন্য রাজকুমারের সহিত এই স্থানে আগমন করিতেছেন ॥ ২৫—২৬ ॥ মহারাজ ! সেই রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার জয়ন্তই হউন অথবা কার্তিকেয়ই হউন তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না । যাহাহউক তিনি স্বীয় বাহিনীর সহিত বলোন্মত্ত হইয়া আগমন করিতেছেন ॥ ২৭ ॥ রাজেন্দ্র ! সংগ্রাম উপস্থিত, এখন আপনি সম্যক্ রূপে যত্নবান্ হইয়া দেবপুত্রের সহিত যুদ্ধ করুন অথবা এই কমলেক্ষণা কামিনীকে পরিত্যাগ করুন ॥ ২৮ ॥ রাজন্ ! এই স্থান হইতে তিন যোজনমাত্র দূরে সৈন্যসমূহ অবস্থিতি করিতেছে, এই সময় আপনি সজ্জিত হউন, সত্বর ছন্দুভি ঘোষ দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করুন ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দূতগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ কালকেতু ক্রোধমুচ্ছিত হইয়া বহুতর বলবান্ শত্রুধারী রাক্ষসকে প্রেরণ করিল এবং তাহাদিগকে কহিল ; রাক্ষসগণ ! তোমরা শত্রুপানি হইয়া সত্বর তাহাদের সম্মুখীন হও ॥ ৩০ ॥ কালকেতু তাহাদিগকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া সমীপস্থিত অত্যন্ত দুঃখিত একাবলীকে প্রণয় বচনে

কোহয়মায়াতি তম্বন্ধি ! পিতা তে বাপরঃ পুমান্ ।  
 ত্বদৰ্থে সৈশ্বসংযুক্তো ব্রুহি সত্যং কৃশোদরি ! ॥ ৩২ ॥  
 পিতা তে যদি সম্প্রাপ্তো নেতুং ত্বাং বিরহাতুরঃ ।  
 জ্ঞাত্বা তে পিতরং সম্যক্ সংগ্রামং ন করোম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥  
 আনয়িত্বা গৃহে পূজাং রত্নৈর্বৈজ্জৈর্হৈয়ৈঃ শুভৈঃ ।  
 করোমি তস্ম্য চাতিথ্যং গৃহে প্রাপ্তস্ম্য সৰ্ব্বথা ॥ ৩৪ ॥  
 অন্তশ্চেদ যদি সম্প্রাপ্তস্তং হস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 আনীতঃ কিল কালেন মরণায় মহাত্মনা ॥ ৩৫ ॥  
 তস্মাদ্বদ বিশালাক্ষি ! কোহয়মায়াতি মন্দধীঃ ।  
 অজ্ঞাত্বা মাং দূরাধ্বং কালরূপং মহাবলম্ ॥ ৩৬ ॥

একাবল্যুবাচ ।

ন জানেহহং মহাভাগ ! কোহয়মায়াতি সত্ত্বরঃ ।  
 ন মেহস্তুি বিদিতঃ কোহপি স্থিতায়ান্তব বন্ধনে ॥ ৩৭ ॥

( একাবলীং প্রতি প্রেরয়ত্বং প্রকটয়তি পিতা তে বদীত্যাदिना ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ইদানীং স্বস্ত্য দুর্দ্ধবত্বং বিবৃণোতি । অন্তশ্চেদিত্যাदिना ॥ ৩৫—৩৬ ॥

অজ্ঞানে কারণমাহ স্থিতায়ান্তবেতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥ )

জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৩১ ॥ কৃশোদরি ! এ কে আসিতেছে ? তোমার পিতা অথবা অন্য কোনও পুরুষ তোমার মুক্তির নিমিত্ত সৈশ্বগণের সহিত আগমন করিতেছে, তাহা তুমি সত্য করিয়া আমার নিকট বল ॥ ৩২ ॥ যদি তোমার বিরহে কাতর হইয়া তোমাকে লইবার নিমিত্ত তোমার পিতা আসিয়া থাকেন আর তাহা যদি আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি, তবে আমি তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না বরং তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া উত্তম উত্তম অশ্ব, রত্ন ও বস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিব ; ফলতঃ গৃহে আগত হইলে যথাবিধি তাঁহার আতিথ্য সংকার করিব ॥ ৩৩—৩৪ ॥ আর যদি অন্য কোনও ব্যক্তি আসিয়া থাকে, তবে শাণিত শরনিকর দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিব তাহাতে সন্দেহ নাই । তুমি নিশ্চয় জানিও অন্য যে কেহ তোমার উদ্ধার নিমিত্ত আগমন করিতেছে, তাহার মরণের নিমিত্ত সর্বসংহারক কাল তাহাকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥ অতএব, হে বিশালাক্ষি ! আমাকে মহাবল ও দুর্দ্ধব কালরূপ জানিতে না পারিয়া কোন্ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি আগমন করিতেছে তাহা তুমি আমাকে বল ॥ ৩৬ ॥

একাবলী বলিল, মহাভাগ ! এ কোন্ ব্যক্তি ক্রতবেগে এখানে আগমন করিতেছে তাহা আমি জানি না ; মহারাজ ! আমি আপনার বন্ধনমধ্যে থাকিয়া তাহা কিরূপে বিদিত



নায়াং পিতা মে ন ভ্রাতা কোহপ্যশ্চোহস্তি মহাবলঃ ।  
কিমর্থমিহ চায়াতি নাহং বেদ বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

দৈত্য উবাচ ।

এবং বদন্ত্যমী দূতা বয়স্তা তে যশোবতী ।  
সমানীয় চ তং বীরমাগতেতি কৃতোদ্যমা ॥ ৩৯ ॥  
ক গতা সা সখী কাস্তে ! বিদগ্ধা কার্যনিশ্চয়ে ।  
নান্যঃ কোহপি মমারাতির্যো মে প্রতিবলো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এতস্মিন্নন্তরে দূতান্ত্রাত্নে বৈ সমাগতাঃ ।  
তে হোচুস্তুরিতা ভীতাঃ কালকেতুং গৃহে স্থিতম্ ॥ ৪১ ॥  
কিং স্বশ্চোহসি মহারাজ ! সমীপে সৈন্যমাগতম্ ।  
নির্গচ্ছ নগরাত্তূর্ণং সৈন্যেন মহতাবৃতঃ ॥ ৪২ ॥  
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কালকেতুর্মহাবলঃ ।  
রথমারুহ্য ত্বরিতো নির্যযৌ স্বপুরাদবহিঃ ॥ ৪৩ ॥

এবং বদন্ত্যমীতি । তে যশোবতী বয়স্তা সখী তং বীরং সমানীয় কৃতোদ্যমান্তে তিষ্ঠতী-  
ত্যেবমমী দূতা বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তথা চ সা সখী স্বয়ং প্রেযিতা স্তাৎ সা ক ত্বয়া প্রেযিতেতি বদেত্যাহ ক গতেতি ।  
তৎকৃত এবায়ং শক্ররস্তি নাত্ত ইত্যাহ নাত্ত ইতি ॥ ৪০—৪১ ॥

হইতে পারিব ? ॥ ৩৭ ॥ তবে এ ব্যক্তি আমার পিতা অথবা আমার ভ্রাতা নহে অত্ৰ  
কোনও মহাবল ব্যক্তি হইবেন তিনি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিতেছেন তাহা আমি  
নিশ্চিত রূপে অবগত নহি ॥ ৩৮ ॥

দৈত্য বলিল, আমারই দূতগণ এইরূপ বলিতেছে যে, তোমার বয়স্তা যশোবতী সেই  
বীরকে সঙ্গে লইয়া অতিশয় উদ্যমের সহিত এই স্থানে আগমন করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥ অদৃক  
কার্যনিপুণ তোমার সেই প্রিয়সখী এক্ষণে কোথায় গিয়াছে ? কমলনয়নে ! আমার  
প্রতিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় এই জিজ্ঞাবন মধ্যে আমার এরূপ শত্রু কেহই  
নাই ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! এই সময়ে অত্ৰ অত্ৰ দূতগণ ভীত ও ভ্রান্ত হইয়া সেই স্থানে  
উপস্থিত হইল এবং গৃহাবস্থিত কালকেতুকে কহিতে লাগিল, মহারাজ ! নগর সমীপে  
সৈন্যসমূহ সমাগত হইয়াছে আপনি এখনও কি অত্ৰ নিশ্চিত ও স্থির হইয়া গৃহে বসিয়া  
রহিয়াছেন ? সত্বর মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া নগরী হইতে নির্গত হউন ॥ ৪১—৪২ ॥ তখন

একবীরোহপি সহসা ইয়াক্রুতঃ প্রতাপবান্ ।  
 আগতস্তত্র কামিন্যা বিরহেণ সমাকুলঃ ॥ ৪৪ ॥  
 যুদ্ধং তয়োরভূতত্র বৃত্তবাসবয়োরিব ।  
 শত্র্বাত্তৈর্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥ ৪৫ ॥  
 বর্তমানে তদা যুদ্ধে কাতরাণাং ভয়াবহে ।  
 গদয়া তাড়য়ামাস দৈত্যং সিদ্ধুস্তাত্ততঃ ॥ ৪৬ ॥  
 স গতাস্থঃ পপাতোর্ব্যাং বজ্রাহত ইবাচলঃ ।  
 পলায়িত্বা গতাঃ সর্বে রাক্ষসা ভয়পীড়িতাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 যশোবতী ততো গত্বা বেগাদেকাবলীং তদা ।  
 উবাচ মধুরাং বাণীং বিস্মিতাং মুদিতা ভূশম্ ॥ ৪৮ ॥  
 এহালি ! নৃপপুত্রেন দানবোহসৌ নিপাতিতঃ ।  
 একবীরেণ ধীরেণ যুদ্ধং কৃত্বা স্তদারুণম্ ॥ ৪৯ ॥  
 স্কন্ধাবারেহ্যসৌ রাজা তিষ্ঠত্যদ্য শ্রমাতুরঃ ।  
 দর্শনং কাঙ্ক্ষমাণস্তে শ্রুতরূপগুণস্তব ॥ ৫০ ॥

স্কন্ধাবারে গ্রামপ্রান্তভাগে । স্কন্ধাবারঃ পুরাত্তঃ শ্রাদিতিকোশঃ । স্কন্ধাবারঃ সেনা বা ।  
 স্কন্ধাবারস্ত কটক ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ ৫০ ॥

মহাবল কালকেতু তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণপূর্বক সত্বর নিজ  
 নগরী হইতে বহির্গত হইল ॥ ৪৩ ॥ এদিকে মনোরমা কামিনীর বিরহ-বিধুর হৈহয় নৃপতিও  
 অশ্রমে আরোহণপূর্বক সহসা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তখন সেই স্থানে  
 উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, উভয়েই পরস্পরের উপর স্মৃতীকৃত অস্ত্র শস্ত্র সকল  
 নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে দিগ্‌মণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪৫ ॥ যখন ভীক-  
 রগণের ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন সিদ্ধুজাপুত্র হৈহয় ভয়ঙ্কর গদা দ্বারা  
 দৈত্যরাজকে আঘাত করিলেন ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর, সেই দৈত্যপতি বজ্রাহত পর্বতের স্থায় ভূমি-  
 তলে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল তখন সমস্ত রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চারিদিকে  
 পলায়ন করিল ॥ ৪৭ ॥ তদনন্তর, যশোবতী অত্যন্ত আহলাদিত চিত্তে অতিবেগে একাবলীর  
 নিকট গমন করিয়া বিস্ময়াবিত্ত প্রিয়সখীকে মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৮ ॥  
 সখি ! সখি ! এস ! এস ! নৃপতিপুত্র বীরবর একবীর নিদারুণ যুদ্ধ করিয়া দৈত্যপতিকে  
 নিহত করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥ সেই রাজা এক্ষণে শ্রমাতুর হইয়া সৈন্তমধ্যে অবস্থিতি করিতে-  
 ছেন । তিনি পূর্বে আমার নিকট হইতে তোমার সমস্ত রূপ গুণ শ্রবণ করিয়াছেন এবং

পশ্য তং কুটিলাপান্নি ! মনোভবসমং নৃপম্ ।

কথিতা ত্বং ময়া পূৰ্ব্বং তস্মাৎ জাহ্নবীতটে ॥ ৫১ ॥

পূর্ণানুরাগঃ সংজাতস্তেনাসৌ বিরহাতুরঃ ।

বাঞ্ছতি ত্বাং চারুরূপাং দ্রক্ষুং নৃপতিনন্দনঃ ॥ ৫২ ॥

স তস্মাৎ বচনং শ্রুত্বা গমনায় মনো দধে ।

লজ্জমানা ভূশং ভীত্যা কোমারপ্রাপ্তয়া তয়া ॥ ৫৩ ॥

কথং তস্মাৎ মুখং দ্রক্ষ্যে কুমারী হবশা ভূশম্ ।

স মাং গৃহ্নাতি কামার্ত ইতি চিন্তাকুলা সতী ॥ ৫৪ ॥

যশোবত্যা যুতা তত্র নরযানস্থিতা যযৌ ।

স্কন্ধাবারেহতিমলিনা মলিনান্বরধারিণী ॥ ৫৫ ॥

তাগাগতাং বিশালাক্ষীং দৃষ্ট্বা রাজসুতোহব্রবীৎ ।

দর্শনং দেহি তদ্বস্তু ! ত্বষিতে নয়নে মম ॥ ৫৬ ॥

কথিতেতি। তস্মাৎ জাহ্নবীতটে তেন হেতুনাসৌ ত্বয়ি পূর্ণানুরাগঃ পরিপূর্ণ-  
প্রেমা জাত ইত্যমরঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

কোমারপ্রাপ্তয়েতি। কোমারেণ বয়সা প্রাপ্তা যা ভীতিস্তয়া ভীত্যা লজ্জমানেন্য-  
স্বরূপঃ ॥ ৫৩ ॥

কোমারাং কথং ভীত্যাভবস্তদাহ কথং তস্মেতি। বলাৎকারেণ মাং গ্রহীষ্যতীতি  
হেতোরিত্যর্থঃ। তদেবাহ স মাং গৃহ্নাতি। গ্রহীষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥

তজ্জন্তু এক্ষণে তিনি তোমার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ অগ্নি ! কুটিগ-  
নয়নে ! এক্ষণে তুমি সেই মনোভব তুল্য মহীপালকে অবলোকন করিয়া নয়ন ও মন  
চরিতার্থ কর। আমি পূর্বে জাহ্নবীতটে তাঁহার নিকট তোমার রূপ গুণাদি বর্ণন করিলে  
তোমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছে, তন্নিমিত্ত এক্ষণে তিনি বিরহাতুর হইয়া  
তোমার মনোহর রূপ দর্শনে বাসনা করিতেছেন ॥ ৫১—৫২ ॥ একাবলী প্রিয়সখীর বাক্য  
শ্রবণে তাঁহার নিকট গমন করিবার নিমিত্ত মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু কুমারী-  
সুলভ ভয়ে ভীত ও লজ্জিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ তিনি ভাবিলেন, আমি কুমারী,  
কিরূপে সেই নৃপনন্দনের বদন দর্শন করিব, হয় ত তিনি কামার্ত হইয়া আমাকে ধারণ  
করিবেন, এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া সেই মলিনমূর্তি ও মলিনান্বরধারিণী নৃপনন্দিনী  
একাবলী যশোবতীর সহিত নরযানে আরোহণ করিয়া স্কন্ধাবারে গমন করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥  
সেই বিশালাক্ষী রাজতনয়াকে আগমন করিতে দেখিয়া রাজপুত্র বলিলেন, সুলক্ষি ! আমার  
নয়ন দ্বয় তোমাকে দেখিবার জন্য ত্বষিত হইয়াছে, তুমি আমাকে দর্শন দিয়া আমার



কামাতুরঞ্চ তং বীক্ষ্য তঞ্চ লজ্জাভরাবৃত্তাম্ ।  
 নীতিজ্ঞা শিষ্টমার্গজ্ঞা তমুবাচ যশোবতী ॥ ৫৭ ॥  
 রাজপুত্র ! পিতাপ্যশ্বাস্থ্যামেনাং দাতুমিচ্ছতি ।  
 এষাপি ত্বদ্বশা নুনং ভবিতা সঙ্গমস্তব ॥ ৫৮ ॥  
 কালং প্রতীক্ষ্য রাজেন্দ্র ! নয়েনাং পিতুরন্তিকম্ ।  
 স বিবাহবিধিং কৃত্বা দাস্ত্যতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৯ ॥  
 স তস্মা বচনং তথ্যং মত্বা সৈন্ত্যসমম্বিতঃ ।  
 সমেতঃ কামিনীভ্যাস্তু যযৌ তৎপিতুরাশ্রমম্ ॥ ৬০ ॥  
 রাজপুত্রীং তথায়াতাং কৃত্বা প্রেমসমম্বিতঃ ।  
 প্রযযৌ সম্মুখস্তূর্ণং সচিবৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৬১ ॥  
 বহুভির্দিবসৈর্দৃষ্টা পুত্রী সা মলিনাম্বরী ।  
 যশোবত্যা তু বৃত্তান্তঃ কথিতো বিস্তরাৎ পুনঃ ॥ ৬২ ॥  
 একবীরং মলিত্বাসৌ গৃহমানীয় চাদরাৎ ।  
 পুণ্যেহি কারয়ামাস বিবাহং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৬৩ ॥

ভবিত্যেতি । বিবাহোত্তরং সঙ্গমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬৩ ॥

নয়ন ও মন চরিতার্থ কর ॥ ৫৭ ॥ নৃপতিপুত্রকে কামাতুর এবং রাজকুমারীকে অত্যন্ত  
 লজ্জাতুর দর্শন করিয়া শিষ্টাচারবেদিনী নীতিজ্ঞানসম্পন্ন যশোবতী রাজপুত্রকে বলিলেন,  
 নৃপনন্দন ! প্রিয়সখীর পিতা ইঁহাকে আপনার করে সম্প্রদান করিবেন বলিয়া বাসনা  
 করিয়াছেন, ইনিও আপনার বশবর্ত্তিনী, অতএব ইঁহার সহিত আপনার সম্মিলন অবশ্যই  
 হইবে । রাজেন্দ্র ! আপনি কাল প্রতীক্ষা করুন, ইঁহাকে ইঁহার পিতার নিকটে লইয়া  
 চলুন, তিনিই ইঁহার বিবাহ-বিধি সম্পন্ন করিয়া ইঁহাকে আপনাকে সম্প্রদান করি-  
 বেন, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৫৭—৫৯ ॥ রাজা তাহার বাক্য যথার্থ ও অবিতর্ক  
 জানিয়া সৈন্ত সমভিধায়াহায়ে সেই দুইটি কামিনীকে সঙ্গে করিয়া একাবলীর পিতার  
 আলয়ে গমন করিলেন ॥ ৬০ ॥ একাবলীর পিতা নিজপুত্রী আসিতেছে শ্রবণ করিয়া প্রেমে  
 পুলকিত হইলেন এবং সচিবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সত্বর তাহার সম্মুখে গমন করি-  
 লেন ॥ ৬১ ॥ রাজা বহু দিবসের পর মলিনবসনা তনয়াকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত  
 ক্রীতিনাত করিলেন ; অনন্তর যশোবতী রাজার নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার বর্ণন  
 করিল ॥ ৬২ ॥ তখন রাজা সচিবগণের সহিত মিলিত হইয়া আদরপূর্ব্বক একবীরকে গৃহে  
 লইয়া আসিলেন এবং শুভদিনে বিধিপূর্ব্বক তাঁহার সহিত একাবলীর বিবাহ কার্য সম্পা-

পারিষৎ ততো দত্ত্বা সম্পূজ্য বিধিবত্তদা ।

পুত্রীং বিসর্জয়ামাস যশোবত্যা সমন্বিতাম্ ॥ ৬৪ ॥

এবং বিবাহে সংবৃত্তে রমাপুত্রো যুদান্বিতঃ ।

গৃহং প্রাপ্য বহুন্ ভোগান্ বুভুজে প্রিয়য়া সমম্ ॥ ৬৫ ॥

বভূব তস্মাং পুত্রস্ত কৃতবীৰ্য্যভিধঃ কিল ।

তৎস্বতঃ কার্তবীৰ্য্যস্ত বংশোহয়ং কথিতো ময়া ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
হৈহয়কালকেতোর্যুদ্ধবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

যশোবত্যা সমন্বিতামিতি । তস্মৈ যশোবত্যাপি দত্তেত্যর্থঃ ॥ ৬৪—৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

দন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ তদনন্তর বসন, ভূষণ, রত্ন, অলঙ্কার ও গৃহোপকরণ প্রভৃতি বহুতর সামগ্রীসম্ভার প্রদান এবং বিধিপূৰ্ণক পূজা করিয়া তনয়ারে হৈহয়ের সহিত প্রেরণ করিলেন । রাজমন্ত্রীও নৃপনন্দনের সহিত নিজ নন্দিনী যশোবতীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন পূৰ্ণক তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৬৪ ॥ এইরূপে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইলে পর সিদ্ধুজাপুত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গৃহে গমনপূৰ্ণক প্রিয়ার সহিত বিবিধ প্রকার সুখ সম্ভোগে নিরত হইলেন ॥ ৬৫ ॥ অনন্তর, একাবলীর গর্ভে হৈহয়রাজের কৃতবীৰ্য্য নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইল, এই কৃতবীৰ্য্যের পুত্র কার্তবীৰ্য্য নামে বিখ্যাত । মহারাজ ! এই আমি আপনার নিকট হৈহয়বংশের উৎপত্তি বিবরণ কীর্তন করিলাম ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়ের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

ভগবৎস্বমুখাশ্চোজাচ্চ্যুতং দিব্যকথারসম্ ।  
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি পিৰংস্তু স্মধয়া সমম্ ॥ ১ ॥  
বিচিত্রমিদমাখ্যানং কথিতং ভবতা মম ।  
হৈহয়ানাং সমুৎপত্তির্বিস্তরাধ্বিন্ময়প্রদা ॥ ২ ॥  
পরং কোতূহলং মেহত্র যদ্বিষ্ণুঃ কমলাপতিঃ ।  
দেবদেবো জগন্নাথঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ ॥ ৩ ॥  
সোহপ্যশ্বভাবমাপনো ভগবান্ হরিরচ্যুতঃ ।  
পরতন্ত্রঃ কথং জাতঃ স্বতন্ত্রঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪ ॥  
এতন্মে সংশয়ং ব্রহ্মন্ ! ছেতুর্মহসি সাম্প্রতম্ ।  
সর্বজ্ঞস্ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ ! ব্রহ্মি ব্রহ্মাস্তমদ্রুতম্ ॥ ৫ ॥

একবটিলোকবর্ধোজ্ঞানিপ্রারব্ধবেগতঃ ।

বিক্ষেপশক্তিকার্যং তু তিষ্ঠতোবেতি চোচ্যতে ॥

হৈহয়কথাং শ্রুত্বা সংশয়িতো রাজা পৃচ্ছতি ভগবৎস্বমুখাশ্চোজাদিত্যাদিনা ॥ ১—২ ॥  
কোহসৌ বিস্ময়স্তমাহ পরং কোতূহলং মেহত্রেতি ॥ ৩—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার মুখপদ্ম হইতে করিত স্মধাসদৃশ দিব্যকথারূপ স্মধুর রস পান করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না ॥ ১ ॥ আপনি আমার নিকট হৈহয়বংশের উৎপত্তির বিচিত্র ও বিস্ময়প্রদ উপাখ্যান বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু হে মুনিবর ! সেই বিষয়ে আমার হৃদয়ে এক পরম কোতূহল উপস্থিত হইরাছে । দেখুন, কমলাপতি ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাগণেরও দেবতা, অখিল জগতের অধিনাথ এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্তা ; তথাপি সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ হরিও অশ্বরূপ ধারণ করিলেন । তিনি অচ্যুত ও স্বতন্ত্র হইরাও কি অস্ত পরতন্ত্র হইলেন ? আপনি এক্ষণে আমার হৃদয়গত এই সংশয় ছেদন করুন । মুনিবর ! আপনি সর্বজ্ঞ, অতএব এই অদ্রুত ব্রহ্মাস্ত বর্ণন করিয়া আমার কোতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ২—৫ ॥



ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি সন্দেহস্যাস্য নির্ণয়ম্ ।

যথা শ্রুতং ময়া পূৰ্ব্বং নারদাৎ মুনিসত্তমাৎ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো নারদো নাম তাপসঃ ।

সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বগঃ শাস্ত্রঃ সৰ্বলোকপ্রিয়ঃ কবিঃ ॥ ৭ ॥

স চৈকদা মুনিশ্রেষ্ঠো বিচরন্ পৃথিবীমিমাম্ ।

বাদয়ন্ মহতীং বীণাং স্বরতানসমম্বিতাম্ ॥ ৮ ॥

বৃহদ্রথস্তুরাদীনাং সান্নাং ভেদাননেকশঃ ।

গায়ন্ গায়ত্রমমৃতং সংপ্রাপ্তোহথ মমাপ্রমম্ ॥ ৯ ॥

শম্যাপ্রাসং মহাতীৰ্থং সরস্বত্যাঃ সুপাবনম্ ।

নিবাসং মুনিমুখানাং শর্মদং জ্ঞানদং তথা ॥ ১০ ॥

অয়ং ভাবঃ । বিষ্ণুদয়ঃ কিং জ্ঞানিন উতাজ্ঞানিনঃ । যদি জ্ঞানিনস্তদা তেষাং মায়ায়া অবিবেকস্ত চ নাশাৎ কথমেতদবিবেকজ্ঞঃ হররূপধারণাদিকমাচরণম্ । অথ যদি জ্ঞানিন-  
স্তর্হি সংসারে কেহপি জ্ঞানিনো ন সন্তীতি বিবেকোপদেশপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং কৰ্মোপাসনা-  
প্রতিপাদকং শাস্ত্রঞ্চ ব্যর্থং শ্রুতং । তচ্চি চিত্তত্বদ্বিসম্পাদনদ্বারা জ্ঞানে উপযুক্ত্যতে যদি তু  
জ্ঞানমেব ছলভং তদা তদুপযোগার্থং তদাচরণস্থানর্থক্যমেবেতি শৃণু রাজন্নিতি । অত্র সমাধান-  
কর্ত্তুরয়মভিপ্রায়ঃ । বিষ্ণুদয়ো মহাত্মো জ্ঞানিন এব পরন্তু মায়ায়াঃ শক্তিছয়মস্তি একমাব-  
রণশক্ত্যাশ্রকং রূপমপয়ঃ বিক্লেপশক্ত্যাশ্রকং রূপম্ তত্র জ্ঞানে তেষামাবরণশক্তিরূপে  
নষ্টেহপি বিক্লেপশক্তিরূপং যাবৎকালপর্য্যন্তং প্রারককর্মণা দেহস্থিষ্ঠতি তাবৎকালপর্য্যন্তং  
তিষ্ঠত্যেব । তথাচ তেষাং জ্ঞানিত্বেহপি প্রারককর্মপ্রেরিতবিক্লেপশক্ত্যা হররূপধারণাদিকং  
পরতত্ত্বাদিকঞ্চ সর্বং সম্ভবত্যেবেতি ন জ্ঞানিপুরুষোচ্ছেদো ন বা কৰ্মোপাসনাজ্ঞান-  
কাণ্ডানাং বৈয়র্থ্যম্ । তত্ত্ব তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষোহথ সম্পৎশ্চে ইতি শ্রুত্যা তদা-  
বরণশক্তিনাশমাত্রেন জীবন্তুজ্জৈবিদেহমোক্শস্ত চ সম্ভবাদিতি । এতদর্থোপষ্টস্তার্থমেবায়ং  
সর্বোহপি স্বল্পসমাশ্রিতপৰ্য্যন্তো গ্রহে । বেদিতব্যঃ । তদ্বক্তং বারাহে । জ্ঞানেনাবরণে নষ্টে  
বিক্লেপস্তবশিষ্যত ইতি ॥ ৬—৯ ॥

নিবাসং স্থানভূতম্ ॥ ১০—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! আমি পূৰ্ব্ব মুনিসত্তম নারদের নিকট হইতে এই সন্দেহের  
নিরাকরণ বিষয়ে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম ; এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেইরূপ  
কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি নারদ তপোবলে সর্বজ্ঞগামী,  
সর্বজ্ঞ, শাস্ত্রপ্রকৃতি, সর্বলোকের প্রিয় ও কবি ছিলেন তিনি এক সময়ে স্বরতান-সমম্বিত  
বীণাবাদন করিতে করিতে এই মেদিনীমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । একদিন বৃহৎ-  
রথস্তুরাদি সাগবেদের অনেকানেক বিশেষ বিষয় এবং মোক্ষপ্রদা অমৃতশ্রুতিনী গায়ত্রী  
গান করিতে করিতে আমার আশ্রমে আদিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭—৯ ॥ রাজন্ ! সরস্বতী

তমাগতমহং প্রেক্ষ্য ব্রহ্মপুত্রং মহাদু্যতিম্ ।

অভ্যুথানাদিকং সৰ্ব্বং কৃতবানর্চনাদিকম্ ॥ ১১ ॥

অৰ্ঘ্যপাদ্যবিধিং কৃৎস্বা তস্যাসনস্থিতস্য চ ।

উপবিষ্টঃ সমীপেহহং মূনেরমিততেজসঃ ॥ ১২ ॥

দৃষ্ট্বা বিশ্রামিণং শাস্ত্রং নারদং জ্ঞানপারদম্ ।

তমপৃচ্ছমহং রাজন্ ! যৎপৃচ্ছোহহং ত্বয়াধুনা ॥ ১৩ ॥

অসারেহস্মিংশ্চ সংসারে প্রাণিনাং কিং সুখং মূনে ! ।

ন পশ্যামি বিনিশ্চিত্য কদাচিৎ কুত্রচিৎ কচিৎ ॥ ১৪ ॥

দ্বীপে জাতো জনন্ত্যাহং সন্ত্যক্তস্তৎকণাদপি ।

অনাশ্রয়ো বনে বুদ্ধিং প্রাপ্তঃ কৰ্ম্মানুসারতঃ ॥ ১৫ ॥

তপস্তপ্তং ময়া চোত্রং পৰ্বতে বহুবার্ষিকম্ ।

পুত্রকামেণ দেবর্ষে ! শঙ্করঃ সমুপাসিতঃ ॥ ১৬ ॥

তমপৃচ্ছমহমিতি । ত্বয়া যঃ প্রশ্নঃ কৃতস্তত্র সমাপ্যজ্ঞানং পূৰ্ব্বং স্থিতমিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

কুত্রচিৎ কচিদিতি । তথাচ সুখাভাবে কিমর্থং মহাস্তোহপি সংসারমোহিতাঃ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

নহু সংসারে সুখং নাস্তীতি ত্বয়া কথং নিশ্চিতমিতি চেৎ স্বানুভবেনৈত্যাহ দ্বীপে জাত ইতি ॥ ১৫—১৬ ॥

নদীতটে শম্যাপ্রাস নামে জ্ঞানপ্রদ, সুখদ অতিপবিত্র এক মহাতীর্থ আছে, তথায় অনেক মহর্ষি বাস করেন সেই স্থানেই আমার আশ্রম ছিল ॥ ১০ ॥ তখন আমি সেই তেজঃপুঞ্জ-কলেবর পিতামহপুত্র ঋষিবর নারদকে সমাগত দেখিয়া অভ্যুত্থান করিলাম এবং বিধি-পূৰ্ব্বক পাদ্য ও অৰ্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চনা করিলাম ॥ ১১ ॥ অনন্তর, সেই অমিততেজা মুনি আসনে উপবেশন করিলে পর আমিও তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইলাম ॥ ১২ ॥ তদনন্তর সেই জ্ঞানপ্রদ নারদকে বিশ্রাস্ত্র ও শাস্ত্র দেখিয়া, তুমি এক্ষণে আমাকে বাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম ॥ ১৩ ॥ মুনিবর ! এই আমার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণিদিগের কি সুখ আছে, আমি তা নিশ্চয় করিয়া কখনও কোনও স্থলে কোনও বিষয়ে তাহা দেখিতে পাই না, তথাপি মহৎলোকেবাও কি জন্ত সংসারে মোহিত হইয়া কৰ্ম্ম করিয়া থাকে ? ॥ ১৪ ॥ দেখুন, দ্বীপমধ্যে আমার জন্ম হয়, জন্মমাত্রই জননী আমাকে পরিত্যাগ করেন, আমি বনমধ্যে নিরাশ্রয় হইয়া কৰ্ম্মানু-সারে বুদ্ধি পাইতে লাগিলাম ॥ ১৫ ॥ অনন্তর পুত্রপ্রাপ্তির কামনা করিয়া পৰ্বতে অবস্থিত হইয়া বহু বৎসর দেবদেব মহাদেবের উগ্রতর তপস্তা করিলাম । তাহাতে জ্ঞানি-গণের অগ্রগণ্য শুককে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে আদি হইতে সমস্ত বেদের সারভাগ

ততো ময়া শুকঃ প্রাপ্তঃ পুত্রো জ্ঞানবতাংবরঃ ।  
 পাঠিতস্তু ময়া সম্যখেদানাং সার আদিতঃ ॥ ১৭ ॥  
 স ত্যক্ত্বা মাং গতঃ কাপি রুদন্তং বিরহাতুরম্ ।  
 লোকাল্লোকাস্তরং সাধো ! বচনাত্তব বোধিতঃ ॥ ১৮ ॥  
 ততোহহং পুত্রসন্তপ্তস্ত্যক্ত্বা মেকং মহাগিরিম্ ।  
 মাতরং মনসা কৃৎস্না সম্প্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলম্ ॥ ১৯ ॥  
 পুত্রস্নেহাদতিতরাং কৃশাঙ্গঃ শোকসংযুতঃ ।  
 জ্ঞানমিথেতি সংসারং মায়াপাশনিয়ন্ত্রিতঃ ॥ ২০ ॥  
 ততো রাজ্ঞা বৃতাং জ্ঞাত্বা মাতরং বাসবীং শুভাম্ ।  
 স্থিতোহত্রৈবাত্মনঃ কৃৎস্না সরস্বত্যাস্তটে শুভে ॥ ২১ ॥  
 শস্ত্রনুঃ স্বর্গতিং প্রাপ্তো বিধুরা জননী স্থিতা ।  
 পুত্রদ্বয়যুতা সাধ্বী ভীষ্মেণ প্রতিপালিতা ॥ ২২ ॥  
 চিত্রাঙ্গদঃ কৃতো রাজা গঙ্গাপুত্রেন ধীমতা ।  
 কালেন মোহপি মে ভ্রাতা মৃতঃ কামসমদ্যুতিঃ ॥ ২৩ ॥

বেদানাং সারঃ শ্রীদেবীভাগবতম্ । আদিতঃ প্রথমতঃ আরম্ভত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥  
 কৃৎস্না চিস্তয়িত্বৈত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥  
 মিপ্যেতি জ্ঞানরূপি মায়াপাশেন নিয়ন্ত্রিতো বন্ধঃ ॥ ২০ ॥  
 রাজ্ঞা শস্ত্রনুনা ॥ ২১—২২ ॥  
 গঙ্গাপুত্রেন ভীষ্মেণ ॥ ২৩—২৫ ॥

সমাকরূপে পাঠ করাইলাম ॥ ১৬—১৭ ॥ দেবর্ষে ! আমার সেই পুত্র আপনারই বাক্যে  
 জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে, আমি তাহার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিলেও আমাকে  
 পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে লোকাস্তরে চলিয়া গেল ॥ ১৮ ॥ তদনন্তর পুত্র-  
 শোকে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া মহাগিরি মেককে পরিত্যাগ করিলাম, তখন আমি পুত্রশোকে  
 অত্যন্ত কাতর এবং পুত্রস্নেহে অত্যন্ত কৃশাঙ্গ হইয়া এই সংসার মিথ্যা জানিয়াও মায়াপাশে  
 নিয়ন্ত্রিত হইয়া মাতাকে স্মরণ করত কুরুজাঙ্গল প্রদেশে উপস্থিত হইলাম ॥ ১৯—২০ ॥  
 তদনন্তর রাজা শাস্ত্রনু, কল্যাণিনী জননীকে বিবাহ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া এই সরস্বতীর  
 পবিত্র তটে আশ্রম নির্মাণ পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলাম ॥ ২১ ॥ শাস্ত্রনুরাজ পরলোক  
 গমন করিলে সাধ্বী জননী দুইটি পুত্রের সহিত অবস্থিতি করিলেন, তৎকালে ভীষ্ম তাঁহা-  
 দের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ ধীমান্ গঙ্গাপুত্র চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যপদে



ততঃ সত্যবতী মাতা নিমগ্না শোকসাগরে ।  
 চিত্রাঙ্গদং মৃতং পুত্রং রুরোদ ভৃশমাতুরা ॥ ২৪ ॥  
 সংপ্রাপ্তোহহং মহাভাগ ! জাহ্নবা তাং দুঃখিতাং সতীম্ ।  
 আশ্বাসিতা ময়া ত্যর্থং ভীষ্মেণ চ মহাত্মনা ॥ ২৫ ॥  
 বিচিত্রবীৰ্য্যস্তপরো বীৰ্য্যবান্ পৃথিবীপতিঃ ।  
 কৃতো ভীষ্মেণ ভ্রাতা বৈ জ্ঞীরাজ্যবিমুখেন হ ॥ ২৬ ॥  
 কাশিরাজস্থতে রম্যে বিজিত্য পৃথিবীপতীন্ ।  
 ভীষ্মেণানীয় স্ববলাৎ কণ্ঠকে ধ্বংসমর্পিতে ॥ ২৭ ॥  
 সত্যবতৈ্য শুভে কালে বিবাহঃ পরিকল্পিতঃ ।  
 ভ্রাতুর্বিচিত্রবীৰ্য্যস্য তদাহং স্থখিতোহভবম্ ॥ ২৮ ॥  
 পুনঃ সোহপি মৃতো ভ্রাতা যক্ষ্মণা পীড়িতো ভৃশম্ ।  
 অনপত্যো যুবা ধর্ম্মী মাতা মে দুঃখিতাভবৎ ॥ ২৯ ॥  
 কাশিরাজস্থতে ধ্বংসে তু মৃতং দৃষ্ট্বা পতিং তদা ।  
 পতিব্রতাধর্ম্মপরে ভগিন্যৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৩০ ॥

---

জ্ঞীরাজ্যবিমুখেনেতি । জ্ঞীবিমুখেন রাজ্যবিমুখেন চ ভীষ্মেণেত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

---

সংস্থাপিত করিলেন, কিছুকাল পরেই সেই কামতুলা কমীনয়কাস্তি ভ্রাতা কালগ্রাসে নিপ-  
 তিত হইল ॥ ২৩ ॥ মাতা সত্যবতী এইরূপে পুত্রশোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া পুত্র চিত্রাঙ্গদের  
 নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! তৎকালে  
 আমি জননীকে দুঃখিতা জানিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম । অনন্তর, আমি  
 এবং মহাত্মা ভীষ্ম, তাহাকে সাহসনা প্রদান করিয়া আশ্বাসিত করিলাম ॥ ২৫ ॥ ভীষ্মদেব  
 দারপরিগ্রহ ও রাজ্যপালনে বিমুখ ছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীৰ্য্যবান্ বিচিত্রবীৰ্য্যকে  
 রাজ্যপ্রদান করিলেন ॥ ২৬ ॥ রাজন্ ! ভীষ্ম নিজ বীৰ্য্যে রাজগণকে পরাজিত করিয়া  
 কাশিরাজের দুইটি কন্যা আময়নপূর্বক বিচিত্রবীৰ্য্যকে প্রদান করিবার নিমিত্ত সত্য-  
 বতীকে সমর্পণ করিলেন । অনন্তর, শুভদিনে শুভলগ্নে ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যের বিবাহ  
 হইলে পর তখন আমি সুখী হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিলাম ॥ ২৭—২৮ ॥ তদনন্তর,  
 বক্ষ্মারোগে পরিপীড়িত হইয়া সেই অপুত্রক যুবা ধর্ম্মের ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যও প্রাণ-  
 পরিত্যাগ করিল, তাহাতে মাতা সত্যবতী দুঃখিতা হইয়া পড়িলেন ॥ ২৯ ॥ পতিকে মৃত  
 দেখিয়া কাশিরাজের ভগিনী সেই দুই ভগিনীই পতিব্রত ধর্ম্মরক্ষণে ভৎপর হইয়া অত্যন্ত  
 দুঃখিতা ও রোদনশীল। ঋক্স সতীদেবীকে কহিলেন, আমরা দুইজনেই হতাশনে পতির

তে উচুঃ সতীং শ্রুত্বাঃ রুদতীং হৃশদুঃখিতাম্ ।  
 পতিনা সহ গামিষ্ঠৌ ভবিষ্যাবো হতাশনে ॥ ৩১ ॥  
 পুঞ্জেন সহ তে শ্রুত্বাঃ ! স্বর্গে গত্বাথ নন্দনে ।  
 স্ত্রুথেন বিহরিষ্যাবঃ পতিনা সহ সংযুতে ॥ ৩২ ॥  
 নিবারিতে তদা মাত্রা বন্ধৌ তস্মান্মহোদ্যমাৎ ।  
 স্নেহভাবং সমাশ্রিত্য ভীষ্মস্য বচনাদ্ভদা ॥ ৩৩ ॥  
 গান্ধেয়েন চ মাত্রা মে সংমন্ত্য চ পরম্পরম্ ।  
 কুর্হৌর্কদেহিকং সর্বং সংযুতোহহং গজাস্বয়ে ॥ ৩৪ ॥  
 স্মৃতমাত্রপ্ত মাত্রা বৈ জ্ঞাত্বা ভাবং মনোগতম্ ।  
 তরসৈবাগতশ্চাহং নগরং নাগসাস্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥  
 প্রণম্য মাতরং মুক্ধাঃ সংস্থিতোহথ কৃতাজ্জলিঃ ।  
 তামব্রুং স্মৃতপুঙ্গীং পুঞ্জশোকেন কশিতাম্ ॥ ৩৬ ॥  
 মাতস্ত্রয়া কিমাহুতো মনসাহং তপস্বিনি ! ।  
 আজ্ঞাপয় ব্রহ্মকার্যে দাসোহস্মি কল্পবাণি কিম্ ॥ ৩৭ ॥  
 হুং মে তীর্থং পরং মাতর্দেবশ্চ প্রথিতঃ পরঃ ।  
 আগতশ্চিন্তিতশ্চাত্ত্ব ব্রুহি কৃত্যং তব প্রিয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

তে কাশিরাজস্বতে উচুঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রুত্ব ইতি সখোধনং সংযুতে মিলিতে সপত্নৌ ॥ ৩২—৪১ ॥

সহগামিনী হইব ॥ ৩০—৩১ ॥ দেবি ! আমরা আপনার পুঞ্জের সহিত স্বর্গে গমন পূর্বক,  
 হুই ভগিনী মিলিয়া তাঁহার সহিত নন্দনবনে বিহার করিব ॥ ৩২ ॥ জননী স্নেহভাষি আশ্রয়  
 করিয়া ভীষ্মের অশ্রুমতি গ্রহণ পূর্বক বধু স্বয়ংকে এই মহোদ্যম হইতে নিবারিত করি-  
 লেন ॥ ৩৩ ॥ বিচিত্রবীর্ষ্যের সমস্ত ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে পর ভীষ্মের সহিত  
 মন্ত্রণা করিয়া জননী হস্তিনানগরে আমারে স্মরণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ স্মৃতিমাত্রই জননীর  
 মনোগত ভাব অবগত হইয়া আমি সত্বর হস্তিনানগরে আগমন করিলাম এবং অবনত  
 মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া কৃতাজলি হইয়া সেই পুঞ্জশোকানলে সন্তপ্ত  
 মাতাকে কহিলাম, জননি ! আমারে মনে মনে আহ্বান করিলেন কেন ? আপনি এক্ষণে  
 অতিশয় হুঃখিতা হইয়াছেন দেখিতেছি, আমি আপনার দাস, আজ্ঞা করুন আপনার  
 কোন কর্ম সম্পাদন করিব ॥ ৩৫—৩৭ ॥ মাতঃ ! আপনিই আমার পরম তীর্থ এবং  
 আপনিই আমার পরম দেবতা ; আমি এখানে উপস্থিত হইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি,  
 কোন্কার্য আপনার প্রিয়, তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভ্রাহং স্থিতস্তত্র মাতুরগ্রে যদা মূনে ! ।

তদা সা মাযুবাচেদং পশ্যন্তী ভীষ্মমস্তিকে ॥ ৩৯ ॥

পুত্র ! তেহদ্য যতো ভ্রাতা পীড়িতো রাজযক্ষ্মণা ।

তেনাহং দুঃখিতা জাতা বংশচ্ছেদভয়াদিহ ॥ ৪০ ॥

তস্মাদ্ভ্রমদ্য মেধাবিন্ময়াহুতঃ সমাধিনা ।

গাঙ্গেরশ্চ মতেনাত্র পারাশর্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪১ ॥

কুলং স্থাপয় নক্টং ত্বং শস্তুনোর্নামকারণাৎ ।

রক্ষ মাং দুঃখতঃ কৃষ্ণ ! বংশচ্ছেদোদ্ভবাদ্ভ্রতম্ ॥ ৪২ ॥

কাশিরাজহৃতে ভার্য্যে ভ্রাতুস্তব যবীযসঃ ।

সাধেয়া বিচিত্রবীৰ্য্যশ্চ রূপর্যোবনভূষিতে ॥ ৪৩ ॥

তাভ্যাং সঙ্গম্য মেধাবিন্ ! পুত্রোৎপাদনকং কুরু ।

রক্ষস্ব ভারতং বংশং নাত্র দোষোহস্তি কহিচিৎ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা জাতশ্চিস্তাতুরো হৃহম্ ।

লজ্জয়াকুলচিত্তস্তামব্রবং বিনয়ানতঃ ॥ ৪৫ ॥

( কৃষ্ণ ! হে ব্যাস ! ॥ ৪২—৪৯ ॥ )

ব্যাস বলিলেন, মুনিবর ! আমি এই বলিয়া বধন মাতার অগ্রে অবস্থিত রহিলাম, তখন তিনি সমীপস্থ ভীষ্ম পানে চাহিয়া আমাকে কহিতে লাগিলেন, পুত্র ! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্য রাজযক্ষ্মা রোগে পরিপীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, সেই হেতু বংশচ্ছেদ ভয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩৯—৪০ ॥ মেধাবিন্ ! সেই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত পক্ষাপুত্রের অনুমতি লইয়া অদ্য আমি তোমাকে সঙ্গাধিবোগে আহ্বান করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ হে পারাশরনন্দন ! শাস্তনুর নামের নিমিত্ত তুমি বিনষ্টপ্রাণ বংশ পুনর্বার স্থাপন কর । ব্যাসদেব ! তুমি সত্ত্বর আমাকে বংশোচ্ছেদজনিত দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৪২ ॥ রূপর্যোবনসম্পন্ন সাধুশীলা কাশিরাজের দুই তনয়া, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যের ভার্য্যা ; হে মহামতে ! তুমি তাহাদের সহিত সঙ্গম করিয়া পুত্রোৎপাদন-  
• পূর্বক ভারতবংশ রক্ষা কর, ইহাতে তোমার কিছুমাত্রই দোষস্পর্শ হইবে না ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবর্ষে ! মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম এবং লজ্জাকুলচিত্তে সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলাম মাতঃ ! পরদার স্পর্শ করা



মাতঃ ! পাপাধিকং কৰ্ম পরদারাভিমর্শনম্ ।  
 জ্ঞাত্বা ধর্মপথং সম্যকরোমি কথমাদরাৎ ॥ ৪৬ ॥  
 তথা যবীয়সো ভ্রাতুর্বধুঃ কণ্ঠা প্রকীৰ্ত্তিতা ।  
 ব্যভিচারং কথং কুর্য্যামধীত্য নিগমানহম্ ॥ ৪৭ ॥  
 অন্ত্যয়েন ন কর্তব্যং সর্বথা কুলরক্ষণম্ ।  
 ন তরন্তি হি সংসারাং পিতরঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৮ ॥  
 লোকানামুপদেষ্টা যঃ পুরাণানাং প্রবর্তকঃ ।  
 স কথং কুৎসিতং কৰ্ম জ্ঞাত্বা কুর্য্যাৎ মহাদ্রুতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 পুনরুক্তো হুহং মাত্রা রুদত্যা ভ্রশমস্তিকে ।  
 পুত্রশোকাতিতপ্তা যা বংশরক্ষণকাম্যয়া ॥ ৫০ ॥  
 পারাশর্য ! ন তে দোষো বচনাম্মম পুত্রক ! ।  
 গুরুণাং বচনং তথ্যং সদোষমপি মানবৈঃ ॥ ৫১ ॥  
 কর্তব্যমবিচার্যৈব শিষ্টাচারপ্রমাণতঃ ।  
 বচনং কুরু মে পুত্র ! ন তে দোষোহস্তি মানদ ! ॥ ৫২ ॥

যা পুত্রশোকাতিতপ্তা তয়া মাত্রেত্যমরঃ ॥ ৫০—৫৮ ॥

অতিশয় পাপকর কৰ্ম ; আমি ধর্মের পন্থা সম্যকরূপে অবগত থাকিয়া কিরূপে এই  
 কার্য আদরপূর্বক সম্পাদন করিব ? ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আরও দেখুন, মহর্ষিগণ কহিয়া  
 থাকেন যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাৰ্য্যা কণ্ঠার সমান, আমি সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া  
 কিরূপে এইরূপ ব্যভিচার কৰ্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব ? ॥ ৪৭ ॥ অন্ত্যয় কৰ্মে কুল রক্ষা  
 করা কোনমতেই কর্তব্য নহে, যেহেতু পাপকারির পিতৃগণ কখনই সংসারসাগর পার  
 হইতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৪৮ ॥ যে ব্যক্তি লোকসকলের উপদেষ্টা এবং পুরাণ সমূহের  
 প্রবর্তক ; সে ব্যক্তি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া কিরূপে এই অত্যন্ত অদ্ভুত কুৎসিত কৰ্মে  
 প্রবৃত্ত হইতে পারে ? ॥ ৪৯ ॥ মাতা পুত্রশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইরাছিলেন, এ জন্ত তিনি  
 কুলরক্ষণকামনার রোদন করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া পুনর্বার বলিলেন,  
 পারাশর ! তুমি আমার বচনের অনুবর্তী হইয়া এই কার্য করিলে ইহাতে তোমার কিছু-  
 মাত্রই দোষ ঘটবে না । পুত্র ! গুরুগণের মুক্তিযুক্ত বাক্য সদোষ হইলেও বিচার না করি-  
 রাই শিষ্টাচার প্রমাণে সেই কার্য সম্পাদন করা মানবগণের পক্ষে একান্তই কর্তব্য ।  
 অতএব হে পুত্র ! তুমি আমার বচন প্রতিপালন করিয়া আমার সম্মান রক্ষা কর,  
 তাহাতে তোমার কিছুমাত্রই দোষ হইবে না ॥ ৫০—৫২ ॥ পুত্র ! তুমি বিশেষরূপ বিবেচনা

পুত্রস্য জননং কৃৎস্না স্ত্রিণীং কুরু মাতরম্ ।

বিশেষেণ তু সন্তপ্তাং ময়াং শোকার্ণবে স্তত ! ॥ ৫৩ ॥

ইতি তাং কুবতীং শ্রদ্ধা তদা স্মরনদীপ্ততঃ ।

মায়ুবাচ বিশেষজ্ঞঃ সূক্ষ্মধর্মস্য নির্ণয়ে ॥ ৫৪ ॥

দ্বৈপায়ন ! বিচারোহত্র ন কর্তব্যস্তুরানঘ ! ।

মাতুর্বচনমাদায় বিহরস্ব যথাস্থম্ ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রদ্ধা মাতুশ্চ প্রার্থনং তথা ।

নিঃশক্কোহহং তদা জাতঃ কার্যে তস্মিন্ জুগুপ্সিতে ॥ ৫৬ ॥

অস্বিকার্যাং প্রবৃত্তোহহমুভয়মত্যাং মুদা নিশি ।

ময়ি বিমানসায়ান্তু তাপসে কুংসিতে ভ্রশম্ ॥ ৫৭ ॥

শপ্তা ময়া সা স্ত্রোণী প্রসঙ্গে প্রথমে তদা ।

অন্ধস্তে ভবিতা পুত্রো যতো নেত্রে নিমীলিতে ॥ ৫৮ ॥

দ্বিতীয়েহহি মুনিশ্রেষ্ঠ ! পৃষ্ঠো মাত্রা রহঃ পুনঃ ।

ভবিষ্যতি স্ততঃ পুত্র ! কাশিরাজস্তুতোদরে ॥ ৫৯ ॥

ভবিষ্যতি স্ততঃ পুত্রোতি । হে পুত্র ! স্ততো ভবিষ্যতি কিমিত্যর্থঃ । রাজ্যো গর্তধারণ  
মনয়া কৃতং নবেতি প্রার্থন্যঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

করিয়া দেখ তোমার জননী অত্যন্ত সন্তপ্ত ও শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন, অতএব কুল  
পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে স্ত্রিণী করা তোমার একান্ত কর্তব্য ॥ ৫৩ ॥ জননী  
আমাকে এইরূপ বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া, সূক্ষ্মধর্মের নির্ণয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গঙ্গানন্দন  
ভীষ্ম আমাকে সোধোন করিয়া কহিলেন, দ্বৈপায়ন ! তুমি সর্বতোভাবেই নিশ্চাপ অতএব  
এবিষয়ের বিচার করা তোমার কর্তব্য নয়, তুমি মাতার বাক্য প্রতিপালন করিয়া যথা  
স্থখে বিহার কর ॥ ৫৪—৫৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তাঁহার এই বাক্য এবং মাতার প্রার্থনা শুনিয়া আমি নিঃশক  
চিত্তে সেই অত্যন্ত ঘণাকর কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ৫৬ ॥ অস্বিকা ঋতুজ্ঞান করিলে  
আমি রজনীযোগে আনন্দসহকারে তাহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু সেই যুবতী  
আমার কুংসিত তাপসরূপ অবলোকন করিয়া আমার প্রতি অহুরাগিণী হইল না,  
তখন আমি সেই নিতরিনীকে অভিশাপ দিলাম, বেহেতু তুমি আমার সহিত প্রথম  
সহবাসেই নেত্রযুগ নিমীলিত করিলে, অতএব তোমার পুত্র অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ  
করিবে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ মুনিবর ! দ্বিতীয় দিবসে মাতা আমাকে নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন,

ময়োক্তা জননী তত্র ত্রীড়ানত্রমুখেন হ ।

বিনেত্রো ভবিতা পুত্রো মাতঃ ! শাপান্মমৈব হি ॥ ৬০ ॥

তয়া নির্ভৎসিতস্তত্র কঠোরবচসা মুনে ! ।

কথং পুত্র ! ত্বয়া শপ্তা পুত্রস্তেহঙ্কো ভবিষ্যতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
বিক্লেপশক্তিবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

কথং পুত্রোতি । হে পুত্র ব্যাস ! তে পুত্রোহঙ্কো ভবিষ্যতীতি কথং ত্বয়া শাপো দত্তো  
নেদমুচিতঃ কৃতমিতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

দৈপায়ন ! কাশিরাজ তনয় উদরে পুত্র উৎপন্ন হইবে ত ? তখন আমি লজ্জাবন ত মুখে  
কহিলাম, মাতঃ ! আমারই অভিশাপে সেই পুত্র জন্মাক হইবে ॥ ৫৯—৬০ ॥ মুনিবর !  
তখন জননী আমাকে কঠোর বচনে ভৎসনা করিয়া বলিলেন, পুত্র ! অধিকার পুত্র অন্ধ  
হইবে এই বলিয়া তুমি কি অস্ত্র তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলে ? ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ব্যাস নারদসংবাদে বিক্লেপশক্তিবর্ণন  
নামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বাসবী চকিতা জাতা ক্রুহা মে বাক্যমীদৃশম্ ।  
দাশৈরী মামুবাচেদং পুত্রার্থে ভ্রশমাতুরা ॥ ১ ॥  
অশালিকা বধূর্ধ্বা কাশিরাজসুতা সূত ! ।  
ভার্যা বিচিত্রবীৰ্য্যস্তা বিধবা শোকসংযুতা ॥ ২ ॥  
সর্বলক্ষণসম্পন্ন। রূপর্যোবনশালিনী ।  
তস্যাং জনয় সঙ্গং ত্বং ক্রুহা পুত্রং স্নসম্মতম্ ॥ ৩ ॥  
নাক্ষো রাজ্যাধিকারী স্যাত্তস্যাং পুত্রং মনোহরম্ ।  
উৎপাদয় রাজপুত্র্যাং বচনাম্মম মানদ ! ॥ ৪ ॥  
ইত্যাভ্যোহহং তদা মাত্রা স্থিতস্তত্র গজাহ্বয়ে ।  
যাবদুভুমতী জাতা কাশিরাজসুতা যুনে ! ॥ ৫ ॥  
একান্তে শয়নাগারে প্রাপ্তা সা মম সম্মিধৌ ।  
লজ্জমানা স্ককেশান্তা স্বশ্বশ্রবচনান্তদা ॥ ৬ ॥

ত্রিষট্শ্লোকবর্ধোক্তং স্বমোহনুপপাদয়ন্ ।

ব্যাসো জ্ঞানিবরাণাম্ মোহে পৃচ্ছতি কারণম্ ॥

পুনরপি ব্যাসঃ স্বমোহং স্বহঃখমুপপাদয়তি [বাসবী চকিতেতি । দাশৈরী দাশা দাশপত্নী  
তস্তাঃ কস্তা সত্যবতী । ত্রীভ্যোচগিতি চক্ । যদ্যপি সা মৎস্তোদরে জাতা তথাপি সা দাশেন  
কস্তাভেন স্বীকৃতেতি তৎপত্ন্যা অপি সা কস্তা জাতেতি সত্যবতী দাশৈরী ॥ ১—২ ॥

সঙ্গং তস্তাং ক্রুহা পুত্রং জনয়েত্যর্থঃ ॥ ৩—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা চকিতা হইয়া  
উঠিলেন, এবং পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত আতুরা হইয়া আমারে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥১॥  
পুত্র ! তোমার ভ্রাতৃত্বার্থ্য। বিধবা ও শোকসংযুক্তা কাশিরাজতনয়া অশালিকা সর্বলক্ষণ-  
সম্পন্ন। রূপর্যোবনশালিনী ও সমস্ত গুণে বিভূষিতা, তুমি তাহার সহিত সহবাস করিয়া শিষ্ট-  
জনের স্নসম্মত উত্তম পুত্র উৎপাদন কর ॥২-৩॥ অক্ষাঙ্ক ব্যক্তি রাজ্যাধিকারী হয় না, অতএব  
তুমি আমার বাক্যে রাজতনয়াতে একটি মনোহর পুত্র উৎপাদন করিয়া আমার সম্মান  
রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ মুনিবর ! তৎকালে আমি মাতার সেই বাক্য শুনিয়া যাবৎ কাশিরাজসুতা  
অশালিকা ঋতুমতী না হইলেন তাবৎ হস্তিনার অবস্থিতি করিতে লাগিলাম ॥ ৫ ॥ অনন্তর

দৃষ্ট্বা মাং কুটিলং দাস্তং তাপসং রসবর্জিতম্ ।  
 সা শ্বেদবদনা জাতা পাণ্ডুরা বিমনা ভূশম্ ॥ ৭ ॥  
 কুপিতোহহং তদা দৃষ্ট্বা কামিনীং নিশি সঙ্গতাম্ ।  
 বেপমানাং স্থিতাং পার্শ্বে হ্রুবস্তামহং রুঘা ॥ ৮ ॥  
 দৃষ্ট্বা মাং যদি গর্বেণ পাণ্ডুবর্ণা সমাযুতা ।  
 অতন্তে তনয়ঃ পাণ্ডুর্ভবিষ্যতি স্তমধ্যমে ! ॥ ৯ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা নিশি তত্রৈব স্থিতোহস্থালিকয়া যুতঃ ।  
 ভুক্ত্বা তাং নিশি নিখাতঃ স্থানমাপৃচ্ছ্য মাতরম্ ॥ ১০ ॥  
 ততস্তাভ্যাং স্ততো কালে প্রসূতাবন্ধুপাণ্ডুরৌ ।  
 ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাণ্ডুশ্চ প্রথিতৌ সম্ভবভুঃ ॥ ১১ ॥  
 মাতা মে বিমনা জাতা তাদৃশৌ বীক্ষ্য তৌ স্ততো ।  
 ততঃ সংবৎসরস্যান্তে মামাহুয় তদাববীৎ ॥ ১২ ॥  
 দ্বৈপায়নস্ততো জাতৌ রাজ্যযোগ্যৌ ন তাদৃশৌ ।  
 অন্তঃ মনোহরং পুত্রং সমুৎপাদয় মে প্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

কথ্যেতি । কামাতুরে মরি প্রীতাকরণাদ্রোষসম্ভব ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥

মামনম্বরূপং দৃষ্ট্বা গর্বেণ বসৌন্দর্যাভিমানেন যদি যতন্তঃ পাণ্ডুবর্ণা জাতা তত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তাং ভুক্ত্বা নিখাত ইত্যর্থঃ ॥ ১০—১৪ ॥

যথাকালে কুটিলকেশা রাজসুতা স্বপ্নর আদেশে নির্জনে শরনাগারে আমার সন্নিধানে  
 আসিয়া অত্যন্ত লজ্জাবিতা হইলেন। আমাকে কুটিল, তাপস ও রসবর্জিত অবলোকন  
 করিয়া তাঁহার আননে শ্বেদ জালের উৎপত্তি হইল, দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইল এবং মামস  
 বিরস হইয়া উঠিল ॥ ৬—৭ ॥ আমি রজনীযোগে পার্শ্বদেশে অবস্থিত সেই কামিনীকে  
 কল্পাধিতা ও পাণ্ডুবর্ণা অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে কহিলাম, স্তমধ্যমে! তুমি  
 যখন আমাকে দেখিয়া নিজ সৌন্দর্য্য গর্বে পাণ্ডুবর্ণ হইলে, তখন তোমার পুত্র পাণ্ডু-  
 বর্ণ হইবে ॥ ৮—৯ ॥ এই বলিয়া সেই স্থানে অস্থালিকার সহিত রাজ্যাপন করিলাম।  
 এইরূপে সেই কামিনীর সহিত রত্নিসঙ্গোগ করিয়া যাতার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক  
 নিজ স্থানে গমন করিলাম ॥ ১০ ॥ তদনন্তর, সেই ছই রাজতনয়া যথাকালে অন্ধ এবং  
 পাণ্ডুবর্ণ ছই তনয় প্রসব করিল। অধিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র নামে এবং অস্থালিকাপুত্র পাণ্ডুবর্ণ  
 বলিয়া পাণ্ডু নামে বিখ্যাত হইল ॥ ১১ ॥ মাতা সেই পুত্রদ্বয়কে তাদৃশ অবলোকন করিয়া  
 বিমনা হইলেন, তদনন্তর সংবৎসর পরে আমাকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দ্বৈপায়ন! এই  
 ছই পুত্র তাদৃশ রাজযোগ্য হইল না, অতএব আমার প্রিয় ও মনোহর অন্ত আর একটি

তথেতি সা ময়া প্রোক্তা মুদিতা জননী তদা ।  
 অশ্বিকাং প্রার্থয়ামাস স্তুতার্থে কাল আগতে ॥ ১৪ ॥  
 পুত্রি ! ব্যাসং সমালিন্য পুত্রমুৎপাদয়াদুতম ।  
 কুরু বংশস্য কর্তারং রাজ্যযোগ্যং বরাননে ! ॥ ১৫ ॥  
 বধূলজ্জাষিতা কিঞ্চিন্নোবাচ বচনং তদা ।  
 গতৌহং শয়নাগারে মাতুস্তদ্বচনামিহি ॥ ১৬ ॥  
 দাসী বিচিত্রবীৰ্য্যস্য রূপযৌবনসংযুতা ।  
 প্রেযিতাশ্বিকয়া তত্র বিচিত্রাভরণান্বরা ॥ ১৭ ॥  
 চন্দনারক্তদেহা সা পুষ্পমালাবিভূষিতা ।  
 আয়াতা হাবসংযুক্তা স্ত্রকেশী হংসগামিনী ॥ ১৮ ॥  
 পর্য্যঙ্কে মাং সমাবেশ্য সংস্থিতা প্রেমসংযুতা ।  
 প্রসমৌহং তদা তস্যা বিলাসেনাভবং মূনে ! ॥ ১৯ ॥  
 রাত্রৌ সংক্রীড়িতং প্রেমণা তয়া সহ ময়া ভূশম্ ।  
 বরো দত্তঃ পুনস্তস্যৈ প্রসমেন তু নারদ ! ॥ ২০ ॥  
 স্তুভগে ! ভবিতা পুত্রঃ সৰ্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ।  
 স্তুরূপঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাদী শমে রতঃ ॥ ২১ ॥

( পুত্রীতি । বংশস্ত কর্তারং রাজযোগ্যমিত্যনেন “বারমেকং কুরা ব্যাসমনাদৃত্য অক্লঃ  
 অতএব রাজ্যস্তাযোগ্যঃ পুত্রো লব্ধঃ । অধুনা অবহিতা সতী ব্যাসস্য প্রীতিমুৎপাদ্য অদ্বুত-  
 মত্যাৰ্থসুন্দরং রাজযোগ্যং পুত্রং লভস্ব” ইত্যুপদেশোহশ্বিকায়া দত্তো ব্যাসজনন্তেতি  
 ভাবঃ ॥ ১৫—২১ ॥ )

পুত্র উৎপাদন কর ॥ ১২—১৩ ॥ আমি তাহার কথায় সন্তোষিত প্রকাশ করিলে পর তিনি  
 আনন্দিতা হইয়া যথাকালে অশ্বিকাকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, পুত্রি ! ব্যাসকে আলিঙ্গন  
 করিয়া অদ্বুত গুণসম্পন্ন কুরুরাজবংশের যোগ্য কুলরক্ষক এক পুত্র উৎপাদন কর ॥ ১৪—১৫ ॥  
 বধূ লজ্জাষিতা হইয়া তখন কিছুই বলিল না । আমি মাতার আদেশ অনুসারে রাজ্যযোগ্য  
 যখন শয়নাগারে গমন করিলাম, তখন অশ্বিকা রূপযৌবনসম্পন্ন বিচিত্রবীৰ্য্যের এক  
 দাসীকে বিবিধ বসন ভূষণে বিভূষিত করিয়া আমার সম্মুখে পাঠাইয়া দিল ॥ ১৬—১৭ ॥  
 সেই হংসগামিনী স্ত্রকেশী দাসী রক্তচন্দন ও পুষ্পমালার বিভূষিত হইয়া হাবভাবে সহকারে  
 আগমনপূর্ব্বক আমাকে গল্যঙ্কে বসাইয়া স্বয়ং প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া উপবেশন করিল ।  
 মুনিবর ! আমি তাহার ভার ও বিলাসে প্রসন্ন হইয়া রাজ্যযোগ্য প্রেমাবিত চিত্তে তাহার  
 সহিত বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করিলাম, পরিশেষে প্রসন্নমনে তাহাকে বর দিয়া কহিলাম,  
 স্তুভগে ! আমার ঔরসে তোমার সৰ্ব্বলক্ষণসংযুক্ত স্তুরূপ, সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ, শান্ত ও



স তদা বিছুরো জাতদ্বয়ঃ পুত্রা ময়াভবন্ ।  
 মায়া বুদ্ধিং গতা সাধো । পরক্কেজোদ্ভবে মম ॥ ২২ ॥  
 বিশ্বতঃ শুকসম্বন্ধী বিরহঃ শোককারণম্ ।  
 দৃষ্টা ত্রীন্ স্বস্বতান্ কামং বীৰ্য্যকান্ বীরসম্মতান্ ॥ ২৩ ॥  
 মায়া বলবতী ব্রহ্মান্ ! ছন্ত্যজা হরুতাভিঃ ।  
 অরূপা চ নিরালম্বা জ্ঞানিনামপি মোহিনী ॥ ২৪ ॥  
 মাতরি স্নেহসম্বন্ধং তথা পুত্রেষু সংবৃতম্ ।  
 ন মে চিত্তং বনে শান্তিমগান্মুনিবরোত্তম ! ॥ ২৫ ॥  
 দোলারুঢ়ং মনো জাতং কদাচিদ্ধস্তিনাপুরে ।  
 পুনঃ সরস্বতীতীরে ন চৈকত্র ব্যবস্থিতিঃ ॥ ২৬ ॥  
 কদাচিচ্চিস্তয়ন্ জ্ঞানং মানসে প্রতিভাতি বৈ ।  
 কেহমী পুত্রাঃ ক মোহোহয়ং ন প্রাদর্শী মৃতস্য মে ॥ ২৭ ॥

ময়া হেতুনা ত্রয়ঃ পুত্রা অভবন্নিত্যর্থঃ । মায়াবুদ্ধিং গতেতি । পরক্কেজোদ্ভবে পুত্রোদ্ভ-  
 ত্রীষু জায়मानে পুত্রে মম মায়া বুদ্ধিং গতেত্যর্থঃ । মম পুত্রা এতে ইতি ভাবো জাত  
 ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তদেবাহ বিশ্বত ইতি ॥ ২৩—২৪ ॥

তয়া মায়া কিং কৃতং তদাহ মাতরি স্নেহেতি । সংবৃতমাসক্তম্ এতাদৃশং মম চিত্তং  
 মায়া মোহিতং বনে শান্তিঃ নাগাৎ ন প্রাপ্তবদিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

নহু তব বিবেকাতাবান্মায়ামোহিতঃ যুক্তমেবেতি চেদ্বিবেকোহপ্যতিনির্মলোহস্তি ।  
 তথাপি মায়া মোহিতমস্তীবা ত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহ কদাচিদিতি । চিস্তয়ন্ বিচারয়ন্ স্থিতোহহং বদা-

সত্যবাদী একটি পুত্র উৎপন্ন হইবে ॥১৮-২১॥ অনন্তর যথাকালে তাহার বিছুর নামে একটি  
 পুত্র উৎপন্ন হইল । এইরূপে আমি হইতে তিন পুত্রের উৎপত্তি হইলে ‘ইহারা আমার পুত্র’  
 এই ভাবিয়া আমার মানসে আমার বুদ্ধি হইতে লাগিল । তখন আমি সেই তিন পুত্রকে  
 বীৰ্য্যবান্ ও বীর সম্মত দর্শন করিয়া আমার শোকের একমাত্র কারণ শুকবিরহ বিশ্বত  
 হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ হে বিজ্ঞেজ ! মায়া অত্যন্তই বলবতী এবং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের  
 একান্তই ছন্ত্যজা ; এই মায়া আকার ও অবলম্বনশূন্য হইলেও সে জ্ঞানিদিগকেও মোহিত  
 করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ মাতার স্নেহে আবদ্ধ এবং পুত্রের প্রতি আসক্ত হইয়া আমার মন  
 বনেও শান্তিলাভ করিতে পারিল না । মুনিবর ! তখন আমার চিত্ত দোলারুঢ়ের জ্ঞান নির-  
 স্তর আন্দোলিত হইতে লাগিল, তাহাতে আমি কখন হস্তিনার কখন সরস্বতীর তটদেশে  
 বাস করিতে লাগিলাম এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না ॥২৫-২৬॥ কখন কখন  
 বিচারধারা এইরূপ জ্ঞান আমার মানসে প্রতিভাত হইতে লাগিল যে এই পুত্রগণ কাহার ?

ব্যভিচারোদ্ভবাঃ কিং মে হৃথদাঃ স্মাঃ স্মৃতাঃ কিল ।

মায়া বলবতী মোহং বিতনোতি হি মানসে ॥ ২৮ ॥

জানম্মোহাক্কূপেহস্মিন্ পতিতোহহং যুযা যুনে ! ।

ইত্যকুর্বং রহস্তাপং কদাচিৎ স্মসমাহিতঃ ॥ ২৯ ॥

রাজ্যং প্রাপ ততঃ পাণ্ডুর্বলবান্ ভীষ্মসম্মতঃ ।

তদা মম মনো জাতং প্রসন্নং স্মৃতকারণাৎ ॥ ৩০ ॥

কুন্তী মাদ্রী সুরূপে ধ্বৈ ভার্য্যে তস্মৈ বভূবতুঃ ।

শূরসেনস্মৃতা কুন্তী মদ্ররাজস্মৃতাপরা ॥ ৩১ ॥

স শাপং দ্বিজতঃ প্রাপ্য কামিনীদ্বয়সংযুতঃ ।

পাণ্ডুর্নির্ব্বৈদমাপন্নস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং গতঃ ॥ ৩২ ॥

তদা মামাবিশচ্ছেদকঃ শ্রুত্বা পুত্রং বনে স্থিতম্ ।

গতোহহং তত্র যত্রাসৌ ভার্য্যাভ্যাং সহ সংস্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥

তদা কদাচিৎসম মানসে ইত্যর্থঃ । কেহমীতি । অমী পুত্রাঃ কে মে মৃতস্ত শ্রাদ্ধার্থী অপি ন । শ্রাদ্ধকারিণোহপি ন ভবন্তি তথা সতি তেষাং মোহঃ ক নিরর্থকন্তেষু মোহ ইতি জ্ঞান-মিত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

তথাচ জ্ঞানিনোহপি মে মায়াবিমোহো ন গচ্ছতি হৃথাদিকং চ জায়ত ইতি দর্শিতম্ ॥ ২৯ ॥

যদা পাণ্ডুর্নৃপো রাজ্যং প্রাপ তদা মম মনঃ প্রসন্নং জাতমিত্যর্থঃ । ইয়মপি মায়ৈব ॥ ৩০-৩১ ॥

স শাপমিতি । জ্ঞীসন্তোঙ্গে কৃতে সতি তব মরণং ভবিষ্যতীত্যেবং রূপম্ ॥ ৩২ ॥

তদা মামিতি । ইয়মপি মায়ৈবেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

এই মোহ, মোহ মাত্র অস্ত্র আর কিছুই নহে, আমি মরিলে ত ইহারা আমার শ্রদ্ধাধিকারী হইবে না । এই পুত্রগণ ব্যভিচার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা আমাকে কি সুখ দান করিবে । মুনিবর ! এইরূপে বলবতী মায়াই আমার মানসে মোহ বিস্তার করিতেছে ॥ ২৭-২৮ ॥ এই সংসার মিথ্যা জানিয়াও আমি মোহাক্কূপে পতিত হইলাম, আমি কখন কখন নির্জনে সমাহিত চিন্তে এই বিষয় চিন্তা করিয়া পরিতাপ করিয়াছিলাম ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর ভীষ্মের অন্তিমতে বলবীৰ্য্যসম্বিত পাণ্ডু রাজ্যপ্রাপ্ত হইল, তখনও পুত্রের সমৃদ্ধি দর্শনে আমার মন প্রসন্ন হইল, মুনিবর ! ইহাও সেই মায়ার কার্য্য ॥ ৩০ ॥ শূরসেন রাজার তনয়া কুন্তী এবং মদ্ররাজহুহিতা মাদ্রী এই দুইটি সুরূপা কামিনী পাণ্ডুর ভার্য্যা হইল ॥ ৩১ ॥ জ্ঞীসন্ন করিলে তোমার মৃত্যু হইবে, এইরূপ বিশেষণে নির্ব্বৈদ প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডু, রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই ভার্য্যার সহিত বনগমন করিল ॥ ৩২ ॥ তখন সেই পুত্র পাণ্ডুকে বনস্থিত শুনিয়া আমার হৃদয়ে শোকাবেশ হইল, তখন আমি ভার্য্যা দ্বয়ের সহিত অবস্থিত সেই

তমাখ্যাত্ব বনে পাণ্ডুং পুনঃ প্রাপ্তো গজাহ্বয়ে ।

শ্বতরাষ্ট্রং সমাভাষ্য হৃগমং ব্রহ্মজাতটে ॥ ৩৪ ॥

ক্ষেত্রজান্ পঞ্চ পুত্রান্ স সমুৎপাদ্য বনাশ্রমে ।

ধর্মতো বায়ুতঃ শক্রাদশিভ্যাং পঞ্চ পাণ্ডবান্ ॥ ৩৫ ॥

যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনস্তথৈবার্জুন ইত্যপি ॥ ৩৬ ॥

কুন্তীপুত্রাঃ সমাখ্যাতা ধর্ম্যানিলসুরেশজাঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ মদ্ররাজসুতাস্বতো ॥ ৩৭ ॥

কদাচিত্তু রহো মাদ্রীং সমালিঙ্গ্য মহীপতিঃ ।

মৃতঃ শাপাত্তু মুনিভিঃ সংস্কৃতো হৃতভুঙ্মুখে ॥ ৩৮ ॥

মাদ্রী তত্র সতী ভূত্বা প্রবিষ্টা পতিনা সহ ।

স্থিতা পুত্রযুতা কুন্তী জ্বলিতে জাতবেদসি ॥ ৩৯ ॥

মুনয়ঃ স্ততসংযুক্তাং শূরসেনসুতাং তদা ।

দুঃখিতাং পতিহীনাং তামানিন্যুর্গজসাহ্বয়ে ॥ ৪০ ॥

সমর্পিতাথ ভীষ্মায় বিছুরায় মহাত্মনে ।

শ্রদ্ধাহং স্তব্ধদুঃখাভ্যাং পীড়িতস্ত পরাত্মভিঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মজাতটে সরস্বতীতটে ॥ ৩৪-৩৭ ॥

পতিনা সহায়িং প্রবিষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৩৮-৪০ ॥

পাণ্ডুর নিকট গমন ও তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া পুনর্বার হস্তিনার গমন করিলাম এবং শ্বতরাষ্ট্রের সহিত কথোপকথন করিয়া সরস্বতীর তটদেশে উপস্থিত হইলাম ॥ ৩৩-৩৪ ॥ পাণ্ডু বনাশ্রমে অবস্থিত হইয়া তথায় ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীধর দ্বারা পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করাইল ॥ ৩৫ ॥ কুন্তী হইতে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জুন নামে তিনটি পুত্র যথাক্রমে ধর্ম, অনিল ও ইন্দ্রের ঔরসে এবং মাদ্রী হইতে নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ঔরসে উৎপন্ন হইল ॥ ৩৬-৩৭ ॥ অনন্তর কোনও সময়ে পাণ্ডু নির্জন-স্থিতা রূপলাবণ্য-বতী মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিয়া শাপহেতু মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল । তখন তদ্রূপিত মুনিগণ অনলে তাহার দেহ সংকার করিলেন । চিতানল প্রজ্বলিত হইলে পতিত্বতা মাদ্রী পতির সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া সহমৃতা হইল । কুন্তী পুত্রগণের প্রতিপালনের নিমিত্ত নিবাসিত হইয়া চিতানলে প্রবেশ করিল না ॥ ৩৮-৩৯ ॥ মুনিগণ শূরসেনসুতা মপুত্রা পতিহীনা ও স্তব্ধদুঃখিতা কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনার গমন পূর্বক মাদ্রী ভীষ্ম ও বিছরকে সমর্পণ করিলেন । তাহা শুনিয়া আমার মন পরদেহের নিমিত্ত স্তব্ধদুঃখে নিপীড়িত হইতে



ভীষ্মেণ পালিতাঃ পুত্রাঃ পাণ্ডোরিতি বিচিস্ত্য তে ।  
 বিহুরেণ তথা প্রীত্যা ধৃতরাষ্ট্রেণ ধীমতা ॥ ৪২ ॥  
 দুৰ্য্যোধনাদয়স্তস্মৈ পুত্রা য়ে ক্রুরমানসাঃ ।  
 একত্র স্থিতিমাপন্না বিরোধং চক্রুরদ্বুতম্ ॥ ৪৩ ॥  
 দ্রোণাচার্য্যস্ত সস্ত্রাপ্তস্তত্র ভীষ্মেণ মানিতঃ ।  
 অধ্যাপনায় পুত্রাণাং পুরে তস্মিন্নিবাসিতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 কর্ণঃ কুন্ত্যা পরিত্যক্তো জাতমাত্রঃ শিশুর্যদা ।  
 সূতেন পালিতো নদ্যাং প্রাপ্তশ্চাধিরথেন হ ॥ ৪৫ ॥  
 দুৰ্য্যোধনপ্রিয়শ্চাভূৎ কর্ণঃ শূরতমস্তথা ।  
 পরস্পরং বিরোধোহভূদ্বীমদুৰ্য্যোধনাদিষু ॥ ৪৬ ॥  
 ধৃতরাষ্ট্রস্ত সঞ্চিস্ত্য ক্লেশং পুত্রেষু তেষু চ ।  
 নিবাসং কল্পয়ামাস পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।  
 বিরোধশমনায়ৈব নগরে বারণাবতে ॥ ৪৭ ॥  
 দুৰ্য্যোধনেন তত্রৈব দ্রোহাজ্জতুগৃহাণি বৈ ।  
 কারিতানি চ দিব্যানি প্রেষ্য মিত্রং পুরোচনম্ ॥ ৪৮ ॥

পরাশ্রয়িভিঃ পরদেহৈঃ পীড়িত ইয়মপি মারৈত্যর্থঃ । ভীষ্মেণেতি । ভীষ্মেণ বিহুরেণ ধৃত-  
 রাষ্ট্রেণ তে পাণ্ডাঃ পুত্রাঃ পালিতা ইতি বিচিস্ত্য দুৰ্য্যোধনাদয়স্তস্মৈ ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রা বিরোধং  
 চক্রুরিত্যম্বয়ঃ ॥ ৪১-৪৮ ॥

লাগিল ॥ ৪০—৪১ ॥ মতিমান্ ভীষ্ম বিহুর ও ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদিকে পরম প্রিয়তম পাণ্ডুর  
 পুত্র মনে করিয়া পরমপ্রীতিসহকারে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥  
 দুৰ্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের ক্রুরমনা নিষ্ঠুর পুত্রগণ একত্র হইয়া পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রের সহিত অকুত  
 রূপ বিরোধ করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ দ্রোণাচার্য্য দৈববশে তথায় উপস্থিত হইলে ভীষ্ম  
 তাহার সম্মান করিয়া কুরুপুত্রগণের অধ্যাপনার নিমিত্ত হস্তিনানগরে তাহাকে বাস  
 করাইলেন ॥ ৪৪ ॥ কর্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র, অগ্নিবামাজই কুন্তী তাহাকে পরিত্যাগ  
 করিয়াছিল । অধিরথ নামক সূত তাহাকে নদীতে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করিয়া-  
 ছিল ॥ ৪৫ ॥ কর্ণ শূরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া দুৰ্য্যোধনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল । ক্রমে ভীষ্ম  
 ও দুৰ্য্যোধনাদির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটয়া উঠিল ॥ ৪৬ ॥ ধৃতরাষ্ট্র সেই সমস্ত পুত্রগণের  
 ক্লেশ চিন্তা করিয়া বিরোধ শান্তির নিমিত্ত বারণাবত নগরে পাণ্ডুগণের নিবাস স্থান  
 নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৭ ॥ দুৰ্য্যোধন বিষেক বুদ্ধির বশীভূত হইয়া নিজ প্রহর

ঐশ্বৰ্য্য জতুগৃহে দগ্ধান্ পাণ্ডবান্ পৃথগ্গা যুতান্ ।  
 পৌত্রভাবান্ মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! মমোহহং ব্যসনার্ণবে ॥ ৪৯ ॥  
 শোকাভুরৌ ভৃশং শূন্যে বনে পশ্চন্নহর্নিশম্ ।  
 দৃষ্টা ময়ৈকচক্রায়াং পাণ্ডবা দুঃখকর্ষিতাঃ ॥ ৫০ ॥  
 ততস্তম্ভমনাশ্চাহং জাতঃ পার্থান্ বিলোক্য চ ।  
 প্রেরিতান্তে ময়া তূর্ণং ক্রপদস্ত্য পুরং প্রতি ॥ ৫১ ॥  
 তে গতাস্তত্র দুঃখার্তা বিপ্রবেশধরাঃ কৃশাঃ ।  
 মৃগচর্ম্মপরীধানাঃ সভায়াং সংস্থিতাস্তদা ॥ ৫২ ॥  
 কৃত্বা পরাক্রমং জিহ্বুঃ স জিত্বা ক্রপদাত্মজাম্ ।  
 চক্রুর্বিবাহং মানিন্যাঃ পঠৈব মাতৃবাক্যতঃ ॥ ৫৩ ॥  
 দৃষ্ট্বা বিবাহং তেষাস্ত মুদিতোহহং ভৃশং তদা ।  
 ততো নাগাহ্বয়ে প্রাপ্তাঃ পাকালীসহিতা যুনে ! ॥ ৫৪ ॥  
 নিবাসং খাণ্ডবপ্রস্থং ধৃতরাষ্ট্রেণ কল্পিতম্ ।  
 পাণ্ডবানাং দ্বিজশ্ৰেষ্ঠ ! বহুদেবহুতেন বৈ ॥ ৫৫ ॥

মমোহহমিতি । ইয়মপি মাতৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বনে পশ্চন্নহর্নিশমিত্যর্থঃ ॥ ৫০-৫১ ॥

পুরোচনকে প্রেরণ করিয়া মনোহর জতুগৃহ নির্মাণ করাইল ॥ ৪৮ ॥ মুনিবর ! পৃথার সহিত  
 পঞ্চ পাণ্ডব জতুগৃহে দগ্ধ হইরাছে শুনিয়া পৌত্রভাববশত আমি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলাম ।  
 অত্যন্ত শোকাভুর হইয়া নির্জন বনে দিবারাত্র অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে একচক্রা নগ-  
 রীতে দুঃখদুঃখে অত্যন্ত কৃশ ও পরিপীড়িত পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইলাম ॥ ৪৯-৫০ ॥ আমি  
 তাহাদের দর্শনলাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্রপদরাজের পুরীতে সম্বর প্রেরণ করি-  
 লাম, তাহারা দুঃখে কাতর হইয়া মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বিপ্রবেশে গিয়া রাজসভায় বিনীত-  
 ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৫১—৫২ ॥ অর্জুন পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লক্ষ্যভেদ করিয়া  
 ক্রপদরাজতনয়া কৃষ্ণারে লাভ করিলে মাতার আদেশে পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রই সেই মানিনী রাজ-  
 কন্ঠারে বিবাহ করিল ॥ ৫৩ ॥ মুনিবর ! আমি তখন তাহাদের বিবাহ হইল দেখিয়া অত্যন্ত  
 আনন্দিত হইলাম । অনন্তর পাণ্ডবগণ পাকালীর সহিত পুনর্বার হস্তিনাপুরে উপস্থিত  
 হইল ॥ ৫৪ ॥ তখন ধৃতরাষ্ট্র খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের বাসস্থান অবধারিত করিল । তদনন্তর  
 বহুদেবপুত্র বিষ্ণু জিহ্বুর সহিত মিলিত হইয়া পার্বকের তৃপ্তিসাধন করিলেন, তৎপরেই  
 পাণ্ডবগণ রাজসুহৃদজের অহুষ্ঠান করিল দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম ॥ ৫৫-৫৬ ॥

তর্পিতঃ পাবকস্তত্র বিষ্ণুনা সহ জিষ্ণুনা ।

রাজসূয়ঃ কৃতে। যজ্ঞস্তদাহং মুদিতোহভবাম্ ॥ ৫৬ ॥

দৃষ্ট্বাথ বিভবং তেষাং তথা ময়কৃত্যং সভাম্ ।

দুর্যোধনোহতিসন্তপ্তো। দুরোধরমথাকরোৎ ॥ ৫৭ ॥

দুর্দ্যুতবেদী শকুনিরনকজ্ঞশ্চ ধর্মজঃ ।

হুতং রাজ্যং ধনং সর্বং যাজ্ঞসেনী চ ক্লেশিতা ॥ ৫৮ ॥

বনে দ্বাদশবর্ষানি পাণ্ডবাস্তে বিবাসিতাঃ ।

পাঞ্চালীসহিতাস্তেন দুঃখং মে জনিতং ভূশাম্ ॥ ৫৯ ॥

এবং নারদ ! সংসারে সুখদুঃখাত্মকে ভূশাম্ ।

নিমগ্নোহহং ভ্রমেণৈব জানন্ ধর্মং সনাতনম্ ॥ ৬০ ॥

কোহহং কস্য স্তাতাস্তেহমী কা মাতা কিং সুখং পুনঃ ।

যেন মে হৃদয়ং মোহাদ্ভ্রমতীতি দিবানিশম্ ॥ ৬১ ॥

কিং করোমি ক গচ্ছামি সন্তোষং নাধিগচ্ছতি ।

দোলারূঢ়ং মনো মেহত্র চঞ্চলং ন স্থিরং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

জানধর্মং সনাতনমিতি । বুদ্ধবিদ্যাং তৎসাধনং চ সর্বং জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

( কোহহমিতি । অহং কঃ, জীবো ত্যক্তদেহে সতি কঞ্চিদপ্যস্ত সখ্যং ন পশ্যামি তথা মাতৃপুত্রাদিভিঃ সহ ন কচ্চিদপি সখ্যকো মে ন প্রতিভাতীতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥ )

পাণ্ডবদিগের বিভব এবং শিল্পিরাজময়কৃত সভা দর্শন করিয়া দুর্যোধন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং অনর্থকর দ্যুতক্রীড়ার আরোজন করিল ॥ ৫৭ ॥ শকুনি ছলদ্যুতে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, ধর্মপুত্র অন্ধক্রীড়ার সুনিপুণ ছিলনা, অতএব দুর্যোধন শকুনি দ্বারা দ্যুতক্রীড়া করাইয়া ধর্মরাজের সর্বস্ব হরণ করিয়া লইল এবং ঋপদতনয়া যাজ্ঞসেনীকে রাজসভায় অত্যন্ত অপমানিত করিয়া অতিশয় ক্লেশ প্রদান করিল ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর পাঞ্চালীর সহিত পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনবাসে গমন করিল তাহাতে আমার অত্যন্তই দুঃখ হইল ॥ ৫৯ ॥ মুনিবর ! আমি সনাতন ধর্ম অবগত হইয়াও ভ্রমবশে এইরূপ সুখদুঃখাত্মক সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইরাছি ॥ ৬০ ॥ আমি কে ? সেই সকল পুত্রই বা কাহার ? মাতাই বা কে ? সুখই বা কি প্রকার ? এই সকল ভাবিয়া আমার মানস দিবারাত্র ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৬১ ॥ মুনিবর ! আমি কি করিব ? কোথায় বাইব ? কিছুতেই আমার সন্তোষ লাভ হইতেছে না, আমার মন বেন দোলার আকৃষ্ট হইয়া আন্দোলিত হইতেছে কদাচই স্থির হইতেছে না ॥ ৬২ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি সর্বজ্ঞ অতএব আপনি আমার সম্বন্ধ



সৰ্বজ্ঞোহসি যুনিশ্ৰেষ্ঠ ! মন্দেহং মে নিবৰ্তয় ।

তথা কুরু যথাহং শ্ৰাং স্থখিতো বিগতক্লমঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
বাসন্ত নারদসম্বোধৌ জ্ঞানিনামপি মোহকারণজিজ্ঞাসা নাম  
পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞানিনোহপি মম কথমনেকেষু পূৰ্ব্বোক্তেষু স্থলেষু মারামোহস্বপ্নঃখাদিকং চ জ্ঞাতমি-  
ত্যর্থঃ । মোহাদীনাগনেকেষু দৰ্শনার্থমেবৈতাবৎপর্যন্তং প্রসিদ্ধকথায় উপজ্ঞাসঃ ॥ ৬২-৬৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নিবারণ করুন, বাহাতে আমার মানসজর বিদূরিত হয় এবং বাহাতে আমি সুখী হইতে  
পারি আপনি তাহাই করুন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদবাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদসম্বিধানে ব্যাসদেবের মোহের কারণ  
জিজ্ঞাসা বর্ণন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি মে বচনং শ্রুত্বা নারদঃ পরমার্থবিৎ ।

মামাহ চ স্থিতং কৃত্বা পৃচ্ছন্তঃ মোহকারণম্ ॥ ১ ॥

ঔনীরদুবাচ ।

পারাশর্য্য পুরাণজ্ঞ ! কিং পৃচ্ছসি স্থনিশ্চয়ম্ ।

সংসারেহস্মিন্ বিনা মোহং কোহপি নাস্তি শরীরবান্ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ সনকঃ কপিলস্তথা ।

মায়য়া বেষ্টিতাঃ সর্ব্বে ভ্রমন্তি ভববজ্রানি ॥ ৩ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ হু নারদঃ ।

বমোহন্তেব মাহাত্ম্যং নিব্বগাদেতি চোচ্যতে ॥

ইতি মে ইতি । ইতি মে পূর্ব্বোক্তবাক্যং শ্রুত্বা মাং নারদ আহেত্যবয়ঃ ॥ ১ ॥

সংসারেহস্মিন্মিতি । অয়ং ভাবঃ জ্ঞানিনোহপি মম কথং মায়ামোহদুঃখাদিকং জায়ত ইতি ত্বয়া পৃষ্টং তত্র নারদ জ্ঞানমহিমা যেন বিক্ষেপরূপসংসারোচ্ছেদো ভবেৎ । কিন্তু মায়য়াঃ শক্তিদ্বয়মস্তি । একাবরণশক্তিরপরা বিক্ষেপরূপা তত্র জ্ঞানে সত্যাবরণরূপ-শক্তের্নাশেহপি বিক্ষেপশক্তিঃ প্রারককর্ম্মকরণপর্য্যন্তং তথৈব তিষ্ঠতি ত্বয়া চ পূর্ব্ববদেব কদাচিন্মোহাদিকং জায়তে । তস্মাৎ কথং মম বিচারবতোহপি মোহাদিকমিতি নাশ্চর্য্যং কিন্তু দেহবতঃ স্বভাব এবায়মিতি ॥ ২ ॥

ন কেবলং জীবানামেব মোহাদিকং জায়তে ইতি মন্তব্যং কিম্বীশ্বরানাংমণীত্যাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্র ইতি । তেষাং মোহঃ প্রথমম্বক্ষ্যমাণস্য বহুশ্চ স্থলেষু পূর্ব্বরূপপাদিত এব । মায়য়া বেষ্টিতা ইতি বেষ্টিতত্বাৎ জ্ঞানিনামপি তেষাং বিক্ষেপশক্তির্বর্ত্তত এব । অতএব তে ভববজ্রানি ভ্রমন্তি নীচমৎস্তাদিযোনিষু । যতো দেবাদীনামপীদৃশী দশা ততো মনুষ্যাণাং কিং বিচার্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! আমি এইরূপে মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমার্থ তত্ত্ববিৎ মহর্ষি নারদ ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, পরাশরতনয় ! তুমি সমস্ত পুরাণই অবগত আছ, তবে তুমি আমাকে মোহের নিশ্চিত কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? এই সংসারে মোহ ব্যতিরেকে কোনও শরীরধারী জীব নাই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি দেবগণ সনক ও কপিলাদি ঋষিগণ ইহারা সকলেই মায়্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥১—৩॥ লোকে আমাকে জানী

জ্ঞানিনং মাং জনো বেত্তি ভ্রাতৃহোহং সৰ্বলোকবৎ ।

শৃণু মে পূৰ্ববৃত্তান্তং প্রব্রবীমি স্থনিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥

দুঃখং ময়া যথাপূৰ্বমনুভূতং মহত্তরম্ ।

স্বকৃতেন চ মোহেন ভাৰ্য্যার্থে বাসবীকৃত ! ॥ ৫ ॥

একদা পৰ্বতচ্চাহং দেবলোকান্মহীতলম্ ।

প্রাপ্তৌ বিলোকনার্থায় ভারতং খণ্ডমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

ভ্রমন্তৌ সহিতাবুৰ্জ্যাং পশ্যন্তৌ তীর্থমণ্ডলম্ ।

পাবনানি চ স্থানানি মুনীনাশ্রমান্ শুভান্ ॥ ৭ ॥

শপথং দেবলোকাভু কৃত্বা পূৰ্বং পরম্পরম্ ।

চলিতৌ সময়ং চেমং সম্যজ্জ্য নিশ্চয়েন বৈ ॥ ৮ ॥

চিত্তবৃত্তিস্ত বক্তব্য্যাদৃশী যস্য জায়তে ।

শুভা বাপ্যশুভা বাপি ন গোপ্যব্য্যাদৃশী কদাচন ॥ ৯ ॥

ভোজনেচ্ছা ধনেচ্ছাপি রতীচ্ছা বা ভবেদপি ।

যাদৃশী যস্য চিত্তে তু কথনীয়া পরম্পরম্ ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ হে ব্যাস ! মাং জনো জ্ঞানিনং বেত্তি ভ্রাতৃহোহং সৰ্বলোকবৎ-  
পামরজনবদ্ভ্রাতৃ এব কস্মাদিতি চেচ্ছৃণু মম লোকাভীতাং হৃদশামিত্যাহ শৃণুতি ॥ ৪—৫ ॥

পৰ্বতচ্চাহং পৰ্বতনামা মম ভাগিনেয়ো মুনিরহঙ্কেত্যর্থঃ । নহু বৃদ্ধপুত্রস্ত নারদস্ত  
কথং পৰ্বতো ভাগিনেয় ইতি চেৎ সপ্তমঙ্কে দক্ষান্নারদস্ত দ্বিতীয়জন্মনো বক্ষ্যমাণত্বেন  
দ্বিতীয়জন্মহোহং ভাগিনেয় ইত্যভিপ্রায়েণাস্তা উক্তেঃ সদ্ধাৎ ॥ ৬—৮ ॥

চিত্তবৃত্তিস্ত বক্তব্যোতি । নানাবিধং বস্তৃদৃষ্ট্য বস্তৃ যাদৃশী জায়তে চিত্তবৃত্তিঃ সা তেন  
বক্তব্যোত্যর্থঃ । অয়মেবোভাভ্যাং সঙ্কেতঃ কৃতঃ ॥ ৯—১০ ॥

বলিরা জানে বটে কিন্তু আমিও সাধারণ প্রাকৃত জনগণের ভ্রাতৃ ভ্রাতৃ, আমার মায়ামোহের  
পূৰ্ব বৃত্তান্ত স্থনিশ্চিতরূপে কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ হে বাসবীনন্দন !  
আমি পূৰ্বে ভাৰ্য্যার নিমিত্ত স্বকৃত মোহদ্বারা মহত্তরদুঃখ অনুভব করিয়াছি, একদিন আমি  
এবং পৰ্বত নামক দেবর্ষি উভয়ে মিলিত হইয়া ভারত নামে বিখ্যাত অত্যুত্তম ভূমিখণ্ড  
দর্শন করিবার নিমিত্ত দেবলোক হইতে মর্ত্যালোকে উপস্থিত হইলাম ॥ ৫-৬ ॥ উভয়ে মিলিত  
হইয়া বেদীনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে তীর্থ ও পরমপবিত্র স্থান এবং মুনিগণের  
মনোহর আশ্রম সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম ॥ ৭ ॥ ভ্রমণে বাহির হইবার পূৰ্বেই  
দেবলোকে আমরা মন্ত্রণা করিয়া নিশ্চয় পূৰ্বক পরস্পর নিয়ম বন্ধন করিয়াছিলাম যে,  
ভ্রমণে ভ্রমণকালে বাহ্যিক বৈকল্পিক চিত্তবৃত্তির উদয় হইবে তালই হউক আর মন্দই হউক  
তিনি তাহা কদাচই গোপন করিবেন না ॥ ৮—৯ ॥ ভোজনের ইচ্ছা ধনলাভের ইচ্ছা অথবা



ইত্যাৰাং সময়ং কৃৎস্বা স্বৰ্গাঙ্কলোকমাগতো ।

একচিত্তো যুনীভূতো বিচরন্তো যথেষ্টয়া ॥ ১১ ॥

এবং ভ্রমন্তো লোকেহস্মিন্ গ্রীষ্মান্তে সমুপাগতে ।

সঞ্জয়ন্ত পুরং রম্যং সম্প্রাপ্তৌ নৃপতেঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

তেন সংপূজিতৌ ভক্ত্যা রাজ্ঞা সম্মানিতৌ ভূশম্ ।

স্থিতৌ তত্র গৃহে তন্ত চাতুৰ্মাস্যং মহাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥

বার্ষিকান্চতুরো মাসা দুৰ্গমাঃ পথি সৰ্বদা ।

তস্মাদেকত্র বিবুধৈঃ স্নাতব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অষ্টৌ মাসাংস্তু প্রবসেৎ সদা কার্যবশাদ্বিজঃ ।

বর্ষাকালে ন গন্তব্যং প্রবাসে স্নধমিচ্ছতা ॥ ১৫ ॥

ইতি সন্ধিস্ত্য মনসা সঞ্জয়ন্ত গৃহে তদা ।

সংস্থিতৌ মানিতৌ রাজ্ঞা কৃতাতিথ্যৌ মহাত্মনা ॥ ১৬ ॥

দময়ন্তীতি বিখ্যাতা তস্য পুত্রী মহীপতেঃ ।

আজ্ঞপ্তা পরিচর্য্যার্থং স্নদতী স্নন্দরী ভূশম্ ॥ ১৭ ॥

( ইতীতি । সময়ো নিরমন্তমিত্যর্থঃ । যুনীনাংচারাদিমন্তাবিত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ।

তত্র চতুৰ্মাসমবস্থানে কারণমাহ বার্ষিক ইতি ॥ ১৪—১৬ ॥

নিজ যোহন্ত কারণং প্রকটয়তি দময়ন্তীতি ॥ ১৭—১৮ ॥

রমণেচ্ছাই হউক বাহার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইবে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলি-  
বেন ॥ ১০ ॥ আমরা উভয়ে এইরূপ নিয়ম করিয়া একান্তচিত্তে যুনির আচরণে অবস্থিত  
হইয়া ষড়্ছাক্রমে ভুলোক ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ১১ ॥ এইরূপে ভুলোকমধ্যে ভ্রমণ  
করিতে করিতে গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষাকাল সমাগত হইলে আমরা সঞ্জয়নামক নরপতির  
মনোহর পুরমধ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ১২ ॥ রাজা ভক্তিসহকারে আমাদের অধিকতর  
সম্মাননা করিয়া পূজা করিলেন । তদবধি আমরা চারি মাস সেই মহাত্মার গৃহে অবস্থিতি  
করিলাম ॥ ১৩ ॥ বর্ষার চারি মাস পঞ্চ সকল সততই অত্যন্ত দুৰ্গম থাকে অতএব ঐ সময়  
একস্থানেই অবস্থিতি করা বিজ্ঞগণের কর্তব্য । বিজ্ঞগণ অষ্টমাস কাল কার্যবশে সর্বদাই  
প্রবাস করিবেন, স্নধাভিলাষী ব্যক্তিগণ বর্ষাকালে প্রবাস গমন করিবেন না । এই সমস্ত  
চিন্তা করিয়া আমরা দুইজনে তখন সঞ্জয়রাজের গৃহে অবস্থিতি করিলাম, সেই উদারাত্মা  
রাজা সম্মানপূর্বক আমাদের আতিথ্য সংকার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—১৬ ॥ সেই  
মহীপতির দময়ন্তী নামে স্নদতী ও পরমরূপবতী একটি কন্যা ছিল, রাজা তাহাকে

বিবেকজ্ঞা বিশালাক্ষী রাজপুত্রী কৃতোদ্যমা ।  
 সেবনং সৰ্বকালে চ ব্যদধাছুভয়োরপি ॥ ১৮ ॥  
 স্নানার্থমুদকং কালে ভোজনং যুধিমায়াতম্ ।  
 মুখবাসং তথাচান্দ্র্যং যদিচ্ছং তদদাতি সা ॥ ১৯ ॥  
 মনোভিলষিতান্ কামানুভয়োরপি কশ্যকা ।  
 ব্যজনাঙ্গনশয্যাধীনং বাহিত্যশ্রুপ্যকল্পয়ৎ ॥ ২০ ॥  
 এবং সংসেব্যমানো তু দ্বিতো রাজ্ঞো গৃহে কিল ।  
 বেদাধ্যয়নসংশীলাবাবাং বেদব্রতে রতো ॥ ২১ ॥  
 অহং বীণাং করে কৃতা সাধয়িত্বা স্বরোত্তমম্ ।  
 গায়ত্রীং সামস্বাদমগাং কর্ণরসায়নম্ ॥ ২২ ॥  
 রাজপুত্রী তু তচ্ছ্রুত্বা সামগানং মনোহরম্ ।  
 বভূব ময়ি রাগাত্যা প্রীতিযুক্তা বিশারদা ॥ ২৩ ॥  
 দিনে দিনেহমুরাগোগোহস্থা ময়ি বুদ্ধিং গতঃ পরঃ ।  
 নমাপি প্রীতিযুক্তায়াং মনো জাতং স্পৃহাপরম্ ॥ ২৪ ॥

সেবাপ্রকারমাহ স্নানার্থমিতি ॥ ১৯—২১ ॥

অহমিতি । কর্ণরসায়নম্ । অতীবশ্রুতিশুধকরমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বভূবেতি । রাগাত্যা অতিশয়েনামুরাগবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

আমাদের পরিচর্যার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই বিশালনয়না বিবেকবতী  
 রাজপুত্রী সবিশেষ উদ্যমশীলা; সে দিবারাত্র আমাদের উত্তরেরই সেবা করিতে  
 লাগিল ॥ ১৭—১৮ ॥ যথাকালে স্নানের নিমিত্ত জল, পরিকৃত অত্যুত্তম ভোজন, মুখবাস  
 প্রভৃতি বাহ্য কিছু ইষ্ট বস্তু, সে তৎসমস্তই প্রদান করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ সেই রাজকন্যা  
 ব্যজন, আসন ও শয্যা প্রভৃতি বাহ্য কিছু বাহিত্যশ্রুপ্য, তৎসমস্তই আমাদের নিমিত্ত প্রস্তুত  
 করিয়া রাখিত ॥ ২০ ॥ এইরূপে রাজকন্যা আমাদের সেবা করিতে লাগিল, আমরাও বেদ  
 অধ্যয়ন এবং বেদোক্ত ব্রতকার্যে নিরত হইয়া থাকিলাম ॥ ২১ ॥ বৈপায়ন! আমি তখন  
 করে বীণা ধারণ করিয়া উত্তম উত্তম স্বর যোজনপূর্বক কর্ণরসায়ন মনোহর সামগায়ত্রী  
 গান করিতে লাগিলাম; গীতিরসজ্ঞা রাজতনয়া সেই মনোমোহন সামগান শ্রবণ করিয়া  
 আমাতে অমুরাগিনী ও প্রীতিমতী হইতে লাগিল ॥ ২২—২৩ ॥ আমার প্রতি রাজকন্যার  
 অমুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সে আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া  
 সেই রাজকন্যাতে আমারও স্পৃহা জন্মিতে লাগিল। এইরূপে রাজকনয়া আমাতে  
 অতিবাসাবিতা হইয়া আমার ও পরকর্তার ভোজনাদি বিষয়ে স্নিকিং কিকিং প্রভেদ

মম তন্তু চ সা কন্যা ভোজনাদিষু কহিচিৎ ।

অকরোদন্তরং কিঞ্চিৎ সেবাভেদং রসাবিতা ॥ ২৫ ॥

স্নানায়োজ্যজলং মহং পর্বতায় চ শীতলম্ ।

দধি মহং তথা তক্রং পর্বতায়াপ্যকল্পয়ৎ ॥ ২৬ ॥

শয়নান্তরং শুভ্রং মদর্থে পর্য্যকল্পয়ৎ ।

প্রীত্যা পরময়া যদ্বৎ পর্বতায় ন তাদৃশম্ ॥ ২৭ ॥

বিলোকয়তি মাং প্রেম্ণা সুন্দরী ন চ পর্বতম্ ।

ততোহস্থান্তাদৃশং দৃষ্ট্বা পর্বতঃ প্রেমকারণম্ ॥ ২৮ ॥

মনসা চিন্তয়ামাস কিমেতদिति বিস্মিতঃ ।

পপ্রচ্ছ মাং রহঃ সম্যগ্ ব্রুহি নারদ ! সর্বথা ॥ ২৯ ॥

রাজপুত্রী হুয়ি প্রেম করোতি মুদিতা ভূশম্ ।

দদাতি ভক্ষ্যভোজ্যানি স্নেহযুক্তা সমস্ততঃ ॥ ৩০ ॥

ন তথা ময়ি ভেদোহত্র সন্দেহঃ জনয়ত্যসৌ ।

মন্যতে ত্বাং পতিং কর্তুং সর্বথা সঞ্জয়াত্মজা ॥ ৩১ ॥

মমেতি । তন্তু পর্বতন্তু । সেবাভেদে কারণমাহ যতঃ সা ময়ি রসাবিতা ময়ি প্রেম-  
বতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

সেবাভেদং বিবর্ণোতি স্নানায়োজ্যেতি ॥ ২৬—৩৭ )

করিয়া সেবার বৈলক্ষণ্য করিতে লাগিল ॥ ২৪—২৫ ॥ স্নানের নিমিত্ত আমাকে উত্তম বারি,  
পর্বতকে শীতল জল, ভোজনের নিমিত্ত আমাকে উত্তম দধি, পর্বতকে তক্র ( ঘোল ),  
শয়নের নিমিত্ত আমাকে সুবিমল শুভ্র শয্যা পর্বতকে মলিন আস্তরণ প্রদান করিতে  
লাগিল, এইরূপে রাজকন্যা পরমপ্রীতি সহকারে আমার সেবা করিতে লাগিল, কিন্তু  
পর্বতের সেরূপ পরিচর্যা করিল না ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই সুন্দরী আমাকে প্রেমপরিপূর্ণলোচনে  
অবলোকন করিতে লাগিল, কিন্তু পর্বতকে সেরূপ দেখিল না । পর্বত, রাজকন্যার  
এইরূপ প্রেমকারণ দর্শনে বিস্মিত হইয়া একি হইল বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে  
লাগিল । অনন্তর আমাকে নির্জনে জিজ্ঞাসা করিল, নারদ ! তুমি সম্যকরূপে সমস্ত বিবরণ  
আমাকে বল । রাজপুত্রী প্রীতিমতী হইয়া তোমাতে অত্যন্ত প্রেম প্রকাশ করিয়া থাকে,  
সে স্নেহসম্বিত চিন্তে তোমাকে সম্যকরূপে ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করে, কিন্তু আমার  
প্রতি সেরূপ করে না, এইরূপ সেবার প্রভেদ দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইতেছে ।  
বোধ হয় সঞ্জয়রাজতনয়া তোমাকে পতি করিবার নিমিত্ত সর্বতোভাবে কামনা করিয়া  
থাকে, তোমারও মনের ভাব সেইরূপ, ইহা আমি লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিয়াছি, বেহেতু  
নয়ন ও আননের বিকার দ্বারা অন্তর্গত প্রীতির অনুমান করিতে পারা যায় । বাহা



তবাপি তাদৃশং ভাবং জানামি লক্ষণৈরহম্ ।  
 নেত্রবক্ত্র বিকারৈশ্চ জ্ঞায়তে প্রীতিকারণম্ ॥ ৩২ ॥  
 সত্যং বদ ন তে মিথ্যা বক্তব্যং বচনং যুনে ! ।  
 স্বৰ্গতঃ সময়ং কৃৎস্না চলিতৌ সংস্মরাধুনা ॥ ৩৩ ॥

নারদ উবাচ ।

পৃষ্ঠোহহং পৰ্বতেনেদং কারণস্ত্ব হঠাদ্ যদা ।  
 তদাহং ত্রীসমাক্রান্তঃ সঞ্জাতশ্চাব্রবং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥  
 পৰ্বতৈষা বিশালাক্ষী পতিং মাং কৰ্ত্তুমুদ্যতা ।  
 মমাপি মানসো ভাবো বৰ্ত্ততেহস্মাং বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং পৰ্বতঃ কোপসংযুতঃ ।  
 মামুবাচ মুনিৰ্বাক্যং ধিগ্ধিগিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥  
 প্রথমং শপথান্ কৃৎস্না বঞ্চিতোহহং স্বয়া যতঃ ।  
 ভব বানরবক্ত্রস্ত্বং শাপাচ্চ মম মিত্রজ্ঞক্ ! ॥ ৩৭ ॥  
 ইতি শপ্তস্ত্ব তেনাহং কুপিতেন মহাত্মনা ।  
 সহসা হতবং ক্রুরঃ শাখামৃগমুখস্তদা ॥ ৩৮ ॥  
 ময়্যপি ন কৃতা তস্মিন্ ক্রমা তু ভগিনীহৃতে ।  
 সোহপি শপ্তোহতিকোপাদবৈ মা স্বৰ্গে তে গতিঃ কিল ॥ ৩৯ ॥

শাখামৃগো মৰ্কটঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

হউক মুনিবর ! তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল, কদাচই মিথ্যা বলিও না, আমরা স্বৰ্গ হইতে নির্গত হইবার পূর্বেই যে নিয়ম করিয়াছি তাহা তুমি এক্ষণে স্মরণ কর ॥ ২৮-৩৩ ॥

নারদ কহিলেন, পৰ্বত যখন হঠাৎ আমাকে এইরূপে কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলাম, পৰ্বত ! এই বিশালাক্ষী রাজপুত্রী আমাকে পতি করিতে উদ্যত হইরাছে, আমারও মানস-ভাব রাজকন্তাতে বিশেষরূপে নিবদ্ধ হইরাছে ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পৰ্বত আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইল এবং ধিক্ নারদ ! ধিক্ নারদ ! এই বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ তুমি প্রথমে বহুতর শপথ করিয়া পরে আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ, অতএব হে মিত্রজ্ঞোহিন্ ! আমার শাপে তোমার বানরের জ্ঞান মুখ হউক ॥ ৩৭ ॥ মহাত্মা পৰ্বত কুপিত হইয়া এইরূপ অভিশাপ দিলে, আমার মুখ তৎক্ষণাৎ বানরের জ্ঞান কুটিল ও বিকৃতাকার হইল ॥ ৩৮ ॥ আমিও ভগিনীপুত্র বলিয়া তাহাকে কমা করিলাম না, কোপাধিত হইয়া অভিশাপ দিলাম যে,

স্বল্পেইপরাধে যস্মান্মাং শপ্তবানসি পর্বত ! ।  
 তস্মাত্ত্বাপি মন্দাজ্জন্ ! মর্ত্যালোকে স্থিতিঃ কিল ॥ ৪০ ॥  
 পর্বতস্ত গত্যস্তস্মান্নগরাধ্বিনা ভৃশম্ ।  
 অহং বানরবক্রস্ত সঞ্জাতস্তৎক্ষণাদপি ॥ ৪১ ॥  
 দৃষ্টৌ মাং বানরং কুরং রাজপুত্রী বিলক্ষণা ।  
 বিমনাতীব সঞ্জাতা বীণাশ্রবণলালসা ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততঃ কিমভবদ্ ব্রহ্মন্ ! কথং শাপান্নিবর্তিতঃ ।  
 মানুষ্যস্তঃ পুনর্জাতৌ ভবান্ ব্রুহি যথাবিধি ॥ ৪৩ ॥  
 পর্বতঃ কং গতো ভূয়ঃ সঙ্গমো যুবয়োরভূৎ ।  
 কদা কুত্র কথং সর্বং বিস্তরেণ বদস্ব হ ॥ ৪৪ ॥

নারদ উবাচ ।

কিং ব্রুবীমি মহাভাগ ! মায়ায়াশ্চরিতং মহৎ ।  
 দুঃখিতোহহং ভৃশং তত্র পর্বতে ক্লৃষিতে গতে ॥ ৪৫ ॥

( অহমিতি । তৎক্ষণাৎ পর্বতস্ত শাপপ্রভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

দৃষ্টৌতি কুরং কুরস্বভাবমিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৭ ॥

তোমার স্বর্গলোকে গতি হইবে না। পর্বত! অন্ন অপরাধেই তুমি আমাকে এরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছ, ইহাতে দেখিতেছি তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত হীন; বাহা হউক সেইকালে মর্ত্যালোকে তোমার অবস্থিতি হইবে ॥ ৩৯—৪০ ॥

অনন্তর, পর্বত অত্যন্ত বিমনা হইয়া সেই নগর হইতে বহির্গত হইল। আমারও তৎক্ষণাৎ মর্কটের স্থায় মুখ হইল। আমার বানরের স্থায় কুটিল মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রাজকন্যা বিমনা হইল, তাহার আর পুর্বের স্থায় প্রফুল্লতা দেখিলাম না, কিন্তু বীণা শ্রবণের লালসা পুর্বের স্থায়ই দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মুনিবর! তার পর কি হইল? কিরূপে আপনি শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্বার মাণ্ডবেয় স্থায় মুখ লাভ করিলেন? পর্বতকবিই বা কোথায় গেলেন? কিরূপে কখন কোন্ স্থানে আপনাদের পুনর্বার মিলন হইল? এই সমস্ত বিবরণ আপনি বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন ॥ ৪৩—৪৪ ॥

নারদ কহিলেন, মহাভাগ! আমি যারার মহৎ চরিত্র আর কি বলিব? পর্বত কুপিত হইয়া গমন করিলে পর আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, রাজকন্যা পুনর্বার আমার অধিক-তর সেবা করিতে লাগিল। পর্বত গমন করিলেও আমি সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে

পুনঃ সেবাপরাত্যর্থং রাজপুত্রী যমাতবৎ ।

গতেহথ পৰ্বতে কামং স্থিতস্তত্রৈব সন্নিহিতা ॥ ৪৬ ॥

অহং দুঃখাশ্রিতো দীনস্তথা বানরবান্মুখঃ ।

বিশেষেণ তু চিন্তার্তঃ কিং মে স্মাদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ৪৭ ॥

সঞ্জয়োহথ সূতাং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিৎপ্রকটয়ৌবনাম্ ।

বিবাহার্থে রাজসূতানপৃচ্ছৎ সচিবং তদা ॥ ৪৮ ॥

বিবাহকালঃ সম্প্রাপ্তঃ সূতায়ামম সম্প্রতম্ ।

যোগ্যং বরং মম ব্রুহি রাজপুত্রং সসম্মতম্ ॥ ৪৯ ॥

রূপৌদার্য্যগুণৈর্যুক্তং শূরং সৎকুলসম্ভবম্ ।

বিবাহং বিধিবৎ পুত্র্যাঃ করোমি কিল সম্প্রতম্ ॥ ৫০ ॥

প্রধানস্তব্রবীদ্ভাজন্ ! রাজপুত্রা হ্যনেকশঃ ।

বর্তন্তে ভুবি পুত্র্যাস্তে যোগ্যাঃ সৰ্ব্বগুণাশ্রিতাঃ ॥ ৫১ ॥

যস্মিনুচিন্তে রাজেন্দ্র ! তমাহুয় নৃপাত্মজম্ ।

দেহি কন্যাং ধনং ভূরি হস্ত্যশ্বরথসংযুতম্ ॥ ৫২ ॥

নারদ উবাচ ।

পিতৃশ্চিকীৰ্ষিতং জ্ঞাত্বা দময়ন্তী তদা নৃপম্ ।

ধাত্র্যা মুখেণ বাক্যজ্ঞা তমুবাচ রহঃস্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চিৎপ্রকটয়ৌবনামাবিভূতপ্রথমযৌবনামিত্যর্থঃ রাজসূতান্ বরযোগ্যানিতি শেষঃ ॥ ৪৮ ॥  
পিতুরিতি । চিকীৰ্ষিতং বিবাহরূপক্রিয়াভিলাষমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ )

লাগিলাম । বানরের জায় মুখ হইল বলিয়া আমি অত্যন্ত দীন ও দুঃখিত হইলাম এবং  
অতঃপর আমার কি হইবে এই ভাবিয়া আমি বিশেষরূপ চিন্তায় অত্যন্ত কাতর  
হইয়া পড়িলাম ॥ ৪৬—৪৭ ॥

অনন্তর রাজা সঞ্জয়, নিজতনয়া দময়ন্তীর যৌবনকুসুম জেবৎ বিকসিত হইল দেখিয়া  
তাহার বিবাহের নিমিত্ত প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তনয়ার বিবাহ কাল উপ-  
স্থিত হইল, এক্ষণে তাহার বিধিপূর্বক বিবাহ দিব, মনোমত বরের যোগ্য রূপ, গুণ  
ও ঔদার্য্যযুক্ত ধীর ও বীর এবং সৎকুলজাত রাজপুত্র কে আছে তাহা তুমি আমাকে  
বিশেষ করিয়া বল ॥ ৪৮—৫০ ॥

মন্ত্রী কহিলেন, রাজন্ ! সৰ্ব্ববিধ গুণসম্পন্ন আপনার তনয়ার বরযোগ্য অনেক  
রাজপুত্র পৃথিবীতলে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যে রাজপুত্র আপনার অতিমত হয় তাঁহাকেই  
আহ্বান করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধনরত্নাদি সহিত কন্যা প্রদান করুন ॥ ৫১—৫২ ॥



ধাত্র্যুবাচ ।

দময়ন্তী মহারাজ ! পুত্রী তে মামথাব্রবীৎ ।

পিতরং ব্রুহি ধাত্রেয়ি ! বচনাম্মে স্মথাস্মিতম্ ॥ ৫৪ ॥

ময়া ব্রতোহথ মেধাবী নারদো মহতীযুতঃ ।

নাদমোহিতয়া কামং নান্যঃ কোহপি প্রিয়ো মম ॥ ৫৫ ॥

কুরু মে বাঙ্কিতং তাত ! বিবাহং মুনিনা সহ ।

নান্যং বরিস্যে ধর্মজ্ঞ ! নারদস্ত পতিং বিনা ॥ ৫৬ ॥

ময়াহং নাদসিক্কো বৈ নক্রহীনে রসাত্মকে ।

অক্ষরে স্মখসম্পূর্ণে তিমিঙ্গিলবিবর্জিতে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
নারদস্য স্বীয়মায়ামোহবর্ণনং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

তিমিঙ্গিলবিবর্জিতে স্মখবিঘাতকপদার্থরহিতে নাদসিক্কাবিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর দময়ন্তী পিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আপন অভিলাষ ধাত্রীর মুখ দ্বারা  
মরুপতিকে নিবেদন করিল। ধাত্রী যাইয়া কহিল, মহারাজ ! আপনার পুত্রী দময়ন্তী  
আমাকে কহিয়াছেন যে, ধাত্রি ! আমার পিতা যখন স্নানোচ্চিতে উপবিষ্ট থাকিবেন তখন তুমি  
তাঁহাকে নির্জনে আমার বাক্য নিবেদন করিয়া কহিবে যে, আমি বীণার নাদরূপ মোহনে  
বিমোহিত হইয়া মহতীনাগ্নী বীণা নাদনে বিশারদ মেধাবী নারদ মহর্ষিকে বরণ করিয়াছি,  
অতঃ কোনও ব্যক্তি আমার প্রিয় হইবেন না ॥ ৫৩—৫৫ ॥ তাত ! নারদের সহিত আমার  
বিবাহ দিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন ; হে ধর্মজ্ঞ ! আমি নারদ ব্যতিরেকে অন্য  
কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। পিতঃ ! আমি নক্র তিমিঙ্গিলাদি স্মখবিঘাতক পদার্থ  
বিবর্জিত লবণবিহীন, স্নমধুর, আনন্দরসাত্মক, স্মখপরিপূর্ণ নাদসিক্কমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছি,  
অতঃ কিছুতেই আমার মন পরিতুষ্ট হইবে না ॥ ৫৬—৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের নিজ মোহ বর্ণন নামক

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

তৎ পুত্র্যা বচনং শ্রুত্বা রাজা ধাত্রীমুখাভূতঃ ।  
ভাৰ্য্যাং প্রোবাচ কৈকেয়ীং সমীপস্থাং স্নলোচনাম্ ॥ ১ ॥

রাজোবাচ ।

মহুত্বং বচনং কাণ্ডে ! ধাত্র্যা তত্ত্বু দ্বয়া শ্রুতম্ ।  
ব্রতোহয়ং নারদঃ কামং মুনিৰ্বানরবক্তৃত্বাক্ ॥ ২ ॥  
কিমিদং চিন্তিতং পুত্র্যা বুদ্ধিহীনবিচেষ্টিতম্ ।  
কথমস্মৈ ময়া দেয়া কণ্ঠা হরিমুখায় সা ॥ ৩ ॥  
কাসৌ ভিক্ষুঃ কুরূপঃ ক দময়ন্তী মমাত্মজা ।  
বিপরীতমিদং কার্য্যং ন বিধেয়ং কদাচন ॥ ৪ ॥  
তামেকাণ্ডে স্নকেশাণ্ডে ! নিবারয় হঠাৎ স্নতাম্ ।  
যুক্ত্যা মুনিরতাং মুক্তাং শাস্ত্রবুদ্ধানুসারয়া ॥ ৫ ॥

বট্‌পকাশংপদ্যবৈধৌৰ্ব্বাহো নারদস্ত হ ।

প্রোচ্যতে বত্র মোহস্ত মহিমাভীব বর্ণ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ের দময়ন্তী স্বাভিপ্রায়ঃ ধাত্র্যো প্রোবাচেত্যুক্তং তদন্তরং জাতং বৃত্তমাহ তৎ  
পুত্র্যা বচনমিতি ॥ ১ ॥

বুদ্ধিহীনং যথা শ্রুত্বা বিচেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

হে স্নকেশাণ্ডে ! শাস্ত্রবুদ্ধানুসারয়া যুক্ত্যা মুনিরতাং মুক্তাং নিবারয়েত্যবয়ঃ ॥ ৫—৬ ॥

নারদ কহিলেন, রাজা ধাত্রীর মুখে তনয়ার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থিতা  
স্নলোচনা কৈকেয়ী নারী মহিষীকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, কাণ্ডে ! ধাত্রী বাহা বলিল  
তাহা তুমি শ্রবণ করিলে ? দময়ন্তী সেই বানরবদন নারদমুনিকে মনে মনে পতিত্বে বরণ  
করিয়াছে ॥ ১—২ ॥ দময়ন্তী কি ভাবিয়া ইহা স্থির করিয়াছে, বাহা হউক ইহা অত্যন্ত  
বুদ্ধিহীনের কার্য্যই হইয়াছে সন্দেহ নাই ; তাঁহার বদন মৰ্কটের স্তন, আমি তাঁহাকে  
কি রূপে সেই ভুবনধন্য কণ্ঠারত্ন প্রদান করিব ? ॥ ৩ ॥ কুরূপ ও ভিক্ষুক নারদ মুনিই বা  
কোথায় আর নয়নানন্দদায়িনী মদীয়নন্দিনী দময়ন্তীই বা কোথায় ? এই কার্য্য সম্পূর্ণই  
বিপরীত, ইহা কদাচই কর্তব্য নহে ॥ ৪ ॥ স্নকেশি ! তুমি নির্জনে ডাকিয়া শাস্ত্রীয় এবং  
বুদ্ধজন সম্মত স্তুতি দ্বারা তাহাকে এই হঠকারিতার কার্য্য হইতে নিবারিত কর ॥ ৫ ॥ পতির

ইতি ভর্তৃবচঃ শ্রদ্ধা জননী তামথাব্রবীৎ ।

ক তে রূপং মুনিঃ কাসৌ বানরাস্তোহধনঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥

কথং মোহমবাণাসি ভিক্ষুকে চতুরা পুনঃ ।

লতা কোমলদেহা ত্বং ভাস্মরুক্ষতমুদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

বার্তা বানরবক্ত্রেণ কথং যুক্তা তবানঘে ।।

কা প্রীতিঃ কুৎসিতে পুংসি ভবিষ্যতি শুচিস্মিতে ? ॥ ৮ ॥

বরন্তে রাজপুত্রোহস্ত মা কুরু ত্বং যথা হঠম্ ।

পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি শ্রদ্ধা ধাত্রীমুখাঘচঃ ॥ ৯ ॥

লগ্নাং বুবুলবৃক্ষেণ কোমলাং মালতীলতাম্ ।

দৃষ্ট্বা কশ্চ মনঃ খেদং চতুরস্ত ন গচ্ছতি ॥ ১০ ॥

দাসেরকায় তাম্বুলীদলানি কোমলানি কঃ ।

দদাতি ভক্ষণার্থায় মূর্খোহপি ধরণীতলে ॥ ১১ ॥

বীক্ষ্য ত্বাং করসংলগ্নাং নারদস্ত সমীপতঃ ।

বিবাহে বর্তমানে তু কস্য চেতো ন দহতি ॥ ১২ ॥

বুবুলবৃক্ষঃ কণ্টকবৃক্ষঃ ॥ ১০ ॥

দাসেরকায় দাস্তাঃ পুত্রো দাসেরঃ । ক্ষুদ্রাভ্যো বেতি পক্ষে দ্রুপ্ স এব দাসেরকঃ ।  
উষ্ট্রো বা ॥ ১১—১২ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীর জননী তাহাকে নির্জনে ডাকিয়া কহিতে লাগিল, বৎসে ! তোমার এই ভুবনমোহন রূপই বা কোথায় ? আর ধনহীন মর্কটমুখ নারদমুনিই বা কোথায় ? ॥ ৬ ॥ তুমি সূচতুরা, তবে সেই ভিক্ষকের প্রতি তোমার এরূপ মোহতাব কি জন্ত হইল ; বৎসে ! দেখ তুমি রাজকন্যা তোমার দেহ অতি সুকোমল লতার ন্যায়, আর তিনি সর্বদাই ভাস্মরাশি মাখিয়া থাকেন, তাহাতে সেই মুনির দেহ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ বিমলে ! তুমি সেই মর্কটমুখ মুনির সহিত কিরূপে বাক্যালাপ করিবে ? তুমি কি জন্ত কুৎসিত পুরুষের প্রতি অমুরাগিনী হইতেছ ? তাহাতে তোমার কি প্রীতিলভ হইবে ॥ ৮ ॥ উত্তম সুপুরুষ রাজপুত্রের সহিত তোমার বিবাহ হইবে, তুমি এরূপ হঠকারিতার কার্য্য কদাচই করিও না, তোমার পিতা ধাত্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥ কোমলাঙ্গি ! তুমিই মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, কণ্টকীবৃক্ষে কোমল মালতীলতা লগ্ন হইতে দেখিলে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় না হয় ? এই অবনীতলে মূর্খব্যক্তিও কণ্টকলম্পট উষ্ট্রকে কোমল তাম্বুলীদল ভক্ষণের নিমিত্ত কদাচই প্রদান করে না ॥ ১০—১১ ॥ এখন তোমার বিবাহকাল উপস্থিত হইবে, তখন তুমি



কুমুথেন সমং বার্তা ন কুচিং জনয়ত্যন্তঃ ।

• অ। মরণাৎ কথং কালঃ কপিতব্যস্ত্রয়ামুনা ॥ ১৩ ॥

নারদ উবাচ ।

ইতি মাতুর্বচঃ শ্রদ্ধা দময়ন্তী ভূশাতুরা ।

মাতরং প্রাহ তদ্বক্ষী ময়ি সা কৃতনিশ্চয়া ॥ ১৪ ॥

• কিং মুথেন চ রূপেণ মূৰ্খস্য চ ধনেন কিম্ ।

কিং রাজ্যেনাবিদগ্ধস্ত রসমার্গাবিদোহস্য চ ॥ ১৫ ॥

হরিণ্যোহপি বনে ধন্থা যা নাদেন বিমোহিতাঃ ।

গাতুঃ প্রাণান্ প্রযচ্ছন্তি ধিগ্মূখান্ মানুযান্ ভুবি ॥ ১৬ ॥

নারদো বেত্তি যাং বিদ্যাং মাতঃ ! সপ্তস্বরাস্মিকাম্ ।

তৃতীয়ঃ কোহপি নো বেদ শিবাদন্তঃ পুমান্ কিল ॥ ১৭ ॥

মূৰ্খেণ সহ সংবাসো মরণং তৎ কণেকণে ।

রূপবান্ ধনবাংস্ত্যাজ্যো গুণহীনো নরঃ সদা ॥ ১৮ ॥

ধিগ্মৈত্রী মূৰ্খভূপালে স্বথাগর্ব্বসমস্থিতে ।

গুণস্তে ভিক্ষুকে শ্রেষ্ঠা বচনাং স্তুতদায়িনী ॥ ১৯ ॥

অমুনা নারদেন ॥ ১৩—১৪ ॥

অস্ত রসমার্গাবিদোহবিদগ্ধস্ত-মূৰ্খস্ত মুথেন রূপেণ ধনেন কিং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৫—২১ ॥

নারদের নিকট গমন করিয়া তাহার করলগ্ন হইলে তোগাকে দেখিয়া কাহার মন হুঃখানলে দগ্ধ না হইবে ? ॥ ১২ ॥ কুমুধ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে কাহারও কুচি হয় না, তুমি উহার সহিত মরণকাল পর্য্যন্ত কিরূপে কালযাপন করিবে ॥ ১৩ ॥

নারদ কহিলেন, মাতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমাতেই একান্ত কৃতনিশ্চয়া সেই স্নকুমারী দময়ন্তী অত্যন্ত কাতর হইয়া মাতাকে কহিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ জননি ! যে ব্যক্তি রসমার্গের পথিক ও যে ব্যক্তি রসজ্ঞ নহে তাহার মুখ এবং রূপ দ্বারাই বা কি হইতে পারে ? সেই নৈপুণ্যবিহীন মূৰ্খব্যক্তির ধন ও রাজ্য দ্বারাই বা কি হইবে ॥ ১৫ ॥ বনচারিণী হরিণীগণ নাদ রসে বিমোহিত হইয়া গায়কগণকে প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকে অতএব তাহারাও ধন্থ ; কিন্তু অরসজ্ঞ মূৰ্খ মানবদিগকে ধিক্ ॥ ১৬ ॥ মাতঃ ! নারদ ঋষি যে সপ্তস্বরাস্মিকা সঙ্গীতবিদ্যা জানেন, স্বরং আশুতোষ ব্যক্তিরেকে অস্ত কোনও তৃতীয় পুরুষ তাহা অবগত নহেন ॥ ১৭ ॥ মূৰ্খ ব্যক্তির সহিত সহবাস করিলে কণে কণে মরণ আসিয়া উপস্থিত হয় । গুণহীন ব্যক্তি ধনবান্ বা পরম রূপবান্ হইলেও তাহাকে সর্বদা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকর সম্ভেদ নাই ॥ ১৮ ॥ স্বথা মদগর্বে পরিস্কীত মূৰ্খ যহীপালগণের

স্বরজ্ঞো গ্রামবিৎ কামঃ মূর্ছনাজ্ঞানভেদভাক্ ।

দুর্লভঃ পুরুষশ্চাফরসজ্ঞো দুর্বলোহপি বৈ ॥ ২০ ॥

যথা নয়তি কৈলাসং গঙ্গা চৈব সরস্বতী ।

তথা নয়তি কৈলাসং স্বরজ্ঞানবিশারদঃ ॥ ২১ ॥

স্বরমানন্ত যো বেদ স দেবো মানুষোহপি সন্ ।

সপ্তভেদং ন যো বেদ স পশুঃ সুররাড়পি ॥ ২২ ॥

মূর্ছনা তানমার্গন্তু শ্রদ্ধামোদং ন যাতি যঃ ।

স পশুঃ সর্বথা জ্ঞেয়ো হরিণাঃ পশবো ন হি ॥ ২৩ ॥

বরং বিষধরঃ সর্পঃ শ্রদ্ধা নাদং মনোহরম্ ।

অশ্রোত্রোহপি মুদং যাতি ধিক্ সর্পাংশ্চ মানবান্ ॥ ২৪ ॥

বালোহপি সুরং গেয়ং শ্রদ্ধা মুদিতমানসঃ ।

জায়তে কিন্তু যে বুদ্ধা ন জানন্তি ধিগন্ত তান্ ॥ ২৫ ॥

সপ্তভেদং ষড়্জাদিসপ্তভেদসহিতং গানমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

হরিণাঃ পশবো ন হি তেবাং গানলুক্কৃত্য সবাৎ ॥ ২৩ ॥

সর্পাংশ্চেতি । গতৌ মুদং ন বাস্তীতি শেষঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

মিত্রতাতে ধিক্ ; গুণজ ব্যক্তি ভিক্কু হইলেও তাঁহার সহিত মিত্রতাই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু তাহাতে অল্প কথা দূরে থাকুক, তাঁহার সহিত বাক্যালাপেই পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তবিধ স্বরজ্ঞ গ্রামজ্ঞ অর্থাৎ স্বরসমূহের আরোহ অবরোহরূপ ক্রমজ্ঞ ও তাহাতে স্বরসমূহ মূর্ছিত হইয়া রাগজ প্রাপ্ত হয় সেই গ্রামসম্ভব মূর্ছনাবিৎ, এবং অষ্টবিধ রসজ্ঞ ব্যক্তি দুর্লভ হইলেও এই অবনীতলে তিনি অত্যন্তই দুর্লভ তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ২০ ॥ যেমন গঙ্গা ও সরস্বতী স্বীয় মাহাত্ম্যে কৈলাসধাম প্রদান করেন, সেইরূপ স্বরজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিও কৈলাসলোকে লইয়া গিয়া থাকেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ যে ব্যক্তি স্বরগান অবগত আছেন, তিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতা স্বরূপ ; যে ব্যক্তি স্বরের ষড়্জাদি সপ্তভেদ না জানে সে সুররাজ হইলেও পশু তুল্য । যে ব্যক্তি মূর্ছনা ও সপ্তবিধ স্বর হইতে সন্নিবিষ্ট ও মূর্ছনাদি সংমিশ্রিত তান প্রবণে প্রমোদিত না হয়, তাহাকেই পশু বলিয়া জানিবেন, হরিণগণকে পশু বলিয়া বিবেচনা করিবেন না, যেহেতু তাহারা সঙ্গীত প্রবণে মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২২—২৩ ॥ বিষধর সর্পগণ কর্ণবিহীন হইয়াও চকুদ্বারা মনোহর স্বরনাদ শুনিয়া প্রমোদিত হয়, তাহাদিগকেও বরং প্রশংসা করা যায়, কিন্তু বাহারা নাদস্বর প্রবণে প্রমোদিত না হয় সেই কর্ণবান্ মানবগণকে ধিক্ ॥ ২৪ ॥ সুর

পিতা মে কিং ন জানাতি নারদস্য গুণান্ বহুন্ ।

দ্বিতীয়ঃ সামগো নাস্তি ত্রিষু লোকেষু তৎসমঃ ॥ ২৬ ॥

তস্মাদসৌ ময়া নূনং বৃতঃ পূৰ্ব্বং সমাগমাৎ ।

পশ্চাচ্ছাপবশাজ্জাতো বানরাস্যো গুণাকরঃ ॥ ২৭ ॥

কিন্নরা ন প্রিয়াঃ কস্য ভবন্তি তুরগাননাঃ ।

গানবিদ্যাসমায়ুক্তাঃ কিং মুখেন বরেণ হ ॥ ২৮ ॥

পিতরং ব্রুহি মে মাতরুতোহয়ং মুনিসত্তমঃ ।

তস্মাদ্বমাগ্রহং ত্যক্ত্বা দেহি তস্মৈ চ মাং মুদা ॥ ২৯ ॥

নারদ উবাচ ।

ইতি পুত্র্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞী রাজ্ঞে শ্রবেদয়ৎ ।

আগ্রহং সুন্দরী জাত্বা সূতায়ানারদে মুনে ! ॥ ৩০ ॥

বিবাহং কুরু রাজেন্দ্র ! দময়ন্ত্যাঃ শুভে দিনে ।

মুনিম স চ সৰ্ব্বজ্ঞো বৃতোহসৌ মনসানয়া ॥ ৩১ ॥

( নারদস্ত গুণং বর্ণয়তি দ্বিতীয় ইতি ॥ ২৬—২৭ ॥

কিং বিকৃতাক্ষেন গুণবৈত্তব প্রিয়ত্বে কারণমিতি দৃষ্টান্তেন প্রদর্শয়মাহ কিন্নরা  
নেতি ॥ ২৮ ॥

আগ্রহং ত্যক্ত্বা অশ্রুজ্ঞেতি শেষঃ ॥ ২৯—৩২ ॥ )

সঙ্গীত শ্রবণে বালকগণও প্রক্লিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে বৃদ্ধগণ সেই সঙ্গীতরস অবগত নহে  
তাহাদিগকে শতবার শিক্ ॥ ২৫ ॥ পিতা কি নারদ মহর্ষির বহুতর গুণগণ অবগত নহেন ;  
এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার তুল্য সামগায়ক আর কে আছে ? ॥ ২৬ ॥ সেই নিমিত্তই  
আমি তাঁহাকে পূর্বেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তার পর অভিলাপ বশে সেই গুণাকর  
মুনিবরের বানরের জায় আনন হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ কিন্নরগণের  
আনন তুরঙ্গমের জায় হইলেও তাঁহারা কাহার না প্রিয় হইয়া থাকেন । তাঁহাদের  
উত্তম আননে প্রয়োজন কি ? তাঁহারা মনোমোহন সুমধুর সঙ্গীতস্বরে দেবতা-  
দিগকেও মোহিত করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ জননি ! আপনি অগ্রহ করিয়া পিতাকে  
কহিবেন যে আমি পূর্বেই সেই মুনিসত্তম নারদ মহর্ষিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব  
অশ্রু আগ্রহ না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে তাঁহার করেই সমর্পণ করুন ॥ ২৯ ॥

নারদ বলিলেন, নিজ তনয়া দময়ন্তীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া সেই অনিন্দিতা সঙ্গর  
রাজমহিষী, আমার প্রতিই সূতার একান্ত অশ্রুগণ অবগত হইয়া রাজাকে বলিলেন,  
নৃপসত্তম ! শুভদিনে শুভলগ্নে মুনিবরের সহিত দময়ন্তীর শুভ বিবাহকার্য সম্পাদন করুন  
তনয়া কহিয়াছে যে, সেই সর্ব জ্ঞানসম্পন্ন মুনিবরকে সে অগ্রহেই পতিত্বে বরণ করিয়াছে,



নারদ উবাচ ।

ইতি সঙ্কোদিতো রাজ্ঞ্য সঞ্জয়ঃ পৃথিবীপতিঃ ।

চকার বিধিবৎ সর্বং বিধিং বৈবাহিকং ততঃ ॥ ৩২ ॥

এবং দারগ্রহং কৃৎস্না বানরাস্যঃ পরস্তপ ! ।

স্থিতস্তত্ৰৈব মনসা দহমানেন চান্বহম্ ॥ ৩৩ ॥

যদাগচ্ছদ্রাজস্থতা সেবার্থং মম সন্নিধৌ ।

অভবং দুঃখসস্তপ্তস্তদাহং বানরাননঃ ॥ ৩৪ ॥

দময়ন্তী তু মাং বীক্ষ্য প্রফুল্লবদনাম্বুজা ।

শোকং বানরবক্তৃত্বাম চকার কদাচন ॥ ৩৫ ॥

এবং গচ্ছতি কালে তু সহসা পর্বতো মুনিঃ ।

কুর্ষংস্তীর্ণান্যনেকানি দ্রকুং মাং সমুপাগতঃ ॥ ৩৬ ॥

ময়াতিমানিতঃ প্রেম্ণা পূজিতশ্চ যথাবিধি ।

আসীন আসনে দিব্যে বীক্ষ্য মাং দুঃখিতো হৃদুৎ ॥ ৩৭ ॥

কৃতদারং বানরাস্ত্রং দীনং চিন্তাতুরং ভৃশম্ ।

দয়াবান্ মামুবাচেদং পর্বতো মাতুলং কৃশম্ ॥ ৩৮ ॥

বানরাস্ত্রোহহং তত্ৰৈব স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

যতো বানরাননস্ততো দুঃখসস্তপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৪০ ॥

তাহা আর অত্যাঁ হইবার নহে ॥ ৩০—৩১ ॥ মহিষী কর্তৃক এইরূপে প্রণোদিত হইয়া পৃথিবীপতি সঞ্জয় তনয়ার বিবাহকার্য্য সূচাক্রমে বিধিপূর্বক সম্পাদন করিলেন ॥ ৩২ ॥ ঋষিগণ ! আমি এইরূপে দারপরিগ্রহ করিয়া বানরবদন ধারণ পূর্বক মনে মনে দগ্ধ হইয়া সেইস্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলাম ॥ ৩৩ ॥ রাজনন্দিনী আমার সেবার নিমিত্ত যখন নিকটে আসিত, তখন বানরানন স্মরণ করিয়া আমি অত্যন্তই সন্তপ্ত হইতাম । কিন্তু আমাকে দর্শন করিয়া দময়ন্তীর বদনসরোজ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিত ; আমার আনন বানরের স্তায় বলিয়া সে কদাচই শোকসন্তপ্ত বা দুঃখিত হইত না ॥ ৩৪—৩৫ ॥ এইরূপে কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল । একদিন পর্বতমুনি অনেকানেক তীর্থপর্য্যটন করিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৬ ॥ আমি তাহার অত্যন্ত সম্মান করিয়া স্রীতিপূর্বক যথাবিধি আদর ও সম্মান করিলাম, সে উত্তম আসনে আসীন হইয়া আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল ॥ ৩৭ ॥ আমি তাহার মাতুল, দার পরিগ্রহ করিয়াছি, আমার মর্কটের স্তায় দুখ হইয়াছে বলিয়া আমি দীন অত্যন্ত চিন্তাতুর ও কৃশ হইয়াছি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে ককণায় সঞ্চাৎ হইল, তখন সে আমাকে বলিল, মুনিবর !

ময়া নারদ ! কোপাঙ্কঃ শপ্তোহসি মুনিসত্তম ! ।

নিষ্কৃতং তস্য শাপস্য করোম্যদ্য নিশাময় ॥ ৩৯ ॥

ভব ত্বং চারুবদনো মম পুণ্যেন নারদ ! ।

দৃষ্টো রাজহুতাং চিত্তে কৃপা জাতা মমাধুনা ॥ ৪০ ॥

নারদ উবাচ ।

ময়াপি প্রবণং চিত্তং কৃৎস্না শ্রদ্ধাস্ত ভাষিতম্ ।

অনুগ্রহঃ কৃতঃ সদ্যস্তস্য শাপস্য তৎকরণাৎ ॥ ৪১ ॥

ভাগিনেয় ! তবাপ্যস্ত গমনং সুরসম্মনি ।

শাপস্যানুগ্রহঃ কামং কৃতোহয়ং পর্বতাধুনা ॥ ৪২ ॥

নারদ উবাচ ।

জাতোহহং চারুবদনো বচনান্তস্য পশ্যতঃ ।

রাজপুত্রী তু সন্তুষ্ঠা মাতরং প্রাহ সত্বরম্ ॥ ৪৩ ॥

মাতস্তে স্মুখো জাতো জামাতা চ মহাদ্যুতিঃ ।

বচনাৎ পর্বতস্যাদ্য মুক্তশাপো যুনেরভূৎ ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং রাজ্য্য কথিতং তত্ত্ব রাজনি ।

যযৌ দ্রষ্টুং মুনিং তত্র সঞ্জয়ঃ প্রীতিমাংস্তদা ॥ ৪৫ ॥

অন্ত ভাষিতং শাপোদ্ধাররূপং শ্রদ্ধা চিত্তং প্রবণং কৃৎস্না অনুগ্রহঃ কৃত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪১-৪৬ ॥

আমি কুপিত হইয়া তোমাকে যে অভিশাপ দিয়াছি, সেই শাপের প্রতিমোচন করিতেছি  
প্রবণ কর ॥ ৩৮—৩৯ ॥ মহর্ষে ! আমার পুণ্যদ্বারা আপনার আনন পূর্বের জ্ঞান উত্তম  
হউক ; রাজকন্যাকে দেখিয়া এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে ককণার সঞ্চার হইয়াছে ॥ ৪০ ॥  
তাহার এইরূপ বাক্য প্রবণ করিয়া আমার চিত্তও কোমল হইল আমি তৎকরণাৎ তাহার  
শাপ মোচন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া কহিলাম ভাগিনেয় ! তোমারও সুরপুরে গমন  
হউক, পর্বত ! আমি এক্ষণে তোমার প্রতি অভিশাপ বিষয়ে স বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ  
করিলাম ॥ ৪১—৪২ ॥

ষেপারন ! তাহার বাক্যানুসারে দেখিতে দেখিতে আমার বদন সূচাক্ষ ও পূর্বের  
জ্ঞান স্পোভন হইল । তখন রাজপুত্রী দমরস্তী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাতার নিকটে  
যাইয়া বলিল, জননি ! মহামুনি পর্বতের বচনানুসারে আপনার জামাতার শাপমোচন  
হইয়া তাহার আনন পূর্বের জ্ঞান সূন্দর ও স্পোভন হইয়াছে তাহাতে তাহার দেহকান্তি  
বর্দ্ধিত হইয়াছে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ রাজমহিষী দমরস্তীর বাক্য শুনিয়া পরম আনন্দে পুলকিত

ধনং সমর্পিতং রাজা সন্তুষ্টিম তদা মহৎ ।  
 মহৎ তান্নিমেষায় পারিবর্হং মহাস্বনা ॥ ৪৬ ॥  
 এতন্তে সর্বমাখ্যাতং বর্তনং যৎ পুরাতনম্ ।  
 মায়ায়া বলমাহাঙ্গ্যং হনুভূতং যথা ময়া ॥ ৪৭ ॥  
 সংসারেহস্মিন্ মহাভাগ ! মায়াগুণকৃতেহনৃতে ।  
 তনুভূতু স্থখী মাশ্চি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥  
 কামক্রোধৌ তথা লোভো মৎসরো মমতা তথা ।  
 অহঙ্কারো মদঃ কেন জিতাঃ সর্বৈ মহাবলাঃ ॥ ৪৯ ॥  
 সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণত্রয় ইমে কিল ।  
 কারণং প্রাণিনাং দেহসত্ত্বে সর্বথা মূনে ॥ ৫০ ॥  
 কস্মিন্শ্চিৎ সময়ে ব্যাস ! বনেহহং বিকুনা সহ ।  
 গচ্ছন্ হাস্যবিনোদেন জীভাবং গমিতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫১ ॥

এতন্তে সর্বমাখ্যাতমিতি । জ্ঞানিনোহপি মম মায়ামোহস্বখদুঃখাদিকং বিক্ষেপরূপ-  
 মন্ত্যেবেত্যেতদাখ্যাতং কথিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

বাবৎকালপর্যন্তং গুণত্রয়জন্তো দেহস্তিষ্ঠতি তাবৎকালপর্যন্তং মায়ামোহস্বখদুঃখা-  
 দিকং বিক্ষেপজাতং সর্বত্রাপি ভবিষ্যত্যেব ন তত্র প্রতীকারোহস্তীত্যাহ সংসারেহস্মি-  
 ন্নিতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সর্বথা মূনে ইতি । তথা চ গুণত্রয়ত্বেবম্যং নিয়মেণ ভবিষ্যত্যেব ততঃচ মোহাদিকং  
 ভবিষ্যত্যেবেতি ॥ ৫০ ॥

হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাইরা রাজাকে নিবেদন করিলেন । নরপতি সজয় তখন অত্যন্ত  
 স্তুতি সহকারে মুনিবরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ তখন  
 মহামতি মহীপতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে ও তান্নিমের পর্য্যন্তকে বিবাহের  
 বৌদ্ধকল্পে বহুতর ধন ও রত্নাদি প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥ ঐশ্বর্যম ! আমি পূর্বে  
 মায়ায় বলমাহাঙ্গ্য বেরূপ অনুভব করিরাহিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট সেই পুরাতন  
 বৃত্তান্ত সমস্তই বর্ণন করিলাম ॥ ৪৭ ॥ মহাভাগ ! উদ্ভ্রমালের জায় মায়ায় মিথ্যা-  
 গুণের নিমিত্তই দেহধারী দ্বায়েই এই সংসারে পূর্বে কেহ কখন স্থখী হইতে পারে নাই,  
 বর্তমানে কেহই স্থখী নাই এবং ভবিষ্যতে কেহ কখন স্থখী হইতে পারিবে না । কাম,  
 ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য, মমতা, অহঙ্কার ও মদ এই সকলের প্রত্যেকেই মহাবল,  
 ইহাদিগকে জয় করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ মুনিবর ! সত্ত্ব, রজঃ ও  
 তমঃ এই তিনটি গুণই প্রাণিগণের দেহের উৎপত্তি বিবরে সর্বতোভাবে কারণ হইয়া  
 থাকে ॥ ৫০ ॥ ঐশ্বর্যম ! আমি কোন সময়ে ভগবান্ বিকুর সহিত হাস্যপরিহাসাদি



রাজপত্নীহমাগমো মায়াবলবিমোহিতঃ ।

পুত্রাঃ প্রসূতা বহবো গেহে তস্য নৃপস্য হ ॥ ৫২ ॥

ব্রাস উবাচ ।

সংশয়োহয়ং মহান্ সাধো ! শ্রদ্ধা তে বচনং কিল ।

কথং নারীহমাগমস্তং যুনে ! জ্ঞানবান্ ভূশম্ ॥ ৫৩ ॥

কথঞ্চ পুরুষো জাতো বৃহি সর্বমশেষতঃ ।

কথং পুত্রাস্ত্রয়া জাতাঃ কস্য রাজ্ঞো গৃহেহগ্নয়া ॥ ৫৪ ॥

এতদাখ্যাহি চরিতং মায়ায়া মহদদ্রুতম্ ।

মোহিতঞ্চ যয়া সর্বমিদং শ্রাবরজঙ্গমম্ ॥ ৫৫ ॥

ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি শৃণুংস্তব কথায়ুতম্ ।

সর্বপ্রহাৰ্হতস্তঞ্চ সর্বসংশয়নাশনম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
নারদস্ত বিবাহবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

স্বস্ত মায়ামোহাদিকং প্রদর্শয়িতুমেকাং কথামুপপাদ্য দ্বিতীয়ামুপপাদয়তি কস্মিন্চিৎ  
সময় ইতি ॥ ৫১—৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

বিনোদে বনমধ্যে গমন করিতেছিলাম, দেবাৎ কণমধ্যেই আমি স্ত্রী হইয়া পড়িলাম ।  
তদনন্তর, মায়াবলে বিমোহিত হইয়া রাজপত্নী হইলাম এবং সেই নরপতির গৃহে অবস্থিত  
হইয়া বহুতর পুত্র প্রসবও করিয়া ছিলাম ॥ ৫১—৫২ ॥

ব্রাস বলিলেন, দেবর্ষে ! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মহান্ সংশয় জন্মিল ;  
মুনিবর ! আপনি অত্যন্ত জ্ঞানবান্ হইয়াও নারীভাব কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ?  
আর কি প্রকারেই বা পুনর্বার পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন ? কোন্ রাজার গৃহে অবস্থিতি  
করিয়া কিরূপেই বা পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন এই সমস্ত বিষয় সবিস্তার কীৰ্ত্তন করিয়া  
আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ বহুদূর এই শ্রাবর জঙ্গমায়ক অধিল  
জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে আপনি সেই মায়ার অত্যদ্রুত চরিত্র কীৰ্ত্তন করুন । মুনিবর !  
সমস্ত প্রহাৰ্হতস্তঞ্চ, সর্ববিধ সংশয়নাশক ভবদীয় বচনামৃত শ্রবণাঙ্গলিপুটে পান  
করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্রাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাকার মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের বিবাহ ও মৰ্কটবদনবর্ণন  
নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ ।

৫৩০

নারদ উবাচ ।

নিশাময় মুনিশ্রেষ্ঠ ! গদতো মম সংকথাম্ ।

মায়াবলং হৃদ্যজ্ঞেয়ং মুনিতির্যোগবিস্তমৈঃ ॥ ১ ॥

মায়ায়া মোহিতং সর্বং জগৎ শ্রাবরজ্জমম্ ।

ব্রহ্মাদিস্তত্শপৰ্য্যস্তমজরা দুৰ্ব্বিভাব্যয়া ॥ ২ ॥

কদাচিৎ সত্যলোকাদ্ বৈ খেতবীপে মনোহরে ।

গতোহহং দৰ্শনাকাজ্ঞী হরেরদ্রুতকৰ্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥

বাদয়ন্ মহতীং বীণাং শ্রবতানবিভূষিতাম্ ।

গায়ত্রং গায়মানস্তু সাম সপ্তশ্রাবিতম্ ॥ ৪ ॥

দৃষ্টো ময়া দেবদেবশ্চক্রপাণির্গদাধরঃ ।

কৌস্তভোস্তাসিতোরক্ষো মেঘশ্রামশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৫ ॥

---

অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ পঞ্চাশৎ পদৈর্নারদঃ পুনঃ ।

সংকথাং বদতি শ্রীশ্রী ইত্যেতৎ সম্যগীৰ্য্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে রাজপ্রশ্নকথনোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ নিশাময়েতি । মুনিতিরপি মায়া-  
বলং হৃদ্যজ্ঞেয়মিত্যশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥

তদেব বিশদয়তি মায়ায়া মোহিতমিতি ॥ ২—৩ ॥

গায়ত্রং সামেত্যশ্রয়ঃ ॥ ৪—৬ ॥

---

নারদ কহিলেন, তপোধন ! আমি সেই সমস্ত সংকথা কীৰ্ত্তন করিতেছি অবহিত  
হইয়া শ্রবণ কর । মুনিবর ! যোগবিদগণের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠতম, এই মায়াবল তাঁহা-  
দিগেরও হৃদয়ের বলিয়া জানিবে । শ্রাবর জমমাক ব্রহ্মাদিস্তত্শপৰ্য্যস্ত এই অখিল জগৎ  
সেই অজ্ঞা ও অচিন্তনীর মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া থাকে, অতএব সেই মহামায়ার  
হস্ত হইতে কাহারও পরিজ্ঞান নাই ॥ ১—২ ॥ আমি এক দিন অদ্রুতকৰ্ম্মী হরির দর্শন  
কামনা করিয়া শ্রবতান-মনোরম বীণাকাণে সপ্তশ্রব সমন্বিত সামগায়ত্র গান করিতে  
করিতে সত্যলোক হইতে নরনরমোহর খেতবীপে গমন করিয়াছিলাম ॥ ৩—৪ ॥ তথায়  
যাইয়া আমি দেবদেব চতুর্ভুজ চক্রপাণি গদাধরকে দর্শন করিলাম । তাঁহার নবীন নীরদের  
স্তায় শ্রামমূর্তি উন্নত কোস্তভপ্রত্যয় উন্মাদিত হইয়াছে, তিনি গীতাধর পরিধান  
করিয়া রহিয়াছেন, যত্নকে পরমপ্রত্যয় সমুদ্ভল মুকুট শোভা পাইতেছে, সেই তপস্বান্

শীতাম্বরপরীধানো মুকুটান্দরাজিতঃ ।

লক্ষ্ম্যা সহ বিলাসিষ্ঠা ক্রীড়মানো মুদা যুতঃ ॥ ৬ ॥

বীক্ষ্য মাং কমলা দেবী গতাস্তর্ধানমস্তিকাং ।

সর্বলক্ষণসম্পন্ন্য সর্বভূষণভূষিতা ॥ ৭ ॥

নারীগাং প্রবরা কাস্তা রূপযৌবনগর্বিতা ।

সুপ্রিয়া বাহুদেবস্ত বক্সচামীকরপ্রভা ॥ ৮ ॥

অন্তর্গৃহং গতং দৃষ্ট্বা সিদ্ধজাং ব্যঞ্জনাশ্রিতাম্ ।

যয়া পৃষ্ঠো দেবদেবো বনমালী ভগৎপ্রভুঃ ॥ ৯ ॥

ভগবন্ ! দেবদেবেশ ! পদ্মনাভ ! মুরারিহন্ ! ।

কথঞ্চ মা গতা দৃষ্ট্বা মামাগচ্ছন্তমস্তিকাং ॥ ১০ ॥

নাহং বিটো ন বা ধূর্তো ভাপসোহহং ভগদুত্তরো ! ।

জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো জিতমায়ে জনাৰ্দ্দিন ! ॥ ১১ ॥

নারদ উবাচ ।

নিশম্য বচনং কিঞ্চিদ্ গর্ভযুক্তং জনাৰ্দ্দিনঃ ।

উবাচ মাং স্মিতং কৃত্বা বীণাবল্লভুরাং গিরম্ ॥ ১২ ॥

অন্তর্ধানং গত। অদৃষ্টতাং গতাস্তর্গৃহে গতেত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥

ব্যঞ্জনাশ্রিতাং বস্ত্রাস্তর্বাঞ্জিতস্তনীমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

মাং দৃষ্ট্বা মা লক্ষ্মীঃ কথং গত। কিমর্থং গতেত্যর্থঃ ॥ ১০—১৩ ॥

নারায়ণ, বিলাসশালিনী পয়োধিনন্দিনীর সহিত পরম প্রমোদে ক্রীড়া করিতেছেন ॥৫-৬॥

সমস্ত রমণীগণের প্রেষ্ঠতমা, কমলীয়দর্শনা, কনকপ্রভা সর্বলক্ষণসম্পন্ন্য, সর্বভূষণে বিভূ-

ষিতা, রূপযৌবনগর্বিতা, বাহুদেবপ্রিয়া কমলাদেবী আমাকে অবলোকন করিয়াই জনা-

র্দ্দিনের সন্নিধান হইতে অন্তর্ধান করিলেন ॥ ৭—৮ ॥ সিদ্ধজাদেবীর স্তনাদি বস্ত্রমধ্য হইতেও

দৃষ্ট হইতে ছিল, অতএব তিনি সস্বর হইরা অন্তর্গৃহে গমন করিলেন । উদ্বর্ণমে আমি

বনমালারী অগৎপ্রভু দেবদেব জনাৰ্দ্দিনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মুরবাতন ! ভগবন্ !

হে পদ্মনাভ ! লোকমাতা কমলা দেবী আমাকে আসিতে দেখিয়া আপনার সন্নিধান হইতে

কি ভক্ত উঠিয়া গেলেন ? ॥৯-১০॥ অগদুত্তরো ! আমি বিটও নহি, ধূর্তও নহি, আমি ইন্দ্রির

ও ক্রোধ ভর করিয়া ভগবী হইয়াছি ; আমি নারাকেও পরাজিত করিয়াছি, অতএব দেব !

কমলাদেবীর গমন করিবার কারণ কি ? আপনি কৃপা করিয়া তাকে আমাকে বসুন ॥ ১১ ॥

নারদ কহিলেন, বৈণায়ক ! জনাৰ্দ্দিন আবার সেই গর্ভযুক্ত বাক্য প্রবণ করিয়া ভীষ্ম

হাতসহকারে বীণাবল্লভের ভার হস্তগত করে আমাকে বলিলেন, সন্নিদ ! এবিধের বিধি



বিকল্পবাচ ।

নারদৈবংবিধা নীতির্ন হাতব্যং কদাচন ।

পতিং বিনামৃগান্নিধৌ কশ্চচিদ্ যোষয়া কচিৎ ॥ ১৩ ॥

মায়ী স্তুর্জয়া বিদ্বদ্ ! যোগিভিজ্জিতমাক্রুতৈঃ ।

সাংখ্যবস্তুনিরাহারৈস্তাপসৈশ্চ জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১৪ ॥

দেবৈশ্চ মুনিপাদূল ! যদ্বরোক্তং বচোহধুনা ।

জিতমায়োহস্মি গীতস্ত । নৈবং বাচ্যং কদাচন ॥ ১৫ ॥

নাহং শিবো ন বা ব্রহ্মা জেতুং তাং প্রভবোহপ্যজাম্ ।

মুনয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ কল্পং কেহন্যে কমা জয়ে ॥ ১৬ ॥

দেবদেহং বৃন্দেহং বা তির্ঘ্যগ্দেহমথাপি বা ।

বিভ্রাদ্ যঃ শরীরঞ্চ স কথং তাং জয়েদজাম্ ॥ ১৭ ॥

ত্রিযুতস্তাং কথং মায়াং জেতুং শক্তঃ পুমান্ ভবেৎ ।

বেদবিদ্ যোগবিদ্ বাপি সর্বজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

দেবৈশ্চ ভুক্তৈরেত্যমরঃ । এবং সতি যদ্বরোক্তমহং জিতমায়োহস্মীতি তদেবং বাক্যং  
দ্বয়া কদাপি ন বক্তব্যমিত্যাহ যদ্বরোক্তমিতি ॥ ১৪—১৫ ॥

যতঃ শিবাদয়োহপি তামজাং মায়াং জেতুং ন সমর্থাস্তদাদিত্যাহ নাহং শিব ইতি ।  
কল্পমিতি । যত এবং তস্যাং কল্পং পামরস্ততা জয়ে কমস্তথাশ্চে বা কে কমা ন কেহপী-  
ত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

দেহং ধারয়ন্তীমাং জয়তীতি কথং সম্ভবেৎ । মায়াজয়ে দেহস্তাপ্যসম্ভবঃ স্তাং কারণা-  
ভাবে কার্যাস্থাহিতেরিত্যাহ দেবদেহমিতি ॥ ১৭ ॥

নমু মায়া জিতৈব জ্ঞানিতিরাবরণাতাভাৎ কেবলং বিক্লেপশক্তিরেবাবশিষ্টাভীতি চেৎ  
সৈব বিক্লেপশক্তির্মায়া তয়া বদ্ধত্বং তদধীনমোহসুখদুঃখাদিমত্বঞ্চ সম্ভবত্যেবেত্যাহ ত্রিযুত-

এইরূপ, যে কোন ব্যক্তির স্ত্রী হউক না কেন, পতি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সন্নিধানে অব-  
স্থিতি করা নারীগণের কদাচই উচিত নহে ॥ ১২—১৩ ॥ নারদ ! মায়াকে জয় করা অত্যন্তই  
কঠিন কর্ম, বাহারী প্রাণীরাম দ্বারা প্রাণ পবন, আহার ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, সেই  
সাংখ্য যোগিগণ এবং দেবগণও মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন না ; আমি কহিয়াছি যে,  
“আমি মায়াকে জয় করিরাছি” ইহা তোমার যোগ্য বাক্য নহে ; যেহেতু গীতজ্ঞান দ্বারা  
অসম্মান হইবে, আমি অসম্ভবই সঙ্গীতপথে মোহিত হইয়া থাকি । আমি, শিব, ব্রহ্মা ও মুনিগণ  
কেহই সেই অজ্ঞা মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন না, আমি বা অন্য কোনও ব্যক্তি তাহাকে  
পরাজয় করিবে ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে ॥ ১৪—১৬ ॥ দেবদেহ মনুদেহ অথবা তির্ঘ্যগ্-  
দেহই হউক, যে জীব শরীর ধারণ করে তাহাদের মধ্যে কেহই এই অজ্ঞা মায়াকে জয়

কালোহপি তস্তা রূপং হি রূপহীনঃ স্বরূপকৃৎ ।

তদ্বশে বর্ততে দেহী বিদ্বান্ মুখোহিথ মধ্যমঃ ॥ ১৯ ॥

কালঃ করোতি ধর্মজ্ঞঃ কদাচিদ্ধিকলং পুনঃ ।

স্বভাবাৎ কর্মতো বাপি ছুজ্জেরং তস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥

নারদ উবাচ ।

ইতু্যক্তা বিরতো বিফুরহং বিস্ময়মানসঃ ।

তমব্রবং জগন্নাথং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ২১ ॥

রমাপতে ! কথংরূপা মায়া সা কীদৃশী পুনঃ ।

কিয়দ্বলা কসংস্থানা কস্থাধারা বদস্ব মে ॥ ২২ ॥

দ্রষ্টুকামোহস্মি তাং মায়াং দর্শয়াশু মহীধর ! ।

জ্ঞাতুমিচ্ছামি তাং সম্যক্ প্রসাদং কুরু মাপতে ! ॥ ২৩ ॥

স্তামিতি । ত্রিযুতো গুণত্রয়যুত ইত্যর্থঃ । কথং জ্ঞেতুং শক্ত ইত্যর্থঃ । বিক্ষেপশক্তিস্ত  
হাস্ততোবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

নহু জগতো মায়াধীনত্বে কালধীনত্বং কথং লোকৈকরূপ্যত ইতি চেৎ কালোহপি মায়ায়া  
এব রূপমিত্যাভিপ্রায়েণেত্যাহ কালোহপি তস্তা রূপং হীতি । আত্মাতিরিক্তস্ত মায়াময়ত্বা-  
দিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২২ ॥

প্রসাদং কুর্বিতি । মায়াবৈভবং বদেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

করিতে সমর্থ হই না ॥ ১৭ ॥ বেদবিৎ বা যোগবিৎ অথবা সর্বজ্ঞ কিম্বা জিতেন্দ্রিয়ই হউক,  
গুণত্রয় সম্বিত কোনও পুরুষ মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হই না ॥ ১৮ ॥ কেহ কেহ কহিয়া  
থাকেন যে এই অধিল জগৎ স্বয়ং নিরাকার হইয়াও সাকারকারী কালেরই অধীন,  
কিন্তু নারদ ! সেই কালও মায়ার এক রূপ, কি উত্তম বিদ্বান্ কি মধ্যম ও অধম মুখ,  
সকল জীবই সেই কালের বশীভূত হইয়া আছে । স্বভাব দ্বারা কিম্বা কর্ম দ্বারাই হউক  
কাল ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিকেও কখন বিকল করিয়া তুলে অতএব তাহার কার্য অত্যন্তই ছুজ্জের  
জানিবে ॥ ১৯—২০ ॥

বৈপারন ! এই বলিয়া বিষ্ণু বিরক্ত হইতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই সনাতন  
বাসুদেব দেবদেব জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম রমাপতে ! মায়ার রূপ কি প্রকার,  
মায়া কেমন ? তাহার বলেরই বা পরিমাণ কত ? তাহার সংস্থান কোথায় ? সে কাহার  
আধার ? তাহা আপনি আমাকে বলুন । হে জগতীপালক ! আমি মায়াকে দেখিবার  
নিমিত্ত অত্যন্ত অভিলাষী, আপনি সদয় আমাকে তাহা প্রদর্শন করুন । হে রমাপতে !  
আমি মায়াকে জানিবার নিমিত্ত একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি আপনি প্রসন্ন হইয়া মায়ার  
বৈভব বর্ণন করুন ॥ ২১—২৩ ॥

বিষ্ণুরূবাচ ।

ত্রিগুণা সাখিলাধারা সৰ্বজ্ঞা সৰ্বসম্মতা ।

অজ্ঞেয়ানেকরূপা চ সৰ্বং ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ॥ ২৪ ॥

দিদৃক্ষা যদি তে চিত্তে নারদারোহণং কুরু ।

গরুড়ে মৎসমেতোহদ্য গচ্ছাবোহনৃত্র সাম্প্রতম্ ॥ ২৫ ॥

দর্শয়িষ্যামি তে মায়াং দুর্জয়ামজিতাশ্চিতিঃ ।

দৃষ্ট্বা তাং ব্রহ্মপুত্র ! ত্বং মা বিষাদে মনঃ কুথাঃ ॥ ২৬ ॥

ইতু্যক্ত্বা দেবদেবো মাং সম্মার বিনতাস্থতম্ ।

স্থতমাত্রস্ত গরুড়ো তদাগাঙ্করিসমিধৌ ॥ ২৭ ॥

আগতং গরুড়ং বীক্ষ্য আরুরোহ জনার্দনঃ ।

সমারোপ্য চ মাং পৃষ্ঠে গমনায় কৃতাদরঃ ॥ ২৮ ॥

চলিতো বিনতাপুত্রো বৈকুণ্ঠাঘায়ুবেগবান্ ।

প্রেরিতো যত্র কৃষ্ণেন গন্তুকামেন কাননম্ ॥ ২৯ ॥

মহাবনানি দিব্যানি সরাংসি সরিতস্তথা ।

পুরগ্রামাকরাদীংশ্চ খেটখর্বটগোল্লজান্ ॥ ৩০ ॥

তত্র কথং রূপেত্যস্তোত্তরং ত্রিগুণা সেতি । কস্তাধারেত্যস্তোত্তরমখিলাধারেতি । কিমদ্বলেত্যস্তোত্তরমজ্ঞেয়েতি । সৰ্বতো বলবতীত্যর্থঃ । কীদৃশীত্যস্তোত্তরং সৰ্বজ্ঞেতি । কসংস্থানেত্যস্তোত্তরং সৰ্বং ব্যাপ্য সংস্থিতেতি । প্রব্রবাক্যে স্থলপেতি সমাসঃ ॥ ২৪-৩৪ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, ত্রিগুণাখিকা, অখিলের আধাররূপা ; সৰ্বজ্ঞা, সৰ্বসম্মতা, অজ্ঞেয়া অনেকরূপা, মায়া অখিল জগৎ ব্যাপিরা অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ নারদ ! তুমি যদি দেখিতে ইচ্ছা কর তবে সত্ত্বর আমার সহিত গরুড়ে আরোহণ কর, আমরা উভয়েই এখনি অন্তস্থানে গমন করিব, এবং অজিতাশ্চা ব্যক্তিগণের দুর্জয়া সেই মায়াকে দেখাইব, হে ব্রহ্মপুত্র ! তুমি মায়াকে দর্শন করিরা বিব্রত হইও না ॥ ২৫—২৬ ॥ জনার্দন আমাকে এই বলিরা বিনতানন্দন গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্থতমাত্রই সে হরির সন্নিধানে উপস্থিত হইল ॥ ২৭ ॥ জনার্দন গরুড়কে আগত দেখিরা তাহার উপর আরোহণ করিলেন এবং আমাকে গাইরা বাইবার নিমিত্ত আদর-পূর্বক তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন ॥ ২৮ ॥ ভগবান্ সে কাননে গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, গরুড় তৎকর্তৃক প্রেরিত হইরা বৈকুণ্ঠ হইতে বায়ুবেগে তথায় চলিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৯ ॥ আমরা গরুড়ে আরোহণ করিরা মনোহর অরণ্য, দিব্য সরোবর, সরিত, পুর, গ্রাম, খেট (কৃষকগ্রাম) খর্বট (গর্ভত সন্নিহিত গ্রাম) গোল্লজ, মুনিগণের মনোহর আশ্রম, অশোভন দীর্ঘিকা, পঞ্চল ও বিপাল গরুড়-



মুনীনাশ্রয়ান্ রম্যান্ বাগীশ্চ স্তমনোহরাঃ ।  
 পদ্মলানি বিশালানি ব্রহ্মান্ পদ্মজভূষিতান্ ॥ ৩১ ॥  
 মৃগাণাঞ্চ বরাহাণাং বৃক্ষাশ্চপ্যবলোক্য চ ।  
 গতাযাযাং কাশুকুজসমীপং গরুড়াসনৌ ॥ ৩২ ॥  
 তত্র রম্যং সরৌ দিব্যং দৃষ্টং পদ্মজমণ্ডিতম্ ।  
 হংসকান্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 নানাবর্ণৈঃ প্রফুল্লৈশ্চ পদ্মজৈরুপরঞ্জিতম্ ।  
 শুচিমিষ্টজলং ভৃঙ্গযুথনাদবিরাজিতম্ ॥ ৩৪ ॥  
 মামাহ ভগবান্ বীক্ষ্য তড়াগং পরমাত্মতম্ ।  
 স্পর্দ্ধকঞ্চোদধেঃ ক্ষীরং মিষ্টং বান্ধি বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশু নারদ ! গন্তীরং সরঃ সারসনাদিতম্ ।  
 সর্বত্র পদ্মজৈশ্চরং স্বচ্ছনীরপ্রপূরিতম্ ॥ ৩৬ ॥  
 অত্র স্নাত্বা গমিষ্যাবঃ কাশুকুজং পুরোত্তমম্ ।  
 ইতু্যক্ত্বা গরুড়াদাশু মামুভার্য্য ব্যতারণম্ ॥ ৩৭ ॥  
 বিহন্ত্য ভগবাংস্তত্র জগ্ৰাহ মম তর্জনীম্ ।  
 জ্ববন্ সরোবরং ভূয়স্তীরে মামনয়ম্ প্রভুঃ ॥ ৩৮ ॥

উদধেঃ স্পর্দ্ধকং স্পর্দ্ধাকরম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

ব্যতারণম্ নমিতবান্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

ভূষিত ব্রহ্ম, মৃগযুথ, বরাহবৃন্দ; এই সকল দর্শন করিতে করিতে কাশুকুজ দেশের সমীপে  
 গিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৩০—৩২ ॥ সেইখানে এক মনোহর দিব্য সরোবর দর্শন করিলাম,  
 তাহাতে পরম মনোহর সরোজ সকল প্রফুল্লিত হইয়া শোভা ও সৌগন্ধ বিস্তার করিতেছে,  
 ভৃঙ্গ সকল কলসজনে শ্রবণ ও অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে, মানাবিধ পদ্মজাত প্রফুল্ল পূর্ণ  
 সকল শোভা পাইতেছে, হংস কান্ডব ও চক্রবাকাদি জলপক্ষী সকল কলরব করিয়া জীর্ণ  
 করিয়া বেড়াইতেছে । তাহারি বান্ধি ক্ষীরতুল্য সুমিষ্ট সেই সরোবর পরোনিধিকে ও বেশ  
 স্পর্দ্ধা করিতেছে; অত্যন্ত অমৃত সেই তড়াগ অবলোকন করিয়া ভগবান্ আমাকে কহি-  
 লেন; নারদ ! দেখ দেখ; সুবিশাল বান্ধি পরিপূরিত, সর্বত্র পদ্মজ বান্ধি আচ্ছন্ন বৃগজীর  
 সরোবর কেমন শোভা পাইতেছে ইহাতে কলকণ্ঠ সারসগণ স্তম্ভিত রব করিয়া বেড়া-  
 ইতেছে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ইহাতে দান করিয়া আমরা কাশুকুজ নামক পুরবরে গমন করিব,  
 এই বলিয়া শ্রীম্ আমাকে গরুড় হইতে নামাইয়া দিয়া স্বয়ং অবতরণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্রাম্য তটভাগে তু স্নিগ্ধচ্ছায়ে মনোহরে ।  
 মামুবাচ যুনে ! স্নানং কুরু ত্বং বিমলে জলে ॥ ৩৯ ॥  
 পশ্চাদহং করিষ্যামি তড়াগেহস্মিন্ সুপাবনে ।  
 সাধুনামিব চেতাংসি জলানি নির্মলানি চ ।  
 সুরভীণি পরাগৈস্ত পঙ্কজানাং বিশেষতঃ ॥ ৪০ ॥  
 ইত্যাভ্যাহং ভগবতা মুক্তা বীণাং যুগাজিনম্ ।  
 স্নানায় কৃতধীস্তীরে গতঃ প্রেমসমম্বিতঃ ॥ ৪১ ॥  
 পাদৌ প্রক্ষাল্য হস্তৌ চ শিখাং বধ্বা কুশগ্রহম্ ।  
 কৃতাচম্য শুচিত্বোরে স্নাতবানস্মি তজ্জলে ॥ ৪২ ॥  
 যদা তস্মিন্ জলে রম্যে স্নাতোহহং পশ্যতো হরেঃ ।  
 বিহার্য পৌরুষং রূপং প্রাপ্তঃ স্ত্রীত্বমনুভূতমম্ ॥ ৪৩ ॥  
 হরিগৃহীত্বা বীণাং মে তথা কুশাজিনং শুভম্ ।  
 আরুহ্য গগনং তূর্ণং জগাম স্বগৃহং কণাৎ ॥ ৪৪ ॥  
 ততোহহং স্ত্রীত্বমাপন্নশ্চারুভূষণভূষিতঃ ।  
 তৎকণান্ মনসা জাতা পূর্বদেহস্য বিস্মৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥

(নারদস্ত স্নানং প্রতি মনঃপ্রবর্তনার্থং তৎপূর্বং বিশ্রাম ইতি বোধয়ন্নাহ বিশ্রাম্যেতি ॥ ৩৯—৪৩ ॥

জগামেতি । কণাৎ মম যজ্ঞনোন্মজ্ঞনরোরবকাশকণে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনন্তর ভগবান্ হস্ত করিয়া আমার তর্জনী ধারণ করিলেন এবং সেই সরোবরের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া আমাকে তাহার তীরদেশে লইয়া গেলেন । সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট মনোহর তটদেশে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকণ বিশ্রামের পর ভগবান্ আমাকে বলিলেন, সুনিবর ! ইহার বিমল জলে তুমি অগ্রে স্নান কর, তদনন্তর আমি এই পরম পবিত্র তড়াগে স্নান করিব । নারদ ! দেখ দেখ ! ইহার জল সাধুজনের চিত্তের স্তায় কেমন নির্মল ! তাহাতে আমার পঙ্কজপংক্তির পরাগপুঞ্জে সুবাসিত হইয়া কেমন সৌগন্ধ ধারণ করিয়াছে ॥ ৩৯—৪০ ॥ ভগবান্ বাসুদেব আমাকে এই বাক্য বলিলে পর আমি বীণা ও যুগাজিন পরিত্যাগ পূর্বক ছুটি হইয়া স্নানের অভিলাষে বারিরাশির সমীপস্থ তীরে গমন করিলাম । হস্তপাদ প্রক্ষালন পূর্বক শিখাবন্ধন ও কুশগ্রহণ করিয়া আচমনান্তে শুচি হইয়া সেই জলে অবগাহন করিলাম । আমি স্নান করিতেছি, হরি আমারে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় অগ্রে নিবর হইয়া উপস্থান করিয়া দেখি, আমি পুরুষ রূপ পরিত্যাগ পূর্বক মনোহর স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪১—৪৩ ॥ তখন হরি আমার যুগচর্ম ও বীণা গ্রহণ করিয়া গন্ধে আনোহন পূর্বক আকাশপথে তৎকণাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করি-

বিস্মৃতোহসৌ ভগবাত্থো মহতী বিস্মৃতা পুনঃ ।

সম্প্রাপ্য মোহিনীরূপং তড়াগান্নির্গতো বহিঃ ॥ ৪৬ ॥

অপশ্যৎ নলিনীজুষ্ঠং সরস্বত্বিমলোদকম্ ।

কিমেতদিত্তিমনসাকরবং বিস্ময়ং মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥

এবং চিস্তয়মানস্ত নারীরূপধরস্ত মে ।

সহসা দৃক্পথং প্রাপ্তস্তত্র তালধ্বজো নৃপঃ ॥ ৪৮ ॥

গজাশ্বরথবৃন্দৈশ্চ সংবৃতো রথসংস্থিতঃ ।

যুবা ভূষণসংবীতো দেহবানিব মন্থথঃ ॥ ৪৯ ॥

বীক্ষ্য মাং ভূপতিস্তত্র দিব্যভূষণভূষিতাম্ ।

রাকাচন্দ্রমুখীং যোষাং বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৫০ ॥

পপ্রচ্ছ কাসি কল্যাণি ! কস্ত পুত্রী সুরস্ত বা ।

মানুষস্ত চ বা কাস্তে ! গন্ধর্বস্তোরগস্ত চ ॥ ৫১ ॥

বিস্মৃতো ময়েতি শেষঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সহসেতি । তালধ্বজাখ্যো রাজা সহসা দৃক্পথং প্রাপ্ত ইত্যপি ভগবতোহবটনঘটনা-  
পটীরসীমারাকৃতমিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৪৮—৫০ ॥

অস্তা লোকাভীতরূপবদ্বাং সুরস্য বেতি প্রশ্নঃ ॥ ৫১ ॥

লেন ॥ ৪৪ ॥ আমি, সূচাকভূষণ সমূহে বিভূষিত নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পূৰ্বদেহ  
বিস্মৃত হইলাম; আমার সেই মহতী বীণাকেও ভুলিলাম এবং দেবদেব ভগবাত্থকেও  
বিস্মৃত হইয়া গেলাম। অনন্তর, সেই মনোমোহন রমণীরূপ ধারণ করিয়া তড়াগ হইতে  
নির্গত হইয়া নলিনকুলবিরাজিত নির্মল জলপূরিত দিব্য এক সরোবর দর্শন করিলাম;  
তদর্শনে একি ? মনে মনে বারংবার এইরূপ বিস্ময় অন্তিতে লাগিল ॥ ৪৫—৪৭ ॥ আমি  
নারীরূপ ধারণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি; এমন সময়ে বহুতর গজ ও  
বাজিরাজি-সম্বিত হইয়া তালধ্বজ নামক এক নরপতি রথে আরোহণ পূৰ্বক সহসা  
আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ সেই রাজা নৃতিমান্ মন্থথের ভ্রাতা, তাঁহার  
অঙ্গসমূহ নানাবিধ আভরণে বিভূষিত, দেহে যৌবন কুসুম বিকসিত হইয়া তাঁহার দিব্য-  
দেহের অপূৰ্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৪৯ ॥ নরপতি সেখানে আসিয়াই আমাকে  
দেখিতে পাইলেন; দিব্য আভরণে বিভূষিত আমার দেহ এবং পূর্ণচন্দ্রের ভ্রাতা আনন  
নিরীক্ষণ করিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কল্যাণি ! তুমি কে ? তুমি  
মানবকণ্ঠা ? অথবা নাগকণ্ঠা ? কিবা গন্ধর্বনন্দিনী অথবা কোনও দেবতার কণ্ঠা ?  
তোমাকে রূপযৌবন সম্পন্ন বালা দেখিতেছি, তুমি এখানে একাকিনী রহিয়াছ কেন ?  
অলোচনে ! কোনও সৌভাগ্যবান্ পুরুষ কি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ? অথবা



একাকিনী কথং বাল্যে রূপযৌবনভূষিতা ।

বিবাহিতাথ কঞ্চা বা সত্যং বদ সুলোচনে ! ॥ ৫২ ॥

কিং পশ্যসি স্নকেশান্তে ! তড়াগেহস্মিন্ স্নমধ্যমে ! ।

চিকীর্ষিতং পিকালাপে ! ব্রুহি মন্থধমোহিনি ! ॥ ৫৩ ॥

ভুঙ্ক্ষু ভোগানরালাক্ষি ! ময়া সহ কৃশোদরি ! ।

বাহিতান্ মনসা নুনং কৃদ্ধা মাং পতিমুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
নারদস্ত শ্রীরূপপ্রাপ্তিকথনং নাম অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একাকিনী অসহায়ী ॥ ৫২ ॥

চিকীর্ষিতং মনোহতিলম্বিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অরালাক্ষি ! হে কুটিলনরনে ! ॥ ৫৪ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

এখনও তোমার পাণিপীড়ন সম্পন্ন হয় নাই ; তাহা তুমি সত্য করিয়া বল ॥ ৫০—৫২ ॥  
স্নকেশিনি ! এই সরোবরে তুমি কি দেখিতেছ ; হে মন্থধমোহিনি ! তোমার মনের  
অভিলাষ কি বল । কুটিলনরনে ! তোমার কোকিলের জ্ঞান কণ্ঠস্থরে আমার মন মোহিত  
হইয়াছে, কৃশোদরি ! তুমি আমাকে পতিরূপে বরণ করিয়া আমার সহিত নানাবিধ অভি-  
লষিত মনোরম ভোগ্য বস্তু উপভোগ কর ॥ ৫৩-৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্রমক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের শ্রীরূপ প্রাপ্তি বর্ণন নামক  
অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ইত্যাঙ্কোহহং তদা তেন রাজ্ঞা তালধ্বজেন চ ।  
বিমুশ্য মনসাত্যর্থং তমুবাচ বিশাম্পতে ! ॥ ১ ॥  
রাজম্বাহং বিজানামি পুঞ্জী কশ্চেতি নিশ্চয়ম্ ।  
পিতরৌ ক চ মে কেন স্থাপিতা চ সরোবরে ॥ ২ ॥  
কিং করোমি ক গচ্ছামি কথং মে শ্রুতং ভবেৎ ।  
নিরাধারাম্মি রাজেন্দ্র ! চিন্তয়ামি চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩ ॥  
দৈবমেব পরং রাজম্বাস্ত্যত্র পৌরুষং মম ।  
ধর্মজ্ঞোহসি মহীপাল ! যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৪ ॥  
তবাধীনাম্ব্যহং ভূপ ! ন মে কোহপ্যস্তি পালকঃ ।  
ন পিতা ন চ মাতা চ ন স্থানং ন চ বান্ধবাঃ ॥ ৫ ॥

ষট্‌ষট্‌লোকবর্ষোক্ত ত্রীতাং গমিতস্ত চ ।

নারদস্ত পুনঃ সম্যক্ পৌরুষ্যপ্রাপ্তিরুচ্যতে ।

তালধ্বজসমাগমানস্তরং জাতং বৃন্তম্বাহ ইত্যুক্ত ইতি ॥ ১ ॥  
শ্রুতং কল্যাণম্ ॥ ৩—৫ ॥

নারদ কহিলেন, ষেপারন ! রাজা তালধ্বজ তখন আমাকে এইরূপ বলিলে পর, আমি মনে মনে অনেক বিবেচনা করিয়া বলিলাম রাজন্ ! আমি কাহার কণ্ঠা তাহা আমি জানি না, এবং আমার পিতা মাতা যে কোথায় আছেন তাহাও আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না ; এক ব্যক্তি আমাকে এই সরোবরে রাখিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন ॥ ১—২ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি অনাথ ও নিরাশ্রয় হইরাছি এক্ষণে কি করিব ? কোথায় যাইব, কোন্ কার্য করিলে আমার কল্যাণ হইবে সেই বিষয়ের নিমিত্তই নিরন্তর চিন্তা করিতেছি ॥ ৩ ॥ রাজন্ ! দৈবই বলবান্ এই বিষয়ে আমার কিছুমাত্র প্রভূতা নাই, আপনি ধর্মজ্ঞ ও রাজা, এক্ষণে আপনার বাহা অভিপ্রায় হইয় আপনি তাহাই করুন ॥ ৪ ॥ ভূপবর ! আমার প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত মাতা পিতা অথবা বহু বান্ধব কেহই নাই এবং অস্ত্র কোন আশ্রয়স্থানও নাই ; অতএব আমি এক্ষণে আপনারই অধীন হইলাম ॥ ৫ ॥

ইত্যাভ্যাহসৌ ময়া রাজা বভূব মদনাতুরঃ ।

মাং নিরীক্ষ্য বিশালাক্ষীং সেবকানিত্যবাচ হ ॥ ৬ ॥

নরযানমানয়ধ্বং চতুর্বাহুং মনোহরম্ ।

আরোহণার্থমস্তাশ্চ কোশেয়াশ্রববেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥

মৃদাস্তুরণসংযুক্তং যুক্তাজালবিভূষিতম্ ।

চতুরশ্রং বিশালঞ্চ সুবর্ণরচিতং শুভম্ ॥ ৮ ॥

তস্মৈ তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃত্যাঃ সহস্রগামিনঃ ।

আনিম্যঃ শিবিকাং দিব্যাং মদার্থে বস্ত্রবেষ্টিতাম্ ॥ ৯ ॥

আকুঢ়াহং তদা তস্মাৎ তস্মৈ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।

মুদিতোহসৌ গৃহে নীত্বা মাং তদা পৃথিবীপতিঃ ॥ ১০ ॥

বিবাহবিধিনা রাজা শুভে লগ্নে শুভে দিনে ।

উপযেমে চ মাং তত্র হৃতভুক্‌সমিধৌ ততঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাহং বল্লভা জাতা প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ।

সৌভাগ্যসুন্দরীত্যেবং নাম তত্র কৃতং মম ॥ ১২ ॥

রমমাণো ময়া সার্কিং সুখমাপ মহীপতিঃ ।

নানাভোগবিলাসৈশ্চ কামশাস্ত্রৌদিতৈস্তথা ॥ ১৩ ॥

( মদনাতুর ইতি । বিশালাক্ষীমিত্যপলক্ষণং সর্বাঙ্গসুন্দরীং যুবরাজস্তোপভোগযোগ্য-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৬—৯ ॥

ধর্মপত্নীং তাং চকারেত্যত আহ বিবাহবিধিনেতি ॥ ১০ ॥

ন কেবলং সহধর্মিণী অপি চ প্রেমসীত্যত আহ প্রাণেভ্যোহপি ইতি ॥ ১১—১৩ ॥ )

আমি রাজাকে এই বাক্য বলিলে পর আমার বদন কমল নিরীক্ষণ করিয়া রাজার মন মন্থনধ্বরে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তিনি অমুচরগণকে কহিলেন, তোমারা ইহার আরোহণের নিমিত্ত কোষের বসন বেষ্টিত, মৃদু আস্তরণ সম্বলিত, যুক্তাজালে সুশো-  
ভিত সুবর্ণগুণ-বিজড়িত চতুরশ্র ও বিভূত চতুর্জনবাহু মনোহর নরযান নীত্ব আনিয়ন  
কর ॥ ৬—৮ ॥ রাজার বচন শ্রবণমাত্র ভৃত্যগণ সহস্র গমনপূর্বক আমার নিষিদ্ধ বসন-  
বেষ্টিত অতি মনোহর নরযান আনিয়ন করিল ॥ ৯ ॥ আমি রাজার প্রিয়সাধন কামনায়  
তাহাতে আরোহণ করিলাম; রাজাও প্রমোদিত হইয়া আমাকে গৃহে লইয়া গিয়া  
বিবাহের বিধি অনুসারে শুভদিনে শুভলগ্নে হৃতশর সন্নিধানে আমার পাণিগাঁড়ন  
করিলেন ॥ ১০—১১ ॥ আমি তাঁহার প্রাণ হইতেও গরীয়সী প্রেমসী হইলাম, রাজা  
আদরপূর্বক আমার সৌভাগ্যসুন্দরী এই নাম রাখিয়া দিলেন ॥ ১২ ॥ সেই নরপতি কাম-  
শাস্ত্রোক্ত নানা প্রকার ভোগবিলাস সহকারে আমার সহিত বিবিধপ্রকার বিহার ও ক্রীড়া



রাজকাৰ্য্যানি সংত্যজ্য ক্রীড়াসক্তো দিবানিশম্ ।  
 নাসৌ বিবেদ গচ্ছন্তং কালং কামকলান্নতঃ ॥ ১৪ ॥  
 উদ্যানেষু চ রম্যেষু বাপীষু চ গৃহেষু চ ॥ ।  
 হর্ম্যেষু বরশৈলেষু দীর্ঘিকাশ্চ বরাস্চ চ ॥ ১৫ ॥  
 বারুণীমদমন্তোহসৌ বিহরন্ কাননে শুভে ।  
 বিমৃজ্য সৰ্বকাৰ্য্যানি মদধীনো বভূব হ ॥ ১৬ ॥  
 ব্যাসাহং তেন সংসক্তা ক্রীড়ারসবশীকৃতা ।  
 স্মৃতবান্ পূৰ্বদেহং ন পুংভাবং মুনিজন্ম চ ॥ ১৭ ॥  
 মমৈবায়ং পতিৰ্যোষাহং পত্নীষু প্রিয়া সতী ।  
 পট্টরাজ্ঞী বিলাসজ্ঞা সফলং জীবিতং মম ॥ ১৮ ॥  
 ইতি চিন্তয়তী তস্মিন্ প্রেমবদ্ধা দিবানিশম্ ।  
 ক্রীড়ানক্তা স্তখে লুকা তং স্থিতা বশবর্তিনী ॥ ১৯ ॥  
 বিস্মৃতং ব্রহ্মবিজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ শাস্বতম্ ।  
 ধৰ্ম্মশাস্ত্রপরিজ্ঞানং তদাসক্তমনাঃ স্থিতা ॥ ২০ ॥

পূৰ্বদেহং পুংভাবং মুনিজন্ম চ ন স্মৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পত্নীষু পত্নীষু মধ্য প্রিয়া সত্যহমেবাস্ত যোষা নাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি । অনেন চ ব্রহ্মবিজ্ঞানে জাতেহপি পুনঃ সংস্কাররূপেণ দগ্ধবীজবৎ  
 স্থিততাবরণশক্তিরূপস্তাজ্ঞানস্ত মায়াবলাৎ প্রাহৃত্যবোহস্মিন্নেব জন্মনি ভবতীতি বোধিতম্ ।

করিয়া প্রমোদ এবং নানা প্রকার সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥১৩॥ তখন তিনি রাজ-  
 কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রই আমার সহিত কামক্রীড়ার আসক্ত হইয়া রহিলেন ।  
 সেই মহীপাল কামকলার এরূপ নিরত হইয়াছিলেন যে বহুকাল বিগত হইলেও তিনি তাহা  
 জানিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥ তিনি বারুণী মদিরা পান করিয়া রাজকাৰ্য্য বিসর্জন দিয়া  
 মনোরম উদ্যান, সুরম্য দীর্ঘিকা, মনোহর হর্ম্মা, সুশোভন গৃহ, রমণীয় শৈল, স্পৃহণীয়  
 কানন এই সকল স্থলে বিহার করিতে করিতে সম্পূর্ণরূপে আমার অধীন হইয়া পড়িয়া  
 ছিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥ বৈপারন ! সেই রাজার সহিত ক্রীড়ারসে নিরন্তর আসক্ত ও তাঁহারই  
 বশীকৃত থাকিয়া আমার পূৰ্বদেহ, পুরুষভাব, অথবা মুনিজন্ম কিছুই স্মরণ হইল না ॥ ১৭ ॥  
 এই রাজা আমার প্রতি অসুরক্ত, সকল পত্নীগণের মধ্যে আমিই তাঁহার প্রিয়তমা, নিরতই  
 তিনি আমারই নিরত হইয়া থাকেন, আমিই তাঁহার বিলাসিনী পট্টরাজ্ঞী এইরূপ চিন্তা  
 করিয়া দিবারাত্র তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ এবং সুখলাভের নিমিত্ত তাঁহারই বশবর্তিনী  
 থাকিয়া নিরন্তর ক্রীড়ার আসক্ত থাকিলাম । বলতঃ তাহাতে আমার মনিস একান্ত আসক্ত

এবং বিহরতস্তত্র বর্ষানি দ্বাদশৈব তু ।

গতানি কণবৎ কামক্রীড়াসক্তস্ত মে যুনে ! ॥ ২১ ॥

জাতা গর্ভবতী চাহং যুদং প্রাপ নৃপসুদা ।

কারয়ামাস বিধিবদ্ গর্ভসংস্কারকর্ম চ ॥ ২২ ॥

অপৃচ্ছ দোহদং রাজা প্রীণয়ন্ মাং পুনঃপুনঃ ।

নাহিব্রবং লজ্জামানাহং নৃপং প্রীতমনা ভূশম্ ॥ ২৩ ॥

সম্পূর্ণে দশমে মাসি পুত্রো জাতস্ততো মম ।

শুভেহিগ্রহনক্ষত্রলগ্নতারাভাষিতে ॥ ২৪ ॥

বভূব নৃপতের্গেহে পুত্রজন্মমহোৎসবঃ ।

রাজা পরমসম্বল্কো বভূব সূতজন্মতঃ ॥ ২৫ ॥

সূতকাস্তে সূতং বীক্ষ্য রাজা যুদমবাপ হ ।

অহং ভূমিপতেশ্চাসং প্রিয়া ভার্য্যা পরস্তপ ! ॥ ২৬ ॥

ততো বর্ষদ্বয়াস্তে বৈ পুনর্গর্ভো ময়া ধৃতঃ ।

দ্বিতীয়স্ত সূতো জাতঃ সর্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ২৭ ॥

এতাদৃশমহো মায়াবলমিতি ভাবঃ । নহু বুদ্ধজ্ঞানে জাতেহপি পুনরজ্ঞানস্তোভবে বুদ্ধজ্ঞানং নিরর্থকমেবেতি চেন্ন । স কুবুদ্ধজ্ঞানেন দৃষ্টজ্ঞানস্ত সংস্কাররূপেণ দৃষ্টবীজবৎস্থিতস্ত তন্নিষেব দেহে প্রাহুর্ভাবেহপি তস্ত জন্মান্তরদায়কত্বাভাবাদ্ বুদ্ধজ্ঞানসার্থকত্বমিচ্ছঃ । তীর্থে স্বপচগৃহে বা নষ্টস্থিতিরপি ত্যজন্ প্রাণান্ জ্ঞানসমকালমেব টেকবল্যং যাতি । হত-শোক ইতি পরমার্থগারে পতঙ্গলুপ্তেরিতি ॥ ২০—২২ ॥

দোহদং গর্ভিণীমনোরথম্ ॥ ২৩—২৮ ॥

হইয়া রহিল, শাস্ত্রত বুদ্ধজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞান সকলই বিস্মৃত হইয়াছিলাম ॥ ১৮—২০ ॥ যুনিবর! এইরূপে কামক্রীড়ার আসক্ত থাকিয়া নানাবিধরূপে বিহার করিতে করিতে দ্বাদশ বৎসর কণকালের জায় অতীত হইয়া গেল, কিন্তু আমি তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না । তদনন্তর আমি গর্ভবতী হইলাম, তদ্বর্ণনে নরপতি অতিশয় দ্বিষ্ট হইয়া আমার গর্ভ-সংস্কারক্রিয়া সমস্তই সম্পাদন করিলেন ॥ ২১—২২ ॥ রাজা আমার মনস্তত্ত্ব সম্পাদন করিয়া সর্বদাই গর্ভদোহদের নিমিত্ত অভিলষণীর অব্যয় কথা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন; আমি তাহাতে অত্যন্ত লজ্জিতা হইতাম; তাহাতে নরপতি আরও প্রীতিমান হইয়া উঠিতেন ॥ ২৩ ॥ এইরূপে দশমাস পরিপূর্ণ হইলে শুভগ্রহ, শুভনক্ষত্র, শুভবার ও শুভতারাবল সমন্বিত শুভ দিবসে আমি এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলাম, রাজা পুত্র জন্মিল বলিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পুত্রজন্ম-নিবন্ধন মহোৎসব আয়োজন করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ দৈবার্য্যে আভ্যশৌচ পূত হইলে রাজা পুত্রদূষ দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তদনন্তর আমি

সুধম্বতি স্ততস্তাধ নাম চক্রে নৃপসুদা ।  
 বীরবম্বতি জ্যেষ্ঠস্ত ব্রাহ্মণৈঃ প্রেরিতস্তম্ ॥ ২৮ ॥  
 এবং দ্বাদশপুত্রাশ্চ প্রসূতা ভূপসম্মতাঃ ।  
 মোহিতোহহং তদা তেষাং প্রীত্যা পালনলালনে ॥ ২৯ ॥  
 পুনরষ্ঠ স্ততাঃ কালে কালে জাতাঃ স্বরূপিণঃ ।  
 গার্হস্থ্যং মে ততঃ পূর্ণং সম্পন্নং সুখসাধনম্ ॥ ৩০ ॥  
 তেষাং দারক্রিয়াঃ কালে কৃতা রাজ্ঞা যথোচিতাঃ ।  
 সুষাভিষ্ঠ তথা পুত্রৈঃ পরিবারো মহানভূৎ ॥ ৩১ ॥  
 ততঃ পৌত্রাদিসমুত্তাত্তেহপি ক্রীড়ারসাস্বিতাঃ ।  
 আসন্নানারসোপেতা মোহরুদ্ধিকরা ভূশম্ ॥ ৩২ ॥  
 কদাচিৎ সুখমৈশ্বর্য্যং কদাচিদুঃখমদুতম্ ।  
 পুত্রেষু রোগজনিতং দেহসস্তাপকারকম্ ॥ ৩৩ ॥  
 পরম্পরং কদাচিত্তু বিরোধোহভূৎ সুদারুণঃ ।  
 পুত্রাণাং বা বধূনাঞ্চ তেন সস্তাপসম্ভবঃ ॥ ৩৪ ॥

( মোহাধিক্যে পুত্রবুদ্ধিরূপং কারণং প্রকটয়গ্ৰাহ । এবং দ্বাদশপুত্রাশ্চেতি ॥ ২৯—৩২ ॥  
 ইদানীং সস্তাপকারণকাহ পুত্রেষু রোগজনিতমিতি ॥ ৩৩—৩৪ ॥ )

সেই মহীপালের প্রিয়তমা ভার্য্যা হইয়া রহিলাম ॥২৬॥ তার পর ছই বৎসর পরেই পুনর্বার  
 আমার গর্ভের সঞ্চার হইল । তাহাতেও সর্ববিধ লক্ষণ সংযুক্ত দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করি-  
 লাম ॥ ২৭ ॥ রাজা দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুধম্বা রাখিলেন, আর ব্রাহ্মণগণের আদেশে  
 জ্যেষ্ঠপুত্রের বীরবর্ম্মা নাম রাখিয়া দিলেন ॥ ২৮ ॥ এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাজার সুসম্মত  
 দ্বাদশটি পুত্র প্রসব করিয়া তখন তাহাদের লালন পালনেই মোহিত হইয়া থাকিলাম ॥২৯॥  
 তার পর ক্রমে ক্রমে আর আটটি পুত্র আমার গর্ভেই উৎপন্ন হইল ; এইরূপে আমারি সুখ  
 সম্পন্ন গৃহস্থলী সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৩০ ॥ রাজা বয়াকালে সেই পুত্র সকলের  
 যথোচিতরূপে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তাহাতে পুত্রবধু ও পুত্রসমূহ দ্বারা আমার  
 পরিবার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিল ॥৩১॥ তদনন্তর আমার কতকগুলি পৌত্র হইল, তাহারা  
 নানাবিধ ক্রীড়ারসে আমার মনোমোহ আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল ॥ ৩২ ॥ এইরূপে  
 কখন সুখ ও ঐশ্বর্য্য এবং কখনও পুত্রগণের রোগজনিত আশ্চর্য্যজনক দুঃখ অনুভব  
 করিতে লাগিলাম, তাহাতে আমার দেহ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥ কখন  
 পুত্রগণের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ, কখন পুত্রবধুগণের পরস্পর দারুণ কলহ, এই সকল



সুখদুঃখাত্মকে ঘোরে মিথ্যাচারকরে ভ্রশম্ ।

সঙ্কল্পজনিতে ক্ষুদ্রে মগ্নোহং মুনিসত্তম ! ॥ ৩৫ ॥

বিস্মৃতং পূৰ্ববিজ্ঞানং শাস্ত্রজ্ঞানং তথাগতম্ ।

যোযাভাবে বিলীনোহং গৃহকার্যেষু সৰ্বথা ॥ ৩৬ ॥

অহঙ্কারস্ত সঞ্জাতো ভ্রশং মোহবিবৰ্দ্ধকঃ ।

এতে মে বলিনঃ পুত্রাঃ সূষাঃ স্বকুলসম্ভবাঃ ॥ ৩৭ ॥

এতে পুত্রাঃ স্তম্ভকাঃ ক্রীড়ন্তি মম বেষ্মসু ।

ধন্যাহং খলু নারীণাং সংসারেহস্মিন্নহো ভ্রশম ॥ ৩৮ ॥

নারদোহং ভগবতা বক্ষিতো মায়য়া কিল ।

ন কদাচিৎ ময়াপ্যেবং চিন্তিতং মনসা কিল ॥ ৩৯ ॥

রাজপত্নী শুভাচার্য্য বহুপুত্রা পতিব্রতা ।

ধন্যাহং কিল সংসারে কৃষ্ণেবং মোহিতস্ত্বহম্ ॥ ৪০ ॥

অথ কশ্চিন্ নৃপঃ কামং দূরদেশাধিপো মহান্ ।

অরাতিভাবমাপন্নঃ পতিনা সহ মানদ ! ॥ ৪১ ॥

কৃত্বা সৈন্যসমায়োগং রথৈশ্চ বারগৈর্যুতম্ ।

আজগাম কান্ঠকুঞ্জ পুরে যুদ্ধমচিস্তয়ৎ ॥ ৪২ ॥

অহং নারদো ভগবতা মায়য়া বক্ষিত ইত্যীতি ময়া মনসা ন কদাপি চিন্তিতমেতাৎসর্য্যং  
মায়াবলং প্রবলমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

দুর্ঘটনা দ্বারা আমার মানসে দারুণ সন্তাপ জন্মিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ মুনিসত্তম ! আমি সুখ-  
দুঃখাত্মক মিথ্যাচারময় সংকল্পজনিত এইরূপ ভুলের মায়ার সঙ্কটসাগরে নিমগ্ন অতএব  
পূৰ্ববিজ্ঞান ও সেই শাস্ত্রজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া নারীভাবে গৃহকার্য্যেই নিরত হইয়া থাকি-  
লাম ॥ ৩৫—৩৬ ॥ আমার এতগুলি পুত্রবধু হইয়াছে, এই বলবান্ পুত্র সকল একত্র মিলিত  
হইয়া মদীর গৃহে ক্রীড়া করিতেছে, অহো ! এই সংসারে আমি নারীগণের মধ্যে ধন্যা ও  
পুণ্যবতী হইয়াছি তখন আমার এইরূপ মোহবৰ্দ্ধক অহঙ্কারও জন্মিয়াছিল ॥ ৩৭-৩৮ ॥ আমি  
নারদ, ভগবান্ আমাকে মায়্য দ্বারা বক্ষণা করিয়াছেন, এইরূপ ভাব আমার মনোমধ্যে  
কখনই উদয় হয় নাই ॥ ৩৯ ॥ কৃষ্ণদৈপায়ন ! আমি সদাচারনিরতা রাজপত্নী ও পতিব্রতা,  
আমার এতগুলি পুত্র পৌত্র জন্মিয়াছে, আমি এই সংসারে ধন্যা, এই প্রকারে ঐশ্বর্য্যাদি  
চিন্তা করিয়াই আমি মায়্য দ্বারা বিমোহিত হইয়া কালবাশন করিয়াছিলাম ॥ ৪০ ॥

অনন্তর, দূরদেশের অধিপতি কোন এক মহান্ নরপতি, আমার পতির সহিত বর্কটের  
হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত রথ ও বারণাদি চতুরঙ্গী সেনার সহিত কান্ঠকুঞ্জ নগরে আগমন করি-

বেষ্টিতং নগরং তেন রাজ্ঞা সৈন্তযুতেন চ ।  
 মম পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ নির্গতা নগরান্তরা ॥ ৪৩ ॥  
 সংগ্রামস্তমূলস্তত্র কৃতস্তৈস্তেন পুত্রকৈঃ ।  
 হতা রণে স্ততাঃ সৰ্ব্বৈ বৈরিণা কালযোগতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 রাজা ভগ্নস্ত সংগ্রামাদাগতঃ স্বগৃহং পুনঃ ।  
 শ্রুতং ময়া মৃত্যুঃ পুত্রাঃ সংগ্রামে ভূশদারুণে ॥ ৪৫ ॥  
 স হত্বা মে স্ততান্ পৌত্রান্ গতৌ রাজা বলান্বিতঃ ।  
 ক্রন্দমানা হুহং তত্র গতা সমরমণ্ডলে ॥ ৪৬ ॥  
 দৃষ্টৌ তান্ পতিতান্ পুত্রান্ পৌত্রাশ্চ দুঃখপীড়িতান্ ।  
 বিললাপাহমায়ুশ্চোকসাগরসংপ্লবে ॥ ৪৭ ॥  
 হা পুত্রাঃ ক গতা মেহদ্য হা হতাস্মি ছুরাঅনা ।  
 দৈবেনাতিবলিষ্ঠেন দুৰ্ব্বারেণাতিতাপিনা ॥ ৪৮ ॥  
 এতস্মিন্নস্তরে তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ।  
 কৃত্বা রূপং দ্বিজশ্রাগাদ্ বৃদ্ধঃ পরমশোভনঃ ॥ ৪৯ ॥  
 স্তবাসা বেদবিৎ কামং মৎসমীপং সমাগতঃ ।  
 মামুবাচাতিদীনাং স ক্রন্দমানাং রণাজিরে ॥ ৫০ ॥

( তেন রাজা তৈঃ পুত্রকৈঃ সংগ্রামঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

দুঃখৈবৈরিকৃতপ্রহারাদিজনিতৈঃ পীড়িতান্ নিহতানিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

কামং পর্যাগতং যথা তথৈত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

লেন ॥৪১-৪২॥ সেই রাজা সৈন্ত দ্বারা নগর বেষ্টিত করিলে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ নগর  
 হইতে বহির্গত হইয়া রণস্থলে গমন পূর্বক তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল, কিন্তু  
 কালবশে বৈরিগণ আমার সকল পুত্রগুলিকেই নিহত করিল ॥৪৩-৪৪॥ রাজা রণে ভঙ্গ দিয়া  
 নিজগৃহে আগমন করিলেন । তার পর আমি শুনিলাম যে, আমার সমস্ত পুত্রগুলিই সেই  
 ভীষণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে । সেই বলবান্ রাজা আমার পুত্র পৌত্রগণকে নিহত করিয়া  
 স্বীয় সৈন্তগণের সহিত নিজ নগরে গমন করিয়াছেন । তখন আমি কাঁদিতে কাঁদিতে সেই  
 সংগ্রাম স্থলে সত্তর বাইরা উপস্থিত হইলাম ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আয়ুয়ন্! আমি সেই দারুণ  
 দুঃখপীড়িত পুত্র ও পৌত্রগণকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম  
 এবং উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলাম ॥৪৭ ॥ হা পুত্রগণ! তোমরা আমাকে  
 পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে, হায় । অত্যন্ত বলবান্, অতিশয় সস্তাপদায়ক ও ছর্নিবার,  
 ছুরাআ দৈব আজ আমাকে নিহত করিল ॥ ৪৮ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কিং বিষীদসি তদ্বজ্রি ! ভ্রমোহয়ং প্রকটীকৃতঃ ।

মোহেন কোকিলালাপে ! পতিপুত্রগৃহাত্মকে ॥ ৫১ ॥

কা ত্বং কন্যাঃ স্ত্রীতাঃ কেহমী চিন্তয়াত্মগতিং পরাম্ ।

উত্তীৰ্ণ রোদনং ত্যক্ত্বা স্বস্থা ভব স্থলোচনে ! ॥ ৫২ ॥

স্নানঞ্চ তিলদানঞ্চ পুত্রাণাং কুরু কামিনি ! ।

পরলোকগতানাঞ্চ মর্যাদারক্ষণায় বৈ ॥ ৫৩ ॥

কর্তব্যং সৰ্ব্বথা তীৰ্থে স্নানস্ত ন গৃহে কচিৎ ।

মৃতানাং কিল বন্ধুনাং ধর্মশাস্ত্রস্ত নিৰ্ণয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

নারদ উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা তেন বিশ্রেণ বৃদ্ধেন প্রতিবোধিতা ।

উথিতাহং নৃপেণাথ যুক্তা বন্ধুভিরারুতা ॥ ৫৫ ॥

অত্রাতো দ্বিজরূপেণ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।

চলিতাহং ততস্তূর্ণং তীর্থং পরমপাবনম্ ॥ ৫৬ ॥

পতিপুত্রগৃহাত্মকে ইতিসম্বোধনং তদাত্মকে সংসারে ইতি শেষো বা ॥ ৫১ ॥

পর্যায়ঃ দুঃখনিবৃত্তিরূপামৃতমামাত্মগতিং চিন্তয় অধ্বিন্যেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

অত্রাত ইতি । ভগবান্ দ্বিজরূপেণ উপলক্ষিতঃ সন্ চলিত ইতি শেষঃ ॥ ৫৩—৫৭ ॥ )

এই সময়ে ভগবান্ মধুসূদন, সুশোভন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্বক সেই স্থানে আমার নিকট আগমন করিলেন । তাঁহার বসন পবিত্র ও মনোজ্ঞ ; তাঁহাকে বেদজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল । আমাকে রণাঙ্গনে দীনভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কহিলেন, দেবি ! তোমার আলাপ কোকিলতুল্য তোমাকে পতিপুত্রবতী ও সমৃদ্ধশালিনী গৃহস্বামিনী বলিয়া বোধ হইতেছে ; কিন্তু তুমি জানিও যে এ সকল কেবল মোহজনিত ভ্রমমাত্র, তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ ? কি জন্তই বা বিষণ্ণ হইতেছ ? স্থলোচনে ! ভাবিয়া দেখ তুমি কে ? এই পুত্রগণই বা কাহার ? আপনার উত্তমগতি কিসে হইবে তাহাই তুমি চিন্তা কর, এক্ষণে রোদন পরিত্যাগপূর্বক উঠিয়া বসিয়া স্থস্থ হও ॥ ৫১—৫২ ॥ দেবি ! পরলোক গত পুত্রগণের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে জল ও তিলদান কর ॥ ৫৩ ॥ মৃত ব্যক্তিদিগের বন্ধুগণের তীর্থ স্নানই কর্তব্য গৃহে স্নান কদাচই উচিত নহে, ইহাই ধর্মের স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥ ৫৪ ॥

নারদ কহিলেন, ষেপারন ! সেই বৃদ্ধ বিশ্রবর এইরূপ বুঝাইলে পর আমি এবং রাজা বন্ধুগণে পরিবৃত্ত হইয়া গাভোধান করিলাম ॥ ৫৫ ॥ দ্বিজরূপধারী ভূতভাবন ভগবান্ মধু-



হরির্মাং কৃপয়া তত্র পুংতীর্থে সরসি প্রভুঃ ।

নীত্বাহ ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বিজরূপী জনার্দনঃ ॥ ৫৭ ॥

স্নানং কুরু তড়াগেহস্মিন্ পাবনে গজগামিনি ! ।

ত্যজ শোকং ক্রিয়াকালঃ পুত্রাণাঞ্চ নিরর্থকম্ ॥ ৫৮ ॥

কোটিশস্তে মৃত্যুঃ পুত্রা জন্মজন্মসমুদ্ভবাঃ ।

পিতরঃ পতয়শ্চৈব ভ্রাতরো জাময়ন্তথা ॥ ৫৯ ॥

কেষাং দুঃখং স্বপ্না কার্য্যং ভ্রমেহস্মিন্ মানসোদ্ভবে ।

বিতথে স্বপ্নসদৃশে তাপদে দেহিনামিহ ॥ ৬০ ॥

নারদ উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা তীর্থে পুরুষসংজ্ঞকে ।

প্রবিষ্টা স্নাতুকামাহং প্রেরিতা তত্র বিষ্ণুনা ॥ ৬১ ॥

মজ্জনাদেব তীর্থেষু পুমাঞ্জাতঃ ক্ৰণাদপি ।

হরিবীণাং করে কৃত্বা স্থিতস্তীরে স্বদেহবান্ ॥ ৬২ ॥

উন্মজ্য চ ময়া তীরে দৃষ্টঃ কমললোচনঃ ।

প্রত্যভিজ্ঞা তদা জাতা মম চিত্তে দ্বিজোত্তম ! ॥ ৬৩ ॥

শোকং নিরর্থকং ত্যজ অয়ং পুত্রাণাং ক্রিয়াকালোহস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬৫ ॥

স্বদন অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, আমি সত্বর হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পরম পবিত্র তীর্থে গমন করিতে লাগিলাম ॥ ৫৬ ॥ দ্বিজরূপধারী জনার্দন ভগবান্ হরি আমাকে সেই পুংতীর্থ নামক সরোবরে লইয়া গিয়া কৃপা প্রকাশপূর্বক কহিলেন, গজগামিনি ! তুমি এই পরম পবিত্র তড়াগ জলে স্নান কর, নিরর্থক শোক পরিত্যাগ কর, এক্ষণে তোমার পুত্রগণের ক্রিয়াকাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ তুমি তাবিত্ত দেখ জন্মজন্মান্তরে তোমার কোটি কোটি পুত্র কন্তা উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোটি কোটি পুত্র কন্তা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কোটি কোটি পিতা পতি ও ভ্রাতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আবার তাহাদিগকে হারাইয়াছ, দেবি ! বল দেখি ইহাদের মধ্যে কাহাদের নিমিত্ত তুমি এক্ষণে দুঃখ করিবে ? তবে ইহা কেবল মনোজাত ভ্রম মাত্র, এই সংসার মোহময়, ইন্দ্রজালের-স্থায় মিথ্যা ও স্বপ্ন সদৃশ, ইহা দ্বারা দেহিগণের সন্তাপমাত্রই অন্বিত থাকে ॥ ৫৯—৬০ ॥

নারদ কহিলেন, আমি তাঁহার বাক্য শুনিয়া এবং সেই বিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্নান করিবার বাসনার সেই পুং-তীর্থ জলে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন নিমগ্ন হইয়া উন্মজ্জন করিয়া দেখি, কণমধ্যেই আমি পুরুষ হইয়াছি, নিজদেহধারী ভগবান্ হরি, করে বীণা ধারণ করিয়া তীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ৬১—৬২ ॥ হে দ্বিজোত্তম ! আমি

সঞ্চিস্তিতং যয়া তত্র নারদোহহমিহাগতঃ ।

হরিণা সহ জীভাবং প্রাপ্তো যায়াবিমোহিতঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি চিন্তাপরশ্চাহং যদা জাতস্তদা হরিঃ ।

যামাহ নারদাগচ্ছ কিং করোষি জলে স্থিতঃ ॥ ৬৫ ॥

বিস্মিতোহহং তদা স্মৃত্বা জীভাবং দারুণং ভূশম্ ।

পুনঃ পুরুষভাবঞ্চ সম্পন্নঃ কেন হেতুনা ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে

জীভাবপ্রাপ্তনারদস্ত পুনঃ পুরুষভাবপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম

উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

কেন হেতুনেতি বিস্মৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

উন্মগ্ন হইয়া যখন তীরস্থিত কমললোচন কৃষ্ণকে অবলোকন করিলাম তখনই আমার চিত্তে প্রত্যভিজ্ঞানের উদয় হইল ॥ ৬৩ ॥ তখন চিন্তা করিলাম আমি নারদ এই স্থানে আসিয়াছি ~~এক~~ হরিকর্তৃক মায়ায় মোহিত হইয়া জীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ॥ ৬৪ ॥ আমি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছি, তখন ভগবান্ হরি আমাকে কহিলেন, নারদ ! উঠিয়া আইস জলে অবস্থিত হইয়া কি করিতেছ ? ॥ ৬৫ ॥ আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আমার নিদারুণ জীষ্ণভাব স্মরণ করিয়া পুনর্বার কি হেতু পুরুষভাব প্রাপ্ত হইলাম তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-

বতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের পুনঃ পুরুষভাবপ্রাপ্তি নামক

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রিশোঃধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

মাং দৃষ্ট্বা নারদং বিপ্রং বিস্মিতোহসৌ মহীপতিঃ ।

ক গতা মম ভার্যা সা কুতোহয়ং মুনিসত্তমঃ ॥ ১ ॥

বিললাপ নৃপসুত্র হা প্রিয়েতি মুহুমুহুঃ ।

ক গতা মাং পরিত্যজ্য বিলপসুত্রং বিয়োগিনম্ ॥ ২ ॥

বিনা ত্বাং বিপুলশ্রোণি ! বৃথা মে জীবিতং গৃহম্ ।

রাজ্যং কমলপত্রাক্ষি ! কিং করোমি শুচিস্মিতে ! ॥ ৩ ॥

ন প্রাণা মে বহির্যাস্তি বিরহেণ তবাধুনা ।

গতো বৈ প্রীতিধর্মস্তু ত্বামৃতে প্রাণধারণাৎ ॥ ৪ ॥

ত্ৰ্যধিকৈশ্চৈব পঞ্চাশৎপদৈরথ হরিঃ স্বয়ম্ ।

নারদার মহামারামহিমানং বদত্যপি ॥

নারদস্ত পুরুষতাবপ্রাপ্ত্যন্তরং জাতং বৃত্তমাহ মাং দৃষ্ট্বৈতি ॥ ১—৩ ॥

তব বিরহেণ যদি প্রাণা বহির্নির্গচ্ছন্তি তদপি বরম্ পরস্ত তেহপি বহিন্ নির্গচ্ছন্তীত্যাহ  
ন প্রাণা ইতি । প্রাণধারণাৎ প্রাণধারণং ব্যাপ্য যাবজ্জীবমিত্যর্থঃ । ত্বামৃতে প্রীতিধর্মো  
গত উচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ । ইতঃপরং যাবজ্জীবং কুত্রাপি প্রীতিন্ হ্যন্ততীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, মুনিবর ! সেই সলিল মধ্যে রমণীরূপে নিমগ্ন হইয়া বিপ্রবর নারদ  
রূপে উদ্ভব হইলাম দেখিয়া সেই মহীপতি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা  
করিতে লাগিলেন যে, আমার সেই প্রিয়তমা ভার্যা কোথায় গেল এবং মুনিসত্তম নারদই  
বা সহসা কোথা হইতে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ রাজা প্রিয়তমা ভার্য্যারে দেখিতে না পাইয়া  
হা প্রিয়ে ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গেলে ? আমি তোমার বিরহে অত্যন্ত  
ব্যাকুল হইতেছি, সত্ত্বর আসিয়া আমাকে দর্শন দাও এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ  
করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ তিনি কাস্তার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন,  
কমলনয়নে ! তোমা ব্যতিরেকে আমার জীবন এবং রাজ্যাদি বিকল ; হে শুচিস্মিতে !  
তোমার অভাবে আমার গৃহ সমস্তই শূন্যময় ; অগ্নি পৃথুশ্রোণি ! তোমার বিরহে  
এখনও আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে না কেন ? হে জীবিতেশ্বর ! তোমার অস্ত  
যাবজ্জীবন আমার প্রীতিরূপ ধর্ম বিনষ্ট হইল ; হার ! আমার প্রীতি এখন আর কোথাও



বিলপামি বিশালাক্ষি ! দেহি প্রত্যুত্তরং প্রিয়ম্ ।  
 ক গতা সা ময়ি প্রীতির্যাভূৎ প্রথমসঙ্গমে ॥ ৫ ॥  
 বিমগ্না কিং জলে স্তব্ধা ! ভঙ্কিতা মৎস্রকচ্ছপৈঃ ।  
 গৃহীতা বক্রগেনাশু মম দৌর্ভাগ্যযোগতঃ ॥ ৬ ॥  
 ধন্যাসি চারুসর্বাক্ষি ! যা স্বং পুত্রৈঃ সমাগতা ।  
 অকৃত্রিমস্ত পুত্রেষু স্নেহস্তেহমৃতভাষিণি ! ॥ ৭ ॥  
 ন যুক্তমধুনা যন্মাং বিহায় ত্রিদিবং গতা ।  
 বিলপস্তং পতিং দীনং পুত্রস্নেহেন যজ্জিতা ॥ ৮ ॥  
 উভয়ং মে গতং কান্তে ! পুত্রাস্তং প্রাণবল্লভা ।  
 তথাপি মরণং নাস্তি দুঃখং তস্মা ভৃশং প্রিয়ে ! ॥ ৯ ॥  
 কিং করোমি ক গচ্ছামি রামো নাস্তি মহীতলে ।  
 রামাবিরহজং দুঃখং জানাতি রঘুনন্দনঃ ॥ ১০ ॥  
 বিধিনা নিষ্ঠুরেণাত্র বিপরীতং কৃতং ভুবি ।  
 দম্পত্যোর্মরণং ভিন্নং সর্বথা সমচিত্তয়োঃ ॥ ১১ ॥

ময়ি যা তব প্রীতিঃ স্থিতা সাধুনা ক গতেষ্বয়ঃ ॥ ৫—৬ ॥

পুত্রৈঃ সহ সমাগতা মৃত্যুত্যাগঃ ॥ ৭—১১ ॥

স্থান প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৩—৪ ॥ অয়ি যুগশাবকাক্ষি ! আমি তোমার বিরোগে কাতর হইয়া  
 বিলাপ করিতেছি, তুমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া আমার মনঃ প্রাণ সুশীতল কর ।  
 প্রিয়ে ! প্রথম মিলন সময়ে তুমি আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলে এখন  
 তাহা কোথায় গেল ? ॥ ৫ ॥ হে স্তব্ধ ! আমার দুর্ভাগ্যবশতই কি তুমি জলে নিমগ্ন হইয়া  
 প্রাণ বিসর্জন করিলে ? তোমাকে কি মৎস্র কচ্ছপাদি জলচর জন্তুগণ ভক্ষণ করিল ; অথবা  
 জলাধিপতি বক্রগদেব তোমাকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিল ? ॥ ৬ ॥ হা অমৃতভাষিণি !  
 তুমি পুত্রগণের সহিত গমন করিলে অতএব তুমিই ধন্যা, আহা ! পুত্রগণের প্রতি তোমার  
 যে অকৃত্রিম স্নেহ ছিল তাহাও তুমি এক্ষণে প্রকাশ করিয়াছ ॥ ৭ ॥ অয়ি চারুসর্বাক্ষি !  
 আমি তোমার বিরহে বিলাপ করিতেছি, তুমি পুত্রস্নেহে আকৃষ্ট হইয়াই আমায়ে  
 পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গ গমন করিলে ইহা কি তোমার কর্তব্য হইল ॥ ৮ ॥ প্রিয়ে ! দেখ,  
 আমি, পুত্রগণ এবং প্রাণবল্লভ প্রিয়া এই উত্তরই হারাইলাম, তথাপি আমার প্রাণ বহির্গত  
 হইল না অতএব আমার প্রাণ অত্যন্তই কঠিন সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ যিনি মনোরমা পতিব্রতা  
 প্রিয়তমার বিরহ বেদনা জানিতেন, সেই রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র এক্ষণে এই অবনীতলে  
 অবস্থিতি করিতেছেন না, তবে এক্ষণে আমি এই বেদনা জানাইবার নিমিত্ত কোথায় বাইব,

উপকারস্ত নারীণাং মুনিভির্বিহিতঃ কিম ।

যদুত্তং ধর্মশাস্ত্রেষু জ্ঞানং পতিনা সহ ॥ ১২ ॥

এবং বিলপমানং তং রাজানং ভগবান্ হরিঃ ।

নিবারয়ামাস তদা বচনৈযুক্তিযোজিতৈঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কিং বিধীদসি রাজেশ্বর ! ক গতা তে প্রিয়াঙ্গনা ।

ন শ্রুতং কিং ত্বয়া শাস্ত্রং ন কৃতো বিবুধাশ্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥

কা মা কল্বং ক সংযোগো বিয়োগঃ কীদৃশস্তব ।

প্রবাহরূপসংসারে নৃণাং নৌতরতামিব ॥ ১৫ ॥

গৃহং গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ! বৃথা তে রুদিতেন কিম্ ।

সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ দৈবাধীনঃ সদা নৃণাম্ ॥ ১৬ ॥

অনয়া সহ তে রাজন্ ! সংযোগস্তিহ সংবৃতঃ ।

মুক্তা ত্বয়া বিশালাক্ষী স্তন্দরী তনুমধ্যমা ॥ ১৭ ॥

পতিনা সহৈতি । তথা পুরুষস্তাপি স্ত্রীয়া সহ জ্ঞানং কৃতো ন কৃতমিতি ভাবঃ ॥১২-১৭॥

কি করিব তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ১০ ॥ শুধে ও দুঃখে যাহাদের মনের ভাব সমান, সেইরূপ দম্পতির মরণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দিষ্ট করিয়া নিষ্ঠুর বিধাতা অতি বিপরীত কার্যই করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ মুনিগণ ধর্মশাস্ত্রে পতির সহিত পতিব্রতা রমণীগণের সহমরণ-বিধি নির্দ্ধারিত করিয়া তাহাদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা পুরুষগণের জীব সহিত বহিঃপ্রবেশের বিধান কেন করিলেন না, তাহা হইলেই উত্তম হইত সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥ রাজা এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন দেখিয়া ভগবান্ হরি তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত বচন পরম্পরা দ্বারা নিবারণ করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! তুমি এত বিষাদ করিতেছ কেন ? তোমার প্রিয়তমা অঙ্গনা কোথায় গিয়াছে ? তুমি কি কখন শাস্ত্র শ্রবণ বা বুধগণের আশ্রয় গ্রহণ কর নাই ? ॥১৩-১৪॥ তোমার সেই প্রিয়াই বা কে ? এবং তুমিই বা কে ? তোমাদের সংযোগ ও বিয়োগ কীদৃশ এবং কোথায় তাহা সংঘটিত হইয়াছিল ; রাজন্ ! নৌকার নদী পার হইবার সময় মানবগণের যেরূপ জগতিক সম্মিলন হয়, এই প্রবাহরূপ সংসারে জীপুত্রাদির মিলন ও সেইরূপ জানিবে ॥ ১৫ ॥ অতএব নৃপবর ! তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর তোমার বৃথা রোদনে ফল কি ? মানবগণের সংযোগ ও বিয়োগ সর্বদাই দৈবের অধীন অতএব তাহার নিমিত্ত বিলাপ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের কর্তব্য নহে ॥১৬॥ রাজন্ ! এই নারীর সহিত তোমার মিলন এই স্থানেই হইয়াছিল ; এবং তুমি সেই বিশালাক্ষী

ন দৃষ্টৌ পিতরাবস্থাস্থয়া প্রাপ্তা সরোবরে ।

কাকতালীপ্রসঙ্গেন যত্নতং তত্তথাগতম্ ॥ ১৮ ॥

মা শোকং কুরু রাজেন্দ্র ! কালো হি দুরতিক্রমঃ ।

কালযোগং সমাসাদ্য ভুঙ্কু ভোগান্ গৃহে যথা ॥ ১৯ ॥

যথাগতা গতা সা তু তথৈব বরবর্ণিনী ।

যথাপূৰ্ব্বং তথা তত্র গচ্ছ কার্যং কুরু প্রভো ! ॥ ২০ ॥

রুদিতেন তবানৈব নাগমিষ্যতি কামিনী ।

বৃথা শোচসি পৃথ্বীশ ! যোগযুক্তো ভবাধুনা ॥ ২১ ॥

ভোগঃ কালবশাদেতি তথৈব প্রতিযাতি চ ।

নাত্র শোকস্ত কৰ্ত্তব্যো নিষ্ফলে ভববত্ননি ॥ ২২ ॥

নৈকত্র সুখসংযোগো দুঃখযোগস্ত নৈকতঃ ।

ঘটিকায়স্তবৎ কামং ভ্রমণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২৩ ॥

যত্নতং যত্নপন্নং তদ্বথোৎপন্নং তথা গতং তত্র খেদোহুচিৎ ইতি ভাবঃ ॥ ১৮—২৩

কুশোদরী স্নানরীকে এই স্থানেই হারাইয়াছে ॥ ১৭ ॥ তুমি উহার পিতা মাতাকে দেখ নাই, কাকতালীয়ায় (১) এই সরোবরেই প্রাপ্ত হইয়াছে । সে যেভাবে তোমার হইয়াছিল, সেই রূপেই আবার তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে তাহার নিমিত্ত বিলাপ করা তোমার উচিত হই-  
তেছে না ॥ ১৮ ॥ রাজেন্দ্র ! তুমি আর বৃথা শোক করিও না ; কাল অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না, তুমি গৃহে গমন পূৰ্ব্বক কালযোগে পূৰ্বের স্থায় ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ কর ॥ ১৯ ॥ সেই বরবর্ণিনী রমণী যেভাবে আসিয়াছিল সেইরূপেই গমন করিয়াছে, তুমি ও সেইরূপ সকলের প্রভু থাকিয়া নিজ রাজ্যে পূৰ্বের যেৰূপ রাজকার্য্য করিতেছিলে এক্ষণেও সেইরূপ কার্য্য করা তোমার একান্ত কৰ্ত্তব্য ॥ ২০ ॥ রাজন্ ! বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি দিবারাত্র রোদন করিলেও সেই রমণী আর পুনর্বার আসিবে না, হে পৃথিবীশ্ব ! তবে তুমি কেন বৃথা শোক করিতেছ ; যাও আমার বাক্যে তুমি এখন যোগমার্গে মনঃ সমর্পণ করিয়া কাল বাপন করিতে থাক ॥ ২১ ॥ ভোগ্যবস্তু সকল কালবশেই উপস্থিত হয় আবার কালবশেই প্রতিগমন করে, অতএব এই নিষ্ফল সংসার মার্গে শোক করা কদাচই জানী-  
গণের কৰ্ত্তব্য নহে ॥ ২২ ॥ একত্র সুখসংযোগ এবং একত্র দুঃখ সংযোগ সর্বদাই সংঘটিত

(১) কোমল তাল পত্র হইলে তাহার পতন সময় হইয়াছিল, তখন একটি কাক আসিয়া তাহার উপর বসিল, সে উড়িয়াসে তালটি খসিয়া পড়িলে লোকে কহিল যে কাক তাল কেলিয়া দিল, কিন্তু তাহা নহে, তালের পতন সময় হইয়াছিল বলিয়াই পড়িয়াছিল ; ইহাকেই কাকতালী ভাষা কহে । এখানে তোমাদের মিলনের সময় হইয়াছিল বলিয়া মিলন হইয়াছিল, এখন বিরোধের সময় বিরোধ ঘটিল, ইহাতে যত্ন বা বিধাতা প্রভৃতির দোষ নাই, তদন্ত অনর্থক বিলাপ করিবেন না ।



মনঃ কৃত্বা স্থিরং ভূপ ! কুরু রাজ্যং যথাস্থখম্ ।  
 অথবা নৃশ্চ দায়াদে বনং সেবয় সাম্প্রতম্ ॥ ২৪ ॥  
 ছল্ভো মানুষ্যো দেহঃ প্রাণিনাং ক্ৰণভঙ্গুরঃ ।  
 তস্মিন্ প্রাপ্তে তু কৰ্ত্তব্যং সৰ্ব্বথৈবাত্মসাধনম্ ॥ ২৫ ॥  
 জিহ্বোপস্থরসো রাজন্ ! পশুযোনিষু বৰ্ভতে ।  
 জ্ঞানং মানুষ্যদেহে বৈ নাশ্যাস্থ চ কুযোনিষু ॥ ২৬ ॥  
 তস্মাদ্ গচ্ছ গৃহং ত্যক্ত্বা শোকং কান্তাসমুদ্ভবম্ ।  
 মায়েয়ং ভগবত্যাস্তু যয়া সন্মোহিতং জগৎ ॥ ২৭ ॥

নারদ উবাচ ।

ইতু্যক্তো হরিণা রাজা প্রণম্য কমলাপতিম্ ।  
 কৃত্বা স্নানবিধিং সম্যক্ জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ২৮ ॥  
 দত্তা রাজ্যং স্বপৌত্রায় প্রাপ্য নির্বেদমদ্ভুতম্ ।  
 বনং জগাম ভূপালস্তত্ত্বজ্ঞানমবাপ চ ॥ ২৯ ॥

দায়াদে পুণ্ড্রো নৃশ্চ স্থাপয়িত্বার্থঃ ॥ ২৪—২৬ ॥

মায়েয়মিতি । ভগবত্যাঃ সচ্চিদানন্দরূপিণ্যাঃ দেব্যা ইয়ং দৃশ্যমানা সৰ্ব্বা মায়া ভবতি ।  
 কা মা মায়া যয়া জগৎ সৰ্ব্বং স দেবাসুরমানুষং সন্মোহিতং ভবতি তথা চ মায়ায়মাত্মাৎ  
 সৰ্ব্বশ্চ মিথ্যাভিমুক্তং ভবতি মিথ্যাহাদেব মিথ্যাপদার্থশ্রাদ্ধিষ্ঠানজ্ঞানমন্তরা নাশাভাবাদধি-  
 ষ্ঠানরূপসচ্চিদানন্দাত্মিকায়। ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারোহবশ্যঃ সম্পাদনীয়ো মায়ায়মপ্রপঞ্চ-  
 নাশনার্থমিতি ভাবঃ ॥ ২৭—৩৩ ॥

হয় না, অতএব এই সংসারে স্থখ ও দুঃখ স্থির না থাকিয়া ঘটিকাঘটকের আয় সততই ভ্রমণ  
 করিতেছে ॥ ২৩ ॥ অতএব নৃপবর ! মনঃস্থির করিয়া তুমি যথাস্থখে রাজ্য করিতে থাক,  
 অথবা আপন সন্তানের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনগমন কর ॥ ২৪ ॥ রাজন্ ! মানব-  
 দেহ বারি বিশ্বের আয় ক্ৰণভঙ্গুর হইলেও তাহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্তই ছল্ভ, অতএব  
 সেই দেহ প্রাপ্ত হইলেই পরমার্থ সাধনা করা সৰ্ব্বতোভাবেই কৰ্ত্তব্য । রাজেন্দ্র ! লিঙ্গ ও  
 রসনাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা পশুগণও বিষয়রস আশ্বাদন করিয়া থাকে, কিন্তু একমাত্র জ্ঞান মনুষ্য  
 দেহে অধিক দৃষ্ট হয়, অতঃ কুৎসিত যোনিতে তাহা দৃষ্ট হয় না, সেই জ্ঞানাম্বুসারে সংকার্য্য  
 সাধন করা যথার্থ মনুষ্যের পক্ষে একান্তই কৰ্ত্তব্য । অতএব নৃপবর ! কান্তার বিরহ-  
 জনিত শোক পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক গৃহে গমন কর । কান্তাদির প্রতি প্রীতি ও স্নেহাদি  
 সমস্তই বুদ্ধিরূপিণী ভগবতীর মায়ায় কাৰ্য্য, সেই মায়া দ্বারাই এই অখিল জগৎ বিমোহিত  
 হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৫—২৭ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবান্ হরি এই সকল বাক্য বলিলে পর রাজা দেবদেব কমলা-  
 পতিকে প্রণাম করিয়া স্নানাদি সমাপন পূৰ্ব্বক নিজ গৃহে গমন করিলেন । তদনন্তর অত্যন্ত

গতে রাজন্যহং বীক্ষ্য ভগবন্তমধোক্ৰজম্ ।

তমব্রুবং জগন্নাথং হসন্তং মাং পুনঃপুনঃ ॥ ৩০ ॥

বক্ষিতোহয়ং ত্বয়া দেব ! জ্ঞাতং মায়াবলং মহৎ ।

স্মরামি চরিতং সর্বং স্ত্রীদেহে যৎ কৃতং ময়া ॥ ৩১ ॥

ব্রুহি মে দেবদেবেশ ! প্রবিষ্টোহহং সরোবরে ।

বিগতং পূৰ্ব্ববিজ্ঞানং স্মানাদেব কথং হরে ! ॥ ৩২ ॥

যোষিদেহং সমাসাদ্য মোহিতোহহং জগদুত্তরো ! ।

পতিং প্রাপ্য নৃপশ্রেষ্ঠং পুলোমী বাসবং যথা ॥ ৩৩ ॥

মনস্তদেব তচ্ছিত্তং দেহঃ স চ পুরাতনঃ ।

লিঙ্গং তদেব দেবেশ ! স্মৃতের্নাশঃ কথং হরে ! ॥ ৩৪ ॥

বিস্ময়োহয়ং মহান্ মেহত্র জ্ঞাননাশং প্রতি প্রভো ! ।

কথ্যাদ্য রমাকান্ত ! কারণং পরমঞ্চ যৎ ॥ ৩৫ ॥

নারীদেহং ময়া প্রাপ্য ভুক্তা ভোগা হনেকশঃ ।

স্বরূপানং কথং নিত্যং বিধিহীনঞ্চ ভোজনম্ ॥ ৩৬ ॥

ময়া তদেব ন জ্ঞাতং নারদোহহমিতিস্ফুটম্ ।

জানাম্যদ্য যথা সর্বং বিবিক্তং ন তথা তদা ॥ ৩৭ ॥

( লিঙ্গং লিঙ্গদেহো দশবিধেন্দ্রিয়পঞ্চসমীরণমনোবুদ্ধ্যাক্সকসপ্তদশাবয়ববিশিষ্টস্থল্লশরীর মিত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥ )

নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আপন পৌত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বন গমন পূৰ্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন ॥২৮—২৯॥ রাজা গৃহে গমন করিলে ভগবান্ অধোক্ৰজ, আমাকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ হস্ত করিতেছিলেন, তদ্বশনে আমি সেই দেবদেব জগন্নাথকে কহিলাম, দেব ! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, মায়ার বল অতি মহৎ তাহা আমি এক্ষণে জানিতে পারিলাম । জনার্দন ! আমি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলাম এক্ষণে তৎ-সমুদায়ই স্মরণ করিতেছি ॥ ৩০-৩১ ॥ হরে ! আমি সরোবর সলিলে প্রবিষ্ট হইয়া স্নান করা-তেই আমার পূৰ্ব্ববিজ্ঞান বিগত হইল কেন ? ॥ ৩২ ॥ আর যখন আমি নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া শচীদেবীর ইন্দ্রপ্রাপ্তির স্থায় নৃপতিকে পতি লাভ করিলাম তখন আমি মোহিত হইলাম কেন ? আগার সেই পূৰ্ব্বের মনঃ সেই পুরাতন জীবাশ্মা এবং সেই পুরাতন স্কন্ধ-দেহ এই সমস্তইত বিদ্যমান ছিল ; তবে কেন আমার স্মৃতির বিনাশ হইল ? ॥৩৩—৩৪॥ প্রভো ! এই জ্ঞাননাশ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিতেছে, রমানাথ ! আপনি আজ ইহার যথার্থ কারণ কীৰ্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ তঞ্জন করুন ॥৩৫॥ আমি নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়াছি এবং স্বরূপান ও অবিহিত দ্রব্যও ভোজন

## বিষ্ণুরূবাচ ।

পশ্য নারদ ! মায়াবিবিলাসোহয়ং মহামতে ! ।

দেহেষু সৰ্বজন্তুনাং দশাভেদা হনেকশঃ ॥ ৩৮ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিচ্চ তুরীয়া দেহিনাং দশা ।

তথা দেহান্তরে প্রাপ্তে সন্দেহঃ কীদৃশঃ পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

সুপ্তো নরো ন জানাতি ন শৃণোতি বদত্যপি ।

পুনঃ প্রবুদ্ধো জানাতি সৰ্বং জ্ঞানমশেষতঃ ॥ ৪০ ॥

নিদ্রয়া চাল্যতে চিত্তং ভবন্তি স্বপ্নসম্ভবাঃ ।

নানাবিধা মনোভেদা মনোভাবা হনেকশঃ ॥ ৪১ ॥

যজ্ঞয়োক্তঃ বিবিক্তমধুনা যথা জানামি তথা তদা ক্রীভাবসময়ে বিবেকঃ ক্ব গত ইতি তত্র নৈবং সন্দেহং কুরু । সৰ্পভ্রমস্থলে বিবেকজ্ঞানস্ত কুত্ৰাপ্যসম্বাদিত্যাহ । পশ্য নারদেতি ননু ভ্রমস্থলে কুতো ন বিবেকস্তিষ্ঠতীতি চেম্মায়াবিবিলাসাদিত্যাহ মায়াবিবিলাসোহয়মিতি । তত্রানুভবং প্রসিদ্ধমাহ দশাভেদা ইতি । তা দশা আহ জাগ্রদিতি । এতাশ্চতস্রো দশা যদ্যপি ভ্রমরূপা আত্মনি তিষ্ঠন্তি তথাপি তদশানুভবনময়ে উপদেশমন্তরা ন কস্তাপি ভ্রমোহয়মিতি বিবেকজ্ঞানং ভবতি । যথায়ং দৃষ্টান্তস্তথা স্বয়ং দেহান্তরপ্রাপ্তে সতি ভ্রমোহয়মিতি ন স্বপ্না জাতমতো দৃষ্টান্তানুরোধেন পুনঃ কীদৃশঃ সন্দেহোহত্র সন্দেহস্থলং নৈতদিত্যর্থঃ । ন হি রজ্জুসৰ্পাদিভ্রমস্থলে সহপদেশং বিনা বিবেকজ্ঞানং ভবতি মায়াবিনো বিলাস এবায়ং যঃ স্বমাধ্বনাসত্যমপি সত্যমিব দর্শয়তীতি ॥ ৩৯ ॥

ইদমেবানেকদৃষ্টান্তোপপাদনেন বিশদয়তি সুপ্তো নর ইতি । যথা সুপ্তো নরঃ সুপ্তিসময়ে সুপ্তিরিতি ন জানাতি প্রবুদ্ধস্ত সুপ্তোহহমেতাবস্তং কালমিতি জানাতি তথেন্তি শেষঃ । তথা সৰ্বং জ্ঞানং ভ্রমস্থলেহস্ত্যর্থঃ । তস্মিন্ সময়ে তস্ত তত্ত্বং ন জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

স্বপ্নদৃষ্টান্তমস্মিন্নেবার্থে আহ নিদ্রয়েতি ॥ ৪১ ॥

করিয়াছি, মধুসূদন ! এই সকলেরই বা কারণ কি ? ॥ ৩৬ ॥ তখন আমি আপনাকে নারদ বলিয়া জানিতে পারি নাই ; আমি এখন যেরূপ পরিস্কুট রূপে সমস্তই অবগত হইতে পারিতেছি তখন তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই কেন ? ॥ ৩৭ ॥

কেশব কহিলেন, ধীমন্ নারদ ! এই সকলই মায়াবী ঈশ্বরের মায়ার বিলাস মাত্র ; তুমি জানিও যে, সমস্ত জন্তুগণের দেহেই অনেক প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে । দেহিগণের একমাত্র দেহেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়া এই চারি প্রকার দশা হয়, তবে দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে যে দশাবিপর্যায় ঘটিবে তাহাতে তুমি সন্দেহ করিতেছ কেন ? ॥ ৩৮—৩৯ ॥ নরগণ যখন সুপ্ত হইয়া থাকে তখন কোনও বিষয় জানিতে পারে না, শুনিতে পারে না বলিতেও পারে না, কিন্তু পুনর্বার জাগরিত হইয়া সমস্ত বিষয়ই অশেষরূপে জানিতে পারে ॥ ৪০ ॥ নিদ্রা দ্বারা চিত্ত চালিত হয়, তখন স্বপ্ন দ্বারা মনের বিবিধ প্রকার অবস্থাভেদ ও মনোভাবের অনেকরূপ প্রকারভেদ হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ প্রমত্ত বারণ আমাকে হনন করিতে



গজো মাং হস্তমায়াতি ন শক্তোহস্মি পলায়নে ।  
 কি করোমি ন মে স্থানং যত্র গচ্ছামি সত্বরঃ ॥ ৪২ ॥  
 মৃতং পিতামহং স্বপ্নে পশ্যতি স্বগৃহাগতম্ ।  
 সংযোগন্তেন বার্তা চ ভোজনং সহ মন্যতে ॥ ৪৩ ॥  
 প্রবুদ্ধঃ খলু জানাতি স্বপ্নে দৃষ্টং স্মৃথাস্মথম্ ।  
 স্মৃত্বা সর্বং জনেভ্যস্তু বিস্তরাৎ প্রবদত্যপি ॥ ৪৪ ॥  
 স্বপ্নে কোহপি ন জানাতি ভ্রমোহয়মিতি নিশ্চয়ঃ ।  
 যথা তথৈবং বিভবো মায়ায়া দুর্গমঃ কিল ॥ ৪৫ ॥  
 নাহং নারদ ! জানামি পারং পরমদুর্ঘটম্ ।  
 গুণানাং কিল মায়ায়া নৈব শস্তূর্ন পদ্মজঃ ॥ ৪৬ ॥  
 কোহন্যো জ্ঞাতুং সমর্থোহভূন্ মানতো মন্দধীঃ পুনঃ ।  
 মায়াগুণপরিজ্ঞানং ন কশ্যাপি ভবেদিহ ॥ ৪৭ ॥  
 গুণত্রয়কৃতং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।  
 বিনাগুণৈর্ন সংসারো বর্ততে কিঞ্চিদপ্যদঃ ॥ ৪৮ ॥

তানেব নানাবিধমনোভাবানাহ গজো মামিতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

জানাতি স্মরতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

উপসংহরতি যথা তথৈবেতি ॥ ৪৫ ॥

নহু মায়ায়া এবমঘটিতঘটনাপটীয়ত্বং কীদৃশমিতি চেত্তর কোহপি জানাতীত্যাহ নাহং নারদোত । গুণানাং পারমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

যেন জ্ঞেয়ং স গুণত্রয়াস্তর্গতো বা তদতীতো বা । যদি তদতীতস্তদা স পরমাত্মৈবাস্তি নির্জিকারো নাশস্তস্ত চ নির্জিকারত্বাদঘটিতঘটনাপটীয়ত্বং তেন জ্ঞাতুমশক্যম্ । যদি তু গুণ-

আসিতেছে, আমি পলায়নে সমর্থ হইতেছি না, কি করি কোথায় যাই আমার সত্বর পলা-  
 ইবার স্থান নাই, স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ নানা প্রকার মনোভাব হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ আবার  
 কখনও স্বপ্নে দৃষ্ট হয় যে আমার মৃত পিতামহ গৃহে আসিয়াছেন, তাহাকে আমি দেখিতেছি,  
 তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্তা কহিতেছি, এবং তাঁহার সহিত একত্র ভোজনও করি-  
 তেছি ॥ ৪৩ ॥ স্বপ্নে স্মৃথ স্মৃথ যাহা কিছু অমুভূত হয়, জনগণ জাগরিত হইয়া তাহা জানিতে  
 পারে, এবং সেই স্বপ্নঘটিত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিতেও পারে ॥ ৪৪ ॥  
 নারদ ! স্বপ্ন দর্শন সময়ে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকল ভ্রমাক্রান্ত বলিয়া কেহই যেমন নিশ্চিতরূপে  
 জানিতে পারে না, মায়ায় প্রভাব সেইরূপই জ্ঞেয় জানিবে ॥ ৪৫ ॥ মুনিবর ! মায়ায় গুণ-  
 ত্রয়ের পরমদুর্গম প্রভাবের পরিমাণ, আমি, শস্ত্র বা পদ্মযোনি কেহই জানেন না, তবে অস্ত্র  
 কোন্ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিয়া জানিতে পারিবে? অতএব নারদ ! এই সংসারে

অহং সত্ত্বপ্রধানোহস্মি রজস্তমঃসমশ্রিতঃ ।

ন কদাচিচ্ছিত্তিভীহীনো ভবামি ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥

তথা ব্রহ্মা পিতা তেহত্র রজোমুখ্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

তমঃসত্ত্বসমায়ুক্তো ন তাভ্যামুজ্জ্বিতঃ কিল ॥ ৫০ ॥

শিবস্তথা তমোমুখ্যো রজঃসত্ত্বসমায়ুতঃ ।

গুণত্রয়বিহীনস্ত নৈব কোহপি ময়া শ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥

তস্মান্মোহো ন কৰ্ত্তব্যঃ সংসারেহস্মিন্মুনীশ্বর ! ।

মায়াবিনির্মিতেহসারেহপারে পরমদুর্ঘটে ॥ ৫২ ॥

ত্রয়াস্তর্গতস্তদা পশ্চাজ্জায়মানশ্চাৰ্বাচীনশ্চ কথন্তুজ্জ্ঞানং সন্তবেন্নহি পুত্রশ্চ পিতৃকৃতশ্চজনন-  
ব্যাপারশ্চ জ্ঞানসন্তবস্তস্মান্ন কোহপি মায়ায়া বৈভবং জানাতীত্যাহ গুণত্রয়কৃতং সৰ্ব-  
মিতি ॥ ৪৮ ॥

তদেবোপপাদয়তি অহং সত্ত্বৈতি ॥ ৪৯—৫০ ॥

তথা চ শ্রুতির্মায়াবৈভবশ্চ দুর্জয়ত্বং দর্শয়তি । কো অন্ধাবেদক ইহ প্রবোচৎ কুত  
আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ । অর্বাণ্দ্দেবা অশ্রু বিসর্জনেনাথা কো বেদয়ত আবভূব । ইয়ং  
বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদিবাদধে যদিবা ন । যো অশ্রাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমনুসো অন্ধবেদ  
যদিবানে বেদেতি ॥ ৫১ ॥

তর্হি কিং কৰ্ত্তব্যমেতৎপরিজ্ঞানায়ৈতি চেত্তত্রাহ তস্মাদিতি । ন কিঞ্চিন্মায়াবৈভব-  
পরিজ্ঞানে ফলমস্তি কিং তর্হি সংসারো মায়াময়ো মিথ্যাভূতো মায়াবিনির্মিতো দুর্ঘটোহপা-  
রোহসারভূতোহস্তীতি জ্ঞাত্বা তস্মিন্মোহো ন কৰ্ত্তব্যঃ । কিন্তু যেন মায়াবিনা মায়াবিশিষ্ট-  
ব্রহ্মণা নির্মিতোহয়ং সংসারস্তাং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীং ভগবতীং জপেদ্ধ্যায়েন্নমেত্তগ্নিষ্ঠস্তৎ-  
পরায়ণ এব ভবেদিতি ভাবঃ । তদুক্তং স্মৃতসংহিতায়াম্ । ততঃ সৰ্বং সমুৎসৃজ্য পূণাং  
পরমসংবিদম্ । স্বাত্মনৈবানুসন্ধ্যায় পুনস্তচ্চ বিসর্জয়েৎ । স্বান্নভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বান্নভূতাং  
মহেশ্বরীম্ । পূজয়েদাদরেণৈব পূজা সা পুরুষার্থদেতি ॥ ৫২ ॥

মায়ায় গুণের পরিজ্ঞান করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥৪৭—৪৮॥ এই স্বাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ  
মায়ায় গুণত্রয়ে নির্মিত ; মায়ায় গুণ ব্যতিরেকে এই সংসারের কিঞ্চিন্মাত্রও বর্তমান  
থাকিতে পারে না ॥ ৪৮ ॥ আমি সত্ত্বগুণ-প্রধান কিন্তু রজঃ ও তমোগুণ আমাতে বিদ্য-  
মান রহিয়াছে, আমি ভুবনেশ্বর হইয়াও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই না ॥৪৯॥  
সেইরূপ তোমার পিতা প্রজাপতি রজঃপ্রধান, কিন্তু সত্ত্ব ও তমোগুণ কদাচই পরিত্যাগ  
করিতে সমর্থ হন না ॥ ৫০ ॥ আমার মহাদেব তমঃপ্রধান, কিন্তু তাঁহাতেও সত্ত্ব ও রজোগুণ  
নিয়তই বিদ্যমান, অতএব কোনও পুরুষ এই গুণত্রয় হইতে বিভিন্ন হইয়া অবস্থিতি  
করিতে পারে না ; ইহা আমি শ্রুতিতে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৫১ ॥ অতএব মুনিবর !  
মায়ানির্মিত পরমদুর্ঘট এই অপার সংসারে মোহ পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মরূপিণী ভগবতীর  
উপাসনা করাই কৰ্ত্তব্য ॥ ৫২ ॥ মহাভাগ ! তুমি এখনি ত মায়ায় প্রভাব দেখিয়াছ, মায়া-

দৃষ্টা মায়া ত্রয়াদৈব ভুক্তা ভোগা হনেকশঃ ।

কিং পৃচ্ছসি মহাভাগ ! তস্মাশ্চরিতমদ্ভুতম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
মহামায়ামহিমাবর্ণনং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

উপসংহরতি দৃষ্টেতি ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

জনিত অনেক প্রকার ভোগও উপভোগ করিয়াছ এবং মায়ার চরিত্র বে অদ্ভুত, তাহাও  
জানিতে পারিয়াছ তবে আর তাহার বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে মহামায়ার মহিমাবর্ণন নামক  
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## একত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

নিশাময় মহারাজ ! ব্রুবীমি বিশদাক্ষরম্ ।  
মাহাত্ম্যং খলু মায়ায়া নারদাত্মু ময়া শ্রুতম্ ॥ ১ ॥  
ময়া পুনর্মুনিঃ পৃষ্ঠো নারদঃ সর্ববিভূমঃ ।  
শ্রুত্বা কথাং মুনেস্তস্য নারীদেহসমুদ্ভবাম্ ॥ ২ ॥  
ব্রুহি নারদ ! পশ্চাৎ কিং কথিতং হরিণা তদা ।  
ক্ গতশ্চ জগন্নাথো ভবতা সহ মাধবঃ ॥ ৩ ॥

নারদ উবাচ ।

ইত্যাভূত্বা ভগবাংস্তস্মিংশুড়াগে তু মনোহরে ।  
আরুহ্য গরুড়ং গন্তুং বৈকুণ্ঠে চ মনো দধে ॥ ৪ ॥  
মামুবাচ রমাকান্তো যথেষ্টং গচ্ছ নারদ ! ।  
এহি বা মম লোকং ত্বং যথাকৃচি তথা কুরু ॥ ৫ ॥

---

যটিল্লোকৈর্মহামায়ামহিমা সন্নিগদ্যতে ।

তন্নাশনে ভগবতীধানাদিকমিহোচ্যতে ॥

বিষ্ণুনা নারদায়োপদেশে কৃতেহনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ । নিশাময়েতি ॥ ১—৫ ॥

---

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আমি পূর্বে মহর্ষি নারদের নিকটে মায়ার মাহাত্ম্য যেরূপ শুনিয়াছি তৎসমস্তই আপনার নিকট পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিয়া কহিতেছি আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ আমি দেবর্ষি নারদের নারীদেহ প্রাপ্তিবিষয়ক উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তখন সেই সর্ববিদগ্গের অগ্রগণ্য মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মুনিবর ! তদনন্তর হরি আপনাকে কি বলিলেন, এবং আপনার সহিত সেই দেবদেব লক্ষ্মীপতি কোথায় গমন করিলেন ॥ ২—৩ ॥

নারদ বলিলেন, সেই মনোহর সরোবরে ভগবান্ আমারে এই সকল বলিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে মানস করিলেন ॥ ৪ ॥ তখন সেই কমলাকান্ত আমাকে কহিলেন, নারদ ! তুমি তোমার অভিলষিত স্থানে গমন কর, অথবা যদি তোমার অভিপ্রায় হয় তবে আমার সহিত গোলোকধামেও গমন করিতে পার,

ব্রহ্মলোকং গতচ্চাহমাপৃচ্ছ্য মধুসূদনম্ ।  
 ভগবানপি দেবেশস্তৎক্ষণাদ্ গরুড়াসনঃ ।  
 বৈকুণ্ঠমগমতুর্নং মামাদিশ্য যথাস্থখম্ ॥ ৬ ॥  
 ততোহহং পিতৃসদনং গতৌ যাতে জনার্দনে ।  
 চিন্তয়ন্ সকলং দুঃখং স্থখঞ্চ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৭ ॥  
 গত্বা প্রণম্য পিতরং স্থিতৌ যাবৎ পুরঃ পিতুঃ ।  
 তাবৎ পৃষ্ঠৌ যুনে ! পিত্রা বীক্ষ্য চিন্তাতুরস্তু মাম্ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ক গতৌহসি মহাভাগ ! কস্মাচ্চিন্তাতুরঃ স্ত ত ! ।  
 স্বস্থং নৈবাদ্য পশ্যামি মনস্তে যুনিসত্তম ! ॥ ৯ ॥  
 কেনাপি বঞ্চিতৌহসি ত্বং দৃষ্টং বা কিঞ্চিদদ্ভুতম্ ।  
 বিষগ্নং গতবিজ্ঞানং পশ্যামি ত্বাং কথং স্ত ত ! ॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা পিত্রা বৃষ্যাং সমুপবেশ্য চ ।  
 তমব্রবৎ স্ববৃত্তান্তং মায়াবলসমুদ্ভবম্ ॥ ১১ ॥

চিন্তাতুরং মাং বীক্ষ্য স্থিতেন পিত্রাহং পৃষ্ট ইত্যর্থঃ । যুনে ইতি ব্যাসসম্বোধনম্ ॥ ৬—১০ ॥

বৃষ্যামাসনে ॥ ১১—১৪ ॥

আমি প্রণাম ও সম্ভাষণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম, ভগবানও তৎক্ষণাৎ গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক যথাস্থখে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ৫-৬ ॥ জনার্দন গমন করিলে পর আমি মনে মনে সকল প্রকার অনুভূত অদ্ভুত স্থখ ও দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে পিতৃ সন্নিধানে গমন করিলাম । অনন্তর, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যেমন অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলাম অমনি পিতা আমাকে চিন্তাতুর দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭-৮ ॥ মহাভাগ ! তুমি কোথায় গিয়াছিলে ? তোমাকে চিন্তাতুর দেখিতেছি কেন ? হে যুনিসত্তম ! অদ্য আমি তোমার মানস স্থস্থ দেখিতেছি না ॥ ৯ ॥ আমার বোধ হইতেছে, কেহ তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে অথবা তুমি কোনও অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিয়াছ, পুত্র ! অদ্য তোমাকে আমি বিষগ্ন ও জ্ঞানহীনের আয় দেখিতেছি কেন ? ॥ ১০ ॥

দ্বৈপায়ন ! পিতা আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কুশাসনে উপবেশন করিয়া মায়ায় মাহাত্ম্যজনিত স্বীয় সমস্ত বৃত্তান্তই তাঁহার নিকট কীর্তন করিলাম, পিতঃ ! আমি মহাপ্রভাবশালিবিষ্ণু কর্তৃক বিশেষরূপে বঞ্চিত হইয়াছি, তিনি আমাকে জীভাব প্রদান

বঞ্চিতোহহং পিতঃ ! কামং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।  
 স্ত্রীভাবং গমিতঃ কামং বর্ষানি শ্রবহুশ্চাপি ॥ ১২ ॥  
 অনুভূতং মহদুঃখং পুত্রশোকসমুদ্ভবম্ ।  
 প্রবোধিতোহহং তেনৈব যদুবাक्याমৃতেন চ ॥ ১৩ ॥  
 পুনঃ সরোবরে স্নাত্বা জাতোহহং নারদঃ পুমান্ ।  
 কিমেতৎ কারণং ব্রহ্মন্ ! যন্মোহমগমং তদা ॥ ১৪ ॥  
 বিস্মৃতং পূর্ববিজ্ঞানং তন্ময়স্তরসাকৃতঃ ।  
 এতন্মায়াবলং ব্রহ্মন্ জানেহহং দুরত্যয়ম্ ১৫ ॥ ॥  
 জ্ঞানহানিকরং জাতং মূলং মোহশ্চ বিস্কূটম্ ।  
 অনুভূতং ময়া সগ্যক্ জাতং সর্বং শুভাশুভম্ ॥ ১৬ ॥  
 কথং ত্বং জিতবাংস্তাত ! তমুপায়ং বদস্ব মে ॥ ১৭ ॥

নারদ উবাচ ।

বিজ্ঞপ্তোহসৌ ময়া ধাতা প্রীতিপূর্বমতঃপরম্ ।  
 মামুবাচ স্মিতং কৃত্বা পিতা মে বাসবীশ্বত ! ॥ ১৮ ॥

অহং মোহমগমং গভবানিত্যর্থঃ । বিস্মৃতং ময়েতি শেষঃ । তন্ময়োমোহময়েহহং তরসা  
 বেগেন কৃতঃ । কিমশ্চ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

হে তাত ! তামেবাতিদুর্ঘটকারিণীং মায়াং ত্বং কথং জিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

পূর্বক বহুতর বৎসর সেই ভাবেই রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি পুত্রশোকজনিত  
 মহদুঃখ অনুভব করিয়াছি, অনন্তর তিনিই আমাকে মাধুর্য্যময় বাক্যামৃত দ্বারা পুনর্বার  
 জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন ॥ ১১—১৩ ॥ আমি পুনর্বার সরোবরে স্নান করিয়া তৎপরে এই  
 পুরুষরূপী নারদ হইয়াছি, পিতঃ ! আমি তখন যে একরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহার  
 কারণ কি ? ॥ ১৪ ॥ আর আমি পূর্ব-বিজ্ঞান বিস্মৃত এবং বলপ্ৰেরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মোহ-  
 ময় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাত ! আমার বল যে একরূপ দুর্বলতা তাহা আমি পূর্বে  
 জানিতাম না ॥ ১৫ ॥ মায়াবলে জ্ঞানহানি হয়, মায়াবল মোহের মূল, ইহা আমি পরিস্কূট  
 রূপেই অনুভব করিয়াছি এবং তাহাতে মঙ্গল বা অমঙ্গল যাহা কিছু আছে তাহাও  
 জানিতে পারিয়াছি, পিতঃ ! আপনি সেই দুর্ঘটঘটনাপটীয়াসী মায়াকে কিরূপে জয়  
 করিয়াছেন, সেই উপায় আমাকে বলিয়া দিন ॥ ১৬—১৭ ॥

তপোধন ! আমি এইরূপ বলিলে পর পিতা আমার চিন্তার কারণ অবগত হইয়া  
 তদনন্তর আমাকে প্রীতিপূর্ববচনে জৈষং হস্ত করিয়া কহিলেন, বৎস ! সমস্ত সুরগণ  
 মহাত্মা মুনিগণ জ্ঞানাবিত তাপসগণ এবং বায়ুভোজী যোগিগণও এই মায়াকে জয় করিতে



ব্রহ্মোবাচ ।

স্বরৈঃ সর্বৈর্মুনিভিঃ মহাত্মভিঃ

তাপসৈর্জানিযুক্তৈশ্চ যোগিভিঃ পবনাশনৈঃ ॥ ১৯ ॥

নাহং তাং সর্বথা জ্ঞাতুং শক্তো মায়াং মহাবলাম্ ।

বিষ্ণুজ্ঞাতুং ন শক্তশ্চ তথা শম্বুরুমাপতিঃ ॥ ২০ ॥

দুজ্জেরা সা মহামায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।

কালকর্ম্মস্বভাবাদৈর্নিমিত্তকারণৈর্বৃত্তা ॥ ২১ ॥

শোকং মা কুরু মেধাবিংস্তত্র মায়ামহাবলে ।

ন চৈব বিশ্বয়ঃ কার্যো বয়ং সর্বৈ বিমোহিতাঃ ॥ ২২ ॥

নারদ উবাচ ।

পিত্রেভ্যুক্তস্তদা ব্যাস ! তমাপৃচ্ছ্য গতস্ময়ঃ ।

আগতোহস্ম্যত্র পশ্যন্ বৈ তীর্থানি চ বরাণি চ ॥ ২৩ ॥

তস্মাদ্ভুমপি সন্ত্যজ্য মোহং কৌরবনাশজম্ ।

কালক্ষয়ং স্থখাসীনঃ স্থানেহস্মিন্ কুরু সত্তম ! ॥ ২৪ ॥

কালকর্ম্মেতি । মায়াপাদান কারণং কালকর্ম্মাদিকং নিমিত্তকারণং সাধনং সামগ্রী-  
ভূতৈর্নিমিত্তকাবণৈর্বৃত্তা যুক্তা মায়াস্তীত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । কালস্বভাবো নিয়তি-  
র্ষদৃচ্ছাভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যতি স্বেতাস্বতরে । তথাচানেকসামগ্রীবিশিষ্টা  
মায়াতিপ্রবলা যত একৈকসামগ্রীনাশোহপি কেনচিৎ কর্ত্তুং ন শক্যতে কুতঃ পুনঃ সকল-  
সামগ্রীসহিতায়ান্তস্থা নাশ ইতি ॥ ২১ ॥

বয়ং সর্বৈ বিমোহিতা ইতি । অজ্ঞানিন আবরণশক্ত্যা বিক্ষেপশক্ত্যা চ মোহিতাঃ বয়ং  
জ্ঞানিনস্ত বিক্ষেপশক্ত্যা বিমোহিতা যাবদেহধারণপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সমর্থ হয় না । নারদ ! মায়ার বল এমনি মহৎ যে আমি বিষ্ণু এবং উমাপতি শম্বু প্রভৃতি  
কেহই সেই মায়াকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না । কাল, কর্ম্ম এবং স্বভাবাদি নিমিত্ত-  
কারণ-পরম্পরা দ্বারা সেই মহামায়াই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন,  
বৎস ! তুমি তাঁহাকে অতিশয় দুজ্জের বলিয়া জানিও । মেধাবিন্ ! তুমি শোক করিও না  
এবং সেই মায়ার মহৎ বলের বিষয়ে বিশ্বয় করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহাতে  
আমরা সকলেই বিমোহিত হইয়া রহিয়াছি ॥ ১৮—২২ ॥

দ্বৈপায়ন ! পিতা আমাকে এইরূপ বলিলে পর আমার বিশ্বয় বিদূরিত হইল, তদনন্তর  
আমি পিতা পদ্মযোনির অনুমতি লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম, ক্রমে ক্রমে প্রধান  
প্রধান তীর্থ সকল দর্শন করিতে করিতে সম্প্রতি এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ॥ ২৩ ॥  
অতএব হে মুনিসত্তম ! তুমিও কুরুকুলনাশজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম্ ।

নিশ্চয়ং হৃদয়ে কৃত্বা বিচরস্ব যথাস্থখম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা নারদো রাজন্ ! গতৌ মাং প্রতিবোধ্য চ ।

অহং তচ্ছিন্তয়ন্ বাক্যং যদুক্তং মুনির্নাতদা ॥ ২৬ ॥

স্থিতঃ সরস্বতীতীরে কল্লৈ সারস্বতে বরে ।

কালান্তিবাহনায়ৈতৎ কৃতং ভাগবতং ময়া ॥ ২৭ ॥

পুরাণমুত্তমং ভূপ ! সৰ্বসংশয়নাশনম্ ।

নানাখ্যানসমায়ুক্তং বেদপ্রামাণ্যসংশ্রিতম্ ।

সন্দেহোহত্র ন কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্বথা নৃপসত্তম ! ॥ ২৮ ॥

যথেন্দ্রজালিকঃ কশ্চিৎ পাঞ্চালীং দারবীং করে ।

কৃত্বানর্ভয়তে কামং স্বেচ্ছয়া বশবর্ত্তিনীম্ ॥ ২৯ ॥

কৌরবনাশজং পূৰ্ব্বমধ্যায়দ্বয়েন ব্যোক্তং মোহম্ । স্থথাসীনঃ । স্থখে ভূমানন্দে  
সংবিদ্ধপিণ্যাং ভগবত্যাসীনঃ স্থিতস্তম্ভিষ্ঠৌ ভূত্বৈত্যর্থঃ । কালক্ষয়ং কুরু ন জগত্তমোহা-  
দিকং বাবলোকস্ব জীবনুত্তিলাভার্থং ভগবত্যাং সমাধিনিষ্ঠৌ ভবেত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

যদি সমাধিগতোহপি কদাচিৎ প্রারদ্ধবশেন চিত্তং ব্যুথিতং ভবেত্তদা বিক্ষেপো ভোক্তব্য  
এব ন তত্রোপায়োহস্তীত্যাহ অবশ্যমেবেতি ॥ ২৫—২৬ ॥

কল্লৈ সারস্বতে বর ইতি । সারস্বতকল্লৈ জায়মানাঃ যাঃ কণা দেব্যাবির্ভাবাদিকান্তা  
গৃহীত্বা মরৈতদ্দেবীভাগবতং কৃতমিত্যর্থঃ । যদ্বা । সারস্বতকল্লৈ এবমরৈতদ্ভাগবতং কৃত-  
মিত্যর্থঃ । কালান্তিবাহনেতি । সমাধেৰ্যুথিতস্ত চিত্তস্ত বিক্ষেপবাধা মা ভূৎ কিন্তু ভগবতী  
শুণানুবর্ণনে কালো গচ্ছতু তদর্থমিত্যর্থঃ । তদুক্তং মাংস্তে । সারস্বতস্ত কল্লস্ত মধ্যে  
যে স্মার্নরামরাঃ । তদ্বৃত্তান্তোদ্বং লোকে তদ্ভাগবতমিষ্যত ইতি ॥ ২৭ ॥

পরম আনন্দসহকারে অবস্থান পূৰ্ব্বক সময় অতিবাহিত করিতে থাক ॥ ২৪ ॥ নিজকৃত  
শুভাশুভ কৰ্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, হৃদয়ে এই স্থির নিশ্চয় করিয়া যথাস্থখে বিচরণ  
কর ॥ ২৫

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মহর্ষি নারদ এই বলিয়া আমার তত্ত্ববোধ উদ্দীপিত করিয়া  
দিয়া যথেষ্ট স্থানে গমন করিলেন, আমি তখন নারদোক্ত সেই বাক্য সকল মনে মনে চিন্তা  
করিতে লাগিলাম ॥ ২৬ ॥ আমি সরস্বতীর তীরদেশে অবস্থিত হইয়া অত্যুত্তম সারস্বত কল্লৈ  
কাল অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত এই দেবীভাগবত প্রণয়ন করিয়াছিলাম ॥ ২৭ ॥ এই  
পুরাণ অত্যুত্তম, ইহা দ্বারা সমস্ত সংশয় বিনষ্ট হয় কেননা ইহা বেদপ্রামাণ্যে বিরচিত,  
ইহাতে নানাবিধ মনোহর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, অতএব নৃপবর ! ইহাতে সন্দেহ করা  
কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে ॥ ২৮ ॥ যেমন ইন্দ্রজালিক ব্যক্তিগণ দারুময়ী পুত্তলিকা হস্তে লইয়া নিজ

তথা নর্তয়তে মায়া জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।  
 ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তঃ স দেবাস্থরমানুষম্ ॥ ৩০ ॥  
 পঞ্চেন্দ্রিয়সমায়ুক্তং মনশ্চিত্তানুবর্তনম্ ।  
 গুণাস্তু কারণং রাজন্ ! সর্বেষাং সর্বথা ত্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥  
 কার্য্যং কারণসংযুক্তং ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ ।  
 ভিন্নভিন্নস্বভাবাস্তে গুণা মায়াসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩২ ॥  
 শাস্তো ঘোরস্তথা মূঢ়স্ত্রয়স্ত বিবিধা যতঃ ।  
 তৎসমেতঃ পুমামিত্যং তদ্বিহীনঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥  
 ন ভবত্যেব সংসারে রহিতস্তস্তুভিঃ পটঃ ।  
 তথা গুণৈস্তিভিহীনো ন দেহীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৪ ॥  
 দেবদেহো মনুষ্যো বা তিরশ্চো বা নরাধিপ ! ।  
 গুণৈर्वিরহিতো ন স্থান্ মদ্বিহীনো ঘটো যথা ॥ ৩৫ ॥

মায়ৈবৈতেষাং সর্বভাবানাং কারণং সর্বত্র দৃশ্যমাত্রস্তাপি সর্বকারণমিত্যত্র ন সন্দেহঃ  
 কর্তব্য ইত্যাহ সন্দেহোহত্র ন কর্তব্য ইতি । পাকালীং পুতলীং দারবীং দারুনির্মি-  
 তাম্ ॥ ২৮—৩০ ॥

গুণাস্তিতি । মায়াগুণা এবৈত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

বিবিধান্নয়ো গুণাঃ । প্রস্তারে কৃতে ত্রয়াণাং নব ভেদা ভবন্তি পুনর্নবানাং প্রস্তারে  
 পুনস্তাবতাং প্রস্তারে এবংক্রমেণানস্তা ভেদা গুণানাং ভবন্তীত্যর্থঃ । এবং গুণানামনস্তত্বং  
 প্রমাণ্য তেষাং ব্যাপ্ত্যা মায়াব্যাপ্তিগাহ তৎসমেত ইতি ॥ ৩৩-৩৫ ॥

বশে আপন ইচ্ছায় নাচাইয়া থাকে, এই জগন্মোহিনী মায়াও ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত দেব ও  
 মানবগণের সহিত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎকে সেইরূপে নাচাইতেছেন ॥২৯-৩০॥ রাজন্!  
 পঞ্চেন্দ্রিয় সমন্বিত যে মন চিত্তের অনুবর্তন করিয়া থাকে, তাহাতে মায়ারই গুণত্রয় এই  
 সমস্তের সর্বথা কারণ বলিয়া জানিবে ॥৩১॥ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, ইহা নিঃসন্দেহ  
 রূপেই নিশ্চয় হইয়াছে, তবে বিবিধ প্রকার মায়াগুণ হইতে যে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট  
 জীবগণের উৎপত্তি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ? ॥ ৩২ ॥ সেই মায়াগুণ নানা  
 প্রকার এই হেতু সংসারে তৎসংযুক্ত পুরুষগণ কেহ শাস্ত এবং কেহ বা ঘোর মূর্খ হয়,  
 তাহার কারণ মায়াক্ষয় হইতে উৎপন্ন তখন তাহা ছাড়িয়া কিরূপে থাকিতে পারে ? ॥৩৩॥  
 যেমন তন্তু ব্যতিরেকে পটের উৎপত্তি অসম্ভব, সেইরূপ এই সংসারে মায়ার গুণত্রয় ব্যতি-  
 রেকে দেহিগণের উৎপত্তিও অসম্ভব ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥৩৪॥ যেমন মৃত্তিকা ব্যতি-  
 রেকে ঘট জন্মিতে পারে না সেইরূপ দেবদেহ, নরদেহ অথবা তির্য্যগ্দেহই হউক গুণ-  
 বিরহিত হইয়া কেহই উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র ইহার তিন



ব্রহ্মাবিস্মৃস্তথারুদ্রস্ত্রয়শ্চামী গুণাশ্রয়াঃ ।

কদাচিৎ প্রীতিযুক্তান্তে তথাপ্রীতিযুতাঃ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥

তথা বিষাদযুক্তান্তে ভবন্তি গুণযোগতঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মা কদাচিৎ সত্ত্বস্বস্তদা শান্তঃ সমাধিমান্ ।

প্রীতিযুক্তো ভবেৎ সৰ্বভূতেষু জ্ঞানসংযুতঃ ॥ ৩৮ ॥

পুনঃ সত্ত্ববিহীনস্ত রজোগুণসমাবৃতঃ ।

তদা ভবেদ্ ঘোররূপঃ সৰ্বত্রাপ্রীতিসংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥

যদা তমোগুণাবিষ্টো বাহুল্যেন ভবেদ্বিধিঃ ।

তদা বিষাদসম্পন্নো মুঢ়ো ভবতি নান্যথা ॥ ৪০ ॥

মাধবোহপি যদা সত্ত্বসংশ্রিতঃ সৰ্বথা ভবেৎ ।

তদা শান্তঃ প্রীতিযুক্তো ভবেজ্জ্ঞানসমম্বিতঃ ॥ ৪১ ॥

সএব রজআধিক্যাদপ্রীতিসংযুতো ভবেৎ ।

ঘোরশ্চ সৰ্বভূতেষু গুণাধীনো রমাপতিঃ ॥ ৪২ ॥

রুদ্রোহপি সত্ত্বসংযুক্তঃ প্রীতিমাঞ্জাশ্চিমান্ ভবেৎ ।

রজোনিমীলিতঃ সোহপি ঘোরঃ প্রীতিবিবর্জিতঃ ।

তমোগুণযুতঃ সোহপি মুঢ়ো বিষাদযুগ্ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

এতে যদি গুণাধীনা ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ।

সূর্য্যবংশোদ্ভবাস্ত দ্বং সোমবংশভবা অপি ॥ ৪৪ ॥

মাধবো বিষ্ণুরপি তথৈবেত্যাহ মাধবোহপীতি ॥ ৪১—৪৩

জনেও গুণ ত্রয়ের আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই হেতুই তাঁহারা কখন প্রীতিমান্ কখন অপ্রীতিমান্ এবং কখন বা বিষাদযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ ব্রহ্মা যখন সত্ত্বগুণস্থ হন, তখন তিনি জ্ঞানযুক্ত ও প্রীতিযুক্ত এবং শান্ত ও সমাধিমান্ হইয়া থাকেন, আবার যখন সত্ত্ববিরহিত ও রজোযুক্ত হন তখন সৰ্বত্র অপ্রীতিযুক্ত হইয়া ঘোররূপ ধারণ করিয়া থাকেন; আবার যখন তিনি বাহুল্যরূপে তমোগুণবিশিষ্ট হন তখন বিষাদযুক্ত হইয়া মুঢ় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৮—৪০ ॥ মাধবও যখন সত্ত্বগুণের আশ্রয় করেন তখন তিনি শান্ত, প্রীত ও জ্ঞানযুক্ত হন, আবার রজোগুণের আধিক্য হইলে তিনি প্রীতিবিরহিত হইয়া সমস্ত ভূতগণের প্রতি ঘোররূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৪১—৪২ ॥ রুদ্রদেবও যখন সত্ত্বসংযুক্ত হন তখন তিনি প্রীতিমান্ ও প্রশান্ত হইয়া থাকেন, আবার রজোযুক্ত হইলে তিনিই আবার প্রীতিবর্জিত হইয়া ঘোররূপ ধারণ করেন। আবার যখন তিনি

মম্বাদয়শ্চ যে প্রোক্তাশ্চতুর্দশ যুগে যুগে ।

অন্যেষাঞ্চৈব কা বার্তা সংসারেহশ্মিন্নুপোত্তম ! ॥ ৪৫ ॥

মায়াধীনং জগৎ সর্বং সন্দেবান্নরমানুষম্ ।

তস্মাদ্রাজম্ কর্তব্যঃ সন্দেহোহত্র কদাচন ॥ ৪৬ ॥

দেহী মায়াপরাধীনশ্চেষ্টতে তদ্বশানুগঃ ।

সা চ মায়া পরে তত্ত্ব সংবিজ্ঞাপেহস্তি সর্বদা ॥ ৪৭ ॥

তদধীনা প্রেরিতা চ তেন জীবেষু সর্বদা ॥ ৪৮ ॥

ততো মায়াবিশিষ্টান্তাং সন্নিদং পরমেশ্বরীম্ ।

মায়েশ্বরীং ভগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ।

ধ্যায়েত্তথারাধয়েচ্চ প্রণমেচ্চ জপেদপি ॥ ৪৯ ॥

মম্বাদয়োহপি তথৈবেত্যাহ সূর্য্যবংশোদ্ভবা ইতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥

যস্মাদেবং তস্মান্মায়াব্যাপ্তং মায়াগমমেব সর্বমিত্যাহ মায়াধীনমিতি । যস্মাদিদং সর্বং মায়াধীনং তস্মাদ্বিকৃৎ সর্বজ্ঞঃ সন্ কথং হয়রূপং ধৃতবানিত্যাदिঃ সন্দেহো ন কর্তব্য ইত্যাহ তস্মাদ্রাজমিতি । সর্বোহপি দেহী মায়াধীন ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

নমু মায়ায়া জড়ত্বাৎ কথং জগদ্বশীকর্ত্ত্বুং সমর্থোতি চেত্তত্রাহ সা চ মায়েতি । সংবিজ্ঞ-  
পিণ্যাং ভগবত্যাং তিষ্ঠতি তদধীনা সর্বদা সংবিজ্ঞপাধীনাস্তি তেন সংবিজ্ঞপেণ সর্বদা  
জীবে প্রেরিতা চাস্তি । তথা চ সংবিজ্ঞপিণ্যা ভগবত্যাশ্চেতনত্বাস্তৎপ্রেরিতমায়াধীনত্বং  
জগতঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । নমু প্রবর্ত্তকত্বং চাপ্যশ্চ মায়ায়া ন স্বভাবত ইতি স্মৃতসংহিতোক্তেঃ ।  
প্রবর্ত্তনাশক্তিরাপি মায়ায়া এবাস্তি চেৎ সত্যম্ । চেতনাশ্রিতত্বমেব মায়ায়া ন স্বাতন্ত্র্যে-  
ণাবস্থানং মায়ায়া অস্তি তৎসম্বন্ধাদেব তস্মাশ্চেতনত্বমিত্যত্রৈব গ্রহণ্য তাৎপর্যাৎ । তথা চ  
শ্রুতিঃ মৈত্রায়ণীয়ানাম্ । তগো বা ইদমগ্র আসীদেকং তৎপরে স্মাত্তৎপরেণৈরিতং বিষমত্বং  
প্রগীতীতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নব্বোদাশমায়ায়া নিবৃত্তিঃ কেন ভবিষ্যতীতি চেদধিষ্ঠানভূতসংবিজ্ঞপভগবত্যাারাধনে-  
নেত্যাহ ততো মায়াবিশিষ্টান্তামিতি । মায়েশ্বরীং মায়ায়া অন্তর্যামিভূতাং মায়ায়া অধি-  
ষ্ঠানভূতাং সংবিদং ভগবতীগিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তমোক্তগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন মূঢ় ও বিমাদসম্পন্ন হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ রাজন্!  
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ, যুগে যুগে মম্ব-আদি চতুর্দশ  
মম্বস্তরাধিপতিগণ, ইঁহারা সকলেই যদি মায়াগুণের অধীন হইলেন, তবে অস্ত্রান্ত সামান্ত  
মানবাদি জীবগণের পক্ষে তদ্বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ নৃপবর ! সুরনরাদি  
সম্মিলিত এই অধিল জগৎ মায়ার অধীন, এ বিষয়ে সন্দেহ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৬ ॥  
দেহিগণ সমস্তই মায়ার অধীন এবং মায়ার বশানুবর্ত্তী হইয়াই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া  
থাকে ; কদাচই স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া না, সেই মায়া আবার সন্নিরূপ  
পরতত্ত্ব সর্বদাই অবস্থিত আছেন । মায়া সেই সন্নিরূপিণী পরমেশ্বরীর অধীনা এবং তাঁহা  
কর্ত্ত্বক প্রেরিত হইয়াই জীবগণের অন্তরে সমবাস্ সম্বন্ধে অনুসবন্ধ হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

তেন সা সদয়া ভুজ্য মোক্ষরত্যেব দেহিনম্ ।

স্বমায়াং সংহরত্যেব শ্রানুভূতিপ্রদানতঃ ॥ ৫০ ॥

ভুবনং খলু মায়া শ্রাদীশ্বরী তস্মা নায়িকা ।

ভুবনেশী ততঃ প্রোক্তা দেবী ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ৫১ ॥

তদ্রূপে যদি সত্ত্বং শ্রাচ্ছিত্তং ভূমিপতে ! সদা ।

মায়া কিং ভবেতত্র সদসমুত্তয়া নৃপ ! ॥ ৫২ ॥

তস্মান্ মায়া নিরাসার্থং নান্দ্রদেবৈ দেবতাস্তরম্ ।

সমর্থস্তু বিনা দেবীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৫৩ ॥

ধ্যায়ৈদিতি ধ্যানাদিনা কিং ভবিষ্যতি তদাহ । তেন সা সদয়েতি । যো যঃ বধ্যতি তদারাধনেন স মুক্তো ভবতীতি শ্রাদাদিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

নহু মায়াতো মোচনেহপি কুত্রচিৎকর্তমানা সা মায়া কালান্তরে বাধিষ্যত এবেতি চেত্ত-  
ত্ৰাহ স্বমায়াং সংহরত্যেবেতি । মায়ায়া মিথ্যাত্বান্ মিথ্যাপদার্থশ্রাদিষ্ঠানে কল্পিতত্বাদধি-  
ষ্ঠানজ্ঞানেন রজ্জুসর্পাদেঃ কল্পিতস্ত নিঃশেষঃ নাশদর্শনামায়াধিষ্ঠানভূতত্বসংবিজ্ঞপশ্রানু-  
ভূতিঃ । সাক্ষাৎকারস্তৎপ্রদানতঃ । প্রদানেন নিঃশেষাং স্বমায়াং সংহরত্যেব নাশরত্যে-  
বেত্যর্থঃ । তথা চ নিঃশেষনাশাং কালান্তরে বাধশঙ্কা নাষ্টীতি ভাবঃ । তদ্রূপং স্মৃতসংহি-  
তায়াম্ । অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিতবস্তন ইতি । মায়েশ্বরীত্বাদেব ভগবত্যা  
ভুবনেশ্বরীতি নামেত্যাহ । ভুবনং খলু মায়া শ্রাদীতি ॥ ৫১ ॥

নহু তস্মা অনুগ্রহেহপ্যতিপ্রযত্নসাধ্যো দুর্ঘট এবেতি চেত্তত্ৰাহ তদ্রূপে ইতি । তস্মা  
অনুগ্রহোহস্ত বা মা বা তস্মাঃ সংবিজ্ঞপে যদি চিত্তং সত্ত্বং তদা তৎস্বরূপস্বভাবেনৈব সদ-  
সমুত্তয়া সদসম্বিলক্ষণয়া মায়া কিং ভবেত কিমপীত্যর্থঃ । নহি বহিসাঙ্গিধো শৈত্যাবাধা  
ভবতি । ন চ বহ্নেস্তগ্নিন্ পুরুষেহনুগ্রহোহস্তি । কিন্তু বহ্নিস্বভাব এবায়াং তদ্বদভ্যাপীতি  
ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

নহু ব্রহ্মবিকৃতিদেবতানুগ্রহেণাপি মায়ানাশো ভবিষ্যতীতি চেত্তত্ৰাহ নাশ্চৈব দেবতা-  
স্তরমিতি । নহি রজ্জুসর্পো হরিহরাদিদেবতারাদেন তদনুগ্রহেণাশ্রমেধাদিকর্মণা বা কদা-  
চিদপি নশ্ততি কিন্তু অধিষ্ঠানভূতরজ্জুজ্ঞানাদেব । তদ্বদভ্যাপি রজ্জুসর্পবত্তাসমানায়া মায়ায়া  
ন হরিহরাভ্যাপাসনয়া নাশো নবাশ্রমেধাদিকর্ম্মভিনাশঃ । কিন্তু মায়াধিষ্ঠানভূতসংবিজ্ঞপ  
ভগবত্যাৱাধনানুভবেনৈবেতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

অতএব কল্যাণার্থী ব্যক্তিগণ সেই মায়াবিশিষ্টা, মায়ার ঈশ্বরী সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী পরব্রহ্ম-  
রূপিণী সখিৎরূপা ভগবতীর ধ্যান, আরাধনা এবং নিয়ত তাঁহার মন্ত্র জপ করিলে তিনি  
তাঁহাদের প্রতি সর্গ হইয়া স্বীয় মায়া সংহার এবং স্বকীয় অনুভূতি প্রদানপূর্ব্বক সেই দেহি-  
গণকে সংসার বন্ধন হইতে মোচন করিয়া থাকেন ॥ ৪৯—৫০ ॥ এই অধিল ভুবন মায়ায়,  
সেই ব্রহ্মরূপিণী সংবিৎ তাহার ঈশ্বরী, এই হেতুই সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী ভগবতী ভুবনে-  
শ্বরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥ হে ভূমিপতে ! যদি জীবগণের চিত্ত সেই সখিৎ-  
রূপে আসক্ত হয় তবে সদসমুত্তা মায়া কিছুই করিতে সমর্থ হয় না । অতএব সচ্চিদানন্দ-  
রূপিণী ভুবনেশ্বরী ব্যতিরেকে অন্য কোনও দেবতা মায়ার নিয়মেন সমর্থ নহেন ॥ ৫২—৫৩ ॥



তমোরাশিং নাশয়িতুং শক্তং নৈব তমো ভবেৎ ।

কিন্তু ভাস্করপ্রভাচন্দ্রবিদ্যাবহ্নিপ্রভাদয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

তস্মান্ মায়েশ্বরীমন্তাং স্বপ্রকাশাস্তু সন্নিদম্ ।

আরাধয়েদতিপ্রীত্যা মায়াগুণনিবৃত্তয়ে ॥ ৫৫ ॥

ইতি সম্যক্ত্ব ময়াখ্যাতং বৃত্তান্তরবধাদিকম্ ।

যৎ পৃষ্ঠং রাজশার্দূল ! কিমনন্তচ্ছোভুমিচ্ছসি ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্বার্দ্ধোহয়ং পুরাণস্ত কথিতস্তব সূত্রত ! ।

যত্র দেব্যাস্তু মহিমা বিস্তরেণোপপাদিতঃ ॥ ৫৭ ॥

এতদ্রহস্যং শ্রীমাতুর্ন দেয়ং যস্য কস্মচিৎ ।

দেয়ং ভক্তায় শান্তায় দেবীভক্তিরতায় চ ॥ ৫৮ ॥

শিষ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় গুরুভক্তিযুতায় চ ॥ ৫৯ ॥

ইদমখিলকথানাং সারভূতং পুরাণং

নিখিলনিগমতুল্যং সৎপ্রমাণানুবিক্রম্ ।

তত্রৈব যুক্তাস্তরমাহ তমোরাশিমিতি । যথা তমো নাশয়িতুং ন দ্বিতীয়ং তমঃ শক্তং সমর্থং ভবেৎ কিন্তু ভাস্করপ্রভা চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাংপ্রভা বহ্নিপ্রভা এব সমর্থ্য ভবন্তি তদ্বদত্রাপি মায়াবদ্ধকারনাশে মায়াবদ্ধকাররূপা মায়াময়া হরিহরাদয়ো ন মায়াং নাশয়িতুং সমর্থ্যঃ । কিন্তু স্বপ্রকাশসংবিজ্ঞপিন্যেব ভগবতীতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

বস্মাদেবং তস্মাৎ সৈব সচ্চিদানন্দরূপিনী ভগবতী সমারাধ্যৈত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৫৫ ॥

উপসংহরতি সম্যগিতি ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্বার্দ্ধোহয়ং পুরাণস্তোতি । তেন চ পূর্ব্বার্দ্ধোত্তরার্দ্ধভেদেন ভাগদ্বয়ংবিদং পুরাণ-মস্তীতি বোধিতম্ । তেন চ ততো ভাগবতং প্রোক্তং ভাগদ্বয়বিভূবিতমিত্যাদিতাপুরাণ-বচনমপি দেবীভাগবতপরমেব ন বিষ্ণুভাগবতপরম্ । বিষ্ণুভাগবতদশমস্কন্ধস্ত পূর্ব্বার্দ্ধোত্ত-রার্দ্ধভেদেন ভাগদ্বয়বদ্বৈপি সৰ্ব্বপুরাণস্ত ভাগদ্বয়বদ্ব্যভাবাৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

রাজন্ ! তমঃ কখন তমোরাশি বিনাশ করিতে সমর্থ হইরা না, ভাস্করপ্রভা, চন্দ্রপ্রভা, বিদ্যা ও বহ্নিপ্রভা প্রভৃতিই তদ্বিনাশে সমর্থ হইরা থাকে ॥ ৫৪ ॥ অতএব মায়ার গুণ নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রীতিপূর্ব্বক সেই মায়ার ঈশ্বরী স্বয়ংপ্রভা সন্নিৎরূপিনী অধিকারই আরাধনা করা একান্ত কর্তব্য ॥ ৫৫ ॥ রাজেন্দ্র ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে সেই বৃত্তান্তর বধাদির বৃত্তান্ত কথা সমস্তই বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আর অন্য কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥ ৫৬ ॥ হে সূত্রত ! বাহ্যতে শ্রীদেবী ভগবতীর মহিমা বিস্তারিত রূপে উপপাদিত হইরাছে, সেই এই পুরাণের পূর্ব্বভাগ তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ॥ ৫৭ ॥ জগদধিকার এই রহস্য যাহাকে তাহাকে প্রদান করা কর্তব্য নহে । শাস্ত, দাস্ত, ভক্ত, দেবীর ভক্তিনিরত গুরুভক্ত শিষ্য ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই প্রদান করা কর্তব্য ॥ ৫৮—৫৯ ॥ অখিল কথা সকলের

পঠতি পরমভাবাদ্ যঃ শ্রুণোতীহ ভক্ত্যা

স ভবতি ধনবান্ বৈ জ্ঞানবান্ মানবোহজ্ঞ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতাস্তাং বৈরাগিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে  
ভাগবত্যা মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বেদাষ্টবহুসংখ্যে: (১৮৮৪) পদৈর্ব্যাসকৃতৈ: শুভৈ: । দেবীভাগবতস্তান্ত ষষ্ঠস্কন্ধ: সমাপ্তবান্ ।

গ্রন্থপাঠকলং বদতি ইদমখিলকথানামিতি ॥ ৬০ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রজনাত্মাজঃ সূদী: ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠেহভিধামত: ॥ ১ ॥

দেবীভাগবতস্তান্ত ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সমাগ্ বিশদার্থীকৃত্ব নির্মলাম্ ॥ ২ ॥

তিলকাখ্যাস্ত তস্তান্ত পূর্বার্কোহস্তমগচ্ছত: ।

ষষ্ঠস্কন্ধঃ সমাপ্তোহজ্ঞ তেন তুয়াতু পার্শ্বতী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরজনাত্মাজশ্রীলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠকৃতে

দেবীভাগবতব্যাখ্যানেন তিলকাভিধে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

সারস্বত, নিখিল নিগম তুল্য সংপ্রমাণ সম্বলিত এই মহাপুরাণ যে ব্যক্তি পরম ভক্তিসহ-  
কারে পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, সেই মামব এই সংসারে ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ হইয়া পরম  
সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে মায়ায় মাহাত্ম্যকথন নামক

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ❀ ॥

স্কন্ধচ্যায়ঃ সমাপ্তিঃ ।

# সপ্তমঃ স্কন্ধঃ ।

## প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শ্রুত্বৈতাং তাপসা দিব্যাং কথাং রাজা মুদাষিতঃ ।  
বাসং পপ্রচ্ছ ধর্মাত্মা পরীক্ষিতস্বতঃ পুনঃ ॥ ১ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

স্বামিন্ ! সূর্য্যাম্বয়ানাঞ্চ রাজ্ঞাং বংশস্তা বিস্তরম্ ।  
তথা সোমাম্বয়ানাঞ্চ শ্রোতুকামোহস্মি সর্ব্বথা ॥ ২ ॥  
কথয়ানঘ সর্ব্বজ্ঞ ! কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।  
চরিতং ভূপতীনাঞ্চ বিস্তরাদ্বংশয়োদ্বয়োঃ ॥ ৩ ॥  
তে হি সর্ব্বে পরাশক্তিভক্তা ইতি ময়া শ্রুতম্ ।  
দেবীভক্তস্তা চরিতং শৃণুন্ কোহস্মি বিরক্তিভাক্ ॥ ৪ ॥

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডজননীপদপঙ্কজম্ ।

নমামি যন্নতের্নশ্চেতয়ং সংসারপঙ্কজম্ ॥ ১ ॥

অর্জুনোকাধিকৈরষ্টত্রিংশৎ শ্লোকৈরতঃপরম্ ।

সূর্য্যাসোমোত্তমানাঞ্চ কথা প্রারভ্যতেহধুনা ॥ ২ ॥

পূর্বাধ্যায়ের সূর্য্যবংশোত্তবাস্তবসোমবংশোত্তবা অপীভূতম্ । তত্র তাষেব কথাং রাজা  
পৃষ্টবানিতি সূত আহ । শ্রুত্বৈতামিতি । তাপসা ইতি মুনিমহোদধনম্ ॥ ১—৩ ॥

নহু কাকদন্তপরীক্ষাবগ্নিরর্থকং তেষাং রাজ্ঞাং চরিতকথনে কিং ফলমিতি চেত্তজাহ  
তে হি সর্ব্বে দেবীচরিতকথনাপেক্ষয়াপি দেবীভক্তচরিতকথনং দেব্যা অতিপ্রিয়ং ভবতি ।

সূত কহিলেন, তাপসগণ ! পরীক্ষিত-তনয় ধর্ম্মাত্মা রাজা জনমেজয় চক্র ও সূর্য্যবংশের  
দিব্য উপাখ্যান শ্রবণে আনন্দিত হইয়া বাসদেবকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন; প্রভো!  
চক্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের বংশবিস্তার শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা  
হইয়াছে, হে জনন্য ! আপনি সমস্ত বিষয়ই বিধিত আছেন, সতএব চক্র ও সূর্য্যবংশের  
পাপনাশন পবিত্র আখ্যান ও ভূপতিগণের চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ১—৩ ॥  
সেই চক্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজারা পরাশক্তি ভগবতীর একান্ত ভক্ত ইহা আমি শ্রবণ করি-



ইতি রাজর্ষিণা পৃষ্ঠো ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।

তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নবদনো মুনিঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

নিশাময় মহারাজ ! বিস্তরাঙ্গদত্তো মম ।

সোমসূর্য্যায়ানাক্ষ তথ্যেযাং সমুদ্ভবম্ ॥ ৬ ॥

বিষ্ণোর্নাভিসরোজাদ্ বৈ ব্রহ্মাভূচ্চতুরাননঃ ।

তপস্তপ্ত্বা সমারাধ্য মহাদেবীং সূহৃগমাম্ ॥ ৭ ॥

তয়া দত্তবরো ধাতা জগৎ কর্ত্ত্বং সমুদ্যতঃ ।

নাশকশ্মানুষীং সৃষ্টিং কর্ত্ত্বং লোকপিতামহঃ ॥ ৮ ॥

বিচিন্ত্য বহুধা চিন্তে সৃষ্ট্যর্থং চতুরাননঃ ।

ন বিস্তারং জগামাশু রচিতাপি মহাত্মনা ॥ ৯ ॥

“সসৰ্জ্জ মানসান্ পুত্রান্ সপ্তসংখ্যান্ প্রজাপতিঃ ।”

মরীচিরঙ্গিরাত্ৰিশ্চ বশিষ্ঠঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।

পুলস্ত্যশ্চেতি বিখ্যাতাঃ সপ্তৈতে মানসাঃ সূতাঃ ॥ ১০ ॥

তস্মাদ্ভেতোদেবীভক্তানাং রাজ্ঞাং বংশয়োঃ কণাং কথয়েত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃং দেবীপুরাণে  
মহাকৃত্যপেক্ষয়া ভক্তে মম ভক্তিস্ত সিদ্ধিদেতি ॥ ৪—৫ ॥

তথ্যেযামিতি । তৎসঙ্গেনাত্মেযামপি রাজ্ঞামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

মহাদেবীং সূহৃগমামিতি । মাত্ৰাবীজং জজ্ঞাপেত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃমুদাসংহিতায়াম্ । সৃষ্ট্যর্থঃ  
ভগবান্ ব্রহ্মা মাত্ৰাবীজং পরাৎপরম্ । জজ্ঞাপ যৎপ্রসাদেন সৃষ্টিকর্ত্তাভবদ্বিত্বমিতি ॥ ৭—৮ ॥

মহাত্মনা বহুধা বিচিন্ত্য রচিতা সৃষ্টিস্থথাপি চতুরাননঃ তস্মা বিস্তারং ন জগামেত্য-  
র্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

গাছি ; মুনিবর ! দেবীভক্তের চরিতকথা শ্রবণ করিতে কোন্ ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া থাকে ? ॥ ৪ ॥  
রাজর্ষি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীতনয় মুনিবর কৃষ্ণবৈপারন প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে  
তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥

মহারাজ ! আমি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজা এবং তৎপ্রসঙ্গে অপরাপর রাজাদিগেরও  
উৎপত্তি বিবরণ বিস্তারপূৰ্ব্বক বলিতেছি, আপনি অবহিতচিন্তে শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥ বিষ্ণুর  
নাভিসরোজ হইতে চতুরানন ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন ; তিনি তপস্তায় নিরত হইয়া একান্ত  
ছজেয়া মহাদেবী হৃগীর আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ মহাদেবী আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া  
ব্রহ্মাতাকে বরদান করিলেন, তখন সেই সৰ্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বরলাভ করিয়া জগৎ সৃজন  
করিতে উদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সহসা মনুষ্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৮ ॥  
কশকশা, এই সৃষ্টি পরমাত্মরূপিনী ভগবতী কর্ত্ত্বক নিত্যরূপে বিরচিত থাকিলেও চতুরানন

রুদ্রো রোষাৎ সমুৎপন্নোহপ্যুৎসঙ্গান্নারদোহভবৎ ।

দক্ষোহমুষ্ঠাত্তথাশ্চেহপি মানসাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ১১ ॥

বামামুষ্ঠাদক্ষপত্নী জাতা সর্বান্নসুন্দরী ।

বীরিণী নাম বিখ্যাতা পুরাণেষু মহীপতে ! ॥ ১২ ॥

অসিক্রীতি চ নান্না সা যন্তাং জাতোহথ নারদঃ ।

দেবর্ষিপ্রবরঃ কামং ব্রহ্মণো মানসঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

অত্র মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ ! যদুক্তং ভবতা বচঃ ।

বীরিণ্যাং নারদো জাতো দক্ষাদিতি মহাতপাঃ ॥ ১৪ ॥

কথং দক্ষস্ত পত্ন্যাস্ত বীরিণ্যাং নারদো যুনিঃ ।

জাতো হি ব্রহ্মণঃ পুত্রো ধর্মজ্ঞস্তাপসোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভবতা নারদস্ত চ ।

দক্ষাজ্জন্মাস্ত ভাৰ্য্যায়াং তদ্বদস্ম সবিস্তরম্ ॥ ১৬ ॥

পূর্বদেহঃ কথং মুক্তঃ শাপাৎ কস্ত মহাত্মনা ।

নারদেন বহুজ্ঞেন কস্মাজ্জন্ম কৃতং যুনে ! ॥ ১৭ ॥

মানসঃ স্মৃত ইতি । যদ্যপ্যুৎসঙ্গান্নারদোহভবদिति পূর্বমুক্তং তথাপি নারদস্ত কস্মিৎ-  
শ্চিৎকল্পে যনসোহপ্যুদ্ভবাত্তদাভিপ্ৰায়েণ মানসব্ধোক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ১৩—১৬ ॥

জন্ম দ্বিতীয়ং কৃতং গৃহীতমিত্যর্থঃ । কস্ত শাপাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়া ও সত্ত্বর তাহার বিস্তার করিতে পারিলেন না ॥ ৯ ॥ অতএব  
প্রজাপতি প্রথমত সাতটি মানসপুত্র সৃজন করিলেন । তাঁহাদের নাম মরীচি, অত্রি,  
অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বাশিষ্ঠ এই সাতটিই মানসপুত্র বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১০ ॥  
তাহার পর সেই প্রজাপতির রোষ হইতে রুদ্র, উৎসঙ্গ হইতে নারদ ও দক্ষিণ অমুষ্ঠ  
হইতে দক্ষ উৎপন্ন হইলেন । এইরূপ সনকাদি ঋষিগণ ও তাঁহার মানসপুত্র ॥ ১১ ॥ মহীপতে !  
প্রজাপতির বাম অমুষ্ঠ হইতে দক্ষের পত্নী জন্ম লাভ করেন, সেই সর্বান্নসুন্দরী কস্তা  
বীরিণী ও অসিক্রী নামে সমস্ত পুরাণেই বিখ্যাত ॥ ১২ ॥ দেবর্ষিপ্রবর নারদ সমগ্রাস্তরে  
তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৩ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি কহিলেন যে, মহাতপা নারদ দক্ষের ঔরসে  
বীরিণীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন, ইহাতে আমার সংশয় জন্মিয়াছে ॥ ১৪ ॥ নারদ যুনি একেত  
ব্রহ্মার পুত্র, বিশেষতঃ ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন ও তাপসগণের অগ্রগণ্য অতএব তিনি দক্ষের পত্নী  
বীরিণীর গর্ভে কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন ? ॥ ১৫ ॥ ভাল, তাহাই যদি হয় তবে দক্ষ

ব্রাস উবাচ ।

ব্রহ্মণাসৌ সমাদিতৌ দক্ষঃ সৃষ্টার্থমাদিতঃ ।

প্রজাঃ সৃজেতি সৃষ্ণং বুদ্ধিহেতোঃ স্বয়ম্ভুনা ॥ ১৮ ॥

ততঃ পঞ্চসহস্রাণি জনয়ামাস বীৰ্য্যবান্ ।

দক্ষঃ প্রজাপতিঃ পুত্রান্ বীরিণ্যাং বলবন্তরান্ ॥ ১৯ ॥

দৃষ্টা তামারদঃ পুত্রান্ সর্বান্ বর্দ্ধয়িস্বন প্রজাঃ ।

উবাচ প্রহসন্ বাচং দেবর্ষিঃ কালনোদিতঃ ॥ ২০ ॥

ভুবঃ প্রমাণমজ্ঞাত্বা অষ্টকামাঃ প্রজাঃ কথম্ ।

লোকানাং হান্ততাং যুয়ং গমিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥

পৃথিব্যা বৈ প্রমাণস্ত জ্ঞাত্বা কার্য্যঃ সমুদ্যমঃ ।

কুতোহসৌ সিদ্ধিমায়াতি নাশ্তথেনিচি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥

বালিশা বত যুয়ং বৈ যদজ্ঞাত্বা ভুবন্তলম্ ।

সমুদ্যতাঃ প্রজাঃ কৰ্ত্তুং কথং সিদ্ধিৰ্ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধিহেতোর্জগত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২০ ॥

হান্ততামিতি । যুয়ান্ দৃষ্টা লোকা হসিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥

বালিশা ইতি । স্থলাভাবে প্রজাঃ ক হান্তন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

হইতে তাঁহার ভাষ্যের গর্ভে নারদের যে জন্ম হইয়াছিল, আপনি সেই বিচিত্র কথা বিস্তার পূর্বক বলুন ॥ ১৬ ॥ মনে ! মহাত্মা নারদ বহুজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও কাহার শাপপ্রভাবে পূর্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করেন ? ॥ ১৭ ॥

ব্রাস বলিলেন, রাজন্ ! জগতের বুদ্ধির নিমিত্ত অসংখ্য প্রজা সৃজন কর, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনার এই কথা বলিয়া প্রথমে দক্ষকে আদেশ করিলেন ॥ ১৮ ॥ দক্ষ প্রজাপতি পিতার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বীরিণীর গর্ভে বলবন্তর বীৰ্য্যবান্ পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১৯ ॥ সেই সমস্ত দক্ষপুত্রদিগকে প্রজাবর্দ্ধনাভিলাষী দেখিয়া দেবর্ষি নারদ কাল প্রেরিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ২০ ॥ তোমরা পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া কি প্রকারে প্রজা সৃজন করিতে বাসনা করিয়াছ, সুতরাং তোমরা লোক-সাধারণের উপহাস্যস্পদ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ পরন্তু পৃথিবীর প্রমাণ বিদিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা অসিদ্ধ হইবে । কিন্তু ইহাও অজ্ঞান করিলে কখনই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥ ২২ ॥ হায় ! তোমরা সিদ্ধান্ত অজ্ঞান !! ভূতলের বৃত্তাক্ত না জানিয়াই প্রজা সৃজন করিতে উদ্যত হইয়াছ অতএব তোমাদের কার্য্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ? ॥ ২৩ ॥



বাস উবাচ ।

নারদেনৈববুদ্ধান্তে হর্যাসা দৈবযোগতঃ ।

অন্যোন্মূঢ়ঃ সহসা সমাগাহ মুনিঃ কিল ॥ ২৪ ॥

জ্ঞাত্বা প্রমাণমুখ্যাস্তু স্বথং অক্ষ্যামহে প্রজাঃ ।

ইতি সন্ধিস্ত্য তে সর্বৈ প্রয়াতাঃ প্রেক্ষিতুং ভুবঃ ॥ ২৫ ॥

তলং সর্বং পরিজ্ঞাতুং বচনান্নারদস্য চ ।

প্রাচ্যাং কৈচিদ্ গতাঃ কামং দক্ষিণস্থাং তথাপরে ॥ ২৬ ॥

প্রতীচ্যামুত্তরস্থাং কৃতোৎসাহাঃ সমস্ততঃ ।

দক্ষঃ পুত্রান্ গতান্ দৃষ্ট্বা পীড়িতস্ত শুচা ভূশম্ ॥ ২৭ ॥

অন্যানুৎপাদয়ামাস প্রজাৰ্ধং কৃতনিশ্চয়ঃ ।

তেহপি তত্রোদ্যতাঃ কৰ্ত্তুং প্রজাৰ্ধমুদ্যমং স্ততাঃ ॥ ২৮ ॥

নারদঃ প্রাহ তান্ দৃষ্ট্বা পূৰ্ব্বং যদ্বচনং মুনিঃ ।

বালিশা বভু যুয়ং বৈ যদজ্ঞাত্বা ভুবঃ কিল ।

প্রমাণস্ত প্রজাঃ কৰ্ত্তুং প্রযত্নাঃ কেন হেতুনা ॥ ২৯ ॥

জ্ঞাত্বা বাক্যং মুনেন্তেহপি মহা সত্যং কিমোহিতাঃ ।

জগ্মুঃ সর্বৈ যথাপূৰ্ব্বং ভ্রাতরশ্চলিতাস্থথা ॥ ৩০ ॥

প্রজাৰ্ধমুদ্যমং কৰ্ত্তুং মুদাতা ইত্যবয়বঃ ॥ ২৮ ॥

যদ্বচনং পূৰ্ব্বমুক্তং তদেব প্রাহেত্যবয়বঃ । তদেব বাক্যমাহ বালিশা ইতি ॥ ২৯—৩০ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! দৈবযোগে সহসা নারদের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সেইহর্যাস প্রভৃতি পুত্রগণ পরস্পর বলিলেন যে, এই মুনিবর যে কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য ॥ ২৪ ॥ পৃথিবীর পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া আমরা স্বর্থে প্রজাপুত্র সৃষ্টি করিব। তাহার। সকলে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূতল দর্শন করিতে আহান করিল ॥ ২৫ ॥ তাহার। নারদের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সমস্ত ভূতল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কেহ পূর্ব দিকে, কেহ দক্ষিণ দিকে, কেহ উত্তর দিকে, কেহ বা পশ্চিম দিকে ইচ্ছানুসারে এক সময়েই গমন করিল। পুত্রগণ আহান করিলে দক্ষ তাহাদের আদর্শনে সাতিশর শোকাভূত হইলেন ॥ ২৬-২৭ ॥ পরন্তু, তিনি প্রজা কামনার কৃতসংকল্প হইয়া পুত্রগণ অস্ত পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাহার সেই পুত্রেরাও তখন প্রজা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২৮ ॥ নারদ মুনি তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া পূর্বের ভাষা বলিলেন, হায় ! ভোমরা নিতান্ত অজান ॥ পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া কি কারণে প্রজা সৃজন করিতে প্রযত্ন হইয়াছ ? ॥ ২৯

তান্ স্ততান্ প্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা দক্ষঃ কোপসমস্থিতঃ ।  
শশাপ নারদঃ রোষাৎ পুত্রশোকসমুদ্ভবাৎ ॥ ৩১ ॥

দক্ষ উবাচ ।

নাশিতা মে স্তুতা যস্মাদ্ভ্রাতৃশাসনমবাপ্নুহি ।  
পাপেনানেনেহ দুৰ্বুদ্ধে ! গৰ্ভবাসং ব্রজেতি চ ॥ ৩২ ॥  
পুত্রো মে ভব কামঃ ত্বং যতো মে ভ্রংশিতাঃ স্তুতাঃ ॥ ৩৩ ॥  
ইতি শপ্তস্ততো জাতো বীরিণ্যাং নারদো যুনিঃ ।  
ষষ্ঠির্ভূয়োহসৃজৎ কন্যা বীরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩৪ ॥  
শোকং বিহায় পুত্রাণাং দক্ষঃ পরমধর্মবিৎ ।  
তাসাং ত্রয়োদশ প্রাদাৎ কশ্যপায় মহাত্মনে ॥ ৩৫ ॥  
দশ ধর্মায় সোমায় সপ্তবিংশতি ভূপতে ! ।  
দ্বৈ চৈব ভৃগবে প্রাদাচ্চতস্রোহরিষ্টনেমিনে ।  
দ্বৈ চৈবান্নিরসে কন্যে তথৈবান্নিরসে পুনঃ ॥ ৩৬ ॥  
তাসাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ দেবাশ্চ দানবাস্তথা ।  
জাতা বলসমায়ুক্তাঃ পরস্পরবিরোধকাঃ ॥ ৩৭ ॥

হে কন্যে! অগ্নিরসে কুশাখায় দদাবিতার্থঃ । তথৈবান্নিরসে পুনরিতি । পুনঃ হে অব-  
শিষ্টে কন্যে! অগ্নিরসে তন্মারে যুনে দদৌ । তদ্বক্তৃঃ কূর্মপুরাণে । সপ্তবিংশতি সোমায়

নারদের বাক্য সত্য বিবেচনায় মোহিত হইয়া পুত্র ভ্রাতারা যেরূপ প্রস্থান করিয়াছিলেন  
তাহারাও সেইরূপ গমন করিল ॥ ৩০ ॥ দক্ষ প্রজাপতি সেই স্তুতগণের অদর্শনে ক্রুদ্ধ  
হইয়া পুত্রশোকসমুদ্ভূত রোষবশত নারদকে শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩১ ॥

দক্ষ বলিলেন, রে দুৰ্বুদ্ধে ! তুমি আমার পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়াছ অতএব নাশপ্রাপ্ত  
হও ; কলতঃ মদীয় পুত্র বিনাশের পাপে তোমাকে গর্ভে বাস করিতে হইবে ; আর অধিক  
কি বলিব, তুমি আমার তনয়গণকে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছ অতএব তুমি অবশ্য আমারই পুত্র  
হইবে ॥ ৩২-৩৩ ॥ নারদ এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বীরিণীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন ।  
এইরূপ শুনিয়াছি যে, তাহার পর প্রজাপতি দক্ষ বীরিণীর গর্ভে ষাটটি কন্যা উৎপাদন  
করেন ॥ ৩৪ ॥ ভূপতে ! তখন পরম ধর্মবিদ্ দক্ষ পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের  
ত্রয়োদশটি মহাত্মা কশ্যপকে, ধর্মকে দশটি, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতিটি, ভৃগুকে দুইটি, অরিষ্ট-  
নেমিকে চারিটি, দুইটি কুশাখকে এবং অবশিষ্ট দুইটি কন্যা অগ্নিরাকে দান করেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥  
তাহাদের পুত্র পৌত্র দেব ও দানবগণ বলসম্পন্ন হইয়া পরস্পর বিরোধী হইল ॥ ৩৭ ॥

রাগদ্বেষাশ্রিতাঃ সর্বৈ পৰম্পরবিরোধিনঃ ।

সর্বৈ মোহরতাঃ শূরা হৃদবলতিমায়িনঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
সূর্যাসোমবংশীরত্নপানাং কথারম্ভো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

চতস্রোহরিষ্টনেমিনে । হে চৈব ভৃগুপুত্রার হে কুশাখার ধীমতে । হে চৈবান্দিরসে তদ্বক্তেবাং  
বক্ষ্যেহথ বিস্তরমিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

তাহারা সকলেই শূর ও অতিশয় মায়াবী স্মৃতরাং রাগ ও দ্বেষ বশত বিমোহিত হইয়া  
পৰম্পর বিরোধ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের কথারম্ভ  
নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

০৬০

জনমেজয় উবাচ ।

মমাখ্যাহি মহাভাগ ! রাজ্ঞাং বংশং স্তবিস্তরম্ ।  
সূর্য্যাম্বয়প্রসূতানাং ধর্ম্মজ্ঞানাং বিশেষতঃ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু ভারত ! বক্ষ্যামি রবিবংশস্ত বিস্তরম্ ।  
যথা শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং নারদাধ্বিসত্তমাং ॥ ২ ॥  
একদা নারদঃ শ্রীমান্ সরস্বত্যাস্তটে শুভে ।  
আজগামাশ্রমে পুণ্যে বিচরন্ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ ॥ ৩ ॥  
প্রণম্য শিরসা পাদৌ তস্ত্যাগ্রে সংস্থিতস্তদা ।  
ততস্তস্মাসনং দত্ত্বা কৃত্বাইগমথা দরাং ॥ ৪ ॥  
বিধিবৎপূজয়িত্বা তমুক্তবান্ বচনস্থিদম্ ।  
পাবিতোহহং মুনিশ্রেষ্ঠ ! পূজ্যস্তাগমনেন বৈ ॥ ৫ ॥

---

পঞ্চবটিলোকবর্ষোঃ সূর্য্যসোমাম্বরস্ত চ ।

বিস্তারো বর্ণ্যতে সম্যগ্ দেবীভক্তিযুক্তস্ত চ ॥ ১ ॥

সূর্য্যসোমবংশবিস্তারম্ রাজা পৃচ্ছতি মমাখ্যাহীতি ॥ ১—২ ॥

মমাশ্রমে আজগামেতি ব্যাসোক্তিঃ ॥ ৩—৫ ॥

---

জনমেজয় বলিলেন, মহাভাগ ! বিশেষরূপ ধর্ম্মজ্ঞান সম্পন্ন যে সমস্ত রাজা সূর্য্যবংশে  
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদিগের বংশ বিস্তার আমার নিকট বর্ণন  
করুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভারত ! পূর্বে ঋষিসত্তম নারদের মুখে সূর্য্যবংশের বিস্তৃতি বিবরণ  
যে রূপ শুনিয়াছি, অধুনা আমি তাহাই অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ একদা  
শ্রীমান্ নারদ মুনি বদ্বীপক্ৰমে ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতী নদীর স্নানোত্তর তীরদেশে  
মদীর পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন ॥ ৩ ॥ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমি তাঁহার পাদ-  
যুগলে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম ; পরে তাঁহাকে আসনে  
উপবেশন করাইয়া সমাদর সহকারে তাঁহার পূজা করিলাম ॥ ৪ ॥ এইরূপে ষণ্মাষিকাবধানে

কথাং কথয় সৰ্বজ্ঞ ! রাজ্ঞাং চরিতসংযুতাম্ ।  
 রাজানো যে সমাখ্যাতাঃ সপ্তমেহস্মিন্ মনোঃ কুলে ॥ ৬ ॥  
 তেষামুৎপত্তিরতুল্য চরিতং পরমাদ্বুতম্ ।  
 শ্রোতুকামোহস্ম্যহং ব্রহ্মন্ ! সূর্য্যবংশস্ত বিস্তরম্ ॥ ৭ ॥  
 সমাখ্যাহি মুনিশ্রেষ্ঠ ! সমাসব্যাসপূৰ্ব্বকম্ ।  
 ইতি পৃষ্ঠো ময়া রাজন্ ! নারদঃ পরমার্থবিৎ ।  
 উবাচ প্রহসন্ প্রীতঃ সমাভাষ্য মুদাস্বয়ম্ ॥ ৮ ॥  
 নারদ উবাচ ।

শৃণু সত্যবতীশুনো ! রাজ্ঞাং বংশমনুত্তমম্ ।  
 পাবনং কৰ্ণসুখদং ধৰ্ম্মজ্ঞানাদিভিৰ্যুতম্ ॥ ৯ ॥  
 ব্রহ্মা পূৰ্ব্বং জগৎকর্তা নাভিপক্কজসম্ভবঃ ।  
 বিষ্ণোরিতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥  
 সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বকর্তাসৌ স্বয়ম্ভূঃ সৰ্বশক্তিমান্ ।  
 তপস্তপ্ত্বা স বিশ্বাত্মা বর্ষাণামযুতং পুরা ॥ ১১ ॥

সপ্তমেহস্মিন্ মনোঃ কুলে ইতি । বৈবস্বতমনোরিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

সমাসব্যাসৌ সঙ্কেপবিস্তারৌ কুত্রচিৎ সঙ্কেপঃ কুত্রচিৎবিস্তারঃ ॥ ৮—১৬

তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে বলিলাম ; মুনিবর ! আপনি বিশ্বের পূজনীয় অতএব আপনার আগমনে আমার আশ্রম পবিত্র হইল ॥ ৬ ॥ হে সৰ্বজ্ঞ ! আপনি রাজাদিগের চরিত সমন্বিত উপাখ্যান কীর্তন করুন । সপ্তম মহুর বংশে যে সকল রাজা বিখ্যাত, তাহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে তুলনা নাই এবং চরিত্রও অতীব অদ্ভুত ; অতএব ব্রহ্মন্ ! সূর্য্যবংশের বিবরণ সবিস্তার শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে, মুনিবর ! আপনি স্থলবিশেষে কোথাও সংক্ষেপ কোথাও বা বিস্তার করিয়া উহা বর্ণন করুন ॥ ৬—৭ ॥ রাজন্ ! আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, পরমার্থবিৎ নারদ প্রীতিসহকারে হাস্ত করিতে করিতে আমার সম্বোধন করিয়া আনন্দিত মনে সূর্য্যবংশ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥

সত্যবতীতনয় ! রাজাদিগের বংশ বিবরণ অতি পবিত্র ও শ্রবণ সুখকর বিশেষত ঐ অনুত্তম বৃত্তান্ত কৰ্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে ধৰ্ম্ম ও জ্ঞান লাভ হইরা থাকে, অতএব আপনি উহা শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥ পুরাকালে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন, এই কথা পুরাণ মাঝেই প্রসিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ সেই বিশ্বসংসারের আত্মস্বরূপ সৰ্বজ্ঞ সৰ্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভূ সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে দশ সহস্র বৎসর তপস্তা করেন, সেই তপঃপ্রভাবে তিনি সৃষ্টি করিবার বিশিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া সমস্ত

সৃষ্টিকামঃ শিবাং ধ্যায়া প্রাপ্য শক্তিমনুত্তমাম্ ।  
 পুত্রানুৎপাদয়ামাস মানসান্ শুভলক্ষণান্ ॥ ১২ ॥  
 মরীচিঃ প্রথিতস্তেষামভবৎ সৃষ্টিকৰ্ম্মণি ॥ ১৩ ॥  
 তস্য পুত্রোহতিবিখ্যাতঃ কশ্যপঃ সৰ্বসম্মতঃ ।  
 ত্রয়োদশৈব তস্ত্যাসন্ ভার্য্যা দক্ষসুতাঃ কিল ॥ ১৪ ॥  
 দেবাঃ সৰ্ব্বৈ সমুৎপন্না দৈত্যা যক্ষাশ্চ পন্নগাঃ ।  
 পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব তস্ত্যাং সৃষ্টিস্তু কাশ্যপী ॥ ১৫ ॥  
 দেবানাং প্রথিতঃ সূর্যো বিবস্বামাম তস্য তু ।  
 তস্য পুত্রঃ স বিখ্যাতো বৈবস্বতমনুর্নপঃ ॥ ১৬ ॥  
 তস্য পুত্রস্তথেক্ষাকুঃ সূর্য্যবংশবিবৰ্দ্ধনঃ ।  
 নবাভবন্ সূতাস্তস্য মনোরিক্ষাকুপূৰ্ব্বজাঃ ॥ ১৭ ॥  
 তেষাং নামানি রাজেন্দ্র ! শৃণুৈকমনাঃ পুনঃ ।  
 ইক্ষাকুরথ নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্যাতিরেব চ ॥ ১৮ ॥  
 নরিষ্যন্তস্তথা প্রাংশুর্নগো দিষ্টশ্চ সপ্তমঃ ।  
 করুষশ্চ পৃথক্শ্চ নবৈতে মানবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

ইক্ষাকুঃ পূৰ্ব্বং জাতো যেষাং নবানাং তে নবপুত্রাস্তস্য মনোর্বৈবস্বতস্তাভবন্ ॥ ১৭ ॥

তেষাং নামান্ভাহ তেষামিতি ॥ ১৮ ॥

প্রাংশোরৈব পুরাণান্তরে কবিরিতি সংজ্ঞা । নবৈত ইতি । ইক্ষাকুরহিতা নব তৎ-  
 সহিতাস্ত দশৈবেতি বোধ্যম্ । কুৰ্ম্মপুরাণে তু নবৈবোক্তাঃ ॥ ১৯ ॥

অগৎ সৃজনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ তিনি সৃষ্টি কামনায় দেবীর ধ্যান করিয়া যেমন  
 অনুত্তম শক্তি লাভ করিলেন, অমনি প্রথমে শুভলক্ষণ সম্পন্ন মানসপুত্রদিগকে উৎপাদন  
 করিলেন ॥ ১২ ॥ তাঁহাদের মধ্যে মরীচিই সৃষ্টিকার্য্যে বিশ্রুত হইলেন ॥ ১৩ ॥ তাঁহার পুত্র  
 কশ্যপও সকলের সম্মানিত এবং অতিশয় বিখ্যাত । তাঁহার ত্রয়োদশটি ভার্য্যা ; তাঁহার  
 সকলেই দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ॥ ১৪ ॥ দেবতা, দৈত্যা, যক্ষ, পন্নগ, পশু ও পক্ষিগণ সমস্তই  
 তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । সেই জন্তই ইহাকে কাশ্যপী সৃষ্টিবলিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥  
 দেবতাদিগের মধ্যে সূর্য্য বিশেষ বিখ্যাত ; তাঁহার অন্ত এক নাম বিবস্বান, বিবস্বতের  
 পুত্র বৈবস্বত মনু ; তিনি রাজা হইয়া সাতিশর সূর্য্যোত্তি লাভ করেন । ইহা তির মনুর  
 আরও নয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! তাহাদের নাম একমনা  
 হইয়া শ্রবণ করুন ; নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নৃগ, দিষ্ট, করুষ, পৃথক্ এই



ইক্ষ্বাকুস্ত মনোঃ পুত্রঃ প্রথমঃ সমজায়ত ।  
 তস্য পুত্রশতকামীজ্যেষ্ঠো বিকুক্ষিরাশ্ববান্ ॥ ২০ ॥  
 নবানাং বংশবিস্তারং সংক্ষেপেণ নিশাময় ।  
 শূরাণাং মনুপুত্রাণাং মনোরন্তরজন্মনাম্ ॥ ২১ ॥  
 নাভাগস্য তু পুত্রোহভূদম্বরীষঃ প্রতাপবান্ ।  
 ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ২২ ॥  
 ধৃষ্টাভু ধার্টকং ক্ষত্রং ব্রহ্মভূতমজায়ত ।  
 সংগ্রামকাতরং সম্যক্ ব্রহ্মকর্ম্মরতস্তথা ॥ ২৩ ॥  
 শর্যাতেস্তনয়শ্চাভূদানর্ভো নাম বিশ্রুতঃ ।  
 স্কন্ধা চ তথা পুত্রী রূপলাবণ্যসংযুতা ॥ ২৪ ॥  
 চ্যবনায় স্ততা দত্তা রাজাপ্যক্ষায় স্তন্দরী ।  
 মুনিঃ স্থলোচনো জাতস্তম্ভাঃ শীলগুণেন হ ॥ ২৫ ॥  
 বিহিতো রবিপুত্রাভ্যামশ্বিত্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহান্ ব্রহ্মন্ ! কথায়াম্ কথিতস্বয়া ।  
 যদ্রাজ্ঞা মুনয়েহক্ষায় দত্তা পুত্রী স্থলোচনা ॥ ২৭ ॥

পুত্রশতমধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রো বিকুক্ষিরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

নবানামিতি । নবানাং পুত্রাণাং মধ্যে কেষাঞ্চিদিত্যর্থঃ । সর্কেষাং বংশাকধনাং ॥ ২১-২৫ ॥

রবিপুত্রাভ্যামিতি । অশ্বিনীকুমারাত্যাং বিহিতো নেত্রযুক্তঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬-৩০ ॥

নয়টি মনুর পুত্র ॥ ১৮—১৯ ॥ মনুর অন্ততম পুত্র ইক্ষ্বাকুই প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহার একশত পুত্র হয়, তাঁহাদের মধ্যে আশ্ববান্ বিকুক্ষিই জ্যেষ্ঠ ছিলেন ॥ ২০ ॥ মনুর অনন্তর-জাত নবসংখ্যক শূরপুত্রগণের মধ্যে কতকগুলির বংশ বিস্তার সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, তিনি অত্যন্ত সত্যসন্ধ, পরাক্রান্ত ও ধর্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন, অতএব তিনি সর্বদা গ্রাম্যাসারে প্রজা পালন করিতেন ॥ ২২ ॥ ধৃষ্ট হইতে ধার্টক উৎপন্ন হন, তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রহ্মব্রহ্মপতা লাভ করেন । তিনি স্বভাবতই সংগ্রামে কাতর ছিলেন এবং সর্বদাই ব্রহ্মকার্যের অমুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন ॥ ২৩ ॥ শর্যাতির আনর্ভ নামে বিখ্যাত পুত্র এবং রূপলাবণ্যবতী স্কন্ধা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২৪ ॥ রাজা শর্যাতি সেই স্তন্দরী কন্যা অক্ষ চ্যবনকে দান করেন, কিন্তু মুনি অক্ষ হইয়াও কন্যার চরিত্র গুণে স্তন্দরী লোচন লাভ করিয়াছিলেন । আমরা

কুরুপা গুণহীনা বা নারীলক্ষণবর্জিতা ।

পুত্রী যদা ভবেদ্রাজা তদাক্ষায় প্রযচ্ছতি ॥ ২৮ ॥

জ্ঞাত্বাক্ষং স্নুযুখীং কস্মাদত্তবান্ নৃপসত্তমঃ ।

কারণং ব্রুহি মে ব্রহ্মন্ ! অনুগ্রাহোহস্মি সর্বদা ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা পরীক্ষিতসুতস্ত বৈ ।

দ্বৈপায়নঃ প্রসন্নাত্মা তমুবাচ হসন্নিব ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বৈবস্বতসুতঃ শ্রীমান্ শর্যতির্নাম পার্থিবঃ ।

তস্ত্র স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বারিণ্যসন্ পরিগ্রহাঃ ॥ ৩১ ॥

রাজপুত্র্যঃ সুরূপাশ্চ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ ।

পত্ন্যঃ প্রেমযুতাঃ সর্বাঃ প্রিয়া রাজ্ঞঃ স্নুসম্মতাঃ ॥ ৩২ ॥

একা পুত্রী তু তাসাং বৈ স্নুকন্যা নাম স্নন্দরী ।

পিতুঃ প্রিয়া চ মাতৃণাং সর্বাসাং চারুহাসিনী ॥ ৩৩ ॥

পরিগ্রহাঃ পরিগৃহীতা বিবাহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

তিনিগাহি, রবিপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া-  
ছিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি বলিলেন যে, রাজা শর্যতি স্নুলোচনা কন্তা  
স্নুকন্যাকে দৃষ্টিশক্তিবিহীন চাবন মুনিকে দান করিয়াছিলেন, ইহাতে আমার মহান্ সন্দেহ  
উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ কন্তা যদি কুরুপা গুণহীনা অথবা স্ত্রীলোকের লক্ষণ বিরহিতা  
হয়, তাহা হইলেই রাজার সেই কন্তা অন্ধকে সম্ভাদান করা সম্ভব হইতে পারিত ॥ ২৮ ॥  
কিন্তু নৃপসত্তম শর্যতি তাদৃশী স্নুযুখী কন্তা সেই ঋষিকে অন্ধ জানিয়াও তাহাকে কেন  
দান করিলেন ? ব্রহ্মন্ ! আমি নিয়তই আপনার অনুগ্রহের পাত্র, অতএব ইহার কারণ  
আপনি বলুন ॥ ২৯ ॥

সূত বলিলেন, পরীক্ষিততনয় রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে স্ত্রীত হইয়া  
দ্বৈপায়ন মূনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩০ ॥ বৈবস্বততনয় শ্রীমান্ শর্যতির  
চারি সহস্র বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন ॥ ৩১ ॥ তাঁহারা সমস্ত স্নুলক্ষণ-বিহ্বিতা ও স্নন্দরী,  
সকলেই রাজকন্তা ; বিশেষতঃ সেই রাজপুত্রীগণ সকলেই পতির প্রতি স্ত্রীতিপ্রদর্শন করিয়া  
তাঁহার মনোমতও গ্রহণপাত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ পরন্তু, সেই সমস্ত রাজসীমস্তিনীদিগের

নগরান্নাতিদূরেহুৎ সরো মানসসন্নিভম্ ।  
 বন্ধসোপানমার্গঞ্চ স্বচ্ছপানীয়পূরিতম্ ॥ ৩৪ ॥  
 হংসকারণবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ।  
 দাত্যহসারসাকীর্ণং সৰ্বপক্ষিগণাবৃতম্ ॥ ৩৫ ॥  
 পঞ্চধাকমলোপেতং চঞ্চরীকম্মসেবিতম্ ।  
 পার্শ্বতশ্চ ক্রমাকীর্ণং বেষ্টিতং পাদপৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৬ ॥  
 সালৈস্তমালৈঃ সরলৈঃ পুন্নাগাশোকমণ্ডিতম্ ।  
 বটশ্বখকদম্বৈশ্চ কদলীষণ্ডরাজিতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 জম্বীরৈর্বীজপূরৈশ্চ খৰ্জুরৈঃ পনমৈস্তথা ।  
 ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ কেতকৈঃ কাঞ্চনক্রমৈঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যুথিকাজালকৈঃ শুভ্রৈঃ সংরতং মল্লিকাগণৈঃ ।  
 জম্বীত্রতিস্তিভীভিশ্চ করঞ্জকুটকারিতম্ ॥ ৩৯ ॥  
 পলাশনিম্বখদিরবিষ্ণামলকমণ্ডিতম্ ।  
 বভূব কোকিলারাবকেকাস্বনবিরাজিতম্ ॥ ৪০ ॥  
 তৎসমীপে শুভে দেশে পাদপানাং গণাবৃতে ।  
 ভার্গবশ্চ্যবনঃ শান্তস্তাপসঃ সংস্থিতো মুনিঃ ॥ ৪১ ॥

দাত্যাহঃ কালকঠকঃ । পুষ্করাহবস্ত সারস ইত্যমরঃ । চঞ্চরীকো ভ্রমরঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

ক্রমুকঃ পুংস্বকঃ । কাঞ্চনক্রমো ভাষরা কচনার ইতি প্রসিদ্ধোহস্তি ॥ ৩৮—৪০ ॥

ভার্গবো ভৃগুপুত্রঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

মধ্যো স্কন্ধা নামে একটীমাত্র স্কন্দরী কণ্ঠা ছিল । সেই চাকুহাসিনী পুত্রীকে পিতা ও  
 মাতৃগণ সকলেই সাতিশয় ভাল বাসিতেন ॥ ৩৩ ॥ নগরের অনতি দূরে নির্মল সলিল  
 পূর্ণ মানস সরোবরের জায় একটি মনোহর সরোবর ছিল, তাহার অবতরণ পথ সোপান-  
 শ্রেণীর দ্বারা আবদ্ধ । হংস, কারণব, চক্রবাক, দাত্যাহ, সারস ও অন্যান্য পক্ষিগণ উহার  
 সলিলে ক্রীড়া করিত । পঞ্চবিধ কমল সকল তাহাতে বিকসিত, ভ্রমরকুল তন্মধ্যে  
 বিরাজমান । পার্শ্বভাগ শাল, তমাল, সরল, পুন্নাগ, অশোক, বট, শ্বখ, কদম্ব, কদলী-  
 শ্রেণী জম্বীর, খৰ্জুর, পনস, শুবাক, নারীকেল, কেতক, কাঞ্চন প্রভৃতি নানাবিধ স্কন্দর  
 পাদপরাজি দ্বারা বেষ্টিত । এবং তাহার মধ্যো মধ্যো শুভ্রবর্ণ যুথিকা, মল্লিকা প্রভৃতি লতা  
 ও গুল্ম সকল সুশোভিত । বিশেষত তাহার মধ্যো মধ্যো জম্বু, আম্র, তিস্তিভী, করঞ্জ,  
 কুটক, পলাশ, নিম্ব, খদির, বিষ্ণু ও আমলক বৃক্ষ শোভমান, সেখানে মনুরগণ কেকারব ও  
 কোকিলেরা মনোহর কণ্ঠধ্বনি করিতেছিল ॥ ৩৪—৪০ ॥ তাহার সমীপে পাদপসমূহ দ্বারা



কুরুপা গুণহীনা বা নারীলক্ষণবর্জিতা ।

পুত্রী যদা ভবেজ্জাভা তদাক্ষায় প্রযচ্ছতি ॥ ২৮ ॥

জ্ঞাত্বাক্ষং স্মৃখীং কস্মাদকৃতবান্ নৃপসত্তমঃ ।

কারণং ব্রুহি মে ব্রহ্মন্ । অনুগ্রাহোহস্মি সর্বদা ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা পরীক্ষিতসুতস্ত বৈ ।

দ্বৈপায়নঃ প্রসম্বাদ্য তমুবাচ হসম্ভিব ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বৈবস্বতসুতঃ শ্রীমান্ শর্যতির্নাম পার্থিবঃ ।

তস্ত জ্ঞীণাং সহস্রানি চত্বার্যাসন্ পরিগ্রহাঃ ॥ ৩১ ॥

রাজপুত্র্যঃ সুরূপাশ্চ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ ।

পত্ন্যঃ প্রেমযুতাঃ সর্বাঃ প্রিয়া রাজ্ঞঃ স্মস্ম্যতাঃ ॥ ৩২ ॥

একা পুত্রী তু তাসাং বৈ স্ককন্তা নাম স্কন্দরী ।

পিতুঃ প্রিয়া চ মাতৃণাং সর্বাসাং চারুহাসিনী ॥ ৩৩ ॥

পরিগ্রহাঃ পরিগ্রহীতা বিবাহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

তিনিগাহি, রবিপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া-  
ছিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

অনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি বলিলেন যে, রাজা শর্যতি সুলোচনা কন্তা  
স্ককন্তাকে দৃষ্টিশক্তিবিশীন চ্যবন মুনিকে দান করিয়াছিলেন, ইহাতে আমার মহান্ সন্দেহ  
উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ কন্তা যদি কুরুপা গুণহীনা অথবা জ্ঞীলোকের লক্ষণ বিরহিতা  
হয়, তাহা হইলেই রাজার সেই কন্তা অন্ধকে সম্ভ্রদান করা সম্ভব হইতে পারিত ॥ ২৮ ॥  
কিন্তু নৃপসত্তম শর্যতি তাদৃশী স্মৃখী কন্তা সেই ঋষিকে অন্ধ জানিয়াও তাহাকে কেন  
দান করিলেন ? ব্রহ্মন্ ! আমি নিশ্চয়ই আপনার অনুগ্রহের পাত্র, অতএব ইহার কারণ  
আপনি বলুন ॥ ২৯ ॥

সূত বলিলেন, পরীক্ষিততনয় রাজশ্রেষ্ঠ অনমেজয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে শ্রীত হইয়া  
দ্বৈপায়ন মুনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩০ ॥ বৈবস্বততনয় শ্রীমান্ শর্যতির  
চারি সহস্র বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন ॥ ৩১ ॥ তাঁহারা সমস্ত সুলক্ষণ-বিকৃষিতা ও স্কন্দরী,  
সকলেই রাজকন্তা ; বিশেষতঃ সেই রাজপত্নীগণ সকলেই পতির প্রতি শ্রীতিপ্রদর্শন করিয়া  
তাঁহার মনোমতও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ পরন্তু, সেই সমস্ত রাজসীমন্তিনীদিগের



জ্ঞাত্বাসৌ বিজনং স্থানং তপস্তপে সমাহিতঃ ।  
 কৃৎস্না দৃঢ়াসনং মোনমাধায় জিতমারুতঃ ॥ ৪২ ॥  
 ইন্দ্রিয়ানি চ সংযম্য ত্যক্তাহারস্তপোনিধিঃ ।  
 জলপানাদিরহিতো ধ্যায়মাস্তে পরান্থিকাম্ ।  
 স বস্মীকোহভবদ্রাজ্জলতাভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 কালেন মহতা রাজন্ ! সমাকীর্ণঃ পিপীলিকৈঃ ।  
 তথা স সংরতো ধীমান্ যুৎপিণ্ড ইব সৰ্বতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 কদাচিৎ স মহীপালঃ কামিনীগণসংরতঃ ।  
 আজগাম সরো রাজন্ ! বিহতু মিদমুত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥  
 শর্যতিঃ স্তন্দরীবৃন্দসংযুতঃ সলিলেহমলে ।  
 ক্রীড়াসক্তো মহীপালো বভূব কমলাকরে ॥ ৪৬ ॥  
 স্কন্ধা বনমাসাদ্য বিজহার সখীরতা ।  
 স্তম্ভাংসি বিচিহ্নস্তী চঞ্চলা চঞ্চলোপমা ॥ ৪৭ ॥

পরান্থিকাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ভগবতীং ধ্যায়মাস্তে ইত্যর্থঃ । তষ্টেবং ভগবতীং  
 ধ্যায়তঃ শরীরোপরি বস্মীকমভবদিত্যাহ স বস্মীক ইতি ॥ ৪৩ ॥

যুৎপিণ্ড ইবাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

চঞ্চলোপমা বিহ্যৎসমানা ॥ ৪৭ ॥

আবৃত পবিত্র স্থানে প্রশান্তচেতা তাপসপ্রধান ভৃগুপুত্র চাবন মুনি অবস্থিতি করিতে-  
 ছিলেন ॥৪১॥ এই স্থান বিজন, এখানে তপস্যা করিলে কোন বিষ হইবে না, মুনিবর মনে  
 মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া দৃঢ় আসনে আসীন ও সমাহিত হইয়া মোনাবলম্বন ও বায়ু  
 নিরোধনপূর্বক তপোমুষ্ঠানে নিরত ছিলেন ॥৪২॥ কলত তপোনিধি ভার্গব ইন্দ্রিয়সংযত এবং  
 আহার ও জলপানাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতীর ধ্যানে  
 নিমগ্ন ছিলেন । রাজন্ ! এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার শরীরের উপরি বস্মীক  
 হইল, ঐ বস্মীকের সর্বত্র লতা দ্বারা আবৃত হইয়া গেল ॥ ৪৩ ॥ রাজন্ ! দীর্ঘকাল অতি-  
 বাহিত হইলে উহা পিপীলিকার আচ্ছন্ন হইল, আর অধিক কি বলিব তৎকালে সেই  
 ধীমান্ মুনিবর সর্বতোভাবে আবৃত হইয়া যুৎপিণ্ডের স্থায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৪৪ ॥

রাজন্ ! একদা মহীপাল শর্যতি উপরনে বিহার করিবার মানসে কামিনীগণ সমভি-  
 ব্যাহারে এই অতুত্তম সরোবরে আগমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অবনীপতি শর্যতি স্তন্দরী  
 বৃন্দসমূহে পরিবৃত হইয়া কমলাকরের অতি বিমল সলিলে ক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হই-  
 লেন ॥ ৪৬ ॥ এদিকে চপলার স্থায় রূপসম্পন্ন চঞ্চলা রাজকন্যা স্কন্ধা বনে আসিয়া নিজ-



সৰ্বাভরণসংযুক্তা রণচরনুপুরা ।

চংক্রমমাণা বল্মীকং চ্যবনস্ত সমাসদৎ ॥ ৪৮ ॥

ক্রীড়াসক্তোপবিষ্টা সা বল্মীকস্ত সমীপতঃ ।

দদর্শ চাস্ত রঞ্জে বৈ খদ্যোত ইব জ্যোতিষী ॥ ৪৯ ॥

কিমেতদিতি সঞ্চিস্ত্য সমুদ্বর্তুং মনো দধে ।

গৃহীত্বা কণ্টকং তীক্ষ্ণং ভ্রমমাণা কুশোদরী ॥ ৫০ ॥

সা দৃষ্টা মুনিনা বালা সমীপস্থা কৃতোদ্যমা ।

বিচরন্তী স্কেশান্তা মুম্বথশ্চৈব কামিনী ॥ ৫১ ॥

তাং বীক্ষ্য স্তদতীং তত্র কামকণ্ঠস্তপোনিধিঃ ।

তামভাষত কল্যাণীং কিমেতদিতি ভার্গবঃ ॥ ৫২ ॥

দূরং গচ্ছ বিশালাক্ষি ! তাপসোহহং বরাননে ! ।

মা ভিন্দস্বাদ্য বল্মীকং কণ্টকেন কুশোদরি ! ॥ ৫৩ ॥

তেনেদং প্রোচ্যমানাপি সা চাস্ত ন শৃণোতি বৈ ।

কিমু খল্বিদমিত্যুক্তা নির্বিভেদাস্ত লোচনে ॥ ৫৪ ॥

চংক্রমমাণা গমনং কুর্ষতী । সমাসদৎ প্রাপ্তবতী ॥ ৪৮ ॥

জ্যোতিষী নেত্রস্থে । সমাধিকালে নেত্রয়োরুন্মীলনস্ত সঙ্ঘাৎ ॥ ৪৯—৫০ ॥

মুনিনা তন্নিবেব কানে সমাধৈর্ক্যুথিতেন মুনিনেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥

সখীগণের সহিত ইতস্ততঃ পুষ্পচয়ন করিত করিতে বিহার করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ সুকণ্ঠা সমস্ত অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া চরণস্থিত নুপুরের মনোহর ঝগ ঝগশব্দ সহকারে ভ্রমণ করত ক্রমে ক্রমে চ্যবন ঋষির বল্মীকের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ তিনি ক্রীড়ার আসক্ত হইয়া সেই বল্মীকের নিকটেই উপবেশন করিলেন ; উপবিষ্ট হইয়াই বল্মীকের মধ্য হইতে খদ্যোতের স্থায় জ্যোতিঃপদার্থ দৃষ্টিগোচর করিলেন ॥ ৪৯ ॥ ইহা কি ? এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া সেই কুশোদরী উহা উত্তোলন করিবার মানসে কণ্টক গ্রহণ করিলেন এবং তৎকণাৎ উহা উদ্ধৃত করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন ॥৫০॥ ক্রমে তাহার নিকটে গিয়া যেমন কণ্টক বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন অমনি মুনিবর কামকামিনীর স্থায় সেই রূপবতী স্কেশী বালাকে দেখিতে পাইলেন ॥৫১॥ তপোনিধি ভার্গব সেই কল্যাণী স্তদতীকে নিরীক্ষণ করিয়া কীণকণ্ঠে কহিলেন, তুমি কি করিতেছ ? ॥৫২॥ বরাননে ! আমি তাপস ; অতএব তুমি এস্থান হইতে দূরে গমন কর, কুশোদরি ! তোমার ঈদৃশ বিশাল লোচন, তথাপি আমাকে দেখিতে পাইতেছ না ; অতএব নিষেধ করিতেছি কণ্টক দ্বারা বল্মীক ভেদ করিও না ॥ ৫৩ ॥ সেই মুনিবর এইরূপ বলিলেও সেই কণ্ঠা তাহার বাক্য শুনিতে না

দৈবেন নোদিতা ভিত্ত্বা জগাম নৃপকণ্ঠকা ।  
 ক্রীড়ন্তী শঙ্কমানা সা কিং কৃতস্তু ময়েতি চ ॥ ৫৫ ॥  
 চুক্রোধ স তথা বিহ্বনেত্রঃ পরমমন্যমান্ ।  
 বেদনাভ্যর্দিতঃ কামঃ পরিতাপঃ জগাম হ ॥ ৫৬ ॥  
 শক্নুত্ননিরোধোহভূৎ সৈনিকানাস্তু তৎক্ষণাৎ ।  
 বিশেষেণ তু ভূপশ্চ সামাত্যশ্চ সমস্ততঃ ॥ ৫৭ ॥  
 গজোষ্ট্রতুরগাণাঞ্চ সর্বেষাং প্রাণিনাং তদা ।  
 ততো রুদ্ধে শক্নুত্নে শর্যাতিদুঃখিতোহভবৎ ॥ ৫৮ ॥  
 সৈনিকৈঃ কথিতং তস্মৈ শক্নুত্ননিরোধনম্ ।  
 চিন্তয়ামাস ভূপালঃ কারণং দুঃখসম্ভবে ॥ ৫৯ ॥  
 বিচিন্ত্যাহ ততো রাজা সৈনিকান্ স্বজনাংস্তথা ।  
 গৃহমাগত্য চিন্তার্তঃ কেনেদং দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৬০ ॥  
 সরসঃ পশ্চিমে ভাগে বনমধ্যে মহাতপাঃ ।  
 চ্যবনস্তাপসস্তত্র তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ॥ ৬১ ॥

( শক্নুত্নায়া যুনের্নয়নভেদে কারণমাহ দৈবেনেতি দৈবেন হেতুনেত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥  
 চুক্রোধেতি পেরমমন্যমান্ অন্তরুখিতাত্যন্তক্রোধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥  
 শক্নুৎ । পুরীষম্ ॥ ৫৭—৬১ ॥ )

পাইয়া ইহা কি ? এইরূপ বলিয়া তাঁহার লোচনযুগল কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৪ ॥  
 দৈবের বশবর্ত্তিনী হইয়া রাজকন্যা ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু ভেদ করিলেন, কিন্তু  
 আমি কি করিলাম, এইরূপ শঙ্কান্বিত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৫ ॥ নেত্র-  
 যুগল বিদ্ধ হওয়ায় মুনিবর অতিশয় যন্ত্রণাবশত কুপিত হইলেন, বিশেষত বেদনায় নিতাস্ত  
 কাতর হইয়া নিরন্তর পরিতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ তখন রাজা, মন্ত্রী, সৈনিকগণ,  
 গজ, অশ্ব, উষ্ট্র এমন কি, তত্রত্য সমস্ত প্রাণিবর্গের ক্ষণমাত্রেই মলমূত্র নিরোধ হইয়া  
 গেল । দৈবাৎ এইরূপ মলমূত্র নিরোধ হইতে দেখিয়া নরপতি শর্যাতি নিরশয় দুঃখিত ও  
 চিন্তিত হইলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥ বিশেষত ঐ সময় সৈনিকগণ মলমূত্র নিরোধের বিষয় রাজাকে  
 নিবেদন করিলে ভূপাল দুঃখ ঘটবার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ এইরূপ চিন্তা  
 করিতে করিতে রাজা গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ; অবশেষে চিন্তায় কাতর হইয়া সৈনিক-  
 গণকে ও স্বজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এরূপ দুর্কার্য  
 করিয়াছে ? ॥ ৬০ ॥ সরোবরের পশ্চিমভাগস্থিত বনমধ্যে মহর্ষি মহাতপা চ্যবন দুশ্চর তপ-  
 শ্চর্যা করিতেছেন, আমার অনুমান হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি সেই অনলপ্রভ তাপস-  
 রাজের অবশ্যই অপকার করিয়া থাকিবে, তাহাতেই আগাদিগের এই পীড়া উৎপন্ন

কেনাপ্যপকৃতং তত্র তাপসেহগ্নিসমপ্রভে ।

তস্মাৎ পীড়া সমুৎপন্না সৰ্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬২ ॥

তপোবৃদ্ধস্য বৃদ্ধস্য বরিষ্ঠস্য বিশেষতঃ ।

কেনাপ্যপকৃতং মন্যে ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬৩ ॥

জ্ঞাতং বা যদি বাজ্ঞাতং তশ্চেদং ফলমুত্তমম্ ।

কৈশ্চ দুর্মৈঃ কৃতং তস্য হেলনং তাপসস্য হ ॥ ৬৪ ॥

ইতি পৃষ্ঠাস্তমুচুস্তে সৈনিকা বেদনাদ্ধিতাঃ ।

মনোবাক্যায়জনিতং ন বিদ্যোহপকৃতং বয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণামিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
স্বকণ্ঠায়া মহর্ষেচ্যবনস্ত চক্ষুর্বেদনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

কারণং নিশ্চিনোতি কেনেতি ॥ ৬২—৬৫ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হইয়াছে ইহাই আমার স্থিরনিশ্চয় ॥ ৬১—৬২ ॥ মহাত্মা ভৃগুনন্দন বৃদ্ধ বিশেষত তপস্তায়  
প্রাণীণ হইয়া সকলের বরিষ্ঠ হইয়াছেন, অতএব আমি বিবেচনা করি যে অবশ্যই সেই  
মহাত্মার কেহ অপকার করিয়া থাকিবে ॥ ৬৩ ॥ কোন দুষ্টলোক তাঁহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন  
করিয়াছে যদি ইহা জানিতে পারি আর নাই পারি, কিন্তু তাহারই এই সমুচিত ফল  
সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥ এই বাক্য শ্রবণে সৈনিকগণ বেদনায় কাতর হইয়া তাঁহাকে বলিল,  
আমাদের মধ্যে কেহই মনঃ বাক্য বা শরীর দ্বারা তাঁহার কোন অপকার করে নাই, ইহা  
আমরা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে স্বকণ্ঠার চ্যবননয়নবেদন নামক

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পপ্রচ্ছ তান্ সৰ্বান্ রাজা চিস্তাকুলস্তথা ।  
পর্যপৃচ্ছৎ স্নহদ্বর্গং সান্না চোগ্রতয়াপি চ ॥ ১ ॥  
পীড়্যমানং জনং বীক্ষ্য পিতরং দুঃখিতং তথা ।  
বিচিন্ত্য শূলভেদং সা স্নকন্যা চেদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥  
বনে ময়া পিতস্তত্র বন্মীকো বীরুধাবৃতঃ ।  
ক্রীড়ন্ত্যা স্নদৃঢ়ো দৃষ্টশ্ছিদ্রদ্বয়সমস্থিতঃ ॥ ৩ ॥  
তত্র খদ্যোতবদীপ্তজ্যোতিষী বীক্ষিতে ময়া ।  
সূচ্যা বিদ্ধে মহারাজ ! পুনঃ খদ্যোতশঙ্কয়া ॥ ৪ ॥  
জলক্লিমা তদা সূচী ময়া দৃষ্টা পিতঃ ! কিল ।  
হাহেতি চ শ্রুতঃ শব্দো মন্দো বন্মীকমধ্যতঃ ॥ ৫ ॥

অর্কাধিকৈশ্চতুঃষষ্টিপদৈঃ পুত্রী স্নকন্যকা ।

চাবনার মুদা দত্তা নৃপেণেতি তু কথ্যতে ॥

তান্ সৈনিকান্ রাজা পৃষ্টানস্তরং স্নহদ্বর্গং পপ্রচ্ছেত্যাহ ইতি পপ্রচ্ছেতি । সান্না শাস্ত্যা  
উগ্রতয়া ক্রোধেন ॥ ১ ॥

বীরুধাবৃতো বৃক্ষৌষধ্যাবৃতঃ ॥ ২—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা পর্যাতি চিস্তাকুল হৃদয়ে ক্রুদ্ধভাবে সৈনিকদিগকে  
এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিশেষে স্নহদ্বর্গকে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥  
তখন রাজকন্যা পিতাকে দুঃখিত এবং সেনাগণকে কাতর দেখিয়া স্বয়ং যে কণ্টক দ্বারা  
মহর্ষির নয়নদ্বয় বিদ্ধ করিয়াছেন এই বিষয় মনে ভাবিয়া নিজ পিতাকে বলিলেন ॥ ২ ॥  
পিতঃ ! আমি সেই বনে ক্রীড়া করিতে করিতে লতাগুল্ম দ্বারা পরিবৃত একটি বন্মীক-  
রাশি নয়নগোচর করিলাম, সেই বন্মীকরাশি স্নদৃঢ়, তাহাতে দুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হইল ॥ ৩ ॥  
মহারাজ ! সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া খদ্যোতের জ্বায় দীপ্তিমান্ জ্যোতিঃপদার্থ অবলোকন  
করিয়া খদ্যোত বিবেচনায় আমি উহা সূচি দ্বারা বিদ্ধ করিলাম ॥ ৪ ॥ পিতঃ ! এমন  
সময় “হায় আমি হত হইলাম” বন্মীকরাশির মধ্য হইতে এইরূপ মৃদুমন্দ শব্দ শুনা  
যাইতে লাগিল, তৎকালে আমি সেই সূচি উত্তোলন করিয়া দেখিলাম যে, উহা জল দ্বারা

তদাহং বিস্মিতা রাজন্ ! কিমেতদिति শঙ্কয়া ।

ন জানে কিং ময়া বিদ্ধং তস্মিন্ বল্মীকমণ্ডলে ॥ ৬ ॥

রাজা শ্রুত্বা তু শর্যাতিঃ স্ককণ্ঠাবচনং শৃণু ।

মুনেস্তল্লেলনং জ্ঞাত্বা বল্মীকং ক্ষিপ্ৰমভ্যাগাৎ ॥ ৭ ॥

তত্রাপশ্যত্বপোবৃদ্ধং চ্যবনং দুঃখিতং ভৃশম্ ।

ক্ষোটিয়ামাস বল্মীকং মুনিদেহারতং ভৃশম্ ॥ ৮ ॥

প্রণম্য দণ্ডবদুমৌ রাজা তং ভার্গবং প্রতি ।

ভূষ্ঠাব বিনয়োপেতস্তমুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৯ ॥

পুত্র্যা মম মহাভাগ ! ক্রীড়ন্ত্যা দুষ্কৃতং কৃতম্ ।

অজ্ঞানাদ্ বালয়া ব্রহ্মন্ ! কৃতং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১০ ॥

অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তীতি ময়া শ্রুতম্ ।

তস্মাস্ত্বমপি বালায়াঃ ক্ষন্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্মৈ চ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ ।

বিনয়োপনতং দৃষ্ট্বা রাজানং দুঃখিতং ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

( রাজেতি । হেলনং ধর্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ক্ষোটিয়ামাস বিভেদেত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

অজ্ঞানাং বালত্বাচ্চ কৃতোহপরাধঃ ক্ষন্তব্য ইত্যাত আহ । অজ্ঞানাদিতি ॥ ১০—১৪ ॥ )

আর্দ্র হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ইহা কি ? এই আশঙ্কার আমি তখন বিস্মিত হইলাম, পরন্তু, আমি সেই বল্মীকরাশিতে কি বিধিলাম তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ৬ ॥

রাজা শর্যাতি স্ককণ্ঠার এইরূপ কোমল বাক্য শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে, তাহাতেই মুনিবরের অবমাননা করা হইয়াছে সংশয় নাই, ইহা বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ বল্মীক সন্নিধানে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ তথায় গিয়া মুনিবরের দেহারবরক বল্মীকরাশি তথ্য করিয়া বেদনার অতি কাতর তপোবৃদ্ধ চ্যবনকে দর্শন করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন রাজা শর্যাতি ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক ভৃগুনন্দন চ্যবনকে অতি বিনীতভাবে স্তব করিয়া কহিলেন, মহাভাগ ! আমার কণ্ঠা ক্রীড়া করিতে করিতে এই দুর্কার্য্য করিয়াছে, অতএব মহাত্মন ! সেই বালিকা অজ্ঞানবশত যে কার্য্য করিয়াছে, আপনি তাহা নিজ ঔদার্য্যগুণে ক্ষমা করুন ॥ ৯—১০ ॥ আমি শুনিয়াছি তাপসগণ সততই কোপ-রহিত স্তবরাং আপনাকেও এক্ষণে সেই অবোধ বালিকার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে ॥ ১১ ॥

চ্যবন উবাচ ।

রাজম্বাহং কদাচিদ্ বৈ করোমি ক্রোধমণুপি ।  
ন ময়াদৈব শপ্তস্বং হুহিত্রা পীড়নে কৃতে ॥ ১৩ ॥  
নেত্রে পীড়া সমুৎপন্না মম চাদ্য নিরাগনঃ ।  
তেন পাপেন জানামি দুঃখিতস্বং মহীপতে ! ॥ ১৪ ॥  
অপরাধং পরং কৃৎস্না দেবীভক্তস্য কো জনঃ ।  
স্বখং লভেত যদপি ভবেজ্জাতা শিবঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥  
কিং করোমি মহীপাল ! নেত্রহীনো জরারূতঃ ।  
অক্ষস্য পরিচর্য্যাক্ষ কঃ করিষ্যতি পার্থিব ! ॥ ১৬ ॥

রাজোবাচ ।

সেবকা বহবঃ সেবাং করিষ্যন্তি তবানিশম্ ।  
ক্ষমস্ব মুনিশাদূল ! স্বল্পক্রোধা হি তাপসাঃ ॥ ১৭ ॥

চ্যবন উবাচ ।

অন্ধোহহং নির্জ্ঞনো রাজঃস্তপস্তপ্তুং কথং ক্ষমঃ ।  
ত্বদীয়াঃ সেবকাঃ কিং তে করিষ্যন্তি মম প্রিয়ম্ ॥ ১৮ ॥

নমু ত্বয়া শাপো ন দত্তস্তর্হি কিমিত্যেতাদৃশী নিকারণা দশা জাতেতি চেত্তত্রাহ অপ-  
রাধং পরং কৃৎস্নেতি । শিবোহপি যদি ত্রাতা ভবতি তথাপি দেবীভক্ত্যাপরাধং কৃৎস্না কো  
জনঃ স্বখং লভেত ন কোহপীত্যর্থঃ । দেবীভক্ত্যাপরাধস্য দুঃখদাতৃত্বং স্বভাব এব ন তু

বাস বলিলেন, মহর্ষি চ্যবন, রাজার ঐদৃশ বাক্য শুনিয়া বিশেষতঃ তাঁহাকে একান্ত  
বিনীত ও কাতরভাবেপন্ন দেখিয়া কহিলেন ॥ ১২ ॥ রাজন্ ! আমি কখনও অণুমাত্র ক্রোধ  
করি নাই । তোমার কণ্ঠা আমাকে নিপীড়িত করিয়াছে, তথাপি এখনও কুপিত হইয়া  
তোমাকে অভিশাপ প্রদান করি নাই, কিন্তু দেব আমি নিরপরাধী, নেত্র পীড়নে আমার  
অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হইয়াছে ; মহীপতে ! বোধ হয় তুমি সেই পাপেই দুঃখিত ও সন্তপ্ত  
হইয়াছ ॥ ১৩—১৪ ॥ যদি শিবও স্বয়ং রক্ষক হন, তথাপি দেবীভক্তের নিরতিশয় অপরাধ  
করিয়া কোন্ ব্যক্তি স্বখলাভে সমর্থ হইতে পারে ? ॥ ১৫ ॥ মহীপাল ! একেত আমি  
জরায় জীর্ণ, তাহাতে আবার নয়ন বিহীন হইলাম, এখন আমার উপায় কি ? হে  
পার্থিব ! কোন্ ব্যক্তি এই অন্ধের পরিচর্যা করিবে ? তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১৬ ॥  
রাজা বলিলেন, মুনিবর ! তাপসদিগের কোপ ক্ষণস্থায়ী, আপনিও তপস্তায় নিরত স্মৃতরাং  
আপনার ক্রোধ অসম্ভব, অতএব আপনি দয়া করিয়া সেই বালিকার অপরাধ ক্ষমা করুন ;  
আমার অনেক সেবক আছে, তাহারা আপনার নিরন্তর সেবা করিবে ॥ ১৭ ॥



ক্ষমাপয়সি চেমাং ত্বং কুরু মে বচনং নৃপ ! ।

দেহি মে পরিচর্য্যার্থং কন্যাং কমললোচনাম্ ॥ ১৯ ॥

তুষ্যেহনয়া মহারাজ ! পুত্র্যা তব মহামতে ! ।

করিষ্যামি তপশ্চাহং সা মে সেবাং করিষ্যতি ॥ ২০ ॥

এবং কৃতে সুখং মে শ্রান্তব চৈব ভবিষ্যতি ।

সন্তুষ্টে ময়ি রাজেন্দ্র ! সৈনিকানাং ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥

বিচিন্ত্য মনসা ভূপ ! কন্যাদানং সমাচর ।

ন চাত্ত্র দূষণং কিঞ্চিদ্ভাপসোহহং যতব্রতঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শর্য্যতির্বচনং শ্রুত্বা মুনেশ্চিন্তাতুরোহভবৎ ।

ন দাশ্বেহপ্যথবা দাশ্বে কিঞ্চিন্নোবাচ ভারত ! ॥ ২৩ ॥

কথমক্ষায় বৃদ্ধায় কুরুপায় স্নতামিমাম্ ।

দেবকন্যোপমাং দত্ত্বা সুখী শ্রামাত্মসন্তুভাম্ ॥ ২৪ ॥

কারণান্তরং বিদ্যত ইতি ভাবঃ । তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্ । শাক্তান্ হিংসন্তি গর্জ্জন্তি নিন্দন্তি  
বহুজলকাঃ । ছিনন্তি তেষাং দেবেশী শিরাংসি হরবল্লভেতি ॥ ১৫—২৬ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজন্ ! একেত আমার আত্মীয়বর্গ কেহই নিকটে নাই তাহাতে  
আবার অন্ধ হইলাম এক্ষণে আমি কি প্রকারে তপসপরণ করিতে সমর্থ হইব !! আপনার  
সেবকবর্গ আমার প্রিয় অনুষ্ঠান করিবে বলিয়া বোধ হয় না ॥ ১৮ ॥ নরপতে ! যদি  
আমায় প্রসন্ন করা আপনার কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে আপনি আমার বাক্য প্রতি-  
পালন করুন, আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত আপনার সেই কমলনয়না কন্যার  
প্রদান করুন ॥ ১৯ ॥ মহারাজ ! আপনার সেই কন্যা পাইলে আমি পরম সন্তুষ্ট হইব ।  
আমি তপস্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে সে আমার নিয়তই সেবা করিবে ॥ ২০ ॥ রাজেন্দ্র ! এইরূপ  
করিলে আমার সুখ হইবে, স্নতরাং তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব এবং তাহা হইলেই  
আপনার ও সৈনিকগণের ক্রোধ নিবারণ হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥  
ভূপতে ! আপনি মনে মনে ইহা বিবেচনা করিয়া আমাকে সেই কন্যা দান করুন, আমি  
যতব্রত তাপস অতএব আমাকে কন্যাদান করিলে কিঞ্চিন্মাত্রও আপনার দোষ ঘটিতে  
পারিবে না ॥ ২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভারত ! নরপতি শর্য্যতি, মুনিবর চ্যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তায়  
আকুল হইলেন, কিন্তু কন্যা দান করিবেন কি না তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন  
না ॥ ২৩ ॥ রাজা ভাবিলেন আমার এই ছুহিতা দেবকন্যার স্নান পরম রূপবতী, আর

কো বাত্মনঃ সুখার্থায় পুত্র্যাঃ সংসারজং সুখম্ ।  
 হরতেহলমতিঃ পাপো জানন্নপি শুভাশুভম্ ॥ ২৫ ॥  
 প্রাপ্য সা চ্যবনং স্কন্ধঃ পঞ্চবাণশরাদিতা ।  
 অক্ষং বৃদ্ধং পতিং প্রাপ্য কথং কালং নন্নিষ্যতি ॥ ২৬ ॥  
 যৌবনে দুর্জয়ঃ কামো বিশেষেণ স্করূপয়া ।  
 আত্মতুল্যং পতিং প্রাপ্য কিমু বৃদ্ধং বিলোচনম্ ॥ ২৭ ॥  
 গৌতমং তাপসং প্রাপ্য রূপযৌবনসংযুতা ।  
 অহল্যা বাসবেনাশু বঞ্চিতা বরবর্ণিনী ॥ ২৮ ॥  
 শপ্তা চ পতিনা পশ্চাজ্জাত্বা ধর্মবিপর্যায়ম্ ।  
 তস্মাদ্ভবতু মে দুঃখং ন দদামি স্ককণ্টকাম্ ॥ ২৯ ॥  
 ইতি সঞ্চিন্ত্য শর্যাতিবিমনাঃ স্বগৃহং যযৌ ।  
 সচিবাংশ্চ সমাদায় মন্ত্রং চক্রেহতিদুঃখিতঃ ॥ ৩০ ॥  
 ভো মন্ত্রিণো বুভুদ্য কিং কর্তব্যং ময়াধুনা ।  
 পুত্রী দেয়াথ বিপ্রায় ভোক্তব্যং দুঃখমেব বা ।  
 বিচারয়ধ্বং মিলিতা হিতং শ্রান্মম বৈ কথম্ ॥ ৩১ ॥

যৌবনে ইতি । আত্মতুল্যমাত্মানুরূপমপি পতিং প্রাপ্য কামো দুর্জয়োহস্তি তদা  
 বিলোচনমক্ষং বৃদ্ধং পতিং প্রাপ্য কামো দুর্জয়োহস্তীতি কিমু বক্তব্যং সর্বথৈব দুর্জয় ইতি  
 ভাবঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

এই মুনি বৃদ্ধ ও কুরূপ বিশেষত অক্ষ, অতএব এই কণ্ঠারত্ন ইহাকে দিয়া কিরূপে সুখী  
 হইতে পারিব ॥ ২৪ ॥ কোন্ অন্নবুদ্ধি ও পাপপরায়ণ ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ও অমঙ্গল  
 জানিয়া আপনার সুখ অভিলাষে কণ্ঠার সংসার জনিত সুখ হরণ করিতে পারে ॥ ২৫ ॥  
 সেই স্কন্ধ কণ্ঠা বৃদ্ধ চ্যবন সন্নিধানে গিয়া যখন মনমথশরে নিপীড়িত হইবে, তখন কিরূপে  
 এই অক্ষ বৃদ্ধ পতিকে লইয়া কালযাপন করিয়া সুখিনী হইবে ॥ ২৬ ॥ বিশেষত যখন  
 সুনন্দরী রমণীগণ আপনার অনুরূপ পতি লাভ করিয়াও যৌবনকালে কামরিপুকে জয়  
 করিতে সমর্থ হয় না, তখন নেত্রবিহীন বৃদ্ধ পতি লইয়া কিরূপে সেই ছরতিক্রম কামকে  
 জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৭ ॥ পরম রূপলাবণ্যবতী অহল্যা তাপস গৌতমকে বিবাহ  
 করেন, কিন্তু যৌবনকালে সেই বরবর্ণিনীর রূপলাবণ্য দর্শনে বাসব বঞ্চনা করিয়া  
 তাঁহার ধর্ম নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ অবশেষে তাঁহার পতি গৌতম, ধর্মের বিপরীত  
 কার্য্য অবলোকনে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন । অতএব সেই বুদ্ধির শাপে যদি আমার  
 দুঃখ উপস্থিতও হয় তথাপি আমি স্ককণ্টকে প্রদান করিতে পারিব না ॥ ২৯ ॥ রাজা

মল্লিগ উচুঃ ।

কিং ব্রূমোহস্মিন্মহারাজ ! সঙ্কটেহতিদুরাসদে ।  
দুর্ভগায় স্ককন্ত্যমা কথং দেয়াতিসুন্দরী ॥ ৩২ ॥

বাস উবাচ ।

তদা চিন্তাকুলং বীক্ষ্য পিতরং মল্লিগস্তথা ।  
স্ককন্তা হিঙ্গিতং জ্ঞাত্বা প্রহস্বেদমুবাচ হ ॥ ৩৩ ॥  
পিতঃ ! কস্মাদ্ভবানদ্য চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
মৎকৃতে দুঃখসংবিগ্নো বিষমবদনোহসি বৈ ॥ ৩৪ ॥  
অহং গহ্না মুনিং তত্র সমাপ্তাশ্চ ময়াদ্বিতম্ ।  
করিষ্যামি প্রসন্নং তমাত্মদানেন বৈ পিতঃ ! ॥ ৩৫ ॥  
ইতি রাজা বচঃ শ্রুত্বা ভাসিতং যং স্ককন্তয়া ।  
তামুবাচ প্রসন্নাত্মা সচিবানাক্ষ শৃণুতাম্ ॥ ৩৬ ॥  
কথং পুত্রি ! ত্বমকস্য পরিচর্যাং বনেহবলা ।  
করিষ্যসি জরার্ভস্য ক্রোধনস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥

( অতিদুরাসদে অত্যন্তদুরভাগ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

মৎকৃতে মম ভাবিদুঃখং বিস্তান্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অহানতি । ময়াদ্বিতমতএবাহমেবাত্মদানেন মুনিং প্রসাদয়ামি । অনেন যত্নাপরাধঃ  
পাপং বা তত্ত্বৈব দণ্ডঃ প্রায়শ্চিত্তং বা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

পর্যতি এইরূপ চিন্তায় বিননা হইয়া স্বীয় আবাসে গমন করিলেন, এবং গৃহে উপনীত  
হইয়া সাতিশয় কাতর হৃদয়ে সচিববর্গকে আহ্বান করিয়া মন্থণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥  
হে মল্লিগণ ! এখন আমার কি করা উচিত, তোমরা তাহা বল, অধুনা বিপ্রবরকে কথ্য-  
দান করা বিশেষ ; না দুঃখ ভোগ করাই উচিত ; কোন্ কার্য্য করিলে আমার হিত  
হইবে, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহার বিচার কর ॥ ৩১ ॥

মল্লিগণ বলিলেন, মহারাজ ! এই দুস্তর সঙ্কটে আমরা কি বলিব, আপনি কিরূপেই বা  
সেই দুর্ভগ তাপসকে এই পরমা সুন্দরী কন্যা প্রদান করিবেন ? ॥ ৩২ ॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, তখন স্ককন্তা পিতা এবং সচিববর্গকে চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল  
দেখিয়া ইঙ্গিতে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে নিজ পিতাকে  
বলিলেন, পিতঃ ! আজ আপনার অন্তঃকরণ চিন্তায় আকুল দেখিতেছি কেন ? বোধ হয়  
আমার নিমিত্তই আপনি দুঃখে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিষম হইতেছেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ পিতঃ !  
সেই মুনিবরকে আমিই নিপীড়িত করিয়াছি, অতএব আমিই তপায় গিয়া তাঁহাকে  
আশ্বাসিত করিব, অধিক কি আমি তাঁহার চরণে আশ্রয় সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন



কথমক্ষায় চানেন রূপেণ রতিসম্মিতাম্ ।  
 দদামি জরয়া ঐশ্বদেহায় সুখবাহুয়া ॥ ৩৮ ॥  
 পিত্রা পুত্রী প্রদাতব্য্যবয়োজ্ঞাতিবলায় চ ।  
 ধনধান্যসমৃদ্ধায় নাধনায় কদাচন ॥ ৩৯ ॥  
 ক তে রূপং বিশালাক্ষি ! কাসৌ বৃদ্ধো বনেচরঃ ।  
 কথং দেয়া ময়া পুত্রী তস্মৈ চাতিবরায় চ ॥ ৪০ ॥  
 উটজে নিয়তং বাসো যস্য নিত্যং মনোহরে ।  
 কথমম্বুজপত্রাক্ষি ! কল্পনীয়ো ময়া তব ॥ ৪১ ॥  
 মরণং মে বরং প্রাপ্তং সৈনিকানাং তথৈব চ ।  
 ন তে প্রদানমক্ষায় রোচতে পিকভাষিণি ! ॥ ৪২ ॥  
 ভবিতব্যং ভবত্বেব ধৈর্য্যং নৈব ত্যজাম্যহম্ ।  
 সুস্থিরা ভব সুশ্রোণি ! ন দাস্যেহক্ষায় কহিচিৎ ॥ ৪৩ ॥  
 রাজ্যং তিষ্ঠতু বা যাতু দেহোহয়ঞ্চ তথৈব মে ।  
 ন ত্বাং দাস্যাম্যহং তস্মৈ নেত্রহীনায় বালিকে ! ॥ ৪৪ ॥

কথমিতি । সুখবাহুয়া শকুন্মূত্রনিরোধজনিতক্লেণাপনোদনারেত্যর্থঃ । অস্মাকমিত্য-  
 ত্রাধাহার্য্যম্ ॥ ৩৮--৩৯ ॥

অতিবরায় বরধর্ম্মরহিতায়েত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

বরমীষৎ প্রিয়ম্ ॥ ৪২—৪৪ ॥

করিব ॥ ৩৫ ॥ রাজা সুকণ্ঠার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে সচিববর্গের সমক্ষে  
 তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ পুত্রি ! মুনিবর চ্যবন অক্ল, জরাজীর্ণ দেহ, বিশেষত  
 কোপন স্বভাব অতএব তুমি অবলা বালিকা হইয়া সেই দুর্গমবনে কিরূপে তাঁহার  
 পরিচর্যা করিতে পারিবে ॥ ৩৭ ॥ অপরূপ রূপলাবণ্যে তুমি রতির সমান, আমি আপন সুখ-  
 বাসনায় সেই জরাজীর্ণদেহ অক্লমুনিকে কিরূপে কত্না দান করিব ॥ ৩৮ ॥ যাহার জ্ঞাতি,  
 বয়স, বল, অতুল ধাত্ত ধন ও রত্নাদি বিদ্যমান আছে, পিতা তাহাকেই কত্না দান করিয়া  
 থাকেন, ধনহীন ব্যক্তিকে কদাচই কত্না দান করেন না ॥ ৩৯ ॥ বিশাললোচনে ! তুমি  
 অপরূপ রূপলাবণ্যবতী আর সেই তাপস অতি বৃদ্ধ ইহাতে তোমাদের উভয়ের পরস্পর  
 প্রভেদ কতদূর !! আর সেই মুনিবরের বিবাহের বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছে অতএব আমি  
 কি প্রকারে তাঁহাকে কত্না দান করিব ॥ ৪০ ॥ কমলনয়নে ! তুমি নিয়ত মনোহর প্রাণাদে  
 বাস করিতেছ, এক্ষণে আমি তোমার কিরূপে চিরদিনের জন্ত পর্ণশালার অঙ্গন মধ্যে বাস  
 বিধান করিব ? ॥ ৪১ ॥ অগ্নি কোকিলভাষিণি ! আমি ও সৈনিকগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইব,  
 তাহাও কর্তব্য তথাপি তোমাকে সেই অক্ল বরকে কখনই সমর্পণ করিতে পারিব না ॥ ৪২ ॥

সুকন্যা তং তদা প্রাহ শ্রুত্বা তদ্বচনং পিতুঃ ।

প্রসন্নবদনাতীব মেহযুক্তমিদং বচঃ ॥ ৪৫ ॥

সুকন্যোবাচ ।

ন মে চিন্তা পিতঃ ! কার্য্যা দেহি মাং যুনেহধুনা ।

সুখং ভবতু সর্বেষাং লোকানাং যৎকৃতেন হি ॥ ৪৬ ॥

সেবয়িষ্যামি সন্তুষ্ঠা পতিং পরমপাবনম্ ।

ভক্ত্যা পরময়া চাপি বৃদ্ধঞ্চ বিজনে বনে ॥ ৪৭ ॥

সতীধর্মপরা চাহং কারিষ্যামি স্মস্ম্যতম্ ।

ন ভোগেচ্ছাস্তি মে তাত ! স্বস্থং চিত্তং মমানঘ ! ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য মন্ত্রিণো বিস্ময়ং গতঃ ।

রাজা চ পরমপ্রীতো জগাম মুনিসম্মিধৌ ॥ ৪৯ ॥

গত্বা প্রণম্য শিরসা তমুবাচ তপোধনম্ ।

স্বামিন্ ! গৃহাণ পুত্রীং মে সেবার্থং বিধিবদ্বিভো ! ॥ ৫০ ॥

স্বশ্চ চ্যবনভার্য্যাত্বেহপি নৈব সা হুঃখিতা প্রত্নাত প্রীতিমতীত্যত আহ প্রসন্নবদনাতী-  
বেতি ॥ ৪৫—৪৭ ॥

স্বস্থং স্থস্থিরং ন তু ভোগলালসয়া ব্যগ্রমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৫১ ॥

যাহা ভবিতব্য তাহাই হউক, কিন্তু আমি কদাচই ধৈর্য্যচ্যুত হইব না, অতএব সুশ্রোণি !  
তুমি স্থির হও আমি অক্লকে কদাচ কন্যা দান করিব না ॥ ৪৩ ॥ বালিকে ! আমার রাজ্য  
এবং দেহ থাকুক অথবা যাক্ তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, তথাপি আমি কিছুতেই  
তোমায় সেই নয়নবিহীন তাপসকে দান করিব না ॥ ৪৪ ॥

পিতার এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া সুকন্যা প্রসন্নবদনে তাঁহাকে নিতান্ত মেহময়  
বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ পিতঃ ! আমার নিমিত্ত আপনি অনর্থক চিন্তা করি-  
বেন না ; এক্ষণে সেই মুনিবরকে আমায় দান করুন, তাহা হইলে সকল লোকই সুখী  
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৬ ॥ আমি সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিজনবনে নিরতিশয় ভক্তি  
সহকারে পরম পবিত্র বৃদ্ধ পতির সেবা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিব ॥ ৪৭ ॥ অনর্থক  
ভোগ বাসনায় আমার কিছু মাত্র অভিলাষ নাই, চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইয়াছে অতএব পিতঃ !  
আমি সতীধর্মপরায়ণা হইয়া তাঁহার অভিমত আচরণ করিব ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! মন্ত্রিগণ তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং  
রাজাও পরম প্রীত হইয়া কন্যা সমভিব্যাহারে মুনি সম্মিধানে গমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥ তাঁহার

ইত্যাভ্রাম্মৈ দদৌ পুত্রীং বিবাহবিধিনা নৃপঃ ।  
 প্রতিগ্রহ মুনিঃ কন্যাং প্রসম্নো ভার্গবোহভবৎ ॥ ৫১ ॥  
 পারিষহং ন জগ্রাহ দীয়মানং নৃপেণ হ ।  
 কন্যামেবাগ্রহীৎ কামং পরিচর্য্যার্থমাত্মনঃ ॥ ৫২ ॥  
 প্রসন্নোহস্মিন্মুনৌ জাতং সৈনিকানাং স্তুতং তদা ।  
 রাজ্ঞশ্চ পরমাহ্লাদঃ সংজাতস্তৎক্ষণাদপি ॥ ৫৩ ॥  
 দত্ত্বা পুত্রীং যদা রাজা গমনায় গৃহং প্রতি ।  
 মতিং চকার তদ্বক্ষী তদোবাচ নৃপং স্তুতা ॥ ৫৪ ॥

সুকন্যোবাচ ।

গৃহাণ মম বাসাংসি ভূষণানি চ মে পিতঃ ! ।  
 বন্ধলং পরিধানায় প্রযচ্ছাজিনমুত্তমম্ ॥ ৫৫ ॥  
 বেশস্ত মুনিপত্নীনাং কৃত্বা তপসি সেবনম্ ।  
 করিষ্যামি তথা তাত ! যথা তে কীর্তিরচ্যুতা ॥ ৫৬ ॥

পারিষহং বিবাহকালে প্রদেয়ানি বস্ত্রাদীনীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

মুনৌ প্রসন্নো কিং ভূতগিত্যাহ সৈনিকানামিতি । স্তুতং মলমূত্রানির্গমনাৎ স্বাস্থ্য-  
 নীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥

স্বস্তোপেক্ষিতভোগত্বং প্রকটয়তি গৃহাগেতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥ )

নিকটে উপনীত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া সেই তপোধনকে বলিলেন, প্রভো !  
 আপনি সেবার নিমিত্ত আমার এই কন্যাকে যথাবিধি গ্রহণ করুন ॥ ৫০ ॥ এই বলিয়া  
 রাজা বিবাহের বিধি অনুসারে তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন । চাবনমুনিও তাঁহাকে  
 প্রতিগ্রহ করিয়া পরম প্রীতিলভ করিলেন ॥ ৫১ ॥ তিনি আপনার পরিচর্য্যার নিমিত্ত  
 ইচ্ছা করিয়া কন্যাটীমাত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু রাজা ব্যবহারোপযোগী যে সকল যৌতুক-  
 সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র গ্রহণ করিলেন না ॥ ৫২ ॥ এইরূপে সেই  
 মুনিবর প্রসন্ন হইলে, সৈনিকগণ তৎক্ষণাৎ মূত্রপূরীষ ত্যাগ করিয়া স্তুতী হইল, তদর্শনে  
 রাজারও হৃদয় আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥ রাজা কন্যা দান করিয়া যখন গৃহে  
 প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত মানস করিলেন, তখন সেই কুশাঙ্গী রাজনন্দিনী ভূপতিকে  
 বলিলেন ॥ ৫৪ ॥

সুকন্যা বলিলেন, পিতঃ ! আপনি আমার অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া পরিধানের  
 নিমিত্ত এক একখানি উত্তম অজিন ও বন্ধল প্রদান করুন ॥ ৫৫ ॥ তাত ! আমি মুনিপত্নী-  
 দিগের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া একরূপ নিয়মে পতিসেবা করিব যে, তাহাতে আপনার  
 এই অতুলকীর্তি স্বর্গে, ভূতলে ও পাতালে সর্বত্রই অক্ষয় হইয়া থাকিবে ; এইরূপে



ভবিষ্যতি ভুবঃ পৃষ্ঠে তথা স্বর্গে রসাতলে ।  
 পরলোকসুখায়াহং চরিষ্যামি দিবানিশম্ ॥ ৫৭ ॥  
 দত্তাক্ষায় চ বৃদ্ধায় সুন্দরীং যুবতীন্তু মাম্ ।  
 চিন্তা ত্বয়া ন কর্তব্য শীলনাশসমুদ্ভবা ॥ ৫৮ ॥  
 অরুন্ধতী বশিষ্ঠস্তা ধর্মপত্নী যথা ভুবি ।  
 তথৈবাহং ভবিষ্যামি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৫৯ ॥  
 অনসূয়া যথা সাধ্বী ভার্য্যাভ্রেঃ প্রথিতা ভুবি ।  
 তথৈবাহং ভবিষ্যামি পুত্রী কীর্ত্তিকরী তব ॥ ৬০ ॥  
 সুকণ্ঠাবচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধর্মবিৎ ।  
 দত্তাজিনং রুরোদাশু বীক্ষ্য তাং চারুহাসিনীম্ ॥ ৬১ ॥  
 ত্যক্ত্বা ভূষণবাসাংসি মুনিবেশধরাং সূতাম্ ।  
 বিবর্ণবদনো ভূত্বা স্থিতস্তত্ৰৈব পার্থিবঃ ॥ ৬২ ॥  
 রাজ্যঃ সর্বাঃ সূতাং দৃষ্ট্বা বন্ধলাজিনধারিণীম্ ।  
 রুরুদুর্ভাশোকার্ত্তা বেপমানা ইবাভবন্ ॥ ৬৩ ॥

চরিষ্যামি সেবাং করিষ্যামি পত্ন্যঃ ॥ ৫৭ ॥

( শীলনাশসমুদ্ভবা চিন্তা ব্যভিচারিত্রশঙ্কেতি বাবৎ ॥ ৫৮—৬১ ॥

বিবর্ণবদন ইতি । স্থিতস্তত্ৰৈব পার্থিবঃ শোকজনিতাস্তর্বাঙ্গান্নিকরুণকণ্ঠতয়া ন কিঞ্চিদপি-  
 বক্তুং সমর্থ ইতি ভাবঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

আমিও যাহাতে পরলোকে পরম সুখ লাভ করিতে পারি সেইরূপে পতির চরণসেবা  
 করিব ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আমি যুবতী বিশেষত সুন্দরী আপনি আমাকে বৃদ্ধ তাপসকে দান  
 করিলেন বলিয়া চরিত্র দূষিত হইবার সম্ভাবনার অণুমাত্রও চিন্তা করিবেন না ॥ ৫৮ ॥  
 বশিষ্ঠের ধর্মপত্নী অরুন্ধতী যেমন ভুলোকে বিখ্যাতা হইয়াছেন, আমিও তদনুরূপ সিদ্ধি  
 লাভ করিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ করিবেন না ॥ ৫৯ ॥ মহর্ষি অত্রির ভার্য্যা প্রতিব্রতা  
 অনসূয়া যে রূপ ভূতলে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তদনুরূপ আমিও আপনার পুত্রী হইয়া  
 কীর্ত্তি স্থাপন করিব ॥ ৬০ ॥ সেই পরমধর্মবিৎ রাজা সুকণ্ঠার এই সকল বাক্য শ্রুতিয়া  
 তাহাকে অজিনাদি প্রদান করিলেন । সেই চারুহাসিনী কণ্ঠা যখন বসন ভূষণ পরিত্যাগ  
 করিয়া মুনিকণ্ঠার বেশ ধারণ করিলেন, তখন রাজা আর রোদন সম্বরণ করিতে পারি-  
 লেন না ; রাজা শর্য্যতি তখন বিষণ্ণ বদনে সেইখানেই দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥  
 কণ্ঠার বন্ধল ও অজিন পরিধান দর্শনে সেই সকল রাজমহিষীগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত  
 হৃদয়ে কল্পমান হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ রাজন ! তখন মহীপতি শর্য্যতি

তামাপৃচ্ছ্য মহীপালো মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ।

যযৌ স্বনগরং রাজন্ ! মুক্তা পুত্রীং শুচাপিতাম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
শর্যাতেশচ্যবনায় স্কন্ধানাম্মী কথাদানবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তামিতি । আপৃচ্ছ্য সম্ভাষোত্যর্থঃ । অর্পিতাং মুনয়ে দত্তাং পুত্রীং মুক্তাং ত্যক্তা শুচা  
শোকেনোপলক্ষিতঃ সন্ স্বনগরং যযৌ গতবানিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

মুনিবর চ্যবনকে কথাদান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে  
শোক সন্তপ্তহৃদয়ে স্বীয় নগরে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৬৪ ।

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্রমক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের সপ্তমস্কন্ধে মুনিবর চ্যবনকে শর্যাতির কথাপ্রদান  
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

—o:~o:~o:—

ব্যাস উবাচ ।

গতে রাজনি সা বালা পতিসেবাপরায়ণা ।

বভূব চ তথাগ্নীনাং সেবনে ধর্মতৎপর৷ ১ ৷

ফলান্শাদায় স্বাদূনি মূলানি বিবিধানি চ ।

দদৌ সা মুনয়ে বালা পতিসেবাপরায়ণা ৷ ২ ৷

পতিং তপ্তোদকেনাশু স্নাপয়িত্বা মৃগত্বচা ।

পরিবেষ্ট্য শুভায়ান্তু বৃষ্যাং স্থাপিতবত্যপি ৷ ৩ ৷

তিলান্শবকুশানগ্রে পরিকল্প্য কমণ্ডলুং ।

তমুবাচ নিত্যকর্ম কুরুষ মুনিসত্তম ! ৷ ৪ ৷

তমুখাপ্য করে কৃত্বা সমাপ্তে নিত্যকর্মণি ।

বৃষ্যাং বা সংস্তরে বালা ভর্ত্তারং সন্ন্যবেশয়ৎ ৷ ৫ ৷

পশ্চাদানীয় পক্কানি ফলানি চ নৃপাত্মজা ।

ভোজয়ামাস চ্যবনং নীবারান্নং স্নসংস্কৃতম্ ৷ ৬ ৷

অর্দ্ধাদিকৈঃ পঞ্চপঞ্চাশক্তিঃ পট্টদোরতঃপরম্ ।

সুকণ্ঠাদেবভিষজোঃ সংবাদশ্চাত্র কথ্যতে ॥

চ্যবনায় দত্তায়াঃ সুকণ্ঠায়াঃ সমাচারমাহ গতে রাজনীতি ৷ ১—৩

বৃষ্যামাসনে অগ্রে প্রথমম্ ৷ ৪—৫ ৷

ভোজয়ামাসেতি । ভুজপাতোঃ প্রত্যবসানার্থত্বাদ্বিকর্মকত্বম্ ৷ ৬ ৷

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! রাজা শর্যাপতি গৃহে প্রতিগমন করিলে পর সেই বালা সুকণ্ঠা স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া অগ্নির পরিচর্যা এবং স্বীয় পতির সেবা করিতে লাগিলেন ৷ ১ ৷ সেই ষোড়শবর্ষীয়া সুকণ্ঠা পতিসেবায় তৎপর হইয়া নানাবিধ সুস্বাদু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া মুনিবরকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিতে লাগিলেন ৷ ২ ৷ তিনি স্নানকালে বহ্নিতপ্ত বারি দ্বারা পতিকে স্নান ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করাইয়া পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করাইতেন ৷ ৩ ৷ তৎপরে কুশ, তিল ও কমণ্ডলু সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিতেন, মুনি-সত্তম ! আপনি নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করুন ৷ ৪ ৷ নিত্যকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে সেই বালা তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া কুশাসনে অথবা অন্ত্র আস্তুরণে উপবেশন করাইতেন ৷ ৫ ৷ তাহার পর সেই রাজতনয়া সুপক্ক ফল ও স্নসংস্কৃত নীবারান্ন আনিয়া চ্যবন মুনিকে ভোজন



ভুক্তবস্ত্রং পতিং তৃপ্তং দত্ত্বাচমনমাদরাৎ ।  
 পশ্চাচ্চ পূগং পত্রাণি দদৌ চাদরসংযুতা ॥ ৭ ॥  
 গৃহীতমুখবাসং তং সংবেশ্য চ শুভাসনে ।  
 গৃহীত্বাজ্জাং শরীরস্থ চকার সাধনং ততঃ ॥ ৮ ॥  
 ফলাহারং স্বয়ং কৃৎবা পুনর্গত্বা চ সন্নিধৌ ।  
 প্রোবাচ প্রণয়োপেতা কিমাজ্জাপয়সে প্রভো ! ॥ ৯ ॥  
 পাদসংবাহনং তেহদ্য করোমি যদি মন্যসে ।  
 এবং সেবাপরা নিত্যং বভূব পতিতংপরা ॥ ১০ ॥  
 সায়ং হোমাবসানে সা ফলান্গাহত্য সুন্দরী ।  
 অর্পয়ামাস মুনয়ে স্বাদূনি চ মৃদূনি চ ॥ ১১ ॥  
 ততঃ শেযাণি বুভুজে প্রেমযুক্তা তদাজ্জয়া ।  
 সুস্পর্শাস্তুরণং কৃৎবা শায়য়ামাস তং মৃদা ॥ ১২ ॥  
 সুপ্তে সুখং প্রিয়ে কান্তা পাদসংবাহনং তদা ।  
 চকার পৃচ্ছতী ধর্ম্মং কুলজ্ঞীণাং কুশোদরী ॥ ১৩ ॥

পূগং ক্রমুকং পত্রাণি নাগবল্লীদলানি  
 শরীরস্থ স্বশরীরস্থ ॥ ৮—১৪ ॥

করাইতেন ॥ ৬ ॥ পতি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে পর পরম ভক্তিসহকারে আচমনীয়  
 জল দ্বারা তাঁহার মুখপদাদি প্রক্ষালন করাইয়া আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে তাবুল ও পূগাদি  
 প্রদান করিতেন ॥ ৭ ॥ তিনি মুখতৃষ্ণি গ্রহণ করিলে পর তাঁহাকে উত্তম আসনে উপবেশন  
 করাইয়া তদীয় আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় শরীরের সংস্কার করিতেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর, মুনি-  
 বরের ভক্ষণাবশিষ্ট ফলমূলাদি স্বয়ং আহার করিয়া পুনরায় পতির সন্নিধানে যাইয়া প্রণয়-  
 সহকারে বলিতেন, প্রভো ! এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৯ ॥ আপনি যদি অনুমতি  
 করেন, তবে আপনার পদ সংবাহন করি, এইরূপে পতির প্রতি অনুরাগিণী হইয়া  
 রাজবালা প্রতিনিয়ত পতিসেবার কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ সায়ংকালে  
 হোমকার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই সুন্দরী সুস্বাদু ও সুকোমল ফল সকল আহরণ করিয়া  
 তাঁহাকে ভক্ষণার্থ অর্পণ করিতেন ॥ ১১ ॥ তদনন্তর, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া ভোজনাবশিষ্ট  
 ফল সকল স্বয়ং ভক্ষণ করিতেন, তাহার পর সুস্পর্শ আস্তুরণ প্রস্তুত করিয়া প্রীতি-  
 সহকারে তাঁহাকে শয়ন করাইতেন ॥ ১২ ॥ প্রিয়তম পতি সুখে শয়ন করিলে পর সেই  
 কুশোদরী রাজকুমারী তাঁহার পাদসংবাহন করিতে করিতে কুলজ্ঞীদিগের ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন

পাদসংবাহনং কৃৎৱা নিশি ভক্তিপরায়ণা ।  
 নিদ্রিতং চ মুনিং জ্ঞাত্বা সুষাপ চরণাস্তিকে ॥ ১৪ ॥  
 শুচৌ প্রতিষ্ঠিতং বীক্ষ্য তালবৃন্তেন ভামিনী ।  
 কুর্বাণা শীতলং বায়ুং সিসেবে স্বপতিং তদা ॥ ১৫ ॥  
 হেমন্তে কাষ্ঠসস্তারং কৃৎৱাগ্নিঙ্কলনং পুরঃ ।  
 স্থাপয়িত্বা তথাপৃচ্ছৎ স্তখং তেহস্তীতি চাসকৃৎ ॥ ১৬ ॥  
 ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোখায় জলপাত্রঞ্চ মৃত্তিকাম্ ।  
 সমর্পয়িত্বা শৌচার্থং সমুখাপ্য পতিং প্রিয়া ॥ ১৭ ॥  
 স্থানাদূরে চ সংস্থাপ্য দূরং গত্বা স্থিরাভবৎ ।  
 কৃতশৌচং পতিং জ্ঞাত্বা গত্বা জগ্ৰাহ তং পুনঃ ॥ ১৮ ॥  
 আনীয়াশ্রমমব্যগ্রা চোপবেশ্যাসনে শুভে ।  
 মৃজ্জলাভ্যাক্ষ প্রক্ষাল্য পাদাবস্য যথাবিধি ॥ ১৯ ॥  
 দস্তাচমনমাত্রস্তু দন্তধাবনমাহরৎ ।  
 সমর্প্য দন্তকাষ্ঠঞ্চ যথোক্তং নৃপনন্दिनी ॥ ২০ ॥

( শুচাবিতি । শুচৌ গ্রীষ্মে প্রতি প্রতিকূলং বিপরীতং স্থিতং গ্রীষ্মেণ পীড়িতমিতি যাবৎ পতিং বীক্ষ্য বুদ্ধ্যত্যাৰ্থঃ ॥ ১৫ ॥

হেমন্তে ইতি । কাষ্ঠসস্তারং কৃৎৱা বহুনিকাষ্ঠাচ্ছতোত্যর্থঃ ॥ ১৬—২৫ ॥ )

সকল জিজ্ঞাসা করিতেন ॥ ১৩ ॥ রাত্রিকালে পদসেবা করিতে করিতে যখন মুনিবর নিদ্রিত হইতেন, তখন তিনি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার চরণতলে শয়ন করিতেন ॥ ১৪ ॥ গ্রীষ্মকালে পতি যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতেন, তখন সেই ভামিনী তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া শীতল বায়ু দ্বারা স্বীয় পতির সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ॥ ১৫ ॥ হেমন্তকালে কাষ্ঠ-সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অগ্নিরাশি প্রজ্বালিত করিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন, মুনিবর ! ইহাতে আপনার সুখানুভব হইতেছে ত ? ॥ ১৬ ॥ সেই পতিপ্রাণা রাজতনয়া স্বর্ঘ্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যা হইতে উত্থান করিতেন, পরে পতিকে উত্থাপিত করিয়া শৌচের নিমিত্ত আশ্রমের কিয়দূরে বসাইয়া আসিতেন এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্য মৃত্তিকা ও জল তাঁহার নিকটে রাখিয়া স্বয়ং দূরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেন । তাঁহার শৌচকার্য্য সমাপিত হইয়াছে জানিয়া সরিধানে বাইরা পতির করধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে আশ্রমে আনয়ন করিতেন । তৎপরে মুনিবরকে পবিত্র আসনোপরি উপবেশন করাইয়া পুনরায় মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা তাঁহার চরণযুগল যথাবিধি প্রক্ষালন করিয়া দিতেন ॥ ১৭—১৯ ॥ রাজনন্दिनी পতিকে আচমন পাত্র প্রদান করিয়া শাস্ত্রবিহিত দন্ত-

চকারোষ্ণং জলং শুদ্ধং সমানীতং সুপাবনম্ ।  
 স্নানার্থং জলমাহুত্য পপ্রচ্ছ প্রগয়াশ্চিতা ॥ ২১ ॥  
 কিমাজ্ঞাপয়সে ব্রহ্মান্ ! কৃতং বৈ দন্তধাবনম্ ।  
 উষ্ণোদকং স্নসম্পন্নং কুরু স্নানং সমস্তকম্ ॥ ২২ ॥  
 বর্ততে হোমকালোহয়ং সক্ষ্যা পূৰ্ব্বা এববর্ততে ।  
 বিধিবদ্ধবনং কৃত্বা দেবতাপূজনং কুরু ॥ ২৩ ॥  
 এবং কন্যা পতিং লব্ধ্বা তপস্বিনমনিন্দিতা ।  
 নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥ ২৪ ॥  
 অগ্নীনামতিথীনাঞ্চ শুশ্রূষাং কুৰ্ব্বতী সদা ।  
 আরাধয়ামাস মুদা চ্যবনং সা শুভাননা ॥ ২৫ ॥  
 কস্মিংশ্চিদথ কালে তু রবিজাবশ্বিনাবুভৌ ।  
 চ্যবনস্যাপ্রমাভ্যাসে ক্রীড়মানৌ সমাগতৌ ॥ ২৬ ॥  
 জলে স্নাত্বা তু তাং কন্যাং নিবৃত্তাং স্বাশ্রমং প্রতি ।  
 গচ্ছন্তীং চারুসৰ্ব্বাসীং রবিপুত্রাবপশ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা দেবকন্যাভাং গত্বা চান্তিকমাদরাৎ ।  
 উচতুঃ সমভিধৃত্য নাসত্যাবতিমোহিতৌ ॥ ২৮ ॥

রবিজৌ সূর্য্যজৌ ॥ ২৬—২৭ ॥

নাসত্যাবশ্বিনৌ ॥ ২৮—৩১ ॥

ধাবন কাষ্ঠ আহরণ পূৰ্ব্বক সমর্পণ করিতেন ॥ ২০ ॥ পবিত্র নির্মল সলিল আনিয়া তাহা  
 উষ্ণ করিতেন, সেই জল স্নানের নিমিত্ত আনিয়া প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিতেন,  
 স্বামিন্ ! আপনার দন্তধাবন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ত ? জল উষ্ণ করিয়াছি, আপনি অনু-  
 মতি করিলে আনয়ন করি ; আপনি সেই উত্তপ্ত সলিল দ্বারা সমস্তক স্নান করুন ॥ ২১-২২ ॥  
 প্রাতঃসক্ষ্যা উপস্থিত, অতএব এক্ষণে আপনার হোমের সময় হইয়াছে, যথাবিধি হোম  
 করিয়া দেবতাদিগের পূজা করুন ॥ ২৩ ॥ নির্মলস্বভাবা রাজহুহিতা তপস্বী চ্যবনকে  
 পতি লাভ করিয়া এইরূপে তপস্তা, নিয়ম ও প্রীতিসহকারে প্রতিনিয়তই তাঁহার পরিচর্য্যায়  
 প্রবৃত্ত থাকিলেন ॥ ২৪ ॥ সেই স্নগুণী রাজবালা অগ্নি ও অতিথিগণের নিয়ত সেবা  
 শুশ্রূষা করিয়া সানন্দমনে মহর্ষি চ্যবনের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর, কোন সময়ে সূর্য্যাস্ত অশ্বিনীকুমার দ্বয় ক্রীড়া করিতে করিতে বৃদ্ধাক্রমে  
 মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন সেই সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরী  
 রাজতনয়া পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন, সেই সময়েই



কণং তিষ্ঠ বরারোহে ! প্রকুং স্বাং গজগামিনি ! ।

আবাং দেবস্বতো প্রাপ্তৌ ব্রুহি সত্যং শুচিস্মিতে ! ॥ ২৯ ॥

পুত্রী কস্য পতিঃ কন্তে কথমুদ্যানমাগতা ।

একাকিনী তড়াগেহস্মিন্ স্নানার্থং চারুলোচনে ! ॥ ৩০ ॥

দ্বিতীয়া শ্রীরিবাসি কান্ত্যা কমললোচনে ! ।

ইচ্ছামস্তু বয়ং জ্ঞাতুং তত্ত্বমাখ্যাহি শোভনে ! ॥ ৩১ ॥

কোমলো চরণৌ কান্তে ! স্থিতৌ ভূমাবনার্বতো ।

হৃদয়ে কুরুতঃ পীড়াং চলন্তৌ চললোচনে ! ॥ ৩২ ॥

বিমানার্হাসি তদ্বদ্বি ! কথং পদ্ম্যাং ব্রজস্যদঃ ।

অনার্বতা ত্র বিপিনে কিমর্থং গমনং তব ॥ ৩৩ ॥

দাসীশতসমায়ুক্তা কথং ন ত্বং বিনির্গতা ।

রাজপুত্র্যপ্সরা বাসি বদ সত্যং বরাননে ! ॥ ৩৪ ॥

অনার্বতাবনুপানংকৌ । চললোচনে ইতি কন্তাসম্বোধনম্ ॥ ৩২ ॥

অনার্বতা উত্তরীয়মহাপটুবস্ত্ররহিতা ॥ ৩৩—৩৪ ॥

তিনি আশ্বিনেয়দ্বয়ের নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ২৭ ॥ তাঁহারা দেবকন্টার জায় তাঁহার  
অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া অতি মধুর সন্নিধানে আসিয়া আদরসহকারে  
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গজগামিনি ! দেখ আমরা দেবতনয়, আপনাকে কোন বিষয়  
জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্তই আগমন করিয়াছি ; অতএব বরারোহে ! আগাদের অনুরোধে  
আপনি কণকাল প্রতীক্ষা করুন । শুচিস্মিতে ! আপনি ষথার্থরূপে আমাদের প্রেমের প্রত্যা-  
স্তর প্রদান করিবেন ॥ ২৭—২৯ ॥ হে চারুলোচনে ! আপনি কাহার কন্তা ? কোন্ মহাত্মা  
আপনার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ? আপনি উদ্যান মধ্যস্থিত এই তড়াগে একাকিনী স্নান  
করিতে আসিয়াছেন কেন ? ॥ ৩০ ॥ কমলাক্ষি ! তোমার যেরূপ অপরূপ সৌন্দর্য, তাহাতে  
তোমাকে দ্বিতীয় হরিবল্লভা বলিয়াই বোধ হইতেছে ; শোভনে ! আমরা আপনার নিকট  
কিছু জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি ষথার্থরূপে সেই বিষয় কীৰ্ত্তন করুন ॥ ৩১ ॥ কান্তে !  
তোমার চরণযুগল অতীব কোমল, অতএব উপানং পরিধান না করিয়া অনার্বতভাবে  
উহা ভূতলে রাখিয়াছেন ? হে চঞ্চলনয়নে ! তোমার চরণ যখন ভূমিতে সঞ্চালিত  
হইতেছে তখন আমাদের হৃদয়ে ক্রেশ উপস্থিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ কুশোদরি ! তোমার দেহ  
যেরূপ কোমল তাহাতে যানাক্রতা হইয়া গমনাগমন করাই উচিত, কিন্তু তাহা না করিয়া  
কেন পদব্রজে এই কঠিন ভূমিতে গমন করিতেছ ? আর তুমি উত্তম উত্তরীয় ও পটুবস্ত্র  
পরিধান না করিয়া অতি সামান্ত বেষে এই বিপিনে কি কারণে গমন করিতেছ ? ॥ ৩৩ ॥

ধন্য৷ মাতা যতো জাতা ধন্যোহসৌ জনকস্তব ।  
 বক্তুং হ্যং নৈব শক্তৌ চ ভর্তুর্ভাগ্যং তবানঘে । ৩৫ ॥  
 দেবলোকাধিকা ভূমিরিয়ং চৈব শ্লোচনে ! ।  
 প্রচলংশ্চরণস্তেহদ্য সম্পাবয়তি ভূতলম্ ॥ ৩৬ ॥  
 সৌভাগ্যাশ্চ যুগাঃ কামং যে হ্যং পশ্যন্তি বৈ বনে ।  
 যে চান্ধে পক্ষিণঃ সর্কে ভূরিয়ং চাতিপাবনা ॥ ৩৭ ॥  
 স্তুত্যালং তব চাত্যর্থং সত্যং ব্রুহি শ্লোচনে ! ।  
 পিতা কন্তে পতিঃ কাসৌ দ্রক্ষুর্মিচ্ছান্তি সাদরম্ ॥ ৩৮ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তয়োরিতি বচঃ শ্রুত্বা রাজকন্যাতিশুন্দরী ।  
 তাবুবাচ ত্রপাক্রান্তা দেবপুত্রৌ নৃপাত্মজা ॥ ৩৯ ॥  
 শর্যার্থিতনয়াঃ মাং বাং বিত্তং ভাৰ্য্যাং যুনেরিহ ।  
 চ্যবনশ্চ সতীং কাস্তাং পিত্রা দত্তাং যদৃচ্ছয়া ॥ ৪০ ॥

নৈব শক্তাবাবামিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

বতস্তে চরণৌ ভূতলং সম্পাবয়তি পবিত্রীকরোতি ॥ ৩৬ ॥

সৌভাগ্যাঃ । অর্শ আদ্যজন্তম্ । সৌভাগ্যবস্ত ইত্যর্থঃ । যে চান্ধে পক্ষিণস্তেহপি সৌভাগ্যবস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥

তোমার সহিত শত শত দাসী বহির্গত হয় নাই কেন ? বরাননে ! তুমি রাজকন্যা অপবা  
 অপরা তাহা আমাদিগকে সত্য করিয়া বল ॥ ৩৪ ॥ অনঘে ! যে পিতা মাতা হইতে তোমার  
 জন্ম হইয়াছে, তাঁহার৷ ধন্য !! বিশেষত যে ব্যক্তির সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে তাঁহার  
 সৌভাগ্য বর্ণন করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই ॥ ৩৫ ॥ শ্লোচনে ! তোমার চরণযুগল  
 ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া এই ভূতল পবিত্র করিতেছে, স্ততরাং এই উদ্যান আজ দেবলোক  
 অপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩৬ ॥ যে সকল যুগ ও পক্ষিকুল ইচ্ছামুসারে  
 তোমাকে দেখিতে পার তাহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই ; অধিক কি, তোমার পাদস্পর্শে  
 এই বনভূমি অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হইতেছে ॥ ৩৭ ॥ শ্লোচনে ! তোমার রূপের  
 অধিক প্রশংসা করা বিদ্রোহজনক । তোমার পিতা কে এবং পতিই বা কে, তাহা  
 আমাদিগকে সত্য করিয়া বল ; আমরা আদরসহকারে তাঁহাদিগকে দেখিতে অভিলাষ  
 করি ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই সর্বাঙ্গশুন্দরী রাজকুমারী তাঁহাদের উদ্বীর্ণ বাক্য সকল  
 শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ভাবে সেই দেবকুমার যুগলকে বলিলেন ॥ ৩৯ ॥ আমি শর্যার্থি  
 রাজার হৃদিতা, পিতা আমার দৈবের ইচ্ছাতেই বহুবি চ্যবনকে প্রদান করিয়াছেন, আমি

পতিরক্কোহস্তি মে দেবো বৃদ্ধশ্চাতীব তাপসঃ ।

তশ্চ সেবামহোরাত্রং করোমি প্রীতমানসঃ ॥ ৪১ ॥

কৌ যুবাং কিমিহায়াতো পতিস্তিষ্ঠতি চাশ্রমে ।

তত্রাগত্যা প্রকুরুতমাশ্রমং চাদ্য পাবনম্ ॥ ৪২ ॥

তদাকর্ণ্য বচো দস্ত্রাবুচতুস্তাং নরাধিপ ! ।

কথং ত্বমপি কল্যাণি ! পিত্রা দত্তা তপস্বিনে ॥ ৪৩ ॥

ভাজসেহস্মিন্ বনোদ্দেশে বিছ্যাৎ সৌদামনী যথা ।

ন দেবেষপি তুল্যা হি তব দৃষ্টান্তি ভামিনী ॥ ৪৪ ॥

ত্বং দিব্যান্বরযোগ্যাসি শোভসে নাজিনৈবৃতা ।

সৰ্ব্বাভরণসংযুক্তা নীলালকবরুধিনী ॥ ৪৫ ॥

অহো বিধেদুর্কলিতং বিচেষ্টিতং

যদত্র রন্তোরু ! বনে বিষীদসি ।

বিশালনেত্রেহন্ধমিমং পতিং প্রিয়ে !

মুনিং সমাসাদ্য জরাতুরং ভৃশম্ ॥ ৪৬ ॥

সৌদামনীতি । বিছ্যাতে বিশেষণং তদ্বেশহা বিছ্যদতিচক্ষণা ভবতীতি । তব তুল্যা দেবেষপি ন দৃষ্টেতার্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বরুধঃ সমূহঃ ॥ ৪২—৪৬ ॥

তঁাহারই প্রিয়তমা সাধবী ভার্য্যা, সেই মহর্ষি এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

দেবদ্বয় ! আমার পতি নরনবিহান তাপস এবং অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন ; অতএব আমি সতীধর্ম্মানুসারে প্রীতমানসে অহোরাত্র তাঁহারই সেবা করিয়া থাকি ॥ ৪১ ॥ আপনারা কে ? এবং কি নিমিত্তই বা এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ? আমার পতি আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন, কৃপা করিয়া আপনারা সেইস্থানে গিয়া অদ্য আশ্রম পবিত্র করুন ॥ ৪২ ॥

নরনাথ ! অশ্বিনীকুমারযুগল তাদৃশ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে বলিলেন, কল্যাণি ! কি কারণে তোমার পিতা বৃদ্ধ তপস্বীকে একরূপ কষ্টারত্ব দান করিলেন ? ॥ ৪৩ ॥ তুমি এই বিজনবনপ্রদেশে স্থির সৌদামিনীর জ্ঞান শোভা পাইতেছ ; আর অধিক কি বলিব তোমার জ্ঞান রূপবতী কামিনী আমরা দেবলোকেও দেখিতে পাই না ॥ ৪৪ ॥ অহো ! দিব্য বসন সর্ববিধ আভরণ ও নীলবর্ণ অলকাবলীই তোমার পক্ষে শোভা পায়, এইরূপ মৃগচর্ম্ম ও বন্ধ-লাদি তোমার যোগ্য নহে ॥ ৪৫ ॥ রন্তোরু ! তুমি বিশালনয়না তথাপি বিধাতা তোমাকে অন্ধ বিশেষত অতীব জরাতুর পতি দিয়াছেন, তুমি সেই অন্ধ পতি লাভ করিয়া নিরন্তর এই বন-



বৃথা বৃতন্তেন ভৃশং ন শোভসে  
 নবং বয়ঃ প্রাপ্য স্নৃত্যপণ্ডিতে ! ।  
 মনোভবেনাপ্ত শরাঃ স্মস্কৃতাঃ  
 পতন্তি কস্মিন্ পতিরীদৃশস্তব ॥ ৪৭ ॥  
 ভ্রমক্কাভার্যা নবযৌবনাস্বিতা  
 কৃতাসি ধাত্রা নমু মন্দবুদ্ধিনা ।  
 ন চৈনমর্হস্মিতায়তেক্ষণে !  
 পতিং ভ্রমন্ত্যং কুরু চারুলোচনে ! ॥ ৪৮ ॥  
 বৃথৈব তে জীবিতমশ্রুজেক্ষণে !  
 পতিঞ্চ সম্প্রাপ্য মুনিং গতেক্ষণম্ ।  
 বনে নিবাসঞ্চ তথাজিনাস্বর-  
 প্রধারণং যোগ্যতরং ন মন্মহে ॥ ৪৯ ॥  
 অতোহনবদ্যাস্ত্যভয়োস্ত্রমে ককং  
 বরং কুরুস্বাবহিতা স্রলোচনে ! ।  
 কিং যৌবনং মানিনি ! সঙ্করোষি  
 বৃথা মুনিং স্মদরি ! সেবমানা ॥ ৫০ ॥

বৃথা বৃতন্তয়ামক ইত্যময়ঃ । তেনাক্ষেন ভৃশং ন শোভসে ॥ ৪৭—৪৯ ॥  
 উভয়োরাবয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

বাসে অবসন্ন হইতেছ, হায় ! ইহা অপেক্ষা বিধাতার আর অন্ত্যায় কার্য্য কি হইতে পারে !!! ৪৬॥  
 মৃগাঙ্কি ! সেই মুনিবরকে তুমি নিরর্থক পতিত্বে বয়ঃ করিয়াছ, তোমার এই নবযৌবন  
 সময়ে সেই অন্ধ পতির সহিত কখনই শোভা পাইবে না, তুমি নৃত্যবিদ্যায় স্পৃহিতা; কিন্তু  
 পতি অন্ধ এবং জরাতুর, তুমি নৃত্য করিলে যখন মনোভব শরসন্ধান করিবে তখন সেই শর  
 সকল কাহার উপর পতিত হইবে ? ৪৭॥ অগ্নি আয়ত্তলোচনে ! সেই বিধাতা নিতান্ত অল্প-  
 বুদ্ধি !! তাহা না হইলে তোমাকে এরূপ নবযৌবনে ভূষিত করিয়া অন্ধের ভার্যা করিবেন  
 কেন ? চারুলোচনে ! তুমি কখনই তাঁহার উপযুক্ত নহ; অতএব অন্ধ পতি গ্রহণ কর ৪৮॥  
 কমলনয়নে ! তোমার পতি একেত নয়নবিহীন তাহাতে আবার তাপস ; স্ত্রুতরাং তোমার  
 জীবন ধারণ বৃথা !! বিশেষত্ববনে বাস করা এবং অজিন অশ্বর পরিধান করা তোমার যোগ্য  
 বলিয়া বিবেচনা করি না ৪৯॥ অসিতনয়নে ! তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল মনোহর; অতএব  
 বিশেষ বিচার করিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনকে পতি কর, অগ্নি মানিনি ! তুমি

কিং সেবমে ভাগ্যবিবর্জিতং তং  
 সমুজ্জ্বিতং পোষণরক্ষণাভ্যাম্ ।  
 ত্যক্ত্বা মুনিং সর্বসুখাপবর্জিতং  
 ভজানবদ্যাস্ত্যভয়োস্ত্রমেককম্ ॥ ৫১ ॥  
 ত্বং নন্দনে চৈত্ররথে বনে চ  
 কুরুষ কান্তে ! প্রথিতং বিহারম্ ।  
 অন্ধেন বৃদ্ধেন কথং হি কালং  
 বিনেষ্যসে মানিনি ! মানহীনা ॥ ৫২ ॥  
 ভূপাঅজা ত্বং শুভলক্ষণা চ  
 জানাসি সংসারবিহারভাবম্ ।  
 ভাগ্যেন হীনা বিজনে বনেহত্র  
 কালং কথং বাহয়সে বৃথা চ ॥ ৫৩ ॥  
 তস্মাদ্ভুজস্ব পিকভাষিনি ! চারুবক্ত্রে !  
 একং দ্বয়োস্তব সুখায় বিশালনেত্রে ! ।  
 দেবালয়েষু চ কুশোদরি ! ভুঙ্ক্ষু ভোগাং-  
 স্ত্যক্ত্বা মুনিং জরঠমাশু নৃপেন্দ্রপুত্রি ! ॥ ৫৪ ॥

( কিমিতি । পোষণরক্ষণাভ্যাং সমুজ্জ্বিতং তব পোষণরক্ষণাদাবসমর্থমিতি ভাবঃ ।  
 ভূপাঅজোতি । ত্বং শুভলক্ষণা নৃপপুত্রী সতী কথং ভাগ্যেন হীনা বনেহত্র বৃথা কালং বাহ-  
 য়সে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥

জরঠং বৃদ্ধনিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ )

এক্রপ রূপবতী হইয়া মুনির সেবা করিয়া কেন বৃথা যৌবন ক্ষয় করিতেছ ॥ ৫০ ॥ সেই মুনি-  
 বরের কোন সৌভাগ্যই লক্ষিত হয় না ; বিশেষত তোমার ভরণ পোষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ  
 করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই, তবে বৃথা কেন তাঁহার সেবা করিতেছ ? অনিন্দিতে ! সর্ব-  
 সুখবিরহিত মুনিবরকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনকে বিবাহ  
 কর ॥ ৫১ ॥ কান্তে ! তাহা হইলে নন্দনকানন বা চৈত্ররথবনে বিহার করিতে পারিবে ।  
 মানিনি ! অন্ধ অথচ বৃদ্ধ পতির সহিত গৌরববিহীন হইয়া তুমি কিরূপে কালযাপন  
 করিবে ? ॥ ৫২ ॥ একেত তুমি শুভলক্ষণে ভূষিতা তাহাতে আবার রাজকন্যা, স্তত্রাং  
 সংসারের বাবতীয় বিহারভাব তোমার অবিদিত নাই, অতএব ভাগ্যবিহীন হইয়া এই  
 গহনকাননে বৃথা কেন কাল অতিবাহিত করিতেছ ? ॥ ৫৩ ॥ রাজপুত্রি । তোমার বদন  
 অতি মনোহর, নয়ন বিশাল কটীদেশ ক্ষীণ এবং বাক্য কোকিলের স্তায় মধুর অতএব  
 তোমার অপেক্ষা সুন্দরী কে আছে ? তুমি সেই বৃদ্ধ তাপসকে এখনি ত্যাগ করিয়া সুখের

কিং তে সুখং যত্র বনে শ্ৰুকেশি !

বৃদ্ধেন সার্কং বিজনে যুগাক্ষি ! ।

সেবা তথাক্ষন্ত নবং বয়শ্চ

কিং তে মতং ভূপতিপুত্রি ! দুঃখম্ ॥ ৫৫ ॥

শশিমুখি ! ত্বমতীব শ্ৰুকোমলা।

ফলজলাহরণং তব নোচিতম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে  
অশ্বিনীকুমারবয়শ্চ শ্ৰুকন্যাদর্শনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥৪॥

যত্র বনে নবং বয়শ্চেষুতি সেবা চাক্ষন্ত বর্ততে তত্র কিং সুখমিত্যশ্বয়ঃ । কিং তে মত-  
মিতি । হে ভূপতিপুত্রি ! তে কিং দুঃখং মতমভিমতমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

নিমিত্ত আমাদের একজনকে ভজনা কর, তাহা হইলে ত্রিদশালয়ে অল্পমম ভোগ্যবস্ত  
সকল ভোগ করিতে পাইবে ॥ ৫৪ ॥ শ্ৰুকেশি ! অন্ধের সহিত এই বনে বাস করিয়া তোমার  
কি সুখ হইবে ? হে যুগাক্ষি ! তোমার এই নববোবন এ বয়সে বনে থাকিয়া বৃদ্ধের সেবা  
করা অতীব ক্লেশকর । রাজপুত্রি ! দুঃখই কি তোমার অভিমত ॥ ৫৫ ॥ শশিমুখি ! দেখি-  
তেছি তুমি সাতিশয় কোমলাঙ্গী ; সুতরাং ফল ও জল আহরণ করা তোমার উচিত কার্য  
হইতেছে না ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে অশ্বিনীকুমারের সহিত শ্ৰুকন্যার  
সংবাদ বর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তয়োস্তুদ্ভাষিতং শ্রুত্বা বেপমানা নৃপাত্মজা ।  
ধৈর্যমালম্ব্য তৌ তত্র বভাবে মিতভাষিণী ॥ ১ ॥  
দেবৌ বাং রবিপুত্রৌ চ সর্বজ্ঞৌ সুরসম্মতো ।  
সতীং মাং ধৰ্ম্মশীলাঞ্চ নৈবং বদিতুমর্হথঃ ॥ ২ ॥  
পিত্রা দত্তা সুরশ্রেষ্ঠৌ ! মুনয়ে যোগধর্ম্মিণে ।  
কথং গচ্ছামি তং মার্গং পুংশ্চলীগণসেবিতম্ ॥ ৩ ॥  
দ্রষ্টায়ং সর্বলোকস্য কৰ্ম্মসাক্ষী দিবাকরঃ ।  
কশ্চপাচ্চৈব সমুত্তৌ নৈবং ভাষিতুমর্হথঃ ॥ ৪ ॥  
কুলকন্যা পতিং ত্যক্ত্বা কথমন্যং ভজেন্নরম্ ।  
অসারেহস্মিন্ হি সংসারে জানন্তৌ ধৰ্ম্মনির্ণয়ম্ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈরষ্টপঞ্চাশক্তিঃ স্রোতৈরথোচ্যতে ।

চ্যবনশ্চ বুবাবহা রবিপুত্রপ্রসাদজা ॥

অশ্বিনীকুমারভাষণানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ তয়োস্তুদ্ভাষিতমিতি ॥ ১—৪ ॥  
জানস্তাবিতি রবিপুত্রয়োঃ সম্বোধনম্ ॥ ৫—৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া রাজতনয়া সূকন্যা প্রথমে  
ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন ; পরে সেই মিতভাষিণী বাল্য ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমার-  
দ্বয়কে বলিলেন ॥ ১ ॥ আপনারা রবির পুত্র এবং সুরগণের সূসম্মত দেবতা, বিশেষত  
আপনারা সকল বিষয়ই বিদিত আছেন । আমি ধৰ্ম্মপরায়ণা সতী ; আমাকে একরূপ  
কথা বলা আপনাদিগের উচিত হয় না ॥ ২ ॥ হে সুরবরদ্বয় ! পিতা আমায় যোগধৰ্ম্মাবলম্বী  
মুনিবরকে দান করিয়াছেন ; তাহাতে আমি সতী হইরা কি প্রকারে বেষ্ঠাদিগের অব-  
লম্বিত পথে গমন করিব ? ॥ ৩ ॥ এই দিবাকর সমস্ত লোকের কার্য্যাকার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ ;  
অতএব তিনি আমাদের সমস্ত কার্য্যই অবলোকন করিতেছেন । অপিচ আপনারা উভয়েই  
মহাত্মা কশ্চপের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; একরূপ পবিত্র দেবতার ঔরসে পবিত্রবংশে  
জন্মিয়া ঈদৃশ অধৰ্ম্মকর ও অকীর্ত্তিকর কথা বলা আপনাদের পক্ষে নিতান্ত অসুচিত ॥ ৪ ॥  
এই অসার সংসারে ধৰ্ম্ম কি, অধৰ্ম্মই বা কি তাহা আপনারা বিশেষরূপে অবগত আছেন ;

যথেষ্টং গচ্ছতাং দেবৌ শাপং দাস্তামি বানরৌ ।

সুকন্যাহঞ্চ শর্যাতৈঃ পতিভক্তিপরায়ণা ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাकर्ण্য বচস্তস্মা নাসত্যৌ বিস্মিতৌ ভৃশম্ ।

তাবব্রুতাং পুনস্তেনাং শঙ্কমানৌ ভয়ং মূনেঃ ॥ ৭ ॥

রাজপুত্রি ! প্রসন্নৌ তে ধর্মেণ বরবর্ণিনি ! ।

বরং বরয় স্ত্রোশোনি ! দাস্তাবঃ শ্রেয়সে তব ॥ ৮ ॥

জানীহি প্রমদে ! নুনমাবাং দেবভিষন্ধরৌ ।

যুবানং রূপসম্পন্নং প্রকুর্বাব পতিং তব ॥ ৯ ॥

ততস্ত্রয়াণামস্মাকং পতিমেকতমং বৃণু ।

সমানরূপদেহানাং মধ্যে চাতুর্য্যপণ্ডিতে ! ॥ ১০ ॥

স। তয়োর্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা স্বপতিং তদা ।

গত্বোবাচ তয়োর্বাক্যং তাভ্যামুক্তং যদদ্ভুতম্ ॥ ১১ ॥

চাতুর্য্যপণ্ডিতে হতি সম্বোধনম্ ॥ ১০—১৩

চে রবিপুত্রযুগল ! কুলকন্যা হইয়া পতি ত্যাগ করিয়া কিরূপে অশ্রু মানবকে ভঞ্জন করিবে ॥ ৫ ॥ আপনারা বিমলস্বভাব দেবতা, আমি মহারাজ শর্যাতির কুলকন্যা বিশেষত পতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা ও ধর্মপরায়ণা; অতএব আপনারা যথেষ্ট স্থানে গমন করুন, নতুবা শাপ প্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভারত ! অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং মুনিবরের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন ॥ ৭ ॥ রাজকুমারি ! তোমার পাতিব্রত্যাধর্ম্য অবলোকনে আমরা প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব বর-বর্ণিনি ! আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। স্ত্রোশোনি ! তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমরা তোমাকে বর প্রদান করিব ॥ ৮ ॥ ভাগিনি ! আমরা দেবদৈবদ্য, তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমরা তোমার পতিকে পরম সুন্দর রূপবান্ যুবা করিয়া দিব ॥ ৯ ॥ সুচতুরে ! যখন আমাদের তিন জনেরই সমান রূপ, সমান বয়স ও সমান দেহকান্তি হইবে, তখন তুমি তিন জনের মধ্যে যাহাকে অভিরুচি হয় একজনকে পতিত্ব বরণ করিবে ॥ ১০ ॥ সুকন্যা তাঁহাদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া স্বীয় পতির নিকট গমন করিলেন । অনন্তর, স্বর্বেদ্যযুগল যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তৎসমুদয় মুনিবরকে নিবেদন করিলেন ॥ ১১ ॥

শুকন্যোবাচ ।

স্বামিন্ ! সূর্য্যস্বতো দেবৌ সম্প্রাপ্তৌ চ বনাশ্রমে ।  
 দৃষ্টৌ ময়া দিব্যদেহৌ নাসত্যৌ ভৃগুনন্দন ! ॥ ১২ ॥  
 বীক্ষ্য মাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং জাতৌ কামাতুরাবুভৌ ।  
 কথিতং বচনং স্বামিন্ ! পতিং তে নবযৌবনম্ ॥ ১৩ ॥  
 দিব্যদেহং করিষ্যাবশ্চক্ষুশ্চক্ষুস্তং মুনিং কিল ।  
 এতেন সময়েনাদ্য তং শৃণু ত্বং ময়োদিতম্ ॥ ১৪ ॥  
 সমাবয়বরূপঞ্চ করিষ্যাবঃ পতিং তব ।  
 তত্র ত্রয়াণামস্মাকং পতিমেকতমং বৃণু ॥ ১৫ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বাহমিহায়াতা প্রফুং ত্বাং কার্য্যমদ্ভুতম্ ।  
 কিং কৰ্ত্তব্যমতঃ সাধো ! ব্রহ্মস্মিন্ কার্য্যসঙ্কটে ॥ ১৬ ॥  
 দেবমায়াপি দুজ্জের্যা ন জানে কপটং তয়োঃ ।  
 যদাজ্ঞাপয় সর্ব্বজ্ঞ ! তৎ করোমি তবেপ্সিতম্ ॥ ১৭ ॥

এতেন সময়েনেতি পূর্বাৱয়ি । কোহসৌ সময়স্তত্রাহ তং শৃণু ত্বমিতি । ময়োদিতং বক্ষ্যমাণং তং সময়ং শৃণু ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সমাবয়বরূপং চান্সৎসদৃশাবয়বরূপবস্তুমিত্যর্থঃ । তত্র ত্রয়াণামিতি । তদান্বত্তাগো যদি ত্বং লিখিতা শ্রাস্তদাস্মাকমেব ভবিষ্যসীতি তয়োঃ বিপুলয়োঃ প্রতিপ্রায়ঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

কপটং তয়োঃ ইতি । কেনাতিপ্রায়েণেদং তৈরুক্তমিতি তয়োঃ কপটং ন জানেহ-মিত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

শুকশ্রী কহিলেন, স্বামিন্ ! সূর্য্যতনয় অশ্বিনীকুমার দ্বয় আমাদের আশ্রমের সন্নিহিত ভপোবনে উপনীত হইয়াছেন । সেই দিব্যদেহ দেবযুগলকে আমি দর্শন করিয়াছি ॥ ১২ ॥ তাঁহারা আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহ অবলোকন করিয়া কামাতুর হইয়া আমাকে বলিলেন যে, তোমার সেই অন্ধ পতি মুনিবরের দিব্যদেহ, নবযৌবন ও নয়নযুগল পুনরায় উত্তম করিয়া দিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু তোমাকে একটি নিয়ম করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমার সেই বৃদ্ধ পতির অবয়বও আমাদের সদৃশ করিয়া দিব, কিন্তু তাহার পর আমাদের তিন জনের মধ্যে এক জনকে পতিত্ব বরণ করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ সাধো ! ইহা শ্রবণ করিয়া এই অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় আপনাকে জানাইতেছি ; অতএব এই সঙ্কট কার্য্যে কৰ্ত্তব্য কি, আপনি তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলুন ॥ ১৬ ॥ দেবতাদিগের মায়া বিদিত হওয়া অতি শূকঠিন ; বিশেষত ইহারা ক অতিপ্রায়ে এরূপ বলিতেছেন তাহা আমি জানি না । হে সর্ব্বজ্ঞ ! আপনি যাহা অনুমতি করিবেন আমি আপনার সেই অভিলষিত কার্য্যই সম্পাদন করিব ॥ ১৭ ॥



চ্যবন উবাচ ।

গচ্ছ কাণ্ডেহদ্য নাসত্যো বচনান্মম শ্রুতে ! ।

আনয়স্ব সমীপং মে শীঘ্রং দেবভিষখরৌ ॥ ১৮ ॥

ক্রিয়তামাশু তদ্বাক্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং সা সমনুজ্জাতা তত্র গহ্বা বচোহব্রবীৎ ।

ক্রিয়তামাশু নাসত্যো সময়েন শ্রোতুমৌ ॥ ২০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা চাশ্বিনৌ বাক্যং তস্মাস্তৌ তত্র চাগতৌ ।

উচতু রাজপুত্রীং তাং পতিস্তব বিশদ্বপঃ ॥ ২১ ॥

রূপার্থং চ্যবনস্তূর্ণং ততোহস্তঃ প্রবিবেশ হ ।

অশ্বিনাবপি পশ্চাত্তং প্রবিষ্টৌ সর উত্তমম্ ॥ ২২ ॥

ততস্তে নিঃসৃতাস্তস্মাৎ সরসস্তৎক্ষণাদ্রয়ঃ ।

তুল্যরূপা দিব্যদেহা যুবানঃ সদৃশাঃ কিল ।

দিব্যকুণ্ডলভূষাঢ্যাঃ সমানাবয়বাস্থথা ॥ ২৩ ॥

ক্রিয়তামিতি । সময়েন পূৰ্ব্বোক্তপৰ্বকেন যদ্ববস্ত্যাং কর্তব্যাত্মেনাভিলষিতং তৎক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৩ ॥

চ্যবন কহিলেন, কাণ্ডে ! তুমি আমার বাক্যানুসারে এখনি সেই অশ্বিনীকুমার-  
দ্বয়ের নিকট গমন কর । শ্রুত্রে ! তুমি অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে আমার নিকটে আনয়ন  
কর ॥ ১৮ ॥ অধিক কি বলিব, তুমি সত্বর তাহাদের বাক্য প্রতিপালন কর, এ বিষয়ে  
কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ১৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! শ্রুত্বা পতির এইরূপ অনুজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের  
নিকট যাইয়া বলিলেন । অশ্বিনীকুমারদ্বয় ! আপনারা সুরগণের অগ্রগণ্য ; অতএব আপনা-  
দের সেই নিৰ্ম্মিত বাক্য স্বীকৃত হইলাম ; এক্ষণে আপনারা নিজ কর্তব্যকার্য্য সম্পন্ন  
করুন ॥ ২০ ॥ তখন সেই দেবতাদ্বয় তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই আশ্রমে আগমন করিয়া  
রাজকুমারীকে বলিলেন তোমার পতি সলিল মধ্যে প্রবেশ করুন । তখন বৃদ্ধ চ্যবন সুন্দর  
রূপ পাইবার লালসায় অনতিবিলম্বে অগাধ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তাহার পর অশ্বিনী-  
কুমারেরাও সেই উত্তম সরোবরের জলে প্রবেশ করিলেন ॥ ২১—২২ ॥ কিয়ৎকাল পরেই  
সেই সরোবর হইতে তাঁহারা তিনজনেই বহির্গত হইলেন । সকলেরই দিব্য দেহ, সমান  
সৌন্দর্য্য, সমান অভিনব যৌবন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে

তেহব্রুবন্ সহিতাঃ সৰ্ব্বৈ বৃণীষ বরবর্ণিনি ! ।

অস্মাকমীপ্সিতং ভদ্রে ! পতিং ত্বমমলাননে ! ॥ ২৪ ॥

যস্মিন্ বাপ্যধিকা প্রীতিস্তং বৃণু বরাননে ! ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সাঁ দৃষ্টৌ তুল্যরূপাংস্তান্ সমানবয়সস্তথা ।

একস্বরাংস্তল্যবেশাংস্ত্রীন্ বৈ দেবসুতোপমান্ ॥ ২৬ ॥

সাঁ তু সংশয়মাপন্না বীক্ষ্য তান্ সদৃশাকৃতীন্ ।

অজানতী পতিং সম্যগ্ ব্যাকুলা সমচিস্তয়ৎ ॥ ২৭ ॥

কিং করোমি ত্রয়স্তল্যাঃ কং বৃণোমি ন বেদ্যাহম্ ।

পতিং দেবসুতাং হেতে সংশয়ে পতিতাস্ম্যাহম্ ॥ ২৮ ॥

ইন্দ্রজালমিদং সম্যগ্ দেবাত্ম্যামিহ কল্পিতম্ ।

কর্তব্যং কিং ময়া চাত্র মরণং সমুপাগতম্ ।

ন ময়া পতিমুৎসৃজ্য বরণীয়ঃ কথঞ্চন ॥ ২৯ ॥

( সহিতা মিলিতাঃ । চ্যবনোহপি তাভ্যাং সহাব্রুবীদিত্যর্থঃ । তস্মাৎ সৰ্ব্বথৈব পতিং বোদ্ধুং সমমর্থোতি ভাবঃ । অস্মাকং মধ্যে ঈপ্সিতং পতিং বৃণীষেত্যবয়বঃ ॥ ২৪—২৮ ॥

দৈবেন যদি চ্যবনাদভ্যং পতিমহমবরিষ্যং তর্হি প্রাণানত্যক্ত্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৯—৩২ ॥

সুশোভিত সূতরাং অবয়বের কোন বৈষম্য লক্ষিত হইল না ॥ ২৩ ॥ তখন তাঁহারা সকলেই একবারে বলিলেন, ভদ্রে ! তোমার ছায় স্নন্দর রমণী আর দ্বিতীয় নাই ; বিশেষত তোমার বদনমণ্ডল সুবিমল, অতএব তিনজনের মধ্যে তোমার বাহাকে অতিলাভ হয় তাহাকেই পতিত্বে বরণ কর ॥ ২৪ ॥ বরাননে ! অথবা বাহার প্রতি তোমার অধিকতর প্রীতি তাহাকেই তুমি বরণ কর ॥ ২৫ ॥

ব্যাস কহিলেন রাজেন্দ্র ! তখন সূকত্ৰা দেখিলেন যে তাঁহাদের তিনজনেরই দেব-তুল্য অপরূপ রূপলাবণ্য ; বিশেষত মৌন্দর্য্য বয়স স্বর ও বেশভূষা সমান, কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না ২৬ ॥ তিনি তাহাদের সকলের সমান অবয়ব অবলোকন করিয়া সংশয়াপন্ন হইলেন । সেই রাজতনয়া আপনার পতিকে চিনিতে না পারিয়া সৰ্ব্বতোভাবে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । এক্ষণে আমি কি করি !! তিনজনেরই অবয়ব এক প্রকার অতএব কাহাকে বরণ করিব !! ইহাদের মধ্যে পতি যে কে, তাহা জানিতে পারিতেছি না ॥ ২৭—২৮ ॥ বোধ হয় ইহারা সকলেই দেবপুত্র অথবা সেই দেবকুমার যুগল এই স্থানে নিশ্চয়ই ইন্দ্রজালের উদ্ভাবন করিয়াছেন । বাহাইউক আমিও এখন বিষম সংশয়ে পতিত হইলাম । আমি পতি ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও কোন প্রকারে বরণ করিব না ; সূতরাং আমার মরণ উপস্থিত, এখন এ বিষয়ে আমার কর্তব্য কি ? ॥ ২৯ ॥

দেবস্ত্রাধুনিকঃ কশ্চিদিত্যেযা মম ধারণা ।  
 ইতি সংচিন্ত্য মনসা পরাং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ।  
 দধ্যৌ ভগবতীং দেবীং তুষ্ঠাব চ কৃশোদরী ॥ ৩০ ॥

স্বকণ্ঠোবাচ ।

শরণং ত্বাং জগন্মাতঃ ! প্রাপ্তাস্মি ভূশচুঃখিতা ।  
 রক্ষ মেহদ্য সতীধর্মং নমামি চরণৌ তব ॥ ৩১ ॥  
 নমঃ পদ্মোদ্ভবে ! দেবি ! নমঃ শঙ্করবল্লভে ! ।  
 বিষ্ণুপ্রিয়ে ! নমো লক্ষ্মি ! বেদমাতঃ ! সরস্বতি ! ॥ ৩২ ॥  
 ইদং জগত্বয়া সৃষ্টং সর্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।  
 পাসি ত্বমিদমব্যগ্রা তথাংসি লোকশান্তয়ে ॥ ৩৩ ॥  
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং জননী ত্বং স্তস্ম্যতা ॥ ৩৪ ॥  
 বুদ্ধিদাসি ত্বমজ্ঞানাং জ্ঞানিনাং মোক্ষদা সদা ।  
 আদ্যা ত্বং প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষপ্রিয়দর্শনা ॥ ৩৫ ॥  
 ভুক্তিমুক্তিপ্রদাসি ত্বং প্রাণিনাং বিশদাত্মনাম্ ।  
 অজ্ঞানাং দুঃখদা কামং সন্তানাং স্তুথসাধনা ॥ ৩৬ ॥

পাসীতি । অংসি ভক্ষয়সি জগতঃ প্রলয়ং করৌষীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

বুদ্ধিদেতি । ত্বমজ্ঞানাং বুদ্ধিপ্রদাসি অতএব ময়ীদানীং বুদ্ধিং বিতরেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সন্তানাং সন্তানপ্রতানামিত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ )

সংপ্রতি যে, তৃতীয়মূর্ত্তি দেখিতেছি, বোধ হয় ইনিও কোন দেবপুত্র !! এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, এক্ষণে আমি সেই পরাপ্রকৃতি বিশ্বেশ্বরী শিবার ধ্যান করিব । তখন কৃশোদরী রাজকুমারী দেবী ভগবতীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩০ ॥

স্বকণ্ঠা কহিলেন, জগন্মাতঃ ! আমি নিভান্ত দুঃখে নিপতিত হইয়া আপনার শরণ লইলাম, আপনার চরণযুগলে প্রণিপাত করি, আপনি এখন আমার সতীধর্ম রক্ষা করুন ॥ ৩১ ॥ দেবি ! আপনি কমল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছেন আপনাকে নমস্কার করি ; আপনি শঙ্করের প্রিয়তমা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ও আপনিই বেদমাতা সরস্বতী অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥ স্থাবর জঙ্গমাশ্রয় এই জগন্মণ্ডল আপনিই সৃজন করিয়াছেন ; আবার অব্যগ্রচিত্তে তাহার পরিপালন করিতেছেন এবং লোক সকলের শান্তি-কামনার উহা প্রাপ্ত করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥ অধিক কি, আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশের পরম পূজনীয় জননী ॥ ৩৪ ॥ আপনি জ্ঞানহীন মূর্খদিগকে বুদ্ধি এবং জ্ঞানিদিগকে নিয়ত মুক্তি



সিদ্ধিদা যোগিনামম্ব ! জয়দা কীর্তিদা পুনঃ ।

শরণং ত্বাং প্রপন্নাস্মি বিস্ময়ং পরমং গতাম্ ॥ ৩৭ ॥

পতিং দর্শয় মে মাতর্মগ্নাস্মিন্ শোকসাগরে ।

দেবাভ্যাং চরিতং কূটং কং বৃণোমি বিমোহিতা ।

পতিং দর্শয় সর্বজ্ঞে ! বিদিত্বা মে সতীত্রতম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তথা ত্রিপুরসুন্দরী ।

হৃদয়েহস্থাস্তদা জ্ঞানং দদাবাশু সুখোদয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

নিশ্চিত্য মনসা তুল্যবয়োরূপধরান্ সতী ।

প্রসমীক্ষ্য তু তান্ সর্বান্ বব্রে বালা স্বকং পতিম্ ॥ ৪০ ॥

বৃতেহথ চ্যবনে দেবৌ সন্তুর্কৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ৪১ ॥

সতীধর্ম্মং সমালোক্য সম্প্রীতো দদতুর্বরম্ ।

ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রসন্নৌ তৌ সুরোত্তমৌ ॥ ৪২ ॥

দেবাভ্যামশ্বিনীকুমারাভ্যাং কূটং কপটং চরিতমাচরিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪৪ ॥

দিয়া থাকেন । আপনিই পুরুষের প্রিয়দর্শনা পূর্ণা আদ্যা প্রকৃতি ॥ ৩৫ ॥ যে সকল প্রাণীর আত্মা পবিত্র হইয়াছে আপনি তাহাদিগকে ভোগ ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন । যাহারা নিতান্ত জ্ঞানহীন তাহাদিগকে হুঃখ আর যাহারা সঙ্কলনাশ্রিত জীব তাহাদিগকে সুখ দিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ মাতঃ ! আপনি যোগিদিগকে সিদ্ধি, কীর্তি ও জয় প্রদান করেন ; এক্ষণে আমি বিস্ময়সাগরে নিপতিত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৩৭ ॥ মাতঃ ! এই দেবদ্বয় কপট আচরণ করিয়াছেন ; আমি ইহাতে বিমোহিত হইয়া কাহাকে বরণ করিব স্থির করিতে পারিতেছি না ; সুতরাং আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি । আপনি আমাকে আমার পতি দেখাইয়া দিয়া উদ্ধার করুন । সর্বজ্ঞে ! আমার সতীত্রত বিদিত হইয়া যাহাতে আমি পতির দর্শন লাভ করি তাহা করিয়া দিন ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সুকল্মাশ ঈদৃশ স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া দেবী ত্রিপুরসুন্দরী তখন তাঁহার হৃদয়ে সুখকর সঙ্কলন প্রদান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন তিন জনের অবয়ব এবং সৌন্দর্য্য সমান হইলেও সেই পতিত্রতা বালা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র মনে মনে নির্ণয় করিয়া আপনার পতিকেই বরণ করিলেন ॥ ৪০ ॥ সুকল্মা যখন চ্যবনকেই বরণ করিলেন তখন তাহা দেখিয়া সেই দেবতাঙ্গর পরম সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৪১ ॥ সুরদ্বয় ভগবতীর প্রসাদে প্রসন্ন হইয়াছিলেন ; তাহার পর আবার সতীধর্ম্ম অবলোকনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বরণ দান করিলেন ॥ ৪২ ॥ তাঁহারা উভয়ে মুনিবরকে

মুনিমামন্ত্য তরসা গমনায়োদ্যতাবুভৌ ॥ ৪৩ ॥  
 লব্ধ্বা তু চ্যবনো রূপং নেত্রে ভার্য্যাক্ষ যৌবনম্ ।  
 হৃষ্টোহব্রুবীন্মহাতেজাস্তৌ নাসত্যাবিদং বচঃ ।  
 উপকারঃ কৃতোহয়ং মে যুবাভ্যাং সুরসত্তমৌ ॥ ৪৪ ॥  
 কিং ব্রুবীমি স্তখং প্রাপ্তং সংসারেহস্মিন্মনুভমে ।  
 প্রাপ্য ভার্য্যাক্ষ স্কেশীং তাং দুঃখং মেহভবদম্বহম্ ॥ ৪৫ ॥  
 অক্লস্ত চাতিবৃদ্ধস্ত ভোগহীনস্ত কাননে ।  
 যুবাভ্যাং নয়নে দন্তে যৌবনং রূপমদ্বুতম্ ॥ ৪৬ ॥  
 সম্পাদিতং ততঃ কিঞ্চিদুপকর্তুমহং বুবে ।  
 উপকারিণি মিত্রে যো নোপকুৰ্য্যাৎ কথঞ্চন ।  
 তং ধিগন্তু নরং দেবৌ ভবেচ্চ ঋণবান্ ভুবি ॥ ৪৭ ॥  
 তস্মাদ্ধো বাঞ্ছিতং কিঞ্চিদাতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৪৮ ॥  
 আত্মনো ঋণমোক্ষায় দেবেশৌ নূতনস্ত চ ।  
 প্রার্থিতং বাং প্রদাস্তামি যদনভ্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ৪৯ ॥

( প্রাপ্যতি । অক্লস্তাদবৃদ্ধস্তাচ্চ মগাহুদিনং দুঃখমভবদিতি ভাবঃ ॥ ৪৫—৪৭ ॥  
 মিত্রেস্তোপকারোহবস্তং কর্তব্যমেবেত্যত আহ তস্মাদিতি ॥ ৪৮ ॥  
 নূতনস্ত পুনর্বৃষং প্রাপ্তস্তেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ )

অভ্যর্থনা করিয়া সত্তর স্বস্থানে যাইতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু চ্যবন তাঁহাদের অনুগ্রহে রূপ, যৌবন ও ভার্য্যা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন স্ততরাং সেই মহাতেজা মুনি অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে বলিলেন, মহাসুভব সুরযুগল ! আপনারা আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন ॥ ৪৩-৪৪ ॥ ঈদৃশ স্কেশী ভার্য্যা পাইয়াও আমার প্রতিদিন কেবল দুঃখই হইত !! কিন্তু আপনাদের কৃপায় এই অসুখময় সংসারে যে কি সুখ পাইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না ॥ ৪৫ ॥ আমি অতিশয় বৃদ্ধ ও নয়নবিহীন হইয়া ভোগরহিত হইয়াছিলাম ; পরন্তু আপনারাই কাননে আসিয়া আমাকে নয়ন, যৌবন ও অদ্বুত সৌন্দর্য্য প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥ অতএব দেবদ্বয় ! আমি আপনাদের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে অভিলাষ করি, যে ব্যক্তি উপকারী মিত্রের কোন প্রকার উপকার না করে তাহাকে দিক্ ! বিশেষত সেই মানব জুতলে চিরকাল ধনী হইয়া থাকে ; অতএব আপনারা এক্ষণে যাহা অভিলাষ করিবেন আমি তাহাই দান করিতে অভিলাষী ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সুরবরদ্বয় ! আপনারা যাহা অভিলাষ করিবেন তাহা যদি দেবতা কি অসুরগণেরও জলন্ত হয়, তথাপি নূতন দেহের ঋণ মুক্তির নিমিত্ত আমি তাহা আপনাদিগকে প্রদান করিব ॥ ৪৯ ॥ আমি আপনাদের

ব্রুবাথাং বাং মনোদিক্তং প্রীতোহস্মি স্ককৃতেন বাম্ ।  
 শ্রদ্ধা তৌ তু মূনেৰ্বাক্যমভিমজ্জ্য পরম্পরম্ ॥ ৫০ ॥  
 তমুচতুমুনিশ্রেষ্ঠং স্ককন্তাসহিতং স্থিতম্ ।  
 মূনে ! পিতুঃ প্রসাদেন সৰ্ব্বং নো মনসেঙ্গিতম্ ।  
 উৎকণ্ঠা সোমপানশ্চ বৰ্জতে নো স্তরৈঃ সহ ॥ ৫১ ॥  
 ভিষজ্জাবিত্তি দেবেন নিষিক্কৌ চমসগ্রহে ।  
 শক্রেণ বিততে যজ্ঞে ব্রহ্মণঃ কনকাচলে ॥ ৫২ ॥  
 তস্মাদ্বমপি ধর্মজ্ঞ ! যদি শক্তোহসি তাপস ! ।  
 কার্যমেতদ্ধি কর্তব্যং বাঞ্ছিতং নো স্তসম্মতম্ ॥ ৫৩ ॥  
 এতদ্বিজ্জায় বা ব্রহ্মন্ ! কুরু বাং সোমপায়িনৌ ।  
 পিপাসান্তি স্কদুপ্রাপা ত্বত্তঃ সমুপযাস্ততি ॥ ৫৪ ॥  
 চ্যবনস্তু তয়োঃ প্রাহ তচ্ছ্রুত্বা বচনং মৃদু ॥ ৫৫ ॥  
 যদহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ সমন্বিতঃ ।  
 কৃতো ভবদ্যুতঃ বৃদ্ধঃ সন্ ভার্য্যাক্ষ প্রাপ্তবানিতি ॥ ৫৬ ॥

চমসগ্রহে । গ্রহঃ সোমাধারঃ পাত্রবিশেষস্তন্নিষিক্কৌ গ্রহেণ সোমপানমনয়োর্নাস্তীতি নিষিক্কাবিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫৬ ॥

সংকার্ষ্যো পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনাদের মনের অভিলাষ ব্যক্ত করুন ।  
 তাঁহারা মুনিবর চ্যবনের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া পরস্পরে মন্ত্রণা করিলেন ॥ ৫০ ॥ পরে  
 স্ককন্তার সহিত একত্র উপবিষ্ট মুনিবর চ্যবনকে বলিলেন, মহর্ষে ! পিতার অনুগ্রহে  
 আমরা অভিলষিত বস্তু সমস্তই লাভ করিয়াছি ; তথাপি সুরগণের সহিত একত্র সোম-  
 পান অত্যন্ত সুহর্লভ বোধে তাহাতেই আমাদের বগবতী স্পৃহা রহিয়াছে ॥ ৫১ ॥  
 কনকাচলে ব্রহ্মার বিস্তীর্ণ যজ্ঞকালে সুররাজ বাসব ভিষক্ বলিয়া আমাদেরকে সোমপান  
 করিতে নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ অতএব হে ধর্মজ্ঞ তাপসবর ! আপনি যদি অনুগ্রহ  
 পূর্বক এই কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে আমাদের অতীব প্রিয় ও  
 অভিলষিত কার্য্য সাধন করা হয় ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মন্ ! অভিপ্রেত সমস্ত বিষয়ই জানিতে  
 পারিলেন এক্ষণে আমাদেরকে দেবতাগণের সহিত সোমপায়ী করুন, । আমাদের এই  
 পিপাসা অত্যন্ত বলবতী রহিয়াছে ; আপনি তাহা দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতে পারিবেন  
 বলিয়াই আপনার নিকট নিবেদন করিলাম ॥ ৫৪ ॥

অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি চ্যবন প্রীতি সহকারে তাঁহা-  
 দিগকে অতি কোমল বাক্যে বলিলেন ॥ ৫৫ ॥ সুরবরদয় ! আমি অন্ধ জরাতুর বৃদ্ধ ছিলাম ;



তস্মাদ্ যুবাং করিষ্যামি প্রীত্যাহং সোমপায়িনৌ ।

মিষতো দেবরাজস্ত সত্যমেতদব্রবীম্যহম্ ।

রাজ্ঞস্ত্ব বিততে যজ্ঞে শর্ষাতেরমিতদ্যতেঃ ॥ ৫৭ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচো হৃষ্টৌ তৌ দিবং প্রতিজ্ঞাতুঃ ।

চ্যবনস্তাং গৃহীত্বা তু জগামাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

সপ্তমস্কন্ধে চ্যবনস্ত যুবাবস্থাপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

( মিষতঃ পশুতঃ দেবরাজস্ত । যদা । মিষতঃ স্পর্ধমানস্ত তস্ত স্পর্ধমানঃ তমনা  
দৃত্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

কিন্তু আপনাদের অমুগ্রহে রূপবান্ যুবা পুরুষ হইয়াছি ; বিশেষত আপনাদের দয়াবশত  
পুনর্বার ভাৰ্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৫৬ ॥ অতএব অমিতদ্যতি মহারাজ শর্ষাতির বিস্তীর্ণ যজ্ঞে  
দেবরাজ ইজ্ঞের সমক্ষেই প্রীতিসহকারে আপনাদিগকে সোমপায়ী করিব ইহা আমি  
সত্য বলিলাম ॥ ৫৭ ॥

সেই অশ্বিনীকুমারযুগল মুনিবরের ঐদৃশ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সুরলোকে  
প্রতিগমন করিলেন এবং মুনিবর চ্যবনও সেই স্কন্ধটাকে লইয়া স্বীয় আশ্রমমণ্ডলে প্রতি  
নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চ্যবনমুনির যৌবনপ্রাপ্তিকথন নামক

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

চ্যবনেন কথং বৈদ্যো তৌ কৃতৌ সোমপায়িনৌ ।

বচনঞ্চ কথং সত্যং জাতং তস্মা মহাত্মনঃ ॥ ১ ॥

মানুষস্য বলং কীদৃগ্দেবরাজবলং প্রতি ।

নিষিক্তৌ ভিষজৌ তেন কৃতৌ তৌ সোমপায়িনৌ ॥ ২ ॥

ধর্মনিষ্ঠ ! তদাশ্চর্য্যং বিস্তরেণ বদ প্রভো ! ।

চরিতং চ্যবনশ্চাদ্য শ্রোতুকামোহস্মি সর্ব্বথা ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

নিশাময় মহারাজ ! চরিতং পরমাদ্বুতম্ ।

চ্যবনশ্চ মখে তস্মিন্ শর্য্যতেভুবি ভারত ! ॥ ৪ ॥

সুকন্যাং স্তন্দরীং প্রাপ্য চ্যবনঃ সুরসম্মিতঃ ।

বিজহার প্রসম্মাত্মা দেবকন্যামিবাপরাম্ ॥ ৫ ॥

---

একষষ্টিশ্লোকবর্ষ্যোচ্যবনেন মহাত্মনা ।

শর্য্যতিঃ প্রেরিতো বজ্রং চকারেতি নিগদ্যতে ।

অশ্বিনীকুমারগমনান্তরং জাতং বৃত্তং রাজা পৃচ্ছতি চ্যবনেনেতি ॥ ১—২ ॥

ধর্মনিষ্ঠেতি ব্যাসসম্বোধনম্ ॥ ৩ ॥

শর্য্যতেমখে চ্যবনশ্চ চরিতমিত্যম্বয়ঃ ॥ ৪—১০ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর ! মহর্ষি চ্যবন সেই দেবঐবদ্যযুগলকে কি প্রকারে সোমপানে অধিকারী করিয়াছিলেন এবং সেই মহাত্মা মুনিবরের বাক্যই বা কিরূপে সত্য হইয়াছিল ? ॥১॥ দেবরাজ ইন্দ্রের বলের নিকট মনুষ্যের বল অতি সামান্য অতএব তাহাতে ইন্দ্রের নিষেধ থাকিলেও তিনি সেই দেবঐবদ্যযুগলকে সোমপানে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় ? অতএব হে ধর্মনিরত ! প্রভো ! এক্ষণে আপনি চ্যবন মহর্ষির চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক কীর্তন করুন ; উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে ॥ ২—৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ভূতলে শর্য্যতির সেই বিখ্যাত বজ্র চ্যবনঋষি অতীব অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, হে ভারত ! আমি তাহার সেই পরম অদ্ভুত চরিত্র বর্ণন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥ দেবভূল্য ভেদঃসম্মিত মহর্ষি চ্যবন দেব-

কদাচিদথ শর্যতেভার্য্য চিন্তাতুরা ভৃশম্ ।  
 পতিং প্রাহ বেপমানা বচনং রুদতী প্রিয়া ॥ ৬ ॥  
 রাজন্ ! পুত্রী ত্বয়া দত্তা মুনয়েহঙ্কায় কাননে ।  
 মৃত্যু জীবতি বা সা তু দ্রষ্টব্য সর্বথা ত্বয়া ॥ ৭ ॥  
 গচ্ছ নাথ ! মুনেষ্টাবদাশ্রমং দ্রষ্টুমাংসরাৎ ।  
 কিং কৰোতি স্কন্ধা সা প্রাপ্য নাথং তথাবিধম্ ॥ ৮ ॥  
 পুত্রীহুঃখেন রাজর্ষে ! দক্ষাস্মি সর্বথা হৃদি ।  
 তামানয় বিশালাক্ষীং তপঃকামাং মদন্তিকে ॥ ৯ ॥  
 পশ্যামি সর্বথা পুত্রীং কুশাঙ্গীং বন্ধলারুতাম্ ।  
 অক্ষং পতিং সমাসাদ্য হুঃখভাজং কুশোদরীম্ ॥ ১০ ॥

শর্যতিরুবাচ ।

গচ্ছামোহদ্য বিশালাক্ষি ! স্কন্ধাং দ্রষ্টুমাংসরাৎ ।  
 প্রিয়পুত্রীং বরারোহে ! মুনিং তং সংশিতব্রতম্ ॥ ১১ ॥

মুনিসপি দ্রষ্টুমিত্যশ্রয়ঃ ॥ ১১—১৫ ॥

কন্তার গায় সেই সুন্দরী স্কন্ধাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত ও প্রসন্নচিত্তে তাঁহার সহিত  
 বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর একদা শর্যতির প্রিয়তমা ভার্য্য হৃহিতার চিন্তায় নিতান্ত কাতর হইয়া  
 কম্পমানকলেবরে রোদন করিতে করিতে নিজ পতিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ রাজন্ !  
 আপনি অক্ষমুনি চ্যবনকে কন্তাদান করিয়াছেন, কিন্তু সেই কাননবাসিনী কন্তা জীবিত  
 আছে বা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ; বিশেষরূপে তাহার একবার তত্ত্বাবধান করা আপনার  
 অবশ্য কর্তব্য ॥ ৭ ॥ নাথ ! সেই সুন্দরী কন্তা সেইরূপ অক্ষপতি পাইয়া কি করিতেছে  
 তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত আপনি সেই মুনিবরের আশ্রমে এগনি গমন করুন ॥ ৮ ॥  
 রাজর্ষে ! হৃহিতার হুঃখ ভাবিয়া আমার হৃদয় সর্বদা হুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে সেই বিশাল-  
 লোচনা তপস্তার ক্লেশবশত অবশ্য ক্ষীণাঙ্গী হইয়া থাকিবে, অতএব স্কন্ধাকে আমার  
 নিকট সম্বর আনয়ন করুন ॥ ৯ ॥ অরাতুর অক্ষপতি প্রাপ্ত হইয়া সে সততই হুঃখ ভোগ  
 করিতেছে সূতরাং ক্লেশবশত কুশা ও ক্ষীণা হইবারই সম্ভব, অতএব বন্ধল পরিধানা  
 কুশোদরী কুমারীকে একবার দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে ॥ ১০ ॥

শর্যতি বলিলেন, হে বিশালাক্ষি ! প্রিয়তময়া স্কন্ধা এবং সেই সংশিতব্রত মুনিবরকে  
 দর্শন করিবার নিমিত্ত অদ্যই আমি আমার সহকারে তথায় গমন করিব ॥ ১১ ॥



ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তু শৰ্ষাতিঃ কামিনীং শোকসঙ্কলাম্ ।

জগাম রথমারুহ্য হরিতশ্চাত্রমং যুনেঃ ॥ ১২ ॥

গহ্বাশ্রমসমীপে তু তমপশ্যন্নমহীপতিঃ ।

নবযৌবনসম্পন্নং দেবপুত্রোপমং যুনিম্ ॥ ১৩ ॥

তং বিলোক্যামরাকারং বিস্ময়ং নৃপতির্গতঃ ।

কিং কৃতং কুৎসিতং কৰ্ম্ম পুত্র্যা লোকবিগর্হিতম্ ॥ ১৪ ॥

নিহতোহসৌ যুনির্বৃদ্ধস্তনয়ান্যঃ পতিঃ কৃতঃ ।

কামপীড়িতয়া কামং প্রশান্তোহপ্যতিনির্দ্বনঃ ॥ ১৫ ॥

দুঃসহোহয়ং পুষ্পধরা বিশেষেণ চ যৌবনে ।

কূলে কলঙ্কঃ স্তমহাননয়া মানবে কৃতঃ ॥ ১৬ ॥

ধিক্ তস্মা জীবিতং লোকে যস্মা পুত্রী হি কুৎসিতা ।

সর্বপাপৈস্তু দুঃখায় পুত্রী ভবতি দেহিনাম্ ॥ ১৭ ॥

ময়া ত্বনুচিতং কৰ্ম্ম কৃতং স্বার্থস্মা সিদ্ধয়ে ।

বৃদ্ধায়াক্ষায় বা দত্তা পুত্রী সর্বাত্মনা কিল ॥ ১৮ ॥

মানবে মনোঃ সম্বন্ধিনি কূলে ইত্যমরঃ ॥ ১৬—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! মহারাজ শৰ্ষাতি শোকাবুলা ভাৰ্য্যাকে এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ পূৰ্ব্বক সত্তর যুনিবর চ্যবনের আশ্রমাতিমুখে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ মহীপতি শৰ্ষাতি আশ্রমের সমীপে উপস্থিত হইয়া নবযৌবনসম্পন্ন দেবপুত্রসদৃশ মহর্ষি চ্যবনকে দর্শন করিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন নরপতি দেবতার স্তায় তাঁহার অবয়ব দর্শনে অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; আমার এই কন্যা জনসমাজের নিন্দনীয় ঈদৃশ কুৎসিত কার্য্য করিয়াছে কি ? ॥ ১৪ ॥ সেই যুনিবর অতীব শাস্তবৃত্তাব, নির্ধন ও বৃদ্ধ ; স্ততরাং কন্যা কামশরে কাতর হইয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া ইচ্ছানুসারে অস্ত্র পতি গ্রহণ করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ পুষ্পধরা মদন স্বভাবতই অতি দুঃসহ ; বিশেষত আবার যৌবনকালে অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠে, স্ততরাং এই কন্যা কামশরের বশবর্ত্তিনী হইয়া স্তমহান্ মনুর বিমল কূলে ঘোরতর কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥ ইহলোকে বাহার কন্যা কুচরিত্রা, তাহার জীবনে ধিক্ । বোধ হয় সমস্ত পাপের দুঃখ ভোগের জন্তই দেহি-গণের কন্যা জন্মিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ পরন্তু আমি স্বার্থনিষ্ঠির জন্ত কি অনুচিত কার্য্যই করিয়াছি ? বহুসহকারে উপযুক্ত পাত্রকে কন্যাদান করাই পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য ; কিন্তু

কন্যা যোগ্যায় দাতব্য্য পিত্রা সৰ্ব্বাঙ্গনা কিল ।

তাদৃশং হি ফলং প্রাপ্তং যাদৃশং বৈ কৃতং ময়া ॥ ১৯ ॥

হৃষ্মি চেদন্য তনয়াং দুঃশীলাং পাপকারিণীম্ ।

স্ত্রীহত্যা দুস্তরা শ্রাম্মে তথা পুত্র্যা বিশেষতঃ ॥ ২০ ॥

মনুষ্যশস্ত্র বিখ্যাতঃ সকলকঃ কৃতো ময়া ।

লোকাপবাদো বলবান্ দুস্ত্যজ্যা স্নেহশৃঙ্খলা ॥ ২১ ॥

কিং করোমীতি চিন্তাকৌ যদা ময়ঃ স পার্থিবঃ ।

স্বকন্যা তদা দৈবাদৃষ্টচিন্তাকুলঃ পিতা ॥ ২২ ॥

সাদৃষ্ট্য তং জগামাশু স্বকন্যা পিতুরস্তিকে ।

গত্বা পপ্রচ্ছ ভূপালং প্রেমপূরিতমানসা ॥ ২৩ ॥

কিং বিচারয়সে রাজং চিন্তাব্যাকুলিতাননঃ ।

উপবিষ্টং মুনিং বীক্ষ্য যুবানমম্বুজেক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

এহেহি পুরুষব্যাত্র ! প্রণমস্ব পতিং মম ।

মা বিষাদং নৃপশ্রেষ্ঠ ! সাম্প্রতং কুরু মানব ! ॥ ২৫ ॥

পুত্র্যা বিশেষতঃ কন্যাহত্যা স্ত্রীহত্যা চেত্যাভয়মত্র শ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ হস্তমপি ন শকোমি যতো দুস্ত্যজ্যা স্নেহশৃঙ্খলা ভবতীত্যা হ দুস্ত্যাজ্যেতি ॥ ২১-২৫ ॥

আমি তাহা না করিয়া জানিয়া শুনিয়াই জরাতুর অন্ধ তাপসকে কন্যা দান করিয়াছি ; স্ত্রীহত্যা আমি ধেরূপ কার্য্য করিয়াছি তদনুরূপ ফল যে অবশ্য প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ১৮—১৯ ॥ আমার হৃদিতা কুচরিত্র হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, অতএব অদ্য যদি সেই জন্ত তনয়াকে নিহত করি, তাহা হইলে অবধ্য স্ত্রীহত্যাজনিত পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে ; বিশেষত তাহাতে আমার কন্যাহত্যারও পাপ হইবে ॥ ২০ ॥ এদিকে যেমন লোকাপবাদ অতীব বলবান্ সেইরূপ স্নেহশৃঙ্খলও দুঃশীল্য !! স্ত্রীহত্যা একরূপ সঙ্কটস্থলে কৰ্ত্তব্য নির্ণয় যাদৃশ জনের বুদ্ধির অগোচর, ফলকথা আমি হইতেই বিখ্যাত মানববংশ কলঙ্কিত হইল ॥ ২১ ॥

রাজা শর্যাপ্তি বধন কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতেছেন, তখন স্বকন্যা দৈব-বশত সেই চিন্তাসাগর-নিমগ্ন পিতাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২২ ॥ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া স্বকন্যা ভৎসনাং পিতার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্ত্রীহত্যা পূর্ণ হৃদয়ে ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৩ ॥ রাজন্ ! এই যে মুনিবর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহার অপকৃপ রূপ যৌবন ও কমল সদৃশ স্তম্ভের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া আপনার মুখমণ্ডল চিত্তার মলিন হইল কেন ? পিতঃ ! আপনি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছেন ? ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পুত্র্যা বচঃ শ্রুত্বা শর্যতিঃ ক্রোধপীড়িতঃ ।

প্রোবাচ বচনং রাজা পুরঃস্বাং তনয়াং ততঃ ॥ ২৬ ॥

রাজোবাচ ।

ক মুনিশ্যবনঃ পুত্রি ! ব্রহ্মোহঙ্কস্তাপসোত্তমঃ ।

কোহয়ং যুবা মদোন্মত্তঃ সন্দেহোহত্র মহান্মম ॥ ২৭ ॥

মুনিঃ কিং নিহতঃ পাপে ! ত্বয়া ছুদ্ধতকারিণি ! ।

নূতনোহসৌ পতিঃ কামাং কৃতঃ কুলবিনাশিনি ! ॥ ২৮ ॥

সোহহং চিন্তাতুরস্তং ন পশ্যাম্যশ্রমসংস্থিতম্ ।

কিং কৃতং ছুদ্ধতং কৰ্ম্ম কুলটাচরিতং কিল ॥ ২৯ ॥

নিমগ্নোহহং ছুরাচারে ! শোকাক্রৌ ত্বংকৃতেহধুনা ।

দৃষ্টেইনং পুরুষং দিব্যমদৃষ্ট্বা চ্যবনং মুনিম্ ॥ ৩০ ॥

বিহস্ত তমুবাচাশু সা শ্রুত্বা বচনং পিতুঃ ।

গৃহীত্বানীয় পিতরং ভর্তুরস্তিকমাদরাৎ ॥ ৩১ ॥

পুরঃস্বাং অগ্রস্বাম্ ॥ ২৬—২৯ ॥

ছুরাচারে ইতি কস্তাসম্বোধনম্ ॥ ৩০—৩১ ॥

পিতঃ ! সুবিখ্যাত মনুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বিশেষত আপনি পুরুষপ্রধান ; স্ত্রীরাং ভবাদৃশ মহাত্মাদের সহসা বিষম হওয়া কর্তব্য নহে ; রাজেন্দ্র ! আপনি শীঘ্র আসিয়া আমার পতিকে প্রণাম করুন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! কস্তার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শর্যতি ক্রোধে অত্যন্ত অধীর হইয়া সম্মুখস্থিত কস্তাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ পুত্রি ! তাপস প্রধান সেই জরাতুর অঙ্ক চ্যবনমুনি কোথায় ? এই মদনোন্মত্ত যুবাই বা কে ? এ বিষয়ে আমার মনে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ রে পাপীরসি ! তুই কুকার্য্যে নিরত হইয়া কি মুনিবর চ্যবনকে নিহত করিয়াছিস্ ? রে কুলকলঙ্কিনি ! তুই কামের বশবর্তিনী হইয়া কি নূতন পতি গ্রহণ করিয়াছিস্ ? সেই মুনিবরকে আশ্রমে না দেখিয়াই আমি এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছি ॥ ২৮ ॥ ছুরাচারে ! অধুনা মহর্ষি চ্যবনের দর্শন পাইলাম না, কিন্তু এই দিব্যপুরুষ দেখিতেছি, স্ত্রীরাং তোমার কুব্যবহারেই আমি এরূপ চিন্তাৰ্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৩০ ॥

তখন ছুদ্ধতা পিতার বাক্য শ্রবণমাত্র দীর্ঘ হস্ত করিলেন এবং সমাদরপূর্বক তাঁহাকে অবিলম্বে স্বামির নিকট আনয়ন করিয়া কহিলেন, তাত ! ইনিই আপনার ভ্রাতা



চ্যবনোহসৌ মুনিস্তাত ! জামাতা তে ন সংশয়ঃ ।

অশ্বিত্যামীদৃশঃ কাস্তুঃ কৃতঃ কমললোচনঃ ॥ ৩২ ॥

যদৃচ্ছয়াত্র সম্প্রাপ্তৌ নাসত্যাবশ্রমে মম ।

তাভ্যাং করুণয়া নুনং চ্যবনস্তাদৃশঃ কৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

নাহং তব স্তুতা তাত ! তথা স্ত্রাং পাপকারিণী ।

যথা ত্বং মম্বাসে রাজন্ ! বিমূঢ়ো রূপসংশয়ে ॥ ৩৪ ॥

প্রণম ত্বং মুনিং রাজন্ ! ভার্গবং চ্যবনং পিতঃ ! ।

আপৃচ্ছ কারণং সর্বং কথয়িষ্যতি বিস্তরম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রুত্বা বচঃ পুত্র্যাঃ শর্যাতিস্তুরিতস্তদা ।

প্রণনাম মুনিং তত্র গত্বা পপ্রচ্ছ সাদরম্ ॥ ৩৬ ॥

রাজোবাচ ।

কথয়স্ব স্ববৃত্তান্তং ভার্গবাশু যথোচিতম্ ।

নয়নে চ কথং প্রাপ্তে ক গতা তে জরা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

সংশয়োহয়ং মহান্ মেহস্তি রূপং দৃষ্ট্বাতিসুন্দরম্ ।

বদ বিস্তরতো ব্রহ্মন্ ! শ্রুত্বাহং সুখমাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৮ ॥

( চ্যবন ইতি । কাস্তুঃ কমলীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

যদৃচ্ছতি । নাসত্যাবশ্রিনীস্তুতাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥ )

চ্যবন মুনি, তাহাতে সংশয় নাই; অশ্বিনীকুমার দ্বয় সদয় হইয়া ইঁহার ঈদৃশ কমলীয় কাস্তি ও কমলসদৃশ মনোহর নয়ন প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩১—৩২ ॥ অশ্বিনীকুমারেরা যদৃচ্ছাক্রমে আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা করুণাপরবশ হইয়াই চ্যবনকে এতাদৃশ রূপবান্ করিয়া দিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ রাজন্ ! আপনি চ্যবনের রূপ দর্শনে সংশয়িত ও বিমোহিত হইয়া “আমি কুকার্য্য করিয়াছি” এইরূপ মনে করিতেছেন, হে তাত ! আপনি জানিবেন যে, আমি আপনার পাপকারিণী কস্তা নহি ॥ ৩৪ ॥ পিতঃ ! আপনি ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনিকে প্রণাম করুন, রাজন্ ! আপনি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপনাকে আত্মপুৰ্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া বলিবেন ॥ ৩৫ ॥

শর্যতি ছহিতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তৎকর্ণাং মুনির সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আদরসহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

রাজা বলিলেন, ভৃগুনন্দন ! আপনি কিরূপে ঈদৃশ নয়নযুগল প্রাপ্ত হইলেন ? আপনার জরাই বা কোথায় গেল ? আপনি অবিলম্বে আত্মপুৰ্ব্বিক নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করুন ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মন্ ! আপনার অতীব সুন্দর রূপ অবলোকন করিয়া আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত

চ্যবন উবাচ ।

নাসত্যাযত্র সম্প্রাপ্তৌ দেবানাং ভিষজাবুভৌ ।  
 উপকারঃ কৃতস্তাত্যাং কৃপয়া নৃপসত্তম ! ॥ ৩৯ ॥  
 ময়া তাত্যাং বরো দত্ত উপকারশ্চ হেতবে ।  
 করিষ্যামি মথৈ রাজ্ঞো ভবন্তৌ সোমপায়িনৌ ॥ ৪০ ॥  
 এবং ময়া বয়ঃ প্রাপ্তং লোচনে বিমলে তথা ।  
 স্বস্থো ভব মহারাজ ! সম্বিশ্বাসনে শুভে ॥ ৪১ ॥  
 ইত্যুক্তঃ স তু বিপ্রৈশ্চ সভার্য্যঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
 সুখোপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মহাত্মনা ॥ ৪২ ॥  
 অথৈনং ভার্গবঃ প্রাহ রাজানং পরিসাস্বয়ন্ ।  
 যাজয়িষ্যামি রাজংস্থাং সন্তারানুপকল্পয় ॥ ৪৩ ॥  
 ময়া প্রতিশ্রুতং তাত্যাং কর্তব্যৌ সোমপৌ যুবাম্ ।  
 তৎ কর্তব্যং নৃপশ্রেষ্ঠ ! তব যজ্ঞেহতিবিস্তরে ॥ ৪৪ ॥  
 ইন্দ্রং নিবারয়িষ্যামি ক্রুদ্ধং তেজোবলেন বৈ ।  
 পায়য়িষ্যামি রাজেন্দ্র ! সোমং সোমমথৈ তব ॥ ৪৫ ॥

উপকারো মন্বকৃত উপায়ঃ ॥ ৩৯—৪৪ ॥

হইয়াছে, অতএব আপনার বিবরণ বিস্তার করিয়া বলুন, আমি উহা শ্রবণ করিয়া একান্ত সুখী হইব সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥

চ্যবন বলিলেন, নৃপসত্তম ! দেববৈদ্যা অশ্বিনীকুমারদ্বয় কার্য্যবশতঃ এখানে আসিয়া-  
 ছিলেন, তাঁহারা কৃপাপরতর হইয়া আমার এই উপকার করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ সেই উপকার-  
 বশতঃ আমি তাঁহাদিগকে বর দিয়াছি যে, রাজা শর্যাতির অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে আপনাদিগকে  
 সোমপায়ী করিব ॥ ৪০ ॥ এইরূপে আমি বিমল নয়ন ও অতিনব যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছি  
 অতএব মহারাজ ! আপনি স্বস্থ হইয়া পবিত্র যজ্ঞীয় আসনে উপবেশন করুন ॥ ৪১ ॥ বিপ্রবর  
 চ্যবন এই কথা বলিলে পর পৃথিবীপতি শর্যতি ও তদীয় প্রিয়তমা মহিষী পরম সুখে উপবিষ্ট  
 হইলেন এবং সেই মহাত্মন্যব যুনির সহিত কল্যাণকর কথোপকথন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥  
 অনন্তর ভার্গবপ্রবর চ্যবন রাজাকে সর্ব্বতোভাবে সান্বিত করিয়া বলিলেন, রাজন্ ! আমি  
 আপনার বক্তব্য সম্পাদন করিব অতএব আপনি যজ্ঞীয় সামগ্রী সস্তার আয়োজন  
 করুন ॥ ৪৩ ॥ আমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই  
 সোমপায়ী করিব, অতএব নৃপবর ! আপনার বিত্তীর্ণ যজ্ঞেই আমাকে ঐ কার্য্য সম্পন্ন

ব্যাস উবাচ ।

ততঃ পরমসম্ভুক্তঃ শর্যাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ।

চ্যবনশ্চ মহারাজ ! তদ্বাক্যং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

সম্মান্য চ্যবনং রাজা জগাম নগরং প্রতি ।

সভার্য্যশ্চাতিসম্ভুক্তঃ কুর্বন্ বার্তাং যুনেঃ কিল ॥ ৪৭ ॥

প্রশস্তেহহনি যজ্ঞীয়ে সৰ্বকামসমৃদ্ধিমান্ ।

কারয়ামাস শর্যাতিযজ্ঞায়তনমুত্তমম্ ॥ ৪৮ ॥

সমানীয় মুনীন্ পূজ্যান্ বশিষ্ঠপ্রমুখানসৌ ।

ভার্গবো যাজয়ামাস চ্যবনঃ পৃথিবীপতিম্ ॥ ৪৯ ॥

বিততে তু তথা যজ্ঞে দেবাঃ সৰ্বৈ সवासবাঃ ।

আজগ্মুশ্চাশ্বিনৌ তত্র সোমার্থমুপজগ্মতুঃ ॥ ৫০ ॥

ইন্দ্রস্ত শক্তিতস্তত্র বীক্ষ্য তাবশ্বিনাবুভৌ ।

পপ্রচ্ছ চ সুরান্ সৰ্বান্ কিমেতৌ সমুপাগতৌ ॥ ৫১ ॥

চিকিৎসকৌ ন সোমাহৌ কেনানীতাবিহেতি চ ।

নাববল্লমরাস্তত্র রাজস্ত বিততে মথৈ ॥ ৫২ ॥

সোমমথৈ অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে ॥ ৪৫—৫২

করিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥ রাজেন্দ্র ! ইন্দ্র কুপিত হইলে আমি তপোবলপ্রভাবে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া আপনার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে তাঁহাদিগকে সোমপান করাইব ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তদনন্তর পৃথিবীপতি শর্যাতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া চ্যবন মুনির সেই বাক্যে অমুমোদন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজা চ্যবনকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া একান্ত শ্রীতমানসে ভার্য্যার সহিত মুনির কথা কহিতে কহিতে নগরের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥ সেই রাজার কোন অভিলষিত ধন রত্নাদির অপ্রতুল ছিল না সুতরাং মুনির আদেশানুসারে তিনি যজ্ঞ করিবার প্রশস্ত দিবসে উত্তম যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইলেন ॥ ৪৮ ॥ অবশেষে ভৃগুনন্দন চ্যবন, বশিষ্ঠ প্রভৃতি পূজ্যপাদ মুনিদিগকে আনয়ন করিয়া পৃথিবীপতি শর্যাতিকে সেই যজ্ঞে দীক্ষিত করাইলেন ॥ ৪৯ ॥ পরন্তু বিস্মৃত যজ্ঞ আরম্ভ হইলে বাসবাদি দেববৃন্দ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমপান করিতে সেই যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ কিন্তু বাসব সেই যজ্ঞমণ্ডপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অবলোকন করিয়া শঙ্কিত হইয়া সমস্ত সুর-বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি কারণে এখানে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥ ইহারা চিকিৎসক, অতএব কখনই সোমপানের যোগ্যপাত্র নহে, তবে কোন্ ব্যক্তি এই বিস্মৃত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ইহাদিগকে আনয়ন করিল ? অমরবৃন্দ তৎকালে রাজার সুবিস্মৃত যজ্ঞ-



অগ্নুচ্চ্যবনঃ সোমমশ্বিনোর্দেবয়োস্তদা ।

শক্রস্তং বারয়ামাস মা গৃহাণৈতয়োঽগ্রহম্ ॥ ৫৩ ॥

তমাহ চ্যবনস্তত্র কথমেতৌ রবেঃ সূতৌ ।

ন ঐহাহৌ চ নাসত্যৌ ব্রুহি সত্যং শচীপতে ! ॥ ৫৪ ॥

ন সঙ্করৌ সমুৎপন্নৌ ধর্মপত্নীসূতৌ রবেঃ ।

কেন দোষেণ দেবেন্দ্র ! নাহৌ সোমং ভিষগ্বরৌ ॥ ৫৫ ॥

নির্ণয়োহত্র মখে শক্র ! কর্তব্যঃ সর্বদৈবতৈঃ ।

গ্রাহয়িষ্যাম্যহং সোমং কৃতৌ তৌ সোমপৌ ময়া ॥ ৫৬ ॥

প্রেরিতোহসৌ ময়া রাজা মথায় মঘবন্ ! কিল ।

এতদর্থং করিষ্যামি সত্যং মে বচনং বিভো ! ॥ ৫৭ ॥

আভ্যামুপকৃতং শক্র ! তথা দত্তং নবং বয়ঃ ।

তস্মাৎ প্রতু্যপকারস্ত কৰ্তব্যঃ সর্বথা ময়া ॥ ৫৮ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

চিকিৎসকৌ কৃতাবেতৌ নাসত্যৌ নিন্দিতৌ সূরৈঃ ।

উভাবেতৌ ন সোমাহৌ মা গৃহাণৈতয়োঽগ্রহম্ ॥ ৫৯ ॥

এতয়োরশ্বিনোঽগ্রহং সোমপুৱিতং পাত্ৰং মা গৃহাণ । যজ্ঞে তয়োৰ্নিষিদ্ধাদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৯ ॥

স্থলে দেবরাজের সেই বাক্যের কোন উত্তর দিলেন না ॥ ৫২ ॥ তখন চ্যবন মুনি অশ্বিনী-  
কুমারযুগলকে প্রদান করিবার নিমিত্ত যেমন সোম গ্রহণ করিলেন অমনি শক্র তাঁহাকে  
নিবারণ করিয়া বলিলেন পূৰ্ব্ব হইতেই ইহাদের যজ্ঞভাগের অধিকার নিষিদ্ধ অতএব ইহা-  
দের নিমিত্ত সোমপাত্ৰ গ্রহণ করিবেন না ॥ ৫৩ ॥

তখন চ্যবন বলিলেন, শচীপতে ! ইহারা রবির পুত্র, তবে এই অশ্বিনীকুমারেরা  
কি নিমিত্ত সোম গ্রহণের উপযুক্ত নহেন আপনি তাহা সত্য করিয়া বলুন ॥ ৫৪ ॥ ইহারা  
সঙ্কর জাতি নহেন, সূর্য্যদেবের ধর্মপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, হে দেবেন্দ্র ! তবে  
এই ভিষগ্বরেরা কোন্ দোষে সোমপান করিতে পাইবেন না তাহা আপনি বলুন ॥ ৫৫ ॥  
শক্র ! সমস্ত দেববৃন্দ মিলিত হইয়া এই যজ্ঞেই এ বিষয়ের নির্ণয় করুন। মঘবন্ ! আমি ইহা-  
দিগকে সোমপানী করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং নিজ বাক্য পালন করিবার  
নিমিত্তই রাজাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়াছি অতএব এই যজ্ঞেই আমি ইহাদিগকে সোম  
গ্রহণ করাইয়া নিজ বাক্য সত্য করিব সন্দেহ নাই ॥ ৫৬—৫৭ ॥ শক্র ! ইহারা আমার

চ্যবন উবাচ ।

অহল্যাজার ! সংযচ্ছ কোপঞ্চাদ্য নিরর্থকম্ ।

বৃত্রয় ! কিং হি নাসত্যো ন সোমাহো সুরাভ্যজো ॥ ৬০ ॥

এবং বিবাদে সমুপস্থিতে চ

ন কোহপি বাচং তমুবাচ ভূপ ! ।

এহং তয়োর্ভার্গবস্তি ত্মতেজাঃ

সংগ্রাহয়ামাস তপোবলেন ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে অশ্বিনীকুমার-  
দ্বয়স্ত সোমপানাধিকারপ্রাপ্তির্নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

( অহল্যাজারেতি । অহল্যাজার ! বৃত্রয়েতি সম্বোধনদ্বয়েন দেবরাজস্ত পরদারাপ-  
হারকত্ববিখ্যাসঘাতকত্বাভ্যাং পাপাশয়দ্বং প্রকটিতম্ । অতদ্ব্যমেতাদৃশতপোবলসম্পন্নস্ত মে  
কিং কর্তুং পারয়সীত্যশয়ঃ ॥ ৬০—৬১ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

নবীন বয়স এবং নয়ন প্রদান করিয়া অতিশয় উপকার করিয়াছেন অতএব আমি যথাসাধ্য  
ইহাদিগের প্রত্যাশকার করিব ॥ ৫৮ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, সুরবর্গ এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে চিকিৎসাকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন,  
সেই কারণবশত ইহারা দেবসমাজে নিন্দনীয় সূতরাং ইহারা সোমপান করিবার উপযুক্ত  
নহে অতএব আপনি ইহাদিগের নিমিত্ত সোমপাত্র গ্রহণ করিবেন না ॥ ৫৯ ॥

চ্যবন বলিলেন, ইন্দ্র ! তুমি অহল্যার জার হইরা কেন এত নিরর্থক কোপ প্রকাশ  
করিতেছ ? তুমি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছ, তোমার জ্ঞায় পাপা-  
শ্রার বাক্যেই যে, সুরাভ্যজ অশ্বিনীকুমারেরা সোমপান করিতে পাইবে না ইহা কখনই  
সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৬০ ॥ হে ভূপ ! এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কেহই  
কোন কথা বলিলেন না । তখন তিগ্মতেজা ভার্গব তপোবলে তাঁহাদিগকে সোম গ্রহণ  
করাইলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-

বতের সপ্তমস্কন্ধে চ্যবনের অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপানাধিকার

প্রদাননামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

দত্তে গ্রহে তু রাজেন্দ্র ! বাসবঃ কুপিতো ভৃশমু ।  
প্রোবাচ চ্যবনং তত্র দর্শয়ন্ বলমাত্মনঃ ॥ ১ ॥  
মা ব্রহ্মবন্ধো ! মর্যাদামিমাং ত্বং কর্তুমর্হসি ।  
বধিষ্যামি দ্বিষন্তঃ ত্বাং বিশ্বরূপমিবাপরম্ ॥ ২ ॥

চ্যবন উবাচ ।

মাবমংস্থা মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবর্চসা ।  
যৌ চক্রতুর্মাং মঘবন্ ! বৃন্দারকমিবাপরম্ ॥ ৩ ॥  
ঋতে ত্বাং বিবুধাশ্চাত্তে কথং বাদদতে গ্রহম্ ।  
অশ্বিনাবপি দেবেন্দ্র ! দেবৌ বিদ্ধি পরন্তুপৌ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

ভিষজৌ নারিতঃ কামং গ্রহং যজ্ঞে কথঞ্চন ।  
যদি দিৎসসি মন্দাত্মন্ ! শিরশ্ছেৎস্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫ ॥

---

দ্বিপকাশঃলোকবর্ষোঃ শর্ঘাতেস্ত মহামখে ।

অশ্বিনৌ সোমপানেন সত্তষ্টোষিতি কীর্ত্যতে ॥

অশ্বিত্যাং গ্রহপাত্রদানানন্তরং জাতঃ বৃত্তমাহ দত্তে গ্রহেত্বিতি ॥ ১ ॥

বিশ্বরূপমিতি । বিশ্বরূপত্বাষ্ট্রস্তস্ত কথং বর্চস্বক্কে উক্তা ॥ ২—৩ ॥

ঋতে ত্বামিতি । ত্বাং বিনা ত্বন্তো ভিন্না যথাত্তে দেবা গ্রহমাদদতে গৃহুস্তি তথাশ্বিনা-  
বপি দেবৌ বিদ্ধি ততন্তুয়োঃ কুতো নাধিকার ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৭ ॥

---

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপূর্ণ পাত্র প্রদত্ত হইলে বাসব  
নিতান্ত কুপিত হইয়া আপনার বল প্রদর্শনপূর্ব্বক মুনিবর চ্যবনকে কহিলেন ॥ ১ ॥  
ব্রহ্মবন্ধো ! তুমি কখনই ইহাদের এতদূর সম্মান স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে না, তুমি যখন  
আমার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছ, তখন অবিকল বিশ্বরূপের জ্ঞান তোমার বধ  
করিব ॥ ২ ॥

চ্যবন বলিলেন, মঘবন্ ! যাঁহার। রূপ, লাবণ্য ও তেজঃ প্রদান করিয়া আমার সাক্ষাৎ  
দেবমূর্ত্তির জ্ঞান মনোহর করিয়াছেন, তুমি সেই মহাত্মাদ্বয়ের অবমাননা করিও না ॥ ৩ ॥  
দেবেন্দ্র ! যখন অপর সমস্ত দেবতারা তোমায় ছাড়িয়া সোমপাত্র গ্রহণ করেন, তখন  
সেইরূপ মহাপ্রভাবসম্পন্ন দেব অশ্বিনীকুমার যুগলও অবশ্য তাহা করিতে পারিবেন ॥ ৪ ॥



ব্যাস উবাচ ।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং বাসবশ্চ চ ভার্গবঃ ।  
 গ্রহং তু গ্রাহয়ামাস ভৎসয়ন্নিব তং ভূশম্ ॥ ৬ ॥  
 সোমপাত্রং যদা তাভ্যাং গৃহীতস্ত পিপাসয়া ।  
 সমীক্ষ্য বলভিদ্দেব ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥  
 আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং গ্রাহয়িষ্যসি চেৎ স্বয়ম্ ।  
 বজ্রস্ত প্রহরিষ্যামি বিশ্বরূপমিবাপরম্ ॥ ৮ ॥  
 বাসবেনৈব মুক্তস্ত ভার্গবশ্চাতিগর্বিতঃ ।  
 জগ্রাহ বিধিবৎ সোমমশ্বিভ্যামতিমনু্যমান্ ॥ ৯ ॥  
 ইন্দ্রোহপি প্রাক্ষিপৎ কোপাদ্বজ্রমশ্বে স্বমায়ুধম্ ।  
 পশ্যতাং সর্বদেবানাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১০ ॥  
 প্রেরিতাশনিং প্রেক্ষ্য চ্যবনস্তপসা ততঃ ।  
 স্তম্ভয়ামাস বজ্রং স শক্রশ্চামিততেজসঃ ॥ ১১ ॥

আভ্যামিতি তৃতীয়াত্মম্ । অর্থায় স্বস্ত প্রয়োজনায় ॥ ৮ ॥

জগ্রাহ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থোহত্র গ্রহিঃ । গ্রাহয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

স্তম্ভয়ামাসেতি । স্বশরীরেণ প্রাপ্তং যাবত্তাবদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, ইহারা ভিষক্ স্নতরাং যজ্ঞে সোমপাত্র গ্রহণ করিতে কোন প্রকারেই অধিকারী হইবে না। হুস্মতে ! যদি তুমি ইহাদিগকে সোমপাত্র প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, তবে এখন আমি তোমার শিরশ্ছেদন করিব ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভারতভূষণ ! ভার্গব বাসবের সেই বাক্যে অনাদর করিয়া তাঁহাকে যেন নিতান্ত তিরস্কার করিয়াই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোম গ্রহণ করাইলেন ॥ ৬ ॥ সোমপানের ইচ্ছাবশত যখন তাঁহারা সোমপাত্র গ্রহণ করিলেন, তৎকালে বলভিদ্ বাসব তাহা অবলোকন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৭ ॥ স্বীয় প্রয়োজনবশত যদি তুমি ইহাদিগকে স্বয়ং সোম গ্রহণ করাইবে, তাহা হইলে ঠিক বিশ্বরূপের জায় তোমার মস্তকোপরি আয়ুধ বজ্র প্রহার করিব ॥ ৮ ॥ অতীব গর্বিত ভার্গব যুনি বাসবের ঐদৃশ বাক্য শুনিয়া মহাকোপান্বিত হইলেন এবং বিধিপূর্বক অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোম গ্রহণ করাইলেন ॥ ৯ ॥ ইন্দ্রও কোপবশত সমস্ত দেবতাদিগের সমক্ষে তাঁহার উপরি নিজের প্রধান বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । তৎকালে সেই আয়ুধের কোটি সূর্য্যের জায় প্রভা প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ১০ ॥ তখন মহর্ষি চ্যবন অশনি নিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অমিততেজা ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন ॥ ১১ ॥ মহাবাহু যুনিসত্তম, তখন

কৃত্যয়া স মহাবাহুরিন্দ্রং হস্তমিহোদ্যতঃ ।  
 জুহাবাঘৌ শৃতং হব্যং মস্ত্রেণ মুনিসত্তমঃ ॥ ১২ ॥  
 তত্র কৃত্যা সমুৎপন্ন্য চ্যবনস্ত তপোবলাৎ ।  
 প্রবলঃ পুরুষঃ কুরো বৃহৎকায়ো মহাস্বরঃ ॥ ১৩ ॥  
 মদো নাম মহাঘোরো ভয়দঃ প্রাণিনামিহ ।  
 শরীরে পর্বতাকারস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভয়ানকঃ ॥ ১৪ ॥  
 চতস্রশ্চায়তা দংষ্ট্রো যোজনানাং শতং শতম্ ।  
 ইতরে তস্য দশনা বভূবুর্দশযোজনাঃ ॥ ১৫ ॥  
 বাহু পর্বতসঙ্কাশাবায়তো কুরদর্শনৌ ।  
 জিহ্বা তু ভীষণা কুরা লেলিহানা নভস্তলম্ ॥ ১৬ ॥  
 গ্রীবা তু গিরিশৃঙ্গাভা কঠিনা ভীষণা ভূশম্ ।  
 নখা ব্যাঘ্রনখপ্রথ্যাঃ কেশাশ্চাতীব ভীষণাঃ ॥ ১৭ ॥  
 শরীরং কঙ্কলাভঞ্চ তস্য চাস্ত্যং ভয়ানকম্ ।  
 নেত্রে দাবানলপ্রথ্যে ভীষণেহতিভয়ানকে ॥ ১৮ ॥  
 হনুরেকা স্থিতা তস্য ভূমাবেকা দিবং গতা ।  
 এবংবিধঃ সমুৎপন্নো মদো নাম বৃহত্তনুঃ ॥ ১৯ ॥

শৃতং পকম্ ॥ ১২ ॥

( আভিচারিকক্রিয়োৎসবতাবিশেষঃ কৃত্যা সৈব পুরুষাকারেণ পরিণমন্ মদো নাম  
 বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৩—২৫ ॥

অভিচার ক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্রকে স্তম্ভহার করিবার উদ্দেশে পকহব্য মন্ত্রপূত করিয়া অনলে  
 আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ অমিততেজা চ্যবনের তপোবলে সেই যজ্ঞকুণ্ড  
 হইতে কৃত্যা উৎপন্ন হইল ; সেই কৃত্যা হইতে প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষাকৃতি কুরস্বভাব  
 বিশালশরীর এক মহান্ অস্বর উৎপন্ন হইল ॥ ১৩ ॥ সেই মহাঘোর মদ নামক অস্বর ইহ-  
 লোকে প্রাণিপুঞ্জের ভয়প্রদ ; তাহার শরীর পর্বতসদৃশ বিশাল, দশন সকল তীক্ষ্ণ ও ভয়া-  
 নক ; তাহার মধ্যে চারিটি দশন শতযোজন আয়ত ; এবং অপর দশনগুলি দশ যোজন  
 বিস্তীর্ণ ॥ ১৪—১৫ ॥ তাহার বাহুযুগল গিরি সদৃশ সুদীর্ঘ ও ঘোরদর্শন ; জিহ্বা ভীষণ,  
 কর্কশ ও এত দীর্ঘ যে, নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তাহার গ্রীবাদেশ  
 গিরিশৃঙ্গ সদৃশ কঠিন ও অতীব ভীষণাকৃতি, নখ সকল ব্যাঘ্রের নখ সদৃশ ; কেশকলাপ  
 অতিশয় ভীষণ ॥ ১৭ ॥ তাহার শরীর কঙ্কল তুল্য কৃষ্ণবর্ণ ও মুখমণ্ডল অতি বিকটাকার ও  
 ভয়ানক, নেত্রযুগল দাবানলের স্থায় উজ্জ্বল ও অতীব ভয়ানক ॥ ১৮ ॥ তাহার

তং বিলোক্য সুরাঃ সর্বৈ ভয়মাজগ্মুরংহসা ।  
 ইন্দ্রোহপি ভয়সংক্রান্তো যুদ্ধায় ন মনো দধে ॥ ২০ ॥  
 দৈত্যোহপি বদনে কামং বজ্রমাদায় সংস্থিতঃ ।  
 ব্যাপ্তং নভো ঘোরদৃষ্টির্গ্রাসমিব জগজ্জয়ম্ ॥ ২১ ॥  
 স ভঙ্কয়িষ্যন্ সংক্রুদ্ধঃ শতক্রতুমুপাদ্রবৎ ।  
 চুক্রুশ্চ সুরাঃ সর্বৈ হা হতাঃ স্মৃতি সংস্থিতাঃ ॥ ২২ ॥  
 ইন্দ্রঃ স্তম্ভিতবাহুস্ত মুমুকুবজ্রমস্তিকাৎ ।  
 ন শশাক পবিং তস্মিন্ প্রহর্তুং পাকশাসনঃ ॥ ২৩ ॥  
 বজ্রহস্তঃ সুরেশানন্তং বীক্ষ্য কালসম্মিতম্ ।  
 সস্মার মনসা তত্র গুরুং সময়কোবিদম্ ॥ ২৪ ॥  
 স্মরণাদাজগামাশু বৃহস্পতিরুদারধীঃ ।  
 গুরুস্তৎসময়ং দৃষ্ট্বা বিপত্তিসদৃশং মহৎ ॥ ২৫ ॥  
 বিচার্য মনসা কৃত্যং তমুবাচ শচীপতিম্ ।  
 দুঃসাধ্যোহয়ং মহামন্ত্রৈস্ত্বয়ং বজ্রেণ বাসব ! ॥ ২৬ ॥  
 অসুরো মদসংক্রান্ত যজ্ঞকুণ্ডাৎ সমুত্থিতঃ ।  
 তপোবলযুগেঃ সম্যক্ চ্যবনস্ত মহাবলঃ ॥ ২৭ ॥

বিচার্যোতি । কৃত্যং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৮ ॥ )

একটি হস্ত ভূমিতল ও অপরটি স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছে; এই প্রকার বৃহৎকার  
 মদনামক অসুর উৎপন্ন হইল ॥ ১৯ ॥ সুরগণ তাহাকে অবলোকন করিয়াঃসহসা সকলেই  
 ভীত হইলেন; ইন্দ্রও তাহাকে দেখিয়া মহাভীত হইয়া সময় করিতে আর অভিলাষ করি-  
 লেন না ॥ ২০ ॥ দৈত্যও ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রের সেই বজ্র বদনে নিক্ষেপ করিয়া নভোমণ্ডলে  
 দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক বেন জগৎকে একেবারে গ্রাস করিবার জন্ত দণ্ডায়মান হইল ॥ ২১ ॥  
 সে সাতিশর জুহু হইয়া শতক্রতুকে ভঙ্কণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল, তদর্শনে তত্রস্থ  
 সুরবর্গ “হায়! আমরা হত হইলাম” এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥  
 বাহুবল স্তম্ভিত হওয়ার পাকশাসন বজ্র মোচন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও কোনমতে  
 তাহা প্রহার করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ২৩ ॥ তখন বজ্রহস্ত সুরপতি কালসদৃশ অসুরকে  
 অবলোকন করিয়া সময়কোবিদ গুরুকে মনে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ২৪ ॥ উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি  
 মহৎ বিপত্তি সময় বিদিত হইয়া স্মরণমাত্রেই স্তম্ভনাৎ আগমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন  
 কর্তব্য কার্য্য মনে মনে বিচার করিয়া তিনি শচীপতিকে বলিলেন, বাসব! ইহা বজ্র দ্বারা



অনিবার্যো হুয়ং শক্রস্তয়া দেবৈস্তথা ময়া ।

শরণং যাহি দেবেশ ! চ্যবনস্ত মহাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥

স নিবারয়িতা নুনং কৃত্যামাকৃত্যং কিল ।

ন নিবারয়িতুং শক্তাঃ শক্তিভক্তরুষং কচিৎ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তো গুরুণা শক্রস্তদাগচ্ছন্নুনিং প্রতি ।

প্রণম্য শিরসা নম্রস্তমুবাচ ভয়াস্থিতঃ ॥ ৩০ ॥

ক্ষমস্ব মুনিশাদূল ! শময়াস্বরমুদ্যতম্ ।

প্রসন্নো ভব সর্বজ্ঞ ! বচনং তে করোম্যহম্ ॥ ৩১ ॥

সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবদ্যপ্রভৃতি ভার্গব ! ।

ভবিষ্যতঃ সত্যমেতদ্বচো বিপ্র ! প্রসীদ মে ॥ ৩২ ॥

মিথ্যা তে নোদ্যমো হেষ ভবত্বেব তপোধন ! ।

জ্ঞানে হমপি ধর্মজ্ঞ ! মিথ্যা নৈব করিষ্যসি ॥ ৩৩ ॥

ন নিবারয়িতুমিতি । শক্তিভক্তস্ত পরাশক্তিভক্তস্ত রুষং কোপং ব্রূহাপি নিবারয়িতুং  
ন শক্তাঃ কঃ পুনরন্তঃ স্তাৎ । চ্যবনস্ত মহাশক্তিভক্তস্ততো হুঃসাধ্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৯—৩৪ ॥

নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক, মহাগম্ভবলো নিবারণ করা হুঃসাধ্য ॥ ২৬ ॥ এই মহাবল  
মদ নামক অসুর চ্যবন ঋষির তপোবলপ্রভাবে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উখিত হইয়াছে ইহাতে  
মহর্ষির প্রভূত তপোবীৰ্য্য প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ দেবেশ ! এই শত্রুকে তুমি বা আমি  
অথবা সুরবর্গ কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না অতএব তুমি মহাত্মা চ্যবনেরই  
শরণাগত হও ॥ ২৮ ॥ যে ব্যক্তি পরাশক্তির ভক্ত তাহার কোপ অস্ত্রের কথা কি ব্রূহাও  
নিবারণ করিতে পারেন না; চ্যবন পরাশক্তির ভক্ত সূতরাং অস্ত্র কেহই তাঁহাকে নিবারণ  
করিতে কখনই সমর্থ হইবে না । তাঁহার নিজ কৃতকৃত্য তিনিই নিবারণ করিবেন  
তাঁহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শক্র গুরুর নিকট এই উপদেশে শ্রবণ করিয়া তখন মুনি  
সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং ভীত হইয়া অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলি-  
লেন ॥ ৩০ ॥ মুনিবর ! আমার ক্ষমা করিয়া দেবগণের বিনাশোদ্যত এই অসুরকে নিবারণ  
করুন । হে সর্বজ্ঞ ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি আপনার বাক্য প্রতিপালন করিতেছি ॥ ৩১ ॥  
ভার্গব ! অদ্য হইতে এই অশ্বিনীকুমারেরা সোমপানে অধিকারী হইবে ; ইহা আপনাকে  
সত্য বলিলাম, বিপ্র ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩২ ॥ তপোধন ! আপনার এই  
উদ্যম কখনই বিফল হইবে না ; বিশেষত আপনাকে আমি ধর্মজ্ঞ বলিয়া জানি সূতরাং

সোমপাবিশিনাবেতো ত্বৎকৃতো চ সদৈব হি ।

ভবিষ্যতশ্চ শর্যতেঃ কীর্তিস্তু বিপুলা ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

ময়া যদ্বি কৃতং কৰ্ম সৰ্বথা মুনিসত্তম ! ।

পরীক্ষার্থস্তু বিজ্ঞেয়ং তব বীৰ্য্যপ্রকাশনম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্ ! মদং সংহর চোখিতম্ ॥

কল্যাণং সৰ্বদেবানাং তথা ভূয়ো বিধীয়তাম্ ॥ ৩৬ ॥

এবমুক্তস্তু শক্রেণ চ্যবনঃ পরমার্থবিৎ ।

সংজহার ততঃ কোপং সমুৎপন্নং বিরোধজম্ ॥ ৩৭ ॥

দেবমাশ্বাস্ত্র সংবিগ্নং ভার্গবস্তু মদং ততঃ ।

ব্যভজৎ জীষু পানেষু দ্যুতেষু যুগয়াস্তু চ ॥ ৩৮ ॥

মদং বিভজ্য দেবেশ্রমাশ্বাস্ত্র চকিতং ভিয়া ।

সংস্থাপ্য চ সুরান্ সৰ্বান্ মখং তস্মা ন্যবর্তয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

ততস্তু সংস্কৃতং সোমং বাসবায় মহাত্মনে ।

অশ্বিভ্যাং সৰ্বধৰ্ম্মাত্মা পায়য়ামাস ভার্গবঃ ॥ ৪০ ॥

( ময়েতি । তব বীৰ্য্যপ্রকাশনম্ তব তপোবলপ্রকাশকং কৰ্ম মম ব্রহ্মপ্রহারোদ্যমনাদি-  
রূপমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রসাদমিতি । উখিতং কৃত্যোৎপন্নং দেবতানাশনোদ্যতং মদং সংহর নিবারয় বিলয়ন  
নয়েতি যাবৎ ॥ ৩৬—৪০ ॥

আপনি স্বীয় বাক্য কখনই মিথ্যা করিতে পারিবেন না ॥ ৩৩ ॥ এই অশ্বিনীকুমারেরা  
আপনার অনুগ্রহে নিয়তই সোমপায়ী হইবেন এবং শর্যতি রাজারও কীর্তির সীমা থাকিবে  
না ॥ ৩৪ ॥ মুনিসত্তম ! আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, আমি যে কার্য্য করিয়াছি তাহা  
কেবল আপনার তপোবীৰ্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মন্ !  
যজ্ঞকুণ্ড হইতে উখিত এই মদ নামক অশুরকে উপসংহার করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ  
প্রকাশ করুন, ইহাতে সমস্ত দেবগণের কল্যাণ-সাধিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥

পরমার্থবিৎ চ্যবন শক্রে জৈদৃশ কাতরপূর্ণ বাক্য শুনিয়া ইন্দ্ৰের সহিত বিরোধ  
হওয়ার যে কোপ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার উপসংহার করিলেন ॥ ৩৭ ॥ পরে মহর্ষি চ্যবন  
মদ নামক অশুরের ভয়ে উদ্ভিগ্ন দেবগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সেই মদকে জীজাতি,  
সুরাপান, দ্যুতক্রীড়া এবং যুগয়া এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ৩৮ ॥ ( ঐ সকল  
বিষয়েই মদ নিয়ত অবস্থিতি করিবে । ) মদ এইরূপে বিভক্ত হইলে ভয়চকিত দেবেশ্র  
পরিজ্ঞান পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন । তখন চ্যবন সমস্ত সুরবর্গকে যথাবিধি সংস্থাপিত করিয়া  
সেই যজ্ঞ সমাপন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ অবশেষে ধৰ্ম্মাত্মা ভার্গব, মহাত্মা বাসব এবং তৎপরে

এবং তৌ চ্যবনেনার্য্যাবশ্বিনৌ রবিপুত্রকৌ ।  
 বিহিতৌ সোমপৌ রাজন্ ! সৰ্ব্বথা তপসো বলাৎ ॥ ৪১ ॥  
 সরস্তুদপি বিখ্যাতং জাতং যুপবিমণ্ডিতম্ ।  
 আশ্রমস্ত যুনেঃ সম্যগ্ পৃথিব্যাং বিশ্রুতোহভবৎ ॥ ৪২ ॥  
 শর্যাতিরপি সন্তুষ্টৌ হভবন্তেন কৰ্ম্মণা ।  
 যজ্ঞং সমাপ্য নগরে জগাম সচিবৈরুতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 রাজ্যং চকার ধৰ্ম্মজ্ঞো মনুপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।  
 আনৰ্ত্তস্ত স্ত্র পুত্রোহভূদানৰ্ত্তাদ্বেবতোহবৎ ॥ ৪৪ ॥  
 সোহন্তঃসমুদ্রে নগরীং বিনিৰ্ম্মায় কুশস্থলীম্ ।  
 আস্থিতোহভুংক্ত বিষয়ানানৰ্ত্তাদীনরিন্দমঃ ॥ ৪৫ ॥  
 তস্ত্র পুত্রশতং জজ্ঞে ককুদ্ভিজ্যেষ্ঠমুত্তমম্ ।  
 পুত্রী চ রেবতী নাম্না স্তুন্দরী শুভলক্ষণা ॥ ৪৬ ॥  
 বরযোগ্যা যদা জাতা তদা রাজা চ রেবতঃ ।  
 চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্রো রাজপুত্রান্ কুলোদ্ভবান্ ॥ ৪৭ ॥  
 রৈবতং নাম চ গিরিমাশ্রিতঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
 চকার রাজ্যং বলবানানৰ্ত্তেষু নরাধিপঃ ॥ ৪৮ ॥

মনুপুত্রঃ শর্যাতিঃ ॥ ৪৪ ॥

বিষয়ান্ দেশানিত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

কুলোদ্ভবান্ । মমানুরূপপ্রশস্তকুলোৎপন্নানিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫১ ॥ )

অশ্বিনীকুমারযুগলকে সৰ্ব্বতোভাবে সংকৃত সোমপান করাইলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্ ! চ্যবন  
 মুনি সেই আৰ্য্য সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমারযুগলকে তপোবলপ্রভাবে এইরূপে সোমপায়ী  
 করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ তদবধি সেই সরোবর যুপ মণ্ডিত হইয়া বিখ্যাত হইল আর মুনির  
 আশ্রমও ভূমণ্ডল মধ্যে সৰ্ব্বতোভাবে বিখ্যাত ও সম্মানিত হইল ॥ ৪২ ॥ শর্যাতি রাজাও  
 সেই কার্য্য দ্বারা পরম পরিস্কষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞ সমাপন করিয়া সচিবগণ সমভিব্যাহারে  
 নগর প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর সেই মনুপুত্র প্রতাপবান্ ধৰ্ম্মজ্ঞ নরপাল শর্যাতি  
 নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । তাঁহার পুত্র আনৰ্ত্ত, আনৰ্ত্তের রেবত নামে  
 একটি পুত্র জন্মিল ॥ ৪৪ ॥ এই রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী-নগরী সংস্থাপনপূৰ্ব্বক  
 তথায় বসতি করিয়া আনৰ্ত্তাদি প্রদেশস্থ সমস্ত বিষয় উপভোগ করিতে লাগিলেন ।  
 রেবতের শত পুত্র, তাহার মধ্যে ককুদ্ভি জ্যেষ্ঠ ও পৰিত্রস্বভাব আর তাঁহার পরম স্তুন্দরী  
 রেবতী নামে এক শুভলক্ষণা কন্যা জন্মে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ যখন সেষ্ট কন্যা বিবাহ যোগ্যা



বিচিন্ত্য মনসা রাজা কঠৈশ্চ দেয়া ময়া সূতা ।

গত্বা পৃচ্ছামি ব্রহ্মাণং সৰ্ব্বজ্ঞং সুরপূজিতম্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূপালঃ সূতামাদায় রেবতীম্ ।

ব্রহ্মলোকং জগামাশু প্রকটকামঃ পিতামহম্ ॥ ৫০ ॥

যত্র দেবাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ছন্দাঃসি পৰ্বতাস্তথা ।

অক্ষয়ঃ সরিতশ্চাপি দিব্যরূপধরাঃ স্থিতাঃ ॥ ৫১ ॥

ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধৰ্বাঃ পন্নগাশ্চারণাস্তথা ।

তস্মুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সৰ্ব্বৈ শুবন্তশ্চ পুরাতনাঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
পর্যতের্মহাযজ্ঞে অশ্বিনোঃসোমপানাং সন্তোষপ্রাপ্তির্নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শক্তানাং সর্বোত্তরো মহিমাশ্রীত্যবাস্তরতাংপর্যাম্ । তদ্রূপং যুগ্মগালারাম্ । স্বর্গে  
মর্ত্যে চ পাতালে, নাস্তি শাক্তাং পরাক্রমী । সৌরাণ্যং গাণপত্যানাং বৈষ্ণবানাং তথৈব  
চ ॥ তদন্তে চৈব শাক্তাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রিয়ে ! । শূণ্ণদেবি ! বরারোহে ! নাস্তি  
শাক্তাং পরো জনঃ ॥ শাক্তো হি শঙ্করঃ শাক্তাং পরব্রহ্মস্বরূপভাগিতি ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

হইলেন তখন রাজেন্দ্র রেবত সংকুল সমুত্ত রাজপুত্রের নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৪৭ ॥ সেই রাজরাজেশ্বর বলবান্ পৃথিবীপতি রৈবতগিরিতে বাস করিয়া আনন্দ-  
দিগের মধ্যে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ এই কথা কাহাকে দান করিব ? রাজা  
মনে মনে এইরূপ চিন্তাবিষ্ট হইয়া স্থির করিলেন যে, আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়া সেই সুর-  
পূজিত সর্বজ্ঞ প্রজাপতিকেই এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৪৯ ॥ এইরূপ ভাবিয়া সেই ভূপাল  
ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় স্বীয় তনয়া রেবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া অনতি-  
বিলম্বে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ সেই স্থানে দেব, যজ্ঞ, বেদ, পর্বত, সাগর ও  
সরিৎ সকল দিব্যদেহ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫১ ॥ তথায় সনাতন ঋষিবর্গ,  
সিদ্ধ, গন্ধর্ব, পন্নগ ও চারণগণ কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মার স্তব করিতেছেন ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চ্যবন কর্তৃক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের

সোমপান নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

সংশয়োহয়ং মহান্ ব্রহ্মন্ ! বর্ততে মম মানসে ।  
ব্রহ্মলোকং গতৌ রাজা রেবতীসংযুতঃ স্বয়ম্ ॥ ১ ॥  
ময়া পূৰ্ব্বং শ্রুতং কুৎসং ব্রাহ্মণেভ্যঃ কথাস্তরে ।  
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিচ্ছান্তো ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥  
রাজা কথং গতস্তত্র রেবতীসংযুতঃ স্বয়ম্ ।  
সত্যলোকেহতিদুস্প্রাপে ভূলোকাদিতি সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥  
মৃতঃ স্বৰ্গমবাপ্নোতি সৰ্বশাস্ত্রেষু নির্ণয়ঃ ।  
“মানুষেণ তু দেহেন ব্রহ্মলোকে গতিঃ কথম্ ॥”  
স্বৰ্গাৎ পুনঃ কথং লোকে মানুষে জায়তে গতিঃ ॥ ৪ ॥  
এতন্মে সংশয়ং বিদ্বংশ্চৈতু মৰ্হসি সাম্প্রতম্ ।  
যথা রাজা গতস্তত্র প্রফুকামঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশদ্বাহুপদৈর্ রেবতস্ত কথানকম্ ।

সমাপ্য বংশবিস্তারঃ পুনরাজ্ঞাঃ সমুচ্যতে ॥

ব্রহ্মলোকং রেবতো গত ইতি রাজা শ্রুত্বা সংশয়িতঃ পৃচ্ছতি সংশয়োহয়মিতি । ব্রহ্মলোকং গতস্তদ্বিশয়ে সংশয় ইত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! নরপতি রেবত ক্ষত্রিয় হইয়া নিজকর্তা রেবতীকে সমস্ত-  
বাহারে লইয়া স্বয়ং কিরূপে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, এই বিষয়ে আমার মনে মহান্  
সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ পূর্বে আমি এই বিষয় ব্রাহ্মণদিগের কথাসমূহ  
বিশেষরূপে শুনিয়াছি যে, যে ব্রাহ্মণ শান্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে  
সমর্থ ॥ ২ ॥ সত্যলোক মর্ত্যজাতির পক্ষে অতীব দুর্গম, তবে রাজা রেবতীকে সঙ্গে লইয়া  
ভূলোক হইতে কি প্রকারে সেই সত্যলোকে স্বয়ং গমন করিলেন ইহাই আমার সংশয় ॥ ৩ ॥  
মনুষ্য আপন দেহ ত্যাগ করিয়া স্বৰ্গলাভ করে ইহাই সৰ্ব শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে, তবে  
মানবদেহেই ব্রহ্মলোকে কিরূপে গমন করিলেন ? আবার স্বৰ্গ হইতেই বা মনুষ্যালোকে  
কি প্রকারে প্রত্যাগত হইলেন ? ॥ ৪ ॥ ফলকথা রাজা রেবত প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা  
করিবার বাসনা কি প্রকারে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, আপনি আমার এই সংশয়  
ছেদন করুন ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

মেরোস্তু শিখরে রাজন্ ! সর্বৈ লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।  
 ইন্দ্রলোকে বহ্নিলোকে যা চ সংযমনী পুরী ॥ ৬ ॥  
 তথৈব সত্যলোকশ্চ কৈলাসশ্চ তথা পুনঃ ।  
 বৈকুণ্ঠশ্চ পুনস্তত্র বৈষ্ণবং পদমুচ্যতে ॥ ৭ ॥  
 যথার্জুনঃ শক্রলোকে গতঃ পার্থো ধনুর্ধরঃ ।  
 পঞ্চ বর্ষাণি কৌন্তেয়ঃ স্থিতস্তত্র সুরালয়ে ॥ ৮ ॥  
 মানুষ্যেণৈব দেহেন বাসবস্তু চ সন্নিধৌ ।  
 তথৈবান্যেহপি ভূপালাঃ ককুৎস্থপ্রমুখাঃ কিল ॥ ৯ ॥  
 স্বর্লোকগতয়ঃ পশ্চাদ্ভৈত্যাশ্চাপি মহাবলাঃ ।  
 জিত্বেন্দ্রসদনং প্রাপ্য সংস্থিতাস্তত্র কামতঃ ॥ ১০ ॥  
 মহাভিষঃ পুরা রাজা ব্রহ্মলোকং গতঃ স্বরাট্ ।  
 আগচ্ছন্তীং নৃপো গঙ্গামপশ্যচ্চাতিসুন্দরীম্ ॥ ১১ ॥  
 বায়ুনাম্বরমস্তাস্তু দৈবাদপহ্নতং নৃপ ! ।  
 কিঞ্চিন্নমা নৃপেণাথ দৃষ্টো সা সুন্দরী তথা ॥ ১২ ॥  
 স্মিতং চকার কামার্তঃ সা চ কিঞ্চিজ্জহাস বৈ ।  
 ব্রহ্মণা তৌ তদা দৃষ্টৌ শপ্তৌ যাতৌ বহ্নুধরাম্ ॥ ১৩ ॥

পশ্চাৎ পূৰ্ব্বং স্বর্লোকগতয় আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০—১২ ॥

যাতৌ বহ্নুধরামিতি । ইয়ং কথা পূৰ্ব্বমুক্তা ॥ ১৩—১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সুরেশ্বর শিখরে ইন্দ্রের অমরাবতী, যমের সংযমনী পুরী, সত্যলোক, বহ্নিলোক, কৈলাস বৈষ্ণবধাম ও বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত লোকই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৬—৭ ॥ দেখ, মহাধনুর্ধর প্রধানজন অর্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া তথায় পঞ্চ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন ॥ ৮ ॥ পুরাকালে ককুৎস্থ প্রভৃতি অত্রাত্ত ভূপালগণও মনুষ্যদেহেই বাসব সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন । অপি চ মহাবল দৈত্যগণ ইন্দ্রলোক অমরাবতী জয় করিয়া তথায় গিয়া ইচ্ছানুসারে বাস করেন ॥ ৯—১০ ॥ পূৰ্ব্বে সার্বভৌম নরপতি রাজা মহাভিষ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে পরমাসুন্দরী গঙ্গাও সেই সময়ে ব্রহ্মলোকে আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে সেই নরপতি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥ রাজন্ ! এমন সময় দৈববশত বায়ু তাঁহার পরিধের বস্ত্র অপসারিত করিল ; রাজা সেই সুন্দরীকে দীর্ঘ উলঙ্গাবস্থা দর্শন করিয়া কামার্তচিন্তে অফুটভাবে হাস্ত করিলে



বৈকুণ্ঠেহপি সুরাঃ সৰ্ব্বৈ পীড়িতা দৈত্যদানবৈঃ ।

গত্বা হরিং জগন্নাথমস্তবন্ কমলাপতিম্ ॥ ১৪ ॥

সন্দেহো নাত্ৰ কর্তব্যঃ সৰ্বথা নৃপসত্তম ! ।

গম্যাঃ সৰ্ব্বেহপি লোকাঃ স্যুর্মানবানাং নরাধিপ ! ॥ ১৫ ॥

অবশ্যং কৃতপুণ্যানাং তাপমানাং নরাধিপ ! ।

পুণ্যসম্ভাব এবাত্ৰ গমনে কারণং নৃপ ! ।

তথৈব যজমানানাং যজ্ঞেন ভাবিতান্নানাম্ ॥ ১৬ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

রেবতো রেবতীং কন্থাং গৃহীত্বা চাকুলোচনাম্ ।

ব্রহ্মলোকং গতঃ পশ্চাৎ কিং কৃতং তেন ভূভুজা ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মণা কিং সমাদিষ্টং কস্মৈ দত্তা স্তুতা পুনঃ ।

তৎসৰ্বং বিস্তরাদব্রহ্মন্ ! কথয় ত্বং মমাধুনা ॥ ১৮ ॥

( গমনে স্বর্গাদিলোকগমনে কারণমাহ । পুণ্যসম্ভাব ইতি । পুণ্যসম্ভাবঃ পুণ্যোপার্জনং পুণ্যস্থিতির্বেতার্থঃ । যজ্ঞেন ভাবিত উৎকর্ষণাপাদিতঃ বিত্তক্যা প্রভাবিত ইতি যাবৎ আত্মা বৈশ্তেবাম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

গঙ্গাও হস্ত করিলেন ; তৎকালে ব্রহ্মা তাঁহাদের উভয়ের ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ অভিশাপ প্রদান করিলে, তদনুসারে তাহারা ভূলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১২—১৩ ॥ সমস্ত সুরবৃন্দ পূর্বে দানবহন্তে প্রপীড়িত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়াও জগন্নাথ কমলাপতি হরির স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ নরনাথ ! মানব-  
স্রগ সমস্ত লোকেই যাইতে পারে ; কলতঃ যে সমস্ত মানব যজ্ঞ বা ধোরতর তপস্তাসু-  
ষ্ঠানপূর্বক ভূরি ভূরি পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, তাদৃশ মহাত্মা যজমান এবং তাপস-  
দিগের ত নিশ্চয়ই স্বর্গে গতি হইয়া থাকে । রাজন্ ! পুণ্যের প্রচুরতাই স্বর্গ  
সমনের একমাত্র কারণ, অতএব এ বিষয়ের কোন সন্দেহ করাই আপনার উচিত  
নহে ॥ ১৬—১৭ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর ! রেবত রাজা চাকুলোচনা কন্থা রেবতীকে সমভিব্যাহারে  
লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি সেখানে গিয়া পরিশেষে কি করিলেন ? ॥ ১৭ ॥  
ব্রহ্মা তাঁহাকে কি আদেশ করেন ? আর তিনি তাঁহার আদেশ অনুসারে কাহাকেই বা  
কন্থা সম্প্রদান করেন ? ব্রহ্মন্ ! আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট এখন বিস্তার  
করিয়া বলুন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

নিশাময় মহীপাল ! রাজা রেবতকঃ কিল ।

পুত্র্যা বরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মলোকং গতো যদা ॥ ১৯ ॥

আবর্তমাণে গান্ধর্বে স্থিতো লল্লক্ষণঃ ক্ষণম্ ।

শৃণুন্নতপ্যাক্ষীকৃত্বা সভায়াক্ত্ব সঙ্কলকঃ ॥ ২০ ॥

সমাপ্তে তত্র গান্ধর্বে প্রণম্য পরমেশ্বরম্ ।

দর্শয়িত্বা সূতাং তস্মৈ স্বাভিপ্রায়ং নৃবেদয়ৎ ॥ ২১ ॥

রাজোবাচ ।

বরং কথয় দেবেশ ! কন্তেয়ং মম পুত্রিকা ।

দেয়া কস্মৈ ময়া ব্রহ্মন্ ! প্রষ্টুং ত্বাং সমুপাগতঃ ॥ ২২ ॥

বহবো রাজপুত্রা মে বীক্ষিতাঃ কুলসম্ভবাঃ ।

কস্মিংশ্চিন্মো মনঃ কামং নোপতিষ্ঠতি চঞ্চলম্ ॥ ২৩ ॥

তস্মাত্ত্বাং দেবদেবেশ ! প্রষ্টুমত্রাগতোহস্ম্যহম্ ।

তদাজ্ঞাপয় সর্বজ্ঞ ! যোগ্যং রাজসূতং বরম্ ॥ ২৪ ॥

পুত্র্যা ইতি । পুত্র্যাস্তনরায়। রেবত্যা বরং কুলগুণাদিভিঃ সদৃশং বোঢ়ারং পরিপ্রষ্টুং কো ভবিতুমর্হতীতি ॥ ১৯ ॥ )

গান্ধর্বে গানে প্রচলিতে সতি লল্লক্ষণো লল্লাবকাশঃ ক্ষণং ক্ষণপরিমিতলল্লাবকাশ-ইত্যর্থঃ ॥ ২০—২২ ॥

সম্ভবা উৎপন্ন। ॥ ২৩—২৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহীপাল ! সেই বিবরণ শ্রবণ কর ; রেবত রাজা কন্তার বরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত যে সময়ে ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ১৯ ॥ তৎকালে ব্রহ্মলোকে গীতবাদ্যের অমুষ্ঠান হইতেছিল সূতরাং রাজা কন্তার সহিত সভার অবসর অপেক্ষায় ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, কিন্তু গীত শ্রবণে এমন সন্তোষলাভ করিলেন যে, কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ২০ ॥ সেই গীতবাদ্য সমাপ্ত হইলে রাজা পরমেশ্বীকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কন্তা দেখাইয়া স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন ॥ ২১ ॥

রাজা বলিলেন, দেব ! এই বরারোহা আমার কন্তা ইহার বর কে ? আপনি তাহা বলিয়া দিন ; ব্রহ্মন্ ! এই হুহিতা কাহাকে সম্প্রদান করিব, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই আমি আপনকার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি ॥ ২২ ॥ সৎকুলজাত অনেক রাজপুত্র অমু-সন্ধানপূর্বক অবলোকন করিয়াছি কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিতেই আমার মন স্থির হয় নাই ॥ ২৩ ॥ হে দেবদেবেশ ! সেই কারণেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে এখানে

কুলীনং বলবন্তঞ্চ সৰ্বলক্ষণসংযুতম্ ।

দাতারং ধৰ্ম্মশীলঞ্চ রাজপুত্রং সমাদিশ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য জগৎকর্তা বচনং নৃপতেস্তদা ।

তমুবাচ হসন্ বাক্যং দৃষ্ট্বা কালশ্চ পর্যায়ম্ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

রাজপুত্রাস্তুয়া রাজন্ ! বরা য়ে হৃদয়ে কৃতাঃ ।

ঐস্তাঃ কালেন তে সৰ্ব্বৈ সপিতৃপৌত্রবান্ধবাঃ ॥ ২৭ ॥

নপ্তবিংশতিমোহদৈব দ্বাপরস্তু প্রবর্ততে ।

বংশজাস্তে মৃতাঃ সৰ্ব্বৈ পুরী দৈতৈর্যবিনুষ্ঠিতা ॥ ২৮ ॥

সোমবংশোদ্ধবস্তত্র রাজা রাজ্যং প্রশান্তি হি ॥ ২৯ ॥

উগ্রসেন ইতিখ্যাতে মথুরাধিপতিঃ কিল ।

যযাতিবংশসন্তুতো রাজা মাথুরমণ্ডলে ॥ ৩০ ॥

( তদেতি । বহবো রাজপুত্রা যয়া দৃষ্টাঃ কিম্ব তেষাং ন কেহপি মনোহৃতিমতাঃ । অতঃ কমপি বিত্তদ্বন্দ্বং বরাহং রাজপুত্রং বরং কথয়েতি শ্রুত্বা তেষাং রাজপুত্রাণাং কাল-বিগমাৎ কেহপি ন সস্তীত্যতো ব্রহ্মণো হাসঃ ॥ ২৬ ॥

রাজেতি । ন তু কেবলং ত এব কালগ্রস্তা অপি তু তেষাং পৌত্রাদিমোহপি গতা মতন্তৈঃ পূৰ্ব্বকালীনরাজপুত্রৈঃ সহ তব কন্তায়া বিবাহসম্বন্ধকথাপি উপহাসাস্পদস্তং গতা ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

আসিয়াছি অতএব আপনি ইহার উপযুক্ত একটা বর নির্দেশ করিয়া দিন ॥ ২৪ ॥ সেই বর যেন কুলীন, বলবান্, ধৰ্ম্মশীল, দাতা এবং সৰ্ব্বলক্ষণসম্পন্ন রাজপুত্র হয়েন, আপনার নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ২৫ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, মহারাজ ! তখন জগৎকর্তা পদ্মযোনি নরপতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কালের অতিক্রম দর্শনে হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৬ ॥

রাজন্ ! তুমি যে সকল রাজপুত্রগণকে বর বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তাঁহারা কলেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে ; এমন কি, তাহাদের পুত্র পৌত্র ও বান্ধব বর্ষান্তে আর জীবিত নাই ॥ ২৭ ॥ এখন সপ্তবিংশতি মন্বন্তরীয় দ্বাপরযুগ বর্তমান, অতএব তোমার বংশজাত রাজপুত্রগণের মধ্যেও আর কেহ বর্তমান নাই । তোমার পুরী দৈত্যগণ বিলুপ্ত করিয়াছিল ॥ ২৮ ॥ সপ্ত্রতি চন্দ্রবংশীয় পুণ্যাত্মা যযাতিকুলতিলক মাথুরজনপদেব মহারাজ উগ্রসেন .সে স্থলে, রাজ্যশাসন করিতেছেন ॥ ২৯—৩০ ॥



উগ্রসেনাভ্রজঃ কংসঃ সুরদেবী মহাবলঃ ।

দৈত্যংশঃ পিতরং মোহপি কারাগারং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩১ ॥

স্বয়ং রাজ্যং চকারাসৌ নৃপাণাং মদগর্বিতঃ ॥ ৩২ ॥

মেদিনী চাতিভারতী ব্রহ্মাণং শরণং গতা ।

দুর্ভরাজন্যসৈন্যানাং ভারেণাতিসমাকুলা ॥ ৩৩ ॥

অংশাবতরণং তত্র গদিতং সুরসত্তমৈঃ ।

বাসুদেবঃ সমুৎপন্নঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥ ৩৪ ॥

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং যোহসৌ নারায়ণো মুনিঃ ।

তপশ্চচার দুঃসাধ্যং ধর্মপুত্রঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫ ॥

গঙ্গাতীরে নরসখঃ পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ।

মোহবতীর্ণো যদুকুলে বাসুদেবোহতিবিশ্রুতঃ ॥ ৩৬ ॥

তেনাসৌ নিহতঃ পাপঃ কংসঃ কৃষ্ণেন সত্তম ! ।

উগ্রসেনায় রাজ্যং বৈ দত্তং হত্বা খলং সূতম্ ॥ ৩৭ ॥

কংসস্য শ্বশুরঃ পাপো জরাসন্ধো মহাবলঃ ।

আগত্য মথুরাং ক্রোধাচ্চকার সঙ্গরং মুদা ॥ ৩৮ ॥

অংশেতি । অংশাবতরণং পূর্ণস্তাপি সর্বথা নহি গুণাশ্রিকাং মায়াবাদায়াংশত্বপ্রয়োগে  
দোষাপত্তিঃ ॥ ৩৪—৩৭ ॥

সঙ্গরং যুদ্ধম্ ॥ ৩৮ ॥

তাহার তনয় মহাবল কংস দানবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বদাই সুরগণের অনিষ্ট  
সাধন করিতে লাগিল, এবং সে আপন পিতাকে কারাগারে অবরোধ করিয়া রাখিল ॥ ৩১ ॥  
সে মদগর্বিত হইয়া সমস্ত নৃপতিগণের রাজ্য স্বয়ং শাসন করিয়া প্রজাগণের মহৎ অনিষ্ট-  
সাধন করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ মহারাজ ! এই সময়ে সেই দুষ্ট দৈত্য রাজাদিগের সৈন্তভারে  
মেদিনী এতদূর ব্যাকুল হইলেন যে, কিছুতেই আর তার সহ্য করিতে পারিলেন না ;  
সুতরাং ব্রহ্মার নিকটে গিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ তদনন্তর ব্রহ্মাদি সুরগণ  
বলিলেন যে, হে বসুন্ধরে ! তোমার ভার লাঘব করিবার নিমিত্ত কমললোচন নারায়ণ স্বয়ং  
অংশে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । যিনি স্বয়ং সনাতন নারায়ণ তিনি  
ধর্মপুত্ররূপে নিজ ভ্রাতা নরের সহিত গঙ্গাতীরে পরমপবিত্র বদরিকাশ্রমে উগ্রতর কঠোর  
তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সংপ্রতি সেই দেবই যদুকুলে দেবরূপিণী দেবকীর  
গর্ভে বসুদেবের ঔরসে অবতীর্ণ হইয়া বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইতেছেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥  
নৃপসত্তম ! সেই পাপাচার দুষ্টমতি খলপ্রকৃতি কংসকে তিনিই নিহত করিয়া সেই সাম্রাজ্যে  
উগ্রসেনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ মহাবিক্রমশালী পাপিষ্ঠ মগধপতি জরাসন্ধ

কৃষ্ণেনাসৌ জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধো মহাবলঃ ।

প্রেষয়ামাস যুদ্ধায় সবলং যবনং ততঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রদ্ধয়াতং মহাশূরং সসৈন্যং যবনাধিপম্ ।

“কৃষ্ণস্তু মথুরাং ত্যক্ত্বা পুরীং দ্বারবতীমগাৎ ॥

প্রভয়াং তাং পুরীং কৃষ্ণঃ শিল্লিভিঃ সহ সঙ্গতৈঃ ।

কারয়ামাস দুর্গাঢ্যাং হট্টশালাবিমণ্ডিতাম্ ॥

জীর্ণোদ্ধারং পুনঃ কৃৎস্না বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।

উগ্রসেনঞ্চ রাজানং চকার বশবর্তিনম্ ॥”

যাদবান্ স্থাপয়ামাস দ্বারবত্যাং যদুভমঃ ।

বাসুদেবস্তু তত্রাদ্য বর্ততে বান্ধবৈঃ সহ ॥ ৪০ ॥

তস্তাগ্রজঃ স বিখ্যাতো বলদেবো হলায়ুধঃ ।

শেষাংশো মুসলী বীরো বরোহস্তু তব সম্মতঃ ॥ ৪১ ॥

সঙ্কর্ষণায় দেহ্যাশু কন্যাং কমললোচনাম্ ।

রেবতীং বলভদ্রায় বিবাহবিধিনা ততঃ ॥ ৪২ ॥

সংখ্যে যুদ্ধে । যবনং কালযবনম্ ॥ ৩৯—৪২ ॥)

কংসের স্বশূর ; সে জামাতার নিধনবার্তা শুনিয়া ক্রোধবশে মথুরায় আগমনপূর্বক মহৎ সংগ্রাম আরম্ভ করিল ॥ ৩৮ ॥ বাসুদেব সেই মহাতেজোগর্ভিত জরাসন্ধকে সমরে পরাজয় করিলেও সে সসৈন্য কালযবনকে পুনর্বার যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিল ॥ ৩৯ ॥ (অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব যবনরাজের আগমন বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সপরিবার সমস্তযাদবগণকে দ্বারকাধামে পাঠাইয়া স্বয়ং বলদেবের সহিত যবনরাজের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । পরে একাকী যবন শিবিরে উপস্থিত হইয়া কালযবনকে সমাকর্ষণপূর্বক গিরিগহ্বরে লইয়া গিয়া সুপ্তোখিত মহারাজ যুচুকন্দ দ্বারা সেই ছুরায়া যবনকে নিপাতিত করিয়া ) দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন । তৎকালে সেই দ্বারকাপুরীর ভগ্নাবস্থা হইয়াছিল, সুতরাং কৃষ্ণ শিল্লিগণকে আহ্বান করিয়া দিব্য হস্ত্য, দুর্গ ও হট্টশালা প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়া তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিলেন । সেই প্রতাপবান্ বাসুদেব জীর্ণ নগরের সংস্কার করিয়া উগ্রসেনকে রাজপদে অধিরোপিত করিয়া অশ্রান্ত বান্ধববর্গের সহিত অদ্যাপি তথায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪০ ॥ তাঁহার অগ্রজ হলায়ুধ বলদেব নামে বিখ্যাত ; সেই মুসলী অনন্তদেবের অংশাবতার এবং মহাবীর, তিনিই তোমার কন্যার উপযুক্ত বর ॥ ৪১ ॥ অতএব এই কমলনয়না কন্যা রেবতীকে

দত্ত্বা পুত্রীং নৃপশ্রেষ্ঠ ! গচ্ছ ত্বং বদরিকাশ্রমম্ ।

তপস্তপ্তুং সুরারামং পাবনং কামদং নৃণাম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি রাজা সমাদিষ্টো ব্রহ্মণা পদ্মযোনিম্ ।

জগাম তরসা রাজন্ ! দ্বারকাং কন্যাস্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥

দদৌ তাং বলদেবায় কন্যাং বৈ শুভলক্ষণাম্ ॥ ৪৫ ॥

ততস্তপ্ত্বা তপস্তীত্রং নৃপতিঃ কালপর্য্যয়ে ।

জগাম ত্রিদশাবাসং ত্যক্ত্বা দেহং সরিহটে ॥ ৪৬ ॥

রাজোবাচ ।

ভগবন্ ! মহদাশ্চর্য্যং ভবতা সমুদাহৃতম্ ।

রেবতস্তু স্থিতস্তত্র ব্রহ্মলোকে স্তুতার্থিতঃ ॥ ৪৭ ॥

যুগানাস্তু গতং তত্র শতমষ্টোত্তরং কিল ।

কন্যা বৃদ্ধা ন সংজাতা রাজা চাতিতরাং নু কিম্ ।

এতাবস্তুং তথা কালমায়ুঃপূর্ণং তয়োঃ কথম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্তাঃ কথারাস্তাংপর্য্যন্ত ঋণভঙ্গুরঃ সংসারোহস্তি ন তত্রাসক্তিঃ কৰ্ত্তব্য কিম্ পরমে-  
শ্বর্যা আরাধনমেব কৰ্ত্তব্যমিতি ॥ ৪৩—৪৯ ॥

বিবাহের বিধি অনুসারে সর্ঘ্বণ বলভদ্রের করে অবিলম্বে সম্প্রদান কর ॥ ৪২ ॥ তুমি  
কন্যা সম্প্রদান করিয়া তপস্তার অস্থান জন্ত বদরিকাশ্রমে গমন করিও, সেই পুণ্যাশ্রম  
সুরগণের বিহার স্থান, পবিত্র এবং মানবগণের কামনাপ্রদ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! কমলযোনি ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিলে, রাজা আপন কন্যাকে  
সমভিব্যাহারে লইয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ তথায় উপনীত হইয়া সেই সর্ব-  
সুলক্ষণসম্পন্ন কন্যাটি বিধি অনুসারে বলদেবকে প্রদান করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অবশেষে ব্রহ্মার  
উপদেশমতে বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্তায় নিরত হইলেন, পরে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে  
নদীতটে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ভগবন্ ! আপনি অতি আশ্চর্য্য কথা বলিলেন ; রেবতরাজ  
কন্যার সহিত ব্রহ্মলোকে থাকিয়া সঙ্গীত শ্রবণে আসক্ত থাকিলে, অষ্টোত্তর শতযুগ  
অতীত হইল, তথাপি রাজা এবং তাঁহার কন্যা অতীব বৃদ্ধ হইলেন না কেন ? আর  
তাঁহাদের এতদূর আয়ুর পরিমাণই বা কি প্রকারে হইয়াছিল তাহা আপনি আমাকে  
বলুন ॥ ৪৭—৪৮ ॥



ব্যাস উবাচ ।

ন জরা ক্ষুৎ পিপাসা বা ন মৃত্যুর্ন ভয়ং পুনঃ ।  
 ন তু গ্লানিঃ প্রভবতি ব্রহ্মলোকে সদানঘ ! ॥ ৪৯ ॥  
 মেরুং গতশ্চ শর্যাতেঃ সন্ততী রাক্ষসৈর্হতা ।  
 গতা কুশস্থলীং ত্যক্তা ভয়ভীতা ইতস্ততঃ ॥ ৫০ ॥  
 মনোশ্চ ক্ষুবতঃ পুত্র উৎপন্নো বীর্যবন্তরঃ ।  
 ইক্ষাকুরিতি কুখ্যাতঃ সূর্য্যবংশকরস্তু সঃ ॥ ৫১ ॥  
 বংশার্থং তপ আতিষ্ঠদ্ দেবীং ধ্যায়া নিরন্তরম্ ।  
 নারদশ্রোত্রেণাপদেশেন প্রাপ্য দীক্ষামনুত্তমাম্ ॥ ৫২ ॥  
 তশ্চ পুত্রশতং রাজমিষ্টাকোরিতি বিশ্রুতম্ ।  
 বিকৃষ্ণিঃ প্রথমশ্রেষ্ঠাঃ বলবীর্য্যসমম্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥  
 অযোধ্যায়াং স্থিতো রাজা ইক্ষাকুরিতি বিশ্রুতঃ ।  
 শকুনিপ্রমুখাঃ পুত্রাঃ পঞ্চাশদ্বলবন্তরাঃ ॥ ৫৪ ॥

মেরুং গতশ্চ স্বর্গং গতশ্চ শর্যাতের্মরণান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইখং শর্যাতিকথাং সমাপ্যেক্ষাকোরবংশমাহ মনোরিতি । ক্ষুবত ইতি ক্ষুতং কুর্কতে।  
 বৈবস্বতমনোভ্রাণত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

দেবীং ধ্যায়েতি । নারদোপদেশতো দীক্ষাং প্রাপ্য তদ্ব্যস্তকপূরঃসরং দেবীং ধ্যায়া  
 তপ আতিষ্ঠদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ততো দেবীপ্রসাদেন সূর্য্যবংশশ্লিত ইত্যাহ তশ্চ পুত্রশতমিতি । অনেন চ সর্কেহপি  
 সূর্য্যবংশীয়া রাজানো দেবীপদানুজরতা ইতি বোধিতম্ । মূলপুরুষশ্চ দেবীভক্তত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥

পুত্রশতবিভাগমাহ অযোধ্যায়ামিতি ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ব্রহ্মলোক পাপস্পর্শশূন্য ; তথায় জরা, ক্ষুধা, পিপাসা বা  
 ত্যাগাদি কিছুই নাই সেখানে অস্ত্র কোন গ্লানিও হইতে পারে না, অতএব তন্নিবাসী  
 ত্রিগণ সর্ব্বথা জরামরণশূন্য দীর্ঘজীবী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪৯ ॥ শর্যাতি  
 রাজা স্বর্গলোকে গমন করিলে তাঁহার সন্ততিগণকে রাক্ষসেরা নিহত করে, বাহারা  
 বশিষ্ট ছিল, তাহারা ভয়ে জীত হইয়া কুশস্থলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত পলায়ন করি-  
 তছে ॥ ৫০ ॥ বৈবস্বত মনু হাঁচিয়া ছিলেন তাহাতে তাঁহার ভ্রাণদ্বার দিয়া এক বীর্য্যবান্  
 ত্র উৎপন্ন হয় তাঁহার নাম ইক্ষাকু, তিনিই সূর্য্যবংশ বিস্তার করিয়া জগতে বিখ্যাত  
 হইলেন ॥ ৫১ ॥ মহর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে অনুত্তমা দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বংশবর্দ্ধন  
 গমনায় নিরন্তর দেবীর ধ্যান করত তপস্তার অনুষ্ঠান করেন ॥ ৫২ ॥ রাজন্ ! ইক্ষাকুর  
 তপুত্র জন্মে, তাহাদের মধ্যে বিকৃষ্ণিই প্রথম, তিনি বীর্য্যবান্ ও বলসম্পন্ন হইলেন ॥ ৫৩ ॥  
 ইক্ষাকু রাজা হইয়া অযোধ্যায় বাস করেন ; তিনি শকুনি প্রভৃতি অতি বলবান্ পঞ্চাশৎ

উত্তরাপথদেশস্ত রক্ষিতারঃ কৃতাঃ কিল ।

দক্ষিণস্থাং তথা রাজ্ঞাদিষ্ঠান্তেন তে সূতাঃ ॥ ৫৫ ॥

চত্বারিংশতখাচৌ চ রক্ষণার্থং মহাত্মনা ।

অন্যৌ ঘৌ সংস্থিতৌ পার্শ্বে সেবার্থং তস্ত ভূপতেঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
রেবতাখ্যানসূর্য্যবংশবিস্তারকথনং নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

উত্তরাপথদেশস্তেতি পূর্বদেশস্তাপ্যপলক্ষণম্ । দক্ষিণস্থামিতি পশ্চিমায়া উপলক্ষণম্ ।  
তদুক্তং ভাগবতে নবমস্কন্ধে । স্তবতস্ত মনোজ্জ্বল ইক্ষাকুর্ভাগতঃ সূতঃ । তস্ত পুত্রশতজ্যোষ্ঠা  
বিকুক্ষিনিমিদগুকাঃ । তেষাং পুরস্তাদভবমার্য্যাবর্তে নৃপা নৃপ ! । পঞ্চবিংশতি পশ্চাচ্চ  
ভয়োর্মধ্যে পরেহস্তত ইতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

পুত্রকে উত্তরাপথ প্রদেশের রক্ষাকার্য্যে নিয়োগ করেন । রাজন্ ! সেই মহাত্মা আরও  
অষ্টচত্বারিংশৎ পুত্রকে দক্ষিণদেশ রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন । ভূপতে ! আর অবশিষ্ট  
ছই পুত্রকে সেবার নিমিত্ত তিনি আপনার নিকটেই রাখিয়াছিলেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে রেবতাখ্যান ও সূর্য্যবংশবিস্তারকথন  
নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \*॥

## নবমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কদাচিদষ্টকাশ্রাদ্ধে বিকৃষ্ণিং পৃথিবীপতিঃ ।  
আজ্ঞাপয়দসংযুটো মাংসমানয় সত্বরম্ ॥ ১ ॥  
মেধ্যং শ্রাদ্ধার্থমধুনা বনে গত্বা স্তুতাদরাৎ ।  
ইত্যাভ্যাহসৌ তথৈত্যাশু জগাম বনমস্ত্রভূৎ ॥ ২ ॥  
গত্বা জদান বাণৈঃ স বরাহান্ শূকরান্ যুগান্ ।  
শশাংশ্চাপি পরিশ্রান্তো বভূবাহ বুভুক্ষিতঃ ॥ ৩ ॥  
বিস্মৃতা চাষ্টকা তস্মৈ শশঙ্কাদদসৌ বনে ।  
শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে মাংসমনুভবম্ ॥ ৪ ॥  
প্রোক্ষণায় সমানীতং মাংসং দৃষ্ট্বা গুরুস্তদা ।  
অনর্হমিতি তজ্জ্ঞাত্বা চূকোপ মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥

অষ্টকাধিকত্রিষষ্ট্যা তু পদ্যানামুভবস্তথা ।

ককুৎস্থ প্রথমতস্ততো মাক্রাতুরুচ্যাতে ॥

ইক্ষাকোশ্চরিতমাহ কদাচিদিতি । অষ্টকাশ্রাদ্ধে পিত্রাদিমাংসমধ্যস্থ তথা মাতামহা-  
স্তিমিত্যুক্তলক্ষণে । পৃথিবীপতিরিক্ষাকুঃ ॥ ১—৩ ॥

আদ্য অভক্ষ্যৎ ॥ ৪ ॥

গুরুবশিষ্ঠঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! কোনও সময়ে অষ্টকাশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে পৃথিবীপতি  
ইক্ষাকু আপন পুত্র বিকৃক্ষিকে আদেশ করিলেন বৎস ! তুমি অতি সত্বর বনে যাইয়া  
শ্রাদ্ধের নিমিত্ত যত্নসহকারে পবিত্র মাংস সংগ্রহ করিয়া আনয়ন কর ; সাবধান ! দেখিও  
যেন ইহাতে কোনরূপ ত্রুটি না হয় । বিকৃক্ষি পিতার এইরূপ আদেশ পাইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ-  
পূর্বক তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিলেন ॥ ১—২ ॥ তিনি বনে গিয়া নিশিত শরসমূহ দ্বারা  
অসংখ্য শূকর, বরাহ, যুগ ও শশক সকল সংহার করিলেন । পরন্তু তিনি বনে ভ্রমণ করিতে  
করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষুধায় এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন যে, পিতার অষ্টকার কথা  
বিস্মৃত হইয়া বন মধ্যেই একটি শশক ভক্ষণ করিলেন ; অবশিষ্ট অত্যন্তম মাংস সকল  
আনিয়া পিতাকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ যখন সেই মাংস প্রোক্ষণের নিমিত্ত আনীত  
হইল, তখন কুলগুরু মুনিসত্তম বশিষ্ঠ তাহা অবলোকন করিবামাত্র ভূতাবশিষ্ট জানিতে



ভুক্তশেষস্ত ন শ্রীক্ষে প্রোক্ষণীয়মিতি স্থিতিঃ ।

রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস বশিষ্ঠঃ পাকদূষণম্ ॥ ৬ ॥

পুত্রস্ত কৰ্ম তজ্জাত্বা ভূপতিঞ্চ রুণোদিতম্ ।

চুকোপ বিধিলোপাত্তং দেশান্নিঃসারয়ন্ততঃ ॥ ৭ ॥

শশাদ ইতি বিখ্যাতো নাম্না জাতো নৃপাত্মজঃ ।

গতো বনে শশাদস্ত পিতৃকোপাদসজ্জমঃ ॥ ৮ ॥

বনেন বর্তয়ন্ কালং নীতবান্ ধৰ্ম্মতৎপরঃ ।

পিতর্যুপরতে রাজ্যং প্রাপ্তং তেন মহাত্মনা ॥ ৯ ॥

শশাদস্তকরোদ্রাজ্যমযোধ্যায়াঃ পতিঃ স্বয়ম্ ।

যজ্ঞাননেকশঃ পূর্ণান্ চকার সরযুতটে ॥ ১০ ॥

শশাদস্তাভবৎ পুত্রঃ ককুৎস্থ ইতি বিখ্যতঃ ।

তস্মৈব নাম ভেদাদ্ বৈ ইন্দ্রবাহঃ পুরঞ্জয়ঃ ॥ ১১ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

নামভেদঃ কথং জাতো রাজপুত্রস্ত চানঘ ! ।

কারণং ব্রূহি মে সৰ্বং কৰ্ম্মণা যেন চাভবৎ ॥ ১২ ॥

ভুক্তশেষমিতি । শ্রীক্লোদ্রেশেন যদন্নং নিকাশিতং তন্নখ্যাৎ কিঞ্চিদন্নং ভক্ষিতং চেদ্  
যদবশিষ্টমন্নং তদ্বুক্তশেষং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

শশতক্ষণাৎ শশাদো জাতঃ ॥ ৮—১৫ ॥

পারিগা সাতিশয় কুপিত হইলেন ॥ ৫ ॥ ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য শ্রীক্ষে প্রোক্ষণযোগ্য হয় না  
ইহাই শাস্ত্রীর বিধি । বশিষ্ঠ, রাজাকে এই পাকদূষণের বিষয় বিদিত করিলেন ॥ ৬ ॥  
শুকদেবের বাক্যানুসারে পুত্রের সেই কার্য্য অবগত হইয়া ভূপতি বিধিলোপবশত পুত্রের  
প্রতি সাতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে নিজ দেশ হইতে নিকাশিত করিলেন ॥ ৭ ॥ সেই  
অবধি রাজপুত্র ( শশক তক্ষণ করায় ) শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন, কিন্তু ঐ শশাদ পিতৃ-  
কোপে কিছুমাত্রই ক্ষুভিত না হইয়া বনে গমনপূৰ্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৮ ॥ তিনি ধৰ্ম্মনিরত হইয়া বস্ত্র ফল মূল ভক্ষণ করিয়া পরমশুখে কাল অতিবাহিত  
করিতে লাগিলেন । কিয়ৎ কাল পরে পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে সেই মহাত্মা পিতৃ-  
রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯ ॥ শশাদ অযোধ্যার অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিবার সময়  
সরযুনদীর তীরে অনেক মহৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ শশাদের একটি মাত্র  
তনয় ; তিনি ত্রিলোক মধ্যে ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রবাহ  
ও পুরঞ্জয় এই দুইটি অপর নাম ছিল ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শশাদে স্বর্গতে রাজা ককুৎস্থ ইতি চাভবৎ ।

“রাজ্যং চকার ধর্মাজ্ঞো পিতৃপৈতামহং বলাৎ ॥”

এতস্মিন্ন্তরে দেবা দৈত্যৈঃ সর্বৈ পরাজিতাঃ ॥ ১৩ ॥

জগ্নুস্ত্রিলোকাধিপতিং বিষ্ণুং শরণমব্যয়ম্ ।

তান্ প্রোবাচ মহাবিষ্ণুস্তদা দেবান্ সনাতনঃ ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

পাঞ্চিগ্রাহং মহীপালং প্রার্থয়ন্তু শশাদজম্ ।

ন হনিষ্যতি বৈ দৈত্যান্ সংগ্রামে সুরসত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥

আগমিষ্যতি ধর্মাজ্ঞা নাহায্যার্থে ধনুর্ধরঃ ।

পরশক্তেঃ প্রসাদেন সামর্থ্যং তস্মৈ চাতুলম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

হরেঃ স্মবচনাদ্দেবাঃ যযুঃ সর্বৈ সবাসবাঃ ।

অযোধ্যায়াং মহারাজ ! শশাদতনয়ং প্রতি ॥ ১৭ ॥

তস্মৈ কস্মাৎ কারণাদেতাদৃশং সামর্থ্যমিতি চেত্তজ্ঞাহ পরশক্তেঃ প্রসাদেনেতি । পরা-  
শক্ত্যুপাসকস্ত রাজস্বস্তা এব প্রসাদাৎ সামর্থ্যলাভ ইতি ভাবঃ ॥ ১৬—২১ ॥

জনমেজয় বলিলেন, পবিত্রাত্মন! রাজপুত্র ককুৎস্থর নামান্তর কি কারণে ও কি  
প্রকারে হইয়াছিল? কোন্ কার্য্য দ্বারা তাঁহার অপর দুইটি নান হইল তাঁহার সমস্ত  
বিবরণ আমাকে বলুন ॥ ১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপসত্তম! মহারাজ শশাদ স্বর্গগত হইলে ককুৎস্থ রাজা হইলেন;  
সেই ধর্মাজ্ঞা, পিতা ও পিতামহদিগের রাজ্য অতি দোর্দণ্ডপ্রতাপে সুশাসন করিতে  
লাগিলেন। এই সময়ে সমস্ত দেবগণ দানবদিগের নিকট পরাজিত হইয়া ত্রিলোকাধিপতি  
অচ্যুত বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন; তখন সচ্চিদানন্দময় সনাতন মহাবিষ্ণু সেই দেবগণকে  
বলিলেন ॥১৩—১৪॥ সুরগণ! তোমরা শশাদতনয় সর্বজনরক্ষক মহীপাল ককুৎস্থের নিকট  
প্রার্থনা কর; সেই মহাআ তোমাদের পাঞ্চিগ্রাহ হইয়া সমস্ত দানবদিগকে সময়ে নিহত  
করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ সেই ককুৎস্থ ধার্মিক, বিশেষত পরশক্তির উপাসক সুতরাং  
তাঁহার প্রসাদে সেই নৃপতির বলের সীমা নাই, অতএব প্রার্থনা করিলেই সে ধনুর্ধরী  
হইয়া তোমাদের সাহায্য করিতে অবশ্যই আসিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বাসবাদি দেববৃন্দ হরির সেই সুধাময় বাক্য শ্রবণমাত্র  
অযোধ্যানগরে শশাদ তনয় ককুৎস্থের নিকট গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ সুরগণ উপস্থিত হইলে

তানাগতান্ সুরান্ রাজা পূজয়ামাস ধৰ্ম্মতঃ ।

পপ্রচ্ছাগমনে রাজা প্রয়োজনমতদ্ভিতঃ ॥ ১৮ ॥

রাজোবাচ ।

ধন্যোহহং পাবিতশ্চাস্মি জীবিতং সফলং মম ।

যদাগত্য গৃহে দেবা দদুশ্চ দর্শনং মহৎ ॥ ১৯ ॥

ব্রুবন্ত কৃত্যং দেবেশা দুঃসাধ্যমপি মানবৈঃ ।

করিষ্যামি মহৎ কার্য্যং সর্ব্বথা ভবতামহম্ ॥ ২০ ॥

দেবা উচুঃ ।

সাহায্যং কুরু রাজেন্দ্র ! সখা ভব শচীপতেঃ ।

সংগ্রামে জয় দৈত্যৈশ্চান্ দুর্জয়াংস্ত্রিদশৈরপি ॥ ২১ ॥

পরশক্তিপ্রসাদেন দুর্লভং নাস্তি তে কচিৎ ।

বিষ্ণুনা প্রেরিতাশ্চৈবমাগতাস্তব সন্নিধৌ ॥ ২২ ॥

রাজোবাচ ।

পাঞ্চিগ্রাহো ভবাম্যদ্য দেবানাং সুরসত্তমাঃ ।

ইন্দ্রো মে বাহনং তত্র ভবেদ্ যদি সুরাধিপঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীভগবতীপ্রসাদেন তব ন কিঞ্চিদুর্লভমিত্যাহ পরশক্তীতি ॥ ২২ ॥

পাঞ্চিগ্রাহঃ সংরক্ষিতা ॥ ২৩ ॥

রাজা সাবধানে তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৮ ॥

রাজা বলিলেন, দেবগণ ! আপনারা অমুগ্ৰহপূৰ্ব্বক বখন আমার গৃহে আসিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছেন, তখন আমি পবিত্র ও ধন্ত হইলাম, আজ আমার জীবন সফল হইল ॥ ১৯ ॥ হে দেবেশবৃন্দ ! আপনাদের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে তাহা বলুন ; উহা মানবের দুঃসাধ্য হইলেও আমি আপনাদের সেই মহৎ কার্য্য অবশুই সম্পাদন করিব ॥ ২০ ॥

দেবগণ বলিলেন, রাজপুত্র ! তুমি আমাদের সাহায্য করিয়া ত্রিদশগণেরও অজয় দৈত্যগতিদিগকে সমরে পরাজয় করিয়া শচীপতির সহিত সখ্যতা স্থাপন কর ॥ ২১ ॥ মহারাজ ! পরশক্তির প্রসাদে তোমার কোথাও কিছু দুর্লভ নাই, অতএব বিষ্ণুর আদেশে আমরা তোমার নিকট আগমন করিয়াছি ॥ ২২ ॥

রাজা বলিলেন, সুরসত্তমগণ ! সুরাধিপতি ইন্দ্র যদি সেই যুদ্ধকালে আমার বাহন হন, তাহা হইলে আমি দেবতাদিগের পাঞ্চিৰূপক হইতে পারি ॥ ২৩ ॥ সুরগণের নিমিত্ত



সংগ্রামস্তু করিষ্যামি দৈত্যৈর্দেবকৃতেহধুনা ।

আরুহেদ্ভুং গমিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৪ ॥

তদোচুর্বাসবঃ দেবাঃ কৰ্ত্তব্যং কার্যমদ্ভুতম্ ।

পত্রং ভব নরেন্দ্রশ্চ ত্যক্ত্বা লজ্জাং শচীপতে ! ॥ ২৫ ॥

লজ্জমানস্তদা শক্রঃ প্রেরিতো হরিণা ভৃশম্ ।

বভূব বৃষভস্তুৰ্ণং রুদ্রশ্চোবাপরো মহান্ ॥ ২৬ ॥

তমারুরোহ রাজাসৌ সংগ্রামগমনায় বৈ ।

স্থিতঃ ককুদি যেনাস্ত্র ককুৎস্থস্তেন চাভবৎ ॥ ২৭ ॥

ইন্দ্রো বাহঃ কৃতো যেন তেন নাম্নেন্দ্রবাহকঃ ।

পুরং জিতস্তু দৈত্যানাং তেনাভূচ্চ পুরঞ্জয়ঃ ॥ ২৮ ॥

জিত্বা দৈত্যান্ মহাবাহুর্ধনং তেষাং প্রদত্তবান্ ।

পপ্রচ্ছ চৈবং রাজর্ষেরিতি সখ্যং বভূব হ ॥ ২৯ ॥

দেবকৃতে দেবার্থম্ ॥ ২৪ ॥

পত্রং বাহনম্ ॥ ২৫ ॥

রুদ্রশ্চ যথা বৃষভস্তুৰ্ণেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

যেনাস্ত্রোতি । যেন কারণেনাস্ত্রেন্দ্রশ্চ বৃষভরূপশ্চ ককুদি স্থিতস্তেন কারণেনে-  
ত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

তেষাং দৈত্যানাং ধনং দেবেভ্যো দত্তবানিত্যর্থঃ । পপ্রচ্ছতি । স্বনগরং গন্তুং দেবানিতি  
শেষঃ । অনেন প্রকারেণ রাজর্ষেরিদ্ভুশ্চ চ সখ্যং বভূবেত্যাহ রাজর্ষেরিতি ॥ ২৯—৩০ ॥

আমি অধুনা দানবদিগের সহিত সংগ্রাম করিব ; কিন্তু ইন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া  
সংগ্রামস্থলে গমন করিব, ইহা আমি আপনাদিগকে সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ২৪ ॥

বাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! তখন দেবতাগণ বাসবকে বলিলেন, শচীপতে ! এই অদ্ভুত  
কার্য সম্পাদন করা আপনার একান্ত কৰ্ত্তব্য, অতএব আপনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া  
এই নরেন্দ্রের বাহন হউন ॥ ২৫ ॥ সুরপতি ঐ কার্য করিতে লজ্জিত হইলেন, কিন্তু  
হরি তাঁহাকে বারংবার উহাতে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, স্তূতরাং দেবরাজ তখন রুদ্রের  
মহাবৃষভের জ্ঞান বৃষভমূর্ত্তি ধারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ রাজা সংগ্রামে গমন করিবার নিমিত্ত  
সেই বৃষে আরোহণ করিলেন ; তিনি বৃষের ককুৎস্থে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া  
তাঁহার নাম ককুৎস্থ হইল ॥ ২৭ ॥ রাজা ইন্দ্রকে বাহন করেন সেই জন্ত তাঁহার নাম  
ইন্দ্রবাহ এবং তিনি যুদ্ধে দানবদিগের পুর জয় করেন বলিয়া তাঁহার পুরঞ্জয় নাম  
হইল ॥ ২৮ ॥ সেই মহাবাহু রাজা দানববৃন্দকে সমরে পরাজিত করিয়া তাহাদের ধন-  
সম্পত্তি দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন । অবশেষে তিনি দেবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ

ককুৎস্থশ্চাতিবিখ্যাতো নৃপতিস্তস্য বংশজাঃ ।  
 কাকুৎস্থা ভুবি রাজানো বভূবুর্হবিশ্রুতাঃ ॥ ৩০ ॥  
 ককুৎস্থস্ত্যভবৎ পুত্রো ধর্মপত্ন্যাং মহাবলঃ ।  
 অনেকাবিশ্রুতস্তস্য পৃথুঃ পুত্রশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৩১ ॥  
 বিষোরংশঃ স্মৃতঃ সাক্ষাৎ পরাশক্তিপদার্চকঃ ।  
 বিশ্বরক্ষিস্ত বিজ্ঞেয়ঃ পৃথোঃ পুত্রো নরাধিপঃ ॥ ৩২ ॥  
 চন্দ্রস্তস্য স্মৃতঃ শ্রীমান্ রাজা বংশকরঃ স্মৃতঃ ।  
 তৎস্মতো যুবনাশ্বস্ত তেজস্বী বলবন্তরঃ ॥ ৩৩ ॥  
 শাবস্তো যুবনাশ্বস্ত জজ্ঞে পরমধার্মিকঃ ।  
 শাবস্তী নির্মিতা তেন পুরী শক্রপুরীসমা ॥ ৩৪ ॥  
 বৃহদশ্বস্ত পুত্রোহুচ্ছাবস্তস্য মহাত্মনঃ ।  
 কুবলয়াশ্বঃ স্মৃতস্তস্য বভূব পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 ধুমুর্নামা হতো দৈত্যাস্তেনাসৌ পৃথিবীতলে ।  
 ধুমুমারেতি বিখ্যাতং নাম প্রাপাতিবিশ্রুতম্ ॥ ৩৬ ॥

অনেনাবিশ্রুতঃ কাকুৎস্থনামা বিখ্যাত ইত্যর্থঃ । তস্ত ককুৎস্থস্ত পৃথুঃ পুত্রঃ ॥ ৩১ ॥

স চ পৃথুর্বিষোরংশঃ পরাশক্তেশ্চ পরমভক্ত ইত্যাহ বিষ্ণোরিতি ॥ ৩২—৩৩ ॥

শাবস্তীতি । তদ্বক্তং কুর্ম্যপুরাণে । শাবস্তী নির্মিতা তেন গোড়দেশে মহাপুরীতি ॥ ৩৪-৩৯ ॥

করিয়া নিজ নগরে প্রতিগমন করিলেন । মহারাজ ! এইরূপে সেই রাজর্ষির সহিত ইন্দ্রের  
 সখ্যভাব জন্মিয়াছিল ॥ ২৯ ॥ রাজন্ ! ককুৎস্থ পৃথিবীতলে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন,  
 তাঁহার বংশজাত রাজারাও কাকুৎস্থ বলিয়া ভূতলে বিশেষ পরিচিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

ধর্মপত্নীর গর্ভে ককুৎস্থের এক মহাবল পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম কাকুৎস্থ ; তাঁহার পুত্র  
 পৃথু, তিনি অতিশয় বীর্যবান্ ॥ ৩১ ॥ সেই পৃথু সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ, বিশেষত তিনি সততই  
 পরাশক্তির চরণকমল অর্চনা করিতেন । তাঁহার পুত্র বিশ্বরক্ষি, তিনি নরপতি হইয়া রাজত্ব  
 করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ তাঁহার তনয় শ্রীমান্ চন্দ্র ; তিনি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন ও নিজ  
 বংশ বিশেষরূপে বিস্তার করিয়াছিলেন । যুবনাশ্ব নামে তাঁহার এক পুত্র হইল, তিনি  
 অতিশয় বলবান্ ও মহাতেজস্বী ছিলেন ॥ ৩৩ ॥ যুবনাশ্বের শাবস্ত নামে পরমধার্মিক  
 এক পুত্র জন্মে, তিনি অমরাবতীর জায় শাবস্তী নামে একটি উত্তম পুরী নির্মাণ  
 করেন ॥ ৩৪ ॥ মহাত্মা শাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব ; তাঁহার পুত্র কুবলয়াশ্ব ; তিনি স্বীয়  
 বাহবলে সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ তিনি ধুমু নামক দানবকে সংহার  
 করেন, সেই জন্ত ভূমণ্ডলে ধুমুমার নামে অত্যন্ত বিখ্যাত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তাঁহার পুত্র

পুত্রস্তস্য দৃঢ়াশ্বস্ত পালয়ামাস মেদিনীম্ ।

দৃঢ়াশ্বস্য স্তুতঃ শ্রীমান্ হর্যশ্ব ইতি কীর্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥

নিকুন্তস্তংস্তুতঃ প্রোক্তো বভূব পৃথিবীপতিঃ ।

বর্হণাশ্বো নিকুন্তস্য কৃশাশ্বস্তস্য বৈ স্তুতঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রসেনজিৎ কৃশাশ্বস্য বলবান্ সত্যবিক্রমঃ ।

তস্য পুত্রো মহাভাগো যৌবনাশ্বেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৩৯ ॥

যৌবনাশ্বস্তুতঃ শ্রীমান্ মাক্ষাতেতি মহীপতিঃ ।

অষ্টোত্তরসহস্রস্ত প্রাসাদা যেন নির্মিতাঃ ।

ভগবত্যাশ্ব তুষ্ঠ্যর্থং মহাতীর্থেষু মানদ ! ॥ ৪০ ॥

মাতৃগর্ভে ন জাতোহসাবুৎপন্নো জনকোদরে ।

নিঃসারিতস্তুতঃ পুত্রঃ কুক্ষিঃ ভিত্ত্বা পিতুঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ ।

ন শ্রুতং ন চ দৃষ্টং বা ভবতা তদুদাহৃতম্ ।

অসম্ভাব্যং মহাভাগ ! তস্য জন্ম যথোদিতম্ ॥ ৪২ ॥

মাক্ষাতুঃ পরাক্রমং বর্ণয়তি অষ্টোত্তরসহস্রম্ভিত্তি । যেন মহাতীর্থেষু কাশ্মাদিষু শ্রীভগ-  
বতীতুষ্ঠ্যর্থমষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যাকা ভগবত্যাঃ প্রাসাদা নির্মিতাঃ । এতাদৃশোহয়ং পরমভগ-  
বতীভক্ত উত্থার্থঃ ॥ ৪০ ॥

ভগবত্যাশ্ব তুষ্ঠ্যর্থমিতি । তদুদাহৃতম্ভিত্তি । ত্রিলোকীস্থাপনাং পুণ্যং যন্তবে-  
শ্বনিপুঙ্গব ! । তৎকোটিগুণিতং পুণ্যং শ্রীদেবীস্থাপনাত্তবেৎ ॥ মধ্যে দেবীং স্থাপয়িত্বা পঞ্চা-  
য়তনদেবতাঃ । চতুর্দিক্ স্থাপয়েদ্ যন্তশ্চ পুণ্যং ন গণ্যতে ॥ বিষ্ণোর্নাম্নাং কোটিজপাদ্গ্রহণে  
পূর্য্যচক্সয়োঃ । যৎ ফলং লভ্যতে তস্মাচ্ছতকোটিগুণোত্তরম্ ॥ শিবনাম্নো জপাদেব তস্মাৎ

দৃঢ়াশ্ব, তিনি ভূমণ্ডল পালন করেন ; তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ হর্যশ্ব ॥ ৩৭ ॥ তাঁহার পুত্র  
নিকুন্ত, তিনি পৃথিবীর অধিপতি হয়েন । নিকুন্তের পুত্র বর্হণাশ্ব, কৃশাশ্ব নামে তাঁহার  
এক পুত্র উৎপন্ন হন ॥ ৩৮ ॥ তাঁহার পুত্র মহাবল প্রসেনজিৎ, তাঁহার বিক্রমের সীমা  
ছিল না ; প্রসেনজিতের তনয় মহাভাগ যৌবনাশ্ব ॥ ৩৯ ॥ মহাভাগ ! যৌবনাশ্বের পুত্র  
শ্রীমান্ মাক্ষাতা ; তিনি মহীমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়া ভগবতীর শ্রীতি কামনায় কাশী  
প্রভৃতি মহাতীর্থ স্থানে তাঁহার অষ্টোত্তর সহস্র প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দেন ॥ ৪০ ॥  
মাক্ষাতা মাতৃগর্ভে না জন্মিয়া পিতার উদরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । তৎকালে অমাত্যগণ  
পিতার কুক্ষি ভেদ করিয়া পুত্র নিঃসারিত করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

অনমেজয় কহিলেন, মহাভাগ ! আপনি বাহা বলিলেন, তাহা । কখন দৃষ্টিগোচর বা  
শ্রবণগোচর করি নাই ; এইরূপে জন্মগ্রহণ করা একান্তই অসম্ভব ॥ ৪২ ॥ সেই সর্ব্বজ্ঞ



বিস্তরেণ বদন্যাদ্য মাঙ্কাতুর্জন্মকারণম্ ।

রাজোদরে যথোৎপন্নঃ পুত্রঃ সর্বান্নসুন্দরঃ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যৌবনাশ্বোহনপত্যোভূদ্রাজা পরমধার্মিকঃ ।

ভার্য্যাগাঞ্চ শতং তস্য বভূব নৃপতের্মূপ ! ॥ ৪৪ ॥

রাজা চিন্তাপরঃ প্রায়শ্চিত্তয়ামাস নিত্যশঃ ॥ ৪৫ ॥

অপত্যার্থে যৌবনাশ্বো দুঃখিতস্ত বনং গতঃ ।

ঋণীণামাশ্রমে পুণ্যে নির্বিঘ্নঃ স চ পার্থিবঃ ॥ ৪৬ ॥

মুমোচ দুঃখিতঃ শ্বাসান্ তাপসানাঞ্চ পশ্যতঃ ।

দৃষ্ট্বা তু দুঃখিতং বিপ্রা বভূবুশ্চ কৃপালবঃ ॥ ৪৭ ॥

তমুচুৰ্ব্রাক্ষণা রাজন্ ! কস্মাচ্ছেচসি পার্থিব ! ।

কিং তে দুঃখং মহারাজ ! ব্রুহি সত্যং মনোগতম্ ॥ ৪৮ ॥

প্রতীকারং করিষ্যামো দুঃখস্য তব সর্বথা ॥ ৪৯ ॥

যৌবনাশ্ব উবাচ ।

রাজ্যং ধনং সদশ্বাশ্চ বর্তন্তে মুনয়ো মম ।

ভার্য্যাগাঞ্চ শতং শুদ্ধং বর্ততে বিশদপ্রভম্ ॥ ৫০ ॥

কোটিগুণোত্তরম্ । শ্রীদেবীনামজ্ঞাপাত্তু ততঃ কোটিগুণোত্তরম্ । দেব্যাঃ প্রাসাদকরণাৎ পুণ্যস্ত সমবাপ্যতে ॥ স্থাপিতা যেন সা দেবী জগন্মাতা জয়ীময়ী । ন তস্ত দুর্লভং কিঞ্চিৎ শ্রীমাতুঃ করুণাবশাদিতি ॥ ৪১—৫০ ॥

সুন্দর পুত্র রাজার উদরে কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, আপনি সেই মাঙ্কাতার জন্মের কারণ বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! নরপতি যৌবনাশ্বের একশত মহিষী ছিল, তথাপি সেই পরম ধার্মিক রাজার সন্তান সন্ততি কিছুই হইল না ॥ ৪৪ ॥ রাজা প্রায় নিরন্তরই পুত্রের নিমিত্ত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন ॥ ৪৫ ॥ একদা সেই পৃথিবীপতি যৌবনাশ্ব দুঃখিত হইয়া অপত্য কামনার বনে ঋষিদিগের পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তিনি তপোবনে উপনীত হইয়া তাপসগণের সমক্ষে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ; তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া বিপ্রবর্গ কৃপাপরতন্ত্র হইলেন ॥ ৪৭ ॥ রাজন্ ! তখন ব্রাক্ষণ-গণ তাঁহাকে বলিলেন, হে পার্থিব ! আপনি কি কারণে শোক প্রকাশ করিতেছেন ? মহারাজ ! আপনার মনোগত দুঃখ কি ? তাহা সত্য করিয়া বলুন । আমরা অবশ্যই আপনকার দুঃখের প্রতীকার করিব ॥ ৪৮—৪৯ ॥

নারাতিদ্বিষু লোকেষু কোহপ্যস্তি বলবান্মম ।  
 আজ্জাকরাস্তু সামস্তা বর্তন্তে মদ্বিগন্তথা ॥ ৫১ ॥  
 একং সম্তানজং দুঃখং নান্যং পশ্যামি তাপসাঃ ।  
 অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে নৈব চ নৈব চ ।  
 তস্মাচ্ছোচামি বিপ্রেন্দ্রাঃ সম্তানার্থং ভূশং ততঃ ॥ ৫২ ॥  
 বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞাপসাস্তি কৃতশ্রমাঃ ।  
 ইষ্টিং সম্তানকামস্য যুক্তাং জ্ঞাহা দিশস্তু মে ॥ ৫৩ ॥  
 কুর্ব্বন্তু মম কার্য্যং বৈ কৃপা চেদস্তি তাপসাঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞঃ কৃপয়া পূর্ণমানসাঃ ।  
 কারয়ামাস্বরব্যগ্রাস্তশ্চৈষ্টিমিন্দ্রদেবতাম্ ॥ ৫৫ ॥  
 কলশঃ স্থাপিতস্তত্র জলপূর্ণস্ত বাড়বৈঃ ।  
 মদ্বিতো বেদমন্ত্রৈশ্চ পুত্রার্থং তস্য ভূপতেঃ ॥ ৫৬ ॥

( অত্রঃ কোহপি মনোরথো নাস্তি মে ইত্যাহ । নারাতিদ্বিষিতি ॥ ৫১ ॥  
 শোককারণমাহ । অপুত্রশ্চেতি ॥ ৫২—৬২ ॥ )

যৌবনাশ্ব বলিলেন, মুনিসত্তমগণ ! আমার রাজ্য, ধন এবং উত্তম উত্তম অশ্ব সকল  
 বিদ্যমান রহিয়াছে । আমার বিমলপ্রভা শুদ্ধস্বভাবা একশত ভাৰ্য্যাও বর্তমান, ত্রিলোক-  
 মধ্যে আমার কেহ শত্রুও নাই ; আমি অপেক্ষা বলবান্ কেহই নাই, সমস্ত রাজগণ ও  
 অমাত্যবর্গ আমার আজ্জাকারী ॥ ৫০—৫১ ॥ কিন্তু হে তাপসগণ ! একমাত্র অনপত্যতা দুঃখই  
 আমার সমস্ত সুখ বিনষ্ট করিয়াছে ; দেখুন, পুত্রহীন ব্যক্তির কখনই স্বর্গ লাভ হয় না ।  
 অতএব বিপ্রেন্দ্রগণ ! কেবল সম্তানের নিমিত্তই আমি নিরন্তর শোক করিতেছি ॥ ৫২ ॥  
 আপনারা তাপস, বিশেষতঃ বহু পরিশ্রম করিয়া বেদশাস্ত্রের সার মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন,  
 অতএব সম্তানার্থী ব্যক্তির কোন্ যাগ করা যুক্তিসঙ্গত আপনারা তাহা আমাকে আদেশ  
 করুন ॥ ৫৩ ॥ তাপসগণ ! যদি আমার প্রতি কৃপা হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনারা এই  
 সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজার ঈদৃশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহারা দয়ার পরি-  
 পূর্ণ হইয়া হিরন্মভাবে তাঁহাকে ইন্দ্রই যে যাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাদৃশ যাগ করাই-  
 লেন ॥ ৫৫ ॥ ভূপতির পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহারা ব্রাহ্মণ দ্বারা জলপূর্ণ কলস  
 স্থাপন করিয়া বৈদিক মন্ত্র দ্বারা তাহা অভিমন্ত্রিত করিলেন ॥ ৫৬ ॥ রাজা

রাজা তদ্যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টস্তৃষিতো নিশি ।

বিপ্রান্ দৃষ্ট্বা শয়ানান্ স পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

ভার্য্যার্থং সংস্কৃতং বিপ্রৈর্মন্ত্রিতং বিধিনোদ্ধৃতম্ ।

পীতং রাজা ত্বষাৰ্ত্তেন তদজ্ঞানান্ পোতম ! ॥ ৫৮ ॥

ব্যদকং কলশং দৃষ্ট্বা তদা বিপ্রা বিশঙ্কিতাঃ ।

পপ্রচ্ছুস্তে নৃপং কেন পীতং জলমিতি হিজাঃ ॥ ৫৯ ॥

রাজা পীতং বিদিত্বা তে জ্ঞাত্বা দৈববলং মহৎ ।

ইষ্টিং সমাপয়ামাস্তুর্গতাস্তে মুনয়ো গৃহান্ ॥ ৬০ ॥

গৰ্ভং দধার নৃপতিস্ততো মন্ত্রবলাদথ ॥ ৬১ ॥

ততঃ কালে স উৎপন্নঃ কুক্ষিং ভিত্তাস্ত দক্ষিণম্ ।

পুত্রং নিকাসয়ামাস্তুর্মন্ত্রিণস্তস্মৈ ভূপতেঃ ॥ ৬২ ॥

দেবানাং কৃপয়া তত্র ন মমার মহীপতিঃ ।

কং ধাস্ততি কুমারোহয়ং মন্ত্রিণশ্চক্ৰুশ্চুভ্ৰশম্ ॥ ৬৩ ॥

তদেক্ষো! দেশিনীং প্রাদান্ মাংধাতেত্যবদদ্রচঃ ।

সোহভবদ্বলবান্ রাজা মাক্রাতা পৃথিবীপতিঃ ॥ ৬৪ ॥

কং ধাস্ততি কং পাস্ততীত্যর্থঃ । মাতুরভাবাৎ স্তনপানং কস্ত শিশুঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

মাক্রাতেতি । তদা তস্মিন্ কালে ইক্ষো! দেশিনীং তর্জনীং শিশবে প্রাদাদস্তবান্ স্তন-  
স্থানে । অথ চেক্ষোহবদৎ কিমিতি মাক্রাতেতি মাং পাস্ততীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

রাত্রিকালে পিপাসিত হইয়া সেই যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং সেই সময়ে বিপ্রগণকে  
প্রশ্ন পুত দেথিয়া সেই মন্ত্রপুত জল স্বয়ং পান করিলেন ॥ ৫৭ ॥ হিজগণ বিধি অনুসারে জল  
উদ্ধৃত এবং অতিমন্ত্রিত করিয়া রাজার ভার্য্যার নিমিত্ত সংস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা  
ত্বষাৰ্ত্ত হইয়া অজ্ঞানবশত স্বয়ং সেই জল পান করিলেন ॥ ৫৮ ॥ পরদিবস প্রাতে বিপ্রগণ  
উদকবিহীন কলস দেখিয়া বার পর নাই শঙ্কিত হইলেন ; তখন হিজগণ রাজাকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন, এই জল কে পান করিয়াছে ? ॥ ৫৯ ॥ যখন তাঁহারা জানিলেন যে, রাজা এই  
জল পান করিয়াছেন, তখন মুনিগণ স্তমহৎ দৈববলেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, মনে করিয়া  
যজ্ঞ সমাপনপূর্বক আপন আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০ ॥

তাহার পর নৃপতি সেই যজ্ঞীয় মন্ত্রবলে গর্ভধারণ করিলেন ॥ ৬১ ॥ কিছু দিন অতিবাহিত  
হইলে সন্তান পরিপুষ্ট হইল । তখন সেই ভূপতির মন্ত্রিগণ তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া  
পুত্রকে নিকাসিত করিলেন ; কেবল দেবতাগণের কৃপায় তখন রাজার মৃত্যু হইল না,



তদুৎপত্তিস্তু ভূপাল ! কথিতা তব বিস্তরাৎ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
স্বর্য্যবংশবিস্তারকথনে মাক্ষাতুরুৎপত্তির্নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

( রাজ্ঞঃ পুনঃশ্রবণাকাজ্জাং নিবর্তয়ন্নাহ বিস্তরাৎ কথিতেতি ॥ ৬৫ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥

এই কুমার কাহার স্তনপান করিবে এই কথা বলিয়া যখন মস্ত্রিগণ সাতিশয় আশ্চর্য্য  
করিতে লাগিলেন, তখন ইন্দ্র “মাং ধাতা” অর্থাৎ আমাকে ( আমার এই অমৃতময় তর্জ্জনী  
অঙ্গুলী ) পান করিবে, এই কথা বলিয়া তাঁহার মুখে তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রদান করি-  
লেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ সেই কারণ বশতই তাঁহার নাম “মাক্ষাতা” হইল, ভূপাল ! এই আমি  
আপনার নিকট সেই মাক্ষাতার উৎপত্তি বৃত্তান্ত বিস্তার কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ককুৎস্থকথা ও মাক্ষাতার উৎপত্তিবর্ণন

নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দশমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বভূব চক্রবর্তী স নৃপতিঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
মাক্ষাতা পৃথিবীং সৰ্ব্বমজয়ম্পতীশ্বরঃ ॥ ১ ॥  
দশবোহশ্চ ভয়ত্রস্তা যযুর্গিরিগুহাস্থ চ ।  
ইন্দ্রেণাস্ত কৃতং নাম ত্রসদস্যুরিতি স্ফুটম্ ॥ ২ ॥  
তশ্চ বিন্দুমতী ভার্যা শশবিন্দোঃ স্নাতাভবৎ ।  
পতিত্রতা স্করুপা চ সৰ্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৩ ॥  
তস্মায়ুৎপাদয়ামাস মাক্ষাতা দ্বৌ স্নাতৌ নৃপ ! ।  
পুরুকুৎসং স্নবিখ্যাতং যুচুকুন্দং তথাপরম্ ॥ ৪ ॥  
পুরুকুৎসাত্তোহরণ্যঃ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ।  
পিতৃভক্তিরতশ্চাভূদ্ বৃহদশ্বস্তদাত্মজঃ ॥ ৫ ॥  
হর্যশ্বস্তশ্চ পুত্রোহভূদ্ধার্মিকঃ পরমার্থবিৎ ।  
তস্মাত্মজদ্বিধস্নাতুদরুণস্তশ্চ চাত্মজঃ ॥ ৬ ॥

অষ্টাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ তু সাদরম্ ।

মাক্ষাতুশ্চ কথাং প্রোচ্য সত্যব্রতকথোচ্যতে ॥

মাক্ষাতুকুৎপত্ত্যানন্তরং তশ্চ বৃত্তমাহ বভূবেতি ॥ ১ ॥

ত্রস্তা দশবো যযাদিতি ত্রসদস্যাঃ । পৃষোদরাদিহাৎ সাধুত্বম্ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ নরপতি মাক্ষাতা ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিয়া রাজাদিগের অধীশ্বর হইয়া সার্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ ! রাজরাজেশ্বর মাক্ষাতার প্রভাবের কথা অধিক কি বলিব তৎকালে দশ্য সকল তাঁহার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া গিরিগুহায় পলায়ন করিয়াছিল, এই কারণে ইন্দ্র ইহাকে “ত্রসদস্যা” নামে অভিহিত করেন ॥ ২ ॥ সেই নরপাল শশবিন্দুর হৃদিতা বিন্দুমতীর পাণি গ্রহণ করেন ; সেই পতিত্রতা ললনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমস্ত সুলক্ষণ বিদ্যমান থাকায় সৌন্দর্যের সীমা ছিল না ॥ ৩ ॥ রাজন্ ! মাক্ষাতা সেই ভার্যার গর্ভে স্নবিখ্যাত পুরুকুৎস ও যুচুকুন্দ নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৪ ॥ পুরুকুৎসের পুত্র অনরণ্য ; এই রাজকুমারই বৃহদশ্ব নামে বিক্রত হইলেন ; পরন্তু ইনি নিরতিশয় ধার্মিক এবং পিতৃভক্তি-

অরুণস্য সূতঃ শ্রীমান্ সত্যব্রত ইতি শ্রুতঃ ।

সোহভূদিচ্ছাচরঃ কামী মন্দাত্মা হৃতিলোলুপঃ ॥ ৭ ॥

স পাপাত্মা বিপ্রভাৰ্য্যাং হৃতবান্ কামমোহিতঃ ।

বিবাহে তস্য বিঘ্নং স চকার নৃপতেঃ সূতঃ ॥ ৮ ॥

মিলিতা ব্রাহ্মণাস্তত্র রাজানমরুণং নৃপ ! ।

উচুৰ্ভৃশং সূদুঃখাৰ্ত্তা হা হতাঃ স্মেতি চাসকৃৎ ॥ ৯ ॥

পপ্রচ্ছ রাজা তান্ বিপ্রান্ দুঃখিতান্ পুরবাসিনঃ ।

কিং কৃতং মম পুত্রেণ ভবতামশুভং দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥

তন্নিশম্য দ্বিজা বাক্যং রাজ্ঞো বিনয়পূৰ্ব্বকম্ ।

তদৌচুস্ত্বরুণং বিপ্রাঃ কৃতানীৰ্বচনা ভৃশম্ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

রাজংস্তব সূতেনাদ্য বিবাহে প্রহতা কিল ।

বিবাহিতা বিপ্রকন্যা বলেন বলিনাং বর ! ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা তেষাং বচস্তথ্যং রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ।

পুত্রমাহ স্বথা নাম কৃতং তে দুৰ্ঘটকৰ্ম্মণা ॥ ১৩ ॥

ততোহরণ্য ইতি নামৈকদেশেন নামগ্রহণাদনরণ্য ইত্যর্থঃ । বৃহদশ্ব ইত্যনরণ্যস্ত বিশেষণম্ । তদাশ্বজঃ পুরুকুৎসাশ্বজ ইত্যর্থঃ । তদুক্তং পুরাণাস্তরে । ত্রসদন্তোঃ পৌরকুৎসো যোহনরণ্যস্ত দেহকৃৎ । হর্যশ্বস্তৎসূতস্তশ্বাদরুণোহণো ত্রিবন্ধন ইতি ॥ ৫—১৯ ॥

পরায়ণ ছিলেন ॥ ৫ ॥ তৎপুত্র হর্যশ্ব , তিনি ধার্ম্মিক এবং পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন । তাঁহার পুত্র ত্রিধন্বা তাঁহার পুত্র অরুণ ॥ ৬ ॥ অরুণের পুত্র শ্রীমান্ সত্যব্রত ; তিনি অতিশয় লোভ-পরতন্ত্র কামুক, মন্দস্বভাব এবং স্বেচ্ছাচারী ছিলেন ॥ ৭ ॥ একদা সেই পাপাত্মা রাজকুমার কামমোহিত হইয়া কোন বিপ্রের ভাৰ্য্যা হরণ করিয়া তাঁহার বিবাহে বিঘ্ন সংঘটন করে ॥ ৮ ॥ রাজন্ ! তখন ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলিত হইয়া অতিশয় পরিতাপ করিতে করিতে রাজা অরুণের সন্নিধানে গিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন ; হায় ! আমরা হত হইলাম ॥ ৯ ॥ রাজা সেই দুঃখিত পুরবাসী দ্বিজগণকে বলিলেন ; বিপ্রবৃন্দ ! আমার পুত্র আপনাদিগের কি অনিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে ? ॥ ১০ ॥ রাজার ঈদৃশ বিনীতবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বেদবিশারদ দ্বিজগণ বারংবার আশীৰ্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১১ ॥

রাজন্ ! আপনি বলবানের অগ্রগণ্য, সূতরাং আপনার পুত্রও সেইরূপ ; অদ্য তিনি বিবাহ স্থলে একটী বিবাহিতা বিপ্রকন্যাকে বলপূৰ্ব্বক হরণ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥



গচ্ছ দূরং স্তম্ভদানু ! ছুরাচার ! গৃহান্মম ।  
 ন স্নাতব্যং ত্বয়া পাপ ! বিষয়ে মম সর্বথা ॥ ১৪ ॥  
 কুপিতং পিতরং প্রাহ ক গচ্ছামীতি বৈ মুহুঃ ।  
 অরুণস্তমথোবাচ শ্বপাকৈঃ সহ বর্তয় ॥ ১৫ ॥  
 শ্বপচশ্চ কৃতং কৰ্ম দ্বিজদারাপহারণম্ ।  
 তস্মাত্তৈঃ সহ সংসর্গং কৃত্বা তিষ্ঠ যথাস্থখম্ ॥ ১৬ ॥  
 নাহং পুত্রেন পুত্রার্থী ত্বয়া চ কুলপাংসন ! ।  
 যথেক্টং ব্রজ দুষ্ঠদানু ! কীর্তিনাশঃ কৃতস্ত্বয়া ॥ ১৭ ॥  
 স নিশম্য পিতুর্বাक्यং কুপিতশ্চ মহাত্মনঃ ।  
 নিশ্চক্রাম পুরাতনস্মাত্তরসা শ্বপচান্ মর্যো ॥ ১৮ ॥  
 সত্যব্রতস্তদা তত্র শ্বপাকৈঃ সহ বর্ততে ।  
 ধনুর্বাণধরঃ শ্রীমান্ কবচী করুণালয়ঃ ॥ ১৯ ॥  
 যদা নিক্ষাসিতঃ পিত্রা কুপিতেন মহাত্মনা ।  
 গুরুণাথ বশিষ্ঠেন প্রেরিতোহসৌ মহীপতিঃ ॥ ২০ ॥

প্রেরিতোহসাবিতি । বশিষ্ঠেনাক্রণো মহীপতিরয়ং পুত্রো নিক্ষাসনীয় ইতি প্রেরিত-  
 ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তখন পরম ধার্মিক রাজা দ্বিজগণের কথা শুনিয়া সত্যবোধে  
 পুত্রকে বলিলেন, রে দুৰ্ব্বৃদ্ধ ! আজ তুই এই দুর্কার্য করিয়া তোর সত্যব্রত নামের  
 অর্থ নিক্ষল করিলি ॥ ১৩ ॥ ছুরাচার ! তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ ॥ রে পাপ !  
 আমার অধিকার মধ্যে তুই আর কদাচই থাকিতে পারিবি না ॥ ১৪ ॥ তখন সত্যব্রত  
 পিতাকে কুপিত দেখিয়া বার বার বলিলেন, পিতঃ ! আমি কোণায় যাইব ? তিনি  
 বলিলেন, তুমি শ্বপচদিগের সহিত কালযাপন কর ॥ ১৫ ॥ তুমি দ্বিজপত্নী হরণ করিয়া  
 শ্বপচের কার্যাই করিয়াছ, অতএব তুমি তাহাদের সংসর্গে থাকিয়া স্থখে বাস কর ॥ ১৬ ॥  
 রে কুলপাংসন ! আমি তোমার মত ছুরাচার পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হইতে বাসনা করি না ;  
 বিশেষতঃ তুমি বংশের কীর্তিনাশ করিলে, অতএব দুষ্ঠদানু ! তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় গমন  
 কর ॥ ১৭ ॥ সত্যব্রত কুপিত পিতার বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পুরী হইতে বহির্গত  
 হইয়া শ্বপচদিগের নিকটে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥ সেই রাজকুমার বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক  
 ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া তৎকালে শ্বপচদিগের সহিত কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন বটে  
 কিন্তু সেখানে থাকিয়াও তাঁহার হৃদয়ে করুণার অভাব হইল না ॥ ১৯ ॥ যখন মহাত্মা পিতা  
 কুপিত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে নিক্ষাসিত করেন, তৎকালে গুরুদেব বশিষ্ঠ মহীপতিকে

তস্মাৎ সত্যব্রতস্তস্মিন্ বভূব ক্রোধসংযুতঃ ।  
 বশিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞে নিবারণপরাঙমুখে ॥ ২১ ॥  
 কেনচিৎ কারণেনাথ পিতা তস্য মহীপতিঃ ।  
 পুত্রার্থেহসৌ তপস্তপুং পুরং ত্যক্ত্বা বনং গতঃ ॥ ২২ ॥  
 ন ববর্ষ তদা তস্মিন্ বিষয়ে পাকশাসনঃ ।  
 সমা দ্বাদশ রাজেন্দ্র ! তেনাধর্মেন সর্বথা ॥ ২৩ ॥  
 বিশ্বামিত্রস্তদা দারাংস্তস্মিংশু বিষয়ে নৃপ ! ।  
 সংন্যস্ত কৌশিকীতীরে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২৪ ॥  
 কাতরা তত্র সংজাতা ভার্যা বৈ কৌশিকস্য হ ।  
 কুটুম্বভরণার্থায় দুঃখিতা বরবর্ণিনী ॥ ২৫ ॥  
 বালকান্ ক্ষুধ্যাক্রান্তান্ রুদতঃ পশ্যতী ভৃশম্ ।  
 যাচমানাংশ্চ নীবারান্ কষ্টমাপ পতিব্রতা ॥ ২৬ ॥  
 চিন্তয়ামাস দুঃখাভী তোকান্ বীক্ষ্য ক্ষুধাতুরান্ ।  
 নৃপো নাস্তি পুরে হৃদ্য কং যাচে বা করোমি কিম্ ॥ ২৭ ॥  
 ন মে ত্রাতাস্তি পুত্রাণাং পতিমে নাস্তি সন্নিধৌ ।  
 রুদন্তি বালকাঃ কামং ধিঙ্মে জীবনমদ্য বৈ ॥ ২৮ ॥

তস্মিন্ বশিষ্ঠে । নিবারণে পুত্রনিকাসননিবারণে । পরাঙমুখে বহিমুখে ॥ ২১—২৪ ॥

কাতরা ভয়ভীতা ॥ ২৫ ॥

নীবারান্ অরণ্যভবগ্ৰামাকান্ ॥ ২৬—২৮ ॥

ই বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ বিশেষতঃ ধর্মশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ বশিষ্ঠ পুত্র-নিকাসনোদ্যত  
 াজাকে নিবারণ করেন নাই বলিয়া সত্যব্রত তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়াছিলেন । ২১ ॥  
 তাঁহার পিতা কোন অনির্কচনীয় কারণ বশত নগর পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের নিমিত্ত  
 তপস্শ্রাচরণ করিতে বনে গমন করেন ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র ! সেই অধর্মে পাকশাসন মহেন্দ্র  
 সেই রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল একেবারেই বর্ষণ করিলেন না ॥ ২৩ ॥ রাজন্ ! সেই সময়েই  
 বিশ্বামিত্র সেই রাজ্যে আপন জ্যৈষ্ঠপুত্র রাখিয়া কৌশিকী নদীর তীরে উগ্রতর তপশ্চর্য্যায়  
 প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন কৌশিকের সেই পরম সুন্দরী ভার্যা কুটুম্ব ভরণের নিমিত্ত  
 াখে যার পর নাই কাতর হইলেন ॥ ২৫ ॥ বালক সকল ক্ষুধার ব্যাকুল হইয়া নীবার অন্ন  
 াচ্ঞা করিয়া সাতিশয় ক্রন্দন করিতেছে ; পতিব্রতা কৌশিকভার্যা ইহা অবলোকন  
 রিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তিনি পুত্রদিগকে ক্ষুধাতুর দর্শনে দুঃখিত হইয়া  
 চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সম্প্রতি রাজেন্দ্রের নরপতি রাজধানীতে নাই, তবে এখন কাহার

ধনহীনাঞ্চ মাং ত্যক্ত্বা তপস্তপ্তুং গতঃ পতিঃ ।

ন জানাতি সমর্থোহপি দুঃখিতাং ধনবর্জিতাম্ ॥ ২৯ ॥

বালানাং ভরণং কেন করোমি পতিনা বিনা ।

মরিষ্যন্তি স্ত্রুতাঃ সর্বৈ ক্ষুধয়া পীড়িতা ভূশম্ ॥ ৩০ ॥

একং স্ত্রুতস্তু বিক্রীয় দ্রব্যেণ কিয়তা পুনঃ ।

পালয়ামি স্ত্রুতানন্ত্যানেষ মে বিহিতো বিধিঃ ॥ ৩১ ॥

সর্বেষাং মারণং নাক্ষা যুক্তং মম বিপর্যয়ে ।

কালশ্চ কলনায়াহং বিক্রীণামি তথাত্মজম্ ॥ ৩২ ॥

হৃদয়ং কঠিনং কৃত্বা সঞ্চিস্ত্য মনসা সতী ।

সা দর্ভরজ্জ্বা বন্ধাথ গলে পুত্রং বিনির্গতা ॥ ৩৩ ॥

মুনিপত্নী গলে বন্ধা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্ ।

শেষশ্চ ভরণার্থায় গৃহীত্বা চলিতা গৃহাৎ ॥ ৩৪ ॥

দৃষ্টা সত্যব্রতেনার্তা তাপসী শোকসংযুতা ।

পপ্রচ্ছ নৃপতিস্তাস্তু কিং চিকীর্ষসি শোভনে ! ॥ ৩৫ ॥

( ধনেতি । সমর্থোহপি বালকানাং ভরণে ইতি শেষঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

কালশ্চেতি । কালশ্চ কলনায় বাপনায় জীবিকানির্বাহায়েতি যাবৎ ॥ ৩২—৩৫ ॥ )

নিকট যাচ্ঞা করিব ! উপায়ই বা কি করি!! ॥ ২৭ ॥ পতিও সন্নিধানে নাই, স্ত্রুতরাং আমার পুত্রদিগকে কে রক্ষা করিবে !! বালকেরা নিরন্তর রোদন করিতেছে, অতএব আমার এই বৃথা জীবন ধারণে দিক্ !! ॥ ২৮ ॥ ধনহীন অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পতি তপস্তা করিতে গিয়াছেন; আমরা ধনের অভাবে কষ্টভোগ করিতেছি, তিনি সমর্থ হইয়াও ইহা জানিতে পারিতেছেন না ॥ ২৯ ॥ পতি ব্যতিরেকে আমি কাহার দ্বারা বালকদিগের ভরণপোষণ করিব !! ক্ষুধায় পীড়িত হইলে পুত্রবর্গ সকলেই কালক্রান্তে পতিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ যাহাহউক একটি পুত্র বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থ পাওয়া যাইবে, তদ্বারা অবশিষ্ট পুত্রদিগকে পালন করিতে পারিব, এই উপায় অবলম্বন করাই আমার একান্ত কর্তব্য ॥ ৩১ ॥ ইহার অন্তথা করিয়া সকল পুত্রগুলিকেই সহসা মৃত্যুমুখে নিপাতিত করা কোনরূপেই আমার উচিত নহে। অতএব জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবার নিমিত্ত আমি একটি পুত্রকে বিক্রয় করিব ॥ ৩২ ॥ সেই সতী মনে মনে এইরূপ আলোচনাপূর্বক আপন হৃদয়কে কঠিন করিয়া কুশরজ্জ্ব দ্বারা পুত্রের গলদেশে বন্ধনপূর্বক বহির্গত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ সেই মুনিপত্নী অবশিষ্ট পুত্রগণের ভরণের নিমিত্ত গর্ভস্থাত মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধন করিয়া তাহাকে লইয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৪ ॥ রাজা



রুদন্তং বালকং কণ্ঠে বদ্ধা নয়সি কাধুনা ।

কিমর্থং চারুসর্বান্নি ! সত্যং ব্রুহি মমাশ্রিতঃ ॥ ৩৬ ॥

ঋষিপত্ন্যুবাচ ।

বিশ্বামিত্রস্ত ভাৰ্য্যাং পুত্রোহয়ং মে নৃপাত্মজ ! ।

বিক্রেতুমোরসং কামং গমিষ্যে বিষমে স্মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্নং নাস্তি পতিমুক্তা গতস্তপ্তং নৃপ ! কচিৎ ।

বিক্রীণামি ক্ষুধাৰ্ত্তিনং শেষস্য ভরণায় বৈ ॥ ৩৮ ॥

রাজোবাচ ।

পতিব্রতে ! রক্ষ পুত্রং দাস্যামি ভরণং তব ।

তাবদেব পতিশ্চেহত্র বনাস্চেবাগমিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

বৃক্ষে তবাস্রমাভ্যাসে ভক্ষ্যং কিঞ্চিম্মিরন্তরম্ ।

বন্ধয়িত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ৪০ ॥

ইত্যুক্তা সা তদা তেন রাজ্ঞা কৌশিককামিনী ।

বিবন্ধং তনয়ং কৃৎস্না জগামাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ৪১ ॥

কাধুনেতি । অধুনা কা কঃ নয়সীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪৮ ॥

সত্যব্রত শোক সন্তাপে কাতরা সেই তাপসীকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; শোভনে ! তুমি এ কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ? তুমি কে ? এই বালক রোদন করিতেছে তুমি কি নিমিত্ত ইহার কণ্ঠে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছ ? হে চারুবদনে ! ইহার কারণ কি তুমি আমায় সত্য করিয়া বল ॥ ৩৬—৩৮ ॥

ঋষিপত্নী বলিলেন, নৃপনন্দন ! আমি বিশ্বামিত্রের ভাৰ্য্যা, ইহারা আমার ঔরস পুত্র স্নাত্যব বশত গৰ্ভজাত পুত্রটিকে ইচ্ছানুসারে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছি ॥ ৩৭ ॥ নৃপ ! আমার স্বামী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় তপস্তা করিতে গিয়াছেন, গৃহেও কিছুমাত্র অন্নের সংস্থান নাই, স্মৃত্যং ক্ষুধায় কাতর হইয়া অবশিষ্ট সন্তানগণের ভরণের নিমিত্ত আমি ইহাকে বিক্রয় করিব ॥ ৩৮ ॥

সত্যব্রত বলিলেন, পতিব্রতে ! তুমি পুত্র রক্ষা কর ; বন হইতে তোমার পতি যে পর্য্যন্ত স্থানে না আসিতেছেন তাবৎ কাল আমি তোমাদের ভরণ পোষণের উপযুক্ত আহার সামগ্রী প্রদান করিব ॥ ৩৯ ॥ তোমার আশ্রমের সন্নিহিত কোন বৃক্ষে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রত্যহ বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিব ; ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ৪০ ॥ বিশ্বামিত্র পত্নী রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পুত্রের বন্ধন মোচন করিয়া স্বীয় আশ্রমে

সোহভবদগালবো নাম গলবন্ধান্মহাতপাঃ ।  
 সা তু স্বশ্রামে গত্বা যুমোদ বালকৈবর্তা ॥ ৪২ ॥  
 সত্যব্রতস্তু ভক্ত্যা চ কৃপয়া চ পরিপ্লুতঃ ।  
 বিশ্বামিত্রশ্চ চ মুনেঃ কলত্রং তদ্ বভার হ ॥ ৪৩ ॥  
 বনে স্থিতান্ যুগান্ হত্বা বরাহান্ মহিষাংস্তথা ।  
 বিশ্বামিত্রবনাভ্যাসে মাংসং বৃক্ষে ববন্ধ হ ॥ ৪৪ ॥  
 ঋষিপত্নী গৃহীত্বা তন্মাংসং পুত্রানদাত্ততঃ ।  
 নিবর্তিৎ পরমাং প্রাপ প্রাপ্য ভক্ষ্যম্নুভবম্ ॥ ৪৫ ॥  
 অযোধ্যাং চৈব রাজ্যঞ্চ তথৈবান্তঃপুরং যুনিঃ ।  
 গতে তপ্তুং নৃপে তস্মিন্ বশিষ্ঠঃ পর্য্যরক্ষত ॥ ৪৬ ॥  
 সত্যব্রতোহপি ধর্ম্মাত্মা হৃতিষ্ঠন্নগরাদবহিঃ ।  
 পিতুরাজ্ঞাং সমাস্থায় পশুন্নব্রতবান্ বনে ॥ ৪৭ ॥  
 সত্যব্রতো হকস্মাচ্চ কস্মচিৎ কারণান্মৃপঃ ।  
 বশিষ্ঠে চাধিকং মন্যুং ধারয়ামাস নিত্যদা ॥ ৪৮ ॥  
 ত্যজ্যমানং বনে পিত্রা ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ প্রিয়ং স্মৃতম্ ।  
 নিবারয়ামাস মুনির্বশিষ্ঠঃ কারণে ন হ ॥ ৪৯ ॥

ত্যজ্যমানমিতি । ধর্ম্মিষ্ঠং পুত্রং ত্যজ্যমানং পিত্রা দৃষ্ট্বা নিবারণকারণে সত্যপি বশিষ্ঠো  
 ন নিবারয়ামাস ততো হেতোস্তস্মিন্ মন্যুং ধারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥ গলায় বন্ধন করার সেই বালক গালব নামে অভিহিত হইয়া পরি-  
 শেষে মহাতপা ঋষি হইলেন । তখন বিশ্বামিত্রের ভার্য্যা স্বীয় আশ্রমে গিয়া বালকগণে পরিবৃত  
 হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ পরন্তু সত্যব্রত ভক্তি এবং কৃপায় পরিপূর্ণ  
 হইয়া বিশ্বামিত্র মুনির পত্নীর সেই ভার বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ তিনি বন্য বরাহ, যুগ  
 ও মহিষ সকল নিহত করিয়া তাহার মাংস, বিশ্বামিত্রের পত্নী, পুত্রদিগকে লইয়া যে স্থলে  
 বাস করিতেন সেই তপোবন সন্নিহিত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিতেন ॥ ৪৪ ॥  
 ঋষিপত্নী সেই মাংস লইয়া পুত্রদিগকে ভক্ষণ করিতে দিতেন ; এইরূপে তিনি অত্যুত্তম  
 ভক্ষ্য লাভ করিয়া সাতিশয় সুখ অনুভব করিলেন ॥ ৪৫ ॥ এদিকে সেই নরপতি অকণ  
 তপস্তা করিতে বনগমন করিলে বশিষ্ঠ মুনি অযোধ্যানগরী, রাজ্য ও অন্তঃপুর সমস্তই  
 সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ সত্যব্রতও পিতার আজ্ঞা অনুসারে নিত্য পশু  
 সংহার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং ধর্ম্মে নিরত থাকিয়া নগরের বহির্দেশে  
 বনমধ্যে বাস করিতেছিলেন ॥ ৪৭ ॥ সত্যব্রত কোন কারণবশতঃ বশিষ্ঠের উপর

পাণিগ্রহণমজ্ঞাণাং নিষ্ঠা স্তাৎ সপ্তমে পদে ।  
 জানন্নপি স ধর্মাত্মা বিপ্রদারাপরিগ্রহে ॥ ৫০ ॥  
 কস্মিন্শ্চিদ্ধিবসেহরণ্যে যুগাভাবে মহীপতিঃ ।  
 বশিষ্ঠস্য চ গাং দোগ্ধ্রীমপশুঘনমধ্যগাম্ ॥ ৫১ ॥  
 তাং জঘান ক্ষুধার্তস্তু ক্রোধান্মোহাচ্চ দম্বব্যৎ ।  
 বৃক্ষে ববন্ধ তন্মাংসং নীত্বা স্বয়মভক্ষয়ৎ ॥ ৫২ ॥  
 ঋষিপত্নী স্ততান্ সর্বান্ ভোজয়ামাস ততদা ।  
 শঙ্কমানা যুগস্যেতি ন গোরিতি চ স্তত্রত ! ॥ ৫৩ ॥  
 বশিষ্ঠস্তু হতাং দোগ্ধ্রীং জাহ্ন্বা ক্রুদ্ধস্তমব্রবীৎ ।  
 ছুরাশ্বন্ ! কিং কৃতং পাপং ধেনুঘাতাৎ পিশাচবৎ ॥ ৫৪ ॥  
 এবং তে শঙ্কবঃ কুরাঃ পতন্তু হরিতাদ্রয়ঃ ।  
 গোবধাদারহরণাৎ পিতুঃ ক্রোধাতুথা ভৃশম্ ॥ ৫৫ ॥

নহু কিং তং কারণং যস্মিন্ সত্যপি বশিষ্ঠেন ন নিবারিত ইত্যাচাত ইতি চেত্তদাহ  
 পাণিগ্রহণেতি । সপ্তমে পদে সপ্তপদীকর্ম যদা স্তাতদা পাণিগ্রহণমজ্ঞাণাং নিষ্ঠা সমাপ্তি-  
 র্ভবতি । ততঃ পূর্কঃ কতাপহারে তু নাশস্ত পত্নী অপহৃত্য কিম্ব কঠোরাপহৃত্যেতি ন  
 সোহপহারো দোষায়েতি ভাবঃ । ইদং বিপ্রদারাগামপরিগ্রহে অপহারাভাবে কারণং  
 ধর্মাত্মা জানন্নপি বশিষ্ঠো ন নিবারয়ামাসেতি তস্মিন্ চুকোপেতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

বৃক্ষে ববন্ধ বিশ্বামিত্রপত্ন্যা ভক্ষণার্থম্ ॥ ৫২—৫৪ ॥

নস্তকে শঙ্কবঃ পাপচিহ্নানি কুণ্ডবৎ পতন্তি ত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নিয়তই মনোমধ্যে কোপ ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ কেননা, পিতা যখন ধার্মিক  
 প্রিয়পুত্রকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি সেই রাজাকে নিবারণ করেন নাই, মহারাজ !  
 ইহাই তাঁহার কোপের কারণ জানিবেন ॥ ৪৯ ॥ সপ্তপদ গমন না হইলে পাণিগ্রহণকর্ম  
 সমাপ্তি হয় না ; স্ততরাং তন্মধ্যে কতাপহারে করিয়া বিপ্রপত্নী হরণ করা হয় নাই, ধর্মাত্মা  
 বশিষ্ঠ যুনি এই কারণ জানিয়াও তাঁহাকে নিবেদন করেন নাই ॥ ৫০ ॥ একদিন রাজপুত্র  
 সত্যব্রত যুগয়ায় কোনও পশু প্রাপ্ত না হইয়া বনমধ্যে বশিষ্ঠের দ্বন্দ্ববতী ধেনুটিকে দেখিতে  
 গাইলেন ॥ ৫১ ॥ তখন রাজা ক্ষুধার কাতর হইয়া ক্রোধ এবং মোহবশত দম্ব্যর স্তায় ধেনু-  
 টিকে হত্যা করিলেন এবং তাহার কতক মাংস বিশ্বামিত্রের স্ত্রীর ভক্ষণের নিমিত্ত বৃক্ষে  
 ঝুঙ্কন করিয়া অবশিষ্ট মাংস লইয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন ॥ ৫২ ॥ হে স্তত্রত ! তৎকালে বিশ্বামিত্র-  
 পত্নী এই মাংসকে গোমাংস বলিয়া জানিতে না পারিয়া ইহা যুগমাংস এইরূপ মনে করিয়া  
 সেই সমস্ত মাংস পুত্রদিগকে ভোজন করাইলেন ॥ ৫৩ ॥ এদিকে বশিষ্ঠ ঋষি স্বীয় কামধেনুর  
 বিনাশ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কোপবশতঃ সত্যব্রতকে বলিলেন, ছুরাশ্বন্ ! ধেনু হনন



ত্রিশঙ্কুরিতি নাম্না বৈ ভুবি খ্যাতে ভবিষ্যসি ।

পিশাচরূপমাত্মানং দর্শয়ন্ সর্বদেহিনাম্ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং শপ্তো বশিষ্ঠেন তদা সত্যব্রতো নৃপঃ ।

চচার চ তপস্তীত্রং তস্মিন্নেবাশ্রমে স্থিতঃ ॥ ৫৭ ॥

কস্মাচ্চিন্মুনিপুত্রাতু প্রাপ্য মন্ত্রমনুত্তমম্ ।

ধ্যায়ন্ ভগবতীং দেবীং প্রকৃতিং পরমাং শিবাম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
সত্যব্রতকথাবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

( ত্রিশঙ্কুঃ ত্রয়ঃ শঙ্কবঃ পূৰ্ব্বোক্তা যন্ত ॥ ৫৬—৫৭ ॥

তপঃপ্রকারমাহ । কস্মাচ্চিদिति ॥ ৫৮ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিয়া পিশাচের ছায় ভুই কি পাপকার্য্যই করিয়াছিস্ ? ॥ ৫৪ ॥ গোবধ, দ্বিজপত্নী হরণ  
এবং পিতার নিরতিশয় কোপ, এই তিন অপরাধবশতঃ তোর মস্তকে তিনটি শঙ্কু অর্থাৎ  
কুষ্ঠবৎ তিনটি পাপটিকু শীঘ্রই পতিত হউক ॥ ৫৫ ॥ অদ্যাবধি তুই সমস্ত প্রাণিদিগকে  
পিশাচের সদৃশ স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিয়া ভূতলে ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হইবি ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা সত্যব্রত বশিষ্ঠকর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া সেই  
আশ্রমে থাকিয়াই কঠোর তপস্তার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ পরন্তু তিনি কোনও  
মুনিপুত্রের নিকট হইতে অনুত্তম মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমাপ্রকৃতি শিবা ভগবতী দেবীর  
ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে সত্যব্রতের কথাবর্ণন নামক  
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একাদশোঃধ্যায়

জনমেজয় উবাচ ।

বশিষ্ঠেন চ শপ্তোহসৌ ত্রিশঙ্কূর্ণপতেঃ স্মৃতঃ ।  
কথং শাপাধিনিমুক্তস্তম্মে বৃহি মহামতে ! ॥ ১ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

সত্যব্রতস্তথা শপ্তঃ পিশাচত্বমবাণ্ডবান্ ।  
তস্মিন্বেবাশ্রমে তস্মৌ দেবীভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২ ॥  
কদাচিন্‌পতিস্তত্র জপ্তা মন্ত্রং নবাক্ষরম্ ।  
হোমার্থং ব্রাহ্মণান্ গত্বা প্রণম্যোবাচ ভক্তিতঃ ॥ ৩ ॥  
ভূমিদেবাঃ ! শৃণুধ্বং বৈ বচনং প্রণতশ্চ মে ।  
ঋত্বিজো মম সর্বৈহত্র ভবন্তুঃ প্রভবন্তু হ ॥ ৪ ॥  
জপশ্চ চ দশাংশেন হোমঃ কার্য্যো বিধানতঃ ।  
ভবন্তিঃ কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং বেদবিদ্বিঃ কৃপাপরৈঃ ॥ ৫ ॥  
সত্যব্রতোহহং নৃপতেঃ পুত্রো ব্রহ্মবিদাংবরাঃ ।  
কার্য্যং মম বিধাতব্যং সর্বথা স্মখহেতবে ॥ ৬ ॥

---

ত্রিপকাশৎপদ্যবর্ধ্যস্ত্রিশঙ্কোস্ত কথানকম্ ।

প্রোচ্যতে যত্র মহিমা ভগবত্যাস্ত বর্ণ্যতে ॥

---

বশিষ্ঠেন শপ্তে ত্রিশঙ্কৌ পশ্চাজ্জাতং বৃত্তং পৃচ্ছতি বশিষ্ঠেন চেতি ॥ ১—৭ ॥

---

জনমেজয় বলিলেন, মহামতে ! বশিষ্ঠ নৃপনন্দন ত্রিশঙ্কুকে অভিশাপ প্রদান করিলেন  
পর তিনি কি প্রকারে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সত্যব্রত বশিষ্ঠের অভিশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইলে দেবীর  
প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া সেই আশ্রমেই কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ একদিন  
তিনি নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সেই ভগবতী-মন্ত্রের পুরস্চরণ করাইবার নিমিত্ত  
ব্রাহ্মণদিগের সন্নিহিত হইয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া কাহিলেন ; ভূদেবগণ ! আপনারা  
আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি প্রণত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি  
যে, আপনারা সকলে আমার ঋত্বিক হউন ॥ ৪ ॥ আপনারা বেদবিৎ স্মৃতরাং আমার প্রতি  
কৃপাপরবশ হইয়া যথাবিধি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত জপের দশাংশ হোম সম্পাদন করুন ॥ ৫ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণাস্তত্র তমূচুর্নৃপতেঃ স্মৃতম্ ।

শপ্তস্বঃ গুরুণা প্রাপ্তং পিশাচত্বং হুয়াধুনা ॥ ৭ ॥

ন যাগাহৌহসি তস্মাত্ত্বং বেদেদ্বনধিকারতঃ ।

পিশাচত্বমনুপ্রাপ্তং সর্বলোকেষু গর্হিতম্ ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচস্তেষাং রাজা দুঃখমবাপ হ ।

ধিগ্ জীবিতমিদং মেহদ্য কিং করোমি বনে স্থিতঃ ॥ ৯ ॥

পিত্রা চাহং পরিত্যক্তঃ শপ্তস্ব গুরুণা ভূশম্ ।

রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টঃ পিশাচত্বমনুপ্রাপ্তঃ করোমি কিম্ ॥ ১০ ॥

তদা পৃথুতরাং কৃত্বা চিতাং কাঠৈর্নৃপাঅজঃ ।

সম্মার চণ্ডিকাং দেবীং প্রবেশমনুচিস্তয়ন্ ॥ ১১ ॥

স্মৃত্বা দেবীং মহামায়াং চিতাং প্রজ্জলিতাং পুরঃ ।

কৃত্বা স্নাত্বা প্রবেশার্থং স্থিতঃ প্রাজ্জলিরগ্নতঃ ॥ ১২ ॥

জ্ঞাত্বা ভগবতী তন্তু মর্ত্তু কামং মহীপতিম্ ।

আজগাম তদাকাশং প্রত্যক্ষং তস্মা চাগ্নতঃ ॥ ১৩ ॥

( যাগানর্হত্বৈ কারণমাহ । বেদেদ্বিত্যাदि ॥ ৮—১৪ ॥

বিপ্রবরগণ ! আমার নাম সত্যব্রত, বিশেষতঃ আমি রাজপুত্র, আমার মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত এই কার্য্যসম্পাদন করা আপনাদিগের অবশ্য কর্তব্য ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণগণ রাজপুত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন ; রাজপুত্র ! তুমি গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৭ ॥ এক্ষণে তোমার বেদে অধিকার নাই বিশেষতঃ তুমি যে পিশাচতা প্রাপ্ত হইয়াছ ইহা সমস্ত লোকেই নিন্দনীয় অতএব তুমি এক্ষণে যাগাই হইতে পারিতেছ না ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজপুত্র তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এইরূপ ভাবিলেন যে, আমার জীবনে ধিক্ এখন আমি বনে থাকিয়াই বা কি করিব ॥ ৯ ॥ পিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি আবার গুরুর অভিশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব এক্ষণে আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ১০ ॥ তখন রাজনন্দন কাঠ আহরণ করিয়া বিশাল চিতা প্রস্তুত করিয়া চণ্ডিকাদেবীকে স্মরণ করিলেন এবং তদীয় মঙ্গলপ করিতে করিতে চিতার প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর রাজকুমার সমুখে চিতা প্রজ্জলিত করিয়া স্থান করিলেন এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া দেবী



দত্তাথ দর্শনং দেবী তমুবাচ নৃপাত্মজম্ ।

সিংহারুঢ়া মহারাজ ! মেঘগন্তীরয়া গিরা ॥ ১৪ ॥

দেবুবাচ ।

কিং তে ব্যবসিতং সাধো ! হতাশে মা তনুং ত্যজ ।

স্থিরো ভব মহাভাগ ! পিতা তে জরসাম্বিতঃ ॥ ১৫ ॥

রাজ্যং দত্ত্বা বনে তুভ্যং গন্তাস্তি তপসে কিল ।

বিষাদং ত্যজ হে বীর ! পরশ্খোহহনি ভূপতে ! ॥ ১৬ ॥

নেতুং ত্বামাগমিষ্যন্তি সচিবাস্চ পিতুস্তব ।

মৎপ্রসাদাৎ পিতা চ ত্বামভিষিচ্য নৃপাসনে ।

জিত্বা কামং ব্রহ্মলোকং গমিষ্যত্যেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা তং তদা দেবী তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।

রাজপুত্রো বিরমিতো মরণাৎ পাবকান্ততঃ ॥ ১৮ ॥

অযোধ্যয়াং তদাগত্য নারদেন মহাত্মনা ।

বৃত্তান্তঃ কথিতঃ সর্বো রাজ্ঞে সত্বরমাদিতঃ ॥ ১৯ ॥

কিমিতি । ব্যবসিতং মনসো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৮ ॥

রাজপুত্রস্ত মরণবিরমণাৎ পরং জাতং বৃত্তান্তমাহ অযোধ্যায়ামিতি ॥ ১৯—২২ ॥ )

মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন ॥১২॥ এমন সময়ে ভগবতী সেই মহীপতির মৃত্যু কামনা অবগত হইয়া অবিলম্বে সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার উপরিস্থিত আকাশপথে আগমন করিলেন এবং প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া মেঘের স্তায় গন্তীর স্বরে সেই নৃপনন্দনকে বলিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥

সাধো ! তুমি মনে মনে এ কি নিশ্চয় করিয়াছ ? তুমি হতাশনে কদাচই তনু ত্যাগ করিও না ; স্থির হও । মহাভাগ ! তোমার পিতা এখন জরাগ্রস্ত হইয়াছেন ; তিনি তোমাকে রাজ্য দান করিয়া তপস্তা করিতে বনে গমন করিবেন, অতএব বীরবর ! বিষাদ পরিত্যাগ কর । ভূপতে ! তোমার পিতার সচিববর্গ আগত পরশ্ব দিবস তোমার লইয়া যাইতে আসিবে, মদীর প্রসাদে তোমার পিতা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন এবং যথাকালে কামনা জর করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৫—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! দেবী তখন তাঁহাকে এই কথা বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিতা হইলেন এবং রাজপুত্রও অনলমৃত্যু হইতে বিরত হইলেন ॥ ১৮ ॥ ইত্যবসরে মহাত্মা নারদ অযোধ্যায় আগমন করিয়া অবিলম্বে আত্মপুর্নিক সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে বিজ্ঞাপন করি-

শ্রদ্ধা রাজাথ পুত্রস্য তং তথা মরণোদ্যমম্ ।  
 খেদমাধায় মনসি শুশোচ বহুধা নৃপঃ ॥ ২০ ॥  
 সচিবানাং ধর্ম্মাত্মা পুত্রশোকপরিপ্লুতঃ ।  
 জাতং ভবন্তিরভ্যুগ্রং পুত্রস্য মম চেষ্টিতম্ ॥ ২১ ॥  
 ত্যক্তো ময়া বনে ধীমান্ পুত্রঃ সত্যব্রতো মম ।  
 আজ্ঞাসৌ গতঃ সদ্যো রাজ্যার্থঃ পরমার্থবিৎ ॥ ২২ ॥  
 স্থিতস্তত্রৈব বিজ্ঞানে ধনহীনঃ ক্ষমাশ্রিতঃ ।  
 বশিষ্ঠেন তথা শপ্তঃ পিশাচসদৃশঃ কৃতঃ ॥ ২৩ ॥  
 সৌহৃদ্য দুঃখেন সন্তপ্তঃ প্রবেষ্টুং হতাশনম্ ।  
 উদ্যতঃ শ্রীমহাদেব্যা নিষিদ্ধঃ সংস্থিতঃ পুনঃ ॥ ২৪ ॥  
 তস্মাদগচ্ছন্ত তং শীঘ্রং জ্যেষ্ঠপুত্রং মহাবলম্ ।  
 আশ্বাস্য বচনৈরত্র তরসৈবানয়ন্ত তম্ ॥ ২৫ ॥  
 অভিষিচ্য স্নতং রাজ্যে ঔরসং পালনক্ষমম্ ।  
 বনং যাস্যামি শান্তোহহং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২৬ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা মস্ত্রিণঃ সর্বান প্রেষয়ামাস পার্থিবঃ ।  
 তসৈবানয়নার্থং হি প্রীতিপ্রবণমানসঃ ॥ ২৭ ॥

---

বিজ্ঞানে শ্রীদেব্যা উপাসনে স্থিতঃ ॥ ২৩—৩২ ॥

---

লেন ॥ ১৯ ॥ তখন রাজা পুত্রের মরণোদ্যম শুনিয়া খিন্ন মনে অনেক প্রকার অনুতাপ  
 করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মাত্মা রাজা শোকসন্তপ্ত হইয়া সচিববর্গকে বলিলেন,  
 তোমরা সকলে আমার পুত্রের কঠোর কার্যের বিষয় অবগত হইয়াছ ? ॥ ২১ ॥ মদীয়  
 পুত্র ধীমান্ সত্যব্রতকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু সে পরমার্থবিৎ রাজ্যার্থ হইলেও  
 আমার আজ্ঞার তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিয়াছে ॥ ২২ ॥ সে ধনহীন অবস্থায় ক্ষমাশীল  
 হইয়া বিশেষরূপে জ্ঞান আলোচনা করিয়া সেইখানেই অবস্থিতি করিতেছিল, কিন্তু বশিষ্ঠ-  
 দেব অভিষাপ দিয়া তাহাকে পিশাচ সদৃশ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ সে এক্ষণে দুঃখানলে সন্তপ্ত  
 হইয়া হতাশনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল ; কিন্তু মহাদেবী তাহাকে নিষেধ  
 করায় সে তাহা হইতে বিরত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥ অতএব তোমরা অবিলম্বে সেইস্থানে গমন  
 পূর্বক সেই মহাবল জ্যেষ্ঠপুত্রকে সাধনা বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া সত্বর আমার নিকট  
 আনয়ন কর ॥ ২৫ ॥ আমার চিত্ত এখন শান্ততাব প্রাপ্ত হইয়াছে, স্নতরাং আমি তপস্তা  
 করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, এক্ষণে পুত্রও প্রজাপালনে সমর্থ হইয়াছে অতএব  
 সেই ঔরস পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আমি বনে গমন করিব ॥ ২৬ ॥ এই বলিয়া

তে গচ্ছা তং সমাশ্বাস্য মস্ত্রিণঃ পার্ধিবাত্মজম্ ।  
 অযোধ্যায়াং মহাত্মানং মানপূৰ্ব্বং সমানয়ন্ ॥ ২৮ ॥  
 দৃষ্ট্বা সত্যব্রতং রাজা দুৰ্ব্বলং মলিনাম্বরম্ ।  
 জটাজূটধরং ক্রুরং চিন্তাতুরমচিন্তয়ৎ ॥ ২৯ ॥  
 কিং কৃতং নিষ্ঠুরং কৰ্ম্ম ময়া পুত্রো বিবাসিতঃ ।  
 রাজ্যার্হিষ্ঠাতিমেধাবী জানতা ধৰ্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৩০ ॥  
 ইতি সঙ্কিন্ত্য মনসা তমালিঙ্গ্য মহীপতিঃ ।  
 আসনে স্বসমীপস্থে সমাশ্বাস্যোপবেশয়ৎ ॥ ৩১ ॥  
 উপবিষ্টং সূতং রাজা প্রেমপূৰ্ব্বমুবাচ হ ।  
 প্রেমগদগদয়া বাচা নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩২ ॥  
 রাজোবাচ ।

পুত্র ! ধৰ্ম্মে মতিঃ কার্য্যা মাননীয়া মুখোদ্ভবাঃ ।  
 ন্যায়াগতং ধনং গ্রাহং রক্ষণীয়াঃ সদা প্রজাঃ ॥ ৩৩ ॥  
 নাসত্যং কাপি বক্তব্যং নামার্গে গমনং কচিৎ ॥ ৩৪ ॥  
 শিষ্টপ্রোক্তং প্রকর্তব্যং পূজনীয়ান্তপশ্বিনঃ ।  
 হস্তব্যা দস্যবঃ ক্রুরা ইন্দ্রিয়াণাং তথাজয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

মুখোদ্ভবা ব্রাহ্মণাঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । ব্রাহ্মণোহশু মুখমাসীদিতি ॥ ৩৩—৪০ ॥

রাজা পুত্রের প্রতি প্রীতচিত্ত হইয়া আনিবার নিমিত্ত সমস্ত মস্ত্রিদিগকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥ ২৭ ॥ মস্ত্রিগণও প্রীতিপূর্ণ মনে সেই স্থানে গমন করিয়া মহাত্মা রাজপুত্রকে আশ্বাস প্রদানপূৰ্ব্বক সন্মানসহকারে অযোধ্যায় আনয়ন করিলেন ॥ ২৮ ॥ জটাজূটধারী মলিনবসন কৃশকায় দুৰ্ব্বল কৰ্শাকৃতি চিন্তাতুর সত্যব্রতকে অবলোকন করিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি ধৰ্ম্মের মৰ্ম্ম অবগত হইয়াও রাজ্যের উপযুক্ত মেধাবী পুত্রকে নির্বাসিত করিয়া কি নিষ্ঠুর কার্য্যই করিয়াছি ॥ ২৯-৩০ ॥ মহীপতি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং আশ্বাস প্রদান করিয়া স্বীয় সমীপস্থিত আসনে উপবেশন করাইলেন ॥ ৩১ ॥ সেই নীতিশাস্ত্রবিশারদ রাজা প্রেম গদগদবাক্যে সেই উপবিষ্ট পুত্রকে প্রীতিসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

পুত্র ! সৰ্ব্বদা ধৰ্ম্মে মতি রাখা এবং ব্রাহ্মণগণের সন্মাননা করা তোমার একান্ত কৰ্ত্তব্য ; তুমি ন্যায় অনুসারে ধন গ্রহণ করিয়া সৰ্ব্বদা প্রজাগণকে রক্ষা করিবে ॥ ৩৩ ॥ কুজাপি মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে, অথবা কোনও মতে কুপথে গমন করাও বিহিত নহে ॥ ৩৪ ॥ পরন্তু সাধুলোকের বাক্য প্রতিপালন করা সৰ্ব্বতোভাবে কৰ্ত্তব্য



কর্তব্যঃ কার্যসিদ্ধার্থং রাজ্ঞা পুত্র ! সদৈব হি ।

মন্ত্রস্ত সৰ্বথা গোপ্যঃ কর্তব্যঃ সচিবৈঃ সহ ॥ ৩৬ ॥

নোপেক্ষ্যোহল্লোহপি কৃতিনা রিপুঃ সৰ্বাঙ্গনা স্তত ! ।

ন বিশ্বসেৎ পরাসক্তং সচিবঞ্চ তথা নতম্ ॥ ৩৭ ॥

চারাঃ সৰ্বত্র যোক্তব্যঃ শত্রুমিত্ৰেণ সৰ্বথা ।

ধৰ্ম্মে যতিঃ সদা কার্য্য দানং দদ্যাচ্চ নিত্যশঃ ॥ ৩৮ ॥

শুক্রবাদো ন কর্তব্যো দুষ্কসঙ্গঞ্চ বর্জয়েৎ ।

যজ্ঞব্য্য বিবিধা যজ্ঞাঃ পূজনীয়া মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ন বিশ্বসেৎ স্ত্রিয়ং কাপি স্ত্রৈণং দ্যুতরতং নরম্ ।

অত্যাদরো ন কর্তব্যো যুগয়ায়াং কদাচন ॥ ৪০ ॥

দ্যুতে মদ্যে তথা গেয়ে নুনং বারবধু চ ।

শয়ং তদ্বিমুখো ভূয়াৎ প্রজাস্তেভ্যশ্চ রক্ষয়েৎ ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মে যুহুর্ভে কর্তব্যমুখানং সৰ্বথা সদা ।

জ্ঞানাদিকং সৰ্ববিধিং বিধায় বিধিবদ্ যথা ॥ ৪২ ॥

পরাশক্তেঃ পরাং পূজাং ভক্ত্যা কুর্যাৎ স্তুদীক্ষিতঃ ।

পুত্রৈতজ্জন্মসাফল্যং পরাশক্তেঃ পদাৰ্চনম্ ॥ ৪৩ ॥

তেভ্যো দাতাদিভ্যঃ প্রজা রক্ষয়েন্নিবারয়েৎ ॥ ৪১—৪২ ॥

স্তুদীক্ষিতঃ গুরুপদেশেন গৃহীতদেবীমহ্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তপস্বিগণের পূজা করা উচিত । ইঞ্জিয় জয় এবং জুরস্বতাব দম্যদিগকে সংহার করা অবশ্য কর্তব্য ॥ ৩৫ ॥ পুত্র ! কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া উহা গোপন রাখা অবশ্যই কর্তব্য ॥ ৩৬ ॥ শত্রু যদি অতি সামান্যও হয় তথাপি কার্য্যকুশল রাজা তাহাকে কদাচই উপেক্ষা করিবেন না । সচিব অপরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যদি পরে অবনতও হয় তথাপি তাহাকে বিশ্বাস করিবে না ॥ ৩৭ ॥ কি শত্রু কি মিত্র সকলেরই নিকট চর নিয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য ; সতত ধৰ্ম্মে অনুরাগ প্রদর্শন এবং নিত্যই দান করিবে ॥ ৩৮ ॥ বৃথা বিতণ্ডা করা অসুচিত এবং দুষ্টদিগের সংসর্গ বর্জন করা একান্ত কর্তব্য । পুত্র ! তুমি মহর্ষিগণের পূজা এবং নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩৯ ॥ জীলোক, স্ত্রৈণপুরুষ দ্যুতনিরত ব্যক্তিদিগকে কদাচই বিশ্বাস করিবে না । যুগয়ায় অতিশয় আসক্ত হওয়া কখনই উচিত নহে ॥ ৪০ ॥ দ্যুতজীড়া, মদ্য, গীত এবং বারবনিতা এই সকল বিষয় হইতে সততই বিমুখ থাকিবে এবং প্রজাগণকেও এই কার্য্য হইতে রক্ষা করিবে ॥ ৪১ ॥ প্রত্যহ ব্রাহ্মযুহুর্ভে গাত্রোখান করিয়া তদনন্তর জ্ঞান আদি সমস্ত কর্তব্য

45

ন বা লোভাত্তয়া পুত্র ! কৰ্ত্তব্যং ধৰ্মলজ্জনম্ ।  
 অতঃপরং ন কৰ্ত্তব্যং কচিদ্ধিপ্রাবমাননম্ ॥ ৪৯ ॥  
 ব্রাহ্মণা ভূমিদেবাশ্চ মাননীয়াস্তে প্রযত্নতঃ ॥  
 কারণং ক্ষত্রিয়গণঞ্চ দ্বিজা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥  
 অস্ত্রোহগ্নিৰ্ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রমশ্বনো লোহমুখিতম্ ।  
 তেষাং সৰ্বত্রগং তেজঃ স্বাস্থ যোনিষু শাম্যতি ॥ ৫১ ॥  
 তস্মাদ্রাজা বিশেষেণ মাননীয়াস্থেখোদ্ভবাঃ ।  
 দানেন বিনয়েনৈব সৰ্বথা ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৫২ ॥  
 দণ্ডনীতিঃ সদা কার্য্যা ধৰ্মশাস্ত্রানুসারতঃ ।  
 কোশস্ত্র সংগ্রহঃ কার্য্যো নূনং ত্রায়াগতস্ত্র হ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
 সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুকথাবর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

তত্র প্রমাণমাহ অস্ত্রোহগ্নিরিতি । স্বাস্থ যোনিষু স্বকারণেষু জলাদিষু শাম্যতি ন তত্র  
 পরাক্রমং দর্শয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

কদাচই করিবে না ॥ ৪৮ ॥ বৎস ! লোভের বশীভূত হইয়া ধর্ম লজ্জন কখনই করিবে না ;  
 আর ইহা সর্বদাই মনে করিয়া রাখিও যে, অতঃপর ব্রাহ্মণের অবমাননা কখনই করিবে  
 না ॥ ৪৯ ॥ দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়দিগের কারণ বিশেষতঃ তাঁহারা ভুলোকের দেবতা, অতএব যত্ন-  
 সহকারে ব্রাহ্মণদিগের সম্মান রক্ষা করিবে তাহাতে ত্রুটি করিবে না ॥ ৫০ ॥ জল হইতে  
 অনল, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্র ও প্রস্তর হইতে লোহ উৎখিত হয় ; ইহাদিগের তেজঃ সর্বত্র-  
 গামী হইলেও স্বস্থ যোনির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাতেই প্রশমিত হয় ইহা  
 নিশ্চয় জানিবে ॥ ৫১ ॥ যে রাজা আপনার উন্নতি কামনা করেন, তিনি দান ও বিনয় দ্বারা  
 ব্রাহ্মণ মুখসমুত ব্রাহ্মণগণকে বিশেষরূপে সম্মান করিবেন ॥ ৫২ ॥ ধর্মশাস্ত্র অনুসারে নিয়ত  
 নীতির অনুসরণ করিবে এবং ত্রায় অনুসারে ধন সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ পরিপূর্ণ করিয়া  
 রাখিবে ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুকথা বর্ণন নামক  
 একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এবং প্রবোধিতঃ পিত্রা ত্রিশঙ্কুঃ প্রণতো নৃপঃ ।  
তথেতি পিতরং প্রাহ প্রেমগদগদয়া গিরা ॥ ১ ॥  
বিপ্রানাহুয় মন্ত্রজ্ঞান্ বেদশাস্ত্রবিশারদান্ ।  
অভিষেকায় সস্তারান্ কারয়ামাস সত্বরম্ ॥ ২ ॥  
সলিলং সর্বতীর্থানাং সমানায়্য বিশাংপতিঃ ।  
প্রকৃতীশ্চ সমাহুয় সামন্তান্ ভূপতীংস্তথা ॥ ৩ ॥  
পুণ্যেহহি বিধিবত্তস্মৈ দদাবাসনমুত্তমম্ ।  
অভিষিচ্য স্ততং রাজ্যে ত্রিশঙ্কুং বিধিবৎ পিতা ॥ ৪ ॥  
তৃতীয়মাশ্রমং পুণ্যং জগ্ৰাহ ভার্যয়া যুতঃ ।  
বনে ত্রিপথগাকূলে চচার দুশ্চরং তপঃ ॥ ৫ ॥  
কালে প্রাপ্তে যযৌ স্বর্গং পূজিতস্ত্রিদশৈরপি ।  
ইন্দ্রাসনসমীপস্থো ররাজ রবিবৎ সদা ॥ ৬ ॥

চতুঃষষ্টিশ্লোকবর্ধ্যৈর্বিদ্বামিত্রপ্রতাপতঃ ।

ত্রিশঙ্কোঃ স্বর্গবাসন্ত বিস্তরেণোপবর্গ্যতে ॥

ত্রিশঙ্কোঃ পিতুরুপদেশানস্তরং জাতং বৃত্তমাহ এবং প্রবোধিত ইতি ১-

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, নরপতি ত্রিশঙ্কু প্রণত হইয়া প্রেমবশতঃ ক্রুদ্ধকণ্ঠে পিতাকে বলিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন আমি তাহাই করিব ॥ ১ ॥ তখন নরপতি বেদশাস্ত্র-বিশারদ মন্ত্রজ্ঞ বিপ্রদিগকে আহ্বান করিয়া সত্বর অভিষেকের সামগ্রী-সস্তার আয়োজন করাইলেন ॥ ২ ॥ সমস্ত তীর্থের জল আনা হইয়া সমস্ত ভূপালবৃন্দকে সমাদরে আহ্বান করিলেন । পিতা পুত্র ত্রিশঙ্কুকে পবিত্র দিবসে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে বিধি-অনুসারে উত্তম রাজাসন প্রদান করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ তদনন্তর ভূপতি ভার্য্যার সহিত পবিত্র বানপ্রস্থশ্রম গ্রহণ করিয়া বনে গিয়া গঙ্গাতীরে কঠোর তপস্তার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ পরে কালধর্ম্মের বশবর্তী হইলে রাজা স্বর্গধামে গমন করিলেন, তথায় সুরগণের সম্মানিত হইয়া ইন্দ্রাসনের সমীপে সর্বদা সূর্য্যের জায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

রাজোবাচ ।

পূৰ্ব্বং ভগবতা প্রোক্তং কথাযোগেন সাম্প্রতম্ ।  
 সত্যব্রতো বশিষ্ঠেন শপ্তো দোক্লীবধাৎ কিল ॥ ৭ ॥  
 কুপিতেন পিশাচত্বং প্রাপিতো গুরুণা ততঃ ।  
 কথং মুক্তঃ পিশাচত্বাদিত্যম সংশয়ঃ প্রভো ! ॥ ৮ ॥  
 ন সিংহাসনযোগ্যো হি ভবেচ্ছাপসমম্বিতঃ ।  
 মুনিনা মোচিতঃ শাপাৎ কেনাশ্চেন চ কৰ্ম্মণা ॥ ৯ ॥  
 এতন্মো ব্রুহি বিপ্রর্ষে ! শাপমোক্ষণকারণম্ ।  
 আনীতস্তু কথং পিত্রা স্বগৃহে তাদৃশাকৃতিঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বশিষ্ঠেন চ শপ্তোহসৌ সদ্যঃ পৈশাচতাং গতঃ ।  
 দুৰ্ব্বেশশ্চাতিদুৰ্ব্বশঃ সৰ্বলোকভয়ঙ্করঃ ॥ ১১ ॥  
 যদৈবোপাসিতা দেবী ভক্ত্যা সত্যব্রতেন হ ।  
 তয়া প্রসন্নয়া রাজন্ ! দিব্যদেহঃ কৃতঃ ক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥  
 পিশাচত্বং গতং তস্য পাপকৈব ক্ষয়ং গতম্ ।  
 বিপাপ্য চাতিতেজস্বী সমুতন্তৎকৃপায়ুতাৎ ॥ ১৩ ॥

কেনাশ্চেন কৰ্ম্মণা পাপাচ্ছাপকৃপান্মোচিতো মুনিনেত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

দেবীকৃপয়া সৰ্বমেতৎ সম্প্রমিত্যাহ বশিষ্ঠেন চেতি ॥ ১১—১৪ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ভগবন্ ! আপনি কথাপ্রসঙ্গে পূৰ্বে বলিয়াছেন যে, সত্যব্রত ধেনু-  
 বধ করিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ কুপিত হইয়া তাঁহাকে পিশাচ হও বলিয়া অভিশাপ  
 প্রদান করিয়াছিলেন, সম্প্রতি কি প্রকারে তিনি পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইলেন ? ইহাতে  
 আমার সংশয় রহিয়াছে ॥৭-৮॥ সত্যব্রত শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সিংহাসনের অযোগ্য  
 হইলেন, কিন্তু মুনিবর কোন কার্য দ্বারা তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ? ॥ ৯ ॥  
 এই শাপ পিশাচাকৃতি পুত্রকে পিতাই বা কিরূপে গৃহে আনয়ন করিলেন ? বিপ্রর্ষে !  
 আর সেই মুক্তির কারণ আমার নিকটে বিশেষরূপে কীর্তন করুন ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, বশিষ্ঠের শাপে সত্যব্রত সদ্যই পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় কুৎসিত  
 দুৰ্ব্বশ ও সৰ্ব লোকের ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সে বধনই ভক্তিভাবে দেবীর  
 উপাসনা করিল, দেবী প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দিব্য দেহ প্রদান করিলেন ॥১১-১২॥  
 দেবীর কৃপায়ুত সেচনে তাঁহার পাপ ক্ষয় এবং পিশাচাকৃতি অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন

বশিষ্ঠোহপি প্রসন্নাত্মা জাতঃ শক্তিপ্রসাদতঃ ।

পিতাপি চ বভূবাস্তু প্রেমযুক্তস্তনুগ্রহাৎ ॥ ১৪ ॥

রাজ্যং শশাস ধৰ্ম্মাত্মা যুতে পিতরি পার্থিবঃ ।

ঈজে চ বিবিধৈর্ঘৈর্জৈর্দেবদেবীং সনাতনীম্ ॥ ১৫ ॥

তস্তু পুত্রো বভূবাস্তু হরিশ্চন্দ্রঃ স্ত্রশোভনঃ ।

লক্ষণৈঃ শাস্ত্রনির্দিষ্টৈঃ সংযুতশ্চাতিসুন্দরঃ ॥ ১৬ ॥

যুবরাজং স্তুতং কৃত্বা ত্রিশঙ্কুঃ পৃথিবীপতিঃ ।

মানুষ্যেণ শরীরেণ স্বর্গং ভোক্তুং মনো দধে ॥ ১৭ ॥

বশিষ্ঠস্তাশ্রমং গত্বা প্রণম্য বিধিবম্পদঃ ।

উবাচ বচনং প্রীতঃ কৃতাজ্জলিপুটস্তদা ॥ ১৮ ॥

রাজোবাচ ।

ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ ! সর্বমন্ত্রবিশারদ ! ।

বিজ্ঞপ্তিং মে স্তুমনসা শ্রোতুমহঁসি তাপস ! ॥ ১৯ ॥

ইচ্ছা মেহদ্য সমুৎপন্ন। স্বর্গলোকস্থথায় চ ।

অনেনৈব শরীরেণ ভোগান্ ভোক্তুমমানুষ্যান্ ॥ ২০ ॥

ঈজে চেতি । বিবিধৈর্নানাবিধৈরগ্নিষ্টোমাদ্যখ্যমেধাষ্টৈর্ঘৈর্জৈঃ সনাতনীং নিত্য্যং দেবীঃ  
প্রীতিদানন্দরূপিণীং ভগবতীমীজে ইয়াজেত্যর্থঃ ॥ ১৫—২২ ॥

সত্যব্রত পাপবিহীন হইয়া অতীব তেজস্বী হইলেন ॥ ১৩ ॥ পরমশক্তির প্রসাদবশতঃ বশিষ্ঠ  
তঁাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন ; তঁাহার অনুগ্রহে পিতাও সত্যব্রতের উপর প্রীতিপরায়ণ  
হইলেন ॥ ১৪ ॥ পিতা যত্নাযুখে পতিত হইলে ধৰ্ম্মাত্মা সত্যব্রত রাজা হইয়া রাজ্যশাসন  
ও মধ্যে মধ্যে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবদেবী সনাতনীর অর্চনা করিতে  
লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! এই ত্রিশঙ্কুর হরিশ্চন্দ্র নামে এক পরম সুন্দর পুত্র উৎপন্ন হয়,  
সেই স্ত্রশোভন রাজপুত্রের সমস্ত অঙ্গেই শাস্ত্রবিহিত সুলক্ষণ সকল বিরাজমান ছিল ॥ ১৬ ॥  
পৃথিবীপতি ত্রিশঙ্কু পুত্রকে যুবরাজ করিয়া মনুষ্য দেহেই স্বর্গ ভোগ করিবার নিমিত্ত  
মানস করিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন নরপতি প্রীতচিত্তে বশিষ্ঠের আশ্রমে গমনপূর্বক বিধি  
অনুসারে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে তঁাহাকে বলিলেন ॥ ১৮ ॥

তপোধন ! আপনি ব্রহ্মার পুত্র সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের পারদর্শী, স্তুতরাং আপনার  
সৌভাগ্যের সীমা নাই ; অতএব আপনাকে একটি বিষয় নিবেদন করিতেছি, আপনি  
প্রীতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১৯ ॥ এক্ষণে এই মানুষ শরীরেই স্বর্গলোকের সুখ এবং  
দেবভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করিতে আমদের বাসনা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥ নন্দনবনে



অপ্সরোভিষ্ট সংবাসঃ ক্রীড়িতুং নন্দনে বনে ।

দেবগন্ধর্বগানঞ্চ শ্রোতব্যং মধুরং কিল ॥ ২১ ॥

যাজয় ত্বং মথেনাশু তাদৃশেন মহামুনে ! ।

যথানেন শরীরেণ বসে লোকং ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ২২ ॥

সমর্থোহসি মুনিশ্রেষ্ঠ ! কুরু কার্য্যং মমাধুনা ।

প্রাপয়াশু মথং কৃত্বা দেবলোকং দুরাসদম্ ॥ ২৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

রাজন্ ! মানুষদেহেন স্বর্গে বাসঃ শুদ্ধলভঃ ।

মৃতস্য হি ধ্রুবঃ স্বর্গঃ কথিতঃ পুণ্যকর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥

তস্মাদ্বিভেমি সর্বজ্ঞ ! দুর্লভাচ্চ মনোরথাং ।

অপ্সরোভিষ্ট সংবাসো জীবমানশ্চ দুর্লভঃ ॥ ২৫ ॥

কুরু যজ্ঞান্ মহাভাগ ! মৃতঃ স্বর্গমবাপ্যসি ॥ ২৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য রাজা পরমদুর্শ্বনাঃ ।

উবাচ বচনং ভূয়ো বশিষ্ঠং পূর্বরোষিতম্ ॥ ২৭ ॥

( শরীরেণ স্বর্গবাসো! দুর্লভোহপি ভবৎ-সাহায্যেন ন দুরাসদো ভবিষ্যতীত্যাহ সমর্থোহসীতি ॥ ২৩—২৪ ॥

জীবমানশ্চ জীবতঃ । আত্মনেপদমার্ষম্ ॥ ২৫—৩০ ॥ )

বিহার, অপ্সরাদিগের সহিত সহবাস এবং দেব ও গন্ধর্ব্বগণের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ২১ ॥ অতএব মহামুনে ! আমি বাহাতে এই শরীরেই স্বর্গলোকে বাস করিতে পারি আপনি আমাকে তাদৃশ যজ্ঞে নিয়োজিত করুন ॥ ২২ ॥ মুনিবর ! আপনি এই কার্য্য সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ রূপেই সমর্থ, অতএব আপনি আমার কার্য্যে এক্ষণে প্রবৃত্ত হউন; আপনি যজ্ঞ করিয়া আমাকে শীঘ্রই দুর্লভ দেবলোক প্রদান করুন ॥ ২৩ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্ ! মানুষ দেহে স্বর্গবাস করা অতীব দুর্লভ; মৃত ব্যক্তি পুণ্য-বলে স্বর্গে বাস করে, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ ॥ ২৪ ॥ অতএব হে সর্বজ্ঞ ! তোমার মনোরথ দুর্লভ; সুতরাং আমি ইহাতে ভীত হইতেছি, মহারাজ ! জীবিত ব্যক্তির অপ্সরাগণের সহিত সহবাস অত্যন্তই দুর্লভ ॥ ২৫ ॥ অতএব মহাভাগ ! অগ্রে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন পরে এই দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিবেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি বশিষ্ঠ খেদবধ হেতু পূর্ব্ব হইতেই রাজার প্রতি রোষাবিষ্ট ছিলেন, তজ্জন্ত তিনি রাজাকে একরূপ বাক্য বলিলে পর রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া

ন ত্বং যাজয়সে ব্রহ্মন্ ! গৰ্ব্বাবেশাচ্চ মাং যদি ।

অন্যং পুরোহিতং কৃত্বা যজ্ঞেহহং কিল সাম্প্রতম্ ॥ ২৮ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বশিষ্ঠঃ কোপসংযুতঃ ।

শশাপ ভূপতিং চেতি চাণ্ডালো ভব দুৰ্ম্মতে ! ॥ ২৯ ॥

অনেন ত্বং শরীরেণ শ্বপচো ভব সত্বরম্ ।

স্বৰ্গকুন্তন ! পাপিষ্ঠ ! সুরভীবধদূষিত ! ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মপত্নীহরোচ্ছিন্নধৰ্ম্মমার্গ ! বিদূষক ! ।

ন তে স্বৰ্গগতিঃ পাপ ! মৃতশ্চাপি কথঞ্চন ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তো গুরুণা রাজন্ ! ত্রিশঙ্কুস্তংক্ৰণাদপি ।

তত্র তেন শরীরেণ বভূব শ্বপচাকৃতিঃ ॥ ৩২ ॥

কুণ্ডলেহশ্মময়ে বাপি জাতে তস্য চ তংক্ৰণাৎ ।

দেহে চন্দনগন্ধশ্চ বিড়্গন্ধো হতবত্তদা ॥ ৩৩ ॥

নীলবর্ণেহথ সংজাতে দিব্যে পীতাম্বরে তনৌ ।

গজবর্ণোহভবদেহঃ শাপান্তস্য মহাত্মনঃ ।

শত্ৰু্যপাসকরোষণে ফলমেতদভূম্প ! ॥ ৩৪ ॥

উচ্ছিন্নধৰ্ম্মমার্গেতি সম্বোধনম্ । উচ্ছিন্নো ধৰ্ম্মমার্গো যেনেত্যর্থঃ । সুরভিবধদূষিতত্বং ব্রহ্মপত্নীহরত্বঞ্চ পূৰ্ব্বমুপপাদিতম্ ॥ ৩১—৩৩ ॥

ইদং ফলং পরাশত্ৰু্যপাসকবশিষ্ঠশাপেন জাতমিত্যাহ শত্ৰু্যপাসকরোষণেতি ॥ ৩৪ ॥

সাতিশয় বিমনা হইয়া মহর্ষিকে পুনরায় বলিলেন ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মন্ ! গৰ্ব্বের আতিশয্যবশতঃ যদি আপনি আমাকে যজ্ঞ না করান, তাহা হইলে আমি এক্ষণে অন্য পুরোহিত করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ২৮ ॥ বশিষ্ঠ রাজার বাক্য শ্রবণে অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন, যে দুৰ্ম্মতে ! তুমি চণ্ডাল হও অধিক কি তুমি সত্বরই এই শরীরেই শ্বপচ হও । যাহাতে স্বৰ্গপথ রুদ্ধ হয়, তুই তাদৃশ পাপকার্য্য করিয়াছিস্, তুই ব্রাহ্মণের পত্নী হরণ করিয়া ধৰ্ম্মমার্গ উৎসন্ন দিয়াছিস্, তুই সুরভী বধ করিয়া দূষিত হইয়াছিস্, আর তুই বিদূষক, অতএব যে পাপিষ্ঠ ! তোমার মৃত্যু হইলেও কখন স্বৰ্গলাভ হইবে না ॥ ২৯-৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ত্রিশঙ্কু গুরুর ঈদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণমাত্র তংক্ৰণাৎ সেই শরীরেই তথায় শ্বপচাকৃতি হইলেন ॥ ৩২ ॥ তৎকালে তাঁহার সূৰ্ণ কুণ্ডল লৌহময় হইল, তাঁহার শরীরে যে সূৰ্গক চন্দন ছিল তাহার বিষ্ঠার স্তায় গন্ধ হইল, তাঁহার যে মনোহর পীতাম্বরবুগল পরিধান ছিল তাহা নীলবর্ণ হইল, সেই মহাত্মার শাপে তাঁহার শরীর গজের

তস্মাচ্ছ্রীশক্তিভক্তো হি নাবমান্যঃ কদাচন ।

গায়ত্রীজপনিষ্ঠো হি বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥ ৩৫ ॥

দৃষ্ট্বা নিন্দ্যং নিজং দেহং রাজা দুঃখমবাণুবান্ ।

ন জগাম গৃহে দীনো বনমেবাভিতো যযৌ ॥ ৩৬ ॥

চিন্তয়ামাস দুঃখাৰ্ত্তদ্বিশঙ্কুঃ শোকবিহ্বলঃ ।

কিং করোমি ক গচ্ছামি দেহো মেহতীব নিন্দিতঃ ॥ ৩৭ ॥

কৰ্ত্তব্যং নৈব পশ্যামি যেন মে দুঃখসংক্ষয়ঃ ।

গৃহে গচ্ছামি চেৎ পুত্রঃ পীড়িতোহদ্য ভবিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥

ভার্য্যাপি স্বপচং দৃষ্ট্বা নাস্তীকারং করিষ্যতি ।

সচিবা নাদরিষ্যন্তি বীক্ষ্য মামীদৃশং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞাতয়ো বন্ধুবর্গশ্চ সঙ্গতো ন ভজিষ্যতি ।

সর্বৈবস্তুতস্য মে নুনং জীবিতান্মরণং বরম্ ॥ ৪০ ॥

বিষং বা ভক্ষয়িত্বাদ্য পতিত্বা বা জলাশয়ে ।

কুত্বা বা কণ্ঠপাশঞ্চ দেহত্যাগং করোম্যহম্ ॥ ৪১ ॥

তস্মাচ্ছ্রীশক্তিভক্তাপরাধং ন কুর্যাদিত্যাহ তস্মাদিতি । অয়ঞ্চ বশিষ্ঠো গায়ত্রীজপনিষ্ঠো  
দ্বাং পরাশক্তিভক্ত ইত্যাহ গায়ত্রীতি ॥ ৩৫—৪২ ॥

জ্ঞান বর্ণযুক্ত হইল; রাজন্! বাহারা পরমাশক্তির উপাসক, তাঁহাদের কোপে এইরূপই  
ফল হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অতএব শক্তিভক্ত মানবের অবমাননা  
করা কদাচ উচিত নহে, মুনিসত্তম বশিষ্ঠ দেবীর গায়ত্রী জপে নিরতই তৎপর, স্তুতরাং  
তাঁহার কোপে রাজার দুর্দশা হইবে তাহার বিচিত্র কি? ॥ ৩৫ ॥ তখন রাজা দ্বিশঙ্কু আপ-  
নার নিন্দনীর দেহ অবলোকনপূর্বক দুঃখিত হইলেন আর গৃহে গমন করিলেন না, প্রত্যুত  
দীনবেশে বনমধ্যেই গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ রাজা দ্বিশঙ্কু দুঃখে কাতর এবং শোকে অভিভূত  
হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমার দেহ যার পর নাই নিন্দনীর হইয়াছে স্তুতরাং এ অব-  
স্থায় কোথায় যাই, উপায়ই বা কি করি!! ॥ ৩৭ ॥ বাহাতে আমার দুঃখ ক্ষয় হয়, এমন কোন  
উপায় দেখিতে পাইতেছি না; যদি গৃহে গমন করি, তাহা হইলে পুত্র আমার এই অবস্থা  
দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥ ভার্য্যা আমাকে স্বপচাকৃতি দেখিয়া পুনরায়  
গ্রহণ করিবে না; সচিবেরাও আমার দৃশ্য অবয়ব অবলোকন করিয়া পূর্বের স্তার  
আদর করিবে না ॥ ৩৯ ॥ বিশেষতঃ জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গ আমার নিকট আসিয়া পূর্বরূপে সেবা  
করিবেন না, অতএব সকলের পরিত্যক্ত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়-  
স্বর সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ আমি বিষ পান করিয়া বা জলাশয়ে নিমগ্ন হইয়া অথবা গলে রজ্জু



অগ্নৌ বা জ্বলিতে দেহং জুহোমি বিধিবদ্বলাৎ ।  
 কৃদ্ধা বানশনং প্রাণাংস্ত্যজামি দূষিতান্ ভূশম্ ॥ ৪২ ॥  
 আত্মহত্যা ভবেন্নুনং পুনর্জন্মনি জন্মনি ।  
 অপচত্বক্ শাপশ্চ হত্যাদোষাস্তুবেদপি ॥ ৪৩ ॥  
 পুনর্বিচার্য ভূপানশ্চেতসা সমচিন্তয়ৎ ।  
 আত্মহত্যা ন কর্তব্য। সর্বথৈব ময়াধুনা ॥ ৪৪ ॥  
 ভোক্তব্যং স্বকৃতং কৰ্ম দেহেনানেন কাননে ।  
 ভোগেনাস্ত্রিবিপাকস্য ভবিতা সর্বথা ক্ষয়ঃ ॥ ৪৫ ॥  
 প্রারব্ধকৰ্মণাং ভোগাদনৃত্থা ন ক্ষয়ো ভবেৎ ।  
 তস্মান্মরাত্ৰ ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম্ ॥ ৪৬ ॥  
 কুর্ক্বন্ পুণ্যাশ্রমাভ্যাসে তীর্থানাং সেবনং তথা ।  
 স্মরণং চান্নিকায়ান্তু সাধুনাং সেবনং তথা ॥ ৪৭ ॥  
 এবং কৰ্মক্ষয়ং নুনং করিষ্যামি বনে বসন্ ।  
 ভাগ্যযোগাৎ কদাচিত্তু ভবেৎ সাধুসমাগমঃ ॥ ৪৮ ॥

যদি প্রাণাংস্ত্যজামি তদাত্মহত্যা ভবিষ্যতীত্যাহ আত্মহত্যোতি । তরা চ কিং ভবি-  
 য়তি তত্রাহ জন্মনি জন্মনীতি । প্রতিজন্মনি অপচত্বক্ ভবেৎ । হত্যাদোষাৎ পুনরপ্যেবংবিধং  
 শাপাদিকক্ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৭ ॥

সাধুসমাগম ইতি । স যদা ভাগ্যযোগাভবিষ্যতি তদা মম কার্য্যং স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

নিয়া আজ জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৪২ ॥ অথবা বলপূর্বক এই দেহ প্রজ্বলিত অনলে বিধি  
 অনুসারে দহন করিব, কিংবা অনশন করিয়া এই নিতান্ত দূষিত জীবন বিসর্জন  
 করিব ॥ ৪২ ॥ কিন্তু হায় ! ইহাতে আত্মহত্যার পাপ হইবে, সুতরাং হত্যাদোষবশতঃ প্রতি-  
 জন্মেই পুনরায় অপচত্ব এবং অভিশাপ প্রাপ্ত হইতে হইবে ॥ ৪৩ ॥ মনে মনে এইরূপ বিচার  
 করিয়া ভূপতি পুনর্বার চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, অধুনা আত্মহত্যা করা আমার  
 কখনই উচিত হয় না ॥ ৪৪ ॥ এই কৰ্মবিপাকের ভোগ হইলেই তাহার অবশ্য ক্ষয় হইবে,  
 অতএব এই দেহে কাননমধ্যেই নিজকৃত কৰ্ম ভোগ করিব ॥ ৪৫ ॥ বিশেষতঃ ভোগ ব্যতীত  
 প্রারব্ধ কার্য্যের কখনই ক্ষয় হয় না, অতএব যে যে শুভ বা অশুভ কার্য্য করিয়াছি এই-  
 খানেই তৎসমুদয় ভোগ করিব ॥ ৪৬ ॥ আমি নিম্নতই পবিত্র আশ্রমের সন্নিহিত স্থানে বাস,  
 তীর্থস্থানে পর্য্যটন, অগ্নিকায় স্মরণ এবং সাধুদিগের সেবা করিব ॥ ৪৭ ॥ বনে বাস করিয়া  
 এইরূপে নিশ্চয়ই কৰ্ম ক্ষয় করিব, অনন্তর ভাগ্যবশতঃ যদি কখন সাধু সমাগম সংঘটিত  
 হয় তবেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ৪৮ ॥ নরপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয়

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ত্যক্ত্বা স্বনগরং নৃপঃ ।

গঙ্গাতীরে গতঃ কামং শোচংস্তত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥

হরিশ্চন্দ্রস্তদা জ্ঞাত্বা পিতুঃ শাপস্য কারণম্ ।

দুঃখিতঃ সচিবাংস্তত্র প্রেষয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৫০ ॥

সচিবাংস্তত্র গঙ্গাশু তমূচুঃ প্রশ্রয়াশ্রিতাঃ ।

প্রণম্য স্বপচাকারং নিঃস্বসন্তুঃ মুহূৰ্হুঃ ॥ ৫১ ॥

রাজন্ ! পুত্রেন তে নুনং প্রেষিতান্ সমুপাগতান্ ।

অবেহি সচিবাংস্তন্মো হরিশ্চন্দ্রাজ্ঞয়া স্থিতান্ ॥ ৫২ ॥

যুবরাজসুতঃ প্রাহ যৎ তচ্ছূনরাধিপ ! ।

আনয়ধ্বং নৃপং যুয়ং সম্মান্য পিতরং মম ॥ ৫৩ ॥

তস্মাদ্রাজন্ ! সমাগচ্ছ রাজ্যং প্রতি গতব্যথঃ ।

সেবাং সর্বৈ করিষ্যন্তি সচিবাশ্চ প্রজাস্তথা ॥ ৫৪ ॥

গুরুং প্রসাদয়িষ্যামঃ স যথা তু দয়েত বৈ ।

প্রসমোহসৌ মহাতেজা দুঃখস্তাস্তুং করিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

সচিবানিতি । সাপেক্ষয়া জ্যেষ্ঠান্ রাজ্যোহপ্যতিপ্রিয়ান্ ॥ ৫০—৫৪ ॥

( গুরুমিতি । যন্ত ক্রোধাদ্ভবানীদৃশো জাতঃ সর্বৈ মিলিত্বা তং প্রসাদয়িষ্যামঃ । তেন তে দুঃখস্তাস্তো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

নগর পরিত্যাগপূৰ্ব্বক গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং অনেক অশ্রুতাপ করিয়া সেই সুর-  
নদীর পুলিনেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

এদিকে পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দ্র পিতার অভিশাপের কারণ বিদিত হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে  
সচিববর্গকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫০ ॥ রাজা চাণ্ডালের ছায় হইয়া মুহু-  
মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া  
অতি বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন ॥ ৫১ ॥ রাজন্ ! আপনার পুত্র আমাদেরকে  
প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার অনুমতিক্রমে আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি, আমরা রাজা  
হরিশ্চন্দ্রের আজ্ঞানুবর্তী সচিব, ইহা আপনি সত্য বলিয়া জানিবেন ॥ ৫২ ॥ নরনাথ ! আপ-  
নার পুত্র যুবরাজ যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন ; তিনি বলিয়াছেন যে, আমার  
পিতাকে তোমরা অতি সত্বর এখানে আনয়ন করিবে ॥ ৫৩ ॥ অতএব রাজন্ ! মনোবেদনা  
পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গমন করুন ; সচিববর্গ কি প্রজাবর্গ সকলেই আপনার  
নিম্নতই সেবা করিবে ॥ ৫৪ ॥ গুরুদেব বশিষ্ঠ বাহাতে আপনার প্রতি সদয় হন আমরা  
সকলেই সেইরূপে তাঁহাকে প্রসাদিত করিব ; তাহা হইলে অবশ্যই সেই মহাতেজা প্রসন্ন

ইতি পুত্রেন তে রাজন্ ! কথিতং বহুধা কিল ।  
তস্মাদ্ গমনমেবাশু রোচতাং নিজসদ্বনি ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেষাং নৃপঃ শ্রুত্বা ভাষিতং স্বপচাকৃতিঃ ।  
স্বগৃহং গমনায়াসৌ ন মতিং কৃতবানদঃ ॥ ৫৭ ॥  
তানুবাচ তদা বাক্যং ব্রজস্তু সচিবাঃ পুরম্ ।  
গত্বা পুত্রং মহাভাগা ব্রুবস্তু বচনাচ্চ মে ॥ ৫৮ ॥  
নাগমিষ্যাম্যহং পুত্র ! কুরু রাজ্যমতদ্রিতং ।  
মানয়ন্ ব্রাহ্মণান্ দেবান্ যজন্ যজ্ঞৈরনেকশঃ ॥ ৫৯ ॥  
নাহং স্বপচবেশেন গর্হিতেন মহাত্মভিঃ ।  
আগমিষ্যাম্যযোধ্যায়াং সর্বৈ গচ্ছস্তু মা চিরম্ ॥ ৬০ ॥  
পুত্রং সিংহাসনে স্থাপ্য হরিশ্চন্দ্রং মহাবলম্ ।  
কুর্বস্তু রাজ্যকৰ্ম্মাণি যুয়ং তত্র মমাজ্জয়া ॥ ৬১ ॥  
ইত্যাদিষ্ঠাস্ততস্তে তু রুরুদুশ্চাতুরা ভূশম্ ।  
সচিবা নির্যযুস্তূর্ণং নত্বা তঞ্চ বনাশ্রমাং ॥ ৬২ ॥

ইতীতি । নৃপজ্ঞিশস্মুরিত্যদ ইত্যেতৎ ভাষিতং বচনং শ্রুত্বা সচিবানামিতি শেষঃ । গৃহং  
প্রতি গমনায় মতিং ন কৃতবানিহয়ঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

গৃহাগমনে কারণমাহ নাহং স্বপচবেশেনেতি ॥ ৬০—৬২ ॥

হইয়া আস্তু আপনার দুঃখের অবসান করিবেন ॥ ৫৫ ॥ রাজন্ ! আপনার পুত্র এই প্রকার  
অনেক কথা বলিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আপন আশ্রয়ে গমন করিতে আপনার অভিকৃতি  
হউক ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরনাথ ! সেই স্বপচাকৃতি নরপতি তাহাদের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়াও  
স্বীয় আশ্রয়ে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন না, পরস্তু তাহাদিগকে বলিলেন যে,  
সচিবগণ ! তোমরা গৃহে প্রতিগমন কর ; তোমরা গৃহে যাইয়া আমার বাক্যানুসারে  
পুত্রকে বলিবে যে, আমি আর গৃহে গমন করিব না ; তুমি আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সাব-  
ধানে রাজ্যশাসন করিবে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া নানাবিধ যজ্ঞের  
অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণের অর্চনা করিবে ॥ ৫৭—৫৯ ॥ আমি এই নিন্দনীয় চণ্ডালবেশে  
মহাত্মভবগণের সহিত অযোধ্যায় যাইতে ইচ্ছা করি না, অতএব তোমরা অবিলম্বে অযো-  
ধ্যায় গমন কর ॥ ৬০ ॥ আমার আশ্রয়ানুসারে মদীয় পুত্র মহাবল হরিশ্চন্দ্রকে সিংহাসনে  
সংস্থাপিত করিয়া তোমরা রাজকাৰ্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ৬১ ॥ অনন্তর সচিবগণ রাজার



অযোধ্যায়ামুপাগত্য পুণ্যেহহি বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।

অভিষেকং তদা চক্রুর্হরিশ্চন্দ্রস্ত যুজ্জ্বি তে ॥ ৬৩ ॥

অভিষিক্তস্ত তেজস্বী সচিবাস্চ নৃপাজ্জয়া ।

রাজ্যং চকার ধর্ম্মিষ্ঠঃ পিতরং চিস্তয়ন্ ভূশম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে

ত্রিশঙ্কোঃ শাপবর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বনপ্রত্যাগমনানন্তরং সচিবাঃ কিং চক্ৰুস্তদাহ অযোধ্যায়ামিতি ॥ ৬৩—৬৪ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

এইরূপ আজ্ঞা শুনিয়া কাতর হৃদয়ে সাতিশয় রোদন করিলেন এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া অবিলম্বে বনাশ্রম হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৬২ ॥ তৎকালে তাঁহারা অযোধ্যায় আগমন করিয়া পবিত্র দিবসে হরিশ্চন্দ্রের মস্তকে বিধিপূর্ব্বক মস্তপূত অভিষেক বারি প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ সেই তেজস্বী ধর্ম্মনিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র রাজার আজ্ঞা অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিরন্তর পিতাকে স্মরণ করিয়া সচিববর্গের সহিত ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্তক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুর প্রতি বশিষ্ঠশাপ বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

হরিশ্চন্দ্রঃ কৃতো রাজা সচিবৈর্নৃপশাসনাৎ ।  
ত্রিশক্লুস্ত কথং মুক্তস্তস্মাচ্চাণ্ডালদেহতঃ ॥ ১ ॥  
মৃতো বা বনমধ্যে তু গঙ্গাতীরে পরিপ্লুতঃ ।  
গুরুণা বা কৃপাং কৃত্বা শাপাত্তস্মাদ্বিমোচিতঃ ॥ ২ ॥  
এতদ্রতান্তুমখিলং কথয়স্ব মমাশ্রিতঃ ।  
চরিতং তস্য নৃপতেঃ শ্রোতুকামোহস্মি সর্বথা ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

অভিষিক্তং স্মৃতং কৃত্বা রাজা সন্তুষ্টমানসঃ ।  
কালাতিক্রমণং তত্র চকার চিন্তয়ন্ শিবাম্ ॥ ৪ ॥  
এবং গচ্ছতি কালে তু তপস্তপ্ত্বা সমাহিতঃ ।  
দ্রক্ষুং দারান্ স্মৃতাঙ্গীশ্চ তদাগাৎ কৌশিকো মুনিঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টোলোকবর্ষোন্ত হরিশ্চন্দ্রে নৃপে সতি ।

ত্রিশকোঃ কৌশিকস্তাপি সমাগম উদীৰ্যতে ॥

হরিশ্চন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেকে কৃতো সত্যানন্তরং বৃত্তমাহ হরিশ্চন্দ্র ইতি ॥ ১—৪ ॥

অস্মিন্ সময়ে তপশ্চর্যার্থং বহুকালং গতৌ বিশ্বামিত্রঃ স্বগৃহমাগত ইত্যাহ এবং গচ্ছতীতি ॥ ৫—৬ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিসত্তম ! নরপতির আজ্ঞানুসারে সচিবগণ হরিশ্চন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু ত্রিশকু সেই চাণ্ডালদেহ হইতে কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১ ॥ তিনি গঙ্গাতীরের পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া বনমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন, অথবা গুরু বশিষ্ঠদেব কৃপা করিয়া তাঁহাকে শাপ হইতে পরিজ্ঞান করিয়াছিলেন ? ॥ ২ ॥ ঋষিবর ! আমি সেই নরপতির চরিত্র শ্রবণ করিতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি সেই সমস্ত অস্তুত চরিত্র আমার নিকট সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইলেন এবং ভগবতী ভবানীর ধ্যান করিয়া সেই বনেই কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে কুশিক তনয় বিশ্বামিত্র একান্তচিত্তে তপশ্চর্য্যার অন্তষ্ঠান সমাপন করিয়া ত্রী ও পুন্ড্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন

আগত্য স্বজনং দৃষ্ট্বা স্থস্থিতং যুদমাপ্তবান্ ।

ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ মেধাবী স্থিতামগ্রে সপর্যয়া ॥ ৬ ॥

হুভিক্ষে তু কথং কালস্তয়া নীতঃ স্থলোচনে ! ।

অন্নং বিনা স্থিমে বালাঃ পালিতাঃ কেন তদ্বদ ॥ ৭ ॥

অহং তপসি সম্বন্ধো নাগতঃ শৃণু স্তন্দরি ! ।

কিং কৃতস্তু ত্বয়া কাস্তে ! বিনা দ্রব্যেণ শোভনে ! ॥ ৮ ॥

ময়া চিন্তা কৃতা তত্র শ্রদ্ধা হুভিক্ষমুক্তমম্ ।

নাগতোহহং বিচার্যৈবং কিং করিষ্যামি নির্ধনঃ ॥ ৯ ॥

অহমপ্যতি বামোরু ! পীড়িতঃ ক্ষুধয়া বনে ।

প্রবিষ্টশ্চৌরভাবেন কুত্রচিৎ শ্বপচালয়ে ॥ ১০ ॥

শ্বপচং নিদ্রিতং দৃষ্ট্বা ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্ ।

মহানসং পরিজ্ঞায় ভক্ষ্যার্থং সমুপস্থিতঃ ॥ ১১ ॥

যদা ভাণ্ডং সমুদঘাট্য পক্বং শ্বতনুজামিষম্ ।

গৃহ্নামি ভক্ষণার্থায় তদা দৃষ্টস্ত তেন বৈ ॥ ১২ ॥

বিশ্বামিত্রো হুভিক্ষকালজঃ বৃত্তান্তঃ ভার্য্যাং পৃচ্ছতি হুভিক্ষে স্থিতি ॥ ৭—৯

ইথং ভার্য্যাবৃত্তান্তঃ পৃষ্ট্বা স্ববৃত্তান্তমাহ অহমপ্যতীতি ॥ ১০—১১

করিলেন ॥ ৫ ॥ সেই মেধাবী মূনিবর গৃহে আসিয়া পুত্রাদি স্বজনগণকে স্বচ্ছন্দে অবস্থিত দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার ভার্য্যা তাঁহার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত সন্মুখে আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬ ॥ স্থলোচনে ! হুভিক্ষের সময় তুমি কি প্রকারে কাল অতিবাহিত করিলে ? গৃহে কিছু মাত্র অন্নের সংস্থান ছিল না, তবে এই বালকদিগকে কি উপায়ে প্রতিপালন করিলে ? তাহা তুমি আমার নিকট বল ॥ ৭ ॥ স্তন্দরি ! আমি তপশ্চর্য্যায় সৰ্ব্বতোভাবে বদ্ধ হইয়াছিলাম, স্তুরাং তোমাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত এখানে আসিতে পারি নাই ; কিন্তু কাস্তে ! তুমি খাদ্যদ্রব্যের অভাবে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে ? ॥ ৮ ॥ শোভনে ! আমি অদ্রুত হুভিক্ষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎকালে চিন্তা করিলাম যে, আমি ধনহীন স্তুরাং এমন সময় সেখানে গিয়া কি করিব ? এইরূপ বিচার করিয়াই আমি এখানে আসিলাম না ॥ ৯ ॥ বামোরু ! তৎকালে একদা আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া কোন উপায় না দেখিয়া একটা চাণ্ডালের আলয়ে চৌরভাবে প্রবিষ্ট হইলাম ॥ ১০ ॥ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম শ্বপচ নিদ্রিত ; তখন আমি ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়া তাহার রন্ধনশালা অব্বেষণ করিয়া তাহাতে উপস্থিত হইলাম ॥ ১১ ॥ পাকস্থানী উদঘাটিত



পৃষ্ঠঃ কস্ত্বং কথং প্রাপ্তো গৃহে মে নিশি সাদরম্ ।

বৃহি কার্য্যং কিমর্থং ত্বমুদ্ঘাটয়সি ভাণ্ডকম্ ॥ ১৩ ॥

ইতু্যক্তঃ শ্বপচেনাহং ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্ ।

তমবোচং স্ককেশান্তে ! কামং গদগদয়া গিরা ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণোহহং মহাভাগ ! তাপসঃ ক্ষুধয়াদ্বিতঃ ।

চৌরভাবমনুপ্রাপ্তো ভক্ষ্যং পশ্যামি ভাণ্ডকে ॥ ১৫ ॥

চৌরভাবেন সম্প্রাপ্তোহস্ম্যতিথিস্তে মহামতে ! ।

ক্ষুধিতোহস্মি দদস্বাজ্জাং মাংসমস্মি স্তসংস্কৃতম্ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

শ্বপচস্ত বচঃ শ্রুত্বা মামুবাচ স্থনিশ্চিতম্ ।

ভক্ষং মা কুরু বর্ণাশ্রয় ! জানীহি শ্বপচালয়ম্ ॥ ১৭ ॥

দুর্লভং খলু মানুষ্যং তত্রাপি চ দ্বিজস্মতা ।

দ্বিজত্বে ব্রাহ্মণত্বঞ্চ দুর্লভং বেৎসি কিং ন হি ॥ ১৮ ॥

দুর্ঘটাহারো ন কর্তব্যঃ সর্বথা লোকমিচ্ছতা ।

অগ্রাহা মনুনা প্রোক্তাঃ কৰ্ম্মণা সপ্ত চান্ত্যজাঃ ।

ত্যাজ্যোহহং কৰ্ম্মণা বিপ্র ! শ্বপচো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

দ্বিজত্বে ব্রাহ্মণত্বঞ্চৈতি । দ্বিজত্বে সত্যপি ব্রাহ্মণত্বং দুর্লভমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

করিয়া ভোজনের নিমিত্ত যেমন পক কুকুরমাংস গ্রহণ করিব, অগনি সেই শ্বপচের নয়নপথে পতিত হইলাম ॥ ১২ ॥ সে আমাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে ? কি নিমিত্ত রাত্রিকালে আমার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে ? কি নিমিত্তই বা পাকস্থালী উদ্ঘাটিত করিতেছ ? তোমার প্রয়োজন কি তাহা আমার নিকট বল ॥ ১৩ ॥ সুন্দরি ! চাণ্ডাল যখন আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল তখন আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর, স্ততরাং আমার অভিলাষ গদগদস্বরে ব্যক্ত করিলাম ॥ ১৪ ॥ মহাভাগ ! আমি তাপস ব্রাহ্মণ, ক্ষুধায় সাতিশয় ক্লেশ পাইয়া চৌরভাবে তোমার গৃহে আসিয়া এই ভাণ্ডে ভক্ষ্যদ্রব্য অন্বেষণ করিতেছি ॥ ১৫ ॥ মহামতে ! আমি এখন তোমার গৃহে চৌরভাবে অতিথি, বিশেষতঃ আমি এক্ষণে ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত অতএব স্তসংস্কৃত মাংস ভোজন করিব, তুমি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান কর ॥ ১৬ ॥ শ্বপচ আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে শাস্ত্রানুমোদিত বাক্যে বলিল, হে বর্ণশ্রেষ্ঠ ! ইহা চাণ্ডালের আলয় বলিয়া জানিবেন, অতএব কদাচ আপনি ইহা ভক্ষণ করিবেন না ॥ ১৭ ॥ দেখুন, ইহলোকে মানবজন্ম অতি দুর্লভ, আর যদিও মানুষ্য জন্ম লাভ হয় তথাপি দ্বিজজন্ম তদপেক্ষা অধিকতর দুর্লভ ;

নিবারয়ামি ভক্ষ্যাহ্বাং ন লোভেনাশ্ৰমা দ্বিজ ! ।

বর্ণসঙ্করদোষোহয়ং মা যাতু হ্বাং দ্বিজোত্তম ! ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

সত্যং বদসি ধর্মজ্ঞ ! মতিশ্চে বিশদান্ত্যজ ! ।

তথাপ্যাপদি ধর্মস্য সূক্ষ্মমার্গং ব্রবীম্যহম্ ॥ ২১ ॥

দেহস্য রক্ষণং কার্য্যং সর্বথা যদি মানদ ! ।

পাপশ্চান্তে পুনঃ কার্য্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥ ২২ ॥

দুর্গতিস্তু ভবেৎ পাপাদনাপদি ন চাপদি ।

মরণাৎ ক্ষুধিতশ্চাথ নরকো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ ক্ষুধাপহরণং কর্তব্যং শুভমিচ্ছতা ।

তেনাহং চৌর্য্যধর্মেণ দেহং রক্ষেহ্যপ্যথাস্ত্যজ ! ॥ ২৪ ॥

অবর্ষণে চ চৌর্য্যেণ যৎ পাপং কথিতং বুধৈঃ ।

যো ন বর্ষতি পর্জন্ত্যস্তদু তস্মৈ ভবিম্যতি ॥ ২৫ ॥

মা যাতু মা গচ্ছতু মা শব্দো নিষেধার্থকঃ ॥ ২০—২২ ॥

অসহুপায়ে সত্যপি যঃ ক্ষুধিতঃ প্রাণত্যাগং करोति স নরকং প্রাপ্নোতীত্যাহ মরণা-  
দিত্তি ॥ ২৩—২৬ ॥

আবার দ্বিজ হইতেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অতীব স্নকঠিন, ইহা কি আপনি জানেন না ? ॥ ১৮ ॥ যাঁহারা স্বর্গাদি লাভ করিবার বাসনা করেন দূষিত অন্ন আহার করা তাঁহাদের কখনই উচিত নহে ; মহর্ষি মনু কর্ম্ম অনুসারে সপ্ত জাতিকে অস্ত্যজ বলিয়া অগ্রাহ করিয়াছেন । অতএব বিপ্র ! আমিও কর্ম্মবশতঃ ঋগচজাতি হইয়া সকলের পরিত্যাজ্য হইয়াছি, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৯ ॥ দ্বিজবর ! লোভবশতঃ এই বর্ণসঙ্কর দোষ সহসা আপনাকে স্পর্শ না করে এই অভিপ্রায়ে আমি আপনাকে ভক্ষণ করিতে নিবারণ করিতেছি ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, ধর্মজ্ঞ ! তুমি সত্যই বলিতেছ, তুমি চাণ্ডাল হইলেও তোমার বুদ্ধি অতিশয় নির্মল এক্ষণে আমি তোমাকে আপদ-ধর্ম্মের সূক্ষ্মপথ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ হে মানদ ! সকল সময়েই দেহ রক্ষা করা সর্বতোভাবে বিধের ; কিন্তু যদি তাহাতে পাপ হয় তবে আপদের অবসানে বিশুদ্ধির নিমিত্ত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ॥ ২২ ॥ আর আপদকাল বাতীত পাপ কার্য্য করিলে মানবের তাহা হইতে দুর্গতি হইয়া থাকে, কিন্তু আপদকালে তাহা হয় না । যে মানব ক্ষুধিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় অস্তে তাহার নরক হয়, ইহাতে সংশয় নাই ; অতএব শুভাকাঙ্ক্ষী মানবের ক্ষুধা নিবারণ করা অবশ্য কর্তব্য । হে অস্ত্যজ ! আমি সেই কারণবশতই চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেহ রক্ষা করিবার বাসনা করিয়াছি ॥ ২৩—২৪ ॥ দেখ, দ্বিজস্বামী সময়ে চৌর্য্যকর্ম্ম

ইত্যাশ্বৈ বচনে কাস্তে ! পৰ্জ্জন্তুঃ সহসাপতৎ ।

গগনাক্ষুস্তিহস্তাভিধারাভিরভিকাজ্জিতঃ ॥ ২৬ ॥

মুদিতোহহং ঘনং বীক্ষ্য বর্ষন্তং বিদ্যুতা সহ ।

তদাহং তদগৃহং ত্যক্ত্বা নিঃসৃতঃ পরয়া মুদা ॥ ২৭ ॥

কথয় ত্বং বরারোহে ! কালো নীতস্তয়া কথম্ ।

কাস্তারে পরমঃ ক্রুরঃ ক্ষয়কৃৎ প্রাণিনামিহ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা পতিমাহ প্রিয়ংবদা ।

যথা শৃণু ময়া নীতঃ কালঃ পরমদারুণঃ ॥ ২৯ ॥

গতে ত্বয়ি মুনিশ্রেষ্ঠ ! দুর্ভিক্ষং সমুপাগতম্ ।

অন্নার্থং পুত্রকাঃ সর্বৈ বভূবুশ্চাতিদুঃখিতাঃ ॥ ৩০ ॥

ক্ষুধিতান্ বালকান্ বীক্ষ্য নীবারার্থং বনে বনে ।

ভ্রান্তাহং চিন্তয়াবিষ্টা কিঞ্চিৎ প্রাপ্তং ফলং তদা ॥ ৩১ ॥

এবঞ্চ কতিচিন্মাসা নীবারেণাতিবাহিতাঃ ।

তদভাবে ময়া কাস্ত ! চিক্ষিতং মনসা পুনঃ ॥ ৩২ ॥

( বর্ষন্তং মেঘমালোক্য দুর্ভিক্ষনিবারণসম্ভাবনয়া মুদিতো হৃষ্টচণ্ডালগৃহং পরিত্যজ্য নিগতঃ ॥ ২৭—৩০ ॥ )

নীবারার্থম্ অরণ্যে ভবাঃ শ্রামাকা নীবারা ইতি । নীবারাশ্চ মে ইতি ক্রুদ্ধভাষ্যে মাধবঃ । ফলং নীবাররূপম্ । কিঞ্চিদ্রপূর্ত্যপরিমিতম্ ॥ ৩১—৩২ ॥

করিলে পণ্ডিতগণ যে পাপের বিধান করিয়াছেন, তাহা যে পৰ্জ্জন্তু বর্ষণ না করেন সেই পাপ তাঁহাকেই অবশ্য স্পর্শ করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ কাস্তে ! এই কথা বলিবামাত্র সকলের সর্বতোভাবে আকাজ্কিত পৰ্জ্জন্তুদেব সহস্রা হস্তিচণ্ডাকার ধারায় বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ মেঘ বিদ্যুতের সহিত বর্ষণ করিলে পর আমি উহা অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইলাম, তখন নিরতিশয় আত্মসম্বল সহকারে সেই চণ্ডাল গৃহ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলাম ॥ ২৭ ॥ বরারোহে ! এই নিবিড় কাননে সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের ক্ষয়কর অতীব ভয়ঙ্কর সেই দুর্ভিক্ষের সময় তুমি কি প্রকারে অতিবাহিত করিলে তাহা আমাকে বল ? ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পতির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সেই প্রিয়ভাষিনী প্রিয়তমা তাঁহাকে কহিলেন যে, সেই পরম নিদারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আমি যেভাবে কাল যাপন করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥ মুনিবর ! আপনি তপস্তায় গমন করিলে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, তখন পুত্রগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া অন্নের নিমিত্ত নিরতিশয় দুঃখিত হইল ॥ ৩০ ॥ আমি বালকগণকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলাম, তখন নীবারের



ন ভিক্ষা কিল দুর্ভিক্ষে নীবারা নাপি কাননে ।  
 ন স্বক্ষেষু ফলান্যাস্মন্ন মূলানি ধরাতলে ॥ ৩৩ ॥  
 ক্ষুধয়া পীড়িতা বালা রুদন্তি ভৃশমাতুরাঃ ।  
 কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং ব্রবীমি ক্ষুধার্দিতান্ ॥ ৩৪ ॥  
 এবং বিচিন্ত্য মনসা নিশ্চয়ন্তু ময়া কৃতঃ ।  
 পুত্রমেকং দদাম্যদ্য কশ্মৈচিদ্ধিনিনে কিল ॥ ৩৫ ॥  
 গৃহীত্বা তস্মৈ মৌল্যন্তু তেন দ্রব্যেণ বালকান্ ।  
 পালয়েহহং ক্ষুধার্তাংস্তু নাশ্চোপায়োহস্তি পালনে ॥ ৩৬ ॥  
 ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পুত্রোহয়ং প্রহিতো ময়া ।  
 বিক্রয়ার্থং মহাভাগ ! ক্রন্দমানো ভৃশাতুরঃ ॥ ৩৭ ॥  
 ক্রন্দমানং গৃহীত্বেনং নির্গতাহং গতত্রপা ॥ ৩৮ ॥  
 তদা সত্যব্রতো মার্গে মাযুদ্বীক্ষ্য ভৃশাতুরাম্ ।  
 পপ্রচ্ছ স চ রাজর্ষিঃ কস্মাদ্রোদিতি বালকঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তদাহং তমুবাচেদং বচনং মুনিসত্তম ! ।  
 বিক্রয়ার্থং নীয়তেহসৌ বালকোহদ্য ময়া নৃপ ! ॥ ৪০ ॥

আশ্রুতিত্যাগ ছান্দসো ভূতাবাভাবঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

সন্ধিরার্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥

নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কতকগুলি ফল প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩১ ॥ এইরূপে নীবারান্ন  
 দ্বারা কয়েক মাস অতিবাহিত করিলাম, পরে ক্রমে ক্রমে তাহারও অভাব হইয়া উঠিলে  
 পুনর্বার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ৩২ ॥ এই দারুণ দুর্ভিক্ষ সময়ে কাননমধ্যে  
 নীবার সকলেরও একান্ত অভাব, এক্ষণে ভিক্ষাও মূলত নহে, স্বক্ষেও ফল নাই এবং ধরা-  
 তলেও মূল পাওয়া যায় না ॥ ৩৩ ॥ বালকেরা ত ক্ষুধার জালায় কাতর হইয়া অতিশয় রোদন  
 করিতেছে এক্ষণে উপায় কি ? কোথায় যাই ? ক্ষুধিত বালকদিগকেই বা কি বলি ॥ ৩৪ ॥ এই  
 প্রকার নানাবিষয় চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে, একটি পুত্রকে কোন ধনীর নিকট  
 বিক্রয় করিব এবং তাহার মূল্য লইয়া সেই অর্থ দ্বারা ক্ষুধার্ত বালকগণকে প্রতিপালন  
 করিব । ইহা ভিন্ন পালনের অশ্রু উপায় আর নাই ॥ ৩৫—৩৬ ॥ কান্ত ! মনে মনে ইহা  
 বিবেচনা করিয়া এই পুত্রটিকেই বিক্রয়ের নিমিত্ত নিয়োজিত করিলাম ; মহাভাগ ! তখন  
 এই বালক অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, তথাপি আমি লজ্জাবিহীন  
 হইয়া ক্রন্দনপর বালককে সঙ্গে লইয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইলাম ॥ ৩৭—৩৮ ॥ এই সময়ে  
 সত্যব্রত নামক রাজর্ষি পথিমধ্যে আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

শ্রদ্ধা মে বচনং রাজা দয়ার্জহৃদয়ন্ততঃ ।

মামুবাচ গৃহং যাহি গৃহীত্বেনং কুমারকম্ ॥ ৪১ ॥

ভোজনার্থে কুমারাগামামিষং বিহিতং তব ।

প্রাপয়িষ্যাম্যহং নিত্যং যাবন্মুনিসমাগমঃ ॥ ৪২ ॥

অহন্থহনি ভূপালো বৃক্ষেহস্মিন্ মৃগশূকরান্ ।

বিন্যস্ত য়াতি হত্বাসৌ প্রত্যহং দয়য়াম্বিতঃ ॥ ৪৩ ॥

তেনৈব বালকাঃ কান্ত ! পালিতা বৃজিনার্গবাৎ ।

বশিষ্ঠেনাথ শপ্তোহসৌ ভূপতির্মম কারণাৎ ॥ ৪৪ ॥

কস্মিন্শ্চিদ্দিবসে মাংসং ন প্রাপ্তং তেন কাননে ।

হতা দোক্ষী বশিষ্ঠস্ত তেনাসৌ কুপিতো মুনিঃ ॥ ৪৫ ॥

ত্রিশঙ্কুরিতি ভূপস্ত কৃতং নাম মহাত্মনা ।

কুপিতেন বধাক্কেতোশ্চাণ্ডালশ্চ কৃতো নৃপঃ ॥ ৪৬ ॥

তেনাহং দুঃখিতা জাতা তস্ত দুঃখেণ কৌশিক ! ।

শ্বপচত্বমসৌ প্রাপ্তো মৎকৃতে নৃপনন্দনঃ ॥ ৪৭ ॥

( গৃহপ্রত্যাগমনে কারণমাহ ভোজনার্থে কুমারাগামিতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

বৃজিনার্গবাৎ হৃভিক্ষরূপশব্দটসাগরাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥ )

শ্রুত্রে! এই বালক কি কারণে রোদন করিতেছে ॥ ৩৯ ॥ হে মুনিসত্তম! তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম; রাজন্! অদ্য আমি এই বালককে বিক্রয় করিব বলিয়া লইয়া যাই-  
তেছি ॥ ৪০ ॥ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয় করুণারসে অভিষিক্ত হইল তখন  
তিনি আমাকে বলিলেন যে, আপনি এই কুমারকে লইয়া আশ্রমে প্রতিগমন করুন ॥ ৪১ ॥  
যাবৎ মুনিবর আশ্রমে সমাগত না হন, তাবৎকাল আমি এই কুমারগণের ভোজনের  
নিমিত্ত প্রত্যহ ভোজনের উপযোগী আমিষ সংগ্রহ করিয়া আপনার নিকট লইয়া যাইব ॥ ৪২ ॥  
মুনিবর! তদবধি ঐ ভূপাল দয়াপরবশ হইয়া প্রতিদিন মৃগ ও শূকর সকল হনন করিয়া  
তদীয় মাংস এই বৃক্ষে বাধিয়া রাখিয়া যাইতেন ॥ ৪৩ ॥ কান্ত! তাহাতেই আমি বালকগণকে  
সেই দারুণ শব্দট সাগর হইতে রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ঐ ভূপতি আমার নিমিত্তই বশিষ্ঠের  
নিকট অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৪ ॥ কোনও দিন সেই রাজা কাননমধ্যে মাংস প্রাপ্ত  
হইলেন না, স্মতরাং বশিষ্ঠের কামধেনু বধ করিলেন, সেই কারণবশতঃ মুনি তাঁহার উপর  
কুপিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ মহাত্মা মুনি গোবধনিবন্ধন কুপিত হইয়া সেই ভূপতির ত্রিশঙ্কু এই  
নাম রাখিয়া তাঁহাকে চাণ্ডাল করিলেন ॥ ৪৬ ॥ কৌশিক! রাজকুমার আমার উপকার  
করিতে গিয়া চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন, স্মতরাং তাঁহার সেই দুঃখে আমি যার পর নাই

যেন কেনাপ্যুপায়েন ভবতা নৃপতেঃ কিল ।

তস্মাদ্রক্ষা প্রকর্তব্য৷ তপসা প্রবলেন হ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি ভার্য্যাবচঃ শ্রুত্বা কৌশিকো মুনিসত্তমঃ ।

তামাহ কামিনীং দীনাং সান্ত্বপূৰ্ব্বমরিন্দম ! ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

মোচয়িষ্যামি তং শাপান্নৃপং কমললোচনে ! ।

উপকারঃ কৃতো যেন কান্তারাদ্রক্ষিতাসি বৈ ।

বিদ্যা তপোবলেদ্ধাহং করিষ্যে দুঃখসংক্ষয়ম্ ॥ ৫০ ॥

ইত্যাস্থাস্থ প্রিয়াং তত্র কৌশিকঃ পরমার্থবিৎ ।

চিন্তয়ামাস নৃপতেঃ কথং স্মাদুঃখনাশনম্ ॥ ৫১ ॥

সংবিম্বশ্চ মুনিস্তত্র জগাম যত্র পাথিবঃ ।

ত্রিশঙ্কুঃ পক্বে দীনঃ সংস্থিতঃ স্বপচাকৃতিঃ ॥ ৫২ ॥

আগচ্ছন্তং মুনিং দৃষ্ট্বা বিস্মিতোহসৌ নরাধিপঃ ।

দণ্ডবন্নিপপাতোৰ্ব্য্যং পাদয়োস্তরসা মুনেঃ ॥ ৫৩ ॥

ভস্মাদ্রক্ষতি । তস্মাদ্ভূপচত্বাদ্রক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

কান্তারাং শঙ্কটাং ॥ ৫০—৫২ ॥

পক্বে স্বপচগ্রামে গ্রামাদবহির্ভূতে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

দুঃখিত হইয়াছি ॥ ৪৭ ॥ অতএব যে কোন উপায়েই হউক বা প্রবল তপস্তার বলেই হউক নৃপতিকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্তব্য ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ভার্য্যার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া মুনিসত্তম কৌশিক সেই দুঃখিতা কামিনীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন ॥ ৪৯ ॥ কমললোচনে ! যে নরপতি তোমাকে সেই দারুণ শঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া উপকার করিয়াছেন আমি তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিব । অধিক কি, বিদ্যাবল বা তপোবলেই হউক আমি তাঁহার দুঃখ নিবারণ করিব ॥ ৫০ ॥ তৎকালে প্রিয়তমাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া পরমার্থবিদ কৌশিক কি প্রকারে নরপতির দুঃখ নাশ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন মুনিবর মনে মনে বিশেষ বিবেচনা করিয়া পৃথিবীপতি ত্রিশঙ্কুর নিকট গমন করিলেন । তৎকালে ত্রিশঙ্কু রাজা স্বপচবেশে চণ্ডালদিগের গ্রামে দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥ ৫২ ॥ নরপতি মুনিকে আসিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার চরণতলে দণ্ডের



গৃহীত্বা তং করে ভূপং পতিতং কৌশিকস্তদা ।

উথাপ্যোবাচ বচনং সাস্তুপূৰ্ব্বং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫৪ ॥

মৎকৃতে ত্বং মহীপাল ! শপ্তোহসি মুনিনা যতঃ ।

বাঞ্ছিতং তে করিষ্যামি বৃহি কিং করবাণ্যহম্ ॥ ৫৫ ॥

রাজোবাচ !

ময়া সম্প্রার্থিতঃ পূৰ্ব্বং বশিষ্ঠো মথহেতবে ।

মাং যাজয় মুনিশ্রেষ্ঠ ! করোমি মথমুত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥

তথেষ্টিং কুরু বিপ্রেন্দ্র ! যথা স্বৰ্গং ব্রজাম্যহম্ ।

অনেনৈব শরীরেণ শক্রলোকং স্মখালয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

কোপং কৃত্বা বশিষ্ঠোহসৌ মামাহেতি স্ফুৰ্ম্মতে ! ।

মানুষ্যেণ হি দেহেন স্বৰ্গবাসঃ কুতস্তব ॥ ৫৮ ॥

পুনর্ময়োক্তো ভগবান্ স্বৰ্গলুকেন চানঘ ! ।

অন্যং পুরোহিতং কৃত্বা যক্ষ্যেহহং যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৫৯ ॥

তদা তেনৈব শপ্তোহহং চাণ্ডালো ভব পামর ! ॥ ৬০ ॥

ইত্যেতৎ কথিতং সৰ্ব্বং কারণং শাপসম্ভবম্ ।

মম দুঃখবিনাশায় সমর্থোহসি মুনীশ্বর ! ॥ ৬১ ॥

( মৎকৃতে মম নিমিত্তং মৎপুত্রপালনায় বশিষ্ঠস্ত দোষদ্বীবধাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

রাজা শাপকারণং বিবৃণোতি ময়েতি ॥ ৫৬—৬০ ॥

মমেতি । মুনীশ্বর ! ইতি সম্বোধনেনৈব দুঃখবিনাশপ্রতিকারকত্বং সূচিতম্ ॥ ৬১ ॥

শ্রায় নিপতিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ তখন দ্বিজবর কৌশিক সেই পতিত রাজার কর ধারণ পূৰ্ব্বক উথাপিত করিয়া প্রবোধ বাক্যে বলিলেন ॥ ৫৪ ॥ মহীপাল ! তুমি আমার নিমিত্তই বশিষ্ঠ মুনির নিকট হইতে অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছ অতএব আমি তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব ; এক্ষণে কি করিতে হইবে তাহা বল ॥ ৫৫ ॥

রাজা কহিলেন, আমি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত পূৰ্ব্ব বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলাম ; মুনিবর ! আমি একটি উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিব, আপনি আমার সেই কার্য সম্পাদন করুন ॥ ৫৬ ॥ বিপ্রবর ! যাহাতে এই শরীরেই আমি স্বৰ্গপুরে স্মখে শক্রভবনে যাইতে পারি, আপনি তাদৃশ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৫৭ ॥ বশিষ্ঠদেব কুপিত হইয়া আমাকে বলিলেন ; স্ফুৰ্ম্মতে ! তোমার মনুষ্যদেহে কি প্রকারে স্বৰ্গবাস হইবে ? ॥ ৫৮ ॥ আমি স্বর্গের নিমিত্ত লালারিত ছিলাম স্মতরাং পুনর্বার ভগবান্ বশিষ্ঠকে বলিলাম, হে অনঘ ! তবে আমি অন্য পুরোহিত করিয়া সর্বোত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ৫৯ ॥ তখন বশিষ্ঠদেব এই

ইতু্যক্তা বিররামাসৌ রাজা দুঃখরুজাদিতঃ ।

কৌশিকোহপি নিরাকর্তুং শাপং তস্মৈ ব্যচিস্তয়ৎ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
ত্রিশঙ্কুবিষ্বামিত্রসমাগমো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ইতু্যক্তেতি । দুঃখজনিতা যা রুজা অধিস্তয়াদিতঃ পীড়িত ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

কথা শ্রবণ করিয়া কোপান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ “রে পামর ! তুই চণ্ডাল হ,” এই বলিয়া  
আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৬০ ॥ মুনিবর ! এই আমি আপনাকে শাপের  
সমস্ত কারণ নিবেদন করিলাম, এখন আপনিই আমার দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ ॥ ৬১ ॥  
রাজা দুঃখের বেদনায় কাতর হইয়া ইহা নিবেদন করিয়া বিরত হইলেন, বিষ্বামিত্র মুনিও  
কি উপায়ে তাঁহার শাপ নিবারণ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুসমীপে বিষ্বামিত্রের আগমনকথা  
বর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

বিচিন্ত্য মনসা কৃত্যং গাধিসূনুর্মহাতপাঃ ।  
প্রকল্প্য যজ্ঞসম্ভারান্ মুনীনামন্ত্রয়ত্তদা ॥ ১ ॥  
মুনয়স্তং মথং জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রনিমজ্জিতাঃ ।  
নাগতাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে বশিষ্ঠেন নিবারিতাঃ ॥ ২ ॥  
গাধিসূনুস্তদাজ্জায় বিমনাশ্চাতিদুঃখিতঃ ।  
আজগামাশ্রমং তত্র যত্রাসৌ নৃপতিঃ স্থিতঃ ॥ ৩ ॥  
তমাহ কোশিকঃ ক্রুদ্ধো বশিষ্ঠেন নিবারিতাঃ ।  
নাগতা ব্রাহ্মণাঃ সৰ্ব্বে যজ্ঞার্থং নৃপসত্তম ! ॥ ৪ ॥  
পশ্য মে তপসঃ সিদ্ধিং যথা ত্বাং সুরসদ্বনি ।  
প্রাপয়ামি মহারাজ ! বাঞ্ছিতং তে করোম্যহম্ ॥ ৫ ॥  
ইতু্যক্ত্বা জলমাদায় হস্তেন মুনিসত্তমঃ ।  
দদৌ পুণ্যং তদা তস্মৈ গায়ত্রীজপসম্ভবম্ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈঃ স্বৰ্গং গতে সতি ।

ত্রিশকৌ ভু হরিশ্চন্দ্রকথা প্রারম্ভ্যতেহধুনা ॥

ত্রিশঙ্কুবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রঃ কিং কৃতবাংস্তদাহ বিচিন্ত্যতি ॥ ১—৪

বাঞ্ছিতং তেহভিলষিতং করোমীত্যর্থঃ ॥ ৫—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! মহাতপা বিশ্বামিত্র মনে মনে কর্তব্য অবধারণ করিয়া যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহ করতঃ মুনিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন ॥ ১ ॥ মুনিগণ বিশ্বামিত্র কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ বৃত্তান্ত বিদিত হইলেন বটে, কিন্তু ঋষিবর বশিষ্ঠ নিবারণ করায় তাঁহারা কেহই সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন না ॥ ২ ॥ গাধিনন্দন ইহা অবগত হইয়া অতীব চিন্তিত হইলেন এবং যার পর নাই দুঃখিত হইয়া ত্রিশঙ্কু নরপতির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তখন মহর্ষি কোশিক কুপিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, নৃপসত্তম ! বশিষ্ঠ নিবারণ করায় সমস্ত ব্রাহ্মণই এই যজ্ঞে আগমন করিলেন না ॥ ৪ ॥ কিন্তু মহারাজ ! তুমি আমার তপস্কার বল অবলোকন কর, আমি এখন তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব, তোমাকে অবিলম্বেই সুরালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৫ ॥ সেই মুনিবর এই কথা বলিয়া হস্তে জল লইলেন এবং গায়ত্রী জপ করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন



দত্তাথ স্মৃতং রাজ্ঞে তমুবাচ মহীপতিম্ ।

যথেষ্টং গচ্ছ রাজর্ষে ! ত্রিপিষ্টপমতন্দ্রিতঃ ॥ ৭ ॥

পুণ্যেন মম রাজেন্দ্র ! বহুকালার্জিতেন চ ।

যাহি শক্রপুরীং প্রীতঃ স্তুতি তেহস্ত সুরালয়ে ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তবতি বিপ্রেন্দ্রে ত্রিশঙ্কুস্তরসা ততঃ ।

উৎপপাত যথা পক্ষী বেগবাংস্তপসো বলাৎ ॥ ৯ ॥

উৎপত্য গগনে রাজা গতঃ শক্রপুরীং যদা ।

দৃষ্টো দেবগণৈস্তত্র কুরশ্চাণ্ডালবেশভাক্ ॥ ১০ ॥

কথিতোহসৌ সুরেন্দ্রায় কোহয়মায়াতি সত্বরঃ ।

গগনে দেববদ্বায়োদুর্দর্শঃ শ্বপচাকৃতিঃ ॥ ১১ ॥

সহসোথায় শক্রস্তমপশ্যৎ পুরুষাধমম্ ।

জ্ঞাত্বা ত্রিশঙ্কুমপি স নিভৎশ্চ তরসাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

শ্বপচঃ ক সমায়াতি দেবলোকে জুগুপ্সিতঃ ।

যাহি শীঘ্রং ততো ভূমৌ নাত্র স্নাতুং ত্রয়োচিতম্ ॥ ১৩ ॥

শীঘ্রং ভূমৌ যাহীত্যনয়ঃ ১৩—১৬

তৎসমস্তই রাজাকে প্রদান করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর পুণ্য প্রদান করিয়া সেই মহীপতিকে বলিলেন, রাজর্ষে ! তুমি আলস্য পরিশূন্য হইয়া আপনার অভিলষিত সুরলোকে গমন কর ॥ ৭ ॥ রাজেন্দ্র ! তুমি প্রীত হইয়া বহুকালের সঞ্চিত মদীয় পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গলোকে গমন কর এবং সেই সুরলোকে তোমার মঙ্গল হউক ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! দ্বিজবর বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে, রাজা ত্রিশঙ্কু তাঁহার তপোবলে বেগবান্ পক্ষীর ন্যায় অতি সত্বর আকাশমার্গে উৎপতিত হইলেন ॥ ৯ ॥ রাজা ত্রিশঙ্কু আকাশে উখিত হইয়া যখন সুরপতির পুর সন্নিহিত হইতেছেন, তখন দেবগণ চাণ্ডালাকৃতি ভীষণবেশ ত্রিশঙ্কুকে দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে কহিলেন ; আকাশপথে দেবতার ন্যায় অতি বেগে আগমন করিতেছে এ ব্যক্তি কে ? ইহার আকৃতি শ্বপচসদৃশ এবং লোহের ন্যায় ঘোরদর্শন ॥ ১০—১১ ॥ তাহা শুনিয়া শক্র সহসা উখিত হইয়া সেই পুরুষাধমকে দর্শন করিলেন এবং তাহাকে ত্রিশঙ্কু বলিয়া জানিতে পারিয়া তিরস্কারপূর্বক তৎক্ষণাৎ কহিলেন ॥ ১২ ॥ তুমি শ্বপচ, দেবলোকের নিতান্ত অনুপযুক্ত, সূতরাং কোথায় যাইতেছ ? এখানে থাকা তোমার উচিত নহে, অতএব তুমি এখনিই ভূতলে গমন কর ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্তঃ শ্বলিতঃ স্বর্গাচ্ছক্রেণামিত্রকর্ষণ ! ।

নিপপাত তদা রাজা ক্ষীণপুণ্যো যথামরঃ ॥ ১৪ ॥

পুনশ্চুক্রোশ ভূপালো বিশ্বামিত্রেতি চাসকৃৎ ।

পতামি রক্ষ দুঃখার্তং স্বর্গাচ্চলিতমাশুগম্ ॥ ১৫ ॥

তশ্চ তৎ ক্রন্দিতং রাজন্ ! পততঃ কৌশিকো মুনিঃ ।

শ্রুত্বা তিষ্ঠেতি হোবাচ পতন্তং বীক্য ভূপতিম্ ॥ ১৬ ॥

বচনান্তশ্চ তত্রৈব স্থিতোহসৌ গগনে মূপঃ ।

মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ চলিতোহপি সুরালয়াৎ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বামিত্রোহপ্যপঃ স্পৃষ্ট্বা চকারেষ্টিং সুবিস্তরাম্ ।

বিধাতুং নূতনাং সৃষ্টিং স্বর্গলোকং দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৮ ॥

তশ্চোদ্যমং তথা জ্ঞাত্বা ত্বরিতস্ত শচীপতিঃ ।

তত্রাজগাম সহসা মুনিং প্রতি তু গাধিজম্ ॥ ১৯ ॥

কিং ব্রহ্মন্ ! ক্রিয়তে সাধো ! কস্মাৎ কোপনমাকুলঃ ।

অলং সৃষ্ট্যা মুনিশ্রেষ্ঠ ! ব্রুহি কিং করবাণি তে ॥ ২০ ॥

চলিতোহপি মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ তত্রৈব স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

( ত্রিশঙ্কোঃ শূণ্যবস্থানানন্তরজাতং বৃত্তমাহ বিশ্বামিত্র ইতি ॥ ১৮—১৯ ॥

অলমিতি । ময়া তব বচসি প্রতিপালিতে দ্বিতীয়স্বর্গসৃষ্ট্যাঃ প্রয়োজনং নাস্তীতি  
ভাবঃ ॥ ২০ ॥ )

হে অরিনাশন ! ইহু এই কথা বলিষামাত্র রাজা স্বর্গ হইতে শ্বলিত হইয়া ক্ষীণপুণ্য অমরের  
আয় তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ তখন ত্রিশঙ্কু, বিশ্বামিত্র ! বিশ্বামিত্র ! বলিয়া  
চীৎকার করিতে করিতে বারংবার বলিলেন, আমি স্বর্গ হইতে শ্বলিত হইয়া অতি বেগে  
পতিত হইতেছি অতএব আপনি আমাকে এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ১৫ ॥ রাজন্ !  
মহর্ষি কৌশিক তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং ভূপতিকে পতিত হইতে দেখিয়া  
“থাক থাক” এই বাক্য বলিলেন ॥ ১৬ ॥ নরপতি সুরালয় হইতে বিচলিত হইয়াও মুনির  
তপঃপ্রভাববশতঃ তদীয় বাক্যাহুসারে আকাশনার্গে সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন ॥ ১৭ ॥  
তখন বিশ্বামিত্রও নূতন সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় স্বর্গলোক নির্মাণ করিবার নিমিত্ত আচমন করিয়া  
সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥ তাঁহার ঈদৃশ উদ্যম দর্শনে শচীপতি ব্যগ্র হইয়া  
অবিলম্বে গাধিতনয় বিশ্বামিত্র মুনির নিকট আগমন করিয়া কহিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মন্ !  
আপনি কি করিতেছেন ? হে সাধো ! আপনি কি কারণে এত কোপাকুল হইয়াছেন ;  
মুনিবর ! নূতন সৃষ্টি করিবার আর প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আপনার কি কার্য্য করিব  
অনুসন্ধান করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

স্বং নিবাসং মহীপালং চ্যুতং ত্রুত্বনাশ্রিতো ! ।

নয়স্ব প্রীতিযোগেন ত্রিশঙ্কুং চাতিদুঃখিতম্ ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তস্ম তং নিশ্চয়ং জাহ্না তুরাষাভিতিশঙ্কিতঃ ।

তপোবলং বিদিত্বোত্রমোমিত্যোবাচ বাসবঃ ॥ ২২ ॥

দিব্যদেহং নৃপং কৃৎস্না বিমানবরসংস্থিতম্ ।

আপৃচ্ছ্য কৌশিকং শক্ৰোহগমন্নিজপুরীং তদা ॥ ২৩ ॥

গতে শক্রে তু বৈ স্বর্গং ত্রিশঙ্কুসহিতে ততঃ ।

বিশ্বামিত্রঃ স্মৃথং প্রাপ্য স্বাশ্রমে স্থস্থিরোহভবৎ ॥ ২৪ ॥

হরিশ্চন্দ্রোহথ তচ্ছ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোপকারকম্ ।

পিতুঃ স্বর্গমনং কামং মুদিতো রাজ্যমম্বশাৎ ॥ ২৫ ॥

অযোধ্যাধিপতিঃ ক্রীড়াং চকার সহ ভার্যয়া ।

রূপবোবনচাতুর্যযুক্তয়া প্রীতিসংমুতঃ ॥ ২৬ ॥

স্বং নিবাসং স্বকীয়ং স্থানং নয়স্বৈত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ওবাচেত্যজ্ঞাপ্তকঃ প্রয়োগঃ । ত্রিশঙ্কোঃ স্বর্গবাসস্ত স্থান্দে নাগরখণ্ডেহপ্যুক্তঃ । তত্র ব্রহ্মাণং প্রীতি দেবযাক্যম্ । সৃষ্টিঃ সৃষ্টা সুরশ্রেষ্ঠ ! বিশ্বামিত্রেণ সাম্প্রতম্ । তস্মাদ্বারয় তং গত্বা স্বয়মেব পিতামহ ! । তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা তৈরেব সহিতো বিধিঃ । গত্বোবাচ

বিশ্বামিত্র বলিলেন, দেবরাজ ! মহীপাল ত্রিশঙ্কু স্বর্গলোক হইতে পতিত হইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন, অতএব আপনি প্রীতিসহকারে তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া যান ইহাই আমার অভিপ্রেত জানিবেন ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবরাজ তাঁহার স্থিরসঙ্কল্প এবং অত্যাশ্রিত তপোবল বিদিত ছিলেন অতএব অত্যন্ত শঙ্কিতচিত্তে তদীয় বাক্য অঙ্গীকার করিলেন ॥ ২২ ॥ তখন সুরপতি নরপতিকে দিব্যদেহ প্রদান করিয়া উত্তম বিমানে সংস্থাপিত করিলেন এবং মুনিবর কৌশিককে সম্ভাষণ করিয়া রাজার সহিত নিজ আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥ শক্রে ত্রিশঙ্কুর সহিত স্বর্গ গমন করিলে বিশ্বামিত্র স্মৃথী হইয়া তখন স্বীয় আশ্রমে স্থস্থির হইয়া রহিলেন ॥ ২৪ ॥

এদিকে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপোবলে পিতার স্বর্গলাভ হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন অযোধ্যাধিপতি সেই নরপতি প্রীতিপরবশ হইয়া রূপবোবনসম্পদা সূচতুরা ভার্য্যার সহিত কাম-ক্রীড়ায় নিরত



অতীতকালে যুবতী ন সা গর্ভবতী হৃদুঃ ।  
 তদা চিন্তাতুরো রাজা বভূবাতীবহুঃখিতঃ ॥ ২৭ ॥  
 বশিষ্ঠশ্রামং গচ্ছা প্রণম্য শিরসা মুনিম্ ।  
 অনপত্যহুজাং চিন্তাং গুরবে সমবেদয়ৎ ॥ ২৮ ॥  
 দৈবজ্ঞোহসি ভবান্ কামং মন্ত্রবিদ্যাভিশারদঃ ।  
 উপায়ং কুরু ধর্মজ্ঞ ! সন্ততের্মম মানদ ! ॥ ২৯ ॥  
 অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি জানাসি দ্বিজসত্তম ! ।  
 কস্মাদুপেক্ষসে জানন্ দুঃখং মম চ শক্তিমান্ ॥ ৩০ ॥  
 কলবিক্কাস্ত্রমে ধন্যা যে শিশুং লালয়ন্তি হি ।  
 মন্দভাগ্যোহহমনিশং চিন্তয়ামি দিবানিশম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য মুনিস্তস্ত নির্বেদমিশ্রিতং বচঃ ।

সঞ্চিন্ত্য মনসা সম্যক্ তমুবাচ বিধেঃ স্মৃতঃ ॥ ৩২ ॥

জগন্মিত্রং বিশ্বামিত্রং মুনীশ্বরম্ ॥ নিরুত্তিং কুরু বিপ্রর্ষে ! সাংপ্রতং বচনান্মম ॥ বিশ্বামিত্র  
 উবাচ । অনেনৈব শরীরেণ ত্রিশঙ্কুর্দ্বিজসত্তমঃ । যদি গচ্ছতি তে লোকে তৎ সৃষ্টিং ন  
 করোম্যহম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ । এষ গচ্ছতি ভূপালো ময়া সহ ত্রিবিষ্টপম্ । অনেনৈব শরীরেণ  
 মৎপ্রসাদান্মুনীশ্বরেতি ॥ ২২—৩১ ॥

নির্বেদমিশ্রিতং খেদমিশ্রিতম্ ॥ ৩২ ॥

হইলেন ॥২৬॥ এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি সেই যুবতী গর্ভবতী হইলেন না  
 দেখিয়া রাজা যার পর নাই দুঃখিত ও অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন ॥২৭॥ তখন তিনি বশিষ্ঠের  
 পূণ্যাশ্রমে গমনপূর্ব্বক মুনিবরকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া অপুত্রতানিবন্ধন তাঁহার  
 মনে যে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা গুরুকে নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ২৮ ॥ ধর্মজ্ঞ !  
 আপনি মন্ত্রবিদ্যায় বিশারদ, বিশেষতঃ দৈববিষয় সকলই বিদিত আছেন, অতএব হে  
 মানদ ! আপনি আমার সন্ততি লাভের উপায় করুন ॥ ২৯ ॥ দ্বিজসত্তম ! অপুত্রের গতি  
 নাই, ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন ; অতএব আমার দুঃখ জানিয়া এবং সেই  
 দুঃখ নিবারণে সমর্থ থাকিয়াও কেন উপেক্ষা করিতেছেন ? ॥ ৩০ ॥ যে কলবিক্কেরা শিশু  
 পালন করে তাহারাও ধন্য, কিন্তু আমি এমনই মন্দভাগ্য যে, অপুত্রের অভাবে দিবানিশই  
 চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বিধিপুত্র বশিষ্ঠমুনি রাজার খেদপূর্ণ বাক্য শুনিয়া মনে মনে  
 চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বিশেষ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

সত্যং ব্রূষে মহারাজ ! সংসারেহস্মিন্ন বিদ্যতে ।  
 অনপত্যত্বজং দুঃখং যন্তথা দুঃখমদ্রুতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র ! বরুণং যাদসাংপতিম্ ।  
 সমারাধয় যত্নেন স তে কার্য্যং করিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥  
 বরুণাদধিকো নাস্তি দেবঃ সন্তানদায়কঃ ।  
 তমারাধয় ধর্ম্মিষ্ঠ ! কার্য্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥  
 দৈবং পুরুষকারশ্চ মাননীয়াবিমৌ নৃভিঃ ।  
 উদ্যমেন বিনা কার্য্যসিদ্ধিঃ সঞ্জায়তে কথম্ ॥ ৩৬ ॥  
 ন্যায়তস্তু নরৈঃ কার্য্য উদ্যমস্তদ্বদর্শিভিঃ ।  
 কুতে তস্মিন্ ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা নৃপসত্তম ! ॥ ৩৭ ॥  
 ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা গুরোরমিততেজসঃ ।  
 প্রণম্য নির্বযৌ রাজা তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৮ ॥  
 গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কৃতপদ্মাসনো নৃপঃ ।  
 ধ্যায়ন্ পাশধরং চিত্তে চচার দুশ্চরং তপঃ ॥ ৩৯ ॥  
 এবং তপস্ততস্তস্মৈ প্রচেতা দৃষ্টিগোচরঃ ।  
 কুপয়াভূম্মহারাজ ! প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ৪০ ॥

অনপত্যত্বজং যদুঃখং তথা দুঃখং সংসারে ন বিদ্যত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৩—৪৪ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ ! তুমি সত্যই বলিতেছ যে, অপুত্রতাজনিত দুঃখ অপেক্ষা অল্প  
 কোনও অদ্রুততর দুঃখ ইহ সংসারে বিদ্যমান নাই ॥ ৩৩ ॥ অতএব রাজেন্দ্র ! তুমি যত্নসহকারে  
 জলাধিপতি বরুণদেবের আরাধনা কর, তিনিই তোমার কার্য্যসিদ্ধি করিবেন ॥ ৩৪ ॥ বরুণ  
 অপেক্ষা সন্তানদায়ক দেবতা অল্প আর কেহই নাই ; অতএব, হে ধর্ম্মিষ্ঠ ! তুমি তাঁহার  
 আরাধনা কর, অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ৩৫ ॥ দৈব এবং পুরুষকার এ উভয়ই মানবের  
 মাননীয়, সুতরাং উদ্যম না করিলে কি প্রকারে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥  
 নৃপসত্তম ! তদ্বদর্শী মানবের জ্ঞান অনুসারে উদ্যম করা একান্ত কর্তব্য, উদ্যম করিলেই  
 কার্য্য সফল হইরা থাকে, তদ্ব্যতীত কখনও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

অসীমতেজঃসম্পন্ন গুরুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা স্থিরসংকল্প হইলেন এবং তাঁহাকে  
 প্রণাম করিয়া তপস্তা করিতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ মরুপতি গঙ্গাতীরের পবিত্র স্থানে পদ্মা-  
 সন গ্রহণ করিয়া পাশধর বরুণদেবের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া কঠোর তপস্তা করিতে লাগি-

হরিশ্চন্দ্রমুবাচেদং বচনং যাদমাংপতিঃ ।

বরং বরয় ধর্মজ্ঞ ! তুষ্টোহস্মি তপসা তব ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ ।

অনপত্যোহস্মি দেবেশ ! পুত্রং দেহি সুখপ্রদম্ ।

ঋণত্রয়াপহারার্থমুদ্যমোহয়ং ময়া কৃতঃ ॥ ৪২ ॥

নৃপশ্চ বচনং শ্রুত্বা প্রগল্ভং দুঃখিতশ্চ চ ।

স্মিতপূর্ষং ততঃ পানী তমাহ পুরতঃ স্মিতম্ ॥ ৪৩ ॥

বরুণ উবাচ ।

পুত্রো যদি ভবেদ্রাজন্ ! গুণী মনসি বাঞ্ছিতঃ ।

সিন্ধে কার্ষ্যে ততঃ পশ্চাৎ কিং করিষ্যসি মে প্রিয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

যদি ত্বং তেন পুত্রেণ মাং যজেথা বিশঙ্কিতঃ ।

পশুবন্ধেন তেনৈব দদামি নৃপতে ! বরম্ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ ।

দেব ! মে মাস্তু বন্ধ্যত্বং যজিষ্যেহং জলাধিপ ! ।

পশুং কৃত্বা সূতং পুত্রং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৪৬ ॥

পশুবন্ধেন পশুপণেন ॥ ৪৫—৪৭

লেন ॥ ৩৯ ॥ মহারাজ ! এইরূপ তপস্তা করিতে করিতে বরুণদেব রূপাবশতঃ প্রফুল্লবদনে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ৪০ ॥ তখন বরুণ নরপতি হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন ; ধর্মজ্ঞ ! আমি তোমার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥ ৪১ ॥

রাজা বলিলেন, দেবেশ ! আমি অপুত্র এজ্ঞাত্বা আমাকে সুখপ্রদপুত্র প্রদান করুন আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণে আবদ্ধ সূতরাং ঐ ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত এই উদ্যম করিয়াছি, জানিবেন ॥ ৪২ ॥ তখন বরুণদেব স্নহঃখিত রাজার বিনয় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া পুরোবর্তী রাজাকে বলিলেন ॥ ৪৩ ॥ রাজন্ ! যদি তোমার মনোমত গুণবান্ পুত্র হয়, তবে কার্য্যসিদ্ধির পর আমার কি প্রিয়কার্য্য করিবে ? ॥ ৪৪ ॥ নৃপতে ! যদি তুমি সেই পুত্রকে পশুস্থানীয় করিয়া নিঃশকচিতে আমার যাগানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে বরপ্রদান করিব ॥ ৪৫ ॥

রাজা বলিলেন, দেব ! আমাকে বন্ধ্যতা দোষ হইতে মুক্ত করুন, হে জলাধিপ ! আমার পুত্র হইলে তাঁহাকে পশু করিয়া আপনার যাগ করিব, ইহা আপনাকে সত্য কহিলাম ॥ ৪৬ ॥



বক্ষ্যত্বে পরমং দুঃখমসহং ভুবি মানদ ! ।

শোকাগ্নিশমনং নৃণাং তস্মাদেহি সূতং শুভম্ ॥ ৪৭ ॥

বরুণ উবাচ ।

ভবিষ্যতি সূতঃ কামং রাজন্ ! গচ্ছ গৃহায় বৈ ।

সত্যং তদ্বচনং কার্য্যং যদ্ ব্রুবীষি মমাগ্নতঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তো বরুণেনাসৌ হরিশ্চন্দ্রো গৃহং যযৌ ।

ভার্য্যায়ৈ কথয়ামাস বৃত্তান্তং বরদানজম্ ॥ ৪৯ ॥

তন্তু ভার্য্যাসতং পূর্ণং বভূবাতিমনোহরম্ ।

পট্টরাজ্ঞী শুভা শৈব্যা ধর্ম্মপত্নী পতিব্রতা ॥ ৫০ ॥

কালে গতেহথ সা গর্ভং দধার বরবর্ণিনী ।

বভূব মুদিতো রাজা শ্রুত্বা দোহদচেষ্টিতম্ ॥ ৫১ ॥

কারয়ামাস বিধিবৎ সংস্কারান্ নৃপতিস্তদা ।

মাসেহথ দশমে পূর্ণে সুষুবে সা শুভে দিনে ॥ ৫২ ॥

মমাগ্নে যদব্রুবীষি পুত্রং দাশ্যামীতি তদ্বচনং সত্যং কার্য্যামিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

শৈব্যা শিবেরপত্যং কন্তা ॥ ৫০ ॥

দোহদো গর্ভিনীমনোরথঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥

আদৌ জাতকর্ম্ম চকার ততো দানানি দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

মানদ ! অপুত্রতানিবন্ধন দুঃখ অপেক্ষা নিতান্ত অসহ দুঃখ ভুলোকে আর নাই, অতএব  
যাহাতে মানবগণের শোক উপশান্ত হয়, তাদৃশ সুসন্তান আমাকে প্রদান করুন ॥ ৪৭ ॥

বরুণ বলিলেন, রাজন্ ! তোমার অভিলষিত পুত্র হইবে অতএব গৃহে প্রতিগমন  
কর ; কিন্তু আমার সম্মুখে যাহা বলিলে তাহা সত্যে পরিণত করিও ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বরুণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র গৃহে গমন করিলেন  
এবং বরদান বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত ভার্য্যাকে বলিলেন ॥ ৪৯ ॥ তাঁহার একশত পরমাসুন্দরী  
মনোহারিণী রমণী ছিল, তাহাদের মধ্যে পতিব্রতা শৈব্যাই ধর্ম্মপত্নী এবং পট্টমহিষী ॥ ৫০ ॥  
কিছুকাল গত হইলে সেই বরবর্ণিনী গর্ভবতী হইলেন ; রাজা তাঁহার দোহদ কথা  
শ্রবণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিলেন ॥ ৫১ ॥ তৎকালে নরপতি তাঁহার বিবিধ সংস্কার  
করাইলেন ; ক্রমে দশমাস পূর্ণ হইলে শৈব্যা শুভনক্ষত্রে ও গ্রহবলবিশিষ্ট শুভ দিনে  
দেবমুতের জ্ঞান সন্তান প্রসব করিলেন । পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে রাজা ব্রাহ্মণগণে পরি-  
বেষ্টিত হইয়া স্নান করতঃ অগ্নে জাতকর্ম্ম সংস্কার সম্পন্ন করিয়া অসংখ্য ধনরত্ন দান করি-

তারাগ্রহবলোপেতে পুত্রং দেবস্বতোপমম্ ।  
 পুত্রে জাতে নৃপঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৫৩ ॥  
 চকার জাতকর্মাণ্যাদৌ দদৌ দানানি ভূরিশঃ ।  
 রাজশ্চাতিপ্রমোদোহভূৎ পুত্রজন্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৫৪ ॥  
 বভূব পরমোদারো ধনধান্যসমন্বিতঃ ।  
 বিশেষদানসংযুক্তো গীতবাদিত্রিসঙ্কুলঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
 ত্রিশঙ্কোঃ স্বর্গগমনানন্তরং হরিশ্চন্দ্রকথারস্তো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

( পরমোদারোহতিমহান্ অভ্যন্নতমনা দানশৌণ্ডো বা ॥ ৫৫ ॥ )

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

লেন, সেই সময়ে পুত্রের জন্মনিবন্ধন রাজার অপরিসীম হর্ষ হইল ॥ ৫২—৫৪ ॥ সেই বদান্ত  
 রাজা ধন, ধাত্ত ও নানা জাতীয় রত্ন এবং ভূমি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দান এবং নানাবিধ  
 গীত বাদ্যের অনুষ্ঠান করাইলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গগমনানন্তরং হরিশ্চন্দ্র  
 কথারস্তো নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

প্রবৃত্তে সদনে তস্য রাজ্ঞঃ পুত্রমহোৎসবে ।  
আজগাম তদা পাণী বিপ্রবেশধরঃ শুভঃ ॥ ১ ॥  
স্বস্তীতু্যক্তা নৃপং গ্রাহ বরুণোহহং নিশাময় ।  
পুত্রো জাতস্তবাধীশ ! যজ্ঞানেন নৃপাশু মাম্ ॥ ২ ॥  
সত্যং কুরু বচো রাজন্ ! যৎ প্রোক্তং ভবতা পুরা ।  
বক্ষ্যত্বন্তু গতং তেহদ্য বরদানেন মে কিল ॥ ৩ ॥  
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা চিন্তাং চকার হ ।  
কথং হন্নি স্মৃতং জাতং জলজেন সমাননম্ ॥ ৪ ॥  
লোকপালঃ সমায়াতো বিপ্রবেশেন বীৰ্য্যবান্ ।  
ন দেবহেলনং কার্য্যং সর্বথা শুভমিচ্ছতা ॥ ৫ ॥

যদ্বিষ্ণুর্লোকবর্ষোত্তম রাজ্ঞঃ পুত্রোৎসবে সতি ।

বরুণস্ত ততো বৃত্তং যথাবদভিধীয়তে ॥

রাজ্ঞঃ পুত্রোৎসবানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ প্রবৃত্তে সদনে ইতি । পাণী বরুণঃ ॥ ১ ॥

যজ্ঞানেনেতি । যজনরমেধং কুর্কিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নমু তদন্তুগ্রন্থাদেক এব মম পুত্রোহভূতস্মিৎ দত্তে মম পুত্রো নৈবাভ্যোহস্তুি । তথা চৈবং বার্থমেব ত্বং ময়া প্রার্থিত ইতি ভবতীত্যত আহ বক্ষ্যত্বমিতি । মম বক্ষ্যত্বং গচ্ছত্বিতি মনীষয়েব ত্বরাহং প্রার্থিতো ন পুনঃ পুত্রো মম জীবত্বিতি । তচ্চ কার্য্যং তব ময়া সম্পাদিতম্ । ততশ্চ ন মম প্রার্থনা ব্যর্থেনি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

হন্নি হনিষ্যাগীত্যর্থঃ । বর্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই নৃপতির ভবনে পুত্রের জন্মনিবন্ধন মহোৎসব আরম্ভ হইলে বরুণদেব পবিত্র বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ১ ॥ তখন বরুণদেব “তোমার মঙ্গল হইক” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া রাজাকে বলিলেন, নৃপতে ! তুমি আমাকে বরুণ বলিয়া জানিও, এক্ষণে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ; হে নরাধিপ ! এক্ষণে তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, অতএব তুমি তদ্বারা আমার যাগানুষ্ঠান কর ॥ ২ ॥ রাজন্ ! আমার বরদানে তোমার বক্ষ্যতা দোষ অন্তর্হিত হইয়াছে তবে তুমি পূর্বে যাহা বলিয়াছ, অধুনা সেই বাক্য সত্যে পরিণত কর ॥ ৩ ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের জন্মশব্দ বাক্য শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহো ! আমার একটিমাত্র কমলমুখ পুত্র জন্মিয়াছে, ইহাকে আমি কি প্রকারে সংহার করিব ॥ ৪ ॥ পরন্তু



পুত্রস্নেহঃ সুদুশ্ছেদ্যঃ সর্বথা প্রাণিভিঃ সদা ।  
 কিং করোমি কথং মে স্মাৎ সুখং সন্ততিসম্ভবম্ ॥ ৬ ॥  
 ধৈর্য্যমালম্ব্য ভূপালস্তং নহা প্রতিপূজ্য চ ।  
 উবাচ বচনং শ্রদ্ধং যুক্তং বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৭ ॥  
 রাজোবাচ ।

দেবদেব ! তবানুজ্ঞাং করোমি করুণানিধে ! ।  
 বেদোক্তেন বিধানেন মথঞ্চ বহুদক্ষিণম্ ॥ ৮ ॥  
 পুত্রে জাতে দশাহেন কৰ্ম্মযোগ্যো ভবেৎ পিতা ।  
 মাসেন শুক্লোজ্জননী দম্পতী তত্র কারণম্ ॥ ৯ ॥  
 সৰ্ব্বজ্ঞোহসি প্রচেতস্তুং ধৰ্ম্মং জানাসি শাস্বতম্ ।  
 কৃপাং কুরু ত্বং বারীশ ! ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ! ॥ ১০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তস্তু প্রচেতাস্তং প্রভুবাচ জনাধিপম্ ।  
 স্বস্তি তেহস্তু গমিষ্যামি কুরু কার্য্যাণি পার্থিব ! ॥ ১১ ॥

কীদৃশীং চিন্তাং চকারেতি তদাহ লোকপাল ইতি । পুত্রে ন দত্তে দেবস্ত হেলনং বঞ্চনং  
 ভবতি মোহাদাতুং ন শক্যতে ততশ্চ কিং কৰ্ত্তব্যমিতি চিন্তেত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥

দশাহেন দশাহোত্তরমিত্যর্থঃ । দম্পতী তত্রোতি । তত্র নরমেধকৰ্ম্মণি দম্পতী জায়া-  
 পতী কারণমধিকারিণৌ ততশ্চ মাসপর্য্যন্তমনধিকারাৎ কথং যজ্ঞঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৯-১১ ॥

বীৰ্য্যবান্ লোকপাল বরুণদেব বিপ্রবেশে উপস্থিত হইয়াছেন; বাহারা কল্যাণকামনা করেন  
 তাদৃশ মানবগণের দেবতাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কখনই উচিত নহে ॥ ৫ ॥  
 আর প্রাণিগণের পুত্রস্নেহ ছেদন করাও অতীব সুকঠিন, অতএব আমি এখন কি উপায়  
 করি ? কি প্রকারেই বা আমার সন্ততিজন্ত সুখ রক্ষিত হইবে ॥ ৬ ॥ তখন ভূপাল ধৈর্য্যাব-  
 লম্বন পূর্ব্বক প্রণত হইয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন এবং বিনয়সহকারে যুক্তিযুক্ত  
 মনোহর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৭ ॥ দেবদেব ! আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন  
 করিব তাহাতে সন্দেহ নাই, আমি বেদোক্ত বিধানে বহুদক্ষিণায়ুক্ত আপনকার যজ্ঞানুষ্ঠান  
 করিব ॥ ৮ ॥ কিন্তু নরমেধ যজ্ঞ করিতে হইলে জ্ঞী পুরুষ উভয়েই তাহার অধিকারী, সুতরাং  
 পুত্র জন্মিলে পিতা দশম দিবসের পর আর জননী এক মাস পরে শুদ্ধ হইয়া কার্য্যযোগ্য  
 হইবেন ; অতএব এক মাস গত না হইলে কি প্রকারে যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ৯ ॥ আপনি  
 সৰ্ব্বজ্ঞ এবং লোকদিগের পরম ঋতু, নিত্যধৰ্ম্ম কি তাহা আপনি বিদিত আছেন ; অতএব  
 হে বারীশ ! আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া এই এক মাস ক্ষান্ত থাকুন ॥ ১০ ॥

আগমিষ্যামি মাসান্তে যষ্টব্যং সর্বথা ত্বয়া ।  
 কুত্বোখানিকমাচারং পুত্রস্ত নৃপসত্তম ! ॥ ১২ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা শঙ্কয়া বাচা রাজানং যাদসাম্পতিঃ ।  
 হরিশ্চন্দ্রো মুদং প্রাপ গতে পাশিনি পার্থিবঃ ॥ ১৩ ॥  
 কোটিশঃ প্রদদৌ গান্তা ঘটোদ্রীর্হেমপূরিতাঃ ।  
 বিপ্রৈভ্যো বেদবিদ্যুশ্চ তথৈব তিলপৰ্বতান্ ॥ ১৪ ॥  
 রাজা পুত্রমুখং দৃষ্ট্বা স্তম্ভমাপ মহত্তরম্ ।  
 নামাস্ত্য রোহিতশ্চেতি চকার বিধিপূৰ্বকম্ ॥ ১৫ ॥  
 পূৰ্ণে মাসে ততঃ পাশী বিপ্রবেশেন ভূপতেঃ ।  
 আজগাম গৃহে সদ্যো যজস্ব্যতি ব্রুবমুহঃ ॥ ১৬ ॥  
 বীক্ষ্য তং নৃপতির্দেবং নিমগ্নঃ শোকসাগরে ।  
 প্রণিপত্য কৃতাতিথ্যং তমুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৭ ॥  
 দিষ্ট্য দেব ! ত্বমায়াতো গৃহং মে পাবিতং প্রভো ! ।  
 মখং করোমি বারীশ ! বিধিবদ্বাহিতং তব ॥ ১৮ ॥

কুত্বোখানিকমিতি । জাতকৰ্ম্মনামকরণাদিকমিত্যর্থঃ । আচারং কুত্বা যষ্টব্য-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা হরিশ্চন্দ্র এই কথা বলিলে পর বক্রগদেব সেই নর-  
 নাথকে বলিলেন, রাজন্ ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কর্তব্য কার্যকলাপ সম্পাদন কর,  
 আমি এখন স্বস্থানে গমন করিতেছি ॥ ১১ ॥ নৃপসত্তম ! আমি এক মাস পরে পুনর্বার আসিব,  
 তুমি পুত্রের জাতকৰ্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি নিয়মিত সংস্কার সম্পাদন করিয়া তদনন্তর  
 আমার যজ্ঞাহুষ্ঠান করিও ॥ ১২ ॥ মহারাজ ! জলাধিপতি বক্রগ রাজাকে এইরূপ মধুর বাক্য  
 বলিয়া প্রস্থান করিলে হরিশ্চন্দ্র রাজাও আনন্দ অমুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ পরে সেই  
 পৃথিবীপতি কোটি কোটি হেমবিভূষিতা ঘটোদ্রী ধেনু এবং তিল পৰ্ব্বত সকল বেদবিদ  
 বিপ্রগণকে অকাতরে দান করিলেন ॥ ১৪ ॥ রাজা পুত্রমুখ দর্শন করিয়া যার পর নাই স্তম্ভ  
 হইলেন এবং বিধিপূৰ্বক তাহার রোহিতাশ্ব এই নাম রাখিলেন ॥ ১৫ ॥ পরে একমাস  
 পূর্ণ হইলে বক্রগদেব বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া ভূপতির গৃহে আগমনপূৰ্বক বারংবার বলি-  
 লেন, মহারাজ ! এখনি যাগারম্ভ কর ॥ ১৬ ॥ নরপতি সেই বক্রগদেবকে অবলোকন করিয়াই  
 শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন, পরে প্রণাম ও আতিথ্য সংকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে  
 তাঁহাকে বলিলেন, দেব ! সৌভাগ্যক্রমেই আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন,  
 প্রভো ! আপনার আগমনে অদ্য আমার গৃহ পবিত্র হইল । হে দেব ! আমি আপনকার

অদন্তো ন পশুঃ শ্লাঘ্য ইত্যাহ্বেদবাদিনঃ ।

তস্মাদদন্তোদ্রবে তেহহং করিষ্যামি মহামথম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তন্তেন বরুণস্তথৈতু্যক্তা যথাবথ ।

হরিশ্চন্দ্রো মুদং প্রাপ্য বিজহার গৃহাশ্রমে ॥ ২০ ॥

পুনর্দন্তোদ্রবং জ্ঞাত্বা প্রচেতা দ্বিজরূপবান্ ।

আজগাম গৃহে তস্মৈ কুরু কার্য্যমিতি ব্রুবন্ ॥ ২১ ॥

ভূপালোহপি জলাধীশং বীক্ষ্য প্রাপ্তং দ্বিজাকৃতিম্ ।

প্রণম্যাসনসম্মানৈঃ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ২২ ॥

স্তত্বা প্রোবাচ বচনং বিনয়ানতকঙ্করঃ ।

করোমি বিধিবৎ কামং মথং প্রবলদক্ষিণম্ ॥ ২৩ ॥

বালোহপ্যকৃতচৌলোহয়ং গর্ভকেশো ন সম্মতঃ ।

যজ্ঞার্থে পশুকরণং ময়া বৃদ্ধমুখাচ্ছৃতম্ ॥ ২৪ ॥

তাবৎ ক্ষমস্ব বারীশ ! বিধিং জানাসি শাস্ত্রতম্ ।

কর্তব্যঃ সর্বথা যজ্ঞো মুণ্ডনান্তে শিশোঃ কিল ॥ ২৫ ॥

( অদন্তো পশুঃ শ্লাঘ্যো ন অপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৪ ॥

তাবদিতি । মুণ্ডনান্তে চূড়াকরণান্তে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৮ ॥

বাহিত যজ্ঞ বিধিপূর্বক সম্পাদন করিব তাহাতে সন্দেহ নাই ॥১৭—১৮॥ কিন্তু দেখুন, দস্ত-বিহীন পশু যজ্ঞে প্রশস্ত নহে ইহা বেদবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অতএব পুত্রের দস্ত সমুখিত হইলে আপনার অভিপ্রেত মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিব স্থির করিয়াছি ॥ ১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরনাথ ! বরুণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হইবে এই বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন ; এদিকে হরিশ্চন্দ্র আনন্দিত হইয়া সংসারাপ্রমে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ পরে কুমারের দন্তোৎপন্ন হইলে প্রচেতা ইহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে রাজার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্ ! আপনি এক্ষণে আমার যজ্ঞ আরম্ভ করুন ॥ ২১ ॥ ভূপতিও দ্বিজরূপী জলাধিপতিকে সমাগত দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং যথাযোগ্য সম্মান দ্বারা সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ২২ ॥ তিনি অতি বিনীতভাবে অবনতমস্তকে স্তব করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, দেব ! আমি বিধিপূর্বক আপনকার অভিলষিত তুরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ২৩ ॥ এই বালকের এখনও চূড়াকরণ হয় নাই সুতরাং গর্ভকালীন কেশকলাপ বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব এই কেশ থাকিতে এই বালক যজ্ঞীয় পশু হইতে পারে না ইহা আমি বৃদ্ধ-



তশ্চেতি বচনং শ্রুত্বা প্রচেতাঃ প্রাহ তং পুনঃ ।

প্রতারয়ামি মাং রাজন্ ! পুনঃ পুনরিদং বুবন্ ॥ ২৬ ॥

অপি তে সর্বসামগ্ৰী বর্ততে নৃপতেহধুনা ।

পুত্রস্নেহনিবন্ধস্ত্বং বঞ্চয়শ্চৈব সাম্প্রতম্ ॥ ২৭ ॥

কৌরকশ্মবিধিং কৃত্বা ন কৰ্ত্তামি যথং যদি ।

তদাহং দারুণং শাপং দাশ্চ কোপসমম্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

অদ্য গচ্ছামি রাজেন্দ্র ! বচনাত্তব মানদ ! ।

ন যুষা বচনং কার্য্যং ত্বয়েক্ষাকুকুলোদ্ভব ! ॥ ২৯ ॥

ইত্যাভাম্য যযাবাশু প্রচেতা নৃপতেগৃহাৎ ।

রাজা পরমসন্তুষ্টো ননন্দ ভবনে তদা ॥ ৩০ ॥

চূড়াকরণকালে তু প্রবৃত্তে পরমোৎসবে ।

সম্প্রাপ্তস্তরসা পাণী ভবনং নৃপতেঃ পুনঃ ॥ ৩১ ॥

যদাক্ষে স্মৃতমাদায় রাজ্ঞী নৃপতিসন্নিধৌ ।

উপবিষ্টা ক্রিয়াকালে তদৈব বরুণোহভ্যাগাৎ ॥ ৩২ ॥

অদ্যোতি । ইক্ষাকুকুলোদ্ভবেতি সমুদ্রা ইক্ষাকুকুলজাঃ প্রাণাত্যয়েহপি মিথ্যা ন বদন্তি  
ত্বমপি তৎকুলজঃ অতস্তয়াপি নিজবাক্যগনুতং ন করণীয়মিতি ভাবঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

যদাক্ষে ইতি । যদা রাজ্ঞী স্মৃতমাক্ষে নিধায় নৃপসন্নিধৌ স্থিতা তন্নিম্নেব কালে বরুণা-  
গমনাৎ ভূখাদিক্যং স্মৃতিতম্ ॥ ৩২ ॥

গণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২৪ ॥ হে বারীশ ! আপনি শাস্ত্রবিধি বিদিত আছেন,  
অতএব চূড়াকরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, শিশুর যুগ্মনকার্য্য হইলে পর আমি অবশ্যই  
আপনকার যজ্ঞ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥

বরুণ তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া পুনর্বার তাঁহাকে বলিলেন, রাজন্ ! তুমি পুনঃ পুনঃ  
এইরূপ কথা বলিয়া আমাকে প্রতারণা করিতেছ কেন ? ॥ ২৬ ॥ নরপতে ! এক্ষণে তোমার  
সমস্ত সামগ্ৰীই বিদ্যমান আছে, কেবল পুত্রস্নেহে নিবদ্ধ হইয়াই সম্প্রতি আমাকে  
বঞ্চনা করিতেছ ॥ ২৭ ॥ বাহা হউক কৌরকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও যদি যজ্ঞ না কর, তাহা  
হইলে আমি কুপিত হইয়া তোমাকে নিদারুণ শাপ প্রদান করিব ॥ ২৮ ॥ রাজেন্দ্র ! এখন  
তোমার বাক্যে আমি গমন করিতেছি, কিন্তু তুমি ইক্ষাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার  
বাক্য মিথ্যা করিও না ॥ ২৯ ॥ প্রচেতা এই কথা বলিয়া নরপতির গৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ  
প্রস্থান করিলেন, রাজাও তখন অতীব সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে আনন্দ অনুভব করিতে  
লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ পরে অতীব উৎসব সহকারে চূড়াকার্য্য আরম্ভ হইলে পাশ্চর্য্য সত্বর  
হইয়া পুনর্বার নরপতির ভবনে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১ ॥ যে সময়ে রাজ্ঞী পুত্রকে কোড়ে

কুরু কশ্মেতি বিস্মাফ্টং বচনং কথয়ন্তৃপম্ ।  
 বিশ্বরূপধরঃ ক্রীমান্ প্রত্যক্ষ ইব পাবকঃ ॥ ৩৩ ॥  
 নৃপতিস্তং সমালোক্য বভূবাতীব বিহ্বলঃ ।  
 নমশ্চকার তং ভীত্যা কৃতাজ্জলিপুটঃ পুরঃ ॥ ৩৪ ॥  
 বিধিবৎ পূজয়িত্বা তং রাজোবাচ বিনীতবান্ ।  
 স্বামিন্ ! কার্য্যং করোম্যদ্য মথশ্চ বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৩৫ ॥  
 বক্তব্যমস্তি তত্রাপি শৃণুশ্চৈকমনা বিভো ! ।  
 যুক্তক্ষেম্যন্যসে স্বামিংস্তদ্রুবীমি তবাশ্রিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ।  
 সংস্কৃতাশ্চান্যথা শূদ্রা এবং বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৩৭ ॥  
 তস্মাদয়ং স্তুতো মেহদ্য শূদ্রবদ্বৰ্জতে শিশুঃ ।  
 উপনীতঃ ক্রিয়ার্হঃ শ্রাদ্ধিতি বেদেষু নির্ণয়ঃ ॥ ৩৮ ॥  
 রাজ্ঞামেকাদশে বর্ষে সদোপনয়নং শ্রুতম্ ।  
 অষ্টমে ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৈশ্যানাং দ্বাদশে কিল ॥ ৩৯ ॥

কুর্কিতি । প্রত্যক্ষ পাবক ইব তেজোবিশেষোদয়াদিত্যি ভাবঃ ॥ ৩৩—৩৫  
 বক্তব্যমিতি । বিভো ! নিগ্রহানুগ্রহসমর্থত্বার্থঃ ॥ ৩৬—৪০ ॥ )

লইয়া নৃপতি সন্নিধানে উপবিষ্টা হইয়াছেন, সেইকালেই বক্রণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হই-  
 লেন ॥ ৩২ ॥ সেই বিপ্ররূপধারী প্রত্যক্ষ পাবকের স্তায় তেজঃপুঞ্জকলেবর বক্রণ নরপতিকে  
 স্পষ্টবাক্যে বলিলেন, রাজন্ ! যজ্ঞ আরম্ভ কর ॥ ৩৩ ॥ নরপতি তাঁহাকে অবলোকন  
 করিয়া ভয়ে যার পর নাই বিহ্বল হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে অতি সত্বরে তাঁহাকে প্রণাম  
 করিলেন ॥ ৩৪ ॥ পরে যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিয়া অতিশয় বিনয় সহকারে বলিলেন,  
 স্বামিন্ ! অদ্যই আমি বিধিপূৰ্ব্বক আপনার বাগ করিব ॥ ৩৫ ॥ কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু  
 বক্তব্য আছে আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন এবং তদনন্তর যাহা কর্তব্য তাহাই  
 করুন। স্বামিন্ ! আপনি যদি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করেন তবে আমি উহা আপনার  
 নিকট ব্যক্ত করি ॥ ৩৬ ॥ দেখুন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ যথাবিধি সংস্কৃত  
 হইলে দ্বিজাতি হইবেন, কিন্তু সংস্কারবিহীন হইলে ইহারা অবশ্যই শূদ্র, ইহা বেদবিদ  
 পণ্ডিতগণেই বিদিত আছে ॥ ৩৭ ॥ অতএব আমার এই শিশু সন্তান এখনও শূদ্রের স্তায়  
 রহিয়াছে, উপনীত হইলে তদনন্তর ক্রিয়ার উপযুক্ত হইবে ইহাই বেদশাস্ত্রের অভি-  
 মত ॥ ৩৮ ॥ ক্ষত্রিয়দিগের একাদশ বর্ষে, ব্রাহ্মণদিগের অষ্টমবর্ষে এবং বৈশ্যগণের দ্বাদশ

দয়সে যদি দেবেশ ! দীনং মাং সেবকং তব ।  
 তদোপনীয় কৰ্ত্তাস্মি পশুনা যজ্ঞযুক্তমম্ ॥ ৪০ ॥  
 লোকপালোহসি ধৰ্ম্মজ্ঞ ! সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ ! ।  
 মম্বসে যদ্বচঃ সত্যং তদগচ্ছ ভবনং বিভো ! ॥ ৪১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দয়াবান্ যাদসাম্পতিঃ ।  
 ওমিত্যুক্ত্বা যযাবাশু প্রসন্নবদনো নৃপ ! ॥ ৪২ ॥  
 গতেহথ বরুণে রাজা বভূবাতিমুদাস্থিতঃ ।  
 স্মৃথং প্রাপ্য স্মৃতসৈবং রাজ্ঞী মুদমবাপ হ ॥ ৪৩ ॥  
 চকার রাজকার্যাণি হরিশ্চন্দ্রস্তদা নৃপ ! ।  
 কালেন ব্রজতা পুত্রো বভূব দশবার্ষিকঃ ॥ ৪৪ ॥  
 তস্যোপবীতসামগ্ৰীং বিভূতিসদৃশীং নৃপঃ ।  
 চকার ব্রাহ্মণৈঃ শিষ্টৈরস্থিতঃ সচিবৈস্তথা ॥ ৪৫ ॥  
 একাদশে স্মৃতস্যাক্ষে ব্রতবন্ধবিধৌ নৃপঃ ।  
 বিদধে বিধিবৎ কার্য্যং চিত্তে চিন্তাতুরঃ পুনঃ ॥ ৪৬ ॥

যদ্বচঃ সত্যমিতি । যচ্ছব্দো যদ্যর্থকঃ । যদি সত্যং মম্বসে ইত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৮ ॥

বৎসর বয়ঃক্রমে উপনয়নের বিধি নির্দিষ্ট আছে ॥ ৩৯ ॥ অতএব দেবেশ ! যদি আপনকার দীন সেবকের প্রতি দয়া করেন তবে বালকের উপনয়ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, পরে এই বালকের উপনয়ন দিয়া পশুরূপ বালক দ্বারা আপনকার সেই উত্তম যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ৪০ ॥ বিভো ! আপনি লোকপাল বিশেষতঃ সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম বিদিত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, অতএব আমার বাক্য যদি সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাকে আপনি এক্ষণে নিজ গৃহে গমন করুন ॥ ৪১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তাহার জেদ্বশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জলাধিপতি বরুণ দয়ার্জচিত্ত হইলেন এবং “তাহাই হইবে” বলিয়া তৎকরণে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪২ ॥ বরুণ অন্তর্দ্বান করিলে পর রাজা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং রাজ্ঞীও পুত্রের মঙ্গল জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র লুপ্তচিত্তে রাজকার্য্য পর্যা-লোচনা করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিছুকাল গত হইলে তাহার পুত্র দশম বৎসরে পদার্পণ করিল ॥ ৪৪ ॥ তখন রাজা শাস্ত্র ব্রাহ্মণগণ এবং মন্ত্রিগণের সহিত সমবেত হইয়া আপনার ঐশ্বৰ্য্যের অনুরূপ তাহার উপনয়নের দ্রব্য সামগ্রীর আরোজন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ পুত্রের একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নরপতি যথাবিধি উপনয়ন কার্য্যের অনুষ্ঠান



বর্তমানেন তথা কার্যে উপনীতে কুমারকে ।  
 আজগামাথ বরুণো বিপ্রবেশধরস্তদা ॥ ৪৭ ॥  
 তং বীক্ষ্য নৃপতিস্তূর্ণং প্রণম্য পুরতঃ স্থিতঃ ।  
 কৃতাজ্জলিপুটঃ প্রীতঃ প্রভুবাচ সুরোত্তমম্ ॥ ৪৮ ॥  
 দেব ! দত্তোপবীতোহয়ং পশুযোগ্যোহস্তি মে সূতঃ ।  
 প্রসাদান্তব মে শোকো গতো বক্ষ্যাপবাদজঃ ॥ ৪৯ ॥  
 কৰ্ত্তুমিচ্ছাম্যহং যজ্ঞং প্রভূতবরদক্ষিণম্ ।  
 সময়ে শৃণু ধৰ্ম্মজ্ঞ ! সত্যমদ্য ব্রবীম্যহম্ ॥ ৫০ ॥  
 সমাবৰ্ত্তনকৰ্ম্মান্তে করিষ্যামি তবেপ্সিতম্ ।  
 মমোপরি দয়াং কৃত্বা তাবদ্বং ক্ষন্তুমহঁসি ॥ ৫১ ॥

বরুণ উবাচ ।

প্রতারয়সি মাং রাজন্ ! পুত্রপ্রেমাকুলো ভূশম্ ।  
 মুহুমুহ্মতিং কৃত্বা যুক্তিযুক্তাং মহামতে ! ॥ ৫২ ॥  
 গচ্ছাম্যদ্য মহারাজ ! বচসা তব নোদিতঃ ।  
 আগমিষ্যামি সময়ে সমাবৰ্ত্তনকৰ্ম্মণি ॥ ৫৩ ॥

দেব দত্তেতি । দেবেতি বরুণসম্বোধনম্ ॥ ৪৯—৫৫

করিলেন, কিন্তু বরুণের যজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তাতুর হইতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥  
 এদিকে কুমারের উপনয়ন কার্য আরম্ভ হইলে, বরুণ বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ নরপতি তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অবিলম্বে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাজ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রীতিসহকারে সুরবরকে বলিলেন ॥ ৪৮ ॥ দেব ! উপনীত হওয়ার এক্ষণে আমার এই পুত্র পশুর উপযুক্ত হইয়াছে আর আপনার অনুগ্রহে আমারও বক্ষ্য অপবাদ-নিবন্ধন শোক অন্তর্হিত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥  
 অতএব, ধৰ্ম্মজ্ঞ ! এক্ষণে আমি বাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন, কিছুকাল বিলম্বে আপনার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, ইহা আপনাকে সত্য বলিলাম ॥ ৫০ ॥ ফলতঃ সমাবৰ্ত্তন কার্যের অবসানে আপনার অন্তিমত কার্য করিব, অধুনা আমার প্রতি দয়া করিয়া তাবৎ কাল ক্ষমা করুন ॥ ৫১ ॥

বরুণ কহিলেন, মহামতে ! তুমি পুত্রস্নেহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া যুক্তিযুক্ত বুদ্ধি-কৌশল দ্বারা বারংবার আমাকে প্রতাৰণা করিতেছ ॥ ৫২ ॥ বাহা হউক মহারাজ ! আমি তোমার বাক্যানুসারে আজ গমন করিতেছি, কিন্তু সমাবৰ্ত্তন কার্যের সময়ে

ইতু্যক্তা প্রযযৌ পাশী তমাপৃচ্ছ্য বিশাম্পতে ! ।  
 রাজা প্রমুদিতঃ কার্ষ্যং চকার চ যথোত্তরম্ ॥ ৫৪ ॥  
 আগতং বরুণং দৃষ্ট্বা কুমারোহতিবিচক্ষণঃ ।  
 যজ্ঞস্য সময়ং জ্ঞাত্বা তদা চিন্তাতুরোহভবৎ ॥ ৫৫ ॥  
 শোকস্য কারণং রাজ্ঞঃ পর্যাপৃচ্ছদিতস্ততঃ ।  
 জ্ঞাত্বাভবধমায়ুধম্ ! গমনায় মতিং দধৌ ॥ ৫৬ ॥  
 নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা সম্যজ্য সচিবাস্তজৈঃ ।  
 প্রযযৌ নগরান্তস্মারিগত্য বনমপ্যসৌ ॥ ৫৭ ॥  
 গতে পুত্রে নৃপঃ কামং হুঃখিতোহভূদ্ভৃশং তদা ।  
 প্রেরয়ামাস দূতান্ স্বাংস্তস্মাৎশেষণকাম্যয়া ॥ ৫৮ ॥  
 এবং গতেহথ কালেহসৌ বরুণস্তদগৃহং গতঃ ।  
 রাজানং শোকসন্তপ্তং কুরু যজ্ঞমিতি ধুবন্ ॥ ৫৯ ॥  
 রাজা প্রণম্য তং প্রাহ দেবদেব ! করোমি কিম্ ।  
 ন জানে কাপি পুত্রো মে গতস্তদ্য ভয়াকুলঃ ॥ ৬০ ॥  
 সর্বত্র গিরিভূর্গেষু যুনাীনাশ্রমেষু চ ।  
 অশ্বেষিতো মে দূতৈস্তু ন প্রাপ্তো যাদসাম্পতে ! ॥ ৬১ ॥

আয়ুস্মিতি জনৈজয়সংস্থাপনম্ ॥ ৫৬ ॥

নগরান্নিগত্য বনমেব প্রযাবিত্যশ্বয়ঃ ॥ ৫৭—৬১ ॥

পুনরায় আসিব ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ৫৩ ॥ নরপতে ! বরুণ এই কথা বলিয়া তাঁহাকে  
 সন্তোষ করিয়া প্রস্থান করিলে রাজাও আনন্দিত হইয়া যথাক্রমে বিহিত কার্যকলাপ  
 সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজকুমার অতীষ বিচক্ষণ ছিলেন সুতরাং বরুণের  
 আগমন দর্শনে বজ্রের সময় বিদিত হইয়া চিন্তায় কাতর হইলেন ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর, রাজার  
 শোকের কারণ ইতস্ততঃ জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার বিনাশের বিষয় বিদিত হইলেন এবং  
 তৎক্ষণাৎ রাজগৃহ হইতে প্রস্থান করিতে বাসনা করিলেন ॥ ৫৬ ॥ পরে সচিবপুত্রগণের  
 সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থিরীকরণপূর্বক সেই নগর হইতে বহির্গত হইয়া বনে গমন  
 করিলেন ॥ ৫৭ ॥ পুত্র প্রস্থান করিলে নরপতি যার পর নাই হুঃখিত হইয়া তাঁহার অশেষণ  
 কামনার স্বীয় দূত সকল প্রেরণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে বরুণ  
 তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়া সেই শোকসন্তপ্ত রাজাকে বলিলেন, রাজন্ ! এক্ষণে প্রতিশ্রুত  
 যজ্ঞ সম্পাদন কর ॥ ৫৯ ॥ রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, দেব ! আমি কি করিব ?  
 আমার পুত্র ভয়াকুল হইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহা আমি জানি না ॥ ৬০ ॥

আজ্ঞাপয় মহারাজ ! কিং করোমি গতে স্ততে ।

ন মে দোষোহত্র সর্বজ্ঞ ! ভাগ্যদোষস্তু সর্বথা ॥ ৬২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি ভূপবচঃ শ্রুত্বা প্রচেতাঃ কুপিতো ভূশম্ ।

শশাপ চ নৃপং ক্রোধাদ্বিক্তস্ত পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩ ॥

নৃপতেহহং ত্বয়া যস্মাদ্বচসা চ প্রবক্তিতঃ ।

তস্মাজ্জলোদরো ব্যাধিস্তাং তুদত্বতিদারুণঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শপ্তো মহীপালঃ কুপিতেন প্রচেতসা ।

পীড়িতোহভূতদা রাজা ব্যাধিনা দুঃখদেন তু ॥ ৬৫ ॥

এবং শপ্ত্বা নৃপং পাশী জগাম নিজমাম্পদম্ ।

রাজা প্রাপ্য মহাব্যাধিং বভূবাভীষ দুঃখিতঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে  
বরুণহরিশ্চন্দ্রসংবাদো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

(যদি কার্য্যতন্ত্রে দোষো নাস্তি তর্হি কথং ন যাগ ইত্যাহ ভাগ্যদোষস্থিতি ॥৬২-৬৬॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দেব ! মদীয় দূত সকল পর্বতরাজির দুর্গম প্রদেশ, মুনদিগের আশ্রম, অধিক কি সকল স্থানেই অব্বেষণ করিয়াছে তথাপি কোন স্থানেও তাহাকে প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৬১ ॥ আমার পুত্র গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছে এখন আমি কি করিব আপনি তাহা আজ্ঞা করুন ; দেব ! আপনি ত সকলই জানেন অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন আমার ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, কেবল ভাগ্যদোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ৬২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভূপতির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া বরুণ যার পর নাই কুপিত হইলেন এবং যখন দেখিলেন তিনি হরিশ্চন্দ্রের নিকট বারংবার বকিত হইয়াও অতিলম্বিত প্রাপ্ত হইলেন না, তখন ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, রাজন্ ! যেহেতু তুমি ছলনা বাক্য আমাকে প্রবকিত করিলে তজ্জন্ত নিদারুণ জলোদর ব্যাধি তোমাকে নিরতিশয় ব্যাধিত করুক ॥ ৬৪ ॥ বরুণ কুপিত হইয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিলে পর রাজা ঐ ক্রেশদায়ক ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া যার পর নাই কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ তখন পাশধারী জলপতি নৃপতিকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং রাজাও ঐ সুদারুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সাতিশয় কাতর হইলেন ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-  
বতের সপ্তমস্কন্ধে বরুণহরিশ্চন্দ্রসংবাদবর্ণন নামক পঞ্চদশ  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



# ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

—ॐ—

ব্যাস উবাচ ।

গতেহথ বরুণে রাজা রোগেণাতীবপীড়িতঃ ।  
দুঃখাদুঃখং পরং প্রাপ্য ব্যথিতোহভূদ্ভৃশং তদা ॥ ১ ॥  
কুমারোহসৌ বনে শ্রদ্ধা পিতরং রোগপীড়িতম্ ।  
গমনায় মতিং রাজশ্চকার স্নেহযন্ত্রিতঃ ॥ ২ ॥  
সংবৎসরে ব্যতীতে তু পিতরং দ্রষ্টুমানরাৎ ।  
গন্তুকামস্ত তং জ্ঞাত্বা শক্রস্তত্রাজগাম হ ॥ ৩ ॥  
বাসবস্ত তদা রূপং কৃত্বা বিপ্রশ্চ সত্বরঃ ।  
বারয়ামাস যুক্ত্য বৈ কুমারং গন্তুমুদ্যতম্ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

রাজপুত্র ! ন জানাসি রাজনীতিং সূদুর্লভাম্ ।  
অতঃ করোমি মূঢ়স্ত্বং গমনায় মতিং বৃথা ॥ ৫ ॥

একোনবষ্টিশ্লোকৈস্ত শুনঃশেষবধাশ্রয়া ।  
কথা প্রারম্ভ্যতে যত্র বিশ্বামিত্রেণ বৈরিতা ।  
হরিশ্চন্দ্রেণ সঞ্জাতা পরং প্রারম্ভবেগতঃ ॥

বরুণশাপদানানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ গতেহথেতি ॥ ১—২ ॥  
তত্রাজগাম হেতি । যত্র পুত্রঃ স্থিতস্তত্ত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥  
বারয়ামাসেতি । কেবলং দয়াবশাদিত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বরুণ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলে রাজা সেই জলোদর  
রোগে সাতিশয় পীড়িত হইলেন এবং দিন দিন দুঃখভোগ ও ঘোরতর যন্ত্রণা অনুভব  
করিয়া যার পর নাই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! এদিকে রাজকুমার বনমধ্যেই  
পিতার সেই রোগজনিত সস্তাপের বিষয় শুনিতে পাইলেন সুতরাং স্নেহের পরতন্ত্র হইয়া  
পিতার নিকট গমন করিতে বাসনা করিলেন ॥ ২ ॥ সংবৎসর অতীত হইলে রাজকুমার  
আদর সহকারে পিতাকে দেখিবার নিমিত্ত এবং তৎসমীপে যাইবার জন্ত বাসনা করিয়া-  
ছেন ইহা অবগত হইয়া দেবরাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তিনি দয়াবশতঃ  
অবিলম্বে বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া অশুকুল যুক্তি দ্বারা সেই গমনোদ্যত কুমারকে নিবারণ  
করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, রাজপুত্র ! তুমি অতীব নির্ভেদ বিশেষতঃ অদ্যাপি হৃজের রাজনীতি  
অবগত হইতে পার নাই, এজন্ত অজ্ঞানতাবশতই এখন পিতার নিকট বৃথা গমন করিতে

পিতা তব মহাভাগ ! ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ।  
 কারয়িষ্যতি হোমং তে জ্বলিতেহথ বিভাবসৌ ॥ ৬ ॥  
 আত্মা হি বল্লভস্তাত ! সর্বেষাং প্রাণিনাং খলু ।  
 তদর্থে বল্লভাঃ সন্তি পুত্রদারধনাদয়ঃ ॥ ৭ ॥  
 আত্মনো দেহরক্ষার্থং হত্বা ত্বাং বল্লভং স্মৃতম্ ।  
 হবনং কারয়িত্বাসৌ রোগমুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥  
 তস্মাদ্বয়া ন গন্তব্যং রাজপুত্র ! পিতৃগৃহে ।  
 স্মৃতে পিতরি গন্তব্যং রাজ্যার্থে সর্বথা পুনঃ ॥ ৯ ॥  
 এবং নিষেধিতস্তত্র বাসবেন নৃপাত্মজঃ ।  
 বনমধ্যে স্থিতঃ কামং পুনঃ সংবৎসরং নৃপ ! ॥ ১০ ॥  
 অত্যন্তং দুঃখিতং শ্রুত্বা হরিশ্চন্দ্রঃ তদাত্মজঃ ।  
 গমনায় মতিং চক্রে মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥  
 তুরাষাড্ দ্বিজরূপেণ তত্রাগত্য চ রোহিতম্ ।  
 নিবারয়ামাস স্মৃতং যুক্তিবাক্যৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

তে তব পণ্ডিতস্ত হোমং কারয়িষ্যতীত্যবয়বঃ ॥ ৬ ॥

আত্মা হি বল্লভ ইতি । ন বা অরে পত্নাঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাশ্রনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীত্যাদিনা ন বা অরে সৰ্বশ্চ কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতীতি বৃহদারণ্যক-শ্রুতেরনুভবাচ্চ । তদর্থে আত্মার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৭—১৪ ॥

উদ্যত হইতেছ ॥ ৫ ॥ মহাভাগ ! তুমি তথায় গমন করিলে তোমার পিতা বেদপারগ ব্রাহ্মণ-  
 গণ দ্বারা নরমেধ যজ্ঞ করিবেন তাহাতে তোমাকে পণ্ডিতরূপ করিয়া ত্বদীয় মাংস প্রজ্জ্বলিত  
 হতাশনে আহুতি প্রদান করাইবেন ॥ ৬ ॥ বৎস ! সকল প্রাণিপুঞ্জেরই আত্মা অতীব  
 প্রিয় ; সেই কারণে আত্মার নিমিত্তই পুত্র, স্ত্রী ও ধনরত্ন সকলই প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥  
 অতএব তুমি প্রাণ তুল্য প্রিয়পুত্র হইলেও তিনি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে  
 রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমাকে নিহত করিয়া হোম করাইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ রাজ-  
 পুত্র ! তোমার এখন পিতৃগৃহে গমন করা উচিত নহে, পরন্তু যখন তোমার পিতা মৃত্যুমুখে  
 পতিত হইবেন তৎকালে তুমি রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত অবশ্যই পুনরায় তথায় গমন করিও ॥ ৯ ॥  
 নৃপবর ! বাসব এই প্রকার নিষেধ করিলে পর রাজপুত্র সেই বনমধ্যে পুনর্বার এক বৎসর  
 কাল বাস করিলেন ॥ ১০ ॥ কিন্তু রাজপুত্র যখন হরিশ্চন্দ্রের নিরতিশয় দুঃখের বিষয় অবগত  
 হইলেন, তখন নিজ মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিতে মানস করিলেন ॥ ১১ ॥  
 অনন্তর সুরপতি ইন্দ্রও তৎকালে দ্বিজরূপ ধারণ করিয়া রাজপুত্র রোহিতে নিকট উপনীত  
 হইলেন এবং যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করিলেন ॥ ১২ ॥

হরিশ্চন্দ্রোহিতীদুঃখার্ভো বশিষ্ঠং স্বপুরোহিতম্ ।

পপ্রচ্ছ রোগনাশায় তত্রোপায়ং স্থনিশ্চিতম্ ॥ ১৩ ॥

তমাহ ব্রহ্মণঃ পুত্রো যজ্ঞং কুরু নৃপোত্তম ! ।

ক্রয়ক্রীতেন পুত্রেণ শাপমোক্শো ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

পুত্রা দশবিধাঃ প্রোক্তা ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ।

দ্রব্যেণানীয় তস্মাত্ত্বং পুত্রং কুরু নৃপোত্তম ! ॥ ১৫ ॥

বরুণোহপি প্রসন্নঃ সন্মুখকারী ভবিষ্যতি ।

লোভাৎ কোহপি দ্বিজঃ পুত্রং প্রদাস্তুতি স্বরাষ্ট্রজঃ ॥ ১৬ ॥

এবং প্রমোদিতো রাজা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ।

প্রধানং প্রেরয়ামাস তদন্বেষণকাম্যয়া ॥ ১৭ ॥

অজীগর্তো দ্বিজঃ কশ্চিদ্বিষয়ে তস্মৈ ভূপতেঃ ।

তস্মাসংশ্চ ত্রয়ঃ পুত্রা নির্ধনস্য বিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥

প্রধানেনাপ্যসৌ পৃষ্ঠঃ পুত্রার্থং দুর্বলো দ্বিজঃ ।

গবাং শতং দদামীতি দেহি পুত্রং মথায় বৈ ॥ ১৯ ॥

(ক্রয়ক্রীতস্য পুত্রত্বং ন ভবতীতি চেত্তত্রাহ পুত্রা দশবিধা ইতি ॥ ১৪ ॥

পুত্রমাত্মতুল্যং কো বা দাস্তুতি দ্রব্যেণেত্যত আহ লোভাদিতি ॥ ১৬—২১ ॥)

এদিকে হরিশ্চন্দ্র পীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া স্বীয় কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! এই রোগ শাস্তির স্থনিশ্চিত উপায় কি? ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! মূল্য দ্বারা একটি পুত্র ক্রয় করুন, পরে সেই ক্রীত পুত্র দ্বারা যজ্ঞ করিলেই আপনি শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন ॥ ১৪ ॥ নৃপসত্তম! বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন যে, পুত্র দশবিধ, তাহার মধ্যে ক্রীতপুত্র অগ্রতম; অতএব মূল্য দ্বারা একটি বালক আনাইয়া তাহাকেই পুত্র করুন ॥ ১৫ ॥ আপনার রাষ্ট্রজাত কোন দ্বিজ লোভপরতন্ত্র হইয়া পুত্র প্রদান করিতে পারেন; ইহাতে বরুণদেব প্রসন্ন হইয়া অবশ্যই স্তম্ভ সন্মানদান করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাত্মা বশিষ্ঠের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেইরূপ পুত্র অন্বেষণের নিমিত্ত প্রধান মন্ত্রীকে অনুমতি করিলেন ॥ ১৭ ॥ সেই ভূপতির রাজ্যে অজীগর্ত নামক অতীব নির্ধন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার তিনটি পুত্র ছিল ॥ ১৮ ॥ মন্ত্রী পুত্র ক্রয় করিবার অভিলাষে সেই নির্ধন দ্বিজবরকে কহিলেন, আমি আপনাকে এক শত গো প্রদান করিতেছি, আপনি যজ্ঞের নিমিত্ত একটি পুত্র প্রদান করুন ॥ ১৯ ॥ গুনঃপুত্র, গুনঃশেক ও গুনোলাঙ্গল নামে আপনার যে তিনটি পুত্র আছে



শুনঃপুচ্ছঃ শুনঃশেফঃ শুনোলাঙ্গুল ইত্যমী ।  
 তেষামেকতমং দেহি দদামি তু গবাং শতম্ ॥ ২০ ॥  
 অজীগৰ্ত্তস্ত তচ্ছ্রুত্বা ক্ষুধয়া পীড়িতো ভূশম্ ।  
 পুত্রকৈকতমং তেভ্যো বিক্রেতুং বৈ মনো দধে ॥ ২১ ॥  
 কার্য্যাদিকারিণং জ্যেষ্ঠং মত্বা নাসাবদাদমুম্ ।  
 কনিষ্ঠং নাপ্যদান্মাতা মমৈষ ইতিবাদিনী ॥ ২২ ॥  
 মধ্যমঞ্চ শুনঃশেফং দদৌ গবাং শতেন চ ।  
 আনিয়া পশুং চক্রে নরমেধে নরাধিপঃ ॥ ২৩ ॥  
 রুদন্তং দুঃখিতং দীনং বেপমানং ভূশাতুরম্ ।  
 যুপে বদ্ধং নিরীক্ষ্যামুক্ষুক্রুশুমুনয়ন্তদা ॥ ২৪ ॥  
 শামিত্রায় পশুং চক্রে নরমেধে নরাধিপঃ ।  
 শমিতা নাদদে শত্রুং তমালন্তয়িতুং শিশুম্ ॥ ২৫ ॥  
 নাহং দ্বিজস্তুতং দীনং রুদন্তং করুণং ভূশম্ ।  
 হনিষ্যামি স্বলোভার্থমিত্যুবাচাপ্যসৌ তদা ॥ ২৬ ॥

কার্য্যাদিকারিণং মৃতক্রিয়াধিকারিণম্ ॥ ২২—২৪ ॥

শামিত্রায় শমিতুঃ কৰ্ম্ম বধরূপং শামিত্রং তস্মৈ বধায় কৰ্ম্মণে পশুং চক্রে দত্তবানি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৮ ॥

তন্মধ্যে একটি পুত্র আমাকে প্রদান করুন আমিও তাহার বিনিময়ে আপনাকে একশত  
 গো প্রদান করিতেছি ॥২০॥ অজীগৰ্ত্ত অনাভাবে যার পর নাই কাতর হইয়াছিলেন স্ত্রুতরাং  
 এই বাক্য শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একটি পুত্রকে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করি-  
 লেন ॥ ২১ ॥ কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অধিকারী ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাকে  
 প্রদান করিলেন না আর কনিষ্ঠ পুত্রটি আমার এই বলিয়া মাতাও তাহাকে প্রদান  
 করিতে সম্মত হইলেন না ॥ ২২ ॥ অবশেষে মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে শত গো মূল্যে বিক্রয়  
 করিলে, নরপতি তাহাকে আনাইয়া নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত পশু করিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই  
 বালক যুপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়াই কম্পিত হইতে লাগিল এবং দুঃখে কাতর হইয়া অতি  
 দীনভাবে রোদন করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া মুনিগণ অতি কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া  
 উঠিলেন ॥২৪॥ নরপতি নরমেধ যজ্ঞে বধ করিবার নিমিত্ত উহাকে পশুরূপে প্রদান করিলে,  
 শমিতা ( ছেস্তা ) সেই শিশুকে ছেদন করিতে অস্ত্র গ্রহণ করিল না ॥ ২৫ ॥ সে বলিল  
 এই দ্বিজতনয় কাতর হইয়া নিতান্ত করুণস্বরে রোদন করিতেছে, অতএব আমি লোভের  
 বশীভূত হইয়া ইহাকে কখনই বধ করিতে পারিব না ॥ ২৬ ॥ এই কথা বলিয়া সেই দুষ্কর

ইতু্যক্তা বিররামাসৌ কৰ্ম্মণো দুষ্করাদথ ।

রাজা সভাসদঃ প্রাহ কিং কৰ্ত্তব্যমিতি দ্বিজাঃ ॥ ২৭ ॥

জাতঃ কিলকিলাশকো জনানাং ক্রোশতাং তদা ।

ক্রন্দমাণে শুনঃশেফে সভায়াং ভূশমদ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

অজীগৰ্ত্তস্তদোখায় তমুবাচ নৃপোত্তমম্ ।

রাজন্ ! কার্য্যং করিষ্যামি তবাহং স্থস্থিরো ভব ॥ ২৯ ॥

বেতনং দ্বিগুণং দেহি হনিষ্যামি পশুং কিল ।

কৰ্ত্তব্যং মথকার্য্যং বৈ ময়া তেহদ্য ধনার্থিনা ॥ ৩০ ॥

দুঃখিতস্ত ধনার্থস্ত সদাসূয়া প্রসূয়তে ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্ত হরিশ্চন্দ্রো মুদান্বিতঃ ।

তমুবাচ দদাম্যদ্য গবাং শতমনুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥

তদাকৰ্ণ্য পিতা তস্য পুত্রং হস্তং সমুদ্যতঃ ।

লোভেনাকুলচিত্তোহসৌ শামিত্রে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অজীগৰ্ত্তো লোভবশাৎ পুত্রবধং কৰ্ত্তুং প্রবৃত্ত ইত্যাহ অজীগৰ্ত্ত ইতি ॥ ২৯—৩০ ॥

সদাসূয়েতি । পুত্রেহপি ঘেববুদ্ধিরিত্যর্থঃ । প্রসূয়তে উৎপদ্যতে ॥ ৩১—৩২ ॥

শামিত্রে বধকৰ্ম্মণি অনেন চ লোভাবিষ্টস্ত ঈদৃশী গতির্জায়তে ইতি বোধিতম্ । তস্মা-  
ল্লোভস্ত্যাজ্য ইত্যবাস্তবতাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৩—৩৩ ॥

কার্য্য হইতে বিরত হইলে তখন রাজা সভাসদগণকে বলিলেন, দ্বিজগণ ! এখন কি করা  
কৰ্ত্তব্য ॥ ২৭ ॥ তখন শুনঃশেফ অতীব অদ্রুত করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং জন-  
সাধারণ সেই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতে লাগিল তাহাতে তৎকালে সেই সভা-  
গণে অতিশয় কোলাহল উখিত হইল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর অজীগৰ্ত্ত সভাস্থলে দণ্ডায়মান  
হইয়া নরপতি হরিশ্চন্দ্রকে বলিল, রাজন্ ! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমি আপনার  
কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ২৯ ॥ আমি ধনের অভিলাষী স্ত্রুতরাং আপনি আমাকে দ্বিগুণ  
দান প্রদান করিলে আমি এখনই এই পশুবধ করিতেছি, আপনি অনতিবিলম্বে বজ্রকার্য্য  
সম্পূর্ণ করুন ॥ ৩০ ॥ রাজন্ ! যে ব্যক্তি ধনের নিমিত্ত লালায়িত হয় তাহার সর্বদা পুত্রের  
মৃত্যুও ঘেববুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অজীগৰ্ত্তের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র পরম  
সাহসাদসহকারে তাঁহাকে বলিলেন, আমি এখনই আপনাকে এক শত উত্তম গো প্রদান  
করিতেছি ॥ ৩২ ॥ তখন বালকের পিতা নৃপতির ঐ কথা শুনিবামাত্র লোভের বশীভূত ও  
বধকার্য্য সমাধা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুত্রকে সংহার করিতে উদ্যত হইল ॥ ৩৩ ॥

সমুদ্যতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা জনাঃ সর্বের সভাসদঃ ।  
 চুক্ৰুশ্চভৃশদুঃখাৰ্ত্তা হাহেতি জগদ্বৰ্চঃ ॥ ৩৪ ॥  
 পিশাচোহয়ং মহাপাপী ক্রুরকৰ্ম্মা দ্বিজাকৃতিঃ ।  
 যন্ত্ৰয়ং স্বস্বতং হস্তমুদ্যতঃ কুলপাংসনঃ ॥ ৩৫ ॥  
 ধিক্ চাণ্ডাল ! কিমেতন্নে পাপকৰ্ম্মচিকীৰ্ষিতম্ ।  
 হত্বা স্ততং ধনং প্রাপ্য কিং স্তখং তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥  
 আত্মা বৈ জায়তে পুত্র অঙ্গাদ্ বৈ বেদভাষিতম্ ।  
 তং কথং পাপবুদ্ধে ! ত্বমাঙ্গানং হস্তমিচ্ছসি ॥ ৩৭ ॥  
 এবং কোলাহলে তত্র জাতে কৌশিকনন্দনঃ ।  
 সমীপং নৃপতেৰ্গত্বা তমুবাচ দয়াপরঃ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

রাজন্ ! মুঞ্চ শুনঃশেফং রুদন্তং ভৃশদুঃখিতম্ ।  
 ক্রতুস্তে ভবিতা পূর্ণো রোগনাশশ্চ সৰ্ব্বথা ॥ ৩৯ ॥  
 দয়াসমং নাস্তি পুণ্যং পাপং হিংসাসমং ন হি ।  
 রাগিণাং রোচনার্থায় নোদনেয়ং বিচারয় ॥ ৪০ ॥

নোদনেয়ং প্রেরণেয়ং বিধিবাক্যেনেত্যর্থঃ । ন তু বিধিবাক্যানামবশ্যহিংসাকরণে তাৎপৰ্য্যম্ । তদেতদ্বিচারয় নিশ্চিন্তুহীত্যর্থঃ কিন্তু হিংসানিবৃত্তাবেব তাৎপৰ্য্যম্ । তদুক্তং ভাগবতে । লোকে ব্যাবায়ান্নিমদ্যসেবা নিত্যাস্ত জন্তোর্নহি তত্র চোদনা । ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞস্বরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টেতি ॥ ৪০—৪৫ ॥

সভাসদগণ তাহাকে পুত্র বধে উদ্যত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখে কাতর হইল এবং হায় ! হায় ! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ তাহারা বলিল এই কুলপাংসন আপনার পুত্রকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, হায় ! আমরা ইতিপূর্বে আর কখনও এরূপ ক্রুরকৰ্ম্মা মহাপাপী দেখি নাই, এ নিশ্চয়ই দ্বিজাকৃতি পিশাচ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥ রে চাণ্ডাল ! তোকে ধিক্ ! তুই এ কি পাপকৰ্ম্ম্য করিতে বাসনা করিতেছিস্ ? সাগাও ধনের অভিলাষে পুত্ররত্ন হত্যা করিয়া তোর কি সুখলাভ হইবে ? ॥ ৩৬ ॥ পাপিষ্ঠ ! বেদে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাই অঙ্গ হইতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, অতএব তুই কি প্রকারে সেই আত্মাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ ॥ ৩৭ ॥ সভাস্থলে এইরূপ কোলাহল আরম্ভ হইলে কৌশিকনন্দন বিশ্বামিত্র দয়াবশতঃ নরপতি সম্মিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩৮ ॥

রাজেন্দ্র ! শুনঃশেফ অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতেছে, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর ; তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ এবং ব্যাধিনাশ অবশ্যই হইবে ॥ ৩৯ ॥ তুমি বিচার



আত্মদেহস্য রক্ষার্থং পরদেহনিকৃন্তনম্ ।

ন কর্তব্যং মহারাজ ! সর্বতঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৪১ ॥

দয়য়া সর্বভূতেষু সন্তুষ্টো যেন কেন চ ।

সর্বৈন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জগৎপতিঃ ॥ ৪২ ॥

আত্মবৎ সর্বভূতেষু চিন্তনীয়ং নৃপোত্তম ! ।

জীবিতব্যং প্রিয়ং নূনং সর্বেষাং সর্বদা কিল ॥ ৪৩ ॥

তমিচ্ছসি সুখং কর্তুং দেহে হস্তা ত্বমুং দ্বিজম্ ।

কথং নেচ্ছেদসৌ দেহং রক্ষিতুং স্বসুখাস্পদম্ ॥ ৪৪ ॥

পূর্বজন্মকৃতং বৈরং নানেন সহতে নৃপ ! ।

যেনামুং হস্তকামস্ত্বং দ্বিজপুত্রং নিরাগসম্ ॥ ৪৫ ॥

যো যং হস্তি বিনা বৈরং স্বকামঃ সততং পুনঃ ।

হস্তারং হস্তি তং প্রাপ্য জননং জননান্তরে ॥ ৪৬ ॥

জনকোহস্মা হৃদুষ্ঠায়া যেনাসৌ তে সমর্পিতঃ ।

স্বাত্মজো ধনলোভেন পাপাচারঃ স দুর্মতিঃ ॥ ৪৭ ॥

হস্তারং হস্তীতি । যং হস্তি স জননং প্রাপ্য তং হস্তারং পূর্বজন্মস্থং জননান্তরে দ্বিতীয়-  
জন্মনি হস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬--৪৭ ॥

করিয়া দেখ, যজ্ঞাদিতে পশুহিংসার যে বিধি বিহিত হইয়াছে, উহা কেবল বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তির নিমিত্ত, বস্তুতঃ উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত ; আপনি জানিবেন যে, দয়ার সদৃশ পুণ্য আর হিংসার তুল্য পাপ আর কিছুই নাই ॥ ৪০ ॥ মহারাজ ! যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে আপনার মঙ্গল কামনা করে তাহার আপন দেহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরের দেহ কর্তন করা কখনই কর্তব্য নহে ॥ ৪১ ॥ যে ব্যক্তি সকল জীবের সমান দয়া প্রকাশ করে, সামান্য বস্তু লাভ হইলেই প্রীত হয় আর সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখে, জগদীশ্বর তাহার প্রতি সত্বর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ নৃপবর ! সকল জীবকেই আপনার জ্ঞান দর্শন করিবে এবং নিয়তই সকলের প্রিয় হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে ॥ ৪৩ ॥ এই দ্বিজপুত্রের দেহ নষ্ট করিয়া তুমি আপনার দেহ রক্ষা করিতে বাহ্য করিয়াছ অতএব ঐ দ্বিজপুত্রও স্বীয় সুখের আশ্পদ দেহ রক্ষা করিতে কেন না ইচ্ছা করিবে ? ॥ ৪৪ ॥ রাজন্ ! তুমি নিরপরাধ দ্বিজতনয়কে বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, কিন্তু এই বিপ্রতনয় পূর্ব জন্মকৃত বৈর কখনই সহ করিবে না ॥ ৪৫ ॥ যদি কোন ব্যক্তি শত্রুতা না থাকিলেও আপন ইচ্ছানুসারে কাহাকেও বধ করে, তবে সেই ব্যক্তি পরজন্মে সেই হস্তাকে অবশ্যই পুনর্বার সংহার করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৪৬ ॥ ইহার

এক্ষত্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ ।  
 যজেত চাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৪৮ ॥  
 দেশমধ্যে চ যঃ কশ্চিৎ পাপং কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ।  
 ষষ্ঠাংশস্তস্মৈ পাপস্য রাজা ভুঙক্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥  
 নিষেধনীয়ো রাজ্ঞাসৌ পাপং কৰ্ত্তুং সমুদ্যতঃ ।  
 ন নিষিদ্ধস্ত্রয়া কস্মাৎ পুত্রং বিক্রেতুমুদ্যতঃ ॥ ৫০ ॥  
 সূর্য্যবংশে সমুৎপন্নস্ত্রিশঙ্কুতনয়ঃ শুভঃ ।  
 আৰ্য্যস্ত্রনার্য্যবৎ কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিচ্ছসি পার্থিব ! ॥ ৫১ ॥  
 গোচনান্মুনিপুত্রস্য করণাদ্বচনস্য মে ।  
 তব দেহে স্মৃৎস্বং রাজন্ ! ভবিষ্যত্যবিচারণাৎ ॥ ৫২ ॥  
 পিতা তে শাপযোগেন চাণ্ডালস্ত্রমুপাগতঃ ।  
 ময়াসৌ তেন দেহেন স্বর্লোকং প্রাপিতঃ কিল ॥ ৫৩ ॥  
 তেনৈব প্রীতিযোগেন কুরু মে বচনং নৃপ ! ।  
 মুঞ্চৈনং বালকং দীনং রুদন্তং ভৃশমাতুরম্ ॥ ৫৪ ॥

মে মম বচনস্য করণাৎ স্বীকরণাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৭ ॥

জনক ধনলোভে মতিভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় স্মৃতিকে অর্পণ করিয়াছে স্মৃতিরূপে সেই বিজ্ঞ অতীব  
 ক্রুরস্বভাব ও পাপাচারী তাহাতে আর সন্দেহ কি ॥ ৪৭ ॥ যদি কেহ গয়ায় গমন করে  
 অথবা যদি কেহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করে কিংবা যদি কেহ নীল বৃষভ উৎসর্গ করে, এইরূপ  
 বিবেচনা করিয়া মানবগণের বহু পুত্র কামনা করা কর্তব্য ॥ ৪৮ ॥ আর দেখ, দেশমধ্যে যে  
 কেহই পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, রাজা সেই পাপের ষষ্ঠাংশ ভোগ করেন  
 ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৯ ॥ অতএব লোকে পাপকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে  
 নিষেধ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য ; কিন্তু এই বিজ্ঞ পুত্রবিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে তুমি  
 কি জন্তু উহাকে নিষেধ কর নাই ॥ ৫০ ॥ রাজন্ ! তুমি ত্রিশঙ্কুর অসন্তান বিশেষতঃ সূর্য্য-  
 বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ স্মৃতিরূপে তুমি আৰ্য্য হইয়াও অনার্য্যের ত্রায় কার্য্য করিতে কি  
 প্রকারে অভিলাষ করিয়াছ ? ॥ ৫১ ॥ তুমি আমার বাক্য গ্রহণ করিয়া অতি সত্বরেই যদি  
 এই বিজ্ঞতনয়কে মুক্তিপ্রদান কর, তাহা হইলে তোমার দেহে অবশ্যই স্মৃৎস্বকার  
 হইবে ॥ ৫২ ॥ তোমার পিতা শাপবশতঃ চাণ্ডালস্ত্রমুপাগত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই দেহেই  
 আমি তাঁহাকে স্বর্লোকে প্রেরণ করিয়াছি, ইহা তুমি অবশ্যই বিদিত আছ ॥ ৫৩ ॥ অতএব  
 রাজন্ ! তুমি সেই প্রীতি অনুসারেই আমার বাক্য প্রতিপালন কর । এই বালক অতিশয়  
 কাতর হইয়া দীনভাবে রোদন করিতেছে, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর ॥ ৫৪ ॥ তোমার

বাচিতেহসি ময়া নুনং যজ্ঞেহস্মিন্ রাজসূয়কে ।  
 প্রার্থনাভঙ্গজং দোষং কথং ত্বং নাববুধ্যসে ॥ ৫৫ ॥  
 প্রার্থিতং সর্বদা দেয়ং মথেষ্মিন্মৃগসত্তম ! ।  
 অন্যথা পাপমেব স্মাত্তব রাজন্ ! ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা কৌশিকস্মৈ নৃপোত্তমঃ ।  
 প্রত্যুবাচ মহারাজঃ কৌশিকং মুনিসত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥  
 জলোদরেণ গাধেয় ! দুঃখিতোহহং ভৃশং মুনে ! ।  
 তস্মান্ন মোচয়াম্যেনমন্ত্যং প্রার্থয় কৌশিক ! ।  
 ন ত্বয়া নিগ্রহঃ কার্য্যঃ কার্য্যেহস্মিন্ মম সর্বথা ॥ ৫৮ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রোহতিকোপতঃ ।  
 বভূব দুঃখসন্তপ্তো বীক্ষ্য দীনং দ্বিজাত্মজম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
 শুনঃশেফকথাবর্ণনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

নিগ্রহঃ আগ্রহঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এই রাজসূয়যজ্ঞে আমি ইহা প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু ইহা পূর্ণ না করিলে তোমার  
 প্রার্থনা-ভঙ্গজনিত পাপ হইবে অতএব ইহা তুমি কেন হৃদয়ঙ্গম করিতেছ না ॥ ৫৫ ॥  
 নৃপসত্তম ! এই যজ্ঞে যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা অবশ্যই তাহাকে প্রদান করিতে  
 হইবে, কিন্তু তাহার অন্যথা করিলে তোমাতে পাপ স্পর্শিবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! কৌশিকের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া নরপতি হরিশ্চন্দ্র মুনিবর  
 বিশ্বামিত্রকে বলিলেন ॥ ৫৭ ॥ গাধেয় ! জলোদর পীড়ায় মহাক্লেশভোগ করিতেছি, সেই  
 কারণে আমি ইহাকে মোচন করিতে পারিব না, অতএব আপনি অন্ত কিছু প্রার্থনা  
 করুন । কুশিকনন্দন ! আমার এই কার্য্যে বিঘ্ন দেওয়া আপনার উচিত হয় না ॥ ৫৮ ॥  
 তখন রাজার এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র অতিশয় কুপিত হইলেন এবং দ্বিজতনয়কে  
 অতীব কাতর অবলোকন করিয়া দুঃখসহকারে সন্তাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শুনঃশেফকথাবর্ণন নামক ষোড়শ  
 অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ

০০১০২৬

ব্যাস উবাচ ।

রুদন্তং বালকং বীক্ষ্য বিশ্বামিত্রো দয়াতুরঃ ।  
শুনঃশেফমুবাচেদং গত্বা পার্শ্বেহতিদুঃখিতম্ ॥ ১ ॥  
মন্ত্রং প্রচেতসঃ পুত্র ! মরোক্তং মনসা স্মর ।  
জপতন্তুব কল্যাণং ভবিষ্যতি মমাজ্ঞয়া ॥ ২ ॥  
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা শুনঃশেফঃ শুচাকুলঃ ।  
মন্ত্রং জজাপ মনসা কোশিকোক্তং স্পৃষ্টাক্ষরম্ ॥ ৩ ॥  
জপতন্তু তস্মাশু প্রচেতাস্তু কৃপাকরঃ ।  
প্রাচুর্ভূব সহসা প্রসন্নো নৃপ ! বালকে ॥ ৪ ॥  
দৃষ্ট্বা তমাগতং সর্বে বিশ্বয়ং পরমং গতাঃ ।  
তুষ্টবুর্বরুণং দেবং মুদিতা দর্শনেন তে ॥ ৫ ॥  
রাজাতিবিস্মিতঃ পাদৌ প্রণনাম রুজাতুরঃ ।  
বক্সাঞ্জলিপুটৌ দেবং তুষ্টাব পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬ ॥

একোনষষ্টিরেকৈস্ত বিশ্বামিত্রেণ যোচিতে ।

শুনঃশেফে হরিশ্চন্দ্রো রোগানুজ্ঞ ইতীৰ্য্যতে ॥

রাজবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো যদকরোক্তদাহ রুদন্তমিতি ॥ ১—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বিশ্বামিত্র সেই বালক শুনঃশেফকে অত্যন্ত কাতরভাবে রোদন করিতে দেখিয়া অতীব দয়ার্দ্ৰচিত্তে তৎসমীপে গমনপূর্বক তাহাকে বলিলেন ॥ ১ ॥ বৎস ! আমি তোমাকে বরুণ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি ঐ মন্ত্র মনে মনে স্মরণ কর, আমার বাক্যানুসারে ঐ মন্ত্র জপ করিলে তোমার অবশ্যই মঙ্গল হইবে ॥ ২ ॥ শোকা-কুল শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া তদুক্ত মন্ত্র মনে মনে স্পষ্টাক্ষরে জপ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ রাজন্ ! শুনঃশেফ সেই মন্ত্র জপ করিবামাত্র কৃপালুহৃদয় বরুণদেব তাহার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া প্রাচুর্ভূত হইলেন ॥ ৪ ॥ বরুণদেবকে সমাগত দেখিয়া সত্যস্থ সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং তাহার দর্শনে আনন্দিত হইয়া সকলেই তাহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ তখন রোগাতুর হরিশ্চন্দ্র নৃপতিও যার পর নাই বিস্মিত হইয়া তাহার চরণযুগলে নিপতিত হইলেন এবং কৃতাজলিপুটে সেই পুরোবর্তী বরুণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

দেবদেব ! কৃপাসিক্কে ! পাপাত্মাহং স্তম্ভধীঃ ।

কৃতাপরাধঃ কৃপণঃ পাবিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৭ ॥

ময়া তে পুত্রকামেন দুঃখসংস্বেন হেলনম্ ।

কৃতং ক্ষমাপ্যং প্রভুণা কোহপরাধঃ স্তুৰ্ম্মতেঃ ॥ ৮ ॥

অর্থী দোষং ন জানাতি তস্মাৎ পুত্রার্থিনা ময়া ।

বঞ্চিতস্ত্বং দেবদেব ! ভীতেন নরকাদ্বিভো ! ॥ ৯ ॥

অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ ।

ভীতোহহং তেন বাক্যেন তস্মাক্তে হেলনং কৃতম্ ॥ ১০ ॥

নাঙ্কস্ত দুষণং চিস্ত্যং নুনং জ্ঞানবতা বিভো ! ।

দুঃখিতোহহং রুজাক্রান্তো বঞ্চিতঃ স্বস্তেন হ ॥ ১১ ॥

ন জানেহহং মহারাজ ! পুত্রো মে ক গতঃ প্রভো ! ।

বঞ্চয়িত্বা বনে ভীতো মরণান্মাং কৃপানিধে ! ॥ ১২ ॥

ভীতেন নরকাদ্বিভি । অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি শাসনাৎ পুত্রে মৃতে নরকং প্রাপ্যামীতি নরকাদ্ ভীতেনেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তদেবাহ অপুত্রস্তেতি ॥ ১০—১৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দেবদেব ! আমি অত্যন্ত পাপাত্মা, আমার বুদ্ধি নিতান্ত কলুষিত স্মৃতরাং আমি আপনার নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি ; দয়াময় ! এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া এই দীনকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥ পুত্রের অভাববশতঃ আমি নিতান্ত দুঃখিত ছিলাম স্মৃতরাং পুত্রকামুক হইয়া আপনার বাক্য অবহেলা করিয়াছি ; আপনি প্রভু স্মৃতরাং আপনার নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ক্ষমতা আছে ; অতএব আপনি আমার ঐ অপরাধ ক্ষমা করুন, বিশেষতঃ আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন যাহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে তাহার আবার অপরাধ কি ? অতএব দুৰ্ম্মতি ব্যক্তির অপরাধ গণ্য করা আপনার উচিত নহে ॥ ৮ ॥ হে দেবদেব ! যে ব্যক্তি যাচক সে দোষ দেখিতে পায় না, আমিও পুত্রের প্রার্থী স্মৃতরাং কোন দোষই বিবেচনা করিতে পারি নাই ; বিভো ! নরকভয়ে ভীত হইয়াই আমি আপনাকে বঞ্চনা করিয়াছি ॥ ৯ ॥ অপুত্রের গতি নাই বিশেষতঃ তাহার কখনই স্বর্গগতি হয় না, আমি এই শাস্ত্রবাক্যে ভীত হইয়াই আপনার বাক্য অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছি ॥ ১০ ॥ বিভো ! আপনি জ্ঞানবান্ আর আমি অজ্ঞ বিশেষতঃ এক্ষণে দুর্দ্ধৰ্ষ রোগের যন্ত্রণায় একান্ত কাতর এবং স্বীয় পুত্রধনেও বঞ্চিত অতএব আমার কিছুমাত্রও দোষ মনে করা আপনার উচিত নহে ॥ ১১ ॥ প্রভো ! আমার পুত্র কোথায় গিয়াছে আমি তাহা জানি না ; হে দয়াময় !

ময়ায়ং দ্রবিণং দত্ত্বা গৃহীতো দ্বিজবালকঃ ।  
 যজ্ঞোহয়ং ক্রীতপুত্রেণ প্রারকস্তব তুষ্টয়ে ॥ ১৩ ॥  
 দর্শনং তব সম্প্রাপ্য গতং দুঃখং মমাদুতম্ ।  
 জলোদরকৃতং সর্বং প্রসম্নে ত্বয়ি সাম্প্রতম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞো রোগাতুরস্ত চ ।  
 দয়াবান্ দেবদেবেশঃ প্রত্যাচ নৃপোত্তমম্ ॥ ১৫ ॥  
 বরুণ উবাচ ।

মুঞ্চ রাজন্ ! শুনঃশেফং স্তবস্তং মাং ভূশাতুরম্ ।  
 যজ্ঞোহয়ং পরিপূর্ণস্তে রোগমুক্তো ভবাত্মনা ॥ ১৬ ॥  
 ইত্যাশ্রু বরুণস্তূর্ণং রাজানং বিরুজং তথা ।  
 চকার পশ্যতাং তত্র সদস্থানাং স্তসংস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥  
 বিমুক্তোহসৌ দ্বিজঃ পাশাদ্বরুণেন মহাত্মনা ।  
 জয়শব্দস্ততস্তত্র সঞ্জাতো মখমণ্ডপে ॥ ১৮ ॥

বিরুজঃ রোগরহিতম্ ॥ ১৭ ॥

(বিমুক্ত ইতি । দ্বিজঃ শুনঃশেফঃ । নিরাগসৌ দ্বিজপুত্রস্ত বধঃ বিনাপি রাজ্ঞো রোগমোচনাং বরুণস্ত মহাত্মম্ । শুনঃশেফস্ত চ মোচনাং সদস্থানাং মনঃস্বাক্ষাদোদ্-গমনাজ্জয়শব্দ ইতি বোধ্যম্ ॥ ১৮—২১ ॥

বোধ হয় সে মরণভয়ে ভীত হইয়া আমাকে বধনাকরতঃ বনে গমন করিয়াছে ॥ ১২ ॥  
 যাহা হউক আমি ধন দ্বারা এই দ্বিজ বালককে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি এবং আপনার তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত ক্রীত পুত্র দ্বারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥  
 দেবদেব ! আপনার দর্শনমাত্রেই আমার অপরিণীম ক্লেশ অন্তর্হিত হইয়াছে এখন আপনি প্রসন্ন হইলেই আমার জলোদরজনিত সমস্ত দুঃখরাশিই বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই রোগাতুর রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেব-দেব বরুণ কৃপাপরবশ হইয়া নৃপবরকে বলিলেন ॥ ১৫ ॥ রাজন্ ! শুনঃশেফ অতীব কাতর হইয়া আমার স্তব করিতেছে, অতএব তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর ; আর তোমার যজ্ঞও সম্পূর্ণ হইল এখন তুমি রোগ হইতে বিমুক্ত হও ॥ ১৬ ॥ বরুণ এই কথা বলিয়া সভাগণের সমক্ষেই রাজাকে রোগমুক্ত করিলেন, রাজাও তখন শুনর দেহ ও স্নহতা লাভ করিয়া তাহাদের সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ মহাত্মা বরুণদেবের কৃপায় দ্বিজপুত্র পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে তখন সেই যজ্ঞসভাস্থলে জয়শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥



রাজা প্রমুদিতঃ সদ্যো রোগান্মুক্তঃ সুদারুণাৎ ।  
 যুপান্মুক্তঃ শুনঃশেফো বভূবাতীব সংস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥  
 রাজা ত্বিমং মখং পূর্ণং চকার বিনয়ান্বিতঃ ।  
 শুনঃশেফস্তদা সভ্যানিত্যুবাচ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ২০ ॥  
 ভো ভো সভ্যাঃ স্বধর্মজ্ঞা ব্রুবন্তু ধর্মনির্ণয়ম্ ।  
 বেদশাস্ত্রানুসারেণ যথার্থবাদিনঃ কিল ॥ ২১ ॥  
 পুত্রোহহং কস্য সর্বজ্ঞাঃ পিতা মে কোহগ্রতঃ পরম্ ।  
 ভবতাং বচনান্তস্য শরণং প্রব্রজাম্যহম্ ॥ ২২ ॥  
 ইত্যুক্তে বচনে তত্র সভ্যাঃ প্রোচুঃ পরস্পরম্ ।

সভ্যা উচুঃ ।

অজীগর্তস্য পুত্রোহয়ং কস্মান্মস্য ভবেদসৌ ॥ ২৩ ॥  
 অঙ্গাদঙ্গাৎ সমুদ্ভূতঃ পালিতস্তেন শক্তিতঃ ।  
 অন্যস্য কস্য পুত্রোহসৌ প্রভবেদिति নিশ্চয়ঃ ॥ ২৪ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বামদেবস্তু তানুবাচ সভাসদঃ ।  
 বিক্রীতস্তেন তাতেন দ্রব্যলোভাৎ সূতঃ কিল ॥ ২৫ ॥

অগ্রতোহতঃপরমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥ )

রাজা নিদারুণ রোগ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং শুনঃশেফও যুপ হইতে মুক্ত হইয়া নিরুবেগ ও সুস্থ হইল ॥ ১৯ ॥ তদনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র বিনয় সহকারে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলে পর শুনঃশেফ কৃতাজ্জলিপূর্বক সভ্যদিগকে বলিলেন ॥ ২০ ॥ হে সভ্যগণ ! আপনারা সকলেই সত্যবাদী বিশেষতঃ ধর্মের যথার্থ মর্ম বিদিত হইয়াছেন অতএব আপনারা বেদশাস্ত্রানুসারে ধর্মের নিশ্চয় ব্যক্ত করুন ॥ ২১ ॥ সর্বজ্ঞগণ ! এখন আমি কাহার পুত্র ? আমার পূজ্যতম অগ্রগণ্য পিতা কে ? তাহা আপনারা বলিয়া দিউন, আপনাদের বাক্যানুসারে আমি তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিব ॥ ২২ ॥

শুনঃশেফ এই কথা বলিলে পর সভাসদগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, এই বালক অজীগর্তেরই পুত্র আবার অন্য কাহার পুত্র হইবে ? ॥ ২৩ ॥ সেই অজীগর্তেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে এই বালক সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই দ্বিজই ইহাকে স্বীয় শক্তি অনুসারে পালন করিয়াছে অতএব এই বালক তাহারই পুত্র হইবে ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ২৪ ॥ এই কথা শুনিয়া বামদেব সেই সভ্যদিগকে বলিলেন, ইহার পিতা ধনলোভবশতঃ ইহাকে বিক্রয় করিয়াছে, রাজা ধন দিয়া ইহাকে ক্রয় করিয়াছেন সুতরাং এই বালক এখন রাজারই

পুত্রোহয়ং ধনদাতুশ্চ রাজ্ঞস্তত্র ন সংশয়ঃ ।

অথবা বরুণশ্চৈষ পাশান্মুক্তোহস্ত্যনেন বৈ ॥ ২৬ ॥

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা তথা বিদ্যাপ্রদশ্চ যঃ ।

তথা বিভূপ্রদশ্চৈব পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭ ॥

তদা কেচিৎ পিতুঃ প্রাহুঃ কেচিদ্ভ্রাজ্ঞস্তথাপরে ।

বরুণশ্চৈতি সংবাদে নির্ণয়ং ন যযুশ্চ তে ॥ ২৮ ॥

ইথং সন্দেহমাপন্যে বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ।

সভ্যান্ বিবদতস্তত্র সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বপূজিতঃ ॥ ২৯ ॥

শৃণুধ্বং ভো মহাভাগা নির্ণয়ং শ্রুতিসম্মতম্ ।

নিঃস্নেহেন যদা পিত্রা বিক্রীতোহয়ং স্মৃতঃ শিশুঃ ।

সম্বন্ধস্ত গতস্তস্মৈ তদৈব ধনসংগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥

হরিশ্চন্দ্রস্য সঞ্জাতঃ পুত্রোহসৌ ক্রীত এব চ ।

যুপে বদ্ধো যদা রাজ্ঞা তদা তস্মৈ ন বৈ স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥

বরুণস্ত স্মৃতোহনেন তেন তুষ্ঠেন মোচিতঃ ।

তস্মাচ্চায়ং মহাভাগা হসৌ পুত্রঃ প্রচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাপ্রদশ্চৈতি চকারেণ জন্মদাতাপীতোবাং মিলিতাঃ পঞ্চৈত্যাৰ্থঃ ॥ ২৭ ॥

(তদেতি । কেচিৎ পিতুঃ কেচিৎ রাজ্ঞোহপরে বরুণশ্চ প্রাহুঃ পুত্রমিতি শেষঃ ॥ ২৮-২৯ ॥  
নির্ণয়মাহ নিঃস্নেহেনেতি ॥ ৩০—৩৪ ॥

পুত্র হইবে অথবা এই বালক বরুণদেবের পুত্র, যেহেতু তিনি ইহাকে বন্ধন পাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন ॥ ২৫—২৬ ॥ কারণ, যে ব্যক্তি অন্ন দিয়া প্রতিপালন করেন, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, যিনি ধন দান করিয়া রক্ষা করেন, যিনি বিদ্যা দান করেন, আর যিনি জন্মদান করেন, এই পাঁচ জনেই পিতৃপদ বাচ্য হইবেন ॥ ২৭ ॥ মহারাজ ! তখন কেহ অঙ্গী-  
গর্ত্তের, কেহ রাজার, কেহ বা বরুণের পুত্র বলিয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই নির্ণয় করিতে পারিলেন না ॥ ২৮ ॥ এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে সৰ্ব্ব জনের সমাদৃত সৰ্ব্বজ্ঞানবিশিষ্ট বশিষ্ঠদেব বিবদমান সভ্যদিগকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥ মহা-  
ভাগগণ ! এ বিষয়ে শ্রুতিসম্মত নির্ণয় বলিতেছি শ্রবণ করুন, পিতা পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক যখন শিশুপুত্রকে বিক্রয় করিয়াছে, তখন তাহার সম্বন্ধও তিরোহিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥  
অনন্তর এই বালক হরিশ্চন্দ্রের ক্রীত পুত্র হইয়াছিল সন্দেহ নাই । কিন্তু রাজা যখন ইহাকে যুপে নিবদ্ধ করিয়াছেন তখন এই পুত্র আর রাজার হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥ পরন্তু এই

যো যঃ স্তোতি মহামজ্জৈঃ সোহপি ভূক্টো দদাতি চ ।  
 ধনং প্রাণান্ পশূন্ রাজ্যং তথা মোক্ষং কিলেপ্সিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 কৌশিকস্ত স্মৃতশ্চায়মরিক্টে যেন রক্ষিতঃ ।  
 মজ্জং দত্ত্বা মহাবীৰ্য্যং বরুণস্তাতিসঙ্কটে ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা বাক্যং বশিষ্ঠস্ত বাঢ়মুচুঃ সভাসদঃ ।  
 বিশ্বামিত্রস্ত জগ্রাহ তং করে দক্ষিণে তদা ॥ ৩৫ ॥  
 এহি পুত্র ! গৃহং মে হুমিত্যুক্ত্বা প্রেমপূরিতঃ ।  
 শুনঃশেফো জগামাশু তেনৈব সহ সত্বরঃ ॥ ৩৬ ॥  
 বরুণস্ত প্রসন্নাত্মা জগাম চ স্বমালয়ম্ ।  
 ঋত্বিজশ্চ তথা সভ্যাঃ স্বগৃহান্মিষযুক্তদা ॥ ৩৭ ॥  
 রাজাপি রোগনিমুক্তো বভূবাতিমুদান্বিতঃ ।  
 প্রজাস্তু পালয়ামাস স্প্রসন্নেন চেতসা ॥ ৩৮ ॥  
 রোহিতাখ্যস্ত তচ্ছুত্বা বৃদ্ধাস্তং বরুণস্ত হ ।  
 আজগাম গৃহং প্রীতো দুর্গমাঘনপর্বতাং ॥ ৩৯ ॥

শ্রুত্বৈতি । বাঢ়ং স্বীকারে ॥ ৩৫—৩৮ ॥

ইদানীং রাজপুত্রস্ত চিকীর্ষিতমাহ রোহিতাখ্যশ্চেতি । পিতৃরোগমোচনাং স্বজীবন-  
 রক্ষণাচ্চ প্রীতঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

বালক বরুণের স্তুতি করায়, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে মোচন করেন, অতএব  
 এই বালক বরুণেরও পুত্র হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥ কারণ, যে ব্যক্তি মহামজ্জ দ্বারা যে  
 দেবের স্তুতি করে সেই দেব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াই তাহাকে ধন, প্রাণ, পশু, রাজ্য  
 ও মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ পরন্তু অতীব সঙ্কট কালে বরুণের মহা-  
 বীৰ্য্য মজ্জ প্রদান করিয়া কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র এই বালককে রক্ষা করিয়াছেন এজন্ত এই  
 বালক তাহারই পুত্র হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাসদগণ তাহার বাক্য অনু-  
 মোদন করিলেন এবং বিশ্বামিত্র প্রেমপূর্ণ হইয়া পুত্র ! আমার গৃহে আগমন কর, এই  
 বলিয়া তাহাকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন । তখন শুনঃশেফও সত্বর তাহার সমভিব্যাহারে  
 গমন করিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এই সময়ে বরুণও প্রীতিপরাগণ হইয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করি-  
 লেন এবং ঋত্বিক্ ও সদশুগণ আপন আপন গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ রাজাও  
 রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়া সাতিশয় প্রীতচিত্তে প্রজা-



দূতা রাজানমভ্যেত্য প্রোচুঃ পুত্রং সমাগতম্ ।  
 মুদিতোহসৌ জগামাশু সন্মুখং কোশলাধিপঃ ॥ ৪০ ॥  
 দৃষ্ট্বা পিতরমায়ান্তং প্রেমোদ্রিক্তঃ স্নসন্ত্রমঃ ।  
 দণ্ডবৎ পতিতো ভূমাবশ্রুপূর্ণমুখঃ শুচা ॥ ৪১ ॥  
 রাজাপি তং সমুখাপ্য পরিরভ্য মুদাস্থিতঃ ।  
 সমাত্রায় স্নতং মুর্দ্ধি পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ ॥ ৪২ ॥  
 উৎসঙ্গে তং সমারোপ্য মুদিতো মেদিনীপতিঃ ।  
 উষ্মৈর্নেত্রজলৈঃ শীর্ণ্যভিষেকমথাকরোৎ ॥ ৪৩ ॥  
 রাজ্যং শশাস তেনাসৌ পুত্রোনাতিপ্রিয়েণ চ ।  
 বৃত্তান্তং নরমেধস্য কথয়ামাস বিস্তরাৎ ॥ ৪৪ ॥  
 রাজসূয়ং ক্রতুবরং চকার নৃপসত্তমঃ ।  
 বশিষ্ঠং পূজয়িত্বাথ হোতারমকরোদ্বিভুঃ ॥ ৪৫ ॥  
 সমাপ্তে ত্বথ যজ্ঞেশে বশিষ্ঠোহতীবপূজিতঃ ।  
 শক্রস্য সদনং রম্যং জগাম মুনিরাদরাৎ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টেতি । শুচা দীর্ঘবিরহজনিতয়েতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৫ ॥

সমাপ্ত ইতি । যজ্ঞেশে শ্রেষ্ঠযজ্ঞে সমাপ্তে মতীত্যর্থঃ । বিশ্বামিত্রহরিচ্ছকথাং স্মৃচয়িতু-  
 মাহ বশিষ্ঠোহতীব পূজিত ইতি ॥ ৪৬—৪৮ ॥

পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ এমন সময়ে রাজপুত্র রোহিত বক্রণের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে  
 শ্রীত হইয়া ভূর্গম বন ও পর্বত পরিত্যাগপূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিল ॥ ৩৯ ॥ তখন  
 দূতগণ রাজসন্নিধানে গিয়া রাজপুত্রের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সেই কোশলাধি-  
 পতি পুত্রের আগমন শ্রবণে প্রেমে পরিপূর্ণ ও আনন্দিত হইয়া অবিলম্বে তাহার সন্মুখে  
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ রোহিতাশ্বও পিতাকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রেমে  
 পরিপূর্ণ হইল এবং চিরবিরহজাত শোকে অশ্রু বিসর্জনপূর্বক মুখ প্রাবিত করিয়া দণ্ডের  
 ভ্রায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪১ ॥ তখন রাজা তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে আলিঙ্গন  
 করিলেন এবং আনন্দসহকারে তাহার মস্তক আত্মাণ করিয়া কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ এইরূপে রাজা যখন পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন  
 তাঁহার নয়নযুগল হইতে উত্তপ্ত আনন্দাশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল, তাহাতে কুমারের  
 মস্তক অভিষিক্ত হইয়া গেল ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর রাজা সেই প্রিয়তম পুত্রের সহিত রাজ্যশাসন  
 করিতে লাগিলেন । তৎকালে নৃপসত্তম নরমেধের আত্মপূর্বক বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্বক পুত্রের  
 নিকট বর্ণন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ তাহার পর তিনি শ্রেষ্ঠতম রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া

বিশ্বামিত্রোহপি তত্রৈব বশিষ্ঠেন চ সঙ্গতঃ ।

মিলিত্বা তৌ স্থিতৌ দেবসদনে মুনিসত্তমৌ ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বামিত্রোহপি পপ্রচ্ছ বশিষ্ঠং প্রতিপূজিতম্ ।

বীক্ষ্য বিশ্বয়চিন্তস্তং সভায়াক্ত শচীপতেঃ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

কেয়ং পূজা ত্বয়া প্রাপ্তা মহতী মুনিসত্তম ! ।

কৃতা কেন মহাভাগ ! সত্যং ব্রুহি মমাস্তিকে ॥ ৪৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যজমানোহস্তি মে রাজা হরিশ্চন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।

রাজসূয়ঃ কৃতস্তেন রাজ্ঞা প্রবরদক্ষিণঃ ॥ ৫০ ॥

নেদৃশোহস্তি নৃপশ্চান্যঃ সত্যবাদী ধৃতব্রতঃ ।

দাতা চ ধর্মশীলশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ৫১ ॥

তস্ম যজ্ঞে ময়া পূজা প্রাপ্তা কৌশিকনন্দন ! ।

কিং পৃচ্ছসি পুনঃ সত্যং ব্রবীম্যকৃত্রিমং দ্বিজ ! ॥ ৫২ ॥

কেয়মিতি । গোপনশব্দগাহ সত্যং ব্রুহীতি ॥ ৪৯—৫১ ॥

তস্মেতি । বিশ্বামিত্রস্ত সত্যং ব্রুহীতি বাক্যস্তোপরি কটাক্ষং কুর্ক্সগাহ কিং পৃচ্ছসী-  
ত্যাदि ॥ ৫২—৫৩ ॥ )

বশিষ্ঠ মুনির ষথাবিহিত পূজা করিয়া সেই যজ্ঞের হোতৃকার্য্যে বরণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর  
সেই শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রাজা বিপুল ধন দ্বারা বশিষ্ঠের যার পর নাই সম্মান করি-  
লেন । পরে একদা বশিষ্ঠ মুনি আদরসহকারে রমণীর ইচ্ছাভবনে গমন করিলেন, এমন  
সময় বিশ্বামিত্রও সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইলেন । তখন সেই  
মহর্ষি দ্বয় মিলিত হইয়া সুরসদনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পরন্তু বিশ্বামিত্র শচী-  
পতির সভায় বশিষ্ঠকে সম্মানিত অবলোকন করিয়া বিশ্বয়বিষ্টচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন ॥ ৪৮ ॥

মুনিসত্তম ! আপনি এই মহতী পূজা কোথায় পাইলেন ? মহাভাগ ! আপনার এই  
পূজা কে করিয়াছে, তাহা আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন ॥ ৪৯ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর ! হরিশ্চন্দ্র নামে এক প্রতাপবান্ নরপতি আমার যজমান,  
সেই রাজাই প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৫০ ॥ ইহার সদৃশ ধৃতব্রত  
সত্যবাদী রাজা আর নাই ; তিনি ধর্মশীল, দাতা এবং প্রজাপালনে তৎপর ॥ ৫১ ॥  
কৌশিকনন্দন ! সেই রাজার যজ্ঞেই আমি এই পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি । দ্বিজবর ! আপনি

হরিশ্চন্দ্রসমো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ।

সত্যবাদী তথা দাতা শূরঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোহতিকোপনঃ ।

বভূব ক্রোধসংরক্তলোচনোহপ্যব্রবীচ্চ তম্ ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

এবং স্তোষি নৃপং মিথ্যাবাদিনং কপটপ্রিয়ম্ ।

বঞ্চিতো বরুণো যেন প্রতিশ্রুত্য বরং পুনঃ ॥ ৫৫ ॥

মম জন্মার্জিতং পুণ্যং তপসঃ পঠিতস্মৈ চ ।

ত্বদীয়ং বাতিতপসো গ্নহং কুরু মহামতে ! ॥ ৫৬ ॥

অহং চেত্তং নৃপং সদ্যো ন করোম্যতিসংস্কৃতম্ ।

অসত্যবাদিনং কামমদাতারং মহাখলম্ ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বামিত্রোহতিকোপন ইতি । ত্রিশকোঃ স্বপিতুরুদ্ধারকস্য মম স্তনঃশেফমোচন-  
বিষয়কং বাক্যং নাকীচকারৈতাদৃশস্তাতিহৃষ্টহরিশ্চন্দ্রস্য প্রশংসাং মদগ্রে করোতীত্যনুয়া  
কোপকারণম্ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

গ্নহং পণম্ ॥ ৫৬ ॥

অহং চেদিত্তি । ত্বয়াতিসংস্কৃতং রাজানং হরিশ্চন্দ্রং তং প্রসিদ্ধমহমসত্যবাদিনং ন  
করোমি ন করিষ্যামি চেন্নম পুণ্যং বিনশ্তু অশ্রুত্বা তু তং বদ্যহমসত্যবাদিনং করিষ্যামি  
তদা তব পুণ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

আমায় সত্য বলিতে কি অনুরোধ করিতেছেন ? আমি পুনরায় আপনাকে যথার্থই বলি-  
তেছি যে, হরিশ্চন্দ্র রাজার স্তায় সত্যবাদী বীর বদান্ত এবং পরমধার্মিক রাজা আর কখন  
হয়ও নাই এবং কখন হইবেও না ॥ ৫২—৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! অতীব কোপনস্বভাব বিশ্বামিত্র তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে  
গোহিতলোচন হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ বশিষ্ঠ ! হরিশ্চন্দ্র প্রতিশ্রুত  
হইয়া বরুণের নিকট বর গ্রহণ করেন, তাহার পর সেই বরুণকেই আবার কপটবাক্যে  
প্রবঞ্চনা করিয়াছিল সুতরাং সে মিথ্যাবাদী ও কপটপ্রিয়, তুমি সেই রাজার প্রশংসা  
করিতেছ ? ॥ ৫৫ ॥ মহামতে ! আমি জন্মাবধি তপস্তা ও অধ্যয়ন করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করি-  
য়াছি আর তুমি আজন্ম অধ্যয়ন ও তপস্তা করিয়া যে পুণ্য উপার্জন করিয়াছ, একপে  
তাহারই পণ কর ॥ ৫৬ ॥ তুমি সেই অদাতা মহাখল রাজা হরিশ্চন্দ্রের অতিশয় স্তুতি করিলে  
কিন্তু যদি আমি তাহাকে সদ্যই মিথ্যাবাদী করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার  
আজন্মসঞ্চিত সমস্ত পুণ্যই বিনষ্ট হইবে কিন্তু তাহার অশ্রুত্বা হইলে তোমার সমস্ত পুণ্য নষ্ট



আজ্ঞাসম্বিতং সৰ্বং পুণ্যং মম বিনশ্যতু ।

অনুথা ত্বংকৃতং সৰ্বং পুণ্যং স্থিতি পণাবহে ॥ ৫৮ ॥

মহং কৃত্বা ততস্তৌ তু বিবদস্তৌ যুনী তদা ।

স্বাশ্রমং স্বৰ্গলোকাচ্চ গতো পরমকোপনৌ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
শুনঃশেফমোচনানন্তরং হরিশ্চন্দ্ররোগমোচনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

( মহং পূৰ্ব্বোক্তরূপং পণং কৃত্বা তৌ যুনী বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠৌ স্বৰ্গলোকাং স্বাশ্রমং গতো  
ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ )

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হইবে, আমরা আজ এই পণ করিলাম ॥ ৫৭—৫৮ ॥ তখন সেই পরমকোপন মুনিবয়  
পরস্পরে বিবাদ করতঃ এইরূপ পণ করিয়া স্বৰ্গলোক হইতে নিজ নিজ আশ্রমে গমন  
করিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শুনঃশেফের মোচনানন্তর হরিশ্চন্দ্রের  
রোগমোচন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

# অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—  
ব্যাস উবাচ ।

কদাচিত্তু হরিশ্চন্দ্রো যুগয়ার্থং বনং যযৌ ।  
অপশ্চাদ্ভ্রদতীং বালাং স্নন্দরীং চাকুলোচনাম্ ॥ ১ ॥  
তামপৃচ্ছন্মহারাজঃ কামিনীং করুণাপরঃ ।  
পদ্মপত্রবিশালাক্ষি ! কিং রোদিষি বরাননে ! ॥ ২ ॥  
কেনাসি পীড়িতাত্যর্থং কিং তে দুঃখং বদাশু মে ।  
কা চ ত্বং বিজনে ঘোরে কস্তে ভর্তা পিতাথবা ॥ ৩ ॥  
ন বাধতে চ রাজ্যে মে রাক্ষসোহপি পরাঙ্গনাম্ ।  
তং হন্মি তরসা কাস্তে ! যন্তাং স্নন্দরি ! বাধতে ॥ ৪ ॥  
বৃহি দুঃখং বরারোহে ! স্বস্থা ভব কুশোদরি ! ।  
বিষয়ে মম পাপাত্মা ন তিষ্ঠতি স্নমধ্যমে ! ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ নৃপেণ হ ।

বিখ্যামিত্রমুনের্বৈরমভূদিতি তু কীর্ত্যতে ॥

বশিষ্ঠবিখ্যামিত্রয়োঃ পণানস্তরং জাতং বৃত্তমাহ কদাচিদিতি । অপশ্চাদ্ভ্রদতীমিতি । ইদং  
বিখ্যামিত্রনির্মিতা মায়ী ॥ ১—৬ ॥

---

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! একদা রাজা হরিশ্চন্দ্র যুগয়া করিবার নিমিত্ত বনে গমন  
করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি চাকুলোচনা পরম স্নন্দরী রমণী  
রোদন করিতেছে ॥ ১ ॥ রাজা তাহাকে দেখিয়া করুণাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, বরাননে !  
তুমি একাকিনী এই বনে কেন রোদন করিতেছ ? হে বিশালাক্ষি ! তোমাকে কি কেহ  
অতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছে ? তোমার দুঃখের কারণ কি, তাহা আমার নিকট সত্বর  
প্রকাশ করিয়া বল । তুমি এই জনশূন্য ভয়ঙ্কর অরণ্যে কেন আসিয়াছ, তোমার স্বামী এবং  
পিতার নাম কি ? ॥ ২—৩ ॥ স্নন্দরি ! আমার রাজ্যে কোন রাক্ষসও কখন পরজীকে ক্লেশ  
দিতে সমর্থ হয় না ; অতএব বরারোহে ! তোমাকে যে কষ্ট দিতেছে আমি তাহাকে এখন  
সংহার করিব ॥ ৪ ॥ কুশোদরি ! তুমি স্থির হও আর রোদন করিও না, তোমার দুঃখের  
বিষয় কি তাহা আমাকে বল ; স্নমধ্যমে ! তুমি জানিও যে, কোনও পাণিষ্ঠ ব্যক্তি আমার  
রাজ্যে থাকিতে পার না ॥ ৫ ॥ নৃপরর হরিশ্চন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সেই সর্বদাসস্নন্দরী

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা নারী তমব্রবীমুপম্ ।

প্রযজ্যাক্ষণি বদনাক্ষরিশ্চন্দ্রং মৃপোত্তমম্ ॥ ৬ ॥

নার্যুবাচ ।

রাজন্ ! মাং বাধতেহত্যর্থং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।

তপঃ কৰোতি যদঘোরং মদৰ্থং কোশিকো বনে ॥ ৭ ॥

তেনাহং দুঃখিতা রাজন্ ! বিষয়ে তব সূত্রত ! ।

বিক্রি মাং কমনাং কাস্তাং পীড়িতাং মুনিনা ভূশম্ ॥ ৮ ॥

রাজোবাচ ।

স্বস্থা ভব বিশালাক্ষি ! ন তে দুঃখং ভবিষ্যতি ।

তমহং বারয়িষ্যামি মুনিং তাপপরায়ণম্ ॥ ৯ ॥

ইত্যশ্বাস্ত্র দ্বিয়ং রাজা তরসা মুনিসম্মিধৌ ।

নত্বা প্রণম্য শিরসা তমুবাচ মহীপতিঃ ॥ ১০ ॥

স্বামিন্ ! কিং ক্রিয়তেহত্যর্থং তপসা দেহপীড়নম্ ।

কিমর্থং তে সমারম্ভো ব্রহ্মি সত্যং মহামতে ! ॥ ১১ ॥

মদৰ্থং সিদ্ধরূপিণী বাহমস্মি তস্মৈ মৎপ্রয়োজনার্থমিত্যর্থঃ । অনেন চ কা ভুং কস্তে ভৰ্ত্তা  
পিতাথবেত্যস্তোত্তরমর্থাদভুং ভবতি সিদ্ধেঃ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধত্বাৎ ॥ ৭—৮ ॥

তাপপরায়ণং তপশ্চর্য্যাপরায়ণম্ ॥ ৯—১০ ॥

রমণী কর দ্বারা নয়নজল মার্জন করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি  
সিদ্ধরূপিণী, আমাকে পাইবার বাসনার মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঘোরতর তপস্তা করিতেছেন,  
অতএব সেই কোশিক হইতেই আমার এই ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥ রাজন্ !  
সেই কারণেই আমি আপনকার রাজ্যে দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি, হে সূত্রত ! আমি কোমল-  
স্বভাবা কমনীয়া নারী, তথাপি সেই মুনিবর আমাকে নিরতিশয় কষ্ট প্রদান করিতে-  
ছেন ॥ ৮ ॥

রাজা বলিলেন, বিশাললোচনে ! আপনার আর দুঃখভোগ করিতে হইবে না, আপনি  
দৈর্ঘ্যাবলম্বন করুন, আমি তপশ্চর্য্যায় নিরত সেই মুনিবরকে নিবারণ করিতেছি ॥ ৯ ॥  
রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই রমণীকে এই প্রকার আশ্বাসিত করিয়া অনতিবিলম্বে মুনিবর বিশ্বা-  
মিত্রের সরিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাজলিপুটে কহিতে লাগি-  
লেন ॥ ১০ ॥ মহর্ষে ! কঠোরতর তপস্তায় নিরত হইয়া কি নিমিত্ত শরীরের পীড়া উৎপাদন  
করিতেছেন ? মহামতে ! আপনি কোন্ মহৎ কার্য সাধনের নিমিত্ত এরূপ কঠোর  
তপস্তা করিতেছেন, তাহা আমাকে সত্য করিয়া বলুন ॥ ১১ ॥ গাধিনন্দন ! আপনার বাহা



বাঙ্খিতং তব গাধেয় ! করোমি সফলং কিল ।  
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ তরসা তপসালমতঃপরম্ ॥ ১২ ॥  
 বিষয়ে মম সৰ্বজ্ঞ ! ন কৰ্ত্তব্যং সুদারুণম্ ।  
 লোকপীড়াকরং ঘোরং তপঃ কেনাপি কৰ্হিচিৎ ॥ ১৩ ॥  
 ইথং নিষিধ্য তং রাজা বিশ্বামিত্রং গৃহং যযৌ ।  
 মনসা ক্রোধমাধায় গতোহসৌ কৌশিকো মুনিঃ ॥ ১৪ ॥  
 স গহ্বা চিন্তয়ামাস নৃপকৃত্যমসাম্প্রতম্ ।  
 বশিষ্ঠশ্চ চ সংবাদং তপসঃ প্রতিষেধনম্ ॥ ১৫ ॥  
 কোপাবিচ্ছেদেন মনসা প্রতীকারমথাকরোৎ ।  
 বিচিন্ত্য বহুধা চিন্তে দানবং ঘোরবিগ্রহম্ ॥ ১৬ ॥  
 প্রেষয়ামাস তদ্দেশং বিধায় শূকরাকৃতিম্ ।  
 সোহতিকায়ো মহাকোলঃ কুৰ্ব্বন্মাদং সুদারুণম্ ॥ ১৭ ॥

ইথং নিষিধ্যোতি । অনেন চ সিদ্ধার্থঃ তপঃকৰ্ত্তা নিরন্তরমেব বিট্বেয়তিভূত ইত্যুক্তং ভবতি । তস্মাঙ্গিকামনয়া ত্রীভগবত্যা আরাধনং কৰ্ত্তব্যমিত্যবাস্তবতাৎপর্যম্ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠশ্চ চ সংবাদমিতি । বশিষ্ঠেনারং রাজা পরমধাৰ্ম্মিক ইত্যুক্তম্ । যদ্যরং পরম-  
 ধাৰ্ম্মিকস্তর্হি মম তপসঃ কথমনেন প্রতিষেধনং কৃতং কথঞ্চ বশিষ্ঠেন পণঃ কৃত ইতি  
 প্রট্বেয্যো বশিষ্ঠোহস্মিন্ সময়ে ইতি ভাবঃ ॥ ১৫—২০ ॥

অভিলাষ তাহা আমি পূর্ণ করিব ; আর এরূপ কঠোর তপস্তা করিবার প্রয়োজন নাই,  
 আপনি অবিলম্বে উখিত হউন ॥ ১২ ॥ মহর্ষে ! আপনি ত সমস্তই বিদিত আছেন অতএব  
 আপনাকে অধিক আর কি বলিব ; দেখুন, আমার অধিকারে থাকিয়া লোকের পীড়া-  
 দায়ক দারুণ ঘোরতর তপস্তা করা কাহারও কখন উচিত নহে ॥ ১৩ ॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র  
 বিশ্বামিত্রকে এই প্রকার নিষেধ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং মুনিবর  
 কৌশিকও মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বিশ্বামিত্র আশ্রমে যাইয়া পূর্বে ইন্দ্রভবনে বশিষ্ঠের সহিত হরিশ্চন্দ্রের ধাৰ্ম্মিক-  
 কতা বিষয়ে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল এবং এক্ষণে হরিশ্চন্দ্র যে তাঁহাকে অন্তায়রূপে  
 তপস্তা করিতে নিষেধ করিলেন তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ফলতঃ  
 তিনি ভাবিলেন যে, হরিশ্চন্দ্র যদি পরম ধাৰ্ম্মিক হইবেন তবে তিনি কি নিমিত্ত আমাকে  
 তপস্তা করিতে নিষেধ করিলেন এবং বশিষ্ঠই বা কি প্রকারে ইহার জন্ত পণ করি-  
 লেন ॥ ১৫ ॥ বাহা হউক বিশ্বামিত্র মনে মনে কুপিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে  
 উদ্যত হইলেন । তখন তিনি মনে মনে বিবিধ চিন্তা করিয়া ভীমদেহ এক দানবকে  
 শূকরাকৃতি করিয়া হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন । সেই বিশাল শরীর মহাবল

রাজ্ঞশ্চোপবনে প্রাপ্তস্ত্রাসয়ন্ রক্ষকাংস্তদা ।  
 মালতীনাঞ্চ খণ্ডানি কদম্বানাং তথৈব চ ॥ ১৮ ॥  
 যুথিকানাঞ্চ বৃন্দানি কম্পয়ংশ্চ মুহুমুহুঃ ।  
 দন্তেন বিলিখন ভূমিং সমুন্মূলয়তে ক্রমান্ ॥ ১৯ ॥  
 চম্পকান্ কেতকীখণ্ডান্ মল্লিকানাঞ্চ পাদপান্ ।  
 করবীরানুশীরাংশ্চ নিচখান শুভান্ যদূন ॥ ২০ ॥  
 মুচুকুন্দানশোকাংশ্চ বকুলাংস্তিলকাংস্তথা ।  
 উন্মূল্য কদনং তত্র চকার শূকরো বনে ॥ ২১ ॥  
 বাটিকারক্ষকাঃ সর্বৈ ছুদ্রবুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।  
 হাহেতি চুত্ৰুশ্চুত্ৰ মালাকারা ভৃশাতুরাঃ ॥ ২২ ॥  
 বাণৈঃ সম্ভাড্যমানোহপি যদা ত্রস্তো ন বৈ যুগঃ ।  
 রক্ষকান্ পীড়য়ামাস কোলঃ কালসমছ্যতিঃ ॥ ২৩ ॥  
 তে তদাতিভয়াক্রান্তা রাজানং শরণং যযুঃ ।  
 তমুচুস্ত্রাহি ত্রাহীতি বেপমানা ভয়াকুলাঃ ॥ ২৪ ॥  
 তানাগতান্ সমালোক্য ভয়ার্ত্তান্ ভূপতিস্তদা ।  
 পপ্রচ্ছ কিং ভয়ং কস্মান্মাং ব্রুবন্তু সমাগতাঃ ॥ ২৫ ॥

---

বনে শূকরো বৃক্ষাণাং কদনং চকারেত্যর্থঃ ॥ ২১—২৫ ॥

---

শূকর ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে রাজার উপবনে প্রবেশ করিল; তখন রক্ষকগণ  
 তাহার ঘোরতর রবে ভীত হইল। সেই শূকর বনमध्ये প্রবেশ করিয়া কোথাও মালতীবন,  
 কোথাও কদম্ববন, কোথাও যুথিকাবন সকলকে বারংবার বিলোড়িত করিতে লাগিল।  
 কোথাও বা দন্ত দ্বারা ভূমি খনন করিয়া চম্পক, কেতকী ও মল্লিকা প্রভৃতি পাদপ-  
 বৃন্দকে সমূলে উৎপাটন করিতে লাগিল। কোথাও স্বন্দর সুকোমল উশীর, করবীর,  
 মুচুকুন্দ, অশোক, বকুল ও তিলক প্রভৃতি তরুরাজির মূল সকল খননপূর্বক সেই উপবন  
 ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল ॥ ১৬—২১ ॥ তখন বনরক্ষকগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার  
 উপর ধাবিত হইল এবং মালাকারগণ সাতিশর কাতর হইয়া হাহাকার শব্দে চীৎকার  
 করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ সেই কালতুল্য শূকর পরজালে বিতাড়িত হইয়াও যখন ভীত  
 হইল না, প্রত্যাগত রক্ষকবৃন্দকে নিপীড়িত করিতে লাগিল, তখন তাহারা অতীব ভীত ও  
 কাতর হইয়া রাজার শরণাপন্ন হইল এবং কম্পিত কলেবরে মহারাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা  
 করুন বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ২৩—২৪ ॥ তখন ভূপতি সেই ভয়ার্ত্ত রক্ষক-

নাহং বিভেমি দেবেভ্যো রাক্ষসেভ্যশ্চ রক্ষকাঃ ।

কস্মাচ্চিহ্নং সমুৎপন্নং তদ্ ব্রুবন্তু মমাগ্রতঃ ॥ ২৬ ॥

হস্মি চৈকেন বাণেন তং শত্রুং দুর্ভগং কিল ।

যো মেহরাতিঃ সমুৎপন্নো লোকে পাপমতিঃ খলঃ ॥ ২৭ ॥

দেবো বা দানবো বাপি তং নিহস্মি শরৈঃ শিতৈঃ ।

ক্ তিষ্ঠতি কিয়দ্রুপঃ কিয়দ্বলসমম্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

মালাকারা উচুঃ ।

ন দেবো ন চ দৈত্যোহস্তি ন যক্ষো ন চ কিন্নরঃ ।

কশ্চিৎ কোলো মহাকায়ে রাজন্তিষ্ঠতি কাননে ॥ ২৯ ॥

পুষ্পরক্ষানতিমূদুন্ দন্তেনোন্মূলয়ত্যসৌ ।

বিদীর্ণং তদ্বনং সর্বং শূকরেণাতিরংহসা ॥ ৩০ ॥

বিশিখৈস্তাড়িতোহস্মাভির্দৃষন্তি লকুটৈস্তথা ।

ন বিভেতি মহারাজ ! হস্তমস্মানুপাদ্রবৎ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং রাজা কোপসমাকুলঃ ।

অশ্বমারুহ্য তরসা জগামোপবনং প্রতি ॥ ৩২ ॥

( ইদানীং স্বসামর্থ্যং প্রকটয়মাহ নাহং বিভেমীতি ॥ ২৬—৩০ ॥

সামান্যশত্রুঃ স কোলোহপি ভবন্তিঃ কিং ন হত ইত্যাহ বিশিখৈরिति ॥ ৩১—৩৩ ॥

গণকে কাতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার ভয়ে এত কাতর হইতেছ, তাহা সত্য করিয়া আমার নিকট বল ॥ ২৫ ॥ রক্ষকবৃন্দ ! আমি দেবতা বা রাক্ষসদিগকেও ভয় করি না, অতএব কোন্ ব্যক্তি হইতে তোমাদের ভয় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আমার সন্নিধানে ব্যক্ত কর ॥ ২৬ ॥ যে পাপমতি খল ইহলোকে আমার বিপক্ষ হইয়া আসিয়াছে, আমি সেই দুর্ভাগ্য শত্রুকে এক বাণেই শমন-সদনে প্রেরণ করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৭ ॥ সেই অরাতির রূপ কি প্রকার ? তাহার বলই বা কি পরিমাণ, আর এক্ষণে সে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে শীঘ্র বল ? সেই শত্রু দেব হউক বা দানব হউক, এখনিই শরনিকর দ্বারা তাহাকে সংহার করিব ॥ ২৮ ॥

মালাকারগণ বলিল, মহারাজ ! সেই শত্রু দেব, দানব, যক্ষ বা কিন্নর নহে, একটি মহাকায় শূকর আসিয়া কাননে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ২৯ ॥ অতীব বেগবান্ সেই শূকর দস্ত দ্বারা সূচাক পুষ্পরক্ষ সকল সমূলে উৎপাটন করিতেছে, অধিক কি বলিব, সে সমস্ত কাননই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে ॥ ৩০ ॥ মহারাজ ! আমরা তাহাকে বিশিখ, লকুটাত্ত



সৈশ্চেন মহতা যুক্তো গজাশ্বরথসংযুতঃ ।

পদাতিবৃন্দসহিতঃ প্রযমৌ বনযুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥

তত্রাপশ্যন্মহাকোলং ঘূঘূরন্তং ভয়ানকম্ ।

বনং ভগ্নঞ্চ সংবীক্ষ্য রাজা ক্রোধযুতোহভবৎ ॥ ৩৪ ॥

চাপে বাণং সমারোপ্য বিকৃষ্য চ শরাসনম্ ।

তং হস্তং শূকরং পাপং তরসা সমুপাক্রমৎ ॥ ৩৫ ॥

সমালোক্য চ রাজানং চাপহস্তং রুধাকুলম্ ।

সম্মুখোহভ্যদ্রবতুর্গং কুর্ব্বন্তুদং সুদারুণম্ ॥ ৩৬ ॥

তমায়াস্তং সমালোক্য বরাহং বিকৃতাননম্ ।

মুমোচ বিশিখং তস্মিন্ হস্তকামো মহীপতিঃ ॥ ৩৭ ॥

বঞ্চয়িত্বাথ তদ্বাণং শূকরস্তরসা বলাৎ ।

নির্জঙ্গাম মহাবেগান্তমুল্লঙ্ঘ্য নৃপং তদা ॥ ৩৮ ॥

গচ্ছন্তং তং সমালোক্য রাজা কোপসমম্বিতঃ ।

মুমোচ বিশিখাংস্তীক্ষ্ণাংশ্চাপমাকৃষ্য যত্নতঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্রৈতি । ঘূঘূরন্তং ঘূরঘূর ইত্যব্যক্তশব্দং কুর্ব্বন্তুমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

তমিতি । পাপং সম্মার্গদূষকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

শূকরস্ত বিক্রমমাহ । সমালোক্যেতি ॥ ৩৬—৪০ ॥

ও প্রস্তর দ্বারা এত প্রহার করিলাম তথাপি সে কিছুতেই ভীত হইল না, প্রত্যুত সে আমাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল ॥ ৩১ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যার পর নাই কোপান্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে অশ্বে আরোহণ করিয়া উপবনের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥ তিনি যখন সেই উপবনে গমন করেন, তৎকালে সাদী, নিষাদী রথী এবং পদাতি সেনাসমূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ৩৩ ॥ রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া ঘূঘূরারমান ভয়ঙ্কর বিশালকায় সেই বরাহকে অবলোকন করিলেন এবং বনের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন তিনি শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শর যোজনা করিয়া সেই শূকরকে সংহার করিবার নিমিত্ত আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই শূকর রাজাকে ধনুর্ধারণপূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধভরে আসিতে দেখিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে অনতিবিলম্বে রাজার অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৩৬ ॥ সেই ভীমকায় বরাহ বদনব্যাদন করিয়া আসিতে লাগিল দেখিয়া রাজা তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ তখন

ক্ষণং দৃষ্টিপথং রাজ্ঞঃ ক্ষণকাদর্শনং গতঃ ।

কুর্বন্ বহুবিধারাবং শূকরঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪০ ॥

হরিশ্চন্দ্রোহতিকুপিতো যুগস্থানুজগাম হ ।

অশ্বেন বায়ুবেগেন বিকৃষ্য চ শরাসনম্ ॥ ৪১ ॥

ইতস্ততস্ততঃ সৈন্ত্যগমচ্চ বনান্তরম্ ।

একাকী নৃপতিঃ কোলং ব্রজস্তং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪২ ॥

মধ্যাহ্নসময়ে রাজা সম্প্রাপ্তো বিজনে বনে ।

তৃষিতঃ ক্ষুধিতোহত্যর্থং বভূব শ্রান্তবাহনঃ ॥ ৪৩ ॥

শূকরোহদর্শনং প্রাপ্তো রাজা চিন্তাতুরোহভবৎ ।

মার্গভ্রষ্টোহতিবিপিনে দারুণে দীনবৎ স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥

কিং করোমি ক গচ্ছামি ন সহায়োহস্তুি মে বনে ।

অজ্ঞাতস্বপথঃ কুত্র ব্রজামীতি ব্যচিস্তয়ৎ ॥ ৪৫ ॥

এবং বিচিস্তয়ংস্তত্র বিপিনে জনবর্জিতে ।

রাজা চিন্তাতুরোহপশ্যন্নদীং স্নবিমলোদকাম্ ॥ ৪৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র ইতি । যুগস্থানুজগামেত্যত্র কন্মপি ষষ্ঠী ॥ ৪১—৪২ ॥

মধ্যাহ্নেতি । সম্প্রাপ্ত উপস্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

মার্গেতি । অতিশব্দোহত্র গহনতাবাচকঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

শূকর অবিলম্বে সেই শর সকল বিফল করিয়া তৎক্ষণাৎ অতীব বেগ সহকারে বলপূর্বক নৃপতিকে উল্লঙ্ঘন করতঃ নির্গত হইল ॥ ৩৮ ॥ সে প্রস্থান করিলে পর রাজা কোপপরবশ হইয়া অতিশয় যত্নসহকারে চাপ আকর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তৎকালে সেই শূকর ক্ষণকাল রাজার দৃষ্টিগোচর থাকিয়া পুনর্বার যুহুর্ভকাল অদর্শন হইতে লাগিল এবং নানাপ্রকার শব্দ করিতে করিতে ক্রমশঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ রাজা হরিশ্চন্দ্রও অতিশয় কোপান্বিত হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্বক বায়ুসদৃশ বেগশালী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার অনুধাবন করিলেন ॥ ৪১ ॥ তখন সৈন্ত সকল ইতস্ততঃ বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, নৃপতি একাকী সেই পলায়িত বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥ ৪২ ॥ মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে রাজা এক বিজনবনে উপনীত হইলেন, তখন তাহার বাহন ক্লান্ত হইয়াছে এবং তিনিও ক্ষুধার ও তৃষ্ণার অতিশয় কাতর হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ শূকর নয়নপথের অদৃশ্য হইলে রাজা ঘোরতর নিবিড় কাননে পথভ্রষ্ট হইয়া দীনভাবে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আমি কি করি কোথায় যাই, এই ঘোর অরণ্য মধ্যে আমার সহায়ও কেহ নাই, বিশেষতঃ গন্তব্য পথ বিদিত নহি অতরাং এক্ষণে কোথায় যাই ॥ ৪৫ ॥ এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজা সেই

বীক্ষ্য তাং মুদিতো রাজা পায়য়িত্বা তুরঙ্গমম্ ।  
 অশ্বাদুর্ভীষ্য বিমলং পপৌ পানীয়মুত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥  
 জলং পীত্বা নৃপসুত্র স্তম্বমাপ মহীপতিঃ ।  
 ইয়েষ নগরং গন্তুং দিগ্ভ্রমেণাতিমোহিতঃ ॥ ৪৮ ॥  
 বিশ্বামিত্রস্তু সম্প্রাপ্তো বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপধৃক্ ।  
 ননাম বীক্ষ্য রাজা তং প্রীতিপূৰ্ব্বং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৪৯ ॥  
 তমুবাচ গাধিরাজঃ প্রণমস্তুং নৃপোত্তমম্ ।  
 স্বস্তি তেহস্ত মহারাজ ! কিমর্থমিহ চাগতঃ ॥ ৫০ ॥  
 একাকী বিজনে রাজন্ ! কিং চিকীৰ্ষিতমত্র তে ।  
 বৃহি সৰ্ব্বং স্থিরো ভূত্বা কারণং নৃপসত্তম ! ॥ ৫১ ॥  
 রাজোবাচ ।

শূকরোহতিমহাকায়ে বনবান্ পুষ্পকাননম্ ।  
 সমুপেত্য মমর্দাশু কোমলান্ পুষ্পপাদপান্ ॥ ৫২ ॥  
 তং নিবারয়িতুং চুফ্টং করে কৃত্বা চ কার্ম্মুকম্ ।  
 সসৈন্তোহহং স্বনগরান্নির্গতো মুনিসত্তম ! ॥ ৫৩ ॥  
 গতৌহসৌ দৃক্পথাৎ পাপো মায়াবী কাপি বেগবান্ ।  
 পৃষ্ঠতোহহমপি প্রাপ্তঃ সৈন্ত্যং কাপি গতং মম ॥ ৫৪ ॥

---

স্বরচিতমায়ায়াঃ সাফল্যমবলোকরতো বিশ্বামিত্রস্তু কার্য্যমাহ বিশ্বামিত্রস্থিতি ॥ ৪৯-৫৬ ॥

---

জনশূন্য বিপিনে সহসা এক স্বচ্ছসলিলা নদী নয়নগোচর করিলেন ॥ ৪৬ ॥ সেই প্রবাহিনী  
 অবলোকনে রাজা আনন্দিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং বিমল সলিল পান  
 করিয়া তুরঙ্গমকেও জল পান করাইলেন ॥ ৪৭ ॥ সেই নরপালক জলপান করিয়া স্তম্ব হইলেন  
 এবং দিগ্ভ্রমে সাতিশয় বিমোহিত হইলেও তৎকালে নগরে যাইতে বাসনা করিলেন ॥ ৪৮ ॥  
 এমন সময়ে বিশ্বামিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ; রাজা  
 সেই দ্বিজবরকে অবলোকন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৯ ॥ ব্রাহ্মণবেশধারী  
 বিশ্বামিত্র সেই প্রণত রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ ! আপনার মঙ্গল হউক,  
 আপনি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥ রাজন্ ! এই বিজন-কাননে আপ-  
 নার প্রয়োজন কি ? আপনি স্থির হইয়া আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করুন ॥ ৫১ ॥

রাজা বলিলেন, দ্বিজবর ! এক বিশালকায় বনবান্ শূকর আমার পুষ্পকানন মধ্যে  
 প্রবেশ করিয়া স্নেহোন্মত্ত পুষ্পপাদপ সকল একেবারে বিমর্দিত করিয়াছে ॥ ৫২ ॥ আমি সেই



ক্ষুধিততৃষিতশ্চাহং সৈন্ত্যত্রক্স্থিহাগতঃ ।

ন জানে পুরমার্গঞ্চ তথা সৈন্ত্যগতিং যুনে ! ॥ ৫৫ ॥

পস্থানং দর্শয় বিভো ! ত্রজামি নগরং প্রতি ।

মমাত্র ভাগ্যযোগেন প্রাপ্তস্ত্বং বিজনে বনে ॥ ৫৬ ॥

অযোধ্যাধিপতিশ্চাহং হরিশ্চন্দ্রোহতিবিশ্রুতঃ ।

রাজসূয়শ্চ কর্তা চ বাঙ্কিতার্থপ্রদঃ সদা ॥ ৫৭ ॥

ধনেচ্ছা যদি তে ব্রহ্মন্ ! যজ্ঞার্থং দ্বিজসত্তম ! ।

আগন্তব্যমযোধ্যায়াং দাস্ত্যামি বিপুলং ধনম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
হরিশ্চন্দ্রবিজয়বিবাদসূচনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

রাজা স্বপরিচয়ং দাতুমাহ অযোধ্যাধিপতিশ্চাহমিতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

দৃষ্ট শূকরকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে  
বহির্গত হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥ সেই বেগবান্ পাণিষ্ঠ মায়াবী বরাহ আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম  
করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে । আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া এই স্থানে  
আসিয়াছি এক্ষণে মদীয় সেনাগণ কোথায় গিয়াছে তাহা আমি জানিতে পারি নাই ॥ ৫৪ ॥  
মুনিবর ! আমি সৈন্ত্যত্রক্স্থি হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, আমি  
নগরের পথ বিদিত নহি আর সেনারাই বা কোন্ পথে গিয়াছে তাহাও জানি না ॥ ৫৫ ॥  
বিভো ! আমার ভাগ্যক্রমেই আপনি এই বিজনবনে উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমি  
নগরে গমন করিব আপনি পথ প্রদর্শন করুন ॥ ৫৬ ॥ আমি অযোধ্যার অধিপতি হরিশ্চন্দ্র ;  
আমি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছি অতএব আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, আমি  
নিয়তই তাহাকে তাহাই দিয়া থাকি ইহা সকলেই বিদিত আছে ॥ ৫৭ ॥ দ্বিজবর !  
আপনার যদি যজ্ঞের নিমিত্ত ধনের বাসনা থাকে তবে আমার সমভিব্যাহারে অযোধ্যার  
আগমন করুন তাহা হইলে আমি আপনাকে বিপুল ধন দান করিব ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের সহিত বিজয়বিবাদের

সূচনা নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা ভূপতেঃ কৌশিকো মুনিঃ ।  
প্রহস্ম প্রত্যাবাচেদং হরিশ্চন্দ্রং তদা নৃপ ! ॥ ১ ॥  
রাজংস্তীর্থমিদং পুণ্যং পাবনং পাপনাশনম্ ।  
স্নানং কুরু মহাভাগ ! পিতৃণাং তর্পণং তথা ॥ ২ ॥  
কালঃ শুভতমোহস্তীহ তীর্থে স্নাত্বা বিশাম্পতে ! ।  
দানং দদস্ব শক্ত্যত্র পুণ্যতীর্থেহতিপাবনে ॥ ৩ ॥  
প্রাপ্য তীর্থং মহাপুণ্যমস্নাত্বা যন্তু গচ্ছতি ।  
স ভবেদাত্মহা ভূয় ইতি স্বায়ত্ত্বুবোহব্রবীৎ ॥ ৪ ॥  
তস্মাত্তীর্থবরে রাজন্ ! কুরু পুণ্যং স্বশক্তিতঃ ।  
দর্শয়িষ্যামি মার্গং তে গন্তাসি নগরং ততঃ ॥ ৫ ॥  
আগমিষ্যাম্যহং মার্গদর্শনার্থং তবানঘ ! ।  
ত্বয়া সহাদ্য কাকুৎস্থ ! তব দানেন তোষিতঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিষষ্টির্লোকবর্ধৈস্ত কৌশিকেন মহাত্মনা ।

হুতং রাজ্যং হরিশ্চন্দ্রনৃপতেরিদমুচ্যতে ॥

রাজবাক্যং শ্রুত্বা কৌশিকো যদকরোত্তমাহ ইতি তস্মৈতি । প্রহস্মৈতি । ধার্মিকত্ব-  
মস্মিংশীর্থে ন স্নাত্বা কথং গন্তুমিচ্ছসীত্যভিপ্রায়েণ হান্তং চকার ॥ ১ ॥

তদেবাহ রাজশ্রুতি ॥ ২—১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরনাথ ! মহর্ষি কৌশিক নরপতি হরিশ্চন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া  
তখন হান্তসহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! এই তীর্থ অতি পবিত্র, ইহাতে স্নান  
করিলে অধিল পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া পুণ্যের উদয় হয়, অতএব মহাভাগ ! আপনি ইহাতে  
স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করুন ॥ ২ ॥ নরনাথ ! এ সময় অতিশয় পুণ্যকাল উপস্থিত  
অতএব আপনি এই পবিত্র পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করুন ॥ ৩ ॥  
স্বায়ত্ত্বুব মনু বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মহাপুণ্যপ্রদ তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান দানাদি না  
করিয়া গমন করে, সেই মানব আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে স্মৃতরাং সে আত্মঘাতী হয়  
তাঁহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥ অতএব রাজন্ ! আপনি স্বীয় শক্তি অনুসারে এই অত্যাশ্রম তীর্থে  
পুণ্যকার্য্য করুন ; তদনন্তর আমি আপনার পথ প্রদর্শন করিব এবং তাহা হইলেই

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা মূনেঃ কপটমণ্ডিতম্ ।  
 বাসাংস্র্যক্তাৰ্য্য বিধিবৎ স্নাতুমভ্যাযযৌ নদীম্ ॥ ৭ ॥  
 বন্ধয়িত্বা হয়ং বৃক্ষে মূনিবাক্যেন মোহিতঃ ।  
 অবশ্যস্তাবিযোগেন তদ্বশস্ত তদাভবৎ ॥ ৮ ॥  
 রাজা স্নানবিধিং কৃত্বা সন্তপ্য পিতৃদেবতাঃ ।  
 বিশ্বামিত্রমুবাচেদং স্বামিন্ ! দানং দদামি তে ॥ ৯ ॥  
 যদিচ্ছসি মহাভাগ ! তন্তে দাস্ত্যামি সাম্প্রতম্ ।  
 গাবো ভূমিং হিরণ্যঞ্চ গজাশ্বরথবাহনম্ ॥ ১০ ॥  
 নাদেয়ং মে কিমপ্যস্তি কৃতমেতদব্রতং পুরা ।  
 রাজসূয়ে মথশ্রেষ্ঠে মুনীনাং সন্নিধাবপি ॥ ১১ ॥  
 তস্মাত্ত্বমিহ সম্প্রাপ্তস্তীর্থেষ্বস্মিন্ প্রবরে মূনে ! ।  
 যত্তেহস্তি বাঞ্ছিতং ব্রুহি দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ১২ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

ময়া পূৰ্ব্বং শ্রুতা রাজন্ ! কীর্তিস্তে বিপুলা ভুবি ।  
 বশিষ্ঠেন চ সম্প্রোক্তা দাতা নাস্তি মহীতলে ॥ ১৩ ॥

মুনীনাং সন্নিধৌ রাজসূয়যজ্ঞে ময়েতদব্রতং কৃতমিত্যশ্বয়ঃ ॥ ১১—১৪ ॥

আপনি অষোধ্যায় গমন করিবেন ॥ ৫ ॥ হে কাকুৎস্থ ! অদ্য আপনার দানে পরিতুষ্ট হইয়া আপনার পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমি আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব ইহাই স্থির করিয়াছি ॥ ৬ ॥ রাজা মহর্ষির সেই কপটময় বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ দেহ হইতে পরিচ্ছদ সকল উন্মোচন করিলেন এবং বৃক্ষে অথ বন্ধন করিয়া বিধিপূৰ্ব্বক স্নান করিবার নিমিত্ত নদীর অভিমুখে গমন করিলেন । রাজন্ ! অবশ্যস্তাবি দৈবযোগবশতঃ মূনির বাক্যে রাজা এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার একেবারে বশীভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ৭—৮ ॥ ফলতঃ তিনি যথাবিধি স্নানকার্য্য সমাপনপূৰ্ব্বক দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, স্বামিন্ ! আমি আপনাকে দান করিতেছি ॥ ৯ ॥ মহাভাগ ! গো, ভূমি, হিরণ্য, গজ, অশ্ব, রথ অথবা বাহন প্রভৃতি যাহা কিছু আপনি বাসনা করেন আমি এখনি তাহাই আপনাকে প্রদান করিব ॥ ১০ ॥ আমার অদেয় কিছুমাত্র নাই, পূৰ্ব্ব যখন আমি শ্রেষ্ঠতম রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম তৎকালে মূনিগণের সমক্ষে এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছি ॥ ১১ ॥ অতএব, মূনিবর ! আপনিও এই প্রধানতম তীর্থে উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিলষিত তাহা ব্যক্ত করুন, আমি আপনার বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিতেছি ॥ ১২ ॥



হরিশ্চন্দ্রো নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশে মহীপতিঃ ।  
 তাদৃশো নৃপতির্দাতা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ।  
 পৃথিব্যাং পরমোদারস্ত্রিশঙ্কুতনয়স্তথা ॥ ১৪ ॥  
 অতস্ত্বাং প্রার্থয়াম্যদ্য বিবাহো মেহস্তু পার্থিব ! ।  
 পুত্রস্ত চ মহাভাগ ! তদর্থং দেহি মে ধনম্ ॥ ১৫ ॥

রাজোবাচ ।

বিবাহং কুরু বিপ্রেন্দ্র ! দদামি প্রার্থিতং তব ।  
 যদিচ্ছসি ধনং কামং দাতা তস্তান্মি নিশ্চিতম্\* ॥ ১৬ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তঃ কৌশিকস্তেন বধনাতৎপরো মুনিঃ ।  
 উদ্ভাব্য মায়াং গান্ধর্বীং পার্থিবায়্যাপ্যদর্শয়ৎ ॥ ১৭ ॥  
 কুমারঃ স্কুমারশ্চ কন্যা চ দশবার্ষিকী ।  
 এতয়োঃ কার্য্যমপ্যদ্য কর্তব্যং নৃপসত্তম ! ॥ ১৮ ॥  
 রাজসূয়াধিকং পুণ্যং গৃহস্থস্ত বিবাহতঃ ।  
 ভবিষ্যতি তবান্যৈব বিপ্রপুত্রবিবাহতঃ ॥ ১৯ ॥

---

মে পুত্রস্ত বিবাহোহস্তুীত্যমরঃ ॥ ১৫—২১ ॥

---

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্! আপনার কীৰ্ত্তি ভূতলে অধিকতর বিস্তীর্ণ, বিশেষতঃ আপনার সদৃশ দাতা ভূমণ্ডলে আর নাই ইহা আমি পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছি। বশিষ্ঠ মুনি বলিয়াছেন যে, ত্রিশঙ্কুর পুত্র সূর্য্যবংশীর মহীপতি হরিশ্চন্দ্রই এই পৃথিবীমধ্যে নৃপতিগণের অগ্রগণ্য অধিতীর এবং উদারস্বভাব; তাদৃশ দাতা নরপতি ভূতলে আর কেহ হয় নাই এবং হইবেও না। অতএব, হে পার্থিব! আমার পুত্রের বিবাহ উপস্থিত সেই জন্য অদ্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি সেই বিবাহের নিমিত্ত ধনদান করুন ॥ ১৩-১৫ ॥

রাজা বলিলেন, বিপ্রবর! আপনি বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করুন, আমি আপনার প্রার্থিত দান করিব; অধিক কি, আপনি যে ধন বাঞ্ছা করিবেন আমি তাহাই আপনাকে যথেষ্ট প্রদান করিব, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কৌশিক মুনি তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাহাকে বধনা করিবার নিমিত্ত তৎপর হইলেন এবং গান্ধর্বী মায়া উদ্ভাবনপূর্ব্বক একটি স্কন্দরাক্তি কুমার এবং দশবর্ষীয়া একটি কন্যার সৃষ্টি করিলেন এবং ভূপালকে উহা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, নৃপসত্তম! অদ্যই ইহাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা মায়ায়া তস্মৈ মোহিতঃ ।

তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় নোবাচান্নং বচস্তথা ॥ ২০ ॥

তেন দর্শিতমার্গোহসৌ নগরং প্রতি জগ্মিবান্ ।

বিশ্বামিত্রোহপি রাজানং বঞ্চয়িত্বাশ্রমং যযৌ ॥ ২১ ॥

কৃতোদ্ধাহবিধিস্তাবদ্বিশ্বামিত্রোহব্রবীন্মুপম্ ।

বেদীমধ্যে নৃপাদ্য ত্বং দেহি দানং যথেষ্পিতম্ ॥ ২২ ॥

রাজোবাচ ।

কিং তেহভীষ্টং দ্বিজ ! ব্রুহি দদামি বাঞ্ছিতং কিল ।

অদেয়মপি সংসারে যশঃকামোহস্মি সাম্প্রতম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যর্থং হি জীবিতং তস্মৈ বিভবং প্রাপ্য যেন বৈ ।

নোপার্জিতং যশঃ শুদ্ধং পরলোকসুখপ্রদম্ ॥ ২৪ ॥

বেদীমধ্য ইতি । অগ্নিহোত্রশালায়াং রাজা তস্মিন্ সময়ে স্থিতঃ । তথা চ তস্মিন্ বেদীমধ্যে অগ্নিহোত্রবেদীমধ্যে দানং দেহীতাম্বরঃ । অয়ং ভাবঃ । বিবাহকার্যার্থং যদ্বনং ত্বয়া প্রতিশ্রুতং তৎ অথ চ বরবধোঃ পোষণার্থঞ্চ যদ্বিপুলং ধনং তদানং দেহি । অন্তথা ত্বংকৃতে বিবাহে বরবধোর্মিচ্ছাটনপ্রসঙ্গে তবাপকীর্তিঃ শ্রাদ্ধিতি ॥ ২২ ॥

রাজা তু পোষণার্থং ধনং ব্রাহ্মণোহয়ং যৎ কিঞ্চিৎ প্রার্থয়িষ্যতি তদেতস্মৈ দেয়মিত্যাভি-প্রায়েণাহ কিং তেহভীষ্টমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

হইবে ॥ ১৭—১৮ ॥ মহারাজ ! গৃহস্থের বিবাহ দিলে রাজস্থয় যজ্ঞের অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে, অতএব বিপ্রপুত্রের বিবাহ প্রদান করিলে অদ্যই আপনার সেই ফল হইবে ॥ ১৯ ॥ রাজা তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন সুতরাং ঐ বাক্য শুনিবামাত্র তাহাই হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন পরন্তু তদ্বিকল্পে সামান্যমাত্রও বাক্য ব্যয় করিলেন না ॥ ২০ ॥ অনন্তর, বিশ্বামিত্র পথপ্রদর্শন করিলে রাজা নগরের অভিমুখে গমন করিলেন, বিশ্বামিত্রও রাজাকে বঞ্চনা করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥ ২১ ॥ তাহার পর নরপতি অগ্নিশালায় উপস্থিত রহিয়াছেন এমন সময়ে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্ ! বিবাহ বিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে অতএব আপনি অদ্যই এই বেদীমধ্যেই আমার যাহা অভিলষিত তাহা প্রদান করুন ॥ ২২ ॥

রাজা বলিলেন, দ্বিজবর ! আপনার অভীষ্ট কি তাহা প্রকাশ করুন ; অধুনা আমি যশের অভিলষী সুতরাং সংসারে আমার যাহা অদেয় আপনি তাহাও যদি প্রার্থনা করেন তথাপি আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ যে মানব বিভবের অধিকারী হইয়াও পরলোকের সুখকর পবিত্র যশ উপার্জন না করে, তাহার জীবন বিফল তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২৪ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

রাজ্যং দেহি মহারাজ ! বরায় সপরিচ্ছদম্ ।

গজাশ্বরথরত্নাঢ্যং বেদীমধ্যেহতিপাবনে ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

মোহিতো মায়ায়া তস্মৈ শ্রুত্বা বাক্যং মূনেৰ্নৃপঃ ।

দত্তমিত্যুক্তবান্ রাজ্যমবিচার্য যদৃচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥

গৃহীতমিতি তং প্রাহ বিশ্বামিত্রোহতিনিষ্ঠুরঃ ।

দক্ষিণাং দেহি রাজেন্দ্র ! দানযোগ্যাং মহামতে ! ॥ ২৭ ॥

দক্ষিণারহিতং দানং নিষ্ফলং মনুরব্রুবীৎ ।

তস্মাদানফলায় ত্বং যথোক্তাং দেহি দক্ষিণাম্ ॥ ২৮ ॥

ইত্যুক্তস্ত তদা রাজা তমুবাচাতিবিস্মিতঃ ।

ব্রুহি কিং যদ্বনং তুভ্যং দেয়ং স্বামিন্ ! ময়াধুনা ॥ ২৯ ॥

দক্ষিণানিষ্কয়ং সাধো ! বদ যাবৎ প্রমাণকম্ ।

দানপূৰ্ত্ত্য প্রদাত্যামি স্বস্বে ভব তপোধন ! ॥ ৩০ ॥

বিশ্বামিত্রস্ত তচ্ছ্রুত্বা তমাহ মেদিনীপতিম্ ।

হেমভারদ্বয়ং সার্কিং দক্ষিণাং দেহি সাম্প্রতম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণস্ত সৰ্বস্বহরণেচ্ছয়া বদতি রাজ্যং দেহীতি ॥ ২৫—৩০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ ! আপনি এই পবিত্র বেদীমধ্যেই ছত্র চামরাদি সমন্বিত এবং হস্তী, অশ্ব, বথ ও পদাতি সমেত রত্ন পরিপূর্ণ রাজ্য এই বরকে প্রদান করুন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন স্মৃতরাং মুনির বাক্য শ্রবণমাত্র বিচার না করিয়াই স্বেচ্ছানুসারে বলিলেন, মুনিবর ! আপনার প্রার্থনামত আমি এই বিশাল রাজ্য প্রদান করিলাম ॥ ২৬ ॥ তখন অতীব নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন, রাজেন্দ্র ! আমিও গ্রহণ করিলাম, কিন্তু মহামতে ! আপনি এক্ষণে দানের উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ২৭ ॥ মনু বলিয়াছেন দক্ষিণাবিহীন দান নিষ্ফল অতএব আপনি দানের ফল লাভের নিমিত্ত যথাবিহিত দক্ষিণা অর্পণ করুন ॥ ২৮ ॥ রাজা তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, প্রভো ! অধুনা আপনাকে কি পরিমাণে ধন দিতে হইবে তাহা আপনি বলুন ॥ ২৯ ॥ সাধো ! যে পরিমাণে দক্ষিণার মূল্য দিতে হইবে তাহা ব্যক্ত করুন ; তপোধন ! আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি দান পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত উহা আপনাকে প্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥



দাশ্যামীতি প্রতিশ্রুত্য তস্মৈ রাজাতিবিস্মিতঃ ।

চিন্তাতুরো জংগমাশু হয়মারুহ ভারত ! ॥ ৩২ ॥

তদৈব সৈনিকাস্তস্ম বীক্ষমাণাঃ সমাগতাঃ ।

দৃষ্ট্বা মহীপতিং ব্যগ্রং তুষ্টবুস্তে মুদাম্বিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রদ্ধা তেষাং বচো রাজা নোক্ত্বা কিঞ্চিচ্ছুভাশুভম্ ।

চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কৰ্ম যযাবন্তঃপুরে ততঃ ॥ ৩৪ ॥

কিং ময়া স্বীকৃতং দানং সৰ্বস্বং যৎ সমর্পিতম্ ।

বঞ্চিতোহহং দ্বিজেনাত্র বনে পাটচরৈরিব ॥ ৩৫ ॥

রাজ্যং সোপস্করং তস্মৈ ময়া সৰ্বং প্রতিশ্রুতম্ ।

ভারদ্বয়ং স্তবর্ণস্য সার্কঞ্চ দক্ষিণা পুনঃ ॥ ৩৬ ॥

কিং করোমি মতিভ্রষ্টা ন জ্ঞাতং কপটং মূনেঃ ।

প্রতারিতোহহং সহসা ব্রাহ্মণেন তপস্বিনা ॥ ৩৭ ॥

হেনভারদ্বয়ং সার্কমিতি । আচিতশ্চ দশমো ভাগো ভারদ্বয়স্য চার্কভারেণ সহিতভার-  
দ্বয়পরিমাণং স্তবর্ণদক্ষিণাং দেহীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

রাজা দাশ্যামীত্বা ত্বা স্বনিকটে ধনাতাবাং কিং ময়েদং কৃতমিত্যাতিবিস্মিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥  
তদৈব সৈনিকা ইতি । যে রাজা সাকং বনে গতান্তে মার্গভ্রংশাদিতস্ততো গতা  
ইতুক্তম্ । তে সৈনিকা রাজানং বীক্ষমাণা আগতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্তঃপুরে জাগারে গতঃ চিন্তাগ্রস্তঃ সন্ ॥ ৩৪ ॥

স্বকৃতমনয়ং স্মরতি কিং ময়েতি । পাটচরৈস্তস্করৈঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

বিশ্বামিত্র ইহা শ্রবণ করিয়া মহীপতিকে বলিলেন, সম্প্রতি সার্ক ভারদ্বয় স্তবর্ণ  
দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করুন ॥ ৩১ ॥ মহারাজ ! তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র অতীব বিস্মিত হইয়া  
তাহাই দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং চিন্তিতচিত্তে অশ্বে আরোহণ করিয়া শীঘ্র  
গমন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন ॥ ৩২ ॥ এই সময় তাঁহার পথদ্রষ্ট সৈনিকগণ তাঁহাকে  
অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল । তখন তাহার মহী-  
পতিকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে চিন্তাতুর দর্শন করিয়া ব্যগ্রভাবে  
তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র ভাল বা মন্দ  
কিছুই বলিলেন না, পরন্তু স্বকৃত কার্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ  
করিলেন ॥ ৩৪ ॥ হায় ! আমি কি দান করিতে স্বীকৃত হইলাম ? এখন যে সৰ্বস্বই সমর্পণ  
করিলাম, বনমধ্যে চোরের আশ্রয় এই দ্বিজের নিকট আমি এই বিষয়ে বঞ্চিত হইলাম !! ॥ ৩৫ ॥  
সপরিচ্ছদ সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে দান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি আবার তাহার দক্ষিণা

ন জানে দৈবকার্যং বৈ হা দৈব ! কিং ভবিষ্যতি ।  
 ইতি চিন্তাপরো রাজা গৃহং প্রাপ্যতিবিহ্বলঃ ॥ ৩৮ ॥  
 পতিং চিন্তাপরং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞী পপ্রচ্ছ কারণম্ ।  
 কিং প্রভো ! বিমনা ভাসি কা চিন্তা ব্রুহি সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥  
 বনাং পুত্রঃ সমায়াতো রাজসূয়ঃ কৃতঃ পুরা ।  
 কস্মাচ্ছোচসি রাজেন্দ্র ! শোকস্ত কারণং বদ ॥ ৪০ ॥  
 নারাতিবিদ্যতে কাপি বলবান্ দুৰ্ব্বলোহপি বা ।  
 বরুণোহপি স্তস্তুৰ্ঘঃ কৃতকৃত্যোহসি ভূতলে ॥ ৪১ ॥  
 চিন্তয়া ক্ষীয়তে দেহো নাস্তি চিন্তাসমা মৃতিঃ ।  
 ত্যজ্যতাং নৃপশাদূল ! স্বস্রো ভব বিচক্ষণ ! ॥ ৪২ ॥  
 তন্নিশম্য প্রিয়াবাক্যং প্রীতিপূৰ্ব্বং নরাধিপঃ ।  
 প্রোবাচ কিঞ্চিচ্চিন্তায়াঃ কারণঞ্চ শুভাশুভম্ ॥ ৪৩ ॥  
 ভোজনং ন চকারাসৌ চিন্তাবিষ্টস্তথা নৃপঃ ।  
 স্তপ্তাপি শয়নে শুভ্রে লেভে নিদ্রাং ন ভূমিপঃ ॥ ৪৪ ॥

গৃহং স্ত্রীপুরম্ ॥ ৩৮-৪২ ॥

শুভাশুভং যথা কথঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৪

স্বরূপ সাক্ষিভার দ্বয় সুবর্ণও দিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ কি করিব, আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছিল  
 তজ্জগ্ন আমি মূনির কপটতা জানিতে পারি নাই, তাহাতেই এই তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট  
 প্রতারিত হইলাম ॥ ৩৭ ॥ দৈবের কার্য্য বিদিত হইবার সাধা নাই, হা দৈব ! এখন আমাব  
 কি হইবে ? অতীব বিহ্বল হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজা অন্তঃপুরের গৃহ-  
 মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন রাজ্ঞী স্বামীকে চিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া তাঁহাকে চিন্তার  
 কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, প্রভো ! আপনি বিমনা হইয়াছেন কেন ? সাম্প্রতি আপ-  
 নার চিন্তার বিষয় কি তাহা বলুন ॥ ৩৯ ॥ রাজেন্দ্র ! পুত্র বন হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হই-  
 যাছে, পূর্বে রাজসূয় যজ্ঞও সম্পন্ন করিয়াছেন, অতএব কি কারণে শোক করিতেছেন ?  
 আপনি সেই শোকের কারণ ব্যক্ত করুন ॥ ৪০ ॥ আপনার বলবান্ বা দুৰ্ব্বল কোন শত্রুই  
 কুত্ৰাপি বিদ্যমান নাই, কেবল বরুণ আপনার প্রতি কুপিত ছিলেন, তিনিও এক্ষণে  
 বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছেন স্ততরাং ভূতলে আপনার কার্য্যের অবশিষ্ট কিছুই নাই ॥ ৪১ ॥  
 নৃপবর ! চিন্তায় দিন দিন দেহ ক্ষীণ হয় স্ততরাং চিন্তাসদৃশ মৃত্যুর কারণ আর কিছুই  
 নাই, আপনি বিচক্ষণ অতএব চিন্তা ত্যাগ করিয়া স্তস্থ হউন ॥ ৪২ ॥

প্রিয়তমা প্রীতিসহকারে ঈদৃশ বাক্য বলিলে নরপতি তাহা শ্রবণ করিয়া শুভাশুভ চিন্তার  
 কারণ তাঁহাকে যথাকথঞ্চিরূপে বলিলেন ॥ ৪৩ ॥ কিন্তু সেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র চিন্তায়

প্রাতরুথায় চিন্তার্ভো যাবৎ সঙ্ক্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

করোতি নৃপতিস্তাবদ্বিশ্বামিত্রঃ সমাগতঃ ॥ ৪৫ ॥

ক্ষত্রা নিবেদিতো রাজ্ঞে মুনিঃ সৰ্বস্বহারকঃ ।

আগত্যোবাচ রাজানং প্রণমন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

রাজংস্ত্যজ স্বরাজ্যং মে দেহি বাচা প্রতিশ্রুতম্ ।

স্ববর্ণং স্পৃশ রাজেন্দ্র ! সত্যবাগ্ ভব সাম্প্রতম্ ॥ ৪৭ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

স্বামিন্ ! রাজ্যং তবেদং মে ময়া দত্তং কিলানুনা ।

ত্যক্ত্বান্যত্র গমিষ্যামি মা চিন্তাং কুরু কৌশিক ! ॥ ৪৮ ॥

সৰ্বস্বং মম তে ব্রহ্মন্ ! গৃহীতং বিধিবদ্বিভো ! ।

স্ববর্ণদক্ষিণাং দাতুমশক্তো হুধুনা দ্বিজ ! ॥ ৪৯ ॥

দানং দদামি তে তাবদ্ যাবন্মে শ্রাদ্ধনাগমঃ ।

পুনশ্চৈক কালযোগেন তদা দাস্তামি দক্ষিণাম্ ॥ ৫০ ॥

বিশ্বামিত্রো ব্রাহ্মণবেশেন সমাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

স্ববর্ণং স্পৃশ দক্ষিণাত্মেন প্রতিজ্ঞাতং দেহীত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

দানং দদামি রাজ্যদানমধুনা দদামি দক্ষিণাস্থ ধনপ্রাপ্ত্যন্তরং কালান্তরে দাস্তামী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

নিমগ্ন হইয়া ভোজন করিতে পারিলেন না এবং শুভ্র শয্যাতে শয়ন করিয়াও নিদ্রা লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪৪ ॥ পরে প্রাতঃকালে গাজোখান করিয়া চিন্তিতচিত্তে যখন সঙ্ক্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এমন সময়ে বিশ্বামিত্র সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ দ্বারী মুনির আগমন বার্তা নিবেদন করিলে রাজা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন ; অনন্তর সেই সৰ্বস্বহারক বিশ্বামিত্র তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম-পরায়ণ রাজাকে বলিলেন, রাজন্ ! আপনি স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করুন এবং আমাকে যে স্ববর্ণ দক্ষিণা দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা প্রদান করিয়া এক্ষণে যথার্থই সত্যবাদী হউন ॥ ৪৬—৪৭ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, প্রভো ! আমি আপনাকে আমার এই বিশাল রাজ্য প্রদান করিয়াছি সুতরাং মদীয় রাজ্য আপনার হইয়াছে, অতএব আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অত্র কোনও স্থানে গমন করিতেছি ; কৌশিক ! আপনি এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না ॥ ৪৮ ॥ ব্রহ্মন্ ! আপনি বিধি অনুসারে আমার সৰ্বস্বই গ্রহণ করিলেন সুতরাং



ইতু্যক্তা নৃপতিঃ প্রাহ পুত্রং ভার্য্যাক্ষ মাধবীম্ ।  
 রাজ্যমস্মৈ প্রদত্তং বৈ ময়া বেদ্যাং সুবিস্তরম্ ॥ ৫১ ॥  
 হস্ত্যশ্বরথসংযুক্তং রত্নহেমসমম্বিতম্ ।  
 ত্যক্তা ত্রীণি শরীরানি সৰ্বং চাস্মৈ সমর্পিতম্ ॥ ৫২ ॥  
 ত্যক্তাযোধ্যাং গমিষ্যামি কুত্রচিদ্ধনগহ্বরে ।  
 গৃহ্নাষ্বিদং মুনিঃ সম্যগ্রাজ্যং সৰ্বসমৃদ্ধিমৎ ॥ ৫৩ ॥  
 ইত্যাভাষ্য স্ততং ভার্য্যাক্ষ হরিশ্চন্দ্রঃ স্বমন্দিরাৎ ।  
 বিনির্গতঃ সুধর্ম্মাত্মা মানয়ংস্তং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥  
 ব্রজন্তুং ভূপতিং বীক্ষ্য ভার্য্যাপুত্রাবুভাবপি ।  
 চিন্তাতুরো স্তদীনাশ্রো জগতুঃ পৃষ্ঠতস্তদা ॥ ৫৫ ॥  
 হাহাকারো মহানাসীন্নগরে বীক্ষ্য তাংস্তথা ।  
 চুক্রুশুঃ প্রাণিনঃ সৰ্ব্বে সাক্ষেতপূরবাসিনঃ ॥ ৫৬ ॥  
 হা রাজন্ ! কিং কৃতং কস্ম কুতঃ ক্লেশঃ সমাগতঃ ।  
 বঞ্চিতোহসি মহারাজ ! বিধিনাপণ্ডিতেন হ ॥ ৫৭ ॥

( ত্যজ্যেতি । পুত্রভার্য্যাক্ষশরীরাতিপ্রায়েণাহ ত্রীণীতি ॥ ৫২—৫৫ ॥

চুক্রুশুরিতি । প্রাণিন ইতি শব্দাৎ পশুপক্ষ্যাদীনাং ক্লেশনমপি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৫৬—৬১

আমি এক্ষণে দক্ষিণা দিতে নিতান্ত অক্ষম ॥ ৪৯ ॥ যদি কালসহকারে পুনরায় আমার  
 ধনাগম হয় তবে তৎক্ষণাৎ আপনাকে দক্ষিণা প্রদান করিব ॥ ৫০ ॥ নরপতি হরিশ্চন্দ্র  
 তাঁহাকে এই কথা বলিয়া শৈব্যা নাম্নী ভার্য্যা এবং পুত্র রোহিতকে বলিলেন, আমি  
 অগ্নিহোত্রশালায় এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ইহাকে দান করিয়াছি ॥ ৫১ ॥ হস্তী, অশ্ব, রথ,  
 স্বর্ণ ও রত্নরাজীর সহিত সমস্ত রাজ্যই প্রদান করিয়াছি ; অধিক কি, আমাদিগের তিন  
 জনের শরীর ব্যতীত সমস্তই ইহাকে সমর্পণ করিয়াছি ॥ ৫২ ॥ এই মহর্ষিবর সর্বসমৃদ্ধি-  
 সম্পন্ন এই রাজ্য সর্বতোভাবে গ্রহণ করুন, আমরা অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া কোনও বনে  
 বা গিরিগহ্বরে গমন করিব ॥ ৫৩ ॥ অতীব ধর্ম্মিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র ভার্য্যা পুত্রকে এই কথা বলিয়া  
 এবং সেই দ্বিজবরকে সন্মানপ্রদর্শন করিয়া স্বীয় আলয় হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৫৪ ॥  
 তখন ভূপতিকে গমন করিতে দেখিয়া তদীয় ভার্য্যা এবং পুত্র চিন্তায় কাতর হইয়া অতীব  
 মলিনবদনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ অযোধ্যাবাসী সমস্ত  
 প্রাণীই তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, তৎকালে নগরমধ্যে  
 কেবল ঘোরতর হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ হা রাজন্ ! আপনি কি কার্য্য  
 করিলেন ? কোথা হইতে আপনার এই ক্লেশ উপস্থিত হইল ? মহারাজ ! অবিবেচক

সর্বৈ বর্ণাস্তদা দুঃখমাপ্নুযুস্তং মহীপতিম্ ।  
 বিলোক্য ভাষ্যয়া সার্কং পুত্রেন চ মহাত্মনা ॥ ৫৮ ॥  
 নিনিদুর্ব্রাহ্মণং তন্তু দুরাচারং পুরৌকসঃ ।  
 ধূর্তোহয়মিতি ভাষন্তো দুঃখার্ভা ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৫৯ ॥  
 নির্গত্য নগরান্তস্মাদ্বিশ্বামিত্রঃ ক্ষিতীশ্বরম্ ।  
 গচ্ছন্তুং তমুবাচেদং সমেত্য নিষ্ঠুরং বচঃ ॥ ৬০ ॥  
 দক্ষিণায়াঃ স্রবর্ণং মে দত্ত্বা গচ্ছ নরাধিপ ! ।  
 নাহং দাস্যামি বা ব্রুহি ময়া ত্যক্তং স্রবর্ণকম্ ॥ ৬১ ॥  
 রাজ্যং গৃহাণ বা সর্বং লোভশ্চেক্ষুদি বর্ততে ।  
 দত্তং চেম্মন্যসে রাজন্ ! দেহি যত্ত্বং প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৬২ ॥  
 এবং ব্রুবন্তুং গাধেয়ং হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ ।  
 প্রণিপত্য সূদীনায়া কৃতাজ্জলিপুটোহব্রবীৎ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
 হরিশ্চন্দ্ররাজ্যহরণং নাম উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

দত্তমিতি । প্রতিশ্রুতদানমন্তরেণ দানং ন সফলমিতি ভাবঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥ )

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিধি আপনাকে বঞ্চনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র  
 চারি বর্ণই সেই মহীপতিকে ভাষ্যা এবং মহাত্মন পুত্রের সহিত গমন করিতে দেখিয়া  
 দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত পুরবাসিগণ দুঃখার্ভ হইয়া এই  
 ব্যক্তি ধূর্ত ইত্যাদি কটু বাক্য বলিয়া সেই দুরাচার ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥  
 ক্ষিতীপতি সেই নগর হইতে নির্গত হইয়া গমন করিতেছেন এমন সময়ে বিশ্বামিত্র তাঁহার  
 নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ নরনাথ ! দক্ষিণার  
 স্রবর্ণ প্রদান করিয়া গমন করুন অথবা দিতে পারিব না এই কথা বলুন তাহা হইলেই  
 আমি দক্ষিণার স্রবর্ণ পরিত্যাগ করিতেছি ॥ ৬১ ॥ অথবা যদি আপনার অন্তঃকরণে লোভ  
 বিদ্যমান থাকে তবে সমস্ত রাজ্যই গ্রহণ করুন ; রাজন্ ! আপনি যদি যথার্থই  
 দান করিয়াছেন ইহা মনে করেন তাহা হইলে আপনি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা  
 প্রদান করুন ॥ ৬২ ॥ গাধিনন্দন এই প্রকার বলিতেছেন এমন সময়ে মহীপতি হরিশ্চন্দ্র  
 অতীব দীনভাবে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যহরণ নামক  
 উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## বিংশোধ্যায়ঃ ।

—o:oo:—

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

অদত্ত্বা তে হিরণ্যং বৈ ন করিষ্যামি ভোজনম্ ।

প্রতিজ্ঞা মে মুনিশ্রেষ্ঠ ! বিষাদং ত্যজ সূত্রত ! ॥ ১ ॥

সূর্য্যবংশসমুদ্ভূতঃ কলিত্রয়োহহং মহীপতিঃ ।

রাজসূর্য্য যজ্ঞস্য কৰ্ত্তা বাঙ্কিতদো নৃষু ॥ ২ ॥

কথং করোমি নাকারং স্বামিন্ ! দত্ত্বা যদৃচ্ছয়া ।

অবশ্যমেব দাতব্যমুগং মে দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩ ॥

স্বস্বে ভব প্রদাস্থামি স্তবর্ণং মনসেপ্সিতম্ ।

কক্ষিৎ কালং প্রতীক্ষস্ব যাবৎ প্রাপ্স্যাম্যহং ধনম্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

কুতস্তে ভবিতা রাজন্ ! ধনপ্রাপ্তিরতঃপরম্ ।

গতং রাজ্যং তথা কোশো বলকৈবার্থসাধনম্ ॥ ৫ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চদ্বারিংশচ্ছেদ্যৈকরতঃপরম্ ।

দক্ষিণাদানবত্সচ রাজ্ঞা কৃত ইতীৰ্য্যতে ॥

রাজা বিশ্বামিত্রব্রাহ্মণং প্রতি কিমুক্তবান্ তদাহ অদত্ত্বতি । ন করিষ্যামি ভোজনমিতি ।  
অন্নং ত্যক্ত্বা ফলাহারাদিনা কালং নেষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

কক্ষিৎ কালমিতি । মাসপরিমিতং কালমিত্যর্থঃ । অগ্রে মাসসমাপ্তাবেব ব্রাহ্মণস্তা-  
গমনাৎ ॥ ৪—৭ ॥

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, মুনিবর ! আপনার দক্ষিণার স্তবর্ণ না দিয়া আমি ভোজন করিব  
না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা জানিবেন ; অতএব হে সূত্রত ! আপনি দক্ষিণার জন্ত বিষাদ  
পরিত্যাগ করুন ॥ ১ ॥ আমি সূর্য্যবংশীয় কলিত্র মহীপতি, বিশেষতঃ যদবধি রাজসূর্য্য যজ্ঞ  
সম্পাদন করিয়াছি, তদবধি মনুষ্যাগণ আমার নিকট যে বাহা প্রার্থনা করে আমি তাহাকে  
তাহাই প্রদান করিয়া থাকি ; অতএব প্রভো ! আমি স্বীয় ইচ্ছানুসারে দান করিয়া  
তাহার দক্ষিণা দিব না ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? দ্বিজসত্তম ! আমি অবশ্যই  
ঋণ পরিশোধ করিব ॥ ২—৩ ॥ আপনার বাসনানুরূপ স্তবর্ণ আমি অবশ্যই অর্পণ করিব  
অতএব আপনি স্থির হউন ; কিন্তু আপনি একমাস কাল প্রতীক্ষা করুন তাহা হইলেই  
আমি ধন প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে প্রদান করিতে পারিব ॥ ৪ ॥



বৃথাশা তে মহীপাল ! ধনার্থে কিং করোম্যহম্ ।  
 নির্ধনং ত্বাঞ্চ লোভেন পীড়য়ামি কথং নৃপ ! ॥ ৬ ॥  
 তস্মাৎ কথয় ভূপাল ! ন দাস্ত্যামীতি সাম্প্রতম্ ।  
 ত্যক্ত্বাশাং মহতীং কামং গচ্ছাম্যহমতঃপরম্ ॥ ৭ ॥  
 যথেষ্টং ব্রজ রাজেন্দ্র ! ভার্যাপুত্রসমম্বিতঃ ।  
 স্তবর্ণং নাস্তি কিং ভূভ্যং দদামীতি বদাধুনা ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

গচ্ছন্ বাক্যমিদং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণস্ত চ ভূপতিঃ ।  
 প্রত্যুবাচ মুনিং ব্রহ্মন্ ! ধৈর্য্যং কুরু দদাম্যহম্ ॥ ৯ ॥  
 মম দেহোহস্তি ভার্য্যায়াঃ পুত্রস্ত চ স্তনাময়ঃ ।  
 ক্রীত্বা দেহস্ত তং নুনমৃগং দাস্ত্যামি তে দ্বিজ ! ॥ ১০ ॥  
 গ্রাহকং পশ্য বিপ্রেন্দ্র ! বারাগস্তাং পুরি প্রভো ! ।  
 দাসভাবং গমিষ্যামি সদারোহহং সপুত্রকঃ ॥ ১১ ॥

বদাধুনেতি । এবং রাজ্যোক্তে মিথ্যাবাদী রাজা জাত ইতি বসিষ্ঠঃ জেষ্যামীতি ব্রাহ্মণাভিপ্রায়ঃ ॥ ৮—১০ ॥

গ্রাহকমিতি । অস্ত্রামধোধ্যায়াঃ যদি কশ্চিদগ্রাহকঃ স্তাত্ত্বি তং পশ্য নোচেদহং বারাগস্তাং গচ্ছা সৰ্বান্ মোল্যেন দত্ত্বা দাসভাবং গমিষ্যামি তদা ত্বং কাঞ্চনং গৃহাণাথচ সন্তুষ্টো ভবেতি পিণ্ডতোহর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্ ! রাজ্য, কোষ এবং বল ইহা দ্বারাই অর্থের সমাগম হইয়া থাকে, আপনার সে সমস্তই গিয়াছে, অতএব ইহার পর আর আপনার ধনপ্রাপ্তি কোথা হইতে হইবে ? ॥ ৫ ॥ মহীপাল ! ধনের নিমিত্ত আপনার আশা করা বৃথা ; এক্ষণে আমিই বা কি করি ? আপনি নির্ধন অতএব আমি লোভপরতন্ত্র হইয়া আপনাকে কি প্রকারে পীড়ন করি ? ॥ ৬ ॥ ভূপাল ! আপনি “ধম দিতে পারিব না” এই কথাই বলুন, তাহা হইলেই আমি এই মহতী আশা পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্ট গমন করি ॥ ৭ ॥ আর আপনিও “আমার কিছুই স্তবর্ণ নাই তবে আমি আপনাকে এক্ষণে কি দিব” এই কথা বলিয়া ভার্য্যা ও পুত্র সমভিষ্যাহারে যথেষ্ট গমন করুন ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ভূপতি গমনকালে মুনিবর বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন আমি আপনাকে দক্ষিণার স্তবর্ণ প্রদান করিব তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ দ্বিজবর ! ভার্য্যার পুত্রের এবং আমার এই তিন জনেবই নীরোগ দেহ বিদ্যমান আছে, স্তবরাং ইহা বিক্রয় করিয়া অবশ্যই আপনার ঋণ পরিশোধ করিব ॥ ১০ ॥ বিভো ! এই বারাগসীপুরীতে কোনও গ্রাহক বিদ্যমান আছে কি না তাহার

গৃহাণ কাঞ্চনং পূর্ণং সার্কিতারদ্বয়ং মুনৈ ! ।  
 মোল্যেন দত্ত্বা সৰ্ব্বান্নঃ সন্তুষ্টৌ ভব ভূধর ! ॥ ১২ ॥  
 ইতি ব্রুবন্ জগামাথ সহ পত্ন্যা স্তুতান্বিতঃ ।  
 উময়া কান্তয়া সার্কিং যত্রান্তে শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা চ পুরীং রম্যাং মনসো হ্লাদকারিণীম্ ।  
 উবাচ স কৃতার্থোহস্মি পুরীং পশ্যন্ সুবৰ্চসম্ ॥ ১৪ ॥  
 ততো ভাগীরথীং প্রাপ্য স্নাত্বা দেবাদিতৰ্পণম্ ।  
 দেবার্চনঞ্চ নিৰ্ব্বৃত্য কৃতবান্ দিথিলোকনম্ ॥ ১৫ ॥  
 প্রবিষ্টা বসুধাপালো দিব্যাং বারাগসীং পুরীম্ ।  
 নৈষা মনুষ্যাভুক্তেতি শূলপাণেঃ পরিগ্রহঃ ॥ ১৬ ॥  
 জগাম পত্ন্যাং দুঃখার্তঃ সহ পত্ন্যা সমাকুলঃ ।  
 পুরীং প্রবিষ্টা স নৃপো বিশ্বাসমকরোত্তদা ॥ ১৭ ॥

ভূধরেতি ব্রাহ্মণসম্বোধনম্ ॥ ১২ ॥

উময়া পরাশক্ত্যা সহিতো যত্র কাষ্ঠাং শঙ্করস্তিষ্ঠতি তস্তাং কাষ্ঠাং জগামেত্যর্থঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

দিথিলোকনং কেন মার্গেণ গন্তব্যমিতি সমস্তাদবলোকিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নৈষা মনুষ্যাভুক্তেতি । বদীয়ং পুরী মনুষ্যেণ ভুক্তা পালিতা স্তুতদা মামকিঞ্চিংকরং মোল্যং দত্ত্বা কোহপি ন গ্রহীষ্যতি পরন্তু তথা ন কিন্তু শূলপাণেঃ সর্কেশ্বরস্ত শিবস্ত পরিগ্রহোহস্তি তেন পালিতাস্তি ততঃ সর্কেশ্বরঃ শিবো মামকিঞ্চিংকরমপি মোল্যং দত্ত্বা গ্রহীষ্যতীত্যতিপ্রায়েণ কাষ্ঠাং জগামেতি ভাবঃ ॥ ১৬—২০ ॥

অমুসন্ধান করুন, আমি এই স্থানে ভার্য্যা এবং পুত্রের সহিত দাসত্ব স্বীকার করিব ॥ ১১ ॥  
 মুনৈ ! আপনি আমাদিগের সকলকেই বিক্রয় করিয়া সেই মূল্য দ্বারা সার্কি তারদ্বয় সুবর্ণ  
 গ্রহণ করতঃ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১২ ॥ রাজা এই কথা বলিয়াই যে স্থানে শঙ্কর  
 প্রিয়তমা উমার সহিত স্বয়ং অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বারাগসীপুরীতে ভার্য্যা ও পুত্র  
 সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥ যে পুরী দর্শন করিলে চিত্তের আনন্দবর্ধন হয়  
 সেই রমণীয়া বারাগসী নগরী অবলোকন করিয়া রাজা বলিলেন, আজ আমি কৃতার্থ  
 হইলাম ॥ ১৪ ॥ অবশেষে ভাগীরথী-তীরে গমন করিয়া সেই স্থানে স্নান করিলেন, পরে  
 দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ এবং অতীষ্ট দেবতার পূজা সম্পাদন করিয়া গন্তব্য পথ দর্শন-  
 লালসায় চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ ভূপাল রমণীয়া বারাগসীপুরীতে  
 প্রবিষ্ট হইয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এই পুরী মনুষ্যের পালিত নহে  
 স্বয়ং শূলপাণি ইহা পালন করিতেছেন অতএব ইহাতে বাস করিলে আমার প্রদত্ত রাজ্যে  
 বাস করা হইবে না ॥ ১৬ ॥ তখন নরপতি দুঃখাতিশয়বশতঃ কাতর এবং দার পর নাই

দদৃশেহথ মুনিশ্রেষ্ঠঃ ব্রাহ্মণং দক্ষিণার্থিনম্ ।

তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং বিনয়াবনতোহভবৎ ॥ ১৮ ॥

প্রাহ চৈবাঞ্জলিং কৃত্বা হরিচ্ছস্ত্রো মহামুনিম্ ।

ইমে প্রাণাঃ স্তুতশ্চায়ং প্রিয়া পত্নী মূনে ! মম ॥ ১৯ ॥

যেন তে কৃতমস্ত্যাশু গৃহাণাদ্য দ্বিজোত্তম ! ।

যচ্চান্যৎ কার্যমস্মাভিস্তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

পূর্ণঃ স মাসো ভদ্রং তে দীয়তাং মম দক্ষিণা ।

পূৰ্ব্বং তস্ম নিমিত্তং হি স্মর্যতে স্ববচো যদি ॥ ২১ ॥

রাজোবাচ ।

ব্রাহ্মাদ্যাপি সম্পূর্ণো মাসো জ্ঞানতপোবল ! ।

তিষ্ঠত্যেকদিনার্কং যত্ত্বং প্রতীক্ষস্ব নাপরম্ ॥ ২২ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

এবমস্তু মহারাজ ! আগমিষ্যাম্যহং পুনঃ ।

শাপং তব প্রদাস্তামি ন চেদদ্য প্রযচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

পূর্ণঃ স মাস ইতি । যত্নয়া দক্ষিণাদানে প্রতিজ্ঞাতো মাসো মাসান্তে দক্ষিণাং দাস্তামীতি স মাসঃ পূর্ণ ইত্যর্থঃ । তস্ম নিমিত্তং মাসান্তে দক্ষিণাং দাস্তামীতি প্রতিজ্ঞারূপম্ ॥ ২১—২৪ ॥

ব্রাহ্মকুলিত হইয়া পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে পদব্রজে বারাণসীপুরীতে গমন করিলেন এবং নগরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন ॥ ১৭ ॥ এই সময়ে তিনি সেই দক্ষিণার্থী মুনিবরকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে বলিলেন ; মুনিবর ! এই আমার প্রিয়তমা ভার্যা এবং এই আমার পুত্র আর এই আমার জীবন বিদ্যমান রহিয়াছে ; দ্বিজবর ! ইহার মধ্যে যাহা দ্বারা আপনার কার্য সম্পন্ন হইবে তাহাকেই গ্রহণ করুন অথবা অথ যে কোন কার্য আমাদিগকে করিতে হইবে তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৮—২০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, আপনি মাসান্তে দক্ষিণা দিব বলিয়া পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু সেই একমাস অদ্য পূর্ণ হইয়াছে যদি আপনার বাক্য স্মরণ হয়, তবে আমাকে দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ২১ ॥

রাজা বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি জ্ঞানবান্ এবং তপোবলসম্পন্ন স্তুতরাং আপনার বাক্যে আমার দ্বিকৃতি করা উচিত নহে, কিন্তু অদ্যাপি মাস পূর্ণ হয় নাই, অর্দ্ধ দিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, আপনি তাহাই প্রতীক্ষা করুন, আর কাল বিলম্ব করিতে হইবে না ॥ ২২ ॥



ইতু্যক্তাথ যযৌ বিপ্রো রাজা চাচিন্তয়ত্তদা ।  
 কথমস্মৈ প্রযচ্ছামি দক্ষিণা যা প্রতিশ্রুতা ॥ ২৪ ॥  
 কুতঃ পুষ্ঠানি মিত্রাণি কুত্রার্থঃ সম্প্রতং মম ।  
 প্রতিগ্রহঃ প্রদুষ্ঠো মে তত্র যাচঞা কথং ভবেৎ ॥ ২৫ ॥  
 রাজ্ঞাং বৃত্তিজয়ং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্ ।  
 যদি প্রাণান্ বিমুক্তামি হপ্রদায় চ দক্ষিণাম্ ॥ ২৬ ॥  
 ব্রহ্মস্বহা ক্রমিঃ পাপো ভবিষ্যাম্যধম্যধমঃ ।  
 অথবা প্রেততাং যাস্তে বর এবাশ্ববিক্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥

সূত উবাচ ।

রাজানং ব্যাকুলং দীনং চিন্তয়ানমধোমুখম্ ।  
 প্রভুবাচ তদা পত্নী বাঙ্গগদগদয়া গিরা ॥ ২৮ ॥

কুতঃ পুষ্ঠানি মিত্রাণীতি । যেভ্যো ধনং গৃহীত্বাষ্টে ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দাস্তামি তাদৃশানি পুষ্ঠানি সম্প্রদানি মম মিত্রাণি অত্র কাশ্যাং কুতঃ সস্তি নৈব সস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥  
 প্রতিগ্রহঃ কুতো ছষ্টত্তদাহ রাজ্ঞাং বৃত্তিজয়মিতি । দানাধ্যয়নযজনরূপং ন তু তত্র প্রতিগ্রহোহস্তি তদ্বাদিত্যর্থঃ । নহু জব্যাভাবে তপৈব স্বীয়তাং যশ্চুনিঃ করিষ্যতি তৎ করোত্বিতি চেত্তপৈবাবস্থানে যদি প্রাণান্ বিমুক্তামি মম মরণং শ্রান্তদা ব্রহ্মস্বহরণাৎ পাপাৎ ক্রমির্ভবিষ্যাম্যধবা প্রেততাং পিশাচস্তং যাস্তামি তদপেক্ষয়াশ্ববিক্রয়ঃ কর্তব্য ইদমেব বরমিত্যাহ যদি প্রাণানিতি ॥ ২৬—২৯ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ ! তাহাই হইবে, আমি পুনরায় আসিব, যদি তখন দক্ষিণার স্বর্ণ প্রদান না করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥  
 বিশ্বামিত্র এই বলিয়া প্রস্থান করিলে রাজাও তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দক্ষিণার বিষয়ে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহা ইহাকে কি প্রকারে প্রদান করিব ॥ ২৪ ॥  
 এই কাশীতে আমার সম্পন্ন মিত্রবর্গ নাই যে তাহাদের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিব তবে সম্প্রতি অর্থ কোথায় পাই । আমি ক্ষত্রিয়, আমাদের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ অতএব তাহাই বা কি প্রকারে করিতে পারি ? ॥ ২৫ ॥ ধর্মশাস্ত্র অনুসারে যজন, অধ্যয়ন ও দান এই তিন বৃত্তিই রাজাদিগের বিহিত । আর যদি ব্রাহ্মণের দক্ষিণা না দিয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে ব্রহ্মস্বহরণ-নিবন্ধন পাপী হইয়া ক্রমি হইব অথবা নীচতম হউয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইব, অতএব ইহা অপেক্ষা আশ্ব-বিক্রয় করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্তর সন্দেহ নাই ॥ ২৬-২৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা ব্যাকুল হইয়া দীনভাবে অধোমুখে চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া তাহার পত্নী বাঙ্গগদগদন্বরে তাঁহাকে বলিলেন ; মহারাজ ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সত্যরূপ স্বীয় ধর্ম পালন করুন । কারণ, যে মানব সত্যধর্ম হইতে বিচ্যুত

ত্যজ চিন্তাং মহারাজ ! স্বধর্মমনুপালয় ।

প্রেতবর্জর্জনীয়ো হি নরঃ সত্যবহিকৃতঃ ॥ ২৯ ॥

নাতঃপরতরং ধর্মং বদন্তি পুরুষশ্চ চ ।

যাদৃশং পুরুষব্যাত্র ! স্বসত্যশ্চানুপালনম্ ॥ ৩০ ॥

অগ্নিহোত্রমধীতঞ্চ দানাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ ।

ভবন্তি তস্মৈ বৈফল্যং বাক্যং যশ্চানৃতং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

সত্যমত্যন্তমুদিতং ধর্মশাস্ত্রেষু ধীমতাম্ ।

তারণায়ানৃতং তদ্বৎ পাতনায়াকৃতান্ননাম্ ॥ ৩২ ॥

শতান্বমেধানাহত্য রাজসূরঞ্চ পার্থিবঃ ।

কুত্বা রাজা সৰুৎ স্বর্গাদসত্যবচনাচ্চ্যুতঃ\* ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ ।

বংশবৃদ্ধিকরশ্চায়ং পুত্রস্তিষ্ঠতি বালকঃ ।

উচ্যতাং বক্তুকামাসি যদ্বাক্যং গজগামিনি ! ॥ ৩৪ ॥

নাতঃপরতরমিতি । অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেকং বিশিষ্যত ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

সত্যং পালনায়ানৃতং পাতনায় নরকপাতনায়ৈত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শতান্বমেধানিতি । পার্থিবো যযাতির্নৃপঃ সৰুদসত্যবচনাদসত্যভাষণাৎ স্বর্গাচ্চ্যুতঃ পতিত ইত্যমরঃ । ইয়ং কথা পুরাণেষু প্রসিদ্ধা ॥ ৩৩ ॥

বংশবৃদ্ধিকরশ্চায়মিতি । যদ্বং মাং বোধয়সি দক্ষিণা দেয়েতি তত্র মদীরদ্বেন প্রাণি-  
ষয়মেবাবশিষ্টং পুত্রো ভাৰ্য্যা চেতি । তত্র পুত্রো বংশবৃদ্ধিকরত্বায় দেয় ইতি শাস্ত্রাজ্ঞাস্তি

হয়েন, তিনি প্রেতের স্তায় বর্জর্জনীয ॥২৮-২৯॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ ! স্বীয় সত্য পালন করাই পুরুষের  
ধর্ম ; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নাই, বুধগণ ইহা কীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ যাহার  
বাক্য অসত্য হয় তাহার অগ্নিহোত্র, অধ্যয়ন এবং দানাদি সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হইয়া  
যায় ॥ ৩১ ॥ ধর্মশাস্ত্রে সত্যই অতীব প্রশংসনীয় এবং সেই সত্যই পুণ্যাত্মা মানবদিগকে  
উদ্ধার করে, আর সেইরূপ মিথ্যা পাপিষ্ঠ মনুষ্যাগণকে নরকে পাতিত করে সন্দেহ  
নাই ॥ ৩২ ॥ মহীপতি যযাতি অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং রাজসূর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া  
স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু একবার মাত্র মিথ্যা কথা বলার স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া-  
ছিলেন ॥ ৩৩ ॥

\* অন্যান্য পয়ঃ ।

“রাজন্ ! জাতমসত্যং তে ইভ্যুক্তং । প্রকরোদ হ ।

বাস্পব্যান্মুতেনেত্রাস্তানুবাচেদং মহীপতিঃ ॥”

ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

পত্ন্যুবাচ ।

রাজন্ ! মাভূদসত্যং তে পুংসাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ ।  
তন্মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য যযৌ মোহং মহীপতিঃ ।  
প্রতিলভ্য চ সংজ্ঞাং বৈ বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
মহদুঃখমিদং ভদ্রে ! যত্নমেবং ব্রবীষি মে ।  
কিং তব স্মিতসংলাপা মম পাপস্ত্র্য বিস্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥  
হা হা ত্বয়া কথং যোগ্যং বক্তুমেতচ্ছুচিস্মিতে ! ।  
দুর্বাচ্যমেতদ্বচনং কথং বদসি ভামিনি ! ॥ ৩৮ ॥

তথৈব ভাৰ্য্যাপি ন বিক্রেতব্যেতি । ততশ্চ কিং কৰ্ত্তব্যং ময়া কথং বা দক্ষিণা দেয়েত্যাচ্যতাং  
ত্বয়া তদ্বাক্যম্ । যতন্ত্বং বক্তুকামাসি বোধকবাক্যং বক্তুকামাসি তত ইত্যর্থঃ । ইথং সঙ্কটে  
কিং কৰ্ত্তব্যং ময়েতি ত্বমেব বদেতাভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পুত্রফলা ইতি । পুত্রে জাতে স্ত্রীণাং ফলং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

(পত্নীবিক্রয়শ্চৈকান্তিকানোচিত্যাং তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রাজ্ঞো মোহ ইতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৬ ॥)

তব স্মিতসংলাপাঃ প্রেমণা হান্তভাষণানি কিং মম বিস্মৃতানি ভবন্তি যত্নহন্তমেতদহং  
করিষ্যামীতি মন্ত্রসে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

(ভামিনি ! ইতি সম্বোধনেन প্রশস্তকুলাদ্যভিমানবৎ রাজ্ঞ্য দ্যোত্যতে ॥ ৩৮ ॥

রাজা বলিলেন, গজগামিনি ! তুমি দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত আমাকে প্রবোধিত করি-  
তেছ কিন্তু আমার কিছুই নাই কেবল ভাৰ্য্যা এবং পুত্র অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে পুত্র  
বংশবৃদ্ধিকর ইহাকে প্রদান করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং ভাৰ্য্যাকেও বিক্রয় করিতে নাই  
কিন্তু এক্ষণে তুমি যাহা বলিতে অভিলাষ করিয়াছ তাহা বল ॥ ৩৪ ॥

মহিষী कहিলেন, রাজন্ ! পুত্রের নিমিত্তই পুরুষেরা স্ত্রীপরিগ্রহ করেন, আমার পুত্র  
হওয়ায় আপনার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে ; অতএব ধন গ্রহণপূৰ্বক আমাকে বিক্রয়  
করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করুন তাহা হইলে আপনার বাক্য মিথ্যা হইবে  
না ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! মহীপতি ইহা শ্রবণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন, পরে  
সংজ্ঞালাভ করিয়া অতীব দুঃখিতাস্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ ভদ্রে !  
তুমি যে আমাকে এই প্রকার বাক্য বলিলে ইহাতে আমার যার পর নাই দুঃখ উপস্থিত  
হইয়াছে, আমি কি এমনই পাপিষ্ঠ যে তোমার সেই সহাস্ত্র আলাপ সকল একেবারে বিস্মৃত  
হইয়াছি ? ॥ ৩৭ ॥ হায় ! শুচিস্মিতে ! এই প্রকার বাক্য বলা তোমার উচিত হয় না, সূন্দরি !  
এই দুৰ্ব্বচনীয় বাক্য তুমি আমাকে কিরূপে বলিতেছ ? ॥ ৩৮ ॥ এই বলিয়া সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ



ইতু্যক্তা নৃপতিশ্চেষ্ঠো নধীরো দারবিক্রয়ে ।  
 নিপপাত মহীপৃষ্ঠে মুচ্ছয়াতিপরিপ্লুতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 শয়ানং ভুবি তং দৃষ্ট্বা মুচ্ছয়াপি মহীপতিম্ ।  
 উবাচেদং স্ককরুণং রাজপুত্রী স্ফুটঃখিতা ॥ ৪০ ॥  
 হা মহারাজ ! কশ্চেদমপখ্যানাদুপাগতম্ ।  
 যন্তুং নিপতিতো ভূমৌ রক্ষবচ্ছরণোচিতঃ ॥ ৪১ ॥  
 যেনৈব কোটিশো বিভ্রং বিপ্রাণামপবর্জিতম্ ।  
 স এব পৃথিবীনাথো ভুবি স্বপিতি মে পতিঃ ॥ ৪২ ॥  
 হা কষ্টং কিং তবানেন কৃতং দৈব ! মহীক্ষিতা ।  
 যদিভ্রোপেন্দ্রতুল্যোহয়ং নীতঃ পাপামিমাং দশাম্ ॥ ৪৩ ॥  
 ইতু্যক্তা সাপি স্ত্রোশ্রোণী মুচ্ছিতা নিপপাত হ ।  
 ভর্তৃদুঃখমহাভারেণাসহ্যেনাতিপীড়িতা ॥ ৪৪ ॥

ইতীতি । নধীরোহধীর ইত্যর্থঃ । অকারাদেশোহত্র বৈকল্পিকঃ ॥ ৩৯ ॥

শয়ানং পতিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

শরণোচিতো মহাস্তরণযুক্তগৃহোচিতঃ ॥ ৪১ ॥

( যেনেতি । বিপ্রাণামপবর্জিতং বিপ্রৈভ্যঃ প্রদত্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ )

হে দৈবেতি বিধেঃ সম্বোধনম্ ॥ ৪৩ ॥

( ইতু্যক্তেতি । অপি শব্দোহত্র সমুচ্চয়ার্থকঃ । ইতু্যক্তা সাপি স্ত্রোশ্রোণী শোভননিতম্ব-  
 সম্পন্ন রাজমহিষী ভর্তৃঃ স্বামিনো রাজ্ঞোহসহ্যেন দুঃসহ্যেন দুঃখমহাভারেণ অত্যধিকেনে-  
 ত্যর্থঃ অত্যর্থপীড়িতা অতএব মুচ্ছিতা সতী নিপপাত ভূমাবিতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥ )

পত্নীবিক্রয়ের কথায় অধীর ও মুচ্ছার নিতাস্ত অভিভূত হইয়া ভূতলে পতিত হই-  
 লেন ॥৩৯॥ মহীপতি মুচ্ছিত হইয়া ভূশযায় শয়ান হইলে রাজপুত্রী তাহা অবলোকন করিয়া  
 যার পর নাই দুঃখিত হইয়া অতীব করুণবাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ মহারাজ !  
 কাহার অপকার চিন্তায় আপনার এই দুর্ঘটনা উপস্থিত ? হায় ! আন্তরণ-মণ্ডিত গৃহে  
 শয়ন করাই যাহার অভ্যস্ত তিনি আজ নীচের স্থায় ভূশযায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৪১॥  
 পূর্বে যে পৃথিবীনাথ বিপ্রগণকে কোটি কোটি মুদ্রা দান করিয়াছেন, আজ আমার পতি  
 সেই ভূপতি ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪২ ॥ হায় ! কি কষ্ট ! দৈব ! এই মহীপাল  
 তোমার কি করিয়াছেন যাহাতে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র তুল্য রাজাকে এই দুরবস্থায় পাতিত  
 করিয়াছ ॥ ৪৩ ॥ সেই স্ত্রোশ্রোণী রাজপুত্রী এই কথা বলিয়া অতীব অসহ্য স্বামির দুঃখ ভার  
 দ্বারা সাতিশর সস্তম্ব ও মুচ্ছিত হইয়া নিপতিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তখন শিশু রাজপুত্র পিতা  
 ও মাতাকে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত অবলোকন করিয়া অতীব দুঃখিত এবং ক্ষুণ্ণতর

শিশুদৃষ্টা ক্রোধাবিষ্টঃ প্রাহ বাক্যং স্তূহুঃখিতঃ ।

তাত ! তাত ! প্রদেহস্বং মাতর্মে দেহি ভোজনম্ ।

ক্লমে বলবতী জাতা জিহ্বাগ্রে মেহতিশুষ্যতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
হরিচ্ছন্দো দক্ষিণাদানযজ্ঞবর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

অগ্রে প্রাপ্তভাগে মে জিহ্বা শুষ্যতীত্যময়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হইয়া, পিতঃ ! পিতঃ ! আমার সাতিশয় ক্রোধ হইয়াছে আমাকে অন্নদান কর, মাতঃ !  
আমার জিহ্বাগ্র অত্যন্ত শুষ্ক হইতেছে আমাকে ভোজন সামগ্রী প্রদান কর এই বলিয়া  
ষারংবার রোদন করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিচ্ছন্দের দক্ষিণাদানযজ্ঞবর্ণন নামক  
বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## একবিংশোধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ।

অন্তুকেন সমঃ ক্রুদ্ধো ধনং স্বং যাচিতুং হৃদা ॥ ১ ॥

তমালোক্য হরিশ্চন্দ্রঃ পপাত ভুবি মূর্ছিতঃ ।

স বারিণা তমভ্যক্ষ্য রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ! স্বাং দদশ্বেষ্টদক্ষিণাম্ ।

ঋণং ধারয়তাং দুঃখমহন্তহনি বর্দ্ধতে ॥ ৩ ॥

আপ্যায়মানঃ স তদা হিমশীতেন বারিণা ।

অবাপ্য চেতনাং রাজা বিশ্বামিত্রমবেক্ষ্য চ ॥ ৪ ॥

পুনর্মোহং সমাপেদে হৃথ ক্রোধং যযৌ মুনিঃ ।

সমাস্থাশ্চ চ রাজানং বাক্যমাহ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

দীয়তাং দক্ষিণা সা মে যদি ধৈর্য্যমবেক্ষ্যসে ।

সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী ।

সত্যে চোক্তঃ পরো ধর্ম্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬ ॥

---

সপ্তবিংশতিপদ্যাস্ত হরিশ্চন্দ্রেণ ভূভূতা ।

মহাহোকঃ কৃত ইতি কথানকমিহোচ্যতে ॥

ইথং শিশুভার্য্যাভাষণানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ এতস্মিন্নন্তরে ইতি ॥ ১—২ ॥

---

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এই অবসরে অতিশয় তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বিশ্বামিত্র স্বীয় ধন প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত অন্তকের আয় কুপিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার অঙ্গে বারি সেচন করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২ ॥ রাজেন্দ্র ! যে মানব ঋণজালে আবদ্ধ, তাহার দিন দিন কষ্টবৃদ্ধিই হইয়া থাকে, অতএব আপনি উখিত হইয়া আপনার অঙ্গীকৃত দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ৩ ॥ তখন রাজা তুষার-শীতল বারিসেচনে স্নান হইয়া চেতনা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিয়াই পুনরায় মোহ প্রাপ্ত হইলেন । দ্বিজবর বিশ্বামিত্র ইহা দেখিয়া রাজাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কোপপরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪—৫ ॥

মহারাজ ! যদি আপনার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে দক্ষিণা দান করুন । দেখুন, সত্যবলেই সূর্য্য নিয়তই আলোক প্রদান করিতেছেন ; সত্যেই মেদিনী



অশ্বমেধসহস্রস্ত সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্ ।

অশ্বমেধসহস্রাঙ্কি সত্যমেকং বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অথবা কিং মমৈতেন প্রোক্তেনাস্তি প্রয়োজনম্ ॥ ৮ ॥

মদীয়াং দক্ষিণাং রাজম দাস্ততি ভবান্ যদি ।

অস্তাচলগতে হর্কে শস্যামি ত্রামতো ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥

ইতু্যক্তা স যযৌ বিপ্রো রাজা চাসীদুয়াতুরঃ ।

দুঃখীভূতোহবনে নিঃশ্বো নৃশংসধনিনার্দিতঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ ।

এতস্মিন্মন্তরে তত্র ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ।

ব্রাহ্মণৈর্বহুভিঃ সার্কং নির্যযৌ স্বগৃহাদবহিঃ ॥ ১১ ॥

ততো রাজ্ঞী তু তং দৃষ্ট্বা আয়াস্তং তাপসং স্থিতম্ ।

উবাচ বাক্যং রাজানং ধর্ম্মার্থসহিতং তদা ॥ ১২ ॥

ত্রয়াণামপি বর্ণানাং পিতা ব্রাহ্মণ উচ্যতে ।

পিতৃদ্রব্যং হি পুত্রেণ গ্রহীতব্যং ন সংশয়ঃ ।

তস্মাদয়ং প্রার্থনীযো ধনর্থমিতি মে মতিঃ ॥ ১৩ ॥

অবনে দক্ষিণাদানেন সত্যরক্ষণে দুঃখীভূত ইত্যর্থঃ ॥ ১০—১৮ ॥

অবস্থিত, অধিক কি, স্বর্গও সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অতএব সত্যেই পরম ধর্ম্ম বিরাজমান জানিবেন । সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং সত্য যদি তুল্যদণ্ডে স্থাপন করা যায়, তবে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা একমাত্র সত্যেরই গুরুত্ব অধিক হইয়া থাকে । অথবা এরূপ বলিবার আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ৬—৮ ॥ রাজন্! যদি আপনি আমাকে দক্ষিণা প্রদান না করেন, তাহা হইলে সূর্য্য অস্ত হইলেই আমি আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ বিশ্বাসিত্র এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলেন, রাজাও যার পর নাই ভয়ানক হইলেন । সেই ধনহীন নরপতি বিশ্বাসিত্রের নৃশংসবাক্যে পীড়িত হইলেন বটে, কিন্তু দক্ষিণা দিয়া কিরূপে সত্য রক্ষা করিবেন তাহার চিন্তাতেই কাতর হইয়া রহিলেন ॥ ১০ ॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ ! এমত সময়ে কোনও বেদপারগ ব্রাহ্মণ বহুতর বিজগৎ-সমভিব্যাহারে স্বীয় আলয় হইতে সেই স্থানে বহির্গত হইলেন ॥ ১১ ॥ পরন্তু রাজ্ঞী সেই সমাগত তাপসকে সমীপে দর্শন করিয়া তখন রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থসঙ্গত বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ ঋষিন্! ব্রাহ্মণ অপর তিন বর্ণেরই পিতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, অতএব

রাজোবাচ ।

নাহং প্রতিগ্রহং কাঙ্ক্ষে ক্ষত্রিয়োহহং স্তমধ্যমে ! ।  
 যাচনং খলু বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং ন বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥  
 গুরুর্হি বিপ্রো বর্ণানাং পূজনীয়োহস্তি সর্বদা ।  
 তস্মাদ্গুরুন যাচ্যঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥  
 যজনাধ্যয়নং দানং ক্ষত্রিয়স্ত্রি বিধীয়তে ।  
 শরণাগতানামভয়ং প্রজানাং প্রতিপালনম্ ॥ ১৬ ॥  
 ন চাপ্যেবং তু বক্তব্যং দেহীতি কৃপণং বচঃ ।  
 দদামীত্যেব মে দেবি ! হৃদয়ে নিহিতং বচঃ ॥ ১৭ ॥  
 অর্জিতং কুত্রচিদ্রব্যং ব্রাহ্মণায় দদাম্যহম্ ॥ ১৮ ॥

পত্ন্যুবাচ ।

কালঃ সমবিষমকরঃ পরিভবসন্মানমানদঃ\* কালঃ ।  
 কালঃ কৰোতি পুরুষং দাতারং যাচিতারঞ্চ ॥ ১৯ ॥

যদি ত্রয়া রাজামিখং ধর্ম ইত্যাচাতে তর্হি ব্রাহ্মণানামপি পরপীড়াকরণাভাব এব ধর্ম ইত্যর্থাহুক্তমেব ভবতি তথা চ কালবশাদ্ভ্রাহ্মণৈশ্চতুপদ্রবকর্তৃভিষ্থা স্বধর্মস্ত্যক্তস্তথা ত্রয়া কিমিতি ন ত্যজ্যত ইত্যভিপ্রায়েণাহ কালঃ সমবিষমকর ইতি । ন্যূনাধিককর ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

পিতার দ্রব্য পুত্র অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই, এজন্য আমার অভিপ্রায় এই যে, আপনি এই ব্রাহ্মণের নিকট ধন প্রার্থনা করুন ॥ ১৩ ॥

রাজা বলিলেন, কৃশোদরি ! যাচ্ঞা বিপ্রগণের পক্ষেই বিহিত, ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ ; অতএব আমি ক্ষত্রিয় হইয়া প্রতিগ্রহ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না ॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই গুরু, স্তুতরাং সর্বদাই পূজনীয়, অতএব গুরুর নিকট যাচ্ঞা করিতে নাই, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে তাহা একান্তই নিষিদ্ধ ॥ ১৫ ॥ দেখ যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রজাপালন এবং শরণাগতের পরিভ্রাণই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম, কিন্তু “দাও দাও, এই দীনবাক্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কখনই উচিত নহে । দেবি ! আমার হৃদয়ের মধ্যে “দিতেছি” এই বাক্যই নিহিত রহিয়াছে, অতএব আমি অত্র কোনও স্থান হইতে ধন উপার্জন করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিব ॥ ১৬—১৮ ॥

রাজ্ঞী বলিলেন, মহারাজ ! কাল কাহাকে সমান অবস্থায় রাখেন, কাহাকেও বা বিষম অবস্থায় পাতিত করেন, কালই মান এবং অপমান দান করেন, এই কালই আবার লোককে কখন দাতা এবং কখন বা যাচক করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ দেখুন অতীব তপোবল-

বিপ্রেণ বিদুষা রাজা ক্রুদ্ধেনাতিবলীয়মা ।

রাজ্যান্নিরন্তঃ সৌখ্যচ্চ পশ্য কালশ্চ চেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥

রাজোবাচ ।

অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বরং জিহ্বা দ্বিধা কৃত্য ।

ন তু মানং পরিত্যজ্য দেহি দেহীতি ভাষিতম্ ॥ ২১ ॥

ক্ষত্রিয়োহহং মহাভাগে ! ন যাচে কিঞ্চিদপ্যহম্ ।

দদামি বাহং নত্যং হি ভূজবীৰ্য্যার্জিতং ধনম্ ॥ ২২ ॥

পত্ন্যুবাচ ।

যদি তে হি মহারাজ ! যাচিতুং ন ক্ষমং মনঃ ।

অহস্ত ন্যায়তো দত্তা দেবৈরপি সর্বাসবৈঃ ॥ ২৩ ॥

অহং শাস্ত্যা চ পত্যা চ রক্ষা চৈব মহাভ্যুতৈঃ ।

মন্মৌল্যং সংগৃহীত্বাথ গুৰ্ব্বর্থঃ সম্প্রদীয়তাম্ ॥ ২৪ ॥

এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ ।

কষ্ঠং কষ্ঠমিতি প্রোচ্য বিললাপাতি দুঃখিতঃ ॥ ২৫ ॥

তদেবোপপাদয়তি বিপ্রেণেতি ॥ ২০ ॥

নতু মানমিতি মানং ক্ষত্রিয়োহস্মীত্যভিমানম্ । যদ্বা মানং শাস্ত্ররূপং প্রমাণম্ ।  
ভাষিতং করিষ্যামীতি শেষঃ ॥ ২১ ॥

দদামি বাহং দদাম্যেবাহং ন তু গৃহ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৫ ॥

সম্পন্ন বিশ্বামিত্র মুনি সুপণ্ডিত হইলেও কুপিত হইয়া আপনাকে রাজ্যচ্যুত এবং সুখভ্রষ্ট করিয়া পরপীড়া করণরূপ ধর্মবহিত্ত্ব কার্য করিলেন, ইহাতেই আপনি কালের কার্য অবলোকন করুন ॥ ২০ ॥

রাজা বলিলেন, বরং তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা জিহ্বা দ্বিধা করিয়া কেলিব তথাপি ক্ষত্রিয়া-  
ভিমান পরিত্যাগ করিয়া “দাও দাও” এই কথা কখনই বলিতে পারিব না ॥ ২১ ॥ মহা-  
ভাগে ! আমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং কিঞ্চিন্মাত্রও যাচঞা করি না, প্রত্যুত নিজ বাহুবীৰ্য্যে  
ধন উপার্জন করিয়া দিব এই কথাই আমি নিয়ত বলিব ॥ ২২ ॥

মহিষী কহিলেন, মহারাজ ! বাসবাদি দেবতাবর্গ ঋষীহুসারে আমাকে আপনার করে  
সমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি আপনার ধর্মপত্নী, বিশেষতঃ শিক্ষণীয়া ও রক্ষণীয়া,  
অতএব মহাভ্যুতৈঃ ! যদি যাচঞা করিতেই আপনার বাসনা না হয়, তবে আমার বিক্রয়  
করিয়া গুরুর অর্থ প্রদান করুন ॥ ২৩—২৪ ॥

মহীপতি হরিশ্চন্দ্র এই বাক্যশ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া হা কষ্ট ! হা কষ্ট !  
বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ তাঁহার ভাৰ্য্যা পুনর্বার বলিলেন, রাজন্ ! ইহার



ভার্য্যা চ ভূয়ঃ প্রাহেদং ক্রিয়তাং বচনং মম ।

বিপ্রশাপাগ্নিদন্ধহান্নীচত্বমুপযাস্মসি ॥ ২৬ ॥

ন দ্যুতহেতোর্ন চ মদ্যহেতো

র্ন রাজ্যহেতোর্ন চ ভোগহেতোঃ ।

দদস্ব গুরুবর্ধমতো ময়া ত্বং

সত্যব্রতত্বং সফলং কুরুষ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে

হরিশ্চন্দ্রশাতিশয়শোকবর্ণনং নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

নীচত্বমুপযাস্মসীত্যতঃপূৰ্ণং নোচেদিতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥

ব্রাহ্মণার্থমেতাদৃশাযোগ্যকরণে নিন্দাপি ন ভবিষ্যতীত্যাহ ন দ্যুতহেতোরিতি ॥ ২৭ ॥

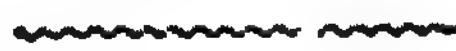
ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

পর বিপ্রের শাপরূপ অনলে দন্ধ হইয়া নীচত্ব প্রাপ্ত হইবেন, অতএব এক্ষণে মদীয় বাক্য পালন করুন ॥ ২৬ ॥ আপনি দ্যুতক্রীড়ায় মুগ্ধ বা মদ্যে মত্ত কিংবা ভোগাভিলাষে জ্ঞানশূন্য হইয়া অথবা রাজ্যের বিপদ কারণে আমাকে বিক্রয় করিতেছেন না, আমাকে বিক্রয় করিয়া গুরুর অর্থ প্রদান করিতেছেন, ইহাতে কিছু মাত্র দোষ বা পাপ ঘটিতে পারিবে না, অতএব আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া আপনার সত্যব্রতের সাফল্য সম্পাদন করুন ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের শোকাতিশয়বর্ণন

নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—  
ব্যাস.উবাচ ।

স তয়া নোদ্যমানস্তু রাজা পত্ন্যা পুনঃ পুনঃ ।  
প্রাহ ভদ্রে ! করোম্যেষ বিক্রয়ং তে স্থনির্ঘণঃ ॥ ১ ॥  
নৃশংসৈরপি যৎ কর্তুং ন শক্যং তৎ করোম্যহম্ ।  
যদি তে ভ্রাজতে বাণী বক্তুমীদৃক্ স্থনিষ্ঠুরম্ ॥ ২ ॥  
এবমুক্তা ততো রাজা গত্বা নগরমাতুরঃ ।  
অবত্যাগ্য তদা রঙ্গে তাং ভাৰ্য্যাং নৃপসন্তমঃ ॥ ৩ ॥  
বাষ্পগদগদকণ্ঠস্তু ততো বচনমব্রবীৎ ।  
ভো ভো নাগরিকাঃ ! সৰ্ব্বৈ শৃণুধ্বং বচনং মম ॥ ৪ ॥  
কস্মচিদ্ যদি কাৰ্য্যং শ্রাদ্দাশ্রা প্রাণৈর্কিয়া মম ।  
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ স্বং ধারয়াম্যহম্ ॥ ৫ ॥  
তেহ্ৰুবন্ পণ্ডিতাঃ কস্তং পত্নীং বিক্রেতুমাগতঃ ॥ ৬ ॥

চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশন্তিঃ পদৈশ্চ ভূততা ।  
বিক্রীতা নিজপত্নীতি কথানকমিহোচ্যতে ॥

ইখং স্ববিক্রয়ে ভাৰ্য্যায়া প্রেৰ্যমাণো নৃপঃ কিমকরোক্তদাহ স তয়েতি ॥ ১—২ ॥  
রঙ্গে রাজমার্গে ॥ ৩—৪ ॥  
যাবদহং স্বং ধনং ধারয়ামি বদামি তদাতুং যন্ত শক্তিঃ স ব্রবীত্বিতার্থঃ ॥ ৫ ॥  
ভো কস্তমিতি কিং মাং পৃচ্ছথ অহং নৃশংসঃ কুরোহস্মীত্যম্বয়ঃ ॥ ৬—৮ ॥

---

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজপত্নী মাধবী রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বারংবার অমুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন ; ভদ্রে ! এই অবস্থায় আমি নির্দয় হইয়া তোমাকে বিক্রয় করিব, তুমিই যদি জেদূর্ণ অতি নিষ্ঠুর বাক্য মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে না, তবে নৃশংসেরাও যাহা করিতে সমর্থ নহে, আমি সেই কর্ণাই করিব ॥ ১—২ ॥ এই কথা বলিয়াই রাজা যার পর নাই কাতর হইয়া পত্নী সমভিব্যাহারে নগরে গমন করিলেন । তাহার পর রাজসন্তম হরিশ্চন্দ্র সেই ভাৰ্য্যাকে রাজমার্গে স্থাপন করিয়া বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ওহে নাগরিকগণ ! তোমরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৩—৪ ॥ কাহারও কি দাসীর প্রয়োজন আছে ? এই রমণী আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ; ইহার মূল্য আমি যাহা বলিব, তাহা দিবার যাহার সামর্থ্য থাকে, তবে তিনি তাহা শীঘ্র বলুন ॥ ৫ ॥ তখন পণ্ডিতগণ বলিলেন, তুমি কে ? কি জন্তু আপন পত্নীকে বিক্রয় করিতে

রাজোবাচ ।

কিং মাং পৃচ্ছথ কস্ত্বং ভো নৃশংসোহহমমানুষঃ ।  
রাক্ষসো বাস্মি কঠিনস্ততঃ পাপং করোম্যহম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা কৌশিকো বিপ্ররূপধ্বক্ ।  
বৃদ্ধরূপং সমাস্থায় হরিশ্চন্দ্রমভাষত ॥ ৮ ॥  
সমর্পয়স্ব মে দাসীমহং ক্রেতা ধনপ্রদঃ ।  
অস্তি মে বিভ্রমতুলং স্কুমারী চ মে প্রিয়া ॥ ৯ ॥  
গৃহকর্ম্ম ন শক্নোতি কর্ত্তুমস্মাৎ প্রযচ্ছ মে ।  
অহং গৃহ্ণামি দাসীম্ভ কতি দাস্থামি তে ধনম্ ॥ ১০ ॥  
এবমুক্তে তু বিপ্রেণ হরিশ্চন্দ্রস্ত ভূপতেঃ ।  
বিদীর্ণস্ত মনো দুঃখান্ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

বিপ্র উবাচ ।

কর্ম্মণশ্চ বয়োৰূপশীলানাং তব যোষিতঃ ।  
অনুরূপমিদং বিভ্রং গৃহাণার্পয় মেহবলান্ ॥ ১২ ॥

অস্মাৎ কারণাদিত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

রাজা দুঃখাতুরো ন বদতীত্যালোচ্য স্বয়মেব ব্রাহ্মণ আহ কর্ম্মণশ্চেতি । তব যোষিতঃ  
কর্ম্মণো বয়োৰূপশীলানাং চানুরূপমিত্যম্বয়ঃ ॥ ১১—১২ ॥

এখানে আসিয়াছ ? ॥ ৬ ॥ রাজা বলিলেন, আপনারা কি আগার পরিচয় জিজ্ঞাসা  
করিতেছেন ? তবে শুনুন, আমি নৃশংস ও মনুষ্যপদের অবাচ্য ; অথবা আমি রাক্ষস ;  
অধিক কি, তদপেক্ষাও কঠিন অতএব আমি এই পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বিপ্ররূপধারী কৌশিক সেই শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সহসা  
বৃদ্ধরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন ॥ ৮ ॥ আমি অতুল ঐশ্বৰ্য্যের অধিপতি  
সুতরাং তোমার অভিলষিত অর্থ প্রদানে সমর্থ, অতএব আমি ধন দ্বারা দাসী ক্রয় করিতে  
প্রস্তুত আছি, তুমি আমাকে দাসী সমর্পণ কর। আমার ভার্য্যা অতীব স্কুমারী ; সে  
গৃহ কার্য্য করিতে পারে না, অতএব আমাকেই এই দাসী প্রদান কর। কিন্তু তোমাকে  
কত মূল্য দিতে হইবে তাহা সত্ত্বর বল ॥ ৯—১০ ॥ বিপ্র এই কথা বলিলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের  
হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল, ইহাতে তিনি তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥  
বিপ্র বলিলেন তোমার ভার্য্যার বয়স, রূপ, গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ ধন গ্রহণ করিয়া এই



ধর্মশাস্ত্রেষু যদৃচ্চং জিহ্নো মৌল্যং নরশ্চ চ ।  
 দ্বাত্রিংশলক্ষণোপেতা দক্ষা শীলগুণান্বিতা ।  
 কোটিমৌল্যং স্বর্ণশ্চ জিহ্নো পুংসস্তথার্দম্ ॥ ১৩ ॥  
 ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ ।  
 ছঃখেন মহতাবিষ্টো ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥  
 ততঃ স বিপ্রো নৃপতেঃ পুরতো বঙ্কলোপরি ।  
 ধনং নিধায় কেশেষু ধ্বজা রাজ্ঞীমকর্ষয়ৎ ॥ ১৫ ॥

রাজ্যুবাচ ।

মুঞ্চ মুঞ্চার্য্য ! মাং সদ্যো যাবৎ পশ্যাম্যহং স্মৃতম্ ।  
 ছল্লভং দর্শনং বিপ্র ! পুনরশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥  
 পশ্যেহ পুত্র ! মামেবং মাতরং দাস্ততাং গতাম্ ।  
 মাং মা স্পৃক্ষী রাজপুত্র ! ন স্পৃশ্যাহং ত্বয়াদুনা ॥ ১৭ ॥  
 ততঃ স বালঃ সহসা দৃষ্ট্বা কৃচ্ছান্ত মাতরম্ ।  
 সমভ্যধাবদম্বেতি বদন্ সাক্ষ্যবিলোচনঃ ॥ ১৮ ॥

জিহ্নো মৌল্যং স্বর্ণশ্চ কোটিঃ পুংসস্ত স্বর্ণশ্চান্দ্রদং দশকোটয়ো মৌল্যগিত্যর্থঃ ।  
 জিহ্নো দ্বাত্রিংশলক্ষণানি তু বিরাটপর্কণি দ্রোপদীবর্ণনে স্পষ্টানি । পুরুষশ্চ দ্বাত্রিংশলক্ষণানি  
 তু কানীথণ্ডে একাদশাধ্যায়ে স্পষ্টানি ॥ ১৩—১৬ ॥

রাজ্ঞী পুত্রং বদতি পশ্যেহেতি । মাং মা স্পৃক্ষীঃ স্পর্শং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ । অহমধুনা  
 দাস্ততাং গতা ত্বয়া রাজপুত্রেণ ন স্পৃশ্য ভবামীত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

অবলম্বিক আমার নিকট সমর্পণ কর ॥ ১২ ॥ জ্ঞী এবং পুরুষের মূল্যের বিষয় যাহা ধর্মশাস্ত্রে  
 অবলোকন করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর । যে জ্ঞী কার্য্যে নিপুণা সৎস্বভাবা, গুণান্বিতা এবং  
 দ্বাত্রিংশৎ গুণলক্ষণে ভূষিতা, তাহার মূল্য কোটি স্বর্ণ মুদ্রা, আর পুরুষ ঐরূপ গুণান্বিত  
 হইলে তাহার মূল্য অর্দ্ধমুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রা ॥ ১৩ ॥ সেই ব্রাহ্মণের ঐদৃশ বাক্য শ্রবণগোচর  
 করিয়া মহীপতি হরিশ্চন্দ্র যার পর নাই ছঃখিত হইলেন, তাঁহাকে কিছুমাত্র বলিতে  
 পারিলেন না ॥ ১৪ ॥ তাহার পর সেই বিপ্র নরপতির সম্মুখে বঙ্কলের উপর ধন স্থাপন  
 করিয়া রাজ্ঞীর কেশপাশ গ্রহণ পূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

মহিষী কহিলেন, আর্য্য ! আমি একবার পুত্রের মুখকমল অবলোকন করি, আপাততঃ  
 আমাকে একবার পরিত্যাগ করুন, বিপ্র ! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, পুনর্বার ইহার  
 দর্শন আমার ছল্লভ হইবে ॥ ১৬ ॥ পুত্র ! দেখ, তোমার মাতা এখন দাসীভাব প্রাপ্ত  
 হইয়াছে, অতএব রাজপুত্র ! তুমি আর আমাকে স্পর্শ করিও না ; অধুনা আমি তোমার  
 স্পর্শেরও যোগ্য নহি ॥ ১৭ ॥ তখন বালক মাতাকে সহসা আকর্ষণ করিতে দেখিয়া, মা ! মা !

হস্তে বস্ত্রং সমাকর্ষন্ কাকপক্ষধরঃ স্থলন্ ।

তমাগতং দ্বিজঃ ক্রোধাদ্ বালমভ্যাহনন্তদা ॥ ১৯ ॥

বদন্তথাপি সোহশ্বৈতি নৈব মুঞ্চতি মাতরম্ ॥ ২০ ॥

রাজ্যুবাচ ।

প্রসাদং কুরু মে নাথ ! ক্রীণীষ্বেমং হি বালকম্ ।

ক্রীতাপি নাহং ভবিতা বিনৈনং কার্য্যসাধিকা ।

ইথং মমাল্লভাগ্যায়াঃ প্রসাদং কুরু মে প্রভো ! ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

গৃহতাং বিভ্রমেতন্তে দীয়তাং মম বালকঃ ।

স্ত্রীপুংসোর্ধ্বশাস্ত্রজৈঃ কৃতমেব হি বেতনম্ ॥ ২২ ॥

শতং সহস্রং লক্ষঞ্চ কোটিমৌল্যং তথাপটৈঃ ॥ ২৩ ॥

দ্বাত্রিংশলক্ষণোপেতা দক্ষা শীলগুণাবিতা ।

কোটিমৌল্যং স্থিয়ঃ প্রোক্তং পুরুষশ্চ তথাবুর্দম্ ॥ ২৪ ॥

কাকপক্ষধরঃ কর্ণধরোপরি চূড়া কাকপক্ষঃ ॥ ১৯—২২ ॥

শতং সহস্রমিতি গুণতারতম্যান মৌল্যতারতম্যম্ ॥ ২৩—২৮ ॥

বলিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ১৮ ॥ সেই কাকপক্ষধর বালক পদে পদে স্থলিত হইতে লাগিল, তথাপি করযুগল দ্বারা মাতার বসন আকর্ষণ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাইতে লাগিল । তখন সেই দ্বিজ বালকের ঈদৃশ কার্য্য দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ তথাপি বালক মা ! মা ! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, কিছুতেই মাতাকে পরিত্যাগ করিল না ॥ ২০ ॥

রাজী বলিলেন, প্রভো ! আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া এই বালককে ক্রয় করুন, যদিও আপনি আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু এই বালক ব্যতিরেকে আমি আপনার কার্য্য করিতে সমর্থ হইব না । আমার ভাগ্য অতি মন্দ, তাহাতেই এই দুর্দশা ঘটিয়াছে, অতএব প্রভো ! আমার প্রতি আপনি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই মুদ্রা লইয়া আমাকে বালক প্রদান কর ; কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল বুধগণ স্ত্রী ও পুরুষের এইরূপ মূল্যই অবধারণ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ অপরাপর পণ্ডিতেরা গুণের তারতম্য অনুসারে শত, সহস্র, লক্ষ ও কোটি প্রভৃতি মূল্যেরও প্রভেদ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ কিন্তু যে রমণী কার্য্যনিপুণা, সুশীলা ও গুণাবিতা এবং যাহার সমস্ত শরীরে দ্বাত্রিংশ শুভ লক্ষণ বিরাজমান, সেই ললনার মূল্য কোটি সুবর্ণ মুদ্রা, আর যে পুরুষের এই সকল শুভ লক্ষণ ও গুণ বিদ্যমান আছে, তাহার মূল্য অর্কুদ সুবর্ণ মুদ্রা ॥ ২৪ ॥

সূত উবাচ ।

তথৈব তস্ম তদ্বিতং পুরঃ ক্ষিপ্তং পটে পুনঃ ।

প্রগৃহ্য বালকং মাত্ৰা সহৈকস্বমবক্ষয়ৎ ।

প্রতস্থে স গৃহং ক্ষিপ্তং তয়া সহ যুদান্বিতঃ ॥ ২৫ ॥

এদক্ষিণস্তু সা কৃতা জানুভ্যাং প্রণতা স্থিতা ।

বাষ্পপর্য্যাকুলা দীনা দ্বিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥

যদি দত্তং যদি হৃতং ব্রাহ্মণাস্তুপিতা যদি ।

তেন পুণ্যেন মে ভর্তা হরিশ্চন্দ্রোহস্ত বৈ পুনঃ ॥ ২৭ ॥

পাদয়োঃ পতিতাং দৃষ্ট্বা প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সীম্ ।

হাহেতি চ বদন্ রাজা বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৮ ॥

বিযুক্তেয়ং কথং জাতা সত্যশীলগুণান্বিতা ।

বৃক্ষচ্ছায়াপি বৃক্ষং তং ন জহাতি কদাচন ॥ ২৯ ॥

এবং ভার্য্যাং বদিত্বাথ স্তম্ভকং পরম্পরম্ ।

পুত্রক তমুবাচেদং মাং ত্বং হিত্বা ক যাস্তসি ॥ ৩০ ॥

বিযুক্তেতি । বৃক্ষস্ত ছায়া জড়পি তং বৃক্ষং ন জহাতি তথা সতি তদ্বদীয়ং নিত্যসংযুক্তা  
মম কথমদ্য ময়া বিযুক্তা জাতেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

পরম্পরং মাত্ৰা সম্বন্ধং পুত্রমপ্যাহ এবং ভার্য্যাং বদিত্বেতি ॥ ৩০ ॥

সূত বলিলেন, রাজন্ ! বালকের যে মূল্য নির্ধারিত হইল, ব্রাহ্মণ সেই স্বর্ণ মুদ্রা  
পূর্বের স্থায় রাজার সম্মুখস্থিত বকলে পুনর্বার নিক্ষেপ করিলেন এবং বালককে লইয়া  
তাহার সহিত একত্র বন্ধন করিলেন । তখন সেই দ্বিজ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সমভি-  
বাহারে লইয়া অবিলম্বে গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥ প্রস্থানকালে রাজ্ঞী প্রদক্ষিণপূর্বক  
জানুপাতিত করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন এবং তদবস্থায় থাকিয়া নয়ন-সলিলে  
পরিপ্লুত হইয়া দীনভাবে বলিলেন ॥ ২৬ ॥ যদি কখন দান করিয়া থাকি, যদি কখন অনলে  
আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, যদি কখন ব্রাহ্মণগণের সন্তোষবিধান করিয়া থাকি, তবে  
সেই পুণ্যবলে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুনর্বার আমার ভর্তা হইবেন ॥ ২৭ ॥ স্বীয় প্রাণ  
অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া হায় !  
হায় ! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ বৃক্ষচ্ছায়া কদাচ সেই বৃক্ষকে পরিত্যাগ  
করে না, কিন্তু তুমি যথার্থই স্নেহী ও সর্ব গুণান্বিতা হইয়াও কেন আমার সহিত  
বিযুক্তা হইলে ? ॥ ২৯ ॥ ভার্য্যার সহিত এই প্রকার পরস্পর স্তম্ভক বাক্যালাপ  
করিয়া পুত্রকে বলিলেন ; বৎস ! তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে ? ॥ ৩০ ॥



কাং দিশং প্রতি যাশ্চামি কো মে দুঃখং নিবারয়েৎ ॥ ৩১ ॥

রাজ্যত্যাগে ন মে দুঃখং বনবাসে ন মে দ্বিজ ! ।

যৎ পুত্রেন বিয়োগো মে এবমাহ স ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥

সমুত্তভোগ্যা হি সদা লোকে ভাৰ্য্যা ভবন্তি হি ।

ময়া ত্যক্তাসি কল্যাণি ! দুঃখেণ বিনিযোজিতা ॥ ৩৩ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশসমুত্তং সৰ্ব্বরাজ্যস্থখোচিতম্ ।

মামীদৃশং পতিং প্রাপ্য দাসীভাবং গতা হসি ॥ ৩৪ ॥

ঐদৃশে মজ্জমানং মাং স্তমহচ্ছোকসাগরে ।

কো মাযুদ্ধরতে দেবি ! পৌরাণাখ্যানবিস্তরৈঃ ॥ ৩৫ ॥

. সূত উবাচ ।

পশ্যতস্তস্মৈ রাজর্ষেঃ কশাঘাতৈঃ স্তদারুণৈঃ ।

ঘাতয়িত্বা তু বিপ্রেশো নেতুং সমুপচক্রমে ॥ ৩৬ ॥

নীয়মানো তু তৌ দৃষ্টা ভাৰ্য্যাপুত্রৌ স পার্থিবঃ ।

বিললাপাতিদুঃখার্ভৌ নিশ্বস্ম্যাক্ষং পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

পুত্রযুক্তা ব্রাহ্মণঃ বদতি কাং দিশমিতি ॥ ৩১ ॥

পুনর্ভাৰ্য্যাং বদতি সমুত্তভোগ্যা ইতি ॥ ৩২ ॥

(গদিতি । কল্যাণি ! হে সৰ্ব্বস্থখোচিতে ! স্বং দাসীভাবং গতেত্যাদ্যহো ! মহদ-  
দুঃখকরমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

পশ্যতা রাজর্ষেরিত্যতো রাজ্ঞো দুঃখাতিশয়করমিতি ভাবঃ ॥ ৩৬-৪১ ॥)

আমি এখন কোন্ দিকেই বা যাই, কেই বা আমার দুঃখ নিবারণ করিবে ? ॥ ৩১ ॥ রাজা  
তখন সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, দ্বিজবর ! পুত্র বিয়োগে আমার যাদৃশ দুঃখ উপস্থিত  
হইয়াছে, রাজ্যত্যাগ বা বনবাসে আমার তাদৃশ দুঃখ হয় নাই ॥ ৩২ ॥ কল্যাণি ! ইহলোকে  
স্বামী সাধুস্বভাব হইলেই ভাৰ্য্যাকে সৰ্ব্বদা স্থখে ভরণপোষণ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি  
তোমার এমনি কুপতি যে, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখসাগরে ডাসাইয়া দিলাম ॥ ৩৩ ॥  
আমি ইক্ষ্বাকুবংশে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত রাজ্য-স্থলের আশ্রয় হইয়াছিলাম, কিন্তু হায় !  
তুমি ঐদৃশ পতি লাভ করিয়াও এখন দাসীভাব প্রাপ্ত হইলে ? ॥ ৩৪ ॥ দেবি ! আমি  
ঐদৃশ বিশাল শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম, বহুবিধ পুরাণ আখ্যান কীর্তন করিয়া কে  
আমাকে উদ্ধার করিবে ? ॥ ৩৫ ॥

সূত বলিলেন, রাজন্ ! বিপ্রবর সেই রাজর্ষির সম্মুখেই দেবীকে স্তদারুণ কশাঘাত  
করিতে করিতে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৬ ॥ সেই ভূপাল ভাৰ্য্যা ও পুত্রকে

যাং ন বায়ুর্ন বাদিত্যো ন চন্দ্রো ন পৃথগ্জনাঃ ।  
 দৃষ্টবস্তুঃ পুরা পত্নীং সেয়ং দাসীত্বমাগতা ॥ ৩৮ ॥  
 সূর্য্যবংশপ্রসূতোহয়ং স্কন্ধকুমারকরাস্থলিঃ ।  
 সম্প্রাপ্তো বিক্রয়ং বালো ধিদ্ভ্যামস্তু স্কন্ধমতিম্ ॥ ৩৯ ॥  
 হা প্রিয়ে ! হা শিশো বৎস ! মমানার্য্যস্য দুর্নয়ঃ ।  
 দৈবাধীনদশাং প্রাপ্তো ন মৃতোহস্মি তথাপি ধিক্ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং বিলপতো রাজ্ঞোহগ্রে বিপ্রোহন্তরধীয়ত ।  
 বৃক্ষগেহাদিভিস্তুগৈস্তাবাদায় ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪১ ॥  
 অত্রাস্তরে মুনিশ্রেষ্ঠস্বাজগাম মহাতপাঃ ।  
 সশিষ্যঃ কোশিকেন্দ্রোহসৌ নিষ্ঠুরঃ ক্রুরদর্শনঃ ॥ ৪২ ॥

অত্রাস্তরে বিশ্বামিত্রেণাগতা দৃষ্টেঃ শূত্রভার্য্যাবিক্রয়েণ রাজ্যদানদক্ষিণা ত্বনেন রাজ্ঞা  
 সম্পাদিতা । ততঃ পরং কেনোপারেণেনমঃ রাজ্ঞানং ধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতং করিষ্যামীতি বিমৃশ্য যদ-  
 ষ্টমাধ্যায়ান্তে প্রথমং রাজ্ঞোক্তং ধনেচ্ছা যদি তে বৃক্ষন্ যজ্ঞার্থং দ্বিজসত্তম ! । আগন্তব্যামযো-  
 ধ্যায়ঃ দাস্তামি বিপুলং ধনমিতি তদ্বাক্যং শ্রুত্বা তাং যজ্ঞস্ত দক্ষিণাং রাজ্ঞা প্রতিজ্ঞাতাং  
 বিশ্বামিত্রো যাচতে বা ত্রয়োক্তেতি । তত্র যদ্যপি রাজ্ঞা রাজস্বয়েতি নাম ন গৃহীতং কিন্তু  
 সামান্ত্রযজ্ঞস্ত তথাপি রাজস্বয়যজ্ঞস্তেব দক্ষিণাং গ্রহীক্যামি স এব মমাভিমতো নোচেৎ  
 সত্যং ত্যজেতি ব্রাহ্মণাভিমানঃ ॥ ৪২ ॥

তাদৃশ অবস্থায় লইয়া যাইতে দেখিয়া দুঃখভরে যার পর নাই কাতর হইলেন এবং বারং-  
 বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ শূন্যক বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥  
 হায় ! পূর্বে যাঁহাকে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু বা অপর কেহই নয়নগোচর করিতে পাইতেন না,  
 আমার সেই প্রিয়তমা আজ দাসীতাব প্রাপ্ত হইলেন ? ॥ ৩৮ ॥ আহা ! কালকের করাস্থলি  
 সকল কেমন স্কন্ধকুমার ? হায় ! এই কুমার সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ বিক্রীত হইল ?  
 আহা ! আমার দুর্নয়তিকে ধিক্ ॥ ৩৯ ॥ হা প্রিয়ে ! হা শিশু রোহিতাশ্ব ! এই অনার্য্যের  
 দুর্নয়েই তোমাদিগের এই দুর্গতি হইল ? আমি দৈব বিড়ম্বনার এই দুর্দশা প্রাপ্ত হইলাম,  
 তথাপি আমার মৃত্যু হইল না ? আমাকে ধিক্ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজ্ঞা এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, এই সময়ে  
 সেই বিপ্র তাঁহাদিগকে লইয়া অতীব উন্নত তরুরাজি এবং অট্টালিকার দ্বারা রাজ্ঞার  
 নয়নপথ হইতে অস্তহিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ এই সময়ে সেই ক্রুরদর্শন নিষ্ঠুর মুনিবর  
 মহাতপা কোশিকশ্রেষ্ঠ আপন শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া অতি সত্বরে তথায় আগমন  
 করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যা যয়োক্তা পুরা রাজন্ ! রাজসূয়শ্চ দক্ষিণা ।  
তাং দদশ্ব মহাবাহো ! যদি সত্যং পুরস্কৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

নমস্করোমি রাজর্ষে ! গৃহাণেমাং স্বদক্ষিণাম্ ।  
রাজসূয়শ্চ যাগশ্চ যা যয়োক্তা পুরানঘ ! ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

কুতো লব্ধমিদং দ্রব্যং দক্ষিণার্থে প্রদীয়তে ।  
এতদাচক্ষু রাজেন্দ্র ! যথা দ্রব্যং ত্বয়ার্জিতম্ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ ।

কিমেনে মহাভাগ ! কথিতেন তবানঘ ! ।  
শোকস্ত বর্দ্ধতে বিপ্র ! শ্রুতেনানেন সূত্রত ! ॥ ৪৬ ॥

ঋষিরুবাচ ।

অশস্তং নৈব গৃহ্ণামি শস্তমেব প্রযচ্ছ মে ।  
দ্রব্যশ্চাগমনং রাজন্ ! কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ৪৭ ॥

পুত্রভার্য্যাবিক্রয়েণ সার্কিহেমভারদ্বয়াধিকং ধনং যজ্ঞকং তৎ পুরস্কৃত্য রাজোবাচ । গৃহা-  
ণেমাং দক্ষিণামিতি । অগ্নিন্ দ্রব্যো রাজ্যদানদক্ষিণাং সার্কিভারদ্বয়পরিমিতাং গৃহাণ অবশিষ্টং  
দ্রব্যং যজ্ঞশ্চ দক্ষিণাং গৃহাণেত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহাবাহো ! যদি সত্যে সম্মানপ্রদর্শন করা আপনার কর্তব্য হয়,  
তবে রাজন্ ! আপনি পূর্বে যে রাজসূয়যজ্ঞের দক্ষিণা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন,  
এক্ষণে আমাকে তাহা প্রদান করুন ॥ ৪৩ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, রাজর্ষে । আমি আপনাকে প্রণাম করি । হে অনঘ ! পূর্বে  
রাজসূয়যজ্ঞের যে দক্ষিণা দান করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম, আপনার সেই দক্ষিণাই  
আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজেন্দ্র ! আপনি দক্ষিণার নিমিত্ত যে সূবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে-  
ছেন, ইহা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন ? এই অর্থ যে প্রকারে উপার্জন করিয়াছেন,  
তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ৪৫ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বিজবর ! সূচাক্রমে ত্রতানুষ্ঠান করার পাপ আপনাকে স্পর্শ করিতে  
পারে নাই, সুতরাং আপনার সৌভাগ্যের সীমা নাই, ইহা শ্রবণ করিলে কেবল শোক বৃদ্ধি  
হইবে মাত্র সুতরাং ইহা আপনার নিকট ব্যক্ত করার কিছুমাত্রই ফল নাই ॥ ৪৬ ॥



রাজোবাচ ।

ময়া দেবী তু সা ভাৰ্য্যা বিক্রীতা কোটিসম্মিতৈঃ ।  
নিকৈঃ পুত্রো রোহিতাখ্যো বিক্রীতোহৰ্ব্বদসংখ্যয়া ।  
বিপ্রৈকাদশকোট্যস্ত্বং স্ববর্ণস্ত গৃহাণ মে ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

তদ্বিত্তং স্বল্পমালক্য দারবিক্রয়সম্ভবম্ ।  
শোকাভিভূতং রাজানং কুপিতং কৌশিকোহব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥  
ঋষিরুবাচ ।

রাজসূয়স্ত যজ্ঞস্ত নৈবা ভবতি দক্ষিণা ।  
অন্যদুঃপাদয় ক্ষিপ্রং সম্পূর্ণা যেন সা ভবেৎ ॥ ৫০ ॥  
ক্ষত্রবন্ধো ! মমেমাং ত্বং সদৃশীং যদি দক্ষিণাম্ ।  
মন্যসে তর্হি তৎ ক্ষিপ্রং পশ্য ত্বং মে পরং বলম্ ॥ ৫১ ॥  
তপসোহস্ত স্ততপ্তস্ত ব্রাহ্মণস্তামলস্ত চ ।  
মৎপ্রভাবস্ত চোত্রস্য শুদ্ধস্যধ্যয়নস্য চ ॥ ৫২ ॥

মম যথা জ্ঞানং তপোবলং বর্ততে তথা ত্বং প্রথমং পশ্য পশ্চাদ্ভূতমপাত্রযোগ্যাং যজ্ঞ-  
দক্ষিণাং দেহি নেদৃশীমন্নাং দরিদ্রকর্তৃকযজ্ঞযোগ্যাং দক্ষিণাং গ্রহীষ্যানীত্যভিপ্রায়েণ ব্রাহ্মণ  
আহ ক্ষত্রবন্ধো ইতি ॥ ৫১—৫৩ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্ ! অন্নারপূৰ্ব্বক উপার্জিত ধন আমি গ্রহণ করিব না ;  
যদি এই ধন জ্ঞানাসুসারে উপার্জিত হইয়া থাকে, তবে উহা আমাকে প্রদান করুন, কিন্তু  
অগ্রে ধনাগমের বিষয় আমার নিকট যথাযথরূপে কীর্তন করুন, তাহার পর আমাকে  
উহা প্রদান করিবেন ॥ ৪৭ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বিপ্র ! আমার ভাৰ্য্যা দেবী মাধবীকে কোটিসংখ্যক স্ববর্ণ মুদ্রায়  
বিক্রয় করিয়াছি, আর পুত্র রোহিতাকে দশ কোটি স্ববর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছি, অতএব  
এই একাদশ কোটি স্ববর্ণ মুদ্রা আপনি আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন ॥ ৪৮ ॥

সূত বলিলেন, ভাৰ্য্যা ও পুত্র বিক্রয় নিবন্ধন বে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা অতি  
সামান্য এবং রাজাও শোকে নিতান্ত অভিভূত, ইহা অবলোকন করিয়া কৌশিক রোহ-  
ভরে বলিলেন ॥ ৪৯ ॥

রাজন্ ! রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা এত সামান্য হইতে পারে না, অতএব বাহাতে  
সেই দক্ষিণা সম্পূর্ণ হয় তদুপযোগী অন্য ধন সম্বন্ধে সংগ্রহ করুন ॥ ৫০ ॥ ক্ষত্রিয়ধম !  
যদি এই দক্ষিণাই আমার সদৃশী জ্ঞান করিয়া থাক, তবে অগ্রে আমার সূচাক্র অশ্রুতি

রাজোবাচ ।

অন্যদাস্যামি ভগবন্ ! কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্ ।  
অধুনৈবাস্তি বিক্রীতা পত্নী পুত্রশ্চ বালকঃ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

চতুর্ভাগঃ স্থিতো যোহয়ং দিবসস্য নরাধিপ ! ।

এষ এব প্রতীক্ষ্যো মে বক্তব্যং নোত্তরং হুয়া ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
হরিশ্চন্দ্রস্ত নিজপত্নীবিক্রয়বর্ণনং নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

নোত্তরমিত উত্তরং মর্যাদা ন কর্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তপস্বী, অমল বুদ্ধি, উগ্রপ্রভাব ও বিত্ত অধারনের বিপুল বল অবিলম্বে অবলোকন  
কর, তাহার পর দক্ষিণা প্রদান করিও ॥ ৫১—৫২ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, ভগবন্ ! এই মাত্র পত্নী ও বালক পুত্রকে বিক্রয় করিলাম, অতএব  
আপনি কিছুকাল প্রতীক্ষা করুন, আমি আরো ধন সংগ্রহ করিয়া আপনাকে প্রদান  
করিতেছি ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, নরাধিপ ! দিবসের যে চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট আছে, আমি কেবল  
ইহাই প্রতীক্ষা করিব ; ইহার পর আমার নিকট আর কোনও উত্তর করিতে পাইবে  
না ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের নিজপত্নীবিক্রয়বর্ণন  
নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তমেবমুক্তা রাজানং নিষ্কং নিষ্ঠুরং বচঃ ।  
তদাদায় ধনং পূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ ॥ ১ ॥  
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা ততঃ শোকমুপাগতঃ ।  
শ্বাসোচ্ছ্বাসং মুহুঃ কৃত্বা প্রোবাচোচ্চৈরধোমুখঃ ॥ ২ ॥  
বিত্তক্ৰীতেন যস্যার্তির্ময়া প্রেতেন গচ্ছতি ।  
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যামে তিষ্ঠতি ভাস্করঃ ॥ ৩ ॥  
অথাজগাম ত্বরিতো ধর্মশ্চাণ্ডালরূপধৃক্ ।  
দুর্গন্ধো বিকৃতোরস্কঃ শ্মশ্রলো দন্তরোহ্মণী ॥ ৪ ॥

অষ্টত্রিংশদ্বাহনোইকৈরিশ্চন্দ্রো হি ভূপতিঃ ।

চাণ্ডালেন ক্রয়কৃত ইতি সম্যকখোচ্যতে ॥

তদাদায়েতি । রাজ্যদানদক্ষিণাত্মকং সার্বভৌমভারদ্বয়পরিমিতং ধনং গৃহীত্বা যযাবিত্য-  
শ্রয়ঃ ॥ ১—২ ॥

ময়া প্রেতেন শবভূতেনাতিপাপিনা বিত্তক্ৰীতেন ধনেন ক্রীতেন যস্যার্তিঃ পীড়া গচ্ছতি  
ময়া ক্রীতেন যস্যোপকারো ভবতি স পুরুষত্বরাযুক্তো মম মোল্যং ব্রবীতু । চতুর্থে যামে-  
হদ্যপি ভাস্করস্তিষ্ঠতি ততো ভাস্করাস্তানন্তরং মম দ্রব্যাস্তোপযোগাতাব ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

ধর্ম ইতি । হরিশ্চন্দ্রপরীক্ষার্থং চাণ্ডালরূপেণ ধর্মোহপ্যাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তদনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় কুপিত হইয়া সেই  
সুদীন ধর্মনিষ্ঠ রাজাকে এই প্রকার নির্দয় ও নিষ্ঠুরাকর বাক্যে তিরস্কার করিয়া সেই  
সার্বভৌমভারদ্বয় পরিমিত সুবর্ণ গ্রহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥ সেই ঋষিবর প্রতিগমন  
করিলে পর, রাজা হরিশ্চন্দ্র শোকাবল হইয়া বারংবার দীর্ঘ ও উচ্চ নিশ্বাস পরিত্যাগ  
করিতে করিতে অধোমুখ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ আমি নিরন্তর দুঃখ  
ও ক্লেশভোগে প্রেতরূপ হইয়াছি, তথাপি ধনদ্বারা আমাকে ক্রয় করিলে যাহার উপকার  
হইবে, তিনি সত্বর হইয়া সূর্য্য অন্ত যাইবার পূর্বেই আমার উচিত মূল্যের বিষয় অবধারণ  
করুন ॥ ৩ ॥ অনন্তর ধর্ম নির্দয় চণ্ডালরূপ ধারণ করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার  
নিমিত্ত অবিলম্বে সেই স্থানে আগমন করিলেন । সেই অধম পুরুষের শরীর কৃষ্ণবর্ণ  
দেখিতে অতি ভীষণ, উদর লম্বমান, দেহ দুর্গন্ধময়, দশন বিশাল ও মুখমণ্ডল শ্মশ্রুপূর্ণ ;



কৃষ্ণো লম্বোদরঃ স্নিগ্ধঃ করালঃ পুরুষাধমঃ ।

হস্তজর্জরযষ্টিশ্চ শবমালৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৫ ॥

চাণাল উবাচ ।

অহং গৃহ্ণামি দাসত্বে ভৃত্যার্থঃ স্তমহান্মম ।

ক্ষিপ্রমাচক্ষু মৌল্যাং কিমেতত্তে সম্প্রদীয়তে ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং তাদৃশমখালক্ষ্য ক্রুরদৃষ্টিং স্থনিষ্ফলম্ ।

বদন্তমতিদুঃশীলং কস্তমিত্যাহ পার্থিবঃ ॥ ৭ ॥

চাণাল উবাচ ।

চাণালোহমিহ খ্যাতঃ প্রবীরেতি নৃপোত্তম ! ।

শাসনে সর্বদা তিষ্ঠ যুতচৈলাপহারকঃ ॥ ৮ ॥

এবমুক্তস্তদা রাজা বচনং চেদমব্রুবীৎ ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি গৃহ্ণাহ্বিতি মতির্মম ॥ ৯ ॥

উত্তমশ্রোত্ৰমো ধর্মো মধ্যমশ্চ চ মধ্যমঃ ।

অধমশ্চাধমশ্চৈব ইতি প্রাহ্মর্মনীষিণঃ ॥ ১০ ॥

ভৃত্যর্থো ভৃত্যপ্রয়োজনং মম সিদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

প্রবীরেতি নাম্না বিখ্যাতঃ ॥ ৮—৯ ॥

উত্তমশ্রোতি । তবাধমশ্চ গৃহে মমোত্তমশ্চ ধর্মো ন চলিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হস্তে জর্জর বংশদণ্ড, গলে শবাহিমলা দোহলামান, এবং বক্ষঃস্থল অতি বিকৃত ভাবাপন্ন ॥ ৪—৫ ॥

চাণাল বলিল, আমার ভৃত্যের অতিশয় প্রয়োজন, অতএব আমি তোমাকে দাসত্বে গ্রহণ করিব; তোমাকে কি মূল্য প্রদান করিতে হইবে, তাহা অতি সহর প্রকাশ করিয়া বল ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নিতান্ত দয়াহীন ক্রুরলোচন অতীব ছষ্ট্রস্বভাব সেই চাণাল এই কথা বলিলে পর, ভূমিপাল হরিশ্চন্দ্র তাহার তাদৃশ আকৃতি দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তুমি কে ? ॥ ৭ ॥

চাণাল বলিল, নৃপবর ! আমি প্রবীর নামে বিখ্যাত চাণাল; তোমাকে সর্বদা আমার শাসনে থাকিয়া যুতব্যক্তিগণের বসন আহরণ করিতে হইবে ॥ ৮ ॥ তখন রাজা তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় আমাকে গ্রহণ করেন, ইহাই আমার অভিলাষ । দেখ, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, উত্তমের ধর্ম উত্তম, মধ্যমের

চাণ্ডাল উবাচ ।

এবমেব ত্বয়া ধর্ম্যঃ কথিতো নৃপসত্তম ! ।

অবিচার্য্য ত্বয়া রাজমধুনোক্তং মমাগ্রতঃ ॥ ১১ ॥

বিচারয়িত্বা যো ব্রুতে সোহভীষ্টং লভতে নরঃ ।

সামান্যমেব তৎপ্রোক্তমবিচার্য্য ত্বয়ানঘ ! ।

যদি সত্যং প্রমাণং তে গৃহীতোহসি ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

অসত্যান্নরকে গচ্ছেৎ সদ্যঃ ক্রূরে নরাধমঃ ।

ততশ্চাণ্ডালতা সাধ্বী ন বরা মে হসত্যতা ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তশ্চৈবং বদতঃ প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ ।

ক্রোধামর্ষবিরূভাক্ষঃ প্রাহ চেদং নরাধিপম্ ॥ ১৪ ॥

এবমেবেতি । যদ্যেবং তব মনসি বস্তুতে তর্হি যো বা কো বা মাং গৃহীত্বিতিসামান্যতঃ কিমিত্যসত্যমুক্তং ব্রাহ্মণ এব মাং গৃহীত্বিতি কিমিতি ন ত্রয়োক্তং তস্মাদেবমেবাসত্যভাষণ-রূপ এবাধর্ম্যত্বা কথিতঃ কিমিত্যর্থঃ । মমাগ্রতোহবিচার্য্য বিচারমকুটেত্বৈব কিমধুনোক্তং ত্রয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যদি সত্যমিতি । যদি সত্যং প্রমাণং ভবতি তর্হি ময়া পূর্ব্ববাক্যেনৈব ত্বং গৃহীতোহসি নোচেৎ সত্যং জহীত্যর্থঃ ॥ ১২—১৪ ॥

ধর্ম্য মধ্যম আর অধমের ধর্ম্য অধম ; অতএব তুমি অধম, আর আমি উত্তম, স্মতরাং তোমার গৃহে আমার ধর্ম্যকর্ম্য চলিতে পারে না ॥ ৯—১০ ॥

চণ্ডাল বলিল, নৃপসত্তম ! ইহাই যদি আপনার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল, তবে “যে কেহ আমাকে গ্রহণ করুক ;” এই অসত্য কথা কেন বলিলেন ? “ব্রাহ্মণে আমার গ্রহণ করুন” এই কথা বলাই উচিত ছিল । কিন্তু প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়া আপনি অধর্ম্য করিয়াছেন ; তবে কি আপনি বিচার না করিয়াই এইমাত্র আমার সম্মুখে সেই কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন ? ॥ ১১ ॥ বাহা হউক, যে ব্যক্তি অগ্রে বিচার করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তিই অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু হে অনঘ ! আপনি বিচার না করিয়া সামান্যতাই ওরূপ কথা বলিয়াছেন । বাহা হউক যদি আপনার সেই কথাই সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তবে আপনি আমারই গৃহীত হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, যে নরাধম অসত্য ব্যবহার করে, সে সদ্যই ভয়ঙ্কর নরকে গমন করিয়া থাকে, স্মতরাং অসত্য ব্যবহার অপেক্ষা আমার চণ্ডালত্বও শ্রেয়ঙ্কর ॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা এই কথা বলিতেছেন এই সময়ে তপোধন বিশ্বামিত্র সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ; তিনি ক্রোধ ও অমর্ষবশত নগ্নন ঘূর্ণিত করিয়া নর-

চাণ্ডালোহয়ং মনস্বং তে দাতুং বিত্তমুপস্থিতঃ ।

কস্মিন্ন দীয়তে মহমশেষা যজ্ঞদক্ষিণা ॥ ১৫ ॥

রাজোবাচ ।

ভগবন্ ! সূর্য্যবংশোখমাত্মানং বেদ্বি কৌশিক ! ।

কথং চাণ্ডালদাসত্বং গমিষ্যে বিত্তকামতঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যদি চাণ্ডালবিত্তং ত্বমাত্মবিক্রয়জং মম ।

ন প্রদাস্মসি চেত্তর্হি শপ্স্যামি ত্বামসংশয়ম্ ॥ ১৭ ॥

চাণ্ডালাদথবা বিপ্রাদ্বেহি মে দক্ষিণাধনম্ ।

বিনা চাণ্ডালমধুনা নান্যঃ কশ্চিদ্ধনপ্রদঃ ॥ ১৮ ॥

ধনেনাহং বিনা রাজন্ন যাস্ম্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ইদানীমেব মে বিত্তং ন প্রদাস্মসি চেম্প ! ।

দিনেহর্দ্ধঘটিকাশেষে তত্ত্বাং শাপায়িনা দহে ॥ ২০ ॥

( বিলম্বাকরণে হেতুগাহ চাণ্ডালোহয়মিতি । মনস্বমভিলষিতং তে তব মনস্বং বা তে তুভ্যং দাতুমিত্যনেনাশয়ঃ । অশেষা অবশিষ্টা ॥ ১৫-২০ ॥ )

পতিকৈ বলিলেন ॥ ১৪ ॥ এই চণ্ডাল তোমায় অভিলষিত ধন দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তবে তুমি কি নিমিত্ত এখনও আমাকে যজ্ঞের অবশিষ্ট দক্ষিণা প্রদান করিতেছ না ? ॥ ১৫ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, কৌশিক ! কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই, আমার এই দেহ সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ধনকামনায় কি প্রকারে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিব ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি চণ্ডালকে আত্মবিক্রয় করিয়া আমাকে ধন প্রদান না কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমি এখনি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ১৭ ॥ চণ্ডাল হইতেই হউক, বা ব্রাহ্মণ হইতেই হউক, আমার দক্ষিণাধন এখনি দান কর। আপাততঃ চণ্ডাল বাতীত অপর কোন ধনদাতা এখানে উপস্থিত নাই ॥ ১৮ ॥ কিন্তু রাজন্ ! নিশ্চয় জানিও যে, আমি ধন না লইয়া প্রতিগমন করিতেছি না ॥ ১৯ ॥ নরপতে ! যদি এই মুহূর্ত্তেই পূর্ন কথিত ধন আমাকে প্রদান না কর, তবে দিবসের অর্দ্ধ ঘটিকা অবশিষ্ট থাকিতে আমি তোমাকে কোপানলে দগ্ধ করিব ॥ ২০ ॥



ব্যাস উবাচ ।

হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা মৃতবচ্ছিতজীবিতঃ ।  
প্রসাদেতি বদন্ পাদৌ ঋষেৰ্জগ্ৰাহ বিহ্বলঃ ॥ ২১ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

দাসোহস্ম্যার্ভোহস্মি দীনোহস্মি হৃদুতুশ্চ বিশেষতঃ ।  
প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে ! কষ্টেচ্চাণ্ডালসঙ্করঃ ॥ ২২ ॥  
ভবেয়ং বিভ্রশেষেণ তব কৰ্ম্মকরো বশঃ ।  
তবৈব মুনিশার্দূল ! প্রেষ্যশ্চিত্তানুবর্তকঃ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

এবমস্ত মহারাজ ! মমৈব ভব কিঙ্করঃ ।  
কিস্তু মদ্বচনং কার্য্যং সৰ্ব্বদৈব নরাধিপ ! ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্তেহথ বচনে রাজা হর্ষসমম্বিতঃ ।  
অমন্যত পুনর্জাতমাত্মানং প্রাহ কৌশিকম্ ॥ ২৫ ॥  
তবাদেশং করিষ্যামি সদৈবাহং ন সংশয়ঃ ।  
আদেশয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কিং করোমি তবানঘ ! ॥ ২৬ ॥

মৃতবচ্ছিতজীবিতঃ অর্কমৃতবদাপ্রিতজীবনঃ ॥ ২১ ॥

(চাণ্ডালসঙ্করঃ চাণ্ডালেন সহ একত্রাবস্থানমিত্যর্থঃ । কষ্টঃ ক্লেশকরঃ অতীবাসহনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥)

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন ; তৎপরে ভয়ে বিহ্বল হইয়া প্রসন্ন হইয়া পদে পদে গিয়া ঋষির চরণযুগল গ্রহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বিপ্রর্ষে ! আমি দীন ও যারপর নাই কাতর হইয়াছি । বিশেষতঃ আমি আপনার ভক্তদাস, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্লেশকর চাণ্ডালসহবাস হইতে মুক্ত করুন ॥ ২২ ॥ মুনিবর ! অবশিষ্ট ধনের পরিবর্তে আমি আপনার কার্য্য করিব, অধিক কি আপনার আজ্ঞানুবর্তী ভূত্য হইয়া আপনারই চিত্তের অমুগামী হইব ॥ ২৩ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ ! তবে তুমি আমার কিঙ্কর হইলে । নরাধিপ ! এখন তোমাকে সর্বদাই আমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে রাজা হর্ষাতিশ যবনতঃ আপনার পুনর্জন্ম লাভ হইল, মনে করিয়া কৌশিককে বলিলেন ॥ ২৫ ॥ আমি নিয়তঃ

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

চাণ্ডালাগচ্ছ মদাসমৌল্যং কিং মে প্রযচ্ছসি ।  
গৃহাণ দাসং মৌল্যেন যয়া দত্তং তবাধুনা ॥ ২৭ ॥  
নাস্তি দাসেন মে কার্য্যং বিভাশা বৰ্ত্ততে মম ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্তে তদা তেন স্বপচো হৃষ্টমানসঃ ।  
আগত্য সন্নিধৌ তূর্ণঃ বিশ্বামিত্রমভাষত ॥ ২৯ ॥

চাণ্ডাল উবাচ ।

দশযোজনবিস্তীর্ণে প্রয়াগস্থ চ মণ্ডলে ।  
ভূমিঃ রত্নময়ীঃ কৃত্বা দাস্যে তেহং দ্বিজোত্তম ! ।  
অশ্রু বিক্রয়ণেনৈয়মার্তিশ্চ প্রহতা হুয়া ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততো রত্নসহস্রাণি স্বর্ণমণিমৌক্তিকৈঃ ।  
চাণ্ডালেন প্রদত্তানি জগ্রাহ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৩১ ॥

ইথং বিশ্বামিত্রেণ রাজা বিক্রীতস্ততো বিশ্বামিত্র এব স্বদাসং হরিশ্চন্দ্রং দ্রব্যং গৃহীত্বা চাণ্ডালায়্যার্পয়তি তদা তত্র রাজ্ঞো ন কশ্চিৎপাশ্ব আসাদিত্যাহ চাণ্ডালাগচ্ছেতি ॥২৭-৩১ ॥

আপনার আজ্ঞা পালন করিব। এক্ষণে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন ॥ ২৬ ॥

তখন বিশ্বামিত্র চণ্ডালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চণ্ডাল ! আমার নিকটে আইস, এই দাসের যাহা মূল্য হয়, আমাকে প্রদান কর। আমি এখন এই দাসকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি মূল্য প্রদান করিয়া ইহাকে গ্রহণ কর ॥ ২৭ ॥ আমার কেবল অর্থেরই প্রয়োজন, ভৃত্যে কোন প্রয়োজন নাই ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে স্বপচের হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল। তখন সে অবিলম্বে বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ২৯ ॥ দ্বিজোত্তম ! আপনি ইহাকে বিক্রয় করিয়া আমার যে ক্রেশ নিবারণ করিলেন, ইহাতে আমি আপনাকে প্রয়াগমণ্ডলের দশযোজন বিস্তীর্ণ ভূমি রত্নময়ী করিয়া প্রদান করিব ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পরে চণ্ডাল এক সহস্র রত্ন, এক সহস্র মণি, এক সহস্র মুক্তা এবং এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে দ্বিজসত্তম বিশ্বামিত্রও তাহা গ্রহণ করি-

হরিশ্চন্দ্রস্তথা রাজা নির্বিকারমুখোহভবৎ ॥ ৩২ ॥

অমন্যত তথা ধৈর্য্যাদ্বিশ্বামিত্রো হি মে পতিঃ ।

তত্তদেব ময়া কার্য্যং যদয়ং কারয়িষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অথাস্তরীক্ষে সহসা বাণুবাচাশরীরিণী ।

অনুগোহসি মহাভাগ ! দত্তা সা দক্ষিণা ত্বয়া ॥ ৩৪ ॥

ততো দিবঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত নৃপমূৰ্দ্ধনি ।

সাধু সাধ্বিতি তং দেবাঃ প্রোচুঃ সেন্দ্রা মহোজসঃ ॥ ৩৫ ॥

হর্ষেণ মহতাবিষ্টো রাজা কৌশিকমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

রাজোবাচ ।

ত্বং হি মাতা পিতা চৈব ত্বং হি বন্ধুর্মহামতে ! ।

যদর্থং মোচিতোহহং তে ক্ষণাচ্চৈবানুগীকৃতঃ ।

কিং করোমি মহাবাহো ! শ্রেয়ো মে বচনং তব ॥ ৩৭ ॥

এবমুক্তে তু বচনে নৃপং মুনিরভাষত ॥ ৩৮ ॥

নির্বিকারমুখ ইতি । ব্রাহ্মণো মম স্বামী ভবতি স যথা প্রেরয়তি তথা করোমি ন  
পুনর্ধর্মপালেন মম স্বাতন্ত্র্যমস্তুত্যাভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

হে মহাভাগ ! হরিশ্চন্দ্র ত্বমনুগো জাতোসীত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

( তত ইতি । সাগরাস্তায়াঃ পৃথিব্যা অধিতপতেরপি রাজ্ঞো হরিশ্চন্দ্রস্ত্র্যাবিক্রয়েণ ঋণ-  
পরিশোধনাৎ মহত্বং প্রকটিতম্ । অতঃ পুষ্পবৃষ্টিপপাতসাধুবাদঃ সংবৃত্তশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩৫-৩৮ ॥ )

লেন ॥ ৩১ ॥ তখন মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মুখমণ্ডলে কিছু মাত্র বিকার লক্ষিত হইল  
না ॥ ৩২ ॥ বরং তিনি ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক মনে মনে স্থির করিলেন, এখন বিশ্বামিত্রই  
আমার প্রভু ; সুতরাং ইনি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, আমাকে তাহাই  
করিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥ ঐ সময় সহসা অশরীরিণী বাণী আকাশ হইতে ঞ্চত  
হইতে লাগিল, “মহাভাগ ! তুমি সেই অনুগীকৃত দক্ষিণা দান করিয়া ঋণ হইতে মুক্ত  
হইলে” ॥ ৩৪ ॥ পরে স্বর্গমণ্ডল হইতে রাজার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল ।  
এই সময়ে মহাতজা ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ সাধু সাধু বলিয়া রাজার প্রশংসা করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৩৫ ॥ তখন তিনি নিরতিশয় হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া কৌশিককে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥  
মহামতে ! আপনি যে অর্থদায় হইতে মুক্ত করিয়া ক্ষণমাত্রেই আমাকে অশ্রী  
করিলেন, অতএব আপনি আমার পিতা, মাতা ও বন্ধু অপেক্ষাও হিতকারী ॥ ৩৭ ॥  
সুতরাং মহাবাহো ! আপনার বাক্যই আমার শ্রেয়স্কর, অতএব এখন কি করিব আজ্ঞা  
করুন ॥ ৩৮ ॥



বিশ্বামিত্র উবাচ ।

চাণ্ডালবচনং কার্যমদ্যপ্রভৃতি তে নৃপ ! ।

স্বস্তি তেহস্থিতি তং প্রোচ্য তদাদায় ধনং যযৌ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে  
হরিশ্চন্দ্রশ্চ স্বপচদাসত্ব বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

তদাদায়েতি । চাণ্ডালেন দত্তং ধনং গৃহীত্বা হরিশ্চন্দ্রঃ তস্ত হস্তে দৃষ্ট্বা যযাবি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

রাজা এই কথা বলিলে পর বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন, অদ্য হইতে তুমি চাণ্ডালের  
বাক্য প্রতিপালন করগে । তোমার মঙ্গল হউক, এই কথা বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র  
সেই চাণ্ডালদত্ত ধন গ্রহণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের চাণ্ডালগৃহে দাসত্ব স্বীকার  
বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

ততঃ কিমকরোদ্ভাজা চাণালস্থ গৃহে গুতঃ ।  
তদবুহি সূতবর্য ! ত্বং পৃচ্ছতঃ সত্ত্বরং হি মে ॥ ১ ॥  
সূত উবাচ ।

বিশ্বামিত্রে গতে বিপ্রে শ্বপচো হৃষ্টমানসঃ ।  
বিশ্বামিত্রায় তদ্রব্যং দত্ত্বা বধ্বা নরেশ্বরম্ ॥ ২ ॥  
অসত্যো যাস্তসীতু্যক্তা দণ্ডেনাতাড়য়ত্তদা ।  
দণ্ডপ্রহারসম্ভ্রান্তমতীবব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥  
ইষ্টবন্ধুবিয়োগার্ভমানীয় নিজপক্কে ।  
নিগড়ে স্থাপয়িত্বা তং স্বয়ং স্বেদাপ বিজ্বরঃ ॥ ৪ ॥  
নিগড়স্থন্ততো রাজা বসংচাণালপক্কে ।  
অন্নপানে পরিত্যজ্য সদাবৈতদশোচয়ৎ ॥ ৫ ॥

জয়ত্রিংশদ্বাপদৈশ্চাণালগৃহবর্জনম্ ।

তদনুজ্ঞানকারিত্বং হরিশ্চন্দ্রস্ত বর্ণ্যতে ॥

চাণালাধীনতাং প্রাপ্তস্ত হরিশ্চন্দ্রস্ত বৃত্তমাহ ততঃ কিমকরোদিতি ॥ ১—৩ ॥  
পক্কে স্থানে ॥ ৪—৫ ॥

শৌনক বলিলেন, সূতশ্রেষ্ঠ ! রাজা হরিশ্চন্দ্র চাণালগৃহে গমন করিয়া তৎপরে কোন কার্য করিলেন, তাহা আপনি সত্ত্বর আমাদিগের নিকট সবিস্তর কীর্তন করুন ॥ ১ ॥

সূত বলিলেন, বিপ্রবর বিশ্বামিত্র প্রস্থান করিলে পর চাণালের মন আনন্দরসে অতিবিক্ত হইল । সে পূর্বেই বিশ্বামিত্রকে তাদৃশ রত্নরাশি প্রদান করিয়াছিল, সূতরাং নরপতিকে এখন বন্ধন করিয়া তুই অসত্যপথে পদার্পণ করিবি ; এই বলিয়া দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল । রাজা একেত ইষ্টজনবিয়োগে অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার চাণালের দণ্ডাঘাত, সূতরাং সেই প্রহারে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হইলেন । তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম অতিশয় শিথিল হইয়া পড়িল ; চাণাল ঈদৃশ অবস্থায় রাজাকে নিজ আলয়ে আনয়নপূর্বক শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিল, তাহার পর স্বয়ং ক্লেশ পরিহার করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিল ॥ ২—৪ ॥

রাজা চাণালগৃহে নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথায় অন্ন জল গ্রহণ করিলেন না ; অনবরতই কেবল স্ত্রী পুত্রাদির নিমিত্ত অনুতাপ করিতে

তস্মী দীনমুখী দৃষ্টা বালং দীনমুখং পুরঃ ।  
 মাং স্মরত্যস্থখাবিষ্টা মোক্ষয়িষ্যতি নৌ নৃপঃ ॥ ৬ ॥  
 উপান্তবিত্তো বিপ্রায় দত্তা বিত্তং প্রতিশ্রুতম্ ।  
 রোদমানং স্মৃতং বীক্ষ্য মাঞ্চ সম্বোধয়িষ্যতি ॥ ৭ ॥  
 তাতপার্শ্বং ব্রজামীতি রুদন্তং বালকং পুনঃ ।  
 তাততাতেতি ভাষন্তং তথা সম্বোধয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥  
 ন সা মাং যুগশাবাক্ষী বেত্তি চাণ্ডালতাং গতম্ ॥ ৯ ॥  
 রাজ্যনাশঃ স্মৃদন্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ ।  
 ততশ্চাণ্ডালতা চেয়মহো দুঃখপরম্পরা ॥ ১০ ॥  
 এবং স নিবসমিত্যং স্মরংশ্চ দয়িতাং স্মৃতম্ ।  
 নিনায় দিবসান্ রাজা চতুরো বিধিপীড়িতঃ ॥ ১১ ॥  
 অথাহি পঞ্চমে তেন নিগড়ান্মোচিতো নৃপঃ ।  
 চাণ্ডালেনানুশিষ্টশ্চ মৃতচৈলাপহারণে ।  
 ক্রুদ্ধেন পরুষৈর্বাক্যৈর্নির্ভংশ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

শোকমেবাহ তস্মীতি । বালং দৃষ্টেত্যমরঃ ॥ ৬—১৩ ॥

লাগিলেন ॥ ৬ ॥ সেই কৃশাঙ্গী সম্মুখে পুত্রের মলিনবদন অবলোকন করিয়া বিমর্ষবদনে  
 আমাকে স্মরণ করিতেছেন । তিনি সাতিশর দুঃখিত হইয়া মনে করিতেছেন যে,  
 রাজা ধন প্রাপ্ত হইলেই বিপ্রকে প্রতিশ্রুতবিত্ত প্রদান করিয়া আমাদিগকে দাসত্ব-  
 শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবেন । হায় ! কতদিনে এই রোদমান পুত্র এবং আমাকে  
 অবলোকন করিয়া আমাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবেন ॥ ৬—৭ ॥ পিতার নিকট যাইব  
 বলিয়া বালক বারংবার রোদন করিলে এবং তাত ! তাত ! বলিয়া সম্ভাষণ করিলে,  
 তিনি আসিয়া কবে সম্বোধন করিবেন ? ॥ ৮ ॥ আমি যে চাণ্ডালের অধীন হইয়াছি,  
 সেই যুগশিওসদৃশ-স্মলোচনা তাহা জানিতে পারিতেছেন না । হায় ! আমি রাজ্যচ্যুত  
 হইলাম, স্মৃদন্ত ত্যাগ করিলাম, ভার্য্যা ও পুত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলাম । আবার  
 এখন চাণ্ডালের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতেও হইল । হায় ! একেবারে উপর্যুপরি ক্লেশ  
 সমূহ আমাকে আক্রমণ করিল ॥ ৯—১০ ॥

রাজা এইরূপে অনবরত প্রিয়তমা ভার্য্যা ও পুত্রকে স্মরণ করিয়া সেই চাণ্ডাল  
 গৃহে বাস করিতে লাগিলেন । ক্রমে চারি দিবস গত হইলে পঞ্চম দিবসে চাণ্ডাল তথায়  
 আসিয়া ক্রোধভরে নিষ্ঠুরবাক্যে নরপতিকে বারংবার তৎসনা করিয়া বন্ধন হইতে  
 মুক্ত করিয়া দিল এবং বলিল, তুমি স্মরণে গিয়া মৃত মানবগণের বস্ত্র আহরণ



কাশ্মাশ্চ দক্ষিণে ভাগে শ্মশানং বিদ্যতে মহৎ ।

তদ্রক্ষস্ব যথান্যায়ং ন ত্যজ্যং তদ্বয়া কচিৎ ॥ ১৩ ॥

ইমঞ্চ জর্জরং দণ্ডং গৃহীত্বা যাহি মা চিরম্ ।

বীরবাহোরয়ং দণ্ড ইতি ঘোষস্ব সর্বতঃ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ ।

কস্মিংশ্চিদথ কালে তু মৃতচৈলাপহারকঃ ।

হরিশ্চন্দ্রোহভবদ্রাজা শ্মশানে তদ্বশানুগঃ ॥ ১৫ ॥

চাণ্ডালেনানুশিষ্টস্তু মৃতচৈলাপহারিণা ।

রাজা তেন সমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্ ॥ ১৬ ॥

পূর্য্যাস্তু দক্ষিণে দেশে বিদ্যমানং ভয়ানকম্ ।

শবমাল্যসমাকীর্ণং দুর্গন্ধবহুধুমকম্ ॥ ১৭ ॥

শ্মশানং ঘোরসমাদং শিবাশতসমাকুলম্ ।

গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কীর্ণং শ্ববৃন্দপরিবারিতম্ ॥ ১৮ ॥

বীরবাহোস্ত্রায়কপ্ত চাণ্ডালস্তায়ং দণ্ডস্তাহং দূত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

শবমন্দিরং শ্মশানম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

কর ॥ ১১—১২ ॥ কাশীর দক্ষিণভাগে এক সুবিস্তীর্ণ শ্মশান আছে । তুমি তথায় গিয়া সেই শ্মশান রক্ষা কর এবং জায়াহুসারে আমার বাহা প্রাপ্য তাহা কাহারও নিকট পরিত্যাগ করিও না ॥ ১৩ ॥ তুমি এই জর্জর দণ্ড লইয়া গীত্ব তথায় গমন কর ; আমি বীরবাহুর দূত এবং তাহারই এই দণ্ড, এই কথা সকল স্থানেই ঘোষণা করিও ॥ ১৪ ॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ ! এইরূপে এক সময়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র চাণ্ডালের বশবর্তী হইয়া শ্মশানে মৃত মনুষ্যগণের বসন আহরণ কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥ সেই মৃত মানবগণের বসনগ্রাহী চাণ্ডাল রাজাকে এইরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিলে, তিনি তাহার আদেশ অনুসারে শ্মশানে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ এই শ্মশান কাশীপুরীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত ; তাহার স্থানে স্থানে শবমাল্য সকল বিকীর্ণ রহিয়াছে । তাহার চতুর্দিক্ দুর্গন্ধে ও বহুতর ধূমে পরিপূর্ণ ; সেখানে কত শত শিবা পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের ঘোরতর নিনাদে সেই প্রেতভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে ; তাহার কোথাও গৃধ্রগণ, কোথাও বা গোমায়ুবর্গ, কোথাও বা কুকুরবৃন্দ শবদেহ লইয়া আকর্ষণ করিতেছে ; স্থানে স্থানে রাশি রাশি অগ্নি সকল বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, শবসমূহের পুতি-গন্ধে শ্মশানভূমি পরিপূর্ণ । কোথাও অগ্নিমধ্যস্থিত অর্দ্ধদগ্ধ শবগণের আশ্রদেশ দশন-

অগ্নিসংঘাতসঙ্কীর্ণং মহাদুর্গন্ধসঙ্কুলম্ ।

অর্দ্ধদগ্ধশবাস্তানি বিকসদন্তপংক্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥

হসন্তীবাগ্নিমধ্যাহ্ণকায়শ্চৈবং ব্যবস্থিতিঃ ।

নানামৃতসুহৃদাদং মহাকোলাহলাকুলম্ ॥ ২০ ॥

হা পুত্র ! মিত্র ! হা বন্ধো ! ভ্রাতর্বৎস ! প্রিয়াদ্য মে ।

হাপ্যতে ভাগিনেয়াহ হা মাতুল ! পিতামহ ! ॥ ২১ ॥

মাতামহ ! পিতঃ ! পৌত্র ! ক গতোহশ্বেহি বান্ধব ! ।

ইতি শব্দৈঃ সমাকীর্ণং তৈরবৈঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ২২ ॥

জ্বলন্তাঃ সবসামেদচ্ছুমিতিধ্বনিসঙ্কুলম্ ।

অগ্নেচ্চটচটা শব্দো তৈরবো যত্র জায়তে ॥ ২৩ ॥

কল্লাস্তসদৃশাকারং শ্মশানং তৎসুদারুণম্ ।

স রাজা তত্র সম্প্রাপ্তো দুঃখাদেবমশোচত ॥ ২৪ ॥

উৎপ্রেক্ষাঃ কৰোতি । অর্দ্ধদগ্ধেতি । বিকসদন্তপংক্তিভিরর্দ্ধদগ্ধশবাস্তানি হসন্তি  
কিমিতি ? অগ্নিমধ্যাহ্ণকায়শ্চ শরীরশ্চৈবং ব্যবস্থিতিদুর্দশা ভবতীতি ॥ ১৯ ॥

নানামৃতানামনেকমৃতানাং সুহৃদাং রোদননাদো যস্মিন্ শ্মশানে তৎ ॥ ২০ ॥

হে মে প্রিয়াদ্যাঃ যত্র কথং হাপ্যতে ত্যাক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥

পংক্তি বিকাস করিয়া যেন বিকট হাস্ত করিতেছে । দেহ সকল দহনের মধ্যগত হইলেই  
এইরূপ দুর্দশাপন্ন হইয়া থাকে । তথায় বহুতর লোকের মৃতদেহ আনীত হওয়ায়  
তাহাদিগের সুহৃদগণের আর্তনাদে ভয়ানক কোলাহল হইতেছে ॥ ১৭—২০ ॥ কেহ হা  
বৎস ! হা পুত্র ! তুমি আমার পরিত্যাগ করিয়া আজ কোথায় গেলে ? কেহ হা মিত্র !  
তুমি অন্য আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গ্রহণ করিলে ? কেহ বা হা বন্ধো ! তুমি  
আমাকে ত্যাগ করিলে ? হা ভ্রাতঃ ! তুমি আজ আমাকে ত্যাগ করিলে ? কেহ বা হা  
ভাগিনেয় ! তুমিও কি আজ আমাকে পরিত্যাগ করিলে ? কেহ হা মাননীয় মাতামহ !  
কেহ হা মাতুল ! কেহ বা হা পিতামহ ! কেহ হা পিতঃ ! কেহ হা পৌত্র ! কেহ বা হা  
বান্ধব ! তুমি আজ কোথায় গেলে ? একবার আসিয়া দর্শন দাও । এই প্রকার প্রাণি-  
পুঞ্জের তৈরবরবে শ্মশানভূমি পরিপূর্ণ হইতেছিল ॥ ২১—২২ ॥ মাংস, বসা ও মেদ  
সকল অনলে দগ্ধ হইয়া শো শো শব্দ বিস্তারকরত সেইস্থান আকুলিত করিয়া  
তুলিতেছে । সেখানে অগ্নির তরঙ্গর চট্চটা শব্দ সমুদ্ভূত হইতেছে । এইরূপে সেই  
শ্মশানের দৃষ্ট কল্লাস্তকালের জ্বর অতীব ভীষণ । রাজা হরিশ্চন্দ্র তথায় উপস্থিত  
হইয়া নিরতিশয় দুঃখবশত এই প্রকার শোক করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ হা :

হা ভৃত্য! মদ্রিণো যুয়ং ক তদ্রাজ্যং কুলোচিতম্ ।  
 হা প্রিয়ে! পুত্র! মে বাল! মাং ত্যক্ত্বা মন্দভাগ্যকম্ ॥ ২৫ ॥  
 ব্রাহ্মণস্ত চ কোপেন গতা যুয়ং ক দূরতঃ ।  
 বিনা ধর্ম্যং মনুষ্যাণাং জায়তে ন শুভং কচিৎ ॥ ২৬ ॥  
 যত্নতো ধারয়েত্তস্মাৎ পুরুষো ধর্ম্যমেব হি ।  
 ইত্যেবং চিন্তয়ন্তত্র চাণ্ডালোক্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ২৭ ॥  
 মলেন দিক্শসর্বান্নঃ শবানাং দর্শনে ব্রজন্ ।  
 লকুটাকারকল্পশ্চ ধাবংশ্চাপি ততস্ততঃ ॥ ২৮ ॥  
 অস্মিগ্ধ্ব ইদং মৌল্যং শতং প্রাপ্স্যামি চাশ্রিতঃ ।  
 ইদং মম ইদং রাজ্ঞ ইদং চাণ্ডালকস্য চ ॥ ২৯ ॥  
 ইত্যেবং চিন্তয়ন্ রাজা ব্যবস্থাং দুস্তরাং গতঃ ।  
 জীর্নৈকপটম্ গ্রহীতকন্থাপরিগ্রহঃ ॥ ৩০ ॥  
 চিতাভস্মরজোলিপ্তমুখবাহুদরাংস্ত্রিকঃ ।  
 নানায়েদবসামজ্জালিপ্তপাণ্যঙ্গুলিঃ শ্বসন্ ॥ ৩১ ॥  
 নানাশবোদনকৃতক্ষুরিবৃদ্ধিপরায়ণঃ ।  
 তদীয়মাল্যসংশ্লেষকৃতমস্তকমণ্ডলঃ ॥ ৩২ ॥

---

শবানাং দর্শনে শবাসেষণে ॥ ২৮—৩১ ॥

---

মদ্রিগণ! হা ভৃত্যবর্গ! তোমরা সকলে একপে কোথায় রহিলে? হায়! আমার বংশ-  
 পরম্পরাগত রাজ্যই বা কোথায় রহিল। হা পুত্র! হা প্রেয়সি! তোমরা এই হত-  
 ভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের কোপবশত কোন্ দূরতর স্থানে গমন করিয়াছ?  
 ধর্ম ব্যতিরেকে মানবগণ কখনই শুভফল লাভ করিতে পারে না, অতএব পুরুষ যত্ন-  
 সহকারে কেবল ধর্মই অর্জন করিবে। সেই মললিপ্ত রাজা বারংবার এই প্রকার  
 চিন্তা করিয়া পরিশেষে চণ্ডালের বাক্যশ্রবণে শবাসেষণে গমন করিলেন। ছন্চিত্তা-  
 নিবন্ধন তাঁহার অঙ্গযষ্টি যষ্টির স্তায় শীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি রাজা হরিশ্চন্দ্র ইতস্ততঃ পরি-  
 ভ্রমণ করিয়া এই শবের শতযুগ্ম মূল্য অগ্রে আমার হস্তগত হইবে; এই মূল্যের  
 মধ্যে ইহা রাজার, ইহা আমার এবং ইহা চাণ্ডালের, নিরন্তর এই প্রকার চিন্তা করিতে  
 লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার ছরবস্ত্রের একশেষ হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল, বাহু, উদর  
 ও চরণ প্রভৃতি অঙ্গ সকল ভস্ম ও ধূলি দ্বারা বিলেপিত, শত গ্রহিমর একমাত্র জীর্ণ  
 বসনের কন্থা পরিধান, নানাবিধ মেদ, বসা ও মজ্জা দ্বারা তাঁহার পাদাঙ্গুলি সকল



ন রাত্ৰৌ ন দিবা শেতে হাহেতি প্রবদন্ মুহুঃ ।

এবং দ্বাদশমাসান্তু নীতা বর্ষশতোপমাঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে বিংশমিভ্র-

হরিশ্চন্দ্রসংবাদে হরিশ্চন্দ্রস্ত শ্মশানাবস্থানং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

নানাশবানাং পিণ্ডার্থং যে চৌদনাঃ কৃতান্তৈর্ভুক্তিটৈর্বা ক্ষুন্নিবৃত্তিস্তৎপরায়ণঃ ॥৩২-৩৩॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

বিলিপ্ত । নানাজাতীয় শবের যে সকল অন্ন প্রস্তুত হয় তাহাতেই রাজা ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন এবং তাহাদের মাণ্য লইয়া মৃতকে বেঠেন করিয়া রাখেন ॥ ২৫—৩২ ॥ রাত্রি বা দিবসে শয়ন করেন না, কেবল হায় ! হায় ! শব করিয়া নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন । এই প্রকারে তিনি শত বৎসরের ছায় দ্বাদশ মাস মহাকষ্টে অতিবাহিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-  
বতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানাবস্থান নামক চতুর্বিংশ  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

একদা তু গতৌ রস্তুং বালকৈঃ সহিতৌ বহিঃ ।  
বারাণশ্চা নাতিদূরে রোহিতাখ্যঃ কুমারকঃ ॥ ১ ॥  
ক্রীড়াং কৃৎবা ততো দৰ্ভান্ গৃহীত্বমুপচক্রমে ।  
কোমলানল্পমূলান্শ্চ সাগ্ৰাঙ্কুত্যানুসারতঃ ॥ ২ ॥  
আর্য্যপ্ৰীত্যর্থমিত্যুক্ত্বা হস্তযুগ্মেন যত্নতঃ ।  
সলক্ষণাশ্চ সমিধৌ বহ্নিরিধ্বাং সলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥  
পলাশকাষ্ঠাশ্চাদায় ত্বগ্নিহোমার্থমাদরাৎ ।  
মস্তকে ভারকং কৃৎবা খিদ্যমানঃ পদে পদে ॥ ৪ ॥  
উদকস্থানমাসাদ্য তদা বালস্তৃষাশ্চিতঃ ।  
ভুবি ভারং বিনিষ্কিপ্য জলস্থানে তদা শিশুঃ ॥ ৫ ॥

অৰ্দ্ধেনৈকোনবতিরোটৈকরথ তু ভূতঃ ।

পুত্রভাৰ্য্যাকথাং সম্যক্ কথয়ামাস ভূতঃ ॥

চাণ্ডালেন হরিশ্চন্দ্রে শ্মশানকার্য্যার্থঃ নিযুক্তে সত্যনস্তরং জাতং বৃদ্ধমাহ একদাখিতি ।  
রস্তুং ক্রীড়িত্বং নাতিদূরে নিকটে এব ॥ ১ ॥

শক্ত্যানুসারতো ভারবহনে যাবতী শক্তিঃ স্বস্ত তদনুরোধত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আর্য্যপ্ৰীত্যর্থমিতি । বয়স্শেষঃ কিমর্থমিদং দৰ্ভাহরণং ক্রিয়তে ইতি পৃষ্টে সতি আর্য্যো  
মম স্বামী ব্রাহ্মণঃ তৎপ্ৰীত্যর্থমিদং দৰ্ভাহরণং ময়া ক্রিয়ত ইতি তান্ বয়শ্চানুজ্ঞে-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩—৭ ॥

সূত বলিলেন, এদিকে কুমার রোহিতাখ একদিন কাশীর অনতিদূরে ক্রীড়া করিবার  
নিমিত্ত বালকগণের সমভিব্যাহারে বহির্গত হইল ॥ ১ ॥ প্রথমতঃ বালকগণের সহিত  
ক্রীড়া করিল, তাহার পর অগ্রভাগসম্বিত স্বল্পমূল কোমল দৰ্ভ সকল স্বীয় শক্তি-অনুসারে  
গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২ ॥ বালকগণ দৰ্ভ আহরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,  
রোহিত বয়স্শেষদিগকে বলিল, আমার প্রভু ব্রাহ্মণ, তাহারই প্ৰীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত  
ইহা গ্রহণ করিতেছি । তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া যজ্ঞীর লক্ষণাক্রান্ত সমিধ্ এবং  
অনলসন্দীপক কাষ্ঠ হস্তযুগল দ্বারা যত্নসহকারে সংগ্রহ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর  
অনলে হোম করিবার নিমিত্ত আহৃত পলাশকাষ্ঠ ও পূৰ্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল একত্রিত করিয়া  
সেই ভার, সময়ে মস্তকে লইল বটে, কিন্তু অতিপদেই খিদ্যমান হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

কামতঃ সলিলং পীত্বা বিশ্রাম্য চ মুহূর্তকম্ ।  
 বন্মীকোপরি বিশ্রান্তভারো হতুং প্রচক্রমে ॥ ৬ ॥  
 বিশ্বামিত্রোজ্জয়া তাবৎ কৃষ্ণসর্পো ভয়াবহঃ ।  
 মহাবিষো মহাঘোরো বন্মীকান্নির্গতস্তদা ॥ ৭ ॥  
 তেনাসৌ বালকো দম্বন্তদৈব চ পপাত হ ।  
 রোহিতাখ্যঃ মৃতং দৃষ্ট্বা যযুর্বালা দ্বিজালয়ম্ ॥ ৮ ॥  
 ত্বরিতা ভয়সংবিগ্নাঃ প্রোচুস্তস্মাতুরগ্রতঃ ॥ ৯ ॥  
 হে বিপ্রদাসি ! তে পুত্রঃ ক্রীড়াং কৰ্ত্তুং বহির্গতঃ ।  
 অস্মাভিঃ সহিতস্তত্র সর্পদম্বো মৃতস্ততঃ ॥ ১০ ॥  
 ইতি সা তদ্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং তদা ।  
 পপাত মুচ্ছিতা ভূমৌ ছিন্নেব কদলী যথা ॥ ১১ ॥  
 অথ তাং ব্রাহ্মণো ক্রুষ্ঠঃ পানীয়েনাভ্যধিকৃত ।  
 মুহূর্তাচ্ছেতনাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণস্তামথাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

বাল্য রোহিতাখ্যস্ত বয়স্তাঃ ॥ ৮—১১ ॥

নিশামুখে সায়াংকালে রোদনমলস্মীকারকমতি নিবিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

তখন সেই বালক পিপাসার্ত হইয়া জল সন্নিহিত স্থানে গমনপূর্বক ভূতলে তার নিক্ষেপ  
 করিয়া জলপান করিবার নিমিত্ত জলাশয়ে অবতরণ করিল ॥ ৫ ॥ তথায় ইচ্ছানুসারে  
 সলিল পান করিয়া মুহূর্তকাল বিশ্রামের পর যেমন বন্মীকের উপর সেই তার স্থাপন  
 করিয়া উহা পুনর্বার মস্তকে উত্তোলন করিবার উপক্রম করিল, অমনি বিশ্বামিত্রের  
 আজ্ঞার প্রাণিপুঞ্জের ভয়াবহ অতীব ঘোরদর্শন মহাবিষ মহাকায় এক কৃষ্ণবর্ণ কাল-  
 সর্প সেই বন্মীক হইতে অকস্মাৎ বহির্গত হইল ॥ ৬—৭ ॥ ঐ সর্প নির্গত হইয়াই  
 বালককে দংশন করিলে, সেই বালক ভূতলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ  
 করিল । তাহার বয়স্ক বালকগণ রোহিতাখ্যকে মৃত দেখিয়া ব্রাহ্মণের আলয়ে গমন  
 করিল ॥ ৮ ॥ অনন্তর বালকগণ ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া অবিলম্বে তাহার মাতার নিকট  
 উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, বিপ্রদাসি ! তোমার পুত্র আমাদের সহিত ক্রীড়া করিতে  
 বাহিরে গমন করিয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ সেখানে কালসর্প-দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত  
 হইয়াছে ॥ ৯—১০ ॥ রোহিতজননী অশনিপাতসদৃশ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ছিন্ন-  
 মূল কদলীর ভার ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১১ ॥ সেই সময়ে ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার মুখ-  
 মণ্ডলে সলিল সেচন করিতে লাগিলেন, পরে তিনি কণকালমধ্যে চেতনা লাভ করিলে,  
 বিপ্র কুপিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ ছুটে ! নিশামুখে রোদন করা



ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অলক্ষ্মীকারকং নিন্দ্যং জানতী স্বং নিশামুখে ।

রোদনং কুরুষে দুষ্টে ! লজ্জা তে হৃদয়ে ন কিম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণেনৈবযুক্তা সা ন কিঞ্চিদ্ধাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

রুরোদ করুণং দীনা পুত্রশোকেন পীড়িতা ।

অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা ধূসরা মুক্তমূৰ্দ্ধজা ॥ ১৫ ॥

অথ তাং কুপিতো বিপ্রো রাজপত্নীমভাষত ।

ধিক্ ত্বাং দুষ্টে ! ক্রয়ং গৃহ মম কার্য্যং বিলুপ্তসি ।

অশক্তা চেৎ কথং তর্হি গৃহীতং মম তদ্ধনম্ ॥ ১৬ ॥

এবং নির্ভৎসিতা তেন ক্রুরবাক্যৈঃ পুনঃ পুনঃ ।

রুদিতা করুণং প্রাহ বিপ্রঃ গদগদয়া গিরা ।

স্বামিন্ ! মম সূতো বালঃ সর্পদষ্টো মূতো বহিঃ ॥ ১৭ ॥

অনুজ্ঞাং মে প্রযচ্ছস্ব দ্রষ্টুং যাস্তামি বালকম্ ।

দুর্লভং দর্শনং তেন সঞ্জাতং মম সূত্রত ! ॥ ১৮ ॥

ধূসরা ধূলিভির্মলিনেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ক্রয়ং মৌল্যং গৃহ গৃহীত্বৈত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

অতিশয় নিন্দনীয়, বিশেষতঃ ইহাতে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় ; ইহা জানিয়াও তুমি কেন রোদন করিতেছ ? তোমার হৃদয়ে কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই ? ॥ ১৩ ॥ বিপ্রবর এই প্রকার বলিলেও তিনি তাঁহাকে কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না ; প্রত্যুতঃ পুত্রশোকে সাতিশর কাতর হইয়া করুণস্বরে কেবল রোদন করিতে লাগিলেন । তৎকালে তাঁহার শরীর ধূলায় ধূসর, কেশকলাপ বিমুক্ত ও মুখমণ্ডল নরনজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল ; তিনি শোকে অনবরতই কেবল কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ তখন সেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া রাজপত্নীকে বলিলেন, রে দুষ্টে ! তোরে ধিক্ ! আমি তোকে মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, তথাপি তুই আমার কার্য্যের হানি করিতেছিস্ ? তুই যদি আমার কার্য্যই করিতে না পারিবি, তবে কেন অনর্থক আমার অর্থ গ্রহণ করিলি ? ॥ ১৬ ॥ সেই ব্রাহ্মণ বারংবার এই প্রকার নির্ভুরবাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে গদগদবাক্যে বিপ্রকে বলিলেন, স্বামিন্ ! আমার বালকপুত্র সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ হে সূত্রত ! আমি তাহাকে আর দেখিতে পাইব না, সূত্রতাং আমি সেই বালক পুত্রকে দেখিতে বাইব

ইতু্যক্তা করুণং বালা পুনরেব রুরোদ হ ।

পুনস্তাং কুপিতো বিপ্রো রাজপত্নীমভাষত ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

শঠে ! দুষ্টিসমাচারে ! কিং ন জানাসি পাতকম্ ।

যঃ স্বামিবেতনং গৃহ তস্মৈ কার্য্যং বিলুপ্ততি ॥ ২০ ॥

নরকে পচ্যতে সোহথ মহারৌরবপূৰ্ব্বকে ।

উষিত্বা নরকে কল্পং ততোহসৌ কুকুটো ভবেৎ ॥ ২১ ॥

কিমেনোথবাক্য্যং ধৰ্ম্মসংকীৰ্ত্তনে ন মে ।

যস্ত পাপরতো মূৰ্খঃ ক্রুরো নীচোহনৃতঃ শঠঃ ॥ ২২ ॥

তদ্বাক্য্যং নিষ্ফলং তস্মিন্ ভবেদ্বীজমিবোষরে ।

এহি তে বিদ্যতে কিঞ্চিৎ পরলোকভয়ং যদি ॥ ২৩ ॥

এবমুক্তাথ সা বিপ্রং বেপমানাববীক্ষচঃ ।

কারুণ্যং কুরু মে নাথ ! প্রসীদ স্মমুখো ভব ॥ ২৪ ॥

প্রস্থাপয় মুহূৰ্ত্তং মাং যাবদ্রক্ষ্যামি বালকম্ ।

এবমুক্তাথ সা মূৰ্দ্ধ্না নিপত্য দ্বিজপাদয়োঃ ॥ ২৫ ॥

ধৰ্ম্মসংকীৰ্ত্তনে কুতঃ কার্য্যং নাস্তীতি চেত্তদ্রাহ যদ্বিতি । উষরদেশে বীজমিব তদ্বাক্য্যং ধৰ্ম্মশাস্ত্রোপদেশবাক্য্যং তস্মিন্মূৰ্খজাদিধৰ্ম্মবতি নিষ্ফলং বতস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

এহি তে ইতি । এহি গৃহকার্য্যার্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সত্বর অনুমতি প্রদান করুন ॥ ১৮ ॥ এই কথা বলিয়া সেই বালা করুণস্বরে পুনর্বার রোদন করিতে লাগিলেন, বিপ্রও মহাকুপিত হইয়া পুনরায় রাজপত্নীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

শঠে ! তোর আচরণ অতীব দুষণীয় ; কিসে পাতক হয়, তাই তুই জানিস না । যে মানব প্রভুর বেতন গ্রহণ করিয়া তাহার কার্য্য বিলোপ করে, সে ঘোরতর রৌরব নরকে পচ্যমান হইয়া থাকে । সে অল্পকাল নরকে বাস করিয়া অবশেষে কুকুটযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০—২১ ॥ অথবা এই ধৰ্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করায় আমার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ যে ব্যক্তি মূৰ্খ, ক্রুর, নীচ, শঠ ও মিথ্যাবাদী এবং পাপ-কার্য্যে রত, তাহার নিকট ঐদৃশ বাক্য বলিলে উষরভূমিতে উগ্ধ বীজের ভায় উহা নিষ্ফল হইয়াই থাকে । অতএব যদি তোমার পরকালের ভয় থাকে তাহা হইলে এক্ষণে আসিয়া গৃহকার্য্য নির্বাহ কর ॥ ২২—২৩ ॥ তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া কল্পিতকলেবরে বিপ্র-বরকে বলিলেন, প্রভো ! আপনি প্রসন্ন হউন, দাসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া করুণা প্রকাশ করুন ॥ ২৪ ॥ আমি একবার সেই মৃত বালককে দেখিতে যাইব, অতএব আপনি

রুরোদ করুণং বালা পুত্রশোকেন পীড়িতা ।

অথাহ কুপিতো বিপ্রঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৬ ॥

বিপ্র উবাচ ।

কিস্তে পুত্রেণ মে কার্যং গৃহকর্ম কুরুষ মে ।

কিং ন জানাসি মে ক্রোধং কশাঘাতফলপ্রদম্ ॥ ২৭ ॥

এবমুক্তা স্থিতা ধৈর্য্যাদ্ গৃহকর্ম চকার হ ।

অর্দ্ধরাত্রৌ গতস্তম্ভাঃ পাদাভ্যাঙ্গাদিকর্মণা ॥ ২৮ ॥

ব্রাহ্মণেনাথ সা প্রোক্তা পুত্রপার্শ্বং ব্রজাধুনা ।

তস্ম দাহাদিকং কৃত্বা পুনরাগচ্ছ সত্বরম্ ॥ ২৯ ॥

ন লুপ্যেত যথা প্রাতর্গৃহকর্ম মমেতি চ ।

ততস্ত্বেকাকিনী রাত্রৌ বিলপন্তী জগাম হ ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বা মৃতং নিজং পুত্রং ভৃশং শোকেন পীড়িতা ।

যুথভ্রষ্টা কুরঙ্গীব বিবৎসা সৌরভী যথা ॥ ৩১ ॥

পাদাভ্যাঙ্গাদিকর্মণা পাদসংবাহনাদিনেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অথেতি । পাদসংবাহনানন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

মুহূর্তকালের নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়া দিন । সেই বালা পুত্রশোকে এমন কাতর হইয়া-  
ছিলেন যে, এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে মস্তক বিত্তস্ত করিয়া করুণস্বরে রোদন  
করিতে লাগিলেন । তখন সেই কুপিত বিপ্র ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া তাঁহাকে  
বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

তোমার পুত্রে আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? আমার ক্রোধ কি তুমি জাননা ?  
আমার কশাঘাত কি বিন্মত হইয়াছে ? অতএব অবিলম্বে আমার গৃহকার্য্যে তৎপর  
হও ॥ ২৭ ॥ তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া রাজমহিষী ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহকার্য্য  
করিতে লাগিলেন । সেই বিপ্রের পাদসংবাহন করিতে করিতে রাজপত্নীর অর্দ্ধ রাত্রি  
অতিবাহিত হইয়া গেল ॥ ২৮ ॥ সেই কার্য্য শেষ হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,  
অধুনা তুমি পুত্রের নিকট গমন কর, কিন্তু তাহার দাহাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া  
পুনর্বার অবিলম্বে এখানে আগমন করিবে ॥ ২৯ ॥ দেখিও যেন আমার প্রাতঃকালীন  
গৃহকার্য্যের কোন হানি না হয় । পরন্তু রাজপত্নী তাঁহার অমুজ্জা পাইয়া একাকিনী বিলাপ  
করিতে করিতে রাত্রিকালেই পুত্রোদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ ক্রমশঃ বারাণসীর  
বহির্ভাগে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র দরিদ্রের জ্ঞান ভূতলে কাষ্ঠ  
ও ভূণের উপর নিপতিত হইয়া রহিয়াছে । স্বীয় পুত্রকে মৃত অবস্থায় অবলোকন



বারিণশ্চ। বহির্গত্বা ক্ৰণাদৃষ্টা নিজং স্মৃতম্ ।  
 শয়ানং রক্তবস্ত্রমৌ কার্ণদৰ্ভভৃগোপরি ॥ ৩২ ॥  
 বিললাপাতিদুঃখার্থা শব্দং কৃত্বা স্তনিষ্ঠুরম্ ।  
 এহি মে সংমুখং কস্মাদ্রোষিতোহসি বদাধুনা ॥ ৩৩ ॥  
 আয়াস্তভিমুখো নিত্যমশ্বেতু্যক্তা পুনঃ পুনঃ ।  
 গত্বা স্থলংপদা তস্য পপাতোপরিমুচ্ছিতা ॥ ৩৪ ॥  
 পুনঃ সা চেতনাং প্রাপ্য দোৰ্ভ্যামালিঙ্গ্য বালকম্  
 তন্মুখে বদনং স্তস্য রুরোদার্তস্বনৈস্তদা ॥ ৩৫ ॥  
 করাভ্যাং তাড়নং চক্রে মস্তকস্তোদরস্ত চ ।  
 হা বাল ! হা শিশো ! বৎস ! হা কুমারক ! স্তন্দর ! ॥ ৩৬ ॥  
 হা রাজন্ ! ক গতোহসি ত্বং পশ্চেমং বালকং নিজম্ ।  
 প্রাণেভ্যোহপি গরীয়াংসং ভূতলে পতিতং স্মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 তথাপশ্যন্ মুখং তস্য ভূয়ো জীবিতশঙ্কয়া ।  
 নিজীববদনং জ্ঞাত্বা মুচ্ছিতা নিপপাত হ ॥ ৩৮ ॥

( রক্তবৎ দরিদ্র ইব ॥ ৩২—৩৫ ॥

মস্তকস্ত উদরস্ত চোভয়ত্রাপ্যনির্দেশঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

করিয়া সেই সুদীনা রাজমহিষী বুথলষ্টা কুরঙ্গী ও বৎসহীনা সুরভীর স্তায় শোকাভূত  
 হইলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ তখন রাজপত্নী মাধবী অতীব দুঃখিত হইয়া নিরতিশয় কাতরস্বরে  
 এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা পুত্র ! তুমি একবার আমার সন্মুখে আইস ; কি  
 কারণে তোমার ক্রোধ হইয়াছে, আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল ? ॥ ৩৩ ॥ হা ! বৎস !  
 তুমি যে পুনঃ পুনঃ মা মা বলিয়া নিরন্তর আমার নিকট আগমন করিতে, তবে কেন এখন  
 আসিতেছ না ? এই কথা বলিতে বলিতেই স্থলিতপদে গিয়া মুচ্ছিত হইয়া তাহার উপর  
 পতিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ তিনি পুনর্বার চেতনা লাভ করিয়া বাহুগল দ্বারা পুত্রকে  
 আলিঙ্গনপূর্বক তদীয় মুখে মুখার্পণ করিয়া কাতর স্বরে হা পুত্র ! হা শিশো ! হা  
 বৎস ! হা কুমার ! হা স্তন্দর ! বলিয়া ক্রন্দন এবং মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ রাজন্ ! তুমি কোথায় আছ ? তুমি যে স্বীয় পুত্রকে প্রাণ  
 অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞান করিতে ? তোমার সেই পুত্র আজ মৃত্যুবস্থায় ভূমিতে পতিত  
 রহিয়াছে, একবার আসিয়া নিরীক্ষণ কর ॥ ৩৭ ॥ বুঝি পুত্র পুনর্বার বাঁচিয়াছে এই  
 ভাবিয়া তাঁহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যেমন তাঁহার বদন নিজীব  
 বলিখা বোধ হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৮ ॥ অনতি-

হস্তেন বদনং গৃহ্য পুনরেষমভাষত ।

শয়নং ত্যজ হে বাল ! শীঘ্রং জাগৃহি ভীষণম্ ॥ ৩৯ ॥

নিশাদ্বিঃ বর্ধতে চেদং শিবাশতনিনাদিতম্ ।

ভূতপ্রেতপিশাচাদিডাকিনীযুথনাদিতম্ ॥ ৪০ ॥

মিত্রানি তে গতান্ভ্রাতৃভ্রমেকস্ত কুতঃ স্থিতঃ ॥ ৪১ ॥

সূত উবাচ ।

এবমুক্ত্বা পুনস্তম্বী করুণং প্ররুরোদ হ ।

হা শিশো ! বাল ! হা বৎস ! রোহিতাখ্য কুমারক ! ।

রে পুত্র ! প্রতিশব্দং মে কস্মাদ্ভ্রম প্রযচ্ছসি ॥ ৪২ ॥

তবাহং জননী বৎস ! কিং ন জানাসি পশ্য মাম্ ।

দেশত্যাগাদ্রাজ্যনাশাৎ পুত্রভর্তৃশ্ববিক্রিয়াৎ ॥ ৪৩ ॥

যদাসীত্বাচ্চ জীবামি ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র ! কেবলম্ ॥ ৪৪ ॥

শিবানাং শতশ্চ নিনাদঃ সজ্জাতো যস্মিংশ্চাদৃশমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

অস্তাদস্তমারভ্য তে তব মিত্রানি বয়স্তাঃ গৃহান্ গতানি তেবাং মধ্যে ভ্রমেবৈকঃ  
কুতোহত্র স্থিত ইতি বিলাপবাক্যমেতৎ ॥ ৪১ ॥

প্রতিশব্দং প্রত্যুত্তরম্ ॥ ৪২ ॥

পুত্রেতি সম্বোধনম্ ॥ ৪৩ ॥

যজ্জীবামি ত্বাং কেবলং দৃষ্ট্বেব জীবামীত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

বিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার বদন গ্রহণপূর্বক পুনরায় বলিলেন ;  
বৎস ! নিদ্রা পরিহার করিয়া সত্বর জাগরিত হও ; অধুনা ভীষণ রাত্রি উপস্থিত, এ  
সময়ে শত শত শিবর ঘোররব কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। এমন কি ভূত, প্রেত,  
পিশাচ এবং ডাকিনীগণ যুখে যুখে ছুছকার রবে ভ্রমণ করিতেছে। তোমার মিত্রগণ  
স্বর্গ্য অন্ত হইবামাত্রই গৃহে প্রতিগমন করিয়াছে, তুমি কেন এখনো একাকী এখানে  
রহিয়াছ ? ॥ ৩৯—৪১ ॥

সূত বলিলেন, এই বলিয়া সেই কুশালী রাজমহিষী পুনরায় করুণস্বরে রোদন করিতে  
লাগিলেন। হা শিশো ! হা বাল ! হা বৎস ! হা রোহিতাখ্য ! হা কুমার ! হা পুত্র ! তুমি  
কেন আমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না ॥ ৪২ ॥ বৎস ! আমি তোমার জননী,  
তাহা কি তুমি জানিতে পারিতেছ না, একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। পুত্র ! আমি  
রাজ্য হইতে বিচ্যুত ও স্বদেশ হইতে নিকরাসিত হইয়াছি, আমার স্বামী ও নিজ দেহ  
পর্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে, আমি স্বয়ং দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছি। এরূপ অবস্থার কোন্  
ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় ? কেবল তোমার মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়াই আমি

তে জন্মসময়ে বিপ্রৈরাদিষ্টং যত্ননাগতম্ ।  
 দীর্ঘায়ুঃ পৃথিবীরাজঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ ।  
 শৌর্য্যদানরতিঃ সত্ত্বো গুরুদেবদ্বিজার্চকঃ ॥ ৪৫ ॥  
 মাতাপিত্রোস্তু প্রিয়কুৎসত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 ইত্যাদিসকলং জাতমসত্যমধুনা শ্রুত ! ॥ ৪৬ ॥  
 চক্রমংশ্রাবাতপত্রশ্রীবৎসম্বস্তিকধ্বজাঃ ।  
 তব পাণিতলে পুত্র ! কলশশ্চামরন্তুখা ॥ ৪৭ ॥  
 লক্ষণানি তথান্যানি হৃদন্তে যানি সন্তি চ ।  
 তানি সর্বাণি মোঘানি সঞ্জাতান্যধুনা শ্রুত ! ॥ ৪৮ ॥  
 হা রাজন্ ! পৃথিবীনাথ ! ক তে রাজ্যং ক মন্ত্ৰিণঃ ।  
 ক তে সিংহাসনং ছত্রং ক তে খড়্গঃ ক তদ্বনম্ ॥ ৪৯ ॥  
 ক সাযোধ্যা ক হর্শ্যাণি ক গজাশ্বরথপ্রজাঃ ।  
 সর্বমেতত্তথা পুত্র ! মাং ত্যক্ত্বা ক গতৌহসি রে ! ॥ ৫০ ॥  
 হা কান্ত ! হা নৃপাগচ্ছ পশ্চ্যেমাং স্বশ্রুতং প্রিয়ম্ ।  
 যেন তে রিঙ্গতা বক্ষঃ কুক্কুমেनावলেপিতম্ ।  
 স্বশরীররজঃপঙ্কৈর্বিশালং মলিনীকৃতম্ ॥ ৫১ ॥

মোঘানি ব্যর্থানি ॥ ৪৮—৫০ ॥

রিঙ্গতা অতিবালাবস্থাচলনবতা ॥ ৫১—৫৩ ॥

জীবিত রহিয়াছি। তোমার জন্ম সময়ে বিপ্রগণ যে ভবিষ্যৎ বাক্য নির্দেশ করিয়াছিলেন  
 অদ্যাপি ত তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না? তাহারা বলিয়াছিলেন, যে এই বালক শূর,  
 বীর, দীর্ঘায়ু, দাতা এবং দেব দ্বিজ ও গুরুগণের পূজার তৎপর হইবে; অধিক কি, ভূমণ্ডলের  
 এক মাত্র অধীশ্বর হইয়া পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত রাজ্যসুখ অনুভব করিবে। এই পুত্র  
 জিতেন্দ্রিয় হইয়া পিতা মাতার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে; হা পুত্র ! অধুনা সেই সমস্ত  
 কথাই মিথ্যা হইল ॥ ৪৬—৪৭ ॥ হা পুত্র ! চক্র, মংশ্র, আতপত্র, শ্রীবৎস, স্বস্তিক, ধ্বজ,  
 কলশ ও চামর প্রভৃতি চিহ্ন সকল তোমার করতলে বিদ্যমান রহিয়াছে; শ্রুত ! ইহা ভিন্ন  
 অন্যান্য শুভলক্ষণ সকলও হৃদীয় পাণিতলে বিরাজমান, কিন্তু আজ সে সমস্তই কি ব্যর্থ  
 হইল? ॥ ৪৭—৪৮ ॥ হা বৎস ! তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর, কিন্তু তোমার সেই রাজ্য, সেই  
 মন্ত্ৰিবর্গ, সেই সিংহাসন, সেই ছত্র, সেই খড়্গ, সেই বিপুল ধন, সেই অযোধ্যানগরী, সেই  
 হর্শ্যশ্রেণী সেই গজ-অশ্ব-রথ এবং সেই প্রজাবর্গ আজ কোথায় রহিল? হা পুত্র ! এ  
 সমস্ত এবং আমাকেও; ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় রহিলে? ॥ ৪৯—৫০ ॥ হা কান্ত !



যেন তে বালভাবেন মৃগনাভিবিলেপিতঃ ।

ভ্রংশিতো ভালতিলকস্তবাক্ষস্বেন ভূপতে ! ॥ ৫২ ॥

যস্য বক্রং মৃদালিপ্তং স্নেহাঐ চুস্বিতং ময়া ।

তন্মুখং মক্ষিকালিঙ্গ্যং পশ্যে কীটৈর্বিদূষিতম্ ॥ ৫৩ ॥

হা রাজন্ ! পশ্য তং পুত্রং ভুবিস্বং রক্ষবন্মৃতম্ ॥ ৫৪ ॥

হা দেব ! কিং ময়াকৃত্যং কৃতং পূর্বভবাস্তরে ।

তস্য কর্মফলশ্চেহ ন পারমুপলক্ষয়ে ॥ ৫৫ ॥

হা পুত্র ! হা শিশো ! বৎস ! হা কুমারক ! সুন্দর !

এবং তস্যা বিলাপং তে শ্রুত্বা নগরপালকাঃ ।

জাগৃতাঙ্গুরিতাস্তস্যাঃ পার্শ্বমীযুঃ স্তবিস্মিতাঃ ॥ ৫৬ ॥

জনা উচুঃ ।

কা ত্বং বালশ্চ কস্মায়ং পতিস্তে কুত্র তিষ্ঠতি ।

একৈব নির্ভয়া রাত্রৌ কস্মাস্তমিহ রোদিষি ! ॥ ৫৭ ॥

ভূপতে ইত্যস্তং পূর্বারমি ॥ ৫৪—৬০ ॥

যে পুত্র অতি বাল্যাবস্থায় হামাগুড়ি দ্বারা চলিয়া গিয়া কুক্কুম বিলেপিত তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল স্বীয় শরীরের রক্তঃপঙ্ক দ্বারা মলিন করিত ; হা নরনাথ ! একবার আসিয়া সেই প্রিয়তম নিজ পুত্রের অবস্থা অবলোকন কর । ভূপতে ! যে পুত্র তোমার কোড়ে গিয়া বালস্বভাব সুলভ অজ্ঞানতাবশতঃ মৃগনাভিরচিত কপাল-তিলক মর্দন করিয়া দিত, আজ সেই পুত্রের অবস্থা অবলোকন কর । আহা ! পূর্বে আমি ধূলিলিপ্ত যে বদনমণ্ডল চুস্বন করিতাম, আজ সেই বদনকমলে মক্ষিকা উপবেশন করিতেছে, কীট সকল দংশন করিতেছে ? হায় ! ইহাও আমি স্বচক্ষে দর্শন করিতেছি । হা রাজন্ ! তোমার সেই পুত্র দরিদ্রের জায় মৃত অবস্থায় ভূমিশয়ায় শয়ান রহিয়াছে, তুমি একবার আসিয়া দর্শন কর ॥ ৫১-৫৪ ॥ হা দৈব ! আমি জন্মাস্তরে কি অকার্য্যই করিয়াছি যে, ইহকালে সেই কর্মফলের পার পাইবার উপায় দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫৫ ॥ হা পুত্র ! হা শিশো ! হা বৎস ! হা কুমার ! হা সুন্দর ! আর কোথাও কি তোমাকে দেখিতে পাইব না ? রাজমহিষী নাথবী এইরূপে বহু প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, নগরপালেরা তাঁহার ঐদৃশ বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জাগরিত হইল এবং অতীব বিস্মিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার নিকট আগমনপূর্বক জিজ্ঞাসিল ॥ ৫৬ ॥ তুমি কে ? এ কাহার পুত্র ? তোমার পতি কোথায় আছেন ? তুমি একাকিনী নির্ভয়ে রাত্রিকালে কেন এখানে রোদন করিতেছ ? ॥ ৫৭ ॥

এবমুক্তাথ সা তস্মী ন কিঞ্চিদ্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫৮ ॥  
 ভূয়োহপি পৃষ্ঠা সা তুষণীং স্তকীভূতা বভূব হ ।  
 বিললাপাতিদুঃখার্ভা শোকাশ্রপ্নতলোচনা ॥ ৫৯ ॥  
 অথ তে শক্তিতাস্তস্মাং রোমাঞ্চিততনুরুহাঃ ।  
 সন্ত্রস্তাঃ প্রাহরন্তোহিন্মুদ্রুতায়ুধপাণয়ঃ ॥ ৬০ ॥  
 নুনং স্ত্রী ন ভবত্যেযা যতঃ কিঞ্চিন্ন ভাষতে ।  
 তস্মাদ্বধ্যা ভবেদেযা যত্নতো বালঘাতিনী ॥ ৬১ ॥  
 শুভা চেত্তর্হি কিং হত্র নিশার্কে তিষ্ঠতে বহিঃ ।  
 ভক্ষার্থমনয়া নুনমানীতঃ কস্মচিচ্ছিণ্ডুঃ ॥ ৬২ ॥  
 ইতু্যক্তা তৈর্গৃহীতা না গাঢ়ং কেশেষু সত্বরম্ ।  
 ভুজয়োরপরৈশ্চৈব কৈশ্চাপি গলকে তথা ॥ ৬৩ ॥  
 খেচরী যাস্মতীতু্যক্তং বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ ।  
 আকৃষ্য পক্বে নীতা চাণ্ডালায় সমর্পিতা ॥ ৬৪ ॥

বালঘাতিনী কাচিদ্বালঘাতিনী রাক্ষসীয়াং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

শুভা চেদ্ যদি রাক্ষসী নাস্তীত্যর্থঃ । অতএব তস্মাদাহ ভক্ষার্থমিতি ॥ ৬২—৬৫ ॥

তাহারা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কুশঙ্গী রাজমহিষী কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না ॥ ৫৮ ॥ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি নীরবে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিরতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া আবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। শোকবশত তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর তাহারা তাঁহার উপর সন্দেহ করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। এমন কি ত্রাসে তাহাদিগের সর্বাস্ত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তাহারা আয়ুধ সকল উদ্ধৃত করত পরস্পর বলিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥ এই নারী যখন কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে না, তখন এ কখনই স্ত্রীলোক নহে; বোধ হয় এ কোন মায়াবিনী বালঘাতিনী রাক্ষসী হইবে, অতএব যত্নসহকারে ইহাকে বধ করা কর্তব্য ॥ ৬১ ॥ যদি রাক্ষসী না হইবে, তবে কেন এই নিশীথ সময়ে নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিবে? এই রাক্ষসী কাহারও শিশুকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই এখানে আনয়ন করিয়াছে, সন্দেহ নাই ॥ ৬২ ॥ এই কথা বলিয়া তাহারা অনতিবিলম্বে তাঁহার কেশকলাপ স্ফূটরূপে ধারণ করিয়া রাক্ষসি! কোথায় যাইবি? এই বলিয়া কেহ তাঁহার কর, কেহ বা তাঁহার গ্রীবা ধারণ করিল। তখন সেই অসংখ্য অস্ত্রধারী পুরুষেরা বলপূর্বক তাঁহাকে চণ্ডাল-আলয়ে

হে চাণাল ! বহির্দৃষ্টা হুস্মাভির্বালঘাতিনী !  
 বধ্যতাং বধ্যতামেষা শীঘ্রং নীত্বা বহিঃস্থলে ॥ ৬৫ ॥  
 চাণালঃ প্রাহ তাং দৃষ্ট্বা জ্ঞাতেয়ং লোকবিশ্রুতা ।  
 ন দৃষ্টপূৰ্ব্বা কেনাপি লোকভিস্তান্মনেকথা ॥ ৬৬ ॥  
 ভক্ষিতান্মনয়া ভুরি ভবন্তিঃ পুণ্যমর্জিতম্ ।  
 খ্যাতির্বঃ শাস্বতী লোকে গচ্ছধ্বঞ্চ যথাস্থখম্ ॥ ৬৭ ॥  
 দ্বিজস্ত্রীবালগোঘাতী স্বর্ণস্তেয়ী চ যো নরঃ ।  
 অগ্নিদো বত্স'ঘাতী চ মদ্যপো গুরুতল্লগঃ ॥ ৬৮ ॥  
 মহাজনবিরোধী চ তস্মৈ পুণ্যপ্রদো বধঃ ।  
 দ্বিজস্ত্রীপি দ্বিয়ো বাপি ন দোষো বিদ্যতে বধে ॥ ৬৯ ॥  
 অস্তা বধশ্চ মে যোগ্য ইতু্যক্ত্বা গাঢ়বন্ধনৈঃ ।  
 বন্ধা কেশেষথাকৃষ্য রজ্জুভিস্তামতাড়য়ৎ ॥ ৭০ ॥  
 হরিশ্চন্দ্রমথোবাচ বাচা পরুষয়া তদা ।  
 রে দাস ! বধ্যতামেষা দুষ্কৃত্যা মা বিচারয় ॥ ৭১ ॥

লোকভিস্তানি লোকানাং বালকাঃ ॥ ৬৬ ॥

পুণ্যমর্জিতমেতস্মৈ বধেনেত্যর্থঃ ॥ ৬৭—৭২ ॥

লইয়া গিয়া চণালহস্তে সমর্পণ করিল ॥ ৬৩—৬৪ ॥ সকলে বলিল, হে চণালপ্রবর ! আজ নগরের প্রাস্তভাগে এই বালঘাতিনী রাক্ষসীকে ধরিয়াছি, অতএব তুমি বহিঃস্থিত বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া ইহাকে শীঘ্রই বধ কর ॥ ৬৫ ॥

চণাল তাঁহার অবয়ব দর্শন করিয়া বলিল, এই রাক্ষসী ইহলোকে বিখ্যাতা ; আমি ইহাকে পূৰ্ব্ব হইতেই জানি, কিন্তু ইহাকে কখন কেহ দেখিতে পায় না । এই মায়াবিনী সাধারণ লোকের অনেক বালক ভক্ষণ করিয়াছে । ইহার বধনিবন্ধন তোমাদিগের প্রচুর পুণ্য অর্জিত হইবে, আর ইহলোকে তোমাদিগের সুখ্যাতি চিরকাল ঘোষিত হইতে থাকিবে । এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন কর ॥ ৬৬—৬৭ ॥ যে মানব স্ত্রী, বালক, গো ও ব্রাহ্মণ হত্যা করে, যাহা দ্বারা গৃহে অনল প্রদত্ত হয়, যে লোকের গমনপথ বিলুপ্ত করে, যে গুরুপত্নী হরণ, সাধুজনের সহিত বিরোধ এবং সুরাপান করে, তাহাকে বধ করিলে পুণ্যই হইয়া থাকে ; স্ত্রীলোক অথবা ব্রাহ্মণও যদি একরূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়, তথাপি তাহাকে বধ করিলে কিছু মাত্র দোষ স্পর্শ হয় না ॥ ৬৮—৬৯ ॥ সুতরাং ইহাকে বধ করা আমার অবশ্য কর্তব্য । চণাল এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে গাঢ়তর বন্ধন করিল এবং কেশ আকর্ষণপূর্ব্বক রজ্জু দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৭০ ॥



তদ্বাক্যং ভূপতিঃ শ্রুত্বা যজ্ঞপাতোপমং তদা ।

বেপমানোহথ চাণ্ডালং প্রাহ জীবধশঙ্কিতঃ ॥ ৭২ ॥

ন শক্তোহহমিদং কর্তুং প্রেষ্যং দেহি নমাপরম্ ।

অসাধ্যমপি যৎ কৰ্ম তৎ করিষ্যে ত্রয়োদিতম্ ॥ ৭৩ ॥

শ্রুত্বা তদুক্তং বচনং শ্বপচো বাক্যমব্রবীৎ ।

মাতৈষীস্ত্বং গৃহাণাসিং বধোহস্তাঃ পুণ্যদো মতঃ ।

বালানাংমেব ভয়দা নেয়ং রক্ষ্যা কদাচন ॥ ৭৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥

জিহ্নো রক্ষ্যাঃ প্রযত্নেন ন হস্তব্যাঃ কদাচন ।

জীবধে কীর্তিতং পাপং মুনিভির্ধৰ্ম্মতৎপরৈঃ ॥ ৭৬ ॥

পুরুষো যঃ জিহ্নং হন্যাজ্জানতোহজ্ঞানতোহপি বা ।

নরকে পচ্যতে সোহথ মহারোরবপূৰ্ব্বকে ॥ ৭৭ ॥

চাণ্ডাল উবাচ ।

মা বদাসিং গৃহাণেনং তীক্ষ্ণবিদ্যাসমপ্রভম্ ।

যত্রৈকস্মিন্ বধং নীতে বহুনাস্তু স্ত্বং ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥

অপরং প্রেষ্যং সেবকং দেহি স বধং করিষ্যতীত্যর্থঃ । অসাধ্যমপীতি । এতদ্বিরমিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর সে পুরুষবাক্যে হরিশ্চন্দ্রকে বলিল, রে দাস ! ইহাকে বধ কর, ছুট স্বভাববশতঃ এই জ্ঞী অতশয় ছুটী, অতএব ইহার বধবিষয়ে কিছুমাত্র বিচার করিও না ॥ ৭২ ॥

তখন নরপতি তাহার ঈদৃশ অশনিপাত সদৃশ কঠোরতর বাক্য শ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিলেন, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জীবধের আশঙ্কায় চাণ্ডালকে বলিলেন ॥ ৭২ ॥ আমি এ কার্য সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, অতএব আপনি এ ভার অগ্ৰ ভূত্যের উপর সমর্পণ করুন, সেই ইহাকে বধ করিবে, আপনি ইহা ব্যতীত যে কোন কার্যে আদেশ করিবেন, অসাধ্য হইলেও আমি তাহা সম্পাদন করিব ॥ ৭৩ ॥

রাজার সেই বাক্য শুনিয়া শ্বপচ বলিল, তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া অসি গ্রহণ কর ; এই মারাবিনী বালকদিগকে নিরতই বিনষ্ট করে, সুতরাং ইহার বধ পুণ্যজনক, ইহাকে রক্ষা করা কদাচই উচিত নহে ॥ ৭৪ ॥

রাজা তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাহঃসিত হইয়া বলিলেন, জীগণকে সর্বদা যত্নসহকারে রক্ষা করা উচিত, কখনই সংহার করা বিহিত নহে ; বিশেষতঃ ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ জীবধে অধিকতর পাপ নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৭৫—৭৬ ॥ যে পুরুষ জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ জীহত্যা করে, সেই মানব মহারোরব নরকে পচ্যমান হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৭৭ ॥

তস্ম হিংসা কৃত্য নুনং বহুপুণ্যপ্রদা ভবেৎ ।  
 ভক্ষিতান্য়নয়া ভুরি লোকে ভিষ্টানি দুষ্ঠয়া ।  
 তৎ ক্ষিপ্ৰং বধ্যতামেষা লোকঃ স্বহ্মো ভবিষ্যতি ॥ ৭৯ ॥

রাজোবাচ ।

চাণ্ডালাধিপতে ! তীব্রং ব্রতং জীবধবর্জনম্ ।  
 আজন্মতন্ততো যত্ত্বং ন কুৰ্ঘ্যাং জীবধে তব ॥ ৮০ ॥

চাণ্ডাল উবাচ ।

স্বামিকার্য্যং বিনা দুষ্ঠ ! কিং কার্য্যং বিদ্যতে পরম্ ।  
 গৃহীত্বা বেতনং মেহদ্য কস্মাৎ কার্য্যং বিলুপ্তসি ॥ ৮১ ॥  
 যঃ স্বামিবেতনং গৃহ্য স্বামিকার্য্যং বিলুপ্ততি ।  
 নরকান্নিকৃতিস্তস্ম নাস্তি কল্মাষুতৈরপি ॥ ৮২ ॥

রাজোবাচ ।

চাণ্ডালনাথ ! মে দেহি প্রাপ্যমন্মতং সুদারুণম্ ॥ ৮৩ ॥  
 স্বশত্রুং ব্রুহি তং ক্ষিপ্ৰং ঘাতয়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ।  
 ঘাতয়িত্বা তু তং শত্রুং তব দাস্যামি মেদিনীম্ ॥ ৮৪ ॥

(বালঘাতিত্যাঃ জিয়া বধে সর্বেষামুপকারঃ অতোহস্তা বধঃ পুণ্যদ ইত্যর্থঃ ॥ ৭৪-৮৪ ॥

চাণ্ডাল বলিল, তুমি একথা বলিও না, বিদ্যুতের জায় প্রভাসম্পন্ন তীক্ষ্ণধার এই অসি গ্রহণ কর । যে স্থানে একের বধ সম্পাদিত হইলে অনেকের সুখ সংঘটিত হয় তাহার হিংসা করিলে প্রচুর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই । এই ছুট্টা অত্রত্য অনেক বালক ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব অবিলম্বে ইহাকে বধ করিয়া কাশীস্থ জনসাধারণকে সুস্থ কর ॥ ৭৮-৭৯ ॥

রাজা বলিলেন, চাণ্ডালাধিপতে ! আমি জন্মাবধি কখন জীবধ করিব না, এই কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, সেই কারণবশতই আপনার অনুজ্ঞায় জীবধবিষয়ে যত্ন করিতে পারিব না ॥ ৮০ ॥

চাণ্ডাল বলিল, ছুট্ট ! প্রভুর কার্য্য ব্যতীত কোন কার্য্যই শ্রেয়স্কর হইতে পারে না, অতএব বেতন গ্রহণ করিয়া আজ কি কারণে আমার কার্য্য বিলোপ করিতেছ ॥ ৮১ ॥ যে ভৃত্য প্রভুর বেতন লইয়া তাঁহার কার্য্যের হানি করে, সে অযুত কল্মেও নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না ॥ ৮২ ॥

রাজা বলিলেন, চাণ্ডালনাথ ! আমাকে অতীব নিদারুণ অস্ত্র কোন কার্য্যে নিয়োগ করুন, আমি অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিব ॥ ৮৩ ॥ অথবা যদি কেহ আপনার শত্রু থাকে, তাহা নির্দেণ করুন, আমি এখনি তাহাকে সংহার করিব সন্দেহ নাই । আমি

দেবদেবোরগৈঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্বৈরপি সংযুতম্ ।

দেবেন্দ্রমপি জেয্যামি নিহত্য নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৫ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যং হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ ।

চাণ্ডালঃ কুপিতঃ প্রাহ বেপমানং মহীপতিম্ ॥ ৮৬ ॥

চাণ্ডাল উবাচ ।

“নৈতদ্বাক্যং স্মৃষ্টিতং হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ ।

চাণ্ডালদাসতাং কৃত্বা শূরাণাং ভাষসে বচঃ ।

দাস ! কিং বহুনা নুনং শৃণু মে গদতো বচঃ ॥ ৮৭ ॥

নির্লজ্জ তব চেদন্তি কিঞ্চিৎ পাপভয়ং হৃদি ।

কিমর্থং দাসতাং যাতচ্চাণ্ডালস্য তু বেশ্মনি ॥ ৮৮ ॥

গৃহাগ্নেনং ততঃ খড়্গমস্তাশ্চিহ্নি শিরোহম্বুজম্ ।

এবমুক্ত্বাথ চাণ্ডালো রাজ্ঞে খড়্গং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
হরিশ্চন্দ্রবিজ্ঞানবিবাদসূচনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

( অত্রং প্রাপ্যং অত্রং কার্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫—৮৯ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

সেই শত্রুকে সংহার করিয়া আপনাকে এই পৃথিবী প্রদান করিব ॥ ৮৪ ॥ অধিক কি দেব, দানব, উরগ, কিন্নর, সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণের সহিত যদি ইন্দ্রও স্বয়ং সম্মুখীন হন, তথাপি শাণিত শরনিকরে তাঁহাকে নিধন করিয়া পরাজয় করিতে পারিব, কিন্তু কিছুতেই জীহত্যা করিতে পারিব না ॥ ৮৫ ॥

নরপতি হরিশ্চন্দ্রের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া চাণ্ডাল ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া মহীপতিকে বলিল ॥ ৮৬ ॥ তুমি দাস হইয়া যাহা বলিলে তাহা দাসের উপযুক্ত নহে ; তুমি চাণ্ডালের দাসত্ব করিয়া সুরগণের বাক্য বলিতেছ, অতএব দাস ! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, অধুনা যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮৭ ॥ নির্লজ্জ ! তোমার হৃদয়ে যদি কিছুমাত্রও পাপভয় বিদ্যমান থাকিত, তবে চাণ্ডালের আলয়ে কি কারণে দাসত্ব করিতে আসিবে ? ॥ ৮৮ ॥ এই অসি লইয়া ইহার মস্তক ছেদন কর, এই কথা বলিয়া চাণ্ডাল রাজাকে খড়্গ প্রদান করিল ॥ ৮৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের সহিত বিজ্ঞানিত্রের বিবাদ-

সূচনা নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## ষড়্বিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততোহথ ভূপতিঃ প্রাহ রাজ্ঞীং স্থিত্বা হৃদোমুখঃ ।  
অত্রোপবিষ্টতাং বালে ! পাপস্ত্য পুরতো মম ॥ ১ ॥  
শিরস্তে চ্ছেদয়িষ্যামি হস্তং শক্ৰোতি চেৎকরঃ ।  
এবমুক্ত্বা সমুদ্যম্য খড়্গং হস্তং গতৌ নৃপঃ ॥ ২ ॥  
ন জানাতি নৃপঃ পত্নীং সা ন জানাতি ভূপতিম্ ।  
অব্রবীদ্ভৃশদুঃখাৰ্ত্তা স্বমৃত্যুমভিকাঙ্ক্ষতী ॥ ৩ ॥

স্ত্র্যুবাচ ।

চাণ্ডাল শৃণু মে বাক্যং কিঞ্চিদ্বং যদি মন্যসে ।  
মৃতস্তিষ্ঠতি মে পুত্রো নাতিদূরে বহিঃপুরাৎ ॥ ৪ ॥  
তং দহামি হতং যাবদানয়িত্বা তবাস্তিকম্ ।  
তাবৎপ্রতীক্ষ্যতাং পশ্চাদসিনা ঘাতয়স্ব মাম্ ॥ ৫ ॥

সার্কত্রিসহিতৈঃ সপ্ততিক্রোতৈরথ ভূভূতা ।

জাহা স্বকীরপত্নীতি শুশোচ চ ততঃপরম্ ॥

চাণ্ডালেন রাজ্ঞে স্ত্রীবধায় খড়্গে সমর্পিতে ততঃপরং জাতং বৃদ্ধমাহ ততোহথেন্তি ॥১-৮॥

মৃত বলিলেন, তৎপরে রাজা হরিশ্চন্দ্র অধোমুখ হইয়া রাজ্ঞীকে বলিলেন, বালে !  
আমি অতীব পাপিষ্ঠ ; নতুবা এরূপ হীনকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব কেন ? যাহা হউক  
এক্ষণে তুমি আমার সম্মুখে উপবেশন কর ॥ ১ ॥ আমার হস্ত যদি তোমাকে সংহার  
করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার শিরশ্ছেদন করিবে । নরপতি এই কথা বলিয়া  
অসি উদ্যত করত তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন ॥ ২ ॥ রাজা যেমন  
তাঁহাকে নিজ পত্নী বলিয়া জানিতে পারেন নাই, রাজ্ঞীও সেইরূপ তাঁহাকে হরিশ্চন্দ্র  
ভূপতি বলিয়া বিদিত হইতে পারেন নাই, স্ততরাং রাজ্ঞী শোকবশতঃ সাতিশয় কাতর  
হইয়া স্বীয় মৃত্যুবাসনার বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ চণ্ডাল ! যদি তোমার অস্তিক্রটি হয়,  
আমি কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর । আমার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ইহার অনতিদূরে  
নগরপ্রান্তে পতিত রহিয়াছে, তাহাকে তোমার নিকট আনয়ন করিয়া যে পর্য্যন্ত  
তাহার দাহক্য সমাধা না করি তাবৎকাল তুমি অপেক্ষা কর, পশ্চাৎ আমাকে অসি

তেনাথ ষাটমিত্যুক্তা প্রেযিতা বালকং প্রতি ।  
 সা জগামাতিহুঃখার্তা বিলপন্তী সুদারুণম্ । ৬ ॥  
 ভার্য্যা তস্ম নরেন্দ্রস্ম সর্পদষ্টং হি বালকম্ ।  
 হা পুত্র ! হা বৎস ! শিশো ! ইত্যেবং বদতী মুহুঃ ॥ ৭ ॥  
 কুশা বিবর্ণা মলিনা পাংস্বধ্বস্তশিরোরুহা ।  
 শ্মশানভূমিমাগত্য বালং স্থাপ্যাবিশদুবি ॥ ৮ ॥  
 “রাজমদ্য স্ববালং তং পশ্যসীহ মহীতলে ।  
 রমমাণং স্বসখিভির্দষ্টং দুষ্কাহিনা মৃতম্ ॥”  
 তস্মা বিলাপশব্দং তমাকর্ণ্য স নরাধিপঃ ।  
 শবসন্নিধিমাগত্য বস্ত্রমস্ত্রাক্ষিপত্তদা ॥ ৯ ॥  
 তাং তথা রুদতীং ভার্য্যাং নাভিজানাতি ভূমিপঃ ।  
 চিরপ্রবাসসন্তপ্তাং পুনর্জাতামিবাবলাম্ ॥ ১০ ॥  
 সাপি তং চারুকেশান্তং পুরো দৃষ্ট্বা জটালকম্ ।  
 নাভ্যজানাম্পবরং শুক্লবৃক্ষত্বেচোপমম্ ॥ ১১ ॥

বস্ত্রমস্ত্রাক্ষিপত্তদেতি । অস্ত পুত্রশবস্ত্র মুখোপরি যদ্বস্ত্রং স্থিতং তদাক্ষিপৎ আকর্ষিত-  
 বানিত্যর্থঃ । কীদৃশঃ পুত্রোহস্মীতি পরিজ্ঞানার্থমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

ভার্য্যেতি নাভিজানাতি ॥ ১০—১১ ॥

দ্বারা নিহত করিও ॥ ৪—৫ ॥ রাজা বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে ; এই কথা বলিয়া  
 তাঁহাকে সেই মৃত বালকের নিকট যাইতে অনুমতি দিলেন । তখন সেই শীর্ণদেহা, মলিন-  
 বর্ণা ধূলিধূসরিতকেশা রাজমহিষী শ্মশানে উপস্থিত হইয়া উপবেশনপূর্বক সর্পদষ্ট মৃত  
 পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া হা পুত্র ! হা বৎস ! হা শিশো ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে  
 করিতে নরপতির উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, রাজন্ ! আজ আপনার ভূশয্যার শয়ান  
 পুত্রের হৃদয় বিলোকন করুন । বৎস আমার বালবন্ধুগণের সহিত ক্রীড়া করিতে  
 গিয়া ছুটে কাল সর্পের বিষম দংশনে জীবন ত্যাগ করিয়াছে ॥ ৬—৮ ॥

তখন নরপতি হরিশ্চন্দ্র সেই অবলার জঁদুশ করণ বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া শবসন্নিধানে  
 আগমনপূর্বক তাহার মুখের আচ্ছাদন বস্ত্র উত্তোলন করিয়া লইলেন ॥ ৯ ॥ দীর্ঘকাল  
 প্রবাসকষ্টে রাজ্যীর মূর্ত্তি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং নরপতি সেই রোদন্যমানা স্ত্রী  
 ভার্য্যাকে চিনিতে পারিলেন না ॥ ১০ ॥ এদিকে রাজারও পূর্বের মত সে কুক্ষিতাগ কেশ-  
 কলাপ নাই, এখন তাহা জটায় পরিণত হইয়াছে ; বিশেষতঃ তাহার শরীর শুক্লবৃক্ষত্বকের  
 স্থায় রুক্ষতাব ধারণ করিয়াছে, সুতরাং রাজ্যীও নরপতিকে চিনিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥

ভ্রুমৌ নিপতিতং বালং দৃষ্ট্বাশীবিষপীড়িতম্ ।  
 নরেন্দ্রলক্ষণোপেতমচিস্তয়দসৌ নৃপঃ ॥ ১২ ॥  
 অশ্রু পূর্ণেন্দুবহুক্ৰং শুভমুন্নসমভ্রণম্ ।  
 দৰ্পণপ্রতিমোক্তুঙ্গং কপোলযুগশোভিতম্ ॥ ১৩ ॥  
 নীলান্ কেশান্ কুঞ্চিতাশ্রান্ সমান্দীর্ঘাংস্তরঙ্গিণঃ ।  
 রাজীবসদৃশে নেত্রে ওষ্ঠৌ বিশ্বফলোপমৌ ॥ ১৪ ॥  
 বিশালবক্ষা দীর্ঘাক্ষো দীর্ঘবাহুন্নতাংসকঃ ।  
 বিশালপাদো গম্ভীরঃ সূক্ষ্মাঙ্গুল্যবনীধরঃ ।  
 যুগলপাদো গম্ভীরনাভিরুদ্ধতকঙ্করঃ ॥ ১৫ ॥  
 অহো কষ্টং নরেন্দ্রশ্রু কস্তাপ্যেষ কুলে শিশুঃ ।  
 জাতো নীতঃ কৃতান্তেন কালপাশাদুরাশ্রনা ॥ ১৬ ॥

সূত উবাচ ।

এবং দৃষ্ট্বাথ তং বালং মাতুরক্লে প্রসারিতম্ ।  
 স্মৃতিমভ্যাগতো রাজা হাহেত্যশ্রণ্যপাতয়ৎ ॥ ১৭ ॥  
 সোহপ্যুবাচ চ বৎসো মে দশামেতামুপাগতঃ ॥ ১৮ ॥

তরঙ্গিণঃ কুটিলানিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

স্মৃতিমভ্যাগত ইতি মমৈবায়ং পুত্র ইতি স্বপুত্রস্মৃতির্জাতেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তখন রাজা ভূতলনিপতিত বিষজর্জরিত সেই বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রাজলক্ষণ সকল  
 অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ ইহার বদনমণ্ডল পূর্ণ শশধরের  
 শ্রায় অতীব স্নানর, কুত্রাপি বিন্দুমাাত্র ব্রণ নাই; নাসিকা উন্নত; কপোলদ্বয় দৰ্পণসদৃশ  
 বিমল ও প্রশান্ত; কেশকলাপ নীলবর্ণ, কুঞ্চিতাশ্র, সমান, সুদীর্ঘ ও তরঙ্গিত; নেত্রযুগল  
 কমলদলসদৃশ বিষ্কার; ওষ্ঠদ্বয় বিশ্বকলসদৃশ লোহিতবর্ণ; বক্ষঃস্থল বিশাল; নয়ন আকর্ণ-  
 বিশ্রান্ত; বাহু আজামূলধিত; অঙ্গযুগল উন্নত; পাদযুগল বিশাল অথচ যুগলের শ্রায়  
 সুদৃশ; আকৃতি গম্ভীর, অঙ্গুলি সকল সূক্ষ্ম অথচ ভূমণ্ডল ধারণে সক্ষম; নাভি গম্ভীর এবং  
 কঙ্কদেশ উন্নত ॥ ১৩—১৫ ॥ নিশ্চয়ই এই শিশু কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,  
 অহো! কি কষ্ট! ছুরাশ্রা কৃতান্ত ইহাকে এই দশায় আনয়ন করিয়াছে? ॥ ১৬ ॥

সূত বলিলেন, পরে মাতার ক্রোড়ে শয়ান সেই সূত বালকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ  
 করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের মনে পূৰ্ব স্মৃতির আবির্ভাব হইল। তখন তিনি স্বীয় পুত্র বলিয়া  
 জানিতে পারিয়া হায়! হায়! শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। অনবরত অশ্রুধারা  
 বিগলিত হইতে লাগিল। বলিলেন আমারই বৎসের এই অবস্থা ঘটয়াছে? ॥ ১৭—১৮



নীতো যদি চ ঘোরেন কৃতান্তেনাত্মনো বশম্ ।

বিচারয়িত্বা রাজাসৌ হরিশ্চন্দ্রস্তথাস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

ততো রাজ্ঞী মহাদুঃপাবেশাদিদমভাষত ॥ ২০ ॥

রাজ্যুবাচ ।

হা বৎস ! কস্মৈ পাপস্য হুপধ্যানাদিদং মহৎ ।

দুঃখমাপতিতং ঘোরং তদ্রূপং নোপলভ্যতে ॥ ২১ ॥

হা নাথ ! রাজন্ ! ভবতা মামপাস্য স্তু দুঃখিতাম্ ।

কস্মিন্ সংস্থীয়তে স্থানে বিশ্রব্ধং কেন হেতুনা ॥ ২২ ॥

রাজ্যনাশঃ স্তুহত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ ।

হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধাতঃ ! কৃতং ত্বয়া ॥ ২৩ ॥

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা স্থানচ্যুতস্তদা ।

প্রত্যভিজ্জায় দেবীং তাং পুত্রক নিধনং গতম্ ॥ ২৪ ॥

কর্ম্মং মমৈব পত্নীয়ং বালকশ্চাপি মে স্তুতঃ ।

জ্ঞাত্বা পপাত সন্তপ্তো মুচ্ছামভিজগাম হ ॥ ২৫ ॥

তথা স্থিতঃ জিহ্মং প্রতি ন কিঞ্চিদ্বাচেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

যস্তাপধ্যানাদাপতিতং তদ্রূপমিত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥

প্রত্যভিজ্জায়েতি । পূর্ব্বানুভূতচিহ্নজ্ঞানেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৮ ॥

যদিও পুত্র ঘোরতর শমনের বশবর্তী হইয়াছে, তথাপি রাজা হরিশ্চন্দ্র কণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ॥ ১৯ ॥

অনন্তর রাজ্ঞী ঘোরতর দুঃখের আবেগ বশতঃ বলিলেন, হা বৎস ! কোন্ পাপের পরিচিন্তায় আমার এই ভয়ানক দুঃখ উপস্থিত হইল, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না ॥ ২০—২১ ॥ হা নাথ ! হা রাজন ! আমি যারপর নাই দুঃখে কাতর হইয়াছি, জীদৃশ অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি কারণে কোন্ স্থানে বিশ্রব্ধভাবে কাল অতিবাহিত করিতেছ ? ॥ ২২ ॥ বিধাতঃ ! তুমি রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যনাশ, স্তুহত্যাগ, এবং ভার্য্যা ও তনয় বিক্রয় পর্য্যন্ত ঘটাইলে ? তিনি তোমার এত কি অপকার করিয়াছেন ? ॥ ২৩ ॥ তখন রাজা তাঁহার এই প্রকার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, এবং সেই দেবী ও মৃত পুত্রকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, ইনিই আমার পত্নী এবং এই মৃত শিশুই আমার পুত্র । অহো ! কি কষ্ট পরম্পরা । এইরূপে নিরতিশয় শোকতরে আক্রান্ত ও মুচ্ছিত হইয়া রাজা ভূতলে পতিত হইলেন । রাজ্ঞীও রাজার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে যেমন হরিশ্চন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন, অমনি মুচ্ছিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরণীতলে নিপতিত

স। চ তং প্রত্যভিজ্জায় তামবস্থামুপাগতম্ ।  
 মুচ্ছিতা নিপপাতার্তা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে ॥ ২৬ ॥  
 চেতনাং প্রাপ্য রাজেন্দ্রো রাজপত্নী চ তৌ সমম্ ।  
 বিলেপতুঃ স্তম্ভপ্তৌ শোকভারেণ পীড়িতৌ ॥ ২৭ ॥  
 রাজোবাচ ।

হা বৎস ! স্কুমারস্তে বদনং কুঞ্চিতালকম্ ।  
 পশ্যতো মে মুখং দীনং হৃদয়ং কিং ন দীৰ্য্যতে ॥ ২৮ ॥  
 তাত ! তাতেব মধুরং বুবাণং স্বয়মাগতম্ ।  
 উপগুহৈকদা বক্ষ্যে বৎস ! বৎসেতি সৌহৃদাৎ ॥ ২৯ ॥  
 কস্ত জামুপ্রণীতেন পিঙ্গেন ক্রিতিরেণুনা ।  
 মমোত্তরীয়মুৎসঙ্গং তথাস্তং মলমেঘ্যতি ॥ ৩০ ॥  
 ন বালং মম সমুতং মনোহৃদয়নন্দন ! ।  
 ময়্যসি পিতৃমান্ পিত্রা বিক্রীতো যেন বস্তুবৎ ॥ ৩১ ॥  
 গতং রাজ্যমশেষং মে সৰ্বান্ধবধনং মহৎ ।  
 হীনদৈবাম্শংসেন দৃষ্টো মে তনয়স্ততঃ ॥  
 অহং মহাহিদ্‌মস্ত্য পুত্রস্যাননপঙ্কজম্ ।  
 নিরীক্ষমদ্য ঘোরেণ বিষেণাধিকৃতোহধুনা ॥ ৩২ ॥

বক্ষ্যে কিমিতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

পুত্রসুখমদ্যপি মম নালং সমুতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

হইলেন ॥ ২৪—২৬ ॥ কিয়ৎকাল পরে রাজেন্দ্র এবং রাজ্ঞী উভয়েই এককালে চেতনা লাভ করিলেন, পরে শোকভরে নিতান্ত স্তম্ভ ও কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

রাজা বলিতে লাগিলেন, হা বৎস ! তোমার সেই কুঞ্চিত-অলক-শোভিত স্নেহমল বদনমণ্ডল আজ মলিন দেখিয়াও কেন আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না ? ॥ ২৮ ॥  
 রোহিত ! তুমি মধুরস্বরে তাত ! তাত ! বলিয়া কবে আমার নিকট আসিবে ? আমি স্নেহবশতঃ বক্ষে করিয়া বৎস ! বৎস ! বলিয়া কবে তোমার সম্বোধন করিব ? ॥ ২৯ ॥  
 কাহার জামুলিপ্ত পিঙ্গলবর্ণ ক্রিতিরেণু দ্বারা আমার উত্তরীয়, উৎসঙ্গ ও অঙ্গ মলিন হইবে ? ॥ ৩০ ॥ হে হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন ! আমি পিতা হইয়াও সামান্ত বস্তুর দ্বারা তোমাকে বিক্রয় করিয়াছি । অদ্যপি আমার পুত্রসুখসম্ভোগ পর্য্যাপ্ত হয়নাই ॥ ৩১ ॥ হীন দৈবের বিড়ম্বনায় আমার অসীম রাজ্য, বান্ধব ও প্রভূত ধন অন্তর্হিত হইয়াছে, অবশেষে

এবমুক্তা তমাদায় বালকং বাঙ্গদগদঃ ।  
 পরিষজ্য চ নিশ্চেষ্টো মুচ্ছয়া নিপপাত হ ॥ ৩৩ ॥  
 ততস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা শৈব্যা চৈবমচিস্তরং ।  
 অয়ং স পুরুষব্যাভ্রঃ স্বরৈগৈবোপলক্ষ্যতে ।  
 বিদ্বজ্জনমনশ্চন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥  
 তথাস্য নাসিকা তুঙ্গা তিলপুষ্পোপমা শুভা ।  
 দস্তাশ্চ মুকুলপ্রখ্যাঃ খ্যাতকীর্ত্তেমহাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥  
 শ্মশানমাগতঃ কস্মাদ্যদ্যেবং স নরেশ্বরঃ ।  
 বিহায় পুত্রশোকং সা পশ্যন্তী পতিতং পতিম্ ॥ ৩৬ ॥  
 প্রহৃষ্টা বিস্মিতা দীনা ভর্তৃপুত্রার্থীগীড়িতা ।  
 বীক্শন্তী সা তদাপুত্রমুচ্ছয়া ধরণীতলে ॥ ৩৭ ॥  
 প্রাপ্য চেতশ্চ শনকৈঃ সা গদগদমভাষত ।  
 ধিক্ত্বাং দৈব ! হকরুণ ! নির্মৰ্য্যাদ ! জুগুপ্সিত ! ।  
 যেনায়মমরপ্রথ্যা নীতো রাজা স্বপাকতাম্ ॥ ৩৮ ॥

শৈব্যা তস্ত পত্নী ॥ ৩৩ ॥

অয়ং স ইতি । পূৰ্ব্বঃ সন্ধিঃ জ্ঞানং জাতমধুনা তু নিশ্চিতং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

অপপাদিতি মুক্তো রূপং পতিতবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥

আমার এক মাত্র পুত্র ছিল তাহাও নৃশংস শমনের নয়নপথে পতিত হইল । হায় ! বিষম সর্পদংশনে মৃত পুত্রের বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়া আজ আমি ঘোরতর সস্তাপবিষে দগ্ধ হইলাম ॥ ৩২ ॥ রাজা বাঙ্গদগদস্বরে এই কথা বলিয়া যেমন সেই বালককে কোড়ে করিবেন, অমনি মুচ্ছা তাহাকে আক্রমণ করিয়া ভূতলে পতিত করিল ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর রাজাকে নিপতিত দেখিয়া শৈব্যা এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইহার বেক্লপ কণ্ঠস্বর, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ইনিই সেই পুরুষপ্রবর বিদ্বজ্জন-চিস্তরজক রাজা হরিশ্চন্দ্র ॥ ৩৪ ॥ সেই খ্যাতকীর্ত্তি হরিশ্চন্দ্রের যেমন মুকুল সদৃশ দশন-পংক্তি এবং নাসিকা উন্নত ও তিলকুলসদৃশ সুকুমার, ইহারও অবিকল সেইরূপ দেখি-তেছি ॥ ৩৫ ॥ কিন্তু যদি ইনিই সেই নরেশ্বর হরিশ্চন্দ্র, তবে কি কারণে শ্মশানে আগমন করিলেন ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পুত্রশোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যেমন ভূপতিত পতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, অমনি হর্ষ, বিবাদ ও বিষয় যুগপৎ তাহার হৃদয় আক্রমণ করিল । তখন তিনি রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া অবনীতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ পরে ক্রমশ চৈতন্তলাভ করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, হা



রাজ্যনাশং স্নহত্যাগং ভাৰ্য্যাতনয়বিক্রয়ম্ ।

প্রাপয়িত্বাপি যেনাদ্য চাণ্ডালোহয়ং কৃতো নৃপঃ ॥ ৩৯ ॥

নাদ্য পশ্যামি তে ছত্রং সিংহাসনমথাপি বা ।

চামরব্যজনে বাপি কোহয়ং বিধিবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪০ ॥

যস্যাস্য ব্রজতঃ পূৰ্ব্বং রাজানো ভৃত্যতাং গতাঃ ।

স্বোত্তরীয়েঃ প্রকুৰ্বন্তি বিরজঙ্কং মহীতলম্ ॥ ৪১ ॥

সোহয়ং কপালসংলগ্নে ঘটীপটনিরন্তরে ।

মৃতনিৰ্ম্মাল্যসূত্রাস্তল্লগ্নকেশমুদারুণে ॥ ৪২ ॥

বসানিষ্পন্দসংশুকমহাপটলমণ্ডিতে ।

ভস্মাঙ্গারাক্ষদন্ধাঙ্গিমজ্জাসংঘট্টভীষণে ॥ ৪৩ ॥

যশ্চাস্ত্রোতি । পূৰ্ব্বং ভৃত্যতাং গতা রাজানঃ স্তোত্তরীয়েৰ্লগ্নায়মানৈৰ্ভূমিস্পৃশৈৰ্বব্রজৈঃ  
পাদচারিণোহগ্রে ধাবমানা বিরজঙ্কং মহীতলং কুৰ্বন্তি এতাদৃশং ঘটৈশ্চম্বৰ্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কপালসংলগ্নে নরকপালযুক্তে । ঘটীপটনিরন্তরে শবসংস্কারার্থমानीতা অন্নঘটা ঘট্যঃ  
শবপটাস্চ তৈর্নিরন্তরে নিরবকাশে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

মৃতানাং নিৰ্ম্মাল্যসূত্রং তৎকণ্ঠগতপুষ্পমালাসম্বন্ধিত তদস্তম্বস্তম্ভাধ্যো লগ্না যে শবকেশাষ্টভৈঃ  
মুদারুণে ভয়ঙ্করে । বসানিষ্পন্দেন যুক্তং সংশুকং সূৰ্য্যকিরণৈরেতাদৃশং ধরং যম্মহাপটলং  
ভূমেস্তেন মণ্ডিতে ॥ ৪৩ ॥

দৈব ! যে রাজা এক সময়ে অমর সদৃশ ছিলেন, আজ তুমি সেই নরপতিকে রাজ্যনাশ  
স্নহদ্ ত্যাগ, ভাৰ্য্যা এবং পুত্র পর্য্যন্তও বিক্রয় করাইয়া চাণ্ডালরূপে পরিণত করিয়াছ ?  
অতএব তোমার দয়া নাই, ধর্ম নাই, জ্ঞানাত্মার বিচার নাই ও লজ্জাও নাই, স্তুতরাং  
তোমাকে ধিক্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥ রাজন্ ! অন্য তোমার সেই ছত্র, সেই সিংহাসন, সেই চামর,  
সেই ব্যজন যুগল কোথায় গেল ? আজ বিধাতার এ কি বিপরিণাম ? ॥ ৪০ ॥ পূর্বে এই  
মহাত্মা গমন করিলে রাজগণ ভৃত্যস্বরূপ হইয়া স্বীয় উত্তরীর দ্বারা মহীতলের ধূলা অপসারণ  
করিতেন ॥ ৪১ ॥ অহো ! আজ সেই রাজাধিরাজ হরিচ্ছত্র দ্বঃখভারে নিতান্ত নিপীড়িত  
হইয়া অপবিত্র শ্মশানে বিচরণ করিতেছেন ? এই শ্মশানভূমির সকল স্থানেই অসংখ্য  
নরকপাল পতিত এবং শবের শরীরসংস্কার করিবার নিমিত্ত আনীত ক্ষুদ্র কলশ সকল  
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এমন কি ইহার মধ্যে প্রবেশের কিছুমাত্র পথ বিদ্যমান নাই ।  
মৃত মানবগণের গলে যে পুষ্পমালা শোভিত হয়, সেই নিৰ্ম্মাল্য মাল্যের সূত্রে শবের কেশ-  
কলাপ জড়িত হইয়া শ্মশানের ভীষণতা সম্পাদন করিতেছে । ভস্ম, অঙ্গার, অর্দ্ধদন্ধ শব,  
অঙ্গি এবং মজ্জা সজ্জিত হইয়া ইহার অধিকতর ভীষণতা উৎপাদন করিতেছে । এই  
শ্মশানভূমির অধিক স্থানেই বসা সকল শ্লিষ্ট হইয়া সূর্য্যের উত্তাপে শুক হইয়া রহিয়াছে ।  
ইহার স্থানে স্থানে গৃধ ও শকুনী সকল চীৎকার রব এবং মাংসলোলুপ কাক প্রভৃতি

গৃধ্রগোমায়ুনাদার্ভে পুষ্টকুদ্ৰবিহঙ্গমে ।

চিতাধুমায়তপটনীলীকৃতদিগন্তরে ॥ ৪৪ ॥

কুণপাস্বাদনমুদা সম্প্রকৃষ্টনিশাচরে ।

চরত্যমেধ্যে রাজৈন্দ্রঃ শ্মশানে দুঃখপীড়িতঃ ॥ ৪৫ ॥

এবমুক্তাথ সংশ্লিষ্য কণ্ঠে রাজ্ঞো নৃপাত্মজা ।

কষ্ঠং শোকসমাবিষ্টা বিললাপার্তয়া গিরা ॥ ৪৬ ॥

রাজন্ ! স্বপ্নোহথ তথ্যং বা যদেতন্মন্ততে ভবান্ ।

তৎকথ্যতাং মহাভাগ ! মনো বৈ মুহ্যতে মম ॥ ৪৭ ॥

যদ্যেতদেবং ধর্মজ্ঞ ! নাস্তি ধর্মো সহায়তা ।

তথৈব বিপ্রদেবাদিপূজনে সত্যপালনে ॥ ৪৮ ॥

নাস্তি ধর্মঃ কুতঃ সত্যং নার্কজবং নানুতাংশতা ।

যত্র ত্বং ধর্মপরমঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ ॥ ৪৯ ॥

ভস্ম চাক্ষরাশ্চাৰ্দ্ধদগ্ধশবাস্ত্রানি চ মজ্জা চ তেষাং সংঘট্টঃ সংমর্দন্তেন ভীষণে ।  
গৃধ্রগোমায়ুনাং নাদৈরার্ভে যুক্তে পুষ্টাঃ কুদ্ৰবিহঙ্গমা মাংসভক্ষিণঃ কাকাদয়ো যস্মিন্ ॥ ৪৪ ॥

চিতাধুম এবায়তঃ পটন্তেন নীলীকৃতং দিগন্তরং যন্ত । কুণপানাং শবানাং যদাস্বাদনং  
ভক্ষণং তন্মুদা সম্প্রকৃষ্টাঃ সংসক্তা নিশাচরা রাক্ষসা যস্মিন্ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

যদেতন্মন্ততে ইতি । চাণ্ডালদাসোহহমস্মীতি যত্ত্বান্মন্ততে তৎ স্বপ্নো বা মিথ্যা বা  
উত তথ্যং বেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

যদ্যেতদেবং যদি বাস্তবিকী চাণ্ডালদাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যদি ধর্ম এব নাস্তি তদা সত্যং কুতস্তদপি তথার্ক্যবং তথানুতাংশতাপি নাস্তীত্যর্থঃ ।  
ধর্মাদধর্ময়োঃ ফলভেদে হি তদ্বিভাগস্তদভাবে তদ্বিভাগস্তাপ্যভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

পক্ষিগণ ইত্যন্ততঃ বিচরণ করিতেছে। চিতাধুমরূপ আয়তপটদ্বারা ইহার সকল দিগ্বিভা-  
গই নীলবর্ণে পরিণত হইতেছে। রাক্ষসগণ শবসমূহের মাংস ভক্ষণে আনন্দিত হইয়া  
উহার মধ্যে নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ৪২—৪৫ ॥ মহারাজ জৈদৃশ অবস্থায় এখানে  
কালযাপন করিতেছেন ? হায় ! হায় ! কি কষ্ট ! রাজতনয়া শৈব্য! এইরূপ যোরতর শোকে  
অভিভূত হইলেন এবং রাজার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া কাতরস্বরে পুনরায় বিলাপ  
করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজন্ ! আপনি যে বলিলেন, “আমি চাণ্ডাল” ইহা কি স্বপ্ন ?  
অথবা সত্য ? মহারাজ ! যদি চাণ্ডালদাসত্বই সত্য হয়, তবে আমাকে তাহা বলুন, কেন না  
আমার মন নিতান্ত বিমোহিত হইতেছে ॥ ৪৭ ॥ ধর্মজ্ঞ ! আপনি ধর্মে নিরতিশয় আস্থা  
প্রদর্শন করিয়াই স্বীয় সিংহাসন হইতে অবরোপিত হইরাছেন, অতএব ধর্মকার্য্যে সত্য  
পালন এবং বিপ্র ও দেবাদির পূজা বিষয়ে যদি এই প্রকার সাহায্য লাভ হয়, তাহা হইলে

সূত উবাচ ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা নিঃশ্বসোক্ষং সগদগদঃ ।

কথয়ামাস তদ্বন্দ্যৈ যথা প্রাপ্তঃ স্বপাকতাম্ ॥ ৫০ ॥

রুদিহা সা তু স্ফটিরং নিঃশ্বসোক্ষং স্ফুটুঃখিতা ।

স্বপুত্রমরণং ভীরুর্ষধাবত্তং শ্রবেদয়ৎ ॥ ৫১ ॥

শ্রুত্বা রাজা তথা বাক্যং নিপতাত মহীতলে ।

মৃতপুত্রং সমানীয় জিহ্বয়া বিলিহন্ মুহুঃ ॥ ৫২ ॥

হরিশ্চন্দ্রমথো প্রাহ শৈব্যা গদগদয়া গিরা ।

কুরুষ স্বামিনঃ প্রেষ্যং ছেদয়িত্বা শিরো মম ॥ ৫৩ ॥

স্বামিদ্রোহো ন তে স্বদ্য মাসত্যো ভব ভূপতে ! ।

মাসত্যং তব রাজেন্দ্র ! পরদ্রোহস্ত পাতকম্ ॥ ৫৪ ॥

এতদাকর্ণ্য রাজা তু পপাত ভুবি মুচ্ছিতঃ ।

কর্ণেন চেতনাং প্রাপ্য বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৫৫ ॥

( স্বামিনঃ প্রেষ্যং কুরুষ মাং ছিত্বা প্রভুনিয়োগং প্রতিপালয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

স্বামিনশ্চাত্তালস্ত দ্রোহ আদেশোল্লঙ্ঘনরূপমনিষ্টাচরণমিত্যর্থঃ । অসত্যোমাভব স্বামিন আজ্ঞাপালনে পরাণ্ড্ৰমুখঃ সন্ন্যস্ত্যপ্রতিজ্ঞোমাভব ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥ )

ধর্মও রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং ধর্ম না রক্ষিত হইলেই সত্য, আর্জক ও অনুতাপতাও রক্ষা হইবে না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ )

সূত বলিলেন, শীর্ণদেহা শৈব্যার জঁদুশ বাক্য শ্রবণে রাজা দীর্ঘ অথচ উচ্চ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকারে স্বপচন্দ্র প্রাপ্ত হইলেন, বাস্পকণ্ঠে পত্নীর নিকটে সবিত্তার বর্ণন করিলেন ॥ ৫০ ॥ সেই ভীক রাজপত্নী সমস্ত শ্রবণ করিয়া স্বপরোনার্ত্তি দুঃখিত মনে উচ্চ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক যে প্রকারে পুত্রের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, আদ্যো-পান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ৫১ ॥ শ্রবণমাত্রেই রাজা মুচ্ছিত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইলেন । পরে ক্রমশ চেতনা লাভ করিয়া জিহ্বা সংস্পর্শপূর্বক বারংবার মৃতপুত্রের মুখ চুসন করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ তখন শৈব্যা গদগদস্বরে হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, এক্ষণে আমার মস্তক ছেদন করিয়া প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করন ॥ ৫৩ ॥ ভূপতে ! তাহা হইলে আপনি সত্য হইতে পরিজ্ঞান পাইবেন এবং প্রভুর আদেশও লঙ্ঘন করা হইবে না । রাজেন্দ্র ! বিশেষতঃ ইহাতে পরদ্রোহজনিত বা অসত্য ব্যবহারজনিত পাপ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না ॥ ৫৪ ॥ ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু কণমাত্রেই চেতনা লাভ করিয়া নিরতিশয় দুঃখভরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥



রাজোবাচ ।

কথং প্রিয়ে ! স্বয়া প্রোক্তং বচনং স্মৃতিনিষ্ঠুরম্ ।

যদশক্যং ভবেদ্ বক্তুং তৎকৰ্ম ক্রিয়তে কথম্ ॥ ৫৬ ॥

পর্যুবাচ ।

ময়া চ পূজিতা গৌরী দেবা বিপ্রাস্তথৈব চ ।

ভবিষ্যতি পতিস্বং মে হৃদ্যগ্নিন্ জন্মনি প্রভো ! ॥ ৫৭ ॥

শ্রদ্ধা রাজা তদা বাক্যং নিপপাত মহীতলে ।

মৃতস্য পুত্রস্য তদা চুচুশ্চ ছঃখিতো মুখম্ ॥ ৫৮ ॥

রাজোবাচ ।

প্রিয়ে ! ন রোচতে দীর্ঘং কালং ক্লেশং ময়াশিতুম্ ।

নাশ্রায়তোহহং তদ্বজ্রি ! পশু মে মন্দভাগ্যতাম্ ॥ ৫৯ ॥

চাণ্ডালেনাননুজাতঃ প্রবেক্ষ্যে জ্বলনং যদি ।

চাণ্ডালদাসতাং যাস্যে পুনরপ্যনুজন্মনি ॥ ৬০ ॥

নরকঞ্চ বরং প্রাপ্য খেদং প্রাপ্স্যামি দারুণম্ ॥ ৬১ ॥

পূজিতা গৌরীতানেন পরাশক্তেরূপাসিকেষমন্তীতি বোধিতম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

ময়াশিতুং ভোক্তু-মত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

নাশ্রায়ন্তঃ স্বাধানাস্তঃকরণেণ যতোহহং নাস্রীত্যর্থঃ । অননুজাতো নাজ্ঞপ্তঃ ॥ ৬০—৬১ ॥

রাজা বলিলেন, প্রিয়ে ! তুমি কি প্রকারে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য মুখে আনিলে ? বাহা মুখেও উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, তাহা কি রূপে কার্য্যে পরিণত করিব ? ॥ ৫৬ ॥

শৈব্যা বলিলেন, বিভো ! আমি গৌরী দেবীর পূজা করিয়াছি এবং অন্তান্ত দেবতা ও দ্বিজগণের অর্চনা করিয়াছি, মৃতরাং তাঁহাদিগের কৃপায় আপনি জন্মান্তরেও আমার পতি হইবেন ॥ ৫৭ ॥ রাজা ইহা শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ মহীতলে নিপতিত হইলেন, এবং অবিলম্বে উখিত ও ছঃখিত হইয়া মৃত পুত্রের মুখচূষন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

রাজা বলিলেন, প্রিয়ে ! আমি আর দীর্ঘকাল ক্লেশবহন করিতে পারিব না, কিন্তু কৃশাঙ্গি ! দেখ আমি এমন হতভাগ্য যে, আপনার অন্তঃকরণের উপরেও আমার কিছু মাত্র আধিপত্য নাই ॥ ৫৯ ॥ চাণ্ডালের বিনা অনুজ্ঞায় যদি অনলে প্রবেশ করি, তাহা হইলে জন্মান্তরেও পুনর্বার আমাকে চাণ্ডালের দাসত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে ॥ ৬০ ॥ পরে নরকে গিয়া নিদারুণ ক্লেশভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ॥ ৬১ ॥ মহারৌরব

তাপং প্রাপ্যামি সম্প্রাপ্য মহারৌরবরৌরবে ।  
 মমস্য দুঃখজলধৌ বরং প্রাণৈর্বিয়োজনম্ ॥ ৬২ ॥  
 একোহপি বালকো যোহয়মাসীদ্বংশকরঃ স্মৃতঃ ।  
 মম দৈবানুযোগেন স্মৃতঃ সোহপি বলীয়সা ॥ ৬৩ ॥  
 কথং প্রাণান্ বিমুক্তামি পরায়ন্তোহস্মি দুর্গতঃ ।  
 তথাপি দুঃখবাহুল্যাৎ ত্যক্ত্যামি তু নিজাং তনুম্ ॥ ৬৪ ॥  
 ত্রৈলোক্যে নাস্তি তদুঃখং নাসিপত্রবনে তথা ।  
 বৈতরণ্যাং কুতস্তদ্বদ্যাদৃশং পুত্রবিপ্লবে ॥ ৬৫ ॥  
 সোহহং স্মৃতশরীরেণ দীপ্যमानে হতাশনে ।  
 নিপতিষ্যামি তদ্বস্মি ! ক্ষম্যত্বাং তন্মমাধুনা ॥ ৬৬ ॥  
 ন বক্তব্যং ত্বয়া কিঞ্চিদতঃ কমললোচনে ! ।  
 মম বাক্যঞ্চ তদ্বস্মি ! নিবোধ্যাহতমানসা ॥ ৬৭ ॥  
 অনুজ্ঞাতাথ গচ্ছ ত্বং বিপ্রবেশ্য শুচিস্মিতে ! ।  
 যদি দত্তং যদি হৃতং গুরবো যদি তোষিতাঃ ॥ ৬৮ ॥

বলীয়সা দৈবানুযোগেন মমৈকোহপি পুত্রো মৃতোহতঃ প্রাণৈর্বিয়োজনং মম বরম্ ।  
 পরন্তু পরায়ন্তোহস্মি চাণ্ডায়ন্তোহসি ততস্তদ্বদ্যাদৃশং দেহত্যাগে তন্তু ঋণস্তাবশেষা-  
 য়রকদুঃখং স্মাদিত্তি ভাবঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

ইথং পূর্কং বিমুক্ত নরকদুঃখাদপি পুত্রশোকো দুঃসহ ইতি মজ্জা পুনরাহ তথাপীতি ॥ ৬৪ ॥

নরকে উপনীত হইয়া বহুকাল অসহ্য নরক-যন্ত্রণা সহ করিব, তাহাও আমার ভাল, কিন্তু  
 আমার এই বালক পুত্রই বংশরক্ষাকারক, আমার সেই পুত্রই বলবান্ দৈবের বিপাকবশতঃ  
 প্রাণত্যাগ করিয়াছে, স্মৃতরাং ক্লেশসাগরে মগ্ন হইয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা আমার প্রাণত্যাগ  
 করাই বিধেয় ॥ ৬২—৬৩ ॥ আমার দেহ এক্ষণে চণ্ডালের অধীন, স্মৃতরাং এ দুর্গত অবস্থায়  
 কি প্রকারে জীবন বিসর্জন করি, কারণ তাহার বিনা অমুমতিতে প্রাণত্যাগ করিলে  
 তাহার ঋণবশতঃ নরকভোগ করিতে হইবে ; তাহা হইলেও অতিশয় দুঃখের কারণে  
 নিজ দেহ পরিত্যাগ করিব ॥ ৬৪ ॥ (পুত্রবিয়োগে যাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, বৈতরণী  
 নদী পার হইতে বা অসিপত্রবনেও তাদৃশ দুঃখভোগ করিতে হয় না । অধিক কি, ত্রৈলোক্য  
 মধ্যেও সে রূপ কোন দুঃখই নাই ॥ ৬৫ ॥ আমি এক্ষণে পুত্রের মৃতদেহের সহিত দীপ্য-  
 মান অনলে নিপতিত হইব । অতএব কৃশাদি ! তুমি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বাক্য ব্যয় করিও  
 না ॥ ৬৬—৬৭ ॥ শুচিস্মিতে ! এক্ষণে অমুমতি করিতেছি, তুমি বিপ্রের আলয়ে গমন কর ।  
 যদি কখন ধনদান, অনলে আহুতি প্রদান ও গুরুজনদিগের সন্তোষবিধান করিয়া থাকি,  
 তবে পরলোকে পুত্র এবং তোমার সহিত সমাগম হইবে ; কিন্তু ইহলোকে এ অভীষ্টনাভের

সঙ্গমঃ পরলোকে মে নিজপুঞ্জেন চ ত্বয়া ।

ইহ লোকে কুতস্তে তদ্বিষ্যতি সমীপিতম্ ॥ ৭৯ ॥

যন্ময়া হসতা কিঞ্চিদ্রহসি ত্বাং শুচিন্মিতে ! ।

অশেষমুক্তং তৎ সৰ্বং ক্ষম্যন্তব্যং মম যাস্যতঃ ॥ ৭০ ॥

রাজপত্নীতি গৰ্বেণ নাবজ্ঞেয়ঃ স মে দ্বিজঃ ।

সৰ্বযত্নেন তোষ্যঃ স্যাৎ স্বামী দৈবতবচ্ছূভে ! ॥ ৭১ ॥

রাজ্যুবাচ ।

অহমপ্যত্র রাজর্ষে ! নিপতিষ্যে হতাশনে ।

দুঃখভারাসহা দেব ! সহ যাস্যামি বৈ ত্বয়া ॥ ৭২ ॥

ত্বয়া সহ মম শ্রেয়ো গমনং নান্যথা ভবেৎ ।

সহ স্বৰ্গঞ্চ নরকং ত্বয়া ভোক্ষ্যামি মানদ ! ।

শ্রুত্বা রাজা তদোবাচ এবমস্তু পতিব্রতে ! ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
হরিচ্ছন্দ্রশোকবর্ণনং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

তদেনোপপাদয়তি ত্রৈলোকে ইতি ॥ ৬৫—৭৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সম্ভাবনা নাই ॥ ৬৮—৬৯ ॥ শুচিন্মিতে ! আমি পরিহাসচ্ছলে গোপনে যদি কোন  
অপ্রামাণিক কথা বলিয়া থাকি, তবে আমার প্রয়াণসময়ে তৎসমুদয় ক্ষমা করিবে ॥ ৭০ ॥  
শুভে ! তুমি রাজপত্নী বলিয়া গৰ্ববশতঃ সেই দ্বিজবরকে কখন অবজ্ঞা করিও না,  
প্রভুকে দেবতার স্থায় জ্ঞান করিয়া যত্নসহকারে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিও ॥ ৭১ ॥

রাজ্ঞী বলিলেন, রাজর্ষে ! আমিও এই প্রজ্বলিত হতাশনে নিপতিত হইব । দেব !  
আমি এ দুঃখভার বহন করিতে পারিব না, সুতরাং আপনার সহ গমন করিব ॥ ৭২ ॥  
আপনার সহ গমন আমার শ্রেয়ঃ, সুতরাং ইহার অন্যথা হইবে না । মানদ ! আপনার  
সহিত স্বৰ্গ বা নরকভোগ করিব । তখন ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, পতিব্রতে !  
বাহা তোমার অতিক্রমি ॥ ৭৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিচ্ছন্দ্রের শোকবর্ণন নামক

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## সপ্তবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

ততঃ কৃত্বা চিতাং রাজা আরোপ্য তনয়ং স্বকম্ ।  
ভার্যয়া সহিতো রাজা বদ্ধাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ১ ॥  
চিস্তয়ন্ পরমেশানীং শতাক্ষীং জগদীশ্বরীম্ ।  
পঞ্চকোষাস্তরগতাং পুচ্ছবৃক্ষস্বরূপিণীম্ ॥ ২ ॥  
রক্তাঙ্গরপরীধানাং করুণারসমাগরাম্ ।  
নানায়ুধধরামশ্বাং জগৎপালনতৎপরাম্ ॥ ৩ ॥  
তস্মা চিস্তয়মানস্মা সৰ্বদেবাঃ সবাসবাঃ ।  
ধৰ্ম্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুস্তরাশ্রিতাঃ ॥ ৪ ॥  
আগত্য সৰ্ব্বৈ প্রোচুস্তে রাজহ্মণু মহাপ্রভো ! ।  
অহং পিতামহঃ সাক্ষাৎকৰ্ম্মশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥

যাধিকৈশ্চৈব চত্বারিংশতিঃ পদৈর্যতঃপরম্ ।

হরিশ্চন্দ্রবর্গবাসো বিস্তরেণোপবৰ্য্যতে ।

রাজা স্বদেহদহননিশ্চয়ে কৃতেহনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ ততঃ কৃত্বেতি ॥ ১ ॥  
তস্মিন্ সময়ে স্বেষ্টদেবতাঃ শতাক্ষীং চিস্তয়ামাসেত্যাহ চিস্তয়ন্নতি । পুচ্ছবৃক্ষস্বরূপিণীং  
বৃক্ষপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি তৈত্তিরীয়শ্রুতিপ্রতিপাদিতপুচ্ছবৃক্ষস্বরূপিণীমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥  
নানায়ুধেতি । তানি চায়ুধানি বক্ষ্যমাণাধ্যায়ে স্পষ্টানি ॥ ৩ ॥  
ধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মাভিমানিনীং দেবতাম্ । তস্মা চিস্তয়মানস্তেত্যেনেন স্বরাশ্রিতা ইত্যেনেন  
চেদন্বোধিতং পরমেশ্বরীভক্ত্য ছলে কৃতে শতধা মূৰ্দ্ধচ্ছেদঃ শ্রাদ্ধিতি শীঘ্রং তস্মা প্রসাদঃ  
সম্পাদয়িতব্য ইতি ॥ ৪—৬ ॥

শ্রুত বলিলেন, পরে রাজা হরিশ্চন্দ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় পুত্রকে তাহার উপর  
স্থাপন করিলেন । তাহার পর স্বয়ং কৃতাজলি হইয়া ভার্য্যার সহিত জগদীশ্বরী পরমে-  
শানীর ধ্যান করিতে লাগিলেন । সেই শতাক্ষী জীবনিবহের অঙ্গময়াদি পঞ্চকোষের  
অস্তরে বিরাজমান রহিয়াছেন । তিনি অঙ্গরসময় পুরুষের পুচ্ছস্থিত (আধার চক্রস্থিত)।  
বৃক্ষস্বরূপিণী এবং করুণারসের সাগরস্বরূপা । তিনি রক্তবসন পরিধান করিয়া নানাবিধ  
আয়ুধ ধারণপূর্বক জগতের রক্ষাকার্য্যে তৎপর রহিয়াছেন ॥ ১—৩ ॥ রাজা তাঁহার ঈদৃশ  
ধ্যানে নিমগ্ন হইলে বাসবাদি সমস্ত দেবতাবর্গ ধৰ্ম্মকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে হরিশ্চন্দ্রের  
নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৪ ॥ তাঁহারা সকলে উপনীত হইয়া বলিলেন, রাজন্ ! তুমি  
শ্রবণ কর । আমি পিতামহ, স্বয়ং ধৰ্ম্ম, ভগবান্ বিষ্ণু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ,

সাধ্যাঃ সবিধে মরুতো লোকপালাঃ সচারণাঃ ।  
 নাগাঃ সিদ্ধাঃ সগন্ধৰ্বা রুদ্রাশ্চৈব তথাশ্বিনৌ ।  
 এতে চান্ধেহথ বহবো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ ৬ ॥  
 বিশ্বত্রেণ যো মৈত্ৰীং কৰ্ত্তুমিচ্ছতি ধৰ্ম্মতঃ ।  
 বিশ্বামিত্রঃ স তেহভীষ্টমাহৰ্ত্তুং সম্যগিচ্ছতি ॥ ৭ ॥  
 ধৰ্ম্ম উবাচ ।

মা রাজন্ সাহসং কাৰ্ষীৰ্ধন্মোহহং ত্রাযুপাগতঃ ।  
 তিতিক্ষাদমসত্ত্বাদৈতদ্ভদ্রং নৈঃ পরিতোষিতঃ ॥ ৮ ॥  
 ইন্দ্র উবাচ ।

হরিশ্চন্দ্র ! মহাভাগ ! প্রাপ্তঃ শক্রোহস্মি তেহস্তিকম্ ।  
 ত্রয়াদ্য ভাৰ্য্যাপুত্রেণ জিতা লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ৯ ॥  
 আরোহ ত্রিদিবং রাজন্ ! ভাৰ্য্যাপুত্রসমম্বিতঃ ।  
 স্তুত্প্রাপং নরৈরনৈর্জিতমাত্মীয়কৰ্ম্মভিঃ ॥ ১০ ॥  
 সূত উবাচ ।

ততোহমৃতময়ং বৰ্ষমপমৃত্যুবিনাশনম্ ।  
 ইন্দ্রঃ প্রাস্তজদাকাশাচ্চিতামধ্যগতে শিশৌ ॥ ১১ ॥

বিশ্বামিত্রশকার্থমাহ বিশ্বত্রেণেতি । বিশ্বঃ মিত্রঃ যন্ত বিশ্বামিত্র ইত্যর্থঃ । ধার্মিক-  
 জনানাং নিত্যং মিত্রসময়মিচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭—১৭ ॥

লোকপালগণ, চারণগণ, নাগগণ, গন্ধৰ্বগণ, সিদ্ধগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমার যুগল, অপরাপর  
 সমস্ত দেবতাগণ এবং বিশ্বামিত্র স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন । যে বিশ্বামিত্র বিশ্বত্রেণ প্রদান  
 করিয়াও ধৰ্ম্মানুসারে মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে সেই বিশ্বামিত্রই তোমার অভীষ্ট  
 দান করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন ॥ ৪—৭ ॥

ধৰ্ম্ম বলিলেন, রাজন্ ! এরূপ সাহসিক কার্যে উদ্যত হইও না । আমি ধৰ্ম্ম, আমি তোমার  
 তিতিক্ষা, দম, সত্ত্বাদি গুণগ্রামে পরিতুষ্ট হইরা, তোমার নিকট উপস্থিত হইরাছি ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, হরিশ্চন্দ্র ! আমিও তোমার নিকট উপস্থিত হইরাছি, স্তুতরাং তোমার  
 সৌভাগ্যের সীমা নাই ; তুমি ভাৰ্য্যা এবং পুত্রের সহিত অদ্য সনাতন লোক জয় করি-  
 রাছি ॥ ৯ ॥ রাজন্ ! মানবগণের বাহা হুত্ৰাপ্য, তুমি স্বীয় কৰ্ম্মফলে তাহা জয় করিলে,  
 অতএব ভাৰ্য্যা ও পুত্র সমভিব্যাহারে স্বর্গে আরোহণ কর ॥ ১০ ॥

সূত বলিলেন, তাহার পর ইন্দ্র চিতামধ্যস্থিত শিশুর উপর অপমৃত্যু বিনাশন অমৃত  
 বৰ্ষণ করিলেন । ঐ সময় আকাশমণ্ডল হইতে মহতী পুষ্পবৰ্ষণ এবং হুত্ৰুভিধ্বনি

পুষ্পরুষ্টিশ্চ মহতী দুন্দুভিস্বন এব চ ॥ ১২ ॥

সমুত্তমো যুতঃ পুত্রো রাজসুত মহাত্মনঃ ।

অকুমারতনুঃ স্বস্থঃ প্রসন্নঃ প্রীতমানসঃ ॥ ১৩ ॥

ততো রাজা হরিশ্চন্দ্রঃ পরিষজ্য সূতং তদা ।

সভার্য্যঃ স্বশ্রিয়া যুক্তো দিব্যমাল্যাস্বরারুতঃ ॥ ১৪ ॥

স্বস্থঃ সম্পূর্ণহৃদয়ো যুদা পরময়ারুতঃ ।

বভূব তৎক্ষণাদিত্তো ভূপতৈবমভাষত ॥ ১৫ ॥

সভার্য্যস্ত্বং সপুত্রশ্চ স্বলোকং সদগতিং পরাম্ ।

সমারোহ মহাভাগ ! নিজানাং কৰ্ম্মণাং ফলম্ ॥ ১৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

দেবরাজানুজাতঃ স্বামিনা স্বপচেন হি ।

অকৃত্বা নিকৃতিং তস্য নারোক্যে বৈ সুরালয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ ।

তবৈবং ভাবিনং ক্লেশমবগম্যাত্মমায়য়া ।

আত্মা স্বপাকতাং নীতো দর্শিতং তচ্চ পক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥

তবৈবং ভাবিনমিতি । তব ধর্ম্মপরীক্ষার্থং ময়া ধর্ম্মেণাত্মমায়য়া স্বমায়য়া স্বাষ্ট্রৈব স্বপাকতাং নীত ইত্যর্থঃ । অহমেব চাণ্ডালোহহমেব চ ব্রাহ্মণঃ কৃষ্ণসর্পশ্চ ন মতোহতিরিক্তা-  
চাণ্ডালব্রাহ্মণসর্পাঃ সম্যগীতি ভাবঃ ॥ ১৮—২০ ॥

হইতে লাগিল ॥ ১১—১২ ॥ ইত্যবসরে সেই মহাত্মভব রাজার পুত্র চিতা হইতে গাত্রো-  
ত্থান করিলেন । তিনি পুত্রের স্থায় অকুমারদেহ অস্থচিত্ত প্রসন্ন এবং প্রীতমানস হই-  
লেন ॥ ১৩ ॥ হরিশ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সেই সময়ে রাজা ও  
রাজপত্নী উভয়েই পুত্রের স্থায় সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া মনোহর বস্ত্র ও মাল্যদ্বারা ভূষিত  
হইলেন ॥ ১৪ ॥ তখন স্বাস্থ্যলাভ এবং অভীষ্টলাভ বশতঃ নিরতিশয় আনন্দে তাঁহার  
হৃদয় পরিপূর্ণ হইল । তৎকালে ইন্দ্র নরপতিকে বলিলেন, মহাভাগ ! তুমি পুত্র ও কলত্র  
সহিত নিজ কৰ্ম্মফলে স্বর্গে আরোহণ করিয়া পরম পবিত্র সদগতিলাভ কর ॥ ১৫—১৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দেবরাজ ! স্বপচ আমার প্রভু, সূতরাং তাঁহার নিকট নিকৃতি  
লাভ না করিয়া এবং তাঁহার বিনা অনুজ্ঞার আমি সুরলোকে গমন করিব না ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্ম বলিলেন, তোমার এই প্রকার ভাবী ক্লেশ অবগত হইয়াই আমি স্বীয় মায়ার  
স্বয়ং স্বপচরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে সেই চণ্ডালপুত্রী প্রদর্শন করিয়াছি ॥ ১৮ ॥ অধিক কি,



ইন্দ্র উবাচ ।

প্রার্থ্যতে যৎপরং স্থানং সমন্তৈর্মনুজৈর্ভুবি ।

তদারোহ হরিশ্চন্দ্র ! স্থানং পুণ্যকৃতাং নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

দেবরাজ ! নমস্তভ্যং বাক্যং চেদং নিবোধ মে ॥ ২০ ॥

মচ্ছোকমগ্নমনসঃ কোসলে নগরে নরাঃ ।

তিষ্ঠন্তি তানপাঠৈশ্চবং কথং যাস্থাম্যহং দিবম্ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গোবধঃ স্ত্রীবধস্তথা ।

তুল্যমেভির্মহৎপাপং ভক্তত্যাগাদুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

ভজন্তুঃ ভক্তমত্যাজ্যং ত্যজতঃ স্মাৎ কথং সুখম্ ।

তৈর্বিনা ন প্রযাস্থামি তস্মাচ্ছক্রে ! দিবং ব্রজ ॥ ২৩ ॥

যদি তে সহিতাঃ স্বর্গং যয়া যাস্তি সুরেশ্বর ! ।

ততোহহমপি যাস্থামি নরকং বাপি তৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥

( মচ্ছোকমগ্নমনসঃ কোশলবাসিনঃ সর্কে মদ্বিরহজনিতহঃখসাগরে মগ্না ইত্যর্থঃ । তান্ অপাস্ত্র বিহায় তৈর্বিনেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

এভির্ব্রহ্মহত্যা সুরাপানগোবধস্ত্রীবধাদিভিঃ । উদাহৃতং কথিতং শাস্ত্রকাটেরিত্যর্থ ইতি ॥ ২২ ॥

তৈর্মদনুরক্তৈঃ প্রজাবর্গৈঃ সহ নরকগমনমপি মম শ্রেয়স্তথাপি তৈর্বিনা স্বর্গমপি নাহমভিকাময় ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ )

আমিই সেই চণ্ডাল, আমিই সেই ব্রাহ্মণ এবং আমিই সেই কৃষ্ণসর্প হইয়া তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছি । ইন্দ্র বলিলেন, হরিশ্চন্দ্র ! তুমিওলের যাবতীর মানব যে স্থান অধিকার করিতে প্রার্থনা করেন, তুমি স্বীয় পুণ্যবলে সেই স্থানে আরোহণ কর ॥ ১৯ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দেবরাজ ! আমি আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমার বাক্য প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করুন ॥ ২০ ॥ কোশলনগরবাসী মানববৃন্দ মদীয় বিরহরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে । এক্ষণে সেই শোকসন্তপ্ত প্রজাবর্গকে ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে স্বর্গলোকে গমন করিতে পারি ॥ ২১ ॥ ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, সুরাপান এবং গোবধের তুল্য মহাপাতক হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ শক্রে ! যে ভক্ত নিরন্তর সেবার নিরন্তর, তাহাকে ত্যাগ করা নিতান্ত অনুচিত, স্মৃতরাং ত্যাগ করিলে কি প্রকারে সুখভোগ ঘটিতে পারে, অতএব তাহাদিগকে না লইয়া আমি স্বর্গধামে বাইব না । আপনি স্বর্গলোক প্রতিগমন করুন ॥ ২৩ ॥ সুরেশ্বর ! যদি তাহারা আমার সহিত যাইতে পার, তবে আমিও তাহাদিগের সহিত স্বর্গে বা নরকে যাইতে পারি ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

বহুনি পুণ্যাপাপানি তেষাং ভিন্নানি বৈ নৃপ ! ।

কথং সংঘাতভোজ্যং ত্বং ভূপ ! স্বর্গমভীপ্সসি ॥ ২৫ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

ভুংক্তে শক্র ! নৃপো রাজ্যং প্রভাবাৎপ্রকৃতেধ্ববম্ ।

যজতে চ মহাযজ্ঞৈঃ কৰ্ম্মপূৰ্ত্তং কৰোতি চ ॥ ২৬ ॥

তচ্চ তেষাং প্রভাবেন ময়া সৰ্ব্বমনুষ্ঠিতম্ ।

উপদাদাম্ সন্ত্যক্ত্যে তানহং স্বর্গলিপ্সয়া ॥ ২৭ ॥

তস্মাদ্যন্মম দেবেশ ! কিঞ্চিদস্তি স্মৃচেষ্টিতম্ ।

দত্তমিচ্ছমথো জপ্তং সামান্যং তৈস্তদস্তু নঃ ॥ ২৮ ॥

বহুকালোপভোজ্যঞ্চ কলং যন্মম কৰ্ম্মগম্ ।

তদস্তু দিনমপ্যেকং তৈঃ সমং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥

ভুংক্তে শক্রেতি । প্রকৃতেঃ পৌরবর্গস্ত ॥ ২৫ ॥

তেষাং প্রভাবেনৈবায়ং মম ধৰ্ম্মশ্চলিতোহস্তি তথা চ । তানুপদাদান্ রাজদ্রব্যদাতৃন্  
সন্ত্যক্ত্যে তৈঃ সঠৈব স্বর্গং গমিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

কিঞ্চ তেষাং লোকানাং পুণ্যং স্বর্গপ্রাপকং নাস্তীতি বদসি চেন্ময়া যৎপুণ্যং কৃতং  
তদেতেষামস্তিত্যাহ তস্মাদ্যন্মমেতি ॥ ২৭ ॥

নহু যৈকেন তৎপুণ্যং ভোক্তাতে চেদ্বহুকালভোগায় ভবতি তৈঃ সহ ভূজাতে  
চেৎ পুণ্যস্ত বিভাগাদেকদিনং ভোগায়ৈব তত্ত্ববিষ্যতীতি চেদিষ্টাপত্তিরিত্যাহ বহুকালো-  
পেতি ॥ ২৮—২৯ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, নৃপবর ! তাহাদিগের মধ্যে কাহারো অধিক পাপ, কাহারো বা অধিক  
পুণ্য, ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব ভূপ ! তাহাদিগের এককালীন স্বর্গ-  
ভোগ কি রূপে অভিলাষ করিতেছ ? ॥ ২৫ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বাসব ! পৌরবর্গের প্রভাবেই রাজারা রাজ্যভোগ, মহা মহা যজ্ঞের  
অনুষ্ঠান ও পূর্ত্তকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ আমিও সেই রূপ  
পৌরবর্গের প্রভাবেই সমস্ত ধৰ্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, স্মৃতরাং বাহারি রাজপ্রয়ো-  
জনীয় দ্রব্য সকল প্রদান করিয়াছে, আমি স্বর্গলাভ বাসনার তাহাদিগকে ত্যাগ করিব  
না ॥ ২৭ ॥ দেবেশ ! যদি তাহাদিগের স্বর্গ গমনের অনুরূপ পুণ্যই না থাকে, তবে আমি  
দাম, যজ্ঞ, বাগ প্রভৃতি যে কিছু সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তৎ সমুদয় পুণ্য তাহা-  
দিগের প্রতি সমভাগে বিভক্ত হউক ॥ ২৮ ॥ আমি একাকী কৰ্ম্মের ফলভোগ করিলে  
বহুকাল উপভোগ হইতে পারে, কিন্তু আপনার প্রসাদে তাহাদিগের সহিত সেই কৰ্ম্মফল-  
ভোগ এক দিন মাত্র হয়, তাহাও আমার পক্ষে প্রেরণীয় ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ ।

এবং ভবিষ্যতীভ্যক্তা শক্রজিভুবনেশ্বরঃ ।  
 প্রসন্নচেতা ধর্মশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গাধিজঃ ॥ ৩০ ॥  
 গতা তু নগরং সর্বৈ চাতুর্বর্ণ্যসমাকুলম্ ।  
 হরিশ্চন্দ্রশ্চ নিকটে প্রোবাচ বিবুধাধিপঃ ॥ ৩১ ॥  
 আগচ্ছন্তু জনাঃ শীঘ্রং স্বর্গলোকং সুদুর্লভম্ ।  
 ধর্মপ্রসাদাৎ সংপ্রাপ্তং সর্বৈষু আভিরেব তু ॥ ৩২ ॥  
 হরিশ্চন্দ্রোহপি তান্ সর্বাণ্যনামগরবাসিনঃ ।  
 প্রাহ রাজা ধর্মপরো দিবমাকুরুতামিতি ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

তদিদ্রশ্য বচঃ শ্রুত্বা প্রীতাস্তশ্চ চ ভূপতেঃ ॥ ৩৪ ॥  
 যে সংসারেষু নির্বিঘ্নান্তে ধুরং স্বস্বতেষু বৈ ।  
 কৃত্বা প্রহৃষ্টমনসো দিবমাকুরুহুর্জনাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 বিমানবরমাকুড়াং সর্বৈ ভাস্বরবিগ্রহাঃ ।  
 তদা সমুতর্হষান্তে হরিশ্চন্দ্রশ্চ পার্থিবঃ ॥ ৩৬ ॥

গच्छेति । তে সর্বৈ ধর্মাদয়োহযোধ্যায়াঃ তন্নিয়মেব কণে কানীতো গতা নগরস্থান্  
 লোকান্ স্বর্গগমনায়াহুয়ামাসুরিতি শেষঃ । দূতপ্রেরণে বিলম্বঃ শ্রাদ্ধিতি ত এব যোগিনো  
 গতা ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

যোগশক্ত্যেব তৈর্নগরবাসিনোহপ্যনীতা ইত্যাহ আগচ্ছন্তি ॥ ৩১—৩৬ ॥

সূত বলিলেন, তাহাই হইবে বলিয়া ত্রিভুবনেশ্বর শক্র, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র এবং ধর্ম  
 প্রসন্ন হইয়া যোগবলে তৎক্ষণাৎ কানী হইতে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০ ॥ তাহারা  
 মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি-সমাকুল অযোধ্যানগরে উপনীত হইলেন  
 এবং তাহাদিগের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন, নাগরিক লোক সকল অবিলম্বে হরিশ্চন্দ্রের  
 নিকট আগমন করুক । আজ তাহারা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মবলে সুদুর্লভ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইল ।  
 এই কথা বলিয়া যোগবলে নাগরিক লোকদিগকে হরিশ্চন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিলেন ।  
 তখন সেই ধার্মিকপ্রবর রাজা হরিশ্চন্দ্রও নগরবাসী জনগণকে বলিলেন, তোমরা সকলেই  
 এক্ষণে আমার সহিত স্বর্গে আরোহণ কর ॥ ৩১—৩৬ ॥

সূত বলিলেন, তাহারা সুরপতির এবং ভূপতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব  
 আনন্দিত হইল ॥ ৩৪ ॥ এবং তন্মধ্যে তাহারা সংসার বাসনার বিরত হইয়াছিল, তাহারা  
 আপন আপন পুত্রের উপর সংসারিক ভার ত্যক্ত করিয়া আনন্দজনক স্বর্গে গমন করিতে



রাজ্যেহভিষিচ্য তনয়ং রোহিতাখ্যং মহামনাঃ ।  
 অযোধ্যাখে পুরে রম্যে হৃষ্টপুষ্টজনান্বিতে ॥ ৩৭ ॥  
 তনয়ং স্নহদশচাপি প্রতিপূজ্যাভিনন্দ্য চ ।  
 পুণ্যেন লভ্যাং বিপুলাং দেবাদীনাং স্নহূর্নভাম্ ॥ ৩৮ ॥  
 সম্প্রাপ্য কীর্ত্তিমতুলাং বিমানে স মহীপতিঃ ।  
 আসাঞ্চক্রে কামগমে ক্ষুদ্রঘণ্টাবিরাজিতে ॥ ৩৯ ॥  
 ততস্তুর্হি সমালোক্য শ্লোকমন্ত্রং তদা জগৌ ।  
 দৈত্যাচার্য্যো মহাভাগঃ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ৪০ ॥

শুক্র উবাচ ।

অহো তিতিক্ষামাহাঙ্গ্যমহো দানফলং মহৎ ।  
 যদাগতো হরিশ্চন্দ্রো মহেন্দ্রশ্চ সলোকতাম্ ॥ ৪১ ॥

সূত উবাচ ।

এতন্তে সর্বমাখ্যাতং হরিশ্চন্দ্রশ্চ চেষ্টিতম্ ।  
 যঃ শৃণোতি চ হৃৎখার্ত্তঃ স স্নখং লভতেহম্বহম্ ॥ ৪২ ॥

(হরিশ্চন্দ্রশ্চ স্বর্গগমনে অযোধ্যাপুরী কিং রাজশূত্রা বভূবেতি সন্দেহনিরাসার্থমাহ রাজ্য ইতি । রাজ্যে অযোধ্যারাজ্যে । প্রজাতিঃসহ হরিশ্চন্দ্রশ্চ স্বর্গগমনে অযোধ্যা ন জনশূত্রা বভূবেত্যাহ হৃষ্টপুষ্টজনান্বিতে । রোহিতশ্চ রাজ্যাভিষেকস্তথা । হরিশ্চন্দ্রশ্চ স্বর্লোকগমনং প্রজানাং হৃষ্টপুষ্টতাকারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥)

উদ্যত হইল ॥ ৩৫ ॥ তখন প্রজাবর্গ জ্যোতির্ময় দেহ ধারণ করিয়া শ্রেষ্ঠতম বিমানে আরুঢ় হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইল । তখন মহানুভব মহীপাল হরিশ্চন্দ্র স্বীয় পুত্র রোহিতাখ্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টপুষ্ট জনপূর্ণ রমণীর অযোধ্যাপুরে যাইতে অমুমতি করিলেন । পরে স্নহদর্শ এবং আপন পুত্রকে সাদর সম্ভাষণ ও অভিনন্দন করিয়া বিদায় দিলেন । মহীপতি হরিশ্চন্দ্র এইরূপে স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়া কিক্বী-জাল মণ্ডিত দেবদূর্লভ স্নহোভিত অতুল কামগামী বিমানে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৬—৩৯ ॥ পরে সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ দৈত্যশুক্র মহাভাগ শুক্রাচার্য্য হরিশ্চন্দ্রকে বিমানে অবলোকন করিয়া তৎকালে এই কথা বলিলেন ॥ ৪০ ॥

অহো ! তিতিক্ষার কি আশ্চর্য্য মাহাঙ্গ্য ? দানের কি মহৎফল ? আজি বাহার প্রভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র মহেন্দ্রের সালোক্য লাভ করিলেন ! ॥ ৪১ ॥

সূত বলিলেন, এইত হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত কার্য্যকলাপ আপনার নিকট বর্ণন করিলাম । হৃৎখার্ত্ত ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিলে, নিরন্তর স্নখলাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥

স্বর্গার্থী প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং সূতার্থী সূতমাপ্নুয়াৎ ।

ভার্য্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ভার্য্যং রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
হরিচ্ছত্ৰস্বর্গগমনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

( হরিচ্ছত্ৰোপাখ্যানশ্রুতিফলমাহ স্বর্গার্থীতি ॥ ৪৩ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অধিক কি, ইহার প্রভাবে স্বর্গাভিলাষী স্বর্গ, পুত্রাভিলাষী পুত্র, ভার্য্যা-প্রয়ানী ভার্য্যা  
এবং রাজ্যপ্রার্থী ব্যক্তি রাজ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিচ্ছত্ৰের স্বর্গে গমন নামক  
সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

বিচিত্রমিদমাখ্যানং হরিশ্চন্দ্রস্য কীর্তিতম্ ।  
শতাক্ষীপাদভক্তস্য রাজর্ষেধাশ্মিকস্য চ ॥ ১ ॥  
শতাক্ষী সা কুতো জাতা দেবী ভগবতী শিবা ।  
তৎ কারণং বদ যুনে ! সার্থকং জন্ম মে কুরু ॥ ২ ॥  
কো হি দেব্যা গুণাঙ্গুণস্তৃপ্তিং যাস্ততি শুদ্ধধীঃ ।  
পদে পদেহশ্বমেধস্য ফলমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি শতাক্ষীসম্ভবং শুভম্ ।  
তবাবাচ্যং ন মে কিঞ্চিদেবীভক্তস্য বিদ্যতে ॥ ৪ ॥  
দুর্গমাখ্যা মহাদৈত্যঃ পূর্বং পরমদারুণঃ ।  
হিরণ্যাক্ষায়ৈ জাতো রুরূপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৫ ॥

ত্ৰাণীতিরোকবর্ধ্যন্ত শতাক্ষীমহিমাভুলঃ ।

কথ্যতে স্মৃতা যত্র বাৎসল্যাস্ত মহেশিতুঃ ॥

পূর্বোক্তাখ্যানং সংস্কৃত্য প্রষ্টব্যং পৃচ্ছতি বিচিত্রমিদমিতি ॥ ১ ॥  
সা শতাক্ষী কন্যাং কারণাজ্ঞাতেতাহ শতাক্ষী সেতি ॥ ২ ॥  
শুদ্ধধীরিতি । যদ্যপ্যশুদ্ধবুদ্ধির্দেবীগুণশ্রবণে তৃপ্তিঃ যাস্ততি তথাপি শুদ্ধধীতৃপ্তিঃ কো  
যাস্ততি ন কোহপীত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃমুদাসংহিতায়াম্ । কো বিরজ্যেত মতিমান্ গুণশ্রবণ-

জনমেজয় বলিলেন, ঋষিগণ ! শতাক্ষীদেবীর পদকমলভক্ত পরম ধার্মিক রাজর্ষি  
হরিশ্চন্দ্রের যে উপাখ্যান কীর্তন করিলেন ইহা অতি বিচিত্র ॥ ১ ॥ সেই শিবরমণী দেবী  
ভগবতী কি কারণে শতাক্ষী হইলেন ? যুনে ! আপনি তাহার কারণ বলিয়া আমার জন্ম  
সফল করুন ॥ ২ ॥ অকৃতজ্ঞ বুদ্ধি মানবই দেবীর গুণগ্রাম শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করিতে  
পারে, কিন্তু বিমলবুদ্ধি কোন মানবই তাহার গুণ শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে  
পারে না । অধিক কি, দেবীর গুণবর্ণিত এক এক পদ শ্রবণেই অশ্বমেধ যাগের অক্ষয়  
ফল লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শতাক্ষীদেবীর পবিত্র উৎপত্তির বিষয় কীর্তন করিতেছি  
শ্রবণ কর । তুমি দেবীর পরম ভক্ত, স্মৃতরাং তোমার নিকটে আমার অবক্তব্য কিছুই



দেবানাস্তু বলং বেদো নাশে তস্য স্মরা অপি ।

নজ্জ্যস্ত্যেব ন সন্দেহো বিধেয়ং তাবদেব তৎ ॥ ৬ ॥

বিমৃশৈতত্তপশ্চর্য্যাং গতঃ কৰ্ত্তুং হিমালয়ে ।

ব্রহ্মাণং মনসা ধ্যান্বা বায়ুতক্ষো ব্যতিষ্ঠত ॥ ৭ ॥

সহস্রবর্ষপর্য্যন্তং চকার পরমং তপঃ ।

তেজসা তস্ম লোকাস্তু সন্তপ্তাঃ সস্মরাস্মরাঃ ॥ ৮ ॥

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ হংসাক্রুত্শ্চতুর্মুখঃ ।

যযৌ তস্মৈ বরং দাতুং প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ৯ ॥

সমাধিস্থং মীলিতাক্ষং ক্ষুটমাহ চতুর্মুখঃ ।

বরং বরয় ভদ্রং তে যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ১০ ॥

কৰ্ম্মণি । শ্রীমাতৃজ্ঞানিনো নিত্যং যং ত্যজন্তি কদাপি নেতি । যন্তা ভগবত্যা গুণশ্রবণে মহাফলং ভবতি তন্তা গুণশ্রবণং কো ন কুর্যাদিত্যাহ পদে পদে ইতি ॥ ৩—৫ ॥

দেবানাস্তিতি । বেদে হি সতি তদ্বক্তৃশব্দাভৈরস্মান্ হিংসন্তি কিঞ্চ তদ্বক্তৃমজ্জৈমুনিভি-  
হৌমাদিকে ক্রিয়মাণে তদ্বিভক্তগ্ণেহস্তদেবানাং পুষ্টিৰ্ভবতীতি দেবানাং বলশ্বেদ ইতি  
যুক্তমেবেতি । বিধেয়ং তাবদেব তদ্বিতি । যত এবং তত্তস্মাৎকারণাদেবনাশার্থং তাবদেব  
বেদনাশপর্য্যন্তমেব বিধেয়ং নাত্মোপায়ান্তরোপযোগোহিত্যস্বীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইতি মনসি বিমৃশ বেদদাতুরারাদনাদেতৎ কার্য্যং ভবিষ্যতীতি তস্মারাদনং কৰ্ত্তব্য-  
মিতি মন্তা তদারাদনং কৰ্ত্তুং গত ইত্যাহ বিমৃশৈতদ্বিতি ॥ ৭—৮ ॥

হংসাক্রুতৌ যযাবিত্যম্বয়ঃ ॥ ৯—১০ ॥

নাই ॥ ৪ ॥ পুরাকালে হুর্গম নামে অতীব নিষ্ঠুর এক মহাদানব ছিল । সেই রুদ্রপুত্র  
মহাবল দানব হিরণ্যাক্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫ ॥ সে একদা মনে মনে বিবেচনা  
করিল যে, মুনীরা বেদবিহিত যজ্ঞ দ্বারা হোম করে, সেই হোমীর হবি ভক্ষণ করিয়া  
দেবতারা পরিপুষ্ট হয় । ইহাতেই তাহারা বলগর্ভিত হইয়া বেদোক্ত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা  
আমাদিগকে বিনষ্ট করে, অতএব বেদই দেবতাদিগের বল, সুতরাং বেদ বিনষ্ট হইলেই  
দেবতারাও বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই । অতএব দেবদিগের বিনাশের নিমিত্ত বেদ নাশ  
করাই বিধেয় ; ইহা ভিন্ন অস্ত্র উপায় ইহার উপযোগী নহে ॥ ৬ ॥ বেদকর্ত্তার আরাধনেই  
এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে, অতএব তাঁহারই আরাধনা করিব, এইরূপ মনে মনে  
স্থির করিয়া তপস্তা করিতে হিমালয়ে গমন করিল । সে ব্রহ্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া  
কালান্তিপাত করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ সে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্তার অমুষ্ঠানে  
নিরত রহিল, সুতরাং তাহার তেজঃপ্রভাবে স্মরাস্মর প্রভৃতি সমস্ত লোকই সন্তপ্ত হইয়া  
উঠিল ॥ ৮ ॥ এমন সময় ভগবান্ চতুরানন ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং হংসে  
আরোহণপূর্ব্বক তাহাকে বরদান করিতে গমন করিলেন ॥ ৯ ॥ সেই সমাধিস্থিত

তবাদ্য তপসা তুষ্কো বরদেশোহহমাগতঃ ।  
 শ্রদ্ধা ব্রহ্মযুখাঙ্গাণীং ব্যুখিতঃ স সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥  
 পূজয়িত্বা বরং বস্ত্রে বেদান্ দেহি সুরেশ্বর ! ।  
 ত্রিষু লোকেষু যে মন্ত্ৰা ব্রাহ্মণেষু সুরেষ্বপি ॥ ১২ ॥  
 বিদ্যন্তে তে তু সান্নিধ্যে মম সন্তু মহেশ্বর ! ।  
 বলঞ্চ দেহি যেন শ্রাদ্ধেবানাঞ্চ পরাজয়ঃ ॥ ১৩ ॥  
 ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রদ্ধা তথাস্থিতি বচো বদন্ ।  
 জগাম সত্যলোকন্তু চতুর্বেদেশ্বরঃ পরঃ ॥ ১৪ ॥  
 ততঃ প্রভৃতি বিপ্রৈশ্চ বিস্মৃতা বেদরাশয়ঃ ।  
 স্নানসঙ্ক্যানিত্যহোমশ্রাদ্ধযজ্ঞজপাদয়ঃ ॥ ১৫ ॥  
 বিলুপ্তা ধরণীপৃষ্ঠে হাহাকারো মহানভুৎ ।  
 কিমিদং কিমিদং চেতি বিপ্রা উচুঃ পরস্পরম্ ॥ ১৬ ॥  
 বেদাভাবাত্তদস্মাভিঃ কর্তব্যং কিমতঃ পরম্ ।  
 ইতি ভূমৌ মহানর্থে জাতে পরমদারুণে ॥ ১৭ ॥

সান্নিধ্যে মম সঙ্কতি । মমৈব নিকটে সর্বো বেদাঃ সন্তুঃ । একোহপি বেদমন্ত্ৰো দেব-  
 ব্রাহ্মণাদীনাং সমীপে মাঙ্গিত্যর্থঃ । কিঞ্চ বলমপ্যতুলং দেহীত্যাহ বলঞ্চৈতি ॥ ১৩—১৫ ॥  
 কিমিদমিতি । ইদং কিং জাতমিদং কিং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

নিগীলিত নেত্র দানবকে চতুরানন স্পষ্টভাবে বলিলেন ; তোমার মঙ্গল হউক ; এক্ষণে  
 তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ১০ ॥ অদ্য আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া  
 বরদান করিতে আসিয়াছি । সে ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে সমাধি গুপ্ত করিয়া উখিত হইল  
 এবং তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া বলিল, সুরেশ্বর ! আমাকে সমস্ত বেদ প্রদান  
 করুন । মহেশ্বর ! ত্রিলোকমধ্যে ব্রাহ্মণ ও দেবগণের নিকট যে সকল বেদমন্ত্র বিদ্যমান  
 আছে, সেই সমস্ত বেদমন্ত্র মৎসন্নিধানে বিদ্যমান থাকুক, আর যাহাতে দেবগণ পরাজিত  
 হইয়া আমাকে তাদৃশ বল প্রদান করুন ॥ ১১—১৩ ॥ চতুর্বেদকর্তা পরমেশ্বর ব্রহ্মা তাঁহার  
 ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তথাস্ত বলিয়াই সত্যলোকে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই অবধি ব্রাহ্মণগণ বেদ সমুদায় বিস্মৃত হইলেন । সূতরাং স্নান, সঙ্ক্যা, নিত্য  
 হোম, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ ও জপ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥ তৎকালে ভূমণ্ডলে  
 মহা হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল ; বিপ্রগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, ইহা কিরূপে  
 হইল ! ইহা কিরূপে হইল !! এক্ষণে বেদের অভাব হইল ইহার পর আমাদের কি  
 করা উচিত ? এইরূপে ভুলোকে পরম দারুণ ঘোরতর অনর্থ উপস্থিত হইলে দেবগণ  
 হোমীয় হবির ভাগ না পাইয়া ক্রমশঃ দুর্বল হইলেন । এমন সময়ে সেই দানব অমরাণী

নির্জরাঃ সজরা জাতা হবির্ভাগাদ্যভাবতঃ ।  
 রুরোধ স তদা দৈত্যো নগরীমমরাবতীম্ ॥ ১৮ ॥  
 অশক্তান্তেন তে যোদ্ধুঃ বজ্রদেহাসুরেণ চ ।  
 পলায়নং তদা কৃৎস্না নির্গতা নির্জরাঃ কচিৎ ॥ ১৯ ॥  
 নিলয়ং গিরিভূগেষু রত্নসানুগুহাসু চ ।  
 সংস্থিতাঃ পরমাং শক্তিং ধ্যায়ন্তস্তে পরাশ্রিকাম্ ॥ ২০ ॥  
 অগ্নৌ হোমাদ্যভাবাতু বৃষ্ট্যভাবোহপ্যভূম্প ! ।  
 বৃষ্টেরভাবে সংশ্লকং নির্জলঞ্চাপি ভূতলম্ ॥ ২১ ॥  
 কুপবাপীতড়াগাশ্চ সরিতঃ শুষ্কতাং গতাঃ ।  
 অনাবৃষ্টিরিয়ং রাজমভূচ্চ শতবার্ষিকী ॥ ২২ ॥  
 মৃতাঃ প্রজাশ্চ বহুধা গোমহিষাদয়স্তথা ।  
 গৃহে গৃহে মনুষ্যাণামভবচ্ছবসংগ্রহঃ ॥ ২৩ ॥

নির্জরেষু দেবেষু সজরেষু নির্বলেষু জাতেষু স দৈত্যো নগরীমমরাবতীং রুরোধেত্যাহ নির্জরা ইতি ॥ ১৮ ॥

তেন দৈত্যেন তে দেবা যোদ্ধুমশক্তা ইত্যর্থঃ । বজ্রসদৃশোহভেদ্যো যশ্চ দেহন্তেনা-  
 সুরেণেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

রত্নসানুঃ স্রমেয়ঃ । নিলয়ং স্থানং সংস্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বৃষ্ট্যভাব ইতি । অগ্নৌ প্রাস্তাহতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি-  
 বৃষ্টেরনং ততঃ প্রজা ইতি স্বতেবৃষ্টিকারণহোমভাবো বৃষ্টেরপ্যভাব ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥

গৃহে গৃহে ইতি । যে মনুষ্যা মৃতাস্তান্ শ্মশানং নেতুং মনুষ্যা ন মিলন্তি ততঃ শবানি  
 গৃহে এব স্থিতানীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

নগরী অবরোধ করিল । সূতরাং দেবগণ বজ্রসদৃশ কঠিন দেহ সেই অসুরের সহিত সংগ্রাম  
 করিতে অসমর্থ হইয়া নানা স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৮—১৯ ॥ তাঁহারা স্রমেয় পর্বতের  
 গুহা এবং গিরির ভূগম প্রদেশে আশ্রয় লইয়া পরমাশক্তি পরাশ্রিকার ধ্যাম করিতে  
 লাগিলেন ॥ ২০ ॥

রাজন্ ! অনলে আহতি প্রদান করিলে উহা সূর্যালোকে উপস্থিত হইয়া বৃষ্টিতে পরি-  
 ণত হইয়া থাকে, সূতরাং হোমকার্য্য রহিত হওয়ার বৃষ্টিরও নিত্যন্ত অভাব হইল ।  
 বৃষ্টির অভাব বশত ভূমণ্ডল শুষ্ক হইয়া কোন স্থানে জলের লেশমাত্র রহিল না ॥ ২১ ॥  
 অধিক কি, কুপ বাপী তড়াগ ও সরিৎ সমস্তই শুষ্ক হইয়া গেল । এই অনাবৃষ্টি এক  
 শতবর্ষ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ অসংখ্য প্রজা এবং অনেক গো ও মহিষ  
 প্রভৃতি পশু সকল মৃত্যুমুখে পতিত হইল । সেই মানবগণের মৃত দেহ সকল প্রত্যেক  
 গৃহেই রাশি রাশি পড়িয়া রহিল ; দাহাদি কার্য্য করিবার লোক মিলিল না ॥ ২৩ ॥



অনর্থং ত্বেবমুদ্ভূতে ব্রাহ্মণাঃ শাস্তুচেতসঃ ।  
 গত্বা হিমবতঃ পার্শ্বে রিরাধরিষবঃ শিবাম্ ॥ ২৪ ॥  
 সমাধিধ্যানপূজাভির্দেবীং তুচ্ছুবুরম্বহম্ ।  
 নিরাহারাস্তদা সন্তাস্তামেব শরণং যযুঃ ॥ ২৫ ॥  
 দয়াং কুরু মহেশানি ! পামরেষু জনেষু হি ।  
 সৰ্বাপরাধযুক্তেষু নৈতচ্ছাঘ্যং তবান্বিকে ! ॥ ২৬ ॥  
 কোপং সংহর দেবেশি ! সৰ্বাস্তুষ্যামিরূপিণি ! ।  
 ত্বয়া যথা প্রের্যতে যঃ করোতি স তথা জনঃ ॥ ২৭ ॥  
 নান্য গতির্জনস্তাস্ত্ৰ কিং পশ্যসি পুনঃপুনঃ ।  
 যথেষ্টসি তথা কর্তুং সমর্থাসি মহেশ্বরী ! ॥ ২৮ ॥

দেবীং প্রার্থয়ন্তি দয়াং কুর্কিতি । নৈতচ্ছাঘ্যমিতি । পামরেষেতাদৃশঃ কোপো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

নমু বৃন্দাভিঃ পাতকং কৃতমতঃ ক্রোধো মমোৎপন্ন ইতি চেৎপাতককর্জী কারয়িত্বী চ ত্বমেব নাস্মাকমপরাধোহস্তুি । যতস্তমস্তুষ্যামিরূপিণীত্যাহ ত্বয়েতি ॥ ২৭ ॥

ত্বাং সৰ্বেশ্বরীং বিহায়াগতির্নাস্তীত্যাহ নাশ্চেতি । অস্ত্রে দেবাদরো হোমজপাদ্যনুষ্ঠানৈরেব ফলং প্রযচ্ছন্তি তদত্র মন্ত্রাভাবপ্রযুক্তহোমজপাদ্যতাবাস্তৎকৃতানুগ্রহস্তাপ্যসম্ভবঃ । ত্বস্ত্বে অরণমাত্রেণৈব বালকে জননীবাং সৰ্বমাতৃবাদ্রাং করোষি ততস্তদগ্ৰা গতির্নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

জীবনেন বিনা জলেন বিনেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

এই প্রকার অনর্থ উপস্থিত হইলে শাস্তুচেতা ব্রাহ্মণবর্গ শিবের আরাধনা করিতে অভিলাষী হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহারা তদগতচিত্ত হইয়া নিরাহারে সমাধি, ধ্যান ও পূজা দ্বারা প্রতি দিন দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন । অধিক কি, তাঁহারাশ্রয় শরণাগত হইয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৫ ॥ মহেশানি ! আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন, অন্বিকে ! সমস্ত অপরাধে অপরাধী পামর জনের উপর জেদুশ কোপ করা আপনার প্লাবনীয় নহে ॥ ২৬ ॥ অতএব দেবেশি ! আপনি ক্ষমা করুন । যদি আমাদের পাতক বশতই আপনার কোপ হইয়া থাকে, তবে সে বিষয়েও আমাদের কোন অপরাধ নাই; কারণ, আপনিই অন্তর্যামি-রূপে সকলের হৃদয়ে বাস করেন, সুতরাং আপনি যাহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করেন, সে তাহাই করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ জপ পূজা ও হোমাদির অনুষ্ঠান করিলে অস্তান্ত দেবতার সন্তুষ্ট হইয়া ফলপ্রদান করেন, বেদ মন্ত্রের অভাব বশত তাহারও সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আপনি বালকের প্রতি জননীর স্তায় অরণ্য মাত্রেই সদয় হন, সুতরাং আপনি ভিন্ন এই প্রজাপুঞ্জের অন্ত গতি নাই । মহেশ্বরী ! আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই করিতে পারেন, সুতরাং

সমুদ্রর মহেশানি ! সঙ্কটাত্ম পরমোখিতাৎ ।  
 জীবনেন বিনাস্মাকং কথং স্মাত্ম স্থিতিরন্থিকে ! ॥ ২৯ ॥  
 প্রসীদ ত্বং মহেশানি ! প্রসীদ জগদন্থিকে ! ।  
 অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডন্যায়িকে ! তে নমো নমঃ ॥ ৩০ ॥  
 নমঃ কূটস্থরূপায়ৈ চিহ্নপায়ৈ নমো নমঃ ।  
 নমো বেদান্তবেদ্যায়ৈ ভুবনেশৈ নমো নমঃ ॥ ৩১ ॥  
 নেতি নেতীতি বাকৈর্যথা বোধ্যতে সকলাগমৈঃ ।  
 তাং সৰ্বকারণাং দেবীং সৰ্বভাবেন সম্মতাঃ ॥ ৩২ ॥  
 ইতি সংপ্রার্থিতা দেবী ভুবনেশী মহেশ্বরী ।  
 অনন্তাক্রিময়ং রূপং দর্শয়ামাস পার্শ্বতী ॥ ৩৩ ॥  
 নীলাঞ্জনসমপ্রখ্যং নীলপদ্মায়তেক্ষণম্ ।  
 সূকর্কশসমোত্তুঙ্গবৃত্তপীনঘনস্তনম্ ॥ ৩৪ ॥

সকলাগমৈঃ সকলৈর্কৈদৈর্নেতি নেতীতি সৰ্বনিষেধাবধিচ্ছেদন যা বোধ্যত ইত্যর্থঃ ॥৩২॥  
 ইখং সংপ্রার্থিতা ভুবনেশ্বরী বহুনি অক্ষীনি শরীরে কৃদ্ধা স্বরূপং দর্শয়ামাসেত্য-  
 শ্রয়ঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

আপনি পুনঃপুনঃ কি দেখিতেছেন ? ॥ ২৮ ॥ অন্থিকে ! জল ব্যতিরেকে আমাদের জীবন  
 কি প্রকারে রক্ষিত হইবে ? অতএব মহেশানি ! এই উপস্থিত বিষম শঙ্কট হইতে শীঘ্র  
 উদ্ধার করুন ॥২৯॥ মহেশ্বরী ! আপনি জগতের জননী, স্মৃতরাং জগৎবাসী জনগণের প্রতি  
 প্রসন্ন হউন । আপনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বরী, অতএব আপনাকে বার  
 বার নমস্কার করি ॥ ৩০ ॥ আপনি কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপা, স্মৃতরাং আপনাকে নমস্কার করি ;  
 আপনি চিৎখনস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি, আপনাকে বার বার নমস্কার করি । আপনি বেদ-  
 প্রতিপাদ্যা, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি ভুবনেশী, আপনাকে বার বার প্রণাম  
 করি ॥ ৩১ ॥ অখিল বেদ বাক্য সকল “ইহা নয়, ইহা নয়” এইরূপ নশ্বর বস্তুর নিষেধ  
 দ্বারা বাঁহাকে প্রতিপাদিত করেন, সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপা সেই দেবীকে আমরা  
 সৰ্ব্বান্তঃকরণে প্রণাম করি ॥ ৩২ ॥ সেই ব্রাহ্মণগণ মহেশ্বরী পার্শ্বতীর এই প্রকার স্তব  
 করিলে তৎকালে দেবী ভুবনেশ্বরী স্বীয় শরীরে অসংখ্য নয়ন উদ্ভূত করিয়া স্বীয় মূর্তি  
 প্রদর্শন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার বর্ণ অঞ্জন-রাশি-সদৃশ সুনীল ; নয়ন নীলকমল সদৃশ  
 অথচ আরত ; স্তনযুগল কঠিন, সমভাবে উন্নত ও গোলাকার, এমন স্থল যে পরস্পর সংলগ্ন ;  
 তাঁহার ভুজ চতুষ্টি ; দক্ষিণ হস্তের উপর হস্তে শর, অধো হস্তে কমল, বাম হস্তের উপর  
 হস্তে মহাধনু, অধো হস্তে কৃদ্ধা তৃক্ষা ও অরনাশক অপরিণীম রস সমন্বিত শাক, ফল, পুষ্প  
 ও মূল সকল সন্নিবিষ্ট । সমস্ত সৌন্দর্য্যের পারস্বরূপ, লাবণ্যময়, কোটি সূর্য্যের স্তায়

বাণমুষ্টিঞ্চ কমলং পুষ্পপল্লবমূলকান্ ।  
 শাকাदीन् ফলসংযুক্তাননন্তরসসংযুতান্ ॥ ৩৫ ॥  
 ক্ষুদ্ৰ্ভ্জরাপহান্ হস্তৈর্বিভ্রতী চ মহাধনুঃ ।  
 সৰ্বসৌন্দর্যসারং তদ্রূপং লাবণ্যশোভিতম্ ॥ ৩৬ ॥  
 কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং করুণারসসাগরম্ ।  
 দর্শয়িত্বা জগদ্ধাত্রী সানন্তনয়নোদ্ভবাঃ ॥ ৩৭ ॥  
 মোচয়ামাস্ লোকেষু বারিধারাঃ সহস্রশঃ ।  
 নবরাত্রং মহাবৃষ্টিরভূম্নেত্রোদ্ভবৈর্জলৈঃ ॥ ৩৮ ॥  
 ছুঃখিতান্ বীক্ষ্য সকলান্ নেত্রোজ্জ্বলি বিমুক্ততী ।  
 তর্পিতান্তেন তে লোকা ওষধ্যঃ সকলা অপি ॥ ৩৯ ॥  
 নদীনদপ্রবাহাষ্টৈর্জলৈঃ সমভবমূপ ॥ ৪০ ॥  
 নিলীয় সংস্থিতাঃ পূর্ব্বং সুরাস্তে নির্গতা বহিঃ ।  
 মিলিত্বা সমুদ্রা বিপ্রা দেবীং সমভিতুর্ফুবুঃ ॥ ৪১ ॥  
 নমো বেদান্তবেদ্যে ! তে নমো ব্রহ্মস্বরূপিণি ।।  
 স্বমায়য়া সর্ব্বজগদ্বিধাত্রে তে নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥

একস্রাং যুষ্টি বাণান্ একস্মিন্ হস্তে কমলং একস্মিন্ হস্তে পুষ্পাদিকমেকস্মিন্ ধনু-  
 র্ভিত্তীত্যর্থঃ । দক্ষাধো হস্তাদিবামাধো হস্তপর্য্যস্তমায়ুধধানম্ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

সা দেবী অনন্তনয়নোদ্ভবা বহনয়নোদ্ভবা বারিধারামোচয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

নহু নেত্রোজ্জ্বলিতো জলমাগতমিতি চেল্লোকান্ ছুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা জগন্মাতুঃ কারুণ্য-  
 বশাদ্রোদনমাগতং তদ্বশাদিত্যাহ ছুঃখিতানিতি । নবরাত্রপর্য্যস্তং ভগবত্যানেত্রোজ্জ্বলিতো  
 চ্যুতানি তেভ্যঃ সর্ব্বং জগদ্বৃষ্টং সজলং জাতমিত্যাহো কিয়ৎপর্য্যস্তং জনবাৎসল্যং বর্ণনীয়ং  
 ভগবত্যা ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

সুরসহিতা বিপ্রা মিলিত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

জ্যোতির্শ্রয় এবং করুণারসের সাগর সেই জগদ্ধাত্রী ঐদৃশ রূপ প্রদর্শন করিয়া নয়ন  
 হইতে অসংখ্য বারি ধারা মোচন করিলেন । সেই লোচনসমুৎপন্ন জল দ্বারা সমস্ত লোকেই  
 নবরাত্র কাল মহাবৃষ্টি হইল ॥ ৩৮—৩৯ ॥ তিনি সমস্ত লোকের ছুঃখ দর্শন করিয়া কারুণ্য  
 বশত নয়ন হইতে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন । সুরাং সেই জলে সমস্ত লোক  
 এবং ওষধি সকলও পরিতৃপ্ত হইল ॥ ৩৯ ॥ অধিক কি, সেই সলিলরাশি দ্বারা নদ ও নদী  
 সকল প্রবাহিত হইল ॥ ৪০ ॥ রাজন্ ! যে সকল দেবতা গুহামধ্যে বিলীন ছিলেন,  
 তাঁহারা এক্ষণে বহির্গত হইলেন । পরে বিপ্রগণ সুরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া দেবীর  
 স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ আপনি বেদান্ত দ্বারা বিদিত হইলেন, অতএব আপনাকে



ভক্তকল্লক্রমে ! দেবি ! ভক্তার্থং দেহধারিণি ! ।

নিত্যতৃপ্তে ! নিরুপমে ! ভুবনেশ্বরি ! তে নমঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্মচ্ছাস্ত্যর্থমতুলং লোচনানাং সহস্রকম্ ।

ত্বয়া যতো ধৃতং দেবি ! শতাক্ষী ত্বং ততো ভব ॥ ৪৪ ॥

ক্ষুধয়া পীড়িতা মাতঃ ! স্তোতুং শক্তির্নচাস্তি নঃ ।

রূপাং কুরু মহেশানি ! বেদানপ্যাহরান্বিকে ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শাকান্ স্বকরসংস্থিতান্ ।

স্বাদূনি ফলমূলানি ভক্ষণার্থং দদৌ শিবা ॥ ৪৬ ॥

নানাবিধানি চাম্বানি পশুভোজ্যানি যানি চ ।

কাম্যানন্তরসৈযুক্তান্যানবীনোন্তবং দদৌ ।

শাকন্তরীতি নামাপি তদ্দিনাৎ সমভূষ্মপ ! ॥ ৪৭ ॥

শতাক্ষী ভূমিতি । অদ্যারভ্য শতাক্ষীতি তব নাম ভবত্বিত্যর্থঃ । ইৎং ভগবতী রূপয়া সজ্জলে লোকে জাতেহপি বীজৌষধীনাং দন্ধত্বাৎ ভক্ষণীয়পদার্থাত্বাৎ ক্ষুধাবিষ্টাঃ পুনঃ প্রার্থয়ন্তে ক্ষুধয়া পীড়িতা ইতি ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ বেদানপি দেহীত্যাহঃ বেদানপ্যাহরেতি ॥ ৪৫ ॥

মহুষ্যভোজ্যানি মহুষ্যভ্যঃ পশ্বাদিভোজ্যানি পশ্বাদিভ্যো দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

কিয়ংকালপর্য্যন্তং পুষ্টিকরমগ্নং ত্রীভগবত্যা পুরিতমিতি চেত্তত্রাহ আনবীনোন্তবমিতি । বৃষ্টান্তরং যাবন্নবীনমগ্নং ভবতি তাবৎকালপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ । শাকৈর্ভরণাৎ পোষণাচ্ছাক-  
ন্তরীতি নাম ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নমস্কার করি ; আপনি স্বীয় মায়া দ্বারা সমস্ত জগতের বিধান করেন, অতএব আপনাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥ দেবি ! আপনি কল্লক্রমের দ্বারা ভক্তগণকে অতীষ্ট প্রদান করেন, সেই কারণে আপনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই দেহ ধারণ করিয়াছেন । ভুবনেশ্বরি ! আপনি নিয়ত পরিতৃপ্ত, সুতরাং আপনার তুলনা নাই, অতএব আপনাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৪৩ ॥ দেবি ! আমাদের শাস্তির নিমিত্তই আপনি অতুল অসংখ্য নয়ন ধারণ করিয়াছেন, অতএব আপনি অদ্য হইতে শতাক্ষী নামে অভিহিত হইবেন ॥ ৪৪ ॥ মাতঃ ! অন্বিকে ! আমরা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর, সুতরাং আমাদের স্তব করিবার সামর্থ্য নাই, অতএব মহেশানি ! আপনি আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া বেদ সকল উদ্ধার করুন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেব ও দ্বিজবর্গের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবা স্বকীয় করস্থিত শাক, স্নগ্ধ ফল এবং মূল সকল ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তিনি প্রার্থিত হইয়া তাবৎ নূতন অন্ন উৎপন্ন না হইল, তাবৎকাল

ততঃ কোলাহলে জাতে দূতবাক্যেন বোধিতঃ ।  
 সসৈন্যঃ সাযুধো যোদ্ধাং দুর্গমাখ্যোহসুরো যযৌ ॥ ৪৮ ॥  
 সহস্রাক্ষৌহিণীযুক্তঃ শরান্ যুদ্ধংস্তরাশ্রিতঃ ।  
 রুরোধ দেবসৈন্যং তদ্যদেব্যগ্রে স্থিতং পুরা ।  
 তথা বিপ্রগণাশ্চৈব রোধয়ামাস সর্বতঃ ॥ ৪৯ ॥  
 ততঃ কিলকিলাশব্দঃ সমভূদেবমণ্ডলে ।  
 ত্রাহি ত্রাহীতি বাক্যানি প্রোচুঃ সর্বে দ্বিজামরাঃ ॥ ৫০ ॥  
 ততস্তেজোময়ং চক্রং দেবানাং পরিতঃ শিবা ।  
 চকার রক্ষণার্থায় স্বয়ং তস্মাদবহিঃ স্থিতা ॥ ৫১ ॥  
 ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং দেব্যা দৈত্যস্ত চোভয়োঃ ।  
 শরবর্ষসমাচ্ছন্নসূর্য্যমণ্ডলমদ্ভুতম্ ॥ ৫২ ॥  
 পরম্পরশরোদঘর্ষসমুদ্ভূতাগ্নিসুপ্রভম্ ।  
 কঠোরজ্যাটগৎকারবধিরীকৃতদিক্তটম্ ॥ ৫৩ ॥

দেবাগ্রস্থং দেবসৈন্যং বিপ্রগণঞ্চ সসৈন্যেন রোধয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পরিতঃ সমস্তাভ্যুজোময়ং চক্রমগ্নিপ্রাকারং রক্ষণায় চক্রে ইত্যর্থঃ । স্বয়ং তস্মাদগ্নিপ্রাকারাদবহির্ভূত্বার্থঃ সংস্থিতাসীৎ ॥ ৫১—৫২ ॥

শরবর্ষণে সমাচ্ছন্নং সূর্য্যমণ্ডলং যস্মিন্ পরম্পরং শরাণাং য উদঘর্ষো ঘর্ষণং তেন সমুদ্ভূতো যোহগ্নিস্তেন সুপ্রভম্ । শরবর্ষণে সূর্য্যো আচ্ছাদিতে তদগ্নিপ্রকাশেনৈব যুদ্ধমভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

পর্য্যস্ত মহুষ্য ভোজ্য অসীম রসযুক্ত নানাবিধ অন্ন মহুষ্যগণকে এবং পশুভোজ্য ভূগাদি পশুগণকে প্রদান করিলেন । রাজন্ ! সেই দিন হইতেই দেবীর শাকন্তরী নাম হইল ॥ ৪৭ ॥ ইহাতে ঘোরতর কোলাহল হইলে সেই দুর্গম নামক অসুর দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আযুধ ধারণপূর্ব্বক সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিল ॥ ৪৮ ॥ সে এক সহস্র অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া শর বিমোচন করিতে করিতে সত্তর গিয়া দেবীর অগ্রে অবস্থিত সেই দেবসৈন্য এবং দ্বিজগণের চতুর্দিক বেষ্টন করিল ॥ ৪৯ ॥ তদর্শনে দেবমণ্ডলে কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল, তখন দেব ও দ্বিজগণ সকলে মিলিত হইয়া বলিলেন, দেবি ! পরিজ্ঞাণ করুন ! পরিজ্ঞাণ করুন ! ॥ ৫০ ॥

তখন শিবা দেব ও দ্বিজগণের রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের চতুর্দিকে তেজোময় চক্র সৃষ্টি করিলেন এবং স্বয়ং তাহার বাহিরে রহিলেন ॥ ৫১ ॥ তাহার পর দেবী ও দানব উভয়ের ঘোরতর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল । নিরন্তর শর বর্ষণের ছটায় সূর্য্যমণ্ডল আবৃত, সূতরাং অন্ধকার বশত যোদ্ধগণের লক্ষ্য স্থির হয় না । এমন সময়ে শরনিকরের পরম্পর

ততো দেবীশরীরাত্তু নির্গতাস্ত্রিশক্তয়ঃ ॥ ৫৪ ॥  
 কালিকা তারিণী বালা ত্রিপুরা ভৈরবী রমা ।  
 বগলা চৈব মাতঙ্গী তথা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৫৫ ॥  
 কামাক্ষী তুলজা দেবী জম্বিনী মোহিনী তথা ।  
 ছিন্নমস্তা গুহ্যকালী দশসাহস্রবাহুকা ॥ ৫৬ ॥  
 ষাতিংশচ্ছক্তয়শ্চাত্ত্বাশ্চতুঃষষ্টিমিতাঃ পরাঃ ।  
 অসংখ্যাতাস্ততো দেব্যঃ সমুদ্ভূতাস্তু সাযুধাঃ ॥ ৫৭ ॥  
 মৃদঙ্গশঙ্খবীণাদিনাদিতং সঙ্গরস্থলম্ ।  
 শক্তিভির্দৈত্যসৈন্যেভু নাশিতেহকৌহিণীশতে ॥ ৫৮ ॥  
 অগ্রেসরঃ সমভবদুর্গমো বাহিনীপতিঃ ।  
 শক্তিভিঃ সহ যুদ্ধঞ্চ চকার প্রথমং রিপুঃ ॥ ৫৯ ॥  
 মহদ্যুদ্ধং সমভবদ্যত্রাভূদ্রক্তবাহিনী ।  
 অকৌহিণ্যস্তু তাঃ সর্বা বিনষ্টা দশভির্দিনৈঃ ॥ ৬০ ॥

---

কঠোরঃ কৰ্কশো যো জ্যাটগৎকারস্তেন বধিরীকৃতং দিক্তটং যশ্মিন্ ॥ ৫৪—৫৫ ॥  
 দশসাহস্রবাহুকেতি গুহ্যকাল্যা বিশেষণম্ । পঞ্চসহস্রহস্তেবু বাণাঃ পঞ্চসহস্রহস্তেবু  
 ধনুঃষীত্যাदि তস্তা ধ্যানং মহাকালসংহিতায়াম্ স্পষ্টম্ ॥ ৫৬ ॥  
 ষাতিংশচ্ছক্তয়শ্চতুঃষষ্টিশক্তয়শ্চ প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে শারদায়াম্ ভূতলিপি-  
 পটলে স্পষ্টে ॥ ৫৭—৫৯ ॥  
 রক্তবাহিনী নদী ॥ ৬০—৬৪ ॥

---

সংঘর্ষে অনল উৎপন্ন হওয়ার যুদ্ধস্থল আবার প্রভাসন্ন হইল । কঠোর জ্যাশকে দিগ্ধিদিচ্  
 যেন বধির হইয়া গেল ॥ ৫২—৫৩ ॥ এমত সময়ে কালিকা, তারিণী, বোড়নী, ত্রিপুরা,  
 ভৈরবী, কমলা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরসুন্দরী, কামাক্ষী, তুলজাদেবী, জম্বিনী, মোহিনী,  
 ছিন্নমস্তা এবং অমৃতবাহ গুহ্যকালী প্রভৃতি প্রধান শক্তি সকল দেবীর শরীর হইতে  
 বহির্গত হইলেন ॥ ৫৪—৫৬ ॥ তৎপরে ষাতিংশ শক্তি, তাহার পর চতুঃষষ্টি শক্তি, তাহার  
 পর অসংখ্য শক্তি সকল আযুধ সহ দেবীর দেহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৫৭ ॥ পরন্তু শক্তি-  
 গণ একশত অকৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিলে সমরস্থলে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, বীণা প্রভৃতি বাদ্য-  
 ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ ইত্যবকাশে সেই বাহিনীপতি সুরশঙ্ক দুর্গম অম্বর সম্মুখে  
 উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ শক্তিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ ক্রমে সেই  
 যুদ্ধ এমন ঘোরতর হইয়া উঠিল যে, দশ দিনের মধ্যেই সেই সমস্ত অকৌহিণী বিনষ্ট  
 হইয়া গেল ; এমন কি, মৃত যোদ্ধৃগণের কধিরধারায় রক্তবাহিনী প্রবাহিত হইল ॥ ৬০ ॥



তত একাদশে প্রাপ্তে দিনে পরমদারুণে ।  
 রক্তমালাশ্রবধরো রক্তগন্ধানুলেপনঃ ॥ ৬১ ॥  
 কৃৎস্নোৎসবং মহাস্তম্ভ যুদ্ধায় রথসংস্থিতঃ ।  
 সংরস্তেণৈব মহতা শক্তীঃ সৰ্বা বিজিত্য চ ॥ ৬২ ॥  
 মহাদেবীরথাগ্রে তু স্বরথং সংস্থবেশয়ৎ ।  
 ততোহভবন্মহদযুদ্ধং দেব্যা দৈত্যস্ত চোভয়োঃ ॥ ৬৩ ॥  
 প্রহরদ্বয়পর্যন্তং হৃদয়ক্রাসকারকম্ ।  
 ততঃ পঞ্চদশাত্যুগ্রবাণান্ দেবী যুমোচ হ ॥ ৬৪ ॥  
 চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ বাণেনৈকেন সারথি ম্ ।  
 দ্বাভ্যাং নেত্রে ভুজৌ দ্বাভ্যাং ধ্বজমেকেন পত্রিণা ॥ ৬৫ ॥  
 পঞ্চভির্হৃদয়ং তস্য বিব্যাধ জগদম্বিকা ।  
 ততো বমন্ স রুধিরং মমার পুর ঈশিতুঃ ॥ ৬৬ ॥  
 তস্য তেজস্ত নিগত্য দেবীরূপে বিবেশ হ ।  
 হতে তস্মিন্ মহাবীর্যে শাস্তমাসীজ্জগদ্রমম্ ॥ ৬৭ ॥  
 ততো ব্রহ্মাদয়ঃ সৰ্ব্বা ভুষ্ণুর্ভুজগদম্বিকাম্ ।  
 পুরস্কৃত্য হরীশানৌ ভক্ত্যা গদগদয়া গিরা ॥ ৬৮ ॥

তেষাং বাণানাং বিভাগমাহ চতুর্ভিরিতি ॥ ৬৫ ॥

ঈশিতুঃ শ্রীপরমেশ্বর্য্যাঃ পুরোহগ্রে মমারৈত্যর্থঃ ॥ ৬৬—৬৮ ॥

পরে নিদারুণ একাদশ দিন উপস্থিত হইলে দানব কটিতলে রক্ত বসন পরিধান, গলে রক্ত মালা ধারণ এবং সর্বাঙ্গে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্বক মহা মহোৎসব করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত রথে আরোহণ করিল। তখন সে অতীব অধ্যবসারে সমস্ত শক্তি পরাজয় করিয়া মহাদেবীর সম্মুখে স্বীয় রথ সংস্থাপন করিল। তাহার পর দেবী ও দানব উভয়ে হুই প্রহর পর্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। আসে লোকের হৃদয় বিকল্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময় দেবী জগদম্বিকা অতীব উগ্র পঞ্চদশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন; চারিটি শরে তাহার চারিটি বাহন, একটি শরে তাহার সারথি, দুইটি শরে তাহার নমনযুগল, দুইটি শরে তাহার ভুজদ্বয়, একটি শরে তাহার ধ্বজ ও পঞ্চ শরে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তখন সে রুধির বমন করিতে করিতে পরমেশ্বরের সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিল ॥ ৬১—৬৬ ॥ ঐ সময় তাহার শরীর-নির্গত তেজ দেবীর শরীরে বিলীন হইয়া গেল। সেই মহাবলবান্ দানব নিহত হইলে ত্রিজগৎ শান্তভাবে ধারণ করিল ॥ ৬৭ ॥ পরে হরি, হর, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণ তত্ত্ব পূর্বক গদগদ বাক্যে জগদম্বিকার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৮ ॥

দেবা উচুঃ ।

জগদ্ভ্রমবিবর্ত্তককারণে পরমেশ্বর ! ।

নমঃ শাকন্তরি ! শিবে ! নমস্তে শতলোচনে ! ॥ ৬৯ ॥

সর্বোপনিষদুদঘুষ্টে ! দুর্গমাসুরনাশিনি ! ।

নমো মায়েশ্বর ! শিবে ! পঞ্চকোশাস্তরস্থিতে ! ॥ ৭০ ॥

চেতসা নির্বিকল্পেন যাং ধ্যায়ন্তি মুনীশ্বরঃ ।

প্রণবার্থস্বরূপাং তাং ভজামো ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৭১ ॥

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডজননীং দিব্যবিগ্রহাম্ ।

ব্রহ্মবিষ্ণুাদিজননীং সর্বভাবৈর্নতা বয়ম্ ॥ ৭২ ॥

কঃ কুর্যাৎ পামরান্ দৃষ্টা রোদনং সকলেশ্বরঃ ।

সদয়াং পরমেশানীং শতাক্ষীং মাতরং বিনা ॥ ৭৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি স্তুতা স্তরৈর্দেবী ব্রহ্মবিষ্ণুাদিভির্বরৈঃ ।

পূজিতা বিবিধৈর্দ্রব্যৈঃ সন্তুষ্টাভূচ্চ তৎকালে ॥ ৭৪ ॥

জগদ্ভ্রমরূপো যো বিবর্ত্তোহনুথাভাবস্তস্মৈ মুখ্যকারণরূপে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯-৭২ ॥

অস্মান্ পামরান্ হুঃখিতান্ দৃষ্টা যৎপরমেশ্বর্যা ভবত্যা রোদনং কৃতং তস্মাৎ শতাক্ষীং মাতরং বিনা কঃ কুর্যাৎ ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ৭৩-৭৫ ॥

দেবগণ বলিলেন, শিবে ! জগৎ ভ্রমরূপ পরিবর্ত্তনের আপনিই একমাত্র কারণ, সুতরাং আপনি প্রাণি মাত্রেই অধিশ্বরী ; তাহা না হইলে আপনি স্বাকাদি দ্বারা প্রাণিগণকে পালন করিবেন কেন ? অতএব শতলোচনে ! আমরা আপনাকে বার বার প্রণাম করি ॥ ৬৯ ॥ শিবে ! সমস্ত উপনিষৎ আপনার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সুতরাং আপনি আমার অধিশ্বরী হইয়া জীবের অন্নময়পঞ্চকোষের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন, অতএব হে দুর্গমাসুরনাশিনি ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭০ ॥ আপনি প্রণবার্থ প্রতিপাদিতা ভুবনেশ্বরী, সুতরাং মুনীশ্বরগণ নির্বিকল্পচিত্তে আপনারই ধ্যান করিতেছেন, অতএব আমরাও আপনার ভাবনা করি ॥ ৭১ ॥ আপনি আমাদের নিমিত্তই সময়ে সময়ে দিব্য দেহ ধারণ করেন । বস্তুতঃ আপনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী ; অধিক কি, ব্রহ্মা, হরি ও হরেরও প্রসবিদ্রী, অতএব আমরা সর্বান্তঃকরণে আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৭২ ॥ আপনি সকলের মাতা, সুতরাং দয়াবশত এই পামরদিগের হুঃখ দর্শন করিয়া শত নয়নে রোদন করিয়াছেন, কিন্তু পরমেশানি ! কেহ যদি সকলের ঈশ্বরও হন, তথাপি আপনি ব্যতীত আর কেহই রোদন করিবেন না ॥ ৭৩ ॥

প্রসন্না সা তদা দেবী বেদামাহুত্য সা দদৌ ।  
 ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষণেণ ধ্রোবাচ পিকভাষিনী ॥ ৭৫ ॥  
 সমেয়ং তনু কংকুষ্টা পালনীয়্য বিশেষতঃ ।  
 যয়া বিনানর্থ এষ জাতো দৃষ্টোহধুনৈব হি ॥ ৭৬ ॥  
 পূজ্যাং সৰ্বদা সেব্য্য যুগ্মাভিঃ সৰ্বদৈব হি ।  
 নাতঃপরতরংকিঞ্চিৎ কল্যাণায়োপদিশ্যতে ॥ ৭৭ ॥  
 পঠনীয়্যং মমৈতদ্ধি মাহাত্ম্যং সৰ্বদোত্তমম্ ।  
 তেন তুষ্ঠা ভবিষ্যামি হরিষ্যামি তথাপদঃ ॥ ৭৮ ॥  
 দুর্গমাস্থরহস্তীত্বাদুর্গেতি মম নাম যঃ ।  
 গৃহ্নাতি চ শতাক্ষীতি মায়াস্তিত্বা ব্রজত্যসৌ ॥ ৭৯ ॥  
 কিমুক্তেনাত্র বহুনা সারং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ।  
 সংসেব্যাং সদা দেবাঃ সৰ্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৮০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যজ্ঞাস্তুর্হিতা দেবী দেবানাক্ষর পশ্যতাম্ ।

সন্তোষং জনয়ন্ত্যেবং সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৮১ ॥

যয়া মম বেদরূপতয়া বিনা মহাননর্থোহয়ং জাতোহধুনৈব ভবতিদৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৭৬-৮২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ এই প্রকারে দেবীর  
 স্তব এবং নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট হই-  
 লেন ॥ ৭৪ ॥ তখন দেবী প্রসন্ন হইয়া বেদ সকল আহরণপূর্বক দ্বিজগণে সমর্পণ করিলেন ।  
 অবশেষে সেই পিকভাষিনী তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিলেন ॥ ৭৫ ॥ যে, বেদই আমার  
 উত্তম তনু, অতএব তোমরা বিশেষ যত্নসহকারে ইহা রক্ষা করিবে । বিশেষতঃ ইহারই  
 অভাববশত যে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল, তোমরা এখনই তাহা প্রত্যক্ষ  
 করিলে ॥ ৭৬ ॥ তোমরা সৰ্বদাই আমার পূজা এবং সেবা করিবে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর  
 আর কিছুই নাই যে, কল্যাণের নিমিত্ত তোমাদিগকে উপদেশ দিব ॥ ৭৭ ॥ আমার এই  
 উত্তম মাহাত্ম্য নিয়তই পাঠ করিবে, আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগের সকল আপদ  
 বিনষ্ট করিব ॥ ৭৮ ॥ দুর্গম অস্থরকে সংহার করার আমার দুর্গা নাম হইয়াছে, অতএব  
 যে ব্যক্তি আমার দুর্গা নাম এবং শতাক্ষী নাম গ্রহণ করিবে, সে যারা ভেদ করিয়া বিচরণ  
 করিতে পারিবে ॥ ৭৯ ॥ আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে যাহা সার তাহাই  
 বলিতেছি । দেবগণ ! সুর এবং অসুর সকলেই নিয়ত আমার সেবা করিবে ॥ ৮০ ॥



এতত্তে সৰ্বমাখ্যাতং ব্রহ্মণ্যং পরমং মহৎ ।

গোপনীয়ং প্রযত্নেন সৰ্বকল্যাণকারণম্ ॥ ৮২ ॥

য ইমং শৃণুয়ামিত্যমধ্যায়ং ভক্তিতৎপরঃ ।

সৰ্বান্ কামানবাধোতি দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
শতাক্ষীদেবীমাহাত্ম্য বর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

অত্র শতাক্ষী শাকন্তরী দুর্গা দেবতানাং জলদানান্নদানদৈত্যাবধকর্ষভেদেন নাম ভেদ-  
মাত্রমেব কেবলং ন অবতারভেদ ইতি বোধ্যম্ । তদ্বাক্যং বৈকৃতিকরহস্তে । শাকন্তরী  
শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীৰ্ত্তিতেতি ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবী ঈদৃশ বাক্যে দেবতাদিগের  
সন্তোষ সম্পাদন করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৮১ ॥ রাজন্ ! এই ত  
তোমাকে অতীব বিস্তীর্ণ পরম ব্রহ্ম সকল বলিলাম, কিন্তু ইহা সকল কল্যাণের আশ্রয়,  
অতএব যত্নসহকারে গোপন করিবে ॥ ৮২ ॥ যে মানব ভক্তিতৎপর হইয়া এই অধ্যায়  
নিত্য শ্রবণ করে, সে সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করিয়া পরিশেষে দেবীলোকে পূজা প্রাপ্ত  
হয় ॥ ৮৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শতাক্ষীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন নামক

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## উনত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যেবং সূর্য্যবংশানাং রাজ্ঞাং চরিতমুত্তমম্ ।  
সোমবংশোদ্ভবানাঞ্চ বর্ণনীয়ং ময়া কিয়ৎ ॥ ১ ॥  
পরশক্তিপ্রসাদেন মহত্বং প্রতিপেদিরে ।  
রাজন্ স্থনিশ্চিতং বিদ্ধি পরশক্তিপ্রসাদতঃ ॥ ২ ॥  
যদ্যদ্বিত্তিমৎসত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।  
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং পরশক্ত্যংশসম্ভবম্ ॥ ৩ ॥  
এতে চাহন্তে চ রাজানঃ পরশক্তেরূপাসকাঃ ।  
সংসারতরুমূলস্ত কুঠারা অভবন্মূপ ॥ ৪ ॥  
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী ।  
পলালমিব ধাত্তার্থী ত্যজেদন্যমশেষতঃ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈশ্চত্বারিংশচ্ছেদ্যৈকবিহার চ ।

বাসবাক্যাজ্ঞাবর্ত্তাঃ পপ্রচ্ছেদীকথানকম্ ॥

অথ বেদব্যাসো রাজ্ঞাং কথ্যাস্তাং জনমেজয়চিন্ত্যমাসক্তং জ্ঞাত্বা ততোহপমৃত্যু দেবীকথা-  
ভিমুখং কৰ্ত্তুমাহ ইত্যেবমিতি । নানাবিধরাজ্ঞাং ধর্ম্মায়নাং নানাবিধং চরিতং ময়া কিয়দ্বর্ণ-  
নীয়ং কালস্তান্নাদতো দেবীকথামেব পৃচ্ছেতি গূঢ়োহভিসন্ধিঃ ॥ ১ ॥

নহু কিমিতি রাজ্ঞামেতাদৃশো মহাপরাক্রমো জাত ইতি চেৎ সর্বেহপীমে রাজানঃ  
শ্রীদেবীভক্তাস্তথা চ দেবীপ্রসাদাদেতাদৃশমহত্বং তেষামাগতমিত্যাহ পরশক্তিীতি । পরা-  
শক্তিপ্রভাবত এব মহত্বমিতি নিশ্চিতং বিদ্বীত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥

কুঠারা ছেদকা অভবন্ ॥ ৪ ॥

পলালমিব ভূষমিব পরশক্তিসেবনাদন্যং ত্যজেদিত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ পলালমিব  
ধাত্তার্থী ত্যজেদগ্রহমশেষত ইতি ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! এইত দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সূর্য্যবংশীয়  
এবং চন্দ্রবংশীয় ধার্ম্মিক নরপতিগণের পবিত্র চরিত বিষয় যতদূর পারি বর্ণন করি ॥ ১ ॥  
ঐ সকল রাজাদিগের এতাদৃশ পরাক্রম হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা সকলেই  
পরাদেবীর পরম ভক্ত, সুতরাং পরশক্তিপ্রসাদেই তাঁহারা ঐদৃশ মহত্ব লাভ করিয়াছেন ।  
আপনি নিশ্চয় জানিবেন, পরশক্তিই তাঁহাদিগের মহত্বের মূল কারণ । তাঁহাদিগের  
বিক্রম, বীৰ্য্য এবং ঐশ্বর্য্য সমস্তই পরশক্তির অংশসম্ভূত, সন্দেহ নাই ॥ ২—৩ ॥ নরপাল !  
এই সকল রাজগণ এবং অসংখ্য রাজগণ পরশক্তির উপাসক হইয়া জ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা  
সংসাররূপ তরুর মূলচ্ছেদন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ অতএব অতীব যত্নসহকারে সর্বতোভাবে

আমথ্য বেদহুৎসাকিং প্রাপ্তং রত্নং ময়া নৃপ ।  
 পরাশক্তিপদাশ্চোজং কৃতকৃত্যোহস্ম্যাহং ততঃ ॥ ৬ ॥  
 পঞ্চব্রহ্মাসনারূঢ়া নাস্ত্যন্যা কাপি দেবতা ।  
 তত এব মহাদেব্যা পঞ্চব্রহ্মাসনং কৃতম্ ॥ ৭ ॥  
 পঞ্চভ্যস্তদধিকং বস্তু বেদে ব্যক্তমিতির্য্যতে ।  
 যস্মিন্নোতঞ্চ প্রোতঞ্চ সৈব শ্রীভুবনেশ্বরী ॥ ৮ ॥

বেদরূপহুৎসাকিমথনেনেদং রত্নং পরাশক্তিপদাশ্চোজরূপং ময়া লভ্যং ততস্তল্লাভাদহং  
 কৃতকৃত্যোহস্মি সার্থকজন্মাস্মীত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিরহস্তদ্বং বর্ণয়তি । বৃহদারণ্যকে  
 গার্গিব্রাহ্মণে গার্গিমাতিপ্রাকীর্মা তে মূৰ্দ্ধা ব্যপশুৎ । অনতিপ্রপ্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছ-  
 সীতি ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবত্যা ধ্যানেনাপি সর্বোত্তমদ্বং বর্ণয়তি পঞ্চ ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরী মঞ্চক-  
 কোণখুরভূতাঃ সদাশিবস্ত চতুর্গাং মন্তকোপরিফলকস্থানীয়াঃ । তথা চ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বর-  
 সদাশিবাস্ত্রকপঞ্চব্রহ্মাস্ত্রকং বদাসনং তস্মিন্নারূঢ়া ভগবত্যতিরিক্তা কাশ্চা দেবতাস্তি ন  
 কাপি । ততঃ স্বস্তোংকর্ষং মূঢ়ানপি বোধয়িতুং মহাদেব্যা পঞ্চব্রহ্মাসনং স্বস্ত স্বীকৃতমিতি-  
 মেব সর্বোংকৃষ্টেতি ভাবঃ । তথা চ ভুবনেশ্বরীতন্ত্রে ব্রহ্মাওপুরাণে ললিতোপাখ্যানে  
 চ । ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ রুদ্রঃ ঈশ্বরঃ সদাশিবঃ । এতে পঞ্চমহাপ্রোতাঃ পাদমূলে ব্যবস্থিতা  
 ইতি ॥ ৭ ॥

নহু পঞ্চব্রহ্মাতিরিক্তং তেভ্যোহধিকং বস্তু নাশ্চোবেতি চেত্তদাহ পঞ্চভ্য ইতি । ব্রহ্মা-  
 দয়ঃ পঞ্চভূম্যাদিপঞ্চভূতাধিপত্যস্তেষাং পঞ্চমহাভূতানামুৎপত্তির্ষস্মাদ্ভবতি তদ্বস্ত বেদে  
 ব্যক্তমব্যাকৃতমিত্যাदिশব্দৈরুচ্যতে । যস্মিন্নিদং সর্বং জগৎ সূত্রে মণিগণা ইবোতং প্রোতঞ্চ  
 ভবতীতি গার্গিব্রাহ্মণেতি উক্তং তাবতা প্রকৃতে কিমাত্মমিতি চেত্তদাহ সৈব শ্রীভুবনে-  
 শ্বরীতি । যদ্বেদে পঞ্চব্রহ্মভ্যোহধিকমব্যাকৃতমিত্যুক্তং সাম্যাবস্থমাপোপাধিকং ব্রহ্ম সৈবা-  
 স্ত্রাকং ভুবনেশ্বরী ভগবতাতি পঞ্চব্রহ্মাধিকান্ত্যেব বেদে ভগবতীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

ভুবনেশ্বরীর সেবা করা কর্তব্য । ধাত্তাভিলাষী মানব যেমন পলাল ত্যাগ করে, সেইরূপ  
 অশেষ প্রকারে অশ্রু উপাসনা ত্যাগ করিবে ॥ ৫ ॥ নরনাথ ! আমি বেদরূপ সাগর  
 মহন করিয়া পরাশক্তির চরণ সরোজরূপ রত্ন লাভ করিয়াছি, ইহাতে বারপার নাই কৃত-  
 কৃত্য হইয়াছি ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর যাহার আসনের চারি কোণস্থিত চারি  
 পাদস্বরূপ, সদাশিব যে ব্রহ্মাদির মন্তকস্থিত ফলক স্বরূপ, সেই শ্রীদেবী তিন্ন শ্রেষ্ঠ দেবতা  
 আর কেহই নাই, ইহা অজ্ঞান মানবদিগের নিকট প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তই মহাদেবী  
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিবাস্ত্রক আসন কর্ত্তনা করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র,  
 ঈশ্বর ও সদাশিব ইহারা ক্ষিতি জল অনল বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের অধিপতি ; ঐ  
 পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি বাহা হইতে হইয়াছে, বেদে সেই বস্তুকেই ব্যক্ত বা অব্যাকৃত  
 বলিয়া নির্দেশ করে এবং তাহাতে সমস্ত জগৎ সূত্রপ্রথিত মণিগণের স্থার ওত ও প্রোত-



তামবিজ্জায় রাজৈন্দ্র ! নৈব মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৯ ॥

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িস্যস্তি মানবাঃ ।

তদা শিবামবিজ্জায় দুঃখশ্চাস্তো ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

অতএব শ্রুতৌ শ্রাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ।

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগৃঢ়াম্ ॥ ১১ ॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন জন্মসাকল্যহেতবে ।

লজ্জয়া বা ভয়েনাপি ভক্ত্যা বা প্রেমযুক্তয়া ॥ ১২ ॥

সর্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

তন্নিষ্ঠস্তৎপরো ভূয়াদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৩ ॥

যেন কেন মিষণাপি স্বপংস্তিষ্ঠন্ ব্রজমপি ।

কীর্তয়েৎ সততং দেবীং সর্বৈ মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৪ ॥

যদা চর্ম্মেতি । আকাশং যদা চর্ম্মবৎ কৃষ্ণাজিনবস্ত্রানবা বেষ্টয়িস্যস্তি তদা শিবাং ভুবনে-  
শ্বরীমবিজ্জায় ন জ্ঞাত্বা ভুবনেশ্বরীস্বরূপজ্ঞানং বিনাপি দুঃখশ্চ সংসারজন্মশ্চ নাশো ভবি-  
ষ্যতি । ন কদাপি চর্ম্মবদাকাশবেষ্টনং ভবিষ্যতি । ন চ কদাপি ভুবনেশ্বরীরূপজ্ঞানং বিনা  
মোক্ষো ভবিষ্যতি । ততোহবশ্যমেব ভুবনেশ্বরীস্বরূপজ্ঞানে যত্র আশ্বেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অতএব শ্বেতাশ্বতরে ভগবতীধ্যানমেব মোক্ষসাধনম্বেনোক্তমিত্যাহ অতএবেতি ॥ ১০ ॥

তামেব শ্রুতিং পঠতি তে ধ্যানেতি ॥ ১১ ॥

তন্নিষ্ঠৌ ভগবতীনিষ্ঠঃ ॥ ১২—১৪ ॥

ভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনিই শ্রীভুবনেশ্বরী ॥ ৮ ॥ রাজৈন্দ্র ! সেই ভুবনেশ্বরীর স্বরূপ  
বিদিত হইতে না পারিলে মানব কখনই মুক্ত হইতে পারে না ॥ ৯ ॥ যে সময় মনুষ্যাগণ  
আকাশকে কৃষ্ণসার চর্ম্মের জায় বেষ্টন করিতে পারিবে, তখন ভুবনেশ্বরীর স্বরূপ না  
জানিলেও তাহাদিগের সংসার ক্লেশ নাশ হইবে । আকাশকে বেষ্টন করা যেমন অসম্ভব,  
ভুবনেশ্বরীর জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভও সেইরূপ অসম্ভব । অতএব ভুবনেশ্বরীর স্বরূপ জ্ঞানে  
যত্র করা একান্ত বিধেয় ॥ ১০ ॥ ভগবতীর ধ্যানই মোক্ষের মূল, ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে,  
তৎশাখাধ্যায়ীরা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, “বাহার্য ধ্যানযোগনিরত, তাহারি সেই দেবীকে  
সর্ব রজ তমঃ এই গুণত্রয়ে আবৃত্তা ও দেবগণের স্ব স্ব শক্তিরূপা বলিয়া অবলোকন করি-  
বেন” ॥ ১১ ॥ অতএব জন্ম সফল করিবার নিমিত্ত লজ্জার হউক, ভয়ে হউক বা প্রেমপূর্ণ  
ভক্তিযোগেই হউক যত্নসহকারে প্রথমতঃ সর্ব সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, তাহার পর হৃদয়  
মধ্যে মন নিরোধ করিয়া দেবীনিষ্ঠ হইয়া তৎপরায়ণ হইবে; বেদান্তরূপ ডিণ্ডিম ইহা  
ঘোষণা করিতেছে ॥ ১২—১৩ ॥ যে ব্যক্তি শয়ন, গমন বা অবস্থান কালীন অথবা যে কোন

তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন ভজ রাজন্ ! মহেশ্বরীম্ ।

বিরাদ্রুপাং সূত্ররূপাং তদ্ব্যস্ত্যামিরূপিণীম্ ॥ ১৫ ॥

সোপানক্রমতঃ পূৰ্ব্বং ততঃ শুদ্ধে হু চেতসি ।

সচ্চিদানন্দলক্ষ্যার্থরূপাং তাং ব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ১৬ ॥

আরাধয় পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জিতাম্ ।

তস্মাৎ চিত্তলয়ো যঃ সঃ তস্মাৎ আরাধনং শ্রুতম্ ॥ ১৭ ॥

রাজনাজ্ঞাং পরাশক্তিভক্তানাং চরিতং ময়া ।

ধার্মিকানাং সূর্য্যসোমবংশজানাং মনস্বিনাম্ ॥ ১৮ ॥

পাবনং কীর্ত্তিদং ধর্ম্মবুদ্ধিদং সদগতিপ্রদম্ ।

কথিতং পুণ্যদং পশ্চাৎ কিমশ্চাচ্ছোভুমিচ্ছসি ॥ ১৯ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

গৌরীলক্ষ্মীসরস্বত্যো দত্তাঃ পূৰ্ব্বং পরাম্বয়া ।

হরায় হরয়ে তদ্ব্যভিপদ্যোদ্যুত্বায় চ ॥ ২০ ॥

তত্র সচ্চিদানন্দরূপায় ভগবত্যা ধ্যানাধিকারপ্রাপ্ত্যর্থমাদাবুপাসনাস্তরমাত্ৰ বিরাদ্রুপামিতি । সূত্ররূপাং সমষ্টিব্যাপ্তিলিঙ্গরূপদেহাম্ । অস্ত্যামিরূপিণীং মায়ামবলব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ১৫ ॥

ইখং শুদ্ধে চেতসি জাতেহনস্তরং নিগুণব্রহ্মরূপিণীং ধ্যয়েদিত্যাহ সচ্চিদানন্দেতি ॥ ১৬—১৭ ॥

ইখং রাজকথাশ্রবণশ্রবণং বিহায় ভগবতীকথাশ্রবণশ্রবণঃ কর্তব্য ইতি ব্যাসাভিপ্রায়ঃ জ্ঞাত্বা জনমেজয় আহ গৌরীতি । হে ভগবন্ ! ত্বয়া তৃতীয়কণ্ঠে বর্জ্যধ্যয়ে বিষ্ণবেতৎ

হলেই হউক দেবীর নাম কীর্ত্তন করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ রাজন্ ! আপনি সৰ্ব্ব প্রকারে যত্নপূর্ব্বক মহেশ্বরীর অর্চনা করুন । যেমন লোক ক্রমশ উচ্চ সোপানে আরোহণ করে, আপনি তদনুসারে মহাদেবীর বিরাত্ররূপ, সূত্ররূপ এবং অস্ত্যামিরূপের ধ্যান করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করুন । পরে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে, যিনি মায়ার অতীতা, সচ্চিদ ও আনন্দের আধাররূপা, সেই ব্রহ্মরূপিণী পরাশক্তির আরাধনা করিবেন । পরশক্তিতে চিত্ত লয় করিবার নামই আরাধনা, শ্রুতরাং আপনি তাঁহাতে চিত্ত লয় করুন ॥ ১৫—১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! সূর্য্য ও সোমবংশীয় মনস্বী ধার্মিক, পরাশক্তির পরম ভক্ত রাজাদিগের পবিত্র চরিত কীর্ত্তন করিলাম । ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণের অক্লান্ত কীর্ত্তি, ধর্ম্ম, বুদ্ধি, সদগতি এবং পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । অতঃপর আপনি অন্য কোন বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন ? ॥ ১৮—১৯ ॥

তুষারাদ্বেশ্চ দক্ষশ্চ গৌরী কণ্ঠেতি বিশ্রুতম্ ।

ক্ষীরোদধেশ্চ কণ্ঠেতি মহালক্ষ্মীরিতি শ্রুতম্ ।

মূলদেব্যুদ্ভবানাঞ্চ কথং কণ্ঠাভ্যমন্যয়োঃ ॥ ২১ ॥

অসম্ভাব্যমিদং ভাতি সংশয়োহত্র মহামুনে ! ।

হিঙ্কি জ্ঞানাসিনা তং ত্বং সংশয়চ্ছেদতৎপরঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্বুতম্ ।

দেবীভক্তশ্চ তে কিঞ্চিদবাচ্যং ন হি বিদ্যতে ॥ ২৩ ॥

দেবীত্রয়ং যদা দেবত্রয়ায়াদাৎ পরাশ্রিকা ।

তদা প্রভৃতি তে দেবাঃ সৃষ্টিকার্য্যাণি চক্রিরে ॥ ২৪ ॥

মহালক্ষ্মীর্মহাকালীশিবার চ । মহাসরস্বতী মহং স্থানান্ত্রাস্বাসির্জিতা ইতি বচনেন পূর্বমুক্তং  
কিমিতি গৌরীলক্ষ্মীসরস্বত্যো দেবতাঃ পরাশ্রয়ামণিধীপাধিবাসিত্বা দেব্যা হরায় হরয়ে  
পদ্মজায় চ দত্তা ইতি ॥ ২০ ॥

লোকে ত্রিখং শ্রুতমিত্যাহ তুষারাদ্বেশিতি । হিমালয়শ্চ দক্ষশ্চ চ কণ্ঠা গৌরী ।  
ক্ষীরোদধেঃ কণ্ঠা লক্ষ্মীরিতি শ্রুতম্ । নবদ্বৈতং কিং তাবতেতি চেত্তত্রাহ । মূলদেব্যা-  
উদ্ভবানাঞ্চিতি । মূলদেবীত উৎপন্নয়োগৌরীলক্ষ্মীসরস্বত্যকণ্ঠাভ্যং কথমপি ন ঘটতে বিরোধ-  
দिति ভাবঃ ॥ ২১ ॥

তমেব সংশয়ং হিঙ্কীত্যাহ হিঙ্কীতি ॥ ২২—২৩ ॥

দেবীত্রয়ং গৌরীলক্ষ্মীসরস্বতীত্রয়ং দেবত্রয়ায় ব্রহ্মবিষ্ণুব্রহ্মভ্যোহদাদিত্তবতী পরাশ্রিকা  
মণিধীপাধিবাসিনী ॥ ২৪ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ভগবন্ ! পুরাকালে জগজ্জননী পরাশক্তি হরকে গৌরী, হরিকে  
লক্ষ্মী এবং হরির নাভিকমলোদ্ভব ব্রহ্মাকে সরস্বতী সম্প্রদান করেন ॥ ২০ ॥ এখন শুনি-  
তেছি গৌরী হিমালয়ের এবং দক্ষেরও কণ্ঠা, আর মহালক্ষ্মী ক্ষীরোদসাগরের কণ্ঠা ।  
ইহারা সকলেই মূল দেবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তবে গৌরী ও লক্ষ্মী কিরূপে অন্তর  
কণ্ঠা হইলেন ? ॥ ২১ ॥ মহামুনে ! ইহা অতীব অসম্ভব বলিয়া আমার সংশয় উপস্থিত  
হইয়াছে । ভগবন্ ! আপনি সংশয়চ্ছেদনে সম্পূর্ণ সমর্থ, অতএব জামরূপ অসি দ্বারা  
আমার এই উপস্থিত সংশয় ছেদন করুন ॥ ২২ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! আপনাকে এই অদ্বুত রহস্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ  
করুন । কারণ আপনি দেবীর পরম ভক্ত, সুতরাং আপনার নিকট কিছুমাত্র অবজ্ঞা  
নাই ॥ ২৩ ॥ পরাশ্রিকা যে সময়ে হর, হরি এবং ব্রহ্মাকে ক্রমান্বয়ে গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী  
দান করেন, সেই অবধি হরাদি দেবতাঃ সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ করিতেছেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্ !



কস্মিংশ্চিৎ সময়ে রাজন্ ! দৈত্যা হালাহলাভিধাঃ ।  
 মহাপরাক্রমা জাতাত্তৈলোক্যং তৈর্জিতং ক্ষণাৎ ॥ ২৫ ॥  
 ব্রহ্মণো বরদানেন দর্পিতা রজতাচলম্ ।  
 রুরুধুর্নিজসেনাভিস্থা বৈকুণ্ঠমেব চ ॥ ২৬ ॥  
 কামারিঃ কৈটভারিষ্ঠ যুদ্ধোদ্যোগঞ্চ চক্রতুঃ ।  
 ষষ্টিবর্ষসহস্রাণামভূদ্যুদ্ধং মহোৎকটম্ ॥ ২৭ ॥  
 হাহাকারো মহানাসীদেবদানবসেনয়োঃ ।  
 মহতাপ প্রযত্নেন তাভ্যাং তে দানবা হতাঃ ॥ ২৮ ॥  
 স্বস্বস্থানেষু গত্বা তাবভিমানঞ্চ চক্রতুঃ ।  
 শক্ন্ত্যোর্নিকটে রাজন্ ! যদ্বশাদেব তে হতাঃ ॥ ২৯ ॥  
 অভিমানং তয়োজ্জীত্বা ছলহাস্তঞ্চ চক্রতুঃ ।  
 মহালক্ষ্মীশ্চ গৌরী চ হাস্তং দৃষ্ট্বা তয়োস্তু তৌ ॥ ৩০ ॥

হালাহলবিষবদ্ধঃ সহস্রাক্ষালাহলাভিধ্বং দৈত্যানাম্ ॥ ২৫ ॥

রজতাচলং কৈলাসম্ ॥ ২৬—২৮ ॥

তাভ্যাং শিববিষ্ণুভ্যাম্ । যদ্বশাদিতি । যযোঃ শক্ন্ত্যোর্নিমিত্তেন তে দৈত্যা হতাস্ত-  
 যোগৌরীলক্ষ্মীশক্ন্ত্যোর্নিকটে এবাস্মাভিদৈত্যা হতা বয়মেতাদৃশাঃ পরাক্রমিণ ইত্যভিমানং  
 হরবিষ্ণুচক্রতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ছলহাস্তমিতি । অস্বপ্ৰসাদেনৈবৈতাভ্যাং দৈত্যা জিতাস্তৎকথমস্মরিকট এব  
 বিক্লিপ্তবদভিমানং কুর্কীত ইত্যভিপ্রায়েণ কপটহাস্তং তে শক্ন্তী চক্রতুরিত্যর্থঃ । তৌ হর-  
 বিষ্ণুতরোঃ শক্ন্ত্যাঃ কপটহাস্তং দৃষ্ট্বা ॥ ৩০ ॥

কোন সময়ে হালাহল নামে কতকগুলি দানব জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে তাহারা অতীব  
 পরাক্রান্ত হইয়া ক্ষণমাত্রেই ত্রৈলোক্য পরাজয় করিল ॥ ২৫ ॥ অধিক কি, তাহারা ব্রহ্মার  
 বরদানে দর্পিত হইয়া স্বীয় সেনা লইয়া কৈলাসপর্বত এবং বৈকুণ্ঠধাম পর্য্যন্ত অবরোধ  
 করিল ॥ ২৬ ॥ তদর্শনে মহাদেব ও বিষ্ণু উভয়েই যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন । ক্রমশ উভয়  
 দলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । এমন কি, ষষ্টি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অবিপ্রান্ত যুদ্ধ  
 চলিল, কিন্তু কোন দলেরই জয় পরাজয় নাই । ক্রমশ দেব ও দানব-সৈন্তের মধ্যে ঘোরতর  
 হাহাকারধ্বনি হইতে লাগিল । এমন সময়ে শিব ও বিষ্ণু অতীব ধন্বসহকারে দানবদিগকে  
 নিপাত্তিত করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥ রাজন্ ! পরে শিব ও বিষ্ণু আপন আপন আলয়ে প্রত্যা-  
 গমন করিলেন, বহুত দানবেরা তাহাদিগের নিজ নিজ শক্তির প্রভাবেই নিহত হইয়াছিল,  
 কিন্তু শিব ও বিষ্ণু সেই নিজ শক্তি গৌরী ও লক্ষ্মীর নিকটে গিয়া গর্ভ করিয়া বলিলেন যে,  
 সেই দানবেরা আমাদের পরাক্রমেই নিহত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥ তাহাদের অভিমান অবগত

দেবাবতীবসংক্রুদ্ধৌ মোহিতাবাদিমাযয়া ।

দুৰুত্তরঞ্চ দদতু রবমানপুরঃসরম্ ॥ ৩১ ॥

ততস্তে দেবতে তস্মিন্ ক্ষণে ত্যক্তা তু তৌ পুনঃ ।

অন্তর্হিতে চাভবতাং হাহাকারস্তদা হৃদুঃ ॥ ৩২ ॥

নিস্তেজঙ্কৌ চ নিঃশক্তিী বিক্ষিপ্তৌ চ বিচেতনৌ ।

অবমানাত্তয়োঃ শক্ত্যোজ্জাতৌ হরিহরৌ তদা ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মা চিন্তাতুরো জাতঃ কিমেতৎ সমুপস্থিতম্ ।

প্রধানৌ দেবতামধ্যে কথং কার্য্যাক্ষমাবম্ ॥ ৩৪ ॥

অকাণ্ডে কিং নিমিত্তেন সঙ্কটং সমুপস্থিতম্ ।

প্রলয়ো ভবিতা কিম্বা জগতোহস্ম নিরাগমঃ ॥ ৩৫ ॥

অভিমানখণ্ডননিমিত্তমতীৰ সংক্রুদ্ধাবিত্যর্থঃ । ন কেবলং সংক্রুদ্ধৌ কিঞ্চনাদিমাযয়া মোহিতৌ তৎপ্রসাদাদেব জয়ে লক্কেইপি তদগণ্য কিং মুখবচ্ছলহাস্তং ক্রিয়ত ইতি দুৰুত্তরঞ্চ দদতুরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

তৌ হরবিষ্ণুত্যাক্ত্যর্থঃ । অতএব ভগবত্যা পূৰ্ব্বমুক্তম্ । এতাঃ শক্তয়ো মাননীয়া নাবমানাঃ কদাচনেতি ॥ ৩২ ॥

বিচেতনৌ বিগতধিবর্ণৌ যতো বিক্ষিপ্তৌ ॥ ৩৩ ॥

অম্ হরিহরৌ কার্য্যাক্ষমৌ জগৎকার্য্যাসমর্থৌ কথং জাতাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অকাণ্ডে অকালে নিরাগমো নিরপরাধিনঃ । সৰ্ব্বকৰ্ম্মকরাভাবেহপীতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

হইয়া গৌরী ও লক্ষ্মী ভাবিলেন যে, আমাদিগের প্রভাবে ইহারা দানব বিনষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের সম্মুখেই আবার অভিমান প্রকাশ করিতেছেন ; এই মনে করিয়া কপট হাস্ত করিলেন । তাঁহাদিগের ঈদৃশ হাস্ত দর্শন করিয়া সেই দেবযুগল যার পর নাই কুপিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা অনাদিমায়ায় মোহিত হইয়া উভয়ে উভয়কে অবমাননাপূৰ্ব্বক কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ সেই সময়ে গৌরী ও লক্ষ্মী, শিব ও বিষ্ণুকে পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক পুনর্বার অন্তর্হিত হইলেন । তাহাতে সমস্ত লোকই তখন হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ (শক্তিযুগলের অবমাননা বশত হরি ও হর উভয়েই তেজোহীন, শক্তিবিহীন ও বিচেতন হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৩ ॥)

ইহা অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা চিন্তায় আবুল হইয়া ভাবিলেন ; হরি ও হর দেবতার মধ্যে প্রধান, কিন্তু ইহারা জগৎ কার্য্যে অক্ষম হইলেন কেন ? এই উপস্থিত ব্যাপারের কারণ কি ? ॥ ৩৪ ॥ কি নিমিত্ত অকালে এই সঙ্কট উপস্থিত হইল ? কার্য্যের অভাব বশত নিরপরাধ এই জগতে কি প্রলয় উপস্থিত হইবে ? ॥ ৩৫ ॥ ইহার কারণ কিছুই

নিমিত্তং নৈব জানেহং কথং কার্য্য। প্রতিক্রিয়া ।

ইতি চিন্তাতুরোত্যর্থং দধ্যৌ মীনিতলোচনঃ ॥ ৩৬ ॥

পরাশক্তিপ্রকোপাত্তু জাতমেতদিতি স্ম হ ।

জানংস্তদা সাবধানঃ পদ্মজোহভূম্পোত্তম ! ॥ ৩৭ ॥

ততস্তয়োশ্চ যৎকার্য্যং স্বয়মেবাকরোস্তদা ।

স্বশক্তেঃ প্রভাবেণ কিয়ৎকালং তপোনিধিঃ ॥ ৩৮ ॥

ততস্তয়োস্ত্ব স্বস্ত্যর্থং মন্বাদীন্ স্বসুতানথ ।

আহ্বয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সনকাদীংশ্চ সত্বরঃ ॥ ৩৯ ॥

উবাচ বচনং তেভ্যঃ সন্নতেভ্যস্তপোনিধিঃ ।

কার্য্যাসক্তোহহমধুনা তপঃ কৰ্ত্ত্বং ন চ ক্ষমঃ ॥ ৪০ ॥

পরাশক্তেস্ত্ব তোষার্থং জগদ্ধারয়ুতোহস্ম্যহম্ ।

শিববিষু চ বিক্ষিপ্তৌ পরাশক্তিপ্রকোপতঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিক্রিয়া প্রতীকারঃ । কথং কৰ্ত্তব্যো নিমিত্তজ্ঞানাতাবে । ন হি রোগনিদানজ্ঞানা-  
ভাবে চিকিৎসকা উপায়ং কুৰ্ব্বন্তীতি । দধ্যৌ নিমিত্তজ্ঞানার্থং ধ্যানং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

জানন্নিতি । পরাশক্তিপ্রকোপরূপং নিদানং জানন্নিত্যর্থঃ । সাবধানোহধুনোপায়ং  
করিষ্যমীতি বিশ্বাসেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

তত আরভ্য বাবদ্ধরিহরৌ স্বহৌ ভবিষ্যতস্তাবৎপর্য্যন্তং তয়োঃ কার্য্যং পালনসংহার-  
রূপং স্বয়মেব বুজ্ঞা স্বশক্তিপ্রসাদাদকরোদিত্যাহ ততস্তয়োৱিতি ॥ ৩৮—৪০ ॥

কিং তৎকার্য্যং তদাহ পরাশক্তেৱিতি । জগদ্ধারো জগতঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপঃ । স  
চ পরাশক্তেরেব কার্য্যং ভবতীতি ময়া ততোষার্থমবশ্তং কৰ্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

জানি না, সুতরাং কি রূপে ইহার প্রতীকার করিব ; এইরূপ চিন্তায় অতীব কাতর হইয়া  
উহার কারণ অবগত হইবার বাসনার নিমীলিতলোচনে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩৬ ॥  
নৃপোত্তম ! অনন্তর কমলধোনি ধ্যানদ্বারা বিদিত হইলেন যে, পরাশক্তির নিরতিশয়  
কোপপ্রভাবেই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে । তখন তিনি তাহার প্রতীকারে বদ্ধ করিতে  
লাগিলেন । যাবৎ হরি ও হর স্বহ না হইলেন, তপোধন বুজ্ঞা স্বীয় শক্তির প্রভাবে সেই  
পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের পালন ও সংহার কার্য্য স্বয়ং নির্বাহ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি তাঁহাদিগকে স্তব্ধ করিবার বাসনার আপন সন্তান মনু  
ও সনকাদি ঋষিবর্গকে সত্বর আহ্বান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তাঁহারা উপস্থিত হইয়া প্রণাম  
করিলে তপোনিধি চতুর্মুখ বলিলেন, আমি এক্ষণে অধিকতর কার্য্যে ব্যাসক্ত, সুতরাং তপ-  
স্তার অনুরোধ করিতে পারিতেছি না ॥ ৪০ ॥ পরাশক্তির কোপে হরি ও হর বিক্ষিপ্ত হইয়া-  
ছেন, সুতরাং সেই মহাশক্তির সন্তোষ সম্পাদনের নিমিত্ত জগতের সৃষ্টি, সংহার ও



তস্মাত্তাং পরমাং শক্তিং যুগং সন্তোষয়ংত্বথা ।  
 অত্যদুতং তপঃ কৃৎস্না ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ৪২ ॥  
 যথা তৌ পূৰ্ব্ববৃত্তৌ চ স্মাতাং শক্তিয়ুতাবপি ।  
 তথা কুরুত মৎপুত্রা যশোরুদ্ধিৰ্ভবেদ্ধি বাম্ ॥ ৪৩ ॥  
 কুলে যশ্চ ভবেজ্জন্ম তয়োঃ শক্ত্যোস্তু তৎকুলম্ ।  
 পাবয়েজ্জগতীং সৰ্বাং কৃতকৃত্যং স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গতাঃ সৰ্বে বনাস্তরে ।  
 রিরাধয়িষবঃ সৰ্বে দক্ষাদ্যা বিমলাস্তরাঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
 দক্ষশ্চ গৃহে ভগবত্যা জন্মকথনবর্ণনং নাম উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

পূৰ্ব্ববৃত্তৌ পূৰ্ব্বস্বভাবৌ ॥ ৪৩ ॥

কিঞ্চ যশ্চ কুলে তয়োঃ শক্ত্যোৰ্জন্ম ভবিষ্যতি তৎকুলং জগতীতলং পাবয়েৎ স্বয়ঞ্চ কৃত-  
 কৃত্যং ভবেদিত্যাহ কুলে যশ্চেতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

পালন এই কার্য্যজয়ের ভার আমিই বহন করিতেছি ॥ ৪১ ॥ অতএব তোমরা অতীব  
 ভক্তি সহকারে কঠোর তপশ্চরণ করিয়া সেই পরমাশক্তির সন্তোষ-বিধান কর ॥ ৪২ ॥  
 হে পুত্রগণ ! যাহাতে হরি ও হর পূৰ্ব্বের স্তায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শক্তির সহিত মিলিত  
 হন, তোমরা তদনুরূপ কার্য্য কর । তাহাতে তোমাদের যশোরুদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥  
 পরন্তু যাহার কুলে সেই শক্তি যুগলের জন্ম হইবে, তাহার কুল সমস্ত জগৎ পবিত্র করিবে,  
 অধিক কি সেই ব্যক্তিও স্বয়ং কৃতার্থ হইবে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বিমলাস্তঃকরণ দক্ষাদি মানসপুত্রগণ পিতামহের বাক্য  
 শ্রবণ করিয়া সেই পরাশক্তির আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বনমধ্যে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দক্ষগৃহে ভগবতীর জন্মকথন  
 বর্ণন নামক উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

॥३३॥

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তে তু বনোদ্দেশে হিমাচলতটাক্রয়াঃ ।  
মায়াবীজজপাসক্তাস্তপশ্চরুঃ সমাহিতাঃ ॥ ১ ॥  
ধ্যায়তাং পরমাং শক্তিং লক্ষবর্ষণ্যভূম্প !  
ততঃ প্রসন্না দেবী সা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ॥ ২ ॥  
পাশাক্ষশবরাভীতিচতুর্বাছদ্বিলোচনা ।  
করুণারসসম্পূর্ণা সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥  
দৃষ্ট্বা তাং সর্বজননীং তুষ্টিবুদ্ধ্যুন্নয়োহমলাঃ ॥ ৪ ॥  
নমস্তে বিশ্বরূপায়ৈ বৈশ্বানরস্বমূর্তয়ে ।  
নমস্তৈজসরূপায়ৈ সূত্রাত্মবপুষে নমঃ ॥ ৫ ॥

একাধিকশতশ্লোকৈশ্চৌরীজয়মহচ্যতে ।

নানাপীঠোক্তবস্তুধাচ্ছিববিজ্ঞাস্তিবর্ণনম্ ॥

চতুর্মুখাজ্জয়া মুনয়ঃ সমুদ্রাঃ সর্বে হিমালয়ে তপশ্চর্য্যার্থং গতা ইভ্যাক্তং তদ্বক্তব্যং জাতং  
বৃদ্ধমাহ ততস্তেহিতি । মায়াবীজং শ্রীভুবনেশ্বরীমন্ত্রঃ ॥ ১—২ ॥

পাশেতি । পাশাক্ষশাভয়বরমুদ্রা হস্তেতার্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

বিশ্বো ব্যষ্টিল্লদেহাভিমানী । বৈশ্বানরঃ সমষ্টিল্লদেহাভিমানী । তৈজসো ব্যষ্টিল্লদেহাভিমানী ।  
সূত্রাত্মা সমষ্টিল্লদেহাভিমানী । তদেবাহ যস্মিন্নিতি । ওতপ্রোতা প্রথিতা  
ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! হিমালয় পর্বতের তটভূমি অতীব নির্জন স্থান ; সুতরাং  
তঁাহারা বনমধ্যে গমন করিয়া তপস্তার নিমিত্ত সেই স্থান মনোনীত করিলেন । তঁাহারা  
সমাহিতচিত্তে মায়াবীজ ভুবনেশ্বরীমন্ত্র জপ করত সেই স্থানেই তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত  
হইলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! পরমাশক্তির ধ্যান করিতে করিতে এক লক্ষ বৎসর অতীত হইলে  
দেবী প্রসন্ন হইয়া তঁাহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥ তঁাহার মূর্তি, ত্রিনয়না  
এবং সচ্চিদানন্দরূপিণী, সুতরাং তিনি করুণা রসে পরিপূর্ণ হইয়া এক হস্তে পাশ, ও  
এক হস্তে অক্ষুশ ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দকে এক হস্তে অতর ও এক হস্তে বর প্রদান  
করিতেছেন ॥ ৩ ॥ সেই বিমলমুখতার মুনিগণ জগজ্জননীর ঈদৃশ মূর্তি দর্শন করিয়া স্তব  
করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ দেবি ! আপনি পৃথক্ রূপে সমস্ত শূলদেহে বিরাজমান রহিয়া-  
ছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি । আপনি সমষ্টি রূপেও সমস্ত শূলদেহে অধিষ্ঠান

যস্মিন্ সৰ্বে লিঙ্গদেহা ওতপ্রোতা ব্যবস্থিতাঃ ।

নমঃ প্রাক্ষরূপায়ৈ নমোহব্যাকৃতমূর্তয়ে ॥ ৬ ॥

নমঃ প্রত্যক্সরূপায়ৈ নমস্তে ব্রহ্মমূর্তয়ে ।

নমস্তে সৰ্বরূপায়ৈ সৰ্বলক্ষ্যাঙ্কমূর্তয়ে ॥ ৭ ॥

ইতি শুভ্রা জগদ্ধাত্রীং ভক্তিগদগদয়া গিরা ।

প্রণেমুশ্চরণান্তোজং দক্ষাদ্যা যুনয়োহমলাঃ ॥ ৮ ॥

ততঃ প্রসন্না সা দেবী প্রোবাচ পিকভাষিণী ।

বরং ব্রুত মহাভাগা বরদাহং সদা মতা ॥ ৯ ॥

তস্মাস্তু বচনং শ্রুত্বা হরবিষ্ণুস্তুনোঃ শমম্ ।

তয়োস্তুচ্ছক্তিলাভঞ্চ বত্রিরে নৃপসত্তম ॥ ১০ ॥

দক্ষোহথ পুনরপ্যাহ জন্ম দেবি ! কুলে মম ।

ভবেত্তবান্ব যেনাহং কৃতকৃত্যো ভবে ইতি ॥ ১১ ॥

প্রাক্ষো ব্যষ্টিকারণদেহাভিমানী । অব্যাকৃতং সমষ্টিকারণদেহাভিমানী । প্রত্যক্ জীবাধিষ্ঠানং কূটস্থং ব্রহ্ম ব্রহ্মমূর্তয়ে ইত্যত্র তু সৰ্ব্বাধিষ্ঠানং ব্রহ্মেতি বিভাগঃ ॥ ৬—৯ ॥

তনোঃ শমঃ শাস্তিম্ । তরোহরিহরয়োস্তচ্ছক্তিলাভং গৌরীলক্ষ্মীশক্তিলাভম্ ॥ ১০—১১ ॥

করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি । পরমেশ্বর ! আপনি পৃথক্ রূপে সমস্ত লিঙ্গদেহে বর্তমান রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে প্রণাম করি । আপনি সমষ্টি রূপে সমস্ত লিঙ্গদেহে বাস করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥ বাহাতে সমস্ত লিঙ্গ দেহ ওতপ্রোতভাবে ব্যবস্থিত রহিয়াছে; আপনি পৃথক্ রূপে সেই সমস্ত কারণদেহে বিরাজ করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি । আপনি সমষ্টিক্রূপেও সমস্ত কারণদেহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥ আপনি সমস্ত জীবের অধিষ্ঠানভূত কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপা হইয়া সকল দেহে বিরাজমান রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি । আপনিই সমস্ত ভূতের লক্ষ্যভূত আত্মস্বরূপা, অতএব আপনাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৮ ॥ অমলস্বভাব দক্ষাদি মুনিগণ ভক্তিপূর্বক গদগদ স্বরে জগদ্ধাত্রীর এই প্রকার শুভ করিয়া তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর দেবী প্রসন্ন হইয়া কোকিলের স্তায় মধুর স্বরে বলিলেন ; মহাভাগগণ ! আমি সর্বদাই বরদান করিতে প্রস্তুত, অতএব তোমরা বর প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

নৃপসত্তম ! তাঁহারা দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, হরি ও হর উভয়ে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লক্ষ্মী ও গৌরীকে লাভ করুন । পরে দক্ষ পুনর্বার বলিলেন, দেবি ! আপনার জন্ম আমার কুলেই হউক, অব ! ইহাতে আমি



জপং ধ্যানং তথা পূজাং স্থানানি বিবিধানি চ ।

বদ মে পরমেশানি ! স্বমুখে নৈব কেবলম্ ॥ ১২ ॥

দেবুবাচ ।

মচ্ছক্ত্যোরবমানাচ্চ জাতাবস্থা তয়োদ্বয়োঃ ।

নৈতাদৃশঃ প্রকর্তব্যো মেহপরাধঃ কদাচন ॥ ১৩ ॥

অধুনা মৎকৃপালেশাচ্ছরীরে স্বস্থতা তয়োঃ ।

ভবিষ্যতি চ তে শক্তী ত্বদগৃহে ক্ষীরমাগরে ।

জনিষ্যতস্ততস্তাভ্যাং প্রাপ্যতঃ প্রেরিতে ময়া ॥ ১৪ ॥

মায়াবীজং হি মদ্রো মে মুখ্যঃ প্রিয়করঃ সদা ।

ধ্যানং বিরাট্শ্বরূপং মেহথবা ত্বৎপুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১৫ ॥

সচ্চিদানন্দরূপং বা স্থানং সর্বং জগন্মম ।

যুগ্মাভিঃ সর্বদা চাহং পূজ্যা ধ্যেয়া চ সর্বদা ॥ ১৬ ॥

জাতাবস্থা তয়োৱিতি তয়োৱেতাদৃশবস্থা জাতেত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

একা শক্তিস্বদৃগৃহে তব দক্ষশ্চ গৃহেহপরা শক্তিঃ ক্ষীরমাগরে জনিষ্যতঃ । তাভ্যামিতি তাদর্থ্যে চতুর্থী ॥ ১৪ ॥

জপধ্যানাদিকং যৎপৃষ্টং তত্রোত্তরমাহ মায়াবীজং হীতি । স চ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রঃ ত্বৎপুরত ইতি যদেতদ্বরা দর্শিতং পাশাকুশাতরবরকরং ধ্যানমিত্যর্থঃ । বিরাট্শ্বরূপাধ্যানং ত্বগ্রে বক্ষ্যতি ॥ ১৫ ॥

সচ্চিদানন্দরূপং বা মম ধ্যানমিত্যর্থঃ । তদ্বক্তং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রদ্বয়ে স্ত্রীরূপং বাথ পুংস্বরূপং নিকলং বা মহেশ্বরী ! । নিকামনাপরতরা অপেনমন্ত্রং সমাহিত ইতি । সর্বজগন্মম স্থানং ভবতি মম সর্বাশ্রয়কর্তাদিতি স্থানপ্রস্তোত্তরম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

কৃতকৃতার্থ হইব সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ অতএব পরমেশানি ! আপনার পূজা, জপ, ধ্যান এবং উহার উপযুক্ত বিবিধ স্থানের বিষয় আপনি স্বীয় মুখেই ব্যক্ত করুন ॥ ১২ ॥

দেবী বলিলেন, মদীয় শক্তির অবমাননা বশতই সেই হরি ও হরের এই দুর্দশা ঘটয়াছে, অতএব আর ঈদৃশ অপরাধ যেন কদাচ না করেন ॥ ১৩ ॥ এক্ষণে মদীয় কৃপালেশ বশত তাঁহাদিগের শরীরের স্থান্যলাভ হইবে এবং শক্তিধরের মধ্যে এক শক্তি তোমার গৃহে আর অপর শক্তি ক্ষীরোদমাগরে জন্মগ্রহণ করিবেন । পরন্তু আমি তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলে হরি ও হর আপন আপন শক্তি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৪ ॥ মায়াবীজই আমার মুখ্যমন্ত্র, ইহা সততই আমার প্রিয়কর, সুতরাং এই মন্ত্রেই আমার জপ ও পূজা করিবে । তোমার সম্মুখে যে মূর্তি দর্শন করিতেছ, আমার এই ভুবনেশ্বরী মূর্তি, অথবা আমার বিরাট রূপ, কিংবা আমার সচ্চিদানন্দ রূপের ধ্যান করিবে । আর সমস্ত জগতই আমার স্থান, সুতরাং তোমরা সকল স্থানেই আমার পূজা ও ধ্যান সর্বদাই করিবে ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তাস্তদর্শে দেবী মণিদ্বীপাধিবাসিনী ।

দক্ষাদ্যা মুনয়ঃ সর্বৈ ব্রহ্মাণং পুনরায়যুঃ ।

ব্রহ্মাণে সর্বব্রহ্মাস্তং কথয়ামাসুরাদরাৎ ॥ ১৭ ॥

হরো হরিশ্চ স্বশ্চৌ তৌ স্বস্বকার্যক্ষমৌ নৃপ ! ।

জাতৌ পরাম্বরূপয়া গর্বেণ রহিতৌ তদা ॥ ১৮ ॥

কদাচিদথকালে তু মহঃ শাক্তিমবাতরৎ ।

দক্ষগেহে মহারাজ ! ত্রৈলোক্যে পুংসবোহভবৎ ॥ ১৯ ॥

দেবাঃ প্রমুদিতাঃ সর্বৈ পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ চক্রিরে ।

নেতুর্হুন্মুভয়ঃ স্বর্গে করকোণাহতা নৃপ ! ॥ ২০ ॥

মনাংশ্রাসন্ প্রসন্নানি সাধুণামমলাঅনাম্ ।

সরিতৌ মার্গবাহিন্যঃ স্রুপ্রভোহুদ্দিবাকরঃ ॥ ২১ ॥

মঙ্গলায়াস্তু জাতায়াং জাতং সর্বত্র মঙ্গলম্ ।

তস্মা নাম সতীং চক্রে সত্যত্বাৎ পরমস্বিদঃ ॥ ২২ ॥

শাক্তং মহঃ পরাশক্তেস্তুম ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

করকোণাহতা ইতি । হুন্মুভিতাভ্যুত্থানার্থঃ বৃষ্টিগ্রহণেহবকাশো নাস্তীত্যতিদ্বরয়া কর-  
কোণেনৈবাহতা ইত্যর্থঃ ॥ ২০—২১ ॥

মঙ্গলায়াং মঙ্গলং ভক্তানাং জননমরণাসর্পণং লাতি গৃহাতি নাশয়তি সা মঙ্গলা ॥ ২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মণিদ্বীপবাসিনী ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে তাঁহাদের প্রণের উত্তর  
প্রদান করিয়া অস্তর্হিতা হইলে, দক্ষ প্রভৃতি মুনিগণ সকলেই পুনর্বার ব্রহ্মার নিকট  
আগমন করিয়া সেই সমস্ত ব্রহ্মাস্তু সমস্তমে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন ॥ ১৭ ॥ নৃপবর !  
এইরূপে তখন হরি ও হর উভয়ে গর্ববিরহিত হইয়া পরমাদেবী অম্বিকার করুণায় স্বস্থ  
হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর কোন সময়ে পরাশক্তির পরম তেজঃস্বরূপিনী দেবী ভগবতী দক্ষপ্রজাপতির  
গৃহে অবতীর্ণা হইলেন । মহারাজ ! সেই সময়ে ত্রিলোকমধ্যে সর্বত্রই মহোৎসব হইতে  
লাগিল ॥ ১৯ ॥ সমস্ত দেবতাগণ প্রমুদিত হইয়া প্রকুলচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ।  
স্বর্গে সুরহুন্মুভি সকল করাজুলি দ্বারা আহত হইয়া গন্তীরধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥  
তখন বিমলাঙ্গা সাধুগণের মানস প্রসন্ন হইল ও দিবাকরের প্রভা নির্মল হইল, সরিৎ  
সকল আনন্দভরে উচ্ছলিত হইয়া স্ব স্ব পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২১ ॥ জীবগণের  
জন্ম-মৃত্যু-নিবারণকারিণী দেবী জগন্মঙ্গলা জন্মগ্রহণ করিলে সর্বত্রই মঙ্গলের সঞ্চার

দদৌ পুনঃ শিবারাথ তস্মৈ শক্তিস্তু যাভবৎ ।

স। পুনর্জ্বলনে দক্ষা দৈবযোগান্মনোন্প ! ॥ ২৩ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

অনর্থকরমেতন্তে শ্রাবিতং বচনং মুনৈ ! ।

এতাদৃশং মহদ্বস্ত কথং দক্ষং হতাশনে ॥ ২৪ ॥

যন্মামস্মরণামৃণাং সংসারাগ্নিভয়ং ন হি ।

কেন কৰ্ম্মবিপাকেন মনোৰ্দ্ধকং তদেব হি ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! পুরাতনং সতীদাহস্য কারণম্ ॥ ২৬ ॥

কদাচিদথ দুৰ্ব্বাসা গতো জাম্বুনদেশ্বরীম্ ।

দদর্শ দেবীং তত্রাসৌ মায়াবীজং প্রজাপ সঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ প্রসম্মা দেবেশী নিজকণ্ঠগতাং প্রজম্ ।

ভ্রমদ্ভ্রমরসংসক্তাং মকরন্দমদাকুলাম্ ॥ ২৮ ॥

পরসম্মিতো ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সত্যাত্তদবতারতাদৃশাঃ সতীতি নাম চক্রে ইত্যর্থঃ । তস্মৈ শক্তিরিতি । যা পূৰ্ব্বমিয়ং শিবস্ত শক্তিরাসীৎ সেয়ং শিবাট্যেব দত্তেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

মনোৰ্দ্ধকস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ২৪—২৬ ॥

জম্বুরসেনোদ্ভূতা বা নদী যত্র জাম্বুনদং স্রবণং ভবতি তন্ত্বেশ্বরীং তৎস্থানস্থিতাং দেবী-মিত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

হইল । সেই পরব্রহ্মরূপিণী দেবী সত্যব্রহ্মরূপিণী বলিয়া তৎস্থানস্থিতা মুনিগণ তাঁহার “সতী” এই নামকরণ করিলেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ, যিনি পূৰ্ব্বে মহেশ্বরের শক্তি ছিলেন তাঁহাকে পুনর্বার সেই দেবাদিদেব মহাদেবকেই সম্প্রদান করিলেন । সেই দাক্ষায়ণী দেবী দক্ষের হৃদৈববশতঃ প্রজ্বলিত হতাশনে দগ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর ! আপনি আমাকে বিষম অনর্থকর এই বচন শ্রবণ করাইলেন । এতাদৃশ পরম সৰ্ব্বদ্রুপ মহদ্বস্ত কিরূপে হতাশনে দগ্ধ হইল ? ॥ ২৪ ॥ ঐহিক নাম স্মরণ করিলে মানবগণের সংসাররূপ ঘোরতর অগ্নি ভয় বিনষ্ট হয়, প্রজাপতির কোন্ কৰ্ম্মবিপাক দ্বারা সেই বস্ত্র দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার বাসনা একান্তই বলবতী হইয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট তাহা সন্নিহিত করুন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! সতীদাহের কারণস্বরূপ পুরাতন ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন । কোন সময়ে ঋষিবর দুৰ্ব্বাসা জাম্বুনদবাহিনী নদীর তীরে গমন করিয়া তৎস্থিতা দেবীকে দর্শন করিলেন । অনন্তর তিনি সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া সংঘতচিত্তে



দদৌ প্রসাদভূতাং তাং জগ্ৰাহ শিরসা মুনিঃ ।  
 ততো নির্গত্য তরসা ব্যোমমার্গেণ তাপসঃ ॥ ২৯ ॥  
 আজগাম স যত্রাস্তে দক্ষঃ সাক্ষাৎসতীপিতা ।  
 সন্দর্শনার্থমস্থায়াননাম চ সতীপদে ॥ ৩০ ॥  
 পৃষ্ঠো দক্ষেন স মুনিশ্চালা কস্তাস্তলৌকিকী ।  
 কথং লজ্জা ভয়া নাথ ! ছলভা ভুবি মানবৈঃ ॥ ৩১ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মৈ প্রোবাচাশ্রয়তেক্ষণঃ ।  
 দেব্যাঃ প্রসাদমতুলং প্রেমগদগদিতান্তরঃ ॥ ৩২ ॥  
 প্রার্থয়ামাস তাং মালাং তং মুনিং স সতীপিতা ।  
 অদেয়ং শক্তিতত্ত্বায় নাস্তি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে ।  
 ইতি বুদ্ধা তু তাং মালাং মনবে স সমর্পয়ৎ ॥ ৩৩ ॥  
 গৃহীতা শিরসা মালা মনুনা নিজমন্দিরে ।  
 স্থাপিতা শয়নং যত্র দম্পত্যোরতিশুন্দরম্ ॥ ৩৪ ॥

মুনিছর্কাসাঃ ॥ ২৯ ॥

অস্থায়ী দক্ষগৃহেহবতীর্ণয়া জগন্মাতৃদর্শনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

দেব্যাঃ প্রসাদমিতি । অশ্রুপূর্ণেক্ষণো মুনির্দেবীপ্রসাদলঙ্ঘনং মালেতি প্রোবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শক্তিতত্ত্বায় পরাশক্ত্যুপাসকায় মনবে দক্ষায় স ছর্কাসাঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

মায়াবীজ জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তদনন্তর সুরেশ্বরী ভগবতী তাঁহার প্রতি  
 প্রসন্ন হইয়া মকরন্দগন্ধে প্রমোদিত প্রমত্ত ভ্রমরসকুল কর্ণস্থিত মনোহর মালা প্রসাদ  
 স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিলে, মহর্ষিও সত্তর তাহা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করি-  
 লেন । তৎপরে সেই তপস্বিপ্রবর মহর্ষি ভরাধিত হইয়া অধিকার দর্শনের নিমিত্ত যথায়  
 সতীর পিতা প্রজাপতি দক্ষ অবস্থিত করিতেছিলেন, সেই স্থানে আগমন করিয়া সতীর  
 চরণপদ্মে প্রণিপাত করিলেন ॥ ২৮—৩০ ॥ অনন্তর প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-  
 লেন, মহর্ষে ! এই অলৌকিকী মালা কাহার ? প্রভো ! ভূতলে মানবগণের ছলভ এই  
 মোহিনী মালা আপনি কিরূপে লাভ করিলেন ? ॥ ৩১ ॥ তখন সেই বাগ্মিপ্রবর মহর্ষি  
 ছর্কাসা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেমবিগলিতচিত্তে সাক্ষনেতে কহিলেন, প্রজা-  
 পতে ! আমি দেবীর প্রসাদ স্বরূপ এই অমূল্য মনোহারিনী মালা লাভ করিয়াছি ॥ ৩২ ॥  
 তাহা শুনিয়া প্রজাপতি, মহর্ষি ছর্কাসার নিকট সেই মালা প্রার্থনা করিলেন । তিনিও  
 ত্রিলোক মধ্যে শক্তিতত্ত্বকে অদেয় কিছুই নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি দক্ষকে  
 সেই মালা প্রদান করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তিনি সেই মালা মস্তকে গ্রহণ করিয়া, পরে যে গৃহে

পশুকৰ্মরতো রাত্ৰৌ মালাগন্ধেন মোদিতঃ ॥ ৩৫ ॥

অভবৎ স মহীপালন্তেন পাপেন শঙ্করে ।

শিবে দ্বেষমতিজ্জাতো দেব্যাং সত্যাং তথা নৃপ ॥ ৩৬ ॥

রাজন্তেনাপরাধেন তজ্জন্তো দেহ এব চ ।

সত্যা যোগাগ্নিনা দন্ধো সতীধৰ্ম্মদিদৃক্ষয়া ।

পুনশ্চ হিমবৎপৃষ্ঠে প্রাহুরাসীতু তন্মহঃ ॥ ৩৭ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

দহ্মানে সতীদেহে জাতে কিমকরীচ্ছিবঃ ।

প্রাণাধিকা সতী তস্মৈ তদ্বিযোগেন কাতরঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততঃ পরন্তু যজ্জাতং ময়া বন্তুং ন শক্যতে ॥ ৩৯ ॥

ত্রৈলোক্যপ্রলয়ো জাতঃ শিবকোপাগ্নিনা নৃপ ! ।

বীরভদ্রঃ সমুৎপন্নো ভদ্রকালীগণাস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥

তেন মালাগন্ধেন মোহিতো হৰ্ষিতঃ সন্ রাত্ৰৌ পশুকৰ্মরতো মৈথুনাসক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

তেন পাপেন ভগবতীমালারা অপমানরূপাপরাধজন্তুপাপেন শিবে দেব্যাং দ্বেষবুদ্ধিরভ-  
বদিত্যর্থঃ । অনেন চ দেবীসম্বন্ধিপদার্থাবহেলনেন এতাদৃশো মহাননর্থো জাতস্তন্মাত্তদ্বৈ-  
লনমজ্ঞানেনাপি ন কৰ্ত্তব্যমিতি বোদিতম্ ॥ ৩৬ ॥

তেনাপরাধেন শিবদ্বেষরূপাপরাধেন তজ্জন্তুঃ শিবাপরাধিদৃক্ষজন্তুঃ সতীধৰ্ম্মঃ পতি-  
ব্রতাধৰ্ম্মঃ পতিনিষ্ঠারামেতাদৃশং ব্রতং পতিব্রতাভিরাচরণীয়মিতি দিদৃক্ষয়া তং সতীদেহং  
ত্যাক্ত্বা পুনস্তদেব দেব্যা মহো হিমবৎপৃষ্ঠে প্রাহুর্ভূবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

ভদ্রকাল্যাণশ্চ শিবগণৈশ্চাস্থিতঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

দম্পতির অতি মনোহর শয়নশয্যা সজ্জিত ছিল, সেই শয্যার উপর রাখিয়া দিলেন ॥ ৩৪ ॥

রজনীযোগে সেই মালার সৌগন্ধে আমোদিত হইয়া সেই মহীপতি স্মরতকার্য্যে আসক্ত  
হইলেন । নৃপবর ! সেই পশুকৰ্ম্ম নিবন্ধন তাঁহার, সতীদেবী ও শঙ্করের প্রতি বিদ্বেষ  
ভাব জন্মিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥ তাহাতে তিনি শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন । মহারাজ !  
সেই অপরাধে সতী, সনাতন পাতিব্রত্য ধৰ্ম্মের মৰ্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই দৃক-  
জনিত দেহ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া যোগাগ্নি দ্বারা নিজ দেহ দগ্ধ করিলেন । সেই  
শক্তিসম্বৃত তেজঃ পুনর্বার হিমাচলে প্রাহুর্ভূত হইরাছিল ॥ ৩৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! সতীর দেহ দগ্ধ হইয়া গেলে প্রাণাধিকা সতীর বিরোগে  
কাতর হইয়া মহাদেব কি করিয়াছিলেন ? ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তাহার পর যেরূপ ঘটনা হইরাছিল, আমি তাহা বর্ণন  
করিতে সমর্থ নহি । নৃপবর ! তখন শিবের ক্রোধাগ্নি দ্বারা ত্রৈলোক্যমণ্ডলে প্রলয় উপ-

ত্রৈলোক্যনাশনোদযুক্তো বীরভদ্রো যদাভবৎ ।

ব্রহ্মাদয়স্তদা দেবাঃ শঙ্করং শরণং যযুঃ ॥ ৪১ ॥

জাতে সর্বস্বনাশেহপি করুণানিধিরীশ্বরঃ ।

অভয়ং দত্তবাংস্তেভ্যো বস্তবক্লেণ তং মনুষ্য ॥ ৪২ ॥

অজীবয়ন্মহাত্মাসৌ ততঃ শিম্বো মহেশ্বরঃ ।

যজ্ঞবাটমুপাগম্য রুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৪৩ ॥

অপশ্চাত্তাং সতীং বহৌ দহমানাস্তু চিৎকলাম্ ।

স্বক্লেহপ্যারোপয়ামাস হা সতীতি বদন্ মুহুঃ ।

বভ্রাম ভ্রাস্তচিত্তঃ সমানাদেশেষু শঙ্করঃ ॥ ৪৪ ॥

তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাশ্চিস্তামাপুরনুভ্রমাম্ ।

বিষ্ণুস্ত ত্বরয়া তত্র ধনুরদ্যম্য মার্গগৈঃ ॥ ৪৫ ॥

চিচ্ছেদাবয়বান্ সত্যাস্তত্ত্বস্থানেষু তেহপতন্ ॥ ৪৬ ॥

এতাদৃশে সর্বস্বনাশে জাতে কোহপি দরা ন করিষ্যতি তথাপি শিবঃ করুণানিধিহা-  
চ্চকারেত্যাহ জাতে সর্বস্বেন্তি । বস্তবক্লেণ ছাগবক্লেণ তং মনুষ্যং দক্ষমজীবয়জীবয়ামাসে-  
ত্যর্থঃ । এতেন বীরভদ্রেণ যজ্ঞধ্বংসঃ কৃতো দক্ষস্ত চ শিরশ্ছেদিতমিত্যাহুতমপ্যর্থাদ-  
বোধ্যম্ ॥ ৪২ ॥

যজ্ঞবাটং যজ্ঞস্থানম্ ॥ ৪৩ ॥

ভ্রাস্তচিত্তো বিক্লিপ্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

সত্যা যত্রাবয়বাঃ পতিষ্যন্তি তত্র মোহেন শিবঃ স্থাস্ততি নোচেতাং গৃহীত্বা ব্রহ্মাণ্ডাদ-  
বহিরপি গমিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ সত্যা দেব্যা অবয়বাংশ্চিচ্ছেদেত্যাহ চিচ্ছেদেতি । তত্ত্ব-  
স্থানেষু নানাবিধেষু স্থানেষু তেহবয়বাশ্ছেদিতা অপতন্ ॥ ৪৬ ॥

স্থিত হইরাছিল । ভদ্রকালীগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া বীরভদ্র উৎপন্ন করিয়া ত্রৈলোক্য নাশে  
উদ্বুদ্ধ হইলেন । তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৯—৪১ ॥ সতী  
বিনাশে সর্বস্ব নাশ ঘটিলেও করুণানিধান ঈশান দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া তাঁহার মস্তক  
চ্ছেদন ও সেই স্থানে ছাগমুণ্ড সংযোজনপূর্বক তাঁহাকে জীবিত করিয়া দেবগণকে অভয়  
প্রদান করিলেন । তখন দেবাদিদেব মহাদেব অত্যন্ত খিন্ন হইয়া যজ্ঞ স্থানের সন্নিধানে গমন  
পূর্বক সাতিশয় দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ অনন্তর দেখিতে পাইলেন  
যে, সেই চৈতন্যরূপিনী সতীর দেহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে । তখন তিনি হা সতি ! হা  
সতি ! বলিয়া রোদন করিতে করিতে সতী দেহ স্বীয় স্বক্লেদে আরোপিত করিয়া  
বিভ্রাস্তচিত্তে নানাদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ তদর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত  
চিস্তাবিত হইলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণু ধনুর্ধারণপূর্বক শরসমূহ দ্বারা সতীর অবয়ব সকল



তত্তৎস্থানেষু তত্রাসীমানামূর্ত্তিধরোহরঃ ।

উবাচ চ ততো দেবান্ স্থানেষ্বেতেষু যে শিবাম্ ॥ ৪৭ ॥

ভজন্তি পরয়া ভক্ত্যা তেষাং কিঞ্চিন্ন দুর্লভম্ ।

নিত্যং সন্নিহিতা যত্র নিজান্বেষু পরাশ্রিকা ॥ ৪৮ ॥

স্থানেষ্বেতেষু যে মর্ত্ত্যাঃ পুরশ্চরণকর্ম্মিণঃ ।

তেষাং মন্ত্রাঃ প্রসিদ্ধন্তি মায়াবীজং বিশেষতঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতু্যক্তা শঙ্করন্তেষু স্থানেষু বিরহাতুরঃ ।

কালং নিষ্ঠে নৃপশ্রেষ্ঠ ! জপধ্যানসমাধিভিঃ ॥ ৫০ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

কানি স্থানানি তানি স্ত্যঃ সিদ্ধপীঠানি চানঘ ।

কতি সঙ্খ্যানি নামানি কানি তেষাঞ্চ মে বদ ॥ ৫১ ॥

তত্র স্থিতানাং দেবীনাং নামানি চ কৃপাকর ! ।

কৃতার্থোহহং ভবে যেন তদ্বদাশু মহামুনে ! ॥ ৫২ ॥

যদর্থগবয়বান্ছেদিতাস্তৎকার্য্যং যদা জাতমিত্যাহ নানামূর্ত্তিধরো হর ইতি । উবাচেতি ।  
অত্র হরঃ কর্ত্তা ॥ ৪৭ ॥

নিজান্বেষু নিজাবয়বেষু স্থানেষু পরাশ্রিকা দেবী নানাক্রুপৈঃ সংস্থিতাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

মায়াবীজং বিশেষত ইতি । দেব্যা মুখ্যা মন্ত্রো হি মায়াবীজং তস্মিন্ দেব্যাঃ প্রত্য্য-  
সন্ত্যাতিশয়াৎ । তদ্বক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে । হ্রীংকারাদর্শবিশিষ্টেতি । তথাচ তস্ত জপেন  
শীঘ্রং সন্তুষ্টা ভগবতা শীঘ্রং সিদ্ধিং দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

ছেদন করিলেন । সেই অবয়ব সকল যে যে স্থানে পতিত হইল, শঙ্কর নানামূর্ত্তি ধারণ  
করিয়া সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন । তখন তিনি দেবতাদিগকে কহিলেন যে,  
এই সকল স্থানে যে যে ব্যক্তি পরম ভক্তিসহকারে ভগবতীর আরাধনা করিবে তাহা-  
দিগের কিছুই দুর্লভ থাকিবে না । এই সকল স্থানে পরমাদেবী অশ্রিকা নিত্যই সন্নিহিত  
থাকিবেন ॥ ৪৫—৪৮ ॥ যে যে মানব এই সকল স্থানে মন্ত্র সকলের বিশেষত মায়াবীজের  
পুরশ্চরণ করিবে, তাহাদিগের মন্ত্র সকল সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৯ ॥ নৃপবর ! এই  
বলিয়া মহেশ্বর সতীর বিরহে একান্ত কাতর হইয়া জপ ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক  
সেই সেই স্থানে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

জনমেজয় কহিলেন, কোন্ কোন্ স্থানে সতীর অবয়ব সকল নিপতিত হইয়াছিল ?  
সেই সকল সিদ্ধপীঠের নাম কি ? এবং তৎসমুদায়ের সংখ্যা কত ? আপনি আনুপূর্ব্বিক  
সমস্ত কীৰ্ত্তন করুন । মহামুনে ! আমি আপনার মুখপদ্মবিনির্গত কথা সকল শ্রবণ  
করিয়া এই সংসারে কৃতার্থতা লাভ করিব সন্দেহ নাই ॥ ৫১—৫২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেবীপীঠানি সাম্প্রতম্ ।

যেবাং শ্রবণমাত্রেণ পাপহীনো ভবেন্নরঃ ॥ ৫৩ ॥

যেষু যেষু চ পীঠেষুপাশ্চৈয়ং সিদ্ধিকাজিভিঃ ।

ভূতিকাশ্মৈরভিধোয়া তানি বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৪ ॥

বারাণশ্চাং বিশালাক্ষী গৌরীমুখনিবাসিনী ।

ক্ষেত্রে বৈ নৈমিষারণ্যে প্রোক্তা সা লিঙ্গধারিণী ॥ ৫৫ ॥

প্রয়াগে ললিতা প্রোক্তা কামুকী গন্ধমাদনে ।

মানসে কুমুদা প্রোক্তা দক্ষিণে চোত্তরে তথা ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বকামা ভগবতী বিশ্বকামপ্রপূরিণী ।

গোমন্তে গোমতী দেবী মন্দরে কামচারিণী ॥ ৫৭ ॥

মদোৎকটা চৈত্ররথে জয়ন্তী হস্তিনাপুরে ।

গৌরী প্রোক্তা কান্ডকুজে রজ্জা তু মলয়াচলে ॥ ৫৮ ॥

একাত্রপীঠে সংপ্রোক্তা দেবী সা কীর্তিমত্যপি ।

বিশ্বে বিশ্বেশ্বরীং প্রাহঃ পুরুহুতাক্ষ পুঙ্করে ॥ ৫৯ ॥

গৌরীমুখনিবাসিনীতি । বারাণশ্চাং গৌরীমুখং মতীমুখং পতিতং তস্মিন্ পীঠে মুখ-  
রূপে ষড়্ভগবত্যা রূপং তস্মৈ বিশালাক্ষীতি নামেত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

দক্ষিণে মানসে কুমুদা । উত্তরে মানসে বিশ্বকামপ্রপূরিণী বিশ্বকামাখ্যা ভগবতী তিষ্ঠ-  
ভীত্যধরঃ ॥ ৫৬ ॥

গোমন্তে পর্কতে ॥ ৫৭—৬৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! যে সকলের নাম শ্রবণ মাত্রেই নরগণ পাপবিহীন হন, আমি  
এক্ষণে সেই সমস্ত পীঠস্থান কীর্তন করিব শ্রবণ করুন ॥৫৩॥ যে যে পীঠস্থানে ঐশ্বর্য্যাকাজী  
সিদ্ধিকামী মানবগণের, এই দেবীর উপাসনা ও ধ্যান করা কর্তব্য, আমি সেই সকল স্থান  
যথাযথরূপে কীর্তন করিতেছি ॥৫৪॥ মহারাজ ! বারাণসীতে গৌরীর মুখ নিপতিত হন, সেই  
মুখরূপপীঠে ভগবতীর যে মূর্তি বিরাজমান তাহা বিশালাক্ষী নামে বিখ্যাত ; নৈমিষারণ্য-  
নিপতিত দেবীর মূর্তির নাম লিঙ্গধারিণী ॥ ৫৫ ॥ এই মহামায়া প্রয়াগে ললিতা, গন্ধমাদনে  
কামুকী, দক্ষিণ মানসে কুমুদা ও উত্তর মানসে বিশ্বের বাহ্যাপূরিণী বিশ্বকামা, গোমন্তে  
গোমতী এবং মন্দরপর্কতে কামচারিণী নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন ॥৫৬-৫৭॥  
এই দেবী চৈত্ররথে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কান্ডকুজে গৌরী, মলয়পর্কতে  
রজ্জা, একাত্রপীঠে কীর্তিমতী, বিশ্বে বিশ্বেশ্বরী ও পুঙ্করে পুরুহুতা নামে কীর্তিত হইয়া

কেদারপীঠে সংপ্রোক্তা দেবী সন্মার্গদায়িনী ।  
 মন্দা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা ॥ ৬০ ॥  
 স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিশ্বকে বিশ্বপত্রিকা ।  
 ত্রীশৈলে মাধবী প্রোক্তা ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা ॥ ৬১ ॥  
 বরাহশৈলে তু জয়া কমলা কমলালয়ে ।  
 রুদ্রাণী রুদ্রকোট্যাস্তু কালী কালঞ্জরে তথা ॥ ৬২ ॥  
 শালগ্রামে মহাদেবী শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া ।  
 মহালিঙ্গে তু কপিলা মাকোটে মুকুটেশ্বরী ॥ ৬৩ ॥  
 মায়াপুৰ্ণ্যঃ কুমারী স্তাৎ সস্তানে ললিতাম্বিকা ।  
 গয়ায়াং মঙ্গলা প্রোক্তা বিমলা পুরুষোত্তমে ॥ ৬৪ ॥  
 উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা ।  
 বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবৰ্দ্ধনে ॥ ৬৫ ॥  
 নারায়ণী স্থপার্শ্বে তু ত্রিকূটে রুদ্রসুন্দরী ।  
 বিপুলে বিপুলা দেবী কল্যাণী মলয়াচলে ॥ ৬৬ ॥  
 সহ্যাদ্রাবেকবীরা তু হরিশ্চন্দ্রে তু চন্দ্রিকা ।  
 রমণা রামতীর্থে তু যমুনায়াং যুগাবতী ॥ ৬৭ ॥  
 কোটিবী কোটতীর্থে তু স্নগন্ধা মাধবে বনে ।  
 গোদাবর্যাং ত্রিসন্ধ্যা তু গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া ॥ ৬৮ ॥

( হিমবতঃ পৃষ্ঠে হিমালয়পৰ্বতে মন্দানারী ॥ ৬০—৬১ ॥

রুদ্রকোট্যাং রুদ্রকোট্যাখ্যায়াং পুৰ্ণ্যাম্ ॥ ৬২—৬৪ ॥

বিপাশায়াং; বিপাশানদীতীরবৰ্ত্তিষ্ঠাম্ ॥ ৬৫—৬৯ ॥)

থাকেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ ইনি কেদারপীঠে সন্মার্গদায়িনী, হিমাচলপৃষ্ঠে মন্দা, গোকর্ণে ভদ্র-  
 কর্ণিকা ॥ ৬০ ॥ স্থানেশ্বরে ভবানী, বিশ্বকে বিশ্বপত্রিকা, ত্রীশৈলে মাধবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা ॥ ৬১ ॥  
 বরাহশৈলে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটতে রুদ্রাণী, কালঞ্জরে কালী ॥ ৬২ ॥  
 শালগ্রামে মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া, মহালিঙ্গে কপিলা, মাকোটে মুকুটেশ্বরী ॥ ৬৩ ॥  
 মায়াপুরীতে কুমারী, সস্তানে ললিতাম্বিকা, গয়াক্ষেত্রে মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা ॥ ৬৪ ॥  
 সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা, বিপাশা নদীতে অমোঘাক্ষী, পুণ্ড্রবৰ্দ্ধনে  
 পাটলা ॥ ৬৫ ॥ স্থপার্শ্বে নারায়ণী, ত্রিকূটে রুদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুলাদেবী, মলয়াচলে  
 কল্যাণী ॥ ৬৬ ॥ সহ্যাদ্রিতে একবীরা, হরিশ্চন্দ্রে চন্দ্রিকা, রামতীর্থে রমণা, যমুনাতে  
 যুগাবতী ॥ ৬৭ ॥ কোটতীর্থে কোটিবী, মাধববনে স্নগন্ধা, গোদাবরীতে ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাদ্বারে



শিবকুণ্ডে শুভানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে ।  
 রুক্ষিণী দ্বারবত্যাশ্চ রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৬৯ ॥  
 দেবকী মথুরায়াশ্চ পাতালে পরমেশ্বরী ।  
 চিত্রকূটে তথা সীতা বিষ্ণ্যে বিষ্ণ্যাধিবাসিনী ॥ ৭০ ॥  
 করবীরে মহালক্ষ্মীরুমাদেবী বিনায়কে ।  
 আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী ॥ ৭১ ॥  
 অভয়েতু্যক্ষতীর্থেষু নিতম্বা বিষ্ণ্যপর্বতে ।  
 মাণ্ডবে মাণ্ডবী নাম স্বাহা মাহেশ্বরীপুরে ॥ ৭২ ॥  
 ছগলগুপ্তে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকামরকটকে ।  
 সোমেশ্বরে বরারোহা প্রভাসে পুষ্করাবতী ॥ ৭৩ ॥  
 দেবমাতা সরস্বত্যাং পারাবারা তটে স্মৃতা ।  
 মহালয়ে মহাভাগা পয়োক্ষ্যাং পিঙ্গলেশ্বরী ॥ ৭৪ ॥  
 সিংহিকা কৃতশৌচে তু কার্তিকে ত্রিশাক্ষরী ।  
 উৎপলাবর্তকে লোলা স্তভদ্রা শোণসঙ্গমে ॥ ৭৫ ॥  
 মাতা সিদ্ধবনে লক্ষ্মীরনঙ্গা ভরতান্রমে ।  
 জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্দ্যপর্বতে ॥ ৭৬ ॥  
 দেবদারুবনে পুষ্টিন্ধেয়া কাশ্মীরমণ্ডলে ।  
 ভীমা দেবী হিমাদ্রৌ তু তুষ্টির্বিবেশ্বরী তথা ॥ ৭৭ ॥

পাতালে পরমেশ্বরী নারী ॥ ৭০—৭১ ॥

উক্ষতীর্থেষুভয়েতি দেবী বিষ্ণ্যপর্বতে নিতম্বা দেবী পূর্নোক্তা বিষ্ণ্যবাসিনী চ ॥ ৭২-৭৩ ॥

তটে সমুদ্রতটে পারাবারা দেবী ॥ ৭৪—৭৬ ॥

বিবেশ্বরে ক্ষেত্রে তুষ্টির্দেবী ॥ ৭৭—৮০ ॥

রতিপ্রিয়া ॥ ৬৮ ॥ শিবকুণ্ডে শুভানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারবতীতে রুক্ষিণী, বৃন্দাবনে  
 রাধা ॥ ৬৯ ॥ মথুরায় দেবকী, পাতালে পরমেশ্বরী, চিত্রকূটে সীতা, বিষ্ণ্যে বিষ্ণ্যাধিবাসিনী  
 নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজিতা রহিয়াছেন ॥ ৭০ ॥ মহারাজ ! এই মহাদেবী ভগবতী,  
 করবীরপীঠে মহালক্ষ্মী, বিনায়কে উমাদেবী, বৈদ্যনাথে আরোগ্যা, মহাকালে মহেশ্বরী ॥ ৭১ ॥  
 উক্ষতীর্থ সমূহে অভয়া, বিষ্ণ্যপর্বতে নিতম্বা, মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী, মাহেশ্বরীপুরে স্বাহা ॥ ৭২ ॥  
 ছগলগুপ্তে প্রচণ্ডা, অমরকটকে চণ্ডিকা, সোমেশ্বরে বরারোহা, প্রভাসে পুষ্করাবতী ॥ ৭৩ ॥  
 সরস্বতীতে দেবমাতা, সমুদ্রতটে পারাবারা, মহালয়ে মহাভাগা, পয়োক্ষীতে পিঙ্গল-  
 েশ্বরী ॥ ৭৪ ॥ কৃতশৌচে সিংহিকা, কার্তিকে অতিশাক্ষরী, উৎপলাবর্তকে লোলা, শোণসঙ্গমে

কপালমোচনে শুক্লিন্মাতা কারাবরোহণে ।  
 শঙ্খোদ্ধারে ধরা নাম ধৃতিঃ পিণ্ডারকে তথা ॥ ৭৮ ॥  
 কলা তু চন্দ্রভাগায়ামচ্ছোদে শিবধারিণী ।  
 বেণায়ামমৃতা নাম বদর্যামূর্কনী তথা ॥ ৭৯ ॥  
 ঔষধিশ্চোত্তরকুরৌ কুশদ্বীপে কুশোদকা ।  
 মন্মথা হেমকুটে তু কুমুদে সত্যবাদিনী ॥ ৮০ ॥  
 অশ্বখে বন্দনীয়া তু নিধির্বৈশ্রবণালয়ে ।  
 গায়ত্রী বেদবদনে পার্শ্বতী শিবসন্নিধৌ ॥ ৮১ ॥  
 দেবলোকে তথৈন্দ্রাণী ব্রহ্মাশ্বেষু সরস্বতী ।  
 সূর্য্যবিশ্বে প্রভা নাম মাতৃগাং বৈষ্ণবী মতা ॥ ৮২ ॥  
 অরুন্ধতী সতীনাস্তু রামাস্তু চ তিলোত্তমা ।  
 চিত্তে ব্রহ্মকলা নাম শক্তিঃ সর্বশরীরিণাম্ ॥ ৮৩ ॥  
 ইমান্যুচ্চতানি স্ত্যঃ পীঠানি জনমেজয় ! ।  
 তৎসংখ্যাকাস্তদীশান্যো দেব্যশ্চ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥

বৈশ্রবণালয়ে কুবেরালয়ে নিধিনায়ী দেবতা ॥ ৮১—৮২ ॥

তিলোত্তমেত্যস্তমেবাষ্টোত্তরশতনামসমাপ্তিঃ । চিত্তে ব্রহ্মকলা নামেত্যেনেন তু সর্বা-  
 সামুক্তানাং দেবতানাং মুখ্যরূপমুচ্যতে । যা চিত্তে ব্রহ্মকলা যা চ সর্বশরীরিণাং শক্তিঃ  
 সৈবৈতদেবতাস্বিকৈতি শেষঃ ॥ ৮৩—৮৪ ॥

সুভদ্রা ॥৭৫ ॥ সিদ্ধবনে মাতা লক্ষ্মী, ভারতাপ্রমে অনঙ্গা, জালকুরে বিশ্বমুখী, কিঙ্কিরাপর্বতে  
 তারা ॥ ৭৬ ॥ দেবদারুণে পুষ্টি, কাশ্মীরমণ্ডলে মেধা, হিমাড্রিতে ভীমা, বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে  
 তুষ্টি ॥ ৭৭ ॥ কপালমোচনে শুক্লি, কারাবরোহণে মাতা, শঙ্খোদ্ধারে ধরা, পিণ্ডারকে ধৃতি,  
 চন্দ্রভাগা নদীতে কলা, অচ্ছোদে শিবধারিণী, বেণায় অমৃতা, বদরীতে উর্কনী ॥ ৭৮—৭৯ ॥  
 উত্তর কুরুতে ঔষধি, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমকুটে মন্মথা, কুমুদে সত্যবাদিনী ॥ ৮০ ॥  
 অশ্বখে বন্দনীয়া, বৈশ্রবণালয়ে নিধি, বেদবদনে গায়ত্রী, শিবসন্নিধানে পার্শ্বতী ॥ ৮১ ॥  
 দেবলোকে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মার আশ্বে সরস্বতী, সূর্য্যবিশ্বে প্রভা, এবং মাতৃগণের সন্নিধানে  
 বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ৮২ ॥ ইনি সতীগণের মধ্যে অরুন্ধতী  
 এবং রামাগণের মধ্যে তিলোত্তমা নামে বিখ্যাত । আর এই সন্নিধাপা মহাদেবী, সমস্ত  
 শরীরিগণের চিত্তক্ষেত্রে ব্রহ্মকলা নামক শক্তিরূপে নিরন্তর অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥  
 জনমেজয় ! এই আমি একশত অষ্টপীঠ এবং তৎসংখ্যক ঈশানী দেবীর বিষয় তোমার

সতীদেব্যঙ্গভূতানি পীঠানি কথিতানি চ ।  
 অন্যান্যপি প্রসঙ্গেন যানি মুখ্যানি ভূতলে ॥ ৮৫ ॥  
 যঃ স্মরেচ্ছূয়াদ্বাপি নামাক্ষতমুত্তমম্ ।  
 সর্বপাপবিনিমুক্তো দেবীলোকং পরং ভজেৎ ॥ ৮৬ ॥  
 এতেষু সর্বপীঠেষু গচ্ছেদ্যাত্রাবিধানতঃ ।  
 সমুপয়েচ্চ পিত্রাদীন্ শ্রাদ্ধাদীনি বিধায় চ ॥ ৮৭ ॥  
 কুৰ্য্যচ্চ মহতীং পূজাং ভগবত্যা বিধানতঃ ।  
 ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং জগদম্বাং মুহুমূর্হঃ ॥ ৮৮ ॥  
 কৃতকৃত্যং স্বমাত্মানং জানীয়াজ্জনমেজয় ! ।  
 ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিঃ সর্বান্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥ ৮৯ ॥  
 স্ত্রবাসিনীঃ কুমারীশ্চ বটুকাদীংস্তথা নৃপ ! ।  
 তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতা যে তু চাণ্ডালাদ্যা অপি প্রভো ! ॥ ৯০ ॥  
 দেবীরূপাঃ স্মৃতাঃ সর্বৈ পূজনীয়ান্ততো হি তে ।  
 প্রতিগ্রহাদিকং সর্বং তেষু ক্ষেত্রেষু বর্জয়েৎ ॥ ৯১ ॥  
 যথাশক্তি পুরশ্চর্যাং কুৰ্য্যান্মত্ৰস্তা সত্তমঃ ।  
 মায়াবীজেন দেবেশীং তত্ত্বংপীঠাধিবাসিনীম্ ॥ ৯২ ॥

ইমানি সর্বাণি স্থানানি ন সতীদেব্যঙ্গভূতানি কিন্তু কানি চিদেব্যঙ্গানি যত্র পতিতানি তথা বিধানি । কানিচিৎ রামাসু চ তিলোত্তমেত্যাদীনি প্রসঙ্গেনোক্তানীত্যাহ সতী-  
 দেব্যাজেতি ॥ ৮৫ ॥

দেবীলোকং মণিহীপম্ ॥ ৮৬ ॥

যাত্রাবিধানতঃ পুরাণাদিষু গোক্তেন যাত্রাবিধানেনেত্যর্থঃ ॥ ৮৭—৯৪ ॥

নিকট কীর্তন করিলাম ॥ ৮৪ ॥ দেবীর অঙ্গভূত পীঠ সকল এবং প্রসঙ্গক্রমে ভূতলের অন্যান্য মুখ্যস্থানও কীর্তিত হইল ॥ ৮৫ ॥ যে নর, এই অতু্যত্তম একশত অষ্ট দেবীর নাম ও পীঠ নাম শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবীলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥ জনমেজয় ! যে মতিমান্ মানব এই সমস্ত পীঠস্থানে যথাবিধানে যাত্রা করিয়া শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের সমুপর্জন এবং যথাবিধি ভগবতীর সহতী পূজা করিয়া সেই জগদ্ধাত্রী জগদম্বিকার নিকট মুহুমূর্হঃ ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তির অন্তরাত্মা কৃতকৃত্য ও পবিত্র হয় সন্দেহ নাই । রাজেন্দ্র ! দেবীর পূজানন্তর ভক্ষ্যভোজ্যাदि দ্বারা ব্রাহ্মণ, স্ত্রবাসিনী কুমারী ও বটুকগণকে ভোজন করাইবে । সেই ক্ষেত্রে চাণ্ডালাদি যে কোন জাতি অবস্থিতি করে, তাহারা দেবীর স্বরূপ, অতএব তাহাদিগের পূজা করা



পূজয়েদনিশং রাজন্ ! পুরশ্চরণকৃদুবেৎ ।

বিত্তশাঠ্যং ন কুবীত দেবীভক্তিপরো নরঃ ॥ ৯৩ ॥

য এবং কুরুতে যাত্রাং শ্রীদেব্যাঃ প্রীতমানসঃ ।

সহস্রকল্পপর্যন্তং ব্রহ্মলোকে মহন্তরে ॥ ৯৪ ॥

বসন্তি পিতরস্তস্মৈ মোহপি দেবীপুরে তথা ।

অন্তে লক্শ্মী পরং জ্ঞানং ভবেম্মুক্তো ভবামুদেঃ ॥ ৯৫ ॥

নামাষ্টশতজাপেন বহবঃ সিদ্ধতাং গতাঃ ।

যত্রৈতল্লিখিতং সাক্ষাৎ পুস্তকে বাপি তিষ্ঠতি ॥ ৯৬ ॥

এহমারীভয়াদীনি তত্র নৈব ভবন্তি হি ।

সৌভাগ্যং বর্দ্ধতে নিত্যং যথা পর্বণি বারিধিঃ ॥ ৯৭ ॥

ন তস্মৈ দুর্লভং কিঞ্চিন্নামাষ্টশতজাপিনঃ ।

কৃতকৃত্যো ভবেম্মুনং দেবীভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৯৮ ॥

নমন্তি দেবতাস্তং বৈ দেবীরূপো হি স স্মৃতঃ ।

সর্বথা পূজ্যতে দেবৈঃ কিং পুনর্মমুজোত্তমৈঃ ॥ ৯৯ ॥

শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতন্নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।

তৃপ্তাস্তং পিতরঃ সর্বৈ প্রয়াস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১০০ ॥

স্বয়ং দেবীপুরে মণিদ্বীপে স্থিতা তত্র দেবীপ্রসাদাজ্ঞানং লক্শ্মী ভবামুদেমুক্তো ভব-  
তীত্যর্থঃ ॥ ৯৫—১০০ ॥

কর্তব্য । এই সকল পীঠক্ষেত্রে কদাচই প্রতিগ্রহাদি করিবে না ॥ ৮৭—৯১ ॥ সাধু ব্যক্তিগণ  
এই সকল স্থানে নিজ নিজ মন্ত্রের যথাশক্তি পুরশ্চরণ করিবেন । দেবীর প্রতি ভক্তিমান  
নরগণ এই সকল বিষয়ে বিত্তশাঠ্য বা কার্পণ্য প্রকাশ করিবে না ॥ ৯২—৯৩ ॥ দেবীর  
প্রতি প্রীতিমান হইয়া যে ব্যক্তি এইরূপে পীঠস্থানে যাত্রা করে, তাহার পিতৃগণ সহস্রকল্প  
পর্যন্ত মহন্তর ব্রহ্মলোকে বাস করে এবং সেই ব্যক্তি পরমজ্ঞান লাভ করিয়া ভবসমুদ্র  
হইতে মুক্ত হয় ॥ ৯৪—৯৫ ॥ দেবীর এই অষ্টোত্তর শতনাম জপ করিয়া বহু ব্যক্তি সিদ্ধি  
লাভ করিয়াছেন । যে কোনও স্থানে উক্ত নামাবলী পুস্তকে লিখিত থাকিলে তথায়  
এহন্তর ও মারীভয়াদি কিছুই হইতে পারে না, প্রত্যুত পর্বকালে পয়োধির জ্ঞান তথায়  
সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৯৬—৯৭ ॥ অষ্টোত্তর শতনাম জপকারী মানবগণের কিছুই  
দুর্লভ থাকে না । সেই দেবীভক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া থাকেন, ॥ ৯৮ ॥  
সেই সাধুব্যক্তি দেবীর স্বরূপ হন, দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম ও পূজা করিয়া থাকেন  
সজ্জন মনুষ্যগণ যে, তাঁহার পূজা করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৯৯ ॥ এই অত্যা-

ইমানি মুক্তিক্ষেত্রানি সাক্ষাৎসম্বিশ্রয়ানি চ ।

সিদ্ধপীঠানি রাজেন্দ্র ! সংশ্রয়েন্নতিমান্নরঃ ॥ ১০১ ॥

পৃষ্ঠং যত্তত্ত্বয়া রাজমুক্তং সর্বং মহেশিতুঃ ।

রহস্তাতিরহস্তঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
গৌরীজন্মপীঠস্থানশিববিত্রাস্তিবর্ণনং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

ইমাশ্চষ্টশতনামানি মৎস্তপুরাণেহপি স্পষ্টানি ॥ ১০১—১০২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

ভূম অষ্টোত্তর শতনাম শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিলে পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া পরম সদগতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১০০ ॥ এই সকল স্থান, সাক্ষাৎ সম্বিশ্রয় মুক্তিক্ষেত্র, অতএব হে রাজেন্দ্র ! মতিমান্ মানবগণ এই সকল সিদ্ধপীঠ আশ্রয় করিবেন ॥ ১০১ ॥ মহারাজ ! আপনি মহেশ্বরীর যে যে রহস্ত ও অতি রহস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীৰ্ত্তন করিলাম । এক্ষণে আপনি আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছেন ? তাহা বলুন ॥ ১০২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-  
বতের সপ্তমস্কন্ধে গৌরীজন্ম, পীঠস্থান নির্দেশ ও শিবভ্রাস্তি  
বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

জনমেজয় উবাচ ।

ধরাধরাধীশমৌলাবাবিরাসীংপরং মহঃ ।

যদুক্রং ভবতা পূর্বং বিস্তরাত্তদদম্ব মে ॥ ১ ॥

কো বিরজ্যেত মতিমান্ পিবঞ্জক্তিকথামৃতম্ ।

স্বধান্ত পিবতাং মৃত্যুঃ স নৈতচ্ছৃণোতৌ ভবেৎ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ

ধন্যোহসি কৃতকৃত্যোহসি শিক্ষিতোহসি মহাত্মভিঃ ।

ভাগ্যবানসি যদেব্যাং নিকর্যাজা ভক্তিরস্তি তে ॥ ৩ ॥

শৃণু রাজন্ ! পুরাতনং সতীদেহেহগ্নিতর্জিতে ।

ভ্রান্তঃ শিবস্ত বভ্রাম কচিদ্দেশে স্থিরোহভবৎ ॥ ৪ ॥

---

শ্রীলক্ষ্মীমাতরং রত্ননাথ্যাং পিতরং গুরুম্ ।

নীলকণ্ঠঃ প্রকৃতে নবা গীতাবিমর্শিনীম্ ।

চতুঃসপ্ততিপদ্যাস্ত পার্শ্বত্যাখ্যং পরং মহঃ ।

হিমালয়ে প্রাহুরভূদিতি সম্যগিহোচ্যতে ।

পূর্বাধ্যায়ের পুনশ্চ হিমবৎপৃষ্ঠে প্রাহুরাসীতু তন্মহ ইত্যুক্তং তৎকথাং পৃচ্ছতি ধরাধরা-  
ধীশেতি । ধরাধরাঃ পর্বতান্তেষামধীশো হিমালয়স্তস্ত মৌলাবিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বক্তৃকুৎসাহার্থং কথাশ্রবণে স্বেৎসাহং দর্শয়তি কো বিরজ্যেতেতি স্বধামপি পিবতা-  
মমরাণাং যো মৃত্যুঃ স দেবীকথামৃতশ্রবণবতো নৈব ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২—৫ ॥

---

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! আপনি পূর্বে কহিয়াছেন যে, ‘অনন্তর এই পরমজ্যোতিঃ  
হিমাচলের পৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছিল,’ এক্ষণে সেই পরম জ্যোতির বিষয় বিস্তারিত রূপে  
আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই শক্তি-কথামৃত পান করিতে  
বিরত হয় ? স্বধাপারী দেবতাগণের যদিও কোনরূপে মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে, তথাপি  
দেবীকথামৃত পানকারীদিগের পক্ষে কিছুতেই সে সম্ভাবনা থাকে না ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবীর প্রতি আপনার যেরূপ ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিতেছি,  
তাহাতে আমার বোধ হয় যে, আপনি মহাত্মা ব্যক্তিগণ কর্তৃক শিক্ষিত, কৃতকৃত্য, ভাগ্যবান  
ও ধন্য হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ রাজন্ ! এক্ষণে আমি পরম পুরাতন  
কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন । দেবাদিদেব মহেশ্বর সেই অগ্নিতর্জিত সতীদেহ ধারণ  
করিয়া বিভ্রান্তচিত্তে ভ্রমণে ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে স্থির হইয়া অবস্থিতি



প্রপঞ্চভানরহিতঃ সমাধিগতমানসঃ ।

ধ্যায়ন্ দেবীস্বরূপস্ত কালং নিশ্চৈ স আত্মবান্ ॥ ৫ ॥

সৌভাগ্যরহিতং জাতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।

শক্তিহীনং জগৎসর্বং সাক্ষিদ্বীপং সপর্বতম্ ॥ ৬ ॥

আনন্দঃ শুকতাং যাতঃ সর্বেষাং হৃদয়াস্তরে ।

উদাসীনাঃ সর্বলোকাশ্চিন্তাজর্জরচেতসঃ ॥ ৭ ॥

সদা দুঃখোদধৌ যগ্না রোগগ্রস্তাস্তদাভবন্ ।

গ্রহাণাং দেবতানাঞ্চ বিপরীতেষু বর্তনম্ ॥ ৮ ॥

আধিভূতাধিদৈবানাং সত্যভাবা নৃপাভবন্ ॥ ৯ ॥

অথান্মিমেব কালে তু তারকাখ্যো মহাস্বরঃ ।

ব্রহ্মদত্তবরো দৈত্যোহভবত্ৰৈলোক্যনাথকঃ ॥ ১০ ॥

শিবৌরসস্ত যঃ পুত্রঃ স তে হস্তা ভবিষ্যতি ।

ইতি কল্লিতমৃত্যুঃ স দেবদেবৈশ্চম্বাহাস্বরঃ ।

শিবৌরসস্ততাভাবাজ্জগজ্জ চ ননন্দ চ ॥ ১১ ॥

সৌভাগ্যরহিতমৈশ্বর্যরহিতং তদাপরাশক্তেঃ পুণ্যলোকারা দেব্যাঃ পালয়িত্বা জগ-  
ন্মাতুরভাবাজ্জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

গ্রহা অপি বিপরীতগতয়ঃ শাস্ত্রঃ সত্য দেব্যা অভাবাজ্জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

ব্রহ্মণা দত্তো বরো যস্মৈ তাদৃশস্তন্মিমেব সঙ্কৌ তারকাস্বরোহভবদিত্যর্থঃ । কোহসৌ  
ব্রহ্মণাবরোদত্তস্তমাহ শিবৌরসস্তিতি ॥ ১১—১৫ ॥

করিলেন ॥ ৪ ॥ সেই স্থানে তিনি নিয়তেদ্বিগ্ন, সংসারজ্ঞান-বিরহিত ও সমাধিযুক্ত হইয়া  
দেবীর স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে কালধাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ ঐ সময় দেবী  
ব্যতিরেকে, চরাচর-সম্বিত এই ত্রৈলোক্যমণ্ডল ঐশ্বর্যবিরহিত এবং সপর্বত, সমুদ্র ও  
স্বদ্বীপ এই অধিল ভূমণ্ডল শক্তিহীন হইল ॥ ৬ ॥ (সমস্ত জীবগণের হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত  
আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া গেল) সমস্তলোক চিন্তায় জর্জরচিত হইয়া উদাসীন ভাবে অবস্থিতি  
করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ সকলেই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া সততই রোগগ্রস্ত হইতে লাগিল ।  
গ্রহগণের বিপরীত গতি ও দেবতাগণের বিপরীত অবস্থা ঘটিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ নরপতিগণ,  
সতীর অভাবে আধিত্যৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ পরম্পরায় অধীন হইয়া অবস্থিতি  
করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

এই সময়ে তারক নামক মহাস্বর ব্রহ্মার নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্জয়  
হইয়া উঠিল । সে বীরমদে প্রমত্ত হইয়া ত্রিভুবন জয় করত ত্রৈলোক্যের একমাত্র অধীশ্বর  
হইল ॥ ১০ ॥ প্রজাপতি ব্রহ্মা, “শিবের ঔরসপুত্র তোমার প্রাণহস্তা হইবে” এইরূপ

তেন চোপক্রতাঃ সর্বৈ স্বস্থানাং প্রচ্যুতাঃ সুরাঃ ।

শিবৌরসমুতাতাবাচ্চিস্তামাপুর্হুরত্যায়াম্ ॥ ১২ ॥

নাস্তনা শঙ্করশ্রাস্তি কথং তৎসুতসম্ভবঃ ।

অস্মাকং ভাগ্যহীনানাং কথং কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

ইতি চিস্তাতুরাঃ সর্বৈ জগ্মুর্বৈকুণ্ঠমণ্ডলে ।

শশংসুর্হরিমেকাশ্বে স চোপায়ং জগাদ হ ॥ ১৪ ॥

কুতশ্চিস্তাতুরাঃ সর্বৈ কামকল্পক্রমা শিবা ।

জাগর্তি ভুবনেশানী মণিদ্বীপাধিবাসিনী ॥ ১৫ ॥

অস্মাকমনয়াদেব তদুপেক্ষাস্তি নানুথা ।

শিক্ষৈবেয়ং জগন্মাত্রা কৃতাস্মচ্ছিক্ষণায় চ ॥ ১৬ ॥

লালনে তাড়নে মাতু নীকার্ণণ্যং যথার্থকে ।

তদ্বদেব জগন্মাতুর্নিয়ন্ত্র্যা গুণদোষয়োঃ ॥ ১৭ ॥

অস্মাকমনয়াদপরাধাদেব ভগবত্যা উপেক্ষাস্তি স। চোপেক্ষা নাস্মরাশায় কিম্বেতাদৃশো  
মমাপরাধো ন কর্তব্য ইতি শিক্ষণায়েত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ লালনেতি অর্থকে বালে ॥ ১৭ ॥

দরদান করাতে এবং সেই সময় শিবের ঔরসজাত পুত্রের অভাব ছিল বলিয়া সেই  
মহাসুর সতত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া অয়দর্প করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ সমস্ত সুরগণ তাহার  
উপক্রমে স্থানভ্রষ্ট হইয়া শিবের ঔরসপুত্রের অভাবে হস্তর চিন্তাসাগরে সততই নিমগ্ন  
হইলেন ॥ ১২ ॥ সতীদেবী প্রাণ বিসর্জন করার মহাদেব, এক্ষণে অজনাবিহীন হইয়াছেন,  
অতএব এখন কিরূপে তাঁহার স্মৃতিপুস্তির সম্ভব হয়? আমরা অতিশয় ভাগ্যহীন;  
কারণ, শঙ্করের পুত্রোৎপত্তির অভাবে আমাদের কার্যসাধন ছকর হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥  
এইরূপ চিন্তায় কাতর হইয়া দেবগণ সকলেই বৈকুণ্ঠমণ্ডলে গমন করিলেন এবং  
নির্জনে ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি তদ্বিবয়ের উপায় বলিতে  
আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥ সুরগণ! যখন মণিদ্বীপনিবাসিনী বাহ্যকল্পক্রমরূপিনী, কল্যাণ-  
দায়িনী করুণাময়ী দেবী ভুবনেশ্বরী আমাদের নিমিত্ত নিয়তই জাগরুক রহিয়াছেন,  
তখন তোমরা চিন্তাকুল হইতেছ কেন? ॥ ১৫ ॥ সেই জগজ্জননী কেবল আমাদেরই  
অপরাধ বশত আমাদের শিক্কা দিবার নিমিত্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। দেবগণ!  
তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, সেই শিক্কা আমাদের বিনাশের নিমিত্ত নহে, আমা-  
দিগের প্রতি করুণা প্রকাশ করিবার নিমিত্তই তাহা করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ যেমন  
আপনি সন্তানের লালন পালন ও তাড়ন বিষয়ে মাতার নিকারুণ্য লক্ষিত হয় না,

অপরাধো ভবত্যেব তনয়স্ত পদে পদে ।

কোহপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা ॥ ১৮ ॥

তস্মাদ্যুয়ং পরাস্থাং তাং শরণং যাত মাচিরম্ ।

নির্ব্যাজয়া চিত্তবৃত্ত্যা সা বঃ কার্য্যং বিধাস্ততি ॥ ১৯ ॥

ইত্যাদিশ্চ সুরান্ সর্বান্ মহাবিকুঃ স্বজায়য়া ।

সংযুতো নির্জগামাশু দেবৈঃ সহ সুরাধিপঃ ॥ ২০ ॥

আজগাম মহাশৈলং হিমবন্তং নগাধিপম্ ।

অভবংশ্চ সুরাঃ সর্বৈ পুরশ্চরণকর্ষিণঃ ॥ ২১ ॥

অশ্বাযজ্ঞবিধানজ্ঞা অশ্বাযজ্ঞঞ্চ চক্রিরে ।

তৃতীয়াদিব্রতান্ চাক্রুঃ সর্বৈ সুরা নৃপ ! ॥ ২২ ॥

কেচিৎ সমাধিনিষ্ঠাতাঃ কেচিন্নামপরায়ণাঃ ।

কেচিৎ সূক্তপরাঃ কেচিন্নামপারায়ণোৎসুকাঃ ॥ ২৩ ॥

যদ্যপ্যপরাধিনো বসন্ত তথাপি তাং মাতরং জগজ্জননীং বিনা কোহপরঃ সহেতাস্থদপ-  
রাধং পদে পদে জায়মানমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

স্বজায়য়া লক্ষ্ম্যা সহ দেব্যা আরাধনার্থং বিষ্ণুরপি দেবৈঃ সহ নির্জগামেত্যর্থঃ ॥ ২০-২১ ॥

অশ্বাপ্তীত্যর্থং যজ্ঞা নানাবিধান্তৃতীয়স্কন্ধোক্তা জ্যোতিষ্টোমাদয়শ্চ তদ্বিধানজ্ঞা অশ্বাযজ্ঞঃ  
চক্রিরে ইত্যর্থঃ । তৃতীয়াদিব্রতানি হিমালয়ং প্রতি ভগবত্যা বক্ষ্যমাণানি ॥ ২২ ॥

নামপরায়ণাঃ দেবীনাগজপিন ইত্যর্থঃ । সূক্তপরা অহং ঋত্নেভিরিত্যাदि দেবীসূক্ত-  
জাপিন ইত্যর্থঃ । নামপরায়ণং তন্ত্রাধাদিতন্ত্রেবৃক্তং নিত্যকালপরায়ণং তস্মিন্মুৎসুকা  
নিষ্ঠাতাঃ কেচিদিতিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

সেইরূপ তোমাদিগের গুণদোষ বিষয়ে সেই জগন্নিয়ন্ত্রী জগজ্জননী কখনই নির্দয় হইবেন  
না ॥ ১৭ ॥ সম্ভানের অপরাধ পদে পদেই ঘটয়া থাকে, ত্রিলোকমধ্যে একমাত্র জননী  
ব্যতিরেকে অপর কোন্ ব্যক্তি তাহা সহ করিয়া থাকে ? ॥ ১৮ ॥ অতএব তোমরা  
শীঘ্রই ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে সেই পরমজননী পরমেশ্বরীর শরণাগত হও, অবশ্যই  
তিনি, তোমাদিগের কার্যসাধনে যত্ন করিবেন ॥ ১৯ ॥ দেবাধিপতি মহাবিকু, সুরগণকে  
এইরূপ আদেশ করিয়া নিজজায়া লক্ষ্মীর সহিত দেবীর আরাধনার নিমিত্ত দেবগণ  
সমভিব্যাহারে সঙ্ঘর নির্গত হইলেন ॥ ২০ ॥ পরে অনতিবিলম্বে শৈলাধিপতি হিমালয়ে  
আগমন করিয়া সকলেই পুরশ্চরণকর্মে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ নৃপবর ! অশ্বাযজ্ঞের  
বিধানজ্ঞ দেবতাগণ অশ্বাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, এবং সকলেই তৃতীয়াদি ব্রতের অমুষ্ঠান  
করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ কেহ কেহ দেবীর সমাধি অর্থাৎ তাঁহার ধারাবাহিক ধ্যান-  
পরায়ণ হইলেন, কেহ কেহ নিরন্তর তাঁহার নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ কেহ



মন্ত্রপারায়ণপরাঃ কেচিৎ কৃচ্ছাদিকারিণঃ ।  
 অন্তর্যোগপরাঃ কেচিৎ কেচিম্যাসপরায়ণাঃ ॥ ২৪ ॥  
 হুল্লৈখয়া পরাশক্তেঃ পূজাং চক্রুরতস্মিতাঃ ।  
 ইত্যেবং বহুবর্ষাণি কালোহগাজ্জনমেজয় ! ॥ ২৫ ॥  
 অকস্মাচ্চৈত্রমাসীয়নবম্যাং চ ভূগোর্দিনে ।  
 প্রাভূর্ভুব পুরতস্তন্মহঃ শ্রুতিবোধিতম্ ॥ ২৬ ॥  
 চতুর্দিশু চতুর্বেদৈর্মূর্তিমন্দিরভিষ্ঠুতম্ ।  
 কোটিনূর্য্যপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিনুশীতলম্ ॥ ২৭ ॥  
 বিদ্যুৎকোটিসমানাভমরুণং তৎপরং মহঃ ।  
 নৈব চোর্দ্ধিঃ ন তির্ধ্যক্চ ন মধ্যো পরিজগ্রভৎ ॥ ২৮ ॥

মন্ত্রপারায়ণম্ । মারাকুলিনীক্রিয়া মধুমতী শুদ্ধা চ কালীকলাগাতঙ্গীবিজয়াজয়া-  
 ভগবতীদেবীশিবাশান্তবীতিলোকাকুরীত্যা ভুবনেশ্বরীপারিজাতে স্পষ্টীকৃতং তৎপরাস্ত-  
 রিষাভাঃ কেচিদিত্যর্থঃ । কৃচ্ছাদিত্রতং কৃচ্ছচাক্ষায়ণাদিকম্ । অন্তর্যোগঃ প্রপঞ্চযোগঃ  
 প্রাণায়িহোত্রঞ্চ প্রপঞ্চসারে উক্তং তৎপরাঃ কেচিদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হুল্লৈখয়া মারাবীজমন্ত্রেণ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ভূগোর্দিনে ভূগুবাসরে । স তন্নিগ্নেবাক্যশে স্ত্রিয়মাজগাম । বহুশোভমানানুম্মং হৈম-  
 বতীমিত্যাশ্রিতবোধিতং তন্মহঃ শাক্তং মহঃ প্রাভূর্ভবেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বেদচতুষ্টয়েন চতুর্দিশু স্থিতেন সেবিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অরুণমারুণমুগ্রহার্থং স্বীকৃতরজোগুণবদ্বাৎ । এতদ্রূপপ্রতিপাদিতাঃ শ্রুতিং পঠন্তি  
 নৈব চোর্দ্ধিমিতি । পরিজগ্রভৎ স্থানদ্বয়েহপি ন পরিচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

দেবীমুক্ত অংপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নাগ-পারায়ণ এবং কেহ কেহ বা  
 মন্ত্র-পারায়ণের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ কৃচ্ছ চাক্ষায়ণাদি ত্রতপারায়ণ হই-  
 লেন । কেহ কেহ অন্তর্যোগে, কেহ কেহ প্রাণায়িহোত্র-যোগে, কেহ কেহ বা জ্ঞানাদিতে  
 নিযুক্ত হইলেন । কেহ কেহ বা অতস্মিত হইয়া মারাবীজ মন্ত্রদ্বারা পরমাশক্তি ভুবনেশ্বরীর  
 পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥

মহারাজ ! এইরূপে দেবতাগণের বহু বৎসর গত হইয়া গেল । পরে এক দিন চৈত্র-  
 মাসের নবমীতে ভূগুবাসরে সেই শ্রুতিবোধিত শক্তিসম্বন্ধীয় পরমজ্যোতিঃ অকস্মাৎ তাঁহা-  
 দিগের পুরোভাগে প্রাভূর্ত হইল ॥ ২৫-২৬ ॥ ঐ তেজ কোটি কোটি বিদ্যুৎতুল্য, অরুণবর্ণ  
 এবং কোটি কোটি চক্রেয় জ্বাল সূশীতল । সেই পরমজ্যোতির প্রভা কোটি কোটি সূর্য্যতুল্য,  
 চারিদিকে অবস্থিত হইয়া মূর্তিমান্ বেদচতুষ্টয় তাঁহার স্তব করিতেছেন । সেই তেজোরাশি,  
 কি উর্ধ্বে, কি পার্শ্বে, কি মধ্যো, কোনদিকে পরিচ্ছিন্ন হইবার নহে ॥ ২৭—২৮ ॥ তাহার

আদ্যন্তরহিতং তন্তু ন হস্তাদ্যঙ্গসংযুতম্ ।  
 ন চ স্ত্রীরূপমথবা ন পুংরূপমথোভয়ম্ ॥ ২৯ ॥  
 দীপ্ত্যা পিধানং নেত্রাণাং তেষামাসীন্ মহীপতে ! ।  
 পুনশ্চ ধৈর্য্যমালম্ব্য যাবন্তে দদৃশুঃ সুরাঃ ॥ ৩০ ॥  
 তাবন্তদেব স্ত্রীরূপেণাভাদিব্যং মনোহরম্ ।  
 অতীবরমণীয়াক্ষীং কুমারীং নবযৌবনাম্ ॥ ৩১ ॥  
 উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনিন্দিতাশ্তোজকুটুলাম্ ।  
 রণংকিঙ্কণিকাজালসিঞ্জমঞ্জীরমেধলাম্ ॥ ৩২ ॥  
 কনকান্গদকেয়ুরগৈবেয়কবিভূষিতাম্ ।  
 অনর্ঘ্যমণিসম্ভিন্নগলবন্ধবিরাজিতাম্ ॥ ৩৩ ॥  
 তনুকেতকসংরাজমীলভ্রমরকুন্তলাম্ ।  
 নিতম্ববিন্মুভগাং রোমরাজিবিরাজিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

অথোভয়ং নপুংসকমপি নেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

প্রথমতস্তত্ত্ব দীপ্ত্যা নেত্রপিধানং জাতং পশ্চাত্তদেব মহঃ স্ত্রীরূপেণাভাৎ প্রকাশং প্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

উদ্যদাবির্ভবদ্যৎপীনঃ কুচদ্বন্দ্বঃ তেন নিন্দিতে কমলকুডুলে যন্তাঃ । রণচ্ছবায়মানং যৎকিঙ্কণিকাজালং তেন সিঞ্জস্তো শঙ্কারমানে মঞ্জীরমেধলে নুপুরকাঞ্চীভূষণে যন্তাঃ ॥ ৩২ ॥  
 গলবন্ধঃ কণ্ঠভূষণম্ ॥ ৩৩ ॥

তনুকেতকে বালকেতকপদ্মেহতিথেতে সংরাজন্ যো নীলভ্রমরস্তদতিনীলে কুন্তলৌ কর্ণকপোলমধ্যস্থৌ কেশৌ যন্তাঃ ॥ ৩৪ ॥

আদিও নাই, অন্তও নাই, তাহা হস্তপদাদি অঙ্গসংযুক্ত স্ত্রীরূপ, পুরুষরূপ অথবা নপুংসক রূপও নহে ॥ ২৯ ॥ সুরগণ প্রথমে সেই তেজের প্রভার প্রতিহত হইয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক যেমন নেত্র উন্মীলন করিলেন, অমনি সেই পরম-জ্যোতিঃ অতি মনোহর দিব্য রমণীরূপে প্রকাশিত হইল । সেই মনোরমাক্ষী নবযৌবনা কুমারীর কমলকলিকা-নিন্দিত পীনোরত কুচদ্বন্দ্ব পরমশোভা বিস্তার করিতে লাগিল । তাঁহার করচতুর্দরে কনকবলর, বাহ চতুর্দরে কেয়ুর, স্রীবাহুদেশে গৈবেয়ক, গলদেশে অমূল্য-মণিনিবন্ধ গলবন্ধ, পরমোজ্জ্বল প্রভাজাল বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে । কটি-তেটে কমণীর কিঙ্কণীজাল ও মেধলারাক্ষী এবং পাদদেশে নয়নরঞ্জন মনোহর নুপুর শ্রবণ মনোহর ধনি করিতেছে ॥ ৩০—৩৩ ॥ তাঁহার কর্ণ ও কপোলের মধ্যবর্তী কেশা-বলী, নবকেতকী-পুষ্প-পত্রোপরি বিরাজিত দীপ্তপ্রভ নীলবর্ণ ভ্রমরাবলীর স্তার সমুজ্জ্বল শোভা পাইতেছে । তাঁহার নিতম্ববিন্মুভগাৎ ও একান্তমনোহর, রোমরাজি নাতিদেশে

কপূরশকলোন্মিশ্রতাম্বুলপূরিতাননাম্ ।  
 কনককনকতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজাম্ ॥ ৩৫ ॥  
 অষ্টমীচন্দ্রবিম্বাভললাটামায়তক্রবম্ ।  
 রক্তারবিন্দনয়নামুন্নসাং মধুরাধরাম্ ॥ ৩৬ ॥  
 কুন্দকুড্‌মলদস্তাগ্রাং মুক্তাহারবিরাজিতাম্ ।  
 রত্নসজ্জিমুকুটাং চন্দ্ররেখাবতংসিনীম্ ॥ ৩৭ ॥  
 মল্লিকাগালতীমালাকেশপাশবিরাজিতাম্ ।  
 কাশ্মীরবিন্দুনিটীলাং নেত্রত্রয়বিলাসিনীম্ ॥ ৩৮ ॥  
 পাশাকুশবরাভীতিচতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্ ।  
 রক্তবস্ত্রপরীধানাং দাড়িমীকুসুমপ্রভাম্ ॥ ৩৯ ॥  
 সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্বদেবনমস্কৃতাম্ ।  
 সর্বাশাপূরিকাং সর্বমাতরং সর্বমোহিনীম্ ॥ ৪০ ॥  
 প্রসাদসুখমুখীমম্বাং মন্দম্মিতমুখাম্বুজাম্ ।  
 অব্যাজকরণামূর্তিঃ দদৃশুঃ পুরতঃ সুরাঃ ॥ ৪১ ॥

কনকো দীপ্যমানো কনকতাটঙ্কো ভাভাঃ বিটঙ্কঃ স্কন্দরং বদনাম্বুজং যন্তাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 অষ্টমীচন্দ্রোহর্দ্রচন্দ্রঃ । উন্নসাং উন্নতনাসিকাম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥  
 নিটীলং ললাটম্ ॥ ৩৮ ॥  
 ত্রিলোচনামিতি পুনরুক্তির্লোচনানামতিসৌন্দর্য্যবোধার্থা ॥ ৩৯—৪১ ॥

বিরাজিত হইয়া অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ দীপ্যমান কনকতাড়কে  
 সমুজ্জল পরমস্কন্দর বদনাম্বুজের অভ্যন্তর কপূরধণ্ড-বিমিশ্রিত তাম্বুলে আপূরিত ;  
 ললাটে অর্দ্রচন্দ্র শোভা ; ক্রমুগল আয়ত ; নয়ন কোকনদ শোভা ধারণ করিয়াছে ;  
 নাসিকা উন্নত ; অপরবিষ অতি মধুর ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দস্ত সকল কুন্দ কুটুলের জায় একান্ত  
 মনোহর ; গলদেশে প্রলম্বিত মুক্তাহার বিরাজিত রহিয়াছে ; মস্তকোপরি হীরক ও  
 মণিরস্ত্রে খচিত প্রদীপ্ত মুকুটালঙ্কার ; কর্ণে চন্দ্ররেখার জায় কর্ণভূষণ ; কেশপাশ, মল্লিকা  
 ও মালতী মালায় সুশোভিত ; ললাটদেশ কাশ্মীর-বিন্দু দ্বারা সুসজ্জিত এবং লোচনত্রয়  
 মুখমণ্ডলের অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তাঁহার এক হস্তে পাশ  
 ও অপর হস্তে অকুশ এবং অন্ত হস্তদ্বয় বর ও অন্তরদান-ভঙ্গিমায় বিরাজিত ; দেহকাস্তি  
 দাড়িমী কুসুমের জায় ; পরিধান অরুণবর্ণ অম্বর, পরমশোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৩৯ ॥  
 সুরগণ, এইরূপে সমস্ত শৃঙ্গারবেশধারিণী, সমস্ত বাহ্যাপূরনী, সমস্ত দেবতাগণের নম-  
 স্কৃত, হাস্তাননী অখিলমোহিনী, অখিলজন-জননী, প্রসাদসুখী, অকপট করুণার



দৃষ্টা তাং করুণামূর্তিং প্রণেমুঃ সকলাঃ সুরাঃ ।  
 বজ্রুং নাশকুবন্ কিঞ্চদ্বাপ্পসংরুদ্ধনিঃস্বনাঃ ॥ ৪২ ॥  
 কথঞ্চিৎ সৈর্য্যমালম্ব্য ভক্ত্যা চানতকঙ্করাঃ ।  
 প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নাস্তুৰ্জ্জ্বলগদম্বিকাম্ ॥ ৪৩ ॥

দেবা উচুঃ ।

নমো দেবৈষ্য মহাদেবৈষ্য শিবায়ৈ সততং নমঃ ।  
 নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৪৪ ॥  
 তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং  
 বৈরোচনীং কৰ্ম্মফলেষু জুষ্ঠাম্ ।  
 দুর্গাং দেবীং শরণমহং  
 প্রপদ্যে স্ততরসি তরসে নমঃ ॥ ৪৫ ॥

যতো বাষ্পসংরুদ্ধনিঃস্বনাস্ততোবজ্রুং নাশকুবন্মিত্যর্থঃ । ইতি কর্তব্যভাষাঃ সূচ্যঃ  
 সৰ্ব্বৈ বিলোকনং কৃতবন্ত এব স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

নমো দেবৈষ্য ইতি বৈদিকো মন্ত্রঃ । প্রকৃত্যৈ প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাদিতি  
 স্তত্রপ্রতিপাদ্যসাম্যাবস্থামায়োপাধিকবুদ্ধিরূপিত্যৈ । ভদ্রায়ৈ সকলকল্যাণগুণরত্নাকরাট্যৈ ।  
 নিয়তাঃ সংযতাঃ ॥ ৪৪ ॥

তামগ্নিবর্ণামিতি । অগ্নমপি ক্রড্ভ্যঃ অগ্নিসমানাক্রণবর্ণাম্ । তপসা জ্ঞানেন জ্বলন্তীং  
 দীপ্যমানাং সৰ্ব্বজ্ঞামিত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । তপসা চীয়েতে বুদ্ধিঃ স্তম্ভকে । বৈরো-  
 চনীং বিশেষণ দীপ্তাম্ । কৰ্ম্মফলেষু নিমিত্তেষু বুদ্ধিগাভিভূষ্টাং সেবিতাম্ দুর্গামষ্টাঙ্গ-  
 যোগাশ্রয়কঙ্কঃখরূপায়াসেন প্রাপ্যাং জ্ঞানেন । স্ততরসি তরণযোগ্যে সংসারে তরসে তরণায়

মূর্তিরূপিনী অম্বিকা দেবীকে পুরোভাগে অবলোকন করিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥ সেই  
 করুণাময়ীকে দর্শন করিবামাত্র দেবগণ প্রণাম করিলেন, কিন্তু বাষ্পতরে রুদ্ধকণ্ঠ  
 হওয়াতে প্রথমত কণ্ঠস্বর নিঃসৃত হইল না ॥ ৪২ ॥ পরে অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক  
 ভক্তিভরে শিরোদেশ সন্মিত করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে জগদম্বিকার স্তব করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

দেবগণ কহিলেন, জগদম্বিকে! আপনি দেবী ও মহাদেবী এবং আপনিই শিবরূপিনী,  
 আমরা সততই সংযতচিত্তে আপনাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি । দেবি! আপনি  
 সাম্যাবস্থাশিষ্টা মায়োপাধিবুক্তা বুদ্ধিরূপিনী প্রকৃতি এবং আপনি সৰ্ব্বকল্যাণরূপিনী,  
 আমরা সংযতমানসে আপনার চরণকমলে প্রণিপাত করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ জননি!  
 আপনি যোগিগণের হৃদয়ে অনলনিধির জ্ঞান অক্লণবর্ণে দীপ্তি পাইয়া থাকেন, আপনি  
 জ্ঞানপ্রভায় দীপ্যমানা, মাতঃ! আপনিই এই অবিদ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চৈতন্যরূপে সৰ্ব্বত্রই

দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং  
 বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি ।  
 সা নো মস্ত্রেষমুর্জং দুহানা  
 ধেনুর্বাগস্মানুপমুচ্চুতৈতু ॥ ৪৬ ॥  
 কালরাত্রীং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরম্ ।  
 সরস্বতীমদিতিং দক্ষদুহিতরং  
 নমামঃ পাবনাং শিবাম্ ॥ ৪৭ ॥

তৈশ্চ দুর্গাট্যে নমোহস্তিত্যর্থঃ । তৈশ্চ ইতি শেষঃ । যদ্বা অগ্নিশব্দেনাগ্নিবীজং রেফো  
 গৃহ্যতে । সরবর্ণো যস্তা মস্ত্রেহস্তি তাম্ । তপঃশব্দো মায়াবাচকস্তেন তুরীয়স্বর ঈকারো  
 গৃহ্যতে । তেন জলস্তীং তদযুক্তামিত্যর্থঃ । বিরোচনঃ সূর্য্যাস্তেন তদ্বীজং হকারো গৃহ্যতে ।  
 সূর্য্যস্ত বিন্দ্বায়কপরমেশ্বরত্বেন বিন্দ্বাশ্চ হকারাত্মত্বেন প্রপঞ্চমারে তৃতীয়চতুর্থপটলয়ো-  
 রুক্তত্বাৎ । তেন হকারযুক্তামিত্যর্থঃ । তথাচ মায়াবীজরূপিণীং দুর্গাং শরণমহমিত্যাदि-  
 পূর্বেণ সমানার্থং নারায়ণোপনিষত্ত্বাভ্যে তু তাং দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে । কীদৃশী-  
 মগ্নিসমানবর্ণাং তপসা স্বকীয়সস্তাপেন জলস্তীমমচ্ছত্নন্দহস্তীং বিশেষণ রোচতে স্বয়মেব  
 প্রকাশতে ইতি বিরোচনঃ পরমাত্মা তেন দৃষ্টত্বাৎ বিরোচনীং কৰ্ম্মফলেষু স্বৰ্গপশুপুত্রাদিষু  
 নিমিত্তভূতেষু জুষ্টায়ুপাসকৈঃ সেবিতাম্ । হে সূতরসি ! সৃষ্টুংসংসারতরণহেতো ! হে দেবি !  
 তরসে তারগ্নিত্র্যে তুভ্যং নমোহস্তিত্যর্থ ইত্যুক্তং মাধবাচার্য্যৈঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবীং বাচমিতি । দেবাঃ প্রাণাঃ বাঃ দেবীং দ্যোতমানাং বাচং বৈষ্ণবীক্লপামজনয়-  
 স্তোৎপাদিতবস্তুস্তাং বিশ্বরূপা বহুরূপাঃ পশবোহস্বদাদয়ো বদন্তি । সৰ্বব্যবহারসিদ্ধার্থং  
 সেয়ং সৰ্বব্যবহারোপযোগিনী ধেনুঃ কামদুহা মজ্জা মাদগ্নিত্রী প্রতিষ্ঠামানদানাদিনা । ইষ্ট-  
 মুর্জং দুহানান্নবলদাত্রী বাগ্ৰূপা ভবতী নোহস্মান্ সৃষ্টুতা সতী উটৈতু প্রাপ্নোষিত্যর্থঃ ।  
 অয়মপি ক্রণ্ডান্ত্র এব ॥ ৪৬ ॥

কালরাত্রীমিতি । অয়মপি দেব্যধৰ্ম্মশিরহো মজ্জঃ । সৰ্ব্ভারকস্তাপি কালস্ত্র রাত্রী  
 নাশিক্যেত্যর্থঃ । প্রলয়ে কালস্ত্রাপি নাশাৎ । ব্রহ্মস্তুতাং মধুকৈটভবদন্ত সময়ে ব্রহ্মণা স্তুতাং

প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গ ও মানবাদি জীবগণ কৰ্ম্মফল প্রাপ্তি  
 নিমিত্ত আপনারই সেবা করিয়া থাকেন । দেবি ! আপনি সংসার সাগরের তারণকর্ত্রী,  
 অতএব আমরা ঘোরতর সংসারসমুদ্র পার হইবার নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপ-  
 নাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি ॥ ৪৫ ॥ মাতঃ ! প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু সাহায্যে যে সকল  
 ভাবপ্রকাশক বাক্য উচ্চারিত হয়, আমরা তাহাকে ভাষা বলিয়া থাকি । সেই ভাষা  
 আমাদেরই কামধেনু অর্থাৎ আমরা সেই কামধেনুরূপিণী ভাষা হইতে ইচ্ছামত ধন, মান  
 ও অন্নাদি দোহন করিয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত হইতেছি ; মাতঃ ! আপনি আমাদেরই সেই  
 ভাষা স্বরূপা, অতএব আপনি অভিষ্ট হইয়া আমাদেরই বাঞ্ছাপূর্ণ করুন ॥ ৪৬ ॥ দেবি !  
 আপনি সৰ্বসংহারক কালেরও সংহার করেন, ভগবান্ পদ্মধোনি সততই আপনার

মহালক্ষ্মী চ বিদ্যাহে সৰ্বশক্তি চ ধীমহি ।

তস্মৈ দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

নমো বিরাক্ষরূপিণ্যৈ নমঃ সূক্তাশ্চমূর্তয়ে ।

নমো ব্যাকৃतरূপিণ্যৈ নমঃ শ্রীব্রহ্মমূর্তয়ে ॥ ৪৯ ॥

যদজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি রজ্জু সৰ্পস্রগাদিবৎ ।

যজ্জ্ঞানাল্লয়মাগ্নোতি সূমস্তাং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৫০ ॥

সূমস্তং পদলক্ষ্যার্থং চিদেকরসরূপিণীম্ ।

অখণ্ডানন্দরূপাং তাং বেদতাংপর্যভূমিকাম্ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মণা বেদেন বা জ্ঞতাম্ । বৈকবীং বিষ্ণুশক্তিং লক্ষ্মীম্ । হৃদমাতরং পার্শ্বতীং শিবশক্তিম্ । সরস্বতীং ব্রহ্মশক্তিম্ । অদিতিং দেবমাতরং দক্ষহুহিতরম্ । সতীনাম্রীম্ এতাদৃশীং নানা-  
রূপধরাং শিবাং ভুবনেশ্বরীং পাবনাং নমাম ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

মহালক্ষ্মী চেতি । ইয়মপি দেব্যধৰ্ম্মশিরস্বা গায়ত্রী । তত্র চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থে । মহালক্ষ্মীং বিদ্যাহে জ্ঞানীম ইত্যর্থঃ । তথা সৰ্বশক্তিং ধীমহি ধ্যায়াম ইত্যর্থঃ । তদিতি লুপ্তসপ্তম্যস্তম্ । তত্তজ্জ্ঞানে ধ্যানে চ নোহস্মান্ সা দেবী প্রচোদয়াৎ প্রেরয়-  
দ্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

চতুর্থাৎ ব্রহ্মাশ্রিকাং নমস্করোতি নমো বিরাদিত্তি ॥ ৪৯ ॥

যদজ্ঞানাদ্যং স্বরূপস্তাপরিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

জ্ঞতি করিয়া থাকেন ; মাতঃ ! আপনি বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী, হৃদমাতা শিবশক্তি পার্শ্বতী, ব্রহ্ম-  
শক্তি সরস্বতী, দেবমাতা অদিতি এবং সতীনাম্রী দক্ষহুহিতা । মাতঃ ! আপনি এইরূপে বহু-  
রূপ ধারণপূর্বক অখিল ব্রহ্মাও পুত এবং সকলকে শাস্তিদান করিতেছেন ; অতএব দেবি !  
আপনাকে প্রণিপাত করি ॥ ৪৭ ॥ আমরা আপনাকে মহালক্ষ্মী বলিয়া জানি, আমরা আপ-  
নাকে সৰ্বশক্তিব্রহ্মপিণী দেবী ভগবতী বলিয়া ধ্যান করিতেছি । জননি ! আপনি আমা-  
দিগকে আপনার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রেরণ করুন ॥ ৪৮ ॥ দেবি ! আপনি বিরাক্ষ-  
রূপিণী, আপনাকে নমস্কার ; আপনি সূক্তাশ্চা হিরণ্যগৰ্ভরূপিণী, আপনাকে নমস্কার ; আপনি  
মহাদি বোড়শবিকৃতিরূপিণী, আপনাকে নমস্কার । মাতঃ ! আপনি ব্রহ্মরূপিণী, আপনাকে  
আমরা নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥ যাহার সৃষ্ট অবিদ্যাজনিত অজ্ঞান হইতে এই জগৎ, রজ্জুও  
স্রগাদিতে সর্পের স্তায় সত্য বলিয়া ভ্রম হয়, আবার যাহার সৃষ্ট বিদ্যাজনিত জ্ঞান দ্বারা  
সেই ভ্রমের অপনয়ন হয়, আমরা ভক্তিনয়মানসে সেই সৰ্বশক্তিময়ী ভগবতী  
ভুবনেশ্বরীর ধ্যান করিতেছি ॥ ৫০ ॥ “তৎ স্বমসি” বাক্যে যিনি তৎপদের লক্ষ্যার্থ, যিনি  
অখিলবেদের তাৎপর্য ভূমি, চৈতন্তরসরূপিণী ও অখণ্ডানন্দ স্বরূপা ব্রহ্মব্রহ্মপিণী এবং  
যিনি অগ্নয়, প্রাণয়, বিজ্ঞানয়, মনোয় ও আনন্দয় এই পঞ্চকোশের অতিরিক্তা ;  
যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবহাজগের সাক্ষিনী, এবং যিনি স্বপ্নদেরও লক্ষ্যার্থ,



পঞ্চকোশাতিরিক্তাং তামবস্থাভ্রয়সাক্ষিনীম্ ।

পুনস্ত্বং পদলক্ষ্যার্থাং প্রত্যগাত্মস্বরূপিণীম্ ॥ ৫২ ॥

নমঃ প্রণবরূপারৈ নমো হ্রীংকারমূর্তয়ে ।

নানামজ্জাজ্জিকারৈ তে কৰুণারৈ নমো নমঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি স্তুতা তদা দেবৈর্মণিদ্বীপাধিবাসিনী ।

প্রাহ বাচা মধুরয়া মন্তকোকিলনিঃস্বনা ॥ ৫৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বদন্তু বিবুধাঃ কার্যং যদর্থমিহ সঙ্গতাঃ ।

বরদাহং সদা ভক্তকামকল্পদ্রুমাঙ্গি চ ॥ ৫৫ ॥

তিষ্ঠন্ত্যাং ময়ি কা চিন্তা যুগ্মাকং ভক্তিশালিনাম্ ।

সমুদ্ররামি মন্তুস্তান্ দুঃখসংসারমাগরাৎ ।

ইতি প্রতিজ্ঞাং মে সত্যং জানীথ বিবুধোত্তমাঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি প্রেমাকুলাং বাণীং শ্রুত্বা সন্তুষ্টমানসাঃ ।

নির্ভয়া নির্জরা রাজমুচুর্দুঃখং স্বকীয়কম্ ॥ ৫৭ ॥

(পঞ্চকোশাতিরিক্তামিতি। পঞ্চভ্যঃ অন্নপ্রাণবিজ্ঞানানন্মনোময়েভ্যঃ কোশেভ্যো-  
হতিরিক্তাম্। জাগ্রৎস্বপ্নমুষ্টিভেদেন অবস্থানাং ত্রয়ো ভেদা দৃশ্যন্তে, ভবতী চ তৎ-  
সাক্ষিনী। মানবা যস্যামেব অবস্থায়ঃ যৎ কৰ্ম কুৰ্বন্তি, ভবতী চ সৰ্বাস্তর্ঘ্যমিহাৎ তৎ  
সৰ্বং পশুতীতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

প্রণবরূপারৈ ওংকারস্বরূপারৈ। হ্রীংকারমূর্তয়ে হ্রীং বীজাঙ্ঘনে ॥ ৫৩—৫৮ ॥)

আমরা সেই জ্ঞানব্রহ্মস্বরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবীকে ধ্যান করি ॥ ৫১—৫২ ॥ মাতঃ !  
আপনি প্রণবরূপিণী, হ্রীংকারমূর্তি, মানাবিধ মজ্জাজ্জিকা ও কৰুণাময়ী, আমরা আপনার  
চরণকমলে বারংবার প্রণিপাত করিতেছি ॥ ৫৩ ॥

দেবগণ, এইরূপে সেই মণিদ্বীপবাসিনী জগদম্বিকার স্তব করিলে প্রমত্ত-কোকিলকণ্ঠী  
ভগবতী মধুরবাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ দেবগণ ! তোমরা কি নিমিত্ত  
এখানে আগমন করিয়াছ ? তোমাদের কার্য কি, বল। আমি সততই ভক্তগণের  
বাহ্যকল্পতরু, এবং বরদায়িনী রহিয়াছি ॥ ৫৫ ॥ তোমরা আমার ভক্ত, আমি বিদ্যমান  
থাকিতে তোমাদিগের চিন্তা কি ? আমি তোমাদিগকে দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিব।  
সুগণ ! তোমরা আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য বলিয়া জানিবে ॥ ৫৬ ॥

রাজন্ ! অমরগণ, দেবীর এই প্রেমপরিপূর্ণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট  
হইলেন এবং জগন্মাতার নিকট আপনাদিগের মনোদুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

দেবা উচুঃ ।

না জাতং কিঞ্চিদপ্যত্র ভবত্যন্তি জগজ্জয়ে ।

সর্বজয়া সর্বসাক্ষিকপিন্যা পরমেশ্বরী ! ॥ ৫৮ ॥

তারকেণাসুরেন্দ্রেণ পীড়িতাঃ স্মো দিবানিশম্ ।

শিবাস্তজাঘধস্তম্ নিশ্চিন্তো ব্রহ্মণা শিবে ! ॥ ৫৯ ॥

শিবাস্তনা তু নৈবাস্তি জানাসি হং মহেশ্বরী ! ।

সর্বজপুৰতঃ কিম্বা বক্তব্যং পামরৈর্জ্ঞানৈঃ ॥ ৬০ ॥

এতদ্ব্যদেশতঃ প্রোক্তমপরং তর্কমান্বিকে ! ।

সর্বদা চরণান্তোজে ভক্তিঃ স্মাতব নিশ্চলা ॥ ৬১ ॥

প্রার্থনীয়মিদং মুখ্যমপরং দেহহেতবে ॥ ৬২ ॥

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ পরমেশ্বরী ।

মম শক্তিস্তু যা গৌরী ভবিষ্যতি হিমালয়ে ॥ ৬৩ ॥

শিবাস্তজাচ্ছিবোরসপুত্রাৎ ॥ ৫৯ ॥

সর্বজপুৰত ইতি । সর্বজায়াস্তব পুৰতোহস্মাভিঃ পামরৈর্জ্ঞানৈঃ কিং বক্তব্যং কিং নিবেদনীয়ং হং কিং ন জানাসীত্যর্থঃ । এতদ্ব্যদেশত ইতি । ইদং বক্তব্যং তদ্ব্যদেশতাং মুখ্যত্বেন বৎসিতং তদ্ব্যক্তম্ । অপরমন্তং হঃখমস্মাকং বদন্তি তৎ কিম্বৎপর্যন্তং বক্তব্যং তদ্ব-  
মেব সর্বজা তর্কয় জানীহীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

মুখ্যমভিলষিতং প্রার্থয়ন্তি সর্বদেতি । দেহহেতবে দেহাভিমাননিমিত্তপরং প্রার্থনীয়-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬২ ॥

যা হিমালয়ে অধুনা ভবিষ্যতি সা শিবায় দেয়া । সা শক্তিস্বঃ কার্য্যং স্বজন্তপুত্রদ্বারা  
তারকাসুরবধরূপং করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

পরমেশ্বরী ! আপনি সর্বজ এবং অখিল জগতের সাক্ষিনী, এই ত্রিজগৎ মধ্যে আপনার  
অজাত কি আছে ? ॥ ৫৮ ॥ মাতঃ শিবে ! তারক নামক অসুরএবর আমাদিগকে দিবা  
রাত্রিই হঃখ দিতেছে ; বিশ্বঅষ্টা বিধাতা, শিবের ঔরসজাত সন্তান হইতে তাহার বধ  
বিধান করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥ মহেশ্বরী ! এক্ষণে শিবপুত্রিণী সতী দেহ বিসর্জন করিয়াছেন,  
তাহা আপনি জানেন, যিনি সর্বজ তাঁহার অগ্রে পামর জনেরা আর কি বলিবে ? ॥ ৬০ ॥  
জগদম্বিকে ! আমরা এই সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম, আমাদিগের অজাত  
নিদারুণ হঃখ সকল আপনি মনে মনে আনিতে পারিতেছেন, আমরা অধিক আর কি  
বলিব ? আপনার চরণকমলে আমাদিগের অচলা ভক্তি যেন নিরন্তরই বিদ্যমান থাকে,  
ইহাই আমাদিগের মুখ্য প্রার্থনীয় ; শিবের সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত আপনি দেহ ধারণ  
করেন ইহাই আমাদের অপর প্রার্থনা জানিবেন ॥ ৬১—৬২ ॥

দেবতীগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসাদস্বমুখী পরমেশ্বরী তাঁহাদিগকে কহিলেন,  
আমার শক্তি, যিনি গৌরীরূপে হিমাচলে অবতীর্ণ হইবেন, তিনিই শিবসীমন্তিনী হইয়া

শিবায় সা প্রদেয়া স্তাৎ সা বঃ কার্য্যং বিধাস্ততি ।

ভক্তির্মক্ষরণান্তোজ্ঞে ভূয়াদ্ভুতাকামাদরাৎ ॥ ৬৪ ॥

হিমালয়ো হি মনসা মানুপান্তেহতিভক্তিতঃ ।

ততস্তস্মা গৃহে জন্ম মম প্রিয়করং মতম্ ॥ ৬৫ ॥

বাস উবাচ ।

হিমালয়োহপি তচ্ছ্রুত্যানুগ্রহকরং বচঃ ।

বাপ্পৈঃ সংরুদ্ধকণ্ঠাকো মহারাজ্ঞীঃ বচোহব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥

মহত্তরং তং কুরুষে যস্তানুগ্রহমিচ্ছসি ।

নোচেৎ কাহং জড়ঃ স্থাণুঃ ক ত্বং সচ্চিদ্রূপিণী ॥ ৬৭ ॥

অসম্ভাব্যং জন্মশতৈস্ত্বৎপিতৃভ্যং মমানঘে ! ।

অশ্বমেধাদিপুণ্যৈর্বা পুণ্যৈর্বা তৎসমাধিজৈঃ ॥ ৬৮ ॥

নহু হিমালয়ে কিমিতি ভগবত্যাবতারো গৃহতে তত্রাহ হিমালয়ো হীতি ॥ ৬৫ ॥

মহারাজ্ঞীঃ সর্বেশ্বরীঃ ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬৬ ॥

মন্তব্য। ভূষ্টা ত্বং মদগৃহেহবতারং গৃহাসীতি কেবলং মল্লাননার্থমেব বস্ততস্ত যস্তানুগ্রহ-  
মিচ্ছসি তং পুরুষং মহত্তরং কুরুষে কেবলং স্বেচ্ছৈবেত্যাহ মহত্তরমিতি । তথাচ শ্রুতিঃ ।  
যং কাময়ে তং তস্মগ্ৰং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমুবিং তং অশ্বমেধামিতি । ইথং যদি নাস্তি  
তর্হি তত্রাহ নোচেদিতি । ক ত্বমতিদূরা মনোবাচামপি অগোচরা সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৬৭ ॥

এতাদৃশাস্তব পিতৃভ্যং জনকভ্যং মম জন্মশতৈরনন্তজন্মভিরপি অসম্ভাব্যং সম্ভাবনাবিষয়ে-  
হপি ন ভবতি তত্বৎপিতৃভ্যং ত্বং দদাসি তস্মাদিদিচ্ছেব কেবলং কারণং নহু মম যোগ্যতা-  
দিকমিত্যর্থঃ । তদেবাহ অশ্বমেধেতি ॥ ৬৮ ॥

পুত্রোৎপাদনপূর্বক তাহার দ্বারা তারকাসুর বধ করিয়া তোমাদের কার্য্যসাধন করিবেন ।  
আর আমার চরণানুজে তোমাদিগের প্রেমপূর্ণ নিষ্ঠলা ভক্তি হইবে ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হিমবান্  
অতিশয় ভক্তিসহকারে একান্ত মানসে আমার উপাসনা করিতেছে, অতএব তাহার গৃহে  
জন্মগ্রহণ আমার অতিশয় প্রিয়কর জানিও ॥ ৬৫ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! গিরিরাজ হিমালয়ও তাঁহার সেই অতিশয় অনুগ্রহসূচক  
বাক্য শুনিয়া প্রেমজনিত বাস্পতরে ক্লব্ধকণ্ঠ হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ত্রৈলোক্যসাম্রাজ্ঞী  
ভুবনেশ্বরীকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ দেবি ! আপনি বাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন,  
সেই ব্যক্তিকে অতিশয় মহত্তর করিয়া থাকেন ; নতুবা জড় ও স্থাবর পদার্থপুঞ্জ আমিই বা  
কোথায় ? এবং বাক্য ও মনের অগোচর সচ্চিদানন্দরূপিণী আপনিই বা কোথায় ? আমার  
গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আপনি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন কেন ? ইহা  
আপনারই অনির্বচনীয় মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৬৭ ॥ বিমলে !  
আমার পক্ষে আপনার জনকত্ব লাভ অনন্ত জন্ম অশ্বমেধাদিজনিত বা সমাধিজনিত পুণ্য-



অদ্য প্রপঞ্চ কীর্তিঃ শ্রীজগন্মাতা স্মৃতাভবৎ ।

অহো হিমালয়স্তাত্ত্ব ধাতোহসৌ ভাগ্যবানিতি ॥ ৬৯ ॥

যস্তাস্ত্ব জঠরে সন্তি ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ কোটয়ঃ ।

সৈব যস্ত স্মৃতা জাতা কো বা স্তাত্ত্বংসমো ভুবি ॥ ৭০ ॥

ন জানেহস্মৎপিতৃণাং কিং স্থানং স্মান্নির্মিতং পরম্ ।

এতাদৃশানাং বাসায় যেষাং বংশেহস্তি মাদৃশঃ ॥ ৭১ ॥

ইদং যথা চ দত্তং মে কৃপয়া প্রেমপূর্ণয়া ।

সর্ববেদান্তসিদ্ধঞ্চ স্বরূপং ব্রুহি মে তথা ॥ ৭২ ॥

যোগঞ্চ তত্ত্বসহিতং জ্ঞানঞ্চ শ্রুতিসম্বতম্ ।

বদস্ব পরমেশানি ! ত্বমেবাহং যতো ভবেঃ ॥ ৭৩ ॥

অথ স্বভাগ্যং বর্ণয়তি অদ্য প্রপঞ্চ ইতি । অহো অস্ত হিমালয়স্ত জগন্মাতা স্মৃতা কন্তাভবৎ । ধাতোহসৌ ভাগ্যবানিতি প্রপঞ্চ অদ্যাদ্যপ্রভৃতি কীর্তিঃ শ্রীদিত্যম্বয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

পরশক্ত্যমুগ্রাহেণ প্রেমপূর্ণাস্তঃকরণঃ স্বমুখেনৈব স্বভাগ্যং পুনর্বর্ণয়তি যস্তাস্ত্বিতি । কো বা স্তাত্ত্ব কোপীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

যেষাং বংশে মাদৃশো ভাগ্যবানস্তি তেষাং কিং স্থানং ব্রহ্মলোকাদ্যাপেক্ষাধিকং কিং নির্মিতং স্তাত্ত্ব জানে ইতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

পুনঃ প্রার্থয়তে ইদং যথেষতি । ইদমতিচূর্ণতং ত্বংপিতৃভ্যঃ যথা ত্বয়া কৃপয়া দত্তং তথেষ্যম্বয়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্বমেবাহমিতি । তব মম চাত্তেদো যেন স্তাত্ত্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

পুঞ্জ ভিন্ন আর কোন কারণ লক্ষিত হইতেছে না ॥ ৬৮ ॥ অহো ! আমার প্রতি আপনি কি অমুগ্রহই করিলেন ! “জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী এই হিমালয়ের কন্তা হইলেন, অতএব এই ব্যক্তিই ধাত্ত ও ভাগ্যবান্ ।” অদ্যাবধি আমার এইরূপ অতুল কীর্তি এই অধিল জগৎ প্রপঞ্চ মধ্যে প্রচারিত হইল ॥ ৬৯ ॥ যাহার জঠরমধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, তিনি যাহার কন্তা হইলেন, জগতীতলে তাহার তুল্য সৌভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তি আর কে হইতে পারে ? ॥ ৭০ ॥ ঐহাদিগের বংশে মাদৃশ পুণ্যবান্ ব্যক্তি অন্মগ্রাহণ করিয়াছে, আমার সেই পিতৃগণের বাসের নিমিত্ত যে কিরূপ পরমোৎকৃষ্ট স্থান সকল নির্মিত হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না ॥ ৭১ ॥ মাতঃ ! পরমেশ্বর ! আপনি যে রূপ প্রেমপরিপূর্ণ হইয়া কৃপা প্রকাশ করিলেন, সেইরূপে আপনি আমার নিকট আপনার সর্ববেদান্তসিদ্ধ স্বরূপ কীর্তন এবং শ্রুতিসম্বত তত্ত্বসম্বিত জ্ঞান এবং যোগের বিষয় কীর্তন করুন । যেন আমি সেই জামকলে আপনার স্বরূপ লভ্য করিতে সমর্থ হই ॥ ৭২—৭৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা প্রসন্নমুখপদজা ।

বক্তুমাৰভতাস্মা সা রহস্যং শ্রুতিগৃহিতম্ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
হিমালয়গৃহে পার্বত্যাজন্মকথনবর্ণনং নাম একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

( হিমবতঃ স্তুতিশ্রবণাভুবনেশ্বরী আনন্দিতাবভূব ইত্যত আহ প্রসন্নমুখপদজেন্দি ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! হিমালয়ের সেই স্তুতি বাক্য শ্রবণ করিয়া ভুবনেশ্বরী প্রসন্ন-  
বদনে শ্রুতান্ত্র নিগূঢ় রহস্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হিমালয়গৃহে পার্বতীর জন্মকথন  
নামক একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# দ্বাত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

## শ্রীদেব্যাচ ।

শৃণুস্তু নির্জরাঃ সর্বৈ ব্যাহরন্ত্যা বচো মম ।  
যন্ত শ্রবণমাত্রেন মজ্জপত্নং প্রপদ্যতে ॥ ১ ॥  
অহমেবাস পূৰ্ব্বস্তু নান্যৎকিঞ্চিৎসঙ্গাধিপ ! ।  
তদাত্মরূপং চিৎসন্নিৎপরব্রহ্মৈকনামকম্ ॥ ২ ॥  
অপ্রতর্ক্যমনির্দেশ্যমনোপম্যমনাময়ম্ ।  
তন্ত কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা ॥ ৩ ॥

পঞ্চাশত্তিরথ মোকৈরাক্ষতত্বনিরূপণম্ ।

করোতি জগদমা সা স্বমুখেনেতি চোচ্যতে ॥

হিমালয়ঃ পুরস্কৃত্য সর্কান্ দেবান্ দেবী বরবস্তুপদেশঃ করোতি শৃণুত্বিতি । ব্যাহরন্ত্যাঃ কথয়ন্ত্যাঃ ॥ ১ ॥

অহমেবেতি । পূৰ্ব্বস্তু সৃষ্টেস্ত পূৰ্ব্বমহমাশ্রুপিণ্যেবাস বভূব মন্তোহন্তুৎ কিঞ্চিদপি নাস সজাতীরবিজাতীরস্বগতভেদশূন্যমাত্মত্বমেবাসেত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নাত্মৎ কিঞ্চিদতি । তদাত্মরূপমিতি । তদেবাত্মরূপং চিৎসন্নিৎ পরং ব্রহ্মৈকনামকং ভবতি । সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিকা জগৎকারণপ্রতিপাদকশ্রুতিষু প্রতিপাদিতাঃ শব্দান্তষ্টৈবাত্মস্বরূপস্ত বাচকাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তথাচ সর্ববেদপ্রতিপাদ্যমাত্মরূপমেবাসেতি সমস্বরাধ্যায়োক্তঃ সর্বপদানাং ব্রহ্মণ্যাত্মরূপে সমস্বর উক্তো বেদিতব্য ইতি কীদৃক্ তদাত্মরূপমন্তীতি চেত্তব্রাহ অপ্রতর্ক্যমিতি । অহুমানাবিস্বয়ঃ শ্রুতৈকসমধিপম্যমিত্যর্থঃ । অনির্দেশ্যং শ্রুত্যাপি জাতিগুণক্রিয়াসংজ্ঞাভিনির্দেশ্যমশক্যমিত্যর্থঃ । অনোপম্যমিতি । যদি তৎসদৃশো দ্বিতীয়ঃ পদার্থো জগত্যাং শ্রান্তদা তদুপমানেন স আত্মোপমেয়ঃ শ্রান্তত্ব তদন্তি তস্মাদনোপম্যম্ । অনাময়মিতি । জায়তে বর্ধতে ইত্যাদি ষড়্ভাববিকারশূন্যমিত্যর্থঃ । তেষাং বিকারাণাং দেহোপাধিনিষ্ঠত্বাদস্ত চাত্মনো দেহাত্মাবাত্ত্বিকাররহিতমনাময়মেবৈবতদিত্যর্থঃ । এতাদৃশং নিগূর্ণং কথং জগৎকারণমিতি চেত্তব্রাহ তন্তেতি । কাচিদনির্জচনীয়া তন্ত মমাত্মরূপস্ত স্বতঃসিদ্ধানা দিত্বতা শক্তিরন্তি । বা মায়েত্যাদিপদৈঃ সর্বশ্রুতৌ বিশ্রুতা প্রসিদ্ধান্তি । মায়াক্ত প্রকৃতিং বিদ্যাশ্রায়া বা এষা নারসিংহীত্যা দিষু ॥ ৩ ॥

দেবী কহিলেন, দেবগণ ! যাহা শ্রবণমাত্রেই জীবগণ আমার স্বরূপত্ব লাভে সমর্থ হয়, আমি এক্ষণে সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, তোমরা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥  
গিরিবর ! সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই বিদ্যমান ছিলাম, অন্য আর কিছুই ছিল না । আমারই আত্মস্বরূপকে চিৎসন্নিৎ ও পরব্রহ্ম ইত্যাদি নামে নির্দেশ করিয়া থাকে । আমার আত্মা অহুমানের অতীত, লক্ষ্যের অতীত, উপমার অতীত ও জননমরণাদি



ন সতী সা না সতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ ।

এতদ্বিলক্ষণা কাচিৎস্তুভূতান্তি সৰ্বদা ॥ ৪ ॥

পাবকশ্চোষতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ ।

চন্দ্রশ্চ চন্দ্রিকেবেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা ॥ ৫ ॥

তস্মাৎ কৰ্ম্মাণি জীবানাং জীবাঃ কালশ্চ সঞ্চরে ।

অভেদেন বিলীনাঃ স্মাঃ স্মৃশ্ণৌ ব্যবহারবৎ ॥ ৬ ॥

সা কীদৃশী বর্ততে তদাহ ন সতীতি । অত্র বিরোধত ইত্যাবৃত্তা স্থানত্রয়েহপি যোজ্যাম্ । বুদ্ধবৎকালত্রয়াবাধ্য। সতী ন বুদ্ধজ্ঞানেন বাধ্যত্বরূপবিরোধাত্ । নাপি বক্ষ্যাপূৰ্ব্ববদসতী ব্যবহারিকসত্তাত্ত্ববিরোধাত্ । নাপ্যভয়াত্মা সত্তাসত্তবিশিষ্টা । বিরুদ্ধধৰ্ম্ময়োঃ সন্ধাসন্ধ-  
য়োরেকত্র সহাবস্থানবিরোধাদত এতত্ত্ববিলক্ষণা কাচিদনির্কচনীয়া বস্তুভূতান্তি সৰ্বদা  
অনাদিঃ যাবন্মোক্শাহ্মিগ্ৰস্তীত্যর্থঃ । তথাচ তাপনীয়শ্রুতিঃ । মায়া চ তমোক্শপানুভূতেস্ত-  
দেতজ্জড়ং মোহাত্মকমনস্তং তুচ্ছমিদং রূপমস্তাশ্চ ব্যঞ্জিকা নিত্যানিবৃত্তা বিমূঢ়েরাষ্ট্রবদৃষ্টাশ্চ  
সদ্ব্যসঙ্গা দর্শয়ন্তীতি ॥ ৪ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ পাবকশ্চোষতি । সহজানাদিধ্রুবা যাবন্মোক্শাহ্মিগ্ৰস্তীত্যর্থঃ । এতেন মায়াশক্ত্যা সন্ধিতীয়ত্বং বুদ্ধগোহন্তীতি কথং অগৎস্রষ্টেঃ পূৰ্ব্বং বুদ্ধসজা-  
তীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যমিতি শব্দা পরাত্মা । শক্তেঃ শক্তানতিরেকাৎ । নহি  
বহিঃশক্তির্বহেঃ পৃথক্ভেদে কচিৎ কদাচিদগৃহ্যতে । কিঞ্চ দ্বিতীয়ঃ সত্যপদার্থো নাস্তী-  
ত্যেবৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রূহেতি শ্রুতের্থঃ । তথাচাসত্য। মায়া সন্ধিতীয়ত্বেনৈব দোষা-  
ভাবাৎ ॥ ৫ ॥

নবেতাদৃশা ভুবনৈশ্বৰ্য্যাস্তবোচ্চনীচজীবসৰ্জ্জনে বৈবৰ্ম্ম্যনৈশ্বৰ্য্যদোষ আপতেদिति  
চেতজাহ তস্মাৎ কৰ্ম্মাণীতি । জীবাঃ কৰ্ম্মাণি কালশ্চ সৰ্ব্ব অনাদয়ন্তে চ স্মৃশ্ণৌ যথা  
প্রতিদিবসং ব্যবহারো লীনো ভবতি তথা সঞ্চরে ঐলয়কালে তস্মাৎ মায়াসামভেদেন লীনাঃ  
স্মাঃ । তথাচ যথা যথা যন্ত জীবন্ত কৰ্ম্মাণি ভবন্তি তথা ময়া ফলং দীযত ইতি ন মম  
বৈবৰ্ম্ম্যনৈশ্বৰ্য্যদোষগন্ধোহপীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

বিকারেরও অতীত পদার্থ । আমারই আশ্রয় স্বতঃসিদ্ধ এক শক্তি আছে, ঐ শক্তি মায়া  
নামে বিখ্যাত ॥ ২—৩ ॥ বুদ্ধজ্ঞান দ্বারা মায়ার বিনাশ হয়, স্মৃতরাং এই মায়া সতী অর্থাৎ  
নিয়ত নিত্য। নহে, আবার মায়া না থাকিলে ব্যবহারিক সত্তার বিরোধ হয় বলিয়া অসতীও  
নহে, সত্তা ও অসত্তার একত্র অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না, স্মৃতরাং মায়া সতী ও  
অসতী এই উভয়ান্বিকাও হইতে পারে না, এইরূপ অনির্কচনীয়া বস্তুরূপা মায়া মোক্ষকাল  
পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে ॥ ৪ ॥ আমার এই অনাদি, মোক্ষপর্যন্তাহ্মিগ্ৰস্তী-মায়াশক্তি পাবকের  
উৎপত্তির জ্ঞান, দিবাকরের দীধিতির জ্ঞান, হিমাংশুর চন্দ্রিকার জ্ঞান স্বভাবত উৎপন্ন হইয়া  
থাকে ॥ ৫ ॥ স্মৃশ্ণৌকালে জীবগণের ব্যবহার যেমন তাহাতেই লীন হয়, সেইরূপ ঐলয়  
স্থানে জীবগণের কৰ্ম্মসমূহ, জীব ও কাল এই সমস্তই অভিন্নভাবে মায়াতেই সংলীন হইয়া

অশক্তেষ্ট সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গতাম্ ।

স্বাধারাবরণান্তস্তা দোষত্বঞ্চ সমাগতম্ ॥ ৭ ॥

চৈতন্যস্ত সমাযোগানিমিত্তত্বঞ্চ কথ্যতে ।

প্রপঞ্চপরিণামাচ্চ সমবাসিত্বমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে ।

জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্ ॥ ৯ ॥

তাদৃশী মম শক্তির্জীবকর্মকালবিশিষ্টা তয়া যুক্তাহং নিগুণাপি বীজাত্মতাং জগৎকার-  
ণতাং গতাম্ভীত্যাহ অশক্তেষ্টেতি । নহু তব শক্তির্যথা স্বাং ন ব্যামোহয়তি তথা জীব-  
শক্তিরপি জীবং ন ব্যামোহয়েত্তথাচ যুক্তা এব জীবা ইতি সৃষ্টিনির্বাহিকেন চৈতন্যাহ স্বাধা-  
রাবরণাদিতি । অং মায়া তস্তাধার আত্মা তস্তাবরণাদাচ্ছাদনাদস্তা মায়ায়া দোষত্বমপ্য-  
স্তীত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ । মায়ায়া রূপধরং মায়াবিদ্যাশ্রকমন্তি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব  
ভবতীতি শ্রুতেঃ । তত্র প্রথম বা মম শক্তির্ময়া তস্তাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকারিত্বাভাবেহপি  
জীবাশ্রিতবিদ্যারূপস্ত স্বাশ্রয়ব্যামোহকারিত্বমন্ত্যেবেতি তজ্জীবমোক্ষার্থং সৃষ্টিং সার্থিতক-  
বেতি ॥ ৭ ॥

নহু তথাপি লোকে কার্যমাত্রং প্রত্যা পাদান কারণনিমিত্তকারণরোরপেক্ষান্ত ঘটাদি-  
দর্শনাজ্জগত উৎপাদনকর্জী স্বং য়েতৈকবেতি কথমত্র কারণধরসত্তাব ইতি চৈতন্যাহ চৈতন্য-  
স্তুতি । সমাযোগাং মায়াসমাগমাত্মৈকত্বস্ত মায়ায়াং প্রতিবিম্বিতস্ত চিদাত্মাস্ত নিমিত্তত্বং  
নিমিত্তকারণত্বং কথ্যত ইত্যর্থঃ । প্রপঞ্চেন । প্রপঞ্চরূপেণ পরিণামাং সমবাসিত্বমুপাদান-  
কারণমুচ্যতে মায়ায়া ইতি শেষঃ । চিদাত্মাসো নিমিত্তকারণং মায়াপাদানকারণমিতি  
বিভাগঃ । অধিষ্ঠানভূতং শুদ্ধবিশুদ্ধতং চৈতন্যস্ত বিবর্তোপাদানমিত্যর্থো সিদ্ধম্ ॥ ৮ ॥

তস্তা মায়ায়াঃ সত্তাবপ্রতিপাদকানি বচনানি শ্রুতিপ্রোক্তানি কথয়তি কেচিত্তামিতি ।  
কেচিচ্ছাধিনস্তাং মায়াং তপ ইতি বদস্তীত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । তপসা চীরতে ব্রহ্মেতি  
যুক্তকে । তমঃ কেচিদিতি তথাচ শ্রুতিঃ । নাসদাসীন্নো সদাসীদিত্যাदि । তম আসী-

থাকে ॥ ৬ ॥ গিরিবর ! যদিও আমি নিগুণ, তথাপি তাদৃশ মায়া-শক্তির সংযোগে জগতের  
কারণরূপ হইয়াছি, কিন্তু যে মায়া আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেই মায়াই  
আবার আমাকে আবরণ করে বলিয়াই মায়াতে আশ্রয়াবরকতা, দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে ।  
হিমবন্ ! তুমি জানিও যে, আমার মায়াবর ও অবিদ্যা নামে দুইটি রূপ আছে, তন্মধ্যে  
বিদ্যারূপিনী প্রথম, তাহাতে স্বাশ্রয়-ব্যামোহকারিত্ব দোষ নাই, আর অবিদ্যারূপিনী  
দ্বিতীয়া, তাহাতে স্বাশ্রয়-ব্যামোহকারিত্ব দোষ বিদ্যমান আছে, ইহা দ্বারা জীব সৃষ্টি হয়,  
আর বিদ্যার দ্বারা জীবগণ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥ মায়ার সহিত চৈতনের  
সংযোগ হইলেই সেই মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য অর্থাৎ চিদাত্মাই জগতের নিমিত্ত কারণ,  
আর ঐ মায়ার প্রপঞ্চরূপ পরিণাম সমবাসিকারণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ কোন  
কোন শাখাধারী বেদজগণ, এই মায়াকে তপঃ, কেহ কেহ তম, কেহ কেহ জড়, কেহ  
কেহ জ্ঞান, কেহ কেহ বা মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, অজ্ঞা ও শক্তি নামে নির্দেশ করিয়া

বিমর্শ ইতি তাং প্রাহুঃ শৈবশাস্ত্রবিশারদাঃ ।

অবিদ্যামিতরে প্রাহুর্বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ ॥ ১০ ॥

এবং নানাবিধানি স্ত্যর্নামানি নিগমাদিষু ।

তস্মা জড়ত্বং দৃশ্যত্বজ্জ্ঞাননাশাত্ততোহসতী ।

চৈতন্যস্ম ন দৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বে জড়মেব তৎ ॥ ১১ ॥

স্বপ্রকাশঞ্চ চৈতন্যং ন পরেণ প্রকাশিতম্ ।

অনবস্থাদোষসত্ত্বাৎ স্বেনাপি প্রকাশিতম্ ॥ ১২ ॥

কর্মকর্তৃবিরোধঃ স্মাত্তস্মাত্তদীপবৎ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

ভ্রমসা গুহ্যমগ্রে ইতি । তদেত্তজ্জড়মিতি তাপনীয়ে জড়ত্বযুক্তং স ঐক্যত লোকানুসৃজা ইতি শ্রুতৌ জ্ঞানত্বযুক্তম্ । অজ্ঞা মায়া প্রধানপ্রকৃতিশক্তিপরাদয়ঃ শব্দাঃ স্বেতাশ্বতর-শাখায়াং প্রসিদ্ধাঃ । তথাচ সর্ববেদসম্মতেষাং মায়েতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥

তদেবাহ এবমিতি । নহু মায়ায়া জড়ত্বং মিথ্যাভব কুত ইতি চেত্তত্রাহ তস্মা ইতি । তস্মা দৃশ্যত্বাৎ স্বাধিষ্ঠানজ্ঞাননাশত্বাচ্চ জড়ত্বং মিথ্যাভবং চেত্যর্থঃ । যদ্যদৃশ্যং তত্ত-জ্জড়ং যথা ঘটাদীত্যাদিব্যাপ্তেঃ । স্বাধিষ্ঠানজ্ঞাননাশত্বং মিথ্যাভবমিতি মিথ্যাভবলক্ষণাৎ । এবং মায়ায়া জড়ত্বং মিথ্যাভবং চোপপাদ্য আত্মনস্তদ্ব্যভাবং নাস্তীত্যুপপাদয়তি চৈতন্য-ত্বেতি । যদি চৈতন্যস্ম দৃশ্যত্বং স্মাত্তর্হি তজ্জড়মেব ভবিষ্যতি যদ্যদৃশ্যং তত্তজ্জড়মিতি ব্যাপ্তেঃ । তথাচ সর্বস্ম জড়ত্বাৎ প্রকাশকাভাবাজ্জগদাক্ষাপ্রসঙ্গস্তস্মা তদৃশ্যমিত্যর্থঃ । নহু তস্ম দৃশ্যত্বাভাবে তদন্তিত্বে প্রমাণাভাবাত্তদভাব এব প্রসজ্যেতেতি চেত্তত্রাহ স্বপ্রকা-শকেতি । যদিদং চৈতন্যং পরপ্রকাশং স্মাত্তর্হি স পরঃ কেনান্তেন প্রকাশিতঃ সোহপ্যন্তঃ কেন প্রকাশিত ইত্যনবস্থা স্মাৎ । ন চ স্বেনাপি স্বং প্রকাশিতমেকস্মৈব কর্তৃককর্মত্ব-বিরুদ্ধধর্মব্রহ্মবদ্বাভাবাৎ । তস্মাৎ যথা দীপঃ স্বয়ং প্রকাশঃ পরপ্রকাশকচ্চ তদ্বাদীনাং চৈতন্যমপি । হে পরমত ! স্বয়ং ভাসমানমন্ত্রেষাং সূর্যাদীনাং ভাসকং বিদ্বীত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । ন তত্র সূর্যো ন চজ্জতারকে নেমা বিদ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং তস্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতিতি যেন সূর্যাস্তপতি তেজসেন ইতি চ ॥ ১১—১৪ ॥

ধাকেন । শৈব-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ উহাকে বিমর্শ এবং অস্তান্ত বেদতত্ত্বার্থ-চিন্তক কোবিদগণ অবিদ্যা বলিয়া নির্দেশ করেন ; ফলতঃ এই মায়াই সমস্ত বৈদান্তিকগণের উপজীব্য । এইরূপে নিগমাদি শাস্ত্রে মায়া নানাবিধ নামে উক্ত হইয়াছে ॥ ৯—১০ ॥ যে যে বস্তু দৃশ্য, সেই সেই বস্তুই জড়, এই অব্যভিচারী লক্ষণ হেতু মায়ায় জড়ত্ব এবং স্বাধি-ষ্ঠান-জ্ঞান-নাশ হেতু মিথ্যাভব প্রতিপাদিত হয় । চৈতন্যের দৃশ্যত্ব নাই, দৃশ্যত্ব হইলে তাহাও জড় বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ চৈতন্য স্বপ্রকাশ, তাহা অপর কর্তৃক প্রকাশিত হয় না । যদি তাহা হইত, তবে সেই অপর আবার কাহা কর্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহা আবার কাহা কর্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহার এইরূপ অনবস্থা-দোষ সংঘটন হইত । তত্ত্বের এক বস্তুর কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব এই উভয় বিরুদ্ধধর্মের অভাব হেতু আপনা কর্তৃক আপনি প্রকাশিত হওয়াও সম্ভবপর নহে । অতএব প্রদীপ যেমন স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অস্তান্ত



প্রকাশমানমন্ত্ৰেণাং ভাসকং বিদ্ধি পৰ্বত ! ।

অতএব চ নিত্যত্বং সিদ্ধং সম্বিতনোৰ্মম ॥ ১৪ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নমুশুপ্তাদৌ দৃশ্যস্ত ব্যভিচারতঃ ।

সম্বিদো ব্যভিচারশ্চ নানুভূতোহস্তি কহিচিৎ ॥ ১৫ ॥

যদি তস্মাপ্যনুভবস্তর্হ্যয়ং যেন সাক্ষিণা ।

অনুভূতঃ স এবাত্ত শিষ্ঠঃ সম্বিদপুং পুরা ॥ ১৬ ॥

অতএব চ নিত্যত্বং প্রোক্তং সচ্ছাত্ত্রকোবিদৈঃ ।

আনন্দরূপতা চাস্মাঃ পরপ্রেমাম্পাদত্বতঃ ॥ ১৭ ॥

যস্মাদ্ভেতোনিত্যত্বং সম্বিক্রপশ্চোক্তং তমেব হেতুস্বপাদয়তি জাগ্রদিতি । অবস্থাত্রয়ে-  
হপি দৃশ্যস্ত পদার্থজাতস্ত ব্যভিচারো বতস্তৎসম্বিদো ব্যভিচারাতাবশ্চ বতস্তস্মাৎসম্বিদো  
নিত্যত্বমিত্যর্থঃ । নহু সম্বিদোহপি ব্যভিচারোহস্ত তত্রাহ সম্বিদ ইতি । যোহহং জাগরিতং  
পশ্যামি স এবাহং স্বপ্নং পশ্যামি স এবাহং মুশুপ্তং পশ্যামিত্যনুভবে যথাবস্থাত্রয়স্তাভাবো-  
হনুভূয়তে ন তথা কহিচিৎ কদাপি সম্বিদো ভাবোহনুভূয়তে তস্মাদনিচ্ছতাপি সম্বিদো  
নিত্যত্বমাপ্রণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নহু বৌদ্ধৈঃ সম্বিদোহপ্যভাবোহনুভূয়তে অতএব তে বৌদ্ধা বৎসতৎকণিকমিতি  
ব্যাগ্ৰ্যাজ্ঞানস্তাপ্যনিত্যত্বমিচ্ছন্তীতি চেত্তত্রাহ যদি তস্মাপীতি । যদি তস্ত সম্বিক্রপাতাবস্তা-  
নুভবস্তর্হি যেন সাক্ষিণা তস্ত সম্বিক্রপস্তারমভাবোহনুভূতঃ স এবাত্ত সাক্ষী সম্বিদপুজ্ঞান-  
শরীরোহবশিষ্ট ইতি । সাক্ষিজ্ঞানং নিত্যমেব সর্বকরকীকর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র শাস্ত্রবিদমুভবং প্রমাণয়তি অতএবেতি । অধুনাত্মনঃ সুখরূপত্বমুপপাদয়তি । আনন্দ-  
রূপতেতি অস্মাঃ সম্বিদো বতঃ পরপ্রেমাম্পাদত্বমনুভূয়তে তস্মাদস্মাঃ সম্বিদ আনন্দরূপতা  
সুখরূপতাস্তীত্যর্থঃ । ন হুস্বপ্নং পরপ্রেমাম্পদং ভবতীতি । তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্ ।  
অসুখস্ত ন হি প্রেমাম্পদত্বং পরিদৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

বস্ত সকলের প্রকাশক হয়, সেইরূপ চৈতন্যও স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া চক্স স্বরূপাদি  
সমুদায় পদার্থের প্রকাশক হইয়া থাকে ।) অতএব হে পৰ্বতবর ! আমার সম্বিক্রপ  
তহুর নিত্যত্ব সূতরাং সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১২-১৪ ॥ (আরও দেখ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও মুশুপ্তি  
এই অবস্থাত্রয়ে দৃশ্য পদার্থ সমূহের ব্যভিচার হয়, কিন্তু আমি জাগরিত অবস্থায়  
অনুভব করিয়াছি, সেই আমি স্বপ্নাবস্থাতেও অনুভব করিলাম, আবার সেই আমিই  
মুশুপ্তাধিত হইয়াও 'আমি এতকণ মুশুপ্ত ছিলাম' এইরূপ অনুভব করিলাম, অতএব সম্বিক্র-  
পদার্থের কখনই ব্যভিচার হয় না ॥ ১৫ ॥ বৌদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, যেক্রপ সংবিদের  
অনুভব হয়, সেইরূপ সংবিদাতাবেরও অনুভব হয়, অতএব 'যাহা সৎ, তাহা কণিক সৎ'  
এইরূপ ব্যাপ্তি দ্বারা জ্ঞানেরও অনিত্যত্ব সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তাহাতেই বলা হইতেছে  
যে, যদিও সম্বিদ ভাবের অনুভব হয়, তথাপি যে সাক্ষীদ্বারা সেই সম্বিদ ভাবের অনুভব  
হয়, সেই সাক্ষীই সম্বিদ পুং—অর্থাৎ জ্ঞানশরীররূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । কারণ, সাক্ষি-  
জ্ঞানের নিত্যত্ব সকলকেই অঙ্গীকার করিতে হয় ॥ ১৬ ॥ অতএব জ্ঞানসত্তা সৎ সাক্ষী

মা ন ভুবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনি স্থিতম্ ।

সর্বশ্রাণ্যশ্রমিথ্যাভাদসঙ্গত্বং স্ফুটং মম ॥ ১৮ ॥

অপরিচ্ছিন্নতাপ্যেবমতএব মতা মম ।

তচ্চ জ্ঞানং নাত্মধর্মো ধর্মত্বে জড়তাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানশ্চ জড়শেষত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ।

চিকর্মত্বং তথা নাস্তি চিতশ্চিন্ন হি ভিদ্যতে ॥ ২০ ॥

তদ্রানুভবং দর্শয়তি মা ন ভুবং হীতি । হি যতোহহং মাত্মবসিতি ন কিন্তু ভূয়াস-  
মেবেতি । প্রেম সর্বলোকশ্রাণ্যনি স্থিতমস্তি । ন হেতদাত্মনঃ সুধরূপত্বাভাবে সম্ভবতি ।  
তস্মাৎপ্রাণিমাত্রশ্রানুভবাদানন্দাত্মতা সন্নিদোহন্ত্যেবেত্যর্থঃ । আত্মনোহসঙ্গত্বমুপপাদয়তি  
সর্বশ্রুতি । সর্বপ্রপঞ্চশ্চ মারানির্মিতত্বেন মিথ্যাভাদং মিথ্যাপদার্থশ্চ সর্পাদেবজ্ঞাদিষ-  
সম্বন্ধ ইবাশ্রনোহপি মিথ্যাপ্রপঞ্চেনাসম্বন্ধাদসঙ্গত্বং স্পষ্টমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সর্বশ্রু পরিচ্ছেদকশ্চ মিথ্যাভাদেবাত্মনঃ পরিচ্ছেদোহপি নাস্তীত্যাহ অপরিচ্ছিন্নতেতি ।  
অতএব সর্বশ্রু মিথ্যাভাদেব মমাত্মরূপিণ্যা অপরিচ্ছিন্নতাপি মতেত্যর্থঃ । অত্র কেচিজ-  
জ্ঞানস্বরূপো নাত্মা কিমাত্মনো ধর্মো জ্ঞানমিতি বদন্তি তন্মতং খণ্ডয়তি তচ্চ জ্ঞানমিতি ।  
যদি জ্ঞানমাত্মধর্মঃ শ্রাতদাত্মনো জড়ত্বাপত্তিঃ । জ্ঞানাতিরিক্তশ্চ জড়ত্বাত্মজ্ঞানং  
নাত্মনো ধর্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ জ্ঞানশ্চ জড়শেষত্বং ঘটাদিষদর্শনার কূত্রাপি দৃষ্টং ন চ সম্ভবীতি । তমঃ প্রকাশ-  
য়োস্তয়োধর্মধর্মিত্বমিত্যর্থঃ । নবাত্মা ন জড়ঃ কিন্তু চিক্রপ এবোতি । তদ্ব্যর্থঃ জ্ঞানশ্চ  
সম্ভবতীতি চেত্তত্রাহ চিকর্মত্বমিতি । উভয়োশ্চিত্তোরেকত্বাদাত্মনো জ্ঞানশ্চ চ চিক্রপশ্চ  
ন ধর্মধর্মভাবঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । তেদে হি সতি ধর্মধর্মিভাবঃ । যদি পুনর্জ্ঞানমাত্মন-  
শ্চিক্রপাভিন্নং স্বীকর্যতে তর্হি তজ্জ্ঞানং চিত্তো ভিন্নমচিদেবশ্রাদিতি । তদ্ব্যর্থঃ স্মৃতসংহি-

সমূহের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, সন্নিহিত্য এবং পরম প্রেমের আশ্রয় বলিয়া  
উহা আনন্দস্বরূপ, কারণ অন্তর্য কখনই পরপ্রেমের আশ্রয়ীভূত হইতে পারে না, আর  
“আমি নহি” জীবগণের একরূপ অনুভব হয় না, কিন্তু ‘আমি রহিয়াছি’ এইরূপ প্রেম সমস্ত  
জীবগণের আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । যদি আশ্রয় আনন্দরূপত্ব না থাকিত, তাহা  
হইলে একরূপ আশ্রয়প্রেম কদাচই সম্ভব হইত না, অতএব প্রাণিমাত্রেরই অনুভব হেতু  
সন্নিদের আনন্দরূপত্ব সর্বথা সিদ্ধ হইল । গিরিরাজ ! এই অখিল জগৎপ্রপঞ্চ মারানির্মিত,  
অতএব তাহা মিথ্যা ভ্রম ঘটিলে সর্পাদি মিথ্যা পদার্থের যেমন রজ্জু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ  
হয় না, সেইরূপ এই জগতের সহিত আমার (আশ্রয়) অসঙ্গত্ব স্ফুটরূপেই সিদ্ধ হইয়া  
থাকে । আর এই অখিল সংসার মিথ্যা ও পরিচ্ছেদ্য বলিয়া আমার (আশ্রয়রূপিণীর)  
অপরিচ্ছিন্নতা সপ্রমাণ হয় ॥ ১৭—১৮ ॥ যদি কেহ কহেন যে, জ্ঞান আশ্রয় স্বরূপ নহে,  
তাহা আশ্রয় ধর্ম, তাহা ভ্রান্তিবিলাস, কারণ যদি আশ্রয় ধর্ম থাকিত, তবে অবশ্যই তাহার  
জড়তা সংঘটিত হইত সন্দেহ নাই ; জ্ঞানের জড়ত্ব সম্ভব হয় না, সুতরাং অশ্রু কূত্রাপি  
জ্ঞানের জড়পরিণামিত্ব দৃষ্ট হয় না । যদি বলেন যে, তবে জ্ঞানের জড়ত্ব হউক, তাহাও

তস্মাদাত্মা জ্ঞানরূপঃ স্মৃৎস্বরূপশ্চ সৰ্বদা ।

সত্যঃ পূৰ্ণোহ্যসঙ্গশ্চ বৈতজালবিবৰ্জিতঃ ॥ ২১ ॥

স পুনঃ কামকৰ্মাদিযুক্তয়া স্বীয়মায়য়া ।

পূৰ্ব্বানুভূতসংস্কারাং কালকৰ্মবিপাকতঃ ॥ ২২ ॥

অবিবেকাচ্চ তদ্বশ্য সিসৃক্ষাবান্ প্রজায়তে ।

অবুদ্ধিপূৰ্ব্বঃ সৰ্গোহয়ং কথিতস্তে নগাধিপ ! ॥ ২৩ ॥

এতন্নি যন্ময়া প্রোক্তং মম রূপমলৌকিকম্ ।

অব্যাকৃতং তদব্যক্তং মায়াশবলমিত্যপি ॥ ২৪ ॥

তাস্যাং যজ্ঞবৈভবধত্তে । চিত্তোহন্তশেষতাভাবাচ্চিত্তো চিচ্ছেবতা নহি । শরাবাদিপদার্থানাং চেতনত্বপ্রসক্তিতঃ । চিচ্ছেবত্বঞ্চ নাস্ত্যেব চিত্তশ্চিন্ন কি ভিদ্ধ্যতে । ভিদ্ধ্যতে চেদচিচ্চিৎ আচ্চিত্তো চিৎ বিকৃধ্যতে । তথা চিচ্ছেতনস্তাপি ন শেষত্বমবাগ্নুয়াৎ । শেষত্বে সতি তৎ-সিদ্ধিস্তৎসিদ্ধৌ শেষতা চিতঃ । অতোহন্তশেষতা লোকে চিত্তো ভ্রান্ত্যা প্রতীয়ত ইতি ॥২০॥

উপসংহরতি তস্মাদিত্যি । তস্মাদাত্মা জ্ঞানরূপ এবৈত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইথং সৃষ্টেঃ পূৰ্ব্বং স্বশক্তিকশাস্ত্ররূপস্ত স্থিতিমুক্তানন্তরং তস্মাদাত্মনঃ সৃষ্টিমাহ স পুন-  
রিত্যি । স আত্মা পুনঃ কাম ইচ্ছাকৰ্মাদৃষ্টমনেকবিধম্ । আদিনা জীবাস্তদযুক্তা যা মায়া-  
শক্তিস্তয়া । পূৰ্ব্বং যো জগতোহনুভবস্তজ্জন্তো যঃ সংস্কারস্তস্মাদ্ভেতোঃ কালেন কৃতো যঃ  
কৰ্মণাং বিপাকো নাম পরিপাকঃ । ফলদানায়োনুধরূপস্তস্মাচ্চ হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তদ্বশ্য চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্নকশাবিবেকাচ্চ তস্য তদ্বশ্য পৃথকরণার্থমিতি তাৎপর্যম্ ।  
সিসৃক্ষাবান্ সৰ্জনেচ্ছাবাঞ্জায়ত ইত্যর্থঃ । যথা বীজমুচ্ছুনং ভবতি তথৈব পরমায়াপি  
কালকৰ্মসংস্কারবশাত্তত্ত্বংপ্রাণিতত্ত্বংকৰ্মফলভোগসময়ে প্রাপ্তে জগৎসৰ্জনেচ্ছাবান্ ভবতি  
যথা চ স্পৃগুঃ পুরুষঃ পূৰ্ব্বসংস্কারবশেন জাগৰ্জি তদ্বৎপরমায়াপি প্রলয়রূপশ্চাপাবস্থাতো  
জাগৰ্জি । প্রলয়ো হি পরমেশ্বরস্ত স্বাপঃ । অবুদ্ধিপূৰ্ব্ব ইতি । সা চেয়ং স্বাপাজ্জাগরণরূপা-  
বস্থা ন বুদ্বিকৃত্য । তদানীং বুদ্বিরভাবাৎ । কিন্তু প্রাণিকৰ্মসংস্কারকৃতেতি । অয়ং যঃ  
সৰ্গো জাগরণরূপস্তোৎপত্তিঃ স বুদ্বিকৃতো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারকৃতো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এতৎস্বরূপস্ত সৰ্বোত্তমত্বমাহ এতন্নি যদিতি । মম মুখ্যমলৌকিকং লোকাভীতং রূপ-  
মিত্যর্থঃ । তস্য নামাস্তুরাণি বেদোক্তান্তাহ অব্যাকৃতমিতি ॥ ২৪—২৫ ॥

হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানও চিৎস্বরূপ এবং আত্মাও চিৎস্বরূপ, চিৎপদার্থের ধর্মত্ব নাই  
এবং চিৎপদার্থ চিৎ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, অতএব চিৎরূপ জ্ঞানের ধর্মধর্ম ভাব  
কিরূপে সম্ভব হয় ? ॥ ১৯—২০ ॥ অতএব আত্মা সৰ্বদাই জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, সত্য  
স্বরূপ, পূর্ণ, অসঙ্গ ও বৈতজালবর্জিত ॥ ২১ ॥ সেই আত্মা, কামনা ও কৰ্মাদিযুক্ত আপন  
মায়া দ্বারা পূৰ্ব্বানুভূত সংস্কারবশত কাল ও কৰ্মের বিপাক অনুসারে, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের  
অবিবেক হেতু সৃষ্টি করণে ইচ্ছাবান্ হইয়া থাকেন । গিরিবর ! প্রলয়কালিক স্মৃষ্টির  
পর বুদ্বির অপ্রকাশ হেতু এই জাগরণাবস্থা বুদ্বিকৃত হয় না, অতএব এই সর্গ (সৃষ্টি)  
অবুদ্ধিপূৰ্ব্ব বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২২—২৩ ॥ অচলেন্দ্র ! আমি যে তত্ত্বের বিষয় বলিলাম  
তাহাই সৰ্বোত্তম এবং আমার অলৌকিক রূপমাত্র । বেদে উহা অব্যাকৃত, অব্যক্ত ও মায়া



প্রোচ্যতে সর্বশাস্ত্রেষু সর্বকারণকারণম্ ।

তদ্বানামাদিভূতঞ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

সর্বকৰ্ম্মঘনীভূতমিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়ম্ ।

হ্রীংকারমন্ত্রবাচ্যং তদাদিতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥ ২৬ ॥

তস্মাদাকাশ উৎপন্নঃ শব্দতস্মাত্তরূপকঃ ।

ভবেৎ স্পর্শাত্মকো বায়ুস্তেজো রূপাত্মকং পুনঃ ॥ ২৭ ॥

জলং রসাত্মকম্পশ্চাত্ততো গন্ধাত্মিকা ধরা ।

শব্দৈকগুণ আকাশো বায়ুঃ স্পর্শরসান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

শব্দস্পর্শরূপগুণং তেজ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।

শব্দস্পর্শরূপরসৈরাপো বেদগুণা স্মৃতাঃ ।

শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধৈঃ পঞ্চগুণা ধরা ॥ ২৯ ॥

তেভ্যোহভবন্ মহৎ সূত্রং যল্লিঙ্গং পরিচক্ষতে ॥ ৩০ ॥

সর্বপ্রাণিণাং কৰ্ম্মাণি ঘনীভূতানি বস্মিন্ সর্বকৰ্ম্মসাক্ষীত্যর্থঃ । ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়-  
মিতি । তথাচ শ্রুতিঃ শ্বেতাশ্বতরে, ন তন্তু কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাপ্যধিকশ্চ  
দৃশ্যতে । পরাস্ত শক্তিবিধিধৈব শ্রুতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি । পুরাণান্তরেইপি ।  
ইচ্ছা জ্ঞানং ক্রিয়াটৌব রৌদ্রী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী । ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতি-  
রোমিতি । হ্রীংকারমন্ত্রস্তদমেব তত্ত্বং বাচ্যমিত্যাহ হ্রীংকারেতি ॥ ২৬ ॥

এবমাদিতত্ত্বস্ত স্বস্ত মহিমানমুপবর্ণ্য তস্মাদাদিতত্ত্বাৎ হ্রীংকারবাচ্যাদাত্মন আকাশঃ  
সম্ভূত ইত্যাদিক্রমেণাপক্ষীকৃতভূতসৃষ্টিমাহ তস্মাদাকাশ ইতি । অপক্ষীকৃত আকাশ উৎপন্ন  
ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৯ ॥

অধুনা লিঙ্গদেহোৎপত্তিমাহ তেভ্য ইতি । তেভ্যঃ সূক্ষ্মভূতেভ্যো মহদ্ব্যাপকং সূত্র-  
মভবৎ যৎ সূত্রং লিঙ্গমিতি পরিচক্ষতে লিঙ্গশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ । তেভ্যো ভূতেভ্যো  
বক্ষ্যমাণক্রমেণ লিঙ্গদেহ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

শব্দ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । সকল শাস্ত্রেই উহাকে সমস্ত কারণের কারণ, সমস্ত তত্ত্বের  
আদিভূত এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ॥ ২৪—২৫ ॥ জ্ঞান ও ক্রিয়া-  
সংযুক্ত সমস্ত কৰ্ম্ম ঘনীভূত হইলে তাহা হ্রীংকার মন্ত্রের বাচ্য হয় । তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ সেই  
হ্রীংকাররূপ মাত্রা-বীজকেই অধিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥  
সেই হ্রীংকারবাচ্য মৎস্বরূপ মাত্রা বীজরূপ আদি তত্ত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে শব্দতস্মাত্তরূপ  
অপক্ষীকৃত আকাশ উৎপন্ন হয়, অনন্তর তাহা হইতে স্পর্শাত্মক বায়ু, অনন্তর তাহা হইতে  
ক্রমাধ্বরে রূপাত্মক তেজঃ, তৎপরে রসাত্মক জল, তদনন্তর গন্ধগুণাত্মক পৃথিবী উৎপন্ন  
হইয়া থাকে । বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, আকাশের গুণ একমাত্র শব্দ ; বায়ুর গুণ শব্দ ও  
স্পর্শ ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং শব্দ, স্পর্শ,  
রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ ॥ ২৭—২৯ ॥ এই অপক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতে

সৰ্ব্বাত্মকং তৎ সম্প্রাপ্তং সূক্ষ্মদেহোহয়মাত্মনঃ ।

অব্যক্তং কারণো দেহঃ স চোক্তঃ পূৰ্ব্বেমেবহি ।

যস্মিঞ্জগদ্বীজরূপং স্থিতং লিঙ্গোদ্ভবো যতঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ স্থলানি ভূতানি পক্ষীকরণমার্গতঃ ।

পঞ্চসংখ্যানি জায়ন্তে তৎপ্রকারস্থথোচ্যতে ॥ ৩২ ॥

পূৰ্ব্বোক্তানি চ ভূতানি প্রত্যেকং বিভজেদ্বিধা ।

একৈকং ভাগমেকস্ত চতুৰ্ধা বিভজেদগারে ! ॥ ৩৩ ॥

স্বশ্বেতরদ্বিতীয়াংশে যোজনাং পঞ্চ পঞ্চ তে ।

তৎকার্যঞ্চ বিরাড় দেহঃ স্থলদেহোহয়মাত্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

তত্র সূত্রশব্দেন বায়ুর্গৃহ্যতে । বায়ুর্বে সূত্রং বায়ুনা বৈ সূত্রেণ সৰ্ব্বানি ভূতানি সম্বন্ধা-  
নীতি শ্রুতেঃ । তৎসূত্রং সৰ্ব্বাত্মকং সৰ্ব্বপ্রাণাত্মকং ভবতি । তৎসূত্রং পরমাত্মনঃ সূক্ষ্মদেহ  
ইত্যর্থঃ । যৎপূৰ্ব্বমব্যক্তমিত্যুক্তং তৎপরমাত্মনঃ কারণদেহ ইত্যাহ অব্যক্তং কারণো  
দেহ ইতি ॥ ৩১ ॥

যস্মিন্ জগদ্বীজরূপং স্থিতং যস্মাচ্চ লিঙ্গদেহোদ্ভবস্তদব্যক্তমিতি পূৰ্ব্বোক্তময়ঃ । ইথং  
পরমাত্মনঃ সকাশাদপক্ষীকৃতভূতোৎপত্তিমুক্তা মধ্যে কারণলিঙ্গদেহস্বরূপং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মভূতো-  
ৎপত্তিপ্রসঙ্গেনোক্তাথ পক্ষীকৃতভূতোৎপত্তিমাহ ততঃ স্থলানীতি । ততোহপক্ষীকৃতভূতোৎ-  
পত্ত্যনন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

পক্ষীকরণপ্রকারমেবাহ পূৰ্ব্বোক্তানীতি । যান্ত্রপক্ষীকৃতভূতানি পূৰ্ব্বমুক্তানি তন্মধ্যে  
একৈকং ভূতং বিধা বিভজেদ্বাদ্যপোটেকভূতস্ত যোহর্কোভাগস্তং চতুৰ্ধা বিভজেৎ । বিভজ্য  
স্বশ্চাৎ স্বশ্চাদিতরদ্যভূতং তস্ত যো দ্বিতীয়োহংশোহর্কভাগাত্মকস্তস্মিন্ যোজনাতে সৰ্ব্বে পঞ্চ  
পদার্থাঃ পঞ্চাবয়বা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ব্যাপকসূত্র উৎপন্ন হয় তাহাই লিঙ্গদেহ নামে উক্ত হইয়া থাকে । এই সূত্র অর্থাৎ লিঙ্গদেহ  
সৰ্ব্বপ্রাণাত্মক এবং ইহাই পরমাত্মার সূক্ষ্ম দেহ । পূৰ্ব্বে যাহা অব্যক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে,  
যাহাতে জগতের বীজ প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা হইতে লিঙ্গদেহের উৎপত্তি তাহাই পরমাত্মার  
কারণ দেহ ॥ ৩০—৩১ ॥ পূৰ্ব্বোক্ত রূপে অপক্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইলে পর তাহা-  
দের পক্ষীকরণ দ্বারা যে প্রকারে পক্ষীকৃতভূতের উৎপত্তি হয়, এক্ষণে তাহার নিয়ম  
নির্দিষ্ট হইতেছে ॥ ৩২ ॥ গিরিরাজ ! পূৰ্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেককে দুই ভাগে  
বিভক্ত করিয়া এবং তাহাদের এক এক ভাগকে পুনর্বার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া যে  
দুই আনা দুই আনা (একের অষ্টাংশ) হইবে, সেই দুই দুই আনা স্বশ্চ তিন্ন দ্বিতীয়াংশে  
অর্থাৎ পূৰ্ব্বস্থিত অর্কভাগে যোগ করিলে তাহা পঞ্চ পঞ্চ অংশ সমন্বিত হইয়া এক একটি  
স্থল মহাভূত হয় । এই পক্ষীকৃত ভূতপঞ্চকের কার্য্য বিরাড়দেহ, তাহাই পরমেশ্বরের  
স্থল দেহ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এই পঞ্চভূতস্থিত প্রত্যেকের সর্বাংশ দ্বারা শ্রোত্র

পঞ্চভূতসম্বাংশৈঃ শ্রোত্রাদীনাং সমুদ্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানেन्द्रিয়াণাং রাজেন্দ্র ! প্রত্যেকং মিলিতৈস্ত তৈঃ ।

অন্তঃকরণমেকং শ্রাদ্ধবৃতিভেদাচ্চতুর্বিধম্ ॥ ৩৬ ॥

যদা তু সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং

তদা ভবেতন্মন ইত্যভিখ্যাম্ ।

শ্রাদ্ধু দ্বিসংজ্ঞকং যদা প্রবেত্তি

স্বনিশ্চিতং সংশয়হীনরূপম্ ॥ ৩৭ ॥

অনুসন্ধানরূপং তচ্চিত্তকং পরিকীর্তিতম্ ।

অহঙ্কৃত্যাবৃত্ত্যা তু তদহঙ্কারতাং গতম্ ॥ ৩৮ ॥

তেষাং রজোংশৈর্জ্ঞাতানি ক্রমাৎ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ।

প্রত্যেকং মিলিতৈস্তৈস্ত প্রাণো ভবতি পঞ্চধা ॥ ৩৯ ॥

এবং পঞ্চীকৃতভূতানাং ষৎকার্য্যং তৎকার্য্যং বিরাদ্ধদেহো ভবতীত্যর্থঃ । স বিরাদ্ধদেহঃ পরমেশ্বরশ্চ স্থলদেহো ভবতীত্যাহ স্থলদেহোহযমাত্মন ইতি । আত্মনো মমৈত্যর্থঃ । অথেন্দ্রিয়াস্তঃকরণপ্রাণানাং পূৰ্ব্বোক্তলিঙ্গদেহান্তর্গতানামুৎপত্তিমাহ পঞ্চভূতস্বৈতি । পঞ্চভূতানাং যে সম্বাংশাঃ প্রত্যেকং জ্ঞানেन्द्रিয়াণি পঞ্চ ভবন্তি ॥ ৩৫ ॥

মিলিতৈস্ত তৈঃ সম্বাংশৈরন্তঃকরণং ভবতীত্যাহ মিলিতৈরिति ॥ ৩৬ ॥

বৃতিভেদস্বরূপমাহ যদাভিতি । সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং যদাস্তঃকরণং কৰোতি তদা তদন্তঃকরণং মন ইত্যভিখ্যাম্ মনঃসংজ্ঞকং ভবতীত্যর্থঃ । যদা সংশয়হীনং যথা শ্রাদ্ধা স্বনিশ্চিতং বস্তু তদন্তঃকরণং প্রবেত্তি তদা তদ্বুদ্ধিসংজ্ঞকং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যদানুসন্ধানবৃতির্ভবতি তদাস্তঃকরণশ্চ চিত্তমিতি সংজ্ঞেত্যর্থঃ । অহঙ্কৃত্যাবৃত্ত্যেতি । আত্ম শব্দঃ স্বরূপপরঃ । অহঙ্কৃতিস্বরূপবৃত্ত্যা তু তদন্তঃকরণমহঙ্কারতাং গতমহঙ্কারসংজ্ঞাং লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অথ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিমাহ তেষামিতি । তেষাং পঞ্চভূতানাং প্রত্যেকং রজোংশৈঃ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চোৎপদ্যন্তে । তৈর্মিলিতৈস্ত রজোংশৈঃ প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্ত্যাশ্লকঃ প্রাণো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ঋগাদি পঞ্চ জ্ঞানেन्द्रিয়ের উৎপত্তি হয় । উক্ত জ্ঞানেन्द्रিয় সকলের প্রত্যেকের সম্বাংশ সম্মিলিত হইয়া এক অন্তঃকরণ হয় । এই অন্তঃকরণ বৃতিভেদে চারি প্রকার ; যখন উহার সংকল্প ও বিকল্পাশ্লক কার্য্য হয়, তখন উহাকে মন ; যখন সংশয়বিহীনরূপে স্বনিশ্চিত জ্ঞান রূপ কার্য্য হয়, তখন উহাকে চিত্ত ; যখন অহঙ্কৃতি স্বরূপ আত্মবৃত্তি সমন্বিত হয়, তখন উহাকে অহঙ্কার কহিয়া থাকে ॥ ৩৫—৩৮ ॥ সেই পঞ্চভূতের প্রত্যেকের রজ-অংশ হইতে বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় । তাহাদের প্রত্যেকের রজ-অংশ সকল মিলিত হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ তন্মধ্যে প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহে, সমান বায়ু



হৃদি প্রাণো গুদেহপানো নাভিস্থস্তু সমানকঃ ।

কণ্ঠদেশেহপ্যুদানঃ শ্রাদ্ধানঃ সর্বশরীরগঃ ॥ ৪০ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি চ ।

প্রাণাদিপঞ্চকঞ্চৈব ধিয়া চ সহিতং মনঃ ॥ ৪১ ॥

এবং সূক্ষ্মশরীরং শ্রান্মম লিঙ্গং যদুচ্যতে ।

তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তাসা রাজন্নিবিধা স্মৃতা ॥ ৪২ ॥

সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া শ্রাদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা ।

স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥ ৪৩ ॥

তস্মাৎ তৎপ্রতিবিশ্বং শ্রাদ্বিশ্বভূতশ্চ চেশিতুঃ ।

স ইশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞানবান্ পরঃ ।

সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তা চ সর্বানুগ্রহকারকঃ ॥ ৪৪ ॥

তেষাং বায়ুনাং বৃত্তিভেদান্তেষাং স্থানানি নামানি চাহ হৃদি প্রাণ ইতি ॥ ৪০ ॥

অধুনা পূর্কোক্তলিঙ্গদেহস্ত যাবৎ স্বরূপমুচ্যতে জ্ঞানেন্দ্রিয়াণীতি । ধিয়া চ সহিতং মন ইতি মনো বুদ্ধিশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

এতৎসপ্তদশাবয়বকং সূক্ষ্মশরীরং মম ভবতি বল্লিন্সসংজ্ঞকং ভবতি তদিত্যাহ এতৎ সূক্ষ্মমিতি । ইখং দেহত্রয়স্বরূপমুক্তা জীবেশ্বরবিভাগকারণমাহ তত্র যা প্রকৃতিরिति । তত্রৈকা শুদ্ধসত্ত্বাভিধানা সা মায়া দ্বিতীয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা সাবিদ্যেতি মায়াবিদ্যয়ো-  
র্ভেদঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র যা স্বাশ্রয়ং রক্ষেন্নাবুগ্মাৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥ ৪৩ ॥

তস্মামিতি । তস্মাৎ স্বাশ্রয়াব্যামোহকারিণ্যাং শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানায়াং মায়ায়ামীশিতুঃ পরমাত্মনো যৎপ্রতিবিশ্বং পতিতং তৎ প্রতিবিশ্বমীশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ সচেশ্বরঃ । স্বাশ্রয়ং ব্যাপকং বুদ্ধ তজ্জ্ঞানবান্ ভবতি । মায়া তদাধারবুদ্ধগোহনাবরণাৎ ॥ ৪৪ ॥

নাভিস্থনে, উদান বায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যান বায়ু সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে ॥ ৪০ ॥  
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু এবং বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ পদার্থ সম্মিলিত হইয়া  
আমার সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গদেহের উৎপত্তি হয় । তাহাতে যে প্রকৃতি অবস্থিতি করেন  
তাহা হই ভাগে বিভক্ত, একটি শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা মায়া এবং অপরটি গুণমিশ্রিতা মলিন সত্ত্ব-  
প্রধানা অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন । যিনি স্বাশ্রয়কে আবৃত না করিয়া রক্ষা করেন  
তিনিই মায়া শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪১—৪৩ ॥ এই স্বাশ্রয়ের অব্যামোহকারিণী  
শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা মায়াতে পরমাত্মার যে প্রতিবিশ্ব পতিত হয়, তিনিই ঈশ্বর নামে কথিত  
হইয়া থাকেন । শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া তদাধার বুদ্ধের আবরণ করেন না বলিয়া ইনি স্বাশ্রয়  
জ্ঞানবান্ অর্থাৎ ব্যাপক বুদ্ধকে জ্ঞানেন, আর সর্বব্যাপিহ হেতু এবং সর্বত্র ইহার জ্ঞানা-  
বরণের অভাব হেতু ইহাকে ‘সর্বজ্ঞ’ বলা যায় এবং অচিন্ত্য মায়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সর্ব

অবিদ্যারাস্তু যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবিশ্বং নগাধিপ ! ।

তদেব জীবসংজ্ঞং স্মাৎ সৰ্ব্বদুঃখাশ্রয়ং পুনঃ ॥ ৪৫ ॥

দ্বয়োরপীহ সম্প্রোক্তং দেহত্রয়মবিদ্যায়া ॥ ৪৬ ॥

দেহত্রয়াভিমানাচ্চাপ্যভূতামত্রয়ং পুনঃ ।

প্রোক্তস্তু কারণাত্মা স্মাৎ সূক্ষ্মদেহী তু তৈজসঃ ॥ ৪৭ ॥

স্থূলদেহী তু বিশ্বাখ্যস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্তিতঃ ।

এবমীশোহপি সম্প্রোক্ত ঈশসূত্রবিরাট্‌পদৈঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রথমো ব্যষ্টিরূপস্তু সমষ্টিাত্মা পরঃ স্মৃতঃ ।

স হি সৰ্ব্বেশ্বরঃ সাক্ষাজ্জীবানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ তত্ত্ব ব্যাপকত্বাৎ কুত্রাপি তজ্জ্ঞানস্তাবরণাভাবাৎ স সৰ্ব্বজ্ঞো ভবতি । অচিন্ত্য-  
মায়াশক্তিমত্বাৎ সৰ্ব্বকর্তা চ সৰ্ব্বানুগ্রহকর্তা চ ভবতীত্যর্থঃ । অবিদ্যারামিতি । মলিন-  
সত্ত্বপ্রধানায়ামবিদ্যায়াং যৎপ্রতিবিশ্বং তজ্জীবসংজ্ঞং ভবতীত্যন্তরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

তজ্জীবসংজ্ঞং মলিনসত্ত্বপ্রধানাবিদ্যায়া তদাশ্রয়স্ত স্বরূপভূতানন্দস্তাবরণাৎ সৰ্ব্বদুঃখাশ্রয়-  
মসৰ্ব্বজ্ঞমব্যাপকঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ । দ্বয়োরপীতি । দ্বয়োরপীশ্বরজীবয়োর্দেহত্রয়ং পূৰ্ব্বোক্তং  
ভবতি । ঈশ্বরস্তাবরণাভাবেহপি বিক্ষেপস্ত সত্বাৎ । অত্রাবিদ্যায়েত্যেনেন মায়াবিদ্যয়ো-  
রুভয়োরপি গ্রহণম্ ॥ ৪৬ ॥

দেহত্রয়াভিमानেনিতি । উভয়োরপি দেহত্রয়াভিমানায়ামত্রয়ং ভবতীত্যর্থঃ । তত্র জীবস্ত  
নামত্রয়ং বদতি প্রোক্তব্রিতি । কারণদেহাভিমानी যঃ স প্রোক্তঃ সূক্ষ্মদেহাভিমानी তু  
তৈজসঃ ॥ ৪৭ ॥

স্থূলদেহীতি । স্থূলদেহাভিমानी তু বিশ্বসংজ্ঞক ইত্যর্থঃ । এবমীশ্বরোহপি দেহত্রয়াভি-  
মানাদীশসূত্রবিরাট্‌পদৈঃ সম্প্রোক্তঃ কথিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রথম ইতি । প্রথমো জীবো ব্যষ্টিরূপো ব্যষ্টিদেহত্রয়াভিমानीত্যর্থঃ । ঈশ্বরস্ত মহিমানং  
বর্ণয়তি স হি সৰ্ব্বেশ্বর ইতি । তত্ত্ব স্বানুভবানন্দেন নিরন্তরং নিত্যতৃপ্তদ্বৈতমপি কেবলং  
জীবানুগ্রহকাম্যয়া জীবানাং মোক্ষো ভবত্বিতীচ্ছয়া নানাবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং  
রচয়তীতি করুণাসমুদ্র ঈশ্বর ইত্যর্থঃ । সোহপীতি । হে রাজন্ ! সোহপীশ্বরো মম ব্রহ্ম-

কর্তা ও সমস্ত জগতের অনুগ্রহ বলা গিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ আর মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিদ্যাতে  
পরমাশ্রয় যে প্রতিবিশ্ব পতিত হয় তাহা জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে । মলিনসত্ত্ব-  
প্রধান অবিদ্যা, তদাশ্রয়স্বরূপ আনন্দের আবরণ করেন বলিয়া এই জীব সৰ্ব্ব দুঃখের  
আশ্রয় হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ উক্ত জীব এবং ঈশ্বর উভয়েরই অবিদ্যা এবং বিদ্যা দ্বারা  
তিনটি দেহ হইয়া থাকে, এই দেহত্রয়ের অভিমান হেতু তিনটি নাম হয় । জীব কারণ-  
দেহাভিমानी হইলে তাহাকে 'প্রোক্ত' সূক্ষ্ম দেহাভিমानी হইলে 'তৈজস' এবং স্থূল দেহাভি-  
মানী হইলে 'বিশ্ব' বলা হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরও কারণ দেহাভিমानी হইলে 'ঈশ' সূক্ষ্ম  
দেহাভিমानी হইলে 'সূত্র' এবং স্থূল দেহাভিমानी হইলে 'বিরাট্' নামে অভিহিত হইয়া  
থাকেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥ প্রথম জীব ব্যষ্টি-দেহত্রয়াভিমानी এবং ঈশ্বর সমষ্টি-দেহাভিমानी

করোতি বিবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং পুনঃ ।

মচ্ছক্তিপ্রেরিতো নিত্যং ময়ি রাজন্ ! প্রকল্পিতঃ ॥ ৫০ ॥ ১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
জগদম্বায়াঃ স্বমুখেনাত্মতত্ত্ববর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

রূপিণ্যা যা মায়াশক্তিস্তয়া প্রেরিত এব সর্বং করোতি যতঃ স ঈশ্বরো ময়ি ব্রহ্মরূপিণ্যাং  
রজ্জুসর্পবদেব কল্পিতস্ততো মচ্ছক্ত্যধীন এবত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

হইয়া থাকেন । ইনি সর্বেশ্বর, নিরন্তর আনন্দাত্মত্ব হেতু তৃপ্ত থাকিলেও জীবগণের প্রতি  
মোক্ষলাভরূপ অশুগ্রহ করিবার কামনায় বিবিধ ভোগের আশ্রয়স্বরূপ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া  
থাকেন । রাজন্ ! সেই ঈশ্বরও ব্রহ্মরূপিণী আমার মায়াশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই  
অখিল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । কারণ, আমি ব্রহ্মরূপিণী, তিনি আমাতেই রজ্জুকল্পিত  
সর্পের স্থায় কল্পিত হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকেও মদীয় শক্তির অধীন বলিয়া  
জানিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে জগদম্বিকার আত্মতত্ত্বকথন নামক  
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥





# ত্রয়স্ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

## দেবুবাচ ।

মন্ময়াশক্তিসংক্ৰান্তং জগৎসৰ্বং চরাচরম্ ।  
সাপি মতঃ পৃথগ্ভায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ ॥ ১ ॥  
ব্যবহারদৃশা মেয়ং বিদ্যা মায়েতি বিজ্ঞতা ।  
তদ্বদৃষ্ঠ্যা তু নাস্ত্যেব তদ্বমেবাস্তি কেবলম্ ॥ ২ ॥  
সাহং সৰ্বং জগৎ সৃষ্টা তদন্তঃ প্রবিশাম্যহম্ ।  
মায়াকৰ্মাদিসহিতা গিরে ! প্রাণপূরঃসরা ॥ ৩ ॥

ষট্‌পঞ্চাশদ্বহাগদৈয়ারপবাদপূরঃসরম্ ।

মহাঘোরং বিষ্ণুরূপং দর্শিত্বৈতি কথ্যতে ॥

ইথমধ্যারোপমুক্তাপবাদমাহ মন্ময়েতি । হে পরমত ! যথা মন্ময়াশক্ত্যা চরাচরং সৰ্বং জগৎক্ৰান্তং সাপি মায়া মতো মৎস্বরূপাং পৃথগ্ভায়াস্তি তস্তা ময়ি কল্পিতত্বেন মিথ্যাভাৱঃ । মিথ্যাপদার্থস্ত চাধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্তসত্তাভাবাৎ । তন্মাদহমেবাস্মি পরমার্থতো নাস্ত্যং কিঞ্চিদন্তস্তুরমন্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ননু সৰ্ব্বথা দ্বৈতাভাবে জগৎ কথং ভাসতে ইতি চেত্তজাহ ব্যবহারেতি । অনাদ্য-বিদ্যাব্রান্তানাং যো ব্যবহারস্তদৃশা তদৃষ্ঠ্যা মায়াবিদ্যেতি বিজ্ঞতা ভবতি । তদ্বদৃষ্ঠ্যা তু ব্রহ্মদৃষ্ঠ্যা তু সা নৈবাস্তি কিন্তু তদ্বমেব কেবলমন্তীত্যর্থঃ । ন হি ব্রাহ্মদৃষ্ঠ্যা রজ্জুসৰ্পবৎ কারণাজ্ঞানসত্ত্বেহপি রজ্জুদৃষ্ঠ্যা কিঞ্চিদপি তদ্বর্তত ইতি ভাবঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ । ন মুমুকুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেবা পরমার্থতেতি । তাপনৌয়ে চ অসত্ত্বমরজস্কমতমস্কমমায়মিতি ব্রহ্ম বর্ণিতম্ ॥ ২ ॥

ননু যদি প্রপঞ্চো মিথ্যা তর্হি তদন্তঃপাতী জীবোহপি মিথ্যেতি বক্তব্যম্ । তথাচ জীবস্ত মিথ্যাভ্বে মোক্ষদশায়াং তস্তাবস্থানাভাবে স্বনাশার্থং কল্পপি জীবো ন বহুং কুর্যা-দিত্তি মোক্ষশাস্ত্রং ব্যর্থমেবেতি চেত্তজাহ সাহমিতি । হে গিরে ! মায়া চাবিদ্যাকৰ্ম্মাণি চ তত্তৎপ্রাণিনাম্ আদিনা । নানাসংস্কারাশ্চ তৈঃ সহিতাহমেব কূটস্থব্রহ্মরূপা সৰ্বং জগৎ প্রথমতঃ সৃষ্টা তদন্তস্তন্মধ্যে ষটে আকাশবাদার্শে প্রতিবিম্ববদা চিদাভাসরূপেণ প্রবি-শামি । তজাপি প্রাণপূরঃসরা প্রাণমগ্রতঃ কুড়া প্রবিশামি ॥ ৩ ॥

\* দেবী বলিলেন, গিরিরাজ ! চরাচরসম্বিত এই অখিল জগৎ আমারই মায়াশক্তি দ্বারা বিরচিত হইয়া থাকে । সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হয়, কিন্তু বস্তুর উহা আমা হইতে পৃথক্ নহে ; অতএব একমাত্র আমিই চিদ্রূপ, আমি ভিন্ন চিদ্রূপ আর দ্বিতীয় কিছুই নাই ॥ ১ ॥ ব্যবহার দৃষ্টিদ্বারা উহা মায়াবিদ্যা দি স্বতন্ত্র নামে বিখ্যাত হয়, কিন্তু তদ্ব বা ব্রহ্ম দৃষ্টিতে মায়ার বিদ্যমানতা নাই, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন ॥ ২ ॥ আমিই সেই চিদ্রূপস্বরূপিণী, অবিদ্যা কৰ্ম ও নানাবিধ সংস্কারবদ্ধ কূটস্থ ব্রহ্মরূপে অখিল জগৎ

লোকাস্তরগতির্নোচেৎ কথং শ্রাদিতি হেতুনা ।

যথা যথা ভবন্ত্যেব মায়াভেদান্তথা তথা ।

উপাধিভেদান্তিমাংসং ঘটকাশাদয়ো যথা ॥ ৪ ॥

উচ্চনীচাদিবস্তুনি ভাসয়ন্ ভাস্করঃ সদা ।

ন ছয্যতি তথৈবাহং দোষৈর্লিপ্তা কদাপি ন ॥ ৫ ॥

ময়ি বুদ্ধাদিকর্তৃত্বমধ্যৈশ্চাপরে জনাঃ ।

বদন্তি চাত্মা কৰ্ত্তেতি বিমূঢ়া ন শ্চবুদ্ধয়ঃ ॥ ৬ ॥

কিমর্থমিতি চেত্তত্রাহ লোকাস্তরগতিরিতি । যদ্যহং প্রাণং পুরঃসরং কৃৎস্না প্রাণাভি-  
মানং কৃৎস্না ন প্রবেক্ষ্যামি তর্হি মম ব্যাপকত্বান্নলোকাস্তরগমনাদিকং জননমরণাদিব্যবহা-  
রশ্চ কথং শ্রাৎ ন হি ব্যাপকশ্চ গমনাগমনং দেহসম্বন্ধো দেহত্যাগশ্চ সম্ভবতি ইতি হেতুনা  
তৎসিদ্ধার্থং প্রাণপুরঃসরং প্রদিশামি । তস্মিংশ্চ প্রাণে স্বীকৃতে সতি তস্মৈ দেহাস্তরপ্রবেশে  
জন্ম তত্যাগে মরণং তথৈব লোকাস্তরগতিশ্চেতি সর্বং সিদ্ধ্যতীতি । অয়ং ভাবঃ । ন  
কেবলং জীবত্বং চিদাভাসশ্চৈব যেন পূর্কোক্তং দৃষণং ভবেৎ । কিং তর্হি অহং কুটস্তরূপিণী  
তথাস্তঃকরণং তদাশ্রয়ভূতাবিদ্যা চিদাভাসশ্চেতি চতুষ্টয়ং মিলিত্বা জীবত্বম্ । তথাচ  
জ্ঞানেনাবিদ্যাস্তঃকরণচিদাভাসানাং নাশেহপি কুটস্থব্রহ্মাংশশ্চ মুক্তাবশেষায় জীবশ্চ  
মোক্শার্থমপ্রবৃদ্ধি ন বা মোক্ষশাস্ত্রানর্থক্যমিতি । ননু তর্হি তবৈকত্বাজ্জীবশ্চাপ্যেকত্বং  
শ্রাদিতি চেত্তত্রাহ যথা যথেন্তি যথা ব্যাপক এক এবাকালে ঘটাদ্যুপাধিভেদেন যথা  
ভিদ্ধ্যতে তথাবিধানেকত্বস্বীকারেণাবিদ্যানামস্তঃকরণানাঞ্চ ভেদাৎ কুটস্থোহপি ভিদ্ধ্যত  
ইতি জীববহুত্বমপ্যুপপন্নমেবেত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে  
যুক্তাহশ্চ হরয়ঃ শতাদশেত্যয়ং বৈ হরয় ইতি ॥ ৪ ॥

ননু তর্হি তব জগদস্তঃপাতিত্বেন তদ্বোধেণ চতুষ্টয়মপি শ্রুতত্রাহ উচ্চনীচাদিবস্তুনীতি ।  
যথা সূর্য্যঃ সর্বাণ্যুচ্চনীচাদিবস্তুনি ভাসয়ন্নপি ন ছয্যতি তথৈবাহং কদাপি দোষৈর্লিপ্তা  
নাস্মীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

মনু সূর্য্যঃ সাক্ষিভূতো ন ছয্যতীতি যুক্তম্ । স্বস্ত সকলকার্য্যকর্ত্তীতি কর্ত্তুর্দোষলেপো  
অবিষ্যভ্যেবেতি চেত্তত্রাহ ময়ি বুদ্ধাদীতি । বিমূঢ়া বুদ্ধাদিনিষ্ঠং কর্ত্তৃত্বমবिवেকেন ময়া-  
অন্তধ্যৈশ্চবাচ্যা কৰ্ত্তেতি বদন্তি ন শ্চবুদ্ধয়ো বিবেকিনঃ । তথাচ সূর্য্যবদহমপি সাক্ষিণ্যেব  
ন কর্ত্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে চিদাভাসরূপে প্রাণবায়ু অগ্রে করিয়া প্রবেশ করিয়া থাকি  
গিরিবর ! এইরূপে আমি প্রাণ স্বীকার পূর্ব্বক প্রবেশ না করিলে লোকাস্তর গমন, জন্ম ও  
মরণাদি ব্যবহার কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? যেমন একমাত্র ব্যাপক মহাকাশ, উপাধি  
ভেদে ঘটাকাশ ও পটাকাশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত হয়, সেইরূপ আমি বিবিধ  
স্থলে প্রাণ স্বীকার করায়, অবিদ্যা ও অন্তঃকরণের প্রভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকি ।  
সুচরাং তাহাতেই বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩—৪ ॥ যেমন  
দিবাকর স্বীয় কিরণসংযোগে অবনিতলস্থ সমস্ত বস্তু প্রদীপিত করিয়াও দূষিত হয় না,  
সেইরূপ আমিও উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমস্ত বস্তুর অন্তঃপ্রবেশ হেতু দোষলিপ্ত হই না ॥ ৫ ॥

অজ্ঞানভেদতস্তদ্ব্যায়ায়াম্ ভেদতস্তথা ।

জীবেশ্বরবিভাগশ্চ কল্পিতো মায়্যৈব তু ॥ ৭ ॥

ঘটাকাশমহাকাশবিভাগঃ কল্পিতো যথা ।

তথৈব কল্পিতো ভেদো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ৮ ॥

যথা জীববহুত্বঞ্চ মায়্যৈব ন চ স্মৃতং ।

তথেশ্বরবহুত্বঞ্চ মায়য়া ন স্মৃতবতঃ ॥ ৯ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবাসনাভেদভেদিতা ॥

অবিদ্যা জীবভেদস্য হেতুর্নান্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥

গুণানাং বাসনাভেদভেদিতা যা ধরাধর ! ।

মায়্যা সা পরভেদস্য হেতুর্নান্যঃ কদাচন ॥ ১১ ॥

অজ্ঞানভেদত ইতি । জীববহুত্ববদীশ্বরমূর্ত্তিবহুত্বমপি মায়্যা ভেদান্ মায়্যাকল্পিতবুদ্ধ-  
বিক্ষাদ্যাকারভেদাদ্ভবতীতি জীবেশ্বরসিদ্ধিমুপসংহরতি জীবেশ্বরবিভাগশ্চেতি । অজ্ঞান-  
ভেদাজীবসিদ্ধিমায়্যাভেদাদীশ্বরসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ ঘটাকাশেতি ॥ ৮ ॥

ঈশ্বরবহুত্বং বুদ্ধবিক্ষাদীশ্বরপেশ্বরবহুত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

জীবভেদহেতুং বিশদয়তি দেহেন্দ্রিয়াদীতি ॥ ১০ ॥

হে ধরাধর পৰ্বত ! গুণানাং যে বাসনাভেদাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তামসাশ্চ তৈর্ভেদিতা  
যা মায়্যা সা পরভেদস্য বুদ্ধবিক্ষাদীশ্বরভেদস্য হেতুর্নান্ত ইত্যর্থঃ । ইদং স্মৃতসংহিতাস্তর্গত-  
স্মৃতগীতায়াম্ স্পষ্টম্ ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্র মাধবাচার্য্যৈঃ ॥ ১১ ॥

মুচুর্দ্ধি ব্যক্তিগণ অজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধাদিনিষ্ঠ কর্তৃত্ব আত্মরূপিনী আমাতে আরোপিত  
করিয়া আত্মাকেই কর্তা বলিয়া থাকে ; কিন্তু স্মৃদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা স্বীকার করেন  
না । ফলতঃ আমি জীবাত্মন্তরে কর্তারূপে না থাকিয়া সাক্ষীরূপেই অবস্থিতি করিয়া  
থাকি ॥ ৬ ॥ হে অচলেন্দ্র ! অবিদ্যা ও বিদ্যার প্রভেদ হেতু জীববহুত্ব ও ঈশ্বরবহুত্ব প্রতি-  
পাদিত হয় ; ফলতঃ মায়্যা দ্বারাই মনুষ্য পশু প্রভৃতি জীব ভেদ এবং বুদ্ধা বিষ্ণু প্রভৃতি  
ঈশ্বর ভেদ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ যেমন ব্যাপক মহাকাশ ঘটাবচ্ছিন্ন হইলে, মহাকাশ  
ও ঘটাকাশ এইরূপ বিভাগ কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্যাপক পরমাত্মা জীবাবচ্ছিন্ন হইয়া  
পরমাত্মা ও জীবাত্মা এইরূপ প্রভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ যেমন জীবের বহুত্ব মায়্যা  
দ্বারা কল্পিত হয়, স্মৃতবত হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরে বহুত্বও স্মৃতব দ্বারা হয় না ; মায়্যা  
দ্বারাই কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ হে ধরনীধর ! দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদির প্রভেদ  
বশতঃ অবিদ্যাই জীব প্রভেদের হেতু, অন্য আর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥ আর গুণত্রয়ের বাসনা  
ভেদে-অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বাসনা ভেদে মায়্যারও বিভিন্নতা আছে, সেই  
বিভিন্ন মায়্যাই বুদ্ধা, বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বর ভেদের হেতু ; নতুবা আর কিছুই নহে ॥ ১১ ॥



ময়ি সৰ্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরনীধর ! ।

ঈশ্বরোহহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাড়াহ্মমস্মি চ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরূদ্রো চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী ॥ ১৩ ॥

সূর্য্যোহহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্ ।

পশুপক্ষিস্বরূপাহং চাণ্ডালোহহং চ তক্ষরঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাধোহহং ক্রুরকর্মাহং সৎকর্মাহং মহাজনঃ ।

স্ত্রীপুংসকাকারোহপ্যহমেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিৎস্তু দৃশ্যতে শ্রয়তেহপি বা ।

অন্তর্বহিষ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্যাহং সর্বদা স্থিতা ॥ ১৬ ॥

ন তদন্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্ ।

যদ্যন্তি চেত্তচ্ছূন্যং শ্রাদ্ধক্যাপুত্রোপমং হি তৎ ॥ ১৭ ॥

রজ্জুর্যথা সর্পমালাভেদৈরেকা বিভাতি হি ।

তথৈবেশাদিরূপেণ ভাম্যহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অধিষ্ঠানাতিরেকেন কল্পিতং তন্ন ভাসতে ।

তস্ম্যস্মৎসত্ত্বৈবৈতৎ সত্ত্বাবমান্যথা ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

যত একমেব চৈতন্যং সর্বাত্মকং ততোহহং সর্বাশ্বিকাস্মীত্যাহ ময়ীতি । ওতং প্রোতং  
প্রথিতমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ঈশ্বরঃ কারণদেহাভিমানী লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ । বিরাট্ স্থলদেহা-  
ভিমানী ॥ ১৩—১৬ ॥

শূন্যং শ্রাদ্ধতি । ময়া সজ্জপয়া ত্যক্তং শূন্যমসদেব শ্রাদ্ধিত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

অধিষ্ঠানাতিরেকেনেতি । অধিষ্ঠানসত্ত্বাদিরেকেনেত্যর্থঃ । যত এতৎকল্পিতং জগত্তস্মা-  
স্মৎসত্ত্বৈব সত্ত্বাবদ্ভবেন্নাত্মথেষ্ট্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

হে ধরাধরেজ ! এই অধিল জগৎ ওতপ্রোতভাবে আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব  
আমিই কারণ-দেহাভিমানী ঈশ্বর, লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ এবং স্থল দেহাভি-  
মানী বিরাট্ । আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং আমিই ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রীশক্তি ।  
আমিই সূর্য্য, আমিই চন্দ্র, আমিই তারকা এবং আমিই পশু, পক্ষী, চণ্ডাল ও তক্ষর ।  
আমিই ক্রুরকর্মা ব্যাধ ও সৎকর্মা মহাজন এবং আমিই স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক, তাহাতে  
সন্দেহ নাই ॥ ১২—১৫ ॥ গিরিবর ! যে কোনও স্থানে যে কোনও বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়  
আমি সেই সমস্তের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া সর্বদাই অবস্থিত রহিয়াছি ।  
মদ্বিরহিত চরাচর কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই । যদি কিছু থাকে তবে তাহা ব্রহ্মা-  
পুত্র সদৃশ নিরর্থক । যেমন একমাত্র রজ্জু সর্প ও মালাদিরূপে প্রতিভাত হয়, সেই-  
রূপ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপিনী আমিই ঈশ্বরাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি সন্দেহ

হিমালয় উবাচ ।

যথা বদসি দেবেশি ! সমষ্ট্যাশ্রবপুস্ত্রিদম্ ।  
তথৈব দ্রষ্টুমিচ্ছামি যদি দেবি ! কৃপা ময়ি ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা সৰ্ব্বৈ দেবাঃ সবিষ্ণবঃ ।  
ননন্দুমুদিতাশ্চানঃ পূজয়ন্তুশ্চ তদ্বচঃ ॥ ২১ ॥  
অথ দেবমতং শ্রুত্বা ভক্তকামদুঘা শিবা ।  
অদর্শয়ন্নিজং রূপং ভক্তকামপ্রপূরিণী ॥ ২২ ॥  
অপশ্যন্তে মহাদেব্যা বিরাড়ুপং পরাংপরম্ ।  
দ্যৌর্মন্তকং ভবেদ্যস্মৈ চন্দ্রসূর্য্যো চ চক্ষুষী ॥ ২৩ ॥  
দিশঃশ্রোত্রে বচো বেদাঃ প্রাণো বায়ুঃ প্রকীর্তিতঃ ।  
বিশ্বং হৃদয়মিত্যাছঃ পৃথিবী জঘনং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥

সমষ্ট্যাশ্রয়তি । সৰ্ব্বাভিমানিবিরাট্ স্বরূপং যথাবদসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

পূজয়ন্তুশ্চেতি । সৰ্ব্বেষাং ভগবতী বিরাট্ স্বরূপদর্শনোৎসুকত্বাৎ স্বাভীষ্টসম্পাদনে  
প্রবৃত্তস্ত হিমালয়স্ত তদ্বচঃ সাধু সাধিবতি পূজয়ন্তু ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥

দ্যৌর্মন্তকমিতি । অত্র দ্যৌঃ শব্দেন সৰ্ব্বোচ্চঃ সত্যলোকো গৃহ্যতে ॥ ২৩ ॥

বায়ুরেব তস্মৈ প্রাণাঃ । বিশ্বং সৰ্ব্বাশ্রয়কমব্যাক্তমিত্যর্থঃ । তদস্মৈ রূপস্ত হৃদয়ম্ ॥ ২৪ ॥

নাই ॥ ১৬—১৮ ॥ কারণ, এই কল্পিত জগৎ অধিষ্ঠানসত্তার অতিরেক হেতু প্রতিভাত  
হয় না, অতএব ইহা আমার সত্তা দ্বারাই সত্তাবান্ হয়, নচেৎ অন্য প্রকারে সম্ভব  
হইতেই পারে না ॥ ১৯ ॥

হিমালয় কহিলেন, দেবি ! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে আপনার  
সমষ্ট্যাশ্রয়ক অর্থাৎ সর্বসমষ্টিরূপ সৰ্বাভিমानी বিরাড়মূর্তি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি  
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা প্রদর্শন করুন ॥ ২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! গিরিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত  
দেবতাগণ হৃষ্টচিত্তে বহমানপূর্ব্বক তাঁহার সেই বাক্যের অভিনন্দন করিলেন ॥ ২১ ॥  
অনন্তর, ভক্তগণের বাঞ্ছাপুরণী, ভক্তগণের কামধেনু ও কল্যাণরূপিণী দেবী ভুবনেশ্বরী  
স্বীয় রূপদর্শনে দেবগণের উৎসুক্য জানিয়া বিরাট্রূপ প্রদর্শন করিলে ॥ ২২ ॥ তাঁহারা  
মহাদেবীর সেই পরাংপর বিরাট্রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন । সকলের উচ্ছ্বসিত  
সত্যলোক সেই বিরাট্রূপিণীর মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্ সকল শ্রোত্র, বেদ সকল  
বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী জঘন-স্থল, নভস্তল অর্থাৎ ভুবলোক  
নাভি-সরোবর, জ্যোতির্মণ্ডল উরঃস্থল, মহলোক গ্রীবদেশ, জনলোক মুখমণ্ডল,

নভস্তলং নাভিসরো জ্যোতিশ্চক্রমুরস্থলম্ ।  
 মহর্লোকস্ত গ্রীবা শ্রাজ্জনোলোকো মুখং শ্বতম্ ॥ ২৫ ॥  
 তপোলোকো ররাটিষ্ঠ সত্যলোকাদধঃস্থিতঃ ।  
 ইন্দ্রাদয়ো বাহবঃ স্যঃ শব্দঃ শ্রোত্রং মহেশিতুঃ ॥ ২৬ ॥  
 নাসত্যদ্যশ্চো নামে স্তো গন্ধো ভ্রাণং শ্বতো বুধৈঃ ।  
 মুখমগ্নিঃ সমাখ্যাতো দিব্যরাত্রী চ পক্ষ্মণী ॥ ২৭ ॥  
 ব্রহ্মস্থানং ক্রবিজ্জুস্তোহপ্যাপস্তানুঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।  
 রসো জিহ্বা সমাখ্যাতা যমো দংষ্ট্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ২৮ ॥  
 দন্তাঃ স্নেহকলা যশ্চ হাসো মায়া প্রকীৰ্ত্তিতা ।  
 সর্গস্তপান্নমোক্ষঃ শ্রাদ্ভীড়োদ্ধোৰ্ঠো মহেশিতুঃ ॥ ২৯ ॥  
 লোভঃ শ্রাদধরোৰ্ঠোহশ্রাদ্ধমার্গস্ত পৃষ্ঠভূঃ ।  
 প্রজাপতিশ্চ মেঢ়ংস্যাদ্যঃ অষ্টো জগতীতলে ॥ ৩০ ॥  
 কুক্ষিঃ সমুদ্রো গিরয়োহস্থীনি দেব্যা মহেশিতুঃ ।  
 নদ্যো নাভ্যঃ সমাখ্যাতা বৃক্ষাঃ কেশাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩১ ॥

নভস্তলং ভুবর্লোকঃ ॥ ২৫ ॥

সত্যলোকাদধঃস্থিতস্তপো লোকো ররাটির্ললাটিমিত্যর্থঃ । শব্দঃ শ্রোত্রমিতি । যোহ-  
 শ্রাকং শ্রোত্রবিষয়ঃ শব্দঃ স তস্মৈ রূপস্ত শ্রোত্রং শ্রোত্রেজিয়ং ভবতীত্যর্থঃ । পূৰ্ব্বত্র দিশঃ  
 শ্রোত্রে ইত্যত্র তু শ্রোত্রশব্দেন শ্রোত্রেজিয়াধারো গৃহ্যত ইতি ন পুনরুক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

নাসত্যদ্যশ্চো অশ্বিনীকুমারৌ তাবশ্চ রূপস্ত নামে নাসাপুটে স্তঃ । গন্ধস্ত ভ্রাণং ভ্রাণে-  
 জিয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মস্থানং প্রজাপতিচতুর্মুখস্থানং তদশ্চ ক্রবিজ্জুস্তো ক্রবিকাসঃ । আপো জলানি তু  
 তানুঃ রসেনৈজিয়াধারো ভবন্তি । তদগতো রসস্ত জিহ্বা ভবতি । রসেনৈজিয়ং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

স্নেহকলাঃ স্ত্রীপুত্রাদিস্নেহলেশাঃ । সর্গঃ সৃষ্টিরেবাপান্নমোক্ষঃ কটাক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অশ্রাদ্ধমার্গস্ত পৃষ্ঠভাগ ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মহেশিতুর্মহেশ্বর্যা দেব্যা গিরয়ঃ পর্বতা অস্থীনীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সত্যলোকের অধঃস্থিত তপোলোক তাঁহার ললাট ফলক, ইন্দ্রাদি দেবতা-সমষ্টিত স্বর্গ-  
 লোক তাঁহার বাহু, শব্দ সেই মহেশ্বরীর শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহার নাসা-  
 পুট, গন্ধ ভ্রাণেন্দ্রিয়, মুখাত্যস্তর অগ্নি, দিবা ও রাত্রি তাঁহার পক্ষ্মধরুরূপে প্রকাশ পাইতে  
 লাগিল ॥ ২৩—২৭ ॥ আর তাঁহার ক্রয়ুগল চতুর্মুখ প্রজাপতির স্থান, জল তাঁহার তানু,  
 তদগত রস তাঁহার রসনা, যমরাজ তাঁহার দংষ্ট্রা, স্নেহ বিলাস দন্ত, মায়া তাঁহার হাস্ত,  
 ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ, স্ত্রীড়া উদ্ধ'ওষ্ঠ, লোভ অধর এবং অশ্রাদ্ধ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ ।  
 যিনি জগতীতলে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি তিনিই তাঁহার মেঢ়, সমুদ্র সকল কুক্ষি, পর্বত সকল



কৌমার্যৌবনজরাবয়োহস্ত গতিরুত্তমা ।

বলাহকাস্তু কেশাঃ স্যুঃ সন্ধ্যো তে বাসসী বিভোঃ ॥ ৩২ ॥

রাজন্ ! শ্রীজগদম্বায়াশ্চন্দ্রমাস্তু মনঃ স্মৃতঃ ।

বিজ্ঞানশক্তিস্তু হরীরুদ্রোহস্তঃকরণং স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

অশ্বাদিজাতয়ঃ সৰ্ব্বাঃ শ্রোণিদেশে স্থিতা বিভোঃ ।

অতলাদিমহালোকাঃ কট্যধোভাগতাং গতাঃ ॥ ৩৪ ॥

এতাদৃশং মহারূপং দদৃশুঃ সুরপুঙ্গবাঃ ।

জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং লেলিহানঞ্চ জিহ্বয়া ॥ ৩৫ ॥

দংষ্ট্রাকটকটারাং বমন্তং বহ্নিমক্ষিভিঃ ।

নানায়ুধধরং বীরং ব্রহ্মক্ষত্রোদনঞ্চ যৎ ॥ ৩৬ ॥

কৌমারেতি । ত্রিবিধং বয়োগতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

চন্দ্রমাস্তিতি । তু শব্দো মন ইত্যত্র যোজ্যঃ । হে রাজন্ ! জনমেজয় ! শ্রীজগদম্বায়া-  
শ্চন্দ্রো মনোহপি স্মৃত ইত্যর্থঃ । তেন পূৰ্ব্বোক্তেনৈত্রমধ্যে গণিতস্ত চন্দ্রমসো মনস্বমপি  
বোধিতমিতি বোধ্যম্ । বিজ্ঞানশক্তিবুদ্ধিঃ সা হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

অতলাদীতি । অতলাদিপাতলাস্তা লোকা যথাযোগ্যং কট্যধোভাগতাং গতাঃ ।  
কটিমারভ্য পাদমূলপর্য্যন্তং ব্যবস্থিতা ইত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । অগ্নিমূৰ্দ্ধা চক্ষুশী চন্দ্রস্বৰ্য্যো  
দিশঃ শ্রোত্রে বাণিবৃতাস্চ বেদাঃ । বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্ত পদ্ম্যাং পৃথিবী হেব সৰ্ব-  
ভূতান্তরাশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥

জিহ্বয়া সৰ্ব্বং জগল্লেলিহানং স্বাদয়ন্তম্ ॥ ৩৫ ॥

দংষ্ট্রান্ কটকটারাং কটকটেতি শব্দো যস্ত । ব্রহ্মক্ষত্রে ওদনো যস্ত । যস্ত ব্রহ্মক্ষত্র-  
ক্ষেপে ভবত ওদনো মৃত্যুৰ্যশ্চোপসেচনমিতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সেই মহেশ্বরীর অস্থি, নদী সকল নাড়ী এবং বৃক্ষ সকল তাঁহার কেশরূপে প্রকাশ পাইতে  
লাগিল ॥ ২৮—৩১ ॥ রাজেন্দ্র ! কৌমার, যৌবন ও জরা তাঁহার উত্তমাগতি, মেঘ সমূহ  
তাঁহার কেশজাল, উভয় সন্ধ্যা সেই পরমপ্রভুর বসনযুগল, চন্দ্রমা সেই শ্রীজগদম্বিকার  
মানস, হরি তাঁহার বিজ্ঞানশক্তি এবং রুদ্র তাঁহার সংহারশক্তি হইল । অশ্বাদি সমস্ত জীব  
তাঁহার নিতম্বদেশে এবং অতলাদি মহালোক সকল তাঁহার কটিদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত  
অবস্থান করিতে লাগিল । সুরবরগণ বিশ্বয়-বিফারিতলোচনে জগদম্বার এতাদৃশ বিরাটমূর্ত্তি  
দর্শন করিতে লাগিলেন । তাঁহার সেই মূর্ত্তি হইতে সহস্র সহস্র জ্বালামালা নির্গত হইতে  
লাগিল । জিহ্বা দ্বারা সমস্ত জগৎ আশ্বাদন করিতে লাগিলেন । দশনপংক্তিদ্বয়ে  
কটকটা শব্দ হইতে লাগিল, অগ্নি সকল দ্বারা অগ্ন্যুদগার আরম্ভ হইল, করে নানাবিধ  
আয়ুধ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সেই ঘোরদর্শন বীরপুরুষের ওদনস্বরূপ । তাঁহার সেই মূর্ত্তিমধ্যে  
কত যে মস্তক, কত যে নয়ন এবং কত যে চরণ তাহার ইয়ত্তা নাই । সে মূর্ত্তি দেখিলে

সহস্রশীর্ষনয়নং সহস্রচরণং তথা ।

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩৭ ॥

ভয়ঙ্করং মহাঘোরং হৃদক্লোদ্ভাসকারকম্ ।

দদৃশুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে হাহাকারঞ্চ চক্রিরে ॥ ৩৮ ॥

বিকম্পমানহৃদয়া মূচ্ছামাপুর্হুরত্যয়াম্ ।

স্মরণঞ্চ গতং তেষাং জগদশ্বেয়মিত্যপি ॥ ৩৯ ॥

অথ তে যে স্থিতা বেদাশ্চতুর্দিকু মহাবিভোঃ ।

বোধয়ামাস্বরভূত্যাং মূচ্ছাতো মূচ্ছিতান্ সুরান্ ॥ ৪০ ॥

অথ তে ধৈর্য্যমালম্ব্য লব্ধ্বা চ শ্রুতিমুত্তমাম্ ।

প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়না রুদ্ধকণ্ঠাস্ত নিৰ্জ্জরাঃ ।

বাম্পগদগদয়া বাচা স্তোভুং সমুপচক্রিরে ॥ ৪১ ॥

দেবা উচুঃ ।

অপরাধং ক্রমস্বাস্থ্য ! পাহি দীনাংস্তুহুস্তবান্ ।

কোপং সংহর দেবেশি ! সভয়া রূপদর্শনাং ॥ ৪২ ॥

হাহাকারং ভয়েন ভীতত্বাচ্চক্রিরে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স্মরণঞ্চ গতমিতি । ইয়ং জগদশ্বাস্থ্যকং পালয়িত্বাতি স্মরণমপি তেষাং গতং নষ্ট-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ ত ইতি । বিভোদেব্যাশ্চতুর্দিকু যে মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ স্থিতান্তে মূচ্ছিতান্ দেবান্  
মূচ্ছাতো বোধয়ামাস্বরূপাপরামাস্বরিত্যর্থঃ । সভয়া জাতাঃ স্ম ইত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪২ ॥

বোধ হয় যেন একেবারে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, যেন অসংখ্য বিদ্যাম্বালা একত্র  
বিলসিত হইতেছে । মহাদেবীর সেই মহাভয়ঙ্কর নয়ন ও মনের ভ্রাসজনক, মহাঘোরতর  
বিরাটমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সমস্ত দেবগণ ভীত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন,  
তাঁহাদের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, তাঁহারা ছুরপনের মূচ্ছার আক্রান্ত হইলেন । “ইনিই যে  
আমাদের পালনকর্ত্তী জগদম্বিকা” সে জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইল ॥ ৩৭—৩৯ ॥ ঐ  
সময় সেই ভুবনেশ্বরীর চারিদিকে যে বেদ সকল অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারাও মূচ্ছা  
অপনয়নপূর্ব্বক দেবতাদিগকে প্রবোধিত করিলেন । অনন্তর সেই নিৰ্জ্জরগণ সেই  
অতুল্যতম শ্রুতিলাভ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তর্জনিত বাম্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া প্রেম-  
বিগলিত অশ্রুপূর্ণনয়নে গদগদ বাক্যে জগদম্বিকার শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

দেবগণ কহিলেন, মাতঃ ! আমরা অতি দীন এবং আপনা হইতেই আমাদের  
উৎপত্তি হইয়াছে, আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি কোপ

কা তে স্তুতিঃ প্রকর্তব্য্যাম্মরৈর্নির্জ্জরৈরিহ ।

স্বস্ত্যাপ্যজ্ঞেয় এবাসৌ যাবান্শ্চ স্ববিক্রমঃ ॥ ৪৩ ॥

তদর্কাকৃজায়মানানাং কথং স বিষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

নমস্তে ভুবনেশানি ! নমস্তে প্রণবাত্মিকে ! ।

সর্ববেদান্তসংসিদ্ধে ! নমো হ্রীংকারমূর্তয়ে ॥ ৪৫ ॥

যস্মাদগ্নিঃ সমুৎপন্নো যস্মাৎ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ ।

যস্মাদৌষধয়ঃ সর্বাস্ত্যৈ সর্বাঅনে নমঃ ॥ ৪৬ ॥

যস্মাচ্চদেবাঃ সন্তুতাঃ সাধ্যাঃ পক্ষিণ এব চ ।

পশবশ্চ মনুষ্যাশ্চ ত্যৈ সর্বাঅনে নমঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রাণাপানৌ ত্রীহিববৌ তপঃ শ্রদ্ধা ক্রতুং তথা ।

ব্রহ্মচর্য্যং বিধিষ্টৈব যস্মাত্ত্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৮ ॥

সপ্তপ্রাণার্চিষো যস্মাৎ সমিধঃ সপ্ত এব চ ।

হোমাঃ সপ্ত তথা লোকাস্ত্যৈ সর্বাঅনে নমঃ ॥ ৪৯ ॥

স্বস্ত্যাপ্যজ্ঞেয় ইতি । যাবান্শ্চপরিমাণবান্শ্চ যাদৃশস্তব স্বপরাক্রমঃ স তব স্বস্ত্যাপ্যজ্ঞেয়  
এবৈতাদৃশোহসৌ তব পরাক্রমোহস্মাকং তদর্কাকৃ জায়মানানাং কথং স বিষয়ো ভবেৎ  
কথমপীত্যর্থঃ । তথাচ স্তুতিঃ । অর্কগ্গদেবা অস্ত বিসর্জনে নাথা কো বেদয়ত আবহু-  
বেতি । যো অস্তাধ্যাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অস্তবেদয় দিবা ন বেদেতি ॥ ৪৩—৪৭ ॥

তস্মাৎসন্তুতো বিধিরিতি কর্তব্যাতারূপস্ত্যৈ নম ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

পরিত্যাগ করুন, আমরা আপনার এই রূপ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ॥ ৪২ ॥ দেবি !  
পামর অমরগণ আপনার কি স্তুতি করিবে ? আপনি স্বয়ং যখন আপনার পরাক্রমের ইয়ত্তা  
করিতে অক্ষম, তখন আমরা আপনার পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা জানিতে  
পারিব ? ॥ ৪৩—৪৪ ॥ হে প্রণবাত্মিকে ভুবনেশ্বর ! আমরা আপনাকে নমস্কার করি । দেবি !  
সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রেই আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়াছে, আমরা আপনার সেই হ্রীংকার-  
মূর্ত্তিকে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥ যাহা হইতে অগ্নি, যাহা হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রমা এবং যাহা  
হইতে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্বাঅরূপিনীকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥ যাহা হইতে  
সমস্ত দেবতাগণ, সাধ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ ও মানবগণ উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই  
সর্বাঅরূপিনী দেবীর বিরাট্ রূপকে নমস্কার করি ॥ ৪৭ ॥ যাহা হইতে প্রাণ ও অপান  
ত্রীহি ও বব এবং তপস্তা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ইতিকর্তব্যাতারূপ বিধি সকল উৎপন্ন  
হইয়াছে, আমরা সেই সর্বাঅনিক। মহামায়ার মহামূর্ত্তিকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥  
যাহা হইতে সপ্ত প্রাণ, সপ্ত দীপ্তি, সপ্ত সমিধ, সপ্ত হোম এবং সপ্তলোক উৎপন্ন হইয়াছে,



যস্মাৎ সমুদ্রা গিরয়ঃ সিন্ধবঃ প্রচরন্তি চ ।

যস্মাদৌষধয়ঃ সৰ্ব্বা রসাস্ত্যুতৈশ্চ নমো নমঃ ॥ ৫০ ॥

যস্মাদ্যজ্ঞঃ সমুদ্ভূতো দীক্ষা যুপশ্চ দক্ষিণাঃ ।

ঋচো যজুঃষি সামানি তস্মৈ সৰ্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫১ ॥

নমঃ পুরস্তাৎ পৃষ্ঠে চ নমস্তে পার্শ্বয়োদ্বয়োঃ ।

অথ উৰ্দ্ধং চতুর্দিক্শ্চ মাতৰ্ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৫২ ॥

উপসংহর দেবেশি ! রূপমেতদলৌকিকম্ ।

তদেব দর্শয়াম্মাকং রূপং সুন্দরসুন্দরম্ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি ভীতান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা জগদম্মা রূপাৰ্ণবা ।

সংহৃত্য রূপং ঘোরং তদর্শয়ামাস সুন্দরম্ ॥ ৫৪ ॥

সপ্তপ্রাণার্চিষ ইতি । প্রাণার্চিষশ্চেতি বন্দ্যঃ । সপ্তশীর্ষণাঃ প্রাণাস্ত্যাদেবং ভব-  
স্তীত্যর্থঃ । তেষাঞ্চ সপ্তার্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি । তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত-  
বিষয়াঃ বিষয়ৈর্হি প্রাণাঃ সমিধ্যন্তে । সপ্তহোমাস্তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি । যদস্ত বিজ্ঞানং  
তজ্জুহোতীতি শ্রুতাস্তরাৎ । তথা সপ্তলোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি । এতে যস্মাজ্জাতাস্ত্যুতৈশ্চ  
সৰ্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥

তথাচ শ্রুতিমুণ্ডকে । যস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্ত সূর্য্যঃ । সোমাৎপর্জন্ত্য ওষধয়ঃ প্রজানা-  
মিত্যাदि তস্মাদৃচঃ সামযজুঃষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সৰ্ব্বৈ ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ সংবৎসরো যজমানশ্চ  
লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্য ইতি ॥ ৫২—৫৪ ॥

আমরা সেই সৰ্ব্বস্বরূপিণীকে নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥ যাঁহা হইতে সমস্ত সমুদ্র, সমস্ত পর্বত,  
সমস্ত নদী, সমস্ত ওষধি ও সমস্ত রস উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই ভুবনেশ্বরীর বিরাট্  
মূর্ত্তিকে নমস্কার করি ॥ ৫০ ॥ যাঁহা হইতে যজ্ঞ, যুপ ও দক্ষিণা এবং ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ  
সমুৎপন্ন হইয়াছে ; আমরা মহামায়ার সেই অখিল বিশ্বাত্মক বিরাট্রূপকে নমস্কার  
করি ॥ ৫১ ॥ মাতর্মহামায়ে ! আপনার পুরোভাগে নমস্কার, আপনার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার,  
আপনার উভয় পার্শ্বে নমস্কার, আপনার উৰ্দ্ধভাগে নমস্কার, আপনার অধোভাগে নমস্কার  
এবং আপনার চারিদিকে বারংবার নমস্কার করিতেছি ॥ ৫২ ॥ দেবি ! আপনি, আপনার  
এই অলৌকিক মহারূপের উপসংহার করিয়া আপনার পরম সুন্দর মনোহর রূপ আমা-  
দিগকে প্রদর্শন করুন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! করুণার অৰ্ণবরূপিণী জগদম্মিকা সুরগণকে ভীত দেখিয়া স্বীয়  
ঘোরতর বিরাট্রূপের সংহার করিয়া পরম সুন্দর ভুবনমোহন পূৰ্ব্বরূপ প্রদর্শন করি-  
লেন ॥ ৫৪ ॥ তাঁহার সৰ্ব্বশরীর সুকোমল হইল । তিনি এক হস্তে পাশ ও এক হস্তে  
অঙ্কুশাঙ্গ ধারণ করিলেন । অপর দুই হস্তের মধ্যে এক হস্ত বরদান ও অন্ততর হস্ত অতঃ-

পাশাক্ষবরাভীতিধরং সৰ্বাঙ্গকোমলম্ ।

করুণাপূৰ্ণনয়নং মন্দস্মিতমুখান্বজম্ ॥ ৫৫ ॥

দৃষ্টৌ তৎসুন্দরং রূপং তদা ভীতিবিবৰ্জিতাঃ ।

শান্তভিঃ প্রণেমুস্তে হর্ষগদগদনিঃস্বনাঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
জগদম্বায়াবিরাটমূর্তিবর্ণনং নাম ত্রয়স্তিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

( ছুনিরীক্ষাং বিরাদ্রুপমুপসংস্থত্যা মোহিনীমূর্তিমবলম্ব্যাবস্থিতায়াস্তস্তা ভুবনেশ্বর্যাশ্চতু-  
ভূজরূপং প্রকাশয়িতুমাহ পাশাক্ষবরাভীতিধরমিতি । সা চ একেন হস্তেন পাশং অপরেণা-  
ক্ষুশং বিভক্তি অবশিষ্টয়োদ্বয়োরেকেন বরমন্ততরেন চাভীতিং দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়স্তিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

দান ভঙ্গিমায় উদ্যত করিলেন । তাঁহার নয়ন দর্শনে বোধ হইল যেন তিনি একেবারে  
করুণারসে পরিপূর্ণ, মুখপদ্মে ঈষৎ হাস্য বিরাজমান । দেবগণ জগদম্বার তাদৃশ মনোহর  
মূর্তি দর্শনে আনন্দিত হইলেন এবং হর্ষ-নির্ভর-কণ্ঠে প্রশান্তচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে-  
লাগিলেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দেবীর বিরাটরূপ প্রদর্শন নামক  
ত্রয়স্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

ক যুয়ং মন্দভাগ্যা বৈ কেদং রূপং মহাদ্ভুতম্ ।  
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদীদৃশং দর্শিতং ময়া ॥ ১ ॥  
ন বেদাধ্যয়নৈর্যোগৈর্ন দানৈস্তপসেজয়া ।  
রূপং দ্রষ্টুমিদং শক্যং কেবলং মৎরূপাং বিনা ॥ ২ ॥  
প্রকৃতং শৃণু রাজেশ্বর ! পরমাত্মাত্ম জীবতাম্ ।  
উপাধিযোগাৎ সম্প্রাপ্তঃ কর্তৃহাদিকমপ্যুত ॥ ৩ ॥  
ক্রিয়াঃ কৰোতি বিবিধা ধর্মাদিধর্মৈকহেতবঃ ।  
নানাযোনীস্ততঃ প্রাপ্য সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৪ ॥  
পুনস্তৎ সংস্কৃতিবশান্নানাকর্ম্মরতঃ সদা ।  
নানাদেহান্ সমাপ্নোতি সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যবধৌস্ত বৈরাগ্যকথনোত্তরম্ ।

জ্ঞানমেব তু সম্পাদ্যং মোক্ষার্থমিতি কথ্যতে ॥

দর্শিতং বিশ্বরূপমনায়াসেন লক্ষ্মণ্যতিরিতি সহজমন্তীতি ন মন্তব্যমিতি দেবান্ প্রতি  
ভগবতী প্রাহ ক যুয়মিতি ॥ ১—২ ॥

প্রকৃতমিতি । ব্রহ্মবিদ্যোপদেশপ্রকরণং হি প্রচলিতং পূর্ব্বং মধ্যে দেবৈর্বিশ্বরূপদর্শ-  
নার্থং প্রার্থিতা সতী বিশ্বরূপং দর্শয়ামাস । উপসংহৃতে তু বিশ্বরূপে পুনঃ প্রকৃতং যদুপ-  
দেশপ্রকরণং তচ্ছ্রুতি হিমালয়ং প্রতি ভগবতীতি বোধ্যম্ । পরমাত্মাত্ম জীবতামিতি ।  
অমুচ্যে । মুচ ইব ব্যবহরন্মাস্তে মায়্যৈবেতি ক্রতেরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বৈরাগ্যার্থমাহ ক্রিয়াঃ কৰোতীতি ॥ ৪ ॥

তৎসংস্কৃতিঃ সুখদুঃখসংস্কারঃ ॥ ৫ ॥

দেবী কহিলেন, সুরগণ ! তোমাদের তুল্য অন্নভাগ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে আমার এই  
অদ্ভুত মহৎরূপ দর্শন করা অতীব দুষ্কর, তথাপি ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য হেতু আমি  
তোমাদিগকে এইরূপ প্রদর্শন করিলাম ॥ ১ ॥ আমার রূপা ব্যতীত কি বেদাধ্যয়ন, কি  
যোগ, কি দান, কি যজ্ঞ, কি তপস্বী কোন সাধনেই কোন ব্যক্তি আমার এই মূর্ত্তি দর্শন  
করিতে পারে না ॥ ২ ॥

গিরিরাজ ! এক্ষণে প্রকৃত উপদেশ কথা শ্রবণ কর । (এই মায়ায় সংসারে একমাত্র  
পরমাত্মাই প্রধান । তিনিই জীবাদি উপাধিযোগে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি গুণ প্রাপ্ত হইয়া  
প্রথমতঃ ধর্ম ও অধর্মের হেতুভূত বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহার পর নানাযোনি  
প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মফলানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩—৪ ॥ পুনর্বার সেই সেই



ঘটীযজ্ঞবদেতশ্চ ন বিরামঃ কদাপি হি ।

অজ্ঞানমেব মূলং শ্রান্ততঃ কামঃ ক্রিয়াশ্রুতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাদজ্ঞাননাশায় যতেত নিয়তং নরঃ ।

এতচ্চি জন্মসাক্ষ্যং যদজ্ঞানশ্চ নাশনম্ ॥ ৭ ॥

পুরুষার্থসমাপ্তিঞ্চ জীবমুক্তদশাপি চ ।

অজ্ঞাননাশনে শক্তা বিদ্যেব তু পটীয়সী ॥ ৮ ॥

ন কৰ্ম তজ্জং নোপাস্তির্বিরোধাভাবতো গিরে ! ।

প্রত্যাশা জ্ঞাননাশে কৰ্ম্মণা নৈব ভাব্যতাম্ ॥ ৯ ॥

অনর্থদানি কৰ্ম্মাণি পুনঃ পুনরুপাস্তি হি ।

ততো রাগস্ততো দোষস্ততোহনর্থো মহান্ ভবেৎ ॥ ১০ ॥

এতশ্চেতি । এতশ্চ জন্মমরণপ্রবন্ধরূপশ্চ সংসারশ্চ বিরামঃ সমাপ্তিঃ কদাপি নাস্তি । অদ্যপর্য্যন্তমনস্তৃষ্টিপ্রলয়েষু জাতেষপি জীবসংসারশ্চ বিদ্যমানত্বাৎ । ইথং সংসারস্তানাদি-  
কালপ্রবৃত্তত্বমুপপাদ্য তরাশোপায়প্রদর্শনার্থং তন্নিদানমাহ অজ্ঞানমেবেতি । ততঃ কামো-  
হবিদ্যা ইচ্ছৈত্যর্থঃ । ইচ্ছাতঃ ক্রিয়া ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যস্মাদজ্ঞানমেব মূলং তস্মাদিত্যর্থঃ এতচ্চি জন্মেতি । তথাচ শ্রুতিঃ । যো হবিদিদ্ব্যজ্ঞান-  
মস্মান্নলোকাংগৈশ্চেতি স রূপণ ইতি ॥ ৭ ॥

অজ্ঞাননাশনসাধনমাহ বিদ্যেবেতি ॥ ৮ ॥

তজ্জমজ্ঞানজং কৰ্ম্ম ন পটীয় ইত্যর্থঃ । তত্র হেতুমাহ বিরোধাভাবত ইতি । ন হৃঙ্ক-  
কারোহৃঙ্ককারং নাশয়তি তদ্বদজ্ঞানজজ্ঞানকৰ্ম্মণোহপ্যজ্ঞানরূপত্বাৎ তেনাজ্ঞানেন কৰ্ম্মণা-  
বিরোধ ইত্যর্থঃ । কৰ্ম্মণা জ্ঞাননাশে আশা নৈব ভাব্যতাং নৈব কৰ্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কৰ্ম্মাণি দোষঃ বদতি । অনর্থদানীতি ॥ ১০ ॥

যোনির সংস্কারবশে নানাবিধ কৰ্ম্মে নিরত ও নানাদেহ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ প্রকার সুখ দুঃখে  
সংযোজিত হন ॥ ৫ ॥ গিরিবর ! ঘটিকাযজ্ঞের জ্ঞায়, জন্মমরণ-মরণরূপ এই সংসারপ্রবাহের  
কদাচই বিরাম নাই, ইহা অনাদি ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে । অজ্ঞান  
বা অবিদ্যাই এই সংসারের মূল কারণ । তাহা হইতেই কামনা এবং তাহা হইতেই ক্রিয়া  
সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই ক্রিয়া হইতেই সুখ দুঃখ সংঘটিত হয় ॥ ৬ ॥ অতএব অজ্ঞান  
বিনাশের নিমিত্ত যত্ন করা মানবগণের একান্ত কৰ্ত্তব্য । গিরিবর ! অধিক আর কি বলিব,  
সেই অজ্ঞান বিনাশ করিতে পারিলেই জীবগণের জন্ম সকল হয় ॥ ৭ ॥ জীবমুক্ত অবস্থা লাভ  
করিতে পারিলেই জীব পুরুষার্থের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে । একমাত্র বিদ্যাই এই  
অজ্ঞানবিনাশে পটু ও সমর্থ । যেমন অন্ধকার, অন্ধকারবিনাশে সমর্থ হয় না, সেইরূপ  
অজ্ঞানজনিত কৰ্ম্মও অজ্ঞান স্বরূপ ; সুতরাং অজ্ঞানজাত কৰ্ম্ম কখন অজ্ঞানবিনাশে সমর্থ হয়  
না । অতএব কৰ্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান নাশের আশা করাও কৰ্ত্তব্য নহে ॥ ৮—৯ ॥ কৰ্ম্ম সকল  
একান্ত অনর্থকর, জীবগণ কৰ্ম্মবশে পুনঃপুনঃ বিষয় কামনা করে । এই কামনা হইতে বিধ-

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সম্পাদয়েম্বরঃ ।

কুর্ক্সেনেবেহ কৰ্ম্মাণীত্যতঃ কৰ্ম্মাপ্যবশ্যকম্ ॥ ১১ ॥

জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমতঃশ্রান্তং সমুচ্চয়ঃ ।

সহায়তাং ত্রজেৎ কৰ্ম্ম জ্ঞানশ্চ হিতকারি চ ॥ ১২ ॥

ইতি কেচিদদন্ত্যত্র তদ্বিরোধাম্ সম্ভবেৎ ।

জ্ঞানাকৃৎগ্রহিভেদঃ শ্রাকৃৎগ্রহৌ কৰ্ম্মসম্ভবঃ ॥ ১৩ ॥

অত্র সমুচ্চয়বাদিমতমুখাপয়তি কুর্ক্সেনেবেহেতি । কুর্ক্সেনেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতঃ সমা ইতি শ্রুত্যা যাবজ্জীবং কৰ্ম্ম বিহিতম্ । জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমিতি শ্রুত্যা জ্ঞানমপি সম্পাদ্যত্বেনোক্তং তত্র যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাজ্ঞানঃ কৰ্ম্ম চ সমুচ্চয়েন যাবজ্জীবং পুরুষোপায়ীমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ননু জ্ঞাননাশে জ্ঞানশ্চৈবোপযোগাৎ কৰ্ম্ম কিং করিষ্যতীতি চেত্তদ্রাহ সহায়তামিতি । জ্ঞানশ্চ সহায়ং তবিষ্যতি কৰ্ম্মেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তস্মাদ্যাবজ্জীবং কৰ্ম্মজ্ঞানপ্রায়ীমিত্যিতি মতং কেচিদাহরিত্যাহ ইতি কেচিদিতি । তৎপ্রযত্নতি তদ্বিরোধাদিতি । যদি জ্ঞানোত্তরং কৰ্ম্ম সম্ভবেত্তদা জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো বক্তব্যঃ । স তু নৈব সম্ভবতি । তস্মাদ্যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচো জ্ঞানেন সহাবস্থানবিরো-  
ধাদ্বলে পতিত ইত্যর্থঃ । ননু কিমিতি কৰ্ম্মণো জ্ঞানেন সহাবস্থানং ন সম্ভবতি তত্রাহ  
জ্ঞানাকৃৎগ্রহীতি । হৃদয়স্ত গ্রহিরন্তঃকরণাশ্চ দেহতাদাত্ম্যরূপঃ তস্ত জ্ঞানেনাশ্রয়সাক্ষাৎ-  
কারেন ভেদো নাশঃ স্তাৎ তস্মিন্শ্চ হৃদগ্রহৌ মনুষ্যোহহং ব্রাহ্মণোহহং পরলোকেচ্ছাবানহ-  
মিত্যাदিক্রমে সত্যেব কৰ্ম্মসম্ভবঃ তাদৃশমধিকারিণমুদ্ভিষ্টেব কৰ্ম্মবিধানাৎ । তস্মাত্ত্রয়ো-  
নৈকত্বাবস্থানং সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যের প্রতি অনুরাগ, অনুরাগ হইতে দোষ, এবং দোষ হইতে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ অতএব জ্ঞান উপার্জন করিবার নিমিত্ত সর্বতোভাবে যত্ন করা মানবগণের একান্ত কর্তব্য । “এই সংসারে কৰ্ম্ম করিতে করিতে শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে” এই প্রতিবাক্য হেতু কৰ্ম্মও বিহিত ও আবশ্যক এবং “জ্ঞান হইতেই কৈবল্য লাভ হয়” এই প্রতিবাক্য হেতু জ্ঞান উপার্জন করাও বিধেয়, এই উভয়বিধ বিধি থাকায় এবং “যাবজ্জীবন কৰ্ম্ম করিবে” এই প্রতিবাক্যের সঙ্কোচ বিষয়ে প্রমাণ না থাকায়, জ্ঞান ও কৰ্ম্ম এই উভয়ই সমুচ্চয়রূপে আশ্রয় করা জীবগণের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে । তাহা হইলে কৰ্ম্মসমূহ, জ্ঞানের হিতকারী হইয়া সাহায্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ১১-১২ ॥ কিন্তু এইমত খণ্ডন বিষয়ে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, জ্ঞান ও কৰ্ম্মের পরস্পর বিরোধি ভাব হেতু উভয়ের একত্বাবস্থান সম্ভব হয় না । যদি জ্ঞানের পর কৰ্ম্ম হইত, তাহা হইলে জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সহাবস্থান সম্ভব হইতে পারিত, তাহাতে জ্ঞানালোক দ্বারা কৰ্ম্মাক্ষকারের বিনাশ সম্ভব হইত, কিন্তু অগ্রে কৰ্ম্ম এবং তৎপরে জ্ঞান হওয়ার অসম্ভব বস্তুর বিনাশ হেতু তাহার সম্ভব হয় না । জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রহি ভেদ হয়, কিন্তু “আমি মনুষ্য, আমি পরলোকাভিলাষী ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি অজ্ঞানজনিত অভিমানরূপ হৃদয়গ্রহি বিদ্যমান থাকিলে

যৌগপদ্যং ন সম্ভাব্যং বিরোধান্তু ততস্তয়োঃ ।

তমঃপ্রকাশরৌর্যদ্যদ্যৌগপদ্যং ন সম্ভবি ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ সৰ্বানি কৰ্ম্মানি বৈদিকানি মহামতে ! ।

চিত্তশুদ্ধ্যং তমেব হ্যস্তানি কুর্যাৎপ্রযত্নতঃ ॥ ১৫ ॥

শমো দমস্তিতিক্ষা চ বৈরাগ্যং সত্বসম্ভবঃ ।

তাবৎপর্যন্তমেব হ্যঃ কৰ্ম্মানি ন ততঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥

তদন্তে চৈব সংন্যস্ত সংশ্রয়েদুগুরুমাশ্রবান্ ।

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঞ্চ ভক্ত্যা নিৰ্ব্যাজয়া পুনঃ ॥ ১৭ ॥

তদেব দৃষ্টান্তপুরঃসরং স্পষ্টয়তি যৌগপদ্যমিতি । ততস্তস্মাদ্ভেদোক্তয়োজ্ঞানকৰ্ম্মণো-  
স্তমঃপ্রকাশরৌর্যবি বিরোধাদ্যৌগপদ্যং ন সম্ভবতীতি যাবজ্জীবনশ্রুতিরজ্ঞানবিষয়িকৈবেতি  
ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

তর্হি কিয়ৎপর্যন্তং বৈদিককৰ্ম্মমর্যাদেতি চেত্তত্রাহ তস্মাৎ সৰ্বানীতি । যথা জ্ঞানেন  
সহ বিরোধাদ্যাবজ্জীবনশ্রুতেঃ সঙ্কোচস্তথাজ্ঞানাজ্ঞেন সহাপি বিরোধান্তত্বাঃ শ্রুতের্যাবদ্বৈরা-  
গ্যাদিপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্তমিতি সঙ্কোচঃ কৰ্ত্তব্যঃ । তথাচ চিত্তশুদ্ধ্যন্তমেব কৰ্ম্মানি হে মহামতে !  
সিদ্ধানি তানি প্রযত্নতোহতিযত্নেন শ্রদ্ধাদিপুরঃসরং চিত্তশুদ্ধিপৰ্য্যন্তং কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তন্তেব মর্যাদামাহ শম ইতি । শমোহস্তরিত্রিয়নিগ্রহঃ । দমো বাহেস্ত্রিয়নিগ্রহঃ ।  
তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুত্বম্ । বৈরাগ্যমিহাযুক্তকলভোগবিরাগঃ । সত্বসম্ভবতোহন্তঃ-  
করণগতসত্বস্ত শুদ্ধিঃ । এতৎসিদ্ধিপৰ্য্যন্তমেব কৰ্ম্মানি ন ততঃপরমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তদন্তে কৰ্ম্মগত্যন্ত সন্ন্যাসেনৈব কৰ্ত্তব্যো নাশ্রুত্যাহ তদন্তে চৈবেতি । সন্ন্যস্ত সন্ন্যাসা-  
শ্রমং গৃহীত্ব্যর্থঃ । বিধিনা সম্পাদিতকৰ্ম্মণো বিধিনৈব ত্যাগস্ত যুক্তবাদিতি ভাবঃ ।  
সন্ন্যস্ত শ্রবণং কুর্যাদিতি বাক্য্যৎ সন্ন্যাসোত্তরং শ্রবণার্থং গুরুমাশ্রয়েৎ । আশ্রবান্ স্বাধী-  
নান্তঃকরণ ইত্যর্থঃ । শ্রোত্রিয়মধীতবেদবেদার্থম্ । ব্রহ্মনিষ্ঠং ব্রহ্মানুভবিনম্ । নিৰ্ব্যাজয়া-  
নিকপটয়া ভক্ত্যা । তথাচ শ্রুতিঃ । যস্ত দেবে পরাভক্তিৰ্যথা দেবে তথা গুরৌ । তন্তেতে  
কথিতা হৃথাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি ॥ ১৭ ॥

কৰ্ম্মের সম্ভব হয়, অতএব যেমন বিরোধিতাব হেতু অন্ধকার ও আলোকের একত্রাবস্থান  
অসম্ভব, সেইরূপ কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের একত্রাবস্থান কোনও রূপে সম্ভব হইতে পারে না ॥১৩-১৪॥  
অতএব হে মহামতে ! যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হইয়া বৈরাগ্যের উদয় না হয়, তাবৎ যত্নপূৰ্ব্বক  
শ্রদ্ধাসহকারে বেদবিহিত কৰ্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করা কৰ্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥ যে পর্য্যন্ত শম  
অর্থাৎ অন্তরিত্রিয়-নিগ্রহ, দম অর্থাৎ বাহেস্ত্রিয়-নিগ্রহ, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি বৃন্দ-  
সহিষ্ণুতা, বৈরাগ্য অর্থাৎ ইহপরলোকে কলভোগ-বিরাগ, সত্বসম্ভব অর্থাৎ অন্তঃকরণগত  
সত্বশুদ্ধি না হয়, সেই পর্য্যন্তই বিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়, তাহার পর জ্ঞান  
জন নাই ॥ ১৬ ॥ তাহার পর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া জ্ঞানলাভের উপায়প্রাপ্তির নিমিত্ত  
বেদাধ্যয়নসম্পন্ন আশ্রবান্ অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় সাধীনান্তঃকরণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ যোগাবলম্বী  
ব্রহ্মানুভবকারী গুরুর নিকট গমন পূৰ্ব্বক অকপট ভক্তিসহকারে তাঁহার আশ্রয়



বেদাস্তশ্রবণং কুর্য্যান্নিত্যমেবমতদ্বিতঃ ।

তত্ত্বমশ্বাদিবাক্যস্য নিত্যমর্থং বিচারয়েৎ ॥ ১৮ ॥

তত্ত্বমশ্বাদিবাক্যস্য জীবব্রহ্মৈক্যবোধকম্ ।

ঐক্যে জ্ঞাতে নির্ভয়স্তু মজ্রপো হি প্রজায়তে ॥ ১৯ ॥

পদার্থাবগতিঃ পূৰ্ব্বং বাক্যার্থাবগতিস্ততঃ ।

তৎপদস্য চ বাচ্যার্থো গিরেহং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২০ ॥

ত্বং পদস্য চ বাচ্যার্থো জীব এব ন সংশয়ঃ ।

উভয়োরৈক্যমসিনা পদেন প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২১ ॥

বাচ্যার্থয়োर्वিরুদ্ধত্বাদৈক্যং নৈবং ঘটেত হ ।

লক্ষণাতঃ প্রকর্তব্য তত্ত্বমোঃ শ্রুতিসংস্থয়োঃ ॥ ২২ ॥

গুরুমাশ্রিত্য বেদাস্তশ্রবণং নিত্যমতদ্বিতো নামালশ্বাদিদোষশূণ্ডঃ কুর্যাদিত্যাহ বেদাস্ত-  
শ্রবণমিতি ॥ ১৮ ॥

কিং তদ্বাক্যবিচারেণ ফলং ভবতি তদ্রাহ তত্ত্বমশ্বাদীতি । মজ্রপোহীতি ব্রহ্মবিদব্রহ্মৈব  
ভবতীতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কথং বাক্যং বিচারণীয়মিতি চেত্তদ্রাহ পদার্থাবগতিরिति । বাক্যার্থজ্ঞানং প্রতিপদার্থ-  
জ্ঞানস্ত কারণত্বাৎ পূৰ্ব্বং পদপদার্থং বিচারয়েদিত্যর্থঃ । তর্হি কোহসাবত্ৰ পদার্থস্তদ্রাহ তৎ-  
পদস্তেতি । হে গিরে ! পূৰ্ব্বত ! তত্ত্বমসীতি বাক্যস্থং যত্তৎপদং তত্ত্বার্থোহং সর্বৈশ্বরী  
পরিকীৰ্ত্তিতঃ । তৎপদং ভুবনেশ্বর্যাঃ বড়্গুণৈশ্বর্যাসম্পন্না যা মম বাচকমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ত্বং পদস্য জীববাচকমিত্যাহ ত্বং পদস্তেতি । উভয়োর্যৌবৈশ্বর্যরোরৈক্যমসি পদেনোচ্যত  
ইত্যাহ উভয়োরিতি ॥ ২১ ॥

নহু জীবৈশ্বর্যরোরত্যস্তবিরুদ্ধধর্মবতোঃ কথং শ্রুত্যাভেদ প্রতিপাদ্যতে ইতি চেত্তাগ-  
ত্যাগলক্ষণয়েত্যাহ বাচ্যার্থয়োরিতি । বাচ্যার্থয়োর্যৌবৈশ্বর্যরোর্যৌবৈশ্বর্যবদ্বাদিত্যর্থঃ । জীব-  
স্তাসর্বজ্ঞত্বপরিচ্ছিন্নত্বাদয়ো নিকৃষ্টধর্ম্যাঃ । জৈশ্বর্যস্ত সর্বজ্ঞত্বব্যাপকত্বাদয় উৎকৃষ্টধর্ম্যাঃ ।

গ্রহণ করিবে ॥ ১৭ ॥ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া শাস্ত্রে  
নির্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব আলশ্বাদি দোষরহিত হইয়া সেই গুরু নিকট নিত্যই বেদাস্ত  
শ্রবণ করিবে । তাহাতে সততই “তৎ ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যের অর্থ বিচার করা কর্তব্য ॥ ১৮ ॥  
“তৎ ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য জীবাশ্বা ও পরমাশ্বার ঐক্য বোধক । ব্রহ্মের ঐক্য সম্পা-  
দন হইলেই জীব নির্ভয় হইয়া আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥ প্রথমে পদ ও পদার্থ  
জ্ঞান করিয়া তদনন্তর বিচারদ্বারা বাক্যার্থ অবগত হইবে । গিরিবর ! বুধগণ কহিয়া  
থাকেন যে, ব্রহ্মরূপিণী আমিই তৎপদের বাচ্যার্থ, ত্বং পদের বাচ্যার্থ জীব, এবং জীব ও  
ব্রহ্ম এই উভয়ের একতাই “অসি” পদের বাচ্যার্থ, তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ২০—২১ ॥  
শ্রুতিসংস্থিত তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয়ের বাচ্যার্থের বিরুদ্ধতাব হেতু অর্থাৎ তৎপদের বাচ্যার্থ  
পরমাশ্বার সর্বজ্ঞতা ও ব্যাপকতা উৎকৃষ্ট ধর্ম এবং ত্বং পদের বাচ্যার্থ জীবাশ্বার

চিন্মাত্রস্ত তয়োর্লক্যং তয়োরৈক্যস্ত সম্ভবঃ ।

তয়োরৈক্যং তথা জ্ঞাত্বা স্বাভেদেনাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

দেবদত্তঃ স এবায়মিতি বল্লক্ষণা স্মৃতা ।

স্থূলাদিদেহরহিতো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে নরঃ ॥ ২৪ ॥

পক্ষীকৃতমহাভূতসম্ভূতঃ স্থূলদেহকঃ ।

ভোগালয়ো জরাব্যাধিসংযুতঃ সর্বকর্মণাম্ ॥ ২৫ ॥

মিথ্যাভূতোহয়মাভাতি স্ফুটং মায়াময়ত্বতঃ ।

সোহয়ং স্থূল উপাধিঃ শ্রাদাদানো মে নগেশ্বর ! ॥ ২৬ ॥

তথাচ বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্টয়োস্তয়োরৈক্যমভেদো নৈব ঘটেত ই ইদং সত্যমিত্যর্থঃ । তর্হি কথমভেদঃ প্রতিপাদ্যত ইতি চেত্তদ্রাহ লক্ষণাত ইতি । যতো বিরুদ্ধয়োঃ ন ঘটতে তস্মাচ্ছ্রুতিস্থয়োস্তত্ত্বমোস্তত্ত্বং পদয়োঃ লক্ষণা কর্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নহু কস্মিন্নর্থ লক্ষণা কর্তব্যতা তদ্রাহ চিন্মাত্রস্থিতি । সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং ব্রহ্মচৈতন্ত-  
মীশ্বরঃ । অসর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং ব্রহ্মচৈতন্তং জীবঃ । তত্র ধর্মদ্বয়ং বিহার চিন্মাত্রমেব ভাগ-  
ত্যাগলক্ষণয়া গ্রাহম্ । তস্মিন্ গৃহীতে তয়োর্লক্যার্থয়োঃ সত্ত্ববোহস্তুত্যার্থঃ । নহু  
তাদৃশাভেদজ্ঞানেন কিং ভবিষ্যতি তদ্রাহ তয়োরিতি । স্বাভেদেন তয়োরৈক্যং জ্ঞাত্বাদ্বয়ো  
ভবেদিদং মহাফলমস্তুীতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

নহু লোকে ভাগত্যাগলক্ষণা ক দৃষ্টেতি চেত্তদ্রাহ দেবদত্তঃ স এবেতি । সোহয়ং দেব-  
দত্ত ইত্যত্র তৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্তৈতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্ত ভেদেহপি তৎকালবৈশিষ্ট্যে-  
তৎকালবৈশিষ্ট্যরূপধর্মদ্বয়ত্যাগেনাবিরুদ্ধাং ব্যক্তিং ভাগত্যাগলক্ষণয়া গৃহীত্বা ভেদপ্রত্য-  
ভিজ্ঞা ক্রিয়তে ইতি তত্র লক্ষণা স্মৃতা দৃষ্টেত্যর্থঃ । অনেনানুভবেন স্থূলাদিদেহত্বয়রহিতো  
ভবতীত্যাহ স্থূলাদীতি ॥ ২৪ ॥

দেহত্বয়ং স্পষ্টয়তি পক্ষীকৃতেতি ॥ ২৫ ॥

অসর্বজ্ঞতা ও পরিচ্ছিন্নতাাদি নিকৃষ্ট ধর্ম, এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্টত্ব হেতু উভয়ের ঐক্য  
সংঘটন হয় না, অতএব ঐ উভয়ের ঐক্যসংঘটনের নিমিত্ত ভাগলক্ষণা ও ত্যাগলক্ষণা  
স্বীকার করা কর্তব্য ॥ ২২ ॥ সর্বজ্ঞতাাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্তই পরমাত্মা এবং অসর্বজ্ঞতাাদি  
বিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্তই জীবাত্মা । তাহাতে উভয়ের ধর্মদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া ভাগ ও ত্যাগ-  
লক্ষণা দ্বারা “চৈতন্ত মাত্র” গ্রহণ করা কর্তব্য, তাহা হইলেই উভয়ের লক্ষ্যার্থের ঐক্য  
সম্ভব হইবে । সেইরূপে স্ব স্ব অভেদ দ্বারা ঐক্য জানিয়া অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ  
হইবে ॥ ২৩ ॥ ভাগ ও ত্যাগ লক্ষণার উদাহরণ যথা,—‘সেই এই দেবদত্ত’ এইরূপ বলিলে  
তৎকাল দৃষ্ট দেবদত্ত এবং বর্তমান কালদৃষ্ট দেবদত্ত এইরূপ অর্থ বুঝায়, তাহাতে তৎকাল  
বিশিষ্টত্ব ও বর্তমান কালবিশিষ্টত্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিলে এক দেবদত্ত ব্যক্তিরূপ দেহপিও  
এই অর্থ বোধ হয় । এইরূপে নরগণ (জীব) স্থূলাদি দেহ বিরহিত হইয়া ব্রহ্মচৈতন্তের  
স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ পক্ষীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়,  
এই স্থূলদেহ সমস্ত কর্মভোগের আয়তন এবং জরা ও ব্যাধিসংযুক্ত । এই দেহ মায়াময়,

জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়যুতং প্রাণপঞ্চকসংযুতম্ ।

মনোবুদ্ধিযুতকৈতৎ সূক্ষ্মং তৎকবরো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥

অপকীকৃতভূতোখং সূক্ষ্মদেহোহয়মাত্মনঃ ।

দ্বিতীয়োহয়মুপাধিঃ স্মাৎ সূখাদেববোধকঃ ॥ ২৮ ॥

অনাদ্যনির্বাচ্যমিদমজ্ঞানস্ত তৃতীয়কঃ ।

দেহোহয়মাত্মনো ভাতি কারণাত্মা নগেশ্বর ! ।

উপাধিবিলয়ে জাতে কেবলাত্মাবশিষ্যতে ॥ ২৯ ॥

দেহত্রেয়ে পঞ্চকোশা অন্তস্থাঃ সন্তি সর্বদা ।

পঞ্চকোশপরিত্যাগে বৃক্ষপুচ্ছং হি লভ্যতে ॥ ৩০ ॥

নেতি নেতীত্যাদিবাক্যৈর্মম রূপং যদুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

ন জায়তে ত্রিয়তে তৎকদাচি-

ন্মায়ং ভূত্বা ন বভূব কশ্চিৎ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণে ।

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ৩২ ॥

মিথ্যাৎবে হেতুঃ মায়াময়ত্ব ইতি ॥ ২৬—২৭ ॥

অন্তঃকরণে সূখদুঃখাদেববোধক ইত্যুক্তম্ ॥ ২৮—২৯ ॥

দেহত্রয় ইতি । সূক্ষ্মসূক্ষ্মকারণদেহত্রয়মধ্যে এবং পঞ্চকোশা অন্নময়প্রাণময়মনোময়-  
বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যা অন্তর্ভূতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ দেহত্রয়ত্যাগেন পঞ্চকোশত্যাগে সতি বৃক্ষপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি কৃত্যুক্তং বস্তু  
লভ্যত ইত্যর্থঃ । তদেব বৃক্ষ নেতি নেতীত্যাদি বাক্যৈঃ সর্বনিষেধাবধিষ্টেনোচ্যত  
ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

অতএব মিথ্যা বলিয়া পরিষ্কৃটরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । হে অচলেশ্বর ! ইহা আত্ম-  
রূপিনী আমার সূক্ষ্ম উপাধি বলিয়া জানিবে ॥ ২৬—২৭ ॥ বুদ্ধগণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-  
কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণবায়ু, এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশকে সূক্ষ্মদেহ বলিয়া থাকেন ।  
পরমাত্মার এই দেহ অপকীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হয়, এই দেহ দ্বারা অন্তঃকরণে  
সূখ দুঃখাদির বোধ হয়, ইহা আত্মার দ্বিতীয় উপাধি ॥ ২৭—২৮ ॥ অনাদি ও অনির্ব-  
চনীয় অজ্ঞান, আত্মার তৃতীয় দেহ, ইহাকে কারণ দেহ কহে ; ইহাও আমার তৃতীয়  
উপাধি জানিবে । এই উপাধি সকল স্থান পাইলে কেবল বৃক্ষচৈতন্যরূপ পরমাত্মাই  
অবশিষ্ট থাকেন ॥ ২৯ ॥ এই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয়ের মধ্যে অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞান-  
ময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোশ সর্বদাই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে । এই পঞ্চকোশ পরিত্যাগ  
করিলে বৃক্ষপুচ্ছ লাভ হয় । তাহাই বৃক্ষ এবং এই বৃক্ষই আমার স্বরূপ । এই বৃক্ষই  
“তন্ন তন্ন” তাহা বৃক্ষ নহে, তাহা বৃক্ষ নহে, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্বনিষেধের অবধিস্বরূপ



হস্তা চেম্মন্যতে হস্তং হতশ্চেম্মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্ততে ॥ ৩৩ ॥

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়া-

নাআশ্চ কস্তোনিহিতো গুহায়াম্ ।

তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো

ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমশ্চ ॥ ৩৪ ॥

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।

বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩৫ ॥

ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৬ ॥

ইদং বদ্বৃক্করূপং তন্ন জায়তে নোৎপদ্যতে । ন বা ত্রিরতে তথায়মাত্মা ভূত্বা ন বভূব ।  
কিন্তু অতুৎপন্নো নিরন্তরং বভূবৈবেত্যর্থঃ । তত্র হেতুরজোনিত্য ইত্যাদি । বিকারত্রয়নিবে-  
ধেন বড়্ভাববিকারা অপি প্রত্যাখ্যাতা বেদিতব্যঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

অণোরিতি । অণুতোহপ্যণুতরঃ । মহতো ব্যোমাদেয়পি মহত্তরঃ । গুহায়াং বুদ্ধৌ  
নিহিতঃ স্থাপিতস্তত্রানুভবাৎ । তস্তান্মনো মহিমানন্তং ধাতুপ্রসাদাচ্চিত্তপ্রসাদাক্রতুঃ  
সকলবিকল্পরহিতঃ পশ্যতি । ততো বীতশোকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অর্থ কঠবল্যাক্তরথরূপকল্পনামাহ আত্মানমিতি । রথিনং রথস্বামিনমাত্মানং বিদ্ধি শরীর-  
মেব রথং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমখ্যাকর্ষণরজ্জুভূতং বিদ্ধি ॥ ৩৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণ্যেব হয়ান্তন্মিনরথে বিহাংস আহঃ । গোচরান্ গন্তব্যমার্গান্ বিবয়ানাহুর্বিষ-  
য়েষেব নিরন্তরমশ্চ গমনাৎ । রথিনঃ পূর্বোক্তস্ত বিশিষ্টং রূপমাহ আত্মেন্দ্রিয়েতি । আত্মা

জানিও ॥৩০—৩১॥ এই পরব্রহ্মরূপ পরমাত্মার কখনও জন্ম বা মরণ হয় না, এবং ইনি জন্মা-  
ইয়া বিদ্যমান থাকেন না, কিন্তু উৎপন্ন না হইয়া নিরন্তর বিদ্যমান আছেন । কারণ ইনি  
অজ, নিত্য, সনাতন ও পুরাতন এবং শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি কদাচই বিনষ্ট হন না ॥৩২॥  
যে ব্যক্তি হস্তা হয়, সেই হনন করিতে মনন করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি হত হয়, সেই নিহত  
হইতে মনন করে, হস্তা ও হত এই উভয় ব্যক্তি জানেন না যে, সেই আত্মবস্তু কাহাকেও  
হনন করেন না, এবং কাহারও কর্তৃক আপনিও নিহত হন না ॥ ৩৩ ॥ অল্প অপেক্ষা  
অল্পতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর আত্মা জীবগণের বুদ্ধিতে নিহিত রহিয়াছেন । বাহার  
চিত্তগুণি হয় এবং যিনি সকল বিকল্প বিরহিত হন, সেই ব্যক্তিই ইহাকে এবং ইহার  
মহিমা অবগত হইয়া আর কখনও শোক হঃখের ভাজন হন না ॥ ৩৪ ॥ এই আত্মা রথী,  
শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন মুখরজ্জু (লাগান) এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে ॥৩৫॥  
বিষয় অর্থাৎ প্রদেশরূপ গন্তব্য মার্গ সকল বা ভোগ্যবস্তু সকল ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের  
গোচর হইয়া থাকে । মনীষিগণ কহেন যে, আত্মা অর্থাৎ চিদাত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত

যস্ত্রবিদ্বান্ ভবতি চামনস্কচ্চ সদাশুচিঃ ।

ন তৎপদমাপ্নোতি সংসারকাধিগচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

যস্ত্র বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ ।

স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৩৮ ॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্ত্র মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ ।

সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি মদীয়ং যৎপরং পদম্ ॥ ৩৯ ॥

ইথং শ্রুত্যা চ মত্যা চ নিশ্চিত্যাত্মানমাত্মনা ।

ভাবয়েন্মাত্মরূপাং নিদিধ্যাসনতোহপি চ ॥ ৪০ ॥

যোগবৃত্তেঃ পুরা স্বস্মিন্ ভাবয়েদক্ষরত্রয়ম্ ।

দেবীপ্রণবসংজ্ঞস্ত্র ধ্যানার্থং মন্ত্রবাচ্যয়োঃ ॥ ৪১ ॥

চিদাভাসঃ ইন্দ্রিয়ানি মনশ্চেত্যেতদ্বিতর্যবিশিষ্টং কূটস্থমিতি শেষঃ । অর্থাৎ তাদৃশং কূটস্থং ভোক্তেত্যাহর্ভোক্তারং রথিনমাহরিতার্থঃ । ইতি শব্দেন কর্মদ্রষ্টাভিধানাদ্বিতীয়াভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

এবং সতি যস্ত্র পুরুষোহবিদ্বানবিবেকী ভবতি অমনস্কোহস্বাধীনমনাস্চ ভবতি সদা-  
শুচিচ্চ সংকর্মরহিত ইত্যর্থঃ । স পুরুষো ন তৎপদং পরমাত্মপদং প্রাপ্নোতি কিং তর্হি  
সংসারকাধিগচ্ছতি সংসারং প্রত্যেক গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যস্ত্র তদ্বিপরীতো ভবতি তদ্রাহ যস্মিতি । যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে তৎপদমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

কিং তৎপদং তদাহ বিজ্ঞানসারথিরিতি । মদীয়ং যৎপরমং পদম্ পদ্যতে জ্ঞানিতিঃ  
প্রাপ্যতে যন্মদীয়ং পরমং রূপং সচ্চিদানন্দধনং তৎপরমং পদমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

উপসংহরতি ইথমিতি । শ্রুত্যা বেদান্তশ্রবণেন । মত্যা শ্রুতস্ত্র মনেন নিশ্চিত্য  
সংশয়বিপর্যাসরহিতং পরোক্ষতো জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকারার্থমাত্মনাস্তঃকরণেনাত্মরূপাং মাং  
নিদিধ্যাসনত একাগ্রচিত্তবৃত্ত্যা ভাবয়েদিত্যম্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ইথং নিদিধ্যাসনাত্যাসেন যদা সমাধিযোগ্যতা চিত্তস্ত্র ভবতি তদা সমাধেঃ পূর্বমিথং  
ধ্যানং কৃৎস্বা সমাধিং কুর্ধ্যাদিত্যাহ যোগবৃত্তেরিতি । সমাধিবৃত্তেঃ পুরা পূর্বং স্বস্মিন্ শরীরে

কূটস্থ চৈতন্যই ভোক্তা বা রথী হইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ বাহ্যর বিবেক বুদ্ধির উদয় হয়

নাই, বাহ্যর মন বিষয় সমূহের অধীন, যে ব্যক্তি সর্বদাই অশুচি অর্থাৎ সংকার্য্যরহিত,

সেই পুরুষ কখন পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সে পুনর্বার জন্মজরা-মরণাদি দুঃখসঙ্কুল সংসার

প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥ যিনি বিবেকবান্ স্বাধীনচেতা ও বিভূতচিত্ত হইতে

পারেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে এই দুঃসহ দুঃখসঙ্কুল সংসারে

আর অনগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৩৮ ॥ বিবেক বাহ্যর সারথি হয় এবং যিনি মনরূপ মুখ-

রশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে বিহিত মার্গে সঞ্চালিত করিতে পারেন, তিনিই এই

সংসার সমুদ্রের পর পার গমনে সমর্থ হইয়া আমার সচ্চিদানন্দরূপ পরম পদ প্রাপ্ত

হইতে পারেন, সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥ এইরূপে বেদান্ত শ্রবণ, আত্মার মনন ও আপন

অন্তঃকরণ দ্বারা পরোক্ষ আত্মার নিশ্চয় করিয়া আত্ম-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত নিদিধ্যাসন

অর্থাৎ ধারাবাহিক ধ্যান দ্বারা আত্মরূপিনী আমাকে নিরন্তরই ভাবনা করিবে ॥ ৪০ ॥

হকারঃ স্থূলদেহঃ সূক্ষ্মদেহকঃ ।

ঈকারঃ কারণাত্মাসৌ ত্রীকারোহহং তুরীয়কম্ ॥ ৪২ ॥

এবং সমষ্টিদেহেহপি জ্ঞাত্বা বীজত্রয়ং ক্রমাৎ ।

সমষ্টিব্যক্ত্যোরেকত্বং ভাবয়েন্মতিমান্নরঃ ॥ ৪৩ ॥

সমাধিকালো পূর্ব্বন্তু ভাবয়িত্ত্ববমাদৃতঃ ।

ততো ধ্যায়েন্মিলীনাক্ষো দেবীং মাং জগদীশ্বরীম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎস্না নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ।

নিবৃত্তবিষয়াকাঙ্ক্ষা বীতদোষো বিমৎসরঃ ॥ ৪৫ ॥

ভক্ত্যা নির্ব্যাজয়া মুক্তো গুহারাং নিঃশ্বনে শ্বলে ।

হকারবিশ্বমাত্মানং রকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

দেবীপ্রণবসংজ্ঞস্ত মায়াবীজমন্ত্রশ্রুতত্রয়ং বক্ষ্যমাণং ভাবয়েৎ মন্ত্রবাচ্যয়োর্ম্মায়াবীজমন্ত্রা-  
র্থয়োঃ সমষ্টিব্যষ্টোর্থ্যানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তদেবাক্ষরত্রয়ং তদেবতাভাবনাস্থানানি চাহ হকার ইতি । কারণাত্মা কারণদেহরূপ  
ঈকার ইত্যর্থঃ । ত্রীকারোহহং তুরীয়কম্ । অহং বতুরীয়কং তদ্বীকারবাচ্যমিত্যর্থ ইতি  
দেবীবাক্যমেতৎ । তুরীয়স্ত বাচকো ত্রীকার ইতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥

যথা ব্যষ্টিদেহেহক্ষরত্রয়ভাবনা কৃতা তথৈব সমষ্টিদেহেহপি কর্তব্যেত্যাহ এবং সমষ্টিতি ।  
অক্ষরত্রয়ভাবনাং কৃৎস্না সমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরেকত্বত্বায়ৈনৈকত্বং ভাবয়েদিত্যাহ  
সমষ্টিব্যষ্ট্যারিতি ॥ ৪৩ ॥

ইথং প্রথমতো ভাবনাং কৃৎস্না ততো দেবীং ধ্যায়েদিত্যাহ সমাধীতি ॥ ৪৪ ॥

সমাধিসামগ্রীমাহ প্রাণাপানাবিতি । সমৌ কৃৎস্না প্রাণায়ামাভ্যাসেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

বিলাপনপ্রকারমাহ হকারঃ বিশ্বমিতি । বিশ্বং বৈশ্বানরায়কমিত্যর্থঃ । বিশ্বশব্দস্ত  
বৈশ্বানরোপলক্ষণত্বাৎ । এবমুত্তরত্রাপি । রকারে ইতি । রকারবাচ্যে সূক্ষ্মদেহে হকারবাচ্যং  
স্থূলদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এইরূপে নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা যখন চিত্তের সমাধি যোগ্যতা হইবে, তখন অর্থাৎ  
সমাধির পূর্বে দেবী-প্রণব নামক মায়াবীজ মন্ত্রের অক্ষর ত্রয় সমষ্টি ও ব্যষ্টির ধ্যানের  
নিমিত্ত বক্ষ্যমাণরূপে চিন্তা করিবে । যথা—হকার স্থূলদেহ, রকার সূক্ষ্মদেহ এবং ঈকার  
কারণদেহ এবং তুরীয় ব্রহ্মরূপিনী আমি বিন্দুরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥৪১—৪২॥ এইরূপে  
ব্যষ্টিদেহের চিন্তার পর মতিমান্ ব্যক্তিগণ উক্ত বীজত্রয় সমষ্টি দেহেও চিন্তা করিয়া  
ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্ব ভাবনা করিবে ॥ ৪৩ ॥ সমাধির পূর্ব্ব সময়ে যত্ন পূর্ব্বক এইরূপ  
ভাবনার পর লোচনদ্বয় নিমীলিত করিয়া জগদীশ্বরী দ্যোতনরূপা ব্রহ্মরূপিনী আমাকে  
ধ্যান করিবে ॥ ৪৪ ॥ হে নগেন্দ্র ! সমস্ত বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত, মৎসরবিহীন ও দোষ  
বর্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর সমতা সম্পাদন  
পূর্ব্বক অকপট ভক্তিসহকারে, ( ব্রহ্মরূপস্থিত সূক্ষ্মা নাড়ীতে বিগুহ ফটিক তুল্য মৃণালের



রকারং তৈজসং দেবমীকারে প্রবিলাপয়েৎ ।

ঈকারং প্রাজ্ঞমাত্মানং হ্রীংকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

বাচ্যবাচকতাহীনং দ্বৈতভাববিবর্জিতম্ ।

অথগুং সচ্চিদানন্দং ভাবয়েত্তচ্ছিত্তাস্তরে ॥ ৪৮ ॥

ইতি ধ্যানেন মাং রাজন্ ! সাক্ষাৎকৃত্য নরোত্তমঃ ।

মদ্রূপ এব ভবতি ঘরোরপ্যেকতা যতঃ ॥ ৪৯ ॥

যোগযুক্ত্যানয়া দৃষ্টা মামাত্মানং পরাৎপরম্ ।

অজ্ঞানস্ত স কার্যস্য তৎকণে নাশকো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে মোক্ষ-

জ্ঞানোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ঈকারে তদ্বাচ্যে কারণদেহে সূক্ষ্মদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ । হ্রীংকারে হ্রীংকারবাচ্যে ব্রহ্মণি ঈকারবাচ্যং কারণদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তচ্ছিত্তাস্তরে চৈতন্ত্যাদি দীপশিখাস্তরে ইত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । তস্তাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাঙ্গা ব্যবস্থিত ইতি ॥ ৪৮ ॥

এবং ধ্যানেন সাক্ষাৎকারো ভবতি তেন চ মদ্রূপ এব ভবতীত্যাহ ইতি ধ্যানে-  
নেতি ॥ ৪৯ ॥

দৃষ্টা নাশকো ভবেদিত্যর্থঃ । বিস্তরস্ত মৎকৃতদেবীগীতাবৃহট্টীকায়াম্ জটব্যঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্তঃস্থিত তত্ত্বর জ্ঞান যে তত্ত্ব আছে তদ্বারা নাদের উৎপত্তি হয় ) সেই নিঃস্বনস্থানে বৈখানরাস্বরক হকার বাচ্য সূক্ষ্মদেহ রকার বাচ্য সূক্ষ্মদেহে বিলীন করিয়া রকাররূপ তৈজস-  
দেবকে ঈকার বাচ্য কারণদেহে বিলয় পাওয়াইয়া ঈকাররূপ প্রাজ্ঞদেবকে হ্রীংকারে বিলীন  
করিবে । অনন্তর বাচ্যবাচকতাবিহীন, দ্বৈতভাব-বর্জিত সচ্চিদানন্দরূপ অথগু পরমাঙ্গাকে  
চৈতন্ত্যাদি দীপ শিখার মধ্যে ভাবনা করিবে ॥ ৪৫—৪৮ ॥ গিরিরাজ ! নরোত্তম ব্যক্তিগণ  
এইরূপ ধ্যান দ্বারা জীবব্রহ্মের একতা সম্পাদন পুরঃসর আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া  
আমার স্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ হে অচলেন্দ্র ! সেই দৃঢ়চিত্ত বুদ্ধিমান্ মনীষি-  
গণ এইরূপ যোগানুষ্ঠান দ্বারা পরাৎপর পরমাঙ্গরূপিনী আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া  
তৎকণাৎ সমস্ত কার্য সহিত অজ্ঞানের বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে মোক্ষার্থজ্ঞানোৎপাদন বর্ণন

নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

হিমালয় উবাচ ।

যোগং বদ মহেশানি ! সাক্ষং সন্ধিৎপ্রদায়কম্ ।  
কৃতেন যেন যোগ্যোহহং ভবেয়ং তত্ত্বদর্শনে ॥ ১ ॥

শ্রীদেবুবাচ ।

ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে ।  
ঐক্যং জীবাঅনোরাহর্যোগং যোগবিশারদাঃ ॥ ২ ॥  
তৎপ্রভূত্যাঃ ষড়াখ্যাতা যোগবিস্বকরানঘ ! ।  
কামক্রোধৌ লোভমোহৌ মদমাৎসর্য্যসংজ্ঞকৌ ॥ ৩ ॥  
যোগাঙ্গৈরেব ভিত্ত্বা তান্ যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ ।  
যমং নিয়মমাসনপ্রাণায়ামৌ ততঃপরম্ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকদ্বিষষ্ঠ্যা তু শ্লোকানামত্র সাদরম্ ।

যোগস্ত মন্ত্রসিদ্ধেস্ত সাধনং সম্যগুচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে যোগযুক্ত্যানয়া দৃষ্ট্বা মামাত্মানং পরাৎপরমিতি বাক্যেনাত্মদর্শনে যোগস্ত সাধনত্বমুক্তং তত্র কীদৃশো যোগ ইতি পৃচ্ছতি যোগং বদেতি । সন্ধিৎপ্রদায়কং ব্রহ্মাকার-সন্ধিসাধনমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ঐক্যমিতি । জীবাঅনোত্রৈক্যমভেদবিষয়কবৃত্তির্থা সা যোগশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তৎপ্রভূত্যাঃ স্তম্ভাভ্যন্তঃ শব্দবঃ কে তে ষট্ তদাহ কামক্রোধাবিতি । এতে পদার্থাঃ প্রসিদ্ধা এব ॥ ৩ ॥

যোগাঙ্গৈরिति । যোগাঙ্গৈর্যমনিয়মাদিভির্বক্ষ্যমাণৈঃ প্রথমস্তাহত্বান্ ভিত্ত্বা নাশয়িত্বা-নস্তরং যোগিনো যোগং তাং বৃত্তিং প্রাপ্নুয়ুরিত্যর্থঃ । যোগাঙ্গাত্মাহঃযমমিতি ॥ ৪—৫ ॥

হিমালয় কহিলেন, মহেশ্বরী ! মোক্ষকামী মনীষিগণ যে যোগ দ্বারা সন্ধিৎ লাভ করিয়া থাকেন, সর্বাঙ্গ-সম্বিত সেই যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন । কারণ, আমি সেই যোগাভ্যাস করিয়া আত্মতত্ত্ব দর্শনে যোগ্য হইতে পারিব ॥ ১ ॥

দেবী কহিলেন, নগপতে ! নভস্তলেও যোগ নাই, ভূমিতলেও যোগ নাই এবং রসা-তলেও যোগ নাই; যোগবিশারদ পণ্ডিতগণ জীবাআর সহিত পরমাআর একতা সাধনকেই যোগ বলিয়া নির্দেশ করেন ॥ ২ ॥ হে বিমলমতে ! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎ-সর্য্য এই ছয়টি যোগের বিঘ্নকর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । যোগিগণ যোগাঙ্গ দ্বারা উল্লিখিত ছয় প্রকার বিঘ্ন বিনাশ করিতে পারিলেই যোগলাভে সমর্থ হন । যম, নিয়ম, আসন,

প্রত্যাহারঃ ধারণাখ্যঃ ধ্যানং সার্কং সমাধিনা ।

অষ্টাঙ্গান্ধারেতানি যোগিনাং যোগসাধনে ॥ ৫ ॥

অহিংসা সত্যমন্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্ ।

ক্ৰমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ ॥ ৬ ॥

তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবশ্চ পূজনম্ ।

সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীশ্মতিশ্চ জপো হৃতম্ ।

দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যমা পর্ব্বতনায়ক ! ॥ ৭ ॥

অষ্টাঙ্গেষু প্রণামাঙ্গশ্চ যমশ্চ স্বরূপমাহ অহিংসেতি । অহিংসা পরপীড়নাভাবঃ । সত্যং সত্যভাষণম্ । অন্তেয়ং চৌর্য্যমাত্রস্তাভাবঃ । ব্রহ্মচর্য্যম্ দর্শনং স্পর্শনং কেলিঃ কীর্ত্তনং গুহ্যভাষণম্ । সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্ব্বত্তিরেব চেত্যষ্টবিধমৈখুনত্যাগঃ । দয়া ভূতেষু করুণা । আর্জ্জবঃ ঋজুতা সর্কাপেক্ষয়া স্বশ্রাল্লভজ্ঞানম্ । ক্ৰমা অপমানাদিসহনশীলত্বং পৃথিবীবৎ । ধৃতিঃ সর্ব্বনাশেহপি ধীরতা । মিতাহারঃ দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদগ্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ । সার্কতশ্চ প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েদिति ব্রীত্যান্নাহারঃ । শৌচং বাহ্যভ্যন্তর-  
শুদ্ধিঃ । ইতি দশসংখ্যা যমা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নিয়মস্বরূপমাহ তপ ইতি । তপো বিধ্যুক্তানুষ্ঠানং ন কুচ্ছাদি । তশ্চ শরীরক্লেশকারি-  
ত্বেন যোগোপকারকত্বাভাবাৎ । সন্তোষো নাম প্রারন্ধেন যত্নপন্থাপিতং তেনৈব চেতস-  
তৃপ্তিঃ । আস্তিক্যং বেদদেবদ্বিজগুরুবিশ্বাসঃ । দানং যথাশক্তি সংপাদ্যে দ্রব্যত্যাগঃ । দেবশ্চ  
পরমেশ্বরশ্চ পূজনম্ । সিদ্ধান্তশ্রবণং বেদান্তশ্রবণম্ । হ্রীঃ অকার্য্যকরণে লজ্জা । মতিঃ  
সংকর্ষসচ্ছাদ্যবিষয়ে জ্ঞানম্ । জপো গায়ত্রীপ্রণবভুবনেশ্বরীমন্ত্রপ্রভৃতিমন্ত্রাণাম্ । হৃতং  
নিত্যাহোমাদি ॥ ৭ ॥

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগিগণের যোগসাধনের অঙ্গ  
বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৩—৫ ॥

অহিংসা, সত্য, অন্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব (সারল্য) ক্ৰমা, ধৃতি  
(ধৈর্য্য), পরিমিতাহার ও শৌচ এই দশটি 'যম' বলিয়া উক্ত হয় । কর্ম্ম ও মন দ্বারা  
পরপীড়ন না করাকে অহিংসা, সত্যভাষণকে সত্য, কাম, কর্ম্ম ও মন দ্বারা পর দ্রব্যের  
প্রতি নিস্পৃহাকে অন্তেয়, দর্শন স্পর্শনাদি অষ্টবিধ মৈখুন বর্জনকে ব্রহ্মচর্য্য, সমস্ত  
প্রাণিগণের প্রতি অহুগ্রহেচ্ছার নাম দয়া, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে এক ভাবকে আর্জ্জব,  
অপমানাদি-সহন-শীলতাকে ক্ৰমা, অর্থহানি ও বহুবিরোগাদি শোচনীয় বিষয়ে চিন্তাইহর্য্যাকে  
ধৃতি, উদরের দুইভাগ অন্ন দ্বারা এবং এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া বায়ু সঞ্চরণের  
নিমিত্ত এক ভাগ রাখিয়া আহার করাকে মিতাহার এবং যুদ্ধলাদি দ্বারা বাহ্যশুদ্ধি ও  
বৈরাগ্যাদি দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি এই উভয়কে শৌচ কহে ॥ ৬ ॥

হে পর্ব্বতপ্রবর ! তপস্তা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবতা পূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ হ্রী  
(লজ্জা), মতি, জপ ও হোম এই দশটি 'নিয়ম' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে । বিধিনিরূপিত



পদ্মাসনং স্বস্তিকঞ্চ ভদ্রং বজ্রাসনং তথা ।

বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চমম্ ॥ ৮ ॥

উৰ্বোরুপরি বিন্যস্ত সম্যক্ পাদতলে শুভে ॥ ৯ ॥

অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবন্ধীয়াঙ্কস্তাভ্যাং ব্যাংক্রমাস্ততঃ ।

পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ১০ ॥

জানুৰ্বোরন্তরে সম্যক্ কৃৎবা পাদতলে শুভে ।

ঝাড়ুকায়েো বিশোদ্যোগী স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ৰতে ॥ ১১ ॥

সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োৰ্ন্যস্ত গুল্ফযুগ্মং স্থনিশ্চিতম্ ।

বৃষণাধঃ পাদপাৰ্শ্বৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ ॥ ১২ ॥

আসনান্গ্রাহ পদ্মাসনমিতি ॥ ৮—৯ ॥

ব্যাংক্রমাদিতি । পৃষ্ঠদেশাঙ্কস্তদ্বয়ং পরিবর্ত্যনীয় দক্ষিণহস্তেন দক্ষিণপাদাঙ্গুষ্ঠং বাম-  
হস্তেন বামপাদাঙ্গুষ্ঠং বন্ধীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

সীবন্যা ইতি । সীবনী অণ্ডাধঃস্থা শিরা । গুল্ফৌ বৃষণাধঃস্থিতৌ যৌ পাদয়োঃ পার্শ্ব-  
ভাগৌ তৌ হস্তাভ্যাং বন্ধয়েৎ ॥ ১২—১৪ ॥

অঙ্গুষ্ঠানকে তপস্তা ; যদৃচ্ছা লাভে মনের তৃপ্তিকেই সন্তোষ ; বেদ, দেবতা এবং ধর্ম ও  
অধর্মের প্রতি বিশ্বাসের নাম আস্তিক্য ; ভ্রাতার্কীভূত ধন অধিকই হউক বা অল্পই হউক,  
শ্রদ্ধাপূর্বক সংপাত্রসাৎ করাকে দান ; পরমেশ্বরের পূজনের নাম দেবতা পূজা ; বেদান্ত  
শ্রবণকে সিদ্ধান্তশ্রবণ ; বেদবিগর্হিত ও লোকনিন্দিত কুৎসিত কর্মের আচরণে চিত্তসঙ্কোচ  
করাকে হ্রী ; বিহিত কর্মের প্রতি শ্রদ্ধার নাম গতি ; বেদবিহিত নিয়মানুসারে গুরুপদিষ্ট  
মন্ত্র বা বেদমন্ত্র, গায়ত্রী ও পুরাণাদির অভ্যাসকে জপ এবং নিত্য হতাশনে আহুতি  
প্রদানকে হোম কহে ॥ ৭ ॥

পদ্মাসন, স্বস্তিক, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন এই পঞ্চ প্রকার ‘আসন’ যোগ-  
সাধনবিষয়ে প্রশস্ত ॥ ৮ ॥ পদতল দ্বয়, উরুদ্বয়ের উপরিভাগে উত্তমরূপে বিস্তার  
করিয়া দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠ বেষ্টনপূর্বক বামপার্শ্বে আনিয়া দক্ষিণ পদের  
অঙ্গুষ্ঠ ধারণ এবং বাম হস্ত বামপার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠ বেষ্টনপূর্বক দক্ষিণ পার্শ্বে আনিয়া বাম  
পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া স্থির হইয়া উপবেশন করাকে পদ্মাসন কহে । এই আসন  
যোগিগণের অভিমত, ইহা দ্বারা তাঁহার শূঙ্খ উখিত হইয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইয়া  
থাকেন ॥ ৯—১০ ॥ জানু ও উরুর অন্তরে পদতল দ্বয় সম্যকরূপে সংস্থাপনপূর্বক সরলকায়  
হইয়া স্থখে উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন কহে ॥ ১১ ॥ সীবনীর অর্থাৎ অণ্ডাধঃস্থিত  
শিরার উত্তর পার্শ্বে গুল্ফ দ্বয় (পায়ের দুই গোড়ালি) উত্তমরূপে স্থাপিত করিয়া দুই হস্ত  
দ্বারা বৃষণের অধোভাগে পাদ দ্বয়ের পার্শ্বভাগ দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া উপ-

ভদ্রাসনমিতি প্রোক্তং যোগিভিঃ পরিপূজিতম্ ।

উৰ্বেণোঃ পাদৌ ক্রমান্যস্ত জাযোঃ প্রত্যঙ্গুখাঙ্গুলী ॥ ১৩ ॥

করৌ বিদধ্যাদাখ্যাং বজ্রাসনমনুত্তমম্ ।

একং পাদমধঃ কৃৎবা বিম্বশ্চোকং তথোত্তরে ।

ঋজুকায়ে বিশেদ্যোগী বীরাসনমিতীরিতম্ ॥ ১৪ ॥

ইড়য়াকর্ষয়েদ্বায়ুং বাহুং ষোড়শমাত্রয়া ॥ ১৫ ॥

ধারয়েৎ পূরিতং যোগী চতুঃষষ্ঠ্যা তু মাত্রয়া ।

স্বষুন্মামধ্যগং সম্যগ্দ্ভাত্রিংশমাত্রয়া শনৈঃ ॥ ১৬ ॥

নাভ্যা পিঙ্গলয়াচৈব রেচয়েদ্যোগবিন্তমঃ ।

প্রাণায়ামমিমং প্রাহর্যোগশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১৭ ॥

ভূয়োভূয়ঃ ক্রমান্তস্ত বাহুমেবং সমাচরেৎ ।

মাত্রাবৃদ্ধিঃ ক্রমেণৈব সম্যগ্দ্ভাদশষোড়শ ॥ ১৮ ॥

ইড়য়া বামনাসাপুটেন ষোড়শমাত্রয়া ষোড়শপ্রণবোচ্চারণেন বাহুং বায়ুমাকর্ষয়েৎ ।  
যদ্যপি মাত্রাত্র যোগশাস্ত্রোক্তা পারিভাষিকী উক্তা তথাপি তস্তা অপি বায়ুপরিচ্ছেদে এব  
তাৎপর্যাদ্যেন বায়ুপরিচ্ছেদো ভবতি তদগ্রাহ্যমিত্যত্র তাৎপর্যাৎ ॥ ১৫ ॥

ধারয়েৎ চতুঃষষ্ঠিসংখ্যাপ্রণবোচ্চারণপর্যন্তং কুস্তকং কুর্যাদিত্যর্থঃ । পুনর্দ্বাত্রিংশংপ্রণ-  
বোচ্চারণেন দক্ষনাসাপুটেন বিরেচয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

ভূয়োভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ তস্ত ইড়াপিঙ্গলাদেঃ পুনরিড়াপিঙ্গলাদেঃ পুনঃ পিঙ্গলেড়াদেঃ  
ক্রমাৎ বাহুং বায়ুমেবং সমাচরেৎ গৃহীয়ান্ত্যজ্ঞেচ্চেত্যর্থঃ । মাত্রাণাং প্রণবসংখ্যানামপ্যুক্ত-

বেশন করাকে ভদ্রাসন কহে ; যোগিগণ এই আসনের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন ।  
পাদদ্বয় যথাক্রমে উরুদ্বয়ে বিস্তার করিয়া, জাহ্নুদ্বয়ের নিম্নভাগে অঙ্গুলি স্থাপনপূর্বক কর  
দ্বয় স্থাপন করিয়া উপবেশন করাকে বজ্রাসন কহে । যোগিগণ এক উরুর অধোভাগে  
এক পদ এবং অত্র উরুর অধোভাগে অত্র পদ স্থাপনপূর্বক সরলবায় হইয়া উপবেশন  
করাকে বীরাসন কহে ॥ ১২—১৪ ॥

পূরক, কুস্তক ও রেচকভেদে ‘প্রাণায়াম’ তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথমে ষোড়শ  
বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা বাহু বায়ু আকর্ষণপূর্বক পূরক করিলে,  
অনন্তর ৬৪ চতুঃষষ্ঠিবার প্রণব উচ্চারণ কাল পর্যন্ত ঐ পূরিত বায়ু ধারণ করিয়া  
কুস্তক করিবে, তদনন্তর ৩২ বত্রিশ বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ক্রমশঃ  
বায়ু বিরেচন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া রেচক করিবে । যোগশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ  
ইহাকেই প্রাণায়াম কহিয়া থাকেন । উক্তরূপে একবার পূরক, একবার কুস্তক ও এক-  
বার রেচক করিলে একটি প্রাণায়ামের অন্তর্ধান করা হয় ॥ ১৫—১৭ ॥ এতরূপে পুনঃ

জপধ্যানাদিভিঃ সার্কিং সগৰ্ভং তং বিদুৰ্ভুধাঃ ।  
 তদপেতং বিগৰ্ভঞ্চ প্রাণায়ামং পরে বিদুঃ ॥ ১৯ ॥  
 ক্রমাদভ্যাস্ততঃ পুংসো দেহে শ্বেদোদগমোহধমঃ ।  
 মধ্যমঃ কম্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ ।  
 উত্তমস্ত গুণাবাপ্তিৰ্যাবচ্ছীলনমিষ্যতে ॥ ২০ ॥  
 ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরগলম্ ।  
 বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারোহভিধীয়তে ॥ ২১ ॥

রোত্তরং বুদ্ধিঃ কৰ্ত্তব্য তথা প্রাণায়ামানামপি প্রথমতো দ্বাদশ তদন্তরং কতিচিৎকালান-  
 ত্তরং বোড়শেত্যেবং ক্রমেণ বুদ্ধিঃ কৰ্ত্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সগৰ্ভবিগৰ্ভভেদেন প্রাণায়ামস্ত দ্বৈবিধ্যমাহ জপধ্যানাদিভিরিতি । শ্বেষ্টমস্তজপধ্যান-  
 সহিতঃ প্রাণায়ামঃ সগৰ্ভঃ । তদপেতস্তদ্রহিতো বিগৰ্ভ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমভেদেন প্রাণায়ামলক্ষণমাহ ক্রমাদভ্যাস্তত ইতি । প্রাণায়ামে প্রথমতঃ  
 শ্বেদোদগমো ভবতি সোহধমঃ প্রাণায়ামঃ । কম্পসংযুক্তো মধ্যমঃ । ভূমিত্যাগো ভবতি  
 যস্মিন্ প্রাণায়ামে স উত্তমঃ । ভূমিং ত্যক্ত্বাসনমুপৰ্য্যেব তিষ্ঠতি যদা তদা স ভূমিত্যাগ ইতি  
 সম্প্রদায়ঃ । তদন্তরং ভূমিত্যাগং তনোন্তনোতি পর ইতি । উত্তমপ্রাণায়ামসিদ্ধিপৰ্য্যন্তং  
 প্রাণায়ামে কৃতে সতি ফলমাহ উত্তমশ্চেতি । গুণাবাপ্তিঃ বপুঃ প্রকাশোজ্জলনস্ত দীপ্তি-  
 রল্লাপিতা চৈব তনোর্লঘুত্বমিত্যাदि গুণানামবাপ্তিৰ্ভবতি । যাবৎপর্য্যন্তঃ শীলনমভ্যাস  
 ইষ্যতে তাবৎপর্য্যন্তমুত্তরোত্তরং গুণবুদ্ধিরেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

প্রত্যাহারমাহ ইন্দ্রিয়াণামিতি । বিষয়েষু বিচরতামিন্দ্রিয়াণাং তেভ্যো নিরগলং নির্বিকল্পং  
 যদাহরণং স প্রত্যাহারঃ ॥ ২১ ॥

পুনঃ বাহু বায়ু গ্রহণপূৰ্ব্বক পূৰ্বক, কুণ্ডক ও রেচক করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে ।  
 প্রথমে দ্বাদশ সংখ্যক প্রণব দ্বারা অভ্যাস করিয়া কিয়ৎকাল পরে বোড়শবার প্রণব  
 অভ্যাস করিবে, এইরূপে ক্রমে প্রণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কৰ্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥ সগৰ্ভ ও বিগৰ্ভ  
 ভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার ; স্বীয় ঈষ্ট মন্ত্র জপ ও ধ্যানাদির সহিত প্রাণায়াম করিলে  
 তাহাকে সগৰ্ভ এবং মন্ত্রাদির সহিত না করিয়া কেবলমাত্র প্রণব উচ্চারণ দ্বারা প্রাণায়াম  
 করিলে তাহাকে বিগৰ্ভ বলে ॥ ১৯ ॥ এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে  
 দেহে শ্বেদোদগম হইলে তাহাকে অধম, শরীরে কম্প উপস্থিত হইলে, তাহাকে মধ্যম  
 এবং ভূমি ত্যাগ করিয়া শূন্যে উখিত হইলে, তাহাকে উত্তম প্রাণায়াম কহিয়া  
 থাকে । যে পর্য্যন্ত বদ্ধপদ্মাসনস্থিত যোগিগণ উত্তম প্রাণায়ামের গুণ লাভ করত শূন্যে  
 উখিত হইয়া আসনস্থিত হইতে না পারেন, তৎকাল পর্য্যন্ত প্রাণায়ামের অভ্যাস করা  
 কৰ্ত্তব্য ॥ ১৯—২০ ॥ ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ভোগ্যবিষয়ে স্বভাবতই নিরঙ্কুশরূপে  
 সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বলপূৰ্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত করাকে ‘প্রত্যাহার’  
 কহে ॥ ২১ ॥



অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলফজানুরুম্বলাধারলিঙ্গনাভিষু ।

হৃদগ্রীবা কণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াং ততো নসি ॥ ২২ ॥

ক্রমধ্যে মস্তকে মুগ্ধি দ্বাদশান্তে যথাবিধি ।

ধারণং প্রাণমরুতো ধারণেতি নিগদ্যতে ॥ ২৩ ॥

সমাহিতেন মনসা চৈতন্যাস্তরবর্তিনা ।

আত্মন্যভীষ্টদেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে ॥ ২৪ ॥

সমত্বভাবনা নিত্যং জীবাঙ্গপরমাত্মনোঃ ।

সমাধিমাঙ্ঘ্র্যনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

ইদানীং কথয়ে তেহং মন্ত্রযোগমনুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥

ধারণামাহ অঙ্গুষ্ঠেতি ॥ ২২ ॥

ধারণমিতি । অঙ্গুষ্ঠাদ্যবয়বেষু যৎপ্রাণবারোধধারণং নিরোধঃ সা ধারণেত্যর্থঃ । এতা-  
দৃশো বায়ুঃ স্বাধীন উপেক্ষিত ইতি ভাবঃ । ধ্যানমাহ সমাহিতেনেতি । অস্তঃকরণং চৈতন্য-  
স্তবর্তিধ্যানেন কৃতা তস্মিন্নাত্মনি অভীষ্টদেবানাং যজ্ঞানং তজ্ঞানশব্দেনাত্রোচ্যত  
ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

সমত্বভাবনা দুরোঠৈক্যভাবনা সম্প্রজ্ঞাতসমাধিনেব ভবতীতি সমত্বভাবনা শব্দেন  
সম্প্রজ্ঞাতসমাধিক্রুচ্যতে । অতএব যোগসূত্রে তদ্বাচ্যে চ সম্প্রজ্ঞাতসমাধেরেবাষ্টম্ যোগা-  
ঙ্গেষু গ্রহণং নির্বিকল্পসমাধিস্বকীভবতীত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

ইখমষ্টাঙ্গযোগমভিধায়াধুনা শরীরে নাড়ীস্থানানি আধারচক্রস্বরূপাণি তজ্ঞানফলানি  
চোপদিশতি ইদানীং কথয়ে তেহমিতি । মন্ত্রযোগং মন্ত্রাণাং শারদাতিলকোক্তচ্ছিন্নাদি-  
দোষহৃষ্টানাং মন্ত্রাণাং সিদ্ধিপ্রদং যোগমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠ, গুলফ, জাম্বু, উরু, মূলধার, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠদেশ, লম্বিকা,  
নাগা, ক্রমধ্য, মস্তক এবং মস্তকের উর্দ্ধভাগস্থিত মূর্দ্ধারে দ্বাদশ স্থানে যথাবিধি প্রাণবায়ু  
ধাবণ করাকে 'ধারণা' কহে ॥ ২২—২৩ ॥

প্রথমতঃ একাগ্র মানসকে চৈতন্যের অন্তবর্তী করিয়া তদ্বারা জীবাঙ্গাতে অভীষ্ট  
দেবতার ভাবনা করাকে 'ধ্যান' কহে ॥ ২৪ ॥

মহর্বিগণ, জীবাঙ্গা ও পরমাত্মার একত্ব ভাবনা অর্থাৎ অতেন্দ্ররূপে ধ্যান করাকে  
'সমাধি' কহে । সমাধি হইে প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত বা সযিকল্পক এবং নির্বিকল্পক ।  
জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান সঙ্কেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারা-  
কারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সযিকল্পক এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের  
জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অব-  
স্থানের নাম নির্বিকল্পক সমাধি । গিরিবর ! এই আমি তোমার নিকট অষ্টাঙ্গ যোগের  
বিষয় কীর্তন করিলাম, এক্ষণে অতুত্তম মন্ত্রসিদ্ধি যোগ কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৫—২৬ ॥

বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং নগ ! ।

চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভিজীববৃক্ষৈক্যরূপকম্ ॥ ২৭ ॥

তিষ্মঃ কোট্যন্তদর্শেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ ।

তান্ন মুখ্যা দশ প্রোক্তা স্তাভ্যস্তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥

প্রধানা মেরুদণ্ডেহত্র চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ।

ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুভ্রা তু চন্দ্ররূপিণী ॥ ২৯ ॥

শক্তিরূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা ।

দক্ষিণে যা পিঙ্গলাখ্যা পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা ।

সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুমা বহ্নিরূপিণী ॥ ৩০ ॥

তস্তা মধ্যে বিচিত্রাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকম্ ।

মধ্যে স্বয়ং ভুলিঙ্গস্ত কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বং শরীরমিতি । পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরেকদ্ব্যাজরীরমিদং বিশ্বমেব ভবতি ব্রহ্মাণ্ডমেন ভবতি । তদপি পঞ্চভূতাত্মকং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতিবৃক্তং জীববৃক্ষৈক্যরূপকং যথা ভবতি তথৈদ-  
মপ্যন্তীত্যাহ পঞ্চভূতেতি ॥ ২৭ ॥

তদর্শেন কোট্যর্শেন সাক্ষিত্রিকোট্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

প্রধানা সুষুমা নাড়ী মেরুদণ্ডে পৃষ্ঠবংশে স্থিতা মূলধারমারভ্যা পৃষ্ঠবংশমার্গেণ ব্রহ্ম-  
রক্ষু পর্য্যন্তং গতেত্যর্থঃ । তস্তা বামে ইড়া দক্ষিণে পিঙ্গলাস্তীত্যাহ ইড়া বামে ইতি ॥ ২৯ ॥

শক্তিরূপা প্রকৃতিরূপা ॥ ৩০ ॥

তস্তামধ্যে সুষুমাগামধ্যে বিচিত্রাখ্যে চিত্রাখ্যানাভ্যামিত্যর্থঃ । সুষুম্নামূলদেশে চিত্রা  
নাড্যন্তীতি । তস্তা মধ্যে তু চিত্রাখ্যা নাড়ী সুষুমা তু বর্ত্তত ইতি বচনেন তস্তান্তরে  
উক্তম্ । মধ্যে ইতি চিত্রানাড়ীমধ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

হে পর্ব্বতেন্দ্র ! চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি তেজ বিশিষ্ট জীব ব্রহ্মের ঐক্যরূপ এই পঞ্চ-  
ভূতাত্মক শরীর 'বিশ্ব' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ এই শরীরে সাক্ষি ত্রিকোটি (সাড়ে  
তিন কোটি) নাড়ী অবস্থিত আছে । তন্মধ্যে দশটি প্রধান, এই দশটির মধ্যে আবার  
তিনটি সর্ব্বপ্রধান বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২৮ ॥ এই তিনটির মধ্যে যেটি প্রধান তাহাকে  
সুষুমা কহে । এই চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলায়িকা নাড়ী মেরু দণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত  
হইয়া মূলধার পদ অবধি আরম্ভ করিয়া পৃষ্ঠবংশ পদে ব্রহ্মরক্ষু পর্য্যন্ত গমন করিয়া ঈষৎ  
প্রক্ষুটিত ধূতুর গুণের স্তায় বিরাজিত আছে । ঐ মেরুদণ্ডের বামভাগে চন্দ্ররূপিণী শুভ্র-  
বর্ণা সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপা অমৃতময়ী ইড়া নাড়ী এবং উহার দক্ষিণভাগে পুরুষরূপিণী সূর্য্য-  
বিগ্রহা পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিত রহিয়াছে । উপরি উক্ত বহিঃপ্রধানা সুষুমা নাড়ীতে সমস্ত  
তেজ নিহিত আছে ॥ ২৯—৩০ ॥ এই সুষুমার মধ্যস্থিত সূতাতন্ত্র স্তায় আকৃতিবিশিষ্টা  
বিচিত্রা বা চিত্রিণী নামী নাড়ীর মধ্যস্থলে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক, কোটি কোটি সূর্য্যের

তদূর্দ্ধং মারাবীজস্ত হরাত্মা বিন্দুনাদকম্ ॥ ৩২ ॥

তদূর্দ্ধস্ত শিখাকারা কুণ্ডলী রক্তবিগ্রহা ।

দেব্যাঙ্গিকা তু সা প্রোক্তা মদভিন্না নগাধিপ ! ॥ ৩৩ ॥

তদ্বাহে হেমরূপাতং বাদিসাস্তচতুর্দলম্ ।

ঋতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিচিস্তয়েৎ ।

মূলমাধারষট্‌কোণমূলাধারং ততো বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥

তদূর্দ্ধং ত্বনলপ্রখ্যং ষড়্‌দলং হীরকপ্রভম্ ।

বাদিলাস্তষড়্‌বর্ণেন স্বাধিষ্ঠানমনুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥

স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ ॥ ৩৬ ॥

তদূর্দ্ধং নাভিদেশে তু মণিপূরং মহাপ্রভম্ ।

মেঘাভং বিদ্যদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ ॥ ৩৭ ॥

হরাত্মা বিন্দুনাদকম্ আত্মা মারা হকাররেফ ঈকারবিন্দুনাদাঙ্গকমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শিখাকারা দীপশিখাকারা ॥ ৩৩ ॥

হেমরূপাতং পীতবর্ণম্ । বাদিসাস্তচতুর্দলম্ । চতুর্দলেষু বশষস ইতি চত্বারো বর্ণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

বাদিলাস্তেতি । বকারাদিলকারাস্তষড়্‌বর্ণৈরুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং জস্তাধিষ্ঠানং যতস্তস্মাৎস্বাধিষ্ঠানমিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

স্ত্রীর প্রভাবিশিষ্ট স্বয়ং ভুলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । তাহার উপরিভাগে হরাত্মা অর্থাৎ হকার, রেফ, ঈকার ও বিন্দুনাদাঙ্গক মারাবীজ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩১—৩২ ॥ তাহার উপরিভাগে দীপশিখাকৃতি রক্তবর্ণা মদমত্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিত আছেন । গিরিবর ! ইনি দেবীরূপিনী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার বাহুপ্রদেশে পীতবর্ণ ব, শ ব, স এই চারিবর্ণ সমন্বিত ও চারিদল বিশিষ্ট আধারপদ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে । যোগিগণ ইহারই চিন্তা করেন । ইহার মধ্যস্থলে ষট্‌কোণ বিশিষ্ট পীঠ অবস্থিত আছে । এই পদ্ম ষট পদ্মের মূল ও আধার এই নিমিত্ত ইহাকে মূলাধার-পদ্ম কহে ॥ ৩৪ ॥ তাহার উর্দ্ধপ্রদেশে অনল তুল্য, হীরক সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এবং ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়টি বর্ণযুক্ত ষড়্‌দল-সমন্বিত স্বাধিষ্ঠান-চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে । স্ব শব্দের অর্থ পরলিঙ্গ, তাহার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া বুধগণ ইহাকে স্বাধিষ্ঠান-চক্র কহিয়া থাকেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ তাহার উর্দ্ধভাগে নাভিপ্রদেশে বিদ্যাবিলসিত মেঘের স্তায় প্রভা ও প্রভূত তেজবিশিষ্ট দশদলযুক্ত মণিপূর নামে এক মহাপ্রভ পদ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে । ইহার দশ দলে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই দশটি বর্ণ আছে । এই পদ্ম, বিকসিত মণির স্তায় এই নিমিত্ত ইহাকে মণিপদ্ম কহে । এই পদ্মে দেবদেব বিষ্ণু অধিষ্ঠিত আছেন । ইহাতে তাঁহার ধ্যান করিলে তাঁহার সাক্ষাৎ-



: মণিভিন্নস্ত তৎপদ্মং মণিপদ্মং তথোচ্যতে ।  
 দশভিষ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফাস্তাক্ষরাশ্চিতম্ ।  
 বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিষ্ণুলোকনকারণম্ ॥ ৩৮ ॥  
 তদূর্দ্ধেহনাহতং পদ্মমুদ্যাদাদিত্যসম্মিতম্ ॥ ৩৯ ॥  
 কাদিঠাস্তদলৈরকপত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতম্ ।  
 তন্মধ্যে বাণলিঙ্গস্ত সূর্য্যায়ুতসমপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥  
 শব্দব্রহ্মময়ং শব্দানাহতং তত্র দৃশ্যতে ।  
 অনাহতাখ্যং তৎপদ্মং মুনিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।  
 আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৪১ ॥  
 তদূর্দ্ধস্ত বিগুচ্ছাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্ ॥ ৪২ ॥  
 স্বরৈঃ ষোড়শভিযুক্তং ধূত্রবর্ণং মহাপ্রভম্ ।  
 বিগুচ্ছং তনুতে যস্মাজ্জীবন্ত হংসলোকনাং ।  
 বিগুচ্ছং পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্রুতম্ ॥ ৪৩ ॥

ভিন্নং বিকসিতম্ । ডাদিফাস্তাক্ষরৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

অকপত্রৈর্দশপত্রৈর্যুক্তং ককারাদিঠকারাস্তানি দ্বাদশাক্ষরাণি দলেষু জ্ঞেয়ানি ॥ ৪০ ॥

শব্দানাহতম্ অনাহতো নাম ভাটনং বিনাপি জায়মানঃ শব্দঃ সোহনাহতঃ শব্দো  
 যস্মিন্শুচ্ছদানাহতম্ । বাহিতাখ্যাদিহাং সাধু । পুরুষাধিষ্ঠিতং ব্রহ্মাধিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

স্বরৈঃ ষোড়শভিরিতি । ষোড়শপত্রেষু ষোড়শস্বর ইত্যর্থঃ । জীবন্ত হংসস্ত পরমাখ্য-  
 নোহবলোকনাজ্জীবং যস্মাবিগুচ্ছং তনুতে ততো বিগুচ্ছমিত্যর্থঃ । তত্রানাহতং চক্রং  
 হৃদয়ে বিগুচ্ছচক্রং কণ্ঠে আজ্ঞাচক্রং ক্রমধ্যে ইতি তু গ্রন্থাস্তরাদবসেয়ম্ । অনাহতশব্দো  
 মধ্যমবাণীরূপো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

কার লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তাহার উর্দ্ধভাগে বালসূর্য্যের স্থায় প্রভাবিশিষ্ট  
 ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ এই দ্বাদশ অক্ষরাশিত দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত  
 নামে এক পদ্ম অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে দশ সহস্র সূর্য্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট বাণলিঙ্গ  
 প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ পদ্ম অনাহত হইয়াই অর্থাৎ ভাটন ব্যতিরেকে শব্দব্রহ্ম উৎপাদন  
 করে, এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ ইহাকে অনাহত পদ্ম কহিয়া থাকেন । এই পদ্ম আনন্দের  
 নিকেতন, ইহাতে ব্রহ্মরূপী পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৩৯—৪১ ॥ তাহার উর্দ্ধভাগে  
 ষোড়শদলবিশিষ্ট অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, ৐, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ষোড়শবর্ণ  
 সম্বিত ধূত্রবর্ণ মহাপ্রভাবিশিষ্ট বিগুচ্ছ নামক পদ্ম কণ্ঠস্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে । এই পদ্মে  
 পরমাখ্যার সহিত জীবাখ্যার সাক্ষাৎকার হইলেই ঐ পদ্ম বিগুচ্ছ হয়, সূতরাং ইহাকে  
 বিগুচ্ছ পদ্ম বলে । এই মহাদ্রুত পদ্ম আকাশ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৪২—৪৩ ॥

আজ্ঞাচক্রং তদুর্দ্ধে তু আজ্ঞানাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৪৪ ॥

আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র তেনাজ্জেতি প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

দ্বিদলং হক্ষসংযুক্তং পদ্মং তৎস্বমনোহরম্ ॥ ৪৫ ॥

কৈলাসাখ্যং তদুর্দ্ধস্ত রোধিনী তু তদুর্দ্ধতঃ ।

এবং স্বাধারচক্রাণি প্রোক্তানি তব স্তত্রত ! ॥ ৪৬ ॥

সহস্রারযুতং বিন্দুস্থানং তদুর্দ্ধমীরিতম্ ।

ইত্যেতৎকথিতং সৰ্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥

আদৌ পুরকযোগেনাপ্যাধারে যোজয়েন্মনঃ ।

শুদমেচ্ছান্তরে শক্তিস্তামাকুক্ষ্য প্রবোধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

তদুর্দ্ধে তু ক্রমধ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

আজ্ঞাসংক্রমণমিতি । তস্মিন্ স্থলে নিহিতচিত্তস্ত পুরুষস্ত সৰ্ব্বপদার্থসাক্ষাৎকারেণৈবং ভূতমেবং বর্ততে এবং ভবিষ্যতীতি জ্ঞানেনাজ্ঞায়া ইতঃপরং স্বত্বেবং কর্তব্যমিতি পরমে-  
শ্বরাজ্ঞায়াঃ সংক্রমণং ভবতি তেন হেতুনা তদাজ্ঞাচক্রমিতি কীর্ত্তিতমিত্যর্থঃ । হক্ষবর্ণদ্বয়ং  
সংযুক্তপদ্মদ্বয়যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তদুর্দ্ধং কৈলাসচক্রং তদুর্দ্ধং রোধিনীচক্রমিত্যর্থঃ । অনয়োঃ স্বরূপং মৎকৃতদেবীগীতা-  
বৃহদ্রীকারাং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৬ ॥

সৰ্ব্বোপরি বিদ্যমানং সহস্রারং চক্রমাহ সহস্রারেতি । বিন্দুস্থানং পরমাত্মস্থানমিত্যর্থঃ ।  
ইত্যেতদ্বিতি । পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণৈতৎ সৰ্ব্বং জ্ঞায়েতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥

জ্ঞাত্বা কিং কর্তব্যং তত্রাহ আদাবিতি । প্রথমতঃ পুরকযোগেন বাহুং বায়ুমাকুক্ষ্য  
কুস্তকং কৃত্বা স্বমনো বায়ুদহিতং মূলাধারে যোজয়েন্নয়েদিত্যর্থঃ । অনন্তরং শুদন্ত মেচ্ছান্ত  
লিঙ্গস্তান্তরে মধ্যে মূলাধারচক্রে ইত্যর্থঃ । বিদ্যমানা স্থিতা বা শক্তিঃ কুণ্ডলিনী তামা-  
কুক্ষ্য মূলাধারগতবায়ুনা পীড়য়িত্বা প্রবোধয়েৎ উত্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

তাহার উর্দ্ধপ্রদেশে ক্রয়ুগলের মধ্যস্থলে হ, ক্ষ এই অক্ষরদ্বয়বিশিষ্ট দ্বিদলসমন্বিত মনো-  
হর আজ্ঞাচক্র সংস্থিত আছে । এই পদ্মে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন । ইহাতে নিহিতচিত্ত  
পুরুষের সৰ্ব্ব পদার্থের সাক্ষাৎকার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান পদার্থ সমূহের জ্ঞান  
হইলে “ইহার পর ইহাই তোমার কর্তব্য” এই পরমেশ্বরের আজ্ঞার সংক্রমণ হয়, এই হেতু  
মহর্বিগণ ইহাকে আজ্ঞাচক্র কহিয়া থাকেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ তাহার উর্দ্ধভাগে কৈলাস চক্র,  
তদুর্দ্ধে রোধিনী চক্র । হে স্তত্রত ! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত আধার চক্রের বিষয়  
কীৰ্ত্তন করিলাম ॥ ৪৬ ॥ যোগীভ্রগণ কহিয়া থাকেন যে, তাহার উর্দ্ধভাগে সহস্রারযুক্ত  
বিন্দুস্থান (পরমাত্মার স্থান) প্রতিষ্ঠিত আছে । গিরিবর ! এই আমি তোমার নিকট অতু-  
ত্তম যোগমার্গ কীৰ্ত্তন করিলাম ॥ ৪৭ ॥

এই সমস্তের জ্ঞান হইলে অনন্তর কর্তব্য নির্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর । প্রথমে পুরকায়  
প্রাণায়াম দ্বারা আধারপদ্মে মানসকে সংযোজিত করিবে । তদনন্তর শুদ ও লিঙ্গের মধ্যস্থল

লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রাপয়েৎ ।

শঙ্কুনা তাং পরাশক্তিমেকীভূতাং বিচিস্তয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

তত্রোখিতামৃতং যত্নু দ্রুতলাক্ষারসোপমম্ ।

পায়য়িত্বা তু তাং শক্তিং মায়াখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্ ॥ ৫০ ॥

ষট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তপ্যামৃতধারণা ।

আনয়েন্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ স্রবীঃ ॥ ৫১ ॥

এবমভ্যস্তমানস্তাপ্যহনুহনি নিশ্চিতম্ ।

পূৰ্ব্বোক্তদূষিতা মন্ত্রাঃ সৰ্ব্বৈ সিদ্ধ্যস্তি নান্যথা ॥ ৫২ ॥

জরামরণদুঃখাদৈর্যমুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ।

যে গুণাঃ সন্তি দেব্যা মে জগন্মাতুর্যথা তথা ॥ ৫৩ ॥

লিঙ্গভেদেতি । তামুখাপ্য লিঙ্গভেদক্রমেণ পূৰ্ব্বোক্তচক্রগততেজোময়স্বয়ং ভাদি-  
লিঙ্গানাং ভেদো ভেদনং তন্মার্গেণ নয়নং তৎক্রমেণৈব তাং কুণ্ডলিনীং শক্তিং বিন্দুচক্রং  
সহস্রারং তৎ প্রাপয়েৎ । শঙ্কুনেতি । সহস্রারপদ্ব্যহিতেন শঙ্কুনা তাং কুণ্ডলিনীমেকীভূতাং  
সঙ্গতাং বিভাবয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তত্রোখিতেতি । তত্র শিবশক্ত্যাঃ সঙ্গমে যত্নুখিতমমৃতং দ্রুতলাক্ষাসমানবর্ণং তদমৃতং  
তাং কুণ্ডলিনীং পায়য়িত্বা তেনামৃতেন আনন্দরসরূপেণ তাং তৃপ্তাং কুত্বেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ষট্চক্রেতি । পূৰ্ব্বোক্তানি যানি ষট্চক্রানি তচ্চক্রস্থিতা দেবতা লিঙ্গরূপা অমৃতধারণা  
শিবশক্তিসমাগমোখানন্দরসরূপামৃতবৃষ্ট্যা সন্তপ্য পুনর্বেতেনৈব মার্গেণ মন্তকং নীতা কুণ্ড-  
লিনী তেনৈব মার্গেণ মূলাধারং তাং কুণ্ডলিনীমানয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

পূৰ্ব্বোক্তেতি । ছিন্নাদিদোষদূষিতা মন্ত্রা অনেন যোগেন সিদ্ধ্যস্তীত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃং  
শারদাতিলকে । ইত্যাদিদোষদৃষ্টান্তান্নান্নানি বোধ্যয়েৎ । শোধয়েদ্রূপবনো বন্ধয়া  
যোনিমুদ্রয়েতি ॥ ৫২—৫৪ ॥

স্থিত মূলাধার পদ্ব্যহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধারগত বায়ু দ্বারা আকৃষিত করিয়া  
তাঁহাকে জাগরিত করাইবে ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর লিঙ্গভেদক্রমে অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত চক্রস্থিত  
তেজোময় স্বয়ম্ভু আদিলিঙ্গ সমূহের ভেদ করিয়া সেই সেই মার্গ দ্বারা শক্তিসম্বিত চিত্ত  
সঞ্চালিত করিয়া সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রার পদ্ব্য লইয়া যাইবে । তথায় সহস্রার চক্র-  
স্থিত শঙ্কুর সহিত ঐ শক্তিকে একীভূত করিয়া চিত্তা করিবে ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর সেই বিন্দুচক্রে  
শিবশক্তি সঙ্গমে বিগলিত লাক্ষা রসের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট যে অমৃত উখিত হইবে, সেই আনন্দ  
রস স্রবীর যোগিগণ যোগসিদ্ধিপ্রদা মায়া নামী শক্তিকে পান করাইয়া তথায় ষট্চক্রাধিষ্ঠিত  
দেবতাগিকে উক্ত অমৃত ধারা দ্বারা সন্তপিত করিয়া সেই মার্গ দ্বারা উক্ত শক্তিকে  
মূলাধার পদ্ব্য আনয়ন করিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ গিরিবর ! এইরূপে প্রাতঃ দিন যোগাভ্যাস  
করিতে করিতে পূৰ্ব্বোক্ত মন্ত্র সকল সিদ্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫২ ॥ এবং তদ্বারা  
জরা মরণাদি দুঃখসঙ্কুল সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে । হে অচলেন্দ্র ! আমি জগজ্জননী



তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব ন চান্যথা ।

ইত্যেবং কথিতং তাত ! বায়ুধারণমুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥

ইদানীং ধারণাখ্যস্ত শৃণুস্বাবহিতো মম ।

দিকালাদ্যনবচ্ছিন্নদেব্যাং চেতো বিধায় চ ।

তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্ৰং জীবব্রহ্মৈক্যযোজনাৎ ॥ ৫৫ ॥

অথবা সমলং চেতো যদি ক্ষিপ্ৰং ন সিদ্ধ্যতি ।

তদাবয়বযোগেন যোগী যোগান্ সমভ্যাসেৎ ॥ ৫৬ ॥

মদীয়হস্তপাদাদাবঙ্গে তু মধুরে নগ ! ।

চিত্তং সংস্থাপয়েন্মন্ত্রী স্থানস্থানজয়াৎপুনঃ ॥ ৫৭ ॥

বিশুদ্ধচিত্তঃ সর্বস্মিন্ রূপে সংস্থাপয়েন্মনঃ ॥ ৫৮ ॥

যাবন্মনোলয়ং যাতি দেব্যাং সম্বিদি পর্বত ! ।

তাবদিচ্ছমনুঃ মন্ত্রী জপহোমৈঃ সমভ্যাসেৎ ॥ ৫৯ ॥

মন্ত্রাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞেয়জ্ঞানায় কল্পতে ।

ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ ।

দ্বয়োরভ্যাসযোগো হি ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্ ॥ ৬০ ॥

প্রসঙ্গেন ধারণাস্বরূপং পূর্বমুক্তমেব বিষয়ভেদেন বিশদয়তি । ইদানীমিতি । পূর্ব-  
মষ্টাঙ্গযোগনিরূপণে বায়ুধারণোক্তা অত্র তু চিত্তস্ত ধারণোচ্যতে ইত্যর্থঃ । অত্রঃ স্পষ্ট  
এব ॥ ৫৫—৫৮ ॥

ইথং ধ্যানযোগকরণে যন্ত যাবদযোগ্যতা নাস্তি তাবৎপর্যন্তং তেন পুরুষেণ কিং  
কর্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ যাবন্মন ইতি ॥ ৫৯—৬২ ॥

দেবী, আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে সেই সাধকপ্রবরেও সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান হইবে  
তাহাতে আর সংশয় নাই । বৎস ! এই আমি তোমার নিকট অতুত্তম পবন ধারণ যোগ  
কীর্তন করিলাম ॥ ৫৩—৫৪ ॥

গিরিরাজ ! এক্ষণে তুমি অবহিত হইয়া আমার নিকট ধারণাখ্য যোগ শ্রবণ কর ।  
দিক্দেশ ও কালাদির অদ্বিতীয় দ্যোতনরূপা সেই শক্তিতে স্বীয় চিত্ত সম্যক্রূপে সংযো-  
জিত করিলে জীব ও ব্রহ্মের একতা নিবন্ধন শীঘ্রই ব্রহ্মময় হইবে ॥ ৫৫ ॥ কিহা যদি চিত্তের  
সমলতা হেতু শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সেই যোগী অবয়বযোগে যোগা-  
ভ্যাস করিবে ॥ ৫৬ ॥ হে নগেন্দ্র ! সাধক ব্যক্তি আমার সুললিত হস্ত পদাদি অঙ্গ  
সমূহে একাদিক্রমে চিত্ত সংস্থাপিত করিষা ঐ এক এক স্থান জয় করিবে, তদ্বারা চিত্তের  
বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হইলে সেই চিত্ত আমার সমস্ত অবয়বে সংযোজিত করিবে ॥ ৫৭—৫৮ ॥  
হে পর্বতবর ! সংবিক্রপিনী দেবীতে যে পর্য্যন্ত মন লগ্ন না পায়, তাবৎ সেই সাধক

তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে ।

এবং মায়াবৃত্তো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি যোগবিধিঃ কুৎস্নঃ সাক্ষঃ প্রোক্তো ময়াধুনা ।

গুরুপদেশতো জ্ঞেয়ো নান্যথা শাস্ত্রকোটিভিঃ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
যোগমন্ত্রসিদ্ধিপ্রকারবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বিস্তরস্ত্ব মংকৃতদেবীগীতাবৃহট্টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্যক্তি জপ ও হোমাদি দ্বারা মন্ত্র অভ্যাস করিবে ॥ ৫৯ ॥ মন্ত্রের অভ্যাসযোগদ্বারা জ্ঞেয় বস্তু (ব্রহ্ম) জ্ঞানরূপে পরিকল্পিত হয় । আর তুমি নিশ্চয় জানিও যে, যোগ ব্যতিরেকে মন্ত্র এবং মন্ত্র ব্যতিরেকে যোগ নিয়তই নিষ্ফল হইয়া যায় । মন্ত্র ও যোগ এই উভয়ই ব্রহ্ম লাভের অব্যর্থ কারণ ॥ ৬০ ॥ অন্ধকার দ্বারা আবৃত গৃহমধ্যস্থিত ঘট যেমন প্রদীপ দ্বারা দৃষ্ট হয় সেইরূপ মায়া দ্বারা পরিবৃত জীবাত্মা, মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মার গোচরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ গিরিবর ! এই আমি তোমার নিকট অঙ্গ সহিত সমস্ত যোগবিধি কীৰ্ত্তন করিলাম । এই সমস্ত বিধি গুরুর উপদেশ দ্বারা পরিজ্ঞান করিবে ; নচেৎ কোটি কোটি শাস্ত্র দ্বারাও যোগবিধির যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে যোগ ও মন্ত্রসিদ্ধির সাধন কথন  
নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

## শ্রীদেব্যুবাচ ।

ইত্যাদিযোগযুক্তাত্মা ধ্যায়েন্মাং ব্রহ্মরূপিণীম্ ।

ভক্ত্যা নিৰ্ব্যাজয়া রাজমাসনে সমুপস্থিতঃ ॥ ১ ॥

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম মহৎপদম্ ।

অত্রৈতৎসৰ্বমর্পিতমেজৎপ্রাণম্নিমিষচ্চ যৎ ॥ ২ ॥

ত্রিংশচ্ছেদ্যাকৈমুখ্যত্বং ব্রহ্মরূপত্বং বর্ণ্যতে ।

ব্রহ্মবিদ্যা ছন্নভেতি যথাবদভিধীয়তে ॥

অত্রাক্ষিপ্লোকোহপ্যধিকঃ । এতাদৃশং যোগং সাধয়িত্বা যদন্ত ধ্যেয়ং তদ্বর্ণয়তি শ্রীদেব্যু-  
বাচেতি ॥ ১ ॥

অত্রাবিঃসন্নিহিতমিত্যাদিব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠমিত্যস্তাঃ শ্রুতয়ো মুণ্ডকোপনিষদি অনূ-  
নানতিরিক্তাঃ সন্তি তাস্চ শ্রুতয়ো ভগবৎপাদৈঃ শ্রীমচ্ছকরাচার্য্যৈর্বাখ্যাতা এব মুণ্ডকোপ-  
নিষত্তাষ্যে ততস্তাসাং ব্যাখ্যানং সঙ্ক্ষেপেণৈব ক্রিয়তে । আবিঃ শব্দো  
নিপাতঃ প্রকাশবাচী ব্রহ্মবিশোপলক্যাত্মনা প্রকাশমানমেব সদেতি ভাবয়েদিত্যর্থঃ । সন্নি-  
হিতমতিসমীপবর্তি গুহায়াং বুদ্ধৌ চরতি তত্রোপলভ্যতে সৰ্বব্যাপকমপীতি গুহাচরং নাম ।  
পদ্যতে সৰ্বৈর্মুনিভির্যোগাদিসাধনৈঃ প্রাপ্যতে ইতি পদম্ । মহচ্চ তৎপদঞ্চৈতি মহৎ-  
পদম্ । অত্রান্নি ব্রহ্মণি সৰ্বমাকাশাদিসমর্পিতং স্থাপিতং কল্পিতমিত্যর্থঃ । ততস্তশ্চ  
মিথ্যাভাদিদমেব সৰ্বৈঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ কিং কিমত্র সমর্পিতং তদাহ এতদিতি । এজচ্চলৎ  
পক্ষাদি । প্রাণৎ প্রাণিভীতি প্রাণম্নমুখ্যাদি । নিমিষচ্চ যন্নিমেষাদিক্রিয়াবৎ । যচ্চ  
নিমিষম্ । চ শব্দাত্তৎ সৰ্বং ব্রহ্মণ্যেব সমর্পিতমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

দেবী কহিলেন, গিরিবর ! যোগিগণ এইরূপে স্বীয় আত্মাকে পূর্বোক্ত প্রকারে যোগ-  
নিষ্ঠ করিয়া যোগাসনে উপবেশনপূর্বক অকপট ভক্তিসহকারে আমার ব্রহ্মরূপের ধ্যান  
করিবে ॥ ১ ॥ হে নগেন্দ্র ! কিরূপে সেই রূপবিহীন সৎ ও অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান হয় তাহা  
শ্রবণ কর । শ্রবণ মনন বিজ্ঞানাদি উপাধি ধর্ম দ্বারা আবর্তিত হইয়া লক্ষ্য হন বলিয়া যিনি  
প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়া সম্যকরূপে অবস্থিত আছেন এবং শ্রবণ মননাদি  
প্রকার দ্বারা বুদ্ধিতে বিচরণ করেন বলিয়া যিনি গুহাচর নামে প্রখ্যাত, যিনি সৰ্বাপেক্ষা  
মহৎ এবং যিনি যোগাদি সাধন দ্বারা যোগিগণের প্রাপ্য, সেই পরব্রহ্মে আকাশাদি  
সমস্ত, এবং জঙ্গম মনুষ্যপশুপক্ষাদি এবং নিমেষ-ক্রিয়াবান্ ও অনিমিষ-ক্রিয়াবান্  
সমস্তই সংস্থাপিত আছে ॥ ২ ॥ হে দেবগণ ! তোমরা এইরূপ পরব্রহ্মের অবগতি কর ;



এতজ্জ্ঞানথ সদসদ্বরেণ্যং

পরং বিজ্ঞানাদ্যধ্বরিষ্ঠং প্রজ্ঞানাম্ ।

যদর্চিমদ্যদগুতোহগু চ

যস্মিংশ্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ ॥ ৩ ॥

তদেতদক্ষরং ব্রহ্মসপ্রাণস্তদ্ব বাহ্ননঃ ।

তদেতৎসত্যমমৃতস্তদ্বৈদ্যং সৌম্য ! বিদ্ধি ॥ ৪ ॥

ধনুর্গৃহীতৌপনিষদং মহাত্মং

শরং হ্যপাসানিশিতং সঙ্করীত ।

আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যন্তদেবাক্ষরং সৌম্য ! বিদ্ধি ॥ ৫ ॥

এতজ্জ্ঞানথেতি ভগবতী বদতি । হে দেবা ! এতন্নক্ষপং ব্রহ্ম জ্ঞানথাবগচ্ছথ । সদস-  
দ্বরেণ্যং সংকারণং মায়া অসংকার্যং জগৎ । তদ্ব্যাপেক্ষয়া বরেণ্যং শ্রেষ্ঠম্ । প্রজ্ঞানাং  
লোকানাং বিজ্ঞানাং পরং তজ্জ্ঞানাবিবর ইত্যর্থঃ । যতো বরিষ্ঠং শ্রেষ্ঠং ততো ন সর্ব-  
বুদ্ধিগম্যমিত্যর্থঃ । যদর্চিমৎ সূর্যাদিতেজসামপি প্রকাশকম্ । ততস্ততোহতিশয়দীপ্তি-  
মদিত্যর্থঃ । যস্মিন্ ভূরাদয়ো লোকান্ত্রিবাশিজনা লোকিনশ্চ নিহিতাঃ স্থাপিতাঃ কল্পিতা  
ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তদেতদিতি । তদেতৎ সর্বাশ্রয়মক্ষরং ব্রহ্মসপ্রাণস্তদ্ব তদেব বাহ্নুনোহপি তদেতৎ-  
সত্যমবিতথযতো মৃতং তদ্বৈদ্যং মনসা শরেন ভাঙয়িতব্যং মনঃসমাধানং তত্র কর্তব্য-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

কথং বৈদ্যং তদ্ব্যচ্যুতে ধনুরিতি । ঔপনিষদমুপনিষত্ত্বির্বোধিতম্ । মহাত্মং মহচ্চ তদ-  
জ্ঞেতি মহাত্মং ধনুর্গৃহীতাদায় যথোপাসানিশিতং সন্ততাভিধানেন তনুক্রতং শরং  
তস্মিন্ ধনুৰি সঙ্করীত যোজয়েৎ । শরং সঙ্কায় সংস্থাপ্যানস্তরগাম্যাক্ষ্য সেন্দিয়মস্তঃকরণং  
স্ববিষয়াধিনিবর্ত্য লক্ষ্যে এব স্থাপয়িত্বৈত্যর্থঃ । তদ্ভাবগতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরে লক্ষ্যে  
ভাবনাভাবস্তদগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেব যথোক্তলক্ষণমক্ষরম্ । সৌম্য ! হে পরমতরাজ !  
বিদ্ধি তাড়য়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তিনি সৎ ও অসৎ অর্থাৎ পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের অভাব হয় বলিয়া তিনি  
কারণরূপে অমূর্ত ও কার্যরূপে মূর্ত জগৎস্বরূপ, সর্বদোষ ও সর্বোপদ্রবাবরহিত বলিয়া  
তিনি শ্রেষ্ঠতম এবং সমস্ত লোকগণের লৌকিক বিজ্ঞানের অগোচর । যিনি দীপ্তি দ্বারা  
আদিত্যাদি জ্যোতিষ্কগণকে প্রদীপিত করিতেছেন, যিনি অগুরাদি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম  
এবং পৃথিব্যাদি স্থূল হইতেও স্থূল, বাহাতে ভূভুবাদি লোকসমূহ এবং বাহাতে লোক-  
নিবাসিগণ অর্থাৎ চৈতন্যপ্রয় মনুষ্যাদি সংস্থিত আছে ॥ ৩ ॥ তিনিই অক্ষরব্রহ্ম, তিনিই  
প্রাণিগণের প্রাণ, বাক্য, মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও অন্তর্শ্চৈতন্য, তিনিই সত্য ও অবি-  
নাশী । হে সৌম্য ! তুমি জানিও যে, তাঁহাকেই মনোরূপ শর দ্বারা বিদ্ধ করা কর্তব্য,  
অর্থাৎ তাঁহাতেই মনঃসমাধান একান্তই বিহিত ॥ ৪ ॥ হে সৌম্য ! তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার

প্রণবো ধনুঃশরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৬ ॥

যস্মিন্দ্যোশ্চ পৃথিবী চাস্তুরিক্-

মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্কৈঃ ।

তমেবৈকং জানথাত্মানমনা

বাচো বিমুক্তথ অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ ॥ ৭ ॥

যজ্ঞকং ধনুরাদি তদুচ্যতে প্রণব ইতি । প্রণব ওঁকারো দেবীপ্রণবো বা ধনুর্গথেষা-  
সনং লক্ষ্যে শরশ্চ প্রবেশকারণং তথা চিত্তশরশ্চাকরে প্রবেশকারণং প্রণবঃ প্রণবেন হৃত্যশ্চ  
মানেন সংক্ৰিয়মাণঃ তদালম্বনোহপ্রতিবন্ধেনাকরেহবতিষ্ঠতে । যথা ধনুর্বা প্রক্ষিপ্ত ইষু-  
লক্ষ্যেহতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ শরো হ্যাত্মাস্তঃকরণং হি শরঃ শরসদৃশলক্ষ্যাবেধনাচ্ছর ইব  
শরঃ । অত্র লক্ষ্যস্ত তদ্ব্রহ্মৈবোচ্যত ইত্যাহ ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যত ইতি । অপ্রমত্তেনেকাগ্র-  
চেতসা তল্লক্ষ্যং ব্রহ্ম বেদব্যং যথা শরো লক্ষ্যকাত্মতাং প্রাপ্নোতি তথা দেহাদ্যাশ্চপ্রত্যয়-  
তিরঙ্কারেণাকরৈক্যাত্ম্যং ফলমাপাদরেদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অক্ষরশ্চ হ্রলক্ষ্যত্বাৎপুনঃ পুনর্লক্ষনং সুলক্ষণার্থম্ যস্মিন্নিতি । যস্মিন্নক্ষরে দ্যোঃ পৃথিবী  
চাস্তুরিকঞ্চ প্রাণৈঃ সহ মনশ্চ সমর্পিতং তমেবৈকমাত্মানং জানথ জানীথ । হে দেবা যং  
জ্ঞাত্বা চাত্তবাচো পরবিদ্যাক্রুপা বিমুক্তথ বিমুক্তত পরিত্যজত । যতোহমৃতশ্চ মোক্ষশ্চ  
প্রাপ্তয়েহয়ং সেতুরিব সেতুঃ । সংসারমহোদধেস্তরণহেতুরিত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । তমেব  
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাশ্চ পশ্বা বিদ্যাতেহয়নায়েতি ॥ ৭ ॥

উপায় কহিতেছি শ্রবণ কর । উপনিষদ্ শাস্ত্রজ্ঞানরূপ মহাস্ত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে  
সতত অভিধানাদি উপাসনারূপ নিশিত শরসন্ধান ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে  
বিনিবর্তনরূপ আকর্ষণপূর্বক তদগতচিত্তে সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য পদার্থকে বিদ্ধ কর ॥ ৫ ॥  
এক্ষণে সেই শরাসনাদির বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ কর । ইহাতে প্রণবই শরাসন, যেমন  
শরাসন লক্ষ্য পদার্থে শরপ্রবেশের কারণ, সেইরূপ ওঁকার শরাসন, আত্মা অর্থাৎ অন্তঃ-  
করণ শরের পরমাত্মরূপ লক্ষ্যে প্রবেশের কারণ হয় । প্রণবের অভ্যাস দ্বারা সুসংস্কৃত,  
উক্ত আত্মরূপ শর সেই অক্ষরব্রহ্মে প্রবিষ্ট ও প্রতিবন্ধপরিশূণ্য হইয়া অবস্থিতি করিয়া  
থাকে । জিতেজ্বর ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই ব্রহ্মলক্ষ্য ভেদ করা কর্তব্য ; ব্রহ্ম বেধনের  
পর শর যেমন লক্ষ্যের সহিত একাত্মতারূপ ফলপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব দেহ আদি আত্ম-  
প্রত্যয়ের তিরঙ্কার দ্বারা অক্ষরব্রহ্মের সহিত একাত্মকত্ব ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥  
গিরিবর ! অক্ষর পদার্থের হ্রলক্ষ্যত্ব হেতু এবং উত্তম রূপ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত আমি  
তোমাকে পুনর্বার সেই বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর । যাহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ  
এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত মন অবস্থিত আছে, তাঁহাকেই তোমাদিগের ও  
অন্তান্ত প্রাণীদিগের আত্মা বলিয়া জানিও । হে দেবগণ ! তাঁহাকে জানিয়া অপরা  
বিদ্যারূপ বাক্য সমস্তই পরিত্যাগ কর । যেহেতু এই পরমাত্মা সংসার মহাসমুদ্র

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাভ্যঃ ।

স এষোহস্তচরতে বহুধা জায়মানঃ ॥ ৮ ॥

ওমিত্যেবং ধ্যায়থাত্মানং স্বস্তি

বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিদ্যশ্চৈব মহিমা ভুবি ।

দিব্যে ব্রহ্মপুরে ব্যোম্নি আত্মা সম্প্রতিষ্ঠিতঃ ।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা

প্রতিষ্ঠিতোহগ্নে হৃদয়ং সন্নিধায় ।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিতাতি ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ অরা ইবেতি । যথা রথনাভৌ সমর্পিতা অরা এব সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা এবং যত্র হৃদয়ে নাভ্যস্তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষীভূতঃ স এব প্রকৃত আত্মাস্তর্মধ্যে চরতে চরতি বর্ততে বুদ্ধ্যাদিপ্রত্যয়ের্জায়মান ইব জায়মানোহস্তঃ করণোপাধ্যাত্মবিধায়িত্বাদস্তিলৌকিকাঃ হৃষ্টৌ জাতঃ ক্রুদ্ধৌ জাত ইতি ॥ ৮ ॥

তমাআনমোমিত্যেবোঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিস্তয়ত । তেষাং কল্যাণার্থমাশীর্ষচনং ভগবতী করুণানিধিকদতি । স্বস্তি নির্কিয়মস্ত্ব বো যুগ্মাকং পারায় পরকুলপ্রাপ্তয়ে । তমসোহবিদ্যাভঃ পরস্তাদবিদ্যারহিতব্রহ্মাত্মস্বরূপগমনায়েত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স আত্মা ক বর্ততে তত্রাহ যঃ সৰ্বজ্ঞো যশ্চ সৰ্ববিদ্যশ্চৈব মহিমা বিভূতির্জগৎসর্জনাদি-রূপো ভুবি প্রসিদ্ধঃ স দিব্যো দ্যোতনবতি ব্রহ্মপুরে হৃদয়পুণ্ডরীকে তত্র তস্ত প্রকাশমা-নত্বাস্তস্মিন্ হৃৎকমলে যদ্যোমাকাশস্তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভাতে । স আত্মা মনোবৃত্তি-ভিরেব বিভাব্যত ইতি মনোময়ঃ । প্রাণশ্চ শরীরঞ্চ তয়োন্নয়ং নেতা । শরীরাক্ষরীর-

উত্তরণের হেতু বলিয়া তিনিই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র সেতু হইয়াছেন ॥ ৭ ॥ যেমন রথ-নাভিতে সমর্পিত অর সকল সংহত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যে হৃদয়ে নাভী সমূহ প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই হৃদয়মধ্যে বুদ্ধি প্রত্যয়ের সাক্ষীভূত সেই এই প্রকৃত আত্মা, ‘দেখিয়া শুনিয়া মনন করিয়া ও জানিয়া’ ইত্যাদি বহুপ্রকারে ক্রোধ হর্ষাদি দ্বারা প্রকাশ-মান হইয়া বর্তমান রহিয়াছেন । তাহাতেই লোকে “ইনি হৃষ্ট হইলেন, ইনি ক্রুদ্ধ হইলেন” এইরূপ কহিয়া থাকে । ফলতঃ সেই অদ্বিতীয় অক্ষর আত্মা জীবগণের হৃদয়ে সাক্ষিস্বরূপে অবাস্থত হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রকাশমান হইতেছেন ॥ ৮ ॥ দেবগণ ! তোমরা ওঁকার অবলম্বনপূর্বক সেই পরমাআর ধ্যান কর । তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তাহাতে তোমরা অবিদ্যা-তামিস্র-সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া অবিদ্যা-বিরহিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপগমনে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ সেই আত্মা যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা শ্রবণ কর । যিনি সৰ্বজ্ঞ অর্থাৎ সামান্ত্রত সমস্তই জানেন এবং যিনি সৰ্ববিৎ অর্থাৎ বিশেষরূপে সমস্ত অবগত



ভিদ্যতে হৃদয়গ্রহিচ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ১১ ॥

হিরণ্যে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিফলম্ ।

তচ্ছূদ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাভ্যবিদো বিদুঃ ॥ ১২ ॥

স্তবং প্রতি প্রতিষ্ঠিতোহবস্থিতোহন্নৈহরপরিণামে পিণ্ডে হৃদয়ে বুদ্ধিং সন্নিধায় সমবস্থাপ্য তদ্বিজ্ঞানেন তৎসাক্ষাৎকারেণ পরিপশুস্তি সৰ্বতঃ পূৰ্ণং পশুস্তি ধীরা বিবেকিনঃ । আনন্দ-  
রূপং হুঃখাসংস্পৃষ্টমমৃতং তদ্বিতাতি সৰ্বদা তদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অস্ত্রাত্মজ্ঞানস্ত কলমভিধীয়তে ভিদ্যতে ইতি । হৃদয়গ্রহিঃ চিদহঙ্কারতাদাত্ম্যরূপো ভিদ্যতে নশ্রুতি । ছিদ্যন্তে সৰ্বজ্ঞেয়বিশয়াঃ সংশয়াঃ সৰ্ব্বেষাং মিথ্যাভ্বনিশ্চয়াৎ । ক্ষীয়ন্তে নশ্রুস্তি চ কৰ্ম্মাণি প্রারজাতিরিক্তানি সৰ্ব্বাণি তস্মিন্ পরমাত্মনি দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

উক্তশ্চৈবার্থস্ত সজ্জপাতিধায়ক। উক্তরে ত্রয়োহপি মন্তাঃ । হিরণ্যে জ্যোতির্শ্চ পরে কোশে আনন্দময়ে কোশে বিরজম্ উপলব্ধতয়া গুণত্রয়রহিতং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি শ্রুত্যাঙ্কং ব্রহ্ম । নিফলং যারাহিতমসকলমরজকমমায়মিতি শ্রুত্যন্তরাৎ অতএব শুদ্রং স্বচ্ছম্ । জ্যোতিষাং সৰ্বপ্রকাশকসূর্যাদীনামপি জ্যোতিঃপ্রকাশকমিত্যর্থঃ । যদাভ্যবিদো জ্ঞানিনো মহতায়াসেন বিদুস্তদ্বিরণ্যে পরে কোশে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

আছেন, বাহার শাসনবলে স্বৰ্গ ও পৃথিবী পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে, বাহার শাসন বহন করিয়া চক্রে ও সূর্য অলাতচক্রেয় জ্বার অজস্র ভ্রমণ করিতেছে, বাহার নিয়মে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে, ঋতু অন্ন ও বৎসর সকল বাহার শাসন অতিক্রম করিতে ক্ষণমাত্রও সমর্থ হয় না, কর্তা কৰ্ম্ম ও ফল বাহার শাসনবশে শ্রু শ্রু কাল অতিক্রম করিতে পারে না, বাহার অনন্ত মহিমা অখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই আত্মা দিব্য ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ সমস্ত বুদ্ধিসম্বন্ধীয় প্রত্যয় দ্বারা দ্যোতনবান্ হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে । সেই আত্মা মনোবৃত্তি দ্বারা বিভাবিত হন বলিয়া অন্নপরিণামরূপ হুংপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছেন । হুংপুণ্ডরীক মধ্যে বুদ্ধি সংস্থাপিত করিয়া বিবেকিগণ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশজনিত জ্ঞান, শম, দম, ধ্যান ও বৈরাগ্য দ্বারা উদ্ধৃত বিজ্ঞানবলে সম্পূর্ণরূপে তাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন । তিনি সমস্ত অনন্ত হুঃখ ও আগ্রাসবিহীন আনন্দামৃতরূপে আপন আত্মাতে সততই বিশেষরূপে প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ১০ ॥ দেবগণ ! এক্ষণে পরমাত্ম-  
জ্ঞান লাভের কল শ্রবণ কর । সেই কারণাত্মা, কার্য্যাত্মা ও সৰ্বজ্ঞ পরব্রহ্মের সহিত বাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহার অবিদ্যাজনিত বাসনাময় হৃদয়গ্রহি উন্মুক্ত ও জ্ঞানান্তরপ্রতিপাদক সমস্ত কৰ্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায় । তাহাকে আর জন্ম-জরা-মরণাদি হুঃখ ভোগ করিতে হয় না, সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া চিরকাল পরমানন্দময় ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাকেন ॥ ১১ ॥ সুরগণ ! জীবগণের অভ্যন্তরে আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের আধারস্বরূপ, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের প্রকাশক, জ্যোতির্শ্চ ও আনন্দময়

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং  
 নেমা বিদ্যতে ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।  
 তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্ব্বং  
 তস্ম ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম  
 পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ ।

অধশ্চোৰ্দ্ধিঞ্চ প্রস্থতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠম্ ॥ ১৪ ॥

কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ব্যচ্যতে ন তদ্ব্যতি । তত্র তন্নিম্নাত্মভূতে ব্রহ্মণি ন সূর্যো ভাতি সূর্যোহপি তদ্ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । তথা চন্দ্রতারকং ইমা বিদ্যতেহপি ন ভাস্তি ন প্রকাশয়ন্তি । কুতোহয়মগ্নিঃ পূৰ্ব্বাপেক্ষয়া স্বল্পজ্যোতিঃ প্রকাশয়তি নৈব প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । কিং বহুনা যদিদং জগদ্ভাতি তত্তমেবাত্মানং স্বপ্রকাশদ্বাষ্টাস্তং প্রকাশিত-মনুভাতানুদীপ্যতে তস্মৈব ভাসা সৰ্বমিদং সূর্যাদিজগদ্বিভাতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যন্ময়োক্তং ব্রহ্ম তদেব সত্যং রজ্জুস্থানীয়ং নান্তজ্জগৎসৰ্পস্থানীয়ং মৃষাহ্বাৎ । তস্মাদিদ-মেবাশ্রয়ণীয়মিত্যভিপ্রায়েণ নিগমনস্থানীয়েন মল্লেনোপসংহরতি ব্রহ্মৈবেদমিতি । ব্রহ্মৈ-বোক্তলক্ষণমিদং যৎপুরস্তাদগ্রে ব্রহ্মৈবাবিদ্যাচ্ছীনাং প্রত্যবভাসমানং তথা পশ্চাদ্ ব্রহ্ম তথা দক্ষিণতশ্চ তথোত্তরেণ তথৈবাবদ্যাদুৰ্দ্ধক কিং বহুনা ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং সমস্তং বরিষ্ঠমিদং জগৎ । অব্রহ্মপ্রত্যয়ঃ সৰ্ব্বোহবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সৰ্পপ্রত্যয়ো ব্রহ্মৈবেদং পরমার্থসত্য-মিতি বেদানুশাসনমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নামক এক কোশ বিদ্যমান আছে । তাহাতে অবিদ্যাাদি অশেষ দোষরূপ রজো-মল-বিব-র্জিত, সৰ্ব্বাপেক্ষা মহৎ, সৰ্ব্বাত্মা, অবয়ববর্জিত, শুভ্র ও বিশুদ্ধ, সমস্ত প্রকাশাত্মক অগ্ন্যা-দিরও প্রকাশক, পরম জ্যোতির্শ্রয়, শব্দাদি বিষয় ও বুদ্ধি প্রত্যয়ের সাক্ষীভূত পরমাত্মা অবস্থিত আছেন । যে বিবেকিগণ অতিশয় আশ্রাস দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই আত্মবিদ্ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ গিরিবর ! তিনি যেক্রমে জ্যোতিষ্ক-গণেরও জ্যোতিঃস্বরূপ হন, তাহা নির্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর । সেই সুবিসল পরব্রহ্মে জগৎপ্রকাশক সূর্য্যদেব প্রতিভাত হইয়া তাঁহাকে প্রকাশিত করেন না, প্রত্যুত সেই সূর্য্যই পরব্রহ্মের প্রভা দ্বারা অন্তান্ত অনাত্ম পদার্থ সকল প্রকাশিত করিয়া থাকেন । এইরূপ চন্দ্র, তারকা অথবা বিদ্যুৎ প্রভৃতিও প্রতিভাত হইয়া যখন তাঁহাকে প্রকাশিত করে না, তখন আমরা গিরির গোচরীভূত স্বল্প জ্যোতিঃ অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে ? একমাত্র তিনিই সকলের অন্তরে অনুস্থিত থাকিয়া প্রতিভাত হইতেছেন, তাহা-তেই এই জগৎ অনুদীপিত হইতেছে । অতএব সেই পরব্রহ্মের প্রতিভা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥ দেবগণ ! সেই অক্ষর পরব্রহ্মই অগ্রে এবং সেই অক্ষর পরব্রহ্মই পশ্চাদ্ ভাগে, দক্ষিণে, উত্তরে, অধোভাগে ও উর্দ্ধে বিদ্যমান রহিয়াছেন । অতএব এই অনন্ত বিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপধারী ব্রহ্মস্বরূপ

এতাদৃগনুভবো যস্য স কৃতার্থো নরোত্তমঃ ।  
 ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৫ ॥  
 দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ং রাজংস্তুদভাবাদ্বিভেতি ন ।  
 ন তদ্বিয়োগো মেহপ্যস্তি মদ্বিয়োগোহপি তস্য ন ॥ ১৬ ॥  
 অহমেব স সোহহং বৈনিশ্চিতং বিদ্ধি পর্বত ! ।  
 মদর্শনস্তু তত্র শ্রাদ্যত্র জ্ঞানী স্থিতো মম ॥ ১৭ ॥  
 নাহং তীর্থে ন কৈলাসে বৈকুণ্ঠে বা ন কহিচিৎ ।  
 বসামি কিন্তু মজ্জানিহৃদয়াস্তোজমধ্যমে ॥ ১৮ ॥  
 মৎপূজাকোটিকলদং স কৃষ্ণজ্জ্ঞানিনোহর্চনম্ ।  
 কুলং পবিত্রং তস্মাস্তি জননী কৃতকৃত্যকা ।  
 বিশ্বন্তরা পুণ্যবতী চিল্লয়ো যস্য চেতসঃ ॥ ১৯ ॥

এতাদৃশানুভবতঃ কৃতার্থত্বমাহ এতাদৃগিতি ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয়াদ্বিভেতি । তদভাবাৎ দ্বিতীয়স্য ভয়কারণশ্রাবাবাৎ ব্রহ্মবিন্ন বিভেতীত্যর্থঃ ।  
 তেন মম কদাপি বিয়োগো নাস্তীত্যাহ ন তদ্বিয়োগ ইতি ॥ ১৬ ॥

অহমেবেতি । অহং যাস্মি সা স জ্ঞান্যস্তীত্যর্থঃ । স জ্ঞানী যোহস্তি সোহহমেবাস্মীত্যর্থঃ ।  
 ব্যতিহারেণ দৃঢ়াভেদো দর্শিতঃ ॥ ১৭ ॥

অহং জ্ঞানিহৃদয়ে এব তিষ্ঠামীত্যাহ নাহং তীর্থে ইতি ॥ ১৮ ॥

কৃতকৃত্যকা । স্বার্থে কন্ প্রত্যয়ঃ । যস্য পুরুষস্য চেতসশ্চিতি পরমাত্মনি লয়ো জ্ঞাত-  
 স্তেন পুরুষেণ বিশ্বন্তরা পৃথিবী পুণ্যবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

জানিও, অতএব সেই সর্বোপদ্রব-বিরহিত সর্বদুঃখনিবারক পরব্রহ্মকে আশ্রয় করা  
 একান্ত কর্তব্য ॥ ১৪ ॥

গিরিরাজ ! যে নরবর এইরূপে অনুভব করিতে পারেন, তিনিই সাক্ষ্য লাভ করিতে  
 সমর্থ হন । তাঁহার আত্মা অখিল-মগবিবর্জিত হইয়া প্রসন্ন হয় । সেই ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়া  
 বাসনা বিসর্জন করেন । তাঁহাকে আর কখন শোক পাইতে হয় না ॥ ১৫ ॥ রাজন ! মায়াজনিত  
 দ্বৈতভাবই ভয়ের কারণ । ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি যখন ব্রহ্মের সহিত অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হন, তখন  
 তাঁহার দ্বৈতভাবের অভাব হয় । অতএব তিনি তখন আর ভীত হইবেন না । সেই দ্বৈতভাব-  
 বর্জিত ব্যক্তির সহিত আমার এবং আমার সহিত তাহার বিরোগ কখনই সম্ভব হয় না ॥ ১৬ ॥  
 গিরিবর ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমিই সেই জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই  
 আমি । সেই মৎপরায়ণ জ্ঞানীব্যক্তি যে স্থানেই অবস্থিতি করেন, সেই স্থানেই আমার দর্শন-  
 লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ আমি তীর্থে অবস্থিতি করি না, আমি কৈলাসে অবস্থিতি  
 করি না, আমি বৈকুণ্ঠেও অবস্থিতি করি না, আমি কেবল মৎপরায়ণ জ্ঞানিজনের হৃৎপদ্ম-  
 মধ্যে বাস করিয়া থাকি ॥ ১৮ ॥ যে নরবর মগ্নিষ্ঠ জ্ঞানিব্যক্তির একবার মাত্র অর্চনা



ব্রহ্মজ্ঞানন্তু যৎপৃষ্ঠং হুয়া পর্বতসত্তম ! ।

কথিতং তন্ময়া সৰ্বং নাতো বক্তব্যমস্তি হি ॥ ২০ ॥

ইদং জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় ভক্তিয়ুক্তায় শীলিনে ।

শিষ্যায় চ যথোক্তায় বক্তব্যং নান্যথা কচিৎ ॥ ২১ ॥

যশ্চ দেবে পরাভক্তিৰ্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতা হৃদ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥

যেনোপদিষ্টা বিদ্যেয়ং স এব পরমেশ্বরঃ ।

যশ্চায়ং স্কৃতং কৰ্ত্তুমসমর্থস্ততোধ্বনী ॥ ২৩ ॥

পিত্রোরপ্যধিকঃ প্রোক্তো ব্রহ্মজ্ঞাপ্রদায়কঃ ।

পিতৃজাতং জন্ম নষ্টং নেখং জাতং কদাচন ॥ ২৪ ॥

নাতো বক্তব্যমস্তীতি । ইতঃপরমধিকো বক্তব্যংশো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বিদ্যোপদেশপাত্রমুপদিশতি ইদং জ্যেষ্ঠায়েতি । যথোক্তায় শাস্ত্রোক্তলক্ষণযুক্তায় ॥ ২১ ॥

গুরুপ্রসাদং বিনা পরমেশ্বরপ্রসাদং বিনা কদাপি ব্রহ্মবিদ্যা ন ভবতীত্যাহ যশ্চ দেবে ইতি । শ্রুতিরিয়ম্ ॥ ২২ ॥

বিদ্যেয়মিতি । ব্রহ্মবিদ্যেত্যর্থঃ । স্কৃতমুপকারং তস্মৈ গুরোঃ কৰ্ত্তুময়ং শিষ্যো যতো-  
হসমর্থস্ততোহয়ং শিষ্যস্তস্মৈ গুরোর্যাবজ্জীবপর্য্যন্তং ধনীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মরূপেণ জন্ম । পিতৃজাতং জন্মমরণে সতি নষ্টং ভবেন্নৈখং ব্রহ্মরূপেণ জাতং  
কদাচিদপি নষ্টং ভবেত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করে, সেই ব্যক্তি মদীয় পূজার কোটি গুণ ফল প্রাপ্ত হয় । তাহার কুল পবিত্র এবং তাহার  
জননী কৃতকৃত্য হইয়া থাকে । যাহার চিত্ত চৈতন্যরূপ ব্রহ্মপদার্থে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে,  
সেই ব্যক্তি দ্বারা বসুমতী পূণ্যবতী হইয়া থাকেন, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১৯ ॥ হে  
পর্বতপ্রবর ! তুমি আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই  
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম, অতঃপর আর বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই ॥ ২০ ॥ হে  
অচলেন্দ্র ! এই ব্রহ্মবিদ্যা ভক্তিয়ুক্ত ও সংস্কারবান্বিত জ্যেষ্ঠপুত্র এবং শাস্ত্রোক্ত গুণসম্পন্ন  
শিষ্যকেই প্রদান করা কৰ্ত্তব্য, অত্র কাহাকেও ইহা প্রদান করা বিধেয় নহে ॥ ২১ ॥ যে  
ব্যক্তির স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতি পরমা ভক্তি থাকে এবং যেমন ইষ্টদেবতার সেইরূপ গুরুর  
প্রতিও অচলা ভক্তি থাকে, মহাআগণ তাহারি নিকট উপরি উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ  
করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন, তিনিই পরমেশ্বর, তাহার  
উপকার পরিশোধ করিতে কেহই সমর্থ হয় না, অতএব শিষ্যগণ গুরুর নিকট যাবজ্জীবন  
ধনী হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ যিনি মানবগণকে ব্রহ্মরূপে জন্মদান করেন, তিনি পিতা অপেক্ষাও  
শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় সন্দেহ নাই, সেহেতু পিতা যে জন্ম প্রদান করেন তাহা বিনষ্ট হয়, কিন্তু

# সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

হিমালয় উবাচ ।

স্বীয়াং ভক্তিং বদস্বান্ব ! যেন জ্ঞানং সূথেন হি ।

জায়েত মনুজশ্চাস্ত্র মধ্যমশ্চাবিরাগিণঃ ॥ ১ ॥

দেবুবাচ ।

মার্গাদ্বয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ ! ।

কৰ্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম ! ॥ ২ ॥

ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগ্যঃ কৰ্ত্তুং শক্যোহস্তি সৰ্ব্বথা ।

স্বলভত্বান্মানসত্বাৎ কায়চিত্তাদ্যপীড়নাৎ ॥ ৩ ॥

গুণভেদাৎ মনুষ্যাণাং সা ভক্তিস্ত্রিবিধা মতা ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদৈরর্থ সাদরম্ ।

ভক্তিস্বরূপমহিমা বর্ণাবদনুবর্ণাতে ॥

পূৰ্ণং যশ্চ দেবে পরা ভক্তিরিত্যুক্তং তত্র ভক্তিস্বরূপং পৃচ্ছতি স্বীয়াং ভক্তিমিতি । মধ্যমশ্চ মধ্যমাধিকারিণো বিরাগিণো ভক্তিরহিতস্তাপি স্থলভং জ্ঞানং যেন ভক্তিহেতুনা জায়েত তাং ভক্তিং বদেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

মোক্ষপ্রাপ্তৌ ত্রয়োমার্গাঃ কৰ্ম্মোপাসনাজ্ঞানভেদেন ত্রিবিধাঃ । তত্র জ্ঞানমার্গঃ । সাক্ষা-  
ন্যোক্ষসাধনমিতরৌ চিত্তগুদ্ধিহারেতি বিবেকঃ । তানেব মার্গান্ দর্শয়তি কৰ্ম্মযোগ ইতি ।  
ভক্তিযোগ উপাসনাযোগ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ত্রয়াণামপি মার্গাণাং মধ্যে তন্মার্গগামিনাং ত্রয়াণামপি পুরুষাণাময়ং ভক্তিযোগঃ ।  
কৰ্ত্তুং যোগ্যঃ শক্যশ্চ ভবতি । কুত ইতি চেদশ্চ ভক্তিযোগস্তাৎপৰ্য্যকয়া স্বলভত্বান্মানসত্বাৎ  
দ্রব্যব্যয়শরীরায়াসমস্তরেন কেবলং মনোবৃত্ত্যেব সম্পাদ্যত্বাৎ । যস্মিন্ ভক্তিযোগে কায়-  
চিত্তদ্রব্যব্যয়াদিপীড়নাতাবো ভবতি তন্মাদিত্যর্থঃ । তন্মাৎ সৰ্ব্বৈরপ্যয়ং ভক্তিযোগো  
নিয়মেনাশ্রয়িতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তত্র ভক্ত্যেত্রেবিধ্যমুপদিশতি গুণভেদাদিতি । মনুষ্যাণাং মনুষ্যস্বক্ৰিনাং গুণানাং  
সত্ত্বরজস্তমোৰূপাণাং ভেদাৎ ভক্তিরপি ত্রিবিধা । সাত্ত্বিকরাজস্তমসভেদেন ত্রিবিধা ভবতী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হিমালয় কহিলেন, মাতঃ ! অবিরাগী মধ্যম মনুষ্যগণের বাহাতে সুখে জ্ঞানলাভ হয়,  
একগুণে আপনি সেই স্বীয় ভক্তিযোগ কীর্তন করুন ॥ ১ ॥ দেবী কহিলেন, নগেন্দ্র ! মোক্ষ  
প্রাপ্তি বিষয়ে কৰ্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটি পন্থাই বিখ্যাত ॥ ২ ॥ উক্ত  
যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই সৰ্ব্বাপেক্ষা স্থলভ । কারণ, এই যোগে না অর্থ ব্যয়, না  
শারীরিক ক্লেশ, না চিত্তের একাগ্রতা-সাধন, কিছুই নাই ; কেবল মনোবৃত্তি চালনা  
করিলেই সকলে অনায়াসে ইহা সাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩ ॥ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই  
তিন প্রকার গুণভেদে মনুষ্যগণের ভক্তিও তিন প্রকার ॥ ৪ ॥ যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য ও

পরপীড়াং সমুদ্दिष्ट दन्तं कृत्वा पुरःसरम् ।  
 मांससर्षाक्रোধयুক্তো यस्तु भक्तित्वं तामसी ॥ ৫ ॥  
 পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ ।  
 নিত্যং সকাশো হৃদয়ে বশোহর্থী ভোগলোলুপঃ ॥ ৬ ॥  
 তত্তৎফলসমাবাপ্ত্যে মায়াপাস্তেহতিভক্তিতঃ ।  
 ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্বাদন্ত্যাং জানাতি পামরঃ ।  
 তস্মৈ ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধিপ । তু রাজসী ॥ ৭ ॥  
 পরমেশার্পণং কৰ্ম্ম পাপসংকালনায চ ।  
 বেদোক্তত্বাদবশ্যং তৎকর্তব্যম্ভ ময়ানিশম্ ॥ ৮ ॥  
 ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্ত ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ ।  
 কৰোতি প্রীতয়ে কৰ্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ ! সা ত্বিকী ॥ ৯ ॥  
 পরভক্তেঃ প্রাপিকেয়ং ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাং ।  
 পূৰ্ব্বপ্রোক্তে হ্যভে ভক্তী ন পরপ্রাপিকে মতে ॥ ১০ ॥

ত্রিবিধভক্তিস্বরূপমাহ পরপীড়ামিতি । অন্তনাশার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৫—৬ ॥

ভেদবুদ্ধ্যা জীবেশ্বরয়োৰ্ভেদবুদ্ধ্যা মাং সর্ষেখরীং স্বস্বাদন্ত্যাং ভিন্নাং জানাতি যতঃ পামরঃ ॥ ৭—৮ ॥

ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিত ইতি । অয়মপি সা ত্বিকঃ পুরুষো ভেদবুদ্ধিং জীবেশ্বরয়োঃ পৃথক্-  
 বুদ্ধিমাশ্রিত্যেব ভক্তিং কৰোতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ত্রিবিধভক্তিস্বরূপমুপদিষ্ট তিস্রণাং ভক্তীনাং মধ্যে স্বয়োৰ্হেয়ত্বমেকত্বা গ্রাহ্যমাহ পর-  
 ভক্তেরিতি । সা পরামুরক্তিরীক্সরে ইতি লক্ষণলক্ষিতায়াঃ পরভক্তেঃ পরপ্রেমরূপায়া ইয়ং  
 সা ত্বিকী ভক্তিঃ প্রাপিকা ভবতি । তত ইয়মাশ্রয়ণীয়ৈতিভাষঃ । নব্বিয়ং পরভক্তিঃ কুতো

ক্রোধাদি সংযুক্ত হইয়া দন্ত প্রকাশ পুরঃসর অন্তের বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিয়োগে আমার  
 উপাসনা করে, তাহার সে ভক্তিকে তামসী ভক্তি কহে ॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি পরানিষ্ট উদ্দেশ  
 না করিয়া কেবল আপনার কল্যাণের নিমিত্ত মনে মনে কোনও কামনা করে বা যশ ও  
 ইচ্ছার্থ লোলুপ হয় এবং তাহার ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আপনাকে আমি  
 হইতে বিভিন্ন বোধ করিয়া অতিশয় ভক্তিয়োগে আমার উপাসনা করে, তাহার সেই  
 ভক্তিকে রাজসী ভক্তি কহে ॥ ৬—৭ ॥ যে মানব, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া  
 ( ভক্তিয়োগে ভেদবুদ্ধি নিয়তই বিদ্যমান থাকে ) স্বীয় পাপ কালনের নিমিত্ত “এই বিধি  
 বেদে উক্ত হইয়াছে, অতএব ইহা অনুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কৰ্ত্তব্য” এইরূপ নিশ্চিত  
 বুদ্ধি অবলম্বন পূৰ্বক আমার উপাসনা করিয়া সেই কৰ্ম্ম সকল পরমেশ্বরে অর্পণ করে,  
 তাহার সেই ভক্তিকে সা ত্বিকী ভক্তি কহে ॥ ৮—৯ ॥ এই সা ত্বিকী ভক্তি পরম প্রেমরূপা  
 পরমাত্মভক্তির প্রাপিকা ( প্রদায়িকা ) হয়, কিন্তু ইহাতে ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে



অধুনা পরভক্তিস্তু প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে ।

মদগুণশ্রবণং নিত্যং মম নামানুকীৰ্তনম্ ॥ ১১ ॥

কল্যাণগুণরত্নানামাকরায়াং ময়ি স্থিরম্ ।

চেতসো বৰ্ত্তনৈকৈব তৈলধারাসমং সদা ॥ ১২ ॥

হেতুস্ত তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্তুবেদপি ।

সামীপ্যসান্ধি'সায়ুজ্যসালোক্যানাং ন চেষণা ॥ ১৩ ॥

মৎসেবাতোহধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কহিচিৎ ।

সেব্যসেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি ॥ ১৪ ॥

নেতি চেত্তত্রাহ ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাদিতি । অস্তাং ভেদবুদ্ধির্বৰ্ত্তত ইত্যাসদৃশপ্রেমোহত্রা-  
সম্ভবান্নেয়ং পরাভক্তিরিত্যর্থঃ । পরপ্রেমাচ্ছায়াশ্চেব সম্ভবতি তদেতৎপ্রেয়ঃ । পুত্রাৎপ্রেয়ো  
বিত্তাৎপ্রেয়ঃ । সৰ্ব্বাদ্যদন্তরতরমিত্যাदिশ্রুতিভ্যাঃ । পূৰ্ব্বপ্রোক্তে হে ভক্তী তু ন  
ভক্তিপ্রাপিকে ততস্তে উভে অপি ত্যাজ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

পরভক্তিস্বরূপমাহ অধুনেতি ॥ ১১ ॥

তৈলধারা যথা ব্যাচ্ছিন্না ন ভবতি তদ্বদিদমপি চেতো ধ্যানমধ্যে বিষয়েষু ন গচ্ছতী-  
ত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হেতুরিতি । এতাদৃশধ্যানে হেতুঃ ফলং কো বাপি কোপি কদাচিদপি নৈব ভবেৎ  
কিন্তু কেবলং মৎপ্ৰীত্যর্থং ময়ি পরমাত্মরাগেণৈব চেতসোহনুবৰ্ত্তনং করোতীত্যর্থঃ । সামী-  
প্যাদিলোকেচ্ছরাপি ন মদারাধনং করোতি কিন্তু প্রেমণৈবেত্যাহ সামীপ্যেতি ॥ ১৩ ॥

সেব্যসেবকতেতি । ল্যবোপে পঞ্চমী । সেব্যসেবকভাবং বিহায়েত্যর্থঃ । মদারাধন-  
মেবেচ্ছতি ন মোক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলিয়া ইহা পরাভক্তি অর্থাৎ পরম প্রেমরূপ পরমাত্মভক্তি হইতে পারে না ; যেহেতু  
পরমপ্রেম আত্মাতেই সম্ভব হয়, অতএব তাহা সম্ভব হয় না । নগবর ! তুমি বিশেষ বিবে-  
চনা করিয়া দেখ যে, সেই সাত্বিকী-ভক্তিমান্ ব্যক্তির ব্রহ্মরূপিণী আত্মাতে ও তদীয়  
জীবাশ্রিতে ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, অতএব কোনরূপেই ইহাকে পরাভক্তি বলা যাইতে  
পারে না, কিন্তু ইহা পরাভক্তির প্রাপিকা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই । অতএব বুদ্ধিমান্  
ব্যক্তিগণ এই সাত্বিকী ভক্তিই অবলম্বন করিবেন, আর পূৰ্ব্বোক্ত তামসী ও রাজসী ভক্তি  
পরভক্তির প্রাপিকা হয় না, অতএব বুদ্ধগণ উক্ত ভক্তিদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ কদাপি  
করিবেন না ॥ ১০ ॥

হিমবন্ ! এক্ষণে আমি পরাভক্তির বিষয় কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ  
কর । যে ব্যক্তি নিয়তই আমার গুণ শ্রবণ ও আমার নাম কীর্তন করে, কল্যাণরত্ন  
ও গুণরত্নের আকরস্বরূপ আত্মাতে যাহার মন তৈলধারার স্থায় অবিচ্ছিন্নরূপে সততই  
অবস্থিত থাকে ॥ ১১—১২ ॥ কিন্তু তাহাতে কোনও প্রকার হেতু অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা,  
এমন কি সামীপ্য, সান্ধি, সায়ুজ্য ও সালোক্যাदि মুক্তিকামনা বিদ্যমান থাকে না,

পরানুরক্ত্যা মা মেব চিস্তয়েদ্যো হতচ্ছিতঃ ।  
 স্বাভেদেনৈব মাং নত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ ॥ ১৫ ॥  
 মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিস্তনং কুরুতে তু যঃ ।  
 যথা স্বস্ত্যানি প্রীতিস্তথৈব চ পরাঅনি ॥ ১৬ ॥  
 চৈতন্যশ্চ সমানত্বাৎ ভেদং কুরুতে তু যঃ ।  
 সৰ্বত্র বর্তমানাং মাং সৰ্বরূপাঞ্চ সৰ্বদা ॥ ১৭ ॥  
 নমতে যজতে চৈবাপ্যাচাণ্ডালাস্তমীশ্বর ! ।  
 ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিং কুরুতে ভেদবৰ্জনাৎ ॥ ১৮ ॥  
 মৎস্থানদর্শনে শ্রদ্ধা মদ্রূপদর্শনে তথা ।  
 মচ্ছাস্ত্রশ্রবণে শ্রদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রভো ! ॥ ১৯ ॥  
 ময়ি প্রেমাকুলমতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা ।  
 প্রেমাশ্রজলপূর্ণাক্ষঃ কণ্ঠগদগদনিঃস্বনঃ ॥ ২০ ॥

স্বাভেদেনৈবেতি । অহনৈব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবত্যস্মীতি ভাবনয়েত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥  
 ইশ্বর ! হে পরমতরাজ ! ভেদবৰ্জনাৎ সৰ্বত্র চৈতন্যরূপৈক্যেব ভগবত্যস্তি ন দ্বিতীয়েতি  
 ভেদনিরাসাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

মৎস্থানেতি । তানি চ বক্ষ্যমাণানি পূর্বোক্তানি চ স্থানানি । মচ্ছাস্ত্রং শক্তিদর্শনং  
 তথা দেবীভাগবতং বেদাস্তঞ্চ ॥ ১৯—২০ ॥

যে ব্যক্তি কেবল প্রেমপূর্ণ হইয়া আমারই আরাধনা করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আমার সেবা  
 অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট আর দ্বিতীয় জানে না, যে ব্যক্তি সেবা ও সেবকভাব পরিত্যাগ  
 করিয়া মোক্ষ বাঞ্ছাও করে না ॥ ১৩—১৪ ॥ যে ব্যক্তি অতচ্ছিত হইয়া পরমপ্রেম দ্বারা  
 নিয়ত আমারই ধ্যান করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আমাকে আপনার সহিত ভিন্ন না করিয়া  
 ‘আমিই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী’ এইরূপ অভিন্ন জ্ঞান করে ॥ ১৫ ॥ যে ব্যক্তি অখিল  
 জীবগণকে আমার স্বরূপ বলিয়া মনে করে, আর আপনাতে যেকোন প্রীতি, পরমাত্মরূপিণী  
 আমাতেও সেইরূপ প্রীতিবোধ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ চৈতন্যের সমানত্ব হেতু যে ব্যক্তি  
 সৰ্বত্র বর্তমানা ও সৰ্বরূপিণী আমার সহিত সৰ্বদাই সৰ্ব জীবের অভিন্নত্ব জ্ঞান  
 করে ॥ ১৭ ॥ যে ব্যক্তি ভেদ বুদ্ধির পরিবৰ্জন হেতু চণ্ডালাদি সমস্ত জীবকেই সমাদর  
 পূজা ও নমস্কার করিয়া সৰ্বত্র দ্রোহবুদ্ধি পরিহার করে ॥ ১৮ ॥ যে ব্যক্তি আমার স্থান  
 দর্শনে, আমার ভক্তগণের দর্শনে, মদীয় শাস্ত্র শ্রবণে এবং আমার মন্ত্রাদি মননে শ্রদ্ধা  
 করে ॥ ১৯ ॥ যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রেমবশে আকুলচিত্ত ও রোমাঞ্চিত হয়, যাহার  
 নমনস্বয় নিয়তই আমার প্রেমাশ্র দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রেমভরে  
 গদগদস্বরে মদীয় গুণকীর্তন ও মদীয় নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ যে ব্যক্তি

অনন্তেনৈব ভাবেন পূজয়েদ্যো নগাধিপ ! ।  
 মামীশ্বরীং জগদ্যোনিং সৰ্বকারণকারণাম্ ॥ ২১ ॥  
 ত্রতানি মম দিব্যানি নিত্যনৈমিত্তিকান্যপি ।  
 নিত্যং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবৰ্জিতঃ ॥ ২২ ॥  
 মহুৎসবদিদৃক্ষা চ মহুৎসবকৃতিস্তথা ।  
 জায়তে যশ্চ নিয়তং স্বভাবাদেব ভূধর ! ॥ ২৩ ॥  
 উচ্চৈর্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি ।  
 অহঙ্কারাদিরহিতো দেহতাদাত্ম্যবৰ্জিতঃ ॥ ২৪ ॥  
 প্রারন্ধেন যথা যচ্চ ক্রিয়তে তত্থা ভবেৎ ।  
 ন মে চিন্তাস্তি তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিষু ॥ ২৫ ॥  
 ইতি ভক্তিস্ত্ব যা প্রোক্তা পরভক্তিস্ত্ব সা শ্রুতা ।  
 যশ্চাং দেব্যতিরিক্তস্ত্ব ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে ॥ ২৬ ॥  
 ইথং জাতা পরাভক্তিৰ্যশ্চ ভূধর ! তত্বতঃ ।  
 তদৈব তশ্চ চিন্মাত্রে মজ্জপে বিলয়ো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ত্রতানীতি । তানি বক্ষ্যমাণানি ॥ ২২ ॥

মহুৎসবেতি । তে চোৎসবা বক্ষ্যমাণাঃ । অন্তকৃতোৎসবদর্শনেচ্ছাচেত্যর্থঃ । স্বতোহপি মহুৎসবকৃতির্মহুৎসবকরণমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

প্রারন্ধেনেতি । প্রারন্ধাধীনং সৰ্বং জ্ঞাত্বা কামপি মৎস্বরূপচিন্তাতিরিক্তাং চিন্তাং ন করোতীত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

ইথং পরভক্ত্যা স্বস্বরূপে চিত্তলয়যোগ্যতা ভবতীত্যাহ তদৈবেতি ॥ ২৭ ॥

অনন্তভাবে জগদ্যোনি, সৰ্ব কারণের কারণরূপিনী পরমেশ্বরী ব্রহ্মরূপিনী আমার পূজা করে ॥ ২১ ॥ যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া পরম ভক্তিসহকারে নিয়তই নিত্য নৈমিত্তিক কার্য এবং মদীয় ত্রত সমূহের অনুষ্ঠান করে ॥ ২২ ॥ যে ব্যক্তি স্বভাবতই আমার উৎসব করণে ও আমার উৎসব দর্শনে নিয়ত বাসনা করে ॥ ২৩ ॥ যে ব্যক্তি “এই দেহ আমার নহে” এইরূপে দেহাত্মজ্ঞানরহিত এবং অহঙ্কারাদি বৰ্জিত হইয়া প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম সকল গান করত নৃত্য করে ॥ ২৪ ॥ আর যে ব্যক্তি “প্রারন্ধ অর্থাৎ পূর্বকর্মান্ননিত অদৃষ্টবশে বাহা বাহা করা যায়, এই জগতে সেই সেই কার্যই ঘটয়া থাকে, অতএব দেহ রক্ষণাদির নিমিত্ত আমার চিন্তার প্রয়োজন নাই” এইরূপ জ্ঞান করিয়া মদীয় চিন্তা ব্যতিরিক্ত অন্য কোন চিন্তাপর না হইয়া মদীয় জীবাত্মায় ও চিদানন্দরূপিনী আমার একাত্মতা জ্ঞান করে, হে নগেন্দ্র ! তাহার সেই ভক্তিই পরাভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । তাহাতে দেবী ভিন্ন অন্য কোনও ভাবনা



ভক্তেষু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

বৈরাগ্যশ্চ চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ ॥ ২৮ ॥

ভক্তৌ কৃত্য্যাং যশ্চাপি প্রারব্ধশতো নগ ! ।

ন জায়তে মম জ্ঞানং মণিদ্বীপং স গচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

তত্র গহ্বাখিলান্ ভোগাননিচ্ছন্নপি চচ্ছতি ।

তদন্তে মম চিদ্ধপজ্ঞানং সম্যগ্ভবেন্নগ ! ।

তেন মুক্তঃ সদৈব শ্রাজ্জ্ঞানাং মুক্তির্ন চানুথা ॥ ৩০ ॥

ইহৈব যশ্চ জ্ঞানং শ্রাদ্ধদগতপ্রত্যগাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

মম সম্বিৎপরতনোস্তশ্চ প্রাণা ব্রজন্তি ন ।

ব্রহ্মৈব সংস্তুদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম বেদ যঃ ॥ ৩২ ॥

ভক্তেহিতি । যতো জ্ঞানে সতি ভক্তিবৈরাগ্যো নাক্ষে সম্পূর্ণে সিধ্যতস্তস্মাত্তক্তে বৈরাগ্যশ্চ চ যা পরাকাষ্ঠা সা জ্ঞানমিত্যর্থঃ । তদুভয়ং বিমুভাগবতে । ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরনুভব চৈব ত্রিক এককাল ইতি ॥ ২৮ ॥

মণিদ্বীপং পূৰ্ব্বোক্তং দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যমাণঞ্চ ॥ ২৯ ॥

চচ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

সংবিৎপরতনোরিতি প্রত্যগাত্মবিশেষণম্ । তশ্চ প্রাণা ইতি । ন তশ্চ প্রাণা উৎক্রামন্তীতি শ্রুতেঃ ॥ ৩২ ॥

অবকাশ লাভ করিতে পারে না ॥২৫-২৬॥ হে ভূধর ! যে ব্যক্তির হৃদয় যথার্থই এই প্রকার পরাভক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আমার চিন্মাত্ররূপে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ হে নগেন্দ্র ! বুধগণ ভক্তি এবং বৈরাগ্যের চরম সীমাকেই জ্ঞান कहিয়া থাকেন, কারণ জ্ঞানের উদয় হইলে ভক্তি ও বৈরাগ্যের সম্পূর্ণতা সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ ভক্তি করিলেও প্রারব্ধ বশতঃ যে ব্যক্তির মদীর জ্ঞান না হয়, সেই ব্যক্তি মণি দ্বীপে গমন করে ॥২৯॥ নগবর ! সেই নর সেখানে গমন করিয়া ইচ্ছা না করিলেও সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে আমার চিদ্ধপ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে । সেই জ্ঞান দ্বারা সে নিত্য মুক্তি প্রাপ্ত হয় । গিরিবর ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মুক্তি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৩০ ॥ এই স্থানেই যে ব্যক্তির আমার সংবিদ্ধপ পরম তনু স্বরূপ সেই হৃদগত প্রত্যগাত্মার জ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তির প্রাণ আর উৎক্রমণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে না, সে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় । এই বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, “যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে পারে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্ম হইয়া থাকে ।” কণ্ঠচামীকরণায়ে জ্ঞানদ্বারা তাহার সমস্ত অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায় । এইরূপে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনাশ হইলে লভ্য বস্তু

কণ্ঠচামীকরসমমজ্ঞানাত্ম তিরোহিতম্ ।

জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেন লব্ধমেব হি লভ্যতে ॥ ৩৩ ॥

বিদিতাবিদিতাদশ্রমগোত্তম ! বপুশ্চম ।

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা জলে তথা পিতৃলোকে ॥ ৩৪ ॥

ছায়াতপৌ যথা স্বচ্ছৌ বিবিক্তৌ তদ্বদেব হি ।

মম লোকে ভবেজ্জ্ঞানং দ্বৈতভানবিবর্জিতম্ ॥ ৩৫ ॥

যন্তু বৈরাগ্যবানেব জ্ঞানহীনো ত্রিয়েত চেৎ ।

ব্রহ্মলোকে বসেমিত্যং যাবৎকল্পং ততঃপরম্ ॥ ৩৬ ॥

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ভবেত্তশ্চ জনিঃ পুনঃ ।

করোতি সাধনং পশ্চাত্ততো জ্ঞানং হি জায়তে ॥ ৩৭ ॥

অনেকজন্মভীরাজন্ ! জ্ঞানং স্মার্মৈকজন্মনা ।

ততঃ সর্বপ্রযত্নেন জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

কণ্ঠচামীকরেতি । যথা কণ্ঠগতঃ বিদ্যমানমেব চামীকরং সুবর্ণমজ্ঞানেন সুবর্ণং তিরো-  
ভূতং জ্ঞানেনাজ্ঞাননাশে সতি তদেব প্রাপ্যতে নাত্তত্ত্বদেব বিদ্যমানমেবাত্মরূপমজ্ঞানেন  
তিরোভূতং পশ্চাজ্জ্ঞানেনাজ্ঞাননাশে সতি তদেব প্রাপ্যতে নাত্তদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

বিদিতাবিদিতাদিতি । বিদিতং কার্য্যং ঘটাদি । অবিদিতং কারণং মায়ারূপং তস্মাদশ্র-  
মদিত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । অত্ৰদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি । এতদর্থস্ত মংকুতে  
কেনোপনিষদ্বাষ্যব্যাখ্যানে দ্রষ্টব্যঃ । যথাদর্শে প্রতিবিশ্বং পততি তদ্বদাত্মাত্মনি দেহেহু-  
ভবো ভবতীত্যর্থঃ । যথা জলে প্রতিবিশ্বং পূর্ক্যাপেক্ষয়া বিবিক্তং তথা পিতৃলোকেহুভবো  
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মম লোকে মণিদ্বীপে । ছায়াতপয়োরিবাভ্যন্তবিবিক্তানুভব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৬

লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১—৩৩ ॥ হে নগবর ! আমার চিক্রপ তনু, বিদিত ঘটাদি এবং অবিদিত  
মায়ারূপ হইতে ভিন্ন । যেরূপ আদর্শে প্রতিবিশ্ব পতিত হয়, সেইরূপ আত্মভিন্ন দেহে  
পরমাশ্রয় ভান এবং যেরূপ জলে প্রতিবিশ্ব পতিত হয় সেইরূপ পিতৃলোকে পরমাশ্রয়  
ভান হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ যেরূপ ছায়া ও আতপের পরস্পর ভেদ পরিস্ফুটরূপে জ্ঞান হয়,  
সেইরূপ মদীয় মণিদ্বীপে দ্বৈতভানবর্জিত জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ যে ব্যক্তির  
বৈরাগ্যের উদয় হয়, সে ব্যক্তি যদি জ্ঞানহীন হইয়াও প্রাণত্যাগ করে, তথাপি কল্পকাল  
পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে । অনন্তর সেই শ্রীমান্ ব্যক্তির বিমুক্তবংশে জন্ম  
লাভ হয়, তৎপরে সেই ব্যক্তি যোগ সাধন আরম্ভ করে, তদনন্তর তাহার জ্ঞান লাভ হইয়া  
থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ গিরিরাজ ! অনেক জন্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, এক জন্মে তাহার লাভ  
হয় না, অতএব জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য ॥ ৩৮ ॥ এই

নোচেৎমহাবিনাশঃ স্ফাজ্জন্মৈতদুর্লভং পুনঃ ।  
 তত্রাপি প্রথমে বর্ণে বেদপ্রাপ্তিস্ত চুর্লভা ॥ ৩৯ ॥  
 শমাদিমট্‌কসম্পত্তির্যোগসিদ্ধিস্তথৈব চ ।  
 তথোক্তমগুরুপ্রাপ্তিঃ সর্বমেবাত্র চুর্লভম্ ॥ ৪০ ॥  
 তথেন্দ্রিয়াণাং পটুতা সংস্কৃতত্বং তনোসুখা ।  
 অনেকজন্মপুণ্যৈস্ত মোক্ষেচ্ছা জায়তে ততঃ ॥ ৪১ ॥  
 সাধনে সফলেহপ্যেবং জায়মানৈহপি যো নরঃ ।  
 জ্ঞানার্থং নৈব যততে তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ৪২ ॥  
 তস্মাদ্রাজন্ ! যথা শক্ত্যা জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ ।  
 পদে পদেহশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৩ ॥  
 স্নাতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্ ।  
 সততং মস্থয়িতব্যং মনসা মস্থানভূতেন ॥ ৪৪ ॥

নোচেৎমহাবিনাশ ইতি । তথাচ শ্রুতিঃ । ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্-  
 মহতী বিনষ্টিরিতি । প্রথমে বর্ণে ব্রাহ্মণবর্ণে তত্রাপি জন্ম চুর্লভং তত্রাপি বেদপ্রাপ্তি-  
 চুর্লভা ॥ ৩৯—৪০ ॥

সংস্কৃতত্বং বেদোক্তসংস্কারসংস্কৃতত্বম্ ॥ ৪১—৪২ ॥

শ্রবণাদিষু প্রবৃত্ত্যু ক্রমে ক্রমেহশ্বমেধফলং ভবতীত্যাহ পদে পদে ইতি । ক্রমে ক্রমে  
 ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

উপদেশসারং ভগবতী বদতি স্নাতমিবেতি । পয়সি হৃন্ধে স্নাতমিব ভূতে ভূতে সর্বদেহে-  
 দ্বিত্যর্থঃ । বিজ্ঞানং বুদ্ধি বসতি তিরোহিতং তন্মনসা মস্থানভূতেন মস্থয়িতব্যং মস্থনেন পয়সঃ  
 সকাশাৎ স্নাতমিব পৃথক্কুর্যাদিত্যর্থঃ । ইয়মপি শ্রুতিরেব কণ্ঠরবেণোপাত্তা ॥ ৪৪ ॥

মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি জ্ঞান লাভ হয়, তবে মহান্ বিনাশ সংঘটিত হইল ।  
 যেহেতু এই মানব জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, তাহাতে আবার প্রথম অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণে জন্ম লাভ  
 অত্যন্ত দুর্লভ ; সেই ব্রাহ্মণবর্ণেও আবার বেদপ্রাপ্তি অত্যন্তই দুর্লভ বলিয়া জানিবে ॥ ৩৯ ॥  
 শমপ্রভৃতি ষট্‌সম্পত্তি, যোগসিদ্ধি ও উত্তম গুরু প্রাপ্তি, ইহ লোকে এই সমস্তই দুর্লভ  
 হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ হিমবন্ ! ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপূর্ণতা ও পটুতা, বেদোক্ত তনু সংস্কার  
 এই সকলও দুর্লভ । আর তুমি নিশ্চয় জানিও যে, অনেক জন্মের সঞ্চিত পুণ্য দ্বারা  
 মোক্ষেচ্ছা জন্মিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ উক্ত সাধন সমস্ত প্রাপ্ত হইলেও যে মানব জ্ঞান লাভের  
 নিমিত্ত যত্নবান্ হয় না, তাহার জন্ম নিতান্তই নিষ্ফল ॥ ৪২ ॥ অতএব হে নগেন্দ্র ! জ্ঞান  
 লাভের নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করা কর্তব্য । তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে অশ্বমেধের ফল  
 প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ যেমন হৃন্ধমধ্যে নিগূঢ়ভাবে স্নাত বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ



জ্ঞানং লব্ধ্বা কৃতার্থঃ শ্রাদিতি বেদান্তভিণ্ডিমঃ ।

সর্বমুক্তং সমাসেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
ভক্তিমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

উপসংহরতি সর্বমুক্তমিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

সর্বদেহেই বিজ্ঞানব্রহ্ম বসতি করিয়া থাকেন। অতএব মনকে মন্থন দণ্ড করিয়া তদ্বারা  
সততই তাহা মন্থন করা কর্তব্য। তাহা হইলে শনৈঃ শনৈঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে সন্দেহ  
নাই ॥ ৪৪ ॥ জ্ঞান লাভ হইলে মানবগণ কৃতকৃতার্থ হয়, ইহা বেদান্তশাস্ত্র ভিণ্ডিম বাদ্যের  
শ্রায় সর্বত্রই ঘোষণা করিতেছেন। হে গিরিরাজ ! এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে  
সমস্তই কীর্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা করিতেছ ? ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ভক্তিমহিমা কীর্তন নামক  
সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

হিমালয় উবাচ ।

কতি স্থানানি দেবেশি ! দ্রষ্টব্যানি মহীতণে ।  
মুখ্যানি চ পবিত্রানি দেবীপ্রিয়তমানি চ ॥ ১ ॥  
ব্রতান্যপি তথা যানি ভুষ্টিদানু্যৎসবা অপি ।  
তৎসৰ্বং বদ মে মাতঃ ! কৃতকৃত্যো যতো নরঃ ॥ ২ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

সৰ্বং দৃশ্যং মম স্থানং সৰ্বৈ কাল্য ব্রতান্বকাঃ ।  
উৎসবাঃ সৰ্বকালেষু যতোহহং সৰ্বরূপিণী ॥ ৩ ॥  
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদথোচ্যতে ।  
শৃণুস্বাবহিতো ভূত্বা নগরাজ ! বচো মম ॥ ৪ ॥

---

পঞ্চাশত্তিরথাক্ষৌনৈঃ পদৈরত্র মহোৎসবাঃ ।

ব্রতানি দেব্যাঃ স্থানানি কীর্ত্যন্তে সংগ্রহেণ তু ॥

পূৰ্বং মৎস্থানদর্শনশ্রদ্ধেতুক্তং তথা ব্রতানি মম দিব্যানীতুক্তং তথা মতৎসবদিদৃক্ষা  
চ মতৎসবকৃতিস্তপেতুক্তম্ । তত্র তানি কানি স্থানানি ব্রতানি চ কানি কে তে উৎসবা  
ইত্যেতৎ সৰ্বং পৃচ্ছতি কতি স্থানানীতি ॥ ১—২ ॥

বস্মাদহং সৰ্বরূপিণী তস্মাৎ সৰ্বং দৃশ্যমাত্রং মম সন্নিদ্রপিণ্যাঃ সৰ্বাধিষ্ঠানভূত্যাঃ  
স্থানং সৰ্বত্র ময়ি কল্পিতত্বাৎ । তথা সৰ্বৈপি কাল্য ব্রতান্বকাঃ যস্মিন্ কালে ষদ্যৎ  
ক্রিয়তে মৎপ্রীত্যর্থং তৎ সৰ্বং মম ব্রতমেব মম সৰ্বকালান্বকত্বাৎ । তথা উৎসবা অঙ্গী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

---

হিমালয় কহিলেন, দেবি ! এই অবনিতলে আপনার প্রিয়তম, অতি পবিত্র, মুখ্য ও  
দ্রষ্টব্য কতগুলি স্থান আছে তাহা কীর্তন করুন । মাতঃ ! যে সকল ব্রত ও উৎসবের  
অনুষ্ঠান করিলে নরগণ কৃতকৃত্য হয়, আপনার প্রীতিপ্রদ সেই সমস্ত ব্রত ও উৎসব বিষয়  
কীর্তন করিয়া আমার বাসনা চরিতার্থ করুন ॥ ১—২ ॥

দেবী কহিলেন, হিমবন্ ! এই অধিল ভূমণ্ডলমধ্যে যে স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, সে  
সমস্তই আমার এবং সে সমস্তস্থানই দ্রষ্টব্য । আর সমস্ত কালই ব্রতান্বক ও উৎসবান্বক ।  
কারণ আমি সৰ্বকালস্বরূপিণী ; সুতরাং যে যে সময়ে যে যে কার্য সম্পাদিত  
হয়, সে সমস্তই ব্রত এবং সে সমস্তই উৎসব ॥ ৩ ॥ নগরাজ ! তথাপি শুদ্ধ জনের  
প্রীতি বাৎসল্য-নিবন্ধন কিছু কিছু বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

কোলাপুরং মহাস্থানং যত্র লক্ষ্মীঃ সদা স্থিতা ।  
 মাতুঃ পুরং দ্বিতীয়ঞ্চ রেণুকাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৫ ॥  
 তুল্জাপুরং তৃতীয়ং শ্রীসপ্তশৃঙ্গং তথৈব চ ।  
 হিঙ্গুলায়া মহাস্থানং জ্বালামুখ্যাস্থৈব চ ॥ ৬ ॥  
 শাকন্তর্য্যাঃ পরং স্থানং ভ্রামর্য্যাঃ স্থানমুত্তমম্ ।  
 শ্রীরক্তদন্তিকাস্থানং দুর্গাস্থানং তথৈব চ ॥ ৭ ॥  
 বিষ্ণ্যাচলনিবাসিন্যাঃ স্থানং সর্বোত্তমোত্তমম্ ।  
 অন্নপূর্ণামহাস্থানং কাঞ্চীপুরমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥  
 ভীমাদেব্যাঃ পরং স্থানং বিমলাস্থানমেব চ ।  
 শ্রীচন্দ্রলামহাস্থানং কোণিকীস্থানমেব চ ॥ ৯ ॥  
 নীলাম্বায়াঃ পরং স্থানং নীলপর্বতমস্তকে ।  
 জাম্বুনদেশ্বরীস্থানং তথা শ্রীনগরং শুভম্ ॥ ১০ ॥  
 গুহকাল্যা মহাস্থানং নেপালে যৎপ্রতিষ্ঠিতম্ ।  
 মীনাক্ষ্যাঃ পরমং স্থানং যচ্চ প্রোক্তং চিদম্বরে ॥ ১১ ॥  
 বেদারণ্যং মহাস্থানং সুন্দর্য্যা সমধিষ্ঠিতম্ ।  
 একাম্বরং মহাস্থানং পরশক্ত্যা প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২ ॥

কোলাপুরং দক্ষিণদেশে । মাতুঃপুরঃ সহ্যাদ্রিপর্বতে ॥ ৫—৮ ॥

চন্দ্রলা নাম দেবী কর্ণাটদেশে বর্ততে ॥ ৯—১০ ॥

চিদম্বরে হালাস্থানে ॥ ১১ ॥

একাম্বরং স্থানং ভুবনেশ্বর ইতি নাম্না পুরুষোত্তমক্ষেত্রসমিধৌ বর্ততে । পরশক্ত্যা ভুবনেশ্বর্যা প্রতিষ্ঠিতং তৎস্থানং তস্মিন্ স্থানেহপি ভুবনেশ্বর্যাহং তিষ্ঠামীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

দক্ষিণদেশে স্থিত কোলাপুর এক মহাস্থান, তথায় লক্ষ্মীদেবী নিয়তই অবস্থিতি করিয়া থাকেন । সহ্যাদ্রিপর্বতস্থ মাতৃপুর দ্বিতীয় স্থান, সেখানে রেণুকাদেবী বসতি করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ তুলজাপুর তৃতীয়, অনন্তর সপ্তশৃঙ্গ স্থান, হিঙ্গুলায় মহাস্থান, জ্বালামুখীর মহাস্থান ॥ ৬ ॥ শাকন্তরীর পরম স্থান, ভ্রামরীর স্থান, শ্রীরক্তদন্তিকা স্থান, দুর্গাস্থান ॥ ৭ ॥ সমস্ত উত্তম স্থান হইতেও উত্তম বিষ্ণ্যাচলবাসিনীর স্থান, অন্নপূর্ণার মহাস্থান, অত্যুত্তম কাঞ্চীপুর ॥ ৮ ॥ ভীমাদেবীর পরম স্থান, বিমলাদেবীর স্থান, কর্ণাটদেশস্থিত শ্রীচন্দ্রলাদেবীর স্থান, কোণিকীর স্থান ॥ ৯ ॥ নীলপর্বতের শিরোদেশে নীলাম্বার পরম স্থান, জাম্বুনদেশ্বরীর স্থান, সুশোভন শ্রীনগর ॥ ১০ ॥ নেপালদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত গুহকালীর মহাস্থান, চিদম্বরদেশে প্রতিষ্ঠিত মীনাক্ষীদেবীর পরম স্থান ॥ ১১ ॥ বেদারণ্যনামক



মহালসাপরং স্থানং যোগেশ্বর্যাস্তথৈব চ ।

তথা নীলসরস্বত্যাঃ স্থানং চীনেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥

বৈদ্যনাথে তু বগলাস্থানং সর্বোত্তমং মতম্ ।

শ্রীমচ্ছ্রীভুবনেশ্বর্যা মণিদ্বীপং মম স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীমত্রিপুরতৈরব্যাঃ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্ ।

ভূমণ্ডলে ক্ষেত্ররত্নং মহামায়াধিবাসিতম্ ॥ ১৫ ॥

নাতঃ পরতরং স্থানং কচিদস্তি ধরাতলে ।

প্রতিমাসং ভবেদেবী যত্র সাক্ষাদ্রজস্বলা ॥ ১৬ ॥

তত্রত্যা দেবতাঃ সর্বাঃ পর্বতান্নকতাং গতাঃ ।

পর্বতেষু বসন্ত্যেব মহত্যো দেবতা অপি ॥ ১৭ ॥

তত্রত্যা পৃথিবী সর্বা দেবীরূপা স্মৃতা বুধৈঃ ।

নাতঃ পরতরং স্থানং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলাৎ ॥ ১৮ ॥

মহালসাস্থানং দক্ষিণদেশে মল্লারিস্থানমিতি প্রসিদ্ধং তদস্তি । যোগেশ্বরীস্থানং বরাট্-  
দেশেহস্তি । চীনেষু চীনদেশেষু ॥ ১৩ ॥

মণিদ্বীপং তৃতীয়স্কন্ধে বর্ণিতং তন্মম ভুবনেশ্বর্যাঃ স্মৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কামাখ্যায়া মহাদেব্যাঃ সতীদেহেনাবতীর্ণায়া যোনিমণ্ডলং যত্র পতিতং কামরূপদেশে  
কালিকাপুরাণে যন্ত মহাবর্ণনং তৎকামাখ্যাযোনিমণ্ডলং ত্রিপুরতৈরব্যাঃ স্থানামিত্যর্থঃ ।  
তন্ত মহিমানং বর্ণয়তি ভূমণ্ডলে ইতি ॥ ১৫ ॥

রজস্বলা রজোবতী এতাদৃশং তজ্জাগৃহতং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

পর্বতান্নকতাং গতা ইতি । কালিকাপুরাণে সর্বমেতৎ স্পষ্টম্ ॥ ১৭—২২ ॥

মহাস্থান—যথায় স্কন্দরী নাম্নী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন, একান্তর নামক মহাস্থান—পুরুষো-  
ত্তমক্ষেত্রের সন্নিধানে ভুবনেশ্বর এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে, সেই স্থানে পরাশক্তি  
ভুবনেশ্বরী আমি সততই অবস্থিতি করিয়া থাকি ॥ ১২ ॥ মহালসার পরমস্থান—বাহা  
দক্ষিণদেশে মল্লারি নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বরাট্দেশে যোগেশ্বরের স্থান,  
চীনদেশে নীলসরস্বতীর মহাস্থান সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥ বৈদ্যনাথে অত্যুত্তম বগলার  
স্থান, শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী আমার পরম স্থান মণিদ্বীপ, তথায় আমি নিয়তই বসতি করিয়া  
থাকি ॥ ১৪ ॥ কামাখ্যা যোনিমণ্ডল, শ্রীমতী ত্রিপুরতৈরবীর পরম স্থান, সেই স্থান ভূম-  
ণ্ডলের সমস্ত স্থান অপেক্ষা উত্তম, এইস্থানে মহামায়াদেবী নিয়তই অবস্থিত আছেন,  
ইহা অপেক্ষা উত্তম স্থান ধরাতলে দ্বিতীয় নাই, এই স্থানে দেবী প্রতিমাসে রজস্বলা হইয়া  
থাকেন; তাহা তত্রত্যা পুণ্যআগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১৫—১৬ ॥ সেই স্থানে দেবতা  
সকল পর্বতময় হইয়া আছেন, সেই পর্বত সমূহে উত্তম উত্তম দেবতা সকল বসতি  
করিতেছেন ॥ ১৭ ॥ বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, সেই স্থানের সমস্ত ভূমিই দেবীর স্বরূপা

গায়ত্র্যাশ্চ পরং স্থানং শ্রীমৎপুষ্করমীরিতম্ ।  
 অমরেশে চণ্ডিকা স্মাৎপ্রভাসে পুষ্করেক্ষিণী ॥ ১৯ ॥  
 নৈমিষে তু মহাস্থানে দেবী সা লিঙ্গধারিণী ।  
 পুরহুতা পুষ্করাক্ষে আষাঢ়ো চ রতিস্তথা ॥ ২০ ॥  
 চণ্ডমুণ্ডী মহাস্থানে দণ্ডিনী পরমেশ্বরী ।  
 ভারভূতৌ ভবেদুতির্নাকুলে নকুলেশ্বরী ॥ ২১ ॥  
 চন্দ্রিকা তু হরিশ্চন্দ্রে ত্রিগিরৌ শাকরী স্মৃতা ।  
 জপেশ্বরে ত্রিশূলা স্মাৎ সূক্ষ্মা চাত্রাতকেশ্বরে ॥ ২২ ॥  
 শাকরী তু মহাকালে শর্কবাণী মধ্যমাভিধে ।  
 কেদারাখে মহাক্ষেত্রে দেবী সা মার্গদায়িনী ॥ ২৩ ॥  
 ভৈরবাখে ভৈরবী সা গয়ায়াং মঙ্গলা স্মৃতা ।  
 স্থানুপ্রিয়া কুরুক্ষেত্রে স্বায়ম্ভুব্যপি নাকুলে ॥ ২৪ ॥  
 কনথলে ভবেদুগ্রা বিশেষা বিমলেশ্বরে ।  
 অট্টহাসে মহানন্দা মহেশ্বরে তু মহাস্তকা ॥ ২৫ ॥  
 ভীমে ভীমেশ্বরী প্রোক্তা স্থানে বজ্রাপথে পুনঃ ।  
 ভবানী শাকরী প্রোক্তা রুদ্রাণী ত্বর্দ্ধকোটিকে ॥ ২৬ ॥  
 অবিমুক্তে বিশালাক্ষী মহাভাগা মহালয়ে ।  
 গোকর্ণে ভদ্রকর্ণী স্মাদুদ্রা স্মাদুদ্রকর্ণকে ॥ ২৭ ॥

মহাকালে উজ্জয়িন্ধ্যাম্ । মধ্যমাভিধে মধ্যমেশ্বরস্থানে ॥ ২৩ ॥

নাকুলে স্থানে স্বায়ম্ভুবী দেবী বর্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

কামাখ্যা ষোনিমণ্ডল অপেক্ষা উত্তম স্থান আর নাই ॥ ১৮ ॥ পুষ্করতীর্থ গায়ত্রীর পরম  
 স্থান, অমরেশে চণ্ডিকার স্থান, প্রভাসে পুষ্করেক্ষিণীর পরমোত্তম স্থান বিদ্যমান আছে ॥ ১৯ ॥  
 নৈমিষ নামক মহাস্থানে লিঙ্গধারিণী দেবী অবস্থিতি করিয়া থাকেন, পুষ্করাক্ষস্থানে পুরহুতা  
 আষাঢ়িতে রতি ॥ ২০ ॥ মহাস্থানে চণ্ডমুণ্ডী দণ্ডিনী পরমেশ্বরী বাস করিয়া থাকেন,  
 ভারভূতিতে ভূতি, নাকুলে নকুলেশ্বরী ॥ ২১ ॥ হরিশ্চন্দ্রে চন্দ্রিকা, ত্রিগিরিতে শাকরী,  
 জপেশ্বরে ত্রিশূলা, আত্রাতকেশ্বরে সূক্ষ্মা ॥ ২২ ॥ উজ্জয়িনীতে শাকরী, মধ্যম নামক স্থানে  
 শর্কবাণী, কেদারাখ্য মহাক্ষেত্রে মার্গদায়িনী ॥ ২৩ ॥ ভৈরব নামক স্থানে প্রসিদ্ধা ভৈরবী,  
 গয়াক্ষেত্রে মঙ্গলা, কুরুক্ষেত্রে স্থানুপ্রিয়া, নাকুলে দেবী স্বায়ম্ভুবী ॥ ২৪ ॥ কনথলে উগ্রা,  
 বিমলেশ্বরে বিশেষা, অট্টহাসে মহানন্দা, মহেশ্বরে মহাস্তকা ॥ ২৫ ॥ ভীমে ভীমেশ্বরী,  
 বজ্রাপন্ন নামক স্থানে ভবানী শাকরী, ত্বর্দ্ধকোটিকে রুদ্রাণী ॥ ২৬ ॥ অবিমুক্তে বিশালাক্ষী,

উৎপলাক্ষী স্বর্ণাক্ষে স্থানীশা স্থানুসংজ্ঞিকৈ ।  
 কমলালয়ে তু কমলা প্রচণ্ডা ছগলগুকে ॥ ২৮ ॥  
 কুরুলে ত্রিসঙ্ক্যা স্থান্যাকোটে মুকুটেশ্বরী ।  
 মণ্ডলেশে শাণ্ডকী স্থাৎকালী কালঞ্জরে পুনঃ ॥ ২৯ ॥  
 শঙ্কুকর্ণে ধ্বনিঃ প্রোক্তা স্থূলা স্থাৎস্থূলকেশ্বরে ।  
 জ্ঞানিনাং হৃদয়াভ্যোজে হুল্লোখা পরমেশ্বরী ॥ ৩০ ॥  
 প্রোক্তানীমানি স্থানানি দেব্যাঃ প্রিয়তমানি চ ।  
 তত্তৎক্ষেত্রস্থ মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা পূৰ্ব্বং নগোত্তম ! ।  
 তদুত্তেন বিধানেন পশ্চাদ্ভ্যোং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩১ ॥  
 অথবা সৰ্বক্ষেত্রানি কাশ্চাং সন্তি নগোত্তম ! ।  
 তত্র নিত্যং বসেন্নিত্যং দেবীভক্তিপরায়ণা ॥ ৩২ ॥  
 তানি স্থানানি সম্প্রশৃঙ্গপদ্মেবীশ্বরসুতরম্ ।  
 ধ্যায়ন্তু চরণাভ্যোজং যুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ ॥ ৩৩ ॥  
 ইমানি দেবীনামানি প্রাতঃকালং যঃ পঠেৎ ।  
 ভস্মীভবন্তি পাপানি তৎক্ষণাৎ সত্বরম্ ॥ ৩৪ ॥

ছগলগুকে ইদং স্থানং দক্ষিণদেশে সমুদ্রসন্নিধৌ তিষ্ঠতি ॥ ২৮—২৯ ॥

হুল্লোখাপদব্যাংপত্তির্ধামলে ভুবনেশ্বরীরহস্তে । হৃদি লেখেব জাগর্তি প্রাণশক্তিরিয়ং পরা । হুল্লোখা কথ্যতে তস্মাদিতি ॥ ৩০—৩১ ॥

মহালয়ে দেবী মহাভাগা, গোকর্ণে ভদ্রকর্ণী, ভদ্রকর্ণকে ভদ্রা ॥ ২৭ ॥ স্বর্ণাক্ষে উৎপলাক্ষী, স্থানু নামক স্থানে স্থানীশা, কমলালয়ে কমলা, দক্ষিণদেশে সমুদ্র সন্নিধানে স্থিত ছগলগুক নামক স্থানে চণ্ডা ॥ ২৮ ॥ কুরুলে ত্রিসঙ্ক্যা, মাকটে মুকুটেশ্বরী, মণ্ডলেশে শাণ্ডকী, কালঞ্জরে কালী, শঙ্কুকর্ণে ধ্বনি, স্থূলকেশ্বরে স্থূলা এবং জ্ঞানিগণের হৃদয়-কমলে পরমেশ্বরী হুল্লোখা দেবী বসতি করিয়া থাকেন ॥ ২৯—৩০ ॥ এই যে যে স্থান উক্ত হইল তৎসমস্তই দেবীর প্রিয়তম স্থান । প্রথমে সেই সমস্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই সেই বিধি দ্বারা পশ্চাৎ দেবীর পূজা করা কর্তব্য ॥ ৩১ ॥ অথবা হে নগেন্দ্র ! কাশীতেই পুণ্যক্ষেত্র সমস্তই বিদ্যমান আছে, দেবী তথায় নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন । মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া সেই স্থান সকল সন্মর্শন পূর্বক দেবীর জপপরায়ণ হইয়া তাঁহার চরণাবুজ ধ্যান করিলে নিশ্চয়ই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩২—৩৩ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উথিত হইয়া দেবীর এই সকল নাম পাঠ করে, সেই ব্যক্তির সমস্ত পাপরাশিই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৩৪ ॥ শ্রীক-



শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতাশ্চমলানি দ্বিজাগ্রতঃ ।  
 মুক্তান্তঃপিতরঃ সর্বৈ প্রয়াস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৫ ॥  
 অধুনা কথয়িষ্যামি ব্রতানি তব শ্রুত ! ।  
 নারীভিঃ নরৈশ্চৈব কর্তব্যানি প্রব্রুতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ব্রতমনস্তৃতীয়াখ্যং রসকল্যাণিনীব্রতম্ ।  
 আর্জানন্দকরং নাম্না তৃতীয়ায়াং ব্রতঞ্চ যৎ ॥ ৩৭ ॥  
 শুক্রবারব্রতঞ্চৈব তথা কৃষ্ণচতুর্দশী ।  
 ভৌমবারব্রতঞ্চৈব প্রদোষব্রতমেব চ ॥ ৩৮ ॥  
 যত্র দেবো মহাদেবো দেবীং সংস্থাপ্য বিষ্ণুতরে ।  
 নৃত্যং কৰোতি পুরতঃ সার্কং দেবৈর্নিশামুখে ॥ ৩৯ ॥  
 তত্রোপোষ্য রজশ্চাদৌ প্রদোষে পূজয়েচ্ছিবাম্ ।  
 প্রতিপদঞ্চ বিশেষেণ তদেবীপ্রীতিকারকম্ ॥ ৪০ ॥  
 সোমবারব্রতঞ্চৈব মমাত্তিপ্রিয়কৃৎসগ ! ।  
 তত্রাপি দেবীং সম্পূজ্য রাত্ৰৌ ভোজনমাচরেৎ ॥ ৪১ ॥  
 নবরাত্রদ্বয়ঞ্চৈব ব্রতং প্রীতিকরং মম ॥ ৪২ ॥

ব্রতমনস্তৃতীয়াখ্যমিতি । ইমানি তৃতীয়াব্রতানি মৎস্তপুরাণে প্রসিদ্ধানি । তদ্বিধিঃ তত্রৈবোক্তঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

যত্র প্রদোষকালে ॥ ৩৯ ॥

নিশামুখে রজনীমুখে । তন্মাৎপ্রদোষব্রতং দেব্যাঃ শিবস্ত চ সিদ্ধম্ ॥ ৪০—৪১ ॥

নবরাত্রদ্বয়ঞ্চৈবেতি তচ্চ শারদং বাসন্তিকঞ্চ । চকারেণ পূর্বোক্তমপি মাঘাবাদৃশং নব-  
 রাত্রদ্বয়ং গ্রাহম্ ॥ ৪২ ॥

কালে দ্বিজগণের সম্মুখে দেবীর এই সকল অমল নাম পাঠ করিলে তাহার পিতৃগণ পাপ হইতে পরিস্কৃত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥

হে শ্রুত ! যে যে ব্রত নরগণ ও নারীগণের যত্নপূর্বক করা কর্তব্য, এক্ষণে আমি তৎসমস্তই কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥ অনন্ত তৃতীয়াখ্য ব্রত, রসকল্যাণিনী ব্রত, আর্জানন্দকরব্রত তৃতীয়াতে এই তিনটি ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩৭ ॥ শুক্রবার ব্রত, কৃষ্ণচতুর্দশী ব্রত, মঙ্গলবার ব্রত ও প্রদোষ ব্রত । এই ব্রতে প্রদোষকালে মহাদেব দেবীকে আসনে সংস্থাপিত করিয়া দেবতাগণের সহিত তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকেন । এই ব্রতে উপবাস করিয়া রজনীর আরম্ভ সময়ে মঙ্গলদায়িনী দেবীর পূজা করিবে । বিশেষতঃ প্রতিপদে এইরূপে দেবীর পূজা করিলে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ নগবর ! সোমবারব্রত আমার অত্যন্ত প্রীতিকর, তাহাতে দেবীর পূজা করিয়া রাত্রিকালে

এবমন্যাপি বিভো ! নিত্যনৈমিত্তিকানি চ ।

ব্রতানি কুরুতে যো বৈ মৎপ্রীত্যর্থং বিমৎসরঃ ।

প্রাপ্নোতি মম সাযুজ্যং স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

উৎসবানপি কুর্বীত দোলোৎসবমুখান্ বিভো ! ॥ ৪৪ ॥

শয়নোৎসবং যথা কুর্যাদুথ জাগরণোৎসবম্ ।

রথোৎসবঞ্চ মে কুর্যাদমনোৎসবমেব চ ॥ ৪৫ ॥

পবিত্রোৎসবমেবাপি শ্রাবণে প্রীতিকারকম্ ।

মম ভক্তঃ সদা কুর্যাদেবমন্যান্মহোৎসবান্ ॥ ৪৬ ॥

এবমন্যাপীতি । অন্যান্যপ্যপাঙ্গললিতাব্রতাদীনি ব্রতানি পুরাণান্তরেণ তদ্রাস্তরে-  
ষপ্যুক্তানীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

দোলোৎসবমুখানিতি । তদ্বিধিচ্চ তত্রৈবোক্তঃ । দেবীপুরাণে । চৈত্রশুক্রতৃতীয়ায়াং কুর্যাদ-  
দোলোৎসবং বুধঃ । তৃতীয়ায়াং বজ্রদেবীঃ শঙ্করেণ সমন্বিতাম্ । কুঙ্কমাঙ্কুরকপূরমণি-  
বস্ত্রমৃগকটেকঃ । অগ্নিগন্ধধূপদীপৈশ্চ দমনেন বিশেষতঃ । আন্দোলয়েত্ততো বৎস ! শিবো-  
মাতৃষ্টয়ে সদ্বেতি ॥ ৪৪ ॥

শয়নোৎসবমিতি । তৎকালশ্চ বামনপুরাণে উক্তঃ । আষাঢ়ে পৌর্ণমাসীত উত্তরায়ণ  
তৃতীয়া তদ্রূপঃ । তথা জাগরণোৎসবকালশ্চ কার্ত্তিকপৌর্ণমাসীত উত্তরায়ণ তৃতীয়া তদ্রূপঃ ।  
শয়নোৎসববিধির্জাগরণোৎসববিধিচ্চ সর্বদেবতাস্থ সমানঃ । দেবতান্তেদেন তু কালভেদ  
এব কেবলং ভিন্নঃ । সর্বং চেদং বামনপুরাণে স্পষ্টম্ । রথোৎসবমিতি । তদ্বিধিচ্চোমা-  
সংহিতায়াং শিবপুরাণে । আষাঢ়শুক্রপক্ষীয়তৃতীয়ায়াং রথোৎসবম্ । দেব্যা প্রিয়তমং কুর্যাদ  
যথা বিভানুসারতঃ । রথং পৃথ্বীং বিজানীয়াত্থাৎ চৈত্রভাস্করৌ । বেদানশ্চানুবিজানীয়াৎ  
সারথিং পদ্মসম্ভবম্ । নানামণিগণাকীর্ণং পুষ্পমালাবিরাজিতম্ । এবং রথং কল্পয়িত্বা  
তন্মিহ সংস্থাপয়েচ্ছিবাম্ । লোকসংরক্ষণার্থায় লোকান্ ত্রিষ্টুং পরাশ্রিকা । রথমধ্যে সংস্থি-  
তেতি ভাবয়েন্নতিমায়রঃ । রথে প্রচলিতে মনঃ জয়শব্দমুদীরয়েৎ । পাহি দেবি ! জনা-  
নশ্চান্ প্রপন্নান্ দীনবৎসলে ! । ইতি বাটেক্যন্তোষয়েচ্চ নানাবাদিত্রিনিঃস্বটেনঃ । সীমান্তে  
তু রথং নীত্বা তত্র সম্পূজয়েদ্রথং । নানান্তোত্রৈস্ততঃ স্তম্বাপ্যানয়েস্তাং স্ববেশ্মনীতি । দম-  
নোৎসবশ্চৈত্রপৌর্ণমাস্তাম্ । তদ্বিধিচ্চ ধর্মশাস্ত্রে তন্ত্রে চ প্রসিদ্ধ এব ॥ ৪৫ ॥

পবিত্রোৎসবমিতি । স চ শ্রাবণপৌর্ণমাস্তাম্ তদ্বিধিচ্চ ধর্মশাস্ত্রে তন্ত্রে চ প্রসিদ্ধ  
এব ॥ ৪৬—৪৭ ॥

ভোজন করা কর্তব্য ॥ ৪১ ॥ শরৎকালে এবং বসন্তকালে কর্তব্য নবরাত্র নামক ব্রতদ্বয়  
আমার অত্যন্ত প্রীতিকর । আমার প্রীতির নিমিত্ত যে ব্যক্তি বিমৎসর হইয়া এইরূপ ও  
অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ব্রত সকলের অনুষ্ঠান করে সেই ব্যক্তিই আমার ভক্ত ও প্রিয় ।  
সে নিশ্চয়ই আমার সাযুজ্যরূপ যুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে নগরাজ !  
চৈত্রমাসের শুক্র-তৃতীয়া-কর্তব্য দোলোৎসব প্রভৃতি আমার প্রীতিকর উৎসব সকলের  
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । আমার ভক্তগণ আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসীতে শয়নোৎসব,  
কার্ত্তিক পৌর্ণমাসীতে জাগরণোৎসব, আষাঢ় শুক্র তৃতীয়া তিথিতে রথোৎসব, চৈত্র

মমুক্তান্ ভোজয়েৎপ্রীত্যা তথা চৈব সুবাসিনীঃ ।

কুমারীকর্টুকাস্চাপি মদ্বুধ্যা তদগতান্তরঃ ।

বিশ্বশাঠ্যেন রহিতো যজ্ঞেদেতান্ সুমাদিভিঃ ॥ ৪৭ ॥

য এবং কুরুতে ভক্ত্যা প্রতিবর্ষমতচ্ছিতঃ ।

স ধন্যঃ কৃতকৃত্যোহসৌ মৎপ্রীতেঃ পাত্রমঞ্জসা ॥ ৪৮ ॥

সর্বমুক্তং সমাসেন মম প্রীতিপ্রদায়কম্ ।

নাশিম্যায় প্রদাতব্যং নাতক্তায় কদাচন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে ত্রতকথনং  
তথা দেব্যাঃ স্থানবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সুমাদিভিঃ কুসুমাদিভিরেতান্ কুমারীকর্টুকবান্ধবান্ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

পৌর্ণমাসীতে দমনোৎসব এবং শ্রাবণ মাসে আমার প্রিয়তর পবিত্রোৎসব এবং অশ্বিন  
নানাবিধ উৎসব করিবে ॥ ৪৪—৪৬ ॥ এই সমস্ত উৎসব সময়ে প্রীতিপূর্বক আমার ভক্তগণকে  
এবং বজ্রালঙ্কৃত কুমারী ও বালকগণকে আমার স্বরূপ ভাবিয়া তদগত মানসে যত্নসহকারে  
ভোজন করাইবে । এই সকল কার্যের অনুষ্ঠানে বিশ্বশাঠ্য বিবর্জিত হইয়া কুসুমাদি দ্বারা  
আমার পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥ যে মানব, অবহিতচিত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে প্রতিবৎসর এই  
সকল কার্যের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া আমার প্রীতিপাত্র  
হয় ॥ ৪৮ ॥ নগেজ ! এই আমি তোমার নিকট আমার প্রীতিদায়ক ত্রতাদির বিষয়  
সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম । যে যে ব্যক্তি শিষ্য কিনা আমার ভক্ত নহে, তাহাদিগকে এই  
সকল উপদেশ প্রদান করা কখনই কর্তব্য নহে ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রতকথন ও দেবীস্থানকথন নামক

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## উনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

হিমালয় উবাচ ।

দেবদেবি ! মহেশানি ! করুণাসাগরেহস্থিকে ! ।

ক্ৰহি পূজাবিধিঃ সম্যগ্যথাবদধুনা নিজম্ ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বক্ষ্যে পূজাবিধিঃ রাজমন্ত্রিকায়া যথা প্রিয়ম্ ।

অত্যন্তশ্রদ্ধয়া সার্কং শৃণু পর্বতপুঙ্গব ! ॥ ২ ॥

দ্বিবিধা মম পূজা শ্রাদ্ধাহা চাভ্যন্তরাপি চ ।

বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা ।

বৈদিক্যর্চাপি দ্বিবিধা মূর্তিভেদেন ভূধর ! ॥ ৩ ॥

বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্ষ্যা বেদদীক্ষাসমম্বিতৈঃ ।

তন্ত্রোক্তদীক্ষাবস্তিস্ত তান্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেৎ ॥ ৪ ॥

ইথং পূজারহস্যঞ্চ ন জ্ঞাহ্য বিপরীতকম্ ।

করোতি যো নরো মূঢ়ঃ স পতত্যেব সর্বথা ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদৈরথ পূজনম্ ।

ভগবত্যাঃ কথ্যতেহত্র যেন দেবী এসীদতি ।

পূর্বং বহুশ্চ শৃণু পূজায়া মহিমানং শ্রদ্ধা পূজাবিধিঃ পৃচ্ছতি দেবদেবীতি ॥ ১—৩ ॥

মূর্তিভেদেন বক্ষ্যমাণেন । বেদোক্তদীক্ষাসমম্বিতৈর্বৈদিকৈঃ বৈদিকী বেদোক্তপ্রকারা পূজা কর্তব্যোত্যর্থঃ । সা চ বিরাট্ স্বরূপস্ত পূর্বং দেব্যা দর্শিতস্ত ধ্যানরূপা প্রথম । দ্বিতীয়া তু করচরণাদিবিশিষ্টাঃ সূকুমারাঃ ভগবতীমূর্তিঃ ধ্যাহ্য বেদোক্তমন্ত্রৈরাবাহনাদিবিসর্জনাস্তং কুর্যাদিতি দ্বিতীয়া পূজা । ইতোবং মূর্তিভেদেন বৈদিকী পূজা দ্বিবিধেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তান্ত্রিক্যা অধিকারিণমাহ তন্ত্রোক্তেতি । কুণ্ডমণ্ডপাদিপূরঃসরং তান্ত্রিকমন্ত্রৈর্দীক্ষাং কুর্ক-  
স্তিস্তান্ত্রিকী তন্ত্রোক্তবিধিনা পূজা কর্তব্যোত্যর্থঃ । ন জ্ঞাহ্যেতি । যস্ত যস্তাং পূজারামধিকারস্তত্র

হিমালয় বলিলেন, দেবি ! মহেশ্বর ! আপনি করুণার সাগর এবং জগতের জননী, আপনি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্বক আপনার সমস্ত পূজার বিধি সবিস্তরে কীর্তন করুন ॥ ১ ॥ দেবী কহিলেন, পর্বতরাজ ! আমি আমার প্রীতিকর পূজাবিধি কহিতেছি তুমি নিরতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ আমার পূজা প্রথমতঃ বাহ্য ও আভ্য-  
ন্তরভেদে দুই প্রকার, এই বাহ্য পূজা আবার বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ ; বৈদিক পূজাও আমার মূর্তিভেদে দুই প্রকার ; বেদমন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তি বৈদিক বিধি সমূহ দ্বারা বৈদিকীপূজা এবং তন্ত্রোক্তমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা তান্ত্রিকী পূজার অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩-৪ ॥ যে মূঢ় মানব এই প্রকার পূজারহস্য অবগত হইয়াও ইহার বিপরীত আচরণ

তত্র যা বৈদিকী প্রোক্তা প্রথমা তাং বদাম্যহম্ ॥ ৬ ॥

যন্মে সাক্ষাৎপরং রূপং দৃষ্টবানসি ভূধর ! ।

অনন্তশীর্ষনয়নমনস্তচরণং মহৎ ॥ ৭ ॥

সর্বশক্তিসমায়ুক্তং প্রেরকং যৎপরাৎপরম্ ।

তদেব পূজয়েমিত্যং নমেদ্ ধ্যায়েৎস্মরেদপি ॥ ৮ ॥

ইত্যেতৎপ্রথমার্চায়াঃ স্বরূপং কথিতং নগ ! ।

শান্তঃ সমাহিতমনা দস্তাহঙ্কারবর্জিতঃ ॥ ৯ ॥

তৎপরো ভব তদ্যাজী তদেব শরণং ব্রজ ।

তদেব চেতসা পশ্য জপ ধ্যায়স্ব সর্বদা ॥ ১০ ॥

অনন্তয়া প্রেমযুক্তভক্ত্যা মদ্যাবমাত্রিতঃ ।

যজৈর্জজ তপোদানৈর্ন্যামেব পরিতোষয় ॥ ১১ ॥

ইথং মমানুগ্রহতো মোক্ষ্যসে ভববন্ধনাৎ ।

যৎপরা যে মদাসক্তচিত্তা ভক্তবরা মতাঃ ।

প্রতিজ্ঞানে ভবাদম্মাদুন্ধরাম্যচিরেণ তু ॥ ১২ ॥

তং ন জ্ঞাত্বৈতদ্যর্থঃ । বিপরীতকং বৈদিকস্তান্ত্রিকং কৰোতি তান্ত্রিকো বৈদিকং কৰোতী-  
ত্যেবং রূপং যঃ কৰোতি মূঢ়ঃ স পতত্যেব নরকাদিষু শিবঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । যো বৈ স্বাং  
দেবতামতিযজতে ন স্বাং দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতীতি ।  
অতিযজতে তাজতি চ্যবতে গৃহীতি । স্বাং দেবতামিতি স্মোচিতমার্গোপলক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

তত্র বৈদিক্যর্চা যা এব স্বরূপং প্রাশস্ত্যকং বদতি তত্র যা বৈদিকীতি । প্রথমামিতি ।  
বৈদিকী তান্ত্রিকী তথেষতি বাক্যোক্তাং প্রথমাং বৈদিকীমিত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥

শান্ত্যাদিযুক্তো বৈদিকীং পূজাং কুর্যাদিত্যাহ শান্তঃ সমাহিত ইতি ॥ ৯ ॥

তৎপরস্তনম বিরাট স্বরূপমেব পরমুৎকৃষ্টং যন্ত স তৎপরঃ ॥ ১০ ॥

মামেব বিরাটস্বরূপাম্ ॥ ১১—১৩ ॥

করে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকারে নষ্ট হইয়া নরকে পতিত হয় ॥ ৫ ॥ তন্মধ্যে প্রথমে বৈদিকী  
পূজার বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর । হে ভূধর ! তুমি যে আমার অনন্তশীর্ষ, অনন্ত নয়ন, অনন্ত  
চরণ ও সর্ব-শক্তি-সমবিশিষ্ট জীবগণের বুদ্ধির প্রেরক, পরাৎপর, অতিমহৎ, পরম সূক্তি দর্শন  
করিয়াছ, তাহাকেই পূজা করিবে, নমস্কার করিবে, স্মরণ করিবে এবং ধ্যান করিবে ॥ ৬—৮ ॥

হে নগেন্দ্র ! এই আমি প্রথম পূজার স্বরূপ কীর্তন করিলাম । শান্ত, সমাহিতচিত্ত, দস্ত ও  
অহঙ্কারবর্জিত এবং তন্নিষ্ঠ হইয়া তাহারই যাগ কর, তাহারই শরণাগত হও, মনোমন্দিরে  
তাহাকেই অবলোকন কর, এবং সতত তাহারই জপ ও তাহারই ধ্যান কর ॥ ৯—১০ ॥

অনন্তগামিনী প্রেমপূরিত ভক্তি দ্বারা মদীর ভাব আশ্রয় করিয়া যজ, তপস্তা ও দান দ্বারা  
আমার সন্তোষ সাধন কর । তাহাতে আমার অনুগ্রহদ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পারিবে ।

ধ্যানেন কর্মযুক্তেন ভক্তিজ্ঞানেন বা পুনঃ ।

প্রাপ্যাহং সর্বথা রাজস্ব তু কেবলকর্মভিঃ ॥ ১৩ ॥

ধর্মাৎসম্ভার্যতে ভক্তির্ভক্ত্যা সম্ভার্যতে পরম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতং যৎ স ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ।

অন্যশাস্ত্রেণ যঃ প্রোক্তো ধর্মাভাসঃ স উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেচ্চ মতো বেদঃ সমুখিতঃ ।

অজ্ঞানস্য মমাতাবাদপ্রমাণা ন চ শ্রুতিঃ ॥ ১৬ ॥

স্মৃতয়শ্চ শ্রুতেরর্থং গৃহীত্বৈব চ নির্গতাঃ ।

মম্বাদীনাং স্মৃতীনাঞ্চ ততঃ প্রামাণ্যমিষ্যতে ॥ ১৭ ॥

কচিৎ কদাচিত্তদ্বার্থকটাক্ষেণ পরোদিতম্ ।

ধর্মঃ বদন্তি সোহংশস্ত নৈব গ্রাহোহস্তি বৈদিকৈঃ ॥ ১৮ ॥

নহু তর্হি কেবলং কর্ম নিরর্থকমিতি চেদ্রোত্যাহ ধর্মাৎ সম্ভার্যতে ভক্তিরিতি । যদি কর্ম নাচরিতং তদা পাপকর্যাতাবাত্তিকিরেব হ্রলতা শ্রাৎ । ভক্তেরভাবাচ্চ পরং বুদ্ধাপ্যত্যন্তং শ্রাদিতি কর্মাচরণং সার্থকমেবেতি ভাবঃ । পরমিতি । জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তচ্চ কর্ম নাশ্রুশাস্ত্রোদিতম্ । কিন্তু বেদোক্তমেবেত্যাহ শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতমিতি । যদুদিতং কর্ম স ধর্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

কিমিতি বেদোক্ত এব ধর্মো নাশ্রুশাস্ত্রোদিত ইতি চেত্তত্রাহ সর্বজ্ঞাদিতি । সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তের্মতো মৎস্বরূপাৎ বেদঃ সমুখিতঃ তদা মমাজ্ঞানাতাবাদ্যম্ময়োক্তং তৎ সত্যমেবেতি শ্রুতিনাপ্রমাণম্ । বেদাতিরিক্তশাস্ত্রানি স্বজপুরুষবুদ্ধিকল্পিতানি ততশ্চাজ্ঞপ্রণীতবাদপ্রমাণাত্তেবেতি তদ্রূপো ধর্মো ধর্মাভাসঃ বেদোক্ত এব তু ধর্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নহু মম্বাদিস্মৃতীনামপ্যেবং রীত্যা প্রামাণ্যভাব আগত ইতি চেত্তত্রাহ স্মৃতয়শ্চেতি । শ্রুত্যা এব তু স্মৃতিভিক্রচ্যতে ততো মূলভূতশ্রুতেঃ প্রামাণ্যাস্তমূলকস্মৃতীনামপি প্রামাণ্যমব্যাহতমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নহু মম্বাদিস্মৃতীনাং পুরাণানাঞ্চ সপ্রমাণত্বে তদুদ্ভাবিধানবামাচারাদিবেদবিক্রদ্ধাচারস্ত চ পুরাণস্মৃতিবু সৎবাৎ গ্রাহত্বং শ্রাদিতি চেত্তত্রাহ কচিৎ কদাচিদিতি । তদ্বার্থকটাক্ষেণ

সন্দেহ নাই । এইরূপে যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে একান্ত আসক্তচিত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই ভক্তজনের অগ্রগণ্য । আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি যে, নিশ্চয়ই তাহাকে এই ভবসমুদ্র হইতে অচিরে উদ্ধার করিব ॥ ১১—১২ ॥ হে নগরাজ ! কর্মযুক্ত ধ্যান এবং ভক্তিসমবহিত জ্ঞান দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে । কেবল কর্ম দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই । হিমবন্ ! ধর্ম হইতে ভক্তির উৎপত্তি হয়, এবং ভক্তি হইতে পরম জ্ঞান অন্নিয়া থাকে ॥ ১৩—১৪ ॥ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, মহর্ষিগণ তাহাকেই ধর্ম এবং অন্ত্যস্ত শাস্ত্রে যাহা উক্ত হয়, তাহাকে ধর্মাভাস কহিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিবিশিষ্ট মদীর স্বরূপ হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে । আমার অজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত বেদ সকল কিছুতেই অপ্রমাণ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥ বেদের অর্থ গ্রহণ



অন্তেষাং শাস্ত্রকর্তৃণামজ্ঞানপ্রভবত্বতঃ ।

অজ্ঞানদোষকুষ্ঠেদ্বাস্তদুজ্জৈর্ম প্রমাণতা ।

তস্মান্মুখুর্ধ্বম্মার্থং সর্বথা বেদমাশ্রয়েৎ ॥ ১৯ ॥

রাজাজ্ঞা চ যথা লোকে হস্ততে ন কদাচন ।

সর্বেশাশ্রা মমাজ্ঞা সা শ্রুতিস্ত্যাজ্যা কথং নৃতিঃ ॥ ২০ ॥

মদাজ্ঞারক্ষণার্থস্ত ব্রহ্মক্ষত্রিয়জাতরঃ ।

ময়া সৃষ্টাস্ততো জ্ঞেয়ং রহস্যং মে শ্রুতের্বচঃ ॥ ২১ ॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভূধর ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা বেশান্ বিভ্রম্যহম্ ॥ ২২ ॥

দেবদৈত্যবিভাগশ্চাপ্যতএবাতবম্প ! ॥ ২৩ ॥

তদ্বার্থাবলোকনেন পরোদিতং বেদাতিরিক্তশাস্ত্রোদিতমপি ধর্মং বদন্তি । স ধর্মঃ প্রত্যক্ষ-  
শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎকৃতোহপি ন বৈদিকৈগ্রাহ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তত্র হেতুমাহ অন্তেষাং শাস্ত্রকর্তৃণামিতি ॥ ১৯ ॥

সর্বেশাশ্রাঃ সর্বেশ্বর্যা মম সা শ্রুতিরাজ্ঞাস্তি সা নৃতিঃ কথং ত্যাজ্যেত্যর্থঃ । তথাচ  
কূর্মপুরাণে দেবীবাক্যং বাদশাধ্যায়ে । মমৈবাজ্ঞা পরাশক্তির্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী । ঋগ্বেজুঃ-  
সামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ততে ইতি ॥ ২০ ॥

মমাজ্ঞাত্ততশ্রুতিরক্ষণার্থং ময়া মহান্ যত্নঃ কৃতোহস্মীত্যাহ । মদাজ্ঞেতি । ততস্তস্মা-  
দ্রুতোজ্ঞেয়ং শ্রুতের্বচো মে মম রহস্যমস্মীতি ॥ ২১ ॥

বেশান্ শাকন্তর্যাদিরামকৃষ্ণাদ্যবতারান্ ॥ ২২ ॥

অতএবেতি । বেদসংরক্ষকা দেবাস্ত্রাশকাদৈত্যা ইতি বিভাগো বেদসম্ভাবাদেব জাত  
ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

করিয়া শ্রুতিশাস্ত্র সকল প্রণীত হইয়াছে । অতএব মনু প্রভৃতি মহর্ষিপ্রণীত শ্রুতি ও পুরাণ  
শাস্ত্র সমূহের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ কোন কোন স্থলে কখন কখন তদ্বার্থে  
কটাক্ষ করিয়া বেদাতিরিক্ত শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে । সেই শাস্ত্রাংশে ধর্মের বিষয় উক্ত  
হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই ধর্মের প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধতা নিবন্ধন তাহা বৈদিকগণের গ্রাহ্য  
নহে ॥ ১৮ ॥ অত্যাশ্র শাস্ত্রকর্তাদিগের অজ্ঞানতা বিদ্যমান আছে, অতএব অজ্ঞানদোষে  
দূষিত বলিয়া তাহাদিগের উক্তি সপ্রমাণ হইতে পারে না । সেই নিমিত্ত মোক্ষাভিলাষী  
মানবগণ ধর্মের লাভের নিমিত্ত সর্বতোভাবে বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ১৯ ॥ যেমন  
লোকমধ্যে কখনই রাজাজ্ঞা ব্যাহত হয় না, সেইরূপ সর্বেশ্বরী আমার আজ্ঞারূপা সেই  
শ্রুতি, নরগণ কর্তৃক কখনই পরিত্যক্ত হয় না ॥ ২০ ॥ আমি, আমার আজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত  
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব শ্রুতিশাস্ত্রে মদীয় রহস্য বিদ্যমান আছে,  
সেই নিমিত্ত শ্রুতির বাক্য অবশ্যই বুধগণের জ্ঞেয় ও সেবনীয় সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ হে ভূধর !  
কখন যে সময়ে ধর্মের ক্ষীণাবস্থা এবং অধর্মের উন্নতি হয়, আমি সেই সেই সময়ে শাকন্তরী  
ও রাম কৃষ্ণাদি বেশে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥ রাজন্ ! এই নিমিত্তই

যে ন কুর্বন্তি তদ্ব্যং তচ্ছিক্ষার্থং ময়া সদা ।  
 সম্পাদিতাস্ত নরকাজ্ঞাসো যচ্ছবণাস্তবেৎ ॥ ২৪ ॥  
 যো বেদধর্মমুক্ত্যিত্য ধর্মমন্ত্ৰং সমাশ্রয়েৎ ।  
 রাজা প্রবাসয়েদেগামিজাদেতামধর্মিণঃ ।  
 ব্রাহ্মণৈর্ন চ সন্তাষ্যাঃ পংক্তিগ্রাহ্য ন চ দ্বিজৈঃ ॥ ২৫ ॥  
 অন্যানি যানি শাস্ত্রাণি লোকেহশ্মিদ্ভিবিধানি চ ।  
 ঋতিশ্রুতিবিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্বশঃ ॥ ২৬ ॥  
 বামং কাপালকঞ্চৈব কোলকং ভৈরবাগমঃ ।  
 শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতো নান্যহেতুকঃ ॥ ২৭ ॥  
 দক্ষশাপাদ্ভূগোঃ শাপাদধীচশ্চ চ শাপতঃ ।  
 দক্ষা যে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ২৮ ॥  
 তেষামুদ্ধরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা ।  
 শৈবাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চৈব সৌরাঃ শাস্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ২৯ ॥

নহু তর্হি কিমর্থং তদ্ব্যানি শিবেন প্রণীতানীতি চেত্তজ্ঞাহ অন্যানি যানীতি ॥ ২৬ ॥

তেষাং নামান্তাহ বামং কাপালিকমিতি ॥ ২৭ ॥

পাপিনাং বেদধর্ম্যাচরণে সদগতিঃশ্রাদ্ধি কর্মবৈচিত্র্যং ন শ্রাদ্ধিতি তেষাং নানাফল-  
 প্রদর্শনেন তত্র প্রবৃত্তয়ে মোহার্থমেব বেদপ্রজ্ঞাপ্রচ্যুতার্থক তদ্ব্যানি প্রণীতানীত্যর্থঃ । কিঞ্চ  
 শাপদণ্ডানাং বেদবহিষ্কৃতানাং ব্রাহ্মণানাং সোপানক্রমেণ জন্মান্তরে বেদাধিকারপ্রাপ্ত্যর্থং  
 কিকিৎপরমেশ্বরোপাসনং বক্তব্যমিতি তদনুগ্রহার্থক তদ্ব্যানি প্রণীতানীত্যাহ দক্ষশাপা-  
 দিতি । শাপকথা চ কুর্শ্বপুরাণে স্মৃতসংহিতায়ামশ্মিন্ দ্বাদশস্কন্ধে চ প্রসিদ্ধা পুরাণাস্ত-  
 রেষু চ ॥ ২৮—৩০ ॥

বেদরক্ষক দেবগণ ও বেদবিনাশক দৈত্যাদিগণ বিভাগ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি সেই ধর্মের  
 আচরণ না করে, তাহাদিগের শিকার নিমিত্ত, আমি বহুতর নরকের সৃষ্টি করিয়াছি । কারণ,  
 সেই নরক কথা শ্রবণ করিলে সেই পাপিষ্ঠগণের ননে ত্রাস উপস্থিত হয় ॥ ২৩—২৪ ॥ যে  
 যে মূঢ় মানবগণ, বৈদিকধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, রাজা সেই  
 সেই অধার্মিক মানবগণকে আপন দেশ হইতে নির্বাসিত করবেন । ব্রাহ্মণগণ তাহা-  
 দের সহিত সন্তাষণ এবং তাহাদিগকে পংক্তিভোজনে গ্রহণ করিবেন না ॥ ২৫ ॥ এই  
 লোকমধ্যে ঋতি ও শ্রুতিবিরুদ্ধ বিবিধ অজ্ঞান যে সকল শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই  
 তামস শাস্ত্র ; মহাদেব সেই এই বাম, কাপালক, কোলক ও ভৈরবাদি আগম সকল, লোক  
 মোহনের নিমিত্তই প্রণয়ন করিয়াছেন, নতুবা তৎপ্রণয়নে তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য  
 নাই ॥ ২৬—২৭ ॥ যে সকল ব্রাহ্মণগণ দক্ষ, শুক্র ও দধীচি মুনির অতিশাপে দক্ষ হইয়া  
 বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত মহাদেব, সোপান-

গাণপত্যা আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেন তু ॥ ৩০ ॥  
 তত্র বেদাবিক্রদ্ধাংশোপযুক্ত এব কচিৎ কচিৎ ।  
 বৈদিকৈস্তদগ্রহে দোষো ন ভবত্যেব কহিচিৎ ॥ ৩১ ॥  
 সৰ্বথা বেদভিন্নার্থে নাধিকারী বিজ্ঞো ভবেৎ ।  
 বেদাধিকারহীনস্ত ভবেত্তত্রাধিকারবান্ ॥ ৩২ ॥  
 তস্মাৎসৰ্বপ্রযত্নেন বৈদিকো বেদমাশ্রয়েৎ ।  
 ধৰ্ম্মেন সহিতং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়েৎ ॥ ৩৩ ॥  
 সৰ্বৈষণাঃ পরিত্যজ্য মামেব শরণং গতাঃ ।  
 সৰ্বভূতদয়াবন্তে। মানাহঙ্কারবর্জিতাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 মচ্ছিতা মদগতপ্রাণা যৎস্থানকথনে রতাঃ ।  
 সম্যাসিনো বনশ্চাশ্চ গৃহশ্চ ব্রহ্মচারিণঃ ।  
 উপাসন্তে সদা ভক্ত্যা যোগমৈশ্বরসংজিতম্ ॥ ৩৫ ॥

নহু তর্হি তদ্বাপি সৰ্বথা ত্যাজ্যানীতি পর্যাবসন্নমিতি চেত্তেত্যাহ তত্র বেদাবিক্রদ্ধাংশ ইতি । তন্ত্বেষু বিবিধোহংশোহস্তি । একো বেদাবিক্রদ্ধো দ্বিতীয়ো বেদাবিক্রদ্ধঃ । তত্র বৈদিকৈর্বেদাবিক্রদ্ধাংশস্ত্যাজ্যো বেদাবিক্রদ্ধাংশস্ত গ্রাহ ইত্যর্থঃ । তদ্বক্তং বায়ুসংহিতায়াম্ । শৈবগমোহপি বিবিধঃ শ্রোতাশ্রোতশ্চ তন্ময়ঃ । শ্রুতিসারময়ঃ শ্রোতঃ স্বতন্ত্র ইতরো মত ইত্যাদি । শ্রোতো গ্রাহুস্ত বৈদিকৈরिति স্মৃতসংহিতায়াম্ । তথাপি যোহংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিক্রদ্ধাতে । সোহংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তমিতি । ইখমেতাবৎপর্যন্তং বৈদিকং মতমুপপাদিতম্ । তদ্বাণাং স্বতঃ প্রামাণ্যমঙ্গীকূৰ্ত্তাং তাদ্বিকাণাং মতং ব্রহ্মদেবেতি দিক্ ॥ ৩১—৩২ ॥

যস্মাদ্বেদোক্ত এব ধর্ম্মস্তস্মাদ্বেদমেবাশ্রয়েদিত্যাহ তস্মাদিতি । ধর্ম্মেন বোদোক্তেন ॥ ৩৩ ॥

পুনর্বিরাট্ স্বরূপোপাসকস্ত নিষ্ঠামাহ সৰ্বৈষণা ইতি ॥ ৩৪ ॥

ঐশ্বরসংজিতং বিরাট্ স্বরূপোপাসনাভিধম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

ক্রমে শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য এই পঞ্চ প্রকার আগমও প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ২৮—৩০ ॥ সেই সকল তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে বেদের অবিক্রদ্ধ অংশ এবং কোন কোন স্থলে বেদের বিক্রদ্ধ অংশ উক্ত হইয়াছে । বৈদিকদিগের সেই সকল অবিক্রদ্ধ অংশ গ্রহণে কখনই দোষ সংঘটন হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥ তন্ত্রশাস্ত্রের বেদাবিক্রদ্ধ অংশে বিজ্ঞগণ অধিকারী নহেন, বেদের অধিকারবিহীন মানবগণই তাহাতে অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥ অতএব বৈদিকগণ সৰ্বপ্রযত্নে বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই বৈদিক ধর্ম্ম দ্বারা পরম জ্ঞানরূপ পরব্রহ্ম প্রকাশিত করিবেন ॥ ৩৩ ॥ সম্যাসী, বনশ্রম, গৃহশ্রম ও ব্রহ্মচারিগণ সর্ব প্রকার বাসনার বিসর্জন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণপূর্বক, অতিমান ও অহঙ্কার বর্জিত, সমস্ত জীবগণের প্রতি দয়াবান্, আমাতে একান্ত চিত্ত ও মদগত প্রাণ এবং আমার স্থান কথনে নিরত হইয়া ভক্তিযোগ সহকারে সততই ঐশ্বর নামক যোগ অর্থাৎ



তেষাং নিত্য্যতিষুক্তানামহমজ্ঞানজং তমঃ ।

জ্ঞানসূর্য্যপ্রকাশেন নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইথং বৈদিকপূজায়াঃ প্রথমায়ানগাধিপ ! ।

স্বরূপযুক্তং সংক্ষেপাদ্বিতীয়ায়ান্থো ব্রুবে ॥ ৩৭ ॥

মূর্ত্তৌ বা স্থণ্ডিলে বাপি তথা সূর্য্যেন্দুমণ্ডলে ।

জলেহথবা বাণলিঙ্গে যন্ত্রে বাপি মহাপটে ॥ ৩৮ ॥

তথা শ্রীহৃদয়াস্তোজে ধ্যায়েদ্দেবীং পরাংপরাম্ ।

সগুণাং করুণাপূর্ণাং তরুণীমরুণারুণাম্ ॥ ৩৯ ॥

সৌন্দর্য্যসারসীমাস্তাং সৰ্ব্বাবয়বসুন্দরাম্ ।

শৃঙ্গাররসসম্পূর্ণাং সদা ভক্তার্থিকাতরাম্ ॥ ৪০ ॥

প্রসাদসুখীমশ্বাং চন্দ্রখণ্ডশিখণ্ডিনীম্ ।

পাশাকুশবরাভীতিধরামানন্দরূপিণীম্ ॥ ৪১ ॥

পূজয়েদুপচারৈশ্চ যথাবিদ্বানুসারতঃ ॥ ৪২ ॥

প্রথমবৈদিকপূজাস্বরূপকথনমুপসংহরতি ইথমিতি । বেদমার্গেণ করচরণাদিবিশিষ্ট-  
সুকুমারমূর্ত্তিপূজারূপায়। দ্বিতীয়বৈদিকপূজায়াঃ স্বরূপমাহ দ্বিতীয়ায়। ইতি ॥ ৩৭ ॥

মহাপটে বস্ত্রে ॥ ৩৮ ॥

সুকুমারাং মূর্ত্তিমাহ সগুণামিতি ॥ ৩৯—৪২ ॥

মদীয় বিরাক্ট স্বরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ আমি, জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ  
করিয়া মদীয় যোগসাধনে নিত্য নিরত সেই সকল মানবগণের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার  
বিনাশ করিয়া থাকি, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥ হে নগেন্দ্র ! এই আমি  
সংক্ষেপে প্রথম বৈদিকপূজার স্বরূপ ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে দ্বিতীয় তান্ত্রিকী পূজাবিধি  
কীৰ্ত্তন করিতেছি, সাবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩৭ ॥ প্রতিমার অথবা পরিকৃত ভূমিতে,  
কিন্বা সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলে, জলে, বাণলিঙ্গে, বস্ত্রে কিন্বা মহাপটে অথবা হৃদয়াস্থ জমধ্যে ;  
যিনি সখ, রজ ও তম এই গুণত্রয় স্বীকার করিয়া জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যিনি  
করুণারসে পরিপূর্ণ ও নববোবন-সমবিতা, বাহার বর্ণ অরুণের তায় আরক্ত, বাহার সৌন্দর্য্য  
আচ্ছাদিত অধিরোহণ করিয়াছে, বাহার সমুদার অঙ্গ পরম সুন্দর, যিনি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস,  
যিনি ভক্তগণের মনোহঃখে নিত্য ভক্ত কাতর হইয়া থাকেন, যিনি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন  
হইয়া দর্শন প্রদান করিয়া থাকেন, বাহার শিরোদেশে চন্দ্রখণ্ড নিরন্তর শোভা পাইতেছে,  
বাহার করচতুষ্টয় পাণ, অঙ্গুষ্ঠ এবং বর ও অভয়দান-ভঙ্গিমার একান্ত মনোহর, সেই আনন্দ-  
রূপিণী পরাংপরা দেবীর ধ্যান করিয়া, স্বীয় বৈভব অমুসারে উপচার দ্বারা তাহার পূজা

যাবদান্তরপূজায়ামধিকারো ভবেন্নহি ।

তাবদ্বাহ্যামিমাং পূজাং অয়েজ্জাতে তু তাং ত্যজেৎ ॥ ৪৩ ॥

আভ্যন্তরা তু যা পূজা সা তু সন্নিভয়ঃ স্মৃতঃ ।

সন্নিদেব পরংরূপমুপাধিরহিতং মম ॥ ৪৪ ॥

অতঃ সন্নিদি মজ্জপে চেতঃ স্থাপ্যং নিরাশ্রয়ম্ ।

সন্নিদ্রপাতিরিক্তস্তু মিধ্যামায়াময়ং জগৎ ॥ ৪৫ ॥

অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্ ।

ভাবয়েন্নির্মনস্কেন যোগযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৬ ॥

অতঃপরং বাহ্যপূজাবিস্তারঃ কথতে ময়া ।

সাবধানেন মনসা শৃণু পৰ্বতসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
দেবীগীতায়াং ভগবত্যাঃ পূজাবিধিবর্ণনং নাম উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ইথাং বাহ্যপূজা কিয়ৎকালপর্য্যন্তং কৰ্ত্তব্যোতি চেত্তজ্জাহ যাবদান্তরেতি । আন্তরপূজায়ামধিকারে জাতে ইত্যর্থঃ । তদন্তঃ স্মৃতসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে শক্তিপূজাপ্রকরণে । অথাভ্যন্তরপূজায়ামধিকারো ভবেদ্বদি । তাত্কা বাহ্যামিমাং পূজামাত্ময়েদপরাংবুধ ইতি ॥ ৪৩ ॥

আন্তরপূজাস্বরূপমাহ আভ্যন্তরেতি । সন্নিদি জ্ঞানরূপে ব্রহ্মণি ময়ি যচেতসোলয়-  
স্তরূপে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

নির্মনস্কেন নির্বিকল্পেন । যোগযুক্তেন ভক্তিযোগযুক্তেন ॥ ৪৬ ॥

ইয়ং যা স্তোত্রোপূজা সজ্জপেণোক্তা তাং বিস্তরেণ বক্তুং প্রতিজানীতে অতঃপরমিতি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

করিবে ৩৮—৪২ ॥ যে পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক পূজায় অধিকার না হয়, তাবৎ বাহ্যপূজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে না ॥ ৪৩ ॥ সন্নিৎ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পরব্রহ্মে যে চিন্তের বিলয় হয় তাহাকেই আভ্যন্তরিক পূজা কহে । নগবর ! সন্নিৎকেই আমার উপাধিরহিত পরমরূপ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৪ ॥ অতএব আমার সন্নিৎরূপে নিরন্তরই অগ্রাশ্রয় বিরহিত চিত্ত সংস্থাপন করা একান্ত কৰ্ত্তব্য । বাহ্য সন্নিৎরূপের অতিরিক্ত তাহাই এই মায়াময় মিথ্যা জগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥ অতএব সংসার বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিযোগযুক্ত নির্বিকল্প চিত্তদ্বারা সকলের সাক্ষিরূপিণী ও আত্মরূপিণী আমাকে নিরন্তর ভাবনা করিবে ॥ ৪৬ ॥ হে পৰ্বতসত্তম ! অতঃপর আমি বিস্তারপূর্বক বাহ্যপূজা বর্ণন করিব, তুমি সাবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে জগদধিকার পূজাবর্ণন নামক

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীদেব্যাচ ।

প্রাতরুথায় শিরসি সংস্মরেৎ পদ্মমুজ্জলম্ ।  
কপূরাভং স্মরেত্তত্র শ্রীগুরুং নিজরূপিণম্ ॥ ১ ॥  
সুপ্রসন্নং লসদ্বৃষাভূষিতং শক্তিসংযুতম্ ।  
নমস্কৃত্য ততো দেবীং কুণ্ডলীং সংস্মরেদ্বুধঃ ॥ ২ ॥  
প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াগে  
প্রতিপ্রয়াগেহ্যমুতায়মানাম্ ।  
অন্তঃপদব্যামনুসঞ্চরন্তী-  
মানন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥  
ধ্যাতৈবং তচ্ছিখামধ্যে সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ।  
মাং ধ্যায়েদথ শৌচাদিক্রিয়াঃ সর্বাঃ সমাচরেৎ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ চত্বারিংশক্তিঃ পট্টায়তঃপরম্ ।  
বাহুপূজাবিধানঞ্চ যথাবদভিধীয়তে ॥

বাহুপূজাং বক্তৃমুপক্রমতে প্রাতরুথায়ৈতি । অষ্টপঞ্চ ভবেৎ প্রাতরিত্তি ধর্মশাস্ত্রোক্ত-  
প্রাতঃকালে ইত্যর্থঃ । শিরসি স্মরন্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে পদ্মং সহস্রারম্ । তত্র তস্মিন্ পদে নিজ-  
রূপিণং নিজগুরুসমানাকারমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শক্তিসংযুতং স্বপত্নীসংযুতম্ । মাতা এব গুরুশ্চেত্তাং পতিসংযুতাং ধ্যায়েৎ ॥ ২ ॥

প্রকাশমানামিতি । প্রথমে প্রয়াগে ব্রহ্মরন্ধ্রগমনরূপে প্রকাশমানাং চিহ্নপত্বেন ভাস-  
মানাং প্রতিপ্রয়াগে ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ মূলধারং পুনরাগমনে অমুতায়মানাম্ আনন্দামৃতভরিতাম্ ।  
অন্তঃপদব্যাং সুবুয়ামনুসঞ্চরন্তীং গমনাগমনে কুর্কতীমবলাং পরাং শক্তিং প্রপদ্যে শরণং  
গতোহস্মীত্যর্থঃ । ন বিদ্যতে বলং যন্তাঃ সকাশাদন্তত্রেত্যবলা । ইখং যোগিভিঃ । কুণ্ড-  
লিনী সাক্ষাৎকর্তব্যং যোগাভাবে ভাবনা বা কর্তব্যঃ ॥ ৩ ॥

তচ্ছিখামধ্যে সা যা শিখামূলধারস্থচিদগ্নেঃ শিখা কুণ্ডলিনী তন্তাঃ শিখায়ামধ্যে পর-  
মাত্মা ব্যবস্থিত ইতি তৈত্তিরীয়শ্রুত্যাঙ্ক। তন্মধ্যে মাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ ।  
সর্বাঃ ক্রিয়াঃ সঙ্ক্যাবন্দনাস্তাঃ ॥ ৪ ॥

দেবী কহিলেন, প্রাতঃকালে গাজোখান করিয়া স্বীয় শিরোদেশে ব্রহ্মরন্ধ্রমধ্যে  
সমুজ্জল কপূরবর্ণ সহস্রার পদ্ম চিত্তা করিবে । তাহাতে স্বীয় গুরু সমানাকার, অত্যন্তম  
ভূষায় বিভূষিত ও পত্নীসমন্বিত সুপ্রসন্ন শ্রীগুরুকে স্মরণ ও নমস্কার করিয়া তাহাতে  
কুণ্ডলিনী দেবীকে স্মরণ করিবে ॥ ১—২ ॥ অনন্তর যিনি প্রথমে ব্রহ্মরন্ধ্র-গমনকালে চৈতন্ত-  
রূপে প্রকাশমানা, তদনন্তর ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মূলধারে প্রতিগমনকালে আনন্দামৃতময়ী  
এবং এইরূপে সুবুয়াপথে গমনাগমনকারিণী হন, আমি সেই চিহ্নপিণী পরাশক্তি কুণ্ডলিনীর



অগ্নিহোত্রং ততো হুত্বা মৎপ্রীত্যর্থং বিজোক্তমঃ ।

হোমান্তে শ্বাসনে স্থিত্বা পূজাসঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ৫ ॥

ভূতশুদ্ধিঃ পুরা কৃত্বা মাতৃকাস্ত্রাসমেব চ ।

হুল্লেকামাতৃকাস্ত্রাসং নিত্যমেব সমাচরেৎ ॥ ৬ ॥

মূলাধারে হকারঞ্চ হৃদয়ে চ রকারকম্ ।

ক্রমধ্যে তদ্বদীকারং ত্রীংকারং মন্তকে শ্বসেৎ ॥ ৭ ॥

তত্ত্বম্ভ্রোদিতানন্তান্ শ্বাসান্ সর্বান্ সমাচরেৎ ।

কল্পয়েৎ শ্বাস্ত্রানো দেহে পীঠং ধর্মাদিভিঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥

ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং প্রাণায়ামৈর্বিজুক্ততে ।

হৃদস্তোজে মম শ্বাসনে পঞ্চপ্রোক্তাসনে বুদ্ধঃ ॥ ৯ ॥

হোমান্তে মৎপ্রীত্যর্থমগ্নিহোত্রহোমান্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ভূতশুদ্ধিমাতৃকাস্ত্রাসৌ প্রসিদ্ধৌ গৌরবাগ্ন লিখ্যতে । হুল্লেকামাতৃকেতি । হুল্লেকা  
ন্যাসাবীজং প্রত্যক্ষরং মায়াবীজং পূর্বকং দত্ত্বা মাতৃকাস্ত্রাসৌ যঃ কর্তব্যঃ স হুল্লেকামাতৃকা-  
স্ত্রাসঃ । শারদায়াং দশবিধমাতৃকাস্ত্রাসেবু প্রসিদ্ধঃ ॥ ৬—৭ ॥

ধর্মাদিভিরিতি । ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যান্ বিদিক্ষু পীঠধূরত্বেন ভাবয়েৎ । অধর্মাজ্ঞা-  
নাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যান্ পূর্বাদিচতুর্দিক্ষু পীঠগাত্রত্বেন ভাবয়েৎ । তৎপীঠোপরি মধ্যোহনস্তায়  
নমঃ । পদ্মায় নমঃ । অং শ্রীমমণ্ডলায় নমঃ । মং বহুমণ্ডলায় নমঃ । সং সত্ত্বায় নমঃ । রং  
রজসে নমঃ । তং তমসে নমঃ । পূর্বাদিদিক্ষু । আং আশ্বনে নমঃ । অং অন্তরাশ্বনে নমঃ ।  
পং পরমাশ্বনে নমঃ । হ্রীং জ্ঞানাশ্বনে নমঃ । ততঃ পদ্মস্ত পূর্বাদিদলে । জয়াট্যে নমঃ ।  
বিজয়াট্যে নমঃ । অপরাজিতাট্যে নমঃ । নিত্যট্যে নমঃ । বিলাসিষ্টে নমঃ । দোষ্ট্যে নমঃ ।  
অঘোরাট্যে নমঃ । মধ্য মঙ্গলাট্যে নমঃ । ইতি পীঠশক্তিঃ পূজয়েৎ । ইদং শারদায়াং  
স্পষ্টম্ ॥ ৮ ॥

ততঃ প্রাণায়ামৈর্বিবিকসিতে হৃৎপদ্মে পঞ্চপ্রোক্তাসনে দেবীং ধ্যায়ৈদিত্যাং ততো ধ্যায়ৈ-  
দিতি ॥ ৯ ॥

আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৩ ॥ এইরূপ চিন্তার পর মূলাধারস্থিত চিদগ্নির কুণ্ডলিনীরূপ শিখামধ্যে  
সচ্চিদানন্দরূপিনী আমার ধ্যান করিয়া, তদনন্তর শৌচ ও সঙ্ক্যাবন্দনাদি কার্য সমাপন  
করিবে ॥ ৪ ॥ তৎপরে বিজোক্তমগ্ন আমার শ্রীতির নিমিত্ত অগ্নিহোত্র হোম করিয়া স্বীয়  
আসনে উপবেশন পূর্বক পূজার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে ॥ ৫ ॥ তদনন্তর প্রথমে ভূতশুদ্ধি ও  
মাতৃকাস্ত্রাস সমাধানপূর্বক পরে মায়াবীজের অক্ষর বিস্তার করিয়া হুল্লেকা মাতৃকাস্ত্রাস  
করিবে ॥ ৬ ॥ তাহাতে মূলাধারে হকার, হৃদয়ে রকার, ক্রমধ্যে জীকার এবং মন্তকে ত্রীকার  
বীজ বিস্তার করিবে ॥ ৭ ॥ তৎপরে সেই সেই মন্তোক্ত অস্ত্রান্ত্র সমস্ত স্ত্রাস সমাপন করিয়া  
আপনার দেহমধ্যে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই চারিটি পীঠধূর এবং অধর্ম, অজ্ঞান,  
অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য এই চারিটিকে পূর্বাদি দিক্চতুষ্টয়ে পীঠগাত্র ভাবনা করিবে ॥ ৮ ॥  
তদনন্তর প্রাণায়াম-বিবিকসিত হৃৎপদ্মমধ্যে পঞ্চপ্রোক্তাসনে মহাদেবীর ধ্যান করা কর্তব্য ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।

এতে পঞ্চ মহাপ্রোতা পাদমূলে মম স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥

পঞ্চভূতাত্মকা হেতে পঞ্চাবস্থাত্মকা অপি ।

অহং স্বব্যক্তচিদ্রূপা তদতীতান্মি সর্বথা ।

ততো বিষ্ণুরতাং যাতাঃ শক্তিতত্ত্বেষু সর্বদা ॥ ১১ ॥

ধ্যাত্বৈবং মানসৈর্ভোগৈঃ পূজয়েন্মাং জপেদপি ।

জপং সমপ্য শ্রীদেবৈব্য ততোহর্ঘ্যস্থাপনং চরেৎ ॥ ১২ ॥

পাত্রাসাদনকং কৃৎবা পূজাদ্রব্যানি শোধয়েৎ ।

জলেন তেন মনুনা চান্নমজ্জেন দেশিকঃ ॥ ১৩ ॥

দিগ্‌বন্ধঞ্চ পুরা কৃৎবা গুরুমহা ততঃপরম্ ।

তদনুজ্ঞাং সমাদায় বাহুপীঠে ততঃপরম্ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চপ্রোতানাং ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চেতি ॥ ১০ ॥

কিমর্থমেতে তদাসনতাং গতা ইতি তত্রাহ পঞ্চভূতাত্মকা হেতে ইতি । ভূম্যাদিপঞ্চ-  
ভূতানামেতেহধিপত্যয়োহহঙ্ক দেবী তেবামুৎপাদকং যদব্যক্তং মায়ানিশিষ্টং ব্রহ্ম তদ্রূপিনীং  
তেভ্যোহধিকা তথা তে ব্রহ্মাদয়ো জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্তিতুর্যাতীতরূপপঞ্চাবস্থাদিপত্যয়োহহঙ্ক  
দেবী তুর্যাতীতাবস্থাতোহপ্যধিকং যদব্রহ্ম তদ্রূপিনী তন্মাত্তে মমাসনতাং গতা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র ব্রহ্মাদয়শ্চত্বারো মঞ্চকথুরাঃ । সদাশিবস্ত ফলকস্থানীরঃ কল্পনীর ইতি বোধ্যম্ ।  
এবং হৃদয়ে প্রথমতো মানসোপচারৈঃ পূজয়িত্বা যথাশক্তি মূলমন্ত্রং জপিত্বা জপং দেবৈব্য  
সমপ্য বাহুপূজার্থমর্ঘ্যস্থাপনং চরেদিত্যাহ ধ্যাত্বৈবমিতি ॥ ১২ ॥

অর্ঘ্যস্থাপনপ্রকারঃ শারদায়াং দ্রষ্টব্যো গৌরবারেহোচ্যতে । অন্নমজ্জেন ফটুমজ্জাত্যুক্ত-  
জলেন পূজাদ্রব্যানি শোধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

দিগ্‌বন্ধমিতি । ফটুমজ্জেন স্বপরিতোহগ্নিপ্রাকারং ভাবয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হে ভূধর ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সদাশিব ও ঈশ্বর এই পঞ্চ মহাপ্রোত আমার পাদমূলে প্রতিষ্ঠিত  
আছে ॥ ১০ ॥ ইহারা ভূমি, জল, তেজঃ, পবন ও আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক এবং জাগ্রৎ,  
স্বপ্ন, শুপ্তি, তুর্য ও অতীত রূপ এই পঞ্চ অবস্থাত্মক, কিন্তু ব্রহ্মরূপিনী আমি ঐ পঞ্চ-  
ভূতাত্মক এবং পঞ্চ অবস্থাত্মক ব্রহ্মাদি হইতেও অতীত, অতএব ঐ ব্রহ্মাদি পঞ্চক শক্তি-  
তত্ত্বে সর্বদাই আমার আসনতা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥ এইরূপে আমার ধ্যান করিয়া  
মানসোপচারে আমার পূজা করিয়া জপ করিবে । জপ সমাপনের পর সমস্ত জপ আমাতে  
সমর্পণ করিয়া বাহু পূজার নিমিত্ত অর্ঘ্য সংস্থাপন করা কর্তব্য ॥ ১২ ॥ অনন্তর, সাধক ব্যক্তি  
সম্মুখস্থিত পূজা দ্রব্য সকল অন্নমজ্জ অর্থাৎ ফটু এই মন্ত্রদ্বারা অভ্যুক্ত জল দ্বারা সংশোধন  
করিয়া লইবে ॥ ১৩ ॥ তৎপরে প্রথমেই ছোটিকাদি দ্বারা দশদিগ্‌বন্ধন পূর্বক গুরুকে  
নমস্কার করিবে, পরে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক বাহুপীঠে হৃদিস্থিত দিব্য মনোহর মূর্তি

হৃদিস্থাং ভাবিতাং মূর্তিং মম দিব্যাং মনোহরাম্ ॥ ১৫ ॥

আবাহয়েত্ততঃ পীঠে প্রাণস্থাপনবিদ্যয়া ।

আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যাদ্যাচমনং তথা ॥ ১৬ ॥

স্নানং বাসোদ্বয়ঞ্চৈব ভূষণানি চ সৰ্ব্বশঃ ।

গন্ধপুষ্পং যথাযোগ্যং দত্ত্বা দেবৈ্যে স্বভক্তিতঃ ।

যন্ত্রস্থানামাবৃত্তীনাং পূজনং সম্যগাচরেৎ ॥ ১৭ ॥

প্রতিবারমশক্তানাং শুক্রবারো নিয়ম্যতে ॥ ১৮ ॥

মূলদেবীপ্রভাকৃপাঃ স্মৰ্তব্যা অঙ্গদেবতাঃ ।

তৎপ্রভাপটলব্যাণ্ডং ত্রৈলোক্যঞ্চ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৯ ॥

পুনরাবৃত্তিসহিতাং মূলদেবীঞ্চ পূজয়েৎ ।

গন্ধাদিভিঃ স্নগন্ধৈস্তু তথা পুষ্পৈঃ স্রবাসিতৈঃ ।

নৈবেদ্যৈস্তর্পণৈশ্চৈব তামূলৈর্দক্ষিণাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

তোষয়েন্মাং তৎকৃতেন নাম্নাং সাহস্রকেণ চ ।

কবচেন চ সূক্তেনাহং রুদ্রেভিরিতি প্রভো ! ॥ ২১ ॥

বাহুপীঠে পূর্বোক্তে যন্ত্রাদৌ ॥ ১৫ ॥

প্রাণস্থাপনবিদ্যয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ ॥ ১৬ ॥

পুষ্পান্তং পূজাং কৃত্বা যন্ত্রস্থানামাবৃত্তীনাং মাবরণদেবতানাং পূজনং কুর্যাদিত্যাহ যন্ত্রস্থানা-  
মিতি । তাম্চ দেবতাস্তত্ত্বমন্ত্রকল্পোক্তা গ্রাহাঃ ॥ ১৭ ॥

প্রতিদিনমাবরণদেবতাপূজনং কর্ত্তুমশক্তশ্চৈচ্ছুক্রবারেহবশ্তং কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

আবরণদেবতাস্থ ভাবনামাহ মূলদেবীতি ॥ ১৯ ॥

পুনরাবৃত্তীতি । ইখমাবরণদেবতা যথাস্থানেষু স্থিতা ধ্যান্তা সম্পূজ্য পুনঃ সাবরণাং  
সামুধাং সশক্তিকাং শ্রীভুবনেশ্বরীং গন্ধাদিদক্ষিণাষ্টৈরুপচারৈঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তৎকৃতেনেতি । ত্বয়া হিমালয়েন কৃতং যৎ সহস্রনামস্তোত্রং মম তেন মাং তোষয়ে-  
দিত্যর্থঃ । অনেনৈব জ্ঞাপকেন হিমালয়েন দেবীদর্শনে জাতে সহস্রনামস্তোত্রেণ দেবী

ভাবনা এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র দ্বারা পীঠোপরি তাঁহার আহ্বান করিয়া আসন, আবাহন,  
অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, স্নান, বস্ত্রদ্বয়, সকল প্রকার ভূষণ, গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্রব্য সকল  
যথাযোগ্য ভক্তিসহকারে প্রদানপূর্বক যন্ত্রস্থিত আবরণ দেবতা সকলের পূজা করিবে । যদি  
প্রতি দিন আবরণ দেবতাগণের পূজা করিতে অসমর্থ হয়, তবে শুক্রবারে অবশ্যই তাহা  
কর্ত্তব্য ॥ ১৪—১৮ ॥ আবরণ দেবতাগণের মধ্যে প্রভাকৃপা মূলদেবীর ভাবনা এবং তাঁহার  
প্রভাকালে ত্রৈলোক্যমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ১৯ ॥ অনন্তর গন্ধাদি,  
স্রবাসিত পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি নানাবিধ তৃপ্তিকর দ্রব্য এবং দক্ষিণাদি দ্বারা আবরণ দেবতা-  
গণের সহিত মূলদেবী ভুবনেশ্বরীর পুনর্বার পূজা করিবে ॥ ২০ ॥ আর তোম কর্ত্তব্য কৃত



দেব্যথর্কশিরোমস্ত্রেহ্নল্লেখোপনিষদ্বৈঃ ।

মহাবিদ্যামহামস্ত্রেস্তোষয়েন্ মাং মুহুমূহুঃ ॥ ২২ ॥

ক্ষমাপয়েজ্জগদ্বাক্ত্রীং প্রেমার্জ্জুদয়ো নরঃ ॥ ২৩ ॥

পুলকাক্ষিতসর্বান্ধৈর্বাঙ্গপরাঙ্কাক্ষিনিঃস্বনঃ ।

নৃত্যগীতাদিঘোষণে তোষয়েন্মাং মুহুমূহুঃ ॥ ২৪ ॥

বেদপারায়ণৈশ্চৈব পুরাণৈঃ সকলৈরপি ।

প্রতিপাদ্য যতোহহং বৈ তস্মাত্তৈস্তোষয়েতু মাম্ ।

নিজং সর্বস্বমপি মে সদেহং নিত্যশোহর্পয়েৎ ॥ ২৫ ॥

নিত্যহোমং ততঃ কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণাংশ্চ স্রবাসিনীঃ ।

বটুকান্ পামরানন্যান্ দেবীবুদ্ধ্যা তু ভোজয়েৎ ॥ ২৬ ॥

নত্বা পুনঃ স্বহৃদয়ে ব্যুৎক্রমেণ বিসর্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥

সর্বং হুল্লেখয়া কুর্যাদ্ পূজনং মম স্তত্রত ! ।

হুল্লেখা সর্বমস্ত্রাণাং নায়িকা পরমা স্মৃতা ॥ ২৮ ॥

স্ততেতি বোধিতম্ । তচ্চ সহস্রনামস্তোত্রং যদ্যপ্যস্মিন্ পুরাণে নাস্তি তথাপি কুর্শ্বপুরাণে  
দ্বাদশাধ্যায়ে বর্ততে তদগ্রাহম্ । তত্রাপ্যেতৎপ্রসঙ্গেনৈব সহস্রনামকথনাৎ । চকারণে  
নিত্যমূলমস্ত্রজপং কৃত্বা পশ্চাৎ সহস্রনামস্তোত্রং পঠেদিত্যর্থঃ । কবুচেন তজ্জাদিষু প্রোক্তেন  
অহং ক্রদ্রেভিরিতি দেবীস্তুক্তেনেত্যম্বয়ঃ ॥ ২১ ॥

দেব্যথর্কশিরো নাম সর্কে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুরিত্যাদিকং হুল্লেখোপনিষৎ । ভুবনে-  
শ্বরীয়া উপনিষৎ ॥ ২২—২৪ ॥

সর্বস্বমপীতি । স্বদেহসহিতং সর্বস্বং দেবৈব্য সমর্পয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

ব্যুৎক্রমেণ সংহারমুদ্রয়া ॥ ২৭ ॥

পূর্বপূজায়াং যে উপচারা দেয়া স্তে সর্কে মায়াবীজমস্ত্রমুচ্চাৰ্য্য দেয়া ইত্যাহ সর্বং হুল্লে-  
খয়েতি ॥ ২৮ ॥

সহস্রনামস্তোত্র, তস্তোক্ত কবচ এবং ‘অহং ক্রদ্রেভিঃ’ ইত্যাদি দেবীস্তুক্ত মন্ত্র এবং “সর্কে  
বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ” ইত্যাদি দেব্যথর্কশিরোমস্ত্র ও ভুবনেশ্বরীর উপনিষদ্বুক্ত মহা-  
বিদ্যার মহামন্ত্র দ্বারা মুহুমূহুঃ আমার সন্তোষ সাধন করিবে ॥ ২১—২২ ॥ প্রেমার্জ্জুদয় ও  
পুলকিতগাত্র হইয়া সকলেরই প্রেমাত্মপরিপূর্ণ নেত্রে ও গদগদ বাক্যে এবং নৃত্য গীত ও  
বাদ্য নির্ঘোষে মুহুমূহুঃ আমার সন্তোষ সাধন করা কর্তব্য ॥ ২৩—২৪ ॥ বেদপারায়ণে ও  
সমস্ত পুরাণেই আমার মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব সেই সমস্ত বেদাদি পাঠ  
দ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদন এবং নিত্য নিত্য আমার সন্তোষের নিমিত্ত আপন দেহের  
সহিত সর্বস্ব সমর্পণ করিবে ॥ ২৫ ॥ তদনন্তর নিত্য হোম সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ, বজ্রালঙ্কৃত  
কুমারী, বাগক ও আপামর সাধারণ সকলকে দেবীবোধে ভোজন করাইবে । তৎপরে নিজ  
হৃদয়স্থিতা দেবীকে নমস্কার করিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা বিসর্জন করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥

হুল্লোখাদর্পণে নিত্যমহস্ত্রং প্রতিবিশ্রিতা ।

তস্মাদ্ হুল্লোখয়া দত্তং সর্বমস্ত্রেঃ সমর্পিতম্ ।

গুরুং সম্পূজ্য ভূষাদৈঃ কৃতকৃত্যত্বমাবহেৎ ॥ ২৯ ॥

য এবং পূজয়েদ্দেবীং শ্রীমদ্ভুবনসুন্দরীম্ ।

ন তস্মা দুর্লভং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ কচিদস্তি হি ॥ ৩০ ॥

দেহান্তে তু মণিদ্বীপং মম যাতে্যব সর্বথা ।

জ্ঞেয়ো দেবীস্বরূপোহসৌ দেবা নিত্যং নমস্তি তম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি তে কথিতং রাজন্ ! মহাদেব্যাঃ প্রপূজনম্ ॥ ৩২ ॥

বিমৃশ্যৈতদশেষোপ্যধিকারানুরূপতঃ ।

কুরু মে পূজনং তেন কৃতার্থস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৩৩ ॥

ইদম্ গীতাশাস্ত্রং মে নাশিম্যায় বদেৎ কচিৎ ।

নাভক্তায় প্রদাতব্যং ন ধূর্তায় চ দুর্হৃদে ॥ ৩৪ ॥

এতৎপ্রকাশনং মাতুরুদ্ঘাটনমুরোজয়োঃ ।

তস্মাদবশ্যং যত্নেন গোপনীয়মিদং সদা ॥ ৩৫ ॥

কৃতঃ সর্বমস্ত্রাণাং নারিকেলি চেন্মম তস্মিন্মস্ত্রে প্রত্যাসক্ত্যতিশয়াদিত্যাহ হুল্লোখা দর্পণে ইতি । তথাচ ব্রহ্মাওপুরাণে । হ্রীংকারাদর্শবিশিকেলি ॥ ২৯—৩৪ ॥

উরোজয়োঃ স্তনয়োঃ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

হে সুব্রত ! হুল্লোখা মস্ত্রই সমস্ত মস্ত্রমধ্যে প্রধান, অতএব আমার পূজাদি সমস্ত কৰ্ম্মই হুল্লোখা দ্বারা সম্পন্ন করা কর্তব্য ॥ ২৮ ॥ নগবর ! তুমি জানিও যে, আমি হুল্লোখা রূপ দর্পণে নিয়তই প্রতিবিশ্রিত হইয়া থাকি, অতএব আমাকে হুল্লোখা মস্ত্রে প্রদান করিলে সকল মস্ত্র দ্বারাই সমর্পিত হইয়া থাকে । তদনন্তর বিবিধ ভূষণাদি দ্বারা গুরুদেবকে পূজা করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিবে ॥ ২৯ ॥ হিমবন্ ! যে মানব এইরূপে ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজা করে, তাহার কোথাও কখন কিছুই দুর্লভ থাকে না ; সেই ব্যক্তি দেহ ত্যাগান্তে মদীয় নিবাসভূমি মণিদ্বীপে গমন করিয়া থাকে । সেই পুণ্যবান্ মানব দেবীর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, দেবগণ তাহাকে নিত্যই নমস্কার করিয়া থাকে ॥ ৩০—৩১ ॥ হে মহীধর ! এই আমি তোমার নিকট মহাদেবীর পূজাবিধি কীৰ্ত্তন করিলাম, অশেষ প্রকারে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অধিকার-অনুসারে আমার পূজা কর, তাহাতে তুমি কৃতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩২—৩৩ ॥

গিরিবর ! এই দেবীগীতা-শাস্ত্র শিষ্য তির অস্ত্র অভক্ত, শত্রু ও ধূর্তগণের নিকট বলিবে না ॥ ৩৪ ॥ এই গীতা-রহস্ত প্রকাশ করিলে তাহা জননীর স্তন উদ্ঘাটনের তুল্য কার্য্য করা হয়, অতএব অবশ্যই যত্নপূর্ব্বক ইহা সর্বদাই গোপন করিবে ॥ ৩৫ ॥ এই

দেয়ং ভক্তায় শিষ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় চৈব হি ।

সুশীলায় সুবেষায় দেবীভক্তিয়ুতায় চ ॥ ৩৬ ॥

শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতদ্ব্রাহ্মণানাং সমীপতঃ ।

তৃপ্তাস্তংপিতরঃ সর্বৈ প্রয়াস্তি পরমং পদম্ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা সা ভগবতী তত্রৈ বাস্তুরধীয়ত ।

দেবাশ্চ মুদিতাঃ সর্বৈ দেবীদর্শনতোহভবন্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততো হিমালয়ে জজ্ঞে দেবী হৈমবতী তু সা ।

যা গৌরীতি প্রসিদ্ধাসীদভা সা শঙ্করায় চ ।

ততঃ স্কন্দঃ সমুদ্রুতস্তারকন্তেন পাতিতঃ ॥ ৩৯ ॥

সমুদ্রমস্থনে পূর্বং রত্নান্ভ্রাত্মনরাধিপ ! ।

তত্র দেবৈস্ততা দেবী লক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যর্থমাদরাৎ ॥ ৪০ ॥

ততো দেবীবরপ্রদানানন্তরম্ । ইয়ঞ্চ গোষ্ঠ্যা উৎপত্তির্জ্যেষ্ঠপুত্রচতুর্থ্যামভবৎ । তদ্বক্তং কৃত্যরত্নাবল্যাম্ । জ্যেষ্ঠপুত্রচতুর্থ্যাস্ত জাতা পূর্বমুমা সতী । তস্মাৎ সা তত্র সম্পূজ্যা সর্বৈঃ সৌভাগ্যহেতবে । উপহাটৈশ্চ বিবিধৈর্গৌতনুতোয়াদিভিঃ । হোমৈঃ পয়োভির্বৈজ্ঞৈশ্চ পত্রপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিরিতি । সা চোৎপত্তিরক্লগোদয়বেলায়াম্ । তদ্বক্তং মাংস্তে তারকাসুর-যুদ্ধপ্রস্তাবে । ততো জগৎপরিভ্রাণহেতুং হিমগিরেঃ প্রিয়া । ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুভগে প্রাসন্ন্যত গুহারনিমিতি ॥ ৩৯ ॥

ইথং গোষ্ঠ্যা উৎপত্তিঃ তস্তাঃ শিবস্ত প্রাপ্তিঞ্চ সবিস্তরায়ুপবর্গ্য লক্ষ্যুৎপত্তিঃ তস্তা বিষ্ণুপ্রাপ্তিঞ্চ সজ্জপেণ বদতি সমুদ্রমস্থনে ইতি । রত্নান্ভ্রাত্ম রত্নানুৎপন্নানীত্যর্থঃ । তত্রোক্তি ।

দেবীগীতা শিষ্য, ভক্ত, জ্যেষ্ঠপুত্র, সুশীল ও সুবেশ সম্পন্ন দেবীর প্রতি ভক্তিয়ুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্তব্য ॥ ৩৬ ॥ নগবর ! যে মানব, শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের সাক্ষাতে এই দেবীগীতা পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই সমস্ত কীর্তন করিয়া দেবী ভগবতী সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন । দেবগণ দেবীর দর্শন লাভে কৃতার্থ ও হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ জনমেজয় ! তাহার পর সেই হৈমবতী দেবী হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌরীনামে বিখ্যাত হইলেন, এবং দেবদেব শঙ্কর তাঁহারই পাণিগ্রহণ করেন । অনন্তর তাঁহা হইতে ষড়ানন জন্মলাভ করিয়া তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ রাজন্ ! পূর্বে সমুদ্র মন্থনকালে বহুতর রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল । সেই সময়ে দেবগণ লক্ষ্মী দেবীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সংযতচিত্তে দেবীর স্তব করিয়াছিলেন । অতএব দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার



তেষামনুগ্রহার্থায় নির্গতা তু রমা ততঃ ।

বৈকুণ্ঠায় স্বরৈর্দত্তা তেন তস্মৈ শমোহভবৎ ॥ ৪১ ॥

ইতি তে কথিতং রাজশ্লেষীমাহাত্ম্যমুত্তমম ।

গৌরীলক্ষ্ম্যাঃ সমুদ্ভূতিবিষয়ং সর্বকামদম্ ॥ ৪২ ॥

ন বাচ্যন্তে তদন্যস্মৈ রহস্যং কথিতং যতঃ ।

গীতারহস্যভূতে যঙ্গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩ ॥

সর্বমুক্তং সমাসেন যৎপৃষ্ঠং তদ্বয়ানঘ ! ॥ ৪৪ ॥

পবিত্রং পাবনং দিব্যং কিস্কুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে  
দেব্যা বাহুপূজাবিধিবর্ণনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

তদ্বিন্নপি সময়ে দেবৈর্দেবী পরাশক্তিঃ স্তুতা । কিমর্থং লক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যর্থম্ । বিস্তরন্ত মৎকৃতদেবী-  
গীতাবৃষ্টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪০—৪৫ ॥

শ্রীমচ্ছবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাজ্ঞজঃ সুধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোহতিধানতঃ ॥

দেবীভাগবতস্তাং ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্ তিলকাখ্যাং মহত্তরাম্ ॥

সপ্তমস্কন্ধে এতস্তাঃ সমাপ্তোহভূচ্ছুভার্থদঃ ।

শ্রীমতাং তেন মেহনস্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকা ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাজ্ঞজলক্ষ্মীগর্ভজনীনীলকণ্ঠবিরচিত্তে ভাগ-  
বতব্যাখ্যানেন তিলকাভিধে সপ্তমস্কন্ধে চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

নিমিত্ত রমাদেবী সমুদ্র হইতে উদ্গত হন । দেবগণ, দেবাদিদেব বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুকে  
লক্ষ্মী প্রদান করেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥  
রাজেশ্বর ! এই আমি তোমার নিকট দেবীর মাহাত্ম্য এবং গৌরী ও লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি  
কথা কীৰ্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হয় ॥ ৪২ ॥ মহারাজ !  
এই রহস্য কথা সমস্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম কিন্তু ইহা অন্তের নিকট কহিও না,  
ইহা গীতার রহস্যভূত, অতএব যত্নপূর্বক গোপন করা কর্তব্য ॥ ৪৩ ॥ হে বিমলায়ন !  
তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই এই পবিত্র, দিব্য ও পরমপাবন কথা কীৰ্ত্তন  
করিলাম, পুনর্বার আর কি শুনিতে বাসনা করিতেছ ? তাহা আমাকে বল ॥ ৪৪—৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দেবীর বাহুপূজা এবং গৌরী ও লক্ষ্মীর  
উৎপত্তিকথন নামক চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

# অষ্টমঃ স্কন্ধঃ ।

## প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

সূর্য্যচন্দ্রাশ্বয়োথানাং নৃপাণাং সংকথাশ্রিতম্ ।  
চরিতং ভবতা প্রোক্তং শ্রুতং তদমৃতাম্পদম্ ॥ ১ ॥  
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি সা দেবী জগদম্বিকা ।  
মম্বস্তরেষু সর্ব্বেষু যদ্যক্রপেণ পূজ্যতে ॥ ২ ॥  
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ বৈ স্থানে যেন যেন চ কৰ্ম্মণা ।  
“শরীরেণ চ দেবেশী পূজনীয়া ফলপ্রদা ।

তদ্বর্ণনমুন্মোদিতরূপীমকণাং করুণারসেন পরিপূর্ণাম্ ।  
গুরুণা ভরেণ কূচবোর্মিতাং নমতাং ভবেন্তবেন ভবঃ ॥  
অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদৈরথ সাধরম্ ।  
মনবে বরদানং চ দেব্যা দত্তমিতীর্ষ্যতে ॥

জনমেজয়ো রাজা সূর্য্যাসোমোদ্ভবানাং রাজ্ঞাং চরিতং শ্রুত্বা তদনন্তরং দেবীগীতাপ্রবণং  
কৃতবান্ । তস্তাং চ গীতায়াম্ দেব্যা বিরটিত্বরূপমুপবর্ণিতম্ । তন্তু বিস্তারো ন বর্ণিতস্তদ্বুভুৎ-  
স্বরথ চ মম্বস্তরেষু যেন রূপেণ পূজ্যতে তদ্বুভুৎস্বশ্চ তথা ইলাবৃত্তাদিবর্ষরূপেষু যেষু স্থানেষু  
যেন যেন কৰ্ম্মণা পূজ্যতে তদ্বুভুৎস্বশ্চ পৃচ্ছতি সূর্য্যচন্দ্রেতি ॥ ১ ॥

মম্বস্তরেষু । সৰ্ব্বমম্বস্তরেষু মম্বভির্নম্ববংশজৈশ্চ যেন যেন রূপেণ পূজ্যতে তদ্বদে-  
ত্যম্বয়ঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ যস্মিংশ্চেতি । যস্মিন্ যস্মিন্নিলাবৃত্তাদিবর্ষেষু খণ্ডেষু স্থানবিশেষেষু যেন যেন  
কৰ্ম্মণা ব্যাপারেণ চকারাদ্ যেন সদাচারেণ চ পূজ্যতে তৎকৰ্ম্ম তং সদাচারং চ বদেত্যম্বয়ঃ ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসিলেন, প্রভো ! চন্দ্রসূর্য্যবংশ-সমুৎপন্ন নরপতিদিগের সংপ্রসঙ্গ-  
সজ্জ্বলিত অমৃতমর চরিত্র সকল যাহা বর্ণন করিলেন তৎসমস্তই শ্রবণ করিলাম ; সংপ্রতি  
আমার ইচ্ছা এই যে, সেই জগৎপূজ্যা দেবী জগদম্বিকা প্রতি মম্বস্তরে সেই সমস্ত মম্ব-  
স্তরাধিপতি এবং তত্তদ্বংশসমুদ্ভূত রাজস্ববর্গের দ্বারা যে যে বর্ষের মধ্যে যে যে স্থলে যে যে  
কৰ্ম্মাশ্রয়ে যে বৃত্তিতে যে যে মম্ববীজধোগে পরিপূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে বরপ্রদান  
করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত শুনিতেই আমার একান্ত ইচ্ছা, বিশেষত সেই মহাদেবীর  
বিরটিত্বরূপের প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণন করিয়া আমার চরিতার্থ করুন । গুরুদেব ! ফলকথা এই যে,

যেনৈব মন্ত্রবীজেন যত্র যত্র চ পূজ্যতে ॥”

দেব্যা বিরাট্‌স্বরূপশ্চ বর্ণনঞ্চ যথাতথম্ ॥ ৩ ॥

যেন ধ্যানেন তৎসূক্ষ্মে স্বরূপে শ্রান্নাতের্গতিঃ ।

তৎসর্বং বদ বিপ্রর্ষে ! যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেব্যারাদনমুক্তমম্ ।

যৎকৃতেন শ্রুতেনাপি নরঃ শ্রেয়োহত্র বিন্দতে ॥ ৫ ॥

এবমেতন্নারদেন পৃষ্ঠো নারায়ণঃ পুরা ।

তস্মৈ যদুক্তবান্ দেবো যোগচর্য্যাপ্রবর্তকঃ ॥ ৬ ॥

একদা নারদঃ শ্রীমান্ পর্য্যটন্ পৃথিবীমিমাম্ ।

নারায়ণাশ্রমং প্রাপ্তো গতখেদশ্চ তস্থিবান্ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ দেব্যা ইতি । দেব্যা বিরাট্‌স্বরূপং যৎপূৰ্ণমুক্তম্ তশ্চ বর্ণনমপি যথাতথং যথাবর্ত্ততে তথৈত্যাৰ্থঃ । তদপি তৎসর্বং বদেত্যশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

নমু বিরাট্‌স্বরূপবর্ণনশ্চ কোপযোগ ইতি চেত্তত্রাহ যেনেতি । স্থূলরূপধ্যানেন হি চিত্ত-  
শৈলকাগ্রতায়াং সাধিতায়াং দেব্যাঃ সূক্ষ্মরূপে মতেবুর্দ্ধৈর্গতির্গমনং শ্রান্নাত্তথৈতি স্থূলরূপ-  
ধ্যানার্থঃ স্থূলরূপসন্নিবেশজ্ঞানমপেক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তত্র মন্ত্রস্তরেবু সর্বেষিত্যশ্রোতরং দশমস্কন্ধে বক্ষ্যতি । প্রথমতোহত্র তৃতীয়প্রশ্নোশ্রো-  
তরং বক্তুমানভতে শৃণুরাজনिति । দেব্যারাদনমिति বদ্যপি রাজ্ঞা তৃতীয়প্রশ্নে বিরাট্‌স্বরূপ-  
সন্নিবেশ এব পৃষ্ঠো তদ্বারাদনং তথাপি তৎস্বরূপসন্নিবেশজ্ঞানফলমারাদনমেবেতি মনসি  
নিধায়োক্তমারাদনমিতিবোধ্যম্ । দেব্যা বিরাট্‌স্বরূপায়া আরাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তত্রৈদং কথানকং নারদায় নারায়ণেন পূৰ্ণমুক্তম্ তদেব ময়োচ্যতে নাত্তদিতাহ এব-  
মেতন্নারদেনেতি ॥ ৬ ॥

পূৰ্ণকথামাহ একদেতি ॥ ৭ ॥

সেই দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতীর যে যে স্থূলমূর্তিতে চিষ্টৈকাগ্রতা হইলে ক্রমে তাঁহার  
সূক্ষ্মতত্ত্বে বুদ্ধির প্রবেশশক্তি জন্মে বাহাতে আমি ইহসংসারে পরম শ্রেয়োলাভে সমর্থ হই  
কুপা করিয়া আপনি সেই সমস্ত বর্ণনা করুন ॥ ১—৪ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ ! আমি সেই দেবীভগবতীর জগন্মূলকর আরাধনার  
বিষয় সৰ্বিস্তর বর্ণন করিতেছি শ্রবণকর ; যাহা কার্য্যে পরিণতি বা শ্রবণ করিলেও পুরুষ  
একান্ত শ্রেয়োলাভের অধিকারী হইতে পারে ॥ ৫ ॥ পূৰ্ণ দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারা-  
য়ণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই যোগতত্ত্বপ্রবর্তক ভগবান্, নারদকে বেক্রপ উপদেশ  
করিয়াছিলেন তৎসমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ কোন সময় সর্বযোগৈশ্বর্য্য শক্তিমান্  
ব্রহ্মকায়সমুদ্ভব দেবর্ষি নারদ এই ভূমণ্ডলের সমস্ত স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমে



তস্মৈ যোগাঅনে নম্ভা ব্রহ্মদেবতনুস্তবঃ ।

পর্যাপৃচ্ছদিমঞ্চার্থং যৎপৃষ্ঠো ভবতানঘ ! ॥ ৮ ॥

নারদ উবাচ ।

দেবদেব মহাদেব ! পুরাণপুরুষোত্তম ! ।

জগদাধারসর্বজ্ঞ ! শ্লাঘনীয়োরুসদৃশ ! ॥ ৯ ॥

জগতস্তত্ত্বমাদ্যং যত্তন্মে বদ যথেষ্মিতম্ ।

জায়তে কুত এবদং কুতশ্চেদং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০ ॥

কুতোহস্তং প্রাপুয়াৎকালো কুত্রসর্বফলোদয়ঃ ।

কেন জ্ঞাতেন মায়ৈষা মোহভূর্নাশমাপুয়াৎ ॥ ১১ ॥

কয়ার্চয়া কিং জপেন কিং ধ্যানেনাত্মহংকজে ।

প্রকাশো জায়তে দেব ! তমশ্চকৌদয়ো যথা ॥ ১২ ॥

যোগাঅনে যোগমূর্ত্তয়ে পর্যাপৃচ্ছদিমং চার্থমিতি । ভবতাহং যৎপৃষ্ঠোঃ চৈমং চার্থং বিরাট্-  
স্বরূপসন্নিবেশকথনরূপমর্থমন্তদপি তন্তু মনসি যদ্যৎস্থিতং তং চার্থং পর্যাপৃচ্ছদিত্যর্থঃ ॥ ৮-৯ ॥

কুতশ্চেদং প্রতিষ্ঠিতম্ । এতন্তু পালয়িতা ক ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অন্তরাশম্ । এতন্তু নাশকর্তা ক ইত্যর্থঃ । সর্বকর্মণাং ফলোদয়ঃ কুত্র কস্মিন্ সতি  
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

আত্মহংকজে আত্মনোহুদয়কমলে ইত্যর্থঃ । প্রকাশ আত্মন ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নারায়ণধ্বনির আশ্রমে উপনীত হইলেন ; তথায় উপস্থিত হইয়াই দেবর্ষি সেই যোগচর্যা-  
প্রবর্তক ভগবান্ নারায়ণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর অধ্বশ্রান্তি  
দূরীভূত হইলে, যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অদ্য তুমিও আমার অবিকল সেইরূপ জিজ্ঞাসা  
করিলে । নারদ কহিলেন, পুরুষোত্তম ! সনাতন ! আপনি সমস্ত দেবতারও দেবতা-  
স্বরূপ ; হে সর্বজ্ঞ ! আপনারই সদৃশ সকল সাধুগুণে সর্বদাই প্রশংসনীয় ॥ ৭—৯ ॥

দেব ! এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, আপনি কৃপা করিয়া এই বিশ্বজগতের মূল কি,  
তাহা সবিস্তার বর্ণন করুন অর্থাৎ এই বিশ্বের উৎপত্তি কোথা হইতে এবং কাহাকে  
আশ্রয় করিয়াই বা অবস্থিত রহিয়াছে ? অপিচ, প্রলয় সময়ে ইহা অন্তর্হিত হইয়া কোন্  
আধারেই বা বিলীন হয় ? গুরুদেব ! আর এক কথা এই যে, কোন্ বস্তুর নিত্যসত্তায়  
এই সমস্ত প্রাণিজাত স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিয়া থাকে ? কাহাকে  
জানিতে পারিলেই বা সমস্ত মোহজালের আধারভূতা মায়ী চিরদিনের জন্ত তিরো-  
হিত হয় ? গুরুদেব ! যেমন নিশাবসানে সমস্ত অন্ধকাররাশি দূরীকৃত করিয়া দেব-  
দিবাকর স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন, সেইরূপ, কি ভাবে অর্চনা, কিরূপ জপ বা কিরূপ  
ধ্যানের অগুষ্ঠান করিলে জীবের হৃৎপদ্মে পরমাত্মার উদয় হয় বলুন ॥ ১০—১২ ॥

এতৎপ্রশ্নোত্তরং দেব ! কুহিসর্বমশেষতঃ ।

বথা লোকস্তরেদক্ষতমসমুজ্জসৈব হি ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং দেবর্ষিণা পৃষ্ঠঃ প্রাচীনো মুনিসত্তমঃ ।

নারায়ণো মহাযোগী প্রতিনন্দ্য বচোহব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

শৃণুদেবর্ষিবর্ষ্যাত্র জগতস্তত্ত্বমুত্তমম্ ।

যেন জ্ঞাতেন মর্ত্যো হি জায়তে ন জগদ্ভ্রমে ॥ ১৫ ॥

জগতস্তত্ত্বমিত্যেব দেবী প্রোক্তা ময়াপি হি ।

ঋষিভির্দেবগন্ধর্কৈ রশ্মৈশ্চাপি মনীষিভিঃ ॥ ১৬ ॥

স। জগৎ সৃজতে দেবী তয়া চ প্রতিপাল্যতে ।

তয়া চ নাশ্যতে সর্বমিতি প্রোক্তং শুণুত্রয়াৎ ॥ ১৭ ॥

অক্ষতমসমজ্ঞানরূপমন্ধকারম্ ॥ ১৩ ॥

প্রতিনন্দ্য তদ্বচঃ সাধুসাধ্বিতি স্তব্ধেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

জগতঃ কার্যরূপস্ত রজ্জুসর্পসদৃশস্ত তত্ত্বং কারণমুপাদানং নিমিত্তং বিবর্তরূপং চ সর্পস্ত রজ্জুজ্ঞানাদি যৎ যেন জ্ঞাতেন তত্ত্বেন জগদ্রূপে ভ্রমে ন জায়তে । জ্ঞাতেন রজ্জ্বাদিনা সর্পাদিভ্রমইবপুনর্ভ্রমোনভবতীতি তাৎপর্যম্ ॥ ১৫ ॥

দেবীপ্রোক্তেতি । সাম্যাবস্থমায়াবিশিষ্টবুদ্ধিরূপিণী দেবীত্যর্থঃ । তত্র মায়াপাদানকারণং মায়ায়াং চিৎপ্রতিবিশ্বোনিমিত্তকারণং বুদ্ধিবিবর্তকারণমিতি বিবেকঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

দেব ! আপনি আমার এই প্রশ্নব্যাহের উত্তর একরূপ স্পষ্টাক্ষরে স্বর্ণনা করিবেন বাহাতে এই সংসারস্থ অজ্ঞান জীবসকল অনার্যাসে ভবাক্ষকার হইতে উদ্ধীর্ণ হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

ব্যাস কহিলেন, যোগেশ্বর মুনিসত্তম সনাতন নারায়ণ নারদের সৎপ্রশ্ন সকলের অস্তিনন্দন পূর্বক বলিলেন ; বৎস নারদ ! তুমি সমস্ত দেবর্ষিবর্গের মধ্যেও প্রধান অতএব আমি তোমায় সমস্ত গুহ্যতত্ত্বের কথা বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ; বাহা শ্রবণ মাত্র মর্ত্যলোকবাসী মানবও আর কদাচ জগতের ভ্রমে পতিত হয় না যেমন অন্ধকারাকৃতনেত্রে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি জন্মিলে আলোক দর্শন মাত্রই ভ্রম অন্তর্হিত হয় সেই রূপ এই জগতের মূলতত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষ বিবেক দৃঢ়ীভূত হইলেই এই জগতের ভ্রম সমূলে তিরোহিত হয় ॥ ১৪—১৫ ॥ রে বৎস ! সেই পরমচৈতন্যরূপ পরব্রহ্ম-প্রতিবিম্বিত দেবী মহামায়াই এই জগতের মূলতত্ত্ব ! বৎস ! ইহা যে, কেবল আমিই বলিতেছি একরূপ মনে করিও না ; দেব, গন্ধর্ব বা অপরাপর তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সকলেরই এবিষয়ে একমত জানিবে ॥ ১৬ ॥ অপিচ বেদাদিশাস্ত্রেও এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, সেই বিশ্বায়া দেবীভগবতীই স্বীকৃত

তস্তাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি দেব্যাঃ সিদ্ধার্থিপূজিতম্ ।  
 স্মরতাং সর্বপাপহং কামদং মোক্ষদং তথা ॥ ১৮ ॥  
 মনুঃ স্বায়ম্ভুবস্তাদ্যঃ পদ্মপুত্রং প্রতাপবান্ ।  
 শতরূপাপতিঃ শ্রীমান্ সর্বমহত্তরাধিপঃ ॥ ১৯ ॥  
 স মনুঃ পিতরং দেবং প্রজাপতিমকল্মষম্ ।  
 ভক্ত্যা পর্যচরৎ পূর্বং তমুবাচাত্মভূঃ সূতম্ ॥ ২০ ॥  
 পুত্র ! পুত্র ! ত্বয়া কার্যং দেব্যারাধনমুত্তমম্ ।  
 তৎপ্রসাদেন তে তাত প্রজাসর্গঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ২১ ॥  
 এবমুক্তঃ প্রজাস্রষ্ট্রা মনুঃ স্বায়ম্ভুবো বিরাট্ ।  
 জগদযোনিং তদা দেবীং তপসাতপ্যদ্বিভূঃ ॥ ২২ ॥  
 তুষ্টাব দেবীং দেবেশীং সমাহিতমতিঃ কিল ॥  
 আদ্যাং মায়াং সর্বশক্তিং সর্বকারণকারণাম্ ॥  
 ব্রহ্মা বেদনিধিঃ কৃষ্ণো লক্ষ্ম্যাবাসঃ পুরন্দরঃ ॥ ২৩ ॥

পদ্মপুত্রঃ পদ্মসম্ভবঃ ব্রহ্মপুত্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২২ ॥

মায়াং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ২৩ ॥

গুণত্রয় প্রভাবে এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥  
 রাজন্ ! আমি তোমার নিকট সেই সিদ্ধ, গন্ধৰ্ব ও মহর্ষিগণ প্রপূজিত দেবী ভগবতীর  
 স্বরূপতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছি অবহিত হও যাহা স্মরণমাত্র ভক্তিমান্ জীবনিবহের সমস্ত পাপ-  
 রাশি ভস্মীভূত হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষাদি চতুর্বর্গ ফলের উদয় হয় । প্রথমতঃ  
 পদ্মযোনির সাক্ষাৎ দ্বিতীয় মূর্তি চতুর্দশ মহত্তরাধীশ্বর মহাপ্রভাববান্ শতরূপাপতি ভগবান্  
 স্বায়ম্ভুব মনু ভক্তিসহকারে বিমলচেতা প্রজাপতি ব্রহ্মার যথা বিহিত পার্শ্বে ক্রিয়া  
 তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলে, লোকপিতামহ হিরণ্যগর্ভ আক্লাদে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে  
 বারংবার সম্বোধন পূর্বক কহিলেন রে পুত্র ! তুমি সমস্ত আরাধনার সারস্বরূপ সেই  
 মহাদেবী ভগবতীরই আরাধনায় প্রবৃত্ত হও ; তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে সমস্ত প্রজা  
 সৃষ্টিবিধরে সিদ্ধকাম হইবে ॥ ১৮—২১ ॥ প্রজানাথ ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিলে সাক্ষাৎ  
 বিরাটমূর্তি ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমনু একান্ত সংযত ভাবে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডের মূলতত্ত্ব  
 মহাদেবী ভগবতীকে তীব্রতর তপশ্চর্যাধারা পরিতুষ্ট করিলেন । পরে, যখন ভগবান্ মনু  
 মহাদেবীর আরাধনাপ্রভাবে যোগসম্পত্তিশালী হইলেন, তখন, তিনি একান্ত সমাহিত  
 চিত্ত হইয়া সমস্ত কারণব্যূহের কারণস্বরূপা মায়াবিন্যাসিনী সর্বশক্তিময়ী সর্বেশ্বরী দেবী  
 ভগবতীর স্তব আরম্ভ করিলেন । মনু কহিলেন, হে সর্বদেবেশ্বরী ! এই বিশ্বজগতের



মমুরুবাচ ।

নমো নমস্তে দেবেশি জগৎকারণকারণে ।

শঙ্খচক্রগদাহস্তে নারায়ণহৃদাশ্রিতে ॥ ২৪ ॥

বেদমূর্ত্তে জগন্মাতঃ কারণস্থানরূপিণি ! ।

বেদত্রয়প্রমাণজ্ঞে সর্বদেবমুতে শিবে ॥ ২৫ ॥

মাহেশ্বরী মহাভাগে মহামায়ে মহোদয়ে ।

মহাদেবপ্রিয়াবাসে মহাদেবপ্রিয়ঙ্করি ॥ ২৬ ॥

গোপেন্দ্রস্য প্রিয়ে জ্যেষ্ঠে মহানন্দে মহোৎসবে ।

মহামারীভয়হরে নমো দেবাদিপূজিতে ॥ ২৭ ॥

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ ২৮ ॥

জগৎকারণং হিরণ্যগর্ভস্তথাপি কারণে ইত্যর্থঃ । নারায়ণহৃদাশ্রিতে ইদং চ বৈষ্ণব্যাঃ  
শক্তেঃ স্বরূপং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং ধ্যানার্থমুপস্থতম্ ॥ ২৪ ॥

কারণং মায়া তস্তাঃ স্থানং ব্রহ্ম তজ্রূপিণীত্যর্থঃ । বেদত্রয়রূপপ্রমাণজ্ঞে সর্বজ্ঞে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

মহাদেবস্য প্রিয় আবাসো বসতিরঙ্কাজবাসো যস্তাঃ সা ॥ ২৬ ॥

গোপেন্দ্রে। নন্দস্তস্য প্রিয়ে বিদ্যাবাসিনীত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

কারণরূপা যে মায়া তুমি তাহারও কারণস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ! দেবি ! তুমিই ভগবান্  
নারায়ণের হৃদয়কুহরে থাকিয়া বৈষ্ণবী শক্তিরূপে শঙ্খ, চক্র ও গদাপ্রভৃতি ধারণ করিয়া  
থাক । বিশ্বমাতঃ শিবে ! আমি কি করিয়া আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইব ? কেননা,  
আপনি এই বিশ্বের কারণীভূতা মায়ারও মূলতত্ত্ব পরব্রহ্মস্বরূপিণী বিশেষতঃ দেব, বা  
মহর্বিগণ যে বেদাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন, আপনিই স্বয়ং  
সেই বেদমূর্ত্তি ; সুতরাং বেদত্রয়ের যে তাৎপর্য্য কি, তাহা আপনিই জানেন ! কারণ,  
আপনি সর্বজ্ঞা ॥ ২২—২৫ ॥ হে সর্বেশ্বর্য্যশক্তিসম্পন্ন ! তুমিই স্বপ্রকাশস্বরূপিণী মাহেশ্বরী !  
তুমিই একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয়কার্য্যসাধনের নিমিত্ত তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে  
অবস্থিতি করিয়া থাক । দেবি ! তুমিই বিশ্বজগতের পরাপ্রকৃতি ; তুমিই কৃষ্ণরূপে গোপরাজ  
নন্দের প্রিয়তম হইয়া পরম আনন্দ প্রদান করিয়াছিলে ; অপি চ তুমিই মহামায়াময়ী  
কথারূপে পরমপুরুষকে গোপন রাখিয়া বহুদেব গৃহে বাইয়া ছুরাঙ্গা কংস হস্ত হইতে  
আকাশে উঠিয়া অষ্টভূজা বিদ্যাবাসিনী রূপ ধারণ করিয়াছিলে ; অভয়ে ! তুমিই  
এই বিশ্বজগতে দেবাদিদেব ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অর্চনীয়। সুতরাং এই মর্ত্য জগতের  
পাপাচারি জীবনিবহের মহামারী প্রভৃতি ভয় নিবারণ বিষয়ে একমাত্র তুমিই আশ্রয়-  
ভূতা ॥ ২৭ ॥ ভগবতি শিবে ! ইহ সংসারে মানববৃন্দের তুমিই একমাত্র সর্বমঙ্গলস্বরূপিণী

যতশ্চেদং যয়া বিশ্বমোতং প্রোতঞ্চ সর্বদা ।  
 চৈতন্যমেকমাদ্যন্তরহিতং তেজসাং নিধিम् ॥ ২৬ ॥  
 ব্রহ্মা যদীক্ষণাং সর্বং করোতি চ হরিঃ সদা ।  
 পালয়ত্যপি বিশেষঃ সংহর্তা যদনুগ্রহাং ॥ ৩০ ॥  
 মধুকৈটভসমুত্ততভ্যার্তঃ পদ্যসম্ভবঃ ।  
 যশ্চাঃ স্তবেন মুমুচে ঘোরদৈত্যভবান্মুখেঃ ॥ ৩১ ॥  
 ত্বং হ্রীঃ কীর্তিঃ স্মৃতিঃ কান্তিঃ কমলা গিরিজা সতী ।  
 দাক্ষায়ণী বেদগৰ্ভা বুদ্ধিদাত্রী সদাভয়া ॥ ৩২ ॥  
 স্তোষ্যে ত্বাঞ্চ নমস্কামি পূজয়ামি জপামি চ ।  
 ধ্যায়ামি ভাবয়ে বীক্ষে শ্রোষ্যে দেবি প্রসীদ মে ॥ ৩৩ ॥  
 ত্রিলোকাধিপতিঃ পাশী যাদসাং পতিরুত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥

যতশ্চেদমিতি । ইদং জগদ্ব্যতো যশ্চাঃ সকাশাদভূদিত্যর্থঃ । যয়া শ্রীদেব্য্যা জগদোতং প্রোতং চ ব্যাপ্তং গ্রথিতমিত্যর্থঃ । তজ্জপং যচৈতন্যমেকমাদ্যন্তরহিতং তেজসাং নিধিम् সর্বতন্ত্বেজস্বীত্যর্থঃ । তস্মৈ নমোহুতিশেষঃ ॥ ২৯ ॥

যদীক্ষণাদ্ যশ্চাঃ কৃপাবলোকনাদিত্যর্থঃ । তস্মৈ নমোহস্ত তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

ব্রহ্ম বেদনিধিরিতি । যশ্চাঃ প্রসাদাদ্ ব্রহ্মা বেদনিধির্জাতঃ । কৃষ্ণস্ত লক্ষ্ম্যাবাসো লক্ষ্মীপতির্জাতঃ । পুরন্দরো বজ্রী ত্রিলোকাধিপতির্জাতঃ । ইতি যথাযোগ্যং যোজনীয়ম্ । পাশী বরুণঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

এই জন্ত সাধক ভক্তগণ তোমার আরাধনা প্রভাবে সমস্ত কার্যের সিদ্ধিলাভে অধিকারী হয় ; ত্রিনয়নে ! তুমিই শরণাগত মানবের সর্ববিপদ ধ্বংসকারিণী ; গৌরি ! তুমিই সর্ব জীবের আশ্রয়স্বরূপা অতএব তোমায় নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥ বাহা হইতে এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাও সমুৎপন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে এবং যদ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ওতপ্রোতরূপে পরি-ব্যাপ্ত রহিয়াছে সেই আদ্যন্ত-বিরহিত অখিল তেজোরাশির আধারভূতা একমাত্র অদ্বৈত স্বরূপা দেবী ভগবতীকে প্রণাম করি ॥ ২৮—২৯ ॥ বাহার কটাক্ষরূপ অনুগ্রহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি কার্যে সমর্থ হইলে সেই দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥ দেবি ! পদ্মযোনি ব্রহ্মা ভীষণমূর্তি দৈত্যভয়ে প্রণীড়িত হইয়া একমাত্র তোমারই স্তবপ্রভাবে বিমুক্ত হইয়াছিলেন অতএব তুমিই একমাত্র জগতের প্রণম্য ॥ ৩১ ॥ ভগবতি ! এই বিশ্বমধ্যে তুমিই লজ্জা, কীর্তি, স্মৃতি ও কান্তিরূপা তুমিই কমলদলবাসিনী লক্ষ্মী এবং তুমিই হিমা-লয়গিরিকণ্ঠা পার্বতী ; তুমিই শরীরাস্তরে দক্ষকণ্ঠা সতী নামে অভিহিতা, তুমিই বেদগৰ্ভা সাবিত্রী জীবনিচয়ের বুদ্ধিদায়িনী অভয়া ; অতএব আমি তোমারই জপ, স্তোত্র, অর্চনায় প্রবৃত্ত হইলাম ; অপিচ অন্তর্হৃদয়ে তোমারই ধ্যানে নিরত হইয়া নিরন্তর তোমারই গুণানুকীৰ্ত্তন শ্রবণে প্রবৃত্ত হইব ; মাতঃ ! এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৩৩ ॥ জগদীশ্বর !

কুবেরো নিধিনাথোহুদ্যমো জাতঃ পরেতরাট্ ।  
 নৈখাতো রক্ষসাং নাথঃ সোমো জাতো হপোময়ঃ ॥ ৩৫ ॥  
 ত্রিলোকবন্দ্যো লোকেশি মহামাঙ্গল্যরূপিণি ! ।  
 নমস্তেহস্ত পুনর্ভূয়ো জগন্মাতর্নমো নমঃ ॥ ৩৬ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

এবং স্তুতা ভগবতী দুর্গা নারায়ণী পরা ।  
 প্রসন্না প্রাহ দেবর্ষে ব্রহ্মপুত্রমিদং বচঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীদেব্যাবাচ ।

বরং বরয় রাজেন্দ্র ! ব্রহ্মপুত্র ! যদিচ্ছসি ।  
 প্রসন্নাহং স্তবেনাত্র ভক্ত্যা চারাধনেন চ ॥ ৩৮ ॥

মনুরুবাচ ।

যদি দেবি প্রসন্নাসি ভক্ত্যা কারুণিকোদ্ভবে ।  
 তদা নির্বিঘ্নতঃ সৃষ্টিঃ প্রজায়াঃ স্তান্তবাজ্জয়া ॥ ৩৯ ॥

শ্রীদেব্যাবাচ ।

প্রজাসর্গঃ প্রভবতু মমানুগ্রহতঃ কিল ।  
 নির্বিঘ্নেন চ রাজেন্দ্র বৃদ্ধিশ্চাপ্যন্তরোত্তরম্ ॥ ৪০ ॥

( ত্রিলোকেতি । মঙ্গলায় সাধু মাঙ্গল্যং মঙ্গলকরমিত্যর্থঃ । মহচ্চ তৎমাঙ্গল্যং ভক্তানাং  
 ঐহিকপারত্রিকাদিসর্বতো মঙ্গলজননীতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৪৮ ॥ )

একমাত্র তোমার প্রসাদেই ব্রহ্মা লোকপিতামহ হইয়া চতুর্কোন্দের বক্তা, বিষ্ণু লক্ষ্মীপতি  
 দেবরাজ পুরন্দর ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, বরুণ জলাধিপতি হইয়া সমস্ত জলজন্তুগণের  
 আধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, অপিচ বক্ষরাজ কুবের সমস্ত ধনের অধীশ্বর, যম প্রেতাধীশ্বর,  
 নৈখাত রাক্ষসাধীশ্বর, সোম জলতত্ত্বের অধিপতি হইয়া জগদ্বন্দ্য হইয়াছেন ; অতএব  
 হে মহামঙ্গলরূপিণি বিশ্বমাতঃ ! আমি তোমাকেই বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩২—৩৬ ॥  
 নারায়ণ কহিলেন, বৎস ! ব্রহ্মপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু আদ্যাশক্তি ভগবতী নারায়ণীকে এইরূপ  
 স্তবে পরিভূট করিলে, পরাশক্তি ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এইমত আদেশ  
 করিলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবী কহিলেন, রাজেন্দ্র ব্রহ্মপুত্র ! তোমার ভক্তিপূর্বক আরাধনা ও স্তবের দ্বারা  
 আমি প্রসন্না হইয়াছি ; অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৩৮ ॥ মনু কহিলেন, দেবি !  
 যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন  
 আপনার আজ্ঞার নির্বিঘ্নে আমার সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয় ! ॥ ৩৯ ॥



যঃ কশ্চিৎ পঠতে স্তোত্রং মন্ত্ৰত্যা ত্বৎকৃতং সদা ।

তেষাং বিদ্যাপ্রজ্ঞাসিদ্ধিঃ কীর্তিঃ কাস্ত্যাদয়ঃ খলু ॥ ৪১ ॥

জায়ন্তে ধনধান্যানি শক্তিরপ্রহতা নৃণাম্ ।

সৰ্বত্র বিজয়ো রাজন্ সুখং শত্রুপরিহ্রয়ঃ ॥ ৪২ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

এবং দত্ত্বা বরান্ দেবী মনবে ব্রহ্মসূনবে ।

অন্তর্দানং গতা চাসীৎ পশ্যতস্তস্মৈ ধীমতঃ ॥ ৪৩ ॥

অথ লক্ষবরো রাজা ব্রহ্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।

ব্রহ্মাণমববীভাত ! স্থানং মে দীয়তাং রহঃ ॥ ৪৪ ॥

যত্রাহং সমধিষ্ঠায় প্রজাঃ অক্ষ্যামি পুঙ্কলাঃ ।

যক্ষ্যামি যজ্ঞৈর্দেবেশং তৎ সমাদিশ মা চিরম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা প্রজাপতিপতির্বিভূঃ ।

চিন্তয়ামাস স্থচিরং কথং কার্য্যং ভবেদিদম্ ॥ ৪৬ ॥

( ত্বৎকৃতং ত্বয়া ব্রহ্মপুত্রেণ মনুনেতি যাবৎ ॥ ৪১ ॥

দেবীতি মায়াশক্তিসমম্বিতা ব্রহ্মচৈতন্যরূপিণী ॥ ৪২—৪৬

দেবী কহিলেন, রাজেন্দ্র ! আমার আশীর্ব্বাদে প্রজাসৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে  
এনং তোমার পুণ্যপ্রভাবে তাহারা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥  
অপিচ যে মানব আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তোমার কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে  
সে ইহকালে পুত্রবান্ কীর্ত্তিমান্ ও কাস্তিমান্ হইয়া চরমে পরমপদ লাভের অধিকারী  
হইবে ॥ ৪১ ॥ রাজন্ ! আমি আর তোমাকে অধিক কি বলিব, সেই সমস্ত ভক্তিমান্  
মানব আমার প্রভাবে ইহসংসারে অপ্রতিহতশক্তি হইয়া সমস্ত শত্রুকুল ধ্বংস করিয়া  
সৰ্ব্বত্র বিজয়ী হইবে এবং জীপুত্র কুটুম্বাদি ভরণপোষণ বিষয়ে তাহাদের ধনধান্যাদি কোন  
বিষয়েরই অভাব হইবে না, ফলত তাহারা সৰ্ব্বতোভাবে সুখী হইবে ॥ ৪২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, রে বৎস ! আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী ধীমান্ ব্রহ্মপুত্র স্বায়ত্ত্ব  
মনুকে এইরূপ অভিলষিত বরপ্রদান পূৰ্ব্বক তাঁহারই সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥  
তদনন্তর, রাজরাজেশ্বর প্রভাববান্ স্বায়ত্ত্ব মনু ভগবতীর নিকট মনোমত বর লাভ করিয়া  
নিজ পিতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, পিতঃ ! সংপ্রতি আমাকে অবিলম্বে একটী নির্জ্জনস্থান প্রদান  
করুন যে স্থানে থাকিয়া আমি সেই সৰ্ব্বেশ্বর পরমায়ুরূপিণী পরমেশ্বরীর আরাধনা পূৰ্ব্বক  
মঙ্গলময় প্রজা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ প্রজাপতিপতি লোকপিতামহ  
ব্রহ্মা নিজপুত্র স্বায়ত্ত্ব মনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিয়া বিবেচনা

সৃজতো মে গতঃ কালো বিপুলোহনন্তসম্ভ্যকঃ ॥

ধরা বার্ভিঃ প্লুতা মগ্না রসাং যাতাহখিলাশ্রয়া ॥ ৪৭ ॥

ইদং মচ্চিস্তিতং কার্যং ভগবানাদিপুরুষঃ ।

করিষ্যতি সহায়ো মে যদাদেশেহহমাস্থিতঃ, ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
ভুবনকোষবর্ণনে মনুতপঃসিদ্ধিনাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বার্ভিজলৈঃ প্লুতা মগ্না সতী রসাং রসাতলং যাতা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিলেন যে, একাধা কিরূপে সম্পন্ন হইবে !!! হা! আমি এই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অনন্তকাল ক্ষয় করিলাম; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইল না!! কেন না, অখিল জীবনিকরের আধারভূতা ধরাদেবী অগাধ জলরাশি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে উপায় কি? তবে এইমাত্র ভরসা দেখিতেছি; আমি যাহার আদেশে এই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি যদি সেই ভগবান্ আদিপুরুষ আমার এই কার্য্যে সহায়ীভূত হইলেন তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে সংশয় নাই ॥ ৪৬—৪৮ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে স্বায়ম্ভুব মনুর

তপঃসিদ্ধিনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

এবং মীমাংসতস্তু পদ্মযোনেঃ পরস্তপ ! ।  
মম্বাদিভিমুনিবরৈশ্বরীচ্যাদৈঃ সমং ততঃ ॥ ১ ॥  
ধ্যায়তস্তু নাসাগ্রাদ্বিরঞ্জেঃ সহসানঘ ।  
বরাহপোতো নিরগাদেকাঙ্গুলপ্রমাণতঃ ॥ ২ ॥  
তশ্চৈব পশ্যতঃ খন্ডঃ ক্ষণেন কিল নারদ ।  
করিমাত্রংপ্রবব্ধে তদদ্রুততমং হৃদ্বৎ ॥ ৩ ॥

অষ্টত্রিংশদ্বাহাপদ্যোর্বরাহেণ ধরাতলম্ ।

জলাদ্রুতমিত্যেতৎ কথানকমিহোচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ের ইদং মচ্ছিত্তিতঃ কার্য্যং ভগবানাদিপুরুষঃ করিষ্যতীতি প্রোক্তেন বাক্যেন পদ্মযোনেনিশ্চয়ঃ জ্ঞাত্বা ভগবান্ বরাহরূপেণ প্রাহুরভূদিত্যাচ্চ এবং মীমাংসত ইতি । ননু নারদেন জগতস্তত্ত্বমেব পৃষ্টং তচ্চ নারায়ণেনাভিহিতং পুনস্তদ্রুতরকথানকস্ত নারদেনাপৃষ্টস্ত কথেনেনোপযোগ ইতি চেন্ন অত্রাপৃষ্টকথনাত্তথানুপপত্ত্যেব নারদেনৈব তৎপৃষ্টমন্তীত্যর্থ-স্তাপি কল্পনাৎ । অতএবাগ্রে বিরাট্‌স্বরূপসন্নিবেশপ্রাপ্তস্ত নারদকৃতস্তাভাবে প্রথমাধ্যায়স্তং তশ্চৈ যোগাত্মনে নম্রা বুদ্ধদেবতনুত্বঃ । পর্য্যপৃচ্ছদিমং চার্থং ষৎপৃষ্টো ভগবতানঘেতি জনমেজয়ঃ প্রতি বাসবাক্যং সঙ্গচ্ছতে ইতি । সমং ততশ্চৈশ্বর্যাদিভিঃ । পরিবেষ্টিতশ্চেতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ধ্যায়তঃ পদ্মযোনেরিত্যশ্বয়ঃ ॥ ২ ॥

তশ্চৈব বিরঞ্জেব খন্ডঃ পৃথিব্যভাবাদাকশশ্চো বরাহঃ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, রে বৎস ! তুমি যখন, কামক্রোধাদি সমস্ত শক্রবর্গকে পরাজিত করিয়া সংযতেজ্জ্বর হইয়াছ, তখন অবশ্যই এই গূঢ়তম শ্রবণের অধিকারী হইয়াছ ; অতএব আমি যাহা বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । পদ্মযোনি পিতামহ মরীচি-প্রভৃতি বুদ্ধর্ষিগণ ও স্বায়ম্ভুব মনুর সহিত একত্রে সম্মিলিত হইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে মনে মনে বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা সেই ধ্যানপরায়ণ বিরিক্ষির নাসিকাগ্র হইতে একাঙ্গুলপরিমিত একটি বরাহশিশু আবির্ভূত হইল ॥ ১—২ ॥ পরে, দেখিতে দেখিতে সেই অস্তরীকস্থ বরাহ-পোতকটি প্রজাপতির সমক্ষেই ক্ষণমাত্র মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া হস্তীর আকার ধারণ করিল ; তদর্শনে সনকাদি কুমারগণ ও মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি-গণ পরিবৃত লোকশ্রষ্টা পদ্মযোনি মহাবিশ্বরসহকারে এইরূপ তর্ক করিতে লাগিলেন যে, সহসা আমার নাসিকাগ্র হইতে নির্গত হইয়া এই ছদ্ম শূকরমূর্তি প্রাণীটি ত, দেখি-



তখন, বিরিক্সিসহ সেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি এবং জনলোক, তপোলোক সত্যলোকবাসী অমর-  
বর্ষ্য সকল আপনাদের সমস্ত ক্রেশরাশি বিধ্বংসকারক যুধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে

তেষাং স্তোত্রং নিশম্যাদ্যো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

কৃপাবলোকমাত্রেণানুগৃহীত্বাপ আবিশৎ ॥ ১১ ॥

তস্মাস্তুর্বিংশতঃ ক্রুরসটাঘাতপ্রপীড়িতঃ ।

সমুদ্রোহথাব্রুবীদেব ! রক্ষ মাং শরণার্থিহন্ ॥ ১২ ॥

ইত্যাকর্ণ্য সমুদ্রোক্তং বচনং হরিরীশ্বরঃ ।

বিদারয়ন্ জলচরান্ জগামাস্তর্জ্জলে বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

ইতস্ততোহভিধাবন্ স বিচিস্রন্ পৃথিবীং ধরাম্ ।

আত্মায়াত্মায় সর্বেশো ধরামাসাদয়চ্ছনৈঃ ॥ ১৪ ॥

অন্তর্জ্জলগতাং ভূমিং সর্বসত্বাশ্রয়াং তদা ।

ভূমিং স দেবদেবেশো দংষ্ট্রয়োদাজ্জহার তাম্ ॥ ১৫ ॥

অপঃ জলানি । আবিশৎ প্রবিবেশ ॥ ১১ ॥

ক্রুরসটাঘাতঃ । কঠোরশরীরকেশাঘাতঃ ॥ ১২—১৫

পুলকিততমু হইয়া ঋক্, গজুঃ, সাম ও অথর্ব প্রভৃতি বেদচতুষ্টয় উক্ত মধুর চন্দ্রোদয় বচনাবলীর দ্বারা স্তব করিতে করিতে সেই আদ্যপুরুষ ভগবান্ যজ্ঞবরাহকে চতুর্দিক্ হইতে বিবিধ স্তোত্রমালা উপহাররূপে প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৯—১০ ॥ ভক্তজন-সস্তাপহারী সর্বশক্তিমান্ সর্বেশ্বর হরি তাঁহাদের তাদৃশ মনোহর স্তোত্র সকল শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কটাক্ষমাত্রে তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহভাব জানাইয়া তৎকণাৎ অগাধসলিলরাশি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১০—১১ ॥ রে বৎস ! এইরূপে যখন সেই ভগবান্ যজ্ঞশূকর জলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন তৎকালে তাঁহার সেই কঠোর কেশরাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া জলনিধি সমুদ্র কাতরস্বরে কহিলেন, দেব ! আপনিত, চিরদিনই শরণা-গতজনের সমস্ত ক্লেশরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন, তবে এক্ষণে আমার প্রতি এক্রপ নিগ্রহ বিতরিত হইতেছে কেন ?

সমুদ্রের ঈদৃশ কাতরোক্তি শুনিয়া সর্বেশ্বর বিভু হরি তখন ভীষণ জলচরদিগকে তীব্রদস্তাঘাতে বিদারিত করিতে করিতে ক্রমে অনন্ত জলরাশির তলদেশে প্রবিষ্ট হইলেন । তদনন্তর, তিনি আত্মাণ দ্বারা গন্ধবতী ধরাদেবীকে ইতস্ততো অন্বেষণপূর্বক মহাবেগে পাতালতলে যাইয়া তাঁহার দর্শন পাইলেন । দর্শনমাত্রেই ভগবান্ সর্বেশ্বর হরি সেই অগাধ জলরাশির অন্তস্তলবাসিনী সর্বজীবের আবাসভূমি-স্বরূপা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া নিজ কঠোর দংষ্ট্রাঘয়ের উপরি ভাগে সংস্থাপিত করিলেন । বৎস নারদ ! বলিব কি, যখন সেই সর্ববজ্রেশ্বর ভগবান্ যজ্ঞবরাহ ধরাদেবীকে দংষ্ট্রাগ্রে স্থাপিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ; তখন এমনি আশ্চর্যজনক শোভা হইল, বোধ হইল যেন কোন

তাং সমুদ্রত্যা দংষ্ট্রাগ্রে যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ ।

শুশুভে দিগ্গজো যদ্বদুদ্রুত্যাথ স্পদ্বিনীম্ ॥ ১৬ ॥

তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশো বিরক্তিঃ সমনুঃ স্বরাট্ ।

তুষ্ঠাব বাগ্ভির্দেবেশং দংষ্ট্রোদ্রুতবসুন্ধরম্ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ ! ভক্তানামার্তিনাশন ! ।

খৰ্ব্বীকৃতস্বরাধার সৰ্বকামফলপ্রদ ॥ ১৮ ॥

ইয়ং চ ধরণী দেব শোভতে বসুধা তব ।

পদ্বিনীব স্পদ্বাত্যা মতঙ্গজকরোদ্রুতা ॥ ১৯ ॥

ইদং চ তে শরীরং বৈ শোভতে ভূমিসঙ্গমাৎ ।

উদ্রুতানুজশুণ্ডাগ্রকরীন্দ্রতনুসম্ভিতম্ ॥ ২০ ॥

নমো নমস্তে দেবেশ সৃষ্টিসংহারকারক ।

দানবানাং বিনাশায় কৃতনানাকৃতে প্রভো ॥ ২১ ॥

পদ্বিনীং কমলিনীং শুণ্ডাগ্রগোদ্রুতা দিগ্গজো যথা শুশুভে ॥ ১৬—১৯ ॥

উদ্রুতমনুজং যেনৈতাদৃশং শুণ্ডাগ্রং বসু স যঃ করীন্দ্রশুণ্ড তনুসম্ভিতম্ ॥ ২০—২১ ॥

দিগ্‌মাতঙ্গ শুণ্ডাগ্র দ্বারা সহস্রদলপরিশোভিত কমলিনীকে সমূলে উৎপাটনপূর্বক দষ্টাগ্রে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ১৬—১৯ ॥ এইরূপে সর্বেশ্বর যজ্ঞশুকরমূর্তি ভগবান্ হরি ভীষণ দংষ্ট্রাপ্রভাবে সর্বজীব-নিকায়রূপ ধরাদেবীকে উদ্ধার করিলেন দেখিয়া অমররাজ ইন্দ্রাদিসমবেত প্রজানাথ বিরক্তি মধুরময় বাক্যাবলির দ্বারা তাঁহার স্তুব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ব্রহ্মা কহিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ ! ভগবন্ ! আপনিই সর্বত্র জয়যুক্ত, হে ভক্ত-ক্লেশনাশন ! আপনি নিজ মহিমাবলে অমরকুলের আধারভূমি স্বর্লোক অবাধ সত্যলোক পর্যন্ত খৰ্ব্বীকৃত করিয়াছেন । নাথ ! আপনি ভিন্ন এ বিশ্বমণ্ডলে আর কাহার সাধ্য আছে যে, শরণাগত ভক্তবৃন্দের সমস্ত অতীষ্টফল প্রদানে সমর্থ হয় ? ॥ ১৭-১৮ ॥ দেব ! এই সর্ব প্রাণীর আধারভূতা সর্বরত্নময়ী দেবী পৃথিবী আপনার দস্তদ্বয়োপরি একরূপ অনির্কচনীর শোভা পাইতেছেন, যেন ঠিক কোন মন্তহতী নিজ শুণ্ড দ্বারা সহস্রদল শোভিতা পদ্বিনীকে সমূলে সমুদ্রত্যাগ করিয়া দস্তদ্বয়ের অগ্রে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ১৯ ॥ ভগবন্ ! করিবর-দস্তসংলগ্না কমলিনীসদৃশী ধরাদেবীর যে রূপ শোভা বর্ণন করিতেছিলাম, সম্প্রতি আপনার যজ্ঞবরাহ মূর্তিটী দেখিয়াও অবিকল সেইরূপই বোধ হইতেছে ? ॥ ২০ ॥ প্রভো ! ভূমিই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয়ের নিদানস্বরূপ ; ভূমি একমাত্র অদ্বিতীয় হইয়াও কেবল দুর্দান্ত দমুজকুল বিনাশের নিমিত্ত নানা মূর্তি ধারণ



অগ্রতশ্চ নমস্তেহস্ত পৃষ্ঠতশ্চ নমো নমঃ ।

সর্বামরাধারভূত বৃহদ্ধাম নমোহস্ত তে ॥ ২২ ॥

হুয়াহং চ প্রজাসর্গে নিযুক্তঃ শক্তিবৃংহিতঃ ।

ত্বদাজ্জাবশতঃ সর্গং করোমি বিকরোমি চ ॥ ২৩ ॥

ত্বৎসহায়েন দেবেশা অমরাশ্চ পুরা হরে ।

সুধাং বিভেজিরে সর্বৈ যথাকালং যথাবলম্ ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্র দ্বিলোকীসাম্রাজ্যং লব্ধবাংস্বমিদেশতঃ ।

ভুনক্তি লক্ষ্মীং বহুলাং সুরমজ্জপ্রপূজিতঃ ॥ ২৫ ॥

বহ্নিঃ পাবকতাং লব্ধা জাঠরাদ্যিভেদতঃ ।

দেবাসুরমনুষ্যাণাং করোত্যাপ্যায়নং তথা ॥ ২৬ ॥

ধর্মরাজোহথ পিতৃণামধিপঃ সর্বকর্মদৃক্ ।

কর্মণাং ফলদাতাসৌ ত্বমিযোগাদধীশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥

নৈঋতো রক্ষসামীশো যক্ষোবিঘ্নবিনাশনঃ ।

সর্বৈষাং প্রাণিনাং কর্মসাক্ষী ত্বত্ত্বঃ প্রজায়তে ॥ ২৮ ॥

( হে সর্বৈষাসমরাণাং আধারস্বরূপ ! আশ্রয়স্বরূপেতি বাবৎ । বৃহৎ ব্রহ্মৈব ধাম স্বরূপং যন্ত হে তাদৃশ ! ইত্যর্থঃ প্রজায়তে প্রাজায়তেত্যর্থঃ ॥ ২২—৩০ ॥

করিয়া থাক ; অতএব বারংবার আপনাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ ভগবন্ ! যিনি বিগুহ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সেইটিই তোমার স্বরূপ ; সূতরাং সমস্ত অমরকুলের তুমিই আধারভূত, অতএব তোমার সম্মুখে ও পৃষ্ঠদেশে নমস্কার ; কারণ তোমার অগ্র বা পশ্চাৎ কিছুই নাই, ফল কথা সর্বত্রই তোমার চক্ষুঃ সমভাবে দেদীপ্যমান ॥ ২২ ॥ দেব ! আমি তোমার শক্তি-প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াই সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি এবং তোমার আদেশেই আমি প্রতি করে সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি বা সংহার করিয়া থাকি। অমরেশ্বর ! পূর্বে সমস্ত ত্রিংশগণ একমাত্র তোমার সাহায্য-বলেই সমুদ্রমহনসমুৎপন্ন সুধারানি নিজ নিজ বল ও অধিকারানুসারে সকলেই যথাযোগ্য অংশ লাভ করিয়াছিল ॥ ২৩—২৪ ॥ হরে ! সুররাজ ইন্দ্র কেবল তোমার নিরোগানুসারেই ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য লাভে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন ; তাহাতে অশ্রের কথা দূরে থাকুক সমস্ত সুরগণও বিরোধী না হইয়া নিরন্তর কৃতাজলি-পুটে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ ঐ রূপ বহ্নিঃ পাবকতাপক্তি লাভ করিয়া দেব, অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি জনিকরের জাঠরাদি ভেদ করিয়া সকলকেই আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। দেব ! ধর্মরাজ যবও তোমার নিরোগবলেই দক্ষিণদিকের অধীশ্বর

বরুণো যাদসামীশো লোকপালো জলাধিপঃ ।

ত্বদাজ্ঞাবলম্বিত্য লোকপালত্বমাগতঃ ॥ ২৯ ॥

বায়ুর্গন্ধবহঃ সর্বভূতপ্রাণনকারণম্ ।

জাতস্তব নিদেশেন লোকপালো জগদগুরুঃ ॥ ৩০ ॥

কুবেরঃ কিম্বরাদীনাং যক্ষাণাং জীবনাশ্রয়ঃ ।

ত্বদাজ্ঞাস্তর্গতঃ সর্বলোকপেষু চ মান্ডভুঃ ॥ ৩১ ॥

ঈশানঃ সর্বরুদ্রাণামীশ্বরাস্তকরঃ প্রভুঃ ।

জাতো লোকেশবন্দ্যোহসৌ সর্বদেবাধিপালকঃ ॥ ৩২ ॥

নমস্তভ্যং ভগবতে জগদীশায় কুর্মহে ।

যস্মাংশভাগাঃ সর্বৈ হি জাতা দেবাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৩ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

এবংস্ততো বিশ্বসৃজা ভগবানাদিপুরুষঃ ।

লীলাবলোকমাত্রেণাপ্যনুগ্রহমবাসৃজৎ ॥ ৩৪ ॥

লোকপেষু লোকপালেষু মান্ডভুঃ পূজ্যঃ ॥ ৩১—৩৮ ॥

হইয়া সমস্ত পিতৃগণের উপরি আধিপত্য পাইয়া জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষিক্রুপে তাহা-  
দিগকে কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। অধিক কি, ব্রাহ্মসপতি নৈঋত যক্ষজাতি  
হইয়াও এক মাত্র তোমার আজ্ঞা প্রভাবেই শরণাগত ভক্তজনের সমস্ত বিষয় বিনাশপূর্ব্বক  
সর্ব্বসাক্ষিক্রুপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ঐ রূপ জলাধীশ্বর বরুণদেবও কেবল তোমার  
আদেশবলেই সমস্ত জলচরজীবের আধিপত্য লাভ করিয়া দিকপাল নামে বিক্রত হইয়া-  
ছেন। অতের কথা কি, সর্ব্ব জীবের প্রাণনিদান গন্ধবহ বায়ুও তোমার নিদেশে বিশ্ব-  
গুরু লোকপাল হইয়াছেন। কুবের তোমার আজ্ঞানুবর্তী হইয়াই যক্ষ কিম্বরাদির অধীশ্বর  
হইয়া অপরাপর লোকপাল প্রভৃতি সকলেরই মান্ডাম্পদ হইয়াছেন। ভগবন্! অপরের  
কথা কি বলিব, যিনি সমস্ত জীবনিবহের সংহারকর্তা সেই ঈশানও তোমার প্রভাবে  
দিকপালত্ব লাভ করিয়া সমস্ত ব্রহ্মগণ, দেব, গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিম্বর ও মানবাদি সর্ব্বজীবের বন্দ-  
নীয় হইয়াছেন, ফলতঃ তোমার অনুগ্রহে তাঁহার এত দূর মহিমা যে, তিনি সময়ে সময়ে  
বিপদাপন্ন দেবগণকেও রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব, ভগবন্! বুঝিয়াছি; এই অনন্ত  
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভূমিই এক মাত্র নিয়ন্তা। এই যে, অসংখ্য দেবগণ দেখিতে পাওয়া যায়  
ইহাদের মধ্যে কেহ বা তোমার অংশ কেহ কেহ বা কলারূপে সৃষ্ট হইয়াছে ॥২৬—৩৩॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! বিশ্বস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মা আদিপুরুষ ভগবান্কে  
এইরূপে স্তুব করিলে, তিনি ঈষৎ কটাক্ষপাত মাত্রেই তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ

তত্রৈবাভ্যাগতং দৈত্যং হিরণ্যাক্ষং মহাসুরম্ ।

রুক্মানমধ্বনো ভীমং গদয়াতাড়য়দ্ধরিঃ ॥ ৩৫ ॥

তদ্রক্তপঙ্কদিক্কাঙ্কো ভগবানাদিপুরুষঃ ।

উদ্ধৃত্য ধরণীং দেবো দংষ্ট্রয়া লীলয়াপ্সু তাম্ ॥ ৩৬ ॥

নিবেশ্য লোকনাথেশো জগাম স্থানমাত্মনঃ ।

এতদুগবতশ্চিত্রং ধরণ্যুচ্চরণং পরম্ ॥ ৩৭ ॥

শৃণুয়াদ্যঃ পুমান্ যশ্চ পঠেচ্চরিতমুক্তমম্ ।

সর্বপাপবিনিমুক্তো বৈষ্ণবীং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
পৃথিব্যুচ্চরণং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

( অভ্যাগতং সমুখাগতম্ । অধ্বনঃ রুক্মানং প্রত্যাগমনপথান্ রুক্মস্তমিতি  
বোধাম্ ॥ ৩৫ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করিলেন । তদনন্তর আদিপুরুষ ভগবান্ যজ্ঞবরাহ যখন নিজ দংষ্ট্রী দ্বারা ধরাদেবীকে  
উদ্ধৃত করিয়া উপরি ভাগে আগমন করিতেছেন, সেই সময় ভীমমূর্তি হৃদ্যস্ত দৈত্যপ্রবর  
হিরণ্যাক্ষ আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিলে, তিনি একমাত্র প্রচণ্ডগদাঘাতে তাহাকে  
সংহার করিলেন । পরে, সেই অশুরের শোণিতপঙ্কে পরিদিক্-কলেবর হইয়া ভগবান্  
সর্বেশ্বর রসাতল সমুদ্রত বহুদূরকে জলরাশির উপরিভাগে সংস্থাপিত করিয়া স্বীয়  
বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন । বৎস নারদ ! যে ব্যক্তি এই পৃথিবীর উচ্চরণরূপ ভগবচ্চরিত-  
গাথা ভক্তিসহকারে শ্রবণ বা পাঠ করিবেন তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত  
হইয়া সর্বেশ্বর বিষ্ণুর পরম পবিত্রধাম প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যজ্ঞবরাহ কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার  
নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

মহীং দেবঃ প্রতিষ্ঠাপ্য যথাস্থানে চ নারদ ! ।  
বৈকুণ্ঠলোকমগমদ্ব্রুকোবাচ স্বমাত্মজম্ ॥ ১ ॥  
স্বায়ম্ভুব মহাবাহো পুত্র ! তেজস্বিনাম্বর ! ।  
স্থানে মহীময়ে তিষ্ঠ প্রজাঃ সৃজ যথোচিতম্ ॥ ২ ॥  
দেশকালবিভাগেন যজ্ঞেশং পুরুষং যজ ।  
উচ্চাবচপদার্থৈশ্চ যজ্ঞসাধনকৈর্বিভো ! ॥ ৩ ॥  
ধর্ম্মমাচর শাস্ত্রোক্তং বর্ণাশ্রমনিবন্ধনম্ ।  
এতেন ক্রমযোগেন প্রজাবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥  
পুত্রানুৎপাদ্য গুণতঃ কীর্ত্য কাস্ত্যাত্মরূপিণঃ ।  
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নান্ সদাচারবতাম্বরান্ ॥ ৫ ॥

ত্রয়োবিংশতিপদৈশ্চ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্ত তু ।

বংশস্ত বর্ণনং সমাগৃহ্যথাবদনুবর্ণ্যতে ।

ধরোদ্ধারানন্তরং জাতং কৃত্যমাহ মহীন্দেব ইতি । দেবো বরাহঃ । স্বমাত্মজঃ স্বায়ম্ভুবমমুম্ ॥ ১—১২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ ! এইরূপে বিশ্বাত্মা দেবদেব ভগবান্ ধরণীদেবীর উদ্ধার সাধন করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ পুত্র স্বায়ম্ভুব মমুকে কহিলেন, রে বৎস স্বায়ম্ভুব ! তুমি নিজ তপঃপ্রভাবে অপরাপর ঋষিবর্গ হইতে সম্যক্ তপন্তেজা হইয়াছ সন্দেহ নাই এবং ভগবৎকৃপার ধরাদেবীও সমুদ্ভূত হইয়াছেন ; অতএব তুমি এক্ষণে এই সর্বজীবের আধারভূত বহুধাপৃষ্ঠে অবস্থানপূর্বক যথাবিহিত প্রজা-সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হও ॥ ১—২ ॥ কিন্তু বৎস ! কেবল সৃষ্টিকার্য্যে পরিলিপ্ত হইয়া যেন প্রকৃত কার্য্য বিস্মৃত হইও না ; অর্থাৎ সর্বদা যজ্ঞসাধনোপযোগী নানাবিধ ত্রব্যসম্ভার সমাহার পূর্বক দেশ কাল বিভাগমতে সেই পরমপুরুষ যজ্ঞেশ্বরের অর্চনা করিও ॥ ৩ ॥ যাৎসংসারে অবস্থান করিবে তাৎকাল বর্ণাশ্রমায়ত্ত্বাঙ্গী শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিও ; এইরূপ ক্রমযোগ অনুষ্ঠান করিলেই সর্বতোভাবে তোমার প্রজা বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ তাহার পর তুমি আত্মসদৃশ কীর্তি, কমনীয়তা, বিদ্যা ও বিনয় প্রভৃতি নানা গুণবিশিষ্ট স বিশেষ সদাচারসম্পন্ন পুত্র ও কন্যা সকল উৎপাদন করিয়া সেই

কন্যাশ্চ দত্তা গুণবদ্যশোবন্ত্যঃ সমাহিতঃ ।

মনঃ সম্যক্ সমাধায় প্রধানপুরুষে পরে ॥ ৬ ॥

ভক্তিসাধনযোগেন ভগবৎপরিচর্যয়া ।

গতিমিচ্ছাং সদা বন্দ্যাং যোগিনাং গমিতা ভবান্ ॥ ৭ ॥

ইত্যাশ্বাস্ত্র মনুং পুত্রং পদ্মযোনিঃ প্রজাপতিঃ ।

প্রজাসর্গে নিয়ম্যামুং স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৮ ॥

প্রজাঃ সৃজত পুত্রোতি পিতুরাজ্ঞাং সমাদধৎ ।

স্বায়ম্ভুবঃ প্রজাসর্গমকরোৎ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৯ ॥

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ ।

কন্যাস্তিষ্রঃ প্রসূতাশ্চ তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ১০ ॥

আকৃতিঃ প্রথমা কন্যা দ্বিতীয়া দেবহুতিকা ।

তৃতীয়া চ প্রসূতির্হি বিখ্যাতা লোকপাবিনী ॥ ১১ ॥

আকৃতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দমায় চ মধ্যমাম্ ।

দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিকং যাসাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ১২ ॥

( গুণবন্ত্যঃ যশোবন্ত্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৬—১২ ॥ )

সমস্ত গুণবতী কন্যাগুলি বিবাহোপযোগিনী হইলে, তাহাদিগকে সৎপাত্রে সম্প্রদান-পূর্বক সেই প্রকৃতিনিয়ন্তা পরমপুরুষে একান্তভাবে চিন্তা সমাধান করিবে। রে বৎস! আমি তোমায় যে রূপ উপদেশ করিলাম, যদি সেইরূপ ভক্তিযোগানুষ্ঠানপূর্বক ভগবৎ-পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে, যোগেশ্বর পুরুষেরা সর্বদা যে পদের অভিলাষ করেন তুমি নিশ্চয়ই সেই ছরারাদ্য গতি লাভের অধিকারী হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ তদনন্তর, প্রজানাথ পদ্মযোনি নিজ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে এইরূপে আশ্বাস প্রদানপূর্বক তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে আবদ্ধ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥ রে পুত্র! প্রজা সৃষ্টি কর, এইরূপ আদেশ করিয়া ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে, পৃথ্বীপতি স্বায়ম্ভুব পিতার সেই আজ্ঞা অন্তরে দৃঢ়তর ধারণা করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মহাপ্রভাবসম্পন্ন দুই পুত্র এবং রূপলাবণ্যসম্পন্ন বিবিধ গুণগ্রামাবত্ব-যিতা তিনটি কন্যা সমুৎপন্ন হইল; এক্ষণে ঐ কন্যা তিনটির নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৯—১০ ॥ সেই তিনটি বিশ্বপবিত্রকারিণী কন্যার মধ্যে প্রথমা কন্যার নাম আকৃতি, দ্বিতীয়ার নাম দেবহুতি আর তৃতীয়াটি প্রসূতি নামে বিখ্যাত। তাহাদের মধ্যে প্রথমা

রুচেঃ প্রজ্ঞে ভগবান্ যজ্ঞো নামাদিপুরুষঃ ।

আকৃত্যাং দেবহুত্যাঞ্চ কপিলোহসৌ চ কৰ্দমাং ॥ ১৩ ॥

সাম্ব্যাচার্য্যঃ সৰ্বলোকে বিখ্যাতঃ কপিলো বিভুঃ ।

দক্ষাং প্রমৃত্যাং কন্যাশ্চ বহুশো জজ্ঞিরে প্রজাঃ ॥ ১৪ ॥

যাসাং সন্তানসমুত্থা দেবতিৰ্য্যঙ্নরাদয়ঃ ।

প্রমুতা লোকবিখ্যাতাঃ সৰ্বৈ সৰ্গপ্রবর্তকাঃ ॥ ১৫ ॥

যজ্ঞশ্চ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমম্বস্তরে বিভুঃ ।

মনুং ররক্ষ রক্ষোভ্যো যামৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ১৬ ॥

কপিলোহপি মহাযোগী ভগবান্ স্বাশ্রমে স্থিতঃ ।

দেবহুতৈ্য পরং জ্ঞানং সৰ্বাবিদ্যানিবর্তকম্ ॥ ১৭ ॥

সবিশেষং ধ্যানযোগমধ্যাত্মজ্ঞাননিশ্চয়ম্ ।

কাপিলং শাস্ত্রমাখ্যাতং সৰ্বাজ্ঞানবিনাশনম্ ॥ ১৮ ॥

আকৃত্যামিতি পূৰ্বেণাশয়ঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

যজ্ঞশ্চেতি । রুচেঃ পুত্রো যজ্ঞো নাম পুরুষঃ কশ্মিংশ্চিৎসময়ে রক্ষোভিরূপকৃতং স্বায়-  
ম্ভুবং মনুং যামৈস্তন্মামকৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ সংস্তোভ্যো রক্ষোভ্যো মনুং ররক্ষতি কথা পুরাণা-  
স্তরে প্রসিদ্ধা ॥ ১৬—১৮ ॥

কন্যা আকৃতিটী তিনি মহর্ষি রুচিকে প্রদান করেন, পরে দেবহুতিকে প্রজাপতি কর্দম  
হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রমুতি নামী তৃতীয়া কন্যাটী প্রজাপতি দক্ষকে সম্ভ্রদান করেন ।  
পরন্তু সেই কন্যা হইতেই ইহলোকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি জানিবে । সংপ্রতি সেই  
প্রজাপতি ব্রহ্মবিদিগের ঔরসে উল্লিখিত কন্যাত্রয়ের গর্ভে প্রথমে বাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন,  
সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । মহর্ষি রুচির ঔরসে আকৃতি  
গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র হয়, ইনি ভগবান্ আদ্যপুরুষ বিষ্ণুর অংশ ; তাহার পর, মহর্ষি  
কর্দমের ঔরসে দেবহুতি গর্ভে বিশ্ববিক্রম সাম্ব্যাশাস্ত্রের আচার্য্য ভগবান্ কপিলদেব  
জন্মগ্রহণ করেন । আর প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে প্রমুতিগর্ভে কেবল কৰ্ত্তকগুলি কন্যা  
সন্তানই উৎপন্ন হয় ; অতএব দেব, মানব পশু পক্ষি প্রভৃতি সমস্ত প্রজাপতি দক্ষ হইতেই  
জানিবে । ঐ সমস্ত প্রথম সজাত প্রজাগণই বিশ্বসৃষ্টির প্রবর্তক ॥ ১১—১৫ ॥ স্বায়ম্ভুব  
মম্বস্তরে মহাপ্রভাববান্ ভগবান্ যজ্ঞ বামনামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া নিজ মাতামহ  
মনুকে রক্ষসাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । আর মহাযোগেশ্বর ভগবান্ কপিলদেব  
কশ্মিৎকাল আশ্রমে থাকিয়া নিজ গর্ত্তধারিণী দেবহুতিকে সমস্ত অবিদ্যাবিধ্বংসি অধ্যাত্ম-  
তত্ত্ব নিশ্চায়ক পরম ভজ্ঞানস্বরূপ কপিলশাস্ত্র (সাম্ব্যাশাস্ত্র) এবং সবিশেষ ধ্যানযোগ  
প্রভৃতি উপদেশ করিয়া শেষে সমাধিতে বসিবার জন্য পুলহাশ্রমে গমন করেন ; বৎস !



উপদিশ্য মহাযোগী স যযৌ পুলহাশ্রমম্ ।

অদ্যাপি বর্ততে দেবঃ সাখ্যাচার্যো মহাশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

যম্মামস্মরনেনাপি সাখ্যযোগশ্চ সিধ্যতি ।

তং বন্দে কপিলং যোগাচার্যং সর্ববরপ্রদম্ ॥ ২০ ॥

এবমুক্তং মনোঃ কন্যাবংশবর্ণনমুত্তমম্ ।

পঠতাং শৃণুতাং চাপি সর্বপাপবিনাশনম্ ॥ ২১ ॥

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মনুপুত্রাস্ময়ং শুভম্ ।

ষদাকর্ণনমাজ্ঞেয়ং পরং পদমবাগ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥

দ্বীপবর্ষসমুদ্রাদিব্যবস্থা যৎস্মৃতেতঃ কৃতা ।

ব্যবহারপ্রসিদ্ধ্যর্থং সর্বভূতসুখাপ্তয়ে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
স্বায়ম্ভুবমনুবংশকীর্তনং নাম তৃতীয়েহিধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

(আশেরতেহস্মিন্ বৃত্তয় ইতি যাবৎ আশয়োহন্তঃকরণং মহান্ আশয়ো যন্ত ॥১৯-২৩॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয়েহিধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই মহাত্মা যোগেশ্বর অদ্যাপিও সেই স্থলে দেদীপ্যমানরূপে বিরাজ করিতেছেন ।  
আহা ! বাহার নাম স্মরণমাত্রেই যোগী অবলীলা ক্রমে সাখ্যজ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করিতে  
সমর্থ হয়, সেই সর্বাভীষ্টপ্রদ যোগাচার্য্য ভগবান্ কপিলদেবকে বন্দনা করি ।

যাহারা এই উল্লিখিত মনুকৃত্তাদিগের পবিত্র বংশ-বর্ণন-কথা শ্রবণ বা পাঠ করে,  
তৎকালে তাহাদিগের সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হয় ॥ ১৬—২১ ॥ বৎস ! ইহার পর আমি  
তোমার নিকট স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রদিগের বংশ বর্ণন করিতেছি অবহিত হও ; বাহা শ্রবণ-  
মাত্রেই মানব চরমে পরমপদ লাভে সমর্থ হয় অর্থাৎ যে মনুর পুত্রগণ সমস্ত প্রাণিজগতের  
সুখপ্রাপ্তি জন্ত ও লোকব্যবহার-প্রসিদ্ধির নিমিত্ত দ্বীপ, বর্ষ ও সমুদ্রাদির ব্যবস্থা স্থাপন  
করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বংশাবলী বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২২—২৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে মনুবংশ-কীর্তন

নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

মনোঃ স্বায়ত্ত্বশাসীজ্যৈষ্ঠঃ পুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ ।  
পিতুঃ সেবাপরো নিত্যং সত্যধর্মপরায়ণঃ ॥ ১ ॥  
প্রজাপতের্দুহিতরং সুরূপাং বিশ্বকর্মণঃ ।  
বহিষ্কর্তীং চোপয়েমে সমানাং শীলকর্মভিঃ ॥ ২ ॥  
তস্তাং পুত্রান্ দশ গুণৈরন্বিতান্ ভাবিতান্ননঃ ।  
জনয়ামাস কন্যাং চোর্জ্জ্বলীং চ যবীরসীম্ ॥ ৩ ॥  
আগ্নীধৃশ্চৈকজিহ্বশ্চ যজ্ঞবাহুতৃতীয়কঃ ।  
মহাবীরশ্চতুর্থশ্চ পঞ্চমো রুদ্রশ্চক্ৰকঃ ॥ ৪ ॥  
দ্ব্যতপৃষ্ঠশ্চ সর্বনো মেধাতিথিরথাক্ষমঃ ।  
বীতিহোত্রঃ কবিশ্চেতি দশৈতে বহুনাংক্যঃ ॥ ৫ ॥

অষ্টাবিংশতিভিঃ শ্লোকৈঃ প্রিয়ব্রতকথানকম্ ।

যত্র দীপোদ্ভবঃ প্রোক্তস্তদেতৎ সমাগীর্ষ্যতে ॥

মহুকত্তাবংশকণনৌত্তরং মনোঃ পুত্রাণাং বংশমাহ মনোঃ স্বায়ত্ত্বশাস্তি ॥ ১ ॥  
বিশ্বকর্মণঃ প্রজাপতেরিত্যধরঃ ॥ ২ ॥  
দশপুত্রান্ গুণৈরন্বিতান্ যবীরসীং দশপুত্রৈভ্যঃ কনিষ্ঠামূর্জ্জ্বলীং নাম ॥ ৩ ॥  
রুদ্রশ্চক্ৰো হিরণ্যরেতোনামকঃ ॥ ৪ ॥  
বহুর্নামানি যেষাং নদ্বৈত এব বহু ইতি ভ্রমিতবাম্ ॥ ৫—৬ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, স্বায়ত্ত্ব মহুর জ্যৈষ্ঠ পুত্র সত্যধর্মপরায়ণ প্রিয়ব্রত নিরন্তর পিতৃসেবার নিরত থাকিয়া পরে প্রজাপতি বিশ্বকর্মার দুহিতা পরম রূপবতী বহিষ্কর্তীকে শীলতারি গুণগ্রামে আশ্রয়দুর্নী জানিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন । তদনন্তর, তিনি সেই ভাৰ্য্যাতে সমস্ত গুণগণবিকৃষিত অধ্যায়চিন্তাশীল দশটি পুত্র আর উর্জ্জ্বলী নামে একটি কন্যা উৎপাদন করিলেন ; কলতঃ কন্যাটাই সর্ব কনিষ্ঠ । এক্ষণে উল্লিখিত পুত্র দশটির নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ; প্রথম আগ্নীধ, দ্বিতীয় ইকজিহ্ব, তৃতীয় যজ্ঞবাহু, চতুর্থ মহাবীর, পঞ্চম রুদ্রশ্চক্ৰ ( হিরণ্যরেতাঃ ) ষষ্ঠ দ্ব্যতপৃষ্ঠ, সপ্তম সর্বন, অষ্টম মেধাতিথি, নবম বীতিহোত্র, দশম কবি ; ইহাদের দশজনেরই নাম অগ্নিনামে রক্ষিত হইয়াছিল । পরে, এই দশ পুত্রের মধ্যে কবি, সর্বন আর মহাবীর এই তিনটি সংসার-বিরাগী হইয়া-

এতেষাং দশপুত্রাণাং ত্রয়োহপ্যামন্ বিরাগিণঃ ।

কবিশ্চ সবনশ্চেন মহাবীর ইতি ত্রয়ঃ ॥ ৬ ॥

আত্মবিদ্যাপরিক্রান্তাঃ সর্বৈ তে হ্যুর্জরেতসঃ ।

আশ্রমে পরহংসাখ্যে নিঃস্পৃহা হৃদবন্ মুদা ॥ ৭ ॥

অপরশ্চাঞ্চ জায়ায়াং ত্রয়ঃ পুত্রাশ্চ জজ্ঞিরে ।

উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চেতি বিক্রতাঃ ॥ ৮ ॥

মহন্তরাধিপত্যঃ এতে পুত্রা মহৌজসঃ ।

প্রিয়ব্রতঃ স রাজেশ্বো বুভুজে জগতীমিমাম্ ॥ ৯ ॥

একাদশাব্দানামব্যাহতবলেন্দ্রিয়ঃ ।

যদা সূর্য্যঃ পৃথিব্যাশ্চ বিভাগে প্রথমেহতপৎ ॥ ১০ ॥

ভাগে দ্বিতীয়ে তত্রাসীদন্ধকারোদয়ঃ কিল ।

এবং ব্যতিকরং রাজা বিলোক্য মনসা চিরম্ ॥ ১১ ॥

আত্মবিদ্যোতি । তে আত্মবিদ্যায়ামর্ভকভাবাদারভ্য কৃতপরিচর্য্যঃ পারমহংসমেবা-  
শ্রমমভঙ্গন্ ॥ ৭—৯ ॥

দশকোটিভিরেকমকুর্দমেতাদৃশানি বর্ষাণামেকাদশাব্দানি জগতীং বুভুজে ইত্য-  
শ্রয়ঃ । বিভাগে প্রথমে ইতি । যদেকস্মিন্ ভাগেহতপত্ত্বা দ্বিতীয়ভাগেহর্থাদন্ধকার আসী-  
দিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

ছিলেন ॥ ৫—৬ ॥ ক্রমে এই তিন মহাত্মা সমস্ত বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্মবিদ্যার  
পরিদর্শন করিয়াছিলেন ; অধিক কি তাঁহারা সকলেই উর্জরেতা হইয়া পরমানন্দসহকারে  
পারমহংসধর্ম অবলম্বন করিলেন ॥ ৭ ॥ তদনন্তর, মহারাজ প্রিয়ব্রতের অপরভাৰ্য্যাতে  
উত্তম, তামস আর রৈবত নামে তিনটি পুত্র জন্মে । ইহারা সকলেই বিশ্ববিখ্যাত ;  
কেন না এই তিনটি পুত্রই কালে মহাপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া এক একটি মহন্তরের অধীশ্বর  
হইয়াছিলেন । অধিক কি বলিব, স্বায়ম্ভুবমহাপুত্র রাজরাজেশ্বর প্রিয়ব্রত উল্লিখিত মহা-  
পরাক্রান্ত পুত্রাদি সমভিব্যাহারে একাদশ অকুর্দ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন ;  
কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতাবৎ দীর্ঘকালেও তাঁহার ঐন্দ্রিক বা শারীরিক কোন  
প্রকার বলেরই হ্রাস হয় নাই ; কলত তিনি অপ্রতিহতপ্রভাবে বসুধা-সাম্রাজ্য সন্তোগ  
করিয়াছিলেন । বৎস ! মহাত্মা প্রিয়ব্রতের মহিমার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না ;  
তথাপি যাহা কিছু বলিতেছি অবহিত হও । কোন সময় তিনি দেখিলেন, যে, দেব  
দিবাকর পৃথিবীর একভাগে প্রকাশিত হইলে, অপরভাগে অন্ধকার থাকে, এইরূপ  
ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে মনে দীর্ঘকাল বিবেচনা করিলেন, যে, কি আশ্চর্য্য আমার রাজ্য-  
শাসনকালেও পৃথিবীতে অন্ধকার থাকিবে ? এরূপ কখনই হইতে পারিবে না ! ! আমি



প্রশান্তি ময়ি ভূম্যাক্ তমঃ প্রাচুর্ভবেৎ কথম্ ।  
 এবং নিবারয়িষ্যামি ভূমৌ বোগবলেন চ ॥ ১২ ॥  
 এবং ব্যবসিতো রাজা পুত্রঃ স্বায়ত্ত্ববশ্চ সঃ ।  
 রথেনাদিত্যবর্ণেন সপ্তকৃৎ প্রকাশয়ন্ ॥ ১৩ ॥  
 তস্মাপি গচ্ছতো রাজো ভূমৌ যদ্রথেনেময়ঃ ।  
 পতিতাস্তে সমুদ্রাখ্যাং ভেজিরে লোকহেতবে ॥ ১৪ ॥  
 জাতাঃ প্রদেশান্তে সপ্ত দ্বীপা ভূমৌ বিভাগশঃ ।  
 রথেনেমিসমুখান্তে পরিখাঃ সপ্তসিদ্ধবঃ ॥ ১৫ ॥  
 যত আসংসৃতঃ সপ্তভুবো দ্বীপা হি তে স্মৃতাঃ ।  
 জম্বুদ্বীপঃ প্লক্ষদ্বীপঃ শাল্মলীদ্বীপসংজ্ঞকঃ ॥ ১৬ ॥

বোগবলেন তপোবলেন ॥ ১২ ॥

অগৎপ্রকাশয়ন্ সপ্তকৃৎ প্রদক্ষিণাং চকার । এবং কুর্কণং প্রিয়ব্রতমাগত্য চতুরাননঃ  
 তবাধিকারোহয়ং নাস্তীতি নিবারয়ামাসেতি পুরাণান্তরে প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥

রথেনেময়ঃ সপ্তকৃৎ প্রদক্ষিণাসময়ে যন্নি ভূপ্রদেশে রথেনেময়ঃ পতিতাস্তত্র সপ্তমহা-  
 গর্ভা জাতাস্তে সপ্তসমুদ্রা ইত্যাচ্যতে ॥ ১৪ ॥

প্রদেশা ইতি । দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সমুদ্রয়োর্মধ্যে ভূপ্রদেশান্তে বটসংখ্যা মধ্যস্থভূপ্রদেশশ্চ  
 সপ্তম ইতি সপ্তদ্বীপা ইত্যর্থঃ । তদেব বিশদয়তি রথেনেমীতি ॥ ১৫ ॥

যতঃ সপ্তসিদ্ধব আসংসৃতো দ্বয়োঃ সমুদ্রয়োর্মধ্যে বাঃ বটভুবো মধ্যস্থা টৈকা ভূতে  
 সপ্তদ্বীপাঃ স্মৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

স্বীয় বোগপ্রভাবে অবশ্যই ইহা নিবারণ করিব । মহারাজ প্রিয়ব্রত মনে মনে এইরূপ  
 নিশ্চয় করিয়া সমস্ত অগৎপ্রকাশের জন্য এক খানি সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান রথে আরোহণ  
 পূর্ব্বক সাতবার করিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । তাহার সেই পর্য্যটন  
 সময়ে চক্রনেমির দ্বারা যে সকল ভূভাগ ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতেই সপ্তসাগরের উৎপত্তি  
 হয় । এই সপ্তসাগরের মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত ভূভাগ পড়িল, তাহারাই সপ্তদ্বীপ নামে  
 বিখ্যাত হইল, আর এই রথচক্রনেমিনিধাত সাগর সাতটি প্রত্যেক দ্বীপের পরিধাবরূপ  
 হইল ॥ ৮—১৫ ॥ বৎস ! এক্ষণে পৃথিবীস্থ এই সপ্তদ্বীপ এবং পরিধাবরূপ সপ্তসিদ্ধুর নাম  
 সকল ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর । প্রথমটির নাম জম্বুদ্বীপ, দ্বিতীয় প্লক্ষ, তৃতীয় শাল্মলী,  
 চতুর্থ কুশদ্বীপ, পঞ্চম ক্রৌঞ্চ, ষষ্ঠ শাকদ্বীপ, আর সপ্তমটি পুরুষদ্বীপ নামে বিখ্যাত । পরন্তু,  
 এই সকল দ্বীপের মধ্যে প্রথম জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা প্লক্ষ ও শাল্মলী প্রভৃতি দ্বীপগুলি প্রত্যেক  
 কেই উত্তরোত্তর দিকপূর্ণতর পরিবর্দ্ধিত জানিবে । এইরূপ সাগর সকলের নাম বলিতেছি  
 শ্রবণ কর, প্রথমত কারোদ, দ্বিতীয় ইন্দুরস, তৃতীয় সুরা, চতুর্থ যতোদ, পঞ্চম কীরোদ, ষষ্ঠ  
 দক্ষিণ ও আর সপ্তমটি কেবল জলময় মাত্র । তাহার মধ্যে প্রথম জম্বুদ্বীপটি কারসমুদ্র-পরি-

কুশদ্বীপঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ শাকদ্বীপশ্চ পুষ্করঃ ।  
 তেষাঞ্চ পরিমাণন্তু দ্বিগুণং চোত্তরোত্তরোত্তম্ ॥ ১৭ ॥  
 সমস্ততশ্চোপক্ৰান্তং বহির্ভাগক্রমেণ চ ।  
 ক্ষারোদেস্কুরসোদৌ চ সুরোদশ্চ স্নাতোদকঃ ॥ ১৮ ॥  
 ক্ষীরোদৌ দধিমণ্ডোদঃ শুক্লোদশ্চেতি তে স্নাতাঃ ।  
 সপ্তৈতে প্রতিবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং সিন্ধবস্তদা ॥ ১৯ ॥  
 প্রথমো জম্বুদ্বীপাখ্যো যঃ ক্ষারোদেন বেষ্টিতঃ ।  
 তৎপতিং বিদধে রাজা পুত্রমাগ্নীধুসংজ্ঞকম্ ॥ ২০ ॥  
 প্লক্ষদ্বীপে দ্বিতীয়েহস্মিন্ দ্বীপেস্কুরসংসপ্নতে ।  
 জাতস্তদধিপঃ প্রৈয়ব্রত ইথাদিজিহ্বকঃ ॥ ২১ ॥  
 শাল্মলীদ্বীপ এতস্মিন্ সুরোদধিপরিপ্লতে ।  
 যজ্ঞবাহুং তদধিপং করোতি স্ম প্রিয়ব্রতঃ ॥ ২২ ॥  
 কুশদ্বীপেহতিরম্যে চ স্নাতোদেনোপবেষ্টিতে ।  
 হিরণ্যরেতা রাজাভূং প্রিয়ব্রততনুজনিঃ ॥ ২৩ ॥  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে পঞ্চমে তু ক্ষীরোদপরিসংপ্লতে ।  
 প্রৈয়ব্রতো স্নতপৃষ্ঠঃ পতিরাসীন্মহাবলঃ ॥ ২৪ ॥

দ্বিগুণকোত্তরোত্তরম্ । পূৰ্ব্বস্ত যদ্বিস্তারমাণং উত্তরস্তদ্বিগুণেন মানেনেত্যেবং সিন্ধুভ্যো  
 বহিঃ সমস্ততঃ সপ্তদ্বীপাঃ পূৰ্ব্বোক্তভাগক্রমেণ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

দ্বীপেস্কুরসেত্যর্থপ্রয়োগঃ । প্রৈয়ব্রতঃ প্রিয়ব্রতস্তাপত্যমিত্যর্থঃ । ইথাদিজিহ্বকঃ ইথ-  
 জিহ্বকঃ ॥ ২১—২৪ ॥

বেষ্টিত । মহারাজ প্রিয়ব্রত ইহাতে আগ্নীধনামক পুত্রকে অধীশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করেন ।  
 তাহার পর, ইক্ষুসাগর পরিবৃত্ত দ্বিতীয় প্লক্ষদ্বীপটিতে ইথজিহ্বকে আধিপত্য প্রদান করেন ;  
 ঐ রূপ, সুরাসাগর পরিবেষ্টিত শাল্মলীদ্বীপের শাসনভার যজ্ঞবাহুর প্রতি অর্পণ করেন  
 আর স্নতসাগর পরিবৃত্ত কুশদ্বীপের অধীশ্বরত্বে হিরণ্যরেতাকে বরণ করিলেন । পরে  
 মহাবলশালী স্নতপৃষ্ঠ নামক পুত্রটি ক্ষীরোদসমুদ্র পরিবেষ্টিত ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধীশ্বর  
 হইলেন । অনন্তর, মহারাজ প্রিয়ব্রত পুত্রপ্রবর মেধাতিথিকে দধিমণ্ডসাগর পরিবৃত্ত  
 শাকদ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিলেন । সর্বশেষে, বীতিহোত্রনামক পুত্রটি পিতার  
 আজ্ঞাক্রমে অগাধজলরাশিসম্বল পুষ্করদ্বীপের অধিপতি হইলেন । তদনন্তর, মহাপ্রভাব-  
 সম্পন্ন রাজরাজেশ্বর প্রিয়ব্রত পুত্রগণকে এইরূপ যথারীতি বিভাগানুসারে পৃথিবীর আধি-

শাকদ্বীপে চারুতরে দধিমণ্ডোদসকুলে ।  
 মেধাতিথিরভূদ্রাজ্ঞা প্রিয়ব্রতস্ততো বরঃ ॥ ২৫ ॥  
 পুষ্করদ্বীপকে শুক্লোদকসিন্ধুসমাকুলে ।  
 বীতিহোত্রো বভূবাসৌ রাজা জনকসম্মতঃ ॥ ২৬ ॥  
 কন্যামূৰ্জ্জস্বতীনান্নীং দদাবুশনসে বিভুঃ ।  
 আসীত্তৃষ্ণাং দেবয়ানী কন্যা কাব্যস্ত বিশ্রুতা ॥ ২৭ ॥  
 এবং বিভজ্য পুত্রৈভ্যঃ সপ্তদ্বীপান্ প্রিয়ব্রতঃ ।  
 বিবেকবশগো ভূত্বা যোগমার্গাশ্রিতোহভবৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
 প্রিয়ব্রতবংশবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

( জনকেন প্রিয়ব্রতেন সম্মতঃ অমুক্তাতঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পত্য প্রদান করিয়া শেষে সৰ্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা উৰ্জ্জস্বতীকে ভগবান্ উশনার হস্তে সমর্পণ  
 করিলেন । এই উৰ্জ্জস্বতীর গর্ভেই ভগবান্ শুক্রাচার্য্যের সৰ্ব্বলোকবিশ্রুতা দেবয়ানী নামে  
 কন্যার উৎপত্তি হয় । রে বৎস ! ভগবান্ স্বায়ম্ভুবপুত্র রাজেন্দ্রচূড়ামণি প্রিয়ব্রত পুত্র-  
 সাতটির প্রতি সপ্তদ্বীপের আধিপত্যভার দিয়া এবং কন্যাটী যোগ্যপাত্রের সম্ভ্রদান করিয়া  
 শেষে বিবেকবশবশ হইয়া যোগপথপ্রয় করিলেন ॥ ১৬—২৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
 বতের অষ্টমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবংশ বর্ণন নামক  
 চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

॥ ১৩৫ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

দেবর্ষে ! শৃণু বিস্তারং দ্বীপবর্ষবিভেদতঃ ।

ভূমণ্ডলস্ত সর্বস্ত যথা দেবপ্রকল্পিতম্ ॥ ১ ॥

সমাশাং সম্প্রবক্ষ্যামি নালং বিস্তরতঃ কচিৎ

জম্বুদ্বীপঃ প্রথমতঃ প্রমাণে লক্ষযোজনঃ ॥ ২ ॥

বিশালো বর্তুলাকারো যথাজস্ত চ কর্ণিকা ।

নববর্ষাণি যস্মিংশ্চ নবসাহস্রযোজনৈঃ ॥ ৩ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ ত্রিংশতিঃ পদৈরথ সবিস্তরম্ ।

ভূমণ্ডলস্ত বিস্তারো যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

অধুনা ভুবনকোষবিস্তারমাহ দেবর্ষে ইতি । অত্রাপি নারদস্ত ভুবনকোষবিস্তার-  
বিষয়কঃ প্রশ্নোহনুমেরঃ । অন্তথাপৃষ্টবিষয়কোত্তরপ্রদানশাসনত্যাগতঃ । দ্বীপবর্ষবিভে-  
দতঃ । দ্বীপানি পূর্কোক্তানি । বর্ষাণি জম্বুদ্বীপনবখণ্ডানি । তেষাং বিভেদেনেত্যর্থঃ ।  
দেবেন পরমেশ্বরেণ কল্পিতম্ ॥ ১ ॥

জম্বুদ্বীপ ইতি । লক্ষযোজনো বিস্তীর্ণঃ । জম্বুজীজম্বুজান্নবমিতি কোশাজ্জম্বুশব্দো হ্রস্বা-  
স্তোপি কমলস্ত কর্ণিকাবদন্তীত্যর্থঃ । পূর্কোপরাগতং সূত্রমপি লক্ষযোজনং দক্ষিণোত্তরা-  
য়তমপি সূত্রং লক্ষযোজনম্ ॥ ২ ॥

নববর্ষাণীতি । তদয়ং সন্নিবেশপ্রকারঃ । পূর্কোপরাগতদক্ষিণোত্তরায়তমধ্যসূত্রদ্বয়-  
পাতোত্তরং সমং বর্তুলং কৃত্বা পূর্কোপরেখেয়া উত্তরভাগে পূর্কোপরাগতং সমাংশং রেখা-  
ত্রয়ং দদ্যাৎ । এবং দক্ষিণভাগেহপি সমাংশং রেখাত্রয়ং দদ্যাৎ । তথা দক্ষিণোত্তররেখেয়া  
উত্তরভাগে সমাংশভাগেনৈকাং রেখাং দক্ষিণভাগেহপি সমাংশেনৈকাং রেখাং দদ্যাৎ  
পূর্কোপরাগতং মধ্যং সূত্রং দক্ষিণোত্তরায়তং মধ্যং সূত্রঞ্চ মার্জ্জয়েদেবং কৃতে নবকোষ্ঠানি  
সম্পদ্যন্তে তানি নববর্ষাণি যাশ্চাষ্টৌ রেখাঃ পূর্কোপরাগতাঃ ষট্ । দক্ষিণে চোত্তরায়তে চ দ্বৈ

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! তুমি নিজ তপঃপ্রভাবে সমস্ত দেবধিবর্গের মধ্যেও  
প্রাধান্য লাভ করিয়াছ, অতএব তুমিই প্রকৃত গুহ্যতত্ত্ব শ্রবণের অধিকারী । সম্প্রতি  
আমি তোমার নিকট সেই নিখনিয়ন্তা সর্কৈশ্বর্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিরচিত এই  
সমগ্র ভূমণ্ডলের দ্বীপ ও বর্ষাদি বিভাগানুসারে বিস্তারের বিষয় অতি সজ্ঞেপে বর্ণন  
করিতেছি শ্রবণ কর । কেননা, কোন স্থলেই এ রূপ প্রাণী নাই যে, উহার সবিস্তার  
বর্ণনে সমর্থ হয় । প্রথম, জম্বুদ্বীপটির বিশালতা একলক্ষ যোজন পরিমিত জানিবে ।  
পরন্তু, উহা কমলকর্ণিকার স্তায় সর্বতোভাবে বর্তুলাকারে অবস্থিত ; এই জম্বুদ্বীপ মধ্যে  
যে নয়টি বর্ষ আছে উহাদের পরিমাণ বিস্তারে ভদ্রাশ্ব আর কেতুমাল ব্যতিরেকে

আয়ামৈঃ পরিসংখ্যানি গিরিভিঃ পরিতঃ শ্রিতৈঃ ।

অষ্টভির্দীর্ঘরূপৈশ্চ স্তুবিভক্তানি সর্বতঃ ॥ ৪ ॥

ধনুর্বৎসংস্থিতে জ্যেয়ে দেবর্ষে ! দক্ষিণোত্তরে ।

দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি চতুরশ্চমিলাবৃতম্ ॥ ৫ ॥

ইলাবৃত্তং মধ্যবর্ষং যম্মাভ্যাং স্তুপ্রতিষ্ঠিতঃ ।

সৌবর্ণো গিরিরাজোহয়ং লক্ষয়োজনমুচ্ছিতঃ ॥ ৬ ॥

কর্ণিকারূপ এবায়ং ভূগোলকমলশ্চ চ ।

মুগ্ধি দ্বাত্রিংশৎসহস্রযোজনৈর্বিবৃততস্ত্রয়ম্ ॥ ৭ ॥

মূলে ষোড়শসাহস্রস্তাবতাস্তর্গতঃ ক্ষিতৌ ।

ইলাবৃত্তস্তোত্তরতো নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গবান্ ॥ ৮ ॥

রেখে । তা অষ্টৌ মর্যাদাপর্কতাঃ । তানি বর্ষাণি আয়ামৈর্কিস্তাটৈর্নবসহস্রযোজনৈঃ পরিসংখ্যানি জ্ঞেয়ানীত্যর্থঃ । একৈকবর্ষশ্চ নবসহস্রযোজনো বিস্তার ইত্যর্থঃ । এতচ্চ ভদ্রাশ্বকেতুমালব্যতিরেকেণ দ্রষ্টব্যম্ । তয়োশ্চতুর্দ্বিংশদযোজনসহস্রায়ামদ্বাং । মধ্যস্ত-গিরীনাহ গিরিভিরিতি । দীর্ঘরূপৈঃ সমুদ্রপর্যন্তঃ গামিভিরষ্টমর্যাদাপর্কতৈস্তানি বর্ষাণি প্রবিভক্তানীত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

জম্বুদ্বীপস্ত সন্নিবেশং স্বরমেবাহ ধনুর্বৎসংস্থিতে ইতি । দক্ষিণোত্তরে । অস্তিমে দেবর্ষে চত্বারি চতুরশ্চমিলাবৃত্তধনুরাকারবর্ষদ্বয়মধ্যস্থানীত্যর্থঃ । চতুরশ্চমিতি । যদিলাবৃত্তং তচ্চতুরশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ইলাবৃত্তবর্ষমধ্যে মেরুসংস্থামাহ ইলাবৃত্তমিতি । নাভ্যাং মধ্যে ॥ ৬ ॥

ভূগোলরূপকমলস্তায়ং কর্ণিকাস্থানীয়ো মেরুরিত্যর্থঃ । মুগ্ধি মস্তকে বিবৃত্তো বিস্তীর্ণঃ ॥ ৭ ॥

মূলেহধোভাগে ষোড়শসহস্রঃ ষোড়শসহস্রযোজনপরিমিতবিস্তৃতিরিত্যর্থঃ । তাবতা-ষোড়শসহস্রযোজনমানেন চতুরশীতিযোজনসহস্রমানেন বহির্দৃশ্যতে এবং লক্ষযোজনো-ন্নাহঃ । মর্যাদাপর্কতনামাত্মাহ ইলাবৃত্তস্তেতি । উত্তরতঃ উত্তরস্তাং দিশি ॥ ৮ ॥

প্রত্যেকেরই নবসহস্র যোজন করিয়া জানিবে । আবার ঐ সমস্ত বর্ষের মধ্যে অতি বৃহৎ-কার আটটি সীমাপর্কত আছে ॥ ১—৪ ॥ ঐ সকল বর্ষের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তে দুইটি বর্ষ ধনুর আকারে অবস্থিত, আর চারিটি কেবল দীর্ঘাকার মাত্র ; ইহাদের সকলের মধ্যস্থিত ইলাবৃত্ত বর্ষটি চতুরশ্চ আকারে অবস্থিত । এই ইলাবৃত্ত বর্ষের নাভিদেখে লক্ষ যোজন সমুচ্ছিত পর্বতরাজ সুবর্ণময় গিরি (স্বমেরু) এই ভূগোলকমলের কর্ণিকারূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন । এই গিরিরাজের শিরোভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন (৩২ হাজার যোজন) বিস্তীর্ণ । বৎস ! যদি চ পূর্বে ইহাকে একলক্ষ যোজন উচ্ছিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহার সমস্ত ভাগ বহির্দৃশ্য নহে ; কারণ, উহার ষোড়শ সহস্রযোজন পরিমিত মূলদেশ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং বাহ্যে চতুরশীতি সহস্রযোজন মাত্র পরিদৃশ্যমান জানিবে । বৎস ! যে ইলাবৃত্ত বর্ষের নাভিহলস্থ স্বমেরুর কথা বলিলাম

ত্রয়ো বৈ গিরয়ঃ প্রোক্তা মর্যাদাবধয়ত্রিষু ।  
 রম্যাকাণ্ডে তথা বর্ষে দ্বিতীয়ে চ হিরণ্ময়ে ॥ ৯ ॥  
 কুরুবর্ষে তৃতীয়ে তু মর্যাদাং ব্যঞ্জয়ন্তি তে ।  
 প্রাগায়তা উভয়তঃ ক্কারোদাবধয়স্তথা ॥ ১০ ॥  
 দ্বিসহস্রপৃথুতরাস্তথা একৈকশঃ ক্রমাৎ ।  
 পূর্বাৎপূর্বাচ্চোত্তরশ্চাং দশাংশাদধিকাংশতঃ ॥ ১১ ॥  
 দৈর্ঘ্য এব হ্রসস্তীমে নানানদনদীযুতাঃ ।  
 ইলারুতাদক্ষিণতো নিষধো হেমকূটকঃ ॥ ১২ ॥  
 হিমালয়শ্চেতি ত্রয়ঃ প্রাথিস্তীর্ণাঃ স্তশোভনাঃ ।  
 অযুতোৎসেধভাজস্তে যোজনৈঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৩ ॥

মর্যাদাবধয়ঃ । ত্রিষু বক্ষ্যমাণবর্ষেষু প্রোক্তা ইত্যর্থঃ । তেষাং ত্রয়াণাং নামাত্মাহ  
 রম্যাকে প্রাগায়তাঃ পূর্বতা দীর্ঘাঃ । উভয়তো মূলেহগ্রভাগে চ । ক্কারোদ এবাবধির্যেষাং  
 তে তথোক্তাঃ ॥ ৯—১০ ॥

দ্বিসহস্রপৃথুতরাঃ দ্বিসহস্রযোজনবিস্তীর্ণাঃ । একৈকশঃ একস্মাদেকস্মাৎ পূর্বাৎপূর্বা-  
 ছত্তরশ্চাং দিশি দশাংশাদধিকো যোহংশস্তেন দৈর্ঘ্যে এব হ্রসস্তি তনুচ্ছবে পৃথুত্বে বা ।  
 তদ্ব্যক্তং বিষ্ণুপুরাণে । লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যো দশহীনাস্তথা পরে ইতি । এতদপি স্থলদৃষ্ট্য-  
 বোক্তম্ । তরোরপি যথাবদ্ব্যভাভাবেন লক্ষপ্রমাণদ্ব্যভাবাৎ ॥ ১১ ॥

দক্ষিণতো দক্ষিণশ্চাং দিশি ॥ ১২ ॥

প্রাথিস্তীর্ণাঃ প্রাগায়তাঃ । অযুতোৎসেধভাজঃ । অযুতযোজন উৎসেধ উচ্ছুরা যেষাং  
 অয়কোৎসেধো নীলাদিপর্বতানামপি বোধ্যঃ । নীলাদিপৃথুত্বং চৈবামপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৩ ॥

সেই ইলারুতবর্ষের উত্তরে নীলগিরি, খেতগিরি আর শৃঙ্গবান্ গিরি এই তিনটি সীমা-  
 পর্বত ক্রমান্বয়ে রম্যক, হিরণ্ময় এবং কুরু, এই বর্ষত্রয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে ।  
 ইহার! পূর্বদিক্ হইতে আগত হইয়া ক্রমশ মূল ও অগ্রভাগে লবণ সমুদ্র পর্য্যন্ত আসিয়া  
 সীমা নির্দেশ করিতেছে ॥ ৫—১০ ॥ ঐ তিনটি সীমা পর্বতের বিস্তার দুই সহস্র যোজন  
 করিয়া জানিবে । উহাদের এক একটি ক্রমে পূর্ব হইতে উত্তরদিগ্ভাগে দশ অংশের  
 কিঞ্চিন্মাত্র অধিক পরিমাণে দীর্ঘতার হ্রাস হইয়া আসিয়াছে । বৎস! ঐ সকল গিরিবর  
 হইতে কত যে নদ, নদী প্রসূত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া উঠা অনায়াসসাধ্য  
 নহে ॥ ১১ ॥ পূর্ব উল্লিখিত ইলারুতবর্ষের দক্ষিণদিকে নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় এই  
 তিনটি সুদর্শনীয় পর্বত পূর্বদিক্ হইতে আগত হইয়া আসিয়াছে । ইহাদের সমুচ্ছয়  
 অযুতযোজন বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত । ঐ তিন পর্বত ক্রমান্বয়ে কিংপুরুষ ও তারত-  
 বর্ষকে অধিকার করিয়া সীমা নির্দেশ করিতেছে । আবার ঐ ইলারুতের পশ্চিমে  
 মাল্যবান্ এবং পূর্বদিগ্ভাগে সর্বশোভার আকরস্বরূপ গন্ধমাদন নীল ও নিষধ পর্বত



হরিবর্ষং কিংপুরুষং ভারতঞ্চ যথাতথম্ ;

বিভাগাৎকথয়ন্ত্যেতে মর্যাদাগিরয়স্ত্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ইলারুতাংপশ্চিমতো মাল্যবান্নাম পর্বতঃ ।

পূর্বেণ চ ততঃ শ্রীমান্ গন্ধমাদনপর্বতঃ ॥ ১৫ ॥

অনীলনিবধং হেতো চায়তো দ্বিসহস্রতঃ ।

য়োজনৈঃ পৃথুতাং যাতো মর্যাদাকারকৌ গিরী ॥ ১৬ ॥

কেতুমালাখ্যভদ্রাশ্ববর্ষয়োঃ প্রথিতৌ চ তৌ ।

মন্দরশ্চ তথা মেরুশ্চন্দরশ্চ সুপার্বকঃ ॥ ১৭ ॥

কুমুদশ্চেতি বিখ্যাতা গিরয়ো মেরুপাদকাঃ ।

যোজনায়ুতবিস্তারোন্নাহা মেরোশ্চতুর্দিশম্ ॥ ১৮ ॥

হরিবর্ষাদীনাং ত্রয়াণামেতে মর্যাদাগিরয় ইত্যাহ হরিবর্ষমিতি । এতে ত্রয়ো গিরয়ো বর্ষত্রয়স্ত মর্যাদাং কথয়ন্তি বোধয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

পশ্চিমতঃ পশ্চিমভাগে মাল্যবান্ পর্বতঃ । পূর্বেণ পূর্বভাগে গন্ধমাদনঃ ॥ ১৫ ॥

অন্যোর্দৈর্ঘ্যমর্যাদান্নাহ অনীলনিবধস্তেতাভিতি । উভাবপি নীলনিবধপর্য্যন্তং দীর্ঘা-  
বিত্যর্থঃ । অন্যোর্কিস্তারম্নাহ দ্বিসহস্রতঃ দ্বিসহস্রযোজনৈঃ পৃথুতাং বিস্তরতাং প্রাপ্তা-  
বিত্যর্থঃ । তাবেব কেতুমালাভদ্রাশ্ববর্ষয়োর্মর্যাদাকারকৌ ॥ ১৬ ॥

নম্বেবং সতি পূর্বাপররেখারামিলাবৃত্তবেষ্টিতো মেরুমধ্যে ততঃ পূর্বাপরতো গিরিধরঃ  
বর্ষত্রয়ঞ্চ নাতঃপরমস্তি । দক্ষিণোত্তরতো রেখায়াস্ত তথৈবেলাবৃত্তবেষ্টিতো মধ্যে মেরুভ-  
য়তজ্জীর্ণি জীর্ণি বর্ষাণি গিরয়শ্চ পূর্বোক্তপরিমাণাঃ সন্তি তৎকথং সর্বতো লক্ষপ্রমাণত্বং  
জম্বুদ্বীপস্তেতি চেদব্রোচ্যতে । মেরোঃ ষোড়শসহস্রাণি সর্বতঃ স্থিতত্বাদিলাবৃত্তস্তাষ্টাদশ  
অন্তেষাং বর্ষাণাং চতুঃপঞ্চাশদগিরীণাং ষষ্ঠাং দ্বাদশেত্যেবং দক্ষিণোত্তররেখায়াং তাবলক্ষং  
পূর্বাপররেখারামপি স্তুমেরোরিলাবৃত্তস্ত চতুর্দিশদিগ্যেয্যশ্চদ্বারি শেবাণি দ্বিষষ্টিসহস্রাণি  
পূর্বাপরবর্ষয়োর্দৈর্ঘ্যে দ্রষ্টব্যানি । ততো ন পূর্বাপরবিরোধ ইতি শ্রীধরস্বামিনঃ । মেরো-  
রবষ্টস্তগিরীনাহ মন্দরশ্চেতি ॥ ১৭ ॥

মেরুপাদকা মেরোঃ পাদা ইত্যর্থঃ । যোজনায়ুতেতি । অযুতযোজনপ্রমাণৌ বিস্তা-  
রোন্নাহৌ যেষাং বিস্তীর্ণমুর্দ্ধে । মেরোরবষ্টস্তদ্বাদেতে অবষ্টস্তকা ইত্যুচ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে । ঐ দুইটি সীমা নির্দেশক পর্বতের দীর্ঘতা  
ও বিস্তার দুই সহস্র যোজন জানিবে ॥ ১২—১৬ ॥ তদনন্তর, কেতুমালা ও ভদ্রাশ্ববর্ষকে  
অধিকার করিয়া মন্দর, সুপার্বক ও কুমুদ প্রভৃতি পর্বত সকল বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু  
ইহারা সকলেই স্তুমেরুর পাদপর্বত বলিয়া বিখ্যাত ; ইহাদের উচ্চতা এবং বিস্তার অযুত  
যোজন, ইহারা মেরুর চতুঃপার্শ্বে অবষ্টস্তকের দ্বারা বিরাজমান রহিয়াছে । ঐ সমস্ত  
পর্বতোপরি চূত, জম্বু, কদম্ব ও ভ্রম্মোধ প্রভৃতি চারিটি শতযোজন পরিমিত বিশাল ও  
একাদশশত যোজন উচ্চিত আকাশস্পর্শী শাখীচতুর্দৈর সাক্ষাৎ ধ্বজবর্তির দ্বারা দণ্ডায়মান

অবচ্ছিন্নকরাণ্ডে তু সৰ্বতোহভিবিৰাজিতাঃ ।

এতেষু প্রাপ্তাঃ পাদপাশ্চতুর্ভুজাঃ ॥ ১৯ ॥

কদম্বশ্চগোধ ইতি চত্বারঃ পৰ্বতাস্থিতাঃ ।

কেতবো গিরিরাজেষু একাদশশতোচ্চুয়াঃ ॥ ২০ ॥

তাবদ্বিটপবিস্তারাঃ শতাখ্যপরিণাহিনঃ ।

চত্বারশ্চ হৃদান্তেষু পয়োমধিস্কুসজ্জলাঃ ॥ ২১ ॥

যদুপস্পর্শিনো দেবা যোগৈশ্বৰ্য্যাণি বিন্দতে ।

দেবোদ্যানানি চত্বারি ভবন্তি ললনাসুখাঃ ॥ ২২ ॥

নন্দনং চৈত্ৰরথকং বৈভ্রাজং সৰ্বভদ্রকম্ ।

যেষু স্থিতামরগণা ললনাসুখসংযুতাঃ ॥ ২৩ ॥

উপদেবগণৈর্গীতমহিমানো মহাশয়াঃ ।

বিহরন্তি স্বতন্ত্রান্তে যথাকামং যথাসুখম্ ॥ ২৪ ॥

পূৰ্ব পশ্চিমৌ গিরী দক্ষিণোত্তরবিস্তারৌ দক্ষিণোত্তরৌ চ পূৰ্বপশ্চিমবিস্তারৌ দৃষ্টবৌ । সৰ্বতো দশবোজনসহস্রাঙ্গাকারে দ্বিলাবৃত্তলোপাৎ পূৰ্বেণেলাবৃত্তমুপপ্লাবয়ন্তীত্যাদি বিরোধঃ স্তাৎ ॥ ১৯ ॥

কদম্বসহিতো গোধ ইতি বিগ্রহঃ । গিরিরাজেষু চতুর্দেতে পাদপাঃ কেতবো ধ্বজরূপা ইত্যর্থঃ । একাদশশতোচ্চুয়া একাদশশতযোজনোন্নতাঃ ॥ ২০ ॥

তাবৎপ্রমাণাবিটপবিস্তারা যেষাং শতাখ্যপরিণাহিনঃ শতযোজনঃ পরিণাহো বিস্তারো যেষাং ইদমুত্তরজ্ঞায়েতি । তেষেব পৰ্বতেষু হৃদচতুর্ভুজমাহ পয়োমধিস্থিতি । পয়ো হৃদো মধু-হৃদ ইক্ষুরসহৃদঃ সজ্জলঃ মধুরজলহৃদ ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যদুপস্পর্শিনো বৎসেবিনঃ । তেষেব পৰ্বতেষু দেবোদ্যানান্তাহ দেবোদ্যানানীতি । ললনাসুখাঃ পুংস্বমার্ষম্ । স্ত্রীসুখকারীণীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥

রহিয়াছে ; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত বৃক্ষেরও যে রূপ বিশালতা, তাহাদের শাখা সকলও ঠিক সেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ হইয়া দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে ; তাহার পর আবার উল্লিখিত পৰ্বত চারিটিতে চারিটি সুদীর্ঘ হৃদ বিদ্যমান রহিয়াছে । উহাদের মধ্যে একটি ক্ষীরময়, দ্বিতীয়টি মধুময়, তৃতীয়টি ইক্ষুরসময় আর চতুর্থটি বিমল মধুর জল-ময় জানিবে ॥ ১৭—২১ ॥ কেবল ইহাই নহে, তাহার পর আবার নন্দন, চৈত্ৰরথ, বৈভ্রাজক এবং সৰ্বভোজক নামক চারিটি বরারোহা-ললনাগণের সুখপ্রদ দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে । বৎস ! ঐ সমস্ত পৰ্বতের মাহাত্ম্যের বিষয় অধিক কি বলিয়া জানাইব ; অন্তের কথা দূরে থাকুক দেবগণও ঐ সকল পৰ্বতের সমাশ্রয়ে যোগৈশ্বৰ্য্য লাভ করিয়া থাকেন । অতএব মহাত্মা দেবগণ সৰ্বদা অসংখ্য ললনাগণ সমভিব্যাহারে ঐ সকল পৰ্বতে বাস করিয়া গন্ধৰ্ব ও কিন্নর প্রভৃতি উপদেবমুখে নিজ নিজ মহিমা

মন্দরোৎসঙ্গসংস্থ দেবচূতস্থ মন্তকাৎ ।  
 একাদশশতোচ্ছ্রায়াং ফলান্শমূতভাজি চ ॥ ২৫ ॥  
 গিরিকূটপ্রমাণানি স্তম্বাদূনি মৃদূনি চ ।  
 তেষাং বিনীৰ্য্যমাণানাং ফলানাং সুরসেন চ ॥ ২৬ ॥  
 অরুণোদসবর্ণেন অরুণোদা প্রবর্ততে ।  
 নদী রম্যজলা পূৰ্ব্বং দৈত্যরাজপ্রপূজিতা ॥ ২৭ ॥  
 অরুণাখ্যা মহারাজ ! বর্ততে পাপহারিণী ।  
 পূজয়ন্তি চ তাং দেবীং সৰ্বকামফলপ্রদাম্ ॥ ২৮ ॥  
 নানোপহারবলিভিঃ কল্মষঘ্ন্যভয়প্রদাম্ ।  
 তস্তাঃ কৃপাবলোকেন ক্ষেমারোগ্যং ব্রজন্তি তে ॥ ২৯ ॥  
 আদ্যা মায়াতুলানন্তা পুষ্টিরীশ্বরমালিনী ।  
 দুষ্টনাশকরী কান্তিদায়িনীতি স্মৃতা ভুবি ॥ ৩০ ॥

সুরসেনশোভনরসেনারুণোদসমানবর্ণেনারুণোদানামনদী প্রোক্তভূতেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তত্রত্যাঃ সৰ্ব্বে দেবাঃ সললনাস্তৎপৰ্ব্বতস্থিতাঃ শ্রীভগবতীমরুণাভিধাং সৰ্ব্বভাবেন  
সৰ্ব্বদোপাসয়ন্তীত্যাহ অরুণাখ্যোতি ॥ ২৮ ॥

কল্মষঘ্নী চাসাবভয়প্রদা চেতি কৰ্ম্মধারয়ঃ ॥ ২৯ ॥

যৈর্নামতিঃ পূজয়ন্তি তানি নামানি গ্রাহ আদ্যা ব্রহ্মরূপিণী মায়া তদ্বিশিষ্টা ঈশ্বরঃ  
মালতে শোভয়তি তচ্ছীলা ॥ ৩০ ॥

প্রকাশক সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় অভিলাষানুসারে পরমসুখে  
 স্বৈরচারে বিহরণ করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে গগনস্পর্শী মন্দর গিরির উপরি-  
 ভাগে যে, একাদশ শতযোজন সমুচ্ছিত দিব্য চূতবৃক্ষ আছে তাহার শিখরদেশ হইতে  
 যে সমস্ত গিরিকূট প্রমাণ অতীব কোমল অমৃতসদৃশ স্তম্বাহ ফল ভূতলে নিপতিত  
 হয়, তাহাদের অরুণবর্ণরস-প্রভাবে অরুণোদা নামে একটি মহানদী সমুৎপন্ন হইয়াছে।  
 তথায় দেবগণ সৰ্ব্বপাপরাশি-বিধ্বংসকারিণী সৰ্ব্বকাম-প্রদায়িনী অভয়প্রদা অরুণা নামে  
 মহাদেবী ভগবতীকে বিবিধ উপহারাদি ও উল্লিখিত অরুণোদা নদীর রমণীয় জল  
 দ্বারা সৰ্ব্বদাই ভক্তিভাবে অর্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! পূৰ্ব্ব দৈত্যরাজ চিরদিন  
 এই মহামায়া অরুণাদেবীকে পূজা করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগের অধিকারী হইয়া-  
 ছিলেন। যে কেহ ইহার অর্চনা করেন তাঁহার অচিরকাল মধ্যে সেই দেবীর কৃপা-  
 কটাক্ষে আরোগ্যাदि সৰ্ব্বভোগ মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন; এই জন্ত জগতে সেই নিত্য  
 পরব্রহ্ম সঙ্গতা আদ্যাশক্তি দেবীর নাম মহামায়া অতুল অনন্তরূপিণী বিশ্বপালিনী দুঃ-



অস্তাঃ পূজাপ্রভাবেণ জাম্বুনদমুদাবহৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে ভুবনলোকবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

এতস্তাঃ পূজাপ্রভাবেন জাম্বুনদং স্তবর্ণমুদাবহম্নির্গতমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

বিনাশিনী ও ক্ষান্তিপ্রদা বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ইহঁার পূজা প্রভাবে জাম্বুনদ নামে  
দিব্য স্তবর্ণ প্রাহৃত্ত হইয়াছে ॥ ২২—৩১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোশবর্ণনে পৰ্ব্বত ও নদী  
প্রভৃতির উৎপত্তি নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

অরুণোদা নদী যা তু ময়া প্রোক্তা চ নারদ ! ।  
মন্দরান্নিপতন্তী সা পূৰ্বেণৈলারূতং প্ৰবেৎ ॥ ১ ॥  
যজ্জ্যোষ্ণাদ্ভবান্ধ্যাশ্চানুচরীণাং ত্ৰিষ্মামপি ।  
যক্ষগন্ধৰ্বপত্নীনাং দেহগন্ধবহোহনিলঃ ॥ ২ ॥  
বাসয়ত্যভিতো ভূমিং দশযোজনসংখ্যয়া ।  
এবং জম্বুকলানাঞ্চ ভূক্ষদেশনিপাতনাং ॥ ৩ ॥  
বিশীৰ্য্যতামনস্থীনাং কুঞ্জরান্ধ্রমাগিনাম্ ।  
রসেন চ নদীজম্বুনাস্তী মেৰ্বাখ্যমন্দরাং ॥ ৪ ॥

ষাৰিংশতির্মহাপদৈরিভরক্রমবৰ্ণনম্ ।

দেবীনাং বৰ্ণনং সৰ্ব্বজনোপাত্তিস্তি বৰ্ণ্যতে ॥

অরুণোদা অরুণো য আত্মকলরসঃ স এবোদকং যন্তাঃ সা অরুণোদা । পূৰ্বেণৈলারূত-  
মিলারূতশ্চ পূৰ্ব্ভাগে প্ৰবেৎ গচ্ছেদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তন্মিলিলারূতপূৰ্ব্ভাগে পরমেশ্বরেণ ক্রীড়ন্ত্যা ভবান্ধ্যা অনুচরীণাং যজ্জ্যোষ্ণাদ্যশ্চ বসন্ত  
সেবনাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এবমেব জম্বুকলানি পতন্তীত্যাহ এবং জম্বুফলেতি ॥ ৩ ॥

অনস্থীনামিতি স্থলস্থীজানাম্ । মেৰ্বাখ্যমন্দরান্ধ্রকমন্দরপৰ্বতাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! আমি তোমায় যে অরুণোদা নদীর কথা বলিলাম,  
উহা মন্দরগিরি হইতে নিপতিত হইয়া ক্রমে ইলারূতবর্ষের পূৰ্ব্ভাগে দিয়া গমন করি-  
য়াছে । পবনদেব ঐ নদীর জল এবং দেবী ভবানীর সহচরীরাপা যক্ষ ও গন্ধৰ্ব প্রভৃতি  
উপদেবপত্নীদিগের সুরভিময় দেহ গন্ধ সমাকর্ষণপূৰ্ব্বক তত্রত্য ভূভাগের চতুর্দিক দশ  
যোজন পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া সুবাসিত করিয়া থাকেন । আবার ঐ মন্দরগিরির উচ্চ শিখর-  
দেশ হইতে করিকায়প্রমাণ অতিস্থল অষ্টিসম্বিত জম্বুকল সকল নিপতিত হওয়ার  
সেই বিশীৰ্য্যমাণ সদগন্ধ রসময় জম্বুকলের রসরাশিতে জম্বু নামে একটি নদী প্রোত্ভূত  
হইয়া ক্রমে ইলারূতবর্ষের দক্ষিণভাগ দিয়া গমন করিয়াছে ; সেই স্থলস্থ দেবী ভগবতী  
ঐ জম্বুরসে পরিভূষ্ট হইয়া জম্বাদিনী নামে বিখ্যত হইয়াছেন, তত্রত্য দেবলোক, নাগ-  
লোক ও ঋষিলোক সকল সৰ্বদাই পরম ভক্তিসহকারে সেই সৰ্ব-জীবহিতৈষিনী দয়াময়ী

পতন্তী ভূমিভাগে চ দক্ষিণেনারতং গতা ।  
 দেবী জম্বুফলান্বাদভূষ্টা জম্বাদিনী স্মৃতা ॥ ৫ ॥  
 তত্রত্যানাঞ্চ লোকানাং দেবনাগর্ষিরক্ষসাম্ ।  
 পূজনীয়পদা মান্তা সর্বভূতদয়াকরী ॥ ৬ ॥  
 পাবনী পাপিনাং রোগনাশিনী স্মরতামপি ।  
 কীর্তিতা বিশ্বসংহর্ত্রী মাননীয় দিবৌকসাম্ ॥ ৭ ॥  
 কোকিলাক্ষী কামকলা করুণা কামপূজিতা ।  
 কঠোরবিগ্রহা ধন্বা নাকিমাত্মা গভস্তিনী ॥ ৮ ॥  
 এভিনামপদৈঃ কামঃ জপনীয় সদা নৃণাম্ ।  
 জম্বুনদীরোধসৌৰ্য্য মৃত্তিকাতীরবর্তিনী ॥ ৯ ॥  
 জম্বুরসেনানুবিধ্যমানা বায়ুর্কযোগতঃ ।  
 বিদ্যাধরামরজ্জীনাং ভূষণং বিবিধং মহৎ ॥ ১০ ॥  
 জাম্বুনদসুবর্ণঞ্চ প্রোক্তং দেববিনির্মিতম্ ।  
 যৎসুবর্ণঞ্চ বিবুধা যোষিত্তিঃ কামুকাঃ সদা ॥ ১১ ॥

ইলারতন্ত দক্ষিণভাগে গতেত্যর্থঃ । তত্রত্যাঃ সর্বেহমরাস্তত্রস্থিতাঃ জম্বুফলাননং ভক্ষণং কর্ত্তাঃ তচ্ছীলাং জম্বাদিনীনাম্ দেবীং ভগবতীমুপাসতে ইত্যাং দেবীজম্বুফলেতি ॥ ৫—৭ ॥

নাকিমাত্মা নাকিনো দেবাস্তেষাং মাত্মা পূজ্যা ॥ ৮ ॥

রোধসৌর্য্যভয়তটরোঃ ॥ ৯ ॥

বায়ুর্কযোগতো বায়ুর্কযোগজন্তপরিপাকেন সুবর্ণভূতা বিবিধং সুবর্ণং সৃজতী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

দেবীর পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন । বৎস ! বলিব কি ? সেই দেবীর নাম ,স্মরণ-  
 মায়েই রোগীর রোগনাশ ও পাপীর অশেষ পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায় ; সেই জন্ত  
 দেবলোক পর্য্যন্তও সর্বদা সেই সর্ববিশ্ববিনাশিনী দেবীর অর্চনাপূর্ব্বক নাম সংকী-  
 র্ত্তন করিয়া থাকেন । এই দেবী উল্লিখিত জম্বুনদীর উত্তর পুলিনদেশে প্রতিষ্ঠিত  
 আছেন । মনুষ্যাগণ যদি সেই দেবী মহাক্ষরাকে কোকিলাক্ষী, করুণা, কামপূজিতা, ॥  
 কঠোরবিগ্রহা, দেবপূজ্যা, ধন্বা ও গভস্তিনী ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিসহ-  
 কারে জপ এবং অর্চনা করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের ঐহিক ও  
 পারত্রিকের সর্বতোমঙ্গল লাভ হয় ॥ ১—৯ ॥ বৎস ! পূর্ব্ব-উল্লিখিত জম্বুরসপ্লাব্য-  
 মানা ঐ জম্বুনদী বায়ু আর সূর্য্যরশ্মিযোগে নিরন্তর অমর ও বিদ্যাধর-লগনাদিগের  
 ভূষণোপযোগী সুবর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; সেই দৈবনির্মিত সুবর্ণই লোকে



মুকুটং কটিসূত্রঞ্চ কেয়ুরাদীন্ প্রকুর্ষতে ।  
 মহাকদম্বঃ সম্প্রাপ্তঃ স্থপার্শ্বে গিরিসংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥  
 তস্ত্র কোটরদেশেভ্যঃ পঞ্চধারাশ্চ যাঃ স্মৃতাঃ ।  
 স্থপার্শ্বে গিরিমুচ্ছ্রীহ পতন্ত্যেতা ভুবঙ্গতাঃ ॥ ১৩ ॥  
 মধুধারাপঞ্চ তাস্ত্ব পশ্চিমেনারিতং স্মৃতাঃ ।  
 যশ্চোপভূজ্যমানানাং দেবানাং মুখগন্ধভুৎ ।  
 বায়ুঃ সমন্ততো গচ্ছন্ত্যেতযোজনবাসনঃ ॥ ১৪ ॥  
 ধারেশ্বরী মহাদেবী ভক্তানাং কার্যকারিণী ॥ ১৫ ॥  
 দেবপূজ্যা মহোৎসাহা কালরূপা মহাননা ।  
 বসতে কৰ্মফলদা কাস্তারগ্রহণেশ্বরী ॥ ১৬ ॥  
 করালদেহা কালাক্ষী কামকোটপ্রবর্তিনী ।  
 ইত্যেতৈর্নামভিঃ পূজ্যা দেবী সৰ্ব্বশ্রেশ্বরী ॥ ১৭ ॥  
 এবং কুমুদরূঢ়ো যো নাম্না শতবলো বটঃ ।  
 তৎস্কন্ধেভ্যোহধোমুখাশ্চ নদাঃ কুমুদমূৰ্দ্ধতঃ ॥ ১৮ ॥

পশ্চিমেনারিতম্ । ছানসঃ প্রয়োগঃ । ইলাবৃতস্ত পশ্চিমদেশে গতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪-১৭ ॥

কুমুদরূঢ়ঃ কুমুদপৰ্বতস্থঃ । তৎস্কন্ধেভ্যঃ পঞ্চনদাঃ কুমুদপৰ্বতমূৰ্দ্ধনি পতন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

জাম্বুনদ নামে বিস্তৃত । যাহাতে কামাক্ষী দেবগণ নিজ মনোহারিণীদিগের মুকুট, কটিসূত্র, (মেথলা) ও কেয়ুরাদি বিবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকেন ॥ ১০—১১ ॥  
 বৎস ! ইতিপূর্বে তোমায় যে, স্থপার্শ্ব নামক কুলপৰ্বতের কথা বলিয়াছি, উহার উপরি-  
 ভাগে একটি গগনস্পর্শী বিশাল কদম্বতরু আছে ; ঐ মহাকদম্বের কোটরসমূহ হইতে  
 পাঁচটি মধুরময় ধারা নিঃসৃত হইয়া সেই স্থপার্শ্বগিরির শিখর দিয়া ভূতলে আসিয়া ক্রমে  
 ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম ভাগকে সংপ্রাবিত করিয়াছে । রে বৎস ! সেই মধুধারার  
 প্রভাবের বিষয় অধিক কি বলিব, যাহার পান মাঝে দেবগণেরও মুখ এতদূর সুরভিময়  
 হইয়া উঠে যে, বিশ্বপাবন পবনদেব সেই সঙ্গন্ধ বহন করিয়া শতযোজন পর্য্যন্ত স্রবাসিত  
 করিয়া থাকেন ॥ ১২—১৪ ॥ সেইস্থলে সমস্ত কৰ্মফলসিদ্ধিপ্রদা ভক্তজন-মনোবাঞ্ছা-  
 পূর্ণকারিণী মহোৎসাহা কালরূপা মহাননা দেবপূজ্যা মহাদেবী ভগবতী ধারেশ্বরী তদ্রূপে  
 সমস্ত কাস্তারগ্রহণেশ্বরের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ সেই সৰ্ব্ব-  
 শ্রেশ্বরী দেবীকে দেবগণ “করালদেহা, কালাক্ষী ও কামকোটপ্রবর্তিনী” এই সকল নাম  
 উচ্চারণপূর্বক পূজা করিয়া থাকেন । ঐ রূপ, কুমুদগিরির শিখরদেশে যে, শতবল  
 নামক বিশাল বটবৃক্ষ আছে, তাহার স্বন্ধদেশনিঃসৃত ধারা সকল বহু সংখ্যক মহানদ-

পয়োদধিমধুস্বতগুড়ান্নাদ্যম্বরাদিভিঃ ।

শয্যাসনাদ্যাভরণৈঃ সৰ্বৈৰ্ কামচ্ছক্লান্চ তে ।

উত্তরেণেলাবৃত্তন্তে প্লাবয়ন্তি সমস্ততঃ ॥ ১৯ ॥

মীনাক্ষী তন্তলে দেবী দেবাস্থরনিষেবিতা ॥ ২০ ॥

নীলান্বরা রৌদ্রমুখী নীলালকযুতা চ সা ।

নাকিনাং দেবসজ্জানাং ফলদা বরদা চ সা ॥ ২১ ॥

অতিমান্মাতিপূজ্যা চ মন্তমাতঙ্গগামিনী ।

মদনোন্মাদিনী মানপ্রিয়া মানপ্রিয়াস্তরা ॥ ২২ ॥

মারবেগধরা মারপূজিতা মারমাদিনী ।

ময়ূরবরশোভাঢ্যা শিখিবাহনগৰ্ভভূঃ ॥ ২৩ ॥

এভিনামপদৈৰ্বন্দ্যা দেবী সা মীনলোচনা ।

জপতাং স্মরতাং মানদাত্রী চেশ্বরসঙ্গিনী ॥ ২৪ ॥

তেষাং নদানাং পানীয়পানানুগতচেতসাম্ ।

প্রজানাং ন কদাচিৎ শ্রাদ্বলীপলিতলক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

— আভরণৈৰ্যুক্তাঃ পঞ্চনদা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ইলাবৃত্তশোভনভাগে তে গচ্ছন্তীত্যর্থঃ । তত্রত্যামটৈরুপাশ্রিতা মীনাক্ষী ভগবতী তত্র বর্তত ইত্যাহ মীনাক্ষীতি ॥ ২০—২৫ ॥

রূপে পরিণত হইয়াছে ; ঐ সমস্ত নদের এমনি প্রভাব যে তাহারা তত্রত্য স্মৃতিভাজন পবিত্রাত্মা মানবদিগকে ক্ষীর, দধি, মধু, স্বত, গুড়, অন্ন, বসন, ভূষণ, আসন ও শয্যা প্রভৃতি ইচ্ছামত দ্রব্য সকল প্রদান করিয়া থাকে ; এই জন্য ঐ সকল নদ, লোকে কাম-  
চ্ছ (কামনাপ্রদ) বলিয়া প্রসিদ্ধ । তাহারা ক্রমান্বয়ে তথা হইতে ভূভাগে আসিয়া  
ইলাবৃত্তবর্ষের উত্তরদিক্কে প্লাবিত করিতেছে ॥ ১৭—১৯ ॥ সেই স্থলে সুরাস্থরনিষেবিত  
ভগবতী মীনাক্ষী বিরাজিত আছেন ; সেই নীলান্বরা রৌদ্রমুখী নীলবর্ণ-অলকাবলী-  
পরিশোভিতা দেবী নিরন্তর স্বর্গবাসী দেবগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন । যাহারা  
তাঁহাকে “অতিমান্মা, অতিপূজ্যা, মন্তমাতঙ্গগামিনী, মদনোন্মাদিনী, মানপ্রিয়া, মান-  
প্রিয়তরা, কন্দর্পবেগধরা, কামপূজিতা, কামনাপ্রদা, ময়ূরবরশোভাঢ্যা, শিখিবাহন-  
গৰ্ভভূঃ !” ইত্যাদি নাম সকল উচ্চারণ ও স্মরণপূর্বক অর্চনা বা বন্দনা করেন, সেই  
পরমেশ্বরের সহিত একাক্ষরূপিণী দেবী মীনলোচনা তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে সম্মানিত  
ও অশেষ সুখভোগের অধিকারী করেন ॥ ২০—২৪ ॥ সেই সমস্ত নদের বিমল সলিল-  
মাত্র পানানুরত প্রজাবর্গের শরীরে বলিপলিতাদি কোন চিহ্ন, ক্লান্তি, শ্বেদ, হ্রগন্ধ, জরাজীর্ণতা বা কোন রোগ কি অকাল মৃত্যু বা ত্রাস্তি প্রভৃতির কোন লক্ষণই দেখিতে

ক্লমশ্বেদাদিদৌর্গন্ধ্যং জরাময়মৃতিভ্রমাঃ ।

শীতোষ্ণবাতবৈবৰ্ণ্যং মুখোপপ্লবসঞ্চয়াঃ ॥ ২৬ ॥

নাপদশ্চৈব জায়ন্তে যাবজ্জীবং সুখং ভবেৎ ।

নৈরন্তর্যোগ তৎশ্রাৱৈঃ সুখং নিরতিশায়কম্ ॥ ২৭ ॥

তত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সন্নিবেশঞ্চ তদ্বিগ্নৈঃ ।

স্বৰ্ণময়নাম্নো বৈ স্মেরোঃ পৰ্বতাঃ পৃথক্ ॥ ২৮ ॥

গিরয়ো বিংশতিপরাঃ কর্ণিকা যা ইবেহ তে ।

কেসরীভূয় সৰ্ব্বৈহপি মেরোমূলবিভাগকে ॥ ২৯ ॥

পরিতশ্চোপক্লপ্তান্তে তেষাং নামানি শৃণুতঃ ।

কুরঙ্গঃ কুরগশ্চৈব কুণ্ডন্তোহথো বিকঙ্কতঃ ॥ ৩০ ॥

ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা ।

নিষধশ্চ শিতীবাসঃ কপিলঃ শঙ্খ এব চ ॥ ৩১ ॥

বৈদূর্য্যশ্চারুধিশ্চৈব হংসো ঋষভ এব চ ।

নাগঃ কালঞ্জরশ্চৈব নারদশ্চৈতি বিংশতিঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
ভুবনকোষবর্ণনে পৰ্ব্বতনদ্যোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

জরাময়মৌষধিভ্রমণম্ । মুখোপপ্লবো মুখরোগঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

মূলবিভাগকে মূলদেশে কেসরীভূয় কমলকেসরসদৃশা অল্পপরিমাণা বিংশতিগিরয়ঃ ॥ ২৯-৩২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

পাওয়া যায় না ; তাহাদের শীত গ্রীষ্ম বা বাতবর্ষাদি-জন্ম উপদ্রব, মুখবিকৃতি বা  
বিবৰ্ণতাदि কিছুই লক্ষিত হয় না ; কলতঃ, তাহারা যাবজ্জীবন নিরন্তর নিরতিশয় সুখ-  
ভাগী ভিন্ন কখনই কোন বিপদের মুখ দর্শন করে না ॥ ২৫—২৭ ॥ বৎস ! ইহার পর  
আমি তোমাকে সেই পূর্বোন্নিখিত স্বর্ণময় স্মেরুগিরির সন্নিবেশ এবং তাহার মূলভাগে  
চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া কর্ণিকা-কেশরের ভার যে, অপর কুড়িটি পৰ্ব্বত আছে, তাহাদেরও  
নাম সকল ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর । প্রথম কুরঙ্গ, তাহার পর কুরগ, কুণ্ড,   
বিকঙ্কত, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিতীবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য্য, চারুধি,  
হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর, পরিশেষে নারদ নামক নগ্নবরটিকে লইয়া বিংশতি সংখ্যার  
পূর্ণতা হইয়াছে ॥ ২৮—৩২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নদ ও স্মেরু প্রভৃতি পৰ্ব্বত

বৃত্তান্ত বর্ণন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

গিরী মেরুঞ্চ পূর্বেণ ঘৌ চাষ্টাদশযোজনৈঃ ।  
সহস্রৈরায়তো চোদক্ দ্বিসহস্রং পৃথুচ্চকৌ ॥ ১ ॥  
জঠরো দেবকূটশ্চ তাবেতো গিরিবর্ষাকৌ ।  
মেরোঃ পশ্চিমতোহদ্রী ঘৌ পবমানস্তথাপরঃ ॥ ২ ॥  
পারিষাত্রশ্চ তো তাবদ্বিখ্যাতো ভুঙ্গবিস্তরৌ ।  
মেরোর্দক্ষিণতঃ খ্যাতো কৈলাসকরবীরকৌ ॥ ৩ ॥  
প্রাগায়তো পূর্ববর্তৌ মহাপর্বতরাজকৌ ।  
এবঞ্চোত্তরতো মেরোস্ত্রিশৃঙ্গমকরৌ গিরী ॥ ৪ ॥  
এতৈশ্চাদ্রিবরৈরফটসংখ্যৈঃ পরিবৃত্তৌ গিরিঃ ।  
শ্রুমেরুঃ কাঞ্চনগিরিঃ পরিভ্রাজনবিষখা ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ ত্রিংশদ্বিঃশতৈর্মহাপদৈর্যতঃপরম্ ।

মূলদূর্ঘং মহামেরোর্বর্ণনং সম্যগুচ্যতে ॥

মেরুঃ পূর্বেণ মেরোঃ পূর্বভাগে ঘৌ গিরী । অষ্টাদশযোজনৈঃ সহস্রৈঃ সহস্রাষ্টক-  
রষ্টাদশসহস্রযোজনমিত্যর্থঃ । উদক্ উদগায়তো তাবেব দ্বিসহস্রং পৃথুচ্চকৌ ভবত ইত্যর্থঃ ।  
চতুর্দিকু মেরুমূলদ্যোজনসহস্রং ত্যক্তা বহুঃ পরিধয় ইব জঠরদেবকূটাদয়স্তিষ্ঠন্তি অতো-  
হষ্টাদশযোজনসহস্রং পরিমাণমত্রোক্তম্ । বৈষ্ণবাদিপুরাণেষু পরিমাণাদি যৎপুনরনুথা  
বর্ণিতং তত্ত্ব কল্পভেদাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১—৩ ॥

প্রাগায়তো পূর্বদিশি দীঘৌ ॥ ৪—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, তাহার পর শ্রুমেরুর পূর্বদিকে জঠর ও দেবকূট নামে যে দুইটি  
গিরিবর আছে, তাহাদের উত্তর ভাগের আরতন অষ্টাদশ সহস্রযোজন আর উচ্চুয় এবং  
বিশালতা দুই সহস্রযোজন জানিবে । আবার ঐ মেরুপর্বতের পশ্চিমভাগে পবমান ও  
পারিষাত্র নামে যে, অপর দুই বৃহৎকার নগরর আছে, তাহাদের উত্তরেরই বিস্তার বা  
উচ্চতার বিষয় অগতের সর্বত্রই বিব্রত ; ঐ রূপ মেরুর দক্ষিণে পূর্বভাগ সমুদ্ভূত গিরি-  
রাজ কৈলাস ও করবীর এই দুই মহাগিরি বিরাজমান রহিয়াছে ; তাহার পর উহার  
উত্তরভাগে শৃঙ্গগিরি আর মকরগিরি নামক দুই মহান্ পর্বত আচ্ছাদ্যমানরূপে বিরাজ  
করিতেছে । বৎস ! এই আটটি গিরিবর-পরিবৃত্ত কাঞ্চনময় শ্রুমেরু যেন বিভ্রাজমান

মেরৌর্মূর্ধনি ধাতুর্হি পুরী পঙ্কজজন্মনঃ ।  
 মধ্যতশ্চোপক্ণপ্তেয়ং দশসাহস্রযোজনৈঃ ॥ ৬ ॥  
 সমানচতুরস্রাঞ্চ শাতকৌস্তময়ীং পুরীম্ ।  
 বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ পরাবরবিদো বুধাঃ ॥ ৭ ॥  
 তাং পুরীমনুলোকানামষ্টানামীশিষাং পরাঃ ।  
 পুর্য্যঃ প্রখ্যাতসৌবর্ণরূপাস্তাশ্চ যথাदिशम् ॥ ৮ ॥  
 যথারূপং সার্কিনেত্রসহস্রপ্রমিতাঃ কৃতাঃ ।  
 মেরৌ নব পুরাণি সূর্যম্নোবত্য়মরাবতী ॥ ৯ ॥  
 তেজোবতী সংযমনী তথা কৃষ্ণাঙ্গনাপরা ।  
 শ্রদ্ধাবতী গন্ধবতী তথা চান্দ্রা মহোদয়া ॥ ১০ ॥  
 যশোবতী চ ব্রহ্মেন্দ্রবহ্ন্যাदीনাং যথাক্রমম্ ।  
 তত্রৈব যজ্জলিঙ্গশ্চ বিশ্ণোর্ভগবতো বিভোঃ ॥ ১১ ॥

পঙ্কজজন্মনশ্চতুরাননশ্চ ॥ ৬—৭ ॥

তাং পুরীমনুলক্ষীকৃত্যাষ্টানাং লোকানামীশিষামষ্টলোকেশ্বরানাং পরা ভিন্নাঃ পুর্য্যঃ  
 যথাदिशং প্রাচ্যাदिदिক্ষু ॥ ৮ ॥

যথারূপং যন্ত দিক্‌পালশ্চ যথাশরীরবর্ণস্তৎসমানবর্ণাঃ । সার্কিনেত্রসহস্রপ্রমিতাঃ সার্কি-  
 দ্বিসহস্রপ্রমাণেন পরিচ্ছিন্নাঃ । তাসাং নামাত্মাহ মেরৌ নবপুরাণীতি । অষ্টদিক্‌পালানা-  
 মষ্টৌ ব্রহ্মণশ্চৈকমিতি নবেত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

গঙ্গাসরিবেশমাহ তত্রৈবেতি । মেরৌর্মূর্ধনীত্যর্থঃ । যজ্জলিঙ্গশ্চ বলৈর্যজ্ঞে লিঙ্গং ত্রিবি-  
 ক্রমমূর্তির্যন্ত ॥ ১১ ॥

দেব দিবাকরের ঞ্চায় শোভা পাইতেছে ॥ ১—৫ ॥ পূর্ব বর্ণিত সূর্যমুখশিখরের ঠিক  
 মধ্যভাগে বিশ্ববিধাতা পদ্মযোনির দশসহস্রযোজন-পরিমিত দিবা একটা পুরী বিরাজ  
 করিতেছে । পরাবরতস্বাভিজ মহাত্মা পণ্ডিতগণ সেই বৃক্ষপুরীকে সমচতুষ্কোণবর্ত্তিনী  
 এবং সর্বত্র হেমময়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৬—৭ ॥ সূর্যের উপরিভাগে  
 বৃক্ষপুরীর অন্তর্গত জগৎ প্রসিদ্ধ আর আটটা স্বর্ণরূপা পুরী অষ্টলোকপালদিগের ভোগ্য-  
 রূপে ব্যবহৃত হইয়া বিরাজ করিতেছে ; সেই সকল পুরী স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠাতা লোক-  
 পাল প্রভুর রূপাদি অঙ্গসারে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্‌চতুষ্টয় এবং  
 অগ্নি, বায়ু, নৈঋত ও ঈশানাди চারিটি কোণকে অধিকার করিয়া শোভা পাইতেছে ।  
 উল্লিখিত পুরী আটটির প্রত্যেকেরই পরিমাণ সার্কি হইে সহস্রযোজন করিয়া জানিবে ;  
 কল কথা, বৃক্ষপুরীকে লইয়া নয়টা পুরীই সূর্যমুখশিখরে বিদ্যমান আছে ॥ ৮—৯ ॥ রে-  
 বৎস নারদ ! এক্ষণে তোমাকে ঐ সমস্ত পুরীর নাম সকল ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর ।

বামপাদাস্থনখনির্ভিন্নস্ত চ নারদ ! ।

অণ্ডোদ্ধতাগরক্কৃষ্ণ মধ্যাং সংবিশতী দিবঃ ॥ ১২ ॥

মূর্দ্ধন্যবততারেয়ং গঙ্গা সংবিশতী বিভোঃ ।

লোকানামখিলানাঞ্চ পাপহারিজলাকুলা ॥ ১৩ ॥

ইয়ঞ্চ সাক্ষাস্তগবৎপদী লোকেষু বিশ্রুতা ।

কালেন মহতা সা তু যুগসাহস্রকেণ তু ॥ ১৪ ॥

দিবো মূর্দ্ধানমাগত্য দেবী দেবনদীশ্বরী ।

যতদ্বিসুপদং নাম স্থানং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥ ১৫ ॥

উত্তানপাদির্ঘত্রাস্তে ধ্রুবঃ পরমপাবনঃ ।

ভগবৎপাদযুগলং পদ্মকোশরজোদধৎ ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণোর্বামপাদাস্থনখেন নির্ভিন্নো ষোড়শকটাহস্তশ্চোদ্ধতাগন্তেন পতিতং যদ্রক্কৃষ্ণং  
তস্ত রক্কৃষ্ণ মধ্যাং সংবিশন্ত্যস্তঃ প্রবিষ্টা দিবো মূর্দ্ধন্যবততারেয়ং গঙ্গা ॥ ১২ ॥

সংবিশতী সংস্রবতী ॥ ১৩ ॥

যুগসাহস্রকেণ কালেন বহুকালেনেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

আগত্য স্থিতেত্যর্থঃ । কোহসৌ দিবো মূর্দ্ধা তদাহ যতদ্বিসুপদমিতি ॥ ১৫ ॥

উত্তানপাদস্তাপত্যম্ ॥ ১৬ ॥

প্রথম মনোবতী, দ্বিতীয় অমরাবতী, তৃতীয় তেজোবতী, তাহার পর সংযমনী, পঞ্চম  
কৃষ্ণাঙ্গনা, তদনন্তর শ্রদ্ধাবতী, পরে গন্ধবতী, তাহার পর মহোদয়া আর নবমটী যশোবতী  
নামে প্রসিদ্ধ । বৎস ! ঐ সকল পুরীর অধিষ্ঠাতা ক্রমানুসারে ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বহু প্রভৃতি  
দিক্‌পাল সমস্ত । বৎস ! ভগবান্ বিষ্ণু যখন সুররাজ্য প্রত্যাগমনকামনার ছদ্ম-বামন-  
বেশে দৈত্যপতি বলির যজ্ঞে গিয়া ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণ করেন, সেই সময় তাঁহার উর্দ্ধস্থ  
বামপদের নখদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাও কটাহের উর্দ্ধভাগে যে, একটি রক্কৃষ্ণ উৎপন্ন  
হয়, যিনি অখিল লোকের পাপসংহারক বিমল সলিলসঙ্কুল ভগবতী গঙ্গানামে প্রসিদ্ধা,  
ইনি ঐ রক্কৃপথ দিয়া স্রোতস্থিতরূপে ক্রমে ত্রিপিষ্টপথামের শিরোভাগে আসিয়া অন-  
তীর্ণ হইয়াছেন ; এই জন্তই ইনি ত্রিলোকমধ্যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুপদী বলিয়া বিখ্যাত । পরন্তু  
সর্ব নদীর ঈশ্বরী স্বরূপা এই সুরনদী গঙ্গাদেবী যে, কত সহস্র যুগের পর স্বর্গশিখরে  
আসিয়া নিপতিত হন তাহার নিশ্চয় করা প্রায় হঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই জানিবে । বৎস !  
সেই ত্রিপিষ্টপ-শিরোভাগের মধ্যে যে স্থলটী বিষ্ণুধাম বলিয়া বিখ্যাত, লোকপাবনী  
গঙ্গাদেবী প্রথমে সেই স্থলে আসিয়া প্রাহুর্ভূতা হইলেন ; যে স্থলে পরম পবিত্রাত্মা উত্তান-  
পাদ-বংশাবতংস ধ্রুব ভগবান্ বিষ্ণুর যুগলচরণ সরোবর কোশপরাগ হৃদয়ে ধারণপূর্বক  
অদ্যাপিও বিরাজমান রহিয়াছেন ; কলতঃ সেই রাজর্ষি অচলা পদবীর সমাপ্রয় প্রাপ্ত



অদ্যাপ্যাস্তে স রাজর্ষিঃ পদবীমচলাং শ্রিতঃ ।

তত্র সপ্তর্ষয়স্তস্য প্রভাবজ্ঞা মহাশয়াঃ ॥ ১৭ ॥

প্রদক্ষিণং প্রক্ৰমন্তি সৰ্বলোকহিতেম্ভবঃ ।

আত্যাস্তিকী সিদ্ধিরিয়ং তপতাং সিদ্ধিদায়িনী ।

আদ্রিয়ন্তে চ শিরসা জটাজুটৌষিতেন চ ॥ ১৮ ॥

ততো বিষ্ণুপদাদেবী নৈকসাহস্রকোটিভিঃ ॥ ১৯ ॥

বিমানৈরাকুলে দেবযানেহবতরতী চ সা ।

চন্দ্রমণ্ডলমাপ্লাব্য পতন্তী ব্রহ্মসদ্বনি ॥ ২০ ॥

চতুর্ধা ভিদ্যমানা সা ব্রহ্মলোকে চ নারদ ! ।

চতুর্ভিন্নামভির্দেবী চতুর্দিশমভিষ্কৃতা ॥ ২১ ॥

সরিতাঞ্চ নদীনাঞ্চ পতিমেবাস্বপদ্যত ।

সীতা চালকনন্দা চ চতুর্ভদ্রেতি নামভিঃ ॥ ২২ ॥

গঙ্গা প্রথমতো বহুকালেন ঋষমণ্ডলমাগতেত্যর্থঃ । তত্র ঋষমণ্ডলে যে সপ্তর্ষয়ঃ প্রদক্ষিণাং কুর্কন্তি তে তস্য গঙ্গাপ্রবাহস্য প্রভাবজ্ঞা আত্যাস্তিকী মোক্ষসিদ্ধিরিয়ং তপতাং তপস্বিনাং ভবতি সিদ্ধিদায়িনীতি মহা জটাজুটৌষিতেন যুক্তেন শিরসা তাং গঙ্গামাদ্রিয়ন্তে নিত্যং স্নানং কুর্কন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

চন্দ্রমণ্ডলাং ব্রহ্মলোকে পতনসময়ে চত্বারঃ প্রবাহা জাতা ইত্যাহ চতুর্ধেতি । অভিষ্কৃতা গতা ॥ ২১ ॥

তস্যাং পতিতা যে চত্বারঃ প্রবাহান্তেষাং চত্বারি নামাশ্চভবন্ । সর্কে প্রবাহাঃ সমুদ্রঃ গতা ইত্যাহ সরিতাঞ্চৈতি । নামাশ্চাহ সীতা চেতি ॥ ২২ ॥

হইয়াছেন স্ত্রীরাং তাঁহার যে, আর কখন অধোগতি হইবে এরূপ প্রতীতি হয় না । বৎস ! সেই ঋষমণ্ডলবাসী সৰ্বলোকহিতৈষী মহাত্মা সপ্তর্ষিগণ তত্রত্য গঙ্গাদেবীর প্রবাহের যে, কি অনির্কচনীয় মহাত্মা তাহা সৰ্বতোভাবে জানিয়াই তাঁহারা সৰ্বদাই তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, এবং তাপসদিগের “ইহাই আত্যাস্তিকী মোক্ষসিদ্ধির উপায় স্বরূপ” এইরূপ নিশ্চয় জানে । তাঁহারা পরমাদর সহকারে জটাজুট বিভূষিত মস্তক সমেত সেই মহামহিমময় প্রবাহে নিত্য অবগাহন করিয়া থাকেন ॥ ১০—১৮ ॥ বৎস নারদ ! তাহার পর বাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । তদনন্তর সেই গঙ্গাদেবী বৈষ্ণবধাম ঋষমণ্ডল হইতে কোটি কোটি বিমানসমূহ দিব্যযানে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত চন্দ্রমণ্ডলকে আশ্রাবিত করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্মলোকে নিপতিত হন, তখন তিনি তথায় সীতা, অলকনন্দা, তদ্রা ও চতুর্ভদ্রা এই চারিটি নাম ধারণপূর্বক চতুর্ধারায় নিঃসৃত হইয়া নানা দেশ ও গিরি কাননাদি সংশ্রাবিত করিতে করিতে পরিশেষে সরিৎপতি অলনিধিতে সন্মিলিত হইয়াছেন । বৎস ! পূর্বে আমি তোমার নিকট যে সকল পর্বতকে

সীতা চ ব্রহ্মসদনাচ্ছিথরেভ্যঃ ক্রমাত্ততাম্ ।  
 কেসরাভিধানাম্মা চ প্রত্নবস্তী চ স্বর্ণদী ॥ ২৩ ॥  
 গন্ধমাদনমুগ্ধীহ পতিতা পাপহারিণী ।  
 অন্তরেণ তু ভদ্রাশ্ববৰ্ষং প্রাচ্যাং সমাগতা ॥ ২৪ ॥  
 ক্ষারোদধিং গতা সা তু ছ্যানদী দেবপূজিতা ।  
 ততো মাল্যবতঃ শৃঙ্গাদ্বিতীয়া পরিনির্গতা ॥ ২৫ ॥  
 ততো বেগবতী ভূত্বা কেতুমালং সমাগতা ।  
 চক্ষুর্নাম্মী দেবনদী প্রতীচ্যাং দিশ্যপাগতা ॥ ২৬ ॥  
 সরিতাং পতিমাবিষ্টা সা গঙ্গা দেববন্দিতা ।  
 ততস্তৃতীয়া ধারা তু নাম্মা খ্যাতা চ নারদ ! ॥ ২৭ ॥  
 পুণ্যা চালকনন্দা বৈ দক্ষিণেনাজ্জভূপদাৎ ।  
 বনানি গিরিকূটানি সমতিক্রম্য চাগতা ॥ ২৮ ॥  
 হেমকূটং গিরিবরং প্রাপ্তাতোহপীহ নির্গতা ।  
 অতিবেগবতী ভূত্বা ভারতঞ্চাগতা পরা ॥ ২৯ ॥

সীতানাম্মী গঙ্গা ব্রহ্মসদনান্নির্গতা পূর্কঃ প্রোক্তা যে ক্রমাত্ততঃ পর্কতাঃ কেসরাভিধানামানঃ স্নমেককর্ণিকাকেসরভূতান্তেবাং শিথরেভ্যঃ প্রত্নবস্তী গন্ধমাদনপর্কতমূদ্ধানি পতিতেত্যম্বয়ঃ । কেসরাচলানাং সমানোচ্ছারিত্বাৎ প্রথমং তেষামাদিশিথরেষু মুখ্যশ্চেষু পতিতি । তেভ্যোহধোহধঃপ্রত্নবস্তী সতী ॥ ২৩ ॥

ভদ্রাশ্ববৰ্ষস্তান্তরেণ মধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

অজভূব্রহ্মা তন্ত পদাৎ সদনাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

স্নমেককর্ণিকার কেশরস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম ; সর্বপাপসংহারিণী সীতা নামে প্রসিদ্ধা ধারাটী ব্রহ্মলোক হইতে নিপতনকালে ঐ সমস্ত গিরিশিখর দিয়া ক্রমে আসিয়া গন্ধমাদন মস্তকে পতিতা হইয়াছেন ; তাহার পর সেই সুরপূজ্যা স্বর্ণনদী তথা হইতে পরিশেষে ভদ্রাশ্ববৰ্ষকে সংপ্রাণিত করিতে করিতে পূর্কদিক্ দিয়া ক্ষারসমুদ্রে আসিয়া সংমিলিত হইয়াছেন । তাহার পর, চক্ষু নামে দ্বিতীয় ধারাটী মাল্যবান্শূক হইতে নিঃসৃত হইয়া ক্রমশঃ প্রচণ্ডবেগ ধারণপূর্বক কেতুমালবর্ষ দিয়া পশ্চিম সাগরে সঙ্গত হইয়াছেন ॥ ১৯—২৬ ॥ অনন্তর, পরম পবিত্রময়ী অলকনন্দা নামে তৃতীয় ধারাটী ব্রহ্মলোক হইতে নির্গত হইয়া গিরিকূট ও অরণ্য প্রভৃতি অতিক্রমপূর্বক প্রথমে হেমকূটে আসিয়া নিপতিত হইলেন ; পরে, তিনি ভারতবর্ষ মধ্য দিয়া মহাবেগে দক্ষিণসাগরে গিয়া সংমিলিত হইয়াছেন । বৎস ! এই পুত্ৰসনিলা ধারার মহিমার কথা অধিক আর

দক্ষিণং জনধিং প্রাপ্তা তৃতীয়া সা সরিষরা ।  
 যস্থাঃ স্নানায় সরতাং মনুজানাং পদে পদে ॥ ৩০ ॥  
 রাজসূয়াশ্বমেধাদি ফলন্তু ন হি দুর্লভম্ ।  
 ততশ্চতুর্থী ধারা তু শৃঙ্গবৎপর্বতাং পুনঃ ॥ ৩১ ॥  
 ভদ্রাভিধা সংশ্রবন্তী কুরুন্ সন্তপ্য চোত্তরান্ ।  
 সমুদ্রং সমনুপ্রাপ্তা গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী ॥ ৩২ ॥  
 অন্ত্রে নদাশ্চ নদ্যশ্চ বর্ষেবর্ষেহপি সন্তি হি ।  
 বহুশো মেরুমন্দারপ্রসূতান্শ্চৈব নারদ ! ॥ ৩৩ ॥  
 তত্রাপি ভারতং বর্ষং কৰ্ম্মক্ষেত্রমুশন্তি হি ।  
 অন্যানি চাক্ষুবর্ষানি ভৌমস্বর্গপ্রদানি চ ॥ ৩৪ ॥  
 স্বর্গিণাং পুণ্যশেষস্ত ভোগস্থানানি নারদ ! ।  
 পুরুষাণাঞ্চায়ুতায়ুর্বজ্রাঙ্গা দেবসম্মিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

স্নানায় স্নানার্থং সরতাং গচ্ছতাম্ ॥ ৩০—৩১ ॥

সমুদ্রমুত্তরসমুদ্রম্ ॥ ৩২—৩৪ ॥

ভৌমস্বর্গপ্রদানি চেত্যস্তার্থঃ স্বয়মেবাহ স্বর্গিণামিতি । তত্রত্যং ভোগমাহ পুরুষাণা-  
 মিতি ॥ ৩৫ ॥

কি বলিব, যাহার বিমল প্রবাহে অবগাহন কামনায় যাত্রা করিলে ধর্ম্মাত্মা মানবের পদে  
 পদে রাজসূর বা অশ্বমেধ প্রভৃতি মহাবজ্রজনিত ফলও দুর্লভ বলিয়া বোধ হয় না । বৎস !  
 ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গাদেবীর ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধা চতুর্থ ধারাটী শৃঙ্গবান্ শিখর হইতে  
 স্রোতস্বতী হইয়া উত্তর কুরুপ্রদেশস্থ জনগণের তৃপ্তিসাধনপূর্বক অগাধ জনধিজলে যাইয়া  
 সঙ্গত হইয়াছেন ॥ ২৭—৩২ ॥ নারদ ! যাহা বলিলাম, ইহা ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক নদ  
 বা নদী সকল মেরু ও মন্দর প্রভৃতি গিরিবর হইতে প্রসূত হইয়া নানা বর্ষবাসী প্রাণি-  
 বর্গের তৃপ্তিসাধন করিতেছে ; কিন্তু সকল বর্ষের মধ্যে কেবল এই ভারতবর্ষটীই কৰ্ম্মক্ষেত্র  
 বলিয়া বিখ্যাত । বৎস ! অপর আটটি বর্ষ তুতলস্থ হইয়াও স্বর্গমুখপ্রদ বলিয়া জানিবে ;  
 তাহার কারণ এই যে, স্বর্গভোগি-মানবদিগের ভোগাবসান হইলে, তাহারা ঐ সকল বর্ষে  
 আসিয়া জন্মগ্রহণ করে ; তত্রত্য মানবগণ সকলেই দশসহস্র বর্ষ জীবিত থাকে, তাহাদের  
 শরীর বজ্রসদৃশ সারবান্ এবং সকলেই অযুত হস্তিতুল্য বলশালী । এই জন্য কেহই অন্ন  
 সুরত সন্তোষে পরিতৃপ্ত হয় না ; সুতরাং সকল পুরুষই কলত্রাদি লইয়া পরম সুখে  
 কালাতিবাহিত করিয়া থাকে । বৎস ! কেবল যে, পুরুষগণই এইরূপ সুখভোগী তাহা  
 নহে ; সে স্থলের ললনাকুলও চিরযুবতী তাহারা এক বৎসরের অন্ন বয়সেও গর্ভধারণে



পুরুষা নাগসাহস্রৈর্দশভিঃ পরিকল্পিতাঃ ।

মহাসৌরতসঙ্কৃষ্টাঃ কলত্রাঢ্যাঃ সুখাশ্বিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

একবর্ষেনকে চাযুষ্যাণ্ডগর্ভাঃ দ্বিযোহপি হি ।

ত্রেতাযুগসমঃ কালো বর্ততে সর্বদৈব হি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
পর্যতনদীর্ঘাদিকীর্তনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

দশভির্নাগসহস্রৈঃ । সমবলেন পরিকল্পিতাঃ । দশসহস্রনাগবল ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

একবর্ষেনেতি । আযুষি একেন বর্ষেণোনে নুনে সতি আণ্ডগর্ভা গর্ভবত্যাঃ দ্বিযো  
ভবন্তি তাবৎপর্যন্তঃ যুবতয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সমর্থ হয় । ফলতঃ সেই সকল বর্ষবাসিগণ চিরদিনই ত্রেতাযুগজাত প্রাণিজাতের স্থায়  
সুখসন্তোগের অধিকারী ॥ ৩৬—৩৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে গঙ্গাধারা ও বর্ষমাহাত্ম্য বর্ণন  
নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥



## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

তেষু বর্ষেষু দেবেশাঃ পূর্বোক্তৈঃ স্তবনৈঃ সদা ।  
পূজয়ন্তি মহাদেবীং জপধ্যানসমাধিभिः ॥ ১ ॥  
সর্বভু কুসুমশ্রেণীশোভিতা বনরাজয়ঃ ।  
ফলানাং পল্লবানাঞ্চ যত্র শোভা নিরন্তরম্ ॥ ২ ॥  
তেষু কাননবর্ষেষু বর্ষপর্বতসামুখ্যে ।  
গিরিদ্রোণীষু সর্বাস্থ নির্মলোদকরাশিষু ॥ ৩ ॥  
বিকচোৎপলমালাসু হংসসারসসঞ্চয়ৈঃ ।  
মিশ্রিতেষু তেষু পক্ষিভিঃ কুজিতেষু চ ॥ ৪ ॥  
জলক্রীড়াভিষিচ্ছিত্রবিনোদৈঃ ক্রীড়য়ন্তি চ ।  
সুন্দরীললিতক্রুণাং বিলাসায়তনেষু চ ॥ ৫ ॥

ত্রিংশতিরেকেনোন্নত পদৈরথ সবিস্তরম্ ।

ইলাবৃতসমাচারঃ কথ্যতে ভক্তিবৃদ্ধয়ে ॥

সর্বেষু বর্ষেষু বিদ্যমানা দেবাদয়ঃ শ্রীদেবীমুপাসন্তে ইত্যাত তেষু বর্ষেষ্টিতি । দেবেশা-  
স্তত্ত্বর্ষতত্ত্বীপস্থিতা বিষ্ণুক্রদ্রসঙ্ঘর্ষণাদয়ো দেবা বক্ষ্যমাণা পূর্বোক্তৈঃ স্তবনৈরকৃণাজম্বা-  
দিনীধারেশ্বরীমীনাকীণাং কথিতৈঃ স্তোত্রৈর্জপধ্যানসমাধিভিচ্ছ শ্রীভগবতীং সর্বৈ উপা-  
সন্তে ইত্যবয়বঃ ॥ ১ ॥

স্তব্রত্যবনবর্ণনমাহ সর্বভু কুসুমেন্তি ॥ ২ ॥

বর্ষপর্বতাঃ পূর্বোক্তা বর্ষমর্যাদাকারকাঃ পর্বতান্তেষাং সামুখ্যে শিখরেষু ॥ ৩—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ সেই সেই বর্ষে অবস্থিতি  
করিয়া উল্লিখিত জপ, ধ্যান ও সমাধি-পরায়ণ হইয়া পূর্বোক্ত বিধানে স্তবগান পুরঃসর সর্বদা  
মহাদেবীর পূজা করেন ॥ ১ ॥ স্তব্রত্য অরণ্য সকল, সকল ঋতুতেই কুসুমসমূহে সুশোভিত  
এবং ফল ও পল্লব শোভায় নিরন্তর অলঙ্কৃত ॥ ২ ॥ স্তব্র উৎকৃষ্ট অরণ্য সমুদারে ও বর্ষ  
পর্বত সকলের শেখর সমূহে এবং সুনির্মল সলিলরাশি সম্পন্ন, বিকসিত উৎপলদল পূর্ণ ও  
হংস সারসগণ সমাকীর্ণ পর্বতস্থ দ্রোণী পরম্পরা এবং বিবিধ বিহঙ্গমে পরিবৃত ও নিনাদিত  
তত্ত্ব প্রদেশ সকলে লোক সকল জলকেলি প্রভৃতি বিচিত্র বিনোদ ব্যাপার সহকারে  
ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং সুন্দর রমণী সকল ক্রীলাস প্রকাশ পুরঃসর তাহাতে বিচরণ

তত্রত্যা বিহরন্ত্যত্রৈ শ্বেয়ং যুবতিভিঃ সহ ।

নবম্বপি চ বর্ষেষু ভগবানাদিপুরুষঃ ॥ ৬ ॥

“নারায়ণাখ্যো লোকানামনুগ্রহরতৈকদৃক্ ।”

দেবীমারাধয়ন্নাস্তে স চ সর্বৈশ্চ পূজ্যতে ।

আত্মব্যাহেনেজ্যাসৌ সন্নিধন্তে সমাহিতঃ ॥ ৭ ॥

ইলাবতে তু ভগবান্ পদ্মজাক্ষিসমুদ্ভবঃ ।

এক একভবো দেবো নত্যং বসতি সাক্ষনঃ ॥ ৮ ॥

তৎক্ষেত্রে নাপরঃ কশ্চিৎ প্রবেশং বিতনোতি চ ।

ভবান্ শাপতস্তত্র পুমান্ জ্ঞী ভবতি ক্ষুটম্ ॥ ৯ ॥

ভবানীনাথকৈঃ জ্ঞীগামসংখ্যৈর্গণকোটিভিঃ ।

সংরুধ্যমানো দেবেশো দেবং সর্কর্ষণং ভজন্ ॥ ১০ ॥

সর্ববর্ষেষু ভিন্নভিন্নরূপেণ বিষ্ণুরপি পূজ্যত ইত্যাহ নবম্বপি চ বর্ষেষু ॥ ৬ ॥

আত্মব্যাহেন স্বমূর্ত্তিভেদেন । ইজ্য। লোকৈঃ ক্রিয়মাণা পূজা তৎক্ষেত্রেত্যর্থঃ । সন্নি-  
ধন্তে তেষু বর্ষেষু সন্নিধানং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

পদ্মজো ব্রহ্মা তত্ত্বাক্ষিলক্ষণয়া ক্রমধ্যং তন্ম্যাং সমুদ্ভব উৎপত্তির্যন্ত সমুখ্যশিবাংশভূতো  
কদ্ভো নতু মুখ্যঃ শিব ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অপরোহর্বাচীনঃ কুতো ন প্রবেশতি তত্রাহ ভবান্ ইতি । যতো ক্রতশক্তেভবান্  
শাপতস্তত্র তন্নি ক্ক্ষেত্রে ক্ষুটং স্পষ্টং পুমান্ পুরুষঃ প্রবেশমাত্রেণ জ্ঞী ভবতি তত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ভবানী ক্রজাগী নাথো যেষাং গণকোটিনাষ্টেভ্যঃ । সর্কর্ষণং ভজন্ উপধাবতে ইত্য-  
শ্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

করে ॥ ৩—৫ ॥ তত্রত্যা অধিবাসিবর্গ যুবতিকদম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া ইচ্ছানুসারে বিহার  
করিয়া থাকে । যিনি নারায়ণ নামে বিখ্যাত, সেই ভগবান্ আদিপুরুষ লোক সকলের  
প্রতি ঐকান্তিক অনুগ্রহ দৃষ্টিপরতন্ত্র হইয়া উল্লিখিত নববর্ষে অধিষ্ঠানপূর্বক স্বয়ং  
দেবীর আরাধনা করেন এবং তত্রত্যা অধিবাসী সকলও তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে ।  
বলিতে কি, সেই ভগবান্ একমাত্র দেবীর আরাধনানুরোধ-পরতন্ত্র ও তন্নিবন্ধন সমাধিমান্  
হইয়া অনিরুদ্ধাদি স্বকীয় অনন্ত সাধারণ ব্যাহ চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে তত্তৎ বর্ষ সমূহেই  
সন্নিহিত আছেন ॥ ৬—৭ ॥ কিন্তু ইলাবত বর্ষে পদ্মবোনি ব্রহ্মার ক্রমধ্য হইতে প্রাচুর্ভূত  
ভগবান্ ক্রত কেবল একাকী অঙ্গনাগণের সহিত সতত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥ উল্লিখিত  
পবিত্র প্রদেশে অপর কেহ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না । কারণ, ক্রতশক্তি ভবানী এইরূপে  
শাপ দিয়াছেন যে, কোনও পুরুষ তথায় প্রবেশ করিলে সে জীবিগ্রহ পরিগ্রহ করিবে ॥ ৯ ॥  
অমরগণের অধিনায়ক ভগবান্ ভবানীর পরিরক্ষিত অসংখ্যকোটি জীগণে সর্বথা অবরুদ্ধ



আত্মনা ধ্যানযোগেন সৰ্বভূতহিতৈচ্ছয়া ।

তাং তামসীং তুরীয়াঞ্চ মূৰ্ত্তিং প্রকৃতিমাশ্রয়নঃ ।

উপধাবতে চৈকাগ্রমনসা ভগবানজঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সৰ্বগুণ-

সংখ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি ॥ ১২ ॥

ভজ্যে ভজ্যশ্চারণপাদপঙ্কজং

ভগশ্চ কৃৎস্নশ্চ পরং পরায়ণম্ ।

ভক্তেষু লভ্যবিতত্বতভাবনং

ভবাপহং হা ভবভাবমীশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥

আত্মনঃ প্রকৃতিং কারণং পিতামহম্ ॥ ১১ ॥

উপাসনামন্ত্রমাহ ওঁ নম ইতি । সৰ্ব্বৈবাং গুণানাং সংখ্যানাং একাশৌ যন্তাং স্বয়ং  
ব্যক্তায়াঃ প্রেমায় ॥ ১২ ॥

ভজ্যে ভজ্যশ্চেতি । হে ভজন্ত ! ভজনীর ! হা হাং পরমেশ্বরং ভজ্যে ইত্যমরঃ । অরণ্যং  
শরণং পাদপঙ্কজং যন্ত । কৃৎস্নশ্চ ভগশ্চৈশ্বর্যাদিবড়্গুণশ্চ পরময়নমাত্মনঃ । ভক্তেষু চাল-  
মত্যর্থঃ ভাবিতং প্রকটিতং ভূতভাবনস্বরূপং যেন । ভবাপহং সংসারহম্ । ভক্তেষু চিত্যমু-  
ষজঃ । ভবং সংসারং ভাবয়তীতি তথা তমর্থানভক্তেষু চিত্যমু ॥ ১৩ ॥

হইয়া তথায় অপ্রকাশ স্বরূপ সৰ্ব্বগুণের উপাসনা প্রসঙ্গে অবস্থিতি করেন । সেই ভগবান্  
অজ সৰ্ব্বভূতের হিতকামনাবশংবদ হইয়া ঐকান্তিক মনোনিবেশ সহকৃত ধ্যানযোগ  
অবলম্বন করিয়া আপনি আপনার উদ্ভবকেন্দ্র, তমোময়ী তুরীয়া মূর্ত্তির ঐরূপে আরাধনা  
করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

ভগবান্ কহিলেন, তৎকালে তিনি এই প্রকার উপাসনা মন্ত্র প্রয়োগ করেন যে, আপনি  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই মূর্ত্তিভয়ে পরিচ্ছিন্ন ও ঐশ্বর্য্যাদি বড়্গুণে পরিপূর্ণ । আপনি  
মহান্ পুরুষস্বরূপ । সত্যদি যাবতীর গুণ আপনি হইতে প্রকাশিত হইতেছে । আপনি  
অনন্ত ও অপ্রকাশস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ১১—১২ ॥ আপনিই একমাত্র আরাধনার  
যোগ্যপাত্র । সকলেই আপনার পাদপঙ্কজের শরণাপন্ন হইয়া থাকে । আপনি ঐশ্বর্য্যাদি সমস্ত  
বড়্গুণের অধিতায় । আপনি ভক্তগণের নিকট সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বতোভাবে প্রকটিত হইয়া বিরাজ  
করিয়া থাকেন । আপনি ভূতগণের উদ্ভাবনা করিয়াছেন । আপনি যেমন ভক্তগণের সংসার  
নিবৃত্তি বিধানপূর্ব্বক মোক্ষপদ প্রদান করেন, তেমন অভক্তদিগকে সংসারমার্গে নিপাতিত  
করিয়া বদ্ধ করিয়া থাকেন । আপনি সকলের ঈশ্বর একান্ত আপনার ভজন করি ॥ ১৩ ॥

ন যশ্চ মায়াগুণকর্মবৃত্তিভি-  
 নিরীকৃতো। অণুপি দৃষ্টিরজ্যতে ।  
 জ্ঞেশ যথা নোজিতমনুষ্যঃ।  
 কন্তং ন মন্তেত জিগীষুরাশ্রমঃ ॥ ১৪ ॥  
 অসদৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়ায়া  
 ক্ষীবৈব মধ্বাসবতাত্মলোচনঃ ।  
 ন নাগবধোহৈব ঐশিরে হ্রিয়া  
 যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধর্মিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৫ ॥  
 যমাহরশ্চ স্থিতিজন্মসংযমঃ  
 ত্রিভির্বিহীনঃ যমনং তমূষয়ঃ ।  
 ন বেদসিদ্ধার্থমিব কচিৎ স্থিতং  
 ভূমণ্ডলং মূর্ধনসহস্রধামসু ॥ ১৬ ॥

জৈশ্বর্যমুপপাদয়ন্তামসভেন অসক্তমনাদরং বাহরয়তি । ন যন্তেতি নিরীকৃমাণস্তাপি  
 দৃষ্টির্মায়াগুণৈর্কিঞ্চিদৈশ্বর্যচিহ্নবৃত্তিভিঃ । করণৈশ্চ অণুপীবদপি মাজ্যতে ন লিপ্যতে । কিমর্থং  
 নিরীকৃমাণস্ত জ্ঞেশ জ্ঞেশনায় নিয়মনায় । জ্ঞেশনমীষ্ট । সম্পাদাদিস্বাভাবে কিপ্ । অত্র বৈধর্ম্যো  
 দৃষ্টান্তঃ । যথাজিতক্রোধবেগানামশ্রাকং দৃষ্টিরজ্যতে ন তথ্যেতি । অত আশ্রয় ইন্দ্রিয়ানি  
 জিগীষুর্জ্ঞেতুমিচ্ছুমুচ্ছুস্তং কো ন মন্তেত নাজিহ্নেত ॥ ১৪ ॥

নহু সুরামদ্যাভ্যাং মন্তেত কুতো দৃষ্টির্না জ্যতে তত্রাহ অসদৃশো য ইতি । অসতী দৃক্  
 দৃষ্টির্যশ্চ তশ্চ । স্বমায়া ক্ষীবো মন্ত ইব যো ভয়ঙ্করঃ প্রতিভাতি মধ্বাসবতাত্মাত্মলোচন  
 ইব চ নাগবধুবিমোহেন তথা তথা প্রতিভানং যুক্তমিত্যাহ নেতি । পাদার্চনে যশ্চ পাদয়োঃ  
 স্পর্শনেন ধর্মিতং মোহিতং ইন্দ্রিয়ং মনো বাসাং তা হ্রিয়া লজ্জয়া ভূজাদ্যাহরণে ন ঐশিরে ন  
 শেকুঃ । কন্তং ন মন্তেতেতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যমাহরতি । অশ্চ বিশ্বশ্চ স্থিতিজন্মসংযমহেতুং যমাহঃ । অতএব ত্রিভিঃ স্থিত্যদিভি-  
 বিহীনম্ । অনন্তক যমাহঃ । ঋষয়ো মন্তাঃ । হনোহনুরোধেন দীর্ঘপাঠে ঋকারো দেবমাতা

আমরা সর্বপ্রকারে ক্রোধাবেগের বশবর্তী, সেই জন্য আমাদের দৃষ্টি যেক্রপ বিষয়াদিতেই  
 সংসক্ত ও সন্নিবদ্ধ হইয়া থাকে, আপনি চরাচর বিশ্বের স্থিতি বিধানাদি সমাধান জন্য  
 সর্বদা পর্যবেক্ষণ করিলেও আপনার দৃষ্টি ও চিত্তবৃত্তি সমূহ তক্রপ অণুমান ও লিপ্ত হয় না ।  
 অতএব প্রায়শ্জরে অভিলাষী কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্তরের সহিত আদর না করিবে ॥১৪॥  
 আপনি স্বকীর মায়াবলে সর্বদা দূষিত দৃষ্টি আধিকৃত করিয়া মধুমদ পানে লোহিত  
 লোচনের ন্যায় ভয়ঙ্কররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন । স্বদীর পাদস্পর্শে মনোবৃত্তির অতি-  
 বাহু মোহাভিত্তক উপস্থিত হওয়াতে নাগ রমণীরা লজ্জার বশবর্তিনী হইয়া কোনমতেই  
 আর উপাসনা করিতে পারে নাই ॥১৫॥ ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি

যশ্চাদ্য আসীদগুণবিগ্রহো মহান্  
 বিজ্ঞানধিক্ষ্যো ভগবানজঃ কিল ।  
 যৎসংবৃতোহহং ত্রিব্রতা স্বতেজসা  
 বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ং সৃজে ॥ ১৭ ॥  
 এতে বয়ং যশ্চ বশে মহাঈশ্বরঃ  
 স্থিতা শকুন্তা ইব সূত্রযজ্ঞিতাঃ ।  
 মহানহং বৈকৃততামসেন্দ্রিয়াঃ  
 সৃজাম সর্বৈ বদনুগ্রহাদিদম্ ॥ ১৮ ॥

সম্মীঃ স চ ঋষয়শ্চৈতর্যঃ । অনন্তত্বং দর্শয়তি । সৃজসহস্রমেব ধামানি স্থানানি তেষু কচি-  
 দেকদেশে স্থিতং ভূমণ্ডলং যো ন বেদ সিদ্ধার্থং সর্বপমিব তস্মৈ নম ইতি চতুর্থ-  
 নাশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র জন্মহেতুত্বং মহাদিষ্টায়েণ প্রপঞ্চয়তি যশ্চাদ্য ইতি । যশ্চ গুণনিমিত্তো মহানাম-  
 বিগ্রহ আসীৎ । বিজ্ঞানঃ সত্ত্বং ধিক্ষ্যমাশ্রয়ো যশ্চ সঃ । তস্মাচ্চিহ্নরূপভেদে সত্ত্বপ্রধানত্বাৎ  
 স এব কিলধিষ্টদেবে বাসুদেবাভেদবিবক্ষয়া ভগবান্ । অতো ব্রহ্মা যৎসম্ভবঃ । যশ্চাদিব্রহ্মণঃ  
 সম্ভূতোহহং রুদ্রঃ ত্রিব্রতাগুণেন স্বতেজসা বিভূতিরূপেণাহঙ্কারেণ বৈকারিকং দেবতা-  
 বর্গম্ । তামসং ভূতবর্গম্ । ইন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়বর্গঞ্চ সৃজামি ॥ ১৭ ॥

কিষ্টকৈতে বয়ং মহাদায়ঃ । সর্বৈ যশ্চানুগ্রহাদিদং ব্রহ্মাণ্ডং সৃজাম । কথমুতা যশ্চ মহাঈশ্বরো  
 বশে স্থিতাঃ । সত্ত্বো বতঃ সৃজেণ ক্রিয়াশক্ত্যা যজ্ঞিতাঃ প্রোতাঃ শকুন্তাঃ পক্ষিণ ইব লৌকি-  
 কেন সৃজেণ বয়মিত্যুক্তম্ । তানাহ মহানহঙ্কারশ্চ বৈকৃতাদয়ঃ পুরুষোক্তা বর্গাশ্চ ॥ ১৮ ॥

স্থিতি ও প্রলয়ের অবিভীষ হেতু হইলেও আপনাতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কোন প্রকার  
 সম্পর্ক যাত্র নাই । যেহেতু আপনি অনন্ত স্বরূপ, আপনার সহস্র সহস্র মন্তক সর্বদা  
 বিস্তৃত রহিয়াছে । এই অতীব বিশাল ভূমণ্ডল সেই সকল মন্তকে কোনও প্রদেশে  
 অতীব ক্ষুদ্রাকৃতি সর্বপের স্থায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা আপনার কোনরূপ অনুভবেই  
 উপস্থিত হয় না ॥ ১৬ ॥ মহত্ত্ব আপনার সাক্ষাৎ আদিম শরীর । সত্ত্বাদি গুণের সমবारे  
 উহার বিনির্মাণ বিহিত হইয়াছে । উহাই সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত ভগবান্ বাসুদেব ; বাহা হইতে  
 ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে । আমি সেই ব্রহ্মা হইতে সম্ভূত হইয়া সত্ত্বাদিগুণধর সংবর্ধিত  
 তেজের সহায়তায় দেবগণের, ভূতগণের ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ১৭ ॥ ঐ  
 মহত্ত্ব প্রভৃতি আমরা সকলেই আপনার অতিমাত্র আয়ত্তাধীন হইয়া আছি । আপনি  
 আমাদের সকলকেই সূত্রবদ্ধ বিহঙ্গগণের স্থায় ক্রিয়াশক্তি সহারে সংবৃত করিয়া রাখি-  
 রাছেন । মহত্ত্ব, অহঙ্কার এবং উন্নিবিষ্ট দেব ভূত ও ইন্দ্রিয় সমুদয়, এই সকলে সমবেত  
 হইয়া আমরা আপনারই অনুগ্রহে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ১৮ ॥ আপনার



যস্মিন্মিতাং কহ্মপি কৰ্ম্মপৰ্বণীং  
 মায়াং জনোহ্ময়ং গুরুসৰ্গমোহিতঃ ।  
 ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা  
 তস্মৈ নমস্তে বিলয়োদয়াগ্নানে ॥ ১৯ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

এবং স ভগবান্ রুদ্রো দেবং সঙ্কৰ্শণং প্রভুम् ।  
 ইলারুতমুপাসীত দেবীং গণসমাহিতঃ ॥ ২০ ॥  
 তথৈব ধৰ্ম্মপুত্রোহ্মসৌ নান্না ভদ্রশ্রবা ইতি ।  
 তৎকুলস্তাপি পতয়ঃ পুরুষা ভদ্রসেবকাঃ ॥ ২১ ॥  
 ভদ্রাশ্ববর্ষে তাং মূর্ত্তিং বাহুদেবস্তা বিশ্রুতাম্ ।  
 হয়মূর্ত্তিভিদা তাস্তু হয়গ্রীবপদাক্ষিতাম্ ॥ ২২ ॥

স্তিতিলয়হেতুত্বং দর্শয়ন্ প্রণমতি বদিত্তি । যেন নিশ্চিতামেতাং মায়ামেবারং জনো-  
 হ্মজসা বেদ নতু তস্মিন্তারণযোগমুপায়ং কহিচিদপি বেদেতি । স্থিতিহেতুত্বং দর্শয়তি ।  
 কীদৃশীং কৰ্ম্মাণ্যেবং পূৰ্ণাণি গ্রহয়ন্তানি নয়তি প্রাপয়তীতি তাং প্রণয়হেতুত্বমাহ বিলীয়তে  
 হ্মস্মিন্মিতাং বিলয়ঃ । উদেতাস্মাদিত্যাদয়ঃ । বিলয়শ্চোদয়শ্চান্বায়রূপং যস্ত তস্মৈ নমঃ ।  
 নবত্ৰত্যাশ্লোকানুপূৰ্ণ্য বিকৃতাগবতোক্তশ্লোকানুপূৰ্ণ্যষ্টকত্বং কথং সিদ্ধ্যতীতি চেন্ন ।  
 এতদগ্রহস্তাত্ৰত্যাশ্লোকানুপূৰ্ণ্য তত্ত্ববর্ষস্থিতদেবাদিত্তিঃ কৃতোপাসনামজ্ঞানাত্তিঃ কৃত-  
 ত্তোত্রাণাকানুবাদকত্বাদনুবাদাসমানানুপূৰ্ণ্যকত্বস্তাপেক্ষিতত্বাৎ । কিঞ্চ কচিৎ কচিৎ পুরা-  
 ণান্তরে শ্লোকানুপূৰ্ণ্যকত্বস্ত পুরাণান্তরে দৃষ্টত্বাৎ । যথা নারদপুরাণীয়মজ্ঞানতত্ত্বস্ত তত্ত্বরাজস্থ-  
 যামলস্থশ্লোকানুপূৰ্ণ্যকত্বম্ । শিবরহস্যস্থপ্রদোষাধ্যায়স্ত ব্রহ্মোত্তরতত্ত্বস্তপ্রদোষাধ্যায়সমা-  
 নানুপূৰ্ণ্যকত্বং তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়প্রকৃতিতত্ত্বস্ত দেবীভাগবতনবমস্কন্ধসমানানুপূৰ্ণ্যকত্ব-  
 মিত্যাদ্যাহম্ । তদ্ব্যেতপি বহু তত্ত্বান্তরসমানানুপূৰ্ণ্যকত্বমুপলভ্যত এবেতি ॥ ১৯—২০ ॥

অথ ভদ্রাশ্ববর্ষীয়সেব্যসেবকভাবমুপবৰ্ণয়তি তথৈবেতি । ভদ্রশ্রবা নাম ধৰ্ম্মপুত্রো বর্ষ-  
 পতিঃ । তৎকুলস্তাপি পতয়ন্ত্যস্মিন্ কূলে জায়মানাঃ পুরুষাঃ কথঙ্কৃতাঃ ভদ্রস্ত ভদ্রনারো  
 বর্ষপতেঃ সেবকাস্তে চেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নৃষ্টি অতি গরীয়সী, এই অস্ত্র স্থলবুদ্ধি লোক সকল তৎপ্রভাবে মোহাক্ষর হইয়া আপনার  
 এই মহীয়সী মায়া কোন কালেই বুঝিতে পারে না । ঐ মায়াই তাহাদের সংসার নিবৃত্তি  
 ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্তির অধিতীয় উপায় এবং মায়াই তাহাদিগকে অতি হুতর  
 কৰ্ম্মসঙ্কটে নিপাতিত করিয়া থাকে । আবির্ভাব ও তিরোভাব এই উভয় আপনার স্বরূপ,  
 অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

নারায়ণ কহিলেন, এইরূপে সেই ভগবান্ রুদ্র স্বকীরণে সংমিলিত হইয়া ইলারুত  
 বর্ষে অধিষ্ঠানপূর্বক স্বপ্রকাশ স্বরূপ, সৰ্বলোক নিরুতা সংকৰ্শণের ও দেবীর উপাসনা করিয়া  
 থাকেন ॥ ২০ ॥ ভদ্রশ্রবা নামে বিখ্যাত ধর্ম্মের পুত্র এবং তদীয়কূলে সমুৎপন্ন ও তাহার সেবক

পরমেণ সমাধ্যাত্বারকেন নিয়ন্ত্রিতাম্ ।

এবমেব চ তাং মূর্তিঃ গুণস্ত উপযাস্তি চ ॥ ২৩ ॥

ভদ্রশ্রবস উচুঃ ।

ওঁ নমো ভগবতে ধর্ম্মায়াশ্রবিশোধনায় নম ইতি ।

অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং

স্তুতং জনোহয়ং হি মিস্রম পশ্যতি ।

ধ্যায়ম্ সদ্যহি বিকর্ম্ম সেবিতুং

নিহৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষুঃ ॥ ২৪ ॥

বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং

পশ্যন্তি চাধ্যাত্ববিদো বিপশ্চিতঃ ।

হয়মূর্তিভিদা হয়গ্রীবমূর্তিভেদেন বিপ্রতাং তাং মূর্তাঞ্চ হয়গ্রীবপদাঙ্কিতাং হয়গ্রীব-  
নাম্নীম্ ॥ ২২ ॥

সমাধ্যাত্বারকেণেতি । সমাধেরত্বদ্বাহব্যাপারাদিতদ্বারকেন তন্নৈবারকেন পরমেণ  
পূজনেন নিরন্তরং সমাধিনেব নিয়ন্ত্রিতাং বদ্ধাং বিষয়ীকৃতামিত্যর্থঃ । গুণস্তঃ স্তুবস্তঃ ।  
উপযাস্তি চ সিদ্ধিঃ মূর্তিঃ বা ॥ ২৩ ॥

ভদ্রশ্রবস উচুরিতি । আগত্ব উপদেষ্টাভিবেদ গুণলক্ষণতয়া তদ্বাগাদৃগ্ণিষু লিঙ্গ-  
সমবায়শ্চায়েন বহুবচনম্ । অহো বিচিত্রমিতি । অয়ং জনো মিস্রমপি পশ্যন্নপি স্তুতং হিংস্তুতং  
মৃত্যুং ন পশ্যতীতি ভগবদ্বিচেষ্টিতমেব । তচ্চ বিচিত্রম্ । অদর্শনে লিঙ্গং পুত্রং বা পিতরঞ্চ  
বুদ্ধং মৃতং নিহৃত্য দন্ধা স্বয়ং তদুভয়ধনৈর্জিজীবিষুর্জীবিষুর্মিচ্ছতীত্যর্থঃ । কিং ধর্ম্মার্থং ন  
যহি যতোহসত্তুচ্ছং বিষয়সুখং সেবিতুং বিকর্ম্মপাপমেব ধ্যায়ন্ ॥ ২৪ ॥

পুরুষবর্গও সেটরূপে দেবীর আরাধনা করিয়া থাকে ॥২১॥ ভদ্রাশ্রবর্ষে অবস্থিত বাসুদেবের  
ঐ হয়গ্রীবনাম্নী মূর্তি, হয়গ্রীব মূর্তিভেদে লোকপরম্পরায় সবিশেষ বিখ্যাত ও পূজিত হইয়া  
থাকে ॥ ২২ ॥ ভদ্রহ লোকসকল সমাধি সহকারে বাহ্য ব্যাপার পরিহার পুরঃসর পূজা  
করিয়া তাহাকে সমাগ্ বিধানে আরত্ব করতঃ বর্ণবিধানে স্তব ও তৎসহায়ে সর্বাঙ্গীন  
সিদ্ধি সংগ্রহ করেন ॥২৩॥ ভদ্রশ্রবাগণ এইরূপে উপাসনা করেন যে, যিনি ওকার স্বরূপ ও  
ঐশ্বর্যাদি ষড়্গুণে সর্বদাই পরিপূর্ণ । যিনি রাগাদি বাবতীর কলুষ ভাবকে নির্মূল করিয়া  
থাকেন তাহাকে নমস্কার করি । অহো ! ভগবানের লীলা কি বৈচিত্রশালিনী । মৃত্যু সর্ব-  
দাই সকলকে সংহার করিতেছে কিন্তু লোকে দেখিয়াও তাহা দেখিতেছে না । এই ভক্ত  
পিতা বা পুত্র কালের কবলসাৎ হইলে, তাহাদিগকে দণ্ড করিয়া স্বয়ং তাহাদের ধনরানি  
আত্মসাৎ করত জীবিকা নির্বাহে অভিলাষী হইয়া থাকে । তাহাও স্খাতির ধর্ম্মের নিমিত্ত  
নহে পাপরাজ্য অমুখ্যান পরায়ণ হইয়া অতীব হের বিষয়সুখ ভোগ করিবার জন্যই ঐরূপ  
অমুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশারদ ব্যক্তির বশিষ্ঠ থাকেন, এই দৃষ্টমান

তথাপি মুহুৰ্দ্ধি তবাজমায়রা  
 স্তবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোহস্মি তম্ ॥ ২৫ ॥  
 বিশ্ণোন্তবস্থাননিরোধকশ্চ তে  
 হকর্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপারতঃ ।  
 যুক্তং ন চিত্রং স্থয়ি কার্য্যকারণে  
 সৰ্ব্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুতঃ ॥ ২৬ ॥  
 বেদান্ যুগান্তে তমসী তিরস্কৃতান্  
 রসাতলাদ্যো নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ ।  
 প্রত্যাদদে বৈ কবয়েহভিযাচতে  
 তস্মৈ নমস্তে বিতথে হিতায় তে ॥ ২৭ ॥

নম্রবিদ্বান্ পশুতি কিমত্র চিত্রং তত্রাহ বদন্তীতি । নম্রং বদন্তি স্ত শাস্ত্রতঃ পশুন্তি চ সমাধৌ হে অজ ! তথাপি মুহুৰ্দ্ধি । এতচ্চ তব কৃত্যং চেষ্টিতং স্তবিস্মিতং অতিবিচিত্রম্ । অতঃ শাস্ত্রাদিপ্রমং বিহার্য তং ত্বাং অজং নতোহস্মি ॥ ২৫ ॥

ইদমপরং চিত্রবৎপ্রতীয়মানমপি স্থয়ি ন চিত্রমিত্যাহ বিশ্ণোন্তবেতি । বিশ্ণোন্তবাদি-  
 কশ্চকর্তুরপি অপগতা আবৃত্ত্য আবরণং সম্যং তাদৃশস্তাপি তে অঙ্গীকৃতং বেদে ন স্থয়ি  
 তন্ন চিত্রম্ । যতো মায়ায়া সৰ্ব্বাত্মনি কার্য্যকারণে সৃষ্টেরি কশ্চয়ুক্তম্ । বস্তুতঃ সৰ্ব্বব্যতি-  
 রিক্তে নিরূপাধাবনাবৃত্তমকর্তৃব্যক যুক্তম্ ॥ ২৬ ॥

পরমেশ্বরত্বেন স্তব্ধা প্রস্তুতাবতারচরিতমাহ বেদানিতি । তমসী দৈত্যেন তিরস্কৃতানপ-  
 নীতান্ । না চ তুরঙ্গশ্চ নৃতুরঙ্গৌ তদ্রূপৌ বিগ্রহৌ বস্তু । কবয়ে বুদ্ধ্যে তদর্থং অবিতথে  
 হিতায় সত্যসঙ্কল্পায় ॥ ২৭—২৮ ॥

বিষয়ব্যাপার সৰ্ব্বথা ভঙ্গুর ভাবাপন্ন । তত্ত্বিন্ন, অতুল জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণও স্পষ্টরূপে ইহার  
 স্বরূপতঃ নম্ররত্ন দর্শন করিয়া থাকেন, তথাপি হে অজ ! কার্য্যকালে তাঁহারা সকলেই  
 আপনার মায়াবলে মোহের বশতাপন্ন হয়েন । বুঝিলাম, আপনার লীলা যার পর নাই  
 বিচিত্র ভাবাপন্ন । এই কারণে শাস্ত্রাদি পর্যালোচনার বৃথা আর পরিশ্রম না করিয়াই  
 একমাত্র আপনাকেই নমস্কার করি ॥ ২৫ ॥ আপনি স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ । মায়াদি কোন-  
 রূপ আবরণের বিষয়ীভূত নহেন । অবিকারাদি সৃষ্টি প্রভৃতি কোন প্রকার ব্যাপারেই  
 আপনার কর্তৃত্ব নাই । কেবল তাহার সাক্ষী বা স্রষ্টারূপে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন । তথাপি  
 বেদে বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, আপনা হইতেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও  
 প্রণয়কাল সমাহিত হইয়া থাকে, তাহা সৰ্ব্বথা যুক্তিযুক্ত, কোনমতেই বিশ্বয়ের বিষয়  
 হইতে পারে না ; কেননা, আপনিই সকলের আত্মা ও সকলের উপাস্ত । সুতরাং আপ-  
 নাতে কিছুই অসম্ভব ভাবনা নাই ॥ ২৬ ॥ প্রলয় সময় সমুপস্থিত হইলে বেদ সকল  
 দৈত্যকর্তৃক অপহৃত ও রসাতলে অপসারিত হইয়াছিল । আপনি হৃদগ্রীব বিগ্রহ পরিগ্রহ



এবং স্তবস্তি দেবেশং হৃদয়ীষং হরিক্তং তে ।

ভদ্রশ্রবসনামানো বর্ণয়ন্তি চ তদুত্তমান্ ॥ ২৮ ॥

এমাং চরিতমেতচ্চি যঃ পঠেচ্ছ্রাবয়েচ্চ যঃ ।

পাপকঙ্কমুৎসৃজ্য দেবীলোকং ত্রজেচ্চ সঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
ইলারূতবর্ণনং নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

দেবালোকে মণিধীপে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধনপূর্বক তদৰ্থ-বাচ্ঞা-পরায়ণ পিতামহকে প্রদান করিয়া-  
ছিলেন । ফলতঃ আপনার সংকল্প কখন মিথ্যা হয় না অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥  
ভদ্রশ্রবস নামক উল্লিখিত পুরুষগণ এইরূপে হরগ্রীব মূর্তি হরির স্তব ও তদীয় গুণগ্রাম  
গান করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ যে ব্যক্তি ঐ সকল মহাপুরুষের এবংবিধ চরিত কথা পাঠ  
করে ও যে ব্যক্তি শ্রবণ করাইয়া থাকে, তাহারা উভয়েই পাপকঙ্ক পরিহার পুরঃসর  
দেবীলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ইলারূত বর্ণন নামক অষ্টম  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## নবমোহধ্যায়ঃ ।

০০০

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

হরিবর্ষে চ ভগবান্‌হরিঃ পাপনাশনঃ ।

বর্ততে যোগযুক্তাত্মা ভক্তানুগ্রহকারকঃ ॥ ১ ॥

তস্য তদ্ব্যিতং রূপং মহাভাগবতোহম্বরঃ ।

পশ্যন্ ভক্তিসমায়ুক্তঃ স্তোতি তদগুণতত্ত্ববিৎ ॥ ২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে

আবিরাবির্ভব বজ্রদংষ্ট্রে কৰ্ম্মাশয়ান্

রক্ষয় রক্ষয় তমোগ্রস ওঁ স্বাহা ।

অভয়ং মমাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ॥ ওঁ ক্ষৌঃ ।

স্বস্ত্যস্ত বিশ্বস্ত খলঃ প্রসীদতাং

ধ্যায়ন্ত ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া ।

মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ৰজে

আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥ ৩ ॥

---

ত্রয়োবিংশতিতিঃ পদ্যৈর্মহানৈরতঃ পরম্ ।

বর্ষান্তর্গতসংসেব্যসেবকত্বমিহোচ্যতে ॥

( নৃহরির্নৃসিংহঃ ॥ ১ ॥ )

অম্বরঃ প্রহ্লাদঃ ॥ ২ ॥

তেজসামপি তেজসে। আবিরাবিঃ অতিপ্রকটো ভব বীজা বা। কৰ্ম্মাশয়ান্ কৰ্ম্ম-  
বাসনাঃ। কৰ্ম্মাশ্রয়ানিতি পাঠে রাগাদীন্ রক্ষয় নির্দহ। ভূয়িষ্ঠাঃ ভূয়ঃ। স্বস্ত্যস্তিতি। বিশ্বস্ত  
স্বস্তি প্রার্থনে খলস্তাপি ভবেৎ। তচ্চ সাধুপীড়াং বিনা ন জ্ঞাৎ। অন্তোহন্তমমঙ্গলং ধ্যায়-  
তাক্ ভূতানামন্তোহন্তঘাতনং বিনা ন ভবেদিত্যশঙ্ক্যাহ খলঃ প্রসীদতু জ্যৈষ্ঠাঃ ত্যক্ততু।  
ভূতানি চ মিথঃ শিবমেব ধ্যায়ন্ত। তেষাং মনশ্চ ভদ্রমুপশমাদিকং ভজতু। নোহম্মাকমপি  
মতিঃ অপি শব্দাত্মতানাঞ্চ মতিঃ অহৈতুকী নিকামা সতী ॥ ৩ ॥

---

নারায়ণ কহিলেন, হরিবর্ষে ভগবান্ বাসুদেব নরসিংহ বিগ্রহ পরিগ্রহ পুরঃসর  
যোগিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি ভক্তগণের পাপ বিনাশ ও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ  
বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥ তদীয় গুণতত্ত্ববিশারদ, পরম ভাগবত প্রহ্লাদ তাঁহার সেই  
সর্বলোক মনোহর স্বরূপ সন্দর্শনপূর্বক, ঐকান্তিক ভক্তিপ্রদর্শন সহকারে তাঁহার স্তব  
করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥ প্রহ্লাদ এইরূপে স্তব করেন যে, ভগবান্ নৃসিংহদেব আপনাকে নমস্কার

মাগারদারাজকবিত্তবক্ষু  
 সঙ্গো যদি শ্রাদ্ধগবৎপ্রিয়ৈশু নঃ ।  
 যঃ প্রাণরুত্যা পরিতুষ্ঠে আশ্রয়ান্  
 সিদ্ধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥  
 বৎসঙ্গলকং নিজবীৰ্য্যকৈভবঃ  
 তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্ ।  
 হরত্যজোহস্তঃ শ্রুতিভির্গতোহঙ্গজঃ  
 কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্ ॥ ৫ ॥

মাগারেতি । নঃ সঙ্গঃ কাপি মা শ্রাদ্ধং যদি কথঞ্চিৎ শ্রাদ্ধং অগারাদিষু মা শ্রাদ্ধং কিন্তু ভগবৎপ্রিয়েষেব । অগারাদিসঙ্গে দোষমাহ ব ইতি । ইন্দ্রিয়প্রিয়ো গৃহেষাসক্তঃ ॥ ৪ ॥

ভগবৎপ্রিয়সঙ্গে গুণমাহ বৎসঙ্গোতি । যেযাং ভগবৎপ্রিয়াণাং সঙ্গালকং মুকুন্দবিক্রমং শ্রুতিভিঃ শ্রবণাদিভিঃ সংস্পৃশতাং সংসেবমানানাং পুংসামন্তর্গতোহজো মানসং মলং হরতি । কথন্তুতং বিক্রমং নিজমসাধারণং বীৰ্য্যং বৈভবঃ প্রভাবাতিশয়ো যন্ত । তীর্থন্তু গঙ্গাদিমুহুঃসংস্পৃশতামঙ্গজং মলং কেবলং হরতি । তান্ কো বৈ ন সেবেতেত্যবয়বঃ ॥ ৫ ॥

করি। আপনি তেজঃ পদার্থেরও তেজঃস্বরূপ ; অর্থাৎ সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয় তেজঃ আপনার পরম মহীয়ান্ তেজঃপুঞ্জ হইতে প্রাক্তর্ভূত হইয়াছে। আপনার দংষ্ট্রী সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপ। আপনি অতীব প্রকটরূপে আবির্ভূত হউন, লোকের কৰ্ম্মবাসনা সকল দগ্ধ করুন এবং অজ্ঞান ও মোহরূপ অন্ধকার গ্রাস করুন। আপনি সর্ব্ব রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের অধিষ্ঠানস্বরূপ। আপনার প্রসাদে ও অনুগ্রহে আমার আত্মা সর্ব্বদা ভয়শূন্য হউক। এই নিখিল জগৎগুল সর্ব্বতোভাবে সুখে অবস্থিতি করুক। খল সকল সম্যক্ প্রকারে ক্রুরতা পরিহারপূর্ব্বক বিশ্বজনীন সরল ভাবের অনুসরণ করুক। প্রাণী সকল পরস্পর বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের স বিশেষ মঙ্গল চিন্তা করুক। লোক মাত্রেয়ই চিত্তবৃত্তি অহিংসা ও উপশম প্রভৃতি সদ্বৃত্তি সকলের বিষয়ীভূত হউক এবং আমাদের মতি সর্ব্বতোভাবে কামনা-পরিশূন্য হইয়া আপনার পাদপদ্মে গাঢ়তর সন্নিবিষ্ট হউক ॥ ৩ ॥  
 পুত্র, কলত্র, বিত্ত, মিত্র ও গৃহ প্রভৃতি সংসারের কোন বিষয়েই যেন আমাদের আসক্তি বা অনুরক্তি না হয় ; যদি হয়, তাহা হইলে যেন একমাত্র ভগবানের প্রিয় বস্তুতেই তাহা সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি বাবৎ প্রয়োজন বিষয় মাঝে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরিশেষে ভোগ করে এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মাকে আপনার আশ্রয় করিয়া রাখে, তাহার সিদ্ধি বেক্রম আসন্নবর্ত্তিনী হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষের তদ্রূপ সংঘটন হয় না ॥ ৪ ॥  
 বারংবার গঙ্গাদি তীর্থ সেবন করিলেও আভ্যন্তরিক যে মালিন্য বিদূরিত না হয়, ভগবন্ত-গুণের সঙ্গ লাভ হইলে তৎপ্রভাবে ভগবৎগুণের শ্রবণ, মনন ও ধ্যানাদি করিলে পর ভগবান্ সেই মানসিক মালিন্য দূর করিয়া যেন, অন্তঃকরণে কোন্ ব্যক্তি ভগবানের পাদপদ্ম



যশ্চাস্তি ভক্তিৰ্ভগবতাকিঞ্চনা  
 সৰ্বৈৰ্গুণৈশ্চ তত্র সমাসতে স্থরাঃ ।  
 হরাবভক্তস্ত কুতো মহত্ত্বাণা  
 মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৬ ॥  
 হরির্হি সাক্ষাৎভগবান্ শরীরিণা-  
 মায়া কবাণামিব তৌরমীপ্সিতম্ ।  
 হিত্বা মহাংশং যদি সজ্জতে গৃহে  
 তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥ ৭ ॥  
 তস্মাদ্রজো রাগবিষাদমন্যু-  
 মানম্পৃহাতয়দৈশ্চাধিমূলম্ ।  
 হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং  
 নৃসিংহপাদং ভজতাং কুতো ভয়ম্ ॥ ৮ ॥

মানসমলাপগমে কলমাহ যশ্চেতি । অকিঞ্চনা নিকামা মনঃশুদ্ধৌ হরেৰ্ভক্তিৰ্ভবতি ।  
 ততশ্চ তৎপ্রসাদে সতি সৰ্বৈ দেবাঃ সৰ্বৈৰ্গুণৈর্ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ তত্র সমাগাসতে  
 নিতাং বসন্তি । গৃহাদ্যাসক্তস্ত তু হরিভক্ত্যসক্তবাৎ কুতো মহতাং গুণাজ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ো  
 ভবন্তি । অসতি বিষয়স্থখে মনোরথেন বহির্ধাবতঃ ॥ ৬ ॥

নমু হরিবিমুখস্তাপি গৃহাদ্যাসক্তস্ত লোকে মহত্ত্বং দৃশ্যতে । সত্যং তত্ত্বপূহাসাম্পদমিতি  
 সহৈতুকমাহ হরিহীতি । যথা কবাণাং মীনানামীপ্সিতং তৌরমেবায়া । তেন বিনা জীবনা-  
 ভাবাৎ । মহানতিপ্রসিদ্ধোহপি গৃহে যদি সজ্জতে তদা দম্পতীনাং মিথুনানাং শূদ্রাদিষপি  
 প্রসিকং বয়সৈব কেবলং বয়মহত্ত্বং তদেব তস্ত ভবতি । নমু জ্ঞানাদিনা মিথুনেষু তেষু  
 পূজ্যমানেষু জীভ্যঃ পুংসাং মহত্ত্বম্ । বালমিথুনেত্যশ্চ বৃদ্ধমিথুনানাং মহত্ত্বং যথৈত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ গৃহং হিত্বা কুতো ভয়ং নৃসিংহপাদং ভজতেত্যস্মরাপদিশতি তস্মা-  
 দিতি । কীদৃশং গৃহম্ রজতুকারাগোহৃতিনিবেশঃ রজ আদীনাং মূলং কারণম্ । অতএব  
 সংসৃতীনাং জন্মমরণাদীনাং চক্রবালং মণ্ডলমবিচ্ছেদো যস্মাৎ ॥ ৮—১১ ॥

যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি নিকাম-ভক্তি প্ররোগ করেন, ধাবতীর দেবতা ধর্ম ও জ্ঞান  
 প্রভৃতি সমস্ত গুণগ্রামে বেষ্টিত হইয়া, নিতা তাহার সন্নিহিত থাকেন । কিন্তু যে ব্যক্তি  
 ভগবানের প্রতি ভক্তিপরিশূন্য হইয়া বিবিধ মনোরথ কল্পনা সহকারে অতীত জুগ্মপিত  
 বিষয় স্থলের অনুসরণে ধাবমান হয়, তাহার কখন কোনও বৈরাগ্যাদি মহৎগুণের  
 সংঘটন হয় না ॥ ৬ ॥ সলিল যেমন মৎস্ত সকলের জীবনাধার বলিয়া অতিমাত্র বাহনীর,  
 ভগবান্ হরিও তদ্রূপ শরীরী মাড়ের সাক্ষাৎ আত্মা বলিয়া সাতিশর প্রার্থনীয় ; এই  
 কারণে, মহান্ ব্যক্তিও যদি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহস্থে আসক্ত হয় তাহা হইলে,  
 তাহার সেই মহত্ত্ব, সামান্ত জী পুরুষের বয়োজন্মিত মহত্ত্বের স্তায় নিতান্ত অকিঞ্চিকর  
 হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ অতএব তৃষ্ণা, অতিনিবেশ, বিবাদ, মন, আদিরাজ্য, লক্ষণ, জ্ঞান

এবং দৈত্যপতিঃ সোহপি ভক্তানুদিনমীড়তে ।

নৃহরিং পাপমাতঙ্গহরিং হৃৎপদ্যবাসিনম্ ॥ ৯ ॥

কেতুমালে চ বর্ষে হি ভগবান্ অররূপধৃক্ ।

আন্তে তদ্বর্ষনাথানাং পূজনীয়শ্চ সর্বদা ॥ ১০ ॥

এতেনোপাসতে স্তোত্রজালেন চ রমাক্রিজা ।

তদ্বর্ষনাথা সততং মহতাং মানদায়িকা ॥ ১১ ॥

রমোবাচ ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায়  
সর্বগুণবিশেষৈর্কিলকিতাঙ্গনে আকৃতীনাং চিত্তীনাং  
চেতসাং বিশেষাণাঞ্চাধিপতয়ে ষোড়শকলায় চন্দো-  
ময়াম্রময়ামৃতময়ায় সর্বময়ায় সহসে ওজসে  
বলায় কাস্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ ।

সর্বৈর্গুণবিশেষৈঃ শ্রেষ্ঠবস্ত্তির্কিলকিতো লকীকৃত আত্মা যন্ত । আকৃতীনাং ক্রিয়াণাং  
চিত্তীনাং জ্ঞানানাং চেতসাং সঙ্কল্যাধ্যবসারাদীনাং বিশেষাণাং তত্তদ্বিষয়াণাম্ । ষোড়শকলা  
অংশা একাদশৈস্ত্রিগুণবিষয়লক্ষণা যন্ত । চন্দোময়ায় বেদোক্তকর্ম্মপ্রাপ্যায় । অম্রময়য়া-  
য়েনোপষ্টভ্যক্তাৎ । অমৃতময়ায় পরমানন্দাবিকারত্বাৎ । সর্বময়ায় সর্ববিষয়ত্বাৎ । সহসে

দীনতা ও মানহানি এই সকলের মূল এবং জন্ম ও মৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মা স্বরূপ গৃহ  
পরিহার করিয়া, ভগবান্ নৃসিংহের পদ্যবিন্দের বন্দনার প্রবৃত্ত হইলে, সর্বথা অকুতোভয়  
হওয়া যাইতে পারে ॥৮॥ দৈত্যপতি প্রহ্লাদ অম্বুদিন এবংবিধ ভক্তিয়োগ সহকারে পাতক-  
হস্তীর কেশরীস্বরূপ হৃদয়পদ্মে বিরাজমান ভগবান্ নৃসিংহের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ভগবান্ নারায়ণ কেতুমালবর্ষে অরবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ।  
সেই বর্ষের অধিষ্ঠাতা পুরুষগণ সর্বদা তাহার পূজা করিয়া থাকে ॥১০॥ যিনি মহাআগণের  
গৌরব সমুদ্ভাবন করিয়া থাকেন, সেই সাগরনন্দিনী ইন্দ্রিা উল্লিখিত বর্ষের অধিষ্ঠাত্রী ।  
তিনি বক্ষ্যমাণ স্তোত্র পরম্পরায় সদা ভগবান্ কামদেবের উপাসনা করেন ॥ ১১ ॥ লক্ষ্মী  
এইরূপে স্তব করেন যে, আপনি ওঁ কারস্বরূপ ভগবান্, আপনাকে নমস্কার । আপনি ইন্দ্রিয়  
সকলের অধিনেতা, আপনার আত্মা বাবতীর শ্রেষ্ঠ বস্তুর অধিষ্ঠানস্বরূপ । বাবতীর কর্ম্মবৃত্তি  
ও সমুদয় জ্ঞানবৃত্তি এবং সঙ্কল ও অধ্যবসার প্রভৃতি অশেষ চিত্তবৃত্তি একমাত্র আপনাতেই  
অভ্যাস ও পরিদর্শনবলে স্ব স্ব ব্যাপারে বধ্যবধ প্রতিকলিত হইয়া থাকে । তত্তৎ বৃত্তির  
বিজয়ীভূত পদার্থ সকলও একমাত্র আপনারই নিয়মের আয়ত্ত । মন প্রভৃতি একাদশ  
ইন্দ্রিয় ও শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ বিধ আপনার অংশ । বেদবিহিত অম্বুষ্ঠান সমুদয় আপনাতেই  
প্রাপ্ত হওয়া যায় । আপনি বাবতীর জীবের খাদ্যের অনন্ত ভাণ্ডারস্বরূপ । আপনা-হইতেই

ত্রিরো ব্রতৈস্ত্বাং হৃষীকেশ্বরং স্বতো  
 হ্যারাদ্য লোকে পতিমাশাসতেহশ্রম ।  
 তাসাং ন তে বৈ পরিপাস্ত্যপত্যং  
 প্রিয়ন্ধনায়ুংষি যতোহস্বতজ্ঞাঃ ॥ ১২ ॥  
 স বৈ পতিঃ শ্রাদুকুতোভয়ঃ স্বতঃ  
 সমস্ততঃ পাতি ভয়াভুরং জনম্ ।  
 স এক এবৈতরথামিথোভয়ং  
 নৈবাত্মলাভাদধিমশ্রুতে পরম্ ॥ ১৩ ॥  
 যা তস্ম তে পাদসরোরুহাইগং  
 ন কাময়েৎ সাখিলকামলম্পটা ।

ওজসে বলীয় তদ্ধেতুত্বাৎ । ত্বংকামেনৈব ত্বংসেবকত্বাদহঙ্কৃতার্থান্বি । অন্তকামনয়া তু স্বাম-  
 র্চ্ছন্ত্য। ন পরিপূর্ণমনোরথাঃ শ্রুয়িত্যাহ ত্রির ইতি । স্বত এব হৃষীকাণামীশ্বরং পতিং সন্তং  
 হ্যারাদ্য যাঃ ত্রিরোহন্তং পতিং প্রার্থয়ন্তে । পতিকামানাং হি কামারাদনং ব্রতেষু প্রসি-  
 দ্ধম্ । তাসামপত্যাঙ্গীনি তে পতরো ন পাতুং শক্তাঃ ॥ ১২ ॥

অতন্তে পতয় এব ন ভবন্তীত্যাহ সবা ইতি স চৈবমুতঃ পতির্ভবানেক এব নাত্তঃ ।  
 যো ভবানাত্মলাভাৎ পরমন্তদধিকং ন মন্ততে ইতরথাগ্ৰাধীনমুৎসন্ন ন স্বতজ্ঞতা । স্বতজ্ঞ-  
 নানাভে চ মণ্ডলেশ্বরানামিব মিথো ভয়ং শ্রাদিতার্থঃ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ নিকামভজনে অপ্রার্থিতা এব সর্বকামা ভবন্তি সকামভজনে তু কামিতমাত্র-  
 মনিত্যঞ্চেত্যাহ যা তস্ম তে ইতি । যা ত্রী তন্তোক্তলক্ষণশ্চ তে পাদসরোরুহাইগং পূজা-  
 মেব কাময়েৎ ফলাস্তরম্ সাখিলেষু কামেষু লম্পটা সর্কান্ কামান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ।

পরমানন্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে । আপনি সর্বময়, আপনি সত্ত্বস্বরূপ, ওজঃস্বরূপ ও সাক্ষাৎ  
 সকলের শক্তিস্বরূপ । আপনি সমুদায় সৃষ্টির পর্যাবসান স্বরূপ এবং আপনিই সকল  
 লোকের কামনার অধিতীয় বস্তুস্বরূপ ; অতএব আপনাকে নমস্কার । আপনার এই  
 আধিপত্য সতত সিদ্ধ কাহারও অপেক্ষিত নহে । যে সকল রমণী আপনাকে সর্কাদিগতি  
 জানিয়াও আপনার আরাধনা করতঃ ইহ সংসারে অন্ত পতির কামনা করে, তাহাদের  
 সেই পতি কাল ও কর্মাদির একান্ত আয়ত্তাধীন বলিয়া কোনমতেই তাহাদের তত্ত্ব প্রিয়  
 সন্ধান সম্ভবিত, ধন ও আয় রক্ষা করিতে পারে না ॥১২॥ সুতরাং তাহারা কোনমতেই পতি  
 পদের ধোঁগ্য নহে, বলিতে কি আপনি সেই প্রকৃত পতি, আর কেহই নহে । কেননা,  
 আপনি স্বভাবতই অকুতোভয় এবং ভয়াভুর জনের সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন ।  
 অধিক কি, আপনি সর্বৈশ্বর্য লাভ করিয়াছেন, সেই অন্ত আর কাহাকেই আপনার অধিক  
 বলিয়া মনে হয় না । তাহাদের সূখ পরকীয় সাহায্য সাপেক্ষ, তাহাদের আবার স্বতন্ত্রতা  
 কোথায় ? ॥১৩॥ যে রমণী আপনার পদারবিন্দের পূজা মাঝেরই অভিলাষিনী হইয়া থাকে,  
 পরন্তু অন্ত কামনার দাবীকর্তিনী নাহে । সে সমস্তই সাক্ষাৎসিদ্ধি নিশ্চিত এবং অপ্রাপ্য



তদেব রাসীপ্শিতমীপ্শিতোহর্চিতো

যদুগ্রযাণা ভগবন্ ! প্রতপ্যতে ॥ ১৪ ॥

মৎপ্রাপ্তরেহক্লেশহরাস্তরাদয়-

স্তপ্যস্ত উগ্রঃ তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ ।

ঋতে ভবৎপাদপরায়ণাম মাং

বিদন্ত্যহং স্বহৃদয়া যতোহর্জিত ॥ ১৫ ॥

স ত্বং মমাহপ্যচ্যুত নীক্ষি বন্দিতঃ

করান্বজং যত্নদধারি সাত্বতাম্ ।

বিভর্ষি মাং লক্ষ্য বরেণ্যমায়য়া

ক ঈশ্বরশ্চেহিতবুহিভুঃ বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

ঈশিতমীপিতঃ ফলাস্তরং প্রাপ্তমপেক্ষিতঃ সন্ অর্চিতশ্চেত্তর্হি তদেব তদেকং রাসি  
দদাসি । কিন্তু যদ্যতঃ ফলভোগানস্তরং তথা বাচ্ছা বাচিতোহর্থো যস্তাঃ সা প্রতপ্যতে  
হুঃখং প্রাপ্নোতি তদেব রাসি ন তু নিত্যম্ ॥ ১৪ ॥

নহু মমাইণে কুতঃ সর্বকামপ্রাপ্তিস্বমেব হি কামার্থিতিঃ সেব্যাসে তজ্জাহ মৎপ্রাপ্তরে  
ইতি । মৎপ্রাপ্তরে বুদ্ধাদয়স্তপস্তপ্যতে কুর্কন্তি । কথঙ্কুতাঃ ঐন্দ্রিয়ে সুখে ধীর্ঘেষাম্ । অলুক  
সমাসঃ । তথাপি ভগবৎপাদপরায়ণাদৃতে মাং ন বিদতি মৎকটাক্ষবিলসিতাবিভূতী ন  
লভন্তে ইত্যর্থঃ । যতদ্ব্যযোব হৃদয়ঃ যস্তাঃ সাহং ত্বৎপরতন্ত্রহাৎ স্বদহুবর্তিনঃ বিলোকয়ামি  
নাশ্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ইদানীং ত্বৎকৃপাং প্রার্থয়তে স স্মৃতি । বহুজনঃ বিনা ন কচ্চিৎ পুরুষার্থঃ । সত্বঃ  
স্মৃতিঃ ত্বং বা যৎকরান্বজং সাত্বতাং ভক্তানাং নীক্ষি অধারি কৃপয়া স্তব্ধং তন্মমাপি নীক্ষি  
নিধেহীতি শেষঃ । কথঙ্কুতং বন্দিতঃ সর্বকামবর্ষিষ্মেন সন্তিস্ততম্ । ন চ ময়ি তবানা-  
দয়ঃ । যতো হে বরেণ্য ! মাং বক্ষসি লক্ষ্য বিভর্ষি । অহো চিত্রমেতন্ময়ি কেবলমাদরমাত্রং

থাকে । আর যে রমণী অস্ত্র কামনার পরতন্ত্র হইয়া, আপনার পদারবিন্দ অর্চনার প্রবৃত্ত না  
হয়, আপনি তাহাকেও তাহার অভিলষিত ফল প্রদান করেন । কিন্তু হে ভগবন্ ! তত্তৎ-  
কাল ভোগের পর্য্যবসানে, তদীর অভিলষিত বিষয়ের সর্বথা বিনাশ সংঘটিত হইলে,  
তাহাকে তন্নিবন্ধন অত্যন্ত পরিতাপ ভোগ করিতে হয় ॥ ১৪ ॥ বুঝা, মহাদেব, সুর ও অসুর  
প্রভৃতি সকলে ইন্দ্রিয়জনিত সুখলাভ সর্বময় মনঃবদ হইয়া, মৎপ্রাপ্তি কামনার কঠোর  
তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি ভবদীর পাদপদ্মেরই একমাত্র আশ্রয় গ্রহণ করে  
সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হন তত্ত্বিহ আর কেহই আমাকে জানিতে সমর্থ হয় না ।  
কেমনা, আমার হৃদয় একমাত্র আপনাতাই প্রতিষ্ঠিত ও সন্নিবিষ্ট ॥ ১৫ ॥ অতএব, হে  
অচ্যুত ! আপনি অহুগ্রহ যাত্র প্রদর্শন কামনার বশবর্তী হইয়া আপনার যে সর্বলোক বন্দ-  
নীর করপদ্ম তত্তৎকালের মন্তকে ভক্ত করিয়া থাকেন, তাহা আমারও মন্তকে সন্নিহিত করুন ;  
ভগবন্ ! আপনি আদরপূর্বক আমাকে কেবল চিত্তস্বরূপে বক্ষঃহলে ধারণ করিয়া থাকেন ।

এবং কামং স্তবস্ত্যেব লোকবহুস্বরূপিণম্ ।

প্রজাপতিমুখা বর্ষনাথাঃ কামস্ত সিদ্ধয়ে ॥ ১৭ ॥

রম্যকে নাম বর্ষে চ মূর্তিঃ ভগবতঃ পরাম্ ।

মাংস্তাং দেবাস্ত্রৈর্বন্দ্যাং মনুঃ স্তোতি নিরন্তরম্ ॥ ১৮ ॥

মনুরুবাচ ।

ওঁ নমো মুখ্যতমায় নমঃ সত্যায়

প্রাণায়ৌজসে বলায় মহামংস্ত্রায় নমঃ ।

অন্তর্বহিষ্ঠাখিললোকপালকৈ-

রদৃষ্টরূপো বিচরন্ত্যরুশ্বনঃ ।

স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশে নয়-

মান্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১৯ ॥

যং লোকপালাঃ কিলমংসরজরা-

হিত্বা যতন্তোহপি পৃথক্ সমেত্য চ ।

ভক্তেষু তু পরমা কৃপা । অত ঈশ্বরস্ত তব যন্মায়রা ঈহিতং তৎ কো বিতর্কয়িতুং সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

সত্যায় সত্যপ্রধানায় । প্রাণায় সূত্রাঙ্ঘ্রনে উরুশ্বনো বেদাঙ্ঘ্রকো নাদো যন্ত । য ইদং বিশ্বং ব্রাহ্মণাদিনামা বিধিনিবেধানবনভূতেন বশে অনয়ং নিয়মিতবান্ সত্যমীশ্বরঃ । তথা চ স্তুতিঃ । তস্ত বাস্তস্তির্নামানীতি ॥ ১৯ ॥

ফলতঃ সকলের অধিতীয় নিয়ন্তা আপনার কার্যা কোন্ ব্যক্তিই বা তর্ক করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ এইরূপে সেই বর্ষের প্রজাপতি প্রমুখ অধিপতি সকলও কামনা সিদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া সকল লোকের বহুস্বরূপ ভগবান্ কামের পূর্ব বিধানে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

রম্যক নামক বর্ষে ভগবানের যে মংস্তমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, স্রাস্ত্রর সকলেই তাঁহার বন্দনা করেন । মহাভাগ মনুও সেই পরম মূর্তির এইরূপে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন যে, যিনি সকলের প্রাণস্বরূপ, ওজঃস্বরূপ ও বলস্বরূপ, সেই সত্যপরীক্ষী মহামংস্ত্রকে নমস্কার যিনি ওঁকারস্বরূপ ও পরম সূখস্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার । আপনি সমস্ত লোকপালের অধিপতি ও বেদরূপী । আপনি চরাচরের অন্তরে ও বাহিরে বিহার করিয়া থাকেন ; তথাপি নিখিল লোকে আপনার স্বরূপ পরিদর্শনে সমর্থ হয় না । লোকে যেমন দারুময়ী পুত্তলিকাকে স্বকীয় বশে আনয়ন করে, যিনি যেমন বিধি নিবেধের অবলম্বনস্বরূপ ব্রাহ্মণাদি নামের সহায়তায় এই বিশ্ব প্রাপককে নিয়মিত করিয়াছেন, আপনিই সেই ঈশ্বর ॥ ১৯ ॥

লোকপাল সাবল্য মংসর জ্ঞাতঃ কাংলিঙ্ককে ভক্তৈরন্য । ভক্তিভাজনো পালিভাজনঃ সত্যনিপাথ

পাতুং ন শেকুর্দ্বিপদচতুষ্পদঃ

সরীসৃপং স্থানুযদত্র দৃশ্যতে ॥ ২০ ॥

ভবান্ যুগান্তার্ণব উর্গিমালিনি

কৌণীমিমামৌষধিবীৰুধাং নিধিম্ ।

ময়া সহোৰুক্রমতেজ ওজসা

তস্মৈ জগৎপ্রাণগণাত্মনে নমঃ ॥ ২১ ॥

এবং স্তোতি চ দেবেশং মনুঃ পার্থিবসত্তমঃ ॥

মৎস্তাবতারং দেবেশং সংশয়চ্ছেদকারণম্ ॥ ২২ ॥

ধ্যানযোগেন দেবস্ত নিধূনাশেষ কল্মষঃ ।

আন্তে পরিচরন্ ভক্ত্যা মহাভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
ভুবনকোষবর্ণনে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

নরিত্তাদয়ো বশং ন যান্তি কুতোহহং তত্রাহ বমিতি । মৎসর এব জরো বেবাস্তে । যৎ  
হিহা দ্বিপদচতুষ্পদঃ সরীসৃপং জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যদত্র দৃশ্যতে তৎ কিঞ্চিদপি পাতুং ন শক্তাঃ ।  
স ত্বমেব প্রাণরূপেণ পালক ঈশ্বরশ্চেত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । তা অহিংস তাহমুক্থমস্মাহ-  
মুক্থমস্মীত্যাদি ॥ ২০ ॥

অবতারচরিত্রমাহ ভবানিতি । ভবানিমাং কৌণীং ময়া মনুনা সহ মৎসহিতাং ধৃত্ব-  
ত্যাধ্যাহারঃ । উর্গিমালিনি প্রলয়ার্ণবে ওজসা উরুক্রমতে বিচরতি । যদ্বা পাতুমিত্যস্তানুযজঃ ।  
কৌণীং পাতুং ক্রমতে উৎসহতে ইত্যর্থঃ । যতঃ অজঃ । কীদৃশীমৌষধীনাং বীৰুধাঞ্চ  
নিধিং আশ্রয়ভূতাম্ । জগতো যঃ প্রাণগণস্তাত্মানে নিয়ন্তে ॥ ২১—২৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

যত্নসহকারেও দ্বিপদ, চতুষ্পদ, সরীসৃপ এবং অন্তান্ত স্থাবর বা জঙ্গম যত কিছু সংসারে দৃশ্য-  
মান হইয়া থাকে, তাহাদের পরিপালন করিতে সমর্থ হন না, আপনিই সেই ঈশ্বর ॥ ২০ ॥  
যিনি ওষধি ও লতা সকলের আধারভূতা এই মেদিনীকে আমার সহিত ধারণ করিয়া,  
উর্গি পরম্পরায় পরিবেষ্টিত প্রলয়কালীন মহাসাগরে পরম প্রদীপ্ত তেজঃ প্রকাশ পুরঃসর  
বিচরণ করিয়াছিলেন । জগতের বাবতীর প্রাণীগণের আত্মাশরূপ সেই ঈশ্বরকে নম-  
স্কার ॥ ২১ ॥ পার্থিবসত্তম মনু এইরূপে সকলের সংশয় ছেদনের হেতুভূত মৎসরূপে  
অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ সেই পরম ভাগবতপ্রাণ্য মনু  
ধ্যানযোগে সমাহারে কলুষ নিরাস পূৰ্ব্বক ভক্তিসহকারে অনুসরণ করিয়া, ভগবান্  
মৎস্তাবতারের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥\*



## দশমোহিধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

হিরণ্যে নাম বর্ষে ভগবান্ কুর্মরূপধ্বক্ ।

আন্তে যোগপতিঃ সোহয়মর্ষ্যমা পূজ্য ইজ্যতে ॥ ১ ॥

অর্থ্যমোবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে অকুপারায় সর্বসত্ত্বগুণবিশে-  
ষণায় নোপলক্ষিতস্থানায় নমো বস্মর্গে নমো ভূম্নে  
নমোহবস্থানায় নমন্তে ।

যদ্রূপমেতন্নিজমায়য়্যার্পিত-

মর্থস্বরূপং বহুরূপরূপিতম্ ।

সংখ্যা ন যন্তাস্ত্যযথোপলভুনা-

ভূম্নে নমন্তেহব্যপদেশরূপিণে ॥ ২ ॥

---

অর্কোন্নয়ৈকবিশত্যাপ্যন্যবধাস্তরেষপি ।

সেব্যাসেবকল্পাণাং বর্ণনং সম্যগীর্ষ্যতে ।

অর্থমা পিতৃগণাধিপতিঃ ॥ ১ ।

অকুপারায় কুর্মায়া সর্বঃ সম্পূর্ণঃ সত্ত্বগুণবিশেষণঃ যস্য নোপলক্ষিতং স্থানং যস্য বারি-  
চরভাৎ । বস্মর্গে বর্ষায়সে কালানবচ্ছিন্নায় । ভূম্নে সর্বগতায় অবস্থানায় আধারায় যদ্রূপ-  
মিতি । নিজমায়য়্যার্পিতং প্রকাশিতমেতদর্থস্বরূপং দৃশ্যং পৃথিব্যাদি যন্তৈবং রূপম্ । যতঃ  
পৃথক্ নাस्ति । কথঙ্কৃতম্ বহুভিঃ ক্রূপৈঃ রূপিতং নিরূপিতং যন্ত চ সংখ্যা নাस्ति । কুতঃ অথবা  
মিথ্যৈবোপলভ্যং । নহী মরীচিজলমেতাবদিতি সংখ্যাতুং শক্যতে । অব্যপদেশরূপিণে  
অনিরুক্তপ্রপঞ্চাকারায় ॥ ২ ॥

---

নারায়ণ কহিলেন, হিরণ্যবর্ষে ভগবান্ কুর্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যোগমায়ার নিয়মন ও  
পরিরক্ষণ পুরঃসর অধিষ্ঠিত আছেন । তিনি সকলের পূজনীয় । পিতৃগণের অধিপতি  
অর্থ্যমা এইরূপে তাঁহার পূজা করেন, ওঁকারমূর্ত্তি ভগবান্ কুর্মকে নমস্কার । একমাত্র  
সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণই আপনার পরিচায়ক । আপনি কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন,  
কাহারও উপলক্ষিত হইবার নহে । অতএব আপনাকে নমস্কার । আপনি কালের পরিচ্ছিন্ন  
নহেন ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল সময়েই বিরাজ করিয়া থাকেন ; আপনাকে নমস্কার ।  
আপনি সকল পদার্থেই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন ; আপনাকে নমস্কার । আপনাতেই সমুদয়  
প্রতিষ্ঠিত আছে ; আপনাকে নমস্কার । আপনি স্বকীর অসাধারণ মারাবলে পৃথিব্যান্দি

জরায়ুজং শ্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং  
চরাচরং দেবর্ষিপিভূতমৈশ্রিয়ম্ ।  
দ্যৌঃখং ক্রিতিঃ শৈলসরিংসমুদ্রং  
দ্বীপগ্রহক্ৰৈত্যভিধেয় একঃ ॥ ৩ ॥

যন্মিহসংখ্যেয়বিশেষনাম-  
রূপাক্রতো কবিভিঃ কল্পিতেয়ম্ ।  
সংখ্যা যয়া তত্ত্বদৃশাপনীয়তে  
তস্মৈ নমঃ সাংখ্যনিদর্শনায় তে ॥ ৪ ॥

এবং স্তবতি দেবেশমর্য্যমা সহ বর্ষপৈঃ ।  
গীয়তে চাপি ভজতে সর্বভূতভবং প্রভুম্ ॥ ৫ ॥  
তথোক্তরেষু কুরুষু ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ ।  
আদিবারাহরূপোহসৌ ধরণ্যা পূজ্যতে সদা ॥ ৬ ॥

বহুরূপত্বং দর্শয়ন্তস্তেখরাদব্যতিরেকমাহ জরায়ুজমিতি । দ্বীপগ্রহক্ৰমিত্যভিধেয়ত্বমে-  
বৈকঃ নত্বহ্যতিরিক্তোহস্তি । সর্বং খবিদং বুদ্ধেতাদি শ্রুতিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সপ্রপঞ্চতামনুদ্য তন্নিরাসেন প্রণমতি যন্মিহিতি । অসংখ্যেয়া অনন্তা বিশেষা যেষাং  
তানি নামানি রূপাণ্যাক্রতয়শ্চ যস্ত তাদৃশে যন্মিন্ হরি কবিভিঃ কপিলাদিত্তিরিয়ং চতু-  
র্বিংশত্যাতিসংখ্যা কল্পিতা সতী যয়া তত্ত্বদৃশা যেন তত্ত্বজ্ঞানেনাপনীয়তে তস্মৈ তে সাংখ্য-  
সিদ্ধান্তরূপায় নমঃ । পরমার্থরূপায়েতি বা ॥ ৪—৭ ॥

এই যে দৃশ্যমান পদার্থজাত প্রকটিত করিয়াছেন, ইহাই আপনার রূপ ; ইহা আপনা হইতে  
কোনমতে পৃথক্ নহে ; আপনার এই রূপ বহু রূপে নিরূপিত হইয়া থাকে । সুতরাং মরীচি  
জলের ভাষা বধায়থ উপলব্ধি বা প্রতীতি না হওয়াতে, ইহার কোনপ্রকার সংখ্যা করা  
সাধ্যায়ত্ত নহে । ফলতঃ, আপনি কিংবরূপ, তাহার কোন রূপ নির্দেশ বা নিরূপণ নাই ;  
আপনাকে নমস্কার ॥ ১—২ ॥ শ্বেদজ, অণুজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও অন্তান্ত স্তাবর, জঙ্গম,  
দেব, ঋষি, পিতৃগণ, ভূত ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি সমুদায় ; আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, শৈল, সরিৎ,  
সাগর, দ্বীপ, গ্রহ ও নক্ষত্রবর্গ, আপনি একাকীই এই সমুদায়ের অভিধেয় । আপনার নাম,  
রূপ ও আকৃতি যেমন বহু বিভাগে পরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ তাহাদের কোনপ্রকার সংখ্যাই  
কর না । তথাপি, কপিলাদি তত্ত্ববিদ্বর্গ যে সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানবলে  
আপনি জ্ঞানগোচর হইয়া থাকেন । এইরূপে কপিলাপ্রদর্শিত সংখ্যা দ্বারা আপনার স্বরূপ  
সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে ; আপনাকে নমস্কার ॥ ৩—৪ ॥ অর্য্যমা বর্ষপতিগণের সহিত  
সম্মিলিত হইয়া, সেই সর্বভূতের উত্তবকেজ ও সকলের নিরন্তর ভগবান্ কুর্শদেবের রূপ,  
স্তব, গান ও ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

সংপূজ্য বিধিবদেবং তদুত্তমার্জ্যকজা ।

ভূমিঃ স্তোতি হরিং যজ্ঞবরাহং দৈত্যমর্দনম্ ॥ ৭ ॥

ভূরুবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রভঙ্গলিঙ্গায় যজ্ঞকৃতবে  
মহাধরাবয়বায় মহাবরাহায় নমঃ কৰ্ম্মশুক্লায়  
ত্রিযুগায় ময়ন্তে ॥ ৮ ॥

যস্য স্বরূপং কবরো বিপশ্চিতো  
গুণেষু দারুণিব জাতবেদসম্ ।  
মথুস্তি মস্থা মনসা দিদৃক্ষবো  
গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে ॥ ৯ ॥  
দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্তৃভি-  
র্মায়াগুণৈর্বস্তুভিরীক্ষিতাত্মনে ।

মত্বেশ্বরেন লিঙ্গ্যতে ইতি তথা তত্শ্চ । যজ্ঞা অযুপাঃ কৃতবঃ সযুপাস্তজপায় অতএব  
মহাস্তোহধরো অবয়বভূতা যস্য । কৰ্ম্মণা শুক্লায় শুক্লায় যজ্ঞানুষ্ঠাত্রে ত্রিযুগায় কৃতযুগে  
যজ্ঞাভাবাৎ । যদ্বা কলিযুগে ছন্নত্বাৎ ॥ ৮ ॥

কবরো বিদ্বাংসঃ বিপশ্চিতো নিপুণাঃ । গুণেষু দেহেন্দ্রিয়াদিষু মথুস্তি বিচিরস্তি ।  
মথ্যাবিবেকসাধনে মনসা ক্রিয়ার্থৈঃ । কৰ্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ গূঢ়ম্ । অপ্রকাশমানং দিদৃক্ষবঃ  
এবং মন্থনে ঈরিতঃ প্রকটিত আত্মা স্বরূপং যস্য তত্শ্চ নমঃ ॥ ৯ ॥

মন্থনমেব দর্শয়রাহ দ্রব্যক্রিয়েতে । দ্রব্যং বিষয়ঃ । ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ব্যাপারঃ । হেতুর্দেবতা ।  
অয়নং দেহঃ ঈশঃ কালঃ কৰ্ত্তা অহংকারঃ । এতৈর্ময়াগুণৈঃ । কার্যৈর্যুপলক্ষণৈর্বস্তুভ্যে

এইরূপে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ আদিবরাহরূপে প্রাহৃত হইয়া, উত্তরকুরুমণ্ডলে প্রতি-  
ষ্ঠিত আছেন । স্বয়ং বসুমতী সর্বদা তাঁহার পূজা করেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার হৃৎপঙ্কজ স্বভাবতঃ  
প্রেমভক্তি প্রভৃতির রসোচ্ছ্বাসে আর্জ্যত্বাপন্ন ; তাহার উপর আবার তদীয় ভক্তিতে  
আরও আর্জ্য হইয়া উঠে । তদবস্থার সেই বসুমতী যথাবিধি পূজাবিধি প্রয়োগ সহকারে  
পরম সমাদরে সেই দৈত্যকুলনিহন যজ্ঞবরাহশরীরী হরির স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥  
তাঁহার স্তবের ক্রম এই, ভগবান্ মহাবরাহ, আপনাকে নমস্কার । আপনি ওঁকারস্বরূপ ;  
একমাত্র মন্ত্র ও তত্ত্ব দ্বারাই আপনার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন । আপনি  
সাক্ষাৎ যজ্ঞ ও ক্রতু স্বরূপ ; ত্রিবিধকন মহাধর সকল আপনার অবয়ব । আপনি কৰ্ম্মশুদ্ধ  
ও ত্রিযুগ স্বরূপ । আপনাকে নমস্কার । হতাপন যেমন কাঠমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন,  
আপনি তদনুরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহে গূঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন । জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন  
পুরুষগণ আপনার দর্শনবাসিনা-পদাঙ্ক চিত্তিয়া করিয়া ১৩০ পদাঙ্কস্বরূপে ১৩০ পদাঙ্কস্বরূপে ১৩০



অস্বীকর্য্যাদ্ভিঃ পরাভিঃ কুর্জি-  
 নিরন্তমায়াকৃতয়ে নমোহস্ততে ॥ ১০ ॥

করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ঃ  
 যন্তোন্মিতং মেম্পিতুমীকিতুং নৈঃ ।

মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ঃ  
 গ্রাব্ণো নমন্তে গুণকর্মসাক্ষিনে ॥ ১১ ॥

প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং যুধে  
 যো মাং রসায়ো জগদাদিশুকরঃ ।

কৃৎসাদংষ্ট্রং নিরগাচ্ছদমতঃ  
 ক্রীড়মিবেভঃ প্রণতান্নি তং বিভূম্ ॥ ১২ ॥

নিরীকিতো য আত্মা তস্মৈ অস্বীকর্য্যাদ্ভিঃ পরাভিঃ কুর্জি-  
 বুদ্ধির্যেষাভ্যন্তঃ । নিরন্তমায়াকৃতয়ে নমোহস্ততে ॥ ১০ ॥

তদেবং নিগুণরূপেণ নত্বা পরমেশ্বররূপেণ প্রণমতি করোতীতি । যন্তোন্মিতুর্জীব-  
 য়ীপিতমত্যানিচ্ছারামীকণাযোগাৎ । স্বার্থত্ব নৈমিত্তম্ । বিশ্বস্থিত্যাদিস্বগুণৈর্মায়া  
 করোতি । তত্কা জড়ত্বেনি পরমেশ্বরসমিধানাৎ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টান্তেনাহ যথায়ো লোহং  
 গ্রাব্ণোহয়স্বাত্মাদিনিমিত্তাৎ ভ্রমতি । তদাশ্রয়ঃ তদভিসমুখম্ । সহগুণানাং কর্মণাং জীবা  
 দৃষ্টানাঞ্চ সাক্ষিনে তস্মৈ নমঃ ॥ ১১ ॥

অবতারচরিত্রমাহ প্রমথোতি । যো জগদাদিঃ কারণভূতঃ শুকরঃ । মাং পৃথ্বীমগ্র-  
 দংষ্ট্রং দংষ্ট্রাণে কৃৎসাদংষ্ট্রং রসাতলাদারভ্য উদমতঃ প্রলম্বার্থবাৎ ইতো গজ ইব নিরগাৎ । ততশ্চ  
 প্রতিগজতুল্যং দৈত্যং প্রমথ্য যঃ ক্রীড়ন্ স্থিতঃ তং বিভূঃ প্রণতান্নীত্যধরঃ ॥ ১২ ॥

মনের মহারত্নের আপনাকে অবহেলা করিয়া থাকেন তাহাতেই আপনার স্বরূপ একটি  
 হয় । আপনাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ বিশ্ব, ইন্দ্রিয়, ব্যাপার, দেহতা, দেহ, কাল ও অহঙ্কার  
 ইত্যাদি মায়াগুণ ও কার্য্যগুণের দ্বারা আপনার স্বরূপের পরিচয় হইয়া থাকে । আপনাকে  
 নমস্কার । বিচার ও বসনিরমাদি দ্বারা তাহাৎের বুদ্ধি একবারেই ভ্রমতা পরিহারপূর্ব্বক  
 অবিচলিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাৎাই ঐরূপে আপনার স্বরূপ পরিদর্শন করে ।  
 কোন প্রকার দ্বারার ব্যাপারই আপনার জিহ্বার বাইতে পারে না ; আপনাকে নম-  
 স্কার ॥ ১১ ॥ লোহ বেনন অরক্ষাত্মাদির সাক্ষ্যবোধে তদভিসমুখে ভ্রম করিয়া থাকে, মায়া  
 ভেদন আপনার দর্শনমোচরে উপস্থিত থাকিলে, স্বকীর গুণগুণের সাক্ষ্যই এই বিশ্বের  
 সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কালেও অবতারণা করে ; উহাতে আপনার নিজের কিছুমাত্র অভি-  
 লাস নাই । একবার জীবেরই এক নিত্য অনিচ্ছাক্রমে ইচ্ছার সংবেদ হইয়া থাকে ;  
 আপনি জীব ও তাহার অদৃষ্টের সাক্ষ্যমাত্র ; আপনাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ এই বিশ্ব ভ্রমভর

কিম্পুরুষে বর্ষেহস্মিন্ ভগবন্তং দাশরথিকং সর্বেশম্ ।

সীতারামং দেবং শ্রীহনুমানাদিপুরুষং স্তুতি ॥ ১৩ ॥

হনুমানুবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে উত্তমলোকে নম ইতি ।

আর্যালক্ষণশীলব্রতায় নম

উপশিক্ষিতাঙ্গনে উপাসিতলোকে নমঃ ।

সাধুবাদনিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়

মহাপুরুষায় মহাভাগায় নম ইতি ॥

যত্তদ্বিশুদ্ধানুভবাত্মমেকং

অতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবহম্ ।

প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলভুনঃ

অনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥ ১৪ ॥

কিং পুরুষে ইত্যার্য্যাজ্ঞনঃ ॥ ১৩ ॥

আর্য্যানি লক্ষণানি শীলং ব্রতঞ্চ যস্মিন্ । উপশিক্ষিতাঙ্গনে সংযতচিত্তায় উপাসিতোন্মু-  
ন্যতো লোকে যেন । সাধুবাদঃ সাধুপ্রসিদ্ধিস্তত্ত্ব নিকষণায় নিকষাশ্রয়বন্নির্দ্বারগস্থানায়  
পরমসীয়ে ইত্যর্থঃ । শ্রীরামঃ পরমার্থরূপেণ প্রণমতি যত্তদিত্তি । যদেকং বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং  
তত্ত্বং তৎপ্রপদ্যে । কথমুতং বিশুদ্ধচাসাবমুভবচ্চ স এব আত্মা অরূপং যন্ত । বিশুদ্ধত্বে  
হেতুঃ প্রশান্তঃ তত্রাপি হেতুঃ অতেজসা অরূপপ্রকাশেন ধ্বস্তা গুণানাং বিবিধা জ্ঞানাদ্য-  
বস্থা যস্মিন্ । অনুভবমাত্রত্বে হেতুঃ প্রত্যক্দৃশ্যমন্তং তৎকৃতঃ অনামরূপম্ ॥ ১৪ ॥

কারণস্বরূপ যে বস্তুবরাহ আমারে রসাতল হইতে উদ্ধার ও স্বীয় সুবিশাল দশনোপরি  
স্থাপন করিয়া, প্রলয়মহার্ষব হইতে গজের স্তায় কিনির্গত হইরাছিলেন, এবং যুদ্ধে  
প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের স্তায় প্রবলপরাক্রমবিশিষ্ট দৈত্যকে প্রমথিত করিয়া মৃত্যু করিয়া-  
ছিলেন, সকলের নিরস্তা তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

কিংপুরুষবর্ষে সকলের সৈবর ও স্বপ্রকাশস্বরূপ ভগবান্ আদিপুরুষ সীতাহনুমনন্দন  
দশরথনন্দন রাম রূপে অবতরণ করিয়া, বিজ্ঞান করিতেছেন । শ্রীহনুমান এইরূপে তাঁহার  
ভব করেন ; ভগবান্ আপনাকে নমস্কার ॥ আপনি পদ্মপুণ্ড্রলোক, আপনাকে নমস্কার ।  
আপনার শীল, ব্রত ও লক্ষণ সমুদায়ই বিশিষ্ট-ভাববিশিষ্ট আপনাকে নমস্কার ।  
আপনার মনোবৃত্তি সর্বদা সংযত ; আপনাকে নমস্কার । আপনি নিজ গুণে লোক সকলের  
অনুবর্তন করিয়া থাকেন । আপনাকে নমস্কার । আপনি সাধুবাদের সবিশেষ পরীক্ষক হানি  
বা চরম সীমা, আপনাকে নমস্কার । আপনি

মর্ত্যাবতারস্থিহ মর্ত্যশিক্ষণং  
 রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ ।  
 কুতোহন্থথা স্ফাঙ্গমতঃ স্ব আত্মনঃ  
 সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য ॥ ১৫ ॥  
 ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃদমঃ  
 সত্ত্বিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ ।  
 ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্মবীত  
 ন লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমর্হতি ॥ ১৬ ॥

নহু এবভূতস্তাপি জীবন্তোক্তসর্ববিপর্যায়ো দৃষ্টতে তত্রাহ মর্ত্য্যতি । বিভোর্মর্ত্যাব-  
 তারস্ত রক্ষসো রাবণস্ত বধায় তস্ত মনুষ্যাদন্থতোহবধায়াং । ন কেবলমেতাবদেব কিস্তু ।  
 ইত সংসারে স্ত্রীসঙ্গাদিকৃতং হুঃখং দুর্কারমিতি মর্ত্যানাং শিক্ষণঞ্চ শিক্ষার্থমপীত্যর্থঃ । অন্থথা  
 স্বে স্বরূপে রমমাগন্তেশ্বরস্ত সীতাবিরহকৃতানি ব্যসনানি কুতঃ স্মাঃ ॥ ১৫ ॥

বিষয়াসক্ত্যভাবেন ব্যসনানর্হত্বমুপপাদয়তি । নবৈ স ভগবাঃস্ত্রিলোকাং কাপি সত্ত্বঃ ।  
 যত আত্মবতাং ধীরাণামাত্মা সুহৃদমশ্চ অতো ন স্ত্রীকৃতং মোহং প্রাপ্নুয়াৎ । ন লক্ষ্মণঞ্চ ।  
 দেবদূতেন স্ত্রীরামং মন্তয়তা বিজ্ঞাপিতমত্রাগতত্বয়া বধ্য ইতি তদৈব হারি হিতং লক্ষ্মণং  
 দুর্কাসমমাগতং বিজ্ঞাপায়তুং প্রবিষ্টং হস্তমুদ্যতো বশিষ্ঠবাক্যান্তত্যাঙ্গ তচ্চ ন যুজ্যতে-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ভাগধেরসম্পন্ন ; আপনাকে নমস্কার । সমুদয় বেদান্তে যে অদ্বিতীয় তত্ত্ব প্রতিপাদিত  
 হইয়াছে, আপনি তৎস্বরূপ । একমাত্র বিগুহ্ব অন্ততবই ঐ তত্ত্বের পরিচায়ক । উহা স্বকীর  
 তেজোগুণ সকলের জাগ্রৎ প্রভৃতি বিবিধ দশাস্তর নিরস্ত করিয়াছে । উহা কোন-  
 মতেই দৃষ্ট হইবার নহে । একমাত্র সুবিমল বুদ্ধিবলেই উহার উপলব্ধি করিতে পারা যায় ।  
 উহার কোনপ্রকার নাম নাই ও রূপ নাই । উহা সর্বদা অহঙ্কারের বহির্ভূত । আমি  
 কায়মনে পরমশাস্ত্রস্বরূপ ঐ তত্ত্বের শরণ গ্রহণ করি ॥ ১৩—১৪ ॥ সকলের নিরস্তা সেই  
 ভগবান্ মনুষ্যরূপে ইহ সংসারে অবতরণ বে করিয়াছিলেন, রাক্ষসকুলধুরন্ধর দশকন্ধের  
 সংহরণই কেবল তাহার উদ্দেশ্য নহে ; স্ত্রীসঙ্গাদিক্রান্ত হুঃখ অতীব দুর্নিবার, ইহাও  
 মনুষ্যদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া তাহার আত্মসঙ্গিক অভিপ্রেত । অন্থথা, যিনি  
 স্বকীর স্বরূপেই পরমানন্দ ভোগ করেন এবং যিনি সকলের জীবন, তাহার আবার সীতা-  
 বিরোগজনিত বিষাদবিপত্তির সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ১৫ ॥ অধিক কি, বাহার মন ও ইন্দ্রিয়-  
 গ্রাম প্রভৃতি জয় করিয়া, অবিচলিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি তাহাদের পরম সুহৃৎ  
 ও সাক্ষাৎ আত্মা স্বরূপ । বিশেষতঃ তিনি ঐশ্বর্যাদি বাবতীয় গুণের আধার এবং অনন্ত  
 সাধারণ দিবা তেজোবলে বিহার করিয়া থাকেন । সুতরাং সংসারের কোন বিষয়েই



ন জন্ম নূনং মহতো। ন সৌভগং  
 ন বাঙ্ণ বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ ।  
 তৈর্ষদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-  
 শ্চকার সখ্যে বত লক্ষণাগ্রজঃ ॥ ১৭ ॥  
 সুরোহসুরো বাপ্যথবা নরোনরঃ  
 সর্বাঅনা যঃ স্কৃতজমুত্তমম্ ।  
 ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং  
 য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্দিবম্ ॥ ১৮ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

এবং কিংপুরুষে বর্ষে সত্যসন্ধং দৃঢ়ব্রতম্ ।  
 রামং রাজীবপদ্রাক্ষং হনুমানানরোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥  
 স্তোতি গায়তি ভক্ত্যা চ সম্পূজয়তি সর্বশঃ ।

অতঃ শ্রীরাম এব সর্বেষাং সেব্য ইতি বক্তুং ন তস্মৈ তোষহেতুঃ সংকুলজন্মাদি কিঞ্চ ভক্তিরেবেত্যাহ ন জন্মেতি । মহতঃ পুরুষাজ্জন্মমহতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্তোতি বা সৌভগং সৌন্দর্য্যং আকৃতির্জাতিঃ । ষড়্ব্যঙ্গতৈর্জন্মাদিভির্বিসৃষ্টান্ ত্যক্তানপি নো বনে চরানুবতাহো লক্ষণ-  
 শ্চাগ্রজোহপি সখিভ্যে কৃতবান্ ॥ ১৭ ॥

কোনরূপে সংস্কৃত নহেন। একরূপ অবস্থায় জীবনিত মোহ তাঁহারে কিরূপে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হইবে ? এবং কিরূপেই বা তিনি লক্ষণকে বর্জন করিবেন ? ॥ ১৬ ॥ তিনি সাক্ষাৎ মহত্ত্ব বা পরম পুরুষ স্বরূপ, সূতরাং সংকুলে জন্ম ; সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি বা বাগ্মিতা কিংবা আকৃতি, কিছুই তাঁহার সন্তোষ সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। একমাত্র ভক্তিই তাঁহার আকর্ষণ বা বশীকরণ স্বরূপ। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে সেই লক্ষণাগ্রজ ভগবান্ দাশরথি স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যাদির অবিষয়ীভূত বনচর আমাদিগের সহিত কিরূপে সখ্যতা-  
 সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ অতএব, সুর বা অসুর, নর বা অনর, যে কেহ সকলেই সর্বাস্তঃকরণে সেই মনুষ্যশরীরী সাক্ষাৎ হরি রামের ভজনা করিবে। তিনি একরূপ উত্তম স্বভাববিশিষ্ট যে, স্বল্পমাত্র ভজনা করিলেও, তাহাকে বহুমাত্র জ্ঞান করিয়া, সর্বদা গ্রহণ করেন। অধিক কি, তিনি উত্তর-কোশলবাসী ব্যক্তি মাত্রকেই স্বর্গের আধিবাসী করিয়া-  
 ছেন ॥ ১৮ ॥

নারায়ণ কহিলেন, কপিকুলাগ্রগণ্য শ্রীমান্ হনুমান কিংপুরুষবর্ষে বিরাজমান সভা সঙ্ঘ ও দৃঢ়ব্রতবান্ রাজীবলোচন রামের ঐরূপে ভক্তিসহকৃত স্তব ও গুণপরম্পরা সংকীর্ণন এবং সর্বতোভাবে সমুচিত বিধানে পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের এই

য এতচ্ছৃণুযাচ্ছিত্রং রামচন্দ্রকথানকম্ ।

সর্বপাপবিমুক্তকামা য়াতি রামসলোকতাম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিকাং অষ্টমস্কন্ধে  
ভুবনকোষবর্ণনে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

তস্মাৎসুরো বাহো বা যঃ কোহপি শ্রীরামমেব সর্বপ্রকারেণ ভজেত । স্নুকৃতজ্ঞঃ অস্মী-  
য়স্তপি ভজনে বহমানিনম্ । উত্তরান কোশলানবোধ্যাবাসিনঃ ॥ ১৮—২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বিচিত্র চরিত্রকথা শ্রবণ করে, সে সর্ব পাপপরিমুক্ত হইয়া, সর্বথা শুদ্ধ শরীরে সেই  
রামের সালোক্য প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯—২০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষ বর্ণন নামক দশম  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একাদশোধ্যায়ঃ

নারায়ণ উবাচ ।

ভারতাথ্যে চ বর্ষেহস্মিন্নহমাদিজপুরুষঃ ।

তিষ্ঠামি ভবতাচৈব স্তবনং ক্রিয়তেহনিশম্ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায়  
নমোহকিক্কনবিন্দায় ঋমিঞ্চাযভায় নরনারায়ণায় পরম-  
হংসপরমগুরবে আআরামাধিপতয়ে নমো নম ইতি ।

কর্তাস্ত সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে

ন হন্যতে দেহগতোপি দৈহিকৈঃ ।

দ্রষ্টুর্নদৃগ্যস্ত গুণৈর্বিদৃষ্যতে

তস্মৈ নমো সত্ত্ববিবিক্তসাক্ষিণে ॥ ২ ॥

---

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ যাত্রিঃশংপদৈরথ বধ্যতথন ।

অস্তবর্ষে ক্রমপ্রাপ্তা সেব্যসেবকতোচ্যতে ।

অহং নারায়ণ এব আদিজেতি নারদসম্বোধনং কর্মধারয়ো বা । অহং তিষ্ঠামি । ভবতা  
মম স্তবনং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

নারদস্তোত্রমাহ । ওঁ নম ইতি সন্তমিসং জপতি নারদ ইত্যর্থঃ । উপরতানাত্ম্যায়  
নিরহঙ্কারায়েত্যর্থঃ । অসক্তশাস্ত্রো বিবিক্তশ্চ সাক্ষী তস্মৈ নমঃ । অসক্তঃ দর্শয়তি । অস্ত  
বিশ্বস্ত সর্গাদিষু কর্তাপি যো ন বধ্যতে অহং কর্তেতি ন মন্যতে । বিবিক্তমাহ দেহগতো-  
হপি দৈহিকৈঃ কুংপিপাসাদিতির্যো ন হন্যতে নাভিভূরতে । সাক্ষিঃমাহ যস্ত দ্রষ্টুরপি  
সতো দৃষ্টিগুণৈর্দৃষ্টৈর্ন দৃষ্যতে ন বিক্রিয়তে ॥ ২ ॥

---

নারায়ণ কহিলেন, এই ভারতবর্ষে আমি সকলের আদিতে প্রোহৃত পুরুষবিগ্রহে  
অধিষ্ঠান করিতেছি ; তুমি নিরন্তর আমার স্তব করিয়া থাক ॥ ১ ॥ যথা, আপনি ভগবান্  
আপনাকে নমস্কার । আপনার শ্রুতাব সর্বথা রাগদেবাদির বহির্ভূত ও ধর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যা-  
দির বিষয়ীভূত । আপনার অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই ; আপনাকে নমস্কার । আপনি  
অকিক্কন-বিন্দু ও ঋমিঞ্চাশ্রয় নরনারায়ণ ; আপনি পরমহংস ও পরমগুরু ; আপনি  
আআরাম ও সকলের অধিনায়ক ; আপনাকে নমস্কার । আপনি সকলের কর্তা, কিন্তু দৃষ্টি



ইদং হি যোগেশ্বরযোগনৈপুণং  
 হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ জগাদয়ৎ ।  
 যদন্তকালে হুয়ি নিষ্ঠুর্নে মনো  
 ভক্ত্যাদধীতোজ্জ্বিতদুর্কলেবরঃ ॥ ৩ ॥  
 যথৈহি কামুশ্লিককামলম্পটঃ  
 স্ততেষু দারেষু ধনেষু চিস্তয়ন্ ।  
 শক্কেতবিদ্বান্ কুকলেবরাত্যা-  
 দ্যন্তস্ত যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥ ৪ ॥  
 তন্নঃ প্রভো হং কুকলেবরার্পিতাং  
 হং মায়য়াহং মমতামধোক্কজ ! ।

যোগকোশলং নিরূপয়ন্ যোগং প্রার্থয়তে । ইদমিতি ত্রিভিঃ হে যোগেশ্বর ! হিরণ্য-  
 গর্ভো যদযোগটো নপুণং জগাদ ইদমেব তৎ কিং জন্মপ্রভৃতিভক্ত্যাস্তকালে পুমাংস্তুয়ি মনো  
 ধারয়েদिति যৎ । কথন্তুতঃ সন্ উজ্জ্বিতং দুর্কলেবরং তদভিমানো যেন ॥ ৩ ॥

অনুথা তস্ত শাস্ত্রাত্ম্যাদিশ্রমো ব্যর্থ ইত্যাহ ঐহিকামুশ্লিককামেষু লম্পটো মূর্খঃ ।  
 স্তুতাদিষু যোগক্ষেমং বিচিস্তয়ন্ কুৎসিতস্ত কলেবরস্তাত্ম্যয়াং মৃতোর্থথা শক্কেত । তথা  
 বিদ্বানপি সন্ যঃ শক্কেত যত্নঃ যত্ন শ্রম এব ॥ ৪ ॥

যস্মাদ্বিহবোহপীরমেব দশান্তস্মাৎ হে প্রভো ! অধোক্কজ হমেব নো যোগং বিধেহি ।  
 কীদৃশং হুয়ি স্বভাবং সহজবাসনারূপং যেন যোগেন বয়ং হুন্মায়য়া নঃ কুকলেবরে

প্রভৃতি ব্যাপার মাত্রেয় কিছুতেই লিপ্ত নহেন । আপনি বেহমাত্রেয়ই অধিবাসী হইলেও,  
 কুৎসিপাশা প্রভৃতি কোনরূপ দৈহিক কর্মেরই বাধ্য নহেন ; আপনি সাক্ষীস্বরূপ হইলেও,  
 আপনার দৃষ্টি বিষয়ের সান্নিধ্যবশতঃ কোনরূপেই বিকৃত হয় না । আপনি সর্বথা নির্লিপ্ত  
 ও বাসনাদির অনাম্পীগীভূত সাক্ষীস্বরূপ ; আপনাকে নমস্কার ॥ ২ ॥ আপনা হইতেই  
 যোগমার্গ আবিষ্কৃত ও আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হইরাছে । ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ এই প্রকার  
 যোগনৈপুণ্য উপদেশ করিয়াছিলেন যে, লোকে এই দুর্কলেবরের অভিমান ত্যাগ করিয়া  
 ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া চরম সময়ে ণপাতীতরূপী তোমাতে মন সন্নিহিত করিবে ॥ ৩ ॥  
 যে ব্যক্তি ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় সমূহ অতি মাত্র প্রসক্তি বশতঃ নিত্যমু মোহাচ্ছন্ন  
 হইয়া পুত্র, কলত্র ও বিত্তাদির যোগাপেক্ষা চিন্তায় কালযাপন করে, সে যেমন এই কুৎ-  
 সিত কলেবরের বিনাশ বশতঃ চরম সময়ে শঙ্কিত হইয়া থাকে ; জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন  
 ইহারাও যদি সেইরূপে শঙ্কা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার শাস্ত্রাত্ম্যাদি যত্ন কেবল  
 শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ যখন বিদ্বান্গণেরও এই প্রকাশ বিসদৃশী দশার  
 আবির্ভাব হয় ; তখন হে অধোক্কজে ! আপনি বয়ংই আমরাগকে আপনাতে সহজ

ভিন্দ্যামযেনাশু বয়ং স্তুত্বর্জিতাঃ

বিধেহি যোগং ত্বয়ি নঃ স্বভাবম্ ॥ ৫ ॥

এবং স্তোতি সদা দেবং নারায়ণমনাময়ম্ ।

নারদো মুনিশার্দূলঃ প্রজ্ঞাতাখিলসারদৃক্ ॥ ৬ ॥

অস্মিন্ বৈ ভারতে বর্ষে সরিচ্ছৈলাস্তু সন্তি হি ।

তান্ প্রবক্ষ্যামি দেবর্ষে ! শৃণুঐক্যাগ্রমানসঃ ॥ ৭ ॥

মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকশ্চ ত্রিকূটকঃ ।

ঋষভঃ কূটকঃ কোল্লঃ সহো দেবগিরিস্তথা ॥ ৮ ॥

ঋষ্যমুকশ্চ ত্রীশৈলো ব্যাকটাদ্রিমহেন্দ্রকঃ ।

বারিধারশ্চ বিক্ষ্যশ্চ শুক্তিমানৃক্ষপর্বতঃ ॥ ৯ ॥

পারিষাত্তস্তথা দ্রোণশ্চিত্রকূটগিরিস্তথা ।

গোবর্দ্ধনো রৈবতকঃ ককুভো নীলপর্বতঃ ॥ ১০ ॥

গৌরমুখশ্চৈন্দ্রকীলো গিরিঃ কামগিরিস্তথা ।

এতে চান্বেহপ্যসম্ভ্রাতা গিরয়ো বহুপুণ্যদাঃ ॥ ১১ ॥

এতদ্বৎপন্নসরিতঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।

পানাবগাহনস্নানদর্শনোৎকীৰ্ত্তনৈরপি ॥ ১২ ॥

অর্পিতামহংমতাং শীঘ্রং ভিন্দ্যাং ত্যজেম । স্তুত্বর্জিতানুপাস্তবৈঃ সর্বথা ত্যক্তুমশ-  
ক্যাম্ ॥ ৫—১৫ ॥

বাসনারূপ যোগের উপদেশ করুন । তাহা হইলে আপনার সাধ্যাবলে এই কুৎসিত  
কলেবরে যে অহংমমতার গাঢ় সরিবেশ হইয়া থাকে, বাহা অন্তবিধ উপায়ে সহজে  
পরিহার করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা আমরা আন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব ॥ ৫ ॥ সকল  
বিষয়ের পারদর্শী, স বিশেষ-তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঋষিকুলাগ্রগণ্য নারদ সর্বদা এইরূপে নির্বি-  
কারস্বরূপ নিত্যলীলাবিগ্রহ নারায়ণের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

দেবর্ষে ! এই ভারতবর্ষে যে সকল নদী ও পর্বত বিদ্যমান আছে, আমি তৎ সমস্ত  
বথাবধ কীর্ত্তন করিব তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, চিত্রকূট,  
ঋষভ, কূটক, কোল্ল, সহ, দেবগিরি, ঋষ্যমুক, ত্রীশৈল, ব্যাকট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিক্ষ্য,  
শুক্তিমান্, ঋক্ষ, পারিষাত্ত, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গৌরমুখ,  
ইন্দ্রকাল ও কামগিরি এই সকল ও অন্যান্য অনেক পর্বত বিদ্যমান আছে, তাহাদের  
সংখ্যা করা যায় না । দেবর্ষে ! এই সকল পর্বতের দর্শনাদি দ্বারা বহুপুণ্য উপার্জন  
হইয়া থাকে ॥ ৮—১১ ॥ শত সহস্র সরিৎ এই সকল পর্বত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ।

নাশয়ন্তি চ পাপানি ত্রিবিধানি শরীরিণাম্ ।  
 তাত্রপর্ণী চন্দ্রবশা কৃতমালা বটোদকা ॥ ১৩ ॥  
 বৈহায়সী চ কাবেরী বেণা চৈব পরশ্বিনী ।  
 ভুদ্রভদ্রা কৃষ্ণবেণা শর্করা বর্জকা তথা ॥ ১৪ ॥  
 গোদাবরী ভীমরথী নির্ঝিঙ্ক্যা চ পয়োঞ্চিকা ।  
 তাপী রেবা চ সুরসা নর্মদা চ সরস্বতী ॥ ১৫ ॥  
 চর্ম্মণ্ডী চ সিদ্ধুশ্চ অক্ষশোণী মহানদৌ ।  
 ঋষিকুল্যা ত্রিসামা চ বেদস্মৃতিমহানদী ॥ ১৬ ॥  
 কৌশিকী যমুনা চৈব মন্দাকিনী দৃষদ্বতী ।  
 গোমতী সরযুরোধবতী সপ্তবতী তথা ॥ ১৭ ॥  
 সূরমা চ শতজ্জ্বল চন্দ্রভাগা মরুদ্বধা ।  
 বিতস্তা চ অসিক্রী চ বিশ্বা চেতি প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৮ ॥  
 অগ্নিন্ বর্ষে লব্ধজন্মপুরুষৈঃ স্বস্বকর্ম্মভিঃ ।  
 শুক্ললোহিতকৃষ্ণাখ্যৈর্দিব্যমানুষনারকাঃ ॥ ১৯ ॥  
 ভবন্তি বিবিধা ভোগাঃ সর্ব্বেষাঞ্চ নিবাসিনাম্ ।  
 যথাবর্ণবিধানেনাপবর্গো ভবতি স্ফুটম্ ॥ ২০ ॥

বেদস্মৃতিশ্চ মহানদী চেতি স্বত্বঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

শুক্ললোহিতকৃষ্ণাখ্যৈঃ সাত্ত্বিকরাজসতামসৈঃ স্বকর্ম্মভির্যথাক্রমং দিব্যমানুষনারকা  
 ভোগা ভবন্তীত্যন্তরেণাশ্রয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এবমেব সর্ব্বেষাঞ্চ নিবাসিনাং কর্ম্মবৈচিত্র্যাদনুভূতমানা বিবিধা ভোগা ভবন্তীত্যর্থঃ ।  
 যথাবর্ণেতি । যস্ত বর্ণস্ত যদ্বিধানং মোক্ষপ্রকারঃ । সন্ন্যাসবানপ্রস্থাদিতদনতিক্রমেণান্নিগ্রেব

তাহাদের সলিল পান, তাহাতে অবগাহন ও স্নান এবং তাহাদের দর্শন ও সমাগ্নবিধানে  
 কীর্ত্তন করিলে প্রাণিষাভ্যেই কায়জ, মনোজ ও বাক্যজ পাপের বিনাশ হইয়া থাকে । ঐ  
 সকল নদীর নাম যথা, তাত্রপর্ণী, চন্দ্রবশা, কৃতমালা, বটোদকা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণা,  
 পরশ্বিনী, ভুদ্রভদ্রা, কৃষ্ণবেণা, শর্করা, বর্জকা, গোদাবরী, ভীমরথী, নির্ঝিঙ্ক্যা, পয়ো-  
 ঞ্চিকা, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্মদা, সরস্বতী ও চর্ম্মণ্ডী এবং সিদ্ধ, অক্ষ ও শোণ এই  
 তিনটা মহানদ ও ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, বেদস্মৃতি, মহানদী, কৌশিকী, যমুনা, মন্দাকিনী,  
 দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযু, ওদবতী, সপ্তবতী, সূরমা, শতজ্জ্বল, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বধা, বিতস্তা,  
 অসিক্রী ও বিশ্বা এই সমস্ত নদী বিদ্যমান আছে ॥ ১২—১৮ ॥ এই বর্ষে যে সকল পুরুষ  
 জন্ম পরিগ্রহ করে, তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে স্ব স্ব কর্ম্মফলে যথাক্রমে  
 দিব্য, মানুষ ও নারকভেদে বিবিধ ভোগ সন্তোগ করিয়া থাকে এবং এই বর্ষের বাবতীর



এতদেব চ বর্ষস্ত প্রাধান্যং কার্যাসিদ্ধিতঃ ।

বদন্তি মুনয়ো বেদবাদিনঃ স্বর্গবাসিনঃ ॥ ২১ ॥

অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং

প্রসন্ন এষাং স্বিচ্ছত স্বয়ং হরিঃ ।

যৈর্জ্ঞান্য লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে

মুকুন্দসেবোপয়িকং স্পৃহাহিনঃ ॥ ২২ ॥

কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোত্রৈত-

র্দানাদিভির্ব্বা দ্যুজয়েন কল্পনা ।

ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ-

স্মৃতিঃ প্রমুখাতিশয়েন্দ্రిয়োৎসবাৎ ॥ ২৩ ॥

বর্ষে নৃণামপবর্গশ্চ ভবতি । এতচ্চ কৰ্ম্মাদিবহুসাধনসম্ভবাতিপ্রায়েণোক্তম্ । নত্বেতদ্রূপ-  
বর্গাভাবেন তদুপর্যাপি বাদরায়ণঃ । সম্ভবাদিতি দেবানামপি মোক্ষস্ত স্মৃতিত্বাৎ ॥ ২০ ॥

এতদেব প্রাধান্যমস্ত বর্ষস্ত । কিং তৎ কার্যাস্ত সিদ্ধিতঃ সার্ববিভক্তিকল্পসিঃ । অনা-  
য়াসেনৈশ্বরপ্রসাদরূপকার্যাসিদ্ধিস্বরূপমিত্যর্থঃ । অনেন হি সর্বলোকাপেক্ষায়ঃ লোকঃ  
প্রধান ইতি স্বর্গবাসিনোহপি বদন্তি ॥ ২১ ॥

কিং স্বর্গবাসিনোহপি বদন্তি তত্রাহ অহো ইতি । অমীষামেভিঃ উতস্বিৎ অথবা স্বয়-  
মেব সাধনং বিনৈব হরিরেষাং প্রসন্নোহভূৎ । এবচ্ছতস্ত পুণ্যস্ত দুষ্করত্বাৎ । ভারতাজিরে  
ভারতাজ্ঞে নঃ কেবলং স্পৃহৈব যত্র তন্মুকুন্দসেবোপযোগিজ্ঞান্য নৃষু লব্ধম্ ॥ ২২ ॥

স্পৃহামেবাহ কিনিত্যাदিসপ্ততিঃ । দুষ্করৈঃ ক্রত্বাদিভির্নঃ কল্পনা তুচ্ছেন দ্যুজয়েন স্বর্গ-  
প্রাপ্ত্যা কিং ন কিঞ্চিৎ ফলম্ । কুতঃ যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজস্মৃতির্নাশ্তি । প্রত্যুত অতি-  
শয়িতাদিহ্মিয়োৎসবাত্মাগাৎ প্রমুখাভূৎ ॥ ২৩ ॥

নিবাসীহ, স্বয়-বর্ণোক্ত সম্যাস, বানপ্রস্থ ইত্যাদি বিধানক্রমে যাহার বেক্সপ ক্রম নির্দিষ্ট  
আছে, তাহার অনতিক্রমে অপবর্গ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯—২০ ॥ বেদবাদীরাবিবর্গ ও  
স্বর্গবাসী দেবগণও বলিয়া থাকেন, এইরূপ অনায়াসে ঈশ্বরপ্রসাদরূপ কার্যাসিদ্ধি হয়  
বলিয়াই অস্তান্ত সকল বর্ষ অপেক্ষা এই বর্ষ প্রধান ॥ ২১ ॥ উল্লিখিত মুনিগণ ও স্বর্গবাসী  
সকল এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, না জানি, ভারতবর্ষবাসিরা কি সংকার্যেরই অনুষ্ঠান  
করিয়াছিল যে, তৎপ্রভাবে নিনা সাধনেই তগবান্ হরি ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ;  
আহা ! এই জন্তই ভারতবর্ষে আমাদেরও সর্বথা অভিলাষ হইয়া থাকে, যেহেতু সমুদ্র-  
লোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে, মুকুন্দের পরিচর্য্যায় সর্বতোভাবে উপযোগী হওয়া বাইতে  
পারে ॥ ২২ ॥ দুষ্কর উপশ্রবণ, দান, যজ্ঞ ও ত্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া আমাদের কি হইবে ?  
সামান্ত স্বর্গপ্রাপ্তিতেই বা আমাদের ফল কি ? উহাতে প্রবৃত্ত হইলে তগবান্ নারায়ণের  
পাদপঙ্কজ কোনমতেই আর স্মৃতিবিষয়ে উপনীত হয় না ; প্রত্যুত, সৎসাত্ত ইন্দ্రిয় ভোগের

কল্মাযুসাং স্থানজয়াং পুনর্ভবাং  
 কল্মাযুসাং ভারতভূজয়ো বরং ।  
 ক্রণেন মর্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ  
 সংশ্রুতং সংযাস্ত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥ ২৪ ॥  
 ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাস্থাপগা  
 ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ ।  
 ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ  
 শূরেশলোকোহপি ন বৈ স সেব্যতাং ॥ ২৫ ॥  
 প্রাপ্তা নৃজাতিং ত্রিহ যে চ জন্তবো  
 জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসংভূতাং ।  
 ন বৈ যতেরন্নপুনর্ভবায় তে  
 ভূয়ো বনৌকা ইব যাস্তি বন্ধনম্ ॥ ২৬ ॥

কল্মাযুসমেবায়ুর্যেযাং বরং চেতুঃ । মর্ত্যেনাপি দেহেন ক্রণেনৈব কালেন কৃতং কৰ্ম-  
 সংশ্রুতং হরেঃ পদং সমাগ্য়ান্তি ॥ ২৪ ॥

অতো যত্র বৈকুণ্ঠকথাস্থাপনদ্যো ন সন্তি তদাশ্রয়াঃ কথাপগাশ্রয়াঃ মহাত্তো নৃত্যাহুৎ-  
 সবা যেষু তাদৃশা যজ্ঞেশস্ত মণাশ্চ পূজাঃ স শূরেশস্ত বৃক্ষণোহপি লোকে ন সেব্যতাম্ ॥ ২৫ ॥

অমুমুক্ষুরান্নিষ্কতি প্রাপ্তা ইতি । জ্ঞানঞ্চ তদর্থাঃ ক্রিয়াশ্চ তদর্থানি দ্রব্যানি চ তেষাং  
 কলাপেন সংভূতাং সম্পূর্ণাম্ । অপুনর্ভবায় মোক্ষায় বনৌকা ইব বনৌকসঃ পক্ষিণো  
 যথা মুক্তকাং মুক্তা অপি পুনর্যপি তন্নিয়মেব বৃক্ষে প্রসক্তা বিহরন্তি তর্হি যথা বধ্যন্তে  
 তদ্বৎ ॥ ২৬ ॥

লালসা বুদ্ধি হওয়ার উহাতে একবারেই বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ২৩ ॥ বাহারা পুণ্যবলে গলর  
 কাল পর্যন্ত জীবন লাভ করিয়া সমস্ত ভোগ করেন এবং স্বয়ং পুণ্যকরে পুনর্বার জন্ম-  
 পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই স্থানলাভ করিতে অভিলষ করা অপেক্ষা অন্নাযু  
 মানবগণের ভারতবর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠকর, তাহাতে আর  
 সন্দেহ নাই । কেননা, ভারতবাসী মনস্বী পুরুষগণ এই মর্ত্যদেহ লাভ করিয়া ও কলকাল-  
 মধ্যেই ভগবান্ হরিতে আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহার পুনর্জন্ম নিবারক পদ অধিকার  
 করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ যে স্থানে বৈকুণ্ঠ গুণাঙ্গগান স্বরূপ অমৃতসিদ্ধ বিদ্যমান নাই ; যে  
 স্থানে ভগবৎপদারবিন্দাশ্রয়ী সাধু ভক্তগণের সমাবেশ নাই ; যে স্থানে অতি সমারোহে  
 ভগবান্ বিকুর বজ্রাদি না হইয়া থাকে ; সেই স্থান স্বর্গ হইলেও তাহার সেবা করা উচিত  
 নহে ॥ ২৫ ॥ যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান, ক্রিয়া ও দ্রব্য এই সকলে পরিপূর্ণ মহাব্যজ্ঞ প্রাপ্ত  
 হইয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ না হয়, তাহারা বনচর পশু পক্ষ্যাদির জ্ঞায় বারংবার

যৈঃ শ্রদ্ধয়া বর্হিষি ভাগশো হবি-  
 নিকৃপ্তমিচ্চং বিধিমস্ত্র বস্ত্রতঃ ।  
 একঃ পৃথক্ নামভিরাহতো মুদা  
 গৃহ্নাতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ ॥ ২৭ ॥  
 সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং  
 নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।  
 স্বয়ং বিধন্তে ভজতামনিচ্ছতা-  
 মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ২৮ ॥  
 “যদ্যত্র নঃ স্বর্গ স্তথাবরোষিতং  
 স্বিষ্টেস্ত পূর্তস্ত কৃতস্ত শোভনম্ ।  
 তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জম্বনঃ স্মা-  
 দ্বর্ষে হরির্ভজতাং শং তনোতি ॥” ১ ॥

অহো ভারতবাসিনাং ভাগ্যমিত্যাহঃ যৈরিতি । অগ্নয়ে জুষ্টং নিকৃপামি ইত্যায় জুষ্টং  
 নিকৃপামি ইত্যোবং ভাগশো নিকৃপ্তং পৃথক্কৃতম্ । কথং বিধানপ্রকারেণ মন্ত্রেণ বস্ত্রতশ্চ  
 পুরোডাশাদিভেদেন ইষ্টাং দেবতামুদ্दिष्ट তাক্রং নিকৃপ্তক্ মমেদমিতি স্বীকৃত্য ভাগানস্তর-  
 মশ্রাতীতার্থঃ । পৃথক্ ইত্যাদিনামভিরাহত আহতঃ । আশিষাং প্রভুঃ স্বয়ং পূর্ণোহপি  
 হরিঃ ॥ ২৭ ॥

তত্রাপি নিকামাঃ কৃতার্থা ইত্যাহঃ সত্যমিতি । প্রার্থিতঃ সন্নর্গিতঃ দদাতীতি সত্যম্ ।  
 অথাপি পরমার্থদো ন ভবত্যেব যদ্বশাদ্ধতো দত্তানস্তরং পুনরপ্যর্থিতা ভবতি । নমু  
 বক্রনগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ ভারতের অধিবাসী ব্যক্তিবর্গ বিধি, মন্ত্র ও পুরোডাশাদির  
 ভেদক্রমসহকারে বিভাগানুসারে হবি নিকৃপণ করিয়া, ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে আহ্বান  
 করিলেও অধিতীয়স্বরূপ স্বয়ংপূর্ণ ও সাক্ষাৎ আশীঃপরম্পরার নিয়ন্তা ভগবান্ হরি অতীব  
 স্রীতিভরে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ সত্য বটে, তাঁহার নিকট লোকে যাহা  
 প্রার্থনা করে, তিনি তাহাই দিয়া থাকেন কিন্তু, তিনি সহসা কাহাকেও পরমার্থ প্রদান  
 করেন না । কেননা, দানানস্তর পুনরায় লোকে প্রার্থী হইয়া থাকে । অতএব যাহারা  
 সর্বকামনা-পরিহারপূরঃসর একমাত্র কর্তব্যবোধেই তাঁহার ভজনা করে, তিনি তাহা-  
 দিগকে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া স্বকীয় পাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন । কলতঃ পাদপল্লব  
 প্রাপ্ত হইলেই আর কাহাকেও কোনরূপ কামনার দাসত্ব করিতে হয় না ॥ ২৮ ॥ “আমরা  
 যে ইষ্টাপূর্তের সমাগ্নরূপ অধুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহার সমুচিত ফলস্বরূপ যদিও এই  
 স্বর্গে পরম স্তখে বাস করিতেছি, তথাপি তৎপ্রভাবে আমরা যেন ভারতবর্ষে হরিস্মৃতি-  
 পরায়ণ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে পারি । কেননা, ভগবান্ এই ভারতেই অধিষ্ঠান  
 করিয়া, শুভদিগের পরম কল্যাণবিধান করিয়া থাকেন ॥” ১ ॥



নারায়ণ উবাচ ।

এবং স্বর্গগতা দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।

প্রবদন্তি চ মহাত্ম্যং ভারতস্য সুশোভনম্ ॥ ২৯ ॥

জম্বুদ্বীপস্য চার্কৌ হি উপদ্বীপাঃ স্মৃতাঃ পরে ।

হয়মার্গাশ্চিশোধন্তিঃ সাগরৈঃ পরিকল্পিতাঃ ॥ ৩০ ॥

স্বর্ণপ্রস্বচ্ছদ্রশুক্র আবর্তনরমানকৌ ।

মন্দরোপাখ্যহরিণৌ পাকজন্তুস্তথৈব চ ।

সিংহলশ্চৈব লঙ্কেতি উপদ্বীপাষ্টকং স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥

জম্বুদ্বীপস্য মানং হি কীর্তিতং বিস্তরেণ চ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্লক্ষাদিদ্বীপষট্‌ককম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
ভুবনকোষবর্ণনে ভারতবর্ষবর্ণনো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

নার্শিহশ্চেৎ কিমপি ন দদ্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অনিচ্ছতাং নিক্রামানাস্ত ইচ্ছানাং পিধানমাচ্ছা-  
দকম্ । সৰ্ব্বকামপরিপূরকং নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব সম্পাদয়তি ॥ ২৮—২৯ ॥

হয়মার্গানপহুতাস্বমার্গান্ বিশোধন্তিরশ্বেষমাটৈঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! স্বর্গবাসী দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ এইরূপে ভারতের  
পরম শোভন মহাত্ম্য গান করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥ জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপ আছে ।  
সাগরাস্থজগণ আপনাদের অপহৃত অশ্বের পদবী অবেষণপ্রসঙ্গে এই সকল উপদ্বীপের  
উৎপাদন করিয়াছিলেন এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ স্বর্ণপ্রস্ব, চন্দ্রশুক্র, আবর্তন,  
রমানক, মন্দরোপাখ্য, হরিণ, পাকজন্য এবং সিংহল বা লঙ্কা এই আটটি উপদ্বীপ ॥ ৩১ ॥  
জম্বুদ্বীপের পরিমাণ বিস্তারক্রমে কীর্তন করা গিয়াছে, অতঃপর প্লক্ষাদি অবশিষ্ট ছয়টি  
দ্বীপের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে ভারতবর্ষবর্ণন

নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

জম্বুদ্বীপো যথা চায়ং যৎপ্রমাণেন কীর্তিতঃ ।  
তাবতা সৰ্ব্বতঃ কারোদধিনা পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১ ॥  
জম্বুদ্বীপেন যথা মেরুস্তথা কারোদকেন চ ।  
কারোদধিস্ত দ্বিগুণম্কারোদধৌপবেষ্টিতঃ ॥ ২ ॥  
যথৈব পরিখা বাহ্যোপবনেন হি বেষ্টিতে ।  
ম্কারোদধিঃ স্বয়ং জম্বুপ্রমাণো দ্বীপরূপধ্বং ॥ ৩ ॥  
হিরণ্যমোহমিস্তত্বেব তিষ্ঠতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥  
প্রিয়ব্রতাস্বজস্তুত্র সপ্তজিহ্ব ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ সপ্তজিহ্বাঃ পট্টৈরতঃপরম্ ।

দ্বীপান্তরসমাচারো যথাবদভিযুক্তো ॥

তাবতা লক্ষবিস্তারেণ ॥ ১ ॥

জম্বুদ্বীপেন যথা মেরুবেষ্টিতস্তথা দ্বিগুণবিস্তারেণ বিশালেন ম্কারদ্বীপেন কারোদধি-  
বেষ্টিতঃ ॥ ২ ॥

যথা পরিখা বাহ্যোপবনেন বেষ্টিতে তদ্বৎ । তস্মিন্ ম্কারোদধৌ দ্বীপে ম্কারোদধিঃ ম্কারোদধৌ  
বৃক্ষো জম্বুদ্বীপস্তজম্বুদ্বীপপ্রমাণেন সমানোন্নতবিস্তারঃ স্বয়ং তিষ্ঠতি । কথমুতো হিরণ্যমো  
হিরণ্যকাস্তঃ । দ্বীপরূপং নাম তদ্ব্যবস্তি দ্বীপাখ্যাকারঃ । তন্নামৈব হি তদ্বীপং প্রসিদ্ধ-  
মিত্যর্থঃ । দ্বীপশব্দো নপুংসকোহপি ॥ ৩ ॥

তত্বেব তদ্বৃক্ষাঃ এবাশ্রিত্যস্তিষ্ঠতি । লোকানাং দেবীধর্ম্মানুপদিশন্ স্বয়ং দেব্যা-  
রাধনং কুর্করিত্যনুকমপি পূর্কগ্রহানুরোধেনোন্মেষম্ । কোসানমিস্তত্বেব সপ্তজিহ্ব ইতি  
শ্রুতো যঃ সোহমিত্যর্থঃ । প্রিয়ব্রতাস্বজ ইত্যন্ত তু তদন্তরলোকেষু নৈব ইত্যন-  
নাশ্রয়ঃ । তদ্বৃক্ষং বিস্তুতগবতে । যত্রাশ্রিত্যন্তে সপ্তজিহ্বস্তস্তাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাস্বজ  
ইত্যজিহ্ব ইতি ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, জম্বুদ্বীপ যে প্রকার এবং তাহার প্রমাণ বৈরূপ কীর্তিত হইয়াছে,  
তাবৎ বিস্তার বিশিষ্ট কার সমুদ্রে উহার সকল দিক পরিবেষ্টিত ॥ ১ ॥ মেরু যেমন  
জম্বুদ্বীপও কারসলিলে বেষ্টিত, কারোদধিও সেইরূপ দ্বিগুণবিস্তৃত ম্কারদ্বীপে পরিবেষ্টিত  
হইয়া আছে ॥ ২ ॥ পরিখা যেমন বাহ্য উপবনে বেষ্টিত থাকে, উহাও সেইরূপ বেষ্টিত আছে ।  
জম্বুদ্বীপই জম্বুদ্বীপ বৃক্ষের সমান প্রমাণবিশিষ্ট ম্কারদ্বীপ বৃক্ষ যেমন ম্কারদ্বীপে স্বয়ং  
প্রতিষ্ঠিত আছে । এই বৃক্ষ হইতেই ম্কারদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে ॥ ৩ ॥ এই বৃক্ষের কাণ্ড

অগ্নিস্তদধিপতিঃ স্ত্রীষ্বজিহ্বাঃ স্বঃ স্বীপমেব চ ।  
 বিভজ্য সপ্তবর্ষানি স্বপুত্রৈভ্যো দদৌ বিভুঃ ॥ ৫ ॥  
 স্বয়মাত্মবিদাং মান্ধাতাং যোগচর্যাং সমাশ্রিতঃ ॥  
 তেনৈব চাত্মযোগেন ভগবন্তমুপাগতঃ ॥ ৬ ॥  
 শিবঞ্চ যবসং ভদ্রং শান্তং কেমামৃতে তথা ।  
 অভয়ঞ্চৈতি সপ্তৈশ্চ তদ্বর্ষানি সদেকৃতাম্ ॥ ৭ ॥  
 তেষু প্রোক্তা নদীঃ সপ্ত গিরয়ঃ সপ্ত চৈব হি ।  
 অরুণা নৃশাসিরসী সাবিজী স্প্রভাতিকা ॥ ৮ ॥  
 ঋতন্তরা সত্যন্তরা ইতি নদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।  
 মণিকূটো বজ্রকূট ইন্দ্রসেনস্তথৈব চ ॥ ৯ ॥  
 জ্যোতিমান্ বৈ সুপর্ণশ্চ হিরণ্যকীৰ্ব এব চ ।  
 মেঘমাল ইতি খ্যাতাঃ প্লক্ষদ্বীপস্ত পৰ্বতাঃ ॥ ১০ ॥  
 নদীনাং জলমাত্রেণ দর্শনস্পর্শনাদিভিঃ ।  
 নিধুঁতাপেষরজসো নিস্তমস্কাঃ প্রজাস্থতা ॥ ১১ ॥

সঃ তদ্বীপাধিপতিঃ স্ত্রীষ্বজিহ্বাঃ স্বঃ স্বীপং সপ্তধা বিভজ্য তানি সপ্ত বর্ষানি সপ্ত ঋতানি স্বপুত্রৈভ্যো বক্ষ্যমাণেভ্যো দদৌ ॥ ৫ ॥

ভগবন্তং পরব্রহ্মাত্মকমুপাগতঃ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তত্র যান্ত্রেব তৎপুত্রানামানি তান্ত্রেব তদ্বর্ষানামানি বোধ্যনীয়ত্যাভিপ্রায়েণ বর্ষানামাত্মাহ শিবমিতি । ভদ্রং সুভদ্রম্ । কেমামৃতে কেমমমৃতঞ্চৈত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নদীরিত্যত্র বা হ্রদসীতি পূৰ্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ । স্প্রভাতিকা স্প্রভাতা ॥ ৮—১১ ॥

হিরণ্যসদৃশী । অধোভাগে স্বয়ং অগ্নি মূর্ত্তিমান হইয়া আছেন, এইপ্রকার বিনির্গত হইয়াছে । ঐ অগ্নি সপ্তজিহ্বা নামে বিখ্যাত । প্রিয়ব্রতের পুত্র ইশ্বজিহ্বা এই দ্বীপের অধিপতি । তিনি আপনার অধিকৃত দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া স্বকীয় সপ্তপুত্রকে প্রদান করেন এবং স্বয়ং আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণের নিরতিশয় সমাদৃত যোগপদবী আশ্রয় করিয়া, আত্মযোগ সহারে ভগবান্ বাহুদেবকে লাভ করিয়াছিলেন ॥৪—৬॥ এই সপ্তদ্বীপের নাম শিব, যবস, সুভদ্র, শান্তি, কেম, অমৃত ও অভয় ॥ ৭ ॥ ঐ সপ্তদ্বীপে যথাক্রমে সপ্ত নদী ও সপ্ত পৰ্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে । নদী সকলের নাম অরুণা, নৃশা, অজিরসী, সাবিজী, স্প্রভাতিকা, ঋতন্তরা ও সত্যন্তরা । পৰ্ব্বত সকলের নাম, মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিমান্, সুপর্ণ, হিরণ্যকীৰ্ব ও মেঘমাল এইকরূপে প্লক্ষ দ্বীপের পৰ্ব্বত বিনির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৮-১০ ॥ ততঃ নদীর জলমাত্রেণ দর্শন ও স্পর্শনাদি করিলেই লোক সকলের অপেষ-কলুষ-নিরাস ও



হংসশ্চৈব পতঙ্গশ্চ উর্দ্ধায়ন ইতীব চ ।

সত্যাক্ষসংজ্ঞাশ্চ দ্বারো বর্ণাঃ প্লক্ষশ্চ দ্বীপকে ॥ ১২ ॥

সহস্রায়ুঃ প্রমাণাশ্চ বিবিধোপমদর্শনাঃ ।

স্বর্গদ্বারং ত্রয়ী বিদ্যা বিধিনার্কং যজন্তি তে ॥ ১৩ ॥

প্রত্নশ্চ বিষোরূপঞ্চ সত্যভূতশ্চ চ ব্রহ্মণঃ ।

অমৃতশ্চ চ মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানমীমহি ॥ ১৪ ॥

প্লক্ষাদিষু চ সর্বেষু পঞ্চদ্বীপেষু নারদ ! ।

আয়ুরিন্দ্রিয়মোজ্জশ্চ বলং বুদ্ধিঃ সহোহপি চ ॥ ১৫ ॥

বিক্রমঃ সর্বলোকানাং সিদ্ধিরৌৎপত্তিকী সদা ।

প্লক্ষদ্বীপাৎ পরং চেক্ষুরসোদঃ সরিতান্পতিঃ ॥ ১৬ ॥

প্লক্ষদ্বীপং সমগ্রঞ্চ পরিবার্য্যাবতিষ্ঠতে ।

শাল্মলাখ্যস্ততো দ্বীপশ্চান্মাদ্বিগুণবিস্তরঃ ॥ ১৭ ॥

হংসাদয়ো ব্রাহ্মণাদিহানীয়া বর্ণাঃ ॥ ১২ ॥

মানসোত্তরশ্চ মণ্ডলাকারদ্বোক্তেঃ । এতে প্লক্ষাদিপঞ্চদ্বীপেষু বর্ষাদ্রয়ন্তির্গ্যাগ্রৈথাকারী উত্তরোহন্ধিঃ স্পৃশন্ত ইতি গম্যতে । অত্রথা সপ্তভিঃ সপ্তবর্ষবিভাগাসম্ভবাৎ বৈষ্ণবে বর্ষাণাং পূর্বাদিক্রমোক্তেঃ । স্বর্গদ্বারং তন্নামকম্ । ত্রয়ীবিদ্যাবিধানেন বৈদিকমার্গেণ ॥ ১৩ ॥

প্রত্নশ্চেতি । প্রত্নশ্চ পুরাণশ্চ পুরুষশ্চ বিষোরূপং তং সূর্য্যমীমহীতি শরণং ব্রজেম । কণভূতং সত্যাদীনাং অমৃতমধিষ্ঠাতারম্ । তত্র সত্যমমৃতীয়মানো ধর্ম্মঃ । ঋতং প্রতীয়মানো ধর্ম্মঃ । ব্রহ্মণস্তদ্বোধকশ্চ ধর্ম্মশ্চামৃতশ্চ শুভফলশ্চ মৃত্যোরশুভফলশ্চ ॥ ১৪—১৫ ॥

ওৎপত্তিকী স্বাভাবিকী ॥ ১৬ ॥

অন্মাৎ প্লক্ষদ্বীপাৎ দ্বিগুণবিস্তারঃ ॥ ১৭ ॥

অজ্ঞানাক্রকার-পরিহার হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ হংস, পতঙ্গ, উর্দ্ধায়ন ও সত্যাক্ষ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি স্থানীয় এই চারি বর্ণ প্লক্ষদ্বীপে বাস করেন ॥ ১২ ॥ তত্রত্য অধিবাসি-গণের আয়ুঃপরিমাণ সহস্র বৎসর এবং সকলেই বিচিত্রদৃশ্য সম্পন্ন । তাঁহারা বেদবিহিত আচারপদ্ধতির অনুসারী হইয়া স্বর্গলাভের সোপানস্বরূপ ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ উপাসনার মন্ত্র এই, যিনি পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ বিগ্রহ এবং যিনি সত্য, ঋত, ব্রহ্ম, অমৃত ও মৃত্যু এই সকলের অধিষ্ঠাতা, সেই সূর্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ১৪ ॥ নারদ ! প্লক্ষাদি সমুদায় দ্বীপেই লোকমাতে দীর্ঘায়ুঃ, ইন্দ্রিয়-পাটবিশিষ্ট, ওজস্বী, বলবান্, বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন, উৎসাহগুণে অলঙ্কৃত ও বিক্রমসম্পন্ন এবং সকলেরই সকল বিষয়ে আপনা হইতে সিদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে । এই প্লক্ষদ্বীপের পরেই চেক্ষুসাগর ॥ ১৫—১৬ ॥ এই সাগর সমুদায় প্লক্ষদ্বীপকে বেষ্টিত করিয়া বিরাজ করিতেছে । তাহারপর শাল্মল-দ্বীপ, ইহা প্লক্ষদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত ॥ ১৭ ॥ এই দ্বীপ সুরাসাগরে বেষ্টিত হইয়া

সমানেন সুরোদেন সিঙ্কুন। পরিবেষ্টিতঃ ।

যত্র বৈ শাল্মলীবৃক্ষঃ প্লক্ষায়ামঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৮ ॥

স্থানং তৎ পক্ষিরাজস্য গরুড়স্য মহাত্মনঃ ।

তস্য দ্বীপস্য নাথো হি যজ্ঞবাহুঃ প্রিয়ব্রতাৎ ॥ ১৯ ॥

জাতঃ স এব সপ্তভ্যঃ স্বপুত্রোভ্যো দদৌ ধরাম্ ।

তদ্বর্ষাণাঞ্চ নামানি কথিতানি নিবোধত ॥ ২০ ॥

সুরোচনং সৌমনস্যং রমণং দেববর্ষকম্ ।

পারিভদ্রং তথাচাপ্যায়নং বিজ্ঞাতনামকম্ ॥ ২১ ॥

তেষু বর্ষাদ্রয়ঃ সপ্ত সপ্তৈব সরিতঃ স্মৃতাঃ ।

সরসঃ শতশৃঙ্গশ্চ বামদেবশ্চ কন্দকঃ ॥ ২২ ॥

কুমুদঃ পুষ্পবর্ষশ্চ সহস্রশ্রুতিরেব চ ।

এতে চ পর্বতাঃ সপ্ত নদীনামানি চোচ্যতে ॥ ২৩ ॥

অনুমতিঃ সিনীবালী সরস্বতী কূহস্তথা ।

রজনী চৈব নন্দা চ রাকেতি পরিকীর্তিতাঃ ॥ ২৪ ॥

তদ্বর্ষপুরুষাঃ সর্বৈ চাতুর্বর্ণসমাস্রয়াঃ ।

ঋতধরো বীর্যধরো বহুন্ধর ইষুন্ধরঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবন্তং বেদময়ং যজন্তে সোমমীশ্বরম্ ।

স্বগোভিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ ॥ ২৬ ॥

সমানেন শাল্মলীদ্বীপসমানেন মানেন শাল্মলীবৃক্ষঃ প্লক্ষসমানমানঃ ॥ ১৮—২৪ ॥

ঋতধরাদয়শ্চকারো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ২৫ ॥

আছে । এই দ্বীপে শাল্মলি নামে এক বৃক্ষ আছে, উহার বিস্তার প্লক্ষ বৃক্ষের ত্রায় কথিত হইয়া থাকে ; মহাত্মা গরুড় ঐ বৃক্ষেই অবস্থিতি করেন । যজ্ঞবাহু ঐ দ্বীপের অধিপতি ; তিনি প্রিয়ব্রত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; তিনি আপনার সাত পুত্রকে ঐ দ্বীপের ভূমি যথাক্রমে বিভাগ করিয়া প্রদান করেন । এক্ষণে সেই সকল বর্ষের নাম কীর্তন করিতেছি, সাবধানপূর্বক শ্রবণ কর ॥ ১৮—২০ ॥ সুরোচন, সৌমনস্য, রমণ, দেববর্ষ, পারিভদ্র, আপায়ন ও বিজ্ঞাত ॥ ২১ ॥ ঐ সকল বর্ষে যথাক্রমে সপ্ত পর্বত ও সপ্ত নদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তন্মধ্যে, সরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কন্দক, কুমুদ পুষ্পবর্ষ ও সহস্রশ্রুতি, এই সাতটি পর্বত আনিবে এবং অতঃপর নদী সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২২—২৩ ॥ অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কূহ, রজনী, নন্দা ও রাকা, এই সাতটি নদী পরিকীর্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ এতদ্বর্ষীয় পুরুষ সকলে ঋতধর, বীর্যধর, বহুন্ধর ও

সৰ্বাসাঞ্চ প্রজানাঞ্চ রাজা সোমঃ প্রসীদতু ।  
 এবং অরোদাদ্বিগুণঃ স্বমানেন প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥  
 যতোদেনাব্রতঃ সোহয়ং কুশদ্বীপঃ প্রকাশতে ।  
 যস্মিন্মাস্তে কুশস্তম্বো দ্বীপাখ্যাকারণো জ্বলন্ ॥ ২৮ ॥  
 স্বশম্পরোচিষা কাষ্ঠা ভাসয়ন্ পরিতিষ্ঠতে ।  
 হিরণ্যরেতাস্তদ্বীপপতিঃ প্রিয়ব্রতঃ স্বরাট্ ॥ ২৯ ॥  
 স্বপুল্লেভ্যশ্চ সপ্তভ্যস্তং দ্বীপং সপ্তধাভজৎ ।  
 বসুশ্চ বসুদানশ্চ তথা দৃঢ়রুচিঃ পরঃ ॥ ৩০ ॥  
 নাভিগুপ্তস্ত্যত্রতো বিবিক্তভামদেবকৌ ।  
 তেষাং বর্ষেষু সপ্তৈব সীমাগিরিবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১ ॥  
 নদ্যঃ সপ্তৈব সন্তীহ তন্মামানি নিবোধত ।  
 চক্রস্তথা চতুঃশৃঙ্গঃ কপিলশ্চিত্রকূটকঃ ॥ ৩২ ॥

স্বগোভিঃ স্বরশ্মিভিঃ । অগ্নিমিতি শেষঃ । কৃষ্ণগুরুয়োঃ পক্ষয়োঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভ-  
 জগ্নিত্যম্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অরোদাদনস্তরমিত্যর্থঃ । দ্বিগুণঃ । পূৰ্ব্বদ্বীপাপেক্ষয়া অরোদাদ্বিগুণ ইতি ॥ ২৭ ॥

কুশস্তম্বো দেবেন কৃতঃ ॥ ২৮ ॥

স্বশম্পরোচিষা স্বশম্পানি স্বকোমলশিখাস্তেষাং রোচিষা ॥ ২৯—৩৪ ॥

ইষুকর নামক বর্ণচতুষ্টয়ে বিচ্ছিন্ন । এই সকল বর্ণকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি স্থানীয় বলিগ্না  
 জানিবে ॥ ২৫ ॥ তাঁহারা সকলে, সকলের নিয়ন্তা ও সমুদায় বেদের প্রযোক্তা ভগবান  
 চন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং তৎসহকারে পিতৃদেবগণকে কৃষ্ণ ও গুরুপক্ষে  
 যথাযথ বিধানে অন্ন বিভাগ করিয়া প্রদান করেন ॥ ২৬ ॥ তাঁহাদের উপসনার মন্ত  
 এই যে, সমুদায় লোকের রাজা সোম প্রসন্ন হউন । নারদ ! এইরূপ অরাসাগরের পর  
 স্বকীয় পরিমাণে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণরূপে পরিমাণিত, যত সাগরে বেষ্টিত কুশদ্বীপ  
 বিরাজমান হইতেছে । যাহাতে উদ্দীপ্ত কলেবর কুশস্তম্ব প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই কুশস্তম্ব  
 হইতেই এই দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে ॥ ২৭—২৮ ॥ এই কুশসমষ্টি স্বকীয় স্বকোমল শিখার  
 প্রতিভা দ্বারা সমুদায় দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থিত করিতেছে । প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্য-  
 রেতা এই দ্বীপের অধিপতি ॥ ২৯ ॥ তিনি আপনার সাত পুত্রকে এই দ্বীপ সাত ভাগ করিয়া  
 প্রদান করেন । এই সাত পুত্রের নাম বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, স্ত্যত্রত, বিবিক্ত  
 ও ভামদেবক । তাঁহাদের বর্ষ সকলের সাতটি সীমা পৰ্ব্বত পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই-  
 রূপ যথাক্রমে সাতটি নদীও প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর । পৰ্ব্বত  
 সকলের নাম চক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্র দেবানীক, কূট, উৰ্করোয়া ও দ্রবিশ এবং নদী



দেবানীকশ্চোক্তারোমাদ্রবিণঃ সপ্ত পর্বতাঃ ।

রসকুল্যা মধুকুল্যা মিত্রবিন্দা তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥

শ্রুতবিন্দা দেবগর্ভা স্নাতচ্যুন্মস্ত্রমালিকে ।

যংপয়োভিঃ কুশদ্বীপবাসিনঃ সর্ব এব তে ॥ ৩৪ ॥

কুশলঃ কোবিদশ্চৈবাপ্যভিযুক্তস্তথৈব চ ।

কুলকশ্চতিসংজ্ঞাভিষ্চতুর্বর্ণাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

জাতবেদসরূপস্তং দেবং কৰ্ম্মজকৌশলৈঃ ।

যজন্তে দেববর্ষাভাঃ সর্ব সর্ববিদো জনাঃ ॥ ৩৬ ॥

পরশ্চ ব্রহ্মণঃ সাক্ষাচ্জাতবেদোহসি হব্যবাট্ ।

দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজ ।

এবং যজন্তে জলনং সর্ব দ্বীপাধিবাসিনঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
ভূবনকোষবর্ণনে সাক্ষাদ্বীপবর্ণনো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

কুশলাদয়শ্চত্বারো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ৩৫ ॥

কৰ্ম্মজকৌশলৈঃ কুশলকৰ্ম্মভিঃ ॥ ৩৬ ॥

জাতবেদঃ স্বং সাক্ষাৎপরশ্চ ব্রহ্মণো হব্যবাড়সি অতো দেবানাং যজ্ঞেন পরমেশ্বর-  
মেন যজ । অঙ্গানাং নাম্না দত্তমঙ্গিনে সমর্পয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সকলের নাম রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, স্নাতচ্যুৎ ও মস্ত্রমালিকা,  
কুশদ্বীপ বাসীরা এই সকল নদীর জল পান করিয়া জীবন ধারণ করেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥  
এখানে ব্রাহ্মণাদিক্রমে যে বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা আছে, তাহারা যথাক্রমে কুশল, কোবিদ,  
অভিযুক্ত ও কুলকনামে পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ তাহারা সকলেই সাক্ষাৎ ইন্দ্রাদি  
প্রধান প্রধান দেবগণের সদৃশ প্রতিভাসম্পন্ন এবং সকলেই সর্বজ্ঞ । তাহারা বিবিধ শুভ-  
কর্ম্মের অনুষ্ঠান সহকারে অগ্নিরূপী দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ তাঁহার মন্ত্র  
ই, হে অগ্নি ! তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের হব্য বহন করিয়া থাক । অতএব দেবগণের যজ্ঞে  
মই পুরুষরূপী পরমেশ্বরের যজ্ঞনা কর এবং সেই পুরুষের অঙ্গ সকলের নাম করিয়া, বাহা  
প্রদত্ত হয়, তাহা তাঁহাতে অর্পণ কর । এইরূপে ঐ দ্বীপের অধিবাসীবর্গ অগ্নিদেবের  
পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে স্কন্ধ, শাল্মল এবং কুশদ্বীপ

বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

শিষ্টদ্বীপপ্রমাণঞ্চ বদ সর্বার্থদর্শন ! ।

যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ পরানন্দময়ো ভবেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

কুশদ্বীপস্য পরিতো ঘৃতোদাবরণং মহৎ ।

ততো বহিঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্বিগুণঃ স্যাৎ স্বমানতঃ ॥ ২ ॥

ক্ষীরোদেনারূতো ভাতি যস্মিন্ ক্রৌঞ্চাদ্রিরস্তি চ ।

নামনির্ব্বর্তকঃ সোহয়ং দ্বীপস্য পরিবর্ততে ॥ ৩ ॥

যোহসৌ গুহস্য শক্ত্যা চ ভিন্নকুক্ষিঃ পুরাভবৎ ।

ক্ষীরোদেনাসিচ্যমানো বরুণেন চ রক্ষিতঃ ॥ ৪ ॥

ঘৃতপৃষ্ঠো নাম যস্য বিভাতি কিল নায়কঃ ।

প্রিয়ব্রতাত্মজঃ শ্রীমান্ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ বটৈজিঃশস্যহাপদৈরনন্তরম্ ।

শিষ্টদ্বীপসমাচারো যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

শিষ্টদ্বীপেতি ॥ ১ ॥

দ্বিগুণঃ পূর্ব্বদ্বীপাপেক্ষয়া ॥ ২ ॥

নামনির্ব্বর্তকঃ । স্বনাম্না দ্বীপনামোৎপাদকঃ ॥ ৩—১০ ॥

নারদ কহিলেন, আপনার সকল বিষয়েই সবিশেষ অভিজ্ঞতা আছে । অতএব এক্ষণে অবশিষ্ট দ্বীপ সকলের পরিমাণাদি কীর্ত্তন করুন । তাহা অবগত হইলে, পরম আনন্দ লাভ করিব সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, সুবিশাল ঘৃতসাগর কুশদ্বীপের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে । তাহার পরই ক্রৌঞ্চদ্বীপ । ইহার পরিমাণ পূর্ব্বদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ ॥ ২ ॥ ক্ষীরসাগর এই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং ক্রৌঞ্চপর্ব্বত এইখানে বর্ত্তমান আছে । সেই পর্ব্বত হইতেই এই দ্বীপের ক্রৌঞ্চ নাম নিস্পন্ন হইয়াছে ॥ ৩ ॥ পূর্ব্ব মহাভাগ কাক্ষিকের স্বীয় শক্তি সহায়ে এই পর্ব্বতের কুক্ষি বিদারণ করিয়াছিলেন । এই দ্বীপ ক্ষীরসাগরের সলিলে প্রক্ষালিত এবং বরুণ ইহার রক্ষাকর্ত্তা ॥ ৪ ॥ যিনি সকল লোকের নমস্কৃত এবং বাহার শ্রীর সীমা নাই, সেই প্রিয়ব্রতপুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ এই দ্বীপের অধি-

স্বদ্বীপস্তু বিভজ্যৈব সপ্তধা স্বাত্মজান্ দদৌ ।  
 পুত্রনামস্ব বর্ষেষু বর্ষপান্ সন্নিবেশয়ন্ ॥ ৬ ॥  
 স্বয়ং ভগবতস্তস্য শরণং সঞ্জগামহ ।  
 আমো মধুরূহশ্চৈব মেঘপৃষ্ঠঃ স্নধ্যামকঃ ॥ ৭ ॥  
 ভ্রাজিষ্ঠো লোহিতার্ণশ্চ বনস্পতিরিতীব চ ।  
 নাগা নদ্যশ্চ সপ্তৈব বিখ্যাতা ভুবি সর্বতঃ ॥ ৮ ॥  
 শুক্রে বৈ বর্দ্ধমানশ্চ ভোজনশ্চোপবর্হণঃ ।  
 নন্দশ্চ নন্দনঃ সর্বতোভদ্র ইতি কীর্তিতাঃ ॥ ৯ ॥  
 অভয়া অমৃতৌষা চার্য্যকা তীর্থবতীতি চ ।  
 বৃত্তিরূপবতী শুক্লা পবিত্রবতিকা তথা ॥ ১০ ॥  
 এতাসামুদকং পুণ্যং চাতুর্বর্ণেন পীয়তে ।  
 পুরুষঋষভৌ তদ্বদ্রবিণাখ্যশ্চ দেবকঃ ॥ ১১ ॥  
 এতে চতুর্বর্ণজাতাঃ পুরুষা নিবসন্তি হি ।  
 তত্রত্যাঃ পুরুষা আপোময়ং দেবমপাংপতিম্ ॥ ১২ ॥  
 পূর্ণেনাঞ্জলিনা ভক্ত্যা যজন্তে বিবিধক্রিয়াঃ ।  
 আপঃ পুরুষবীৰ্য্যাঃ স্ব পুনস্তীর্ভুর্ভুবঃস্বরঃ ॥ ১৩ ॥

পুরুষাদয়ো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ১১—১২ ॥

পতি ॥ ৫ ॥ তিনি আপনার দ্বীপকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া, স্বকীয় পুত্রদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং পুত্রগণের নামে তত্ত্বৎ বর্ষের নামকরণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে ঐ সকল বর্ষের অধিপতিরূপে সন্নিবিষ্ট করতঃ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ঐ সপ্ত বর্ষের নাম যথাক্রমে আম, মধুরূহ, মেঘপৃষ্ঠ, স্নধ্যামক, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ ও বনস্পতি । নারদ ! তত্রত্যা সপ্ত পর্কত ও নদী সকল পৃথিবীতে সর্বতোভাবে বিখ্যাত ॥ ৬—৮ ॥ পর্কত সকলের নাম শুক্রে, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন ও সর্বতোভদ্র ॥ ৯ ॥ নদী সকলের নাম অভয়া, অমৃতৌষা, আৰ্য্যকা, তীর্থবতী, বৃত্তিরূপবতী, শুক্লা ও পবিত্রবতিকা ॥ ১০ ॥ তত্রত্যা অধিবাসিগণ এই সকল নদীর পরমপবিত্র বারি পান করিয়া থাকে । পুরুষ, ঋষভ, জ্বিণ ও বেদক এই বর্ণচতুষ্টয়সমুৎপন্ন পুরুষগণ সেই দ্বীপের অধিবাসী । তত্রত্যা পুরুষমাত্রেই জলময়-বিগ্রহ বরূপরূপ ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১১—১২ ॥ তৎকালে তাহারা বিবিধাচারপরায়ণ হইয়া, ভক্তিসহকারে পূর্ণাঞ্জলি প্রদানপূরঃসর এই প্রকার মন্ত্র প্রয়োগ করেন, হে জল ! তুমি পুরুষরূপী ভগবানের বীৰ্য্যস্বরূপ এবং তুমিই ভূলোক, ভুবোলোক ও স্বর্লোক পবিত্র করিয়া থাক ॥ ১৩ ॥ অধিক



তা নঃ পুনীতামীবগ্নীঃ স্পৃশতামাত্মনা ভুবঃ ।  
 ইতি মন্ত্রজপান্তে চ স্তবস্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ১৪ ॥  
 এবং পরস্তাং ক্ষীরোদাং পরিতশ্চাপবেশিতঃ ।  
 দ্বাত্রিংশলক্ষসংখ্যাকযোজনায়ামমাস্রিতঃ ॥ ১৫ ॥  
 স্বমানেন চ দ্বীপোহয়ং দধিমণ্ডোদকেন চ ।  
 শাকদ্বীপো বিশিষ্টোহয়ং যস্মিন্ শাকো মহীরুহঃ ॥ ১৬ ॥  
 স্বক্ষেত্রব্যপদেশস্য কারণং স হি নারদ ! ।  
 প্রৈয়ত্রতোহধিপত্যস্য মেধাতিথিরিতি শ্রুতঃ ॥ ১৭ ॥  
 বিভজ্য সপ্তবর্ষানি পুত্রনামানি তেষু চ ।  
 সপ্তপুত্রান্নিজান্ স্থাপ্য স্বয়ং যোগগতিমতঃ ॥ ১৮ ॥  
 পুরোজবো মনঃপূর্বজবোহথ পবমানকঃ ।  
 ধূত্রানীকশ্চিত্ররেফো বহুরূপোহথ বিশ্বধ্বক্ ॥ ১৯ ॥  
 মর্যাদাগিরয়ঃ সপ্ত নদ্যঃ সপ্তৈব কীর্তিতাঃ ।  
 ঈশান উরুশৃঙ্গোহথ বলভদ্রঃ শতকেশরঃ ॥ ২০ ॥

আপ ইতি । হে আপঃ পুরুষবীৰ্য্যা ঈশ্বরাল্লকবীৰ্য্যাঃ স্ত ভবথ । অতএব ভূভুবঃস্বঃ  
 ত্রৈলোক্যং পুনস্তাঃ তা ভবন্ত্যা নোহস্মাকং স্পৃশতাং স্পর্শনং কুর্ষতাং ভুবঃ শরীরানি  
 পুনস্ত । যতঃ আত্মনঃ স্বরূপেণৈব অমৌবগ্নীঃ পাপহন্তাঃ ॥ ১৩—২৪ ॥

কি, তুমি স্বরূপেই সমুদয় পাপ হরণ কর । অতএব আমরা স্পর্শ করিতেছি ; আমাদের  
 দেহ পবিত্র কর । এই প্রকার মন্ত্রজপান্তে তাঁহারা বিবিধ স্তবগান করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥  
 এইরূপ ক্ষীরোদসাগরের পর, দ্বাত্রিংশৎ লক্ষযোজন বিস্তৃত এবং তৎ পরিমাণবিশিষ্ট  
 দধিসাগরে বেষ্টিত শাকদ্বীপ প্রতিষ্ঠিত আছে । যাহাতে পরম উৎকৃষ্ট শাকনামক পাদপ  
 পরিশোভিত হইতেছে ॥ ১৫—১৬ ॥ নারদ ! এই বৃক্ষ হইতেই তদধিষ্ঠানক্ষেত্র ঐ দ্বীপের  
 ঐ রূপ নামকরণ হইয়াছে । প্রিয়ত্রতের পুত্র মেধাতিথি এই দ্বীপের অধিপতি ॥ ১৭ ॥  
 তিনি ইহাকে আপনার পুত্রগণের নামে পরিগণিত এবং সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া তত্তৎ  
 বর্ষে সেই সাত পুত্রকে স্থাপন করতঃ স্বয়ং যোগগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥ ঐ সকল  
 বর্ষের নাম পুরোজব, মনোজব, পবমানক, ধূত্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্ব-  
 ধ্বক্ ॥ ১৯ ॥ এই সকল বর্ষে প্রত্যেকে এক এক ক্রমে সাতটি সীমাপর্যন্ত ও সাতটি নদী  
 আছে । পর্যন্ত সকলের নাম, ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর সহস্রশ্রোতক, দেবপাল  
 ও মহাসন এবং নদী সকলের নাম অনবা, আয়ুর্দী, উত্তরস্পৃষ্টি, অপরাঞ্জিতা, পঞ্চপদী,  
 এবং সহস্রক্রতি ও নিজধৃতি । এই সাতটিই মহানদী ও সকলেই সমুজ্জলস্বরূপবিশিষ্ট ।

সহস্রশ্রোতকো দেবপালোহপ্যন্তে মহাসনঃ ।

এতেহদ্রয়ঃ সপ্ত চোক্তাঃ সরিষামানি সপ্ত চ ॥ ২১ ॥

অনঘা প্রথমাযুর্দা উভয়স্পৃষ্টিরেব চ ।

অপরাজিতা পঞ্চপদী সহস্রশ্রুতিরেব চ ॥ ২২ ॥

ততো নিজধ্বতিশ্চোক্তাঃ সপ্তনদ্যো মহোচ্ছলাঃ ।

তদ্বর্ষপুরুষাঃ সর্বে সত্যব্রতক্রতুভ্রতো ॥ ২৩ ॥

দানব্রতানুভ্রতো চ চতুর্বর্ণা উদীরিতাঃ ।

ভগবন্তুং প্রাণবায়ুং প্রাণায়ামেন সংযুতাঃ ॥ ২৪ ॥

যজন্তি নিধুঁতরজস্তুমসঃ পরমং হরিম্ ।

অন্তঃপ্রবিষ্ট ভূতানি যো বিভর্ত্যাত্মকেতুভিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্তর্ধামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে ইদম্ ।

পরস্তাদধিমণ্ডোদাত্ততস্তু বহুবিস্তরঃ ॥ ২৬ ॥

পুষ্করদ্বীপনামায়ং শাকদ্বীপদ্বিসংগুণঃ ।

স্বসমানেন স্বাদূদকেনায়ং পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২৭ ॥

যত্রাস্তে পুষ্করং ভ্রাজদগ্নিচূড়ানিভানি চ ।

পত্রাণি বিশাদানীহ স্বর্ণপত্রায়ুতায়ুতম্ ॥ ২৮ ॥

আত্মকেতুভিঃ প্রাণাদিবৃত্তিভিঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

শাকদ্বীপদ্বিসংগুণঃ শাকদ্বীপদ্বিসংগুণপরিমাণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

জলনশিখাবদমলানাম্ কনকপত্রাণামযুতানামযুতানি যন্মিন্ তৎ ॥ ২৮—২৯ ॥

তদ্বর্ষী পুরুষগণ সকলে যথাক্রমে সত্যব্রত, ক্রতুভ্রত, দানব্রত ও অনুভ্রত নামধেয়সম্পন্ন বর্ণচতুষ্টয়ে বিচ্ছিন্ন। তাঁহারা প্রাণায়ামপরায়ণ ও তৎসহকারে রজঃ ও তমোগুণকে বিনষ্ট করিয়া, প্রাণবায়ুদ্বীপী পরাৎপরস্বরূপ হরির বজনা করিয়া থাকেন। তাহার মন্ত এই, যিনি ভূতমাত্রেরই অন্তরে প্রবেশপূর্বক প্রাণাদি বৃত্তি দ্বারায় তাহাদের পোষণ করেন ; যিনি সাক্ষাৎ সকলের অন্তর্ধামী ও পরমনিয়ন্তা এবং এই বিশ্বমণ্ডল বাহীর বশে রহিয়াছে, তিনি আমাদের সকলকে পালন করুন। নারদ ! এই দধিসাগরের পর, তাহা অপেক্ষা বহুবিস্তৃত ও শাকদ্বীপ অপেক্ষা বিগুণিত পুষ্কর নামক দ্বীপ প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা আগনার সমপরিমাণ দুগ্ধসাগরে সর্বথা পরিবেষ্টিত ॥ ২৫—২৭ ॥ এই দ্বীপে যে পুষ্কর শোভা পাইতেছে, তাহার পত্র সকল বেক্ষপ বিশদ তেমনই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার দ্বার প্রতিভাসম্পন্ন। সেই পুষ্কর এইরূপ স্বর্ণকান্তি অমৃত অমৃত পাত্র অলঙ্কৃত ॥ ২৮ ॥

শ্রীমদ্ভগবতশ্চন্দমাসনং পরমেশ্বিনঃ ।

কল্পিতং লোকগুরুণা সৰ্বলোকসিসৃক্ষয়া ॥ ২৯ ॥

তদ্বীপ এক এবায়ং মানসোত্তরনামকঃ ।

অৰ্বাচীনপরাচীনবর্ষয়োর্বধির্গিরিঃ ॥ ৩০ ॥

উচ্ছ্রায়াময়োঃ সংখ্যায়ুতযোজনসম্মিতা ।

যত্র দিক্ষু চ চত্বারি চতস্রষু পুরাণি হ ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রাদিলোকপালানাং যদুপর্যর্কনির্গমঃ ।

মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ষ্বন্ ভানুঃ পর্যোতি যত্র হি ॥ ৩২ ॥

সংবৎসরাত্মকং চক্রং দেবাহোরাত্রতো ভ্রমন্ ।

প্রৈয়ত্রতোহধিপো বীতিহোত্রঃ স্বাত্মজকদ্বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

বর্ষদ্বয়ে পরিস্থাপ্য বর্ষনামধরং ক্রমাৎ ।

রমণো ধাতকিশ্চৈব তত্ত্ববর্ষপতী উভৌ ॥ ৩৪ ॥

কৃতাঃ স্বয়ং পূর্বজবদ্ভগবদ্ভুক্তিতৎপরাঃ ।

তদ্বর্ষপুরুষা ব্রহ্মরূপিণং পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ দ্বীপে এক এব পর্বতঃ খণ্ডদ্বয়ং চেত্যাহ তদ্বীপ এক এবোতি ॥ ৩০—৩২ ॥

দেবাহোরাত্রতঃ দেবানামহোরাত্রাত্যায়ুত্তরদক্ষিণায়নাত্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ব্রহ্মরূপিণং কমলাসনমূর্তিম্ ॥ ৩৫ ॥

সকল লোকের গুরু বাসুদেব, লোক সকলের সৃষ্টিকামনা-বশংবদ হইয়া, ষট্‌দিক্‌শাশালী পরমেশ্বরী ব্রহ্মার আসনরূপে ঐ পুরুষের পরিকল্পনা করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ এই দ্বীপে মানসোত্তরনামক একমাত্র পর্বত খণ্ডদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া, অৰ্বাচীন ও পরাচীন নামক বর্ষদ্বয়ের সীমা নির্ধারণ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ ইহা উর্ধ্বে ও বিস্তারে অযুত-যোজন-পরিমিত । ইহার চারিদিকে চারিটি পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩১ ॥ ইন্দ্রাদি লোকপালচতুষ্টয় ঐ সকল পুরীর অধিপতি । ইহাদের উপরি হইতেই ভগবান্ ভাস্কর বিনির্গত হইলেন এবং মেরু প্রদক্ষিণ করিয়া তথায় গমন করেন ॥ ৩২ ॥ সংবৎসর তাঁহার চক্র ; তিনি সেই চক্রে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ ক্রমে ভ্রমণ করিয়া থাকেন । প্রৈয়ত্রতের পুত্র বীতিহোত্র এই দ্বীপের অধিপতি ; তিনি আপনার দুই পুত্রকে যথাক্রমে ঐ দুই বর্ষে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন । ইহাদের দুই জনের নাম রমণ ও ধাতকি । ইহারা উভয়ে তত্ত্বৎ বর্ষের নাম ধারণ-পূর্বক আধিপত্যে নিযুক্ত হইলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তদ্বর্ষীয় পুরুষগণ পূর্ব পূর্ববর্ষীয় পুরুষগণের জ্ঞান, স্বয়ংসিদ্ধ ও ভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইয়া, কমলাসনমূর্তি পরমেশ্বরের আরাধনা করেন এবং দ্বাছাতে ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাদৃশ যোগমার্গের অনুশীলনে



সকর্ষকেন যোগেন যজন্তি পরিশীলিতাঃ ।

যন্তংকর্ষময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোহর্চয়েৎ ।

একান্তমদ্বয়ং শান্তং তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
অবশিষ্টদ্বীপবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সকর্ষকেন ব্রহ্মসালোক্যাদিসাধনেন কর্ষময়ং কর্ষকলরূপম্ । ব্রহ্ম লিঙ্গ্যতে যন্তাৎ ।  
একস্তিন্নেব পরমেশ্বরেহস্তো নিষ্ঠা যন্ত তম্ । অতএব বস্ততোহষ্টৈতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

স্বতঃপরতঃ সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকেন । তাঁহাদের উপাসনার মন্ত্র এই, (যিনি কর্ষ সকলের  
ফলস্বরূপ, যিনি ব্রহ্মের প্রকাশ স্থান, যিনি একমাত্র পরমেশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত এবং  
লোক সকল ঘাঁহার অর্চনা করে, সেই অদ্বয়স্বরূপ শান্তস্বরূপ ভগবানকে নমস্কার  
করি ॥ ৩৫—৩৬ ॥ )

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্ট দ্বীপ বর্ণন নামক  
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

~~~~~

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

ততঃপরস্তাদচলো লোকালোকেতি নামকঃ ।

অন্তরালে চ লোকালোকয়োৰ্যঃ পরিকল্পিতঃ ॥ ১ ॥

যাবদস্তি চ দেবৰ্ষে হস্তরং মানসোত্তরাৎ ।

অমেরোস্তাবতী শুদ্ধা কাঞ্চনী ভূমিরস্তি হি ॥ ২ ॥

দৰ্পণোদরতুল্যা সা সৰ্বপ্রাণিবিবৰ্জিতা ।

যস্মাং পদার্থঃ প্রহিতো ন কিঞ্চিৎ প্রভূদীয়তে ॥ ৩ ॥

ত্রিংশতিরেকেনোনেত পদৈরথ ততঃপরম্ ।

লোকালোকগিরেঃ সমাক্ ব্যবহাষষ্টমুচ্যতে ॥

ততঃপরস্তাদিতি ততঃ শুদ্ধোদাৎ পরস্তাৎ । লোকঃ সূর্যাদ্যালোকবান্ দেশঃ অলোকস্তদ্রহিতস্তরোরস্তরালে মধ্যে তয়োৰ্কিভাগার্থে যঃ কল্পিতঃ স লোকালোকাচলো-  
হন্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ততঃপরস্তাদিত্যুক্তং তদেতৎ কিরতাস্তরেণেতাপেক্ষায়াঃ তদন্তর্কর্ষিত্বীঃ ভূমিমাং যাবদ-  
স্তীতি । যাবন্নানসোত্তরং মেরুরস্তরং সার্কসপ্লক্কোত্তরসার্ককোটপরিমিতম্ । তাবতী  
ভূঃ শুদ্ধোদাৎ পরতোহস্তি । তত্র চ প্রাণিনোহপি স্তি । কাঞ্চনী ভূমিরিত্যত্র পূর্কোক্ত-  
ভূমেরন্তেতি শेषঃ । এবঞ্চ ততঃ পূর্কোক্তভূমেরন্তা কাঞ্চনী ভূমিরন্তীত্যর্থঃ । সা চৈকোন-  
চত্রারিংশলক্কোত্তরকোট্যষ্টকপরিমিতা জ্ঞেয়া । অর্কপুঙ্করদ্বীপেন সহ শুদ্ধোদঃ যগ্নবতি-  
লক্ষাণি । এবং হি সতি মেরুলোকালোকয়োৰস্তরং সার্কদ্বাদশকোটপরিমিতং বক্ষ্যমাণ-  
মুপপন্নং ভবতি । এতদেব শৈবতস্তেবুক্রম্ । কোটিদ্বয়ং ত্রিপঞ্চাশলক্ষাণি চ ততঃ পরম্ ।  
পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি সপ্তদ্বীপাঃ সমাগতাঃ । ততো হেমময়ীভূমির্দশকোটিক্করাননে ।  
দেবানাং ক্রীড়নার্থায় লোকালোকস্ততঃ পরমিতি । অত্র চ দশকোটিক্কং পূর্কোক্তভূম্যা  
সহ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২ ॥

সৰ্বপ্রাণিবিবৰ্জিতেতি দেববাতিরেকেনেতি বিজ্ঞেয়ম্ । দেবানাং ক্রীড়নার্থায়েতাক্ষ-  
ত্বাৎ । প্রভূদীয়তে প্রভূপলভ্যতে স্ববর্ণমেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, এই স্বাহুসাগরের পর লোকালোক নামে পৰ্ব্বত প্রতিষ্ঠিত  
আছে । লোক ও অলোক এই উভয় দেশের অন্তরালে তাহাদের বিভাগ নিরূপণার্থ ঐ  
পৰ্ব্বতের কল্পনা হইয়াছে ॥ ১ ॥ দেবৰ্ষে ! মানসোত্তর ও মেরু উভয়ের মধ্যে যাবৎ অন্তর,  
তাবৎ কাঞ্চনময়ী ভূমি আছে ॥ ২ ॥ ঐ ভূমি দৰ্পণোদর তুল্য উহাতে কোনরূপ  
প্রাণিসমাগম সম্পর্ক নাই । ইহার কারণ এই, উহাতে কোন পদার্থ স্থাপন করিলে,  
তাহার কিছুই আর পাওয়া যায় না । তৎসমুদায়ই স্ববর্ণরূপে পরিণত হয় ॥ ৩ ॥ নারদ ! এই

অতঃ সৰ্বপ্রাণিসজ্জরহিতা সা চ নারদ ! ।

লোকালোক ইতি ব্যাখ্যা যদত্র পরিকল্পিতা ॥ ৪ ॥

লোকালোকান্তরে চাস্ত বৰ্ত্ততে সৰ্বদা স্থিতিঃ ।

ঈশ্বরেণ সলোকানাং ত্রয়াণামন্তগঃ কৃতঃ ॥ ৫ ॥

সূর্য্যাदीনাং ধ্রুবাস্তানাং রশ্ময়ো যদ্বশাদিহ ।

অৰ্বাচীনাশ্চ ত্রীল্লোকানাতস্থানাঃ কদাপি হি ॥ ৬ ॥

পরাচীনত্বভাজোহি ন ভবন্তি চ নারদ ! ।

তাবদ্বহনায়ামঃ পৰ্বতেন্দ্রো মহোদয়ঃ ॥ ৭ ॥

এতাবাল্লোকবিন্যাসোহয়ং সংস্থামানলক্ষণৈঃ ।

কবিভিঃ স তু পঞ্চাশৎকোটিভির্গণিতস্ত চ ॥ ৮ ॥

ভূগোলস্ত চতুর্থাংশো লোকালোকাচলো যুনে ! ।

তশ্চোপরি চতুর্দিকু ব্রহ্মণা চাত্মযোনিয়া ॥ ৯ ॥

যতঃ স্তব্ধমেব ভবতি ন তু তৃণৌষধিখাদিকং ততোহস্তপ্রাণিনিবাসযোগ্যস্থানা-  
ভাবানন্তপ্রাণিনো দেবাদিবাতিরিক্তা ন সন্তীতাহ অত ইতি ॥ ৪ ॥

লোকালোক ইতি ব্যাখ্যা যদত্র পরিকল্পিতা । পূৰ্বতন্ত কারণং শৃণুতাহ লোকা-  
লোকান্তরে চেতি । লোকবদ্দেশলোকাতাববদ্দেশরোরন্তরে যতোহস্ত পৰ্বতস্ত স্থিতিৰ্বৰ্ত্ততে  
ততঃ ইত্যর্থঃ । কেনৈতন্ত স্থিতিঃ কল্পিতা তত্রাহ ঈশ্বরেণেতি অন্তগঃ লোকত্রয়স্তান্তে  
পরিতো মৰ্য্যাদরূপো বিহিতঃ ॥ ৫ ॥

তন্নিমিত্তমাহ যস্মাৎ প্রতিবন্ধকাৎ সূর্য্য আদির্ঘেষাম্ । আতস্থানাঃ সমস্তাৎ প্রকা-  
শরন্তঃ পরতো গন্তং ন শকু বন্তি তাবদ্বহনমুৎসেধস্তদমুরূপ আয়ামশ্চ বিস্তারো যন্ত ।  
ধ্রুবাদিপ্যচ্ছিত্ত্বাভিলোকীমৰ্য্যাদাভূত ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

এতাবানিতি সংস্থাকারঃ কথিতঃ । কবিতিন্ময়া বা লোকালোকাচলস্ত পরিগণমাহ  
স চেতি । সোহয়ন্ত লোকালোকাচলচতুর্থাংশসার্দ্ধদশকোট্যা মেরোরেকত ইতি দ্রষ্ট-  
ব্যম্ ॥ ৮ ॥

তশ্চোপরি পৰ্বতোপরি ॥ ৯—১০ ॥

জন্ত কোন প্রাণীই সেখানে থাকিতে পারে না এবং এই জন্তই উহার লোকালোকনাম  
দেওয়া হইয়াছে ॥ ৪ ॥ তাহার মূল এই, লোক ও অলোক এই উভয়ের অন্তরালে সৰ্বদা  
উহা প্রতিষ্ঠিত আছে । স্বয়ং ঈশ্বর উহাকে তিনলোকের সীমারূপে নির্ধারণ করিয়া-  
ছেন ॥ ৫ ॥ সূর্য্যাদি ধ্রুবাস্ত সমুদয় গ্রহেরই কিরণপরম্পরা উহার আয়ত্ত হইয়া আছে  
পরন্তু উহার মধ্যগত হইয়া লোকত্রয়ে বিস্তৃত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ নারদ ! এই পরম  
মহীয়ান্ পৰ্বতরাজ এইরূপ উন্নত ও বিস্তারবিশিষ্ট যে, কোন কালেই সেই রশ্মি সমস্ত  
উহার অভিক্রমণে সমর্থ হয় না ॥ ৭ ॥ কবিগণ বলিয়া থাকেন, ঐ পৰ্বতের আকার,  
পরিমাণ ও লক্ষণ দ্বারা এইরূপ হির হইয়াছে :য, ইহা পঞ্চাশৎ পরিমিত ভূগোলের



নিবেশিতা দিগ্গজা যে তন্মামানি নিবোধত ।

ঋষভঃ পুষ্কচূড়োহথ বামনোহথাপরাজিতঃ ॥ ১০ ॥

এতে সমস্তলোকস্য স্থিতিহেতব ঈরিতাঃ ।

তেষাঞ্চ স্ববিভূতীনাং বহুবীৰ্য্যোপবৃংহণম্ ॥ ১১ ॥

বিশুদ্ধসত্ত্বৈশ্বর্য্যং বর্দ্ধয়ন্ ভগবান্ হরিঃ ।

আন্তে সিদ্ধ্যক্টকোপেতো বিশ্বক্সেনাদিসংবৃতঃ ॥ ১২ ॥

নিজায়ুধৈঃ পরিবৃতো ভুজদণ্ডৈঃ সমং ততঃ ।

আন্তে সকললোকস্য স্বস্তয়ে পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

আকল্পমেবং বেশং স গতো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।

স্বমায়ারচিতস্তাশ্চ গোপীধারাত্মসাধনঃ ॥ ১৪ ॥

যোহন্তুর্বিস্তার এতেন হলোকপরিমাণকম্ ।

ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকালোকাচল ইতীরগাৎ ॥ ১৫ ॥

তেষাং চেতি । তেষাং দিগ্গজানাম্ । স্ববিভূতীনাং স্বাংশভূতানাঞ্চ মহেশ্বাদীনাঞ্চ  
বিবিধবীৰ্য্যোপবৃংহণায় সকললোকস্বস্তয়ে চ ভগবাঃস্তস্মিন্মাত্রে ইত্যায়নঃ । কিং কুর্কন্  
আয়নঃ স্বস্ত যাদ্বিকং সত্ত্বং তৎ সঙ্কাররমাণঃ আবিষ্কৃকন্ । কীদৃশং সত্ত্বং ধর্ম্মজ্ঞানাদীশ্রষ্টমহা-  
সিদ্ধয়শ্চোপলক্ষণং যন্ত তৎ । দোর্দণ্ডৈশ্বর্য্যপলক্ষিতঃ স মহাবিভূতেঃ পরমেশ্বর্য্যাস্ত পতিত্বাদে-  
ক্যৈব মূর্ত্যু আয়নো গোপমায়া রচিতস্তাশ্চ লোকস্য গোপীধার রক্ষণাঙ্গৈষ ভগবানেবভূত  
আকল্পবেশজত ইতি সার্কজিহ্নোকানামর্থঃ । ইয়ং ব্যাখ্যা মূলঞ্চ কিকিদিবমম্ ॥ ১১—১৪ ॥

যোহন্তুরিতি । গোহয়মস্তুরবিস্তার ব্যাখ্যাতঃ । এতেনালোকপরিমাণং ঘেরোরেকতঃ  
সার্কজাদশকোট্য ব্যাখ্যাতং ভবতি । যদ্ব্যস্মাদেতদ্ব্যবহির্লোকাচলো ভবতীতি কণিতং  
তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

চতুর্ধাংশ । ইহার উপরি চতুর্দিকে আয়ুধোনি ব্রহ্মা যে সকল দিগ্গজ সন্নিবেশিত  
করিয়াছেন, তাহাদের নাম সকল শ্রবণ কর । ঋষভ, পুষ্কচূড়, বামন ও অপরা-  
জিত ॥ ৮—১০ ॥ এই গজচতুষ্টয় সমস্ত লোকের স্থিতিবিধান করিতেছে, এইরূপ  
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ভগবান্ হরি এই সকল গজের ও ইজাদি স্বকীয় বিভূতি সকলের  
বিবিধ বীৰ্য্য সংবর্দ্ধিত এবং স্বকীয় বিশুদ্ধ স্বভাব ও ঐশ্বর্য্য আবিষ্কৃত করিয়া, অগ্নিমাди  
অষ্টবিধ মহাসিদ্ধির সহিত সংমিলিত বিশ্বক্সেনাদি পার্শ্বদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া,  
উহাতে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১—১২ ॥ তিনি সকলের অধিতীয় ঈশ্বর । সকল  
লোকের স্বস্থিতিবিধানার্থ স্বকীয় অনন্ত সাধারণ সূদর্শনাদি আয়ুধ ও ভুজদণ্ডমণ্ডলে  
বিমণ্ডিত হইয়া, অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৩ ॥ তিনি আপনিই আপনার কারণ এবং সর্বদা  
সর্ব স্থলে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন । তাঁহার কোন কালে কোন দেশে ও  
কোন অবস্থাতেই কম নাই । এই জগৎ তদীয় অসাধারণ মাত্রাবলে আবিষ্কৃত হই-

ততঃপরস্তাদ্যোগেশ গতিং শুদ্ধাং বদন্তি হি ।

অণুমধ্যগতঃ সূর্যো দ্যাভাতুম্যোৰ্যদন্তরম্ ॥ ১৬ ॥

সূর্যাণ্ডগোলয়োর্মধ্যে কোট্যঃ সূর্যঃ পঞ্চবিংশতিঃ ।

মৃতেহণ্ড এষ এতস্মিন্ জাতো মার্ত্তণ্ডশব্দভাক্ ॥ ১৭ ॥

হিরণ্যগর্ভ ইতি যদ্ধিরণ্যাণ্ডসমুদ্ভবঃ ।

সূর্যেণ হি বিভজ্যন্তে দিশঃ খন্দ্যোর্মহীভিদাঃ ॥ ১৮ ॥

স্বর্গাপবর্গো নরকারসৌকাংসি চ সর্বশঃ ।

দেবতির্যঙ্গনুষ্যাণাং সরীসৃপসবীকৃধাম্ ॥ ১৯ ॥

সর্বজীবনিকায়ানাং সূর্য আত্মাদৃগীশ্বরঃ ।

এতাবান্ ভূমণ্ডলস্য সন্নিবেশ উদাহৃতঃ ॥ ২০ ॥

ততঃপরস্তান্নলোকালোচনাৎ । আলোকাধাপরস্তাত্ত্ব বিগুহ্যান্দিজপুত্রানয়নেহর্জুনস্ত  
শ্রীকৃষ্ণেন দর্শিতাঃ বিস্তরেণোক্তঃ ব্রহ্মাণ্ডমানঃ সর্বতোহপি নিরূপয়তি অণুমধ্যগত ইতি ।  
অণুগতমধ্যগতঃ কিস্তমধ্যঃ তদাহ । দ্যাভাতুম্যোঃ পূর্বোত্তরকপালয়োৰ্যদন্তরং মধ্যঃ  
স্থানম্ ॥ ১৬ ॥

সর্বতঃ পঞ্চবিংশতিকোট্যঃ । অণুমধ্যাবস্থানে কারণং তন্মামনির্কচনেনাহ মৃতে অচে-  
তনে । এষ বৈরাজরূপেণ যস্মাৎ প্রবিষ্টস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ সূর্যোষ্টৈব বিভজ্যন্তে দিশঃ । খন্ডস্তরিকম্ । ভিদা অন্তোহপি বিভাগঃ । স্বর্গাপ-  
বর্গো ভোগমোক্ষদেশো । রসৌকাংসি অতলাদীনি ॥ ১৮ ॥

উপাসনার্থমাহ । দেবেতি । দেবাদীনাং সূর্য আত্মা দৃগীশ্বরো নেত্রাধিষ্টাতা চ ॥ ১৯ ॥

ভূমণ্ডলসন্নিবেশকথনমুপসংহরতি এতাবানিতি । বিস্তারেণ পঞ্চাশৎকোট্যঃ । উৎ-  
সেধেন পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ২০ ॥

যাছে । তিনি তাহারই রক্ষণার্থ করপর্ধ্যস্ত ঐ রূপ বেশে বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥  
পূর্বে যে অন্তর্বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই আলোকের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া  
থাকে । কেননা, ইহার বহির্ভাগে লোকালোক প্রতিষ্ঠিত আছে, কথিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

(লোকালোকপর্কতের পরেই সকল দোষ বিমুক্ত যোগেশ্বরগতি প্রতিষ্ঠিত, এই প্রকার  
লোকবাদ প্রচলিত আছে । স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয়ের যে অন্তর, সূর্য্য সেই অণুর মধ্য-  
গত হইয়া আছেন ॥ ১৬ ॥ সূর্য্য ও অণুগোলক, এই উভয়ের অন্তর্দেশের পরিমাণ পঞ্চ-  
বিংশতি কোটি । এই অণু অচেতন হইলে, উহাতে বৈরাজরূপে প্রবেশ করিয়া  
থাকেন বলিয়া সূর্য্যের নাম মার্ত্তণ্ড হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ এইরূপ হিরণ্যাণ্ড হইতে সমুদ্ভূত  
হওয়াতে, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া থাকে । এই সূর্য্যই সমুদয় দিক্, আকাশ, স্বর্গ,  
পৃথিবী এই সকলের যথাযথ বিভাগ ও অন্তান্তপ্রকার ভাগ করনা করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥  
তিনিই স্বর্গ ও অপবর্গ, নরক ও পাতালাদি অধোভূবন সমস্ত, দেবগণ, মনুষ্যাগণ, তির্য্যগ-  
বর্গ, সরীসৃপ, বীকৃষ এবং অন্তান্ত সমুদয় জীবসমূহ, এই সকলের আত্মা এবং

এতেন হি দিবো মানং বর্ণয়ন্তি চ তদ্বিদঃ ।  
 দ্বিদলানাঞ্চ নিম্পাবাদীনাঞ্চ দলয়োৰ্যথা ॥ ২১ ॥  
 অন্তরেণ তয়োঁরন্তরীক্ষন্তুভয়সঙ্কিতম্ ।  
 যন্মধ্যগচ্চ ভগবান্ ভানুর্কৈ তপতাংবরঃ ॥ ২২ ॥  
 আতপেন ত্রিলোকীঞ্চ প্রতপত্যেব ভাসয়ন্ ।  
 উত্তরায়ণমাসাদ্য গতিমান্দ্যং বিতম্বতে ॥ ২৩ ॥  
 আরোহণস্থানমসৌ গজাহোদৈর্ঘ্যমাচরেৎ ।  
 দক্ষিণায়নমাসাদ্য গতিশৈত্র্যং বিতম্বতে ॥ ২৪ ॥  
 অবরোহস্থানমসৌ গচ্ছন্ ব্রহ্মং দিনং চরেৎ ।  
 বিষুবৎসংক্রমাসাদ্য গতিসাম্যং বিতম্বতে ॥ ২৫ ॥  
 সমস্থানমথাসাদ্য দিনসাম্যং করোতি চ ।  
 যদা চ মেঘতুলয়োঃ সঞ্চরেদ্ধি দিবাকরঃ ॥ ২৬ ॥

এতৎপরিমাণং দিবো দ্ব্যলোকস্তেত্যত্র দৃষ্টান্তো দ্বিদলয়োঁর্মধ্যে যথৈকশ্চ মানেনাপরশ্চ  
 মানমুপদিশ্যতে তদ্বৎ ॥ ২১ ॥

তয়োঁর্দ্বিদলয়োঁর্মধ্যে বদন্তরম্ । কিন্তুত্রাহ তদ্বতয়সঙ্কিতং তাত্যামুভয়তঃ সংলগ্নম্ ।  
 যন্মধ্যগ ইত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥

উত্তরায়ণং গজা কিমিতি গতে মান্দ্যং করোতি তেন চ কিন্তুবতি তদাহ আরোহণ-  
 স্থানমুচ্চস্থানম্ । পর্ততমারোহতি যতন্তু গতিমান্দ্যং প্রসিদ্ধমেব তথাত্রাপি উত্তরায়ণ-  
 কালে আরোহণস্থানে ন গচ্ছতি তেন চাহোদৈর্ঘ্যং দিবসদৈর্ঘ্যং ভবতীত্যর্থঃ । এবমেবাব-  
 রোহস্থানে ন নীচমার্গেণ গমনে গতিশৈত্র্যং দিবসান্নত্বঞ্চ ভবতীত্যাহ দক্ষিণায়নেতি ॥ ২৪ ॥

এবমেব সাম্যমার্গেণ গচ্ছতঃ সাম্যং ভবতীত্যাহ বিষুবদिति ॥ ২৫ ॥

তদেব প্রপঞ্চয়তি যদেতি ॥ ২৬ ॥

তাহাদের সকলেরই দৃষ্টির অধিনেতা । হে নারদ ! ভূমণ্ডলের এইরূপ সন্নিবেশ বিনির্দিষ্ট  
 হইয়াছে অর্থাৎ উহার বিস্তার পঞ্চাশৎ কোটি এবং উৎসেধ পঞ্চবিংশতি ॥ ১৯—২০ ॥ চণক  
 প্রভৃতি দ্বিদল সকলের দলব্বয়ের মধ্যে একতরের পরিমাণ দ্বারা যেমন অন্ততরের পরিমাণ  
 হইয়া থাকে, সেই পরিমাণবিৎ ব্যক্তিগণ ভূমণ্ডলের উল্লিখিত পরিমাণ দ্বারা স্বর্গমণ্ডলের  
 পরিমাণ নির্দেশ করেন ॥ ২১ ॥ ইহাদের উত্তরের যে অন্তর উত্তরে সংলগ্ন হইয়া আছে,  
 তাহাই অন্তরীক্ষ । অগ্রগণ্য ভগবান্ ভানুমান্ ইহারই মধ্যগত হইয়া আতপ  
 প্রদানপুরঃসর ত্রিলোকীকে সমুদ্ভাসিত ও সম্ভাপিত করিয়া উত্তরায়ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন  
 এবং তৎকৃত মান্দ্য গতি অবলম্বন করিয়া থাকেন ॥ ২৩—২৪ ॥ এবং তৎসহকারে উচ্চস্থ  
 হইয়া, দিবসের দীর্ঘতা বিধান করেন । সেটরূপ দক্ষিণায়ন প্রাপ্ত হইয়া, শীতগতি



সমানানি অহোরাত্রাণ্যাতনোতি ত্রয়ীময়ঃ ।

বৃষাদিপঞ্চম্ যদা রাশিধ্বকৌ বিরোচতে ॥ ২৭ ॥

তদাহানি চ বহুস্তে রাত্রয়োহপি ব্রহ্মস্তু চ ।

বৃশ্চিকাদিষু সূর্যো হি যদা সঞ্চরতে রবিঃ ॥ ২৮ ॥

তদাপীমান্যহোরাত্রাণি ভবন্তি বিপর্যয়াৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং অষ্টমস্কন্ধে  
লোকালোকগিরিব্যবস্থাবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

সমানানীতি । অত্যন্তবৈষম্যাভাবাৎ সমানানীতাক্তম্ ॥ ২৭—২৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

সাধনপূৰ্ব্বক অশুচ্যমার্গে গমন করিয়া, দিবসের হৃদয় সমাধান করিয়া থাকেন । অনন্তর  
বিষুবৎ প্রাপ্ত হইয়া, গতিসাম্য অবলম্বন করিয়া পরে সমস্থানে সমাগমপূৰ্ব্বক দিনসাম্য  
বিধান করেন । যে সময় তিনি মেঘ ও তুলা উভয়ে সঞ্চরণ করিয়া থাকে তখন সেই  
বেদময় বিভাকর দিন ও রাত্রি উভয়ের সাম্যতাব সম্পাদন করেন । অনন্তর বৃষাদি  
পঞ্চ রাশিতে সঞ্চরণ করিলে দিন সকল বর্দ্ধিত ও রাত্রি সকল খর্বীকৃত হয় এবং বৃশ্চি-  
কাদিতে সঞ্চরণ করিলে অহোরাত্রির বিপর্যয় তাব সংঘটিত হয় ॥ ২৫—২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে লোকালোকস্থিতি বর্ণন নামক  
চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

## পঞ্চদশোঃধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ভানোগমনমুত্তমম্ ।  
শীঘ্রগন্নাদিগতিভিত্তিবিধং গমনং রবেঃ ॥ ১ ॥  
সর্বগ্রহাণাং ত্রীণ্যেব স্থানানি সুরসত্তম ! ।  
স্থানং জারদগবং মধ্যং তথৈরাবতমুত্তরম্ ॥ ২ ॥  
বৈশ্বানরং দক্ষিণতো নির্দিষ্টমিতি তদ্বতঃ ।  
অশ্বিনী কৃত্তিকা যাম্যা নাগবীথীতি শব্দিতা ॥ ৩ ॥  
রোহিণ্যার্দ্রামৃগশিরো গজবীথ্যভিধীয়তে ।  
পুষ্যাশ্লেষা তথাদিত্যা বীথী চৈরাবতী স্মৃতা ॥ ৪ ॥  
এতাস্তু বীথয়স্তিস্র উত্তরো মার্গ উচ্যতে ।  
তথা হে চাপি ফল্গুন্যৌ মঘা চৈবার্ধভী মতা ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদৈরথ বিস্তরাৎ ।

রবের্গমনমান্যাদিপ্রকারঃ সম্যগুচ্যতে ॥

( ভানোগমনং বক্তুমাহ অতঃপরমিতি ॥ ১ ॥ )

মধ্যং গতিস্থানং জারদগবসংজ্ঞকমুত্তরমৈরাবতং দক্ষিণং বৈশ্বানরমিত্যর্থঃ । তত্রৈকৈকং স্থানং বীথীত্রয়াশ্চকমন্ত্যাহ অশ্বিনীতি । যাম্যা ভরণী । আদিত্যা অদিতিদেবতাকা পুনর্কস্বঃ । তথা চ ত্রিভিত্তিভিরশ্বিনাদিনক্ষত্রৈর্নাগবীথী গজবীথী ঐরাবতী চেতুস্তরমার্গেণ বীথীত্রয়ং সম্পন্নম্ ॥ ২—৪ ॥

পূর্কফল্গুনী উত্তরফল্গুনী মঘা চেতি নক্ষত্রত্রয়াশ্চিকা আর্ধভী বীথী ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ ! অতঃপর, সূর্য্য ধেরূপে গমন করেন তাহা সম্যক্ প্রকারে কীর্ত্তন করিতেছি প্রবণ কর । সূর্য্যদেবের শীঘ্র ও মন্নাদি গতিভেদে ত্রিবিধ গমন ॥১॥ হে সুরসত্তম ! গ্রহমাত্রেয়ই স্থান তিন প্রকার জানিবে । তন্মধ্যে মধ্যগতি স্থানের নাম জারদগব, উত্তরের নাম ঐরাবত এবং দক্ষিণকে বৈশ্বানর বলিয়া থাকে । অশ্বিনী, কৃত্তিকা ও ভরণী ইহার। নাগবীথী শব্দে উল্লিখিত হয় ॥ ২—৩ ॥ রোহিণী, আর্দ্রা ও মৃগশিরা ইহাদের নাম গজবীথী এবং পুষ্যা, শ্লেষা ও পুনর্কস্ব ইহার। ঐরাবতীবীথী নামে পরিগণিত ॥ ৪ ॥ এই তিন বীথীর নাম উত্তর মার্গ । পূর্কফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী এবং মঘা

হস্তশ্চিহ্না তথা স্বাতী গোবীথীতি তু শব্দিতা ।  
 জ্যেষ্ঠা বিশাখানুরাধা বীথী জারদগবী মতা ॥ ৬ ॥  
 এতাস্তু বীথয়স্তিস্রো মধ্যমো মার্গ উচ্যতে ।  
 মূলাষাঢ়োত্তরাষাঢ়া অজবীথ্যভিশব্দিতা ॥ ৭ ॥  
 শ্রবণঞ্চ ধনিষ্ঠা চ মার্গী শতভিষস্তুথা ।  
 বৈশ্বানরীভাদ্রপদে রেবতী চৈব কীৰ্ত্তিতা ॥ ৮ ॥  
 এতাস্তু বীথয়স্তিস্রো দক্ষিণো মার্গ উচ্যতে ।  
 উত্তরায়ণমাসাদ্য যুগাক্ষান্তর্নিবদ্ধয়োঃ ॥ ৯ ॥  
 কর্ষণং পাশয়োর্বায়ুবদ্ধয়ো রোহণং স্মৃতম্ ।  
 তদাভ্যন্তরগান্মণ্ডলাদ্রথশ্চ গতের্ভবেৎ ॥ ১০ ॥  
 মান্দ্যন্দিবসবৃদ্ধিশ্চ জায়তে সুরসত্তম ।  
 রাত্রিহ্রাসশ্চ ভবতি সৌম্যায়নক্রমো হয়ম্ ॥ ১১ ॥

তথা চ ত্রিভিঃ পূর্বকৃত্তাদিনক্ৰৈরার্ষভী গোবীথী জারদগবী চেতি বৈষুবতে মধ্যমমার্গে বীথীত্রয়ং সম্পন্নম্ ॥ ৬ ॥

মূলেতি । মূলনক্ৰতম্ । আষাঢ়া পূর্ক্সাষাঢ়েত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

মার্গী যুগবীথীত্যর্থঃ । তথা চ ত্রিভিঃ মূলাদিনক্ৰৈরজবীথী যুগবীথী বৈশ্বানরী চেতি দক্ষিণমার্গে বীথীত্রয়ং সম্পন্নম্ ॥ ৮ ॥

উত্তরায়ণমিতি । যুগাক্ষান্তর্নিবদ্ধয়োঃ পাশয়োর্বিত্যশ্বয়ঃ । বায়ুবদ্ধয়োরেতাদৃশয়োঃ পাশয়োর্বাকর্ষণং তদেব রোহণং স্মৃতমিত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ । ক্রবেণ যুগাক্ষকোটিনিবদ্ধ-বায়ুপাশদ্বয়াকর্ষণে রথস্তারোহণং তদাভ্যন্তরমণ্ডলপ্রবেশো গতিমান্যক্চেতি দিনবৃদ্ধৌ রাত্রি-হ্রাসশ্চ । দক্ষিণায়নে চ পাশপ্রেরণাদবরোহণে বহির্মণ্ডলপ্রবেশো গতিশেষ্যক্চেত্যাহো

ইহাদের নাম আর্ষভী বীথী ॥ ৫ ॥ হস্তা, চিহ্না ও স্বাতী ইহাদিগকে গোবীথী বলিয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠা, বিশাখা ও অনুরাধা, ইহাদের নাম জারদগবীবীথী ॥ ৬ ॥ এই বীথী-ত্রয়ের নাম মধ্যম মার্গ । মূলা, পূর্ক্সাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া ইহাদের নাম অজবীথী ॥ ৭ ॥ শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা ইহারা যুগবীথী নামে পরিগণিত । উত্তরভাদ্রপদ ও পূর্ক্সভাদ্র-পদ এবং রেবতী ইহারা বৈশ্বানরীবীথী-শব্দের বাচ্য ॥ ৮ ॥ এই তিন বীথীকে দক্ষিণমার্গ বলিয়া থাকে । উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে, এবং যেমন যুগাক্ষ কোটি সংলগ্ন বায়ুবদ্ধ পাশদ্বয়ের আকর্ষণ করে, তেমনি সূর্য্যরথের আরোহণ সম্পন্ন হইয়া থাকে । তাহার অভ্যন্তরগত মণ্ডল প্রবেশবশতঃ রথের গতি মন্দীভূত হইলে, দিবসের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস হইয়া থাকে । হে সুরসত্তম ! হে সৌম্য ! অয়নের ক্রমই এইরূপ জানিবে ॥ ৯—১১ ॥ দক্ষিণায়নক উক্ত পাশ প্রেরিত হইলে, রথের অবরোহণ ও তৎসহকারে বহির্মণ্ডলে



দক্ষিণায়নকে পাশে প্রেরণাদবরোহণম্ ।  
 বহির্মণ্ডলবেশেন গতিশৈত্রেয়ং তদা ভবেৎ ॥ ১২ ॥  
 তদা দিনান্নতা রাত্রিযুক্তিঞ্চ পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
 বৈষুবো পাশসাম্যাত্তু সমাবস্থানতো রবেঃ ॥ ১৩ ॥  
 মধ্যমণ্ডলবেশে চ সাম্যং রাত্রিদিনাদিকে ।  
 আকৃষ্যোতে যদা তৌ তু ধ্রুবেন সমধিষ্ঠিতৌ ॥ ১৪ ॥  
 তদাভ্যন্তরতঃ সূর্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি চ ।  
 ধ্রুবেন মুচ্যমানেন পুনা রশ্মিযুগেন তু ॥ ১৫ ॥  
 তথৈব বাহ্যতঃ সূর্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি চ ।  
 তন্নিম্নোরৌ পূর্বভাগে পূর্য্যস্ত্রী দেবধানিকা ॥ ১৬ ॥  
 দক্ষিণে বৈ সংযমনী নাম যাম্যা মহাপুরী ।  
 পশ্চান্নিম্নোচনী নাম বারুণী বৈ মহাপুরী ॥ ১৭ ॥  
 তদুত্তরে পুরী সৌম্যা প্রোক্তা নাম বিভাবরী ।  
 ঐন্দ্রপূর্য্যাং রবেঃ প্রোক্ত উদয়ো ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥

রাত্রয়োবিপর্যায়ঃ । বৈষুবতে তু পাশসাম্যায় সমাবস্থানে মধ্যমণ্ডলপ্রবেশে গতিসাম্যঃ  
 চেত্যহোরাত্রয়োঃ সাম্যমিতি ॥ ১২—১৩ ॥

এতদেব স্পষ্টয়তি আকৃষ্যোতে ইতি । তৌ বায়ুপাশাবিতার্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

তৃতীয়কোটিত্বার্থাচ্ছুক্তেতি বোধ্যম্ । অথোদয়াস্তাদিকং বক্তৃমুপক্রমতে তন্নিম্নোরাবিতি ।  
 পূর্কঃ মেরাবষ্টপূর্য্যোহতিহিতাস্ত্রী পুরী পূর্বভাগে বর্তত ইত্যর্থঃ । এবমুক্ত-  
 রত্র ॥ ১৬—১৭ ॥

প্রবেশবশতঃ গতির শীঘ্রতা সম্পাদিত হয় ॥ ১২ ॥ তখন দিনের অন্নতা ও রাত্রির বৃদ্ধি  
 হইয়া থাকে । মহাবিষুব ও জলবিষুব অর্থাৎ বৈশাখসংক্রান্তি ও কার্ত্তিকসংক্রান্তিতে যখন  
 ঐ পাশ সমানভাবে অবস্থিতি করে, তৎকালে সূর্য্যেরও সমাবস্থানপ্রযুক্ত মধ্যমণ্ডলে  
 রথের প্রবেশ ও তৎপ্রযুক্ত দিন ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে । সমানভাবে অবস্থিত  
 বায়ুক্লিষ্ট পাশটি যখন ধ্রুবনক্ষত্র আকর্ষণ করে তখন মধ্যে অবস্থিত সূর্য্য ও মণ্ডল পরি-  
 ভ্রমণ করিতে থাকে এবং পুনর্বার ধ্রুব যখন সেই বায়ুপাশ গ্রথ করিয়া দেয় তখন সূর্য্য মধ্য  
 মণ্ডলের বাহিরে আসিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে এবং মণ্ডলও ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয় । সেই মেরুর  
 পূর্বভাগে ইন্দের পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে দেবগণ তাহাতেই বাস করেন । এই জন্ত তাহার  
 নাম দেবধানিকা ॥ ১৬—১৭ ॥ মেরুর দক্ষিণে সংযমনী নামে বিখ্যাত যমের মহাপুরী  
 শোভা পাইতেছে । উহার পশ্চাৎভাগে নিম্নোচনী নামী বরুণের মহাপুরী প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৭ ॥  
 তাহার উত্তরে বিভাবরী নামে চন্দের পুরী বিরাজমান হইতেছে । নারদ ! ব্রহ্মবাদিগণ

সংযমন্ত্যঞ্চ মধ্যাহ্নে নিম্নোচন্যাং বিমীলনম্ ।  
 বিভাবর্যাং নিশীথঃ স্রাতিগ্নাংশোঃ সুরপূজিত ! ॥ ১৯ ॥  
 প্রবৃত্তেচ নিমিত্তানি ভূতানাং তানি সৰ্বশঃ ।  
 মেরোশ্চতুর্দিশং ভানোঃ কীৰ্ত্তিতানি ময়া যুনে ! ॥ ২০ ॥  
 মেরুস্থানাং সদা মধ্যাহ্নত এব বিভাতি হি ।  
 সব্যং গচ্ছন্দক্ষিণেন কৰোতি স্বৰ্ণপৰ্বতম্ ॥ ২১ ॥  
 উদয়াস্তময়ে চৈব সৰ্বকালন্তু সন্মুখে ।  
 দিশাস্বশেষাহু তথা সুরর্ষে ! বিদিশাসু চ ॥ ২২ ॥  
 বৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ ।  
 তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥ ২৩ ॥  
 নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সৰ্বদা সতঃ ।  
 উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥ ২৪ ॥

প্রবৃত্তেচ নিমিত্তানি গমনানীতি শেষঃ । চতুর্দিশমিত্যনেন যে মেরোর্দক্ষিণে দেশে  
 তেষামৈন্দ্রীয়ারভ্য পূর্বাদয়ঃ । যে পশ্চিমে দেশে তেষাং যাম্যারভ্য যে উত্তরে তেষাং  
 বারুণীয়ারভ্য যে পূর্বে তেষাং সৌম্যারভ্যোহুতম্ ॥ ২০ ॥

সব্যং গচ্ছন্নতি । নক্ষত্রাভিমুখতয়া স্বগত্যা মেরুং বামতঃ কুর্কল্পপি প্রদক্ষিণাবর্তপ্রব-  
 হাখাবায়ুলাম্যমাংজ্যোতিষ্চক্রবশাং প্রত্যহং দক্ষিণং কৰোতি । অতশ্চক্রগতিবশাদতি-  
 দূরতো ভূসংলগ্নস্তেব দর্শনমুদয়ঃ । আকাশমাক্রুতস্তেব দর্শনং মধ্যাহ্নঃ । ভূমিং প্রবিষ্টস্তেব  
 দর্শনমস্তময়ঃ । ততোহতীবদূরগমনে নিশীথ ইতি সমুদ্রতীরস্তদৃষ্টা চ । অস্তো বা এব  
 প্রাতরুদ্যোতপঃ সাগং প্রনিশতীতি প্রতিব্যবহারো ন বস্তুতঃ । ইদং সৰ্বং মনসি নিধায়াহ  
 দক্ষিণেন কৰোতীত্যাদিনা ॥ ২১—২৪ ॥

বলিয়া থাকেন, রবি ইন্দ্রের পুরীতে প্রথমতঃ উদিত হন ॥ ১৮ ॥ সংযমনীতে মধ্যাহ্নকালে  
 সমুপস্থিত হন ও নিম্নোচনীতে অস্ত যান এবং বিভাবরীতে যাইয়া নিশীথকালের আবির্ভাব  
 করেন ॥ ১৯ ॥ যুনে ! সূর্য্যের ঐরূপ মেরুর চতুর্দিকে উদয়াস্ত প্রভৃতি ঘটনা সমস্তই ভূত-  
 গণের স্ব স্ব কার্য্য প্রভৃতির কারণস্বরূপ জানিবে । ॥ ২০ ॥ মেরুবাসীগণ সৰ্বদা তাঁহারে  
 মধ্যগত দেখিয়া থাকেন । তিনি সেই সেই নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বাভিমুখে মেরুকে বাম  
 দিকে রাখিয়া, গমন করিলেও জ্যোতিষ্চক্রের বশে তাহাকে স্বদক্ষিণে স্থাপন করেন ॥ ২১ ॥  
 তাহার উদয় ও অস্ত সকল সময়েই সন্মুখে লক্ষিত হইয়া থাকে ; তন্নিমিত্ত, হে দেবর্ষে ! কি  
 দিক্ সমুদয়, কি বিদিক্মণ্ডলী যে যেখানে তাঁহাকে দেখিতে পায়, সেইখানেই তাহাদের  
 পক্ষে তাঁহার উদয় পরিকল্পিত হইয়া থাকে । আবার যেখানে তিনি অদৃশ্য হন, সেইখানেই  
 তাঁহার অস্ত কল্পনা করা হয় ॥ ২২—২৩ ॥ তিনি সকল সময়েই বিরাজমান আছেন স্তব্রাং  
 তাঁহার উদয় বা অস্ত নাই । পরন্তু তাঁহার দর্শন ও অদর্শনকেই লোকে উদয়াস্ত কহিয়া

শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্ স্পৃশত্যেব পুরত্রয়ম্ ।  
 বিকর্ণো' হৌ বিকর্ণস্থজীনাং কোণান্ হে পুরে তথা ॥ ২৫ ॥  
 সর্বেষাং দ্বীপবর্ষণাং মেরুরুত্তরতঃ স্থিতঃ ।  
 যৈষত্র দৃশতে ভানুঃ সৈব প্রাচীতি চোচ্যতে ॥ ২৬ ॥  
 তদ্বামভাগতো মেরুর্বর্ততেতি বিনির্ণয়ঃ ।  
 যদি চৈন্দ্র্যাঃ প্রচলতে ঘটিকাদশপঞ্চতিঃ ॥ ২৭ ॥  
 যাম্যাং তদা যোজনানাং সপাদং কোটিযুগ্মকম্ ।  
 সার্কিদ্ধাদশলক্ষাণি পঞ্চনেত্রসহস্রকম্ ॥ ২৮ ॥  
 প্রক্রামতি সহস্রাংশুঃ কালমার্গপ্রদর্শকঃ ।  
 এবং ততো বারুণীঞ্চ সৌম্যামৈন্দ্রীং সহস্রদৃক্ ॥ ২৯ ॥  
 পর্য্যেতি কালচক্রাত্মা দ্যুমনিঃ কালবুদ্ধয়ে ।  
 তথা চান্যে গ্রহাঃ সোমাদয়ৌ যে দিবিচারিণঃ ॥ ৩০ ॥

শক্রাদীনামিতি । যদা শক্রপূর্ণ্যাং তিষ্ঠতি তদা পুরত্রয়ং ইন্দ্রপুরং যমপুরং সৌম্যপুরং  
 বিকর্ণো' ঈশানকোণবহ্নিকোণৌ স্পৃশতি । অন্তপুরেবু বিকর্ণেষু চ স্পর্শাভাবো মেরুণা  
 বাবধানাং । এবং বিকর্ণস্তো বহ্নিপুরনিষ্ঠৌ যদা ভবতি তদা ত্রিকোণান্ বহ্নিকোণনিষ্ঠাতি-  
 কোণেশানকোণান্ হে পুরে ইন্দ্রপুরং যমপুরঞ্চ স্পৃশতি নাত্তদ্ব্যুৎকিরিতি ভাবঃ । এবং  
 যাম্যাদিপুরস্থত্বাপি বোধ্যম্ ॥ ২৫—২৬ ॥

যদা চৈন্দ্র্যাঃ সকাশাং পঞ্চদশঘটিকাভির্ঘাম্যাং প্রচলতে তদা যোজনানাং সপাদকোটি-  
 দ্বয়ং সার্কিদ্ধাদশলক্ষাণি পঞ্চনেত্রসহস্রকং নেত্রশব্দেন হৌ অঙ্গানাং বামতো গতিঃ । পঞ্চ-  
 বিংশতিসহস্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

থাকে ॥২৪॥ তিনি যখন ইন্দ্রের পুরীতে অবস্থিতি করেন, তখন ইন্দ্রপুর, যমপুর, চন্দ্রপুর, এই  
 পুরত্রয় এবং তৎসঙ্গে ঈশানকোণ ও বহ্নিকোণ আলোকিত করিয়া থাকেন । এইরূপ যখন  
 বহ্নিপуре অবস্থিতি করেন, তখন বহ্নিকোণ, ঈশানকোণ ও নৈঋতকোণ এই কোণত্রয় ও  
 তৎসমভিব্যাহারে ইন্দ্রপুর ও যমপুর এই পুরদ্বিতয় প্রদীপ্ত করিয়া থাকেন । এইরূপে যমা-  
 দির পুরী প্রভৃতির বিষয়ও বুঝিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

নারদ ! মেরু পর্বত সমুদয় দ্বীপ ও সমুদয় বর্ষের উত্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে সুতরাং যে  
 যেখানে সূর্য্যকে দেখিয়া থাকে, সে সেই স্থানকেই “পূর্ব্ব” নামে নির্দেশ করে ॥ ২৬ ॥  
 পরন্তু মেরু তাঁহার বামভাগে বিদ্যমান আছে, এইপ্রকার নির্ণীত হইয়া থাকে । সূর্য্য যদি  
 ইন্দ্রপুরী হইতে পঞ্চদশ ঘটিকামাত্রে যমপুরে গমন করেন, তবে সেই সময় মধ্যে তাঁহার  
 সপাদ কোটিদ্বয় সার্কি দ্বাদশ লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র যোজন অতিক্রম করা হইয়া  
 থাকে ॥ ২৭—২৮ ॥ সেই সহস্রগোচন সহস্রাংশু ভগবান্ ভাস্কর কালমার্গের প্রকাশক ।  
 তিনি ঐরূপে যথাক্রমে বক্রণের, চন্দ্রের ও ইন্দ্রের পুরে পরিভ্রমণ করেন ॥ ২৯ ॥ তিনি



নক্ষত্রৈঃ সহ চোদ্যন্তি সহ চাস্তং ব্রজন্তি তে ।

এবং মুহূর্তেন রথো ভানোরকশতাধিকম্ ॥ ৩১ ॥

যোজনানাং চতুস্ত্রিংশলক্ষাণি ভ্রমতি প্রভুঃ ।

ত্রয়ীময়শ্চতুর্দিক্ষু পুরীষু চ সমীরণাৎ ॥ ৩২ ॥

প্রবহাখ্যাৎ সদা কালচক্রং পর্যোতি ভানুমান্ ।

যশ্চ চক্রং রথশ্চৈকং দ্বাদশারং ত্রিনাভিকম্ ॥ ৩৩ ॥

ষট্‌নেমিকবয়স্তঞ্চ বৎসরাশ্বিকমুচিরে ।

মেরুমূর্দ্ধনি তস্মাক্ষোমানসোত্তরপর্কতে ॥ ৩৪ ॥

কুতেতরবিভাগো যঃ প্রোতস্তত্র রথাস্ককম্ ।

তৈলকারকযন্ত্রেণ চক্রসাম্যং পরিভ্রমন্ ॥ ৩৫ ॥

মানসোত্তরনান্নীহ গিরৌ পর্যোতি চাংশুমান্ ।

তস্মিন্নক্ষে কুতং মূলং দ্বিতয়োহক্ষো ধ্রুবে কুতঃ ॥ ৩৬ ॥

নক্ষত্রৈঃ সহৈতি । যদ্যপি বস্তুতঃ সূর্য্যস্তাপি নক্ষত্রৈঃ সট্‌হবোদয়ান্তময়ো তথাপি তত্ত্ব তৎসাহিত্যাদর্শনাৎ সোমাদীনামিব তৎসাহিত্যমুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

ত্রয়ীময় ইত্যাহ্যাপাসনার্থম্ । প্রবহাখ্যাৎ সমীরণাদ্বায়োরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

কালচক্রং সংবৎসরাশ্বিকম্ । দ্বাদশমাসা অর্য যশ্চ । ত্রীণি চাতুর্দিক্‌শ্চানি নাভয়ো যশ্চ ॥ ৩৩ ॥

ষট্‌ঋত্বো নেময়ো যশ্চ মানসোত্তরপর্কতে লক্ষাঙ্কাদুপরি বায়ুবদ্ধভূমাবিতি দ্রষ্টব্যম্ । চক্রং বা তাবচ্ছিত্তিমিতি মন্তব্যম্ । অত্রথায়ুতমাত্রোচ্ছারদ্বান্মানসোত্তরশ্চ মেরোশ্চতুর্দিক্‌-তুচ্ছারদ্বাদক্ষশ্চ সাম্যানুপপত্তেঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

তস্মিন্নক্ষে চক্রপ্রান্তে কুতং মূলং নিবদ্ধপূর্ব্বভাগঃ প্রথমোহক্ষো মেরুমানসোত্তরায়তঃ সার্কসপ্তলক্ষাধিকসার্ককোটিপ্রমাণঃ । তত্ত্ব তুর্য্যমাণেন সার্কসপ্তত্রিংশৎসহস্রাধিকৈকোন-চত্বারিংশলক্ষমানেন ধ্রুবে কুতো বায়ুপাশেন নিবদ্ধ উপরিভাগো যশ্চ তাদৃশঃ কুতঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বর্গলোকের শিরোরত্নস্বরূপ এবং কালচক্র তাঁহার আত্মা । তিনি সকলের সময় পরি-জ্ঞান জন্ত ঐরূপে পরিভ্রমণ করেন । নারদ ! সোম প্রভৃতি অন্তান্ত গগনচারী গ্রহ সকলও নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত ঐরূপে উদ্ভিত হইয়া থাকে এবং অন্তর্গমনও করে । এইরূপে ভানুর পরমশক্তিমান্ রথ মুহূর্ত মধ্যে অষ্টশতাধিক চতুস্ত্রিংশৎ লক্ষযোজন ভ্রমণ করিয়া থাকে । বেদমূর্ত্তি ভগবান্ ভানুমান্ প্রবহ নামক বায়ুর সহায়তায় চতুর্দিকে পুরী সকলে সংবৎসররূপ কালচক্রে পরিভ্রমণ করেন । এই সূর্য্যের রথ সংবৎসরাশ্বক এক চক্র, দ্বাদশ মাস অর্য, তিন চাতুর্দিক্‌শ্চ নাভি ও ছয় ঋতু নেমি ; তদ্বিংশ পুরুষগণ এই রথকেই সংবৎ-সরস্বরূপ বলিয়া থাকেন । তাহার অক্ষ এক দিকে মেরুর মস্তকে ও অন্ত দিকে মানসো-ত্তর পর্কতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩০—৩৪ ॥ সেই সূর্য্যচক্রের প্রান্তভাগ দ্বারা অপরাপর কলাকাষ্ঠা, মুহূর্ত, বাম, গ্রহর, অহোরাত্র ও পক্ষাদিও বিভক্ত হইয়াছে, সেই নেমিতেই

তুর্যমাণেন তৈলশ্চ যজ্ঞাক্রবদিতীরিতঃ ।  
 কৃতোপরিতনো ভাগঃ সূর্যশ্চ জগতাংপতেঃ ॥ ৩৭ ॥  
 রথনীড়স্ত্ব ষট্‌ত্রিংশলক্ষযোজনমায়তঃ ।  
 তত্‌তুর্যভাগতঃ সোহয়ং পরিণাহেন কীর্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥  
 তাবানর্করথশ্চাত্ত্র যুগস্তস্মিন্ হয়াঃ শুভাঃ ।  
 সপ্তচ্ছন্দোহভিধানাশ্চ সূরসূতেন যোজিতাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 বহন্তি দেবমাদিত্যং লোকানাং সুখহেতবে ।  
 পুরস্তাৎ সবিভূঃ সূতোহরুণঃ পশ্চাম্মিযোজিতঃ ॥ ৪০ ॥  
 সৌত্যে কশ্মণি সংযুক্তো বর্ততে গরুড়াগ্রজঃ ।  
 তথৈব বালখিল্যাখ্যা ঋষয়োহমুষ্ঠপর্বকাঃ ॥ ৪১ ॥  
 প্রমাণেন পরিখ্যাতাঃ ষষ্টিসাহস্রসংখ্যকাঃ ।  
 স্তবন্তি পুরতঃ সূর্যঃ সূক্তবাক্যৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ৪২ ॥

উপরিতনো ভাগ ইতি বিভক্ত্যালোপশ্ছান্দসঃ ॥ ৩৭ ॥

নীড় উপবেশস্থানম্ । পরিণাহো দৈর্ঘ্যম্ ॥ ৩৮ ॥

যুগ ইত্যশ্চ পরিণাহেন কীর্তিত ইত্যনেনাশ্রয়ঃ । সপ্তচ্ছন্দোভিধানাঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দো  
 নামানঃ । সূরসূতেনাক্রণেন সারথিনা ॥ ৩৯ ॥

পুরস্তাৎ সবিভুরিতি । পুরস্তাৎ স্থিতোহপি পশ্চাৎ প্রত্যঙ্গুশ্চ আন্তে । যদা যৎসূর্যশ্চ  
 পুরস্তাভ্যুপৈব পশ্চিমস্তাৎ পশ্চাদিত্যুক্তম্ ॥ ৪০—৪১ ॥

সূক্তবাক্যৈর্বেদমন্ত্রৈঃ সুভাষিতৈর্বা ॥ ৪২—৪৩ ॥

চক্র প্রোথিত হইয়াছে । ভগবান্ ভাহুমান্ তৈলকারের যজ্ঞসাম্যে এই চক্রে পরিভ্রমণ  
 করিয়া মানসোত্তর নামক উল্লিখিত পর্বতে পরিক্রমণ করেন । চক্রের পূর্বভাগ ঐ অক্ষ  
 এবং দ্বিতীয়ভাগ ক্রবে সন্নিবেশিত হইয়াছে । প্রথম অক্ষের পরিমাণ সার্ক সপ্তলক্ষাদিক  
 সার্ক কোটি যোজন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দ্বিতীয়ের পরিমাণ ইহার একচতুর্থাংশ । উহা তৈলবস্ত্রের  
 অক্ষানুরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে, উহার উপরিভাগ জগৎপতি সূর্যের ভাগ বলিয়া  
 কীর্তিত হয় ॥ ৩৭ ॥ সূর্য্যরথের উপবেশন স্থান ষট্‌ত্রিংশৎ লক্ষ যোজন বিস্তৃত । উহার  
 যুগের পরিমাণ দৈর্ঘ্য, উপবেশন স্থানের এক চতুর্থাংশ এইরূপ নির্দিষ্ট আছে । গায়ত্র্যাদি  
 সপ্ত চন্দের নামধেয় বিশিষ্ট সপ্ত অশ্ব যথাক্রমে অরুণ কর্তৃক ঐ রথে সংযোজিত হইয়া  
 থাকে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ ঐ সকল অশ্ব লোক সকলের সুখসংবিধানার্থ ভগবান্ আদিত্যকে  
 বহন করে । সারথি অরুণ সূর্য্যের সম্মুখে অধিষ্ঠান করিলেও প্রত্যঙ্গুশ্চ হইয়া আছেন ॥ ৪০ ॥  
 তিনি তদবস্থায় তদীয় সারথ্যভার বহনপূর্বক বিরাজ করিতেছেন । এইরূপে বালখিল্য  
 ঋষিগণ, ষাহারা অমুষ্ঠের জায় পরিমাণবিশিষ্ট এবং ষাহাদের সংখ্যা ষাটি হাজার, তাঁহারা

তথা চান্ধে চ ঋষয়ো গন্ধৰ্বা অম্পরোরগাঃ ।

গ্রামণ্যো যাতুধানাশ্চ দেবাঃ সৰ্ব্বৈ পৰেশ্বরম্ ॥ ৪৩ ॥

একৈকশঃ সপ্ত সপ্ত মাসি মাসি বিরোচনম্ ।

সার্কিলক্ষোত্তরং কোটিনবকং ভূমিমণ্ডলম্ ॥ ৪৪ ॥

দ্বিসহস্রং যোজনানাং সগব্যুতুত্তরং ক্রণাৎ ।

পর্য্যতি দেবদেবেশো বিশ্বব্যাপী নিরন্তরম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
সূর্য্যগতিবর্ণনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

একৈকশ্চতুর্দশদ্বন্দ্বশঃ সপ্ত গুণাঃ সন্তো মাসি মাস্যুপাসত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

গব্যুতিঃ ক্রোশযুগং স গব্যুত্তরং যথা ভবতি তথা ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

পরমশোভন বেদবাক্য সমুচ্চারণপূর্ব্বক সম্মুখে অধিষ্ঠান করিয়া, তাঁহার স্তব করিতে-  
ছেন ॥ ৪১—৪২ ॥ তদ্ব্যতীত অন্তান্ত ঋষিগণ, অম্পরোগণ, উরগগণ, গ্রামণীগণ, রাক্ষসগণ  
এবং সমুদয় দেবগণ একৈকশ সপ্তসপ্তগুণে বিভক্ত হইয়া, মাসে মাসে সেই পরম জ্যোতি-  
শ্রয়শরীরী পরমেশ্বররূপী ভাহুমানের উপাসনা করিয়া থাকেন । ভূমণ্ডলের পরিমাণ সার্কি-  
লক্ষাধিক নয়কোটি এবং ক্রোশযুগাধিক দ্বিসহস্র যোজন । দেবদেবেশ্বর সর্বব্যাপী ভাহু-  
মান্ ক্রণমধ্যেই উহা পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন । একদিন এক ক্রণের অন্তও তাহার  
এই ভ্রমণের বিরাম নাই ॥ ৪৩—৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে সূর্য্যগতি বর্ণন নামক পঞ্চদশ  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

—०७३०—

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

অথাতঃ শ্রয়তাং চিত্রং সোমাদীনাং গমাদিকম্ ।

তদগত্যনুসৃত্য নৃণাং শুভাশুভনিদর্শনা ॥ ১ ॥

যথা কুলালচক্রেণ ভ্রমতা ভ্রমতাং সহ ।

তদাশ্রয়াণাঞ্চ গতিরন্থা কীটাদিনাং ভবেৎ ॥ ২ ॥

এবং হি রাশিবৃন্দেন কালচক্রেণ তেন চ ।

মেরুং ধুরঞ্চ সরতাং প্রাদক্ষিণ্যেন সর্বদা ॥ ৩ ॥

গ্রহাণাং ভানুমুখ্যানাং গতিরন্থেব দৃশ্যতে ।

নক্ষত্রান্তরগামিহাস্ত্রান্তরে গমনং তথা ॥ ৪ ॥

সপ্তত্রিংশৎলোকবর্ধ্যৈঃ সোমাদীনামখ্যোত্তরম্ ।

স্থানং গতানুসারেণ বিবিধং কলমুচ্যতে ॥

গমাদিকং গমনস্থানাদিকামত্যর্থঃ । শুভাশুভানদর্শনান্তরোঃ প্রাপ্তিস্থলান্যানুসৃত্য-  
সোমাদিগত্যানুরোধেন নৃণাং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

নমু মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ক্বত আদিত্যস্ত রাশীনামতিমুখমপ্রদক্ষিণং গমনমুপবর্ণিতং ন তদ-  
বুদ্ধ্যাক্রুতং দৃষ্টোক্তেন বিনা ভবতীত্যশঙ্কাং শ্রোতুর্মনাস প্রারমানাং নিরাকরোতি যথা  
কুলালেতি । কীটাদিনামিতি দার্ঘ্যভাব অর্থঃ ॥ ২—৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ ! অতঃপর চিত্রাদি অস্ত্রাণ্ড গ্রহগণের অতীব বিচিত্র গমন-  
স্থানাদি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । গ্রহগণের এই গতির অনুসারেই লোকের শুভাশুভ  
ঘটিয়া থাকে ॥ ১ ॥ কুণ্ডকারের চক্র ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, তদাশ্রিত ভ্রমণশীল  
কীটাদির যেমন অত্রবিধ গতি লক্ষিত হয়, সেইরূপ কালচক্রে ষাদশ রাশির সহিত মেরু-  
রূপধুর প্রদক্ষিণ করিয়া সর্বদা পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত ভানুপ্রমুখ গ্রহগণেরও অত্রবিধ গতি  
লক্ষিত হইয়া থাকে । এইরূপ নক্ষত্রগণের অন্তরগামিহবশতঃ নক্ষত্রান্তরে গমন সম্পন্ন  
হয়, ফলতঃ চক্রে বশতাপন্ন হেতু এবং স্বভাবতই উক্ত বিবিধ গতি সর্বথা সম্ভব হইয়া  
থাকে এই প্রকার বিনির্নীত হইয়াছে । নারদ ! যিনি সকলের উৎপত্তির হেতু আদি-  
পুরুষস্বরূপ ; যাহা হইতে এই সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে ; যিনি বড়-শুণে পরিপূর্ণ ; নিখিল  
প্রপঞ্চ বাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই নারায়ণ লোক সকলের সর্বাঙ্গীন সুখসংবিধানার্থ  
ভ্রমণ করত কৰ্ম্মগুলির নিমিত্ত ত্রীময় আয়াকে ষাদশভাগে বিভাগ করিয়াছেন । জ্ঞান-  
বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এইরূপে বেদবিহিত পন্থার অনুসরণক্রমে তদীয় স্বরূপ বিতর্ক

গতিদ্বয়ঞ্চাবিরুদ্ধং সৰ্ব্বত্রৈষ বিনির্গয়ঃ ।

স এব ভগবানাদিপুরুষো লোকভাবনঃ ॥ ৫ ॥

নারায়ণোহখিলাধারো লোকানাং স্বস্তয়ে ভ্রমন্ ।

কৰ্মশুদ্ধিনিমিত্তস্তু আত্মানং বৈ ত্রয়ীময়ম্ ॥ ৬ ॥

কবিভিশ্চৈব বেদেন বিজিজ্ঞাস্যোহর্কধাতবৎ ।

ষট্শ্চ ক্রমেণ ঋতুযু বসন্তাদিষু চ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

যথোপজ্যোষং ঋতুজান্ গুণান্শ্চ বিদধাতি চ ।

তমেনং পুরুষাঃ সৰ্ব্বে ত্রয়া চ বিদ্যায়া সদা ॥ ৮ ॥

বর্ণাশ্রমাচারপথা তথান্নাতৈশ্চ কৰ্ম্মভিঃ ।

উচ্চাবচৈঃ শ্রদ্ধয়া চ যোগানাক্ষ বিতানকৈঃ ॥ ৯ ॥

অঞ্জসা চ যজ্ঞস্তে যে শ্রেয়ো বিন্দন্তি তে মতম্ ।

অথৈষ আত্মা লোকানাং দ্যাভাত্ম্যন্তরেণ চ ॥ ১০ ॥

কালচক্রগতো ভুংক্তে মাসান্ দ্বাদশরাশিভিঃ ।

সংবৎসরস্যাবয়বাশ্মাসঃ পঞ্চদ্বয়ং দিবা ॥ ১১ ॥

চক্রবশাৎ স্বতঃ গতিদ্বয়মবিরুদ্ধমিতি পরিহারার্থঃ ॥ ৫—৬ ॥

বিজিজ্ঞাস্তো বিতর্কমাণঃ । অর্কধা দ্বাদশধা ॥ ৭ ॥

যথোপজ্যোষং যথাকৰ্ম্মভোগম্ । ঋতুজান্ গুণান্ শীতোষ্ণাদীন্ ॥ ৮—৯ ॥

মতমভীষ্টম্ । স এব এব স্বগত্যায়াসাদিব্যবহারকারণমিত্যাহ অথৈষ ইতি । এব লোকানাশ্মাত্মা দ্যাভাত্ম্যন্তরেণ মধ্যো যদন্তরীক্ষং তন্ত্ৰ মধ্যো যৎ কালচক্রং তদন্ত-  
মেবাদি দ্বাদশরাশিভিঃ সংজ্ঞা যেবাং দ্বাদশমাসানাস্তান্ মাসান্ ভুংক্তে ইত্যর্থঃ । চৈত্রাদি-  
সংজ্ঞাস্ত চাক্রমাসানাম্ ॥ ১০ ॥

সংবৎসরস্তাবয়বানিতি পুৰ্ণেণাশ্রয়ঃ । মাসমাহ পঞ্চদ্বয়ং মাস ইতি । ইদং চাক্রেণ  
মানেন । সপাদং ঋক্‌দ্বয়ং সৌরেন । দিবানক্‌ক্কাহোরাত্রমিতি পিত্র্যেন ॥ ১১ ॥

করিয়া থাকেন । সেই ভগবান্ সূর্য্যাদেব যথাক্রমে বসন্তাদি ছয় ঋতুতে ভ্রমণ করিয়া  
লোক সকলের কৰ্ম্মভোগ বিধিক্রমে শীতোষ্ণাদি তত্ত্বৎ ঋতুধর্ম্ম সকলের সংবিধান  
করেন । যে সকল পুরুষ এই আদিপুরুষকে সর্বদা বেদবিদ্যা, বর্ণ ও আশ্রমবিহিত আচার  
পদ্ধতি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিবিধ ক্রিয়াকলাপ এবং নানাবিধ যোগানুষ্ঠান দ্বারা উপাসনা  
করেন, তাহারা সম্বরই স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ শ্রেয় প্রাপ্ত হন । এই ভগবান্‌ই লোক  
সকলের আত্মা এবং স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ের অন্তরালস্থিত কালচক্রে অধিষ্ঠান করিয়া,  
মেবাদি দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশ মাস ভোগ করেন । ঐ সকল মাস সংবৎসরের অবয়ব ।  
হুই পক্ষে একমাস হইয়া থাকে । সৌরপরিমাণে দিবা ও রাত্রি পাদসহিত ঋক্‌দ্বয়ে নক্‌ত্র

নক্তক্ষেতি সপাদর্শদ্বয়মিত্যুপদিশ্যতে ।

যাবতা ষষ্ঠমংশঃ স ভূঞ্জীত ঋতুচ্যুতে ॥ ১২ ॥

সংবৎসরস্যাবয়বঃ কবিভিশ্চোপবর্ণিতঃ ।

যাবতাক্ষেন চাকাশবীথ্যাং প্রচরতে রবিঃ ॥ ১৩ ॥

তং প্রাক্তনা বর্ণয়ন্তি অয়নং মুনিপূজিতাঃ ।

অথ যাবন্নভোমণ্ডলং সহ প্রতিগচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

কাৎস্নেন সহ ভূঞ্জীত কালং তং বৎসরং বিদুঃ ।

সংবৎসরং পরিবৎসরমিড়াবৎসরমেব চ ॥ ১৫ ॥

অনুবৎসরমিদ্ধৎসরমিতি পঞ্চকমীরিতম্ ।

ভানোর্মান্যশৈত্র্যসমগতিভিঃ কালবিত্তমৈঃ ॥ ১৬ ॥

এবং ভানোগতিঃ প্রোক্তা চন্দ্রাদীনাং নিবোধত ।

এবং চন্দ্রোহর্করশ্মিভ্যো লক্ষযোজনমূর্দ্ধতঃ ॥ ১৭ ॥

ষষ্ঠমংশঃ রাশিদ্বয়ং স ঋতুরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যাবতাক্ষেন ঋতুত্রয়াস্বকেন ॥ ১৩ ॥

তং কালময়নমিতি প্রাক্তনা বর্ণয়ন্তি অথ যাবদिति। সহ দ্যাৱাপৃথিব্যোর্মণ্ডলাভ্যামিতি শেষঃ । তাভ্যাং মণ্ডলাভ্যাং সহ গচ্ছতি স সূর্য্যঃ ॥ ১৪ ॥

যং কালং কাৎস্নেন ষড়্ঋতুভির্দ্বাদশরাশিভির্বা ভূঞ্জীত তং কালং বৎসরং বিজুরিত্যর্থঃ । স চ সংবৎসরঃ পঞ্চধা ভিন্ন ইত্যাহ সংবৎসরং পরিবৎসরমিতি ॥ ১৫ ॥

ভানোরিতি । অয়নং ভাবঃ । যদা শুক্রপ্রতিপদি সংক্রান্তিস্তদা সৌরচান্দ্রয়োর্মাসয়োর্গুণপ-  
ছপক্রমো ভবতি স সংবৎসরঃ । ততঃ সৌরগানেন বর্ষে ষট্‌দিনানি বর্দ্ধন্তে চান্দ্রমানেন  
ষট্‌হুসন্তীতি দ্বাদশদিনব্যবধানাদ্ভয়োরগ্রপশ্চাত্তাবো ভবতি । এবং পঞ্চবর্ষাণি গচ্ছন্তি  
তন্মধ্যে দ্বৌ মলমাসৌ ভবতঃ । ততঃ পুনঃ সংবৎসরো ভবতি । তদেব মতাস্তরভেদেন  
সংবৎসরাদিপঞ্চকং ভানোর্মান্যশৈত্র্যসমগতিভির্ভবতীতি ॥ ১৬ ॥

সোমাদীনাংপি স্থানং কার্য্যাকাহ এবং চন্দ্র ইতি । অর্করশ্মিভ্যো মণ্ডলরূপেভ্যঃ ॥ ১৭ ॥

দ্বয়ে বিনিম্পন্ন হয় । যে পরিমাণে ষষ্ঠ অংশের অর্থাৎ রাশিদ্বয়ের ভোগ হইয়া থাকে তাহারই নাম ঋতু ॥ ২—১২ ॥ তত্ত্ববিদগণ নির্দেশ করেন, এই ঋতুই সংবৎসরের অবয়ব । এইরূপে ভগবান্ ভানুমান্ যে ঋতুত্রয়াস্বক বৎসরাক্ষ সময়ে আকাশবীথীতে বিচরণ করেন, মুনিগণের পরম মাননীয় পূর্বাচার্য্যগণ তাহাকেই অয়ন বলিয়া থাকেন । অনন্তর যাবৎ ভূমণ্ডল ও স্বর্গমণ্ডল এই উভয় মণ্ডলের সহিত সন্মিলিত হইয়া নভোমণ্ডলে প্রতিগমন করেন এবং তৎসহকারে সমুদয় ঋতুচক্র বা রাশিচক্র দ্বারা যে কাল ভোগ করিয়া থাকেন, তাহারই নাম বৎসর । এই বৎসর পাঁচভাগে বিভক্ত । যথা,—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর ও ইদ্বৎসর । কালবিদ্যাগ্রপুরুষগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, সূর্য্যের শীঘ্র, মন্দ ও সমগতি দ্বারা ঐরূপ সংঘটিত হয় ॥ ১৩—১৬ ॥ নারদ ! ভানুর



উপলভ্যমানো মিত্রস্য সংবৎসরভুক্তিঞ্চ সঃ ।

পক্ষাভ্যাংকোষধীনাথো ভুংক্তে মাসভুক্তিঞ্চ সঃ ॥ ১৮ ॥

সপাদভাভ্যাং দিবসভুক্তিঞ্চ পক্ষভুক্তিঞ্চরেৎ ।

এবং শীঘ্রগতিঃ সোমো ভুংক্তে নূনং ভচক্রকম্ ॥ ১৯ ॥

পূর্য্যমানকলাভিশ্চামরাণাং প্রীতিমাবহন্ ।

ক্ষীয়মাণকলাভিশ্চ পিতৃণাং চিত্তরঞ্জকঃ ॥ ২০ ॥

অহোরাত্রাণি তদ্বানঃ পূৰ্ব্বাপরস্বপ্নকৈঃ ।

সৰ্বজীবনিকায়স্য প্রাণো জীবঃ স এব হি ॥ ২১ ॥

ভুংক্তে চৈকৈকনক্ষত্রং মুহূৰ্ত্তত্রিংশতা বিভুঃ ।

স এব ষোড়শকলঃ পুরুষোহনাদিরুত্তমঃ ॥ ২২ ॥

মনোময়োহপ্যন্নময়োহমৃতধামা সুধাকরঃ ।

দেবপিতৃমনুষ্যাদিসরীষ্পসবীকুধাম্ ॥ ২৩ ॥

মিত্রস্ত সূর্য্যস্ত সংবৎসরভুক্তিঞ্চ পক্ষাভ্যাং ভুংক্তে মিত্রস্ত মাসভুক্তিঞ্চ সপাদভাভ্যাম্ ।  
ভাগবৎ শ্লোকবাচী । সপাদদিনদ্বয়েন ভুংক্তে । মিত্রস্ত পক্ষভুক্তিঞ্চ পক্ষভুক্তিঞ্চ দিবসভুক্তিঞ্চ  
চরেৎ । একদিনেনৈব ভুংক্তীত্যর্থঃ । এবং ক্রততরগমনশ্চক্রমা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮—২০ ॥

পূৰ্ব্বাপরস্বপ্নকৈঃ । পূৰ্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামহোরাত্রাণি বিতদ্বান ইত্যর্থঃ । সৰ্ব্বেষাং  
জীবনিনহানাং প্রাণোহন্নময়াদমৃতময়ত্বাচ্চ । অতএব জীবনহেতুত্বাজ্জীবশ্চ ॥ ২১—২৩ ॥

এই গতিক্রম কীর্তন করিলাম । অধুনা, চন্দ্রাদির স্থানাদি বলিতেছি শ্রবণ কর । চন্দ্র সূর্য্য-  
মণ্ডল হইতে লক্ষযোজন উর্দ্ধে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যের এই সংবৎসর ভোগ করিয়া  
থাকেন এবং শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের সহায়তায় প্রত্যেক মাস ভোগ করেন ॥ ১৭—১৮ ॥  
পুনশ্চ, ওষধিগণের অধিপতি সেই রজনীনীনাথ পাদসহিত নক্ষত্রদ্বয়ের সাহায্যে দিন ভোগ  
করিয়া এক একটা রাশি ভোগ করিয়া থাকেন । এইরূপে সেই শীঘ্রগতি ভগবান্ চন্দ্রদেব  
নক্ষত্রচক্র ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ তিনি শুক্লপক্ষে ক্রমশঃ উপচীরমান কলা সমূহ  
দ্বারা অমরগণের প্রীতি সমুৎপাদন ও কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মাণ কলা সমূহের সাহায্যে পিতৃ-  
গণের চিত্তবিনোদ বিধান করেন ॥ ২০ ॥ তিনি পূৰ্ব্বপক্ষ ও অপরপক্ষ এই উভয়ের  
সহায়তায় অহোরাত্রির সমাধান করিয়া থাকেন । এইরূপে তিনি যাবতীয় জীবনবহের  
সাক্ষাৎ প্রাণ ও তন্নিবন্ধন জীবস্বরূপ ॥ ২১ ॥ পরম বৈভববিশিষ্ট সেই চন্দ্রমা ত্রিংশৎ  
মুহূৰ্ত্তে এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন । তিনিই পরম পূর্ণস্বভাব ও অনাদি আত্মাস্বরূপ ।  
তিনি সকলের সৰ্ব্ব সমাধান করেন, এইজন্ত মনোময় ; তিনি ওষধি সকলের অধিপতি  
এইজন্ত অন্নময় ; তিনি অমৃতে পরিপূর্ণ এইজন্ত অমৃতধাম এবং তিনি সকলের নির্বাণ  
সুখ প্রদান করেন, এইজন্ত সুধাকর । আবার, তিনি দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, সরী-

প্রাণাপ্যায়নশীলত্বাৎ স সর্বময় উচ্যতে ।

ততো ভচক্রং ভ্রমতি যোজনানাং ত্রিলক্ষতঃ ॥ ২৪ ॥

মেরুপ্রদক্ষিণেনৈব যোজিতক্ষেত্রেণ তু ।

অষ্টাবিংশতিসংখ্যানি গণিতানি সদাভিজিৎ ॥ ২৫ ॥

ততঃ শুক্রো দ্বিলক্ষেন যোজনানামথোপরি ।

পুরঃ পশ্চাৎ সঠৈবাসাবর্কস্য পরিবর্ততে ॥ ২৬ ॥

শীঘ্রমন্দসমানাভিগতিভির্বিচরষিভুঃ ।

লোকানামনুকূলোহয়ং প্রায়ঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ ॥ ২৭ ॥

বৃষ্টিবিস্তম্ভশমনো ভার্গবঃ সর্বদা যুনে ! ।

শুক্রাদবধঃ সমাখ্যাতো যোজনানাং দ্বিলক্ষতঃ ॥ ২৮ ॥

শীঘ্রমন্দসমানাভিগতিভিঃ শুক্রবৎ সদা ।

যদার্কাদ্যতিরিচ্যেত সৌম্যঃ প্রায়েণ তত্র তু ॥ ২৯ ॥

প্রদক্ষিণেনৈব ন তু তেষাং পৃথগন্তা গতিরন্তীত্যর্থঃ । যোজিতং কালচক্রে ঐশ্বর্যেনৈব যোজিতমিত্যর্থঃ । সহাভিজিৎ বিভক্তিলোপ আর্থঃ । উত্তরাষাঢ়াশ্রবণসন্ধাবাভিজিগ্নাম-  
নক্ষত্রং ফলবিশেষে পৃথক্লিভং তেন সহৈত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

পুরঃ পশ্চাদিতি । পুরতঃ সূর্য্যেণ ভোক্ষ্যমাণে নক্ষত্রে পশ্চাভুংক্তে । সঠৈব ভূজা-  
মানে ॥ ২৬—২৭ ॥

বৃষ্টেবিস্তম্ভঃ শুভ্রনঃ বস্মাৎ গ্রহান্তমুপশময়তীতি তথা ॥ ২৮ ॥

শুক্রবদীতি । পুরতঃ পশ্চাৎ সঠৈব বা সূর্য্যস্ত চরতীত্যর্থঃ । কক্ষিগ্নিশেষকাহ সদার্কীতি ।  
সৌম্যো বৃধঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

স্বপগণ ও বীৰুধগণ ইহাদের সকলেরই প্রাণাপ্যায়ন পারিসংকান করেন, এইজন্য সর্বময় নামে পরিগণিত হইয়া থাকেন । তাহারই প্রভাবে নক্ষত্রচক্র লক্ষত্বয় যোজন ভ্রমণ করে ॥ ২২—২৪ ॥ স্বয়ং ঐশ্বর্য অতিজিৎ নামক নক্ষত্রকে অন্তান্ত নক্ষত্রের সহিত মেরু প্রদক্ষিণক্রমে কালচক্রে যোজনা করিয়াছেন, ইহাকে লইয়াই নক্ষত্র সকল অষ্টাবিংশতি সংখ্যায় পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ ইহার পর শুক্র দ্বিলক্ষযোজন উপরি প্রতিষ্ঠিত আছেন । তিনি সূর্য্যের সম্মুখে, পশ্চাতে ও সমভিব্যাহারে পরিবর্তন করেন ॥ ২৬ ॥ তিনি অসীম প্রভাববিশিষ্ট । শীঘ্র, মন্দ ও সমান ত্রিবিধ গতিক্রমে বিচরণ করেন । এইরূপ উল্লিখিত আছে, তিনি লোক সকলের প্রতি প্রায়ই অনুকূল ও তাহাদের শুভ-  
সংঘটন করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ যুনে ! ভৃগুবংশাবতংস সেই শুক্র সকল কালেই বৃষ্টির  
নাশাত বিদূরিত করেন । শুক্রের পর বৃধ দ্বিলক্ষ যোজনে বিরাজমান হইতেছেন ॥ ২৮ ॥  
তিনিও শুক্রের জায়, সূর্য্যের সম্মুখে, পশ্চাতে ও সমভিব্যাহারে থাকিয়া, শীঘ্র, মন্দ ও  
সমগতি-ক্রমে সর্বদা বিচরণ করিয়া থাকেন । সৌম্যনন্দন বৃধ যখন সূর্য্য হইতে

অতিবাতাভ্রপাতানারুষ্ঠ্যাদিভয়সূচকঃ ।

উপরিষ্ঠাত্ততো ভৌমো যোজনানাং দ্বিলক্ষতঃ ॥ ৩০ ॥

পট্টৈস্ত্রিভিঃ সোহয়ং ভুংক্তে রাশীনথৈকশঃ ।

দ্বাদশাপি চ দেবর্ষে ! যদি বক্রো ন জায়তে ॥ ৩১ ॥

প্রায়োগাশুভক্ৰুৎ সোহয়ং গ্রহোহঘানাঞ্চ সূচকঃ ।

ততো দ্বিলক্ষমানেন যোজনানাঞ্চ গীষ্পতিঃ ॥ ৩২ ॥

একৈকস্মিন্নথো রাশৌ ভুংক্তে সংবৎসরঞ্চরন্ ।

যদি বক্রো ভবেন্নৈবানুকূলো বৃক্ষবাদিনাম্ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ শনৈশ্চরো ঘোরো লক্ষদ্বয়পরো মিতঃ ।

যোজনৈঃ সূর্য্যপুত্রোহয়ং ত্রিংশমাসৈঃ পরিভ্রমন্ ॥ ৩৪ ॥

একৈকরাশৌ পর্য্যেতি সর্বান রাশীন মহাগ্রহঃ ।

সর্বেষামশুভো মন্দঃ প্রোক্তঃ কালবিদাং বরৈঃ ॥ ৩৫ ॥

তত উত্তরতঃ প্রোক্তমেকাদশলক্ষকৈঃ ।

যোজনৈঃ পরিসংখ্যাতঃ সপ্তর্ষীগাঞ্চ মণ্ডলম্ ॥ ৩৬ ॥

যদি বক্র ইতি । যদি ন বক্রোভিবর্ততে তর্হি ত্রিভিঃ পট্টৈঃ ॥ ৩১ ॥

অঘানাং ভুংখানাম্ ॥ ৩২ ॥

যদি বক্রো ভবেন্নৈবেতি । যদি ন বক্রঃ শ্রুতর্হি পরিবৎসরমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিংশমাসৈরिति । একৈকস্মিন্ রাশৌ ত্রিংশমাসান্ বিলম্বমানঃ সর্বানৈবানুপর্য্যেতি  
তাবদ্বিরম্বৎসরৈঃ প্রায়োগে হি সর্বেষামশাস্তিকরঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

দূরে অবস্থিতি করেন, তখন প্রায়ই তথায় অতিবাত, অভ্রপাত ও বৃষ্টির ব্যাঘাত  
প্রভৃতি ভয় সূচনা করিয়া থাকেন । ভূমিপুত্র মঙ্গল বুদের উপরি দ্বিলক্ষ যোজন ব্যবহিত  
আছেন ॥ ২৯—৩০ ॥ তিন তিন পক্ষে একৈকক্রমে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন ।  
যদি বক্র না হন, তাহা হইলেই এইরূপ করেন ॥ ৩১ ॥ এই ভৌম প্রায়ই লোকের  
যাবতীয় অন্তঃসংবিধান ও হুঃখ সকলের সংঘটন করিয়া থাকেন । ভৌমের হুই লক্ষমান  
ব্যবধানে বৃহস্পতি বিরাজমান রহিয়াছেন । ইনি এক এক রাশিতে বিচরণ করিয়া,  
সংবৎসর ভোগ করেন । যদি বক্র না হন, তাহা হইলে ইনি বৃক্ষবাদিগণের প্রতি  
সর্বদাই অনুকূলতাবাপন্ন ॥ ৩২—৩৩ ॥ বৃহস্পতির পর ভয়ঙ্কর প্রকৃতি ভাস্কর নন্দন শনৈশ্চর  
দ্বিলক্ষযোজন ব্যবধানে অবস্থিতি করিয়া, এক এক রাশিতে ত্রিংশৎ মাস পরে পরি-  
ক্রমণ পুরঃসর সমুদয় রাশিচক্র প্রদক্ষিণ করেন । এই মহাগ্রহ প্রায় সকলেরই অশাস্তি  
ও অমুখের হেতু । এইজন্য, কালবিদগণগণ্য পুরুষগণ ইহাকে মন্দগ্রহ নামে অভিহিত



লোকানাং শং ভাবয়ন্তে। যুনয়ঃ সপ্ত তে যুনে ।

যন্তদ্বিষুপদং স্থানং দক্ষিণং ক্রমতে চ তে ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
সোমাদিগতিবর্ণনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

দক্ষিণং ক্রমতে চ তে ইতি । প্রদক্ষিণং প্রক্রমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

করেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ ইহার পর উত্তর দিকে একাদশ লক্ষ যোজন ব্যবধানে সপ্তর্ষিমণ্ডল  
প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ৩৬ ॥ হে যুনে ! সেই সপ্তর্ষি সকলেরই সর্বদা বিশিষ্টরূপ কল্যাণ  
বিধান করেন । যাহাকে বিষ্ণুপদ বলিয়া থাকেন, ইহার। সেই স্থান প্রদক্ষিণ করেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের নবমস্কন্ধে সোমাদিগ্রহগণের গতিবর্ণন  
নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ‡ ॥

## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

অথর্ষিমণ্ডলাদূর্জং যোজনানাং প্রমাণতঃ ।  
লক্ষৈস্ত্রয়োদশমিতৈঃ পরমং বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ১ ॥  
মহাভাগবতঃ শ্রীমাম্বর্ততে লোকবন্দিতঃ ।  
উত্তানপাদিরিন্দ্রেণ বহুনা কষ্টপেন চ ॥ ২ ॥  
ধর্মেন সহ চৈবাস্তে সমকালযুজা ধ্রুবঃ ।  
বহুমানো দক্ষিণতঃ কুর্বন্তিঃ প্রেক্ষকৈঃ সদা ॥ ৩ ॥  
আজীব্যঃ কল্পজীবিনামুপাস্তে ভগবৎপদম্ ।  
জ্যোতির্গণানাং সর্বেষাং গ্রহনক্ষত্রভাদিনাম্ ॥ ৪ ॥  
কালেনানিমিষেণায়ং ভ্রাম্যতাং ব্যক্তরংহসা ।  
অবচ্ছিন্নশ্মাণুরিব বিহিতশ্চক্ষরেণ সঃ ॥ ৫ ॥

ত্রিংশতিরেকেনোন্নৈস্ত পদৈরথ সবিস্তরম্ ।

ধ্রুবমণ্ডলসংস্থানং বখাবদমুর্বাতে ॥

বৈষ্ণবং পরমং পদমস্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

যত্র বৈষ্ণবে পদে মহাভাগবতো ধ্রুবোহস্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সমকালমেব যুজ্যতে ইতি তথা । তেন নক্ষত্রগণেন সহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

কালেনেতি । স হি ধ্রুবঃ সর্বেষাং জ্যোতির্গণানাং গ্রহনক্ষত্রভাদিনাং হ্রস্ব আর্থঃ । ব্যক্ত-  
রংহসাস্পষ্টবেগেনানিমিষেণ কালেন ভ্রাম্যতাং ভ্রাম্যমাণানাং শ্মাণুরিবাবচ্ছিন্নঃ পরমেশ্বরেণ  
বিহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, সপ্তর্ষিমণ্ডলের উপরি ত্রয়োদশ সংখ্যক লক্ষযোজন ব্যবধানে  
বিস্তৃত পরম পদ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১ ॥ যিনি ভগবদ্ ভক্তগণের অগ্রগণ্য ও সকল  
লোকের পূজনীয় সেই উত্তানপাদপুত্র শ্রীমান্ ধ্রুব, ইন্দ্র, অগ্নি, কষ্টপ ও ধর্মের সহিত  
সংমিলিত হইয়া, উক্ত পদে বিরাজমান আছেন । দর্শকগণ সকলেই সর্বদা তাঁহার  
বহুমাননা করিয়া থাকেন ॥ ২—৩ ॥ তিনি কল্পজীবীগণের উপজীব্য । তদবস্থায় ভগ-  
বানের পাদপঙ্ক্তের পরিচর্যায় আবৃত আছেন । স্বয়ং পরমেশ্বর এই ধ্রুবকে স্পষ্ট বেগ-  
শালী কালচক্রে নিরন্তর প্রবণশীল পাবতীয় গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণের অনন্বয়ন

ভাসতে ভাসয়ন্ ভাসা স্বীয়য়া দেবপূজিতঃ ।  
 মেধিস্তস্তে যথা যুক্তাঃ পশবঃ কর্ণগাথকাঃ ॥ ৬ ॥  
 মণ্ডলানি চরন্তীমে সৰ্বনত্রিতয়েন চ ।  
 এবং গ্রহাদয়ঃ সৰ্ব্বৈ ভগণাদ্যা যথাক্রমম্ ॥ ৭ ॥  
 অন্তর্বহির্বিভাগেন কালচক্রে নিয়োজিতাঃ ।  
 প্রবমেবাবলম্ব্যশ্চ বায়ুনোদীরিতাশ্চরন্ ॥ ৮ ॥  
 আকল্পান্তক্ ক্রমন্তি থে শ্চেনাদ্যাঃ থগা ইব ।  
 কর্মসারথয়ো বায়ুবশাঃ সর্বত এব তে ॥ ৯ ॥  
 এবং জ্যোতির্গণাঃ সৰ্ব্বৈ প্রকৃতেঃ পুরুষশ্চ চ ।  
 সংযোগানুগৃহীতাস্তে ভূমৌ ন নিপতন্তি চ ॥ ১০ ॥  
 জ্যোতিশ্চক্রং কেচিদেতচ্ছিশুমারস্বরূপকম্ ।  
 সোপযোগং ভগবতো যোগধারণকর্মণি ॥ ১১ ॥

মেধিস্তস্তে ইতি । মেধিস্তস্তে যুক্তা বন্ধাঃ । পশবো বলীবর্দাঃ ॥ ৬ ॥

সৰ্বনত্রিতয়েন ত্রিকালম্ ॥ ৭ ॥

প্রবমেব মেধিস্থানাপন্নং চরন্ চরন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

থে আকাশে শ্চেনাদ্যাঃ থগাঃ পক্ষিণো যথা ক্রমন্তি গচ্ছন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ । কর্ম সারথিঃ  
 সহায়ো বেষাম্ ॥ ৯ ॥

নব্বতে জ্যোতির্গণা নিরাধারাঃ কুতো ভূবি ন পতন্তি তত্রাহ এবমিতি । প্রকৃতেঃ  
 পুরুষশ্চ চ বঃ সংযোগোহত্যস্তেনানুগৃহীতা মায়াবলবন্ধরূপগবত্যানুগৃহীতা ন পতন্তী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরাধারত্বাৎ পতনশঙ্কৈব নাস্তীতি বক্তুং মতান্তরমাহ কেচিদিতি । এতশ্চাপি শিশু-  
 মারচক্রস্ত পরিচ্ছিন্নহাদেতশ্চাপি ক আধার ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াঃ সর্বব্যাপকমায়াবলবন্ধরূপিণী

সুপ্তস্বরূপ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ৪—৫ ॥ দেবগণও তাহার পূজা করিয়া  
 থাকেন । তিনি স্বকীয় প্রতিভার প্রতিভাত হইয়া সমুদার সমুদ্ভাসিত করেন । মেধি-  
 স্তস্তে নিয়োজিত পশুবৃথ যেমন কর্ণব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, তক্রপ গ্রহাদি ও  
 মণ্ডলাদি সকলে যথাক্রমে অন্তর্বহির্বিভাগক্রমে কালচক্রে নিয়োজিত হইয়া, একে  
 অবলম্বন করিয়া, কালত্রয়-মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ ও বায়ু কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া আশু  
 বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৬—৮ ॥ শ্চেনপ্রভৃতি বিহঙ্গমবর্গ যেমন আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ  
 করে, উল্লিখিত গ্রহাদি সকলও সেইরূপ প্রলয় পর্য্যন্ত স্ব স্ব কর্মসাহায়ে ও বায়ুর বশতাপন্ন  
 হইয়া সর্বতোভাবে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ এইরূপে সমুদার জ্যোতি-  
 র্শূলী একমাত্র প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে অনুগৃহীত হওয়াতে ভূমিতে পতিত  
 হইতে পারে না ॥ ১০ ॥



যশ্চাক্ষাক্ষিরসঃ কুণ্ডলীভূতবপুষো যুনে ! ।  
 পুচ্ছাগ্রে কল্লিতে। যোহয়ং ধ্রুব উত্তানপাদজঃ ॥ ১২ ॥  
 লাক্ষ্মীলেখ্য চ সম্প্রাক্তঃ প্রজাপতিরকল্মষঃ ।  
 অগ্নিরিন্দ্রশ্চ ধর্মশ্চ তিষ্ঠন্তে সুরপূজিতাঃ ॥ ১৩ ॥  
 ধাতা বিধাতা পুচ্ছান্তে কট্যাং সপ্তর্ষয়স্ততঃ ।  
 দক্ষিণাবর্তভোগেন কুণ্ডলাকারমীষুমঃ ॥ ১৪ ॥  
 উত্তরায়ণভানীহ দক্ষপার্শ্বেহপিতানি চ ।  
 দক্ষিণায়নভানীহ সব্যে পার্শ্বেহপিতানি চ ॥ ১৫ ॥  
 কুণ্ডলাভোগবেশস্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপি ।  
 সমসংখ্যাশ্চাবয়বা ভবন্তি কজনন্দন ! ॥ ১৬ ॥  
 অজবীথী পৃষ্ঠভাগে আকাশসরিদৌদরে ।  
 পুনর্কক্ষশ্চ পুম্যশ্চ শ্রোণ্যো দক্ষিণবাময়োঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবতোবাধার ইতি বক্তবাম্ । তস্মাৎ প্রথমং মতমেব মুখ্যমিতি কেচিৎ পদেন সূচিতম্ ।  
 যোগধারণকর্ম্মনি যোগধাধারণায়াং স্থিতমিতি শেষঃ ॥ ১১—১২ ॥

লাক্ষ্মীলেখ্য অগ্রাদধোভাগে ॥ ১৩—১৪ ॥

উত্তরায়ণভানি অভিজিদাদীনি পুনর্কক্ষস্থানি চতুর্দশনক্ষত্রানি । দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষিণা-  
 য়নভানি পূব্যাদৌহ্যস্তরাষাটানি চতুর্দশ বামপার্শ্বে ॥ ১৫—১৬ ॥

আকাশসরিৎ আকাশগঙ্গা উদরে উদরে ইত্যর্থঃ । তদেব স্থানবিশেষেণ বিভজ্য  
 দর্শয়তি পুনর্কক্ষশ্চেতি । দক্ষিণবাময়োঃ শ্রোণ্যাবিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কেহ কেহ বলেন, এই শিশুমারস্বরূপ জ্যোতিষ্ক ভগবানের যোগধারণকার্য্যে  
 যথোপযুক্ত বিধানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই জন্তই পতিত হয় না ॥ ১১ ॥ ইহা কুণ্ডলীভূত  
 কলেবরে অক্ষাক্ষিরে অবস্থিতি করিতেছে । যুনে ! উহার পুচ্ছাগ্রে উত্তানপাদ-পুত্র  
 ধ্রুব অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১২ ॥ তদ্ব্যতীত, উহার লাক্ষ্মীর অধোভাগে সুরসেবিত  
 কলুষবিহীন প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ এইরূপ  
 সৃষ্টিকর্তা বিধাতা তাহার পুচ্ছান্তে ও সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহার কটিতটে বিরাজমান হইতেছেন ।  
 ঐ জ্যোতিষ্ক দক্ষিণাবর্তভোগে কুণ্ডলাকার হইয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৪ ॥ অভি-  
 জিৎ হইতে পুনর্কক্ষ পর্য্যন্ত চতুর্দশসংখ্যক উত্তরায়ণনক্ষত্র সকল ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে সন্নি-  
 বেশিত হইয়াছে এবং পূব্যা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত অবশিষ্ট চতুর্দশ দক্ষিণায়ননক্ষত্র  
 ইহার পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১৫ ॥ হে ব্রহ্মনন্দন ! উল্লিখিত নক্ষত্রমণ্ডলী অবয়ব-  
 রূপে সেই কুণ্ডলাভোগ-শরীরী শিশুমারস্বরূপ জ্যোতিষ্কের উত্তর পার্শ্বে ঐরূপে সম-  
 সংখ্যায় আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১৬ ॥ তন্মধ্যে অজবীথী আকাশগঙ্গার উদরে উহার পৃষ্ঠ-

আর্দ্রাশ্লেষে পশ্চিময়োঃ পাদয়োর্দক্ষবাময়োঃ ।  
 অভিজিচ্ছোত্তরাসাঢ়া নাসয়োর্দক্ষবাময়োঃ ॥ ১৮ ॥  
 যথাসংখ্যক দেবর্ষে ! অগতিশ্চ জলভন্তথা ।  
 কল্লিতে কল্লনাবিন্দির্নেত্রয়োর্দক্ষবাময়োঃ ॥ ১৯ ॥  
 ধনিষ্ঠা চৈব মূলক কর্ণয়োর্দক্ষবাময়োঃ ।  
 মঘাদীন্যষ্টভানীহ দক্ষিণায়নগানি চ ॥ ২০ ॥  
 যুজ্জীত বামপার্শীয়বংক্রিষু ক্রমতো মূনে ! ।  
 তথৈব যুগশীর্ষাদীন্যুদগ্ভানি চ যানি হি ॥ ২১ ॥  
 দক্ষপার্শ্বে বংক্রিকেষু প্রাতিলোম্যেন যোজয়েৎ ।  
 শততারা তথা জ্যেষ্ঠা কক্ষয়োর্দক্ষবাময়োঃ ॥ ২২ ॥  
 অগতিশ্চোত্তরহনাবধরায়াং হনৌ যমঃ ।  
 মুগেশ্বস্বারকঃ প্রোক্তো মন্দঃ প্রোক্ত উপস্বকে ॥ ২৩ ॥  
 বৃহস্পতিশ্চ ককুদি বক্ষশ্চকো গ্রহাধিপঃ ।  
 নারায়ণশ্চ হৃদয়ে চন্দ্রো মনসি তিষ্ঠতি ॥ ২৪ ॥

দক্ষিণবাময়োঃ পশ্চিময়োঃ পাদয়োরার্দ্রাশ্লেষে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অতিঃ অবগনকত্রং জলভং পূর্বাষাঢ়ানকত্রম্ । ইমে দক্ষবামনেত্রয়োঃ কল্লিতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

বামপার্শীয়বংক্রিষু বামপার্শ্বাঙ্স্থিষু ॥ ২১ ॥

রক্ষপার্শ্বে বিদ্যমানেষু প্রাতিলোম্যেন পূর্বাভাদ্রপদাস্তানি ॥ ২২—২৫ ॥

ভাগে বিরাজ করিতেছে । পুনর্কক্ষ ও পূষ্যা ইহারা উভয়ে দক্ষিণ ও বামদিকস্থ শ্রোণী-  
 তটে, আর্দ্রা ও শ্লেষা দক্ষিণবামস্থ পশ্চিম পাদদ্বয়ে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ-  
 বামস্থ নাসিকায় অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৭—১৮ ॥ হে দেবর্ষে ! এইরূপে শ্রবণা ও  
 পূর্বাষাঢ়া যথাসংখ্যায় দক্ষিণবামস্থ নেত্রদ্বিতরে, কল্লনাবিদ্ব ব্যক্তিগণ কর্তৃক কল্লিত  
 হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ ধনিষ্ঠা ও মূলা ইহারা দক্ষিণবামস্থ কর্ণযুগলে এবং মঘাদি দক্ষিণায়ন-  
 গামী অষ্ট নক্ষত্র ইহার বামপার্শ্বীয় অঙ্গিসমূহে যথাক্রমে সংযোজিত আছে । মূনে !  
 ঐরূপ যুগশীর্ষাদি উত্তরায়ণগামী নক্ষত্রমণ্ডল দক্ষিণপার্শ্বীয় অঙ্গি সকলে প্রাতিলোম্যক্রমে  
 প্রতিষ্ঠিত আছে । সেইরূপে শততিষা ও জ্যেষ্ঠা ইহার দক্ষিণবামস্থ স্বক্কে, অগতি  
 উত্তর হনুতে, যম তদিতর হনুতে, মঙ্গল মুখমণ্ডলে, শনিগ্রহ উপস্বকে, বৃহস্পতি ককুদ্বাণ্ডলে,  
 গ্রহগণের অধিপতি সূর্য্য বক্ষঃস্থলে, নারায়ণ হৃদয়ে এবং চন্দ্র মনে অবস্থিতি করিতে-  
 ছেন ॥ ২০-২২ ॥ নারদ ! এইরূপে অশ্বিনীদ্বয় স্তনযুগ্মে, উশনা নাভিমণ্ডলে, বুধ প্রাণ ও  
 অপানে, রাহু গলদেশে, কেতু সর্কাদে এবং তারাগণ রোমকূপে বিরাজ করিতেছে । এই





# অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

৩৩০

## শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

অধস্তাং সবিতুঃ প্রোক্তমযুতং রাহমণ্ডলম্ ।  
নক্ষত্রবচ্চরতি চ সৈংহিকেয়োহুতদর্শনঃ ॥ ১ ॥  
সূর্যাচন্দ্রমসোরৈব মর্দনঃ সিংহিকাস্ততঃ ।  
অমরত্বঞ্চ খেটুং লেভে যো বিষ্ণুশুগ্রহাৎ ॥ ২ ॥  
যদধস্তরণের্ষিষ্মং তপতো যোজনাযুতম্ ।  
তচ্ছাদকো হুরো জ্যেয়োহপ্যর্কসাহস্রবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥  
ত্রয়োদশসহস্রস্ত সোমশ্চাচ্ছাদকো গ্রহঃ ।  
যঃ পর্বসময়ে বৈরানুবন্ধী ছাদকোহুভবৎ ॥ ৪ ॥

চতুর্বিংশচ্ছেদ্যকবর্ষোরাহমণ্ডলমুচ্যতে

সূর্য্যাদঃসংস্থিতং যেন গ্রহণকল্পসূর্য্যায়োঃ ॥

সূর্য্যামরভা ঞ্জবাস্তুঃ সন্নিবেশঃ নিক্রপ্যোদানীং সূর্য্যাদস্তান্নিক্রপয়তি অধস্তাং সবিতু-  
রিতি । সৈংহিকেয়ঃ সিংহিকায়ঃ সূতো রাহঃ ॥ ১ ॥

খেটুং নক্ষত্রম্ ॥ ২ ॥

গ্রহণং বজ্রমাহ যদধস্তরণে রিতি । যোজনাযুতং তরণের্ষিষ্মমিত্যমরঃ । অর্কসাহস্রবিস্তরং  
দ্বাদশসাহস্রযোজনবিস্তারং সোমশ্চ মণ্ডলমিত্যমরঃ । ত্রয়োদশসহস্রস্ত ত্রয়োদশসহস্রযোজন-  
পরিমাণস্ত আচ্ছাদকো গ্রহো রাহর্কর্ত্তে স তচ্ছাদকস্তয়োঃ সূর্য্যাসোমমণ্ডলয়োরাচ্ছাদকো  
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কদাচ্ছাদকস্তদাহ পর্বসময়ে ইতি । অমাবস্তাপূর্ণিমাংসকালে যচ্ছাদকো ভবেদিত্যমরঃ ।  
বৈরানুবন্ধী অযুতপানসময়ে সূর্য্যচন্দ্রমসোর্মধ্যে প্রবিষ্টস্ত তাভ্যাং বিষ্ণবে কথনাত্তরোর্কৈর-  
মশুবধাতি । ততো হেতোঃ সূর্য্যচন্দ্রমসোর্হাচ্ছাদনকারকো ভবেদিত্যমরঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! ভগবান্ ভাস্করের অধোদেশে অযুতযোজন ব্যবধানে রাহ-  
মণ্ডল অবস্থিত আছে । সিংহিকানন্দন রাহ নক্ষত্রের স্তায় তাহাতে বিচরণ করিতেছে ॥ ১ ॥  
এই রাহ, সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়কে গ্রাস করিয়া থাকে এবং ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহক্রমে  
অমরত্ব ও খেচরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ সূর্য্য অযুতযোজনে তাপ বিকিরণ করেন । অমর  
রাহ তাঁহার মণ্ডলকেও আচ্ছন্ন করিয়া থাকে । এইরূপ চন্দ্রমণ্ডল দ্বাদশসহস্র যোজন  
অধিকার করিয়া আছে । রাহ স্বয়ং ত্রয়োদশসহস্র যোজন আচ্ছাদন করিয়া, অবস্থিতি  
করিতেছে সূতরাং এই গ্রহ সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েরই মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে । ঐ রাহ  
পূর্ব্বকৃত বৈরনির্ঘাতন-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, পর্বসময়ে তাহাদের উভয়কে ঐপ্রকারে

সূর্য্যচন্দ্রমসৌদূরান্তুবেচ্ছাদনকারকঃ ।

তন্নিশম্যোভয়ত্রাপি বিষ্ণুনা প্রেরিতং স্বকম্ ॥ ৫ ॥

চক্রং সূদর্শনং নাম জ্বালামালাতিভীষণম্ ।

তন্তেজসা দুঃসহেন সমস্তাং পরিবারিতম্ ॥ ৬ ॥

মুহূর্তো দ্বিজমানস্তু দূরাচ্চকিতমানসঃ ।

আরাম্ণিবর্ততে সোহয়মুপরাগ ইতীবহ ॥ ৭ ॥

উচ্যতে লোকমধ্যে তু দেবর্ষে ! অববুধ্যতাম্ ।

ততোহধস্তাং সমাখ্যাতা লোকাঃ পরমপাবনাঃ ॥ ৮ ॥

সিদ্ধানাং চারণানাঞ্চ বিদ্যাধাণাঞ্চ সত্তম ! ।

যোজনাযুতবিখ্যাতা লোকাঃ পুণ্যনিষেবিতাঃ ॥ ৯ ॥

ততোহপ্যধস্তাদেবর্ষে ! যক্ষাণাঞ্চ সরক্ষসাম্ ।

পিশাচপ্রেতভূতানাং বিহারাজিরমুত্তমম্ ॥ ১০ ॥

অস্তরীক্ষঞ্চ তৎ প্রোক্তং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি হি ।

যাবন্মেষাস্তথোদ্যন্তি তৎ প্রোক্তং জ্ঞানকোবিদৈঃ ॥ ১১ ॥

তর্হি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ কুতো ন ভক্ষয়তি তত্রাহ তন্নিশম্যোতি ॥ ৫ ॥

সমস্তাং পরিবারিতঞ্চক্রমিত্যম্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

দুঃসহেন তন্তেজসা মুহূর্তো দ্বিজমানো মুহূর্তং খিদিমানচ্চকিতহৃদয়ঃ সন্নায়াং দূরাদেব  
নিবর্ততেসোহয়মুপরাগ ইতি লোকে প্রোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥

বিদ্যাধাণাং বিদ্যাধরাণাম্ । অধস্তাদিত্যুক্তং তন্মর্যাদামাহ যোজনাযুতে ইতি ।  
রাহ্মণ্ডগাদধস্তাদ্যোজনাযুতপরিমিতে দেশে সিদ্ধাদীনাং লোকাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বিহারাজিরং বাসস্থানম্ ॥ ১০ ॥

অস্তরীক্ষং গ্রহহীনম্ । তস্তাবধিমাহ যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি তীব্রো বাতি তস্তাপ্যবধিমাহ  
যাবন্মেষা ইতি ॥ ১১—১২ ॥

আচ্ছন্ন করিয়া থাকে ॥ ৩—৪ ॥ এই গ্রহ দূর হইতে তাহাদের আচ্ছাদনে প্রবৃত্ত হয় ।

ভগবান্ নিষ্ণু এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, স্বকীয় সূদর্শননামক চক্র প্রয়োগ করেন ।

ঐ চক্র প্রজ্জ্বলিত শিখাপরম্পরায় পরিবেষ্টিত তজ্জন্ত অতীব-ভয়ঙ্করতাবিশিষ্ট । তদীয়

হৃর্কিয়হ তেজে চতুর্দিক পরিবৃত্ত হইলে, রাহু তৎকালে চকিতচিত্ত হইয়া, দূর হইতেই

বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে । দেবর্ষে ! লোকমধ্যে ইহাই গ্রহণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া

থাকে । রাহ্মণ্ডলের অধোদেশে পরমপাবন লোক সকল প্রতিষ্ঠিত আছে । হে সত্তম !

সিদ্ধগণ, চারণগণ ও বিদ্যাধরগণই তৎতৎ লোকে বাস করিয়া থাকে । পরমপবিত্রতাবাপন্ন

সিদ্ধাদিগণ সেবিত ঐ সকল লোকের পরিমাণ অযুতযোজন ॥ ৬—৯ ॥ দেবর্ষে ! ইহার

নিম্নে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত ও ভূতগণের উৎকৃষ্ট বিহারাজির বিরাজমান হই-

ততোহধস্তাদ্যোজনানাং শতং যাবদ্বিজোক্তম ! ।

পৃথিবী পরিসংখ্যাতা স্পর্গশ্চেনসারসাঃ ॥ ১২ ॥

হংসাদয়ঃ প্রোৎপত্তস্তি পার্থিবাঃ পৃথিবীভবাঃ ।

ভূসন্নিবেশাবস্থানং যথাবদুপবণিতম্ ॥ ১৩ ॥

অধস্তাদবনেঃ সপ্ত দেবর্ষে ! বিবরাঃ স্মৃতাঃ ।

একৈকশো যোজনানামায়ামোচ্ছ্রায়তঃ পুনঃ ॥ ১৪ ॥

অযুতান্তরবিখ্যাতাঃ সর্বভূসুখদায়কাঃ ।

অতলং প্রথমং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং বিতলস্তথা ॥ ১৫ ॥

তৃতীয়ং সূতলং প্রোক্তং চতুর্থং বৈ তলাতলম্ ।

মহাতলং পঞ্চমঞ্চ ষষ্ঠং প্রোক্তং রসাতলম্ ॥ ১৬ ॥

সপ্তমং বিপ্র ! পাতালং সপ্তৈপ্তে বিবরাঃ স্মৃতাঃ ।

এতেষু বিলস্বর্গেষু দিবোহপ্যধিকমেব চ ॥ ১৭ ॥

কামভোগৈশ্বর্যসুখসমৃদ্ধভুবনেষু চ ।

নিত্যোদ্যানবিহারেষু সুখাস্বাদঃ প্রবর্ততে ॥ ১৮ ॥

পৃথিব্যা উপরি ভূলোকাবধিমাংস হংসাদয় ইতি । পার্থিবাঃ পৃথিবীবিকারাঃ ॥ ১৩ ॥

একৈকশো যোজনানামিতি । যোজনায়ুতান্তরেণ প্রত্যেকমুচ্ছ্রিতাঃ । আয়াসো যোহ-  
পাণ্ডকটাহস্ত তদ্বিস্তারেণ ॥ ১৪ ॥

অযুতমন্তরমেতৈককস্ত বিবরস্ত ॥ ১৫—১৬ ॥

বিপ্রৈতি সম্বোধনম্ ॥ ১৭—১৮ ॥

তেছে ॥ ১০ ॥ জ্ঞানকোবিদ্ ব্যক্তিগণ উহাকেই অন্তরীক্ষ নামে নির্দেশ করেন । যাবৎ  
বায়ুমণ্ডল তীব্রভাবে প্রবাহিত হয় এবং যাবৎ মেঘমালা সমুদিত হইয়া থাকে, তাবৎপরি-  
মিত প্রদেশই ইহার অবধি ॥ ১১ ॥ বিজোক্তম ! অন্তরীক্ষের অধোদেশে পৃথিবী শতযোজন  
বলিয়া পরিসংখ্যাত হইয়াছে । পৃথিবীভাত ও পৃথিবীহ স্পর্গ, শ্চেন, সারস ও হংসাদি  
বিহঙ্গমবর্গ যাবৎ উৎপত্তিত হইয়া থাকে, তাবৎ ভূমণ্ডলের অবধি । এক্ষণে ইহার  
সন্নিবেশও অবস্থান যথাযথ বর্ণন করা হইল ॥ ১২—১৩ ॥ দেবর্ষে ! অবনির অধোদেশে সপ্ত-  
বিবর সন্নিবিষ্ট আছে । তাহাদের প্রত্যেকের আরাম ও উচ্ছ্রায় অযুতযোজন । এই সকল  
স্থানে সকল ঋতুতেই সকল প্রকার সুখভোগ করিতে পারা যায় । ইহাদের প্রথম অতল,  
দ্বিতীয় বিতল, তৃতীয় সূতল, চতুর্থ তলাতল, পঞ্চম মহাতল, ষষ্ঠ রসাতল ও সপ্তম পাতাল ।  
বিপ্র ! এইরূপে সপ্তবিবর পরিগণিত হইয়াছে । ইহার বিল-স্বর্গ নামে অভিহিত এবং স্বর্গ  
অপেক্ষাও সমধিক সুখদায়ক ॥ ১৪-১৭ ॥ কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূরিত ।



দৈত্যাশ্চ কাঙ্গবেয়াশ্চ দানবা বলশালিনঃ ।  
 নিত্যং প্রমুদিতা রক্তাঃ কলত্রাপত্যবস্তুভিঃ ॥ ১৯ ॥  
 স্নহস্তিরনুজীবাদ্যৈঃ সংযুতাশ্চ গৃহেশ্বরীঃ ।  
 ঈশ্বরাদপ্রতিহতকামমায়াবিনশ্চ তে ॥ ২০ ॥  
 নিবসন্তি সদা হৃষ্টাঃ সৰ্ব্বতু স্তখসংযুতাঃ ।  
 ময়েন মায়াবিভুনা যেষু যেষু চ নির্মিতাঃ ॥ ২১ ॥  
 পুরঃপ্রকামশো ভক্তা মণিপ্রবরশালিনঃ ।  
 বিচিত্রভবনাট্টালগোপুরাদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ২২ ॥  
 সভাচত্বরচৈত্যাदिशोভাঢ্যাঃ সুরদুর্লভাঃ ।  
 নাগাসুরাণাং মিথুনৈঃ সপারাবতসারিকৈঃ ॥ ২৩ ॥  
 কীর্ত্তিঃ কৃত্তিমভূতিশ্চ বিবরেশগৃহোত্তমৈঃ ।  
 অলঙ্কতাশ্চকাসন্তি উদ্যানানি মহাস্তি চ ॥ ২৪ ॥

কাঙ্গবেয়াঃ সর্পাঃ ॥ ১৯ ॥

অনুজীবাদ্যৈঃ অপ্রতিহতঃ কামো যেষাম্ ॥ ২০ ॥

মায়াবিভুনা মায়াস্বামিনা মায়াবিনেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

প্রকামশো যথেষ্টং ভক্তা বিভক্তাঃ কৃত্তা ইত্যর্থঃ । মণিপ্রবরশালিন ইতি উত্তর-  
 জায়েতি ॥ ২২—২৫ ॥

এই সকল স্থানে উদ্যান-বিহারের কোন কালেই বিরাম নাই । তত্তৎ বিহার-ব্যাপার-মাত্রেই  
 আবার সুখান্বাদে পরিপূর্ণ ॥ ১৮ ॥ এখানে বলশালী দৈত্য ও দানবগণ এবং সর্প সকল  
 পুত্র, কলত্র ও মিত্রবর্গের সমতিবাহারে অসুরাগতরে মিলিত হইয়া, নিয়তই পরম আমোদ  
 ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ অত্রত্য গৃহপতি সকলও স্বয়ং স্নহৎ ও অনুজীবিবর্গে বেষ্টিত  
 থাকিয়া, উক্তানুরূপ প্রমোদে কালযাপন করে । ইহারা সকলেই মায়াবী এবং সকলেই  
 স্বয়ং ঈশ্বর অপেক্ষা অপ্রতিহত-সকল ও বাসনাবিশিষ্ট ॥ ২০ ॥ সকলেই সর্বদা হর্ষভোগ-  
 সহকারে তথার বাস এবং সকল ঋতুতেই সুখানুভব করিয়া থাকে । মায়ায় অধীশ্বর ময়  
 দানব তত্তৎ বিবরে যথেষ্ট বিভক্ত পুর সকল বিনির্মাণ করিয়াছে । তন্নিম্ন, মণিরত্নে সুশো-  
 ভিত সহস্র সহস্র বিচিত্র বাসগৃহ, অট্টালিকা ও গো-পুরসকলও রচনা করিয়াছে ॥ ২১-২২ ॥  
 তৎসমস্ত সভা, চত্বর ও চৈত্যাदि শোভার অতিমাত্র অলঙ্কৃত এবং সুরগণেরও দুর্লভ । নাগ  
 ও অসুরদম্পতিগণ তত্তৎ ভবনাদিতে সর্বদা বাস করিতেছে এবং পারাবত ও সারিকা  
 সকল সর্বদা বিচরণ করিতেছে ॥ ২৩ ॥ অধিক কি, তৎসমস্ত বিবিধ কৃত্তিম ভূবিভাগে  
 সমাকীর্ণ ও বিবরপতিগণের উৎকৃষ্ট গৃহপরম্পরায় অলঙ্কৃত । তথায় স্নহৎ উদ্যান সকলও

মনঃপ্রসন্নকারীণি ফলপুষ্পবিশালিভিঃ ।  
 ললনানাং বিলাসার্থস্থানৈঃ শোভিতভাজি চ ॥ ২৫ ॥  
 নানাবিহঙ্গমত্রাসংযুক্তজলরাশিভিঃ ।  
 স্বচ্ছার্ণপূরিতহৃদৈঃ পাঠীনসমলঙ্কৃতৈঃ ॥ ২৬ ॥  
 জলজন্তুক্ষুদ্রনীরনীরজাটৈরনেকশঃ ।  
 কুমুদোৎপলকঙ্কারনীলরক্তোৎপলৈস্তথা ॥ ২৭ ॥  
 তেষু কৃতনিকেতানাং বিহারৈঃ সঙ্কুলানি চ ।  
 ইন্দ্রিয়োৎসবকারৈশ্চ তথৈব বিবিধৈঃ স্বরৈঃ ॥ ২৮ ॥  
 অমরাণাঞ্চ পরমাং শ্রিয়শ্চাতিশয়ন্তি চ ।  
 যত্র নৈব ভয়ং কাপি কালান্নৈর্দিনরাত্রিভিঃ ॥ ২৯ ॥  
 যত্রাহিপ্রবরাণাঞ্চ শিরশ্শূর্ণগিরশ্চিভিঃ ।  
 নিত্যং তমঃ প্রবাধ্যত সদা প্রস্ফুটকাস্তিভিঃ ॥ ৩০ ॥  
 ন বা এতেষু বসতাং দিব্যৌষধিরসায়নৈঃ ।  
 রসান্নপানস্নানাদৈর্নান্যায়ো ন চ ব্যাধয়ঃ ॥ ৩১ ॥

স্বচ্ছার্ণেন স্বচ্ছজলেন পূরিতা হৃদা যেষু তৈঃ । পাঠীনা মৎস্তাঃ ॥ ২৬ ।  
 নীরজাটৈঃ কমলৈঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

বিরাজ করিতেছে ॥ ২৪ ॥ তৎসমস্ত মনকে প্রসন্ন করিয়া থাকে এবং ললনাগণের  
 বিলাসোপযুক্ত ফলপুষ্পসম্পন্ন স্থান সকলের সান্নিধ্যবশতঃ তাহাদের শোভারও সীমা  
 নাই ॥ ২৫ ॥ তত্রত্য জলরাশি বিবিধ জাতীয় বিহঙ্গমবর্গে বিভক্তিত, হৃদ সকল স্বচ্ছসলিলে  
 পরিপূর্ণ এবং পাঠীনমৎস্তগণে সমলঙ্কৃত ॥ ২৬ ॥ জলজন্তু সকল জলরাশি আলোড়ন করিয়া  
 বিচরণ করিতেছে । তথায় কুমুদ, উৎপল, কঙ্কার, নীলোৎপল, রক্তোৎপল ইত্যাদি  
 বিবিধ জাতীয় পদ্ম বিকসিত রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥ তত্রত্য অধিবাসি সকলের বিহার প্রদেশ  
 পরম্পরায় তৎসমস্ত উপবন সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিজনক বিবিধ  
 স্বর লহরীতে প্রতিধ্বনিত ॥ ২৮ ॥ এই সমস্ত নানাবিধ বস্তু থাকায় তৎতৎ প্রদেশ অমর-  
 গণেরও পরম সমৃদ্ধির তিরস্কার করিয়া থাকে । দিন বা রাত্রি, কোন কালেই তথায়  
 কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই ॥ ২৯ ॥ তথায় সর্পপ্রবরগণের শিরশ্শূর্ণগিরশ্চিভিঃ সর্বদা  
 সমুদ্ভাষিত কাস্তি নিবহের সম্পর্কযোগ বশতঃ কোন কালেই অন্ধকারের সমাগম  
 নাই ॥ ৩০ ॥ বাহারা তথায় বাস করেন, দিব্যৌষধি রসায়ন সহ কৃত রসান্নপানও  
 স্নানাদির সহায়তায় কোন প্রকার আধিব্যাধিই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে

বলীপলিতজীর্ণত্বং বৈবৰ্ণ্যশ্বেদগন্ধতাঃ ।

অনুৎসাহবয়োহবস্থা ন বাধন্তে কদাচন ॥ ৩২ ॥

কল্যাণানাং সদা তেষাং ন চ মৃত্যুভয়ং কুতঃ ।

ভগবন্তেজসোহনৃত্র চক্রাচ্চৈব সূদৰ্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥

যস্মিন্ প্রবিষ্টে দৈতেয়বধুনাং গৰ্ভরাশয়ঃ ।

প্রায়ো ভয়াৎ পতন্ত্যেব অবস্থি ব্রহ্মপুত্রক ! ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
রাহ্মণ্ডলাদ্যবস্থানবর্ণনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

জীর্ণত্বং জরাবৈবৰ্ণ্যং দেহস্ত বয়োবস্থা সহিতা এতে ন বাধন্তে ইত্যমরঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥  
যস্মিন্ ভগবন্তেজসি প্রবিষ্টে ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

না ॥ ৩১ ॥ অধিক কি বলী পলিত, জর, জীর্ণত্ব, বিবৰ্ণত্ব, শ্বেদ গন্ধ, উৎসাহ-হীনত্ব ও অন্ত-  
বিধ বয়োবস্থাও তাহাদিগকে কোনরূপ ক্লেশাদি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩২ ॥  
তাহারা সর্বদাই কল্যাণবিশিষ্ট। একমাত্র ভগবানের তেজ ও সূদৰ্শনচক্র, এই  
উভয় ব্যতীত অন্য কিছু হইতে তাহাদের মৃত্যুভয় নাই ॥ ৩৩ ॥ কারণ, ভগবানের  
তেজ প্রবিষ্ট হইলে, ভয়বশতঃ তাহাদের রমণীগণের প্রায়ই গৰ্ভপাত ও তাহার স্রাব  
হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রলোকান্তক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে রাহ্মণ্ডলাদির অবস্থিতি বর্ণন  
নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## উনবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

প্রথমে বিবরে বিপ্র ! অতলাখে মনোরমে ।  
ময়পুত্রো বলো নাম বর্ততেহখর্বগর্বকৃৎ ॥ ১ ॥  
মগ্নবত্যো যেন সৃষ্টা মায়াঃ সর্বার্থসাধিকাঃ ।  
মায়াবিনো যাশ্চ সদ্যো 'ধারয়ন্তি চ কাশ্চন ॥ ২ ॥  
জুস্তমাগস্ত যৈশ্চ বলস্ত বলশালিনঃ ।  
স্ত্রীগণা উপপদ্যন্তে ত্রয়ো লোকবিমোহিনাঃ ॥ ৩ ॥  
পুংশ্চল্যশ্চৈব শ্বেরিণ্যঃ কামিন্যশ্চৈতি বিক্রতাঃ ।  
যা বৈ বিলায়নং প্রেষ্ঠং প্রবিষ্টং পুরুষং রহঃ ॥ ৪ ॥  
রসেন হাটকাখ্যেন সাধয়িত্বা প্রযত্নতঃ ।  
স্ববিলাসাবলোকানুরাগস্মিতবিগূহনৈঃ ॥ ৫ ॥

ষাট্ৰিংশৎপদ্যকৈঃ পশ্চাদতলাদেশ্চ বর্ণনম্ ।

ক্রিয়তে যত্র ভোগানাং পরা কাঠা কুটা ভবেৎ ॥

অথর্বো মহান্ যো গর্বস্তং করোতি স তথা ॥ ১ ॥

মগ্নবতিমায়ামধ্যে কাশ্চন ধারয়ন্তি ন সর্বাঃ । হঃসম্পাদ্যত্বাৎ ॥ ২ ॥

উপপদ্যন্ত উৎপন্নঃ ॥ ৩ ॥

সবর্ণে রতাঃ শ্বেরিণ্যঃ । কামিন্যুৎসবর্ণে । তত্রাপ্যতিচক্ৰাঃ পুংশ্চল্যঃ । বিলায়নং  
বিলায়তনম্ ॥ ৪ ॥

সাধয়িত্বা সন্তোগসমর্থং কৃত্বা স্বস্বিন্নসাধারণা বিলাসাস্তংপূর্বকোহবলোকস্তেনানুরাগ-  
যুক্তং স্মিতস্তেন বিগূহনমুপগূহনমালিঙ্গনং তদাদিভিঃ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বিপ্র ! অতলনামধেয় মনোহর প্রথম বিবরে অতিশয় গর্বশালী  
বল নামে ময়দানবের পুত্র বাস করিতেছে ॥ ১ ॥ সে সমুদারে মগ্নবতি মায়া সৃষ্টি করিয়াছে ।  
তদ্বারা সর্ববিধ প্রয়োজন বা অভীষ্টই সাধিত হইয়া থাকে । অত্যাগ্ন মায়াবী সকল  
ইহাদেরই মধ্যে কোন না কোনটা ধারণ করিয়া থাকে পরন্তু হঃসম্পাদ্য বলিয়া সমুদায়  
ধারণে সমর্থ হয় না ॥ ২ ॥ এই বলশালী বল জুস্তা ত্যাগ করিলে পর সর্বলোক-মোহ-জনক  
ত্রিবিধ রমণী সমুৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ তাহারা পুংশ্চলী, শ্বেরিণী ও কামিনী নামে বিখ্যাত ।  
কোন পুরুষ তাহাদের পরম প্রীতির আশ্পদ এই বিবরায়তনে প্রবেশ করিলে, তাহারা  
নির্জর্মে, হাটক নামক রসবিশেষের সহায়তায় তাহার সন্তোগ সামর্থ্য-সমুদ্ভাবনপূর্বক

সংলাপবিভ্রমাদৈশ্চ রময়ন্ত্যপি তাঃ দ্বিয়ঃ ।  
 যস্মিন্মুপযুক্তো জনো মনুতে বহুধা স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥  
 ঈশ্বরোহিমহং সিদ্ধো নাগায়ুতবলো মহান্ ।  
 আত্মানং মন্যমানঃ সন্ মদাক্ষ ইব কথ্যতে ॥ ৭ ॥  
 এবং প্রোক্তা স্থিতিশ্চাত্ত্র অতলশ্চ চ নারদ ! ।  
 দ্বিতীয়বিবরশ্চাত্ত্র বিতলশ্চ নিবোধত ॥ ৮ ॥  
 ভূতলাধস্তলে চৈব বিতলে ভগবান্ ভবঃ ।  
 হাটকেশ্বরনামায়ং স্বপার্ষদগণৈর্বৃতঃ ॥ ৯ ॥  
 প্রজাপতিকৃতশ্চাপি সর্গশ্চ বৃংহণায় চ ।  
 ভবান্মা মিথুনীভূয় আস্তে দেবাধিপূজিতঃ ॥ ১০ ॥  
 ভবয়োবীৰ্য্যসম্ভূতা হাটকী সরিছুত্তমা ।  
 সমিদ্ধো মরুতা বহ্নিরোজসা পিবতীব হি ॥ ১১ ॥  
 তন্নিষ্ঠ্যুতং হাটকাখ্যং স্তবর্ণং দৈত্যবল্লভম্ ।  
 দৈত্যাগ্ননাভুষণার্হং সদা সঙ্কারয়ন্তি হি ॥ ১২ ॥

যস্মিন্ ব্রহ্মে উপযুক্তে সেবিতো ইত্যর্থঃ ॥ ৬—১০ ॥

মরুতা সমীরণেন সমিদ্ধো দীপ্তঃ ॥ ১১ ॥

তন্নিষ্ঠ্যুতমিতি । তেন বহ্নিনা নিষ্ঠ্যুতং খুংকৃত্য তাক্রম্ ॥ ১২ ॥

পরম যত্নসহকারে স্বকীয় বিলাসাবলোকন ও অনুরাগ-গর্ভিত মুহুম্মহ হস্ত প্রকাশপূরঃসর  
 গাঢ়তর আলিঙ্গন এবং সম্যকরূপ আলাপ ও বিভ্রমাদির সাহচর্য্যে তদীয় মনঃপ্রীতি  
 সমাধান করে। ঐ হাটকরস উপযোগ করিলে, লোকে বারংবার মনে করিয়া থাকে যে,  
 আমি স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াছি, সিদ্ধ হইয়াছি এবং অযুত হস্তীর সমান বলশালী হইয়াছি,  
 এবং মদাক্ষের জায় আপনাকে ঐরূপ ঐশ্বর্য্যাদিবিষিষ্ট জ্ঞান করিয়া বারংবার ঐরূপ  
 বলিয়া থাকে ॥ ৪—৭ ॥ নারদ ! অতলের এবংবিধ স্থান-সন্নিবেশাদি কথিত হইল।  
 অধুনা, দ্বিতীয় বিবর বিতলের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

বিতল ভূতলের অধোদেশে প্রতিষ্ঠিত। সর্বদেব-পূজিত ভগবান্ ভব হাটকেশ্বর নাম  
 গ্রহণ করিয়া এবং স্বকীয় পার্শ্বদগণে পরিবৃত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার কৃত সৃষ্টির স বিশেষ  
 সম্বন্ধনর্থ ভবানীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০ ॥ তাঁহাদের  
 উভয়ের বীৰ্য্যসম্ভূত হাটকী নদী তথায় প্রবাহিত হইতেছে। হতাশন সমীরণ সাহায্যে  
 সমধিক প্রজ্জ্বলিত হইয়া, তাহা পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ বহ্নি দূৎকার-

তদ্বিলাধস্তলাৎ প্রোক্তং স্ততলাখ্যং বিলেশ্বরম্ ।  
 পুণ্যল্লোকো বলির্নাম আস্তে বৈরোচনিমুনে ! ॥ ১৩ ॥  
 মহেন্দ্রস্য চ দেবস্য চিকীৰ্ষুঃ প্রিয়মুত্তমম্ ।  
 ত্রিবিক্রমোহপি ভগবান্ স্ততলে বলিমানয়ৎ ॥ ১৪ ॥  
 ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীমাক্ষিপ্য স্থাপিতঃ কিল দৈত্যরাট্ ।  
 ইন্দ্রাদিষ্প্যালক্কা যা সা শ্রীস্তুমনুবর্ততে ॥ ১৫ ॥  
 তমেব দেবদেবেশমারাধয়তি ভক্তিতঃ ।  
 ব্যাপেতসাধবসোহদ্যাপি বর্ততে স্ততলাধিপঃ ॥ ১৬ ॥  
 ভূমিদানফলং হেতৎ পাত্রভূতেহখিলেশ্বরে ।  
 বর্ণয়ন্তি মহাজ্ঞানো নৈতৎ যুক্তং চ নারদ ! ॥ ১৭ ॥  
 বাসুদেবে ভগবতি পুরুষার্থপ্রদে হরৌ ।  
 এতদানফলং বিপ্র ! সৰ্ব্বথা ন হি যুজ্যতে ॥ ১৮ ॥

( অধুনা স্ততলং বর্ণয়িতুমাহ তদ্বিলাধস্তলাদিতি ॥ ১৩—১৭ ॥

কথং দানফলমেতেন্নেতি বক্তুমাহ বাসুদেবে ইতি ॥ ১৮—২০ ॥

পূৰ্ব্বক পরিত্যাগ করিলে, তাহা হইতে যে হাটকনামক সুবর্ণ আবিষ্কৃত হয়, তাহা দৈত্য-  
 গণের অতীব প্রিয়। দৈত্য-রমণীরা সেই ভূষণোপযোগী স্বর্ণ সৰ্ব্বদা আদর সহকারে  
 ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বিতলের অধোদেশে স্ততল প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা অগ্ন্যাগ্নি বিবরগণের মধ্যে বিশিষ্ট-  
 পদবিশিষ্ট। মুনে! বিরোচনের পুত্র পুণ্যবান্ বলি এই স্ততলেই বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥  
 ভগবান্ বাসুদেব দেবরাজ ইন্দ্রের সৰ্ব্বাঙ্গীন-প্রিয়-কামনাবশংবদ হইয়া ত্রিবিক্রম-বিগ্রহ-  
 পরিগ্রহ-পুরঃসর এই বলিকে স্ততলে আনয়ন করিয়া, ত্রিলোকীর যাবতীয় লক্ষ্মীকে  
 আক্ষিপ্ত করত উহাকে দৈত্যপতি-পদে সংস্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি, স্বয়ং ইন্দ্রাদি  
 অমরবর্গও যে লক্ষ্মীকে লাভ করিতে পারেন নাই, সেই শ্রী স্বয়ং বলির অমুবর্ত্তিনী হইয়া-  
 ছেন ॥ ১৪—১৫ ॥ বলি স্ততলের অধিপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত ও সৰ্ব্বথা ভয়শূন্য হইয়া,  
 অদ্যাবধি তথায় অধিষ্ঠান করত ভক্তিসহকারে ভগবান্ বাসুদেবের পূজাবিধি সমাধান  
 করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ নারদ! মহাস্তুতব পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, নিখিল-লোক-নিয়ন্তা  
 স্বয়ং বাসুদেব যাচকরূপে উপস্থিত হইলে, বলি তাঁহারে ভূমিদান করিয়াছিলেন; এই  
 সংপাত্রে দান করায় তিনি ঐরূপ ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ফলতঃ তাহাদের  
 এবংবিধ মতবাদ কখন যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥ কেননা, যিনি স্বয়ং  
 ঐশ্বর্য্যাদির পূর্ণবিগ্রহ ও পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন এবং যিনি অনন্তসাধারণ



যৈশ্চৈব দেবদেবশ্চ নামাপি বিবশো গুণম্ ।  
 স্বকীয়কৰ্ম্মবন্ধীয়গুণান্ বিধুসুতেহঞ্জসা ॥ ১৯ ॥  
 যৎক্লেশবন্ধহানায় সাধ্যাযোগাদিসাধনম্ ।  
 কুৰ্ব্বতে যতয়ো নিত্যং ভগবত্যখিলেশ্বরে ॥ ২০ ॥  
 নাচায়ং ভগবানস্মাননুজগ্রাহ নারদ ! ।  
 মায়াময়ঞ্চ ভোগানামৈশ্বর্য্যং ব্যতনোৎ পরম্ ॥ ২১ ॥  
 সৰ্ব্বক্লেশাধিহেতুং তদান্মানুস্মৃতিমেষণম্ ।  
 যং সাক্ষাদ্ভগবান্ বিষ্ণুঃ সৰ্ব্বোপায়বিদীশ্বরঃ ॥ ২২ ॥  
 যাচ্ঞাচ্ছলেনাপহৃতং সৰ্ব্বশ্চ দেহশেষকম্ ।  
 অপ্রাপ্তান্যোপায় ঈশঃ পাঠৈর্সৰ্ব্বাকুণসম্ভবৈঃ ॥ ২৩ ॥  
 বন্ধয়িত্বাবমুচ্যাপি গিরিদর্য্যামিবাব্রবীৎ ।  
 অসাবিত্শ্চো মহামুঢ়ো যশ্চ মন্ত্রী বৃহস্পতিঃ ॥ ২৪ ॥

অস্মাননুজগ্রাহেতি নারায়ণোক্তিঃ ॥ ২১ ॥

সৰ্ব্বক্লেশাধিহেতুমিট্যৈশ্বর্য্যবিশেষণম্ । আনুস্মৃতেশ্চেষণমপহারকম্ ॥ ২২—২৩ ॥

গিরিদর্য্যামবমুচ্য স্থিতস্তত্ত্ব দ্বারে ঈশ্বরস্তদুৎপৎ ভক্তিপ্রেমুণা লেশতোহপ্যগণয়া বলি-  
 র্কক্ষ্যমাণমব্রবীদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তেজোবলে স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া থাকেন, নারদ ! সেই নারায়ণে ঈদৃশ দানফল  
 আরোপিত করা সৰ্ব্বথা যুক্তির বহির্ভূত ॥ ১৮ ॥ বলিতে কি, যিনি দেবগণেরও দেবতা ;  
 নিতান্ত অবসর দশাতেও বাহার নাম গ্রহণ করিলে, তৎকালে লোকমাত্রেই স্বকীয় কৰ্ম্ম-  
 বন্ধের হেতুভূত গুণপরম্পরা দূরে বিসর্জন করে ; যতিগণ যাবতীর ক্লেশভারের পরি-  
 হার-বাসনার বশংবদ হইয়া, যে নিখিলনিরস্তা ভগবানের উদ্দেশে সাধ্যাযোগাদির  
 সাধন করিয়া থাকেন ; নারদ ! সেই ভগবান্ যদি আমাদেরকে পরম ভোগৈশ্বর্য্য  
 প্রদান করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করিলেন না ।  
 কেননা, ঐ ঐশ্বর্য্য মায়ার নিদান, তন্নিবন্ধন সৰ্ব্ববিধ ক্লেশ ও মানসিক পীড়ার উদ্ভব  
 হইয়া থাকে এবং উহা প্রাপ্ত হইলে, সেই আশ্বরূপী ভগবানকে একবারেই  
 ভুলিয়া যাইতে হয় । সৰ্ব্বপ্রকার উপায়যোগ বাহার জ্ঞানগোচরে সৰ্ব্বদাই বিদ্যমান  
 এবং যিনি সমুদায় বিশ্বব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান হইতেছেন ; সেই ভগবান্ যাচ্ঞাচ্ছলে  
 দেহমাত্র অবশেষ রাখিয়া, বলির সৰ্ব্বশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে অস্ত্র উপায়  
 না দেখিয়া, বক্রণ-পাশে তাঁহারে বন্ধন করিয়া, গিরিদরীগর্ভে মোচনপূর্ব্বক তদীয়  
 দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন । বলি ভক্তিপ্রেমের একান্ত পরতন্ত্রতাবশতঃ সে সকল

প্রসন্নমিমমত্যর্থমযাচল্লোকসম্পদম্ ।

ত্রৈলোক্যমিদমৈশ্বর্যং কিয়দেবাতিতুচ্ছকম্ ॥ ২৫ ॥

আশিষাং প্রভবং যুক্তা যো যুতো লোকসম্পদি ।

অশ্বং পিতামহঃ ক্রীমান্ প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥

দাশুং বত্রে বিভোস্তশ্চ সর্বলোকোপকারকঃ ।

পিত্র্যমৈশ্বর্যমতুলং দীয়মানং চ বিষ্ণুনা ॥ ২৭ ॥

পিতর্যুপরতে বীরে নৈবেচ্ছদ্ভগবৎপ্রিয়ঃ ।

তশ্চাতুলানুভাবশ্চ সর্বলোকোপধীমতঃ ॥ ২৮ ॥

অশ্বদ্বিধোহনান্নপকেতরদোষোহবগচ্ছতি ।

এবং দৈত্যপতিঃ সোহয়ং বলিঃ পরমপূজিতঃ ॥ ২৯ ॥

সুতলে বর্ততে যশ্চ দ্বারপালো হরিঃ স্বয়ম্ ।

একদা দিগ্বিজয়ে রাজা রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৩০ ॥

প্রসন্নং বিষ্ণুলোকসম্পদং লোকস্বামিত্বমযাচত ॥ ২৫ ॥

লোকসম্পদি আসক্ত ইতি শেবঃ । ইদমিচ্ছোণাত্যন্তমমুচিতং কৃতমিতি ভাবঃ । প্রহ্লাদং বর্ণয়তি অশ্বদ্বিধি ॥ ২৬—২৭ ॥

সর্বলোকোপধীমতঃ সর্বলোকোপাধিযুক্তশ্চ বিষ্ণোরতুলপ্রভাবশ্চাত্তমিতি শেবঃ ॥ ২৮ ॥

পকেভ্যঃ পরিপকেভ্য ইতরে অপরিপকা যেহনান্না বহবো দোষান্তে যশ্চ সন্তি সোহশ্ব-  
দ্বিধো মৎসদৃশো দৃষ্টঃ কোহবগচ্ছতি ন কোপীত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

ছঃখ লেশমাত্রেও গণনা না করিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ১৯—২৪ ॥ বৃহস্পতি যাহার সন্তী,  
সেই ইন্দ্র মহামূর্খের কার্য্য করিয়াছিলেন । কেননা, ভগবান্ অতিমাত্র প্রসন্ন হইলেও,  
তিনি তাঁহার নিকট লৌকিক সম্পৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন । কিন্তু এই ত্রৈলোক্যের  
ঐশ্বর্য্য কি হইতে পারে ? উহা একান্তই তুচ্ছপদার্থ ॥ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি আশীঃ সকলের  
সাক্ষাৎ উদ্ভবক্ষেত্র ভগবানকে ত্যাগ করিয়া, সামান্য লোকসম্পদে আসক্ত হয়, সে  
নিশ্চয়ই মূর্খতাদোষে আচ্ছন্ন । আমার পিতামহ পরম ক্রীসম্পন্ন প্রহ্লাদ ভগবৎপ্রিয়  
এবং সকলের উপকার-ত্রতে প্রবৃত্ত ছিলেন । তিনি সেই বিজ্ঞানানন্দ ভগবানের নিকট  
অন্ত কিছু প্রার্থনা না করিয়া তদীয় দাশুভাব প্রার্থনা করিয়াছিলেন । পরম বীর্য্য-  
বিশিষ্ট তদীয় পিতৃদেব পরলোকপ্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান  
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই পরম ভাগবত প্রহ্লাদ তাহাতে অভিলাষপরবশ  
হন নাই । নারদ ! এই দৃশ্যগান লোক সমস্ত যাহার উপাধি এবং যাহার ঐশী শক্তির  
তুলনা হয় না, সেই ভগবান্ বাসুদেবের স্বরূপ বা অস্ত অশ্বদ্বিধির জ্ঞায় বহুদোষাক্রান্ত  
কোন ব্যক্তিই অবগত নহে ॥ ২৬—২৮ ॥ দেবর্ষে ! এইরূপে পরমপূজিত সর্বলোক-

প্রবিশন্ সূতলে যেন ভক্তানুগ্রহকারিণা ।  
 পাদানুষ্ঠেন প্রক্ষিপ্তো যোজনায়ুতমত্র হি ॥ ৩১ ॥  
 এবস্তুতানুভাবোহয়ং বলিঃ সৰ্ব্বসুখৈকভুক্ ।  
 আন্তে সূতলরাজ্যস্থো দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
 অতলাদিবর্ণনং নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

( ভক্তপ্রহ্লাদানুগ্রহপ্রদর্শনার্থমেব রাবণনিষ্কপঃ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩১—৩২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগততিলকেষ্টমস্কন্ধে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

সুবিখ্যাত দৈত্যপতি বলি সূতলে বিরাজ করিতেছেন ; স্বয়ং হরি যাঁহার দ্বার রক্ষা  
 করিয়া থাকেন । সৰ্বলোকরাবণ রাজা রাবণ কোন সময়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই  
 সূতলে প্রবেশ করিলে, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিতরণে সৰ্বদাই সমুদ্যত সেই হরি  
 তাহারে পাদানুষ্ঠসহায়ে অযুত যোজন অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৯—৩১ ॥  
 সৰ্ববিধ সুখের অধিতীয় উপভোগকর্তা বলি এবংবিধ বিস্তাববিশিষ্ট হইয়া দেবদেব বাসু-  
 দেবের প্রসাদে সূতল রাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ৩২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে অতলাদি বর্ণন নামক একোন-  
 বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## বিংশোধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

ততোহধস্তাদ্বিবরকং তলাতলমুদীরিতম্ ।  
দানবেন্দ্রো ময়ো নাম ত্রিপুরাধিপতির্মহান্ ॥ ১ ॥  
ত্রিলোক্যাঃ শঙ্করেণায়ং পালিতো দন্ধপুস্ত্রয়ঃ ।  
দেবদেবপ্রসাদান্তু লঙ্করাজ্যস্থখাম্পদঃ ॥ ২ ॥  
আচার্য্যো মায়িনাং সোহয়ং নানায়াবিশারদঃ ।  
পূজ্যতে রাক্ষসৈর্যোতৈঃ সর্বকার্য্যসমুদ্রয়ে ॥ ৩ ॥  
ততোহধস্তাং সুবিখ্যাতং মহাতলমিতি ফুটম্ ।  
সর্পাণাং কাড্রবেয়াণাং গণঃ ক্রোধবশো মহান্ ॥ ৪ ॥  
অনেকশিরসাং বিপ্র ! প্রধানান্ কীর্তয়ামি তে ।  
কুহকস্তম্ভকশ্চৈব সুষেণঃ কালিয়স্তথা ॥ ৫ ॥

সপ্তত্রিংশদ্বাহনৈদ্যরক্ষণেন চাধিকৈঃ ।

তলাতলমিতিঃ সমাপ্তবিচারেণোপপাদ্যতে ॥

ত্রিপুরাধিপতিত্রিপুরস্বামী ॥ ১ ॥

ত্রিলোক্যাঃ শঙ্করেণ কল্যাণকরেণ শিবেন দন্ধং পুরত্রয়ং যন্ত স দন্ধপুস্ত্রয়ো ময়াশুরো  
মহাদেবভক্তোহয়ং পালিতো রক্ষিতো দেবদেবস্ত শিবস্ত প্রসাদেন তদ্রাস্তে ইত্যর্থঃ ॥২—৪॥  
অনেকশিরসাং মধ্যে প্রধানান্ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ ! এই সূত্রের অধোবর্তী বিবরের নাম তলাতল । ত্রিপুরা-  
ধিপতি পরম-গুণসম্পন্ন দানবেন্দ্র ময় ইহার আধিপত্যে নিযুক্ত আছেন ॥ ১ ॥ ত্রিভুবনের  
পরমকল্যাণকর মহেশ্বর ইহার পুরত্রয় দন্ধ করিয়া পরিশেষে ইহার ভক্তিতে বশীভূত  
হইয়া ইহারে রক্ষা করেন । এইরূপে ময়, সেই দেবদেবের প্রসাদে রাজ্যস্থখাম্পদ লাভ করি-  
য়াছে ॥ ২ ॥ এই ময়দানব মায়াবি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং বিবিধ মায়াবিশারদ । ভয়ঙ্কর-  
প্রকৃতি নিশাচরনিকর সর্ববিধ কার্য্যসমুদ্রির নিমিত্ত ইহার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥  
এই তলাতলের পর পরম বিখ্যাত রসাতল । এখানে ক্রোধপরবশ কঙ্কর অপত্য সর্প সকল  
বাস করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তাহারা সকলেই বহুমন্তকবিশিষ্ট । বিপ্র ! তাহাদের প্রধানগণের  
নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । কুহক, তম্ভক, সুষেণ এবং কালিয়, ইহারা সকলেই

মহাভোগা মহাসদ্বাঃ কুরাঃ কুরস্বজাতয়ঃ ।  
 পতত্রিরাজাধিপতেরুদ্বিগ্নাঃ সৰ্ব্ব এব তে ॥ ৬ ॥  
 স্বকলত্রাপত্যসুহৃদকুটুম্বশ্চ সঙ্গতাঃ ।  
 প্রমত্তা বিহরন্ত্যেব নানাক্রীড়াবিশারদাঃ ॥ ৭ ॥  
 ততোহধস্তাচ্চ বিবরে রসাতলসমাস্বয়ে ।  
 দৈতেয়া নিবসন্ত্যেব পণয়ো দানবাশ্চ যে ॥ ৮ ॥  
 নিবাতকবচা নাম হিরণ্যপুরবাসিনঃ ।  
 কালেয়া ইতি চ প্রোক্তাঃ প্রত্যানীকা হবির্ভূজাম্ ॥ ৯ ॥  
 মহৌজসশ্চোৎপত্ভ্যেব মহাসাহসিনস্তথা ।  
 সকলেশশ্চ চ হরেস্তেজসা হতবিক্রমাঃ ॥ ১০ ॥  
 বিলেশয়া ইব সদা বিবরে নিবসন্তি হি ।  
 যে বৈ বাগ্ভিঃ সরময়া শক্রদূত্যা নিরন্তরম্ ॥ ১১ ॥  
 মন্ত্রবর্ণাভিরম্বরাস্তাডিতা বিভ্যতি স্ম হ ।  
 ততোহপ্যধস্তাৎ পাতালে নাগলোকাধিপালকাঃ ॥ ১২ ॥

পতত্রিরাজো গরুড়ঃ ॥ ৬—৮ ॥

প্রত্যানীকাঃ শত্রবো হবির্ভূজাঃ দেবানাম্ ॥ ৯—১০ ॥

সরময়া শক্রদূতোতি । ইন্দ্রদূত্যা প্রযুক্তাভির্নগ্নরূপাভির্কাগ্ভিঃ । এবং হি বৈদিক-  
 মাখ্যানং পণিভিরমুরৈর্নির্গূঢ়াঙ্গাঃ অশ্বেষ্টং সরমাং দেবশুনীমিস্ত্রেণ প্রহিতাং সন্ধিমিচ্ছন্তঃ  
 পণয়ঃ প্রাহঃ । কিমিচ্ছন্তী সরমেত্যাদি । সা চ সন্ধিমিচ্ছন্তীক্সন্তিপূর্বকং তান্ প্রতি  
 পরুষমাহ হতা ইস্ত্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বমিত্যাदि । তে চ তচ্ছব্যা বিভ্যতীতি ॥ ১১—১৮ ॥

সুবিশাল ফণমণ্ডলে অলঙ্কৃত ও নিরতিশয় সজ্জাবিশিষ্ট এবং সকলেই কুরস্বজাতব । ইহাদের  
 স্বজাতীয়দিগকেও ঐরূপ কুরপ্রকৃতি জানিবে । ইহারা সকলেই বিহঙ্গমরাজাধিপতি গরুড়ের  
 ভয়ে সততই উদ্বিগ্ন ॥ ৬—৭ ॥ ইহারা সকলেই স্ব স্ব পুত্র, কলত্র, মিত্র ও কুটুম্ববর্গে  
 বেষ্টিত ও আনন্দে প্রমত্ত হইয়া, বিবিধ-ক্রীড়াবৈশারদ্য-প্রদর্শনপুরঃসর বিহার করিয়া  
 থাকে ॥ ৭ ॥

মহাতলের অধোবর্তী বিবরের নাম রসাতল । দৈত্য, দানব ও পণিনামক অসুরগণ  
 ইহার অধিবাসী ॥ ৮ ॥ তন্নিম্ন, হিরণ্যপুরনিবাসী নিবাতকবচগণ এবং দেবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী  
 কালেয়নামক অসুর সকল, যাহারা সকলেই স্বভাবতঃ পরম তেজস্বী ও অতিমাত্র সাহসী,  
 তাহারা সকললোকনিরস্তা ভগবানের তেজে হতবিক্রম হইয়া, সর্পগণের ভয় সর্বদা এই  
 বিবরে বাস করিতেছে । তন্নিম্ন, যে সকল অসুর ইন্দ্রদূতী সরমার প্রয়োজিত মন্ত্ররূপ  
 বাক্যপরম্পরায় তাড়িত ও ভীত হইয়াছিল, তাহারাও এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে ।

বায়ুকিপ্রমুখাঃ শঙ্খাঃ কুলিকঃ শ্বেত এব চ ।  
 ধনঞ্জয়ো মহাশঙ্খো ধ্বতরাষ্ট্রৈস্তথৈব চ ॥ ১৩ ॥  
 শঙ্খচূড়ঃ কঙ্কলাশ্বতরো দেবোপদত্তকঃ ।  
 মহামর্ষা মহাভোগা নিবনন্তি বিষোল্লুগাঃ ॥ ১৪ ॥  
 পঞ্চমস্তকবস্তুশ্চ ফণাসপ্তকভূষিতাঃ ।  
 কেচিদদশফণাঃ কেচিচ্ছতশীর্ষাস্তথাপরে ॥ ১৫ ॥  
 সহস্রশিরসঃ কেহপি রোচিস্কুমণিধারকাঃ ।  
 পাতালরন্ধ্রতিমিরনিকরং স্বমরীচিভিঃ ॥ ১৬ ॥  
 বিধমন্তি চ দেবর্ষে ! সদা সজ্জাতমন্যবঃ ।  
 অশ্রু মূলপ্রদেশে হি ত্রিংশৎসাহস্রকেহন্তরে ॥ ১৭ ॥  
 যোজনৈঃ পরিসংখ্যাতে তামসী ভগবৎকলা ।  
 অনন্তাখ্যা সমাস্তে হি সর্বদেবপ্রপূজিতা ॥ ১৮ ॥  
 অহমিত্যভিমানশ্চ লক্ষণং যং প্রচক্ষতে ।  
 সংকর্ষণং সাহস্রীয়াঃ কর্ষণং দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ॥ ১৯ ॥  
 ইদং ভূমণ্ডলং যশ্চ সহস্রশিরসঃ প্রভোঃ ।  
 অনন্তগূর্ভেঃ শেষশ্চ ধ্রিয়মাণঞ্চ নীর্ষকে ॥ ২০ ॥

সঙ্কর্ষণনাম্নো নিকৃষ্টিমাহ অহমিত্যভিমানশ্চেতি । দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সমাকর্ষণমেকীকরণং  
 যেন তৎকৃতোহহমিত্যভিমাণো লক্ষণং চিহ্নমধিষ্ঠাতুর্যাত্মাহকারাধিষ্ঠানেন চ দৃগ্দৃশ্যসঙ্কর্ষণাৎ  
 সঙ্কর্ষণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

নারদ ! ইহারও অধোবর্তী পাতালে নাগলোকের অধিপতি বায়ুকিপ্রমুখ সর্প সকল এবং  
 শঙ্খ, কুলিক, শ্বেত, ধনঞ্জয়, মহাশঙ্খ, ধ্বতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কঙ্কল, শ্বতর ও দেবোপ-  
 দত্তক, এই সকল পরম অমর্যবিশিষ্ট, সুবিশালফণাসম্পন্ন ও অত্যাৎকট বিষপূর্ণ ভূজঙ্গম-  
 বর্গ বাস করিতেছে ॥ ১৩—১৪ ॥ ইহাদের মধ্যে কেহ পঞ্চাশির, কেহ সপ্তফণাভূষিত,  
 কেহ দশফণাবিশিষ্ট, কেহ শতমস্তকসম্পন্ন, কেহ সহস্রশির ও কেহ কেহ বা পরম-ভাঙ্গর-  
 মণিধর । তাহারা স্বকীয় মণির মরীচিসহায়ে পাতালোদর-সংস্থিত তিমিরনিকর নিরাকৃত  
 করিয়া থাকে পরন্তু তাহাদিগকে সর্বদা ক্রোধের বশীভূত বলিয়া জানিবে । এই পাতালের  
 মূলপ্রদেশে ত্রিংশৎসহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের অনন্তরূপিনী তমোময়ী কলা বিরাজ  
 করিতেছেন । দেবর্ষে ! ষাটতীয় দেবতা বৃন্দ ঐ মূর্তির পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫—১৮ ॥  
 ভক্তগণ তাঁহাকে “মহঃ” এই অভিমানের সাক্ষাৎ লক্ষণ এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের  
 সর্বতোভাবে একীকরণ প্রযুক্ত সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ যিনি সহস্রমস্তক বিশিষ্ট চরা-



পৃথ্বী গৌলমশেষং হি সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ।  
 যশ্চ কালেন দেবশ্চ সংজিহীর্ষোঃ সমং বিভোঃ ॥ ২১ ॥  
 চরাচরং ভ্রুবোরস্তবিবরাহুপপদ্যত ।  
 সাংকর্ষণো নাম রুদ্রো ব্যাহৈকাদশশোভিতঃ ॥ ২২ ॥  
 ত্রিলোচনশ্চ ত্রিশিখং শূলমুত্তময়ন্ স্বয়ম্ ।  
 উদতিষ্ঠন্ মহাসত্ত্বো মহাভূতক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥  
 যশ্চাজ্জি কমলদ্বন্দ্বশোণাচ্ছনথমণ্ডলে ।  
 বিরাজন্মণিবিম্বেষু মহাহিপতয়োহনিশম্ ॥ ২৪ ॥  
 একান্তভক্তিযোগেন সহ সাত্ত্বতপুঙ্গবৈঃ ।  
 প্রণমন্তঃ স্বমুখা তে স্বমুখানি সমীক্ষতে ॥ ২৫ ॥  
 স্ফুরৎকুণ্ডলমণিক্যপ্রভামণ্ডলভাঙ্গ্যপি ।  
 স্ককপোলানি চারুণি গণ্ডস্থলদ্যুমন্তি চ ॥ ২৬ ॥  
 নাগরাজকুমার্যোহপি চার্বকবিলসদ্বিষঃ ।  
 বিষদৈর্কিপুরৈস্তদ্বদ্ববলৈঃ স্তভগৈস্তথা ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধার্থঃ সর্ষপঃ ॥ ২১ ॥

ব্যাহৈকাদশশোভিতঃ একাদশরুদ্রমূর্তিরূপেণ ॥ ২২—২৩ ॥

নথমণ্ডলে ইতি জাত্যেকবচনং মণ্ডলেষিত্যর্থঃ । বিরাজন্মণিমণ্ডলেষিত্যনু-  
 রোধাত্ ॥ ২৪—৩০ ॥

চরের নিম্নস্তা, যাহার মূর্তির অস্ত নাই, যিনি শেষস্বরূপ, যাহার মস্তকে এই অখণ্ড ভূমণ্ডল  
 সামান্য সর্ষপের স্থায় প্রিয়মাণ রহিয়াছে, যিনি বিজ্ঞানানন্দরূপী ও স্বপ্রকাশস্বরূপ, প্রলয়  
 সময়ে সমুদায় সংসার সংহার করিতে সমুৎসুক হইলে, যাহার ক্রীববর হইতে একাদশ  
 ব্যাহে স্তশোভিত সঙ্কর্ষণ-নামধেয় রুদ্র স্বয়ং ত্রিলোচন বিস্তারণ করিয়া এবং ত্রিশিখাসম্পন্ন  
 শূল সমুদ্যত করিয়া, মহাভূত সকলের সংহরণ জন্য অতীব প্রবল পরাক্রমে প্রাভূত হইয়া  
 থাকেন ॥ ২০—২৩ ॥ যাহার চরণাবিন্দুগুলোর পরমনির্মল অরুণবর্ণ নথমণ্ডলে বিরাজমান  
 মণিবিম্বপরম্পরায় প্রধান প্রধান ভূজঙ্গমাধিপতিবর্গ রজনীযোগে একান্ত ভক্তিবোগে আবিষ্ট  
 ও ভক্তপুঙ্গবগণে সংবেষ্টিত হইয়া, স্বয়ং মস্তক দ্বারা প্রণামকরত আপনাদের মূখ নিরীক্ষণ  
 করিয়া থাকে ॥ ২৪—২৫ ॥ তৎকালে তাহাদের ঐ মুখ পরমমূর্তিশালী কুণ্ডলস্থ মণিক্যের  
 প্রভামণ্ডলে বিমণ্ডিত, স্নন্দর কপোলে সমলঙ্কৃত, গণ্ডস্থলের কাঙ্ক্ষি দ্বারা সমুদ্ভাসিত এবং  
 পুরম-সৌন্দর্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ যাহাদের সর্বারুণস্নন্দর কলেবর হইতে মনোহর  
 শ্রুতি বিনির্গত হইতেছে, সেই নাগরাজকুমারীগণও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,

রুচিরৈভুজদগৈশ্চ শোভমানা ইতস্ততঃ ।  
 চন্দনাগরুকাশ্মীরপঙ্কলেপেন ভূষিতাঃ ॥ ২৮ ॥  
 তদভিমর্ষসঞ্জাতকামবেশসমায়ুতাঃ ।  
 ললিতস্মিতসংযুক্তাঃ সত্রীড়ং লোকয়ন্তি চ ॥ ২৯ ॥  
 অনুরাগমদোন্মত্তবিঘূর্ণারুণলোচনম্ ।  
 করুণাবলোকনেত্রঞ্চ আশাসানাস্তথাশিষঃ ॥ ৩০ ॥  
 মোহনস্তো ভগবান্ দেবোহনন্তসত্ত্বো মহাশয়ঃ ।  
 অনন্তগুণবাক্কিশ্চ আদিদেবো মহাদ্রুতিঃ ॥ ৩১ ॥  
 সংহতামর্ষরোষাদিবেগো লোকশুভায় চ ।  
 আস্তে মহাসত্ত্বনিধিঃ সর্বদেবপ্রপূজিতঃ ॥ ৩২ ॥  
 ধ্যায়মানঃ সুরৈঃ সিদ্ধৈরসুরৈশ্চারণৈস্তথা ।  
 বিদ্যাধরৈশ্চ গন্ধর্বৈর্মুনিমজৈশ্চ নিত্যশঃ ॥ ৩৩ ॥  
 অনারতমদোন্মত্তলোকবিস্বললোচনঃ ।  
 বাক্যামৃতেন বিবুধান্ স্বপার্ষদগণানপি ॥ ৩৪ ॥

( অনন্তানাং গুণানাং বাক্কিঃ সমুদ্রঃ । অশেষগুণসাগর ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৬ )

তাহাদের ভুজদণ্ড যেমন আয়ত ও পরমনির্মল, সেইরূপ অতিমাত্র সৌন্দর্য্য ও ধবলিমায়  
 অলঙ্কৃত এবং সাতিশয়-রুচিসম্পন্ন। তাহারা এতাদৃশ ভুজদণ্ড দ্বারা সর্বদা শোভমান হইয়া  
 থাকে। অধিকন্তু, তাহারা সর্বদাই চন্দন, অশুরু ও কাশ্মীরপঙ্কের বিলেপনে বিভূ-  
 ষিত ॥ ২৭—২৮ ॥ তাহারা তদীয় সংস্পর্শজনিত কামবেগের বশবর্ত্তিনী হইয়া, সুন্দরস্মিত-  
 সংযোগসহকৃত-সলজ্জ-দৃষ্টিবিক্ষেপপূরঃসর তাঁহারে অবলোকন এবং তাঁহার নিকট আশীঃ-  
 পরম্পরা কামনা করিয়া থাকে। তৎকালে তাঁহার লোচন অনুরাগমদে উন্মত্ত, অতিমাত্র  
 ঘূর্ণিত ও কষায়িত এবং দৃষ্টি করুণরসলাহিত হইয়া থাকে ॥ ২৯—৩০ ॥ সেই ভগবানের  
 সত্ত্বের সীমা বা ইয়ত্তা নাই; তিনি অনন্ত গুণের সাগর ও স্বয়ং অনন্তরূপী ভগবান্ এবং  
 তিনি আদিদেব সদাশয় ও পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ॥ ৩১ ॥ লোক সকলের শুভসাধনসকরে  
 রোষ ও অমর্ষাদির বেগ একবারেই পরিহার করিয়াছেন। সমুদায় দেবতা তাঁহার পূজা  
 করেন এবং তিনি সত্ত্বগুণের অধিতীয় আধার ॥ ৩২ ॥ সুরগণ, সিদ্ধগণ, অসুরগণ,  
 উরগগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্বগণ ও মুনিগণ নিত্য তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥  
 তাঁহার দৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন মদরাগের আবির্ভাববশতঃ উন্মত্তভাবে পন্ন এবং লোচন বিস্বলভাবে  
 সন্নিবিষ্ট। তিনি বচনরূপ পীগুবরস বর্ষণ পূর্বক স্বকীয় পার্শ্বদগণ ও দেবতাদিগের

আপ্যায়মানঃ স বিভূর্বৈজয়ন্তীং স্রজং দধৎ ।

অগ্নানাভিনবৈঃ স্বচ্ছৈস্তুলসীদলমঞ্চয়ৈঃ ॥ ৩৫ ॥

মাদ্যম্মধুকরত্রাতঘোষশ্রীসংযুতাং সদা ।

নীলবাসা দেবদেব এককুণ্ডলভূষিতঃ ॥ ৩৬ ॥

হলস্ত ককুদি শ্যস্তস্বপীবরভূজোহব্যয়ঃ ।

মাহেন্দ্রঃ কাঞ্চনীং যদ্বদ্বরত্রাঞ্চ মতঙ্গমঃ ।

উদারলীলো দেবেশো বর্ণিতঃ সাত্ত্বতর্ষভৈঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
তলাতলাদিস্থিতিবর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

মতঙ্গমো হস্তী যথা কাঞ্চনীং স্বর্ণময়ীং বরত্রাং কক্ষাং যদ্বদ্বিভক্তি তথৈবায়ং কাঞ্চনীং  
কক্ষাং বিভর্তীত্যর্থঃ । উমাসংহিতায়াং ঋবমণ্ডলমারভা শেষলোকান্তমীশ্বরী । নানা  
লোকাঃ সমাখ্যাতান্তত্র তল্লোকবাসিনঃ । নানারত্নময়ীং মূর্তিঃ নানাধাতুময়ীং তথা ।  
স্থাপয়িত্বা পূজয়ন্তি নানাস্বচ্ছোপচারকৈঃ । কৈলাসে চৈব বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকে তথৈব চ ।  
নবরত্নময়ীং মূর্তিঃ ভগবত্যা নিরন্তরম্ । শিবদ্রুহিণবৈকুণ্ঠাঃ পূজয়ন্তি বিধানতঃ । নানবর্ষেণ  
বর্ষাধিপত্যশ্চ তথৈব চ । ন কশ্চিচ্ছ্রী লোকেষু লোক এবংবিধঃ কচিৎ । যত্র দেব্যাঃ  
পদাচ্চ ন তথা তন্তাঃ স্মৃতিঃ পরেতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

সকলকেই আপ্যায়িত করিতেছেন তাঁহার গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা লব্ধিত হইতেছে ;  
ইহা অগ্নান ও অভিনব এবং পরম নির্মল তুলসীদলে সদা অলঙ্কৃত রহিয়াছে এবং মদমত্ত  
মধুকরনিকর মশন্দে সর্বদা তাহাতে বিচরণ করিতেছে তজ্জন্ত তাহার শোভার সীমা  
নাই । তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র নীলবর্ণ ; তিনি দেবগণেরও দেবতা এবং একমাত্র কুণ্ডলে  
বিমণ্ডিত ॥ ৩৪—৩৬ ॥ তিনি অব্যয়স্বরূপ, সেই দেবদেব হলককুদে নিতাস্ত পীবর ভূজদণ্ড  
শ্যস্ত করিয়া এবং ইন্দ্রের ঐরাবতের স্তায় কাঞ্চনময়ী কক্ষা ধারণ করিয়া বিরাজ  
করিতেছেন ; নারদ ! ভক্তগণ তাঁহারে বিশ্বজনীন লীলার আধার ও দেবগণেরও নিরন্তর  
বলিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে তলাতলস্থিতি বর্ণন নামক বিংশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## একবিংশোঃধ্যায়ঃ

নারায়ণ উবাচ ।

তস্মানুভাবং ভগবান্ ব্রহ্মপুত্রঃ সনাতনঃ ।  
সভায়াং ব্রহ্মদেবশ্চ গায়মান উপাসতে ॥ ১ ॥  
উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোহস্য কল্পাঃ  
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্ ।  
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাশ্র-  
ম্মানাধাং কথমুহ বেদ তস্ম বহু ॥ ২ ॥  
মূর্তিঃ নঃ পুরুকূপয়া বভার সত্ত্বং  
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র ।  
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেহনবদ্যা-  
মাদাতুং স্বজনমনাংশ্চ্যদারবীৰ্যাঃ ॥ ৩ ॥

অষ্টাবিংশতিতিঃ শ্লোকৈঃ শেষস্ততিপুরঃসরম্ ।

নরকারণাং স্বরূপঞ্চ যথাবদভিবিবৰ্য্যতে ॥

ভাস্ত্রতি । তস্ম অনন্তম্ ॥ ১ ॥

উৎপত্তীতি । অস্ম জগত উৎপত্ত্যাদিহেতবো গুণা যস্ম । যস্মৈক্ষয়া কল্পাঃ সমৰ্থাঃ স্বস্ব-  
কার্যো আসন্ । যস্ম তু রূপং ধ্রুবমনন্তমকৃতমনাদি । তত্র হেতুঃ যদেকমেব সৎ আশ্রম্মাশ্রমি  
নানাকার্য্যপ্রপঞ্চমধাং তস্ম ব্রহ্মস্বরূপস্ম বহু তদ্বৎ জনঃ কথমুহ বেদ ন বেদৈবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তর্হি কথমসৌ মুমুকুভিঃ সেবাতে তত্রাহ মূর্তিমিতি যত্রৈদং সদসদ্বিভাতি স নোহস্মাকং  
ভক্তানাং পুরুকূপয়া বহুকূপয়া সংশুদ্ধং সত্ত্বং মূর্তিঃ বভার । স্বজনানাং মনাঃশ্চাদাতুং বশী-  
কর্তুং যস্ম লীলাং মৃগপতিঃ সিংহঃ আদদে অশিক্ষয়ত । যত উদারানি বীৰ্য্যানি যস্ম ।  
তস্মাদন্তং মুমুকুঃ কমাশ্রেদিভূতান্তরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! ভগবান্ ব্রহ্মপুত্র সনাতন দেবগণের সভায় অনন্তরূপী  
এই ভগবানের মহাপ্রভাব সংকীৰ্ত্তনপুরঃসর এই বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন যে, এই  
বিশ্বের সৃষ্টি, লয় ও স্থিতির সাধন স্বরূপ সত্ত্ব প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণ সমস্ত যাহার  
কটাক্ষ বিক্ষেপমাতে স্বস্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে ; যাহার স্বরূপের অন্ত ও আদি  
নাই ; যিনি এক হইলেও আশ্রম্মাতে বিবিধ কার্য্যপ্রপঞ্চের রচনা করিয়াছেন, স্বভাবতঃ  
স্থূলদৃষ্টি ও স্থূলবুদ্ধি লোকে সেই ব্রহ্মস্বরূপের প্রকৃততত্ত্ব কিরূপে অবগত হইবে ? ॥ ১—২ ॥  
তিনি আমাদের প্রতি পরমকৃপা-পরবশ হইয়া, একমাত্র পরমবিশুদ্ধস্বরূপিনী যে মূর্তি  
আবিকার করেন, তাহাতেই এই কার্য্যকারণময় বিশ্ব দৃশ্যমান হইয়া থাকে । প্রভূত

যস্মাম শ্রুতমনুর্কীর্তয়েদকস্মা-

দার্থো বা যদি পতিতঃ প্রলস্তনাহা ।

হস্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যঃ

কং শেযাদ্ভগবত আশ্রয়েনুগুক্ষুঃ ॥ ৪ ॥

মূর্দ্ধন্যপিতমণুবৎসহস্রমুখো

ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসদ্বম্ ।

আনন্ত্যাদনমিতবিক্রমশ্চ ভূম্নঃ

কো বীর্যাণ্যধিগণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ৫ ॥

এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো

দূরন্তবীর্যোরুগুণানুভাবঃ ।

মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো

যো লীলয়া ক্ষমাং স্থিতয়ে বিভর্তি ॥ ৬ ॥

এতা হেবেহ তু নৃভির্গতয়ো মুনিসত্তম ! ।

গন্তব্য্য বহুশো যদ্বদ্যথাকর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৭ ॥

প্রলস্তনাহা.পরিহাসাৎ ॥ ৪ ॥

সন্ধানি প্রাণিনঃ । সহস্রজিহ্বোহপি কো গণয়েৎ ॥ ৫—৬ ॥

এতাবত্যা এবাহ কামান্ কামরমাতেননৃভিরূপগন্তব্য্য গতয় ইত্যবয়ঃ ॥ ৭ ॥

বলশালী মৃগপতি স্বজনবর্গের অন্তঃকরণ বশীকৃত করিবার আশয়ে তাঁহার সর্বদোষ-  
বিবর্জিত লীলার অনুকরণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ আর্ন্ত বা পতিত অবস্থায়, অথবা উপহাস  
প্রসঙ্গেও তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র কীর্তন করিলে, মানুষের অশেষ পাপরাশি তৎক্ষণাৎ  
দূরীভূত হইয়া যায় । মোক্ষাভিলাষী পুরুষগণ সেই ভগবান্ অনন্ত বাতীত অস্ত্র কাহার  
আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? ॥ ৪ ॥ তিনি শৈল, সাগর, সরিৎ ও সমুদ্র প্রাণির সহিত এই  
অবিশাল ভূলোক স্বকীয় সহস্র মস্তকে অণুবৎ ধারণ করিয়া আছেন ; তিনি অনন্তস্বরূপ,  
সেই অস্ত্র তাঁহার বিক্রম কোনকালেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না । নারদ ! যদি কেহ সহস্র জিহ্বা  
প্রাপ্ত হয় তথাপি কোন রূপেই তাঁহার কার্য্যপরম্পরা বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়  
না ॥ ৫ ॥ তাঁহার বীর্য্য যে রূপ অনন্ত, গুণপরম্পরা যে রূপ অপার বিস্তৃত অনুভাবও সেইরূপ  
অসীম ও অনতিক্রমণীয় ; এবংবিধ প্রভাববিশিষ্ট সেই ভগবান্ অনন্ত পৃথিবীর মূল-  
প্রদেশে অধিষ্ঠানপুরুষের অপরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, স্থিতিসাধন-সমুদ্দেশে এই  
মেদিনীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন ॥ ৬ ॥ হে মুনিসত্তম ! মানুষেরা যে যে রূপ কর্ম্ম করে  
এবং শাস্ত্রবিহিত পদবীর পরতর হইয়া সর্বদা যে যে প্রকার কামনা করিয়া থাকে,

যথোপদেশঞ্চ কামান্ সদাকাময়মানকৈঃ ।

এতাবতীহি রাজেন্দ্রমনুষ্যমৃগপক্ষিষু ॥ ৮ ॥

বিপাকগতয়ঃ প্রোক্তা ধর্মশ্চ বশগাস্তথা ।

উচ্চাবচা বিসদৃশা যথা প্রশ্নং নিবোধত ॥ ৯ ॥

নারদ উবাচ ।

বৈচিত্র্যমেতল্লোকশ্চ কথং ভগবতা কৃতম্ ।

সমানত্বে কর্মণাঞ্চ তল্লো বৃহি যথাতথম্ ॥ ১০ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

কর্তুঃ শ্রদ্ধাবশাদেব গতয়োহপি পৃথগ্বিধাঃ ।

ত্রিগুণত্বাৎ সদা তাসাং ফলং বিসদৃশং ত্রিহ ॥ ১১ ॥

সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া কর্তুঃ স্থখিত্বং জায়তে সদা ।

দুঃখিত্বঞ্চ তথা কর্তু রাজশ্চা শ্রদ্ধয়া ভবেৎ ॥ ১২ ॥

দুঃখিত্বকৈব মূঢ়ত্বং তামশ্চা শ্রদ্ধয়োদিতম্ ।

তারতম্যাত্তু শ্রদ্ধানাং ফলবৈচিত্র্যমীরিতম্ ॥ ১৩ ॥

যথোপদেশং যথাশাস্ত্রং কামান্ কাময়মানকৈঃ কাময়মানৈরিত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

কর্মণাং সর্বপ্রাণিকর্মণাং সমানত্বে বৈষম্যটেনর্গ্যারহিতেন মায়াশব্দব্রহ্মণা কথমেতশ্চ বৈচিত্র্যং কৃতমিতি যথাতথং তল্লো বৃহীত্যম্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

কর্মণাং সমানত্বমেব নাস্তি কর্মকর্তৃণাং ত্রিগুণমায়াশক্তিসম্বন্ধত্বাৎ । তয়া মায়াশক্ত্যা পূর্বপূর্বকর্মবশাদযথাযথা সাত্ত্বিকাদি কর্মসু প্রের্যতে তথা তথা কুরুতি । তদনুরূপ-ফলোপভোগায় চ লোকভোগফলবৈচিত্র্যং কৃতমিত্যাহ কর্তুঃ শ্রদ্ধাবশাদেবেতি । তাসাং শ্রদ্ধানাং ত্রিগুণত্বাৎ সাত্ত্বিকাদিতেদেন গুণত্রয়াশ্রয়কত্বাদিসদৃশমসমানং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

ইহলোকে তদনুসারে রাজেন্দ্র, মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষিগণ সকলেই এবংবিধ বহুবিধ গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭—৮ ॥ নারদ ! তুমি পূর্বে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলে, তদনুসারে নানাবিধ, বিসদৃশ ও ধর্ম্মায়ত্ত্ব বিপাকগতি বর্ণন করিলাম ॥ ৯ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্ ! প্রাণিগণের বিহিত কর্ম সকলের সমানসঙ্গেও ভগবান্ কি জীন্ত এবংবিধ লোকবৈচিত্র্য বিধান করিলেন, তৎসমুদয় যথাযথ কীর্তন করুন ॥ ১০ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ ! কর্তার শ্রদ্ধাবশেই এই প্রকার পৃথগ্বিধ গতির লাভ হইয়া থাকে । তত্ত্বৎ কর্তৃনিষ্ঠ জীবের শ্রদ্ধার সাত্ত্বিকাদি অবস্থাতেদপ্রযুক্ত ফল সকলেরও এইরূপ বৈসাদৃশ্য সংঘটিত হয় ॥ ১১ ॥ শ্রদ্ধায় সম্বন্ধের সমাবেশ হইলে, তৎকর্তার সর্বদা সুখ-সংবৃদ্ধি হইয়া থাকে ; রজোগুণের সন্নিবেশ হইলে, নিরন্ত দুঃখ সঞ্চিত হয় এবং তমোগুণের আবির্ভাব হইলে, দুঃখ সংঘটিত এবং হিতাহিত জ্ঞানের বিনাশ হইয়া থাকে । এইরূপ,



অনাদ্যবিদ্যাবিহিতকৰ্ম্মণাং পরিণামজাঃ ।

সহস্রশঃ প্রবৃত্তাস্তু গতয়ো দ্বিজপুঙ্গব ! ॥ ১৪ ॥

তন্ত্বেদান্ বর্ণয়িষ্যামি প্রাচুর্য্যেণ দ্বিজোত্তম ! ।

ত্রিজগত্যা অন্তরালে দক্ষিণশ্চাং দিশীহ বৈ ॥ ১৫ ॥

ভূমেরধস্তাদুপরি ত্বতলশ্চ চ নারদ ! ।

অগ্নিষাত্তাঃ পিতৃগণা বর্তন্তে পিতরশ্চ হ ॥ ১৬ ॥

বসন্তি যশ্চাঃ স্বীয়ানাং গোত্রাণাং পরমাশিষঃ ।

সত্যাঃ সমাধিনা শীত্ৰং ত্ৰাণাসানাঃ পরেণ বৈ ॥ ১৭ ॥

পিতৃরাজোহপি ভগবান্ সম্পরেতেষু জন্তুযু ।

বিষয়ং প্রাপিতেষু স্বকীয়ৈঃ পুরুষৈরিহ ॥ ১৮ ॥

সগণো ভগবৎপ্রোক্তাজ্ঞাপরো দমধারকঃ ।

যথাকৰ্ম্ম যথাদোষং বিদধাতি বিচারদৃক্ ॥ ১৯ ॥

স্বান্ গগান্ ধৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞান্ সৰ্ব্বানাজ্ঞাপ্রবর্তকান্ ।

সদা প্রেরয়তি প্রাজ্ঞো যথাদেশনিয়োজিতান্ ॥ ২০ ॥

নরকানেকবিংশত্যা সংখ্যয়া বর্ণয়ন্তি হি ।

অষ্টাবিংশমিতান্ কেচিত্তানমুক্রমতো বুবে ॥ ২১ ॥

তস্মান্মাশান্তিশবলব্রহ্মরূপভগবত্যা এবারাধনং কৰ্ত্তব্যমিতি গূঢ়োহভিসন্ধিঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

বিষয়ং যমলোকরূপং দেশম্ ॥ ১৮ ॥

দমধারকো দণ্ডধারকো বিদধাতি দণ্ডমিতিশেষঃ ॥ ১৯—২০ ॥

শ্রদ্ধার ভারতম্য অনুসারেই ফলবৈচিত্র্য নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১২—১৩ ॥ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! অনাদি  
অবিদ্যার অনুসরণবশে কৰ্ম্ম সকলের পরিণামজনিত সহস্র সহস্র গতি প্রবর্তিত হইয়া  
থাকে ॥ ১৪ ॥ দ্বিজোত্তম ! আমি বিশেষরূপে তাহাদের প্রভেদক্রম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ  
কর । ত্রিজগতীর অন্তরালে দক্ষিণদিকে ভূমির অধোভাগে ও অতলের উপরিতন প্রদেশে  
অগ্নিষাত্তানামক পিতৃগণ ও পিতৃপুঙ্গব সকল বাস করিতেছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তাঁহারা  
পরম সমাধিসাধন সহকারে তথায় অবস্থিতি করিয়া স্বকীয় গোত্র সকলের নিত্য পরম  
আশীর্বাদ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ ঐখানে পিতৃরাজ ভগবান্ যম স্বকীয় পুরুষগণ কর্তৃক  
নিজলোকে আনীত মৃত প্রাণিগণের প্রতি তাহাদের কৰ্ম্ম ও দোষ অনুসারে দণ্ড প্রয়োগ  
করেন ॥ ১৮ ॥ তিনি ভগবানের আদেশ অনুসারে স্বগণে পরিবৃত্ত হইয়া, বিচারদৃষ্টির  
অনুবর্তনপূর্ব্বক বাহ্যর বেক্রপ কৰ্ম্ম, বাহ্যর বেক্রপ দোষ তদনুসারে বিচার করিয়া  
থাকেন ॥ ১৯ ॥ তিনি আজ্ঞাপালক ও বথানুরূপ-আদেশ-নিয়োজিত, ধৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞ স্বকীয়  
অনুচরদিগকে সৰ্ব্বদা তত্ত্বৎ কার্যসাধনে প্রেরণ করেন ॥ ২০ ॥ শাস্ত্রকারেরা একবিংশতি

তামিষ্র অন্ধতামিষ্রো রোরবোহপি তৃতীয়কঃ ।

মহারোরবনামা চ কুন্তীপাকো পরো মতঃ ॥ ২২ ॥

কালসূত্রং তথা চাসিপত্রারণ্যমুদাহৃতম্ ।

শূকরমুখঞ্চাক্কূপোহথ কুমিভোজনঃ ॥ ২৩ ॥

সদংশস্তপ্তমূর্তিচ্চ বজ্রকণ্টক এব চ ।

শাল্মলী চাথ দেবর্ষে ! নাম্না বৈতরণী তথা ॥ ২৪ ॥

পূয়োদঃ প্রাণরোধচ্চ তথা বিশসনং মতম্ ।

লালাভক্কঃ সারমেয়াদনমুক্তমতঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥

অবীচিরপ্যপঃপানং ক্কারকর্দম এব চ ।

রক্ষোগণাখ্যসন্তোজঃ শূলপ্রোতোহপ্যতঃ পরম্ ॥ ২৬ ॥

দন্দশূকো বটারোধঃ পর্যাবর্তনকঃ পরম্ ।

সূচীমুখমিতি প্রোক্তা অষ্টাবিংশতিনারকাঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যেতে নারকা নাম যাতনাভূময়ঃ পরাঃ ।

কর্ম্মভিশ্চাপি ভূতানাং গম্যাঃ পদ্মজসম্ভব ! ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং অষ্টমস্কন্ধে

• নরকস্বরূপবর্ণনং নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বজ্রকণ্টকশাল্মলীত্যেকো নরকঃ ॥ ২৪—২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

সংখ্যক নরক বর্ণন করিয়াছেন। কেহ কেহ বা সমুদায়ে অষ্টাবিংশসংখ্যক বলিয়াছেন। যথাক্রমে তাহাদের নাম নির্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ তামিষ, অন্ধতামিষ, রোরব, মহারোরব, কুন্তীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রকানন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কুমিভোজন, স্তপ্তমূর্তি, সদংশ, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ক, সারমেয়াদন, অবীচি, অপঃপান, ক্কারকর্দম, রক্ষোগণ, সন্তোজ, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটারোধ, পর্যাবর্তনক ও সূচীমুখ, এই অষ্টাবিংশতি নরক নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ২২—২৭ ॥ এই সকল নরক অতিশয় যাতনাভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মনন্দন! জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সকল নরকভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নরকস্বরূপ বর্ণন নামক

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কৰ্মভেদাঃ কতিবিধাঃ সনাতন যুনে যম ।  
শ্রোতব্যাঃ সৰ্বথৈবৈতে যাতনাপ্রাপ্তিভূময়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ । •

যো বৈ পরশ্চ বিভ্রানি দারাপত্যানি চৈব হি ।  
হরতে স হি দুষ্টাত্মা যমাস্টরগোচরঃ ॥ ২ ॥  
কালপাশেন সম্বদ্ধা যামৈরতিভয়ানকৈঃ ।  
তামিস্রনামনরকে পাত্যতে যাতনাম্পদে ॥ ৩ ॥  
তাড়নং দণ্ডনং চৈব সমুজ্জ্বলমতঃ পরম্ ।  
যাম্যাঃ কুৰ্বন্তি পাশাঢ্যাঃ কশ্মলং যাতি চৈব হি ॥ ৪ ॥  
মূচ্ছামায়াতিবিবশো নারকী পদমভুজত ! ।  
যঃ পতিং বঞ্চয়িত্বা তু দারাদীনুপভুজ্যতি ॥ ৫ ॥

দ্বিপকাশংপদ্যবধৌষাতনাকারকাপি চ ।

পাতকানি সমাসেন প্রোচ্যন্তে সংগ্রহেণ তু ॥

কৰ্মভেদা যাতনাপ্রাপ্তিভূময়ো যাতনাকারকাঃ ॥ ১—৪ ॥

যঃ পতিমিতি । যাঃ জিহ্মং গচ্ছতি তস্তাঃ পতিং বঞ্চয়িত্বৈত্যর্থঃ । উপভুজ্যতি সেবতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫—৭ ॥

নারদ কহিলেন, আপনি সৰ্বকাল বিরাজমান আছেন এবং পরমমননশীল অতএব যাতনাপ্রাপ্তির হেতুভূত যাবতীয় কৰ্মভেদ কীৰ্ত্তন করুন ; তৎসমস্ত সম্যকরূপে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে ॥ ১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! যে ব্যক্তি পরকীয় পুত্র, কলত্র ও বিত্তজাত হরণ করে, সেই দুষ্টাত্মা যমদুতগণের একান্ত আয়ত্তাধীন ॥ ২ ॥ অতি ভয়ানক যমপুরুষগণ কর্তৃক কালপাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া, তামিস্রনামক বিবিধ যাতনার আম্পদীভূত নরকে নিপাতিত হয় ॥ ৩ ॥ তথাহি পাশহস্ত যমপুরুষবর্গ তাহাকে, তাড়ন দণ্ডবিধান ও সম্যকপ্রকারে তুৰ্জ্জন করিয়া থাকে, তজ্জন্ত সে দারুণ মোহের বশীভূত হয় এবং সৰ্বথা অবসন্ন, বিপন্ন ও মূচ্ছার বশতাপন্ন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া, তাহার দারাদি ভোগ



অন্ধতামিশ্রনরকে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ ।

পাত্যমানো যত্র জন্তুর্বেদনাপরবান্ ভবেৎ ॥ ৬ ॥

নষ্টদৃষ্টির্নষ্টমতির্ভবত্যেবাবিলম্বতঃ ।

বনস্পতির্ভজ্যমানমূলো যদ্বদুর্বেদিহ ॥ ৭ ॥

তস্মাদপ্যন্ধতামিশ্রনাম্মা প্রোক্তঃ পুরাতনৈঃ ।

এতন্মমাহমিতি যো ভূতদ্রোহেণ কেবলম্ ॥ ৮ ॥

পুষ্ণাতি প্রত্যহং স্বীয়কুটুম্বং কার্য্যলম্পটঃ ।

এতদ্বিহায় চাত্রেব স্বাশুভেন পতেদিহ ॥ ৯ ॥

রৌরবে নাম নরকে সর্বসত্ত্বভয়াবহে ।

ইহ লোকেহমুনা যে তু হিংসিতা জন্তবঃ পুরা ॥ ১০ ॥

ত এব রুরবো ভূত্বা পরত্র পীড়য়ন্তি তম্ ।

তস্মাদ্রৌরবমিত্যাচ্ছঃ পুরাণজ্ঞা মনিমিণঃ ॥ ১১ ॥

রুরুঃ সর্পাদপি কুরো জন্তুরুক্তঃ পুরাতনৈঃ ।

এবং মহারৌরবাখ্যো নরকো যত্র পুরুষঃ ॥ ১২ ॥

এতন্মমাহমিতি । এতদহমিতি সমাহমিতি ভূতদ্রোহেণেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যৎ কুটুম্বার্থমেবং কুরোতি তদেতদত্রৈব বিহায় স্বাশুভেন কল্মশা ইহ রৌরবে পতেদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৯—১২ ॥

করে, যমকিঙ্করগণ তাহারে অন্ধতামিশ্র নরকে পাতিত করিয়া থাকে । তথায় পাত্যমান হইয়া, তাহাকে অশেষ বেদনা ভোগ করিতে হয় ॥৪—৬ ॥ সেই নারকী পুরুষের অবিলম্বে দৃষ্টি নষ্ট ও বুদ্ধি পরিলষ্ট হইয়া থাকে । মূল ভগ্ন হইলে, বনস্পতির যে প্রকার শোচনীয় দশার আবিষ্কার হয়, তৎকালে তাহারও তৎপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ এই কারণেই প্রাচীন আর্য্যগণ ইহার নাম অন্ধতামিশ্র রাখিয়াছেন । যে ব্যক্তি অহংমমতার বশব্দ হইয়া তজ্জন্ত কেবল ভূতগণের বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং কার্য্যে অতিমাত্র আসক্ত প্রদর্শনপুরুষের প্রত্যহ স্বীয় কুটুম্ববর্গের ভরণ করে, সে সেই কুটুম্বাদিকে ইহলোকেই ত্যাগ করিয়া, স্বকীয় অন্তত সমতিবাহারে সর্বপ্রাণিভয়জনক রৌরবনামক নরক লাভ করিয়া থাকে । সে পূর্বে ইহলোকে যে সকল জন্তুর হিংসা করিয়াছিল, তাহারী রুরুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, পরলোকে তাহাকে নিপীড়িত করে । পুরাণজ্ঞ মনীষিবর্গ এই কারণে ইহার নাম রৌরব রাখিয়াছেন ॥ ৮—১১ ॥ প্রাচীন পুঙ্খগণ বলিয়াছেন, রুরু সর্প অপেক্ষাও অতীত ক্রূরস্বভাব জন্তু বিশেষ । ঐ সকল জন্তু তথায় বিদ্যমান থাকায়

যাতনাং প্রাপ্যমাণো হি যঃ পরং দেহসম্ভবঃ ।

ক্রবাদানামরুরবস্তুং ক্রবো ঘাতয়ন্তি চ ॥ ১৩ ॥

য উগ্রঃ পুরুষঃ ক্রুরঃ পশুপক্ষিগণাননি ।

উপরক্ষয়তে মূঢ়ো যাম্যাস্তুং রক্ষয়ন্তি চ ॥ ১৪ ॥

কুষ্ঠীপাকে তপ্ততৈলে উপর্যাপি চ নারিদ ! ।

যাবন্তি পশুরোমাণি তাবদ্বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৫ ॥

পিতৃবিপ্রব্রাহ্মণধ্বক্ কালসূত্রে স নারকে ।

অগ্ন্যর্কাত্যাং তপ্যমানে নারকী বিনিবেশিতঃ ॥ ১৬ ॥

ক্ষুৎপিপাসাদহমানোহস্তঃ শরীরস্তথা বহিঃ ।

আন্ত্রে শেতে চেষ্টতে চাবতিষ্ঠতি চ ধাবতি ॥ ১৭ ॥

নিজবেদপথাং যো বৈ পাথগুণ্ণোপযাতি চ ।

অনাপদ্যপি দেবর্ষে ! তম্পাপং পুরুষং ভট্টাঃ ॥ ১৮ ॥

অসিপত্রবনং নাম নরকং বেশয়ন্তি চ ।

কশ্যা প্রহরন্ত্যেব নারকী তদাতস্তদা ॥ ১৯ ॥

ক্রবো মাংসে ঘাতয়ন্তি ॥ ১৩—১৭ ॥

পাথগুমিতি । তদুক্তং পুরাণান্তরে । যানি রূপানি অগৃহে ইন্দ্রো হরজিহীর্ষয়া । তানি  
পাপস্ত খণ্ডানি নিস্বখগুমিহোচ্যতে ইতি । পাশকেন তু বেদার্থঃ পাথগান্তস্ত খণ্ডকা  
ইতি চ ॥ ১৮—১৯ ॥

উহার নাম মহারোরব হইয়াছে ॥ ১২ ॥ যে ব্যক্তি অল্পকে যাতনা প্রদান করে, সে এই  
নরকে পতিত হইলে, তাহার শরীরসমূহ ককনামক ক্রবাদগণ তদীয় মাংসে আঘাত  
করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ যে ক্রুর ও উগ্রপ্রকৃতিক পুরুষ মোহাজ্বর হইয়া, পশুপক্ষিদিগকে  
রক্ষন করে, তত্ত্ব পশুশরীরে যত রোম, তত সহস্র বৎসর তাহাকে যমদূতগণ কুষ্ঠী-  
পাক নরকে তপ্ত তৈলের উপরি রক্ষন করিয়া থাকে ॥ ১৪—১৫ ॥ যে ব্যক্তি পিতৃগণ  
ও ব্রাহ্মণবর্গের বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, যমদূতগণ তাহাকে শূর্য ও অগ্নি কর্তৃক দহমান  
কালসূত্রনামক নরকে নিপাতিত করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ তখন সেই নারকী তথায় অন্তরে ও  
বাহিরে ক্ষুৎপিপাসায় অতিমাত্র দগ্ধ হইয়া, কখন অবস্থান, কখন শয়ন, কখন গমন ও  
কখন বা ইতস্ততঃ ধাবন করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ হে দেবর্ষে ! যে ব্যক্তি আপং ব্যতীত অস্ত  
সময়েও স্বকীয় বেদমার্গ পরিহার করিয়া, তাহার খণ্ডমাত্রের অহমরণ করে, সেই পাপ-  
পুরুষকে যমদূতগণ অসিপত্র কানননামক নরকে নিপাতিত করিয়া, কশা দ্বারা আঘাত  
করিয়া থাকে । তখন সেই নারকী যজ্ঞা সহ করিতে না পারিয়া সতিবেগে ইতস্ততঃ

ইতস্ততো ধাবমান উদ্ধালমতি বেগিতঃ ।

অসিপত্নৈশ্চিদ্যমান উভয়ত্র চ ধারভিঃ ॥ ২০ ॥

সঙ্ঘিদ্যমানসর্বাক্ষে হা হতোহস্মীতি মূচ্ছিতঃ ।

বেদনাং পরমাং প্রাপ্তঃ পতত্যেব পদে পদে ॥ ২১ ॥

স্বধৰ্ম্মানুগতং ভুংক্তে পাখণ্ডফলমল্লধীঃ ।

যো রাজা রাজপুরুষো দণ্ডয়েদৈ স্বধৰ্ম্মতঃ ॥ ২২ ॥

দ্বিজৈ শরীরদণ্ডঞ্চ পানীয়ান্নারকী চ সঃ ।

নরকে শূকরমুখে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৩ ॥

বিনিষ্পিকাৱয়বকো বলবদ্বিস্তথেক্ষুবৎ ।

আৰ্ত্তস্বরেণ স্বনয়ন্ মূচ্ছিতঃ কশ্মলং গতঃ ॥ ২৪ ॥

স পীড়্যমানো বহুধা বেদনাং যাত্যতীব হি ।

বিবিক্তপরপীড়ো যোহপ্যবিবিক্তপরব্যথাম্ ॥ ২৫ ॥

ঈশ্বরাক্ষিতব্রহ্মীনাং ব্যথামাচরতে স্বয়ম্ ।

স চাক্ষুকূপে পততি তদভিদ্রোহযন্ত্রিতে ॥ ২৬ ॥

ধারভিরার্ঘ্যপ্রয়োগো ধারাভিরিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৪ ॥

বিবিক্তপরপীড় ইতি । ঈশ্বরেণোপকল্পিতা ব্রহ্মপানাদিলক্ষণা বৃত্তির্যেষাং মৎকুণাদীনাম্ । ন বিবিক্তা বিজ্ঞাতা পরব্যথা যৈরবিবেকিতস্তেষাম্ । দ্বিতীয়া ষষ্ঠার্থে । ব্রাহ্মণাদিভাবেন বিবিনিষেধপূৰ্ব্বকমুপকল্পিতা বৃত্তির্গত বিবিক্তা বিজ্ঞাতা পরব্যথা যেন বিবেকিনা স যদি তাদৃশানাং ব্যথামাচরতে সোহক্ষুকূপে পততীত্যশয়ঃ ॥ ২৫—২৭ ॥

উদ্ধাম ভাবে ধাবমান হইয়া উভয় পার্শ্বস্থিত অসিপত্রদ্বারে ভিষ্যমান হইয়া থাকে ॥ ১৮—২০ ॥ তাহার সর্বাক্ষ ছিন্নভিন্ন হইলে, সে হায় ! আমি হত হইলাম ? বলিয়া,

মূচ্ছার বশবর্তী ও নিরতিশয় বেদনাতুর হইয়া, পদে পদেই পতিত হইয়া পাকে ॥ ২১ ॥

এইরূপে, সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি বেদখণ্ডধারণের কলভোগ করে । যে রাজা বা রাজপুরুষ ধৰ্ম্মবহির্ভূত দণ্ড প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড বিধান করে,

যমকিঙ্করেরা তাহাকে শূকরমুখ নরকে পাতিত করিয়া বনপ্রয়োগসহকারে তাহার সর্ব শরীর ইক্ষুবৎ বিনিষ্পেষিত করিয়া থাকে । তখন সেই ব্যক্তি আৰ্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া,

মূচ্ছিত ও অতিমাত্র মোহের বশবর্তী হইয়া থাকে ॥ ২২—২৪ ॥ এবং তাহাদের কর্তৃক

পীড়্যমান হইয়া, বিবিধ বেদনা ভোগ করে । যাহারা কখন পরপীড়ন অবগত নহে এবং

ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্রহ্মপানাদি বৃত্তির অমূল্যপূৰ্ব্বক জীবিকানির্ভাহ করে, যে ব্যক্তি

স্বয়ং পরপীড়া অবগত হইয়াও, তাদৃশ সামান্ত মৎকুণাদি কীটদিগকে ব্যথা প্রদান করে,



তত্রাসৌ জন্তুভিঃ ক্রুরৈঃ পশুভির্মৃগপক্ষিভিঃ ।  
 সরীসৃপৈশ্চ মশকৈর্যুকামংকুণজাতিভিঃ ॥ ২৭ ॥  
 মক্ষিকাভিশ্চ তমসি দন্দশুকৈশ্চ পীড়্যতে ।  
 পরীক্রামতি চৈবাত্র কুশরীরে চ জন্তুবৎ ॥ ২৮ ॥  
 যন্তু সংবিহিতৈঃ পঞ্চযজ্ঞৈঃ কাকৈশ্চ সংস্তুতঃ ।  
 অশ্মাতি চাসংবিভজ্য যৎ কিঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ২৯ ॥  
 স পাপপুরুষঃ ক্রুরৈর্যাম্যৈশ্চ কুমিভোজনে ।  
 নরকাধমকে ছুষ্টকর্ণণা পরিপাত্যতে ॥ ৩০ ॥  
 লক্ষ্যোজনবিস্তীর্ণে কুমিকুণ্ডে ভয়ঙ্করে ।  
 কুমিরূপং সমাসাদ্য ভক্ষ্যমাণশ্চ তৈঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥  
 অপ্রভাপ্রহৃতাদো যঃ পাতমাপ্নোতি তত্র বৈ ।  
 যন্তু স্তেয়েন চ বলাদ্ধিরণ্যং রত্নমেব চ ॥ ৩২ ॥

অত্র অগ্নিন্ লোকে ॥ ২৮ ॥

যাতি । যৎ কিঞ্চিদুপপদ্যতে প্রাপ্তং ভবতি তৎ সংবিহিতৈঃ শাস্ত্রেন  
 বিহিতৈঃ পঞ্চমহাযজ্ঞৈর্দেবতাত্যাহসংবিভজ্য ন দত্ত্বা অশ্মাতি যঃ পুরুষঃ । কণস্তুতঃ  
 কাকৈঃ সংস্তুতঃ । সমস্তেন বর্ণিত ইত্যমরঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

অপ্রভাপ্রহৃতাদো যঃ পাতমাপ্নোতি সঃ অপ্রভাপ্রহৃতাদো যো ভবতি স পাত-  
 মাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

সে সেই অভিজ্ঞোহে নিযন্ত্রিত হইয়া অন্ধকূপনরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ২৫—২৬ ॥  
 তথায় পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, যুকা, মংকুণ, মক্ষিকা ও দন্দশুক প্রভৃতি ক্রুর জন্তু  
 সকল তাহাকে নিপীড়িত করে । সে তদবস্থায় কুংসিত কলেরবরে তথায় জন্তুর ভ্রায় পরি-  
 ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৭—২৮ ॥ যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ ধন ও অশ্মাদি প্রাপ্ত হইয়া, তাহা  
 শাস্ত্রবিহিত পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক দেবতার উদ্দেশে বিভাগ করিয়া না দিয়া, স্বয়ংই  
 উদর-পরায়ণ কাকের ভ্রায় ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ ক্রুরস্বভাব যমদূতগণ সেই  
 পাপপুরুষকে সকল নরকের অধম কুমিভোজন-নামক নরকে সেই ছুষ্টকর্ণবশতঃ পরিপাতিত  
 করে ॥ ৩০ ॥ ঐ নরক লক্ষ্যোজন-বিস্তীর্ণ ও কুমিগণের কুণ্ডস্বরূপ এবং নারকিগণের সাত্তি-  
 শয় ভয় সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে । সে কুমিরূপ পরিগ্রহ করিয়া, সেই কুমিগণ কর্তৃক  
 ভক্ষ্যমাণ হইয়া, তথায় অবস্থিতি করে ॥ ৩১ ॥ যে ব্যক্তি অগ্রে অতিথিদিগকে বিভক্ত  
 করিয়া না দিয়া এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান না করিয়া ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তিও এই নরকে  
 ঐরূপে পতিত হয় । যে ব্যক্তি আপৎ ব্যতীত অস্ত্র সময়েও চৌর্য্যবৃত্তির অনুসরণপূর্বক

ব্রাহ্মণস্তাপহরতি অন্তস্তাপি চ কস্মচিৎ ।

অনাপদি চ দেবর্ষে ! তমমুত্র যমানুগাঃ ॥ ৩৩ ॥

অয়স্ম্যৈরগ্নিপিত্তৈঃ সন্দংশৈর্নিকুষন্তি চ ।

যোহগম্যাং যোষিতং গচ্ছেদগম্যাং পুরুষঞ্চ যা ॥ ৩৪ ॥

তাবমুত্রাপি কশয়া তাড়য়ন্তো যমানুগাঃ ।

তিগ্নয়া লোহময়া চ সূর্য্যাপ্যালিঙ্গয়ন্তি তম্ ॥ ৩৫ ॥

তাং চাপি যোষিতঃ সূর্য্যালিঙ্গয়ন্তি যমানুগাঃ ।

যস্ত সর্বাভিগমনঃ পুরুষঃ পাপসঞ্চয়ী ॥ ৩৬ ॥

নিরয়েহমুত্র তং যাম্যাঃ শাল্মলীং রোপয়ন্তি তম্ ।

বজ্রকণ্টকসংযুক্তাং শাল্মলীং তাময়স্ময়ীম্ ॥ ৩৭ ॥

রাজ্ঞ্যা রাজপুরুষা য়ে বা পাষণ্ডবর্ত্তিনঃ ।

ধর্ম্মসেভুং বিভিন্দন্তি তে পরেত্য গতা নরাঃ ॥ ৩৮ ॥

বৈতরণ্যাং পতন্ত্যেব ভিন্নমর্ঘ্যাদপাতকাঃ ।

নদ্যাং নিরয়দুর্গস্থ পরিখায়াঞ্চ নারদ ! ॥ ৩৯ ॥

যাদোগণৈঃ সমস্তাত্তু ভক্ষমাণা ইতস্ততঃ ।

নাশ্বনা বিযুজন্ত্যেব নাশুভিশ্চাপি নারদ ! ॥ ৪০ ॥

নিকুষন্তি স্ফটি ছিন্দন্তি ॥ ৩৪ ॥

তিগ্নয়া সূর্য্যাপ্যালিঙ্গয়ন্তি ॥ ৩৫ ॥

সূর্য্যাপ্য পুরুষপ্রতিময়া তপ্তয়া সর্বাভিগমনঃ পশ্চাদ্ভ্যাপসঙ্গতঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

নাশ্বনা দেহেন বিযুজন্তি বিরোগঃ প্রাপ্নুবন্তি । অসুভিঃ প্রাণৈরুচ্ছমানা উর্দ্ধোচ্ছাসবন্ত ইত্যর্থঃ ইদং বিযুভাগবতে ॥ ৪০—৪২ ॥

।সহকারে ব্রাহ্মণ বা অন্ত্র কাহারও হিরণ্য ও রত্ন হরণ করে । দেবর্ষে ! যমকিঙ্করগণ তাহাকে এই নরকে নিপাতিত করিয়া, অগ্নিপিত্তসদৃশ লোহময় সন্দংশ দ্বারা তাহার স্ফটিক বিচ্ছিন্ন করে । যে পুরুষ অগম্যাগমন এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষের সংসর্গ করিয়া থাকে, যমদূতগণ তাহাদের উভয়কেই এই নরকে কশা দ্বারা তাড়িত করিয়া, সেই পুরুষকে অগ্নিসন্তপ্ত লোহময়ী স্ত্রীপ্রকৃতি ও সেই স্ত্রীকে তদনুরূপ অগ্নিসন্তপ্ত লোহময়ী পুরুষপ্রতিমায় আলিঙ্গন করায় । যে ব্যক্তি পশ্চাদি সকল যোনিতেই গমন করিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করে, যমপুরুষগণ তাহাকে এই নরকে বজ্রকণ্টকশালিনী লোহময়ী শাল্মলীতে আরোপিত করিয়া থাকে ॥ ৩২—৩৭ ॥ যে রাজা বা রাজপুরুষ পাষণ্ডধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, ধর্ম্ম-বিঘ্নাদি ভঙ্গ করে, তাহার। সেই পাপে নরকদুর্গের পরিখাস্বরূপ বৈতরণীতে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ তথায় জলজন্ত সকল ইতস্ততঃ তাহাকে ভক্ষণ করে । নারদ ! তথাপি

স্রীয়েন কৰ্মপাকেনোপতপন্তি চ সৰ্বতঃ ।  
 বিগ্নুত্রপূয়রক্তৈশ্চ কেশাশ্বিনখমাংসকৈঃ ॥ ৪১ ॥  
 মেদোবসাসংযুতায়ান্ নদ্যামুপপতন্তি তে ।  
 বৃষলীপতয়ো যে চ নষ্টশৌচা গতত্রপাঃ ॥ ৪২ ॥  
 আচারনিয়মৈস্ত্যক্তাঃ পশুচর্যাপরায়ণাঃ ।  
 তেহ্ণানুকৰ্ত্তগতয়ো বিগ্নুত্ৰশ্লেষ্মরক্তকৈঃ ॥ ৪৩ ॥  
 শ্লেষ্মমলসমাপূৰ্ণে নিপতন্তি ছুরাগ্রহাঃ ।  
 তদেব খাদয়ন্ত্যেতান্ যমানুচরবৰ্গকাঃ ॥ ৪৪ ॥  
 যে শ্বানগৰ্দ্ভাদীনাং পতয়ো বৈ দ্বিজাদয়ঃ ।  
 মৃগয়ারসিকা নিত্যমতীৰ্থে মৃগঘাতকাঃ ॥ ৪৫ ॥  
 পরেতাংস্তান্ যমভট্টা লক্ষ্যীভূতান্নরাধমান্ ।  
 ইষুভিশ্চ বিভিন্দন্তি তাংস্তান্ ছূৰ্নয়মাগতান্ ॥ ৪৬ ॥  
 যে দস্তাদস্তযজ্ঞেষু পশূন্ ব্রন্তি নরাধমাঃ ।  
 তানমুশ্মিন্ যমভট্টা নরকে বৈশসে তদা ॥ ৪৭ ॥  
 নিপাত্য পীড়য়ন্ত্যেব কশাঘাতে ছূঁরাসদৈঃ ।  
 যো ভার্য্যাক্ষ সৰ্বণাং বৈ দ্বিজো মদনমোহিতঃ ॥ ৪৮ ॥

পশুচর্য্যা স্বেচ্ছাচারঃ ॥ ৪৩—৫১

তাহার দেহ ও প্রাণের বিয়োগ সংঘটিত হয় না ॥ ৪০ ॥ তখন সে ব্যক্তি স্বকীয় কৰ্মফলে  
 সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, বিষ্ঠা, মূত্র, পূয়, রক্ত, কেশ, অশ্বি, নখ, মাংস, মেদ ও বসা, এই  
 সকলে পরিপূর্ণ নদীতে পতিত হয় । যাহারা বৃষলীর পতি, শৌচহীন ও লজ্জাবিহীন এবং  
 আচারনিয়মের বহির্ভূত ও পশ্বাচারপরায়ণ, তাহারা কৃচ্ছ্রগতি প্রাপ্ত হইয়া, বিষ্ঠা, মূত্র,  
 শ্লেষ্মা ও রক্তে পূর্ণ এবং মলসমাকীর্ণ এই নরকে পতিত হয় এবং ক্ষুধা পাইলে যমের অনু-  
 চরবর্গ তাহাদিগকে তত্তৎ বিষ্ঠামূত্রাদি খাওয়াইয়া থাকে ॥ ৪১—৪৪ ॥ যে সকল দ্বিজাতি  
 প্রভৃতি কুকুর ও গৰ্দ্ভাদির পালক এবং মৃগয়ারসে আসক্ত হইয়া, নিত্য বৃথা মৃগহত্যা  
 করে, সেই ছূৰ্ণীতিপরায়ণ নরাধমগণ উপরত হইলে, যমদূতগণ তাহাদের প্রতি বিশেষ  
 লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে শরপ্রহারপূরঃসর বিদারিত করিয়া থাকে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ যে  
 নরাধমবর্গ দস্তাচারপরায়ণ ও দস্তযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া, পশু সকল সংহার করে, যমকিঙ্করগণ  
 তাহাদিগকে এই নরকে নিপাতিত করিয়া ছুরক কশাঘাতে নিপীড়িত করিয়া থাকে । যে  
 দ্বিজাতি কামমোহিত হইয়া, মোহবশতঃ সৰ্বণাভার্য্যাতে বৃথা রেতঃপাত করিয়া থাকে,



রেতঃ পাতয়তে মূঢ়োহমুত্র তং যমকিঙ্করাঃ ।  
 রেতঃকুণ্ডে পাতয়ন্তি রেতঃ সম্পায়য়ন্তি চ ॥ ৪৯ ॥  
 যে দম্ভবোহগ্নিদাশৈচব গরদাঃ সার্থঘাতকাঃ ।  
 গ্রামান্ সার্থান্ বিনুস্পন্তি রাজানো রাজপুরুষাঃ ।  
 তান্ পরেতান্ যমভট্টা নয়ন্তি শ্বানকাদনম্ ॥ ৫০ ॥  
 বিংশত্যধিকসংখ্যাতাঃ সারমেয়া মহাদুতাঃ ।  
 সপ্তশত্যা সমাখ্যাতা রভসং খাদয়ন্তি তে ॥ ৫১ ॥  
 সারমেয়াদনং নাম নরকং দারুণং মূনে ! ।  
 অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি অবীচিপ্রমুখান্ মূনে ! ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং নৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে  
 নরকপ্রদপাতকবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সপ্তশতোতি । বিংশত্যধিকসপ্তশতসংখ্যাঃ সারমেয়া ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

যমকিঙ্করগণ তাহাকে এই নরকে রেতঃকুণ্ডে নিপাতিত করিয়া, তাহাই ভক্ষণ করাইয়া  
 থাকে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ যাহারা দম্ভাবৃত্তিপরায়ণ, যাহারা অগ্নিদান ও বিষপ্রয়োগে প্রবৃত্ত,  
 যাহারা সার্থঘাতক, যাহারা গ্রাম ও পরের সার্থ সকল বিনুপ্ত করিয়া থাকে, সেই রাজা ও  
 রাজপুরুষগণ মৃত্যুর পর যমদূতগণ কর্তৃক সারমেয়াদন-নরকে নিপাতিত হয় ॥ ৫০ ॥ তথায়  
 অতীব অদুত বিংশত্যধিক সপ্তশত সারমেয় সবেগে ও সোৎসাহে তাহাদিগকে ভক্ষণ  
 করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ নারদ ! ইহাই দারুণ সারমেয়াদন নরক বলিয়া অভিহিত হইয়া  
 থাকে । অতঃপর অবীচিপ্রমুখ অত্যাচার নরক কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নরকপ্রদ পাতক বর্ণন নামক  
 দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

যে নরাঃ সৰ্বদা সাক্ষ্যে অনৃতং ভাষয়ন্তি চ ।  
দানে বিনিময়েহর্থশ্চ দেবর্ষে ! পাপবুদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥  
তে প্রেত্যাশ্রিত নরকে অবীচ্যাখ্যেহতিদারুণে ।  
যোজনানাং শতোচ্ছ্রায়াদিগরিমূৰ্ধঃ পতন্তি হি ॥ ২ ॥  
অনাকাশেহধঃশিরসস্তদবীচীতিনামকে ।  
যত্র স্থলং দৃশ্যতে চ জলবদ্বীচিসংযুতম্ ॥ ৩ ॥  
অবীচিমততস্তত্র তিলশশিচ্ছিন্নবিগ্রহঃ ।  
ত্রিয়তে নৈব দেবর্ষে ! পুনরেবাবরোপ্যতে ॥ ৪ ॥  
যো বা দ্বিজো বা রাজন্তো বৈশ্যো বা ব্রহ্মসম্ভব ! ।  
সোমপীথস্তংকলত্রং সুরাং বা পীৰতীব হি ॥ ৫ ॥  
প্রমাদতস্ত তেষাং বৈ নিরয়ে পরিপাতনম্ ।  
কুৰ্বন্তি যমদূতান্তে পানং কাষায়সো যুনে ! ॥ ৬ ॥

একত্রিংশমহাপদৈঃ শিষ্টান্ত নরকাভিধাঃ ।

বর্ণনং ক্রিয়তে তেষাং বৈরাগ্যং লভ্যতে যতঃ ॥

যে নরা ইতি ॥ ১—২ ॥

অনাকাশে নিরবকাশে নিরালম্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বীচিস্তরঙ্গস্তদবীচিমৎ ন বীচিমদবীচিমৎ । ততো হেতোস্তংস্থলমবীচিমদবীচিসংজ্ঞক-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অন্তোহপি বা ব্রতস্থঃ সন্ রাজন্তো বা বৈশ্যো বা । সোমপীথঃ কৃতসোমপান  
ইত্যর্থঃ ॥ ৫—৬ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ ! যাহারা পাপবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, সৰ্বদা সাক্ষীস্থলে এবং  
অর্থের আদান প্রদানে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা মৃত্যুর পর অবীচিনামক দারুণ  
নরকে যোজনশতসমুচ্ছিত পৰ্ব্বতশেখর হইতে নিরালম্বে অধঃশিরে নিপতিত হয় । এখানে  
জলের স্তায়, স্থলভাগ ও তরঙ্গায়িত দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥ এইজন্ত ইহার নাম  
অবীচিমৎ জানিবে । তথায় তিল তিল করিয়া শরীর ছেদন করিলেও পাপীর মৃত্যু হয় না ;  
বরং শরীর ছেদন করিলেই পুনরায় নূতন কলেবর হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মনন্দন ! ব্রাহ্মণই  
হউক, আর ক্ষত্রিয়ই হউক, অথবা বৈশ্যই হউক, সোমপান করিয়া, প্রমাদবশতও মদ্য-  
পান করিলে, এই নরকে নিপতিত হয় । যুনে ! যমদূতগণ তাহাকে অগ্নিতে অতিমাত্র

বহুনা দ্রবমাণস্ত নিতরাং ব্রহ্মসম্ভব ! ।  
 সম্ভাবনেন স্বশ্চেব যোহধমোহপি নরাধমঃ ॥ ৭ ॥  
 বিদ্যাজন্মতপোবর্ণাশ্রমাচারবতো নরান্ ।  
 বরীয়সোহপি ন বহু মন্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ৮ ॥  
 স নীয়তে যমভট্টেঃ ক্ষারকর্দমনামকে ।  
 নিরয়েহর্কাক্শিরা ঘোরা দুরন্তযাতনাম্মুতে ॥ ৯ ॥  
 যে বৈ নরা যজন্ত্যন্যং নরমেধেন মোহিতাঃ ।  
 ত্রিযোহপি বা নরপশুঃ খাদন্ত্যত্র মহামুনে ! ॥ ১০ ॥  
 পশাবো নিহিতান্তে তু যমসদ্বানি সঙ্গতাঃ ।  
 সৌনিকা ইব তে সর্বে বিদার্য্য সিতধারয়া ॥ ১১ ॥  
 অমৃক্ পিষন্তি নৃত্যন্তি গায়ন্তি বহুধা মুনে ! ।  
 যথেষ্ট মাংসভোক্তারঃ পুরুষাদা দুরাসদাঃ ॥ ১২ ॥  
 অনাগসোহপি যোহরণ্যে গ্রামে বা ব্রহ্মপুত্রক ! ।  
 বৈশ্রন্তকৈরুপমৃতান্ বিশ্রন্ত্য জিজীবিমূন্ ॥ ১৩ ॥

বহুনা দ্রবমানস্ত কাঞ্চায়সো লোহস্ত পানঃ কারয়ন্তীতি শেষঃ । সম্ভাবনেনাসম্ভাবনয়েত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥

যাতনাম্মুতে অত্র বিভক্তিলোপ আর্থঃ ॥ ৯ ॥

যজন্তি অন্তঃ দেবম্ । তৈরবাদীন্ নরমেধেন নরপশুনা ॥ ১০—১২ ॥

বৈশ্রন্তকৈঃ বিশ্বাসোপাতৈঃ । বিশ্রন্ত্য বিশ্বাসং কারয়িত্বা ॥ ১৩ ॥

দ্রবমাণ লোহ পান করাইয়া থাকে । যে নরাধম আত্মগৌরবপরায়ণ হইয়া, বিদ্যা, জন্ম, তপস্তা ও বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট, বরিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বহু মাননা করে না, যমদূতগণ তাহাকে ক্ষার কর্দমনামক নরকে অর্কাক্ষিরে নিপাতিত করে । সে তথায় অতীবভয়ঙ্কর দুরন্ত যাতনা-পরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৭—৯ ॥ যে জ্ঞী বা পুরুষ মোহের বশীভূত হইয়া, নরমেধ দ্বারা যজ্ঞ করে, তাহাদিগকে এখানে নরপশুর মাংস ভক্ষণ করিতে হয় ॥ ১০ ॥ যাহারা পূর্বে সকল পশু হত্যা করিয়াছিল, তাহারা এই সমালয়ে মিলিত হইয়া, সৌনিকের দ্বারা খজ্ঞাদি দ্বারা মাংস সকল বিদারিত করিয়া তাহার রন্ধির পান ও তৎসহকারে নৃত্য এবং বারংবার গান করে ; ফলতঃ অতীব দুরাক্রম্য রাক্ষসেরা যেক্রপ করিয়া থাকে, তাহারাও তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১১—১২ ॥ যাহারা গ্রামে বা অরণ্যে জীবনধারণেচ্ছ নিরপরাধ প্রাণিদিগকে বিবিধ বিশ্বাসোপায়-বিস্তারপুরঃসর বিশ্বাস সমুৎপাদন ও তৎসহ-কারে অহুগত করিয়া, অবশেষে শূল স্ত্রাদিতে প্রোথিত করত সাগাশ্র ক্রীড়াসাধন দ্রব্য-



শূলসূত্রাদিষু প্রোতান্ ক্রীড়নোৎকারকানিব ।

পাতয়ন্তি চ তে প্রেত্য শূলপাতে পতন্তি হ ॥ ১৪ ॥

শূলাদিষু প্রোতদেহাঃ ক্ষুভ্দ্ভ্যাং চাতিপীড়িতাঃ ।

তিগ্নতুণ্ডৈঃ কঙ্কবকৈরিতশ্চৈতশ্চ তাড়িতাঃ ॥ ১৫ ॥

পীড়িতা আত্মশমলং বহুধা সংস্মরন্তি হি ।

যে ভূতানুদ্বৈজয়ন্তি নরা উল্লগবৃত্তয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যথা সর্পাদিকান্তেহপি নরকে নিপতন্তি হি ।

দন্দশূকাভিধানে চ যত্রোত্তীর্ণন্তি সর্বতঃ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চাননাঃ সপ্তমুখাঃ গ্রসন্তি নরকাগতান্ ।

যথা বিলেশয়া বিপ্র ! ক্রুরবুদ্ধিসমন্বিতাঃ ॥ ১৮ ॥

যেহবটেষু কুশূলাদিগুহাদিষু নিরুদ্ধতে ।

তানমুত্রোদ্যতকরাঃ কীনাশপরিষেবকাঃ ॥ ১৯ ॥

তেষেবোপবিশিত্বা চ সগরেণ চ বহিনা ।

ধূমেন চ নিরুদ্ধন্তি পাপকর্ম্মরতান্ নরান্ ॥ ২০ ॥

ক্রীড়নোৎকারকান্ ক্রীড়াসাধনানীব বিদ্যমানান্ ঘাতয়ন্তি বিশ্বাসঘাতিন ইত্যর্থঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

আত্মশমলমাত্মনা কৃতং পাপম্ । উদ্বৈজয়ন্তি কঠোরভাষণাদিভির্ভয়ং দদন্তি । উল্লগ-  
বৃত্তয়ঃ ক্রুরস্বভাবাঃ ॥ ১৬ ॥

যথা সর্পাদিকাঃ ক্রুরা উদ্বৈজয়ন্তি তথা ॥ ১৭ ॥

পঞ্চাননাঃ সপ্তমুখাঃ । সর্পাঃ বিলেশয়া মূষকান্ যথা গ্রসন্তি তথা ॥ ১৮ ॥

অবটেসু অন্ধকূপেষু । কুশূলাদিষু নিশ্চক্ৰাশগুহাদিষু গুহাদিষু চাক্রকারযুক্তান্ নিরু-  
দ্ধতে জীবান্ রোধয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

তেষেব স্থানেষু উপবিশিত্বা স্থাপয়িত্বা সগরেণ সবিষেণ ॥ ২০—২২ ॥

জ্বাভের জ্বায় বিনষ্ট করে, মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাদিগকে শূলাদিতে নিপাতিত করিয়া  
থাকে ॥ ১৩—১৪ ॥ তাহারা শূলাদিতে বিদ্ধ ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া উঠে ।

তখন তদবস্থায় তীক্ষ্ণতুণ্ড কঙ্ক ও বক সকল ইত্যন্ততঃ তাহাদিগকে তাড়না করে ॥ ১৫ ॥

তাহারা ঐরূপে নিযন্ত্রিত হইয়া, আপনার পূর্বকৃত পাপপরম্পরা বারংবার স্মরণ করিয়া  
থাকে । তাহারা উৎপথ-প্রবৃত্ত হইয়া, সর্পাদির জ্বায় প্রাণিগণের উদ্বৈগ উৎপাদন করে ।

তাহারা দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয় । এখানে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ কীট সকল সমস্ত  
দিক্ হইতে সমুখিত হইয়া, ক্রুর সর্প যেমন মূষিককে ভক্ষণ করে, তাহার জ্বায় তাহাদিগকে  
ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৬—১৮ ॥ তাহারা জীবগণকে অন্ধকূপে, অন্ধকারময় গুহাদিতে ও

গুহাদিতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, যমের কিঙ্করনিকর কর উদ্যত করিয়া, তাহাদিগকে বিষ-  
মিশ্রিত, বহি ও ধূমপরিপূর্ণ তদনুরূপ গুহাদিতে রুদ্ধ করে ॥ ১৯—২০ ॥ যে গৃহপতি ব্রাহ্মণ

যোহতিথীন্ সময়প্রাপ্তান্ দিধক্ষুরিব চক্ষুষা ।  
 পাপেনেহালোকয়েচ্চ স্বয়ং গৃহপতির্দ্বিজঃ ॥ ২১ ॥  
 তস্মাপি পাপদৃষ্টেহি নিরয়ে যমকিঙ্করাঃ ।  
 অক্ষিণী বজ্রতুণ্ডা যে কঙ্কাঃ কাকবটাদয়ঃ ॥ ২২ ॥  
 গৃধাঃ ক্রুরতরাশ্চাপি প্রসহোৎপাটয়ন্তি হি ।  
 য আঢ্যাভিমতির্যাতি অহঙ্কত্যাতিগর্বিতঃ ॥ ২৩ ॥  
 তিৰ্য্যক্ প্রেক্ষণ এবাত্রাভিবিশঙ্কী নরাধমঃ ।  
 চিন্তয়ার্থশ্চ সর্বত্রায়তিব্যয়স্বরূপয়া ॥ ২৪ ॥  
 শুষ্যদ্ধৃদয়বক্ত্রশ্চ নিরুতিং নৈব গচ্ছতি ।  
 গ্রহবদ্রক্ষতে চার্থঃ স প্রেতো যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৫ ॥  
 সূচিমুখে চ নরকে পাত্যতে নিজকর্মণা ।  
 বিত্তগ্রহঞ্চ পুরুষং বায়কা ইব যাম্যকাঃ ॥ ২৬ ॥  
 কিঙ্করাঃ সর্বতোহঙ্গেষু সূত্রৈঃ পরিবয়ন্তি হি ।  
 এতে বহুবিধা বিত্ত নরকাঃ পাপকর্মণাম্ ॥ ২৭ ॥

আঢ্যাভিমতির্ধনগর্বিতঃ । অহঙ্কত্যাতিগর্বিতঃ ॥ ২৩ ॥  
 তিৰ্য্যক্ প্রেক্ষণঃ যশ্চ অভিনিশঙ্কী শুর্কাদিরপি ধনঞ্চোরয়িত্যভিতি বিশঙ্কমানঃ ।  
 অথশ্চ ধনস্ত্রায়তিঃ প্রাপ্তিকর্মণশ্চ তৎস্বরূপয়া তদ্বিসয়য়া ॥ ২৪ ॥  
 শুষ্যানাং হৃদয়ং বক্ত্রঞ্চ যশ্চ গ্রহবদ্ ব্রহ্মপিশাচবদর্থং রক্ষতে যঃ ॥ ২৫ ॥  
 বিত্তগ্রহং বিত্তরক্ষকং ব্রহ্মরাক্ষসশ্চ পুরুষং যাম্যকা যমসম্বন্ধিনঃ কিঙ্করা বায়কা ইব পরি-  
 বয়ন্তি সূত্রপ্রোতান্ কুর্কীন্তু ॥ ২৬—২৭ ॥

যথাকালে সমাগত অতিথিদিগকে বেন দক্ষ করিতে উদ্যত হইয়া, পাপদৃষ্টি প্রসারণপূর্বক  
 অবলোকন করে ॥ ২১ ॥ যমের অনুচরবর্গ, বজ্রতুণ্ড কঙ্ক, কাক ও বটাদি বিহঙ্গমানকর  
 এবং অতীব ক্রুর গৃধ সকল বলপ্রয়োগপূর্বক এই নরকে সেই পাপদৃষ্টি-পুরুষের চক্ষুদ্বয়  
 উৎপাটন করিয়া থাকে । যে ধনগর্বিত পুরুষ অহঙ্কারের পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত অতিমাত্র গর্ব  
 প্রকাশ ও তিৰ্য্যগৃষ্টি বিসারণ করিয়া গুরু প্রভৃতিকেও সম্বেদ করে এবং আয়-ব্যয়রূপ  
 অর্থচিন্তার অবিরাম অনুসরণপ্রসঙ্গে গাহার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হইয়া যায় পরন্তু কোন-  
 রূপেই শাস্তিস্থখের অধিকারী হইতে না পারিয়া ব্রহ্মপিশাচের আয় কেবল অর্থ রক্ষা  
 করে, সে মৃত্যুর পর যমভটগণ কর্তৃক নিজ কর্মদোষে সূচিমুখ-নরকে নিপাতিত হয় এবং  
 যমদূতগণ সেই অর্থপিশাচ পুরুষকে বায়কের আয় সর্বদা সূত্র দ্বারা বয়ন করে । দেবর্ষে !  
 পাপকর্মী পুরুষগণের এবংবিধ উক্তানুক্ত শতসহস্র নরকভোগ হইয়া থাকে । তৎসমস্তই  
 বহুবিধ যাতনার আশ্রয় ও উদ্ভবক্ষেত্র । তন্মধ্যে এই বিংশতি নরকেই বহুল যাতনা ভোগ

নরাণাং শতশঃ সন্তি যাতনাস্থানভূময়ঃ ।

সহস্রশোহপি দেবর্ষে ! উক্তানুক্তাস্থথাপি হি ॥ ২৮ ॥

বিশন্তি নরকানেতান্ যাতনাবহ্লান্ যুনে ! ।

তথা ধর্মপরাশ্চাপি লোকান্ যাতি স্থথোদগতান্ ॥ ২৯ ॥

স্বধর্মো বহুধা গীতো যথা তব মহায়ুনে ।

দেবীপূজনরূপো হি দেব্যারাদনলক্ষণঃ ॥ ৩০ ॥

যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ নরো ন নরকং ভ্রজেৎ ।

স। দেবী ভবপাথোধেবুদ্বর্জী পূজিতা নৃগান্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্টনরকবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র যদ্যপি উক্তমলোকপ্রাপকোহপি ধর্মো বহুধা গীতঃ কথিতস্তথাপি সর্কধর্মেষু  
শ্রীভগবতীচরণসপর্গাধর্ম এব মুখ্য ইত্যাহ স্বধর্ম ইতি । যথা তব বহুধা গীতোহষ্টমস্কন্ধে  
প্রথমাদ্যায়ে জম্বাদনীধারেখরীমীনাফ্যক্রণামাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে চ ধ্যানপূজাদিলক্ষণঃ কথিতঃ  
স এব দেবীপূজনরূপো দেব্যারাদনলক্ষণো মুখ্যো ধর্ম ইত্যর্থঃ । তত্র দেবীপূজনরূপেত্যানেন  
স্থলমূর্ত্তেগ্রহণম্ । দেব্যারাদনলক্ষণ ইত্যানেন বিরাটস্বরূপভগবত্যা দেবীপদেন গ্রহণমিতি  
বিবেকঃ ॥ ৩০ ॥

কুতঃ স্বধর্মো মুখ্য ইতি চেত্তত্রাহ যেনেতি । নরকং নৈব ভ্রজেৎ । কিন্তু সা দেবীতি ।  
একৈকগুণোপাধিবৃদ্ধবিস্কুরজ্রাপেক্ষয়া সাম্যাবস্থগায়োপাধিবৃদ্ধরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ স্বতন্ত্র-  
ত্বাৎ সর্কোৎকৃষ্টত্বাচ্চ সৈব দেবী ভবপাথোধেবসমুদ্রাহুদ্বর্জীতি তৎপূজনরূপো ধর্ম এব  
মুখ্য ইত্যর্থঃ । বৃদ্ধবিস্কুরজ্রাস্ত তৎপ্রেরিতা এব ফলং প্রযচ্ছন্তি ন স্নাতস্ত্রোণ । তস্মাৎ  
সৈব দেবী পূজ্যতি ভাবঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টেনেবেভিকৃতগামু-  
বেভিঃ । যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং বৃদ্ধাণস্তমুশিতং স্নমেধামিতি ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

হইয়া থাকে ॥ ২২—২৮ ॥ দেবর্ষে ! পাপিগণই এই সমস্ত যাতনাপ্রদ নরক ভোগ করিয়া  
থাকে আর ধর্মপরাগণ লোক সকল যেখানে স্থপরম্পরা নিরন্তর সমুদগত হইতেছে, তত্তৎ  
লোকে গমন করেন ॥ ২৯ ॥ মহর্ষে ! যদিও তোমার নিকট বহুবিধ স্বধর্ম কীর্তন করিয়াছি,  
তথাপি দেবীর স্থলমূর্ত্তির পূজা এবং বিরাটস্বরূপের আরাধনাই লোকের মুখ্য স্বধর্ম ॥ ৩০ ॥  
দেবী পূজার অনুষ্ঠান মাত্রে লোককে আর নরকে ঘাইতে হয় না । ফলতঃ দেবী ভগবতী  
পূজিতা হইলে, ব্যক্তিমাত্রেই ভবপারাবার-পারপ্রাপ্তি সমাহিত করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্ট নরক বর্ণন নামক

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ধর্মশ্চ কীদৃশস্তাত ! দেব্যারাধনলক্ষণঃ ।  
কথমারাধিতা দেবী সা দদাতি পরম্পদম্ ॥ ১ ॥  
আরাধনবিধিঃ কো বা কথমারাধিতা কদা ।  
কেন সা দুর্গনরকাদুর্গা ত্রাণপ্রদা ভবেৎ ॥ ২ ॥  
শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

দেবর্ষে ! শৃণু চিত্তৈকাগ্রেণ মে বিদুষাং বর ।  
যথা প্রসীদতে দেবী ধর্মারাধনতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥  
স্বধর্মো যাদৃশঃ প্রোক্তস্তথ মে শৃণু নারদ ! ।  
অনাদাবিহ সংসারে দেবী সম্পূজিতা স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্দেব্যারাধনমুচ্যতে ।

নানাবিধোপচারৈশ্চ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥

প্রথমতো। নারদেন বেদশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং জগতস্তত্ত্বং পৃষ্টং তত্র নারায়ণেন মায়াশক্তি-  
শবলব্রূক্ষায়কং শ্রীতগবতীকৃপমেব সর্ববেদসর্বশাস্ত্রসারভূতং জগতস্তত্ত্বং প্রতিপাদ্য তস্ত  
ধ্যানোপযোগিস্বরূপং বিরাডায়কং প্রতিপাদিতম্ । তদনন্তরঞ্চ তস্তা দেব্যা আরাধনমেব  
সর্বধর্মেষু বরিষ্ঠো ধর্মঃ স চ ভোগমোক্ষদায়ক ইত্যুক্তম্ । তচ্ছ্রুত্বা তদারাধনবিধৈর্কিংশেষতো  
জিজ্ঞাসুর্নারদঃ পৃচ্ছতি । ধর্মশ্চেতি ॥ ১ ॥

কথমারাধিতেতি স্থানপ্রশ্নাভিপ্রায়েণোচ্যতে । কদেতি কালপ্রশ্নঃ । কেনেতি শ্রোত্র-  
প্রশ্নঃ ॥ ২—৩ ॥

প্রাণিমাাত্রস্ত নাত্তঃ স্বধর্মঃ কিস্ত শ্রীদেব্যারাধনলক্ষণ এব । অতএব বর্ণত্রয়স্ত শ্রীগায়-  
ত্র্যুপাসনমেব নিত্যত্বেন বিহিতম্ । নাত্তদেবতোপাসনং তথেষ্যভিপ্রায়েণাহ স্বধর্মো  
যাদৃশ ইতি ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্ ! দেবীর আরাধনারূপ ধর্ম কীদৃশ ? কিরূপে আরাধনা করিলে,  
তিনি পরমপদ প্রদান করেন ? ॥ ১ ॥ আরাধনার বিধিই বা কিরূপ ? কোন্ ক্ষেত্রে কোন্  
সময়ে কিরূপ নিয়মে আরাধনা করিলেই বা সেই দুর্গাদেবী দুর্গম-নরক সকল হইতে  
পরিত্ৰাণ করেন ॥ ২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! তুমি জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিবর্গের অগ্রগণ্য, অতএব,  
ধর্মাস্তসারতঃ আরাধনা করিলে, দেবী স্বয়ং বেক্রপে প্রসন্ন হন, তাহা তোমাকে বলিতেছি  
একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ নারদ ! স্বধর্মের স্বরূপাদিও কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । এই

পরিপালয়তে ঘোরসঙ্কটাদিষু সা যুনে ! ।  
 সা দেবী পূজ্যতে লোকৈর্যথাবত্ৰিধিঃ শৃণু ॥ ৫ ॥  
 প্রতিপত্তিখিমাসাদ্য দেবীমাজ্যেন পূজয়েৎ ।  
 যুতং দদ্যাদ্ভ্রাক্ষণায় রোগহীনো ভবেৎ সদা ॥ ৬ ॥  
 দ্বিতীয়ায়াং শর্করয়া পূজয়েজ্জগদম্বিকাম্ ।  
 শর্করাং প্রদদেদ্বিপ্রৈ দীর্ঘায়ুর্জায়তে নরঃ ॥ ৭ ॥  
 তৃতীয়াদিবসে দেবৈ্যে দুগ্ধং পূজনকর্ম্মণি ।  
 ক্ষীরং দত্ত্বা দ্বিজাগ্রায় সর্ব্বদুঃখাতিগো ভবেৎ ॥ ৮ ॥  
 চতুর্থ্যাং পূজনে পূপা দেয়া দেবৈ্যে দ্বিজায় চ ।  
 অপূপা এব দাতব্য্য ন বিস্মৈরভিভূয়তে ॥ ৯ ॥  
 পঞ্চম্যাং কদলীজাতং ফলং দেবৈ্যে নিবেদয়েৎ ।  
 তদেব ব্রাহ্মণে দেয়ং মেধাবান্ পুরুষো ভবেৎ ॥ ১০ ॥  
 ষষ্ঠীতিথৌ মধু প্রোক্তং দেবীপূজনকর্ম্মণি ।  
 ব্রাহ্মণায় চ দাতব্য্যং মধু কাস্তির্যতো ভবেৎ ॥ ১১ ॥

সঙ্কটাদিষু সংসারসঙ্কটাদিষু ॥ ৫ ॥

তত্র পঞ্চদশতিথিষু পূজনমাহ আজ্যেন আজ্যনৈবেদ্যেন । তচ্চাজ্যঙ্গোহিতম্ । গোহুতেন চ পূজয়েদিত্যক্রণাচলমাহাশ্রো কথনাৎ । তত্র ষোড়শোপচারেষু মুখ্যোপচারস্ত নৈবেদ্য এব । তস্ত গ্রহণেন ষোড়শোপচারো অপ্যাক্ষিপ্তা বেদিতব্য্যঃ । ব্রাহ্মণায় দ্ব্যতদানং সদক্ষিণং কার্য্যম্ ॥ ৬—১০ ॥

মধুকাস্তিঃ সুন্দরকাস্তিঃ ॥ ১১ ॥

অনাদি সংসারে সম্যক্বিধানে পূজা করিলে, দেবী স্বয়ং ঘোর-সঙ্কটাদি সকলের নিরাকরণ করেন । লোকে যে নিয়মে সেই দেবীর পূজা করিবে, তাহার বিধি শ্রবণ কর ॥ ৪—৫ ॥  
 প্রতিপৎ তিথি সমাগত হইলে, যুত-নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবে এবং তাহা ব্রাহ্মণবর্গকে প্রদান করিবে । তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রোগহীন হওয়া যায় ॥ ৬ ॥  
 দ্বিতীয়ায় শর্করা সহযোগে সেই বিশ্বজননীর সপরিয়া সমাহিত করিয়া ব্রাহ্মণকে সেই শর্করা প্রদান করিলে, লোকের দীর্ঘায়ু লাভ হয় ॥ ৭ ॥ তৃতীয়াদিবসে পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া, দেবীকে দুগ্ধ প্রদান করিয়া ঐ দুগ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠকে প্রদান করিলে, সর্ব্ববিধ দুঃখের নিরাস হয় ॥ ৮ ॥ চতুর্থীতে পূজাপ্রসঙ্গে দেবীও ব্রাহ্মণকে অপূপ প্রদান করিলে, কোন কালেই বিষম্মাগ সংঘটিত হয় না ॥ ৯ ॥ পঞ্চমী তিথিতে দেবীকে কদলী ফল প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণে সমর্পণ করিলে, লোকে মেধাবী হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর পূজা-

সপ্তম্যাং গুড়নৈবেদ্যং দেবৈব্য দত্ত্বা দ্বিজায় চ ।

গুড়ং দত্ত্বা শোকহীনো জায়তে দ্বিজসত্তম ! ॥ ১২ ॥

নারিকেলমথার্কম্যাং দেবৈব্য নৈবেদ্যমর্পয়েৎ ।

ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যং তাপহীনো ভবেন্নরঃ ॥ ১৩ ॥

নবম্যাং লাজমম্বায়ৈ চার্পয়িত্বা দ্বিজায় চ ।

দত্ত্বা স্নুখাধিকো ভূয়াদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৪ ॥

দশম্যামর্পয়িত্বা তু দেবৈব্য কৃষ্ণতিলাম্মুনে ! ।

ব্রাহ্মণায় প্রদত্ত্বা তু যমলোকাস্তুয়ং ন হি ॥ ১৫ ॥

একাদশ্যাং দধি তথা দেবৈব্য চার্পয়তে তু যঃ ।

দদাতি ব্রাহ্মণায়ৈতদেবীপ্রিয়তমো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

দ্বাদশ্যাং পৃথুকান্ দেবৈব্য দত্ত্বাচার্য্যায় যো দদেৎ ।

তানেব চ মুনিশ্রেষ্ঠ ! স দেবীপ্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥

ত্রয়োদশ্যাঞ্চ দুর্গায়ৈ চণকান্ প্রদদাতি চ ।

তানেব দত্ত্বা বিপ্রায় প্রজাসন্ততিবান্ ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

চতুর্দশ্যাঞ্চ দেবর্ষে ! দেবৈব্য শত্ৰুন্ প্রযচ্ছতি ।

তানেব দদ্যাৎবিপ্রায় শিবশ্চ দয়িতো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

( গুড়প্রধানং নৈবেদ্যং গুড়নৈবেদ্যম্ ॥ ১২—১৬ ॥

পৃথুকান্ চিপিটকান্ ॥ ১৭—২০ ॥ )

কার্য্যে যথুদান করিয়া তাহা ব্রাহ্মণসং করিলে, কান্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ সপ্তমীতে দেবীকে ও তৎসহকারে ব্রাহ্মণকেও গুড়-নৈবেদ্য প্রদান করিলে, শোকহীন হওয়া যায় ॥ ১২ ॥ অষ্টমীতে দেবীকে ও তৎসহিত ব্রাহ্মণকে নারিকেল সম্বলিত নৈবেদ্য দান করিবে । তাহা হইলে, সর্বপা সম্ভাপশু হইবে ॥ ১৩ ॥ নবমীতে দেবী ও দ্বিজাতি উভয়কে লাজ প্রদান করিলে, ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই স্নুখাধিক্য সংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ মুনে ! দশমীতে দেবীকে কৃষ্ণতিল সকল অর্পণ করিয়া, তদনন্তর তাহা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে, যমলোকভর দূরীকৃত হয় ॥ ১৫ ॥ একাদশী তিথি প্রাপ্ত হইয়া, যে ব্যক্তি দেবী ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই দধি নিবেদন করে, সে দেবীর অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! দ্বাদশীতে দেবী ও দ্বিজাতিকে চিপিটক প্রদান করিলে, দেবীর প্রিয় হওয়া যায় ॥ ১৭ ॥ ত্রয়োদশীতে ভগবতীকে চণক প্রদান করিয়া, তৎসমুদয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে, প্রজা-সন্ততি প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ দেবর্ষে ! চতুর্দশীতে দেবীকে শত্ৰু প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে তাহা অর্পণ করিলে, শিবের প্রিয়পাত্র হওয়া যায় ॥ ১৯ ॥



পায়সঃ পূর্ণিমাতিথ্যামপর্ণায়ৈ প্রযচ্ছতি ।

দদাতি চ দ্বিজাগ্র্যায় পিতৃনুদ্বরতেহখিলান্ ॥ ২০ ॥

তত্ত্বিত্ত্বো হবনং প্রোক্তং দেবীপ্ৰীতৈর্য মহামুনে ! ।

তত্ত্বিত্ত্বিত্ত্বিত্ত্ববস্তুনামশেষারিক্তনাশনম্ ॥ ২১ ॥

রবিবারে পায়সঞ্চ নৈবেদ্যং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

সোমবারে পয়ঃ প্রোক্তং ভৌমে চ কদলীফলম্ ॥ ২২ ॥

বুধবারে চ সংপ্রোক্তং নবনীতং নবং দ্বিজ ! ।

গুরুবারে শর্করাঞ্চ সিতাং ভার্গববাসরে ॥ ২৩ ॥

শনিবারে স্নাতং গব্যং নৈবেদ্যং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

সপ্তবিংশতিনক্ষত্রনৈবেদ্যং শ্রায়তাং মুনে ! ॥ ২৪ ॥

স্নাতং তিলং শর্করাঞ্চ দধি দুগ্ধং কিলোটকম্ ।

দধিকূর্চী মোদকঞ্চ ফেনিকাং স্নাতমণ্ডকম্ ॥ ২৫ ॥

অমাবাস্ত্রায়াস্ত পুরিশেষাং পূর্ণিমানৈবেদ্যং এব গ্রাহম্ । হবনমিতি । নিত্যহোমো  
যঃ পূজাপটলে উক্তঃ স ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

বারপূজনমাহ রবিবারে ইতি । অত্র বারতিথিকরণযোগাদীনাং পূজা ত্বেকৈব নৈবেদ্যা-  
ন্তেব তু পূর্ণপ্লেদানি ॥ ২২ ॥

গুরুবাসরে শর্করা রক্তা দেয়া সৈব সিতা শর্করা গুরুবারে ॥ ২৩ ॥

এতেষাং দ্রব্যাগামপি নিত্যহোমঃ কৰ্ত্তব্যঃ ॥ ২৪ ॥

কিলোটকং দুগ্ধমলয়ীতিভাষয়া । দধিকূর্চী লোকে দধিমলয়ীতিপ্রসিদ্ধা । কেচিত্তু  
শর্করাসুক্তং মণিতং দধি দধিকূর্চীশব্দেনোচ্যতে ইত্যাহঃ । তথাচ কোষঃ । কূর্চিকাকৌর-  
বিকৃতিঃ স্ত্রাদ্রসালী ভু মাজ্জিতেতি । ফেনিকা মহারাষ্ট্রভাষায়াঃ তারফেনীতিপ্রসিদ্ধা ।  
স্নাতমণ্ডকং শর্করপারা ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ২৫ ॥

পূর্ণিমাতিথিতে দেবীর উদ্দেশে পায়স নিবেদন করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠকে তাহা দান করিলে,  
নিখিল পিতৃপুরুষের উদ্ধার হয় ॥ ২০ ॥ মহামুনে ! উক্ত তিথিতে পূজাপটলোক্ত নিত্য  
হোম বিধান করিলে, দেবী প্রীত হইয়া থাকেন । ফলতঃ তৎতৎ তিথি-প্রোক্ত বস্তুমাত্রেই  
অশেষ অরিষ্ট বিনষ্ট করে ॥ ২১ ॥

রবিবারে পায়স নৈবেদ্য প্রদান করা বিধি । সোমবারে দুগ্ধ, মঙ্গলবারে কদলী ফল,  
বুধবারে নূতন নবনীত, বৃহস্পতিবারে রক্ত শর্করা, গুরুবারে সিতশর্করা এবং শনিবারে  
গব্যস্নাত নিবেদন করিবে । অধুনা, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে যে যে দ্রব্য নিবেদন করিতে হইবে,  
শ্রবণ কর ॥ ২২—২৪ ॥

স্নাত, তিল, শর্করা, দধি, দুগ্ধ, কিলোটক ( মালাই দুধ ), দধিকূর্চী ( মালাই দই ), মোদক,  
ফেনিকা, স্নাতমণ্ডক, গোধূমপিষ্ট মিশ্রিত ওড়নিকার, বটপত্র ( পানড় ), স্নাতপুর ( ঘিওড় ),

কংসারং বটপত্রঞ্চ ঘৃতপূরমতঃপরম্ ।

বটকং কোকরসকং পূরণং মধু শূরণম্ ॥ ২৬ ॥

গুড়ং পৃথুকদ্রাক্ষে চ খর্জুরং চৈব চারকম্ ।

অপূপং নবনীতঞ্চ মুদগমোদক এব চ ॥ ২৭ ॥

মাতুলিঙ্গমিতি প্রোক্তং ভনৈবেদ্যঞ্চ নারদ ! ।

বিষ্কম্বাদিষু যোগেষু প্রবক্ষ্যামি নিবেদনম্ ॥ ২৮ ॥

পদার্থানাং কৃতেষু প্রীণাতি জগদম্বিকা ।

গুড়ং মধু ঘৃতং দুগ্ধং দধি তক্রং ত্বপূপকম্ ॥ ২৯ ॥

নবনীতং কৰ্কটীঞ্চ কুম্ভাণ্ডঞ্চাপি মোদকম্ ।

পনসং কদলং জম্বুফলমাত্রফলং তিলম্ ॥ ৩০ ॥

নারঙ্গং দাড়িমঞ্চৈব বদরীফলমেব চ ।

ধাত্রীফলং পায়সঞ্চ পৃথুকঞ্চণকস্তথা ॥ ৩১ ॥

নারিকেলং জম্বুফলং কসেরুং শূরণং তথা ।

এতানি ক্রমশো বিপ্র ! নৈবেদ্যানি শুভানি চ ॥ ৩২ ॥

কংসারমিতি গোধূমপিষ্টগুড়নির্মিতং খর্জুরভাষায়াং প্রসিদ্ধম্ । মহারাষ্ট্রভাষায়াং সাংজা ইতি । বটপত্রং পাপড় ইতি প্রসিদ্ধম্ । ঘৃতপূরং ঘীতর ইতি প্রসিদ্ধম্ । বটকং প্রসিদ্ধম্ । কোকরসকম্ । কোকশচক্রে রকে জ্যোষ্ঠাঃ খর্জুরীজমদচ্চরে ইতি মেদিনী কোষাৎ খর্জুররস ইত্যর্থঃ । পূরণং চণকপিষ্টগুড়নির্মিতং মহারাষ্ট্রভাষায়াং প্রসিদ্ধম্ । মধু মাক্ষিকম্ । শূরণং প্রসিদ্ধম্ । তচ্চ ঘৃতপকং শর্করামিশ্রিতং গ্রাহম্ । অগ্ৰং সৰ্ব্বং প্রসিদ্ধম্ ॥ ২৬—২৭ ॥

ভনৈবেদ্যং নক্ষত্রনৈবেদ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

কৃতেষু দত্তেষ্ণিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

জম্বুফলম্ । জম্বু দৈত্যবিশেষে শ্রাদ্ধেষু জম্বীরতক্ষয়োরিতি মেদিনীকোষাচ্চজম্বুফল-  
শব্দেন জম্বীরফলম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

বটক, খর্জুররস, গুড়নির্মিত চণকপিষ্ট, মধু, শূরণ, গুড়, পৃথুক, দ্রাক্ষা, খর্জুর, চারক, অপূপ, নবনীত, মুদগমোদক এবং মাতুলিঙ্গ, এই সকলকে নক্ষত্র নৈবেদ্য বলিয়া থাকে । এক্ষণে বিষ্কম্বাদি যোগ সমুদায়ে বাহা নিবেদন করিতে হয়, তাহাও বলিতেছি, প্রবণ কর ॥ ২৫—২৮ ॥

নারদ ! এই সমস্ত পদার্থ দান করিলে, জগদম্বা পরম পরিতৃপ্তা হন । গুড়, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, তক্র, অপূপ, নবনীত, কৰ্কটী, কুম্ভাণ্ড, মোদক, পনস, কদলী, জম্বু, আত্র, তিল, নারঙ্গ, দাড়িম, বদরী, ধাত্রী, পায়স, পৃথুক, চণক, নারিকেল, জম্বীর, কসেরু এবং শূরণ, এই সকল

বিকল্পাদিষু যোগেষু নির্ণীতানি মনীষিভিঃ ।  
 অথ নৈবেদ্যমাখ্যাস্যে করণানাং পৃথগ্য়ুনে ! ॥ ৩৩ ॥  
 কংসারং মণ্ডকক্ষেণী মোদকং বটপত্রকম্ ।  
 লড্ডুকং স্নাতপূরঞ্চ তিলং দধি স্নাতং মধু ॥ ৩৪ ॥  
 করণানামিদং প্রোক্তং দেবীনৈবেদ্যমাদরাৎ ।  
 অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি দেবীপ্রীতিকরং পরম্ ॥ ৩৫ ॥  
 বিধানং নারদযুনে ! শৃণু তৎ সৰ্ব্বমাদৃতঃ ।  
 চৈত্রশুক্রতৃতীয়ায়াং নরো মধুকরক্ষকম্ ॥ ৩৬ ॥  
 পূজয়েৎ পঞ্চখাদ্যঞ্চ নৈবেদ্যমুপকল্পয়েৎ ।  
 এবং দ্বাদশমাসেষু তৃতীয়াতিথিষু ক্রমাৎ ॥ ৩৭ ॥  
 শুক্লপক্ষে বিধানেন নৈবেদ্যমভিদধ্যাহে ।  
 বৈশাখমাসে নৈবেদ্যং গুড়যুক্তঞ্চ নারদ ! ॥ ৩৮ ॥  
 জ্যৈষ্ঠমাসে মধু প্রোক্তং দেবীপ্রীত্যর্থমেব তু ।  
 আষাঢ়ে নবনীতঞ্চ মধুকস্য নিবেদনম্ ॥ ৩৯ ॥  
 শ্রাবণে দধি নৈবেদ্যং ভাদ্রমাসে চ শর্করা ।  
 আশ্বিনে পায়সং প্রোক্তং কার্ত্তিকে পয় উত্তমম্ ॥ ৪০ ॥

কংসারাদয়ঃ পূৰ্ব্বমুক্তা এব ॥ ৩৪—৩৫ ॥

মধুকরক্ষমিতি । মধুকরক্ষ বক্ষ্যমাণতত্ত্বান্বাসনামভিষ্মক্ণাটবক্ষ্যবীমায়েত্যাদিভিঃ  
 ঐদেবীমাবাহ্য পূজয়েদিত্যর্থঃ । মধুকরক্ষো মধুক্রমঃ ভাষায়াং মহাবা ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥  
 মাসভেদেন নৈবেদ্যভেদমাহ বৈশাখমাস ইতি ॥ ৩৮—৪০ ॥

দ্রব্য যথাক্রমে প্রদান করিলে, শুভসংঘটন হয় ॥ ২৯—৩২ ॥ মনীষিগণ বিকল্পাদি যোগ  
 সমুদায়ে এই সমস্ত দ্রব্য নিবেদ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । যুনে ! অধুনা, করণসময়ে  
 নিবেদ্য বস্তু সকলের পৃথগাকারে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥

কংসার, মণ্ডক, ফেনী, মোদক, বটপত্রক, লড্ডুক, স্নাতপূর, তিল, দধি, স্নাত, মধু,  
 এই সকল দ্রব্য আদরসহকারে তত্তৎ করণযোগে দেবীকে নিবেদন করিবে । অতঃপর,  
 দেবীর পরম প্রীতিজনক বিধানান্তর বর্ণন করিতেছি ॥ ৩৪—৩৫ ॥ নারদ ! আদরপূরঃসর  
 তৎসমস্ত শ্রবণ কর । চৈত্রশুক্রপক্ষীয় তৃতীয়াতিথিতে মধুকরক্ষের পূজা ও পঞ্চখাদ্য নৈবেদ্য  
 প্রদান করিবে । এইরূপ দ্বাদশ মাসে তত্তৎ শুক্লপক্ষে তৃতীয়াতিথিতে বিধানানুসারে যে  
 যে দ্রব্য দিতে হইবে, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৬—৩৭ ॥ নারদ ! বৈশাখমাসে  
 গুড়, জ্যৈষ্ঠমাসে মধু, আষাঢ়ে নবনীত, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রমাসে শর্করা, আশ্বিনে পায়স,



মার্গে ফেণ্যুত্তমা প্রোক্তা পৌষে চ দধিকুচ্চিকা ।

মাঘে মাসি চ নৈবেদ্যং যুতং গব্যং সমাহরেৎ ॥ ৪১ ॥

নারিকেলঞ্চ নৈবেদ্যং ফাল্গুনে পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

এবং দ্বাদশনৈবেদ্যৈশ্চান্যে চ ক্রমতোহর্চয়েৎ ॥ ৪২ ॥

মঙ্গলা বৈষ্ণবী মায়া কালরাত্রিহরত্যায়া ।

মহামায়া মতঙ্গী চ কালী কমলবাসিনী ॥ ৪৩ ॥

শিবা সহস্রচরণা সর্বমঙ্গলরূপিণী ।

এভি নামপদৈর্দেবীং মধুকৈ পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

ততস্তবীত দেবেশীং মধুকন্থাং মহেশ্বরীম্ ।

সর্বকামসমৃদ্ধার্থং ব্রতপূর্ণত্বসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫ ॥

নমঃ পুঙ্করনেত্রায়ৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমোহস্ত তে ।

মাহেশ্বর্যৈ মহাদেব্যৈ মহামঙ্গলমূর্তয়ে ॥ ৪৬ ॥

পরমা পাপহন্ত্রী চ পরমার্গপ্রদায়িনী ।

পরমেশ্বরী প্রজোৎপত্তিঃ পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৪৭ ॥

মদদাত্রী মদোন্মত্তা মানগম্যা মহোন্মত্তা ।

মনস্বিনী মুনিধোয়া মার্ভগুসহচারিণী ॥ ৪৮ ॥

মার্গে মার্গশীর্ষে । ফেণীপূর্কিকা দধিকুচ্চিকা পূর্কোক্তা ॥ ৪১—৪২ ॥

দ্বাদশমাসেষু ভগবত্যা দ্বাদশনামাশ্রাহ মঙ্গলোত্ত । মতঙ্গী মাতঙ্গী ॥ ৪৩

নামপদৈর্যিতি । একেকমাসে ক্রমেণৈকেকনাম্না ॥ ৪৪—৪৬ ॥

প্রজায়া বিশ্বশোৎপত্তিঃ সকাশাং সা প্রজোৎপত্তিঃ ॥ ৪৭ ॥

মার্ভগুসহচারিণী সূর্য্যমণ্ডলবর্তিনী ॥ ৪৮—৪৯ ॥

কার্ত্তিকে উৎকৃষ্ট হুঙ্ক, অগ্রহায়ণে ফেণী, পৌষে দধিকুচ্চিকা, মাঘমাসে গব্যযুত নৈবেদ্য-  
স্বরূপ প্রদান করিবে এবং ফাল্গুনে নারিকেল নৈবেদ্য, কথিত হইয়াছে । এইরূপ দ্বাদশবিধ  
নৈবেদ্য দ্বারা দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে অর্চনা করিবে ॥ ৪১—৪২ ॥ মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, মায়া,  
কালরাত্রি, হরত্যায়া, মহামায়া, মাতঙ্গী, কালী, কমলবাসিনী, শিবা, সহস্রচরণা ও সর্ব-  
মঙ্গলরূপিণী, এই সকল নামোচ্চারণ সহকারে মধুকন্থে দেবীর পূজা করিবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥  
অনন্তর সমুদায় মনোরথ সমৃদ্ধিসংঘটন ও ব্রতের পুণ্যতা সাধনার্থ সেই মধুকন্থে বিরাজ-  
মানা, সর্বদেবনিয়ন্ত্রী মহেশ্বরীর এই বলিয়া স্তব করিবে যে, আপনি পদ্মলোচনা, আপ-  
নাকে নমস্কার । আপনি জগদ্ধাত্রী, আপনাকে নমস্কার । আপনি মাহেশ্বরী, মহাদেবী ও  
মহামঙ্গলরূপিণী ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আপনি পরমপাপহন্ত্রী, মুক্তিমার্গপ্রদায়িনী, পরমেশ্বরী,

জয় লোকেশ্বরি প্রাজ্ঞে প্রলয়াশ্বদসম্মিভে ।

মহামোহবিনাশার্থং পূজিতাসি সুরাসুরৈঃ ॥ ৪৯ ॥

যমলোকাভাবকর্ত্রী যমপূজ্যা যমাংগজা ।

যমনিগ্রহরূপা চ যজনীয়ে নমো নমঃ ॥ ৫০ ॥

সমস্বভাবা সর্বেশী সর্বসম্মবিবর্জিতা ।

সঙ্গনাশকরী কাম্যরূপা কারুণ্যবিগ্রহা ॥ ৫১ ॥

কঙ্কালক্রূরা কামাক্ষী মীনাক্ষী মর্শভেদিনী ।

মাধুর্য্যরূপশীলা চ মধুরস্বরপূজিতা ॥ ৫২ ॥

মহামন্ত্রবতী মন্ত্রগম্যা মন্ত্রপ্রিয়ঙ্করী ।

মনুষ্যমানসগম্যা মন্থথারিপ্রিয়ঙ্করী ॥ ৫৩ ॥

অশ্বখবটনিম্বাত্রকপিথবদরীগতে ।

পনসার্ককরীরাদিক্ষীরবৃক্ষস্বরূপিণী ॥ ৫৪ ॥

মধুরস্বরঃ প্রণবন্তেন পূজিতা ॥ ৫২ ॥

মহামন্ত্রো মায়াবীজাদিরূপস্তবতী বাচ্যবাচকতাসম্বন্ধেন । মন্ত্রেণৈব গম্যা প্রাপ্যা মন্ত্র-  
জপেন প্রসম্ভেব প্রাপ্যতে যতঃ । মন্ত্র একান্তবিচারো নিদিধ্যাসনরূপঃ সপ্রিয়ঙ্করো যশাঃ ।  
এতাদৃশী সাক্ষাৎকৃষ্টাপি পামরমনুষ্যমানসেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা মনুষ্যমানসগম্যা এতা-  
দৃষ্টান্তিকরণাবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অশ্বথেত্যাदिना मधुकवृक्षपूजावत् अश्वथादिवृक्षेष्वपि पूजनमस्तीति सूचितम् ॥ ५४—५८ ॥

প্রজাগণের জননী ও পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৪৭ ॥ আপনি মদদাত্রী, মদোন্মত্তা, মানগম্যা ও  
মহোরতা । আপনি মনস্বিনী, মূনিগণের দ্যানাস্পদীভূতা ও মার্ত্তণ্ডের সহচারিণী ॥ ৪৮ ॥  
আপনি লোক সকলের ঈশ্বরী, পরমজ্ঞানশালিনী ও প্রলয়কালীন পয়োদপটলীর সদৃশী-  
মূর্ত্তিধারিণী । সুরাসুরগণ সকলে মহামোহের বিনাশার্থ আপনার পূজা করেন, অতএব  
আপনার জয় হউক ॥ ৪৯ ॥ আপনি যমলোক-নিরাকরণকর্ত্রী, যমের পূজনীয়া, যমের অংগজা,  
যমের সাক্ষাৎ নিগ্রহরূপা ও সকলেরই যজনীয়া । আপনাকে নমস্কার ॥ ৫০ ॥ কাহারও  
প্রতি আপনার পক্ষপাত নাই ; আপনি সকলেরই নিয়ন্ত্রী ; আপনি সংসারের কিছুতেই  
কোনরূপে লিপ্ত নহেন ; আপনি লোকের বিষয়াসক্তির বিনাশকারিণী ; আপনি কাম্য-  
রূপা এবং সাক্ষাৎ করুণা আপনার কলেবর ॥ ৫১ ॥ আপনি কঙ্কালক্রূরা, কামাক্ষী,  
মীনাক্ষী, মর্শভেদিনী, মাধুর্য্যরূপশালিনী এবং প্রণবোচ্চারণসহকারে পূজিতা হইয়া  
থাকেন ॥ ৫২ ॥ আপনি মায়াবীজাদিস্বরূপিণী ; একমাত্র মন্ত্রজপ সহায়ে আপনারে  
পাওয়া যায় এবং নিদিধ্যাসনরূপ একান্ত বিচারসহকারে আপনাকে প্রসন্ন করা যাইতে  
পারে । আপনি মনুষ্যমাত্রেয় মানসগম্যা এবং আপনি মহাদেবের প্রিয়ঙ্করী ॥ ৫৩ ॥ আপনি

দুষ্কবল্লীনিবাসাহে দয়নীয়ে দয়াধিকে ।

দাক্ষিণ্যকরুণারূপে জয় সর্বজ্ঞবল্লভে ॥ ৫৫ ॥

এবং স্তবেন দেবেশীং পূজনান্তে স্তবীত তাম্ ।

ব্রতশ্চ সকলং পুণ্যং লভতে সর্বদা নরঃ ॥ ৫৬ ॥

নিত্যং যঃ পঠতে স্তোত্রং দেবীপ্রীতিকরং নরঃ ।

আধিব্যাধিভয়ং নাস্তি রিপুভীতির্ন তশ্চ হি ॥ ৫৭ ॥

অর্থার্থী চার্থমাপ্নোতি ধর্মার্থী ধর্মমাপ্নুয়াৎ ।

কামানবাপ্নুয়াৎ কানী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণো বেদসম্পন্নো বিজয়ী ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ।

বৈশ্যশ্চ ধনধান্যাত্যো ভবেচ্ছূদ্রঃ সুখাধিকঃ ॥ ৫৯ ॥

স্তোত্রমেতচ্ছ্রাদ্ধকালে যঃ পঠেৎ প্রয়তো নরঃ ।

পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তির্জায়তে কল্লবর্ভিনী ॥ ৬০ ॥

এবমারাধনং দেব্যাঃ সমুত্তমং সুরপূজিতম্ ।

যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা স দেবীলোকভাগ্ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

বেদসম্পন্নো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

( স্তোত্রফলনুজ্ঞা দেব্যারাধনফলমাহ এব মারাধননিতি ॥ ৬১—৬৫ ॥ )

অশ্বখ, বট, নিম্ব, আম্র, কপিথ ও বদরীবৃক্ষে বিরাজ করিমা থাকেন । আপনি পনস, অর্ক, করীর ও ক্ষীরবৃক্ষরূপিনী ॥ ৫৪ ॥ আপনি দুষ্কবল্লীতে অধিষ্ঠিতা আছেন । আপনি দয়নীয়-রূপিনী, অতএব আপনার দয়া অধিক । দাক্ষিণ্য ও করুণা আপনার রূপ । আপনি সর্বজ্ঞ-বল্লভা । আপনার জয় হউক ॥ ৫৫ ॥ নারদ ! পূজাসমাদানান্তর উক্তবিধ স্তব পাঠপুরঃসর দেবীর স্তব করিলে, লোকে সর্বদা ব্রতজনিত সর্ববিধ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ যে ব্যক্তি নিত্য দেবীর প্রীতিকর স্তোত্র পাঠ করে, তাহার আধিব্যাধিভয় দূর হয় এবং রিপুভয়ও তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ অধিক কি, ধনার্থীর ধনলাভ হয়, ধর্মার্থীর ধর্মপ্রাপ্তি হয়, কামার্থীর কামসংঘটন হয় এবং মোক্ষার্থীর মোক্ষসম্পন্ন হয়, ফলতঃ দেবী-স্তবপাঠে চতুর্কর্গই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ এই স্তবপাঠ ফলে ব্রাহ্মণ বেদবিৎ হন, ক্ষত্রিয় বিজয় লাভ করেন, বৈশ্য ধনধাত্রে পূর্ণ হইয়া থাকে এবং শূদ্রেরও সুখাধিক্যপ্রাপ্তি হয় ॥ ৫৯ ॥ এই স্তোত্র শ্রাদ্ধকালে প্রয়ত হইয়া পাঠ করিলে, পিতৃগণের প্রণয় পর্যান্ত চিরস্থায়িনী অবিনাশিনী তৃপ্তিলাভ হয় ॥ ৬০ ॥ দেবীর এই যে পূজাবিধি কীর্তন করিলাম, দেবগণও আদরসহকারে ইহা সমাদান করেন । যে ব্যক্তি ভক্তিমান হইয়া, উক্ত বিদানে পূজা



দেবীপূজনতো বিপ্র ! সৰ্বকামা ভবন্তি হি ।  
 সৰ্বপাপহতিঃ শুদ্ধা মতিরন্তে প্রজায়তে ॥ ৬২ ॥  
 অত্র তত্র ভবেৎ পূজ্যো মান্যো মানধনেষু চ ।  
 জায়তে জগদম্বায়াঃ প্রসাদেন বিরঞ্জি ! ॥ ৬৩ ॥  
 নরকাণাং ন তস্তাশ্চি ভয়ং স্বপ্নেহপি কুত্রচিৎ ।  
 মহামায়াপ্রসাদেন পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনঃ ॥ ৬৪ ॥  
 দেবীভক্তো ভবত্যেব নাত্র কার্য্য বিচারণা ।  
 ইত্যেবং তে সমাখ্যাতং নরকোদ্ধারলক্ষণম্ ॥ ৬৫ ॥  
 পূজনং হি মহাদেব্যাঃ সৰ্বমঙ্গলকারকম্ ।  
 মধুকপূজনং তদ্ব্যাসানাং ক্রমতো মূনে ! ॥ ৬৬ ॥  
 সৰ্বং সমাচরেদ্যন্ত পূজনং মধুকাঙ্ক্ষয়ম্ ।  
 ন তস্য রোগবাধাদিভয়মুদ্ভবতেহনঘ ! ॥ ৬৭ ॥  
 অথান্যদপি বক্ষ্যামি প্রকৃতেঃ পঞ্চকং পরম্ ।  
 নাম্না রূপেণ চোৎপত্ত্যা জগদানন্দদায়কম্ ॥ ৬৮ ॥

তদ্বৈচিত্র্যবৎ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

এবং মধুকপূজাং সংসারহারিণীমুক্তা ধারেশ্বরীমীনাঙ্ক্যকণাজম্বাদিনী মধুকেশ্বরী-  
 পঞ্চকবদন্তদপি প্রকৃতেঃ পঞ্চকং বক্ষ্যমাণং শ্রুতিয়াহ অথান্যদিতি । পরস্তেতাভাবিশেষঃ ।  
 প্রথমং পঞ্চকং স্বতন্ত্রমূলদেবীত এবোৎপন্নম্ । দ্বিতীয়ং পঞ্চকস্ত বিষ্ণুশরীরস্থিতায়াঃ  
 শ্রীভগবত্যাঃ শক্তিস্ত্য্যঃ সকাশাৎপন্নমিতি ॥ ৬৮—৬৯ ॥

করে, তাহার দেবীলোক লাভ হয় ॥ ৬১ ॥ বিপ্র ! দেবীর পূজা করিলে, সমুদায় কামনা  
 পূর্ণ হয়. সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়, চরম সময়ে বিনির্মল বুদ্ধি প্রাপ্তি হয় এবং পূজাকর্তা  
 সৰ্বজনীন ও পূজ্য হয় । হে ব্রহ্মনন্দন ! দেবীর প্রসাদে তাহার নরকভয় দূর হয় ; স্বপ্নেও  
 কুত্রাপি ভয় থাকে না । মহামায়ার প্রসাদে তাহার পুত্রপৌত্রাদির ও ধনধান্যাদির বৃদ্ধি  
 হয় ॥ ৬২—৬৪ ॥ সে দেবীর পরম ভক্ত হইয়া থাকে এবিষয়ে বিচারণা কর্তব্য নহে । এই  
 আমি তোমার নিকট মহাদেবীর পূজাবিধি সমাগ্ররূপে কীর্তন করিলাম । ইহার অনুষ্ঠান  
 করিলে, নরকের নিরাকরণ এবং সৰ্ববিধ মঙ্গলসংঘটন হয় । মূনে ! তোমার নিকট  
 মধুকপূজা এবং মাসিক পূজাও যথাযথ কীর্তন করিলাম ॥ ৬৫—৬৬ ॥ যে ব্যক্তি সৰ্বদীন-  
 রূপে এই মধুকপূজায় প্রবৃত্ত হয়, হে অনঘ ! তাহার রোগবাধাদিভয় ভরত  
 হয় না ॥ ৬৭ ॥ অতঃপর আমি প্রকৃতিক্রুপিনী মহাদেবীর অপর পঞ্চক কীর্তন করিব ।

১০০

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সাপ্তানক সমাহার্যঃ প্রকৃতেঃ পঞ্চকং যুজ্যে ।

কুতুহলকরধৈব শৃণু মুক্তিবিধায়কম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সমাপ্তম্ ॥

বিধানে অষ্টমস্কন্ধে দেবীপূজননিক্রপণং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

নন্দাগ্নিবস্তুতিঃ ( ৮৩৯ ) পট্টোদৈর্ঘ্যায়নমুখচ্যুতৈঃ । দেবীভাগবতশ্রীমদ্ভাগবত উদীরিতঃ ॥

অত্রাষ্টমস্কন্ধারম্ভে মন্বাদিভিঃ কথং পূজ্যতে ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ । কেষু স্থানেষু কেন  
রূপেণ পূজ্যতে ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ । সদাচারবিষয়কতৃতীয়ঃ । বিরাটস্বরূপশ্চ যথাবদ্বর্ণনং  
কুর্কিতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ । তত্র ব্যাসেন নারদনারায়ণয়োঃ সংবাদমিষেণ চতুর্থপ্রশ্নশ্চোত্তরং  
দত্তম্ । দ্বিতীয়প্রশ্নশ্চাপি তৎ সংবাদমিষেণ কিঞ্চিদ্ভিন্নং দত্তম্ । নবমস্কন্ধেন তু সর্বমুত্তরং  
দাশ্রুতি । দশমস্কন্ধেন তু প্রথমপ্রশ্নশ্চোত্তরং দাশ্রুতীতি বোধ্যম্ ।

শ্রীমচ্ছবকুলোৎপন্নো রজনাত্মাজঃ সুধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোহভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবীভাগবতশ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যানরহিতশ্চ চ ।

ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যাক্তিলকাখ্যাং মহত্তরাম্ ॥ ২ ॥

অষ্টমস্কন্ধ এতস্তাঃ সমাপ্তোহভ্যুত্থিতঃ ।

প্রীয়তাস্তেন মেহনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকা ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরজনাত্মাজলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠবিরচিত্তে

ভাগবতব্যাখ্যানেন তিলকাভিধে অষ্টমস্কন্ধে

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

উাহার নাম, রূপ ও উৎপত্তি সমুদায়ই জগতের আনন্দ সমুদ্রাবন করে ॥ ৬৮ ॥ যুনে !  
আখ্যান ও মহাভারত সহিত এই প্রকৃতিপঞ্চক শ্রবণ কর । ইহাকে যেমন কৌতুহলজনক,  
সেইরূপই মুক্তিবিধায়ক জানিবে ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে দেবীপূজানিক্রপণ বর্ণন

নামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

সমাপ্তশ্চায়াং অষ্টমস্কন্ধঃ ।

# শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্।

মহাপুরাণম্।

The Ramakrishna Mission  
of Culture, Calcutta

শৈব শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকাখ্য টীকা-

টিপ্পনী-বঙ্গানুবাদ-সম্মেতম্।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুরস্য প্রযত্নেন

শ্রীহরিচরণ বসুনা

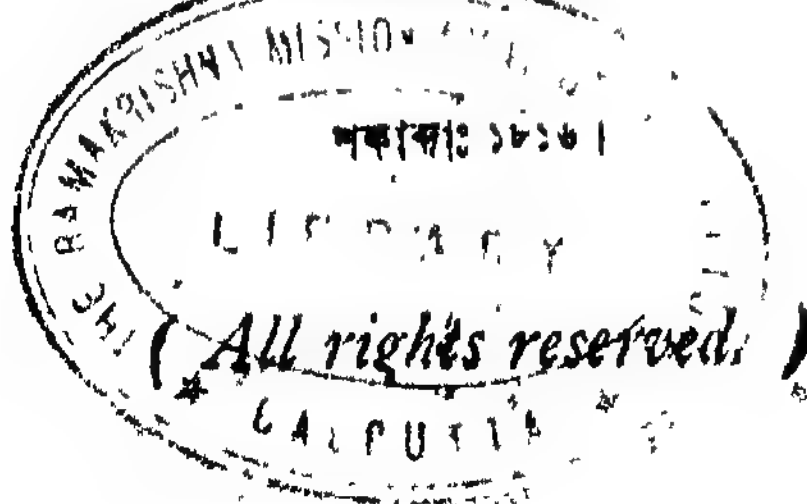
সম্পাদিতম্।



কলিকাতা-রাজধান্যাং

পাথুরিয়ানাটা ষ্ট্রীট ৭১ নং ভবনস্থ শব্দকল্পদ্রুম-কার্যালয়াং

সম্পাদকের বঙ্গাক্ষরৈঃ প্রকাশিতম্।





# শ্রীমদ্দেবীভাগবতের সূচীপত্র ।

## নবম স্কন্ধ ।

[ ১—৫৭৪ পৃষ্ঠা । ৫০ অধ্যায় । ]

প্রথম অধ্যায় । ১—৩০ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
পরব্রহ্মরূপিনী প্রকৃতি, সৃষ্টি বিষয়ে গণেশজননী হর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করেন তদ্বিষয়ক বর্ণন ... ..	১
মৃত্যু প্রকৃতি বর্ণন ... ..	৩
গণেশজননী, হর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকৃতির বর্ণন ...	৭
প্রকৃতির (অংশরূপিনী) গঙ্গা, তুলসী, মনসা, বসন্তী, মঙ্গলচণ্ডিকা, কালী ও বসুন্ধরাদির বর্ণন ... ..	১৫
প্রকৃতির (কলারূপিনী) বর্জিপত্নী স্বাহা, যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা, দীক্ষা, স্বধা, স্বস্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, সম্পত্তি, বৃদ্ধি, মতী, দয়া, প্রতিষ্ঠা, কীর্তি, ক্রিয়া, মিত্যা, শাস্তি, লজ্জা, বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, মূর্ত্তি, শোভারূপা লক্ষ্মী ও নিদ্রাদির বর্ণন ... ..	২১
হর্গা, সাবিত্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতির প্রথমপূজা বিধি ... ..	২৮
গ্রাম্যদেবী গণের পূজাকথন ... ..	৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় । ৩১—৪৭ পৃষ্ঠা ।

মূলপ্রকৃতির বিষয় ও তিনি যেভাবে পঞ্চপ্রকৃতির রূপ ধারণ করেন তদ্বিষয় বর্ণন	৩১
গালোকস্থিত প্রকৃতি পুরুষ বর্ণন ... ..	৩২
প্রকৃতিতে ত্রীকূটের বীৰ্য্যাধান ... ..	৩৯
মুলা ও রাধিকার (উৎপত্তি) ... ..	৪১
হর্গার (আবির্ভাব) ... ..	৪৩
ত্রীকূটের গোপিকাপতি ও মহাদেব মূর্ত্তি ধারণ ... ..	৪৬

তৃতীয় অধ্যায় । ৪৮—৫৯ পৃষ্ঠা ।

লোকান্তি প্রস্তুতভিষের বিবরণ ও মহাবিরাতের (উৎপত্তি) ... ..	৪৮
ব্রহ্ম ও মহাদেবের (উৎপত্তি) ... ..	৫৬

চতুর্থ অধ্যায় । ৬০—৭৩ পৃষ্ঠা ।

নারদের হর্গাদি পঞ্চপ্রকৃতি ও কলাপ্রকৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ... ..	৬০
--	----

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
সরস্বতীর পূজা, স্তোত্র ও কবচাদি বর্ণন ...	৬৫
বিষ্ণুজয় নামক সরস্বতী কবচ ধারণের ফল ...	৭২

পঞ্চম অধ্যায় । ৭৪—৮৯ পৃষ্ঠা ।

যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতীমহাস্তোত্র ...	৭৪
--------------------------------------	----

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৮০—৯০ পৃষ্ঠা ।

গঙ্গাশাপে সরস্বতীর নদীরূপে পৃথিবীতে অবতরণ ও সেই নদীর মহাত্মা বর্ণন ...	৮০
বিস্তারিতরূপে সরস্বতীর অবতরণ বর্ণন ...	৮২
পদ্মার প্রতি বাণীর অভিশাপ ...	৮৫
লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ভূগোকে স্মৃতিদ্বারা রূপে অবতরণ ...	৮৭

সপ্তম অধ্যায় । ৯১—৯৯ পৃষ্ঠা ।

শাপোদ্ধারার্থ নারায়ণের নিকট সরস্বতী, গঙ্গা ও কন্যার নিবেদন ...	৯১
সরস্বতী, গঙ্গা ও লক্ষ্মীর শাপ মোচন বর্ণন ...	৯৪
ভক্তলক্ষণ কথন ...	৯৭

অষ্টম অধ্যায় । ১০০—১১৮ পৃষ্ঠা ।

সরস্বতী প্রভৃতির ভারতে গমন ...	১০০
কলির বিবরণ ...	১০২
কন্ধির অবতার বর্ণন ...	১০৮
পুনঃ সত্যযুগ প্রবৃত্তি বর্ণন ...	১০৯
প্রাকৃত প্রলয় বর্ণন ...	১১১
সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা হইতে ব্রহ্মাদির ও সমস্ত শক্তির (উৎপত্তি) ...	১১৩

নবম অধ্যায় । ১১৯—১২৯ পৃষ্ঠা ।

বসুন্ধরার (উৎপত্তি) বিবরণ ...	১১৯
বরাহ কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার কথন ...	১২৪
পৃথিবীর পূজা বিবরণ ...	১২৫
পৃথিবীর ধ্যান, স্তব ও মন্ত্রাদি কথন ...	১২৭

দশম অধ্যায় । ১৩০—১৩৪ পৃষ্ঠা ।

পৃথিবীর প্রতি অপরাধ করিলে তাহার নরকাদি ফল প্রাপ্তি ...	১৩০
ভূমি ও পৃথিবী প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ...	১৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৩৫—১৪৭ পৃষ্ঠা ।

গঙ্গার উৎপত্তি ও তাহার বাহাত্মা বর্ণন ...	১৩৫
ভগীরথের গঙ্গাপূজা ...	১৪৫

## সূচীপত্র ।

৬০

### দ্বাদশ অধ্যায় । ১৪৮—১৬০ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
কণ্ঠশাখোক্ত গঙ্গার ধান	১৪৮
বিষ্ণুপদী নাম গঙ্গাভোক্ত	১৫০
গোলোক হইতে গঙ্গার প্রথমোৎপত্তি বর্ণন	১৫৫

### ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৬০—১৮০ ।

গঙ্গাদেবী কুরুপে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং কুরুপে বা ব্রহ্মার

কমণ্ডলুতে অবস্থিতি করিলেন এবং কুরুপেই বা শিবের প্রেয়সী হইলেন

তদ্বিবরে নারদের প্রশ্ন	১৬০
গঙ্গা কুরুপে নারায়ণ প্রিয়া হইলেন তদ্বিবরক বৃত্তান্ত বর্ণন	১৬১
কুরুপে প্রতি রাধার তিরস্কার	১৬৭
রাধিকার ভয়ে গঙ্গার কৃষ্ণচরণে প্রবেশ	১৭২
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির গোলোকে গমন	১৭৩
ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের প্রতি কুরুপের উক্তি	১৭৬
কৃষ্ণ পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার বহির্গমন ও সেই গঙ্গা বারির কিয়দংশ ব্রহ্মার স্বীয়- কমণ্ডলুতে ও কিয়দংশ শিবের স্বীয় মস্তকে ধারণ	১৭৭

### চতুর্দশ অধ্যায় । ১৮১—১৮৪ পৃষ্ঠা ।

জাহ্নবী বক্রপে নারায়ণের পত্নী হইলেন তদ্বিবরক বর্ণন	১৮১
---	-----

### পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৮৫—১৯২ পৃষ্ঠা ।

ভুলসীর উপাখ্যান জানিবার নিমিত্ত নারদের প্রশ্ন	১৮৫
বৃষধ্বজের উপাখ্যান	১৮৬

### ষোড়শ অধ্যায় । ১৯৩—২০২ পৃষ্ঠা ।

কুশধ্বজপত্নী মালাবতীর গর্ভে লক্ষ্মীর বেদবতীরূপে জন্ম গ্রহণ	১৯৩
বেদবতীর তপস্তা	১৯৪
রাবণের প্রতি বেদবতীর অভিলাষ	১৯৫
বেদবতীর সীতারূপে জন্মগ্রহণ ও রামের বনগমন	১৯৬
মায়াসীতার উৎপত্তি	১৯৭
রাবণের মায়া সীতা হরণ	১৯৮
সীতার জৌপদীরূপে জন্মগ্রহণ	২০০
জৌপদীর পঞ্চপতি হইবার কারণ	২০১

### সপ্তদশ অধ্যায় । ২০৩—২১০ পৃষ্ঠা ।

ধর্মধ্বজের নিজপত্নী মাধবীর সহিত বিহার	২০৩
ধর্মধ্বজের ঔরসে ভুলসীর উৎপত্তি ও তাঁহার নাম নিরুক্তি	২০৪



বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
তুলসীর তপস্তা ... ..	২০৫
তুলসীর বৃক্ষরূপে বর্ণন ... ..	২০৮
অষ্টাদশ অধ্যায় । ২১১—২২৫ পৃষ্ঠা ।	
তুলসীর মদনাবস্থা বর্ণন ... ..	২১১
শঙ্খচূড়ের সহিত তুলসীর সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ... ..	২১৩
তুলসীকে গ্রহণার্থ শঙ্খচূড়ের প্রতি বৃদ্ধার উপদেশ ... ..	২২৩
উনবিংশ অধ্যায় । ২২৬—২৩৮ পৃষ্ঠা ।	
শঙ্খচূড়ের সহিত তুলসীর বিহার ... ..	২২৬
দেবগণের প্রতি শঙ্খচূড়ের উপদ্রব ... ..	২৩১
দেবগণের বৈকুণ্ঠে গমন ... ..	২৩২
শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত কথন ... ..	২৩৫
বিংশ অধ্যায় । ২৩৯—২৫০ পৃষ্ঠা ।	
মহাদেব চিত্ররথকে দূত করিয়া শঙ্খচূড়ের নিকট প্রেরণ করেন ... ..	২৩৯
মহাদেবের সহিত কন্দ বীরভদ্রাদি, ইন্দ্র-যমাদি ও শক্রিগণের সন্মিলন ... ..	২৪৩
তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের কথোপকথন ... ..	২৪৫
একবিংশ অধ্যায় । ২৫১—২৬২ পৃষ্ঠা ।	
শঙ্খচূড়ের যুদ্ধোদ্যোগ ... ..	২৫১
শঙ্খচূড়ের মহাদেবের নিকট গমন ... ..	২৫৩
শঙ্খচূড়ের প্রতি মহাদেবের উক্তি ... ..	২৫৫
মহাদেবের প্রতি শঙ্খচূড়ের উক্তি ... ..	২৬০
শিবের পুনঃকথন ... ..	২৬১
দ্বাবিংশ অধ্যায় । ২৬৩—২৭২ পৃষ্ঠা ।	
দেবগণের সহিত অসুরগণের পরস্পর বৃদ্ধারম্ভ ... ..	২৬২
কন্দের সহিত অসুরগণের যুদ্ধ ... ..	২৬৫
কালীর সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ ... ..	২৬৮
মহাদেবের নিকট কালীর সংগ্রামের সংবাদ প্রদান ... ..	২৭২
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । ২৭৩—২৭৭ পৃষ্ঠা ।	
শিবের সহিত শঙ্খচূড়ের সংগ্রাম ... ..	২৭৩
হরির বৃক্ষরূপে বেশে শঙ্খচূড়ের করচ হরণ ও তুলসীর নিকট গমন ... ..	২৭৪
শঙ্খচূড় বধ ... ..	২৭৫
চতুর্বিংশ অধ্যায় । ২৭৮—২৯২ পৃষ্ঠা ।	
নারায়ণের শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ পূর্বক তুলসীর নিকট গমন ... ..	২৭৮

## সূচীপত্র ।

১৭০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
তুলসীর সহিত নারায়ণের সহবাস	২৮৯
নারায়ণের প্রতি তুলসীর অভিশাপ	২৮১
তুলসীর মাহাত্ম্য বর্ণন	২৮৩
গণ্ডকীজাত শালগ্রাম শিলা সমূহের বিবরণ ও তন্মাহাত্ম্য বর্ণন	২৮৫
পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ২৯৩—২৯৯ পৃষ্ঠা ।	
মহামন্ত্র সহিত তুলসী পূজা	২৯৩
ষড়্বিংশ অধ্যায় । ৩০০—৩১২ পৃষ্ঠা ।	
সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ নিমিত্ত নারায়ণের নিকট নারদের প্রশ্ন	৩০০
অশ্বপতির বৃত্তান্ত কথন	৩০১
গায়ত্রী জপের ফল ও জপপ্রকার	৩০২
সাবিত্রী ব্রত কথন	৩০৬
সাবিত্রীর ধ্যান	৩০৭
সাবিত্রীর স্তব	৩১১
সপ্তবিংশ অধ্যায় । ১১৩—৩১৭ পৃষ্ঠা ।	
অশ্বপতির কথারূপে সাবিত্রীর জন্মগ্রহণ	৩১৩
যমসাবিত্রী সংবাদ	৩১৫
অষ্টবিংশ অধ্যায় । ৩১৮—৩২৪ পৃষ্ঠা ।	
যমের নিকট সাবিত্রীর ধর্মকর্মাদি বিষয়ে প্রশ্ন	৩১৮
ধর্মকর্মাদি বিষয়ে যমের উত্তর প্রদান	৩১৯
কোন্ কোন্ কর্ম করিলে জীবগণ কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে ধর্মের প্রতি সাবিত্রীর প্রশ্ন	৩২৩
উনত্রিংশ অধ্যায় । ৩২৫—৩৩৫ পৃষ্ঠা ।	
সাবিত্রীর প্রতি ধর্মের বরদানের অভিপ্রায় প্রকাশ	৩২৫
ধর্মের নিকট সাবিত্রীর সত্যবানের ঔরসে শতপুত্রাদিপ্রাপ্তি ও জীবের কর্মবিপাক শ্রবণের প্রার্থনা	৩২৬
সাবিত্রীর প্রতি ধর্মের বরদান ও জীবের কর্মবিপাক ও দানধর্মাদির ফল কথন	৩২৭
ত্রিংশ অধ্যায় । ৩৩৬—৩৫৩ পৃষ্ঠা ।	
কোন্ কোন্ কর্মদ্বারা স্বর্গলাভ ও অস্তান্ত কোন্ কোন্ কর্ম দ্বারা মানবগণের পুণ্য লাভ হয় তদ্বিষয়ে ধর্মের প্রতি সাবিত্রীর প্রশ্ন ও যমের তদ্বিষয়ক উত্তরে দানাদির ফল কথন	৩৩৬
জন্মাইশী ও শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রত ফল কথন	৩৪৪
হরিপূজা শিবপূজাদির ফল কথন	৩৪৯

## একত্রিংশ অধ্যায়। ৩৫৫—৩৫৭ পৃষ্ঠা।

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক।

যমের সাবিত্রীকে শক্তিমন্ত্র প্রদান... ৩৫৫

## দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ৩৫৮—৩৬২ পৃষ্ঠা।

পাপিগণের পাপের ফল ভোগার্থ নরক কুণ্ড কথন... ৩৫৮

## ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৬৩—৩৮১ পৃষ্ঠা।

ভিন্ন ভিন্ন পাতকিগণের ভিন্ন ভিন্ন কুণ্ডপাত বর্ণন... ৩৬৩

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৮২—৩৯৫ পৃষ্ঠা।

বিবিধ পাপফল কথন ও বিবিধ নরক কুণ্ড বর্ণন... ৩৮২

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। ৩৯৬—৪০৪ পৃষ্ঠা।

পাপিগণের নিমিত্ত অবশিষ্ট কুণ্ড বর্ণন... ৩৯৬

## ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়। ৪০৫—৪১০ পৃষ্ঠা।

কুণ্ড ক্রুরপ, পাপিগণ তাহাতে ক্রুরপে অবস্থিতি করে তদ্বিষয়ে যমের প্রতি  
সাবিত্রীর প্রশ্ন... ৪০৫

ক্রুরপে কুণ্ডবন্ধন বিনষ্ট হয় ও যমপুরীর ভয় হয় না ধর্মের তদ্বিষয় বর্ণন... ৪০৬

জীবের ভোগদ্রোহ কণন... ৪০৯

## সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। ৪১১—৪২৯ পৃষ্ঠা।

৮৬ ষড়শীতি কুণ্ডসংখ্যা ও সেই সকলের লক্ষণ নির্দেশ... ৪১১

## অষ্টত্রিংশ অধ্যায়। ৪৩০—৪৪৫ পৃষ্ঠা।

যমের নিকট সাবিত্রীর দেবীভক্তি প্রার্থনা... ৪৩০

যমের সাবিত্রীকে শক্তিমন্ত্রের বরপ্রদান... ৪৩১

দেবীর গুণকীর্তন ও দেবীর উৎকর্ষ বর্ণন... ৪৩২

## ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৪৬—৪৫০ পৃষ্ঠা।

মহালক্ষ্মীর উপাখ্যান... ৪৪৬

## চত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৫১—৪৬৪ পৃষ্ঠা।

নারায়ণের নিকট লক্ষ্মীর সমুদ্রকথা হইবার বিষয়ে নারদের প্রশ্ন ও নারায়ণের  
উত্তর... ৪৫১

ইন্ড্রের প্রতি দুর্জাসার অভিলাষ বর্ণন... ৪৫৩

ইন্ড্রের স্বর্গরাজ্য ভ্রংশ... ৪৫৯

ইন্ড্রের প্রতি বৃহস্পতির উপদেশ... ৪৬০

রাজ্যভ্রংশ নিবেদনার্থ ইন্ড্রের ব্রহ্মার নিকট গমন... ৪৬৫



একচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৬৫—৪৭৩ পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
সমস্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মার বিষ্ণুসন্নিধ্যানে গমন	৪৬৭
লক্ষ্মীর পরিত্যাজ্যস্থান সমূহ	৪৬৯
সমুদ্রে জন্মগ্রহণার্থ লক্ষ্মীর প্রতি বিষ্ণুর আদেশ, সাগর মন্ডন ও লক্ষ্মীর (উৎপত্তি)...	৪৭২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৭৪—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

মহালক্ষ্মীর অর্চনার ক্রম	৪৭৪
মহালক্ষ্মীর ধ্যান	৪৭৫
মহালক্ষ্মীর স্তোত্র	৪৮১

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৮৫—৪৯৩ পৃষ্ঠা।

স্বাহার উপাখ্যান	৪৮৫
------------------	-----

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৯৪—৪৯৯ পৃষ্ঠা।

স্বধার উপাখ্যান	৪৯৪
-----------------	-----

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫০০—৫১৩ পৃষ্ঠা।

দক্ষিণার উপাখ্যান	৫০০
রাধার ভয়ে কৃষ্ণের পলায়ন	৫০১
দক্ষিণার প্রতি রাধার অভিলাষ	৫০২
কৃষ্ণবিরহে রাধার খেদোক্তি	৫০৩
লক্ষ্মীর অঙ্গ হইতে দক্ষিণার উৎপত্তি	৫০৫
দক্ষিণার স্তব	৫১১
দক্ষিণার ধ্যান ও পূজাবিধি	৫১২

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়। ৫১৪—৫২৪ পৃষ্ঠা।

নারায়ণের নিকট নারদের ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার বিবরণ জিজ্ঞাসা	৫১৪
প্রিয়ব্রতের সহিত ষষ্ঠীদেবীর সাক্ষাৎ	৫১৭
ষষ্ঠীদেবী প্রিয়ব্রতের মৃত পুত্রের জীবনদান করেন	৫১৮
ষষ্ঠীর পূজাবিধি	৫২০
ষষ্ঠীস্তোত্র	৫২১

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫২৫—৫৩৩ পৃষ্ঠা।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও কথা	৫২৫
মনসার উপাখ্যান	৫৩০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫৩৪—৫৫৩ পৃষ্ঠা।

মনসার ধ্যান ও পূজাবিধি	৫৩৪
------------------------	-----

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
অরুংকার ও মনসার বিবরণ ... ..	৫৩৭
অপ্তীকোর জন্ম ... ..	৫৪৬
মনসার মাহাত্ম্য ও পূজাদি ... ..	৫৫১

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৫৪—৫৫৮ পৃষ্ঠা ।

সুরভির উপাখ্যান ... ..	৫৫৪
সুরভির পূজা ... ..	৫৫৬
সুরভির স্তোত্র ... ..	৫৫৭

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৫৯—৫৭৪ পৃষ্ঠা ।

রাধার ও ছর্গার মাহাত্ম্য বর্ণন ... ..	৫৫৯
রাধার বীজমুদ্রাদি ... ..	৫৬০
রাধার স্তোত্র ... ..	৫৬৫
ছর্গাদেবীর মাহাত্ম্য ও তাঁহার পূজাদির বিবরণ ... ..	৫৬৬

দশম স্কন্ধ ।

[ ৫৭৫—৬৫৯ পৃষ্ঠা । ১৩ অধ্যায় । ]

প্রথম অধ্যায় । ৫৭৫—৫৭৯ পৃষ্ঠা ।

স্বায়ম্ভুব মনুর বৃত্তান্ত কথনে দেবীর মাহাত্ম্য কথন ... ..	৫৭৫
স্বায়ম্ভুবমনুর উৎপত্তি ও তাঁহার দেবী-আরাধনা ... ..	৫৭৬

দ্বিতীয় অধ্যায় । ৫৮০—৫৮৪ পৃষ্ঠা ।

স্বায়ম্ভুব মনু প্রতি দেবীর বরদান ও দেবীর বিক্র্যাপর্কিতে গমন ... ..	৫৮০
বিক্র্যাচলের বৃত্তান্ত কথন ... ..	৫৮১

তৃতীয় অধ্যায় । ৫৮৫—৫৮৯ পৃষ্ঠা ।

বিক্র্যাচলের স্বর্ষ্যগতি নিরোধ, ... ..	৫৮৫
--	-----

চতুর্থ অধ্যায় । ৫৯০—৫৯৩ পৃষ্ঠা ।

দেবগণের শিবসন্নিধানে গমন ও স্বর্ষ্যগতিনিরোধ কথন ... ..	৫৯০
--	-----

পঞ্চম অধ্যায় । ৫৯৪—৫৯৮ পৃষ্ঠা ।

দেবগণের বিষ্ণুর নিকট গমন ও বিষ্ণু স্তুতি ... ..	৫৯৪
দেবগণের প্রতি বিষ্ণুর অভয় প্রদান ... ..	৫৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৫৯৯—৬০৩ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
দেবগণের বিষ্ণুর নিকট বিষ্ণুর সূর্য্যগতি নিরোধ কথন ... ..	৫৯৯
অগস্ত্যের নিকট গমনার্থ দেবগণের প্রতি বিষ্ণুর উপদেশ ও দেবগণের বারানসী গমন ... ..	৬০০
কার্য্যসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত অগস্ত্যের অঙ্গীকার ... ..	৬০২

সপ্তম অধ্যায় । ৬০৪—৬০৮ পৃষ্ঠা ।

অগস্ত্যদ্বারা বিষ্ণুচলের উন্নতিকূঠন ... ..	৬০৪
--	-----

অষ্টম অধ্যায় । ৬০৯—৬১২ পৃষ্ঠা ।

স্বারোচিষ মনুর উৎপত্তি ও বৃত্তান্ত কথন ... ..	৬০৯
---	-----

নবম অধ্যায় । ৬১৩—৬১৭ পৃষ্ঠা ।

চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি ও বৃত্তান্ত কথন ... ..	৬১৩
চাক্ষুষ মনুকে দেবীর রাজ্য প্রদান ... ..	৬১৬

দশম অধ্যায় । ৬১৮—৬২২ পৃষ্ঠা ।

বৈবস্বতমনু ও সাবর্ণি মনুর বৃত্তান্ত কথন ... ..	৬১৮
সুরথ নৃপতির বৃত্তান্ত বর্ণন ... ..	৬১৯

একাদশ অধ্যায় । ৬২৩—৬২৮ পৃষ্ঠা ।

মহাকাশীর চরিত্র কথন ... ..	৬২৩
মধুকৈটভবধার্থ বৃদ্ধার মহামায়ার স্তব ... ..	৬২৪
মধুকৈটভ বধ ... ..	৬২৭

দ্বাদশ অধ্যায় । ৬২৯—৬৪১ পৃষ্ঠা ।

সাবর্ণি মনুর বৃত্তান্ত কথনে মহিষাসুর বধ ও শুক্লনিগুপ্ত বধ বর্ণন ... ..	৬২৯
--	-----

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৬৪২—৬৫৯ পৃষ্ঠা ।

অবশিষ্ট ছয় মনুর বৃত্তান্ত কথনে কক্ৰব, পৃথ্বী, নাভাগ, দিষ্ট, শর্বাতি ও ত্রিণকু এই ছয় রাজার ভ্রামরীশক্তির আরাধনা ... ..	৬৪২
উক্ত ছয় রাজাকে মনুষ্যরাধিপত্য প্রাপ্তির বর প্রদান পূর্ব্বক ভ্রামরীদেবীর অন্তর্ধান ... ..	৬৪৫
ভ্রামরীদেবীর বৃত্তান্ত কথন ... ..	৬৪৬
ভ্রামরী বৃত্তান্ত শ্রবণের ফল প্রতি... ..	৬৫৯



## একাদশ স্কন্ধ ।

[ ৬৬১—৮৬০ পৃষ্ঠা । ২৪ অধ্যায় । ]

প্রথম অধ্যায় । ৬৬১—৬৭৩ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
দদাচার কথনে প্রাতঃকৃত্য বর্ণন ... ..	৬৬২
প্রাণায়াম বিবরণ ... ..	৬৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায় । ৬৭৪—৬৮০ পৃষ্ঠা ।

শৌচাদি বিধি ... ..	৬৭৪
--------------------	-----

তৃতীয় অধ্যায় । ৬৮১—৬৮৬ পৃষ্ঠা ।

গানবিধি ... ..	৬৮১
কুদ্রাক্‌ক মাহাত্ম্য ও কুদ্রাক্‌ক ধারণ বিধি ... ..	৬৮৩

চতুর্থ অধ্যায় । ৬৮৭—৬৯২ পৃষ্ঠা ।

একমুখ, দ্বিমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্মুখ ও পঞ্চমুখাদি চতুর্দশ মুখ পর্যন্ত কুদ্রাক্‌ক ধারণের ফল ... ..	৬৮৮
দেহের কোন্ কোন্ স্থানে কতসংখ্যক কুদ্রাক্‌ক ধারণ করিতে হইবে তাহা বিবরণ ... ..	৬৯১

পঞ্চম অধ্যায় । ৬৯৩—৬৯৮ পৃষ্ঠা ।

জপমালার বিধান ... ..	৬৯৩
কুদ্রাক্‌কের মাহাত্ম্য বর্ণন ... ..	৬৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৬৯৮—৭০৫ পৃষ্ঠা ।

কুদ্রাক্‌কের আত্মাস্তিক মাহাত্ম্য বর্ণন ... ..	৬৯৮
--	-----

সপ্তম অধ্যায় । ৭০৬—৭১১ পৃষ্ঠা ।

একমুখাদি কুদ্রাক্‌কধারণের মাহাত্ম্য ... ..	৭০৬
--	-----

অষ্টম অধ্যায় । ৭১১—৭১৬ পৃষ্ঠা ।

ভূতশুদ্ধির বিবরণ ... ..	৭১২
-------------------------	-----

নবম অধ্যায় । ৭১৭—৭২৩ পৃষ্ঠা ।

শিরোব্রত বিধান বর্ণন ... ..	৭১৭
-----------------------------	-----

দশম অধ্যায় । ৭২৪—৭২৯ পৃষ্ঠা ।

গৌণভস্মের বিবরণ ... ..	৭২৪
------------------------	-----

একাদশ অধ্যায় । ৭৩০—৭৩৪ পৃষ্ঠা ।

গৌণভস্মের ত্রিবিধ হইবার কারণ ... ..	৭৩০
ত্রিপুণ্ড্র ধারণের বিবরণ ... ..	৭৩২

দ্বাদশ অধ্যায় । ৭৩৫—৭৪০ পৃষ্ঠা ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
ভাস্মধারণ মাহাত্ম্য বর্ণন ... ..	৭৩৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৭৪১—৭৪৫ পৃষ্ঠা ।

ভস্ম মাহাত্ম্য বর্ণন ... ..	৪৪১
-----------------------------	-----

চতুর্দশ অধ্যায় । ৭৪৬—৭৫৩ পৃষ্ঠা ।

বিভূতি ধারণ মাহাত্ম্য ... ..	৭৪৬
------------------------------	-----

পঞ্চদশ অধ্যায় । ৭৫৪—৭৭০ পৃষ্ঠা ।

ত্রিপুণ্ড্র ধারণ মাহাত্ম্য ... ..	৭৫৪
ছর্কাসার ললাট হইতে ভস্ম পতন হেতু কুষ্ঠীপাক নরকস্থ পাপিগণের মুখ ও আনন্দ প্রাপ্তি ... ..	৭৬০
কুষ্ঠীপাকের পুণ্যতীর্থ কথন ... ..	৭৬৩
পুনর্বার অশ্রু কুষ্ঠীপাক নির্মাণ ... ..	৭৬৪
উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ মাহাত্ম্য ... ..	৭৬৭

ষোড়শ অধ্যায় । ৭৭১—৭৮৮ পৃষ্ঠা ।

সঙ্ক্যাবিধি ... ..	৭৭১
গায়ত্রীর উপাসনা ... ..	৭৭৫
আচমন বিধি ... ..	৭৭৫
বেচক, পূরক ও কুন্তুক কালে যে যে দেবতা ধ্যেয় তদ্বিবরণ ... ..	৭৭৬
সঙ্ক্যোপাসনা দ্বারা সূর্য্যভস্কক মন্দেহ নামক ত্রিশংকোটি রাক্ষস দাহন বিবরণ ... ..	৭৭৯
সিদ্ধাসন বর্ণন ... ..	৭৮১
শ্রাসবিধি ... ..	৭৮৩
গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি মুদ্রা ... ..	৭৮৬

সপ্তদশ অধ্যায় । ৭৮৯—৭৯৬ পৃষ্ঠা ।

ত্রিবিধা গায়ত্রীর বিবরণ ... ..	৭৮৯
গায়ত্রীর আরাধনা ... ..	৭৯১
যে যে পুষ্প যে যে দেবদেবীর প্রিয় ... ..	৭৯৫

অষ্টাদশ অধ্যায় । ৯৯৭—৮০৬ পৃষ্ঠা ।

দেবী পূজার বিশেষ বিধান ... ..	৭৯৭
যতসংখ্যক পুষ্পাদি প্রদান পূর্বক দেবীর পূজা করিলে যে যে ফললাভ হয় ... ..	৮০০
দেবীপূজার মাহাত্ম্য ... ..	৮০৫

## উনবিংশ অধ্যায়। ৮০৭—৮১০ পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা কথন ...	৮০৭

## বিংশ অধ্যায়। ৮১১—৮১৮ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মযজ্ঞাদি কীর্তন ...	৮১১
সায়াহ্ন সন্ধ্যা বর্ণন ...	৮১৫

## একবিংশ অধ্যায়। ৮১৯—২২৭ পৃষ্ঠা।

গায়ত্রীর পুরশ্চরণ ...	৮১৯
------------------------	-----

## দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৮২৮—৮৩৪ পৃষ্ঠা।

বৈশ্বদেবাদি পঞ্চযজ্ঞের বিবরণ ...	৮২৮
প্রাণায়ামহোত্র ...	৮৩১

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৮৩৫—৮৪৪ পৃষ্ঠা।

ভোজনান্তে পাত্রায় প্রদান ...	৮৩৫
প্রোজাপত্য, কৃচ্ছ্র, সান্তপনাদি, পারক ও চাক্রায়ণাদির লক্ষণ বর্ণন ...	৮৪১

## চতুর্বিংশ অধ্যায়। ৮৪৫—৮৬০ পৃষ্ঠা।

গায়ত্রীর শাস্তি কথন...	৮৪৫
দোষ ও রোগাদি শাস্তি ...	৮৪৬
হোম ও জপাদি দ্বারা জয় ও বৃষ্টাদি, লাভ ...	৮৫৩
গায়ত্রী জপ দ্বারা অগ্নিমানি ঐশ্বর্য্য, ইজ্ঞ ও ব্রহ্মবাদি প্রাপ্তি ...	৮৫৬
গায়ত্রী জপদ্বারা পঞ্চ মহাপাতক হইতে মুক্তিলাভ ...	৮৫৭

## দ্বাদশ স্কন্ধ।

[৮৬১—১০২৪ পৃষ্ঠা। ১৪ অধ্যায়।]

## প্রথম অধ্যায়। ৮৬১—৮৬৫ পৃষ্ঠা।

নারায়ণের নিকট নারদের সুখসংখ্যা পুণ্যকর্মসমূহের ও গায়ত্রীর মধ্যে অধিক পুণ্যপ্রদ মুখ্যতম কি ও গায়ত্রীর ঋষি ও ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন ...	৮৬১
গায়ত্রীজপের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন ...	৮৬২
গায়ত্রীর ছন্দ ও দেবতাদি কথন ...	৮৬৪

## দ্বিতীয় অধ্যায়। ৮৬৬—৮৬৮ পৃষ্ঠা।

গায়ত্রীর প্রত্যেক বর্ণের শক্তি কথন ...	৮৬৬
---	-----



## সূচীপত্র ।

৮৮০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
গায়ত্রীর বর্ণসমূহের তত্ত্ব কথন ... : ...	৮৬৭
গায়ত্রীর বর্ণের মুদ্রা ...	৮৬৮

### তৃতীয় অধ্যায় । ৮৬৯—৮৭২ পৃষ্ঠা ।

গায়ত্রী কবচ ...	৮৬৯
------------------	-----

### চতুর্থ অধ্যায় । ৮৭৩—৮৭৬ পৃষ্ঠা ।

অথর্ব বেদোক্ত গায়ত্রী হৃদয় ...	৮৭৩
----------------------------------	-----

### পঞ্চম অধ্যায় । ৮৭৭—৮৮১ পৃষ্ঠা ।

গায়ত্রী স্তোত্র ...	৮৭৭
----------------------	-----

### ষষ্ঠ অধ্যায় । ৮৮২—৯০৭ পৃষ্ঠা ।

গায়ত্রীর সহস্রনাম স্তোত্র ...	৮৮২
--------------------------------	-----

### সপ্তম অধ্যায় । ৯০৮—৯৩৩ পৃষ্ঠা ।

দীক্ষাবিষয়ে নারদের প্রশ্ন ...	৯০৮
দীক্ষাশব্দের ব্যুৎপত্তি ও দীক্ষাবিধি কথন ...	৯০৯
তত্র ভূতশুদ্ধাদি কথন : ...	৯১৫
মণ্ডল লিখন ...	৯১৬
সর্বতোভদ্রমণ্ডল ...	৯১৭
কুণ্ডসংস্কার ...	৯২১
অকুণ্ডবাদি ও আজ্য সংস্কার ...	৯২৫
হোমবিধি ...	৯২৬
পূর্ণাহুতি ...	৯২৯
মন্ত্রগ্রহণ ...	৯৩১

### অষ্টম অধ্যায় । ৯৩৪—৯৫৩ পৃষ্ঠা ।

শক্তি ছাড়িয়া দ্বিজগণের অন্তরে উপাসক হইবার কারণ ...	৯৩৪
দেবগণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত জগদম্বিকার বক্ষুরূপে আবির্ভাব ...	৯৩৮
ইন্দ্র যক্ষের নিকট বহ্নিকে প্রেরণ করেন ...	৯৩৯
যক্ষের নিকট বহ্নির তৃণদাহনে অসামর্থ্য কথন ...	৯৪০
ইন্দ্রাজ্যে যক্ষের নিকট বায়ুর গমন ...	৯৪১
যক্ষের নিকট বায়ুর তৃণচালনে অসামর্থ্য কথন ...	৯৪২
যক্ষের নিকট ইন্দ্রের গমন ও যক্ষের অন্তর্ধান ...	৯৪৩
ইন্দ্রের প্রতি মাহাবীজ রূপের নিমিত্ত আকাশবাণী ...	৯৪৪
ইন্দ্রের উগামুত্তি দর্শন ...	৯৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইজের নিকট ভগবতীর (মায়াধিষ্ঠিত বক্ষুভিত্তিক) সর্ববিধের কারণতা বর্ণন ...	৯৪৬
শক্ত্যুপাসনার নিত্যতা বর্ণন ...	৯৫২

নবম অধ্যায় । ৯৫৪—৯৬৮ পৃষ্ঠা ।

গৌতম শাপে ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার দেবতার উপাসনায় প্রকাজন্যে তদ্বিষয় বর্ণনারস্ত ...	৯৫৪
ছতিকাহত ব্রাহ্মণগণের গৌতমের নিকট গমন ...	৯৫৫
গৌতমসম্মুখে সন্তুষ্ট গায়ত্রীর গৌতমকে পূর্ণপাত্র প্রদান ...	৯৫৭
পূর্ণপাত্র দ্বারা গৌতমের সমস্ত লোককে অন্নদান ...	৯৫৮
নারদের গৌতম সভায় আগমন ...	৯৬০
ব্রাহ্মণগণের প্রতি গৌতমের গায়ত্রী শক্তি রহিত করিবার নিমিত্ত অভিষাপ প্রদান ...	৯৬২
ব্রাহ্মণগণের বেদ ও গায়ত্রীাদি বিস্মরণ ...	৯৬৬

দশম অধ্যায় । ৯৬৯—৯৮৪ পৃষ্ঠা ।

মণিধীপ বর্ণন ...	৯৬৯
------------------	-----

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৯৮৫—১০০০ পৃষ্ঠা ।

পদ্মরাগাদি প্রাকার ও তন্মধ্যে সেনা ও শক্তি প্রভৃতির সন্নিবেশ বর্ণন ...	৯৮৫
--	-----

দ্বাদশ অধ্যায় । ১০০১—১০১২ পৃষ্ঠা ।

চিন্তামণি গৃহাদি বর্ণন ...	১০০১
দেবীর ধ্যান ...	১০০৪
চিন্তামণি গৃহের পরিমাণাদি ...	১০০৭

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১০১৩—১০১৮ পৃষ্ঠা ।

জনগেজয় কৃত দেবীমথবর্ণন । ...	১০১৩
-------------------------------	------

চতুর্দশ অধ্যায় । ১০১৯—১০২৪ পৃষ্ঠা ।

দেবীভাগবত পুরাণ পাঠের ফল বর্ণন ...	১০১৯
মুনিগণের নিকট হইতে স্মৃতির পূজাপ্রাপ্তি ...	১০২৩
নৈমিষারণ্য হইতে স্মৃতির নির্গমন ...	১০২৪

দেবীভাগবতের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

# শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্।

নবমঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।  
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমা স্মৃতা ॥ ১ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কামীরবিন্দুভালাকর্ণীপুন্দারসারসীমাত্মা।  
সীমন্তবক্চক্রামুরিজাতোক্তাহামমাং বন্দে।  
ককেশমিব্রবমে পঞ্চপ্রকৃতীনাং প্রপঞ্চম।  
তৎপ্রসঙ্গেন চাক্তানাং ক্রিরতে বিস্তরেণ চ।  
অর্দ্ধাধিকাষ্টপকাশংসংযুতৈঃ শতশব্দকৈঃ।  
সঙ্ক্ষেপেণ চ শক্তীনাং বর্ণনং তাবদ্রুচ্যতে।

নম্ সর্কোহপ্যায়ং নবমস্কন্ধোহধ্যায়তো। এহানুপূর্কীতশ্চ ব্রহ্মবৈবর্তীতর্গতপ্রকৃতিখণ্ডেন  
সমান এব। কচিং কচিভেদোহপি প্রায়শঃ কথং জাত ইতি চেৎ সত্যং কিস্তাবদজ্ঞানার্হো  
কারণং কুত্রচিদেতাদৃশং সমানানুপূর্কীকত্বেন ন দৃষ্টমিতি চেত্তদসৎ। পিবরহতোক্তপ্রদোষ-  
পূজাধ্যায়স্ত ব্রহ্মোক্তরূপওহপ্রদোষপূজাধ্যায়েন সমানানুপূর্কীকত্বদর্শনাৎ। তথা নারদ-  
পুরাণীরমরূপওহবচনানাস্তং তত্র রাজহবচনৈঃ সমানত্বাৎ। তথা তন্মেষু বহু তদ্রূপ-  
পটলানাং সমানানানুপলভ্যত্বাৎ তথা বেদেহপি ব্রহ্মাধ্যায়স্ত শতশাখাস্থ সমানত্বাৎ। পূর্ব-  
সূক্তাদিসূক্তানাঞ্চ পাখাস্তরেণ সমানানুপূর্কীকত্বস্ত স্পষ্টমুপলভ্যমানত্বাৎ। তথাচ যথা  
সর্কজ-সমানানুপূর্কীকত্বমস্তত্র দৃষ্টং তথা দেবীভাগবতেহপি নবমস্কন্ধস্ত প্রকৃতিখণ্ডসমানানু-  
পূর্কীকত্বমস্ত কিস্তাশ্চর্য্যম্। নম্ তথাপ্যত্র পূর্কপরিবোধঃ স্পষ্ট এব। তথাহি। পূর্কজ  
তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মবিক্কুরূপাণাং সাম্যাবহমারোপাধিকবন্ধণো ভগবতীপদবাচ্যাছৎপত্তিরভি-  
হিতা। তথা গোবীন্দসরস্বতীনাঞ্চ ভগবতীসকানাং দেবোৎপত্তিরুক্তা। ভগবতীত্যর্থ তাঃ  
শক্তরূপেভ্যো ন্তা ইত্যুক্তম্। নবমস্কন্ধে তু গোপানুস্মরীরূপশ্রীকৃষ্ণদেব কামীনামুৎ-  
পত্তি তথা গোবীন্দীনামুৎপত্তিত্যশ্চ শক্তয়ো ব্রহ্মাদিত্যো ন্তা শ্রীকৃষ্ণেনৈবেত্যাদিকমুক্তম্।  
অত্রচিৎ কচিদস্মিন স্কন্ধে পূর্ববিক্কুরূপেবোক্তম্। তথাচ পূর্কপরিবোধঃ স্পষ্ট এবৈতি চেৎ।  
ভিন্নবক্তৃকত্বাৎ। পূর্কগ্রন্থস্ত বক্তা ব্যাসো নবমস্কন্ধস্ত বক্তা নারায়ণ ইতি ভিন্নবক্তৃকত্বাৎ।

ভগবান্ নারায়ণ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যিনি বেদাদি সর্ব  
শাস্ত্রেই (ত্রিগুণসাম্যাবস্থার) সারস্বরূপিত পুরুষরূপিণী "প্রকৃতি" নামে খ্যাত, সেই পুণ্য-



নারদ উবাচ ।

আবির্ভূতস্য সাক্ষ্যেন কা বা মা আবির্ভূতস্য ।

কিন্ম তল্লক্ষণং সাধো ! বভূব পঞ্চা কথম্ ॥ ২ ॥

কল্পভেদেনোভয়মপ্যুপপাদ্যতে । যথা পুরাণে কচিচ্ছিবাদবুদ্ধবিকোপপত্তিঃ কচিৎ  
বুদ্ধগঃ সকাণাচ্ছিববিকোপঃ কচিদপণেশাৎসেতবাং জরাণাম্ । তথা সূর্যাদেতেবাং জরাণাং  
কল্পভেদেনোৎপত্তিরভিহিতা । তথৈবাভ্যপি কল্পভেদেন উভয়ার্থভ্যপি সম্ভবাৎ । নমু  
পুরাণভেদেন ভিন্নাভিন্না সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অভিহিতা । অত্র ত্বেকস্মিন্নেব পুরাণে ভিন্নাপ্রক্রিয়া-  
ভিহিতেতি জনমেজয়স্তৈকন্ত শ্রোতুর্ব্যামোহঃ স্তাদিত্যেচম । মহাত্মারতে শিবমাহাত্ম্য-  
প্রকরণে শিবস্ত বুদ্ধবিকারণম্ । বিষ্ণুমাহাত্ম্যপ্রকরণে বিষ্ণোরৈব বুদ্ধরূপকারণত্বমিতি  
মহাদেবো একস্মিন্নপি পুরাণে দৃষ্টত্বাৎ । এবমেবকুর্ষুপুরাণাদিষু কল্পভেদেন সৃষ্টিভেদৈক  
পুরাণে এব দৃষ্টত্বাচ্চ । নমু তথাপি শ্রোতুর্ব্যামোহঃ কথং ন ভবতীতি চেদম্ । উভয়ৌবিক-  
ল্পয়োঃ প্রতিপাদনেন সৃষ্টৈর্মায়িকত্বেন মিথ্যাসামিথ্যাপদার্থে ক্রতেঃ পুরাণাদীনাঞ্চ নাগ্রহ-  
ইতি শ্রোতুর্বোধসম্ভবাৎ । যথৈকজ্ঞানং কন্মাত্মপরিমিতি বিমর্শে ন তত্র কিঞ্চিৎকারণং  
মাত্রাতিরিক্তং লভ্যতে । তথাভ্যপি সৃষ্টৌ মায়ৈব মধ্যং কারণমিতি বোধনর্থমেব ব্যাধেন  
তথোক্তত্বাচ্চ । যদোকবিধৈব সৃষ্টিস্তদ্রূপং কারণমেকবিধমেব প্রতিপাদ্যত তদা জগতঃ  
সত্যত্বশ্চাপি স্তাৎ সা মা ভবতু কিম্বনির্কচনীয়েমেব জগতবতীভ্যানির্কচনীয়েজ্ঞানার্থং  
বিবিধসৃষ্টিপ্রতিপাদনস্ত বিবিধকারণপ্রতিপাদনস্তাবশ্যকত্বাচ্চ । তত্ক্ষং গোড়পাদাচার্য্যঃ ।  
মুন্মাহবিষ্ণুলিঙ্গাদৈঃ সৃষ্টির্বা চোদিতাত্মত্বা । উপায়ঃ সৌহবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চ-  
নেতি । ব্যাখ্যাতক ভগবত্তির্ভাষ্যকারৈর্মুন্মাহবিষ্ণুলিঙ্গাদিদৃষ্টান্তোপপত্ত্যৈঃ । সৃষ্টির্বা  
চোদিতা প্রকাশিতাত্মত্বত্বা চ স সর্বসৃষ্টিপ্রকারো জীবপরমাত্মকবুদ্ধাবতারায়োপায়ো-  
হস্মাকম্ । যথা প্রাণসংবাদে বাগাদ্যা সুরাপ্যুবেদাধ্যায়িকা কল্পিতা প্রাণমুখ্যত্ববোধনায় ।  
তদপ্যসিদ্ধমিতি চেদম্ । শাখাভেদেষুতথাত্মত্বা চ প্রাণাদিসংবাদশ্রবণাৎ । যদি সংবাদঃ পর-  
মার্থ এবাত্মনকরূপ এব সংবাদঃ সর্বশাখাসম্প্রোচ্যাত্মিকত্বানেকপ্রকারেণ নাস্রোচ্যাত্ম । অস্মতে  
তু তস্মাত্তাদর্থ্যং সংবাদক্ৰতীনাং তথোৎপত্তিবাক্যানি প্রত্যোতব্যানীতি । তত্রাত্মনকরূপে  
নারায়ণেন অপাত্তমপি বক্ষ্যামি প্রকৃতেঃ পঞ্চকং পরমিতি প্রতিজ্ঞাতং প্রকৃতিপঞ্চকং  
নির্দিশতি । নারায়ণ উবাচ গণেশজননীর্গেহি । গণেশজননীর্গেহ্যেত্যেকাদেবত । প্রকৃতিঃ  
পঞ্চধেতি গুণত্রয়সাম্যাবস্থাক্ষমারামবলবন্ধরূপা প্রকৃতিঃ । প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানু-  
মোদাদিতি ব্রহ্মসূত্রপ্রতিপাদিতা । (অপরেহম্মিতত্বত্বাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পুরাম্ । জীব-  
রূপাঃ মহাবাহো ! বয়েদং ধার্য্যতে জগদিত্যেতি) সৃষ্টিপ্রতিপাদ্য চ । সৈব পঞ্চা পঞ্চবিধত্বাদি-  
বিগ্রহরূপেণ স্তত । একস্তা ভগবত্যা মূলপ্রকৃতেরেবৈতে তুর্গাদয়ঃ পঞ্চাবতারা ইত্যর্থঃ ।  
সৃষ্টিবিধৌ সৃষ্টিবিধানে সৃষ্টিসময়ে ইত্যর্থঃ । সৃষ্টাপকারার্থমিতি বার্থঃ তথা চৈতান্যং পূজ-  
নেহপি মূলপ্রকৃতেঃ শ্রীভুবনেশ্বর্যা এব পূজা জায়ত ইতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১ ॥

প্রকৃতিপঞ্চকনামশ্রবণমাত্রেন সঙ্গাতহর্ষো নারদঃ পৃচ্ছতি নারদ উবাচ আবির্ভূতবেতি ।  
কেন নিমিত্তেন সা পঞ্চা আবির্ভূতা যাচাবির্ভূতা সা কা বা জড়া বা চেতনা বা । জড়ান

প্রকৃতিই সৃষ্টিসময়ে গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চমূর্তিতে  
আবির্ভূত হন ॥ ১ ॥

নারায়ণপ্রমুখাঃ এই কথা শ্রবণমাত্রেই নারদ কহিলেন, ভগবন্ ! এই জগতে বাহ্যিক  
জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, আপনি তাঁহাদিগের সকলেরই অগ্রগণ্য । (সামুদ্র/বা জ্ঞানবতাদি)

সর্বাসাং চরিতং পূজাবিধানং তদ্ব্যবহিতং ।

অবতারঃ কুতঃ কতঃ কতঃ কতঃ কতঃ কতঃ ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিবাদঃ ।

{ প্রকৃতেলক্ষণং বৎস ! কোবা বক্তৃ ক্রমোত্তবেৎ ।  
কিকিতথাপি বক্ত্যমি বক্তৃতং ধর্মবক্তৃতঃ ॥ ৪ ॥

প্রকৃতিবাদঃ প্রকৃতি কৃতি চ সৃষ্টিবাদকঃ ।

সৃষ্টো প্রকৃতি য় দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকৃতিত্বা ॥ ৫ ॥

মায়য়া ব্রহ্মণশ্চ প্রকৃতিত্বশ্চ শাস্ত্রে অবগাদানুষ্ঠানমুচ্যেৎ । যদি জড় যদি বা চেতনা কিংবা তত্ত্বালক্ষণং জাপকম্ । সা চ পঞ্চা কথং কেন প্রকারেণ বভূব । সাকাদেব পঞ্চাবতারা গৃহীতা উত রূপান্তরদ্বারেণেতি প্রশ্নার্থঃ । তদেতৎ সংশয়চতুষ্টয়ং ব্যাখ্যাতু মর্হসীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শকঞ্চ সর্বাসাং ভূগাদীনাং চরিতমবতারচরিতং পূজাবিধানং পূজাপ্রকারঃ ইন্দ্রিতে। শুণো যন্তা দেবতারা উপাসনে যো যো শুণঃ কলং ভবতি স শুণঃ কন্তা অবতারঃ কুতঃ কৈলাসে বা বৈকুণ্ঠে বা তিষ্ঠতি তচ্চ ব্যাখ্যাতু মর্হসীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

উত্তরমাহ নারায়ণ উবাচ প্রকৃতিত্বমিতি । ক্রমোত্তবেত্ত্বা অনাদিভাদনির্দেয়মীশ্বরা-  
তত্ত্বত্বং জ্ঞানমানানাং পরিচ্ছিন্নানামন্যাকমলপরিচ্ছিন্নবুদ্ধেরবিষয়ভাষ্যেত্ত্বা লক্ষণং বধ্য-  
বক্তৃতং ন কোহপি সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তত্র প্রথমতত্ত্বটলক্ষণমাহ প্রকৃতিবাদক ইতি । প্রাপ্তব্ধ ইতি বাতোঃ পচাদ্যচিনিপন্নঃ  
প্রশ্নকঃ । কৃতিশব্দস্ত ব্যাপারসামান্যার্থকবাৎসৃষ্টিব্যাপারার্থকম্ । তথাচ প্রকৃতি মুখ্য।  
কৃতো সৃষ্টো য় সা প্রকৃতিমিতি ব্যাখ্যায়নপদবহত্ৰীহিণাশ্বেতস্তার্থস্ত লাভঃ । পূর্বোদয়াদি-  
ভাৎ প্রা শব্দস্ত ইত্যর্থম্ । তথাচ মুখ্যত্বেন সৃষ্টিকর্তা বা সা প্রকৃতিমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সমস্তই আপনাতে জ্ঞান্যমান রহিয়াছে ; অতএব আপনি অমুগ্রহপূর্বক বলুন, (সেই মূল-  
প্রকৃতি কে ?) অর্থাৎ তিনি চৈতন্যরূপিনী, না জড়াত্মিকা ? কেননা, আমি শুনিয়াছি (মারা-  
শবলিত বন্ধই প্রকৃতি নামে অভিহিত করেন) ; বাহা হউক, আপনি তাঁহার লক্ষণ প্রকাশ  
করিয়া বলুন, তাহা হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিব । আর এক কথা এই যে, সেই মূল-  
প্রকৃতির আবির্ভাবের কারণ কি ? বিশেষতঃ তিনি পাঁচ মূর্তিতেই বা আবির্ভূত হইলেন  
কেন ? ॥ ২ ॥ বিশেষতঃ সেই অবতীর্ণ ভূগী প্রকৃতি পঞ্চমূর্তির প্রত্যেকের চরিত্রগাথা,  
অর্চনাবিধি এবং তাঁহাদিগের অর্চনার কলুই বা কি ? আর তাঁহাদিগের মধ্যে কোন  
কোন মূর্তিই বা কোন কোন স্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস ! (এই বিশ্ব-সংসার মধ্যে এমন কে আছে যে, সম্পূর্ণরূপে  
প্রকৃতির লক্ষণ) বর্ণিত সমর্থ হয় ?) তথাপি (আমি নিম্নলিখিত ধর্মদেবের) মুখে বাহা  
কিছু শুনিয়াছি, তাহারই বিকিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ 'প্র' এই উপসর্গটি  
প্রকৃতিবাদক, আর কৃতিঃ এই পদটি সৃষ্টিবাদক, অতএব যিনি সৃষ্টিবিষয়ে প্রকৃতিবাদী সেই

গুণে সৰ্বে প্রকৃষ্টে চ প্রশংসো বর্ততে কৃতঃ ।

মধ্যমে রজসি কৃষ্ণে তিশ্রমস্তুমসি স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সা চ শক্তিসমরহিতা ।

প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেনকথ্যতে ॥ ৭ ॥

প্রথমে বর্ততে প্রস্তু কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।

সৃষ্টেরাদৌ চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥ ৮ ॥

যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।

পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধান্ধো বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥ ৯ ॥

স্বরূপলক্ষণমাহ গুণে সৰ্বে ইতি । 'প্রকৃষ্টে সৰ্বে গুণে প্রশংসো বর্ততে । ব্যুৎপত্তিস্ত পূৰ্ব্বদেব । মধ্যমে রজসি মধ্যমঃ কৃষ্ণকো বর্ততে মধ্যমত্বসাদৃশ্যং । তমসি তমোগুণে চরমে চরমত্বশংকো বর্ততে চরমত্বাদিত্বসাদৃশ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

পদার্থযুক্তা বিশিষ্টার্থমাহ ত্রিগুণাত্মেতি । নিরতিশয়াবরণবিক্ষেপাদিশক্তিরহিতা গুণ-  
ত্রয়সাম্যাবস্থায়িকা সৃষ্টিকরণে প্রধানা যা সা প্রকৃতিশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ । তথাচ প্রসং-  
যুক্তঃ কৃষ্ণঃ প্রকৃষ্ণঃ সৰ্ব্বেন গুণেন সহিতো রজো গুণ ইত্যর্থঃ । শাকপাণিবাদিত্বাৎ সংযুক্তপদ-  
লোপঃ । পুনঃ প্রকৃষ্ণকৃতিঃ সৰ্ব্বগুণরজোগুণেন যুক্ত স্তি তমোগুণে । যন্তাং বর্ততে ইতি  
বহুব্রীহিণা গুণত্রয়ায়িক্যেত্যর্থঃ । পূৰ্ব্বোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্ ॥ ৭ ॥

পুনর্লক্ষণান্তরমাহ প্রথমে বর্ততে ইতি । প্রশংসাব্যুৎপত্তিঃ পূৰ্ব্ববৎ । তথাচ প্রা প্রথম-  
সৃষ্টেরা সা প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিত্বভূতত্বার্থঃ । ব্যাধিকরণবহুব্রীহিঃ পূৰ্ব্বোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্ ॥ ৮ ॥

এতেন কিংবা তন্নক্ষণং সাধো ইতি প্রশস্তোত্তরযুক্তম্ । গুণত্রয়সাম্যাবস্থায়িকা বর্তত  
ইতি লক্ষণেন অজ্ঞা বর্তত ইত্যুক্তম্ । তেন কা বা সেতি প্রশস্তোত্তরযুক্তম্ । ইত্যঃ পরমা-

মহাদেবীই প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধা ॥ ৫ ॥ বৎস ! তোমাকে প্রকৃতি শব্দের এই যে ব্যুৎপত্তি  
লক্ষণ বলিলাম ইহা (তটস্থ লক্ষণ)মাত্র ; এক্ষণে উহার (স্বরূপ লক্ষণ) বলিতেছি অবুহিত  
হও । গুণত্রয়ের মধ্যে সৰ্ব্বগুণটি (বিমলত্ব এবং জ্ঞানপ্রকাশত্বপ্রযুক্ত) সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া  
জানিবে ; সুতরাং প্র শব্দটি প্রকৃষ্টার্থবোধক সৰ্ব্বগুণে প্রবর্তিত (বিক্ষেপকতা দোষপ্রযুক্ত)  
রজোগুণটি মধ্যম, অতএব কৃ শব্দ রজোগুণে প্রবর্তিত বলিয়া মধ্যম জানিবে ; তমোগুণ  
(জ্ঞানের আবরণ) বলিয়া অধম নামে বিখ্যাত, তি শব্দটি তমোগুণবোধক ; অতএব নিরতি-  
শয়রূপে আবরণ বিক্ষেপাদি দোষবিরহিতা সেই (গুণাতীতা চিন্ময়ী বাকরূপিণী) যখন উল্লি-  
খিত লক্ষণাক্রান্ত (গুণত্রয়ে সংমিলিত হইয়া) সর্বশক্তিসমরহিতা হইলে, তখনই সৃষ্টিকার্য্যে  
প্রধানা ; সেই অজ্ঞই তাঁহাকে প্রকৃতি বলা যায় । বৎস নারদ ! প্রকৃতি শব্দের সলক্ষণ  
ব্যুৎপত্তি পুনরায় বলিতেছি প্রবণ কর, সৃষ্টির পূৰ্ব্বাবস্থার নাম প্র আর কৃতি শব্দটি সৃষ্টি-  
বাচক, অতএব (যিনি সৃষ্টির পূৰ্ব্বও দেবীপায়মান থাকেন) সেই মহাদেবীই প্রকৃতি নামে  
পরিকীর্তিত হইবেন ॥ ৬—৮ ॥

ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, সেই নিরঞ্জনদেব পরমাত্মা সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত নিজ (যোগ-  
সারাস্রভাবে) দুই প্রকারে আবির্ভূত হন । তাঁহারই দক্ষিণার্দ্ধ ভাগের নাম পুরুষ, আর



সা চ ব্রহ্মরূপা চ বিজয়া সা চ সনাতনী ।

যথাস্মা চ তথাশক্তির্দ্ব্যর্থো দাহিকা হিতা ॥ ১০ ॥

অত এব হি যোগীশৈঃ জীপুংভেদো ন মন্ততে ।

সর্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মস্বংসদপি নারদ ॥ ১১ ॥

বিবর্ত্তব সা কেন বর্ত্তব পঞ্চা কথমিত্যন্তোত্তরমাহ যোগেনাস্মেতি । সৃষ্টিবিধৌ সৃষ্টিবিধান-  
নিমিত্তং যোগেন মায়াশক্ত্যা পূর্বোক্তলক্ষণা একত্যা বৃত্ত আত্মা পরমাশ্রা দ্বিধারূপোহু-  
নারীশ্বররূপো বর্ত্তবেত্যর্থঃ । তস্মিন্ দেহে পুরুষভাগজ্ঞাতাগমোদেপমাহ পুমাংশ্চেতি ।  
মায়াশব্দবাক্যেণ ভগবতীপদবাচ্যাদুর্জনানারীশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সমুৎপন্ন ইতি বক্ষ্যমাণগ্রহাদব-  
সেয়ম্ ॥ ৯ ॥

নহু মায়াশক্তির্জড় নিরীকারা পরমাশ্রাপি নিরীকার ইত্যন্যোবিত্তিন্নয়োর্যোগঃ কথং  
ঘটেতেত্যশঙ্ক্যাহ সা চ ব্রহ্মরূপাচেতি । 'যথা বহুর্দাহিকশক্তি ন বহুর্ভিন্না তিষ্ঠতি  
কিঞ্চ বহুভেদেনৈব তিষ্ঠতি । তথেষমপি ব্রহ্মশক্তি ন ততো ভিন্না তিষ্ঠতি কিঞ্চ ব্রহ্মরূপা  
ব্রহ্মভেদেনৈব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তথাচ নিত্যসব্রহ্মস্বভূতয়োর্যোগঃ কথং ঘটেতেতি ন শঙ্ক-  
নীয়ম্ । শঙ্কেঃ কেবলমাত্রা জড়স্বাভাবিক্যেহপি চৈতন্যরূপাত্মাঃ সত্যিকারস্বত্ব সর্ব-  
প্রতিষেধাপগমালোহচূষকবদ্ব্যন্তসম্ভবাত মায়াশক্তিনিরীকারস্বত্বং ন সম্ভাবনীয়মিতি ভাবঃ ।  
নিত্যা মোক্ষপর্যাপ্তস্থায়িনী । সনাতনী অনাদিরিত্যর্থঃ । তেন চানাদিসানন্ত্যেতি বোধিতম্ ।  
ব্রহ্মাদনয়োরনিত্যসব্রহ্মস্বভূতয়োপাসনায়াং শক্তেরূপাসনা জাতৈব । তথা শক্ত্যুপাসনয়া-  
প্যাস্তপূজা জাতৈবেতি যথাস্মিনো মহিমা সর্বোত্তরন্তথৈব তচ্ছক্তেরপীত্যাহ যথাস্মা চ তথা  
শক্তিরিতি । যথা বহৌ হোমে বহুশক্তৌ হোমোহর্থসিদ্ধো ভবতি । তথা বহুশক্তৌ  
হোমেহপি বহৌ হোমার্থসিদ্ধ ইতি শক্তিশক্তিমতোরীশ্বরপি ন কিঞ্চিৎসদকমতীতি  
ভাবঃ ॥ ১০ ॥

অতএবেতি । যতঃ শঙ্কেঃ শক্তিমতশ্চ ন ভেদোহতএব যোগীশৈর্বিবেকিভিঃ জীপুং-  
ভেদ ইয়ং জী অয়ং পুমানিতি ভেদো ন মন্ততে । কিঞ্চ জী বা পুরুষো বা ব্রহ্মমপি মায়া-  
বিশিষ্টঃ ব্রহ্মবাস্তবীতি মন্তত ইত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ । মায়াবিশিষ্টঃ ব্রহ্মব ব্রহ্মবিক্রাদিপুরুষ-  
রূপেণ গৌরীলক্ষ্যাদিজীর্বেণ চ ভাসতে । তথা চোত্তরোহপি মায়াবিশিষ্টব্রহ্মস্বকথমবি-  
শিষ্টমিতি ন তেবাং জীপুরুষেহপি তত্ত্বতঃ কশ্চিৎসদ ইত্যর্থঃ । এতেন গৌরীলক্ষ্যাদি-  
শক্ত্যানুপাসনায়াং কেবলমায়াশক্তেরেবোপাস্তব্যং ব্রহ্মবিক্রাদ্যুপাসনায়াং মায়াবিশিষ্ট-  
ব্রহ্মণ উপাস্তব্যমিতি বদন্তঃপরাস্তাঃ । শক্ত্যুপাসনায়ামপি শক্তিব্রহ্মানতিরেকাৎ কেবলমাত্রা  
উপাসনারা অসম্ভবেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ এব তত্রোপাস্তব্যং । 'তদেবাহ সর্বং ব্রহ্মময়মিতি ।  
মায়াবিশিষ্টব্রহ্মময়মিত্যর্থঃ । ব্রহ্মমিতি সম্বোধনম্ ॥ ১১ ॥

বাসাধিতাগের নাম একুতি ॥৯॥ অতএব বৎস ! সেই একুতিদেবীকে নিত্য ব্রহ্মরূপা সনাতনী  
বলিয়া জানিবে । বস্তুতঃ কেমন অগ্নি আর তাহার দাহিকা শক্তি হইলি স্বভাব পদার্থ নহে,  
সেইরূপ পুরুষ আর একুতি অতিশয় বলিয়া স্থির করিবে । বৎস আর্য ! তুমি ব্রহ্মার মানস-  
পুত্র, সুতরাং তোমাকে ব্রহ্মাইবার লক্ষ আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না ; এই লক্ষই  
যোগেন্দ্র পুরুষেরা একুতি পুরুষকে অতিশয়কে মর্শন করেন । বলতঃ (একমাত্র সেই  
নিত্য-নিরন্তর চিদানন্দময় ব্রহ্মই) নিরন্তর একুতি পুরুষরূপে সর্বত্র বিরাজমান । এই অনন্ত

স্বচ্ছান্দ্রোচ্ছ্রা চ শ্রীকৃষ্ণ সিন্ধুকা ।

সাবিক্ষদ্বন্দ্বসহসা মূলপ্রকৃতিশরীঃ ১২ ॥

তদাজরা পঞ্চবিধা সৃষ্টিকর্মবিভেদিকা ।

অথ ভক্তানুরোধাদা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা ১৩ ॥

কেন নিমিত্তেন পঞ্চা জাতা তত্রাহ স্বচ্ছান্দ্রোচ্ছ্রা । অং প্রকৃতিতত্ত্বা বা ইচ্ছা  
সেবেচ্ছা পরমাশ্রয়নোহপি ভবত্যুত্তরোত্তরম্বাং । ততঃ স্বচ্ছান্দ্রোচ্ছ্রা শ্রীকৃষ্ণ পরমাশ্রয়ন ইচ্ছা  
কিমাশ্রিকরা সিন্ধুকা সর্জনেন্দ্রোচ্ছ্রিকা সা পরাশক্তিঃ পঞ্চমহাত্তোৎপত্তানন্তরং পঞ্চ-  
ভূতান্শান্ গৃহীত্বা প্রথমং কৃষ্ণরূপেণাবিক্ষদ্বন্দ্বার্থঃ । নহি পঞ্চভূতোৎপত্তিং বিনা দেহ-  
ধারণং সম্ভবতি তন্মাত্তুৎপত্তানন্তরমেব কৃষ্ণভূতোৎপত্তিঃ শ্রীভগবত্যা কৃতেতি বোধ্যম্ ।  
অনন্তরং পঞ্চঃ কৃষ্ণো গোপালমূলরূপ ইতি বক্ষ্যতি । ততো ন বৈষ্ণবমতপ্রবেশ ইতি  
বোধ্যম্ । নহু শ্রীকৃষ্ণপদং যোগরূঢ়া গোপোকবাসিদেবতাপরমত্তি তৎকথং শ্রীকৃষ্ণ  
সিন্ধুকেত্যত্র পরমাশ্রয়নং জাতমিতি চেন্ন । কেবলযোগস্ত তত্র স্বীকারাৎ । যোগেন তু  
দর্শে শকাঃ পরমাশ্রয়ণাঃ সম্ভবন্তীতি দোষাত্ভাবাৎ । যদা স্বচ্ছান্দ্রোচ্ছ্রা পরমাশ্রয়ন ইচ্ছন্তে-  
ত্যহরঃ । কিমাশ্রিকরা শ্রীকৃষ্ণ সিন্ধুকা শ্রীকৃষ্ণকর্মকসর্জনাস্রিকরেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তরং তদাজরা পরমাশ্রয়ণা শ্রীকৃষ্ণ সেন গৃহীতাবতারস্ত শরীরাংপঞ্চবিধা পঞ্চ-  
প্রকারা হুর্গাদিভেদেন সৃষ্টিকর্মবিভেদিকা তৎকর্মণো নানাভেদেন কত্রী প্রাহুর্ভূতবেত্যর্থঃ ।  
শ্রীকৃষ্ণশরীরে বঃ স্বকীর্যংশঃ স্থিততমঃশং সৃষ্ট্যপযোগার্থং পঞ্চা হুর্গাদিভেদেনাকরোদিতি  
পিপ্রতিতোৎপত্তিঃ । তত্র বিকল্পমাহ অথ ভক্তানুরোধাদেতি ১ ভক্তানুরোধার্থং বা পঞ্চবিধা  
জাতেত্যর্থঃ । অত্র বদ্যপি স্বাক্ষরৈব স্বয়ং প্রকৃতিঃ পঞ্চা জাতা নতু পরমাশ্রয়ণা তস্ত  
নির্জিকারত্বাৎ । তথাপি সা স্বকীর্যাজৈব পরমাশ্রয়নোহপি ভবতি স্বয়োরপ্যেকত্বাত্মাৎ  
তদাজরেন্দ্রোচ্ছ্রা । তত্র পঞ্চবিধরূপধারণে স্বচ্ছান্দ্রোচ্ছ্রা নিমিত্তং ভক্তানুগ্রহবিধাববতারম  
নিমিত্তং সৃষ্ট্যপযোগরূপং নিমিত্তং চোক্তং ভবতি । কৃষ্ণাবতারদ্বারা পঞ্চবিধা জাতেত্যানেন  
ভূত পঞ্চা কথমিতি প্রশ্নোত্তরকোক্তং ভবতি ॥ ১৩ ॥

বৈষ্ণবব্রহ্মাণ্ডে বাহা কিছু দেখিতেছ এ সমস্তই ব্রহ্মময় ; এ বিশ্বসংসারমধ্যে এমন কোন  
পদার্থই নাই, যাহা সেই প্রকৃতিপুরুষব্যক্ত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কণকালের অন্তও প্রকাশ  
পাইতে পারে ॥ ১০—১১ ॥

বৎস ! সেই পরব্রহ্ম অনির্কচনীর মহিমাশক্তি সম্পন্ন হইলেও আমি তোমার শক্তি ও  
জ্ঞানোজ্জেকের নিমিত্ত তাঁহার কিকিন্মাত্র তত্ত্ব বর্ণনা করিলাম । ঈদৃশ স্বচ্ছান্দ্রোচ্ছ্রা সর্জন-  
েন্দ্রোচ্ছ্রা শক্তিমান্ সেই কৃষ্ণের (পরমাশ্রয়) স্বজনাত্তিলাবাসিক । ইচ্ছার উদ্দেশ্য মাজেই  
দহসা সেই মূলপ্রকৃতি (স্বরূপা পরাশক্তি) প্রথমে সর্জননিরতী ভগবতীরূপে (সাম্যাবস্থ  
যামোপহিত ব্রহ্মরূপিনী হইয়া) প্রাহুর্ভূত হইলেন ॥ ১২ ॥ তদনন্তর, সৃষ্টি বিষয়ক জিন্ন জিন্ন  
সার্বোন্ন সম্পাদন অন্তই হউক, আর ভক্তদিগের অনুরোধ নিবর্তই হউক, স্বীয় শরীর হইতে  
নৈক ইচ্ছানত ভক্তানুরোধ পাচী শক্তিমুর্তি উৎপাদন করিলেন ; যদিচ এই পঞ্চশক্তিই  
মুত্তের সর্জনপ্রধান বলিরা বিস্তৃত, তথাপি ইহাদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানার হুর্গা নামে  
দাখ্যাত, ইনিই সর্জনমূলময়ী পূর্ণব্রহ্মরূপিনী । কারণ, (পরমাশ্রয় কৃষ্ণ) স্বীকৃতির মূল সর্জনার্থ

গণেশমাতা দুর্গা বা শিবরূপা শিবপ্রিয়া ।  
 নারায়ণী বিষ্ণুমায়ী পূর্ণব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৪ ॥  
 ব্রহ্মাদিদেবৈশ্বমিতিশ্রুতিঃ পূজিতা স্তুতা ।  
 সর্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সর্বরূপা সনাতনী ॥ ১৫ ॥  
 ধর্মসত্য্য পুণ্যকীর্ত্তির্ঘণো মঙ্গলদায়িনী ।  
 স্তম্বমোক্খর্বদাত্রী শোকাতিহুঃখনাশিনী ॥ ১৬ ॥  
 শরণাগতদীনাত্তপরিজ্ঞাপরায়ণা ।  
 তেজঃস্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১৭ ॥  
 সর্বশক্তিস্বরূপা চ শক্তিরীশশ্চ সন্ততম্ ।  
 সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিরীশ্বরী ॥ ১৮ ॥

পঞ্চমো দুর্গাবতারমহিমানমাহ গণেশমাতেনিতি । কক্ষো গণেশরূপেণ জনিতস্তস্ত মাতা  
 পূর্ণব্রহ্মরূপিণীমায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী দুর্গায়াঃ স্বরূপাবরণাতাবাৎ পূর্ণত্বম্ ॥ ১৪—১৫ ॥  
 ধর্মসত্য্য ধর্মঃ প্রজাপালনাদিরূপঃ সত্য্য ব্যাভিচাররহিতো ব্রহ্মাঃ সা ॥ ১৬ ॥  
 তদধিষ্ঠাতৃদেবতা তচ্ছবেন কক্ষত অন্তঃকরণরূপং তেজো গৃহতে তত্কাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।  
 তদ্বক্তৃত্তরত্রিভীরাধ্যানে । ব্রহ্মাধিষ্ঠাতৃদেবী সা কক্ষত পরমাত্মন ইতি । তত্রাপি বুদ্ধি-  
 শব্দেনাত্তঃকরণম্ ॥ ১৭—১৮ ॥

এই দুর্গাশক্তিগর্ভেই গণেশরূপে আবির্ভূত হইলেন ; অতএব, ইনিই বিশ্ব জগতে বিষ্ণুমায়ী  
 নারায়ণী (সর্ব জীবের আশ্রয়রূপা) বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন । বস্তুত এই দুর্গা-  
 শক্তিই পরম মঙ্গলময় (পরব্রহ্ম কক্ষের) প্রিয়তমা স্বরূপা শক্তি ॥ ১৩—১৪ ॥ বৎস ! তোমার  
 অধিক আর কি বলিব, ইহাই হির জ্যানিও যে, এই সর্বমঙ্গলস্বরূপা সনাতনী ভগবতী  
 দুর্গা দেবীই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এই অস্তই কি ব্রহ্মাদি দেবগণ, কি মুনিগণ, কি  
 মনুগণ, সকলেই ইহার অর্চনা ও স্তুবাদি করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

এই ভগবতী দুর্গা ভাগ্যবশত একবার এসর হইলে, শরণাগত ভক্তের সমস্ত শোক  
 হঃখাদি বিনাশ করিয়া ধর্ম, চিরহায়িনী কীর্ত্তি, পরম পবিত্র মঙ্গলদায়ক যশ এবং আনন্দাদি  
 সমস্ত স্তম্ব, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥ ইনি নিত্য শরণা-  
 গত দীন ভক্তজনের পরম আশ্রয়স্বরূপা হইয়া তত্কাদিগকে সমস্ত বিপদভাল হইতে  
 পরিজ্ঞাপ করিয়া থাকেন । বলতঃ ইহাকেই পরমাত্মা কক্ষের অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাত্রীত্বসা  
 ত্তেজোময়ী পরাশক্তি বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ॥ এই সর্বশক্তিস্বরূপা ভগবতী দুর্গাই পর-  
 মাত্মা পরমেশ্বরের নিত্যসঙ্গিনী পরাশক্তি । ইনিই সমস্ত সিদ্ধপুরুষদিগের পরমারাধ্যা,  
 অর্চন্য সিদ্ধি ইহারই কারণতঃ ইনিই আরাধনাক পরিভূত হইয়া ভক্তদিগকে অতিশয়  
 সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥



বুদ্ধিনিজা ক্রুৎ পিপাসা ছায়া তজ্জা দয়া স্মৃতিঃ ।

জাতিঃ কান্তিঃ প্রাক্তিঃ শান্তিঃ কান্তিঃ চেতনা ॥ ১৯ ॥

ভূষ্টিঃ পুষ্টিস্থা লক্ষ্মী ধৃতির্দায়ী তথৈব চ ।

সর্বশক্তিস্বরূপা সা কৃষ্ণা পরমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

উক্তঃ প্রত্যৌ প্রতগুণশ্চাতিশ্রো বথাগমম্ ।

গুণোহন্ত্যনন্তোহনন্তায়ী অপরাধ নিশাময় ॥ ২১ ॥

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা পদ্মা সা পরমাত্মনঃ ।

সর্বসম্পৎস্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ২২ ॥

সর্বশক্তিস্বরূপেতি । বুদ্ধে: সর্বশক্তিময়ীং কৃষ্ণা বুদ্ধেরধিষ্ঠাত্ৰী। ছায়া: সর্বশক্তি-  
রূপত্বং যুক্তমেব ॥ ২০ ॥

উক্তঃ প্রত্যৌ প্রতগুণ ইতি । প্রত্যৌ বেদে যঃ প্রতগুণঃ প্রসিদ্ধৌ গুণোহন্তি দুর্গায়াঃ  
সমুৎপাদে বথাগমমাগমাননতিক্রম্যাতিশ্রো ময়োক্তঃ বেদোক্তা গুণাঃ সর্বো ময়া নোক্তা  
ইত্যর্থঃ । কৃত ইতি চেদুর্গায়া অনুত্তমগুণবস্ত্র বেদে প্রতিপাদনাৎ । তাবৎগুণপ্রতিপা-  
দনে শক্ত্যভাবাদিত্যাহ গুণোহন্ত্যনন্ত ইতি । গুণ ইতি জাটায়াকবচনম্ । অপরাধমিতি  
পঞ্চপ্রকৃতাভাবতারমধ্যে একোহবতার উক্তে। দ্বিতীয়াবতারঃ নিশাময় শৃণুত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শুদ্ধসত্ত্ব ইতি । যা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা পদ্মা লক্ষ্মী: সা পরমাত্মনো দ্বিতীয়া শক্তি: দ্বিতীয়শক্তি-  
বতাররূপা সর্বসম্পৎস্বরূপা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা পরমেশ্বরসম্পত্তেরধিষ্ঠাত্রীত্যর্থঃ । ইদমপ্যাগ্রে  
বক্ষ্যতি ॥ ২২—২৪ ॥

এই মহাদেবীই অগতীহ জীবনবিহের (বুদ্ধি, নিজা, ক্রুৎ, পিপাসা, ছায়া, তজ্জা, দয়া, স্মৃতি, জাতি, কান্তি, প্রাক্তি, শান্তি, কান্তি, চেতনা, ভূষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী ও ধৃতিরূপা) ইনিই 'বেদাদি শাস্ত্রে বিব্রূপিতা মহামায়া বলিয়া কীর্তিত হইরাছেন'। ফলকথা, এই জগদারাধ্যা শক্তিই পরমাত্মা কৃষ্ণের স্বরূপা শক্তি ॥ ১৯—২০ ॥ বৎস! আমি সেই অনুত্তমগুণময়ী ভগবতী দুর্গার যে সমস্ত গুণগাথা বর্ণন করিলাম ইহা অতিবর্ণিত প্রসিদ্ধ গুণরাশির মধ্যে কিয়ৎংশ মাত্র । কেননা, বেদই যখন তাঁহার অনুত্তম গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই, তখন 'এ বিশ্বমধ্যে কাহার একুপ শক্তি আছে যে, তাঁহার সমস্ত গুণমহিমা বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়? তবে এইমাত্র জানিও যে, আমি বাহা কিছু বলিমাছি, তাহার কোন স্থলেই (শাস্ত্রের মত অতিক্রম করিয়া) বলি নাই । সে বাহা হউক, সেই পরমেশ্বরের পরাশক্তির পঞ্চা অবতারের মধ্যে দুর্গারূপা প্রথম শক্তির মাহাত্ম্য বৎকিঞ্চিৎ প্রবণ করিলে, এক্ষণে তাঁহার শক্তির অবতার মাহাত্ম্যের বিবরণ কিঞ্চিৎ বলিতেছি প্রবণ কর ॥ ২১ ॥

পরমাত্মার দ্বিতীয় অবতাররূপা শক্তির নাম পদ্মা (লক্ষ্মী) । ইনি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা এবং এই মহাশক্তিই (পরমাত্মা কৃষ্ণের) সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ২২ ॥ এই পরম

কাষ্ঠাভিহস্তা শাস্তা চ কুশীলা সর্বকরুণা ।  
 লোভমোহকামরোষসাহকারমর্জিতা ॥ ২৩ ॥  
 ভক্তানুরক্তা পত্ন্যশ্চ সখীভ্যাশ্চ পতিব্রতা ।  
 প্রাণভুল্যা ভক্তবত্যা প্রেমপাত্রা প্রিয়বদা ॥ ২৪ ॥  
 সর্বশত্ৰুঘ্নিকা দেবী জীবনোপায়রূপিনী ।  
 মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পতিসেবারতা সতী ॥ ২৫ ॥  
 স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজহু ।  
 গৃহেষু গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্যানাং গৃহিণাং তথা ॥ ২৬ ॥  
 সর্বপ্রাণিষু ভ্রব্যেষু শোভারূপা মনোহরা ।  
 কীর্তিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপী নৃপেষু চ ॥ ২৭ ॥  
 বাণিজ্যরূপা বণিজাং পাপিনাং কলহাহুৱা ।  
 দয়ারূপা চ কথিতা বেদোক্তা সর্বসম্মতা ॥ ২৮ ॥

সর্বশত্ৰুঘ্নিকা সর্বশত্ৰুঘ্নিকৈত্বার্থঃ । সর্বশত্ৰুঘ্নিকৈতি পাঠে সর্বপ্রশস্তপদার্থরূপে-  
 ত্বার্থঃ । বৈকুণ্ঠে ইতি । ইয়ং বৈকুণ্ঠবাসিনীত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৭ ॥

সৈব লক্ষ্মীঃ পুণ্যবতাং ধর্ম্মাং ভবতি পাপিনাস্ত পাপাং ভবতীত্যাহ পাপিনামিতি ॥ ২৮ ॥

কমনীয়মূর্তি লক্ষ্মীরূপা মহাদেবী নিরতিশয় জিতেন্দ্রিয়া ; হৃদয়াং ইনি অতীব শাস্ত্রপ্রকৃতি  
 কুশীলা এবং সমস্ত মঙ্গলের আধারভূমি । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতাদৃশ অসামান্য  
 গুণরাশি সবেও লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহংকার, কোন রিপুই ইহাকে স্পর্শ করিতেও  
 সমর্থ হয় না ॥ ২৩ ॥ এই মহাদেবী নিজ পতি এবং ভক্তগণের প্রতি নিত্য অনুরক্তা ;  
 বিশেষত ইনি নিরন্তর প্রিয়বদা বলিয়া ভগবানের প্রাণ সম আতিষ্ঠান হইয়াছেন ;  
 এই সকল অসামান্য গুণগরিমার ইনি পতিব্রতাবিগের মতো প্রিয়ান আগুন পরিগ্রহ  
 করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ এই মহাপ্রভুই জীবনবহের জীবনধারণার্থ একাংশে শতরূপিনী ;  
 কিন্তু, স্বরূপত ইনি অগতে সতীধর্মের আদর্শরূপা হইয়া মহালক্ষ্মীরূপে বৈকুণ্ঠধামে নিরন্তর  
 নিজপতি বৈকুণ্ঠনাথের পদসেবার নিরন্ত থাকেন ॥ ২৫ ॥

যৎনঃ এই মহাপ্রভুরূপিনীই স্বর্গকামের স্বর্গলক্ষ্মী, রাজাবিগের রাজলক্ষ্মী, শাস্ত্রের  
 মর্ত্যলোকে প্রকৃতিমান্ মানবগণের গৃহলক্ষ্মী ॥ ২৬ ॥ সারম্ ! সমস্ত প্রাণিবর্গে বা বাব-  
 তীর জীবনবহে যে সকল পাপের পোতা হইয়াছে, সে সমস্তই ইনি ; ইনিই পুণ্যপ্রা-  
 দিগের কীর্তিরূপা এবং পাপাকার মরণভিগের প্রভাবরূপা ॥ ২৭ ॥ অধিক কি  
 বলিব, ইহা হিন্দু আদিতে যে ইনি নিরন্তর পনোপকার করিতে আসিতেছেন তাহারই  
 বণিজ্যিগের মতো বাণিজ্যরূপে এবং দয়ারূপে গৃহে কলহের অহুসরণে প্রিয়

সর্বপূজ্য। সর্বসম্যাক্ষাণ্ডাঃ সর্বো নিশাময়।

বাগ্ভূত্ববিদ্যাভাষ্যনিষ্ঠাঃ চ পরমাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

সর্ববিদ্যারূপা বা সা চ দেবী পরমতী।

সা বুদ্ধিঃ কবিতা মেধা প্রতিভা স্মৃতিহা স্মৃতি ॥ ৩০ ॥

নানাপ্রকারলিঙ্গাত্তেজোমার্গকলরা মতা।

ব্যাক্ষ্যাদেবপ্রবরণা চ সর্বসদেহভঙ্গিনী ॥ ৩১ ॥

বিচারকারিণী প্রজ্ঞাকারিণী শক্তিরূপিণী।

অবরমদীতসকানতানকারগরূপিণী ॥ ৩২ ॥

বিষয়জ্ঞানবাগ্ভূপা প্রতিনিবোধজীবিনী।

ব্যাক্ষ্যবাদকরী শাক্তা বীণাপুস্তকধারিণী ॥ ৩৩ ॥

অত্যাং পঞ্চম মধ্য তৃতীয়াং জ্ঞানাদিষ্ঠাঃ তচ্চ জ্ঞানং পরমাত্মনঃ পরমেশ্বরত্ব বুদ্ধি-  
বুদ্ধিরূপং গৃহ্যতে । পরমত্যা বিদ্যাভিষ্ঠাৎ ॥ ২৯ ॥

তদেবাহ সর্ববিদ্যারূপেতি । কবিতাপদরচনারূপকবিতাকারিণী কবিতারূপা বা  
মেধা প্রজ্ঞামারগদাসমর্থম্ । প্রতিভা স্মৃতিরূপম্ ॥ ৩০ ॥

নানাপ্রকারা যে সিদ্ধান্তভেদান্তেভ্যঃ বৈধি । বিষয়ান্তেভ্যঃ কলরা আকুলনরূপে  
ভ্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

স্বরাঃ সপ্তস্বরাঃ বজ্রজাদয়ত্বনিষ্ঠঃ সসীতং গানং তত্ত্ব সন্ধানেনাত্মসন্ধানেন যত্নালম্বত  
কায়গুং তৎপ্রতিপাদকং শাক্তাঃ তত্ত্ব কারিণী ॥ ৩২ ॥

বিষয়জ্ঞানরূপা বাগ্ভূপা চেত্যর্থঃ । প্রতিনিবোধজীবিনী সর্বজীবসজীবিনী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৯ ॥

কবিত্তেহেব ॥ ২৮ ॥ কবিতাঃ এই সঙ্গীতরূপা-বিতীত শক্তিকে সর্বতোভাবে অগতের পূজনীয়  
এবং বন্দনীয় বলিয়া জানিবে । এক্ষণে পরমেশ্বরের জ্ঞানাদিষ্ঠা, বা ক্য বুদ্ধি ও বিদ্যা-  
রূপা তৃতীয় শক্তি অবতারের বিকর কিরিত্তেই প্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

মিহি এই কবিতা বিদ্যার সমস্ত বিদ্যারূপা, যে কল্পশক্তি পবিত্রায়া যাম্বের মূলে  
বুদ্ধিরূপে অবস্থিত হইয়া মেধা (এই ধারণারূপ), কবিতাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভাশক্তি  
(কার্যকালে তত্ত্ব বিষয়ের স্মৃতি) এমন কল্পা থাকেন, সেই তৃতীয় অবতার শক্তির  
রূপ পরমতী ॥ ৩০ ॥ জীবীকর্ত্তের কোম বিষয় সন্দেহ হইলে ইহা চীৎকারিত্তে সেই  
হর্ষে ব্যাক্ষ্যার্থ বোধকর করাইয়া সঙ্গত সংগত হেদম্ এবং ব্যাক্ষ্যবিদ্যাক্ষিত্তিক  
কল্পে স্মৃতি তিরুগুণ অর্থ সঙ্গত কল্পিত্তে হেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ পরিত্তিকের প্রকৃতি  
ক্য বিচারশক্তি, অথবা সঙ্গীত ব্যাক্ষ্যবিদ্যার অব-সঙ্গীতের সঙ্গত, কি জ্ঞান করাই,  
এই বাক্ষ্যশক্তিকে এ বাক্ষ্যেরই কারণ বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥ এই বাক্ষ্যেরই সমস্ত  
শাক্তের ব্যাক্ষ্য ও জ্ঞান অর্থঃ কিত্তিকর, ইহা কই বাক্ষ্যই জীবকল্পের ক ক বিদ্য-





শুদ্ধফটিকস্বরূপাঃ শুদ্ধস্বরূপিণীঃ ।

পরমানন্দরূপাঃ চ পারমা চ সনাতনী ॥ ৪২ ॥

পরব্রহ্মস্বরূপাঃ চ নির্বাণপন্থদায়িনী ।

ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তিভূতধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৪৩ ॥

যৎপাদরজসা পূতং রূপং সর্বক নারদ ।

দেবী চতুর্থী কথিতা পঞ্চমীঃ বর্ণয়ামি তে ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চপ্রাণাধিদেবী বা পঞ্চপ্রাণস্বরূপিণী ।

প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সর্বাভ্যুৎসাহরী পরা ॥ ৪৫ ॥

সর্বযুক্তা চ সৌভাগ্যসানিধী গৌরবান্বিতা ।

বামাদ্বার্দ্ব্যস্বরূপা চ তুণেন তেজসা সমা ॥ ৪৬ ॥

পরাবরা সারভূতা পরমাদ্যা সনাতনী ।

পরমানন্দরূপা চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা ॥ ৪৭ ॥

রাসক্ৰীড়াধিদেবী শ্রীকৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।

রাসমণ্ডলসম্ভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ৪৮ ॥

তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মতেজো জীবরূপশ্চিদাতাসত্ত্বদধিষ্ঠাতৃদীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

পঞ্চপ্রাণাধিদেবী রাধা । পঞ্চপ্রাণাধিষ্ঠাতৃদীত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

হইয়া থাকেন, যিনি সতত (ব্রহ্মলোকে) অবস্থান করেন, সমুদার তীর্থ, পবিত্র হইবার নিমিত্ত  
বাহার সংস্পর্শ প্রার্থনা করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ বাহার বর্ণ বিতস্ত ফটিকের ভাষা, শুভ্রবর্ণ, যিনি  
স্বয়ং শুদ্ধস্বরূপা, পরমানন্দরূপা, সর্ব প্রেষ্ঠা ও সনাতনী ॥ ৪১ ॥ যিনি পরব্রহ্মরূপিণী ও  
মোক্ষদায়িনী, যিনি ব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও ব্রহ্মতেজের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ॥ ৪২ ॥ বাহার  
চরণ-পেণু সংস্পর্শে সমস্ত জগৎ পুত হইতেছে, সেই দেবী সাবিত্রীই চতুর্থী প্রকৃতি । বৎস  
নারদ । এক্ষণে তোমার পঞ্চমী শক্তি দেবী রাধিকার বিবরণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ  
কর ॥ ৪৩ ॥

যিনি পঞ্চপ্রাণের অধিষ্ঠাতৃ দেবী, যিনি স্বয়ং সকলের জীবরূপা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের  
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, যিনি সমুদার প্রকৃতি দেবী অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দরী ও  
সর্বপ্রেষ্ঠা ॥ ৪৪ ॥ যিনি সর্বত্র পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি গৌতমী প্রভৃতি প্রবাহ  
পরিষ্কৃত, বাহার গৌরবের সীমা নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বাসাবস্থায় এবং শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ  
কিহুতেই তাঁহা অপেক্ষা উন্নত নহেন ॥ ৪৫ ॥ যিনি প্রেষ্ঠা হইতেও প্রেষ্ঠিত, সকলের সার-  
ভূত, সর্বোৎকৃষ্ট, সকলের সান্নিধ্য, সনাতনী, পরমানন্দ স্বরূপা এবং রজা, দাতা, ও সকলের  
পূজিতা ॥ ৪৬ ॥ যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাসক্ৰীড়ার অধিদেবী সীমা হইতে বাসমণ্ডলের

রাসেশ্বরীঃ সুরসিকাঃ রাসাধিনিবাসিনী ।

গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা ॥ ৪৮ ॥

পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্বরূপিনী ।

নিষ্ঠুৰা চ নিরাকারা নিলিষ্ঠাঙ্গবরূপিনী ॥ ৪৯ ॥

নিরীহা নিরহকারা তত্বানুগ্রহবিগ্রহা ।

বেদানুসারিধ্যানেন বিজ্ঞাতা সা বিচক্ৰণৈঃ ॥ ৫০ ॥

দৃষ্টিদৃষ্টা ন সা চেষ্টৈঃ সুরৈস্ত্রেয়ুনিপুণবৈঃ ।

বহিঃশব্দাং শুকধরা নানালঙ্কারভূষিতা ॥ ৫১ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভাপুষ্কসৰ্বশ্রীযুক্তবিগ্রহা ।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাতৈশ্চকরা চ সৰ্বসম্পদাম্বু ॥ ৫২ ॥

অবতারে চ বারাহে ব্রহ্মভানুহতা চ য়া ।

যৎপাদপদ্মসংস্পর্শপবিভ্রা চ বহুধরা ॥ ৫৩ ॥

গোপীবেশবিধায়িকা গোপিকারূপাণাং জনরাজীত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

বেদানুসারিধ্যানেন বেদোক্তধ্যানেন বিজ্ঞাতা ধ্যাতেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

দৃষ্টিদৃষ্টেতি । চেষ্টৈরীক্টৈরপি সুরৈস্ত্রেয়ুনিপুণবৈশ্চ সা দৃষ্টিদৃষ্টা চক্ষুযা দৃষ্টা ন তবতী-  
ত্যর্থঃ । বহিঃশব্দাং শুকধরা বহোত্যুক্তমপি ন দ্বন্দ্বং তবত্যোতাদৃশং বস্তববিশেষভাঃ শুকং  
বস্ত্রং তল্লিঃশব্দাং শুকমিত্যাচ্যতে তৎপরিধানকর্তৃত্বার্থঃ ॥ ৫১ ॥

পুষ্ঠা পূর্ণা বা সৰ্বশ্রী । শ্রীকৃষ্ণস্ত বেভক্তিদাত্তে তয়োঃ করা সম্পদাক করা কর্তৃত্বার্থঃ ॥ ৫২ ॥

অবতারে চ বারাহে ইতি । বরাহাবতারে বারাহকরে ইত্যর্থঃ । তস্মিন্ করে ব্রহ-  
্মভানুগ্রহঃ কশ্চন গোপভক্তভূতা চ বা তবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

উৎপত্তি হইরাছে, যিনি রাসমণ্ডলের ভূষণ স্বরূপা ॥ ৪৮ ॥ যিনি রাসেশ্বরী, রসিকার  
অগ্রগণ্যা এবং নিম্নত রাসাবাসে অবস্থান করিতেছেন, গোলোকেশ্বর বাহার নিবাস হান,  
বাহ্য হইতে সমস্ত গোপীজন সন্তুষ্ট হইরাছেন ॥ ৪৮ ॥ যিনি পরমানন্দ পরম সন্তোষ ও  
পরম হর্বরূপা, যিনি সত্যদি গুণত্রয়ের অতীত পদার্থ ও নিরাকার ; কিন্তু নিলিষ্ঠভাবে  
সর্বত্র অবস্থান করিতেছেন, যিনি সকলের আত্মা স্বরূপ ॥ ৪৯ ॥ যিনি সকল বিষয়েই  
নিষ্ঠে ও অহঙ্কারশূন্য, যিনি ভক্ত-জনের প্রতি অদ্বৈত প্রকাশার্থই কেবল বিএহ ধারণ  
করেন, নিচকণ পতিভগবৎকেবল বেদোক্ত ধ্যান ধ্যান বাহার মতিরা গাঠ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥  
সুরৈঃ ও ত্রেয়ুনিপুণ বাহারিঃ কখন স্তম্ভ হইবেন নাই, বাহার পরিধান অগ্নিপ্রসিক্ত সমু-  
দ্রল পটবস্ত্র এবং সৰ্বসৌন্দর্য্য অলঙ্কারে বিভূষিত ॥ ৫১ ॥ বাহার শরীরকাতি সন্দর্শন  
করিলে বাধ হইবেন অকোপনে গোপী-জনে সন্তুষ্ট হইরাছে, যিনি কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণভক্তি ও  
সমুদায় সম্পত্তির দানকর্তা ॥ ৫২ ॥ যিনি বরাহরূপে অর্থাৎ বরাহাবতারে সময়ে অবতী



ব্রহ্মাদিভিরদৃষ্টা সা সর্বেষাং চ ভাবতে ।

শ্রীরক্ষসারসভূতা কুরুক্ষত্রহনো হিতা ॥ ৫৪ ॥

যথাস্বরে নববনে কোলা মৌলিনী মূনে ।

যষ্টিবর্ষসহস্রাণি প্রত্যহং ব্রহ্মাণ্য পুয়া ॥ ৫৫ ॥

যৎপাদপদানবরদৃষ্টয়ে চান্দ্রভবরে ।

নচ দৃষ্টং হৃদয়েহপি প্রত্যক্ষস্তাপি কা কথ্য ॥ ৫৬ ॥

তেনৈব তপসা দৃষ্টা ভূমি ব্রহ্মাবনে বনে ।

কথিতা পঞ্চমী দেবী সা রাধা চ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৫৭ ॥

বা ব্রহ্মাদিভিরদৃষ্টা সা সর্বেষাং ভাবতে ব্রহ্মাবনে দৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

যথাস্বরে ইতি । অস্বরে বিদ্যমানো বা নববনস্তরুণবনো নিবিড়বনস্তম্বিন্ বা মৌলি-  
মিনী বিচ্যন্ততা তদ্বচ্ছোভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

অর্থঃ ভাবঃ মূলপ্রকৃতিত্বাবৎ সর্বেষাং মায়াবিশিষ্টবুদ্ধরূপিনী । যথা সমষ্টিব্যাপ্তিরাণা-  
মধিষ্ঠাত্রীদেবতাদিখাতার্কপ্রচেতোহম্বিবলীক্রোপেত্রমিতরূপা বিনির্মমে । তথৈব সমষ্টিব্যাপ্ত্যন্তঃ-  
করণানামধিষ্ঠাত্রীঃ হুর্গাঃ সমষ্টিব্যাপ্তিসম্পত্তাধিষ্ঠাত্রীঃ লক্ষ্মীঃ সমষ্টিব্যাপ্তিবৃত্তাধিষ্ঠাত্রীঃ জ্ঞানা-  
ধিষ্ঠাত্রীঃ সরস্বতীঃ সমষ্টিব্যাপ্ত্যববুদ্ধতেজোরূপজীবাধিষ্ঠাত্রীঃ সাবিত্রীঃ তথৈব পঞ্চপ্রাণা-  
ধিষ্ঠাত্রীঃ রাধাঃ শ্রীকৃষ্ণরূপঃ স্বতা তৎস্বরূপস্তিতশক্তিতো নির্মমে । আসাঞ্চ পঞ্চদেবীনাং  
মূলপ্রকৃত্যবতারস্বাঃ সর্বব্যাপকস্বঃ মূলপ্রকৃতিসমানবহিমস্বঃ চাতুর্ভূতি । মূলপ্রকৃতের্মায়-  
াবিশিষ্টবুদ্ধরূপিন্যা অধিষ্ঠাত্রীত্বরূপঃ শ্রীভূবনেশ্বরীতি তৃতীয়ক্কে উক্তং ন বিস্মর্তব্যম্ । বদ্যপি  
পদার্থমাত্রস্ত মূলপ্রকৃতিরূপস্বাঃ বুদ্ধবিকৃতিপূরুবা অপি মূলপ্রকৃতিরূপান্তরং না এব ।  
তথাপি শ্রীমুখ্যসবধর্মিত্বরূপস্ত বিশেষগুণত্বাধিকস্ত সত্যাদত এব ত্রীলোকপ্রয়োগস্ত তত্রৈব  
সত্যাক্ত শ্রীকৃষ্ণ তদংশব্যবহিতিক্তা । পরমার্থতস্ত পূরুবা অপি মূলপ্রকৃত্যংশরূপা এব ।  
তদ্বক্তব্যচাট্যৈঃ প্রপঞ্চসারে প্রথমপটলে । পূরণসংকরোক্তল্যাপাদনাস্ত বিশিষাতে ঠতি ।  
সর্বং দেবীময়ং জগদ্বিত্তি চ । অতিশ্চ মায়াক্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ । তয়ো-  
বিকৃতিমেনো বৈ জগদেতচ্চরাচরমিত্তি ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বাং কটনক গোপের নিন্দীকরণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বহুকরা বাহ্যিক পাদপদ  
সম্পর্কে পরিচয় হইয়াছেন ॥ ৫৪ ॥ যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের অতীতির পার্থ, অথচ ভারতে  
অর্থাৎ ব্রহ্মাবত্রে কুরুক্ষেত্রস্থে মনশ্রম করিয়াছে, যিনি শ্রীমদ্ভগবৎ মখে উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম,  
যিনি শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুহলে অবস্থান করিতে যোগ হয় বেক অবদ্বিষ্ট মীল জগদবশটলে  
মৌলিনী বিরাম করিতেছে, পূরুবা ব্রহ্মা মায়াক চন্দ্রবরুণ প্রদর্শন করিয়া আসায়ে  
পূরুবা করিমার নিমিত্ত মতি গরুড় বৎসর কোরতর জগদবশ করিয়াছিলেন, যিনি চন্দ্র-  
নন্দন প্রভৃতি করা দুরোধ, যিনি ব্রহ্মা মায়াক সর্বকর্তা সত্যে সমর্থ ব্রহ্ম মাই ॥ ৫৫—৫৬ ॥  
যিনি পরিচয় উপহারে ব্রহ্মাবত্রে মন শ্রীমদ্ভগবৎ মায়াক করিয়াছেন, ব্রহ্মা বৎস  
ব্রহ্মা । ইনিই সেই পঞ্চমী প্রকৃতি, ইহাচন্দ্রমায়াক মায়াক করিয়া থাকে

অংশরূপাঃ কলারূপাঃ কল্যাণাংশসমুদাঃ।

প্রকৃতেঃ প্রতিবিম্বেষু দেব্যাশ্চ সৰ্ববোধিতঃ ॥ ৫৮ ॥

পরিপূর্ণতয়াঃ পঞ্চ বিদ্যাভেদ্যঃ একীভিতাঃ।

যা যাঃ প্রধানাংশরূপা বদ্যামি মিশায়ম্ ॥ ৫৯ ॥

প্রধানাংশরূপা সা ময়া ভূবনপায়নী।

বিকুব্ধিগ্রহসংস্কৃতা জ্বরূপা সনাতনী ॥ ৬০ ॥

পাপিপাপেখাদাহার কলদায়িকরূপিণী।

মুখস্পর্শা স্নানপানৈর্নির্ব্বাণপাদায়িনী ॥ ৬১ ॥

গোলোকস্থানপ্রস্থানমুখসোপানরূপিণী।

পবিত্ররূপা তীর্থানাং সরিতাঞ্চ পরাবরা ॥ ৬২ ॥

- নমু কিসেতাবত্যা এব দেব্যোনেত্যাঃ অংশরূপা ইতি। কাশ্চিদেবতা আত্যাংস্তাঃ প্রকৃতেঃশত্বতা অর্দ্ধাংশত্বতা বিদ্যাঃ সতি। তথা কাশ্চিৎ কলারূপা অর্দ্ধাংশাংশরূপাঃ। তথা কাশ্চিৎ কল্যাণরূপাঃ কাশ্চিৎ কল্যাণাংশরূপাঃ। কাশ্চিৎ কল্যাণাংশাংশরূপবস্থাঃ সন্তীত্যর্থঃ। তাঃ ক সন্তীতি চেৎ প্রতিবিম্বেষু সৰ্বলোকেষু বা দেব্যো বাশ্চ সৰ্ববোধিত-  
• তদ্রূপেণ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

তর্হি পঠেবেতি কথমুক্তমিতি চেৎ পঞ্চদেব্যোঃ প্রকৃতেঃ পূর্ণা অবতারাঃ সন্তীত্যভিপ্রা-  
য়েণোক্তমিত্যাহ পরিপূর্ণতয়া ইতি। পঞ্চদেব্যো হুর্দ্বারঃ। তত্র কাশ্চিদংশরূপাদেবীর্দর্শ-  
ত্বি প্রকমাংশেতি। প্রধানঃ মূলপ্রকৃতিতদংশত্বতা বা যাতাবর্ণনামীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রধানাংশেতি। অত্র প্রধানশব্দেন মূলপ্রকৃতিতদংশত্বতা গদ্যেত্যর্থঃ। বা প্রধানাংশ-  
সংস্কৃতা সা প্রধানাভিন্নবিকুব্ধিগ্রহসংস্কৃতা জাতিবেত্যাভিপ্রায়েণাহ বিকুব্ধিগ্রহেতি। অমেন  
চ সৰ্বদেবতানাং ন কেবলমুক্তিরূপঃ কিন্তু শক্তিবিধিষ্টরূপব্রহ্মাণ্ডে স্টম্বেবোক্তমিতি  
বোধ্যম্ ॥ ৬০ ॥

পাপরূপকঠিনাহং কর্তৃঃ জলদায়িকবেত্যাঃ ॥ ৬১ ॥

প্রস্থানং গমনং সোপানং নিশ্চৈনিকা। পরং তিন্নং তীর্থমবরং কনিষ্ঠং বরাঃ ॥ ৬২ ॥

৬২ঃ। প্রতি অগতে দণ্ডীঃ সমী বিদ্যায় কতিবেদন, তাঁহার সর্বলোকেই জীবাত্মা জ্ঞান,  
ব্রহ্ম, কল্যাণ ও কল্যাণ হইতে সত্ত্ব হইয়াছেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥

৬০ঃ কামঃ। মূলপ্রকৃতি হইতে হুর্দ্বারি কে-পঞ্চ পূর্ণতম প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন,  
তাঁহারি প্রাণ-নিবর কর্তব্য করিয়াছেন, অকল্যাণ হইয়া প্রকৃতির স্ফূর্ত্য, তাঁহারি স্ফূর্ত্য  
বর্জন করিতেছেন এবং ৬১ঃ। যিনি বিকৃত পাপরূপ হইতে সত্ত্ব হইয়াছেন, যিনি  
জলদায়ক। ও সনাতনী, যিনি পানিশব্দে পাপকঠিনতম প্রকৃতির গমন করণ, যিনি যান  
কপালমি কিসে সত্ত্বাধিক, যিনি স্নানপান-কির্মাণ পদ-প্রকৃতি করিয়া থাকেন, যিনি  
গোলোকস্থান-প্রস্থান-মুখসোপান, যিনি সনাতন তীর্থপথে পূর্ণতম তীর্থ, যিনি সনাতন  
মোহবর্তী করে প্রধানতম মোহবর্তী, যিনি সনাতন ব্রহ্মবর্তী বর্তীমেন্দ্র মুখাধিক,

শঙ্করোনিজটামেরমুতাপংতিবরুণিণী ।

তপঃসম্পাদিনী সদ্যো ভারতেষু তপস্বিনাম্ ॥ ৬৩ ॥

চন্দ্রপদ্মকীরমিতা শুভসমুদয়রূপিণী ।

নির্মলা নিরহকারা সাধ্বী নারায়ণপ্রিয়া ॥ ৬৪ ॥

প্রধানাংশবরূপা চ তুলসী বিষ্ণুকামিনী ।

বিষ্ণুভূষণরূপা চ বিষ্ণুপাদদ্বিতা সতী ॥ ৬৫ ॥

তপঃসকলপূজাদিসমুদয়সম্পাদিনী মূনে ।

সারভূতা চ পুষ্পাণাং পবিত্রা পুণ্যদা সদা ॥ ৬৬ ॥

দর্শনস্পর্শনাভ্যাক্ষ সদ্যো নিক্ষিপদায়িনী ।

কলৌ কল্লুরশুকেখদহনা যামিরূপিণী ॥ ৬৭ ॥

যৎপাদপদ্মসংস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বহুধরা ।

যৎস্পর্শদর্শনে চৈবেচ্ছস্তু তীর্থানি শুভয়ে ॥ ৬৮ ॥

যয়া বিনা চ বিশ্বেষু সর্বকর্ম্ম চ নিফলম্ ।

মোকদা যা মুমুকুশাং কামিনী সর্বকামদা ॥ ৬৯ ॥

জটাকরণো মেরুঃ । মুতাপংতিবরুণিণী বেতবর্ণহাং ॥ ৬৩—৬৪ ॥

প্রধানাংশবরূপা তুলসীমাহ প্রধানাংশেতি । ইরক তুলসীবৃক্ষাধিষ্ঠাত্রী জীমূর্তিবর্ত্ততে  
এবং গঙ্গাপি জীমূর্তিরভীতি বোধ্যম্ ॥ ৬৫—৭০ ॥

যিনি এই কর্ম্মক্ষেত্রে ভারত-বাণী তপস্বীগণের সদাসমুদয় তপত্ৰা ॥ ৬০—৬৩ ॥ বাহার প্রভা  
পূর্ণচন্দ্রের স্তার, বেতসরোজের স্তার ও হৃৎকোর স্তার ধবল বর্ণ, যিনি বিত্তহ সজ্জনরূপিণী,  
নির্মলা নিরহকারা সাধ্বী ও নারায়ণপ্রিয়া, সেই জিতুবনপাবনী গঙ্গা মূলপ্রকৃতির অংশ ॥ ৬৪ ॥

বিষ্ণুকামিনী দেবী তুলসী, যিনি নারায়ণের অলঙ্কারিণী, যিনি নিরত নারায়ণের  
পাদপদ্মে অবস্থান করিতেছেন ; কি তপত্ৰা, কি সজ্জন, কি পূজাদি কার্য সমস্তই বাহা  
দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, যিনি পুষ্পের মধ্যে প্রধানা, পবিত্রা ও পুণ্যদায়িনী,  
বাহার দর্শনে ও স্পর্শনে সদ্য নিক্ষিপ পদ লাভ হইয়া থাকে, যিনি তির কলিযুগে পাপ  
কাট দহনের আর বিত্তের অধিষ্ঠাত্রী, যিনি বহু অমিরূপিণী, বাহার পাদপদ্ম সংস্পর্শে  
বহুধরা পূত হইয়াছেন, তীর্থ সকল স্ব স্ব শুভলাভের নিমিত্ত বাহার দর্শন ও স্পর্শন  
কামনা করিয়া থাকে, বাহাকে বাতীত বিশ্বের সমুদায় কার্য নিফল হয়, যিনি মুমুকু-  
শের মোক্ষদায়িনী, যিনি সকলের সর্বপ্রকার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন, যিনি  
বহু কল্লুরূপ বরূপা, যিনি ভারতের বাবতীর কূলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভারতবাসিনী  
কামিনীগণের জীতিসম্পাদনের নিমিত্ত বাহার উপপত্তি হইয়াছে ও যিনি সর্বজৈষ্ঠ দেবতা



কল্পরূপস্বরূপা বা ভারতে ব্রহ্মরূপিনী ।  
 ভারতীনাং প্রাণনারাজা বা পরমেশ্বরা ॥ ৭০ ॥  
 প্রধানাংশস্বরূপা বা মনসা কল্পপাদম্বা ।  
 শঙ্করপ্রিয়শিখ্যা চ মহাজ্ঞানবিশারদা ॥ ৭১ ॥  
 নাগেশ্বরস্তানন্তস্ত ভগিনী নাগপূজিতা ।  
 নাগেশ্বরী নাগমাতা স্তম্বরী নাগবাহিনী ॥ ৭২ ॥  
 নাগেশ্বরগণসংযুক্তা নাগভূষণভূষিতা ।  
 নাগেশ্বরবন্দিতা সিদ্ধা যোগিনী নাগশায়িনী ॥ ৭৩ ॥  
 বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুপূজাপরায়ণা ।  
 তপঃস্বরূপা তপসাং কলদাত্রী তপস্বিনী ॥ ৭৪ ॥  
 দিব্যং ত্রিলোকবর্ষঞ্চ তপস্তপ্তা চ যা হরেঃ ।  
 তপস্বিনীষু পূজ্যা চ তপস্বিষু চ ভারতে ॥ ৭৫ ॥  
 সর্বমন্ত্রাধিদেবী চ জলন্তী ব্রহ্মতেজসা ।  
 ব্রহ্মস্বরূপা পরমী ব্রহ্মভাবনতংপরী ॥ ৭৬ ॥  
 জরংকারুমুনেঃ পত্নী কৃষ্ণাংশস্ত পতিভ্রতা ।  
 আশ্তিকস্ত মুনেশ্বরীতা প্রবরস্ত তপস্বিনাম্ ॥ ৭৭ ॥

প্রধানাংশসম্বৃতাঃ মনসাদেবীঃ বর্ণয়তি । মনসা কল্পপাদম্বাতি শঙ্করস্ত প্রিয়শিখ্যাত্তে-  
 ত্যর্থঃ । শঙ্করেণোপদেশো মনসাদেবীত্বাৎ ইত্যর্থঃ । অতএব মহাজ্ঞানবিশারদা ॥ ৭১—৭৬ ॥  
 কৃষ্ণাংশস্ত জরংকারুমুনেঃ পত্নীত্যর্থঃ । ইয়ং কথা পূর্বমুক্তা সর্বমন্ত্রপ্রসঙ্গে ॥ ৭৭ ॥

বলিরা ভারতের সর্বত্র পরিগৃহীত হইয়া থাকেন, সেই তুলসী দেবী মূলপ্রকৃতির প্রধান  
 অংশ ॥ ৬৫—৭০ ॥

কল্পপূজা। 'মনসা'—যিনি শঙ্করের প্রিয়শিখ্যা ; স্তম্বরী শান্তজ্ঞানবিস্তারে মহাপতিতা,  
 যিনি নাগেশ্বর অনন্তদেবের ভগিনী ও সমস্ত নাগগণ কর্তৃক সংকৃত, যিনি স্বয়ং স্তম্বরী,  
 নাগেশ্বরী, নাগজননী ও নাগগণের বাহিনী, যিনি সতত নাগেশ্বরগণে পরিবেষ্টিত, নাগভূষণে  
 বিভূষিত নাগেশ্বরগণ কর্তৃক বন্দিত ও নাগশয্যার শয়ন হইয়া থাকেন, যিনি সিদ্ধযোগিনী,  
 বিষ্ণুরূপিনী বিষ্ণুভক্তা ও বিষ্ণুপূজার তংপরী, যিনি তপঃস্বরূপা ও তপস্কার কলদাত্রী  
 হইয়াও স্বয়ং তপস্বিনী, যিনি জরংকারুদের তিন লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত অহরির আরাধনা  
 করিয়া ভারতে তপস্বী ও তপস্বিনীমধ্যে প্রধানতর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, যিনি  
 সমুদ্রের অধিদেবী, বাগার পরী ব্রহ্মতেজে আনন্দানন্দ হইতেছেন, যিনি স্বয়ং  
 ব্রহ্মরূপিনী হইয়াও আবার ব্রহ্মতাক ভাবনা করিতেছেন, যিনি ঈশ্বরকে অংশসম্বৃত

প্রধানাংশস্বরূপা বা দেবসেনা চ নারদ ।।

মাতৃকাস্থ পূজ্যতমা সা যষ্টী চ একীকৃতিত্বা ॥ ৭৮ ॥

পুত্রপৌত্রাদিদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাং সতী ।

যষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেস্তম যষ্টী একীকৃতিত্বা ॥ ৭৯ ॥

স্থানে শিশুনাং পরমা বৃদ্ধরূপা চ যোগিনী ।

পূজাষাদশমাসেষু যন্তা বিশেষু সন্ততম্ ॥ ৮০ ॥

পূজা চ স্মৃতিকাগারে পুরা যষ্ঠদিনে শিশোঃ ।

একবিংশতিমে চৈব পূজাকল্যাণহেতুকী ॥ ৮১ ॥

মুনিভিন্মিতা চৈবা নিত্যকামাপ্যতঃপর।

মাতৃকা চ দয়ারূপা শিশুদ্রব্ধগকারিণী ॥ ৮২ ॥

জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে শিশুনাং সন্মগোচরে ।

প্রধানাংশস্বরূপা চ দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৮৩ ॥

প্রধানাংশসমুদ্রাং দেবসেনাং বর্ণয়তি প্রধানাংশোতি ॥ ৭৮ ॥

যষ্টীনামো হেতুমাহ যষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেরিতি । দেবসেনেতি যষ্টীতি চ নামদ্বয়মন্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

বৃদ্ধরূপা নতু তরুণী । পূজাষাদশমাসেষুতি । প্রতীকালমাত্রা ষাদশমাসপর্যন্তং প্রতিমাসমিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

অত্রাশঙ্কং প্রত্যাহ যষ্ঠদিনে শিশোরিতি । তত্রাপ্যসম্ভবে আহ একবিংশতিমে ইতি ॥ ৮১-৮২ ॥ সন্মগোচরে গৃহস্থানে প্রধানাংশসমুদ্রাং মঙ্গলচণ্ডিকাং বর্ণয়তি প্রধানাংশোতি ॥ ৮৩ ॥

অষ্টকাক্ষাধির পতিব্রতা পত্নী, যিনি মুনিশ্রেষ্ঠ আত্মিক মুনির মাতা, তিনিও মূল প্রকৃতির অংশ ॥ ৭১—৭৭ ॥

যৎস নারদ । বাহার নাম দেবসেনা, তিনিই যষ্টী । যষ্টীদেবী—যিনি গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাতৃকা, যে পতিব্রতা ত্রিজগতের পুত্রপৌত্রাদি দাত্রী ও সৃকলের ধাত্রী, যিনি মূলপ্রকৃতির যষ্ঠাংশস্বরূপা বলিয়া যষ্টী নামে কীর্তিত হইরাছেন, যিনি বৃদ্ধ ভাবে যোগিনীবেশে সমুদ্রার শিশুদিগের নিকট বিদ্যমান থাকেন, বৈশাখাদি ষাদশ মাসে বাহার পূজা সর্বত্র প্রচারিত হইরাছে, শিশু স্মৃতি হইলে যষ্ঠদিনে স্মৃতিকাগৃহে বাহার পূজা হইয়া থাকে, আবার বিংশতি দিবস অতীত হইলে একবিংশ দিবসে বাহার শুভকরী পূজা বিধান করিতে হয়, মুনিগণ অবনতমস্তকে বাহাকে প্রণাম এবং প্রতিদিন বাহার দর্শন কামনা করেন, যিনি জননীর জ্বর ঘোহাউ হইলে সর্বদা বালকগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই যষ্টীদেবী মূলপ্রকৃতির যষ্ঠাংশ ॥ ৭৮—৮২ ॥

দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা—যিনি জলে স্থলে অস্তরীক্ষে ও শিশুগণের গৃহে গৃহে মঙ্গলবিধান করিয়া পরিভ্রমণ করেন, যিনি প্রকৃতিদেবীর মুখমণ্ডল হইতে স্রবত হইরাছেন ও সর্বদা

কমললোচনা মহেশ্বরী কালী—যিনি কষ্টে হইলে কণকীলের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব সংহার  
করিতে সমর্থ হন, যিনি সমস্ত তত্ত্ব ও নিত্যত্ব দৈত্যকে নিপাত করিবার নিমিত্ত মূলপ্রকৃতি  
দুর্গার লগাটদেশে হইতে কারিত্ব হইয়াছেন, যিনি দুর্গার অর্দ্ধাংশস্বরূপা এবং তাঁহার সদৃশ  
গুণবতী ও তেজস্বিনী, তাঁহার সারীরাকাঙ্ক্ষি সমর্পণ করিলে কোথ হইবে এককালে কোটি  
সুখ্য সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি সমুদ্রার সন্ধিস্থে প্রাণনা এবং সর্বাংগে সমধিক বলবতী,  
যিনি সমুদ্রার লোকের সর্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও যোগস্বরূপা, যিনি



সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিণী ।

কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণভূম্যা তেজসা বিক্রমৈশ্চ গৈঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণতাবনয়া শখং কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী ।

সংহর্তুং সর্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিখাসমাজিতঃ ॥ ১১ ॥

রণং দৈত্যৈঃ সমং তন্ত্ৰাঃ ক্রীড়য়া লোকশিক্ষয়া ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ দাতুং শক্তা চ পূজিতা ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাদিভিঃ স্তুয়মানা মুনিভির্মুভিন্রৈঃ ।

প্রধানাংশ্বরূপা সা প্রকৃতেশ্চ বহুধরা ॥ ১৩ ॥

আধাররূপা সর্বৈষাং সর্বশস্তা প্রকীর্তিতা ।

রত্নাকরা রত্নগর্তা সর্বরত্নাকরাশ্রয়া ॥ ১৪ ॥

প্রজাভিষ্চ প্রজেশৈশ্চ পূজিতা বন্দিতা সদা ।

সর্বোপজীব্যরূপা চ সর্বসম্পদ্বিধায়িনী ।

যয়া বিনা জগৎ সর্বং নিরাধারং চরাচরম্ ॥ ১৫ ॥

পরমা যোগরূপিণীত্যত্র পরমা সিদ্ধযোগিনীত্যপি পাঠঃ ॥ ১০—১১ ॥

নহু নিখাসমাজেণ যদি ব্রহ্মাণ্ডসংহর্তী তদা পামরৈর্দৈত্যৈঃ সহ কিমর্থং যুদ্ধং কৃতবতীতি চেত্তত্রাহ রণমিতি । লোকাশক্ষয়েত্যত্র লোকরঞ্জনৈত্যপি পাঠঃ । লোকরঞ্জনার্থং যুদ্ধং দৈত্যৈঃ সমং কৃতবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

প্রধানাংশ্বরূপাং বহুধরাং বর্ণয়তি বহুধরৈতি ॥ ১৩ ॥

সর্বশস্তাপ্রমুখিতিকৈত্যপি পাঠঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

নিরতিশয় কৃষ্ণভক্ত এবং তেজঃ শক্তি ও বিক্রমে কৃষ্ণের সমুদয়, (নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বাহ্যে শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে) যে সনাতনী এক নিখাসে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিধ্বংস করিতে পারেন, যিনি কেবল ক্রীড়া ও লোকশিক্ষার নিমিত্ত দৈত্যগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যিনি পুত্রার পরিতুষ্ট হইলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্ণ কল প্রদান করিতে পারেন, সেই কালীও প্রকৃতির অংশ ॥ ১১—১২ ॥

বহুধরা দেবী, বাহ্যকে ব্রহ্মাদিদেবগণ, সমস্ত মুনিমণ্ডল, চতুর্দশ মনু ও সমস্ত মনুষ্য-লোক স্তব করে, যিনি সকলের আধাররূপা এবং সর্বপ্রকার শক্তে পরিপূর্ণা, যিনি রত্নাকরা রত্নগর্তা এবং সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠতম বস্তুর প্রমুখিত ও আশ্রয়স্থান, প্রকারিণী ও রাজমণ্ডল নিমিত্ত বাহ্যে পূজা ও স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন, যিনি জীবমাত্রেয়ই উপজীবা এবং সকলের সর্বপ্রকার সম্পদদাতা, যিনি ব্যতীত হাবির জগৎসমস্ত সমুদায় অগৎ নিরাধার হইয়া উঠে, সেই বহুধরাও মূলপ্রকৃতির অংশ ॥ ১৩—১৫ ॥

প্রকৃতেষ্ট কলা যা যান্তা নিবোধ যুনাথর ।।

যন্ত যন্ত চ যা পত্নী তৎ সর্বং বর্ণয়ামি তে ॥ ৯৬ ॥

স্বাহা দেবী বক্ষিপত্নী প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা ।

যয়া বিনা হবির্দানং ন গ্রহীতুং সুরাঃ কমাঃ ॥ ৯৭ ॥

দক্ষিণা যজ্ঞপত্নী চ দীক্ষা সর্বত্র পূজিতা ।

যয়া বিনা হি বিশ্বেষু সর্বকর্ম হি নিষ্ফলম্ ॥ ৯৮ ॥

স্বধা পিতৃণাং পত্নী চ মুনিভির্মমুভিন্রৈঃ ।

পূজিতা পিতৃদানং হি নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ৯৯ ॥

স্বস্তি দেবী বায়ুপত্নী প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা ।

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ১০০ ॥

পুষ্টির্গণপতেঃ পত্নী পূজিতা জগতীতলে ।

যয়া বিনা পরিকীণাঃ পুমাংসো যোষিতোহপি চ ॥ ১০১ ॥

অনন্তপত্নী তুষ্টিশ্চ পূজিতা বন্দিতা ভবেৎ ।

যয়া বিনা ন সন্তুষ্টাঃ সর্বলোকাশ্চ সর্বতঃ ॥ ১০২ ॥

অথ প্রকৃতে কলাবতারানাহ কলা যা যা ইতি ॥ ৯৬—৯৭ ॥

দীর্ঘতে বিমলং জ্ঞানং কীরতে কর্মবাসনা । তেন দীক্ষতি সা প্রোক্তেত্যুক্তলক্ষণা দীক্ষা-  
পদবাচ্যা । সা যজ্ঞস্ত পত্নীত্যর্থঃ । দক্ষিণা যজ্ঞপত্নীতি প্রোক্তেদক্ষিণা দীক্ষা চ যজ্ঞপত্নীত্যর্থঃ ।  
যজ্ঞপুরুষো মূর্তিমান্ দক্ষিণা চ মূর্তিমতাতি বোধ্যম্ । এবমেব সর্বত্র ॥ ৯৮—১০০ ॥

আদানং প্রতিগ্রহঃ প্রদানং দ্রব্যস্ত দানং উভে অপি স্বস্তীত্যুক্তে সকলে ভবত  
ইত্যর্থঃ ॥ ১০১—১০২ ॥

বৎস নারদ ! বাহার প্রকৃতির কলা হইতে উৎপন্ন, এবং যিনি বাহার পত্নী, সম্প্রতি  
একাদিক্রমে তৎ সমস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯৬ ॥ দেবী স্বাহা, অগ্নির পত্নী ।  
সমস্ত বিশ্বেই উহাকে পূজা করে । উনি ভিন্ন দেবগণ কখনই আহুতি গ্রহণ করিতে  
সমর্থ হন না ॥ ৯৭ ॥ দক্ষিণা ও দীক্ষা ইহারা উভয়েই যজ্ঞপত্নী । উহারা সর্বত্র সমাদৃত  
হইয়া থাকেন । এমন কি দক্ষিণাভিন্ন কোন কার্যই সকল হইতে পারে না ॥ ৯৮ ॥ দেবী  
স্বধা পিতৃগণের পত্নী । কি মুনিগণ, কি মনুগণ, কি মানবগণ, সকলেই স্বধা দেবীকে  
পূজা করিয়া থাকে । স্বধা মন্ত্র ভিন্ন পিতৃগণকে বাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই  
নির্ফল ॥ ৯৯ ॥ দেবী স্বস্তি বায়ুদেবের পত্নী, ইনি সমস্ত বিশ্বেই সমাদৃত হইয়া থাকেন ।  
স্বস্তি দেবী ভিন্ন কি আদান, কি প্রদান, কোন কার্যই ফলদায়ক হইতে পারে  
না ॥ ১০০ ॥ গণপতির পত্নীর নাম পুষ্টি । জগতে সকলেই পুষ্টি দেবীকে পূজা করিয়া থাকে ।  
জগতে পুষ্টিভিন্ন কি জী, কি পুষ্টি সর্বকর্মই সাধিত হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ তুষ্টি

ঈশানপত্নী সম্পত্তিঃ পূজিতা চ সুরৈর্নরৈঃ ।  
 সর্বৈ লোকা দরিদ্রাশ্চ বিশ্বেষু চ যয়া বিনা ॥ ১০৩ ॥  
 ধৃতিঃ কপিলপত্নী চ সর্বৈঃ সর্বত্র পূজিতা ।  
 সর্বৈ লোকা অধৈর্যাশ্চ জগৎসু চ যয়া বিনা ॥ ১০৪ ॥  
 সত্যপত্নী সত্যী যুক্তৈঃ পূজিতা জগতীপ্রিয়া ।  
 যয়া বিনা ভবেল্লোকো বহুতারণিতঃ সদা ॥ ১০৫ ॥  
 মোহপত্নী দয়া সাক্ষী পূজিতা চ জগৎপ্রিয়া ।  
 সর্বৈ লোকাশ্চ সর্বত্র নিষ্ফলাশ্চ যয়া বিনা ॥ ১০৬ ॥  
 পুণ্যপত্নী প্রতিষ্ঠা সা পূজিতা পুণ্যদা সদা ।  
 যয়া বিনা জগৎসর্বং জীবন্মৃতসমং যুনে ! ॥ ১০৭ ॥  
 স্কন্ধপত্নী সংসিদ্ধা কীর্তির্ধনৈশ্চ পূজিতা ।  
 যয়া বিনা জগৎসর্বং যশোহীনং মৃতং যথা ॥ ১০৮ ॥

যত্র সত্যশক্তির্নাস্তি তত্রাবিশ্বাসান্নমুখ্যঃ স্নেহং ন করোতীতি বহুতারণিতো ভবতীতি  
 যুক্তমেব । মোহপত্নীতি । যত্র মোহোহস্তি তত্র দয়ায়াঃ সঙ্বাদয়ামোহপত্নী ॥ ১০৬—১০৭ ॥  
 জীবন্মৃতসমং প্রাপ্ততাবে আবতোহপি মৃতপ্রারম্ভাৎ ॥ ১০৮ ॥

অনন্তদেবের পত্নী । পৃথিবীর সর্বত্রই তিনি সংকৃত ও বলিত হইয়া থাকেন । যাহার  
 অসম্মানে পৃথিবীর কোন স্থানেই কোন লোক স্থখী হইতে পারে না ॥ ১০২ ॥ সম্পত্তি  
 দেব ঈশানের পত্নী । কি সুরগণ, কি নরগণ সকলেই উহাকে সমান সমাদর করিয়া  
 থাকে ॥ উনি না থাকিলে জগতের সকলেই দারিদ্র্যদোষে নিতান্ত নিপীড়িত  
 হইত ॥ ১০৩ ॥ দেবী ধৃতি কপিল দেবের সহধর্মিণী । জগতের সকল স্থানেই সকলেই  
 উহাকে সমান সমাদর করিয়া থাকেন । এমন কি ইনি না থাকিলে জগতের সকল লোকই  
 একান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিত ॥ ১০৪ ॥ দেবী সত্য সত্যদেবের পত্নী, ইনি জগৎপ্রিয়া ।  
 যুক্তগণ সর্বদাই উহাকে পূজা করিয়া থাকে । সত্যপ্রিয়া সত্য বিদ্যমান না থাকিলে  
 একেবারে সমুদায় জগৎ বহুতারণনে বঞ্চিত হইত ॥ ১০৫ ॥ পতিপরায়ণা জগৎপ্রিয়া দয়া,  
 মোহদেবের পত্নী । সকলেই উহাকে সমাদর করিয়া থাকে । ইনি না থাকিলে পৃথিবীর  
 সমুদায় লোক সকল বিষয়েই হতাশ হইয়া পড়িত ॥ ১০৬ ॥ দেবী প্রতিষ্ঠা পুণ্যদেবের পত্নী ।  
 লোকে উহাকে যেমন যত্ন করে ইনি লোকদিগকে সেইরূপ পুণ্য প্রদান করিয়া থাকেন ।  
 এমন কি, ইনি ভিন্ন পৃথিবীর সমুদায় লোককেই জীবন্মৃতের জ্ঞান অবস্থান করিতে  
 হইত ॥ ১০৭ ॥ দেবী কীর্ত্তি স্কন্ধের পত্নী । ইনি স্বয়ং সিদ্ধা এবং কৃতার্থলোক সকল  
 উহাকে পরম সমাদর করেন । ইতি না থাকিলে জগতের সমুদায় লোক মৃতবৎ যশোহীন



ক্রিয়া উদ্যোগপত্নী চ পূজিতা সর্বসম্মতা ।  
 যয়া বিনা জগৎ সর্বং বিধিহীনং চ নারদ ! ॥ ১০৯ ॥  
 অধর্মপত্নী মিথ্যা সা সর্বধূর্তৈশ্চ পূজিতা ।  
 যয়া বিনা জগৎ সর্বমুচ্ছিন্নং বিধিনির্মিতম্ ॥ ১১০ ॥  
 সত্যে অদর্শনা যা চ ত্রেতায়াং সূক্ষ্মরূপিণী ।  
 অর্দ্ধাবয়বরূপা চ দ্বাপরে চৈব সংবৃত্তা ॥ ১১১ ॥  
 কলৌ মহাপ্রগল্ভা চ সর্বত্র ব্যাপিকা বলাৎ ।  
 কপটেন সমং ভ্রাত্ৰা ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে ॥ ১১২ ॥  
 শাস্তির্লজ্জা চ ভার্য্যে দ্বৈতশীলশ্চ চ পূজিতে ।  
 যাভ্যাং বিনা জগৎ সর্বমুন্মত্তমিব নারদ ! ॥ ১১৩ ॥  
 জ্ঞানশ্চ তিস্রো ভার্য্যাশ্চ বুদ্ধির্মেধা ধৃতিস্তথা ।  
 যাভির্বিবিনা জগৎ সর্বং মূঢ়ং মত্তসমং সদা ॥ ১১৪ ॥

উদ্যোগো যত্নঃ ॥ ১০৯ ॥

• বিধিহীনং ক্রিয়াভাবে তৎস্বরূপবিধেরপাভাবঃ ॥ ১১০ ॥

বিধিনির্মিতম্ ঈশ্বরনির্মিতং সর্বজগৎকর্তৃসমুদায়রূপমুচ্ছিন্নং ভবতি । মিথ্যাভাষণাভাবে  
 ধূর্তত্বাভাবান্মিথ্যা বক্তাহি ধূর্তঃ । যুগভেদেনাত্মাঃ স্থিতিমাহ সত্য ইতি ॥ ১১১—১১২ ॥

ইয়ং মিথ্যা কপটেন ভ্রাত্ৰা সহিতা প্রতিগৃহং ভ্রমতীত্যর্থঃ ॥ ১১৩—১১৪ ॥

হইয়া থাকিত ॥ ১০৮ ॥ ক্রিয়া উদ্যোগের পত্নী । ইহাকে সকলেই সম্মান ও মহা সমাদর  
 করিয়া থাকে । মুনিবর নারদ! জগতে উদ্যোগপত্নী ক্রিয়া বিদ্যমান না থাকিলে মানব-  
 গণ একেবারেই বিধিহীন হইয়া পড়িত ॥ ১০৯ ॥ মিথ্যা অধর্মের পত্নী । এই জগতে  
 যাবতীয় ধূর্ত বিদ্যমান আছে, সকলেই উহাকে, সাতিশর সমাদর করিয়া থাকে । মিথ্যার  
 সত্তাব না থাকিলে বিধাতৃবিহিত সমুদায় ধূর্ত জগৎ উৎসন্ন হইত ॥ ১১০ ॥ সত্যযুগে ইনি  
 কখনও কাহারও নেত্রপথে নিপতিত হন নাই । ত্রেতা হইতেই ইহার সূক্ষ্মতম শরীরের  
 সঞ্চার হইয়াছে । যখন দ্বাপর যুগ উপস্থিত, তখন ইহার অবয়ব, প্রায় অর্দ্ধপুষ্ট ।  
 তাহার পর যখন কলি প্রবৃত্ত । তখন ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সর্বাবয়বে পরিপুষ্ট হইয়া  
 উঠিয়াছে । তৎকালে ইহার মত প্রগল্ভা ও ব্যাপিকা আর দ্বিতীয়া নাই । সে সময়  
 ইনি স্বীয় ভ্রাতা কপটকে সমভিব্যাহারে লইয়া লোকের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিয়া  
 থাকেন ॥ ১১১—১১২ ॥ শাস্তি ও লজ্জা ইহারা উভয়েই দ্বৈতশীলের ভার্য্যা । হইয়া হই  
 জনে বিদ্যমান না থাকিলে জগতের সমস্ত লোক একেবারে মূঢ় ও উন্মত্তের স্তায় হইয়া  
 উঠিত ॥ ১১৩ ॥ বুদ্ধি, মেধা ও ধৃতি ইহারা তিনজন জ্ঞানের ভার্য্যা, ইহারা না থাকিলে  
 জগতের সমস্ত লোক একেবারে মূঢ় ও উন্মত্ত হইয়া উঠিত ॥ ১১৪ ॥ মূর্ত্তি ধর্মদেবের পত্নী ।

যুক্তিঃ চ ধর্মপত্নী সা কান্তিরূপা মনোহরা ।  
 পরমাত্মা চ বিশ্বোমো নিরাধারো যয়া বিনা ॥ ১১৫ ॥  
 সর্বত্র শোভারূপা চ লক্ষ্মীমূর্তিমতী সতী ।  
 শ্রীরূপা যুক্তিরূপা চ মাতা ধন্যাতীপূজিতা ॥ ১১৬ ॥  
 কালান্বীকৃতপত্নী চ নিদ্রা সা সিদ্ধযোগিনী ।  
 সর্বৈ লোকাঃ সমাচ্ছিন্না যয়া যোগেন রাত্রিষু ॥ ১১৭ ॥  
 কালস্ত তিস্রো ভার্য্যাশ্চ সক্ষ্যারাত্রিদিনানি চ ।  
 যাভির্বিদ্যা বিধাতা চ সন্ধ্যাঃ কৰ্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১১৮ ॥  
 ক্ষুৎপিপাসে লোভভাৰ্য্যে ধন্যে মাত্রে চ পূজিতে ।  
 যাভ্যাং ব্যাপ্তং জগৎ সৰ্বং নত্যং চিন্তাতুরং ভবেৎ ॥ ১১৯ ॥  
 প্রভা চ দাহিকা চৈব য়ে ভার্য্যে তেজসন্তথা ।  
 যাভ্যাং বিনা জগৎ স্রষ্টুং বিধাতুং চ নহীশ্বরঃ ॥ ১২০ ॥  
 কালকণ্ঠে মৃত্যুজরে প্রজ্বরিত্ত প্রিয়াপ্রিয়ে ।  
 যাভ্যাং জগৎসমুচ্ছিন্নং বিধাতা নিৰ্ম্মিতং বিধৌ ॥ ১২১ ॥

ধর্মপত্নীমূর্তিঃ সা চ কান্তিরূপা শোভারূপেত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

শোভাং বিনা পরমাত্মাপি নিরাধারো নিরর্থকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১৬—১১৭ ॥

রাত্রিষু যোগেন সমাচ্ছিন্না সক্ষ্যারাত্রিদিনানামপি কালান্বীকৃত্যঃ । শ্রীসদৃশত্বাৎ  
 স্ত্রীত্বম্ ॥ ১১৮—১১৯ ॥

চিন্তাতুরম্ । ক্ষুৎপিপাসানান্দকামজলচিন্তাতুরমিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

জরাবন্মৃত্যোরপি কালান্বীকৃতত্বাৎ কৃত্বা সদৃশত্বাৎ কৃত্বাম্ । তে মৃত্যুজরে কালস্ত  
 কণ্ঠে । প্রজ্বরিত্ত প্রকটজ্বরিত্ত প্রিয়াপ্রিয়ে পত্নৌ ভবতঃ প্রিয়াতোহপি প্রিয়ে অতিশয়িত  
 প্রিয়ে ইত্যর্থঃ । সমুচ্ছিন্নং নষ্টম্ ॥ ১২১ ॥

ইনি সকলের কান্তিরূপিনী ও অতীব মনোহারিনী । ইহঁর অসঙ্খ্যে পরমাত্মা আশ্রয়  
 স্থান লাভ করিতে পারিতেন না ; সুতরাং সমুদায় বিশ্ব নিরানন্দ হইয়া উঠিত । এই  
 পতিব্রতা যুক্তি শোভারূপা লক্ষ্মীরূপা এবং সর্বত্র মাতা, ধন্যা ও পূজিতা ॥ ১১৫—১১৬ ॥  
 সিদ্ধযোগিনী নিদ্রা কালান্বীকৃতপত্নী রক্তদেবের পত্নী । বাহার সহযোগে জীবগণ রাত্রি-  
 কালে সমাচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ॥ ১১৭ ॥ সক্ষ্যা-রাত্রি ও দিবা এই তিনটি কালের ভার্য্যা ।  
 এমন কি ইহঁরা না থাকিলে, বিধাতাও সংধ্যা গণনা করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ১১৮ ॥  
 ক্ষুধা ও পিপাসা উভয়েই লোভপত্নী । ইহঁরা ধন্য মাতা ও জগৎপুত্র । ইহঁরা উভয়ে  
 বিধায়ক না থাকিলে জগতের সমুদায় জীব একেবারে চিন্তামগ্ন হইত ॥ ১১৯ ॥  
 প্রভা ও দাহিকা উভয়েই তেজের ভার্য্যা । এই উভয়ের অসঙ্খ্যে জগদীশ্বর কখনই জগতের  
 স্রষ্টা ও নিৰ্ম্মিত ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত করিতে পারিতেন না ॥ ১২০ ॥ মৃত্যু ও জরা উভয়েই

নিজাকৃতা চ তত্ৰা সা প্রীতিরতা হৃদপ্রিয়ে ॥ ১২২ ॥

যাত্যাং ব্যাপ্তং জগৎ সৰ্বং বিলিপ্তবিরোধেবিরোধো ।

বৈরাগ্যস্ত চ বে ভার্যো প্রজ্ঞা ভক্তিঞ্চ পূজিতে ।

যাত্যাং শংখজগৎ সৰ্বং বজ্রীবশুক্রিমম্মুনে ॥ ১২৩ ॥

অদিতির্দেবমাতা চ সুরভী চ গবাং প্রসূঃ ॥ ১২৪ ॥

দিতিশ্চ দৈত্যজননী কজ্জশ্চ বিনতা দমুঃ ।

উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিরোধো এতাস্ত কীর্তিতাঃ কলাঃ ॥ ১২৫ ॥

কলা অন্তাঃ সন্তি বহুস্তাস্থ কাশ্চিচ্চিবোধ মে ।

রোহিণী চন্দ্রপত্নী চ সংজ্ঞা সূর্য্যস্ত কামিনী ॥ ১২৬ ॥

শতরূপা মনোভার্য্যা শচীন্দ্রস্ত চ গেহিনী ।

তারা বৃহস্পতেভার্য্যা বশিষ্ঠস্তাপ্যরুদ্ধতী ॥ ১২৭ ॥

অহল্যা গৌতমস্ত্রী সাপ্যমুসূর্য্যাত্রিকামিনী ।

দেবহুতী কর্দমস্ত প্রসূতির্দক্ষকামিনী ॥ ১২৮ ॥

পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সান্বিকা প্রসূঃ ।

লোপামুদ্রা তথা কুন্তী কুবেরকামিনী তথা ॥ ১২৯ ॥

নিজাকর্ত্তেতি । নিজায়াঃ কৃতা একা তত্ৰা অত্ৰা দ্বিতীয়া কৃতা প্রীতিঃ । উভে অপি  
মুখস্ত পুরুষস্থানীয়স্ত প্রিয়ে পত্ন্যৌ ভবতঃ ॥ ১২২—১২৪ ॥

উপযুক্তা ইতি । এতঃ কলাঃ সৃষ্টাব্যুপযুক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫—১২৮ ॥

সান্বিকা প্রসূঃ পার্শ্বতীমাতা মেনকা ॥ ১২৯—১৩০ ॥

কালের কৃতা, কিন্তু অরের প্রিয়তমা পত্নী । ইহাদিগের অসঙ্কাবে বিধাতৃবিহিত সমুদায়  
সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া যায় ॥ ১২১ ॥ দেবী তত্ৰা ও প্রীতি উভয়ে নিজার কৃতা । ইহারা উভয়েই  
স্বপ্নের প্রিয়তমা ভার্য্যা । ইহারা উভয়ে সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১২২ ॥  
মুনিবর ! জগৎপূজ্য প্রজ্ঞা ও ভক্তি বৈরাগ্যের ভার্য্যা । ইহারা উভয়ে বিদ্যমান  
আছেন বলিয়া বিশ্বের সমুদায় লোক জীবমুক্তের জ্ঞান অবস্থান করিতে পারে ॥ ১২৩ ॥  
তত্ৰা দেবমাতা অদিতি, গোজননী সুরভী, দৈত্যজননী দিতি, নাগমাতা কজ্জ, খগেন্দ্র  
জননী বিনতা এবং দানবমাতা হুহু ইহারা সকলেই সৃষ্টিকার্য্যের বিশেষ উপযোগিনী,  
কিন্তু সীকমেই মূল প্রকৃতির কলা ॥ ১২৪—১২৫ ॥ এততির অত্যাশ্চ বে সকল প্রকৃতির কলা  
বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নাম নির্দিষ্ট করিতেছি, শ্রবণ কর ।  
চন্দ্রের পত্নী রোহিণী, সূর্য্যভার্য্যা সংজ্ঞা, বজ্রপত্নী শতরূপা, ইন্দ্রপত্নী শচী, বৃহস্পতির  
ভার্য্যা তারা, বশিষ্ঠপত্নী অরুদ্ধতী, গৌতমপত্নী অহল্যা, অত্রিভার্য্যা মনমুগা, কর্দমকামিনী



বরুণানী অসিদ্ধা চ বসেনির্ভাষ্যবিনিস্তথা ।

কান্তা চ দময়ন্তী চ বশোদা দেবকী তথা ॥ ১৩০ ॥

গান্ধারী দ্রৌপদী শৈব্যা সা চ সত্যবতী প্রিয়া ।

বৃষভানুপ্রিয়া সাধ্বী রাধামাতা কুলোদ্ভবা ॥ ১৩১ ॥

মন্দোদরী চ কৌশল্যা হৃতদ্রা কৌরবী তথা ।

রেবতী সত্যভামা চ কালিন্দী লক্ষ্মণা তথা ॥ ১৩২ ॥

জাম্ববতী নাগজিতির্মিত্রবিন্দা তথাপর্য ।

লক্ষ্মণা রুক্মিণী সীতা স্বয়ং লক্ষ্মীঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ১৩৩ ॥

কালী যোজনগন্ধা চ ব্যাসমাতা মহাসতী ।

বাণপুঞ্জী তথোষা চ চিত্রলেখা চ তৎসখী ॥ ১৩৪ ॥

প্রভাবতী ভানুসতী তথা মায়াবতী সতী ।

রেণুকা চ ভৃগোর্মাতা রামমাতা চ রোহিণী ॥ ১৩৫ ॥

একনন্দা চ দুর্গা সা ত্রীকৃষ্ণভগিনী সতী ।

বহ্ন্যঃ সত্যঃ কলাশ্চৈব প্রকৃতেষেব ভারতে ।

যা যশ্চ গ্রামদেব্যঃ স্তুস্তাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ ॥ ১৩৬ ॥

✓ কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ ।

যোষিতামবমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ ॥ ১৩৭ ॥

বৃষভানোঃ পত্নীরাধায়া মাতা ॥ ১৩১—১৩৪ ॥

ভৃগোঃ পরশুরামস্ত । রামো বলরামস্ত মাতা ॥ ১৩৫ ॥

কৃষ্ণভগিনী দুর্গা বিজ্ঞাবাসিনীতার্থঃ । একনন্দা চ সৈব একনন্দা চ কাচিদন্তা বা । এব-  
মন্তা অপি কলাঃ সন্তীত্যাহ বহ্ন্য ইতি ॥ ১৩৬ ॥

এবং কলাবতারদেবতাস্বরূপমুক্তা কলাংশাংশবতারদেবতাস্বরূপমাহ প্রতিবিশ্বেষু  
যোষিত ইতি । প্রতিজ্ঞোকেষু বাঃ জ্বয়ঃ সন্তি তা ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৭ ॥

দেবহুতী, দক্ষভার্যা। অহুতি, পিতৃগণের মানসী কন্তা এবং অধিকার জননী যেনকা,  
লোপামুদ্রা, কুন্তী, কুবেরপত্নী, বরুণপত্নী, বলিরাজার পত্নী বিজ্ঞাবসি, দময়ন্তী, বশোদা,  
দেবকী ॥ ১২৬—১৩০ ॥ গান্ধারী, দ্রৌপদী, শৈব্যা, সত্যবতী, বৃষভানুপত্নী কুলীনা  
রাধাজননী, মন্দোদরী, কৌশল্যা, কৌরবী, হৃতদ্রা, রেবতী, সত্যভামা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা,  
জাম্ববতী, নাগজিতি, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা, রুক্মিণী, স্বয়ংলক্ষ্মী সীতা, কালী, যোজনগন্ধা,  
পতিব্রতা ব্যাসজননী, বাণপুঞ্জী উবা, তাহার সখী চিত্রলেখা, প্রভাবতী, ভানুসতী, সতী  
মায়াবতী, পরশুরামের জননী রেণুকা, বলরামজননী রোহিণী, একনন্দা এক ত্রীকৃষ্ণ  
ভগিনী সতী দুর্গা অহুতি অতীত বহুতর কালিন্দীরা প্রকৃতির আংশবৎকলাঃ ॥ ১৩১—১৩৬ ॥

ব্রাহ্মণী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী ।

প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন বজ্রালঙ্কারচন্দ্রমৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

কুমারী চাক্ষুবর্বা বা বজ্রালঙ্কারচন্দ্রমৈঃ ।

পূজিতা যেন বিপ্রস্ত প্রকৃতিস্তুত পূজিতা ॥ ১৩৯ ॥

সর্কাঃ প্রকৃতিস্তুত তা উত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ১৪০ ॥

সদ্বাংশাশ্চোত্তমা ভোগ্যাঃ স্থনীলাশ্চ পতিব্রতাঃ ।

মধ্যমা রজসশ্চাংশান্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৪১ ॥

সুখসম্ভোগবশ্চাশ্চ স্বকর্ষ্যতৎপরাস্তদা ।

অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসম্ভবাঃ ॥ ১৪২ ॥

দুশ্মুখাঃ কুলহা ধূর্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ ।

পৃথিব্যাঃ কুলটা যাস্চ স্বর্গে চাপ্সরসাং গণাঃ ।

প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৪৩ ॥

যন্মাং সর্কা অপি দ্বিগুণঃ প্রকৃতাংশতাস্তদ্ব্যাসামবমানে প্রকৃতেবাবমান ইত্যাহ  
যোষিতামবমানে ইতি । পরাভবোহবমানঃ । তাশ্চ পুংসে প্রকৃতেঃ পূজা ভবতীত্যাহ  
ব্রাহ্মণীতি ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

সদ্বাংশানাং লক্ষণং পতিব্রতা ইতি । রজোহংশানাং লক্ষণং ভোগ্যা ইতি । বিষয়াসক্তা  
ইত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

তাঃ পূজয়ানবস্থাঃ স্ত্রীয়াঃ । কিন্তু ভোগেনৈবেত্যাহ সুখসম্ভোগেতি । অজ্ঞাতকুলসম্ভ-  
বাস্তাশ্চাধমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪২—১৪৩ ॥

এতদ্বিগুণ গ্রাম্যদেবীরাও প্রকৃতির অংশ । আর প্রতিবশে বাবতীর মহিলা বিনামান  
আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃতির অংশ হইতে সম্মত হইয়াছেন । অতএব যোবাগণের  
অবমাননা করিলে প্রকৃতির অবমাননা করা হয় ॥ ১৩৭ ॥ পতিপুত্রবতী পতিব্রতা ব্রাহ্মণীকে  
বজ্র, অলঙ্কার ও চন্দ্রনাদি দ্বারা পূজা করিলে প্রকৃতিকে পূজা করা হয় । এমন কি  
বজ্রালঙ্কার ও চন্দ্রনাদি দ্বারা অষ্টমীর ব্রাহ্মণকুমারীকে পূজা করিলেও প্রকৃতিদেবী পূজিত  
হইয়া থাকেন । উত্তম, মধ্যম ও অধম সমস্তই প্রকৃতিসম্মত ॥ ১৩৮—১৪০ ॥ যে সকল  
মহীরা সম্ভোগের অংশ হইতে উৎপন্ন, তাহারাষ্ট উত্তম স্থনীল ও পতিব্রতা, বাহারা  
রজোহংশের অংশ হইতে উৎপন্ন, তাহারা মধ্যমা এবং ভোগবিষয়ে একান্ত অহরক্ত হইয়া  
স্বকর্ষ্যসাধনে তৎপর হইয়া থাকে । আর বাহারা তমোহংশসম্মত, তাহারাষ্ট অজ্ঞাত  
কুলসম্ভব অধম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । তাহাদিগের মত দুশ্মুখ, কুলনাশক ধূর্ত,  
বাহীরভাষিত ও কলহপ্রিয় । আর দ্বিতীয় দোষিতে পাণ্ডুরাচারমা । তাদৃশ কামিনীরা  
ভোগ্যসকল কুলটা এবং স্বর্গকে অগ্নয়নদ্বারা হইয়া থাকে । পুংশ্চলীরা প্রকৃতির  
অংশ নষ্টে, কিন্তু তাহারা ভোগ্যসকল ॥ ১৪১—১৪৩ ॥

এবং নিগদিতং সৰ্বাঃ প্রকৃতেঃ সৰ্ববর্ণম্ ॥ ১৪৪ ॥

তাঃ সৰ্বাঃ পূজিতাঃ পৃথ্যাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ।

পূজিতা সুরথেনাকৌ হুর্গা হুর্গাভিনাশিনী ॥ ১৪৫ ॥

✓ ততঃ শ্রীরামচন্দ্রেন রাবণস্ত বধাধিমা ।

তৎপশ্চাজ্জগতাং মাতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ॥ ১৪৬ ॥

জাতাদৌ দক্ষকন্যা যা নিহত্য দৈত্যদানবান্ ।

ততো দেহং পরিত্যজ্য যজ্ঞে ভর্তৃশ্চ নিন্দয়া ॥ ১৪৭ ॥

জজ্ঞে হিমবতঃ পত্ন্যাং লেভে পশুপতিং পতিম্ ।

গণেশশ্চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ ক্লন্দো বিষ্ণুকলৌদ্ভবঃ ॥ ১৪৮ ॥

বভূবভুস্তৌ তনয়ৌ পশ্চাত্ত্যাশ্চ নারদ ! ।

লক্ষ্মীমঙ্গলভূপেন প্রথমং পরিপূজিতা ।

ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদ্ভবতামুনিমানবৈঃ ॥ ১৪৯ ॥

এবং ত্রৈবিধ্যোহপি পূজার্হা এবতাঃ । সৰ্বা ইতি কলতারতম্যাস্ত সাত্ত্বিকাদিপূজায়া-  
মন্ত্যাব । অধুনা পঞ্চপ্রকৃतीনাং সৰ্বৈঃ পূজ্যত্বমাহ পূজিতেতি । পৃথ্যাং সুরথেনাদৌ  
পূজিতা তেন দেবাদিভির্দেবলোকে নিরন্তরং কৃতারাং পূজারামপি ন দোষঃ । সুরথো নাম  
রাজা ॥ ১৪৫—১৪৬ ॥

হুর্গৈব দক্ষকন্যারূপেণোৎপন্নতাহ জাতাদাবিতি ॥ ১৪৭ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ ইতি । শ্রীকৃষ্ণ এব পূর্ণাবতারঃ পার্শ্বত্যাঃ পুত্রো গণেশরূপেণ জাতঃ । স্বমস্ত  
বিষ্ণুকলৌদ্ভবঃ । বিষ্ণুঃ পুত্রো ন তু পূর্ণাবতারঃ ॥ ১৪৮ ॥

মঙ্গলভূপেন মঙ্গলাভিধরাজা ॥ ১৪৯ ॥

এইত প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণন করিলাম, অতএব পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে সমুদায় প্রকৃতি  
দেবীকে পূজা করা সৰ্বতোভাবে বিধেয় । পূর্বে সুরথরাজা হুর্গাভিনাশিনী মূলপ্রকৃতি হুর্গার  
পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১৪৪—১৪৫ ॥ তাহার পর রামচন্দ্র রাবণবধাকাজী হইয়া তাঁহার পূজা  
করেন । তৎপরে ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার পূজা প্রচারিত হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥ উনিই প্রথমে  
দক্ষকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, উনিই দৈত্যকুল ও দানবকুল সংহার করিয়াছিলেন ।  
উনিই দক্ষযজ্ঞকালে পতিনির্দাশ্রমে স্বীয় দেহ বিসর্জন দিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন ॥ ১৪৭ ॥ উনিই হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় পশুপতিকে  
পত্নীলাভ করিয়াছিলেন । তাহার পর কাশ্মিক ও গণেশনামে পার্শ্বতীর যে পুত্রদ্বয়  
সমুতঃ হয়, তন্মধ্যে কাশ্মিক নারায়নের অংশ এবং গণপতি স্বয়ং রাধাপতি শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৪৮ ॥  
দেখিবে ! ঐ দুই পুত্রের পর হুর্গা হইতে যে লক্ষ্মী-কেশ্বর উৎপত্তি হয়, (বঙ্গলরাজ) প্রথমতঃ  
তাঁহার পূজা করেন, তৎপরে ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলেই তাঁহার



সাবিত্রী চাৰপতিনা প্রথমং পরিপূজিতা ।  
 তৎপশ্চাত্ত্রিষু লোকেষু দেবতামুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১৫০ ॥  
 আদৌ সরস্বতী দেবী ব্রহ্মণা পরিপূজিতা ।  
 তৎপশ্চাত্ত্রিষু লোকেষু দেবতামুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১৫১ ॥  
 প্রথমং পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে ।  
 পৌর্ণমাস্যাং কার্ত্তিকস্য কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ১৫২ ॥  
 গোপিকাভিষ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিষ্চ বালকৈঃ ।  
 গবান্গণৈঃ সুরভ্যা চ তৎপশ্চাদাজয়া হরেঃ ॥ ১৫৩ ॥  
 তদা ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্মুনিভিঃ পরয়া যুদা ।  
 পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সদা ॥ ১৫৪ ॥  
 পৃথিব্যাং প্রথমং দেবী সুষজ্জেনৈব পূজিতা ।  
 শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ১৫৫ ॥  
 ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদাজয়া পরমাত্মনঃ ।  
 পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা মুনিভিঃ সদা ॥ ১৫৬ ॥

অষ্টপতিনা রাজা । কচিং সাবিত্রী চ সরস্বত্যা ইত্যপি পাঠঃ ॥ ১৫০—১৫৪ ॥

প্রথমং দেবীতি । ভূতলে প্রথমং রাধাদেবী সুষজ্জেন রাজা পূজিতেত্যর্থঃ ॥ ১৫৫ ॥

উপদিষ্টেন বিধিনেতি শেষঃ ॥ ১৫৬—১৫৮ ॥

পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৪৯ ॥ প্রথমতঃ রাজা অষ্টপতি সাবিত্রী দেবীর পূজা করেন,  
 তাহার পর ত্রিভুবনে কি দেবগণ, কি মুনিগণ, সকলেই তাঁহার অর্চনা করিতেছেন ॥ ১৫০ ॥  
 দেবী সরস্বতী সমুৎপন্ন হইলে সর্বাঙ্গে ভগবান ব্রহ্মা তাঁহার পূজা করেন, তাহার পর কি  
 শ্রেষ্ঠতম মুনিগণ, কি দেবগণ, সকলেই তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫১ ॥ কার্ত্তিকী  
 পৌর্ণমাসী রজনীতে পরমাত্মরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে দেবী রাধার  
 অর্চনা করেন । তাহার পর কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে সমস্ত গোপ, সমস্ত গোপিকা, সমস্ত বালক  
 বালিকা, গোজননী সুরভী ও অদ্ভুত ধেনুগণ তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন । এমন কি,  
 সেই অবধি ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুনিগণপর্যন্ত একান্ত ভক্তিসংহারে ধূপ দীপাদি বিবিধ  
 উপহারে পরমানন্দে শ্রীরাধার পূজায় প্রবৃত্ত হইরাছেন ॥ ১৫২—১৫৪ ॥ তাহার পর  
 ভগবান শঙ্করের উপদেশানুসারে এই পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে প্রথমতঃ (রাজা সুষজ্জই) তাঁহার  
 পূজা করেন । তাহার পর পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ আশোকাবন্যাসারে লোকত্রয়ের সর্বত্রই  
 তাঁহার পূজা প্রচারিত হইরাছে । মুনিগণ ভক্তিবোধে পুষ্প ধূপাদি বিবিধ উপহারে

কলা যা যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পূজিতাঃ চ ভারতে ॥ ১৫৭ ॥

পূজিতা গ্রামদেব্যাশ্চ গ্রামে চ নগরে সুনৈ ।।

এবং তে কথিতং সৰ্ব্বং প্রকৃতিচরিতং শুভম্ ॥ ১৫৮ ॥

যথাগমং লক্ষণঞ্চ কিং ভূতঃ প্রোক্তুমিহসি ॥ ১৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে

প্রকৃতিবর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

32595

বন্দ্যাদেবং তন্মাদেতা দেবতা নিয়মেন পূজ্যা ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ১৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সৰ্বদা দেবী রাধার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫৫—১৫৬ ॥ বৎস নারদ ! এতদ্ভিন্ন প্রকৃতির অংশ হইতে যে সকল দেবী সমুৎপন্ন হইয়াছেন, ভারতে সে সমস্তই পূজিত হইয়া থাকেন । এমন কি, গ্রামে গ্রামদেবী, বনে বনদেবী এবং নগরে নগরদেবীগণের পূজা হইয়া থাকে । বৎস নারদ ! এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে সমস্ত প্রকৃতিদেবীর শুভ চরিত্র কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি প্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর ॥ ১৫৭—১৫৯ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে প্রকৃতি বর্ণন নামক

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

সমাসেন জ্ঞাতং সৰ্বং দেবীনাং চরিতং প্রভো ! ।

বিবোধনায় বোধন্ত ব্যাসেন বক্তু মৰ্হসি ॥ ১ ॥

সৃষ্টেরাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ কথ্যমাবিবৰ্ভুয হ ।

কথং বা পঞ্চদা ভূতা বদ বেদবিদাম্বর ! ॥ ২ ॥

ভূতা যা যাংশকলয়ঃ যয়া ত্রিগুণয়া ভবে ।

ব্যাসেন তাসাং চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি সাশ্রুতম্ ॥ ৩ ॥

তাসাং জন্মানুকথনং পূজাধ্যানবিধিঃ বুধঃ ।

স্তোত্রং কবচমৈশ্বর্যং শৌর্যং বর্নয় মঙ্গলম্ ॥ ৪ ॥

অষ্টাশীতিমহাপদৈঃ পঞ্চপ্রকৃতিসম্বদঃ ।

প্রোচ্যতে বিত্তরেনৈব তত্ত্বং নাক সত্ত্ববঃ ।

পৃষ্টবতে নারদায় সর্বোহপি নবমঙ্ককোক্তোর্থঃ সংক্ষেপেণ ভূতবাক্যৈর্ভগবতাবগিভ-  
স্তমর্থং সামান্তরূপেণ জ্ঞাতং বিশেষাকারেণ জ্ঞাতুং পুনর্নারদঃ পৃচ্ছতি । নারদ উবাচ সমা-  
সেনেতি সমাসেন সংক্ষেপেণ বোধন্ত সামান্তাকারেণ বোধবিষয়ন্ত পূর্ণোক্তোর্থন্ত বিবোধনায়  
ব্যাসেন বিস্তারেণ ॥ ১ ॥

বিশেষার্থবিষয়ং প্রসংগং স্বয়মেব কথোতি সৃষ্টেরিতি । সৃষ্টেইতপ্রপঞ্চ কার্যভূত-  
তাদ্যাকাররূপা মূলপ্রকৃতিমাত্রাশক্তিপরামর্শকবাচ্যা সৃষ্টিবিধৌ সৃষ্টিক্রিয়য়াঃ প্রথমতঃ  
কথ্যমাবিবৰ্ভুযোংগরা । পশ্চাচ্চ কথং পঞ্চদা ভূতা পঞ্চপ্রকারেণ হুর্গাদিরূপেণ ভিন্না কথং বা  
জাতা তদ্বদৈত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ ভূতেতি । ভবে সংসারে তন্না ত্রিগুণয়া প্রকৃতিরংশকলয়া বা ভূতা সমুত্থা শক্তি-  
র্গজাতমতাদিরূপিনী তাসাং চরিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ তাসামিতি । তাসাং জন্মানুকথনম্ ॥ ৪ ॥

দেবর্ষি নারদ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি সংক্ষেপে পঞ্চ  
প্রকৃতিদেবীর চরিত বিবরণ যাহা কীর্তন করিলেন, শুনিলাম । আপনি বেদবেত্তাদিগের  
অগ্রগণ্য, অতএব জিজ্ঞাসা করি, এই জগৎপ্রসঙ্গের প্রথমেই মূলপ্রকৃতি আদ্যাশক্তির  
সৃষ্টি হইল কেন? কিরূপেই বা তিনি ত্রিগুণরূপিনী হইয়া পাঁচজাতিতে বিভক্ত হইলেন?  
আত্মপুত্রিক সমস্ত অবশ্যকরিবার বলনয় কহি । অন্তঃসত্ত্বাতি আপনি ভগবাদিগের  
মঙ্গলদায়ক জন্মভূত, পূজ্যপ্রকরণ, ধামধিবিধি, কৌল, কবচ, মন্ত্র ও প্রত্যাহার-বিষয় সমস্ত  
বিস্তারিতরূপে কীর্তন করহ ॥ ১—৪ ॥



## শ্রীনারায়ণ উবাচ ৷

নিত্য আত্মা নভো নিত্যং কালো নিত্যো দিশো যথা ।  
 বিশ্বানাং গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এব চ ॥ ৫ ॥  
 তদেকদেশো বৈকুণ্ঠো নন্দভাগানুসারকঃ ।  
 তথৈব প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মলীলা সনাতনী ॥ ৬ ॥  
 যথাগৌ দাহিকা চন্দ্রে পদ্মে শোভা প্রভা রবৌ ।  
 শব্দযুক্তা ন ভিন্না সা তথা প্রকৃতিরাত্মনি ॥ ৭ ॥

নারায়ণঃ প্রথমং প্রকৃতেঃ স্বরূপমাহ নারায়ণ উবাচ নিত্যোতি । নিত্য আত্মা যথা তথা প্রকৃতিনিত্যত্বার্থঃ । আত্মা ত্রিবিদভাসোজীবঃ । অস্ত মোক্ষপর্যন্তমবস্থানান্নিত্যত্বম্ । ন স্বভাবশব্দেন পরমায়া উক্ত গ্রহণে তস্মিন্ পরমায়া ত্রিকালাবাস্যরূপনিত্যত্বস্ত সূক্ষ্ম-  
 তদেব নিত্যত্বং মায়ায়াং বোধিতং ভবেৎ তচ্চ মায়ায়াং ন সম্ভবতি । অসম্বন্ধরজসমতমস্ক-  
 মমায়মিতি তাপনীয়শ্রুত্যা মোক্ষদশায়াং মায়ায়া নানাভ্যুপগমাৎ তস্মাজ্জীব এবাত্মশব্দেন  
 গ্রাহ্যঃ । তদগ্রহণে তস্ত মোক্ষপর্যন্তমবস্থানান্নিত্যত্বাৎ যাস্চ মোক্ষপর্যন্তমবস্থানান্নিত্যত্বো-  
 সমানযোগক্ষেমং নিত্যত্বং সিধ্যতীতি নভঃ 'কালদিশাদীনামপি প্রাকৃতপ্রলয়পর্যন্তমব-  
 স্থানান্নিত্যত্বমাপেক্ষিকমেব বোদ্ধব্যম্ । বিশ্বানাং ভূরাদিলোকানাং গোলকং ব্রহ্মাণ্ড-  
 নিত্যার্থঃ ॥ ৫ ॥

তদেকদেশ ইতি । তদেকদেশো গোলোকৈকদেশঃ । নন্দভাগানুসারকো গোলোকাৎ  
 নন্দদেশে স্থিতো বৈকুণ্ঠ ইত্যর্থঃ । পরমার্থতো নিত্যস্ত পরমাত্মৈব । একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম  
 নেহ নানান্তি কিঞ্চনেত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

নহু সা প্রকৃতিঃ সাধ্যশাস্ত্রোক্তপ্রধানবদাত্মনো ভিন্না স্বতন্ত্রা বাস্তি কিং তত্রাহ  
 যথাগৌ দাহিকেতি । যথা বহৌ দাহিকাশক্তিঃ শব্দগ্নিরন্তরং যুক্তা সংযুক্তৈব বহুনা ন  
 ভিন্না বহুঃ কদাপি । যথা বা চন্দ্রে পদ্মে চ শোভা নিত্যং 'সমবেতৈব ন ভিন্না । যথা বা  
 রবৌ প্রভা তদভিত্তৈব ন ভিন্না কদাচিদপি । তথৈবেয়ং শক্তিঃ পরমায়া নিত্যভেদেদৈব  
 তিষ্ঠতি । শক্তেঃ শক্তব্যতিরেকেণাদর্শনাৎ । তথাচ স্বৈতান্তরশ্রুতিঃ । পরাস্ত শক্তির্বিবি-  
 ধৈব শ্রুতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি । তদ্ব্যপ্যপি শক্তিঃ শক্তিগুণপাদ্যতিরেকং ন  
 বাহতি । তাদাত্মাননয়োর্নিত্যং বহুদাহিকয়োরিবোতি । তস্মান্ ভিন্না জড়া স্বতন্ত্রা । 'কিঞ্চ  
 চেতনাধিষ্ঠিতা । 'চেতনেব ভবতীতি ভাবঃ । তদ্বাক্যম্ । চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব  
 বিভাতি সেতি সূতসংহিতায়াম্ ॥ ৭ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! আত্মা, নভোমণ্ডল, কাল, দশদিক্, বিশ্বগোলক,  
 গোলোক এবং তদপেক্ষা নিরভাগস্থিত বৈকুণ্ঠধাম যেমন নিত্যপদার্থ, পরমবুদ্ধের মায়া-  
 রূপিনী মূলপ্রকৃতিও সেইরূপ নিত্যপদার্থ ॥ ৫—৬ ॥ অগ্নি ও দাহিকাশক্তি, চন্দ্র ও রমণীরতা  
 সজ্জ ও শোভা, রবি ও প্রভা যেমন অভিন্নভাবে নিরন্তরপরস্পর পরস্পরে ব্যাস্তক্য হইয়াছে,  
 আত্মা ও প্রকৃতিও সেইরূপ অভিন্নভাবে পরস্পর পরস্পরে বিদ্যমান হইয়াছে ॥ ৭ ॥ যেমন

বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কৰ্ত্ত্ব সক্ষমঃ ।

বিনা যুদা ঘটং কৰ্ত্ত্বঃ কুলোলোহি নহীশ্বরঃ ॥ ৮ ॥

নহি কমস্তথাত্মা চ সৃষ্টিং স্রষ্টুং তুয়া বিনা ।

সৰ্বশক্তিস্বরূপা সা যয়া চ শক্তিমান্ সদা ॥ ৯ ॥

ঐশ্বর্যাবচনঃ শশ্চ ক্তিঃ পরাক্রম এব চ ।

তৎস্বরূপা তয়োদ্বিতীয়া সা শক্তিঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ১০ ॥

জ্ঞানং সমৃদ্ধিঃ সম্পত্তিৰ্যশশ্চৈব বলং ভগঃ ।

তেন শক্তির্ভগবতী ভগরূপা চ সা সদা ॥ ১১ ॥

যয়া যুক্তঃ সদাত্মা চ ভগবাংস্তেন কথ্যতে ।

স চ স্বেচ্ছাময়োদেবঃ সাকারশ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥

নহু সা শক্তিৰ্যদি পরমাশ্রনো ন ভিন্না কিঞ্চ তদভিন্না তদা পরমাত্মৈব জগৎ করোতু  
কিমর্থঃ শক্তিস্তদেতি চেত্তদাহ বিনা স্বর্ণমিতি ॥ ৮ ॥

নহি কম ইতি । শক্তিরহিতস্ত নিষ্কৰ্ণস্ত নিৰ্জিকারস্ত নিরবয়বস্তাশ্রনো ন জগৎকৰ্ত্তৃ-  
মুপপদ্যতে । তস্মাৎ সৰ্বজননকৰ্ত্ত্রীসাপেক্ষিতৈবেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শক্তিশব্দস্ত নিৰ্জচনমাহ ঐশ্বৰ্য্যোতি । শব্দকো মঙ্গলবাচকত্বাদৈশ্বর্যাবচনঃ । কৃতিশব্দস্ত  
পৃষোদরাদিছাদ্কারলোপে ক্তিশব্দঃ পরাক্রমবাচকঃ । শযুক্তাশক্তিৰ্যশ্চামিতি ব্যুৎপত্ত্যা শাক্ত-  
শব্দঃ প্রকৃতিবাচকঃ । পৃষোদরাদিছাদ্ভুক্তপদলোপঃ । তৎফলিতমাহ তৎস্বরূপেতি ॥ ১০ ॥

ভগবতীপদব্যুৎপত্তিমাহ জ্ঞানমিতি । জ্ঞানাদিবলান্তানাং পদার্থানাং বাচকো ভগশব্দঃ  
তেন কারণেন শক্তির্ভগবতীপদেনোচ্যত ইত্যর্থঃ । ভগানি সন্ত্যস্তামিতি ব্যুৎপত্তেঃ । নহু  
ভগানি পরাশক্তেৰ্ভিন্নানি কস্মাদাগতানি তত্রাহ ভগরূপা চ সেতি । ভগাত্মপি তস্তা এব  
বিকারা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নহু তর্হি পরমাশ্রা কথং ভগবচ্ছেনোচ্যতে ইতি চেত্তাদৃশভগবতীশক্তিয়োগাদেবে-  
ত্যাহ যয়া যুক্ত ইতি । তস্তা গুণা এব পরমাশ্রনো গুণা ভবন্তি পরম্পরাধ্যাসাদিত্যর্থঃ ।  
ইৎথং পরাশক্তিং বর্ণয়িত্বা তদবচ্ছিন্নং চৈতন্তরূপং পরমাশ্রানং বর্ণয়তি স চ স্বেচ্ছাময় ইতি ।  
প্রকৃতেরৈচ্ছৈবেতস্তেচ্ছা ন ভিন্নেতি । প্রকৃতীচ্ছৈব স্বেচ্ছাময় ইত্যুচ্যতে । অয়ঞ্চ পরমাশ্রা  
নিরাকারঃ সাকারশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল এবং কুণ্ডকার মৃদিকা ভিন্ন ঘট সম্পাদন করিতে সক্ষম  
নহে ॥ ৮ ॥ তদ্রূপ আত্মা সৰ্বশক্তিস্বরূপা প্রকৃতি ভিন্ন কোন কার্যই নিষ্পন্ন করিতে  
সক্ষম নহেন । বলতঃ আত্মা, প্রকৃতি সাহায্যেই সৰ্বশক্তিমান ॥ ৯ ॥ 'শ' ঐশ্বর্যবাচক  
এবং 'ক্তি' পরাক্রমবাচক, সুতরাং ঐশ্বর্য ও পরাক্রমস্বরূপা এবং ঐ উভয়ের দাত্রী, বলিয়া  
মূলপ্রকৃতি শক্তি নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥ ভগ শব্দ জ্ঞান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, বল ও  
বল বাচক, সুতরাং মূলপ্রকৃতির ঐ সকল জ্ঞানাদি শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া  
উহাকে ভগবতীও বলিয়া থাকে ॥ ১১ ॥ আত্মা সত্ত্ব শক্তিরূপা ভগবতীর সহিত সম্বি-  
লিত রহিয়াছেন বলিয়া ভগবান্ নামে অভিহিত হইয়াছেন । ভগবান্ শব্দং স্বেচ্ছাময়

তেজোরূপং নিরাকারং ব্যারম্ভে যোগিনঃ সদা ।

বদন্তি চ পরং ব্রহ্ম পরমানন্দমীশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥

অদৃশ্যং সর্বদ্রব্যোক্তং সর্বভূতং সর্বকারিণম্ ।

সর্বদং সর্বরূপং ত্য বৈক্যবাস্তবম্ ন মনতে ॥ ১৪ ॥

বদন্তি চৈব তে কস্ত তেজন্তেজস্বিনা বিনা ।

তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং ব্রহ্ম তেজস্বিনং পরম্ ॥ ১৫ ॥

স্বচ্ছাময়ং সর্বরূপং সর্বকারিণকারিণম্ ।

অতীবসুন্দরং রূপং বিজ্ঞাতং স্তম্বনোহিরম্ ॥ ১৬ ॥

কিশোরবয়সং শান্তং সর্বকান্তং পরাংপরম্ ।

নবীননীরদাতাসধামৈকং শ্যামবিগ্রহম্ ॥ ১৭ ॥

শরদ্ব্যধারূপদ্যৌঘশোভামোচনলোচনম্ ।

মুক্তাছবিবিনিদ্যৈকদন্তপংক্তিমনোরমম্ ॥ ১৮ ॥

নিরাকাররূপং বর্ণয়তি তেজোরূপমিতি । চিত্রপং স্বপ্রকাশং তেজোরূপমিত্যর্থঃ ।  
ইদমেব পরং ব্রহ্মেতি বদন্তি ॥ ১৩ ॥

ইৎং নিরাকারং পরমানন্দরূপং যোগিনো জ্ঞানিনো বেদান্তান্ত যদ্যপি বদন্তি তথাপি  
তদ্রূপং বৈক্যবাঃ সুলভ্যতিমানিনো ন মনতে ইত্যুক্তিগুরুকমাহ বৈক্যবাস্তবম্ ন মনতে  
ইতি ॥ ১৪ ॥

তে কিং বদন্তি তত্রাহ বদন্তীতি । তবন্তির্বাক্যঃ স্বীকৃত্যতে তেজন্তেজস্বিনা বিনা  
কস্ত সম্ভবেৎ ন কতাপি । নহি চিত্রিকাপ্রভাদীনি চিত্রং স্বাদ্যাশ্রয়রহিতানি কচিৎপলভান্তে  
ততোহত্থথাপপত্ত্যা কাচন নিত্য। সাবয়বা মূর্তিঃ স্বীকর্তব্যোতি তে বদন্তীত্যর্থঃ । কীদৃশী  
মূর্তিঃ স্বীকর্তব্যোতি ত্যং দর্শয়তি তেজোমণ্ডলেতি ॥ ১৫—১৬ ॥

কিশোরো বালঃ ॥ ১৭ ॥

শোভায়া মোচনে নাশনে লোচনে যত । মুক্তাছবির্কিনিন্দ্যা যয়া এতাদৃশী বা একা  
বিরলা মধ্য ব্যবধানরহিতা দন্তপক্তিস্তয়া মনোরমম্ ॥ ১৮—২২ ॥

দেব ; এই নিমিত্ত উনি কখন স্বাকার, কখনবা নিরাকার ॥ ১২ ॥ যোগিগণ নিয়ত ঐ  
নিরাকার ভগবানকে তেজোমূর্তি ভাবনা এবং তাঁহাকেই পরমানন্দরূপী পরব্রহ্ম পরমেশ্বর  
বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ বহিঃ (তিনি অদৃশ্য, সর্বদ্রব্য, সর্বভূত, সর্বকারণ,  
সর্বদাতা ও সর্বরূপী) কিন্তু বৈক্যবগণ তাঁহা স্বীকার করেন না ॥ ১৪ ॥ তাঁহারা বলিয়া  
থাকেন যে, তেজস্বিত্বের 'চিত্রপে তেজের উৎপত্তি হইবে ? হুতরাং তিনি জ্যোতির্ভূতের  
মধ্যভাগে বিরাটমাত্র রহিয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই তেজস্বী পুরুষ, তিনিই  
পরাংপর ॥ ১৫ ॥ তিনিই স্বচ্ছাময়, তিনিই সর্বরূপী এবং তিনিই সর্ব কারকের কারণ,  
তাঁহার রূপ অতি মনোহর ॥ ১৬ ॥ তিনি যদ্যপি কিশোর, তাঁহার মূর্তি অতি শান্ত ও  
সকলের কমনীয় । তিনি পরাংপর, তাঁহার জ্ঞান নবজলধরের জ্ঞান জাতিলমান ॥ ১৭ ॥



ময়ূরপিচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যমণ্ডিতম্ ॥  
 সুনসং সশ্লিতং কাস্তং তন্তামুগ্রাহকারণম্ ॥ ১৯ ॥  
 জলদগ্নিরিত্ত্বৈকপীতাং শুকহশোভিতম্ ।  
 দ্বিভুজং মুরলীহন্তং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ২০ ॥  
 সর্বাধারঞ্চ সর্বেশং সর্বশক্তিসুতং বিভূম্ ।  
 সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদং সর্বং স্বতন্ত্রং সর্বমঙ্গলম্ ॥ ২১ ॥  
 পরিপূর্ণতমং সিদ্ধং সিদ্ধেশং সিদ্ধিকারকম্ ।  
 ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বদেবদেবং সনাতনম্ ॥ ২২ ॥  
 জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিশোকভীতিহরং পরম্ ।  
 ব্রহ্মণো বরসা যশ্চ নিমেষ উপচর্য্যতে ॥ ২৩ ॥  
 স চাত্মা স পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ।  
 কৃষিত্ত্বুক্তিবচনো নশ্চ তদাস্ত্রবাচকঃ ॥ ২৪ ॥

• নিমেষো নেত্রমীলনম্ ॥ ২৩ ॥ •

কৃষ্ণপদং নির্কৃতি কৃষিত্ত্বুক্তীতি । কৃষধাতোৰ্ভজনবাচকাত্মাবে কিপ্প্রত্যয়ে কৃষ্ণশব্দো  
 নিস্পন্নঃ সঃ তত্ত্বুক্তিবচনঃ কৃষ্ণতত্ত্বুক্তিবাচক ইত্যর্থঃ । গমধাতোরপি প্রস্রববাচকাত্মাবে ডপ্র-  
 ত্যয়ে কৃষ্ণদাস্ত্রবাচকো ন শব্দঃ । তথাচ কট্চ নঞ্চ কৃষ্ণে তে দাতৃত্বেন বর্ত্তেতে যন্নিমিত্তা-  
 র্থেহর্শ আদ্যচ্ প্ৰবোধরাদিত্যাং বকারপ্রবণম্ ॥ ২৪ ॥

তাঁহার নয়নমুগল মধ্যাহ্ন পঞ্চ-নিচয়ের শোভাকে তিরস্কৃত করিয়াছে, তাঁহার দন্তপংক্তি  
 দর্শনে মুক্তাপংক্তিও লজ্জিত হয় ॥ ১৮ ॥ তাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, গলদেশে মালতীমালা,  
 নাসিকা অতি মনোহর, আভরণে হস্ত সতত বিরাজমান । তৎকালের প্রতি সন্ধ্যা প্রকাশ  
 করিতে তাঁহার কল্যাণ আর দ্বিতীয় নাই ॥ ১৯ ॥ পরিধান শীতাবস্ত্র, যেন প্রজ্বলিত অনলের  
 জ্বালা হ্রাস করিয়াছে, আজাহ্নকালিত হইল হস্তে মুরলী বিরাজমান এবং সর্বাঙ্গ  
 রত্নময় ভূষণে বিভূষিত ॥ ২০ ॥ তিনি জগতের একমাত্র আধার, সকলের পিতৃ ও সর্বশক্তি-  
 মান বিভূ । তিনি সকলকে সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও সমস্ত প্রদান করিয়া থাকেন । তিনি  
 কাহারও সঙ্গীন নহেন ॥ ২১ ॥ তাঁহাতে অপরূপের বেশ নাই । তিনি সর্বত্র সিদ্ধ  
 পুত্র ও সর্বত্র সিদ্ধপুত্রের প্রদান, সকলকেই সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ  
 নিরন্তর সেই সনাতন দেবদেব শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ তাঁহার প্রসাদে  
 লোকের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়ের দেশমাত্রও থাকে না । তাঁহার এক  
 নিমেষ ব্রহ্মার বরঃপরিমাণ ॥ ২৩ ॥ সেই পরমাত্মা, সেই পরব্রহ্ম, কৃষ্ণনামে অভিহিত হইয়া  
 থাকেন । ‘কৃষি’ শব্দ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বুক্তিবাচক এবং ‘ন’ তাঁহার দাস্ত্রবাচক ॥ ২৪ ॥ স্তবরাং

ভক্তিদাস্তপ্রদাতা যঃ স চ কৃষ্ণঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

কৃষিচ্চ সৰ্ববচনো নকারো বীজমেব চ ॥ ২৫ ॥

স কৃষ্ণঃ সৰ্বভ্রষ্টাদৌ সিন্ধুকন্মেকএব চ ।

সৃষ্ট্যমুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

তৎকলিতমাহ ভক্তিদাস্তেতি । বাৎপত্যন্তরমাহ কৃষিচ্চেতি । কৃষাতে আকৃষাতে কারণাত্মপতিকালে ইতি কৃষ্ণঃ সৰ্বং জগৎ । কৰ্ম্মণি কিং বাহুল্যং । গীঞপ্রাপণে ইত্যন্যং উপ্রত্যয়েন যতিকাৰ্য্যাত্মতাং প্রাপয়তি স নো বীজং কারণমিত্যর্থঃ । কৃষ্ণঃ সৰ্বকাৰ্য্যপ্রপঞ্চস্ত নঃ বীজমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ফলিতমাহ । স কৃষ্ণ ইতি । স কৃষ্ণ ইত্যজিহীত ইতি শেষঃ । এতাবৎপর্য্যন্তং বৈষ্ণবং মতমুপপাদিতম্ । তত্রাবৈষ্ণবাস্তম্ মমত ইত্যনেন বোধিতম্ । কৃচ্যেবমতীরঙ্কারো দশিতঃ । তত্র যুক্তিস্থিতম্ । ন হস্তাতিশ্চক্ষুঃস্বাত্ত্বোবদব্রূতজঃ স্বীকৃত্যে যেন তদাশ্রয়তা-  
কাজ্জা স্তাৎ । কিন্তু শুদ্ধস্বাত্ত্বজঃ সদৃশঃ স্বয়ং প্রকাশঃ জ্ঞানরূপমেব তেজঃ পদেনোচ্যতে নহি তত্ত্ব সৰ্বাধারস্থাপ্রাপেক্ষাস্তি । অনবস্থাপত্তেঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্বীতি শ্রুত্যা চ নিরাধারশ্রুতবান্ননঃ প্রতিপাদনাৎ । কিঞ্চ বা মূৰ্ত্তিঃ সাবয়বা ভবন্তিঃ স্বীকৃত্যে তত্ত্বা-  
নিত্যত্বং ন স্তাৎ যদ্যৎ সাবয়বং তত্ত্বস্বরমিতি ব্যাধেঃ । কিঞ্চ বা ভবতাগভিমতা মূৰ্ত্তি সা কিং পাঞ্চভৌতিকী বা তদ্রহিতা বা । যদি পাঞ্চভৌতিকী তদানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ । যদি তদ্রহিতা তর্হি তত্ত্বাদৃশত্বাভাবঃ স্তাৎ । তথাচ তত্ত্বাঃ সবে প্রমাণাভাবঃ । ন চ বেদ এব কৃষ্ণমূর্ত্তে-  
ব্রূতপ্রতিপাদকঃ প্রমাণমিতি চেন্ন । কৃষ্ণমূর্ত্তাস্তর্গতব্রূতরূপপ্রতিপাদকত্বেনাপি বেদ-  
বাক্যস্ত বিষয়লাভেন চারিতার্থ্য্যং । অতএব সৰ্বং ধর্ম্মিৎ ব্রূতেন সামানাদিকরণ্যপ্রতি-  
পাদকশ্রুতিশ্চরিতার্থ্য্য । কিঞ্চ ভবন্তিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তিপ্রতিপাদকা যা শ্রুতিকৃত্যে সা কিমুপাসনা-  
কাণ্ডস্থা বা জ্ঞানকাণ্ডস্থা । যদ্যুপাসনাকাণ্ডস্থা তর্হি সৰ্বশ্রুতীনাং উপক্রমোপসংহারাদিষড়্-  
বিধতাৎপর্য্যালিঙ্গেনাবৈতে ব্রূতগণি সমন্বয়ান্নিগুণব্রূতপ্রতিপাদকশ্রুতিভ্যো হুপাসনাকাণ্ডস্থ-  
শ্রুতীনাং হ্রস্বলত্বাত্ত্বমূর্ত্তাস্তর্গতব্রূতবর্ণনপ্রতিপাদনেনাপি তাঙ্গাং শ্রুতীনাং সার্থক্যাচ্চ ন তদু-  
ক্তার্থে প্রামাণ্যম্ । যদি জ্ঞানকাণ্ডস্থা তদপি ন সম্ভবতি মর্হি জ্ঞানকাণ্ডে ব্রূতরূপং নিগুণং  
বিহায় কচিদপি সঙ্গুণং রূপং সাবয়বং পরিচ্ছিন্নং প্রতিপাদিতমস্তি । তস্মান্ন লপ্রকৃত-  
হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিহারা পঞ্চমহাত্মত্বস্বত্বত্বং পঞ্চমহাত্মতাংশমাদায় হিরণ্যগর্ভরূপা ভগবতী  
নানারূপাণি ধারয়ামাসেত্যেব সৰ্বশ্রুতিসিদ্ধান্তঃ । তদুক্তং নৃসিংহতাপনীয়েহস্তিমে খণ্ডে ।  
উপদ্রষ্টামৃমন্তেব আত্মা সিংহশ্চিহ্নপ এবাবিকারো হুপলকাসৰ্বত্র নহন্তি বৈতসিদ্ধিরাষ্ট্রাব  
সিদ্ধৌ দ্বিতীকো মায়য়া হুত্বদিব স বা এষ আত্মাপর এবৈব সৰ্বং তথাহি প্রাজ্ঞে সৈষা বিদ্যা  
জগৎসৰ্বমাআপরমাত্মৈব স্বপ্রকাশোহুপাবিষয়জ্ঞানজ্ঞানয়েব হুত্র ন বিজ্ঞানাত্মভূতে-  
শ্চায়্যা চ তমোরূপাত্মভূতেরিত্যাदि । এবমেবৈষা মায়য়া স্বাব্যতিরিক্তানি ক্লেদাণি দর্শয়িত্বা  
জীবোবাভাসেন কেরোতি মায়াচাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি সৈষা চিত্রা সূদৃঢ়া বহুবুরাশুপ-  
ভিন্নাঙ্কুরেষপি শুণ্ডভিন্না সৰ্বত্র ব্রূতবিশুণ্ডিব্রূতপী চৈতন্তদীপ্তা তস্মাদাত্মন এব ত্রৈবিধ্যাং  
সৰ্বত্র যোনিমমপ্যভিসম্ভা জীবো নিরন্তরঃ । সৰ্বাহংমানী হিরণ্যগর্ভজিহ্নপ জৈশ্বর্যবৎ ব্যক্ত-  
চৈতন্তঃ সৰ্বগো হেব জৈশ্বরঃ । ক্রিয়াজ্ঞানাত্মা সৰ্বং সৰ্বময়ঃ সৰ্বো জীবাঃ সৰ্বময়াঃ সৰ্বা-  
বস্থাসু তথাপ্যন্যঃ স বা এষ ভূতানীজিহ্নাণি বিরাজঃ দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্টা এবিষ্টা-

যিনি ভক্তি ও দাস্তের প্রদাতা, তিনিই কৃষ্ণ । প্রকারান্তরে 'কৃষি' শব্দের অর্থ সঞ্জন এবং 'ন' শব্দের অর্থ বীজ ॥ ২৫ ॥ সুতরাং যিনি সকলের বীজ অর্থাৎ সকলের স্রষ্টা, তিনিই

স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ বিধারূপো বভূব হ।

ত্রীরূপো বামভাগাংশো দক্ষিণাংশঃ পুমান্ স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥

মূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যাহরন্নান্তে মারৈব তস্মাদিহর এবাশ্বেতি। নহু তর্হি প্রথমমাধ্যমে স্বেচ্ছাময়-  
স্বেচ্ছয়া চ ত্রীরূপস্ত সিন্ধুকরা। সাবির্ভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরীতি বাক্যে ত্রীরূপস্তেচ্ছ-  
য়েতি কথমুক্তম্। পরমাশ্রয় ইচ্ছয়েতি বক্তব্যমিতি চেচ্ছু। কৃষ্ণকোহি যোগরূঢ়া  
গোলোকবাসিদেবতায়াং রূঢ়ঃ। কেবলযোগার্থমাদায় তু পরমাশ্রয়ি প্রযুক্তঃ। এবমেব  
সর্বত্রপি শব্দা যোগরূঢ়া তত্ত্ববিশেষসমার্থবাচকা অপি যোগার্থমাদায় সর্বত্র ব্রহ্মবাচকা  
অপি ভবন্তীতি ন দোষঃ। নহু তর্হি সাম্যাবস্থামায়োপাধিকসর্বকারণব্রহ্মণঃ কিং মুখ্যং  
যোগরূঢ়ং নামেতি চেচ্ছ্যতে। কেবলব্রহ্মণো নিগুণব্রহ্মপ্রতিপাদকশ্রুতিষু সত্যং জ্ঞান-  
মনস্তঃ বুদ্ধেত্যাদিবাক্যেযু প্রতিপাদিতানি সত্যং, জ্ঞানমিত্যাদীন্যে নামানি মুখ্যানি তদ-  
ভিরিহিতনামানি শিববিষ্ণুবুদ্ধেত্যাদীন্যে যোগিকানি তেবাং তত্ত্বদ্ব্যুপাধিচৈতন্তে রূঢ়শ্বে-  
নৈকত্রকণ্ঠশক্ত্যানির্বাহেহত্র শক্তিকরনে প্রমাণাত্মবাদগোরবাচ। তদ্ব্যুপাধিপাধিষু  
শিববিষ্ণুাদিনারাং শক্তিস্ত মৈত্রায়ণীয়শ্রুতাবতিহিতা। বোহুধু বা বাস্ত সাবিকোহংশঃ স  
বিষ্ণুর্বোহধু বা বাস্ত তামসোহংশঃ স যোহংশঃ রূঢ় ইত্যাদিবাচ্যে। কৃষ্ণাদিশব্দান্ত  
রূঢ়া বিষ্ণুতত্ত্বশ্বেব বাচকাঃ। তত্ত্বত্বনিবৎসু তথৈব প্রতিপাদনাং। সগুণশব্দকারণব্রহ্মণঃ  
সাম্যাবস্থামারান্তঃপ্রবিষ্টস্ত তু মুখ্যঃ শব্দা মায়াক্রিয়প্রকৃতিপরা ভগবতী দেবীত্যাশ্রয়ঃ। যথা  
গজাদিশরীরে প্রবিষ্টস্ত চৈতন্ত্যস্ত গজাদিসংজ্ঞা মুখ্যান্তবৎ। তদ্ব্যুপাধিযেতাশ্রয়ে। দেবাত্ম-  
শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি। আশ্রয়রূপাঃ শক্তিমিত্যর্থঃ। স্মৃতসংহিতায়াং সৌরসংহিতায়াং  
কুর্মপুরাণে চ। চিন্মাত্রাশ্রয়মারান্তাঃ শক্ত্যাকারে বিজ্ঞোক্তমাঃ। অহুপ্রবিষ্টো বা সন্নিহিত-  
করা স্বয়ং প্রভা। সা শিবা পরমা দেবী শিবা ভিন্না শিবকরীতি। তস্মাৎ কারণব্রহ্মণোহপি  
মায়াক্রিয়াদিসংজ্ঞা এব মুখ্যঃ ব্রহ্মবিষ্ণুাদিসংজ্ঞাস্ত গোণাঃ। তত্ত্বদ্ব্যুপাধিষু তেবাং  
শক্তেঃ কণ্ঠশক্ত্যানাত্তত্র শক্তিকরনে প্রমাণাত্মবাদগোরবাচ। তস্মাৎ কারণব্রহ্মোপাসকেন  
মায়াক্রিয়পরা মূলপ্রকৃতিভগবতী দেবীত্যাদিমুখ্যশব্দৈরেব কারণঃ ব্রহ্মোপাস্তম্ নহু ব্রহ্ম-  
বিষ্ণুাদিশব্দৈরিত্যেব ভবম্। অতএব কারণব্রহ্মণঃ শক্তিতত্ত্বমিতি সংজ্ঞা শৈবসিদ্ধান্তে  
প্রসিদ্ধা শাক্তদর্শনে চেতালম্প্রসক্তানুপ্রসক্তা। বস্ততস্ত পূর্বত্র পরমাশ্রয় ইচ্ছয়েত্যেব  
পূর্ববচনার্থঃ। ত্রীরূপস্তেত্যস্ত সিন্ধুকরেন্ত্যেনেদাহর ইতি পূর্বত্র ব্যাখ্যাতং তদা ন কোহপি  
দোষঃ। ইখং বৈষ্ণবমতমরূঢ়া বিনিন্দ্যাবিষ্টাত্তদেবীনাং দেবানাঞ্চ সাধারণমূর্তীনাং নিরা-  
কারণব্রহ্মণো মায়াবিশিষ্টাঃ পত্তিমাহ সর্বত্রষ্টাদাবিতি। আদৌ প্রথমং সর্বত্রষ্টাদা মায়াক্রিয়শব্দঃ  
পরমেশ্বরোহপকীকৃততত্ত্বাত্মকহিরণ্যগর্ভোপত্তিয়ারা পঞ্চমহাত্মাত্মকব্রহ্মাণ্ডোপত্তানন্তর-  
মিত্যর্থম্। বোধ্যম্। সিন্ধুকন্ সৃষ্টানাং পদার্থানামধিষ্টাত্তদেবতাঃ সৃষ্টমিচ্ছন্ পরমাশ্রয়নোহংশ  
ইব তস্মিন্ বিদ্যমানেন কালেন প্রেরিতঃ সন্ ॥ ২৬ ॥

স্বেচ্ছাময়ো যতো ভবতি ততো হেতোঃ স্বেচ্ছয়া শক্ত্যার্বিনারীশ্বররূপেণ বিধা বভূবে-  
ত্যর্থঃ। তত্র স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়েতি পদধরেন বিধা ভবনং প্রকৃতেরেব কার্যম্। তৎপ্রকৃতেঃ  
কার্যমাত্মজারোপেণ ভাসত ইত্যুক্তং ভবতি। তথা চার্বিনারীশ্বররূপেণ মূলপ্রকৃতিরেব  
পুণিণামং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। সা চ প্রকৃতিচৈতন্ত্যরহিতা নৈব তিষ্ঠতীতি তদধিষ্ঠানং বিবর্ত-  
কারণং সর্বত্রাহুগজ্জয়েব ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ। যখন সর্বপ্রথমে তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিতে বাসনা করেন, তখন একমাত্র  
ত্রীরূপে তঁর আর কেহই বিদ্যমান ছিল না, পরিশেষে সেই প্রভুই কামপ্রেরিত হইয়া অংশে  
সৃষ্টিকার্যে উদ্ভোগী হন ॥ ২৬ ॥ পরে সেই স্বেচ্ছাময় স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিধা বিবর্ত হইলে



তাং দদর্শ মহাকামী কামাধারাঃ সনাতনঃ ।  
 অতীবকমনীয়াঃ চাক্ষুশকল্পসমিতাম্ ॥ ২৮ ॥  
 চন্দ্রবিম্ববিনিম্যকনিতম্বযুগলাঃ পরাম্ ।  
 হুচাক্ষুশকদলীভূতমিন্দিতশ্রোণিসুন্দরীম্ ॥ ২৯ ॥  
 শ্রীযুক্ত শ্রীকলাকারন্তনযুগামনোরমাম্ ।  
 পুষ্পজুষ্ঠাঃ হুবলিতাঃ মধ্যক্ষীণাঃ মনোহরাম্ ॥ ৩০ ॥  
 অতীবসুন্দরীঃ শাস্তাঃ সন্মিতাঃ বক্রলোচনাম্ ।  
 বহিঃশঙ্কাঃ শুকাধারাঃ রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ৩১ ॥  
 শঙ্খচক্ৰকোরাভ্যাং পিবন্তীঃ সততং মৃদা ।  
 কৃষ্ণা মুখচন্দ্রক চন্দ্রকোটিবিনিমিতম্ ॥ ৩২ ॥  
 কন্তুরীবিদুনা সার্কমধঃচন্দনবিদুনা ।  
 সমং সিন্দূরবিদুঞ্চ ভালমধ্যে চ বিদ্রুতীম্ ॥ ৩৩ ॥  
 বক্রিমং কবরীভারং মালতীমাল্যভূষিতম্ ।  
 রত্নেন্দ্রসারহারঞ্চ দধতীং কান্তকামুকীম্ ॥ ৩৪ ॥

উৎপত্তানন্তরং বৃত্তমাহ তাং দদর্শেতি ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রবিম্বং বিনিম্যৎ যন্ত তাদৃশমেকং মিলিতং নিতম্বযুগলং যন্তাঃ । কদলীভূতো  
মিন্দিতো যরা তয়া শ্রোণ্যা লক্ষণয়া শ্রোণ্যগোভাগেন সুন্দরী ॥ ২৯ ॥

শ্রীকলং বিবক্ষলম্ । মৌলৌ পুষ্পজুষ্ঠাঃ সেবিতাম্ ॥ ৩০ ॥

বক্রলোচনাং কটাক্ষবতীম্ ॥ ৩১—৩২ ॥

কন্তুরীবিদুনেতি । সৌম্যসুগন্ধিধৌ সিন্দূরবিদুস্তদধঃ কামীরচন্দনবিদুস্তদধঃ কন্তুরীতি  
লিখিতোৎপত্তিঃ ॥ ৩৩ ॥

বক্রিমং কুটিলম্ । কবরী কেশসম্মিবেশঃ ॥ ৩৪ ॥

তাহার বামভাগে শ্রী এবং দক্ষিণাংশ পুরুষরূপে পরিণত হয় ॥ ২৮ ॥ তৎক্ষণে সেই সনাতন  
হাক্ষরী কামের একমাত্র আধার লোচনলোভনীর হুচাক্ষুশকল্পসমিতা বাবাসিন্ধুভা  
মণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ॥ ২৮ ॥

এ কামিনীর নিতম্বযুগল চন্দ্রমণ্ডলকে তিরস্কৃত করিয়াছে, তাহার উরুযুগল দর্শন  
করিলে কদলী ভূত ভুক্ত হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥ তাহার অন্তরে হুচাক্ষুশকল্পযুগলের আভি  
লাষে, কবরীরূপে পুষ্প সকল বিভ্রান্ত, মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ, দেখিতে অতি মনোহর ॥ ৩০ ॥  
অতীব সুন্দরী, মূর্তি অতি প্রশান্ত, আভ্যুদয়ে হস্ত সংলগ্নই রহিয়াছে, দুই অঙ্গাঙ্কে সংলগ্ন,  
পরিধাম অনল বিভূত উৎকৃষ্ট বস্ত্র, সর্বাঙ্গ রত্নময় ভূষণে বিভূষিত ॥ ৩১ ॥

তাহারও সন্মলচকোর আনন্দে নিরন্তর শ্রীকঙ্কর কোটিচক্রেবিনিমিত মুখচন্দ্র পান  
করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ তাহার ললাটেই সিন্দূর বিদু, চক্ৰপরিচন্দন বিদু এবং তাহার উপর

কোটি চন্দ্রপ্রভা হৃৎপুষ্পোপাতাসমবিতাম্ ।  
 গমনেন রাজহংসগজগর্ভবিনাশিনীম্ ॥ ৩৫ ॥  
 দৃষ্টা তাং তু তন্না সর্পিঃ সানৈলো রাসমণ্ডলে ।  
 রাসোল্লাসেবু রসিকো রাসকীড়াং চকার হ ॥ ৩৬ ॥  
 নানাধিকারশৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারো মৃতিমানিব ।  
 চকার স্বখসন্তোঃগং বাবধৈ ব্রহ্মণোদিনম্ ॥ ৩৭ ॥  
 ততঃ স চ পরিপ্রাস্তস্ততা যোনৌ জগৎপিতা ।  
 চকার বীৰ্য্যাধানঞ্চ নিত্যানন্দে শুভক্ৰণে ॥ ৩৮ ॥  
 গাত্রতো যোষিতস্ততাঃ সুরতাস্তে চ সুরত ! ।  
 নিঃসসার অমজলং প্রাস্তারান্তেজসা হরেঃ ॥ ৩৯ ॥  
 মহাক্রমণক্লিষ্টায়া মিঃখাসচ বভূব হ ।  
 তদা বত্রে অমজলং তৎসর্বং বিশ্বগোলকম্ ॥ ৪০ ॥

পুষ্পোপাতা পুষ্পোপাতা রাজহংসগজগর্ভবিনাশিনীম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

শৃঙ্গারঃ কুর্করিত্তি শেবঃ । আব্রহ্মণো দিনপরিমিতকালপর্য্যন্তম্ ॥ ৩৭ ॥

শুভক্ৰণে শুভকালে ॥ ৩৮ ॥

অমজলং বসন্তজলম্ ॥ ৩৯ ॥

মহাক্রমণঃ মহালিঙ্গনঃ পক্ষীকৃতপক্ষমহাত্তাজকং বিশ্বগোলকং পূৰ্ব্বমেব জাতং তৎ-  
 সর্বং অমজলং বত্রে আব্রহ্মণোদিতার্থঃ । অতোহপি জাপকাৎ পক্ষমহাত্তোৎপত্তাসম্ভব-  
 মেবেবমধিষ্ঠাতৃদেবতানাশুৎপত্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ৪০ ॥

কস্তুরী প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ তাঁহার মস্তকের কবরীতার ঈষৎ বক্র, তাহাও আবার  
 মালতীমালার বিভূষিত, গলদেশে সর্কোৎকৃষ্ট রত্নহার বিরাজিত এবং তিনি নিরন্তরই কেবল  
 কাঙ্ক্ষিত প্রতি শ্রাবণী ॥ ৩৬ ॥ তাঁহার রূপ দেখিলে বোধ হয় যেন একেবারে কোটিচন্দ্র  
 সমুদিত হইয়াছে, তাঁহার গমন দর্শনে রাজহংস ও মাতঙ্গের গর্ভ বর্ক হইয়া যায় ॥ ৩৭ ॥

মুনিবর ! রাসোল্লাসেবু রসিকো রাসকীড়াং চকার অর্থাৎ অপাঙ্গে বিরাজমান  
করিতেছেন তাঁহার হৃৎ পুষ্পোপাতা রসিক রাসকীড়া আব্রহ্মণো ক্লি-  
ষ্টম্ ॥ ৩৬ ॥ যেন পুষ্পোপাতা স্বখ মৃতিমান হইয়া বিবিধ শৃঙ্গার-স্বখ সন্তোঃগ পরিভে-  
দ্যমান । এমন কি, ঐ শৃঙ্গার ব্রহ্মণো এক দিন বিশত হইল ॥ ৩৭ ॥ তখন জগৎপিতা  
প্রস্তুত হইয়া শুভক্ৰণে সেই বাসাধিপতী সমীপবাসিনী বীৰ্য্যাধান করিলেন ॥ ৩৮ ॥  
অতঃপর কাকমিষ্টকনে নিজস্ব স্নাত হইয়া হইলেন বসিকা সুরতাস্তে তাঁহার গাত্র হইতে  
বসন্তজল নিগলিত এক দম বস নিখিল নিপতিত হইতে শালিল । তাঁহারই গর্ভ অমজলং  
পরিণত হইয়া সব বিশ প্রাপিত করিল, এবং সেই মিঃখাস বত্রেই বাসন্ত সামণ করিল ।

স চ নিশ্বাসবায়ুশ্চ সৰ্বাধারো বভূব হ ।  
 নিশ্বাসবায়ুঃ সৰ্ব্বেষাং জীবিনাঞ্চ ভবেচ্ চ ॥ ৪১ ॥  
 বভূব মূৰ্ত্তিমহায়োৰ্বীমাক্ষাং প্রাণবল্লভা ।  
 তৎপত্নী সা চ তৎপুত্রাঃপ্রাণাঃ পঞ্চ চ জীবিনাম্ ॥ ৪২ ॥  
 প্রাণোহপানঃ সমানশ্চৈদানব্যানো চ বায়বঃ ।  
 বভূবুরেষ তৎপুত্রা অধঃপ্রাণাশ্চ পঞ্চ চ ॥ ৪৩ ॥  
 ঘৰ্ম্মতোয়াধিদেবশ্চ বভূব বরুণো মহান্ ।  
 তন্নামাক্ষাচ্চ তৎপত্নী বরুণানী বভূব সা ॥ ৪৪ ॥  
 অথ সা কৃষ্ণচিহ্নক্ৰিঃ কৃষ্ণগৰ্ভং দধার হ ।  
 শতমম্বস্তুরং বাবম্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪৫ ॥  
 কৃষ্ণপ্রাণা হি দেবী সা কৃষ্ণপ্রাণাধিকপ্রিয়া ।  
 কৃষ্ণস্ত সঙ্গিনী শম্বৎকৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৪৬ ॥  
 শতমম্বস্তুরাস্তে চ কালেহতীতেহপি স্তন্দরী ।  
 স্তুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরম্ ॥ ৪৭ ॥

জীবিনাং প্রাণিনাম্ ॥ ৪১ ॥

মূৰ্ত্তিমহায়োরিত্যানেন তন্নিবেশ সময়ে প্রকৃত্য। সৰ্ব্বপ্রাণিনাং নিশ্বাসবায়োরনিষ্ঠাতী মূৰ্ত্তি-  
 রপি প্রকটীকৃত্যেতি বোধ্যম্ । পত্নী চ মূৰ্ত্তিমতী প্রাণাঃ পঞ্চপুত্রা অপি পঞ্চপ্রাণানামধি-  
 দেবতারূপা এব ॥ ৪২ ॥

অধঃপ্রাণাঃ কনিষ্ঠা বে প্রাণাঃ নাগাদয়ঃ পঞ্চ তেষামপ্যধিদেবঃ পঞ্চ তদৈবোৎপাদিতা  
 ইত্যাহ বভূবুরেবেতি । এতে দশপ্রাণাধিদেবা বায়ুপত্নীত উৎপত্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ঘৰ্ম্মত ভোরস্ত চাধিদেবো বরুণো বভূব প্রকৃত্য। উৎপাদিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

ডিম্বং বালকম্ ॥ ৪৭ ॥

জগতস্থ জীবনিবহের জীবনরূপে পরিণত হইল ॥ ৩৯—৪১ ॥ বায়ুদেবের বামাক হইতে যে  
 রমণীর উৎপত্তি হয়, তিনিই ঐ বায়ুদেবের পত্নী এবং তৎসংসর্গে (প্রাণ, অপান, সমান,  
 উদান ও ব্যান) নামে যে পঞ্চ পুত্রের উৎপত্তি হয়, উহারাই জীবনগণের পঞ্চপ্রাণ । তন্নির  
 বায়ুপত্নী গর্ভে নাগাদি আর পাঁচটি অধঃপ্রাণের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ৪২-৪৩ ॥ ঘৰ্ম্মবারি হইতে  
 যে ভলের উৎপত্তি হয়, বরুণদেব উহার অধিষ্ঠাতা এবং বরুণদেবের বামাক হইতে যে  
 রমণীর উৎপত্তি হয়, তিনিই বরুণপত্নী বরুণামী ॥ ৪৪ ॥ এদিকে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানরূপা শক্তি  
 শ্রীকৃষ্ণ সহবাসে শত মম্বস্তুর পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিলেন । ব্রহ্মতেজে উহার শরীর উজ্জল  
 জ্যোতি ধারণ করিল ॥ ৪৫ ॥ কৃষ্ণই উহার জীবন, আবার তিনিই কৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষাও  
 প্রিয়তম পদার্থ । নিরন্তরই কৃষ্ণ সংসর্গে অবস্থিত, এমন কি মৃত্যু কৃষ্ণের রক্তঃস্রব আশ্রয়  
 করিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥ অমন্তুর শত মম্বস্তুর কাল সহ্যীত হইলে সেই



দৃষ্টা ডিম্বক সা দেবী হৃদয়েন ব্যদুয়ত ।  
 উৎসসর্জ চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে ॥ ৪৮ ॥  
 দৃষ্টা কৃষ্ণচ তজ্যাগং হাহাকারককার হ ।  
 শশাপ দেবীং দেবেশস্তংকণক যথোচিতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 যতোহপত্যাং স্বয়া ত্যক্তং কোপশীলে । চ নিষ্ঠুরে । ।  
 ভব স্বমনপত্যাপি চাদ্যপ্রভৃতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫০ ॥  
 যা যাস্তদংশরূপাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুরজিয়ঃ ।  
 অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্বাস্তংসমা নিত্যযৌবনাঃ ॥ ৫১ ॥  
 এতশ্চিস্তুরে দেবীজিহ্বাগ্রাং সহসা ততঃ ।  
 আবির্ভব কঠৈকা শুক্লবর্ণা মনোহরা ॥ ৫২ ॥  
 শ্বেতবস্ত্রপরিধানা বীণাপুস্তকধারিণী ।  
 রত্নভূষণভূষাঢ্যা সর্বশাস্ত্রাধিদেবতা ॥ ৫৩ ॥  
 অথ কালান্তরে সা চ দ্বিধারূপা বভূব হ ।  
 বামার্দ্ধাঙ্গাচ্চ কমলা দক্ষিণার্দ্ধাচ্চ রাধিকা ॥ ৫৪ ॥

ব্যদুয়ত ভয়ঙ্করঃ মহাস্তং বালকং দৃষ্টা হৃদয়েনাত্তঃকরণাবচ্ছেদেন চকম্পে ইত্যর্থঃ ।  
 যথাভিলষিতসুকুমারবালকাতাবপ্রযুক্তসজ্জাতকোপেন ব্রহ্মাণ্ডগোলকে যজ্জলং তশ্চিস্তংস-  
 সর্জ ॥ ৪৮—৫১ ॥

জিহ্বাগ্রাং কৃষ্ণবধূজিহ্বাগ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

সা চেতি । কৃষ্ণস্ত্রীত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

সুন্দরী সুবর্ণবর্ণ এক ডিম্ব প্রসব করিলেন । ঐ ডিম্বই বিশ্বাধারের একমাত্র আধার ॥ ৪৭ ॥  
 তখন কৃষ্ণকাক্সা সেই ডিম্ব দর্শনে মনে মনে সাতিশয় হঃখিত হইলেন এবং রোষভরে সেই  
 ডিম্ব ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তী সলিলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৮ ॥ তদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাহাকার শব্দ  
 করিয়া উঠিলেন এবং তৎকণাৎ যথোচিত শাপ প্রদানপূর্বক কহিলেন, কোপনে!  
 নিষ্ঠুরে! তুমি যখন রোষভরে স্বপ্রসূত অপত্যটি পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আমি  
 বলিতেছি, তুমি নিশ্চয়ই আজি অবধি অপত্যধনে বঞ্চিত হইবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ তন্নিম্নে যে  
 সমস্ত দিব্যজিন্সা তোমার আশ্রয় হইতে সঙ্কুত হইবেন, তাঁহারাও সকলে স্থিরযৌবনা হইয়া  
 তোমার ভ্রম অপত্যধনে বঞ্চিতা হইবেন ॥ ৫১ ॥

মুমিবরঃ । শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা সেই কৃষ্ণ-  
 প্রিয়াক্ষ জিহ্বাগ্রতঃ হইতে শ্বেতবর্ণা কতি মনোহরা এক কস্তুর উৎপত্তি হইল ॥ ৫২ ॥  
 তাঁহার পরিধান শুক্লবস্ত্র, হস্তে বীণা ও পুস্তক এবং সর্বাক্ষর স্বরময় ভূষণে বিভূষিত ।  
 তিনিই সমুদয় শাস্ত্রের অধিদেবতা ॥ ৫৩ ॥ কিছুকাল পরে সেই কৃষ্ণপ্রিয়া মূলপ্রভৃতি হই

এতস্মিন্মন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।

দক্ষিণার্দ্ধশ্চ দ্বিভুজো বামার্দ্ধশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৫ ॥

উবাচ বাণীং কৃষ্ণস্তাং হৃদস্ত কামিনী ভব ॥

অত্রৈব মানিনী রাধা তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥

এবং লক্ষ্মীঞ্চ প্রদদৌ ভূক্টো নারায়ণায় চ ।

স জগাম চ বৈকুণ্ঠে তাত্যাং সার্কং জগৎপতিঃ ॥ ৫৭ ॥

অনপত্যে চ তে হে চ জাতে রাধাংশসম্ভবে ।

ভূতা নারায়ণাক্ষ পাৰ্শ্বদাশ্চ চতুর্ভুজাঃ ॥ ৫৮ ॥

তেজসা বয়সা রূপগুণাত্যাঞ্চ সমা হরেঃ ।

বভূবুঃ কমলাক্ষাচ্চ কাসীকোট্যশ্চ তৎসমাঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ গোলোকনাথস্ত লোম্বাং বিবরতো যুনে ! ।

ভূতাশ্চাসম্ব্যগোপাশ্চ বয়সা তেজসা সমাঃ ॥ ৬০ ॥

বাণীং জিহ্বাগ্রাজ্জাতাং কৃষ্ণো দ্বিভুজঃ । অস্ত চতুর্ভূজনারায়ণস্ত মানিনী রাধা অত্রৈব ময়িকটে এব স্থাস্তি মম পত্নী ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । যতো মানিনী ততস্তবৈতস্তাট্টিকপতিভে সামান্যাদিকরণ্যং ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তাত্যাং লক্ষ্মীসরস্বতীভ্যাম্ ॥ ৫৭ ॥

অনপত্যে পূর্বেকৃতশাপাদ্যতো রাধাংশসম্ভবে ততঃ । নারায়ণাক্ষবৈকুণ্ঠাধিপতেশ্চতুর্ভুজাং ॥ ৫৮—৫৯ ॥

গোলোকনাথস্ত দ্বিভুজকৃষ্ণস্ত ভূতা জাতাঃ ॥ ৬০—৬৩ ॥

ভাগে বিভক্ত হইলেন । তাঁহার বামার্দ্ধ হইতে কমলা এবং দক্ষিণার্দ্ধ হইতে রাধিকার উৎপত্তি হইল ॥৫৪॥ এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণও দ্বিধা বিভক্ত হইলেন । তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধ হইতে দ্বিভুজ এবং বামার্দ্ধ হইতে চতুর্ভুজ মূর্তির আবির্ভাব হইল । তখন শ্রীকৃষ্ণ বাণাধারিণী বাণীকে কহিলেন, দেবি ! তুমি এই দ্বিভুজ পুরুষের কামিনী হও এবং রাধাকে কহিলেন, রাধে ! তুমি অতিমানবতী, অতএব তুমি আমার পত্নী হও, তোমার মঙ্গল হইবে ॥৫৫-৫৬॥ শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকেও দ্বিভুজ নারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন । তখন জগৎপতি নারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়কে সমতিবাহারে লইয়া বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন ॥৫৭॥

যুনিবর ! শ্রীকৃষ্ণের অতিসম্পাতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই অগত্যাধমে বর্জিত । চতুর্ভুজ নারায়ণের অঙ্গ হইতে তাঁহার অঙ্গরূপ কচকগুলি পার্শ্বচরের উৎপত্তি হইল ॥৫৮॥ তাঁহার সকলেই রূপে, গুণে, ভেদে ও বয়সে তাঁহার তুল্য । এদিকে কমলার স্তর হইতেও, তাঁহার তুল্য রূপগুণশালিনী কোটি কোটি পার্শ্বচারিণীর উৎপত্তি হইল ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে অসংখ্য গোপের উৎপত্তি হইল । তাঁহার

রূপেণ চ গুণেনৈব বলেন বিজ্ঞমেণ চ ।  
 প্রাণতুল্যপ্রিয়াঃ সৰ্ব্বৈ বভূবুঃ পার্শ্বদা বিতোঃ ॥ ৬১ ॥  
 রাধাকলোমকূপেভ্যো বভূবুর্গোপকঙ্কাকাঃ ।  
 রাধাতুল্যাশ্চ তাঃ সৰ্ব্বা রাধাদাস্তাঃ প্রিয়স্বদাঃ ॥ ৬২ ॥  
 রত্নভূষণভূষাঢ্যাঃ শশ্বৎস্থস্থিরযৌবনাঃ ।  
 অনপত্যাশ্চ তাঃ সৰ্ব্বাঃ পুংসঃ শাপেন সন্ততম্ ॥ ৬৩ ॥  
 এতস্মিন্নস্তরে বিপ্র ! সহসা কৃষ্ণদেবতা ।  
 আবিস্কৃত্ব চুৰ্গা সা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ৬৪ ॥  
 দেবী নারায়ণীশানা সৰ্ব্বশক্তিঃস্বরূপিণী ।  
 বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কৃষ্ণা পরমাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥  
 দেবীনাং বীজরূপা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।  
 পরিপূর্ণতমা তেজঃস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৬ ॥

. এতস্মিন্নস্তর ইতি । রাধাকৃষ্ণশরীরবিভাগসময়ে বিকোঃ পরমাত্মনো মায়াশক্তিচুৰ্গা-  
 রূপেণ প্রাত্ত্বভবেত্যর্থঃ । যথা লক্ষ্মীসরস্বত্যৌ রাধাবতারৌ তথা চুৰ্গা ন রাধাবতারঃ । কিন্তু  
 মূলপ্রকৃতেরেব সাক্ষাদবতার ইতি ভাবঃ । লক্ষ্মীসরস্বত্যৌ রাধাবতারাৱপি মূলপ্রকৃতেঃ  
 পূর্ণাবতারাৱেব প্রথমাধ্যায়স্থবচনাৎ । সাক্ষান্মূলপ্রকৃতেচুৰ্গা রাধাতত্ত্ব লক্ষ্মীসরস্বত্যা-  
 বেতাবানেব বিশেষঃ ॥ ৬৪ ॥

সাক্ষাদবতারত্বেনাধিকং মহিমানং চুৰ্গায়া বর্ণয়তি দেবীত্যাদিনা । নারায়ণী লক্ষ্মীস্বত-  
 ্বরূপত্বাদিরমপি নারায়ণী । বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী অত্র বুদ্ধিশব্দেনাস্তঃকরণং পরমাত্মনো গৃহ্যতে ।  
 সরস্বত্যাঃ পৃথগ্বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রীত্বেনাভিধানাৎ পরমাত্মন ইত্যাৱলক্ষণং ব্যাটীকীবানামপি । তথাচ  
 সগতিব্যাটীক্যঃকরণাধিষ্ঠাত্রী চুৰ্গেত্যর্থঃ ॥ ৬৫—৬৬ ॥

সকলেই রূপে, গুণে, পরাক্রমে ও বরসে গোলোকনাথের অমুরূপ ; এমন কি তাঁহারা  
 সকলেই সেই বিদুর প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্র ॥ ৬০—৬১ ॥ রাধিকার লোমকূপ হইতে গোপ-  
 কঙ্কাগণের উৎপত্তি হইল । গোপাঙ্গনাগণ সকলেই রাধার অমুরূপা, সকলেই রাধার পার্শ্ব-  
 চরী এবং সকলেই প্রিয়স্বদা ॥ ৬২ ॥ তাঁহাদিগের সৰ্ব্ব শরীর রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা  
 এবং সকলেই স্থস্থিরযৌবনা ; অীকৃষ্ণের অভিলাষে তাঁহাদিগের কাহারও সন্তান সন্ততি  
 হয় নাই ॥ ৬৩ ॥

বিপ্রবর ! এদিকে এই দেবী সহসা কৃষ্ণদেবতা, সনাতনী বিষ্ণুমায়া চুৰ্গার উৎপত্তি  
 হইল ॥ ৬৪ ॥ উনিই নারায়ণী, উনিই ঈশানী, উনিই সকলের শক্তিরূপিণী এবং উনিই  
 পরমাত্মরূপী অীকৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৬৫ ॥ তাঁহা হইতেই অসংখ্য দেবীগণের  
 উৎপত্তি হইয়াছে, উনিই মূলপ্রকৃতি এবং উনিই ঈশ্বরী, তাঁহাতে অপূর্ণতার লেশমাত্র



তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা কোটিসূর্য্যসমপ্রভা ॥ ৬৬ ॥  
 ঈষদ্বাস্ত্রপ্রসন্নাস্তা সহস্রভূজসমুদ্রা ॥ ৬৭ ॥  
 নানাশস্ত্রাশ্চনিকরং বিভ্রতী সা ত্রিলোচনা ।  
 বহিঃশূক্ৰাংগুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ৬৮ ॥  
 যস্তাশ্চাংশাংশকময়া বভূবুঃ সৰ্ব্বযোষিতঃ ।  
 সৰ্ব্বেষাং বিশ্বস্থিতা লোকা মোহিতাঃ স্যুচ্চ মায়া ॥ ৬৯ ॥  
 সৰ্ব্বেষাং স্বর্গ্যপ্রদাত্রী চ কামিনাং গৃহবাসিনাম্ ।  
 কৃষ্ণভক্তিপ্রদা যা চ বৈষ্ণবামাঞ্চ বৈষ্ণবী ॥ ৭০ ॥  
 মুমুকুগাং মোক্ষদাত্রী স্থখিনাং স্থখদায়িনী ।  
 স্বর্গেষু স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ গৃহলক্ষ্মীগৃহেষু চ ॥ ৭১ ॥  
 তপস্বিষু তপস্তা চ শ্রীরূপা তু নৃপেষু চ ।  
 যা বহৌ দাহিকারূপা প্রভারূপা চ ভাস্করে ॥ ৭২ ॥  
 শোভারূপা চ চন্দ্রে চ যা পদ্মেষু চ শোভনা ।  
 সৰ্ব্বশক্তিস্বরূপা যা শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ॥ ৭৩ ॥

লোকাঃ ব্রহ্মানয়ঃ মায়ায়া যন্তা মায়েত্যর্থঃ । তেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীমিতি স্পষ্ট-  
 মেবোক্তং ভবতি ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণভক্তিপ্রদাত্রী কৃষ্ণলক্ষ্মী যোগিকার্ধেন পরমাত্মবাচকঃ । তথা চ স্বরূপভূতপরমা-  
 ত্মনো ভক্তেদাত্রীত্যর্থঃ । বৈষ্ণবানামুপাস্তা বৈষ্ণবীলক্ষ্মীভূতরূপেত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭৩ ॥

নাই । উনিই তেজঃস্বরূপা এবং উনিই ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৬ ॥ উহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের  
 জায় উজ্জল, সৌন্দর্য্য দর্শনে বোধ হয় যেন, একেবারে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে ।  
 ঈষৎ হস্তে আস্ত্রদেশ সত্তত প্রসন্ন, হস্ত সংখ্যার সহস্র ॥ ৬৭ ॥ এবং সকল হস্তেই নানাবিধ  
 অস্ত্র শস্ত্র । সেই ত্রিলোচনার পরিধান অগ্নিবিশুদ্ধ উজ্জলবর্ণ রত্ন, এবং অদ্ভুত  
 প্রকার রত্নভূষণ তাহার আর ইয়ত্তা নাই ॥ ৬৮ ॥ উহারই অংশ এবং উহারই অংশের অংশ  
 হইতে সমুদার রমণীর সমুদ্র হইয়াছে, উহারই মায়াপ্রভাবে জগতের সমুদার লোক  
 মুগ্ধ ॥ ৬৯ ॥ গৃহভূষণ যে যে রূপ ঈষদ্বা কামনা করে, উনি তাহাদিগকে তাহাই প্রদান  
 করেন, উনিই কৃষ্ণভক্তিদিগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, এমন কি উনিই বৈষ্ণব-  
 গণের বৈষ্ণবী শক্তি ॥ ৭০ ॥ উনি মোক্ষপ্রদাত্রীদিগকে মোক্ষ এবং স্থখপ্রদাত্রীদিগকে  
 স্থখ প্রদান করিয়া থাকেন । উনি স্বর্গের স্বর্গলক্ষ্মী এবং গৃহের গৃহলক্ষ্মী ॥ ৭১ ॥ উনি  
 তপস্বিগণের তপ, রাজাদিগের রাজ্যশ্রী, অগ্নির দাহিকশক্তি, সূর্য্যের প্রভা, চন্দ্রের রমণী-  
 শ্রী, পদ্মের শোভা এবং পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা ॥ ৭২—৭৩ ॥ কি মায়া, কি

যয়া চ শক্তিমানাক্ষা যয়া চ শক্তিমজ্জগৎ ।  
 যয়া বিনা জগৎসর্বং জীবন্তমিব স্থিতম্ ॥ ৭৪ ॥  
 যা চ সংসারবৃক্ষস্ত বীজরূপা সনাতনী ।  
 স্থিতিরূপা বুদ্ধিরূপা কলরূপা চ নারদ ! ॥ ৭৫ ॥  
 ক্ষুৎপিপাসাদয়ারূপা নিদ্রা তন্দ্রা কমা ধৃতিঃ ।  
 শাস্তিলজ্জাতুষ্টিপুষ্টিভ্রাস্তিকাস্ত্যাদিরূপিণী ॥ ৭৬ ॥  
 সা চ সংসৃত্ব সর্বেশং তৎপুরং সমুবা স হ ।  
 রত্নসিংহাসনং তন্ত্ৰৈ প্রদদৌ রাধিকেশ্বরঃ ॥ ৭৭ ॥  
 এতন্নিমন্তরে তত্র সজ্জীকং চ চতুর্শূখং ।  
 পদ্মনাভে নীতিপদ্মাস্নিঃসসার মহামুনে ! ॥ ৭৮ ॥  
 কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমাংস্তপস্বী জ্ঞানিনাম্বরঃ ।  
 চতুর্শূখৈস্তত্ত্বক্টাব প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৭৯ ॥  
 সা তদা হৃন্দরী সৃষ্টা শতচন্দ্রসমপ্রভা ।  
 বহিঃশুক্রাঃ শুকাধানা রত্নভূষণভূষণা ॥ ৮০ ॥

সর্বেশং মূলপ্রকৃতে: পূর্ণবতারং স্বয়াং প্রথমত: প্রাহুর্ভূতং বরসাধিকং শ্রীকৃৎ সংসৃত্ব-  
 রেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

নিঃসসারেতি সজ্জীকঃ সাবিত্রীস্ত্রিয়া সহিত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

তং স্বাপেক্ষয়া বরসা জ্ঞানেন চাধিকং শ্রীকৃৎ ভূষ্টাবেত্যর্থঃ ॥ ৭৯—৮০ ॥

জগৎ, সমস্তই উহঁ। যারা শক্তিশালী, উনি ভিন্ন সমুদায় জগৎ জীবন্ত প্রায় হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

নারদ ! উনি সংসার বৃক্ষের বীজ, উনিই সনাতনী, উনিই স্থিতি, উনিই বুদ্ধি, উনিই কল, উনিই ক্ষুধা, উনিই পিপাসা, উনিই দয়া, উনিই নিদ্রা, উনিই তন্দ্রা, উনিই কমা, উনিই ধৃতি, উনিই শাস্তি, উনিই লজ্জা, উনিই পুষ্টি, উনিই তুষ্টি এবং উনিই কান্তি-  
 রূপিণী ॥ ৭৫—৭৬ ॥ সেই মূলপ্রকৃতি সর্বেশ্বর শ্রীকৃৎকে ভব করিয়া তাঁহার সমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন রাধিকেশ্বর তাঁহাকে বসিতে সিংহাসন প্রদান করিলেন ॥ ৭৭ ॥

যে মহামুনে! এই সজ্জ-পদ্মনাভের নীতিপদ্ম হইতে অসীম কবীরমূর্ত্তি সাক্ষীপত্নী সম-  
 বিত চতুর্শূখ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল ॥ ৭৮ ॥ সেই কমণ্ডলুধারী জ্ঞানিগণাঙ্গণা তপঃপন্নয়ন  
 শ্রীমান্ চতুর্শূখ উৎপন্ন হইবামাত্র চারিদিকে শ্রীকৃৎকে ভব করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥ এদিকে  
 সেই হৃন্দরী শতচন্দ্রপ্রভা, অগ্নিবিভক বসনধারিণী বিবিধ ভূষণভূষিতা দেবী সাক্ষী

রত্নসিংহাসনে রম্যে সংস্কৃত সৰ্বকারণম্ ।

উবাস স্বামিনা সাক্ষং কৃষ্ণস্ত পুরতো মুদা ॥ ৮১ ॥

এতস্মিনস্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।

বামাঙ্কাজ্জো মহাদেবো দক্ষিণে গোপিকাপতিঃ ॥ ৮২ ॥

শুদ্ধক্ষটিকসঙ্কাশঃ শতকোটীরবিপ্রভঃ ।

ত্রিশূলপাট্টিশধরো ব্যাঘ্রচর্ম্মশিরো হরঃ ॥ ৮৩ ॥

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভজটাবারধরঃ পরঃ ॥

ভস্মভূষিতগাত্রশ্চ সস্মিতশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৮৪ ॥

দিগম্বরো নীলকণ্ঠঃ সূৰ্পভূষণভূষিতঃ ।

বিভ্রদক্ষিণহস্তেন রত্নমালাং হুসংস্কৃতাম্ ॥ ৮৫ ॥

প্রজপন্ পঞ্চবক্ত্রেণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।

সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৮৬ ॥

কারণং কারণানাঞ্চ সৰ্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিশোকভীতিহরং পরম্ ॥ ৮৭ ॥

এক এব কৃষ্ণো দ্বিধাতুত ইত্যর্থঃ ॥ ৮২—৮৪ ॥

রত্নমালাং রত্নমির্নিতাং অপোপযোগিনীমকমালাং হুসংস্কৃতাং মালাসংস্কারোদিতবিধিনা  
হুসংস্কৃতাং দক্ষিণহস্তেন বিভ্রৎ ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মজ্যোতির্ম্মারামবলসৰ্বকারণমূলপ্রকৃত্যাকব্রহ্মজ্যোতির্ম্মহং "প্রণবমায়াবীজাদিরূপং  
অপরিত্যর্থঃ । সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং সংস্কৃত্যেত্যর্থঃ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

বিশ্বের একমাত্র কারণস্বরূপ কৃষ্ণকে স্তব করিয়া পরমানন্দে স্বামি সঙ্গে রত্নময় সিংহাসনে  
অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮০—৮১ ॥

ঐ সময় কৃষ্ণও দ্বিধা বিভক্ত হইলেন, তাঁহার বামার্দ্ধ ভাগ মহাদেব এবং দক্ষিণার্দ্ধ  
গোপিকাপতি রূপে পরিণত হইল ॥ ৮২ ॥ মহাদেবের শরীরপ্রভা বিভক্ত ক্ষটিকের স্তার  
তত্ত্ববর্ণ; দেখিলে বোধ হয় যেন সুগন্ধ শতকোটি সূর্য্য সমুদিত হইরাছে । বাহ্যর হস্তে  
ত্রিশূল ও পাট্টিশ, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, শিরে তপ্ত কাঞ্চনের স্তার পিঙ্গলবর্ণ জটাবার,  
সর্কাজে ভস্ম বিলেপন, মুখে হাত এবং তালে অর্দ্ধচন্দ্র ॥ ৮৩—৮৪ ॥ বাহ্যর কটিতটে বস্ত্র  
মাই স্তবরাং দিগম্বর; বাহ্যর কণ্ঠ নীলবর্ণ, অঙ্গে সূৰ্প বিভূষণ, দক্ষিণ হস্তে অতি পরিপাটি  
রত্নমালা ॥ ৮৫ ॥ যিনি পঞ্চমুখে কেবল সনাতন বেদমন্ত্র অঙ্গ করিতেছিলেন । যিনি সত্য-  
স্বরূপ পরমাত্মস্বরূপ, ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, সমুদায় উপাদানেরও উপাদানস্বরূপ, সমুদায় মঙ্গলেরও  
মঙ্গলস্বরূপ, অমর মৃত্যু জরা ব্যাদি শোক ও ভয়ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া মৃত্যুকে অর



সংস্কৃতমুতোমুভ্যং তং যতো মৃত্যুঞ্জয়াতিথঃ ।

রত্নসিংহাসনে রম্যে সমুবাশ হরঃ পুরঃ ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে প্রকৃতি-  
তদুত্তরগণোৎপত্তিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

যতঃ শ্রীকৃষ্ণো মৃত্যোরপি মৃত্যুমারকস্ততস্তদতিরিক্ত শিবস্তাপি মৃত্যুঞ্জয়েতি সংজ্ঞা  
ইত্যর্থঃ । অত্র হুর্গা স্ত্রীধ্বেন মহাদেবার দত্তা শ্রীকৃষ্ণেনোত্যতদনুসঙ্গমপি নারদপুরাণাদব  
গম্যবাম্ ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করত মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিয়াছেন, সেই মহাজীব শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রত্নময় সিংহাসনে  
উপবেশন করিলেন ॥ ৮৮—৮৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রলোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের নবমস্কন্ধে প্রকৃতিপুরুষোৎপত্তি নামক দ্বিতীয়  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ • ॥

## \* তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

অথ ডিম্বো জলে তিষ্ঠন্ যাবদৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ।

ততঃ স কালে সহসা দ্বিধাত্তো বভূব হ ॥ ১ ॥

তন্মধ্যে শিশুরেকশ্চ শতকোটিরবিপ্রভঃ ।

কণং রোরুয়মাণশ্চ স্তনাক্ষঃ পীড়িতঃ ক্রুধা ॥ ২ ॥

পিত্রা মাত্রা পরিত্যক্তো জলমধ্যে নিরাশ্রয়ঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডাসম্মত্যাথো যো দদর্শৌর্কমনাথবৎ ॥ ৩ ॥

স্থলাৎ স্থলতমঃ সোহপি নান্মা দেবো মহাবিরাট্ ।

পরমাণুর্যথা সূক্ষ্মাৎ পরঃ স্থলাতথাপ্যসৌ ॥ ৪ ॥

দ্বিধাঃ সৌর্য্যবর্ষেণ চতুঃ বৎসরভাবিকম্ ।

ব্যবহিত্তস্ত সম্যগ্‌বখাবদতিধীরতে ।

অথ ডিম্ব ইতি । ডিম্বোহপি বালিশে বালে ইতি মেদিনীকোষাৎ । ডিম্বো বালো যো রাধায়া পূর্কঃ স্বমাজাতো জলে প্রকিপ্তঃ স যাবদব্রহ্মণো বয়স্তাবৎপরিমিতকালপর্য্যন্তং জলে তিষ্ঠন্ ততঃ স বালকঃ কালে পরিপূর্ণসময়ে জাতে সতি দ্বিধাত্তো বভূব । তদণ্ডং নির্ভীদ্য বহির্নির্গত ইত্যর্থঃ । অনেন চ গ্রহেন পূর্কঃ রাধায়া উদরাৎ পক্ষ্যণ্ডবদগুরুপেণ নির্গতঃ । স চ বৃহদগুরুপো ভয়াস্তরা জলে কিপ্তস্তদণ্ডং বহনা কালেন পুনর্ভিন্নং সন্ধিধা জাতং তন্মধ্যে পুরুষো বালকরূপোহয়ং স্থিত ইতি প্রতিভাতি । পুরাণান্তরে তদণ্ডমুদকে-শয়মিত্যাदिना तथैव प्रतिपादनात् ॥ ১ ॥

তদেবাহ তন্মধ্যে শিশুরেকশ্চেতি । স্তনাক্ষ ইতি । স্তনাবেকাক্ষো ভক্ষ্যমাণময়ং বস্ত স স্তনাক্ষঃ মাত্রা ত্যক্তত্বাৎ স্তনপানরহিতঃ । ক্রুধা ক্রুধ্যা পীড়িতো রোরুয়মাণঃ পুনঃ পুন-রোদনকর্ত্তাভবদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনাথবদিতি সর্কেষরাহুৎপরঃ স্বয়মসংখ্যব্রহ্মাণ্ডনাথঃ সন্নপি এতাদৃশীং চুর্কশাং প্রাপ্ত-বাংস্তদান্তস্ত কা কথান্নিন্ সংসারে । তন্মাক্ষিগয়ং সংসার ইতি সংসারাদ্বিরজ্যোতেত্যুক্তং ভবতি । উর্কঃ দদর্শ কো মম পালয়িতা তাদিত্যভিপ্রায়েণ ॥ ৩ ॥

পরমাণুরিত্তি । যথা পরমাণুঃ সূক্ষ্মাদপি পরঃ সূক্ষ্মত্বদয়ং স্থলাৎ স্থল ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! মূলশক্তিপ্রসূত যে ডিম্ব ব্রহ্মার বয়ঃপরিমিত কাল পর্য্যন্ত জলে ভাসমান ছিল, সেই ডিম্ব এক্ষণে যথোচিত সময়ে সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইল ॥ ১ ॥ ঐ ডিম্বমধ্যে শতকোটি সূর্য্যের স্তায় প্রভাবান্ এক শিশু বিদ্যমান ছিল । মাতা পরিত্যাগ করায় স্তনপান করিতে পার নাই, সুতরাং ক্রুধ্যার কাতর হইয়া কণকাল ভূয়োভূয় যোদন করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ যে বালক পরিণামে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বররূপে পরিণত, শিশুত্বাৎ বিহীন সেই বালক নিরাশ্রয় হইয়া জলমধ্যে হইতে উর্কভাগ অবলোকন করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ পরিশেষে ঐ বালকই একেবারে স্থলতম হইয়া মহাবিরাট্ নামে অভিহিত

তেজসা বোড়শাংশোহরং কৃষ্ণস্ত পরমাত্মনঃ ।  
 আধারঃ সৰ্ব্ববিশ্বানাং মহাবিশুশ্চ প্রাকৃতঃ ॥ ৫ ॥  
 প্রত্যেকং লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ ।  
 অস্ত্যপি তেষাং সংখ্যাঞ্চ কৃষ্ণো বক্তুং ন হি ক্ষমঃ ॥ ৬ ॥  
 সংখ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন ।  
 ব্রহ্মবিশুশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥  
 প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মবিশুশিবাদয়ঃ ।  
 পাতালাদব্রহ্মলোকাস্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৮ ॥  
 তত উর্দ্ধঞ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডাধ্বহিরেব সঃ ।  
 তত উর্দ্ধঞ্চ গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটীযোজনম্ ॥ ৯ ॥  
 নিত্যঃ সত্যস্বরূপশ্চ যথা কৃষ্ণস্তথাপ্যয়ম্ ।  
 সপ্তদ্বীপমিতা পৃথ্বী সপ্তসাগরসংযুতা ॥ ১০ ॥

অয়ং বিরাট কৃষ্ণস্ত বোড়শাংশো ভবতীত্যাহ তেজসেতি । শক্ত্যন্ত্যর্থঃ । প্রাকৃতঃ  
 রাধাপ্রকৃতেকুপমঃ ॥ ৫ ॥

বিরাজং বর্ণয়তি প্রত্যেকমিতি । সৰ্ব্বস্ত হুলসমষ্টিপ্রপঞ্চাধিপতিত্বাদেতদ্বর্ণনং যুক্তমেব ॥ ৬ ॥  
 সংখ্যা চেদিতি । চেদিতি নিপাতো যথা শব্দার্থকঃ । যথা বিশ্বানাং বিশ্বসম্বন্ধিরজসাং  
 যথা সংখ্যা ন কদাচ নাস্তি । তথাশ্চ শরীরে বিদ্যমানানাং ব্রহ্মবিশুশিবাদীনাং সংখ্যা  
 ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

প্রতিবিশ্বেষু প্রতিব্রহ্মাণ্ডেষু যতঃ সন্তি ততস্তেষাং সংখ্যানং ন বিদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ।  
 প্রসঙ্গেন ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপমাহ পাতালাদিতি ॥ ৮—৯ ॥

তথাপ্যয়ং তথৈবায়ম্ । প্রাকৃতপ্রলয়পর্যন্তমেতত্তাবস্থানান্নিত্যং ন তু পরমার্থতো নিত্য-  
 ত্বম্ । একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি ক্রতিবিরোধাত্ । ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপং বিশদয়তি সপ্তদ্বীপেতি ॥ ১০-১৪ ॥

হইয়াছে । যেমন পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতম পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই, সেইরূপ মহাবিরাট্  
 হইতে হুলতম পদার্থও আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৪ ॥ ঐ মহাবিরাটের প্রভাব পরমাত্মরূপী  
 ঐক্যের বোড়শাংশের একাংশ । কিন্তু রাধারূপা-প্রকৃতিসম্বৃত ঐ বালকই সমুদায় বিশ্বের  
 একমাত্র আধার এবং উনিই মহাবিশু নামে অভিহিত ॥ ৫ ॥ উহার প্রতিলোমকূপে অসংখ্য  
 বিশ্ব বিরাজ করিতেছে । এমন কি কৃষ্ণও সেই সকল বিশ্বের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ  
 নহেন ॥ ৬ ॥ যদিও কখন রজঃসংখ্যা পরিগণিত হইতে পারে, তথাপি বিশ্বের সংখ্যা গণনা  
 সম্ভবপর নহে এবং সেইরূপ কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু ও কত মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন,  
 তাহারও সংখ্যা নাই ॥ ৭ ॥ প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন,  
 পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এক এক ব্রহ্মাণ্ডের সীমা ॥ ৮ ॥ বৈকুণ্ঠধাম তাহার উর্দ্ধে  
 অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে অবস্থিত । আবার গোলোকধাম ঐ বৈকুণ্ঠধামের পঞ্চাশৎ কোটি  
 যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত আছে ॥ ৯ ॥ ঐক্য যেমন নিত্য ও সত্যস্বরূপ এই গোলোক-



উনপঞ্চাশদুপদ্বীপাসম্ব্যষ্টৈশলবনান্বিতা ।

উর্দ্ধং সপ্ত স্বর্গলোকা ব্রহ্মলোকসমন্বিতাঃ ॥ ১১ ॥

পাতালানি চ সপ্তাধশ্চৈবং ব্রহ্মাণ্ডমেব চ ।

উর্দ্ধং ধরায়া ভূলোকো ভুবলোকস্ততঃপরম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ পরঞ্চ স্বর্লোকো জনলোকস্তথাপরঃ ।

ততঃ পরস্তপোলোকঃ সত্যলোকস্ততঃ পরঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ পরং ব্রহ্মলোকস্তপ্তকাঞ্চনসম্মিতঃ ।

এবং সর্বং কৃত্রিমঞ্চ বাহ্যভ্যন্তরমেব চ ॥ ১৪ ॥

তদ্বিনাশে বিনাশশ্চ সর্বেষামেব নারদ ! ।

জলবুদ্বুদবৎ সর্বং বিশ্বসম্মাননিত্যকম্ ॥ ১৫ ॥

নিত্যো গোলাকবৈকুণ্ঠো প্রোক্তো শব্দকৃত্রিমো ।

প্রত্যেকং লোমকূপেষু ব্রহ্মাণ্ডং পরিনিশ্চিতম্ ॥ ১৬ ॥

এষাং সম্ব্যাং ন জানাতি কুষোহন্যস্তাপি কা কথা ।

প্রত্যেকং প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তিভ্রঃ কোটিঃ সুরাণাঞ্চ সম্ব্যা সর্বত্র পুত্রক ! ।

দিগীশাশ্চৈব দিক্পালা নক্ষত্রাণি গ্রহাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তদ্বিনাশে ব্রহ্মাণ্ডবিনাশে জলবুদ্বুদবদ্ব্যয়িকত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

নিত্য্যাবিতি প্রলয়পর্য্যন্তমবস্থিতত্বাৎ ॥ ১৬--১৮ ॥

ধামও সেইরূপ। সপ্তদ্বীপ-সমন্বিতা এই পৃথিবী সপ্তসাগরে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ ইহাতে উনপঞ্চাশৎ উপদ্বীপ বিদ্যমান, তন্নিম্ন কত যে পর্বত এবং কত যে বন বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। ইহার উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক সহিত সপ্ত স্বর্গ, এবং অধোভাগে সপ্ত পাতাল। ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা। ধরার অব্যবহিত উর্দ্ধে ভূলোক, তত্‌পরি ভুবলোক, তত্‌পরি স্বর্লোক, তত্‌পরি জনলোক, তত্‌পরি তপোলোক, তত্‌পরি সত্যলোক এবং তত্‌পরি ব্রহ্মলোক। ঐ ব্রহ্মলোকের প্রভা তপ্ত কাঞ্চনের স্তায় কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ড বিবৃতির বহির্ভাগস্থিতই হউক আর আভ্যন্তরীণই হউক, সমুদায় পদার্থই কৃত্রিম অর্থাৎ অনিত্য ॥ ১১—১৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে সমস্তই বিনষ্ট হয়। সমস্ত বিশ্বই জলবিশ্বের স্তায় অনিত্য ॥ ১৫ ॥ কেবল গোলোক ও বৈকুণ্ঠধাম নিত্য পদার্থ। মহাবিশ্বাটের প্রতিলোমকূপেই এক এক ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ অস্তের ত কথাই নাই, স্বয়ং কৃষ্ণই এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ নহেন। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ বৎস নারদ ! প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই

ভূবি বর্ণাশ্চ চত্বারোহপ্যাধো নাগাশ্চরাচরাঃ ॥ ১৯ ॥

অথ কালেহত্র স বিরাড়ুর্জং দৃষ্ট্বা পুনঃ পুনঃ ।

ভিস্তাস্তরে চ শৃণুঞ্চ ন দ্বিতীয়ঞ্চ কিঞ্চন ।

চিস্তামবাপ ক্ষুদ্রযুক্তো রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২০ ॥

জ্ঞানং প্রাপ্য তদা দধৌ কৃষ্ণং পরমপুরুষম্ ।

ততো দদর্শ তত্রৈব ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ২১ ॥

নবীনজলদশ্যামং দ্বিভুজং পীতবাসসম্ ।

সম্মিতং মুরলীহস্তং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ॥ ২২ ॥

জহাস বালকস্তৃফৌ দৃষ্ট্বা জনকমীশ্বরম্ ।

বরং তদা দদৌ তস্মৈ বরেশঃ সময়োচিতম্ ॥ ২৩ ॥

চরাচরাঃ । এতৎসর্বং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতমেবাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

উর্জং দৃষ্ট্বা ভিস্তাস্তরে অণ্ডাস্তরে মধ্যে শৃণুমেব দদর্শ দ্বিতীয়ং কিঞ্চন ন দদর্শে-  
ত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

জ্ঞানং প্রাপ্যেতি । পূর্বেকল্পে এব কশিচ্ছীবো জ্ঞানকর্মবশাৎ প্রজাপতিতাবমাপন্যত  
ইতি । সোহ্বিতেৎসনৈবরে মে ইত্যাদিনা বৃহদারণাকে প্রতিপাদিতম্ । তথা চ স জীবো  
বালকঃ পূর্বে কৃতশ্রবণপরিপাকেন তৎসংস্কারবশাদপ্তি কশিদীশ্বর ইতি শ্রুত্বা তং দধৌ  
ধ্যাতবানিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৩ ॥

দেবগণের সংখ্যা তিন কোটি । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দিক্‌পতি, কতকগুলি  
দিক্‌পাল, কতকগুলি নক্ষত্র এবং কতকগুলি গ্রহাদি । ভূলোকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং  
পাতালে নাগ । এইরূপে স্থাবরজঙ্গমাশ্রয়ক বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে । ( ইহাই ব্রহ্মাণ্ড  
বিবৃতি ) ॥ ১৮—১৯ ॥

বৎস নারদ ! এদিকে সেই বিরাট পুরুষ যারংবার উর্জদিক্ অবলোকন করিতে লাগি-  
লেন; কিন্তু সেই বিধাতার ডিম্বমধ্যে সমুদায় শৃঙ্খলিত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন  
না । তখন তিনি ক্ষুধার কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে করিতে নিরতিশয় চিন্তায়  
মগ্ন হইলেন ॥ ২০ ॥ কণকাল পরে পূর্বতন সংস্কারবলে তাঁহার মনে অস্তিত্ব বুদ্ধির  
উদয় হওয়াতে যেমন সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হইলেন, অমনি তখন সেই  
সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি দেখিতে পাইলেন ॥ ২১ ॥ তাঁহার রূপ নবজলধরের স্তায় স্নানবর্ণ ।  
হৃষ্টহস্ত, পরিধান পীতবস্ত্র, মুখে জৈবৎ হস্ত, হস্তে মুরলী, রূপ দেখিলে বোধ হয় যেন তত্ত-  
জনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একান্ত বিব্রত ॥ ২২ ॥ বিরাটরূপী বালক সর্বোৎকর্ষ  
যীর জনককে দর্শন করিবামাত্র আনন্দে হস্ত করিতে লাগিলেন । তখন সেই  
বরদেব বালককে সময়োচিত বরদান করিয়া কহিলেন, “বৎস ! তুমি আমার স্তায় জ্ঞান-  
সম্পন্ন হও, তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হউক, তুমি প্রায়শ্চল পর্য্যন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের

म९ममो ज्ञानयुक्तश्च कू९पिपासादिवर्जितः ।

ব্রহ্মাণ্ডাসম্বন্ধে নিলয়ে। ভব বৎস ! জয়াবধি ॥ ২৪ ॥

নিষ্কামো নির্ভয়শ্চৈব সর্বেষাং বরদো ভব ।

জরামৃত্যুরোগশোকপীড়াদিবর্জিতো ভব ॥ ২৫ ॥

ইত্যুক্ত। তস্য কৰ্ণে স মহামন্ত্রঃ ষড়ক্ষরম্ ।

ত্রিঃকৃষ্ণশ্চ প্রজজাপ বেদাঙ্গপ্রবরং পরম্ ॥ ২৬ ॥

प्रणवादिचतुर्थ्यस्तु कृषः इत्यङ्करद्वयम् ।

बहिर्जायास्तुमिच्छेत् सर्वविघ्नहरः परम ॥ २१ ॥

मन्त्रं दत्त्वा उदाहारं कल्लयान्नाम वै विभुः ।

শ্রয়তাং তদ ব্রহ্মপুত্র ! নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ২৮ ॥

প্রতিবিশ্বং যন্মৈবেদ্যং দদাতি বৈষ্ণবো জনঃ ।

তৎমোড়শাংশো বিষ্মিণো বিষোঃ পঞ্চদশাস্থ বৈ ॥ ২৯ ॥

निष्कर्षस्त्याज्यनश्चैव परिपूर्णतमस्त्य च ।

নৈবেদ্যে চৈব কৃষ্ণস্য ন হি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ ॥ ৩০ ॥

प्रणवादीति । बलिजाया स्वाहा ऽकृष्याय स्वाहेत्येवम् मन्त्रः ॥ २५—२८ ॥

প্রতিবিশ্বমিতি । প্রতিবিশ্বং প্রতিব্রহ্মাণ্ডং যো বৈষ্ণবো জনো নৈবেদ্যাং দদাতি  
ষোড়শাংশো বিষয়িণো বিষয়ো বৈকুণ্ঠরূপো দেশস্তত্ত্বতত্ত্বংপতের্বিশ্ণোঃ কল্লিত ইতি শেষঃ ।  
পঞ্চদশভাগা অশ্রু বির্যাটপুরুষশ্চ কল্লিতা ইতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

अस्य नित्यातृप्तद्वयं स्वार्थं नैवेद्याः कर्त्तव्यमित्याह निष्कर्षश्चेति ॥ ७० ॥

আধার হও, তুমি সমস্ত বাসনার বিসর্জন দিয়া সর্বতোভাবে উন্নত হইয়া প্রাণি-  
মাত্রকে অভীষ্ট প্রদান কর। জরা, মরণ, রোগ, শোক বা কোন প্রকার পীড়াদি  
তোমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ না হউক। এই বলিয়া তাঁহার কর্ণে সাক্ষেদপূজিত  
অভীষ্টপ্রদ সর্ববিশ্ববিনাশন “ও কৃষ্ণায় স্বাহা” এই ষড়ক্ষর মহামন্ত্র তিনবার জপ  
করিলেন ॥ ২৩—২৭ ॥

হে ব্রহ্মপুত্র নারদ ! কিছু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে মন্ত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে তাঁহার উপ-  
ভোগের নিমিত্ত যেরূপ আহার বিধান করিয়া দিলেন, তাহা কহিতেছি অবধান কর ॥ ২৮ ॥  
প্রতি বিশেষ ভক্তজনে কৃষ্ণকে যে নৈবেদ্য প্রদান করে, তাহার ষোড়শ ভাগ বৈকুণ্ঠগতি  
নারায়ণের এবং অপর পঞ্চদশ ভাগ ঐ বিরাটরূপী বালকের নিমিত্ত পরিকল্পিত হইল ॥ ২৯ ॥  
শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিমিত্ত অংশ পরিকল্পনা করিলেন না । কারণ, স্বয়ং গুণাতীত ও পূর্ণতম ;  
স্বতরাং যিনি নিয়তই পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার আবার নৈবেদ্যে প্রয়োজন কি ? ॥ ৩০ ॥



যদ্যদদাতি নৈবেদ্যং তন্মৈ দেবায় যো জনঃ ।

স চ খাদতি তৎসৰ্বং লক্ষ্মীনাথো বিরাট্ তথা ॥ ৩১ ॥

তঞ্চ মন্ত্রবরং দত্ত্বা তমুবাচ পুনর্বিভুঃ ।

বরমন্ত্ৰং কিমিচ্ছং তে তন্মৈ ব্রুহি দদামি চ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণশ্চ বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ বিরাড্ভবিভুঃ ।

কৃষ্ণং তং বালকস্তাবদ্বচনং সময়োচিতম্ ॥ ৩৩ ॥

বালক উবাচ ।

বরো মে ত্বৎপদান্তোজো ভক্তির্ভবতু নির্মলা ।

সততং যাবদায়ুর্মে ক্ষণং বা স্মৃচিরঞ্চ বা ॥ ৩৪ ॥

ত্বদুক্তিযুক্তো লোকেহস্মিন্ জীবনুজ্ঞশ্চ সন্ততম্ ।

ত্বদুক্তিহীনো মূর্খশ্চ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৩৫ ॥

কিং তজ্জপেন তপসা যজ্ঞেন পূজনেন চ ।

ব্রতেন চোপবাসেন পুণ্যেন তীর্থসেবয়া ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণভক্তিবিহীনশ্চ মূর্খশ্চ জীবনং বৃথা ।

যেনোঅন্য জীবিতশ্চ তমেব ন হি মন্যতে ॥ ৩৭ ॥

স চেতি । স চ লক্ষ্মীনাথো বৈকুণ্ঠপতির্বিষ্ণুর্বিরাট্ চেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

যেনোঅন্যঃ জীবো জীবিতস্তমেবোঅন্যং ন হি মন্যতে বস্তুশ্চ জীবিতং কৃতম্ভবে ব্যর্থ-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে যে যাহা প্রদান করে, সেই লক্ষ্মীপতি বিরাট্ পুরুষই তৎসমস্ত ভোগ  
করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সেই বিরাট্ পুরুষকে মন্ত্র ও বরপ্রদান করিয়া কহিলেন,  
বৎস ! তোমার আর কি অভিলাষ হয় ব্যক্ত কর, এখনি প্রদান করিতেছি ॥ ৩২ ॥

সেই বিরাট্রূপী বালক শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,  
বিভো ! আমার আর কোন বাসনাই নাই, কেবল ক্ষণকালই হউক, আর দীর্ঘকালই  
হউক, যাবৎ জীবিত থাকিব, তাবৎকাল যেন আপনার পাদপদ্মে সততই আমার বিমলা  
ভক্তি থাকে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এই অগতে যে ব্যক্তি তোমার ভক্ত, সে নিরন্তরই জীবনুজ্ঞ ।  
আর যে তোমার প্রতি ভক্তিনুজ্ঞ, সেই মূঢ় জীবিত থাকিয়াও মৃতের স্থায় ॥ ৩৫ ॥ কৃষ্ণ-  
ভক্তিবিহীন ব্যক্তির জপ তপ যজ্ঞ পূজা নিয়ম উপবাস পবিত্র তীর্থসেবা ও অন্যান্য  
পুণ্যকর্মের অহুষ্ঠানে প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ হইতে  
জীবনধারণ করিয়া আবার তাঁহাকেই অগ্রাহ করে, তাহার তুল্য কৃতম্ আর কে আছে ?

যাবদাশ্মা শরীরেহস্তি তাবৎ স শক্তিসংযুতঃ ।

পশ্চাদ্যাস্তি গতে তস্মিন্ স্বতন্ত্রাঃ সৰ্বশক্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

স চ স্বক্ মহাভাগ ! সৰ্ব্বাশ্মা প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স্বেচ্ছাময়শ্চ সৰ্বাদ্যো ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা বালকস্তত্র বিররাম চ নারদ ।।

উবাচ কৃষ্ণঃ প্রত্যাশ্রিত্য মধুরাং শ্রুতিসুন্দরীম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সুচিরং স্থস্থিরং তিষ্ঠ যথাহং স্বং তথা ভব ।

ব্রহ্মগোহসংখ্যাপাতে চ পাতস্তে ন ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

অংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডে স্বক্ ক্ষুদ্রবিরাড়্ ভব ।

হুমাভিপদ্মাদব্রহ্মা চ বিশ্বত্রয়া ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥

ললাটে ব্রহ্মণশ্চৈব রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে ।

শিবাংশেন ভবিষ্যন্তি সৃষ্টিসংহরণায় বৈ ॥ ৪৩ ॥

আত্মনাং জীবিতদ্বয়বোপপাদয়তি যাবদাশ্মেতি ॥ ৩৮ ॥

স চ স্বকৃতি । হে কৃষ্ণ ! স চাশ্মা স্বমেবাসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

ব্রহ্মগোহসংখ্যাপাতে চেতি । অনেকব্রহ্মদেবপাতে নাশেহপি তব নাশো ন ভবিষ্যতী-  
ত্যর্থঃ । অনেকব্রহ্মাণ্ডাতিপ্রায়েণৈবমুক্তিঃ ॥ ৪১ ॥

অংশেনেতি । স্বং স্বাংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডঃ ক্ষুদ্রবিরাড়্রয়ো বিরাড়্ ভব প্রতিব্রহ্মাণ্ডঃ  
ভিন্নো ভিন্নো বিরাড়্ রূপো ভবেত্যর্থঃ । তেন চায়ং বিরাড়্রৈককোটিব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবিরাড়্-  
রূপাণাং সমষ্টিরধিপতিরস্তীতি বোধিতম্ ॥ ৪২—৪৩ ॥

সেই কৃষ্ণভক্তি-বিরহিত মূঢ়ের জীবন ধারণ ব্যথা ॥ ৩৭ ॥ যে পর্যন্ত দেহে আত্মা  
অধিষ্ঠান করে, তাবৎ সমস্ত শক্তিই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু আত্মা প্রস্থান করিলেই  
আত্মাধীন সূর্য্যদার ইন্দ্রিয়শক্তিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ হে মহা-  
ভাগ ! যিনি প্রকৃতির অতীত স্বেচ্ছাময় আদি পুরুষ পরমজ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন ব্রহ্ম,  
তুমিই স্বয়ং সেই বিশ্বাত্মা ॥ ৩৯ ॥

বৎস নারদ ! বিরাক্ষরী বালক এইমাত্র বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । অনন্তর  
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতিমধুর বচনে কহিলেন, বৎস ! তুমি অনন্তকাল আমার সত্ব হিং-  
তাবে অক্লান্ত কর, অসংখ্য ব্রহ্মা অতীত হইলেও তোমার পতন হইবে না ॥ ৪০—৪১ ॥  
তুমি স্বীয় অংশে বিভক্ত হইয়া প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরাক্ষরী পরিণত হও । ব্রহ্মা  
তোমার নাতিপন্ন হইতে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি করিবেন ॥ ৪২ ॥ সৃষ্টি সংহারের  
নিমিত্ত সেই ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে একাদশ ব্রহ্ম সমুৎপন্ন হইবে । কিন্তু তাহার

কালাগ্নিরূদ্ৰস্তেষেকো বিশ্বসংহারকারকঃ ।

পাতা বিক্ষুণ্ণ বিষয়ী ক্ষুদ্রাংশেন ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥

মন্তুস্তিস্কৃতঃ সততং ভবিষ্যসি বরেণ মে ।

ধ্যানেন কমনীয়ং মাং নিত্যং দ্রক্ষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৫ ॥

মাতরং কমনীয়াক্ষ মম বক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ।

যামি লোকং তিষ্ঠ বৎসেভ্যাক্তা মোহস্তরধীয়ত ॥ ৪৬ ॥

গত্বা স্থলোকং ব্রহ্মাণং শঙ্করং সমুবাচ হ ।

অষ্টারং অষ্টমীশকং সংহর্তুং কৈব তৎকরণম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সৃষ্টিং অষ্টুং গচ্ছ বৎস ! নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব ।

মহাবিরাড়্ লোমকূপে ক্ষুদ্রস্ত চ বিধে ! শৃণু ॥ ৪৮ ॥

তেষু একাদশরূদ্ৰেষু একঃ কালাগ্নিরূদ্ৰ ইত্যর্থঃ । বিষয়ী বিষয়ভোগবান্ ক্ষুদ্রাংশেন  
অগ্নাংশেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

যামীতি । হে বৎস ! ত্বমত্র তিষ্ঠ অহং লোকং স্থলোকং গোলোকং যামি গচ্ছামীত্যুক্তা  
স কৃষ্ণোহস্তরধীরতাস্তর্কানং গতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

স্থলোকং গত্বা অষ্টারং ব্রহ্মাণং অষ্টুং শঙ্করমীশং সংহর্তুং চোবাচেত্যর্থঃ । ইমৌ ব্রহ্ম-  
শঙ্করৌ যৌ পূর্ব্বং কৃষ্ণশরীরান্নির্গতো ভাবিতি বোধ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

কিনুবাচ তদাহ সৃষ্টিং অষ্টুমিতি । প্রতিব্রহ্মাণং যে বিরাটপুরুষা অসংখ্যা সন্তি তেষাং  
নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব নাভিপদ্মাভ্যুৎপন্নো ভব । কিমর্থং সৃষ্টিং অষ্টুংপাদয়িতুং । তে বিরাট-  
পুরুষাঃ ক সন্তি তত্রাহ মহাবিরাড়িতি । সর্ববিরাড়্ রূপাণাং সগষ্টিভূতো যো মহাবিরাট্  
তস্ত লোমকূপেযু যাক্তনেকানি ব্রহ্মাণানি তত্র যো যঃ ক্ষুদ্রবিরাট্ তস্ত নাভিপদ্মেহংশেন  
হে বিধে ! ত্বং ভব ইদং মদচনং ত্বং শৃণুত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

সকলেই শিরাংশ ॥ ৪৩ ॥ ঐ একাদশ রূদ্ৰের মধ্যে যিনি কালাগ্নি নামক রূদ্ৰ, তিনিই  
সমস্ত বিশ্বের সংহারকর্তা । তত্তির তোমার ক্ষুদ্রাংশে এক এক বিক্ষু সত্ত্বত হইবে এবং  
সেই ভোগবান্ বিক্ষুই বিশ্বের পালক ॥ ৪৪ ॥ আমি বলিতেছি, আমার বরদানে তুমি  
নিরন্ত আমার প্রতি তক্তিমান্ হইবে এবং তুমি ধ্যানযোগ অবলম্বন করিবামাত্র আমার  
কমনীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে ; তাহার আর সন্দেহ নাই । আমার বক্ষঃস্থলাধিত তোমার  
অননীর দর্শনও চূর্ণ হইবে না । বৎস । তুমি স্বচ্ছন্দে এই স্থানে অবস্থান কর । আমি  
গোলোকে চলিলাম । অগতঃপতি শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

অনন্তর তিনি গোলোকে উপস্থিত হইয়া তৎকণাৎ সৃষ্টি ও সংহার-কার্য পটু ব্রহ্মা ও  
মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস বিধাতঃ ! তুমি শীঘ্র যাও । গিয়া সৃষ্টিকার্যের



গচ্ছ বৎস ! মহাদেব ! ব্রহ্মভালোল্লবো ভব ।  
 অংশেন চ মহাভাগ ! স্বয়ং সূচিরং তপ ॥ ৪৯ ॥  
 ইতু্যক্তা জগতাং নাথো বিররাম বিধেঃ সূত ! ।  
 জগাম ব্রহ্মা তং নহা শিবশ্চ শিবদায়কঃ ॥ ৫০ ॥  
 মহাবিরাড়্ লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে ।  
 বভূব চ বিরাট্কুদ্রো বিরাড়ংশেন সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥  
 শ্যামো যুবা পীতবাসাঃ শয়ানো জলতল্লকে ।  
 ঈষদ্ধাস্ত্রপ্রসন্নাশ্চো বিশ্বব্যাপী জনার্দনঃ ॥ ৫২ ॥  
 তন্মাভিকমলে ব্রহ্মা বভূব কমলোল্লবঃ ।  
 সন্তুষ্ট পদ্মদণ্ডে চ বভ্রাম যুগলক্ষকম্ ॥ ৫৩ ॥

শিবঃ প্রত্যাহ গচ্ছেতি । হে শিব ! বৎস ! অনেকব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানেকব্রহ্মদেবললাটাস্ব-  
 মংশেন জগৎসংহর্তুং যুগপন্নো ভব । স্বয়ং সূচিরং বহুকালং তপ তপশ্চর্য্যাক কুর্কি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বিধেঃ সূত ! হে নারদ ! ॥ ৫০ ॥

এবং ব্রহ্মকুদ্রো প্রতি যথোক্তবাঃস্তথা চতুর্ভুজমপি বিষ্ণুং পালনার্থমুক্তবানেন্দেদঞ্চানুক-  
 মপার্থাদবোধাম্ । পূর্কং বিরাজঃ প্রতি তথৈব প্রতিজ্ঞানাং । তদুক্তমধুনৈব পাতা বিষ্ণুশ্চ  
 বিষয়ী কুদ্রাংশেন ভবিষ্যতীতি । ব্রহ্মকুদ্রো যাবৎকালপর্য্যন্তং তত্র ন গতো ততঃ পূর্কমেব  
 মহাবিরাট্ কুদ্রবিরাড্রূপেণ প্রতিব্রহ্মাণ্ডং তিন্নো তিন্নো বভূবেত্যাহ মহাবিরাড়িতি ।  
 বিরাড়ংশেন স্বাংশেনেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তন্ম রূপমাহ শ্যাম ইতি ॥ ৫২ ॥

বভ্রাম মূলশোধনার্থম্ ॥ ৫৩ ॥

নিমিত্ত মহাবিরাটের লোমকূপ হইতে যে সকল কুদ্র বিরাট্ সমুৎপন্ন হইবে, সেই সকল  
 কুদ্র বিরাটের নাতিপন্ন হইতে অংশে সমুৎপন্ন হও । বৎস মহাদেব ! তুমিও যাও, গিয়া  
 সৃষ্টি সংহারের নিমিত্ত প্রতিবিধে প্রত্যেক ব্রহ্মার কপালদেশ হইতে অংশে উৎপন্ন হও ।  
 কিন্তু দেখিও যেন স্বয়ং সুদীর্ঘকাল তপশ্চরণ করিতে বিস্তৃত হইও না ॥ ৪৭—৪৯ ॥”

হে বিধাতৃভনয় নারদ ! শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে এইরূপ আদেশ করিয়া  
 মৌনাবলম্বন করিলেন । এদিকে ব্রহ্মা ও শিবদাতা শিব উভয়ে জগৎপতিকে প্রণাম  
 করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫০ ॥ ওদিকে সেই ব্রহ্মাণ্ডগোলকজলে যে মহা-  
 বিরাট্ ভাসমান ছিলেন, ইতিপূর্বে তাঁহারই অংশে তাঁহারই প্রতিলোমকূপে এক এক  
 কুদ্র বিরাট্ সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥ চুর্কাদলজ্ঞানরূপ পীতাবরধারী হস্তপ্রফুল্লবদন যুবা  
 বিশ্বব্যাপী যে বিরাটরূপী জনার্দন জলশয্যায় শয়ান, ব্রহ্মা গিয়া তাঁহার নাতিপক্ষে জগ-  
 প্রহণ করিলেন । জগপ্রহণের পর কমলযোনি সেই নাতিপক্ষে ও তাঁহার যুগলদণ্ডে লক্ষ-

নাস্তং জগাম দণ্ডস্ত পদ্মনালস্ত পদ্মকঃ ।  
 নাভিজস্ত চ পদ্মস্ত চিন্তামাপ পিতা তব ॥ ৫৪ ॥  
 স্বস্থানং পুনরাগম্য দধৌ কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ।  
 ততোদদর্শ ক্ষুদ্রং তং ধ্যানেন দিব্যচক্ষুষা ॥ ৫৫ ॥  
 শয়ানং জলতলে চ ব্রহ্মাণ্ডগোলকাপ্লুতে ।  
 যল্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডং তঞ্চ তৎপরমীশ্বরম্ ॥ ৫৬ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণকপি গোলোকং গোপগোপীসমম্বিতম্ ।  
 তং সংস্তুয় বরং প্রাপ ততঃ সৃষ্টিং চকার সঃ ॥ ৫৭ ॥  
 বভূবু ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানস্যাঃ সনকাদয়ঃ ।  
 ততোরুদ্রকলাশ্চাপি শিবশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥  
 বভূব পাতা বিষ্ণুশ্চ ক্ষুদ্রস্ত বামপার্শ্বতঃ ।  
 চতুর্ভূজশ্চ ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে স চাবসৎ ॥ ৫৯ ॥  
 ক্ষুদ্রস্ত নাভিপদ্মে চ ব্রহ্মা বিশ্বং সমসৃজ হ ।  
 স্বর্গং মর্ত্যঞ্চ পাতালং ত্রিলোকীং সচরাচরাম্ ॥ ৬০ ॥

পিতা ভবেতি নারদঃ প্রত্যুক্তিঃ ॥ ৫৪ ॥

ক্ষুদ্রং বিরাজম্ ॥ ৫৫ ॥

মহাবিরাজঃ তঞ্চ তৎপরমীশ্বরং ক্ষুদ্রং বিরাজঞ্চ দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥

ক্ষুদ্রস্ত বামপার্শ্বতঃ ক্ষুদ্রবিরাজো বামভাগাদিত্যর্থঃ । স বামভাগাদির্গতো বিষ্ণুঃ শ্বেত-  
 দ্বীপেহবসনিবাসং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

যুগ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ কিন্তু কিছুতেই না পদ্ম, না যুগালদণ্ড  
 কিছুই পাইলেন না । বৎস নারদ ! তখন তোমার পিতা অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া  
 পুনরায় স্বস্থানে আগমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন । ধ্যানযোগে  
 দিব্যচক্ষে প্রথমতঃ ক্ষুদ্রবিরাট, তৎপরে বাহ্য লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান সেই অনন্ত  
 জলশয্যাশায়ী মহাবিরাট এবং তৎপরে গোপগোপীসমম্বিত গোলোকবিহারী পরমেশ্বর  
 শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন । তখন তোমার পিতা গোলোকপুত্রির স্তুতিবাদের প্রস্তুত  
 হইলেন তিনি তোমার পিতাকে বরদান করিলেন । তৎপরে তোমার পিতা সৃষ্টিকার্য্যে  
 প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৪—৫৬ ॥ প্রথমতঃ তোমার পিতার মানস হইতে সনকাদি ত্রাতৃগণ এবং  
 তাহার পর কৃপালদেশ হইতে একাদশ কল্প সম্ভূত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ তাহার পর সেই সলিল  
 শয্যাশয়ানি ক্ষুদ্র বিরাট পুরুষের বামপার্শ্ব হইতে বিশ্বপাতা চতুর্ভূজ ভগবান্ বিষ্ণুর  
 উৎপত্তি হইল । তিনি শ্বেতদ্বীপে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ এদিকে তোমার

এবং সর্বলোমকূপে বিশ্বঃ প্রত্যেকমেব চ ।

প্রতিবিশ্বে ক্ষুদ্রবিরাড়্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ ! কৃষ্ণসঙ্কীৰ্তনং শুভম্ ।

সুখদং মোক্ষদং ব্রহ্মন্ ! কিস্কুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদিদেবতাংপত্তিবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্রবিরাড়্রবিরাট্ ॥ ৬১ ॥

অত্রৈদং বোধ্যং প্রথমস্কন্ধে তদ্বাস্ত সাত্বিকী শক্তীরাজসী তামসী তথা । মহাকালী  
মহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীতি তাঃ ত্রিযঃ । ভাসাং তিস্রণাং শক্তীনাং দেহাজীকারলক্ষণঃ ।  
স্বষ্ট্যর্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ । হরিক্রহিণকৃত্রাণামুৎপত্তিস্ত ততঃ স্মৃতা ।  
পালনোৎপত্তিনাশার্থং প্রতिसর্গঃ স্মৃতো হি স ইত্যেনেন প্রতিজ্ঞাতো যঃ সর্গঃ প্রতিসর্গশ্চ  
প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমস্কন্ধে চ মধুকৈটভবধমহিষাসুরশুভনিশুভবধপ্রসঙ্গেন মহাকাল্যাণুৎপত্তি-  
কথনেন । তথা তৃতীয়স্কন্ধে শুণ্ডত্রয়েণ সমস্তজগতোহপকীকৃতভূতমহাভূতসৃষ্টিকথনোত্তরং  
ব্রহ্মবিষ্ণুভূতপত্তিকথনেন তেবাং সৃষ্টিস্থিতিসংসৃতিব্যাপারে আজ্ঞাকরণেন প্রতিপাদিতঃ ।  
পুনশ্চ স এব সর্গঃ প্রতিসর্গশ্চ কল্মাসুরভেদেন ভিন্নঃ প্রকারান্তরেণ নবমস্কন্ধে উচ্যতে ।  
তল্লিঙ্গবিস্তিখং প্রথমং মূলপ্রকৃতির্মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী স্বতন্ত্রা স্বচ্ছয়া প্রাণিকর্মবশেনাপকী-  
কৃতপঞ্চভূতোৎপত্ত্যানস্তরং পঞ্চমহাভূতোৎপত্তিঃ তৃতীয়স্কন্ধোক্তপ্রকারেণৈন্দ্রিয়প্রাণান্তঃকর-  
ণানামুৎপত্তিঃ পঞ্চমহাভূতাংশান্ গৃহীত্বানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিঞ্চ প্রথমং চকার । তত-  
স্তেবাং ব্রহ্মাণ্ডানামধিপত্যাকাজ্ঞায়াং পঞ্চমহাভূতাংশান্ গৃহীত্বা স্বয়মেব প্রকৃতিঃ সর্বাধি-  
পত্যাক্ষনারীশ্বরশ্রীকৃষ্ণরূপেণ প্রাহুর্ভূত্ব যাং গোপালমুন্দরীং বদন্তি । এবং সর্বাধিপতিঃ  
শ্রীকৃষ্ণোহক্ষনারীশ্বর উৎপাদিতঃ । তদনন্তরঞ্চ তয়াক্ষনার্য্যা স কৃষ্ণো মিথুনীভূয় স্ববোড-  
শাংশেনানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি যন্ত রোমকূপেষু স্থাপ্তস্তি তাদৃশং সর্বব্রহ্মাণ্ডানামধিপতিং  
মহাবিরাজং শ্রীমূলপ্রকৃতিপ্রেরণয়ৈব জনয়ামাস । ততঃ শ্রীকৃষ্ণাঙ্কভাগিনী পরাশক্তিঃ  
সমষ্টিব্যষ্টিজ্ঞানাদিষ্ঠাত্রীঃ সরস্বতীঃ স্বজিহ্বাগ্রাজ্জনয়ামাস । ততঃ কালান্তরে কৃষ্ণাঙ্কভাগিনী  
শক্তির্বিধা বভূব । বামভাগেন লক্ষ্মীরূপেণ দক্ষিণভাগেন রাধারূপেণ । তত্র লক্ষ্মীঃ সমষ্টি-  
ব্যষ্টিসম্পত্ত্যাদিষ্ঠাতৃত্বেন কল্পিতা । রাধা তু সমষ্টিব্যষ্টিপ্রাণাদিষ্ঠাতৃত্বেন কল্পিতা । মূলপ্রকৃতি-  
প্রেরণয়ৈব ততোহঙ্কভাগরূপঃ শ্রীকৃষ্ণোহপি মূলপ্রকৃতীচ্ছয়ৈব বামভাগেন বিষ্ণুরূপেণ দক্ষিণ-  
ভাগেন শ্রীকৃষ্ণরূপেণ দ্বিধা জাতঃ । তদনন্তরং বাণীং লক্ষ্মীঞ্চ চতুর্ভুজায় বিষ্ণবে জ্ঞীত্বেন  
দদৌ । রাধান্ত জ্ঞীত্বেন স্বয়মেব কৃষ্ণো জগ্রাহ । ততো মূলপ্রকৃতেঃ সকাশাং সহস্রভুজা  
ভূগী দেবতা সমষ্টিব্যষ্টিসংকরণাদিষ্ঠাত্রী সমুৎপন্না । ততঃ পদ্মভেদে চতুর্ভুজস্ত বিষ্ণোর্নাভি-  
কমলাং সাবিজীজীসহিতো ব্রহ্মদেবঃ সমুৎপন্নো মূলপ্রকৃতিরূপ এব । তত্র সাবিজী সর্ব-  
জীবাআদিষ্ঠাত্রী দেবতা । ততঃ শ্রীকৃষ্ণো দ্বিভূজোহপি পুনর্বামভাগেন মহাদেবরূপেণ

পিতা সেই ক্ষুদ্র বিরাজ পুরুষের মাতিগড়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনাত্মক স্বাবর-  
জকম-সমাকীর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥ ষৎস মারদ ! এইরূপে সেই  
মহাবিরাটের লোমকূপ হইতে প্রত্যেক বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই  
এক এক জন ক্ষুদ্র বিরাট, এক এক জন ব্রহ্মা, এক এক জন বিষ্ণু, এক এক জন শিব



দক্ষিণভাগেন শ্রীকৃষ্ণরূপেণ দ্বিধা জাতঃ ততঃ সা দুর্গা দেবতা মহাদেবায় স্ত্রীত্বেন দত্তেত্যে-  
তদজ্ঞানকৃতমপি নারদপুরাণাদবগম্যম্ । এতে সৰ্ব্বৈ কৃষ্ণাদয়ঃ পুরুষাঃ দুর্গাদয়ঃ পঞ্চপ্রকৃ-  
য়শ্চ মূলপ্রকৃতেঃ পূর্ণাবতারা এব । ততঃ শ্রীকৃষ্ণাজয়া মহাবিরাট্ প্রতিব্রূক্ষাণ্ডঃ ভিন্নভিন্ন  
বিরাড়্ রূপেণ বভূব । ততঃ শ্রীকৃষ্ণাজয়া মূলভূতশ্চতুর্নুখো ব্রূক্ষা সজ্জীকো ভিন্নভিন্নরূপৈ-  
স্তত্তদব্রূক্ষাণ্ডাস্তর্গতবিরাট্ পুরুষনাভিকমলাৎ প্রোচ্ছবভূব মহাদেবোহপি শ্রীকৃষ্ণাজয়া তত্তদ-  
ব্রূক্ষাণ্ডাস্তর্গতচতুর্নুখললাটোভিন্নভিন্নরূপৈঃ প্রোচ্ছবভূব । ততঃ শ্রীকৃষ্ণাজয়া চতুর্ভূজো বিষ্ণু-  
রপি তত্তদব্রূক্ষাণ্ডাস্তর্গতবিরাট্ পুরুষবামভাগাভিন্নরূপৈঃ প্রোচ্ছবভূব । তদেবং প্রকারেণ  
প্রতিব্রূক্ষাণ্ডং ব্রূক্ষবিষ্ণুমহেশ্বরায়ঃ সজ্জীকায়ঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণো ভিন্নাঃ । বিরাট্ পুরুষোহপি  
ভিন্নো মূলভূতা বিরাড়্ ব্রূক্ষবিষ্ণুমহেশ্বরাস্ত্বে সকলব্রূক্ষাণ্ডাস্তর্গতবিরাট্ চতুর্নুখবিষ্ণুরূপাণামধি-  
পত্যন্তেষাং সৰ্ব্বেষামধিপতির্বক্ষ্যমাণরীত্য । গোপালসুন্দরীরূপশ্রীকৃষ্ণস্তথাপাদিপতিঃ ।  
সকলমূলভূতা মূলপ্রকৃতির্ন্যায়ানবলব্রূক্ষরূপিণী তদভিমানিনী দেবতা তু শ্রীভুবনেশ্বরীতি তু  
তৃতীয়স্কন্ধেহভিহিতম্ । তাঃ পঞ্চপ্রকৃতয়ন্তে কৃষ্ণব্রূক্ষাদিপুরুষাশ্চ পরস্পরমভিন্না এব ।  
ন তত্র নানাধিকভাবঃ কেনচিৎ কৰ্ত্তব্যঃ । নানাধিকভাবেন নরকপাতপ্রবণাৎ । তদেবং  
প্রকারেণ সৰ্ব্বং স্ত্রীপুরুষাশ্চকং চেতনাচেতনাস্থকঞ্চ ভগন্ব মূলপ্রকৃতিময়ং মূলপ্রকৃত্যধীন-  
ঞ্চৈতি সৈব মূলপ্রকৃতিঃ সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বৈঃ সৰ্ব্বরূপোপাশ্ৰেতি তদ্ব্যমিতি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ও. সনকাদি অন্ত্যস্ত সকল বিদ্যাম্যন রহিয়াছে ॥৬১॥ দ্বিজবর! এই ত আমি অতি সুখকর  
ও মোক্ষপ্রদ কৃষ্ণগুণ সংকীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়,  
বল ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের নবমস্কন্ধে ব্রূক্ষবিষ্ণুমহেশ্বরাদিদেবতোৎপত্তি  
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

শ্রুতং সৰ্বং ময়া পূৰ্বং ত্বংপ্রসাদাৎ স্বধোপমম্ ।  
অধুনা প্রকৃतीনাঞ্চ ব্যস্তং বৰ্ণয় পূজনম্ ॥ ১ ॥  
কশ্চাঃ পূজা কৃত্য কেন কথং মৰ্ত্যে প্রচারিতা ।  
কেন বা পূজিতা কা বা কেন কা বা স্তুতা প্রভো ! ॥ ২ ॥  
তাসাং স্তোত্রঞ্চ ধ্যানঞ্চ প্রভাবং চরিতং শুভম্ ।  
কাভিঃ কেভ্যো বরোদত্তস্তম্মৈ ব্যাখ্যাভুমহিসি ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

গণেশজননী দুৰ্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।  
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥ ৪ ॥  
আসাং পূজা প্রসিদ্ধা চ প্রভাবঃ পরমাদ্বুতঃ ।  
স্বধোপমঞ্চ চরিতং সৰ্বমঙ্গলকারণম্ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ নবতিশ্লোকৈরথ সমাসতঃ ।

সরস্বতীস্তোত্রপূজাকবচাদিকমুচ্যতে ॥

অধুনা নারদঃ পূৰ্বোক্তানাং দেবতানাং পূজাদিকং পৃচ্ছতি নারদ উবাচ শ্রুতং  
মিতি । ব্যস্তং ভিন্নং ভিন্নম্ ॥ ১ ॥

কশ্চাঃ পূজা কেন পুরুষেণ কৃত্য মৰ্ত্যলোকে কথং কেন প্রকারেণ তস্মৈ দেবতা  
পূজা প্রচারিতা সঞ্চারিতা কেন বা মন্ত্রেণ কা দেবতা পূজিতা কেন বা স্তোত্রেণ কা দেব  
স্তুতা তৎসৰ্বং বদেত্যর্থঃ ॥ ২—৪ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো ! আমি আপনার অমুগ্ৰহে স্বধাসদৃশ অমধুর পূৰ্বতন বৃত্ত  
সকল শ্রবণ করিলাম ; সম্প্রতি পঞ্চপ্রকৃতি দেবীর মধ্যে কাহাকে কে কোন্ মন্ত্রে পূ  
করিয়াছেন ? কে কি রূপে কাহার স্তুত করিয়াছেন ? কিরূপেই বা কাহার পূজা ম  
লোকে প্রচারিত হইয়াছে ? তাঁহাদিগের প্রত্যেকের স্তোত্র, ধ্যান, প্রভাব ও চরিতই  
কি প্রকার ? এবং কোন্ দেবীই বা কাহাকে কিরূপ বর প্রদান করিয়াছেন ? আহু-  
পূৰ্ব্বিক সমস্ত পৃথক পৃথক বর্ণন করুন ॥ ১—৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস ! সৃষ্টিবিধয়ে গণেশজননী দুৰ্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং  
সাবিত্রী এই পঞ্চপ্রকৃতিই মূলধার, তাহা ত তুলিলে । তন্নিম্ন তাঁহাদিগের পূজাবিধি,  
অদ্বুত প্রভাব, অপূৰ্ব স্তোত্র এবং স্বধাসদৃশ সৰ্বমঙ্গলনিদান চরিত, বেদ পুরাণ ও তন্ত্রাদি

প্রকৃতাংশাঃ কলা যাচ্চ তাসাঞ্চ চরিতং শুভম্ ।  
 সৰ্বং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ ! সাবধানো নিশাময় ॥ ৬ ॥  
 কালী বসুন্ধরা গঙ্গা বটী মঙ্গলচণ্ডিকা ।  
 তুলসী মনসা নিদ্রা স্বধা স্বাহা চ দক্ষিণা ॥ ৭ ॥  
 সংক্ষিপ্তমাসাকরিতং পুণ্যদং শ্রুতিসুন্দরম্ ।  
 জীবকৰ্ম্মবিপাকঞ্চ তচ্চ বক্ষ্যামি সুন্দরম্ ॥ ৮ ॥  
 দুর্গায়াশ্চৈব রাধায়া বিস্তীর্ণং চরিতং মহৎ ।  
 তদ্বৎপশ্চাৎ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপক্রমতঃ শৃণু ॥ ৯ ॥  
 আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্মিতা ।  
 যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ ! মূৰ্খোভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ১০ ॥  
 আবির্ভূতা যথা দেবী বক্তৃতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ।  
 ইয়েষ কৃষ্ণঃ কামেন কামুকী কামরূপিণী ॥ ১১ ॥

. আসাং পূজ্যেতি । আসাং পঞ্চদেবতানাং পূজ্যস্তোত্রমন্ত্রচরিতাদিকং সৰ্বং প্রসিদ্ধমেব  
 সৰ্বত্র বেদপুরাণতদ্রাদিষু বিদ্যতেতত্তত্ত্বয়ানোচ্যতে । কিন্তু বাঃ প্রকৃতাংশভূতাঃ কলা-  
 স্তাসাং পূজাদিকঞ্চ সৰ্বং বক্ষ্যামীত্যাহ প্রকৃতাংশা ইতি ॥ ৫—৬ ॥

কান্তাঃ কলান্তদাহ কালীবসুন্ধরেতি ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্তমাসামিতি । আসামেতাৎমীনাং দেবতানাং চরিতং প্রসঙ্গে জীবকৰ্ম্মবিপাকঞ্চ  
 বৈরাগ্যার্থং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ দুর্গায়া ইতি । চরিতমমুষ্ঠানবিধিং সংক্ষেপতঃ পশ্চাদন্তে প্রবক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

কৃষ্ণযোষিতো রাধায়াঃ । দেবী সরস্বতী । বক্তৃতো জিহ্বাগ্রাৎ । ইয়ং কথা পূৰ্ব্বমুক্তা ।  
 ইয়েষ কৃষ্ণমিতি । পতিত্বেন কৃষ্ণমিয়েবেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৪ ॥

সমুদায়শাস্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ আছে, অতএব তাহা বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৪—৫ ॥  
 সম্প্রতি যাহারা প্রকৃতির অংশ ও কলা হইতে সমুৎপত্ত তাঁহাদিগেরই শুভ চরিত বৃত্তান্ত  
 আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ কালী, বসুন্ধরা, গঙ্গা, বটী,  
 মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিদ্রা, স্বধা, স্বাহা ও দক্ষিণা ইহারা প্রকৃতির অংশ ॥ ৭ ॥ ইহাঁ-  
 দিগের পুণ্যদায়ক শ্রুতিসুখকর চরিত, তৎপ্রসঙ্গে জীবগণের কৰ্ম্মবিপাক এবং দুর্গা ও রাধার  
 অতি বিস্তীর্ণ উদার চরিত ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণন করিব ॥ ৮—৯ ॥ সম্প্রতি সরস্বতীর বৃত্তান্ত  
 বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । মুনিবর ! যে বীণাপাণির প্রভাবে অজানাক মুঢ় জনেরও স্বর-  
 কাশ জ্ঞানালোকে উজ্জ্বলিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সৰ্বপ্রথমে সেই দেবী সরস্বতীর পূজা ভারতে অব-  
 তীর্ণ করেন ॥ ১০ ॥ কামরূপিণী কামুকী দেবী সরস্বতী রাধার জিহ্বাগ্র তাগ হইতে আবির্ভূত  
 হইয়াই কামবশতঃ কৃষ্ণকেই পতিত্বে বরণ করিতে অতিলাস করিলেন ॥ ১১ ॥ সৰ্বাস্তবামী



স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বমাতরম্ ।  
তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামে স্থখাবহম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভজ নারায়ণং নাধি । মদংশঞ্চ চতুর্ভুজম্ ।  
যুবানং স্কন্দরং সৰ্বগুণমুক্তঞ্চ মৎসমম্ ॥ ১৩ ॥  
কামজ্ঞং কামিনীনাঞ্চ তাসাঞ্চ কামপূরকম্ ।  
কোটিকন্দৰ্পলাবণ্যলীলালঙ্কৃতমীশ্বরম্ ॥ ১৪ ॥  
কাস্তে ! কাস্তঞ্চ মাং কৃত্বা যদি স্মাতুমিহেচ্ছসি ।  
ত্বতোবলবতী রাধা ন তদ্রস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥  
যোযস্মাদবলবান্ বাণি ! ততোহন্তুং রক্ষিতুং ক্ষমঃ ।  
কথং পরাস্থাধয়তি যদি স্বয়মনীশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥  
সৰ্বেশঃ সৰ্বশাস্তাহং রাধাং বাধিতুমক্ষমঃ ।  
তেজসা মৎসমা সা চ রূপেণ চ গুণেন চ ॥ ১৭ ॥

কাস্তে ! হে সরস্বতি ! মম রাধা পত্নী ত্বতো বলবত্যাধিকা মানিনী ভবত্যতস্তব মৎ-  
পত্নীত্বেন পত্নীজগদুৎকৃষ্টেন ভদ্রং ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নমু তাং পত্নীং শিষ্যয়েতি চেত্তদ্রাহ যো যস্মাদিতি । হে বাণি ! যঃ পুরুষো যস্মান্নির্বলান্  
বলবান্ ভবতি তস্মান্নির্বলানাং সকাশাৎক্ষিতুমন্তুং স মবলঃ ক্ষমো ভবতি । নাহং রাধাতো  
বলবাংস্ততশ্চ রাধাতো রক্ষিতুং ত্বাং ন ক্ষমোহস্মীত্যর্থঃ । কথং ক্ষমো ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
তত্র প্রসিদ্ধং ভায়মাহ কথমিতি । সাধয়তি রক্ষতি ॥ ১৬ ॥

সৰ্বশাস্তাহং যদ্যপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তৎকথাং তাহা জানিতে পারিয়া সেই লোকমাতাকে সম্বোধনপূর্বক পরিণাম  
স্থকর সত্য ও পথ্য বচনে কহিলেন ॥ ১২ ॥ পতিব্রতে ! আমার অংশসম্পূর্ণ চতুর্ভুজ  
নারায়ণ যুবা, স্ত্রী ও সৰ্বগুণাবিত ; এমন কি, আমার সদৃশ ॥ ১৩ ॥ তিনি ঐশ্বরিক  
গুণে বিভূষিত ; স্তুরাং কামিনীগণের হৃদয়বাসনা বিলক্ষণ বিদিত আছেন এবং বাসনা  
পূর্ণও করিয়া থাকেন । তাঁহার সৌন্দর্যের কথা কি বলিব, তাঁহার শরীরে কোটি  
কন্দর্পের লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছে ॥ ১৪ ॥ কাস্তে ! আর যদি আমাকে পতিত্ব বরণ  
করিয়া আমার নিকট অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা তোমার পক্ষে ভদ্রদায়ক  
নহে । কারণ, আমার সমীপস্থা রাধা, তোমা অপেক্ষা প্রবলা ॥ ১৫ ॥ যদি কোন ব্যক্তি  
অপেক্ষাকৃত বলবান্ হয়, তাহা হইলে সে আশ্রিত ব্যক্তিকে অঙ্গ হইতে রক্ষা করিতে  
সমর্থ হইতে পারে ; কিন্তু যদি তদপেক্ষা দুর্বল হয়, তাহা হইলে স্বয়ং অঙ্গসমর্থ হইয়া  
কি রূপে অঙ্গকে রক্ষা করিতে পারিবে ? যদিও আমি সৰ্বেশ্বর, সকলকে শাসন করিয়া

প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা প্রাণাংস্ত্যক্তুং কঃ ক্ষমঃ ।  
 প্রাণতোহপি প্রিয়ঃ পুত্রঃ কেবাং বাস্তি চ কশ্চন ॥ ১৮ ॥  
 ত্বং ভদ্রে ! গচ্ছ বৈকুণ্ঠং তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ।  
 পতিং তমীশ্বরং কৃৎস্না মোদস্ব স্তুচিরং স্তুত্বম্ ॥ ১৯ ॥  
 লোভমোহকামক্রোধমানহিংসাবিবর্জিতা ।  
 তেজসা ত্বৎসমা লক্ষ্মীরূপেণ চ গুণেন চ ॥ ২০ ॥  
 তয়া সার্কং তব প্রীত্যা শতংকালঃ প্রয়াস্রতি ।  
 গৌরবঞ্চ হরিস্তূল্যং করিষ্যতি দ্বয়োরপি ॥ ২১ ॥  
 প্রতিবিশ্বেষু তাং পূজাং মহন্তীং গৌরবান্বিতাম্ ।  
 মাঘস্ত গুরুপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে চ স্তুন্দরি ! ॥ ২২ ॥

প্রাণতোহপীতি । কেবামপি পুরুষাণাং কশ্চন কোহপি পুত্রঃ প্রাণতোহপি কিং  
 প্রিয়োহস্তি নাস্ত্যত্যাঃ । তথা চ পুত্রোভ্যোহপি প্রিয়ঃ প্রাণস্তৎপ্রাণরূপাং রাধাং ত্যক্তুং  
 কথমহং ক্ষম ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তর্হি মম কা গতিস্তদ্রাহ ত্বং ভদ্রে ! ইতি ॥ ১৯ ॥

নমু তত্রাপি লক্ষ্মীঃ সপত্নী বর্তত ইতি চেন্ন সা লক্ষ্মী রাধাসদৃশী মানিনী কিস্তিশাস্তা-  
 স্তীত্যাহ লোভেতি ॥ ২০—২১ ॥

প্রতিবিশ্বেষু প্রতিবুদ্ধাণ্ডম্ । তাং পূজামিত্যস্ত করিষ্যস্তীত্যেনোদঘঃ । মাঘস্ত গুরু-  
 পঞ্চম্যামিত্যেনে তদ্দিনে সরস্বত্যা মহোৎসবে বোধিতঃ । তদ্দিনস্ত বিদ্যারম্ভ ইতি বিশে-  
 ষণস্ত শাস্ত্রে তদ্দিনে বিদ্যায়া আরম্ভঃ কৰ্ত্তব্য ইতি শ্রবণাৎ ॥ ২২—২৪ ॥

থাকি ; কিন্তু আমার রাধাকে শাসন করিবার সামর্থ্য নাই । কারণ, তিনি কি প্রভাব,  
 কি রূপ, কি গুণ, সৰ্ব্বাংশেই আমার সমান ॥ ১৬—১৭ ॥ রাধাকে পরিত্যাগ করাও আমার  
 সাধ্যায়ত্ত নহে ; কারণ, রাধা আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব কোন্ ব্যক্তি  
 নিজ জীবন বিসর্জন দিতে সমর্থ হয় ? পুত্র যদিও সকলের সমাদরের সামগ্রী, তথাপি কি  
 প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর হইতে পারে ? ॥ ১৮ ॥ অতএব ভদ্রে ! তুমি বৈকুণ্ঠধামে গমন কর,  
 তথায় তোমার প্রেয়ো লাভ হইবে । তুমি বৈকুণ্ঠনাথকে পতি লাভ করিয়া চিরকাল স্তুত্বে  
 বিহার করিতে পারিবে ॥ ১৯ ॥ যদিও লক্ষ্মী তথায় বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তিনিও  
 তোমার মত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের বশীভূত নহেন এবং কি রূপ,  
 কি গুণ, কি প্রভাব, সৰ্ব্বাংশেই তোমার তুল্য ॥ ২০ ॥ অতএব তাঁহার সহিত পরম স্তুত্বে  
 কালযাপন করিতে পারিবে । বৈকুণ্ঠমাধ হরিও তোমাদিগের উভয়কেই সমান সমাদর  
 করিবেন ॥ ২১ ॥ বিশেষতঃ আমি বলিতেছি, প্রতিবুদ্ধাণ্ডেই মাঘ মাসের যে শুক্লা পঞ্চমী  
 দিনে বিদ্যারম্ভ হয়, সেই দিনে মহামহোৎসবে কি মানবগণ, কি মনুগণ, কি দেবগণ, কি  
 ব্রহ্মগণ, কি বসুগণ, কি যোগিগণ, কি নাগগণ, কি সিদ্ধগণ, কি গন্ধৰ্বগণ, কি রাক্ষসগণ

মানবা মনবোদেবা মুনীন্দ্রাশ্চ মুমুক্শবঃ ।  
 বসবোযোগিনঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসঃ ॥ ২৩ ॥  
 মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবধি ।  
 ভক্তিয়ুক্তাশ্চ দম্বা বৈ চোপচারাণি বোড়শ ॥ ২৪ ॥  
 কণ্ঠশাখোক্তবিধিনা ধ্যানেন স্তবনেন চ ।  
 জিতেন্দ্রিয়াঃ সংযতাশ্চ ঘটে চ পুস্তকেহপি চ ॥ ২৫ ॥  
 কৃদ্ধা স্তবর্ণগুটিকাং গন্ধচন্দনচর্চিতাম্ ।  
 কবচং তে গ্রহীষ্যন্তি কণ্ঠে বা দক্ষিণে ভূজে ॥ ২৬ ॥  
 পঠিষ্যন্তি চ বিদ্বাংসঃ পূজাকালে চ পূজিতে ।।  
 ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস তান্দেবীং সর্ব্বপূজিতাম্ ॥ ২৭ ॥  
 ততস্তৎপূজনং চক্ৰু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।  
 অনন্তশ্চাপি ধর্ম্মশ্চ মুনীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥  
 সর্ব্বে দেবাশ্চ মুনয়ো নৃপাশ্চ মানবাদয়ঃ ।  
 বভূব পূজিতা নিত্য। সর্ব্বলোকৈঃ সরস্বতী ॥ ২৯ ॥

কণ্ঠশাখোক্তেতি । যদ্যপি স বিধিরধুনোপলক্ষ্যার্থাৎ নাস্তি তথাপ্যচ্ছিন্নশাখাং বর্ত্তত  
 ইতি বোধ্যম্ । ঘটে পুস্তকে বা আবাহ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

স্তবর্ণগুটিকামিতি । ভূজপদ্রে কবচমষ্টগন্ধেন সংলিখ্য স্তবর্ণগুটিকায়াং ধারয়েতাক্ষ  
 গুটিকাং কণ্ঠাদিষু ধারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩২ ॥

সকলেই, যাবৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রতি কল্পে কল্পে ভক্তিভাবে  
 বোড়শোপচারে তোমার পূজা করিবে ॥ ২২—২৪ ॥ সকলেই জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হইয়া  
 ঘটে বা পুস্তকে তোমার আবাহন করিয়া বহুর্কসের কণ্ঠশাখোক্তবিধানে ধ্যান ও  
 স্তবপাঠ করিয়া তোমার অর্চনা করিবে ॥ ২৫ ॥ তোমার কবচ আট প্রকার গন্ধদ্রব্য দ্বারা  
 ভূজপদ্রে লিখিয়া স্তবর্ণগুটিকা মধ্যে নিধানপূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণ ভূজে ধারণ করিবে ।  
 বিশেষতঃ বিদ্বান্ ব্যক্তি ধাত্রেই পূজাকালে তোমার স্তবপাঠে নিরত হইবে । এই কথা  
 বলিয়া পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সরস্বতী দেবীর পূজা করিলেন ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই অবশিষ্ট ব্রহ্মা  
 বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং অনন্তদেব, ধর্ম্ম, সনকাদি মুনীন্দ্রগণ, সমস্ত দেবগণ, সমস্ত মুনিগণ,  
 সমস্ত নরপতিগণ ও সমস্ত মানব সমাজ সরস্বতী দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছে । বৎস  
 নারদ ! এইরূপে সেই অনন্তকালস্থায়িনী দেবী সরস্বতীর পূজা ত্রিলোকমধ্যে প্রচারিত  
 হইয়াছে ॥ ২৮—২৯ ॥



নারদ উবাচ ।

পূজাবিধানং কবচং ধ্যানঞ্চাপি নিরন্তরম্ ।

পূজোপযুক্তং নৈবেদ্যং পুষ্পঞ্চ চন্দনাদিকম্ ॥ ৩০ ॥

বদ বেদবিদাংশ্চোষ্ঠ ! শ্রোতুং কৌতূহলং মম ।

বর্ততে হৃদয়ে শব্দং কিমিদং ক্রুতিসুন্দরম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি কণ্ঠশাখোক্তপদ্ধতিম্ ।

জগন্মাতুঃ সরস্বত্যাঃ পূজাবিধিসমম্বিতাম্ ॥ ৩২ ॥

মাঘস্ত শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে দিনেহপি চ ।

পূর্বেহহি সময়ং কৃত্বা তত্রাহি সংযতঃ শুচিঃ ॥ ৩৩ ॥

স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াঃ কৃত্বা ষটং সংস্থাপ্য ভক্তিতঃ ।

স্বশাখোক্তবিধানেন তাস্মিন্কেণাথবা পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

গণেশং পূর্বমভ্যর্চ্য ততোহভীষ্টাং প্রপূজয়েৎ ।

ধ্যানেন বক্ষ্যমাণেন ধ্যান্ধাৰাহ যটে ধ্রুবম্ ।

ধ্যাত্বা পুনঃ ষোড়শোপচারেণ পূজয়েদ্ভ্রতী ॥ ৩৫ ॥

পূজোপযুক্তনৈবেদ্যং যচ্চ বেদনিকুপিতম্ ।

বক্ষ্যামি সৌম্য ! তৎ কিঞ্চিদযথাধীতং যথাগমম্ ॥ ৩৬ ॥

সময়ং সংক্লেতম্ ॥ ৩০—৩৪ ॥

অভীষ্টাং সরস্বতীম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

নারদ কহিলেন, হে বেদবিদাশ্বর ! সরস্বতীপূজার শ্রবণ-মনোহর পদ্ধতি, ধ্যান, কবচ, স্তোত্র এবং পূজার উপযুক্ত নৈবেদ্য, পুষ্প ও চন্দনাদি উপচার বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার হৃদয়ে নিরন্তর মহান্ কৌতূহল বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব আপনি সেই সমস্ত কীর্তন করুন ॥ ৩০—৩১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! বজ্রকোষের অন্তর্গত কণ্ঠশাখায় জগন্মাতা সরস্বতীর পূজাবিধিসম্বিত বেক্রপ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥ মাঘী শুক্লা পঞ্চমীর বা বিদ্যারম্ভ দিবসের পূর্ব দিনে সংযত হইয়া পরাহে স্নানান্তে নিত্য কর্ণের অর্হটানপূর্বক কণ্ঠশাখোক্ত বিধানেই হউক, আর তন্ত্রোক্ত বিধানেই হউক, ভক্তিপূর্বক ষটস্থাপন করিবে ॥ ৩৩ ॥ তৎপরে প্রথমে সেই ষটে গণপতিকে পূজা করিয়া পরে যে ধ্যান বলিতেছি সেই ধ্যানের সরস্বতীকে ভাবনা করিয়া আবার পূর্বক পুনরায় ধ্যান পাঠ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ॥ ৩৫ ॥ ভক্ত ! এক্ষণে বেদে বা তন্ত্রে

নবনীতং দধি কীরং লাজাংশ্চ তিললড্ডুকম্ ।

ইক্ষুমিক্ষুরসং শুক্লবর্ণং পকুণ্ডং মধু ॥ ৩৭ ॥

অস্তিকং শর্করা শুক্লধান্যশ্রাক্তমক্ষতম্ ॥ ৩৮ ॥

অশ্বিন্নশুক্লধান্যশ্চ পৃথুকং শুক্লমোদকম্ ।

ঘৃতসৈন্ধবসংযুক্তং হবিষ্যাম্ যথোদিতম্ ॥ ৩৯ ॥

যবগোধূমচূর্ণানাং পিষ্টকং ঘৃতসংযুতম্ ।

পিষ্টকং অস্তিকশ্রাপি পকরস্তাকলশ্চ চ ॥ ৪০ ॥

পরমাম্ চ সঘৃতং মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমম্ ।

নারিকেলং তদুদকং কসেরুং মূলমার্ককম্ ॥ ৪১ ॥

পকরস্তাকলঞ্চাকু শ্রীফলং বদরীফলম্ ।

কালদেশোদ্ভবঞ্চাকু ফলং শুক্লঞ্চ সংস্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥

অগন্ধং শুক্লপুষ্পঞ্চ অগন্ধং শুক্লচন্দনম্ ।

নবীনং শুক্লবস্ত্রঞ্চ শঙ্খঞ্চ সুন্দরং যুনে ! ।

মাল্যঞ্চ শুক্লপুষ্পাণাং শুক্লহারঞ্চ ভূষণম্ ॥ ৪৩ ॥

যাদৃশঞ্চ শ্রুতৌ ধ্যানং প্রশস্তং শ্রুতিসুন্দরম্ ।

তন্নিবোধ মহাভাগ ! ভ্রমভঞ্জনকারণম্ ॥ ৪৪ ॥

ইক্ষুং সম্পূর্ণং খণ্ডং বা । অস্তিকমিতি । অস্তিকে মঙ্গলদ্রব্যচতুষ্কগৃহভেদমোরিতি মেদিনীকোষান্নঙ্গলদ্রব্যং যদ্যন্তং সর্বং গ্রাহম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

অস্তিকশ্রাপি যন্ত কস্তাপি মঙ্গলদ্রব্যশ্চ পিষ্টকং ঘৃতসংযুতমিত্যর্থঃ । পকরস্তাকলশ্চ শুক্লশ্চ পিষ্টকমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

পরমাম্ পায়সম্ । কসেরুঃ প্রসিদ্ধঃ । মূলং মূলকম্ ॥ ৪১—৪২ ॥

পূজার বেক্রপ নৈবেদ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, স্বীয় জানাঘুসারে সমস্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥ নবনীত, দধি, কীর, লাজ, তিললড্ডুক, ইক্ষুখণ্ড, ইক্ষুরস, পরিপকুণ্ড, মধু, অস্তিক, শর্করা, শুক্ল ধান্তের অক্ষত তণুল, অশ্বিন্ন শুক্ল ধান্তের চিপটক, শুক্লমোদক, ঘৃত-সৈন্ধবসংযুক্ত হবিষ্যাম্, যবচূর্ণ বা গোধূম চূর্ণের ঘৃতসংযুক্ত পিষ্টক, অস্তিক পিষ্টক, অস্তিক-যুক্ত পক রস্তাকলের পিষ্টক, ঘৃতসংযুক্ত পরমাম্, অমৃততুল্য মিষ্টান্ন, নারিকেল, নারি-কেলোদক, কসেরু (কেহুর), মূলক, আর্জক, পকরস্তা, অত্যাৎকষ্ট শ্রীফল, বদরীফল এবং বধাকাল ও বধাদেশসমুদ অস্তান্ত শুক্লবর্ণ সুসংস্কৃত ফল সকল প্রদান করিবে ॥ ৩৭—৪২ ॥

বৎস নারদ! অগন্ধ শুক্ল পুষ্প, অগন্ধ বেতচন্দন, নূতন শুক্লবস্ত্র, মনোহর শঙ্খ, বেত পুষ্পের মাল্য, শুক্ল হার ও সুন্দর ভূষণ সরস্বতীকে প্রদান করিবে ॥ ৪৩ ॥ হে মহাভাগ! বেদে সরস্বতী দেবীর বেক্রপ ভ্রমভঞ্জন শ্রবণমনোহর ধ্যান নির্দিষ্ট হইয়াছে, কহিতেছি

“সরস্বতীং শুক্লবর্ণাং সশ্লিতাং স্তম্বনোহরাম্ ॥ ৪৫ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভামুক্তপুষ্পক্ৰীযুক্তবিগ্রহাম্ ।

বহিঃশুভ্রাং শুকাধানাং বীণাপুস্তকধারিণীম্ ॥ ৪৬ ॥

রত্নসারেস্রনির্মাণনবভূষণভূষিতাম্ ।

সুপূজিতাং সুরগণৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ ।

বন্দে ভক্ত্যা বন্দিতাঞ্চ মুনীন্দ্রমমুমানবৈঃ ॥ ৪৭ ॥”

এবং ধ্যান্য চ মূলেন সর্বং দত্তা বিচক্ষণঃ ।

সংস্কৃত্য কবচং ধৃত্বা প্রণামেদগুবদুবি ॥ ৪৮ ॥

যেষাং ক্ষেয়মিচ্ছদেবী তেষাং নিত্য ক্রিয়া মুনে ! ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যারম্ভে চ বর্ষান্তে সর্বেষাং পঞ্চমীদিনে ।

সর্বোপযুক্তো মূলঞ্চ বৈদিকাক্ষরঃ পরঃ ॥ ৫০ ॥

যেষাং যেনোপদেশো বা তেষাং স মূলএব চ ।

সরস্বতী চতুর্থ্যন্তং বহিঃপ্রাস্তম্ভমেব চ ।

লক্ষ্মীমায়াদিকটেকব মন্ত্রোহয়ং কল্পপাদপঃ ॥ ৫১ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভা মুঠা অপহৃত্য যেন তাদৃশঃ। পুষ্পক্ৰীযুক্তঃ যুতো বিগ্রহো যন্তাঃ॥৪৬-৪৮॥  
নিত্যাক্রিয়েতি। সর্বেষাং জনানাং বিদ্যারম্ভে বর্ষান্তে পঞ্চমীদিনে মাঘশুক্রপঞ্চম্যা-  
মিয়ং ক্রিয়া নিত্যাবশ্যং কর্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

মূলঞ্চ সর্বশ্চ মূলভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

যেষাং পুরুষাণাং যেন হেতুনোপদেশো জাতস্তেন হেতুনা তেষাং স মূল এব সর্বশ্চ  
মূলো মূলভূত ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোহয়মিতি। ত্রীং হ্রীং সরস্বতৈত্যা হেতি বৈদিকো মন্ত্রঃ।  
কল্পবৃক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৬ ॥

শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥ “যাহার শরীরপ্রভায় কোটি চন্দ্রের প্রভাও মলিনতা ধারণ করে,  
যাহার পরিধান অগ্নিপরীক্ষিত বিশুদ্ধ পটবস্ত্র, যাহার করে বীণাযন্ত্র ও পুস্তক, যিনি সর্বোৎ-  
কৃষ্ট-রত্নজাত-নবভূষণে বিভূষিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ নিয়ত যাহার অর্চনা  
করেন, যিনি মুনীন্দ্র, মমু ও মানবগণ কর্তৃক সর্বদা বন্দিত হন, আমি ভক্তিভাবে সেই  
শুক্লবর্ণা, হস্তাননা স্তম্বনোহরা সরস্বতীকে বন্দনা করি ॥ ৪৫—৪৭ ॥” বিচক্ষণ ব্যক্তি এই-  
রূপে ধ্যান করিয়া যাবতীর দ্রব্য মূলোচ্চারণপূর্বক প্রদান করিবে। তৎপরে স্তবপাঠ ও  
কবচ ধারণপূর্বক তুতলে নিপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। মুনিবর! এই দেবী  
সরস্বতী যাহাদিগের ইষ্টদেবতা, তাহাদিগের ত কথাই নাই ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তন্নিম্ন সাধারণত  
সকলেরই বিদ্যারম্ভ দিবসে এবং বৎসরান্তে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী দিনে সরস্বতীর পূজা  
করা কর্তব্য। বেদোক্ত অষ্টাক্ষরমুক্ত মন্ত্রই সরস্বতীর মূলমন্ত্র ॥ ৫০ ॥ অথবা যিনি যে



পুরা নারায়ণশ্চৈব বাম্বীকার কৃপানিধিঃ ।  
 প্রদদৌ জাহ্নবীতীরে পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৫২ ॥  
 ভৃগুর্দদৌ চ শুক্রায় পুঙ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৫৩ ॥  
 চন্দ্রপর্ব্বণি মারীচো দদৌ বাক্পতয়ে মুদা ।  
 ভৃগোশ্চৈব দদৌ তুষ্ণো ব্রহ্মা বদরিকাশ্রমে ॥ ৫৪ ॥  
 আস্তিকশ্চ জরৎকারুর্দদৌ ক্ষীরোদসমিধৌ ।  
 বিভাণ্ডকো দদৌ মেরৌ ঋষ্যশৃঙ্গায় ধীমতে ॥ ৫৫ ॥  
 শিবঃ কণাদমুনয়ে গোতমায় দদৌ মুদা ।  
 সূর্য্যশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যায় তথা কাত্যায়নায় চ ॥ ৫৬ ॥  
 শেষঃ পাণিনয়ে চৈব ভারত্বাজায় ধীমতে ।  
 দদৌ শাকটায়নায় স্ততলে বলিসংসদি ॥ ৫৭ ॥  
 চতুর্লক্ষজপেনৈব মন্ত্রঃ সিদ্ধো ভবেন্নগাম্ ।  
 যদি শ্রান্মন্ত্রসিদ্ধো হি বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥  
 কবচং শৃণু বিশ্রেষ্ঠ ! যদন্তং ব্রহ্মণা পুরা ।  
 বিশ্বশ্রুতা বিশ্বজয়ং ভৃগবে গন্ধমাদনে ॥ ৫৯ ॥

বলিসংসদি বলিসভায়াম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

বিশ্বজয়ং তন্নামকম্ ॥ ৫৯—৬০ ॥

মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহাই তাহার মূলমন্ত্র ; অতএব নিজ মূলমন্ত্রেই হউক, বা সরস্বতী  
 শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া অগ্নির পত্নী “স্বাহা” পর্য্যন্ত শেষ ধরিয়া তাহার  
 পূর্বে প্রণব ত্রীং হ্রীং বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক, সেই মন্ত্রে অর্থাৎ “ত্রীং হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহা”  
 এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে সরস্বতীকে সমস্ত বস্তু প্রদান করিবে। এই মন্ত্রই কল্পবৃক্ষ, অর্থাৎ  
 কল্পবৃক্ষের নিকট যেরূপ সমস্ত অতীষ্ট লাভ হয় ; এই মন্ত্র হইতেও সেইরূপ সমস্ত অতীষ্ট  
 লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ কৃপানিধি নারায়ণ পূর্বে পুণ্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষে জাহ্নবীতীরে  
 বাম্বীককে এই মন্ত্র প্রদান করেন। তাহার পর ভৃগু একদা সূর্য্যগ্রহণসময়ে পুঙ্করতীরে  
 মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে, মারীচ চন্দ্রগ্রহণসময়ে বৃহস্পতিকে, বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মা ভৃগুকে,  
 ক্ষীরোদসাগরতীরে জরৎকারু আস্তিককে, স্তম্ভপর্ব্বতে বিভাণ্ডক ধীমান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে,  
 শিব কণাদ ও গোতমকে, সূর্য্য যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নকে, অনন্তদেব পাতাল-  
 তলে বলিসভায় পাণিনি, ধীমান্ ভারত্বাজ ও শাকটায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ৫২—৫৭ ॥ এই মন্ত্র চারিলক্ষবার জপ করিলেই মানবগণ সিদ্ধ হইয়া থাকে।  
 মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বৃহস্পতির তুল্য ক্রমতাশালী হইতে পারে ॥ ৫৮ ॥ পূর্বে বিশ্বশ্রুতা ব্রহ্মা

## ভৃগুরবাচ ।

ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠ ! ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ ! ।

সর্বজ্ঞ ! সর্বজনক ! সর্বেশ ! সর্বপূজিত ! ॥ ৬০ ॥

সরস্বত্যাশ্চ কবচং বৃহি বিশ্বজয়ং প্রভো ! ।

অযাতযামং মন্ত্রাণাং সমূহসংযুতং পরম্ ॥ ৬১ ॥

## ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু বৎস ! প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বকামদম্ ।

শ্রুতিসারং শ্রুতিস্থং শ্রুতীকৃতং শ্রুতিপূজিতম্ ॥ ৬২ ॥

উক্তং কৃষ্ণেন গোলোকে মহ্যং ব্রহ্মাবনে বনে ।

রাসেশ্বরেণ বিভূনা রাসে বৈ রাসমণ্ডলে ॥ ৬৩ ॥

অতীবগোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষসমং পরম্ ।

অশ্রুতাত্মতমন্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৬৪ ॥

যদ্বা ভগবান্ শুক্রঃ সর্বদৈত্যৈষু পূজিতঃ ।

যদ্বা পঠনাদব্রহ্মন্ ! বুদ্ধিমাংশ্চ বৃহস্পতিঃ ॥ ৬৫ ॥

অযাতযামং নির্দোষম্ ॥ ৬১ ॥

শ্রুতিস্থং কৰ্ণমধুরম্ ॥ ৬২—৭০ ॥

গন্ধমাদন পর্বতে ভৃগুকে বিশ্বজয় নামক যে কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৯ ॥

একদা ভৃগু সর্বেশ্বর সর্বপূজিত ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি সমুদায় বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, বেদজ্ঞানবিষয়ে আপনার তুল্য দ্বিতীয় নাই ; এমন কি আপনার অবিদিত কিছুই নাই, কারণ সমস্তই আপনি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অতএব প্রভো ! বাহা নির্দোষ ও সমস্ত মন্ত্রগুণনিষ্ঠ, আপনি সেই সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্বজয়নামক সরস্বতীকবচ আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ৬০—৬১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস ! তুমি যে শ্রবণমনোহর বেদবিহিত বেদপূজিত সর্বাঙ্গীষ্টপ্রদ সরস্বতী কবচের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব প্রথমে রাসেশ্বর বিভু শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে ব্রহ্মাবন নামক অরণ্যে রাসোৎসবসময়ে রাসমণ্ডলে এই সরস্বতী কবচ আমার নিকট ব্যক্ত করেন। এই কবচ অতীব গোপনীয় এবং অশ্রুত অদ্ভুত মন্ত্র সমূহে পরিপূর্ণ। এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া বৃহস্পতি বুদ্ধিমত্তা বিবরে অগ্রগণ্য হইয়াছেন, এই কবচবলে শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের নিকট প্রোদ্ধাত লাভ করিয়াছেন, এই কবচ পাঠে মুনিবর বান্দীকি বাগ্ধিতা লাভ করিয়া কবীজপদে আরো-

পঠনাক্ষরগাথাগ্নী কবীন্দ্রো বাগ্মীকো মুনিঃ ।  
 স্বায়ত্ত্ববো মনুশ্চৈব যজ্ঞা সৰ্বপূজিতঃ ॥ ৬৬ ॥  
 কণাদো গোতমঃ কণ্ঠঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ ।  
 গ্রন্থকার যজ্ঞা দক্ষঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৭ ॥  
 ধৃহা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণাশ্চখিলানি চ ।  
 চকার লীলামাত্রেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮ ॥  
 শাতাতপশ্চ সম্বর্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ ।  
 যজ্ঞা পঠনাদ্যস্থং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সঃ ॥ ৬৯ ॥  
 ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চান্তিকো দেবলস্তথা ।  
 জৈগীষবেয়া যযাতিশ্চ ধৃহা সৰ্বত্র পূজিতাঃ ॥ ৭০ ॥  
 কবচশাস্ত্র বিপ্রেন্দ্র ! ঋষিরেব প্রজাপতিঃ ।  
 স্বয়ং ছন্দশ্চ বৃহতী দেবতা শারদাস্বিকা ॥ ৭১ ॥  
 সৰ্বতত্ত্বপরিজ্ঞানসৰ্বার্থসাধনেষু চ ।  
 কবিতাসু চ সৰ্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭২ ॥  
 শ্রীং হ্রীং সরস্বতৈ্য স্বাহা শিরো মে পাতু সৰ্বতঃ ।  
 শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং মে সৰ্বদাবতু ॥ ৭৩ ॥

শারদা শারং শীর্ণং শরীরসমূহং দ্যতি ধণ্ডয়তি যা সা শারদা দেবতা ॥ ৭১—৭২ ॥

প্রথমমন্ত্রে শ্রীবীজং মায়াবীজং ক্রমেণাদৌ বৃত্ততে শ্রীবীজাদ্যো দ্বিতীয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

হণ করিয়াছেন, স্বায়ত্ত্বব মনু ইহা ধারণ করিয়া সৰ্বত্র সমাদৃত হইয়াছেন ॥ ৬২—৬৬ ॥  
 কণাদ, গোতম, কণ্ঠ, পাণিনি, শাকটায়ন, দক্ষ ও কাত্যায়ন ইহারা সকলেই এই কবচ-  
 প্রভাবে গ্রন্থকারপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই কবচ ধারণ  
 পূৰ্বক বেদবিভাগ ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছেন । শাতাতপ, সম্বর্ত, বশিষ্ঠ, পরা-  
 শর ও যাজ্ঞবল্ক্য এই সরস্বতী কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া গ্রন্থকার হইয়াছেন । ঋষ্যশৃঙ্গ,  
 ভরদ্বাজ, আন্তিক, দেবল, জৈগীষব্য ও যযাতি ইহারা সকলে ইহারই বলে সৰ্বত্র সমান  
 সমাদর লাভ করিয়াছেন ॥ ৬৭—৭০ ॥

হে বিজবর ! প্রজাপতি স্বয়ং এই কবচের ঋষি, বৃহতী ইহার ছন্দ এবং শারদা অস্বিকা  
 ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । কি তত্ত্বার্থজ্ঞান, কি প্রয়োজনসিদ্ধি, কি সমুদায় কবিতা সৰ্বত্র  
 ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে ॥ ৭১—৭২ ॥ শ্রীং হ্রীং সরস্বতৈ্য স্বাহা, সৰ্বতোভাবে  
 আমার শিরোদেশ, শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা আমার কপালভাগ, ওঁ হ্রীং সরস্বতৈ্য  
 স্বাহা সৰ্বদা আমার কর্ণধর, ওঁ শ্রীং হ্রীং ভগবতৈ্য সরস্বতৈ্য স্বাহা সৰ্বদা আমার নয়নধর,



ওঁ হ্রীং সরস্বতৈ স্বাহেতি শ্রোত্রে পাতু নিরন্তরম্ ।  
 ওঁ শ্রীং হ্রীং ভগবতৈ সরস্বতৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু ॥ ৭৪ ॥  
 ঐং হ্রীং বাখাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্বদাবতু ।  
 ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা চোষ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৫ ॥  
 ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহেতি দন্তপঞ্জিঃ সদাবতু ।  
 ঐমিত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৬ ॥  
 ওঁ শ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং ক্ষক্কৌ মে শ্রীং সদাবতু ।  
 ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ॥ ৭৭ ॥  
 ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাভিকাম্ ।  
 ওঁ হ্রীং ক্রীং বাণ্যৈ স্বাহেতি মম হস্তৌ সদাবতু ॥ ৭৮ ॥  
 ওঁ সর্ববর্ণাঙ্ঘ্রিকায়ৈ পাদযুগ্মং সদাবতু ।  
 ওঁ বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা সর্বং সদাবতু ॥ ৭৯ ॥  
 ওঁ সর্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু ।  
 ওঁ সর্বজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহামিদিশি রক্ষতু ॥ ৮০ ॥  
 ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং সরস্বতৈ বুদ্ধজন্যৈ স্বাহা ।  
 \*সততং মন্তুরাজোহয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥ ৮১ ॥

তারমায়াদ্যন্তৃতীয়ঃ । তারশ্রীমায়াদ্যশ্চতুর্থকঃ ॥ ৭৪ ॥  
 বাগ্ভবমায়াদ্যঃ পঞ্চমঃ । তারমায়াদ্য ষষ্ঠঃ ॥ ৭৫ ॥  
 তারশ্রীমায়াদ্যঃ সপ্তমঃ । বাগ্ভবাদ্যোহষ্টমঃ ॥ ৭৬ ॥  
 তারশ্রীমায়াদ্যো নবমঃ । শ্রীবীজাদ্যো দশমঃ । তারমায়াদ্যো মন্ত্র একাদশঃ ॥ ৭৭ ॥  
 তারমায়াদ্যো দ্বাদশঃ । তারমায়াকামবীজাদ্যত্রয়োদশঃ ॥ ৭৮ ॥  
 তারমায়াদ্যো চতুর্দশপঞ্চদশৌ ॥ ৭৯ ॥  
 তারাদ্যো ষোড়শসপ্তদশৌ ॥ ৮০ ॥  
 তারবাগ্ভবমায়াকামবীজাদ্যোহষ্টাদশঃ ॥ ৮১ ॥

ঐং হ্রীং বাখাদিন্যৈ স্বাহা সর্বদা আমার নাসিকা, ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা  
 অক্ষুণ্ণ আমার ওষ্ঠ, ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহা আমার দন্তপঞ্জি, ঐং এই একাক্ষর  
 মন্ত্র সর্বদা আমার কণ্ঠদেশ, ওঁ শ্রীং হ্রীং আমার গ্রীবাদেশ, শ্রীং আমার বক্ষঃ, ওঁ হ্রীং  
 বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা সর্বদা আমার বক্ষঃস্থল, ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিস্বরূপায়ৈ স্বাহা আমার  
 নাভিদেশ, ওঁ হ্রীং ক্রীং বাণ্যৈ স্বাহা আমার হস্তদ্বয়, ওঁ সর্ববর্ণাঙ্ঘ্রিকায়ৈ স্বাহা আমার  
 চরণযুগল এবং ওঁ বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা আমার সর্বদা সর্বদা রক্ষা করুন ॥ ৭৩—৭৯ ॥  
 ওঁ সর্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা আমার পূর্বদিক্, ওঁ সর্বজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা আমার

ঐং হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈঋত্যাং সর্বদাবতু ।  
 ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিনে স্বাহা মাং বারুণেহবতু ॥ ৮২ ॥  
 ওঁ সর্বাগ্নিকারৈ স্বাহা বায়বো মাং সদাবতু ।  
 ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং গদ্যবাসিনে স্বাহা মামুত্তরেহবতু ॥ ৮৩ ॥  
 ঐং সর্বশাস্ত্রবাসিনে স্বাহেশান্মাং সদাবতু ।  
 ওঁ হ্রীং সর্বপূজিতারৈ স্বাহা চোর্কং সদাবতু ॥ ৮৪ ॥  
 হ্রীং পুস্তকবাসিনে স্বাহাধো মাং সদাবতু ।  
 ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপারৈ স্বাহা মাং সর্বতোহবতু ॥ ৮৫ ॥  
 ইতি তে কথিতং বিশ্ণু ! ব্রহ্মমন্ত্রোঘবিগ্রহম্ ।  
 ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ॥ ৮৬ ॥  
 পুরা শ্রুতং ধর্ম্যবস্ত্রাং পর্বতে গন্ধমাদনে ।  
 তব স্নেহান্নয়াখ্যাং প্রবক্তব্যং ন কশ্চিৎ ॥ ৮৭ ॥  
 গুরুমভ্যচ্য বিধিবদ্বজ্রালংকারচন্দনৈঃ ।  
 প্রণম্য দণ্ডবদ্বমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮৮ ॥  
 পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধন্তু কবচং ভবেৎ ।  
 যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বৃহস্পতিসমোভবেৎ ॥ ৮৯ ॥

বাগ্ভবমায়ী শ্রীবীজাদ্য উনবিংশঃ । তারবাগ্ভবাদ্যো বিংশঃ ॥ ৮২ ॥

তারাদ্য একবিংশঃ । তারবাগ্ভবশ্রীকামাদ্যো দ্বাবিংশঃ ॥ ৮৩ ॥

বাগ্ভবাদ্যাক্ষরোবিংশঃ । তারমায়াদ্যাক্ষতুর্বিংশঃ ॥ ৮৪ ॥

মায়াদ্যঃ পঞ্চবিংশঃ । তারাদ্যঃ ষড়্ বিংশঃ ॥ ৮৫—৯১ ॥

অগ্নিকোণ, ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বতৌ বৃধজনন্তে স্বাহা আমার দক্ষিণ দিক্, ঐং হ্রীং  
 শ্রীং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র আমার নৈঋতকোণ, ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিনে স্বাহা আমার  
 পশ্চিম দিক্, ওঁ সর্বাগ্নিকারৈ স্বাহা আমার বায়ুকোণ, ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং গদ্যবাসিনে  
 স্বাহা আমার উত্তর দিক্, ঐং সর্বশাস্ত্রবাসিনে স্বাহা আমার দৈশানকোণ, ওঁ হ্রীং সর্ব-  
 পূজিতারৈ স্বাহা আমার উর্দ্ধভাগ, হ্রীং পুস্তকবাসিনে স্বাহা আমার অধোভাগ এবং  
 ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপারৈ স্বাহা আমার সকল দিক্ রক্ষা করুন ॥ ৮০—৮৫ ॥

বৎস নারদ ! এই মন্ত্রশরীর ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বজয় নামক কবচের কথা তোমার কহি-  
 লাম । পূর্বে আমি এই কবচ গন্ধমাদন পর্বতে ধর্ম্মদেবের মুখ হইতে প্রবণ করিয়াছিলাম ।  
 সম্রাতি স্নেহাতিশয়াপ্রবৃত্ত তোমার বলিলাম, কিন্তু ইহা কদাচ কাহারও নিকট ব্যক্ত  
 করিও না ॥ ৮৬—৮৭ ॥ বজ্র অলংকার ও চন্দন দ্বারা যথাবিধি গুরুদেবকে অর্চনা করিয়া গুরু  
 চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক এই কবচ ধারণ করিবে । পঞ্চলক্ষ বার জপ করিলে এই কবচ

মহাবাগ্মী কবীন্দ্রশ্চ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ।

শক্নোতি সৰ্বং জ্ঞেতুঞ্চ কবচশ্চ প্রসাদতঃ ॥ ৯০ ॥

ইদঞ্চ কাণ্ণশাখোক্তং কবচং কথিতং যুনে ।।

স্তোত্রপূজাবিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দনং শৃণু ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং নবমস্কন্ধে

সরস্বতীস্তোত্রপূজাকবচাদিবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

( কাণ্ণশাখোক্তসরস্বতীকবচধারণাং তৎপঠনাক্ষ মুঢ় অবাগ্ম্যপি বিদ্বান্ বিশ্ববিজয়ী চ  
ভবতীত্যত আহ মহাবাগ্মীতি ॥ ৯০—৯১ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সিদ্ধ হইয়া থাকে । কবচধারী ব্যক্তি কবচ সিদ্ধ হইলেই বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান, বাগ্মী,  
কবীন্দ্র ও ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়া থাকে । ফলতঃ এই কবচপ্রভাবে সমস্ত জয় করিতে  
সমর্থ হয় ॥ ৮৮—৯০ ॥ যুনে ! আমি তোমায় এই কাণ্ণশাখোক্ত কবচবিষয় কীর্ত্তন করি-  
লাম, এক্ষণে পূজাবিধি, ধ্যান ও বন্দনাদি বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-

বতের নবমস্কন্ধে সরস্বতীস্তোত্রপূজাকবচাদি বর্ণন

নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

বাগ্‌দেবতায়্যাঃ শ্রবনং শ্রয়তাং সৰ্ব্বকামদম্ ।  
মহামুনির্যাজ্ঞবল্ক্যো যেন তুষ্ঠাব তাং পুরা ॥ ১ ॥  
গুরুশাপাচ্চ স মুনির্হিতবিদ্যো বভূব হ ।  
তদা জগাম দুঃখার্তো রবিস্থানং স্থপুণ্যদম্ ॥ ২ ॥  
সম্প্রাপ্য তপসা সূর্য্যং লোলার্কে দৃষ্টিগোচরে ।  
তুষ্ঠাব সূর্য্যং শোকেন রুরোদ চ মুহুমূহঃ ॥ ৩ ॥  
সূর্য্যস্তম্পাঠয়ামাস বেদং বেদাঙ্গমীশ্বরঃ ।  
উবাচ স্তোহি বাগ্‌দেবীং ভক্ত্যা চ স্মৃতিহেতবে ॥ ৪ ॥  
তমিত্যুক্ত্বা দীননাথোহপ্যস্তদ্ধানঞ্চকার সঃ ।  
মুনিঃ স্নাত্বা চ তুষ্ঠাব ভক্তিনত্নাত্মকক্ষরঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ দ্ব্যধিংশং পদৈর্ধর্ম্মাঙ্গজঃ পরম্ ।

সরস্বত্যা মহাস্তোত্রং নারদায়োক্তবান্ শ্রুতম্ ॥

নারায়ণ উবাচ বাগ্‌দেবতায়্যা ইতি ॥ ১ ॥

রবিস্থানং লোলার্কম্ ॥ ২—৩ ॥

সূর্য্যাস্তমিতি । দেবঃ সূর্য্যাস্তং যাজ্ঞবল্ক্যং বেদং বেদাঙ্গঞ্চ পাঠয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! পূর্বে ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য যে স্তোত্র দ্বারা বাগ্‌দেবী সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সৰ্ব্বকামপ্রদ সেই সরস্বতীস্তুব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপনিবন্ধন সমস্ত বেদাদি বিস্মৃত হইয়া সাতিশর দুঃখিতচিত্তে পুণ্যপ্রদ রবিস্থানে গমন করিলেন । তথায় কিছুকাল তপশ্চরণের পর লোলাখ্য বিভাকর নয়নগোচর হইলে তীব্রতর শোকে প্রপাতিত হইয়া মুহুমূহ রোদন করিতে করিতে তাঁহার স্মৃতিগাঠে প্রযুক্ত হইলেন ॥ ২-৩ ॥ তখন ভগবান্ সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি এক্ষণে স্মরণশক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক বাগ্‌দেবীর স্তব কর ॥ ৪ ॥ দিবাকর এই কথা বলিয়াই তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন । এদিকে মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য স্নান করিয়া ভক্তিবিনত্র মস্তকে বাগ্‌দেবীর স্তবপাঠে প্রযুক্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

## যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

কৃপাং কুরু জগন্মাতঃ ! মামেবং হততেজসম্ ।  
 গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্ ॥ ৬ ॥  
 জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং বিদ্যাং শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিনীম্ ।  
 গ্রন্থকর্তৃশক্তিঞ্চ স্মৃশিষ্যং স্মপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭ ॥  
 প্রতিভাং সংসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্ ।  
 লুপ্তং সর্বং দৈবযোগান্নবীভূতং পুনঃ কুরু ।  
 যথাকুরং ভগ্নানি চ কুরোতি দেবতা পুনঃ ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী ।  
 সর্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্মৈ বাগৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥  
 বিসর্গবিন্দুমাত্রাস্থ যদধিষ্ঠানমেব চ ।  
 তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ১০ ॥  
 ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাত্রীপিণী ।  
 যয়া বিনা প্রসংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্তুং ন শক্যতে ॥ ১১ ॥

দুঃখিতঃ হতৌজসঃ সাম্প্রতি কৃপাং কুর্কিতি অর্থঃ ॥ ৬ ॥

স্মৃশিষ্যং স্মপ্রতিষ্ঠিতং মহ্যং দেহীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তত্র দৃষ্টান্তো যথা ভগ্নান্যপ্যকুরন্মদেবতা সর্বেশ্বরঃ কদাচিৎ কুরোতি তদ্বগ্নয়ি সর্বং লুপ্তং সাধয়েত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

বিসর্গবিন্দুমাত্রাস্থিতি । বিসর্গবিন্দুমাত্রাস্থ যদধিষ্ঠানং সর্বাঙ্করাণি তদাশ্রয়া হি বিসর্গ-বিন্দুমাত্রাঃ । তেষামঙ্করাণামধিষ্ঠাত্রীত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মাতঃ ! গুরুশাপে আমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছে । আমি বিদ্যাবিহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি । আমার দুঃখের অবধি নাই, জগজ্জননি ! আমার প্রতি কৃপা কর । আমার জ্ঞান, বিদ্যা, স্মৃতি, শিষ্যবোধিনী শক্তি, গ্রন্থকর্তৃ ও প্রতিভাসম্পন্ন স্মৃশিষ্য প্রদান কর । যেন সজ্জনসমাজে আমারও সম্পূর্ণরূপ প্রতিভা ও বিচারশক্তি প্রসারিত হয় । দৈব দুর্কিপাকে আমার যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছে, যেন ভগ্নরাশিসমুদগত বীজাকুরের স্থায় সেই সমুদায় আমার উৎপাদিকাশক্তিশূন্য চিত্তক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া পুনরায় নবীভাবধারণ করে ॥ ৬—৮ ॥ মাতঃ ! তুমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠা, তুমি জ্যোতিঃস্বরূপা, তুমি সনাতনী, তুমি সমুদায় বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ; অতএব তোমাকে ভূয়োভূষ নমস্কার করি ॥ ৯ ॥ মাতঃ ! অমুখ্যার, বিসর্গ ও চক্রবিন্দু যে সকল বর্ণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তুমি সেই বর্ণস্বরূপিণী ; অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ মাতঃ ! তুমিই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপা

কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্মৈ দেবৈ নমো নমঃ ।

ভ্রমসিদ্ধাস্তরূপা যা তস্মৈ দেবৈ নমো নমঃ ॥ ১২ ॥

স্মৃতিশক্তির্জ্ঞানশক্তিৰুদ্ভিশক্তিস্বরূপিণী ।

প্রতিভা কল্পনাশক্তিৰ্যা চ তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥

সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং পপ্রচ্ছ যত্র বৈ ।

বভূব মুকবৎ সোহপি সিদ্ধাস্তং কর্তুমক্ষমঃ ॥ ১৪ ॥

তদাজগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ ঈশ্বরঃ ।

উবাচ স চ তাং স্তোহি বাণীমিষ্টাং প্রজাপতে ! ॥ ১৫ ॥

স চ তুষ্ঠাব তাং ব্রহ্মা চাক্ষুয়া পরমাত্মনঃ ।

চকার তৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধাস্তমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা ।

বভূব মুকবৎ সোহপি সিদ্ধাস্তং কর্তুমক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥

তদা তাং স চ তুষ্ঠাব সন্তস্তঃ কশ্যপাক্ষুয়া ।

ততশ্চকার সিদ্ধাস্তং নির্মলং ভ্রমভঞ্জনম্ ॥ ১৮ ॥

আজগামেতিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধাস্তম্ ব্রহ্মসিদ্ধাস্তম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

তুমিই সমস্ত ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী, তোমা ব্যতিরেকে গণিতবিদ্যা পারদর্শীরাও কোন বিষয়ে গণনা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব তুমি কাল গণনার সংখ্যাস্বরূপা, তুমি মানবগণের ভ্রমভঞ্জিনী সিদ্ধাস্তশক্তিরূপা অতএব তোমাকে বারংবার নমস্কার ॥ ১১—১২ ॥

মাতঃ! তুমি স্মৃতিশক্তি, তুমি জ্ঞানশক্তি, তুমি বুদ্ধিশক্তি, তুমি প্রতিভাশক্তি, তুমিই কল্পনাশক্তি!! অতএব পুনঃ পুনঃ তোমাকে প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥ স্বয়ং সনৎকুমারও ভ্রমে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার সিদ্ধাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া মুকবৎ নিরন্তর হইয়া বহিলেন ॥ ১৪ ॥ তখন পরমাত্মরূপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রজাপতে! তুমি অভীষ্টদাত্রী বাণীশরীর স্তব কর, তাহা হইলে তোমার সিদ্ধাস্ত স্থির হইবে ॥ ১৫ ॥ তখন চতুরানন পরমেশ্বরের আজ্ঞাক্রমে দেবী সরস্বতীর স্তব করিয়া তাহার প্রসাদবলে অত্যুত্তম সিদ্ধাস্ত স্থির করিলেন ॥ ১৬ ॥ এক দিন বসুন্ধরা সন্দ্বীপে অনন্তদেবের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও সিদ্ধাস্ত স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া মুকের ভ্রায় নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাভীত হইয়া কশ্যপের আজ্ঞানুসারে তোমার স্তব করিলে, তাহার ভ্রমনিরাস হইয়া সিদ্ধাস্ত স্থির হয় ॥ ১৭—১৮ ॥



ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাণ্মীকিং যদা ।  
 মৌনীভূতশ্চ সন্মার ত্বামেব জগদস্থিকাম্ ॥ ১৯ ॥  
 তদা চকার সিদ্ধান্তং স্বরেন যুনীধরঃ ।  
 সংপ্রাপ্য নিশ্চলং জ্ঞানং ভ্রমাক্ষধঃসদীপকম্ ॥ ২০ ॥  
 পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা চ ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ ।  
 ত্বাং শিবাং বেদ দধ্যৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুঙ্করে ॥ ২১ ॥  
 তদা ত্বতো বরং প্রাপ্য সংকবীন্দ্রো বভূব হ ।  
 তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার সঃ ॥ ২২ ॥  
 যদা মহেন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং সদাশিবম্ ।  
 ক্ষণং ত্বামেব সক্ষিস্ত্য তস্মৈ জ্ঞানং দদৌ বিভুঃ ॥ ২৩ ॥  
 পপ্রচ্ছ শব্দশাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্ ।  
 দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স ত্বাং দধ্যৌ চ পুঙ্করে ॥ ২৪ ॥

সন্মার বাণ্মীকিঃ । পুরাণসূত্ররচনাশক্ত্যর্থঃ স্মৃতবানিতার্থঃ । হে দেবি ! স্বরেন তদা স বাণ্মীকিব্রহ্মরূপাক্ষকারধ্বংসে দীপরূপং জ্ঞানং সংপ্রাপ্য সিদ্ধান্তং পুরাণসূত্র-ভূতঞ্চকার ॥ ১৯ ॥

তৎ পুরাণসূত্রং ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ কৃষ্ণকল্যাণঃ শ্রুত্বা তদর্থং কবিতারূপেণ স্পষ্টী-কর্তুং ত্বাং শিবাং বেদ দধ্যৌ ধাতবাংশ্চেত্যর্থঃ ॥ ২০—২২ ॥

সদাশিবং পপ্রচ্ছ কিং পপ্রচ্ছ তত্রাহ তত্ত্বজ্ঞানমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

বেদব্যাস বাণ্মীকির নিকট গমন পূর্বক পুরাণসূত্র বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর বাণ্মীকি হতবুদ্ধি হইয়া জগন্মাতৃরূপা তোমাকে স্মরণ করিলেন । তোমার প্রসাদে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইলে ঋষিবরের ভ্রমাক্ষকাব দূর হইল । তখন তিনি বেদব্যাসকৃত প্রশ্ন দ্বিধয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তখন কৃষ্ণাংশসম্ভূত ব্যাস-দেব বাণ্মীকিমুখে পুরাণসূত্র বিষয় শ্রবণ করিয়া তোমার মহিমা জানিতে পারিলেন এবং পুঙ্করতীর্থে গমন করিয়া শতবর্ষকাল শাস্তিদাত্রীস্বরূপা তোমার আরাধনার প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ তাহার পর তুমি প্রশ্ন করি হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলে, তিনি কবীন্দ্রপদবীতে আকৃষ্ট হইলেন । তখন তিনি বেদবিভাগ ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ২২ ॥

যখন মহেন্দ্র সদাশিবকে তত্ত্বজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন সদাশিব ক্ষণকাল তোমার চিন্তা করিয়া তৎপরে মহেন্দ্রকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন । অনন্তর একদা দেবরাজ সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট শব্দশাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পুঙ্করতীর্থে বাইয়া দেব পরিমাণে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত

তদা ত্বন্তো বরং প্রাপ্য দিব্যবর্ষসহস্রকম্ ।

উবাচ শঙ্কশাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥

অধ্যাপিতাশ্চ যে শিষ্যা যৈরধীতঃ মুনীশ্বরৈঃ ।

তে চ ত্বাং পরিসঙ্কিন্ত্য প্রবর্তন্তে সুরেশ্বরীম্ ॥ ২৬ ॥

ত্বং সংস্কৃতা পূজিতা চ মুনীন্দ্রের্মমুমানবৈঃ ।

দৈত্যৈশ্চৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ ॥ ২৭ ॥

জড়ীভূতঃ সহস্রাস্যঃ পঞ্চবক্তৃশ্চতুর্মুখঃ ।

যাং স্তোতুং কিমহং স্তোমি তামেকাস্তেন মানবঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যাভ্যুযাজ্জবল্যশ্চ ভক্তিনত্নাত্মকঙ্করঃ ।

প্রণামনিরাহারো রুরোদ চ মুহুমুহুঃ ॥ ২৯ ॥

জ্যোতীরূপা মহামায়া তেন দৃষ্টাপ্যুবাচ তম্ ।

স্বকবীন্দ্রে ভবেত্যাভ্যু বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ ॥ ৩০ ॥

স বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫ ॥

শঙ্কশাস্ত্রং ব্যাকরণং তস্তার্থকোবাচ ॥ ২৬—২৭ ॥

(দেবৈরপি যদা সহস্রাস্তেন পঞ্চবক্ত্রেন চতুর্মুখেন চ ত্বাং স্তোতুং ন শক্যতে তদা কথমহং সামান্তো মানব একমুখেন ত্বাং স্তোমীত্যত আহ জড়ীভূত ইতি । সহস্রাস্তঃ অনন্তদেবঃ পঞ্চবক্ত্রঃ পঞ্চাননঃ চতুর্মুখঃ ব্রহ্মৈত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥)

তোমার আরাধনা করিয়া তোমার নিকট বর লাভ করিলে তখন দিব্য-সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত মহেশ্বকে শঙ্কশাস্ত্র ও শঙ্কশাস্ত্রার্থবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হন ॥ ২৩—২৫ ॥

হে সুরেশ্বর! যে মুনীশ্বরগণ শিষ্যদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন বা যাহারা স্বয়ং অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা কেহই প্রথমে তোমায় স্মরণ না করিয়া স্বকারণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না ॥ ২৬ ॥ কতশত মুনীশ্বর, কতশত মনু, কতশত মানব, কতশত দৈত্যৈশ্চ, কতশত অমর—এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর্য্যন্ত তোমার পূজা ও তোমারই স্তব করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ কিন্তু বিষ্ণু সহস্র মুখে, মহাদেব পঞ্চমুখে এবং ব্রহ্মা চারি মুখে যখন তোমার স্তব করিতে জড়ীভূত হন, তখন আমি সামান্ত মনুষ্য, এক মুখে আর কি স্তব করিব ? ॥ ২৮ ॥

কৃতোপবাস মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া ভক্তিভাবে অবনতমস্তকে দেবী, সর-  
স্বতীকে প্রণাম করিলেন এবং কণে কণে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ ঐ সময়  
সেই জ্যোতীরূপা মহামায়া সরস্বতী আর হির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার সমক্ষে  
আগমন পূর্বক “বৎস! তুমি স্বকবীন্দ্র হও” এই বর দান করিয়াই বৈকুণ্ঠধামে  
প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণীস্তোত্রমেতত্ত্ব যঃ পঠেৎ ।

স কবীন্দ্রো মহাবাণী বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

মহামূৰ্খশ্চ ছবুর্দ্ধিবর্ষমেকং যদা পঠেৎ ।

স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী শ্লোকবীন্দ্রো ভবেদ্ধুবম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
যাজ্ঞবল্ক্যকৃতসরস্বতীস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সরস্বতীস্তোত্রস্ত ফলশ্রুতিমাহ যাজ্ঞবল্ক্যকৃতমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি যাজ্ঞবল্ক্যকৃত এই সরস্বতীস্তব পাঠ করেন তিনি শ্লোকবি, বাণী ও বৃহস্পতি-  
সদৃশধীশক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন ॥ ৩১ ॥ যদি মহামূৰ্খ ব্যক্তিও এক বৎসরকাল এই বাণী-  
স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে সে অনারাগে পণ্ডিত, মেধাবী ও শ্লোকবি হইতে সমর্থ  
হয় ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের নবমস্কন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতীস্তোত্র  
বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥\*



## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

সরস্বতী তু বৈকুণ্ঠে স্বয়ং নারায়ণাস্তিকে ।  
গঙ্গাশাপেন কলহাৎ কলয়া ভারতে সরিৎ ॥ ১ ॥  
পুণ্যদা পুণ্যরূপা চ পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী ।  
পুণ্যবস্তুনিষেব্যা চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং মুনে ! ॥ ২ ॥  
তপস্বিনাং তপোরূপা তপসঃ ফলরূপিণী ।  
কৃতপাপেধদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৩ ॥  
জ্ঞানাৎ সরস্বতীতোয়ে মৃতা যে মানবা ভুবি ।  
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে স্ফটিকঃ হরিসংসদি ॥ ৪ ॥  
ভারতে কৃতপাপশ্চ স্নাত্ব তত্র চ লীলয়া ।  
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিমূলোকে বসেচ্চিরম্ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তবহ্নিনোকৈরথ সমাসতঃ ।

লক্ষ্মীগঙ্গাভারতীনাং শাপাঙ্কমোচাতে ভুবি ॥

সরস্বতী তু বৈকুণ্ঠে ইতি । স্বয়ং পূর্ণরূপেণ বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । পশ্চাদগঙ্গায়াঃ  
শাপেন কলয়াংশেন ভারতে খণ্ডে সরিৎ সরস্বতীনাম্ভী সরিজ্ঞাতেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥  
ষষ্ঠাতীয়ে পুণ্যবতাং স্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ২—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! সরস্বতী নিম্নতই বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট অবস্থান  
করেন, কিন্তু একদিন গঙ্গার সহিত কলহ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার শাপে অংশে সরিৎ  
রূপে ভারতে অবতীর্ণ হন ॥ ১ ॥ ইনি ভারতে অতি পাবনী, পুণ্যরূপা ও পবিত্র তীর্থ  
স্বরূপিণী । পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা ইহঁার তীরে অবস্থান করিয়া নিরন্তর ইহঁাকে সেবা করিয়া  
থাকেন ॥ ২ ॥ ইনি তপস্বিগুণের তপস্তা ও তপঃফলস্বরূপা । যাহারা পাপরূপ কাষ্ঠরাশির  
আহরণ করিয়া থাকে, ইনি প্রজ্জ্বলিত হস্তাশন রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগের সেই কাষ্ঠ-  
রাশি নষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ভারতে যাহারা সজ্ঞানে সরস্বতী-সলিলে কলেবর  
পরিত্যাগ করে, তাহারা চিরকাল বৈকুণ্ঠে হরিসত্য অবস্থান করিতে পারে ॥ ৪ ॥  
ভারতে যাহারা পাপাচরণ করিয়া সরস্বতীজলে অবগাহন করে, তাহারা অবদীনাভাবে  
স্বকৃত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অদীৰ্ঘকাল বিমূলোকে বাস করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

চাতুর্মাস্তাং পৌর্ণমাস্যামকল্পাঃ দিনকরে ।  
 ব্যতীপাতে চ গ্রহণেহস্তম্ পুণ্যদিনেহপি চ ॥ ৬ ॥  
 অনুব্রজেণ যঃ স্নাতো হেতুনাশ্রয়াপি বা ।  
 সারূপ্যং লভতে মুনঃ বৈকুণ্ঠে স হরেরপি ॥ ৭ ॥  
 সরস্বতীমনুং তত্র মাসমেকঞ্চ যো জপেৎ ।  
 মহামূৰ্খঃ কবীজ্ঞশ্চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥  
 নিত্যং সরস্বতীতোয়ে যঃ স্নায়ান্মুণ্ডরমরঃ ।  
 ন গৰ্ভবাসং কুরুতে পুনরেব স স্মানবঃ ॥ ৯ ॥  
 ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিদ্রাত্রে গুণকীর্তনম্ ।  
 স্তুত্বদং কামদং সারভূতঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০ ॥  
 সূত উবাচ ।

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ ।  
 পুনঃ পপ্রচ্ছ সন্দেহমিমং শৌনক ! সত্বরম্ ॥ ১১ ॥

অক্ষয়্যাস্তিথাবক্লয়নবম্যাম্ ॥ ৬ ॥

অনুব্রজেনাক্ষয়্যার্থমাপ্তোমধ্যে তীর্থং পতিতমস্তীতি স্মানমপি কৰ্ত্তব্যমিতি বুধ্য  
 হেতুনান্যেন বা কারণেন দ্রব্যগ্রহণরূপেণ অশ্রদ্ধয়াপীচ্ছদঃ ॥ ৭ ॥

তত্র সরস্বতীতীরে ॥ ৮ ॥

মুণ্ডরমেকবারং প্রথমতোমুণ্ডনং কুৰ্ব্বন্ ॥ ৯—১২ ॥

কি চাতুর্মাস্ত সময়, কি পূর্ণিমা, কি অক্ষয়্য, কি দিনকর সময়, কি ব্যতীপাতযোগ,  
 কি গ্রহণকাল, কি অস্ত পুণ্যদিন, অথবা আনুষ্ঠানিক যে কোন কারণেই হউক; অধিক  
 কি, অশ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক হইলেও সরস্বতী-জলে একবারমাত্র স্নান করিলে বৈকুণ্ঠধামে গমন  
 করিয়া শ্রীহরির সারূপ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬—৭ ॥ একমাস কাল সরস্বতীতীরে  
 অবস্থানপূৰ্ব্বক সরস্বতী মন্ত্র জপ করিলে, মহামূৰ্খ ব্যক্তিও কবীজ্ঞপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে  
 পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ একবার মন্তক মুণ্ডন করিয়া সরস্বতী তীরে  
 অবস্থানপূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি প্রতিদিন তাহাতে অবগাহন করে, তাহাকে পুনরায় আর  
 গৰ্ভব্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ৯ ॥ বৎস নারদ! এইত আমি ভারতের অসীম  
 গুণগানির মধ্যে স্তুত্বদং, কামদং ও সারভূতং বৎকিঞ্চিৎ কীর্তন করিলাম, এক্ষণে আর  
 কি শ্রবণ করিতে বাঞ্ছনা হয় বল ? ॥ ১০ ॥

সূত কহিলেন, হে শৌনক! মুনিবর নারদ, নারায়ণের অনুগ্রহে এইরূপ শ্রবণ করিয়া  
 সন্দেহ-ভ্রম-করিবার নিমিত্ত পুনরায় সেই মুহূর্ত্তে যে প্রশ্ন-বিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,  
 কহিতেছি, শ্রবণ করন ॥ ১১ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

কথং সরস্বতী দেবী গঙ্গাশাপেন ভারতে ।

কলয়া কলহেনৈব বভূব পুণ্যদা সরিৎ ॥ ১২ ॥

শ্রবণে শ্রুতিসারাণাং বর্দ্ধতে কৌতুকং মম ।

কথামৃতে ন মে তৃপ্তিঃ কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ॥ ১৩ ॥

কথং শশাপ সা গঙ্গা পূজিতাং তাং সরস্বতীম্ ।

সা তু সৰ্বস্বরূপা যা পুণ্যদা শুভদা সदा ॥ ১৪ ॥

তেজস্বিনোহ্ময়োর্বাদকারণং শ্রুতিসুন্দরম্ ।

সুদূর্লভং পুরাণেষু তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি ॥ ১৫ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্ ।

যন্তাঃ শ্রবণমাত্রেন সর্বপাপাং প্রমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভাৰ্যা হরেরপি ।

প্রেম্না সমাস্তান্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসন্নিধৌ ॥ ১৭ ॥

চকার সৈকদা গঙ্গাবিষোমুখনিরীক্ষণম্ ।

সন্নিতা চ সকায়া চ সকটাক্ষং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতে: সারাণাং সারভূতানাং শ্রবণে ইত্যমরঃ । মে তৃপ্তিঃ কথামৃতে নৈবান্তি কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ন কেনাপীত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৮ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো ! সরস্বতী দেবী গঙ্গার সহিত কলহ করিয়া তাঁহার শাপে বি  
রূপে স্বীয় অংশদ্বারা ভারতে পুণ্যপ্রদ সরিৎরূপে অবতীর্ণ হইলেন ? এই শ্রুতিসার  
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে । আপনার বাক্যামৃত  
পান করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না । কলহঃ প্রেক্ষণোক্তে কাহার  
চিত্ত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে ? ॥ ১২—১৩ ॥ সরস্বতী সামাজ্য নারী মহেন, জিনোব  
বধৌ সকলেনই তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে । অপিচ গঙ্গাও সমস্তপুণ্যপ্রদা, সুভদ্রাও সর্বদা  
সকলের পুণ্য ও শুভদায়ী হইয়া সরস্বতীকে শাপ প্রদান করিলেন কেন ? ॥ ১৪ ॥ উত-  
রেই তেজস্বিনী, অতএব বলবৎ পঞ্চময়ের বিবাহকারণ শ্রবণ যেন কর্ণধূহরে অবতরণ  
বর্ধন করে । বিশেষতঃ পুরাণে এ সকল বৃত্তান্ত অতি হর্ষভ, অতএব আপনি কৃপা  
করিয়া আমার নিকট কীর্তন করুন ॥ ১৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! যে কথা শ্রবণে সমুদ্র-গাণ নিম্নিতকর, এক্ষণে  
সেই পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ দেবী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই



বিভূর্জহাস তদন্তঃ মিহীক চ কপং তদা।

কমাককার তদন্তঃ সখীর্জব সরস্বতী ॥ ১৯ ॥

বোধয়ামাস পদ্মা তাং সখীকপা চ সখিতা।

ক্রোধাবিষ্টা চ সা বাণী ম চ শাস্তা বহুবহ ॥ ২০ ॥

উবাচ বাণী ভর্তারং রক্তাস্যা রক্তলোচনা।

কম্পিতা কামবেগেন লক্ষ্যং প্রকুরিতাবরা ॥ ২১ ॥

সরস্বত্যাচ।

সর্বত্র সমতা বুদ্ধিঃ সন্ততঃ কামিনীং প্রতি।

ধর্মিষ্ঠা বরিষ্ঠা বিপরীতা খলস্ত চ ॥ ২২ ॥

জ্ঞাতং সৌভাগ্যমধিকং গঙ্গায়াং তে গদাধরঃ।

কমলায়াং চ ততল্যং ন চ কিঞ্চিদয়ি প্রভো ! ॥ ২৩ ॥

গঙ্গায়াঃ পদ্মা সাক্ষিঃ প্রীতিশ্চাস্তি সুসম্মতা।

কমাককার তেনেদং বিপরীতং হরিপ্রিয়া ॥ ২৪ ॥

তদন্তঃ বিকোহীতঃ তদন্তঃ লক্ষীঃ কমাককার ন ক্রোধম্। সরস্বতী তু ন কমাককার কিন্তু ক্রোধম্ ॥ ১৯ ॥

তাং ক্রুদ্ধাং সরস্বতীম্ ॥ ২০—২২ ॥

সৌভাগ্যং প্রেম। গঙ্গালক্ষ্যোত্তম প্রেমাস্তি ময়ি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গঙ্গায়া ইতি। যদি লক্ষ্যং গঙ্গাতুল্য তব প্রীতিন্ তদন্তঃ গঙ্গা সাক্ষিঃ লক্ষ্যঃ প্রীতি-  
নব ভবেৎ। প্রীতিস্ত বর্ততে যতন্তেন হেতুনা প্রীতিসত্তাবহেতুনা বিপরীতমিদং সপত্নীহাত্তং

তন জনই নারায়ণের নিকট অবস্থান করেন ॥ ১৭ ॥ ইতিমধ্যে গঙ্গা একদিন হস্তবদনে

দাংশুকচিত্তে বারবার নারায়ণের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ প্রভু

নারায়ণও তদর্শনে চকিতের স্তায় গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জীবৎ হস্ত করিলেন।

দর্শনে লক্ষী কোন অপরাধ গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু সরস্বতী মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠি-

লেন ॥ ১৯ ॥ সখীগণাবিতা পদ্মা হস্তবদনে ক্রুদ্ধা সরস্বতীকে নানা প্রকার সাধনা করিতে

লাগিলেন; কিন্তু বাণী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না ॥ ২০ ॥ প্রত্যুত্তে ক্রোধে তাঁহার কদন-

শূল কোষিত রাগ ধারণ করিল, লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি কামবেগে কম্পিতে

লাগিলেন, তাঁহার গুণে নিরন্তর প্রকুরিত হইতে লাগিল, তখন ভর্তাকে বলিতে লাগি-

লেন ॥ ২১ ॥ যে দ্বারী সম্মত, ধর্মিক ও গুণবান্ তিনি সকল ভাব্যাকেই সমান

কে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু মূর্তের নিকট তাঁহার বিপরীত ॥ ২২ ॥ গদাধর! গঙ্গার প্রতিই

গাংগার প্রেমগুণগণিত আছে, লক্ষীর প্রতিও তাহা হইতে মুক্ত নহে; কেবল আমিই

হাতে বস্ত্রিক পক্ষ এই প্রভৃৎ সন্দেহে গঙ্গাতে গঙ্গাতে গঙ্গার প্রেম আছে; কারণ, আপনিও

স্ববলং যস্যম বলং বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছতি ।  
 জানন্তু সর্বেরা ভূভ্রয়োঃ প্রজাঃ বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥  
 ইত্যেবমুক্তা সা দেবী যাহ্ন্যে শাপং দদাবিতি ।  
 সরিৎস্বরূপা ভবতু সঃ যা যাক শশাপ হ ॥ ৩৯ ॥  
 অধোমর্ত্যঃ সা প্রয়াতু সন্তি যত্রৈব পাপিনঃ ।  
 কলৌ তেষাং পাপানি গ্রহীষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥  
 ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা তাং শশাপ সরস্বতী ।  
 ত্বমেব যায্যসি মহীঃ পাপিপাপং লভিষ্যসি ॥ ৪১ ॥  
 এতস্মিন্নস্তরে তত্র ভগবানাক্রগাম হ ।  
 চতুর্ভুজশ্চতুর্ভূজৈশ্চ পার্শ্বদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ ॥ ৪২ ॥  
 সরস্বতী করে ধৃত্বা বাসয়ামাস বক্ষসি ।  
 বোধয়ামাস সর্বজ্ঞঃ সর্বজ্ঞানং পুরাতনম্ ॥ ৪৩ ॥

স্ববলমিতি । যদ্যস্মাৎ কারণাৎ স্ববলং যম বলং চেয়ং জ্ঞাতুমিচ্ছতি তস্মান্ন যুক্তো-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

সা দেবী গঙ্গা ॥ ৩৯ ॥

যা সরস্বতী ত্বাং পদ্মাং শশাপ সা সরস্বতী সরিৎস্বরূপিত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

লভিষ্যসি লক্ষ্যসে ॥ ৪২—৪৩ ॥

ঐ চুইশ্রভাবা মুখরাকে ছাড়িয়া দেও । ঐ ছঃশীলা বাচাল আমার কি করিবে ? উনি  
 বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া সর্বদা কেবল কলহ লইয়াই থাকেন । ও হৃদ্বীর্ষীর বতদূর  
 প্রভাব, বতদূর শক্তি, আমার সহিত বিবাদ করিয়া দেখুক । ওর নিজের বল কতদূর আর  
 আমার বল কতদূর সেইটি জানিতে ইচ্ছা করিতেছে, অতএব উহাকে ছাড়িয়া দেও । সকলে  
 আমাদের উভয়ের পরাক্রম ও প্রভাব জানিতে পারুক ॥ ৩৮—৩৯ ॥ এইরূপ কহিয়া  
 গঙ্গা সরস্বতীকে অভিসম্পাত প্রদানে উদ্যত হইয়া লক্ষীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, সখি  
 পদ্মে ! ও যেমন তোমার সরিৎস্বরূপিনী হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিল, অমনি আমিও  
 বলিতেছি, “উহাকেও সরিৎস্বরূপ ধারণপূর্বক পাপজননিবাস মর্ত্যলোকে গমন করিয়া  
 কলিয়ুগে তাহাদিগের পাপরাশি গ্রহণ করিতে হইবে” ॥ ৪০—৪১ ॥ গঙ্গার শাপবাক্যে শ্রবণ  
 করিয়া সরস্বতীও তাঁহাকে শাপ প্রদানপূর্বক কহিলেন, “তোমাকেও সরিৎস্বরূপ কুলোৎসব  
 গমন করিয়া পাপিগণের পাপ গ্রহণ করিতে হইবে” ॥ ৪২ ॥

বৎস নারদ ! এইরূপ কলহ চলিতেছে, ইতিমধ্যে চতুর্ভুজশ্চতুর্ভুজৈঃ সর্বজ্ঞ ভগবান্  
 হরি চতুর্ভুজ চারিজন পার্শ্বচরের সহিত তথাকার উপস্থিত হইলেন এবং সরস্বতীকে বক্ষস  
 লইয়া পূর্বজন রহস্য সকল প্রকাশ করিতে আশ্বিনলেন । তখন তাঁহার মনিক মিক শাপদান  
 ও কলহকারণ জানিতে পারিয়া সাতিশর স্থপিত হইলেন । এই গদ্য ভগবান্ হরি সম্বোধন

শ্রীমদ্রাধিকারঃ ।

উবাচ দ্বৈতভাষ্যঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

নমস্কা ।

অযোনিসমুদ্রা ভূমৌ তস্য কস্তা ভবিষ্যসি ।

তত্রৈব দৈবদোষেণ বৃক্ষক্ক লভিষ্যসি ॥ ৪৬ ॥

মদংশস্তাস্থরশ্চৈব শঙ্খচূড়স্ত কামিনী ।

ভূত্বা পশ্চাচ্চ মৎপত্নী ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ত্রৈলোক্যপাবনী নাম্না তুলসীতি চ ভারতে ।

কলয়া চ সরিষ্ঠাবৎ শীত্ৰং গচ্ছ বরাননে ।

ভারতং ভারতীশাপান্না পদ্মাবতী ভব ॥ ৪৮ ॥

গঙ্গে । যাস্তসি পশ্চাত্তমংশেন বিশ্বপাবনী ।

ভারতং ভারতীশাপাৎ পাপদাহায় পাপিনাম্ ॥ ৪৯ ॥

ভগীরথস্ত তপসা তেন নীতা স্ককল্লিতে ।

নাম্না ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে ॥ ৫০ ॥

সামরিকীঃ সমরোচিতাম্ ॥ ৪৪ ॥

ধর্মধ্বজোরাজা কলয়াংশেন ॥ ৪৫ ॥

ভূমৌ স্থিতা ভূমেরূপশ্চৈত্য়র্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শঙ্খচূড়স্ত কামিনী পত্নী ॥ ৪৭ ॥

তুলসীতি নাম্না পশ্চাত্তম পত্নী ভবিষ্যসীত্যর্থঃ । কলয়াংশেন সরিষাপি ভব ॥ ৪৮ ॥

পদ্মাবতী গঙ্গায়াঃ গঙ্গে ইতি ॥ ৪৯—৫০ ॥

চিত্ত বচনে একাদিক্রমে তাঁহাদিগকে সমস্ত কহিতে লাগিলেন, ॥ ৪২—৪৪ ॥ অগ্নি নমস্কা ।

তুমি অংশে বর্তমানলোকে ধর্মধ্বজ রাজার গৃহে অযোনিসমুদ্রা কস্তা রূপে অবতীর্ণ হইবে ।

দৈবধর্মিকপাক্ষতঃ তথ্যঃ তোমাকে বৃক্ষক্ক লাভ করিতে হইবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ তথ্যঃ আমার

অংশলুৎ অহরহঃ পশ্চাত্তম আমার পানিগ্রহণ করিবে । তাহার পর তুমি এখানে আগমন

পূর্বকুৎ বেদন আমার পত্নী আছ, সেইরূপই থাকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ৪৭ ॥

ভারতে সিন্ধা তুমি ত্রৈলোক্যপাবনী তুলসী নামে অভিহিত হইবে । বরাননে ! শীত্ৰ ভারতে

সিন্ধা অংশে সরিষরূপে অবতীর্ণ হইয়া পদ্মাবতী নামে বিখ্যাত হও ॥ ৪৮ ॥

গঙ্গে । পশ্চাত্তম পত্নী ভারতে ভারতবাসিনীগের অংশরাশি লাভ করিবার

নিমিত্ত বিকলাবতী সরিষরূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে । ভগীরথ অনেক আরাধনা করিয়া



মদংশস্ত সমুদ্রস্ত জায়া জারে বনাজয়া ।  
 মৎকলাংশস্ত ভূপস্ত শাস্তনোশ্চ হরেবরি ! ॥ ৫১ ॥  
 গঙ্গাশাপেন কলয়া ভারতং গচ্ছ ভারতি ! ।  
 কলহস্ত কলং ভুঙ্ক্যু সপত্নীভ্যাং সহাচ্যুতে ! ॥ ৫২ ॥  
 স্বয়ঞ্চ ব্রহ্মসদনে ব্রহ্মণঃ কামিনী ভব ।  
 গঙ্গা যাতু শিবস্থানমত্র পশ্যেব তিষ্ঠতু ॥ ৫৩ ॥  
 শাস্তা চ ক্রোধরহিতা মন্তুস্তা সত্ত্বরূপিণী ।  
 মহাসাধ্বী মহাভাগা হুশীলা ধর্মচারিণী ॥ ৫৪ ॥  
 যদংশকলয়া সর্বা ধর্মিষ্ঠাশ্চ পতিভ্রতাঃ ।  
 শাস্তরূপাঃ হুশীলাশ্চ প্রতিবিশেষু পূজিতাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তিস্রো ভাষ্যাদ্বিশীলাশ্চ ত্রয়ো ভূত্যাশ্চ বান্ধবাঃ ।  
 ধ্রুবং বেদবিরুদ্ধাশ্চ নহেতে মঙ্গলপ্রদাঃ ॥ ৫৬ ॥

জারে: ভবে: । যথা হে জারে ! সমুদ্রস্ত জায়া ভবেত্যর্থ: । শাস্তনোশ্চ কারণবশাজ্জায়া ভবেত্যর্থ: ॥ ৫১ ॥

সপত্নীভ্যাং সহ গঙ্গাশাপেনেতি ॥ ৫২ ॥

সপত্নীভ্যাং সহ কলহস্তেত্যন্তর্য: । স্বয়ঞ্চৈতি । অংশেন ভারতে সরিৎস্ব স্বয়ঞ্চ পূর্ণ-  
 রূপেণ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মণঃ পত্নী ভবেত্যর্থ: । গঙ্গা যাতু গঙ্গাপাংশেন সরিৎস্বতু পূর্ণরূপেণ  
 তু শিবস্থানং যাতু তন্ত সপত্নী ভবতু । অত্র মনিকটে তু পশ্যেব তিষ্ঠতু ॥ ৫৩ ॥

যত: শাস্তেত্যাহ শাস্তা চেতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥

স্বং ধেমং বর্ণয়তি তিস্র ইতি । ত্রিশীলা ভিন্নবভাবা: । ত্রিশীলেতি সর্বত্রাষেতি ॥ ৫৬ ॥

তোমাকে লইয়া বাইবে বলিয়া তুমি ভুলোকে পুততমা ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হইবে ।  
 তথায় মদংশসমুদ্র সমুদ্র এবং আমার অংশের অংশ হইতে সমুদ্র রাজা শাস্তহু তোমার  
 পতি হইবেন ॥ ৫১—৫২ ॥

ভারতি ! গঙ্গাশাপে তুমিও ভারতে গিয়া অংশে অবতীর্ণ হও । সপত্নীভয়ের সহিত কল-  
 হের কলতোপ কর ॥ ৫২ ॥ ভায়ে ! তুমি স্বয়ং পূর্ণরূপে ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া ব্রহ্মার পত্নী  
 হও । গঙ্গাও পূর্ণরূপে শিবসমীপে গমন করুন, আর গঙ্গা আমার নিকটেই অবস্থান  
 করুন । গঙ্গা অতি শাস্তব্রহ্ম, ক্রোধবর্জিতা মন্তুস্তাপ্রায়শা ও সত্ত্বগুণাবলম্বিনী । গঙ্গার  
 মত সাধ্বী, মন্তুরিত্রা ভাগ্যবতী ও ধর্মচারিণী অতি বিরল ॥ ৫৩—৫৪ ॥ বে সকল নীল-  
 তিনীরা গঙ্গার অংশে ভ্রমগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই মাতঙ্গর বান্ধবী ও পতিপ্রায়ণা  
 হইয়া থাকেন । কলতা শাস্তবভাব ও হুশীল কামিনীরা সর্বত্র গমন পমদিত হইয়া  
 থাকেন ॥ ৫৫ ॥ কি ভাষ্যা, কি ভূত্যা, কি বান্ধব, বিভিন্নবভাব তিন জনকে একত্র স্থাপন

জীপুংবচ্চ গৃহে যেমাং গৃহিণাং জীবগাং পুংসান্ ।  
 নিফলঞ্চ জনম তেষামগতঞ্চ পদে পদে ॥ ৫৭ ॥  
 মুখেদুষ্ঠা যোনিদুষ্ঠা যন্ত জী কলহপ্রিয়া ।  
 অরণ্যং তেন গন্তব্যং মহারণ্যং গৃহাধরম্ ॥ ৫৮ ॥  
 জলানাঞ্চ স্থলানাঞ্চ ফলানাং প্রাপ্তিরেব চ ।  
 সততং হুলভা তত্র ন তেষাং গৃহএব চ ॥ ৫৯ ॥  
 বরমর্থো স্থিতির্হিংস্রজন্তুনাং সম্মিধৌ স্থখম্ ।  
 ততোহপি দুঃখং পুংসাঞ্চ দুষ্ঠজীসম্মিধৌ ধ্রুবম্ ॥ ৬০ ॥  
 ব্যাধিহালা বিষহালা বরং পুংসাং বরাননে ! ।  
 দুষ্ঠজীনাং মুখহালা মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬১ ॥  
 পুংসাঞ্চ জীজিতানাঞ্চ ভস্মাস্তং শৌচমধ্রুবম্ ॥ ৬২ ॥  
 যদহি কুরুতে কস্মি ন তস্ম ফলভাগ্ভবেৎ ।  
 নিন্দিতোহত্র পরত্রৈব সর্বত্র নরকং ভ্রজেৎ ॥ ৬৩ ॥

এতে ত্রয়োবেদবিরুদ্ধা বেদামৃত্যবিষয়াঃ । যেমাং গৃহে পুংবৎ পুরুষবৎ প্রধানা জী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ভস্মাস্তং মরণাস্তং শৌচং পবিত্রতা অধ্রুবং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

করা নিবিড়, এমন কি বেদবিরুদ্ধ । কারণ তিনজন কখনই এক স্বভাবের হইতে পারে না, সুতরাং বিভিন্নপ্রকৃতি তিন জনের একত্রাবস্থান কখনই মঙ্গলদায়ক নহে ॥ ৫৬ ॥ যে গৃহে পুরুষের ত্রায় জীলোকের আধিপত্যই প্রবল এবং পুরুষ জীর বশীভূত, তাহার জন নিফল, পদে পদে তাহার অগত সংঘটন হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ তাহার জী মুখেদুষ্ঠ, যোনিদুষ্ঠ ও কলহ-প্রিয়, তাহার নিবিড় অরণ্যে গমন করাই শ্রেয়ঃ । কারণ তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে মহারণ্য গৃহ অপেক্ষা স্থখের স্থান হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ সে ব্যক্তি গৃহে না পাদ প্রক্ষালনাদিবিজ্ঞ জল, না উপবেশনাদির স্থান, না ভক্ষণার্থ ফল, কিছুই পায় না, কিন্তু অরণ্যে তাহার কিছুই অসম্ভাব হয় না ॥ ৫৯ ॥ দুষ্ঠা জীর সম্মিধানে অবস্থান অপেক্ষা হিংস্র জন্তুমধ্যে বাস বা বহিঃপ্রবেশ করা তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃকর ॥ ৬০ ॥ বরাননে । বরং ব্যাধিযন্ত্রণা বা বিষহালা সহ হয়, কিন্তু দুষ্ঠা জীর বাক্যযন্ত্রণা কিছুতেই সহ হয় না ; এমন কি, তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃকর ॥ ৬১ ॥ তাহার জীর একান্ত বশীভূত, ইহা নিশ্চয় জানিও যে, তাহার চিত্তারোহণ না করিলে, আর তাহাদিগের মনের শান্তি নাই । তাহার প্রতিদিন বে কার্যের অর্জ্ঞান করে, কিছুতেই তাহার কলভোগী হইতে পারে না । তাহাদিগের, না ইহলোক, না পরলোক কুজাপি, বশ নাই ; বরং চরমে নরকবাস লাভ হইয়া

যশঃকীর্ত্তিবিহীনো যো জীবন্নপি মৃতোহি সঃ ।

বহুনাঞ্চ সপত্নীনাং নৈকত্র জ্ঞেয়মে স্থিতিঃ ॥ ৬৪ ॥

একভার্য্যঃ সুখী নৈব বহুভার্য্যঃ কদাচন ।

গচ্ছ গঙ্গে । শিবস্থানং ব্রহ্মস্থানং সরস্বতি ।।

অত্র তিষ্ঠতু মদগেহে সুশীলা কমলালয়া ॥ ৬৫ ॥

সুসাধ্যা যস্য পত্নী চ সুশীলা চ পতিব্রতা ।

ইহ স্বর্গে সুখং তস্য ধর্ম্মোন্মোক্ষঃ পরত্র চ ॥ ৬৬ ॥

পতিব্রতা যস্য পত্নী স চ মুক্তঃ শুচিঃ সুখী ।

জীবন্মৃতোহুচিহ্নঃখী দুঃশীলা পতিরেব চ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
লক্ষ্মীগঙ্গাসরস্বতীনাং তুলোকাবতারবর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

( দুঃশীলা যস্য পত্নী দুঃশীলা তস্তাঃ পতিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ধাকৈ ॥ ৬২—৬৩ ॥ যে ব্যক্তি যশোবিহীন ও কীর্ত্তিবিহীন, তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র  
বহুতর সপত্নীর একত্রাবস্থান কখনই মঙ্গলের নিমিত্ত নহে ॥ ৬৪ ॥ একমাত্র দারপরিগ্রহ  
করিয়াই যখন লোক সুখী হইতে পারে না, তখন বহুভার্য্য ব্যক্তির যে কি কষ্ট, তাহা  
আর কি বলিব ? গঙ্গে ! তুমি শিব সন্নিধানে, আর সরস্বতি । তুমি ব্রহ্মার ভবনে গমন  
কর, কেবল কমলবাসিনী সুশীলা কমলা আমার নিকট অবস্থান করুন ॥ ৬৫ ॥ যাহার  
পত্নী পতিব্রতা ও আজ্ঞাকারিণী, তাহার ইহলোকে সুখ ও ধর্ম্ম এবং পরকালে মুক্তি  
লাভ হয় ॥ ৬৬ ॥ কলতঃ যাহার স্ত্রী পতিব্রতা, সে সর্কান্তঃকরণে সুখ সন্তোষ করিয়া  
ধাকৈ, এমন কি সে জীবন্মুক্ত । আর যাহার স্ত্রী দুঃশরিত্রা ইহলোকে সর্কান্তঃকরণে  
সহিত তাহাকে কেবল দুঃখই ভোগ করিতে হয় । অধিক কি, তাহাকে জীবন্মৃত বলিলেও  
অত্যাক্তি হয় না ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রাংলোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের নবমস্কন্ধে লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ভারতাব-  
তরণ কখন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## সপ্তমোধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

ইতু্যক্তা জগতাং মাথো বিররাম চ নারদ ! ।  
অতীষ রুরুদুর্দেব্যঃ সমালিন্য পরম্পরম্ ॥ ১ ॥  
তাশ্চ সৰ্ব্বাঃ সমালোক্য ক্রমেণোচুস্তদেবরম্ ।  
কম্পিতাঃ সাক্ষেনেত্রাশ্চ শোকেন চ ভয়েন চ ॥ ২ ॥  
সরস্বত্যাচ ।

বিশাপং দেহি হে নাথ ! দুষ্কৃতাজন্যশোচনম্ ।  
সংস্বামিনা পরিত্যক্তাঃ কুতো জীবন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥  
দেহত্যাগং করিষ্যামি যোগেন ভারতে ধ্রুবম্ ।  
অভ্যুন্নতো হি নিরতং পাতুমহিতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চতুঃপঞ্চাশক্তিঃ পদৈরতঃপরম্ ।

শাপোদ্ধারপ্রকারশ্চ তিস্রাণাং সম্যগ্ভ্যাস্তে ॥

বিররাম চ নারদেতি । নারদং প্রতি নারায়ণোক্তিঃ ॥ ১—২ ॥

প্রথমং সরস্বতী প্রার্থনাং করৌতি বিশাপমিতি ॥ ৩ ॥

অভ্যুন্নতভায়াঃ ফলং ময়া লক্ষ্মিত্যাহ অভ্যুন্নতো হীতি ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! জগন্নাথ ত্রীকূক্ষ এইরূপ কহিয়া যৌনাবলম্বন করিলে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সাতিশর রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ পরিশেষে তাঁহারা জগদীশ্বর কক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শোকাভিভূতচিত্তে ভয়-কম্পিত-কলেবরে বাষ্পপূর্ণনেত্রে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট স্ব স্ব মনোগতভাব ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

প্রথমতঃ সরস্বতী কহিলেন, নাথ ! আমাদের এই আজন্মক্লেশাবহ অতি কঠোর শাপবিমোচনের উপায় কি ? অবলাগণ কি কখনও অশুকুল-পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে ? নাথ ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, ভারতে গিয়া যোগাঙ্ক লম্বনপূর্বক এ দেহ বিসর্জন দিব। মহাত্মারা নিশ্চয়ই নিরত সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩—৪ ॥

গঙ্গোবাচ ।

অহং কেনাপরাধেন ত্বয়া ত্যাগ্য জগৎপতে ! ।  
 দেহত্যাগং করিষ্যামি নির্দোষায় বধং লভ ॥ ৫ ॥  
 নির্দোষকামিনীত্যাগং কৰোতি যো নরো ভুবি ।  
 স যাতি নরকং ঘোরং কিন্তু সর্বেশ্বরোহপি বা ॥ ৬ ॥

পদ্মোবাচ ।

নাথ ! সত্ত্বস্বরূপস্ত্বং কোপঃ কথমহো তব ।  
 প্রসাদং কুরু ভার্য্যে হে সদীশশ্চ ক্রমা বরা ॥ ৭ ॥  
 ভারতে ভারতীশাপাদ্বাস্ত্যামি কলয়া হৃদম্ ।  
 কিয়ৎকালং স্থিতিস্তত্র কদা দ্রক্ষ্যামি তে পদম্ ॥ ৮ ॥  
 দাস্ত্যস্তি পাপিনঃ পাপং সদ্যঃ স্নানাবগাহনাৎ ।  
 কেন তেন বিমুক্তাহমাগমিষ্যামি তে পদম্ ॥ ৯ ॥  
 কলয়া তুলসীরূপং ধর্মধ্বজস্বতা সতী ।  
 ভূক্তা কদা লভিষ্যামি ত্বংপাদানুজমচ্যুত ! ॥ ১০ ॥

তদনন্তরং গঙ্গোবাচ অহঙ্কেনেতি । সরস্বত্যা অপরাধঃ কৃতো ময়া তু ন কৃত ইতি  
 ভাবঃ । তেন কারণেন নির্দোষায় বধং লভ লভস্বৈত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সর্বেশ্বরোহপি যদিষ্ঠাত্তথাপি ॥ ৬ ॥

হে ভার্য্যে প্রতীত্যর্থঃ ॥ ৭—১০ ॥

গঙ্গা কহিলেন, জগৎপতে ! আপনি কি অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ?  
 আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব । সম্প্রতি আপনি এই দোষবিহীন রমণীর বধভাগী হউন ।  
 এই ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তি নিরপরাধা জীকে পরিত্যাগ করে, তিনি সর্বেশ্বর হইলেও  
 তাঁহাকে নিরঙ্গামী হইতে হয় ॥ ৫—৬ ॥

পদ্মা কহিলেন, নাথ ! আপনি পূর্ণ সত্ত্বগুণস্বরূপ ; কি আশ্চর্য্য ! তবে আপনার  
 শরীরে কি রূপে ক্রোধের সর্কার হইল ? বাহা হউক, সম্প্রতি আপনি সরস্বতী ও গঙ্গার  
 প্রতি প্রসন্ন হউন । ক্রমাই সংপতির প্রধান গুণ ॥ ৭ ॥ আর সরস্বতী বধন আমাকে  
 লাগ প্রদান করিয়াছেন, তখন আমি এই মুহূর্ত্তে ভারতে বাইতে প্রস্তুত আছি ! কিন্তু  
 আমার কতকাল তথায় অবস্থান করিতে হইবে ? কত দিনে আপনার পাদপদ্ম দর্শন  
 করিতে পাইব ? ॥ ৮ ॥ পাপিগণ নিরন্তর জ্ঞান ও অবগাহন দ্বারা আমার গলিলে পাপপঙ্ক  
 প্রকালন করিবে ; কিন্তু কি উপায়ে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় আপনার চরণকমল  
 লাভ করিব ? আমি অংশে ধর্মধ্বজ-হৃদিতা হইয়া কত দিন পরে আপনার দর্শন পাইব ?

বৃক্ষরূপা ভবিষ্যামি অধিষ্ঠাতৃদেবতা ।  
 সমুদ্রকিরীটমি কদা তন্মে ব্রূহি কৃপানিধেঃ ॥ ১১ ॥  
 গঙ্গা সরস্বতীশাপাং যদি যাস্ততি ভারতে ।  
 শাপেন মুক্তা পাপাচ্চ কদা হ্যক লভিষ্যতি ॥ ১২ ॥  
 গঙ্গাশাপেন বা বাণী যদি যাস্ততি ভারতম্ ।  
 কদা শাপাঘ্নিনিমূচ্য লভিষ্যতি পদং তব ॥ ১৩ ॥  
 তাং বাণীং ব্রহ্মসদনং গঙ্গাং বা শিবমন্দিরম্ ।  
 গন্তুং বদসি হে নাথ ! তৎকমম্ব চ তে বচঃ ॥ ১৪ ॥  
 ইতু্যক্তা কমলা কাস্তপাদং ধৃত্বা মনাম সা ।  
 স্বকেশৈর্বেষ্টনং কৃত্বা রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥  
 “উবাচ পদ্মনাভস্তাং পদ্মাং কৃত্বা স্ববক্ষসি ।  
 ঈষদ্ধাস্তপ্রসন্নাস্তো ভক্তানুগ্রহকাতরঃ ॥”

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্বদ্বাক্যমাচরিষ্যামি স্ববাক্যঞ্চ সুরেশ্বরী ! ।

সমতাঞ্চ করিষ্যামি শৃণু ত্বং কমলেক্ষণে ! ॥ ১৬ ॥

( সংপ্রতিকর্তব্যং বিনির্দিশন্ ভগবনাহ ত্বদ্বাক্যমাচরিষ্যামীতি । তব বাক্যং ত্বদ্বাক্যং যস্যস্যা উক্তং তং বক্ষিষ্য বহুরোক্তং তচ্চ প্রতাপালয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ )

কত দিনই বা আমাকে আপনার অধিষ্ঠানভূত তুলসীবৃক্ষরূপধারণ করিয়া অবস্থান করিতে  
 হইবে ? কৃপানিধে ! বলুন দেখি, কত দিনে আমার উদ্ধার সাধন করিবেন ? ॥ ১—১১ ॥  
 ভারতীশাপে যদি গঙ্গাকে ভারতে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে শাপ ও পাপ হইতে  
 বিমুক্ত হইয়া কত দিন পরে আপনার চরণ দর্শন করিতে পারিবেন ? ॥ ১২ ॥ আর যদি  
 গঙ্গার শাপে সরস্বতীই ভারতে গমন করেন, তাহা হইলে উহার শাপাবসানে কত  
 বিলম্ব হইবে ? কত দিন পরেই বা আপনার চরণ দর্শনে সমর্থ হইবেন ? ॥ ১৩ ॥ তন্নিম্ন  
 সরস্বতীকে ব্রহ্মসদনে এবং গঙ্গাকে বে শিবভবনে দ্বাইতে অনুমতি করিলেন, তদ্বিবরে  
 কদা ককম্ব ॥ ১৪

বঙ্গ-নারদ ! দেবী কমলা জগন্নাথকে এই কথা বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন  
 এবং স্বীয় কেশদ্বারা তাঁহার চরণ বেষ্টন করিয়া বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

এই সময় ভক্তানুগ্রহকাতর পদ্মনাভ হরি হাজিরুখে প্রসন্নচিত্তে পদ্মাকে বকে ধারণ  
 করিয়া কহিলেন, সুরেশ্বরী ! স্ববাক্য রক্ষা করিয়া ভোমার কথামুসারে কার্য করিবা  
 কমলেক্ষণে ! যে প্রকারে উত্তর দিক রক্ষা কর, কহিতেছি, এবং কর ॥ ১৬ ॥ সরস্বতী



ভারতী যা তু কলয়া সরিজপা চ ভারতে ।

অর্দ্ধা সা ব্রহ্মসদনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদগৃহে ॥ ১৭ ॥

ভগীরথেন সা নীতা গঙ্গা যাস্ততি ভারতে ।

পুত্রং কৰ্ত্তুং ত্রিভুবনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদগৃহে ॥ ১৮ ॥

তত্রৈব চন্দ্রমৌলেশ্চ মৌলিঃ প্রাপ্যতি দুর্লভম্ ।

ততঃ স্বভাবতঃ পুতাপ্যতিপুতা ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

কলাংশাংশেন গচ্ছ স্বং ভারতে বামলোচনে ।

পদ্মাবতীসরিজপা তুলসীবৃক্ষরূপিণী ॥ ২০ ॥

কলেঃ পঞ্চসহস্রে চ গতে বর্ষে চ মোক্ষণম্ ।

যুগ্মকং সরিতাকৈব মদগৃহে চাগমিষ্যথ ॥ ২১ ॥

সম্পদাং হেতুভূতা চ বিপত্তিঃ সর্বদেহিনাম্ ।

বিনা বিপত্তের্মহিমা কেমাং পদ্মভবে ! ভবে ॥ ২২ ॥

মন্মথোপাসকানাঞ্চ সত্যং স্নানাবগাহনাং ।

যুগ্মকং মোক্ষণং পাপাদর্শনাং স্পর্শনান্তথা ॥ ২৩ ॥

ভারতী কলয়ৈকাংশেন নদী ভবতু অর্দ্ধাংশেন ব্রহ্মসদনং গচ্ছতু পূর্ণাংশেন বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠতু । তথৈব গঙ্গাপি তেন মম বাক্যমপি সত্যং জাতং বৈকুণ্ঠবাসেন তিস্রাংশং সমতা চ জাতা ভবিষ্যতীতি ॥ ১৭—১৮ ॥

তত্রৈবেতি । একাংশাবতারে এবৈত্যর্থঃ । নহু তস্তাঃ সরস্বতীবদেকাংশাবতার ইত্যর্থঃ । তদপেক্ষাস্তা নানাপরোধহাং ॥ ১৯—২১ ॥

হে পদ্মভবে ! ॥ ২২ ॥

মন্মথোপাসকানামিতি । ইদমুপলক্ষণং ব্রহ্মনিষ্ঠশৈবশাক্তগাণেশসৌরাণ্যং তক্তানামপি তেষামপি পুরাণান্তরেষু তীর্থাদিপাবককৃত্ত শ্রবণাং ॥ ২৩—২৮ ॥

একাংশে নদীরূপ ধারণ করিয়া ভারতে এবং অর্দ্ধাংশে ব্রহ্মার সমীপে বাস করুন ; আর পূর্ণাংশে বৈকুণ্ঠে আমার নিকট বিদ্যমান থাকুন ॥ ১৭ ॥ ভগীরথের কন্যে ত্রিভুবন পুত্র করিবীর নিমিত্ত গঙ্গাকে একাংশে ভারতে গমন করিতে হইবে ; আর একাংশে চন্দ্রশেখরের দুর্লভ জটাম্ব্যে স্নান লাভ করিয়া স্বভাবতঃ বেকুল পুত্র আছেন, তদপেক্ষা অধিকতর পুত্র হইবেন । আর পূর্ণাংশে আমার সমীপে অবস্থান করুন ॥ ১৮—১৯ ॥

আমি বামলোচনে পড়ে । তুমি সন্মাপেক্ষা নিরপরাধ, অতএব তোমার আগের অংশ ভারতে পদ্মাবতী নামী নদী এবং তুলসীবৃক্ষরূপে পরিণত হউক ॥ ২০ ॥ কলির পঞ্চসহস্র বর্ষ অতীত হইলে তোমাদিগের শাপ মোচন হইবে । তোমরা পুনরায় আমার গৃহে আগমন করিতে পারিবে ॥ ২১ ॥ পড়ে । বিপত্তিই দেহীদিগের সম্পত্তির নিদান ; সংসারে বিপদ তিন্ন কেহ সম্পদের গৌরব বুঝিতে পারে না ॥ ২২ ॥ আমার মন্মথোপাসক যে সকল

পৃথিব্যাঃ স্থানি তীর্থানি সন্ধ্যাসংখ্যানি স্মরিত্ব ।।

ভবিষ্যন্তি চ পুতানি মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৪ ॥

মন্মজ্জোপাসকা ভক্তা বিভ্রমন্তি চ ভারতে ।

পুতং কর্তুং তারিতুঞ্চ স্থপবিভ্রাং বহুধরাম্ ॥ ২৫ ॥

মন্তুক্তা বত্র তিষ্ঠন্তি পাদং প্রকালয়ন্তি চ ।

তৎস্থানঞ্চ মহাতীর্থং স্থপবিভ্রাং ভবেৎপ্রবম্ ॥ ২৬ ॥

ক্রীয়ে গোয়ঃ কৃতম্শচ ব্রহ্ময়ো গুরুতল্লগঃ ।

জীবম্মুক্তো ভবেৎপুতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

একাদশীবিহীনশ্চ সন্ধ্যাহীনোহথ নাস্তিকঃ ।

নরঘাতী ভবেৎপুতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

অসিজীবী মসীজীবী ধাবকো গ্রামঘাটকঃ ।

ব্রহ্মবাহো ভবেৎপুতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বাসঘাতী মিথ্রয়ো মিথ্যানাক্ষ্যস্ত দায়কঃ ।

স্থাপ্যহারী ভবেৎ পুতো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

অত্যাগ্রবাগ্দুষকশ্চ জারজঃ পুংশ্চলীপতিঃ ।

পুতশ্চ পুংশ্চলীপুত্রো মন্তুক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩১ ॥

ধাবক ইতি । রজককর্ম্মকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

পুতশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সাধুব্যক্তি তোমাদিগের সলিলে স্নান ও অবগাহন করিবে, তাহাদিগের দর্শনে ও স্পর্শনে তোমাদিগের পাপ বিমোচন হইবে ॥ ২৩ ॥ স্মরিত্ব ! আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে তুলোকস্থিত যাবতীর তীর্থ পবিত্র হইবে ॥ ২৪ ॥ স্থপবিভ্রা ধরার উদ্ধার ও পরিভ্রতা সাধন নিমিত্ত আমার মন্মজ্জোপাসক অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ শৈব, শাক্ত ও গাণপত্যাদি সমুদয় ভক্ত সমুদায় ভারতে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৫ ॥ আমার ভক্তগণ যথায় অবস্থান করিয়া পাদ-প্রকালন করে, নিশ্চয়ই সে স্থান পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ এমন কি, আমার ভক্তদের সংস্পর্শে ও দর্শনে ক্রীত্যা, গোহত্যা ও বৃদ্ধহত্যাকারী এবং কৃতম্ ও গুরুদারাগহারী ব্যক্তি পর্যন্তও পুত ও জীবমুক্ত হয় ॥ ২৭ ॥ আমার ভক্তদের দর্শনে ও স্পর্শনে একাদশীবিহীন, সন্ধ্যাবর্জিত নাস্তিক, নরহত্যাকারীও পাপবিমোচন হয় ॥ ২৮ ॥ আমার ভক্তদের দর্শনে ও স্পর্শনে অসিজীবী, মসীজীবী, ধাবক অর্থাৎ রজককর্ম্মকারী, গ্রামঘাটক ও ব্রহ্মবাহী ব্রাহ্মণেরও পাপ মোচন হয় ॥ ২৯ ॥ আমার ভক্তদের দর্শনে ও স্পর্শনে বিশ্বাসঘাতক, মিথ্রবোদী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ও

শূদ্রাণাং সূপকারস্ত দেবলো গ্রামবাসিকঃ ।

অদীকিতো ভবেৎ পুত্রো মন্তুক্তম্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩২ ॥

পিতরং মাতরং ভাৰ্য্যাং জাতরং ভ্রাতৃরং হৃতাম্ ।

গুরোঃ কুলঞ্চ ভগিনীং চক্ষুর্হীনঞ্চ বাহুবম্ ॥ ৩৩ ॥

শব্দঞ্চ শব্দরূপেণ যো ন পুত্রাতি হুন্দরি ।।

স মহাপাতকী পুত্রো মন্তুক্তম্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩৪ ॥

অশ্বখনাশকশ্চৈব মন্তুক্তনিন্দকস্তথা ।

শূদ্রাভ্যন্তোজী বিপ্রশ্চ পুত্রো মন্তুক্তদর্শনাৎ ॥ ৩৫ ॥

দেবদ্রব্যাপহারী চ বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ ।

লাক্ষালোহরমানাঞ্চ বিক্রেতা ছহিতুস্তথা ॥ ৩৬ ॥

মহাপাতকিনশ্চৈব শূদ্রাণাং শব্দাহকঃ ।

ভবেয়ুরেতে পুত্রাশ্চ মন্তুক্তম্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীমহালক্ষ্মীরুবাচ ।

ভক্তানাং লক্ষণং ব্রুহি ভক্তানুগ্রহকাতর ! ।

যেষাম্তু দর্শনম্পর্শাৎ সদ্যঃ পুত্রা নরাধমাঃ ॥ ৩৮ ॥

সূপকারঃ পাককর্তা ॥ ৩২—৩৮ ॥

স্বাপ্যধনাপহারী ব্যক্তিও পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও

স্পর্শনে অভিশপ্ত বাগ্‌দুহ, আরজ, পুংচলীপতি ও পুংচলীপুত্রও পুত্র হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের পাচক, যিনি দেবল, যিনি গ্রাম-  
বাসিক এবং যিনি গুরুমত্রে অদীকিত, তিনিও পুত্র হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

হুন্দরি ! যে পামর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জী, পুত্র, কজা, ভগিনী, অঙ্গ, বহু, গুরুভ্রাতা,  
কুল ও শব্দরের গুরুপোষণে বিমুগ্ধ হয়, আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে তাদৃশ মহা-  
পাতকীরও পাপ বিমোচন হইয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে

অশ্বখচ্ছেদক, আমার ভক্তজনের নিন্দক ও শূদ্রাভ্যন্তোজী ব্রাহ্মণ পর্যন্ত অসংখ্য পাতক  
হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ বাহারা দেবদ্রব্য ও ব্রাহ্মণদ্রব্য অপহরণ করে, বাহারা

লাক্ষা, গোহ ও কজা বিক্রয় করে, বাহারা মহাপাতকী ও শূদ্রের শব্দবাহনকারী তাহারাজ  
আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে স্ব-স্ব পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥

মহালক্ষ্মী করিলেন, হে ভক্তবৎসল ! যে ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে নরাধম-ব্রহ্ম-  
জিনিষদীন মোহিত অসংখ্য আত্মসম্মানিত পুত্র-পুত্রী সান্নিধ্যক পাপাশ্রয়ীরাও



হরিতত্ত্ববিদ্যাচ মহাহরিতত্ত্ববিদ্যাঃ ।  
 ত্রয়োদশোক্তা পূজাঃ পঠ্যন্তে নান্দ্রিগণাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 পুনস্তি সর্বভীর্দানি যেমাঃ স্নানাবগাহনাঃ ।  
 যেমাঃ পানব্রজনা পূজা পানোদকান্বহী ॥ ৪০ ॥  
 যেমাঃ সন্দর্শনং স্পর্শং যে বা বাঞ্ছন্তি ভারতে ।  
 সর্বেষাং পরমো লাভো বৈষ্ণবানাং সমাগমঃ ॥ ৪১ ॥  
 নহ্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মুচ্ছিনাময়াঃ ।  
 তে পুনস্ত্যপি কালেন বিমূঢ়তাঃ কণাদহো ॥ ৪২ ॥

সূত. উবাচ ।

মহানক্ষীবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মীকান্তশ্চ সশ্রিতঃ ।  
 নিগূঢ়তত্ত্বং কথিতুমপি শ্রেষ্ঠোপচক্রে ॥ ৪৩ ॥  
 শ্রীভগবানুবাচ ।  
 ভক্তানাং লক্ষণং লক্ষ্মি ! গূঢ়ং শ্রুতিপুরাণয়োঃ ।  
 পুণ্যস্বরূপং পাপঘ্নং সুখদং ভক্তিযুক্তিদম্ ॥ ৪৪ ॥

কীদৃশা নরাধমাস্তানাং হরিতত্ত্বীতি ॥ ৩৯ ॥  
 কীদৃশা বৈষ্ণবাস্তানাং পুনস্তীতি । কণাদহো ইত্যেতৎ পর্যন্তং লক্ষ্মীপ্রশ্নঃ ॥ ৪০—৪১ ॥  
 অহ্ময়ানি ভগবানীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥  
 শ্রেষ্ঠোপচক্রে ইত্যত্র শ্রেষ্ঠীতি লুপ্ত প্রথমাস্তং আর্ষহাং । শ্রেষ্ঠ উপচক্রে  
 ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

মহাপাতক হইতে বিমূঢ় হইয়া থাকে, যে ভক্তজনের স্নানাবগাহনে তীর্থ সকল পবিত্রতা  
 লাভ করে, যে ভক্তজনের চরণেণু ও পানোদকস্পর্শে বহুক্ষমা পূত হন, ভারতীয়  
 লোকেরা, সর্বদা যে ভক্তজনের সন্দর্শন ও স্পর্শ প্রার্থনা করে এবং যে ভক্তজনের সমা-  
 গম-আগমন প্রকৃত্য লভ্য আর কিছুই নাই; বিশেষতঃ জন্মের তীর্থ সকল এবং স্নান  
 ও পানোদক সেবন হইতে বহুকালে পাপ বিমোচন হয়, কিন্তু যজ্ঞান্তি সিজ্ঞান্তি হই,  
 আপনায় যে ভক্তজন হইতে অন্য মহাপাতক নিষ্কাশ হইয়া থাকে; আপনার সেই ভক্তি  
 ভক্তজনের লক্ষণ কি-করায় ॥ ৪০—৪২ ॥  
 ইহং কথিত্বম্, পরমং । লক্ষ্মীকান্ত মহাশয়ের মতন প্রথমে কেহ হাত করিয়া নিম্নতত্ত্ব  
 অর্থাৎ ভক্তজনের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া উৎকর্ষ করিয়া কহিলেন ॥ ৪০ ॥ আর লক্ষ্মী  
 ভক্তজনের লক্ষণ কহি ৩ পুরাণে শ্রুতি পুস্তকানু পরিবেশিত হইয়াছে । ইহা কহি পাপম  
 পাপম হইয়া ৩ অক্ষরকিয়ারক ॥ ৪১ ॥ এই লক্ষণ হইতে গোপনীয় ভক্তের বশের সিকট

সারভূতং গোপনীয়ং ন বক্তব্যং বলৈবু চ ।  
 ত্বাং পবিত্রাং প্রাণতুল্যাং কথয়ামি নিশাময় ॥ ৪৫ ॥  
 গুরুবক্ত্রাঘ্রিষুমন্ত্রো যস্য কর্ণে পতিষ্যতি ।  
 বদন্তি বেদান্তকাপি পবিত্রক নরোত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥  
 পুরুষাণাং শতং পূৰ্ব্বং তথা তজ্জন্মমাত্রতঃ ।  
 স্বর্গস্থং নরকস্থং বা মুক্তিমাশ্নোতি তৎকৃণাৎ ॥ ৪৭ ॥  
 যৈঃ কৈশ্চিদ যত্র বা জন্ম লব্ধং যেষু চ জন্তুম্ ।  
 জীবনমুক্তাস্তু তে পূতা যান্তি কালে হরেঃ পদম্ ॥ ৪৮ ॥  
 মন্তুস্তিযুক্তো মর্ত্যশ্চ সমুত্তো মদগুণান্বিতঃ ।  
 মদগুণাধীনবৃত্তির্যঃ কথাবিষয়শ্চ সম্মতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 মদগুণশ্রুতিমাত্রেন সানন্দঃ পুলকান্বিতঃ ।  
 সগদগদঃ সাক্ষরশ্চৈব স্বাভাবিস্থিত এব চ ॥ ৫০ ॥  
 ন বাঞ্ছন্তি স্থখং মুক্তিং সালোক্যাদিচতুর্কয়ম্ ।  
 ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা তদ্বাঞ্ছা মম নেবনে ॥ ৫১ ॥

বিষ্ণুমন্ত্র ইতি । ইদমুপলক্ষণং শিবশক্তিগণেশস্বর্য্যমস্ত্রাণামপি ॥ ৪৬—৪৯ ॥

স্বাভা স্বদেহো ভক্তিবশতয়া বিশ্বতো যেন । বাহিতাগ্নাদিষু ইত্যনেন সাধুত্বম্ ॥ ৫০—৫২ ॥

প্রকাশ্য নহে । কিন্তু তুমি অতি সরলস্বভাব । এবং আমার প্রাণতুল্যা বলিয়াই তোমার  
 বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥ সুনরি । গুরুদেবের আশ্রদেশ হইতে বাহার কর্ণে বিষ্ণু  
 শিব, গণেশ ও স্বর্য্যাদি-মন্ত্র নিপতিত হয়, সমুদায় বেদই তাহাকে পবিত্র ও নরোত্তম  
 বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ এমন কি, তাদৃশ ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার পূর্ব-  
 তন শতপুরুষ বর্গস্থ হউক, আর নরকস্থ হউক, তৎকৃণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥  
 আর তদ্ব্যতীত যদি কেহ কোন স্থানে বা কোন জীবনোন্নিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে,  
 তাহা হইলেও তাহার জীবনমুক্ত হইরা চরমে বিষ্ণুপদ লাভ করে ॥ ৪৮ ॥ যে ব্যক্তি আমার  
 ভক্তিরসে আর্দ্র হয়, যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার গুণকীর্তন ও তদনুরূপ ব্যবহার করে, যে  
 ব্যক্তি নিরন্তর আমার কথায় নিবিষ্টচিত্ত হয়, আর আমার গুণসংকীর্তন-শ্রবণ করিয়া বাহার  
 মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, সর্বদা পুলকে পরিপূর্ণ হয়, কঠোর-কষ্ট হইয়া যায়,  
 অনবরত মেত্র হইতে অকথ্য বিগলিত হইতে থাকে, বাহ্যজগৎ তিরোহিত হয়,  
 সেই ব্যক্তিই আমার ভক্ত ॥ ৪৯—৫০ ॥ আমার ভক্তগণ না সুখ, না মুক্তি, না সাধুত্ব,  
 না ব্রাহ্মণ্য, না সালোক্য, না ব্রহ্মত্ব, না অমরত্ব কিছুই বাহা করে না; তাহার কেবল

हेल्लो! मरुप्रकं बुद्धिप्रकं सुहृत्प्रकम् ।

স্বর্গরাজ্যাদিভোগকামসংগেহি চ ন বাঞ্ছতি ॥ ৫২ ॥

ভ্রমস্তু ভারতে ভক্তান্তঃকরণে স্বেচ্ছায় ।

मद्गुणश्रवणाः श्राव्यागानैर्नित्यः सुदायिताः ॥ ५३ ॥

তে যাস্তি চ মহীং পৃথ্বা পরং তীর্থং যমালয়ম্ ।

ইত্যেবং কথিতং সৰ্ব্বং পদ্মে ! কুরু যথোচিতম্ ।

তদাজয়া তাস্তচ্চক্রুর্হরিস্তস্মৌ স্থখাসনে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতাস্থাং বৈরাগিক্যাং নবমঙ্কে  
গঙ্গাদীনাং শাপোদ্ধারবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

आव्यगाटेनर्मक्षुराटेनः ॥ ६७—६८ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

আমার সেবা করিতে একান্ত তৎপর হয় ॥ ৫১ ॥ বাস্তবিক তাহারা কখন স্বপ্নে ও সুহৃদ্বৈ  
ইন্দ্র, মনু, ব্রহ্ম ও স্বর্গরাজ্য সন্তোষ করিতে বাসনা করেনা ॥ ৫২ ॥ আমার ভক্তগণ  
কেবল আমারই গুণ শ্রবণে ব্যগ্র এবং আমারই স্নমধুর গুণগানে নিত্য আনন্দিত হইয়া  
ভারতে পরিভ্রমণ করিতেছে। ফলতঃ ভারতে তাদৃশ ভক্তজন নিতান্ত দুর্লভ ॥ ৫৩ ॥  
তাহারা বন্ধুরূপে পূজা করিয়া পরিশেষে আমার আলম্বন শ্রেষ্ঠতম তীর্থে গমন  
করিয়া থাকে। পদ্মে! এই আমি তোমার অভিলষিত সমস্ত বিষয় কীর্তন করিলাম,  
একশ্রেণী বাহ্য অভিরূচি হয় কর। অনন্তর গঙ্গাদি সকলেই ত্রিহরির আজ্ঞা পালনে গমন  
করিলেন, এদিকে তিনি স্বয়ং স্বধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের নবমস্কন্ধে গঙ্গা, সরস্বতী ও লক্ষীর শাপোদ্ধার

दर्शन नायक जगन्नाथ अध्याय समाप्त ॥ \* ॥



## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

### শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

সরস্বতী পুণ্যক্ষেত্রমাজগাম চ ভারতে ।

গঙ্গাশাপেন কলয়া স্বয়ং তন্তো হরেঃ পদে ॥ ১ ॥

ভারতী ভারতং গঙ্গা ব্রাহ্মী চ ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ।

বাণ্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা তেন বাণী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ২ ॥

সরোবাপ্যাঞ্চ শ্রোতঃসু সৰ্ব্বত্রৈব হি দৃশ্যতে ।

হরিঃ সরস্বাংস্তস্ত্রয়ং তেন নাম্না সরস্বতী ॥ ৩ ॥

সরস্বতী নদী সা চ তীর্থরূপাতিপাবনী ।

পাপিনাং পাপদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৪ ॥

দশোত্তরশতৈঃ পদৈর্গঙ্গাদীনাম্ ভারতে ।

কথয়িত্বা সমুৎপত্তিং কলৌ বৰ্ত্তনযুচ্যতে ॥

পূৰ্ব্বধ্যায়্যে তদাজগা তান্ত্রচক্রিত্যনেন সরস্বত্যাংদয়ো নদীৰূপা অভবদ্বিত্যুক্তং তদেব  
পাঠয়তি নারায়ণ উবাচ সরস্বতীতি । গঙ্গায়াঃ শাপেন সরস্বতী কলয়াংশেন ভারতে খণ্ডে  
আজগাম । স্বয়ং পূৰ্ণরূপেন হরেঃ পদে বৈকুণ্ঠে তন্তো স্থিতবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সরস্বতীনাম্নাং নিকৃতিমাহ ভারতীতি । ভারতখণ্ডে নদীৰূপেণাগমনাত্ভারতীকম্  
অৰ্শ আদ্যম্ভাঙ্গোরাতিপাঠান্ ভীষ্ম । ব্রহ্মণঃ প্রিয়বাদব্রাহ্মী ব্রহ্মণ ইরমিত্যগ্নিরর্থেনি  
ব্রাহ্মা জাতাবিত্তি নিপাতনাটিলোপে কৃতেন্দ্রপ্তদ্বান্ ভীপ্ । বাণ্যধিষ্ঠাতৃতি । বাণয়  
অধিষ্ঠাতৃদ্বায়কগয়া বাণীতি নাম ॥ ২ ॥

সরোবাপ্যমিতি । হি যতঃ সরসি বাপ্যাং শ্রোতঃসু অস্তত্রাপি সৰ্ব্বত্রদেশে হরির্দৃশ্যতে  
ব্যাপকত্বাৎ তেন হেতুনা সরসি বিদ্যমানস্বাকরিঃসরস্বান্ ভবতি । তন্ত্রয়ঃ শক্তিঃ যতন্তেন

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! অনন্তর সরস্বতী গঙ্গার শাপপ্রভাবে অংশে পুণ্যক্ষেত্র  
ভারতে আগমন এবং পূর্ণাংশে বিকৃতবন বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥  
ভারতগমন অস্ত উইর নাম ভারতী এবং ব্রহ্মার প্রিয়া বলিয়া উইর অপর নাম ব্রাহ্মী  
হইয়াছে । আর বাণী, অর্থাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এই নিমিত্ত উনি বাণী  
নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ২ ॥ হরি সর্বব্যাপী, স্তত্রাং তিনি কি সর্বত্র অর্থাৎ  
সরোবর, কি বাণী, কি শ্রোত, সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছেন । সরসে বিদ্যমান বলিয়া  
তিনি সরস্বান্ । বাণী সেই সরস্বানের শক্তি ; স্তত্রাং সরস্বতী নামে অভিহিত হইয়া  
ছেন ॥ ৩ ॥ নদীৰূপা সরস্বতী অতি পাবন তীর্থস্বরূপা । পাপিণ্যের পাপরূপকাঠি রহিলে  
তিনি প্রজলিত অনলস্বরূপ ॥ ৪ ॥

পশ্চাদ্ভাগীরথী নীত। বহীঃ ভগীরথেন চ ।

স। বৈ জগাম কলয়া বাণীশাপেন নারদ। ৫ ॥

তত্রৈব সমরে তাত্ দধার শিরসা শিবঃ ।

বেগং সোহু ময়ং শক্তো যুযুঃ প্রার্থয়ান বিভুঃ ॥ ৬ ॥

পদ্মা জগাম কলয়া স। চ পদ্মাবতীনদী ।

ভারতঃ ভারতীশাপাৎ স্বয়ং তসৌ হরেঃ পদে ॥ ৭ ॥

ততোহন্তরা স। কলয়া লেভে জন্ম চ ভারতে ।

ধর্মধ্বজহুতা লক্ষ্মীবিখ্যাতা তুলসীতি চ ॥ ৮ ॥

পুরা সরস্বতীশাপাৎ পশ্চাচ্চ হরিশাপতঃ ।

বভূব বৃক্ষরূপা স। কলয়া বিশ্বপাবনী ॥ ৯ ॥

হেতুনা নান্না সরস্বতীয়াং কথাত ইত্যর্থঃ । সরস্বতীয়াং লক্ষ্মীয়া সরস্বৎসম্বন্ধিনী শক্তিরিত্যর্থঃ  
উগিতশ্চেতি ভীপি সরস্বতীশকঃ সিদ্ধঃ ॥ ৩—৪ ॥

সরস্বত্যাংপতানন্তরং যদ্যোৎপত্তিমাহ পশ্চাদিতি । বাণীশাপেন কলয়াংশেন জগাম ॥ ৫ ॥  
তত্রৈবেতি । উর্দ্ধদেশাদধঃপতনসময়ে এব তত্। ধারায়। বেগমসহমানায়। কুবঃ প্রার্থয়ান  
বেগং সোহু শক্তঃ লম্বঃ শিবঃ শিরসা তাত্ পদ্মাং দধারেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

পদ্মোতি । বা পদ্মা কলয়া জগাম স। পদ্মাবতীনায়। নদী অভবদিত্যর্থঃ । স্বয়ং পূর্ণরূপেন  
হরেঃ পদে বৈকুণ্ঠে তদ্বাসিতি পূর্বমৎ ॥ ৭ ॥

ততোহন্তরেতি । একাংশেন বথা নদী জাতা তদন্তরনন্তরং অন্তরা কলয়া দ্বিতীয়ক  
কলয়া ভারতে যন্তে জন্ম লেভে । তজ্জন্ম ধর্মধ্বজোদরে জাতমিতি ধর্মধ্বজহুতেতি তথা  
লক্ষ্ম্যাংপতানন্তরীতি তথা তুলসীতি চ নান্না বিখ্যাতাভবদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

পুরেতি । স। লক্ষ্মীঃ পুরা পূর্বঃ যঃ সরস্বতীশাপ উপপাদিতস্তয়াৎ পশ্চাচ্চ হরিশাপো  
জাতস্তস্মাচ্চ মনুষ্যরূপিনী তুলসীতি নান্না স্থিতাপি বৃক্ষরূপা বভূবেত্যর্থঃ । তব কেশসমূহশ্চ  
পুণ্যবৃক্ষো ভবিষ্যতীতি চতুর্বিংশাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণো হরিশাপঃ ॥ ৯ ॥

বৎস নারদ । সরস্বতীর শাপে দেবী গঙ্গা অংশে সলিলরূপ ধারণ করেন । তৎপরে  
ভগীরথঃ ক্রীড়াকে তুলোকে আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম ভাগীরথী হই-  
য়াছে ৩.৫ ॥ ভগীরথের প্রার্থনায় বধন গঙ্গার এক ধারা উর্দ্ধদেশ হইতে পৃথিবীতে নিপতিত  
বর, তখন বহুক্ষণ ধারাপাতের বেগধারণ করিতে অবসর হইয়া একমাত্র ধারণপট্ট  
মহামেঘের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সে সমর তাঁহাকে বস্ত্রকে ধারণ করিয়া-  
হিলেন ৬ ॥ ভারতীশাপে পদ্মাকেও অংশে পদ্মাবতীনদী নামে ভারতে অবতীর্ণ হইতে  
হইয়াছে । কিন্তু পূর্বভাবে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের অকলম্বী হইয়া অবস্থান করিতেছেন ৭ ॥  
উর্দ্ধদেশে জগাম অংশে ভারতে জন্ম। ধর্মধ্বজের তুলসী নামে বিখ্যাত কলয়াপে  
অবতীর্ণ হইয়া পরিণতের ভারতীর শাপে এবং ক্রীড়ার কাহিনীে বিশ্বপাবনী তুলসী বৃক্ষ-

কলেঃ পঞ্চসহস্রবর্ষং বিহরা তু কলিযুগে ।

জগ্মুস্তাশ্চ সরিৎসং বিহারী হিরণ্যঃ পদম্বু ॥ ১০ ॥

যানি সর্বাণি তীর্থানি কানীং বৃন্দাবনং বিনা ।

যাস্তিস্তি সার্কস্তাতিশ্চ বৈকুণ্ঠমাজয়া হরেঃ ॥ ১১ ॥

শালগ্রামঃ শক্তিশিবৌ জগন্নাথশ্চ ভারতম্ ।

কলেক্ষসহস্রান্তে ত্যক্তা যাস্তি নিজং পদম্বু ॥ ১২ ॥

সাধবশ্চ পুরাণানি শাস্ত্রানি শ্রাদ্ধতর্পণে ।

বেদোক্তানি চ কৰ্ম্মাণি যযুস্তেঃ সার্কমেব চ ॥ ১৩ ॥

দেবপূজা দেবনাম তৎকীর্ত্তিগুণকীর্ত্তনম্ ।

বেদান্তানি চ শাস্ত্রাণি যযুস্তেঃ সার্কমেব চ ॥ ১৪ ॥

মন্তুশ্চ সত্যধর্মশ্চ বেদাশ্চ গ্রামদেবতাঃ ।

ব্রতং তপশ্চানশনং যযুস্তেঃ সার্কমেব চ ॥ ১৫ ॥

এতা নদাঃ কিংবদন্তমত্র হাত্তীতি চেত্তত্রাহ কলিরিতি । জগ্মুর্গমিষ্যন্তীত্যর্থঃ ।  
হরেঃ পদং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ১০ ॥

কানীং বৃন্দাবনং বিনেতি । ইদং ক্ষেত্রধরস্ত্র প্রলয়পর্যন্তং লোকোদ্ধারায় ভূমাবেব  
হাত্তীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

জগন্নাথঃ পুরুষোত্তমঃ । শক্তিশিবৌ শক্তিশিবমূর্ত্তিহাপনা ন তাদিত্যর্থঃ । ভারতং  
ভারতখণ্ডং ত্যক্তেত্যর্থঃ নিজং পদং বৃন্দাবনম্ ॥ ১২ ॥

সাধবশ্চৈতি । শাস্ত্রশৈববৈষ্ণবাদ্যাঃ সাধবঃ । শাস্ত্রানি কীর্ত্তনম্বু । বহুযাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

দেবপূজা দেবাদীনাং পূজা তেবামেব নাম তেবামেব কীর্ত্তনাং গুণানাঞ্চ কীর্ত্তনম্ ॥ ১৪ ॥

অনশনং ব্রতম্ ॥ ১৫ ॥

রূপে পরিণত হইরাছে ॥ ৮—৯ ॥ কলির পঞ্চসহস্র বর্ষ সম্বীত হইলেই, ইহার সকলেই  
সরিৎসং পরিত্যাগ করিয়া ভারত হইতে আবার বৈকুণ্ঠধামে হরিসদনে গমন করি-  
বেন ॥ ১০ ॥ শ্রীহরির নিদেশানুসারে কানী ও বৃন্দাবন ভিন্ন আর সমুদয় তীর্থ সরিৎসংগণের  
সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠে গমন করিবে ॥ ১১ ॥ তৎপরে কলির দশসহস্র বৎসর অতীত হইলে  
শালগ্রামশিলা, শিব ও শিবশক্তি এবং পুরুষোত্তম জগন্নাথ এই ভারতভূমি পরিত্যাগ  
করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিবেন ; অর্থাৎ ভারত হইতে শালগ্রাম মাহাত্ম্য, শীতস্থান-  
মাহাত্ম্য ও পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য একেবারে অন্তর্হিত হইবে ॥ ১২ ॥ ঐসব শাস্ত্র গানপড়া ও  
বৈষ্ণবদি ধর্মগরামণ সাধুগণ, অষ্টোদগুহ্যগণ, মাদলা শাস্ত্রানি, শ্রাদ্ধ তর্পণ, ও বেদোক্ত  
কিরীটপাণি কিছুই থাকিবে না ॥ ১৩ ॥ দেবপূজা, দেবপ্রশংসা ও দেবগণের গুণগান  
করা দূরে থাক, দেবগণের নাম পর্যন্ত রিপুণ হইবে । সার্কবেদান্তের নাম সার্কও আর  
কতিকোচের হইবে না ॥ ১৪ ॥ সাধুশাস্ত্র, সত্যধর্ম, বেদমন্তু, গ্রাম দেবতাবী, মন্তু



বামাচাররতা সৰ্বৈ বিধ্যাকপটসংযুতাঃ ।  
 তুলসীরহিতা পূজা ভবিষ্যতি ততঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥  
 শঠাঃ জুরা দান্তিকাশ্চ মহাহকারসংযুতাঃ ।  
 চৌরাস্চ হিংসকাঃ সৰ্বৈ ভবিষ্যন্তি ততঃ পরম্ ॥ ১৭ ॥  
 পুংসো ভেদশ্চ স্ত্রীভেদো বিবাহো বাপি নির্ভয়ঃ ।  
 স্বামিভেদো বস্ত্রমাং ভবিষ্যতি ততঃ পরম্ ॥ ১৮ ॥  
 সৰ্বৈ স্ত্রীবশগাঃ পুংসঃ পুংশ্চল্যশ্চ গৃহে গৃহে ।  
 তর্জনৈর্ভুংসমৈঃ শব্দং স্বামিনং তাড়য়ন্তি চ ॥ ১৯ ॥  
 গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহী ভৃত্যাদিকোহধমঃ ।  
 চেটীদাসসমৌ বধ্বাঃ স্বশ্রশ্চ শ্বশুরস্তথা ॥ ২০ ॥  
 কর্তারো বলিনো গেহে যোনিসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ।  
 বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ সার্কিং সম্ভাবাপি ন বিদ্যতে ॥ ২১ ॥

বামাচারো মদ্যমাংসনিষেধাদিঃ । কামাচাররতা ইত্যপি পাঠঃ । বধেটোচাররতা ইতি  
 তৎপক্ষেহর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

পুংসাং পরম্পরং ভেদো মিত্রস্বাভাব ইত্যর্থঃ । বধা স্ত্রীপুংভেদ এব কেবলং স্বাত্ততি নতু  
 জাতিভেদ ইত্যর্থঃ । অতএব জাতিভেদাভাবাবিবাহঃ সর্বস্ত্রীভিঃ সহ সর্বপুরুষাণাং নির্ভয়ঃ  
 তাদিত্যর্থঃ । স্বামিভেদ ইতি । পিতৃবস্ত পিতুরেব পুত্রস্ত বস্ত পুত্রস্তেব ন পরম্পরং  
 দাস্তন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ভৃত্যাদিকো ভৃত্যাপেক্ষাপ্যাদিকোহধমো গৃহী গৃহস্বামীত্যর্থঃ । বধ্বাঃ সূতরাঃ স্বশ্রাঃ  
 চেটীসমা দাসীসমা । শ্বশুরশ্চ দাসসমঃ তাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যোনিসম্বন্ধিনঃ স্ত্রীসম্বন্ধিনো বান্ধবা গৃহেষু কর্তারো স্ববান্ধবাঃ । বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ  
 সতীর্থ্যঃ ॥ ২১ ॥

ভগ্নশরণ ও উপবাস একেবারে নয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫ ॥ সকলেই মদ্য মাংসাদি সেবার  
 অগ্ররক্ত হইবে । মিথ্যা ও কপটতা সকলকে আশ্রয় করিবে । যদিও কেহ পূজা করে,  
 তাহা হইলে সে অর্চনা তুলসীবিহীন হইবে ॥ ১৬ ॥ আর সমস্ত লোক শঠ, জুর, দান্তিক,  
 অহঙ্কৃত, ভদ্র ও হিংসক হইয়া উঠিবে ॥ ১৭ ॥ পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীজনে স্ত্রীজনে পরম্পর  
 ঈর্ষ্য থাকিবে না । কেবল স্ত্রীপুরুষ মাত্র ভেদ থাকিবে, জাতিভেদ একেবারে অন্তর্ভুক্ত  
 করিবে । স্ত্রীপুংসঃ বিবাহ সম্বন্ধে ভয়ের নাম মাত্র থাকিবে না । প্রতি পদার্থেই স্ব স্ব বান্ধি-  
 নকে বহুদুল হইবে অর্থাৎ পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার জব্য স্পর্শ করিতে পারিবে  
 না ॥ ১৮ ॥ পুরুষ বাজেই আর স্ত্রীর বশীভূত হইবে এবং প্রতি গৃহেই আর সমস্ত বস্তু  
 পুংসস্ত্রীস্বয়ং ব্যবহার করিবে । তাহার নিয়ন্তর তর্জন সর্জন করিয়া বীর বীর বান্ধিকে  
 তাড়না করিতে থাকিবে ॥ ১৯ ॥ গৃহিণীরা গৃহপতি হইবেন এবং গৃহস্বামীরা সকল ভৃত্যের  
 উপর তাহাদিগের নিকট হস্তাধিনিগুটে থাকিবেন । বধ ও স্বশ্রা তাহাদিগের নিকট দাস

যথাপরিচিতা মোক্ষকামাঃ পুংসো বাক্তবান্যথা  
 সৰ্বকৰ্মাকমাঃ পুংসো বোদ্ধিতাঃ সৰ্বকৰ্মাঃ ॥ ২২ ॥  
 ব্রহ্মকত্রবিষ্টপুংসাঃ জাত্যাচারবিবৰ্জিতাঃ ।  
 সক্ষ্য চ বজ্রমূত্রক ভবেদুভয়ং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥  
 রেচ্ছাচারা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চহার এন চ ।  
 মেচ্ছশাস্ত্রং পঠিস্যন্তি ব্রহ্মজ্ঞানি বিহার চ ॥ ২৪ ॥  
 ব্রহ্মকত্রবিশাং বংশাঃ পুংসাং সেবকাঃ কলৌ ।  
 সূপকারা ধাবকাস্চ ব্রহ্মবাহাস্চ সৰ্বশাঃ ॥ ২৫ ॥  
 সত্যহীনা জনা সৰ্বেষাং সত্যহীনা চ মেদিনী ।  
 ফলহীনাশ্চ তরবোহপত্যহীনাশ্চ যোষিতঃ ॥ ২৬ ॥  
 কীরহীনাস্থখা শাবঃ কীরঃ সপির্বিবৰ্জিতম্ ।  
 দম্পতীপ্ৰীতিহীনো চ গৃহিণঃ সত্যবৰ্জিতাঃ ॥ ২৭ ॥  
 প্রতাপহীনা কৃপাশ্চ প্রজাশ্চ করপীড়িতাঃ ।  
 জলহীনা মহানদ্যো দীর্ঘিকা কন্দরাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

যথা পরিচিতাঃ । পুংসো গৃহস্থানিনো বাক্তবা যথা পরিচয়রহিতা লোকান্তথা ভবি-  
 যাতীতার্থঃ । সৰ্বকৰ্মাকমাঃ সৰ্বকৰ্মাণি কৰ্ত্তৃমক্ষমা অসমৰ্থাঃ ॥ ২২ ॥  
 জাত্যাচারবিবৰ্জিতান্তে তে বর্ণা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥  
 সূপকারাঃ পুংসাং ময়পাচকা ইত্যর্থঃ । তেবামেব ধাবকা ব্রহ্মকালকাঃ ॥ ২৫—২৭ ॥  
 দীর্ঘিকা অন্নদাঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

দাসীর জ্ঞান ব্যবহৃত হইবে ॥ ২০ ॥ জীর সহোদর প্রভৃতি বাক্তবেরাই গৃহের কৰ্ত্তা হইবে  
 কিন্তু সহোদরগণের সহিত আলাপমাত্র থাকিবে না ॥ ২১ ॥ গৃহস্থাসীর জ্ঞাতাদি বাক্তবগণ  
 একেবারে আগন্তুক ব্যক্তির জ্ঞান অপরিচিত হইয়া উঠিবে । গৃহস্থের অধুনাতি জির গৃহ  
 কৰ্ত্তা কোম বিকর কৰ্ত্তৃ করিবার সামর্থ্য থাকিবে না ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্সিত্র, বৈশ্য  
 পুংসি অস্তিত্বে একেবারে তিরোহিত হইবে । ব্রহ্মা ব্রহ্মাদি কৰ্ত্তব্য কার্যে  
 অহুতান করা পূরে থাক, ব্রাহ্মণগণ একবারে ব্রহ্মোপহীত বৰ্জিত হইবেন ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণ  
 চারি বর্গই স্ব স্ব শাস্ত্র ও আচার পরিভ্যাগ করিয়া রেচ্ছশাস্ত্র অধ্যয়ন ও রেচ্ছাচারে  
 প্রকৃত আশ্রয় হইবে ॥ ২৪ ॥ কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্সিত্র, ও বৈশ্যগণ পুংসের দাস হইবে  
 সূপকারী পুংসের, পাচক, ধাবক ও ব্রহ্মবাহক হইবেন ॥ ২৫ ॥ লোকান্তরেই সত্যবৰ্জিত  
 সত্যহীনা, ফলহীনা, স্তব্ধ, স্বক ব্রহ্ম কলম্বু এক মোহিৎগণ পুংসীক হইবেন ॥ ২৬ ॥ গৃহস্থের  
 সত্যের জ্ঞান হইয়া থাকিবে না, যদিও সত্যবিন্যাস হইয়া নিম্নতর, ফল হইতে ব্রহ্ম সত্য  
 হইবে না । প্রতাপ ব্রহ্মজ্ঞান বিস্মৃত এক গৃহস্থগণ ব্রহ্মবৰ্জিত হইবেন ॥ ২৭ ॥ ব্রাহ্ম

ধর্মহীনাঃ পুণ্যহীনাঃ কৰ্মাশ্চায়াঃ এব চ ।  
 লোকেষু পুণ্যবান্ কোহপি ন তিষ্ঠতি ততঃপরম্ ॥ ২৯ ॥  
 কুৎসিতা বিকৃতাকারী নরা বার্ষ্যশ্চ বাসকাঃ ।  
 কুবর্তা কুৎসিতাঃ শকো ভবিষ্যন্তি ততঃপরম্ ॥ ৩০ ॥  
 কেচিৎপ্রাক্ষাশ্চ নগরা নরশূন্যা তন্নানকাঃ ।  
 কেচিৎ নরকুটীরেণ নরেণ চ সমন্বিতাঃ ॥ ৩১ ॥  
 অরণ্যানি ভবিষ্যন্তি গ্রামেষু নগরেষু চ ।  
 অরণ্যমাসিবঃ সর্বৈ জনাশ্চ করপীড়িতাঃ ॥ ৩২ ॥  
 শস্যানি চ ভবিষ্যন্তি তড়াপেষু নদীষু চ ।  
 প্রকৃষ্টবংশজা হীনা ভবিষ্যন্তি কনৌ যুগে ॥ ৩৩ ॥  
 অলীকবাদিনো ধূর্তাঃ শঠাশ্চাসত্যবাদিনাঃ ।  
 প্রকৃষ্টানি চ ক্ষেত্রানি শস্ত্রহীনানি নারদ ! ॥ ৩৪ ॥  
 হীনাঃ প্রকৃষ্টা ধনিনো দেবভক্তাশ্চ নাস্তিকাঃ ।  
 হিংসকাশ্চ দয়াহীনাঃ পৌরাশ্চ নরঘাতিনাঃ ॥ ৩৫ ॥

হনুকুটী কুটীরঃ ॥ ৩১ ॥

করপীড়িতাঃ রাজগ্রাহো ভাগঃ করঃ ॥ ৩২ ॥

তড়াপেষু অস্ত্র বৃষ্টাতাবাণেষু ভবিষ্যন্তি প্রকৃষ্টবংশজাঃ কুলীনা হীনা নীচা ভবি-  
 য্যন্তি ॥ ৩৩—৩৪ ॥

যে দেবভক্তান্তে নাস্তিকা ভবিষ্যন্তি । অদেবভক্তা ইতি বা ছেদঃ ॥ ৩৫ ॥

পরাক্রম কিছুই থাকিবে না, প্রজাগণ করতারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া উঠিবে । কি  
 বিত্তীর্ণ জ্যোতিষতী, কি অন্নজলা নদী, কি কন্দলানি, সমস্তই ক্রমে কীর্ণভোগ হইবে ॥ ২৯ ॥  
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্মপ্রযুক্তি তিরোহিত ও পুণ্য বিমূর্ত হইবে । অপরতঃ  
 লোক লোকের মধ্যে একজন পুণ্যবান্ হইবে, কিন্তু পরে তাহাও থাকিবে না ॥ ২৯ ॥ কি  
 নর, কি নারী, কি বালক সকলেই কুৎসিত ও বিকৃতাকৃতি হইবে । কুবর্তা ও কুৎসিতসম  
 তির কাহারও কৃষ্ণ সম্বন্ধ কিছুই উচ্চারিত হইবে না ॥ ৩০ ॥ কোম কোম গ্রাম ও কোম  
 কোম নগর একেবারে লোকশূন্য হইয়া ভীষণমূর্তি ধারণ করিবে ; এবং কোম কোম  
 স্থানবা অতি নান্যাত কুটীরে ও নান্যাত লোকে জনসমূহ থাকিবে ॥ ৩১ ॥ গ্রাম ও নগর  
 সকল অরণ্য পরিণত এবং অরণ্য লোকনিবাসে পূর্ণ হইয়া কমলাগী মানবগণ করতারে  
 উঘোষিত হইয়া উঠিবে ॥ ৩২ ॥ শস্যাবৃতিবস্তঃ অন্নোন্ন শস্ত্রাণ্য তড়াপাঃ নদীপাঃ সকল  
 শস্ত্রহীন হইয়া উঠিবে ; সমস্তমাত কুলীন সকল নিতান্ত মীচ হইয়া পড়িবে ॥ ৩৩ ॥  
 সুবীৰ্য অলীকসারী অনভ্যাসারগণ মৃত ও মর্মে পরিণত হইবেন ; সুবি সকল কথাবিধি করণ



স্মৃজ্য চক্রং তদা বিষ্ণুস্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ ।  
 হন্যাদ্য বাং মহাভাগৌ নির্জলে বিপুলে স্থলে ॥ ৭৭ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা দেবদেবেশ উরু কৃষ্ণাহতিবিস্তরৌ ।  
 দর্শয়ামাস তৌ তত্র নির্জলঞ্চ জলোপরি ॥ ৭৮ ॥  
 নাস্ত্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতামিহ ।  
 সত্যবাগহমদ্যৈব ভবিষ্যামি চ বাস্তথা ॥ ৭৯ ॥  
 তদাকর্ণ্য বচস্তথ্যং বিচিন্ত্য মনসা চ তৌ ।  
 বর্জয়ামাসতুর্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্ ॥ ৮০ ॥  
 ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা ।  
 শীর্ষে সন্দধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্বিতে ॥ ৮১ ॥  
 রথাস্থেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।  
 জঘনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তয়োঃ ॥ ৮২ ॥  
 গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ ।  
 সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ ॥ ৮৩ ॥

বুবাং সংহারামি তথা কুরুতামিত্যর্থঃ ॥ ৭৭—৭৯ ॥ নির্জলং জলবহিতং স্থলমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮—৭৯ ॥  
 ( তদিত্তি । বিষ্ণোর্জলশূন্যপ্রদেশে হননরূপং সত্যং বাক্যং শ্রুত্বা চিন্তামিতৌ তৌ দানবৌ

ভক্ত জনের সর্বসম্ভাপহারী ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে সুদর্শন চক্রকে স্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন; মধুকৈটভ ! তোমরা মহাসৌগ্যবান্, অতএব, অন্য আমি তোমাদিগকে সলিলশূন্য পরিস্রুত স্থলেই বিনাশ করিব ॥ ৭৭ ॥ সুরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই নিজ উরু দ্বয়কে অতীব বিস্তৃত করত সেই চতুর্দিকে জলময় প্রলয় মহাসাগরের উপরি ভাগেই তাহাদিগকে নির্জল স্থলভাগ দেখাইলেন । এবং কহিলেন, দানবদ্বয় ! এক্ষণে, আমি নিজ সত্যবাক্য রক্ষা করিলাম ; সেইরূপ তোমরাও আপনাদিগের সত্য পালন কর, এই দেপ, এস্থলে জলের লেশমাত্র নাই, অতএব, এই স্থলে তোমরা উভয়েই আপনাদের দুইটি মস্তক পরিত্যাগ কর ॥ ৭৮—৭৯ ॥ তাহারা ভগবানের মুখে তাদৃশ তথ্যবাক্য শ্রবণে মনে মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে আপনাদিগের দুইটি দেহ সহস্র যোজন পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিল ; অমনি ভগবান্ ও তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে জঘন দ্বয় পরিবর্দ্ধন করিলেন । তদর্শনে তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই লোকাশ্চর্য্যজনক বিশাল জঘন-দেশে আপনাদিগের দুইটি মস্তক সমর্পণ করিল ॥ ৮০—৮১ ॥ তখন মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরকুল সংহারক অমোঘ চক্র প্রচণ্ড বেগে সঞ্চালন পূর্বক নিজ জঘনদেশে সংরুদ্ধ তাহাদিগের সেই প্রকাণ্ড মস্তক দ্বয় দুই গণ্ডে ছিন্ন করিয়া কেলিলেন ॥ ৮২ ॥ ঋষি-গণ ! দানব মধুকৈটভ গতাস্থ হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয় প্রাবৃত সমস্ত মহা-

মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্ব্যাঃ সমস্ততঃ ।

অভক্ষ্যা যুক্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ ! ॥ ৮৪ ॥

ইতি বঃ কথিতং সৰ্বং যৎপৃষ্ঠোহস্মি স্থনিশ্চিতম্ ।

মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়্যা সদা বুধৈঃ ॥ ৮৫ ॥

আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সৰ্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ।

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে ॥ ৮৬ ॥

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ।

পূজনীয়া পরা শক্তির্নিগুণা সগুণাহথ বা ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
মধুকৈটভবধো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

উপায়ান্তরাভাবাৎ স্বশরীরং বর্জয়ামাসতুরিত্যর্থঃ ॥ ৮০—৮৩ ॥ ) মেদিনীতি । মধুকৈটভ-  
বধে জাতে পশ্চাদ্ধরাহেণ বদা পৃথিব্যুক্তা তদা সা মেদোযুক্তা জাতেতি । মেদোহস্মি যন্তা-  
মিতি ব্যুৎপত্ত্যেমেদিনীতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

মহাবিদ্যোতি । যন্মাৎ কারণাৎ সৰ্ব্বশ্রুতিপ্রতিপাদ্যসাম্যাবস্থমায়াশবলবুদ্ধরূপা ভগবতী  
সৰ্বকারণকারণা এতৈকগুণোপাধিবুদ্ধাদ্যপেক্ষয়া সর্বোৎকৃষ্টা ততঃ সৈবোপাত্তা ধোয়া  
জ্ঞেয়া চেতি ভাবঃ ॥ ৮৫—৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে  
নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দাগর তাহাদিগের মেদ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; সেই অবধি এই পৃথিবীর নাম  
মেদিনী হইল ; এবং সেই জন্তই যুক্তিকা অভক্ষনীয় ॥ ৮৩—৮৪ ॥

হে মহর্ষিমণ্ডল ! আপনারা আমাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি  
তত্তৎ প্রসঙ্গের উপলক্ষে শাস্ত্রসকলের স্থনিশ্চিত সার সিদ্ধান্ত মত অর্থাৎ সেই আদ্যা  
শক্তি দেবী ভগবতীর অমের প্রভাবে মধুকৈটভের বধাদি সমস্ত বিবরণই বিবৃত করিলাম ;  
মতএব ইহা স্থির জানিবেন যে, সেই সৰ্ব্বশ্রুতি-প্রতিপাদ্য মহামায়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থ  
মায়া শবলিত বুদ্ধরূপা মহাবিদ্যা দেবী ভগবতীই অবিদ্যা নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ সাধকদিগের  
নেতা আরাধনীয় ॥ ৮৫ ॥ মহর্ষিগণ ! সেই বুদ্ধরূপিণী পরমাশক্তি যে কেবল বুদ্ধমণ্ডলীরই  
সেবনীয় একমাত্র মনে করিবেন না ; তিনি সুরাসুর প্রভৃতি সকলেরই আরাধ্যা জানিবেন ।  
কননা, এই ত্রিভুবন মধ্যে এমন কোন বস্তুই নাই যে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ।  
ইহা যে কেবল আমি বলিতেছি তাহা নহে ; বারংবার সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বেদ শাস্ত্রেও  
এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে যে, সগুণরূপেই হউক আর নিগুণরূপেই হউক একমাত্র  
সই পরবুদ্ধরূপিণী পরা শক্তিরই সর্বতোভাবে অর্চনা করা উচিত ॥ ৮৬—৮৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম  
স্কন্ধে মধুকৈটভ বধবিষয়ক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সূত ! পূৰ্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং ব্যাসেনামিততেজসা ।  
কৃৎস্না পুরাণমখিলং শুকায়াধ্যাপিতং শুভম্ ॥ ১ ॥  
ব্যাসেন তু তপস্তপ্ত্বা কথমুৎপাদিতঃ শুকঃ ।  
বিস্তরং ব্রুহি সকলং যচ্ছ তং কৃষ্ণতন্ত্রয়া ॥ ২ ॥

সূত উবাচ ।

প্রবক্ষ্যামি শুকোৎপত্তিং ব্যাসাং সত্যবতীশ্রুতাং ।  
সখোৎপন্নঃ শুকঃ সাক্ষাদ্যোগিনাং প্রবরো মুনিঃ ॥ ৩ ॥  
মেরুশৃঙ্গে মহারম্যে ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।  
তপশ্চচার সোঃতুয়াং পুত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪ ॥

বটত্রিংশৎপদ্যকৈঃ সার্বৈক্যরদানং শিবস্ত ৮ ।

ব্যাসায় পুত্রবিবরণং জাতমিত্যেতদীৰ্য্যতে ॥

পূৰ্ব্বং ব্যাসে পুত্রলাভার্থমহুষ্ঠানচিকীৰ্ষয়া পূৰ্ব্বতং গতে সতি কস্ত দেবস্তারাধনা ব  
ব্যোতি জিজ্ঞাসায়াং সত্যং নারদসমাগমে জাতে নারদেন ব্রহ্মবিষ্ণুসংবাদমুখেন ভগবতে  
সৰ্বোৎকৃষ্টা আরাধ্যোতি স্থাপিতং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাঃ সমাপিতাঃ । ভগবত্যা আ  
ধনে কথং পুত্রোৎপত্তির্জাতেন তদ্যাপ্যবশিষ্টং তদ্ব্যয়ঃ পৃচ্ছন্তি হতেতি ॥ ১ ॥ কৃষ্ণা  
বেদব্যাসাং ॥ ২—৩ ॥ তপশ্চচারেতি । শক্তিরেবারাধ্যোতি নারদাচ্ছৃতা তস্তা বাগ্ভ

ঋষিগণ কহিলেন । হে সূত ! পূৰ্ব্বে তুমি আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আমি  
তেজা বেদব্যাস পুরাণ সকল প্রণয়ন পূৰ্ব্বক শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ; তা  
জিজ্ঞাসা করি ব্যাসদেব কেবল তপশ্চর্যা প্রভাবে কিরূপে শুকদেবকে উৎপাদিত কা  
লেন ? সূত ! তুমি এ বিষয়ে, মহর্ষি কৃষ্ণদৈবপায়নের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, তৎসম  
বিস্তার পূৰ্ব্বক বর্ণনা কর ॥ ১—২ ॥

সূত কহিলেন । হে মহর্ষিগণ ! আমি আপনাদিগের নিকট শুকের উৎপত্তি অর্থ  
যোগিপ্রবর মননশীল শুকদেব, সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব হইতে বেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলে  
সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥ সত্যবতী সূত ব্যাস পুত্রার্থে কৃত  
নিশ্চয় হইয়া পরম রমণীয় মেরুশৃঙ্গে গমন পূৰ্ব্বক উগ্রতর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥  
তপোনিধি মহর্ষি ব্যাস পুত্রকামনার অর্থাৎ আকাশ বায়ু পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি মহাত্ম  
সদৃশ অপরিমিত বীৰ্য্যশালী পুত্র হউক এইমত কামনা করিয়া দেবর্ষি নারদ মুখে, ক্র



জপমেকাকরং মন্ত্রং বাগ্‌বীজং নারদাচ্ছ্রুতম্ ।  
 ধ্যানম্ পরাং মহামায়্যং পূজ্যকামস্তপোনিধিঃ ॥ ৫ ॥  
 অগ্নেভূমেষুত্থা বায়োরন্তরিক্ষু চাপ্যম্ ।  
 বীৰ্য্যেণ সংমিতঃ পূজ্যো মম ভূয়াদিতি স্ম ই ॥ ৬ ॥  
 অতিষ্ঠৎ স গতাহারঃ শতমবৎসরং প্রভুঃ ।  
 আরাধয়ন্নহাদেবং তথৈব চ সদাশিবাম্ ॥ ৭ ॥  
 শক্তিঃ সৰ্ব্বত্র পূজ্যেতি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ ।  
 অশক্তো নিন্দ্যতে লোকে শক্তস্তু পরিপূজ্যতে ॥ ৮ ॥  
 যত্র পৰ্ব্বতশৃঙ্গে বৈ কর্ণিকারবনাভূতে ।  
 ক্রীড়ন্তি দেবতাঃ সৰ্ব্বে মুনয়শ্চ তপোহধিকাঃ ॥ ৯ ॥  
 আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনৌ তথা ।  
 বনন্তি মুনয়ো যত্র যে চান্দ্রে ব্রহ্মবিন্দমাঃ ॥ ১০ ॥  
 তত্র হেমগিরেঃ শৃঙ্গে সঙ্গীতধ্বনিদাদিতে ।  
 তপশ্চচার ধৰ্ম্মাত্মা ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ॥ ১১ ॥

বীজং নারদেনোপদিষ্টং গৃহীত্বা তজ্জপং স্তপশ্চচারেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥ জপকালে এতাদৃশীং  
 ভাবনাং কৃতবানিত্যাহ অগ্নেভূমেরিতি । বীৰ্য্যেণ শক্ত্যেত্যর্থঃ । সংমিতস্তল্যঃ ॥ ৬ ॥  
 অতিষ্ঠদিতি । তপ ইতি শেষঃ । যদ্যপি ব্যাসেন নারদমুখাষ্টগবতীং সৰ্ব্বৌৎকৃষ্টাং ঋত্বা  
 পরাশক্তেরেব ধ্যানং কৃতং তথাপি শক্তের্থানে কৃতে শিবস্ত ধ্যানং জাতমেবেত্যভিপ্রায়েণ  
 আরাধয়ন্নহাদেবমিত্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥ (শক্তিরহিতস্ত শিবস্তাপ্যারাধনেন অশক্তো লোকে নিন্দ্যতে  
 ইত্যেবং মহাস্তং ব্যতিক্রমঃ দর্শয়ন্নহ শক্তিঃ সৰ্ব্বত্র পূজ্যেতি ॥ ৮ ॥ তপোহধিকাঃ উৎকট-  
 তপঃপ্রভাবসম্পন্নাঃ ॥ ৯ ॥ আশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ দেবচিকিসকাবিত্তি বাবৎ ॥ ১০ ॥ হেম-

একাকর বাগ্‌ভব বীজমন্ত্র জপাভ্যুত্থান পূৰ্ব্বক পরাশক্তি রূপা মহামায়ার ধ্যান করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ এবং অশ্বিন ভূমণ্ডল মধ্যে শক্তিমান্ ব্যক্তিই সৰ্ব্বতোভাবে সম্মানিত আর  
 শক্তি বিরহিত মূঢ় জীব কেবল নিন্দা ভাজনই হইয়া থাকে ; অতএব শক্তিই সৰ্ব্বত্র পূজ-  
 নীয়, মনে মনে বারংবার বিচার পূৰ্ব্বক মহর্ষি ব্যাস নিত্য মঙ্গলময়ী পরমাশক্তির সহিত  
 দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করত ক্রমে এতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন যে, তিনি  
 একশত বৎসর কাল নিরাহারে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৭—৮ ॥ হে মহর্ষিমণ্ডল ! পৰ্ব্বতের যে  
 শৃঙ্গপ্রদেশটা আশ্চর্য্যজনক কর্ণিকার উপবনে পরিশোভিত, যে স্থলে সমধিক তপঃপ্রভাব  
 সম্পন্ন মুনিবৃন্দ এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুতগণ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতারা নির-  
 স্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ যে স্থলে, ব্রহ্মবিন্দম মননশীল ঋষি ও অপরাপর সুর-  
 শ্রেষ্ঠগণ বাস করেন, সুরর্ষময় সুরেকর সেই কিম্বদন্তির সঙ্গীতধ্বনিদাদিত শৃঙ্গেই সত্যবতী-  
 তনুয় মহর্ষি বেদব্যাস তপশ্চর্য্যায় নিরত ছিলেন ॥ ৯—১১ ॥ তৎকালে সেই ধীশক্তি

ততোহস্ম তেজসা ব্যাপ্তং বিশ্বং সৰ্ব্বং চরাচরম্ ।  
 অগ্নিবর্ণা জটা জাতাঃ পারাশর্যাস্ত ধীমতঃ ॥ ১২ ॥  
 ততোহস্ম তেজ আলক্য ভয়মাপ শচীপতিঃ ॥ ১৩ ॥  
 তুরাষাহং তদা দৃষ্ট্ৱা ভয়ক্রান্তং প্রমাতুরম্ ।  
 উবাচ ভগবান্ রুদ্রো মঘবস্তং তথাস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥

শঙ্কর উবাচ ।

কথমিত্তাদ্য ভীতোহসি কিং দুঃখস্তে সুরেশ্বর ! ।  
 অমৰ্ষো নৈব কর্তব্যস্তাপসেবু কদাচন ॥ ১৫ ॥  
 তপশ্চরন্তি মুনয়ো জ্ঞাতা মাং শক্তিসংযুতম্ ।  
 ন ত্বেতেহহিতমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সৰ্ব্বথৈব হি ॥ ১৬ ॥  
 ইতু্যুক্তবচনঃ শক্রস্তমুবাচ বৃষধ্বজম্ ।  
 কস্মাস্তপশ্চতি ব্যাসঃ কোহুৰ্থস্তস্ম মনোগতঃ ॥ ১৭ ॥

গিরেঃ সুরেশ্বরেঃ ॥ ১১ ॥ পারাশর্যাস্ত পরাশরপুত্রস্ত ব্যাসস্ত জটাত্যোহপি জলনশিখাবস্তপ-  
 স্তেজঃপ্রকটিতমিবেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ অস্ম ব্যাসস্ত তপস্তেজঃ, আলক্য নিরীক্য ॥ ১৩ ॥ তুরা-  
 ষাহমিত্তম্ ॥ ১৪—১৫ ॥) অহিতমিতিচ্ছেদঃ । অহিতং নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ । (শক্তিবৃত্তং সশক্তিকং  
 শিবং মঙ্গলময়ং পরমেশানং মাং বিদিত্বা এব তে মুনয়ঃ ধ্যাননিরতাস্তপস্বিনঃ তপশ্চরন্তি  
 অতন্তেষাং তাদৃশং তপঃপ্রভাবং দৃষ্ট্ৱা ভবতা তেষু তপস্বিণু অমৰ্ষঃ ক্রোধো ন কর্তব্যঃ তেষাং  
 তপোবিঘ্নোৎপাদনায় যত্নং মা কাষীঃ কিন্তু সৰ্ব্বথা ক্রমেব কর্তব্যোতি পূৰ্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥

সম্পন্ন পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তপস্তেজে এই স্বাবর অজমাত্মক বিশ্ব সংসার  
 পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; তাঁহার জটা সকল জলং শিখা হতাশনের বর্ণ ধারণ করিল ॥১২॥  
 অধিক কি, শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ি-  
 লেন ; সুরপতি ইন্দ্রকে তাদৃশ ভয়ক্রান্ত ও ম্লানভাবে অবস্থিত দেখিয়া সৰ্ব্বকল্যাণকর  
 ভগবান্ রুদ্রদেব কহিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥

ইন্দ্র ! তুমি কি জ্ঞাত এত ভীত হইতেছ ? এক্ষণে তোমার কি দুঃখ উপস্থিত হইল ?  
 সুরেশ্বর ! তপোনিরত মুনীগণ আমাকে নিরন্তর শক্তিসময়িত জানিয়াই যোরতর  
 তপশ্চর্য্যার অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; তাঁহারা কখন কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট  
 ইচ্ছা করেন না ; অতএব তুমি তাপসগণের প্রতি কদাচ অসন্তুষ্ট হইও না ॥ ১৫—১৬ ॥

দেবরাজ শতক্রতু এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃষধ্বজ দেব দেব ভগবান্ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা  
 করিলেন, প্রভো ! যদি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা নাই তবে বেদব্যাস কি নিমিত্ত এতাদৃশ  
 উগ্রতর তপস্তার প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? তাঁহার মনোগত উদ্বেগ কি, সেইটী প্রকাশ করিয়া  
 বলুন ॥ ১৭ ॥

শিব উবাচ ।

পারশর্যস্ত পুত্রার্থী তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ।  
পূর্ণং বর্ষশতং জাতং দদাম্যদ্য স্নাতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বাসবং ক্রুদ্ধো দয়য়া মুদিতাননঃ ।  
গত্বা ঋষিসমীপস্ত তমুবাচ জগদ্গুরুঃ ॥ ১৯ ॥  
উত্তিষ্ঠ বাসবীপুত্র ! পুত্রস্তে ভবিতা শুভাঃ ।  
সর্বতেজোময়ো জ্ঞানী কীর্তিকর্তা তবাহনঘ ! ॥ ২০ ॥  
অখিলস্ত জনস্যাংস্ত্র বহ্নভস্তে স্নাতঃ সদা ।  
ভবিষ্যতি গুণৈঃ পূর্ণঃ সাত্ত্বিকৈঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ ।

তদাহ কর্ণ্য বচঃ শ্রুত্বং ক্রুদ্ধং বৈপায়নস্তদা ।  
শূলপাণিং নমস্কৃত্য জগামাশ্রমমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥  
স গত্বাহ্রমমেবাহ শু বহুবর্ষশ্রমাতুরঃ ।  
অরণীসহিতং গুহং মমত্বাণিং চিকীর্ষয়া ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্তং বচনং যদ্যস্মৈ স ইত্যুক্তবচনঃ শব্দঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ (কৃপাপারিতপ্যাত্ত ভক্তানুগ্রহায়ৈব মুদিতানন ইত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥ সর্বমহাত্মত্বভক্তঃ প্রচুরঃ পঞ্চমহাত্মত্বভক্তঃ স্বরূপো বা বচঃ জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণঃ ॥ ২০ ॥ সত্যবিক্রমঃ অমোঘপ্রভাবঃ ॥ ২১—২২ ॥ ) গুহং গুপ্তমণিঃ মমত্বাণি-

শিব কহিলেন, দেবরাজ ! পরাশরনন্দন বাসদেব একমাত্র পুত্রাভিলাষী হইয়াই ঈদৃশ তপোহুষ্ঠানে নিরত হইয়াছেন ; ঐরূপ তপস্তার তাঁহার শতবর্ষকাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব, বাহাতে তাঁহার পরম মঙ্গলময় পুত্র উৎপন্ন হয়, এক্ষণে আমি তাঁহাকে তাদৃশ বরই প্রদান করিব ॥ ১৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! ভগবান্ জগদ্গুরু ক্রুদ্ধদেব বাসবকে এই কথা বলিয়াই পরম প্রকৃত্ত বদনে বেদব্যাসের নিকট বাইরা কহিলেন, হে বাসবীপুত্র ! তোমার একটি পরম মঙ্গলময় পুত্র হইবে ; অতএব আর তপঃক্লেশে প্রয়োজন নাই, উত্থান কর ॥ ১৯—২০ ॥ আমার বরপ্রভাবে তোমার পুত্র এতদূর জ্ঞানী হইবে যে, সে পঞ্চ মহাত্মত্বের স্তায় তেজো-ময় হইয়া তোমার কীর্তি স্থাপন করিবে ; অধিক কি, এই অখিল সংসার মধ্যে তোমার পুত্র সর্বদা সমস্ত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া সত্যপ্রভাবে সর্ব জন প্রিয় হইবে ॥ ২১ ॥

মহর্ষিগণ ! তৎকালে ঋষিপ্রবর ক্রুদ্ধবৈপায়ন তাদৃশ যথুর বাক্য শ্রবণে আক্সাদে পুল-কিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণিকে প্রণাম করিয়া নিজ আশ্রমভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥ তিনি বহু বর্ষের তপঃক্লেশে ক্লান্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমে আসিবামাত্র অন্তর্ভূত অগ্নিদেবের



মহনং কুর্বতস্তস্য চিত্তে চিন্তাভরতদা ।

প্রাচুর্ভূব সহসা স্ততোৎপত্তৌ মহাস্থনঃ ॥ ২৪ ॥

মহানারনিসংযোগান্মহনাচ্চ সমুদ্ভবঃ ।

পাবকস্য যথা তদ্বৎ কথং মে স্যাৎ স্ততোদ্ভবঃ ॥ ২৫ ॥

পুত্রারণিস্তু যা খ্যাতা সা মমাদ্য ন বিদ্যতে ।

তরুণী রূপসম্পন্না কুলোৎপন্না পতিব্রতা ॥ ২৬ ॥

কথং করোমি কাস্তাঞ্চ পাদয়োঃ শৃঙ্খলাসমাম্ ।

পুত্রোৎপাদনদক্ষাঞ্চ পাতিব্রত্যে সদা স্থিতাম্ ॥ ২৭ ॥

পতিব্রতাপি দক্ষাপি রূপবত্যপি কামিনী ।

সদা বন্ধনরূপা চ স্বেচ্ছাসুখবিধায়িনী ॥ ২৮ ॥

শিবোহপি বর্ততে নিত্যং কামিনীপাশসংযুতঃ ।

কথং করোম্যহং চাত্র দুর্ঘটঞ্চ গৃহাশ্রমম্ ॥ ২৯ ॥

স্বয়ং ॥ ২৩—২৪ ॥ মহানো মহনদণ্ডঃ ॥ ২৫ ॥ পুত্রারণিঃ পুত্রজননী কামিনী মম নাস্তি ॥ ২৬ ॥  
(বিশুদ্ধবীজধারণোপযোগিকৈত্ৰস্তাপি প্রয়োজনমিতি দর্শয়গ্ৰাহ। পুত্রোৎপাদনদক্ষাঃ মহদ্বীজ-  
ধারণক্ষমামিতি ভাবঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ দুর্ঘটং দুর্ঘটনায়ী সুলীভূতং যদা তপস্বিনো দরিদ্রস্ত মম

উৎপাদন কামনায় অরণীকাঠঘর মহন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ অরণী মহন করিতে  
করিতে সহসা সেই মহাস্থার অন্তরে পুত্রোৎপত্তি বিষয়ক এইরূপ গভীর চিন্তাভার  
আসিয়া উপস্থিত হইল; ( তিনি ভাবিলেন যে, ) যেমন এই উত্তরারণী রূপ মহন লইয়া  
অধরারণীর সহিত সংযোগ করিয়া মহন (বর্ষণ) করিলে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ  
অধরারণীর অভাবে আমার পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে !! কেননা, এই ভূমণ্ডল মধ্যে বাহা  
পুত্রারণী বলিয়া বিখ্যাত, তাদৃশ সংকুল সমুৎপন্ন রূপ গুণ সম্পন্ন পতিব্রতা যুবতী ভার্য্যাও,  
একপে আমার নিকটে উপস্থিত নাই !! পরন্তু, কামিনী পুত্রোৎপাদন কুশলা পতিব্রতা  
ধর্মাবলম্বিনী চইলেও যে, উত্তর পদের নিগড় লৌহ শৃঙ্খলার দ্বারা তাহাতে সংশ্লিষ্ট নাই;  
অতএব, আমি ইহা জানিয়া শুনিয়া কি রূপে দার পরিগ্রহ করিতে পারি !! আর কথা এই,  
স্ত্রী পতিব্রতা, সমস্ত গৃহকার্য্য নিপুণা মনোমোহিনী রূপবতী এমন কি, যদি নিজ ইচ্ছামত  
সুখদাত্রীও হয়, তথাপি যে, সে নিরস্তর বন্ধন স্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি ॥ ২৪—২৮ ॥  
অধিক কি, যখন স্বয়ং সদাশিবও সর্বদা কামিনী রূপ নিগড় পাশে সংবদ্ধ, তখন অস্তের  
কথা আর কি বলিব। আমি এই সকল বুঝিতে পারিয়াও কি একাকারে দুর্ঘটনার সুলীভূত  
প্রার্থন আশ্রমে সম্মত হইতে পারি? ॥ ২৯ ॥

হে মহর্ষিমণ্ডল ! মহাস্থা কুর্কষেপায়ন এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়  
দৈব্য রূপিনী যুতাচী অপরা সমীপস্থ আকাশ মণ্ডলে থাকিয়াই তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

এবং চিন্তয়তস্তস্য ঘৃতাচী দিব্যরূপিণী ।  
 প্রাপ্তা দৃষ্টিপথং তত্র সমীপে গগনে স্থিতা ॥ ৩০ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা চপলাপাক্ষীং সমীপস্থাং বরাঙ্গরাম্ ।  
 পঞ্চবাণপরীতাস্তুর্ণমাসীদ্ধ তত্রতঃ ॥ ৩১ ॥  
 চিন্তয়ামাস চ তদা কিঙ্করোন্মাদ্য সঙ্কটে ।  
 ধর্মস্য পুরতঃ প্রাপ্তে কামভাবে ছুরাসদে ॥ ৩২ ॥  
 অঙ্গীকরোমি যদ্যোনাং বঞ্চনার্থমিহাগতাম্ ।  
 হসিষ্যন্তি মহাত্মানস্তাপসা যাস্তু বিহ্বলম্ ॥ ৩৩ ॥  
 তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং পূর্ণং বর্ষশতস্থিহ ।  
 দৃষ্ট্বাপ্সরাক্ষ বিবশঃ কথং জাতো মহাতপাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 কামং নিন্দাপি ভবতু যদি স্যাদতুলং সুখম্ ।  
 গৃহস্থাশ্রমসমুত্তং সুখদং পুত্রকামদম্ ॥ ৩৫ ॥

গৃহাশ্রমো নিতরাং দুর্ঘটনাত্মক নতু সুখায় ইতি মহাহ কথং করোমীতি ॥ ২৯—৩০ ॥) ধৃত-  
 ব্রত ইতি । ধৃতব্রতোহপি পঞ্চবাণেন পরীতাস্তো বিক্রান্ত আসীদিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ ( বঞ্চনার্থং  
 মাং প্রতারয়িতুং মম তপস্ত্তোজাহাসার্থান্নিতি শেষঃ সমাগতাং এনাং ধূর্তাং দেবকন্তাং ধর্মস্তা-  
 গ্রতঃ কথং স্বীকরোমি জানন্নপীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ ) হাসমেবাহ তপস্তপ্ত্বতি ॥ ৩৪ ॥

হে মহর্ষিগণ ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদিচ, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু, সেই  
 চঞ্চল অপাঙ্গদেশে পরিশোভিত অঙ্গুরঃপ্রবরা ঘৃতাচীকে দর্শন করিবামাত্র মন্থধের শর-  
 প্রভাবে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া পড়িল ॥ ৩০—৩১ ॥ (তিনি আপনার তাদৃশ  
 অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন যে,) এক্ষণে আমি এই উপস্থিত সঙ্কট সময়ে কি উপায় অবলম্বন  
 করিব !! এই অঙ্গুরা আমাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি-  
 য়াও যদি আমি দুর্নিবার কন্দর্পের বশবর্তী হইয়া দেদীপ্যমান ধর্ম সন্মুখে ইহাকে স্বীকার  
 করি, তাহা হইলে এই মহাত্মা তাপসগণ আমার ঈদৃশ বিমূঢ় ভাব দেখিয়া যে অত্যন্ত  
 উপহাস করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩২—৩৩ ॥ মহাতপা ব্যাস শত সংবৎসর কাল  
 যোরতরতপস্তা করিয়া ও একটা অঙ্গুরাকে দেখিবামাত্র কি প্রকারে একেবারে অবশাজ  
 হইয়া পড়িল, কি আশ্চর্য্য !! চতুর্দিক হইতেই যে এইরূপ নিন্দা বাদ সমুখিত হইবে তাহাও  
 বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৪ ॥ আচ্ছা তাহাও হউক, যদি অতুলনীয় সুখোৎপত্তি হয়,  
 তাহাও স্বীকার করিলাম । পূর্বাচার্য্যগণও গৃহস্থাশ্রমকে সমস্ত পুণ্যের বা সর্ব সুখের  
 আকর অর্থাৎ পুত্রকামনাপ্রদ, স্বর্গপ্রদ এমন কি জ্ঞানীদিগের মুক্তিপ্রদ পর্য্যন্ত বলিয়া  
 নির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেবকন্তা দ্বারা তাহার অর্থাৎ পুণ্যময় গার্হস্থ্য আশ্রম

স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং জ্ঞানিনাং মোক্ষদং তথা ।

ন ভবিষ্যতি তন্মুনমনয়া দেবকন্যা ॥ ৩৬ ॥

নারদাচ্চ ময়া পূৰ্ব্বং শ্রুতমস্তি কথানকম্ ।

যথোৰ্ব্বশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরুষবাঃ\* ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
বাসায় শিববরপ্রদানো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যদি শ্রাদতুলমিতি । ইয়মপরা ভোগং দত্ত্বা গমিষ্যতি ন কনয়া গৃহস্থাশ্রমজ্ঞঃ সুখং শ্রাদিতি  
ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ গৃহস্থাশ্রমসমুত্তং পুণ্যমিতি শেষঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অথ যে কোন সুখই হইবে না তাহাতে আর সংশয় কি ? কারণ, চক্রবংশীয় মহারাজ  
পুরুষবা যে প্রকারে অপরঃপ্রধানা উর্ধ্বশীর বর্শবর্তী হইয়া একেবারে অশেষ ক্লেশ সাগরে  
নিমগ্ন হইয়াছিলেন সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্বে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ  
করিয়াছি ॥ ৩৫—৩৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকান্বক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের  
প্রথমস্কন্ধে ব্যাস প্রতি শিবের বরপ্রদান বিষয়ক  
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্ব্ব বটত্রিংশৎ শ্লোক ।



## একাদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কোহসৌ পুরুরবা রাজা কোর্কশী দেবকন্তকা ।  
কথং কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ১ ॥  
সর্বং কথানকং বৃহি লোমহর্ষণজাহ্নুনা ।  
শ্রোতুকামা বয়ং সর্বৈঃ স্নানুখাজ্জ্যুতং রসম্ ॥ ২ ॥  
অমৃতাদপি মিষ্টা তে বাণী সূত ! রসাত্মিকা ।  
ন তৃপ্যামো বয়ং সর্বৈঃ স্নধ্যা চ যথাহমরাঃ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্বৈঃ কথাং দিব্যাং মনোরমাম্ ।  
বক্ষ্যাম্যহং যথা বুদ্ধ্যা শ্রুতাং ব্যাসবরোত্তমাং ॥ ৪ ॥

বড়শীতিমহান্নোটেকবুধোৎপত্তিস্ত কথ্যতে ।

কামবাগৈস্ত বিজ্ঞতঃ মহতাঃ বত্র ভগ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ের ‘যথোর্কশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরুরবাঃ’ ইত্যুক্তং তত্র কোহসৌ পুরুরবাঃ  
কথমুৎপন্ন ইতি ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি কোসা বিতি । কষ্টং ক্লেশঃ ॥ ১—২ ॥ ন তৃপ্যাম ইতি ।  
তয়েতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, সূত ! তুমি ঐহার কথা বলিলে, সেই রাজা পুরুরবা  
কে ? আর সেই দেবকন্তা উর্কশীই বা কে ? বিশেষতঃ সেই মহাত্মা নরপতি তাদৃশ কষ্টই বা  
কিরূপে প্রাপ্ত হইরাছিলেন ? হে লোমহর্ষণ নন্দন ! বৎস সূত ! তোমার মুখকমল নিঃসৃত  
স্নমধুর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণের নিমিত্ত আমরা সকলেই অত্যন্ত স্পৃহাবিত হইরাছি ; অতএব,  
তুমি আমাদের নিকট সেই কথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বল ॥ ১—২ ॥ যেক্ষণ অমরবৃন্দ  
ভূরি ভূরি স্নধাপানেও কদাচ পরিতৃপ্ত হয়েন না, সেইরূপ আমরাও তোমার অমৃত অপে-  
ক্ষাও স্নমধুর রসময়ী কথা শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! আপনারা সকলেই সেই অলৌকিক মনোহর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণ  
করুন । আমি শুকদেব মহর্ষি বেদব্যাসের মুখে যেক্ষণ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহার অমোঘ-  
বরপ্রভাবে যেক্ষণ বোধশক্তি প্রাপ্ত হইরাছি তদনুসারেই আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিব

গুরোস্তু দয়িতা ভাৰ্য্যা তান্না নামেতি বিজ্ঞতা ।  
 রূপযৌবনযুক্তা সা চার্কস্বামী মদবিহ্বলা ॥ ৫ ॥  
 গঠৈকদা বিধোদ্ধাম যজ্ঞমানস্ত ভামিনী ।  
 দৃষ্টা চ শশিনাহত্যর্থং রূপযৌবনশালিনী ॥ ৬ ॥  
 কামাতুরস্তদা জাতঃ শশী শশিমুখীং প্রতি ।  
 সাহপি বীক্ষ্য বিধুং কামং জাতা মদনপীড়িতা ॥ ৭ ॥  
 তাবন্যোন্মৎ প্রেমযুক্তোঁ স্মরাভোঁ চ বভূবতুঃ ।  
 তান্না শশী মদোন্মত্তোঁ কামবাণপ্রপীড়িতোঁ ॥ ৮ ॥  
 রেমাতে মদমত্তোঁ তোঁ পরস্পরস্পৃহাস্বিতোঁ ।  
 দিনানি কতিচিত্তত্র জাতানি রমমাণয়োঃ ॥ ৯ ॥  
 বৃহস্পতিস্তু দুঃখাৰ্ত্তঃ তারামানয়িতুং গৃহম্ ।  
 প্রেষয়ামাস শিষ্যস্তু নায়াতা সা বশীকৃতা ॥ ১০ ॥  
 পুনঃ পুনৰ্ঘদা শিষ্যং পরাবৰ্ত্তত চন্দ্রমাঃ ।  
 বৃহস্পতিস্তদা ক্রুদ্ধো জগাম স্বয়মেব হি ॥ ১১ ॥

যথা শ্রুতান্তর্থেতি শেষঃ ॥ ৪ ॥ ( চার্কণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি বস্ত্রাঃ সা ॥ ৫—৭ ॥ পর-  
 স্পরানুরাগং প্রদর্শয়ন্তাহ । তাবিত্তি ॥ ৮ ॥ মদেন শৃঙ্গারজনিভমত্ততয়া মত্তো উন্মত্তো ॥ ৯—১১ ॥

সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥ কোন সময় রূপযৌবনাঢ্য মনোরম অঙ্গসৌষ্ঠব সমন্বিতা সৰ্বদা হাবভাব  
 বিহ্বলাঙ্গী ত্রিলোকবিজ্ঞতা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা বরবর্গিনী তান্না নিজপতির  
 যজ্ঞমান চন্দ্রদেবের গৃহে সমাগত হইলে, দৈবগতিকে শশধর তাঁহাকে দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ শশলাঙ্ঘন তাদৃশ রূপ যৌবনসম্পন্ন শশিমুখী তান্নাকে অবলোকন করিবা-  
 মাত্র কন্দর্পের বশবর্তী হইয়া পড়িলেন ; সেইরূপ তাবাও সুধাকরের সেই অপূৰ্ণ সুধাময়  
 কমনীয় কাস্তি সন্দর্শনে একেবারে মগ্নগৰ্ভে প্রপীড়িত হইলেন ॥ ৭ ॥ হে মহর্ষিগণ !  
 এইরূপে তান্না আর শশাঙ্কদেব পরস্পর সন্দর্শন নাভ্রুই কুসুম শরাসনের শরাঘাতে উভ-  
 য়েই উভয়ের প্রেমলালনায় একেবারে মদোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮ ॥ তদনন্তর, তাঁহারা  
 গুরুশিষ্য ভাব বিনর্জন দিয়া মদিরামত্তের স্থান যৌবতর আসক্ত হইয়া রমণে প্রবৃত্ত  
 হইলেন ; এইরূপে কতিপয় দিবস তাঁহাদিগের নিরন্তর রতিক্রীড়ায় অতিবাহিত হইলে,  
 সুরাচার্য্য বৃহস্পতি অতীব দুঃখিত হইয়া তান্নাকে স্বগৃহে আনিবার নিমিত্ত একজন  
 শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু, তান্না যুগলাঙ্ঘনের এতদূর বশবর্ত্তিনী হইছিলেন যে  
 তৎকালে তাঁহার অন্তর হইতে পতিস্নেহাদি একেবারে দূরে পলায়ন করিয়াছিল ; ফলত  
 তিনিসেই প্রেরিত শিষ্যের সহিত পতিগৃহে আর প্রত্যাগমন করিলেন না ॥ ৯—১০ ॥ পরন্তু,  
 চন্দ্রদেব যখন, বারংবার গুরুপ্রেরিত শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন গুরুদেব বৃহস্পতি

গত্বা সোমগৃহং তত্র বাচম্পতিরুদারধীঃ ।

উবাচ শশিনং ক্রুদ্ধঃ স্ময়মানং মদাস্থিতম্ ॥ ১২ ॥

• কিং কৃতং কিল শীতাংশো ! কস্মৈ ধর্মবিগর্হিতম্ ।

রক্ষিতা মম ভার্য্যেয়ং স্তন্দরী কেন হেতুনা ॥ ১৩ ॥

তব দেব ! গুরুশ্চাহং যজমানোহসি সর্ব্বথা ।

গুরুভার্য্যা কথং মৃত ! ভুক্তা কিং রক্ষিতাহথবা ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্লগঃ ।

মহাপাতকিনো হেতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ১৫ ॥

মহাপাতকযুক্তস্ত্বং ছুরাচারোহতিগর্হিতঃ ।

ন দেবসদনার্হোহসি যদি ভুক্তেয়মঙ্গনা ॥ ১৬ ॥

মুক্তেমামসিতাপাক্ষীং ন যামি সদনং মম ।

নোচেদ্বক্ষ্যামি ছুষ্টান্ন ! গুরুদারাপহারিণম্ ॥ ১৭ ॥

বাচাং পতিঃ । উদারা মহতী ধীর্বুদ্ধিযন্ত ॥ ১২ ॥ শীতা শীতলা অংশবো রশ্ময়ঃ বস্ত তৎসম্বুদ্ধৌ ।  
ধর্মেণ ধর্মশাস্ত্রেণ বিগর্হিতং নিঙ্গিতম্ । গুরুভার্য্যাহরণস্ত ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥  
তব দেবগুরুশ্চাহমিতি । হে দেব ! তবাহং গুরুরস্মীত্যম্বয়ঃ । কিং রক্ষিতেতি । কিমর্থং  
রক্ষিতেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ( গুরোস্তল্লং শয্যাং গচ্ছতীতি । গুরুভার্য্যাগামীত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ )  
নোচেদ্বক্ষ্যামীতি । শাপমিতি শেষঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বয়ং তথায় গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ উদারমতি গুরুদেব বাচম্পতি  
সেস্থলে আসিয়াই সেই ঐশ্বর্য্যামদগর্ভিত শশধরকে ক্রোধভরে কহিলেন, হিমাংশো ! তুমি  
কি প্রকারে এরূপ ধর্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ? তুমি কি জ্ঞাই বা আমার সর্ব্ব-  
স্বলক্ষণা ভার্য্যাকে নিজগৃহে এতদিন রক্ষা করিলে ? চন্দ্রদেব ! দেখ, আমি সর্ব্বপ্রকারেই  
তোমার পূজনীয় ! কারণ, আমি তোমার গুরু, তুমি আমার যজমান !! রে মৃত ! তুই কি  
প্রকারে গুরুভার্য্যাকে উপভোগ করিলি ? তাহা না হইলে তুই কি জ্ঞাতাহাকে এতদিন  
নিজগৃহে রাখিয়াছিস্ ? ॥ ১২—১৪ ॥ এই ভূমণ্ডলে ব্রহ্মহত্যাকারী, স্তবর্ণচোর, সুরাপায়ী  
আর গুরুপত্নীগামী ইহারা সকলেই মহাপাতকী ; এমন কি যে ব্যক্তি এই চারিপ্রকার  
লোকের সংসর্গে থাকে সেই পঞ্চম ব্যক্তিও শাস্ত্রে মহাপাতকী বলিয়া নির্দিষ্ট হই-  
য়াছে ॥ ১৫ ॥ রে মৃত ! যদি তুই আমার পত্নীকে সম্ভোগ করিয়া থাকিস্ তাহা হইলে  
তোমার সদৃশ বিগর্হিতকর্ম্মকারী ছুরাচার মহাপাতকী আর বিশ্বসংসারে বোধ হয় কোন  
ব্যক্তিই বর্ত্তমান নাই ! স্তবরাং তুই আর কোনক্রমেই দেবসমাজে যাইবার যোগ্যপাত্র  
নহিস ॥ ১৬ ॥ রে ছুরাশ্ব ! তুই যখন গুরুদার অপহরণ করিয়াছিস্, তখন তোমার অসাধ্য  
কোন কার্য্যই নাই ! বাহা হউক তুই এখনও সেই অসিতাপাক্ষী বরারোহা কামিনীকে



ইত্যেবং ভাষমাণং তমুবাচ রোহিণীপতিঃ ।

গুরুং ক্রোধসমায়ুক্তং কাস্তাবিরহদুঃখিতম্ ॥ ১৮ ॥

ইন্দুরুবাচ ।

ক্রোধান্তে তু দুরারাধ্যা ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধবর্জিতাঃ ।

পূজার্হা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞা বর্জ্যনীয়ান্ততোহনুথা ॥ ১৯ ॥

আগমিষ্যতি সা কামং গৃহস্তে বরবর্ণিনী ।

অত্রৈব সংস্থিতা বালা কা তে হানিরিহানঘ ! ॥ ২০ ॥

ইচ্ছয়া সংস্থিতা চাত্র স্ত্রথকামার্থিনী হি সা ।

দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা স্বেচ্ছয়া চাগমিষ্যতি ॥ ২১ ॥

ত্বয়ৈবোদাহৃতং পূর্বং ধর্মশাস্ত্রমতন্তুথা ।

ন স্ত্রী দুষ্যতি চারেণ ন বিপ্রো বেদকর্মণা ॥ ২২ ॥

ক্রোধান্তে স্থিতি । ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধাদেব দুরারাধ্যা অপূজ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ । অথ ক্রোধ-  
বর্জিতা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞাঃ পূজার্হা ভবন্তি । এতে যে পূজার্হা উক্তান্ততোহনুথাহনুপ্রকাবা  
যে ক্রোধযুক্তান্তে পূজায়াং বর্জ্যনীয়া ইতি শাস্ত্রমর্থ্যা দা । অতঃ গুরো ! ক্রোধং বিহায়  
পূজ্যো ভব ন তু তমালম্যাপূজ্যো ভবেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২১ ॥ পাতকে কৃতেহপি চারেণ  
রজঃসঞ্চারেণ রজোদর্শনে ন স্ত্রী ন দুষ্যতীতি স্মরা বাইম্পত্যমতে উক্তমিতি ভাবঃ । তদুত্তম্ ।

পরিত্যাগ কর, নচেৎ আমি এই দণ্ডেই তোকে অভিসম্পাত প্রদান করিব ; ফলত  
আমি তাহাকে না লইয়া কোনক্রমেই নিজগৃহে প্রতিগমন করিব না । হে মহর্ষিমণ্ডল !  
সুরাচার্য্য কাস্তাবিরহ দুঃখে কুপিত হইয়া এই সমস্ত কথা বলিলে পর রোহিণীপতি চন্দ্র  
অতিশয় গর্ভভরে উন্নত হইয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ উত্তর করিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

এই ত্রিলোকীন্দ্রে ক্রোধাদিরিপূর্বর্জিত ধর্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই সম্মান প্রাপ্ত হইবার  
উপযুক্ত পাত্র ; আর যাহারা কেবল ক্রোধের বশীভূত, তাহারা কোনক্রমেই পূজ্যনীয়  
নহে ; বরং তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্তব্য ॥ ১৯ ॥ আপনি অন্তরে কোন কুভাব  
ভাবিবেন না ; সেই বরারোহা অবলা নিজ ইচ্ছামত অবশ্যই আপনার গৃহে প্রতিগমন  
করিবেন ; সম্প্রতি কয়েকদিবস এখানে অবস্থান করিতেছেন তাহাতে আপনার ক্ষতি  
কি ? ॥ ২০ ॥ তিনি এস্থলে কেবল স্ত্রথসন্তোগ লালসাতেই অবস্থান করিতেছেন ; অতএব  
কতিপয় দিবস থাকিয়াই আবার নিজ ইচ্ছামত প্রতিগমন করিবেন ॥ ২১ ॥ যেহেতু, ব্রাহ্মণ  
শতসহস্র কুর্কর্ম করিলেও একমাত্র বৈদিকক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপরাশি হইতে  
বিশুদ্ধ হয় সেইরূপ ব্যভিচার ছুটা ত্রীলোকও মাসিক রজঃসঞ্চার দ্বারা পরপুরুষ সন্তোগ-  
জনিত সমস্ত দুষ্কৃতি সাগর হইতে মুক্তিলাভ করে, পূর্বে আপনিই ত, ধর্মশাস্ত্রে এইরূপ

ইত্যুক্তঃ শশিনা তত্র গুরুরত্যস্তদুঃখিতঃ ।

জগাম স্বগৃহং তুর্ণং চিন্তাবিষ্টঃ স্মরাতুরঃ ॥ ২৩ ॥

দিনানি কতিচিন্তত্র স্থিত্বা চিন্তাতুরো গুরুঃ ।

যযাবথ গৃহং তস্ত অরিতশ্চৌষধীপতেঃ ॥ ২৪ ॥

স্থিতঃ কত্রা নিষিক্কোহসৌ দ্বারদেশে রুম্বান্বিতঃ ।

নাজগাম শশী তত্র চুকোপাতি বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫ ॥

অয়ং মে শিষ্যতাং যাতো গুরুপত্নীস্তু মাতরম্ ।

জগ্রাহ বলতোহধর্ম্মী শিক্কণীয়ো ময়াধুনা ॥ ২৬ ॥

উবাচ বাচং কোপাতু দ্বারদেশে স্থিতো বহিঃ ।

কিং শেষে ভবনে মন্দ ! পাপাচার ! স্মরাধম ! ॥ ২৭ ॥

দেহি মে কামিনীং শীত্রং নোচেচ্ছাপং দদাম্যহম্ ।

করোমি ভস্মসান্ননং ন দদাসি প্রিয়াং মম ॥ ২৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ জ্ঞীণাং বস্মাসে রজসম্ভ্যুতিরিতি ॥ ২২—২৩ ॥ ( ওষধীনাং পতিশ্চক্ষুস্তস্ত । চক্ষুরগম্পর্শেন হি সর্ক। ওষধয়ঃ পরিণতাং যাস্তীতি তথাস্থম্ ॥ ২৪—২৮ ॥ )

উপদেশ করিয়াছিলেন । ( তবে আবার ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া নিরর্থক কতকগুলি কটুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন কেন ? ) ॥ ২২ ॥

চন্দ্রদেব এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তিদ্বারা নিরাশ করিলে পর, বৃহস্পতি সে স্থলে আর কণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অতি দুঃখিতভাবে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; কিন্তু আসিবার সময় তিনি মনে মনে তারার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে একেবারে মন্থপ্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৩ ॥ এইরূপে কয়েকদিবস মাত্র অতিবাহিত করিয়াই ভার্য্যার বিরহযাতনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অবিলম্বে ওষধীনাথ চন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন । তিনি তথায় আসিয়াই কোপভরে যেমন চন্দ্রদেবের ভবনমধ্যে প্রবেশ করিবেন অমনি দ্বারপালকর্তৃক নিবারিত হইয়া অগত্যা সেই দ্বারদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে চন্দ্রদেব তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াও অন্তঃপুর হইতে আর বাহিরে আসিলেন না । শশীর এতাদৃশ অসহ্যবহার দর্শনে স্মরাচার্য্য অতিশয় রোষভরে মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, যে, হায় ! এই অধার্ম্মিক ছুরাশ্রা চিরকাল আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও এক্ষণে নিজ মাতার স্বরূপ গুরুপত্নীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল, কি আশ্চর্য্য !! পরন্তু এখনি আমি ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৪—২৬ ॥ ( তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ) ক্রমশঃ ক্রোধে অধীর হইয়া সেই দ্বারের বহির্ভাগে থাকিয়াই চন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, রে স্মরাধম ! হর্ষভে ! তদৃশ ঘোরতর পাপাহুতান করিয়াও কি প্রকারে নিশ্চিন্তভাবে অন্তঃ-

সূত উবাচ ।

কুরাণি চৈবমাদীনি ভাষণানি বৃহস্পতেঃ ।

শ্রুত্বা দ্বিজপতিঃ শীঘ্রং নির্গতঃ সদনাদবহিঃ ॥ ২৯ ॥

তমুবাচ হসন্ সোমঃ কিমিদং বহু ভাষসে ।

ন তে যোগ্যাসিতাপাঙ্গী সৰ্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৩০ ॥

কুরুপাঞ্চ স্বসদৃশীং গৃহাণাত্যাং দ্বিয়ং দ্বিজ ! ।

ভিক্ষুকস্ত গৃহে যোগ্যা নেদৃশী বরবর্ণিনী ॥ ৩১ ॥

রতিঃ স্বসদৃশে কাস্তে নার্যাঃ কিল নিগদ্যতে ॥

ত্বং ন জানাসি মন্দাত্মন ! কামশাস্ত্রবিনির্ণয়ম্ ॥ ৩২ ॥

যথেষ্টং গচ্ছ দুৰ্ব্বুদ্ধে ! নাহং দাস্যামি কামিনীম্ ।

যচ্ছক্যং কুরু তৎ কামং ন দেয়া বরবর্ণিনী ॥ ৩৩ ॥

শীঘ্রং নির্গত ইতি । তস্ত নিরাশাকরণং বিনা শাস্তির্ন ভবিষ্যতীতি মত্বা নিরাশকরণার্থং শীঘ্রং নির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ ( যদ্ যেন বৃজ্যতে লোকে বৃহস্পতেন যোজয়েদ্বিতি শ্রুত্বা মবলম্ব্যাহ । কুরুপামিতি ॥ ৩১ ॥ মন্দঃ আত্মা বুদ্ধিৰ্ব্যস্ত । কামশাস্ত্রাজ্ঞানাৎ তথাভ্যম্ । কামশাস্ত্রস্ত বিনির্ণয়ম্ সিদ্ধান্তম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥ ) কামাৰ্ত্তস্তেতি । যদ্যপি ইন্দ্রপ্রভৃতীনাং গৌতমাদি-

পুৰে শয়ন করিয়া রহিয়াছি; দেখ! তুই যদি অবিলম্বে আমার সেই মনোরমা ভাৰ্য্যাকে আমার নিকট আনিয়া সমর্পণ না করিস্ তাহা হইলে এই দণ্ডেই অভিসম্পাত প্রদান করিব । রে মূঢ়! অধিক আর কি বলিব, তুই যদি আমার প্রিয়তমা রমণীকে প্রত্যর্পণ না করিস্ তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোকে এখনি ভস্মসাৎ করিব ॥ ২৭—২৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! দ্বিজরাজ বামিনীপতি গুরুদেব বৃহস্পতির এইরূপ নানাপ্রকার কর্কশবাক্য সকল শ্রবণমাত্র সত্তর অন্তঃপুর হইতে বহির্ভাগে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর, রজনীপতি গুরুর নিকটস্থ হইয়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অহে দ্বিজ! তুমি কিজন্য এরূপ নানাপ্রকার কতক্‌গুলি অপলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছ! তাদৃশ সৰ্ব্বলক্ষণা অসিতাপাঙ্গী কামিনী কি তোমার উপযুক্ত? তুমি নিজে যেরূপ কদাকার মূর্তি, সেইরূপ আপনার সন্তোগের উপযুক্ত কোন কুরুপা স্ত্রীকে বাইয়া গ্রহণ কব। বিশেষত তুমি ইহা স্থির জানিও যে, ভিক্ষকের গৃহে কখনই সেরূপ বরারোহা রমণী থাকিবার যোগ্য নহে ॥ ৩০—৩১ ॥ রে নির্মোখ! বুঝিলাম তুমি কামশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহ; কারণ রতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, রমণীদিগের নিজ মনোমত নারকেই রতির বিষয় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ রে দুৰ্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর, আমি তোমাকে আর সে কামিনী প্রদান করিব না। রে বিপ্র তোকে অধিক আর কি বলিব, তোমার বাহা ইচ্ছা হয় তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'!! বসন্ত, আমি



কামার্তস্ত চ তে শাপো ন মাং বাধিতুমর্হতি ।  
নাহং দদে গুরো ! কাস্তাং যথেষ্টমি তথা কুরু ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাঙ্কঃ শশিনা চেজ্যশ্চিন্তামাপ রুষাষিতঃ ।  
জগাম তরসা সন্ন ক্রোধযুক্তঃ শচীপতেঃ ॥ ৩৫ ॥  
দৃষ্ট্বা শতক্রতুস্তত্র গুরুং দুঃখাতুরং স্থিতম্ ।  
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদৈঃ পূজয়িত্বা স্তমংস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
পপ্রচ্ছ পরমোদারস্তং তথাবস্থিতং গুরুম্ ।  
কা চিন্তা তে মহাভাগ ! শোকার্তোহসি মহামুনে ! ॥ ৩৭ ॥  
কেনাপমানিতোহসি ত্বং মম রাজ্যে গুরুশ্চ মে ।  
হৃদধীনমিদং সর্বং সৈন্ত্যং লোকাধিপৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥

শাপবাধা জাতৈব তথাপি ( তে ইজাদয়ো গোতগাদীন্ বঞ্চয়িত্বা স্বয়মেবাহনাদিষু বলাৎ-  
কারাৎ প্রভৃতাঃ । ইয়ন্ত তব ভার্যা বরবর্ণিনী তারা স্বয়ং ময্যেব রতা অতন্তে শাপো মাং পীড়-  
য়িতুং নার্তীতি তাংপর্য্যার্থঃ ॥ ৩৪ ॥ )

শশিনা চেজ্য ইতি । ইজ্যো গুরুঃ । শচীপতেঃ সন্ন গৃহম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ ( মহান্ ভাগো  
ভাগধেয়ো যন্ত । বিষ্ণু প্রভৃতয়ঃ সর্বো দেবাঃ যন্ত সাহায্যায় সমুদাতা কা কথা তন্ত ভাগ্যশ্চেতি

কখনই তোর হস্তে তাদৃশ বরবর্ণিণী রমণীকে সমর্পণ করিব না । আর তুমি যে আমাকে  
অভিসম্পাত করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলে, তাহাতে আমি কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত  
নহি । কারণ, তুমি কামার্ত হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলে সে শাপ আমার কিছুমাত্র  
ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারিবে না । ওগো গুরুদেব ! তোমাকে আর কি বলিব, আমি  
তোমাকে সেই কমনীয়মূর্তি রমণীকে আর প্রত্যর্পণ করিব না ইহাতে তোমার যেক্রপ ইচ্ছা  
হয় করিতে ক্ষতি করিও না ॥ ৩৩—৩৪ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! চক্রেয় এতাদৃশ কঠোরোক্তি সকল শ্রবণ করিলে পর পরম  
পূজ্যপাদ সুরাচার্য্য প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন ; পরে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া  
অবিলম্বে শচীপতি দেবেজের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ পরম উদারপ্রকৃতি  
শতক্রতু গুরুদেবকে মনোহুঃখে অতিশয় কাতর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়  
প্রভৃতি দ্বারা পূজা পূর্বক তাদৃশ বিষম ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । মহামুন্ ! আপনি  
সমাধিনিষ্ঠ যোগিগণেরও বন্দনীয় ; অতএব আপনার এমন কি চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল  
যাহাতে আপনিও শোকার্ত হইয়া পড়িলেন ? ভগবন্ ! সমস্ত লোকপালগণসমেত বাবতীর  
সেনাবল বা এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য এ সকলই আপনার করায়ত্ত বলিয়া জানিবেন ; বিশেষতঃ

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শম্ভুর্যে চাশ্বে দেবসত্তমাঃ ।  
করিস্যন্তি চ সাহায্যং কা চিন্তা বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥

গুরুরুবাচ ।

শশিনাহপহতা ভার্যা তারা মম স্থলোচনা ।  
ন দদাতি স দুষ্কৃত্যা প্রার্থিতোহপি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০ ॥  
কিং করোমি স্থরেশান ! ত্বমেব শরণং মম ।  
সাহায্যং কুরু দেবেশ ! দুঃখিতোহস্মি শতক্রতো ! ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

মা শোকং কুরু ধর্মজ্ঞ ! দানোহস্মি তব স্বত্রত ! ।  
আনয়িস্যাম্যহং নুনং ভার্য্যাং তব মহামতে ! ॥ ৪২ ॥

ভাবঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥ কিং করোমীতি । হে স্থরেশান ! দেবানাং ঈশ্বর ! এতেন ইন্দ্রস্ত বৃহস্পতি-  
হুঃখনিরাকরণে সমর্থত্বং সূচিতম্ । অধুনা অহং কিং করোমিনাস্তি মে কাচিৎ কার্য্যক্রমতা

আপনি আমার গুরু হইয়া আমারই রাজ্য মধ্যে কাহার কর্তৃক অবমানিত হইলেন ?  
গুরুদেব ! অধিক আর কি বলিব আপনি আদেশ করিলে, অপরাপর প্রধান প্রধান দেবতার  
কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব পর্য্যন্তও আপনার সাহায্য করিবেন ; অতএব, সাম্প্রতি  
আপনার চিন্তার বিষয় কি, প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৩৭—৩৯ ॥

হে মহর্ষিগণ ! স্বরগুরু ( ইন্দ্রের ঈদৃশ ভক্তিমূলক আশ্বাসপ্রদ বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত  
হইয়া ) কহিলেন, দেবরাজ ! শশধর আমার ভার্য্যা বিশালানয়না তারাকে অপহরণ করি-  
য়াছে ; এক্ষণে আমি বারংবার তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তথাপি সে ছুরায়া  
কিছুতেই আমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছে না ॥ ৪০ ॥ স্থরেশ্বর ! আমি এক্ষণে কি উপায়াবলম্বন  
করি বল । কলত তুমিই আমার পরমাশ্রয় ; কেননা, তুমিই সমস্ত দেবের অধীশ্বর ; বিশেষতঃ  
তুমি নিজ বাহুবল প্রভাবে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছ ; সুতরাং এ জগতে  
তোমার অসাধ্য কিছুই নাই । অতএব, আমি নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এ বিষয়ে  
তুমি আমার সাহায্য কর ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি পরম তপোনিষ্ঠ এবং সমস্ত ধর্মতত্ত্বের অভিজ্ঞ, সুতরাং  
ভবাদৃশ মহাশয়াদিগের কোন বিষয়ে অতিভূত হওয়া কর্তব্য নহে বিশেষতঃ যখন আমি  
আপনার দাস রহিয়াছি তখন আর চিন্তার বিষয় কি ? হে উদারমতে ! আমি নিশ্চয়ই  
আপনার ভার্য্যাকে প্রত্যানয়ন করিব, আপনি আর শোক করিবেন না ॥ ৪২ ॥ গুরু  
দেব ! আমি এপনি চক্রে নিকট দূত পাঠাইতেছি তাহাতে সে যদগর্কিত . যা যদি

প্রেষিতে চেয়া দূতে ন দাস্ততি মদাকুলঃ ।  
 ততো যুদ্ধং করিষ্যামি দেবসৈন্তৈঃ সমারতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ইত্যাশ্বাস্য গুরুং শক্ৰো দূতং বক্তুং বিচক্ষণম্ ।  
 প্রেষয়ামাস সোমায় বার্তাশংসিনমদ্রুতম্ ॥ ৪৪ ॥  
 স গত্বা শশিলোকস্তু হরিতঃ স্ত্রবিচক্ষণঃ ।  
 উবাচ বচনেনৈব বচনং রোহিণীপতিম্ ॥ ৪৫ ॥  
 প্রেষিতোহহং মহাভাগ ! শক্ৰেণ ত্বাং বিবক্ষয়া ।  
 কথিতং প্রভুণা যচ্চ তদব্রুবাণি মহামতে ! ॥ ৪৬ ॥  
 ধর্মজ্ঞোহসি মহাভাগ ! নীতিং জানাসি স্তত্রত ! ।  
 অত্রিঃ পিতা তে ধর্মাত্মা ন নিন্দ্যং কর্তুমহসি ॥ ৪৭ ॥  
 ভার্য্যা রক্ষ্যা সর্বভূতৈর্যথাশক্তি হতদ্ভিতৈঃ ।  
 তদর্থে কলহঃ কামং ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অতঃপরে শরণং রক্ষাকর্ত্তাহসি । সাহায্যং কুরু তারায় উদ্ধরণে ইতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৪ ॥  
 রোহিণীপতিং চক্ষুঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥ (নীতিবিদো ধার্মিক্য ভাগ্যশালিনো মহদ্বংশপ্রসূতা এব  
 অধর্মপথ্যং নিরস্তা ভবন্তীতি বক্তৃমাহ ধর্মজ্ঞোহসীতি । নিন্দ্যং নিন্দনীয়ং অধর্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥  
 কলহো বাক্চর্চ্চা ॥ ৪৮ ॥ যথা তবৈতি । যথা তব দাররক্ষণে স্ত্রীরক্ষণে যত্নস্তথৈব তস্ত গুরোঃ ।

আপনার ভার্য্যা সমর্পণ না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই সমস্ত দেবসৈন্তে পরিবৃত  
 হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৩ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে  
 গুরুকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক যে বাক্তি গুরুর ভার্য্যা আনয়ন বিষয়ে বিশেষ করিয়া  
 বলিতে সমর্থ হইবে তাদৃশ একজন অদ্রুত ক্ষমতাশালী বক্তৃপ্রবর দূতকে বিজয়াজের  
 নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত কার্য্যদক্ষ সেই দূত অবিলম্বে চক্ষুলোকে গমন  
 করিয়া নীতিমূলক বাক্যের দ্বারা রোহিণীপতি চক্ষুকে কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনারকে  
 কিছু বলিবার নিমিত্ত অরেশ্বর ইন্দ্র আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ; আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান  
 অতএব দূতবাক্যে কদাচ ক্রটি হইবেন না ; কেননা, প্রভু আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন  
 আমি তাহাই বলিব মাত্র ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আরও দেখুন, ধর্মাত্মা ব্রহ্মর্ষি অত্রি আপনার পিতা,  
 আপনি নিজেও ধর্মজ্ঞ এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রও অবগত আছেন ; বিশেষতঃ তপশ্চর্য্যা ও  
 নিয়মাদিজনিত পুণ্য প্রভাবে পরম সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন, অতএব একরূপ বিবিধ-  
 গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া, কোন নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কোনক্রমেই আপ-  
 নার কর্ত্তব্য হইতেছে না । আর ইহাও আপনি নিশ্চয় জানেন যে, নিজ নিজ ভার্য্যা  
 প্রাণি মাত্রেয়ই যথাসাধ্য রক্ষণীয়, বস্তৃতঃ সে বিষয়ে কেহই কোন প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন  
 করে না ; স্তত্রাং সেক্ষত্ব ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সুধা-  
 কর ! পত্নীরক্ষা বিষয়ে আপনার যেমন যত্ন আছে সেইরূপ তাঁহারও জানিবেন ; অতএব



যথা তব তথা তস্য যত্নঃ স্যাদ্দাররক্ষণে ।

আত্মবৎ সৰ্বভূতানি চিন্তয় স্বং সুধানিধে ! ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাবিংশতিসংখ্যাস্তে কামিন্যো দক্ষজাঃ শুভাঃ ।

গুরুপত্নীং কথং ভোক্তুং স্বমিচ্ছসি সুধানিধে ! ॥ ৫০ ॥

স্বর্গে সদা বসন্ত্যতা মেনকাদ্যা মনোরমাঃ ।

ভুঙ্ক্ষু তাঃ স্বেচ্ছয়া কামং মুঞ্চ পত্নীং গুরোরপি ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বর! যদি কুর্বন্তি জুগুপ্সিতমহন্তয়া ।

অজান্তদনুবর্তন্তে তদা ধর্মক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫২ ॥

তস্মান্মুঞ্চ মহাভাগ ! গুরোঃ পত্নীং মনোরমাম্ ।

কলহস্তমিমিতোহদ্য সুরাণাং ন ভবেদ্বথা ॥ ৫৩ ॥

সূত উবাচ ।

সোমঃ শক্রবচঃ শ্রুত্বা কিঞ্চিৎ ক্রোধসমাকুলঃ ।

ভগ্ন্যা প্রতিবচঃ প্রাহ শক্রদূতং তদা শশী ॥ ৫৪ ॥

স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ (কামিনীসন্তোগজনিতসুখং তব সুলভমেব তত্রাপি স্বীয়াসন্তোগপ্রাচুর্যং প্রদ-  
র্শয়ন্মাহ অষ্টাবিংশতি সংখ্যা ইতি ॥ ৫০ ॥ পরকীয়াসন্তোগসৌলভ্যমপি প্রদর্শয়ন্মাহ স্বর্গে ইতি ।  
স্বেচ্ছয়া নিজাভিলাষণে এতেন তত্র বিরোধাভাবঃ সূচিতঃ ॥ ৫১ ॥) অহন্ত্যেতি । অহঙ্কা-  
বেত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

আপনি সকল প্রাণীকেই আপনার মত বিবেচনা করুন । ( যেমন নিজের সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে, হঠ বা বিষম হয়নি তেমনি অন্তের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ প্রকাশ করা উচিত । ) বিশেষতঃ আপনার আটাতটা মনোরমা পত্নী রহিয়াছেন, আর তাঁহারাও সামান্য নারী নহেন সকলেই প্রজাপতি দক্ষের ঔরসজাত কন্যা; এ সকল সত্ত্বেও আপনি কোন্ বিধি অনুসারে গুরুপত্নীকে সন্তোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ॥ ৪৯—৫০ ॥ আর যদি আপনার পরকীয়া রমণী সন্তোগেই নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি এই যে সকল স্বর্গবেশ্যারা নিয়ত স্বর্গে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া আপনি সর্বদাই আপনার ইচ্ছামত উপভোগ করুন না ! দেখুন, মহামহিমশালী মহাশ্বর! যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া নির্দিত কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে অজ্ঞান লোক সেইটাকে কর্তব্য মনে করিয়া সেই মহদাচারিত পথের অনুবর্তী হয়; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ধর্মও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে ॥ ৫১—৫২ ॥ অতএব, হে মহাভাগ ! আপনি গুরুর সেই মনোমোহিনী ভাগ্যাকে পরিত্যাগ করুন; অধিক আর কি বলিব, আপনার এই উপরক্ষণে এক্ষণে যাহাতে দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পর একটা বিবম বিরোধ উপস্থিত না হয়, আপনি তৎপক্ষে বিশেষ গহ্ববান হউন ॥ ৫৩ ॥

## ইন্দুরবাচ ।

ধৰ্ম্মজ্ঞোহসি মহাবাহো ! দেবানামধিপঃ স্বয়ম্ ।

পুরোধাপি চ তে তাদৃক্ যুবয়োঃ সদৃশী মতিঃ ॥ ৫৫ ॥

পরোপদেশে কুশলা ভবন্তি বহবো জনাঃ ।

দুর্লভস্ত্ব স্বয়ং কৰ্ত্তা প্রাপ্তে কৰ্ম্মণি সৰ্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥

বাহ্‌স্পত্যপ্রণীতঞ্চ শাস্ত্রং গৃহ্ণন্তি মানবাঃ ।

কো বিরোধোহত্র দেবেশ ! কাময়ানাং ভজন্‌ দ্বিয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

স্বকীয়ং বলিনাং সৰ্ব্বং দুৰ্ব্বলানাং ন কিঞ্চন ।

স্বীয়া চ পরকীয়া চ ভ্রমোহয়ং মন্দচেতসাম্ ॥ ৫৮ ॥

ভঙ্গ্য। স্তুতিনিন্দাফলকাধিকার্বাদরূপয়া ॥ ৫৪—৫৫ ॥ পরোপদেশে কুশলা ইতি ।  
স্বয়ম্‌ হন্যাজারত্বং কথং ন জানাসীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ বাহ্‌স্পত্যপ্রণীতমিতি । তন্নিম্ন শাস্ত্রে  
দ্বিয়ং কাময়ানাং ভজন্‌ দুষ্কৃতীভ্যাক্তং ততো মম কো বিরোধঃ ॥ ৫৭ ॥ স্বকীয়মিতি ।  
বলিনাং প্রবলানাং সৰ্ব্বং কৃতাকৃতরূপং স্বকীয়মেব যেন কৃতমুত্তমমেব ভবতি । দুৰ্ব্বলানা-  
নামুত্তমমপি নোত্তমং ভবতীতি লোকরীতিরিয়ং দর্শিতা । কিঞ্চ মম ভাৰ্য্যাং দেহীতি  
বদন্‌ বৃহস্পতিঃ কথং ন লজ্জতি তস্তাঃ মন্যনুরক্তত্বেন মদীয়ত্বাদিত্যাহ স্বীয়া চেতি । যদা  
প্রবলানাং সৰ্ব্বং বস্তু স্বকীয়মেব ভবতি পরন্তু বস্তুনো হরণে সামর্থ্যাৎ । দুৰ্ব্বলানাং তু ন  
কিঞ্চন স্বকীয়মপি পরকীয়ং ভবতীত্যর্থঃ । তথাচ মম প্রবলত্বান্মমৈব সা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ।  
জ্ঞানদৃষ্টিগবলন্য বদতি স্বীয়া চেতি । জ্ঞানিনস্ত্ব মম সৰ্ব্বং স্বকীয়মেব ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

স্বত্‌ কহিলেন, হে মহর্ষিবৃন্দ ! চন্দ্রদেব দূতমুখে ইন্দ্র-সন্দিষ্ট সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ  
মাত্র একেবারে ক্রোধে ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন ; তাহার পর, তিনি তখনই ইন্দ্রকে  
লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেই দূতের সমক্ষেই ঈষৎ ভঙ্গীক্রমে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হই-  
লেন ॥ ৫৪ ॥ অহে ইন্দ্র ! তুমি একেত নিজের মহান্‌ বাহুবলসম্পন্ন, তাহাতে আবার দেবতা-  
দিগের অধিপতি হইয়াছ, অতএব প্রকৃত ধর্ম্মকে তুমিই চিনিয়াছ, আর সেইরূপ তোমার  
পুরোহিতটীও পরমধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ; কারণ, তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিটীও একই প্রকার  
দেখিতেছি । কলত কাহারও কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই ॥ ৫৫ ॥ বুঝিলাম, অনেকেই  
পরোপদেশ বিষয়ে পটু ; কিন্তু, সেইরূপ কার্য্য নিজের উপস্থিত হইলে, সকল সময়েই অল্প-  
ষ্ঠান করিতে পারে, এ সংসারে এরূপ লোক দুর্লভ ॥ ৫৬ ॥ অহে দেবেন্দ্র ! ভাল, জিজ্ঞাসা  
করি, মানব মাত্রে সকলেই ত বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র গ্রহণ করে ? তবে (তিনি যখন নিজ  
শাস্ত্রে কামাৰ্ত্ত। রমণীসন্তোগে কোন দোষ নাই বলিয়া বিধি দিয়াছেন,) তখন আমিও  
যদি তাদৃশ সকামা স্ত্রীকে উপভোগ করিয়া থাকি, তাহাতে বিরোধ ঘটিবে কেন ? ॥ ৫৭ ॥  
এই সংসার মধ্যে যাহা কিছু বস্তু জাত আছে, তৎসমস্তই প্রবলের ভোগ্য দুৰ্ব্বলের কিছুই  
নহে ; এটা আপনার আর এটা অন্যের এ সকল কেবল অবিদ্যাদৃষ্টি নির্বোধদিগের পক্ষেই  
জানিবে ॥ ৫৮ ॥ বিশেষতঃ তারা আমাতে বেরূপ অহুরাগিণী তোমার গুরুর প্রতি

তারা ময়ানুরক্তা চ যথা ন তু তথা গুরৌ ।  
 অনুরক্তা কথং ত্যাজ্যা ধর্ম্যতো ন্যায়তন্তথা ॥ ৫৯ ॥  
 গৃহারন্তস্ত রক্তায়াং বিরক্তায়াং কথং ভবেৎ ।  
 বিরক্তেয়ং তদা জাতা চকমেহ্নুজকামিনীম্ ॥ ৬০ ॥  
 ন দাস্যেহং বরারোহাং গচ্ছ দূত ! বদ স্বয়ম্ ।  
 ঈশ্বরোহসি সহস্রাক্ষ ! যদিচ্ছসি কুরুষ্ব তৎ ॥ ৬১ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা দূতঃ প্রযযৌ শক্রসম্মিধিম্ ।  
 ইন্দ্রায়াচক্ৰে তৎ সর্বং যদুক্তং শীতরশ্মিনা ॥ ৬২ ॥  
 তুরাষাডপি তচ্ছত্বা ক্রোধযুক্তো বভূব হ ।  
 সেনোদ্যোগং তথা চক্রে সাহায্যার্থং গুরোর্বিভূঃ ॥ ৬৩ ॥

চকমেহ্নুজকামিনীমিতি । যদাহ্নুজকামিনীঃ কনিষ্ঠবন্ধুকামিনীঃ সম্বর্তভাৰ্য্যাঃ বৃহস্পতি-  
 শকমে তদাপ্রভৃতিয়াং বিরক্তা জাতেতি কথা পাদ্যে প্রসিদ্ধা । যদাহ্নুজেনিতি প্রথমাস্তং ল্প-  
 বিভক্তিকম্ । তথাচাহ্নুজঃ সন্ কনিষ্ঠবন্ধুঃ সন্নপি বৃহস্পতিঃ কামিনীঃ জ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথাস্ত  
 কামিনীঃ সমতাভিধাং চকমে ভুক্তবানিত্যর্থঃ । তদাপ্রভৃতি বিরক্তা জাতেতি কথা মহা-  
 ভারতে প্রসিদ্ধা ॥ ৬০ ॥ (এবং বৃহস্পতিঃ তিরস্কৃত্য ইন্দ্রমপি বক্রোক্ত্য নিম্নন্ কথামুপসংহর-  
 শ্চাহ । ন দাস্যে ইতি । সহস্রাণি অক্ষীণি যন্ত এতেন অহল্যাকারত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৬১—৬২ ॥  
 তুরাষাডিতি । গুরোঃ সাহায্যার্থং বৃহস্পতেভ্যর্থোক্তারণার্থমিত্যর্থঃ । বিভূর্নিগ্রহানুগ্রহ-

সেৰূপ নহে । অতএব, ধর্ম ও ন্যায়ানুসারে তাদৃশ অনুরক্তা জীকে কি প্রকারে ত্যাগ  
 করিব ? ॥ ৫৯ ॥ ফল কথা, লোকে অনুরক্তা কামিনীকে লইয়াই গৃহস্থ ধর্মের সুখানুভব করিয়া  
 থাকে ; কিন্তু জীলোকে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইলে, তাহা আর কিরূপে সম্ভব হইতে  
 পারে ? অতএব, বৃহস্পতি যখন নিজ কনিষ্ঠ সহোদর সম্বর্তের পত্নীর প্রতি আসক্ত হইয়া-  
 ছিলেন, তারা সেই অবধিই আর তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী নহে ॥ ৬০ ॥ ইন্দ্র ! তুমি নিজে  
 সহস্রলোচন হইয়াছ কেন, সেইটী একবার মনে ভাবিয়া দেখিও তোমার অধিক আর কি  
 বলিব, তুমিত স্বয়ং এক্ষণে দেবতাদিগের অধীশ্বর !! তোমার বাহা ইচ্ছা হয় তাহাই  
 করিতে প্রবৃত্ত হও ; অহে দূত ! তুমি যাও তাহাকে স্বয়ং বলিও, আমি সেই বরবর্ণিনী  
 কামিনীকে প্রত্যর্পণ করিব না ॥ ৬১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শশাঙ্ক এইরূপ বলিলে পর, দূত তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের নিকট প্রস্থান  
 করিলেন এবং শীতকিরণ চন্দ্রদেবের তাদৃশ গর্বোক্তি সকল নিজ প্রভু দেবেশ্বরের কাছে ব্যক্ত  
 করিলেন ॥ ৬২ ॥ মহাপ্রভাব ইন্দ্র দূতমুখে চন্দ্রের সাহকার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর  
 হইয়া পড়িলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য সকলকে সূক্ষ্মিত  
 করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ এ দিকে, ভৃগুনন্দন অনুরাচার্য্য গুরু এই সকল



শুক্রস্ত বিগ্রহং শ্রদ্ধা গুরুদেবাততো যযৌ ।  
 মা দদশ্বেতি তং বাক্যমুবাচ শশিনং প্রতি ॥ ৬৪ ॥  
 সাহায্যং তে করিষ্যামি মন্ত্রশক্ত্যা মহামতে ॥  
 ভবিতা যদি সংগ্রামস্তব চেন্দ্রেণ মারিষ ! ॥ ৬৫ ॥  
 শঙ্করস্ত তদাকর্ণ্য গুরুদারাভিমর্শনম্ ।  
 গুরুশত্রুং ভৃগুং মত্বা সাহায্যমকরোত্তদা ॥ ৬৬ ॥  
 সংগ্রামস্ত তদা বৃত্তো দেবদানবয়োদ্ধতম্ ।  
 বহুনি তত্র বর্ষাণি তারকাসুরবৎ কিল ॥ ৬৭ ॥  
 দেবাসুরকৃতং যুদ্ধং দৃষ্ট্বা তত্র পিতামহঃ ।  
 হংসারুঢ়ো জগামাশু তং দেশং ক্লেশশাস্তয়ে ॥ ৬৮ ॥  
 রাকাপতিং তদা প্রাহ মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরিতি ।  
 নোচেদ্বিষ্ণুং সমাহুয় করিষ্যামি তু সংক্ষয়ম্ ॥ ৬৯ ॥

সমর্থঃ । এতেন শশধরদমনে তন্তু সমর্থত্বং সূচিতম্ ॥ ৬৩—৬৫ ॥ সাহায্যং মন্ত্রাদিভির্বৃহস্পতেঃ  
 শঙ্করোহকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬—৬৮ ॥ ( রাকাপতিং চন্দ্রম্ ॥ ৬৯ ॥ ) কিমন্ত্যরে মতির্জাতোতি ।

বৃত্তান্ত শ্রবণ মাতেই সুরাচার্য্য বৃহস্পতির প্রতি বিদ্রোহ প্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট যাইয়া কহি-  
 লেন ; চন্দ্র ! তুমি কদাচ তারাকে প্রত্যর্পণ করিও না । হে মহাত্মন ! যদি ইন্দ্রের সহিত  
 তোমার একান্তই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আমি মন্ত্রবলে তোমার সাহায্য করিব,  
 অতএব তুমি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না ॥ ৬৪—৬৫ ॥ পরন্তু, যখন দেবদেব ভগবান্  
 শঙ্কর শুনিলেন যে, চন্দ্র গুরুপত্নী অপহরণ করিয়াছেন এবং ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যও সে বিষয়ে  
 সুরগুরু শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; তখন তিনিও বৃহস্পতির পক্ষে সাহায্য দান করিতে  
 আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৬ ॥ মহর্ষিমণ্ডল ! পুরাকালে যেমন তারকাসুরের সহিত দেবসৈন্তের ভীষণ  
 সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময় বৃহস্পতি পত্নী তারার নিমিত্তও সেইরূপ পুনরায় দেব-  
 দানবে বহু বর্ষ ব্যাপিয়া ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ এখানে লোক পিতামহ প্রজা-  
 পতি ব্রহ্মা দেবাসুরের তাদৃশ সৃষ্টি ক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত ক্লেশ শাস্তির  
 নিমিত্ত অবিলম্বে হংসারোহণে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ পিতামহ সমরাজ্ঞে  
 আগমন মাতেই প্রথমতঃ সকলকেই যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিলেন, পরে তারকাপতি চন্দ্রকে  
 কহিলেন, শশধর ! যদি নিজের মঙ্গল কামনা থাকে, তবে এখনি গুরু ভার্য্যাকে পরিত্যাগ  
 কর !! আর যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া আমার আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে, এই  
 দণ্ডেই বিষ্ণুকে আনিয়া তোমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিয়া কেলিব ॥ ৬৯ ॥ তাহার পর  
 অনুরাচার্য্য শুক্রকে বলিলেন, ওহে ! তুমি মহাত্মা ভৃগুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বিশে-

ভৃগুং নিবারয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।  
 কিমন্ত্যায়ৈ মতির্জ্ঞাতা সঙ্গদোষান্মহামতে ॥ ৭০ ॥  
 নিষেধয়ামাস ততো ভৃগুস্তং চৌষধীপতিম্ ।  
 মুঞ্চ ভাৰ্য্যাং গুরোরদ্য পিত্রাহং প্রেষিতস্তব ॥ ৭১ ॥

সূত উবাচ ।

দ্বিজরাজস্ত তচ্ছ্রুত্বা ভৃগোর্বচনমদ্রুতম্ ।  
 দদাবতৎপ্রিয়াং ভাৰ্য্যাং গুরোগৰ্ভবতীং শুভাম্ ॥ ৭২ ॥  
 প্রাপ্য কান্তাং গুরুহৃদ্যঃ স্বগৃহং মুদিতো যযৌ ।  
 ততো দেবাস্তুতো দৈত্যা যযুঃ স্বান্ স্বান্ গৃহান্ প্রতি ॥ ৭৩ ॥  
 ব্রহ্মা স্বসদনং প্রাপ্তঃ কৈলাসঞ্চাপি শঙ্করঃ ।  
 বৃহস্পতিস্ত সন্তুষ্টঃ প্রাপ্য ভাৰ্য্যাং মনোরমাম্ ॥ ৭৪ ॥  
 ততঃ কালেন ক্রিয়তা তারাহসূত সূতং শুভম্ ।  
 সূদিনে শুভনক্ষত্রে তারাপতিসমং গুণৈঃ ॥ ৭৫ ॥

তবেতি শেষঃ ॥ ৭০ ॥ ওষধীপতিং চন্দ্রম্ । পিত্রাহং প্রেষিতস্তবেতি । তব পিত্রাহত্রিণে  
 ত্যর্থঃ ॥ ৭১—৭৪ ॥

(তারাপতিনা চন্দ্রেণ সমং তদৌরসজাতত্বাং তথাহম্ ॥ ৭৫ ॥ বৃহস্পতিস্ত জাত

যতঃ নিজেও পরম জ্ঞানী হইয়া একি করিতেছ ? কেবল সঙ্গদোষ বশতই কি তোমার এক  
 অধর্মমতি ঘটিল ? ॥ ৭০ ॥ তখন, ভৃগুকুলতিলক শুক পিতামহের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত  
 হইয়া চন্দ্রদেবকে সংগ্রামে নিবৃত্ত করিলেন ; পরে তাঁহাকে বলিলেন, সুধাংশো ! দেখ,  
 তোমার পিতা মহর্ষি অত্রি আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন ; অতএব, আর শুক ভাৰ্য্যাকে  
 রাখিবার প্রয়োজন নাই এই কণ্ঠেই গিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর ॥ ৭১ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! দ্বিজরাজ চন্দ্রদেব ভার্গবের তাদৃশ আশ্চর্য্য জনক বাক্য  
 শ্রবণ করিয়া যদিচ দেবশুক বৃহস্পতির ভাৰ্য্যা মনোহরা তাম্রা নিজ পতির প্রতি বিরক্ত,  
 বিশেষতঃ গর্ভবতী, তথাপি অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ৭২ ॥ শুকদেব নিজ কান্তাকে  
 পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন ; ওদর্শনে সুরাসুর সকলেই  
 স্ব স্ব ভবনভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭৩ ॥ (দেব কি অসুর সকলেই যুদ্ধে কান্ত হইয়া নিজ  
 নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলে পর) পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় সত্যধামে এবং শঙ্করও কৈলাসভি-  
 মুখে কাড়া করিলেন । এ দিকে বৃহস্পতিও নিজ মনোরমা পত্নীকে লাভ করিয়া পরমানন্দে  
 কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর, এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, শুকভাৰ্য্যা তাম্রা অমুকুল এই নন্দ্যাদি  
 সময়ে শুভকণ্ঠে শশধরসদৃশ রূপগুণসম্পন্ন পরম সুন্দর এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭৫ ॥

দৃষ্ট্বা পুত্রং গুরুজাতং চকার বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।  
 জাতকৰ্ম্মাদিকং সৰ্ব্বং প্রহৃষ্টেনাস্তরাগ্ননা ॥ ৭৬ ॥  
 শ্রুতং চন্দ্রমসী জন্ম পুত্রস্য মুনিসত্তমাঃ ! ।  
 দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস গুরুং প্রতি মহামতিঃ ॥ ৭৭ ॥  
 ন চায়ং তব পুত্রোহস্তি মম বীৰ্য্যসমুদ্ভবঃ ।  
 কথং তং কৃতবান্ কামং জাতকৰ্ম্মাদিকং বিধিম্ ॥ ৭৮ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দূতস্য চ বৃহস্পতিঃ ।  
 উবাচ মম পুত্রো মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥  
 পুনর্কির্বাদঃ সংগাতো মিলিতা দেবদানবাঃ ।  
 যুদ্ধার্থমাগতাশ্চেষাং সমাজঃ সমজায়ত ॥ ৮০ ॥  
 তত্রাগতং স্বয়ং ব্রহ্মা শান্তিকামঃ প্রজাপতিঃ ।  
 নিবারয়ামাস যুখে সংস্থিতান্ যুদ্ধদুৰ্ম্মদান্ ॥ ৮১ ॥

পুত্রং স্বীয়ৌরসজাতং মত্বা তন্ত জাতকৰ্ম্মাদিকং কৃতবানিত্যাহ দৃষ্টেতি ॥ ৭৬—৭৭ ॥ কথ-  
 মिति । ত্বং জনক ইব কথং তন্ত জাতপুত্রস্ত সংস্কারবিধিং কৃতবান্ মমৌরসজাতত্বাৎ ন তু

পুত্রকে উৎপন্ন দেখিয়া গুরুদেব আশ্লাদে পুলকিত হইয়া যথাবিহিত জাতেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন  
 করিলেন ॥ ৭৬ ॥ এ দিকে মহাত্মা চন্দ্রদেব তারার গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছে শুনিবামাত্র একজন  
 দূতকে এই কথা বলিয়া বৃহস্পতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, হে সুরাচার্য্য ! তারার গর্ভে  
 যে পুত্রটী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেটী তোমার নহে : ফলত তাহাকে আমার ঔরসজাত  
 বলিয়া জানিবে ; অতএব, তুমি পূৰ্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর মত কি  
 করিয়া সেই পুত্রের পিতৃবিধেয় জাত কৰ্ম্মাদি সম্পাদন করিলে ? ॥ ৭৭—৭৮ ॥ বৃহস্পতি  
 দূতমুখে চন্দ্রের সেই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, এই পুত্র যখন আমার সমস্ত অবয়ব  
 সাদৃশ্য রহিয়াছে তখন এই পুত্র যে আমার ঔরস জাত, তাহাতে আর কোন সংশয়  
 নাই ॥ ৭৯ ॥

.হে মুনিসত্তম মহাবিশ্বমণ্ডল ! সুরাচার্য্য পুত্রদানে অসম্মত হইয়া চন্দ্রের দূতকে প্রত্যা-  
 খ্যান করিলে পর পুনরায় ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইল ; অর্থাৎ দেব ও দানবগণ সম-  
 বেত হইয়া সকলেই সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন ; এবং সুরভঙ্গার নিমিত্ত সেই স্থলে  
 তাঁহাদের সাংগ্রামিক সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল ॥ ৮০ ॥ এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই  
 সকল লোককন্ডকর সমরবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া শান্তি বাসনার স্বয়ং সেই স্থলে আগমন  
 পূৰ্ব্বক রণমুখে অবস্থিত সেই সমস্ত যুদ্ধ দুৰ্ম্মদ দেব ও দানবদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ৮১ ॥  
 তার পর, ধর্ম্মাত্মা পিতামহ তারাকে ডাকিয়া বিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে ! তুমি রমণীমণ্ডনের



তারাং পপ্রচ্ছ ধৰ্ম্মাত্মা কস্যাং তনয়ঃ শুভে ! ।  
 সত্যং বদ বরারোহে ! যথা ক্লেশঃ প্রশাম্যতি ॥ ৮২ ॥  
 তমুবাচাসিতাপাঙ্গী লজ্জমানাপ্যধোমুখী ।  
 চন্দ্রস্যোতি শনৈরন্তর্জগাম বরবর্ণিনী ॥ ৮৩ ॥  
 জগ্রাহ তং সূতং সোমঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাশ্রনা ।  
 নাম চক্রে বুধ ইতি জগাম স্বগৃহং পুনঃ ॥ ৮৪ ॥  
 যযৌ ব্রহ্মা স্বকং ধাম সর্বৈ দেবাঃ সবাসবাঃ ।  
 যথাগতং গতং সর্বৈঃ সর্বশঃ প্রেক্ষকৈর্জ্ঞানৈঃ ॥ ৮৫ ॥  
 কথিতেয়ং বুধোৎপত্তিঞ্চ কক্ষত্রে চ সোমতঃ ।  
 যথা শ্রুতা ময়া পূৰ্ব্বং ব্যাসাং সত্যবতীশ্রুতাং ॥ ৮৬ ॥  
 ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং  
 প্রথমস্কন্ধে বুধোৎপত্তিনাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

স্বমেবাত্মাধিকারীত্বার্থঃ ॥ ৭৮—৮১ ॥ ক্লেশো যুদ্ধজনিতক্লেশঃ ॥ ৮২ ॥ লজ্জমানা উপপতিসন্তোগ-  
 সূচনাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৩—৮৫ ॥ বুধোৎপত্তিমুক্তা সূতঃ কথং সংহরতি কথিতেয়মিতি । গুরো-  
 বৃহস্পতেঃ ক্ষেত্রে পত্ন্যাং তারায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শিরোমণি ! অতএব, সত্য বল এই পুত্রটী কাহার? তাহা হইলেই এই মহাকষ্টকর সমরবহি  
 সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত হয় ॥ ৮২ ॥ অসিতাপাঙ্গী বরারোহা তারা দ্বিদশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত  
 লজ্জিত হইয়াও মহতের আদেশ অনজ্ঞা ভাবিয়া অগত্যা অধোমুখে মৃদুস্বরে চন্দ্রমার পুত্র  
 এই কথা বলিয়াই লজ্জাভরে সে স্থল হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৮৩ ॥ তখন, দ্বিজরাজ চন্দ্র  
 আনন্দে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া নিজ পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং বুধ এইরূপ নাম ব্রহ্মা করিয়া  
 পুনরায় স্বীয় ভবনান্তিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৮৪ ॥ তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা স্বধামে যাত্রা  
 করিবামাত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কি অপরাপর দর্শকগণ যিনি যে স্থল হইতে আসিয়াছিলেন,  
 সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮৫ ॥ হে মহর্ষিগণ ! দ্বিজরাজ সোমের ঔরসে সুরগুরু  
 বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধের এই উৎপত্তির বিষয় পূর্বে আমি সত্যবতীতনয় গুরুদেব বেদ-  
 ব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম তৎসমস্তই বর্ণনা করিলাম ॥ ৮৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে  
 বুধোৎপত্তি নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততঃ পুরুরবা জজ্ঞে ইলায়াং কথয়ামি বঃ ।  
বুধপুত্রোহতিধর্মাত্মা যজ্ঞকৃদানতংপরঃ ॥ ১ ॥  
সুহৃদ্যম্নো নাম ভূপালঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
সৈন্ধবং হরমারুহং চচার মৃগয়াং বনে ॥ ২ ॥  
সূতঃ কতিপয়ামাতৈর্যদংশিতশ্চারুকুণ্ডলঃ ।  
ধনুরাজগবং বন্ধী বাণসজ্জস্তথাহুতম্ ॥ ৩ ॥  
স ভ্রমংস্তদ্বনোদ্দেশে হন্যমানো রুরুন্ মৃগান্ ।  
শশাংশ্চ শূকরাংশ্চৈব খড়্গাংশ্চ গবয়াংস্তথা ॥ ৪ ॥

ত্রিপঞ্চশংপদ্যবর্ষাকংপন্নস্ত পুরুরবাঃ ।

দেবীপ্রসাদানুজ্ঞাহৃদিলেতোবং হি কথ্যতে ।

ঋষিভিঃ পুরুরবসো বৃত্তান্তপ্রশ্নে কৃতে কোহসৌ পুরুরবা ইত্যাকাঙ্কানিবৃত্তার্থঃ সোম-  
বংশোদ্ববরাজ্ঞাং কথ্যাম্বিন্ পুরাণে কচিদপি অবশ্যং বক্তব্যোতি পুরুরবসঃ প্রসঙ্গেন বক্তব্যাপি  
সোমাদবুধোৎপত্তিক্রুতা ততঃ পুরুরবস উৎপত্তিমাং ততঃ পুরুরবা ইতি । ততো বুধোৎপত্ত্য-  
নস্তরং পুরুরবা ইলায়াং কামিত্যাং জজ্ঞে প্রাহুভূতঃ বুধপুত্রো বুধাদিলায়ামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥১॥  
কাসাবিলেত্যাকাঙ্কয়াং তদুৎপত্তিং কথয়তি সুহৃদ্যম্নো নামেতি । অয়ং সুহৃদ্যম্নো বৈবস্বত-

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! অতঃপর, আপনারা আমার নিকট যে বুধের জন্ম  
বিবরণ শ্রবণ করিলেন, আপনাদের পূর্ক জিজ্ঞাসিত সেই বদান্তবর নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত  
ধর্মাত্মা পুরুরবা সেই বুধদেবের ঔরসে ইলা নামে কোন ক্ষত্রিয়-রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ  
করেন ॥ ১ ॥ ( যদি বলেন যে, ইলা কে ? তাহাও সবিশেষ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন ।  
বৈবস্বত মনুর পুত্র ) সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পৃথিবীপতি রাজচক্রবর্তী সুহৃদ্যম্ন কোন সময়  
কর্ণে মনোহর কুণ্ডল হস্তে আজগব নামে শরাগন এবং পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বাণময় তুণীর ধারণ  
পূর্কক কতিপয় অমাত্য মাত্র সমভিব্যাহারে একটি সিদ্ধদেশ জাত অশ্ব আরোহণে মৃগয়া  
উদ্দেশে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২—৩ ॥

তিনি সেই বন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমত কতকগুলি রুরু জাতীয় মৃগকে  
বিনাশ করিলেন পরে শশক, বরাহ, গণ্ডক, চমরীমৃগ, শরভ, মহিষ, সূমর ও বজ্রকুট প্রভৃতি

শরভাশ্মহিমাংশৈব সামরান্ বনকুঙ্কটান্ ।  
 নিম্নন্ মেধ্যান্ পশুনাং কুমারবনমাশিতং ॥ ৫ ॥  
 মেরোরধস্তলে দিব্যং মন্দারদ্রুমরাজিতম্ ।  
 অশোকলতিকাকীর্ণং বকুলৈরধিবাসিতম্ ॥ ৬ ॥  
 শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ চম্পকৈঃ পনসৈস্তথা ।  
 আত্মৈর্ন্যৈর্পশ্মধূকৈশ্চ মাধবীমণ্ডপারতম্ ॥ ৭ ॥  
 দাড়িমৈর্নারিকৈলৈশ্চ কদলীষণ্ডমণ্ডিতম্ ।  
 যুথিকামালতীকুন্দপুষ্পবল্লীসমারতম্ ॥ ৮ ॥  
 হংসকারণ্ডবাকীর্ণং কীচকধ্বনিদিতম্ ।  
 ভ্রমরালিরুতারামং বনং সর্বসুখাবহম্ ॥ ৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা প্রমুদিতো রাজা সূচ্যন্নঃ সেবকৈরুতঃ ।  
 বৃক্ষান্ স্পৃশ্বিতানীক্য কোকিলারাবমণ্ডিতান্ ॥ ১০ ॥

মনোঃ পুত্র ইতি বিষ্ণুভাগবতে । সৈন্ধবং সিদ্ধদেশোত্তমম্ ॥২—৪॥ মেধ্যান্ যজ্ঞিয়ান্ ॥৫—৬॥  
 মাধবী বাসন্তী । বাসন্তী মাধবীলতেতি বচনাৎ ॥ ৭—৮ ॥ কীচকধ্বনিদিতমিতি । বেণবঃ

যজ্ঞের উপযোগী পবিত্র-মাংস নানাজাতি পশু সকল সংহার পূর্বক ক্রমে কুমার বনে প্রবিষ্ট  
 হইলেন ॥ ৪—৫ ॥

হে মহর্ষিগণ ! সূমেরুর অধোভাগস্থ সেই পরম রমণীয় কুমার কাননের কোন কোন  
 স্থানে শ্রেণীসংবদ্ধ মন্দার তরু সকল শোভা পাইতেছে, কোণায়ও বা বিবিধ লতাজাল  
 সমাকীর্ণ অশোক ও বকুল প্রভৃতি সুরভিময় কুসুম গন্ধে সুবাসিত ; কোন দিকে শাল,  
 তাল, তমাল, পনস ও আত্ম প্রভৃতি সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি মনোহর কলতরে অবনত ; আবার  
 কোন স্থল বা চম্পক ও কেলি কদম্বাদি কুসুমদ্রুম সকল মাধবীলতা মণ্ডপে বিমণ্ডিত হইয়া  
 অনির্কচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে । মধ্যে মধ্যে স্থলবিশেষ, যুথিকা, মালতী ও কুন্দ  
 প্রভৃতি পুষ্পবল্লী সমারত, ফলবান্ দাড়িম নারিকেল ও কদলী ষণ্ডমণ্ডিত সরোবর সকল  
 হংসকারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে । বাবু প্রতিহত তটভূমিস্থ কীচ-  
 কাণ্ড্য বংশ সকলের রুদ্ধদেশ হইতে অবিকল বংশীধ্বনি সমুখিত হইতেছে ; সেই সঙ্গে  
 ভ্রমনি ভ্রমর সকল গুণগুণ রবে গান ধরিয়া যুখে যুখে বিচরণ করত আগন্তুক শ্রোতৃবৃন্দের  
 মনোরঞ্জন করিতেছে । ঋষিগণ ! সহচরগণপরিবৃত নরপতি সূচ্যন্ন তাদৃশ সর্বসুখাবহ  
 উপবন এবং কোকিলকুলের স্নমধুর ঝঙ্কার পূরিত কুসুমিত তরুরাজি সন্দর্শন করিয়া একে-  
 বারে আত্মাদে পুলকিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬—১০ ॥ কিন্তু, তিনি সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইবা-



প্রবিষ্টস্তত্র রাজর্ষিঃ স্ত্রীভ্রমাপ কণাততঃ ।

অশ্বোহপি বড়বা জাতশ্চিস্তাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ ॥ ১১ ॥

কিমিতদিতিচিস্তাৰ্ত্তশ্চিস্ত্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।

দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তঃ সূহৃদ্যম্মো লজ্জয়াশ্রিতঃ ॥ ১২ ॥

কিং করোমি কথং যামি গৃহং স্ত্রীভাবসংযুতঃ ।

কথং রাজ্যং করিষ্যামি কেন বা বঞ্চিতো হুহম্ ॥ ১৩ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

সূতাশ্চর্য্যমিদং প্রোক্তং ত্বয়া যল্লোমহর্ষণ ! ।

সূহৃদ্যম্মঃ স্ত্রীভ্রমাপম্মো ভূপতির্দেবসম্মিতঃ ॥ ১৪ ॥

কিং তৎকারণমাচক্ষু বনে তত্র মনোহরে ।

কিং কৃতং তেন রাজ্ঞা চ বিস্তরং বদ সূত্রত ! ॥ ১৫ ॥

সূত উবাচ ।

একদা গিরিশং দ্রষ্টু মৃষয়ঃ সনকাদয়ঃ ।

দিশো বিতিমিরা ভাসা কুর্ব্বন্তঃ সমুপাগমন্ ॥ ১৬ ॥

কীচকাস্তে সূর্যে স্বনন্ত্যনিলোকতা ইতি কোবাৎ কীচকা বেণবঃ ॥ ১১—১২ ॥ যামি বাস্তা-  
মীত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৪ ॥ কিং কৃতং কো বাহপরাধঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ ভতূ'রমমাণা

মাত্র অমনি তৎকণাৎ স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার অশ্বটীও ঘোটকী হইয়া পড়িল  
ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিস্তাবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর, পৃথ্বীপতি রাজর্ষি সূহৃদ্য আপনার তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে প্রথমত ভাবিলেন  
যে, এ আবার কি হইল? পরে এই বিষয় লইয়া বারংবার যত আলোচনা করিতে লাগিলেন  
ততই ক্রমশঃ দুঃখ ও লজ্জায় কাতর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন; এখন আমি কি  
উপায় করি? এ বেশে কি করিয়াই বা গৃহে ফিরিয়া যাই এবং স্ত্রীলোক হইয়া কি  
করিয়াই বা রাজ্যকার্য্য সম্পাদন করিব!! হায়! কে আমার সহসা তাদৃশ পুরুষত্ব হইতে  
বঞ্চিত করিল!! ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণনন্দন সূত! তুমি যাহা বলিলে ইহা অতি আশ্চর্য্য  
বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবতুল্য পৃথিবীপাল রাজর্ষি সূহৃদ্য সেই মনোরম কুমার কেন  
প্রবিষ্ট হইয়া এমন কি কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তদ্বারা তিনি স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন?  
হে সূত্রত! সে বিষয়ের সমস্ত কারণ আমাদের নিকট বিশেষরূপে বিবৃতি করিয়া  
বল ॥ ১৪—১৫ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! কোন সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ  
দেবাদিদের গুণবান্ গিরিশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ অজজ্যোতিঃপ্রভাবে দিক্

তস্মিংশ্চ সময়ে তত্র শঙ্করঃ প্রমদায়ুতঃ ।

ক্ৰীড়াসক্তো মহাদেবো বিবস্ত্রা কামিনী শিবা ॥ ১৭ ॥

উৎসঙ্গে সংস্থিতা ভর্তৃরমমাণা মনোরমা ।

তান্বিলোক্যান্বিকা দেবী বিবস্ত্রা ক্ৰীড়িতা ভূশম্ ॥ ১৮ ॥

ভর্তৃরক্ষাৎ সমুখায় বস্ত্রমাদায় পর্যধাৎ ।

লজ্জাবিষ্টা স্থিতা তত্র বেপমানাতিমানিনী ॥ ১৯ ॥

ঋষয়োহপি তয়োবীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ ।

পরিবৃত্ত্য যযুস্তূর্ণং নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ২০ ॥

ত্ৰীযুতাং কামিনীং বীক্ষ্য প্রোবাচ ভগবান্ হরঃ ।

কথং লজ্জাতুরাহসি ত্বং স্মৃথস্তে প্রকরোম্যাহম্ ॥ ২১ ॥

অদ্য প্রভৃতি যো মোহাৎ পুমান্ কোহপি বরাননে ! ।

বনঞ্চ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিত্তবিষ্যতি ॥ ২২ ॥

ইতি শপ্তং বনস্তেন যে জানন্তি জনাঃ কচিৎ ।

বর্জয়ন্তীহ তে কামং বনং দোষসমৃদ্ধিমৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি । রোরীতিলোপে ঢুলোপেতি দীর্ঘঃ ॥ ১৮ ॥ পর্যধাৎ পরিধানং কৃতবতী ॥ ১৯ ॥ প্রসঙ্গং প্রবৃত্তিং ক্ৰীড়ায়াম্ ॥ ২০ ॥ ত্ৰীযুতাং লজ্জায়ুক্তাম্ । স্মৃথস্তে ইতি । তে যথা স্মৃথং স্মৃতাং প্রকরোমীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ মোহান্মোহাদপীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥ তৈঃ সহেতি । বৈঃ সচিবৈঃ

সকল উদ্ভাসিত করত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ কিন্তু, সেই সময় সৰ্ব্ব কল্যাণময় ভগবান্ মহাদেব নিজ প্রমোদার সহিত ক্ৰীড়াসক্ত ছিলেন; এবং মনোরমা হিমালয়নন্দিনীও রতিক্ৰীড়া উপলক্ষে বিবস্ত্রা হইয়া পতিক্রোড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; এরূপ অবস্থায় সহসা কুমারগণকে আসিতে দেখিয়া বিবস্ত্রা অন্বিকা দেবী অত্যন্ত লজ্জাবিত্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ কাস্তের উৎসঙ্গ দেশ হইতে উত্থান করত বস্ত্র গ্রহণ পূর্বক পরিধান করিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন; পরন্তু, তিনি সেই অন্তরালদেশে অবস্থিত হইয়াও লজ্জা ও অভিমান ভরে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৯ ॥ এদিকে ঋষিগণও তাঁহাদের উভয়ের সেই রতিপ্রসঙ্গ দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

তদনন্তর সৰ্ব্বপাপহারী ভগবান্ শঙ্কর নিজ কামিনীকে তাদৃশ লজ্জাবিত্তা দেখিয়া বলিলেন, তুমি কি জ্ঞাত এত লজ্জায় কাতর হইতেছ? আমি এই দণ্ডেই তোমার চিত্ত-বিনোদন কার্য্য করিতেছি। হে বরাননে! অদ্যাবধি যে কোন পুরুষ অজ্ঞানতাবশতও এই বনে প্রবেশ করিবে, সে তখনই জ্বীলোক হইয়া পড়িবে ॥ ২১—২২ ॥ হে ঋষিগণ! যদি চ কুমার উপবন সমস্ত স্মৃথের আশ্রয়ভূত বটে! কিন্তু, যে অবধি সেই দেবদেব শঙ্কু এতা-দৃশ নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন সেই অবধি যে সকল পুরুষ এই সকল

সূহৃদস্তু তদজ্ঞানাং প্রবিষ্টঃ সচিবৈঃ সহ ।  
 তথৈব জীত্বাপন্নৈস্তৈঃ সহৈতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥  
 চিন্তাবিষ্টঃ স রাজর্ষির্ন জগাম গৃহং হ্রিয়া ।  
 বিচচার বহিস্তস্মাদ্বনদেশাদিতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥  
 ইলেতি নাম সম্প্রাপ্তঃ জীত্বৈ তেন মহাজ্ঞনা ।  
 বিচরংস্তত্র সংপ্রাপ্তো বুদ্ধঃ সোমস্বতো যুবা ॥ ২৬ ॥  
 জীভিঃ পরিবৃত্তাঃ তাস্ত দৃষ্ট্বা কাস্তাং মনোরমাম্ ।  
 হাবভাবকলাযুক্তাং চকমে ভগবান্ বুদ্ধঃ ॥ ২৭ ॥  
 সাপি তং চকমে কাস্তং বুদ্ধং সোমস্বতং পতিম্ ।  
 সংযোগস্তত্র সংজাতস্তয়োঃ প্রেমুণা পরম্পরম্ ॥ ২৮ ॥

: তদনং গতন্তৈঃ সহৈব জীত্বং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৫ ॥ জীত্বৈ ইতি । জীত্বৈ প্রাপ্ত-  
 ত ইলেতি নাম প্রাপ্তঃ ইত্যর্থঃ । নিকটস্থমস্থিতিরিলেতি নাম স্থাপিতমিত্যর্থঃ । ইড  
 তাবিতাস্ত রূপম্ । ইলা স্বত্যা ডলয়োরভেদঃ । হৃদপাঠস্ত সংজ্ঞাপদজ্ঞাতঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

তাস্ত লোক পরম্পরায় অবগত হইয়াছিল তাহারা আর কখনও সেই পুরুষের নাশক অর-  
 য়র নিকটস্থও হইত না । অতএব, নরপতি সূহৃদ না জানিয়া সেই ভয়ঙ্কর দোষাকর  
 ন প্রবিষ্ট হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত যে, জীত্বাপন্ন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ  
 ন ? ॥ ২৩—২৪ ॥

তদনন্তর, রাজর্ষি সূহৃদ চিন্তা করিতে করিতে সেই বনের বাহিরে আসিয়া অনেক  
 কার বিচার করিয়াও জীজ্ঞাতি হওয়া প্রযুক্ত লজ্জায় কোনক্রমেই রাজধানী প্রত্যাগমন  
 রিতে সক্ষম হইলেন না । হে মহর্ষিগণ ! যদি চ তিনি তৎকালে জীযোনি প্রাপ্ত হইয়া-  
 হলেন তথাপি সূমহং রাজকূলে জন্ম গ্রহণ করায় এবং নিজেও মহান্ প্রভাবশালী ছিলেন  
 লিয়া সচিবগণ কর্তৃক ইলা ( পূজ্য ) এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইলেন । সেই সময় অলৌকিক  
 যৌবন শোভায় সুশোভিত চন্দ্রকুমার মহাত্মা বুদ্ধদেব ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে  
 দবগতিকে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া হাব ভাবাদি বিবিধ কামকলা বিভূষিত জীগণ পরিবৃত্ত  
 মনীয় মূর্তি মনোরমা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া সম্ভোগাভিলাষী হইলেন । এদিকে সেইরূপ  
 যৌবনাঢ্য ইলা দেবীও মনোজ্ঞ মূর্তি সোমনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া রমণাভিলাষিণী  
 হইলেন । অনন্তর, তাহারা পরস্পর প্রেমাসক্ত হইয়া সেই স্থলেই রতি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত  
 হইলেন ॥ ২৫—২৮ ॥

মহর্ষিগণ ! আপনারা পূর্বে যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই রাজর্ষি পুরুষবা  
 ভগবান্ বুদ্ধের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । রাজা সূহৃদ কামিনীরূপে বুদ্ধদেবের ঔরসে  
 বনবাসিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু, পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ থাকায় নিরন্তর



স তস্মাং জনয়ামাস পুরুষসমাজম্ ॥ ২৯ ॥  
 সা প্রাসূত সূতং বাল্য চিন্তাবিক্টা বনে স্থিতা ।  
 সস্মার স্বকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩০ ॥  
 স তদাহস্ম দশাং দৃষ্ট্বা সূহৃদস্ব কৃপাশ্রিতঃ ।  
 অতোষয়ন্মহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩১ ॥  
 তস্মৈ স ভগবাংস্কৃতঃ প্রদদৌ বাঞ্ছিতং বরম্ ।  
 বশিষ্ঠঃ প্রার্থয়ামাস পুংস্ব রাজ্ঞঃ প্রিয়স্ম চ ॥ ৩২ ॥  
 শঙ্করস্ত নিজাং বাচয়তাং কুর্ক্বমু বাচ হ ।  
 মাসং পুমাংস্ত ভবিতা মাসং স্ত্রী ভূপতিঃ কিল ॥ ৩৩ ॥  
 ইথং প্রাপ্য বরং রাজা জগাম স্বগৃহং পুনঃ ।  
 চক্রে রাজ্যং স ধর্ম্মায়া বশিষ্ঠস্মাপ্যনুগ্রহাৎ ॥ ৩৪ ॥  
 স্ত্রীহে তিষ্ঠতি হর্ষ্যোষু পুংস্বে রাজ্যং প্রশান্তি চ ।  
 প্রজাস্তস্মিন্ সমুদ্বিগ্না নাভ্যনন্দম্হীপতিম্ ॥ ৩৫ ॥

স তদাহস্মেতি । সূহৃদস্বত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ সূতাং কুর্ক্বমিতি । অয়ং স্ত্রীঃ প্রাপ্য-  
 তীতি বাক্যং মম মিথ্যা নৈব ভবেদথাপি তব প্রার্থনামুরোধেন মাসং পুমান্ ভবিষ্যতি  
 পুনর্মাসং স্ত্রী ভবিষ্যতি পুনর্মাসং পুরুষ ইত্যুবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হর্ষ্যোষু গৃহান্তবে  
 চেত্যর্থঃ । নাভ্যনন্দন্ আসাং প্রজানাং স্ত্রীরূপো রাজ্যেতি লোকনিন্দয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

চিন্তায় কাতর হইয়া পরিশেষে কুলাচার্য্য মুনিসত্তম বশিষ্ঠদেবকে ধ্যানযোগে স্মরণ করি-  
 লেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যোগিপ্রবর বশিষ্ঠদেব জ্ঞানপ্রভাবে নিজ শিষ্য রাজর্ষি সূহৃদস্বের তাদৃশ  
 ছরবস্ত্রার বিষয় জানিতে পারিয়া অনুকম্পাবশত জগৎ কল্যাণকর কল্যাণময় ভগবান্  
 মহাদেবকে তপস্তায় পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩১ ॥ দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার তপস্তায়  
 পরিতুষ্ট হইয়া অভিলষিত বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব অপর বর না লইয়া  
 নিজ প্রিয়তম শিষ্য রাজা সূহৃদস্বের পুনর্বার যাহাতে পুরুষ লাভ হয় তাদৃশ বর প্রার্থনা  
 করিলেন ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ শঙ্কর বশিষ্ঠের এতাদৃশ অসম্ভব বরের কথা শ্রবণে আপনার  
 পূর্ক প্রদত্ত অভিসম্পাত বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য কহিলেন, বশিষ্ঠ ! তোমার  
 শিষ্য এই নরপতি এক মাস স্ত্রী, এক মাস পুরুষ অর্থাৎ মাসান্তরে মাসান্তরে স্ত্রীপুরুষ  
 লাভ করিবে ; ইহাতে আর দ্বিধা করিও না ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর ধর্ম্মায়া রাজা সূহৃদ স্বর্গদেব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের অনুগ্রহে ঐদৃশ বর লাভ  
 করিয়া পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন পূর্বক রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥  
 পরন্তু, তিনি যে যে মাসে স্ত্রী ভাবাপন্ন হইতেন সেই সময়ে অস্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করিতেন  
 আর যে সময়ে পুরুষ লাভ করিতেন সেই সেই মাসে বাহিরে আসিয়া প্রজাদিগের

কালে তু যৌবনং প্রাপ্তঃ পুত্রঃ পুরুষবাস্তদা ।  
 প্রতিষ্ঠাং নৃপতিস্তস্মৈ দত্ত্বা রাজ্যং বনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥  
 গত্ত্বা তস্মিন্ বনে রম্যে নানাদ্রুমসমাকুলে ।  
 নারদাৎ মন্ত্রমাসাদ্য নবাকরমমুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥  
 জজাপ মন্ত্রমত্যর্থং প্রেমপূরিতমানসঃ ।  
 পরিতুষ্টা তদা দেবী সগুণা তারিণী শিবা ॥ ৩৮ ॥  
 সিংহারুঢ়া স্থিতা চাগ্রে দিব্যরূপা মনোরমা ।  
 বারুণীপানসংমত্তা মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৩৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা তাং দিব্যরূপাঞ্চ প্রেমাকুলিতলোচনঃ ।  
 প্রণম্য শিরসা প্রীত্যা তুষ্টাব জগদম্বিকাম্ ॥ ৪০ ॥

ইলোবাচ ।

দিব্যঞ্চ তে ভগবতি ! প্রথিতং স্বরূপং  
 দৃষ্টং ময়া সকললোকহিতানুরূপম্ ।  
 বন্দে হৃদজ্জি কৰ্মলং সুরসজ্জসেব্যং  
 কামপ্রদং জননি ! চাপি বিমুক্তিদঞ্চ ॥ ৪১ ॥

---

রাজ্যং প্রতিষ্ঠাং তদ্রামকং পুরঞ্চ দত্ত্ব্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥ কো বেত্তীতি । এতদধিলং তবৈশ্বৰ্য্যং

---

জ্ঞানাত্ম্য বিষয়ের বিচার করিতেন । এরূপ করিলেও প্রজাগণ কেহই তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া  
 অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া পড়িল ; বস্তুতঃ তাদৃশ নরপতিকে কেহই অভিনন্দন করিল না ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, যখন (বুধের ঔরসজাত পুত্র) পুরুষা ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত  
 হইলেন, তখন নরপতি সূচ্যয় প্রতিষ্ঠান নামে অভিনব রাজধানী স্থাপন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে  
 সেই রাজধানীতে রাজ্যেশ্বর করিয়া আপনি তপোবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি  
 সেই নানাজাতি তরুরাজি, সঙ্কুল মনোরম তপোবনে ঘাইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট সর্বোত্তম  
 নবাকর শক্তিমন্ত্র গ্রহণ পূৰ্ব্বক অতিশয় প্রেমপূরিত অন্তঃকরণে তাহা জপ করিতে লাগি-  
 লেন । এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, জগন্নিহারকারিণী পূর্ণমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী, ইলা-  
 রূপী নরপতি সূচ্যয়ের তপশ্চায় পরিতুষ্টা হইয়া বারুণীপান-প্রমত্ত মদবিঘূর্ণিত লোচন ভক্ত জন  
 মনোহর দিব্য সগুণ মূর্তি ধারণ করিয়া সিংহারোহণে সেইস্থলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আবি-  
 র্ভূত হইলেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥ ইলা জগদম্বিকার সেই লোকাভীত নিরুপম মূর্তি সন্দর্শন মাত্র প্রেমা-  
 কুলিত হোচনে প্রণাম করিয়া অতীব প্রীতিসহকারে, স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥

কো বেত্তি তেহম্ । ভুবি মর্ত্যতনুর্নিকামং  
 মুহুন্তি যত্র মুনয়শ্চ সুরাশ্চ সর্বে ।  
 ঐশ্বর্য্যমেতদখিলং কৃপণে দয়াঞ্চ  
 দৃষ্টৌ ব দেবি ! সকলং কিল বিস্ময়ো মে ॥ ৪২ ॥  
 শত্ভুহরিঃ কমলজো মঘবা রবিশ্চ  
 বিতেশবহ্নিবরুণাঃ পবনশ্চ সোমঃ ।  
 জানন্তি নৈব বসবোহপি হি তে প্রভাবঃ  
 বুধ্যোঃ কথং তব গুণানগুণো মনুষ্যঃ ॥ ৪৩ ॥  
 জানাতি বিষ্ণুরমিতদ্যতিরম্ ! সাক্ষা-  
 ত্বাং সাত্বিকীমুদবিজাং সকলার্থদাঞ্চ ।  
 কো রাজসীং হর উমাং কিল তামসীং ত্বাং  
 বেদাশ্বিকে ! ন তু পুনঃ খনু নিগুণাং ত্বাম্ ॥ ৪৪ ॥

মাদৃশে কৃপণে দয়াঞ্চয়ন্তয়া কো বেত্তি ন কোহপিত্যর্থঃ । বিস্ময়ো মে ইতি । অহো ভগবত্যাং  
 কিয়দৈশ্বর্য্যং তিষ্ঠতি কিয়তী চ পামরে দয়াস্তীতি ॥ ৪২ ॥ কুত আশ্চর্য্যমিতি চেত্তত্রাহ শত্ভু-  
 রিতি । এতে মহাপ্রভাববস্তোহপি তব প্রভাবঃ ন জানন্তি তদাহ গুণো গুণশূন্যো মনুষ্যঃ কথং  
 বুধ্যোঃ জানীয়াম্ কথমপীত্যর্থঃ । যতো ন জানাতি তত এবাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥  
 বিষ্ণুর্জানাতি চেত্তত্রাহ জানাতি । সত্যং বিষ্ণুর্জানাতি কিন্তু সাত্বিকীং শক্তিঃ  
 লক্ষ্মীরূপামেব কেবলং জানাতি । ন সাম্যাবস্থাস্বিক্যং তুরীয়াং নিগুণাম্ । তথা কো ব্রহ্মা  
 রাজসীং শক্তিমেব কেবলং জানাতি । তথা হর উমাং তামসীমেব কেবলং জানাতি ন তু

মাতঃ ! ভগবতি ! আপনার এই অগজজন হিতকর বিশ্ববিস্তৃত দিব্য মূর্ত্তি আমি এই  
 চন্দ্রচক্ষু দ্বারাই দর্শন পাইলাম; কি সৌভাগ্য !! জননি ! কি বলিয়া শ্রব করিতে হইবে, তাহার  
 কিছুই জানি না; অতএব, কেবল আপনার এই শরণাগত ভক্তগণের ইহলোকে সর্ব  
 মনোরথ পূরণকারী আর পরত্র পরম মুক্তিপ্রদ অমরবৃন্দ বন্দনীয় চরণকমল বারংবার  
 বন্দনা করিয়াই মনের সাধ পূর্ণ করি ॥ ৪১ ॥ মাতঃ ! আপনার যে ঐশ্বর্য্যমহিমার  
 সমস্ত ঋষি এবং দেবগণও বিমুগ্ধ, এই পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য আছে যে সেই  
 ঐশ্বর্য্যের বিষয় সম্যাক্রূপে অবগত হয় ? দেবি ! আমি আপনার সেই অখিল ঐশ্বর্য্য  
 এবং বীনের প্রতি ঈদৃশ দয়া সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৪২ ॥  
 জননি ! যখন আপনার এই প্রভাব দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্য্যদেব, কুবের, বহ্নি, বরুণ, পবন, চন্দ্র  
 অথবা বসুগণ, অধিক কি মহেশ্বর বিষ্ণু বা ব্রহ্মাও বিশেষরূপে জানেন না, তখন  
 গুণহীন মনুষ্য কিরূপে আপনার গুণমহিমা অবগত হইবে ? ॥ ৪৩ ॥ জননি ! ব্রহ্মা বিষ্ণু  
 এবং মহেশ্বর আপনাকে জানেন সত্য কিন্তু সম্যাক্রূপে অবগত নহেন । কারণ, অমিত-



কাহং স্তম্ভমতিপ্রথিতপ্রভাবঃ  
 কায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি স্তপ্রসাদঃ ।  
 জানে ভবানি ! চরিতং করুণাসমেতং  
 যৎ সেবকাংশ্চ দয়সে হুয়ি ভাবযুক্তান্ ॥ ৪৫ ॥  
 রুতস্তয়া হরিরসৌ বনজেশয়াপি  
 নৈবাচরত্যপি মৃদং মধুসূদনশ্চ ।  
 পাদৌ তবাদিপুরুষঃ কিল পাবকেন  
 কৃতা করোতি চ করেণ শুভৌ পবিত্রৌ ॥ ৪৬ ॥

পুনর্নির্গুণাম্ । একৈকশক্তিজ্ঞাতার এবৈতে ন তুরীয়রূপনির্গুণজ্ঞাতার ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥  
 এতাদৃশী ত্বং সর্বোৎকৃষ্টাপি স্বভক্তসমুতিমূলভাসীতাহ কাহমিতি । হে মাতরহং স্তম্ভমতিঃ  
 ক তথা তবায়ং ময়ি স্তপ্রসাদঃ ক অতিদূরমিত্যর্থঃ । তথাপি মাদৃশানপি সেবকাংশ্চয়ি ভাব-  
 যুক্তান্ যদ্যন্ত্যাকারণাদয়সে দয়াং করোষি তন্ত্যং স্বভক্তবিষয়ে তব চরিতং করুণাসমেত-  
 মস্তীতি জানে নিশ্চিনোমি । ততঃ স্বভক্তজ্ঞাতিমূলভাসীতি সত্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥  
 তবৈকৈকশক্তেরপি প্রভাবজ্ঞা ব্রহ্মাদয়ো ন সন্তি কিং পুনস্তব মূলশক্তেরিত্যাহ বৃত্ত ইতি ।  
 বনজং জীবনং ভুবনং বনমিতি কোশাঘনং জলং তন্ত্যাজ্ঞাতং বনজং কমলং বনজশ্চেয়া  
 স্বামিনী কমলবাসিনীত্যর্থঃ । তন্মা পরশক্ত্যংশভূতয়া স্বয়া বৃত্তোহপি ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ  
 বিবাহিতোহপি মধুসূদনশ্চ মধুদৈত্যনাশকোহপি মহাপরক্রমবান্ বিষ্ণুমৃদং হর্ষং কৃতা নৈবা-  
 চরতি ব্যবহরতি । অহমেতস্তা ন যোগ্যোহস্মীত্যভিপ্রায়েণ লক্ষ্মীং প্রাপ্যাপি ন হর্ষণে ব্যব-  
 হরতীত্যর্থঃ । অতএব সর্বদা ধ্যানস্থ এব ভবতীতি ভাবঃ । নম্বেবং চেৎ কিমিতি পরয়া  
 লক্ষ্ম্যা স্বপাদসম্বাহনং কারয়তীতি চেত্তত্রাহ পাদৌ তবাদিপুরুষ ইতি । ন স্বপাদসম্বাহন-  
 মাদিপুরুষঃ কারয়তি । কিন্তু লোকোদ্ধারার্থং তব পাবকেন শুদ্ধিকারকেণ করেণ হন্তেন  
 নিজৌ পাদৌ শুভৌ পবিত্রৌ করোতি চ । তথাচ বিষ্ণুরেকশক্তিপ্রভাবজ্ঞোহপি ন ভবতি

হ্যতি বিষ্ণু আপনাকে সকলার্থদাত্রী সর্বগুণাধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়াই জানেন;  
 ব্রহ্ম আপনাকে সর্বজ্ঞগুণাধীশ্বরী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন; আর সংহারকর্ত্তা মহে-  
 শ্বর আপনাকে তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী উমা বলিয়াই অবগত আছেন । কিন্তু মাতঃ ! আমি  
 নিশ্চয় বলিতেছি, কেহই আপনাকে সাম্যাবস্থাপিণী তুরীয়া নির্গুণা বলিয়া জানেন  
 না ॥ ৪৪ ॥ ঈশ্বর ! আপনি একরূপ অবৈদ্য হইলেও ভক্তজনের অনায়াসলভ্যা হইলেন । কারণ,  
 বুদ্ধিপ্রভাব-বিহীন আমিই বা কোথায় ! আর আপনার একরূপ স্তপ্রসন্নতাই বা কোথায় !!  
 কলত এ উভয়ের একত্র সমাবেশ অতীব অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু, ভবানি ! আমি  
 জানি, যে বাঁহারা আপনাতে একাগ্রভাবে রত থাকে আপনি সেই সকল সেবকের প্রতি করুণা  
 বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ কি আশ্চর্য্য ! মধুসূদন বিষ্ণু, আপনার অংশরূপিণী লক্ষ্মীদেবী  
 কর্ত্তক পরিণীত হইয়াও আমি ইহার যোগ্য মহি এইরূপ ভাবিয়া, আনন্দলাভ করিতে  
 পারেন না । তবে যে সেই আদিপুরুষ লক্ষ্মী দ্বারা নিজ চরণ সম্বাহন করান, সে কেবল

বাঙ্কত্যহো হরিরশোক ইবাতিকামং  
 পাদাহতিং প্রমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।  
 তাং ত্বং করোষি কুশিতা প্রণতঞ্চ পাদে  
 দৃষ্ট্বা পতিং সকল দেবনুতং স্মরার্তম্ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্ধঃস্থলে বসসি দেবি ! সদৈব তস্মা  
 পর্যঙ্কবৎস্চরিতে বিপুলেহতিশাস্তে ।  
 সৌদামনীব স্তম্ভেনে স্তবিভূষিতে চ  
 কিস্তেন বাহনমসৌ জগদীশ্বরোহপি ॥ ৪৮ ॥  
 ত্বং চেজ্জহাসি মধুসূদনমশ্ব ! কোপা-  
 ন্নৈবার্চিতোহপি স ভবেৎ কিল শক্তিহীনঃ ।  
 প্রত্যক্ষমেব পুরুষং স্বজনাস্ত্যজ্ঞান্তি  
 শাস্তং শ্রিয়োজ্জ্বলিতমৃতীবগুণৈর্বিবুভুতম্ ॥ ৪৯ ॥

কৃতঃ পুনর্মূলশব্দেঃ প্রভাবজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ তবোৎকৃষ্টত্বাদেব বক্ষ্যমাণং সম্ভবতীত্বাৎ-  
 প্রেক্ষতে বাঙ্কত্যহো ইতি । অশোকবৃক্ষস্ত হি স্বভাবঃ পাদতাড়নেন আত্মানং বর্ধয়তীতি  
 তথাচ স্ববর্দ্ধনার্থং পাদতাড়নং স ইচ্ছতীত্বাচ্চ তথাচ তাদৃশাশোক ইবাতিকামং যথেষ্টং  
 যথা স্তাত্তথা প্রমুদিতো হর্ষিতো বিষ্ণুঃ পুরুষস্তব পাদাহতিং ত্বংকৃতপাদতাড়নং বাঙ্কতি তদিত-  
 মহো আশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ । তাক্ষ পাদাহতিং সকলদেবনুতং স্মরার্তং পতিং পাদে প্রণতঞ্চ দৃষ্ট্বা  
 কুশিতা কুপিতা ত্বং করোষি তদেতত্তদোৎকৃষ্টত্বাভাবেন সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ কিঞ্চ  
 বন্ধঃস্থল ইতি । হে দেবি ! তস্মা বিক্ষোৰ্ষকস্থলে পর্যঙ্কবৎ সদৈব বসসি কীদৃশী ঘনে মেঘে  
 কুক্ষবর্ণে সৌদামনী বিদ্যম্নতেব । তেন কিস্তুক্কেদয়ে বাসেনাসৌ জগদীশ্বরোহপি তে তব  
 বাহনং ন জাতঃ কিস্তু জাত এবেতি তবৈকদেশশব্দেণৈব মহিমা কিং পুনস্তব মূলপ্রকৃত-

লক্ষ্মীর পবিত্র হস্তস্পর্শে নিজ পদদ্বয়কে পবিত্র এবং মঙ্গলজনক করেন ॥ ৪৬ ॥ জননি ! যোধ  
 হয় সেই পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু অশোক বৃক্ষের তায় নিজ প্রফুল্লতার জন্ত আনন্দিত হইয়া স্ত্রীলো-  
 কের পাদতাড়না ইচ্ছা করেন, সেই জন্তই আপনি সকলদেব-বন্দিত স্মরার্ত পতিকে চরণে  
 পতিত দেখিয়া কৃষ্ণার তায় পাদতাড়না করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ দেবি ! আপনি সেই বিষ্ণু  
 স্তবিভূষিত পর্যঙ্কসদৃশ অতি বিপুল প্রশান্ত বন্ধঃস্থলে, অতি ঘন অর্থাৎ কুক্ষবর্ণ মেঘ মধ্যে  
 বিদ্যাতের ন্যায় অবিরাম বাস করিয়া থাকেন; এজন্ত বিষ্ণু জগতের ঈশ্বর হইয়াও আপনার  
 বাহনসদৃশ হইরাছেন সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ দেবি ! অধিক আর কি বলিব, যদি কখনও আপনি  
 কোপপূর্বক বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আর কেহই তাঁহাকে শক্তিবিশীন  
 বলিয়া অর্চনা করিবে না । জননি ! ইহাত ইহ লোকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, স্বজনগণ  
 নিগুণ লক্ষ্মীবিহীন পুরুষ প্রশান্তমুর্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা ন তু কিং যুবন্ত্যে।  
 যে ত্বংপদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি ।  
 মন্ত্রে ত্বয়ৈব বিহিতাঃ খলু তে পুমাংসঃ  
 কিং বর্ণয়ামি তব শক্তিমনন্তবীর্যে ! ॥ ৫০ ॥  
 ত্বং নাপুমান্ চ পুমানিতি মে বিকল্পো  
 যা কাহসি দেবি ! সগুণা ননু নিগুণা বা ।  
 তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো  
 বাঞ্ছামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে ॥ ৫১ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি স্তুত্বা মহীপালো জগাম শরণং তদা ।  
 পরিতুষ্টো দদৌ দেবী তত্র সাযুজ্যমাত্মনি ॥ ৫২ ॥

রিত্তি ভাবঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ননু ত্বং যুবতীভাবং গতৌহসি ততঃ সঙ্গমগ্রহযোগ্যো নাসীতি  
 চেত্তত্রাহ ব্রহ্মাদয় ইতি । যে ত্বংপদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি তে ব্রহ্মাদয়ঃ কিং যুবন্ত্যে ন জাতাঃ  
 কিন্তু কদাচিৎমণিদীপে গতাঃ সন্তো জাতা এব । তথাচ তে যথা স্বদনুগ্রহযোগ্যা এবমহ-  
 মপ্যস্মীতি ভাবঃ । মন্ত্রে ত্বয়ৈবেতি । সাম্প্রতং পুমাংসোহপি তে ত্বয়ৈব কৃতাঃ এবং যদি মাং  
 কবোষি পুমাংসং তর্হি কিমহং ন স্তাং কিন্তু ভবিষ্যামোব । ননু কিং ময়ি যুবত্যাঃ পুরুষ-  
 প্রদায়িকা শক্তিরস্তি তত্রাহ কিং বর্ণয়ামীতি । হে অনন্তবীর্যো ! তব শক্তিমহং পামরঃ কিং  
 বর্ণয়ামি যা বেদানামপ্যবিষয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ ত্বং নাপুমানিতি । অপুমানিতিচ্ছেদঃ । ন চ  
 পুমান্ সাম্যাবস্থাম্যোপাধিকব্রহ্মণি লিঙ্গত্রয়াভাবাৎ । ইতি মে বিকল্পো বিতর্কো মনসি  
 বর্ত্ততএব । তর্হি কথং ভজনং ক্রিয়তে গুণজ্ঞানাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ যা কাহসীতি । গুণ-  
 জ্ঞানাভাবেহ্যেবংরীত্যাহপি কিং ভজনং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ । অস্তীত্যেবোপ-  
 লব্ধ্যা ইত্যতো হে দেবি ! ত্বাং তাদৃশীং তাং নমামি ভাবো ভক্তিস্তদযুক্তঃ । কিঞ্চাস্তেহচলাং  
 ভক্তিং বাঞ্ছামি নাশ্রুৎ কিঞ্চিদিতি ॥ ৫১ ॥

জননি ! যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে সর্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহারাও কি এক  
 সময়ে মণিদীপে যাইয়া স্ত্রীরূপী হয়েন নাই ? মাতঃ ! আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পুরুষ  
 করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই । অতএব, যদি সেইরূপ আমাকেও করেন তাহা হইলে  
 আমিও পুরুষ হইব । কারণ, আপনার অনন্ত শক্তি ! সুতরাং তাহার বিষয় আমি আর কি  
 বর্ণনা করিব ফলত আপনার অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৫০ ॥ আপনি স্ত্রী কি পুরুষ এ বিষয়ে  
 আমার মনে অতিশয় বিতর্ক হইতেছে । দেবি ! আপনি সগুণ বা নিগুণ হউন, যে কেহই  
 হউন, আমি আপনাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করি । মাতঃ ! আমার ইচ্ছা যেন অস্তিমসময়ে  
 আপনাতে অচলা ভক্তি লাভ করিতে পারি ॥ ৫১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই মহীপাল স্তুত্ব এইরূপে স্তব করিয়া দেবীর শরণা-  
 গত হইলে দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া নিজ ব্রহ্মরূপ সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥



সুদৃশস্ত ততঃ প্রাপ পদং পরমকং স্থিরম্ ।

তস্মা দেব্যাঃ প্রসাদেন মুনীনামপি ছল্ভম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
পুরুষ-উৎপত্তির্নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সায়ুজ্যমাত্মনীতি । দেবী তুষ্টি সতী জ্ঞানপ্রদামেনাশ্বনি ব্রহ্মরূপে সায়ুজ্যমৈক্যং দদৌ  
দেবীপ্রসাদাদাত্মভবেন ব্রহ্মরূপোহভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ( পদমিতি । পরমকং পরমং শ্রেষ্ঠ-  
মিত্যর্থঃ । স্থিরং নিত্যং যং প্রাপ্য জীবো ন পুনর্নিবর্ততে ইতি বচনাৎ । পদং স্থানং ব্রহ্ম-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সুদৃশরাজ এইরূপে দেবীর প্রসাদে মুনিগণেরও ছল্ভ অব্যয় পরম পদ প্রাপ্ত  
হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অষ্টাদশসহস্রলোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
পুরুষবার জন্ম বিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সুহৃদ্যন্তে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরুষবাঃ ।  
সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১ ॥  
প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্বনমস্কৃতম্\* ।  
চকার সর্বধর্মজ্ঞঃ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ২ ॥  
মন্ত্রঃ স্তুগুপ্তস্ত্রাসীৎ পরত্রাভিজ্ঞতা তথা ।  
সদৈবোৎসাহশক্তিশ্চ প্রভুশক্তিস্তথোত্তমা ॥ ৩ ॥  
সামদানাদয়ঃ সর্বৈ বশগাস্তস্য ভূপতেঃ ।  
বর্ণাশ্রমান্ স্বধর্মস্থান্ কুর্বনাজ্যং শশাস হ ॥ ৪ ॥  
যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংশ্চক্রে স রাজা বহুদক্ষিণান্ ।  
দানানি চ বিচিত্রাণি দদাবথ নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥  
তস্য রূপগুণৌদার্যশীলজবিগবিজ্রমান্ ।  
শ্রুত্বোর্বশী বশীভূতা চকমে তং নরাধিপম্ ॥ ৬ ॥

চতুস্ত্রিংশচ্ছ্লোকবর্ধ্যৈঃ পুরুষবস উক্তম্ ।

উর্কশ্যাকরিতকৈব বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

(সোমবংশবর্ণনার্থং সুহৃদ্যচরিতমুক্তম্ । পুরুষবসো বৃত্তান্তং কথয়তি সুহৃদ্যে তু দিবং যাতে ইতি । সু সুন্দরং রূপং যন্ত । অসৌ এতাদৃশরূপবানাসীৎ যেন উর্কশ্যপি বশীভূতা জাতেতি-  
ভাবঃ ॥ ১—২ ॥ ) মন্ত্রঃ স্তুগুপ্ত ইতি । তস্য রাজ্ঞো মন্ত্রো গুপ্তোহনৈরবিদিত আসীৎ । পরত্র

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপতি সুহৃদ্য স্বর্গগমন করিলে পর অশেষগুণশালী রূপবান্ পুরুষবা প্রজারঞ্জনে তৎপর হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সেই সর্বধর্মবিদ রাজা প্রজারঞ্জে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া রমণীয় প্রতিষ্ঠান-নগরীকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তিনি সকলেরই মন্ত্রণা জানিতে পারিতেন এবং সর্বদাই উৎসাহবিশিষ্ট ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩ ॥ সামদান প্রভৃতি উপায় চতুষ্টয় যেন তাঁহার বশীভূত ছিল । ফলত পুরুষবা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমবাসিদিগকে স্ব স্ব ধর্মে রাখিয়া যথাবিহিত শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তিনি বহুদক্ষিণার সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং সেই উপলক্ষে অধিগণকে অশেষ প্রকার দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ ঋষিগণ ! অধিক আর কি

\* সর্বনমস্কৃতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রহ্মশাপাভিতপ্তা সা মানুষ্যং লোকুমান্বিতা ।  
 গুণিনং তং নৃপং মম্বা বরয়ামাস মানিনী ॥ ৭ ॥  
 সময়ং চেদৃশং কৃত্বা স্থিতা তত্র বরাঙ্গণা ।  
 এতাবুরণকৌ রাজন্ ! ত্বস্তৌ রক্ষস্ব মানদ ! ॥ ৮ ॥  
 যুতং মে ভক্ষণং নিত্যং নাত্মং কিঞ্চিদ্দৃশনম্ ।  
 নেক্ষে ত্বাঞ্চ মহারাজ ! নগ্নমন্ত্র মৈথুনাৎ ॥ ৯ ॥  
 ভাষাবন্ধস্তয়ং রাজন্ ! যদি ভগ্নো ভবিষ্যতি ।  
 তদা ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্ ॥ ১০ ॥  
 অঙ্গীকৃতঞ্চ তদ্রাজ্ঞা কামিন্যা ভাষিতস্ত যৎ ।  
 স্থিতা ভাষণবন্ধেন শাপানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ১১ ॥  
 রেমে তদা স ভূপালো লীনো\* বর্ষগণান্ বহুন্ ।  
 ধর্মকর্মাদিকং ত্যক্ত্বা চৌর্ধ্বশ্চা মদমোহিতঃ ॥ ১২ ॥

পরমন্ত্রে তু তন্তু রাজ্ঞোহভিজ্ঞতাসীদেতাংশচতুর ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৬ ॥ ( স্বর্গস্থা উর্ধ্বশী  
 কথং মর্ত্যস্থেন পুরুষবসা সঙ্গতা ইত্যত আহ । ব্রহ্মশাপেতি ॥ ৭ ॥ ) সময়ং সঙ্কেতমেবাহ  
 এতাবুরণকাবিতি । উরুণকৌ মেঘৌ ময়া ত্বন্নিগটে ত্বস্তৌ এতৌ রক্ষস্ব ॥ ৮ ॥ যুত-  
 মিতি । কিঞ্চ হে নৃপ ! মে মম ভক্ষণং যুতমেব নাত্মং কিঞ্চিৎ । কিঞ্চাত্তত্র মৈথুনাৎ  
 নগ্নং নেক্ষে ন পশ্যাম্যহমিতি । যদি মৎপ্রতিজ্ঞাত্বয়ং ত্বয়া নির্বাহতে তর্হি ত্বন্নিগটে  
 অহং স্থাস্তামি নোচেদগ্নিষ্যামীতি । যুতং মে ভক্ষণমিতি । অমৃতং বা আজ্যমিতি ক্রতেঃ  
 দেবানাঞ্চামৃতাশিত্বাৎ ॥ ৯—১০ ॥ শাপানুগ্রহকাম্যয়েতি । শাপমোক্ষকামনয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বলিব, স্বর্বেশা উর্ধ্বশী সেই পুরুষবার রূপ, গুণ, উদারতা, ধন, স্বভাব ও বিক্রম প্রভৃতির  
 বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার বশীভূতা হইয়া সর্বদা তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥  
 কিছুকাল পরে উর্ধ্বশী ব্রহ্মশাপে অভিভূতা হইয়া পৃথিবীতে আগমন পূর্বক সর্বগুণালঙ্কৃত  
 এই নৃপবরকেই বরণ করিলেন । এবং তাঁহার নিকট এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, মহারাজ !  
 আমি এই দুই গেষশাবককে আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম আপনি ইহাদের রক্ষণা-  
 যেক্ষণ করিবেন তাহা হইলেই আমার মান রক্ষা করা হইবে । আমি প্রত্যহ যুত ভক্ষণ  
 করিব আমার অপর কোনও ভক্ষণে প্রয়োজন নাই এবং মৈথুনকাল ব্যতিরেকে আমি  
 যেন কদাচ আপনাকে উলঙ্গ না দেখি । মহারাজ ! এই আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য ; ভঙ্গ করিয়া  
 যদি কখন আপনি উলঙ্গ বা গেষশাবক রক্ষণে অসমর্থ হন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি  
 আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব, ইহা সত্য বলিতেছি ॥ ৭—১০ ॥ ঋষিগণ ! মহা-  
 রাজ পুরুষবা কামিনী উর্ধ্বশীর এই প্রতিজ্ঞা বাক্যগুলি স্বীকার করিলেন এবং উর্ধ্বশীও  
 শাপ মোক্ষণ কামনায় এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥



একচিত্তস্তু সংজাতস্তম্মনস্কো মহীপতিঃ ।  
 ন শশাক তয়া হীনঃ ক্ৰণমপ্যতিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥  
 এবং বর্ষগণান্তে তু স্বর্গস্থঃ পাকশাসনঃ ।  
 উর্ধ্বশীং নাগতাং দৃষ্ট্বা গন্ধর্বানাহ দেবরাট্ ॥ ১৪ ॥  
 উর্ধ্বশীমানয়ধ্বং ভো গন্ধর্বাঃ সর্ব এব হি ।  
 হৃদোরণৌ গৃহান্তস্য ভূপতেঃ সময়ে কিল ॥ ১৫ ॥  
 উর্ধ্বশীরহিতং স্থানং মদীয়ং নাতিশোভতে ।  
 যেন কেনাপ্যপায়েন তামানয়ত কামিনীম্ ॥ ১৬ ॥  
 ইত্যুক্তান্তেহথ গন্ধর্বা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ ।  
 ততো গঙ্গা মহাগাতমসি প্রভূপস্থিতে ॥ ১৭ ॥  
 জহুস্তাবুরণৌ দেবা রমমাণং বিলোক্য তম্ ।  
 চক্রন্দভুস্তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সাম্ ॥ ১৮ ॥  
 উর্ধ্বশী তদুপাকর্ষ্য ক্রন্দিতং স্ততয়োরিব ।  
 কুপিতোবাচ রাজানং সময়োহয়ং কৃতো ময়া ॥ ১৯ ॥

নীনোহস্তর্গ্হে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ন শশাকেতি । তয়া হীনোহবস্থাভূং ন সমর্থো  
 বভূব ॥ ১৩—১৪ ॥ সময়ে তেনাজাতকালে ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ চক্রন্দভূরাহ্মানং রোদনং  
 বা চক্রভূঃ ॥ ১৮ ॥ সময়োহয়মিতি । ময়াযং সময়ঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সেই ভূপাল সমস্ত ধর্মকার্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক উর্ধ্বশীর ব্যসনমদে মোহিত হইয়া  
 বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অন্তঃপুরে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । এই সময় মহীপতি  
 পুরুষবা উর্ধ্বশীতে এক্রপ অমুরক্ত হইয়াছিলেন, যে ক্রণমাত্রও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে  
 পারিতেন না ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ ! এইরূপে বহুবর্ষ গত হইলে পর সুরপতি ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়া উর্ধ্বশীকে না  
 দেখিয়া গন্ধর্বদিগকে বলিলেন । ওহে গন্ধর্বসকল ! তোমরা সকলেই একত্রিত হইয়া  
 যথাসময়ে সেই ভূপতি পুরুষবার গৃহ হইতে মেঘদ্বয়কে অপহরণ করত উর্ধ্বশীকে আনয়ন  
 কর ॥ ১৪—১৫ ॥ দেখ । আমাদের এই স্বর্গপুরী উর্ধ্বশী বিহীন হইয়া কিছুতেই শোভা  
 পাইতেছে না । অতএব যে কোনও উপায়ে সেই কামিনীকে আনয়ন কর ॥ ১৬ ॥

অনন্তর সেই বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ ইন্দের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঘোরতর অক-  
 কার উপস্থিত হইলে পুরুষবার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে উর্ধ্বশীর সহিত ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া সেই  
 মেঘ দুইটিকে অপহরণ করিলেন । অনন্তর সেই অপহৃত মেঘ দুইটা আকাশ হইতে অতিশয়  
 চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ১৭—১৮ ॥ উর্ধ্বশী, পুস্ত্রের জ্ঞায় সেই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া

\* শকং দাতুং তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সি । ইতি বা পাঠঃ ।

নষ্টোহং তব বিশ্বাসাক্তৌ চৌরৈর্মমোরণৌ ।  
 রাজন্ ! পুত্রসমাবেতৌ ত্বং কিং শেষে স্ত্রিয়া সমঃ ॥ ২০ ॥  
 হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা ।  
 উরণৌ মে গতৌ চাদ্য সদা প্রাণপ্রিয়ৌ মম ॥ ২১ ॥  
 এবং বিলপমানান্তাং দৃষ্ট্বা রাজা বিমোহিতঃ ।  
 নগ্ন এব যযৌ তুর্ণং পৃষ্ঠতঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২২ ॥  
 বিদ্যুৎ প্রকাশিতা তত্র গন্ধর্বৈৰ্নৃপবেশ্মনি ।  
 নগ্নভূতস্তয়া দৃষ্টৌ ভূপতির্গন্তকাময়া ॥ ২৩ ॥  
 ত্যক্তৌরণৌ গতাঃ সর্বৈ গন্ধর্বাঃ পথি পার্থিবঃ ।  
 নগ্নো জগ্রাহ তৌ শ্রান্তৌ জগাম স্বগৃহং প্রতি ॥ ২৪ ॥  
 তদোর্বশীং গতং দৃষ্ট্বা বিললাপাতিদুঃখিতঃ ।  
 নগ্নং বীক্ষ্য পতিং নারী গতা সা বরবর্ণিনী ॥ ২৫ ॥  
 ক্রন্দন্ স দেশদেশেষু বভ্রাম নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।  
 তচ্চিন্তো বিহ্বলঃ\* শোচন্নিবশঃ কামমোহিতঃ ॥ ২৬ ॥

নষ্টা শোকগ্রস্তা আততি শেষঃ । স্ত্রিয়া সমঃ নিকরীণ্য ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২১ ॥ বিলপস্ত্রীমূর্খশী-  
 মবলোকা রাজা তৎকৃতপ্রতিজ্ঞাং বিশ্বসন্ উলঙ্গ এব উরণৌ স্ত্রিয়কুর্গতবানিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥

অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে বলিল । মহারাজ ! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা  
 এক্ষণে অন্তথা হইয়াছে । অতএব আমি আপনার উপর বিশ্বাস করিয়াই বিচ্ছিন্ন হইলাম ।  
 ঐ দেখুন আমার মেঘ দুইটিকে চোরগণে অপহরণ করিয়াছে । রাজন্ ! ঐ দুইটিকে আমার  
 পুত্রের ছায় জানিবেন আপনি এখনও যে স্ত্রীলোকের ছায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ? (শীঘ্র  
 উগাদিগকে বিমুক্ত করুন ॥) ১৯—২০ ॥ হাব ! আমি এই বীরাভিমानी স্ত্রীবতুলা অসং  
 স্বামীর হস্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলাম । আমাব প্রাণসদৃশ প্রিয় ঐ মেঘদ্বয় অন্য  
 কোথায় যাইল ॥ ২১ ॥ মহারাজ পুরুষা উর্বশীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া  
 বিমোহিত হইয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই যেমন মেঘের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, অমনি গন্ধর্বগণ  
 সেই গৃহমধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গগমনাভিলাষিণী উর্বশী মহারাজকে  
 উলঙ্গ দেখিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ ইহা দেখিয়া গন্ধর্বগণ মেঘদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান  
 করিল । অনন্তর সেই রাজা পৃথিবীমধ্যে নগ্ন অবস্থাতেই তাহাদিগকে গ্রহণ করত পরিশ্রান্ত  
 হইয়া স্বগৃহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

তৎকালে, সেই বরবর্ণিনী কামিনী পতিকে উলঙ্গ দেখিবামাত্র প্রস্থান করিল । পুরুষা  
 ইহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতাশ্রুতঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ সেই কামমোহিত

\* বিকৃতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ভ্রমন্ বৈ সকলাং পৃথ্বীং কুরুক্ষেত্রে দদর্শ তাম্ ।  
 দৃষ্ট্ৱা সংহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং নৃপোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥  
 অয়ে জায়ে ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমহঁসি ।  
 মাং ত্বং স্বাম্মানসং কাস্ত্বং বশগক্ষাপ্যনাগসম্ ॥ ২৮ ॥  
 স দেহোহয়ং পতত্যত্র দেবি ! দূরং হতস্ত্রয়া ।  
 খাদন্ত্যনং বৃকাঃ কাকাস্ত্রয়া ত্যক্তং বরোরু ! যৎ ॥ ২৯ ॥  
 এবং বিলপমানস্তং রাজানং প্রাহ চোৰ্বশী ।  
 দুঃখিতং কৃপণং শ্রান্তং কামার্ত্তং বিবশং ভৃশম্ ॥ ৩০ ॥

উৰ্বশ্যবাচ ।

মূৰ্খোহসি নৃপশাৰ্দূল ! জ্ঞানং কুত্র গতস্তব ।  
 কাপি সখ্যং ন চ স্ত্রীণাং বৃকাণামিব পার্থিব ! ॥ ৩১ ॥  
 ন বিশ্বাসো হি কৰ্ত্তব্যস্ত্রীষু চৌরেষু পার্থিবৈঃ ।  
 গৃহং গচ্ছ স্ত্বং ভুঙ্ক্ষুমা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৩২ ॥

অনাগসমনপবাধিনঃ ন ত্যক্তুমহঁসীত্যবয়ঃ ॥ ২৮ ॥ কুত ইতি চেত্তত্রাহ স দেহ ইতি । যদ্য-  
 য়াক্ষেতোঃ স দেহো যঃ পূৰ্ণং ত্রয়াহতিপ্রেম্ণা ভুক্তঃ সোহয়ং দেহোহত্র পততি । ত্রয়া  
 দূরদেশং হতস্ত্রুদ্রদেশেন দূরদেশং প্রাপ্তোহতিকোমল ইতি কৃত্বা । কিঞ্চ হে বরোরু !  
 এনং দেহং কাকা বৃকাঃ খাদন্তি । বর্তমানসামীপ্যে লট্ । ত্রয়া ত্যক্তং স্তম্ভমধুনৈব

নৃপতি তন্মনস্ক হইয়া একরূপ বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে উৰ্বশীর জন্য দেশবিদেশে ক্রন্দন  
 করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে মহারাজ পুরুষবা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ  
 করিয়া একদিবস কুরুক্ষেত্রে তাহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিবামাত্র অতিশয় আন-  
 ন্তিত হইয়া তাহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন ॥ ২৭ ॥ অয়ে পত্নি ! থাক থাক !! আমাকে  
 এই বিষম সঙ্কটে ফেলিয়া প্রস্থান করিও না । আমি ত কোন অপরাধ করি নাই বরং  
 একান্ত চিত্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২৮ ॥ দেবি ! তোমার  
 জন্ত আমি বহুদূর আসিয়াছি । হে বরোরু ! যদি তুমি পরিত্যাগ কর তাহা হইলে যে দেহ  
 পূৰ্ণে তুমি অতিশয় প্রণয়সহকারে উপভোগ করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা পতিত হইলে  
 সামান্ত বৃককাকে ভক্ষণ করিবে ॥ ২৯ ॥ উৰ্বশী সেই কামার্ত্ত পরিশ্রান্ত দুঃখিত রাজাকে  
 অতিশয় বিবশের আয় বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিল ॥ ৩০ ॥

মহারাজ ! আমি তোমাকে নৃপগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি ; কিন্তু, এক্ষণে মূৰ্খের আয়  
 ব্যবহার করিতেছ কেন ? তোমার সেই জ্ঞান কোথায় গেল ? তুমি কি জান না যে  
 ত্রীলোকের বহুতা বৃকগণের আয় কুত্ৰাপি স্থির থাকে না । রাজগণ কখনই ত্রীলোক অথবা



ইত্যেবং বোধিতো রাজা ন বিবেদাতিমোহিতঃ ।

দুঃখঞ্চ পরমং প্রাপ্তঃ স্মৈরিণীশ্লেহযন্ত্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি সৰ্ব্বং সমাখ্যাতমূৰ্বশীচরিতং মহৎ ।

বেদে বিস্তরিতং চৈতৎ সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
উৰ্বশীপুরুষবাসোর্মেলনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ভক্ষয়িতব্যতীত্যাৰ্থঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥ বেদে বিস্তরিতমিতি বহুচি মামৃথা ইতি সূক্তেনেত্যাৰ্থঃ ।  
দ্বীপসন্ধিনামিখং গতিৰ্ভবতি তস্মাৎ দ্বীপসন্ধঃ সৰ্ব্বথা শ্রীভগবতুপাসকৈস্ত্যাক্য ইত্যবাস্তবতাৎ  
পর্যায় ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চৌরের প্রতি বিশ্বাস করিবে না । অতএব মহারাজ ! তুমি গৃহে যাও সুখে বিবরতো  
কর অনর্থক বিষয় হইও না ॥ ৩১—৩২ ॥ উৰ্বশী এইরূপে প্রবোধ দিলেও সেই অ  
মুগ্ধচিত্ত রাজা প্রবোধ মানিলেন না বরং সেই স্বর্কেশ্বার স্নেহ-সংবদ্ধ হইয়া অতিশয় দুঃ  
পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! এই ত আমি উৰ্বশীচরিত্র কথা সমস্তই বর্ণন করিলাম  
পরন্তু, ইহা বেদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে আমি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিলাম ॥ ৩৪ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম

স্কন্ধে উৰ্বশীপুরুষবাচরিত্রবর্ণন নামক ত্রয়োদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীসূত উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তামসিতাপাক্ষীং ব্যাসশ্চিস্তাপরোহভবৎ ।  
কিং করোমি ন মে যোগ্যা দেবকন্তোয়মপ্সরাঃ ॥ ১ ॥  
এবং চিস্তয়মানস্ত দৃষ্ট্বা ব্যাসং তদাপ্সরাঃ ।  
ভয়ভীতা হি সঞ্জাতা শাপং মাং বিস্মজেদয়ম্ ॥ ২ ॥  
সা কৃৎস্নাহং শুকীরূপং নির্গতা ভয়বিহ্বলা ।  
কৃষ্ণস্ত বিস্ময়ং প্রাপ্তো বিহঙ্গীং তাং বিলোকয়ন্ ॥ ৩ ॥  
কামস্ত দেহে ব্যাসস্ত দর্শনাদেব সঙ্গতঃ ।  
মনোহতিবিস্মিতং জাতং সর্বগাত্রেষু বিস্মিতঃ ॥ ৪ ॥

সপ্ততিমোকবর্ষোক্ত শুকসোৎপত্তিরীর্ষ্যতে ।

যত্র বর্ষো গৃহস্থানাং কৰ্ত্তব্যাহেন চোচ্যতে ॥

দৃষ্টাস্তদ্বেনোপাত্তাং পুরুষবঃকথাং সমাপ্য প্রকৃতাং শুকাৎপত্তিং কথয়তি । দৃষ্ট্বৈতি ।  
ন মে যোগোতি । গৃহস্থাশ্রমযোগ্যা নেত্যর্থঃ । যতোহপ্সরা ইয়ং ভবতি ॥ ১ ॥ মাং প্রতি  
শাপময়ং বিস্মজেদিত্যিতি হেতোঃ সাপ্সরা ভয়ভীতা অভবদিত্যাহ । ভয়ভীতেতি ॥ ২ ॥  
শুকীতি । কীরাক্ষনারূপমিত্যর্থঃ । বিস্ময়মিতি অহো অধুনৈবেয়ং বিলক্ষণা কামিনী কথং  
শুকী জাতেতি বিস্ময় ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ দর্শনাদেবেতি । অপ্সরোরূপদর্শনাদেবেত্যর্থঃ । বিস্মিতং

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! ব্যাসদেব সেই চাক্রলোচনা অপ্সরাকে দেখিয়া অতিশয়  
চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই দেবকন্তা অপ্সরা ত আমার যোগ্যা নহে,  
তবে ইহাকে লইয়া আমি কি করিব ॥ ১ ॥ সেই সময় অপ্সরাও ব্যাসদেবকে চিন্তাতুর  
দেখিয়া, পাছে ইনি আমাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়াছিল ॥ ২ ॥  
অনন্তর সেই দেববারাক্ষনা ঘৃতাচী শাপভয়ে বিহ্বল হইয়া শুকপক্ষ্মীরূপ ধারণ করিয়া  
তথা হইতে প্রস্থান করিল । এদিকে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও এই মুহূর্ত্তে বাহাকে সর্বমূলকণা  
দিব্য কামিনীমূর্ত্তি দেখিলেন, পরক্ষণে তাহাকেই পক্ষ্মীরূপ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-  
সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩ ॥ হে মহর্ষিমণ্ডল! ইহ সংসারে ব্রহ্মর্ষিই হউন আর দেবতাই  
হউন পঞ্চরাণের লক্ষ্য হইতে কাহারই পরিজ্ঞান নাই; অতএব, মহর্ষি বেদব্যাস যে ক্ষণে  
সেই অপ্সরঃপ্রধানা ঘৃতাচীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিলেন, সেই অবসরেই কামদেব  
মহর্ষির দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন অপরূপ কামিনী-  
মূর্ত্তি ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সর্বশরীর লোমহর্ষণে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪ ॥

স তু ধৈর্য্যেণ মহতা নিগৃহ্ণন্ মানসং মুনিঃ ।  
 ন শশাক নিয়ন্তুঃ স ব্যাসঃ প্রসূতং মনঃ ॥ ৫ ॥  
 বহুশো গৃহমাগঞ্চ যুতাচ্য মোহিতং মনঃ ।  
 ভাবিত্বামৈব বিধৃতং ব্যাসস্তামিততেজসঃ ॥ ৬ ॥  
 মন্থনং কুর্ষ্বতস্তস্মৈ মূনেঃ গিচিকীর্ষয়া ।  
 অরণ্যামেব সহসা তস্মৈ শুক্রমথাপতৎ ॥ ৭ ॥  
 সোহবিচিন্ত্য তথা পাতং মমস্থারণিমিব চ ।  
 তস্মাচ্ছুকঃ সমুদ্ভূতো ব্যাসাকৃতিমনোহরঃ ॥ ৮ ॥  
 বিস্ময়ং জনয়ন্ বালঃ সংজাতস্তদরণ্যজঃ ।  
 যথাহধ্বরে সমিক্ণোহগ্নির্ভাতি হব্যেন দীপ্তিমান্ ॥ ৯ ॥

প্রফুল্লং জাতম্ । বিস্মিতঃ প্রফুল্লঃ ॥ ৪ ॥ নিগৃহ্ণন্মানসমিতি । নিরুদ্ধং কুর্ষ্বন্নপি নিয়ন্তুং ন  
 শশাকেত্যর্থঃ । প্রসূতমিতি । বিষয়েষু ব্যাপৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ নৈব বিধৃতমিতি । ন বিধৃতং  
 নিরুদ্ধমভবদিতি শেষঃ ॥ ৬—৭ ॥ সোহবিচিন্ত্যতি । অবিচিন্ত্যোতিচ্ছেদঃ । ন গণয়িত্বৈত্যর্থঃ ।  
 নহু বীৰ্য্যপাতানস্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মন্থনং কৰ্ত্তব্যং তৎ কথমবিচিন্ত্যত্যাগমিতি চেৎ ।  
 যতো যজ্ঞে কৰ্ম্মণি যজ্ঞাঙ্গবৈকল্যে এব প্রায়শ্চিত্তং নান্তর্থেতি মন্ততে মুনিঃ । যদ্বাহরণ্যঃ  
 পতितঃ বীৰ্য্যমবিচিন্ত্যাহজ্ঞাসেত্যর্থঃ । বীৰ্য্যপাতানস্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মন্থনং কৃতং  
 পরন্তু অরণ্যং পতিতমিত্যেব ন জ্ঞাতমিত্যর্থকল্পনাৎ । ব্যাসাকৃতিশ্চাসৌ মনোহরশ্চেতি

যদিচ, মহর্ষি ব্যাস অন্তঃস্ববিচারে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, তথাপি তজ্জনিত স্তম্ভহং  
 ধৈর্য্যপ্রভাবেও কল্পৰ্প শরসংবিদ্ধমানস মন্ত হস্তীকে নিগৃহীত করিতে ভূয়িষ্টপ্রয়াস পাই-  
 য়াও কোনক্রমেই সেই প্রেমলালসা বিগলিতচিত্তকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হইলেন  
 না ॥ ৫ ॥ ভবিতব্যতাকে অতিক্রম করিতে পারে, এই ত্রিলোকীমধ্যে এরূপ কাহারও  
 সাধ্য নাই; সুতরাং সেই অবশ্যস্তাবি দৈবপ্রভাব নিবন্ধন মহর্ষি বেদব্যাস অপরিমেয়  
 তপঃপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও যুতাচীর অলৌকিক রূপে বিমোহিত মনোরূপ মাতঙ্গসহস্র  
 প্রবোধ শৃঙ্খলার নিরুদ্ধ করিতে তুরি তুরি যত্ন পাইয়াও কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারি-  
 লেন না । অগ্নির উৎপাদন লালসায় তিনি বে অরণীষয় লইয়া মন্থন করিতেছিলেন, হঠাৎ  
 তাঁহার বীৰ্য্য স্থলিত হইয়া সেই অরণীকাষ্ঠ মধ্যেই নিপতিত হইল ॥ ৬—৭ ॥ তৎকালে,  
 তিনি সেই রক্তপাতের বিষয় অন্তরে স্থান না দিয়া যেমন অবিরত অরণীকাষ্ঠ ঘর্ষণে প্রবৃত্ত  
 হইলেন, অমনি তৎকরণে দ্বিতীয় বেদব্যাসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা হইতে সর্বাঙ্গমূলক  
 মহাত্মা শুকদেব আবির্ভূত হইলেন । মহর্ষিগণ ! যেমন বজ্রস্থলে প্রক্ষলিত হত্যাশন তুরিষ্ট  
 হবনীয় স্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আরও সমধিক উদ্দীপ্তভাবে প্রতিভাত হইতে থাকেন, সেইরূপ  
 তাঁহার সেই অরণীগর্ভজ বালকও সহসা সমুদ্ভূত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদনকরত অম-  
 ন্য শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮—৯ ॥



ব্যাসস্ত্ব স্ততমালোক্য বিস্ময়ং পরমঙ্গতঃ ।

কিমেতদিত্তি সঞ্চিন্ত্য বরদানাচ্ছিবস্ত বৈ ॥ ১০ ॥

তেজোরূপী শুকো জাতোহপ্যরণীগর্ভসম্ভবঃ ।

দ্বিতীয়োহগ্নিরিবাত্যর্থঃ দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ১১ ॥

বিলোকয়ামাস তদা ব্যাসস্ত্ব মুদিতং স্ততম্ ।

দিব্যেন তেজসা যুক্তং গার্হপত্যমিবাপরম্ ॥ ১২ ॥

গঙ্গান্তঃ স্নাপয়ামাস সন্মগত্য গিরেস্তুদা ।

পুষ্পবৃষ্টিস্ত্ব খাজ্জাতা শিশোরূপরি তাপসাঃ ! ॥ ১৩ ॥

জাতকর্মাদিকং চক্রে ব্যাসস্তস্য মহাত্মনঃ ।

দেবত্বদুভয়ো নেতুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগনাঃ ॥ ১৪ ॥

জগুর্গন্ধর্ব্বপত্যো মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ ।

বিশ্বাবসুর্নারদশ্চ তুম্বুরঃ শুকসম্ভবে ॥ ১৫ ॥

সনত্তম্ ॥ ৮ ॥ অরণ্যজঃ । অরণ্যকাষ্ঠজ ইত্যর্থঃ । শন্য অরণ্যকাষ্ঠজাৎ । যথাধ্বরে ইতি ।

তপায়ং দীপ্তিমানিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

কিমেতদিত্তি । কানিষ্ঠভাবে কথং পুত্রোৎপত্তিরিতি বিচিন্ত্য চিন্তাকৃত্য শিবস্ত বর-  
দানাদেতদভবদিত্তি তর্কয়ামাসেতি শেষঃ ॥ ১০—১২ ॥

খানাকাশাৎ ॥ ১৩ ॥ (শুকজন্মানি দেবাদেবগোনশ্চ সম্ভবী জাতা ইত্যত আহ । দেব-  
ত্বদুভয় ইতি ॥ ১৪—১৫ ॥ অরণী উত্তরাধরহোমকাষ্ঠজয়ং তদঘর্ষণাৎ সম্ভবং সম্ভাতং অযোনিজ-

ব্যাসদেব সহসা তাদৃশ সর্কাক্ষসুন্দর পুত্র সন্দর্শনে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রথমত  
ভাবিলেন, এ আবার কি হইল ? পরে, নিশ্চয় করিলেন যে, ইহা সেই দেবদেব ভগবান্  
সদাশিবের বরপ্রভাব ভিন্ন অপর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥ এদিকে অরণীগর্ভসম্ভূত সেই তেজো-  
বান্ শুকদেব জাতগাত্র নিজ প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে মূর্ত্তিমান্ হতাশনের স্তায় প্রতিভাত  
হইতে লাগিলেন । তখন, মহর্ষি ব্যাস দ্বিবাপ্রভাবসম্পন্ন দ্বিতীয় গার্হপত্য অগ্নিসদৃশ সেই  
সদানন্দময় কুমারের প্রতি নির্নিমেঘমননে চাহিয়া রহিলেন ॥ ১১—১২ ॥

হে তাপসবৃন্দ ! সেই সময় ভগবতী গঙ্গাদেবী ও হিমালয়গিরি হইতে সেই স্থলে সমা-  
গত হইয়া বাগকের দেহের অভ্যন্তরস্থল (সমস্ত নাড়ী) পর্য্যন্ত নিজ পবিত্র সলিল দ্বারা  
প্রক্ষালন করিয়া দিলেন ; অমনি আকাশ হইতে সেই শিশুর উপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে  
লাগিল ॥ ১৩ ॥ অধিক কি বলিব যৎকালে সত্যবতী কুমার মহর্ষি ব্যাস সেই মহাত্মা পুত্রের  
জাতেষ্ঠাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, সেই সময় শুকদেবের অশ্রোৎসব উপলক্ষে আকাশে দেব-  
ত্বদুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরোবৃন্দ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং নারদ, বিশ্বা-  
বসু ও তুম্বুর প্রভৃতি প্রধান গন্ধর্ব্বনারকগণ বাগকের দর্শন লাভসায় তথায় আগমন পূর্ব্বক

তুষ্ণু বুমু দিতাঃ সর্বৈ দেবা বিদ্যাধরাস্তথা ।  
 দৃষ্ট্য ব্যাসস্ততং দিব্যমরণীগর্ভসম্ভবম্ ॥ ১৬ ॥  
 অন্তরিকাং পপাতোর্ব্যাং দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্ ।  
 কমণ্ডলুস্তথা দিব্যঃ শুকস্যার্থে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥  
 সদ্যঃ স ববুধে বালো জাতমাত্রোহতিদীপ্তিমান্ ।  
 তস্যোপনয়নং চক্রে ব্যাসো বিদ্যাবিধানবিৎ\* ॥ ১৮ ॥  
 উৎপন্নমাত্রং তং বেদাঃ সরহস্যাঃ সংগ্রহাঃ ।  
 উপতস্থুর্মহাত্মানং যথাস্য পিতরস্তথা ॥ ১৯ ॥  
 যতো দৃষ্টং শুকীরূপং স্নাতাচ্যাঃ সম্ভবে তদা ।  
 শুকেতি নাম পুত্রস্য চকার মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ২০ ॥  
 বৃহস্পতিমুপাধ্যায়ং কৃত্বা ব্যাসস্ততস্তদা ।  
 ত্রতানি ব্রহ্মচর্য্যস্য চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২১ ॥

মিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ শুকশ্রাবালব্রহ্মচর্য্যভাবিত্ত্বাং আকাশাদেব ব্রহ্মচর্য্যোপকরণানি নিপেতুরিত্যত  
 আহ দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥ উপতস্থূর্মনসি ক্ষুরণং প্রাপ্নুবনিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স্নাতাচ্যাঃ সম্ভবে তদেতি । স্নাতাচ্যাঃ শুকীরূপং সম্ভবে শুকোৎপত্তিসময়ে দৃষ্টং যতো  
 যন্তাং কারণাং । তন্মাদেব তদা তস্মিন্ কালে । শুকেতি সন্ধির্যর্থঃ । শুক ইতি নাম  
 চকারেত্যর্থঃ । বহুদ্দেশেন নীৰ্য্যং পত্নিতং সা তন্তু মাত্রেতি শুকী মাতাত্রেতি শুক-  
 নামকরণত্বাৎপর্য্যম্ ॥ ২০—২১ ॥ (ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি । শুকো গুরুকুলেবৃহস্পতি গৃহে স্থিত্বৈতি  
 আনন্দিতমনে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ সমস্ত দেব ও বিদ্যাধরগণ মহর্ষি  
 ব্যাসের সেই অরণী গর্ভ সম্ভূত পুত্র সন্দর্শনে আশ্লাদে পুলকিত হইয়া স্তুতিপাঠ করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ হে দ্বিজোত্তম মহর্ষিগণ ! সেই সময় শুকদেবের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে  
 পৃথিবীতে দিব্যরূপী দণ্ড, কমণ্ডলু ও সর্ব সুখাবহ কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম পতিত হইল ॥ ১৭ ॥  
 ঐ দিকে সেই বালক শুকদেব জন্মমাত্র প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার স্থায় তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত  
 হইলেন ইহা দেখিয়া সর্বশাস্ত্র বিধানে অভিজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তাঁহার উপনয়ন প্রদান করিলেন ।  
 হে মহর্ষিগণ ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত সংগ্রহ ও রহস্ত সমেত চতুষ্পাদ বেদ  
 সকল যেমন মহর্ষি বেদব্যাসের নিকটে প্রতিনিয়ত আয়ত্তীকৃত রহিয়াছে সেইরূপ তাঁহার  
 সেই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ তাঁহার অন্তরে  
 ক্ষুধি পাইতে লাগিল ॥ ১৮—১৯ ॥

হে মুনিসত্তমগণ ! ভগবান্ কৃষ্ণদৈপায়ন পুত্রের জন্মকালে স্বর্গবেত্তা স্নাতাচীর মূর্ত্তি শুক  
 পক্ষীগীর মত দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামও শুকদেব রাখিলেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর

মোহধীত্য নিখিলান্ বেদান্ সরহস্যান্ সংগ্রহান্ ।

ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বাণি কৃৎস্না গুরুকূলে শুকঃ ॥ ২২ ॥

গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবর্ত্তো মুনিস্তদা ।

আজগাম পিতুঃ পার্শ্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেমগোখায় সসম্মমঃ ।

আলিলিঙ্গ মুহূর্ত্তাণং মূর্দ্ধি তস্মৈ চকার হ ॥ ২৪ ॥

পপ্রচ্ছ কুশলং ব্যাসস্তথা চাধ্যয়নং শুচিঃ ।

আশ্বাস্ত্র স্থাপয়ামাস শুকং তত্রাশ্রমে শুভে ॥ ২৫ ॥

দারকর্ম ততো ব্যাসঃ শুকস্ত পর্যাচিস্তয়ৎ ।

কন্যাং মুনিম্বতাং কান্তামপৃচ্ছদতিবেগবান্ ॥ ২৬ ॥

শুকং প্রাহ স্ততং ব্যাসো বেদোহধীতস্তয়াহনঘ ! ।

ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বাণি কুরু ভার্য্যাং মহামতে ! ॥ ২৭ ॥

শেষঃ । সর্বাণি ধর্মশাস্ত্রাণি কৃৎস্না অধীত্য ইত্যর্থঃ । পিতুঃ সমীপে আগতবানিতি পর-  
শ্লোকেনাশ্রয়ঃ ॥ ২২—২৩ ॥ ভ্রাণং মূর্দ্ধীতি । মন্তকাবভ্রাণং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ আশ্বা-  
স্তেতি । পুত্রাধ্যয়নং প্রভৃতি সম্যক্ ত্বয়াহধ্যয়নং কৃতমিত্যাশ্বাস্তেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ (দারকর্ম  
ভার্য্যাগ্রহণম্ ॥ ২৬ ॥ মহামতে ইতি সম্বোধনেন শুকস্ত কর্তব্যাকর্তব্যবিচারশক্তিঃ

শুকদেব স্বরগুরু বৃহস্পতিকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়া যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অমুষ্ঠানে  
প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ এইরূপে মেধাশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা শুক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতামুষ্ঠায়ী  
হইয়া গুরুকূলে থাকিয়া সমস্ত রহস্তগণ সমন্বিত সাক্ষ বেদ চতুষ্টয়, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি  
উপবেদ ও সমস্ত ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নান্তর গুরু দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক পিতা কৃষ্ণ-  
দ্বৈপায়নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২—২৩ ॥ মহর্ষি ব্যাস শুকদেবকে নিকটে  
উপস্থিত দেখিবামাত্র সসম্মমে উঠিয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং মোহা-  
ধিক্য বশতঃ বারংবার মন্তকের আঘাণ লইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ পরে, ব্যাসদেব অতি  
সরলভাবে শুকদেবের শারীরিক ও অধ্যয়নাদি বিষয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,  
(এবং সকল বিষয়েই পুত্রকে সম্পূর্ণ কৃতী দেখিয়া) আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সেই সর্ব্ব মঙ্গল-  
ময় আশ্রমে অবস্থান করিতে অমুমতি করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর, ভগবান্ ব্যাসদেব শুকদেবের দারপরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ;  
পরম কমলীয় মূর্ত্তি হইবে অথচ মুনিকুমারী হয় এরূপ অনুভূত কহা পাইবার নিমিত্ত তিনি  
অতিশয় ব্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে কহিলেন, বৎস !  
সাক্ষবেদ ও ধর্ম শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া তোমার সমস্ত মনোমালিন্য দূর হইয়াছে তা-  
একজে, দারপরিগ্রহ কর । হে পুত্র ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অতএব তোমাকে অধিক



গার্হস্থ্যঞ্চ সমাসাদ্য যজ দেবান্ পিতৃনথ ।  
 ঋণামোচয় মাং পুত্র ! প্রাপ্য দারান্মনোরমান্ ॥ ২৮ ॥  
 অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ ।  
 তস্মাৎ পুত্র ! মহাভাগ ! কুরুষাদ্য গৃহাশ্রমম্ ॥ ২৯ ॥  
 কৃত্বা গৃহাশ্রমং পুত্র ! স্থখিনং কুরু মাং শুক ! ।  
 আশা মে মহতী পুত্র ! পূরয়স্ব মহামতে ! ॥ ৩০ ॥  
 তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং প্রাপ্তোহসি ত্বমযোনিজঃ ।  
 দেবরূপী মহাপ্রাজ্ঞ ! পাহি মাং পিতরং শুক ! ॥ ৩১ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি বাদিনমভ্যাসে প্রাপ্তঃ\* প্রাহ শুকস্তদা ।  
 বিরক্তঃ সোহতিরক্তং তং সাক্ষাৎ পিতরমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

স্মৃতিতঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ গার্হস্থ্যশ্রমং প্রশংসয়্যাহ অপুত্রস্যোতি । গৃহাশ্রমং কুরু গৃহস্থধর্ম্যং  
 পালয় দারপরিগ্রহেণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ তবোৎপত্ত্যর্থং ময়া মহান্ ক্রেশঃ কৃতঃ অতো  
 ভবানধুনা মমাশাং নিরাকর্ত্ত্বং নাইসীতি আহ তপস্তপ্ত্বোতি ॥ ৩১ ॥ )

আর কি বলিব কোন মনোরমা কামিনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া  
 দেব ও পিতৃ লোকের অর্চনা কর । ফল কথা এই যে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া  
 ঋণত্রয় হইতে আমাকে মুক্ত কর ॥ ২৮—২৯ ॥ বৎস ! পুত্রবিহীন মানবের সদগতি নাই ; আর  
 স্বর্গত কোন ক্রমেই হইবে না । ফলত অশেষপ্রকার দুর্গতিই ঘটয়া থাকে ; অতএব হে  
 মহাত্মন ! তুমি সকল আশ্রমের সার স্বরূপ গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ কর । বৎস শুক ! তুমি  
 অসামান্ত মনোবাক্তি সম্পন্ন ; সুতরাং তোমাকে অধিক আর কি বুঝাইব আমি তোমার  
 প্রতি অনেক দূর আশা করিয়া রহিয়াছি ; এক্ষণে তুমি আমার সেই সমস্ত আশা পূরণ  
 কর । দেখ, শুক ! আমি ঘোরতর তপস্তা করিয়া সেই ভগবান্ বৃষভধ্বজের প্রসাদেই তোমা  
 হেন দেবরূপী অযোনিগম্বুত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ; রে বৎস ! তুমি কেবল তাঁহারই  
 প্রভাবে এতাদৃশ সুমহৎ প্রজ্ঞাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছ, অতএব, তোমাকে অধিক আর কি  
 বলিব তুমি আমার এই আদেশটী পালন করিয়া এ বিষয়ে আনন্দ-রক্ষা কর ॥ ২৯—৩১ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! মহর্ষি বেদবাস পুত্র শুকদেবকে নিকটে বসাইয়া  
 এই প্রকার গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত অহুরোধ করিলে ; সেই বিষয়ভোগ-  
 বিরাগী মহাত্মা শুক নিজ পিতাকে অত্যন্ত সংসারাসক্ত দেখিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারেই  
 কহিলেন, পিতঃ ! আপনি ঘোরতর তপঃপ্রভাবে এতাদৃশী মহতী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে,  
 বহুদূর আপনি বেদ সমস্তকেও বিভাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে

শুক উবাচ ।

কিং ত্বং বদসি ধর্মজ্ঞ ! বেদব্যাস ! মহামতে ! ।

তত্বেন শাধি শিষ্যং মাং ত্বদাজ্ঞাং করবাণ্যমম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ত্বদর্থে যত্নপশুপ্তং ময়া পুত্র ! শতং সমাঃ ।

প্রাপ্তস্ত্বং চাতিদুঃখেন শিবস্ত্রারাধনেন চ ॥ ৩৪ ॥

দদামি তব বিত্তস্ত প্রার্থয়িত্বাহং ভূপতিম্ ।

সুখং ভুংকু মহাপ্রাজ্ঞ ! প্রাপ্য যৌবনমুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥

শুক উবাচ ।

কিং সুখং মানুষে লোকে ব্রুহি তাত ! নিরাময়ম্ ।

দুঃখবিক্রং সুখং প্রাজ্ঞা ন বদন্তি সুখং কিল ॥ ৩৬ ॥

অভ্যাসে সমীপে ॥ ৩২ ॥ তত্বেন পরমার্থদৃষ্টোত্যর্থঃ । পূর্বোক্তং তু ত্বয়া লৌকিক-  
দৃষ্টোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ পরমার্থদৃষ্টোবেদমুক্তমিত্যভিপ্রায়েণ ব্যাস আহ ॥ ৩৪—৩৫ ॥  
নিরাময়ম্ । দুঃখেনাসত্ত্বিমিত্যর্থঃ । দুঃখবিক্রং সুখং নৈব সুখং ভবতীতি পণ্ডিতা বদন্তী-

বোধ হয় আপনার আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট নাই ; আর আমি যখন আপনার  
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন অবশ্যই শিষ্য মধ্যে গণ্য, তাহাতে আর সংশয় কি ?  
পরন্তু আপনি পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে উপদেশ করুন । তাহা হইলে আমি  
পরম আদরের সহিত আপনার আদেশ পালন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥

ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব (পুত্র শুকদেবের এতাদৃশ সংসার বিরাগ জনক বাক্য শ্রবণে) বলিলেন  
রে পুত্রক ! তোমাকে পাইবার নিমিত্ত আমি যে, তপশ্চর্য্যার অমুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই-  
রূপ নিয়ত শত বৎসর কাল অশেষ ক্লেশ সহ করিয়া পরম মঙ্গলময় ভগবান্ মহাদেবের  
আরাধনা করায় তবে তোমাকে পাইয়াছি ; বৎস ! তুমি বেদাদি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন  
করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না ; দেখ,  
যৌবন কালই মনুষ্যের বিষয় ভোগের সময়, অতএব তুমিও একরূপ পরম সুখময় যৌবন  
পাইয়া হেলায় নষ্ট করিও না । রে বৎস ! যদি তোমার দরিদ্রতা ভয়ে সংসারে বিরাগ  
জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা অন্তঃকরণ হইতে একেবারে দূর করিয়া দেও ; কারণ, আমি  
স্বয়ং কোন নরপতির নিকট হইতে অর্থ যাচঞা করিয়া আনিয়া দিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে  
সংসার সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৪—৩৫ ॥ (শুকদেব এতাবৎ কাল নীরবে থাকিয়া ব্যাস-  
দেবের সংসার প্রবর্তক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, পিতঃ ! প্রজ্ঞাবান্ ঋষিগণ  
সর্বদাই এই কথা বলিয়া থাকেন যে, সংসারে বাহা কিছু সুখ আছে তৎসমস্তই অশেষ দুঃখ  
জালজড়িত । ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই মনুষ্যালোক মধ্যে এমন কি নির্মল সুখ আছে

স্ত্রিয়ং কৃৎস্না মহাভাগ ! ভবামি তদ্বশানুগঃ ।  
 সূখং কিং পরতন্ত্রস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥  
 কদাচিদপি মুচ্যেত লোহকাষ্ঠাদিয়ন্তিতঃ ।  
 পুত্রদারৈর্নিবন্ধস্ত ন বিমুচ্যেত কহিঁচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 বিগ্নু ত্রসস্তবো দেহো নারীণাং তন্ময়স্তথা ।  
 কঃ প্রীতিং তত্র বিপ্রেন্দ্র ! বিবুধঃ কৰ্ত্তু মিচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥  
 অযোনিজোহং বিপ্রর্ষে ! যোনৌ মে কীদৃশী মতিঃ ॥  
 ন বাঞ্ছাম্যহমগ্রেহপি যোনাবেব সমুদ্ভবম্ ॥ ৪০ ॥  
 বিট্‌সূখং কিমু বাঞ্ছামি ত্যক্ত্বাত্মসুখমদ্ভুতম্ ।  
 আত্মারামশ্চ ভূয়োহপি ন ভবত্যতিলোলূপঃ\* ॥ ৪১ ॥

ত্যাহ হুঃখবিক্রমিতি ॥ ৩৬ ॥ (গাঈস্ত্রসূখং হুঃখবিক্রমেবেতি স্পষ্টীকৰ্ত্তু মাহ । স্ত্রিয়ং কৃৎস্নেতি ।  
 ন তু তত্র কেবলং মহতামধীনতা কিন্তু নিবন্ধীয়াস্ত্রিয়া অপি স্বাধীনত্বমন্তীত্যত আহ স্ত্রীজিত-  
 স্ত্রুতি ॥ ৩৭ ॥ কারাগারস্থতাপি মুক্তিলভাশা বিদ্যাতে কিন্তু সংসারবন্ধস্ত কদাচিৎনাস্তীতি  
 বিশদীকৰ্ত্তু মাহ কদাচিদিতি ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানিনঃ কদাপি স্ত্রিয়ং ন প্রশংসন্তি অত আহ বিগ্নু-  
 ত্রেতি ॥ ৩৯ ॥ অযোনিজত্বাৎ কদাপি মম যোনিপ্রীতির্নাস্তীত্যত আহ । অযোনিজেতি ॥ ৪০—৪১ ॥

যাহাকে কোন প্রকার হুঃখের লেশ মাত্রও আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে না ? পিতঃ ! আপনি  
 মহাতপঃপ্রভাব সম্পন্ন ; সুতরাং আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা কেবল মূর্থতা মাত্র ; তথাপি  
 যাহা বলিতেছি একবার বিচার করিয়া দেখুন । আমি আপনার আদেশ মত দারপরিগ্রহ  
 করিলেই অগত্যা তাহার বশীভূত হইতে হইবে, তাহা হইলে বলুন দেখি, পরাধীন ব্যক্তির  
 বিশেষত ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্ত্রী পুরুষের কি প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতে পারে ? ॥ ৩৬—৩৭ ॥  
 মনুষ্য কাষ্ঠ বা লৌহাদি নির্মিত কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়াও বরং কখন কোন প্রকারে মুক্তি  
 লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু, স্ত্রী পুত্রাদি রূপ নিগড় নিবন্ধ ব্যক্তি, এ শরীরে আর কদাপিও মুক্ত  
 হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥ অপরাপর প্রাণীদিগের দেহও যেনন পুরীষ মূত্রময় দেহ হইতে  
 সমুৎপন্ন রমণীগণেরও সেইরূপ । পিতঃ ! আপনি ত সমস্ত বেদ বিভাগ করিয়া বেদজ-  
 দিগের মধ্যে প্রাপাণ্ড লাভ করিয়াছেন, ভাল বলুন দেখি, যে ব্যক্তি ইহ সংসারে মায়া নিদ্রা  
 হইতে প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হইয়াছে তাদৃশ কোন্ পুরুষ সেই অর্মেধ্য বিষ্ঠামূত্রময় মহিলা  
 শরীরে প্রীতি করিতে অভিলাষী হয় ? পিতঃ ! আপনি সমস্ত বেদে সৰ্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞতা  
 লাভ করিয়াও কি ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আনি যখন অযোনি সন্তৃত, তখন  
 যোনিতে আমার কিরূপ প্রবৃত্তি ? কেবল এইবার নহে ইহার পূর্বে জন্মেও আমি কখনই  
 যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি নাই ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিশেষত আমি অনির্কচনীয়  
 পরমাত্ম-জনিত সূখ বিসর্জন দিয়া কি বিষ্ঠা ভোগ সুখের অভিলাষ করিব ? পুনশ্চ ইহাও

\* আত্মারামশ্চ মুনয়ো ন ভবত্যতিলোলূপাঃ । ইতি বা পাঠঃ ।



প্রথমং পঠিতা বেদা ময়া বিস্তারিতাশ্চ তে ।  
 হিংসাময়াস্তে পঠিতাঃ কৰ্মমার্গপ্রবর্তকাঃ ॥ ৪২ ॥  
 বৃষ্পতিগুরুঃ প্রাপ্তঃ সোহপি ময়ো গৃহার্ণবে ।  
 অবিদ্যাগ্রস্তহৃদয়ঃ কথং তারয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৪৩ ॥  
 রোগগ্রস্তো যথা বৈদ্যঃ পররোগচিকিৎসকঃ ।  
 তথা গুরুমুক্কোশ্মে গৃহস্থোহয়ং বিড়ম্বনা ॥ ৪৪ ॥  
 কৃত্বা প্রণামং গুরবে ত্বৎসমীপমুপাগতঃ ।  
 ত্রাহি মাং তত্ত্ববোধেন ভীতং সংসারসৰ্পতঃ ॥ ৪৫ ॥  
 সংসারেহস্মিন্মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ ।  
 ন চ বিশ্রমণং কাপি সূর্য্যশ্চৈব দিবানিশি ॥ ৪৬ ॥  
 কিং সুখং তাত ! সংসারে নিজতত্ত্ববিচারণাৎ ।  
 মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিস্তু বিট্‌স্তু কীটসুখং যথা ॥ ৪৭ ॥

বিস্তারিতা বিচারিতা ইত্যর্থঃ । তত্রাপি ন শাস্তির্গন্ধা তেষাং হিংসাময়াদিত্যাহ হিংসেতি ॥  
 ৪২—৪৪ ॥ কৃত্বেতি । এতদ্রাসাদেব বৃষ্পতিং প্রণম্য জ্ঞানপ্রাপ্ত্যর্থং ত্বৎসমীপমুপাগতো-  
 হস্মীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ নভচক্রবৎ নক্ষত্রচক্রবদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ নিজতত্ত্ববিচারণাদিতি লাবলোপে  
 পঞ্চমী । তং বিহায়েত্যর্থঃ । মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিঃ সংসারে ত্বকিঞ্চিংকরীত্যাহ মূঢ়ানামিতি ॥ ৪৭ ॥

হির জ্ঞানিবেন যে, আত্মারামগণ কখনই নিতান্ত বিষয়লোলুপ হয়েন না ॥ ৪১ ॥ প্রথমত  
 বেদাধ্যয়ন করিয়া যখন বিশেষ রূপে তাহাদিগের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলাম, তখন  
 বুঝিলাম তাহারা কেবল কৰ্মমার্গপ্রবর্তক হিংসাময় শাস্ত্র মাত্র !! তাহার পর বৃষ্পতির  
 নিকট যাইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দেখিলাম, তিনিও ঘোরতর অবিদ্যাগ্রস্ত হৃদয় ;  
 সুতরাং তিনি যে নিতান্ত গৃহার্ণবে নিমগ্ন তাহা বলা অত্যাক্তি মাত্র ; অতএব তাদৃশ ব্যক্তি  
 কি প্রকারে অন্তকে মুক্ত করিতে পারিবে ? ॥ ৪২—৪৩ ॥ যেমন, রোগগ্রস্ত বৈদ্য অস্ত্রের  
 রোগের চিকিৎসক হইলে, লোকে যাদৃশ ফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও সংসার পাশ-  
 ছিন্ন লাগিয়া গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে গুরু ধরিলাম । হায় ! কি বিড়ম্বনা !! ॥ ৪৪ ॥ পিতঃ ! আমি  
 এই জন্তই তাদৃশ গুরুকে প্রণাম করিয়া আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিলাম ; বস্তুতঃ  
 আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ; তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ সংসার-  
 সৰ্পগ্রাস হইতে রক্ষা করুন !! ॥ ৪৫ ॥ যেমন, সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতিষ্ক  
 নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে সেইরূপ এই সমস্ত জীব নিকরও অবিশ্রান্ত গতিতে এই  
 সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কখনই আর শাস্তি সুখানুভবে সমর্থ হইতেছে না ॥ ৪৬ ॥  
 পিতঃ ! ইহ সংসারে আত্মার স্বরূপ বিচার অপেক্ষা প্রকৃত সুখ আর কি আছে ?  
 পরন্তু, নির্মমভোজী কীটের যেমন বিষ্ঠাতেই পরম সুখ ; সেইরূপ, অবিদ্যাবিমূঢ়চেতা-  
 দিগেরই, কেবল বিষয়ভোগেই সুখোদয় হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করি ॥ ৪৭ ॥ বেদাদি

অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি সংসারে রাগিণশ্চ যে ।

তেভ্যঃ পরো ন যুর্থোহস্তি সধর্ম্মাঃ স্বাশ্বশুকরৈঃ ॥ ৪৮ ॥

মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য বেদশাস্ত্রাণ্যধীত্য চ ।

বধ্যতে যদি সংসারে কো বিমুচ্যেত মানবঃ ॥ ৪৯ ॥

নাতঃ পরতরং লোকে কচিদাশ্চর্য্যমদ্রুতম্ ।

পুত্রদারগৃহাসক্তঃ পণ্ডিতঃ পরিগীয়তে ॥ ৫০ ॥

ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরো মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ ।

ন বিদ্বান্ স চ মেধাবী শাস্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ ॥ ৫১ ॥

কিং যথাহাধ্যয়নেনাত্র দৃঢ়বন্ধকরেণ চ ।

পঠিতব্যং তদেবাশু মোচয়েদ্রুববন্ধনাং ॥ ৫২ ॥

গৃহ্ণাতি পুরুষঃ যস্মাদ্গৃহস্থেন প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

ক স্মৃথং বন্ধনাগারে তেন ভীতোহস্ম্যহং পিতঃ ॥ ৫৩ ॥

যেহবুধা মন্দমতয়ো বিধিনা মুমিতাশ্চ যে ।

তে প্রাপ্য মানুষং জন্ম পুনর্ব্বন্ধং বিশন্ত্যুত ॥ ৫৪ ॥

সধর্ম্মা ইতি । স্বাশ্বশুকরৈঃ সধর্ম্মাঃ সমানধর্ম্মবস্ত ইত্যর্থঃ । সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ধর্ম্মাদনিচ্  
কেবলাদিত্যনিজভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ মানুষ্যমিতি । এতাদৃশো যদি বধ্যত তর্হি মোক্ষোচ্ছিন্ন এব  
স্তাদিত্যি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ তর্হি কঃ পণ্ডিতস্তত্রাহ ন বাধ্যত ইতি । কুটস্থবন্ধমুভবেন গুণ-  
ত্রয়াসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ভববন্ধনাদত্র যদিতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গৃহ্ণাতিতি । বধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও বাহারা সংসারে অমুরাগী হয়, তাহাদিগের একমাত্র কুকুর,  
অশ্ব বা শূকরের স্বভাবের সহিতই উপমা দেওয়া যাইতে পারে ॥ ৪৮ ॥ দুর্লভ মানুষজন  
পাইয়া বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি সংসারনিগড়ে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে,  
কোন মানব আর ইহা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইবে ? ॥ ৪৯ ॥ স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে  
আসক্ত হইয়াও যদি পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হইতে পারেন, তবে ইহা অপেক্ষা অনি-  
র্করণীয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই ত্রিলোকীমধ্যে আর কিছু আছে কিনা তাহা বলিতে  
পারি না ॥ ৫০ ॥ ফলত সংসারে আসিয়া যিনি মায়ায় গুণত্রয়ে আবদ্ধ হন না, তিনিই  
বিদ্বান্ মেধাবী এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাস্ত্রসকলের পরপারে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ  
শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম তিনিই পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৫১ ॥ তাহা না হইলে দৃঢ়তর  
সংসারবন্ধনকর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আর কি ফল হইবে ? অতএব, যে শাস্ত্র অচিয়াৎ  
ভববন্ধন হইতে মুক্তিদানে সমর্থ, তাহাই অধ্যয়ন করা কর্তব্য ॥ ৫২ ॥

পিতঃ ! জীবকে বলপূর্ব্বক আনিয়া গৃহকারার বন্ধ করে বলিয়াই গৃহ নামে কথিত  
হইয়াছে ; অতএব বন্ধনাগারে আবার স্মৃথ কোথায় ? আমি সেই অক্লান্ত অত্যন্ত ভীত

ব্যাস উবাচ ।

ন গৃহং বন্ধনাগারং বন্ধনে ন চ কারণম্ ।  
 মনসা যো বিনিমুক্তো গৃহস্থোহপি বিমুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥  
 আয়াগতধনঃ কুর্ক্বন্ বেদান্তং বিধিবৎ ক্রমাৎ ।  
 গৃহস্থোহপি বিমুচ্যেত শ্রদ্ধকৃৎ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৫৬ ॥  
 ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বানপ্রস্থো ব্রতস্থিতঃ ।  
 গৃহস্থং সমুপাসন্তে মধ্যাহ্নাতিক্রমে সদা ॥ ৫৭ ॥  
 শ্রদ্ধয়া চামদানেন বাচা সূনৃতয়া তথা ।  
 উপকুর্ক্বন্তি ধর্মস্থা গৃহাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ৫৮ ॥  
 গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্মো ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ ।  
 বশিষ্ঠাদিভিরাচার্যৈর্জ্ঞানিভিঃ সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ব্যাসস্ত কুটুবে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্মিকান্নিদধদিত্যাदि ছান্দোগ্যশ্রুতিমহুত্বত্যা  
 গৃহস্থাশ্রমং শ্রেষ্ঠত্বেন কথয়তি । ন গৃহং বন্ধনাগারমিতি । নহি জড়ং গৃহং পুরুষং বন্ধনাতি  
 ন চাত্তদ্বন্ধনে কারণমস্তি কিন্তু মনস আসক্তিমাত্রং কাবণং তাং বিহার্য সংসারং কুর্ক্বাপো  
 মুচ্যত এবৈতার্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥ ব্রহ্মচারীতি । গৃহস্থাশ্রমে বসন্তেভ্যো ভৈক্ষ্যং দত্ত্বা তৎপুণ্য-  
 ভাগী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ উপকুর্ক্বন্তীতি । পুণ্যাদিদানেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ (যদা বশিষ্ঠাদয়ঃ  
 সপ্তর্ষয়ো বিশ্ববিশ্রুতা মহাস্তস্তবজ্ঞাঃ সর্বলোকোপদেষ্টারোহপি গার্হস্থধর্মমাশ্রিতবন্তঃ । তদা  
 গৃহাশ্রমধর্ম্যাং কোহপি শ্রেষ্ঠতমোধর্মো নেহ দৃশ্যতে ইতি প্রদর্শয়ন্মাহ গৃহাশ্রমাদিতি ॥ ৫৯ ॥

হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥ যে সকল ছন্দোজীবের মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, যাহারা বিধাতৃকর্তৃক  
 নিত্য প্রবর্তিত ; কেবল সেই ছর্ভাগ্যগণই ছন্দে মগ্ন জন্ম লাভ করিয়াও মূর্ত্তিমান্  
 কারাগৃহরূপ এই গৃহরূপে পুনরায় প্রবিষ্ট হয় ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস (পুত্র শুকদেবের এতাবৎ বৈরাগ্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া) কহিলেন,  
 বৎস ! এই গৃহস্থাশ্রম কারাবন্ধন নহে এবং ইহা বন্ধনের প্রতি কারণও নহে ; ফলত যিনি  
 অন্তরে সমস্ত অবিদ্যা বাসনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন তিনি গৃহে থাকিয়াও মুক্ত  
 হইতে পারেন ॥ ৫৫ ॥ রে বৎস ! সত্যবাদী শ্রদ্ধাবান্ পবিত্রাত্মা মানব ন্যায়ানুসারে ধনা-  
 র্জনপূর্ব্বক যথাবিহিত বেদোক্ত ক্রিয়াসকলের ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ হইলেও মুক্তি  
 লাভে সমর্থ হয় ॥ ৫৬ ॥ বিশেষত ব্রহ্মচারী, যতি বা বাণপ্রস্থ অথবা যে কোন প্রকার নিয়মাব-  
 লম্বীই হউক না কেন সকলেই মধ্যাহ্নকালের পর ভিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থের দ্বারেই আসিয়া  
 উপস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ সেই সময়, ধর্মনিষ্ঠ গৃহাশ্রমবাসীরা শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান  
 ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের উপকার করিয়া থাকেন । অতএব বৎস ! গৃহস্থাশ্রম  
 অপেক্ষা পরম ধর্ম কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই ; এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠ প্রভৃতি  
 আচার্য্যগণ এই ধর্মই সমাশ্রয় করিয়াছেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ বৎস শুক ! তুমি ত ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে



কিমসাধ্যং মহাভাগ ! বেদোক্তানি চ কুর্বতঃ ।

স্বর্গং মোক্ষঞ্চ সজ্জন্ম যদ্যদ্বাঞ্ছতি তদ্ববেৎ ॥ ৬০ ॥

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ।

তস্মাদগ্নিঃ সমাধায় কুরু কৰ্ম্মাণ্যতদ্ব্রিতঃ ॥ ৬১ ॥

দেবান্ পিতৃশ্রমুখ্যাংশ্চ সন্তপ্য বিধিবৎ সূত ! ।

পুত্রমুৎপাদ্য ধর্মজ্ঞ ! সংযোজ্য চ গৃহাশ্রমে ॥ ৬২ ॥

তাত্ত্বা গৃহং বনং গহ্বা কৰ্ত্ত্বাহসি ত্রতযুক্তমম্ ।

বানপ্রস্থশ্রমং কৃত্বা সন্ন্যাসঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥

ইন্দ্রিয়ানি মহাভাগ ! মাদকানি স্থনিশ্চিতম্ ।

অদারশ্চ ছুরন্তানি পঠৈব মনসা সহ ॥ ৬৪ ॥

সত্বীকো ধর্মমাচরেদিতি ক্রতিমনুস্মারয়নুপদিশতি ভগবান্ বেদব্যাসঃ । মহাভাগ ! ইতি তু প্রাক্তনাভ্যাসবশাৎ সহসা বাল্যাবস্থায়ামেবেদশতত্ববোধোদয়াচ্ছকন্তাগ্নিমাটৌশ্রব্যবৎ-  
সূচকসম্বোধনমিত্যবধেয়ম্ । কা কথাহেতুবাং ফলস্থানাং যথাবিধি বেদোক্তকৰ্ম্মাণি কুর্বাণস্ত  
গৃহস্থশ্রমোক্তাদিশ্রমমপি করতলস্থমিতি দর্শয়ন্নাহ কিমসাধ্যমিতি ॥ ৬০ ॥ পরশ্রাণরীরপাতাং  
ন কেবলং গার্হস্থমেবানুষ্ঠেয়ং পঞ্চাশদুর্দ্ধে বানপ্রস্থসন্ন্যাসাদিকোহপি ধর্মোহবশ্যশ্রয়ণীয় ইত্যাশ-  
দিশন্নাত আশ্রমাদাশ্রমমিতি ॥ ৬১ ॥ দেবানিত্যারভ্যাদারস্তোতি পর্যন্তনুপদিশন্ কৃৎ দারান্  
গ্রাহয়িতুং যততে কৃৎপদেপায়নো ব্যাসঃ । হে পুত্র ! দেবান্ যজ্ঞাদিনা পিতৃন্ শ্রাক্ততর্পণাদিভি-  
র্মুখ্যান্ ঋষীন্ স্বাধায়াদিভিস্তথাহত্যানপি আগ্নিনঃ অনুপানাদিভিঃ সন্তপয়ন্ । ফলত এতানি

জগতের সমস্ত কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক  
বলিতে হইবে না, দেখ, যে ব্যক্তি প্রকৃতভক্তি সহকারে বেদোক্ত কৰ্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে,  
তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে অর্থাৎ স্বর্গ বা মহৎ কুলে জন্ম এমন কি মোক্ষ পর্যন্তও  
যাহা কিছু অভিলাষ করে সে সমস্ত মনোরথই সিদ্ধ হয় ॥ ৬০ ॥ পরন্তু, যাবজ্জীবনই যে  
একাশ্রমেই কালাতিবাহিত করিতে হইবে একরূপ নিয়ম নহে ; ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ  
এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ একাশ্রম হইতে আশ্রমান্তর অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য  
পরে গার্হস্থ্য তাহার পর বাণপ্রস্থ, সর্বশেষে সন্ন্যাস ; ফলত ক্রমান্বয়ে আশ্রমচতুষ্টয় গ্রহণ  
করিবে । অতএব, তুমিও অগ্নি সমাধানপূর্বক আলস্য পরিহার করিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত  
হও ॥ ৬১ ॥ রে পুত্রক ! তুমি বেদাধ্যয়নদ্বারা সমস্ত ধর্মই অবগত হইয়াছ, অতএব  
তোমাকে অধিক আর কি উপদেশ করিব, এক্ষণে তুমি গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যথা-  
বিহিত দেবতা, পিতৃ এবং মনুষ্যানিগের তৃপ্তিসাধন পূর্বক পুত্র উৎপাদন করিয়া কিয়ৎ-  
কাল গার্হস্থ্য সুখের অনুভব কর । পরে বার্কক্য অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক  
অরণ্যে যাইয়া উৎকৃষ্ট বাণপ্রস্থ ধর্মের নিয়ম সকল পালন করিয়া পরে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ  
করিবে ॥ ৬২—৬৩ ॥ বৎস ! ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া বাহ্যারা তীর্থ্যাগ্রহণ না করে

তস্মাদ্দারান্ প্রকুব্বীত তজ্জয়ায় মহামতে ! ।

বার্দ্ধকে তপ আতিষ্ঠেদিতি শাস্ত্রোদিতং বচঃ ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বামিত্রো মহাভাগ ! তপঃ কৃত্বাহতিদুশ্চরম্ ।

ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

মোহিতশ্চ মহাতেজা বনে মেনকয়া স্থিতঃ ।

শকুন্তলা সমুৎপন্না পুত্রী তদ্বীৰ্য্যজা শুভা ॥ ৬৭ ॥

দৃষ্ট্বা দাশম্বতাং কালীং পিতা মম পরাশরঃ ।

কামবাণাদ্বিতঃ কৃত্বাং তাং জগ্ৰাহোড়ুপে স্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥

ব্রহ্মাপি স্বম্বতাং দৃষ্ট্বা পঞ্চবাণপ্রপীড়িতঃ ।

ধাবমানশ্চ রুদ্রেণ মুচ্ছিতশ্চ নিবারিতঃ ॥ ৬৯ ॥

লৌকিকবৈদিককর্মাণি সমাধায় বানপ্রস্থতৈভ্যাক্ষান্দিকং কৰ্ত্তা চরিত্যসীতি যাবৎ ॥৬২—৬৩॥ দারপরিগ্রহং বিনা ন কেনাপীহ হৃদাস্তেন্দ্রিয়াণি সংযন্তং শক্যন্তে বস্ত্ততন্তানি অভুক্তভোগানাং চতুর্থাশ্রমিণাং উন্মাদকরাণ্যেব ভবন্তীত্যাহ ইন্দ্রিয়ানীতি ॥৬৪—৬৫॥ ইদানীং স্বকীয়োপদিষ্ট-বাক্যসমর্থনার দুশ্চরং তপস্ততো বিশ্বামিত্রস্তাপি মেনকারূপিণা বিঘ্নেন তপোব্যাহতিরাসী-দিতি ঐতিহাসিকপ্রবৃত্ত্যাদাহরণেনোপসংহরম্মাহ বিশ্বামিত্র ইতি ॥ ৬৬—৬৭ ॥ ন তু কেবলং বিশ্বামিত্রঃ অপিতু মম পিতা তপস্বিবর্য্যঃ পরাশরোহপি বিমুগ্ধ আসীদিত্যাহ দৃষ্টেতি । দাশম্ব ধীবরস্ত স্বতাং কৃত্বাম্ । কালীং সত্যবতীম্ ॥ ৬৮ ॥ কাকথাত্বেবাং স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা

তাহাদিগের পক্ষে এই ছরস্ত্র মন এবং উহার অধীন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অত্যন্ত উন্মাদকর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥ বৎস ! তুমি অসীম মনীষাশক্তিসম্পন্ন ! আমি যাহা বলিলাম, বোধ হয় অবশ্যই ধারণা করিতে পারিয়াছ; শাস্ত্রে এইজন্তই দৃঢ় নির্বন্ধতাসহকারে উপ-দিষ্ট হইয়াছে যে, হৃদাস্ত্র মন এবং তৎপরতন্ত্র প্রমাণি ইন্দ্রিয়গণের জয়ের নিমিত্ত অবশ্যই দারপরিগ্রহ করিবে; তাহার পর, বয়সের তৃতীয় ভাগে তপোহুষ্ঠানে নিরত হইবে ॥ ৬৫ ॥ হে মহাভাগ বৎস শুক ! দেখ, মহাতেজা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়সকল সংযমনপূর্ব্বক নিরাহারে তিন সহস্র বৎসর হৃদয় তপশ্চর্যা করিয়া পরিশেষে স্বর্বেণ্যা মেনকার প্রেমে মোহিত হইয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন; সেই সময় সেই অরণ্যমধ্যেই তাঁহার ঔরসে পরমসুন্দরী শকুন্তলা নামে একটি কন্যা উৎপন্ন হয় ॥ ৬৬—৬৭ ॥ অধিক কি বলিব, আমার পিতা তপস্তেজা ব্রহ্মর্ষি পরাশর দাশকন্যা কালীকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে প্রপীড়িত হইয়া সেই ষমুনাযাত্র নৌকাতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা নিজ কন্যাকে দেখিয়া পঞ্চশরশরে সংবিদ্ধ হওত পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া-ছিলেন পরে ক্রোধজ্বলিত রুদ্রদেব কর্ত্তক একটি মস্তক ছিন্ন হওয়ার তাহাতে দাস্ত হইলেন ॥ ৬৯ ॥ রে বৎস ! তুমি আমার সর্ব্ব কল্যাণময় পুত্র ! অতএব, আমার এই হিতকর

তস্মাদ্ভমপি কল্যাণ ! কুরু মে বচনং হিতম্ ।

কুলজাং কণ্ঠকাং স্বত্বা বেদমার্গং সমাশ্রয় ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
শুকোৎপত্তির্নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পিতামহোহপি স্বস্মৃতাবলোকনেন বিমুক্তো জাত ইত্যাহ ব্রহ্মেতি ॥ ৬৯ ॥) এতদগ্রহস্তবাস্তব  
তাৎপর্যাস্ত জ্ঞানাধিকারপ্রাপ্তিপৰ্য্যাস্তঃ কৰ্ম্মমার্গো নিকামতয়াশ্রয়িতব্য ইতি ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

বাক্যটি রক্ষা কর, কোন সংকুলসম্বৃত ঋষিকণ্ঠ্যকে পত্নীত্ব বরণ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়ামু  
খান পথ সমাশ্রয় কর ॥ ৭০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে শুকোৎপত্তি ও গৃহস্থকর্তব্যতাবিষয়ক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

নাহং গৃহং করিষ্যামি দুঃখদং সৰ্বদা পিতঃ !\* ।  
বাণুরাসদৃশং নিত্যং বন্ধনং সৰ্বদেহিনাম্ ॥ ১ ॥  
ধনচিন্তাতুরাণাং হি ক স্তুখং তাত ! দৃশ্যতে ।  
স্বজনৈঃ খলু পীড়্যন্তে নির্ধনা লোলুপা জনাঃ ॥ ২ ॥  
ইন্দ্রোহপি ন স্তুখী তাদৃগ্যাদৃশো ভিক্ষুর্নিস্পৃহঃ ।  
কোহন্যঃ স্যাদিহ সংসারে ত্রিলোকীবিভবে সতি ॥ ৩ ॥  
তপস্তং তাপসং দৃষ্ট্বা মঘবা দুঃখিতো ভবনৃণ ।  
বিঘ্নান্ বহুবিধানশ্চ কৰোতি চ দিবস্পতিঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তবটীমোকবদ্যোঃ শুকবৈরাগ্যমুচ্যতে ।

ঈদেব্যাচোপদেশশ্চ হরয়ে কৃত উচ্যতে ।

পিতৃবাক্যং শ্রুত্বা শুক উবাচ নাহমিতি । গৃহং জায়াসম্বন্ধং গৃহস্থাপ্রমং বা বাণুরা  
মৃগবন্ধিনী রজ্জুস্তংসদৃশং বন্ধকম্ ॥ ১—২ ॥ ত্রিলোকীবিভবে সতি ইন্দ্রোহপি ন স্তুখী-  
ত্যম্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রদুঃখং কথয়তি তপস্তমিতি । ভবনৃতি শত্রুস্তং ব্যাসসম্বোধনম্ ॥ ৪ ॥

পিতঃ ! আমাকে অনর্থকর সংসারে প্রবর্তিত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রবৃত্তি-  
মার্গের উপদেশ প্রদান করিতেছেন তৎসমস্তই নিষ্ফল জানিবেন ; কারণ, আমি বিলক্ষণ  
রূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, রমণীগণ দেহীদিগের কিরাত হস্তস্থ পশু বন্ধনপাশের স্বরূপ  
এবং সৰ্বদাই দুঃখপ্রদ অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের আকর ; অতএব আমি কিছুতেই দারপরিগ্রহ  
করিব না ॥ ১ ॥ এই সংসারমধ্যে যাহারা অবিরত ধনচিন্তায় অভিভূত তাহাদের কি  
কুত্রাপিও প্রকৃতরূপে স্তুখ দেখিয়াছেন ? ফলত আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, বিষয়-  
লিপ্সু অথচ নির্ধন গৃহস্থ আত্মপরিবার বা কুটুম্বগণ দ্বারা সৰ্বদাই প্রপীড়িত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥  
অপরের কথা দূরে থাকুক এই সংসারমধ্যে এক জন বিষয়বাসনাশূন্য ভিক্ষুক যাদৃশ  
স্বখানুভব করিয়া থাকে, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধেও বোধ হয় সুরপতি ইন্দ্র ও তাদৃশ  
স্বখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারেন না ॥ ৩ ॥ কেন না, দেবরাজ মঘবান্ যদি সত্য  
সত্যই স্বখের অধিকারী হইতেন তাহা হইলে, তিনি স্বর্গসিংহাসনের অধীশ্বর হইয়াও  
কি জন্য এক জন তপস্বীকে তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া মহাদুঃখিত হইয়া বহুবিধ বিঘ্নাচরণ

ব্রূহ্মাহপি ন স্ত্রী বিমূলক্ষ্মীং প্রাপ্য মনোরমাম্ ।  
 খেদং প্রাপ্নোতি সততং সংগ্রামৈরস্তুরৈঃ সহ ॥ ৫ ॥  
 করোতি বিপুলান্ যত্নান্\* তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ।  
 রমাপতিরপি শ্রীমান্ কস্তান্তি বিপুলং স্ত্রীম্ ॥ ৬ ॥  
 শঙ্করোহপি সদা দুঃখী ভবত্যেব চ বেদ্যাহম্ ।  
 তপশ্চর্য্যাং প্রকুর্বাণো দৈত্যযুদ্ধকরঃ সদা\* ॥ ৭ ॥  
 কদাচিন্ন স্ত্রী শেতে ধনবানপি লোলুপঃ ।  
 নির্ধনস্ত কথং তাত ! স্ত্রীং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮ ॥  
 জানন্নপি মহাভাগ ! পুত্রং মাং বীৰ্য্যসম্ভবম্ ।  
 নিয়োক্যসি মহাঘোরে সংসারে দুঃখদে সদা ॥ ৯ ॥  
 জন্ম দুঃখং জরা দুঃখং দুঃখঞ্চ মরণে তথা ।  
 গর্ভবাসে পুনর্দুঃখং বিষ্ঠামৃতময়ে পিতঃ ! ॥ ১০ ॥

(স্বয়ং রমায় লক্ষ্মীঃ পতিঃ শ্রীমানপি সর্কেষ্বর্যাবানপি ইত্যর্থঃ । দৈত্যসমরজন্তং খেদং ক্লান্তিঃ  
 প্রাপ্নোতীতি পূর্বেণাবয়ঃ । এবং চেত্তর্হি অপরেবাং দুঃখাব্যাপ্তৌ কিমু বক্তব্যমিতি কৈমুতিক-  
 জ্ঞায়েন সর্কেষ্বামপি দেহধারিণামিত্যেতদর্শয়ন্নাহ ব্রূহ্মাপীতি ॥ ৫—৮ ॥) জানন্নপীতি । ইথং  
 জানন্নপি মামোরসং পুত্রং কথমেবম্নিয়োজয়সীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ (সংসারং দুঃখময়মিতি বিশদী-

করিয়া থাকেন ? ॥ ৪ ॥ লোকপিতামহ ব্রূহ্মাও স্ত্রী নহেন ; বিষ্ণু মনোরমা লক্ষ্মীকে  
 পাইয়াও নিরন্তর অনুরদিগের যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া অশেষ প্রকার যত্নে ভোগ করিয়া  
 থাকেন ॥ ৫ ॥ পিতঃ ! সর্কেষ্বর্যের অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং রমাপতিও যখন, শক্রদমনের জন্ত  
 বিরত হইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা এবং ছুর তপস্কার অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইলেন, তখন, অপর  
 কে এমন ব্যক্তি আছে যে সর্বতোভাবে স্ত্রীর অধিকারী হইতে পারে ? ॥ ৬ ॥ অধিক  
 আর কি বলিব, লোকে যাহাকে বিশ্বমঙ্গলকর বলিয়া কীর্তন করে সেই দেবাদিদেব বিশ্ব-  
 নাথও যে মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহাও আমি জানি । কারণ, তিনি কখন দৈত্যদিগের সহিত  
 সংগ্রাম কখনও বা ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় নিরত ; ফলত সর্বদা কোন না কোন কর্মাড়ের  
 লইয়াই বিরত থাকেন ॥ ৭ ॥ পিতঃ ! বিশ্ববাসনা থাকিলে, ঐশ্বর্য্যবান্ মহাপুরুষগণও যখন  
 কখন স্ত্রীে নিদ্রা বাইতে পারেন না, তখন, নির্ধন মহাব্যক্তি রূপে প্রকৃত স্ত্রীলাভে সমর্থ  
 হইবে ? ॥ ৮ ॥ পিতঃ ! আপনি ত অজ্ঞ নহেন বস্তুতঃ মহান্ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এবং জগতের  
 সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও কিজন্য নিজ ঔরসজাত পুত্রকে নিরন্তর ভীষণ দুঃখপ্রদ  
 সংসারসাগরে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন ? ॥ ৯ ॥ দেখুন, প্রথমতঃ জীবের জন্মকালে

\* যত্নান্ ইতি বা পাঠঃ ।

† শঙ্করোহপি সদা দুঃখী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ । পদাহতঃ প্রমদয়া ক্লান্তিঃ ব্যতি বতোমসঃ ॥

ইতি দ্বাদশোহপি স্কন্ধে ।

তস্মাদতিশয়ং দুঃখং তৃষ্ণালোভসমুদ্ভবম্ ।

যাচ্ঞায়াং পরমং দুঃখং মরণাদপি মানদ ! ॥ ১১ ॥

প্রতিগ্রহধনা বিপ্রা ন বুদ্ধিবলজীবনাঃ ।

পরশা পরমং দুঃখং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ১২ ॥

পঠিত্বা সকলান্ বেদান্ শাস্ত্রাণি চ সমস্ততঃ ।

গত্বা চ ধনিনাং কার্য্য্য স্তুতিঃ সর্বাভ্যনা বুধৈঃ ॥ ১৩ ॥

একোদরস্য কা চিন্তা পত্রমূলফলাদিভিঃ ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন সন্তুষ্ঠ্য চ প্রপূর্য্যতে ॥ ১৪ ॥

ভার্য্যা পুত্রাস্তথা পৌত্রাঃ কুটুম্বৈ বিপুলে সতি ।

পূরণার্থং মহদুঃখং ক স্নুখং পিতরদুতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্তৃমাহ জন্মেতি । উৎপত্তিঃ স্থিতির্মরণং গর্ভবাসঃ পুনশ্চক্রবর্ত্তপত্যাদিকং দুঃখাদুঃখতর-  
মিতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ যাচ্ঞায়াং দুঃখতমস্বং দর্শয়িতুমাহ তস্মাদিতি ॥ ১১ ॥ বিপ্রাস্ত প্রারম্ভঃ  
পরভাগ্যোপজীবিন ইতি বিশদীকর্তৃমাহ প্রতিগ্রহেতি । মরণঞ্চৈতি । অপমান এব মরণং  
প্রতিদিনম্ ॥ ১২—১৩ ॥ বিরক্তস্ত নৈব দুঃখমিত্যাহ একোদরন্তেতি ॥ ১৪ ॥ (সংসারাসক্তস্ত তু ন  
কেবলং নিজদুঃখচিন্তা পরং পরচিন্তয়া এবাতিদুঃখেন কালো নীয়তে তাদৃশেন মূঢ়গৃহিণেতিশেষঃ

দুঃখ তাহার পর বার্কিকো জরাজনিত দুঃখ পরে মরণসময়ে দুঃখ পুনর্বার বিষ্ঠামূত্রময় গর্ভ-  
বাসের সেই অসীম যন্ত্রণাময় দুঃখ ; (কলত এই সকল কথা স্তুতিপথে উদয় হইলে সর্বশরীর  
ভয়ে লোমাক্ষিত হইতে থাকে) ॥ ১০ ॥ এ সমস্ত অপেক্ষা বোধ হয় বিষয়বাসনা ও লোভ-  
সমুদ্ভূত দুঃখই সমধিক । ভাল, পিতঃ ! আপনি সর্বদাই সকলের মান দান করিয়া  
থাকেন, কেননা আপনি স্বপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ো মানবদিগকে সন্মান করিতে  
উপদেশ করিয়াছেন, তবে বলুন দেখি যাচ্ঞাতে মরণ অপেক্ষাও বিপুল দুঃখরাশি আসিয়া  
উপস্থিত হয় কি না ? ॥ ১১ ॥ হায় ! কি দুর্ভাগ্য, পরপ্রতিগ্রহই দ্বিজগণের জীবনোপায় !!  
সুতরাং তাঁহাদের বল, বুদ্ধি বা জীবন সমস্তই নিষ্ফল । কেননা, ইহ সংসারে বোধ হয়,  
পর প্রত্যাশা অপেক্ষা কোনটাই অধিকতর ক্লেশকর নহে ; এমন কি ভাবিয়া দেখিলে উহা  
এক প্রকার প্রতিদিনই মরণস্বরূপ ॥ ১২ ॥ সাদ্ধ বেদচতুষ্টয় এবং পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র  
অধ্যয়নপূর্ব্বক পণ্ডিত হইয়া শেষে তাঁহাদিগের কর্তব্য কার্য্য হইল কি না ধনীদিগের নিকট  
বাইয়া একাগ্রচিত্তে স্তুতি পাঠ করা !! ॥ ১৩ ॥ পিতঃ ! একটা উদর পূরণের জন্য কি কোন  
চিন্তা হইতে পারে ? পত্র বা ফলমূলাদি দ্বারা যে কোনও উপায়েই হউক পরম সন্তোষের  
সহিত অনারাসেই তাহার পূরণ করা যাইতে পারে ॥ ১৪ ॥ কিন্তু, ভার্য্যা পুত্র ও পৌত্র  
প্রভৃতি বহু কুটুম্ব থাকিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত কেবল রাশি রাশি দুঃখ-  
ভারই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে আর অনির্ব্বচনীয় স্নেহের আশা কোথায় ? ॥ ১৫ ॥



যোগশাস্ত্রং বদ মম\* জ্ঞানশাস্ত্রং স্থথাকরম্ ।

কৰ্মকাণ্ডেহখিলে তাত ! ন রমেহহং কদাচন ॥ ১৬ ॥

বদ কৰ্মকরোপায়ং প্রারকং সক্ষিতস্তথা ।

বর্তমানং যথা নশ্যৎ ত্রিবিধং কৰ্মমূলজম্ ॥ ১৭ ॥

জলুকেব সদা নারী রুধিরং পিবতীতি বৈ ।

মূৰ্খস্ত ন বিজানাতি মোহিতো ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥ ১৮ ॥

ভোগৈবীৰ্য্যং ধনং পূর্ণং মনঃ কুটিলভাবগৈঃ ।

কাস্তা হরতি সৰ্বস্বং কঃ স্তেনস্তাদৃশোহপরঃ ॥ ১৯ ॥

নিদ্রাস্থখবিনাশার্থং মূৰ্খস্ত দারসংগ্রহম্ ।

করোতি বঞ্চিতো ধাত্রা দুঃখায় ন সুখায়'চ\* ॥ ২০ ॥

সূত উবাচ ।

এবং বিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা ব্যাসঃ শুকস্ত চ ।

সংপ্রাপ মহতীং চিন্তাং কিং করোমীত্যসংশয়ম্ ॥ ২১ ॥

অত আহ ভাষ্যোতি ॥ ১৫—১৬ ॥) প্রারকং সক্ষিতং বর্তমানঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্মমূলজমবিদ্যাভক্তং যথা নশ্যেদিত্যধঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ ভোগৈবীৰ্য্যং হরতি । পূর্ণং ধনং মনশ্চ কুটিলভাবগৈঃ ।

পিতঃ ! আপনি আমার প্রতি রূপা করিয়া সেই সৰ্বস্বথের আধারভূত তত্ত্বজ্ঞান-উৎপাদক শাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রের উপদেশ করুন ! প্রভূত কৰ্মকাণ্ড আড়ম্বরে আমার অন্তঃকরণ কখনই নিরত হইবে না ॥ ১৬ ॥ পিতঃ ! জন্ম ও জরামৃত্যু প্রভৃতি অশেষ যাতনাগ্রদ সক্ষিত, প্রারক ও বর্তমান এই ত্রিবিধ কৰ্মের মূলভূত বাসনাময়ী অবিদ্যা যাহাতে সমূলে উন্মূলিত হয় সেই কৰ্মকরের উপায় বলুন ॥ ১৭ ॥ আপনি কি জানেন না যে, রমণীগণ জলোকা কীটের ন্যায় কেবল নিরন্তর পুরুষদিগের শরীরস্থ শোণিতরাশি শোষণ করিতে থাকে ? মূৰ্খ লোক না জানিয়াই তাহাদিগের হাবভাব ও কটাক্ষপাত প্রভৃতি অজ্ঞতদ্বী দ্বারা বিমোহিত হয় ॥ ১৮ ॥ মূঢ় লোক যাহাকে কমনীয় মূর্তি রমণী বলিয়া মনে করে, কিন্তু, সে প্রতিদিনই সন্তোষের দ্বারা স্বামীর বীৰ্য্য এবং কোটিল্যপূর্ণ প্রেমালাপে সমস্ত ধন ও মন প্রভৃতি সৰ্বস্ব হরণ করিয়া লইতেছে ; অতএব, এই সংসারে এরূপ প্রকার প্রধান চোর আর কে আছে ? ॥ ১৯ ॥ পিতঃ ! আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, মূৰ্খ লোক কেবল বিধাতা কর্তৃক প্রতারণিত হইয়াই নিজ নিদ্রা ও স্থখ বিনাশের অস্ত্র দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে ; ফলতঃ ইহ সংসারে জীগ্রহণ কেবল ভূরিষ্ঠ দুঃখরাশি ভোগের জন্যই উহাতে স্থখের লেশ-মাত্রও নাই ॥ ২০ ॥

তস্য স্ত্রাক্ষবুরাক্ষাণি লোচনাদুঃখজানি চ ।  
 বেপথুশ্চ শরীরেহভূদগ্নানিঃ প্রাপ মনস্তথা ॥ ২২ ॥  
 শোচন্তং পিতরং দৃষ্ট্বা দীনং শোকপরিপ্লুতম্ ।  
 উবাচ পিতরং ব্যাসঃ বিশ্বয়োৎকুললোচনঃ ॥ ২৩ ॥  
 অহো ! মায়াবলকোত্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্ ।  
 বেদান্তস্য চ কর্তারং সর্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্ ॥ ২৪ ॥  
 ন জানে কা চ সা মায়া কিংস্বিৎ সাহতীবদুক্ষরা ।  
 যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীহৃতম্ ॥ ২৫ ॥  
 পুরাণানাঞ্চ বক্তা চ নির্মাতা ভারতস্য চ ।  
 বিভাগকর্ত্তা বেদানাং সোহপি মোহমুপাগতঃ ॥ ২৬ ॥

স্তেনশ্চোরঃ ॥ ১৯—২১ ॥ অক্ষাণি নেত্রজলানি । বেপথুঃ কম্পঃ ॥ ২২—২৩ ॥ বেদসম্মিতং বেদবৎ-  
 প্রমাণবাক্যম্ ॥ ২৪ ॥ কা চ সেতি । কাপ্যানির্কচনীয়েতার্থঃ । কিংস্বিদিতি বিতর্কে । দুক্ষরা

হৃত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবের এইরূপ সংসার বৈরাগ্যজনক  
 বাক্য শ্রবণে গভীর চিন্তাসাগরে সিমথ হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে আমি করি কি ! পুত্রের  
 যে প্রকার বৈরাগ্যের দৃঢ়তা দেখিতেছি, তাহাতে ইহাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা যে,  
 হুঃসাধ্য ব্যাপার সে বিষয়ে আর সংশয় নাই ॥ ২১ ॥ ঋষিগণ ! রহস্যের কথা অধিক  
 আর কি বলিব আমার গুরুদেব মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের সেই বৈরাগ্যের বিষয় ভাবিতে  
 ভাবিতে হুঃখে এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন, যে, সেই সময় তাঁহার লোচনদ্বয় হইতে  
 অনর্গল অশ্রুধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল ; বস্তুর তৎকালে তাঁহার অন্তরে এতদূর গ্লানি  
 উপস্থিত হইল যে, তিনি কোনক্রমেই আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না ভয়ে  
 মুহমুহ তাঁহার দেহাঙ্কি কাঁপিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

শুকদেব হুঃখসাগরে ভাসমান পিতা বেদব্যাসকে নিতান্ত দীনভাবে শোক করিতে  
 দেখিয়া বিশ্ববিফারিত-লোচনে বলিতে লাগিলেন । একি ! ইহ জগতীতলে বাহার  
 উপদেশ লোকে বেদবাক্যের জ্ঞায় প্রমাণ করিয়া থাকে, যিনি বেদান্তদর্শনের প্রণেতা  
 সেই সর্বজ্ঞ ভক্তজ্ঞানবিশারদ বেদব্যাসকেও মায়া আসিয়া মোহিত করিল ॥ ২৩—২৪ ॥  
 অহো ! মায়ার কি উৎকট প্রভাব ! ! সেই মায়া যখন বুদ্ধবিদ্যাশিখারদ সত্যবতীনন্দন  
 বেদব্যাসকেও মোহিত করিল, তখন সেই মায়া যে কিরূপ অনির্কচনীয়া তাহা কিছুই  
 জানিতে পারিলাম না এবং সেই ছুরাধ্যা মায়াই কি উপায়ে যে, স্বায়ত্ত করিতে  
 পারা যায় তাহা বহু তর্কের দ্বারাও স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ২৫ ॥ অহো কি  
 আশ্চর্য্য ! যিনি সমস্ত পুরাণশাস্ত্রের বক্তা যিনি মহাত্মারতের প্রণেতা অধিক কি বেদ-  
 চতুষ্টয়ের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া এই বিশ্বসংসারে বিজ্ঞত ; তিনিও ঘোরতর মোহজালে নিবদ্ধ

তাং যামি শরণং দেবীং যা মোহয়তি বৈ জগৎ ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীংশ্চ কথাহন্তোবাঞ্চ কীদৃশী ॥ ২৭ ॥  
 কোহপ্যস্তি ত্রিষু লোকেষু যো ন মুহতি মায়ায়া ।  
 যন্মোহং গমিতাঃ পূর্বে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥  
 অহো ! বলমহো বীৰ্য্যং দেব্যা খলু বিনির্মিতম্ ।  
 মায়েইব বশং নীতঃ সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥  
 বিষ্ণুংশসম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জ্ঞাঃ ।  
 সোহপি মোহার্ণবে মথো ভগ্নপোতো বণিগ্য়থা ॥ ৩০ ॥  
 অশ্রুপাতং করোত্যদ্য বিবশঃ প্রাকৃতো যথা ।  
 অহো ! মায়াবলকৈতদুস্ত্যজং পণ্ডিতৈরপি ॥ ৩১ ॥  
 কোহয়ং কোহং কথং কীদৃশোহয়ং ভ্রমঃ কিম্ ।  
 পঞ্চভূতাত্মকে দেহে পিতৃপুত্রোতি বাসনা ॥ ৩২ ॥

ছকরযন্ত্রসাধোত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ ব্যাসশাস্ত্রার্থং দেবীং প্রার্থয়তি তাং যাদীতি । অন্তর্যামি-  
 রূপিনীমিত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ ঈশ্বরো বিষ্ণুঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ কোহয়মিতি । অয়ং ব্যাসো মম কঃ ন  
 কোহপি তথাহং শুক এতস্ত কঃ ন কোহপ্যথাপি কীদৃশোহয়ং ভ্রম এতস্ত মম গৃহস্থাশ্রমেণ

হইলেন !! পরন্তু, সেই মায়া যখন, ব্রহ্মাবিশু মহেশ্বরকেও স্বীয় প্রভাবে বিমোহিত করিয়া  
 রাখিয়াছেন, তখন, অন্তের পক্ষে যে কিরূপ ঘটবে তাহা ত বিলক্ষণই অনুভূত হইতেছে ;  
 অতএব যিনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নাসারন্ধ্রে বিদ্ধ বলীবর্দের স্থায় নিরন্তর বেচ্ছামত  
 পরিচালন করিতেছেন, আমি সেই দেবী মহামায়ার শরণাগত হইলাম ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই  
 অপরিস্রবপ্রভাবা দেবী মায়া পূর্বে যখন, ব্রহ্মাবিশু মহেশ্বরকেও বিমোহিত করিয়াছিলেন,  
 তখন, এই সংসারমধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, সে মায়া বিমোহিত হয় না ? সেই  
 চৈতন্তরূপিনী ভগবতী মায়াশক্তির কি অনির্কচনীয় বলবীৰ্য্যেরই সৃষ্টি করিয়াছেন । কি  
 আশ্চর্য্য ! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, পূর্বে সেই সর্ব জীবের নিগ্রহামুগ্রহ সমর্থ সর্কৈশ্বর্য্য  
 শক্তিমান্ সর্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণুও মায়ার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; (তবে আর অপরের  
 কথা কি বলিব) ॥ ২৮—২৯ ॥ তাহার সাক্ষী, পুরাণশাস্ত্রবেত্তা ঋষিরা সকলেই এইরূপ  
 বলিয়া থাকেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস বিষ্ণু অংশে আবিভূত ; কিন্তু, তিনিও ভগবতী  
 বণিকের স্থায় যোরতর অজ্ঞানজলধিতে নিমগ্ন হইতেছেন ; কি আশ্চর্য্য ! এক্ষণে ইনিও  
 প্রাকৃত মনুষ্যের স্থায় অভিভূত হইয়া অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জন করিতেছেন !! বুঝিলাম,  
 সেই মায়ার অসীমপ্রভাবের নিকট পরম জ্ঞানী পুরুষেরও পরিজ্ঞান নাই ॥ ৩০—৩১ ॥ এই  
 জগৎগুলে এই এক কি প্রকার আশ্চর্য্যজনক দ্রাবি দেখ, উনি কে আর আমি কে, তাহার



বলিষ্ঠা খলু মায়েয়ং মায়িনামপি মোহিনী ।  
 যয়াহভিভূতঃ কৃষ্ণোহপি করোতি রোদনং দ্বিজঃ ॥ ৩৩ ॥  
 সূত উবাচ ।

তাং নত্বা মনসা দেবীং সৰ্ব্বকারণকারণাম্ ।  
 জননীং সৰ্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাংস্তথেশ্বরীম্ ॥ ৩৪ ॥  
 পিতরং প্রাহ দীনং তং শোকাৰ্ণবপরিপ্লুতম্ ।  
 অরণীসম্ভবো ব্যাসং হেতুমম্বচনং শুভম্ ॥ ৩৫ ॥  
 পারাশর্য্য ! মহাভাগ ! সৰ্ব্বেষাং বোধদঃ স্বয়ম্ ।  
 কিং শোকং কুরুষে স্বামিন্ ! যথাহজ্ঞঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥ ৩৬ ॥  
 অদ্যাং তব পুত্রোহস্মি ন জানে পূৰ্ব্বজন্মনি ।  
 কোহহং কস্ত্বং মহাভাগ ! বিভ্রমোহয়ং মহাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

কল্যাণং ভবদ্বিতি । কণ্ঠঃ চেহ পঞ্চভূতায়কে মে দেহে পিতাপুত্র ইত্যেবংরূপা বাসনা  
 আশ্চর্য্যমেতদিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৬ ॥ বিভ্রমোহয়ং মহাত্মনীতি । কথমিতি শেষঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

স্থিরতা নাই, অণচ এই পঞ্চভূতময় দেহপিণ্ডে ইনি পিতা আমি পুত্র এইরূপ নিরর্থক  
 বাসনা উপস্থিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ দ্বিজকুলচূড়ামনি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নও যখন মোহে  
 অভিভূত হইয়া রোদন করিতেছেন, তখন, জানিলাম যে, এই অনন্ত প্রভাবময়ী মায়া  
 মহামায়াবীদিগেরও মোহজননী ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! তদনন্তর অরণীগর্ভসম্প্রাত মহাত্মা শুকদেব সেই দেবাদিদেব  
 ব্রহ্মাদিরও নিম্নস্ত্রী সৰ্বদেবজননী সমস্ত কারণকূটের ও কারণীভূতা দেবী মহামায়াকে  
 মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই শোকসাগরে ভাসমান দীনভাবাপন্ন পিতা ব্যাসদেবকে  
 রম কল্যাণকর হেতুগর্ভপূর্ণ বাক্য সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥

পিতঃ ! আপনি ঋষিপ্রবর মহাত্মা পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজেরও  
 ননন্ত তপোরাশিপ্রভাবে অপরাপর ঋষিদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন ; বস্তুত  
 আপনি সৰ্ব্বজীবের নিগ্রহে বা অমুগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রাকৃত মুখ মনুষ্যের ন্যায় শোক  
 করিতেছেন কেন ? ॥ ৩৬ ॥ হে মহাভাগ ! (আমি যাহা বলি একবার বিচার করিয়া দেখুন,)  
 বাবে আমি আপনার পুত্র হইয়াছি, কিন্তু ইহার পূৰ্ব্বজন্মে আপনি কে আর আমিই বা  
 ক হিলাম তাহার কিছুই স্থিরতা নাই অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, ইহা কিছুই  
 হে, কেবল সেই কূটস্থ চৈতন্তস্বরূপ পরমাত্মাতে অনাদি সংসারবাসনা প্রবাহময়ী  
 বিদ্যাপ্রভাবে জন্ম মৃত্যু বা পিতা পুত্র ও কলত্রাদিরূপ ভ্রান্তির আরোপ মাত্র । পিতঃ !  
 আপনি পরম তত্ত্বজ্ঞ সূতরাং আপনাকে প্রবোধিত করিতে যাওয়া কেবল বাচলতামাত্র ।

কুরু ধৈর্য্যং প্রবুধ্যস্ব মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ।  
 মোহজালমিমং মত্বা মুঞ্চ শোকং মহামতে ! ॥ ৩৮ ॥  
 ক্ষুধানিবৃতির্ভক্ষ্যেণ ন পুত্রদর্শনেন হি ।  
 পিপাসা জলপানেন যাতি নৈবাত্মজেক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 ত্রাণং সুখং সুগন্ধেন কৰ্ণজং শ্রবণেন চ ।  
 স্ত্রীসুখং তু স্ত্রিয়া নূনং পুত্রোহহং কিঙ্করোমি তে ॥ ৪০ ॥  
 অজীগর্তেন পুত্রোহপি হরিশ্চন্দ্রায় ভূভুজে ।  
 পশুকামায় যজ্ঞার্থং দত্তো মৌল্যেন সৰ্ব্বথা ॥ ৪১ ॥  
 সুখানাং সাধনং দ্রব্যং ধনাৎ সুখসমুচ্চয়ঃ ।  
 ধনমৰ্জ্জয় লোভশ্চেৎ পুত্রোহহং কিং কীরোম্যহম্ ॥ ৪২ ॥

পুত্রোহহং কিংকরোগীতি । মনোপযোগঃ ক ইত্যর্থঃ । নহু পিতুঃ পরলোকক্রিয়ার্থং পুত্রো-  
 হপেক্ষিত ইতি চেন্ন । তদ্বচনস্ত কৰ্ম্মঠশ্রদ্ধাজাভ্যাপ্রায়কত্বাৎ । অতএব ব্রহ্মচর্যাং দেব  
 প্রব্রজেদিতি সন্ন্যাসো ব্রহ্মচারিণামুক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥ অজীগর্তেন ব্রাহ্মণেনাতএব  
 স্বপুত্রো দ্রব্যং গৃহীত্ব হরিশ্চন্দ্রায় পশুর্থং সমর্পিত ইত্যাহ অজীগর্তেনেতি । তস্মাদ্ধ্যমেব

আপনি আর একরূপ বিষয় হইবেন না ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; অধিক কি বলিব,  
 আপনি অবিদ্যা নিদ্রা হইতে জাগরিত হউন ; বাস্তবিক এই সমস্ত মিথ্যা মনঃক্লিত  
 সংসারকে মোহবাণ্ডুরায় জানিয়া অশেষ ক্লেশজনক শোককে অন্তঃকরণ হইতে দূর  
 করিয়া দিন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ দেখুন, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য না খাইয়া যদি কেবল পুত্রমুখ  
 সন্দর্শন করে তাহাতে কি তাহার কখন ক্ষুধা শান্তি হইতে পারে ? না জল পিপাসু  
 জলপান না করিয়া কেবল পুত্রমুখাবলোকনমাত্রে পিপাসা নিবৃতি করিতে পারে ? (বস্তুত  
 এস্থলে যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা শান্তির নিমিত্ত অন্ন এবং জলেরই প্রয়োজন সেইরূপ ভব  
 ক্ষুধাদি নিবারণের নিমিত্ত একগাত্র তত্ত্বজ্ঞানই প্রয়োজনীয় পুত্রকলত্রাদি নহে) ॥ ৩৯ ॥  
 আরও দেখুন, এই সংসারে এইরূপ নিয়ম নিবদ্ধ আছে যে একের দ্বারা কদাচ অস্ত্রের  
 কর্তব্যকার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না তাহার সাক্ষী, সুগন্ধ পাইলেই ভ্রাণেন্দ্রিয় সুখানুভব  
 করিয়া থাকে আর মধুরবাক্য বা সঙ্গীতবাক্য শুনিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ ; সেইরূপ রমণী-  
 সন্তোগ জন্য সুখ স্ত্রীসংযোগেই হইয়া থাকে অপর দ্রব্য নহে ; অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা কদাচ  
 এ সকল সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ; অতএব, যদি সংসারের এইরূপ অগম্য গতি  
 নিশ্চিত হইল, তবে পুত্র হইয়া আমি আপনার কি সুখের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব ?  
 আপনি স্থির জানিবেন ইহ সংসারে নিজের মঙ্গল বা সুখের মূল আপনিই পুত্রাদি নহে ।  
 এ বিষয়ে আর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, যে সময় মহীপাল হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত  
 নরপশু ক্রয় করিবার দ্বন্দ্ব দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন, সুদরিদ্র দ্বিজ অজীগর্ত

মাং প্রবোধয় বুদ্ধ্যা স্বং দৈবজ্ঞোহসি মহামতে ! ।

যথা মুচ্যেয়মত্যস্তং গর্ভবাসভয়াশ্মুনে ! ॥ ৪৩ ॥

দুর্লভং মানুষং জন্ম কৰ্ম্মভূমাবিহানঘ । ।

তত্রাপি ব্রাহ্মণত্বং বৈ দুর্লভঞ্চোত্তমে কুলে ॥ ৪৪ ॥

বন্ধোহহমিতি মে বুদ্ধির্না পসর্পতি চিন্ততঃ ।

সংসারবাসনাজালে নিবিষ্টা বুদ্ধগামিনী ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তস্ত তদা ব্যাসঃ পুত্রোণামিতবুদ্ধিনা ।

প্রত্যাচাচ শুকং শাস্ত্রং চতুর্থাশ্রমস্মানসম্ ॥ ৪৬ ॥

সুখদং ন পুত্রাদিকমিত্যর্থঃ । ইয়ং কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণাহুতি ॥৪১—৪২॥ দৈবজ্ঞ ইতি ।  
দৈবজ্ঞ সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥৪৩—৪৪॥ বুদ্ধগামিনী বুদ্ধাশ্রয়িত্যর্থঃ ॥৪৫—৪৬॥

প্রভূত অর্থরাশির পরিবর্তে অবলীলাক্রমে নিজ ঔরসপুত্র গুনঃশেককে রাজহস্তে সমর্পণ করিয়া-  
ছিলেন ॥৪০—৪১॥ পিতঃ ! ধনই সমস্ত ঐহিক সুখের মূল, কেন না ধন হইতেই সমস্ত সুখের  
উৎপত্তি ; অতএব যদি আপনার সাংসারিক সুখসম্ভোগে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে  
ধনোপার্জনে বহুপরায়ণ হউন । আমি যদিচ আপনার পুত্র বটে, কিন্তু, আমার এই সংসার-  
মধ্যে একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন প্রকার সুখসম্ভোগে স্পৃহা নাই ; সুতরাং  
আগা হইতে আপনার কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই । হে মহাত্মন ! আপনি সুদীর্ঘকাল-  
ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা এই সমস্ত আধ্যাত্মিকাদি সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে পারিয়া-  
ছেন, অতএব আমি যাহাতে এই ঘোর যাতনাগর গর্ভকারাবাস হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ  
হই, আপনি কৃপা করিয়া তাদৃশ তত্ত্ববোধ প্রদানে আমার জ্ঞানেন্দ্র উদ্বীলিত করিয়া  
দিন ॥ ৪২—৪৩ ॥ পিতঃ ! তপোজ্ঞানপ্রভাবে আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্মল হইয়াছে  
সুতরাং কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই ; দেখুন, এই কৰ্ম্মক্ষেত্র ভুলোকে  
আসিয়া জীব বহু সুরুতিফলেই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে তাহাতে আবার যদি উত্তম  
ব্রাহ্মণকূলে জন্ম হয়, তাহা যে, কতদূর পুণ্যরাশির ফল, তাহা আর কি বলিব ! (দৈবজ্ঞ-  
এহে আমি সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াও অবহেলায় হারাইব ।) হে পিতঃ ! অধিক আর  
কি বলিব, যদিচ আমি যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সূচিরকাল জ্ঞানবৃদ্ধ শুক-  
দিগের নিকট ভূরি ভূরি উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি, আমি সংসারপাশবদ্ধ অদ্যাপি  
মুক্ত হইতে পারি নাই, এইরূপ সংসারবাসনা জালজড়িত ঘোরতর অবিদ্যাতিমিরাবৃত  
জন্তুমোময়ী বুদ্ধিবৃত্তি চিন্ত হইতে কোন প্রকারেই তিরোহিত হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! ভগবান্ কৃষ্ণদেবপায়ন পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া যখন,  
ব্রহ্মকণ বুদ্ধিতে পারিলেন, যে, প্রশান্তস্বভাব অসাধারণ বোধশক্তিসম্পন্ন শুকদেব চতুর্থাশ্রম



বাস উবাচ ।

পঠ পুত্র ! মহাভাগ ! ময়া ভাগবতং কৃতম্ ।

শুভং ন চাতিবিস্তীর্ণং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥

স্কন্ধা দ্বাদশ তত্রৈব পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ।

সর্বেষাঞ্চ পুরাণানাং ভূষণং মম সম্মতম্ ॥ ৪৮ ॥

সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানং শ্রুতমাত্রেন জায়তে ।

যেন ভাগবতেনেহ তৎ পঠ ত্বং মহামতে ! ॥ ৪৯ ॥

চতুর্থাশ্রমযোগ্যস্ত শুকপুত্রস্তৈত্তত্তাগবতোপদেশাদন্তোহপি যো বিরক্তঃ পুত্রসদৃশঃ প্রিয়শ্চ  
তস্মা এবৈতত্তাগবতং বক্তব্যং নান্তস্মা ইতি স্থচিতম্ ॥ ব্রহ্মসম্মিতং বেদসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥ ভূষণং  
মুখ্যং সাম্যাবস্থাম্যোপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদেতত্ত সর্বপুরাণশ্রষ্টত্বং যুক্তমেব ॥ অত্রপুরা-  
ণানাস্ত সাম্যাবস্থাম্যাজ্ঞৈকৈকসত্ত্বাদি গুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিকপ্রতিপাদকত্বাৎ মুখ্যত্বমিতি  
ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানমিতি । যেন শ্রুতমাত্রেন সৎ ব্রহ্ম জগদসদেতয়োঃ সদসতো-  
ব্রহ্মজগতোঃ সত্ত্বেনাসত্ত্বেন চ জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানঞ্চ জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

(সন্ন্যাস) গ্রহণেই একান্তচিত্ত হইয়াছেন ; তখন, সুমধুরবাক্যে সন্বোধনপূর্বক বলিলেন,  
পুত্র ! তোমার মহীয়সী বুদ্ধি অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্ববোধের অধিকারিণী হইয়াছে ; অতএব  
এক্ষণে, আমি যে, বেদতুল্য ভাগবতপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছি, কিয়ৎকাল তাহাই অধ্যয়ন  
কর । ঐ গ্রন্থ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সারসংগ্রহ জন্ত নিতান্ত বিস্তীর্ণ নহে অথচ উহাকে  
পরম পদাভিলাষী সংসারমুগ্ধ জীবের পরম কল্যাণসাধন বলিয়া জানিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥  
এই পুরাণটিতে দ্বাদশটি স্কন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পূর্বাচার্য্যগণ পুরাণের সর্গ প্রতি-  
সর্গাদি যে পাঁচটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ইহাতে তাহারও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই ।  
রে বৎস ! যদিচ সমস্ত পুরাণগুলির আমিই রচয়িতা বটে, কিন্তু, সে সমস্তের মধ্যে এইটাই  
মুখ্যতম ; তাহার কারণ এই যে, অপরাপর পুরাণে কেবল সাম্যাবস্থাম্যাপত্তি জন্ত  
সত্ত্বাদি এক একটি গুণোপাধিবিশিষ্ট হরিহর প্রভৃতিরই প্রাধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে ; কিন্তু,  
এই গানিতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাম্যোপহিত পরম ব্রহ্মটিকেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; সুতরাং  
সর্বাপেক্ষা এই ভাগবত পুরাণটাই আমার পরম আদরণীয় বস্তু ॥ ৪৮ ॥ পুত্র ! তোমার  
বুদ্ধিও যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণার উপযোগিনী, সেইরূপ আমার এই ভাগবতটীও  
অসাধারণ গুণসম্পন্ন ; ইহা শ্রবণমাত্র কোন্ বস্তু সৎ আর কোন্ বস্তু অসৎ অর্থাৎ  
মিথ্যা মায়াবয় এই জগৎ যে অনিত্য আর একমাত্র ব্রহ্মই যে নিত্য বস্তু তদ্বিবরক জ্ঞান  
(শাস্ত্র জন্ত পরোক্ষ বোধ) এবং ঐ সমস্ত বিষয় ক্রমশঃ যত অনুশীলিত হইতে থাকিবে  
তত পরিমাণে বিজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হইবে বলকথা এই অচিরকাল মধ্যে মন  
বিশোধিত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হইবে ; অতএব তুমি অবহিতচিত্তে এই  
ভাগবত নামক পুরাণটি অধ্যয়ন কর ॥ ৪৯ ॥

বটপত্রশয়ানায় বিষ্ণবে বালরূপিণে ।

কেনাস্মি বালভাবেন নির্মিতোহহং চিদান্মনা ॥ ৫০ ॥

কিমর্থং কেন দ্রব্যেণ কথং জানামি চাখিলম্ ।

ইত্যেবং চিন্ত্যমানায় মুকুন্দায় মহাত্মনে ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং ভগবত্যাহখিলার্থদম্ ।

সর্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্ ॥ ৫২ ॥

ইদং ভাগবতং কেন কস্মা উপদিষ্টমিতি চেত্তত্রাহ বটপত্র ইতি । কথন্তু তায় কেন কারণে-  
নাহং বালভাবেন স্থিতো'স্মি কিঞ্চ কেন চিদান্মনা কেন চেতনেন পুরুষেণাহং নির্মিতো'স্মি ॥ ৫০ ॥  
কিমর্থং কস্মৈ প্রয়োজনায় চ নির্মিতো'স্মি কেন দ্রব্যেণ পৃথিব্যাদিদ্রব্যমধ্যে কেন দ্রব্যেণাহং  
নির্মিতো'স্মি । কিঞ্চৈদমখিলং সর্বমহং কথং জানামি জ্ঞাত্বামীত্যেবং প্রকারেণ চিন্তয়তে  
ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ এতৎসর্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং সর্বার্থদং বাক্যং ভগবত্যা শ্লোকার্দ্ধেন প্রোক্তম্ ।  
কিন্তু । সর্বং খলু ইদং জগদহমেব সনাতনমস্মি । বাধায়াং সাগানাদিকরণেন সর্বং দৃশ্য-  
মাত্রং মিথ্যারূপং নাস্তি । কিন্তু অহং সনাতনব্রহ্মরূপা কালত্রয়াবাধা সচ্চিদানন্দরূপিণ্যহ-  
মেবাস্মি অনেন বাকোন সর্বং খল্বিদং ব্রুহ্মেতি বাক্যস্তার্থ উক্তঃ । নহু মিথ্যাজগতো ভাবে-  
হপি চেতনাস্তরসম্ভাবনা স্তাৎ তদর্থং নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যস্তার্থমুপদিশতি । নান্যদস্তি-  
সনাতনমিতি মন্তোহনৃত্তিমং সনাতনং দ্বিতীয়ং চেতনমপি নাস্তি তথাচ সর্বদৃশ্যনিষেধেন  
চেতনাস্তরনিষেধেন চৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রুহ্মেতি মহাবাক্যার্থ উপদিষ্টো ভবতি । তেন চ  
তয়া যদ্যচ্চিন্ত্যতে তন্ত সর্বম্ কারণং সচ্চিদানন্দরূপিণ্যদ্বিতীয়ানির্কচনীয়শক্তিমত্যহমেব  
ভগবত্যস্তীত্ব্যুপদিষ্টং ভবতি ॥ ৫২ ॥

(বৎস ! ঈদৃশ পরম মঙ্গলময় ভাগবত পূর্বে কোন্ ব্যক্তি কাহাকে বলিয়াছিল এবং কি  
প্রকারেই বা আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, এ সকল বিষয়ে যদি তোমার সংশয় উপস্থিত  
হইয়া থাকে তাহা হইলে, ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ।)

রে বৎস ! কল্পান্তসময়ে, মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই একাধবস্ত্র বটপত্রোপরি শয়ান  
থাকিয়া ভাবিলেন, কোন্ চিদানন্দময় অনির্কচনীয় বস্তু আমাকে এপ্রকার ক্ষুদ্র বালকরূপে  
সৃষ্ট করিল এবং কোন্ উপাদানে কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই বা আমার এই শিশুরূপ  
নির্মিত হইল ? কিরূপেই বা আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে সমর্থ হইব ? শরণাগত  
ভক্তগণের মুক্তিদাতা ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা আকাশ  
হইতে সেই সর্বচেতন্তরূপিণী আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী “হে শিশুরূপিন্ ! বিষ্ণো ! কল্পান্তে  
যাহা অনন্ত ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রলয়সময়ে যে সমস্ত অতীব সূক্ষ্ম বীজরূপে  
প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে সে সমস্ত একমাত্র আমিই জানিবে আমি ব্যতীত আর  
চিরন্তন নিত্য দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই । ফলতঃ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য  
একমাত্র অদ্বৈত বস্তু আমিই জানিবে শ্রুত বা দৃষ্ট কি অদৃষ্ট বস্তুজাত আমি হইতে অতিরিক্ত  
কিছুই নাই ।” এইরূপ শ্লোকার্দ্ধভাগ উচ্চারণদ্বারা তাঁহার জিজ্ঞাস্তা নিখিল অর্থই বোধ  
করাইয়া দিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

তদ্বচো বিষ্ণুনা পূৰ্ব্বং সংবিজ্ঞাতং মনশ্চাপি ।  
 কেনোক্তা বাগিয়ং সত্যং চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ৫৩ ॥  
 কথং বেদমি প্রবক্তারং স্ত্রীপুংসৌ বা নপুংসকম্ ।  
 ইতি চিন্তাপ্রপন্নেন ধৃতং ভাগবতং হৃদি ॥ ৫৪ ॥  
 পুনঃ পুনঃ কৃতোচ্চারন্তু স্মিমেবাস্তুচেতসা ।  
 বটপত্রে শয়ানঃ সমভূচ্চিন্তা সমস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তদা শান্তা ভগবতী\* প্রাতুৱাস চতুৰ্ভুজা ।  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মবরায়ুধধরা শিবা ॥ ৫৬ ॥  
 দিব্যান্বরধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা ।  
 সংযুতা সদৃশীভিষ্ট সখীভিঃ স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥  
 প্রাতুৰ্ভুব তস্থাগ্রে বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।  
 মন্দহাস্যং প্রযুঞ্জান্না মহালক্ষ্মীঃ শুভাননা ॥ ৫৮ ॥

তদ্বচ ইতি । সংবিজ্ঞাতং বিধৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ ভাগবতমর্কশ্লোকরূপং তদ্বৃত্তং হৃদি তস্মৈ  
 জপং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ অস্তচেতসা স্থাপিতচেতসা ॥ ৫৫ ॥ (তদা শান্তেতি । সপরিবারায়া  
 দেব্যাস্তাংকালিকরূপং বর্ণয়তি । ধৃতশঙ্খচক্রাদিভির্ভূজচতুষ্টয়ৈরুপশোভিতা স্ববিভূতিভিঃ  
 প্রকাশিতায়ৈখ্যাস্বরূপাভিঃ সদৃশীভিঃ সমানরূপবয়স্কভিঃ সহচরীভিরিতি ভাবঃ । এবমুতা

তদনন্তর, ভগবান্ বিষ্ণু সেই প্রলয়কালীন উপদিষ্ট বাক্যার্থগুলি দৃঢ়রূপে অস্তরে ধারণ  
 করিলেন ; পরন্তু মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, কে আমাকে এরূপ অমৃতময়  
 শ্লোকার্কে বলিয়া উপদেশ করিল ? এই অদ্বুত উপদেশবক্তা স্ত্রীজাতি না পুরুষ অথবা স্ত্রী-  
 পুরুষাতিরিক্ত কোন অনির্কচনীয় পদার্থ ? হায় ! কি প্রকারেই বা আমি তাঁহাকে জানিতে  
 পারিব !! তিনি সুদীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু,  
 শ্লোকের ছইটি চরণ বিস্মৃত না হইয়া হৃদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হই-  
 লেন ; অধিক কি বলিব, তৎকালে তিনি সেই বটপত্রে শয়ান থাকিয়াই বীজাকর মন্ত্রের  
 ন্যায় শ্লোকার্কে ভাগটী বারংবার উচ্চারণ করিয়া তাহাতেই চিত্ত সমর্পণপূর্বক ক্রমে  
 সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৩—৫৫ ॥ তখন, সেই সর্বমঙ্গলস্বরূপিনী শুণা-  
 তীতা দেবী ভগবতী বিগুহ সৰ্বগুণরূপ উপাধি স্বীকারপূর্বক অলৌকিক বদ্বালকারে  
 পরিশোভিত হইয়া নিরুপম চারিটী হস্তে গদাচক্রাদি উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল এবং জ্ঞানময় শঙ্খ ও  
 বিশ্বের বীজভূত সূচাক পদ্ম ধারণ করত নিজ বিভূতিস্বরূপ আশ্চর্য্য সখীগণ সমভিব্যাহারে



সূত উবাচ ।

তাং তথা সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা হৃদয়ে কমলেক্ষণঃ ।  
 বিস্মিতঃ সলিলে তস্মিন্নিরাদারাং মনোরগাম্ ॥ ৫৯ ॥  
 রতিভূতিস্তথাবুদ্ধিমতিঃ কীর্ত্তিঃ স্মৃতিধৃতিঃ ।  
 শ্রদ্ধা মেধা স্বধা স্বাহা ক্ষুধা নিদ্রা দয়া গতিঃ ॥ ৬০ ॥  
 তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা জুহুতা তন্দ্রা চ শক্রয়ঃ ।  
 সংস্থিতাঃ সর্বতঃ পার্শ্বে মহাদেব্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬১ ॥  
 বরায়ুধধরাঃ সর্বা নানাভূষণভূষিতাঃ ।  
 মন্দারমালাকুলিতা মুক্তাহারবিরাজিতাঃ ॥ ৬২ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সংবীক্ষ্য তস্মিন্নেকার্ণবে জলে ।  
 বিস্ময়াবিক্টহৃদয়ঃ সমুভূব জনার্দনঃ ॥ ৬৩ ॥  
 চিন্তয়ামাস সর্বাত্মা দৃষ্টমায়োতিবিস্মিতঃ ।  
 কুতো ভূতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ কুতোহহং বটতল্লগঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবী মহালক্ষ্মীরিত্যাখ্যা প্রসিদ্ধা । ঈষদ্বাক্যং কুর্স্বতী অমেয়তেজসো বিকোঃ সমুত্থভাগে  
 প্রাচুর্ভূতাবিরাসীদিত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥

তাং তথেষি । তাং তাদৃশীং পূর্ববর্ণিতাং তস্মিন্ প্রলয়বারিধিসলিলে নিরাদারাং নিরা-  
 লম্বাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বভূবেতি বোধ্যম্ ॥ ৫৯ ॥ ইদানীং রতিরিত্যারভ্য দেবীসম্বিনী-  
 শক্তীনাং নামানি নির্দীপয়তি রতিভূতিরিতি ॥ ৬০—৬২ ॥ তাং লক্ষ্মীং তাশ্চ পরিবার-

প্রশান্তভাবে জগন্মনোজ্ঞ বদনমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে মহালক্ষ্মীরূপে অমিত-  
 তেজা বিষ্ণুর সমুখে আসিয়া প্রাচুর্ভূত হইলেন ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কমললোচন ভগবান্ জনার্দন, সখীগণ সমভিব্যাহারে সেই  
 মনোরমা মহালক্ষ্মী দেবীকে প্রলয় বারিধির ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ সলিলোপরি  
 নিরালম্বনে বিরাজমানা দেখিয়া অস্তরে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥ রতি, ভূতি, বুদ্ধি,  
 মতি, কীর্ত্তি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা,  
 লজ্জা, জুহুতা ও তন্দ্রা প্রভৃতি শক্তি সকল দিব্য মন্দারমালা ও মুক্তাহার এবং যথাযোগ্য  
 বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া হস্তে নানাবিধ সুমহৎ দিব্যাস্ত্র নিচয় ধারণ পূর্বক সেই  
 মহাদেবীর উভয় পার্শ্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৬০—৬২ ॥ মহর্ষিগণ ! ভগবান্  
 বিষ্ণু একাৰ্ণব নীরে তাদৃশ সর্ব শোভার আধারভূমি সেই মহাদেবী এবং ততুল্য শোভাময়ী  
 তাঁহার পার্শ্বে দেশস্থ সহচরীবৃন্দকে সন্দর্শন করিয়া যে নিত্যন্ত বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবেন,  
 তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সেই সর্বাঙ্গরাত্মা ভগবান্ তাদৃশ অদ্ভুত মায়াগয় ব্যাপার সন্দর্শনে

অগ্নিমৈকার্ণবে ঘোরে অগ্ৰোধঃ কথমুখিতঃ ।  
 কেনাহং স্থাপিতোহস্ম্যত্র শিশুং কৃৎস্না শুভাকৃতিঃ ॥ ৬৫ ॥  
 মমেয়ং জননী নো বা ময়া বা কাপি দুর্ঘটা ।  
 দর্শনং কেন চিত্তদ্য দত্তং বা কেন হেতুনা ॥ ৬৬ ॥  
 কিং ময়া চাত্র বক্তব্যং গন্তব্যং বা ন বা কচিৎ ।  
 মৌনমাস্থায় তিষ্ঠেয়ং বালভাবাদতদ্রিতঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে  
 শুকবৈরাগ্যকথনং হরয়ে ভগবতুপদেশো নাম চ  
 পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শক্লীশ্চ ॥ ৬৩—৬৫ ॥ দেবীং দৃশ্যমানামুৎপ্রেক্ষতে মমেয়ং জননীতি । দর্শনং কেনচিদिति ।  
 কেনচিদনির্লচনীয়েন দেবতাবিশেষণ বা কেনাপি হেতুনা কারণেন দর্শনমদ্য দত্তং বা ।  
 অত্র নিশ্চয়াভাবে কিং বা ময়া বক্তব্যম্ । কচিৎ দেশে ময়া গন্তব্যং ন বা গন্তব্যমিতি  
 কিমপ্যহং ন জানে কেবলং বালভাবাদতদ্রিতো মৌনমাস্থায়াশ্রিত্য তিষ্ঠেয়মিত্যেবং ময়াশ্চিন্  
 সময়ে কৰ্ত্তব্যং নাশ্রুদিতি ভাবঃ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, আচ্ছা, এই কল্লাস্ত্র সময়ে ঘোরতর তরঙ্গসঙ্কুল  
 একাৰ্ণব মধ্যে এই সকল নিরুপম সুন্দরী রমণীগণ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ?  
 আর আমিই বা কোথা হইতে আসিয়া এই বটপত্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি ? বস্তুত  
 কে আমার সুন্দরাকৃতি শিশুরূপে নির্মাণ করিয়া এস্থলে সংস্থাপিত করিল, বিশেষতঃ এই  
 অগাধ গম্ভীর প্রলয় সাগর মধ্যে বট বৃক্ষই বা কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইল ? তবে কি ইনি  
 দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী কোন প্রকার ময়া ? না ইনি আমার জননী ? অথবা অদ্য কোন  
 অনির্লচনীয় দেবতা কোন কারণ বশত আসিয়া আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন ?  
 এক্ষণে আমার এস্থল হইতে কোন স্থানান্তরে যাইতে হইবে কি না এই স্থলেই থাকিতে  
 হইবে ? যখন এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতেছি না, তখন সহসা আর কি বলিব ?  
 সুতরাং এই বালক রূপেই মৌনাবলম্বন পূর্বক সাবধানে স্থির হইয়া এই স্থলেই অবস্থান  
 করি !! ॥ ৬৩—৬৭ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে  
 শুকবৈরাগ্য কথন এবং হরির প্রতি ভগবতীর উপদেশ  
 নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

—००००—

ব্যাস উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তং বিস্মিতং দেবং শয়ানং বটপত্রকে ।  
উবাচ সস্মিতং বাক্যং বিষ্ণো ! কিং বিস্মিতো হসি ॥ ১ ॥  
মহাশক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ পুরা ।  
প্রভবে প্রলয়ে জাতে ভূত্বা ভূত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥  
নিগুণা সা পরা শক্তিঃ সগুণস্ত্বং তথাপ্যহম্ ।  
সাত্ত্বিকী কিল যা শক্তিস্তাং শক্তিং বিদ্ধি মামিকাম্ ॥ ৩ ॥

একষষ্টিশ্লোকবৈদ্যোদেবীভাষণপূর্বকম্ ।

উপনিষ্টঃ শুকায়েতৎ পুরাণমিতি চোচ্যতে ॥

কিং বিস্মিতোহসীতি । যদ্যহং নবীনা স্বদপরিচিতা দেবী বা মায়্যা বা স্ত্যাম্ । তদা তব  
বিস্ময়ো যুক্তো নচ তথাস্তি কিন্তু তবৈব শক্তিরস্মীতিভাবঃ ॥ ১ ॥ নমু তর্হি ময়া কুতো ন  
স্বর্ঘ্যতে ইতি চেত্তব্রাহ মহাশক্ত্যা ইতি । মহাশক্তির্মায়াশবলব্রহ্মরূপিণী তস্তাঃ প্রভাবেণা-  
বরণরূপেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ অতো মাং ন স্মরসি । নমু মমাহধুনৈব জন্ম তথাচ তব মম চ  
সম্বন্ধো নৈব কদাপি জাতস্ততঃ কথমুচ্যতে বিস্মৃতবানসীতি চেত্তব্রাহ পুরেতি । পুরা পূর্বে  
প্রভবে সৃষ্টৌ তথা পূর্বে প্রলয়ে জাতে ত্বং পুনঃপুনঃ ভূত্বা ভূত্বা উৎপদ্যোৎপদ্য তিষ্ঠসীতি-  
শেষঃ । তথাচ তস্মিন্শাস্ত্রিগ্নম্ভ্রহং তচ্ছক্তিরভবং তাং মাং ন জানাসীত্যতো বিস্মৃতবানি-  
ভূক্তং সত্যমেবেতিভাবঃ ॥ ২ ॥ নমু কা সা মহাশক্তিস্তব্রাহ নিগুণেতি । সাম্যাবস্থা-  
পাধিক্যার্থঃ । তহহং কস্তব্রাহ সগুণস্ত্বমিতি । তর্হি ত্বং কাসি তব্রাহ তথাপ্যহমিতি ।

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস শুক ! (তাহার পর যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপারের সজ্জটন হইয়া-  
ছিল সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ।) সেই দেবী মহালক্ষ্মী বটপত্রে শয়ান দিব্যরূপী বালক  
বিক্ষুকে বিস্মিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, বিষ্ণো ! তুমি কি জ্ঞাত একরূপ  
বিস্ময়াপন্ন হইতেছ ? দেখ, পূর্বে এই জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় অনাদি কাল হইতে কত  
কোটিবার যে হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এবং সেই সেই সময়ে তুমি যখন যেরূপে জন্ম  
গ্রহণ করিয়াছ আমিও তোমার সহিত তখনই আসিয়া সংমিলিত হইয়াছি, চিরকালই বারং-  
বার এইরূপ সজ্জটনা হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু এক্ষণে তুমি সেই মহামায়া শবলিত পর-  
ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তির আবরণ শক্তি প্রভাবে সে সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ এই জ্ঞাতই আমার  
চিন্তিতে পারিতেছ না । সেই পরম চৈতন্যস্বরূপা পরা শক্তি সমস্ত মায়্যাগুণের অতীত ;  
কিন্তু তুমি বা আমি আমরা উভয়েই সগুণ । অধিক আর কি পরিচয় দিব এই বিশ্ব সংসার  
যাহাকে বিগুণ সাত্ত্বিকী শক্তি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে সে আমিই ; অধিক আর কি



ত্বমাভিকমলাদব্রুক্ষা ভবিষ্যতি প্রজাপতিঃ ।  
 স কৰ্ত্তা সৰ্বলোকস্য রজোগুণসমম্বিতঃ ॥ ৪ ॥  
 স তদা তপ আশ্রায় প্রাপ্য শক্তিমনুভমাম্ ।  
 রজসা রক্তবর্ণঞ্চ করিষ্যতি জগজ্জয়ম্ ॥ ৫ ॥  
 স গুণান্ পঞ্চভূতাংশ্চ সমুৎপাদ্য মহামতিঃ ।  
 ইন্দ্রিয়াগীন্দ্রিয়েশাংশ্চ মনঃপূৰ্ব্বান্ সমম্বতঃ ॥ ৬ ॥  
 করিষ্যতি ততঃ সৰ্গং তেন কৰ্ত্তা স উচ্যতে ।  
 বিশ্বস্তাস্ত্র মহাভাগ ! ত্বং বৈ পালয়িতা তথা ॥ ৭ ॥

যথা ত্বং সগুণস্তথৈবাহং সগুণাস্মীত্যর্থঃ । তব কোহসৌ গুণস্তত্রাহ সাধিকীতি । সাধিকী  
 পরাশক্তিস্তাং মামিকাং মৎসম্বধিনীং বিদ্ধি সৰ্বগুণাশ্চিকাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কিমর্থমুৎপা-  
 দিতোঽস্মীত্যন্তোত্তরমাহ ত্বমাভীতি ॥ ৪—৫ ॥

সগুণান্ গুণসহিতান্ পঞ্চভূতানিত্যর্থঃ । পুংলিঙ্গমর্থম্ ॥ ৬ ॥ (করিষ্যতীতি । ততঃ  
 ভূতৈজিয়াদীহুৎপাদ্য তাংস্তেব সৰ্বানি সৃষ্ট্যপকরণভূতাত্মাদায় মূলপ্রকৃতিসমুৎপাদান-  
 রূপাণি সংগৃহেতিবাৎ । অস্ত্র বিশ্বস্তোতি প্রত্যক্ষবলিন্দেশেন গুণপর্যায়প্রবাহরূপস্ত জগতঃ  
 প্রলয়েহপি সত্তাপ্রতিযোগিতাহভাবং দর্শয়ন্তু পদিশতি । অর্থমর্থঃ বিক্ষো ! ইদানীং যদিদং  
 প্রকৃতিমূলকং বিশ্বং জগৎ কল্মাস্তবোরনিশামাসাদ্য মুদিতপ্রায়সরোরুহমিব বর্ততে তদেতৎ-  
 সৰ্বং উদ্যচৈতত্ত্বনভাসদর্শনমাত্রেণ “সোহকামরত বহুস্তাম্ প্রজ্ঞায়ৈ” ইতিশ্রুতিগীত মায়-  
 শবলিত সৃষ্ট্যানুধপুরুষকটাক্ষপাতমাত্রেণেতি তাৎপর্যার্থঃ । বিকাশত্বং যান্ততি । এতদেব-  
 ক্ষুটীকরণমাহ স অচিরান্নাভিকমলভবিষ্যন্ রজোমবো ব্রুক্ষাপ্যপুরুষঃ যতঃ সৃষ্ট্যানুনা বর্তমান-  
 মেতদবীজভূতং বিশ্বরূপকমলং স্বাবরজঙ্গমরূপেণ প্রপঞ্চয়িষ্যতি তস্মাৎ কৰ্ত্তা স্রষ্টা ইত্যাত্মায়া  
 উচ্যতে কীর্ত্যতে সৃষ্টিকৰ্ত্তৃভাভিমানবত্তয়া এবসৃষ্টোপাধিমান্ ভবেদিত্যভাবঃ । এবং প্রপঞ্চী-  
 ভূতস্ত জগত্বমেব পালনকৰ্ত্তা নাত্মঃ । ত্বং বৈ পালয়িতব্যত্র অন্তেষাং পালনসামর্থ্যঃ

বলিব আমাকে তোমারই সেই সৰ্বগুণায়িক। মহালক্ষ্মীরূপা বৈষ্ণবীশক্তি বলিয়া  
 জানিও ॥ ১—৩ ॥ তোমারই নাভিসরোজ হইতে রজোগুণের অধিষ্ঠাতা সৰ্বলোক-  
 স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রুক্ষা আবির্ভূত হইবেন ॥ ৪ ॥ সেই সময় তিনি প্রাচুর্ভূত হইয়াই দোর-  
 তর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠানপূৰ্ব্বক সৃষ্টি করণোপযোগিনী মহতীশক্তি লাভ করিয়া নিজ  
 রজোগুণ প্রভাবে রজোগুণায়িকা (প্রবৃত্তিময়ী) ত্রিলোকীর সৃষ্টি করিবেন ॥ ৫ ॥

তত্ত্ববোধ-বিশারদ প্রজাপতি ব্রুক্ষা ত্রিগুণময় পঞ্চ মহাভূতের উৎপাদন করিয়াই মনঃ-  
 প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের প্রত্যেকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের সৃষ্টি করি-  
 বেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর সেই ব্রুক্ষা আশ্রয়স্থ ভূতৈজিয়াদি উপকরণ লইয়া বিশ্ব ব্রুক্ষাণ্ডের সৃষ্টি  
 করিবেন এবং সেই জগত্ই তিনি সমস্ত লোক মধ্যে সৃষ্টিকৰ্ত্তা নামে আখ্যাত হইবেন।  
 পরন্তু, হে মহাভাগ বিক্ষো ! প্রজাপতি সৃষ্টে অধিল ব্রুক্ষাণ্ডে আপনিই একমাত্র পালন কৰ্ত্তা  
 হইবেন । (প্রজা সৃষ্টির প্রথমোদ্যমেই ব্রুক্ষার মানস পুত্র কুমার চতুর্ভূত পিতৃ আদেশ হেলন

তদু বোর্মধ্যদেশাচ্চ ক্রোধাক্রোধো ভবিষ্যতি ।

তপঃ কৃত্বা মহাঘোরং প্রাপ্য শক্তিস্তু তামসীম্ ॥ ৮ ॥

কল্লান্তে সোহপি সংহর্তা ভবিষ্যতি মহামতে ! ।

তেনাহং ত্বামুপায়াতা সাত্বিকীং ত্বমবেহি মাম্ ॥ ৯ ॥

স্বাস্থ্যেহং ত্বৎসমীপস্থা সদাহং মধুসূদন ! ।

হৃদয়ে তে কৃতাবাসা ভবামি সততং কিল ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

শ্লোকশ্লার্কং ময়া পূৰ্ব্বং শ্রুতং দেবি ! স্ফুটাক্ষরম্ ।

তৎ কেনোক্তং বরারোহে ! রহস্যং পরমং শিবম্ ॥ ১১ ॥

নিবাকুর্কন্ বৈ ইতি পদং প্রযুক্তম্ । তমেব পালনকর্তা ভবিষ্যসীতিশেষঃ । বিমলস্বরশূ-  
পাধিমত্বাং ॥ ৭ ॥ ) ( অধুনা ক্রোধোৎপত্তিং বর্ণয়ন্তীহ তদক্রবোরিতি তন্ত নাভিকমলজাতন্ত  
পুরুষস্ত ক্রবোর্মধ্যভাগাৎ । ক্রোধাদিত্যস্তারমর্থঃ বদাহি লজ্জিতপিত্রাদেশান্ মানসজাতান্  
সনৎকুমারাদীন্ প্রতি স পিতা ব্রহ্মা ক্রুদ্ধো ভবিষ্যতি তদৈব রুদ্র উৎপৎস্তুতে ইতি পৌরা-  
নিকী গাথাস্তি । মহাঘোরং অষ্টৈরসাধামুগ্রং তপোহনুষ্ঠায় তামসীং তমোগুণান্নিকাং কালী-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ) তেনেতি । সৃষ্টাদিনিমিত্তেন ॥ ৯—১০ ॥

তৎকেনোক্তমিতি । অত্র ষয়োক্তং শ্লোকার্থং সা মূর্তির্কিঞ্চনা দৃষ্টা অস্তি অতএব তৃতীয়-  
কল্পে মণিধীপাধিবাসিনীং দৃষ্টা । বিষ্ণুনোক্তম্ । গায়ন্ত্রী চ বালভাবান্ময়েকিত্তি । তস্মাৎ  
কেনোক্তমিত্যত্র যয়া শ্লোকার্কেমুক্তং সা তদর্থমুক্তা তিরোহিতা সা কা ভবতি কিংতত্বা

করিবেন বলিয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন ; তদবস্থায় তাঁহার ক্রুর মধ্যভাগ হইতে  
মহাতেজোময় রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইবে । পরে সেই রুদ্রদেব ঘোরতর তপঃপ্রভাবে  
তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী ( কালী নামে সংহাররূপা ) মহাশক্তিকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭—৮ ॥  
সেই সংহার শক্তিবলেই কল্লান্ত ( প্রলয় ) সময়ে রুদ্র সমস্ত ভূতভৌতিকময় জগতকে  
বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবেন ; সুতরাং সেই জন্য তিনিই যে সংহারকর্তা নামে বিখ্যাত হইবেন,  
তাহা আর তোমার ত্বায় স্মহৎ তত্ত্ববোধ-বিশারদ পুরুষকে অধিক বলিয়া বুঝাইতে হইবে  
না । ( কল কথা এই যে, সেই মহামায়া শবলিত পরব্রহ্ম চৈতন্তরূপা পরাশক্তির ইচ্ছাসম্মত-  
ভাবিসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ) সম্প্রতি আমি তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; অতএব,  
তুমি আমার নিশ্চয়রূপে সেই চিরসঙ্গিনী সত্যান্নিকা শক্তি বলিয়া অবগত হও ॥ ৯ ॥ মধু-  
সূদন ! তোমার হৃদয়-নিকুঞ্জধাম ভিন্ন আগার নিত্য বসতি স্থল অপর কোন স্থলেই নাই,  
সুতরাং আমি নিরন্তর ঐ স্থলেই বসবাস করিব ॥ ১০ ॥

এই সমস্ত শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, হে বরারোহে ! এই সুহৃৎকে আমি যে  
স্পষ্টাক্ষর পূর্ণ শ্লোকার্দ্ধভাগ শ্রবণ করিলাম সেই সর্বসুখাবহ শুদ্ধতম কথাগুলি কে উচ্চারণ  
করিলু ? হে বরবর্ণিনি ! এই সংশয়টি আমার এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা প্রকাশ

তন্মে ব্রুহি বরারোহে ! সংশয়োহয়ং বরাননে ! ।

নির্ধনো হি যথা দ্রব্যং তৎ স্মরামি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

বাস উবাচ ।

বিষ্ণোস্তুত্বচনং শ্রুত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্মিতাননা ।

উবাচ পরয়া প্রীত্যা বচনং চারুহাসিনী ॥ ১৩ ॥

মহালক্ষ্মীরুবাচ ।

শৃণু শৌরে ! বচো মহ্যং সগুণাহং চতুর্ভুজ ! ।

মাং জানাসি ন জানাসি নিগুণাং সগুণালয়াম্ ॥ ১৪ ॥

ত্বং জানীহি মহাভাগ ! তয়া তৎ প্রকটীকৃতম্ ।

পুণ্যং ভাগবতং বিদ্ধি বেদসারং শুভাবহম্ ॥ ১৫ ॥

ভবতীতি তস্তাঃ স্বরূপনির্ধারণার্থোহয়ং প্রশ্ন ইতি মন্তব্যম্ ॥ ১১ ॥ (তন্মেক্রহীতি । নির্ধনঃ দরিদ্রপুরুষঃ যথা দৈবাৎ দ্রব্যং ধনং প্রাপ্য নিরন্তরং তদেবস্মরতি অহমপি তদ্বৎ স্মরামীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইদানীং বিষ্ণুরুতপ্রশ্নস্তোত্তরবাক্যং বক্তুমুপক্রমন্তাহ বিষ্ণোরিতি । স্মিতাননা ঈষ-  
জ্ঞাস্তবদনা । চারুমনোহরং হসতীতি ॥ ১৩ ॥ তদেব . বক্তব্যমারভতে শৃণুশৌরে ইতি  
শৌরে ইতি সম্বোধনেন শৌর্যশালিনামগ্রীহং সূচিতম্ । যদ্বা সৃষ্টিপ্রবাহবৎ অবতারা-  
দেবপি নিত্যত্বমস্মারয়ন্ প্রতিদ্বাপরং শুবংশে কৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণত্বং বোধয়তি ॥ ১৪ ॥  
যাং নিগুণাং গুণত্রয়োপচয়্যাপচয়রহিতসাম্যাবস্থামায়োপাধিকবুদ্ধিরূপিণীং ন জানাসি ত্বং  
তয়া মূলদেব্যা ভুবনেশ্বর্যা তৎ প্রকটীকৃতমিত্যাহ তয়া তৎ প্রকটীকৃতমিতি । ভাগবতমিতি  
ভগবত্যা মায়োপাধিকবুদ্ধিরূপিণ্যা প্রতিপাদকমর্দ্ধলোকায়ুকং সূত্রভূতমেব সর্ববেদসারং  
সর্বং ধর্মিণং ব্রুহি নেহ নানাস্তিকিঞ্চনেতি সর্ববেদতাপর্য্যার্থপ্রতিপাদকবাক্যার্থাভিলাপকং

করিয়া বলিতে পারিতেছি না ; বস্তুত কেবল দরিদ্র ব্যক্তির ধন লাভের জ্ঞান, বারংবার  
তাহাই স্মরণ করিতেছি, অতএব তুমি এই বৃত্তান্তটী বলিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ অপনয়ন  
কর ॥ ১১—১২ ॥

বেদবাস বলিলেন, বৎস ! তাহার পর সেই চারুহাসিনী দেবী মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর  
তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতিসহকারে ঈষৎ হাস্তবদনে কহিলেন, শৌরে ! আমার কথা  
শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইবে । দেখ, তুমি যেমন গুণধর্মী  
হইয়া চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হইয়াছ, সেইরূপ আমিও গুণধর্ম আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই  
মূর্তিমতী হইয়া তোমার দৃষ্টিগোচরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; সেই জন্যই তুমি আমার  
জানিতে পারিতেছ ; কিন্তু, সেই সমস্ত গুণের আশ্রয়রূপা নিগুণা পরাশক্তিকে জানিতে পার  
নাই ॥ ১৩—১৪ ॥ (বিষ্ণো ! তুমি মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াও সেই মহাদেবীর অর্থাৎ এতনি  
ধীহাকে আমি গুণাতীতা সাম্যাবস্থ মহামায়োপাধিত বক্তৃতাভঙ্গরূপে বলিয়া নির্দেশ করিলাম,



কৃপাঞ্চ মহতীং মন্ত্রে দেব্যাঃ শত্রুনিষূদন ! ।

যয়া প্রোক্তং পরং গুহ্যং হিতায় তব সূত্রত ! ॥ ১৬ ॥

রক্ষণীয়ং সদা চিত্তে ন বিস্মার্য্যং কদাচন ।

সারং হি সর্বশাস্ত্রাণাং মহাবিদ্যাপ্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥

নাতঃ পরং বেদিতব্যং বর্ততে ভুবনত্রয়ে ।

প্রিয়োহসি খলু দেব্যাস্ত্বং তেন তে ব্যাহতং বচঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা মহালক্ষ্ম্যাশ্চতুর্ভুজঃ ।

দধার হৃদয়ে নিত্যং মত্বা মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

পূবাণং মন্ত্ররূপং প্রকটীকৃতং বিদ্ধি ॥ ১৫ ॥ নবোদাশং রহস্তং ভুবনেশ্বর্যা পামরায় বালকায় মহং কিমিত্যুপদিষ্টমিতি চেত্তদ্রাহ কৃপাঞ্চতি । নাত্তদত্র কারণং পশ্যামি কেবলং ভগবতী-কুটৈপবাত্র কারণং মন্ত্রে । যয়া স্বমুখে নৈবাতি রহস্তমুক্তম্ ॥ ১৬ ॥ মহাবিদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী তয়া প্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥ ইদং যদি ত্বয়া শ্রুতম্ তদাতঃ পরং কিমপি বেদিতব্যমবশিষ্টং নৈবাস্তি । বাচ্য-রহস্তং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেবসত্যমিতি । বৃক্ষবেদমমৃতং পুরস্তাদব্রুক্ষ পশ্চাদ্ক্লিগত-শোভনং । অধশ্চোৰ্দ্ধা প্রসূতং বৃক্ষবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠমিত্যাশ্রয়িত্তিঃ সর্বকারণজ্ঞানেন ॥ ১৮ ॥

( ইতি শ্রুত্বা । দেবীমুখাং স্বপ্রসূতাত্তরবাক্যমাকর্ণা শ্লোকার্দ্ধভাগমপি সম্পূর্ণশ্লোক-মপ্রজ্ঞাপ্যপি সর্বোত্তমং মন্ত্রং বুদ্ধা হৃদয়ে দধার ধৃতবান্ বীজমন্ত্রবৎ শ্লোকতাৎপর্যার্থধারণাং

তাঁহারই আবরণশক্তি দ্বারা বিশ্বত প্রায় হইয়াছে বলিয়াই কোথা হইতে শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারিত হইল জানিতে পারিতেছি না; অতএব আমি সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি নিশ্চয়রূপে অবধারণ কর । সেই মহাদেবী ভগবতীকর্তৃক আকাশ মার্গ হইতে শ্লোকার্দ্ধ ভাগ প্রকটিত হইয়াছে । ঐ দুই চরণ শ্লোকটী সমস্ত বেদের সারভূত পরম পবিত্রকর ভাবী ভাগবত গ্রন্থের বীজ-স্বরূপ এবং জীবনকরের বিশেষত তোমার ভূয়িষ্ঠ মঙ্গলজনক বলিয়া জানিবে । হে সূত্রত ! যিনি সেই পরম গুহ্যতম শ্লোকার্দ্ধ ভাগ বলিয়াছেন তিনি সেই মহাদেবী ভগবতীই অপর নহেন । কারণ, তুমি প্রতি কল্পেই দেবতা ও ঋষিদিগের বিপ্রকারী এমন কি সমস্ত জগতের কটকস্বরূপ দুরাচার রাক্ষস বা অসুরগণের দমন করিয়া থাক বলিয়া বোধ হয় তোমার প্রতি সদয় হইয়া তোমারই মঙ্গলের জন্য ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তুমি ঐ উপদেশমূলক শ্লোকার্দ্ধভাগ অন্তরে দৃঢ়রূপে ধারণা করিও, কদাচ বিশ্বত হইও না; কেননা, ঐ উপদেশটী বিশ্বনিস্তারকারিণী ভগবতী ব্রহ্মবিদ্যাকর্তৃক প্রকটিত হইয়াছে; সূতরাং উহাই যে সর্ব শাস্ত্রের সারভূত তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ১৭ ॥ এই ত্রিলোকী মধ্যে ইহা অপেক্ষা প্রকৃত জানিবার যোগ্য বিষয় আর কিছুই নাই; তুমি দেবীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া সেই জন্তই তিনি তোমাকে ঐরূপ পরম গুহ্য তথ্য উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস শুভ ! তুচ্ছ চতুষ্ঠয় পরিশোধিত, ভগবান্ বিষ্ণু দেবী মহালক্ষ্মীর এই সুকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই শ্লোকার্দ্ধ ভাগকে অনির্কলচর্য্য মহিমাপূর্ণ মন্ত্র বলিয়া বুঝিতে

কালেন ক্রিয়তা তত্র তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ ।  
 ব্রহ্মা দৈত্যভয়াভ্রস্তো জগাম শরণং হরিম্ ॥ ২০ ॥  
 ততঃ কৃত্বা মহায়ুদ্ধং হত্বা তৌ মধুকৈটভৌ ।  
 জজাপ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্লোকাক্ষং বিশদাক্ষরম্\* ॥ ২১ ॥  
 জপন্তঃ বাহুদেবক দৃষ্ট্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ ।  
 পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ কঞ্জজঃ কমলাপতিম্ ॥ ২২ ॥  
 কিং ত্বং জপসি দেবেশ ! ত্বতঃ কোহপ্যধিকোহস্তি বৈ ।  
 যৎ স্মৃত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রীতোহসি জগদীশ্বর ! ॥ ২৩ ॥

হরিরুবাচ ।

ময়ি ত্বয়ি চ যা শক্তিঃ ক্রিয়াকারগলক্ৰণা ।  
 বিচারয় মহাভাগ ! যা সা ভগবতী শিবা ॥ ২৪ ॥

কৃতবান্ নিত্যমনিশং জপন্ সন্নতিশেষঃ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তিপ্রত্যুক্তিরূপবাক্যাবসানাত্  
 ক্রিয়তিকালে গচ্ছতি সতি মহালক্ষ্ম্যাদিষ্টঃ পুরুষঃ বিষ্ণুনাভিকমলাজ্জাত ইতি সূচয়ন্নাহ শুকঃ  
 প্রতিবেদব্যাসঃ ইতি শ্রুত্বৈতি । দৈত্যৌ মধুকৈটভৌ তাভ্যাং যদভয়ং তন্নাৎ ত্রস্তঃ প্রাণশক্তিঃ ।  
 এতৌ দুর্জয়ৌ দানবৌ অধুনৈব তপস্বিনঃ মাং সংহরিস্মত ইতি জীবননাশভয়াৎ বিচলিত-  
 হৃদয়ঃ সন্ হরেঃ শরণং ভক্তক্লেশহরং হরিকপমাশ্রয়ং জগাম প্রাপ ইত্যময়ঃ ॥ ২০ ॥) ক্রিয়াকার-

পারিষা নিরন্তর হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিলেন । এইরূপে ক্রিয়াকাল গত হইলে সর্বলোক  
 স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই বটপত্র-শয়ান বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইলেন ; (তৎ-  
 কালে তিনি প্রাভূত হইয়াই নিজের উৎপত্তির কারণকে, আর আমিই বা কে এইরূপ চিন্তা  
 করিতেছেন এমন সময় সহসা মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে সংহার  
 করিবার উপক্রম করিল ) তদর্শনে, তিনি ভয়ে বিব্রত হইয়া সেই বটপত্রে শয়ান যোগ-  
 নিদ্রাভিভূত ভগবান্ হরির শরণাগত হইলেন ॥ ১৯—২০ ॥ পরে ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে  
 সমুখিত হইয়া দুর্দান্ত দানব মধুকৈটভের সহিত সূচির কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহা-  
 দিগকে কালকবলে প্রেরণপূর্বক পূর্বোন্নিখিত সেই বিম্পষ্টাক্ষর শ্লোকাক্ষর মন্ত্রটী একান্ত  
 চিন্তে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা কমলাপতি বাহুদেবকে  
 জপ করিতে দেখিয়া পরম প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২২ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনি  
 সমস্ত দেবগণের এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়া কি জপ করিতেছেন ? এই বিশ্বমধ্যে  
 আপনা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বা পূজ্যতম বস্তু আছে কি ? বিশেষত আপনি যখন জপা  
 বিষয় শ্রবণ করিয়া একেবারে প্রেমে উৎক্লম্ব হইতেছেন, তখন, অবশ্যই ইহাতে কোন গুঢ়  
 কারণ আছে ! ॥ ২৩ ॥

যস্তাধারে জগৎ সৰ্বং তিষ্ঠত্যত্র মহার্ণবে ।  
 সাক্ষিরা যা মহাশক্তিঃ রমেয়া চ সনাতনী ॥ ২৫ ॥  
 যয়া বিশ্বজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।  
 সৈষা প্রসম্মা বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ২৬ ॥  
 সা বিদ্যা পরমা মুক্ত্যেহেতুভূতা সনাতনী ।  
 সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সৰ্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ২৭ ॥  
 অহং ত্বমখিলং বিশ্বং তস্তাশ্চিচ্ছক্তিসম্ভবম্ ।  
 বিদ্ধি ব্রহ্মস্বনন্দেহঃ কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্বদাহনঘ ! ॥ ২৮ ॥

গণতি । কার্য্যকারণলক্ষণেতি তাৎপর্য্যম্ ॥২১—২৪॥ সা সৰ্বাধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মরূপিণ্যস্তীত্যাহ  
 যস্তাধারে ইতি । অত্র সাক্ষির্য্যঃ । যস্তা আধারে ইতি তু চ্ছেদঃ । অভেদে ভেদগারোপ্য যস্তা  
 আধারে ইত্যাভ্যুতম্ । যদাশ্বকে আধারে ইতি তু রহস্তম্ । মহার্ণবে মহার্ণবসদৃশে গন্তীয়ে  
 অগাধে আধারে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ বিস্তর ইতি । ব্যাসকৃতবিস্তর ঠেত্যর্থঃ । তথাযুগে কৃতযুগে  
 হিরণ্যগৰ্ভকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ । দ্বাদশস্কন্ধে হিরণ্যগৰ্ভকৃতবিস্তরস্ত বক্ষ্যমাণস্তাৎ ॥ ২৬—২৯ ॥

ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে ভগবান্ হরি বলিলেন, প্রজাপতে ! তুমিত নিজেও বিজ্ঞান-  
 সম্পন্ন ; তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? একবার স্থিরচিত্তে স্বয়ং মনে বিচার করিয়া দেখ  
 না কেন ? তোমাতে এবং আনাত্রে যে কার্য্যকারণলক্ষণা শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন তিনি  
 কে ? ফল কথা এই যে, আমি যাহাকে জপ বা স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি তিনি  
 সেই সৰ্ব্ব-মঙ্গল-স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী দেবী ভগবতীই জানিবে ॥২৪॥ এই প্রলয়কালী নমহার্ণবের  
 উপরিভাগেও এই সমস্ত জগৎ যে সাক্ষার রূপ আধার শক্তিতে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা আর  
 কেহ নহে ; সেই নিত্য চৈতন্যরূপিণী সনাতনী অপরিমেয়া মহাশক্তি ব্রহ্মময়ী ভগবতীই  
 জানিবে ॥২৫॥ যিনি এই সচরাচর বিশ্বের পুনঃপুন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনিই অর্থাৎ আমার  
 এই উপাস্ত মহাদেবীই যখন দেহিদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদাত্তী হয়েন, তখনই তাহারা  
 অবলীলাক্রমে দুঃশ্বেদ্য সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া বিমুক্ত হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥ সেই নিত্যস্বরূপা  
 পরাশক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা রূপে বিগুরু চিত্ত সাধকদিগের মুক্তির হেতুভূত হয়েন ; আবার মূঢ়  
 মানবগণের সংসারপাশ বন্ধনের কারণও তিনি ; ফলত এই বিশ্ব সংসার মধ্যে যাহারা ঈশ্বর  
 বলিয়া বিক্রত, তিনি সেই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বরী (অর্থাৎ সেই চিত্রপা পরাশক্তিই  
 চৈতন্যরূপে দেহধারী মাত্রকেই পরিচালন করিয়া থাকেন । চিত্তশক্তির অভাব হইলে সাধা-  
 রণ জীবের কথা দূরে থাকুক সৰ্ব্ব মঙ্গলময় দেবাদিদেব শিবেরও নড়িবার শক্তি থাকে না ।  
 মূল কথা এই যে চিত্তস্বরূপ ব্রহ্ম আর তদাধারভূত চিত্তশক্তি দুই পদার্থ নহে । যেমন দাহিকা-  
 শক্তি, আর প্রকাশশক্তি অগ্নি বা সূর্য্যেরই নামান্তর মাত্র ; এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ



শ্লোকার্কেণ তয়া প্রোক্তং তদৈ ভাগবতং কিল ।  
বিস্তরো ভবিতা তস্ম দ্বাপরাদৌ যুগে তথা ॥ ২৯ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

ব্রহ্মণা সংগৃহীতঞ্চ বিষ্ণোস্তু নাভিপঙ্কজে\* ।  
নারদায় চ তেনোক্তং পুজায়ামিতবুদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥  
নারদেন তথা মহ্যং দত্তং হি মুনিনা পুরা ।  
ময়া কৃতমিদং পূর্ণং দ্বাদশস্কন্ধবিস্তরম্ ॥ ৩১ ॥  
তৎ পঠস্ব মহাভাগ ! পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।  
পঞ্চলক্ষণযুক্তঞ্চ দেব্য্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥  
তত্ত্বজ্ঞানরসোপেতং সর্বেষামুত্তমোত্তমম্ ।  
ধর্মশাস্ত্রসমং পুণ্যং বেদার্থেনোপবৃংহিতম্ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ণমিতি । ব্রহ্মণা শতকোটিবিস্তরং কৃষ্ণা নারদায়োপদিষ্টং তেন মহামুপদিষ্টং ত  
সারাংশং গৃহীত্বা ময়া দ্বাদশস্কন্ধপরিমিতং পূর্ণং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥ (যত্নে দ্বাদশস্কন্ধা  
পরিপূর্ণং ময়া প্রণীতং তৎপঠস্ব অধ্যয়নেनावধাবয়েত্যর্থঃ ন কেবলং মৎপ্রণীতত্বাদধ্যায়  
প্রয়োজনং কিন্তু মায়াণবলিতকূটস্থচৈতন্যরূপিণ্যা দেব্যা ভগবত্যাশ্চরিতেনোপবৃংহিতত্বা  
ব্রহ্মসম্মিতং বেদতুল্যম্ কিঞ্চ সর্গপ্রতিসর্গাদিপঞ্চলক্ষণোপলক্ষিতম্ ॥ ৩২ ॥ ইদানীং অষ্টম

জানিবে ॥ ২৭ ॥ প্রজাপতে ! তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্মল হইয়াছে বলিয়াই আমি এই সম  
গুঢ় কথা বলিতেছি । দেখ, তুমি বা আমি অথবা এই অখিল বিশ্ব ফল কথা এই যে বস্তুজা  
যাহা কিছু আছে সে সমস্তই তাঁহার সেই চিৎশক্তি হইতে সন্তৃত জানিবে ; ইহাতে কো  
প্রকার সন্দেহ করিও না ॥ ২৮ ॥ সেই মহাদেবী ভগবতী শ্লোকার্ক দ্বারা আমায় যাহা উ  
দেশ করিয়াছেন উহাই ভাগবত শাস্ত্রের বীজস্বরূপ জানিবে ; কিন্তু, দ্বাপর যুগের প্রথমে  
নিশ্চয়ই সেই গ্রন্থের বিস্তার হইবে ॥ ২৯ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, পূর্বে (কল্লাস্ত্রসময়ে) লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকম্বে  
বসিয়াই সেই গুহ্যতম সূক্ষ্মলভ শ্লোকার্করূপ উপদেশটী সংগ্রহ করিয়া অসামান্ত ধীশক্তি  
সম্পন্ন নিজ মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করেন । তাহার পর, মহামুনি নারদ রূপ  
করিয়া আমাকে প্রদান করেন । আমি উহা লাভ করিয়াই দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ করিয়  
গ্রন্থাকারে সুবিস্তার করিয়াছি ॥ ৩০—৩১ ॥ রে বৎস ! ব্রহ্মচর্যাতির দ্বারা তুমি অত্যন্ত  
প্রভাবশালী হইয়াছ, সুতরাং ইহা তোমারই অধ্যয়নের যোগ্য । অতএব, তুমি এক্ষণে  
সেই মহাদেবী ভগবতীর অনির্লক্ষণীয় চরিতাবলিপরিপূর্ণ পঞ্চ লক্ষণসম্পন্ন দ্বিতীয় বেদের  
জ্ঞায় এই মহাপুরাণ ভাগবত গ্রন্থটী আমার নিকট অধ্যয়ন কর ॥ ৩২ ॥ ( রে বৎস ! এই

বৃত্তাস্তুরবধোপেতং নানাখ্যানকথায়ুতম্ ।

ব্রহ্মবিদ্যানিধানস্তু সংসারার্ণবতারকম্ ॥ ৩৪ ॥

গৃহাণ ত্বং মহাভাগ ! যোগ্যোহসি মতিমত্তরঃ ।

পুণ্যং ভাগবতং নাম পুরাণং পুরুষৰ্ষভ ! ॥ ৩৫ ॥

অষ্টাদশসহস্রাণাং শ্লোকানাং কুরু সংগ্রহম্ ।

অজ্ঞাননাশনং দিব্যং জ্ঞানভাস্করবোধকম্ ॥ ৩৬ ॥

পুরাণস্য সৰ্ব্বোত্তমতাং প্রতিপাদয়ন্মাহ তত্ত্বজ্ঞানেতি । সৰ্ব্বেষাং সৰ্ব্বেষাং পুরাণেভ্য উত্তম-  
মিতিশেষঃ । যতঃ বেদার্থেনোপবৃংহিতং ততঃ ধৰ্ম্মশাস্ত্রবৎ পুণ্যং পবিত্রজনকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥  
বৃত্তাস্তুরবধেতি । নানাখ্যানকথায়ুতং শ্রুতিসুখদমুপদেশগৰ্ভকং বিবিধাখ্যানপূর্ণম্ বিশেষতঃ  
ব্রহ্মবিদ্যানিধানং অতঃ সংসারসাগরস্ত তারকমিতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ এবং সৰ্ব্বগুণোপেত  
ভাগবতগ্রহণে স্বপুত্রস্ত স্তকৈশ্চবাধিকারঃ প্রদর্শয়ন্মাহ গৃহাণ ত্বমিতি । যতস্বং মতিমতাঃ  
শ্রেষ্ঠঃ অতএব গৃহাণ অধীত্যাবধারণ ॥ ৩৫ ॥ কতিশ্লোকগ্রহণে মম চিত্তশান্তিৰ্ভবেদিত্যিচ্চেৎ  
তত্রাহ অষ্টাদশসহস্রাণীতি । অজ্ঞাননাশনে কারণং দর্শয়তি জ্ঞানভাস্করবোধকমিতি ॥ ৩৬ ॥

অপূৰ্ণ ভাগবত গ্রন্থের কিরূপ মাহাত্ম্য এবং ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবেশিত হই-  
য়াছে ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর ।) এই ভূমণ্ডলে অপরূপ পুরাণ প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্র  
আছে তাহাদিগের সকলাপেক্ষা ইহাকেই সৰ্ব্বোত্তম বলিয়া জানিবে । কেননা এই গ্রন্থখানি  
তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ এবং সমস্ত বেদার্থ দ্বারা পরিবৰ্দ্ধিত ; সুতরাং ধৰ্ম্মশাস্ত্রের ত্রায় ইহা অত্যন্ত  
পবিত্র জনক ! । এই গ্রন্থে বৃত্তাস্তুরবধ প্রভৃতি নানাকথা পূর্ণ ভূরি ভূরি আখ্যান সকল  
সন্নিবেশ করিয়াছি ; বিশেষত ইহাতে নিগূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্ব নিহিত থাকায় নিশ্চয় জানিও  
যে, ইহাই একমাত্র ভীষণ সংসার সমুদ্র পারের সেতু স্বরূপ ! ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বৎস ! সাধারণ  
মানবের কথা দূরে থাকুক মহা মহা ঋষিদিগের মধ্যেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেখিতে  
পাওয়া যায় না ; ইহাতে বোধ হয় সেই মহাদেবী ভগবতীর প্রসাদে তোমার পরম সৌভাগ্য  
পরিবৰ্দ্ধিত হইবে বলিয়াই সহসা এরূপ তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে ! বলিতে কি এই  
ভাগবত গ্রন্থ ধারণে তুমিই যথার্থ যোগ্যপাত্র ! অতএব তুমি এই পরম পবিত্রকর ভাগবত  
নামক মহাপুরাণটী আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইহার মৰ্ম্ম হৃদয়ে ধারণ কর । রে পুত্র !  
আমি তোমায় বারংবার অনুরোধ করিতেছি আমার কথা রক্ষা করিয়া এই অজ্ঞান অন্ধকার  
নাশক অচিরাৎ জ্ঞান সূর্য্যোদয় উদ্‌বোধক অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পন্ন অষ্টাদশসহস্র শ্লোকপূর্ণ  
গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া ইহার সমস্ত তাৎপর্য্য সংগ্রহ কর । ইহার মাহাত্ম্য  
অধিক আর কি বলিব, সুমহৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধনে পরিপূর্ণ দীর্ঘায়ুধর সমস্ত সুখশান্তিপ্রদ  
সৰ্ব্বমঙ্গলময় এই মহাপুরাণ ভক্তিভাবে পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তাদৃশ সৌভাগ্যবান্ পবি-  
ত্রাত্মা মানবদিগের কেবল যে ভববাতনাই তিরোহিত হইবে তাহা নহে ইহ কালেও পুত্র-  
পৌত্রবিবৰ্দ্ধনপ্রভৃতি যে কোনও সুখসম্পদ মনুষ্য লোকে পাওয়া সম্ভব তৎসমস্তই আসিয়া  
তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে । বৎস ! এই সৰ্ব্বমঙ্গলময়ী পুরাণ সংহিতাটী তুমি পাঠ

সুখদং শান্তিদং ধন্যং দীর্ঘায়ুষ্যকরং শিবম্ ।

শৃণুতাং পঠতাঞ্চৈদং পুত্রপৌত্রবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥

শিষ্যোহয়ং মম ধৰ্ম্মাত্মা লোমহর্ষণসম্ভবঃ ।

পঠিষ্যতি ত্বয়া সার্কং পুরাণীং সংহিতাং শুভাম্ ॥ ৩৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তং তেন পুত্রায় মহাঞ্চ কথিতং কিল ।

গয়া গৃহীতং তৎ সৰ্ব্বং পুরাণকাতিবিস্তরম্ ॥ ৩৯ ॥

শুকোহধীত্য পুরাণস্তু স্থিতো ব্যাসাশ্রমে শুভে ।

ন লেভে শৰ্ম্ম কৰ্ম্মাত্মা ব্রহ্মাত্মজ ইবাপরঃ ॥ ৪০ ॥

ইদানীং শৃণুতাং পঠতাঞ্চ সম্যক্ ফলং নির্দিশন্নুপসংহরতি ভাগবতমাহাত্ম্যম্ । সুখদমিতি ॥ ৩৭ ॥ শিষ্যায়মিতি সূত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥ ন লেভে শৰ্ম্ম কৰ্ম্মাত্মেতি । ননু সৰ্ব্বক্লেশশাস্ত্যর্থং ভাগবতং প্রণীতং তচ্ছ্রুত্বাপি যদি ন শান্তিস্তদা ভাগবতপ্রণয়নং বার্থমেব । কিন্তু শুকোহপি মহান্ বিরক্তঃ কৰ্ম্মানাসক্তমতিবতরব গৃহস্থাশ্রমানাকাজ্ঞীতি পূৰ্ব্বমুক্তং তচ্ছাস্ত্যর্থং চ ভাগবতং প্রণীতং তৎকথনমত্রোচ্যতে ন লেভে শৰ্ম্ম কৰ্ম্মাত্মেতি চেৎসত্যং নাত্র কৰ্ম্মাত্মেত্যনেন কৰ্ম্মাসক্তমতিরিতার্থঃ । কিন্তু গৃহস্থাশ্রমিণাং কৰ্ম্মিণাং সংসর্গাদ্যজ্ঞোপবীতশিখাহুত্ৰসম্বন্ধাচ্চ কৰ্ম্মণ্যাসক্ত্যভাবেপি সন্ন্যাসাশ্রমং বিনা কৰ্ম্ম তাক্রুং ন শক্যত ইতি কৰ্ম্মাত্মেতাক্রুম্ । তথা চারমর্থঃ । শ্রীমদ্দেবীভাগবতপ্রতিপাদ্যোহর্থঃ সন্ন্যাসাশ্রমং বিনা চিত্তবিক্ষেপাদিনা নানুভবিতুং শক্যতে । ততশ্চ কথং মম সন্ন্যাসাশ্রমপূরঃসবং তদনুভবঃ স্তাদিতি চিন্তয়া ন লেভে শৰ্ম্ম

করিতে আরম্ভ করিলেই আমার এই প্রিয়তম শিষ্য ধৰ্ম্মাত্মা লোমহর্ষণ-পুত্রও তোমার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করিতে থাকিবে ॥ ৩৭-৩৮ ॥

এ দিকে নৈমিষারণ্য মধ্যে মহাত্মা সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন, মহর্ষিগণ! শুকদেব ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজ পুত্রকে ঐ কথা বলিয়া আমার প্রতিও সদয় হইয়া ঐরূপ আদেশ করিলে পর আমিও আপনাকে কৃতার্থমুগ্ধ বোধে শুকদেবের সঙ্গে সঙ্গে এই সুবিস্তার পুরাণ-গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সমস্তই সংগ্রহ করি ॥ ৩৯ ॥ শুকদেব পুরাণটি অধ্যয়নের পরই মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, এই গ্রন্থের স্থান বিশেষে একরূপ উল্লেখ আছে বটে যে, নিকাম স্বধৰ্ম্মনিরত অনাসক্ত গৃহস্থও চরমে তত্ত্বজ্ঞান লাভে মুক্ত হইতে পাবে; কিন্তু, বাসনাজনিত নানাপ্রকার বিক্ষেপাদি বিষয় ভূষিষ্ঠ থাকায় তাহা এক প্রকার সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে !! বিশেষত সৰ্ব্বত্র প্রায় সন্ন্যাস ধর্ম্মেরই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়; সূতরাং সন্ন্যাসই যে একমাত্র সংসারপাশ ছেদনের অমোঘ উপায় তাহাতে আর সংশয় নাই; মহাত্মা শুক অন্তরে এইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া যদিচ তৎকালে সেই বাগধ্বজাদি নিরত গৃহাশ্রমী ঋষিদিগের সুধাবহ পিতৃ আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু একেত তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র নিত্য সন্ন্যাসী সনৎকুমারাদির স্তায় স্বভাবতই সংসার বিরক্ত, তাহাতে আবার পিতার নিতান্ত অনুরোধে গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণের



একান্তসেবী বিকলঃ স শূন্য ইব লক্ষ্যতে ।

নাত্যন্তভোজনাসক্তো নোপবাসরতস্তথা ॥ ৪১ ॥

চিন্তাবিষ্ঠং শুকং দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ প্রাহ সূতং প্রতি ।

কিং পুত্র ! চিন্ত্যতে নিত্যং কস্মাদ্ব্যগ্রোহসি মানদ ! ॥ ৪২ ॥

আস্মে ধ্যানপরো নিত্যমৃগগ্রস্ত ইবাধনঃ ।

কা চিন্তা বর্ততে পুত্র ! ময়ি তাতে তু তিষ্ঠতি ॥ ৪৩ ॥

সুখং ভুঙ্ক্ষু যথা কামং মুঞ্চ শোকং মনোগতম্ ।

জ্ঞানং চিন্তয় শাস্ত্রোক্তং বিজ্ঞানে চ মতিং কুরু ॥ ৪৪ ॥

কস্মাদ্বেতু্যক্তমিতি ন কশ্চিদোষগন্ধোহপীতি ॥ ৪০ ॥ তদেবাহ একান্তসেবীতি । বিকলঃ স শূন্য ইবেতি । সম্যাসাতিরিক্তাশ্রমে সুখলেশাভাবাদযুক্তমেব বিকলত্বম্ ॥ ৪১ ॥ চিন্ত্যত ইতি কৰ্ম্মণি প্রয়োগঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ শাস্ত্রোক্তং ভাগবতোক্তম্ । বিজ্ঞানে তত্ত্বাগবতোক্তার্থানুভবে ॥ ৪৪ ॥

কর্তব্য শিখামূল ধারণ বা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি কৰ্ম্মকাণ্ডে মন দিয়া কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪০ ॥ শুকদেব সৰ্ব্বদা নিভৃত স্থানে থাকিতেই ভাল বাসিতেন, তিনি উপবাসাদিতে নিরত ছিলেন না, এবং ভোজনেও নিতান্ত আসক্ত হইতেন না ; পরন্তু সম্যাস গ্রহণের নিমিত্ত ক্রমশঃ এতদূর অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, সে ভাব তাঁহার অন্তর হইতে কিছুতেই আর অপনীত হইল না ; নিরন্তর অন্তমনস্কতা জন্ত শূন্য দেহের ত্রায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ শুকদেবকে সৰ্ব্বদা চিন্তাবিষ্ঠ দেখিয়া মহর্ষি বেদব্যাস জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র ! তুমি সকল সময়েই আমার সম্মান রক্ষা করিয়া থাক, অতএব বোধ হয় আমার কোন আদেশই লঙ্ঘন করিবে না ; আচ্ছা বল দেখি তুমি দিন দিন এত ব্যগ্র হইতেছ কেন ? আর নিরন্তর অন্তমনস্কের ত্রায় কি বিষয়ের চিন্তা কর ? বৎস ! তুমি যেন ঋগগ্রন্থ দরিত্রের ত্রায় সৰ্ব্বদাই গভীর চিন্তাপরায়ণ হইয়া বসিয়া থাক ! রে পুত্র ! পিতৃ বর্তমানে অর্থাৎ আমি জীবিত থাকিতে তোমার কিসের চিন্তা ? তুমি আমার এই আশ্রমে থাকিয়া আপনার ইচ্ছামত সুখভোগ কর, অন্তর্দগ্ধকারক শোককে দূর করিয়া দেও ! শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের চিন্তায় রত হও, সৰ্ব্বদা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন কর । রে পুত্র ! তুমি সুদীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান পূৰ্ব্বক শুক সেবা করিয়াছ তাহার পর আমিও তোমায় নিয়ত উপদেশ করিতেছি তথাপি দেখিতেছি তুমি কোন প্রকারেই মনের চাকল্য দূর করিতে সমর্থ হইতেছ না ; বৎস ! যদি আমার এই সকল উপদেশ বাক্যে একান্তই তোমার মনের শাস্তি না হয় তাহা হইলে এক্ষণে আমি যাহা বলি তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ; তুমি আমার কথা রক্ষা করিয়া রাজর্ষি জনক পালিত মিথিলা নগরীতে গমন কর । সেই মহীপাল তোমার ঈদৃশ বুদ্ধিপ্রভাব দেখিলে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত উপদেশ দ্বারা অবিন্যা জন্ত মোহের অপনয়ন করিবেন । রে বৎস ! ধর্ম্মাশ্রয় জনক সত্য তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অগাধ জগদ্বিশ্বরূপ ; অধিক কি তিনি অপরোক্ষ জ্ঞান

ন চেম্মনসি তে শাস্তির্বচসা মম সূত্রত ! ।  
 গচ্ছ ত্বং মিথিলাং পুত্র ! পালিতাং জনকেন হ ॥ ৪৫ ॥  
 স তে মোহং মহাভাগ ! নাশয়িষ্যতি ভূপতিঃ ।  
 জনকো নাম ধৰ্ম্মাত্মা বিদেহঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তং গত্বা নৃপতিং পুত্র ! সন্দেহং স্বং নিবর্তয় ।  
 বর্ণাশ্রমাণাং ধৰ্ম্মাংস্ত্বং পৃচ্ছ পুত্র ! যথাতথম্ ॥ ৪৭ ॥  
 জীবমুক্তঃ স রাজর্ষিৰ্ভুক্তজ্ঞানমতিঃ শুচিঃ ।  
 তথ্যবক্তাহতিশান্তশ্চ যোগী যোগপ্রিয়ঃ সদা ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মৈ ব্যাসস্ত্যামিততেজসঃ ।  
 প্রত্যাবাচ মহাতেজাঃ শুকশ্চারণিসম্ভবঃ ॥ ৪৯ ॥

(নচেদিতি । সূত্রতেতিসম্বোধনেন শুকস্ত ব্রহ্মচর্যাদাঢ্যং জ্ঞাপয়তি । মম বচসা উপদেশ-  
 বাক্যেন যদি তে তব শাস্তির্ন স্ম্যং তর্হি মিথিলাং গচ্ছ জনকেন পালিতামিত্যুক্তা সাম্রাজ্য-  
 পালকস্তাপি তত্ত্বজ্ঞানবত্তাং সূচয়তি । পুনঃ পুন্রেতি সম্বোধা স্নেহাধিক্যং দর্শয়তি ॥ ৪৫ ॥  
 মিথিলাগমনে ফলং দর্শয়ম্ভাহ স তে মোহমিতি । স ভূপতিরপি বিদেহঃ দেহোপাধিশূন্যঃ  
 তত্র হেতুং নির্দিশতি সত্যসাগর ইতি ধর্ম্মে আত্মামনো যস্ত সঃ ॥ ৪৬ ॥ তং গচ্ছতি । হে  
 পুত্র ! যথাতথং ক্রমগনতিক্রমোত্যর্থঃ তং তাদৃশং তত্ত্বজ্ঞানবিশারদং নরপতিং পৃচ্ছত্যা-  
 স্বয়ঃ । জিজ্ঞাস্তবিস্বয়ং নির্দিশতি বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাং তথা আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্যাদীনাং তত্র  
 তত্রাশ্রমে যে যে ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়ান্তানিতিশেষঃ ॥ ৪৭ ॥ ভূয়ো জনকস্তপ্রভাবং সংকীর্তয়ন্ শুকস্ত  
 শাস্তিপ্রদানে সামর্থ্যং দর্শয়তি জীবমুক্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥ জীবমুক্তো বিদেহশ্চেতি । যদি জীবন-  
 মুক্তোস্তি তর্হি কাগজক্রোধাদ্যভাবাৎকথং রাজ্যং শাস্তি যদি তৎসম্রাজ্যজ্যং শাস্তি তর্হি

প্রভাবে প্রত্যক্চৈতন্ত স্বরূপ জানিয়া লোকে বিদেহ নামে বিখ্যত হইয়াছেন ॥ ৪২—৪৬ ॥  
 পুত্র ! তুমি সেই নরপতির নিকট যাইয়া যথাবথ সমস্ত বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্মের বিষয়  
 জিজ্ঞাসা কর ; ফলকথা এই যে, তাঁহার নিকট নিগূঢ় তত্ত্ব সকলের উপদেশ লইয়া মনের  
 সংশয় নিবারণ কর । সেই পবিত্রাত্মা রাজর্ষি জনকের বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্যায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে ;  
 তিনি আত্মতথ্য বক্তৃতায় অতীব পটীয়া সর্বদাই প্রশান্তস্বভাব, যোগশাস্ত্রপ্রিয় ; কেবল  
 যে, যোগ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেই ভাল বাসেন তাহা নহে ; স্বয়ং যোগের অনুষ্ঠান  
 পর্যন্তও করিয়া থাকেন ; অধিক আর কি বলিব বৎস ! তিনি পৃথিবীতে জীবমুক্ত বলিয়া  
 প্রসিদ্ধ ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সূত কহিলেন, শৌনক ! অরণীগর্ভ সন্তৃত মহাপ্রভাবশালী শুকদেব অমিততেজা বেদ-  
 ব্যাসের এইরূপ আশ্চর্যজনক জনক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ ! আপনি  
 নিরস্তুর ধর্ম্মগত চিত্ত ; সূতরাং আপনার কথায় অশ্রদ্ধা করা কর্তব্য নহে ; তথাপি, এ  
 বিষয়টিতে আমি অতীব বিস্মিত হইয়াছি ; কারণ, আলোক আর অন্ধকার যেমন ধ্বংস

দন্তোহয়ং কিল ধর্ম্মাত্মন । ভাতি চিত্তে মমাহধুনা ।  
 জীবনুক্তো বিদেহশ্চ রাজ্যং শান্তি যুদান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥  
 বক্ষ্যাপুত্র ইবাবাতি রাজাহসৌ জনকঃ পিতঃ ।  
 কুর্বন্ রাজ্যং বিদেহঃ কিং সন্দেহোহয়ং মমাহদ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥  
 দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং ভূপং বিদেহং নৃপসত্তমম্ ।  
 কথং তিষ্ঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাস্তসি ॥ ৫২ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহাস্তাত ! বিদেহে পরিবর্ততে ।  
 মোক্ষঃ কিং বদতাং শ্রেষ্ঠ ! সৌগতানামিবাপরঃ ॥ ৫৩ ॥  
 কথং ভুক্তমভুক্তং স্যাদকৃতং চ কৃতং কথম্ ।  
 ব্যবহারঃ কথং ত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াণাং মহামতে ! ॥ ৫৪ ॥

জীবনুক্তঃ কথং তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধতাবত্যাভয়োর্ব্যবহারয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ (বদ্ব্যতি ।  
 অয়ং বক্ষ্যাপুত্রো য়াতি ইতি গণ্য তথা মম চিত্তে ভাতি অধুনা ভবদ্বাক্যং শ্রদ্ধেতিযাবৎ  
 তথা চেত্যাত্র যদ্রুতং পরমপূজ্যপাদৈঃ শ্রীভগবচ্ছরারচাঠ্যৈঃ । “কূর্ম্মপৃষ্ঠতনুত্রাণঃ ধপুস্পকৃত-  
 শেখরঃ এববক্ষ্যাস্তুতো য়াতি শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ ।” ইত্যাদ্যলী কমিবভাতীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ইদানীং  
 তাদৃশং নরপতিং প্রতি দিদৃক্ষাত্ৰিশযাং জ্ঞাপয়ন্নাহ দ্রষ্টুমিচ্ছানীতি ॥ ৫২ ॥ ) অস্মিন পক্ষে  
 দেহপাত এব মোক্ষঃ সৌগতানামস্তি তদ্বদয়ং মোক্ষঃ সম্পন্নঃ যাবজ্জীবং রাজ্যং কৃত্বান্নু-  
 ভবাভাবোপি মোক্ষঃ সিধ্যতীত্যাহ মোক্ষঃ কিমিতি ॥ ৫৩ ॥ ননু জ্ঞানিনাং ভুক্তমপ্যভুক্তং

বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রযুক্ত কখনই উভয়ের একত্র সমাবেশ হয় না, সেইরূপ রাজ্যশাসন আর তত্ত্বজ্ঞান  
 কদাচই এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না; কিন্তু, এক্ষণে আপনার মুখে শুনিতেছি যে, নরপতি  
 জনক পরমানন্দে রাজ্য শাসন করিতেছেন অথচ তিনি জীবনুক্ত ও বিদেহ নামে প্রসিদ্ধ !  
 ইহাতে আমার মনে এই উপাধি দুইটি কেবল দস্তমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৪৯—৫০ ॥  
 পিতঃ ! বলিতে কি আপনার এই কথাটীতে আমার অন্তরে এক প্রকার অনির্বচনীয়  
 সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কেননা মিথিলাধিপতি জনক যথানিয়মে রাজকাৰ্য্যের  
 পর্যালোচনা করিয়া ও কি প্রকারে যে দেহ উপাধি পরিশূণ্য হইলেন ইহা ভাবিয়া দেখিলে  
 ঠিক যেন চিরবক্ষ্যার পুত্রোপজ্ঞাসের জ্ঞায় বলিয়া প্রতীতি হয় ! বাহা হউক এক্ষণে, সেই দেহ  
 উপাধি বর্জিত রাজসত্তম মিথিলাপতিকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত অভিলাষ হই-  
 য়াছে; কেননা তিনি সংসারে থাকিয়া কিরূপে জলস্থ পদ্মপত্রের জ্ঞায় নির্লেপে অবস্থান  
 করিতেছেন সেইটী প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত সংশয় নিরাস করিব । পিতঃ ! আপনি বেদ-  
 তত্ত্বাদি বক্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন এই জন্ত কিছু বলিতে  
 কুণ্ঠিত হইতেছি; কিন্তু, সেই নরপতি জনকের বিদেহত্ব বিষয়ে এতদূর সন্দেহ জন্মিয়াছে  
 যে, তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না; বস্তুত এটি যেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত  
 দেহান্বাদী চার্কীকের যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে ! ॥ ৫১—৫৩ ॥



মাতা পুত্রস্তথা ভাৰ্য্যা ভগিনী কুলটা তথা ।  
 ভেদাভেদঃ কথং ন স্যাদ্যদ্যেতন্মুক্ততা কথম্ ॥ ৫৫ ॥  
 কটু ক্ষারং তথা তীক্ষ্ণং কষায়ং মিষ্টমেবচ ।  
 রসনা যদি জানাতি ভুঙ্ক্তে ভোগানমুত্তমান্ ॥ ৫৬ ॥  
 শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিপরিজ্ঞানং যদা ভবেৎ ।  
 মুক্ততা কীদৃশী তাত ! সন্দেহোহয়ং মমাদ্বিতঃ ॥ ৫৭ ॥  
 শক্রমিত্রপরিজ্ঞানং বৈরং প্রীতিকরং সদা ।  
 ব্যবহারে পরে তিষ্ঠন্ কথং ন কুরুতে নৃপঃ ॥ ৫৮ ॥

কৃতমপ্যকৃতমস্তীতি ন দোষ ইতি চেত্তত্রাহ কথং ভুক্তমিতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ভুঙ্ক্তে ভোগা-  
 নস্তথা কথং ভোগঃ শ্রাদ্ধিত্যভাবঃ ॥ ৫৬ ॥ (শীতোষ্ণেতি । হে তাত ! যদা শীতোষ্ণাদেঃ  
 পরিজ্ঞানং ভবেৎ তদা সা মুক্তিঃ কীদৃশীত্যয়ং মমাদ্বিত সন্দেহো জাত ইতি ॥ ৫৭ ॥ ভূয়োহপি  
 সন্দেহাধিক্যমুদ্ভাবয়ন্নাহ শক্রমিত্রেতি । নৃপোজনকঃ পরে ব্যবহারে সমৃদ্ধিশালিনি রাজপদে  
 প্রতিষ্ঠমানঃ ব্যবহারচূড়ান্তরূপং রাজ্যং পালয়ন্ সন্নিত্যর্থঃ শক্রমিত্রাদেঃ পরিজ্ঞানং কথং ন

পিতঃ ! আপনিত পরম জ্ঞানী ; আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারস্থ জ্ঞানী পুরুষের  
 যদি সমস্ত কার্যাই যথা নিয়মে সম্পাদিত হইতে থাকিল, তাহা হইলে আর কি করিয়া  
 বলিব যে, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কার্য পরিচ্যাগ হইয়াছে ; তিনি নিয়মমত অন্নাদি  
 ভক্ষণ বা কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন, অথচ বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার সেকল  
 আহার বিহারাদি কোন কার্যই করা হয় নাই !। ইহা যে কেন স্বীকার করিতে হইবে  
 তাহার কিছুই মর্শ্ব বুঝিলাম না । মাতা কি পুত্র কি ভাৰ্য্যা কি ভগিনী অথবা কুলটা রমণী  
 প্রভৃতিতে জ্ঞানীর কি ভেদাভেদ জ্ঞান হয়না ? ফলত সংসারে থাকিলে, এসকল বিষয়ে  
 অবশ্যই ভেদ বুদ্ধি থাকিবে ; যদি থাকাই সম্ভব হইল, তবে কি বলিয়া তাঁহার জীবনমুক্ততা  
 স্বীকার করা যাইতে পারে ? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ পিতঃ ! যদি সংসারী তত্ত্বজ্ঞানীর রসনা কটু, ক্ষার,  
 তীক্ষ্ণ, কষায় বা মিষ্টাদি সমস্ত রসের আশ্বাদ অনুভব করিতে সমর্থ হইল, ফল কথা এই  
 যে, সংসারে থাকিয়া তিনি ভোগবিলাসী পুরুষের মত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদিও  
 উদর সাং করিবেন এবং সাধারণের জ্ঞায় তাঁহার শীতোষ্ণ বা সুখ দুঃখাদিরও অনুভব হইবে  
 অথচ তিনি দেহোপাধি পরিশূন্য জীবনমুক্ত পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ; ইহা যে কি প্রকার  
 মুক্তি তাহা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না ; এই জন্তই আমার মনে অদ্বিত সন্দেহ  
 আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

যখন সামান্য ব্যবহারে থাকিলেও ভেদাভেদ বুদ্ধির অন্তথা হয় না, তখন তিনি যে নব-  
 পতি হইয়া বিশেষত ব্যবহারের চূড়ান্ত স্বরূপ রাজপদে থাকিয়া এ শত্রু আর এ মিত্র এটা  
 ঘেষা আর এইটা প্রীতিদায়ক এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান করিবেন না, ইহা কদাচই সম্ভবপর নহে ;  
 রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক জন দুরাত্মা চোর আর এক জন নিরপরাধ ধর্মাত্মা তাপসকে

চৌরং বা তাপসং বাপি সমানং মন্যতে কথম্ ।  
 অসমা যদি বুদ্ধিঃ স্যান্মুক্ততা তর্হি কীদৃশী ॥ ৫৯ ॥  
 দৃষ্টপূর্ব্বো ন মে কশ্চিৎজীবন্মুক্তশ্চ ভূপতিঃ ।  
 শঙ্কেয়ং মহতী তাত ! গৃহে মুক্তঃ কথং নৃপঃ ॥ ৬০ ॥  
 দিদৃক্ষা মহতী জাতা শ্রদ্ধা তং ভূপতিং তথা ।  
 সন্দেহবিনিবৃত্ত্যর্থং গচ্ছামি মিথিলাং প্রতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকশ্চ  
 জনক দর্শনার্থং মিথিলাগমনপ্রার্থনায়াং ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

ককোত করোতোবেতি মন্যনসিভাভীতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ শক্রমিত্রাদৌ সমবুদ্ধৌ সত্যং কথমপি  
 রাজাবক্ষণং ন সম্ভবেৎ বুদ্ধৈর্কৈষমোহপি চ নৈবকদাচিৎজীবন্মুক্ততাসিদ্ধিরিতি দিবাবাত্রয়ো-  
 বেকত্রসমাবেশবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবয়োস্তগোবুদ্ধবিদ্যানিষ্ঠতাসাম্রাজ্যপালনক্রিয়য়ো-  
 বেকপুরুষাবস্থায়িত্বাসম্ভাবনাং দর্শয়ন্তাহ চৌরমিতি ॥ ৫৯ ॥ পুরুষয়োবেকপুরুষনিষ্ঠতাং দৃষ্ট্বিত্তে-  
 দানীং তাদৃশং বিষয়ভোগিজীবন্মুক্তপুরুষতাত্ত্ব্যভাবং সমর্থয়ন্তাহ দৃষ্টপূর্ব্বোনেতি । গৃহে-  
 তিষ্ঠন্ ভূপতিভূমিপালকোহপি জীবন্মুক্তঃ কশ্চিন্নামাস্তি চেৎ ভদ্রম্ ময়া ত্ব তাদৃশং তপস্ববৎ  
 পুরুষো ন পূর্ব্বং দৃষ্টে ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৬০ ॥ দিদৃক্ষেতি । অসম্ভাবিত্বেহপি ভবন্মুখাং তং  
 ভূপতিং তাদৃশং জীবন্মুক্তং ভূপতিং শ্রদ্ধা ভূপালকস্তাপি জীবন্মুক্ততাং শ্রুত্বৈতিভাবঃ মম  
 মহতী বলবতীত্যর্থঃ দিদৃক্ষা দর্শনলালসা জাতা এবম্ভূতশ্রদ্ধতসন্দেহশ্চ নিরাকরণায় মিথিলাং  
 প্রতি গচ্ছামি অতএব হে মহাভাগ ত্বামাপৃচ্ছে ইত্যন্তরেণাবয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

কি প্রকারে সমান বোধ করিবেন ? সেরূপ করিলে অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার রাজ্য দস্থ্য-  
 সঙ্কুল হইয়া উৎসন্ন যায় এবং তিনি নিজেও সেই ঘোর অধর্ম্ম-জন্ত উভয় লোক হইতে পরি-  
 ভ্রষ্ট হইয়া অচিরকাল নিরয় নিলয়ে বাস করিয়া কঠোর যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন ;  
 আবার এ দিকেও দেখুন, যদি বুদ্ধির বৈষম্য ভাবই থাকিল, তাহা হইলে আর তিনি কি  
 প্রকারে সেই জীবন্মুক্ততা-জন্ত অনন্ত সুখানুভবের অধিকারী হইতে পারেন ? ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
 পিতঃ ! কোনও ভূপতি যে জীবন্মুক্ত আছেন ইতঃপূর্ব্ব আমি আর কখনই এক্রপ অদ্বুত  
 ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করি নাই ; এই জন্তই আমার অন্তরে অতিশয় শঙ্কার উদয় হইতেছে ;  
 রাজর্ষি জনক গৃহে থাকিয়া বিশেষত যথাবিহিত রাজ্য শাসন করিয়া ও জীবন্মুক্ত রূপে দেহ  
 যাত্রা নিষ্পাদন করিতেছেন । কি আশ্চর্য্য ! পিতঃ ! আপনার মুখে সেই নরপতির তাদৃশ  
 আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা শুনিয়াবধি তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে ; অতএব  
 আপনি অনুমতি করিলেই এই সন্দেহটা নিবারণের জন্ত মিথিলার উদ্দেশে যাত্রা করি ॥ ৬০-৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

প্রথমস্কন্ধে জনক দর্শনার্থে শুকদেবের মিথিলা গমন

প্রার্থনা বিময়ক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা পিতরং পুত্রঃ পাদয়োঃ পতিতঃ শুকঃ ।  
বন্ধাঞ্জলিরুবাচেদং গন্তুকামো মহামনাঃ ১ ॥ ১ ॥  
আপুচ্ছে হ্রাং মহাভাগ গ্রাহং তে বচনং ময়া ।  
বিদেহান্দ্রক্ষু মিচ্ছামি পালিতান্ জনকেন তু ॥ ২ ॥  
বিনা দণ্ডং কথং রাজ্যং করোতি জনকঃ কিল ।  
ধর্মো ন বর্ততে লোকো দণ্ডশ্চেন্ন ভবেদ্যদি ॥ ৩ ॥  
ধর্মশ্চ কারণং দণ্ডো মন্বাদিপ্রহিতঃ সদা ।  
স কথং বর্ততে তাত সংশয়োহয়ং মহান্মম ॥ ৪ ॥

ষট্শ্লোকবৈবন্ধ জনকস্ত পরীক্ষণম্ ।

মিথিলায়াং পতঃ কর্তৃং শুকইতি তদৌষতঃ ॥

ইত্যুক্ত্বাতি ॥ ১—২ ॥ বর্ততইতি । বর্ততেতার্থঃ ॥ ৩ ॥ ( দণ্ডং বিনা কদাচিল্লোকস্থিতি  
র্ন সম্ভবেদিতি পূর্বশ্লোকোক্তং সমর্থয়ন্তাঃ ধর্মশ্চতি । ধর্মরক্ষার্থমেব মন্বাদিভির্মহর্ষিভির্দণ্ডঃ-  
প্রহিতঃ । ধর্মশ্চ হি দণ্ডমূলকত্বাৎ । অয়মর্থঃ । যতঃ দণ্ডভয়াদেব সর্কাঃ প্রজাঃ স্বধর্মোতিষ্ঠন্তি

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন । মহাত্মা শুকদেব মিথিলা  
গমনাভিলাষে এইরূপ মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াই পিতার চরণযুগলতলে পতিত হইয়া  
বন্ধাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাভাগ ! আপনার কথা আমি সমস্তই গ্রহণ করিলাম ; এক্ষণে,  
সেই জনকরাজ-পালিত বিদেহরাজ্য দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি । নরপতি জনক দণ্ড প্রয়োগ  
ব্যতীত কিরূপে রাজ্য শাসন করেন ? আর যদি দণ্ড প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার  
রাজ্যস্থ প্রজাগণ বিনাদণ্ডে কি প্রকারেইবা স্বধর্ম অবস্থিত রহিয়াছে এই সমস্ত বাপাব  
দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে ॥ ১—৩ ॥ পিতঃ ! এই সংসারস্থ সমস্ত  
প্রজাগণ কেবল দণ্ডভয়েই যে ধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহা বোধ হয় কাহারই অবি-  
দিত নাই ; মনু প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ একমাত্র ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্তই দণ্ডবিধি শাস্ত্র  
সকলের প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু, নরপতি জনকের রাজ্যে যদি সেই দণ্ড প্রয়োগ  
না থাকে ; তাহা হইলে কিরূপে যে তাঁহার প্রজাপুত্র স্বধর্ম অবস্থিত রহিয়াছে ইহা বুঝিতে  
সমর্থ হইতেছি না ; সুতরাং এবিষয়ে আমার অন্তরে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ।  
আপনি স্মরণ করুন তপঃপ্রভাবে সমস্ত চর্দান্ত ঋষিদিগকে জয় করিয়াছেন ; সুতরাং আপনার



মম মাতা ত্বিন্নং বক্ষ্যা তদ্ব্যভিতি বিচেষ্টিতম্ ।  
পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ ! গচ্ছামি চ পরস্তপ ! ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা গন্তুকামঞ্চ শুকং সত্যবতীশ্বতঃ ।  
আলিঙ্গ্যেবাচ পুত্রং তং জ্ঞানিনং নিঃস্পৃহং দৃঢ়ম্ ॥ ৬ ॥

বাস উবাচ ।

স্বস্ত্যস্ত শুক ! দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্র ! মহাগতে ! ।  
সত্যাং বাচং প্রদত্ত্বা মে গচ্ছ তাত ! যথাস্থখম্ ॥ ৭ ॥  
আগন্তব্যং পুনর্গত্বা মমাশ্রমমনুত্তমম্ ।  
ন কুত্রাপি চ গন্তব্যং ত্বয়া পুত্র ! কথঞ্চন ॥ ৮ ॥  
স্থখং জীবামি পুত্রাহং দৃষ্ট্বা তে মুখপঙ্কজম্ ।  
অপশ্যন্দুঃখমাপ্নোমি প্রাণস্থমসি মে সূত ! ॥ ৯ ॥

অতএব মমাদিভির্দণ্ডঃপ্রযুক্তঃ ॥ ৪ ॥ ) মম মাত্যেতি । যদি মাতা বক্ষ্যা তদা বক্তুরভাবাদিদং  
বাক্যমেব নশাস্তবদন্তো যদি ন শাস্তর্হি ধর্ম এব ন শাস্ত । যদি পুনর্দণ্ডোহস্তি তদা শাস্তা-  
ভাবাদজ্ঞানমেব ন শাস্তিতি ভাবঃ ॥ ৫—৬ ॥ সত্যাং বাচং পুনরাগমিষ্যামীত্যেবং রূপাম্ ॥ ৭ ॥  
( আগন্তব্যমিতি । মিথিলাং গত্বা পুনর্মমৈবেদমুত্তমমাশ্রমং আগন্তব্যম্ । হে পুত্র ! কথঞ্চন  
কথমপি চিত্তচাক্ষল্যবশাদিত্যর্থঃ । ত্বয়া কুত্রাপি কস্মিন্নাপি দেশে ন গন্তব্যং কদাচিত্ সন্ন্যাসা-  
দ্যাশ্রমঃ সহসা নাস্তীকর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ আশ্রমপ্রত্যাগমনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্নাহ স্থখং

কথায় অশ্রদ্ধা করা সূচ্যতামাত্র ! কিন্তু, আমার এই মাতা বক্ষ্যা, এই কথাটিও যেমন সত্য,  
জনকের ব্যাপারও আমার মনে ঠিক সেইরূপ প্রতীতি হইতেছে ; অতএব আপনি অহুমতি  
করুন, আমি মিথিলার উদ্দেশে গমন করি ॥ ৪—৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! তাহার পর, সত্যবতী-তনয় মহর্ষি বেদবাস্য নিত্যস্ত সংসার  
নিঃস্পৃহ পরম প্রজ্ঞাবান্ পুত্র শুকদেব মিথিলা যাইতে অভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া  
তাঁহাকে পুনঃপুন আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন ॥ ৬ ॥ বৎস ! তুমি নিজ অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে  
সংসারের সমস্ত তবই বুঝিতে পারিয়াছ, সূতরাং তোমাকে কোন কথা অধিক বলা  
কেবল নিরর্থক বাগাড়ানির মাত্র ! রে পুত্র ! আমি আলীঙ্গন করি তুমি দীর্ঘজীবী হও,  
মর্কতোভাবে তোমার মঙ্গল হউক । যদি মিথিলা যাইতে তোমার একান্তই বাসনা হইয়া  
থাকে তাহা হইলে আমার নিকট সত্যবাক্যরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যথা স্থখে গমন  
কর ॥ ৭ ॥ বৎস ! ( সেই সত্য প্রতিজ্ঞাটি কি প্রকার তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ) তুমি  
এখান হইতে মিথিলা যাইয়া মহাত্মা জনকের নিকট তবোপদেশ গ্রহণপূর্বক পুনরায়  
আমার এই মঙ্গলময় আলিঙ্গনেই প্রত্যাগমন করিবে কদাচ আর অন্তত যাইবে না ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্। স্বং জনকং পুত্র ! সন্দেহং বিনিবর্ত্য চ ।  
অত্রাগত্য স্নুখং তিষ্ঠ বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ ।

ইতু্যক্তঃ সোহভিবাদ্যার্য্যং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্ ।  
চলিতস্তরসাতীব ধনুর্মুক্তঃ শরো যথা ॥ ১১ ॥  
সংপশ্যন্ বিবিধান্ দেশান্ লোকাংশ্চ বিত্তধর্ম্মিণঃ ।  
বনানি পাদপাংশ্চৈব ক্ষেত্রানি ফলিতানি চ ॥ ১২ ॥  
তাপসাংস্তপ্যমানাংশ্চ যাজকান্দীক্ষয়াম্বিতান্ ।  
যোগাভ্যাসরতান্ যোগিবানপ্রস্থান্ বনৌকসঃ ॥ ১৩ ॥

জীবামীতি । হে পুত্র ! সর্বসদৃশবস্তুরা যমেব প্রাণস্বরূপোহসি অতন্তে তব মুখপঙ্কজং দৃষ্ট্।  
অহং স্নুখং যথা স্তাং তথা জীবামি জীবিতুং শক্লোমি যাবজ্জীবং স্নুখেতৈব কালং যাপয়িষ্যামীতি  
তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১০ ॥ ভবাংস্ত মনুখং দৃষ্ট্। স্নুখং জীবিষ্যসি ময়া পুনঃ কেন কালোহতিবাহনীয়  
ইতি চেত্তত্রাহ দৃষ্ট্। স্বমিতি । অত্রাশ্রমে প্রত্যাগত্য বেদাধ্যয়নতৎপরঃ সন্ স্বমপি স্নুখং তিষ্ঠ  
অস্মাভিঃ সহ স্নুখেন কালমতিপাতয়িষ্যসীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

ইতু্যক্ত ইতি । স শুকদেবঃ পিত্রা ইত্যাদিষ্টেঃ সন্ অর্য্যং পিতরং বেদবাসং অভিবাদ্য  
প্রদক্ষিণঞ্চ কৃত্বা ধনুস্বঃ ক্ষিপ্তো বাণ ইব অতীব তরসা বেগেন চলিতঃ প্রস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ সংপশ্চ-  
ম্বিতি । বিত্তং ধনমেব ধর্ম্মঃ বিত্তধর্ম্মঃ সোহন্ত্যোষামিতি বিত্তধর্ম্মিণস্তান্ অত্র তু নিন্দায়াং মতু-  
বিত্তি বোধ্যম্ বিত্তার্জনস্বভাবা ইতি বাবৎ । বিত্তেন ধর্ম্মাচরণশীলা ইত্যেকৈ ॥ ১২ ॥ যোগিবান-  
যোগাভ্যাসরতান্ যোগিবানপ্রস্থান্ বনৌকসঃ ॥ ১৩ ॥

রে পুত্র ! তুমিই আমার জীবনস্বরূপ ! অধিক কি, আমি যদি তোমাকে পুনরায় না দেখিতে  
পাই তাহা হইলে এতদূর যত্নগা হইবে যে, বোধ হয় জীবন ধারণে সমর্থ হইব না, কিন্তু  
• তুমি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া যদি একান্তই দারপরিগ্রহ না কর তথাপি আমি তোমার ঐ  
নির্ম্মল মুখপঙ্কজ দর্শন করিয়া পরম স্নুখে কালতিপাত করিতে পারিব ॥ ১০ ॥ বৎস ! তুমি  
রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক এই  
আশ্রমে আসিয়া সতত বেদাধ্যয়নে তৎপর হইয়া স্নুখে অবস্থান কর ॥ ১০ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইমত আদেশ করিলে, মহাত্মা শুকদেব পরমশুভ  
পিতাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া কান্স্কনিক্ষিপ্ত বাণের স্তায় অতীব বেগসহকারে  
মিথিলা গমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ পশ্চিমধ্যে তিনি বিবিধ দেশ, নানাপ্রকার জীবিকা-  
বলস্বী লোক ফলভারাবনত তরুবর শস্তময় ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতে  
লাগিলেন ; এবং স্থানে স্থানে তপশ্চর্য্যানিরত তাপসগণ কোন স্থানে বা দীক্ষাধিত  
যাজিকপুত্র যোগাভ্যাসরত যোগী ও বানপ্রস্থধর্ম্মার্হট্টারী বনবাসী আবার দেশবিশেষে  
শৈব, পাণ্ডগত, সৌর, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোক সকলকে দেখিয়া  
অতীব বিস্মিত হইলেন ; কিন্তু, কাহাকেও কিছু না বলিয়া মনে মনে কেবল নিম্ন বরূপ

শৈবান্ পাশুপতাংশ্চৈব সৌরাষ্ট্রাঙ্কান্চ বৈষ্ণবান্ ।  
 বীক্ষ্য নানাবিধান্ ধৰ্ম্মান্ জগামাতিস্ময়শ্রুনিঃ ॥ ১৪ ॥  
 বর্ষদ্বয়েন মেরুঞ্চ সমুল্লজ্য মহামতিঃ ।  
 হিমাচলঞ্চ বর্ষণে জগাম মিথিলাং প্রতি ॥ ১৫ ॥  
 প্রবিষ্টো মিথিলাং মধ্যে পশ্যন্ সর্বদ্বিজমুত্তমাম্ ।  
 প্রজাশ্চ স্থখিতাঃ সর্বাঃ সদাচার্যঃ স্তুসংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥  
 ক্ষত্রা নিবারিতস্তত্র কস্তমত্র সমাগতঃ ।  
 কিস্তে কার্যং বদন্তেতি পৃষ্ঠস্তেন ন চাহব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥  
 নিঃসৃত্য নগরদ্বারাং স্থিতঃ স্থানুরিবাচলঃ ।  
 বিস্মিতোহতিহসংস্তম্বো বচো নোবাচ কিঞ্চন ॥ ১৮ ॥  
 প্রতীহার উবাচ ।

ব্রুহি যুকোহসি কিং ব্রাহ্মণ ! কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ।  
 চলনঞ্চ বিনা কার্যং ন ভবেদिति মে মতিঃ ॥ ১৯ ॥

প্রস্থানিতি সমস্তপদম্ ॥ ১৩—১৫ ॥ মধ্যে মিথিলামধ্যে ॥ ১৬ ॥ ক্ষত্রা দ্বারপালঃ ॥ ১৭ ॥  
 নিঃসৃত্যতি । মৌনমাত্ম্য দ্বারদেশং যুক্ত্য দ্বারস্তাণ্ড্রে তম্বো ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তব বিচার করিতে করিতে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন ॥ ১২—১৪ ॥ এইরূপে মহাত্মা  
 শুকদেব অবিচ্ছেদে দুই বৎসর কাল গমন করিয়া মেরুপর্বত এবং এক বৎসরে হিমগিরিকে  
 অতিক্রম করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি সেই ধন-ধাত্তাদি-বিবিধঐশ্বর্য-  
 শোভায় পরিশোভিত নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তত্রত্য প্রজাগণ সকলেই স্বধর্ম  
 নিরত এবং সদাচারসম্পন্ন অথচ সকলেই পরম সুখে কাল হরণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ শুকদেব  
 কিয়ৎকাল মাত্র এইরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্রমশঃ যেমন পুরাতত্ত্বরতাগে প্রবিষ্ট হইবেন  
 অমনি দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ পূর্বক কহিল, তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? এখানে  
 তোমার কি কার্য আছে বল! দ্বারপাল এইরূপ বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি  
 কিছুই বলিলেন না; কেবল নগরদ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া স্থানুর (মুড়গাছের) ভ্রায়  
 অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন; ফলত সে সময় তিনি একটা কথামাত্রেরও প্রয়োগ  
 করিলেন না (দ্বারপালের তাদৃশ কঠোর ব্যবহার দর্শনে) অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে  
 হাসিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

(শুকদেবকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া) প্রতীহার পুনরায় কহিল, অহে ব্রাহ্মণ!  
 তুমি বোবা নাকি, কথা কহিতেছ না কেন? এস্থলে কিজন্য আসিয়াছ বল? কোনও কার্য  
 ব্যতীত কাহারও কুত্সাপি যে গমনাগমন হয় না তাহা আমার বিলক্ষণ বোধ আছে। অহে



রাজাজ্ঞয়া প্রবেষ্টব্যং নগরেহস্মিন্ সদা দ্বিজ ! ।

অজ্ঞাতকুলশীলশ্চ প্রবেশো নাত্র সৰ্ব্বথা ॥ ২০ ॥

তেজস্বী ভাসি নুনং ত্বং ব্রাহ্মণো বেদবিভূষমঃ ।

কুলং কার্য্যঞ্চ মে ব্রূহি যথেষ্টং গচ্ছ মানদ ! ॥ ২১ ॥

শুক উবাচ ।

যদর্থমাগতোহস্মাত্ত তৎ প্রাপ্তং বচনাত্তব ।

বিদেহনগরং দ্রষ্টুং প্রবেশো যত্র দুর্লভঃ ॥ ২২ ॥

মোহোহয়ং মম দুৰ্ব্বুদ্ধেঃ সমুল্লজ্য গিরিধরম্ ।

রাজানং দ্রষ্টুকামোহং পর্য্যটন্ সমুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥

চলনং চেতি । আগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥ ততো যথেষ্টং গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যদর্থমিতি । মন্যতে ত্বয়ং জ্ঞানী ন স্থিতঃ । কিন্তু পিত্রাং জ্ঞানী নিশ্চিতস্তত্শাস্ত্রার্থ্যং মম জ্ঞাতমিতি দ্রষ্টুমাগতঃ । স জ্ঞানপ্রকাশস্তত্ত্বানুভূতো মম যন্মাদৃশানাং প্রবেশাভাব ইতি

দ্বিজ ! রাজার অনুমতি হইলে সকল সময়েই এই নগরে প্রবেশ করিতে পারা যায়, অন্যথা অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির এ স্থলে কোন প্রকারেই প্রবেশাধিকার নাই ॥ ১৯—২০ ॥ আমি নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিয়াছি আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং অত্যন্ত তপশ্বেজা সূতরাং বিনয় বা দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণসকল আপনাদের নৈসর্গিক ভূষণ ; আমি পুনঃপুন কঠোর উক্তি করিলেও আপনি সেই জন্তই কোন উত্তর করেন নাই, আপনারাই প্রকৃতরূপ শাস্ত্র বা মহতের মান রক্ষা করিয়া থাকেন । অতএব, ব্রহ্মন ! আমি বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কৃপা করিয়া বলুন এখানে কি কার্য্যের উদ্দেশে আসা হইয়াছে এবং নিজ আবির্ভাবে কোন কুলকে পবিত্র করিয়াছেন ? দেখুন, ইহাতে আপনি হুঃখিত হইবেন না ; কেননা, আমার কর্তব্য কার্য্য বলিয়াই আমি এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ; ফলকথা এই যে আপনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলির উত্তর দিয়া এই নগরীর মধ্যে যে স্থলে ইচ্ছা হয় গমন করুন ॥ ২১ ॥

স্বারাধ্যাক্ষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া শুক কহিলেন, প্রতীহার । এই নগরটীর নাম বিদেহ !! কেন না, ইহার অধীশ্বর দেহ-উপাধি বর্জিত !! সূতরাং রাজ্য বা নগর সেই নামেই বিখ্যাত ; এদিকে কিন্তু, কেহ দর্শন কামনায় আসিলে তাহার পক্ষে নগরে প্রবেশ পর্য্যন্ত ও দুর্লভ ! অতএব, আমি এখানে যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলাম তোমার কথা মাত্রেই আমার সে সমস্তই পাওয়া হইয়াছে ॥ ২২ ॥ আমার যদি বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকিত তাহা হইলে আর এরূপ ভ্রমে পতিত হইতাম না ; ফলত আমি অতিশয় নিকোঁধ, সেইজন্ত মেরু এবং হিমালয় নামক সেই সূহৃন্তর পর্বতদ্বয় অতিক্রম পূর্বক একমাত্র রাজদর্শন লাগসায় সুদীর্ঘ পথপর্য্যটন ক্রেশ সহ করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ২৩ ॥ স্বাহা ! স্বাহা !

বঞ্চিতোহহং স্বয়ং পিত্রা দুষণং কশ্য দীয়তে ।  
 ভ্রামিতোহহং মহাভাগ ! কৰ্ম্মণা বা মহীতলে ॥ ২৪ ॥  
 ধনাশা পুরুষশ্চেহ পরিভ্রমণকারণম্ ।  
 সা মে নাস্তি তথাপ্যত্র সংপ্রাপ্তোহস্মি ভ্রমাৎ কিল ॥ ২৫ ॥  
 নিরাশস্য স্ত্বং নিত্যং যদি মোহে ন মজ্জতি ।  
 নিরাশোহহং মহাভাগ ! মমোহস্মিন্ মোহসাগরে ॥ ২৬ ॥  
 ক মেরুমিথিলা কেয়ং পদ্যাক্ষং সমুপাগতঃ ।  
 পরিভ্রমফলং কিং মে বঞ্চিতো বিধিনা কিল ॥ ২৭ ॥  
 প্রারকং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাপ্তভম্ ।  
 উদ্যমস্তদ্বশে নিত্যং কারয়ত্যেব সৰ্ব্বথা ॥ ২৮ ॥

ভাবঃ ॥ ২২—২৫ ॥ মোহসাগরে ইতি । অতো ময়া দুঃখং প্রাপ্তং ন তত্রাতাপরাধ  
 ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ নরোবং ক্লেশং ভুক্ত্বা নিরর্থকঃ কিমর্থমাগতম্মিতি চেত্তত্রাহ প্রারক-  
 মिति । অবশ্যং প্রারকং কৰ্ম্ম ভোক্তব্যম্ । উদ্যম উদ্যোগস্ত তদ্বশে নিত্যং বর্ততে তমিতি  
 শেষোহত্র কর্তব্যঃ । তমুদ্যোগং তৎপ্রারকং সৰ্ব্বথা কারয়তি ব্যাপারম্ । উদ্যোগো যদ্বো  
 ব্যাপারং করোতি তেনোদ্যোগেন প্রারকং কৰ্ম্ম কারয়তি ন তত্র মদধীনতা কাচিদ-  
 স্তীতি ভাবঃ । হুকোরন্ততরস্তামিতি বিকৰ্ম্মম্ ॥ ২৮ ॥ বিদেহো নাম ভূপতিরिति । যত্রোতি-

পাল ! তুমি কিছু মনে করিও না আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হই নাই ; কেননা,  
 আমার পিতাই যখন স্বয়ং আমাকে ঠকাইলেন, তখন অপরের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিলে  
 কি হইবে । অথবা আমার কৰ্ম্মহুত্রই হয়ত আমাকে ভূতলে আনিয়া ভ্রমণ করাই-  
 তেছে । এই পৃথিবীতে একমাত্র ধনাশাই মানুষের পরিভ্রমণের কারণ, কিন্তু আমার  
 অন্তরে সে আশার গন্ধমাত্রও নাই, তথাপি কেবল ভ্রমে পড়িয়াই এরূপ দুঃসহ ক্লেশ ভোগ  
 করিলাম ॥ ২৪—২৫ ॥ কন্তুঃ ! ইহ সংসারে যে মানব সৰ্ব্বতোভাবে আশাপাশ হইতে বিমুক্ত,  
 সে যদি কোন প্রকারে মোহজালে নিমগ্ন না হয়, তাহা হইলে সে নিত্য স্ত্বের অধিকারী  
 হইতে পারে ; আমিও আশার দাস নহি, তথাপি কেবল ঘোরতর অজ্ঞানহুদে ভুবিয়াই  
 ঈদৃশ হৃদশা গ্রস্ত হইলাম ॥ ২৬ ॥ হায় ! কোথায় সেই মেরু পর্বত আর কোথায় এই মিথিলা !  
 পারে হাঁটিয়া এই স্তম্ভস্তর পথ অতিক্রম পূৰ্ব্বক এখানে আসিলাম, ওঃ কি কৰ্ম্মভোগ ! আহা,  
 আমার পর্যটনের কেমন চমৎকার ফল ফলিল দেখ ! পরন্তু, ইহাতে কাহারও দোষ নাই ; শুদ্ধ  
 সেই বিধাতাই আমার প্রতি এইরূপ প্রতারণাজাল বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ শুভই  
 হউক আর অশুভই হউক প্রারক ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ; যতই কেন চেষ্টা  
 কর না কিছুতেই তাহার অন্তথা হইবে না ; সমস্ত উদ্যমই প্রারকের বশীভূত । ইচ্ছা  
 না থাকিলেও প্রারককৰ্ম্ম ঠিক যেন কেশাকর্ষণ পূৰ্ব্বক আনিয়া জীবকে ফল ভোগে প্রব-  
 ত্তিত করিবে ॥ ২৮ ॥ দেখ, এখানে স্বয়ং বেদও মূর্তি ধারণ করিয়া বিরাজমান নাই আর

ন তীর্থং ন চ বেদোহত্র যদর্থমিহ মে শ্রমঃ ।  
 অপ্রবেশঃ পুরে জাতো বিদেহো নাম ভূপতিঃ ॥ ২৯ ॥  
 ইত্যুক্ত্য বিররামাশু মৌনীভূত ইব স্থিতঃ ।  
 জাতো হি প্রতিহারেণ জ্ঞানী কশ্চিদ্ধিজোত্তমঃ ॥ ৩০ ॥  
 সামপূৰ্ব্বমুবাচাসৌ তং কৃত্বা সংস্থিতং মুনিম্ ।  
 গচ্ছ ভো যত্র তে কার্য্যং যথেষ্টং দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩১ ॥  
 অপরাধো মম ব্রহ্মন্ ! যন্নিবারিতবানহম্ ।  
 তৎ কৃন্তব্যং মহাভাগ ! বিমুক্তানাং ক্রমা বলম্ ॥ ৩২ ॥

শুক উবাচ ।

কিস্তেহত্র দূষণং কৃত্তং পরতদ্রোহসি সৰ্ব্বদা ।  
 প্রভুকার্য্যং প্রকর্তব্যং সেবকেন যথোচিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ন ভূপদূষণকাত্র যদহং রক্ষিতস্তয়া ।  
 চৌরশত্রুপরিজ্ঞানং কর্তব্যং সৰ্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

শেষঃ ॥ ২৯—৩৫ ॥ প্রতীহারস্বৈৰ জ্ঞানী বাহজ্ঞানী বেতি বুভুৎসয়া অপ্রকৃতমেব পৃচ্ছতি কি

কোন তীর্থও নাই যে জন্ত আমি অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম এখানে আছেন কে ? না, একটা রাজা ! তিনি আবার দেহ উপাধি শূন্য অথচ তাঁহার পূর্বে মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই ; কি আশ্চর্য্য !! ॥ ২৯ ॥

শুকদেব এই সমস্ত কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তৃষ্ণীভূতের ভ্রাম্য অবস্থিত রহিলেন ; এদিকে দ্বারপাল তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও দেহকান্তি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ইনি কোন ব্রহ্মর্ষি-কুলোৎপন্ন জ্ঞানী পুরুষ হইবেন ॥ ৩০ ॥ তখন দ্বারপাল সেই মৌনভাবে অবস্থিত শুকদেবকে অতি বিনীতভাবে স্তম্ভুর বাক্যে কহিল, দ্বিজসত্তম ! এই পুর-মধ্যে আপনার যে স্থলে অভিলাষ হয় গমন করুন । ব্রহ্মন্ ! আমি প্রথমে আপনাকে চিনিতে না পারিয়া যে, প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম সে জন্ত আমার ঘোরতর অপ-রাধ ঘটিয়াছে ; আপনি স্বীয় ঔদার্য্য গুণে আমার ক্ষমা করুন ! দেখুন, ব্রহ্ম পুরুষদিগের ক্ষমাই প্রধান বল ॥ ৩১—৩২ ॥

শুকদেব তাহার ঈদৃশ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, কৃত্তং ! এ বিষয়ে তোমার দোষ কি ? তুমিত, সৰ্ব্বদাই পরাধীন ! যথাবিহিত প্রভুর আদেশ পালন করাই ত সেবকের কর্তব্য কার্য্য । তুমি আমার নিবারণ করিয়াছ বলিয়া যে, আমি এ বিষয়ে রাজার প্রতিই কোন প্রকার দোষারোপ করিতেছি তাহাও মনে করিও না ; কেমনা, চোর আসিল কি শত্রু আসিল, তাহার অনুসন্ধান লওয়া প্রজাবান্ রাজা বা রাজপুরুষদিগের অবৈত কর্তব্য



মমৈব সর্বথা দোষো যদহং সমুপাগতঃ ।

গমনং পরগেহে যল্লঘুতায়ান্চ কারণম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহার উবাচ ।

কিং সুখং দ্বিজ ! কিং দুঃখং কিং কার্য্যং শুভমিচ্ছতা ।

কঃ শত্রুর্হিতকর্ত্তা কো ব্রুহি সর্বং মমাদ্য বৈ ॥ ৩৬ ॥

শুক উবাচ ।

দ্বৈবিধ্যং সর্বলোকেষু সর্বত্র দ্বিবিধো জনঃ ।

রাগী চৈব বিরাগী চ তয়োশ্চিত্তং দ্বিধা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

বিরাগী ত্রিবিধঃ কামঃ জ্ঞাতোহজ্ঞাতশ্চ মধ্যমঃ ।

রাগী চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূৰ্খশ্চ চতুরস্তথা ॥ ৩৮ ॥

চাতুর্য্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রজং মতিজস্তথা ।

মতিস্ত দ্বিবিধা লোকে যুক্তায়ুক্তেতি সর্বথা ॥ ৩৯ ॥

সুখমিতি । শুভমিচ্ছতা কার্য্যং কৰ্ত্তব্যং কিম্ ॥ ৩৬ ॥ দ্বৈবিধ্যমিতি । যতো দ্বিবিধো জনস্ততো  
দ্বৈবিধ্যং সর্বত্র বর্ত্ততে । দ্বৈবিধ্যমেবাহ রাগী চৈব বিরাগী চেতি । কিং জ্ঞাতানয়োৰ্ভেদো  
নেত্যাহ তয়োশ্চিত্তমিতি । চিত্তদ্বৈবিধ্যাদেব রাগিবিরাগিদ্বৈবিধ্যং ন স্বত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥  
তত্র বিরাগিণোহন্তর্ভেদমাহ বিরাগী ত্রিবিধ ইতি । জ্ঞাতঃ লোকৈকরেতস্ত বৈরাগ্যং স্পষ্ট-  
মেব জ্ঞাত ইতি তীব্রবৈরাগ্যবান্ জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে । অজ্ঞাতশ্চ মন্দবৈরাগ্যবান্লোকৈকর-  
জ্ঞাতবৈরাগ্যবান্ । মধ্যমস্ত লোকৈকঃ কিকিজ্ঞাতবৈরাগ্যবান্ । রাগিহণোপ্যবাস্তরভেদমাহ  
রাগী ইতি ॥ ৩৮ ॥ মতিজং শাস্ত্রাবিরুদ্ধমযুক্তমতিরহিতং মত্যা তর্কিতবিষয়ং একম্ । শাস্ত্র-

কার্য্য বলিয়াই জানিও ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অতএব যখন আমি সহসা এখানে আসিয়া উপস্থিত  
হইয়াছি তখন আমারই সম্পূর্ণ দোষ ; কেননা, এই জগতে পরগৃহে গমনই লঘুতার প্রধান  
কারণ ॥ ৩৫ ॥ এই কথা শুনিয়া প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্ ! ইহ সংসারে ঐশ্বর্যাভিলাষী  
পুরুষের কৰ্ত্তব্য কার্য্য কি ? আর সুখ দুঃখইবা কি এবং শত্রু কে ? আর হিতকর্ত্তাই বা  
কে ? এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া এই কয়েকটা কথার উত্তর প্রদানে আমার চরিতার্থ  
করুন ॥ ৩৬ ॥

শুকদেব কহিলেন, প্রতীহার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর । দেখ, এই  
সমস্ত লোকमध्ये মানবগণের চিত্তগত দুই প্রকার ভেদ থাকায়, সুতরাং তাহাদিগকেও  
রাগী ও বিরাগী নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; অতএব তাহা-  
দিগের সমস্ত কার্য্যগতিও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৭ ॥ তাহার পর, সেই  
বিরাগীও আবার জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও মধ্যম নামে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । সেইরূপ রাগীর  
मध्येও কতক মূৰ্খ আর কতকগুলি চতুর থাকায়, শাস্ত্রে তাহাদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত  
বলিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ চাতুর্য্যও শাস্ত্র-জন্য আর বুদ্ধি-জন্য হওয়ার দুই প্রকার বলিয়া উক্ত

## প্রতীহার উবাচ ।

যদুক্তং ভবতা বিদ্বদ্ব্যর্থজ্ঞোহং বিজ্ঞোত্তম ! ।  
তৎ সৰ্বং বিস্তরেণাদ্য যথার্থং বদ সত্তম ! ॥ ৪০ ॥

## শুক উবাচ ।

রাগো যন্তাস্তি সংসারে স রাগীত্যাচ্যতে ধ্রুবম্ ।  
দুঃখং বহুবিধং তস্য সুখঞ্চ বিবিধং পুনঃ ॥ ৪১ ॥  
ধনং প্রাপ্য স্তান্দারান্ মানঞ্চ বিজয়ন্তথা ।  
তদপ্রাপ্য মহদুঃখং ভবত্যেব ক্রণে ক্রণে ॥ ৪২ ॥  
কার্য্যং তস্য স্তথোপায়ঃ কৰ্ত্তব্যং স্তখসাধনম্ ।  
তস্যারাতিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্তখবিস্ময়ং কুরোতি যঃ ॥ ৪৩ ॥

বিষয়কং চাতুৰ্য্যং দ্বিতীয়ম্ । শিষ্টলৌকিকব্যবহারবিষয়কং তৃতীয়ম্ । তচ্চাশিষ্টব্যবহারবিষ-  
য়কমিতি ফলিতোহর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥ ধনং প্রাপ্যেতি । এতেন কিং সুখং কিং দুঃখমিত্যন্তোত্তর-  
মুক্তং ভবতি ॥ ৪২ ॥ কিং কার্য্যমিত্যন্তোত্তরমাহ কার্য্যং তন্তেতি । যেন সুখং ভবতি স  
উপায়ঃ কৰ্ত্তব্যঃ । কঃ শত্রুরিত্যন্তোত্তরমাহ তন্তারাতিরিতি ॥ ৪৩ ॥ নহু সুখদুঃখকার্য্যশত্রু-

হইয়াছে; আবার বুদ্ধিও লোকে দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়, একটি শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত আর একটি  
সৰ্ব্বপ্রকার শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ ॥ ৩৯ ॥

প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি সাধুশিরোমণি তবজ্ঞপুরুষ । স্ততরাং আপনার  
এপ্রকার গভীর উপদেশগর্ভ বাক্যের সহজে অর্থ ভেদ করা কি মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাধ্য ?  
ফলত আপনি যাহা বলিলেন, তাহার একটি বর্ণনাত্ত্রও বুঝিতে পারি নাই অতএব এক্ষণে  
দয়া করিয়া এক্রূপ বিশদভাবে বলুন যাহাতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি ॥ ৪০ ॥

শুক বলিলেন, দ্বারপাল! স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর; যে ব্যক্তির সংসারে  
অহুরাগ থাকে তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে রাগী বলা যাইতে পারে । স্ততরাং তাহার সম্বন্ধেই  
নানাপ্রকার সুখদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে ॥ ৪১ ॥ সংসারাসক্ত ব্যক্তি যদি গৃহা-  
শ্রমে থাকিয়া ইচ্ছামত ধন, পুত্র, কলত্র সৰ্ব্বত্র সম্মান ও বিজয়লাভ করিতে পারে তাহা  
হইলেই পরম সুখ; আর এই সমস্ত মনোমত্ত দ্রব্যসকল না পাইলে প্রতিক্ষণেই তাহার  
কষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥ এই সংসারমধ্যে তাহার ক্রিয়াকলাপাদি যাহা কিছু অহুষ্ঠিত  
হয় সে সমস্তই সুখের উদ্দেশে; সুখসাধন দ্রব্যগুলির আহরণই তাহার একমাত্র কৰ্ত্তব্য-  
কার্য্য; অতএব, যে ব্যক্তি তাহার সেই সকল সুখের ব্যাঘাত উৎপাদন করে তাহাকেই  
তাহার শত্রু বলিয়া জানিও ॥ ৪৩ ॥ ফলকথা এই যে, সংসারাহুরাগী ব্যক্তির যে, কেহ সুখ  
উৎপাদন করিতে পারে সেই তাহার পরম শত্রু । ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, চক্ষুর মানব

অখোংপাদয়িতা মিত্রং রাগযুক্তস্য সর্বদা ।  
 চতুরো নৈব মুহ্যেত মূৰ্খঃ সৰ্বত্র মুহ্যতি ॥ ৪৪ ॥  
 বিরক্তস্যাত্মরক্তস্য অখমেকান্তসেবনম্ ।  
 আত্মানুচিস্তনৈকৈব বেদান্তস্য চ চিস্তনম্ ॥ ৪৫ ॥  
 দুঃখং তদেতৎসৰ্বং হি সংসারকথনাদিকম্ ।  
 শত্রবো বহবস্তস্য বিজ্ঞস্য শুভমিচ্ছতঃ ॥ ৪৬ ॥  
 কামঃ ক্রোধঃ প্রমাদশ্চ শত্রবো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।  
 বন্ধুঃ সন্তোষ এবাস্য নাশোহস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৭ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা'বচনস্তস্য মত্না তং জ্ঞানিনং দ্বিজম্ ।  
 ক্রভা প্রবেশয়ামাস কক্ষাঞ্চাতিমনোরমাম্ ॥ ৪৮ ॥  
 নগরং বীক্ষমাণঃ সংস্কেবিধ্যজনসংকুলম্ ।  
 নানাবিপণদ্রব্যাত্যং ক্রয়বিক্রয়কারকম্ ॥ ৪৯ ॥

মিত্রাণি মূৰ্খচতুরয়োঃ সমানি তদা° মূৰ্খচতুরয়োঃকো ভেদস্তত্রাহ চতুরো নৈব মুহ্যেতেতি ।  
 শাস্ত্রাবলোকনজ্ঞানযুক্তায়ুক্তমতোঃ সঙ্গততস্যা মোহো মূৰ্খস্ত তু সোহস্তীতি তয়োৰ্তেদঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ইখং রাগিষৈবিধাং তৎসুখদুঃখকাৰ্য্যং শত্রুমিত্রাণ্যুপপাদ্য ত্রিবিধবিরাগিণোহপি অখদুঃখ-  
 কাযাশত্রুমিত্রাণ্যুপপাদয়তি বিরক্তস্তেতি । আত্মানুচিস্তনৈকৈবেত্যাদিঃ কাৰ্য্যানির্দেশঃ ॥ ৪৫ ॥  
 দুঃখং তদেতদিত্তি দুঃখনির্দেশঃ । শত্রবো বহব ইতিশত্রুনির্দেশঃ ॥ ৪৬ ॥ বন্ধুঃ সন্তোষ ইতি  
 মিত্রনির্দেশঃ । এতেন জ্ঞানলাভায় হেয়োপাদেয়মুক্তং ভবতি । রাগিণো ব্যবহারস্য হেয়ত্বাৎ  
 বিরক্তব্যবহারস্তোপাদেয়ত্বাদিত্তি ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তৎসুজনস্ত ক্রয়বিক্রয়কারকত্বোপি নগরস্ত

কোন বিষয়েই একেবারে মোহিত হয় না ; আর মূৰ্খ, সকল কার্য্যেই বিমোহিত হইয়া  
 পড়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রতীহার ! (একগে বিরাগীর কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ।) আত্মতত্ত্বানুরাগী সংসার-  
 বিরক্ত মহাত্মারা নির্জন স্থানে বসিয়া সর্বদা মনে মনে বেদান্তশাস্ত্রের বিচার বা সেই  
 সৰ্ব্বাত্মস্বরূপ নিত্যনিরঞ্জন পরম চৈতন্যদেবের ধ্যানে নিরত থাকিতে পাইলেই তাঁহা-  
 দিগের পরমসুখ ॥ ৪৫ ॥ পারিত্রিক মঙ্গলাকাজী প্রজ্ঞাবান্ সংসারবিরাগীর অনিত্য সংসার-  
 বিষয়ক, কথোপকথনাদিকেই দুঃখের উৎপাদক বলিয়া জানিবে । যদিচ সংসাররাগীর ন্যায়  
 ইহাদিগেরও কাম, ক্রোধ ও ভ্রমপ্রমাদাদি বহুবিধ শত্রু আছে, তথাপি একমাত্র সন্তোষ  
 ব্যতীত আত্মরত সন্ন্যাসীর এই ত্রিলোকীমধ্যে বন্ধু আর কেহই নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সূত বলিলেন, (মহর্ষিগণ ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন ।) মিথিলার দ্বারাধ্যক্ষ  
 তাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাক্যসকল শ্রবণমাত্র তাঁহাকে বুদ্ধজ্ঞানপূর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে  
 পারিয়া, তৎকণাৎ মনোহর কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইল ॥ ৪৮ ॥ (শুকদেব নগরকক্ষ্যায় এবিষ্ট



রাগদ্বৈষযুতং কামলোভমোহাকুলস্তথা ।

বিবদৎসু জনাকীর্ণং বহুপূর্ণং মহত্তরম্ ॥ ৫০ ॥

পশ্যন্ স ত্রিবিধালোকান্ প্রাসরদ্রাজমন্দিরম্ ।

প্রাপ্তঃ পরমতেজস্বী দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৫১ ॥

নিবারিতশ্চ তত্রৈব প্রতিহারেণ কাষ্ঠবৎ ।

তত্রৈব চ স্থিতো দ্বারি মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ৫২ ॥

ছায়ায়ামাতপে চৈব সমদর্শী মহাতপাঃ ।

ধ্যানং কৃত্বা তথৈকান্তে স্থিতঃ স্থানুরিবাচলঃ ॥ ৫৩ ॥

তদভেদাৎ ক্রয়বিক্রয়কারকত্বমুক্তম্ । যথা গ্রামঃ কুরোতীতি ॥ ৪৯ ॥ (রাগদ্বৈষযুতমিতি রাগশ্চ দ্বৈষশ্চ তৌ রাগদ্বৈষৌ ভাভ্যাং যুতং কামলোভমোহৈরাকুলং সঙ্কুলং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ যদিচৈদৃশৈশ্চৈবাকীর্ণং তথাপি তেষু তেষু কামলোভাদ্যভিভূতেষু হুরাশ্বজনেষু অস্ত্রোহ বিবদৎসু সততং বিবদমানেষু সংস্থাপি তন্নগরং মহত্তরং বহুপূর্ণং ধনপূর্ণকৈতিধেয়ম্ । অয়মং যাদৃশৈর্হুরাশ্বভিরাকুলং তন্নগরং যদিচ তাদৃশা এব কেবলং বিবদন্তে তত্রাপি অষ্টৈর্মহির্মহত্তরঞ্চ । যদ্বা বিবদন্তশ্চ সৃজনশ্চ তৈরেবাকীর্ণম্ । শতপ্রত্যয়োহত্রার্থঃ ॥ ৫০ ॥ পশ্যন্তি স শুকঃ । ত্রিবিধান্ ত্রিপ্রকারান্ উত্তমমধ্যমাদমান্ সহাদিগুণবদ্ধানিতিষাবৎ । পশু রাজমন্দিরং প্রাসরং ॥ ৫১ ॥ নিবারিত ইতি । ক্ষত্রা নিবারিতোহপি তজ্জন্তাবমানমচিন্তয় তত্রৈব দ্বারদেশে কাষ্ঠবৎ স্থিত ইত্যর্থঃ । কুত এবং অত আহ মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ কেব মাত্মস্বরূপং বিচারয়ন্ ॥ ৫২ ॥ মানাবমানাত্যপেক্ষায়াং ভূয়োহপি বিশেষহেতুং দর্শয়ন্তা

হইয়াই) দেখিলেন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধলোকে নগর পরিপূর্ণ; হট্টস্থ দোকান সকল নানাবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিশোভিত, ক্রেতা ও বিক্রেতার বিক্রয় দ্রব্য মূল্য উপলক্ষে মহাকোলাহল করিতেছে ॥ ৪৯ ॥ নগরে নানাপ্রকার লোকেরই বসবাস আছে বটে, কিন্তু রাগদ্বৈষসমাকুল এবং কামলোভাদি-রিপুপন্নতন্ত্র লোকের সংখ্যাই অধিক। হুঃশীল লোকেরা হয় ত কোন স্থলে কোন বিষয়কর্ম লইয়া ঘোরতর বিবাদ করিতেছে, কোপায়ও বা বচমূল্য মর্গমাণিক্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইতেছে; নানাপ্রকার লোকের বাস থাকিলেও নগরটী যে, মহাসমৃদ্ধিশালী তাহা আর শুকদেবের মত লোকের জানিতে অবশিষ্ট রহিল না। অনন্তর সেই দ্বিতীয় ভাস্করসদৃশ মহাতেজস্বী শুকদেব ধনী, মধ্যবর্তী ও নিকৃষ্ট শ্রেণী এই ত্রিবিধ লোক দেখিতে দেখিতে যেমন রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ হইলেন, অমনি সেই কক্ষ্যার দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ করিবামাত্র সেই দ্বারদেশেই মোক্ষতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥ . .

মহাত্মা শুকদেব অগাধমাতঙ্গরীণ সুমহৎ তপঃপ্রভাবে মনের এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে কখনই অল্পভূত হইতে পারে না; বস্তুত তিনি দ্বারা আর রৌদ্রকে সমান চক্ষে দেখিতে পারেন; সুতরাং দ্বারপালের নিষেধে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণিত না হইয়া

তং মুহূর্তাদিবাগতা রাজোহমাত্যঃ কৃতাজ্জলিঃ ।  
 প্রাবেশয়ন্ততঃ কক্ষাং দ্বিতীয়াং রাজবেশ্মনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 তত্র দিব্যং মনোরম্যং পুষ্পিতং দিব্যপাদপম্ ।  
 তদ্বনং দর্শয়িত্বা তু কৃত্বা চাতিথিসংক্রিয়াম্ ॥ ৫৫ ॥  
 বারমুখ্যাঃ স্ত্রিয়স্তত্র রাজসেবাপরায়ণাঃ ।  
 গীতবাদিত্রকুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৫৬ ॥  
 তা আদিষ্টা চ সেবার্থং শুকস্য মস্ত্রিসত্তমঃ ।  
 নির্গতঃ সদনান্তস্মাদ্যাসপুত্রঃ স্থিতঃ সদা ॥ ৫৭ ॥  
 পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা তাভিঃ স্ত্রীভির্যথাবিধি ।  
 দেশকালোপপন্নেন নানাহমেনাতিতোষিতঃ ॥ ৫৮ ॥

ছায়ায়ামিতি ॥ ৫৩ ॥ ( তং মুহূর্তাদিতি । রাজঃ জনকস্ত অমাত্যো মন্ত্রী মুহূর্তাদাগতা কৃতাজ্জলিঃ সন্ দ্বিতীয়াং কক্ষাং প্রাবেশয়ন্ত ॥ ৫৪ ॥ দ্বিতীয়াং কক্ষাং প্রাবেশয়ন্ত কিং কৃতবান্ ইত্যত্রাহ তত্র দিব্যমিতি ॥ ৫৫ ॥ বারমুখ্যেতি । যা বারমুখ্যা বারপ্রধানরমণ্যঃ গীতবাদিত্র কুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাশ্চ অতএব রাজসেবাপরায়ণাস্তাত্তাদৃশীশৃংগবতীঃ শুকদেব-সেবার্থমাদিষ্টা মস্ত্রিষু সত্তমঃ প্রধানমচিবঃ তস্মাৎ সদনান্নির্গতঃ । ইতি স্বাত্ম্যমর্থঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥ কেন ভাবেন স্থিত ইতি বিবৃণুহ । পূজিত ইতি । যথাবিধি বিধিমনতিক্রম্য তাভিঃ বার-মুখ্যাভিঃ পরয়া ভক্ত্যা পূজিতঃ । দেশকালোপপন্নেন অর্থেন বিশেষতস্তোষিতঃ পরিতর্পিত-

আত্মধ্যানে নিরত থাকিয়া দ্বারের বাহিরে একটি নিভৃতদেশে স্থাগুর ছায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ এইরূপে মুহূর্তকাল অতীত না হইতে হইতেহ রাজমন্ত্রী বদ্ধাজলপুরঃসর তাঁহার নিকটে আসিয়া বারংবার কক্ষা প্রার্থনা করিলেন ; পরে, পরম সমাদরসহকারে তাঁহাকে লইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর, মন্ত্রিপ্ৰবর তাঁহাকে দ্বিতীয় কক্ষ্যার অভ্যন্তর দিয়া লইয়া যাইবার সময়ে তত্রত্য দিব্য কুম্মমিত তরুসাজি-পরিশোভিত রমণীয় উদ্যানসকল দেখাইয়া যথাবিহিত আতিথ্যসংকার সমাধানপূর্বক একটি অটালিকামধ্যে উপস্থাপিত করিলেন । পরে, যে সকল গীতবাদ্যনিপুণ কামশাস্ত্রবিশারদ বারাজনাকামিনী রাজসেবায় নিরত থাকে তাহা-দিগকেই নিরন্তর শুকের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়া তিনি সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন ; বেদব্যাস কৃতকষ্টেপায়ন পুত্র নিকটকর্তৃচিত্তে সেই স্থলেই বিশ্রাম করিতে লাগি-লেন ॥ ৫৫—৫৭ ॥

সেই সকল রমণীরা পরমভক্তি ও আদরের সহিত যথাবিধি সন্মান রক্ষাপূর্বক দেশ-কালানুসারে বাহ্য কিছু উৎকৃষ্ট বস্ত্র পাওরা দান সেই সমস্ত সন্মান অন্নব্যঞ্জন এবং পানীয় দ্রব্যাদি তাঁহার ভূতিস্বাক্ষরের জন্য নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥

ততোহন্তঃপুরবাসিনীস্তুস্তাস্তঃপুরকাননম্ ।  
 রম্যং সন্দর্শয়ামাস্তুরজনাঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৫৯ ॥  
 স যুবা রূপবান্ কান্তো মৃদুভাষী মনোরমঃ ।  
 দৃষ্ট্বা তা মুমূহুঃ সর্বাস্তঞ্চ কামমিবাপরম্ ॥ ৬০ ॥  
 জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং যত্না সর্বাঃ পর্যাচরংস্তদা ।  
 আরণ্যেয়স্ত শুদ্ধাত্মা মাতৃভাবমকল্পয়ৎ ॥ ৬১ ॥  
 আত্মারামো জিতক্রোধো ন হৃষ্যতি ন তপ্যতি ।  
 পশ্যাংস্তাসাং বিকারাংশ্চ স্বস্থেব স তস্থিবান্ ॥ ৬২ ॥  
 তস্মৈ শয্যাং সুরম্যাঞ্চ দহুর্নার্যাঃ স্তসংস্কৃতাম্ ।  
 পরাঙ্ক্যাস্তুরগোপেতাং নানোপস্করসংবৃতাম্ ॥ ৬৩ ॥  
 স কৃৎস্না পাদশৌচঞ্চ কুশপাণিরতদ্রিতঃ ।  
 উপাস্ত্য পশ্চিমাং সঙ্ক্যাং ধ্যানমেবাহ্বপদ্যত ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকটিশেষঃ ॥ ৫৮ ॥ অন্তঃপুরস্থা মহিলাঃ রূপাদিদর্শনজ্ঞকামেনমোহিতাঃ সত্যঃ । অন্তঃপুরস্থঃ  
 রম্যং রমণীয়ং কাননং আরামং অন্তঃপুরস্থকীড়োদ্যানমিত্যর্থঃ দর্শয়ামাস্তুরিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥  
 অন্তঃপুরবাসিনীনাং কামমোহিতত্বে কাবণং প্রদর্শয়ম্মাই স যুবেতি ॥ ৬০ ॥ জিতেন্দ্রিয়মিতি ।  
 তা অন্তঃপুরবাসিনীঃ কামমোহিতা অপি তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং যত্না বিজ্ঞাং পর্যাচরং কেবলং  
 পরিচর্য্যা তোষয়ামাস্তুরিত্যর্থঃ । তত্র কিং শুকদেবোহপি বিকৃতমনা আসীৎ ? আহোনিং স্বস্থ  
 এব স্থিতঃ ? ইতি জিজ্ঞাসায়াং তস্ত জিতেন্দ্রিয়ত্বাদিগুণান্ প্রকটয়ম্মাহ । মাতৃভাবং অকল্পয়ৎ  
 কৃত এবং অত আহ শুদ্ধাত্মা ॥ ৬১ ॥ শুদ্ধাত্মত্বে কারণং নির্দেশম্মাহ আত্মারামেতি ॥ ৬২ ॥

তাহার পর, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ পরাস্ত ৩ কামে বিমোহিত হইয়া শুকদেবকে  
 অন্তঃপুরের অভ্যন্তরবর্তী মনোরম কীড়াকানন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৯ ॥ তাহার  
 কারণ এই যে, মহাত্মা শুকদেব একেত যুবা পুরুষ তাহাতে আবার রূপের সাগর ; দ্বিতীয়  
 কল্পপের জায় মনোরমকমনীয় মূর্তি এবং স্বভাবত মৃদুভাষী ছিলেন, সুতরাং তাহার  
 তাঁহাকে দেখিবামাত্র একেবারে বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৬০ ॥ বিশেষত তাঁহাকে  
 জিতেন্দ্রিয়পুরুষ জানিয়া পরমভক্তিসহকারে সর্বদাই তাঁহার পরিচর্যায় নিরত হইল ;  
 কিন্তু, অরণিগর্ভসমূহ (অয়োনিসমূহ) পবিত্রাত্মা শুকদেব তাহাদিগকে অন্তরে মাতার জায়  
 জ্ঞান করিতে লাগিলেন । কেননা, তাঁহার চিন্তা নিরন্তর আত্মার সহিতই রমণ করিত ;  
 সুতরাং ক্রোধ, হর্ষ বা অনুরূপাদি কেহই তাঁহার অন্তরে এক মুহূর্তের অন্তও স্থান প্রাপ্ত  
 হইত না ; ফলত তিনি সেই সমস্ত রমণীগণের মনোবিকার বুঝিতে পারিয়াও অদ্বুতভাবে  
 অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ মহিলাগণ রজনী উপস্থিত হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ  
 তাঁহার নিমিত্ত সুগোপযোগি নানাপ্রকার বস্ত্রাদিহুসঙ্গিত বহুল্য আভরণ পরিদোষিত



যামমেকং স্থিতো ধ্যানেন সুষাপ তদনন্তরম্ ।

সুপ্তা যামদ্বয়ং তত্র চোদতিষ্ঠন্ততঃ শুকঃ ॥ ৬৫ ॥

পাশ্চাত্যং যামিনীয়াং ধ্যানমেবান্বপদ্যত ।

স্নাত্বা প্রাতঃক্রিয়াঃ কৃৎস্না পুনরাস্তে সমাহিতঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

মিথিলারাজান্তঃপুরবাসিনীনাং মধ্যে শুকজিতেন্দ্রিয়তাদি-

প্রকাশো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ইদানীং তস্মৈ শয্যামিত্যারভ্য পুনরাস্তে সমাহিত ইত্যন্তেঃ শ্লোকচতুষ্টয়েঃ শুকস্ত ভোগ-  
নিম্ভুত্যাং সংযতেন্দ্রিয়ত্বক প্রদর্শ্যাদ্যায়ং সমাপয়তি তস্মা ইতি ॥ ৬৩—৬৬ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অতীব মনোরম অথচ বিস্কন্ধ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল ॥ ৬৩ ॥ শুকদেব সময় বুঝিয়া তখনই  
আর ক্রণকাল বিলম্ব না করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্বক সায়ংসন্ধ্যোপাসনাদি সমাপ্ত  
করিয়া আশ্রয়ধানে নিরত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ এইরূপে তিনি একপ্রহরকাল গভীর ধ্যানে  
নিগম্ব থাকিয়া, পরে, দুইপ্রহরকাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোথান  
করিলেন ॥ ৬৫ ॥ যামিনীর শেষধামে তিনি পুনরায় ধ্যানপরায়ণ হইলেন ; অনন্তর প্রকৃত  
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তসময়ে স্নান ও প্রাতঃকালীন কর্তব্য ক্রিয়াদি সমাধানপূর্বক পুনরায় সমাধি অব-  
লম্বনে বসিয়া রহিলেন ॥ ৬৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম-

স্কন্ধে মিথিলার রাজান্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণमध्ये

শুকের জিতেন্দ্রিয়তাদি প্রকাশবিষয়ক

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শ্রদ্ধা তমাগতং রাজা মস্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ ।  
পুরঃ পুরোহিতং কৃৎস্না গুরুপুত্রং সমভ্যয়াৎ ॥ ১ ॥  
কৃৎস্না হিং নৃপঃ সম্যগ্ দত্ত্বাসনমমুত্তমম্ ।  
পপ্রচ্ছ কুশলং গাঞ্চ বিনিবেদ্য পয়স্বিনীম্ ॥ ২ ॥  
স চ তাং নৃপপূজাং বৈ প্রত্যগৃহ্নাদ্ যথাবিধি ।  
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞে স্বং নিবেদ্য নিরাময়ম্ ॥ ৩ ॥  
কৃৎস্না কুশলসংপ্রশ্নমুপবিষ্টঃ স্খাসনে ।  
শুকং ব্যাসসুতং শাস্ত্রং পর্যাপৃচ্ছত পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥

অষ্টাদিকৈকবট্যা তু জনকেন মহান্নন ।

বৈরাগ্যাদ্যপদেশশ্চ শুকার কৃত উচ্যতে ॥

পুরোহিতাদেশে পুরোহিতং কৃৎস্না ॥ ১ ॥ ( স পুরোহিতস্তত্রগতঃ সন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্র চিরশিষ্টাচারং দর্শয়ম্হ কৃৎস্নেতি । নৃপোজনকঃ তদ্বজ্রোহপি লোকসংগ্রহং কুর্স্বন্তস্ত গুরুপুত্রস্ত শুকস্ত সম্যক্ অহংগাং পূজাং কৃৎস্না আসনং দত্ত্বা পয়স্বিনীং দুগ্ধবতীং সবৎসামিত্যর্থঃ গাং ধেমুং নিবেদ্য তস্মৈ কুশলং পপ্রচ্ছৈত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ সচেতি । সোহপি শুকঃ নৃপস্ত পূজাং বৈ ধর্ম্মনিশ্চিতাং অকপটরূপানিতিশেষঃ যথাবিধি শাস্ত্রবিধিমনতিক্রম্য শাস্ত্রমতানুসারেণ প্রত্য-গৃহ্নাৎ প্রতিজ্ঞগ্রাহ তত আত্মনিরাময়ং অনাময়ং নিবেদ্য রাজ্ঞে নরপতয়ে জনকায় কুশলং পৃষ্টবান্ ॥ ৩ ॥ কৃৎস্নেতি । অত্রোক্তকুশলপ্রদান্যন্তরং স্খাসনে উপবিষ্টঃ তং ব্যাসসুতং প্রশাস্ত-মনসং শুকং পার্থিবঃ পৃথিবীপতির্জনকঃ ভো মহাভাগ ! মহান্নন ! নিঃস্পৃহস্তাপি তব মাং

সূত কহিলেন, ( মহর্ষিগণ ! তাহার পর শ্রবণ করুন ) নরপতি জনক গুরুপুত্র শুক-দেবের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ সচিবগণ সমভিব্যাহারে পুরোহিতকে অগ্রবর্তী করিয়া অতি পবিত্র ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সবিশেষ অর্চনা পূর্ব্বক বহুমূল্য আসনে উপবেশন করাইলেন ; এবং বিধিমত একটা দুগ্ধবতী সবৎসা ধেমু তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২ ॥ শুকদেব, জনকপ্রদত্ত শাস্ত্রসম্বত অকপটপূজাদি প্রতিগ্রহ করিয়া নিজ মঙ্গলবিষয়ের পরিচয় দিয়া রাজাকে সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসিলেন ॥ ৩ ॥ এইরূপে পরস্পরের কুশল প্রশ্ন উপলক্ষে কিয়ৎকাল গত হইলে, পৃথীপতি জনক স্খাসনে উপবিষ্ট প্রশান্তমূর্ত্তি ব্যাসপুত্র শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহান্নন ! আপনি নিজ নিঃস্পৃহতাগুণে সমাধিনিষ্ঠ বোদিগদিগেরও বুৎপে

কিং নিমিত্তং মহাভাগ ! নিঃস্পৃহস্ত চ মাংপ্রতি ।

জাতং হ্যাগমনং বৃহি কার্য্যং তন্মুনিসত্তম ॥ ৫ ॥

শুক উবাচ ।

ব্যাসেনোক্তো মহারাজ ! কুরু দারপরিগ্রহম্ ।

সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ গৃহস্থাশ্রম উত্তমঃ ॥ ৬ ॥

ময়া নাস্তীকৃতং বাক্যং মত্বা বন্ধুং গুরোরপি ।

ন বন্ধোহস্তীতি তেনোক্তো নাহং তৎকৃতবান্ পুনঃ ॥ ৭ ॥

ইতি সন্দিগ্ধমনসং মত্বা মাং মুনিসত্তমঃ ।

উবাচ বচনং তথ্যং মিথিলাং গচ্ছ মা শুচঃ ॥ ৮ ॥

প্রতি কিং নিমিত্তমাগমনং জাতমত্র কিং কার্য্যমস্তি ময়া বা কিমহুষ্ঠৈয়ত্তদ ব্রহ্মীতিপর্য্যপৃচ্ছ-  
দিত্তি দ্বাভ্যামবয়ঃ ॥ ৪—৫ ॥ ইদানীং স্ববক্তব্যং বিজ্ঞাপয়াম্াহ শুকদেবঃ । ব্যাসেনেতি ।  
ভো মহারাজ ! পিত্রা বেদব্যাসেন দারপরিগ্রহং কুর্কীতি উক্ত আদিষ্টোহহম্ যতঃ সর্ব্বেষা  
আশ্রমেভ্যো গৃহস্থাশ্রমএবোত্তমঃ । ইতোবং স উপদিশতি মত্বমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬ ॥ )  
গুরোঃ পিতুরপি ময়া নাস্তীকৃতমিত্যবয়ঃ । ( পিতৃমতমুক্তা স্বমতং ক্ষুটয়াম্াহ মরেতি । গুরো-  
রপীতি । অগমর্থঃ পিতা মহান্ গুরুস্তজ্ঞানতাপি ময়া তস্ত বাক্যং ভার্য্যাগ্রহণরূপাদেশ ইত্যর্থঃ  
নাস্তীকৃতম্ ন স্বীকৃতম্ কুতোনেতি চেত্তত্রাহ কেবলং বন্ধুং বন্ধনস্বরূপং মত্বা বন্ধু ইত্যত্র  
পিত্রা তে কিমুক্তমিতিচেৎ অসম্ভাবঃ । ততঃ কিমীদানীং ভবতা পিত্রাদেশঃ পালিতঃ ? ন  
বেতাপেক্ষায়াম্াহ নাহমিতি । পরম গুরুণা পিত্রোপদিষ্টোহপি ভার্য্যাং বন্ধনরূপাং নিশ্চিত্যাহং  
ন গৃহীতবান্ ॥ ৭ ॥ ইদানীং কিং নিমিত্তং মাং প্রত্যাগমনং জাতমিত্যস্ত পঞ্চমশ্লোককৃতপ্রশ্ন-  
স্তোত্তররূপমিথিলাগমনপ্রয়োজনং ব্যক্তীকুর্কাম্াহ । ইতি সন্দিগ্ধমনসমিতি । ইতি ইত্যেতদ্-  
বিষয়ে মাং সন্দিগ্ধমনসং মত্বা বিজ্ঞায় মুনিসত্তমঃ পিতা বেদব্যাসস্তথ্যমুবাচ উক্তবান্ হে পুত্র !

হইয়াছেন ; তথাপি আমার নিকট কি উদ্দেশে আপনার আসা হইয়াছে বলুন ; আমাকে  
যে কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, তাহাতেই প্রস্তুত আছি ॥ ৪—৫ ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ ! ( আমার বক্তব্য বিষয় সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন,  
আমি ব্রহ্মচর্য্য সমাবর্তনের পর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলাম দেখিয়া আমার পিতা  
ভগবান্ বেদব্যাস আক্লান্দে পুলকিত হইয়া বলিলেন ; রে বৎস ! তোমার সমস্ত বেদাধ্যয়ন  
সমাপ্ত হইয়াছে ত ? ) তবে এক্ষণে, দার পরিগ্রহ কর ; কারণ সকল আশ্রম অপেক্ষা  
গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; কিন্তু, আমি জীলোককে বন্ধন স্বরূপ মনে করিয়া পিতা পরম শুক  
হইলেও তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইনাই । তাহার পর, তিনি মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া  
(অনাসক্ত পুরুষের পক্ষে জী, বন্ধন স্বরূপ নহে বরং কামাদি রিপু জয়ের প্রধান উপায় ; এই-  
রূপ বিবিধ উপদেশ করিলেও আমি কিছুতেই স্বীকার পাই নাই ॥ ৬—৭ ॥ তখন, আমার  
পিতা মুনিসত্তম কৃষ্ণদৈবপায়ন আমার আন্তরিক সংশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, রে পুত্র !  
আর শোঁক করিও না ; এক্ষণে, আমি তথ্য কথা বলিতেছি অবহিত হও, মিথিলা প্রদেশের



যাজ্যোন্তি জনকস্তত্র জীবনুজ্ঞো নরাধিপঃ ।  
 বিদেহো লোকবিদিতঃ পাতি রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৯ ॥  
 কুর্ক্বনাজ্যং তথা রাজা মায়াপাশৈর্ন বধ্যতে ।  
 ত্বং বিভেষি কথং পুত্র ! বন্যবৃত্তিঃ পরস্তপ ! ॥ ১০ ॥  
 পশু তং নৃপশার্দূলং ত্যজ মোহং মনোগতম্ ।  
 কুরু দারান্নহাভাগ ! পৃচ্ছ বা ভূপতিঞ্চ তম্ ॥ ১১ ॥  
 সন্দেহন্তে মনোজাতং কথয়িষ্যতি পার্শ্বিবঃ ।  
 তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মা মামেহি তরসা শ্রুত ! ॥ ১২ ॥

মাণ্ডুচঃ শোকঃ মাকারীঃ শোকঃ ত্যক্তা মিথিলাং গচ্ছেত্যাদিষ্টবানুনিতিশেষঃ । যতস্তত্র জনক ইতি নাম্না নরাধিপোহন্তি নরপতিরপি জীবনুজ্ঞো অতএব স লোকৈর্কিমেদেহঃ দেহোপাধিশূন্য ইত্যেবং বিদিতঃ । ততস্তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবেনাকণ্টকং শত্রুশূন্যং রাজ্যং পাতি রক্ষতি পালয়তীত্যর্থঃ । পরং ত্বরাজ ন শঙ্কনীয়ং যতোহসাবস্মাভিযাজ্যঃ শিষ্য ইতি যাবৎ । ইত্যেবং মমোৎসাহ- বন্ধনায়োক্তবান্ মৎপিতা ক্লৃষ্ণদৈবপায়ন স্তংসাহসেনৈবাহং এতাবস্তং স্থলীৰ্ষমধ্বানংমতিক্রমা- গতাহস্মীতি বিদ্ধি ॥ ৮—৯ ॥ ভূয়োহপি ভবংপ্রভাবং প্রকটয়ন্ যথা মমোৎসাহঃ বন্ধয়ামাস মে পিতা তদপি বুঝীম্যবধার্যাতামিত ব্যাসোক্তজনকনির্লেপত্বমন্দ্য়াহ শুকঃ । কুর্ক্বনাজ্যং । রে পুত্র ! স রাজা তথা তাদৃশোহপি জীবনুজ্ঞোহপি রাজ্যং কুর্ক্বন্ পালয়ন্নপি বিষয়ভোগং ভুঞ্জানোহপীত্যর্থঃ মায়াপাশৈরবিদ্যা গুণৈর্নবধ্যতে ত্বং পুনর্বন্যবৃত্তিরপিবিভেষি কোহয়ন্তে ভ্রম ইতিভাবঃ । পরস্তপেতি সম্বোধনেন শুকস্ত কামাদিষড়্ বর্গজ্ঞেত্বং সূচিতম্ । ত্বং কাম- ক্রোধাদীনাং বশাং রিপুণাং জেতাহপি বনং বন্যং বনজাতবিশুদ্ধফলমূলাদিমাত্রং বৃত্তিরাহারঃ জীবনোপায়ো যন্ত তাদৃশঃ সন্ কথং কেন হেতুনা বিভেষি ন চাত্ত তে কিমপি ভয়কারণং পশ্যামীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১০ ॥ ত্বংপুনে চ তদজ্ঞয়া । মোক্ষকামোহস্মি । উপস্তার্থত্বেজ্যাস্ত । জ্ঞানং বা বদেত্যাদিভিত্ত্যরোদশচতুর্দশশ্লোকোক্তব্যাক্যানিচট্টৈঃস্বায়মনোগতপ্রার্থনাং বিজ্ঞা- পরিষ্যাদিনীং পশু তং নৃপশার্দূলং ত্যজ মোহং পৃচ্ছ তন্নিত্যাছ্যপদিষ্ট মৎপিতা মাং ত্ব- সকাশং প্রেষয়ামাসেত্যেবংমনঃক্লেশং প্রকটয়ন্ পিতৃব্যাক্যমবদতি পশু তমিতি ॥ ১১ ॥ পৃচ্ছত্যস্তোত্তরশ্লোকসন্দেহপদেনাশ্রয়ঃ । তস্মা জনকস্ত বচঃ শ্রুত্বা মামেহি তরসা বেগেন

রাজা জনক আমাদের শিষ্য ; তিনি জীবনুজ্ঞ হইয়াও নিম্নটকে রাজ্য পালন করিতেছেন ; সেইজন্য এই ভূমণ্ডল মধ্যে তিনি বিদেহ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ; অতএব, তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিথিলায় গমন কর ॥ ৮—৯ ॥ পিতা আমার আরও বলিলেন, যে, রে পুত্র ! নরপতি জনক রাজ্যভোগে থাকিয়া বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিয়াও মায়াপাশে বদ্ধ নহেন ; আর তুমি বনজাত বিশুদ্ধ ফলমূল ভক্ষণে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াও ভীত হইতেছ কেন ? ॥ ১০ ॥ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া পরিশেষে বলিলেন যে, স ! অন্তরের অজ্ঞানতা বিসর্জন দেও, তুমি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াছ, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, আমার কথা রক্ষা করিয়া দার- পরিগ্রহ কর, অথবা, মিথিলা গাইরা সেই রাজশ্রেষ্ঠ জনককে দেখ, তিনি জীবনুজ্ঞ কি না ?

সংপ্রোক্তোহহং মহারাজ ! ত্বংপুত্রো চ তদাজ্ঞয়া ।

মোক্ককামোহস্মি রাজেশ্বর ! বৃহি কৃত্যং মমানব ॥ ১৩ ॥

তপস্তীর্থত্রেজ্যাশ্চ স্বাধ্যায়স্তীর্থসেবনম্ ।

জ্ঞানং বা বদ রাজেশ্বর ! মোক্কম্প্রতি চ কারণম্ ॥ ১৪ ॥

জনক উবাচ ।

শৃণু বিপ্রেন কৰ্তব্যং মোক্কমার্গাশ্চিতেন যৎ ।

উপনীতো বসেদাদৌ বেদাভ্যাসায় বৈ গুরৌ ॥ ১৫ ॥

অধীত্য বেদবেদান্তান্ দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্ ।

সমাবৃত্তস্ত গার্হস্থ্যে সদারো নিবসেন্মুনিঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রায়বৃত্তিস্ত সন্তোষী নিরাসী গতকল্মষঃ ।

অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বাণঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ তপস্তীর্থতি । যদ্যপি দেবীভাগবতশ্রবণেনাং তৃপ্তএবাস্তি তথাপ্যপ-  
দেশার্থমাগত ইতি গুরুম্প্রতি স্বজ্ঞানমাচ্ছাদ্যৈব মূঢ়্যত ইতি বোধ্যম্ ॥ ১৪—১৬ ॥ শ্রায়বৃত্তিঃ

এবং মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। তাহা হইলে, তিনি তৎকরণং প্রকৃতরূপে উত্তর প্রদান করিবেন; কিন্তু, বৎস! তুমি তাঁহার উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াই আবার অবিলম্বে আমার এই আশ্রমে আসিয়া পৌছিবে; ইহাতে যেন কোন প্রকারেই অন্তথা না হয় ॥ ১১—১২ ॥ মহারাজ! আপনি জীবমুক্ত!! স্মৃতরাং আপ-  
নাকে অধিক বলা বাচালতা প্রকাশ মাত্র। ফলকথা এই যে, পিতা আমাকে এই সকল কথা বলিয়া বিদায় দিলে পর, আমি তাঁহারই আদেশে আপনার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ! আমার অতিলাষ একমাত্র মুক্তিপথ ব্যতীত অপর কিছুতেই নাই; এই বুঝিয়া আপনি আমার বাহা অন্তর্ভেদ উপদেশ করুন। অর্থাৎ জ্ঞান, তীর্থপর্যটন, ত্র্যোপবাস বা যজ্ঞ অথবা জপাদি কি তীর্থসেবন কি মুক্তিপথের উপযোগী জ্ঞানের লক্ষণাদি ইহার মধ্যে যে কোন বিষয়ে আমার অধিকার বোধ করেন তাহাই উপদেশ করুন ॥ ১৩—১৪ ॥

শ্রুতদেবের সমস্ত বক্তব্য বিষয় শুনিয়া জনক কহিলেন, গুরুপুত্র! মুক্তিপথপ্রাপ্তি  
ব্রাহ্মণের বাহা কৰ্তব্য সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন; ব্রাহ্মণ উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াই  
বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত প্রথমে গুরুকূলে বাস করিবেন ॥ ১৫ ॥ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের  
অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পর, গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্তনানন্তর সৰ্বদা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া  
সতীক গৃহস্থপ্রবেশ থাকিবেন ॥ ১৬ ॥ পরন্তু, গৃহস্থপ্রবেশ থাকিলেই যে, অধর্মে প্রবৃত্ত হইতে  
হইবে, এরূপ নহে; বস্তুত সরলভ্যাস করণ ও সত্য বাক্যে নিষ্ঠ হইবেন এবং ভাষ্যসারে ধন  
উপার্জনপূর্বক পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিবেন। কলত আশার দাস না হইয়া নিরন্তর

পুত্রং পৌত্রং সমাসাদ্য বানপ্রস্থ্যশ্রমে বসেৎ ।

তপসা যডিগুন্ জিত্বা ভাৰ্য্যাং পুত্রে নিবেশ্য চ ॥ ১৮ ॥

সৰ্বানগ্নীন্ যথান্যায়মাত্মনারোপ্য ধৰ্ম্মবিৎ ।

বসেতুৰ্য্যাশ্রমে শ্রান্তঃ শুক্রে বৈরাগ্যসম্ভবে ॥ ১৯ ॥

বিরক্তশ্রাদিকারোহস্তি সন্ন্যাসে নান্যথা কচিৎ ।

বেদবাক্যমিদম্ভ্যং নান্যথেতি মতিৰ্ম্মম ॥ ২০ ॥

শুকাস্তচত্বারিংশদৈ সংস্কারা বেদবোধিতাঃ ।

চত্বারিংশদগৃহস্থস্য প্রোক্তান্তত্ৰ মহাত্মভিঃ ॥ ২১ ॥

অষ্টৌ চ মুক্তিকামস্য প্রোক্তাঃ শমদমাদয়ঃ ।

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদिति শিষ্টানুশাসনম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

উৎপন্নো হৃদি বৈরাগ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবে ।

অবশ্যমেব বস্তব্যমাশ্রমেষু বনেষু বা ॥ ২৩ ॥

শ্রাবপ্রাপ্তযজ্ঞনযাজনাদিবৃত্তিঃ ॥২৭॥ (বয়সস্তুতীয়ে ভাগে বনং গচ্ছেদिति মবাদিবিধিমহুস্মারয়-  
ম্নাহ পুত্রং পৌত্রমাসাদ্যেতি । গার্হস্থ্যং সমাপন্ন বানপ্রস্থধৰ্ম্মং পরিগৃহীতেত্যর্থঃ ॥১৮॥ সজ্জাত-  
বৈরাগ্যস্ত সন্ন্যাসাধিকারঃ সূচয়ম্নাহ । সৰ্বানগ্নীনिति । তুৰ্য্যাশ্রমে চতুৰ্থাশ্রমে তৈক্যাশ্রমে  
ইতি যাবৎ ॥১৯॥ ভোগাসক্তস্ত সন্ন্যাসনিষেধঃ বিজ্ঞাপয়ম্নাহ বিরক্তশ্চেতি । অন্তথা অপকবুদ্ধি-  
চাকল্যবেগবশাৎ যদি সন্ন্যাসং গৃহীতি তর্হি ভ্রষ্টেদেবেত্যবধেয়ম্ ॥ ২০ ॥ অষ্টচত্বারিংশং নিবে-  
শ্যাদিশ্রমানাং ॥২১—২২॥ শুকস্ত স্বাভিপ্রেতঃ মুখ্যং প্রেটব্যং পৃচ্ছতি উৎপন্ন ইতি । হৃদি বুদ্ধৌ  
বৈরাগ্যে উৎপন্নে জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানং তয়োঃ সম্ভবে প্রাপ্তৌ সত্যং  
কিমবশ্যমাশ্রমেষু গৃহস্থ্যশ্রমাদিষেব বস্তব্যমাহোশ্বিন্দবনেষু বা বস্তব্যমিত্যর্থঃ । অয়ম্ভাবঃ মম  
শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেনানুভবস্ত জাতস্ততস্তত্শ্চৈব পরিশীলনার্থং গৃহস্থ্যশ্রমে বিক্ষেপবাহল্যাদ্-

পবিত্রভাবে অগ্নিহোতাদি কৰ্ত্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান করত সম্ভট চিন্তে কাল হরণ করি-  
বেন ॥ ১৭ ॥ ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইলে পর, ভাৰ্য্যাকে পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া তপো-  
বলে কামক্রোধাদি ছয়টা দুৰ্দ্ধৰ্শ শত্রু জয় করিবার জন্য অরণ্যে বাইয়া বানপ্রস্থ ধর্মের আশ্রয়  
করিবেন ॥১৮॥ এইরূপে সেই ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল বৈদ্যানল ধর্মের থাকিয়া যখন অত্যন্ত  
ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এবং যখন দেখিবেন যে, নিজ অন্তরে বিমল বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে,  
তখন, সমস্ত অগ্নিকে আত্মাতে অরোপিত করিয়া চতুৰ্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন ॥ ১৯ ॥ কেননা,  
সংসার বিরক্ত পুরুষই যথার্থ সন্ন্যাসের অধিকারী ; ইহার অন্তথা হইলে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইতে  
হয় । আমার হির বোধ আছে যে, ইহা ব্যতীত বেদের তথ্য উপদেশ অপর কিছুই নাই ॥২০॥  
শুকদেব ! বেদে গর্ভনিবেক প্রভৃতি আটচল্লিশটি সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে  
মহাত্মা পূর্বাচার্য্যেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, চল্লিশটি গৃহস্থের আর শমদম প্রভৃতি আটটি



জনক উবাচ ।

ইঞ্জিয়ানি বলিষ্ঠানি ন নিযুক্তানি মানদ ! ।

অপকস্য প্রকুবন্তি বিকারাংস্তাননেকশঃ ॥ ২৪ ॥

ভোজনেচ্ছাং স্তখেচ্ছাঞ্চ শয্যেচ্ছামাত্মজস্য চ ।

যতী ভূত্বা কথং কুর্য্যাৎকিঞ্চারে সমুপস্থিতে ॥ ২৫ ॥

বৈরাগ্যাতিশয়েন চিত্তং বনং গন্তুম্ভকং ভবতি পিতৃস্ত মতং গৃহস্থাশ্রমে এব প্রথমতঃ পরিশীলনং কৃৎবা পশ্চাদ্ভবানপ্রস্থাশ্রমং কৃৎবা পশ্চাৎ সন্ন্যাসং কৃৎবা বনং গন্তব্যমিতি তন্নির্ণয়ার্থং মহমত্রাগতোহস্মি ততস্তন্নির্ণয়ং বদেতি । জনকস্ত ক্রমেণাশ্রমাদাশ্রমাস্তরঙ্গচ্ছিন্ন সহসেতি বাস পক্ষমেবাহুতবোপপত্তিত্যাং স্থাপয়তি ॥ ২৩ ॥ ইঞ্জিয়ানীতি । বলিষ্ঠানীতি । অপকদশায়াঃ কোমলবৈরাগ্যেণ যদ্যপীন্দ্রিয়জরো জাত ইতি প্রতিভাতি তথাপি ন তত্র বিশ্বাস আহুয়ঃ । কালান্তরে তত্শেব পুরুষস্ত বাসনাবশাদগুণাব্যবহারস্ত দৃষ্টমান্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ বিকারে সমুপস্থিতে ইতি । বাসনাবশাদিতি ভাবঃ । আত্মজস্ত চ পুত্রস্ত চেচ্ছামিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

মোক্ষাভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে । ফলত চিরকালাবধি এইরূপ শিষ্টপ্রথা আছে যে, ব্রাহ্মণ যথাবিধি এক একটা আশ্রমের কর্তব্য সমাধান করিয়া আশ্রমাস্তর গ্রহণ করিবেন ॥ ২১—২২ ॥

শুকদেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে জনকের কথা শুনিয়া বলিলেন, মহারাজ ! যদি কাহারও জন্মজন্মান্তরীণ স্কৃতি বলে সহসা জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন বিমল বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলেও কি তাহাকে নিত্যস্ত কারাক্ষের জার গৃহস্থাশ্রমেই থাকিতে হইবে ? না, সে অরণ্যের আশ্রয় লইয়া ব্রহ্মচিন্তায় নিরত হইবে ? ॥ ২৩ ॥

জনক কহিলেন, মহাশয় ! আপনি যখন শাস্ত্র বা গুরুজনের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন, তখন, আপনাকে বুঝাইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না ; এক্ষণে যাহা বলি অবধারণ করুন । দেখুন, যোগের অপক অবস্থায় কোমল বৈরাগ্য প্রভাবে ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হইয়াছে বলিয়া আপাতত বোধ হইতে থাকে বটে, কিন্তু, সেটা ভ্রান্তিমাাত্র । কেননা, এই চূর্ণাস্ত প্রমাণী ইন্দ্রিয়দিগকে সর্বতোভাবে পরাজিত করিতে গুণময়ীমায়া-বদ্ধ জীব কদাচই সমর্থ হয় না ; অধিক কি, এই সমস্ত চূর্ণ ইন্দ্রিয়গণ, সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া পূজ্যপাদ মহাত্মাদিগকেও প্রকৃতপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে ; তখন, মুহু বৈরাগ্য অপক যোগীদিগের যে, নানা প্রকার চিত্ত বিকার জন্মাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ২৪ ॥ আরও দেখুন, বাসনাবেগবশত নানাবিধ মনোবিকার উপস্থিত হইলেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া আর কি প্রকারে ভোজন ইচ্ছা, শয়ন ইচ্ছা কি অস্ত্র প্রকার স্তম্ভসন্তোষ বা পুত্র কামনা করিতে পারিবে ? কেননা, একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, আর কোন বিষয়েরই কামনা করিতে নাই ; অথচ ইহার কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তও নাই যে, তদ্বারা যতি পুনরায় নিষ্পাপ হইতে পারে ; সুতরাং তাহাকে একেবারে চিরদিনের জন্ত অধঃপতিত হইতে হয় ; কিন্তু, গৃহাশ্রমীর ঐ সমস্ত মনোবিকার জন্মিলেও তাহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয় না ; কারণ, দৈবাৎ কোন পাপকার্যে রত হইলেও তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥

দুর্জয়ং বাসনাজালং ন শাস্তিযুপয়াতি বৈ ।  
 অতস্তচ্ছমনার্থায় ক্রমেণ চ পরিত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥  
 উর্দ্ধং স্পৃগুঃ পতত্যেব ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ।  
 পরিত্রজ্য পরিত্রক্টো ন মার্গং লভতে পুনঃ ॥ ২৭ ॥  
 যথা পিপীলিকা মূলাচ্ছাখায়ামধিরোহতি ।  
 শনৈঃ শনৈঃ ফলং যাতি স্তথেন পদগামিনী ॥ ২৮ ॥  
 বিহঙ্গস্তরসা যাতি বিম্বশঙ্কামুদস্য বৈ ।  
 শ্রাস্তো ভবতি বিশ্রম্য স্তথং যাতি পিপীলিকা ॥ ২৯ ॥

অত আশ্রমক্রম আত্মহ্রয়ঃ পরবৈরাগ্যপর্যন্তমিত্যাহ দুর্জয়মিতি ॥২৬॥ তদতিক্রমে দোষমাহ  
 উর্দ্ধং স্পৃগু ইতি । নহু কদাচিদিন্দ্রিয়প্রাবল্যাৎ সন্তোষস্তবংরীত্যা ব্রংশেপি পুনঃ প্রায়-  
 শ্চিত্তাদিনা শুদ্ধির্ভবিষ্যতি । যদি তু ব্রংশো ন স্যাস্তর্হি কৃতার্থতৈবেতি চেত্তত্রাহ পরিত্রজ্যেতি ।  
 প্রায়শ্চিত্তাদ্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ সন্ন্যাসে ত্বরা ন বিধেয়েত্যাহ যথা পিপীলি-  
 কেতি ॥ ২৮ ॥ বিহঙ্গ ইতি । বিম্বশঙ্কামুদস্য বিহঙ্গো যাতি পরন্তু শ্রাস্তো ভবতি ত্বরমা গম-

এই দুর্জয় বাসনাজাল সহসা কিছুতেই প্রশমিত হয় না ; অতএব তাহার নিবৃত্তির জন্ত  
 ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম সকল অবলম্বন করিয়া ক্রমে সমস্ত বিষয়ই পরি-  
 ত্যাগ করিতে হয় ; ফলকথা এই যে, এই সমস্ত আশ্রম দ্বারা বাসনা প্রশান্ত হইলে, পরিশেষে  
 সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নির্বিকল্প সমাধির আশ্রয়ে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত  
 সর্বশেষ বদ্ধ পরায়ণ হইতে হয় ॥ ২৬ ॥ দেখুন, উচ্চস্থলে শয়ন করিলে অবশ্যই পতনের শঙ্কা  
 থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিম্নস্থলে অর্থাৎ মৃত্তিকার উপরি শয়ন করে, তাহার আর  
 পতন ভয় কোথায় ? এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ জানিবেন ; কেননা, গৃহস্থপ্রম্ণে কোন প্রকার  
 পাপ সম্বটন হইলেও শত শত প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে ; কিন্তু, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইলে  
 তাহার আর মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নাই ; তাহার কারণ, সন্ন্যাস শেষ আশ্রম ! তাহা  
 হইতে ভ্রষ্ট হইলে কোন্ আশ্রমে যাইবে ? সুতরাং তাহাকে জন্মের মত একেবারে অধঃপাতেই  
 যাইতে হয় ! ॥ ২৭ ॥ তাহার সাক্ষী যেমন, পিপীলিকা কোন বৃক্ষাদি আরোহণের সময় মূল  
 হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তাহার শাখাপ্রশাখা দিয়া শেষে শিখরদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ  
 করিয়া থাকে । তাহার ক্রমান্বয়ে গমন করে বলিয়া কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে না ;  
 বস্তুত পরম সুখে গমন করিয়া অনায়াসেই নিজ অস্তীষ্ট বস্তু লাভ করে ; আর ব্যোমচারী  
 বিহঙ্গগণ উদ্দেশ্য স্থানে সত্ত্বর পৌছিবার বাসনার বিষয় শঙ্কা না করিয়া অত্যন্ত বেগে উড়ীন  
 হয় বলিয়াই অবিলম্বে ক্লান্ত হইয়া পড়ে ; কিন্তু, পিপীলিকার যাইবার সময় মধ্যো মধ্যো  
 বিশ্রাম করিয়া ক্রমান্বয়ে গমন করে বলিয়া তাহাদিগকে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করিতে  
 হয় না ॥ ২৮—২৯ ॥

মনস্ত প্রবলং কামমজেরমকৃত্যভিঃ ।

অতঃ ক্রমেণ জেতব্যমাশ্রমানুক্রমেণ চ ॥ ৩০ ॥

গৃহস্থাশ্রমসংস্থোহপি শাস্তঃ স্মৃতিরাজ্ঞবান্ ।

ন চ হৃষ্যেচ চ তপেল্লাভালাভে সমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

বিহিতং কৰ্ম কুৰ্ব্বাণস্ত্যজকিস্তান্বিতঞ্চ যৎ ।

আত্মলাভেন সম্বৰ্ত্তো মুচ্যতে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

পশ্যাহং রাজ্যসংস্থোহপি জীবনমুক্তো যথাহনঘ ! ।

বিচরামি যথাকামং ন মে কিঞ্চিৎপ্রজায়তে ॥ ৩৩ ॥

ভুঞ্জানো বিবিধান্ ভোগান্ কুৰ্ব্বন্ কার্যাণ্যনেকশঃ ।

ভবিষ্যামি যথাহং ত্বং তথা মুক্তো ভবাহনঘ ! ॥ ৩৪ ॥

নাং ॥২৯—৩০॥ নহু গৃহস্থাশ্রমে বিক্ষেপবাহন্যামিতি চেত্তদ্রাহ গৃহস্থাশ্রমেতি । রাগদ্বৈবৌ বিষজ্য উদাসীনো ভবেদিতার্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ এবংবিধঃ কো মুক্ত ইতি চেত্তদ্রাহ পশ্যাহমিতি ॥ ৩৩ ॥ ভুজান ইতি । যথাহমুদাসীনবদাসীনো রাগদ্বৈবাদিরহিতো ভগবতীপ্রীত্যর্থং সৰ্ব্বানি কৰ্ম্মানি কুৰ্ব্বন্ জীবনমুক্তঃ সন্ দেহান্তে মুক্তো বিদেহমুক্তো ভবিষ্যামি তথা ত্বমপি সদাচারং কুৰ্ব্বনমুক্তো

শুকদেব ! ইহ সংসারে এই মনকেই প্রবল শক্তি বলিয়া জানিবেন ; সুতরাং দুৰ্বল প্রকৃতি অজ্ঞ মানব ইহাকে কিছুতেই জয় করিতে সমর্থ হয় না ; সেই জন্ত গার্হস্থ্য প্রকৃতি এক একটা আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত কামনার আকর স্বরূপ এই দুর্দান্ত মনকে জয় করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য । গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়াও যদি সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন পূৰ্ব্বক প্রশান্তভাবে মনকে জয় করিবার নিমিত্ত যত্ন পরায়ণ হয় ; এবং কোন অতীষ্ট লাভ হইলে, একেবারে আত্মলাভে উন্নত আর বিফল মনোরথ হইলেই অমনি অনুতাপানলে দগ্ধ না হয় ; বস্ত্রত বৃথা চিন্তা বিসৰ্জন দিয়া সৰ্ব্বদা অনাসক্ত রূপে বেদবিহিত কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান পূৰ্ব্বক আত্মার স্বরূপ লাভে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে পারে তাহা হইলে তাদৃশ মহাত্মা মানব যে, নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৩০—৩২ ॥ ( আমি বাহা বলিলাম তাহাতে কোন সংশয় করিবেন না ) এই দেখুন আমি বিশাল রাজ্য শাসনে নিযুক্ত থাকিয়াও জীবনমুক্ত ; কোন প্রকার অর্থ হুঃখাদিতে আমার কিছুমাত্র কোভ উপস্থিত হয় না ; আমি রাজ ভোগাদির কিছুতেই আসক্ত নহি ; বস্ত্রত সৰ্ব্বদা স্বাধীন ভাবে থাকিয়া নিজ ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকি । আপনিও ব্রহ্মচর্যাগাদি দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে নিপাপ হইরাছেন ; অতএব, আমার দৃষ্টান্তানুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনমুক্ত রূপে কাল হরণ করিতে যত্নপরায়ণ হউন ॥ ৩৩ ॥ শুকপুত্র ! আপনার চিত্ত নির্মলতা প্রাপ্ত হইরাছে বলিয়াই আপনাকে এই সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি ; দেখুন, আমি জীবনমুক্ত হইয়াও নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করিতেছি এবং ফল কামনা না



কথ্যতে খলু বদ্ধশ্রমদৃশ্যং বধ্যতে কুতঃ ।

দৃশ্যানি পঞ্চভূতানি গুণান্তেষাং তথা পুনঃ ॥ ৩৫ ॥

আত্মা গম্যোহিমুমানেন প্রত্যক্ষো ন কদাচন ।

স কথং বধ্যতে ব্রহ্মনির্বিষ্কারো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৬ ॥

মনস্ত্ব স্ত্বখচ্ছঃখানাং মহতাং কারণং বিজ ! ।

জাতে তু নির্মলে হৃস্মিন্ সর্বং ভবতি নির্মলম্ ॥ ৩৭ ॥

ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞানমুপদিশতি কথ্যত ইতি । যৎ খলু জড়ং জগৎ । অবিদ্যাাদিকং দৃশ্যং কথ্যতে তেন দৃশ্যেন পরমার্থতোহদৃশ্যমাত্মত্বং কুতঃ কেন হেতুনা বধ্যত ন কেনাপীত্যর্থঃ । তৎসিদ্ধেরদৃশ্যধীনত্বাৎ । নহি দীপভানুপ্রভয়া প্রকাশিতা ঘটাদয়ো দীপভানু প্রতিব্রশন্তি । তত্র দৃশ্যাদৃশ্যশকার্যমাহ দৃশ্যানীতি । ইদমুপলক্ষণমবিদ্যাদেঃ ॥ ৩৫ ॥ আত্মা তু অমুমানেন গম্যো জ্ঞেয়োহতএবাদৃশ্যো ন প্রত্যক্ষঃ সর্বসাক্ষিত্বাৎ । সাক্ষিপ্রকাশরূপাত্মা ইতি কলিতম্ । কিঞ্চ নির্বিষ্কারো নিরঞ্জনশ্চ । ইদমুপলক্ষণমসজ্জিহ্বাদিধর্ম্যাণাম্ ॥ ৩৬ ॥ নমু তর্হি বন্ধঃ কেন হেতুনাভূত ইতি চেত্তত্রাহ মনস্ত্বিতি । অবিদ্যাজ্ঞাত্যন্তঃকরণাবচ্ছিন্নো জীবো মনোবৃত্ত্যা স্বাবিদ্যায়া স্বকূটস্থমাত্মানমজ্ঞাত্বা বুদ্ধাদ্যাদ্যাসেন বুদ্ধাদিনিষ্ঠধর্ম্যাংশ্চত্রিভায়েন কর্তৃত্বভোক্তৃত্ববন্ধত্ব-মুক্তাদীনাশ্রয়ত্বাদিশতি তেন চ স্ত্বখচ্ছঃখাদীন্ বন্ধিনিষ্ঠানাস্রয়ভারোপয়তি । তস্মান্মনএব কারণং স্ত্বখচ্ছঃখানাং নান্তদিতি ভাবঃ । জাতেত্বিতি । কর্মোপাসনাদিভিত্তিগবতীপ্রীত্যর্থ-মাচরিতৈঃ প্রবণমননিদিধ্যাসনাদিভিষ্ঠাত্মাহুতবেনাবিদ্যানাশেন মনসি নির্মলেহবিদ্যা-রহিতে জাতে সর্বং নির্মলমেব ভবতি নিঃশব্দমেব ভবতি । নতু পূর্ববনোহাবৃতং ততশ্চ ন

ধাকিলেও ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি, অথচ পল্পপল্পস্থ জলের জায় কিছুতেই লিপ্ত নহি ; কলত সকল কার্য্যেই আমার উদাসীন বলিয়া জানিবেন ; অতএব আমার স্থির বোধ আছে যে, এই দেহের অবসান হইলেই আমি বিদেহ মুক্তি লাভ করিব । সেইরূপ আপনিও আমার জায় জীবনযুক্ত হইয়া সদাচারের অনুষ্ঠান করুন । তাহা হইলে নিশ্চয়ই চরমে পরম নির্লিপ্ত মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৩৪ ॥

শুকদেব ! বেদান্ত প্রভৃতি জ্ঞান শাস্ত্রে, যখন, অবিদ্যাজাত এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ বস্তু যাত্রকেই জড়ময় অবস্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন, অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ সেই প্রকৃত বস্তু আত্মত্ব, দৃশ্য জড় পদার্থ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইবেন ? দেখুন, যেমন পৃথিবী প্রভৃতি স্থলভূত সকল দৃশ্য পদার্থ হইলেও ইহাদিগের অদৃশ্য গন্ধাদি গুণ সকলকে একমাত্র অহুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকেও কেবল অহুমান দ্বারাই জানিতে পারা যায় ; কেননা, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অতীত ; সূতরাং কিছুতেই এই চক্ষুচক্ষের গোচরীভূত চইবার নহেন । ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল ; তাহা হইলে, একেবারে স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন দেখি যে, সেই নির্বিষ্কার নিরঞ্জন আত্মা, দৃশ্য এই জড়ময় ভৌতিক জগৎ পদার্থ দ্বারা বদ্ধ হইতে পারেন কি না ? গুরুপুত্র ! আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রভাবে দ্বিজ কুলেরও অগ্রগণ্য হইয়াছেন ! সূতরাং আপনাকে অধিক

ভ্রমন্ সর্বেষু তীর্থেষু স্নানান্নান্য পুনঃ পুনঃ ।  
 নির্মলং ন মনো যাবতাবৎ সর্বং নিরর্থকম্ ॥ ৩৮ ॥  
 ন দেহো ন চ জীবাত্মা নেতিয়ানি পরস্তপ ।।  
 মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোকয়োঃ ॥ ৩৯ ॥  
 শুদ্ধো মুক্তঃ সदैবাত্মা ন বৈ বধ্যোত কহিচিৎ ।  
 বন্ধমোকৌ মনঃসংহৌ তস্মিন্ শাস্ত্রে প্রশাম্যতি ॥ ৪০ ॥  
 শত্রুর্নিত্রয়দাসীনো ভেদাঃ সর্বৈ মনোগতাঃ ।  
 একাত্মত্বে কথং ভেদঃ সম্ভবে বৈতদর্শনাৎ ॥ ৪১ ॥

হুঃখাদিকমুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ হে শুকদেবঃ রহস্তং সর্বপ্রাণিভিরবশ্যমশ্রিতব্যং ইদমনাশ্রিত্য  
 সর্বং কৃতমপ্যকৃতমেব ভবতীত্যাহ, ভ্রমরিত্যি ॥ ৩৮ ॥ ন দেহেতি । হে পরস্তপ ! জিত-  
 কামাদিরিপুষড়্‌বর্গ ! মনুষ্যাণাং বন্ধমোকয়োঃ কারণং মনএব অস্ত্রে দেহাদয়ো নেতি  
 বিদ্বীতিশেষঃ ॥ ৩৯ ॥ মনএবকারণমিতি বহুত্বং তদেব ক্ষুটয়গ্ৰাহ শুদ্ধো মুক্ত ইতি । শুদ্ধঃ  
 নির্মলঃ সর্বোপাধিবর্জিতো বা অতএব নিত্যমুক্তস্বরূপ আত্মা কদাচিৎ কেনাপি ন বধ্যোত ।  
 বন্ধমোকৌ তু মনঃসংহৌ রজস্তমোর্বান্তরাশিজড়িতং মনএবাশ্রিত্য হিতাবিত্যর্থঃ । নিতরাং  
 তস্মিন্ মনসি শাস্ত্রে অবিদ্যোপাধিজন্মমনিত্যশোকমোহসুখদুঃখাদিকং সর্বং প্রশাম্যতী-  
 ত্যব্রতঃ ॥ ৪০ ॥ বৈতদর্শনাৎ । বৈতদর্শনং বিহারৈকাত্মত্বে লক্কে কথং ভেদঃ সম্ভবেৎ ন

বলা মূঢ়তা মাত্র । আপনি ইহা স্থির জানিবেন যে, এই মনই একমাত্র সমস্ত সুখ দুঃখের  
 কারণ ; ইনি নির্মল হইলেই বিশ্ব সংসার সমস্তই বিমল আত্মরূপে প্রতিভাত হইতে  
 থাকে ॥ ৩৮—৩৭ ॥

শুকদেব ! যদি কোন ব্যক্তি এই পৃথিবী মধ্যে কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, মথুরা, দ্বার-  
 বতী ও পুন্ডর পুন্ড্রোত্তম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন পূর্বক সর্বত্রই বারংবার স্নানাদি  
 ক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিয়া বেড়ায়, তথাপি যত দিন না তাহার চিত্তক্ষেত্র নির্মল হইবে, তত  
 দিন তাহার সেই তীর্থ ভ্রমণ বা স্নানদানাদি সমস্তই নিরর্থক জানিবেন ; ( বস্তুত সে সমস্তই  
 ভ্রমে স্বতাহতির জ্ঞায় কোন কার্য্যকরই হইবে না ) ॥ ৩৮ ॥ গুরুপুত্র ! আপনি জিতেছিন্ন ও  
 সর্বজপুরুষ ; ( সুতরাং এ জগতের কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই ; তথাপি  
 আমি কেবল সংশয় নিরাসের নিমিত্ত বাহা বলিতেছি তাহা স্থিরচিত্তে অবধারণ করিবেন । )  
 মনুষ্যাঙ্গের বন্ধ বা মোকের প্রতি একমাত্র মনকেই কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিবেন ;  
 দেহ কি ইঞ্জিয়বর্গ অথবা জীবাত্মা ইহাদের মধ্যে কেহই কারণ নহে । কেননা, আত্মা নির-  
 তরই নির্মলস্বভাব এবং নিত্য মুক্তস্বরূপ ; সুতরাং ইহাকে কেহই কখন বন্ধ করিতে  
 সমর্থ হয় না ; বন্ধ বা মোক এই দুইটা পদার্থ একমাত্র মনকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান  
 করে ; অতএব মন প্রশান্ত হইলে, আপনা হইতে সকলেই প্রশান্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩৯—৪০ ॥  
 শত্রু কি মিত্র বা উদাসীন প্রভৃতি ভেদজ্ঞান, কেবল মনের ধর্ম জানিবেন ; সমস্ত

জীবো ব্রহ্ম সন্নিবাহঃ নাত্র কার্য্য বিচারণা ।  
 ভেদবুদ্ধিস্ত সংসারে বর্তমানা প্রবর্ততে ॥ ৪২ ॥  
 অবিদ্যেয়ং মহাভাগ । বিদ্যা চ তন্নিবর্তনম্ ।  
 বিদ্যাবিদ্যে চ বিভেদয়ে সৰ্বদৈব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥  
 বিনাতপং হি ছায়ায়া জায়তে চ কথং সুখম্ ।  
 অবিদ্যায়া বিনা তদ্বৎ কথং বিদ্যাঞ্চ বেত্তি বৈ ॥ ৪৪ ॥  
 গুণা গুণেষু বর্তন্তে ভূতানি চ তথৈব চ ।  
 ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু কো দোষস্তত্র চাস্মিনঃ ॥ ৪৫ ॥

কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ সংসারে বর্তমানা অবিদ্যাবশ্যাৎ বর্তমানা ভেদবুদ্ধিঃ জীবব্রহ্মভেদ-  
 বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে উৎপাদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কন্মাহুৎপাদ্যত ইতি চেত্তত্রাহ । অবিদ্যেয়মিতি ।  
 অবিদ্যাকারণমস্ত ইত্যর্থঃ । তন্নিবর্তকং তন্নাশকং বিদ্যা চ বিদ্যেয় ব্রহ্মবিষয়িণী নির্দিকল্পক-  
 বৃত্তিরেব নাত্রৎ । অতো বিচক্ষণৈস্ত এববিদ্যাবিদ্যে জ্ঞাতব্যে পুরুষার্থহেতুত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ নহ-  
 বিদ্যানাশেপি বিদ্যায়াঃ সম্বাদিতং তদ্বৎসমেবেতি কথং ভবতাহৈতৎ প্রতিপাদ্যতে চেত্ত-  
 ত্রাহ বিনাতপমিতি । ছায়ায়াঃ সুখমাতপং বিনা কথং জায়তে তথাহবিদ্যায়া বিনা কথং  
 বিদ্যাং বেত্তি ন কথমপীত্যর্থঃ । অসম্ভাবঃ । অবিদ্যাকার্য্যমেব বিদ্যা তন্না চ বিদ্যায়াহবিদ্যানাশে  
 সতি কতকরজোক্তায়েনাবিদ্যাসহিতা স্বয়মপি বিদ্যা নশ্রুতি ততশ্চ ন বৈতাপত্তিরিতি ॥ ৪৪ ॥

বৈতাব তিরোহিত হইয়া যদি মনে একবার একাক্ষরূপ অদ্বৈত দৃষ্টির উদয় হয়, তাহা  
 হইলে আর ভেদ বুদ্ধির সম্ভাবনা কি ? অজ্ঞ মানব যে, কেবল সংসার পাশে বদ্ধ থাকিয়াই  
 তিনি ব্রহ্ম আর আমি জীব, এইরূপ জড়পিণ্ড দেহে আমিদের আরোপ করিয়া সৰ্বদা ভেদ  
 বুদ্ধি করিতে থাকে ইহাতে আর কোন সংশয় নাই । গুরুপুত্র । আপনি নিজ মহীয়সী  
 প্রজ্ঞাধারা বিচার করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন যে শাস্ত্রে ইহাই অবিদ্যা নামে  
 নির্দিষ্ট হইয়াছে; ফলত মহাভাগ যাবৎ কাল এই সংসারবাগুরা-বিস্তারিণী অবিদ্যার  
 দাস হইয়া থাকে, ততদিন তাহাদিগের অন্তর্নিহিত হইতে এই ভেদবুদ্ধি বিহীন কোন  
 প্রকারেই অন্তর্হৃত হয় না । পরন্তু, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই তাহার বিধ্বংসকারিণী  
 বলিয়া জানিবেন । বস্তুত ব্রহ্মবিদ্যার উদয় মাত্রই যে, অমনি অচির কাল মধ্যে সেই ভেদ  
 বুদ্ধিপ্রকাশিনী কামকর্ম্মবাসনাময়ী অবিদ্যা সদলবলে পলায়ন পুরায়ণ করেন, তাহাতে  
 আর সংশয় নাই; অতএব, প্রজ্ঞাবান্ বোগীর বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কেই জানা  
 কর্তব্য ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেননা, ছায়াতে যে, কি সুখ তাহা মৌজ ভোগ না করিলে কিছুতেই  
 অনুভব হইতে পারেনা; সেইরূপ অবিদ্যাস্কৃত অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ না করিলে  
 ব্রহ্মবিদ্যা সুখ কখনই বোধ হইতে পারে না ॥ ৪৪ ॥ যেমন, সম্বাদিগুণসকল গুণজাত  
 ত্রব্যে এবং আকাশাদি মহাত্মতসমস্ত ভৌতিক দেহ প্রভৃতিতে লক্ষ্যবস্তুর প্রবর্তি হইয়া  
 থাকে, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যদি রূপাদি বস্তু বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নিরন্তর



মর্যাদা সর্বরক্ষার্থং কৃতা বেদেষু সর্বশঃ ।

অন্যথা ধর্মনাশঃ স্যাৎ সৌগতানামিবানঘ ! ॥ ৪৬ ॥

ধর্মনাশে বিনষ্টঃ স্যাদ্বর্ণাচারোহতিবর্তিতঃ ।

অতো বেদপ্রদিক্ষেণ মার্গেণ গচ্ছতাং শুভম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

সন্দেহো বর্ততে রাজন্ ! ন নিবর্ততি মে কচিৎ ।

ভবতা কথিতং যতচ্ছৃণুতো মে নরাধিপ ! ॥ ৪৮ ॥

বেদধর্মেষু হিংসা স্যাদধর্মবহুলা হি সা ।

কথং মুক্তিপ্রদো ধর্মো বেদোক্তো বত ভূপতে ! ॥ ৪৯ ॥

জ্ঞানমুপসংহরতি । গুণাগুণেষু । 'কো দোষ ইতি । অসঙ্গাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ যদ্যপ্যেবং বর্ততে তথাপি মহত্তিলোকসংগ্রহার্থং বেদমর্যাদাবশ্তং পালনীয়ত্যাভিপ্রায়েণাহ মর্যাদা-  
দেতি ॥ ৪৬ ॥ (ধর্মনাশ ইতি । ধর্মস্ত নাশে সতি উৎপদ্যগতো বর্ণাচারঃ বিনষ্টঃ স্যাৎ । অতএব বেদোপদিষ্টমার্গেণ গচ্ছতাং জনানাং শুভং ভবেৎ যে হি বেদবিহিতধর্মগাশ্রিত্যেহ বিচরন্তি তেবামবশ্তং মঙ্গলং স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সন্দেহ ইতি । রাজন্ ! ভবতা যৎ কথিতং তচ্ছৃণুতো মম সন্দেহঃ কচিৎ কথমপি ন নিবর্ততে কিন্তু বর্ততে ক্রমশ উৎপদ্যতে এবেতি ভাবঃ । নিবর্ততীতি পরশ্রমপদমার্ষম্ ॥ ৪৮ ॥

নির্মল স্বভাব সর্বসঙ্গবিরহিত নিরঞ্জনস্বরূপ আত্মার দোষ হইবে কেন ? গুরুপুত্র ! আপনি নিজ বিমলমতি প্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারেন, অতএব, আপনাকে অধিক আর কি বলিব ; ইহ সংসারে তত্ত্বজ্ঞপুরুষেরা বিধি নিষেধের দাস নহেন বটে, স্মৃতরাং তাঁহাদের কন্তব্যাকর্তব্য ও কিছু নাই ; তথাপি তাঁহারা শুদ্ধ লোকশিক্ষার উদ্দেশে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক বেদের মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন ; জ্ঞানী পুরুষেরা যদি নিজের কর্মানুষ্ঠানী না হইলেন, তাহা হইলে, অজ্ঞ বিমূঢ় মানব তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতে গিয়া একেবারে সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া শেষে বেদমার্গ পরিত্যাগী দেহান্ধবাদী চার্বাকদিগের মত সর্বতোভাবে উৎপদ্যগামী হইয়া পড়ে ; স্মৃতরাং তখন ধর্ম ও মানব সমাজ হইতে আন্তে আন্তে অন্তর্ধান করেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ধর্ম নাশ হইলে, সেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকের বর্ণা-  
চারাতিও উৎসন্ন হইয়া যায় ; অতএব, মঙ্গলাকাজী পুরুষের সর্বদা বেদপ্রদীষ্ট পথে গমন করাই বিধেয় ॥ ৪৭ ॥

রাজর্ষি জনকের মুখে বেদাভিমত উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া শুকদেব বলিলেন, মহারাজ ! আপনার নিকট বেদোক্ত উপদেশ সকল শুনিয়া আমার মনোগত সন্দেহের অপনয়ন হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশ তাহার বুদ্ধিই হইতেছে ॥ ৪৮ ॥ বৈদিক ধর্ম যখন, অধর্ম ভূয়িষ্ট ভূয়ি ভূয়ি পশু হিংসার আদেশ রহিয়াছে, তখন, তাদৃশ হিংসামূলক বেদোক্ত ধর্ম যে, কিরূপে মুক্তিদানে সমর্থ হয়, তাহা আমার বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না ॥ ৪৯ ॥

প্রত্যক্ষেণ স্নানাচারঃ সোমপানং নরাধিপ ।।  
 পশুনাং হিংসনং তদ্বদ্রক্ষণং স্বামিষস্য চ ॥ ৫০ ॥  
 সৌত্রামণৌ তথা প্রোক্তঃ প্রত্যক্ষেণ সুরাগ্রহঃ ।  
 দ্যুতক্রীড়া তথা প্রোক্তা ব্রতানি বিবিধানি চ ॥ ৫১ ॥  
 ক্রয়তে স্ম পুরা হ্যাসীচ্ছশবিন্দুর্নৃপোত্তমঃ ।  
 যজ্ঞা ধর্মপরো নিত্যং বদান্ত্যঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৫২ ॥  
 গোপ্তা চ ধর্মসেতুনাং শাস্তা চোৎপথগামিনাম্ ।  
 যজ্ঞাশ্চ বিহিতান্তেন বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ৫৩ ॥  
 চর্মণাং পর্বতো জাতো বিক্ষ্যাচলসমঃ পুনঃ ।  
 মেঘানুপ্লাবনাজ্জাতা নদী চর্মণুতী শুভা ॥ ৫৪ ॥

সন্দেহমেবাহ বেদধর্মেষু ॥৪৯—৫০॥ ব্রতানীতি । ব্রহ্মচারিপুংশ্চল্যোন্মৈথুনাঙ্গীনি ॥ ৫১ ॥  
 (ক্রয়তে স্মেতি । পুরা পূর্ষস্বিন্ কালেন সূর্য্যবংশঃ শশবিন্দুরিতি নাম্না নৃপোত্তমঃ রাজরাজেশ্বর  
 আসীৎ নতু কেবলং সম্রাট্ পরং স ধর্মপরঃ । অতএব যজ্ঞা নিত্যং বদান্ত্যাদিনানাগুণসম্পন্ন  
 আসীদিতি ক্রয়তে স্ম লোকপরম্পরয়া ঋতমিতি ময়েতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গোপ্তেতি । স সম্রাট্  
 শশবিন্দুর্ধর্মসেতুনাং গোপ্তা রক্ষিতা উৎপথগামিনাং উচ্ছ্রালবর্ত্তিনাং শাস্তা আসীৎ তেন চ  
 রাজা ভূরিদক্ষিণা বহবো যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ ভূর্য্যঃ প্রচুরাঃ দক্ষিণা যেষু তাদৃশা যজ্ঞা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥  
 কিমু বক্তব্যং তস্ম যজ্ঞানুষ্ঠানকথ্যেতি কৈমূতিকথ্যায়েন হিংসাভূয়িষ্ঠযজ্ঞাদীনি বেদোক্তকর্ম্মাণীতি  
 প্রদর্শয়মাহ চর্মণাগিতি । তস্ম রাজঃ শশবিন্দোন্তেষু তেষু যজ্ঞেষু নিহতা যেষু পশবন্তেষাং স্তূপী-  
 কৃতৈশ্চর্ম্মোচ্ছ্রৈর্বিক্ষ্যগিরিসদৃশচর্ম্মপর্বতো জাত ইত্যমরঃ । কালে মেঘানুপ্লাবনাং বৃষ্টিবারি  
 প্লাবনাদিত্যর্থঃ । তৈশ্চর্ম্মক্লেদরাশিভিশ্চর্ম্মণুতী নাম নদী জাতা অজায়ত । শুভা দেবথাতবং

বিশেষত যে ধর্ম্মে প্রত্যক্ষ অনাচার রূপ সোমরস পান, নানা পশু হিংসা ও আমিষ ভক্ষণের  
 বিধি আছে, আবার সৌত্রামণি যাগেতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুরা গ্রহণের উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহা  
 ব্যতীত অপরাপর নানাবিধ ব্রতের কথাও আছে । এমন কি বেদে দ্যুতক্রীড়া পর্য্যন্তেরও  
 বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০—৫১ ॥ এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্বে শশবিন্দু নামে এক  
 জন সূর্য্যবংশীয় সম্রাট্ ছিলেন, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্রাট্ শশবিন্দু সতত সত্যব্রত হইয়া দেবদিগর  
 অর্চনা করিতেন । তাঁহার বদান্ততা শুনে রাজ্যস্থ প্রজা পূজা কখন দারিদ্র্যক্লেশ অনুভব করে  
 নাই । তিনি প্রজাবর্গের ধর্ম্মসেতুরূপ করিবার জন্য সর্বদাই লোক মর্যাদা অতিক্রমকারী  
 ছুরাশ্বাদিগকে যথানিয়মে শাসন করিতেন । ইহা ভিন্ন তিনি প্রভূত দক্ষিণা সহকারে গোমেধ  
 প্রভৃতি শত শত বেদোক্ত যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাঁহার সেই  
 সকল যজ্ঞ উপলক্ষে এত গো হত্যা হইয়াছিল যে, গোচর্ম্ম স্তূপাকারে জড় হইয়া বিক্ষ্যগিরির  
 জায় একটি চর্ম্মময় পর্বত হইয়া পড়ে । পরে সেই সমস্ত চর্ম্মই ক্লেদরাশি কালক্রমে বর্ষা-  
 বারির সহিত সংমিলিত হওয়ায় চর্ম্মণুতী নামে একটি প্রকাণ্ড নদী জন্মিয়া যায় । ॥ ৫৪ ॥

\* . সোহপি রাজা দিবং যাতঃ কীর্তিরস্যাচলা ভুবি ।  
 এবং ধর্মেষু বেদেষু ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ ৫৫ ॥  
 স্ত্রীসঙ্গেন সদা ভোগে সুখমাপ্নোতি মানবঃ ।  
 অলাভে দুঃখমত্যন্তং জীবন্মুক্তঃ কথন্তবেৎ ॥ ৫৬ ॥

জনক উবাচ ।

হিংসা যজ্ঞেষু প্রত্যক্ষা সাহিংসা পরিকীর্তিতা ।  
 উপাধিযোগতো হিংসা নান্যথেতি বিনির্গয়ঃ ॥ ৫৭ ॥  
 যথা চেক্ষনসংযোগাদগ্নৌ ধূমঃ প্রবর্ততে ।  
 তদ্বিযোগাতথা তস্মিন্মিধূমস্তং বিভাতি বৈ ॥ ৫৮ ॥  
 অহিংসা চ তথা বিদ্ধি বেদোক্তাং মুনিসত্তম ! ।  
 রাগিণাং সাহপি হিংসৈব নিস্পৃহাণাং ন সা মতা ॥ ৫৯ ॥

বহুযোজনব্যাপিনীতি ভাবঃ । সুদৃশ্য পবিত্রা বা ॥ ৫৪ ॥ ) ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে । স্বর্গাদ্যা-  
 নিত্যফলকত্বাদ্বেদোক্তকর্মণ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥ কিঞ্চ স্বয়া জীবন্মুক্ততোক্তা তত্রাপি সন্দেহো-  
 ক্তীত্যাহ স্ত্রীসঙ্গেনেতি ॥ ৫৬ ॥

সাহিংসেতি । অহিংসেতিচ্ছেদঃ । অহিংসন্ সর্বভূতাত্তত্ব তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতেঃ ।  
 উপাধিযোগত ইতি । রাগরূপোপাধিনা কৃত্য তু হিংসৈব ভবতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥ অহিংসা-  
 ক্ষেতি । আর্দ্রেক্ষনোপাধিনা বহুঃ সধূমস্তং অতথা নিধূমস্তং তথা রাগাত্ম্যোপাধিনা পশ্চালন্ত

মহারাজ ! যিনি প্রজাপালক রাজা হইয়াও একমাত্র বেদের দোহাই দিয়া বোরতর নৃশংসের  
 জায় লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করিলেন । তিনিও ইহলোকে অচলা কীর্তি স্থাপন করিয়া  
 অবলীলাক্রমে স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন । কি আশ্চর্য্য ! যাহাই হউক, কিন্তু, একরূপ অদ্ভুত  
 বৈদিক ধর্ম্মে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ॥ ৫৫ ॥ আরও এক কথা এই যে, যে  
 ব্যক্তি রমণী বা অপরাপর বিষয়-সম্বন্ধে বিলক্ষণ সুখানুভব করে, আর তাহা না পাইলেই  
 অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, তাদৃশ মানবও যদি জীবন্মুক্ত, তবে বদ্ধ কে ? ॥ ৫৬ ॥

জনক বলিলেন, গুরুপুত্র ! যজ্ঞস্থলে যে পশু হিংসা হয়, পূর্বাচার্য্যগণ তাহাকে অহিংসা  
 বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । কেননা, বেদ বিধি ভিন্ন রাগদ্বेषাদি বশত যে সকল পশু হত্যা  
 হয়, তাহাই হিংসা ; ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন ॥ ৫৭ ॥ অগ্নি স্বভাবত  
 তেজোময় হইলেও কেবল কাষ্ঠের আর্দ্রতা নিবন্ধন রাশি রাশি ধূম উদ্গিরণ করিয়া থাকেন,  
 আর কাষ্ঠাদির অভাবে ধূমাদির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না বস্তুত কারণ অবস্থায় অগ্নি আপনার  
 নিজ স্বরূপেই অবস্থান করেন এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ, অর্থাৎ রাগদ্বেষ বিরহিত হইয়া  
 শাস্ত্রবিধি অনুসারে পশুচ্ছেদ করিলে, তাহা হিংসা মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; বস্তুত  
 তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবেন । সংসারাসক্ত রাগদ্বেষ ব্যাকুলচিত্ত মানব-সদৃশে যাহা



অরাগেণ চ যৎ কৰ্ম তথাহহংকারবর্জিতম্ ।

অকৃতং বেদবিদ্বাংসঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬০ ॥

গৃহস্থানাং তু হিংসৈব যা যজ্ঞে দ্বিজসত্তম ! ।

অরাগেণ চ যৎ কৰ্ম তথাহহংকারবর্জিতম্ ।

সা হিংসৈব মহাভাগ ! মুমুকুশাং জিতাঙ্গনাম্ ॥ ৬১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকজনকয়োস্তবিতারো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসাত্মকত্বাৎ হিংসাত্ম্যভাব ইতি ॥ ৫৯ ॥ রাগাদিরহিতকৰ্মণঃ ঈশ্বরপ্রসাদরহিতফলাভাবাৎ  
কৃতমপি কৰ্মাকৃতমেব ভবতি পুনঃ কৃতন্তু হিংসাদিদোষদৃষ্টত্বমিত্যাহ অরাগেণ চেতি ॥ ৬০ ॥  
গৃহস্থানাং স্থিতি । রাগিণামিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেপ্রথমস্কন্ধেঅষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসা নামে প্রসিদ্ধ, আবার সেই সকল ধর্মেরই যদি দেহাভিমান বর্জিত ফলকামনা শূন্য  
মহাত্মারা অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, উহাই অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
বেদতত্ত্ব পুরুষের আচরিত কৰ্মে অহংকার বা বাগ্ধেষ কিছুই নাই। এই জন্ত মনীষি  
পূর্বাচার্যগণ তাঁহাদিগের কৰ্মকে অকৰ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ফলকথা এই যে,  
যে কৰ্মে সংসার বন্ধন হয় না, তাহা কৰ্মমধ্যে পরিগণিত নহে ॥ ৬০ ॥ শুকদেব ! আপনি  
একে ত উৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আবার অধ্যাত্ম চিন্তায় নিরত  
হইয়া মুনিগণেরও অগ্রণী হইয়াছেন ; সুতরাং আপনার বুদ্ধি যে সূক্ষ্ম তত্ত্বাত্মসন্ধানিনী  
হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি ? এক্ষণে আমি বাহ্য বলিতেছি বিচার করিয়া দেখুন সত্য  
কি না। ফললোলুপ সংসারাসক্ত গৃহস্থেরা রাগধেষেব বশীভূত হইয়া বজাদিতে প্রবৃত্ত হয়  
বলিগাই তাহা হিংসা নামে প্রসিদ্ধ ; কিন্তু, মুমুকুদিগের অহংকার বা রাগধেষ এ সমস্তেরই  
অভাব সুতরাং সেই সকল কৰ্মই আবার ইহাদের সম্বন্ধে অহিংসা ; অর্থাৎ দেহাভিমান-  
বর্জিত নিকাম জিতেন্দ্রিয় যোগীকে পণ্ডিত্যদিজন্ত অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

শুকদেবের প্রতি জনকের তত্ত্বোপদেশ প্রদান বিষয়ক .

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## উনবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—o—

শ্রীশুক উবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহারাজ ! বর্ততে হৃদয়ে মম ।  
মায়াযম্ভ্যে বর্তমানঃ স কথং নিম্পৃহো ভবেৎ ॥ ১ ॥  
শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চ সংপ্রাপ্য নিত্যানিত্যবিচারণম্ ।  
তাজতে ন মনো মোহঃ স কথং মুচ্যতে নরঃ ॥ ২ ॥  
অন্তর্গতং তমশ্ছেতুং শাস্ত্রাদ্ভবোধো হি ন ক্রমঃ ।  
যথা ন নশ্চতি তমঃ কৃতয়া দীপবার্তয়া ॥ ৩ ॥  
অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্তব্যঃ সর্বদা বুধৈঃ ।  
স কথং রাজশার্দূল ! গৃহস্থস্ত ভবেত্তথা ॥ ৪ ॥

অধিকাষ্টপকাশ্চেহৈকৈর্জনকবাক্যতঃ ।

শাস্ত্রস্ত শুকদেবস্ত বিবাহাদিকমুচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ৈ নিম্পৃহস্তারাগিণো দেবেশ্বরপ্রীত্যর্থং ক্রিয়মাণে বৈদিকে কন্দর্পি হিংসা ন  
ভবতীত্যুক্তং তত্র নিম্পৃহত্বমেবাক্ষিপতি সন্দেহোহয়মিতি । নহি জলমধ্যে বিদ্যমানো জলেনা-  
সম্বন্ধো ভবতি । এবং মায়ায়াং বিদ্যমানো মায়াগুণৈঃ কথমসম্বন্ধঃ স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ নহু  
বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণজ্ঞত্ববোধেন বিবেকো জাগরূকএবেতি নিম্পৃহতা স্তাদিতি চেত্তত্রাহ শাস্ত্র-  
জ্ঞানঞ্চেতি । জ্ঞানং সম্প্রাপ্য বাবদ্যোগাদিকং ন সাধিতং তাবন্মনো মোহস্তাজতে । আত্মনে-  
পদমার্থম্ । শাস্ত্রজ্ঞত্ববোধস্ত পরোকস্তাদিত্যভিমানঃ । তথাচ কেবলশাস্ত্রজ্ঞত্ববোধেন ন  
কথঞ্চিনিম্পৃহতা সম্ভবতি । ততশ্চ সংসারে বিদ্যমানো নরঃ কথং মুচ্যতে ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
তস্মাৎ সংসারং বিহার্য যোগাদিনিষ্ঠো ভবেদিত্যেব সিদ্ধান্ত ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ২ ॥ অন্তর্গত-  
মিতি । অবিদ্যারূপমন্তর্গতং তমো ন শাস্ত্রজ্ঞত্বপরোকজ্ঞানেন নশ্চতি । কিন্তু যোগজ্ঞত্ব-

শুক কহিলেন । রাজর্ষে ! আমার হৃদয়ে এইরূপ গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে,  
জীব নিরন্তর মায়ায় সংসার মধ্যে বাস করিয়াও মায়াজাল-অড়িত বিষয় হইতে কিরূপে  
নিম্পৃহ হইবে ? ॥ ১ ॥ যখন যোগাদির অভ্যাস ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া  
নিত্যানিত্য বিচার করিলেও মানসিক মোহ দূরীভূত হয় না ; তখন, জীব সংসারাসক্ত  
হইয়া কিরূপে মুক্ত হইবে ? ॥ ২ ॥ যেমন দীপের কথামাত্র বলিলে গৃহগত অন্ধকার  
অন্তর্হত হয় না, সেইরূপ কেবল শাস্ত্রজ্ঞানও কদাচ অন্তর্গত অবিদ্যাজনিত অন্ধকারকে  
বিনাশ করিতে সমর্থ নহে ॥ ৩ ॥ দেখুন, জীবগণের প্রতি হিংসা না করাই পণ্ডিতগণের  
সর্বদা কর্তব্য ; কিন্তু, গৃহস্থের নিকট ইহা কিরূপে হইতে পারিবে ? ॥ ৪ ॥ নৃপবর !

বিতৈষণা ন তে শাস্তা তথা রাজস্বৈষণা ।  
 জয়েষণা চ সংগ্রামে জীবমুক্তঃ কথং ভবেঃ ॥ ৫ ॥  
 চোরেষু চৌরবুদ্ধিস্তে সাধুবুদ্ধিস্তু তাপসে ।  
 স্বপরত্বং তবাপ্যস্তি বিদেহত্বং কথং নৃপ ! ॥ ৬ ॥  
 কটুতীক্ষ্ণকষায়াল্লরমান্ বেৎসি শুভাশুভান্ ।  
 শুভেষু রমতে চিত্তং নাশুভেষু তথা নৃপ ! ॥ ৭ ॥  
 জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃপ্তিচ্চ তব রাজন্ ! ভবন্তি হি ।  
 অবস্থাস্তু যথাকালং তুরীয়া তু কথং নৃপ ! ॥ ৮ ॥  
 পদাত্যশ্বরথেশাচ্চ সৰ্ব্বে বৈ বশগা মম ।  
 স্বাম্যহং চৈব সৰ্ব্বেষাং মন্যসে ত্বং ন মন্যসে ॥ ৯ ॥  
 মিচ্ছমৎসি সদা রাজন্ ! মুদিতো বিমনাস্তথা ।  
 মালায়াঞ্চ তথা সর্পে সমদৃক্ ক নৃপোত্তম ! ॥ ১০ ॥  
 বিমুক্তস্ত ভবেদ্রাজন্ ! সমলোষ্ঠাশ্মকান্ধনঃ ।  
 একাত্মবুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্র হিতকৃৎ সৰ্ব্বজ্ঞস্তুষু ॥ ১১ ॥

জ্ঞানভাস্বরোদয়েনৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥ স্বয়ং চ ত্বং জীবমুক্তোহস্মীতি বদসি তদপি ন সাস্প্রত-  
 মিত্যাহ বিতৈষণেতি । বোধবিরুদ্ধধৰ্ম্মাণাং দর্শনাদ্বেদান্তাবএব নিশ্চীযত ইত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥  
 মন্যসে ত্বমুত ন মন্যসে ইতি বদেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ সমদৃক্ কেতি । মালাসর্পাদিভেদবুদ্ধেঃ সৰ্ব্বাং

আপনি গৃহস্থ হইয়া আপনাকে জীবমুক্ত বলিতেছেন, কিন্তু এখনও আপনার ধন আশার  
 শাস্তি হয় নাই, রাজ্যোপযুক্ত স্থতের ইচ্ছাও আছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জয়ের আশাও  
 বিলক্ষণ রহিয়াছে ; তবে আপনি কিরূপে জীবমুক্ত হইয়াছেন ? ॥ ৫ ॥ মহারাজ ! এখনও  
 আপনার চোরে চোরবুদ্ধি তপস্বিগণে সাধুবুদ্ধি রহিয়াছে এবং আত্মপর জ্ঞানটীও বিলক্ষণ  
 রহিয়াছে ; তথাপি আপনি যে কিরূপ বিদেহ (মুক্ত) তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না ॥ ৬ ॥  
 রাজন্ ! অদ্যাপিও আপনার কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রস সকলের আশ্বাদ বোধ রহিয়াছে  
 এবং ভাল হইলেই তাহাতে আপনার চিত্ত আনন্দিত হয়, মন্দ হইলে হয় না । এখনও আপ-  
 নার জাগ্রৎ স্বপ্ন স্মৃপ্তি প্রভৃতি অবস্থাত্রয় যথাসময়ে হইয়া থাকে ; তবে মহারাজ ! কি করিয়া  
 আপনার তুরীয়া অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ? ॥ ৭—৮ ॥ মহারাজ ! বলুন দেখি, এই পদাতি  
 অশ্ব রথ হস্তী প্রভৃতি আমার বশীভূত, আমি এই সমস্তের অধিপতি, মনে মনে একরূপ চিন্তা  
 করেন কি না ? ॥ ৯ ॥ রাজন্ ! আপনি ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া সর্বদা আনন্দিত থাকেন,  
 এবং কখন কোন কারণ বশত নিরানন্দও করেন ; তাহা হইলে আর আপনার কুসুমমালা ও  
 সর্পেতে সমান দৃষ্টি কোণার রহিল ? মহারাজ ! যিনি জীবমুক্ত তিনি মৃৎপিণ্ড প্রভৃতির আর



ন মেহদ্য রমতে চিত্তং গৃহদারাদিষু কচিৎ ।  
 একাকী নিস্পৃহোহত্যর্থং চরেয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১২ ॥  
 নিঃসঙ্গে নিশ্চয়ঃ শাস্ত্রঃ পত্রমূলফলাশনঃ ।  
 মৃগবদ্বিচরিস্যামি নিৰ্বন্ধো নিস্পরিগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥  
 কিং মে গৃহেণ বিত্তেন ভার্যয়া চ স্বরূপয়া ।  
 বিরাগমনসঃ কামং গুণাতীতশ্চ পার্থিব ! ॥ ১৪ ॥  
 চিন্ত্যসে বিবিধাকারং নানারাগসমাকুলম্ ।  
 দন্তোহয়ং কিল তে ভাতি বিমুক্তোহস্মীতি ভাষসে ॥ ১৫ ॥  
 কদাচিচ্ছত্রজা চিন্তা ধনজা চ কদাচন ।  
 কদাচিৎ সৈন্যজা চিন্তা নিশ্চিন্তোহসি কদা নৃপ ! ॥ ১৬ ॥  
 বৈখানসা যে মুনয়ো মিতাহারা জিতব্রতাঃ ।  
 তেহপি মুহন্তি সংসারে জানন্তোহপি হসত্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

ক ভং সমদৃগসীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ বিমুক্তস্য ত্বেতানি লক্ষণানি দৃশ্যন্ত ইত্যাহ বিমুক্তস্তিতি ॥ ১১ ॥  
 স্মৃতিপ্রায়মাহ ন মেহদ্যোতি ॥ ১২—১৪ ॥

ভং দাস্তিকো বিমুক্তো ভাসীত্যাহ চিন্ত্যসে ইতি ॥ ১৫—১৬ ॥ এতাদৃশা মহাস্তোহপি  
 জগতো সত্যতাং জানন্তোপি মুহন্তি তদা তব কা কথা জীবমুক্ততয়া ইত্যাহ বৈখানসা যে  
 ইতি ॥ ১৭ ॥ ( তবেতি । তব বংশোৎপন্নানাং পুরাষাণাং বিদেহা বিদেহোপাধয় ইতি যৎ

সুবর্ণকে সমান চক্রে দেখিয়া থাকেন ; তিনি সকল পদার্থেই একাস্রবুদ্ধি এবং সকল প্রাণীর  
 হিতকারী হইয়া থাকেন ॥ ১০—১১ ॥ রাজর্ষে ! অধিক কথা আর কি বলিব, গৃহদারাদি  
 কোন বস্তুতেই আমার মন আনন্দিত হইতেছে না ; আমার অভিলাষ এই যে, আমি একাকী  
 স্পৃহাশূন্য হইয়া, কাহার সহিত না মিশিয়া কোনও পদার্থে মায়া না করিয়া, কাহারও  
 নিকট কিছু গ্রহণ না করিয়া, নিৰ্বন্ধ ও শাস্ত্রভাবে ফলমূলপত্র ভক্ষণে মৃগের স্থায় ইহ  
 জগতে বিচরণ করি ॥ ১২—১৩ ॥ মহারাজ ! আমি এক্ষণে বিষয়ানুরাগরহিত ও গুণাতীত ;  
 অতএব আমার গৃহে, ধনে বা মনের মত ভার্য্যাতে কি প্রয়োজন ? ॥ ১৪ ॥

মহারাজ ! আপনি বিষয় বিশেষে সানুরাগে বিবিধ প্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন, আবার  
 আপনাকে জীবমুক্ত বলিয়াও পরিচয় দেন ইহাতে আপনার দাস্তিকতাই প্রকাশ পাই-  
 তেছে ॥ ১৫ ॥ দেখুন, আপনার কখন শত্রু বিষয়ক চিন্তা কখন বা ধন বিষয়ক চিন্তা কখন বা  
 সৈন্য বিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হইতেছে ; অতএব আপনি কোন্ সময় নিশ্চিন্ত থাকেন বলুন  
 দেখি ? ॥ ১৬ ॥ মিতাহারী জিতেন্দ্রিয় বৈখানস মুনিগণ যখন সংসারের অনিত্যতা জানিয়াও  
 সংসারে বিমুগ্ধ হন, তখন, আর আপনার কথা কি বলিব ! ॥ ১৭ ॥ মহারাজ ! আপনার বংশজাত

তব বংশসমুখানাং বিদেহা ইতি ভূপতে ! ।  
 কুটিলং নাম জানীহি নানুথেতি কদাচন ॥ ১৮ ॥  
 বিদ্যাধরো যথা মূর্খো জন্মানুস্তু দিবাকরঃ ।  
 লক্ষ্মীধরো দরিদ্রশ্চ নাম তেবাং নিরর্থকম্ ॥ ১৯ ॥  
 তব বংশোদ্ভবা যে যে ঋতাঃ পূর্বে ময়া নৃপাঃ ।  
 বিদেহা ইতি বিখ্যাতা নামতঃ কস্মতো ন তে ॥ ২০ ॥  
 নিমিনামাহভবদ্রাজা পূর্বে তব কুলে নৃপ ! ।  
 যজ্ঞার্থং স তু রাজর্ষির্বশিষ্ঠং স্বগুরুং মুনিম্ ॥ ২১ ॥  
 নিমন্তয়ামাস তদা তমুবাচ নৃপং মুনিঃ ।  
 নিমন্তিতোহস্মি যজ্ঞার্থং দেবেন্দ্রেণাধুনা কিল ॥ ২২ ॥  
 কৃত্বা তস্মৈ মখং পূর্ণং করিষ্যামি তবাহপি বৈ ।  
 তাবৎ কুরুষ্ব রাজেন্দ্র ! সস্তারন্তু শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৩ ॥

তত্ত্ব কেবলং কুটিলং কাপট্যপূর্ণং জানীহি তদন্তরং কিঞ্চিদপি সত্যমিতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১৮ ॥  
 ইদানীং কোটিল্যপূর্ণবিদেহাত্ম্যপাধে নৈরর্থক্যং সমর্থমাহ বিদ্যাধর ইতি ॥ ১৯ ॥ তব বংশো-  
 দ্ভবা ইতি । রাজন্ ! ত্বদীয়বংশোদ্ভবা যে যে পূর্ববর্তিনো নৃপা আসন্ তে সর্বেরেব বিদেহা  
 বিদেহেত্যাখ্যাতা প্রসিদ্ধা ইতি ঋতা ময়েতি শেষঃ । পরং নামতএব বিদেহান্তে নহি কার্যত  
 ইতি বিদ্ধি কামকর্মমব্যবিদ্যাবদ্ধা অপি কেবলং ঐশ্বর্যমদমস্তাঃ সন্তঃ স্বানাং বিদেহত্বং  
 প্রাচারয়ন্ লোকে ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥ ইদানীং দৃষ্টান্তমুদ্যোক্তেঃ সত্যতাং প্রতি-  
 পাদয়মাহ নিমিনামেতি ॥ ২১ ॥ নিমন্তয়ামাসেতি । নিমন্তয়ামাস বরয়ামাসেতি পূর্বে-  
 গাথয়ঃ অধুনা সাম্প্রতং ত্রিগুণস্বর্ণাং প্রাগেবাহং দেবরাজেন্দ্রেণ নিমন্তিতোহস্মি কিল  
 অতস্তত্ত্ব মখং যজ্ঞং পূর্ণং কৃত্বা তবাহপি যজ্ঞং সম্পাদয়িষ্যামি তাবৎ কালং সস্তারং কুরুষ্ব  
 ভবতা শনৈঃ শনৈঃ যজ্ঞোপকরণদ্রব্যজাতানি সন্নিয়স্তামিতি ॥ ২২—২৩ ॥ ইত্যুক্তেতি ।

নৃপগণের বিদেহ (দেহোপাধিশূন্য) বলিয়া যে একটি নাম আছে তাহা কেবল কাপট্য-  
 পূর্ণ বলিয়াই জানিবেন ইহার অন্তথা ভাবিবেন না ॥ ১৮ ॥ কারণ, যেমন মূর্খকে বিদ্যাধর,  
 জন্মানুসঙ্গে দিবাকর এবং দরিদ্রকে লক্ষ্মীধর বলিয়া আহ্বান করা যায়, তাহাদিগের নামও  
 সেইরূপ নিরর্থক মাত্র ॥ ১৯ ॥ পূর্বে আপনার বংশে যে যে নৃপগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন  
 তাঁহাদের সকলেরই বিষয় আমি শুনিয়াছি । তাঁহারা সকলেই কেবল নামেতে বিদেহ  
 বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন কার্যোতে নহে ॥ ২০ ॥ মহারাজ ! পূর্বকালে আপনার এই বংশে  
 নিমি নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কোন সময় সেই রাজর্ষি নিজ গুরু  
 বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞের জন্ত বরণ করেন । মুনিবর বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বলেন, এক্ষণে দেব-  
 রাজ ইন্দ্র নিজ যজ্ঞ পূর্ণার্থে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া  
 পরে তোনার যজ্ঞ পূর্ণ করিব ; মহারাজ ! আপনি ততদিন যজ্ঞের উপকরণ সকল

ইতু্যক্তা। নির্যযৌ সোহথ মহেশ্বর্যজনে মুনিঃ ।  
 নিমিরম্যং গুরুং কৃৎস্না চকার মথমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥  
 তচ্ছৃৎস্বা কুপিতোহত্যর্থং বশিষ্ঠো নৃপতিং পুনঃ ।  
 শশাপ চ পতন্ত্বদ্য দেহন্তে গুরুলোপক ! ॥ ২৫ ॥  
 রাজাহপি তং শশাপাথ তবাপি চ পতন্ত্বয়ম্ ।  
 অন্যোন্মশাপাৎ পতিতো তাবেব চ ময়া শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥  
 বিদেহেন চ রাজেশ্বর ! কথং শপ্তো গুরুঃ স্বয়ম্ ।  
 বিনোদ ইব মে চিত্তে বিভাতি নৃপসত্তম ! ॥ ২৭ ॥

জনক উবাচ ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিদিদং মতম্ ।  
 তথাপি শৃণু বিশ্রেন্দ্র ! গুরুর্মম স্পৃজিতঃ ॥ ২৮ ॥

মুনিবশিষ্ঠঃ ইতু্যক্তা। ইতি সামাদিনেত্যর্থঃ। দেবেশ্বর্যজনে বদা নির্যযৌ তদা হে রাজন্  
 জনক ! ভবদীয়পূৰ্ব্বপুরুষো নিমিস্ত অত্রং গুরুং কৃৎস্না যজ্ঞং সম্পাদয়ামাস ॥২৪॥ তচ্ছৃৎস্বতি ।  
 তং যজ্ঞসম্পাদনাদিকং বিবরণং। কৃৎস্না অত্যর্থং কুপিতঃ সন্ বশিষ্ঠঃ রে গুরুলোপক !  
 কুলগুরুপরিহারক ! অনেনাপরাধেন তে দেহঃ অদ্যেব পততু ইতি নৃপতিং শশাপেত্য-  
 স্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ রাজাপি তমিতি । অথ বশিষ্ঠশাপশ্রবণানন্তরং রাজা নিমিরপি জীবমুক্তোহপীতি  
 ভাবঃ তবাপি অসং দেহঃ পততু ইতি গুরুং প্রতিশপা ততঃ পরস্পরশাপাং তো উভাবপি  
 পতিতো পরিহীণদেহৌ জাতাবিত্যর্থঃ। কিংবদন্ত্যা ময়েতৎ সৰ্বং শ্রুতং তো মহারাজ ! নহু  
 জীবমুক্তেনাপি তেন কথং স্বয়ং গুরুরপি প্রতিশপ্তঃ নৈবাহং জানে কেয়ং ভবদ্বংশানাং জীব-  
 মুক্ততা কীদৃশং বা বিদেহত্বমিতি ভাবঃ ॥২৬॥ নহেবং বিধে আচরণে জীবমুক্ততা সম্ভবতি ।  
 ন চ জীবমুক্ততয়াং সত্যমেতাদৃশাচরণসম্ভবস্তস্মান্নামত এব বিদেহা নত্বর্থত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করুন ॥ ২১—২৩ ॥ বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ইন্দ্র যজ্ঞে  
 গমন করিলেন । এদিকে নিমিরাজ অপর ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন  
 করিলেন ॥২৪॥ অনন্তর বশিষ্ঠদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া  
 রাজাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, যখন তুই কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়াছিস্ তখন  
 তোর দেহ এখনই পতিত হউক ॥ ২৫ ॥ নিমিরাজও এই শাপ শ্রবণ করিয়া, তোমার দেহও  
 পতিত হউক এই বলিয়া, বশিষ্ঠকেও শাপ প্রদান করিলেন । এইরূপে তাঁহারা উভয়েই  
 অতিশপ্ত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥২৬॥ মহারাজ ! আপনিও  
 রাজশ্রেষ্ঠ, বলুন দেখি, সেই বিদেহ ( বিমুক্ত ) নিমি কি অপরাধে নিজ গুরুকে শাপ প্রদান  
 করিয়াছিলেন ? । এ বিবরণ, আমার মনে হস্তকর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৭ ॥

রাজর্ষি জনক গুরুদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন । বিশ্রবর ! আপনি যে  
 সকল কথা বলিলেন ইহা সমস্তই সত্য, এ বিবরণ কিছুই মিথ্যা নহে, তাহা আমারও  
 জানা আছে ; তথাপি আমার পুত্রনীর গুরুদেব বেদব্যাগ বাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি



পিতুঃ সঙ্গং পরিত্যজ্য স্বং বনং গন্তুমিচ্ছসি ।

মৃগৈঃ সহ স্তম্ভকো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

মহাভূতানি সৰ্বত্র নিঃসঙ্গঃ ক ভবিষ্যসি ।

আহারার্থং সদা চিন্তা নিশ্চিন্তঃ স্তাঃ কদা মুনৈ । ॥ ৩০ ॥

দণ্ডাজিনকৃতা চিন্তা যথা তব বনেহপি চ ।

তথৈব রাজ্যচিন্তা মে চিন্তয়ানস্ত বা ন বা ॥ ৩১ ॥

বিকল্পোপহতস্ত্বং বৈ দূরদেশমুপাগতঃ ।

ন মে বিকল্পসন্দেহো নির্বিবকল্পোহস্মি সৰ্ব্বথা ॥ ৩২ ॥

শুকবাক্যং শ্রুত্বা জনক উবাচ সত্যমুক্তমিতি । ত্বয়া যদুচ্যতে তৎসাধনং সত্য-  
মেবাস্তদুত্তরোর্ব্যাসস্ত মম চেষ্টমেব তৎ । বিবাদস্বয়মেব ত্বয়োচ্যতে । বনং গতে সতি  
বিক্ষেপাভাবঃ সম্ভবতি । অস্মাভিরুচ্যতে গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি নিশ্চয়েনাত্রেবং বসতো  
গৃহেষেব সাধনাদিকং কুৰ্বতো বিক্ষেপাভাবো ভবতীতি । তত্র তথাপি শৃণু হে বিপেন্দ্র ! শুক !  
মম স্পৃহিতো ব্যাসো গুরুর্ষদাহ তদেব সত্যমিতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥ কুত ইতি চেদ্বদ্যতে  
দোষস্ত সঙ্গাদিত্যাহ পিতুঃ সঙ্গমিতি । পিতুঃ সঙ্গত্বাসেন বনং গতস্ত মৃগসঙ্গঃ পঞ্চমহাভূত-  
সঙ্গস্বপরিহার্য এবতি নিঃসঙ্গতা বনজতস্তাপি দুর্লভা আহাৰাদিচিন্তাপ্যভয়তাপ্যপরিহার্যা  
এবেতি । তত্রাপি চিন্তসমাধানবिवেকাদিকমপেক্ষিতমেবেতি গৃহস্থাপ্রমত্ত্যাগে বীজাভাবঃ ।  
কিঞ্চ লোকসংগ্রহার্থং কৰ্ম কুৰ্বতঃ সকললোককল্যাণকরত্বং গৃহস্থাপ্রমএব সম্ভবতি । অপরি-  
পক্ককষায়স্ত পক্কতাপ্যগ্নিয়েবাশ্রমে ভবতি । ততো গৃহস্থাপ্রমে এবাপরিপক্ককষায়েণ স্বাত-  
বাম্ । অতএবাস্তৎপূৰ্বজৈরেতদভিপ্রায়েণৈব জীবন্তুস্তদ্বসিদ্ধৌ সত্যামপি ব্যবহারঃ কৃত-  
ইতি ন তদুদ্ভাবিতানি দুষণানি যৎপূৰ্বজেষু সন্তি যন্ত পরিপক্ককষায়ঃ স তু নৈব বিদেঃ কিঙ্করো  
নচ স সন্দেহকরোতি যন্ত সন্দেহমধোহস্ততঃ পিত্রোক্তমেব কুরু তবাপরিপক্ককষায়াদিতি-  
সম্প্রলোকানাং সংপিণ্ডিতোহর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ বিকল্পোপহতত্বমিতি বিবেকাভাবাৎ । অতএবাত্ৰা-  
গতোহসি । অতো গৃহস্থাপ্রমে এব সম্যকনিশ্চয়ং সম্পাদয়ানস্তরং সন্ন্যাসং কুৰ্বিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥ দেখুন, আপনি পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে বাইতে ইচ্ছা করিতে-  
ছেন । বনে বাইলে পর, সেই স্থানে মৃগগণের সহিত আপনার মিলন হইবে তাহাতে  
আর কোনও সন্দেহ নাই । বিশেষত সৰ্বত্রই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত দেদীপ্যমান রহি-  
রাছে ; অতএব, আপনি কোন্ স্থানে বাইয়া সঙ্গ-বিরহিত হইবেন ? আর দেখুন, সৰ্বদাই  
অরণ্যে আহারের জন্ত চিন্তা করিতে হইবে ; তবে মুনিস্বর ! কোন্ সময় আপনি নিশ্চিন্ত  
হইবেন ? ॥ ২৯—৩০ ॥ ( যদি বলেন নিরাহারী হইব ; তাহা হইলে দণ্ড অজিনাদির জন্তও  
চিন্তা করিতে হইবে । ) অতএব, বনে বাইয়া আপনার দণ্ডাজিনাদি জন্ত চিন্তাও বেরূপ,  
সংসারে থাকিয়া আমার রাজ্য চিন্তাও সেইরূপ ; এক্ষণে ত্যাবিয়া দেখুন ইহা যথার্থ কি  
না ? ॥ ৩১ ॥ আপনি কেবল সন্ধি-চিন্ত হইয়াই এত দূরদেশে আগমন করিয়াছেন ; কিন্তু  
আমার অন্তরে কোনও বিষয়েই সংশয় নাই এজন্য সৰ্বদাই নিঃসঙ্কচিত্তে এক স্থানেই  
আছি ॥ ৩২ ॥ বিপ্রস্বর ! এই জন্তই আমি সৰ্বদা স্তম্ভে নিত্যা বাই, স্তম্ভে বিবর্তিত হই।

স্বখং স্বপিমি বিপ্রাহং স্বখং ভুঞ্জামি সর্বদা ।  
 ন বন্ধোহস্মীতি বুধ্যাহং সর্বদৈব স্বখী যুনে ! ॥ ৩৩ ॥  
 ত্বং তু দুঃখী সর্বদৈবামি বন্ধোহহমিতি শঙ্কয়া ।  
 ইতি শঙ্কাং পরিত্যজ্য স্বখী ভব সমাহিতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 দেহোহয়ং মম বন্ধোহয়ং ন মমেতি চ মুক্ততা ।  
 তথা ধনং গৃহং রাজ্যং ন মমেতি চ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনস্তস্য শুকঃ প্রীতমনাঃ ভবৎ ।  
 আপৃচ্ছ্য তং জগামাশু ব্যাসস্তাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥  
 আগচ্ছন্তং স্মৃতং দৃষ্ট্বা ব্যাসোহপি স্বখমাপ্তবান্ ।  
 আলিঙ্গ্যাত্মায় মুদানং পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

(স্বখমিতি । হে যুনে ! শুকদেব ! নির্বিকল্পচিত্তত্বাৎ অহং স্বখং স্বপিমি অয়ং ভাবঃ । যতঃ মম-  
 চিত্তে বিকল্পনা নাस्ति অতোহহং নিশ্চিত্ততয়া স্বেচ্ছাস্বখং অনুভবামি অনাসক্তঃ সন্ বিষয়-  
 স্বখমপি ভুঞ্জামি তথাপি নাহং বন্ধোহস্মীতি তদ্বনিশ্চয়ান্বিকয়া বুধ্যা সর্বদৈব স্বখী ভবামি  
 স্মৃদেন কালং ক্লেপয়ন্ বর্তেহহমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ ত্বমিতি । ত্বং পুনঃ বন্ধোহস্মীতি অবিদ্যোৎ-  
 পন্নয়া কল্পিতশঙ্কয়া সর্বদৈব দুঃখেন কালং নয়সীত্যহং মন্ত্রে অতএব হে বিপ্রবর্ষ্য ! শুক ! মদ-  
 দৃষ্টান্তানুসারী ত্বং রজস্বলমঃপ্রধানাবিদ্যাজাতাং মিথ্যাশঙ্কাং বিহার সমাহিতঃ চিত্তং সমাধায়ে-  
 তার্থঃ নিত্যং স্বখী ভব ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং জীবমুক্তস্ত লক্ষণং বোধয়ন্ পদিশতি দেহোহয়মিতি ।  
 অয়ং মম দেহঃ অহমেববদ্ধ ইতীত্যং বুদ্ধিরেব সংসারবন্ধনরূপাবিদ্যোতি বিদ্ধি কিন্তু ইদং  
 রাজ্যগৃহনাদিকং মম কিঞ্চিদপি নাस्ति ইত্যেবং নিশ্চয়ান্বিক্য বুদ্ধিরেব ব্রহ্মবিদ্যা ইমাং  
 ব্রহ্মান্বিকাং বিদ্যাং ধারয়ন্ মুক্তো ভবেতিতত্তজ্ঞানমুপসংহৃত্যোপদিষ্টবান্ রাজর্ষির্জনকঃ ॥ ৩৫ ॥

শুকদেব এতাবত্তত্ত্ববোধমাকর্য প্রীতমনা জাতঃ সমুদিতবিবেকত্বাৎ ততস্তং জনক-  
 স্তবোপদেষ্টারমাপৃচ্ছ্যামস্ম্য স্বেচ্ছাস্বয়ন্ পিত্রাশ্রমপ্রতিগমনানুমতিং গৃহীত্বৈত্যর্থঃ । আশু শীঘ্রং  
 বিলম্বমকুর্স্মিতি ধাবৎ উত্তমং সর্বসুখাবহং ব্যাসাশ্রমং প্রতিজগাম প্রতিযযৌ ॥ ৩৬ ॥  
 আগচ্ছন্তমিতি । ব্যাসোহপি বেদব্যাসোহপীত্যর্থঃ তং স্মৃতং শুকদেবং আগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা

“আমি কিছুতেই বদ্ধ নই” এই জানেই সর্বদা স্বখী আছি ; আর আপনি “সকল বিষয়েই  
 বদ্ধ রহিয়াছি” এই আশঙ্কা করিয়া সর্বদা দুঃখী হইতেছেন । অতএব, এই সমস্ত আশঙ্কা  
 বিসর্জন দিয়া নিত্য স্মৃদেন নিমিত্ত যত্নপর হউন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ দেখুন, এই দেহ আমার  
 এই জানেই বদ্ধ আর ইহা আমার নয় এই জানেই মুক্তি ; সেইরূপ, ধন গৃহ বা রাজ্য  
 কিছু আমার নয় এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া মুক্তি লাভ করুন ॥ ৩৫ ॥

২ কহিলেন । ঋষিগণ ! শুকদেব জনকের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয়  
 প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে সাধু সন্তোষণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে ব্যাসদেবের সর্ব-  
 সুখাবহ আশ্রম আগিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ বেদব্যাসও পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া

স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে পিতুঃ পার্শ্বে সমাহিতঃ ।

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৮ ॥

জনকস্ত দশাং দৃষ্ট্বা রাজ্যস্থস্ত মহাত্মনঃ ।

স নির্ভীতিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥

পিতৃণাং স্তম্ভগা কন্যা পীবরী নাম স্তন্দরী ।

শুকশচকার পত্নীস্তাং যোগমার্গস্থিতোহপি হি ॥ ৪০ ॥

স তস্তাজ্ঞনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুরএব হি ।

কৃষ্ণং গৌরপ্রভঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতস্তথা ॥ ৪১ ॥

কন্যাং কীর্ত্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।

দদৌ বিভ্রাজপুত্রায় ত্রুণহার মহাত্মনে ॥ ৪২ ॥

অগুহ্যস্ত স্ততঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্ ।

ব্রহ্মজ্ঞঃ পৃথিবীপালঃ শুককন্যাসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥

অর্থঃ মুদমাগুবান্ লেভে তত আলিঙ্গ্য মূৰ্দ্ধানমাঘ্রাণ কুশলং পপ্রচ্ছ পুনরিত্যুক্ত্যা প্রথমতঃ  
স্বাগতাদিকং ততো জ্ঞানপ্রাপ্ত্যাদিকং পৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ স্থিতস্তত্র ইতি । ততঃ সমাধি-  
নিষ্ঠঃ সন্ মনোজ্ঞে পিতুরাশ্রমে স্থিতঃ তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥ নহু সর্বশাস্ত্রবিশারদো বেদাধ্যয়ন-  
সম্পন্নোহপি কথং পিত্রাশ্রমে স্থিত ইতি তত্রাহ জনকস্তেতি । মহাত্মনস্তত্ত জনকস্ত দশাং  
জীবমুক্তাবস্থাং দৃষ্ট্বা মনসা বিচারয়ন্ স শুকঃ পরাং নির্ভীতিং একান্তনির্ভীকল্পতারূপং  
সন্তোষং প্রাপ্য প্রশান্তচেতাঃ সন্ স্থিত ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ নতু ভ্রষ্টাশ্রমঃ সন্  
স্থিতঃ কিন্তু গার্হস্থ্যমাত্রিত্যেবাবস্থিত ইতি প্রদর্শয়মাহ পিতৃণামিতি ॥ ৪০ ॥ চতুরএব ইতি ।  
কৃষ্ণনামা একঃ গৌরপ্রভো দ্বিতীয়ঃ ভূরিতৃতীয়ঃ দেবশ্রুতশ্চতুর্থঃ । কৃষ্ণপুরাণে তু পঞ্চ-  
পুত্রা উক্তাঃ । শুকস্তাপ্যভবন্ পুত্রাঃ পঞ্চাত্যস্ততপশ্বিনঃ । ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শব্দুঃ কৃষ্ণো  
গৌরশ্চ পঞ্চমঃ । কন্যা কীর্ত্তিমতী চৈবেতি ॥ ৪১ ॥ কীর্ত্তিনাম্নীং কন্যাম্ । বিভ্রাজরাজঃ

আনন্দিত হইলেন এবং আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ পূর্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৭ ॥  
অনন্তর, সর্বশাস্ত্র বিশারদ চতুর্দেববিৎ শুকদেব সেই রমণীয় আশ্রমে সমাধিনিষ্ঠ হইয়া পিতৃ  
নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন এবং সেই মহাত্মা রাজর্ষি জনকের রাজ্যাবস্থান সবে ও  
তাদৃশী মুক্তাবস্থা দেখিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন, ( অর্থাৎ তিনি বুঝিলেন যে জীব,  
সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া সংসারী হইলেও দুঃখভাগী হয় না । ) ॥ ৩৮—৩৯ ॥ অনন্তর, শুকদেব  
যোগমার্গাবলম্বী হইলেও পিতৃকুলের গৌরববর্দ্ধনকারি পুত্রোৎপাদনকমা পীবরী নাম  
সর্বমূলকণা একটা স্তন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে সেই কন্যার স্ততঃ  
শুকদেবের ঔরসে, কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারিটা পুত্র এবং কীর্ত্তী নামে  
একটা কন্যা উৎপন্ন হইল । পরে, মহাযোগী ব্যাসপুত্র শুকদেব বিভ্রাজ নামে পুত্র মহাত্মা  
অগুহকে ঐ কন্যাটী সম্পদান করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ অনন্তর, সেই শুকদেব অগুহ-ঔরসে



কালেন ক্রিয়তা তত্র নারদস্তোপদেশতঃ ।

জ্ঞানং পরমকং প্রাপ্য যোগমার্গমুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥

পুত্রো রাজ্যং নিধারাত গতো বদরিকাশ্রমম্ ।

মায়াবীজোপদেশেন তস্ত জ্ঞানং নিরুগলম্ ।

নারদস্ত প্রসাদেন জাতং সন্ধ্যো বিমুক্তিদম্ ॥ ৪৫ ॥

কৈলাসশিখরে রম্যে ত্যক্ত্বা সঙ্গং পিতুঃ শুকঃ ।

ধ্যানমাস্থায় বিপুলং স্থিতঃ সঙ্গপরাঙ্ঘ্যুখঃ ॥ ৪৬ ॥

উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাং সিদ্ধিং পরমাক্রতঃ ।

আকাশগো মহাতেজা বিররাজ যথা রবিঃ ॥ ৪৭ ॥

গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধা জাতং শুকস্তোৎপতনে তদা ।

উৎপাতা বহবো জাতাঃ শুকশ্চাকাশগোহভবৎ ॥ ৪৮ ॥

অস্তুরিক্ষে যথা বায়ুস্তু যমানঃ সুরষিভিঃ ।

তেজসাত্তিবিরাজন্ বৈ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৯ ॥

পুত্রো অণুহনামা ॥ ৪২ ॥ বুদ্ধদত্তনামকঃ শুকদোহিত্রঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ নারদেন মায়াবীজস্ত  
ভুবনেশ্বরীমন্ত্রোপদেশঃ কৃতস্তৎপ্রভাবেণ শ্রীপ্রসাদান্তস্ত জ্ঞানমভবৎ ॥ ৪৫ ॥

শুককথামাহ কৈলাসেতি ॥ ৪৬ ॥ ধ্যানমাস্থয়েতি । গৃহস্থাশ্রমে এব কৰ্ম্মোপাসনারোগা-  
দিত্তিঃ পরকভাবে জাতে সতীতি শেষঃ । সিদ্ধিং চেতি । অগ্নিাদিকং সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥  
মহাতেজাঃ সন্দেহ এবোতোনির্গতঃ সূর্য্যাবদ্বিররাজ্যাকাশে গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধাজাতমিতি । মহা-  
পুরুষবিয়োগেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ যথা বায়ুরিতি স্ত্রোত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥ সৰ্ব্বভূতগত ইতি ।

বুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ প্রতাপশালী রাজাদিরাজ বুদ্ধদত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৩ ॥ কিছুকাল গত  
হইলে অণুহ দেবর্ষি নারদের উপদেশপ্রভাবে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগমার্গানুসারী জ্ঞান প্রাপ্ত  
হয়েন ॥ ৪৪ ॥ পরে সময় বুঝিয়া পুত্রো রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করেন ।  
মহামায়া ভুবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র প্রভাবে তাঁহার নির্মল জ্ঞানলাভ হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

এদিকে শুকদেবও (বুদ্ধর্ষি নারদপ্রসাদে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানলাভ করিয়া) পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ  
করত রমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিলেন । তাহার পর সমস্ত বিবরাসক্তিতে পরাঙ্মুখ হইয়া  
গভীরতর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । অনন্তর অগ্নিাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া কৈলাসশৃঙ্গ  
হইতে আকাশে উৎপত্তি হইলেন এবং আকাশগত হইয়া প্রদীপ্যমান দিবাকরের স্তায়  
পাতা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ শুকদেব যখন আকাশে উৎপত্তি হন, তখন পর্বত-  
বিন্ধ্যা হইল এবং নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ শুকদেবকে আকাশমার্গে তেজ  
সাত্তি দ্বিতীয় সূর্য্যের স্তায় বিরাজ করিতে দেখিয়া দেবর্ষিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।  
অনন্তর, শুকদেব অন্তরীক্ষে বায়ুর স্তায় সৰ্ব্বপদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৯ ॥ এদিকে

ব্যাসস্ত বিরহাক্রান্তঃ ক্রন্দনং পুঞ্জোতি চাহসকৃৎ ।  
 গিরেঃ শৃঙ্গে গতস্তত্র শুকো যত্র স্থিতোহভবৎ ॥ ৫০ ॥  
 ক্রন্দমানস্তদা দীনং ব্যাসং মস্থা শ্রমাকুলম্ ।  
 সৰ্বভূতগতঃ সাক্ষী প্রতিশব্দমদাতদা ॥ ৫১ ॥  
 তত্রাদ্যাপি গিরেঃ শৃঙ্গে প্রতিশব্দঃ স্মৃতোহভবৎ ॥ ৫২ ॥  
 রুদন্তস্তং সমালক্ষ্য ব্যাসং শোকসমন্বিতম্ ।  
 পুঞ্জপুঞ্জোতি ভাষন্তঃ বিরহেণ পরিপ্লুতম্ ।  
 শিবস্তত্র সমাগত্য পারাশর্য্যমবোধয়ৎ ॥ ৫৩ ॥  
 ব্যাস ! শোকং মা কুরু ত্বং পুঞ্জস্তে যোগবিন্দমঃ ।  
 পরমাস্তিমাপমো তুল্লভাঞ্চাকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫৪ ॥  
 তস্মৈ শোকো ন কর্তব্যস্তয়াহশোকং বিজানতা ।  
 কীর্তিস্তে বিপুলো জাতা তেন পুঞ্জেণ চানঘ ! ॥ ৫৫ ॥

অনেন চ বাক্যেন শুক আকাশং প্রতি গতো ব্যাষ্টিদেহং সমষ্টৌ বিলুপ্য ব্যাপকরূপেণ স্থিত  
 ইত্যবগম্যতে। প্রতিশব্দমিতি। তব মম চাত্মরূপেণাভেদ এবাস্তি কিমিতি মদর্থং শোকঃ  
 ক্রিয়তে ইত্যেবং প্রতিশব্দ ইত্যর্থঃ। পরমাস্তিঃ বুদ্ধরূপত্বম্ ॥ ৫২—৫৪ ॥ অশোকং বুদ্ধ  
 বিজানতা ত্বয়া বুদ্ধরূপেণ স্থিতস্ত শুকস্ত স্মৃৎ চ ভেদাভাবেন তন্নাশতদ্বিযোগশব্দয়া বা  
 শোকো ন কর্তব্য ইত্যাহ তন্তেতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

বেদব্যাস পুঞ্জবিরহে কাতর হইয়া পুঞ্জ পুঞ্জ বলিয়া বারংবার আহ্বান করিতে করিতে, যে  
 পৰ্ব্বতশৃঙ্গে শুকদেব ছিলেন সেই স্থানে বাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫০ ॥ অন্তর্যামি পুরুষের  
 জ্ঞান সৰ্বভূতের অন্তর্গত শুকদেব সেই সময় ব্যাসদেবকে শ্রমাতুর এবং দীনভাবে ক্রন্দন  
 করিতে দেখিয়া বৃক্ষ ও পৰ্ব্বত প্রভৃতি হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥  
 ঋষিগণ ! শুকদেব শোকসমন্বিত ব্যাসদেবকে রোদ্ধমান দেখিয়া অঙ্ক পদার্থ হইতে প্রত্যা-  
 ত্তর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপিও সেই শৃঙ্গে স্পষ্টরূপে প্রতিশব্দ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

ঋষিগণ ! মহাদেব, ব্যাসদেবকে বিরহকাতর এবং পুঞ্জ পুঞ্জ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে  
 ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থানে আগমন পূর্বক তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥  
 ব্যাস ! তুমি আর বৃথা শোক করিও না; দেখ তোমার পুঞ্জ পরম যোগী। সামান্য বুদ্ধজান-  
 শূন্য ব্যক্তিরা বাহ্য কখনই লাভ করিতে পারে না তিনি সেই পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৫৪ ॥  
 বেদব্যাস ! তুমি সৰ্বশোকাদি-বর্জিত বুদ্ধকে জানিয়াও পুঞ্জের অঙ্ক বৃথা শোক করিতে  
 কেন ? বিশেষতঃ তুমি অবিদ্যানুলক সমস্ত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ কিং  
 তোমার এরূপ শোক হৃৎথে অতিকৃত হওয়া উচিত নহে। বলত এই পুঞ্জ ব্যক্তি তোমার  
 জ্ঞমহৎ, যশোলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ন শোকো যাতি দেবেশ ! কিং করোমি জগৎপতে ! ।

অতৃপ্তে লোচনে মেহদ্য পুত্রদর্শনলালসে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব উবাচ ।

ছায়াশ্রুক্ষ্যসি পুত্রস্য পার্শ্বস্থং স্মনোহরাম্ ।

তাং বীক্ষ্য মুনিশর্দূল ! শোকং জহি পরমুপ ! ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ ।

তদা দদর্শ ব্যাসস্ত ছায়াং পুত্রস্য সুপ্রভাম্ ।

দত্তা বরং হরন্তুস্মৈ তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥ ৫৮ ॥

অস্তর্হিতে মহাদেবে ব্যাসঃ শ্রান্তমমভ্যাগাৎ ।

শুকস্য বিরহেণাপি তপ্তঃ পরমদুঃখিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

শুকবিবাহাদিবর্ণনো নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ছায়ামিতি । পুত্রসমানাকৃতিম্ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেন শুকতৈত্তৎ কলঃ  
জাতং এতাদৃশোহয়ং শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণমহিমৈত্যাভ্যন্তরতাৎপর্যম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্যাসদেব মহাদেব বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন । দেবদেব ! আপনি বিশ্ব জগতের  
পতি সূতরাং আমার অস্তরের বিষয় আপনার কিছুই অগোচর নাই, প্রভো ! পুত্র বিরহ  
জন্ম আমার এই দুর্ভর শোক কিছুতেই অপনীত হইতেছে না । আমি কি করি । আমার  
লোচনদ্বয় পুত্রসদৃশনে এখনও অতৃপ্ত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব কহিলেন । মুনিবর ! তোমার পুত্রের প্রিয়দর্শন প্রতিবিশ্ব এই পার্শ্বে রহিয়াছে  
দেখ ? ইহা দেখিয়াই পুত্রশোক নিবারণ কর ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! অনন্তর বেদব্যাস পুত্রের সেই স্নানর ছায়া দর্শন করিলেন ।  
মহাদেব ও তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অস্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ এইরূপে  
মহাদেব অস্তর্হিত হইলে ব্যাসদেব শুকবিরহে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজাশ্রমে প্রত্যাগমন  
করিলেন ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসাহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

শুকবিবাহাদিবর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

শুকস্ত পরমাং সিদ্ধিমাণুবান্ দেবসত্তমঃ ।

কিং চকার ততো ব্যাসস্তম্মো ব্রুহি সবিস্তরম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ ।

শিষ্যা ব্যাসস্ত য়েহপ্যাসন্ বেদাভ্যাসপরায়ণাঃ ।

আজ্ঞামাদায় তে সৰ্ব্বৈ গতাঃ পূৰ্ব্বং মহীতলে ॥ ২ ॥

অসিতো দেবলশৈচৰ্ব বৈশম্পায়ন এব চ ।

জৈমিনিশ্চ স্মমন্তুশ্চ গতাঃ সৰ্ব্বৈ তপোধনাঃ ॥ ৩ ॥

তানেতান্বীক্ষ্য পুত্রঞ্চ লোকান্তরিতমপ্যুত ।

ব্যাসঃ শোকসমাক্রান্তো গমনায়াকরোন্নতিম্ ॥ ৪ ॥

চতুঃ সপ্ততিপদৈশ্চ শুকনিৰ্গমনোত্তরম্ ।

ব্যাসশ্চ কারয়ৎকৃত্যং তৎসমাসেন কথ্যতে ॥

এতাবৎপর্যন্তং কথং শুকেন পুরাণমধীতমিতি প্রথমপ্রশ্নস্তোত্তরং দত্তং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ  
কথাস্চোক্তা ইদানীং শ্রীদেবীভাগবতপ্রতিপাদকাচার্য্যাস্ত ব্যাসস্ত শুরোঃ কথং শুকতন্না  
ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি শুকব্রুতি । তন্মো ব্রুহীতি । যন্ত দেবে পরা তক্তিৰ্থা দেবে তথা শুরো । তন্তে  
তে কথিতার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাম্মন ইতি ক্রতেরশ্রভ্যঃ শ্রীশুরোঃ কথং ব্রুহীতান্তি-  
প্রায়ঃ ॥ ১—৩ ॥

পূৰ্ব্বং শিষ্যা আজ্ঞামাদায় গতান্তজ্ঞাতং হুঃখং জ্ঞাতমেবাচার্য্যাস্ত পরন্ত শুকদেবমুখেন  
তন্নটং শুকদেবনিৰ্গমনে তু তদুত্তরমপ্যেকবারমেব হুঃখং প্রাহুভূতমিত্যাহ ব্যাসঃ শোকসমা-

ঋষিগণ কহিলেন । সূত ! দেবতুল্য পরমযোগী শুকদেব সর্বোৎকৃষ্ট অনিমানি সিদ্ধি লাভ  
করিলে পর বেদব্যাস কি করিলেন ইহা আমাদিগকে বিস্তার পূৰ্ব্বক বল ॥ ১ ॥

সূত, ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ ! পূৰ্ব্বেই ব্যাসদেবের অসিত  
দেবল বৈশম্পায়ন জৈমিনি এবং স্মমন্তু প্রভৃতি এবং অন্যান্য বে সকল বেদাভ্যাসরত শিষ্য  
ছিল, তাহারা পাঠান্তে শুকর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মহীতলে ধর্ম প্রচার জন্য প্রস্থান করিয়া-  
ছিলেন । এক্ষণে, ব্যাসদেব তাহাদিগকে পৃথিবীগত এবং পুত্র শুকদেবকে লোকান্তরিত  
দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং সে স্থান হইতে অন্ততঃ গমন করিতে ইচ্ছা করি-  
লেন ॥ ২—৪ ॥ পরে জন্মস্থানে বাইব. ইহা স্মরণ করিয়া গঙ্গাतीরে বাইবা পূৰ্ব্ব-পরিভ্রাত

সম্মার মনসা ব্যাসস্তাং নিষাদহুতাং শুভাম্ ।  
 মাতরং জাহ্নবীতীরে মুক্তাং শোকসমম্বিতাম্ ॥ ৫ ॥  
 স্মৃত্বা সত্যবতীং ব্যাসস্ত্যক্ত্বা তং পৰ্বতোত্তমম্ ।  
 আজগাম মহাতেজা জন্মস্থানং স্বকং মুনিঃ ॥ ৬ ॥  
 দ্বীপং প্রাপ্যথ পপ্রচ্ছ ক গতা সা বরাননা ।  
 নিষাদাস্তং সমাচখ্যুদ্বদতা রাজ্ঞে তু কণ্ঠকা ॥ ৭ ॥  
 দাশরাজোহপি সম্পূজ্য ব্যাসং প্রীতিপুরঃসরম্ ।  
 স্বাগতেনাভিসংকৃত্য প্রোবাচ বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ৮ ॥  
 দাশরাজ উবাচ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম পাবিতং নঃ কুলং মূনে ! ।  
 দেবানামপি দুর্দর্শং যজ্ঞাতং তব দর্শনম্ ॥ ৯ ॥  
 যদর্থমাগতোহসি ত্বং তদ্বহি দ্বিজসত্তম ! ।  
 অপি দারা ধনং পুত্রাসুদায়তমিদং বিভো ! ॥ ১০ ॥

ক্রান্ত ইতি । এতাদৃশমহাহুতাবানামপি সংসারজহ্মক্লেশসম্ভবান্ন সংসারে আসক্তো ভবেৎ  
 কিন্তু তন্মাদিরজ্যেতবেতি তু রহস্তম্ ॥ ৪ ॥ মুক্তামিতি । ব্যাসস্ত পুলিনে জন্মোত্তরং ব্যাসং  
 গৃহীত্বা গতেন পরাশরেণ মুক্তাহপি ব্যাসেন মুক্তা জাতৈবেত্যভিপ্রায়েণৈবমুক্তিঃ ॥ ৫—৬ ॥  
 ( দত্তেতি । রাজ্ঞে শস্ত্রনবে কণ্ঠকা সত্যবতী দত্তা দাশরাজেনেতি শেষঃ ॥ ৭ ॥ ) দাশরাজো-  
 পীতি । স চ সত্যবত্যাঃ পিতা ॥ ৮—৯ ॥ ( যদর্থমিতি । হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! অধুনা কিমর্থং  
 মৎসঙ্গীপে আগতোহসি তদ্বদ মম দ্বীপুত্রধনাদিকং যৎকিঞ্চিদস্তি তৎ সৰ্বং তদধীনমেব বিদ্ধি  
 যতস্ত্বং সৰ্বব্যাপীশ্বরবৎ সৰ্বত্র বর্তসে ॥ ১০ ॥ )

শোকাকুল কল্যাণস্বরূপিণী জননী ধীবরকন্যা সত্যবতীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন । পরে  
 সেই স্বর্গসদৃশ সুখাবহ পর্বত পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই-  
 লেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর যে দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দ্বীপে আসিয়া তত্রত্য ধীবর-  
 গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই চাক্ষুধী ধীবর-রাজকন্যা এক্ষণে কোথায় আছেন ?  
 ধীবরগণ বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, ধীবররাজ শস্ত্র রাজাকে সেই কন্যা  
 প্রদান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর, ধীবররাজ ব্যাসদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিসহকারে  
 পূজা এবং স্বাগত সস্তাবণ দ্বারা সম্বর্জন্য করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক বলিল ॥ ৮ ॥ মুনিবর !  
 যখন, দেবগণেরও দুর্লভ আপনার এই দর্শন লাভ করিলাম, তখন আজ আমার জন্ম  
 সার্থক হইল এবং আজ আমার কুলকে আপনি পবিত্র করিলেন ॥ ৯ ॥ দ্বিজবর ! কিজন্ত  
 আসিয়াছেন তাহা বলুন, আমার প্রী পুত্র ধন যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই আপনার অধীন  
 বলিয়া জানিবেন ॥ ১০ ॥

সরস্বত্যাস্তটে রম্যে চকারাশ্রমমণ্ডলম্ ।

ব্যাসস্তপঃসমায়ুক্তস্তত্ৰৈবাস সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥

সত্যবত্যাঃ স্ততো জাতৌ শন্তনোরমিতদ্যুতেঃ ।

মহা তৌ ভ্রাতরৌ ব্যাসঃ স্তথ্যাপ বনে স্থিতঃ ॥ ১২ ॥

চিত্রাঙ্গদঃ প্রথমজো রূপবান্ শক্রতাপনঃ ।

বভূব নৃপতেঃ পুত্রঃ সৰ্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥

বিচিত্রবীৰ্য্যনামাসৌ দ্বিতীয়ঃ সমজায়ত ।

সোহপি সৰ্বগুণোপেতঃ শন্তনোঃ স্তথবর্দ্ধনঃ ॥ ১৪ ॥

গাঙ্গেয়ঃ প্রথমস্তস্ত মহাবীরো বলাধিপঃ ।

তথৈব তৌ স্ততো জাতৌ সত্যবত্যা মহাবলৌ ॥ ১৫ ॥

শন্তনুস্তান্ স্ততান্ বীৰ্য্য সৰ্বলক্ষণসংযুতান্ ।

অমন্তাজ্যমাত্মানঃ\* দেবাদীনাং মহামনাঃ ॥ ১৬ ॥

অথ কালেন ক্রিয়তা শন্তনুঃ কালপর্য্যয়াৎ ।

তত্যাজ দেহং ধৰ্ম্মাত্মা দেহী জীর্ণমিবান্মরম্ ॥ ১৭ ॥

সরস্বত্যা ইতি । তৎপ্রার্থনোত্তরং তস্ত যথামোগ্যমুত্তরং দত্তা সরস্বতীতীরে তপশ্চর্য্যার্থ-  
মাশ্রমং চকারেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ শন্তনোঃ সকাশাদিতি শেষঃ । মত্বেতি । মম ভ্রাতরৌ স্তথিনৌ স্ত  
ইতি মহা ॥ ১২ ॥ প্রথমচিত্রাঙ্গদঃ ॥ ১৩ ॥ দ্বিতীয়ো বিচিত্রবীৰ্য্যঃ ॥ ১৪ ॥ তয়োঃ পূৰ্ণ-  
গন্ধাতো রাজ্ঞঃ শন্তনোঃ সকাশাৎ প্রথমতঃ পুত্রো গাঙ্গেয়নামকো জাতঃ অনন্তরং সত্যবত্যাঃ  
পুত্রদ্বয়ং জাতম্ ॥ ১৫—১৬ ॥

(শন্তনুরিতি । যথা শরীরী জীবঃ জীর্ণবস্ত্রাদিকং পবিত্রাজতি তথা শন্তনুঃ কালধৰ্ম্মেণ জীর্ণঃ

বেদব্যাস এইরূপে নিজজননী সত্যবতীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রমণীয় সরস্বতীতীরে  
আশ্রম নির্মাণ করিলেন এবং সেই স্থানেই সমাহিতচিত্তে তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ১১ ॥  
এদিকে অতুলতেজস্বীশন্তনুরাজ-ওরসে সত্যবতীগর্ভে দুইটা পুত্র উৎপন্ন হইল । বেদব্যাস  
তাহাদিগকে নিজ ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া বনবাসী হইলেও অতিশয় সুখলাভ  
করিলেন ॥ ১২ ॥ শন্তনুরাজার পুত্র দুইটির মধ্যে চিত্রাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ অতিশয় রূপবান্ ও সৰ্ব-  
লক্ষণবিভূষিত এবং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীৰ্য্যও সৰ্বগুণযুক্ত ছিল ; ইহাতে নৃপতি শন্তনুর অতিশয়  
সুখ বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ ! শন্তনুরাজের সত্যবতীগর্ভে এই দুই মহাবল  
পুত্র হইয়াছিল ; পরন্তু, ইহার পূৰ্বেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ভীষ্ম গন্ধাগর্ভে সমু-  
ত হওয়ায় সৰ্বজ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিই ছিলেন । নৃপতি শন্তনু সৰ্বলক্ষণ-বিভূষিত এই পুত্রগণকে  
দেখিয়া আপনাকে দেবগণেরও অঙ্গের বিবেচনা করিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥



কালধর্ম্যং গতে রাজ্ঞি ভীষ্মশ্চক্রে বিধানতঃ ।  
 প্রেতকার্য্যানি সর্বানি দানানি বিবিধানি চ ॥ ১৮ ॥  
 চিত্রাঙ্গদং ততো রাজ্যে স্থাপয়ামাস বীর্য্যবান্ ।  
 স্বয়ং ন কৃতবান্ রাজ্যং তস্মাদ্বেবত্রতোহভবৎ ॥ ১৯ ॥  
 চিত্রাঙ্গদস্তু বীর্য্যেণ প্রমত্তঃ পরদুঃখদঃ ।  
 বভূব বলবান্ বীরঃ সত্যবত্যাশ্রজঃ শুচিঃ ॥ ২০ ॥  
 অথৈকদা মহাবাহুঃ সৈন্যেন মহত। রতঃ ।  
 প্রচচার বনোদ্দেশান্ পশুন্ বধ্যান্ যুগান্ রুরূন ॥ ২১ ॥  
 চিত্রাঙ্গদস্তু গন্ধর্ব্বো দৃষ্ট্ৱা তং মার্গগং নৃপম্ ।  
 উত্তারান্তিকং ভূমের্বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ২২ ॥  
 তত্রাভূচ্চ মহদ্যুদ্ধং তয়োঃ সদৃশবীর্য্যয়োঃ\* ।  
 কুরুক্ষেত্রে মহাস্থানে ত্রীণি বর্ষাণি তাপসাঃ ! ॥ ২৩ ॥

শরীরং ততাজ্যেত্যবয়ঃ ॥১৭॥) ভীষ্ম ইতি । তস্ত জ্যেষ্ঠপুত্রত্বাৎ পিতৃকার্য্যেহধিকারঃ ॥ ১৮ ॥  
 চিত্রাঙ্গদমিতি । পিতরি মৃতে স্বস্ত রাজ্যাধিকারসত্ত্বেহপি পিতরং প্রতি নাহং রাজ্যং বিবাহং বা  
 করিষ্যামি স্বং সত্যবতীং বৃণু ইতি সত্যবতীবিবাহসময়ে প্রতিজ্ঞাতত্বাচ্চিত্রাঙ্গদং সত্যবতীজ্যেষ্ঠ-  
 পুত্রমেব রাজ্যে স্থাপয়ামাস । তাদৃশসত্যরূপস্ত দেবানাং ত্রতস্ত পরিপালনাদ্বেবত্রতনামা-  
 হভবৎ ॥ ১৯—২২ ॥ ( সদৃশং তুল্যং বীর্য্যং যয়োস্তয়োঃ উভাবেব পরাক্রমশালিনাবিত্যর্থঃ ।

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে পর কালগতিবশত লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ  
 করে, ধার্মিকপ্রবর শকুনিরাজ সেইরূপ দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ রাজা মৃত হইলে  
 ভীষ্মদেব যথাবিধি তাঁহার প্রেতকার্য্য সক্ষম এবং তাঁহার স্বর্গ কামনায় নানাবিধ দান  
 করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী হইলেও পূর্বে প্রতিজ্ঞা পালন জন্য  
 স্বয়ং রাজ্য না করিয়া সত্যবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন । ঋষিগণ !  
 ভীষ্মদেব এই সত্যত্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেবত্রত বলিয়া আখ্যান  
 করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ এদিকে, সেই সত্যবতী-তনয় ধর্ম্মাত্মা চিত্রাঙ্গদও এতদূর বলবান্ ও  
 বীর্য্যোন্মত্ত বীরপুরুষ হইয়াছিলেন যে, শক্রগণ তাঁহাকে দেখিলেই অতিশয় ভুঃখিত হইত ॥ ২০ ॥

অনন্তর, এক দিবস মহাবাহু চিত্রাঙ্গদ সৈন্তপরিবৃত হইয়া যুগয়া উপলক্ষে নানাজাতীয়  
 গুপ্তবধ জন্ত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ এদিকে, চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্ব  
 রাজাকে পশ্চিমধ্যে দেখিতে পাইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া  
 উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥ ঋষিগণ ! এই সমান বলশালী রাজদ্বয় একত্র মিলিত হইলে, সেই

ইন্দ্রলোকমবাপাশু গন্ধর্বেণ হতো রণে ।  
 ভীষ্মঃ শ্রদ্ধা চকারাশু তশৌর্কদেহিকং তদা ॥ ২৪ ॥  
 গান্ধেয়ঃ কৃতশোকস্ত মস্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ।  
 বিচিত্রবীর্যনামানং রাজ্যেশঞ্চ চকার হ ॥ ২৫ ॥  
 মস্ত্রিভির্বোধিতা পশ্চাদ্গুরুভিষ্চ মহাস্ত্রিভিঃ ।  
 স্বপুত্রং রাজ্যগং দৃষ্ট্বা পুত্রশোকহতাপি চ\* ॥ ২৬ ॥  
 সত্যবত্যতিসন্তুষ্টা বভূব বরবর্ণিনী ।  
 ব্যাসোহপি ভ্রাতরং শ্রদ্ধা রাজানং মুদিতোহভবৎ ॥ ২৭ ॥  
 যৌবনং পরমং প্রাপ্তঃ সত্যবত্যাঃ স্তুতঃ শুভঃ ।  
 চকার চিন্তাং ভীষ্মোহপি বিবাহার্থং কনীয়সঃ ॥ ২৮ ॥  
 কাশিরাজহুতাস্ত্রিঃ সর্বলক্ষণসংস্রুতাঃ ।  
 তেন রাজ্ঞা বিবাহার্থং স্থাপিতাশ্চ স্বয়ংবরে ॥ ২৯ ॥

ত্রীণি বর্ষাণি ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রলোকমিতি । ইন্দ্রলোকং স্বর্গম্ । ধর্মযুদ্ধেন হি  
 বীরাঃ স্বর্গমাপ্নুবন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ২৪ ॥ বিচিত্রবীর্যনামানমিতি দ্বিতীয়ঃ পুত্রম্ ॥ ২৫—২৬ ॥  
 অতিসন্তুষ্টেতি । চিত্রাঙ্গদে হতে ভীষ্মস্ত রাজ্যাধিকারসবেহপি মৎপুত্রায়ৈব রাজ্যং দত্তমিতি

মহাপবিত্র স্থান কুরুক্ষেত্রে তিন বর্ষকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ পরে চিত্রাঙ্গদ  
 নৃপতি গন্ধর্ব কর্তৃক নিহত হইয়া (কল্লিয় ধর্ম রক্ষার জন্ত) তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন ।  
 এদিকে ভীষ্মদেব চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুবর্তী শ্রবণ করিয়া তাঁহার ঔর্কদেহিক কার্য নিশ্চয়  
 করিলেন এবং স্বাক্ষরযোগে অতিশয় শোকাব্বিত হইয়া মস্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত  
 চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যকে রাজ্যেশ্বর করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ সত্যবতী পুত্রশোকে  
 অতিশয় পীড়িতা হইলেও মহাত্মা মস্ত্রিগণ ও গুরুগণ কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া এবং কনিষ্ঠ  
 পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । এদিকে ব্যাসদেবও ভ্রাতা রাজ্যেশ্বর  
 হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ২৬—২৭ ॥

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে সত্যবতীপুত্র বিচিত্রবীর্যের যৌবন কাল আসিয়া  
 উপস্থিত হইল । ভীষ্মদেব ইহা দেখিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ২৮ ॥ ঋষিগণ ! এদিকে কাশীরাজের সর্বলক্ষণ-বিভূষিত তিনটী কন্যা যৌবন প্রাপ্ত  
 হইয়াছিল । কাশীরাজ তাহাদের বিবাহ জন্ত স্বয়ংবর-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

\* কৃতান্তিষেকঃ সচিবৈর্দ্বিগৈর্বেদবিহুস্তমৈঃ । রাজ্যং চকার ধর্মাত্মা ভীষ্মস্তানুসৃতো দ্বিতঃ ।

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাহুতাঃ সহস্রশঃ ।  
 ইচ্ছাস্বয়ংবরার্থং বৈ পূজ্যমানাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩০ ॥  
 তত্র ভীষ্মো মহাতেজাস্তা জহার বলেন বৈ ।  
 নির্মথ্য রাজকং সর্বং রথেনৈকেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩১ ॥  
 স জিত্বা পার্থিবান্ সর্বাংশ্চাদায় মহারথঃ ।  
 বাহুবীর্য্যেণ তেজস্বী হাসসাদ গজাস্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥  
 মাতৃবদ্ভুগিনীবচ্চ পুত্রীবচ্ছিত্তয়ন্ কিল ।  
 তিস্রঃ সমানায়ামাস কন্যকা বামলোচনাঃ ॥ ৩৩ ॥  
 সত্যবতৌ নিবেদ্যাশু দ্বিজানাহুয় সত্বরঃ ।  
 দৈবজ্ঞান্ বেদবিদুষঃ পর্য্যপৃচ্ছচ্ছু ভং দিনম্ ॥ ৩৪ ॥  
 কৃত্বা বিবাহসম্ভারং যদা তং ভ্রাতরং নিজম্ ।  
 বিচিত্রবীর্য্যং ধর্ম্মিষ্ঠং বিবাহয়তি তা যদা ॥ ৩৫ ॥  
 তদা জ্যেষ্ঠাপ্যবাচেদং কন্যকা জাহুবীষ্মতম্ ।  
 লজ্জমানাহসিতাপাঙ্গী তিস্রাং চারুলোচনা ॥ ৩৬ ॥

হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৪ ॥ তা যদেতি । তাস্তিস্রঃ কন্যাঃ । তিস্রাং মধ্যে জ্যেষ্ঠে-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ (তদেতি । তদা উদাহোদ্যমসময়ে জ্যেষ্ঠা অসিতাপাঙ্গী অম্বা লজ্জমানা সতী  
 জাহুবীষ্মতং ভীষ্মমুবাচ । অসিতৌ অপাঙ্গৌ নেত্রান্তভাগৌ যন্তাঃ । তিস্রণামিতি নির্দ্ধারণে  
 ষষ্ঠী । তিস্রাং মধ্যে ইত্যর্থঃ । চারুণী মনোজ্ঞে লোচনে যন্তাঃ ॥ ৩৬ ॥ কিমুবাচেত্যত্রাহ ।

নানাদেশ হইতে সহস্র সহস্র রাজা এবং রাজপুত্র সকল নিমন্ত্রিত হইল । তাঁহারা সকলেই  
 সাদরে পূজিত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ তাহার পর, মহা-  
 প্রতাপশালী বলবান্ ভীষ্মদেব সেই সভায় একাকী সমস্ত রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া  
 কাশিরাজ কন্যাগণকে বল পূর্কক হরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া হস্তিনাপুরে  
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ ভীষ্মদেব ( স্বয়ং বিবাহ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা  
 রক্ষার জন্ত) সেই চারুলোচনা কন্যাগণকে হরণ করিয়া আনিবার সময় তাহাদিগকে মাতৃ,  
 ভগিনী বা কন্যার ক্তায় বিবেচনা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর, (কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের  
 বিবাহ জন্ত) সত্যবতীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া, শীঘ্র দৈবতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান  
 করিয়া বিবাহের শুভ দিন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪ ॥ পরে দিন স্থির হইলে, ভীষ্ম  
 বিবাহোপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ পূর্কক যেমন, কাশীরাজের সেই তিনটি কন্যার  
 সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিকপ্রবর বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ জন্ত উদ্যোগী হইবেন, অমনি সেই  
 সময়, কন্যা তিনটির মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যাটি লজ্জাবনতমুখী হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥



গঙ্গাপুত্র ! কুরুশ্রেষ্ঠ ! ধর্মজ্ঞ ! কুলদীপক ! ।  
 ময়া স্বয়ংবরে শাস্তো বৃতোহস্তি মনসা নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥  
 বৃতোহং তেন রাজ্ঞা বৈ চিত্তে প্রেমসমাকুলে ।  
 যথাযোগ্যং কুরুষাদ্য কুলশাস্ত্র পরমুপ ! ॥ ৩৮ ॥  
 তেনাহং বৃতপূর্ব্বাস্মি ত্বঞ্চ ধর্মভূতাং বরঃ ।  
 বলবানসি গাঙ্গেয় ! যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৩৯ ॥  
 সূত উবাচ ।

এবমুক্তস্তয়া তত্র কন্যা কুরুনন্দনঃ ।  
 অপৃচ্ছদব্রাহ্মণান্ বৃদ্ধান্ মাতরং সচিবাংস্তথা ॥ ৪০ ॥  
 সর্ব্বেষাং মতমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো ধর্মবিভমঃ ।  
 গচ্ছতি কন্যকাং প্রাহ যথারুচি বরাননে ! ॥ ৪১ ॥

গঙ্গাপুত্রোতি । কুরুশ্রেষ্ঠ ! ইত্যনেন কুরুকুলমর্যাদা অবশ্যং ভবতা রক্ষিতব্যোতি সূচিতম্ ।  
 স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসময়ে ময়া শাস্তো নামা নৃপো বৃতঃ । এবং সতি কথমস্মাভিস্তত্র ন দৃষ্ট ইতি  
 চেদিত্যত্রাহ মনসেতি ॥ ৩৭ ॥ ন তু কেবলং ময়া বৃতোহসৌ কিন্তু তেনাপ্যহমপীতি বিজ্ঞা-  
 পরমুপ বৃতোহমিতি । কথং তেন বৃত ইতি চেত্তত্রাহ চিত্তে প্রেমা সমাকুলে জাতে ইত্যর্থঃ ।  
 অতএব হে শক্রতাপন ! অদ্য অধুনা উপস্থিতকার্য্যক্ষেত্রে যথাভিধেয়ং তৎ কুরুষ অমুতিষ্ঠ ॥ ৩৮ ॥  
 ইদানীং সমুক্তৌ বাধাং নিরাচিকীর্ষু ভীষ্মস্ত সর্ব্বতঃ প্রভৃৎ বেদমতী ভূয়োহপ্যাহ তেনাহমিতি ।  
 গাঙ্গেয় ! ইত্যনেন সম্বোধনে ভীষ্মস্ত দিব্যশক্তিমত্বাদিকং সূচিতম্ । ন তু ত্বং কেবলং  
 বলবান্ কিন্তু ধর্মপালকোহপ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

এমুক্তেতি । তয়া কন্যা এবং পুরুষাস্তরগতচিত্তত্বং বিজ্ঞাপিতঃ কুরুনন্দনো ভীষ্মঃ  
 বৃদ্ধান্ জ্ঞানবৃদ্ধান্ দীর্ঘদর্শিন ইত্যর্থঃ ব্রাহ্মণান্ সচিবাংশ্চ অপৃচ্ছদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ সর্ব্বেষা-  
 মিতি । ধর্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠতমো গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ তেষাং পূর্ব্বোক্তানাং মতং বুজ্জা গচ্ছতি

কুরুবর ! আপনিই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বিশেষত পতিতপাবনী গঙ্গার পুত্র সূতরাং ইহলোকে  
 আপনিই একমাত্র ধর্মজ্ঞ ; অতএব যাহাতে এই কুল হীন-প্রভ না হয় তাহা অবশ্যই করি-  
 বেন । মহাশয় ! স্বয়ংবর সভায় আমি মনে মনে শাস্ত নৃপতিকেই বরণ করিয়াছি এবং  
 শাস্তরাজ ও শ্রীতি সহকারে মনে মনে আমাকে বরণ করিয়াছেন । অতএব হে শক্রতাপন !  
 এক্ষণে যাহাতে এই কুলের মত কার্য্য হয় তাহা করুন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ গাঙ্গেয় ! পূর্বে আমি  
 শাস্তরাজ কর্তৃক বৃত হইয়াছি সন্দেহ নাই ; আপনি কেবল বলবান্ নহেন বস্তুত ধর্মজ্ঞগণেরও  
 শ্রেষ্ঠ ; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন ॥ ৩৯ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! কাশিরাজ-কন্যা এই সকল কথা বলিলে পর কুরুনন্দন ভীষ্ম  
 কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ময়িগণ ও মাতা সত্যবতীকে উপস্থিত কর্তব্যতার বিষয়  
 জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে, সেই ধার্মিকপ্রবর ভীষ্ম সকলের মত জানিয়া কন্যাকে  
 বলিলেন । চাক্ষুণি ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি যথা ইচ্ছা সেই স্থানে

শাশ কাশিরাজকন্ডার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন। নিতম্বিনি ! ভীষ্ম আমাকে  
অনাদর করিয়া আমার সমক্ষেই যখন তোমাকে গ্রহণ করিয়া রথে সংস্থাপন করিয়াছিল  
তখন আর আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতে পারিব না ॥ ৪৫ ॥ দেখ ! বুদ্ধিমান হইয়া  
কোন ব্যক্তি পরোচ্ছিষ্ট কন্ডাকে গ্রহণ করিয়া থাকে ? ভীষ্ম তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পরি-  
ত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না ॥ ৪৬ ॥ অধিগণ । সেষ্ঠ কাশিবারাজকন্ড

শাশ্বো মুক্তাং ত্বয়া বীর ! ন গৃহ্নাতি গৃহাণ মাম্ ।  
ধর্মজ্যোত্সি মহাভাগ ! মরিষ্যাম্যন্থথাহহম্ ॥ ৪৮ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

অনুচিন্তাং কথং স্বাং বৈ গৃহ্নামি বরবর্ণিনি ! ।  
পিতরং স্বং বরারোহে ! ব্রজ শীঘ্রং নিরাকুলা ॥ ৪৯ ॥  
তথোক্তা সা তু ভীষ্মেণ জগাম বনমেব হি ।  
তপশ্চকার বিজনে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৫০ ॥

দ্বৈ ভার্য্যে চাতিরূপাঢ্যে তস্মৈ রাজ্ঞো বভূবতুঃ ।  
অশ্বালিকা চান্বিকা চ কাশিরাজসুতে শুভে ॥ ৫১ ॥  
রাজা বিচিত্রবীর্য্যোহসৌ তাভ্যাং সহ মহাবলঃ ।  
রেমে নানাবিহারৈশ্চ গৃহে চোপবনে তথা ॥ ৫২ ॥

সতী রুদতী বিনপতী চ পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রোদনং কুরুতী সত্যব্রবীদিত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥  
মুক্তাশ্বেতি । প্রথমতো হস্তেন সংস্পৃশ্য যথৈ স্থাপিতা পশ্চান্নুক্রামিত্যর্থঃ । ততঃস্মিমিতং মম  
জন্ম ব্যর্থং ভবতীতি । স্বং মাং গৃহাণেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুচিন্তামন্ত্রাসক্তাসিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ (এবং ভীষ্মেণোক্তা কাশিরাজকন্যা পিতৃগৃহগমনং  
গর্হিততরং মত্বা বনং প্রস্থিতা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥)

রাজ্ঞো বিচিত্রবীর্য্যস্ত ॥ ৫১ ॥ (রাজোক্ত । অসৌ মহাবলো রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ তাভ্যাং

রোদন ও বিলাপ করিলেও মহাত্মা শাশ্ব তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ; এবং এইরূপে  
পরিত্যক্ত হইয়া পুনর্বার ভীষ্মের নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল ॥ ৪৭ ॥  
বীরবর ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন শাশ্ব ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে গ্রহণ  
করিল না ; হে মহাভাগ ! আপনিত ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন অতএব এক্ষণে আমাকে  
গ্রহণ করুন । আর যদি আপনি আমাকে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই  
জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৪৮ ॥

কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কহিলেন । বরবর্ণিনি ! তোমার চিত্ত  
অন্ত পুরুষে আসক্ত, অতএব আমি কি করিয়া তোমাকে গ্রহণ করি ? নিতম্বিনি ! এক্ষণে  
তুমি বতিব্যস্ত হইও না শীঘ্র তোমার পিতার নিকট গমন কর ॥ ৪৯ ॥ কাশিরাজকন্যা ভীষ্ম  
কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পিতৃগৃহে যাওয়া অতিশয় গর্হিত বিবেচনা করিয়া বনে প্রস্থান  
করিল এবং পরম পবিত্র বিজন তীর্থস্থানে যাইয়া তপস্যার প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫০ ॥

অনন্তর, কাশিরাজের অবশিষ্ট অশ্বালিকা ও অশ্বিকা নামে অতি সুন্দরী দুই কন্যা  
রাজা বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী হইল ॥ ৫১ ॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বিচিত্রবীর্য্যও  
তাহাদের সহিত গৃহ এবং উপবনাদিতে নানাপ্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন, ॥ ৫২ ॥



বর্ষাণি নব রাজেন্দ্রঃ কুর্স্বন্ ক্রীড়াং মনোরমাম্ ।  
 প্রাপাহসৌ মরণং ভূপো গৃহীতো রাজযক্ষমা ॥ ৫৩ ॥  
 মৃত্যে পুত্রেহতিদুঃখাৰ্ত্তা জাতা সত্যবতী তদা ।  
 কারয়ামাস পুত্রস্ত প্রেতকার্য্যাণি মন্ত্রিভিঃ ॥ ৫৪ ॥  
 ভীষ্মমাহ তদৈকাস্তে বচনঞ্চাতিদুঃখিতা ।  
 রাজ্যং কুরু মহাভাগ ! পিতৃশ্চে শস্ত্রনোঃ স্মৃত ! ॥ ৫৫ ॥  
 ভ্রাতৃভার্য্যাং গৃহাণ ত্বং বংশঞ্চ পরিরক্ষয় ।  
 যথা ন নাশমায়াতি যযাতের্বংশ ইদ্যুত ॥ ৫৬ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

প্রতিজ্ঞা মে শ্রুতা মাতঃ ! পিতৃর্থে যা ময়া কৃত্য ।  
 নাহং রাজ্যং করিষ্যামি ন চাপি দারসংগ্রহম্ ॥ ৫৭ ॥

অস্থালিকান্নিকাত্যাং সহ বিবিধবিহারে রমে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥ নিরন্তরং ক্রীসঙ্গফলং প্রদর্শয়-  
 মাহ । বর্ষাণীতি । নব বর্ষাণি ব্যাপ্য মনোরমাং ক্রীড়াং কুর্স্বন্ রাজযক্ষমা গৃহীতঃ সমাক্রান্তঃ  
 মরণং প্রাপ ॥ ৫৩ ॥ মৃত্যে পুত্রে ইতি । তদা পুত্রে বিচিত্রবীৰ্য্যে মৃত্যে অতিদুঃখাৰ্ত্তা জাতা ।  
 ততঃ মন্ত্রিভিঃ পুত্রস্ত ঐক্যদেহিককার্য্যাণি কারয়ামাস সম্পাদয়ামাসেত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর-  
 করণীয়মাহ । ভীষ্মগিতি । প্রেতকার্য্যাণি সম্পাদ্য অতিদুঃখিতা সতী ভীষ্মমাহ হে স্মৃত !  
 তে তব পিতৃঃ শস্ত্রনো রাজ্যং কুরু পালয় যতত্বমপি তন্ত জ্যেষ্ঠপুত্রঃ যদাপি পূৰ্ব্বং রাজ্যাদিকং  
 বিহায় ব্রহ্মচর্য্যং গৃহীতবান্ তথাপি দানীং মদাজ্ঞয়া পুনঃ সাম্রাজ্যমঙ্গীকৃত্য যথাবিধি প্রজাঃ  
 পালয়েতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ভ্রাতুরিতি । অপিচ ভ্রাতৃবিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ভার্য্যাং গৃহাণ স্বীকুরু  
 স্ববংশঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ । অত্রথা রাজো মহাম্বনো যযাতের্বংশো নাশং যাত্ততীতি  
 কলিতোহর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ঋষিগণ ! রাজবর বিচিত্রবীৰ্য্য এইরূপে নয় বর্ষ ক্রমাগত তাহাদের সহিত নানাবিধ মনোহর  
 বিহার করিয়া অতিশয় ক্রীসন্তোষ হেতু শীঘ্রই রাজবন্দ্য রোপে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুপ্রাণে  
 পতিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ সত্যবতী পুত্রগরণে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং মন্ত্রিগণের  
 সহিত তাহার প্রেতকার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, রাজবিনাশে রাজ্যের নানা-  
 বিধ অমঙ্গল দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতাভক্তকরণে ভীষ্মদেবকে একদিন নির্জনে বলিলেন ।  
 পুত্র ! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্ ; দেখ, তোমার পিতা শান্তনুর রাজ্য বিনষ্ট প্রায় হইতেছে ;  
 অতএব এক্ষণে তুমি সেই রাজ্য পালন কর । আর তোমার এই ভ্রাতৃপত্নীগণকে গ্রহণ  
 করিয়া যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহার উপায় কর, দেখ যেন মহাত্মা যযাতির বংশ  
 বিনষ্ট না হয় ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ভীষ্মদেব সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন । মাতঃ ! আমি পূর্বে পিতার  
 নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাত আপনি শ্রবণ করিয়াছেন । ( তবে কিঞ্চিৎ

সূত উবাচ ।

তদা চিন্তাতুরা জাতা কথং বংশো ভবেদिति ।  
 নালসাক্ষি স্তথং মহং\* সমুৎপন্নে হরাজকে ॥ ৫৮ ॥  
 গান্ধেয়স্তামুবাচেদং মা চিন্তাং কুরু ভামিনি ! ।  
 পুত্রং বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ক্লেত্রজকোপপাদয় ॥ ৫৯ ॥  
 কুলীনং দ্বিজমাহুয় বধ্বা সহ নিযোজয় ।  
 নাত্র দোষোহস্তি বেদেহপি কুলরক্ষাবিধৌ কিল ॥ ৬০ ॥  
 পৌত্রকৈবং সমুৎপাদ্য রাজ্যং দেহি শুচিস্মিতে ! ।  
 অহং পালয়িষ্যামি তস্য শাসনমেব হি ॥ ৬১ ॥  
 তচ্ছ ত্বা বচনং তস্য কানীনং স্বস্তং মুনিম্ ।  
 জগাম মনসা ব্যাসং দ্বৈপায়নমকল্মষম্ ॥ ৬২ ॥

পূৰ্ব্বপ্রতিশ্রুতবাক্যমুস্মারয়ন্নাহ প্রতিজ্ঞেতি । মাতঃ ! পুরা ভবত্যা বিবাহকালে পিত্রার্থে ময়া বা প্রতিজ্ঞা কৃত্য সা ভবত্যা কিং ন শ্রুতা অপিতু শ্রুতৈব । অতোহহং রাজ্যং বা দার-সংগ্রহং ন করিষ্যামীত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

নালসাক্ষি স্তথমিতি । অরাজকে সমুৎপন্নে অলসাৎ স্তথং নৈবাস্তি আলস্তং নৈব কৰ্ত্তব্য-মিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ক্লেত্রজমিতি । বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ক্লেত্রেহন্তস্তাৎ পুরুষাজ্জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ পৌত্রমিতি । তব পৌত্রস্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

(ভীষ্মবাক্যানন্তরং সত্যবতীকৰ্ত্তব্যতামাহ তচ্ছ ত্বেতি । কানীনং কন্যাবস্থায়াং সমুৎপন্নম্ ।

আমাকে একরূপ অনুরোধ করিতেছেন ।) আমি এ জীবনে কখনই রাজ্য বা দার পরিগ্রহ করিব না ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! সত্যবতী ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া কিরূপে বংশ রক্ষা হইবে এই চিন্তায় অতিশয় কাতর হইলেন । কারণ, রাজ্য অরাজক হইলে তাহা হইতে আর কিছুতেই স্তথের আশা করা যাইতে পারে না ॥ ৫৮ ॥ ভীষ্মদেব তাহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া বলিলেন । জননি ! বৃথা চিন্তা করিবেন না যাহাতে বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্লেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার উপায় করুন ॥ ৫৯ ॥ দেখুন, একজন 'সৰ্ববেদপারদর্শী' জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাহাকে আপনার বধুর সহিত মিলিত করান । কুলরক্ষার জন্ত একরূপ বিধান করিলে কোন ও দোষ হইবে না ইহা বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে ॥ ৬০ ॥ জননি ! আপনি এইরূপে পৌত্র উৎপন্ন করাইয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করুন তাহা হইলে আমিও সেই নবরাজের শাসন প্রতিপালন করিয়া রাজ্য পালন করিতে পারিব ॥ ৬১ ॥

স্মৃতমাত্রস্ততো ব্যাস আজগাম স তাপসঃ ॥  
 কৃতা প্রণামং মাতেঃস্থং সংস্থিতো দীপ্তিমান্ মুনিঃ ॥ ৬৩ ॥  
 ভীষ্মেণ পূজিতঃ কামং সত্যবত্যা চ মানিতঃ ।  
 তস্মৈ তত্র মহাতেজা বিধুমোহগিরিবাপরঃ ॥ ৬৪ ॥  
 তমুবাচ মুনিং মাতা পুত্রমুৎপাদয়াধুনা ।  
 ক্ষেত্রে বিচিত্রবীৰ্য্যশ্চ স্তন্দরং তব বীৰ্য্যজম্ ॥ ৬৫ ॥  
 ব্যাসঃ শ্রুত্বা বচো মাতুরাপ্তবাক্যমমমৃত ।  
 ওমিত্যুক্ত্বা স্থিতস্তত্র ঋতুকালমচিস্তয়ৎ ॥ ৬৬ ॥  
 অম্বিকা চ যদা স্নাতা নারী ঋতুমতী তদা ।  
 সঙ্গং প্রাপ্য মুনেঃ পুত্রমসূতাক্ষং মহাবলম্ ॥ ৬৭ ॥  
 জন্মাক্ষং চ সূতং বীক্ষ্য দুঃখিতা সত্যবত্যতি ।  
 দ্বিতীয়াং চ বধূমাহ পুত্রমুৎপাদয়াশু বৈ ॥ ৬৮ ॥

অকল্পং নিম্পাপম্ । এতেন বেদব্যাসস্ত নিয়োগসামর্থ্যং সূচিতম্ ॥ ৬২—৬৪ ॥ তমিতি ।  
 মাতা সত্যবতী । পুত্রং বেদব্যাসম্ । ক্ষেত্রে পত্ন্যাম্ । সত্যবতীবংশরক্ষার্থমেব স্বপুত্রং  
 নিয়োজিতবান্ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসস্ত মাতুরাদেশং অলঙ্ঘনীয়মিতি বিচিন্ত্য স্বীকৃতবান্  
 ইত্যাহ ওমিতি ॥ ৬৬ ॥ অসূতাক্ষমিতি । ব্যাসতেজসা নিমীলিতনেত্রা গর্ভং দধার তস্মাৎ ।

সত্যবতী ভীষ্মদেবের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ বালাবস্থায় সমুৎপন্ন পবি-  
 ত্রায়া মুনি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে মমে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ৬২ ॥ অনস্তর, সেই সূর্য্যবৎ  
 দীপ্তিশালী তপস্বী ব্যাসদেব সত্যবতীর স্মরণ মাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং  
 জননীকে প্রণাম করিয়া সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ ভীষ্মদেব তাঁহাকে আগত  
 দেখিয়া যথাবিধিবিধানে পূজা করিলেন এবং সত্যবতী পুত্রসদৃশ সংবর্দ্ধনা করিলেন ।  
 অনস্তর, সেই মহাতেজা ব্যাসদেব ধূমবিহীন দ্বিতীয় অগ্নির জ্বালা অবস্থান করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৬৪ ॥ সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে স্থস্থির চিত্তে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন । মুনিবর ! বংশ-  
 রক্ষার জন্য বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে (পত্নীতে) তোমার ঔরসে যাহাতে একটি সর্কশুণবিভূষিত  
 পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা কর ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসদেব মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বেদবাক্যের জ্বালা  
 অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া স্বীকার করত অম্বিকা ও অম্বালিকার ঋতুকাল অপেক্ষা করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ কিছুদিন পরে অম্বিকা ঋতুমতী হইলে দ্বানানস্তর মুনি বেদব্যাসের সহিত  
 মিলিত হইয়া (সঙ্গম কালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া চক্ৰ মুদ্রিত করিয়াছিলেন বলিয়া)  
 মহাবল পরাক্রান্ত একটি অক্ষ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৬৭ ॥ সত্যবতী অম্বিকাকৃতকে জন্মাক্ষ  
 দেখিয়া (স্বামীর অন্তঃকরণে বিরহভাব ১) অতিশয় সংশ্লিষ্টা হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ জন্মানিচ্ছা কর-



ঋতুকালেহং সংপ্রাপ্তে ব্যাসেন সহ সঙ্গতা ।  
 তথা চান্ধালিকা রাত্রৌ গর্ভং নারী দধার সা ॥ ৬৯ ॥  
 মোহপি পাণ্ডুঃ স্মৃতো জাতো রাজ্যযোগ্যো ন সন্মতঃ ।  
 পুত্রার্থং প্রেরয়ামাস বর্ষান্তে চ পুনর্বধূম্ ॥ ৭০ ॥  
 আহুয় চ ততো ব্যাসং সংপ্রার্থ্য মুনিসত্তমম্ ।  
 প্রেরয়ামাস রাত্রৌ সা শয়নাগারমুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥  
 ন গতা চ বধূস্তত্র প্রেয্যা সংপ্রেষিতা তয়া ।  
 তস্যাঞ্চ বিদুরো জাতো দাস্যাং ধর্ম্মাংশতঃ শুভঃ ॥ ৭২ ॥  
 এবং ব্যাসেন তে পুত্রা ধৃতরাষ্ট্রাদয়স্ত্রয়ঃ ।  
 উৎপাদিতা মহাবীরা বংশরক্ষণহেতবে ॥ ৭৩ ॥

ইদমন্তপুরাণে ॥ ৬৭—৬৯ ॥ পাণ্ডুঃ স্মৃত ইতি । ব্যাসতেজসা উন্নয়ন দত্তা স্মৃতি হেতোঃ স্বশরীরং  
 চন্দ্রেনোপলিপ্য সঙ্গং কৃতবতী তন্মাং । ইদমপ্যন্ত্র স্পষ্টম্ ॥ ৭০—৭১ ॥ ন গতা চেতি ।  
 তন্ত্বেভঃসহনশক্ত্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৭২—৭৪ ॥

ইখমেনে গ্রন্থসন্ধর্ভেণান্নি সংসারে মহতামপোবৎ দশা জায়তে তন্মাং সংসারাদ্বিরজ্য  
 শ্রীভগবতুপাসনয়া তজ্জ্ঞানেন চ সংসারং নিরন্ত মুক্তো ভবেদিতি বোধিতম্ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ ॥

দেবীভাগবতস্তাশ্চ ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

পুত্র উৎপাদন জন্তু অনুরোধ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ অনন্তর, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে  
 অন্ধালিকা রাত্রিকালে ব্যাসদেবের সহিত সঙ্গত হইয়া গর্ভবতী হইলেন ॥ ৬৯ ॥ অন্ধালিকা  
 ও সঙ্গমকালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল এতন্ত তাহার পুত্র পাণ্ডু  
 হইয়া উৎপন্ন হইল । সত্যবতী এই পুত্রটিকে ও রাজ্যের অনুপযুক্ত জানিয়া পুনর্বার  
 বর্ষশেষে পুত্র জন্তু নির্জবধূকে প্রেরণ করিলেন । এদিকে মুনিবর ব্যাসদেবকেও আস্থা  
 করিয়া যাহাতে সংপুত্র উৎপন্ন হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া রাত্রিতে শয়নগারে  
 প্রেরণ করিলেন ॥ ৭০—৭১ ॥ সত্যবতীবধু ভয়ে নিজে না যাইয়া নিজদাসীকে অনুরোধ  
 করিয়া প্রেরণ করিল । ঋষিগণ ! এই দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাংশে কল্যাণকর বিদুর উৎপন্ন  
 হইল ॥ ৭২ ॥

এইরূপে বেদব্যাস বংশরক্ষার জন্ত মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি তিনটি পুত্রকে  
 ক্রমান্বয়ে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ ঋষিগণ ! আপনারা যখন নৈমিষারণ্যে আসিয়া  
 উপস্থিত হইরাছেন তখন সমস্ত পাপহস্ত হইতে মুক্ত হইরাছেন সন্দেহ নাই । এক্ষণে

এতদ্বঃ সৰ্বমাখ্যাতং তস্য বংশসমুদ্ভবম্ ।

ব্যাসেন রক্ষিতো বংশো ভ্রাতৃধৰ্মবিদাহনঘাঃ ! ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে

ব্যাসকৃত্যবর্ণনো নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বেদাষ্টেন্দুকৃতিমিতৈঃ সার্কৈঃ ( ১১৮৪ ॥ ) শ্লোকৈঃ সবিস্তরম্ ।

দেবীভাগবতশাস্ত্র প্রথমস্কন্ধে ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ধ্যঃ কৃতবান্ শুভাম্ ।

স্কন্ধস্ত প্রথমস্তশ্চাঃ সমাপ্তোহভূচ্ছুভার্থদঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছৈবকুলোঃ পন্নরঙ্গনাথাত্মজ লক্ষ্মীগর্ভজ নীলকণ্ঠভট্টকৃতে দেবী-

ভাগবতব্যাখ্যানেন তিলকাভিধানে প্রথমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

ভ্রাতৃক্ষেত্রে নিয়োগধৰ্মবিদ্ সেই বেদব্যাস যেক্রপে শান্তমুখবংশ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং  
যেক্রপে তাহার বংশ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম ॥ ৭৪ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে

ব্যাসকৃত্যবর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

স্কন্ধশচায়ং সমাপ্তঃ ।





## দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

### প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

আশ্চর্য্যাকরমেতত্তে বচনং গর্ভহেতুকম্ ।  
সন্দেহোহত্র সমুৎপন্নঃ সর্বেষাং নস্তপস্বিনাম্ ॥ ১ ॥  
মাতা ব্যাসস্ত মেধাবিন্ ! নান্না সত্যবতীতি চ ।  
বিবাহিতা পুরা জ্ঞাতা রাজ্ঞা শস্ত্রনুনা যথা ॥ ২ ॥  
তস্তাঃ পুত্রঃ কথং ব্যাসঃ সতী স্বভবনে স্থিতা ।  
ঐদৃশী সা কথং রাজ্ঞা পুনঃ শস্ত্রনুনা বৃতা ॥ ৩ ॥  
তস্যাং পুত্রাবুভৌ জাতৌ তত্ত্বং কথয় স্তত্রত ! ।  
বিস্তরেণ মহাভাগ কথাং পরমপাবনীম্ ॥ ৪ ॥

জীবা বদঃ শব্দতা যস্তা বেদা ভবন্তি নিঃস্মিতম্ ।

তামেতাং চিত্রপাং মার্যাক্তেঃ পরাজয়াং বন্দে ॥

অথাষ্টচছারিঃশক্তিঃ শ্লোকৈর্ব্যাসস্ত ধীমতঃ ।

জ্ঞানোচ্যতে যত্র দেব্যা মহিমাংসীব ভাসতে ॥

পূর্বাধ্যায়ের পরাশরসুতস্ত ব্যাসস্ত মাতা শস্ত্রনোঃ পত্নীতি বিরুদ্ধং শ্রদ্ধাশ্চর্য্যবস্ত  
ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি আশ্চর্য্যাকরমেতত্ত ইতি । গর্ভহেতুকমিতি অস্পষ্টকারণমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥  
তমেব সন্দেহগাহ মাতা ব্যাসস্তেতি ॥ ২ ॥ সতী স্বভবনে স্থিতেতি পরাশরপত্নী পতিরতা  
কথং শস্ত্রনুনা রাজ্ঞা বিবাহিতেতি বিরুদ্ধং ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ( তস্তামিতি । ন তু সা কেবলং

ঋষিগণ কহিলেন । হে সুত ! তুমি পূর্বে কারণটী অস্পষ্ট রাখিয়া যে কথা বলিলে ইহা  
অতিশয় আশ্চর্য্যাকর বলিয়া বোধ হইতেছে ; এজন্য এ বিষয়ে আমাদের সমস্ত তাপসবৃন্দেই  
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ হে মেধাবিন্ ! সত্যবতী নামে বিপ্রতা বেদব্যাসজননী  
শস্ত্রনুরাজ্ঞা কর্তৃক যে রূপে বিবাহিতা হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বে হইতেই জ্ঞাত আছি ।  
কিন্তু, বেদব্যাস কিরূপে সেই সত্যবতীর পুত্র হইলেন ? আর যদি তাহাই হয়, তবে, স্বভবনে

উৎপত্তিং বেদব্যাসস্ত সত্যবত্যান্তথা পুনঃ ।

শ্রোতুকামাঃ পুনঃ সৰ্বৈঃ ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

প্রণম্য পরমাং শক্তিং চতুর্বর্গপ্রদায়িনীম্ ।

আদিশক্তিং বদিষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ॥ ৬ ॥

যশ্চোচ্চারণমাত্রেন সিদ্ধির্ভবতি শাস্ত্রতী ।

ব্যাজেনাপি হি বীজস্ত বাগ্ভবস্ত বিশেষতঃ ॥ ৭ ॥

সম্যক্ সৰ্ব্বাত্মনা সৰ্বৈঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ।

স্বৰ্ভব্যে সৰ্ববথা দেবী বাঙ্কিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ৮ ॥

রাজা শম্ভুনাম্ ব্রতা কিস্ত তদৌরসাত্মন্যঃ ব্যাসমাতরি সত্যবত্যাং বৌ পুত্রাবপি জাতৌ  
তৎ তস্মাৎ হে সূত্রত ! ত্বং এতাং পরমপাবনীং কণাং কথয়েত্যবয়ঃ ॥ ৪ ॥ কিং তত্ত্বমাপ্রিত্য  
বর্ণয়িষ্যামীতি চেত্তত্রাহ উৎপত্তিমিতি । বেদব্যাসস্ত তথা সত্যবত্যা উৎপত্তিঃ বয়ঃ সৰ্বৈঃ  
ঋষয়ঃ শ্রোতুকামাঃ । সংশিতব্রতা ইতি বিশেষণেন ঋষীণাং শ্রবণাধিকারঃ সূচিতঃ ॥ ৫ ॥

পরমাং শক্তিসাম্যাবস্থমায়োপাধিকবুদ্ধরূপিণীম্ । যদাহ গীতাসু অপরেয়মিত্যন্যঃ বিদ্ধি  
মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্য্যতে জগদिति সৈবাদিশক্তিঃ ॥ ৬ ॥  
যশ্চোচ্চারেতি । যস্ত বাগ্ভবস্ত বীজস্ত ব্যাজেন কপটেনাপ্যুচ্চারণেন সিদ্ধির্যোকো জ্ঞানঃ  
বা ভবতি তেন বাগ্ভববীজেন স্বৰ্ভব্যে যা ভগবতী বাঙ্কিতার্থপ্রদায়িনী দেবী তাং প্রণমো-  
ত্যবয়ঃ ॥ ৭ ॥ (নমু এতদ্ বাগ্ভবং বীজং কিং কেবলং সাধুনামেবোচ্চারণাধিকারোহস্ত্যা-  
হোষিৎ যেযাং কেষাঞ্চিদिति শঙ্কায়াং পাক্ষিকতাং নিরাকৃত্য তত্র সৰ্বেষামেবাধিকার ইতি  
প্রদর্শয়ামাহ সমাগিতি । সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে সৰ্ববথা সৰ্ববাহ্যায়ঃ সৰ্বাত্মনা একাগ্রচিত্তেন  
সৰ্বৈরেব সা দেবী স্বৰ্ভব্যেতি বোধ্যম্ ॥ ৮ ॥)

স্থিতা পতিব্রতা সেই পরাশরপত্নীকে রাজা শাম্ভুই বা কি করিয়া বিবাহ করিলেন এবং  
কিরূপেই বা তাহাতে ছই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল ? হে সূত্রত ! তুমি অস্তিশয় তপঃপ্রভাবে  
পুরাণাদি শাস্ত্রের পারদর্শন করিয়াছ সন্দেহ নাই, এক্ষণে বেদব্যাস এবং সত্যবতীর উৎপত্তি-  
মূলক এই পরম পবিত্রকর কথা আগাদের নিকট বিস্তার পূর্বক বর্ণনা কর । অমুষ্ঠিতব্রত  
এই সমস্ত ঋষিগণই শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছেন ॥ ২—৫ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন । ঋষিগণ ! হে বাগ্ভব বীজ ছলক্রমে উচ্চা-  
রিত হইলেও নিত্যসিদ্ধি উপস্থিত হয়, তাদৃশ বাগ্ভব বীজদ্বারা জীবসমস্ত সৰ্বপ্রকার  
অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত একান্ত প্রবদ্ধ সহকারে সৰ্বদা স্মরণ করিলেই যিনি সৰ্বতোভাবে অভি-  
লষিত বস্তু প্রদান করেন, সেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনী সাম্যাবস্থমায়োপাধিকা  
বুদ্ধরূপিণী আদ্যাশক্তিকে প্রণাম করিয়া এই মঙ্গলকর পৌরাণিক কথা বলিতেছি শ্রবণ  
করুন ॥ ৬—৮ ॥

রাজোপরিচরো নাম ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
 চেদিদেশপতিঃ শ্রীমান্ বভূব দ্বিজপূজকঃ ॥ ৯ ॥  
 তপসা তস্ত তুষ্টিেন বিমানং স্ফটিকং শুভম্ ।  
 দত্তমিক্রেণ তন্তস্মৈ স্তন্দরং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১০ ॥  
 তেনারুঢ়স্ত সৰ্বত্র যাতি দিব্যেন ভূপতিঃ ।  
 ন ভূমাবুপরিহোহসৌ তেনোপরিচরো বহুঃ ॥ ১১ ॥  
 বিখ্যাতঃ সৰ্বলোকেষু ধৰ্ম্মনিত্যঃ স ভূপতিঃ ।  
 তস্ত ভার্য্যা বরারোহা গিরিকা নাম স্তন্দরী ॥ ১২ ॥  
 পুত্রাশ্চাস্ত মহাবীৰ্য্যাঃ পঞ্চাসন্নমিতৌজসঃ ।  
 পৃথগ্দেশেষু রাজানঃ স্থাপিতাস্তেন ভূভুজা ॥ ১৩ ॥  
 বসোস্ত পত্নী গিরিকা কামান্ কালে শ্বেদয়ৎ ।  
 ঋতুকালমনুপ্রাপ্তা স্নাতা পুংসবনে শুচিঃ ॥ ১৪ ॥  
 তদহঃ পিতরশ্চেনমুচুর্জহি যুগানিতি ।  
 তচ্ছ্রদ্ধা চিন্তয়ামাস ভার্য্যামুভুমতীং তথা ॥ ১৫ ॥

কথামাহ রাজোপরিচর ইতি । বিমানেনোৰ্দ্ধং নিরন্তরং গমনাৎপরিচরনামকত্বম্ ॥ ৯ ॥  
 (তস্ত দ্বিজপূজনাদিতপঃফলং সূচয়মাহ তপসেতি । তস্মৈ রাজে উপরিচরাত্ত শুভং দেবাদি-  
 দর্শনকমং স্ফটিকং বিমানং আকাশযানং দত্তম্ । কথং কেন বা দত্তমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ  
 তপসা তুষ্টিেন ইক্রেণ দেবরাজেন তস্ত প্রিয়কাম্যয়েতি ॥ ১০ ॥) তেন বিমানেন যাতিত্যম্বয়ঃ ॥  
 ন ভূমাবিতি । ভূমিগমনং তেন ত্যক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১১—১৩ ॥

বসোপরিচরস্ত পত্নী কামান্ স্বমনোরথান্ পুত্রবিষয়ান্ ॥ ১৪ ॥ তদহরিতি । যস্মিন্মিনে-  
 হদ্য ঋতুকালোহন্তীতি গিরিকয়া পত্ন্যোক্তং তস্মিন্বেব দিনে পিতর আহবসচ্ছ্রদ্ধার্থং যুগান্

পূৰ্বকালে ধার্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রভুত্বধনশালী ব্রাহ্মণ-সম্মানকারী উপরিচর নামে  
 কোন রাজা চেদিপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন ॥ ৯ ॥ দেবরাজ ইজ্র সেই রাজা উপরিচরের তপ-  
 স্তায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়কামনার নিমিত্ত তাঁহাকে একটি স্তন্দর স্ফটিকময় ব্যোমযান  
 প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ ভূপতি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াই সৰ্বত্র গমন করি-  
 তেন । তিনি কখনও ভূমিতে গমন করিতেন না সৰ্বদা শূভোপরি বিচরণ করিতেন বলিয়াই  
 সমস্ত লোকমধ্যে উপরিচর বহু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । গিরিকা নামে অতি স্তন্দরী  
 নিতম্বিনী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন ॥ ১১—১২ ॥ ইহার অতিতেজস্বী অমিত-পরাক্রমশালী  
 পাঁচটি পুত্র ছিল । চেদিরাজ তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেশে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

কোন সময় এই উপরিচর বহুর পত্নী গিরিকা ঋতুমাতা হইয়া পুংসবন জন্ত তাঁহার  
 নিকট নিজমনোহঁতিপ্রায় নিবেদন করেন ॥ ১৪ ॥ ঐ দিবসেই চেদিরাজ নিজ পিতৃগণ কর্তৃকও



পিতৃবাক্যং শুকঃ শ্রীমহা কৰ্ত্তব্যমিতি নিশ্চিতম্ ।  
 চচার যুগয়াং রাজা গিরিকাং মনসা স্মরন্ ॥ ১৬ ॥  
 বনে স্থিতঃ স রাজর্ষিশ্চিহ্নে সস্মার ভামিনীম্ ।  
 অতীবরূপসম্পন্নামাক্ষাচ্ছিন্নমিবাপরাম্ ॥ ১৭ ॥  
 তস্মৈ রেতঃ প্রচক্ষন্দ স্মরতস্তাঞ্চ কামিনীম্ ।  
 বটপত্রৈ তু তদ্রাজা ক্ষমমাত্রং সমাক্ষিপৎ ॥ ১৮ ॥  
 ইদং ব্রথা পরিক্ষমং রেতো বৈ ন ভবেৎ কথম্ ।  
 ঋতুকালং চ বিজ্ঞায় মতিং চক্রে নৃপসুদা ॥ ১৯ ॥  
 অমোঘং সৰ্ব্বথা বীৰ্য্যং মম চৈতন্ম সংশয়ঃ ।  
 প্রিয়ায়ৈ প্রেষয়াম্যেতদিতি বুদ্ধিমকল্পয়ৎ ॥ ২০ ॥  
 শুক্রপ্রস্থাপনে কালং মহিষ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য সঃ ।  
 অভিমন্ত্যাক্ষত্ববীৰ্য্যং বটপর্ণপুটে কৃতম্ ॥ ২১ ॥  
 পার্শ্বস্থং শ্যেনমাভাষ্য রাজোবাচ দ্বিজং প্রতি ।  
 গৃহাণেদং মহাভাগ ! গচ্ছ শীঘ্রং গৃহং মম ॥ ২২ ॥

অর্থীতি ॥ ১৫ ॥ তত্রোভয়োর্বাক্যয়োঃ গমনগমনপ্রয়োজকয়োর্বিরোধেহপি পিতৃবাক্যং গমন  
 প্রয়োজকং গমনাভাবপ্রয়োজকস্ত্রীবাক্যতো শুকঃ শ্রেষ্ঠং নিশ্চিতং মহা কৰ্ত্তব্যং তদেবেতি  
 নিশ্চিতোক্তিঃ শেষঃ । চচার গতবান্ । শুকমিত্যত্র বিভক্তিলোপাভাব আর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥  
 সমাক্ষিপৎ স্থাপিতবান্ ॥ ১৮—২০ ॥ কালং নক্ষত্রাহরুপং যোগ্যম্ ॥ ২১ ॥ পার্শ্বস্থং পালিত

শ্রীমহা কৰ্ত্তব্যমিতি নিশ্চিতম্ । এইরূপে উপরিচর নৃপতি তৎকালে উভয় সঙ্কেটে  
 পড়িলেন ; কারণ, একপক্ষে ঋতুমতী ভার্য্যাবাক্য অপর পক্ষে পিতৃগণের আদেশ, সুতরাং  
 ইহাতে অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন ॥ ১৫ ॥ অনেক চিন্তার পর চেন্দ্ররাজ পিতৃ বাক্যকেই শুক-  
 তর বিবেচনায় তাহাই কৰ্ত্তব্য স্থির করিয়া পত্নীকে মনে মনে স্মরণ করত যুগয়ায় গমন  
 করিলেন ॥ ১৬ ॥ সেই রাজর্ষি বনগত হইয়াও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ত্রায় অতীত রূপবতী পত্নীকে  
 একাগ্রচিত্তে বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ অধিক কি, সেই কমনীয়া পত্নীকে  
 স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার রেতঃখলন হইয়া পড়িল এবং খলন মাত্রই উহা একটি  
 বটপত্রপুটে স্থাপন করিলেন ॥ ১৮ ॥ রাজা উপরিচর, ঐ খলিত বীৰ্য্য কিরূপে ব্রথা  
 না হয় ইহা এবং সেই সময় পত্নীর ঋতুকাল এই দুইটি বিষয় ভাবিয়া ইহা স্থির করি-  
 লেন যে, যখন আমার এই বীৰ্য্য অমোঘ তখন ইহা প্রেমসূরী নিকট প্রেরণ করি তাহা  
 হইলেই উভয় বিষয় রক্ষা হইবে ॥ ১৯—২০ ॥ অনন্তর, রাজা পত্রপুট-রক্ষিত সেই বীৰ্য্য  
 যত্নপূত করিয়া পক্ষিধারা মহিষীর নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত যথাযোগ্য কাল দেখিয়া  
 পার্শ্বস্থ শ্যেনপক্ষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শ্যেন ! তুমি এই পত্র-রক্ষিত বীৰ্য্য গ্রহণ

মৎপ্রিয়ার্থমিদং সৌম্য ! গৃহীত্বা ত্বং গৃহং নয় ।  
গিরিকারৈ প্রযচ্ছাস্ত তস্তাস্ত্রাৰ্ত্তবন্দ্য বৈ ॥ ২৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ পৰ্ণং শ্ৰোণায় নৃপসত্তমঃ ।  
স গৃহীত্বোৎপপাতাস্ত গগনং গতিবিত্তমঃ ॥ ২৪ ॥  
গচ্ছন্তং গগনং শ্ৰোণং ধৃত্বা চক্ষুপুটে পুটম্ ।  
তমপশ্যদথারাস্তং খগং শ্ৰোণস্তথাহপরঃ ॥ ২৫ ॥  
আমিষং স তু বিজ্জায় নীভ্রমভ্যদ্রবং খগম্ ।  
তুণ্ডযুদ্ধমথাকাশে তারুভৌ সমচক্রতুঃ ॥ ২৬ ॥  
যুধ্যতোরপতদ্রেতস্তচ্চাপি যমুনাস্তসি ।  
খগৌ তৌ নির্গতো কামং পুটকে পতিতে তদা ॥ ২৭ ॥

শ্রোণমিত্যর্থঃ । অতএব তস্ত ভাষাজ্ঞানাতঃ প্রত্যাবাচেতি সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥ (মৎপ্রিয়ার্থমিতি ।  
হে সৌম্য শ্রোণ ! ত্বং মদীয়প্রিয়ার্থং ইদং সহসা ক্লমং বীৰ্য্যং গৃহীত্বা গৃহং নয় তথা গিরিকারৈ  
কোলাহলগিরিকন্যারৈ মম প্রিয়তমারৈ আশু প্রযচ্ছ আশুপ্রদানে কারণমাহ যতোহদ্যৈব  
তস্তা আৰ্ত্তবং ঋতুরক্ষোপযোগি চতুর্থদিনং গৰ্ভাধানকাল ইতি বাবৎ ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্তেতি । পৰ্ণং বীৰ্য্যসমেতং পত্রম্ । উৎপপাত উজ্জগাম ব্যোমি উত্তহাবিত্যর্থঃ । গতি-  
বিত্তমঃ আকাশগতিবেতৃণাং মধ্যে দক্ষঃ শ্রোণ ইতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥ অবশ্যভবিতব্যতাং নুচর-  
ন্বাহ গচ্ছন্তমিতি । পুটং পত্রপুটং অপরঃ শ্রোণঃ খগং আকাশগামিনং তমপশ্যদিত্যবয়বঃ ॥২৫॥  
আমিষমিতি । স তু অন্যঃ শ্রোণঃ সবীৰ্য্যং পৰ্ণপুটং দৃষ্ট্বা আমিষং মাংসখণ্ডাদিকং মত্বা নীভ্রম-  
বেগেনাভ্যদ্রবং আক্রমণায়েতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ যুধ্যতোরিতি । পত্রপুটকে যমুনাজলে পতিতে  
সতি তৌ খগৌ যথেষ্টং নির্গতো ॥ ২৭ ॥)

করিয়া শীঘ্র আমার গৃহে গমন কর ॥ ২১—২২ ॥ হে প্রিয়দর্শন ! ইহা আমার প্রিয়ার জন্ত  
গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও অদ্য তাহার ঋতুকাল এজন্ত শীঘ্র প্রিয়া গিরিকাকে ইহা  
প্রদান কর ॥ ২৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপপ্রবর এই কথা বলিয়া শ্রোণকে বীৰ্য্যসমেত পত্রপুট প্রদান  
করিলেন । তদনন্তর আকাশগমনপটু সেই শ্রোণ তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে  
উড্ডীন হইল ॥ ২৪ ॥ পরে অপর একটি শ্রোণপক্ষী এই শ্রোণকে চক্ষুপুটে পত্রপুট ধারণ পূর্বক  
আকাশে যাইতে দেখিতে পাইল ॥২৫॥ উক্ত শ্রোণপক্ষী পত্রপুটকে আমিষ খণ্ড বিবেচনা করিয়া  
তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল । অনন্তর, তাহার উভয়েই আকাশে তুণ্ডযুদ্ধ করিতে  
প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৬ ॥ তাহাদিগের যোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমন সময় সেই পত্রসমেত রোতঃ  
যমুনার জলে নিপতিত হইল । এইরূপে পত্রপুট পতিত হইলে উভয় শ্রোণই যথাস্থিতি  
হানে গমন করিল ॥ ২৭ ॥

এতস্মিন্ সময়ে কাচিদদ্রিকা নাম চাপ্সরা ।

ব্রাহ্মণং সমুপ্ৰাপ্তা সন্ধ্যাবন্দনতৎপরম্ ॥ ২৮ ॥

কুর্বন্তী জনকেলিং সা জলে মগ্না চচার সা ।

জগ্ৰাহ চরণং নারী দ্বিজস্য বরবর্ণিনী ॥ ২৯ ॥

প্রাণায়ামপরঃ সোহথ দৃষ্টা তাং কামচারিণীম্ ।

শশাপ ভব মংসী ত্বং ধ্যানবিঘ্নকরী যতঃ ॥ ৩০ ॥

সা শপ্তা বিপ্রমুখেন বভূব যমুনাচরী ।

শফরীরূপসম্পন্ন্য হৃদ্রিকা চ বরাপ্সরা ॥ ৩১ ॥

শ্বেনচক্ষুপরিভ্রষ্টং তচ্ছ ক্রমথ বাসবম্ ।

জগ্ৰাহ তরসাহভ্যেত্য সাহদ্রিকা মংসুরূপিণী ॥ ৩২ ॥

অথ কালেন ক্রিয়তা মংসীং তাং মংসুজীবনং ।

সংপ্রাপ্তে দশমে মাসি ববন্ধ তাং মনোরমাম্ ॥ ৩৩ ॥

উদরং বিদদারাসু স তস্তা মংসুজীবনং ।

যুগ্মং বিনিঃসৃতং তস্মাদুদরান্মানুষাকৃতি ॥ ৩৪ ॥

বালঃ কুমারঃ স্তভগস্তথা কন্যা শুভাননা ।

দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমিদং সোহথ বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৩৫ ॥

এতস্মিন্ সময়ে তয়োৰ্দ্ধসময়ে । অধোভূমৌ জাতং বৃত্তমাহ কাচিদ্রিত্যিতি । সমুপ্ৰাপ্তা যমুনাভীরে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ চচার জলে ইত্যর্থাজ্জেষ্ম ॥ ২৯—৩১ ॥ তস্তাঃ শফরীরূপ-প্রাপ্তিসমরোহথ শ্বেনপাদপরিভ্রষ্টবীৰ্য্যপাতসময় এক এব জাতস্ততঃপৰ্য্যন্তং সা জগ্ৰাহেত্যাহ শ্বেনেতি ॥ ৩২ ॥ দশমে মাসি গর্ভস্থেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ঋষিগণ ! যে সময় শ্বেনধর আকাশমার্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেই সময় অদ্রিকা নামে কোন অপ্সরা যমুনাভীরে সন্ধ্যাবন্দনা-তৎপর কোনও ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৮ ॥ পরে সেই বরবর্ণিনী জলমগ্ন হইয়া জলকেলি করিতে করিতে ব্রাহ্মণের চরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৯ ॥ অনস্তর, সেই প্রাণায়াম-পরায়ণ দ্বিজ তাহাকে কামচারিণী দেখিয়া, বেঁচে তুমি আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছ অতএব মংসুরূপিণী হও, ইহা বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥ তখন, সেই অপরঃশ্রেষ্ঠা অদ্রিকা ব্রাহ্মণপ্রবর কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া শফরী রূপ ধারণ করত যমুনাচারিণী হইল ॥ ৩১ ॥ অনস্তর, মংসুরূপিণী সেই অদ্রিকা উপরিচর বসুর বীৰ্য্য শ্বেনচক্ষু হইতে পরিভ্রষ্ট হইবামাত্র ক্রতবেগে আসিয়া উল্লিখিত করে ॥ ৩২ ॥ তাহার কিছুকাল পরে যখন শুক্রতরুগজনিভ গর্ভের দশম মাস উপস্থিত হয়, সেই সময় কোন মংসুজীবী সেই চিত্তহারিণী মংসুরূপিণী অদ্রিকাকে বন্ধন করে ॥ ৩৩ ॥ মংসুজীবী যেমন অবিলম্বে



রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস পুত্রো হৌ তু কসোদুবৌ ।  
 রাজাহপি বিশ্বয়্যবিষ্টঃ স্তুতং জগ্রাহ তং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥  
 স মৎস্যো নাম রাজাহসৌ ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
 বহুপুত্রো মহাতেজাঃ পিত্রা তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥  
 কালিকা বহুনা দত্তা তরসা জালজীবিনে ।  
 নাম্না কালীতি বিখ্যাতা তথা মৎস্যোদরীতি চ ॥ ৩৮ ॥  
 মৎস্যগন্ধেতি নাম্না বৈ গুণেন সমজায়ত ।  
 বিবর্দ্ধমানা দাশস্য গৃহে সা বাসবী শুভা ॥ ৩৯ ॥

ধাময় উচুঃ ।

অত্রিকা মূনিরা শপ্তা মৎসী জাতা বরাপ্সরা ।  
 বিদারিতা চ দাশেন মৃত্যু চ ভঙ্কিতা পুনঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞে তদেদ্যায় রাজ্ঞে উপরিচরায় । যত বীৰ্য্যমস্তি তন্মৈ রাজ্ঞে ইতি কলিতম্ । স্তুতং জগ্রাহেতি । স্ববীৰ্য্যজং পুত্রং স্বসমানাকারত্বেন জ্ঞাত্বা স্বয়ং জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ কালিকেতি । বহুনোপরিচরেণ রাজ্ঞা কালিকা নাম্নী কন্তুকা তু যেনানীতা তন্মৈ জাল-জীবিনে দত্তা । লব্ধনিধের্কভাগস্ত রাজ্ঞোহধিকারাদবশিষ্টাৰ্দ্ধস্ত যেন লব্ধস্তাধিকারায় ॥ ৩৮ ॥ (মৎস্যগন্ধেতি । গুণেন মৎস্যগন্ধত্বেন অর্থঃ আ পরাশরসঙ্গাদস্তা দেহাৎ মৎস্যশ্চেবামিবগন্ধো নিরন্তরং নিঃসার মৎস্যোদরজাতত্বাৎ । অতোহর্থতয়া তন্মায়ৈবোদাহৃত্য পরাশরসঙ্গাৎ প্রাগেবেতি ধোয়ম্ । দাশস্ত কৈবৰ্ত্তস্ত ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং প্রসঙ্গত উপনীতশাস্ত্রোক্তান্তান্তাবশিষ্টং শ্রোতুকামা ধাময়ঃ পপ্রচ্ছুঃ স্তুতমদ্রি-

সেই মৎস্যের উদর বিদীর্ণ করিল; অমনি তৎক্ষণাৎ সেই উদর হইতে ছইটি মনুষ্যাকৃতি বিনির্গত হইল ॥ ৩৬ ॥ এই ছইটি মধ্যে একটি সুকুমার বালক ও অপরটি চাক্রবদনা কন্তা । মৎস্যজীবী ইহা দেখিয়া অতিশয় বিশ্বাসস্থিত হইল ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর সেই মৎস্যজীবী তদেদ্যাদিপতি রাজা উপরিচরের নিকট আসিয়া অপত্যদ্বয়কে মৎস্যগর্ভ-সমুত বলিয়া জানাইল । রাজাও অতিশয় বিশ্বাসস্থিত হইয়া সেই হিতজনক পুত্রটিকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অতিতেজস্বী সেই বহুপুত্রও পিতৃসদৃশ পরাক্রমশালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং ধর্মনিষ্ঠ হইয়া মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৩৭ ॥ উপরিচর বহু ঐ অপত্য যুগলের মধ্যে কন্তাটিকে সেই মৎস্যজীবীকে প্রদান করিলেন । এই কন্তার নাম কালী এবং সে মৎস্যোদরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ ইহার গাত্রে মৎস্যগন্ধ থাকায় মৎস্যগন্ধা বলিয়া অপর আর একটি নাম ছিল । এই শুভজননী বহুকন্তা এইরূপে ধীবরগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

অধিগণ স্তুতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন । স্তুত ! সেই অসুরপ্রধানা অত্রিকা পূর্বে মুনির্ভূতক আভিশপ্তা হইয়া মৎসী হইল, তদনন্তর ধীবরকর্তৃক বিদারিতা ও ভঙ্কিতা

কিং বভূব পুনস্তস্যা অপ্সরায়া বদন্ত তৎ ।

শাপস্যাস্তং কথং সূত ! কথং স্বর্গমবাপ সা ॥ ৪১ ॥

সূত উবাচ ।

শপ্তা যদা সা মুনিনা বিস্মিতা সম্ভূব হ ।

স্তুতিং চকার বিপ্রশ্চ দীনেব রুদতী তদা ॥ ৪২ ॥

দয়াবান্ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ তাং তদা রুদতীং স্ত্রিয়ম্ ।

মা শোকং কুরু কল্যাণি ! শাপাস্তং তে বদাম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥

মৎক্রোধশাপযোগেন মৎস্তযোনিং গতা শুভে ! ।

মানুষৌ জনয়িত্বা ত্বং শাপমোক্ৰমবাপ্যসি ॥ ৪৪ ॥

ইতুক্ত্বা তেন সা প্রাপ মৎস্তদেহং নদীজলে ।

বালকৌ জনয়িত্বা সা মৃতা মুক্তা চ শাপতঃ ॥ ৪৫ ॥

সস্ত্যজ্য রূপং মৎস্তস্য দিব্যরূপমবাপ চ ।

জগামামরমার্গঞ্চ শাপাস্তে বরবর্ণিনী ॥ ৪৬ ॥

কেতি ॥ ৪০ ॥ কিমিতি । হে সূত ! তস্তা অপ্সরঃপ্রধানায়াঃ কিং বভূব চরমফলং কিং জাতমিত্যর্থঃ । কথং কেন প্রকারেণ তাদৃশস্ত শাপস্ত অন্তঃ জাতং কথং বা সা পুনঃ স্বর্গং প্রাপেতি পৃষ্টঃ সূতো মুনিভিঃ ॥ ৪১ ॥

শপ্তেতি । যদা সা অত্রিকা মুনিনা শপ্তা তদা প্রথমতো বিস্মিতা সম্ভূব ততো দীনা ইব কাতরীভূতা রোদনং কুরুতী তস্ত বিপ্রশ্চ স্তুতিং চকার ॥ ৪২ ॥ দয়ানানিতি । রুদতীং তাস্মতি দয়াবান্ সন্ মুনিঃ প্রাহ হে কল্যাণি ! তে তব শাপস্তাস্তং অহং বদামি অতঃ শোকং মা কুর্কিত্যশ্বাস্ত মুনিস্তাং সাহসয়ামাসেতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ইদানীং শাপাস্তকালং নির্দিশয়াহ । মৎক্রোধেতি । হে শুভে কল্যাণি ! ॥ ৪৪ ॥ ইতুক্তেতি । সা তেন মুনিনেতৃত্বা সতী নদীজলে মৎস্তদেহং প্রাপ অপ্সরোরূপং বিহায়েতি শেষঃ । ততো বালকৌ জনয়িত্বা দাশেন বিদারিতা মৃতা চ শাপতো মুক্তেত্যশ্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ সস্ত্যজ্যেতি । শাপাস্তে মৎসরূপং

হইল ॥ ৪০ ॥ ভাল, তাহার পর সেই অপ্সরার কি হইল ? কি করিয়াই বা শাপের অন্ত হইল ? এবং কি রূপেই বা পুনর্বার স্বর্গলাভ করিল ॥ ৪১ ॥

ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূক্ত কহিলেন । সেই অপ্সরা মুনিবর্জক অভিশপ্তা হইবামাত্র প্রথমতঃ অতিশয় বিষময়াঘিত হইল, পরে দীনের জ্ঞান ক্রমশঃ করত বিপ্রের স্তব করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ তখন, সেই বিপ্রবর তাহাকে ক্রমশঃ করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্ৰচিত্ত হইয়া বলিলেন । হে কল্যাণি ! শোক করিও না আমি তোমার শাপান্ত বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৩ ॥ কল্যাণি ! তুমি আমার ক্রোধজাত শাপ জন্ত মৎস্তযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে দুইটি মনুষ্যসন্তান প্রসব করত শাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৪৪ ॥ ঋষিবর এইরূপ বলিলে, সেই অত্রিকা বসুনা মধ্যে মৎস্তদেহ লাভ করিল । পরে ঐ দুই বালক প্রসব

এবং জাতা বরা পুত্রী মৎস্যগন্ধা বরাননা ।

পুত্রী চ পাল্যমানা সা দাশগেহে ব্যবধৃত ॥ ৪৭ ॥

মৎস্যগন্ধা তদা জাতা কিশোরী চাতিসুপ্রভা ।

তস্য কার্য্যানি কুর্বাণা বাসবী চাতিসুপ্রভা ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সন্ত্যজ্য দিব্যং পূৰ্ণরূপং প্রাপ্য সা বরবর্ণিনী অমরমার্গং আকাশপথমাপ্রিত্য ব্যোমপথেন  
দেবলোকং জগামেতি ভাবঃ ॥৪৬॥ ইতি সতবত্যা মৎস্যগন্ধেত্যর্থনাম্না সহোৎপত্তিকথামুপ-  
সংহৃত্য দাশেন পাল্যমানাসাঃ তস্তাঃ ক্রমেণ কৈশোরাদিকং বর্ণয়ন্নধ্যায়ং সমাপয়ৎ ॥৪৭—৪৮॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়া মৃত এবং শাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ সেই বরবর্ণিনী অত্রিকা শাপান্তে মৎস্যরূপ  
পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করত দেবমার্গে গমন করে ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! এইরূপে  
সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী বরাননা কন্তা মৎস্যগন্ধা জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সেই ধীবরগৃহে  
প্রতিপালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা হইলেন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে অতিসুন্দরী সেই বনুকন্তা মৎস্যগন্ধা  
কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধীবরের কার্য্য সকল করত সেই স্থানেই বাস করিতে  
লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

একদা তীর্থযাত্রায়াং ব্রজন্ পারাশরো মুনিঃ ।  
আজগাম মহাতেজাঃ কালিন্দ্যাস্তটমুত্তমম্ ॥ ১ ॥  
নিষাদমাহ ধর্ম্মাত্মা কুর্ব্বন্তুং ভোজনং তদা ।  
প্রাপয়স্ব পরং পারং কালিন্দ্য উড়ুপেন মাম্ ॥ ২ ॥  
দাশঃ শ্রুত্বা মুনের্বাক্যং কুর্ব্বাণো ভোজনং তটে ।  
উবাচ তাং সূতাং বাল্যং মৎস্যগন্ধাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥  
উড়ুপেন মুনিং বালে ! পরং পারং নয়স্ব হ ।  
গন্তুকামোহন্তি ধর্ম্মাত্মা তাপসোহয়ং শুচিস্মিতে ! ॥ ৪ ॥  
ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা মৎস্যগন্ধাং বীসবী ।  
উড়ুপে মুনিমাসীনং সংবাহয়তি ভামিনী ॥ ৫ ॥  
ব্রজন্ সূর্য্যস্বতাতোয়ে ভাবিত্বাদৈবযোগতঃ ।  
কামার্ত্তন্ত মুনির্জাতো দৃষ্ট্বা তাং চারুলোচনাম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকপঞ্চাশচ্ছেদকরঞ্চ পরাশরাং ।

দাশকন্যাদরে জন বেদব্যাসস্ত কথ্যতে ।

এবং ব্যাসমাতৃর্জম্বোক্ত্বা পরাশরপ্রসঙ্গমাহ একদেতি ॥১—২॥ দাশো নিষাদঃ । মৎস্যগন্ধা-  
মিতি । উপমানাচ্ছেতীত্বাভাবছানসঃ ॥৩—৪॥ বাসবী বসুরাজস্ত্র্যপত্যং বাসবী ॥ ৫—৬ ॥

সূত কহিলেন, একদা অতিতেজস্বী পরাশর মুনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে  
করিতে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাত্মা মুনিবর তৎকালে ভোজনে  
নিরত ধীবরের নিকট বাইরা বলিলেন । ধীবর ! তোমার নৌকাঘারা আমাকে যমু-  
নার পরপারে লইয়া যাও ॥ ২ ॥ যমুনাতীরে ভোজনাসক্ত ধীবর মুনিবাক্য শ্রবণে সেই  
মনোরমা বালিকা মৎস্যগন্ধা কণ্ঠকে বলিল ॥ ৩ ॥ হে শুচিস্মিতে পুত্রি ! এই ধর্ম্মাত্মা  
মুনিবর পরপারে বাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব তুমি ইহাকে নৌকা করিয়া পর-  
পারে লইয়া যাও ॥ ৪ ॥ অনন্তর, সেই বসুরাজা মৎস্যগন্ধা পালকপিতা ধীবরের  
আদেশ পাইয়া নৌকারূঢ় মুনি পরাশরকে লইয়া বাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥ অনন্তর,  
যমুনামধ্যে বাইতে বাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া

গ্রহীতুকামঃ স মুনির্দৃষ্ট । ব্যঞ্জিতবোবনাম্ ।  
 দক্ষিণেন করেণৈনাম্পৃশদক্ষিণে করে ॥ ৭ ॥  
 তমুবাচাসিতাপাক্ষী স্মিতপূর্বমিদং বচঃ ।  
 কুলস্য সদৃশং বঃ কিং ক্রতস্য তপসশ্চ কিম্ ॥ ৮ ॥  
 অং বৈ বশিষ্ঠদারাদঃ কুলশীলসমম্বিতঃ ।  
 কিঞ্চিকীৰ্ষসি ধর্মজ্ঞ ! মন্যথেন প্রপীড়িতঃ ॥ ৯ ॥  
 দুর্লভং মানুষং জন্ম ভুবি ব্রাহ্মণসন্তম ।।  
 তত্রাপি দুর্লভং মন্যে ব্রাহ্মণস্বং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

কুলেন শীলেন তথা ক্রতেন  
 দ্বিজোত্তমস্ত্বং কিল ধর্মবিচ্ছ ।  
 অনার্য্যভাবং কথমাগতোহসি  
 বিপ্রেন্দ্র ! মাং বীক্ষ্য চ মীনগন্ধাম্ ॥ ১১ ॥

গ্রহীতুকামো ভোক্তুকামঃ ॥ ৭ ॥ স্মিতপূর্বমিতি । অনেন সাপ্যন্তঃকামাতুরাসীদিত্তি  
 বোধিতম্ । জীজ্ঞাতিভাতু শৃঙ্গারবর্দ্ধনার্থমুপহাসং কৰোতি কুলস্ত সদৃশমিতি । বঃ  
 ঋষীণাং কুলস্ত ক্রতস্তাধীতস্ত তপসশ্চ কিমিহ সাদৃশং ভবতি বোধ্যং ভবতি যুগ্মকং কিং  
 নীচপরস্ত্রীগমনাদিকং ধর্মোহস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥ ( তস্ত মহৎকুলজাতস্যমুখ্যোপযোগহাস-  
 চ্ছলেন গৌরবং বর্দ্ধয়ন্তীবাহ স্বং বৈ বশিষ্ঠেতি ॥ ৯ ॥ ইহ খলু ব্রাহ্মণস্বস্তীব সুদুর্লভং  
 প্রদর্শয়িতুকামাহ দুর্লভমিতি ॥ ১০ ॥ কুলেনেতি । হে দ্বিজ ! নিজবংশেন বিনয়েন বেদাদি-  
 শাস্ত্রজ্ঞানেন । অং দ্বিজেষপি শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্তঃ স্বয়মপি ধর্মজ্ঞোহসি তথাপি মীনগন্ধাং  
 মৎস্তবৎ কুলমিগন্ধাং মাং বীক্ষ্য কথমনার্য্যভাবমাগতোহসীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ চিত্তবৈকুল্যো-

দৈবঘটনাবশতই কামার্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬ ॥ মুনিবর তাহার বোবনের অঙ্গুর দর্শনে  
 উপভোগে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন ॥ ৭ ॥  
 পরে, সেই অসিতাপাক্ষী মৎস্তগন্ধা পরাশরকে বলিলেন, ঋষিবর ! (আপনি যে কার্য্য  
 করিতে উদ্যত হইয়াছেন) ইহা কি আপনার কুলের অথবা অধীত বেদাদির কিংবা তপস্তায়  
 উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে ? ॥ ৮ ॥ আপনি কুলশীলসমম্বিত বিশেষতঃ বশিষ্ঠকুলে জন্ম পরি-  
 গ্রহ করিয়াছেন ; অতএব, হে ধর্মজ্ঞ ! এক্ষণে কামার্ত হইয়া একি কার্য্য করিতে ইচ্ছা  
 করিতেছেন ? ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি বিবেচনা করি এই জগতে প্রথমতঃ মানব জন্মই  
 দুর্লভ, আবার সেই মানবমধ্যে ব্রাহ্মণস্ব লাভ করা অতিশয় সুদুর্লভ ॥ ১০ ॥ দ্বিজোত্তম !  
 আপনি কুলীন, সচ্চরিত্র, বেদবেদান্তাদি-বিশারদ এবং ধর্মতত্ত্ববেত্তা ; অতএব হে বিপ্রবর !  
 কি জন্ত আমার এই শরীরকে মৎস্তগন্ধে পরিপূর্ণ অবলোকন করিয়াও এক্ষণে অনার্য্যভাব

মদীয়ে শরীরে দ্বিজামোঘবুদ্ধে !  
 শুভং কিং সমালোক্য পুণিং গ্রহীতুম্ ।  
 সমীপং সমায়াসি কামাতুরস্ত্বং  
 কথং নাভিজানাসি ধর্মং স্বকীয়ম্ ॥ ১২ ॥  
 অহো মন্দবুদ্ধির্দ্বিজোহয়ং গ্রহীষ্যান্  
 জলে মগ্ন এবাদ্য মাং বৈ গৃহীত্বা ।  
 মনো ব্যাকুলং পঞ্চবাণাতিবিদ্ধং  
 ন কোহপীহ শত্রুঃ প্রতীপং হি কর্তৃম্ ॥ ১৩ ॥  
 ইতি সন্ধিস্ত্য সা বালা তমুবাচ মহামুনিম্ ।  
 ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ ! পরং পারং নয়ামি বৈ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ ।

পরাশরস্ত তচ্ছ্রুত্বা বচনং হিতপূর্ব্বকম্ ।  
 করং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সিন্ধোঃ পারং গতঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥

কারণং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি মদীয়ে শরীরে ইতি ॥১২॥) ইং মন্দহাসপূর্ব্বকনিবেদেনাভিকামা-  
 তুরং বীক্ষ্য মনসি বিচারয়ামাসেত্যাহ অহৌ ইতি । অয়ং দ্বিজো মাং গ্রহীষ্যান্ মন্দবুদ্ধি-  
 স্তবুদ্ধির্জাতঃ প্রথমং কামেন তদুত্তরং মাং হস্তে ইতি শেষঃ । হস্তে গৃহীত্বা জলে শৃঙ্গারসে  
 মগ্ন এবান্ত মনো যতঃ পঞ্চবাণেন কামেনাতিবিদ্ধং ততো ব্যাকুলং জাতমগ্নিন্ সময়ে । অস্ত  
 প্রতীপং বিক্লবং কর্তৃং ন কোহপি সমর্থঃ শাপভয়াদিতি বিচারয়ামাস । ( জলে বমুনাজলে  
 ইতি বা । বলাৎ গ্রহণেন অসংযত্যাং নৌকায়াং জলমগ্নসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ )  
 বিচার্য্য কিং কৃতবতী তদাহ ইতি সন্ধিস্ত্যোতি । পরম্পারং নয়ামীতি । তত্র স্থিত্যদিচ্ছসি  
 তৎকুর্বিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাপ্ত হইতেছেন ॥১১॥ হে দ্বিজ ! আপনার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু,  
 আমার শরীরে এমন কি শুভচিহ্ন দেখিয়াছেন, যাহাতে পানিগ্রহণ করিবার জন্ত নিকটে  
 আসিতেছেন । আপনি কি এক্ষণে এত কামাতুর হইয়াছেন যে আপনার নিজধর্ম্ম অরণ  
 করিতেছেন না ? ॥ ১২ ॥ ( এই কথা বলিয়া মৎস্তগন্ধা মুনির স্রাবগতিক দেখিয়া মনে মনে  
 ভাবিতে লাগিলেন ) ( কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করিবার  
 লালসায় বুদ্ধিব্রট হইয়াছে ; অন্য আমাকে উপভোগ করিতে গিয়া ইনি নিশ্চয়ই নৌকা-  
 সমেত বমুনাজলে নিমগ্ন হইবেন ; কেননা, ইহার চিত্ত কামবাণে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ব্যাকুল  
 হইয়াছে । বোধ হয় এক্ষণে ইহার প্রতীকুল আচরণে কেহই সমর্থ হইবে না ॥ ১৩ ॥ মৎস্ত-  
 গন্ধা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহামুনি পরাশরকে বলিলেন, মহাভাগ ! ধৈর্য্য অবলম্বন  
 করিয়া অগ্রে পরপারে গইয়া বাই ( পরে বাহা ইচ্ছা হয় করিবেন ) ॥ ১৪ ॥



মৎসগন্ধাং প্রজ্ঞা হ মুনিঃ কামাতুরস্তদা ।  
 বেপমানা তু সা কন্যা তমুবাচ পুরঃস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 দুর্গন্ধাহিং মুনিশ্চেষ্ট ! কথং ত্বং নোপশঙ্কসে ।  
 সমানরূপয়োঃ কামসংযোগস্ত সুখাবহঃ ॥ ১৭ ॥  
 ইত্যুক্তেন তু সা কন্যা ক্ষণমাত্রেণ ভামিনী ।  
 কৃত্য যোজনগন্ধা তু সুরূপা চ বরাননা ॥ ১৮ ॥  
 মৃগনাভিসুগন্ধাং তাং কৃত্বা কান্তাং মনোহরাম্ ।  
 জ্ঞাত্বাহ দক্ষিণে পাণৌ মুনির্ম্মমথপীড়িতঃ ॥ ১৯ ॥  
 এহীতুকামং তং প্রাহ নান্মা সত্যবতী শুভা ।  
 মুনে ! পশ্যতি লোকোহয়ং পিতা চৈব তটস্থিতঃ ॥ ২০ ॥  
 পশুধর্ম্মো ন মে প্রীতিং জনয়ত্যতিদারুণঃ ।  
 প্রতীক্ষস্ব মুনিশ্চেষ্ট ! যাবদুভতি যামিনী ॥ ২১ ॥

সিদ্ধোদ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥ বেপমানেতি । কামাতুরোহপি মুনির্ম্মম দৌর্গন্ধামহুভূর মধ্যে এব  
 মাং তাক্ষাতীতি ভীত্যা বেপমানা স্বদোষং স্বমুখেন বর্ণয়তি । তস্ত মুনেঃ প্রিয়ত্বেন স্বীকা-  
 রার্থম্ । জ্ঞীণাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ১৬ ॥ কিমুবাচ তদাহ দুর্গন্ধাহিমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥  
 মৃগনাভিশব্দেন কস্তুরী ॥ ১৯—২০ ॥ পশুধর্ম্মো মৈথুনধর্ম্মঃ । ইদং বাক্যং মুনেঃ কামো-

ঋষিগণ ! পরাশর সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই তরল-  
 মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । কিন্তু, পরপারে উপনীত হইয়াই অতিশয় কামাতুর ভাবে  
 মৎসগন্ধাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন । অনন্তর, মৎসগন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে সমুদ্রস্থিত সেই  
 মুনিবরকে বলিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ মুনিপ্রবর ! আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ইহা  
 কি আপনি জানিতে পারিতেছেন না ? দেখুন, কাম-সংমিলন সমান রূপেতেই অতিশয়  
 সুখকর হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

মৎসগন্ধা কষ্টভাবে এইরূপ বলিলে পর, মুনিবর ক্ষণমাত্রেই তাঁহাকে চাক্ষুসদনা সর্বাঙ্গ-  
 স্নানরী এবং যোজনগন্ধা করিলেন ॥ ১৮ ॥ পরাশর সেই স্নানরী মৎসগন্ধাকে মৃগনাভিবৎ  
 সুগন্ধযুক্তা এবং মনোহারিণী করিয়া কামার্ত্তভাবে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ তখন,  
 সেই কল্যাণী সত্যবতী মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া বলিলেন, মুনে ! এক্ষণে দিবা-  
 ভাগ, অতএব সমস্ত লোক বিশেষত তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন ; ইহা পশুবৎ অতি  
 লজ্জাকর ইহাতে আমার প্রীতি হইবে না । অতএব, হে মুনিশ্চেষ্ট ! যতক্ষণ রাজি না হয়  
 ততক্ষণ প্রতীক্ষা করুন ॥ ২০—২১ ॥ দেখুন, মহুঘোর গ্রীষ্ম রাজিতেই নির্দিষ্ট হইয়াছে

রাত্রে ব্যবায় উদ্ভিক্টো দিবান মনুজস্য হি ।

দিবা সন্ধে মহান্ দোষঃ পশ্যন্তি কিল মানবাঃ ।

কামং যচ্ছ মহাবুদ্ধে ! লোকনিন্দা ছুরাসদা ॥ ২২ ॥

তচ্ছ ভা বচনং তস্য। যুক্তযুক্তমুদারধীঃ ।

নীহারং কল্পয়ামাস শীঘ্রং পুণ্যবলেন বৈ ॥ ২৩ ॥

নীহারে চ সমুৎপন্নে তটেহতিতমসা যুতে ।

কামিনী তং মুনিং প্রাহ যদুপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২৪ ॥

কন্যাহং দ্বিজশার্দূল ! ভুক্ত্বা গন্তাহসি কামতঃ ।

অমোঘবীর্যস্ত্বং ব্রহ্মান ! কা গতির্মে ভবেদिति ॥ ২৫ ॥

পিতরং কিং ব্রবীম্যদ্য সগর্ভা চেষ্টবাম্যহম্ ।

ত্বং গমিষ্যসি ভুক্ত্বা মাং কিং করোমি বদস্ব তৎ ॥ ২৬ ॥

দীপনার্থম্ । কিস্কাদুনা কালোহপি নাস্তীত্যাহ প্রতীক্বেতি ॥ ২১ ॥ মহান্ দোষ ইতি ।  
প্রাণং বা এতে প্রকল্পন্তি যে দিবারত্যা সংযুজ্যন্ত ইতি প্রলোপনিষচ্ছ্রুতের্দিবাসন্ধে  
মহান্ দোষঃ । কিঞ্চ মানবা অপি পশ্যন্তীতি লোকনিন্দা চাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নীহারং ভাষায়াং ধ্বংস ইতি প্রসিদ্ধম্ । অতু্যক্তদোষস্ত তপোবলেন শময়িষ্যামীতি  
মুনেরভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥ (কামিনীতি । কামিনী স্বীয়রূপভাবভঙ্গ্যাদিভিঃ পুরুষমোহকারিণী-  
ভ্যর্থঃ । যদুপূর্ব্বং মদ্বাক্যমাপ্রিত্য বিনয়গর্ভাব্যক্তস্বরেণেতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ অমোঘেতি ।  
অমোঘবীর্য্যঃ অব্যর্থরেতাঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

দিবাতে নয় । বরং দিবাসন্ধে গুরুতর দোষ এবং মনুষ্য সকলে দেখিলে নিন্দা হইবার  
সম্ভাবনা । হে মহামতে ! লোকনিন্দা অতিশয় গুরুতর, অতএব অল্পপ্রহপূর্ব্বক আমার  
এই অভিলಾষ পূরণ করুন ॥ ২২ ॥

ঋষিগণ ! তখন সেই উদারমতি পরাশর সত্যবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহা যুক্তি-  
সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দিক্ কুজবাটিকাময় করিয়া  
কেনিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই কুজবাটিকা সমুৎপন্ন হইলে পর যমুনাকুল অতিশয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন  
হইল । অনন্তর, সেই কমলীয়া মৎস্তগন্ধা পরাশরকে অতি মুহূর্ত্তে বলিলেন ॥ ২৪ ॥ হে দ্বিজ-  
বর ! আমি এক্ষণে কন্যা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন ।  
কিন্তু, আপনার বীর্য্য অমোঘ ( নিশ্চয়ই আমাকে গর্ভবতী হইতে হইবে । ) অতএব হে  
ব্রহ্মান ! তাহার পর আমার কি গতি হইবে ? ॥ ২৫ ॥ দ্বিজবর ! যদি আজ আমি গর্ভবতী  
হই তাহা হইলে পিতাকে কি বলিব । কলকথা এই আপনি আমাকে উপভোগ করিয়া  
চলিয়া যাইবেন, পরে আমি কি করিব তাহার উপায় বলুন ? ॥ ২৬ ॥

পরশর উবাচ ।

কাস্তেহ্য মৎপ্রিয়ং কৃত্বা কঠোরং স্বং ভবিষ্যসি ।  
বৃণীষ চ বরং তীক্ষ্ণ ! যন্তুমিচ্ছসি ভামিনি ! ॥ ২৭ ॥

• সত্যবতুবাচ ।

যথা মে পিতরৌ লোকে ন জানীতো হি মানদ ! ।  
কন্যাত্রতং ন মে হন্যাত্তথা কুরু দ্বিজোত্তম ! ॥ ২৮ ॥  
পুত্রশ্চ স্বংসমঃ কামং ভবেদদুতবীৰ্য্যবান্ ।  
গন্ধোহয়ং সৰ্ব্বদা মে স্যাদ্যৌবনঞ্চ নবং নবম্ ॥ ২৯ ॥

পরশর উবাচ ।

শৃণু স্তুন্দরি ! পুত্রস্তে বিষ্ণুংশসম্ভবঃ শুচিঃ ।  
ভবিষ্যতি চ বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে বরবর্ণিনি ! ॥ ৩০ ॥  
কেনচিৎ কারণেনাহং জাতঃ কামাতুরস্ত্বয়ি ।  
কদাপি চ ন সংমোহো ভূতপূৰ্ব্বো বরাননে ! ॥ ৩১ ॥

কাস্তেতি । হে কাস্তে ! কমনীয়ে ! স্বং ময়া ভুক্তাপি পুনঃ কন্যাতীবমবাস্যসীতি তাৎ-  
পর্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ যথেতি । হে মানদ ! যথা মে মম মাতা পিতা চ ন জানীতঃ জাতুং ন  
শরুতস্তথা লোকে লোকমধ্যে অস্তেহপি ন জানান্তি তথা কুর্ষিত্যয়ং কন্যাত্রতং কন্যাধর্ম্যঃ  
অনুতযোনিভূমিতি বাবৎ ॥ ২৮ ॥ ইদানীং মুনিসম্মতো গর্ভনিষ্ঠয়ে পিতৃসমগুণবীৰ্য্যাদিসম্পন্নং  
পুত্রমপি কাময়মানাহ পুত্রশ্চেতি ॥ ২৯ ॥

অনিষ্যমাণপুত্রশ্চ মহিমানং সূচয়রাহ শৃণুতি । হে স্তুন্দরি ! তে তব পুত্রঃ বিষ্ণোরংশাৎ  
সম্ভবিষ্যতি অতঃ শুচিঃ নিত্যপবিত্রাত্মা ত্রিলোকমধ্যে বেদাদিবিভাগাৎ বিখ্যাতঃ বিপ্রতশ্চ

পরশর দাশকণ্ঠার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, কাস্তে ! অদ্য আমার প্রিয়-  
কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনর্বার তুমি কন্যাই হইবে । হে ভামিনি ! ইহাতেও যদি তোমার  
ভয় হয় তবে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ? ॥ ২৭ ॥

সত্যবতী কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি ত কখনও কাহার অপমান করেন না  
বরং মীন প্রদানই করিয়া থাকেন ; অতএব, বাহাতে আমার পিতা মাতা বা অপর কেহ  
এবিষয়ের কিছুই না জানিতে পারেন এবং বাহাতে আমার কন্যাত্রত নষ্ট না হয় তাহাই  
করুন ॥ ২৮ ॥ দ্বিজবর ! আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান গুণসম্পন্ন এবং  
অদুত তেজস্বী হয়, ভবংপ্রদত্ত এই স্নগন্ধ যেন সর্বদা আমার অঙ্গে থাকে এবং আমার  
যৌবন যেন সর্বদা নব নব রূপে বিরাজ করে ॥ ২৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া পরশর বলিলেন, স্তুন্দরি ! শ্রবণ কর ? তোমার পুত্র বিষ্ণুর  
অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই জিহুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩০ ॥ হে বরাননে ! তুমি নিশ্চয়



দৃষ্ট্ৱা চাপ্সরসাং রূপং সদাহং ধৈর্য্যমাবহম্ ।  
 দৈবযোগেন বীক্ষ্য ত্বাং কামস্য বশগোহভবম্ ॥ ৩২ ॥  
 তৎ কিঞ্চিৎ কারণং বিদ্ধি দৈবং হি ছুরতিক্রমম্ ।  
 দৃষ্ট্ৱাহং চাতিদুর্গন্ধাং কথং মোহমরাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥  
 পুরাণকর্তা পুত্রস্তে ভবিষ্যতি বরাননে ! ।  
 বেদবিভাগকর্তা চ খ্যাতশ্চ ভুবনত্রেয়ে ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্ৱা তাং বশং যাতাং ভুক্ত্ৱা স মুনিসতমঃ ।  
 জগাম তরসা স্নাত্বা কালিন্দীসলিলে মুনিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সাহপি সত্যবতী জাতা সদ্যো গর্ভবতী সতী ।  
 স্মৃবে যমুনাধীপে পুত্রং কামমিবাপরম্ ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতীত্যম্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইদানীং স্বমোহে কারণং নির্দিশম্যাহ কেনচিদिति ॥ ৩১ ॥ পুরা অহং  
 অপ্সরসাং স্বর্বেশানাং রূপং দৃষ্ট্ৱাপি সর্বদা ধৈর্য্যং আবহং কিমু তত্র যানুসীকৃপাং ত্বাং দৃষ্ট্ৱেতি  
 কৈমুতিকন্যায়েনাত্মজিতেন্দ্রিয়তাং সমর্থয়তীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ ইদানীং নিজকামাসক্তৌ দৈব-  
 কারণত্বং সূচয়ম্যাহ । তৎ কিঞ্চিদिति । হি যস্মাৎ দৈবং ছুরতিক্রমং ইহ জগত্যাং কেনাপি  
 কথমপি ন দৈবমতিক্রমিতুং শক্যতে অতো মম কামাসক্তত্যাং ন কোহপি দোষসংশয় ইতি  
 বিজানীহি দৃষ্ট্ৱাহমिति । অন্যথা অতিদুর্গন্ধাং ত্বাং দৃষ্ট্ৱা কথং অহং মোহমরাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ইদানীং প্রকৃতমমুস্মারয়ম্যাহ পুত্রস্তে ভবিষ্যতীতি । পুরাণকর্তা পঞ্চলক্ষণসম্পন্নপুরাবৃত্তগ্রন্থ-  
 প্রণেতা ভাগকর্তা বেদবিভাগকর্তা ॥ ৩৪ ॥

ইত্যুক্তেতি । স মুনিঃ পরাশরঃ ইত্যুক্ত্ৱা তাং বশতঃ সত্যবতীং ভুক্ত্ৱা উপভোগং  
 কৃৎৱা যমুনাসলিলে স্নানং বিধায় তরসা বেগেন অবিলম্বেনেত্যর্থঃ জগামেত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥  
 লাপীতি । সাপি সত্যবতী সদ্যস্তৎকণাৎ পরাশরগমনানন্তরমেব । গর্ভবতী জাতা সতী তত্রৈব

জানিও কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইরাছি । নতুবা ইতিপূর্বে  
 কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই ॥ ৩১ ॥ পূর্বে আমি সর্বদা কত অপ্সরাদিগের  
 রূপ দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই দৈবযোগ-  
 বশত কামের বশীভূত হইরাছি ॥ ৩২ ॥ অতএব এ বিষয়ে কিছু নিগূঢ় কারণ আছে জানিও,  
 আর দেখ, দৈবকে অতিক্রম করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই ; নতুবা তোমাকে এরূপ দুর্গন্ধ-  
 ময় দেখিয়াও কি জন্ত মোহপ্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩৩ ॥ হে চাক্ষুধি ! তোমার পুত্র পুরাণকর্তা  
 বেদজ্ঞ এবং বেদের বিভাগকর্তা হইয়া এই ত্রিতুবনে বিজ্ঞত হইবে ॥ ৩৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই ঋষিবর পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া  
 উপভোগান্তে যমুনায় স্নান করিয়া তৎকণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । তখন সেই সতী  
 সত্যবতীও সেই মুহূর্ত্তে গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন এবং সেই যমুনাধীপে দ্বিতীয় কন্দর্প সদৃশ

জাতমাত্রস্ত তেজস্বী তামুবাচ স্বমাতরম্ ।

তপস্যেব মনঃ কৃৎস্না বিবিশে চাতিবীৰ্য্যবান্ ॥ ৩৭ ॥

গচ্ছ মাতর্ঘথা কামং গচ্ছাম্যহমতঃ পরম্ ।

তপঃ কৰ্ত্তুং মহাভাগে ! দৰ্শয়িষ্যামি বৈ শ্বতঃ ॥ ৩৮ ॥

মাতর্ঘদা ভবেৎ কার্য্যং তব কিঞ্চিদনুত্তমম্ ।

শ্বৰ্ত্তব্যোহহং তদা শীঘ্রমাগমিষ্যামি তেহস্তিকম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্বস্তি তেহস্ত গমিষ্যামি ত্যক্তুং চিন্তাং স্তখং বস ।

ইত্যুক্তুঃ।নিৰ্য্যো ব্যাসঃ সাহপি পিতৃস্তিকং গত। ॥ ৪০ ॥

দ্বীপে স্তস্তয়া বালস্তস্মাদ্ধৈপায়নোহভবৎ ।

জাতমাত্রোজগামাশু বৃদ্ধিং বিষ্ণুংশযোগতঃ ॥ ৪১ ॥

তীৰ্থে তীৰ্থে কৃতস্নানশ্চচার তপ উত্তমম্ ।

এবং দ্বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাং ॥ ৪২ ॥

যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয়কন্দর্পমিব পুত্রঃ স্রুবে প্রসূতবতী ॥ ৩৬ ॥ জাতমাত্র ইতি । পুত্রস্ত জাতমাত্রস্তেজস্বান্ তপস্তেব ভগবদারাধনেএব নহতশ্মিন্ বিষয়ভোগাদৌ ইতি ভাবঃ । মনঃ কৃৎস্না স্বমাতরং উবাচ । বিবিশে তপস্তেব আবিষ্টঃ । আবেশে কারণমাহ বীৰ্য্যবান্ জন্মান্তরীয়তপোভিরত্যস্তপ্রভাববান্ ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩৭ ॥ ) দৰ্শয়িষ্যামি বৈ শ্বত ইতি । অহং ত্বয়া শ্বতো নিজং রূপং দৰ্শয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ( শ্বৰ্ত্তব্য ইতি । ত্বয়া কার্য্যকালেহহং শ্বৰ্ত্তব্যঃ শ্রবণমাত্রেনাহং আগমিষ্যামি ॥ ৩৯ ॥ শ্বস্তিতি । তে তুভ্যং শ্বস্ত্যস্ত শ্বস্তিশব্দযোগেন চতুর্থীতি বোধ্যম্ । স্বঃ স্বামিপুত্রাদিবিষয়িনীং চিন্তাং ত্যক্তুং স্তখং বস স্তখেন কালং যাপয়েতি ভাবঃ । অহং পরমেশ্বরাধনার্থং তপোবনং গমিষ্যামি । ব্যাসঃ ইত্যুক্তুঃ নিজ-গাম সাপি সত্যবতী পিতৃদীপশ্রাজস্ত সমীপং গত। ॥ ৪০ ॥ যতস্তয়া সত্যবত্যা স বালঃ ব্যাসঃ যমুনাদ্বীপে স্তস্তঃ প্রসূতঃ তস্মাৎ দ্বৈপায়নঃ অভবৎ দ্বৈপায়ন ইতি নাম্না উদাহৃত ইতি যাবৎ । জাতমাত্রঃ সন্ কথং বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি চেৎ তত্র কারণমাহ বিষ্ণুঃশ-

একটা পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ অমিতপরাক্রমশালী অতিতেজস্বী সেই পুত্র জাত মাত্রই তপস্তায় মনোনিবেশ করিয়া নিজ মাতা সত্যবতীকে বলিলেন ॥ ৩৭ ॥ মাতঃ ! আপনি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন । সম্প্রতি আমি তপস্তায় গমন করিব । হে মহাভাগে ! শ্রবণ মাত্রই আপনাকে দর্শন দিব ॥ ৩৮ ॥ জননি ! যখন আপনার কোনও বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে শ্রবণ করিবেন, তাহা হইলেই আমি অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইব । এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক আমি তপস্তায় চক্ষিণীম্ ; আপনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া স্তখে বাস করুন । ব্যাস এই কথা বলিয়া তপস্তায় নির্গত হইলেন । সত্যবতীও পিতৃ নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ ঋষিগণ ! এই সত্যবতীপুত্র যমুনাদ্বীপে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হইলেন এবং বিষ্ণুর অংশপ্রযুক্ত জাতমাত্রই তৎকথাং বৃদ্ধিলাভ করেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, দ্বৈপায়ন নানা তীৰ্থে স্নানাদি করিয়া উগ্রতর তপস্তাচরণে প্রবৃত্ত

চকার-বেদশাখাশ্চ প্রাপ্তং জ্ঞান্বা কলেবু'গম্ ।  
 বেদবিস্তারকরণাদ্যাসনামাহভবন্ মুনিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 পুরাণসংহিতাশ্চক্রে মহাভারতযুক্তমম্ ।  
 শিষ্যানধ্যাপয়ামাস বেদান্ কৃৎস্না বিভাগশঃ ॥ ৪৪ ॥  
 স্তমস্ত্বং জৈমিনিং পৈলং বৈশম্পায়নমেব চ ।  
 অসিতং দেবলকৈব শুককৈব স্বমাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

এতচ্চ কথিতং সৰ্ব্বং কারণং মুনিসত্তমাঃ ! ।  
 সত্যবত্যাঃ স্মৃতস্যাপি সমুৎপত্তিস্তথা শুভা ॥ ৪৬ ॥  
 সংশয়োহত্র ন কর্তব্যঃ সন্তবে মুনিসত্তমাঃ ! ।  
 মহতাং চরিতে চৈব গুণা গ্রাহ্যা মুনেরिति ॥ ৪৭ ॥  
 কারণাচ্চ সমুৎপত্তিঃ সত্যবত্যা ঋষৌদরে ।  
 পরাশরেণ সংযোগঃ পুনঃ শন্তনুনা তথা ॥ ৪৮ ॥

যোগতঃ ॥ ৪১ ॥ তীর্থে ইতি । প্রতিতীর্থং কৃতনানঃ 'সন্' উক্তমঃ তপশ্চচার আচরিত-  
 বান্ ॥ ৪২ ॥ ইদানীং স্মৃতঃ ব্যাসস্ত জন্মনা সহ দ্বৈপায়ননামঃ কারণাদিবিবরণমুপসংহৃত্য  
 বেদব্যাসকারণমাহ চকারেতি ।) বেদবিস্তারো বিভাগপূর্বকো বিস্তারস্তত্র কারণাদ্যাসনামা-  
 ভবৎ । তত্ক্ষণং স্মৃতসংহিতায়াম্ । ব্যস্তবেদতয়া ব্যাস ইতি লোকে ঋতো মুনিরिति ॥ ৪৩ ॥  
 (শিষ্যানিতি । ঋক্সামাদিনামভিঃ প্রত্যেকং বিভাগং কৃৎস্না বেদান্ পৈলজৈমিনিবৈশম্পা-  
 যনাदीন্ শিষ্যান্ অধ্যাপয়ামাস । বিভাগকরণাৎ পূর্বং হি এক এবাসীৎ বেদঃ । যত্ক্ষণং  
 ভাগবতে । "একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সৰ্ব্ববাজ্জময়ঃ । একো নারায়ণো দেব একোহগ্নির্বর্ণ-  
 এব চ ॥" ৪৪—৪৫ ॥

উৎপত্তিনামনিবৃত্তিকারণতাদিকং বর্ণয়িত্বদানীং তত্রোৎপত্ত্যাদৌ অসম্ভাবনীয়ত্বং মহা  
 সংশয়ো ন কর্তব্যঃ । যতো দেবমুনিপ্রভৃতীনাং মহতাং জন্মকর্মাদিষু কিমপ্যসম্ভাব্যত্বং নেতি

হইলেন । এইরূপে দ্বৈপায়ন, পরাশর হইতে সত্যবতীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কলিযুগ  
 আগত দেখিয়া বেদবৃক্ষকে শাখাদি রূপে বিভাগ করিয়াছেন । এই বেদ বিভাগ করি-  
 বার অন্তই পরাশরপুত্র ব্যাস নামে অভিহিত হইরাছেন । পরে পুরাণ সংহিতা সকল এবং  
 সর্বোৎকৃষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছেন । দ্বৈপায়ন বেদ সকল বিভাগ করিয়া শিষ্য স্তমস্ত্ব,  
 জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত, দেবল, এবং নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়া-  
 ছিলেন ॥ ৪২—৪৫ ॥

স্মৃত কহিলেন, ঋষিগণ ! আমি তোমাদিগকে এই সমস্ত কারণ এবং সত্যবতীপুত্র  
 বেদব্যাসের উত্তমজনক উৎপত্তি-কথাও বলিলাম ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! এই দ্বৈপায়নজন্মে কোনও  
 লেশেই করিবেন না ; কারণ, মহৎ লোকের বিশেষতঃ মুনি জনের চরিত্র বিষয়ে গুণ সকলই



অনুখা তু মুনেশ্চিত্তং কথং কামাকুলং ভবেৎ ।

• অনার্যজুষ্ঠং ধর্মজ্ঞঃ কৃতবান্ স কথং মুনিঃ ॥ ৪৯ ॥

সকারণেয়মুৎপত্তিঃ কথিতাশ্চর্য্যকারিণী ।

শ্রদ্ধা পাপাচ্চ নিস্কৃত্তো নরো ভবতি সর্বদা ॥ ৫০ ॥

য এতচ্ছুভমাখ্যানং শৃণোতি শ্রুতিমান্নরঃ ।

ন দুর্গতিমবাপ্নোতি স্থখী ভবতি সর্বদা ॥ ৫১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

ব্যাসোৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ২ ॥

সন্দেহং নিরাচিকীর্ষুর্নেতচ্চ কুণ্ঠিতমিত্যারভ্য পঞ্চতিরুপসংহরণাহ সূত এতচ্চেতি ॥৪৬—৫০॥  
এতাবতা গ্রহেন সত্যবতী পরাশরস্ত বিবাহিতা স্ত্রী ন ইতুক্তম্ । অতএব সা শস্ত্রমুনা বিবাহিতেনি ন বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ । নচ মহতামুৎপত্তিচরিতাদিকং শ্রদ্ধাহপরাধভয়াং সংশয়মাত্রং ত্যক্তব্যমিতি বাচ্যম্ । ভক্ত্যা শৃণুতাস্তু অশেষপাপরাশেরপি বিমুক্তিঃ স্তাদেবেতি দর্শনাৎ তদেব ফলমুপপাদয়ন্নাহ য এতদিতি ॥ ৫১ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪৭ ॥ দৈব কারণ বশতই মৎস্তগর্ভে সত্যবতীর জন্ম এবং প্রথমত পরাশরের সহিত তদনন্তর শাস্ত্রমুরাজের সহিত মিলন হইয়াছিল । অনুখা, তাদৃশ মুনিবরের চিত্ত কি কখনও কামাসক্ত হইতে পারে ? আর, কি জন্মই বা পরাশর ধর্মজ্ঞ হইয়া একরূপ অনার্য্যসেবিত কার্য্য করিবেন ? ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতএব এই ব্যাসজন্ম অতি আশ্চর্য্যকর এবং নিগূঢ় কারণ-সজ্জ্বলিত বলিয়া জানিবেন । শ্রুতিযুগল বিশিষ্ট মনুষ্য এই শুভজনক আখ্যান শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না বরং চিরকাল স্থখী হইতে পারে ॥ ৫০—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
বেদব্যাসের জন্ম বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অধ্বাধিক একপঞ্চাশং শ্লোক ।

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

উৎপত্তিস্তু ত্বয়া প্রোক্তা ব্যাসস্মামিততেজসঃ ।  
সত্যবত্যান্তথা সূত ! বিস্তরেণ ত্বয়াহনঘ ! ॥ ১ ॥  
তথাপ্যেকস্ত সন্দেহশ্চিত্তেহস্মাকং স্মসংস্থিতঃ ।  
ন নিবর্ততি ধর্মজ্ঞ ! কথিতেন ত্বয়াহনঘ !\* ॥ ২ ॥  
মাতা ব্যাসস্ত যা প্রোক্তা নাম্না সত্যবতী শুভা ।  
স। কথং নৃপতিং প্রাপ্তা শত্ৰুনাং ধর্মবিভূষম্ ॥ ৩ ॥  
নিষাদপুত্রীং স কথং বৃতবান্ পতিঃ স্বয়ম্ ।  
ধর্মিষ্ঠঃ পৌরবো রাজা কুলহীনামসংবৃতাম্ ॥ ৪ ॥  
শত্ৰুনোঃ প্রথমা পত্নী কা হভূৎ কথয়াহধুনা ।  
ভীষ্মঃ পুত্রোহথ মেধাবী বসোরংশঃ কথং পুনঃ ॥ ৫ ॥  
ত্বয়া প্রোক্তং পুরা সূত ! রাজা চিত্রাঙ্গদঃ কৃতঃ ।  
সত্যবত্যাঃ সূতো বীরো ভীষ্মেণামিততেজসা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকেকোনবষ্টমোষ্টকঃ শত্ৰুনা তথা ।

সত্যবত্যা বিবাহন্ত গঙ্গারাক্ষোপবর্ণ্যতে ।

যদ্যপি সত্যবতী পরাশরপত্নী নাস্তি ততশ্চ সা শত্ৰুনা বৃততি যুক্তমেব তথাপি নিষাদ-  
পুত্রী সা কথং রাজা বৃততি শঙ্কাবশিষ্টেবেতি মনয়ঃ পৃচ্ছন্তি উৎপত্তিবিতি ॥ ১—৪ ॥ প্রথমা  
পত্নী কা শত্ৰুনোরভূদিতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ । যত্নাং ভীষ্ম উৎপন্নঃ স ভীষ্মো বসোরংশঃ কথমিতি  
তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৫ ॥ ( ত্বয়া প্রোক্তমিতি । হে সূত ! পুরা ইতঃ প্রাক্ ত্বয়া অমিততেজসা

ঋষিগণ কহিলেন, হে পুণ্যায়ন সূত ! তুমি আমাদের নিকট অমিততেজা ব্যাস-  
দেবের এবং সত্যবতীর জন্ম বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করিলেন সত্য ; তথাপি একটি সন্দেহ আমা-  
দিগের চিত্তে গাঢ়তর রূপে অবস্থিতি করিতেছে । হে ধর্মজ্ঞ ! 'তুমি এত বলিলেও তাহা  
নিবৃত্ত হইতেছে না ॥ ১—২ ॥ সূত ! ব্যাসদেবের মাতা, গ্রাহাকে তুমি সত্যবতী বলিয়া কীর্তন  
করিলে, তিনি কি প্রকারে ধর্মবিশিষ্ট শত্ৰুনা রাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আর কি জগুই বা  
সেই ধার্মিকপ্রবর নৃপতি পুরুবংশসম্বৃত হইয়া কুলবিহীনা বিবাহের অযোগ্যা সেই ধীবর  
কন্তাকে পত্নীস্বরূপে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩—৪ ॥ সূত ! একশত শত্ৰুনা প্রথমা পত্নী কে  
ছিল, বাহাতে ভীষ্মরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বিশেষত সেই মেধাবী ভীষ্মতেই বা কিরূপে

\* মরীচ্যতি ধর্মজ্ঞ ! কথিতেন তবাধুনা । ইতি বা পাঠঃ ।

চিত্রাঙ্গদে হতে বীরে কৃতস্তদনুজস্তথা ।

বিচিত্রবীৰ্য্যানাংসৌ সত্যবত্যাঃ সূতো নৃপঃ ॥ ৭ ॥

জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে পূৰ্ব্বং ধৰ্ম্মিষ্ঠে রূপবত্যপি ।

কৃতবান্ স কথং রাজ্যং স্থাপিতস্তেন জানতা ॥ ৮ ॥

মৃত্যে বিচিত্রবীৰ্য্যে তু সত্যবত্যতিদুঃখিতা ।

বধুভ্যাং গোলকৌ পুত্রৌ জনয়ামাস সা কথম্ ॥ ৯ ॥

কথং রাজ্যং ন ভীষ্মায় দদৌ সা বরবর্গিনী ।

ন কৃতস্ত কথং তেন বীরেণ দারসংগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অধর্ম্মস্ত কৃতঃ কস্মাদ্যাসেনামিততেজসা ।

জ্যেষ্ঠেন ভ্রাতৃভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতাবিতি ॥ ১১ ॥

পুরাণকর্তা ধর্ম্মাত্মা স কথং কৃতবান্ মুনিঃ ।

সেবনং পরদারাগাং ভ্রাতৃশ্চৈব বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥

জুগুপ্সিতমিদং কৰ্ম্ম স কথং কৃতবান্ মুনিঃ ।

শিষ্টাচারঃ কথং সূত ! বেদানুমিতিকারকঃ ॥ ১৩ ॥

ভীষ্মেণ সত্যবত্যাঃ পুত্রশ্চিত্রাঙ্গদৌ রাজা কৃতঃ রাজ্যে অসৌ প্রতিষ্ঠাপিতঃ তথা তস্মিন্ বীরে চিত্রাঙ্গদে নিহতে সতি তদনুজঃ চিত্রাঙ্গদকনিষ্ঠঃ বিচিত্রবীৰ্য্যানাং সত্যবত্যা অবরঃ সূতঃ নৃপঃ কৃত ইতি প্রোক্তঃ । ইতি ভ্রাতৃভার্য্যায়ঃ ॥ ৬—৭ ॥ জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে সত্যপি কনিষ্ঠঃ কথং রাজ্যং প্রাপ্তবানিতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৮ ॥ কুলীনানাং কূলে মৃত্যে ভর্তৃকি বিচিত্রবীৰ্য্যো-  
হতশ্চাৎ পুরুষাঘেদব্যাসাৎ কথং গোলকাবুৎপাদিতাবিতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥ ৯ ॥ ভীষ্মেণ বীৰ্য্যবতা কথং ন বিবাহঃ কৃত ইতি তস্মৈ রাজ্যঞ্চ মাত্ৰা কথং ন দত্তমিতি ষষ্ঠসপ্তমৌ প্রশ্নৌ ॥ ১০ ॥ ব্যাসোহপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃকিচিত্রবীৰ্য্যস্ত ভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতবানি-  
ত্যষ্টমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১১ ॥ ভ্রাতৃশ্চৈব দারাগামিতি শেষঃ ॥ ১২ ॥ শিষ্টাচারেণ হি শ্রুতিরনুসারী যতে ।

অষ্টবহুর অংশ আসিল ॥ ৫ ॥ সূত ! তুমি পূৰ্বে বলিয়াছ, অতি প্রতাপশালী ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ নামে সত্যবতীপুত্রকে রাজ্য করিয়াছিলেন এবং সেই বীরপ্রবর চিত্রাঙ্গদ নৃপতির মৃত্যু হইলে পর তদনুজ বিচিত্রবীৰ্য্যকে রাজ্য করিয়াছিলেন ॥ ৬—৭ ॥ রূপবান্ ধর্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্ম বর্তমান থাকিতে কনিষ্ঠেরা কি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভীষ্ম ইহা অধর্ম্ম জানিয়াও কিরূপে কনিষ্ঠকে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ এই বিচিত্রবীৰ্য্য মৃত হইলে পর সেই সত্যবতী অতি দুঃখিতা হইয়াও কি জন্ত বেদব্যাস দ্বারা বধুদ্বয়ে গোলক পুত্র উৎপন্ন করাইয়াছিলেন ? কি জন্তই বা সেই বরবর্গিনী ভীষ্মকে রাজ্য প্রদান করিলেন না এবং ভীষ্ম স্বয়ং বীরাগ্রগণ্য হইয়াও কি জন্ত বিবাহ করেন নাই ? ॥ ৯—১০ ॥ আর কি জন্যই বা সেই অমিততেজা ব্যাসদেব জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের ভার্য্যাধরে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন ? ॥ ১১ ॥ বেদব্যাস পুরাণকর্তা এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া কিরূপে



ব্যাগশিষ্যোহসি মেধাবিন্ ! সন্দেহং ছেতুর্মহসি ।  
শ্রোতুকামা বয়ং সর্বৈ ধর্মক্ষেত্রে কৃতকণাঃ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইক্ষাকুবংশপ্রভবো মহাভিষ ইতি স্মৃতঃ ।  
সত্যবান্ ধর্মশীলশ্চ চক্রবর্তী নৃপোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥  
অশ্বমেধসহস্রেন বাজপেয়শতেন চ ।  
তোষয়ামাস দেবেন্দ্রং স্বর্গং প্রাপ মহামতিঃ ॥ ১৬ ॥  
একদা বৃদ্ধসদনং গতো রাজা মহাভিষঃ ।  
স্বরাঃ সর্বৈ সমাজগ্নুঃ সেবনার্থং প্রজাপতিম্ ॥ ১৭ ॥  
গঙ্গা মহানদী তত্র সংস্থিতা সেবিতুং বিভুম্\* ।  
তস্মা বাসঃ সমুদ্র তং মারুতেন তরস্বিনা ॥ ১৮ ॥

স কিং শিষ্টাচার এতাদৃশ ইতি নবমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১৩ ॥ ( ভবংকৃতহৃদরপ্রশ্নানামুত্তরবচনদানে  
মম কা শক্তিরিতি চেদত আহ ব্যাগশিষ্যোহসীতি । মেধাবিনিতি সমুদ্রা ব্যাগশিষ্যাত্তেহদি-  
কারঃ স্মৃতিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রশ্নপ্রতিবচনদানপ্রবৃত্তেন স্মৃতেন রাজঃ শত্ৰুনোরুৎপত্তিকপাদিকমারভ্য বিবক্ষুণা  
তৎপূর্বজ্ঞাত্যন্তরীয়বৃত্তান্তং বক্তু মারভ্যতে । যোহসৌ লোকে শত্ৰুরিতি নাম্না বিকৃত  
আসীৎ স পূর্বস্মিন্ জন্মনি কোহঙ্কুং স কিং কশিদ্দেবঃ আহোস্থিৎ মহর্ষিরাসীৎ ? এবং  
চেৎ তর্হি কথং বাসৌ মনুষ্যালোকে শত্ৰুরূপেণাবাতরদিতি অধীনাং সংশয়াপনোদনায়  
তথাং বিজিজ্ঞাপয়িষুঃ সূত ইক্ষাকুবংশভূপালচক্রবর্তিনো মহাভিষাখ্যমহারাজশ্চ প্রবৃতি-  
কথামবশ্রিত্য বক্তু মারভতে ইক্ষাকুতি ॥ ১৫ ॥ তত্র সার্কভৌমনরূপতের্মহাভিষশ্চ ইন্দ্রলোক-  
বৃক্ষলোকাদিষব্যাহতগতিশক্ত্যাদিক্রপমাহাত্ম্যাকারণং বর্ণয়িতুকামঃ আহ । অশ্বমেধসহস্রে-

পরস্ত্রীতে বিশেষতঃ কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃপত্নীতে রত হইয়াছিলেন ? ॥ ১২ ॥ তিনি বেদের বিভাগকর্তা  
হইয়া কিরূপে একরূপ নিন্দিত কার্য্য করিয়াছিলেন জানি না । সূত ! যে শিষ্টাচারদর্শনে  
বেদের অনুমান হয় এটীও কি সেই শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য হইবে ? ॥ ১৩ ॥ সূত ! তুমি একে  
বেদব্যাসের শিষ্য তাহাতে আবার বুদ্ধিমান ; অতএব, তুমিই আমাদিগের সন্দেহ ছেদনে  
যোগ্য হইতেছ । আমরা সকলেই এই ধর্মক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে উৎসবের সহিত বর্তমান  
ধাকিয়াও তোমার নাক্য শ্রবণে উৎসুক হইতেছি ॥ ১৪ ॥

সূত ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ ! পূর্বকালে ইক্ষাকুবংশসমুৎ  
সত্যবাদী ধর্মশীল মহাভিষ নামে কোন চক্রবর্তী নৃপবর ছিলেন ॥ ১৫ ॥ এই মহামতি  
নৃপ সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা দেবেন্দ্র শচীপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বর্গ  
লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ একদা এই মহাভিষ রাজা বৃদ্ধসদনে গমন করিলেন ।

\* তত্র গঙ্গা সমায়াতা স্বীকৃপধারিণী তদা । নানাতৃণসমৃদ্ধাঈকান্তোদগার্যং প্রজাপতেঃ ।

ইত্যভিষঃ-পাঠঃ কচিং বীজতে ॥

অধোমুখাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বে ন বিলোক্যেব তাং স্থিতাঃ ।

রাজা মহাভিষক্তাঃ তু নিঃশব্দঃ সমপশ্যত ॥

সাপি তং প্রেমসংযুক্তং নৃপং জ্ঞাতবতী নদী ॥ ১৯ ॥

দৃষ্ট্বা তৌ প্রেমসংযুক্তৌ নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ ।

ব্রহ্মা চূকোপ তৌ তূর্ণং শশাপ চ কুষাশ্বিতঃ ॥ ২০ ॥

মর্ত্যালোকেষু ভূপাল ! জন্ম প্রাপ্য পুনর্দিবম্ ।

পুণ্যেন মহতাবিক্তম্বাপ্যসি সৰ্ব্বথা ॥ ২১ ॥

গঙ্গাং তণোক্তবান্ ব্রহ্মা বীক্ষ্য প্রেমবতীং নৃপে ।

বিমনস্কৌ তু তৌ তূর্ণং নিঃসৃতৌ ব্রহ্মণোহস্তিকাং ॥ ২২ ॥

স নৃপান্ চিন্তয়িত্বাথ ভূলোকে ধর্মতৎপরান্ ।

প্রতীপং চিন্তয়ামাস পিতরং পুরুবংশজম্ ॥ ২৩ ॥

গেতি ॥ ১৬—১৭ ॥ গঙ্গেনিতি । তত্র ব্রহ্মলোকে মহানদী গঙ্গা বিভূঃ ব্রহ্মাণং সেবিতুং সংস্থিতা এতন্নিম্নং সময়ে তরশ্বিনা বেগবতা মারুতেন বায়ুনা সহসা তস্তাঃ গঙ্গায়াঃ বাসঃ পরিহিতমধোবসনমুকুতং উচ্চালিতং উৎসারিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ অধোমুখা ইতি । সৰ্ব্বে সুরা দেবাঃ তাং গঙ্গাং তাদৃগবস্থাং বায়ুৎসারিতবসনামিত্যর্থঃ অবিলোক্যেব অধোমুখাঃ সন্তঃ স্থিতাঃ । রাজা মহাভিষক্ত শকাশুভঃ সন্ সমপশ্যত সপ্রেমকটাক্ষেনেতি ভাবঃ । অপশ্যতে-তান্নানে পদমার্ষম্ । সা গঙ্গাপি তং মহাভিষং প্রেমসংযুক্তং জ্ঞাতবতী প্রেমচক্ষুবা দৃষ্টবতী-ত্যাং ॥ ১৯ ॥ ততঃ কিং জ্ঞাতমিত্যাহদৃষ্টেতি । তৌ গঙ্গামহাভিষৌ প্রেমসংযুক্তৌ ব্রহ্ম-লোকমধ্যেপি নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ চ দৃষ্ট্বা বিজ্ঞায়েত্যাং ব্রহ্মা চূকোপ ততঃ ক্রোধা-ক্রান্তঃ সন্ তৌ প্রতি শশাপ ॥ ২০ ॥ পুণ্যেনেতি । মহতা পুণ্যেন আবিষ্টঃ হুম্ হে ভূপাল ! পুনর্দিবমাপ্যসীতি চ বোধ্যম্ ॥ ২১ ॥ গঙ্গামিতি । তথা রাজ্ঞে অভিষাপং প্রদায় ব্রহ্মা পিতামহঃ নৃপে মহাভিষে গঙ্গাং প্রেমবতীং বীক্ষ্য হুমপি অস্ত্র মর্ত্যালোকগতন্তেতি ভাবঃ ভাৰ্য্যা ভবিষ্যসীত্যুক্তবান্ । বিমনস্কাবিতি । তৌ গঙ্গামহাভিষৌ তু ব্রহ্মপাতবদাভিসম্পাতবাণী-

অনন্তর, সমস্ত দেবগণ প্রজাপতির সেবার জন্ত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥ মহানদী গঙ্গাও বিভূ ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্ত সেই স্থানে আসিলেন । অনন্তর, বেগবান্ বায়ুর দ্বারা তাঁহার বস্ত্র উৎসারিত হইল ॥ ১৮ ॥ দেবগণ ইহা দেখিয়া অধোমুখ হইলেন ; কিন্তু, সেই মহাভিষ রাজা তাঁহাকে নিঃশব্দচিত্তে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই গঙ্গাও রাজাকে প্রেমসংযুক্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মা এই উভয়কে প্রেমোন্মত্ত এবং কন্দর্পবাণে মোহিত অতএব বিগতলজ্জ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অভিষেক মোহাধিত হইয়া তৎকণাৎ শাপপ্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন নৃপতে ! তুমি এক্ষণে মর্ত্যালোকে যাইয়া জন্মগ্রহণ কর, পরে মহৎ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পুনর্বার স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে । গঙ্গা ! তুমিও যখন রাজার প্রতি প্রেমবতী হইয়াছ তখন তুমি এই রাজার ভাৰ্য্যা হইবে । অনন্তর ব্রহ্মশাপে প্রঃখিতচিত্ত সেই গঙ্গাদেবী ও মহাভিষ নৃপতি নীলই ব্রহ্মার নিকট হইতে নিঃসৃত

এতস্মিন্ সময়ে চাকৌ বসবঃ স্ত্রীসমস্থিতাঃ ।  
 বশিষ্ঠস্তাশ্রমং প্রাপ্তা রমমাগা যদৃচ্ছয়া ॥ ২৪ ॥  
 পৃথাদীনাং বসুনাঞ্চ মধ্যে কোহপি বসুতমঃ ।  
 দ্যৌর্নামা তস্ত ভাৰ্য্যা নন্দিনীং গাং দদর্শ হ ॥ ২৫ ॥  
 দৃষ্ট্বা পতিং সা পশ্চচ্চ কশ্চয়ং ধেনুরুত্তমা ।  
 দ্যৌস্তামাহ বশিষ্ঠস্ত গৌরিয়ং শৃণু স্মরিত্বা ॥ ২৬ ॥  
 দুগ্ধমশ্বাঃ পিবেদ্যস্ত নারী বা পুরুষোহথবা ।  
 অযুতায়ুর্ভবেন্ন নং সদৈবাগত্যৌবনঃ ॥ ২৭ ॥  
 তচ্ছ হা স্মরী প্রাহ মর্ত্যালোকেহস্তি মে সখী ।  
 উশীনরস্ত রাজর্ষেঃ পুত্রী পরমশোভনা ॥ ২৮ ॥  
 তস্তা হেতোর্মহাতাগ ! সবৎসাং গাং পরম্বিনীম্ ।  
 আনয়স্বাশ্রমশ্রেষ্ঠঃ নন্দিনীং কামদাং শুভাম্ ॥ ২৯ ॥

মাকর্ণা বিমনকৌ সন্তৌ তূর্ণং সবেগং অবিনশেনেত্যর্থঃ । ব্রহ্মণঃ অস্তিকাং সমীপাং নিঃসৃত্য-  
 বিভাবয়ঃ ॥ ২২ ॥ প্রতীপমিতি । প্রতীপরাজ্যাদরে জন্ম গ্রাহমিতি চিন্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইখং মহাভিষক্ত রাজ্ঞঃ শস্ত্ররূপেণাবতরণমুক্তা গন্ধাযা অবতরণপ্রকারং তস্তা উদরে  
 বসুনাংবতারপ্রকারকাহ এতস্মিন্ সময়ে ইতি । ( বশিষ্ঠস্তেতি । তে বসবঃ যদৃচ্ছয়া দৈবগতা  
 বশিষ্ঠস্ত সপ্তর্ষীগামতমস্ত ব্রহ্মর্ষেপ্রশ্রমং প্রাপ্তাঃ ॥ ২৪ ॥ অথ কিং জাতং তদাহ অথ অনন্তরং  
 তেবাং পৃথাদীনাং বসুনাং মধ্যে দ্যৌরিত্য নাম্না বিকৃতঃ বসুরস্তি তস্ত ভাৰ্য্যা নন্দিনীং  
 নন্দিনীনায়াং সুরভীকৃত্যঃ বশিষ্ঠপালিতাঃ কামধেনুসিতার্থঃ দদর্শ ॥ ২৫—২৬ ॥ দুগ্ধমিতি ।  
 বস্ত পুরুষঃ বা কাচিৎ নারী বা অশ্বাঃ কামধেনোঃ দুগ্ধং পিবেৎ সঃ পুরুষঃ সা নারী বা  
 অযুতায়ুর্ভবেৎ । ন জরাং প্রাপ্য জীবেৎ কিন্তু চিরযৌবনেনৈব অশেষবিষয়সুখমভুবন্  
 অমৃতবন্তী বা দশসহস্রবর্ষং জীবেদिति তাৎপর্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ উশীনরস্তেতি । রাজর্ষেকশীনরস্ত  
 পরমশোভনা পরমকল্যাণরূপিণী মম সখী অস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥ তস্তা ইতি । তস্তাঃ

হইলেন ॥ ২১—২২ ॥ পরে সেই রাজা মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ জন্য ধর্মতৎপর নৃপগণকে  
 চিন্তা করিয়া পুরুবংশজ প্রতীপ নৃপকে পিতৃহৃদে স্থির করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ ! এই সময় অষ্টবসু নিজ নিজ স্ত্রী সমভিব্যাহারে দৈবযোগে জীড়া করিতে  
 করিতে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর এই পৃথাদি বসুমধ্যে  
 দ্যৌনামা কোন বসুশ্রেষ্ঠের পত্নী নন্দিনী নামে বশিষ্ঠের কামধেনুকে দর্শন করিল এবং  
 দেখিবামাত্র এই সর্বলক্ষণাযুক্ত ধেনুটী কাহার নিজ পতিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল ।  
 দ্যৌনামা বসু পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া বাণিল । স্মরিত্বা । এতী বশিষ্ঠের ধেনু ইহার দুগ্ধ পান  
 করিলে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলে নিশ্চয়ই অমৃতবর্ষ পরমায়ু এবং চিরকাল যৌবন লাভে  
 সমর্থ হয় ॥ ২৫—২৭ ॥ স্মরী বসুপত্নী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, হে মহাতাগ ! রাজর্ষি



যাবৎস্যাঃ পরঃ পীড়া সখী মম সদৈব হি ।  
 মানুষেষু ভবেদেকা জরারোগবিরজ্জিতা ॥ ৩০ ॥  
 তচ্ছৃদ্ধা বচনং তস্তা দ্যৌর্জহার চ নন্দিনীম্ ।  
 অবমন্য মুনিং দাস্তং পৃথুদৈঃ সহিতৌহনমঃ ॥ ৩১ ॥  
 হতায়ামথ নন্দিন্যাং বশিষ্ঠস্তু মহাতপাঃ ।  
 আজগামাত্মমপদং কলান্যাদায়ু সত্বরঃ ॥ ৩২ ॥  
 নাপশ্যৎ স যদা ধেনুং সবৎসাং স্বাশ্রমে মুনিঃ ।  
 যুগয়ামাস তেজস্বী গহ্বরেষু বনেষুপি ॥ ৩৩ ॥  
 নাসাদিতা যদা ধেনুশ্চ কোপাতিশয়ং মুনিঃ ।  
 বারুণিশ্চাপি বিজ্জায় ধ্যানেন বহুভিহঁতাম্ ॥ ৩৪ ॥  
 বহুভির্মে হতা ধেনুর্য়শ্মামামবমন্য বৈ ।  
 তস্মাৎ সর্বৈ জনিয়াস্তি মানুষেষু ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সখ্যা হেতোঃ । মহাত্ম্যগেতি সস্বোধনেন ভর্তারমুৎসাহরত্যাহ । সবৎসাং বৎসসম্বিতাং  
 শুভাং মঙ্গলাগয়াং অতঃ কামদাং সর্বকামনাপূরণকারিণীং পরশ্বিনীং নিত্যক্ষীরবতীং  
 আনয়ন্ত ॥ ২৯ ॥ আনয়নে কার্ণমাহ মানুষেষু । একা দ্বিতীয়রহিতা সতীত্যর্থঃ  
 মানুষেষু মনুষ্যালোকেষু জরা বার্ককাং রোগঃ শরীরধ্বংসকারিব্যাধিসমূহঃ তাভ্যাং বিব-  
 র্জিতা ভবেদিত্যাশয়া হি ভবান্ যাচিতো ময়েতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥ অবমন্তেতি । দাস্তং  
 জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মননশীলং বশিষ্ঠমিত্যর্থঃ অবমন্ত্য অবজ্ঞায় জহারেতি ॥ ৩১—৩২ ॥  
 নাপশ্যদিতি । যদা ধেনুং ন অপশ্যৎ তদা যুগয়ামাসেত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ বরুণস্তাপত্যং  
 পুমান্ বারুণির্কশিষ্ঠঃ ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং মহদতিক্রমফলং প্রদর্শয়ামাহ সূতঃ । বহুভিরিতি ।

উদীনরের কথা আমার প্রিয়সখী তিনি মর্ত্যালোকে আছেন, তাঁহার জন্ত এই কামনাপ্রদা-  
 রিণী হিতকারিণী পরশ্বিনী নন্দিনীকে বৎসের সহিত আশ্রমে আনয়ন করুন ॥ ২৮—২৯ ॥  
 তাহা হইলে আমার সখী ইহার ছদ্ম পান করত জরারোগবর্জিত হইয়া মনুষ্যালোকে  
 অদ্বিতীয়া হইয়া বিরাজ করিবেন ॥ ৩০ ॥ সেই দ্যৌনামা বহু নিম্পাপ হইলেও পত্নীর এই  
 কথা শ্রবণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনি বশিষ্ঠকে অগ্রাহ্য করিয়া পৃথাদি বহুগণের সহিত নন্দি-  
 নীকে অপহরণ করিল ॥ ৩১ ॥ এইরূপে নন্দিনী অপহৃতা হইলে মহাতপা বশিষ্ঠ কলাদি  
 সংগ্রহ পূর্বক সখীকে আশ্রমে আসিলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর সেই তেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি বধন  
 আশ্রম মধ্যে সবৎসা নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নানা বনে এবং গহ্বরমধ্যে  
 অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পরে, বধন অনেক অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না  
 তখন অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং ধ্যান দ্বারা বহুকর্তৃক হত হইয়াছে ইহা জানিতে  
 পারিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, “যে হেতু বহুগণ আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া নন্দিনীকে অপ-  
 হরণ করিয়াছে এজন্য তাহারা সকলে নিশ্চরই মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করিবে”-ধর্ম্মাখ্যা বশিষ্ঠ

এবং শশাপ ধর্মাত্মা বসুস্তান্ বারুণিঃ স্বয়ম্ ।

শ্রুত্বা বিমনসঃ সর্বৈ প্রযযুর্হুঃখিতাশ্চ তে ॥ ৩৬ ॥

শপ্তাঃ স্ম ইতি জানন্তু ঋষিঃ তমুপচক্রমুঃ ।

প্রসাদয়ন্তুস্তমুষিঃ বসবঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥

মুনিস্তানাহ ধর্মাত্মা বসুন্দীনান্ পুরঃস্থিতান্ ।

অনুসংবৎসরং সর্বৈ শাপমোক্শম্বাপস্যথ ॥ ৩৮ ॥

যেনেয়ং বিহতা ধেনুর্নন্দিনী মম বৎসলা ।

তস্মাদ্যোর্মানুষে দেহে দীর্ঘকালং বসিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

তে শপ্তাঃ পথি গচ্ছন্তীং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা সরিষরাম্ ।

উচুস্তাং প্রণতাঃ সর্বৈ শপ্তাং চিন্তাতুরাং নদীম্ ॥ ৪০ ॥

ভবিষ্যামো বয়ং দেবি ! কথং দেবাঃ স্মধাশনাঃ ।

মানুষাণাঞ্চ জঠরে চিস্তেয়ং মহতী হি নঃ ॥ ৪১ ॥

যত্নাকৃতান্ত্রাং মানুষেবু সর্বৈ জনিষ্যন্তীত্যেবং শশাপেত্যবয়ঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ শপ্তা ইতি । বয়ং শপ্তাঃ স্মেতি জানন্তুঃ তমেব ঋষিঃ উপচক্রমুঃ তদন্তিকং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ । প্রসাদয়ন্তুস্তপঃ-রন্তুঃ প্রসন্নং কুর্যাণা ইত্যর্থঃ শরণং-গতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ তৈঃ প্রসাদিতঃ সন্ মুনিস্তান্ পুরঃ-স্থিতান্ সমুদ্রস্থান্ দীনান্ প্রত্যাহেত্যবয়ঃ । ) অনুসংবৎসরমিতি । যুগ্মকং জ্ঞাননো যঃ সম্বৎসরন্তুপূর্ত্তে পশ্চাদিত্যর্থঃ । জ্ঞানসম্বৎসরমধ্যে এব জ্ঞানমরণে ভবিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ (ইদানীং ধেনুহারিণো বসোন্তু দণ্ডাধিক্যং সূচয়ন্তাহ ভগবান্ বশিষ্ঠঃ যেনেতি যস্মাৎ ভাৰ্য্যা-প্রচোদিতো দ্যৌর্নাম বসুঃ মম নন্দিনীং হতবান্ তস্মাৎ মানুষে দেহে দীর্ঘকালং বাবৎ বসিষ্যতীত্যবয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

উচুরিতি । নদীং গঙ্গাং শপ্তাং ব্রূণেতি শেষঃ । অতএব চিন্তাতুরাম্ । তে বসবঃ প্রণতাঃ সন্ত উচুঃ ॥ ৪০ ॥ ভবিষ্যাম ইতি । হে দেবি গঙ্গে ! বয়ং অমৃতশনাঃ সন্তুঃ কথং মানুষাণাং

সেই বসুগণকে এইরূপে শাপপ্রদান করিলে, বসুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমনা ও হুঃখিত হইয়া প্রথমত আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৪—৩৬ ॥ পরে, অতিশয় হইয়াছি ইহা স্থির জানিয়া ঋষির নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার স্তবস্তুতি করত শরণাগত হইল ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ সমুপস্থ বসুদিগকে অতিশয় হুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, বসুগণ ! তোমরা সকলেই এক বৎসর মধ্যে শাপ হইতে মুক্ত হইবে ; কিন্তু, দ্যৌর্নাম বসু আমার অতি বৎসলা নন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে মনুষ্য দেহধারী হইয়া বহুকাল অনুষ্যালোকে থাকিতে হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ঋষিগণ ! বসু সকল এইরূপে অতিশয় হইয়া ব্রূশাপপ্রদাতা চিন্তাতুরা সরিষরা গঙ্গাকে পরিস্রবো পমন করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল ॥ ৪০ ॥ হে দেবি ! আমরা অমৃতানী দেবতা হইয়া কিরূপে মনুষ্যজঠরে জন্মগ্রহণ করিব ইহাই আমাদের

তস্মাৎ মানুষী ভূত্বা জনসাম্মান্ সরিষরে ! ।  
 শস্ত্রনূর্যাম রাজর্ষিস্তস্য ভার্য্যা ভবানঘে ! ॥ ৪২ ॥  
 জাতান্ জাতান্ জলে চাস্মান্ নিক্ষিপস্ব সুরাপগে ! ।  
 এবং শাপবিনির্মোকো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তথৈতু্যক্তাশ্চ তে সর্বে জগ্মুর্লোকং স্বকং পুনঃ ।  
 গঙ্গাপি নির্গতা দেবী চিন্ত্যমানা পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥  
 মহাভিষো নৃপো জাতঃ প্রতীপস্য স্ততস্তদা ।  
 শস্ত্রনূর্যাম রাজর্ষিধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৪৫ ॥  
 প্রতীপস্ত স্তুতিং চক্রে সূর্য্যস্যামিততেজসঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তদা চ সলিলাতস্মান্নিঃসৃত্য বরবর্ণিনী ।  
 দক্ষিণং শালসঙ্কাশমুরুং ভেজে শুভাননা ॥ ৪৭ ॥  
 অক্লে স্থিতাং স্ত্রিয়ং চাহু মা পৃষ্ঠা কিং বরাননে ! ।  
 মমোরাবাস্থিতাসি ত্বং কিমর্থং দক্ষিণে শুভে ॥ ৪৮ ॥

জঠরে ভবিষ্যৎ ইতীয়াং নোহস্মাকং মহতী চিন্তা জাতেতি পরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৪১ ॥ হে অনঘে !  
 পরমপবিত্রে ! পূর্বাশ্বিন্ জন্মনি যঃ ইক্ষাকুবংশীয়ঃ মহাভিষনামা সার্কভৌমনরপতিরাসীৎ স  
 ইদানীং ব্রহ্মণাভিশপ্তঃ সন্ মানুষ্যে লোকে আশ্বানমবতারয়ন্ শস্ত্রনূর্যামা জনিব্যতি ত্বং তস্ত  
 রাজর্ষেভার্য্যা ভব ॥ ৪২ ॥ তেন কিমিতি চেতত্রাহ । জাতান্ জাতান্ অস্মান্ জলে তদীয়পবিত্র-  
 সলিলে নিক্ষিপস্ব এবমহুষ্ঠিতে সতীত্যর্থঃ শাপনির্মোকো ভবিতা অত্র সংশয়ো নাস্তি ॥ ৪৩ ॥  
 তথৈতি । গঙ্গয়া চ তথাস্ত ইতুক্তাঃ তে সর্বে স্বকং লোকং জগ্মুর্গতবন্তঃ । গঙ্গাপি পুনঃ পুন-  
 বায়না চিন্ত্যমানা নির্গতা ॥ ৪৪ ॥

মহাভিষ ইতি । নৃপো মহাভিষস্ত তদা কুরুবংশস্ত রাজঃ প্রতীপস্ত স্ততো জাতঃ সন্  
 শস্ত্রনূর্যাম শস্ত্রনুরিতি নাম্না বিশ্রতোহভবদिति ॥ ৪৫ ॥ প্রতীপস্থিতি । যদা স্তুতিং চক্রে তদে-  
 ত্যর্থঃ । বরবর্ণিনী বরার্থিনী গঙ্গা ॥ ৪৬—৪৭ ॥ দক্ষিণে শুভে ইতি । ইদং কথ্যাত্মাঃ স্থানঃ

বলবতী চিন্তা ॥ ৪১ ॥ অতএব হে অনঘে গঙ্গে ! আপনি মনুষ্যরূপিণী ও রাজর্ষি শাস্ত্রনুর  
 পত্নী হইয়া আমাদেরকে উৎপাদন করুন ॥ ৪২ ॥ গঙ্গে ! আমাদের জন্মমাত্রই আপনি  
 আমাদেরকে জলে নিক্ষেপ করিবেন । তাহা হইলেই আমাদের শাপ মোক্ষ হইবে এবিষয়ে  
 কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ গঙ্গাদেবী তাহাই হইবে এইরূপ বলিলে পর বসুগণ পুনর্বার  
 নিজলোকে গমন করিলেন । গঙ্গাও পুনঃপুন চিন্তা করত প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

এই সময় সেই সত্যপ্রতিষ্ঠা ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি মহাভিষ নৃপতি শাস্ত্রনুর নামে প্রতীপরাজের  
 পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ একদা প্রতীপরাজা অমিততেজা সূর্য্যের স্তব  
 করিতেছেন এমন সময়ে গঙ্গা বরবর্ণিনীরূপধারণ করত সলিলমধ্য হইতে উখিত হইয়া



সা তস্মাহ বরারোহা যদর্থং রাজসত্তম ! ।  
 স্থিতাস্ম্যক্কে কুরুশ্রেষ্ঠ ! কাময়ানাং ভজস্ব মাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 তামবোচদথো রাজা রূপর্যোবনশালিনীম্ ।  
 নাহং পরস্ত্রিয়ং কামাদগচ্ছয়ং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫০ ॥  
 স্থিতা দক্ষিণমূরুং মে ত্বমাল্লিষ্য চ ভামিনি ! ।  
 অপত্যানাং স্মৃষণাঞ্চ স্থানং বিক্ৰি শুচিস্মিতে ! ॥ ৫১ ॥  
 স্মৃষা মে ভব কল্যাণি ! জাতে পুত্রেহতিবাহ্নিতে ।  
 ভবিষ্যতি চ মে পুত্রস্তব পুণ্যাম্ সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥  
 তথৈতু্যক্তা গতা সা বৈ কামিনী দিব্যদর্শনা ।  
 রাজা চাপি গৃহং প্রাপ্তশ্চিস্তয়ংস্তাং স্ত্রিয়ং পুনঃ ॥ ৫৩ ॥

কামাতুরা স্বং কথমাশ্রিতবত্যানীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ ৬ সা তমিতি । সা গঙ্গা বরারোহা নিতম্বিনী-  
 ত্যর্থঃ । তং প্রতীপমাহ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যদর্থং হং অক্কে ক্রোড়ে স্থিতাস্মি তং শৃণু ইতি  
 শেষঃ । কাময়ানাং মাং ভজস্বত্যর্থঃ । কামঃ কন্দর্পঃ যানং যন্তাঃ তাং তাদৃশীমিত্যর্থঃ  
 কাময়মানাং বা ॥ ৪৯ ॥ তামবোচদতি । অপো গঙ্গাবাক্যং শ্রোত্বার্থঃ । রূপেণ যোবনেন চ  
 শালতে শোভতে ইতি । বরবর্ণিনীং স্মন্দরোমপি অহং কামাৎ কামবশাৎ পরস্ত্রিয়ং ন গচ্ছ-  
 য়ম্ ॥ ৫০ ॥ স্তিতেতি । হে ভামিনি ! যতঃ মে দক্ষিণমূরুদেশং আল্লিষ্য আল্লিষ্য স্থিতা অতঃ-  
 সঙ্গমে সমাধিকারো নাস্তীতি ভাবঃ । দক্ষিণোক্তদেশস্ত স্মৃষণামপত্যানাঞ্চ স্থানমিতি জানীহি  
 অবধারয়েতি যাবৎ ॥ ৫১ ॥ স্মৃষেতি । হে কল্যাণি ! দক্ষিণোৎসঙ্গাল্পেবতয়া স্বং মে স্মৃষা ভব ।  
 কুতস্তে পুত্র ইতি চেত্তদ্রাহ জাতে পুত্রে ইতি । জনিষ্যমাগস্ত পুত্রস্ত ভাব্যা ভবিষ্যসীতি  
 তাৎপর্যার্থঃ । তত্র সম্ভাবনা কেতি শঙ্কাং নিরস্তাহ তব পুণ্যাদিতি ॥ ৫২ ॥ তথৈতু্যক্তেতি ।

তাঁহার শালবৃক্ষসদৃশ দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর, প্রতীপ  
 রাজর্ষি অক্কে উপবিষ্টা সেই বরবর্ণিনীকে বলিলেন, হে স্মৃধি ! তুমি কিজন্য আমাকে  
 জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার কল্যাণালয় দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলে ॥ ৪৮ ॥ ইহা শ্রবণ  
 করিয়া সেই বরারোহা কামিনী বলিল, হে রাজসত্তম ! আমি যে অন্য আপনার অক্কে  
 উপবেশন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে কামনা করি,  
 অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৪৯ ॥ প্রতীপরাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া রূপ-  
 যোবনশালিনী সেই কামিনীকে বলিলেন, হে বরবর্ণিনি ! আমি ত কখনও কামবশে  
 পরস্ত্রী গমন করি না ॥ ৫০ ॥ আর দেখ তুমি আমার দক্ষিণ উরুদেশ আশ্রয় করিয়াছ । হে  
 শুচিস্মিতে ! এই স্থানটিকে কন্যা, পুত্র এবং বধুদিগের স্থান বলিয়া জানিবে ॥ ৫১ ॥  
 অতএব, হে কল্যাণি ! আমার অভিলষিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর তুমি আমার পুত্রবধু  
 হও ইহাই প্রার্থনা । আর তাহা হইলে তোমার পুণ্যবলে নিশ্চয়ই আমার পুত্র হইবে

ততঃ কালেন ক্রিয়তা জাতে পুত্রে বয়স্বিনি ।  
 বনং জিগমিষু রাজা পুত্রং বৃত্তাস্তমুচিবান্ ॥ ৫৪ ॥  
 বৃত্তাস্তং কথয়িত্বা তু পুনরুচে নিজং স্মৃতম্ ॥ ৫৫ ॥  
 যদি প্রয়াতি সা বালা স্বাং বনে চারুহাসিনী ।  
 কাময়ানা বরারোহা তাং ভজেথা মনোরমাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 ন প্রমত্তব্য ত্বয়া কাসি মম্মিয়োগান্নরাধিপ ! ।  
 ধর্মপত্নীক তাং কৃত্বা ভবিতা স্বং সুখী কিল ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ ।

এবং সন্দিশ্য তং পুত্রং নৃপতিঃ প্রীতমানসঃ ।  
 দত্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং সর্ব্বাং বনং রাজা বিবেশ হ ॥ ৫৮ ॥  
 তত্রাপি চ তপস্তপ্ত্বা সমারাধ্য পরাশ্রিকাম্ ।  
 জগাম স্বর্গং রাজাসৌ দেহং ত্যক্ত্বা স্বতেজসা ॥ ৫৯ ॥

সা কামিনী গঙ্গা তথা ভবতু ইত্যুক্ত্বা গতা জগাম । দিবি ভবং দিবাং অলৌকিকং দর্শনং  
 যন্তাঃ । দিব্যেষু দেবেষু চ দর্শনং যন্তা ইতি বা ॥ ৫৩ ॥ )

বয়স্বিনি তরুণে ॥ ৫৪ ॥ বৃত্তাস্তং কাচিং স্ত্রী সমাগতা মম দক্ষিণোরৌ স্থিতা । কামাতুরাং  
 তাং সমীক্ষ্য ময়া নির্ভৎসিতা সা পুনঃ প্রার্থিতবতী ময়া প্রোক্তা মম ভবিষ্যতঃ স্মৃতস্ত  
 পত্নী ভবেতি । সা তদুপশ্রুত্যা গতেতি ॥ ৫৫ ॥ ভজেথা ইতি । মম সত্যবাক্যপালনার্থ-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥

তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৫২ ॥ সেই দিব্যাক্ষমা কামিনী ইহা স্বীকার করিয়া অস্তর্হিতা হইলেন ।  
 প্রতীপ নৃপতিও এই কামিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজগৃহে আগমন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে পর যখন নিজ পুত্র যৌবন অবস্থায় উপস্থিত হইল তখন  
 প্রতীপ নৃপতি বানপ্রস্থ আশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া পুত্রকে গঙ্গা-সম্বন্ধীয় পূর্ববৃত্তাস্ত সমস্তই  
 আদ্যোপান্ত অবগত করাইয়া পুনর্বার বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, যদি সেই চারুহাসিনী  
 কন্যা কখন সেই বনে তোমার নিকট কামাতুরা হইয়া আগমন করে তবে তুমি সেই  
 বরারোহা মনোহারিণী কামিনীকে আগার সত্য বাক্য রক্ষার জন্ত ‘তুমি কে’ ইত্যাদি  
 কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ভজনা করিবে । পুত্র ! আমি বলিতেছি তুমি তাহাকে  
 ধর্মপত্নী করিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবে ॥ ৫৪—৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! প্রতীপনৃপতি, এইরূপে পুত্রকে আদেশ করিয়া প্রসন্নচিত্তে  
 তাহাকে সমস্ত রাজ্যলক্ষী প্রদান করিয়া তপস্তা জন্য বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ অমন্তর  
 কিছুকাল সেই বনে ব্রহ্মরূপিণী জগদম্বার আরাধনার নিযুক্ত থাকিয়া ঘোরতর তপস্তা

রাজ্যং প্রাপ মহাতেজাঃ শস্ত্রনুঃ সার্বভৌমিকম্ ।

প্রজা বৈ পালয়ামাস ধৰ্ম্মদণ্ডো মহীপতিঃ ॥ ৬০ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
গঙ্গামহাভিষবংশনাং শাপকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

---

পরাম্বিকাং সাম্যাবস্থমারোপাদিকবৃক্ষরূপিনীম্ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

---

করত নিজ বোগপ্রভাবে দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥ এদিকে মহা-  
প্রতাপশালী শাস্ত্রনু সাম্রাজ্য লাভ করিয়া ধৰ্ম্মানুসারে প্রজাপাশিনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
গঙ্গা মহাভিষ নৃপতি এবং বহুগণের শাপবৃত্তান্ত কথন-  
বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

---

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্ব্ব একোনবষ্টিশ্লোক ।



## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রতীপেহথ দিবং যাতে শাস্ত্রনুঃ সত্যবিক্রমঃ ।  
বভূব মৃগয়াশীলো নিঘ্নন্ ব্যাত্রান্ মৃগান্ পঃ ॥ ১ ॥  
স কদাচিদ্ধর্মে ঘোরে গঙ্গাতীরে চরন্ পঃ ।  
দদর্শ মৃগশাবাকীং সুন্দরীং চাক্রভূষণাম্ ॥ ২ ॥  
দৃষ্ট্বা তাং নৃপতির্ময়ং পিত্রোক্তেয়ং বরাননা ।  
রূপযৌবনসম্পন্না সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরিবা পরা ॥ ৩ ॥  
পিবমুখানুজং তস্তা ন তৃপ্তিমগমন্ পঃ ।  
হৃষ্টরোমাভবত্তত্র ব্যাপ্তচিত্ত ইবানঘঃ ॥ ৪ ॥  
মহাভিষং সাপি মহা প্রেমযুক্তা বভূব হ ।  
কিঞ্চিন্মন্দম্নিতং কুত্বা তস্মাবগ্রে নৃপশ্চ চ ॥ ৫ ॥  
বীক্ষ্য তামসিতাপাক্ষীং রাজা প্রীতমনা ভূশম্ ।  
উবাচ মধুরং বাক্যং সাস্তুয়ন্ শ্লক্ষয়া গিরা ॥ ৬ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্গঙ্গয়া সহ শব্দনোঃ ।

নিবাহঃ কথ্যতে তত্র বহুনাং জন্ম চোচ্যতে ॥

প্রতীপশ্চ ভগবতীপ্রসাদাচ্ছত্ৰমপদপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃদ্ধান্তমাহ প্রতীপেহথেন্তি ॥ ১—২ ॥  
মগ্নো মগ্নচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ব্যাপ্তচিত্তস্তস্তাং মগ্নচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ মহাভিষমিতি । তস্তা

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! অনন্তর সেই প্রতীপনৃপতি স্বর্গে গমন করিলে বিক্রমশালী  
শাস্ত্রনৃপতি ব্যাত্র প্রভৃতি পশুগণকে বিনাশ করত অতিশয় মৃগয়াশীল হইলেন ॥ ১ ॥  
একদা তিনি বিজনবনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চাক্রভূষণা মৃগ-  
লোচনা সুন্দরী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥ দেখিবামাত্র নৃপতি তাহাতে  
আসক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, পিতা আমাকে যাহার কথা বলিয়াছিলেন  
এই রূপযৌবনবতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় চাক্রবদনা সেই রমণীই হইবেন ॥ ৩ ॥ সেই  
পুণ্যশালী শাস্ত্রনৃপতি তাহার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তৃপ্তির শেষ পাইলেন না তিনি তাহাতে  
আসক্তচিত্ত হইয়া লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন ॥ ৪ ॥ এদিকে সেই কামিনীরূপিণী গঙ্গা  
তাহাকে শাপদ্রষ্ট মহাভিষ নৃপতি বলিয়া জানিতে পারিয়া তাহাতে প্রণয়িনী হইলেন এবং  
ঈষৎ হাস্য করত তাহার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥ রাজা শাস্ত্র সেই চাক্র-

দেবী বা ত্বঞ্চ বামোরু ! মানুষী বা বরাননে ! ।  
 গন্ধৰ্বী বাথ যক্ষী বা নাগকন্যাপরাপি বা ॥ ৭ ॥  
 যাসি কাসি বরারোহে ! ভার্য্যা মে ভব স্তুন্দরি ! ।  
 প্রেমযুক্তস্মিতৈব ত্বং ধৰ্মপত্নী ভবাদ্য মে ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ ।

রাজা তাং নাভিজানাতি গন্ধেয়মিতি নিশ্চিতম্ ।  
 মহাভিষং সমুৎপন্নং নৃপং জানাতি জাহ্নবী ॥ ৯ ॥  
 পূৰ্ব্বপ্রেমসমাযোগাচ্ছ ত্বা বাচং নৃপস্ত তাম্ ।  
 উবাচ নারী রাজানং স্মিতপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

স্ত্রীবাচ ।

জানামি ত্বাং নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রতীপতনয়ং শুভম্ ।  
 কা ন বাঞ্ছতি চার্বক্ষী ভাবিত্বাং সদৃশং পতিম্ ॥ ১১ ॥  
 বাগ্বন্ধেন নৃপশ্রেষ্ঠ ! চরিস্যামি পতিং কিল ।  
 শৃণু মে সময়ং রাজন্ ! ব্রণোমি ত্বাং নৃপোত্তম ! ॥ ১২ ॥

দেবতাদিবিজ্ঞানেনায়াং বুদ্ধসভায়াং দৃষ্টৌ মহাভিবরাজা ভবতীতি ॥ ৫—৮ ॥ রাজা তাং নাভিজানাতীতি । দিব্যজ্ঞানাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥ ভাবিত্বাদিতি । জীজাতেরবস্ত্রং পতিরপেক্ষিত এবতি হেতোর্যো বা কো বাহপি পতিরপেক্ষিত এব তত্রাপি সদৃশো মনোহররূপো যদি লক্ষ্যন্তি তং কা ন বাঞ্ছতি সৰ্ব্বাপি বাঞ্ছতোবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বাগ্বন্ধেন

লোচনাকে সমীপস্থ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত সহকারে মনোহর বাক্য দ্বারা সাধনা করত মধুর বাক্যে বলিলেন ॥ ৬ ॥ হে চাক্রবদনে ! তুমি দেবী, মানুষী, গন্ধৰ্বী, যক্ষাঙ্গনা, নাগ-কন্যা না অপ্সরা ? স্তুন্দরি ! তুমি যে কেহই হওনা কেন, আমার ভার্য্যা হও । বরারোহে ! তোমারও প্রেমযুক্ত হস্ত দেখিতে পাইতেছি, অতএব অদ্য তুমি আমার ধৰ্মপত্নী হও ইহাই প্রার্থনা ॥ ৭—৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শাস্ত্রম্ নৃপতি সেই স্তুন্দরীকে গঙ্গা বলিয়া জানিতে পারেন নাই, কিন্তু গঙ্গা দেবী তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট মহাভিবরাজ শাস্ত্রমুরূপে উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ অতএব সেই জীক্লপী গঙ্গা তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই পূৰ্ব্বপ্রণয়-ভাব মনে করিয়া দ্বিষং হস্ত সহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১০ ॥

নৃপবর ! আপনি যে প্রতীপনৃপতিতনয় ইহা আমি জানি ; তবে জীজাতির পতিলাভ বিষয়ে স্থির থাকিলেও কোন্ রমণী মনোমত পতিলাভে ইচ্ছা না করে ? ॥ ১১ ॥ নৃপবর ! আপনি রাজগণের শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু, আমি আপনার সহিত একটী প্রতি-

যচ্চ কুর্য্যামহং কার্য্যং শুভং বা যদি বাশুভম্ ।

ন নিষেধ্যা ত্বয়া রাজন্ বক্তব্যং তথাপ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

\*যদা চ ত্বং নৃপশ্ৰেষ্ঠ ! ন করিষ্যসি মে বচঃ ।

তদা মুক্তা গমিষ্যামি যথেষ্টং দেশ মারিষ ! ॥ ১৪ ॥

স্বত্বা জন্ম বসূনাং সা প্রার্থনাপূর্ব্বকং হৃদি ।

মহাভিষস্য প্রেমাথ বিচিন্ত্যেব চ জাহ্নবী ।

তথেষ্ট্যক্তাথ সা দেবী চকার নৃপতিং পতিম্ ॥ ১৫ ॥

এবং রূতা নৃপেণাথ গঙ্গা মানুষরূপিণী ।

নৃপশ্চ মন্দিরং প্রাপ্তা স্তভগা বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥

নৃপতিস্তাং সঁমাসাদ্য চিক্রীড়োপবনে শুভে ।

সাপি তং রময়ামাস ভাবজ্ঞা বৈ বরাদ্ভনা ॥ ১৭ ॥

ন বুবোধ নৃপঃ ক্রীড়ন্ গতান্বর্ষগণানথ ।

স তয়া যুগশাবাক্য্য শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৮ ॥

পণেন । সময়ং পণম্ ॥ ১২ ॥ তথাপ্রিয়ম্ । অপ্রিয়মিতিক্ষেদঃ ॥ ১৩ ॥ তদেতি । তদা ত্বাং মুক্তা ত্যক্তা যথেষ্টং দেশং গমিষ্যামীত্যর্থঃ । যথেষ্টং দেশ মারিষেত্যত্র দেশপদোত্তর-  
বিভক্তিলোপশ্চান্দসঃ ॥ ১৪ ॥ স্বত্বেতি । ইত্থং কার্য্যদ্বয়হেতোজাহ্নবী শতুনোঃ পত্নী জ্ঞাতেতি  
শেষঃ ॥ ১৫ ॥ যদা পণং শ্রুত্বা রাজা তথাষিত্যঙ্গীকৃতপণা জাহ্নবা কার্য্যদ্বয়হেতোনৃপতিং  
পতিং চকারেত্যর্থঃ ॥ (নৃপশ্ৰেষ্ঠি । নৃপশ্চ শতুনোঃ মন্দিরং হান্তিনপুরস্থভবনং প্রাপ্তা সা  
বরবর্ণিনীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ সাপীতি । সাপি বরাদ্ভনা গঙ্গা ভাবং মনোগতাভিপ্রায়ং জানাতীতি  
ভাবজ্ঞা ভর্তৃরভিপ্রায়ং বিদিত্বা রময়ামাসেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥ স তরেতি । তয়া সহ ক্রীড়ন্

জ্ঞান বন্ধ হইয়া আপনাকে পতিত্বে স্বীকার করিব । রাজন্ ! আমার সেই প্রতিজ্ঞাটি অগ্রে  
শ্রবণ করুন, পরে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব ॥ ১২ ॥ মহারাজ ! আমি যখন যে কোর্ন  
কার্য্য করিব তাহা ভাল বা মন্দ হইলেও আপনি নিষেধ করিতে বা ইহা আমার অপ্রিয়  
হইল একরূপ বলিতে পারিবেন না । বে দিবস আপনি আমার বাক্য পালন না করিবেন,  
সেই দিবসই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব ॥ ১৩—১৪ ॥  
ঋষিগণ ! জাহ্নবী বসুগণের সেই জন্ম প্রার্থনাবিষয় শ্রবণ করিয়া এবং মহাভিষ নৃপতির  
প্রণয় ঘটনা চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন । অনন্তর, শাস্তমুরাজ ইহা স্বীকার করিলে,  
গঙ্গা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ ঋষিগণ ! সেই বরবর্ণিনী গঙ্গাদেবী এইরূপে  
মানুষরূপিণী হইয়া শাস্তমুরূপকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তাঁহার গৃহে গমন  
করিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজাও তাঁহাকে লাভ করিয়া মনোহর উপবনে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত  
হইলেন এবং সেই মানুষরূপিণী গঙ্গা নৃপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিবিধ প্রকারে  
তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গত হইতে



স। সৰ্বগুণসম্পন্ন। সোহপি কামবিচক্ষণঃ ।

রেমাতে মন্দিরে দিব্যে রমানারায়ণাবিব ॥ ১৯ ॥

এবং গচ্ছতি কালে সা দধার নৃপতেন্দুদা ।

গৰ্ভং গঙ্গা বহুং পুত্রং স্নুযুবে চারুলোচনা ॥ ২০ ॥

জাতমাত্রং স্নতং বারি চিক্কেপৈবং দ্বিতীয়কে ।

তৃতীয়েহথ চতুর্থেহথ পঞ্চমে ষষ্ঠ এব চ ॥ ২১ ॥

সপ্তমে বা হতে পুত্রে রাজা চিন্তাপরোহভবৎ ।

কিং করোম্যদ্য বংশো মে কথং স্নাহি স্নাহিরো ভুবি ॥ ২২ ॥

সপ্ত পুত্রা হতা নুনমনয়া পাপরূপয়া ।

নিবারয়ামি যদি মাং ত্যক্ত্বা যাস্ততি সৰ্বথা ॥ ২৩ ॥

অষ্টমোহয়ং স্নসম্প্রাপ্তো গৰ্ভো মে মনসীপ্সিতঃ ।

ন বারয়ামি চেদদ্য সৰ্বথেষং জলে ক্ৰিপেৎ ॥ ২৪ ॥

নৃপঃ বর্ষপুগান্ গতানপি ন জাতবান্ । মৃগশাবকস্ত অক্ষিণীব অক্ষিণী যন্তাঃ ॥ ১৮ ॥ রমা  
লক্ষ্মীঃ । লক্ষ্মীনারায়ণৌ ইব তৌ রেমাতে ॥ ১৯ ॥

এবমিতি । এবম্প্রকারেণ কালে গচ্ছতি সতি সা গঙ্গা নৃপতেঃ শত্বনোঃ সকাশাৎ  
গৰ্ভং দধার বহুরূপং পুত্রং চ স্নুযুবে । কিন্তু জাতমাত্রং তং স্নতং স্নসলিলে চিক্কেপ । ইতি  
ষাভ্যামবয়ঃ ॥ ২০—২১ ॥ সপ্তমে ইতি । সপ্তমে পুত্রে নিহতে রাজা চিন্তাপরোহভবৎ ।  
চিন্তাং বিবৃণোতি কিং করোম্যদ্যোতি । অদ্য অধুনা কিং করোমি ককোপায়ং বিদধে কথং  
কেনোপায়েন মে বংশঃ স্নাহিরঃ স্নাদিতি ॥ ২২ ॥ সপ্ত পুত্রা ইতি । অনয়া পাপরূপয়া সপ্ত পুত্রা  
হতা যদ্যোনাং পুত্রহননপ্রবৃত্তাং নিবারয়ামি তদা সৰ্বথা মাং ত্যক্ত্বা যাস্ততি ॥ ২৩ ॥ অষ্টমো-

লাগিল তথাপি সেই ক্রীড়াসক্ত নৃপতি কিছুই জানিতে পারিলেন না । বরং ইন্দ্র যেরূপ  
শচীর সহিত শোভা পান সেইরূপ তিনিও সেই মৃগনয়নার সহিত শোভা পাইতে লাগি-  
লেন ॥ ১৮ ॥ ঋষিগণ ! ইহা ঘটবার প্রধান কারণ এই যে, সেই রমণী যেরূপ সৰ্বগুণবিভূষিতা  
রাজাও তদ্রূপ কামশাস্ত্রবিশারদ ; অতএব, তাঁহারা সেই মনোহর মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের  
ন্যায় সৰ্বদা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সেই চারুলোচনা গঙ্গা গৰ্ভবতী হইলেন এবং শাপভ্রষ্ট  
বহুরূপে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন ॥ ২০ ॥ গঙ্গাদেবী পুত্রটিকে জাতমাত্রই গ্রহণ করিয়া জলে  
নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুত্রও বিনষ্ট হইলে  
পর রাজা চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । এক্ষণে আমি কি করি, কিরূপেই বা আমার  
বংশ পৃথিবীতে স্নাহিররূপে বর্তমান থাকিবে ॥ ২১—২২ ॥ এই পাপিষ্ঠা ত আমার সাতটি  
সন্তানকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিল । যদি এক্ষণে আমি ইহাকে নিবারণ করি তাহা হইলে  
এখনই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে ॥ ২৩ ॥ আর এক্ষণে ত এই অভিলষিত

ভবিতা বা ন বা চাগ্রে সংশয়োহয়ং মমাদ্বিতঃ ।

সম্ভবেহপি চ দুষ্কেয়ং রক্ষয়েদ্বা ন রক্ষয়েৎ ॥ ২৫ ॥

এবং সংশয়িতে কার্যে কিং কর্তব্যং ময়াধুনা ।

বংশস্ত রক্ষণার্থং হি যত্নঃ কার্য্যঃ পরো ময়া ॥ ২৬ ॥

ততঃ কালে যদা জাতঃ পুত্রোহয়মক্টমো বহুঃ ।

মুনেৰ্যোন হতা ধেনূর্নন্দিনী স্ত্রীজিতেন হি ॥ ২৭ ॥

তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ পুত্রং তামুবাচ পতন্ পদে ॥ ২৮ ॥

দাসোহস্মি তব তন্নস্টি ! প্রার্থয়ামি শুচিস্মিতে ! ।

পুত্রমেকং পুষ্যাম্যদ্য দেহি জীবং তমদ্য মে ॥ ২৯ ॥

হিংসিতাঃ সপ্ত পুত্রা মে করভোরু ! ত্বয়া শুভাঃ ।

অষ্টমং রক্ষ স্রোশোণি ! পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৩০ ॥

হয়মিতি । অয়ং মনসেঙ্গিতোহষ্টমো গর্ভঃ সুসংপ্রাপ্তঃ যদি অদ্য ন নিবারয়ামি ইয়ং পাপা সর্কণা জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥ ভবিত্তি । ভবিতা বা ন ভবিতা অগ্রে অয়মেব মহান্ সংশয়ঃ । ততঃ সম্ভবেহপি ইয়ং দুষ্টা নারী রক্ষয়েৎ ন রক্ষয়েদ্ বা ইত্যেব চাতিমহান্ সংশয়ঃ । অতএব সংশয়িতে কার্য্যে ইদানীং ময়া কিংকর্তব্যম্ । কিয়ংকালং এবং বিচারয়ন্ নিশ্চিত্যাহ । বংশস্ত রক্ষণার্থমেব ময়া পরো যত্নঃ কর্তব্যঃ । রক্ষয়েদিত্যি স্বার্থে নিচ্ ॥ ২৫—২৬ ॥

তত ইতি । ততঃ কালে প্রাপ্তে যেন স্ত্রীজিতেন বহুনা মুনের্বশিষ্টস্ত নন্দিনী নাম ধেনুহতা স অষ্টমো বহুর্য়দা শস্ত্রপুত্ররূপেণ জাতঃ ॥ ২৭ ॥ ) তং দৃষ্ট্বা তং দোর্নামানমিত্যর্থঃ । পতন্ পদে নমস্কর্ষ্মনিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ পুষ্যামি পোষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (হিংসিতা ইতি । করভোরু ! ত্বয়া মে শুভাঃ কল্যাণময়া সপ্ত পুত্রাঃ হিংসিতা জলে নিমজ্জিতাঃ । অতন্তে চর-

অষ্টম গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে । যদি ইহাকে নিবারণ না করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই জলে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৪ ॥ ইহার পর আর সন্তান হয় কি না এক্ষণে এই সন্দেহই গুরুতর হইতেছে । আর যদি হয়, তাহা হইলে এই দুষ্টা রক্ষা করিবে কি না তদ্বিষয়েরও স্থিরতা নাই ॥ ২৫ ॥ অতএব এক্রপ সন্দেহ স্থলে এক্ষণে আমার কি করা উচিত । আমার বোধ হয় সর্কপ্রকারে বংশরক্ষার জন্য যত্ন করাই কর্তব্য ॥ ২৬ ॥

ঋষিগণ ! (পরে, যেক্রপ ঘটিল শ্রবণ করন) যে বহু স্ত্রীবার্কা বশিষ্ঠের ধেনু অপহরণ করিয়াছিল, সেই বহু যথাসময়ে অষ্টম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, শাস্ত্রমু নৃপতিজাত-পুত্রটিকে দর্শন করিয়া মানবরূপধারিণী গন্ধার পদে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে কৃশাদি ! আমি তোমার দাসরূপ, হে শুচিস্মিতে ! এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে আমি একটি পুত্রকে প্রতিপালন করিব, অতএব তুমি ইহাকে বিনষ্ট করিও না ॥ ২৮—২৯ ॥ স্রোশোণি ! তুমি আমার সাতটি পুত্র বিনাশ করিয়াছ, এক্ষণে তোমার

অন্ত্রৈ প্রার্থিতস্তেহদ্য দদাম্যথ চ দুর্লভম্ ।  
 বংশো মে রক্ষণীয়োহদ্য ত্বয়া পরমশোভনে ! ॥ ৩১ ॥  
 অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গে বেদবিদো বিদুঃ ।  
 তস্মাদদ্য বরারোহে ! প্রার্থয়াম্যষ্টমং সূতম্ ॥ ৩২ ॥  
 ইত্যুক্তাপি গৃহীত্বা তং যদা গন্তুং সমুৎস্রজা ।  
 তদাতিকুপিতো রাজা তামুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৩ ॥  
 পাপিষ্ঠে ! কিং করোষ্যদ্য নিরয়াম বিভেষি কিম্ ।  
 কাসি পাপকরাণাং ত্বং পুত্রী পাপরতা সদা ॥ ৩৪ ॥  
 যথেষ্টং গচ্ছ বা তিষ্ঠ পুত্রো মে স্থীয়তামিহ ।  
 কিং করোমি ত্বয়া পাপে ! বংশাস্তকরয়াহনয়া ॥ ৩৫ ॥  
 এবং বদতি ভূপালে সা গৃহীত্বা সূতং শিশুম্ ।  
 গচ্ছন্তী বচনং কোপসংযুতা সমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

গয়োঃ পতামি অষ্টমং পুত্রং রক্ষত্যধ্বরঃ ॥ ৩০ ॥ অত্রদ্বিতী । হে পরমশোভনে অস্ত্রং যৎ  
 কিঞ্চিং সূদুর্লভং বস্তুজাতগপি ত্বয়া প্রার্থিতং সৎ অহং দদামি পরং মেহদ্য বংশো রক্ষ-  
 ণীয়ঃ ॥ ৩১ ॥ পুত্ররক্ষণে কারণং সূচয়ামাহ । অপুত্রস্তেতি । ইহ সংসারে অপুত্রস্ত গতির্নাস্তীতি  
 বেদজ্ঞাঃ বিদুঃ তস্মাদ্ভ্যক্তোঃ অষ্টমং পুত্রং প্রার্থয়াম্যতি ॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্তাপীতি । রাজা এবং  
 প্রার্থিতাহপি যদা যা তং পুত্রং গৃহীত্বা গন্তুং সমুৎস্রজা তদা রাজা দুঃখিতোহতিকুপিতস্ত তামু-  
 বাচ ॥ ৩৩ ॥ ) পাপকরাণাম্পাপিনামিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ (যথেষ্টমিতি । মে পুত্রঃ অত্র স্থীয়তাম্ ।  
 ত্বং যথেষ্টং গচ্ছ তিষ্ঠ বা অনয়া বংশাস্তকরয়া ত্বয়াহং কিং করোমীতি ॥ ৩৫ ॥

এবং বদতীতি । ভূপালে শস্ত্রনৌ এবং বদতি সতি সা শিশুং সূতং গৃহীত্বা গচ্ছন্তী

পায়ে পড়িতেছি এই পুত্রটী রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥ তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর  
 তাহা দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব ; কিন্তু হে সুনন্দরি ! অদ্য আমার বংশ রক্ষা  
 করা তোমার উচিত বিবেচনা করিতেছি ॥ ৩১ ॥ কারণ, বেদবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন  
 অপুত্রক ব্যক্তি কখনই স্বর্গে যাইতে সমর্থ হয় না । হে বরারোহে ! এই জন্যই অদ্য এই  
 অষ্টম পুত্রটীকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ঋষিগণ ! নরপতি এইরূপে বারংবার প্রার্থনা  
 করিলেও নারীরূপা গঙ্গা যখন পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন ; তখন রাজা  
 শাস্ত্রস্থ অতি দুঃখিত এবং কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ৩৩ ॥ পাপিষ্ঠে ! তুমি কি করিতেছ ?  
 তোমার কি নরকে ভয় নাই ? পাপাত্মাদিগের মধ্যে তুমি কোন পাপাত্মার কন্যা যে  
 সর্বদাই আমার বংশ ধ্বংসে রত রহিয়াছ ? ॥ ৩৪ ॥ আমার পুত্র এই স্থানে থাকুক তুমি যথা  
 ইচ্ছা চলিয়া যাও । পাপিষ্ঠে ! তুমি বংশনাশকারিণী তোমাকে লইয়া আমি কি করিব ॥ ৩৫ ॥

শাস্ত্রমুরাজ এইরূপ বলিলে পর সেই রমণী শিশু পুত্রটীকে লইয়া যাইবার সময়



পুত্রকামা সূতং ত্বেনং পালয়ামি বনে গতঃ ।  
 সময়ো মে গুমিষ্যামি বচনং হৃদ্যথা কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 গঙ্গাং মাং বৈ বিজানীহি দেবকার্যার্থমাগতাম্ ।  
 বসবস্তু পুরা শপ্তা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ৩৮ ॥  
 ব্রজন্তু মানুষীং যোনিং স্থিতাং চিন্তাতুরাস্তু মাম্ ।  
 দৃষ্টেদং প্রার্থয়ামাস্তু জননী নো ভবানঘে ! ॥ ৩৯ ॥  
 তেভ্যো দত্তা বরং জাতা পত্নী তে নৃপসন্তম ! ।  
 দেবকার্যার্থসিদ্ধার্থং জানীহি সম্ভবো মম ॥ ৪০ ॥  
 সপ্ত তে বসবঃ পুত্রা মুক্তাঃ শাপাদৃমেস্তু তে ।  
 কিয়ন্তুং কালমেক্রোহয়ং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

সতী কোপসংযুতা বচনং বক্ষ্যমাণং উবাচ ॥ ৩৬ ॥ ) পুত্রকামেতি । হে রাজন্ ! পুত্র-  
 কামাহং পুত্রং গৃহীত্বা গুমিষ্যামি বনে চৈনং পুত্রং পালয়ামি পালয়িষ্যামি । ইহৈব কুতো ন  
 পাল্যতে ইতি চেদগতঃ সময়ো যো ময়া পণঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি হেতোঃ । কুতো নষ্ট ইতি  
 চেদম বচনং পূর্বেকৃতং ত্বয়া অত্থথা কৃতমিতি হেতোঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র পুত্রং পালয়িষ্যাসীতাত্ম  
 কিং প্রমাণমিতি চেদহং গঙ্গাহস্মি ততো মঘচনং সত্যং জানীহীত্যভিপ্রায়েণাহ । গঙ্গামিতি ।  
 তর্হি ত্বং মম পত্নী কুতো জাতা তথা পুত্রাশ্চ ত্বয়া কথং হিংসিতা ইতি চেত্তত্ত্বাহ বসব-  
 স্ত্বিতি ॥ ৩৮ ॥ (শাপপ্রকারং সূচয়ন্ত্যাহ ব্রজন্তু ইতি । অয়মর্থঃ । নন্দিনীহরণাপরাধান্ বহুন্  
 প্রীতি বুদ্ধির্বিবশিষ্ঠঃ এবং শপ্তবান্ যথা, যতো ভবন্তো মম কামধেনুং হতবস্তুঃ অতো  
 মানুষীং যোনিং ব্রজন্তু ইত্যোবমভিশপ্তাঃ সম্ভবন্তে বসবঃ পথি স্থিতাঃ মাং দৃষ্ট্বা হে অনঘে !  
 ত্বং নোহস্মাকং জননী ভবেতি প্রার্থয়ামাস্তুরিত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ তেভ্যো দত্তেতি । তেভ্যো  
 বহুভ্যঃ তথাস্থিতি বরং দত্তা তে তব পত্নী জাতাহনুতি শেষঃ । নত্বহং পঞ্চশরবিদ্ধা সতী  
 পত্ন্যভবং কিন্তু তৈর্বহুভিঃ প্রার্থিতা দেবকার্যার্থসিদ্ধার্থমেব মম সম্ভব ইতি নিশ্চিতং  
 জানীহি ॥ ৪০ ॥ ততঃ কিং জাতমিতি জিজ্ঞাসায়াগাহ । সপ্তেতি । তে সপ্ত বসবঃ তব যে  
 সপ্তপুত্রা ময়া জলে নিক্ষিপ্তাঃ তে নিহতাঃ সন্তুঃ যুনের্বশিষ্ঠস্ত শাপাৎ মুক্তাঃ । অয়ং ষ একো

কোপভরে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! পূর্বে তোমার সহিত আমার যে কথা ছিল তুমি  
 তাহার অন্তথা করিলে; অতএব, এক্ষণে সেই নিয়ম ভঙ্গ জন্ত আমি বনে যাইয়া এই পুত্রটিকে  
 প্রতিপালন করিব ॥ ৩৭ ॥ রাজন্ ! এক্ষণে তুমি আমাকে সুরনদী গঙ্গা বলিয়া অবগত  
 হও । আমি কোনও দেবকার্যের জন্ত এই মনুষ্যালোকে আসিয়াছিলাম । পূর্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ-  
 ঋষি বহুগণকে মানুষবোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন । অমন্তর  
 বহুগণ অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া, আপনি আমাদিগের জননী  
 হউন এই বলিয়া প্রার্থনা করে । তদনন্তর আমি ( তাহাই হইবে বলিয়া ) তাহাদিগকে বর-  
 প্রদান করিয়া তোমার পত্নী হইয়াছিলাম । নৃপবর ! দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্যই আমার সম্ভব  
 এইটাই স্থির জানিবেন ॥ ৩৮—৪০ ॥ মহারাজ ! সাত জন বহু আপনার পুত্ররূপে জন্ম-

গঙ্গাদত্তমিমং পুত্রং গৃহাণ শস্ত্রনো ! স্বয়ম্ ।

বহুন্দেবং বিদিত্বৈনং স্ত্রুং ভুংক্ষু স্ততোদ্ভবম্ ॥ ৪২ ॥

গাঙ্গেয়োহয়ং মহাভাগ ! ভবিষ্যতি বলাধিকঃ ।

অদ্য তত্র নয়াম্যেনং যত্র স্ত্রং বৈ ময়া বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

দাস্তামি যৌবনপ্রাপ্তং পালয়িত্বা মহীপতে ! ।

ন মাতৃরহিতঃ পুত্রো জীবেন চ স্ত্রুখী ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যুক্ত্বাস্তদর্শে গঙ্গা তং গৃহীত্বা চ বালকম্ ।

রাজা চাতীবহুঃখার্তঃ সংস্থিতো নিজমন্দিরে ॥ ৪৫ ॥

ভার্য্যাবিরহজং দুঃখং তথা পুত্রস্ত চাদ্রুতম্ ।

সর্বদা চিন্তয়মান্তে রাজ্যং কুর্বন্ মহীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥

এবং গচ্ছতি কালেহথ নৃপতির্মুগয়াং গতঃ ।

নিঘ্নন্ মুগগগান্ বাণৈর্মহিয়ান্ শূকরানপি ॥ ৪৭ ॥

বর্তমানঃ অষ্টমো বসুরিত্যর্থঃ । অসৌ কিয়ন্তং কালং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ইহ লোকে তব পুত্রভাবেন কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্যায়ং হ্যস্ততীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৪১ ॥ গঙ্গাদত্তমিতি । হে শস্ত্রনো ! স্ত্রং ইমং স্বয়ং গঙ্গাদত্তং পুত্রং গৃহাণ এনং পুত্রমপি চ বহুং বিদিত্বৈব স্ততোদ্ভবং স্ত্রুং ভুংক্ষু নত্বয়ং সাধারণপুত্র ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥ দেবশক্তিগর্ভজাততয়া পুত্রস্ত ভাবিপ্রভাবং বিজিজ্ঞাপয়িস্বরূহ গাঙ্গেয়োহয়মিতি ॥ ৪৩ ॥ কতিবর্ষং যাবত্তদন্তিকং হ্যস্ততীতি চেতত্বাহ দাস্তামিতি । যতো মাতৃবিহীনঃ পুত্রো ন জীবেন চ স্ত্রুখী ভবেৎ অত এনং নয়ামিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্ত্বাতি । এতাবহুত্বা অন্তর্হিতা বভূব ॥ ৪৫ ॥ ভার্য্যোতি । মহীপতিঃ শস্ত্রনুঃ ভার্য্যাবিরহজং পুত্রবিরহজন্যকং অদ্রুতং দুঃখং সর্বদা চিন্তয়ন্ আন্তে পরং নৈব প্রজাপালনরূপং রাজধর্ম্মং মুক্ত্বা কেবলং দুঃখং চিন্তয়তি অত আহ-রাজ্যং কুর্বমিতি ॥ ৪৬ ॥

গ্রহণ করিয়া ঋষির শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে । এই একটী বসু তোমার পুত্র হইয়া কিছুকাল ইহ লোকে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪১ ॥ হে শান্তমুরাজ ! আমি প্রদান করিতেছি পুত্রটিকে গ্রহণ কর । ইহাকে বসুদেব মনে করিয়া পুত্রজন্ত স্ত্রুখ উপভোগ কর ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! তুমি অতি ভাগ্যশালী তাহাতে সন্দেহ নাই । তোমার এই পুত্রটী গঙ্গার গর্ভ-জাত অতএব এ অতিশয় বলশালী হইবে । কিন্তু পূর্বে তোমার সহিত আমার যে স্থানে নিগন হইয়াছিল, অদ্য আমি ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব ॥ ৪৩ ॥ কারণ, মাতৃ-বিরহিত পুত্র কখনই স্ত্রুখী হইতে বা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য লালন পালন করিয়া ইহার যৌবনকাল উপস্থিত হইলে পুনর্বার আপনাকে প্রদান করিব ॥ ৪৪ ॥ ঋষিগণ ! গঙ্গা-দেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন । রাজাও অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ভার্য্যা ও পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় বিরহজাত দুঃখের সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ স রাজা শস্ত্রমুস্তদা ।

নদীং স্তোকজলাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৪৮ ॥

তত্রাপশ্যৎ কুমারং তং মুঞ্চন্তং বিশিখান্ বহুন্ ।

আকৃষ্য চ মহাচাপং ক্রীড়ন্তং সরিতস্তটে ॥ ৪৯ ॥

তং বীক্ষ্য বিস্মিতো রাজা ন স্ম জানাতি কিঞ্চন ।

নোপলেভে স্মৃতিং ভূপঃ পুত্রোহয়ং মম বা ন বা ॥ ৫০ ॥

দৃষ্ট্বাপ্যমানুষং কৰ্ম্ম বাণেষু লঘুহস্ততাম্ ।

বিদ্যাং বাহপ্রতিমাং রূপং তস্মৈ বৈ স্মরসন্নিভম্ ॥ ৫১ ॥

পপ্রচ্ছ বিস্মিতো রাজা কস্মৈ পুত্রোহসি চানঘ । !

নোবাচ কিঞ্চিদীরোহসৌ মুঞ্চন্ শিলীমুখানথ ॥ ৫২ ॥

অন্তর্ধানংগতঃ সোহথ রাজা চিন্তাতুরোহভবৎ ।

কোহয়ং মম সূতো বালঃ কিং করোমি ব্রজামি কম্ ॥ ৫৩ ॥

এবমিতি । এপ্রকারেণ কালে গচ্ছতি অথ কদাচিৎ স রাজা মৃগয়াতঃ মহিষাদীন  
বহুন্ মৃগান্ বাণৈর্নিঘন্ গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ সন্ নদীং গঙ্গাং স্তোকজলাং স্বল্পসলিলবহাং  
দৃষ্ট্বা বিস্মিত আসীৎ ইতি দ্বাভ্যামবয়ঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তত্রাপশ্যদिति । তত্র সরিতস্তটে কক্ষিৎ  
কুমারং বহুন্ বিশিখান্ বাগান্ মুঞ্চন্তমপশ্যৎ ॥ ৪৯ ॥ তং বীক্ষ্যতি । রাজা তং কুমারং  
বীক্ষ্য বিস্মিতঃ সন্ কিমপি ন জানাতি অয়ং মম পুত্রো ন চেতি স্মৃতিং ন উপলেভে ॥ ৫০ ॥  
দৃষ্ট্বাপীতি । বাণেষু লঘুহস্ততাং কিপ্রকারিতাং তথা নদীজলশোষণরূপমমানুষং কৰ্ম্ম অপ্র-  
তিমাং নিরূপমাং বিদ্যাং চ দৃষ্ট্বা রাজা বিস্মিতঃ সন্ পপ্রচ্ছতি পরেণাবয়ঃ ॥ ৫১—৫২ ॥  
কোহয়মিতি । অয়ং বালো মম সূতোহস্তো বা কশ্চনাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ (গঙ্গামিতি । ভূপালঃ

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিবস সেই শাস্ত্রমু নৃপতি মৃগয়ার যাইয়া স্মৃশাণিত  
বাণদ্বারা মহিষ, শূকর প্রভৃতি নানাজাতি পশুগণকে বধ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে  
উপস্থিত হইলেন এবং সহসা নদীর জল স্বল্পমাত্র প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হই-  
লেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ অনন্তর, সেই নদীতটে একটা বালককে ক্রীড়া উপলক্ষে একটা মহৎ  
পরাসন আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য বাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাজা সেই  
বালককে দেখিবামাত্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া পূর্বকথা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন, এজন্ত এই  
বালক আমার পুত্র কি না ইহাও স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৫০ ॥ রাজা সেই বালকের  
অমানুষ কৰ্ম্ম, বাণে অতিশয় লঘুহস্ততা অতুল্য ধর্মবিদ্যা এবং কন্দর্পসদৃশ রূপ সন্দর্শন করিয়া  
অতিশয় বিস্মিত হইয়া, তুমি কাহার পুত্র তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্তু সেই  
বাণবর্ষণকারী বীর বালক রাজাকে কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল ।  
বালক প্রস্থান করিলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বালক আমার পুত্র কি না ।



গঙ্গাং তুষ্টাব ভূপালঃ স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ।

দর্শনং সা দদাবাখ চারুরূপা যথা পুরা ॥ ৫৪ ॥

দৃষ্ট্বা তাং চারুসর্বাঙ্গীং বভাবে নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।

কোহয়ং গঙ্গে ! গতৌ বালৌ মম ত্বং দর্শয়াধুনা ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গোবাচ ।

পুত্রোহয়ং তব রাজেন্দ্র ! রক্তিতশ্চাক্ষরো বহুঃ ।

দদামি তব হস্তে তু গাঙ্গেয়োহয়ং মহাতপাঃ ॥ ৫৬ ॥

কীর্তিকীৰ্ত্তা কুলশ্রাস্ত্র ভবিতা তব স্তত্রত ! ।

পাঠিতস্ত্রখিলান্ বেদান্ ধনুর্বেদঞ্চ শাস্ত্রতম্ ॥ ৫৭ ॥

বশিষ্ঠশ্রাশ্রমে দিব্যে সংস্থিতোহয়ং স্ততস্তব ।

সর্ববিদ্যাবিধানজ্ঞঃ সর্বার্থকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৫৮ ॥

যদ্বৈদ জামদগ্ন্যোহসৌ তদ্বৈদায়ং স্ততস্তব ।

গৃহাণ গচ্ছ রাজেন্দ্র ! স্ত্রী ভব নরাধিপ ! ॥ ৫৯ ॥

শস্ত্রমুঃ তত্র নদীতটে স্থিতঃ সমাহিতঃ সন্ গঙ্গাং তুষ্টাব স্ততিং চকার । অথ রাজাহতিষ্টে তা  
সা গঙ্গা পুরা পূৰ্ব্বং মাহুবরমণীরূপং ধ্বজা যথা রময়ামাস তথা ইদানীমপি তদ্রূপং বিধায়  
দর্শনং দদৌ শস্ত্রমুরাজ্যেতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥ দৃষ্টেতি চারুসর্বাঙ্গীং সর্বাঙ্গমনোহরাম্  
অয়ং বালকঃ কঃ বোহয়ং গতঃ ত্বং ইদানীং তং দর্শয়েতি বভাবে ॥ ৫৫ ॥

পুত্রোহয়মিতি । হে রাজেন্দ্র ! অয়ং মহাতপা গঙ্গাগর্ভজাতঃ তব পুত্ররূপোহষ্টমো বহুঃ  
সাম্প্রতং তব হস্তে দদামি সমর্পয়ামি ॥ ৫৬ ॥ কীর্তিকীর্ত্তেতি । নতু কেবলং পোষণাদিনা পরিবর্দ্ধিতো-  
হয়ং বালকঃ অখিলান্ বেদান্ ধনুর্বেদঞ্চ পাঠিত এব ॥ ৫৭ ॥ কুতোহয়শ্রাপ বিদ্যাং ইতি চেত্তজাহ

একণে কি উপায় করে কাহার নিকট গাই ॥ ৫১—৫৩ ॥ এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া  
রাজা সেই নদীতটে সমাহিত হইয়া গঙ্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর গঙ্গাদেবী  
পূর্ববৎ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজা সেই চারুরূপা  
গঙ্গাকে দর্শন করিবামাত্রই বলিলেন, গঙ্গে ! এই বালকটী কে, এবং কোথায় বাইল, তুমি  
একণে সেই বালকটীকে আমার দর্শন করাও ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গা, রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র ! এই বালকটী তোমারই  
পুত্র আমি এতদিন ইহাকে রক্ষা করিয়াছি । ইহাকে শাপভ্রষ্ট অষ্টম বহু বলিয়া জানিদেন ।  
একণে আমি এই মহাতপা গাঙ্গেয়কে আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ রাজন্ ! এই  
পুত্রটীই তোমার কুলের কীর্তিকর হইবে । আমি ইহাকে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে রাখিয়া অখিল  
বেদ বিশেষতঃ সমস্ত ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছি । তোমার এই পুত্রটী বশিষ্ঠের আশ্রমে  
বাস করত একণে সর্ববিদ্যাবিৎ ও সর্বকার্যদক্ষ হইয়াছে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রাজেন্দ্র ! অধিক

ইত্যুক্তাস্তদধে গঙ্গা দত্তা পুত্রং নৃপায় বৈ ।  
 নৃপতিস্ত মুদা যুক্তো বভূবাতিস্থখান্বিতঃ ॥ ৬০ ॥  
 সমালিন্ধ্য স্ততং রাজা সমাভ্রায় চ মন্তকম্ ।  
 সমারোগ্য রথে পুত্রং স্বপুরং স প্রচক্রমে ॥ ৬১ ॥  
 গঙ্গা গঙ্গাহ্রয়ং রাজা চকারোৎসবমুত্তমম্ ।  
 দৈবজ্ঞঃ সমাহুয় পপ্রচ্ছ চ শুভং দিনম্ ॥ ৬২ ॥  
 সমাহৃত্য প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ সচিবান্ সৰ্ব্বশঃ শুভান্ ।  
 যৌবরাজ্যেহথ গাঙ্গেয়ং স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৬৩ ॥  
 কুত্বা তং যুবরাজানং পুত্রং সৰ্ব্বগুণান্বিতম্ ।  
 স্তুত্বামাস স ধৰ্ম্মাত্মান সস্মার চ জাহ্নবীম্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ ।

এতদ্ব্যং কথিতং সৰ্ব্বং কারণং বহুশাপজম্ ।  
 গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিং জাহ্নব্যাঃ সন্তবং তথা ॥ ৬৫ ॥

বশিষ্ঠোক্তেতি ॥ ৫৮ ॥ ধনুর্বেদপারদর্শিতাং সূচয়ন্ত্যাহ যদবেদেতি । জামদগ্ন্যাঃ পরশুরামঃ ॥ ৫৯ ॥  
 ইত্যুক্তেতি । এতাবদ্বক্তৃ। অন্তর্দানং চকার নৃপতিস্ত মুদা যুক্তো বভূব পুত্রলাভেনেতি  
 যাবৎ ॥ ৬০ ॥ সমালিন্ধ্যতি । সমালিন্ধ্য সমালিন্ধ্য শিরোভাগং নয়ন্ রথে সমারোপয়ন্  
 স্বপুরং হাস্তিনপুরং প্রচক্রমে প্রতস্থে ॥ ৬১ ॥ গংগেতি । গঙ্গাহ্রয়ং হাস্তিনপুরং হন্তীতি  
 নাম্না কশিপুরপতিরাসীৎ তেন নির্মিতত্বাৎ পুরস্তাপি তদাখ্যা জাতেতি বোধ্যম্ ॥ ৬২ ॥  
 সমাদৃত্যেতি । শুভান্ কল্যাণকামান্ গাঙ্গেয়ং ভীষ্মঃ স্থাপয়ামাস প্রতিষ্ঠাপিতবান্ ॥ ৬৩ ॥  
 ন সস্মারেতি । পুত্রস্থপেন জাহ্নবীবিরহজ্জঃখন্তনাশাত্তাং ন সস্মারেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

আর কি বলিব, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম বাহা কিছু অবগত আছেন সে সমস্তই তোমার পুত্র  
 সম্যকরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। একগণে আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে বাইয়া সুখী  
 হউন ॥ ৫৯ ॥ গঙ্গাদেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তর্হিতা  
 হইলেন। নৃপতি ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহার মন্তক আভ্রাণ  
 করিলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া নিজ পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥  
 অনন্তর, শাস্তনুরাজ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াই পুত্রাগমন জন্য মহোৎসব করিলেন এবং  
 সমস্ত প্রজা ও সৰ্ব্বদাহিতকারী মন্ত্রিবর্গকে আনয়ন পূর্বক দৈবজ্ঞনির্দিষ্ট শুভদিনে গঙ্গা-  
 নন্দনকে যৌবরাজ্যে অতিবিস্তৃত করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥ এইরূপে ধৰ্ম্মাত্মা শাস্তনুরাজ সৰ্ব্ব-  
 গুণান্বিত গাঙ্গেয়কে যুবরাজ করিয়া অতিশয় সুখী হইয়া গঙ্গা-বিরহজাত হঃখ অন্তঃকরণ  
 হইতে বিদূরিত করিলেন ॥ ৬৪ ॥

গঙ্গাবতরণং পুণ্যং বসুনাং সম্ভবং তথা ।

যঃ শৃণোতি নরঃ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

পুণ্যং পবিত্রমাখ্যানং কথিতং মুনিসত্তমাঃ ! ।

যথা ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং নানাখ্যানকথাস্থিতম্ ।

দ্বৈপায়নমুখোদ্ভূতং পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬৮ ॥

শৃণুতাং সর্বপাপহ্নং শুভদং সুখদং তথা ।

ইতিহাসমিমং পুণ্যং কীর্তিতং মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(এতদ্ব্যং কথিতমিতি । বো বৃষভাঃ এতৎ বসুশাপজং সর্বং কাবণং গান্ধেয়স্ত ভীষ্মস্ত উৎপত্তিঃ জাহ্নব্যাশ্চ সম্ভবঃ নরজাতীয়রমণীক্লপধারণমিত্যর্থঃ কথিতং ময়েতি শেষঃ ॥ ৬৫ ॥ গঙ্গায়া ইতি । গঙ্গায়া অবতরণং বসুনাঞ্চ সম্ভবং যো নরঃ শৃণোতি ॥ ৬৬ ॥ ইদানীং শ্রীমদ্ভাগবতাস্তর্গতৈতদাখ্যানমাহাখ্যাং শৃণুতাং পাপধ্বংসাদিকলশ্রুতিং বর্ণয়ন্নধ্যায়ং সমাপয়তি সূতঃ পুণ্যং পবিত্রমিতি ॥ ৬৭—৬৯ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! এই ত আমি আপনাদিগকে বসুশাপের সমস্ত কারণ, গঙ্গা-গর্ভগম্বুত ভীষ্মের উৎপত্তি এবং গঙ্গাদেবীর সম্ভব কথা সমস্তই বলিলাম ॥৬৫॥ ইহা লোকে যে মনুষ্য এই পুণ্যজনক গঙ্গাবতারের এবং বসুদিগের উৎপত্তিকথা শ্রবণ করিবে সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ॥৬৬॥ হে মুনিসত্তমগণ ! আমি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট নানাখ্যান সম্বিত, পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট, বেদসদৃশ এই পুণ্যজনক শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি আপনাদের নিকট সেই রূপই বলিলাম । ঋষিগণ ! আমি যে এই পুণ্যজনক ইতিহাস বলিলাম, যাহারা ইহা শ্রবণ করেন তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় সর্বদা মঙ্গল হইতে থাকে এবং তাঁহারা চিরসুখী হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন ॥ ৬৭—৬৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের

দ্বিতীয়স্কন্ধে বসুগণের জন্মবিষয়ক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥



## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

বসুনাং সম্ভবঃ সূত ! কথিতঃ শাপকাণ্ডাৎ ।  
গাঙ্গৈরস্য তথোৎপত্তিঃ কথিতা লোমহর্ষণে ! ॥ ১ ॥  
মাতা ব্যাসস্য ধর্মজ্ঞ ! নান্না সত্যবতী সতী ।  
কথং শস্ত্রনুনা প্রাপ্তা ভার্য্যা গন্ধবতী শুভা ॥ ২ ॥  
তন্মমাচক্ষু বিস্তারং দাশপুত্রী কথং বৃত্তা ।  
রাজ্ঞা ধর্মবরিষ্ঠেন সংশয়ং ছিন্তি সূত্রত ! ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

শস্ত্রনুর্নাম রাজর্ষিমৃগয়ানিরতঃ সদা ।  
বনং জগাম নিব্বন্ বৈ মৃগাংশ্চ মহিষান্ রুরূন্ ॥ ৪ ॥  
চত্বার্য্যেব তু বর্ষাণি পুত্রেন সহ ভূপতিঃ ।  
রমমাগঃ স্তথং প্রাপ কুমারেণ যথা হরঃ ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্ত সত্যবত্যাতিহাসরী ।

বৃত্তা শস্ত্রনুনা রাজ্ঞা কথং সমাগীর্ষ্যতে ॥

গঙ্গয়া সহ শস্ত্রনোর্বিবাহাদিকং শ্রুত্বা সত্যবতীবিবাহকথাং পৃচ্ছন্তি বসুনামিতি ॥ ১ ॥  
(নাতেতি । ধর্মজ্ঞ ! সূত ! ব্যাসশিষ্যত্বাত্তথাত্মন্ । রাজ্ঞা শস্ত্রনুনা কথং প্রাপ্তা লক্ষা গন্ধবতী  
যোজনগন্ধাধিতা ॥ ২ ॥ তন্মমেতি । হে সূত্রত ! ধর্মবরিষ্ঠেন রাজ্ঞা দাশপুত্রী কথং বৃত্তে-  
ত্যেতন্মমাচক্ষু উক্ত্বা চ সংশয়ং ছিন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

শস্ত্রনুরিতি । সদা মৃগয়ানিরতঃ । রুরূন্ মৃগভেদান্ ॥ ৪ ॥ ) পুত্রেন সহ ভীষ্মেন সহ ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণ পুত্র সূত ! তুমি বসুগণের শাপজন্তু সমুদ্ভব এবং গঙ্গা-  
নন্দন ভীষ্মের উৎপত্তি কথা বলিয়াছ ॥ ১ ॥ হে ধর্মজ্ঞ ! এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বল, শান্তনু  
নৃপতি কি করিয়া সেই যোজনগন্ধা ব্যাসজননী সতী সত্যবতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন । রাজা ধার্মিকপ্রবর হইয়াও কি রূপে তাহাকে বরণ করিলেন ? হে সূত্রত সূত !  
আমাদিগের এই সংশয় ছেদ কর ॥ ২—৩ ॥

সূত ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ । রাজর্ষি শান্তনু সর্বদা  
মৃগয়ারত হইয়া হরিণ মহিষ ও অন্যান্য পশুগণকে বিনাশ করত বনে বনে ভ্রমণ করি-  
তেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে ভূপতি শান্তনু চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ভীষ্মের সহিত একত্র থাকিয়া,

একদা বিক্ৰিপন্ বাগান্ বিনিয়ন্ খড়গশূকরান্ ।  
 স কদাচিৎখনং প্রাপ্তঃ কালিন্দীং সরিতাং বরাম্ ॥ ৬ ॥  
 মহীপতিরনির্দেশমাজিহ্নাদগন্ধমুত্তমম্ ।  
 তস্য প্রভবমস্মিচ্ছন্ সঞ্চচার বনং তদা ॥ ৭ ॥  
 ন মন্দারস্য গন্ধোহয়ং যুগনাভিমদস্য ন ।  
 চম্পকস্য ন মালত্যা ন কেতক্যা মনোহরঃ ॥ ৮ ॥  
 ন চানুভূতপূর্বেহয়ং বাতি গন্ধবহঃ শুভঃ ।  
 কুতোহয়মেতি বায়ুর্বে মম আণুবিমোহনঃ ॥ ৯ ॥  
 ইতি সঙ্কিত্যমানোহসৌ বভ্রাম বনমণ্ডলম্ ।  
 মোহিতো গন্ধলোভেন শস্ত্রনুঃ পবনানুগঃ ॥ ১০ ॥  
 স দদর্শ নদীতীরে সংস্থিতাং চারুদর্শনাম্ ।  
 শৃঙ্গারসহিতাং কান্তাং স্থস্থিতাং মলিনাস্বরাম্ ॥ ১১ ॥  
 দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ।  
 অস্যা দেহস্য গন্ধোহয়মিতি সঞ্জাতনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

কুমারেণ স্বন্দেন ॥ ৫ ॥ স কদাচিদিতি । প্রথমং বনং প্রাপ্তঃ পশ্চাদবনমধ্যস্থং সরিৎসং  
 কালিন্দীং যমুনাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ অনির্দেশ্যং নির্ণেতুমশক্যং তন্তু গন্ধস্ত প্রভবমুৎপত্তি-  
 স্থানম্ ॥ ৭—৮ ॥ গন্ধবহো বায়ুঃ ॥ ৯ ॥ পবনানুগঃ পবনমল্ললক্ষীকৃত্য গন্তা ॥ ১০ ॥ (স দদ-  
 র্শেতি । স রাজা নদীতটস্থানে মনোজ্ঞদর্শনাং শৃঙ্গারসহিতাং যৌবনোপযোগিহাবভাবা-  
 দ্যাঢ্যাং অতঃ কান্তাং কমনীয়মূর্ত্তিমিত্যর্থঃ । স্থস্থিতাং চাপল্যরহিতাং মলিনাস্বরামিত্যনেন  
 নীচজাতিকন্তাৎ সূচিতম্ । এবমুতাং দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ দৃষ্ট্বা তামিতি । অসিতৌ ঈষদ্রজৌ

মহাদেব যেরূপ কার্ত্তিক সহবাসে আনন্দ লাভ করেন, তদনুরূপ সুখলাভ করিলেন ॥ ৫ ॥  
 অনন্তর, একদা যুগলা উপলক্ষে শূকর গণ্ডার প্রভৃতি বহুপশুগণের সংহার করিতে করিতে  
 সরিৎসং-কালিন্দীসমীপস্থ বনে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥ উপস্থিত মাত্রই শাস্ত্রমুরাজ এক  
 প্রকার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন ; কিন্তু, সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা নির্ণয়  
 করিতে পারিলেন না । অনন্তর, তিনি সেই সদৃশ গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অন্বেষণ  
 জন্ত সেই বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ পরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে, এই মনো-  
 হর সদৃশ মন্দার পুষ্পের নয়, যুগনাভিরও নয়, চম্পক, মালতী বা কেতকী পুষ্পেরও  
 নয় । আমি পূর্বে কখন এরূপ সুরভিময় বায়ু সেবন করি নাই এরূপ আণেত্রিয়ের বিমোহন-  
 কারী বায়ু কোথা হইতে প্রবাহিত হইতেছে ? ॥ ৮—৯ ॥ ঋষিগণ । শাস্ত্রমুরাজ এইরূপ  
 চিন্তা করত সমাগত গন্ধলোভে মোহিত হইয়া সেই গন্ধবহ বায়ুর অনুসরণ করত সমস্ত বন  
 ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর, তিনি কালিন্দী-নদীতীরে সমুপবিষ্ট যৌবনোপযোগী

তদদ্ভুতং রূপমতীবস্মন্দরং  
 তথৈব গন্ধোহখিললোকসম্মতঃ ।  
 বয়শ্চ তাদৃগ্নবযৌবনং শুভং  
 দৃষ্টে ব রাজা কিল বিস্মিতোহভবৎ ॥ ১৩ ॥  
 কেয়ং কুতো বা সমুপাগতোহধুনা  
 দেবাস্থনা বা কিমু মানুষী বা ।  
 গন্ধর্বপুত্রী কিল নাগকন্যা  
 জানে কথং গন্ধবতীং নু কামিনীম্ ॥ ১৪ ॥  
 সঞ্চিন্ত্য চৈবং মনসা নৃপোহসৌ  
 ন নিশ্চয়ং প্রাপ যদা ততঃ স্বয়ম্ ।  
 গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতৌহথ  
 পপ্রচ্ছ কান্তাং তটসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৫ ॥  
 কাসি প্রিয়ে ! কস্য স্মৃতাসি কস্মা-  
 দিহ স্থিতা ত্বং বিজনে বরোরু ! ।  
 একাকিনী কিং বদ চারুনেত্রে !  
 বিবাহিতা বা ন বিবাহিতাসি ॥ ১৬ ॥

অপাঙ্গো লোচনপ্রান্তো যন্তাস্তাং দৃষ্ট্বা স মহীপতিঃ অস্যা দেহত্য়ায়ং গন্ধঃ ইতি সংজাতঃ  
 নিশ্চয়ঃ যন্ত ॥ ১২ ॥ রূপাধিকাং বর্ণয়িতুকাম আহ তদদ্ভুতমিতি । অখিললোকসম্মতঃ সর্বজন-  
 মনোহরো গন্ধঃ ॥ ১৩ ॥ ইদানীং রাজা মনসা বিচারয়গ্নাহ কেয়মিতি ॥ ১৪ ॥) গঙ্গাং স্মরন্  
 কামবশং গতঃ কামেন ক্রটিতঃ সন্ যয়া গঙ্গয়াহং ত্যক্তঃ সৈব গঙ্গা ত্বয়ং ন স্মাদিতি তাং

অঙ্গসৌষ্টবে কমণীয়মূর্ত্তি মলিনবস্ত্রা একটা সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥ মহী-  
 পতি শাস্ত্রম্ সেই চাক্রলোচনা কামিনীকে দেখিবামাত্রই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং এই  
 গন্ধ ইহারই শরীর হইতে সমুৎপন্ন ইহা স্থির করিলেন ॥ ১২ ॥ ঋষিগণ ! রাজা তাঁহার সেই  
 অতীবস্মন্দর আশ্চর্যজনক রূপ, সর্ব লোকের আগোদকর সেই গন্ধ এবং নবযৌবনাবৃত্ত  
 সেই বয়স দেখিয়াই বিশ্বয় সাগরে নিমগ্ন হইলেন ; পরে চিন্তা করিলেন, এই রমণী কে ?  
 কোথা হইতেই বা আসিয়াছে ? ইনি কি দেবকন্যা বা মানবী বা গন্ধর্বকন্যা অথবা নাগকন্যা ?  
 এই সদগন্ধবিশিষ্টা কামিনী কে ? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ !  
 শাস্ত্রম্ নৃপতি মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়াও যখন কিছুই নিশ্চয় করিতে  
 পারিলেন না, তখন গঙ্গাকে স্মরণ করত কামাতুর হইয়া স্বয়ং যমুনাতটসংস্থিত সেই কামি-  
 নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥ সুন্দরি ! তুমি কে এবং কাহার কন্যা ? কিজ্ঞা এই



সজ্জাতকামোহমরালনেত্রে ।  
 ত্বাং বীক্ষ্য কান্তাঞ্চ মনোরমাঞ্চ ।  
 বৃহি প্রিয়ে ! যাসি চিকীর্ষসি ত্বং  
 কিং চেতি সৰ্ব্বং মম বিস্তরেণ ॥ ১৭ ॥

ইত্যেবমুক্তা স্তদতী নৃপেণ  
 প্রোবাচ তং সস্মিতমম্বুজেক্ষণা ।  
 দাশস্য পুত্রীং ত্বমবেহি রাজন্ !  
 কন্যাং পিতুঃ শাসনসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৮ ॥  
 তরীমিমাং ধৰ্ম্মনিমিত্তমেব  
 সংবাহয়ামীহ জলে নৃপেন্দ্র ! ।  
 পিতা গৃহে মেহদ্য গতোহস্তি কামং  
 সত্যং ব্রবীম্যর্থপতে ! তবাগ্রে ॥ ১৯ ॥  
 ইত্যেবমুক্তা বিররাম বালা  
 কামাতুরস্তাং নৃপতিবভাষে ।  
 কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং  
 বৃথা ন গচ্ছেন্ননু যৌবনং তে ॥ ২০ ॥

গঙ্গাং স্মরন্ পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ অরালনেত্রে কুটিলনেত্রে ॥ ১৭—১৮ ॥ ধৰ্ম্মনিমিত্ত-  
 মেবেতি । অস্মাকং দাশানামার্য্যধৰ্ম্মোহস্তীতি তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ (ইত্যেবমিতি । বালা  
 দাশকন্যা সত্যবতী ইত্যেব উক্তা । বিরতা বভূব ততো নৃপতিঃ কামাতুরঃ সন্ তাং বভাষে ।  
 কিং বভাষে ইত্যত্রাহ মাং কুরুপ্রবীরং কুরুবংশনরপতিং পতিং কুরু পতিত্বেন মাং বৃণ্তি

নির্জন বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছ ? চাকলোচনে ! তোমার বিবাহ হইয়াছে  
 কি না আমাকে বল । কারণ, হে কুটিলকটাক্ষে ! তুমি কমলীয়া ও রমণীয়া । আমি তোমাকে  
 দেখিয়াই কামাতুর হইয়াছি । প্রিয়ে ! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা  
 আমাকে সমস্তই বিস্তার করিয়া বল ॥ ১৬—১৭ ॥

সেই পদ্মপত্রলোচনা স্তন্দরী নরপতির এই কথার পর ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিল, রাজন্ !  
 আপনি আমাকে ধীবরের কন্যা এবং পিতার আদেশানুবর্তিনী বলিয়া জানিবেন ॥ ১৮ ॥ নৃপবর !  
 আমি জাতিধৰ্ম্ম রক্ষার জন্য এই নৌকাখানি যমুনাঞ্জে বহনাবহন করি । অদ্য আমার পিতা  
 গৃহে গমন করিয়াছেন ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥ ১৯ ॥ ঋষিগণ ! সেই কন্যা  
 রাজাকে এই কথা বলিয়াই বিরত হইল । কিন্তু, কামাতুর নৃপতি তাহাকে পুনর্বার বলিলেন ।  
 স্তন্দরি ! আমি কুরুবংশীয় রাজা । তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর । দেখ, তোমার এই

ন চাস্তি পত্নী মম বৈ দ্বিতীয়া  
 ত্বং ধর্মপত্নী ভব মে মৃগাক্ষি ! ।  
 দাসোহস্মি তেহহং বশগঃ সদৈব  
 মনোভবস্তাপয়তি প্রিয়ে ! মাম্ ॥ ২১ ॥  
 গতা প্রিয়া মাং পরিহৃত্য কাস্তা  
 নান্যা বৃতাং বিধুরোহস্মি কাস্তে ! ।  
 ত্বাং বীক্ষ্য সর্বাৱয়ৱাতিরম্যাং  
 মনো হি জাতং বিবশং মদীয়ম্ ॥ ২২ ॥  
 শ্রুত্বামৃতাস্বাদরসং নৃপস্য  
 বচোহতিরম্যং খলু দাশকন্যা ।  
 উবাচ তং সাত্ত্বিকভাবযুক্তা  
 কৃত্বাহতিধৈর্য্যং নৃপতিং স্নগন্ধা ॥ ২৩ ॥  
 যদাথ রাজন্ ! ময়ি তত্তথৈব  
 মন্যেহহমেতত্ত্বু যথা বচস্তে ।  
 নাস্মি স্বতন্ত্রা ত্বমবেহি কামং  
 দাতা পিতা মেহর্থয় তং ত্বমাশু ॥ ২৪ ॥

ভাবঃ । তে তব যৌৱনং বৃথা ন গচ্ছেদিত্যতোহহং বুঝীমীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ২০ ॥ ইদানীং  
 সাপত্ন্যশঙ্কাং নিবাকুর্ক্স্মাহ ন চাস্তীতি । হে মৃগাক্ষি ! মম দ্বিতীয়া পত্নী নাস্তি অতস্বং মম  
 ধর্মপত্নী ভব ন তু কেবলমেতাৱৈতব পর্যাবসানং কিন্তুহং তে বশগো দাসোহস্মীতি । মনো-  
 ভবঃ কন্দর্পঃ ॥ ২১ ॥) বিবশং কামাধীনমিতি যাবৎ ॥ ২২ ॥

অতিধৈর্য্যমিতি । অনেন সাপি কামাতুরা জাতেতি বোধিতম্ ॥ ২৩ ॥ যদাথ রাজম্নিতি ।

যৌৱন যেন বৃথা না যায় । তুমি সপত্নীর আশঙ্কা করিও না ; কারণ, আমার অন্য পত্নী নাই ।  
 মৃগলোচনে ! তুমিই আমার ধর্মপত্নী হও । প্রিয়ে ! আমি দাসের ছায়া সর্বদা তোমার  
 বশীভূত থাকিব । দেখ, কাসদেৱ আমাকে অতিশয় তাপিত করিতেছে । আমি পূর্বে বিবাহ  
 করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমার সেই পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; সেই  
 অবধি আমি অন্য পত্নী গ্রহণ করি নাই । হে সুন্দরি ! এক্ষণে, আমি তোমার সর্ৱাৱয়ব-  
 সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে কাতর হইয়াছি, আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে,  
 (কোনরূপেই বশীভূত করিতে পারিতেছি না) ॥ ২০—২২ ॥

পদ্মগন্ধা ধীৱরকন্যা । শাস্ত্রমুরাজের অতি রমণীয় অমৃততুল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 সাত্ত্বিকভাবাক্রান্ত হইলেও অতিশয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক তাঁহাকে বলিল ॥ ২৩ ॥

ন শ্বৈরিণীহাস্যাপি দাশপুত্রী  
 পিতুর্কশেহং সততং চরামি ।  
 স চেদদাতি প্রথিতঃ পিতা মে  
 গৃহাণ পাণিঃ বশগাম্য তেহহম্ ॥ ২৫ ॥  
 মনোভবস্তাং নৃপ ! কিন্দুনোতি  
 যথা পুনর্মাং নবযৌবনাঞ্চ ।  
 ছনোতি তত্রাপি হি রক্ষণীয়া  
 ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাস্থ ॥ ২৬ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য নৃপতিঃ কামমোহিতঃ ।  
 গতৌ দাশপতের্গেহং তস্য যাচনহেতবে ॥ ২৭ ॥

হে রাজন্ ! যত্নবান্ধিলবিতং তদেতন্মাপ্যভিলষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ন শ্বৈরিণী ন কুলটা-  
 হহমস্মি অপি তু কুলীনস্ত দাশস্ত পুত্রী ॥ ২৫ ॥ নহু ত্বংপিতা প্রেষ্ঠব্য ইত্যবকাশঃ কামাক্তস্ত  
 মম নৈবাস্তীতি চেত্তত্রাহ মনোভব ইতি । যথা মাং পুনর্নবযৌবনাং মনোভবো ছনোতি  
 ক্লেদয়তি তথা নৃপ ! ত্বাং কিং ছনোতি নৈব ছনোতি । পুরুষাপেক্ষয়া অষ্টগুণিতকামস্ত স্ত্রীষু  
 স্ত্রীয়াং তথাপ্যহং যথা ধৈর্য্যেণ ন বিহ্বলান্মি । এবং ত্বয়া তত্রাপি কামোত্তবেহপি ধৃতিঃ  
 কুলাচারপরম্পরাস্থ রক্ষণীয়েত্যার্থঃ ॥ ২৬ ॥

(ইত্যাকর্ণ্যেতি । তস্তা ইত্যোতদ্বচঃ বচনং আকর্ণ্য শ্রদ্ধা কামমোহিতঃ সন্ তস্তা সত্য-  
 বত্যা যাচনার্থং দাশপতের্গেহং গতঃ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্টেতি । দাশঃ ধীবরঃ কুরুবংশীয়নরপতিঃ

রাজন্ ! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত আছি ; কেবল, আমাকে দেখিয়াই  
 যে আপমার মন চঞ্চল হইয়াছে তাহা নয়, আমারও এইরূপ জানিবেন ; কিন্তু, কি করিব  
 আমি স্বাধীনা নহি ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত হউন । আমার পিতা আমার সম্প্রদান-  
 কর্তা । মহারাজ ! আপনি সত্ত্বর তাঁহার নিকট আমায় প্রার্থনা করুন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ !  
 আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না । আমি সংকুলজাত দাশরাজের কন্যা । আমি সততই  
 পিতার আদেশানুক্রমে কার্য্য করিয়া থাকি । যদি তিনি প্রদান করেন তাহা হইলে  
 আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন, আমি আপনার বশীভূতা হইব ॥ ২৫ ॥ মহারাজ ! কন্দর্প  
 আপনাকে পীড়া প্রদান করিতেছে সত্য কিন্তু তদপেক্ষা আমাকে অধিকতর কষ্ট দিতেছে ;  
 কারণ, আমি নবযৌবনাক্রান্তা । তথাপি কি করি, অগ্রে কুলাচারপরম্পরাগত ধৈর্য্য রক্ষা  
 করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ॥ ২৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কন্দর্পবাণপীড়িত সেই শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি সত্যবতীর এই কথা  
 শ্রবণ করিয়া তাহার প্রার্থনা জ্ঞাত দাশপতির গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ধীবর নৃপতিকে



দৃষ্ট্বা নৃপতিমায়ান্তং দাশোহতিবিস্ময়ং গতঃ ।

প্রণামং নৃপতেঃ কৃত্বা কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ২৮ ॥

দাশ উবাচ ।

দাসোহস্মি তব ভূপাল ! কৃতার্থোহহং তবাগমে ।

আজ্ঞাং দেহি মহারাজ ! যদর্থমিহ চাগমঃ ॥ ২৯ ॥

রাজোবাচ ।

ধর্মপত্নীং করিষ্যামি স্নাতামেতাং তবানঘ ! ।

ত্বয়া চেদীয়তে মহং সত্যমেতদ্রুবীমি তে ॥ ৩০ ॥

দাশ উবাচ ।

কন্যারত্নং মদীয়ং চেদ্যত্বং প্রার্থয়সে নৃপ ! ।

দাতব্যং তু প্রদাস্যামি ন হৃদেয়ং কদাচন ॥ ৩১ ॥

তস্যাঃ পুত্রো মহারাজ ! হৃদস্তে পৃথিবীপতিঃ ।

সর্বথা চাভিষেক্তব্যো নাত্যঃ পুত্রস্তবেতি বৈ ॥ ৩২ ॥

শাস্ত্রানুমাগচ্ছন্তঃ দৃষ্ট্বা বিলোক্য অতিবিস্ময়ং গতঃ । অত্যসম্ভবঘটনযেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

দাসোহস্মীতি । হে ভূপাল ! অহং তব দাসোহস্মি তবাগমেনেহং চরিতার্থশ্চ অধুনা ভবতঃ

ইহ মম গৃহে যদর্থং আগমঃ আগমনং । আজ্ঞাং দেহি আজ্ঞাপয়েতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্মপত্নীমিতি । ত্বয়া চেৎ যদি এষা কন্যা মহং দীয়তে তর্হি এতাং তব স্নাতাং ধর্মপত্নীং করিষ্যামি ন তু কেবলং ভোগার্থমেব গ্রহীষ্যামীতি বিজানীহি এতৎ সত্যং ব্রুবীমি । অনঘেতি সমুদ্রা মহতামপি তৎকন্যাগ্রহণাধিকারিত্বং প্রদর্শিতম্ ॥ ৩০ ॥

প্রার্থয়সে চেদিত্যর্থঃ । দাতব্যং হৃদেয়ং দাতব্যমেবাশ্চি তদ্বস্ত ন গৃহে স্থাপনীয়ং ত্বাদৃশো যদি প্রার্থয়তে তদাবশ্যং দাত্যামি ॥ ৩১ ॥ পুত্রস্তবেতি বৈ ইতি । ইতি যদি তবেষ্টং তদা দাত্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলি-

পূর্বক বলিল ॥ ২৮ ॥ মহারাজ ! আমি আপনার দাস, অদ্য আপনার সমাগমে কৃতার্থ হইলাম ।

রাজন্ ! কিজন্ত আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আজ্ঞা করুন তাহা সম্পন্ন করিব ॥ ২৯ ॥

শাস্ত্রনু নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ধীবর ! তুমি অতিশয় পুণ্যশালী সন্দেহ নাই । এক্ষণে যদি তুমি আমাকে তোমার কন্যা প্রদান কর তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার ধর্মপত্নী করিব ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

ধীবর রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, মহারাজ ! যাহা দাতব্য বস্তু তাহা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে, বিশেষত কন্যাধন কখনই অদেয় হইতে পারে না । অতএব,

সূত উবাচ ।

শ্রুত্বা বাক্যং তু দাশস্য রাজা চিন্তাতুরোহভবৎ ।  
 গান্ধেয়ং মনসা কৃৎস্না নোবাচ নৃপতিস্তদা ॥ ৩৩ ॥  
 কামাতুরো গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তাবিষ্টো মহীপতিঃ ।  
 ন সন্মৌ বুভুজে নাথ ন স্নম্যাপ গৃহং গতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 চিন্তাতুরস্ত তং দৃষ্ট্বা পুত্রো দেবব্রতস্তদা ।  
 গত্বাপৃচ্ছন্ মহীপালং তদসন্তোষকারণম্ ॥ ৩৫ ॥  
 দুর্জয়ঃ কোহস্তু শত্রুস্তে করোমি বশগন্তব ।  
 কা চিন্তা নৃপশার্দূল ! সত্যং বদ নৃপোত্তম ! ॥ ৩৬ ॥

কিং তেন জাতেন স্তনেন রাজন্!

দুঃখং ন জানাতি ন নাশয়েদ্বয়ঃ ।

ঋণং গ্রহীতুং সমুপাগতোহসৌ

প্রাগ্জন্মজং নাত্র বিচারণাহস্তু ॥ ৩৭ ॥

গান্ধেয়ং মনসা রাজ্যাধিপং কৃৎস্না প্রত্যুত্তরং নোবাচ । গান্ধেয়সদৃশে পুত্র সতি কথমে-  
 তত্ত্বাঃ পুত্রায় রাজ্যং দেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ তত্ত্বাঃ পুত্রায় রাজ্যদানেহনিষ্টেহপি সা ত্রিষ্ট-  
 বেত্যাহ । কামাতুর ইতি ॥ ৩৪ ॥ দেবব্রতো ভীষ্মঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দুঃখং পিতুরিতি শেষঃ । যো  
 দুঃখং পিতুর্ন নাশয়তি স পুত্র ঋণং প্রাগ্জন্মনি গ্রহীতং পিত্রা তদগ্রহীতুমাগতোহস্তু ইতি ।

আপনি যদি আমার এই কথারদ্বটীকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে অবশ্যই প্রদান  
 করিতে হইবে । কিন্তু, মহারাজ ! আপনার ঔরসে এই কথার গর্তে যে পুত্র জন্মগ্রহণ  
 করিবে আপনার অন্তে সেই পুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে । আপনার অগ্র  
 পুত্রকে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না ॥ ৩১—৩২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা ধীবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হই-  
 লেন এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে স্মরণ করত কোনও উত্তর করিলেন না । বরং সেইরূপ কামা-  
 তুর অবস্থাতেই গৃহে যাইয়া স্নান ভোজন বা শয়ন কিছুই করিলেন না ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর  
 দেবব্রত গান্ধেয় তাঁহাকে চিন্তাতুর দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া অসন্তোষের কারণ  
 জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৫ ॥ হে নৃপবর ! আপনার কি কেহ দুর্জয় শত্রু আছে তাহা হইলে  
 বলুন তাহাকে আপনার বশীভূত করিয়া দিতেছি । মহারাজ ! আপনার কি চিন্তা উপস্থিত  
 হইয়াছে আমাকে সত্য করিয়া বলুন ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ ! যে পুত্র পিতার দুঃখ জানিতে  
 পারে না বা জানিয়াও তাহার নিরাকরণের উপায় করে না তাদৃশ পুত্রের জন্মতে কি  
 প্রয়োজন ? সে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মার্জিত ঋণ গ্রহণ করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে

বিমুচ্য রাজ্যং রঘুনন্দনোহপি

তাতাজ্জয়া দাশরথিস্তু রামঃ ।

বনং গতো লক্ষ্মণজানকীভ্যাং

সহৈব শৈলং কিল চিত্রকূটম্ ॥ ৩৮ ॥

সুতো হরিশ্চন্দ্রনৃপস্য রাজন্ !

যো রোহিতশ্চেতি প্রসিদ্ধনামা ।

ক্রীতোহথ পিত্রা বিপণোদ্যতশ্চ

দাসার্পিতো বিপ্রগৃহে তু নুনম্ ॥ ৩৯ ॥

তথাহিজিগর্তস্য সুতো বরিষ্ঠো

নান্না শুনশেফ ইতি প্রসিদ্ধঃ ।

ক্রীতস্ত পিত্রাপ্যথ যুপবদ্ধঃ

সংমোচিতো গাধিসুতেন পশ্চাৎ ॥ ৪০ ॥

পিত্রাজ্জয়া জামদগ্ন্যেন পূৰ্ব্বং

ছিন্নং শিরো মাতুরিতি প্রসিদ্ধম্ ।

অকার্য্যমপ্যাচরিতঞ্চ তেন

গুরোরনুজ্ঞা চ গরীয়সী কৃতা ॥ ৪১ ॥

ইদং শরীরং তব ভূপ ! তেন

ক্ষমোহস্মি নুনং বদ কিং করোম্যহম্ ।

ন শোচনীয়ং ময়ি বর্তমানে-

হ্যপ্যসাধ্যমর্থং প্রতিপাদয়াম্যদঃ ॥ ৪২ ॥

ধিক্ তাদৃশং পুত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ সুত ইতি । দাসার্পিতো লক্ষ্মণা দাসত্বেনাৰ্পিত ইত্যর্থঃ । ইয়ং কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণা ॥ ৩৯ ॥ তথাহিজিগর্তশ্চেতি । ইয়মপি কথা সপ্তম-  
স্কন্ধে বক্ষ্যমাণা । গাধিসুতেন বিশ্বামিত্রেণ ॥ ৪০ ॥ পিত্রাজ্জয়েতি । গুরোরনুজ্ঞা গুরোঃ

আর বিচার কি ? ॥ ৩৭ ॥ দেখুন, রঘুনন্দন দশরথপুত্র রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় রাজ্য পরিত্যাগ  
করিয়া লক্ষ্মণ এবং জানকীর সহিত বনে যাইয়া চিত্রকূট পর্বতে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥  
মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র প্রসিদ্ধনামা রোহিত পিতৃকর্তৃক বিক্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগৃহে দাসত্ব  
স্বীকার করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ এইরূপ শুনশেফ নামে  
প্রসিদ্ধ অজিগর্তের পুত্র পিতৃকর্তৃক বিক্রীত হইয়া যুপবদ্ধ হইয়াছিল ; পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র  
তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ আর দেখুন, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় নিজ  
জননীর মন্তক ছেদন করিলেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে । তিনি ইহা অন্তায় কার্য্য করিয়া-



প্রবৃহি রাজংস্তব কাহন্তি চিন্তা  
 নিবারয়াম্যদ্য ধনুর্গৃহীত্বা ।  
 দেহেন মে চেচ্চরিতার্থতা বা  
 ভবত্শ্চিকীর্ষা ভবত্শ্চিকীর্ষা ॥ ৪৩ ॥  
 ধিক্ তং স্মৃতং যঃ পিতুরীপিতার্থং  
 ক্ষমোহপি সন্ন প্রতিপাদয়েদ্যঃ ।  
 জাতেন কিং তেন স্মৃতেন কামং  
 পিতুর্ন চিন্তাং হি সমুদ্বরেদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত উবাচ ।

নিশম্যেতি বচস্তস্য পুত্রস্য শূন্তনৃপঃ ।  
 লজ্জমানস্ত মনসা তমাহ ত্বরিতং স্মৃতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 রাজোবাচ ।

চিন্তা মে মহতী পুত্র ! যস্তমেকোহসি মে স্মৃতঃ ।  
 শূরোহতি বলবান্ মানী সংগ্রামেষ্পরাঙ্গুখঃ ॥ ৪৬ ॥

পিতুর্জন্মদগ্নিরিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ক্ষমোহস্মি নুনমিতি । কিমপি ভবৎপ্রিয়ং কৰ্ত্তুং ক্ষমঃ সমর্থোহস্মি  
 অধুনাহং কিং করোমীতি বদ ময়া কিংকৰ্ত্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ । অদঃ ইদমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥  
 দেহেনেতি । যদি কার্য্যকরণে মন দেহঃ পততি তদা দেহেন চরিতার্থতা মম জাতা মম দেহঃ  
 সার্থকো জাতঃ । অথবা কার্য্যং জাতং তদা ভবত্শ্চিকীর্ষা অমোঘা সফলা জাতা উভয়তো-  
 হপি ফলমেবাহস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ সমুদ্বরেদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

(নিশম্যেতি । নৃপঃ শূন্তনৃপঃ তস্ত পুত্রস্ত বচো নিশম্য শ্রুত্বা মনসা লজ্জমানঃ সন্ বক্ষ্যমাণঃ  
 বাক্যমাহ ॥ ৪৫ ॥ চিন্তা ইতি । হে পুত্র ! যে মম মহতী চিন্তা জাতা যতন্তং মে একঃ স্মৃতঃ

ছিলেন সত্য, কিন্তু পিতার আজ্ঞাকেই গুরুতর করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহারাজ ! আমার  
 এই শরীর আপনারই জ্ঞানিবেন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য করিতে সমর্থ ইহা সত্য  
 জানিবেন ; অতএব কি করিতে হইবে বলুন । আমি জীবিত থাকিতে আপনার শোক করা  
 উচিত নয় । আপনি যাহা বলিবেন তাহা অসাধ্য হইলেও সম্পন্ন করিব ॥ ৪২ ॥ রাজন্ !  
 আপনার মনে কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আগাকে বলুন, আমি ধনু গ্রহণ করিয়া অদ্যই  
 তাহা নিবারণ করিব । আর যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার দেহ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে  
 আমার দেহ দ্বারা কৃতার্থতা লাভ হইল ; অন্তথা কার্য্যসিদ্ধ হইলে আপনার ইচ্ছা সফল  
 হইল, অতএব এ বিষয়ে উভয়তই মঙ্গল ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! যে পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার  
 অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন না করে তাহাকে ধিক্ ! আর যে পুত্র পিতার চিন্তা দূর করিতে  
 না পারে সে পুত্রের জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি ফল ? ॥ ৪৪ ॥

একাপত্যস্য মে ভাত ! বৃথেন জীবিতং কিল ।

মৃত্যুং স্থয়ি মৃধে কাপি কিং করোমি নিরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

এষা মে মহতী চিন্তা তেনাদ্য দুঃখিতোহস্ম্যহম্ ।

নান্যা চিন্তাস্তি মে পুত্র ! যাং তবাগ্রে বদাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

তদাকর্ণ্যাথ গাঙ্গেয়ো মস্ত্রিবৃদ্ধানপৃচ্ছত ।

ন মাং বদতি ভূপালো লজ্জয়াদ্য পরিপ্লুতঃ ॥ ৪৯ ॥

বিত্ত বার্তাং নৃপস্যাদ্য পৃচ্ছত যুয়ং বিনিশ্চয়াৎ ।

সত্যং ব্রুবন্তু মাং সর্বং তৎ করোমি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তে নৃপং গঙ্গা সংবিজ্ঞায় চ কারণম্ ।

শশংস্তুর্বিদিতার্থস্ত গাঙ্গেয়স্তদচিন্তয়ৎ ॥ ৫১ ॥

ততোহপি অতি বলবান্ শূরঃ মানী সংগ্রামেষু অপরাধুথঃ জীবিতনিরপেক্ষঃ ॥ ৪৬ ॥ ) মৃধে যুদ্ধেহকস্মাৎ ॥ ৪৭ ॥ (এষা মে মহতীতি । অদ্য ইদানীং এষেব মে মহতী চিন্তা সমুপস্থিতা অতোহহং দুঃখিতঃ অপরা কাপি চিন্তা নাস্তি যাং তবাগ্রে অহং বদামি ॥ ৪৮ ॥

তদাকর্ণ্যেতি । গাঙ্গেয়ঃ গঙ্গায়া অপত্যং পুমান্ ভীষ্মঃ । পিতৃবাক্যমাকর্ণ্য মস্ত্রিবৃদ্ধান্ অপৃচ্ছত পরিপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ লজ্জয়াক্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ ) বিত্তেতি । যুয়ং পৃচ্ছত নৃপশ্চ বার্তাং বিত্ত জানীত ॥ ৫০ ॥

বিদিতার্থো জ্ঞাতার্থঃ ॥ ৫১ ॥ (সহিতৈস্তিরিতি । তৈঃ মস্ত্রিভিঃ সহ দাশশ্চ ধীবরপতেঃ সদনং গৃহং আশু জগাম । প্রেমপূৰ্ব্বং প্রীতিপূৰ্ব্বকং জাহ্নবীস্বতঃ গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ ॥ ৫২ ॥ পিত্রে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! মহারাজ শাস্ত্রমু, পুত্র ভীষ্মদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৫ ॥ পুত্র ! আমার চিন্তা অতিশয় গুরুতর ; দেখ তুমি অতিশয় বলবান্ বীরপুরুষ শৌর্যাভিমानी . সংগ্রামে অপরাধুথ একমাত্র পুত্র । অতএব, বৎস ! যে পিতার একমাত্র পুত্র তাহার জীবন বৃথা ; কারণ, সহসা যদি কোন যুদ্ধে মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তখন কি করিব ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পুত্র ! এইটাই আমার গুরুতর চিন্তা এবং এই জন্যই অদ্য আমি দুঃখিত হইয়াছি । আমার অন্ত আর কোন চিন্তা নাই যে তোমার নিকট বলিব ॥ ৪৮ ॥

ঋষিগণ ! গঙ্গানন্দন পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্ত্রিগণকে বলিলেন, মহা-রাজ লজ্জায় আকুল হইয়া আমাকে কিছুই বলিতেছেন না । আপনারা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া আমাকে সত্য করিয়া বলুন । তাহা হইলে আমি নিরাকুল হইয়া সে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥

মস্ত্রিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপসমীপে গমন করত তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া গাঙ্গেয়কে বলিলেন । ভীষ্মও সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

সহিতৈস্তৈর্জগামাশু দাশস্য সদনং তদা ।

প্রেমপূর্ব্বমুবাচেদং বিনত্রো জাহ্নবীস্বতঃ ॥ ৫২ ॥

গান্ধেয় উবাচ ।

পিত্রে দেহি স্নাতান্তেহদ্য প্রার্থয়ামি স্নমধ্যমাম্ ।

মাতা মেহস্তু স্নতেয়ং তে দাসোহস্ম্যস্যাঃ পরস্তপ ! ॥ ৫৩ ॥

দাশ উবাচ ।

ঋং গৃহাণ মহাভাগ ! পত্নীং কুরু নৃপায়জ ! ।

পুত্রোহস্য ন ভবেদ্রাজা বর্তমানে ত্বয়ীতি বৈ ॥ ৫৪ ॥

গান্ধেয় উবাচ ।

মাতেয়ং মম দাশেয়ী রাজ্যং নৈব কঁরোম্যহম্ ।

পুত্রোহস্যঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

দাশ উবাচ ।

সত্যং বাক্যং ময়া জ্ঞাতং পুত্রস্তে বলবান্ ভবেৎ ।

সোহপি রাজ্যং বলাৎ নুনং গৃহীয়াদिति নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

দেহীতি । ইমাং তে স্নমধ্যমাং কন্তাং অহং প্রার্থয়ামি কুত ইতি চেৎ তত্রাহ পিত্রে দেহীতি  
অদ্য প্রভৃতি ইয়ং মম মাতাস্তু । পরস্তপেতি সম্বোধনাৎ রাজস্বগুরুত্বেন তস্তা ভাবিস্তভগত্বং  
স্মৃতিতম্ ॥ ৫৩ ॥

ঋং গৃহাণেতি । হে মহাভাগ নৃপায়জ ! ঋং ইমাং কন্তাং গৃহাণ পত্নীং কুরু অতথা ঋং-  
পিতৃগৃহীত্যাশ্চেদিত্যর্থঃ অস্তাঃ পুত্রঃ ত্বরি বর্তমানে রাজ্যাধিকারী ন ভবিষ্যতীতি ॥ ৫৪ ॥

মাতেয়মিতি । ইয়ং দাশেয়ী দাশকন্তা মম মাতা স্তাৎ অহং রাজ্যং ন করিষ্যামি অস্তাঃ  
ভবৎ-কন্তায়াঃ পুত্রঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি অত্র কোহপি সংশয়ো নাস্তীতি বোধ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

সত্যং বাক্যমিতি । ঋং যদিপি সত্যবাক্যতয়া রাজ্যং ন করিষ্যসি তথাপি ঋংস্নতস্ত  
বলাদ্রাজ্যং গৃহীয়ায়ম দৌহিত্রস্তেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর গঙ্গাপুত্র সেই মদ্রিগণের সহিত অবিলম্বে ধীবরগৃহে গমন করিলেন এবং বিনত  
হইয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন ॥ ৫২ ॥ হে ধীবরবর ! তুমি এক্ষণে তোমার শত্রুদিগকে  
উত্তপ্ত করিবে সন্দেহ নাই । কারণ, আমি এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তোমার স্নমধ্যমা কন্তা-  
টাকে আমার পিতাকে প্রদান কর । ইনি আমার মাতা হউন এবং আমি ইহার দাস হই ॥ ৫৩ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, হে রাজপুত্র ! আপনি মহাভাগ্যশালী ; অতএব,  
আপনিই গ্রহণ করুন, এই কন্তা আপনারই পত্নী হউক । কারণ, রাজা গ্রহণ করিলে  
আপনি জীবিত থাকিতে ইহার পুত্র রাজা হইতে পারিবে না ॥ ৫৪ ॥

ভীষ্ম বলিলেন, ধীবর ! তোমার এই কন্তাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবে । দেখ, আমি  
রাজ্য গ্রহণ করিব না । ইহার পুত্রই রাজ্য গ্রহণ করিবে তদ্বিশয়ে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৫ ॥



গাঙ্গেয় উবাচ ।

ন দারসংগ্রহং নুনং করিষ্যামি হি সৰ্ব্বথা ।

সত্যং মে বচনং তাত । ময়া ভীষ্মং ব্রতং কৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ ।

এবং কৃতাং প্রতিজ্ঞাং তু নিশম্য ঋষজীবকঃ ।

দদৌ সত্যবতীং তস্মৈ রাজ্ঞে সৰ্ব্বান্নশোভনাম্ ॥ ৫৮ ॥

অনেন বিধিনা তেন ব্রতা সত্যবতী প্রিয়া ।

ন জানাতি পরং জন্ম ব্যাসস্য নৃপসন্তমঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে

সত্যবতীপরিণয়ো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ময়া বিবাহে কৃতে সত্যোত্তমম্ । ততো বিবাহমেবাহং ন করিষ্যামীতি ভীষ্মং ভয়ঙ্করং  
ব্রতং ময়া কৃতমিতি জানীহি ॥ ৫৭ ॥

ঋষজীবকো মৎস্রজীবনো দাশরাজঃ ॥ ৫৮ ॥ ননু ব্যাসমাতা অশ্রুতী কথং তেন বিবাহিতেনি চেত্বাহ ন জানাতীতি । তদুদরে ব্যাসস্ত জন্ম রাজা ন জানাতি । কঠোরমিতি নিশ্চিতমতিরিত্যর্থঃ । এতেন ধর্মজ্ঞেন রাজ্ঞা কথং দাশকন্ডাহশ্রুতী বিবাহিতেনি দূষণং নিরস্তম্ । কামাতুরত্বাচ্চান্নাযামপ্যাচরিতমহো ভগবত্যা অন্তর্যামিকপিণ্যা অয়ং মহিমা যদকার্যামপি মহত্তিঃ কারয়তি কারয়িত্বা চ স্বোপাসনাবলেন সর্বান্নশীকরোতীতি । অতএব বক্ষ্যতি সপ্তম-  
স্কন্ধে সোমশূর্য্যোদ্ববা রাজানঃ সর্বে শত্রুপাসনয়া মহত্বং প্রাপ্তা ইতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ইহা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, রাজকুমার ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি সত্য বলিয়া জানিলাম ; কিন্তু, যদি আপনার পুত্র বলবান্ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া গাঙ্গেয় কহিলেন, তাত ! আমি কখনই দারপরিগ্রহ করিব না ইহা সত্য বলিতেছি । অদ্য প্রভৃতি আমি এই ভয়ানক গুরুতর ব্রত অবলম্বন করিলাম ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! মৎস্রজীবো সেই ধীবর গঙ্গানন্দনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দরী সত্যবতী কন্যা মহারাজ শান্তনুকে প্রদান করিল ॥ ৫৮ ॥ নৃপবর শান্তনুও এইরূপে সত্যবতীকে পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সেই নৃপবর ব্যাসদেবের জন্মবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণশ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

সত্যবতীপরিণয় নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং সত্যবতী তেন বৃত্তা শস্ত্রমুনা কিল ।  
দ্বৌ পুত্রৌ চ তথা জাতৌ য়তৌ কালবশাদপি ॥ ১ ॥  
ব্যাসবীৰ্য্যাত্তু সঞ্জাতৌ ধৃতরাষ্ট্রৌহনু এব চ ।  
মুনিং দৃষ্ট্ৱাহং কামিনী নেত্রসংমীলনে কৃতে ॥ ২ ॥  
শ্বেতরূপা যতৌ জাতা দৃষ্ট্ৱা ব্যাসং নৃপাত্মজা ।  
ব্যাসকোপাৎ সমুৎপন্নঃ পাণ্ডুস্তেন ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥  
সন্তোষিতস্তয়া ব্যাসো দাস্তা কামকলাবিদা ।  
বিদুরস্তু সমুৎপন্নো ধৰ্ম্মাংশঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৪ ॥

একসপ্ততিপদৈশ্চ ব্যাসাৎ পুত্রত্রয়োস্তবঃ ।

পাণ্ডবানান্তধোৎপত্তিঃ সংক্ষেপাদিহ কথ্যতে ॥

তৃতীয়াধ্যায়ের যে প্রশ্নঃ কৃতান্তেষাং সর্কেষামুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং দত্তম্ । কথং গোলকা-  
বুৎপাদিতাবিতি শঙ্কা কেবলমবশিষ্টা তদর্থমাহ এবং সত্যবতীতি । দ্বৌ পুত্রৌ চিত্রাঙ্গদ-  
বিচিত্রবীৰ্য্যৌ । বংশাভাবে গোলকবপুৎপাদনীয়াবিতি বেদাঙ্গয়া গোলকৌ বংশসংরক্ষণার্থ-  
মুৎপাদিতাবিত্যাহ কালবশাদপীতি । ইদমুত্তরাশ্ব্যপি । যতৌ বংশোচ্ছেদকালঃ সমাগত-  
স্তদ্বশাদেবেত্যর্থঃ । এতেন ধার্ম্মিকেন ব্যাসেন কথং ভ্রাতৃত্বার্থ্যাগমনং কৃতমিতি শঙ্কা  
নিরস্তা । বংশোচ্ছেদপ্রাপ্তাবেতাদৃশকৰ্ম্মকরণে বেদাঙ্গয়াঃ সম্বাদিতি । ইদং কলিযুগাতি-  
রিক্তপরম্ ॥ ১ ॥ অক্লভে নিমিত্তমাহ মুনিং দৃষ্ট্ৱেতি । জটিলং ব্যাসং দৃষ্ট্ৱা তত্রানুরাগা-  
ভাবেন স্ত্রিয়া নেত্রনিমীলনে কৃতে সতি তন্নিমিত্তবশাদকৌ জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ শ্বেত-  
রূপেতি মুনিং দৃষ্ট্ৱা তত্রানুরাগাভাবান্নিলোভা শ্বেতা জাতেনিতি হেতোঃ । অগ্নিন্নুরাগা-  
ভাবাদ্যাস্ত কোপ উৎপন্নস্তস্মাক্তেতোঃ পুত্রঃ পাণ্ডুঃ শ্বেত উৎপন্নঃ ॥ ৩ ॥ যদা পুনর্ব্বাশ্তে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই শাস্ত্রমু নৃপতি এইরূপে সত্যবতীকে বিবাহ করেন ।  
পরে, সত্যবতীগর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য নামে তাঁহার দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু কাল-  
গতিবশত যৌবনকালেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥ অনন্তর, ব্যাসের ঔরসে  
ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন । অশ্বিকাদেবী বেদব্যাসকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া  
ধৃতরাষ্ট্র জন্মাক্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ (ইহাকে অন্ধ দেখিয়া সত্যবতী ব্যাসদেবকে অন্ম পুত্রের  
উৎপত্তির জন্ত পুনরায় অহরোধ করায়) নৃপকন্যা অশ্বালিকা বেদব্যাসকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ  
হইয়াছিল বলিয়াই দ্বিতীয় পুত্র ব্যাসকোপে পাণ্ডু হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর, বেদব্যাস রতি-

রাজ্যে সংস্থাপিতঃ পাণ্ডুঃ কনীয়ানপি মন্ত্ৰিভিঃ ।  
 অন্ধক্কাঙ্ক তরাষ্ট্রোহসৌ নাধিকারে নিয়োজিতঃ ॥ ৫ ॥  
 ভীষ্মশ্চানুমতে রাজ্যং প্রাপ্তঃ পাণ্ডুর্মহাবলঃ ।  
 বিদুরোহপাথ মেধাবী মন্ত্রকার্যে নিয়োজিতঃ ॥ ৬ ॥  
 ধৃতরাষ্ট্রশ্চ দ্বে ভার্য্যে গান্ধারী সৌবলী স্মৃতা ।  
 দ্বিতীয়া চ তথা বৈশ্য গার্হস্থ্যেষু প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৭ ॥  
 পাণ্ডোরপি তথা পত্ন্যে দ্বে প্রোক্তে বেদবাদিভিঃ ।  
 শৌরসেনী তথা কুন্তী মাদ্রী চ মদ্রদেশজা ॥ ৮ ॥  
 গান্ধারী সুষুবে পুত্রশতং পরমশোভনম্ ।  
 বৈশ্যাপ্যেকং সূতঃ কান্তং যুযুৎসুং সুষুবে প্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥

বিচিত্রবীৰ্য্যপত্নী প্রেষিতা সা ন গতা । তয়া স্বকীয়া দাসী প্রেষিতা তয়া শৃঙ্গারাদিরসৈঃ  
 কামকলাবিদা কামশাস্ত্রাভিজ্ঞয়া দাশ্র্য্য বাসঃ সন্তোষিতস্তৎসন্তোষবশাৎ সম্যক্ পুত্রো  
 বিদুর উৎপন্নঃ ॥ ৪ ॥ প্রথমোধ্যায়মারম্ভেত্যতাবৎপর্য্যন্তমুচিভির্থে যে প্রশ্নাঃ কৃতান্তেষা-  
 মূত্রমেতৎপর্য্যন্তং সূতেন ক্রমেণ, দত্তমিতঃ পরমপৃষ্টমপ্যুচিভিঃ পাণ্ডুবাখ্যানং জনমেজয়-  
 পর্য্যন্তং সূতেন কথ্যতে । তৎপ্রয়োজনং ত্বগ্ৰে জনমেজয়ায় স্বপূৰ্ব্বজহুর্গতিগতপাণ্ডুবোদ্ধারার্থং  
 বাসো দেবীভাগবতং কথয়ামাসেতি বক্তব্যমস্মি । তত্র কে পাণ্ডবাঃ কিঞ্চ তৈর্হু্যবিতমা-  
 চরিতং কো জনমেজয় ইত্যাকাঙ্ক্ষা শ্রান্তিবিবৃত্তার্থং প্রকৃতমপৃষ্টমপ্যাখ্যানং পাণ্ডবানাং  
 বক্তুমারম্ভতে রাজ্যে সংস্থাপিত ইতি । নমু শুকায় ভাগবতোপদেশসময়ে জনমেজয়োৎ-  
 পত্ত্যভাবেন জনমেজয়ায়োপদিষ্টং ভাগবতমিতি কথা শুকোপদিষ্টভাগবতেহসঙ্গতেতি চেন্ন ।  
 বাসস্ত সৰ্ব্বজ্ঞত্বেন জনমেজয়ং প্রত্যেবং বক্তাহস্মীত্যভিপ্রায়েণ পূৰ্ব্বমেব গ্রন্থং ভবিষ্যাখ্যান-  
 ঘটতং কৃত্বা শুকাযোপদিদেগেতি কল্পনাৎ ॥ ৫—৬ ॥ সৌবলী সুষুবে কন্যা ॥ ৭ ॥  
 শূরসেনশ্যাপত্যং কন্যা শৌরসেনী । মদ্রদেশজা মদ্রদেশরাজজৈত্যার্থঃ ॥ ৮ ॥ (গান্ধারী গান্ধার-  
 দেশীয়রাজকন্যা পুত্রাণাং হুৰ্য্যোধনাদীনাং শতং শতসংখ্যাকং সুষুবে বৈশ্যকন্যাপি একং  
 যুযুৎসুনামানং পুত্রং সুষুবে ॥ ৯ ॥ কুন্তী তু কুন্তিভোজপালিতা রাজ্ঞঃ শূরসেনশ্চ হুহিতা কন্যা

কোবিদা দাসীর আরাধনায় সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন এজন্য দাসীর গর্ভে সত্যবাদী পবিত্রাত্মা  
 বিদুর ধর্ম্মাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ দেখিয়া রাজ্যাধিকারে  
 নিয়োজিত না করিয়া পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইলেও তাহাকেই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥  
 সেই মহাবল পাণ্ডু ভীষ্মদেবের অনুমতিতেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেধাশালী বিদুরও  
 তাঁহার মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ সুষুবে রাজ কন্যা গান্ধারী আর একটি বৈশ্য  
 কন্যা এই দুইটি ধৃতরাষ্ট্রের ভার্য্যা । তন্মধ্যে দ্বিতীয়া স্ত্রী বৈশ্যকন্যা গৃহস্থ কার্য্যেই অমুরক্তা  
 ছিল ॥ ৭ ॥ ঐরূপ পাণ্ডুরও রাজা শূরসেনকন্যা কুন্তী এবং মদ্ররাজহুহিতা মাদ্রী এই দুইটি  
 পত্নী ছিল ॥ ৮ ॥ ধৃতরাষ্ট্রপত্নীমধ্যে গান্ধারী সুষোভন শত পুত্র এবং বৈশ্য সৰ্ব্বজনপ্রিয়



কুন্তী তু প্রথমং কন্যা সূর্য্যাং কর্ণং মনোহরম্ ।  
 স্মরুবে পিতৃগেহস্থা পশ্চাৎ পাণ্ডুপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥  
 ঋষয় উচুঃ ।

কিমেতৎ সূত ! চিত্রং ত্বং ভাষসে মুনিসত্তম ! ।  
 জনিতশ্চ সূতঃ পূৰ্ব্বং পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১১ ॥  
 সূর্য্যাং কর্ণঃ কথং জাতঃ কন্যায়াং বদ বিস্তরাৎ ।  
 কন্যা কথং পুনর্জাতা পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১২ ॥  
 সূত উবাচ ।

শূরসেনসুতা কুন্তী বালভাবে যদা দ্বিজাঃ ! ।  
 কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা তু প্রার্থিতা কন্যকা শুভা ॥ ১৩ ॥  
 কুন্তিভোজেন সা বাল্যে পুত্রী তু পরিকল্পিতা ।  
 সেবনার্থং তু দীপ্তশ্চ বিহিতা চারুহাসিনী ॥ ১৪ ॥

সতী অনূঢ়াপীত্যর্থঃ মন্ত্রবলেনাকৃষ্টাং সূর্য্যাং মনোহরং রূপবন্তং কর্ণং প্রসূতবতী । কুন্ত স্মরুবে ইতি চেৎ তত্রাহ পিতৃগেহস্থা । পশ্চাৎ পাণ্ডোঃ পরিগ্রহঃ ততঃ পরং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা পরি-  
 গৃহীতা বিবাহিতা ॥ ১০ ॥ )

জনিত উৎপাদিতঃ । বিবাহিতায়াঃ পুনর্বিবাহোহসঙ্গত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ পিত্রা যদি  
 সা ন বিবাহিতা তর্হি সূর্য্যাং কর্ণঃ কথমুৎপন্নঃ কন্যাবস্থায়াঃ ব্যভিচারেণোৎপত্তৌ তু পুনঃ  
 কন্যা কথং জাতা কন্যাত্বভাবে পাণ্ডুনা কথং সা বিবাহিতেত্যাহ সূর্য্যাং কর্ণ ইতি ॥ ১২ ॥

যদেতি । বাল্যভাবে যদা স্থিতা কুন্তী তদা কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা মম কন্যা নাস্তি ভবৎকন্যা  
 মমাস্থিতি প্রার্থিতঃ শূরসেনস্তন্যে কন্যাং দত্তবানিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ দীপ্তশ্চাগ্নিহোত্রস্থিতশ্চাগ্নেঃ ॥ ১৪ ॥

একমাত্র পুত্র যুয়ুৎসুকে প্রসব করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ পাণ্ডুপত্নী কুন্তী প্রথমে কন্যা অবস্থায় পিতৃ  
 গৃহে থাকিয়াই সূর্য্য হইতে মনোহর কর্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন, ইহার কিছু দিন পরে  
 পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ॥ ১০ ॥

ঋষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মুনিবর সূত ! তুমি এ কিরূপ আশ্চর্য্য  
 কথা বলিতেছ । পূর্বে যাহার পুত্র হইয়াছিল, পাণ্ডুরাজ তাহাকেই বিবাহ করিয়া-  
 ছিলেন ? ॥ ১১ ॥ সূত ! কুন্তীর কন্যা অবস্থায় কর্ণ সূর্য্য হইতে কিরূপে জন্মিয়াছিল তাহা  
 বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে বল । আর যদি কুন্তীর সন্তান হইয়াছিল তাহা হইলে পুনর্বার  
 কিরূপে তিনি কন্যা হইলেন এবং পাণ্ডুই বা কি করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শূরসেন কন্যা কুন্তীর বাল্যাবস্থায় কুন্তিভোজ-রাজ তাহাকে নিজ-  
 কন্যা করিবার মানসে প্রার্থনা করেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর, কুন্তিরাজ সেই চারুহাসিনী কন্যাকে  
 নিজকন্যারূপে লালন পালন করেন । পরে কুন্তীর কিঞ্চিৎ বোধের উদয় হইলে তাহাকে অগ্নি-  
 হোত্রীয় বহির পরিচর্য্যার জন্ত নিয়োজিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ পরে এক দিবস চাতুর্মাস্ত-ব্রতাবলম্বী

দুর্কাসাস্ত্র মুনিঃ প্রাপ্তশ্চাতুর্মাশ্রে স্থিতো দ্বিজঃ ।  
 পরিচর্য্য কৃত্য কুন্ত্যা মুনিস্তোষং জগাম হ ॥ ১৫ ॥  
 দদৌ মন্ত্রং শুভং তস্মৈ যেনাহুতঃ সুরঃ স্বয়ম্ ।  
 সমায়াতি তথা কামং পূরয়িষ্যতি বাঙ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 গতে মুনৌ ততঃ কুন্তী নিশ্চর্য্যার্থং গৃহে স্থিতা ।  
 চিন্তয়ামাস মনসা কং সুরং সংবিচিন্তয়ে ॥ ১৭ ॥  
 উদিতশ্চ তদা তানুস্তয়া দৃষ্টৌ দিবাকরঃ ।  
 মন্ত্রোচ্চারং তথা কৃত্বা চাহুতস্তিগ্নগুস্তদা ॥ ১৮ ॥  
 মণ্ডলান্মানুষং রূপং কৃত্বা সর্বাতিপেশলম্ ।  
 অবাতরভদ্রদাক্ষাশাং সমীপে তত্র মন্দিরে ॥ ১৯ ॥  
 দৃষ্ট্বা দেবং সমায়াস্তং কুন্তী তানুং সুবিস্মিতা ।  
 বেষপমানা রজোদোষং প্রাপ্তা সদ্যস্ত ভামিনী ॥ ২০ ॥  
 কৃত্যঞ্জলিঃ স্থিতা সূর্য্যং বভাষে চারুলোচনা ।  
 স্প্রীতা দর্শনেনাদ্য গচ্ছ ত্বং নিজমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥

(কুন্ত্যা দৈবমন্ত্রপ্রাপ্তেঃ কারণং সূচয়ামাহ দুর্কাসাস্ত্রিতি । চাতুর্মাশ্রতে স্থিতঃ সন্ কুন্তিভোজ-  
 গৃহং প্রাপ্তঃ । ততঃ কুন্ত্যাস্ত্র পরিচর্য্য কৃত্য অতো মুনিদুর্কাসাঃ তোষং জগামেত্যস্বয়ঃ ॥১৫॥)  
 যেন মন্ত্রেণ সুরো বা যো বা কো বা সমায়াতি সমায়াস্ত্রিতি ॥১৬॥ (গতে মুনাবিতি । মুনৌ দুর্কাসা-  
 স্ত্রিতি গতে সতি কুন্তী গৃহস্থিতা মন্ত্রনিশ্চর্য্যার্থং কং দেবং অহং সংবিচিন্তয়ে চিন্তয়ামীতি মনসা  
 চিন্তয়ামাস ॥ ১৭ ॥ উদিতশ্চেতি । যদা কুন্তী চিন্তয়তি তস্মিন্ কালে ভাহুঃ কিরণমালী দিবা-  
 করঃ উদিতো কুন্ত্যা দৃষ্টঃ । অতস্তয়া মন্ত্রোচ্চারং কৃত্বা স দেবস্তিগ্নগুঃ তিগ্না তীত্রা উষ্ণা  
 ইতি যাবৎ গাবঃ রশ্ময়ো যন্ত স সূর্য্যঃ আহুতঃ ॥ ১৮ ॥) পেশলং সুন্দরম্ ॥ ১৯ ॥ রজোদোষং

দুর্কাসা ঋষি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, কুন্তী তাঁহার সেবা করিলে পর তিনি অতি-  
 শয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটা মন্ত্র প্রদান করেন । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে কোন দেবতাকে  
 আহ্বান করিলে তিনি সমাগত হইয়া আহ্বানকারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন ॥১৫-১৬॥  
 অনন্তর, দুর্কাসা গমন করিলে সেই গৃহস্থিতা কুন্তী মন্ত্রের পরীক্ষার্থ কোন দেবকে  
 আহ্বান করি ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ এই সময় দিবাকর সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া  
 কুন্তী সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৮ ॥ সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে নিজ  
 মণ্ডল হইতে অতিসুন্দর মানুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশমার্গ হইতে সেই গৃহে কুন্তীর  
 সম্মুখে অবতরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ চারুলোচনা কুন্তী সূর্য্যদেবকে সমাগত দেখিয়া অতিশয়  
 বিস্ময়াবিতা হইয়া কাপিতে কাপিতে তৎক্ষণাৎ রজস্বলা হইয়া পড়িলেন এবং কৃত্যঞ্জলি

সূর্য্য উবাচ ।

আহুতোহস্মি কথং কুন্তি ! ত্বয়া মন্ত্রবলেন বৈ ।  
ন মাং ভজসি কস্মাক্ষং সমাহুয় পুরোগতম্ ॥ ২২ ॥  
কামার্তোহস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! ভজ মাং ভাবসংযুতম্ ।  
মন্ত্ৰেণাধীনতাং প্রাপ্তং ক্রীড়িতুং নয় মামিতি ॥ ২৩ ॥

কুন্ত্যুবাচ ।

কণ্ঠাহস্ম্যহং তু ধর্ম্মজ্ঞ ! সর্ব্বসাক্ষিন্নমাম্যহম্ ।  
তবাপ্যহং ন দুর্বাচ্য। কুলকণ্ঠাহস্মি সূত্রত ! ॥ ২৪ ॥

সূর্য্য উবাচ ।

লজ্জা মে মহতী চাদ্য যদি গচ্ছাম্যহং বৃথা ।  
বাচ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যাস্ত্যাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

প্রাপ্তা রজস্বলা জাতেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ সূগ্রীতাহস্মি স্বং গচ্ছ । মম স্বদর্শনাতিরিক্তং প্রয়ো-  
জনাস্ত্বরং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

( আহুতোহস্মীতি । হে কুন্তি ! ত্বয়া মন্ত্রবলেন কথমহমাহুতোহস্মি সমাহুয় পুরোগতং  
সমুখস্থং মাং কস্মাক্ষং ন ভজসি ॥ ২২ ॥ কামার্তোহস্মীতি । হে অসিতাপাঙ্গি ! ভাবসংযুতং  
স্বপ্নপ্রণয়পরং মাং ভজ মন্ত্রবলেনাধীনতাং স্ববশীতাং প্রাপ্তং মাং রতিক্রীড়ার্থং নয়ৈত্য-  
র্থঃ ॥ ২৩ ॥ )

নদুর্বাচ্য। দুর্বাচ্যবিষয়া নাস্মি যতোহহং কুলকণ্ঠাহস্মি ॥ ২৪ ॥

হইয়া বলিলেন, দেব ! আপনার দর্শনেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি এক্ষণে নিজ গুণে গমন  
করুন ॥ ২০—২১ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্য্য কহিলেন, কুন্তি ! তুমি মন্ত্রবলে কিজন্ত আমাকে আহ্বান  
করিলে এবং আহ্বান করিয়া কিজন্তই বা সমুখাগত আমাকে ভজনা করিতেছ না । হে চাক্র-  
লোচনে ! আমি এক্ষণে কামার্ত হইয়াছি, বিশেষত তোমার প্রতি আমার প্রেমাসক্তি হই-  
য়াছে, অতএব আমাকে ভজনা কর । আমি মন্ত্রবলে তোমার অধীন হইয়াছি, অতএব  
• রতিক্রীড়ার জন্ত আমাকে গ্রহণ কর ॥ ২২—২৩ ॥

সূর্য্যদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনিই সকলের সাক্ষী-  
স্বরূপ । এক্ষণে আমি ত কন্তা, আপনাকে নমস্কার করি । হে সূত্রত ! আমাকে কুলকণ্ঠা  
বলিয়া জানিবেন অতএব কোনরূপ দুর্বাচ্য বলিবেন না ॥ ২৪ ॥

• সূর্য্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, কুন্তি ! যদি আমি অদ্য বৃথা ফিরিয়া যাই তাহা হইলে  
সমস্ত দেবগণের নিকট নিন্দাতাজন হইব এবং ইহা আমার অতিশয় লজ্জার বিষয় তাহাতে  
সন্দেহ নাই । কুন্তি ! অদ্য তুমি যদি আমাকে ভজনা না কর তাহা হইলে তোমাকে



শপ্স্যামি তং দ্বিজঞ্চাদ্য যেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ ।

ত্বাঞ্চাপি সূত্বশং কুন্তি ! নোচেত্স্মাং ত্বং ভজিষ্যসি ॥ ২৬ ॥

কন্যাধর্মঃ স্থিরন্তে স্মার জ্ঞাস্তিস্তি জনাঃ কিল ।

মৎসমস্ত তথা পুত্রো ভবিতা তে বরাননে ! ॥ ২৭ ॥

ইতুক্ত্বা তরণিঃ কুন্তীং তন্মনস্কং স্নলজ্জিতাম্ ।

ভুক্ত্বা জগাম দেবেশো বরং দত্ত্বাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮ ॥

গর্ভং দধার স্রোণী স্রুণ্ডে মন্দিরে স্থিতা ।

ধাত্রী বেদ প্রিয়া চৈকা ন মাতা ন জনস্তথা ॥ ২৯ ॥

গুপ্তঃ সন্মানি পুত্রস্ত জাতশ্চাতিমনোহরঃ ।

কবচেনাতিরম্যেণ, কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৩০ ॥

দ্বিতীয় ইব সূর্য্যস্ত কুমার ইব চাপরঃ ॥ ৩১ ॥

করে কৃতাথ ধাত্রেয়ী তামুবাচ স্নলজ্জিতাম্ ।

কাং চিন্তাং করভোরু ! ত্বমাধৎসেহদ্য স্থিতাস্মাহম্ ॥ ৩২ ॥

বাচ্যতাং নিন্দ্যতাম্ ॥ ২৫ ॥ (শপ্স্যামীতি । যেন দ্বিজেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ দত্তঃ তং শপ্স্যামি তস্মৈ শাপং দাত্ত্বামীত্যর্থঃ ত্বামপি শপ্স্যামীতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥ ইদানীং স্ববশানয়নার্থং কন্যাত্বনাশশঙ্কাং নিরাকুর্ক্সমাহ কন্তেতি । হে বরাননে ! তে তব কন্যাধর্মঃ স্থিরঃ স্মার জ্ঞাস্তিস্তি জনাঃ কিল মৎসমস্তে পুত্রশ্চ ভবিতা ॥ ২৭ ॥

ইতুক্তেতি । তরণিঃ সূর্য্যঃ তন্মনস্কং সূর্য্যগতচিন্তাং কুন্তীং ভুক্ত্বা জগামেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ একা ধাত্রী বেদ নাত্মো জনঃ ॥ ২৯ ॥ (গুপ্তঃ সন্মানীতি । অতিমনোহরঃ পুত্রঃ অতিরম্যেণ কবচেন কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ সন্ সন্মানি গৃহে জাতঃ ॥ ৩০ ॥ দ্বিতীয়ঃ সূর্য্যো বা কুমারঃ কার্ত্তিকের ইব বা জাত ইতিপূর্বেণার্থঃ ॥ ৩১ ॥) কাঞ্চিন্তামিতি । অহং তদাজ্ঞাপ্রতিপালিকা স্থিতাহমি

এবং যে ব্রাহ্মণ তোমার এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছে তাহাকে অতিকঠোর শাপ প্রদান করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ (আর যদি তুমি আগায় ভজনা কর তাহা হইলে) হে বরাননে ! তোমার কন্যাধর্ম স্থির থাকিবে, কেহই এ বিষয় জানিতে পারিবে না এবং আমার সদৃশ তোমার একটি সন্তান হইবে ॥ ২৭ ॥

দেবপতি সূর্য্য এই কথা বলিয়া সেই একাগ্রচিত্তা এবং অতিলজ্জিতা কুন্তীকে উপভোগ করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সেই স্রোণী কুন্তী গৃহে থাকিয়া গোপনে গর্ভধারণ করিতে লাগিল । ইহা কেবল তাঁহার প্রিয়-ধাত্রী জানিত অন্য কেহ অধিক কি তাঁহার মাতা পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই ॥ ২৯ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে অতি গোপনে সেই গৃহে একটি মনোহর পুত্র জন্মিল । পুত্রটি সুরম্য কবচ ও কুণ্ডলযুগল স্নোভিত এবং দ্বিতীয় সূর্য্য বা কার্ত্তিকের স্থায় তেজঃপুঞ্জ কলে-

মঞ্জুষায়াং সূতং কুন্তী মুঞ্চন্তী বাক্যমব্রবীৎ ।

কিং করোমি সূতাতীহং ত্যজ্যে হ্যং প্রাণবল্লভম্ ।

• মন্দভাগ্যা ত্যজ্যামি হ্যং সর্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৩ ॥

পাতু হ্যং সগুণাগুণা ভগবতী সর্বেশ্বরী চাম্বিকা

সুত্ৰং সৈব দদাতু বিশ্বজননী কাত্যায়নী কামদা ।

দ্রক্ষ্যেহং মুখপঙ্কজং স্নললিতং প্রাণপ্রিয়াহং কদা

ত্যক্ত্বা হ্যং বিজনে বনে রবিসূতং দুষ্টা যথা শ্বৈরিণী ॥ ৩৪ ॥

পূর্বস্মিন্নপি জন্মনি ত্রিজগতাং মাতা ন চারাধিতা

ন ধ্যাতং পদপঙ্কজং সূখকরং দেব্যাঃ শিবায়াশ্চিরম্ ।

তেনাহং সূত ! দুর্ভগাম্মি সততং ত্যক্ত্বা পুনস্ত্যং বনে

তপ্যামি প্রিয় ! পাতকং সূতবতী বুদ্ধ্যা কৃতং যৎ স্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা তং সূতং কুন্তী মঞ্জুষায়াং ধৃতং কিল ।

ধাত্রীহন্তে দদৌ ভীতা জনদর্শনতস্তথা ॥ ৩৬ ॥

যদ্যস্ম্যাজ্ঞাপ্যতে তং সর্বং ক্রিয়তে ততঃ কাং চিন্তাগাধৎসে ধারয়সি নৈতাদৃশী চিন্তাহন্তী-  
তার্থঃ ॥ ৩২ ॥ ততো মঞ্জুষায়াং স্থাপিতং পুত্রং নদ্যাং ত্যক্তুমিচ্ছন্তী কুন্তী প্রাহেত্যর্থঃ । ( কিং  
করোমীতি । সর্বলক্ষণসংযুতং প্রাণবল্লভমপি হ্যং মন্দভাগ্যাহং ত্যজ্যামি ॥ ৩৩ ॥ ) সর্ব-  
েশ্বরীং ভগবতীং সূতশিষো দদাতি পাতুহ্যমিতি । পুনঃ হ্যং ত্যক্ত্বা তব মুখপঙ্কজং কদা  
দ্রক্ষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ সূত প্রিয়েতি সম্বোধনস্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বর হইল ॥ ৩০—৩১ ॥ তদর্শনে, কুন্তী অতিশয় লজ্জিতা হইলে ধাত্রী তাহার হস্ত ধারিয়া  
বলিল, সুন্দরি ! যখন আমি রহিয়াছি তখন তোমার চিন্তা কি ? ॥ ৩২ ॥ পরে, সন্তানটিকে  
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মঞ্জুষামধ্যে তাহাকে রক্ষা করত কুন্তী বলিল, পুত্র ! আমি  
দুঃখিতা হইলেও প্রাণবল্লভ স্বরূপ তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি ; কি করি, এক্ষণে আমি  
এমনি মন্দভাগ্যা হইয়াছি যে, সর্বলক্ষণাযিত তোমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই-  
তেছি ॥ ৩৩ ॥ পুত্র ! আশীর্বাদ করিতেছি ; সেই গুণাভীতা ও গুণময়ী সর্বেশ্বরী বিশ্বজননী  
কাত্যায়নী অম্বিকা আগার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তোমাকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করিয়া  
রক্ষা করুন । হায় ! আমি এক্ষণে দুষ্টা শ্বৈরিণীর ন্যায় রবির পুত্র তোমাকে নির্জন বনে  
পরিত্যাগ করিয়া কবে আবার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এই স্নললিত মুখপদ্ম দর্শন করিব ॥ ৩৪ ॥  
পুত্র ! নিশ্চয়ই আমি পূর্ব জন্মে ত্রিজগতের মাতা জগদম্বিকার আরাধনা করি নাই ; নিশ্চয়ই  
সেই মঙ্গলদাত্রী দেবীর সর্বসুখপ্রদ পাদপদ্ম ধ্যান করি নাই ; সেই জন্যই আমি ভাগ্যহীনা

স্নাত্বা ত্রস্তা তদা কুন্তী পিতৃবেশ্যু্যবাস সা ।  
 মঞ্জুষা বহমানা চ প্রাপ্তা অধিরথেন বৈ ॥ ৩৭ ॥  
 রাধা সূতস্ত ভাৰ্য্যা বৈ তয়্যাসৌ প্রার্থিতঃ সূতঃ ।  
 কর্ণোহুদ্ভবলবাসীরঃ পালিতঃ সূতসদ্যনি ॥ ৩৮ ॥  
 কুন্তী বিবাহিতা কন্যা পাণ্ডুনা সা স্বয়ংবরে ।  
 মাদ্রী চৈবাপরা ভাৰ্য্যা মদ্ররাজসূতা শুভা ॥ ৩৯ ॥  
 মৃগয়ারম্যমাগস্ত বনে পাণ্ডুর্মহাবলঃ ।  
 জঘান মৃগবুদ্ধ্যা তু রমমাগং মুনিং বনে ॥ ৪০ ॥  
 শপ্তস্তেন তদা পাণ্ডুর্মুনিনা কুপিতেন চ ।  
 স্ত্রীসঙ্গং যদি কৰ্ত্তাসি তদা তে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥

ধাত্রীহস্তে ইতি । গঙ্গায়্যং ত্যজুং দদৌ ॥ ৩৬ ॥ ( স্নাত্বা ত্রস্তা সতী স্নাত্বা  
 পিতৃবেশ্যনি গৃহে উবাস বাসককার অবতাস্তে ইতি যাবৎ । গঙ্গায়্যং বহমানা মঞ্জুষা তু অধি-  
 রথেন সূতেন প্রাপ্তা লক্ষা ॥ ৩৭ ॥ ) অধিরথস্ত সূতস্ত ভাৰ্য্যা রাধা তয়া সূতঃ প্রার্থিতঃ  
 পুত্রত্বেন স্বীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

(কুন্তীতি । সূর্য্যদেবপ্রভাবেণ পুনঃ কন্যাভাবং প্রাপ্তা কুন্তী স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসভায়্যং  
 যাজ্ঞা পাণ্ডুনা বিবাহিতা তস্ত পাণ্ডোরপরা ভাৰ্য্যা মদ্ররাজসূতা শুভা সুন্দরী সুলক্ষণা  
 বা ॥ ৩৯ ॥ মৃগয়েতি । মহাবলঃ পাণ্ডুঃ মৃগয়ায়াং রমমাগং কদাচিৎ বনে রমমাগং মৃগবদ্ধাং  
 রতিক্রীড়াং কুর্কমাগং কক্ষিৎ মুনিং মৃগবুদ্ধ্যা মৃগং মদ্রেত্যর্থঃ জঘান বাণেন নিহতবান্ ॥ ৪০ ॥  
 শপ্তস্তেনেতি । তদা প্রাণপ্রয়াণাব্যবহিতপ্রাক্কালে তেন মুনিনা স পাণ্ডুঃ শপ্তঃ । শাপ-

হইয়াছি সন্দেহ নাই । প্রিয়পুত্র ! এক্ষণে তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিপূৰ্ব্বক নিজ-  
 কৃত এই পাতক স্মরণ করিয়া নিরন্তর সন্তাপে দগ্ধ হইব সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! কুন্তী এই প্রকারে অনুতাপ করিয়া, পাছে অপর কোনও  
 লোক দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীতা হইয়া সিদ্ধকমধ্যে আবদ্ধ পুত্রটিকে ধাত্রীর হস্তে  
 প্রদান করিল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, মঞ্জুষাটি জলে নিক্ষেপ করাইয়া কুন্তী ত্রস্তভাবে গঙ্গাতে  
 স্নানাদি সমাপন পূৰ্ব্বক পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন । এদিকে, অধিরথ নামে কোন  
 সূত গঙ্গায় ভাসমান সেই মঞ্জুষাটি প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭ ॥ এই অধিরথের ভাৰ্য্যা রাধা সেই  
 সন্তানটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল । অনন্তর, এই সন্তানটীই সূতগৃহে প্রতিপালিত হইয়া  
 কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ বলবান্ বীর হইলেন ॥ ৩৮ ॥

ঋষিগণ ! এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, পাণ্ডুরাজ স্বয়ংবরে কুন্তীকে বিবাহ করিলেন ।  
 তাঁহার অপর আর একটি সুন্দরী ভাৰ্য্যা মদ্ররাজকন্যা মাদ্রী নামে প্রসিদ্ধা ছিল ॥ ৩৯ ॥ এক  
 দিবস মহাবল পাণ্ডু মৃগয়ায় ভ্রমণ করিয়া বনে মৃগরূপে মৃগীতে রতিক্রীড়ানিরত কোন  
 মুনিকে মৃগবোধে বধ করিলেন ॥ ৪০ ॥ মুনি মৃত্যুসময়ে কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই



ইতি শপ্তস্ত মুনির্না পাণ্ডুঃ শোকসমস্থিতঃ ।  
 ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনে বাসং চকার ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৪২ ॥  
 কুন্তী মাদ্রী চ ভার্য্যে ধ্ব জগ্মতুঃ সহসঙ্গতে ।  
 সেবনার্থং সতীধর্ম্যং সংশ্রিতে মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৩ ॥  
 গঙ্গাতীরে স্থিতঃ পাণ্ডুর্মুনীনাশ্রমেষু চ ।  
 শৃণ্বানো ধর্মশাস্ত্রাণি চকার দুশ্চরং তপঃ ॥ ৪৪ ॥  
 কথয়াং বর্তমানায়াং কদাচিদ্বর্ষসংশ্রিতম্ ।  
 অশৃণোদ্রচনং রাজা স্পন্দিতং মুনিভাষিতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গে গন্তুং পরস্তপ ! ।  
 যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্ত জননং চরেৎ ॥ ৪৬ ॥  
 অংশজঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গোলকস্তথা ।  
 কুণ্ডঃ সহোদ্রঃ কানীনঃ ক্রীতঃ প্রাপ্তস্তথা বনে ॥ ৪৭ ॥

প্রকারমাহ যদি হং ক্রীসঙ্গং কর্তাসি তদা তে তব ধ্বং নিঃসংশয়ং মরণং ভবিষ্যতীতি  
 বিজ্ঞি ॥ ৪১ ॥ ইতি শপ্তস্থিতি । পাণ্ডুরিত্যেবম্প্রকারেণাভিশপ্তঃ সন্ শোকসমস্থিতঃ ভৃশ-  
 দুঃখিতশ্চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা তপোবনে বাসং চকার উবাসেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কুন্তীতি । তস্ত পাণ্ডো-  
 র্ভার্য্যো কুন্তীমাদ্রী সতীধর্ম্যং সংশ্রিতে পতিসেবনার্থং সহসঙ্গতে পত্যা সহ বনং জগ্মতুঃ ॥ ৪৩ ॥  
 কুত্র গতঃ পাণ্ডুরিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ গঙ্গাতীর ইতি । মুনীনাশ্রমসম্মিলকর্ষে গঙ্গাতীরে স্থিতঃ ।  
 কথং তত্র স্থিত ইতি চেত্তত্রাহ ধর্মশাস্ত্রাণি শৃণ্বান ইতি ॥ ৪৪ ॥ কথায়ামিতি । রাজা পাণ্ডু-  
 রিত্যর্থঃ কদাচিৎ কথয়াং পৌরাণিকীগাথায়াং বর্তমানায়াং ধর্মসংশ্রিতং বচনং অশৃণো-  
 দিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ কিং বচনমশৃণোদিত্যশ্রয়েনাহ অপুত্রস্তেতি । অপুত্রস্ত গতির্গমনশক্তির্নাস্তি ।  
 কুত্র গন্তুমিতি চেত্তত্রাহ স্বর্গে সুরলোকে সুখময়াভীষ্টস্থানে । অতো যেন কেনাপ্যুপায়েন  
 পুত্রস্ত জননং উৎপাদনং চরেৎ পুত্রোৎপত্তৌ প্রযতেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ) অংশজঃ স্ববীৰ্য্যজঃ ।

বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে, পাণ্ডুরাজ ! যখন তুমি ক্রীসঙ্গ করিবে তখনই তোমার  
 মৃত্যু হইবে ॥ ৪১ ॥ পাণ্ডু মুনিকর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অতিশয় শোকার্ত হইলেন  
 এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় দুঃখিতাস্তঃকরণে বনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥  
 মুনিসত্তনগণ ! তাহার দুই ভার্য্যা কুন্তী ও মাদ্রী পতিব্রতা ধর্ম আশ্রয় করিয়া সেবার জন্য  
 তাঁহার সঙ্গেই গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ পাণ্ডুরাজ গঙ্গাতীরস্থ মুনিগণের আশ্রমের সন্নিগটে  
 বাস করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট সর্বদা নানাবিধ ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করত দুশ্চর তপস্তায়  
 রত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এক দিবস ধর্মশাস্ত্র কথার প্রসঙ্গক্রমে রাজা মুনিদিগের মুখে স্পষ্টত  
 শ্রবণ করিলেন যে, যাহার পুত্র নাই তিনি কদাচ স্বর্গে বাইবার অধিকারী নহেন, অতএব যে  
 কোনও প্রকারে পুত্রোৎপত্তির জন্য উপায় করা উচিত ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ঔরসজাত, পুত্রিকাপুত্র,

দত্তঃ কেনাপি চাশক্তৌ ধনগ্রাহিস্থতাঃ স্মৃতাঃ ।

উত্তরোত্তরতঃ পুত্রা নিকৃষ্টা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যাকর্ণ্য তদা প্রাহ কুন্তীং কমললোচনাম্ ।

সুতমুৎপাদয়াশু ত্বং মুনিং গত্বা তপোহস্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥

মমাজ্জয়া ন দোষন্তে পুরা রাজ্ঞা মহাত্মনা ।

বশিষ্ঠাজ্জনিতঃ পুত্রঃ সৌদাম্যেনেতি মে শ্রুতম্ ॥ ৫০ ॥

তং কুন্তী বচনং প্রাহ মম মন্ত্রোহস্তি কামদঃ ।

দত্তো দুর্বাসসা পূৰ্ব্বং সিদ্ধিদঃ সৰ্ব্বথা প্রভো ! ॥ ৫১ ॥

পুত্রিকাপুত্রঃ কন্যাপুত্রঃ অস্তাং জায়মানঃ পুত্রো মমেতি সঙ্কেতিতঃ । ক্ষেত্রজো বস্তু-  
জঃ প্রমৃতস্ত ক্লীবস্ত ব্যাধিতস্ত বা । স্বপর্শেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃত ইতি মনুঃ ।  
গোলক ইত্যেকঃ । স্বক্ষেত্রে স্বস্ত্রিয়াং মৃতে ভর্তৃরি জায়মানো গোলকঃ । অমৃতে জারজঃ  
কুণ্ডঃ । সহোদজস্ত গর্ভে স্থিতো গর্ভিণ্যাং পরিণীতায়াং যঃ পরিণীতঃ স বোদুঃ পুত্রঃ । কানীনঃ  
পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ । তং কানীনঃ বদেদ্রাহেতি । ক্রীতো মৌল্যেন  
গৃহীতঃ । বনে প্রাপ্তশ্চ ॥ ৪৭ ॥ অশক্তৌ পুত্রপালনাসামর্থ্যে কেনাপি দত্তঃ । এতে ধন-  
গ্রাহিস্থতা ভবন্তি ॥ ৪৮ ॥

(ইত্যাকর্ণোতি । পাণ্ডুঃ কুন্তীপ্রত্যাহ । কক্ষিতপসাম্বিতং তপোবলসম্পন্নং মুনিমাপ্রিত্য  
আশু সুতং উৎপাদয় মুনেরোরসেন পুত্র উৎপাদ্যাতাম্ ॥ ৪৯ ॥ কথমহং সতীধর্ম্মং বিহার  
পুত্রাস্তরাশ্রয়েণ সুতমুৎপাদ্য পাপচারিণী ভবেয়মিতি চেত্তত্রাহ । মমাজ্জয়েতি । মমাজ্জয়া  
তে দোষঃ ন ভবেৎ বিশেষতঃ পুরা পূৰ্ব্বস্মিন কালে মহাত্মনা রাজ্ঞা সৌদাম্যেন মহর্ষে-  
বশিষ্ঠাং পুত্রো জ্ঞানিত উৎপাদিত ইতি শ্রুতং ময়েতি ॥ ৫০ ॥ তং কুন্তীতি । তং পতিং  
পাণ্ডুমিত্যর্থঃ । বচনং প্রাহ হে প্রভো ! মম কামদঃ কামনাপ্রদঃ মন্ত্রোহস্তি । কুতোহয়ং প্রাপ্ত

ক্ষেত্রজ কিংবা গোলক অথবা কুণ্ড, সহোদ, কানীন, ক্রীত বা কোন বনাদিতে প্রাপ্ত অথবা  
পুত্রপালনে অশক্ত কোনও লোককর্তৃক প্রদত্ত, এই পুত্র সকল শাস্ত্রে উত্তরাধিকারী  
বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে পরে পরে কথিত পুত্র পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব  
অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জামিবে ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ঋষিগণ ! মহারাজ পাণ্ডু এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলনয়না কুন্তীকে বলিলেন,  
কুন্তি ! তুমি শীঘ্র কোনও তপোবীৰ্য্যসম্পন্ন মুনির নিকট যাইয়া পুত্র উৎপাদন কর ॥ ৪৯ ॥  
দেখ, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি ইহাতে তোমার কোনও দোষ হইবে না । আর,  
আমি শ্রবণ করিয়াছি পূৰ্ব্ব মহাত্মা সৌদাম্য নামে নৃপতি বশিষ্ঠ মুনি দ্বারা পুত্র উৎপন্ন  
করাইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ ! আমার নিকট  
অতীষ্টপ্রদ কোনও মন্ত্র আছে । দুর্বাসা মুনি পূৰ্ব্ব আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন ।  
প্রভো ! এই মন্ত্রটা সৰ্ব্বসিদ্ধি প্রদানে সমর্থ ॥ ৫১ ॥ রাজন্ ! এই মন্ত্র দ্বারা আমি যে

নিমন্ত্রেহং যং দেবং মন্ত্ৰেণানেন পার্শ্বিব । ।  
 আগচ্ছৎ সৰ্ব্বথা সো বৈ মম পার্শ্বে নিয়ন্ত্রিতঃ ॥ ৫২ ॥  
 ভৰ্ত্ত্বাক্যেন সা তত্র স্মৃতা ধৰ্ম্মং স্মরোত্তমম্ ।  
 সঙ্গম্য স্মৰুবে পুত্রং প্রথমং চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫৩ ॥  
 বায়োর্কৌদরং পুত্রং জিষ্ণুং চৈব শতক্রতোঃ ।  
 বর্ষে বর্ষে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুন্ত্যা জাতা মহাবলাঃ ॥ ৫৪ ॥  
 মাদ্রী প্রাহ পতিং পাণ্ডুং পুত্রং মে কুরুসত্তম ! ।  
 কিং করোমি মহারাজ ! হুঃখং নাশয় মে প্রভো ! ॥ ৫৫ ॥  
 প্রার্থিতা পতিনা কুন্তী দদৌ মন্ত্ৰং দয়াস্বিতা ।  
 একপুত্রপ্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা ॥ ৫৬ ॥  
 স্মৃতা তদাশ্বিনৌ দেবৌ মদ্ররাজসুতা স্মৃতৌ ।  
 নকুলঃ সহদেবশ্চ স্মৰুবে বরবর্ণিনী ॥ ৫৭ ॥  
 এবং তে পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ক্ষেত্রোৎপন্নাঃ স্মরাত্মজাঃ ।  
 বর্ষবর্ষান্তরে জাতা বনে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমাঃ ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি চেষ্টত্ৰাহ । পূৰ্ব্বং গৎসেবাংপরিভূষ্টেন মুনিনা দুর্কাসসা সৰ্ব্বথা সিদ্ধিদৌ মন্ত্ৰো দত্তঃ মহ-  
 মিত্তি শেষঃ ॥ ৫১ ॥) সো বৈ ইত্যত্র সন্ধিরার্থঃ ॥ ৫২ ॥

সঙ্গম্য সিধুনীভূত ॥ ৫৩—৫৪ ॥ পুত্রং মে ইতি । দেহীতি শেষঃ । কুরুসত্তমেতি-  
 সম্বোধনম্ । যদা পুত্রং মে কুরু হে সত্তমেতি সম্বোধনম্ ॥ ৫৫ ॥ একপুত্রপ্রবন্ধেন এক-  
 পুত্রোদ্দেশেন ॥ ৫৬ ॥ তদনন্তরং মাদ্রী মদ্ররাজসুতা সা অশ্বিনীকুমারৌ স্মৃতা নকুলঃ সহদেব-  
 শ্চেত্যেত্যেতৌ স্মৃতৌ স্মৰুবে ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

কোন দেবকে আহ্বান করিব তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধের ন্যায় আমার নিকটে আগিয়া উপস্থিত  
 হইবেন ॥ ৫২ ॥

তদনন্তর, কুন্তী স্বামীর আজ্ঞায় সেই স্থানে স্মরোত্তম ধর্ম্মরাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার  
 সহযোগে প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে পরে বায়ু হইতে ভীমসেনকে, এবং ইন্দ্র হইতে অর্জুনকে  
 প্রসব করিলেন । এইরূপে প্রতিবর্ষে মহাবলপরাক্রান্ত তিন পুত্র কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন  
 হইল ॥ ৫৩—৫৪ ॥ পরে, মদ্ররাজসুতাহিতা পতি পাণ্ডুরাজকে বলিল, হে সত্তম ! আপনি আমার  
 পুত্র উৎপাদনের উপায় করুন । মহারাজ ! আমি এক্ষণে কি করি আমার হুঃখ বিমোচন  
 করুন । কারণ, আপনিই আমাদিগের নিগ্রহ এবং অমুগ্রহে সমর্থ ॥ ৫৫ ॥ তদনন্তর কুন্তী  
 পতির প্রার্থনামতে এবং আপনিও দয়াস্বিতা হইয়া মাদ্রীকে একবার মাত্র পুত্র উৎপাদনের  
 জন্য মন্ত্ৰ প্রদান করিলেন । তাহাতে সেই বরবর্ণিনী মাদ্রীও পতির আজ্ঞানুসারে অশ্বিনী-  
 কুমারকে স্মরণ করত তাহাদের সহযোগে নকুল ও সহদেবকে প্রসব করিল ॥ ৫৬—৫৭ ॥



একস্মিন্ সময়ে পাণ্ডুমাত্রীং দৃষ্ট্বাথ নির্জনে ।  
 আশ্রমে চাতিকামার্তো জগ্ৰাহাগতবৈশসঃ ॥ ৫৯ ॥  
 মা মা মা মেতি বহুধা নিষিক্কোহপি তথা ভৃশম্ ।  
 আলিলিঙ্গ প্রিয়াং দৈবাৎ পপাত ধরণীতলে ॥ ৬০ ॥  
 যথা বৃক্ষগতা বল্লী ছিন্নে পততি বৈ ক্রমে ।  
 তথা সা পতিতা বাল্য কুর্ক্বতী রোদনং বহু ॥ ৬১ ॥  
 প্রত্যাগতা তদা কুন্তী ক্রুদতী বালকাস্থা ।  
 মুনয়শ্চ মহাভাগাঃ শ্রুত্বা কোলাহলং তদা ॥ ৬২ ॥  
 মৃতঃ পাণ্ডুস্তদা সর্বৈ মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।  
 সহায়িত্বিকিঞ্চিৎ কুত্বা গঙ্গাতীরে তদাদহন ॥ ৬৩ ॥  
 চক্রে সত্বেব গমনং মাদ্রী দত্তা স্ততো শিশু ।  
 কুন্ত্যে ধর্মং পুরস্কৃত্য সতীনাং সত্যকামতঃ ॥ ৬৪ ॥

আগতবৈশসঃ প্রাপ্তমরণঃ ॥ ৫৯ ॥ ( মা মা মা মেতি । মাদ্র্যা মাগেতি অত্যন্তভয়াতয়া  
 বহুধা নিষিক্কোহপি পাণ্ডুঃ দৈবভাঃ প্রিয়ালিলিঙ্গ ততো ধরণীতলে পপাত । মৃত ইতি-  
 শেষঃ ॥ ৬০ ॥ যথেন্তি । যথা ছিন্নে বৃক্ষে পততি সতি বল্লী তদাশ্রিতা লতা পততি তথা সা বাল্য  
 বহু রোদনং কুর্ক্বতী পতিতা ॥ ৬১ ॥ প্রত্যাগতেতি । তদা তস্মিন্ কালে কার্যাস্তরাং প্রত্যা-  
 গতা কুন্তী ক্রুদতী তথা বালকাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ ক্রুদন্তশ্চ । মহাভাগা মুনয়শ্চ কোলাহলং শ্রুত্বা  
 পাণ্ডুমৃত ইত্যবগচ্ছন্তি স্মেতি শেষঃ । তদা অগ্নিভিঃ বিধিৎ কুত্বা গঙ্গাতীরে পাণ্ডোর্দেহমদহ-

ঋষিগণ ! এইরূপে সেই বনমধ্যে বর্ষবর্ষান্তরে ক্রমশঃ দেব-ঔরসে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পাঁচটী  
 সন্তান জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৫৮ ॥

এক দিবস পাণ্ডু সেই নির্জন আশ্রমে মদ্ররাজহিতাকে একাকিনী দেখিয়া অতিশয়  
 কামার্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুহস্তে পতিত হইয়াই যেন তাহাকে ধারণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥  
 মহারাজ ! আলিঙ্গন করিবেন না করিবেন না বলিয়া মাদ্রী পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেও  
 দৈববশত তিনি সেই প্রিয় মাদ্রীকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত  
 হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন ॥ ৬০ ॥ বৃক্ষ ছিন্ন হইলে যেমন তদাশ্রিতা লতাও পতিতা  
 হয় সেইরূপ পাণ্ডুরাজ পতিত হইবামাত্রই মাদ্রীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে  
 পতিতা হইল ॥ ৬১ ॥ সেই সময় কুন্তীও সেই স্থানে আসিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন,  
 বালকগণও উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল । তখন, কঠোরনিয়ম-পরায়ণ মহাত্মা মুনীগণ সেই  
 ক্রন্দন কোলাহল শ্রবণ করিয়া পাণ্ডু মৃত হইয়াছে ইহা অবগত হইলেন এবং সকলেই  
 অগ্নির দ্বারা যথাবিধি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাতীরে তাহাকে দহন করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥

জলদানাদিকং কৃৎস্না মুময়স্তত্রবাসিনঃ ।  
 পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীমনয়ন্ হস্তিনাপুরম্ ॥ ৬৫ ॥  
 তাং প্রাপ্তাঞ্চ সমাজ্জায় গাঙ্গেয়ো বিহুরস্তথা ।  
 নাগরা ধৃতরাষ্ট্রস্য সৰ্ব্বৈ তত্র সমাযযুঃ ॥ ৬৬ ॥  
 পপ্রচ্ছুশ্চ জনাঃ সৰ্ব্বৈ কস্য পুত্রা বরাননে ! ।  
 পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্জায় কুন্তী দুঃখান্বিতা তদা ॥ ৬৭ ॥  
 তানুবাচ সুরাণাং বৈ পুত্রাঃ কুরুকুলোদ্ভবাঃ ।  
 বিশ্বামাৰ্থে সমাহুতাঃ কুন্ত্যা সৰ্ব্বৈ সুরাস্তদা ॥ ৬৮ ॥  
 আগত্য খে তদা তৈস্তু কথিতং নঃ সূতাঃ কিল ।  
 ভীষ্মেণ সংকৃতং বাক্যং দেবানাং সংকৃতাঃ সূতাঃ ॥ ৬৯ ॥  
 গতানাগপুরং সৰ্ব্বৈ তানাদায় সূতান্ বধুম্ ।  
 ভীষ্মাদয়ঃ প্রীতচিত্তাঃ পালয়ামাস্বরর্থতঃ ॥ ৭০ ॥

স্মৃতি দ্বাভ্যামনয়ঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥ চক্রে সইবেতি । মাদ্রী শিশু নকুলসহদেবৌ কুন্ত্য দহ্মা সত্য-  
 কামতঃ সতীনাং ধর্ম্যং পুরস্কৃত্য সহগমনং চক্রে ॥ ৬৪ ॥ জলদানাদিকমিতি । মুময়ুঃ জলদানা-  
 দিকং কৃৎস্না পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীং হস্তিনাপুরং অনয়ন্ প্রাপয়ামাসুঃ ॥ ৬৫ ॥ তামিতি ।  
 গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ বিহুরঃ তথা ধৃতরাষ্ট্রস্য নাগরা জনাঃ তাং সমুতাং কুন্তীং প্রাপ্তাং উপনীতাং  
 সমাজ্জায় বিদিত্বা তত্র সৰ্ব্বৈ সমাযযুরিত্যনয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্জায় কন্তেমে পুত্রা  
 ইতি সৰ্ব্বৈ পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥ তৈঃ সুরৈর্নোহস্মাকং দেবানাং সূতা ইতি কথিতম্ ॥ ৬৯ ॥

মাদ্রী নিজের শিশু সন্তান দুইটি কুন্তীকে প্রদান করিয়া সত্যলোক-কামনাপ্রযুক্ত সতীগণের  
 ধর্মকে অগ্রে করিয়া পতির সহিত অহুগমন করিলেন ॥ ৬৪ ॥ অনন্তর, সেই আশ্রমবাসী মুনিগণ  
 রাজার তর্পণাদি করিয়া সেই পঞ্চপুত্রের সহিত কুন্তীকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন ॥ ৬৫ ॥  
 ভীষ্মদেব, বিহুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আত্মীয় ও নগরবাসিগণ কুন্তীকে সমাগত জানিয়া সেই  
 স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৬৬ ॥ তদনন্তর, সকলেই পাণ্ডুর শাপ অবগত থাকায়  
 এ পুত্র পাঁচটি কাহার এই বলিয়া কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল । কুন্তী নগরবাসিগণের বাক্য  
 শুনিয়া অতিশয় দুঃখসহকারে বলিলেন, এই পুত্র কয়টি দেবগণ হইতে কুরুকুলে সমুদ্ভূত  
 হইয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসের জন্ত কুন্তী সেই স্থানে দেবগণকে আহ্বান করি-  
 লেন ॥ ৬৭—৬৮ ॥ অনন্তর, দেবগণ আকাশে সমাগত হইয়া, এই পাঁচটি আমাদের পুত্র ইহা  
 বলিলেন । ভীষ্মদেব দেবগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রগণকে সম্মানিত করিলেন ॥ ৬৯ ॥  
 পরে তাহারা সকলেই আনন্দিত হইয়া কুন্তীও পুত্র সকলকে গ্রহণ করিয়া পুরমধ্যে গমন

এবং পার্থাঃ সমুৎপন্ন গান্ধেয়েনাথ পালিতাঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং  
দ্বিতীয়স্কন্ধে পাণ্ডবোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

বধুঃ কুন্তীঃ চ । অর্থতো যথাযোগ্যং ধনাদিভিঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিলেন এবং অকপটভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ ! পৃথাপুত্রগণ এইরূপে  
সমুৎপন্ন এবং ভীষ্মকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ॥ ৭০—৭১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
পাণ্ডবোৎপত্তি নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পঞ্চানাং দ্রৌপদী ভার্য্যা সামান্যা সা পতিব্রতা ।  
পঞ্চপুত্রাস্ত তস্তাঃ স্যুর্ভর্তৃত্যোহতীব স্তন্দরাঃ ॥ ১ ॥  
অর্জুনস্ত তথা ভার্য্যা কৃষ্ণস্ত ভগিনী শুভা ।  
সুভদ্রা বা হতা পূর্বে জিষ্ণুনা হরিসংমতে ॥ ২ ॥  
তস্তাং জাতো মহাবীরো নিহতোহসৌ রণাজিরে ।  
অভিমন্যুর্হিতাস্তত্র দ্রৌপদ্যাশ্চ সূতাঃ কিল ॥ ৩ ॥  
অভিমন্যোর্ধ্বরা ভার্য্যা বৈরাটী চাতিসুন্দরী ।  
কুলাস্তে সুষুবে পুত্রং মৃতো বাণাশ্রিনা শিশুঃ ॥ ৪ ॥  
জীবিতঃ স তু কৃষ্ণেন ভাগিনেয়সূতঃ স্বয়ম্ ।  
দ্রৌণিবাণাশ্রিনির্দগ্ধঃ প্রতাপেনাদুতেন চ ॥ ৫ ॥  
পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাদ্বরঃ সূতঃ ।  
তস্মাৎ পরিক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে ॥ ৬ ॥

অ ষ্টমষ্টমোঃকবচৈঃ পাণ্ডবানাং কথানকম্ ।

মৃতানাং দর্শনং দেবীপ্রসাদাদিহ কথ্যতে ॥

পঞ্চানামিতি ॥ ১ ॥ জিষ্ণুনাহর্জুনেন হরিসংমতে সতি । কৃষ্ণাসু মটতেনেত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥  
বৈরাটী বিরাটকন্তা উত্তরা কুলাস্তে কুলকরে সতি । স পুত্রো গর্ভ এবাশ্রথামবাণাশ্রিনা  
মৃতঃ ॥ ৪ ॥ পুনর্দ্রৌণিরশ্রথামা তস্ত বাণাশ্রিনির্দগ্ধো ভাগিনেয়ো ভগিনী অপত্যং তস্ত সূতঃ ।  
অদুতপ্রতাপেন কৃষ্ণেন জীবিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তস্ত পুত্রস্ত জীবিতস্ত পরিক্ষিত ইতি নাম কিং

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পূর্কোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের সাধারণত দ্রৌপদী নামে এক ভার্য্যা  
ছিল; তাহা হইলেও দ্রৌপদী অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন । পঞ্চজন স্বামী হইতে তাঁহার অতি  
সুন্দর পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল ॥ ১ ॥ এই দ্রৌপদী ভিন্ন কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাও অর্জুনের আর  
একটি পত্নী ছিল । পূর্বে অর্জুন কৃষ্ণের সন্মতিক্রমে তাঁহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥  
এই সুভদ্রাতে মহাবীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইনি রণক্ষেত্রে সপ্তরথি-হস্তে নিহত  
হন । এই দারুণ যুদ্ধসময়ে দ্রৌপদীর সন্তানগণও হত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ এই অভিমন্যুর পত্নী  
অতিসুন্দরী বিরাটতনয়া উত্তরা কুরুকুল ধ্বংস হইলে পর একটি সন্তান প্রসব করেন ।  
এই সন্তান গর্তাবস্থাতেই অশ্রথামার বাণাশ্রিতে দগ্ধ হয়, পরে কৃষ্ণ এই ভাগিনেয়-পুত্রটিকে

নিহতেষু চ পুত্রেষু ধৃতরাষ্ট্রোহতিদুঃখিতঃ ।  
 তস্মৌ পাণ্ডবরাজ্যে চ ভীমবাগ্বাণপীড়িতঃ ॥ ৭ ॥  
 গান্ধারী চ তথাতিষ্ঠৎপুত্রশোকাতুরা ভূশম্ ।  
 সেবাং তয়োর্দিবরাত্রং চকারার্ভো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৮ ॥  
 বিহুরোহপ্যতিধর্মাত্মা প্রজ্ঞানেত্রমবোধয়ৎ ।  
 যুধিষ্ঠিরস্তানুমতে ভ্রাতৃপার্শ্বে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৯ ॥  
 ধর্মপুত্রোহপি ধর্মাত্মা চকার সেবনং পিতুঃ ।  
 পুত্রশোকোদ্ভবং দুঃখং তস্য বিস্মারয়ন্নিব ॥ ১০ ॥  
 যথা শৃণোতি বৃদ্ধোহসৌ তথা ভীমোহতিরোষিতঃ ।  
 বাগ্বাণেনাহনন্তং তু শ্রাবয়ন্ সংস্থিতাজ্ঞনান্ ॥ ১১ ॥  
 ময়া পুত্রা হতাঃ সর্বৈ ছুষ্টশ্রাক্ষস্ম তে রণে ।  
 দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং হৃদ্যং তথা ভূশম্ ॥ ১২ ॥

নিমিত্তং তত্রাহ পরিক্ষীণেধিতি ॥৬॥ (নিহতেধিতি । পুত্রেষু দুর্ঘোষনাদিষু নিহতেষু ধৃতরাষ্ট্রঃ  
 ভীমোক্তবাগ্বাণেন পীড়িতঃ পাণ্ডবরাজ্যে তস্মাবিত্যশ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥ গান্ধারী চেতি । নতু  
 কেবলং ধৃতরাষ্ট্রঃ গান্ধারী গান্ধাররাজকন্যা দুর্ঘোষনাদিশতপুত্রাণাং মাতাপি ভূশং পুত্র-  
 শোকাতী পত্যা সহ পাণ্ডবরাজ্যে অতিষ্ঠৎ । পরং যুধিষ্ঠিরঃ তয়োর্গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রয়োঃ সেবাং  
 চকার ॥ ৮ ॥ বিহুরোহপীতি । অতিধর্মাত্মা বিহুরোহপি প্রজ্ঞানেত্রং ধৃতরাষ্ট্রং প্রবোধিতবান্  
 যুধিষ্ঠিরানুমতেন ভ্রাতৃধৃতরাষ্ট্রস্য পার্শ্বে ব্যতিষ্ঠতেত্যশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥ ধর্মপুত্রোহপীতি । পিতৃ-  
 ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥ ১০ ॥ যথা শৃণোতীতি । বৃদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রঃ যথা শৃণোতি তথা তাদৃশরূপেণ তত্র-  
 স্থিতান্ জনান্ শ্রাবয়ন্ বাগ্বাণেন বাক্শল্যেনাহনৎ ন্যপীড়য়দিত্যর্থঃ । পীড়নে কারণং  
 দর্শয়ন্নাহ অতিরোষিত ইতি ॥ ১১ ॥ বাগ্বাণপ্রকারং বর্ণয়ন্নাহ । ময়া পুত্রা ইতি । অন্ধস্য  
 অলৌকিক মহিমা দ্বারা পুনর্জীবিত করেন ॥ ৪—৫ ॥ এই সন্তানটী কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে  
 পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীতলে পরিক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৬ ॥ এদিকে  
 ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রগণ নিহত হইলে পর অতিশয় দুঃখিত এবং ভীমের বাক্যবাণে প্রপীড়িত হইয়া  
 পাণ্ডব রাজ্যেই অবস্থান কবিত্তে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ গান্ধারীও পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়া  
 অগত্যা সেই স্থানেই পতির সহিত অবস্থান করিলেন । ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দুঃখে সম-  
 দুঃখী হইয়া দিবরাত্র সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ ধর্মাত্মা বিহুরও যুধিষ্ঠিরের অনু-  
 মতিক্রমে নিজ ভ্রাতা প্রজ্ঞানেত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদা বুঝাইবার জন্ত তাহার নিকটে থাকি-  
 তেন ॥ ৯ ॥ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির দ্বাহাতে তাঁহার পুত্রশোকজনিত দুঃখ অস্ত্রহিত হয় সেইরূপে  
 সেবা করিতেন ॥ ১০ ॥ কিন্তু, অতিক্রম ভীমসেন দ্বাহাতে এই বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র গুণিতে পান  
 সেইরূপে সমীপস্থ লোকদিগকে গুনাইয়া বাক্যবাণ দ্বারা তাঁহাকে মর্দাহত করিতেন ॥ ১১ ॥  
 ভীমসেন বলিত, সভ্যগণ ! আমি রণাঙ্গনে এই ছষ্ট অন্ধের সেই সমস্ত পুত্রকে নিহত

ভুনক্তি পিণ্ডমন্ধোহয়ং ময়া দত্তং গতত্রপঃ ।

ধ্বাজ্জবদ্বা শ্ববচ্যাপি বৃথা জীবত্যসৌ জনঃ ॥ ১৩ ॥

এবং বিধানি ক্লৃপানি শ্রাবয়ত্যনুবাসরম্ ।

আশ্বাসয়তি ধর্মাত্মা মূর্খোহয়মিতি চ ববন্ ॥ ১৪ ॥

অষ্টাদশৈব বর্ষানি স্থিত্ব তত্রৈব দুঃখিতঃ ।

ধৃতরাষ্ট্রো বনে যানং প্রার্থয়ামাস ধর্মজম্ ॥ ১৫ ॥

অযাচত ধর্মপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ।

পুত্রেভ্যোহহং দদাম্যদ্য নির্বাপং বিধিপূর্বকম্ ॥ ১৬ ॥

বৃকোদরেণ সর্বেষাং কৃতমর্চোদ্ধেদেহিকম্ ।

ন কৃতং মম পুত্রাণাং পূর্ববৈরমনুস্ময়ন্ ॥ ১৭ ॥

দদাসি চেদ্ধনং মহং কৃহা চৈবোদ্ধেদেহিকম্ ।

গমিষ্যেহহং বনং তপুং তপঃ স্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্রশ্চ হৃদ্যং হৃদগ্রাহি হৃদয়শান্তিকারকমিতি ভাবঃ । কিন্তু দুঃশাসনশ্চ ক্রোধিরম্ । শত্রু-  
শোণিতদর্শনং হি শত্রুজীবিনাং রাজসপ্রকৃतीনামতীব্রীতিকরমিতিপ্রসিদ্ধেস্তথাত্মম্ ॥ ১২ ॥  
ভুনক্তীতি । অয়মন্ধো ময়া দত্তং পিণ্ডং ধ্বাজ্জবৎ কাকবৎ অথবা শ্ববৎ কুকুরবৎ ভুনক্তি  
অতোহসৌ জনঃ বৃথা জীবতি শত্রুদত্তপিণ্ডভোজনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ ধর্মাত্মা ধর্মরাজঃ ॥

ধর্মজং যমধর্মাজ্জাতং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৫ ॥ (অযাচতেতি । নির্বাপং জলপিণ্ডাদিকং  
পুত্রেভ্যো দদামীতি ধর্মপুত্রং অযাচত নত্নতপাণ্ডবং প্রার্থয়ামাসেতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ১৬ ॥  
পুত্রনির্বাপদানে কারণং সূচয়ন্তাহ বৃকোদরেণেতি । মম পুত্রাণাং দুর্ঘোষনাদীনাম্ ॥ ১৭ ॥  
দদাসীতি । উদ্ধেদেহিকং পারত্রিককৃত্যম্ ॥ ১৮ ॥

করিয়াছি এবং ইহার পুত্র দুঃশাসনের হৃদয়স্থ রক্ত আমি ভাল করিয়া পান করিয়াছি ॥ ১২ ॥  
সভাসদগণ ! এই নির্লজ্জ অন্ধ এক্ষণে কাক বা কুকুরের ছায় আমার প্রদত্ত পিণ্ড ভোজন  
করিতেছে । এক্ষণে ইহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ; এ দৃষ্ট এক্ষণে বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ১৩ ॥  
ভীমসেন প্রতিদিনই এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে কঠোর বাক্য সকল শ্রবণ করাইত ; কিন্তু ধর্মাত্মা  
যুধিষ্ঠির, এই ভীম অতিশয় মূর্খ এইরূপ নানাবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অন্ধরাজকে সান্তনা  
করিতেন ॥ ১৪ ॥

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় দুঃখিতাস্তঃকরণে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান  
করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বনগমন প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,  
আমি অদ্য বিধিপূর্বক পুত্রগণের তর্পণাদি করিব । ভীম সকলের উদ্ধেদেহিক কার্য্য করি-  
য়াছে সত্য, কিন্তু পূর্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া আমার পুত্রগণের কিছুই করে নাই ॥ ১৬—১৭ ॥  
অতএব, যদি তুমি আমাকে কিছু ধন প্রদান কর তাহা হইলে পুত্রগণের উদ্ধেদেহিক কার্য্য  
সকল সম্পন্ন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য তপস্তা করিতে বন গমন করি ॥ ১৮ ॥



একান্তে বিদুরেণোক্তো রাজা ধর্মসুতঃ শুচিঃ ।  
 ধনং দাতুং মনশ্চক্রে ধৃতরাষ্ট্রায় চাৰ্থিনে ॥ ১৯ ॥  
 সমাহুয়ানুজান্ সর্বানুবাচ পৃথিবীপতিঃ ।  
 ধনং দাস্ত্যে মহাভাগাঃ ! পিত্রে নির্বাপকামিনে ॥ ২০ ॥  
 তচ্ছ্রদ্ধা বচনং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠশ্চামিততেজসঃ ।  
 সংগ্রহেহস্য মহাবাহুঃ\*মারুতিঃ কুপিতোহব্রবীৎ ॥ ২১ ॥  
 ধনং দেয়ং মহাভাগ ! দুৰ্য্যোধনহিতায় কিম্ ।  
 অকোহপি স্তুখমাপ্নোতি মূৰ্খত্বং কিমতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥  
 তব দুঃখস্ত্রিতেনার্য্য দুঃখং প্রাপ্তা বনে বয়ম্ ।  
 দ্রৌপদী চ মহাভাগা সমানীতা দুরাশ্রনা ॥ ২৩ ॥  
 বিরাটভবনে বাসঃ প্রসাদান্তব স্তত্রত ! ।  
 দাসত্বঞ্চ কৃতং সর্বৈর্মমংস্তশ্চামিতবিক্রমৈঃ ॥ ২৪ ॥

একান্তে বিদুরেণোক্তি । শুচিঃ পবিত্রাত্মা অৰ্থিনে প্রার্থিনে ধৃতরাষ্ট্রায় ধনং দাতুং মন-  
 শ্চক্রে । একান্তে নিভৃতে ভীমাদীনাং সমক্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ) নির্বাপকামিনে পুত্রপিণ্ড-  
 প্রদানকামবতে ॥ ২০ ॥ মারুতিভীমসেনঃ ॥ ২১ ॥ অকোহপ্যেত্যাদৃশদ্রষ্টো ধৃতরাষ্ট্রোহপীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥  
 দুরাশ্রনা দুঃশাসনেন । সভাশামিতি শেষঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ মাগধং জরাসন্ধং হস্তা লক্ষ্যশা অহং

অনন্তর, বিদুর ভীমাদির অসমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের অভিলষিত ধন প্রদানের নিমিত্ত  
 অনুরোধ করিলে পর, রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনাগত ধন দিবার জন্ত ইচ্ছা  
 করিলেন এবং অনুরোধগতকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভাগ্যশালিগণ ! আমাদিগের  
 জ্যেষ্ঠতাত এই অন্ধ নরপতি নিজ পুত্রদিগকে জলপিণ্ডাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন  
 সেই জন্ত অদ্য আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনাগত ধন প্রদান করিব, অতএব তোমাদিগের  
 মত কি ? ॥ ১৯—২০ ॥ মহাবাহু ভীমসেন অমিততেজা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য  
 শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ২১ ॥ মহারাজ ! আপনি ভাগ্যশালী সত্য;  
 কিন্তু, দুৰ্য্যোধনের মঙ্গলের জন্ত ধনপ্রদান করিতে হইবে আর এই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র স্তব্ধ হইবে,  
 ইহা হইতে আর মূৰ্খত্ব প্রকাশ কি হইতে পারে ? ॥ ২২ ॥ মহারাজ ! আপনি আমাদিগের  
 প্রভু সত্য কিন্তু আপনারই অসৎ মন্ত্রণাতে আমরা বনে কষ্ট পাইয়াছিলাম এবং সেই  
 সৌভাগ্যশালিনী দ্রৌপদীকে দুরাশ্র দুঃশাসন সভাতে আনয়ন করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥ হে  
 সত্যব্রত ! আপনারই জন্ত বিরাটনগরে বাস করিতে হইয়াছিল এবং অতুল বিক্রমশালী

\* তং হসরট্টহাসেন । ইতি বা পাঠঃ ।

দেবিতা ত্বং ন চেজ্যেষ্ঠঃ প্রভবেৎ সংক্ষয়ঃ কথম্ ।

সূপকারো বিরটিষ্ঠ হস্তাহভুবং তু মাগধম্ ॥ ২৫ ॥

বৃহন্নলা কথং জিহুর্ভবেদ্বালম্ নর্তকঃ ।

কুত্বা বেমং মহাবাহুর্যোষায়া বাসবান্নজঃ ॥ ২৬ ॥

গাণ্ডীবশোভিতো হস্তো কৃতো কঙ্কণশোভিতো ।

মানুষং চ বপুঃ প্রাপ্য কিং হুঃখং শ্রাদতঃপরম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্ট্বা বেণীং কৃতাং মূর্দ্ধি কজ্জলং লোচনে তথা ।

অসিং গৃহীত্বা তরসা ছেদ্যাহং নান্যথা স্তম্ ॥ ২৮ ॥

অপৃষ্ট্বা ত্বাং মহীপাল নিক্ষিপ্তোহগ্নিময়া গৃহে ।

দধু কামশ্চ পাপাত্মা নির্দক্কোহসৌ পুরোচনঃ ॥ ২৯ ॥

কীচকা নিহতাঃ সর্বের্হামপৃষ্ট্বা জনাধিপ ! ।

ন তথা নিহতাঃ সর্বের্হভায়াং ধৃতরাষ্ট্রজাঃ ॥ ৩০ ॥

বিরটিষ্ঠ সূপকারোহভুবমেতাদৃশঃ ক্ষয়ঃ কথং শ্রাব্যং জ্যেষ্ঠো দেবিতা দ্যুতবাসনী ন চেদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ বাসবান্নজো দেবেজ্জঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ দৃষ্টেতি । অর্জুনস্ত মূর্দ্ধি কৃতাং বেণীং  
লোচনে কজ্জলং চ দৃষ্ট্বা হুঃখিতস্ত মম তদা স্তম্ শ্রাদ্যদ্যাহং ধৃতরাষ্ট্রমসিং গৃহীত্বা তরসা  
বেগেন মস্তকে ছেদ্যি ছেৎশ্রামি নান্যথেষ্ট্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ অপৃষ্টেতি । হে মহীপাল ! ত্বাম-  
পৃষ্ট্বা ময়া গৃহে লাক্ষাগৃহেহগ্নিনিষ্কিপ্তঃ তেন অসৌ হৃষ্টাত্মা পুরোচনঃ দধু কামঃ অশ্রানিতি  
শেষঃ । স্বয়মেব নির্দগ্ধ আসীৎ । ত্বয়ি বিদতি তদাসৌ ন মৃতঃশ্রাদতো মহদুঃখমশ্রাভিষ্ক-  
কারণাদেব লক্ষমিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥ ন তথেতি । অয়ং মনসি খেদোহদ্যাপি বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

হইয়াও আমরা মৎস্যরাজের দাসত্ব করিয়াছিলাম ॥ ২৪ ॥ যদি আপনি জ্যেষ্ঠ বা দ্যুতাসক্ত  
না হইতেন, তাহা হইলে কি তখন সেরূপ সর্বনাশ হইতে পারিত ? না আমি মগধরাজ  
জরাসন্ধের হস্তা হইয়াও বিরটিরাজের পাচক হইতাম ? অথবা মহাবাহু ইন্দ্রপুত্র অর্জুনকে  
ক্রীবেশে বৃহন্নলা সাজিয়া বালকগণের নর্তক হইতে হইত ? ॥ ২৫—২৬ ॥ হায় ! যে হস্ত  
গাণ্ডীব দ্বারা শোভিত হয় অর্জুন সেই হস্তকে কঙ্কণ দ্বারা শোভিত করিয়াছিল । মনুষ্য  
জন্মে ইহা হইতে অধিক আর কি হুঃখ হইতে পারে ? ॥ ২৭ ॥ হায় ! অর্জুনের মস্তকে  
বিরচিত বেণী এবং লোচনদ্বয়ে কজ্জল দেখিয়া যদি আমি অসি গ্রহণ করিয়া বেগে আসিয়া  
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মস্তক ছেদন করিতে পারিতাম তাহা হইলে স্তম্ভ হইতে পারিতাম ॥ ২৮ ॥  
পূর্বে পুরোচন আমাদেরকে দধু করিবার ইচ্ছায় জতুগৃহ নির্মাণ করিয়াছিল, আমি  
সেই গৃহে আপনাকে না বলিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই জন্তই সেই পাণ্ডিষ্ঠ পুরো-  
চন দধু হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ মহারাজ ! আপনাকে না বলিয়াই আমি কীচকগণকে নিহত  
করিয়াছিলাম ; কিন্তু এই বড় হুঃখ রহিল যে, সেইরূপে আপনাকে না বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র

মূৰ্খত্বং তব রাজেন্দ্র ! গন্ধৰ্বৈবত্যশ্চ মোচিতাঃ ।

দুর্য্যোধনাদয়ঃ কামং শত্রবো নিগড়ীকৃতাঃ ॥ ৩১ ॥

দুর্য্যোধনহিতায়াদ্য ধনং দাতুঃ স্বমিচ্ছসি ।

নাহং দদে মহীপাল ! সৰ্ব্বথা প্রেরিতস্তয়া ॥ ৩২ ॥

ইত্যাশ্রু। নির্গতে ভীমে ত্রিভিঃ পরিস্রতো নৃপঃ ।

দদৌ বিত্তং স্ববহুলং ধৃতরাষ্ট্রায় ধর্মজঃ ॥ ৩৩ ॥

কারয়ামাস বিধিবৎ পূজাণাং চৌর্কদেহিকম্ ।

দদৌ দানানি বিপ্রৈভ্যো ধৃতরাষ্ট্রোহন্বিকাস্ততঃ ॥ ৩৪ ॥

কুত্বৌর্কদেহিকং সৰ্ব্বং গান্ধারীসহিতো নৃপঃ ।

প্রবিবেশ বনং তূর্ণং কুন্ত্যা চ বিদুরেণ চ ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয়েন পরিজ্ঞাতো নির্গতোহসৌ মহামতিঃ ।

পুত্রৈর্নিবার্যমাণাপি শূরসেনস্ততা গতা ॥ ৩৬ ॥

বিলপন্ ভীমসেনোহপি তথাত্তে চাপি কৌরবাঃ ।

গঙ্গাতীরাত্ পরাসত্য যযুঃ সৰ্বৈ গজাস্বয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

গন্ধৰ্বৈঃ নিগড়ীকৃতা বদ্ধা দুর্য্যোধনাদয়ঃ শত্রবশ্চ মোচিতা ইদং তব মূৰ্খত্বমেব। এতাদৃশৈব  
দয়া নৈব বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ত্রিভিরজ্জুননকুলসহদেবৈঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ শূরসেনস্ততা কুন্তী ॥ ৩৬ ॥ যযুরিতি। তান্ বনং

পুত্রগণকে ভাৰ্য্যাসহিত নিহত করিতে পারিলাম না ॥ ৩০ ॥ মহারাজ ! আপনি যে নিগড়-  
বদ্ধ দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণকে গন্ধৰ্বগণের নিকট হইতে মুক্ত করাইয়াছিলেন, তাহা আপনার  
মূৰ্খত্ব প্রকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? ॥ ৩১ ॥ অদ্য আপনি সেই দুর্য্যোধনের মঙ্গল জন্ত  
ধন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, মহারাজ ! আপনি আমাকে বারংবার আজ্ঞা করি-  
লেও আমি কখনই প্রদান করিব না ॥ ৩২ ॥

ভীমসেন এই কথা বলিয়া নির্গত হইলে পর মহারাজ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির অজ্জুন নকুল  
এবং সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিপুল অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর,  
অধিকাংশ ধৃতরাষ্ট্র বিধিপূর্বক পুত্রগণের ঔর্কদেহিক কার্য্য করাইলেন এবং ব্রাহ্মণ-  
গণকে ধন প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ঔর্কদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গান্ধারী  
কুন্তী এবং বিদুরের সহিত শীঘ্র বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ মহামতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় দ্বারা  
গন্তব্য পথ অবগত হইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন এবং শূরসেনকন্তা কুন্তী পুত্রগণ কর্তৃক  
বারংবার নিবারিত হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ (কৌরবগণ ইহাদের  
সহিত গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত যাইলেন।) অনন্তর, তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইয়া সমস্ত কৌরবগণ,



তে গঙ্গা জাহ্নবীতীরে শতযুপাশ্রমং শুভম্ ।

কৃষ্ণা তৃণৈঃ কুটীং তত্র তপস্তপুঃ সমাহিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

গতান্ধকানি ষট্ তেষাং যদা যাতা হি তাপসাঃ ।

যুধিষ্ঠিরস্ত বিরহাদনুজানিদমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥

স্বপ্নে দৃষ্টা ময়া কুন্তী দুৰ্ব্বলা বনসংস্থিতা ।

মনো মে হ্রতে দ্রষ্টুং মাতরং পিতরৌ তথা ॥ ৪০ ॥

বিহুরঞ্চ মহাত্মানং সঞ্জয়ঞ্চ মহামতিম্ ।

রোচতে যদি বঃ সৰ্বান্ ব্রজাম ইতি মে মতিঃ ॥ ৪১ ॥

ততস্তে ভ্রাতরঃ সৰ্বৈ স্তভদ্রা দ্রৌপদী তথা ।

বৈরাটী চ মহাভাগা তথা নাগরিকো জনঃ ॥ ৪২ ॥

প্রাপ্তাঃ সৰ্বজনৈঃ সার্কিং পাণ্ডবা দর্শনোৎসুকাঃ ।

শতযুপাশ্রমং প্রাপ্য দদৃশুঃ সৰ্ব্ব এব তে ॥ ৪৩ ॥

বিহুরো ন যদা দৃষ্টো ধর্ম্মস্তং পৃষ্ঠবাংস্তদা ।

কাস্তে স বিহুরৌ ধীমাংস্তমুবাচান্বিকাস্ত ॥ ৪৪ ॥

প্রেমসিক্তা ॥ ৩৭—৩৮ ॥ যদা যাতা হি তাপসা যুধিষ্ঠিরাদয়স্তদারভ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ মাতরং কুন্তীম্ । পিতরৌ ধৃতরাষ্ট্রগান্ধার্যাবিতি ॥ ৪০ ॥ ( বিহুরঞ্চৈতি । বঃ সৰ্বানিতি চতুর্থীস্থানে দ্বিতীয়া । সৰ্ব্ভ্যো যদি রোচতে তর্হি বঃ সৰ্বৈ তান্ দ্রষ্টুং ব্রজাম ইতি মে মতির্মত-মিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বৈরাটী বিরাটরাজকন্যা উত্তরা ॥ ৪২ ॥ প্রাপ্তা ইতি । সৰ্বৈঃ সার্কিং দর্শনোৎসুকাঃ পাণ্ডবাঃ শতযুপলক্ষিতাশ্রমং প্রাপ্য ধৃতরাষ্ট্রাদীন দদৃশুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ) অন্বিকাস্তো

অধিক কি ভীমসেনও বিলাপ করিতে করিতে গঙ্গাতীর হইতে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসি-লেন ॥ ৩৭ ॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি, গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র শতযুপাশ্রমে গমন করিয়া তৃণাদি দ্বারা একটা কুটীর নির্মাণ করত সমাহিতচিত্তে তপশ্রায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ এইরূপে তাঁহাদের গমন দিবস হইতে ছয় বৎসরকাল গত হইলে তাঁহাদের বিরহে দুঃখিত যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, অদ্য আমি স্বপ্নে বনবাসিনী জননী কুন্তীকে অতিশয় দুৰ্ব্বলা নিরীক্ষণ করিয়াছি, এজন্য আমার মন তাঁহাকে এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আর মহাত্মা বিহুর ও স্তমতি সঞ্জয়কে দেখিতে একান্ত অস্থির হইতেছে ; অতএব, যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই, আমার এই অভিপ্রায় ॥ ৩৯—৪১ ॥

অনন্তর সকলের মত হইলে, দর্শনোৎসুক পাণ্ডবগণ, স্তভদ্রা দ্রৌপদী বিরাটকন্যা উত্তরা এবং অপরাপর নগরবাসী জনগণের সহিত শতযুপাশ্রমে গমন করিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ কিন্তু, যুধিষ্ঠির সেই স্থানে বিহুরকে দেখিতে না পাইয়া ধৃত

বিরক্তশ্চরতে ক্তা নিরীহো নিম্পরিগ্রহঃ ।

কুত্রাপ্যেকান্তসংবাসী ধ্যায়তেহন্তঃ সনাতনম্ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গাং গচ্ছন্ দ্বিতীয়েহহি বনে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।

দদর্শ বিদুরং কামং তপসা সংশিতব্রতম্ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্ট্বা বাচ মহীপালো বন্দেহহং ত্বাং যুধিষ্ঠিরঃ ।

তস্মৈ শ্রুত্বা চ বিদুরঃ স্থাগুভূত ইবানঘঃ ॥ ৪৭ ॥

ক্লণেন বিদুরস্ত্যাম্নিঃস্বতং তেজ অদ্ভুতম্ ।

লীনং যুধিষ্ঠিরস্ত্যশ্চে ধর্মাংশত্বাৎ পরম্পরম্ ॥ ৪৮ ॥

ক্তা জহৌ তদা প্রাণাঙ্গু শোচাহতি যুধিষ্ঠিরঃ ।

দাহার্থং তস্য দেহস্য কৃতবানুদ্যমং নৃপঃ ॥ ৪৯ ॥

শৃণুতস্ত তদা রাজ্ঞো বাণুবাচাশরীরিণী ।

বিরক্তোহয়ং ন দাহাহৌ যথেক্তং গচ্ছ ভূপতে ! ॥ ৫০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥ ৪৪ ॥ (বিরক্তশ্চেতি। ক্তা বিদুরঃ বৈরাগ্যমালম্ব্য নিম্পরিগ্রহঃ সন্ যত্র কুত্রাপি একান্তে বিবিক্তদেশে অন্তর্হৃদয়পদ্মে সনাতনং নিত্যস্বরূপং চিদান্নানং ধ্যায়তে। ধ্যানমাশ্রিত্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গামিতি। যুধিষ্ঠিরঃ দ্বিতীয়েহহি দ্বিতীয়ে দিবসে গঙ্গাং গচ্ছন্ বনে তপসা কামং বিদুরং দদর্শেত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ দৃষ্ট্বা বাচেতি। যুধিষ্ঠিরোহয়মহং ত্বাং বন্দে। স্থাগুভূতঃ শাখা-পল্লবাদিবিরহিতো বৃক্ষ ইব ক্তা যৌগস্থমহেশ্বর ইব তস্মৈ ॥ ৪৭ ॥) তেজ অদ্ভুতমিত্যর্থম্। ধর্মাংশত্বাভয়োর্মধর্মজ্ঞত্বাৎ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ বিরক্তো জ্ঞানীত্যার্থঃ ॥ ৫০ ॥ (শ্রুত্বেতি।

রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পরমজ্ঞানী বিদুর এক্ষণে কোথায় আছেন? ধৃতরাষ্ট্র ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, বিদুর এক্ষণে বিষয়ভোগে আগ্রহশূন্য ও বিরক্ত হইয়া কোন নির্জন স্থলে বাস করিয়া অন্তরে সনাতন পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতেছেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনন্তর, দ্বিতীয় দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গানানে গমন করিতে করিতে বন মধ্যে কঠোর-ব্রতচারী তপঃকীর্ণ-কলেবর বিদুরকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্রই বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির নৃপতি, আপনাকে বন্দনা করিতেছি। পবিত্রাত্মা বিদুর এই কথা শ্রবণমাত্র স্থাগুর-আয় নিশ্চল হইয়া রহিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ ক্লণকাল পরেই বিদুরের মুখ হইতে এক অপূর্ণ তেজ নির্গত হইল এবং পরস্পরের ধর্মাংশসম্ভবত্ব হেতু উক্ত তেজ যুধিষ্ঠিরের মুখে লীন হইয়া গেল ॥ ৪৮ ॥ সেই সময় বিদুর প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির অতিশয় শোক করত তাঁহার দেহ অগ্নিতে দীপ্ত করিবার জন্ত উদ্যোগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরে যেমন দাহ করিবেন অগ্নি সহসা আকাশে দৈববাণী হইল যে, এই বিদুর মহাজ্ঞানী অতএব ইনি দাহ-যোগ্য নহেন। মহারাজ! আপনি ইহাকে দাহ না করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন ॥ ৫০ ॥

শ্রদ্ধা তাং ভ্রাতরঃ সৰ্বে সন্মুগ্ধাজলেহমলে ।

গহ্না নিবেদয়ামাস্ত্বতরাষ্ট্রায় বিস্তরাৎ ॥ ৫১ ॥

স্থিতান্ত্রাশ্রমে সৰ্বে পাণ্ডবা নাগরৈঃ সহ ।

তত্র সত্যবতীসূনুনারদশ্চ সমাগতঃ ॥ ৫২ ॥

মুনয়োহন্তে মহাত্মানশ্চাগতা ধৰ্ম্মনন্দনম্ ।

কুন্তী প্রাহ তদা ব্যাসঃ সংস্থিতং শুভদর্শনম্ ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণ ! কৰ্ণস্ত পুত্রো মে জাতমাত্রস্ত বীক্ষিতঃ ।

মনো মে তপ্যতে সৰ্ব্বং দর্শয়স্ব তপোধন ! ॥ ৫৪ ॥

সমর্থোহসি মহাভাগ ! কুরু মে বাঞ্ছিতং প্রভো ॥ ৫৫ ॥

গান্ধার্যুবাচ ।

দুর্য্যোধনো রণে গচ্ছন্ বীক্ষিতো ন ময়া মুনৈ ! ।

তং দর্শয় মুনিশ্রেষ্ঠ ! পুত্রং মে ত্বং সহানুজম্ ॥ ৫৬ ॥

সুভদ্রোবাচ ।

অভিমন্যুঃ মহাবীরং প্রাণাদপ্যধিকং প্রিয়ম্ ।

দ্রুতকামাস্মি সৰ্বজ্ঞ ! দর্শয়াদ্য তপোধন ! ॥ ৫৭ ॥

তে সৰ্বে ভ্রাতরঃ অমলে গন্ধাজলে সন্মুগ্ধাঃ স্নানং কৃতবন্তঃ ॥ ৫১ ॥ স্থিতান্ত্রেতি । যত্রাশ্রমে নাগরৈঃ সহ পাণ্ডবাঃ স্থিতান্ত্রাঃ সত্যবতীসূনুর্বেদব্যাসঃ নারদশ্চ সমাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ মুনয়োহন্তে ইতি । ধৰ্ম্মনন্দনং যুধিষ্ঠিরম্ । শুভদর্শনং ব্যাসস্ত্র্যাহ ॥ ৫৩ ॥) হে কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ-দৈপায়নেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ( ত্বং সমর্থোহস্ততো মে বাঞ্ছিতং কুরু ॥ ৫৫ ॥ দুর্য্যোধন ইতি । সহানুজঃ অনুজঃ সহ বর্জন্যমানঃ দুর্য্যোধনঃ দর্শয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রাণাৎ জীবনাদপ্যধিকং প্রিয়ং অভিমন্যুঃ দর্শয় নতত্র জীবনবোধকতয়া প্রাণশব্দস্ত বহুতমিতি বোধ্যম্ ॥ ৫৭ ॥)

যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নির্মল গন্ধাজলে স্নান করিলেন এবং আশ্রমে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত কথা বিস্তার পূর্বক বলিলেন ॥ ৫১ ॥ পরে, পাণ্ডবগণ কিছু কালের জন্য নগরবাসিগণের সহিত সেই আশ্রমে বাস করিলেন । এই সময় সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস, নারদ এবং অগ্ন্যস্ত মহাত্মা মুনিগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কুন্তী পবিত্রদর্শন বেদব্যাসকে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ! আপনি তপস্বিপুত্রান আপ-  
নার দর্শনত বিকল হইবার নহে । তপোধন ! আমি আমার পুত্র কৰ্ণকে জাতমাত্র একবার দেখিয়াছিলাম এক্ষণে আমার মন সর্বদা পরিতপ্ত হইতেছে আপনি একবার তাহাকে দেখান । হে মহাভাগ ! আপনি এবিষয়ে সমর্থ অতএব আমার বাঞ্ছা পূরণ করুন ॥ ৫২—৫৫ ॥ অনন্তর, গান্ধারী কহিলেন, মুনিবর ! দুর্য্যোধন যখন রণস্থলে গমন করে তখন আমি



সূত উবাচ ।

এবংবিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা সত্যবতীসুতঃ ।

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা দধ্যৌ দেবীং সনাতনীম্ ॥ ৫৮ ॥

সন্ধ্যাকালেহথ সম্প্রাপ্তে গঙ্গায়াং মুনিসত্তমঃ ।

সৰ্বাংস্তাংশ্চ সমাহুয় যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।

তুষ্ঠাব বিশ্বজননীং স্নাত্বা পুণ্যে সরিজ্জলে ॥ ৫৯ ॥

প্রকৃতিং পুরুষায়ামাং সগুণাং নিগুণাং তথা ।

দেবদেবীং ব্রহ্মরূপাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥ ৬০ ॥

যদা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো

ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা ।

ন বিত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক-

স্তদাহসি দেবি ! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬১ ॥

জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চান্বরং

গুণা ন ত্রেযাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়াণ্যহম্ ।

মনো ন বুদ্ধির্ন চ তিগ্মগুঃ শশী •

তদাহসি দেবি ! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬২ ॥

সনাতনীং নিত্যঞ্চ দেবীং সাম্যাবস্থায়োপাধিব্রহ্মরূপিণীং ভুবনেশ্বরীমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
পুরুষায়ামাং পুরুষাশ্রয়াং চৈতন্যভিন্নামিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

(যদেতি । বেধা ব্রহ্মা ঈশ্বরো মহাদেবঃ জলাধিপো বরুণঃ বিত্তপঃ কুবেরঃ ॥ ৬১ ॥ জলমিতি ।  
তেষাং জলাদীনাং গুণাঃ রসস্পর্শাদয়ঃ । অহং অহস্তত্ত্বম্ । তিগ্মাঃ প্রেথরাস্তীত্রা বা

তাহাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি আমার সেই পুত্রকে তাহার অনুজগণের সহিত দর্শন করান ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর সূতজ্ঞা বলিলেন, হে তপোধন ! আপনিত সমস্তই জানেন, মহাবীর অভিমতী আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি আপনি অদ্য তাহাকে একবার দেখান ॥ ৫৭ ॥

• সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সূত্যবতীপুত্রী বেদব্যাস এইরূপ মানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণায়াম পূর্বক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর, সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে সেই মুনিসত্তম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকে আহ্বান পূর্বক গঙ্গার পবিত্র স্রলিলে স্নান করিয়া যিনি পুরুষাশ্রিত, যুগুণা নিগুণাশ্রিত প্রকৃতি ; যিনি দেবতা-দিগেরও পরম দেবতাস্বরূপা, সেই মণিদ্বীপ-নিবাসিনী ব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইমং জীবলোকং সমাধায় চিত্তে  
 গুণৈর্লিঙ্গকোশঞ্চ নীত্বা সমাধৌ ।

স্থিতা কল্পকালং নয়স্তাত্ত্বতজ্জা

ন কোহপ্যস্তি বেত্তা বিবেকং গতৌহপি ॥ ৬৩ ॥

প্রার্থয়ত্যেষ মাং লোকো য়তানাং দর্শনং পুনঃ ।

নাহং ক্ষমোহস্মি মাতস্ত্বং দর্শয়াশু জনান্ য়তান্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী ।

স্বর্গাদাহুয় সর্বান্ বৈ দর্শয়ামাস পার্থিবান্ ॥ ৬৫ ॥

গাবো রশ্ময়ো যশ্চ স সূর্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥) সাম্যাবস্থাং বর্ণয়তি ইমমিতি । ইমং জীবলোকং জীবসমুদায়ং চিত্তে হিরণ্যগর্ভাঙ্কে সমষ্টৌ সমাধায় সংস্থাপ্য তদেকতাং নীত্বৈত্যর্থঃ । তং লিঙ্গকোশং চ সমদৃষ্টিলিঙ্গশরীরাত্মকং হিরণ্যগর্ভক্ষেত্যর্থঃ । তং হিরণ্যগর্ভং গুণৈঃ পৃথগ্-ভিত্তৈঃ সত্ত্বাদিত্যশ্চ সহিতং সমাধৌ সাম্যাবস্থাঙ্কে স্মৃষ্টিদ্বারা নীত্বা স্থিতা ত্বং কল্পকালং যাবৎ কল্পশ্চ পরিমাণং তাবন্তং কালং স্বতজ্জা সতী নয়সি তস্মিন্ সময়ে বিবেকং গতৌ জ্ঞান-বান্ বেত্তা তব কোহপি নাষ্ট্যোতাদৃশী ত্বং সাম্যাবস্থামায়াপাদিকব্রুক্ষরূপিনী সর্বোত্তরৈত্যর্থঃ । য়তান্ প্রপঞ্চস্ত কালস্তাবান্বেব প্রসন্নতাপীতি তু পুরাণে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৩ ॥ ( প্রার্থয়তীতি । এষ লোকঃ অত্রত্যঃ সর্বো জনঃ য়তানাং দর্শনং মাং প্রার্থয়তি কর্ণভূর্য্যোদধনাদীনাং দর্শন-কামনয়া মাং যাচতে ইতি ভাবঃ । পরং তত্রাহং ন ক্ষমঃ শক্তঃ অতস্ত্বং য়তান্ তান্ কোরবান্ দর্শয়েত্যম্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

এবমিতি । এবম্প্রকারেণ বেদব্যাসেন স্তুতা সা মায়াপহিতপরব্রহ্মচৈতন্যরূপা ভুবনেশ্বরী তান্ সর্বান্ স্তুরলোকাং আহুয় দর্শয়ামাস ॥ ৬৫ ॥ দৃষ্টেতি । স্বকান্ আত্মীয়জনান্ বীক্ষ্য সর্বৈ

হে দেবি ! যৎকালে অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ বা ইন্দ্র অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ছিলেন না তখন আপনিই একমাত্র বিরাজ করিতেন ; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬১ ॥ সে সময় জল, বায়ু, পৃথিবী কি আকাশ বা তাহাদিগের ( এই সমস্ত মহাভূতের ) রস স্পর্শ গন্ধ শু শব্দাদি গুণ সমুদয় কি ইন্দ্রিয় বা তাহাদিগের প্রবর্তক মন বা অহংতত্ত্ব কি বুদ্ধিতত্ত্ব এমন কি বিশ্ব প্রকাশক চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও ছিল না ; কিন্তু, হে মাতঃ ! তৎকালে এক মাত্র আপনিই নিত্যরূপে বিরাজমানা ছিলেন ; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬২ ॥ মাতঃ ! আপনি এই সমস্ত জীবলোককে হিরণ্যগর্ভাত্মক সমষ্টিতে সমাধান করিয়া সেই লিঙ্গকোষকে সত্ত্বাদিগুণের সহিত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করত কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে মহাসমাধিতে অবস্থান করেন । জননি ! এ সময়ে কেহ মহাবিবেক প্রাপ্ত হইলেও আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৩ ॥ মাতঃ ! এই সমস্ত লোকগণ আমার নিকট মৃতপুত্রাদির পুনর্দর্শন প্রার্থনা করিতেছে ; জননি ! এ বিষয়ে ত আমার ক্ষমতা নাই অতএব আপনিই সেই মৃত-গণকে দর্শন করান ॥ ৬৪ ॥

দৃষ্ট্বা কুন্তী চ গান্ধারী সুভদ্রা চ বিরাটজা ।  
 পাণ্ডবা যুযুতুঃ সৰ্বে বীক্ষ্য প্রত্যাগতান্ স্বকান্ ॥ ৬৬ ॥  
 পুনর্বিসমর্জিতা তেন ব্যাসেনামিততেজসা ।  
 স্মৃত্বা দেবীমহামায়ামিন্দ্রজালমিবোদ্যতম্ ॥ ৬৭ ॥  
 তদা পৃষ্ঠ্বা যযুঃ সৰ্বে পাণ্ডবা মুনয়স্তথা ।  
 রাজা নাগপুরং প্রাপ্তঃ কুৰ্বন্ ব্যাসকথাং পথি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
 মৃতসন্দর্শনো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

যুযুতুরিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ পুনরিত্তি । অমিততেজসা ব্যাসেন তে স্বর্গাদাগতাঃ কর্ণাদয়ঃ সৰ্বে  
 পুনর্বিসমর্জিতাঃ সুরলোকং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ । পরাং দেবীং স্মৃত্বৈব নহু স্বশক্তি্যা ব্যাসোহপি  
 কিঞ্চিং কৰ্ত্তুং ক্ষম ইতি বোধ্যম্ । অতস্তদা তত্র উদ্যতেন্দ্রজালমিবাসীদিত্যর্থঃ । ১) ইন্দ্রজাল-  
 মিতানেন জগতো মিথ্যাস্বপ্রতিপাদনামিথ্যাভূতসংসারাদেতা দৃশানাণীশ্বরানুগৃহীতানামপী-  
 দৃশী দশা জায়ত ইতি বিরক্তো ভূত্বা ভগবতীশ্বররূপং মোক্ষার্থং বিচিন্তয়েদিত্যবাস্তবতাৎ-  
 পর্যম্ ॥ ৬৭ ॥ ব্যাসকথাং ব্যাসে শ্রীভুবনেশ্বর্যমুগ্রহকথাম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে  
 সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

মৃত কহিলেন, ঋষিগণ ! সেই মায়োপাধিকা ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে স্তবত হইলে পর  
 স্বর্গ হইতে মৃত ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান করিয়া সকলকে দেখাইলেন ॥ ৬৫ ॥ কুন্তী, গান্ধারী,  
 সুভদ্রা, বিরাটকন্যা এবং পাণ্ডবগণ ও অত্যাচর সকলেই আশ্রীত স্বজনদিগকে প্রত্যাগত  
 দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর, সেই অমিত তপোবলসম্পন্ন ব্যাসদেব  
 মহামায়া দেবীকে স্মরণ করিয়া পুনর্বার তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । ঋষিগণ ! এই  
 সময়ে ইহা যেন ইন্দ্রজালের তায় বোধ হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥ তদনন্তর পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ  
 পরস্পর শুভবাক্তা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন । রাজা যুধিষ্ঠিরও পথে ব্যাস-  
 দেবের মহিমার কথা কহিতে কহিতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে  
 মৃতদর্শন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

ততো দিনে তৃতীয়ে চ ধৃতরাষ্ট্রঃ স ভূপতিঃ ।  
দাবাগ্নিনা বনে দগ্ধঃ সভার্য্যঃ কুন্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥  
সঞ্জয়স্তীর্থযাত্রায়াং গতস্ত্যক্তা মহীপতিম্ ।  
শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা নারদাদ্ভুতমাশ্রুবান্ ॥ ২ ॥  
ষট্‌ত্রিংশেহথ গতে বর্ষে কৌরবাণাং ক্ষয়াৎ পুনঃ ।  
প্রভাসে যাদবাঃ সর্ব্বে বিপ্রশাপাৎ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩ ॥  
তে পীত্বা মদিরাং মত্তাঃ কৃত্বা যুদ্ধং পরস্পরম্ ।  
ক্ষয়ং প্রাপ্তা মহাত্মানঃ পশুতো রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪ ॥  
দেহং তত্যাজ রামস্ত কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ।  
ব্যাধবাণহতঃ শাপং পালয়ন্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যাকৈরেকেনোন্নৈনষ্টং হরেঃ কুলম্ ।

কীর্তিরিহোক্তরান্ননোবৃত্তঞ্চ পরিগীয়তে ॥

তত ইতি । পাণ্ডবানাং হস্তিনাপুরাগমনোত্তরম্ ॥ ১ ॥ নারদাচ্ছ্রুত্বাভয়ঃ ॥ ২ ॥ ষট্‌ত্রিংশেহথেতি । কৌরবাণাং ক্ষয়াদনন্তরং ষট্‌ত্রিংশে বর্ষে গতে সত্যথ প্রভাসে যাদবা ইত্যভয়ঃ ॥ ৩ ॥ পশুতো রামকৃষ্ণয়োরিত্যনেনৈশ্বরয়োরপি ভাবিত্বশ্চাপরিহারকত্বমুক্তং ভবতি ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পাণ্ডবদিগের হস্তিনাপুরে গমনানন্তর তৃতীয় দিবসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত সেই বনমধ্যে দাবানলে দগ্ধ হইয়াছেন এবং সঞ্জয় ও ইতিপূর্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির নারদমুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ এদিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবকুল ধ্বংস হইবার ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরান্তে সমস্ত যাদবগণও প্রভাসে মিলিত হইয়া ব্রহ্মশাপহেতু বিনষ্ট হইলেন ॥ ৩ ॥ সেই মহাত্মা যদুবংশীয়গণ প্রভাসতীর্থে মদ্যপান করত অতিশয় মত্ত হইয়া বলরাম এবং কৃষ্ণের সন্মুখে অবস্থিত হইয়াই পরস্পর যুদ্ধ করত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ বলরাম আশ্বীষ্যগণের বিনাশের পর স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং ভগবান্ ভক্তজনতাপহারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-শাপের গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত ব্যাধবাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ ৫ ॥

বাসুদেবস্ত তচ্ছৃণ্বা দেহত্যাগং হরেরথ ।

জহৌ প্রাণাঙ্গুচীন্ কৃতা চিত্তে শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥

অৰ্জুনস্ত ততো গতা প্রভাসে চাতিদুঃখিতঃ ।

সংস্কারং তত্র সৰ্বেষাং যথাযোগ্যং চকার হ ॥ ৭ ॥

সমীক্ষ্যথ হরের্দেহং কৃতা কাষ্ঠশ্চ সঞ্চয়ম্ ।

অষ্টাভিঃ সহ পত্নীভির্দাহয়ামাস পার্শ্বিণঃ ॥ ৮ ॥

দেহং রামশ্চ য়েবত্যা সহ দন্ধা বিভাবসৌ ।

অৰ্জুনো দ্বারকামেত্য পুরান্নিক্রাময়জ্জনম্ ॥ ৯ ॥

পুরী সা বাসুদেবস্ত প্লাবিতোদধিনা ততঃ ।

অৰ্জুনঃ সৰ্ব্বলোকান্ বৈ গৃহীত্বা নির্গতস্তদা ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণপত্ন্যস্তদা মার্গে চৌরাভীরৈশ্চ লুণ্ঠিতাঃ ।

ধনং সৰ্ব্বং গৃহীতঞ্চ নিস্তেজাশ্চাৰ্জুনোহভবৎ ॥ ১১ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগম্য বজ্রো রাজা কৃতস্তদা ।

অনিরুদ্ধস্ততো নান্না পার্থেনামিততেজসা ॥ ১২ ॥

এবং রানকৃষ্ণয়োৱপি দুর্দশাং দর্শয়তি দেহং তত্যাজেতি ॥ ৫ ॥ শ্রীভুবনেশ্বরীং চিত্তে কৃষ্ণে-  
তাস্থয়ঃ ॥ ৬—৮ ॥ নিক্রাময়জ্জনমিতি । বাসুদেবেন স্বশক্ত্যা তৎপুরং সমুদ্রমধ্যে নিশ্চিতং  
তন্নিম্নীশ্বরে গতে সতীশ্বরেণ স্বশক্ত্যপকর্ষান্নিশ্চয়েন সমুদ্রো নগরীং প্লাবয়িষ্যতীতি ভয়েন  
নিক্রাময়নিক্রাসিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে ইতি । অনিরুদ্ধস্ততো বজ্রনামা যাদবানাং রাজা কৃতঃ ॥ ১২ ॥ কথিতং

অনন্তর, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুবার্তা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ভুবনেশ্বরী ভগবতীকে ধ্যান  
করত পবিত্র প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬ ॥

এই সমস্ত ঘটনার পর, অৰ্জুন অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে প্রভাসে যাইয়া সমস্ত  
নাগবগণের যথাযোগ্য প্রেতকৃত্যাদি সম্পাদন করিলেন ॥ ৭ ॥ পরে, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ  
করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রধান অষ্টমহিষীর সহিত এবং বলরামকে য়েবতীর সহিত  
চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দ্বারকাপুরীতে আগমন পূর্বক তথা হইতে সমস্ত পুরবাসিগণকে  
নিক্রামিত করিলেন ॥ ৮—৯ ॥ অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণের সেই দ্বারকাপুরী সমুদ্র দ্বারা প্লাবিত হইয়া  
গেল । এদিকে অৰ্জুন, কৃষ্ণের অপর মহিষীগণ ও দ্বারকাবাসী সমস্ত জনগণের সহিত  
ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবার জন্ত তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১০ ॥ পথিমধ্যে আসিতে আসিতে  
কতকগুলি আতীর জাতীয় দস্যু কৃষ্ণপত্নীদিগকে লুটপাট করিয়া সমস্ত ধন অপহরণ  
করিল । ঋষিগণ ! অৰ্জুন এই সময়ে কৃষ্ণবিরহে একরূপ নিস্তেজ হইয়াছিলেন যে, তাহা-  
দিগকে কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১ ॥

ব্যাসায় কথিতং দুঃখং তেনোক্তোহসৌ মহারথঃ ।  
 পুনর্যদাহরিস্বং চ ভবিতাসি মহামতে ! ।  
 তদা তেজস্বাত্ম্যগ্রং ভবিষ্যতি পুনরুগে ॥ ১৩ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং পার্থো গহ্বা নাগপুরেহর্জুনঃ ।  
 দুঃখিতো ধর্মরাজানং বৃত্তান্তং সর্বমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥  
 দেহত্যাগং হরেঃ শ্রুত্বা যাদবানাং ক্ষয়ং তথা ।  
 গমনায় মতিং চক্রে রাজা হৈমাচলং প্রতি ॥ ১৫ ॥  
 ষট্‌ত্রিংশদ্বার্ষিকং রাজ্যে স্থাপয়িত্বোত্তরাস্থতম্ ।  
 নির্জগাম বনং রাজা দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৬ ॥  
 ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব বর্ষাণি কৃত্বা রাজ্যং গজাহ্বয়ে ।  
 গহ্বা হিমাচলে ষট্‌ তে জহুঃ প্রাণান্ পৃথাস্থতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 পরীক্ষিদপি রাজর্ষিঃ প্রজাঃ সর্বাঃ স্থান্মিকঃ ।  
 অপালয়চ্চ রাজেন্দ্রঃ ষষ্টিবর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥

দুঃখমিতি । মম মহতী শক্তিঃ ক গতেতি দুঃখং কথিতমিত্যর্থঃ । পুনরুগে ইতি ।  
 অধুনা শক্তিহরিণাপহতা সা পুনরীরেবতারে জাতে তবাপি চাবতারে জাতে আয়াস্ততি  
 ন মধ্য ॥ ১৩—১৫ ॥ উত্তরাস্থতং পরীক্ষিতম্ । ( রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ভ্রাতৃভির্দ্রৌপদ্যা চ  
 সহ নির্জগামেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ তে দ্রৌপদ্যা সহ ষট্‌ । পৃথা কুন্তী তস্তাঃ স্তৃতাঃ পাণ্ডবা  
 ইত্যর্থঃ । হিমাচলে প্রাণান্ জহুঃ ॥ ১৭ ॥

তাহার পর, সকলে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলে অর্জুন বজ্র নামে অনিরুদ্ধপুত্রকে যাদবগণের রাজ-  
 পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বেদব্যাসকে পশ্চিমধ্যে সম্ভাতিত সমস্ত দুঃখের বিষয় জানাই-  
 লেন । বেদব্যাস ইহা শ্রবণ করিয়া অর্জুনকে বলিলেন, (অর্জুন ! এবিষয়ের জ্ঞান তুমি দুঃখিত  
 হইও না, শ্রীকৃষ্ণের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ জানিবে ।) মহারথ ! পুনর্বার  
 যুগপর্যয়ে যখন আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি অবতীর্ণ হইবে, তখন আবার তোমার সেই-  
 রূপ উগ্রতর বলবীৰ্য্যাদি উপস্থিত হইবে ॥ ১২—১৩ ॥ পৃথাতনয় অর্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া  
 অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে হস্তিনাপুরে গমনপূর্বক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত  
 বলিলেন ॥ ১৪ ॥ ধর্মরাজ সমস্ত যাদবগণের বিশেষত শ্রীকৃষ্ণের দেহনাশের কথা শ্রবণে  
 হিমালয় পর্বতাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়া ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎকে  
 রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং দ্রৌপদী ও অপর ভ্রাতৃগণের সহিত হিমাচলস্থ  
 বনপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ ঋষিগণ ! যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৃথাপুত্রগণ কুরুক্ষেত্র  
 যুদ্ধের পর এইরূপে হস্তিনাপুরে ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যপালন করিয়া পরে হিমাচলে  
 বাইয়া প্রাণত্যাগ করেন ॥ ১৭ ॥ এদিকে, ধার্মিকপ্রবর রাজর্ষি পরীক্ষিৎও ষষ্টিবর্ষ



বভূব মৃগয়া শীলো জগাম চ বনং মহৎ ।  
 বিদ্ধং মৃগং বিচিহ্নানো মধ্যাহ্নে ভূপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥  
 ত্বনিতশ্চ পরিশ্রান্তঃ ক্রুদ্ধিতশ্চোত্তরাস্থতঃ ।  
 রাজা ঘর্ষেণ সন্তপ্তো দদর্শ মুনিমস্তিকে ॥ ২০ ॥  
 ধ্যানে স্থিতং মুনিং রাজা জলং পপ্রচ্ছ চাতুরঃ ।  
 নোবাচ কিঞ্চিন্মোনস্থশ্চূকোপ নৃপতিস্তদা ॥ ২১ ॥  
 মৃতং সর্পং তদাদায় ধনুকোট্যা ত্বাতুরঃ ।  
 কলিনাবিষ্টচিত্তস্ত কণ্ঠে তস্মাৎ অবেশয়ৎ ॥ ২২ ॥  
 আরোপিতে তথা সর্পে নোবাচ মুনিসত্তমঃ ।  
 ন চচাল সমাধিস্থো রাজাপি স্বগৃহং গতঃ ॥ ২৩ ॥  
 তস্মাৎ পুত্রোহতিতেজস্বী গবিজাতো মহাতপাঃ ।  
 মহাশাক্তোহথ\* শুশ্রাব ক্রীড়মানো বনাস্তিকে ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিতি । সর্বাঃ প্রজাঃ অপালয়ৎ পালয়ামাস ॥ ১৮—১৯ ॥ বিদ্ধমিতি । বিচিহ্নানঃ  
 অন্বেষ্যন্ । অনুসন্ধান ইতি যাবৎ ॥ ২০ ॥ ) ঘর্ষেণোক্তজন্তজলেন রৌদ্রেণ বা ॥ ২১ ॥  
 ত্বাতুরত্বাপীড়িতঃ ॥ ২২ ॥ আরোপিতেহপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥  
 গবিজাতস্তন্মামক ইত্যর্থঃ । মহাশাক্ত ইতি । পরাশক্তেরূপাসক ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

পর্যন্ত আলম্ব্যপরিশ্রুত হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রতিপালন করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, এক  
 দিবস মৃগয়াভিলাষী হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্বক একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন । মৃগটি  
 গুরুতর আঘাত পাইয়া পলায়ন করিল, রাজাও তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু,  
 মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণা ও ক্রুধাতে কাতর হইয়া  
 পড়িলেন । ক্রমে, অতিশয় রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া সন্মুখে একটি মুনিকে দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই ত্বাতুর রাজা পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ মুনিকে বারংবার জলের জন্ত  
 অন্বেষণ করিলেন ; কিন্তু, সেই মৌনাবলম্বী ঋষি কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না,  
 তাহাতে মহারাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা একটি মৃত সর্প গ্রহণ পূর্বক  
 অতিশয় ক্রোধাক্রান্তচিত্তে সেই মুনির কণ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই মৃত  
 সর্প কণ্ঠদেশে সমর্পিত হইলেও সমাধিস্থ মুনিবর কিছুই বলিলেন না এবং ধ্যান হইতেও  
 বিচ্যুত হইলেন না । রাজাও ইহা দেখিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ ! এই মুনির মহাপ্রভাবশালী শূদ্রী নামে এক পুত্র ছিল । পুত্রটি আতশয়  
 তপোবল-সম্পন্ন এবং ভগবতী মহাশক্তির উপাসকদিগের অগ্রগণ্য । এই সময় সেই

\* শূদ্রী নামাধ । ইতি বা পাঠঃ ।

মিত্রাণ্যাহুঃ তৎপুত্রং পিতুঃ কণ্ঠে তবানুনা ।  
 লন্তিতোহস্তি মৃতঃ সর্পঃ কেনাপীতি মুনীশ্বর ! ॥ ২৫ ॥  
 তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপাতিশয়ং তদা ।  
 শশাপ নৃপতিং ক্রুদ্ধো গৃহীত্বাশু করে জলম্ ॥ ২৬ ॥  
 পিতুঃ কণ্ঠেহদ্য মে যেন বিনিক্ষিপ্তো মৃতোরগঃ ।  
 তক্ষকঃ সপ্তরাত্রেণ তং দশেৎ পাপপুরুষম্ ॥ ২৭ ॥  
 মূনেঃ শিষ্যোহথ রাজানং সমুপেত্য গৃহে স্থিতম্ ।  
 শাপং নিবেদয়ামাস মুনিপুত্রেণ চার্চিতম্ ॥ ২৮ ॥  
 অভিমন্যুস্ততঃ শ্রুত্বা শাপং দত্তং দ্বিজেন বৈ ।  
 অনিবার্যঞ্চ বিজ্ঞায় মন্ত্রিবৃদ্ধানুবাচ হ ॥ ২৯ ॥  
 শপ্তোহহং দ্বিজপুত্রেণ মম দোষাদসংশয়ম্ ।  
 কিং বিধেয়ং ময়ামাত্য উপায়শ্চিন্ত্যতামিহ ॥ ৩০ ॥  
 মৃত্যুঃ কিলানিবার্যোহসৌ বদন্তি বেদবাদিনঃ ।  
 যত্নস্তথাপি শাস্ত্রোক্তঃ কর্তব্যঃ সর্বথা বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥

তৎপুত্রং যন্ত কণ্ঠে সর্প আরোপিতস্তত্ত্ব পুত্রমিত্যর্থঃ । লন্তিতঃ স্থাপিতঃ ॥ ২৫—২৬ ॥  
 ( পিতুরিতি । অদ্য যেন মে পিতুঃ কণ্ঠে কণ্ঠদেশে মৃতসর্পঃ নিক্ষিপ্তঃ সপ্তরাত্রেণ তং  
 পাপপুরুষং তক্ষকঃ দশেৎ দংশনং কুর্য্যৎ ॥ ২৭ ॥ মূনেরিতি । অথ শৃঙ্গীণা অভিশপ্তে সতি  
 মূনেঃ শমীকৃত্য কশিৎ শিষ্যঃ গৃহস্থিতং রাজানং শাপবৃত্তান্তং নিবেদয়ামাস ॥ ২৮—২৯ ॥ )  
 মম দোষান্নমাপরাধাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ( কিং বিধেয়মিতি । মৃত্যুরনিবার্যঃ কিল ইতি বেদ-

পুত্রটী বনাস্তিকে জীড়া করিতে করিতে বন্ধুগণের নিকট শ্রবণ করিল যে, তাহার পিতার  
 কণ্ঠদেশে অদ্য কে এক জন একটা মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে ॥ ২৪—২৫ ॥ শৃঙ্গী বন্ধুগণের  
 কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জল গ্রহণ পূর্বক নৃপতিকে এই বলিয়া  
 শাপপ্রদান করিলেন যে, অদ্য আগার পিতার কণ্ঠদেশে যে ব্যক্তি মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে,  
 আজ হইতে সপ্ত রাত্রে সর্পরাজ তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ পুরুষকে দংশন করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥  
 শৃঙ্গী এইরূপ শাপপ্রদান করিলে পর, সেই মুনির একজন শিষ্য হস্তিনাপুরে রাজা  
 পরীক্ষিতের নিকট আসিয়া মুনিপুত্র প্রদত্ত শাপের বিষয় জানাইল ॥ ২৮ ॥ অভিমন্যু-  
 পুত্র পরীক্ষিৎ বৃদ্ধশাপবার্তা শ্রবণমাত্র তাহা অনিবার্য ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া  
 বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥ মন্ত্রিগণ ! আমি নিজ অপরাধেই মুনিপুত্র কর্তৃক অভিশপ্ত  
 হইয়াছি ; এক্ষণে আমার কি কর্তব্য তাহার সহপায় চিন্তা কর ॥ ৩০ ॥ দেখ, যদিও বেদজ্ঞ

\* ইতি শপ্ততদা তেন রাজা শ্রুত্বাস্ত বৈ পিতা । পুত্রং বিনিন্দ্য বেগেন রাজে শাপং স্তবেদয়ৎ ॥

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিং দৃশ্যতে ॥

উপায়বাদিনঃ কেচিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।  
 বিজ্ঞোপায়েন সিধ্যন্তি কার্যানি নেতরশ্চ চ ॥ ৩২ ॥  
 মণিমন্ত্রোষধীনাং বৈ প্রভাবাঃ খলু দুর্বিদঃ ।  
 ন ভবেদিতি কিং তৈস্ত্ব মণিমন্ত্রিঃ স্মসাধিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥  
 সর্পদষ্টা পুরা ভার্য্যা মূনেঃ সঞ্জীবিতা মৃত্যু ।  
 দদ্ধার্কিমায়ুষন্তেন মুনিনা সা বরাপ্সরাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 ভবিতব্যো ন বিশ্বাসঃ কৰ্তব্যঃ সৰ্বথা বুধৈঃ ।  
 প্রত্যক্ষং তত্র দৃষ্টাস্তং পশ্যন্ত সচিবাঃ কিল ॥ ৩৫ ॥  
 দিবি কোহপি পৃথিব্যাং বা দৃশ্যতে পুরুষঃ কচিৎ ।  
 দৈবে মতিং সমাধায় যন্তিষ্ঠেত্তু নিরুদ্যমঃ ॥ ৩৬ ॥  
 বিরক্তস্ত যতিভূত্বা ভিক্ষার্থং যাতি সৰ্বথা ।  
 গৃহস্থানাং গৃহে কামমাহুতো বাথবান্ধবা ॥ ৩৭ ॥

বাদিনো বদন্তি । তথাপি শাস্ত্রোক্তো যত্নঃ সৰ্বথা বুধৈঃ কৰ্তব্যঃ । যত্নে কৃতে কার্য্যসিদ্ধিসম্ভা-  
 বনাৎ ॥ ৩১—৩২ ॥ ) বিজ্ঞোপায়েনোভিজ্ঞকৃতোপায়েন হ্রস্বভা অপার্থাঃ সিধ্যন্তীতার্থঃ ।  
 দুর্বিদোহচিন্ত্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ভবিতব্যো ন বিশ্বাসঃ কার্য্যো ভবিতব্যমাপ্রিত্যেন  
 নিরুদ্যোগেন স্থাতব্যমিতি ন । কিন্তুদ্যোগোহপি কৰ্তব্য ইত্যর্থঃ । অয়ং সর্পদষ্টোহনেন  
 প্রত্যক্ষং জীবিত ইতি প্রত্যক্ষং দৃষ্টাস্তং প্রথমং পশ্যন্ত ময়োচ্যমানমালোচয়ন্ত । যঃ কেবলং  
 দৈবে মতিমাপ্রিত্য নিরুদ্যমস্তিষ্ঠেৎ তথাবিধো দিবি পৃথিব্যাং বা যঃ কোহপি পুরুষো বিদ্যতে  
 কচিৎ স আনেয় ইতি শেষঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ নহু দৈবং প্রারন্ধমেব মুখ্যমিতি কেচিদ্বদন্তি তত্রাহ  
 বিবক্ত ইতি । এতাদৃশো নিরুদ্যমস্ত পুরুষো বিরক্তো দৈবে প্রারন্ধে নিশ্চয়ান্বিকাং মতিং  
 কৃৎবা যন্তিষ্ঠতি স যতিভূত্বা ভিক্ষার্থং গৃহস্থানাং গৃহং যাতি । নহু গৃহস্থশ্রমে তিষ্ঠতি অতো

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এরূপ মৃত্যু অনিবার্য, তথাপি বুদ্ধিমানের সর্বপ্রকারে শাস্ত্রোক্ত  
 প্রতিকারে যত্নপর হওয়া কৰ্তব্য ॥ ৩১ ॥ কারণ, বিজ্ঞজনের উপায় দ্বারা সমস্ত কার্য্যই  
 সিদ্ধ হইতে পারে অবিজ্ঞের দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না ; অতএব, মন্ত্রিগণ ! মণি,  
 মন্ত্র বা ঔষধি সকলের প্রভাব অচিন্তনীয়, সম্যক্ রূপে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিলে  
 কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইতে না পারে ? ॥ ৩২—৩৩ ॥ দেখ, পূৰ্ব্বকালে কোন মুনিবরের পত্নী  
 সর্প দংশনে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেও মুনিবর সেই নিজ ভার্য্যা অঙ্গরাকে আয়ুর অর্দ্ধভাগ  
 প্রদান করিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন ॥ ৩৪ ॥ অতএব, বিজ্ঞগণের যাহা হইবার তাহা হইবে  
 বলিয়া ভবিতব্যের প্রতি বিশ্বাস করা কৰ্তব্য নহে । মন্ত্রিগণ ! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণও  
 দর্শন কর ॥ ৩৫ ॥ বল দেখি, পৃথিবীতে বা স্বর্গেতে এমন কাহাকেও কি দেখিতে পাও  
 যে, কোনও ব্যক্তি কেবলমাত্র দৈব অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে ? দেখ, সন্ন্যাসিগণ  
 সংসার বিরক্ত হইয়াও ভিক্ষার জন্ত গৃহস্থগণের গৃহে গৃহে, আহুত হউক আর না হউক,



যদৃচ্ছয়োপপন্নঞ্চ ক্ষিপ্তং কেনাপি বা মুখে ।

উদ্যমেন বিনা চাত্তাছুদরে সংবিশেৎ কথম্ ॥ ৩৮ ॥

প্রযত্নশ্চোদ্যমে কার্যো যদা সিদ্ধিং ন যাতি চেৎ ।

তদা দৈবং স্থিতং চেতি চিত্তমালম্বয়েদ্বুধঃ ॥ ৩৯ ॥

মস্ত্রিণ উচুঃ ।

কো মুনির্যেন দত্ত্বার্কমায়ুষো জীবিতা প্রিয়া ॥

কথং যুতা মহারাজ ! তস্মৈ ব্রুহি সবিস্তরম্ ॥ ৪০ ॥

রাজোবাচ ।

ভৃগোভার্য্য বরারোহা পুলোমা নাম স্তন্দরী ।

তস্তাস্ত চ্যবনো নাম মুনির্জাতোহুতিবিশ্রুতঃ ॥ ৪১ ॥

চ্যবনস্ত চ শর্যাতেঃ স্ককস্তা নাম স্তন্দরী ।

তস্তাং জজ্ঞে স্তুতঃ শ্রীমান্ প্রমতির্নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৪২ ॥

প্রমতেস্ত প্রিয়া ভার্য্য প্রতাপী নাম বিশ্রুতা ।

রুরূর্নাম স্তুতো জাতস্তস্তাং পরমুতাপসঃ ॥ ৪৩ ॥

মম গৃহাশ্রমিণো ন তন্নতং যুক্তমিতি ভাবঃ । উদ্যোগস্ত তদাশ্রমেপ্যাপেক্ষিতোহুতথানির্ঝাহা-  
দিতি তন্নতেহপি দূষণমন্ত্যবেত্যাহ গৃহস্থানামিতি । আহুতোহুতবানাহুতো বা যদৃচ্ছতি গৃহ-  
স্থানাং গৃহং ঐতি যতিঃ স উদ্যোগেনৈব গচ্ছতি নতু কেবলং দৈবেন তথা যদৃচ্ছয়োপাত্তং  
কেনাপি মুখে নিক্ষিপ্তমন্নমুদ্যোগেন বিনা যত্নং বিনা কথমুদরে সংবিশেৎ । ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
তন্মাদ্বিরক্তোপ্যাদ্যোগপ্রধান এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তদেবাহ প্রযত্ন ইতি । যদোদ্যমে  
ক্লতেহপি কার্য্যং ন সিধ্যতি তদা দৈবং প্রবলমিতি নিশ্চয়ঃ কর্তব্যো ন তু ততঃ পূর্ব্বমিত্যাহ  
তদা দৈবং স্থিতঞ্চৈতি ॥ ৩৯—৪১ ॥ স্তন্দরীতি । শর্যাতেঃ স্ককস্তা শোভনা ক্তা চ্যবনস্ত স্তন্দরী  
পত্নী আসীদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ (প্রমতেরিতি । তস্তাং প্রতাপ্যাং রুরূর্জাতঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ বরাঙ্গরা

সকল সময়েই যাইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ আর দেখ, যদিও বা কখন কেহ দৈবাৎ উপস্থিত  
অন্নাদি মুখে উত্তোলন করিয়া দেয় ; তাহা হইলে, ভোজন চেষ্টা ব্যতিরেকে কিরূপে সেই  
অন্নপিণ্ডাদি মুখ হইতে উদর মধ্যে প্রবেশ করিবে ? ॥ ৩৮ ॥ অতএব, মস্ত্রিগণ ! যত্নপূর্ব্বক  
কার্য্যোদ্যোগ করা উচিত । তাহা করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি নু্য হয় তাহা হইলে সেইরূপ  
স্থলেই পণ্ডিতগণ দৈবের বলবত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন ॥ ৩৯ ॥

মস্ত্রিগণ কাহিলেন, মহারাজ ! কোন মুনি আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া নিজ প্রিয়াকে  
জীবন দান করিয়াছিলেন এবং কি জন্তই বা তাঁহার ভার্য্যা জীবনত্যাগ করিয়াছিল ।  
এ বিষয়টী বিস্তার পূর্ব্বক আমাদের নিকট বলুন ॥ ৪০ ॥

রাজা কাহিলেন, মস্ত্রিগণ ! পূর্ব্বকালে পুলোমা নামে অতিস্তন্দরী ভৃগুর একটা ভার্য্যা ছিল,  
তাঁহার গর্ভে চ্যবন নামে সুপ্রসিদ্ধ মুনি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥ শর্য্যতির স্ককস্তা নামে অতি  
স্তন্দরী ক্তা এই চ্যবনের পত্নী ছিল । ইহারই গর্ভে প্রমতি নামে একটা রূপবান্ পুত্র হয় ॥ ৪২ ॥

তস্মিংশ্চ সময়ে কশ্চিৎ সুলকেশশ্চ বিশ্রুতঃ ।

বভূব তপসা যুক্তো ধর্মাত্মা সত্যসম্মতঃ ॥ ৪৪ ॥

এতস্মিন্শ্বরেহমাত্যা মেনকা চ বরাপ্সরাঃ ।

ক্রীড়াং চক্রে নদীতীরে সর্বলোকাতিশুন্দরী ॥ ৪৫ ॥

গর্ভং বিশ্বাবসোঃ প্রাপ্য নির্গতা বরবর্ণিনী ।

সুলকেশাশ্রমে গত্বা বিসমর্জ বরাপ্সরাঃ ॥ ৪৬ ॥

• কন্যাকাঞ্চ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু শুন্দরীম্ ।

দৃষ্ট্বাননাথাং তদা কন্যাং জগ্রাহ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

পুষ্পোষ সুলকেশস্তু নাম্না চক্রে প্রমদরাম্ ॥ ৪৮ ॥

স। কালে যৌবনং প্রাপ্তা সর্বলক্ষণসংযুতা ।

রুরদৃষ্ট্বা তং বালাং কামবাণাদিতো হৃদুৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
যদুবংশধ্বংস-পরীক্ষিত্তান্তো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মেনকা নদীতীরে ক্রীড়াং চক্রে ॥ ৪৫ ॥ সুলকেশাশ্রমে গত্বা গর্ভং বিসমর্জ্য সুসুবে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥  
মুনিসত্তমঃ সুলকেশঃ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু শুন্দরীং কন্যাং অনাথাং অনাথবৎ পতিতাং  
দৃষ্ট্বা জগ্রাহ ॥ ৪৭ ॥) প্রমদরামিতি । তদর্থস্তু মহাত্মার্তে প্রমদাত্যো বরা স। তু সর্বলক্ষণা  
গুণাবিতা । ততঃ প্রমদরেত্যস্তা নাম চক্রে মহানৃষিরিতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ঐহার প্রতাপী নামে বিখ্যাত ভার্য্যা ছিল । ঐহার গর্ভে রুদ্র নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন  
পরে কালক্রমে ইনি পরম তপস্বী হইয়া উঠেন ॥ ৪৩ ॥

মস্ত্রিগণ । এই সময় সত্যনিষ্ঠ ধর্মাত্মা সুলকেশ নামে বিশ্রুত কোনও পুরুষ ঘোরতর  
তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৪৪ ॥ সর্বলোক মধ্যে শুন্দরীপ্রধানা মেনকা নামে অপ্সরা সেই  
সময় নদীতীরে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ এই বরবর্ণিনী অপ্সরা পূর্বে বিশ্বাবসু হইতে গর্ভ-  
প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে ক্রীড়া করিতে করিতে সুলকেশ মুনির আশ্রমে যাইয়া একটা কন্যা  
প্রসব করত তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করে ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর সুলকেশ, মেনকা কর্তৃক  
পরিত্যক্ত কন্যাটিকে ত্রিলোকশুন্দরী এবং নদীতটে অনাথের স্ত্রায় পতিত দেখিয়া গ্রহণ  
করিলেন এবং প্রমদরা নাম রাখিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ কিছু-  
কাল গত হইলে সর্বলক্ষণাবিতা সেই কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইল । অনন্তর তপস্বী রুদ্র  
তাহাকে দেখিবামাত্র একেবারে কামবাণে পীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাদশসাহস্রলোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে

যদুবংশ ধ্বংস ও পরীক্ষিত্তান্তকথন নামক

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

### পরীক্ষিৎবাচ ।

কামার্তঃ স মুনির্গত্বা রুরঃ স্রুণো নিজাশ্রমে ।  
পিতা পপ্রচ্ছ দীনং তং কিং রুরো ! বিমনা অসি ॥ ১ ॥  
স তমাহাতিকামার্তঃ স্থলকেশশ্চ চাশ্রমে ।  
কন্তা প্রমদরা নাম সা মে ভূর্য্যা ভবেদিতি ॥ ২ ॥  
স গত্বা প্রমতিস্তূর্ণং স্থলকেশং মহামুনিম্ ।  
প্রমুহ স্রমুখং কৃত্বা যযাচে তাং বরাননাম্ ॥ ৩ ॥  
দদৌ বাচং স্থলকেশঃ প্রদাত্তামি শুভেহহনি ।  
বিবাহার্থঞ্চ সস্তারং রচয়ামাসতুর্বনে ॥ ৪ ॥  
প্রমতিঃ স্থলকেশশ্চ বিবাহার্থং সমুদ্যতো ।  
বভূবতুর্মহাত্মানো সমীপস্থৌ তদপোবনে ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকপকাশংপটৈবৃত্তং রুরোঃ পুরঃ ।

কৌর্ভমিহা শুভগেহে রাজ্ঞো বাসস্তথোচ্যতে ॥

কামার্তঃ কামপীড়িতঃ সন্ ॥ বিমনাঃ খিন্নঃ ॥ ১—২ ॥ প্রমতিঃ পিতা প্রমুহ স্বভাষণেন মোহয়িত্বাহতিসঙ্কটেন স্রমুখং প্রসন্নম্ ॥ ৩ ॥ শুভেহহনি প্রদাত্তামিতি বাচমিত্যর্থঃ । ততো বাক্যানিশ্চয়োত্তরং সস্তারং সামগ্রীমুভাবপি সম্বন্ধিনো রচয়ামাসতুঃ ॥ ৪ ॥ সমীপস্থৌ দূর-

পরীক্ষিৎ বলিলেন, মন্ত্রিগণ ! সেই রুর কামবাণে অতিশয় পীড়িত হইয়া নিজাশ্রমে গমন করত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন । অনন্তর, তাঁহার পিতা প্রমতি তাঁহাকে বিষন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রুরো ! তুমি এত অন্তমনস্ক হইয়াছ কেন ? (তোমার কি হইয়াছে আমাকে বিশেষ করিয়া সমস্ত বল) ॥ ১ ॥ রুর অতিশয় কামার্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার পিতাকে বলিলেন, পিতঃ ! স্থলকেশ মুনির আশ্রমে প্রমদরা নামে যে কন্তাটি আছে সেইটি বাহ্যতে আমার ভাৰ্য্যা হয় তাহা করুন ॥ ২ ॥ প্রমতি, শ্রুত্ব এই কথা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র স্থলকেশ মুনির নিকট গমন করিলেন এবং নানাবিধ সুমিষ্ট আলাপে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া সেই চাক্ষুসী কন্তাটিকে প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩ ॥ স্থলকেশ মুনিও শুভ দিনে কন্তার বিবাহ দিব বলিয়া বাক্য দান করিলেন । অনন্তর, মহাত্মা প্রমতি ও স্থলকেশ উভয়েই একত্রিত হইয়া সেই তদপোবনে বিবাহের উপযোগি দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত



তস্মিন্মবসরে কন্যা রমমাণা গৃহাঙ্গণে ।

প্রসুপ্তং পন্নগং পাদেনোন্ম্পৃশচ্চারুলোচনা ॥ ৬ ॥

দৃষ্টা তু পন্নগেনাথ সা মমার বরাজনা ॥ ৭ ॥

কোলাহলস্তদা জাতো মৃত্যুং দৃষ্টা প্রমদরাম্ ।

মিলিতা মুনয়ঃ সর্ব্বৈ চুক্রুশুঃ শোকসংযুতাঃ ॥ ৮ ॥

ভূমৌ তাং পতিতাং দৃষ্টা পিতা তস্মাচ্চ দুঃখিতঃ ।

রুরোদ বিগতপ্রাণাং দীপ্যমানাং স্ততেজসা ॥ ৯ ॥

রুরুঃ শ্রুত্বা তদাক্রন্দং দর্শনার্থং সমাগতঃ ।

দদর্শ পতিতাং তত্র সজীবামিব কামিনীম্ ॥ ১০ ॥

রুদন্তুং স্থলক্ৰেশঞ্চ দৃষ্ট্বান্মনুষ্মিন্তমান্ ।

রুরুঃ স্থানাদ্বহির্গত্বা রুরোদ বিরহাকুলঃ ॥ ১১ ॥

অহো দৈবেন সর্পোহয়ং প্রেযিতঃ পরমাদ্রুতঃ ।

মম শর্ম্মবিঘাতায় দুঃখহেতুরয়ং কিল ॥ ১২ ॥

দেশাদাগত্য সমীপদেশস্থৌ ॥ ৫ ॥ (ভাবিষটনাং সূচয়ম্। তস্মিন্নিতি । তস্মিন্ বিবাহ-  
জব্যাসস্তারায়োজনকালান্তরে সা কন্যা প্রমদরা গৃহাঙ্গণে গৃহাঙ্গণে ক্রীড়াং কুরুতী  
প্রসুপ্তং সর্পং পাদেন অন্ম্পৃশদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ দৃষ্টেতি । বরাজনেতি গুরুক্সাপরোজন্তত্বাৎ ।  
পন্নগেন দৃষ্টা মমার ॥ ৭ ॥ মিলিতা ইতি । একত্রস্থা মুনয়ঃ শোকসংযুতাশ্চুক্রুশুঃ চীৎকারং  
চক্ৰিবে রুরুরুহ্রিতি যাবৎ ॥ ৮ ॥ রুরোদেতি । পিতা তাং স্ততেজসা দীপ্যমানাং গতপ্রাণাং  
দৃষ্টা রুরোদ ॥ ৯ ॥ ) সজীবামিবেতি । মৃত্যুতাপি তেজস্বিনীমিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥ (ম্মেতি ।  
শর্ম্মবিঘাতায় স্তব্ধবিনাশায় ॥ ১২ ॥

হইলেন ॥৪—৫॥ মন্নিগণ! এই সময়ে সেই চাকুনয়না কন্যাটি অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে  
একটা নিদ্রিত সর্পকে পদ দ্বারা আঘাত করিল। সর্পটি পদাহত হইবামাত্রই তাহাকে  
দংশন করিল এবং দংশন মাত্রই উগ্রবিহ্বলভাবে প্রমদরা জীবন ত্যাগ করিল ॥৬—৭॥  
ঋষিগণ তাহাকে মৃত দেখিয়া সকলে একবারে শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,  
ইহাতে তথায় অতিশয় কোলাহল হইয়া পড়িল ॥ ৮ ॥ যদিচ প্রমদরার দেহ হইতে প্রাণবায়ু  
বহির্গত হইয়াছিল, তথাপি তাহার সেই ভূতলে নিপতিত জীবনশূন্য শরীরের প্রোজ্জলিত-  
লাবণ্যচ্ছটা-দর্শনে প্রতিপালক পিতা স্থলকেশ অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৯ ॥ রুরু এই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে দেখিতে আসিলেন এবং গত-  
প্রাণ হইলেও সেই কামিনীকে জীবিতার ভ্রায় ভূমিতে পতিত দেখিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর,  
স্থলকেশ ও অপর অপর ঋষিগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইয়া  
অতিশয় বিরহাকুলিত চিত্তে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥

কিং করোমি ক গচ্ছামি মৃত্যু মে প্রাণবল্লভা ।  
 ন বৈ জীবিতুমিচ্ছামি বিযুক্তঃ প্রিয়য়াহময়া ॥ ১৩ ॥  
 নালিক্সিতা বরারোহা ন ময়া চুস্বিতা মুখে ।  
 ন পাণিগ্রহণং প্রাপ্তং মন্দভাগ্যেন সর্বথা ॥ ১৪ ॥  
 লাজাহোমস্তথাচারৌ ন কৃতস্তনয়া সহ ।  
 মানুষ্যং ধিগিদং কামং গচ্ছন্তদ্য মমাসবঃ ॥ ১৫ ॥  
 দুঃখিতস্ত ন বা মৃত্যুর্বাঞ্ছিতঃ সমুপৈতি হি ।  
 সুখং তর্হি কথং দিব্যমাপ্যতে ভুবি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 প্রপতামি হ্রদে ঘোরে পাবকে প্রপতাম্যহম্ ।  
 বিষমদ্বি গলে পাশং কৃত্বা প্রাণান্ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৭ ॥  
 বিলপ্যেবং রুরুস্তত্র বিচার্য মনসা পুনঃ ।  
 উপায়ং চিন্তয়ামাস স্থিতস্তশ্মিন্নদীতটে ॥ ১৮ ॥  
 মরণাৎ কিং ফলং মে শ্রাদ্ধাহত্যা দুরতয়া ।  
 দুঃখিতশ্চ পিতা মে শ্রাজ্জননী চাতিদুঃখিতা ॥ ১৯ ॥

প্রিয়য়া বিযুক্তঃ বিরহিতঃ জীবিতুং নেচ্ছামি বৈ ॥ ১৩ ॥ নালিক্সিতেতি । মন্দভাগ্যেন  
 ময়া . পাণিগ্রহণং ন প্রাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥ মমাসবঃ মম প্রাণা অদ্য গচ্ছন্ত ॥ ১৫ ॥ দুঃখিতস্তেতি ।  
 বাঞ্ছিতোহপি মৃত্যুঃ ন সমুপৈতি । ) সুখং তর্হীতি । অনয়া বিনেতি শেবঃ ॥ ১৬ ॥ বতঃ সুখং  
 নাস্তি অতঃ প্রপতামীত্যর্থঃ । বর্তমানম্ভামীপ্যে লট্ । পতিষ্যামীতি ভূ ফলিতম্ ॥ ১৭ ॥

ইথং প্রথমতো মরণনিশ্চয়ং কৃত্বা পুনর্মনসা বিচার্যোপায়ং চিন্তয়ামাসেতি বক্ষ্যমাণ-

হায় ! দৈব, নিশ্চয়ই এই সর্পকে আমার দুঃখের কারণ করিয়া সমস্ত সুখনাশের জন্ম  
 প্রেরণ করিয়াছেন । এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় বা যাই ; হায় ! আমার প্রাণ অপে-  
 কাও যাহা প্রিয় তাহা ত পলায়ন করিল ! এই প্রিয়ার সহিত কণ মাত্র বিযুক্ত হইয়া আমি ত  
 জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ১২—১৩ ॥ হায় ! এই নিতম্বিনী ত আমাকে আলিঙ্গন  
 করিল না এবং আমিও ত ইহার মুখে চুষন করিতে পারিলাম না, অধিক কি এই মন্দভাগ্য  
 অদ্যাপি ইহার পাণিগ্রহণ জন্ম সুখলাভ করে নাই বা ইহার সহিত অগ্নিতে লাজহোমও  
 করে নাই । হায় ! এই মনুষ্য জন্মকে দিক্ ! ! আমার জীবনে ফল কি ? এখনই আমার  
 প্রাণ বহির্গত হউক ॥ ১৪—১৫ ॥ কিন্তু, হায় ! দুঃখিত ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করিলেও তাহার  
 মৃত্যু হয় না, তব্বে কি করিয়া আমি ইহলোকে এই পত্নী ব্যতিরেকে সেই অভিলষিত স্বর্গীয়  
 সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব ? আমি এক্ষণে গভীর হ্রদে পতিত হই কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ  
 করি অথবা বিষপান করি, না হয় গলায় রজ্জু রাখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রিগণ ! কক এইরূপ নানাবিধ বিলাপের পর মনে মনে অনেক বিচার করিয়া সেই

দৈবস্বক্টো ভবেৎ কামং দৃষ্ট্বা মাং ত্যক্তজীবিতম্ ।

সৰ্ব্বঃ প্রমুদিতশ্চ স্নান্নংকরে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

উপকারঃ প্রিয়ায়াঃ কঃ পরলোকে ভবেদপি ।

মৃতে মম্ব্যাত্মঘাতেন বিরহাৎ পীড়িতেহপি চ ॥ ২১ ॥

পরলোকে প্রিয়া সাপি ন মে স্নাদাত্মঘাতিনঃ ।

এতদর্থং মৃতে দোষা ময়ি নৈবামৃতে পুনঃ ॥ ২২ ॥

বিম্বশৈবং রুরুস্তত্র স্নাত্মাচম্য শুচিঃ স্থিতঃ ।

অব্রবীষচনং কৃত্বা জলং পাণাবসৌ মুনিঃ ॥ ২৩ ॥

যন্ময়া স্কৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং দেবার্চনাদিকম্ ।

গুরবঃ পূজিতা ভক্ত্যা হুতং জপ্তং তপঃ কৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অধীতাস্থখিলা বেদা গায়ত্রী সংস্মৃতা যদি ।

রবিরারাধিতস্তেন সঞ্জীবতু মম প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

রূপমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ দৈবো বিধিঃ । পুংলিঙ্গমার্ষম্ সৰ্ব্বো লোকঃ শত্রুলোকঃ ॥ ২০ ॥  
যদর্থং প্রাণো দেয়স্তত্তাঃ দ্বিয়াঃ পরলোকে ক উপকারঃ স্নাদিত্যাহ উপকার ইতি ।  
নমু তদ্বাসনয়া মরণে পরলোকে সা প্রাপ্যতি তত্রাহ মৃতে ময়ীতি । আত্মঘাতব্যতিরিক্তস্ত  
তদর্থং কৰ্ম্মাচরিতবতস্তদ্বাসনয়া তৎ ফলং ভবতি ॥ ২১ ॥ নাআঘাতিনস্তত্ত্ব ত্তেতদর্থমেতন্-  
মৃতপ্রিয়াপ্রয়োজনায়াদোগতেরেব শ্রবণাদিত্যর্থঃ । তস্মান্ময়ি মৃতে দোষা এব ভবেয়ুর্না-  
মৃতে ॥ ২২—২৩ ॥ ( যন্ময়েতি । দেবার্চনাদিকং যৎ কিঞ্চিৎ স্কৃতং কৃতমিতি ॥ ২৪ ॥ যদি

নদীতে খাকিয়াই ইহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ প্রাণত্যাগ করিয়া কি ফল  
হইবে ? তাহাতে বরং আমি আত্মহত্যা-পাপ হইতে কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিব না ; আর,  
আমার মরণে পিতা মাতা অতিশয় দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ আমি যে প্রাণ নাশে  
উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে দৈব কি আমাকে মৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ? কখন নয় ; বরং  
আমার শত্রুপক্ষীয়গণ আমার নাশে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ  
নাই ॥ ২০ ॥ আর আমি বিরহে পীড়িত হইয়া আত্মঘাতী হইলে পরলোকে প্রিয়ার কি  
উপকার হইবে ; বরং সেই প্রিয়া পরলোকে আত্মহত্যা-পাপ জন্ত আমার সহিত মিলিত  
হইবেন না । অতএব জীবন ত্যাগ করিলে এতগুলি দোষ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু জীবন  
ত্যাগ না করিলে এ সমস্ত অনিষ্টের কোনটাই ঘটিতে পারিবে না ॥ ২১—২২ ॥

মন্ত্রিগণ ! রূপ এইরূপ বহুবিধ বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে স্নান ও আচমনাদি  
করিয়া শুচি হইলেন এবং জল গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি দেবার্চনাদি ও গুরু-  
গণকে ভক্তিপূৰ্ব্বক পূজা করিয়া থাকি এবং হোম বা জপ করিয়া থাকি, অথবা অধিন বেদ  
অধ্যয়ন করিয়া থাকি কিংবা গায়ত্রীস্মরণ করিয়া থাকি আর যদি সূর্য্যদেবের আরাধনা



যদি জীবেন্ন মে কাঙ্ক্ষা ত্যজে প্রাণানহং ততঃ ।

ইতু্যক্তা তজ্জলং ভূমৌ চিক্কেপারাদ্য দেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

রাজোবাচ ।

এবং বিলপতস্তস্ম ভাৰ্য্যা দুঃখিতস্ম চ ।

দেবদূতস্তদাভ্যুত্যা বাক্যমাহ রুরুরং ততঃ ॥ ২৭ ॥

দেবদূত উবাচ ।

মা কার্ষীঃ সাহসং ব্রূহন্ ! কথং জীবেন্মুতা প্রিয়া ।

গতায়ুরেষা স্ত্রোশ্রোণী গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঃ স্তুতা ॥ ২৮ ॥

অন্তাং কাময় চার্ব্বঙ্গীং মৃতেয়ং চাবিবাহিতা ।

কিং রোদিষি স্তুত্বৰ্ব্বুন্ধে ! কা প্রীতিস্তৈহনয়া সহ ॥ ২৯ ॥

রুরুরবাচ ।

দেবদূত ! ন চান্ধাং বৈ বরিষ্যাম্যহমঙ্গনাম্ ।

যদি জীবেন্ন জীবেন্না মর্তব্যঞ্চাধুনা ময়া ॥ ৩০ ॥

গায়ত্রী সম্যক স্তুতা রবিরারাধিতো বা তেন স্কৃতেন মম প্রিয়া জীবতু ॥ ২৫ ॥ ইতি পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ উক্তা দেবতাঃ আরাধ্য তজ্জলং ভূমৌ চিক্কেপ ॥ ২৬ ॥

ভাৰ্য্যা ভাৰ্য্যাহেতুনা দুঃখিতস্যোতি ॥ ২৭ ॥) দেবদূত ইতি । সৰ্ব্বপুণ্যকৰ্ম্মণঃ শপথে কৃতে সতি দেবেনেশ্বরেণ বোধনর্থং প্রেৰিতো দূতোহয়ং দেবদূত ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥ (অন্যামিতি । চারুণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যন্তান্তাং তাদৃশীং অন্তাং কাঞ্চিং কাময় কাময়স্ব ॥ ২৯ ॥

দেবদূতেতি । যদি জীবেন্ন তর্হি এনামেব বরিষ্যামি যদি ন জীবেন্ন তর্হি অধুনা মর্তব্য-মিতি মে নিশ্চয় ইতি জানীহি ॥ ৩০ ॥

করিয়া থাকি, তাহা হইলে তদ্বারা আমার যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে সেই পুণ্যবলে আমার প্রিয়া পুনর্জীবিতা হউক ॥ ২৩—২৫ ॥ যদি ইহাতেও প্রিয়া জীবিতা না হয় তখন আমি প্রাণত্যাগ করিব । রুরুর এই কথা বলিয়া ইষ্টদেবের আরাধনা করত সেই জন ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥

মন্ত্ৰিগণ ! সেই দুঃখিত রুরুর ভাৰ্য্যার নিমিত্ত এইরূপে বিলাপ করিতেছেন এমন সময় একটি দেবদূত তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ব্রূহন্ ! আপনি বৃথা সাহস করিবেন না । মৃত ব্যক্তি প্রিয় হইলেও কি আবার জীবিত হয় ? এই নিতম্বিনী বিশ্বাবস্থ গন্ধর্ব্বের ঔরসে অঙ্গরা মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, অতএব আপনি অথ কোন বরবর্ণিনীকে অভিলাষ করুন ; বোধ হয় নিশ্চয়ই আপনার বুদ্ধিব্রংশ হইয়াছে ; আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন ? এই কামিনী ত অনুচ্চ-অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহার সহিত আবার আপনার প্রণয় কি ? ॥ ২৭—২৯ ॥

রাজোবাচ ।

বিদিত্বৈতি হঠং তস্ম দেবদূতো যুদান্বিতঃ ।  
উবাচ বচনং তথ্যং সত্যং চাতিমনোহরম্ ॥ ৩১ ॥  
উপায়ং শৃণু বিপ্রেন্দ্র ! বিহিতং যৎ স্তরৈঃ পুরা ।  
আয়ুষোহর্দ্ধপ্রদানেন জীবয়াশু প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩২ ॥

রুরুরবাচ ।

আয়ুষোহর্দ্ধং প্রযচ্ছামি কণ্ঠায়ৈ নাত্র সংশয়ঃ ।  
অদ্য প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রোত্তিষ্ঠতু মম প্রিয়া ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ ।

বিশ্বাবস্তুন্দা তত্র বিমানেন সমাগতঃ ।  
জ্ঞাত্বা পুত্রীং মৃত্যুং চাশু স্বর্গলোকাং প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩৪ ॥  
ততো গন্ধর্বরাজশ্চ দেবদূতশ্চ সন্তমঃ ।  
ধর্মরাজমুপেত্যেদং বচনং প্রত্যভাষতাম্ ॥ ৩৫ ॥  
ধর্মরাজ ! রুরোঃ পত্নী স্তুতা বিশ্বাবসোস্তথা ।  
মৃত্যু প্রমদ্বরা কণ্ঠা দর্শ্য সর্পেণ চাধুনা ॥ ৩৬ ॥

হঠং হঠকারিত্বং নির্বন্ধাতিশয়মিতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥ পুরা যৎ স্তরৈর্বিহিতং তাদৃশমুপায়ং  
শৃণুতি ॥ ৩২ ॥ প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রত্যাগতজীবা সতী প্রোত্তিষ্ঠতু ॥ ৩৩ ॥ )  
স্বর্গলোকাংসমাগত ইত্যমরঃ ॥ ৩৪ ॥ (ততো গন্ধর্বরাজ ইতি । ধর্মরাজঃ সমমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দেবদূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরুর কহিলেন, দেবদূত ! এই কামিনী জীবনলাভ  
করুক আর নাই করুক আমি অশ্রু কাহাকেও বিবাহ করিব না । আর যদি জীবনলাভ  
না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রিগণ ! দেবদূত রুরুর এই প্রকার অসংসাহসের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় আন-  
ন্দিতান্তঃকরণে রুরুর প্রিয়জনক সত্য অথচ প্রকৃত হিতকর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হই-  
লেন ॥ ৩১ ॥ হে বিপ্রবর ! দেবগণ পূর্বে এই রমণীর জীবন লাভের যেরূপ উপায় করিয়াছেন  
তাহা শ্রবণ করুন । এখনি নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া এই প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত  
করুন ॥ ৩২ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরুর কহিলেন, দেবদূত ! আমি নিজের পরমাযুর  
অর্দ্ধেক এই কণ্ঠাকে প্রদান করিতেছি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই । অতএব, এক্ষণে  
আমার এই প্রিয়া জীবন লাভ করিয়া উথিত হইক ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্রিগণ ! এই সময়, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবস্তু নিজ কণ্ঠা প্রমদ্বরাকে মৃত জানিয়া স্বর্গলোক  
হইতে বিমান আরোহণে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, গন্ধর্বরাজ এবং সেই

সা রুরোরায়ুযোহর্ধেন মর্তু কামশ্চ সূর্য্যজ ! ।

সমুত্তিষ্ঠতু তদ্বক্ষী ত্রতচর্য্যাপ্রভাবতঃ ॥ ৩৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ ।

বিশ্বাবসুসুতাং কণ্ঠাং দেবদূত ! বদীচ্ছসি ।

উত্তিষ্ঠত্বায়ুযোহর্ধেন রুরুং গহ্বা ত্বমর্পয় ॥ ৩৮ ॥

রাজোবাচ ।

এবমুক্তস্ততো গহ্বা জীবয়িত্বা প্রমদ্বরাম্ ।

রুরোঃ সমর্পয়ামাস দেবদূতস্বরাস্বিতঃ ॥ ৩৯ ॥\*

ততঃ শুভেহহি বিধিনা রুরুণাপি বিবাহিতা ।

ইথং চোপায়যোগেন মৃতাপ্যুজ্জীবিতা তদা ॥ ৪০ ॥

ধর্ম্মরাজেতি । হে ধর্ম্মরাজ ! মৃত্যুপতে ! রুরোঃ পত্নী তথা বিশ্বাবসুগন্ধর্ব্বস্ত সূতা সা প্রমদ্বরাস  
সর্পেণ দংশনং প্রাপ্তা মৃত্যু ইদানীং রুরোব্রতচর্য্যাপ্রভাবতস্তথা তস্যায়ুযোহর্ধেন প্রোত্তিষ্ঠ-  
হিতি স্বাত্ম্যাম্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বিশ্বাবসুসুতামিতি । রুরুং রুরুনৈঃ সমীপং গহ্বা তস্মৈ তাং পুনঃ প্রাপ্তজীবনাং  
অর্পয় ॥ ৩৮ ॥

এবমুক্ত ইতি । ধর্ম্মরাজেন এবমুক্তে দেবদূতস্বরাস্বিত ইতি রুরুমরণশক্যেতি বোধ্যম্ ।  
সমর্পয়ামাস ॥ ৩৯ ॥ তত ইতি ইথঞ্চোপায়যোগেন তদা পূর্ব্বকালে যতঃ প্রমদ্বরাস মৃত্যু-  
প্যুজ্জীবিতা ততঃ শাস্ত্রসম্মত উপায়ঃ সর্ব্বথা প্রকর্তব্যঃ । ইতি স্বাত্ম্যাম্বয়ঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

দেবদূত ধর্ম্মরাজ যমের নিকট আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ ধর্ম্মরাজ ! প্রমদ্বরাস  
নামে এই বিশ্বাবসুর কন্যা এবং ঋষিপুত্র রুরুর পত্নী সংপ্রতি সর্পদংশনে তোমার আলয়ে  
আসিয়াছে । দ্বিজ রুরু এক্ষণে তাহার জন্ত জীবন ত্যাগে অভিলাষী হইতেছেন । অতএব,  
হে সূর্য্যপুত্র ! রুরুর ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে এবং তাহারই আয়ুর অর্ধেক দ্বারা সেই কীর্ণাদী  
এক্ষণে জীবন লাভ করুক ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বলিলেন, দেবদূত ! এই বিশ্বাবসুর কন্যাকে যদি তুমি জীবিত  
করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কন্যা রুরুর আয়ুর অর্ধেক দ্বারা জীবন লাভ করুক ।  
তুমি-এখনই যাইয়া এই কন্যা রুরুকে সমর্পণ কর ॥ ৩৮ ॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! ধর্ম্মরাজ দেবদূতকে এইরূপ বলিলে পর দেবদূত তৎক্ষণাৎ  
সেই স্থানে যাইয়া প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করিয়া রুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥  
\*অনন্তর, শুভদিনে যথাবিধি রুরু তাহাকে বিবাহ করিলেন । এইরূপে পূর্বে ঋষিকন্যা  
প্রমদ্বরাস কালগ্রাসে পতিত হইয়াও উপায় দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

\* রুরুশাস্ত্রীয় সন্তুষ্টিভাঃ প্রাপ্য চাকলোচনাম্ । ইত্যধিকঃ পাঠঃ কৃত্যপি দৃশ্যতে ।



উপায়স্ত প্রকর্তব্যঃ সৰ্বথা শাস্ত্রসম্মতঃ ।

মণিমন্ত্রোষধীভিঃ বিধিবৎপ্রাণরক্ষণে ॥ ৪১ ॥

ইত্যুক্ত্বা সচিবান্ রাজা কল্পয়িত্বা সুরক্ষকান্ ।

কারয়িত্বাথ প্রাসাদং সপ্তভূমিকমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥

আরুরোহোত্তরাসূনুঃ সচিবৈঃ সহ তৎকরণম্ ।

মণিমন্ত্রধরাঃ শূরাঃ স্থাপিতান্তত্বে রক্ষণে ॥ ৪৩ ॥

প্রেষয়ামাস ভূপালো মুনিং গৌরমুখং ততঃ ।

প্রসাদার্থং সেবকস্ত ক্রমশ্চেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমিতস্ততঃ ।

মন্ত্রীপুত্রঃ স্থিতস্তত্বে স্থাপয়ামাস দন্তিনঃ ॥ ৪৫ ॥

ন কশ্চিদারুহেত্তত্বে প্রাসাদে চাতিরক্ষিতে ।

বাতোহপি ন চরেত্তত্বে প্রবেশে বিনিবার্য্যতে ॥ ৪৬ ॥

ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং রাজা তত্রস্থচ চকার সঃ ।

স্নানসন্ধ্যাদিকং কৰ্ম তত্রৈব বিনিবর্ত্য চ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যুক্তেতি । সুরক্ষকান্ কল্পয়িত্বা স্থাপয়িত্বা সপ্তভূমিকং প্রাসাদং বৃহচ্ছ্রীমাট্টালকং কারয়িত্বা উত্তরাসূনুঃ পরীক্ষিৎ সচিবৈঃ সহ আরুরোহেতি পরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ ) প্রেযয়া-  
মাসেতি । যেন মুনিঃ শাপো দত্তস্তং মুনিং প্রতি সেবকস্ত যম প্রসাদার্থং পুনঃপুনঃ  
ক্রমশ্চেতি প্রার্থয়িতুং গৌরমুখং মুনিং প্রেযয়ামাসেত্যশ্রয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণানিতি । ইতস্ততো-  
যত্র কুত্রচিদিদ্যমানান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমানিনায়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ বাতোহপীতি । বিনি-

অতএব, মন্ত্রিগণ ! প্রাণরক্ষার জন্ত মণি মন্ত্র এবং ওষধি সকলের দ্বারা শাস্ত্র সম্মত যথা-  
বিধানে উপায় করা সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য ॥ ৪১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকে এইরূপ বলিয়া প্রধান প্রধান রক্ষক সকল সংস্থাপন পূর্বক  
একটা স্নানর অতি উচ্চ সপ্ততল প্রাসাদ নির্মাণানন্তর তাহার রক্ষার জন্ত চতুর্দিকে  
মণিমন্ত্রাদিধারী বলবান্ রক্ষিগণকে স্থাপন করিয়া তৎকরণং মন্ত্রিগণের সহিত তাহাতে  
আরোহণ করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ তদনন্তর, মুনিবর শূঙ্গীর ক্রোধশাস্তির জন্ত “সেবকের  
অপরাধ ক্ষমা করুন” ইহা বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে গৌরমুখ নামে মুনিকে  
পাঠাইলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে, আশ্রয়রক্ষার জন্ত চতুর্দিক হইতে সিদ্ধ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন  
করিলেন । এদিকে মন্ত্রীপুত্র সেই স্থানে থাকিয়া হস্তিগণকে একপে যথাস্থানে স্থাপিত  
করিলেন যে, কোনও ব্যক্তি এই রক্ষিত প্রাসাদে আরোহণ করিতে না পারে ; অধিক কি  
নিষেধ-অনুমতির পর বায়ুরও সে স্থলে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না ; অস্ত্রের কথা আর কি  
বলিব ॥ ৪৫—৪৬ ॥ রাজা পরীক্ষিৎ এই স্থানে থাকিয়াই তৎকালের আগমন দিবস গণনা করত

রাজকার্য্যাণি সৰ্ব্বাণি তত্রস্থচাকরোমূপঃ ।  
 মন্ত্ৰিভিঃ সহ সংমন্ত্ৰ্য গণয়ন্দিবসানপি ॥ ৪৮ ॥  
 কশ্চিচ্চ কশ্যপো নাম ব্রাহ্মণো মন্ত্ৰিসুভমঃ ।  
 শুশ্রাব চ তথা শাপং প্রাপ্তং রাজা মহাত্মনা ॥ ৪৯ ॥  
 স ধনার্থী দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কশ্যপঃ সমচিস্তয়ৎ ।  
 ব্রজামি তত্র যত্রাস্তে শপ্তো রাজা দ্বিজেন হ ॥ ৫০ ॥  
 ইতি কৃত্বা মতিং বিপ্রঃ স্বগৃহান্নিঃসৃতঃ পথি ।  
 কশ্যপো মন্ত্ৰবিদ্বিদ্ধান্ ধনার্থী মুনিসুভমঃ ॥ ৫১ ॥\*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
 রুরুরভাস্তকথনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

বার্ধাতে সেবকৈরন্তস্ত প্রবেশে তত্র কা বার্তেতি ভাবঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥ ( রাজকার্য্যাণীতি ।  
 তত্রস্থঃ প্রাসাদোপরি তিষ্ঠন্ । তত্রকাগগনদিবসান্ গণয়ন্ ॥ ৪৮ ॥  
 কশ্চিচ্চেতি । মন্ত্ৰিসুভমঃ মন্ত্ৰবিৎসু সুভমঃ অগ্রণীরিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ স ধনার্থীতি । যত্র দ্বিজেন  
 শপ্তো রাজা আস্তে তত্র ব্রজামীতি সমচিস্তয়ৎ ॥ ৫০ ॥ বিপ্রঃ কশ্যপ ইতি মতিং কৃত্বা গৃহাৎ  
 নিঃসৃতঃ নির্জগাম ॥ ৫১ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দ্বান সন্ধ্যাদি এবং ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন ; অধিক কি, মন্ত্ৰিগণের সহিত  
 মন্ত্ৰণা করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যন্তও সেই স্থানে থাকিয়া নির্বাহ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

অধিগণ ! এমন সময় কশ্যপ নামে কোনও মন্ত্ৰজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজার এই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণে  
 রাজাকে তরুণকবিষ ইহঁতে মুক্ত করিয়া বহুতর ধন লাভ করিব এই আশায় এইরূপ বিবেচনা  
 করিলেন যে, অভিশপ্ত রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত যে স্থানে আছেন আমি সেই  
 স্থানে যাই । ব্রাহ্মণ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই ধন লাভের আশায় নিজ গৃহ হইতে নির্গত  
 হইলেন ॥ ৪৯—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক ব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়-  
 স্কন্ধে রুরুরভাস্তকথন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দর্শনোপনয়নঃ ।

সূত উবাচ ।

তস্মিন্নেব দিনে নান্না তক্ষকস্তং নৃপোত্তমম্ ।  
শপ্তং জ্ঞাত্বা গৃহান্তূর্ণং নিঃসৃতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১ ॥  
বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন তক্ষকঃ পথি'নির্গতঃ ।  
অপশ্যৎ কশ্যপং মার্গে ব্রজস্তং নৃপতিং প্রতি ॥ ২ ॥  
তমপৃচ্ছৎ পন্নগোহসৌ ব্রাহ্মণং মন্ত্রবাদিনম্ ।  
ক ভবাংস্বরিতো যাতি কিঞ্চ কার্যং চিকীর্ষতি ॥ ৩ ॥  
কশ্যপ উবাচ ।

পরীক্ষিতং নৃপশ্রেষ্ঠং তক্ষকশ্চ প্রধক্ষ্যতি ।  
তদ্রাহং স্বরিতো যামি নৃপং কর্তুমপজ্বরম্ ॥ ৪ ॥  
মন্ত্রোহস্তি মম বিপ্রেন্দ্র ! বিষনাশকরঃ কিল ।  
জীবয়িষ্যাম্যহং তং বৈ জীবিতব্যেহধুনা কিল ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈঃ বটপদৈশুক্ষকধিজয়োঃ কথাম্ ।

সমাপ্য তক্ষকোথো রাজা সূত ইতীর্ষ্যভেঃ ।

তস্মিন্নেব দিনে ইতি । যস্মিন্দিনে কশ্যপো গৃহান্তূর্ণং স্তস্মিন্নেবেত্যর্থঃ । পুরুষোত্তমঃ  
পুরুষাকৃতিঃ সন্ ॥ ১ ॥ (কীদৃশরূপেণ পথি নির্গত ইত্যত আহ বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেনেতি । নৃপতিং  
প্রতি পরীক্ষিতমুদ্दिश্য ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ মন্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণদর্শনেन সন্নিহানশুক্ষকস্তু চিকীর্ষামব-  
গন্তমপৃচ্ছৎ ক ভবানিতি । স্বরিতস্তরাবৃত্তঃ ॥ ৩ ॥ অপজ্বরং প্রশমিতবিষং তেন লক্ষস্বাস্থ্যম্ ॥ ৪ ॥  
জীবিতব্যে আয়ুষ্যে সতি । তদভাবে ব্রহ্মণাপি জীবয়িতুমশক্যত্বাদিতি ॥ ৫ ॥ অহং স ইতি ।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! যে দিবস দ্বিজবর কশ্যপ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, সেই  
দিবসেই তক্ষক, নৃপবর পরীক্ষিতকে ব্রহ্মণ্যে অভিশপ্ত জানিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ  
ধারণ পূর্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং পরীক্ষিত-নৃপতির আরোগ্যের জন্য দ্বিজ কশ্যপ  
পথিমধ্যে গমন করিতেছেন ইহা দেখিতে পাইল ॥ ১—২ ॥ তক্ষক সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই  
জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এত সত্ত্বর কোথায় যাইতেছেন এবং কি কার্যের জন্যই বা অভি-  
লাষী হইয়াছেন ? ॥ ৩ ॥

কশ্যপ কহিলেন, নৃপবর পরীক্ষিতকে তক্ষকে দংশন করিবে শুনিয়াছি, এই জন্য আমি  
সেই নৃপতিকে আরোগ্য করিতে সত্ত্বর সেই স্থানে গমন করিতেছি ॥ ৪ ॥ দ্বিজবর ! আমার



তক্ষক উবাচ ।

অহং স পন্নগো বৃক্ষন্ ! তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্ ।  
নিবর্তস্ব ন শক্তস্বং ময়া দক্ষং চিকিৎসিতুম্ ॥ ৬ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

অহং দক্ষং ত্বয়া সর্প ! নৃপং শপ্তং দ্বিজে ন বৈ ।  
জীবয়িষ্যাম্যসন্দেহং কামং মন্ত্রবলেন বৈ ॥ ৭ ॥

তক্ষক উবাচ ।

যদি ত্বং জীবিতুং যাসি ময়া দক্ষং নৃপোত্তমম্ ।  
মন্ত্রশক্তিবলং বিপ্র ! দর্শয় ত্বং মমানঘ ! ।  
ধক্ষ্যাম্যেনঞ্চ ত্বগ্ৰোধং বিষদং ত্র্যভিরদ্য বৈ ॥ ৮ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

জীবয়িষ্যে ত্বয়া দক্ষং দন্ধং বা পন্নগোত্তম ! ॥ ৯ ॥

সূত উবাচ ।

অদশং পন্নগো বৃক্ষং ভক্ষ্যসাক্ষ চকার তম্ ।

উবাচ কশ্যপঃ ভূয়ো জীবয়েনং দ্বিজোত্তম ! ॥ ১০ ॥

বস্ত্র বিধং নাশয়িতুমিচ্ছসি সোহহং তক্ষকোহস্মি রাজানমধুনৈব ধক্ষ্যামি ভক্ষ্যসাক্ষকরিষ্যামি ॥৬॥  
অসন্দেহং মৃতশরীরম্ (নিশ্চয়মিতি বা) ॥৭॥ (কশ্যপস্ত মন্ত্রবলং বিবিদিসুস্তস্ত পরীক্ষার্থমাহ যদি  
ত্বমিতি । জীবিতুং জীবয়িতুমিত্যর্থঃ । মম ইতি সম্বন্ধবিবক্ষয়া বধী ॥৮॥) ত্বগ্ৰোধং বটম্ ॥ ৯ ॥

নিকট বিষনাশক মন্ত্র আছে, যদি এক্ষণে আয়ু থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সেই মন্ত্র-  
বলে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব ॥ ৫ ॥

কশ্যপের এইকথা শ্রবণ করিয়া তক্ষক কহিল, বিপ্র ! আমিই সেই তক্ষক নামক সর্প,  
আমিই সেই মহারাজকে দংশন করিব । তুমি নিবৃত্ত হও ! কারণ, আমি যাহাকে দংশন  
করিব তুমি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬ ॥

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক ! রাজা পরীক্ষিৎ বৃক্ষশাপে অভিষপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই তুমি  
তাঁহাকে দংশন করিবে ; কিন্তু, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি দংশন করিলে আমি মন্ত্রবলে  
তাঁহাকে বাঁচাইতে সমর্থ হইব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

তক্ষক কহিল, বিপ্রবর ! আমি দংশন করিলে যদি সত্যই তুমি সেই নৃপতিকে  
বাঁচাইতে যাইতেছ, তবে অগ্রে আমাকে তোমার মন্ত্রের কতদূর শক্তি তাহা দেখাও ?  
এক্ষণে আমি এই ত্বগ্ৰোধবৃক্ষকে বিষদস্ত দ্বারা দংশন করিতেছি । ইহা শুনিবামাত্র কশ্যপ  
কহিলেন, সর্পবর ! তুমি এ বৃক্ষটিকে দংশনই কর অথবা বিধাঘাতে দন্ধই কর, আমি  
নিশ্চয়ই এই বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিব ॥ ৮—৯ ॥

দৃষ্টা ভস্মীকৃতং বৃক্ষং পন্নগেন বিবাগিনা ।  
 সৰ্বং ভস্ম সমাহৃত্য কশ্যপো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥  
 পশু মন্ত্রবলং মেহদ্য ঋগ্রোধং পন্নগোত্তম ! ।  
 জীবয়াম্যদ্য বৃক্ষং বৈ পশুতন্তে মহাবিষ ! ॥ ১২ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা জলমাদায় কশ্যপো মন্ত্রবিত্তমঃ ।  
 সিষেচ ভস্মরাশিং তং মন্ত্রিতে নৈব বারিণা ॥ ১৩ ॥  
 তদ্বারিসেচনাজ্জাতো ঋগ্রোধঃ পূৰ্ব্ববচ্ছূভঃ ।  
 বিস্ময়ং তক্ষকঃ প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা তং জীবিতং নগম্ ॥ ১৪ ॥  
 তদাহ কশ্যপং নাগঃ কিমর্থং তে পরিশ্রমঃ ।  
 সম্পাদয়ামি তং কামং ব্রুহি বাডুব ! বাঙ্কিতম্ ॥ ১৫ ॥  
 কশ্যপ উবাচ ।

বিতর্থা নৃপতিং মত্বা শপ্তং পন্নগ ! নিঃসৃতঃ ।  
 গৃহাদহং চোপকর্তুং বিদ্যয়া নৃপসত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

(অদশদ্বিতি । বৃক্ষং ঋগ্রোধং ভস্মসাৎ চকার বিবাগিনা দগ্ধং চকার । ভূয়ঃ পুন-  
 রপি উবাচ এতেন সৌম্ভূগনোক্তিঃ সূচিতা ॥ ১০—১১ ॥ পশ্চেতি । মন্ত্রবলং মন্ত্রশক্তিম্ ।  
 পশুতন্তে ইত্যত্রানাদরে বগ্নী পশুতন্তং আসনাদৃত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ পূৰ্ব্ববৎ যথা-  
 পূৰ্ব্বং শাখাপ্রশাখাদিসমেত ইত্যর্থঃ ।) নগং বৃক্ষম্ ॥ ১৪ ॥ কিমর্থমিতি । কিং ধনলোভার্থ-  
 মিখং প্রয়াসং করোষি অথবা প্রতিষ্ঠার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ হে পন্নগ ! নৃপতিং শপ্তং মত্বা বিদ্যয়া  
 সজীবিত্বা নৃপসত্তমমুপকর্তুং বিতর্থাৎ গৃহাদহং নিঃসৃত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সকামোহহমিতি ।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! তক্ষক সেই বৃক্ষটিকে দংশন করিয়া ভস্মসাৎ করিল এবং গৰ্ব্ব-  
 সহকারে পুনর্বার কশ্যপকে কহিল, ওহে বিপ্রবর ! এক্ষণে এই বৃক্ষটিকে জীবিত কর ॥ ১০ ॥  
 কশ্যপ বৃক্ষটিকে তক্ষকের বিষবহি দ্বারা ভস্মীকৃত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ  
 পূৰ্ব্বক বলিলেন, ওহে সর্পবর ! তোমার বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়াছি । এক্ষণে,  
 আমার মন্ত্রবল দেখ ? আমি এই ঋগ্রোধবৃক্ষটিকে তোমার সম্মুখেই বাঁচাইতেছি ॥ ১১—১২ ॥

সেই মন্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ কশ্যপ এই কথা বলিয়াই জলগ্রহণ করিলেন, এবং সেই জল মন্ত্রপুত  
 করিয়া ভস্মরাশির উপর সেচন করিলেন ॥ ১৩ ॥ ঋষিগণ ! এই জল সেচন করিবামাত্র  
 ঋগ্রোধবৃক্ষ পূৰ্ব্বের ন্যায় শাখা প্রশাখাদির সহিত পুনর্জীবিত হইল । তক্ষক বৃক্ষকে জীবিত  
 দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, তক্ষক কশ্যপকে বলিল, বৃক্ষন ! তুমি এত  
 পরিশ্রম করিয়া কিজন্ত রাজার নিকট যাইতেছ ? তোমার অভিলাষ কি আমি তাহা  
 সম্পন্ন করিতেছি ॥ ১৫ ॥

তক্ষক উবাচ ।

বিত্তং গৃহাণ বিশেষতঃ ! যাবদিচ্ছসি পার্থিবাৎ ।  
দামি স্বগৃহং যাহি সকামোহহং ভবাম্যতঃ ॥ ১৭ ॥

শূত উবাচ ।

তচ্ছৃণু বচনং তস্য কশ্যপঃ পরমার্থবিৎ ।  
চিন্তয়ামাস মনসা কিং করোমি পুনঃপুনঃ ॥ ১৮ ॥  
ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং প্রয়ামি যদ্যহং পুনঃ ।  
ভবিষ্যতি ন মে কীর্তিলোকে লোভসমাশ্রয়াৎ ॥ ১৯ ॥  
জীবিতেহথ নৃপশ্রেষ্ঠে কীর্তিঃ শ্রাদ্ধচলা মম ।  
ধনপ্রাপ্তিশ্চ বহুধা ভবেৎ পুণ্যঞ্চ জীবনাৎ ॥ ২০ ॥  
রক্ষণীয়ং যশঃ কামং ধিগ্ধনং যশসা বিনা ।  
সর্বস্বং রঘুনা পূৰ্ব্বং দত্তং বিপ্রায় কীর্তয়ে ॥ ২১ ॥

অতস্তব গমনাদহং সকামঃ পূৰ্ণকামো ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ (তদ্বিত্তি । তস্য তক্ষকস্ত তৎ পূৰ্ব্বোক্তং বিত্তপ্রলোভনকরং বাক্যং শ্রুত্বা অধুনাহং কিং করোমি রাজসমীপং গচ্ছামি ন বা ইত্যাদিকং চিন্তয়ামাস ॥ ১৮ ॥) রাজানং ন গত্বা তক্ষকান্নধ্যে এব ধনগ্রহণে ধনং তু লব্ধং পরন্তু রাজসজীবনজ্ঞতা মহতী কীর্তিন্ শ্রুত্বা ॥ ১৯ ॥ গমনে তু ফলভ্রমং ভবিষ্যতীত্যাহ জীবিতেহথেতি ॥ ২০ ॥ (কীর্তিধনয়োঃ ফলযুগ্মং সূচয়ন্তীহ রক্ষণীয়মিতি । যশ এব সৰ্ব্বধা রক্ষণীয়ং যশসা বিনা ধনং ধিক্ কীর্তিরহিতধনলাভেনালমিত্যর্থঃ । ইদমেব

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক ! আমি নৃপতিকে সৰ্পদংশন-শাপে অভিশপ্ত জানিয়া মন্ত্রবলে তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তাহার উপকার সাধনপূৰ্ব্বক কিছু ধন পাইব এই আশায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

তক্ষক কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রবর ! তুমি রাজা পরীক্ষিতের নিকট হইতে যত ধন পাইতে ইচ্ছা কর তাহা আমি প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর এবং গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও ; তাহা হইলেই আমি পূৰ্ণমনোরথ হই ॥ ১৭ ॥

শূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পরমমন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন সেই কশ্যপ তক্ষকের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কি করি, যদি ধন গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে এই লোভ জন্ত জগতে ত আমার যশ হইবে না ; আর যদি নৃপবর পরীক্ষিত জীবন লাভ করেন, তাহা হইলে ইহ জগতে আমার অচলা কীর্তি থাকিবে অথচ আমিও বহু ধন লাভ করিব এবং জীবন দান হেতু আমার মহৎপুণ্যও হইবে ॥ ১৮—২০ ॥ অতএব, সৰ্ব্বপ্রকারে যশোরক্ষা করাই কর্তব্য ; যে ধনলাভে যশ নাই সে লাভকে ধিক্ ! পূৰ্ব্বকালে রঘুরাজ যশের জন্তই বাচক ব্রাহ্মণকে সৰ্বস্ব প্রদান করিয়া-



হরিশ্চন্দ্রেণ কর্ণেন কীর্ত্যর্থং বহুবিস্তরম্ ।  
 উপেক্ষেয়ং কথং ভূপং দহমানং বিধায়িনা ॥ ২২ ॥  
 জীবিতেহ্য ময়া রাজ্ঞি স্তুথং সর্বজনস্ত চ ।  
 অরাজকে প্রজানাশো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥  
 প্রজানাশস্ত পাপং মে ভবিষ্যতি স্মৃতে নৃপে ।  
 অপকীর্তিষ্ঠ লোকেষু ধনলোভাস্তবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥  
 ইতি সঙ্কিস্ত্য মনসা ধ্যানং কৃৎস্বা স কশ্যপঃ ।  
 গতায়ুষঞ্চ নৃপতিং জ্ঞাতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ২৫ ॥  
 আপন্নমৃত্যুং রাজানং জ্ঞাত্বা ধ্যানেন কশ্যপঃ ।  
 গৃহং যযৌ স ধর্ম্মাত্মা ধনমাদায় তক্ষকাং ॥ ২৬ ॥  
 নিবর্ত্য কশ্যপং সর্পঃ সপ্তমে দিবসে নৃপম্ ।  
 হস্তকামো জগামাশু নগরং নাগসাহস্রম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টান্তেন সমর্থয়মাহ সর্বস্বমিতি ॥ ২১ ॥ উপেক্ষেয়ং কথমুপেক্ষাং কুর্য্যামহম্ ॥ ২২ ॥ ময়া  
 ধার্ম্মিকে রাজ্ঞি জীবিতে সর্বজনস্তুথং স্তাদিত্যপি মহাকলম্ । অজীবিতে তু দোষপ্রাপ্তিষ্ঠ  
 ফলম্ ॥ ২৩ ॥ অহো ! ধনলোভেন দৃষ্টেনাহনেন ধার্ম্মিকো রাজা ন রক্ষিতঃ প্রজাশ্চ নাশিতা  
 ইত্যপকীর্তিঃ স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি বিচার্য্যাহুনা ময়া কিংকর্তব্যমিতি নিশ্চেষ্টুং যোগজ-  
 জ্ঞানেন ধ্যানং কৃতবাংস্তস্মিংশ্চ ধ্যানে গতায়ুষং নৃপতিং জ্ঞাতবান্ ॥ ২৫ ॥ ( আপন্নমৃত্যুমিতি ।  
 যোগী কশ্যপস্ত ধ্যানেন রাজানং পরীক্ষিতং আপন্নমৃত্যুং সন্নিহিতমরণং বিজ্ঞায় তক্ষকাং ধনং  
 গৃহীত্বা স্বগৃহং যযৌ । তক্ষকদংশনাৎ পরং রাজাসৌ কেনোপায়েনাপি ন জীবিস্যতীতি যদায়ং  
 যোগবলেন জ্ঞাতবান্ তদৈব তক্ষকাং ধনং জগ্ৰাহ অন্তথা তাদৃশধর্ম্মাত্মনাং কথমেতাদৃশী  
 নীচপ্রবৃত্তিঃ স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ নিবর্ত্যেতি । সর্পস্তক্ষকঃ কশ্যপং কীর্ত্তিবিনাশসমুদ্যতমিতি

ছিলেন। কেবল রঘুরাজ কেন? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এবং কর্ণও কীর্ত্তির নিমিত্ত অনেক করিয়া-  
 ছেন। আর বিশেষত নৃপতি বিধায়ির দ্বারা দহমান হইবেন ইহা জানিয়াও আমি কি করিয়া  
 উপেক্ষা করিব? ॥ ২১-২২ ॥ যদি আজ আমি রাজাকে জীবিত করিতে পারি তাহা হইলে সকল  
 লোকেই স্তুতি সাধন করা হইবে; কারণ, অরাজক হইলে নিশ্চয়ই প্রজা নাশ হইবে ইহাতে  
 কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩ ॥ আর এক কথা, রাজার মৃত্যু হইলে যে প্রজানাশ হইবে তাহার  
 পাপ আমারই হইবে; আর নিশ্চয়ই এই ধনলোভ বশতঃ সর্বত্র আমার অপবশ হইবে ॥ ২৪ ॥  
 ঋষিগণ! সেই বুদ্ধিমান কশ্যপ এইরূপে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরে ধ্যানস্থ  
 হইয়া দেখিলেন যে পরীক্ষিতের পরমায়ু শেষ হইয়াছে। অতএব, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ইহা  
 স্থির করিয়া তক্ষকের নিকট হইতে ধন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

তক্ষক এইরূপে দ্বিজবর কশ্যপকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সপ্তম দিবসে রাজাকে বিনাশ করিতে  
 ইচ্ছা করিয়া নীচ হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং নগরের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া

শুশ্রাব নগরস্তাস্তে প্রাসাদস্থং পরীক্ষিতম্ ।  
 মণিমস্ত্রৌষধৈঃ কামং রক্ষ্যমাণমতদ্রিতম্ ॥ ২৮ ॥  
 চিন্তাবিষ্টস্তদা নাগো বিপ্রশাপভয়াকুলঃ ।  
 চিন্তয়ামাস যোগেন প্রবিশেষং গৃহং কথম্ ॥ ২৯ ॥  
 বঞ্চয়ামি কথঞ্চনং রাজানং পাপকারিণম্ ।  
 বিপ্রশাপাক্রান্তং মৃতং বিপ্রপীড়াকরং শঠম্ ॥ ৩০ ॥  
 পাণ্ডবানাং কূলে জাতঃ কোহপি নৈতাদৃশো ভবেৎ ।  
 তাপসস্ত গলে যেন মৃতঃ সর্পো নিবেশিতঃ ॥ ৩১ ॥  
 কৃত্বা বিগর্হিতং কৰ্ম্ম জানন্ কালগতিং নৃপঃ ।  
 রক্ষকান্ ভবনে কৃত্বা প্রাসাদমভিগম্য চ ॥ ৩২ ॥  
 মৃত্যুং বঞ্চয়তে রাজা বর্ততেহদ্য নিরাকুলঃ ।  
 তং কথং ধক্ষয়িষ্যামি বিপ্রবাক্যেন চোদিতঃ ॥ ৩৩ ॥  
 ন জানাতি চ মন্দাত্মা মরণে হনিবর্তনম্ ।  
 তেনাসৌ রক্ষকান্ স্থাপ্য সৌধাক্রোহদ্য মোদতে ॥ ৩৪ ॥

ভাবঃ । নিবর্ত্য পূৰ্ব্বোক্তধনদানাদিকৌশলেনেত্যর্থঃ । সপ্তমে দিবসে রাজানং জিহ্বাংসু-  
 হস্তিনাপুরং গতবান্ ॥ ২৭—২৮ ॥ ) বিপ্রশাপভয়াকুল ইতি । যদি রাজা ময়া ন দত্ততে  
 তদা রাজশাপদাতা ব্রাহ্মণো মাং শপেদिति ভয়াকুল ইত্যর্থঃ । যোগেন কেনোপারে-  
 নেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (বঞ্চয়ামীতি । রাজা তু মণিমস্ত্রৌষধাদিভির্মাং বঞ্চয়িতুং সমুদ্যতঃ অতঃ শঠে  
 শাঠ্যং সমাচরেদिति ভ্রায়তঃ কথং কেন প্রকারেণ অহমপি এনং শঠং বঞ্চয়ামি । বিপ্রশাপা-  
 দिति । অহো যদৈব ব্রহ্মশাপো জাতস্তদৈবায়ং মৃতঃ কিন্তু মৃতোহয়ং পাপকারী তদপি ন  
 জানাতীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ অধুনা রাজানং তিরস্কুর্য্যাহ । পাণ্ডবানামিতি । ব্রাহ্মণাবমাননা  
 পাণ্ডবকুলোৎপন্নেন কেনাপি ন কৃত্য অনেক তু কৃত্য অতোহয়ং পাণ্ডবকুলাকার ইতি  
 ভাবঃ ॥ ৩১ ॥ কৃত্বেতি । বিগর্হিতং নিন্দিতং কৰ্ম্ম দ্বিজাবমাননারূপমিত্যর্থঃ । কালস্ত গতিং

শুনিলেন যে, পরীক্ষিত মণিমস্ত্র-ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস  
 করিতেছেন ॥ ২৭—২৮ ॥ তক্ষক ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি  
 আমি সপ্তম দিবসে রাজাকে দংশন করিতে না পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই শূদ্রী মুনি  
 আমাকে শাপপ্রদান করিবেন ; এক্ষণে কিরূপে এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করি এবং কিরূপেই  
 বা ব্রাহ্মণপীড়াকর পাপকার্য্যকারী অতএব ব্রহ্মশাপে মৃতপ্রায় এই শঠ রাজাকে বঞ্চনা  
 করি ॥ ২৯—৩০ ॥ হায় ! পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া তপস্বিদিগের গলদেশে মৃত সর্প  
 প্রদান করে এক্ষণ ত কেহই হয় নাই ॥ ৩১ ॥ এই মৃত রাজা নিন্দিত কৰ্ম্ম করিয়া কালের  
 কুটিলগতি জানিয়াও রক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিয়া

যদি বৈ বিহিতো মৃত্যুর্দৈবেনামিততেজসা ।  
 স কথং পরিবর্তেত কৃতৈরিত্তৈস্ত কোটিভিঃ ॥ ৩৫ ॥  
 পাণ্ডবস্ত চ দায়াদো জানন্ মৃত্যুং গতং নৃপঃ ।  
 জীবনে মতিমান্হায় স্থিতঃ স্থানে নিরাকুলঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দানপুণ্যাদিকং রাজা কর্তু মর্হতি সর্বথা ।  
 ধর্ম্মেণ হন্যতে ব্যাধির্ধেনায়ুঃ শাশ্বতং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥  
 নোচেন্মৃত্যুবিধিং কৃৎস্না স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 মরণং স্বর্গলোকায নরকায়াশ্চথা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥  
 দ্বিজপীড়াকৃতং পাপং পৃথগ্ভাস্ত চ ভূপতেঃ ।  
 বিপ্রশাপস্তথা ঘোর আসন্ন মরণে কিল ॥ ৩৯ ॥

কালগতিহুঁনিবার্য্যেব ইতি জানন্নপি ॥ ৩২—৩৩ ॥ ন জানাতীতি । মন্দাত্মা মৃত্যুহয়ং মরণে  
 অনিবর্তনং জীবানাং স্থিরমৃত্যুত্বং ন জানাতি তেনৈব সৌধে প্রাসাদে আক্লৃষ্টঃ সন্ মোদতে  
 ইত্যহয়ঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥) মৃত্যুং গতং নষ্টমিতি জানন্ । জীবনে মতিঃ বুদ্ধিমান্হায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ভবেদिति । ইতি হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ নোচেদिति । যদ্যেতস্ত মনসি নোচেত্তর্হি মৃত্যুবিধিং  
 আসন্নমৃত্যোর্ধো বিধিস্তং কৃৎস্না স্নানদানাদিক্রিয়াঃ কৃৎস্না স্বর্গলোকায স্বর্গলোকং গন্তুং মরণং  
 প্রতীক্ষেত । অশ্চথা স্নানাদিক্রিয়াহভাবে মরণং নরকায ভবেদिति ভয়ান চ তথাহয়ং কৰোতি  
 তস্মান্মৃত্যুং জিতবানহমিতি জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ দ্বিজপীড়াকৃতং পাপমস্ত জাতং তথা  
 বিপ্রশাপোহপি জাতস্তাবুতাবপ্যাসন্নমরণে এব ভবতো নাত্তথা তস্মাদন্নমাসন্নমরণ ইত্যর্থঃ ।

মৃত্যুকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । আমি এক্ষণে, ব্রহ্মবাক্যে প্রেরিত হইয়াও কি  
 উপায়ে ইহাকে দংশন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই ছন্দুজি ত জানিতে পারিতেছে না যে, মৃত্যু  
 কখন নিবৃত্ত হইবার নয় । বোধ হয় এই জন্মই এক্ষণে ব্রহ্মকগণকে নিযুক্ত করিয়া প্রাসাদে  
 আরোহণ পূর্বক আমোদ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ হায় ! অমিতপরাক্রমশালী দৈব ঋষি মৃত্যু  
 স্থির করিয়া থাকে তাহা হইলে কোটি কোটি যত্ন দ্বারাও সে যে কখনই প্রতিনিবৃত্ত  
 হইবে না বোধ হয় এ মৃত তাহা অবগত নহে ॥ ৩৫ ॥ ইহাও অতি আশ্চর্য্যেব বিষয় যে,  
 পরীক্ষিত পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এবং মৃত্যুই স্থির ইহা জানিয়াও জীবনের  
 করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ আমার মতে এক্ষণে সর্ব-  
 প্রকারে রাজার দান পুণ্যাদি কৰ্ম্ম করা উচিত । কারণ, ধর্ম্ম দ্বারা ব্যাধিনাশ এবং দীর্ঘ-  
 জীবনও লাভ হইতে পারে । আর যদি তাহাই না হয়, তথাপি মৃত্যুকালে কর্তব্য স্নান-  
 দানাদি পুণ্যকৰ্ম্ম করিয়া মৃত্যুলাভ হইলে স্বর্গে গমন হইবে ; অশ্চথা নরকে যাইতে হইবে  
 সন্দেহ নাই ॥ ৩৭—৩৮ ॥ একে ত ব্রাহ্মণ-পীড়ন জন্ত গুরুতর পাপ ! তাহাতে আবার ঘোর  
 ব্রহ্মশাপ !! ইহার মধ্যে প্রত্যেকটি পৃথকরূপে যে আসন্ন মৃত্যুর কারণ, তাহা কি এই মৃত



ন কোহপি ব্রাহ্মণঃ পার্শ্বেষু এবং প্রতিবোধয়েৎ ।

বেধনা বিহিতো মৃত্যুরনিবার্যাস্তু সৰ্ব্বথা ॥ ৪০ ॥

ইতি সক্ষিস্ত্য সৰ্পোহসৌ স্বান্নাগামিকটে স্থিতান্ ।

কৃৎস্না তাপসবেশাংস্তান্ গ্রাহিণোঃ স্তম্ভজন্মান্ ॥ ৪১ ॥

ফলমূলাদিকং গৃহ্য রাজ্ঞে নাগোহথ তক্ষকঃ ।

স্বয়ং কীটরূপেণ কলমধ্যে সসার হ ॥ ৪২ ॥

নির্গতাস্তে তদা নাগাঃ ফলান্বাদায় স্তম্ভরাঃ ।

তে রাজভবনং প্রাপ্য স্থিতাঃ প্রাসাদসন্নিধৌ ॥ ৪৩ ॥

রক্ষকাস্তাপসান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ স্তম্ভিকীর্ষিতম্ ।

উচুস্তে ভূপতিং ত্রক্ষুং প্রাপ্তাঃ স্মোহদ্য তপোবনাং ॥ ৪৪ ॥

অভিমন্যুহুতং বীরং কুলার্কং চারুদর্শনম্ ।

পরিবর্দ্ধয়িতুং প্রাপ্তা মন্ত্রেরাধর্ষণৈস্তথা ॥ ৪৫ ॥

নিবেদয়ধ্বং রাজানং দর্শনার্থাগতান্মুনীন্ ।

কৃত্বাভিষেকান্ যাস্যামো দত্তা মিষ্টফলানি চ ॥ ৪৬ ॥

ইদং স্বয়ং ন জানাত্যেতাদৃশো মৃত্যোরমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥ ( অধুনা পরীক্ষিতোবধনে তক্ষকস্ত চাতুর্য্যং বর্ণয়ামাহ কবেতি ॥ ৪১ ॥ ) গৃহ্ণেতি ল্যবস্তমার্থং সংগৃহ্ণেত্যর্থঃ । সসার গতবান্ ॥ ৪২—৪৪ ॥ ( রাজানং প্রলোভয়িতুমাহ পরিবর্দ্ধয়িতুমিতি । আধর্ষণৈরধর্ষ-বেদোক্তৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অভিষেকান্ কৃত্বা আশীর্বাদসলিলৈরিত্যি শেষঃ । তথা মিষ্টফলানি দত্তা

জানিতে পারিতেছে না ॥ ৩৯ ॥ হায় ! এমন কোন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কি ইহার নিকটে নাই ;  
মিনি দৈব-বিহিত মৃত্যু সর্বপ্রকারে অনিবার্য, ইহা সম্যকরূপে ইহাকে বুঝাইয়া দেন ॥ ৪০ ॥

তক্ষক এইরূপে নানাবিধ চিন্তা করত নিকটস্থিত আশ্রীর সৰ্পগণকে তপস্বিবেশে  
কৃতকণ্ঠলি ফলমূলাদি গ্রহণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিবার জন্য রাজনিকটে প্রেরণ  
করিল। এবং স্বয়ং কীটরূপ ধারণ করিয়া সেই কলমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৪১—৪২ ॥  
অনন্তর, সেই সৰ্পসকল কল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র রাজভবনে বাইয়া যে প্রাসাদে রাজা  
পরীক্ষিত আছেন সেই প্রাসাদনিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৪৩ ॥ রক্ষকগণ তপস্বীদিগকে  
দেখিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর, সেই তপস্বিবিশেষধারী সৰ্প-  
গণ কহিল যে, অহ্য আমরা পাণ্ডববংশের সূর্য্যস্বরূপ সেই বীরবর অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিতকে  
দেখিবার জন্য এবং অধর্ষবেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সৰ্ব্বকল্যাণ করিবার জন্য তপোবন হইতে আসি-  
রাছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রক্ষকগণ ! তোমরা শীঘ্র রাজাকে জানাও যে, আপনাকে দেখিবার জন্য  
কৃতকণ্ঠলি মূনি আসিয়াছেন। দেখ, আমরা রাজাকে আশীর্বাদ-সলিলে অভিষেক করিয়া

ভারতানাং কূলে কাপি ন দৃষ্টা দ্বাররক্ষকাঃ ।  
 ন ত্রুতং তাপসানাস্তু রাজ্ঞোহসন্দর্শনং কিল ॥ ৪৭ ॥  
 আরোহামো বয়ং তত্র যত্র রাজা পরীক্ষিতঃ ।  
 আশীর্ভিক্ষয়িষ্যৈবং দত্তাজ্ঞাঃ প্রব্রজামহে ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং তাপসানাস্তু রক্ষকাঃ ।  
 প্রত্যাচুস্তান্ দ্বিজান্মত্না নিদেশং ভূপতেষথা ॥ ৪৯ ॥  
 নাদ্য বো দর্শনং বিপ্রা রাজ্ঞঃ স্যাদিতি নো মতিঃ ।  
 শ্বঃ সর্বতাপসৈরত্র স্বাগন্তব্যং নৃপালয়ে ॥ ৫০ ॥  
 অনারোহস্ত প্রাসাদো বিপ্রাণাং মুনিসত্তমাঃ ! ।  
 বিপ্রশাপভয়াদ্রাজ্ঞা বিহিতোহস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥  
 তদোচুস্তানথো বিপ্রাঃ ফলমূলজলানি চ ।  
 বিপ্রাণিষষ্ঠ রাজ্ঞেহথ গ্রাহয়ন্তু সুরক্ষকাঃ ॥ ৫২ ॥

চ যাত্মা ইত্যমরঃ ॥ ৪৬ ॥ ) রাজ্ঞঃ অসন্দর্শনমিতিচ্ছেদঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ ( প্রত্যাচুরিতি ।  
 ভূপতেঃ পরীক্ষিতো যথা নিদেশং আদেশং প্রাসাদারোহণনিষেধাদিরূপমিত্যর্থঃ । তথা  
 রক্ষকাস্তান্ ব্রাহ্মণবেশধারিণো নাগান্ দ্বিজান্ মত্না ব্রাহ্মণত্বেনাবধাৰ্য্য প্রত্যাচুঃ ॥ ৪৯ ॥  
 রাজনিদেশপ্রকারমাহ নাদ্যেতি । অদ্য বো যুযাকং সম্বন্ধে রাজ্ঞো দর্শনং ন ত্রুতং নোহস্মাকং  
 ইতি মতিঃ বয়ং ইত্যেবং মন্তামহে ইত্যর্থঃ । অতঃ শ্বঃ আগামিদিনে সৰ্বৈঃ পুনরত্র নৃপা-  
 লয়ে আগন্তব্যং রাজদর্শনায় ইতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ রাজ্ঞোহদর্শনে কারণমাহ অনারোহ ইতি ।  
 প্রাসাদোহয়ং বিপ্রাণামপি অনারোহঃ আরোহণাযোগ্যঃ । নহু বিপ্রা নির্ভীকাদেন সৰ্বত্র  
 গচ্ছন্তি কদাপি ব্রাহ্মণেভ্যঃ কস্তাপি ভীতির্নাস্তীত্যাহ বিপ্রশাপভয়াদিতি ॥ ৫১ ॥ তদেতি ।

এবং এই মিষ্ট কলগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিব ॥ ৪৬ ॥ ভাল, ইতিপূর্বে ত  
 কখনই ভারতবংশে এরূপ দ্বার রক্ষক নিযুক্ত দেখি নাই অথবা তপস্বিগণের রাজ-দর্শনের  
 অলাভও কখন শ্রবণ করি নাই ॥ ৪৭ ॥ রক্ষকগণ ! রাজা পরীক্ষিত যে স্থানে আছেন  
 আমরা সেই স্থানে যাইব এবং রাজাকে আশীর্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া প্রস্থান করিব ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রক্ষিপুরুষ সকল সেই তপস্বিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 ভূপতির আদেশ মত তাঁহাদিগকে বলিল ॥ ৪৯ ॥ বিপ্রগণ ! বোধ হয় অদ্য রাজার সহিত  
 আগনাদের সাক্ষাৎ হইবে না ; অতএব আপনারা কল্য সকলেই এই রাজগৃহে আগমন  
 করিবেন ॥ ৫০ ॥ তপস্বিগণ ! এই প্রাসাদে ব্রাহ্মণগণের আরোহণ করিবার উপায় নাই ;  
 কারণ, রাজা ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়াই যে ইহা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ  
 নাই ॥ ৫১ ॥ অনন্তর, বিপ্রগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, রক্ষিগণ ! আমরা

তে গত্বা নৃপতিং প্রোচুস্তাপসানাগতাজ্ঞনাঃ ।  
 রাজোবাচানয়ধ্বং বৈ ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৫৩ ॥  
 পৃচ্ছধ্বং.তাপসান্ কার্য্যং প্রাতরাগমনং পুনঃ ।  
 প্রণামং কথয়ধ্বং মে নাদ্য সন্দর্শনং মম ॥ ৫৪ ॥  
 তে গত্বাথ সমাদায় ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ।  
 রাজ্ঞে সমর্পয়ামাস্বর্ভুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫৫ ॥  
 গতেষু তেষু নাগেষু বিপ্রবেশারূতেষু চ ।  
 ফলান্শাদায় রাজাসৌ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥  
 স্নহদো ভক্ষয়ন্তুদ্য ফলান্যেতানি সর্ববশঃ ।  
 অদ্যহং চৈকমেতদ্বৈ ফলং বিপ্রাপিতং মহৎ ॥ ৫৭ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা তৎ ফলং দত্ত্বা স্নহদ্যশ্চোত্তরাস্নতঃ ।  
 করে কৃত্বা ফলং পকং দদার নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥  
 বিদারিতং ফলং রাজ্ঞা তত্র কুমিরভূদগুঃ ।  
 ন কৃষ্ণনয়নস্তাত্রো দৃষ্টো ভূপতিনা স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অর্থো অনন্তরং বিপ্রাঃ বিপ্রবেশধারিণস্তদা যদা কেনাপ্যুপায়েন প্রাসাদমারোঢ়ং ন সমর্থ-  
 স্তদৈব ইত্যর্থঃ । তান্ রক্ষকান্ উচুঃ । ভোঃ সুরক্ষকাঃ এতেন তেষাং যথাবৎ কর্তব্যতা-  
 পালকত্বং স্মৃতিতম্ । এতানি ফলমূলজলানি অশ্বদাশিষশ্চ রাজ্ঞে গ্রাহয়ন্তু ভবন্তু ইতি  
 শেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥ কিং কার্য্যমিতি পৃচ্ছধ্বং প্রাতরাগমনং যুগ্মাকং ভবত্বিতি শেষঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥  
 (স্ব শোভনং স্বং হৃদয়ং যেষাং তে স্নহদো বান্ধবাঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ ) ন মে ভয়মিতি । সপ্তম-

ষথার্থই তোমাদের কর্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিতেছ ; এক্ষণে আশীর্বাদরূপ এই ফল  
 মূল এবং জল লইয়া রাজাকে প্রদান কর ॥ ৫২ ॥ অনন্তর, রক্ষিগণ রাজার নিকটে গমন  
 করিয়া আগত তপস্বিগণের সমস্ত কথা বলিল । রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমরা  
 সমস্ত ফলমূলাদি এই স্থানে আনয়ন কর এবং তপস্বিগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বল যে,  
 আমার নিকট তাহাদের কি প্রয়োজন ? অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কল্য প্রাতে  
 যেন পুনর্বার আগমন করেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ রক্ষিগণ রাজার এই আদেশ পাইয়া সেই সমস্ত  
 ফলমূলাদি গ্রহণ করত বহুসম্মান পূর্ব্বক রাজাকে সমর্পণ করিল ॥ ৫৫ ॥ এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ-  
 বেশধারি সর্প সকল গ্রহণ করিলে পর, রাজা পরীক্ষিৎ ফল সকল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে  
 বলিল, মন্ত্রিগণ ! তোমরা আমার পরম বন্ধু, অতএব এ সমস্ত ফল তোমরাই ভক্ষণ কর এবং  
 বিপ্র-প্রদত্ত বলিয়া ইহার মধ্য হইতে একটি মাত্র আমি ভক্ষণ করি ॥ ৫৬—৫৭ ॥ উত্তরাপুত্র  
 পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া এবং বন্ধুবর্গকে সেই সমস্ত ফল প্রদান করিয়া তদ্ব্যধ্য হইতে  
 নিজে একটি সুপক ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ফল বিদারিত হইবামাত্র তদ্ব্যধ্য



তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রাহ সচিবান্নিস্মিতানথ ।  
 অস্তমভ্যোতি সবিতা বিষাদদ্য ন মে ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥  
 অঙ্গীকরোমি তং শাপং কুমিকো মাং দশত্বয়ম্ ।  
 এবমুক্ত্বা স রাজেস্জেদ্রো গ্রীবায়াং সম্যবেশয়ৎ ॥ ৬১ ॥  
 অস্তং যাতে দিবানাথে ধৃতঃ কণ্ঠেহথ কীটকঃ ।  
 তক্ষকস্ত তদা জাতঃ কালরূপো ভয়ানকঃ ॥ ৬২ ॥  
 রাজা সংবেষ্টিতস্তেন দক্ষশ্চাপি মহীপতিঃ ।  
 মস্ত্রিণো বিস্ময়ং প্রাপ্তা রুরুদুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৬৩ ॥  
 ঘোররূপমহিং বীক্ষ্য দুদ্ৰবুস্তে ভয়ান্বিতাঃ ।  
 চুত্বুশু রক্ষকাঃ সর্বে হাহাকারো মহানভুৎ ॥ ৬৪ ॥  
 বেষ্টিতো ভোগিভোগেন বিনষ্টবহুপৌরুষঃ ।  
 নোবাচ নৃপতিঃ কিঞ্চিন্ন চচালোত্তরাস্থতঃ ॥ ৬৫ ॥

দিবসস্তান্তং গতে সবিতরি তক্ষকস্তাভাবেন তক্ষকবিষজ্ঞমরণভয়স্ত গতত্বাদিতি ভাবঃ ॥৬০॥  
 অথ ব্রাহ্মণশাপসার্থক্যায় গ্রীবায়াধেনং কীটং স্থাপয়ামি স চ মাং দশতু তেন দষ্টে সতি  
 তক্ষকসদৃশকীটদংশনেনাপি যথাকথঞ্চিদব্রাহ্মণবাক্যসার্থক্যং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ অঙ্গী-  
 করোগীতি । ব্রাহ্মণবাক্যানৈরর্থক্যাবায়েত্যর্থঃ । অঙ্গীকরোগীত্যানেন রাজা উদ্ভাদশ  
 ধ্বনিতঃ ॥ ৬১ ॥ অস্তং যাতে ইতি । অস্তগমনসময়ে এবতি ভাবঃ । তথাচ দিবৈব মরণেন  
 ব্রাহ্মণশাপো যথার্থো জাত ইতি বোধ্যম্ ॥৬২—৬৪॥ ন চচাল ধৈর্যাদিতি শেষঃ ॥৬৫—৬৭॥

একটা ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইল। রাজা স্বয়ং সেই কীটকে কক্ষলোচন এবং তাম্রবর্ণ নিরীক্ষণ  
 করিলেন ॥ ৬০ ॥ অনন্তর, মস্ত্রিবর্গ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু রাজা এই কীট  
 দেখিয়া বিস্মিত মস্ত্রিগণকে বলিলেন, অদ্য সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন এক্ষণে আমার তক্ষক  
 বিষ হইতে আর ভয় নাই। অতএব, সেই ব্রহ্মশাপের মাত্র রক্ষা করি, এই উৎপন্ন কীট  
 আমাকে দংশন করুক। রাজা পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়াই তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন  
 করিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥

অনন্তর, সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে যেমন ইহা কণ্ঠদেশে ধৃত হইল অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট  
 ভয়ানক কালস্বরূপ তক্ষক-মূর্তি ধারণ করিল এবং রাজাকে বেষ্টন করিয়াই দংশন করিল।  
 মস্ত্রিগণ ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে  
 আরম্ভ করিল ॥ ৬২—৬৩ ॥ সকলেই সেই সর্পের ভীষণ মূর্তি অবলোকন করিয়া ভয়েতে  
 সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। রক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এই সময়ে  
 সেই স্থানে একটা হাহাকার ধ্বনি সমুখিত হইল ॥৬৪॥ উত্তরাপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ সর্প দ্বারা  
 বেষ্টিত হইয়া সমস্ত বল হারাইয়াছিলেন এজ্ঞ চলিতে বা নড়িতে পারিলেন না ॥ ৬৫ ॥

উখিতাগ্নিশিখা ঘোরা বিষজা তক্ষকাননাং ।  
 প্রজ্জ্বাল নৃপং হ্রাশু গতপ্রাণং চকার হ ॥ ৬৬ ॥  
 হ্রাশু জীবিতং রাজন্তক্ষকো গগনে গতঃ ।  
 জগদন্ধস্ত কুর্বাণং দদৃশুস্তং জনা ইহ ॥ ৬৭ ॥  
 স পপাত গতপ্রাণো রাজা দন্ধ ইব ক্রমঃ ।  
 চুক্রুশুশ্চ জনাঃ সর্বৈ মৃতং দৃষ্ট্বা নরাধিপম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
 পরীক্ষিতরপং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(স পপাতেতি । স রাজা দন্ধঃ দবাগ্নিনা ভস্মীকৃতঃ ক্রমো বৃক্ষ ইব দন্ধঃ বিষাগ্নিনেত্যর্থঃ ।  
 অন্তএব গতপ্রাণঃ সন্ পপাত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৬৮ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর, সেই তক্ষকমুখ হইতে ভয়ানক বিষজাত অগ্নিশিখা উখিত হইল এবং রাজাকে  
 শীঘ্রই প্রজ্জ্বলিত করিয়া বিনাশ করিল ॥ ৬৬ ॥ এইরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া  
 গগনে প্রস্থান করিল । এই সময়ে অপরাপর লোক সকল তাহাকে যেন জগৎ দন্ধ করিতে  
 সমুদ্যত দেখিল ॥ ৬৭ ॥ ঋষিগণ ! রাজা পরীক্ষিত এইরূপে বিগতপ্রাণ হইয়া দন্ধ বৃক্ষের স্থায়  
 ভূতলে পতিত হইলেন এবং সমস্ত লোক তাহাকে মৃত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে  
 প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ  
 দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিত-মৃত্যুবিষয়ক  
 দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ # ॥

## একাদশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

গতপ্রাণস্ত রাজানং বালং পুত্রং সমীক্ষ্য চ ।  
চক্রুশ্চ মন্ত্ৰিণঃ সৰ্ব্বে পরলোকস্থ সংক্রিয়াঃ ॥ ১ ॥  
গঙ্গাতীরে দন্ধদেহং, ভস্মপ্রায়ং মহীপতিম্ ।  
অগুরুভিশ্চাভিযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ ॥ ২ ॥  
দুর্শ্মরেণ মৃতস্তাস্থ, চক্রুশ্চৈবৌর্দ্ধদেহিকীম্ ।  
ক্রিয়াং পুরোহিতাস্থ বেদমন্ত্ৰৈর্বিধানতঃ ॥ ৩ ॥  
দদুর্দানানি বিপ্রৈভ্যো গাঃ স্ববর্ণং যথোচিতম্ ।  
অন্নং বহুবিধং তত্র বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৪ ॥  
স্বমুহূর্তে সূতং বালং প্রজানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ।  
সিংহাসনে শুভে তত্র মন্ত্ৰিণঃ সংন্যবেশয়ন্ ॥ ৫ ॥

সার্বপঞ্চাধিকৈঃ বটিপদৈশ্চ জনমেজয়ঃ ।

সৰ্পসম্বে কৃতোদ্যোগ আস্তীকেন নিবারিতঃ ॥

গতপ্রাণমিতি ॥ ১ ॥ প্রথমং দুর্শ্মরেণেন মৃতস্তাস্থকং দাহমাহ গঙ্গাতীরে ইতি ।  
পশ্চাৎ পালাশবিধিনা অগুরুচন্দনকাষ্ঠযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ স্থাপিতবস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥  
তত্র পালাশবিধৌ হেতুমাহ দুর্শ্মরেণেতি । মরো মরণং দুর্শ্মরৌ দুর্মৃতিস্তেন মৃতশ্চৌর্দ্ধদেহিকাঃ  
ক্রিয়াঃ সমস্তকাশ্চক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ (রাজঃ স্বৰ্গকামনয়া দানাদিকমপি কৃতবস্ত ইত্যত  
আহ দহুরিতি ॥ ৪ ॥ অরাজকে জনপদে নানাবিধদুর্ঘটনাসম্ভবাৎ নবরাজাভিষেকোহবশ্যবিধেয়

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! অনন্তর, মন্ত্ৰিগণ রাজা পরীক্ষিৎকে গতাস্থ এবং তাঁহার পুত্রকে  
অতি শিশু দেখিয়া নিজেরাই সেই পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিলেন ॥ ১ ॥ প্রথমে  
তাঁহারা রাজার অপঘাত মৃত্যুজন্য তাঁহাকে গঙ্গাতীরে অমস্তক দাহ করিয়া পরে কুশপুস্তুল-  
দহন বিধিজন্য অগুরুপ্রভৃতি-সংযুক্ত চিতাতে অধিরোপণ করিলেন ॥ ২ ॥ রাজার অপমৃত্যু  
হওয়াতে পুরোহিতগণই বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূৰ্ব্বক যথাবিধি তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল  
সমাধা করিলেন, এবং তাঁহার মঙ্গল জন্ত বিপ্রগণকে যথোচিত স্ববর্ণ, গাভী, বহু প্রকার  
ভোজনীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ বস্ত্র সকল প্রদান করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ অনন্তর, মন্ত্ৰিগণ শুভ  
লগ্ন স্থির করিয়া প্রজাগণের আনন্দবর্দ্ধক সেই শিশু বালকটিকে পবিত্র রাজসিংহাসনে



পৌরজানপদা লোকাশ্চক্রুস্তং নৃপতিং শিশুম্ ।  
 জনমেজয়নামানং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬ ॥  
 ধাত্রেয়ী শিক্ষয়ামাস রাজচিহ্নানি সৰ্বশঃ ।  
 দিনে দিনে বর্দ্ধমানঃ স বভূব মহামতিঃ ॥ ৭ ॥  
 প্রাপ্তে চৈকাদশে বর্ষে তস্মৈ কুলপুরোহিতঃ ।  
 যথোচিতাং দদৌ বিদ্যাং জগ্ৰাহ স যথোচিতাম্ ॥ ৮ ॥  
 ধনুর্বেদং কৃপঃ পূর্ণং দদাবস্মৈ স্ত্রুসংস্কৃতম্ ।  
 অর্জুনায় যথা দ্রোণঃ কর্ণায় ভার্গবো যথা ॥ ৯ ॥  
 সংপ্রাপ্তবিদ্যো বলবান্ বভূব দুরতিক্রমঃ ।  
 ধনুর্বেদে তথা বেদে পারগঃ পরমার্থবিৎ ॥ ১০ ॥  
 ধর্মশাস্ত্রার্থকুশলঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 চকার রাজ্যং ধর্মাত্মা পুরা ধর্মহতো যথা ॥ ১১ ॥

ইত্যত আহ স্ত্রুহুর্বে ইতি । স্ত্রুহুর্বে শুভক্ৰমে । বালং স্ত্রুতং জনমেজয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫—৭ ॥  
 দদৌ বিদ্যাং গায়ত্রীং কত্রিয়জাতেস্তস্মিন্ কালে ত্রতবদ্ধস্ত সত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (কৃপঃ কৃপাচার্য্যঃ  
 স্ত্রুসংস্কৃতং পূর্ণং ধনুর্বেদং অস্মৈ জনমেজয়ায় দদৌ শিক্ষয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥) তথা বেদে-  
 স্বশাস্ত্রাণাম্ ॥ ১০ ॥ (ধর্মশাস্ত্রাণাং অর্থোহভিধেয়ঃ যথার্থত্বমিত্যর্থঃ তস্মিন্ কুশলো দক্ষঃ শাস্ত্র-  
 তত্ত্বার্থবেত্তা ইত্যর্থঃ । ধর্মহতো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১ ॥

স্থাপন করিলেন ॥ ৫ ॥ পুরবাসিগণ এই নীবন-রাজকুমারকে সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত  
 দেখিয়া জনমেজয় নামে সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ ধাত্রেয়ী সর্বদাই ইহাকে রাজনিয়ম  
 গুলির শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল । এইরূপে সেই নবভূপতি দিনে দিনে যেমন বাড়িতে  
 লাগিলেন তেমনই ক্রমশ তাঁহার বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর, একাদশ  
 বর্ষ উপস্থিত হইলে কুল পুরোহিত তাঁহাকে গায়ত্রী বিদ্যা প্রদান করিলেন, এবং তিনি  
 ইহাই কত্রিয়ের সময়োচিত জানিয়া আনন্দ সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর,  
 দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অর্জুনকে এবং পরশুরাম যেরূপ কর্ণকে সমস্ত ধনুর্বিদ্যা প্রদান করিয়া-  
 ছিলেন, সেইরূপ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে স্ত্রুসংস্কৃত ধনুর্বেদ সকল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন ॥ ৯ ॥  
 এইরূপে জনমেজয় সমস্ত বিদ্যা-লাভ করিয়া অতিশয় বলবান্ এবং শত্রুগণের দুরতিক্রমণীয়  
 হইয়া উঠিলেন । তিনি ধনুর্বেদে যেরূপ পারদর্শী হইলেন সেইরূপ অপর বেদেরও নিগূঢ়ার্থ  
 সকল জানিতে পারিলেন ॥ ১০ ॥ এইরূপে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র-তত্ত্ব সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নরপতি  
 জনমেজয়, পূর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যেরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপ রাজ্য পালন  
 করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ততঃ স্তবর্ণবর্ণাক্ষো রাজা কাশিপতিঃ কিল ।  
 বপুষ্টমাং শুভাং কন্যাং দদৌ পারীক্ষিতায় চ ॥ ১২ ॥  
 স তাং প্রাপ্যাসিতাপান্ধীং মুমূদে জনমেজয়ঃ ।  
 কাশিরাজস্তাং কান্তাং প্রাপ্য রাজা যথা পুরা ।  
 বিচিত্রবীর্যো মুমূদে স্তভদ্রাঞ্চ যথার্জুনঃ ॥ ১৩ ॥  
 বিজহার মহীপালো বনেষুপবনেষু চ ।  
 তয়া কমলপত্রাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৪ ॥  
 প্রজাস্তস্য স্তসস্তৃক্টা নভুবুঃ স্থখলালিতাঃ ।  
 মন্ত্ৰিণঃ কৰ্ম্মকুশলাশ্চক্রুঃ কার্য্যানি সৰ্ব্বশঃ ॥ ১৫ ॥  
 এতস্মিন্নেব কালে তু মুনিরুত্তরনামকঃ ।  
 তক্ষকেণ পরিক্রিষ্টো হস্তিনাপুরমভ্যগাৎ ॥ ১৬ ॥  
 বৈরস্মাপচিতিং কোহস্ম প্রকুর্যাদিতি চিন্তয়ন্ ।  
 পরীক্ষিতস্ততং মহা তং নৃপং সমুপাগতঃ ॥ ১৭ ॥

তত ইতি । পরীক্ষিতোহপত্যং পুমান্ পারীক্ষিতো জনমেজয়স্তস্মৈ । শুভাং লক্ষণাবিতাম্ ॥ ১২ ॥ স তামিতি । পুরা পূৰ্ব্বকালে রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ কাশীরাজস্তাং অম্বিকাং অম্বালিকাং চ প্রাপ্য তথা অর্জুনশ্চ স্তভদ্রাং লব্ধ্বা যথা মুমূদে হর্ষং প্রাপ্তবান্ তথা স জনমেজয়স্তাং বপুষ্টমাং প্রাপ্য মুমূদে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

তক্ষকেণ পরিক্রিষ্ট ইতি ॥ ১৬ ॥ বৈরস্ম তক্ষকেণ কৃতস্তাপচিতিং প্রতিক্রিয়াম্ । উত্তরস্ম গুরোঃ পত্ন্যা রাজপত্নীকুলানয়নার্থমুত্তরে প্রেষিতে স চোত্তরো রাজপত্নীং প্রার্থয়িত্বা

অনন্তর, কাশীরাজ স্তবর্ণবর্ণাক্ষ এই পরীক্ষিতপুত্র জনমেজয়কে নিজকন্যা বপুষ্টমাকে প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥ জনমেজয় সেই চাক্রলোচনা বপুষ্টমাকে পাইয়া, পূৰ্বে মহারাজ বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে এবং অর্জুন স্তভদ্রাকে লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র যেরূপ শচীর সহিত বিহার করেন, সেইরূপ মহীপাল জনমেজয় এই কমলনয়না বপুষ্টমার সহিত নানা বন ও উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ প্রজাগণও স্তখেতে প্রতিপালিত হইয়া তাহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং কার্য্যকুশল মন্ত্ৰিগণও বিশেষ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ঋষিগণ ! এই সময় উত্তর নামে কোনও মুনি, তক্ষক হইতে অতিশয় ক্রোধ প্রাপ্ত হইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রতীকার করিতে সমর্থ হইল চিন্তা করত পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয়কেই যথার্থ পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্বক বলিলেন, মহারাজ ! আপনি সমগ্রানুসারে কোন্টী কর্তব্য আর

কার্য্যাকার্য্যং ন জানামি সময়ে নৃপসত্তম ! ।  
 অকর্তব্যং করোষ্যদ্য কৰ্ত্তব্যং ন করোষি বৈ ॥ ১৮ ॥  
 কিং ত্বাং সম্প্রার্থয়াম্যদ্য গতামৰ্ষং নিরুদ্যমম্ ।  
 অবৈরজ্ঞমতজ্ঞজ্ঞং বালচেষ্ঠাসমস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

কিং বৈরম্ম ময়া জ্ঞাতং ন কিং প্রতিকৃতং ময়া ।  
 তদ্বদ ত্বং মহাভাগ ! করোমি যদনন্তরম্ ॥ ২০ ॥

উত্তর উবাচ ।

পিতা তে নিহতো ভূপ তক্ষকেণ ছুরাশ্বনা ।  
 মস্ত্রিগন্তং সমাহুয় পৃচ্ছস্ব পিতৃনাশনম্ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং রাজা পপ্রচ্ছ মস্ত্রিসত্তমান্ ।  
 উচুস্তে দ্বিজশাপেন দম্ভঃ সর্পেণ বৈ মৃতঃ ॥ ২২ ॥

তয়া দত্তে কুণ্ডলে সংগৃহ্য মার্গমুখ্যে কস্তচিৎ সরসঃ তীরে কুণ্ডলে স্থাপয়িত্বা স্নানার্থমুত্তর  
 তন্নিরেব সময়ে তক্ষকোহপ্যাগত্য কুণ্ডলেহপত্নতবাননন্তরং মহতায়াসেন তে কুণ্ডলে  
 উত্তরেন লক্কে তদ্বিনাস্তক্ষকেণ সহোত্তরত বৈরমাসৌদিত্যি কথা মহাত্মারতে প্রসিদ্ধা । পরী-  
 ক্ষিতমূতো জনমেজয়ঃ কুর্যাদিত্যি মত্বা তং নৃপং সমুপাগতঃ সন্ বতাবে ইতি শেষঃ ॥ ১৭-১৮ ॥  
 অতঃপশ্চাদ্ভক্তজ্ঞং ন হি শাস্ত্রজ্ঞঃ সন্ পিতৃশত্রোরকৃতং জীবিতং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিং বৈরম্মিতি । বস্তবতা বৈরমুচ্যতে তং কিমিতি বদ ন তন্ময়া জ্ঞাতমন্তীত্যর্থঃ । ন

কোনটী অকর্তব্য তাহা জানেন না । আমি দেখিতেছি, আপনি এক্ষণে যাহা অকর্তব্য  
 তাহাই করিতেছেন আর যাহা কর্তব্য কার্য্য তাহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন  
 না ॥ ১৬—১৮ ॥ মহারাজ ! আপনি সন্ন্যাসীর জ্ঞায় কেবল কমাগুণাবলম্বী হইয়া একেবারে  
 নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন ; সুতরাং শাস্ত্রের বথার্থ মৰ্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পূৰ্ব্ব শক্রতা  
 ভুলিয়া রহিয়াছেন ; কলত আপনাকে বেক্রপ বালকের মত কার্য্যকারী দেখিতেছি তাহাতে  
 আর আপনার নিকট কি প্রার্থনা করিব ॥ ১৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর ! আমি কোন বিষয়ে কাহার  
 পূৰ্ব্ব শক্রতা জানিতে পারিতেছি না বা জানিয়া তাহার প্রতীকার করিতেছি না, হে মহা-  
 ভাগ ! আপনি তাহা বলুন ; শ্রবণানন্তরই তাহার প্রতীকার করিতেছি ॥ ২০ ॥ ইহা শুনিয়া  
 উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! ছুরাশ্বা তক্ষক যে, আপনার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা  
 কি আপনি জানেন না ? এক্ষণে মস্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া একবার আপনার পিতৃনাশের  
 কথা জিজ্ঞাসা করুন ? ॥ ২১ ॥



জনমেজয় উবাচ।

শাপোহিত্ব কারণং রাজ্ঞঃ শপ্তস্ত মুনিনা কিল।

তক্ষকস্ত তু কো দোষো ব্রূহি মে মুনিসত্তম ! ॥ ২৩ ॥

উত্তর উবাচ।

তক্ষকেণ ধনং দত্ত্বা কশ্যপঃ সম্বিবারিতঃ।

ন স কিং তক্ষকো বৈরী পিতৃহা তব ভূপতে ! ॥ ২৪ ॥

ভার্য্যা রুরোঃ পুরা ভূপ ! দষ্টা সর্পেণ সা যুতা।

অবিবাহিতা তু মুনিনা জীবিতা চ পুনঃ প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

রুরুণাপি কৃত্বা তত্র প্রতিজ্ঞা চ্ছাতিদারুণা।

যং যং সর্পং প্রপশ্যামি তং তং হন্যায়ুধেন বৈ ॥ ২৬ ॥

এবং কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং স শস্ত্রপাণী রুরুস্তদা।

ব্যচরৎ পৃথিবীং রাজমিরন্ সর্পান্ ষতস্ততঃ ॥ ২৭ ॥

কিং প্রতিকৃতমিতি। বৈরং জ্ঞাত্বা যুগ্মা ন তৎপ্রতিকৃতমিতি নৈবাহস্তীত্যর্থঃ। তথাহন্তি চেষ্টদপি বদেত্যর্থঃ। করোমি করিষ্যামি। বর্তমানসামীপ্যে লট্ ॥ ২০—২২ ॥ শাপেন মৃতস্ত দোষস্তক্ষকে নৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রাহ্মণশাপাতক্ষকেণ দংশঃ কর্তব্যঃ। সঙ্গীবয়িতা কশ্যপো ব্রাহ্মণো ধনং দত্ত্বা কিম্বিতি নিবারিতঃ। ন চ তদভাবে তস্ত কাচিৎ ক্রতিরভূতস্মাৎ স এব তস্তাপরাধ ইত্যর্থঃ। ইখমপরাধে স তক্ষকো বৈরী তব পিতৃহা ন কিম্বিতি বদেত্যাহ ন স কিম্বিতি ॥ ২৪ ॥ নঘেতাদৃশা-

স্মৃত কহিলেন, ঋষিগণ! নৃপতি জনমেজয় উত্তরের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গকে পিতৃ বিনাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিল, মহারাজ! আপনার পিতা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই জন্ত তক্ষক তাঁহাকে দংশন করে এবং সেই জন্তই তাঁহার জীবন নষ্ট হইয়াছে ॥ ২২ ॥ জনমেজয় মন্ত্রিগণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তরকে বলিলেন, মুনিসত্তম! আমার পিতা মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে অভিগু হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মশাপই কারণ দেখিতেছি; ইহাতে তক্ষকের কি দোষ তাহা বলুন ॥ ২৩ ॥

উত্তর কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক, যখন আপনার পিতার চিকিৎসার জন্ত সমাগত সর্প-বিদ্যা-বিশারদ কশ্যপ মুনিকে ধন প্রদান করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিল, তখন সেই তক্ষক কি আপনার পিতৃহন্তা বা শত্রু নহে? ॥ ২৪ ॥ মহারাজ! পূর্বকালে রুরু মুনির ভার্য্যা প্রমদ্বারা অন্ত্রাবস্থাতেই সর্পদংশনে মৃত হইলেও মুনিবর রুরু তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কেবল শত্রুতার প্রতীকার করিবার জন্ত এই দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, অদ্যাবধি আমি যে যে সর্প দেখিতে পাইব তাহাকেই লণ্ডাদি দ্বারা

একদা স বনে ঘোরং ভুগুভঙ্গরসাম্বিতম্ ।  
 অপশ্যদগুমুদ্যম্য হস্তং তং সমুপায়যৌ ॥ ২৮ ॥  
 অভ্যহন্ রুষিতো বিপ্রস্তমুবাচাথ ভুগুভঃ ।  
 নাপরাধোমি তে বিপ্র ! কস্মান্মার্মভিহংসি বৈ ॥ ২৯ ॥

রুরুরবাচ ।

প্রাণপ্রিয়া মে দয়িতা দষ্টা সর্পেণ সা যুতা ।  
 প্রতিজ্ঞেয়ং তদা সর্প ! দুঃখিতেন ময়া কৃতা ॥ ৩০ ॥  
 ভুগুভ উবাচ ।

নাহং দশামি তেহং বৈ যে দশন্তি ভুজঙ্গমাঃ ।  
 শরীরসমযোগেন ন মাং হিংসিভুমর্হসি ॥ ৩১ ॥  
 উত্তর উবাচ ।

শ্রুত্বা তাং মানুষীং বাণীং সর্পেণোক্তাং মনোহরাম্ ।  
 রুরুরঃ পপ্রচ্ছ কোহসি ত্বং কস্মাদ্ভুগুভতাস্ততঃ ॥ ৩২ ॥

পরোধিনঃ শিখা কেন কুতেতি চেত্তজ্রাহ ভার্যোতি ॥ ২৫ ॥ হস্মি হনিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৬—  
 ভুগুভমঙ্গরম্ ॥ ২৮ ॥ তে ভুগুভং নাপরাধোমি দ্রোহং করোমি ॥ ২৯ ॥  
 ইয়মিতি । সর্পজাতিহন্তব্যোত্যোব্যংরূপেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ দংশকসর্পবিষয়ে সা প্রতিজ্ঞা তব  
 নাহং দংশক ইত্যাহ নাহমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

বিনাশ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ মহারাজ ! রুরুর এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুগ্রহণ পূর্বক  
 কুল বিনাশ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, এক  
 সেই মুনি বনমধ্যে জরাজীর্ণ দীর্ঘকায় একটা ভুগুভ (ঢোঁড়া) সর্প দেখিতে পাইয়া তাহ  
 মারিবার জন্ত লণ্ড উত্তোলন পূর্বক তাহার নিকটে ঘাইয়াই রোষভরে অতিশয় প্র  
 করিলেন । তখন, সেই ভুগুভ তাঁহাকে বলিল, ব্রহ্মন ! আমি ত আপনার কোনও অপ  
 করি নাই তবে কি জন্ত আগাকে মারিতেছেন ॥ ২৮—২৯ ॥

রুরুর এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, সর্প ! পূর্বে আমার প্রাণাধিক প্রিয়গত্নী সর্প-দংশ  
 প্রাণ হারাইয়াছিল, এজন্ত আমি দুঃখিত হইয়াই সেই সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা ব  
 রাছি ॥ ৩০ ॥ ভুগুভ কহিল, ব্রহ্মন ! যে সকল সর্প দংশন করে তাহারাত অজ্ঞজাতী  
 আমি ত কখন দংশন করি না ; অতএব শরীরসাদৃশ্যে আমাকে প্রহার করা আপ  
 উচিত হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

মহারাজ ! রুরুর সেই সর্পের মুখে মনোহর মনুষ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভিজ  
 করিলেন, সর্প ! তুমি কে ? কি জন্তই বা সর্প দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমাকে বল ॥ ৩

## সৰ্প উবাচ ।

ব্রাহ্মণোহহং পুরা বিপ্র ! সখা মে ধগমাভিধঃ ।  
 বিপ্রো ধর্মভূতাং শ্রেষ্ঠঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥  
 স ময়া বঞ্চিতো মোর্খ্যো সর্পং কৃত্বা চ তারণকম্ ।  
 ভয়ঞ্চ প্রাপিতোহত্যর্থমগ্নিহোত্রগৃহে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 তেন ভীতেন শপ্তোহহং বিহ্বলেনাহতিবেপিনা ।  
 ভব সর্পো মন্দবুদ্ধে ! যেনাহং ধর্মিতস্তয়া ॥ ৩৫ ॥  
 ময়া প্রসাদিতোহত্যর্থঃ সর্পেণাহসৌ দ্বিজোত্তমঃ ।  
 মামুবাচাথ তৎক্রোধাৎ কিঞ্চিচ্ছান্তিমবাপ্য চ ॥ ৩৬ ॥  
 রুরুস্তে মোচিতা শাপস্তাস্মৈ সর্প ! ভবিষ্যতি ।  
 প্রমতেস্ত্ব সূতো নূনমিতি মাং সোহব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৭ ॥  
 সোহহং সর্পো রুরুস্ত্বঞ্চ শৃণু মে পরমং বচঃ ।  
 অহিংসা পরমো ধর্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ধগমঃ খেচর ইত্যর্থনামা ॥৩৩॥ তারণকং ভূগনির্মিতং সর্পং কৃত্বা বঞ্চিতঃ । ময়া অত্যর্থং  
 ভয়ং প্রাপিতশ্চ ॥ ৩৪—৩৬ ॥ (অধুনা শাপমোকোপায়মাহ রুরুরিতি । হে সর্প ! ডুগুভরূপ-  
 ধারিন্ ! প্রমতেঃ সূতো রুরুর্যম মুনিস্তে অস্ত শাপস্ত মোচিতা মুক্তিকর্তা ভবিষ্যতীতি নূনং  
 নিশ্চিতমেব জানীহি ॥৩৭॥ সোহমিতি । অহং স এব সর্পঃ ভবৎকরণাধিগম্যমুক্তিরিতি ভাবঃ ।  
 ত্বঞ্চ রুরুঃ অস্তমুক্তিকর্তা ইতি তাৎপর্যার্থঃ । সর্বেষামেব অহিংসা পরমো ধর্মঃ । বিশেষতো

সর্প কহিল, বিপ্র ! পূর্বে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং আমার একজন ধগম নামে বিপ্র বন্ধু  
 ছিলেন । তিনি ধার্মিকশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় এবং অতিশয় সত্যবাদী । একদিন আমি মূর্খতাবশত  
 একটা ভূগের সর্প নির্মাণ করিয়া, যখন তিনি অগ্নিহোত্র গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে  
 ভয় দেখাইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর, তিনি  
 এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে,  
 যে মুঢ় ! তুমি যেমন নির্ভীক সর্প দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইলে তেমনি তুমিও বিষবিহীন  
 সর্প দেহ লাভ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর, আমি এই ডুগুভ সর্পরূপ ধারণ করিয়া  
 সেই দ্বিজোত্তমকে অতি কাতরতা প্রকাশ পূর্বক প্রসন্ন করিলাম । পরে তিনিও তাদৃশ  
 ক্রোধ হইতে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া আমাকে বলিলেন, সর্প ! প্রমতি-পুত্র রুরু তোমার  
 এই শাপের মুক্তিকর্তা হইবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৩৬—৩৭॥ অতএব, বিপ্রবর !  
 আমি সেই সর্প এবং আপনিও সেই রুরু । এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন ।  
 দেখুন, সাধারণত অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহাই যে সারধর্ম



দয়া সর্বত্র কর্তব্য। ব্রাহ্মণেন বিজানতা ।

যজ্ঞাদন্যত্র বিপ্রৈশ্চ ! ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতঃ ॥ ৩৯ ॥

উত্তর উবাচ ।

সর্পযোনের্বিনিমূক্তো ব্রাহ্মণোহসৌ কুরুস্ততঃ ।

কৃত্বা তস্য চ শাপান্তং পরিত্যক্ত্ব হিংসনম্ ॥ ৪০ ॥

বিবাহিতা তেন বাল্যমুতা সঞ্জীকিতা পুনঃ ।

কদনং সর্বসর্পিণাং কৃতং বৈরমনুশ্রবন্ ॥ ৪১ ॥

ত্বস্ত বৈরং সমুৎসৃজ্য বর্তসে পন্নগেষুথ ।

বিমন্যুর্ভরতশ্চেষ্ট ! পিতৃঘাতকরেবু বৈ ॥ ৪২ ॥

অন্তরিক্ষে মৃতস্তাতঃ স্নানদানবিরজ্জিতঃ ।

তস্যোদ্ধারঞ্চ রাজেন্দ্র ! কুরু হত্যাথ পন্নগান্ ॥ ৪৩ ॥

পিতুবৈরং ন জানাতি জীবন্মৈব মৃতো হি সঃ ।

দুর্গতিস্তে পিতৃস্তাবদ্যাবতাস্ম হনিষ্যসি ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণানামিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ) যজ্ঞাদন্যত্র দয়া কর্তব্য। যজ্ঞে তু হিংসেব কর্তব্য। ন সা যাজ্ঞিকী হিংসা হিংসা ভবতি অহিংসন্ সর্বভূতান্যত্র তীর্থেভ্য ইতি প্রতেরিত্যাহ। যজ্ঞাদন্যত্র ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥ এতদ্বাক্যেন কুরুণা বাল্যমুতাপি সঞ্জীকিতাবুর্ধ্বদানেন ততো বিবাহিতা চ। পুনরনন্তরং পূর্ববৈরমনুশ্রবন্ সর্পিণাং তেন কদনং নাশনং কৃতম্। ততঃ শাপান্তং কৃত্বা হিংসনং পরিত্যক্তমিতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ৪১ ॥ ত্বস্ত বৈরমিতি। ইদমাশ্রয়ঃ মম ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ (অধুনা পবীকিতো দুর্গতগমুক্তা জনমেজয়মুক্তেজয়ম্নাহ অন্তরিক্ষে ইতি। তাতস্তব পিতা অন্তরিক্ষে শূন্তে স্নানদানাদিপুণ্যকর্মবিবজ্জিতঃ সন্ মৃতস্তক্কেণ দষ্ট-

তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ৩৮ ॥ তবে যজ্ঞে যে পশুহিংসা উক্ত আছে, সে হিংসা হিংসার মধ্যে নয় বলিয়াই বেদতত্ত্ব ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিয়া থাকেন; অতএব, যজ্ঞ ভিন্ন সর্বত্রই দয়া প্রকাশ করা কর্তব্য ॥ ৩৯ ॥

উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সর্পযোনি হইতে বিমুক্ত হইলেন এবং কুরু ও তাঁহার শাপান্ত করিয়া সর্পহিংসা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ ! দেখুন, কুরু সেই মৃত বালিকাকে নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান পূর্বক বাঁচাইয়া বিবাহ করিয়াও কেবল শত্রুতা শ্রবণ করত সর্পগণের পীড়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু, হে ভরতশ্চেষ্ট ! আপনি মন্যবিহীন হইয়া সেই পিতৃবিনাশক সর্পগণের প্রতি একেবারেই পূর্বশত্রুতা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪০—৪২ ॥ মহারাজ ! আপনার পিতা স্নানদান-বজ্জিত হইয়া শূন্তস্থলে জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন; অতএব আপনি এক্ষণে সেই পিতৃশত্রু সর্পগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করুন ॥ ৪৩ ॥ দেখুন, যে পুত্র পিতৃশত্রুর শত্রুতা শ্রবণ না করে, সে জীবিত

অস্বামথমিষং কৃৎস্ন! কুরু যজ্ঞং নৃপোত্তম ! । .

সর্পসত্রং মহারাজ ! পিতুবৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪৫ ॥

. সূত উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা রাজা জনমেজয়স্তদা ।

নেত্রোভ্যামশ্রুপাতঞ্চ চকারাতীবহুঃখিতঃ ॥ ৪৬ ॥ .

ধিগ্ধমামস্তু হুত্বুর্দ্ধৈবুখামানকরস্ম বৈ ।

পিতা যস্মৈ গতিং ঘোরাং প্রাপ্তঃ পন্নগপীড়িতঃ ॥ ৪৭ ॥

অদ্যাং মথমারভ্য কুরুম্যপচিতিং পিতুঃ ।

হত্বা সর্পানসন্দিগ্ধো দীপ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ৪৮ ॥

আহুয় মন্ত্ৰিণঃ সৰ্ব্বান রাজা বচনমব্রুবীৎ ।

কুর্বন্ত যজ্ঞসম্ভারং যথার্থং মন্ত্ৰিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৯ ॥

গঙ্গাতীরে শুভাং ভূমিং মাপয়িত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ ।

কুর্বন্ত মণ্ডপং স্বস্থাঃ শতস্তম্ভং মনোহরম্ ॥ ৫০ ॥

সন্নিতি শেষঃ । অতঃ সর্পহননে তন্ত্ৰোদ্ধারঃ অবশ্যমেব কর্তব্য ইত্যত আহ তন্ত্ৰেতি ॥ ৪৩ ॥  
যাবত্তান্ন হনিষ্যামীতি স্বশক্রনাশনে তস্মৈ বাসনায়া অবশিষ্টত্বাত্তয়া বাসনয়া দুর্গতিযুক্তৈব ॥ ৪৪ ॥  
অস্বামথো বক্ষ্যমাণো নবরাত্রোৎসবঃ ॥ ৪৫ ॥

জনমেজয় ইতি । জনমৈবতি শুক্লেন শত্রুনেজিতবান্ যতঃ । এতৎকপনে ধাতোহি জনমেজয়  
ইতি শ্রুতঃ । ইতি বচনাৎ । শক্কাদিভ্যাংপররূপে জনমেজয় ইত্যপি সাধু ॥ ৪৬—৪৯ ॥ মাপ-  
য়িত্বেতি পরিচ্ছিদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ তদন্ত্ৰে সতি তাদৃশবেদাদ্যন্ত্ৰে সতি সর্পসত্রো বিধেয়ো

থাকিলেও মৃতস্বরূপ । অধিক আর কি বলিব, যত দিন না আপনি সর্পগণকে বিনাশ  
করিবেন তত দিন আপনার পিতার দুর্গতি থাকিবে ॥ ৪৪ ॥ মহারাজ ! (সর্প বিনাশের  
উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন ।) আপনি পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ করত অস্বায়জ্ঞচ্ছলে  
সর্প যজ্ঞ করুন । (তাহা হইলেই সর্পগণ বিনষ্ট হইবে) ॥ ৪৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয় উত্তরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করত অতি-  
শয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন, আমার ধিক্ ! আমি অতিশয়  
নির্দোষ ! আমি বুঝা অভিমান করি ; যাহার পিতা সর্পদংশনে ঘোর দুর্গতি পাইয়াছে  
তাহার আবার অভিমান কি ? ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এক্ষণে, আমি নিশ্চয়ই সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া  
প্রদীপ্ত অগ্নিতে সর্পগণকে দগ্ধ করিয়া পরলোকগত পিতার হিতসাধন করিব ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর,  
মন্ত্ৰিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মন্ত্ৰিগণ ! শীঘ্র যথাযোগ্য যজ্ঞের উপকরণ সকল প্রস্তুত  
কর ॥ ৪৯ ॥ দ্বিজগণ দ্বারা গঙ্গাতীরে পবিত্র ভূমি মাপাইয়া মনোনিবেশ-পূর্বক একটি মনো-  
হর শতস্তম্ভ-বিশিষ্ট মণ্ডপ নির্মাণ করাও এবং তন্মধ্যে একটি বিস্তৃত যজ্ঞবেদী রচিত কর ।

বেদী-যজ্ঞস্ত কৰ্তব্য। মমাদ্য সচিবাঃ খলু ।  
 তদপ্তে বিধেয়ো বৈ সৰ্পসজ্জঃ স্তবিস্তরঃ ॥ ৫১ ॥  
 তক্ষকস্ত পশুস্তত্র হোতোতক্ষো মহামুনিঃ ।  
 শীঘ্রমাহুয়তাং বিপ্রাঃ সৰ্বজ্জা বেদপারগাঃ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ ।

মস্ত্রিগন্ত তদা চক্রুর্ভূপবাকৈর্বিচক্ষণাঃ ।  
 যজ্ঞস্ত সৰ্বসম্ভারং বেদীং যজ্ঞস্ত বিস্তৃতাম্ ॥ ৫৩ ॥  
 হবনে বর্তমানে তু সৰ্পাণাং তক্ষকো গতঃ ।  
 ইন্দ্রং প্রতি ভয়াৰ্ত্তোহহং ত্রাহি মামিতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥  
 ভয়ভীতং সমাশ্বাস্ত স্বাসনে সমিবেশ্য চ ।  
 দদাবভয়মত্যর্থং নির্ভয়ো ভব পন্নগ! ॥ ৫৫ ॥  
 তমিন্দ্রশরণং জ্ঞাত্বা মুনির্দত্তাভয়ং তথা ।  
 উত্তকোহস্বয়দুষ্টিগং সেন্দ্রং কৃৎস্না নিমন্ত্রণম্ ॥ ৫৬ ॥  
 শ্রুতস্তদা তক্ষকেণ যাযাবরকুলোদ্ভবঃ ।  
 আন্তীকো নাম ধৰ্ম্মাত্মা জরংকারুহতো মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

নান্তপেত্যর্থঃ । পুংস্বমার্ষম্ ॥ ৫১ ॥ ( আহুয়তামিত্যেকবচননির্দেশ আৰ্ষঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥ )  
 উত্তকোহস্বয়ং আহুতবান্ সেন্দ্রং তক্ষকং প্রপন্নগতঃ পুনোহুবা ক্যাদিভিনিমন্ত্রণং কৃৎস্ন-

এইরূপে সমস্ত অঙ্গবিধান করিলে পর আমি সেই স্থানে সৰ্পযজ্ঞ করিব ॥ ৫০—৫১ ॥ মস্ত্রিগণ !  
 এই যজ্ঞে মহামুনি উত্তক হোতা আর তক্ষক যজ্ঞীয় পশু হইবে । তোমরা শীঘ্র সৰ্বজ্ঞ বেদ-  
 পারগ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর ॥ ৫২ ॥

ঋষিগণ ! অনন্তর, কার্য্যাধ্যক্ষ মস্ত্রিসকল ভূপতি জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া  
 যজ্ঞের জন্ত অতি বিস্তৃত বেদী এবং অন্ত্যস্ত উপকরণ সকল আয়োজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥  
 পরে, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মন্ত্রবলে নানাবিধ সৰ্প সকল আহুত হইয়া অলস্ত ছতাপন-  
 মুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া, তক্ষক অতি ভীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন পূৰ্ব্বক বলিল,  
 দেবরাজ ! আমার রক্ষা করুন, সৰ্প যজ্ঞ দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইরাছি ॥ ৫৪ ॥  
 ইন্দ্র তক্ষককে ভীত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূৰ্ব্বক নিজাসনে বসাইলেন এবং ভয় নাই  
 ভূমি নির্ভয় হও বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥ মুনিবর উত্তক তক্ষককে ইন্দ্রের  
 শরণাগত এবং ইন্দ্রকর্তৃক আশ্বাসিত জানিতে পারিয়া প্রথমত উষ্ম হইলেন, পরে  
 সন্তোষাচার্য পূৰ্ব্বক তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত আশ্বাস করিলেন ॥ ৫৬ ॥ এই সময় তক্ষক নিক-  
 পায় হইয়া যাযাবর-কুলোদ্ভব জরংকার মুনির পুত্র ধৰ্ম্মাত্মা আন্তীককে স্বরণ করিল ॥ ৫৭ ॥



তদ্রাগত্য মুনেৰ্বালস্তৃষ্ঠাব জনমেজয়ম্ ।  
 রাজা তমর্চয়ামাস দৃষ্ট্বা বালং স্থপণ্ডিতম্ ॥ ৫৮ ॥  
 অর্চয়িত্বা নৃপস্তস্তু ছন্দয়ামাস বাহ্লিতৈঃ ।  
 স তু বত্রে মহাভাগ ! যজ্ঞোহয়ং বিরমস্থিতি ॥ ৫৯ ॥  
 সত্যবন্ধো নৃপস্তেন প্রার্থিতশ্চ পুনস্তথা ।  
 হোমং নিবর্তয়ামাস সর্পাণাং মুনিবাক্যতঃ ॥ ৬০ ॥  
 ভারতং শ্রাবয়ামাস বৈশম্পায়ন বিস্তরাৎ ।  
 ক্রত্বাপি নৃপতিঃ কামং ন শাস্তিমভিজগ্মিবান্ ॥ ৬১ ॥  
 ব্যাসং পপ্রচ্ছ ভূপালো মম শাস্তিঃ কথং ভবেৎ ।  
 মনোহৃতিদহৃতে কামঃ কিংকরোমি বদস্ব মে ॥ ৬২ ॥  
 পিতৃ মে দুর্ভগশ্চৈবং মৃতঃ পার্থস্বতাত্মজঃ ।  
 ক্ষত্রিয়াণাং মহাভাগ ! সংগ্রামে মরণং বরম্ ॥ ৬৩ ॥  
 রণে বা মরণং ব্যাস ! গৃহে বা বিধিপূর্বকম্ ।  
 মরণং ন পিতুর্মেহ ভূদন্তরিক্ষে মৃতোহবশঃ ॥ ৬৪ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥ বাহ্লিতৈরिति । বাহ্লিতং বৃণিত্যুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ বৈশম্পায়ন  
 ইতি প্রথমাস্তং ছন্দসদ্বারুণবিভক্ত্যস্তম্ ॥ ৬১ ॥ ভারতশ্রবণেনাপি শাস্তির্ন জাতেতি ব্যাসং  
 পপ্রচ্ছেত্যাং ব্যাসমিতি ॥ ৬২—৬৩ ॥ সংগ্রামে মহতি রণে । রণে সাসান্তে । মরণং মে

সেই মুনিপুত্র আস্তীক এই সময় সেই স্থানে যাইয়া নানাবিধ বাক্যে জনমেজয়কে সন্তুষ্ট  
 করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজা বালকটাকে স্থপণ্ডিত দেখিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চনা  
 পূর্বক বলিলেন যে, আপনার যাহা অভিলাষ হয় বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব। রাজার  
 এই কথা শুনিয়া আস্তীক বলিলেন, মহারাজ ! আপনি অতিশয় ভাগ্যশালী সন্দেহ নাই ;  
 এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি এই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হউন ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
 মহারাজ জনমেজয় একেত প্রথমে সত্যবন্ধ হইয়াছিলেন তাহাঁতে আবার এক্ষণে পুনঃ পুনঃ  
 আস্তীক কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষার জন্ত সর্পাহতি নিবারণ করিলেন ॥ ৬০ ॥  
 অনন্তর, বৈশম্পায়ন চিত্ত শুদ্ধির জন্ত তাহাকে সমস্ত ভারত বিস্তার পূর্বক শ্রবণ করাই-  
 লেন। রাজা জনমেজয় সমস্ত ভারত শ্রবণ করিয়াও যখন শাস্তি লাভ করিতে পারিলেন না,  
 তখন ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার মন অতিশয় শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে,  
 এক্ষণে কি করি, কি হইলেই বা শাস্তি লাভ হয়, আপনি সেইরূপ উপদেশ করুন ॥ ৬১—৬২ ॥  
 হায় ! আমি কি দুর্ভাগ্য !! আমার পিতা অর্জুনের পৌত্র হইয়াও অপমৃত্যুতে জীবন ত্যাগ  
 করিয়াছেন। মুনিবর ! ক্ষত্রিয়গণের সামান্যই হউক আর বিষম সংগ্রামই হউক একমাত্র

শাস্ত্যুপায়ং বদন্তাত্ৰ ত্বঞ্চ সত্যবতীশ্রুত ! ।

যথা স্বর্গং ব্রজেদাশু পিতা মে দুর্গতিং গতঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
সর্পযজ্ঞবিবৃতির্নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পিতৃনাভূদিতি গৃহে বা বিধিপূর্ককমিত্যনেনাশ্বেতি ॥ ৬৪ ॥ দুর্গতিং গত ইতি । পরীক্ষিতো  
দুর্গতিশ্চ মহাতারতেপ্যুক্তা । অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মস্ত্রিগন্তান্ স্মৃৎখিতঃ । উত্তকশ্চেব  
সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সমরাজ্ঞে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ; যদি তাহা না হয় তবে গৃহেতে বিধিপূর্কক মৃত্যুই ভাল । কিন্তু  
হায় ! আমার পিতার ইহার কিছুই হয় নাই ; তিনি দ্বিজশাপে অবশ হইয়া অন্তরীক্ষেই  
জীবন বিসর্জন দিয়াছেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হে সত্যবতীনন্দন ! এক্ষণে এ বিষয়ের শাস্তি  
উপায় কি বলুন । বাহাতে পিতা সেইরূপ দুর্গতি পাইয়াও শীঘ্র স্বর্গে যাইতে পারেন তাহা  
উপায় বিধান করুন ॥ ৬৫ ॥

মহাবিবেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্তক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞকথন-নামক

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্যাসঃ সত্যবতীস্বতঃ ।  
উবাচ বচনং তত্র সভায়াং নৃপতিঞ্চ তম্ ॥ ১ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গুহ্যমদ্বুতম্ ।  
পুণ্যং ভাগবতং নাম নানাখ্যানযুতং শিবম্ ॥ ২ ॥  
অধ্যাপিতং ময়া পূৰ্ব্বং শুকায়াত্মসুতায় বৈ ।  
শ্রাবয়ামি নৃপ ! ত্বাং হি রহস্যং পরমং মম ॥ ৩ ॥  
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং শ্রবণাৎ কিল ।  
শুভদং সুখদং নিত্যং সর্বাগমসমুদ্ভূতম্ ॥ ৪ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

আস্তীকোহয়ং স্বতঃ কস্য বিদ্বার্থং কথমাগতঃ ।  
প্রয়োজনং কিমত্রাস্ত সর্পাণাং রক্ষণে প্রভো ! ॥ ৫ ॥

চতুঃষষ্টিশ্লোকবর্ধৈরাষ্টীকস্ত সমুত্তমঃ ।

ঐমন্তাগবতস্তাপি সাহস্রান্মতি কথ্যতে ॥

তচ্ছ্রুত্বৈতি । ভাৱতাদিশ্রবণেন মম চিত্তশাস্তির্ন জাতৈতি মম পিতা দুর্গতিস্তত ইতি ।  
জন্মেজয়বাক্যং শ্রুত্বৈত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥ শ্রবণাৎ কারণমিত্যন্বয়ঃ । সর্বাগমসমুদ্ভূতম্ সর্ব  
বেদেভ্যঃ সারং গৃহীত্বা কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সত্যবতীতনয় বেদব্যাস, মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ আক্ষে  
পোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই সভামধ্যেই তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ  
আমি তোমায় অত্যদ্বুত পবিত্রকারক ভাগবত পুরাণ বলিতেছি শ্রবণ কর । এই ভাগবত  
গূঢ়তম পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা বিষয়ের পরম মঙ্গলময় উপাখ্যান সকল বর্ণিত  
আছে ॥ ২ ॥ রাজন্ ! ইহাকেই আমার পরম রহস্য বলিয়া জানিবেন, পূর্বে আমি ইহা নি  
পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকেও শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৩ ॥ ইহা  
সমস্ত বেদের সারসংগ্রহে বিরচিত, একমুখ এই কল্যাণকর সুখপ্রদ ও নিত্য ভাগবত শ্রব  
কবিলে, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্কর্গ লাভ করিতে পান। যাহা সমস্ত নাই ॥ ৪ ॥



কথয়েতস্মহাভাগ ! বিস্তরেণ কথানকম্ ।

পুরাণঞ্চ তথা সৰ্বং বিস্তরাধনম্ভ্রত ! ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

জরৎকারুমুনিঃ শাস্তো ন চকার গৃহাশ্রমম্ ।

তেন দৃষ্টা বনে গৰ্ভে লম্বমানাঃ স্বপূৰ্বজাঃ ॥ ৭ ॥

ততস্তমাহঃ কুরু পুত্রদারান্

যথা চ নঃ শ্রাৎ পরমা হি তৃপ্তিঃ ।

স্বর্গে ব্রজামঃ খলু দুঃখযুক্তা

বয়ং সদাচারযুতে স্তুতে বৈ ॥ ৮ ॥

সতানুবাচাথ লভে সনামা-

মবাচিতাং চাতি বশানুগাঞ্চ ।

তদা গৃহারম্ভমহরোমি

ব্রবীমি তথ্যং মম পূৰ্বজা বৈ ॥ ৯ ॥

বিদ্বাৰ্ধং সৰ্পসত্ত্ববিদ্বাৰ্ধম্ ॥ ৫ ॥ ইদং প্রথমত উক্তানন্তরং সৰ্বং পুরাণং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬  
স্বপূৰ্বজাঃ স্ববংশজাঃ ॥ ৭ ॥ ততস্তমাহরিতি । তং জরৎকারুং তৎপিতর আহঃ ।  
চারকরণেন নোহস্মাকং তৃপ্তিঃ স্তাতথা কুৰ্ব্বিত্যর্থঃ । তথাচ ভয়ি স্তুতে সতি বয়ং স্ব  
ব্রজামস্তথা কুৰ্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ইথং পূৰ্বজবাক্যং শ্রুত্বা জরৎকারুস্তানাহ স তানিতি । সনা-  
নাম্না সমানাং বস্তাঃ কস্তান্না নাম মম নাম চ সমানমেকমস্তি । পুনরবাচিতাং মম্বাহপ্রার্থিতাং

জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! এই আত্মীক মুনি কাহার বংশধর এবং কেনইবা  
ব্যাঘাত করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? সৰ্পগণের রক্ষা করিয়া ইহার  
প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? হে মহাভাগ! অগ্রে এই উপাখ্যানটী বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া প  
সমস্ত পুরাণগুলি বিস্তার পূৰ্বক বলুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৫—৬ ॥

ব্যাসদেব জনমেজয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূৰ্বে জরৎকারু নামে কো  
ণবি নিরস্তর তপস্তারত থাকিয়া অতিশয় শাস্তিপরাগণ হইয়াছিলেন। তিনি কদাপি দা  
পরিগ্রহ করিয়া সংসারশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলে  
যে, তাঁহার পূৰ্বপুরুষগণ বনমধ্যস্থিত একটী গৰ্ভমধ্যে লম্বমানভাবে থাকিয়া পতনোদ  
হইতেছেন ॥ ৭ ॥ (ইহা দেখিয়া জরৎকারু তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে  
তাঁহারা বলিলেন, জরৎকারো! তুমি আমাদের মুক্তির জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রো  
পাদন কর তাহা হইলেই আগাদিগের পরম তৃপ্তি লাভ হইবে। দেখ, যদি তোমার এক  
সদাচারনিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলেই আমরা এই দুঃখহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি  
নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইব ॥ ৮ ॥ অনন্তর, জরৎকারু ঋষি তাহাদিগের এই কথা শ্রবণ করি

ইতু্যক্তান্ জরংকারুগতস্তীর্ধান্ প্রতি দ্বিজঃ ।  
 তদৈব পরগাঃ শপ্তা মাত্রাগৌ নিপতস্ত্বিতি ॥ ১০ ॥  
 কশ্চপশ্চ যুনেঃ পত্ন্যৌ কজ্জশ্চ বিনতা তথা ।  
 দৃষ্টাদিত্যরথে চাশ্বচুচুশ্চ পরম্পরম্ ॥ ১১ ॥  
 তং দৃষ্টা চ তদা কজ্জক্বিনতামিদমব্রবীৎ ।  
 কিংবর্ণোহয়ং হয়ো ভদ্রে ! সত্যং প্রব্রুহি মাচিরম্ ॥ ১২ ॥  
 বিনতোবাচ ।

শ্বেত এবাশ্বরাজোহয়ং কিংবা ত্বং মন্যসে শুভে ! ।  
 ব্রুহি বর্ণং ত্বমপ্যস্ত ততস্তু বিপণাবহে ॥ ১৩ ॥  
 কজ্জরুবাচ ।

কৃষ্ণবর্ণমহং মন্যে হরমেনং শুচিস্মিতে ! ।  
 এহি সার্কিং ময়া দিব্যং দাসীভাবায় ভামিনি ! ॥ ১৪ ॥

পুনরতিবশানুগামতিবস্ত্রাস্থেতাঙ্গীঃ কস্তাং যদ্যহং লভে প্রাপ্তয়াং তর্হি গৃহারং  
 করোমি করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

আগৌ পতস্ত্বিতি মাত্রা শপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ তত্র কা মাতা কথং বা শপ্তা ইতি সর্কং  
 বৃত্তান্তমাহ কশ্চপশ্চতি । উচতুর্বক্যমাণম্ ॥ ১১ ॥ কিংতত্তদাহ তং দৃষ্টেতি ॥ ১২—১৩ ॥

দাসীভাবয়েতি । যস্তাঃ পরাভবঃ সা তস্তা দাসীতি দাসীভবনায় দিব্যং পণং কুর্কি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলিলেন, হে পূর্বপুরুষগণ ! আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি যে, যদি আমি  
 একান্ত বশবর্ত্তিনী অথচ আমার সদৃশনায়ী কোনও কস্তা বিনা প্রার্থনায় লাভ করিতে পারি,  
 তাহা হইলেই তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইব ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ ! সেই দ্বিজ জরংকারু পূর্বপুরুষগণকে এইরূপে বলিয়া তীর্থ যাত্রার উদ্দেশে  
 প্রস্থান করিলেন । এদিকে এই সময়ের মধ্যেই সর্পগণ, তাহাদের মাতা কজ্জ কর্তৃক “অগ্নিতে  
 পতিত হইয়া তন্নীভূত হও” এই বলিয়া অভিশপ্ত হইল । ইহার বৃত্তান্ত এই যে, কশ্চপ  
 ঋষির কজ্জ ও বিনতা নামে দুই পত্নী এক দিবস সূর্য্যরথস্থিত অশ্বকে দেখিয়া পরস্পর বলা-  
 বলি করিতে লাগিলেন ॥ ১০—১১ ॥ প্রথমতঃ কজ্জ সেই অশ্বকে দেখিয়া বিনতাকে বলিলেন,  
 অগ্নি কল্যাণি ! এই ঘোটকের বর্ণ কিরূপ সত্য করিয়া শীঘ্র বল দেখি ॥ ১২ ॥

বিনতা বলিলেন, এই ঘোটকবর নিশ্চয়ই শুক্রবর্ণ; ভদ্রে ! তুমি ইহাকে কিরূপ বিবেচনা  
 কর? শীঘ্র ইহার কিরূপ বর্ণ বল দেখি? আইস এক্ষণে এ বিষয়ে আমরা একটা পণ করি ॥ ১৩ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কজ্জ বলিলেন, ভগিনি ! তুমি অন্ধরূপে মন হস্ত করিতেছ  
 ঠাট্টে, কিন্তু আমি এই ঘোটককে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই বিবেচনা করি । কষ্ট হইও না; আমার

সূত উবাচ ।

কঙ্কশ্চ স্বস্তানাহ সৰ্বান্ সৰ্পান্ বশে স্থিতান্ ।

বালান্ শ্ৰামান্ প্রকুৰ্ব্বন্ত যাবন্তোহশ্বশরীরকে ॥ ১৫ ॥

নেতি কেচন তজ্জাহস্তানথামৌ শশাপ হ ।

জন্মেজয়শ্চ যজ্ঞে বৈ গমিষ্যথ হুতাশনম্ ॥ ১৬ ॥

অন্যে চকুর্হয়ং সর্পাঃ করূরং বর্ণভোগকৈঃ ।

বেষ্টয়িত্বাশ্চ পুচ্ছং তু মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥

ভগিত্বৌ চ স্মসংযুক্তে গতা দদৃশুর্হয়ম্ ।

করূরং তং হয়ং দৃষ্ট্বা বিনতা চাতিদুঃখিতা ॥ ১৮ ॥

তদাজগাম গরুড়ঃ স্ততস্তশ্চা মহাবলঃ ।

স দৃষ্ট্বা মাতরং দীনামপুচ্ছং পন্নগাশনং ॥ ১৯ ॥

মাতঃ ! কথং স্মদীনাসি রুদিতেব বিভাসি মে ।

জীবমানে ময়ি স্ততে তথান্যে রবিসারথৌ ॥ ২০ ॥

বালানশ্চ কেশান্ । শ্রামান্ স্বকৃষ্ণশরীরবেষ্টনেনৈতার্থঃ ॥ ১৫ ॥ গমিষ্যথ পততে-  
ত্যাধঃ ॥ ১৬ ॥ করূরং বহুলকৃষ্ণবর্ণকম্ । বর্ণভোগকৈর্কর্মানাবর্ণবিশিষ্টশরীরৈঃ ॥ ১৭ ॥ (ভগিত্বা-  
বিত্তি । ভগিত্বৌ সপত্নৌ । কঙ্কবিনতে হয়ং অশ্বং দদৃশুঃ । অথ বিনতা তং হয়ং নান্নাবর্ণ-

সহিত এই প্রতিজ্ঞা কর যে, যে এই বিষয়ে পরাস্ত হইবে সে অপরের দাসী হইয়া থাকিবে ॥ ১৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! অনন্তর তাঁহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা স্থির হইলে, কঙ্ক বিনতাকে বঞ্চনা করিবার জন্য একান্ত অনুরক্ত নিজপুত্র সর্পগণকে বলিল, পুত্রগণ ! তোমরা শীঘ্র নিজ কলেবর দ্বারা অশ্বকে বেষ্টন করত তাহার দেহস্থিত সমস্ত কেশগুলিকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া রাখ ॥ ১৫ ॥ জননীর এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্প উত্তর করিল, ইহা আগরা কখনই করিব না ; অনন্তর, কঙ্ক ইহাদিগকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল যে, তোমরা জনমেজয়ের যজ্ঞে যাইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ হও ॥ ১৬ ॥ অপর সর্পসকল জননীর প্রিয়কার্য্য বাসনায় কৃষ্ণবর্ণ শরীর দ্বারা অশ্বপুচ্ছ বেষ্টন করত অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ১৭ ॥ পরে, অশ্বটী এইরূপে সর্পদ্বারা স্তন্যরূপে বেষ্টিত হইলে, কঙ্ক ও বিনতা উভয়ে যাইয়া ষোটককে দেখিলেন ; পরন্তু, বিনতা ষোটকটীকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া (সপত্নীর দাসী হইতে হইল ইহা ভাবিয়া) অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর, একদা বিনতার কনিষ্ঠ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত সর্পতোজী গরুড় সেই স্থানে আসিয়া নিজ জননীকে দীনভাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৯ ॥ মাতঃ ! আপনি এত বিষমতাকে



দুঃখিতাসি ততো বাক্টিং জীবিতং চারুলোচনে ! ।

কিং জাতেন স্তেনাথ যদি মাতা স্তদুঃখিতা ।

শংস মে কারণং মাতঃ ! করোমি বিগতজ্বরাম্ ॥ ২১ ॥

বিনতোবাচ ।

সপত্ন্যা দাস্যহং পুত্র ! কিং ব্রবীমি বৃথাক্রতা ।

বহ মাং সা ব্রবীত্যদ্য তেনাস্মি দুঃখিতা স্তত ! ॥ ২২ ॥

গরুড় উবাচ ।

বহিষ্যেহং তত্র কিল যত্র সা গন্তুমুৎসুকা ।

মা শোকং কুরু কল্যাণি ! নিশ্চিত্যং স্থাং করোম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা সা গতা পার্শ্বং কদ্রুশ্চ বিনতা তদা ॥ ২৪ ॥

যুতং দৃষ্টা অতিদুঃখিতা আসীৎ সপত্নীদাসীভাবশব্দয়েতি শেষঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ রবিসারথি-  
রকণঃ । অন্ত্রে অস্ত্রশ্লিষ্টার্থঃ ॥ ২০ ॥ বাং গরুড়াকরণয়োঃ ॥ ২১ ॥

বৃথাক্রতা বার্থং খণ্ডিতাহং সপত্ন্যা দাসী জাতা ততো দাসীভাবাদধিকং দুঃখং কিং  
ব্রবীমি । বৃথাক্রতেত্যপি পাঠঃ ॥ ২২ ॥

বহ মামিতি । স্বস্বন্ধে মাং স্থাপয়িত্বা যত্র দেশে গন্তুমিচ্ছামি তং দেশং মাং বহ প্রাপয়ে-

বসিয়া রহিয়াছেন কেন ? আমার বোধ হয় আপনি যেন রোদন করিতেছিলেন ; জননি !  
আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্যাসারথি অরুণদেব এবং আমি জীবিত থাকিতেও আপনি দুঃখিতা  
হইয়াছেন, আমাদিগকে দিক্ ! আমাদের জীবনকেও দিক্ ! ! যদি পুত্র থাকিতেও মাতা  
দুঃখিতা হয়, তবে পেরুপ পুত্রের জন্ম হইয়াই বা কি ফল ! জননি ? আপনার দুঃখের কারণ  
বলুন । আমি আপনার দুঃখনাশ করিব ॥ ২০—২১ ॥

বিনতা, নিজপুত্র গরুড়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, পুত্র ! আমি ছলক্রমে  
সপত্নীর দাসী হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখের কথা কি বলিব ।  
বিশেষতঃ অন্য সেই সপত্নী সগর্বে কহিল, বিনতে ! এক্ষণে তুমি আমার স্বন্ধে করিয়া বহন  
কর, রে বৎস ! সপত্নী কক্রর জন্ম গর্ভিত আদেশে আমি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছি ॥ ২২ ॥

গরুড়, জননীর মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন, মাতঃ ! আপনি শোক করিবেন না  
আমি আপনার ভাবনা দূর করিব । আপনার সেই সপত্নী যে স্থানে বাইতে ইচ্ছা করিবেন  
আমি তাহাকে সেই স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! গরুড় এইরূপ বলিলে পর বিনতা কক্রর নিকটে গমন করিল এবং সেই  
মহাবল গরুড়ও জননীকে দাসীভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুত্রগণের সহিত কক্রকে

দাসীভাবমপাকর্তুং গরুড়োহপি মহাবলঃ ।

উবাহ তাং সপুত্রাং বৈ সিন্ধোঃ পারং জগাম হ ॥ ২৫ ॥

গত্বা তাং গরুড়ঃ প্রাহ বৃহি মাতর্নমোহস্তু তে ।

কথং মুচ্যেত মে মাতা দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৬ ॥

কঙ্করুবাচ ।

অমৃতং দেবলোকাং বলাদানীয় মে স্ততান্ ।

সমর্পয় স্তাদ্যাশু মাতরং মোচয়াবলাম্ ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ নীশ্রমিস্ত্রলোকং মহাবলঃ ।

কৃত্বা যুদ্ধং জহারাশু স্তধাকুস্তং খগোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥

সমানীয়ামৃতং মাত্রে বৈনতেয়ঃ সমর্পয়ৎ ।

মোচিতা বিনতা তেন দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥

অমৃতং সপ্তহারেভ্রঃ স্নাতুং সর্পা যদা গতাঃ ।

দাসীভাবাঘিনিমুক্তা বিনতা বিপতের্বলাৎ ॥ ৩০ ॥

তার্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ কথং মুচ্যেত তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ (বিনতাসাঃ শাপমোচনোপায়মাহ  
অমৃতমিতি । দেবলোকাং স্বর্গাৎ । অবলাং পরতন্ত্রাম্ ॥ ২৭ ॥

গরুড়স্ত অমৃতানয়নার স্বর্গগনাদিকমাহ । ইত্যুক্ত ইতি । মহাবল ইত্যনেন দেবগণরক্ষিত-  
স্তাপ্যমৃতস্তানয়নে শক্তিঃ স্ফুটিত ॥ ২৮ ॥ সমানীয় ইতি । বৈনতেয়ঃ বিনতাপুত্রো গরুড়ঃ । মাত্রে  
বিমাত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥) সপ্তহারাপহৃতবানিত্যর্থঃ । যদা সর্পাঃ স্নানং কর্তুং গতাক্ষদেত্যর্থঃ ।

বহন করিতে করিতে সমুদ্রের পরপারে গইয়া যাইল ॥ ২৪—২৫ ॥ সেই স্থানে উপস্থিত  
হইয়া গরুড় বিমাতা কঙ্ককে বলিল, মাতঃ ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি; এক্ষণে  
বলুন কি করিলে আমার জননী আপনার দাসীভাব হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতে  
পারেন ॥ ২৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া কঙ্ক কহিল, পুত্র ! (যদি তোমার জননীকে মুক্ত  
করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে) অদ্য এই সুহৃৎসেই তুমি স্বর্গ হইতে বলপূর্বক অমৃত আনয়ন  
কর এবং আমার সম্মানগণকে ভোজন করাইয়া তোমার পরাধীনা জননীকে বিমুক্ত কর ॥ ২৭ ॥

মহারাজ ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষিরাজ গরুড় এইরূপে বিমাতৃকর্তৃক আদিষ্ট  
হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের সহিত যোয্যতর যুদ্ধ করিয়া অমৃতকুণ্ড  
হরণ করিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর, সেই কুণ্ড আনয়ন পূর্বক বিমাতা কঙ্কর হস্তে সমর্পণ করিয়া  
নিজ মাতাকে বিমাতার দাসীভাব হইতে চিরদিনের মত মুক্ত করিলেন ॥ ২৯ ॥ এদিকে  
সমর্পণ অমৃত ভক্ষণ করিবার জন্য যেমন স্নান করিতে নির্গত হইল অমনি ইন্দ্র আসিয়া  
সেই অমৃতকুণ্ড গইয়া অন্তর্হিত হইলেন । মহারাজ ! এইরূপে পক্ষিরাজ গরুড়ের বলে বিনতা

তদ্রাস্তীর্ণাঃ কুশান্তৈস্তু লীচাঃ পন্নগনায়কৈঃ ।

ষিজ্জিহ্বাস্তে হুসপন্নঃ কুশাগ্রস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ৩১ ॥

মাত্রা শপ্তাশ্চ যে নাগা বাসুকিপ্রমুখাঃ শুচা ।

ব্রহ্মাণং শরণং গচ্ছা তে হোচুঃ শাপজং ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥

তানাহ ভগবান্ ব্রহ্মা জরৎকার্কর্মহামুনিঃ ।

বাসুকের্ভগিনীং তস্মৈ অর্পরঞ্চঃ সনামিকাম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাং যো জায়তে পুত্রঃ স বস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ।

আস্তীক ইতি নামাসৌ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বাসুকিস্তু তদাকর্ণ্য বচনং ব্রহ্মাণঃ শিবম্ ।

বনং গচ্ছা সূতাং তস্মৈ দদৌ বিনয়পূর্বকম্ ॥ ৩৫ ॥

সনামাং তাং মুনির্জগাহ জরৎকার্করুবাচ তম্ ।

অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাদদা তাং নন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥

বাগ্‌বন্ধং তাদৃশং কৃৎস্না মুনির্জগাহ তাং স্বয়ম্ ।

দত্ত্বা চ বাসুকিঃ কামং ভবনং স্বং জগাম হ ॥ ৩৭ ॥

বিপতে: পক্ষিরাঙ্কুশ ॥ ৩০ ॥ লীচা অমৃতকুস্তহানস্থিতানাং কুশানামমৃতদ্রবযুক্তবৃক্ষ  
আবৃত্তা জিহ্বয়া ততঃ কুশানাং তীক্ষ্ণগ্রন্থাযো জিহ্বা: ফলিতা: ॥ ৩১—৩২ ॥ বা  
মুনিরুত্তীতি শেষঃ । সনামিকাং সমাননামিকাং জরৎকার্কনামিকামিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪  
তং বাসুকিম্ ॥ ৩৬ ॥ (বাগ্‌বন্ধমিতি । তাদৃশং অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাদিত্যাদিক্রপং পূর্বোক্ত

দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, সর্পগণ আসিয়া অমৃত কুস্ত অপহ  
দেখিয়া, যে স্থানে কুস্ত ছিল সেই স্থানস্থিত আস্তীর্ণ কুশ সকল চাটিতে আরম্ভ করি  
ইহাতে সকলেই কুশাগ্রের ধার দ্বারা ছিন্নজিহ্ব হইয়া ষিজ্জিহ্ব হইয়া গেল ॥ ৩১ ॥

এদিকে বাসুকিপ্রভৃতি যে সকল সর্পগণ মাতৃকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহারা অতি  
শয় শোকাতিভূত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া শাপসমুৎপত্ত ভয়ের কথা জানাইল ॥ ৩২  
ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে, সুহৃদি জরৎকার্কর সমস্ত বিষয় বলিয়া তাঁহার হস্তে জরৎকার  
নামী বাসুকির ভগিনীকে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, এই বাসুকি  
ভগিনীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে সেই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রা  
করিবে । আর ইহাও স্থির জানিবে যে, সেই পুত্রটী এই ভূমণ্ডল মধ্যে আস্তীক নামে  
বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বাসুকি ব্রহ্মার এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণে বনগমন কর  
সেই জরৎকার্ক শবির হস্তে বিনয়পূর্বক নিজভগিনীকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ জরৎকার  
প্রথমে তাহাকে সনামী জানিয়া পরে বাসুকিকে বলিলেন যে, বখন তোমার এই ভগিনী  
আমার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিবে তখনই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৬ ॥ সেই



কৃতা পর্ণকুটীং শুভ্রাং জরৎকারুমহাবনে ।

তয়া সহ স্তব্ধং প্রাপ রমমাণঃ পরম্পর । ৩৮ ॥

একদা ভোজনং কৃতা স্তপ্তোহসৌ মুনিসত্তমঃ ।

ভগিনী বাসুকেশ্বরে সংস্থিতা বরবর্ণিনী ॥ ৩৯ ॥

ন সম্বোধয়িতব্যোহহং তয়া কাস্তে ! কথঞ্চন ।

ইতু্যক্তা তু গতৌ নিদ্রাং মুনিস্তাং সুদতীং তদা ॥ ৪০ ॥

রবিরস্তগিরিং প্রাপ্তঃ সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে ।

কিং করোমি ন মে শান্তিস্ত্যজেন্মাং বোধিতঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥

ধর্মলোপভয়াদ্ভীতা জরৎকারুরচিস্তয়ৎ ।

নোচেৎ প্রবোধয়াম্যেনং সন্ধ্যাকালৌ বৃথা ত্রজেৎ ॥ ৪২ ॥

ধর্মনাশাদ্বরং ত্যাগস্তথাপি মরণং ধ্রুবম্ ।

ধর্মহানির্নরাণাং হি নরকায় ভবেৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

বাগবৎকং প্রতিজ্ঞাম্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ অথ জরৎকারুপরিভ্রাতৃকথাং সূচয়ন্তীহ একদেতি ॥ ৩৯ ॥

ন সম্বোধয়িতব্য ইতি । হে কাস্তে ! কথঞ্চন কেনাপি কারণেন অহং ন সম্বোধয়িতব্যঃ  
ন জাগরণীয়ঃ মম নিদ্রাবিচ্ছেদো ন কর্তব্য ইতি যাবৎ ॥ ৪০—৪১ ॥ জরৎকারুজরৎকারুমুনেঃ  
পত্নী ॥ ৪২ ॥ ধর্মনাশাপেক্ষয়া মম ত্যাগং করিষ্যতি অথবা মম মরণং জ্ঞাদিদং বরং ন তু

মুনি এইরূপে প্রতিজ্ঞা করাইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ; বাসুকিও ভগিনীকে প্রদান  
করিয়া নিজ ভবনে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ ! জরৎকারু ঋষি এইরূপে বাসুকি-  
ভগিনীকে গ্রহণ করিয়া সেই ঘোর বিগিনে কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহার সহিত পরম  
আনন্দে কাল বাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ একদা ঐ মুনিবর ভোজনাশ্বে শয়ন করিয়া  
বাসুকিভগিনীকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন ; কাস্তে ! যে কোন কারণই উপস্থিত হউক,  
তুমি কিছুতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিও না ; এইমত আদেশ করিয়াই নিদ্রায় অভিভূত  
হইলেন । এতচ্ছবণে সেই সুন্দরী বাসুকিভগিনীও সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সূর্য্যদেব অন্তাচলশিখরে গমনোন্মুখ  
হইলেন । বাসুকিভগিনী জরৎকারু ইহা দেখিয়া স্বামীর ধর্মলোপভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা  
করিতে লাগিলেন । এক্ষণে আমি কি করি, ইহাকে জাগরিত না করিলে আমার শান্তিনাশ  
হইতেছে না ; কিন্তু, যদি জাগরিত করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি আমাকে পরিত্যাগ  
করিবেন ; আর যদি ইহাকে প্রবোধিত না করি, তাহা হইলে এই সন্ধ্যাসময় বৃথা অতি-  
বাহিত হইবে । অতএব, ধর্মনাশ হওয়া অপেক্ষা বরং পরিত্যাগ বা মরণ প্রেরকর ; কারণ,  
মম্ব্যোর ধর্মনাশই একমাত্র নরকের হেতু ॥ ৪১—৪৩ ॥

ইতি সক্ষিত্য সা বালা তং মুনিং প্রত্যবোধয়ৎ ।  
 সন্ধ্যাকালোহপি সঞ্জাত উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সূত্রত ! ॥ ৪৪ ॥  
 উথিতোহসৌ মুনিঃ কোপান্তামুবাচ ব্রজাম্যহম্ ।  
 ত্বস্ত ভ্রাতৃগৃহং যাহি নিদ্রাবিচ্ছেদকারিণী ॥ ৪৫ ॥  
 বেপমানাব্রবীদ্বাক্যমিত্যুক্তা মুনিনা তদা ।  
 ভ্রাতা দত্তা যদর্থং তৎ কথং শ্রাদমিতপ্রভ ! ॥ ৪৬ ॥  
 মুনিঃ প্রাহ জরৎকারুং তদস্তীতি নিরাকুলঃ ।  
 গতা সা মুনিনা ত্যক্তা বাসুকেঃ সদনং তদা ॥ ৪৭ ॥  
 পৃষ্ঠা ভ্রাতাব্রবীদ্বাক্যং যথোক্তং পতিনা তদা ।  
 অস্তীত্যুক্তা চ হিহা গাং গতোহসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥  
 বাসুকিস্ত তদাকর্ণ্য সত্যবাঙ্‌মুনিরিত্যুত ।  
 বিশ্বাসঞ্চ পরং কৃত্বা ভগিনীং তাং সমাশ্রয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

ধর্ম্মনাশ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ (ইতি সক্ষিত্যেতি । সা বালা বাসুকিভগিনী ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ  
 সক্ষিত্য মুনিং জরৎকারুং প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৪৪ ॥ উথিত ইতি । কোপাৎ নিদ্রাভঙ্গজন্তুকোথাৎ ।  
 অহং ব্রজামি যথেষ্টং গচ্ছামি ত্বাং পরিত্যজ্য ইতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥) তদস্তীতি তব ভ্রাতৃর্ষ  
 ইষ্টঃ পুত্রঃ স তব গর্ভেহস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ( পৃষ্টেতি । ভ্রাতা বাসুকিনা পৃষ্ঠা জিজ্ঞাসিতা পুত্র-  
 বিষয়মিতি শেষঃ । পতিনা ইত্যর্থম্ । তদা পরিত্যাগকালে ॥ ৪৮ ॥ বাসুকিরিতি । বাসুকিঃ  
 সর্পরাজস্তংভগিনীকথিতমাকর্ণ্য মুনিঃ সত্যবাক্ ইতি নিশ্চিত্য চ তন্মিন্ পরং বিশ্বাসং কৃত্বা

মহারাজ ! সেই তপস্বিনী বাসুকিভগিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া, হে সূত্রত ! সন্ধ্যাকাল  
 উপস্থিত হইয়াছে আপনি গাত্রোত্থান করুন, এই বলিয়া সেই ঋষিকে জাগরিত করি-  
 লেন ॥ ৪৪ ॥ পরে মুনি জরৎকারু গাত্রোত্থান করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক বাসুকিভগিনীকে  
 বলিলেন, যে হেতু তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছ, এজন্য আমি  
 তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম ; তুমি এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগৃহে গমন কর ॥ ৪৫ ॥  
 মহর্ষি জরৎকারু এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে পর বাসুকিভগিনী কঁাপিতে কঁাপিতে বলিলেন,  
 মুনিবর ! আপনার প্রভাবের যে পরিমাণ নাই তাহা সত্য ; কিন্তু, ভ্রাতা আমার যে জন্ত  
 আপনাকে প্রদান করিয়াছেন তাহা কি করিয়া নিষ্পন্ন হইবে ॥ ৪৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া  
 মুনি ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিয়া বাসুকিভগিনী জরৎকারুকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা  
 সর্পকুলের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত বেক্রপ পুত্রের ইচ্ছা করেন তাহা তোমার গর্ভেই আছে ;  
 এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । বাসুকিভগিনী ও তৎকর্তৃক পরি-  
 ত্যক্ত হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর, তাঁহার ভ্রাতা বাসুকি  
 তাঁহাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সেই মুনিপ্রবর “সন্তানটা  
 গর্ভে আছে” এই কথা বলিয়াই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

ততঃ কালেন কিয়তা জাতোহসৌ মুনিবালকঃ ।  
 আত্মীক ইতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ কুরুসত্তম ! ॥ ৫০ ॥  
 তেনায়ং রক্ষিতো যজ্ঞস্তব পার্থিবসত্তম ! ।  
 মাতৃপক্ষস্ত রক্ষার্থং মুনিনা ভাবিতাশ্বনা ॥ ৫১ ॥  
 ভব্যং কৃতং মহারাজ ! মানিতোহয়ং ত্বয়া মুনিঃ ।  
 যাযাবরকুলোৎপন্নো বাসুকেৰ্ভগিনীপুত্রঃ ॥ ৫২ ॥  
 স্বস্তি তেহস্ত মহাবাহো ! ভারতং সকলং শ্রুতম্ ।  
 দানানি বহুদানানি পূজিতা মুনয়স্তথা ॥ ৫৩ ॥  
 কৃতেন স্কৃতেনাপি ন পিতা স্বর্গাতিং গতঃ ।  
 পাবিতং ন কুলং কৃৎস্নং ত্বয়া ভূপতিসত্তম ! ॥ ৫৪ ॥  
 দেব্যাশ্চায়তনং ভূপ ! বিস্তীর্ণং কুরু ভক্তিতঃ ।  
 যেন বৈ সকলা সিদ্ধিস্তব শ্রাজ্জনমেজয় ! ॥ ৫৫ ॥

তাং ভগিনীং সমাপ্রয়ং ভগিনীমেব শাপমোচকপ্রসূতিতয়া অবলম্বিতবানিত্যর্থঃ ॥৪৯॥ সর্প-  
 শাপবিবরণমুক্তা ইদানীং জনমেজয়স্ত প্রমোত্তরমাহ তেনায়মিতি ॥ ৫০—৫১ ॥ ভব্যং কৃতং  
 মঙ্গলং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ যজ্ঞয়োক্তং ভারতং সকলং শ্রুতং দানানি নানাবিধানি দত্তানি  
 তথাপি মে চিত্তশাস্তির্ন জাতা ন বা পিতুঃ স্বর্গোহুভূদিত্যি তত্তথৈবাত্মীকত্যাং ভারতং  
 সকলমিতি ॥ ৫৩ ॥ অদ্যাপ্যেভিঃ কৰ্ম্মভিরপি ত্বয়া ন কুলং পাবিতম্ । অতো ময়া যজ্ঞচ্যুত  
 ত্বংকল্যাণার্থং তচ্ছ্রুত্যাভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৪ ॥ তৎ কিং তদাহ দেব্যাশ্চায়তনমিতি । তদ্বাক্তং  
 শিবপুরাণে যো দেবীং স্থাপয়েৎ স্বন্দ ! প্রাসাদে ভক্তিভাবতঃ । ত্রৈলোক্যং স্থাপিতং তেন  
 যতঃ সৰ্ব্বময়ী শিবা । নানেন সদৃশো ধর্মো দেবীস্থাপনকর্ম্মণা । তুষ্ঠায়াঃ ধনু তস্তাং তু সন্তুঃ  
 ভুবনত্রয়ম্ । যঃ কয়োতি নরো ভক্ত্যা দেবীপ্রাসাদমদ্বুতম্ । স কোটিকুলমুদ্ভূত্য মণিহীপে

বাসুকি এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মুনির বাক্য অমোঘ জানিয়া এই কথায় দৃঢ়তর বিশ্বাস  
 স্থাপন পূর্বক ভগিনীকেই বিপদনাশের উপায় মনে করিয়া স্বর্গহে রক্ষা করিলেন ॥ ৪৯ ॥  
 অনন্তর, কিছুকাল পর হইলে, এই মুনিকুমার জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মীক নামে বিখ্যাত  
 হইলেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ ! সেই আত্মদর্শী মুনি আত্মীক মাতৃপক্ষীয়গণের রক্ষা করাই  
 তোমাকে সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ এক্ষণে তুমি এই যাযাবর কুলোৎপন্ন  
 বাসুকিভগিনীপুত্র আত্মীকের সম্মান রক্ষা করিয়া অতি সাধু কার্য্যই করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ হে  
 মহাবাহো ! তোমার মঙ্গল হউক । তুমি ইতিপূর্বে সমস্ত ভারতই শ্রবণ করিয়াছ, বহু  
 ধনদান করিয়াছ এবং মুনিগণকেও যথোচিত সম্মান করিয়াছ সত্য ; কিন্তু, মহারাজ !  
 এই বিহিত স্কৃতবলেও তোমার পিতা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া নাই আর তুমি নিজ-কুলকেও  
 পবিত্র করিতে পার নাই ॥ ৫৩—৫৪ ॥ অতএব, হে জনমেজয় ! তুমি ভক্তি পূর্বক দেবী  
 মহাপ্রজ্ঞার অর্চনার নিমিত্ত তাঁহার আয়তন বিস্তীর্ণ কর, তাহা হইলেই সমস্ত সিদ্ধিলাভ



পূজিতা পরয়া ভক্ত্যা শিবা সকলদা সদা ।  
 কুলরুদ্ধিং করোত্যেব রাজ্যঞ্চ স্থস্থিরং সদা ॥ ৫৬ ॥  
 দেবীমখং বিধানেন কৃত্বা পার্থিবসত্তম ! ।  
 শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং পরমং শৃণু ॥ ৫৭ ॥  
 হ্যামহং শ্রাবয়িষ্যামি কথাং পরমপাবনীম্ ।  
 সংসারতারিণীং দিব্যাং নানারসসমাহতাম্ ॥ ৫৮ ॥  
 ন শ্রোতব্যং পরং চাস্মাৎ পুরাণাদ্বিদ্যতে ভুবি ।  
 নারাধ্যং বিদ্যতে রাজন্ ! দেবীপাদানুজাদৃতে ॥ ৫৯ ॥  
 তে সভাগ্যাঃ কৃতপ্রজ্ঞা ধন্যাস্তে নৃপসত্তম ! ।  
 যেমাং চিত্তে সদা দেবী বসতি প্রেমসঙ্কুলে ॥ ৬০ ॥  
 স্তূঃখিতাস্তে দৃশ্যাস্তে ভুবি ভারত ! ভারতে ।  
 নারাধিতা মহামায়া যৈর্জনৈশ্চ সদান্বিকা ॥ ৬১ ॥

বিরাজতে । কুলকোটসমাযুক্তো দেবীলোকে বসেন্নরঃ । জ্ঞানং দিব্যং পরং প্রাপ্য কৈবল্যং  
 মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ইত্যাদিবচনানি পুরাণান্তরেষপি দৃষ্টব্যানি ॥৫৫॥ রাজ্যং চকারাম্মোক্ষঞ্চ ॥৫৬॥  
 দেবীমখং নবরাত্রোৎসবাদিকং জ্যোতিষ্টোমাদিকং কোটিহোমাদিকঞ্চ দেবীপ্ৰীত্যর্থং কৃতং  
 দেবীমখশব্দেনোচ্যতে । তং দেবীমখং কৃত্বা শ্রীদেবীভাগবতং শৃণু । অনেন বচনেন নব-  
 রাত্রোৎসবে দেবীভাগবতপারায়ণবিধিঃ প্রদর্শিতঃ । অতোহবশ্যং নবরাত্রচতুর্ষ্টয়ে দেবীভাগ-  
 বতপারায়ণং কর্তব্যং শ্রোতব্যঞ্চ ॥৫৭॥ কিং ফলং তচ্চ বর্ণেনেতি চেৎ সংসারতারিণীমিতি ।  
 কেবলং দেবীভাগবতশ্রবণেনৈব দেবীপ্রসাদে জাতে সংসারানুজ্ঞো ভবতীতি মহাকলঃ  
 শ্রবণেনেতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ অস্মাৎ পুরাণাদধিকং সমং বাস্তবং পুরাণং শ্রোতব্যং নৈব ভুবি  
 বিদ্যতে অস্ত পুরাণস্ত সাম্যাবস্থমায়োপাধিকবুদ্ধপ্রতিপাদকত্বাদিত্যেবাঞ্চ পুরাণানামেকৈক  
 সত্বাদিগুণোপাধিহরিহরবুদ্ধাদিপ্রতিপাদকত্বাৎ । অতএব সাম্যাবস্থমায়োপাধিকবুদ্ধরূপিণ্যাং  
 ভগবত্যা একৈকসত্বাদিগুণোপাধিহরিহরাদ্যপেক্ষয়া সর্বোৎকৃষ্টত্বাদেব দেবীপাদানুজাদৃতে

করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫৫ ॥ সেই মঙ্গলময়ী মহাশক্তি ভক্তিপূর্বক পূজিতা হইলে কুলের  
 বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ও রাজ্যকে সর্বদা স্থস্থিরে রাখেন ; অধিক কি, জীব যাহা অভিলাষ  
 করে তৎসমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ মহারাজ ! তুমি এক্ষণে, বিধিপূর্বক দেবী  
 ভগবতীর পূজাদি উৎসব করিয়া দেবীমাহাত্ম্য-পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত নামে মহাপুরাণ শ্রবণ  
 কর ॥ ৫৭ ॥ রাজন্ ! সংসার-সমুদ্রে, একমাত্র তরণীস্বরূপ পরম-পবিত্রকর অথচ নানারস  
 সমন্বিত এই দিব্য পুরাণকথা আমি নিজেই তোমাকে শ্রবণ করাইব ॥ ৫৮ ॥ মহারাজ !  
 ইহা তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, পৃথিবীতে, এই পুরাণ হইতে অপর কিছুই বিশেষ শ্রোতব্য  
 নাই এবং দেবীপাদপদ্য ব্যতিরেকে অপর কিছুই আরাধ্য নাই ॥ ৫৯ ॥ নৃপবর ! যাহাদিগের  
 প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে দেবী ভগবতী নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন, ইহা লোকে তাহারাই ধন্য  
 এবং তাহারাই ভাগ্যবান ও যথার্থ বুদ্ধিমান ॥ ৬০ ॥ ভারতসত্তম ! এই ভারতবর্ষে অল্প-

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সৰ্ব্বৈ যদারাধনতৎপরাঃ ।

বর্তন্তে সৰ্বদা রাজংস্তাং ন সেবেত কো জনঃ ॥ ৬২ ॥

য ইদং শৃণুয়ামিত্যং সৰ্বান্ কামানবাশুয়াৎ ।

ভগবত্যা সমাখ্যাং বিষ্ণবে যদনুত্তমম্ ॥ ৬৩ ॥

তেন শ্রুতেন তে রাজংশ্চিদ্ভাশান্তিৰ্ভবিষ্যতি ॥

পিতৃণামুদ্যমঃ স্বৰ্গঃ পুরাণশ্রবণাদ্ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
আন্তীকজন্মকথনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ষাণ্ডিন্যাদিকসংখ্যৈঃ পদৈঃ সপ্তশতৈঃ শুভৈঃ । শ্রীমদ্যান্মুখোল্লীতৈর্দ্বিতীয়স্কন্ধ ইরিভঃ ।

আরাধ্যঃ নৈবাস্তি তদেব সৰ্বৈরারাধ্যমিতি ভাবঃ ॥৬২—৬১॥ মনুষ্যৈর্ভগবতী সৰ্বদারাধ্যো-  
ত্যত্র কিং বক্তব্যমিতি কৈমূতিকল্পায়েনাহ ব্রহ্মাদয় ইতি ॥ ৬২ ॥ বিষ্ণবে যদনুত্তমমিতি ।  
পূৰ্ব্বোক্তার্থল্লোকায়কং যদ্বাগবতং সাক্ষাৎভগবত্যা স্বমুখে নৈব বিষ্ণবে উপদিষ্টং যস্মাত্তস্মাদনেন  
সদৃশং মহাকলং কিমন্তং স্তান্ন কিমপীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ যদুক্তং মম চিত্তশান্তির্ন জাতা  
পিতৃণামুদ্যমোহপি ন জাত ইতি তত্রাহ তেন শ্রুতেনেতি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীমচ্ছবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথায়জঃ সুধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবী ভাগবতস্তাস্ত্র ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ যঃ কৃতবাহুভাম্ ॥ ২ ॥

স্কন্ধো দ্বিতীয়স্তস্তাস্ত্র সমাপ্তোহভূচ্ছুভার্থদঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথায়জশ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতবনীলকণ্ঠ-

কৃতে দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে দ্বিতীয়স্কন্ধে

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

পরিগ্রহ করিয়া যে সকল মনুষ্য সেই মহামায়ী অম্বিকাকে আরাধনা করিগ না; এই  
পৃথিবীতে তাহাদিগকেই নিতান্ত হুঃখার্ণবে মগ্ন দেখিতে পাইবেন ॥ ৬১ ॥ দেখুন, ব্রহ্মা  
প্রভৃতি দেবগণও সৰ্বদা ঐহার আরাধনায় তৎপর রহিয়াছেন, তবে এমন কোন্ ব্যক্তি  
আছে যে, তাঁহার আরাধনা করিবে না? ॥ ৬২ ॥ অতএব, সে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ  
নিত্য শ্রবণ করে সে অভিলষিত সমস্ত কামনাই প্রাপ্ত হয়। এই সৰ্বভোম শ্রীমদ্ভাগবত পূৰ্ণ  
ভগবতী স্বয়ং বিষ্ণুকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥ অতএব, মহারাজ! এই ভাগবত  
পুরাণ শ্রবণ করিলেই তোমার চিত্তের শান্তি হইবেক এবং এই শ্রবণকালে তোমার পিতারও  
অক্ষয় স্বৰ্গলাভ হইবেক ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রল্লোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-

ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে আন্তীকজন্মকথন-নামক

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

স্বকৃষ্ণায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

## তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

### প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ভগবন্ ! ভবতা প্রোক্তং যজ্ঞমশ্বাভিধং মহৎ ।

সা কা কথং সমুৎপন্না কুত্র কস্মাচ্চ কিংগুণা ॥ ১ ॥

কীদৃশশ্চ মখস্তৃপ্তাঃ স্বরূপং কীদৃশস্তথা ।

বিধানং বিধিবদ্বৃহি সৰ্ব্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাণ্ডস্ত তথোৎপত্তিং বদ বিস্তরতস্তথা ।

যথোক্তং যাদৃশং ব্রহ্মমখিলং বেৎসি ভূস্বর ! ॥ ৩ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

পাশাকুশবরাভীতিধরাং দেবীং চিদাম্বিকাম্ ।

বন্দ্যে সমন্বহসিতাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যটৈকরূপলোকো নৈভুবনেশ্বরীম্ ।

সম্যক্পৃষ্টবতে রাজ্ঞে নির্ণয়ঃ সম্যগ্চ্যতে ॥

সৰ্বৈর্ভগবত্যেবারাধ্যা পূজ্যা চেতি বাসবাক্যং শ্রুত্বা জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি ভগবন্নতি । যজ্ঞং যজনীয়ং পূজ্যমিত্যর্থঃ । অশ্বাভিধমশ্বাসংজ্ঞকং তদ্ব্যমিত্যর্থঃ । যস্য প্রোক্তং তত্র কা সা অশ্বা কিংস্বরূপা কথং কেন প্রকারেণোৎপন্না কুত্র কস্মিন্ দেশে কালে বা উৎপন্না কস্মাৎ কারণাৎপন্না কিংগুণা কিংগুণবতী সা চ ॥ ১ ॥

তস্তা দেব্যা মথো যজ্ঞো যস্য প্রোক্তঃ স কীদৃশস্তৃপ্ত মখস্ত স্বরূপং কীদৃশং তথা বিধানং চ কীদৃশং তৎ সৰ্ব্বং বিধিবদ্বৃহি যতস্বং সৰ্ব্বজ্ঞোহসি ॥ ২ ॥

যথোক্তং যাদৃশং পৃষ্টং ময়া তৎ সৰ্ব্বং হং বেৎসি ॥ ৩—৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যে, অশ্বা নামক মহাযজ্ঞের কথা বর্ণনা করিলেন, সে অশ্বা কে ? কি নিমিত্ত কোনস্থলে কোন সময়ে কি প্রকারেই বা তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? তাঁহার স্বরূপ কেমন ? আর অর্চনাই বা কি প্রকার ? দয়ানিধান ! এই বিশ্ব-সংসারে এমন কোনও বিষয় নাই বাহা আপনার অবিদিত আছে ; অতএব আপনি কৃপা করিয়া এ বিষয়ের সমস্ত অমুষ্ঠান বিধি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১—২ ॥ এই সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিও বিস্তাররূপে বলিতে হইবে ; ব্রহ্মন্ ! এই ভূলোক মধ্যে আপনি সাক্ষাৎ দেবতা ; অতএব, আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা ত অতি সামান্য কথা ; বর্ত্তত আপনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন ॥ ৩ ॥ হে পরাশর-



ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবা যয়া শ্রুতাঃ ।

সৃষ্টিপালনসংহারকারকাঃ সগুণাস্বামী ॥ ৪ ॥

স্বতন্ত্রাস্তে মহাত্মানঃ পারাশর্য্য ! বদস্ব মে ।

আহোম্বিৎ পরতন্ত্রাস্তে শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫ ॥

মৃত্যুধর্ম্মাশ্চ তে নো বা সচ্চিদানন্দরূপিণঃ ।

আধিভূতাদিভিযুক্তা ন বা দুঃখৈজ্জিধাশ্রয়কৈঃ ॥ ৬ ॥

কালস্য বশগা নো বা তে সুরেন্দ্রা মহাবলাঃ ।

কথং তে বৈ সমুৎপত্তাঃ কস্মাদিতি চ সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

হর্ষশোকযুতাস্তে বৈ নিদ্রালস্যসমম্বিতাঃ ।

সপ্তধাতুময়ান্তেষাং দেহাঃ কিং বহুর্থী যুনে ! ॥ ৮ ॥

কৈর্দ্রব্যৈর্নির্ম্মিতাস্তে বৈ কৈশ্চৈরিন্দ্রিয়ৈস্তথা ।

ভোগশ্চ কীদৃশস্তেষাং প্রমাণমাযুষস্তথা ॥ ৯ ॥

তে কিং স্বতন্ত্রা আহোম্বিৎ পরতন্ত্রা ইত্যপি পারাশর্য্য ! বদ ॥ ৫ ॥

মৃত্যুধর্ম্মা জীবা বা আহোম্বিৎ সচ্চিদানন্দরূপিণস্তে ব্রহ্মাদয়ঃ । তথাধিভৌতিকাধিদৈবিকাধ্যাত্মিকৈজ্জিধাশ্রয়কৈজ্জিবিধৈর্দুঃখৈস্তে যুক্তা অথবা ন যুক্তাঃ ॥ ৬ ॥

ইতি চ সংশয়োহস্মীতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

হর্ষশোকযুতাস্তে সন্তি । কিমন্তথা বেতি পাদত্রয়েণ সংবধ্যতে ॥ ৮ ॥

কুলতিলক গুরো ! আমি শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ঈশ্বরই সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রকৃতির গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত হইলেন ; ইহাতে জিজ্ঞাস্ত এই যে, অসীম প্রভাবশালী সেই মহাত্ম্যত্রয় কি স্বতন্ত্র ? না কি কাহারও অধীনে থাকিয়া কেবল নিজ নিজ নির্দিষ্টকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র ? সম্প্রতি এই বিষয়টী শুনিবার জন্যই আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে ॥৪—৫॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সাধারণ জীবের জায় মর্ত্যধর্ম্মাবলম্বী অথবা সকলেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ? আর এক কথা এই যে, তাঁহারা আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখে সমাক্রান্ত হন কি না ? ফলতঃ সেই দেবত্রয় সর্ব্বসংহারক-কালের অধীন কি না এবং তাঁহাদিগের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল ? এই সমস্ত বিষয়ে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় জন্মিয়াছে । মহর্ষে ! তাঁহারাও কি আমাদের মত হর্ষ শোকের এবং নিদ্রা ও আলস্যের বশীভূত ? আর একটা সন্দেহ এই যে, তাঁহাদিগের দেহ ভূত্বাংসাদি সপ্তধাতুময় অথবা অন্য প্রকার ? ॥ ৬—৮ ॥ যদি তাঁহাদিগের দেহ পঞ্চভূত-জাত না হয়, তবে তাহা কোন উপাদানে নির্ম্মিত ? আর তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলই বা কোন অনির্কচনীয় গুণাশ্রয়ে সৃষ্ট হইল ? যদি অপ্রাকৃত দেহই হয়, তাহা হইলে, সেই

নিবাসস্থানমপোষাং বিভূতিং চ বদস্ব মে ।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ব্রহ্মন্ ! বিস্তরেণ কথামিমাম্ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দুর্গমঃ প্রশ্নভারোহয়ং কৃতো রাজঃস্বয়াধুনা ।

ব্রহ্মাদীনাং সমুৎপত্তিঃ কস্মাদিতি মহামতে ! ॥ ১১ ॥

এতদেব ময়া পূৰ্ব্বং পৃষ্ঠোহসৌ নারদো মুনিঃ ।

বিস্মিতঃ প্রত্যাচাচেমুখিতঃ শৃণু ভূপতে ! ॥ ১২ ॥

কস্মিংশ্চ সময়ে চাহং গঙ্গাতীরে স্থিতং মুনিম্ ।

অপশ্যং নারদং শাস্তং সৰ্ব্বজ্ঞং বেদবিন্ধ্যম্ ॥ ১৩ ॥

কৈর্জ্যৈব্যরিতি । তেবাং দেহাঃ পাঞ্চভৌতিকা উত ন ॥ ৯—১০ ॥

ব্রহ্মাদীনামিতি । ইদমুপলক্ষণং জনমেজয়েন কৃতানাং সৰ্ব্বেষাং প্রশ্নানাম্ ॥ ১১ ॥

এতদেবেতি । নমু জনমেজয়প্রশ্না অন্তবিধাঃ কৃতাঃ ব্যাসস্ত নারদং প্রতি প্রশ্নাবন্ত-  
বিধাঃ সন্তি তৎ কথমুচ্যতে এতদেব ময়েতি চেন্ন । এতদেবেত্যন্তৈত্তৎসদৃশমিত্যর্থঃ । যে  
ত্বয়া প্রশ্নাঃ কৃতাস্তৎসদৃশা এব প্রশ্না ময়া নারদং প্রতি কৃতাস্তেবাং প্রশ্নানাং প্রত্যুত্তরং  
নারদো দত্তবাংস্তেনৈব ত্বংপ্রশ্নানাং সমাধানং ভবিষ্যতি । ন ত্বংপ্রশ্নানাং পৃথক্প্রতিবচনং  
দেয়ং ভবতীতি ভাবঃ । অতএব জনমেজয়েন কৃতপ্রশ্নানাং প্রত্যেকং প্রতিবচনং ব্যাসো  
ন দত্তবানিতি বোধ্যম্ । উখিত আবির্ভূতো মদগ্রে প্রকটীভূতঃ ॥ ১২ ॥

অপ্রাকৃত দেহে বিষয় সন্তোগইবা কি প্রকার ? অপিচ তাদৃশ অলৌকিক দেহের জীবন  
কালই বা কতদিন ? ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! সেই সুরোত্তমজয়ের বাসস্থান কোথায় এবং তাঁহাদিগের  
ঐশ্বর্যশক্তিই বা কিরূপ ? এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্ত আমার স্পৃহা অত্যন্ত বশবতী  
হইয়াছে, আপনি বিস্তার পূৰ্ব্বক উহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১০ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বুঝিলাম, তোমার বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্মত্বের অহুসঙ্কানে  
প্রবৃত্ত হইয়াছে ; কেননা, অদ্য তুমি আমার নিকট ব্রহ্মাদির উৎপত্তি এবং তাঁহারা  
সাধারণ জীবের ন্যায় জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কাল ধর্মের অধীন কি না ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল  
প্রশ্ন করিলে উহার উত্তর প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে ॥ ১১ ॥ পূর্বে কোন সময়ে  
দেবর্ষি নারদ আমার নিকট আবির্ভূত হওয়ায় আমিও তাঁহার কাছে প্রায় তোমারই প্রশ্ন  
সকলের মত কতকগুলি দুর্কোধ্য বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম । দেবর্ষি আমার তাদৃশ প্রশ্ন  
শ্রবণে প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; পরে নিজ অপরিমিত জ্ঞানশক্তিপ্রভাবে  
যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । মহারাজ ! অদ্য আমি তোমার নিকট আমাদিগের  
সেই গুরু শিষ্য সম্মতিত প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ বর্ণন করিব ; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর,  
ইহার দ্বারা তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইবে ॥ ১২ ॥

দৃষ্ট্বাহং মুদিতো গঙ্গা পাদরোরপতম্মুনেঃ ।  
 তেনাজ্জপ্তঃ সমীপেহস্ম সংবিষ্টশ্চ বরাসনে ॥ ১৪ ॥  
 শ্রুত্বা কুশলবার্তাং বৈ তমপৃচ্ছং বিধেঃ স্মৃতম্ ।  
 নিবিষ্টং জাহ্নবীতীরে নির্জনে সূক্ষ্মবালুকে ॥ ১৫ ॥  
 মুনেহতিবিততস্মাস্ত ব্রহ্মাণ্ডস্ত মহামতে ।।  
 কঃ কৰ্ত্তা পরমঃ প্রোক্তস্তস্মৈ ব্রুহি বিধানতঃ ॥ ১৬ ॥  
 কস্মাদেতৎ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডং মুনিসত্তম ।।  
 অনিত্যং বা তথা নিত্যং তদাচক্ষু বিজ্ঞোত্তম ! ॥ ১৭ ॥  
 এককৰ্ত্তৃকমেতদ্বা বহুকৰ্ত্তৃকমশ্চথা ।।  
 অকৰ্ত্তৃকং ন কার্য্যং স্মাদ্বিরোধেহৈয়ং বিভাতি মে ॥ ১৮ ॥  
 ইতি সন্দেহসন্দোহে মগ্নং মাং তারয়াধুনা ।  
 বিকল্পকোটিঃ কুর্ক্বাণং সংসারেহস্মিন্ প্রবিস্তরে ॥ ১৯ ॥

(অহমপি স্বমিব সংশয়াপন্নঃ সন্ পুরা স্বগুরুং দেবর্ষিনারদমপৃচ্ছমিতি বিবক্ষুরাহ কস্মিংশ্চ সময় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইদানীং গুরুদর্শনজমানন্দং সূচয়ন্তাহ দৃষ্ট্বাসিতি ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতমমুহুত্যাং শ্রুত্বা কুশলবার্তানিতি ॥ ১৫ ॥

মুনেহতিবিততস্মৈতি । অতিবিস্তৃতস্ত ব্রহ্মাণ্ডস্ত পরমঃ সর্বোপরিবর্ক্টি এবমুতঃ কৰ্ত্তা কঃ শাস্ত্রেণ প্রোক্ত ইতি বিধানতঃ শাস্ত্রবিধিমমূলজ্ঞ্যা ব্রুহীতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

কস্মাদিতি । এতদ্ব্রহ্মাণ্ডং কস্মাৎ সকাশাৎ সজাতং কিঞ্চ এতন্নিত্যং অবিনশ্বরং বা তদপি ব্রুহীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বিরোধেহয়মিতি । কৃতিজ্ঞত্বাভাবে কার্য্যত্বমেব ন স্মাদিতি বিরোধঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

কোন সময় আমি দেখিলাম, বেদবেত্তাগণের অগ্রগণ্য কালত্রয়দর্শী প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্নারদ জাহ্নবীতটে মৌনাবলম্বনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । গুরুদেব মৌনাবলম্বনে থাকিলে আমি দর্শনমাত্র আনন্দভরে নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলাম ; পরে তাঁহার আদেশক্রমে সমীপস্থ একটি উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম । অনন্তর, সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিপ্রবর গুরুদেবের অপরাপর কুশল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নির্জনে গঙ্গাতীরস্থ সূক্ষ্ম বালুকাময় আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম, ভগবন্ ! এই অতীব বিস্তৃত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় কৰ্ত্তা কে ? আমাকে বর্ণার্থ করিয়া বলুন ॥ ১৩—১৬ ॥ মুনিসত্তম ! এই ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইহা কি নিত্য অবিনশ্বর পদার্থ না অনিত্য ? আর এক কথা এই, ইহার কৰ্ত্তা একটি না বহু ? কলতঃ কৰ্ত্তা অবশ্যই আছে, তাহার কারণ, কৰ্ত্তা না থাকিলে যে, কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ; ইহা বোধ হয় সাধারণেই স্বীকার করিয়া থাকে । গুরুদেব ! এই সুবিস্তীর্ণ সংসার বিষয়ে



ব্রুবন্তি শঙ্করং কেচিন্মত্ৰা কারণকারণম্ ।  
 সদাশিবং মহাদেবং প্রলয়োৎপত্তিবর্জিতম্ ॥ ২০ ॥  
 আত্মারামং সুরেশ্বরং ত্রিগুণং নিৰ্মলং হরম্ ।  
 সংসারতারকং নিত্যং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ২১ ॥  
 অন্তে বিষ্ণুং স্তবস্তোত্র্যনং সর্বেষাং প্রভুমীশ্বরম্ ।  
 পরমাত্মানমব্যক্তং সর্বশক্তিসমম্বিতম্ ॥ ২২ ॥  
 ভুক্তিদং মুক্তিদং শান্তং সর্বাঙ্গং সর্বতোমুখম্ ।  
 ব্যাপকং বিশ্বশরণমনাদিনিধনং হরম্ ॥ ২৩ ॥  
 ধাতারঞ্চ তথা স্তোত্রে ব্রুবন্তি সৃষ্টিকারণম্ ।  
 তমেব সর্ববেত্তারং সর্বভূতপ্রবর্তকম্ ॥ ২৪ ॥  
 চতুর্মুখং সুরেশানং নাতিপদ্মভবং বিভূম্ ।  
 অক্ষরং সর্বলোকানাং সত্যলোকনিবাসিনম্ ॥ ২৫ ॥

বা বিকল্পকোটীস্ত। অহমুক্তবানিত্যাহ । ব্রুবন্তি শঙ্করমিতি ॥ ২০ ॥

( তন্ত্বেশ্বরত্বে হেতুং বর্ণয়গ্নাহায়াস্মিতি ॥ ২১ ॥

অন্তে বিষ্ণুমিতি স্তোত্র্যাং প্রতিপাদয়তি বিষ্ণোরীশ্বরত্বমিতি শেবঃ ॥ ২২—২৩ ॥

ধাতারমিতি স্তোত্র্যাম্ ॥ ২৪—২৫ ॥

যে সমস্ত কুট সংশয় ছিল সে সমস্তই প্রকাশ করিলাম ; এক্ষণে কৃপা বিতরণ পূর্বক এই  
 সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে ভীষণ সন্দেহ-সাগরে নিমগ্নপ্রায় শিষ্যকে ত্রাণ করুন ॥১৭-১৯॥  
 এ বিষয়ে আর এক আশ্চর্য্য দেখুন, কতকগুলি পণ্ডিত শঙ্করকেই সর্বকারণ-কারণ  
 পরমেশ্বর মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, সেই সর্বদেবেশ্বর প্রভু মহাদেবই জীব-নিষ্ঠারের  
 হেতুভূত ; তিনিই উৎপত্তি-প্রলয় বর্জিত সদা মঙ্গলময় আত্মারাম ও গুণত্রয়ের নিয়ন্তা। সর্ব-  
 পাপবিরহিত ভক্তজনের পাপহারী সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ ॥ ২০—২১ ॥  
 আবার কোন কোন পণ্ডিতেরা বিষ্ণুকেই সর্বেশ্বর ভাবিয়া এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন  
 যে, তিনিই সর্বশক্তিমান্ পরমাত্মা সকলের প্রভু ও আদ্যপুরুষ ; সেই হারই জগদ্ব্যবস্থা-বিব-  
 র্জিত বিশ্বজীবের তারণকর্তা সর্বব্যাপী সর্বতোমুখ ভক্তজনের ভোগমুক্তিদাতা ॥২২—২৩॥  
 কেহ কেহ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেই সর্বকারণরূপ ঈশ্বর ভাবিয়া এইমত বলেন যে, তিনিই  
 সমস্ত সৃষ্টির কারণ ; সুতরাং তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্তা, সর্বভূতের প্রবর্তক  
 সর্বজ্ঞ । ব্রহ্মাই পরম কারণ স্বরূপ কোন অনির্কচনীয় অব্যক্ত অনন্ত শক্তির নাতিপদ্ম  
 হইতে আবির্ভূত ; অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার পিতা মাতা নাই । বিশেষতঃ তাঁহার বসতি  
 সর্বলোকোপরি সত্যলোকে ; অতএব তিনিই লোক সমূহের উৎপাদয়িতা এবং সমস্ত

দিনেশং প্রবদন্ত্যন্তে সর্বেশং বেদবাদিনঃ ।  
 স্তুবন্তি চৈব গায়ন্তি সায়ম্প্রাতরতস্মিতাঃ ॥ ২৬ ॥  
 যজন্তি চ তথা যজ্ঞে বাসবঞ্চ শতক্রতুম্ ।  
 সহস্রাক্ষং দেবদেবং সর্বেষাং প্রভুমুদ্রণম্ ॥ ২৭ ॥  
 যজ্ঞাধীশং সুরাধীশং ত্রিলোকেশং শচীপতিম্ ।  
 যজ্ঞানাক্ষৈব ভোক্তারং সোমপং সোমপপ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥  
 বরুণঞ্চ তথা সোমং পাবকং পবনন্তথা ।  
 যমং কুবেরং ধনদং গণাধীশং তথা পুরে ॥ ২৯ ॥  
 হেরম্বং গজবক্রঞ্চ সর্বকার্যপ্রসাধকম্ ।  
 স্মরণাং সিদ্ধিদং কার্যকামদং কামগং পরম্ ॥ ৩০ ॥  
 ভবানীং কেচনাচার্যাঃ প্রবদন্ত্যখিলার্থদাম্ ।  
 আদিমায়াং মহাশক্তিং প্রকৃতিং পুরুষানুগাম্ ॥ ৩১ ॥

দিনেশমিতি । অতস্মিতা আলস্তাদিবর্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥

শতক্রতুং শতাশ্বমেধবাজিনং বাসবমিহম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

ভিন্নরুচিভ্যাং হুর্জগসাধকৈঃ পরমেশ্বরবিভূতিক্রপা বরুণাদয়োদিগীশা অপীজ্যন্তে অত  
 আহ বরুণমিতিব্রাত্যাম্ ॥ ২৬—৩০ ॥

দেবগণেরও ঈশ্বর ॥ ২৪—২৫ ॥ আবার অপর বেদবাদী পণ্ডিতগণ দিনপতিকেই সর্বেশ্বর  
 বলিয়া কীর্তন করেন ; অতএব তাঁহারা সায়ং সন্ধ্যা ও প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে অতস্মিতভাবে  
 বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্বক তাঁহারই স্তুতি গান করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ কোন কোন  
 ঋষি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্বক দেবরাজ বাসবের অর্চনা করেন । তাঁহারা এই কথা বলেন  
 যে, ইহাই সমস্ত দেবগণের দেবতাস্বরূপ ; তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সকল  
 জীবের নিগ্রহাত্মক হে সমর্থ । তিনিই সর্ভাপেক্ষা সমধিক পরাক্রান্ত ; তিনি সহস্র লোচন,  
 সমস্ত দেবের অধীশ্বর ; অতএব সেই শচীপতিই এই লোকত্রয়ের নিয়ন্তা ও সর্ব যজ্ঞের  
 আরাধ্য ঈশ্বর । তিনি স্বয়ং সোমপানে নিরত এবং সোমপায়িগণই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ;  
 হুতরাং তিনিই একমাত্র যজ্ঞভোক্তা ॥ ২৭—২৮ ॥ এইরূপে মানবগণ নিজ নিজ অভিরুচি  
 অনুসারে কেহ বরুণ, কেহ সোম, কেহ হুতাশন, কেহ পবন, কেহ যম, কেহ বা সর্বধনের  
 অধীশ্বর কুবেরের, কোন কোন মহাত্মা যিনি স্তুতিমাত্রে সমস্ত কার্যের সিদ্ধি প্রদান করেন  
 এবং যিনি স্বয়ং সর্বকামনার পরপারগত হইয়াও ভক্তজনের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া  
 থাকেন সেই সর্বকার্যপ্রসাধক গজেন্দ্রবদন গণপতির আরাধনায় নিরত হইলেন ॥ ২৯—৩০ ॥  
 পবন, কতকগুলি জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন আচার্যা এইরূপ বলেন যে, যিনি পরব্রহ্মের সহিত

ব্রহ্মৈকতাসমাপরাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।

মাতরং সর্বভূতানাং দেবতানাং তথৈব চ ॥ ৩২ ॥

অনাদিনিধনাং পূর্ণাং ব্যাপিকাং সর্বজন্তুযু ।

ঈশ্বরীং সর্বলোকানাং নিগুণাং সগুণাং শিবাম্ ॥ ৩৩ ॥

বৈষ্ণবীং শাক্তরীং ব্রাহ্মীং বাসবীং বারুণীন্তথু ।

বারাহীং নারসিংহীঞ্চ মহালক্ষ্মীং তথাস্তুতাম্ ॥ ৩৪ ॥

বেদমাতরমেকাঞ্চ বিদ্যাং ভবতরোঃ স্থিরাম্ ।

সর্বভূঃখনিহন্ত্রীঞ্চ স্মরণাং সর্বকামদাম্ ॥ ৩৫ ॥

মোক্শদাঞ্চ মুখ্যকৃণাং কামদাঞ্চ ফলার্থিনাম্ ।

ত্রিগুণাতীতরূপাঞ্চ গুণবিস্তারিকারকাম্ ॥ ৩৬ ॥

নিগুণাং সগুণাং তস্মাত্তাং ধ্যায়ন্তি ফলার্থিনঃ ।

নিরঞ্জনং নিরাকারং নির্লেপং নিগুণং কিল ॥ ৩৭ ॥

ইদানীং আদ্যাশক্বের্মহাদেব্যা ভগবত্যা এব বড়্ভিঃ শ্লোকৈর্বৈষ্ণব্যাদিব্যাষ্টিকপৈস্তথা  
গায়ত্রবলিতপরব্রহ্মাঙ্কসমষ্টিরূপেণ সর্বগুণোপাধিবর্জিতসচ্চিদ্রূপরূপেণ চ সর্বৈশ্বর্য-  
শক্তিমন্তঃ সিতরাং সর্বতোমুখপ্রভুত্বং সর্বারাধ্যত্বং চ প্রতিপাদয়ন্তী ভবানীতি । কেচন  
অতিবিরলাস্তে যে আচার্য্য ভবানীং অধিলার্থদাং প্রবদন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

অভিন্নরূপিণী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপা, দেবতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের  
জননী, জন্মমৃত্যু বিরহিতা এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপিয়া সর্বপ্রাণীতে  
অবস্থিতি করিতেছেন সেই সগুণ নিগুণরূপা পরম-মঙ্গলময়ী সর্বলোকেশ্বরী মহাশক্তি আদি  
মায়া ভবদারাই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি অধিলার্থের প্রদাত্রী, অতএব তিনিই সর্বতো-  
ভাবে সর্ব জীবের আরাধ্যা ॥ ৩১—৩৩ ॥ সেই মহাশক্তিই বৈষ্ণবী, শাক্তমোহিনী বাসবী,  
বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, মহালক্ষ্মী ও অদ্বিতীয়া বেদমাতা প্রভৃতি অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন ;  
বস্তুত সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণীই যে, এই ভবসংসার-মহীকূলের একমাত্র নিশ্চল মূলস্বরূপা  
তাহাতে আর সংশয় নাই। তিনি স্মরণমাত্রেরেই ভক্তজনের অনন্ত হৃৎখ রাশি ধ্বংস করিয়া  
সর্ব কামনা পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পরন্তু, যাহাদিগের অন্তরে ইহলোকে পার্থক্য  
বিষয় ভোগ আর পরলোকে স্বর্গভোগাদি ভুরি ভুরি বাসনা সকল জাজ্বল্যমানরূপে নিহিত  
থাকে, তিনি তাদৃশ হৃৎখল প্রকৃতি সকাম-সাধকদিগকেই কেবল ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য ফল দিয়া  
ভুলাইয়া রাখেন ; আর নিকামান্তঃকরণ প্রবলাধিকারী মুমুকুদিগকে একমাত্র সচ্চিদ্রূপ  
স্বরূপ অক্ষর মোক্ষতত্ত্বই প্রদান করিয়া থাকেন । আর এক কথা এই, তিনি স্বয়ং  
ত্রিগুণের অতীত হইয়াও নিজপ্রভাবে বারংবার এই গুণময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার  
করেন ; সেই জন্ত নিকাম যোগেন্দ্র পুরুষেরাই কেবল তাঁহার সেই গুণোপাধিবর্জিত কৈবল্য-



অরূপং ব্যাপকং ব্রহ্ম প্রবদন্তি মুনীশ্বরঃ ।  
 বেদোপনিষদি প্রোক্তিস্তেজোময় ইতি কচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রনয়নস্তথা ।  
 সহস্রকরকর্ণশ্চ সহস্রাশ্রঃ সহস্রপাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 বিষ্ণোঃ পাদমথাকাশং পরমং সমুদাহৃতম্ ।  
 বিরাজং বিরজং শান্তং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪০ ॥  
 পুরুষোত্তমং তথা চাত্তে প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ।  
 নৈকোপীতি বদন্ত্যন্তে প্রভুরীশঃ কদাচন ॥ ৪১ ॥  
 অনীশ্বরমিদং সর্বং ব্রহ্মাণুমিতি কোহু ।  
 ন কদাপীশজন্তং যজ্জগদেতদচিস্তিতম্ ॥ ৪২ ॥

বেদান্তমতমাহ । নিরঞ্জনমিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

বিরাট্‌স্বরূপবাদিমতমাহ । সহস্রশীর্ষেতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

অনেকেশ্বরবাদিমতমাহ । নৈকোপীতি গৃহপ্রাসাদাদিবিচিত্রং কার্যামনেকভূকং দৃষ্টং তপেদং জগৎ কার্যামপ্যনেকভূকমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অনীশ্বরং স্বভাবাদেবেদং জগদ্বভূদিত্তি কেষাকিল্মতমাহ । অনীশ্বরমিতি তন্মতসাধক-  
 মাহ । ন কদাপীশজন্তমিতি । যদীদং জগদীশজন্তং শ্রীমদ্ভগবদচিস্তিতমনির্কচনীয়াং কিমিতি  
 শ্রীমদ্বি কুলালকর্তৃকো ঘটোহনির্কচনীয়োহস্তি তন্মাদচিস্তিতত্বাদনির্কচনীয়াত্বাৎ স্বভাবাদেব  
 জন্তং নদীশজন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ভাবের ধ্যানে নিরত থাকেন । ফলতঃ কৰ্মফলাসক্ত সকামীরাই তাঁহার কার্যাময় হুগ মূর্তি  
 সকলের ভাবনা করে । পরন্তু, বেদান্ততত্ত্বাভিজ্ঞ পরমজ্ঞানী মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে নির্কিকার  
 নিরাকার নিরঞ্জন সমস্ত রূপ ও গুণাদিধর্মবর্জিত সর্বব্যাপক পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন;  
 আবার বেদ ও উপনিষদ্ সকলের মধ্যে কোন কোন স্থলে তিনি শুদ্ধ তেজোময় রূপেই  
 পরিণীত হইয়াছেন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ অপিচ কোন কোন মনীষী পুরুষেরা তাঁহাকে অনন্ত মস্তক  
 অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত শ্রুতি, অনন্তবন্দন, অনন্ত পদ, সর্ষপাপ-পরিশৃঙ্খ বিরাটপুরুষ বলিয়া কীর্তন  
 করেন । তাঁহারা আকাশকেই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯—৪০ ॥  
 অপরাপর পুরাণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণনা করেন । কতক-  
 গুলি হুগদর্শী অজ্ঞ এইরূপ বলে যে, এতাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি কখনও একটা মাত্র  
 ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন ? (বস্তুতঃ গৃহ অট্টালিকাদি নির্মাণের জ্ঞান ইহাতেও অনেকগুলি  
 কর্তা আছেন ॥ ৪১ ॥) আবার কতকগুলা নিরীশ্বরবাদী ভ্রাতৃগণ শাবণ এই কথা বলে যে,  
 বুদ্ধির অগম্য এই অচিস্তিত অনন্ত জগৎ যে, কোথাকার একজন ঈশ্বর আশ্রিয়া সৃষ্টি  
 করিয়াছেন, এরূপ অসম্ভাবিত কখনই হইতে পারে না ; ফলতঃ এ ব্রহ্মাণ্ডের নির্দিষ্টকর্তা

সদৈবেদমনীশঞ্চ স্বভাবোথং সদেদৃশম্ ।

অকর্তাসৌ পুমান্ প্রোক্তঃ প্রকৃতিস্ত তথা চ সা ॥ ৪৩ ॥

এবং বদন্তি সাংখ্যাশ্চ যুনয়ঃ কপিলাদয়ঃ ।

এতে সন্দেহসন্দোহাঃ প্রভবন্তি তথাপরে ॥ ৪৪ ॥

বিকল্পোপহতং চেতঃ কিং করোমি মুনীশ্বর ! ।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিবক্ষায়াং ন মনো মে স্থিরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

কো ধর্ম্মঃ কীদৃশো ধর্ম্মশ্চিহ্নং নৈবোপলভ্যতে ।

দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্নঃ সত্যধর্ম্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

পীড়্যন্তে দানবৈ পাঁপৈঃ কুত্র ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ ।

ধর্ম্মস্থিতাঃ সদাচার্যঃ পাণ্ডবা মম বংশজাঃ ॥ ৪৭ ॥

সাধ্যামতম্ভ্রাহ । অকর্তেতি । তথাচ সেতি । কর্তৃত্বার্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

যত্র কল্যাণং তিষ্ঠতীতি ধর্ম্মস্ত কল্যাণং চিহ্নং জ্ঞেয়মিতি চেত্তত্রাহ দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্ন ইতি ॥ ৪৬ ॥

ধর্ম্মিষ্ঠানাং দেবানাং মম বংশজানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠত্বপাকল্যাণোপহতত্বাদ্যত্র কল্যাণং তত্র ধর্ম্মস্তিষ্ঠতীত্যত্র ব্যাপ্ত্যভাবান্ন ধর্ম্মচিহ্নং জ্ঞাতুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

কেহই নহে ॥ ৪২ ॥ কর্তা না থাকিলেও এই জগৎ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া অনাদিকাল হইতে এক মাত্র স্বভাব দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে । আবার সাধ্যামতালম্বীরা বলেন যে, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও জগতের প্রতি তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই ; অতএব সেই একমাত্র ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদনকর্ত্রী ॥ ৪৩ ॥

প্রভো ! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগেরও পরমারাধ্য, এই জন্ত আপনার নিকট সাধ্যাচার্য্য মহামুনি কপিল ও তাঁহার শিষ্য পরম্পরার উক্তি এবং অপরাপর বাদীদিগেরও মত সকল ব্যক্ত করিলাম ; আমার অন্তরে সর্বদাই এই সমস্ত নানাপ্রকার সন্দেহ রাশি সমুদিত হইতেছে । অধিক কি এই সমস্ত সংশয়জালে জড়িত হইয়া আমার চিত্ত এতদূর উপহত হইয়াছে যে, আমি এ বিষয়ে কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না ; বস্তুত ধর্ম্মা-ধর্ম্মবিবক্ষা বিষয়ে আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ধর্ম্ম কি আর অধর্ম্মই বা কি তাহার কোন লক্ষণেরই উপলব্ধি হয় না ; কেননা, দেখুন, দেবগণ সকলেই সত্ত্বগুণে সমুৎপন্ন এবং সর্বদাই সত্যধর্ম্মে নিরত ; তথাপি পাপাত্মা দুর্বৃত্ত দানবগণ কর্তৃক প্রায়ই মধ্যে মধ্যে প্রপীড়িত হইয়া থাকেন ; ইহাতে কি করিয়া ধর্ম্মের স্থায়িত্ব বিশ্বাস করিব ? আরও একটা দেখুন, আমার পূর্বপুরুষ সদাচারসম্পন্ন মহাত্মা পাণ্ডবেরা নিরত ধর্ম্মপথে থাকিয়াও অশেষ-ক্লেশরাশি ভোগ করিয়াছেন, এমন স্থলে ধর্ম্মের কি মর্যাদা রহিল ? অতএব হে গুরো ! এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমার মন সংশয় হইবে

দুঃখং বহুবিধং প্রাপ্তাস্তত্র ধর্মস্য কা স্থিতিঃ ।

অতো মে হৃদয়ং তাত ! বেপতেহতীবসংশয়ে ॥ ৪৮ ॥

কুরু মেহসংশয়ক্ষেতঃ সমর্থোহসি মহামুনে ! ।

ত্রাহি সংসারবার্দ্ধক্যং জ্ঞানপোতেন মাং মুনে ! ॥ ৪৯ ॥

মজ্জন্তুং চোৎপতন্তুঞ্চ ময়ং মোহকুলাবিলে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিাদশসাহস্রাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

জনমেজয়প্রশ্নে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দুঃখং বহুবিধমিতি । ধর্মপরায়ণা अपि मम वंशजाः पातुवा दुःखं प्राप्तान्চেत्तत्र धर्मस्य स्थितिः मर्यादा का अतो हृदयं मे वेपते कम्पः एतद्धर्मगतिकं समालोच्येति भावः ॥ ४८—५० ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত কল্পিত হইতেছে ॥ ৪৬—৪৮ ॥ প্রভো ! আপনি মননশীল (ধ্যাননিষ্ঠ) ঋষিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, আপনার কিছুই অসাধ্য নাই ; অতএব আমার মনের সংশয় বিদূরিত করুন । গুরুদেব ! আমি এই মোহনলিল কলুবময় অজ্ঞান হ্রদে নিরন্তর উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছি ; দয়াময় ! কৃপাবিতরণ পূর্বক বিজ্ঞানতরণী দানে আমার এই ভীষণ সংসার বারিধি হইতে পরিত্ৰাণ করুন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক

মহাপুরাণ শ্রীদেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্ন

নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

ব্যাস উবাচ ।

যদ্বয়া চ মহাবাহো ! পৃষ্ঠোহহং কুরুসত্তম ! ।  
তান্ প্রশ্নান্নারদঃ প্রাহ ময়া পৃষ্ঠো মুনীশ্বরঃ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ ।

ব্যাস ! কিংতে ব্রুবীম্যদ্য পুরায়ং সংশয়ো মম ।  
উৎপন্নো হৃদয়েহিত্যর্থং সন্দেহাসারপীড়িতঃ ॥ ২ ॥  
গত্বাহং পিতরং স্থানে ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ।  
অপৃচ্ছং যদ্বয়া পৃষ্ঠং ব্যাসাদ্য প্রশ্নমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

চত্বারিংশচ্ছ্লোকবর্ষেয্যর্কলোকাবিকৈরথ ।

বিমানেন গতিব্রহ্মাদীনামিহ তু কথ্যতে ।

যদ্বয়েতি । হে মহাবাহো ! যদ্বয়াহং পৃষ্ঠো যান্ যান্ প্রশ্নান্ ত্বং মাং প্রত্যকার্ষীস্তান্ সর্ক্সা  
প্রশ্নান্ মুনীশ্বরো নারদো ময়া পৃষ্ঠো নারদস্ততি তান্ সর্ক্সান্ প্রশ্নান্ ত্বাং চ প্রশ্নান্ কৃতবানি  
তার্থঃ । অত্র ব্যাস উবাচেত্যত উত্তরং যদ্বয়া চেত্যতঃ পূর্বমেকাদশশ্লোকা দাক্ষিণাত্যপাঠে  
সম্ভি পরস্ত সোহপপাঠঃ । সঙ্গত্যগ্রহাৎপুনরুক্তিদোষাচ্চ গোড়পাঠে প্রাচীনপুস্তকেষু চ তেষ  
মন্তপলস্তাচ্চ ॥ ১ ॥

ততস্তত্ত্বং নারদঃ কিমুবাচ তদাহ । ব্যাস কিংস্তে ইতি । সন্দেহাসারেণ সন্দেহধার  
সম্পাতেন ॥ ২ ॥

অদ্য যদ্বয়া পৃষ্ঠং প্রশ্নমপৃচ্ছমিত্যশ্বয়ঃ । অদ্য যদ্বয়াপৃষ্ঠঃ প্রশ্নস্তথাবিধমন্ত্যং প্রশ্নং ব্রহ্মা  
প্রত্যহকৃতবাংস্তংপ্রভূত্তরং যদেব ব্রহ্মা প্রাহ তদেব ত্বংপ্রশ্নানাং প্রতিবচনং ভবিষ্যতীতি  
ভাবঃ ॥ ৩ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, হে মহাবাহো কুরুসত্তম ! তুমি আমার যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্বে  
আমিও এইমত প্রশ্ন করায় মুনীশ্বর দেবর্ষি নারদ যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন বলিতেছি  
প্রবণ কর ॥ ১ ॥ নারদ কহিলেন, বেদব্যাস ! পূর্বে যখন, আমারই অন্তরে এইরূপ প্রভূ  
দংশয়জাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমার আর কি বলিব। বস্তুত এক্ষণে, তুমি  
আমার নিকট যে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, পূর্বে আমিও এইরূপ ধারারাহিক সন্দেহ  
তারে আক্রান্ত-হৃদয় হইয়া নিজ পিতা অসীম-প্রভাব প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যাইয়  
প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ( তৎকালে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল বলিতেছি প্রব  
ণ কর ॥ ২—৩ ॥ )

পিতঃ কুতঃ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিভো ! ।  
 ভবৎকৃতেন বা সম্যক্ কিং বা বিষ্ণুকৃতং হ্রিদম্ ॥ ৪ ॥  
 রুদ্রকৃতং বা বিশ্বাত্মন ! ব্রুহি সত্যং জগৎপতে ! ।  
 আরাধনীয়ঃ কঃ কামং সর্বোৎকৃষ্টে কঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥  
 তৎ সর্বং বদ মে ব্রহ্মন্ ! সন্দেহাংশ্চিহ্নি চানঘ ! ।  
 নিমগ্নো হ্যস্মি সংসারে দুঃখরূপেহনৃতোপমে ॥ ৬ ॥  
 সন্দেহান্দোলিতং চেতো ন প্রশাম্যতি কুত্রচিৎ ।  
 ন তীর্থেষু ন দেবেষু সাধনেষ্বিতরেষু চ ॥ ৭ ॥  
 অবিজ্ঞায় পরং তত্ত্বং কুতঃ শান্তিঃ পরন্তপ ! ।  
 বিকীর্ণং বহুধা চিত্তং নৈকত্র স্থিরতাং ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥  
 কং স্মরামি যজে কং বা কং ব্রজাম্যর্চয়ামি কম্ ।  
 স্তোমি কং নাভিজানামি দেবং সর্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

ভবৎকৃতেন ভবদ্বাপাবেণেত্যর্থঃ । অশ্রোতৃপন্নমিতি শেবঃ ॥ ৪ ॥

আরাধনীয়ঃ পূজ্যঃ সর্বদেবেষুৎকৃষ্টেঃ সর্বোৎকৃষ্টে কঃ ॥ ৫—৬ ॥

(সংশয়ক্লিষ্টাত্মানঃ খেদং বিজ্ঞাপয়ন্তীতি তৎসর্বমিতি । অনৃতোপমে ইন্দ্রজালবদলীকে  
সংসারে ইত্যর্থঃ । ইতরেষু কেষপি চেতো ন প্রশাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অশান্তিহেতুমাহাবিজ্ঞায়ৈতি ॥ ৮ ॥

অজ্ঞানলক্ষণং নির্দিশন্তীতি কং স্মরামীতি ॥ ৯ ॥

পিতঃ ! আপনি বিশ্বব্যাপক ; আপনিই সমস্ত জগতের অধীশ্বর । এইজন্ত আপনাব  
নিকট একটা প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দানে কৃতার্থ করুন ! এই অখিল সংসারের সৃষ্টি কি  
আপনিই সমগ্ররূপে করিয়াছেন ? অথবা বিষ্ণু বা মহাদেব করিয়াছেন ? ঈদৃশ, অখিল  
ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ফলকথা এই যে, এই জগতের মধ্যে সর্বারাধ্য কে ?  
সর্বতোমুখী প্রভুতা কাহার হস্তে ? ॥ ৪—৫ ॥

ব্রহ্মন্ ! আমি মিথ্যাময় দুঃখজালজড়িত সংসার-সাগরে ক্রমশ নিমগ্ন হইতেছি ; আমার  
চিত্ত নিরন্তর সন্দেহ তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে ; সেইজন্ত সে, সাধন বা কোন তীর্থে কি  
কোন দেবতায় বা অপর কোন বিষয়ে কিছুতেই প্রশান্ত হইতেছে না ; অতএব, আপনিই  
এই বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৬—৭ ॥

প্রভো ! কামক্রোধাদি শত্রুগণ সমস্তই আপনার করায়ত্ত স্মৃতরাং জগতের কোন তবই  
আপনার অবিদিত নাই । বলতঃ যে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরমতব  
জানিতে পারে নাই, তাহার আর শান্তি কোথায় ? অনন্ত বিষয়ব্যাপারে বিক্লিষ্টচিত্ত কি  
— — — — — শান্তি লাভ করিতে পারে ? ॥ ৮ ॥ এই জগতে বাহ্যের ঈশ্বর বলিয়া বিজ্ঞত তাহা

ততো মাং প্রত্যাচেষদং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

ময়া সত্যবতীসুনো ! কৃতং প্রপ্নে হুতস্তরে ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কিং ব্রবীমি হুতাদ্যাং হুত্বর্কোদং প্রপ্নমুত্তমম্ ।

ত্বয়াশক্যং মহাভাগ ! বিষ্ণোরপি স্থনিশ্চয়াৎ ॥ ১১ ॥

রাগী কোহপি ন জানাতি সংসারেহস্মিন্মহামতে ! ।

বিরক্তশ্চ বিজানাতি নিরীহো যো বিমৎসরঃ ॥ ১২ ॥

একার্ণবে পুরা জাতে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।

ভূতমাত্রৈঃ সমুৎপন্নৈ সপ্তজ্জৈ কমলাদহম্ ॥ ১৩ ॥

ততো মামিতি । ততঃ মদীয়সংশয়মূলকপ্রশ্নানাকর্ণোত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥) হে সূত ! ত্বয়া কৃতং হুত্বর্কোদং প্রপ্নং কিং ব্রবীমি বিষ্ণোরপি নিশ্চয়াৎ কুমশক্যং ভবতীত্যমরঃ ॥ ১১ ॥

এতচ্ছ জ্ঞাতা রাগী বহিমুখঃ কোহপি নাস্তি কিঞ্চ যোহস্তমুখো জ্ঞানী স এব জানাতি । তথাচ ঋতিঃ তে ধ্যানযোগাভ্যুগতা অপশ্যন্ দেবায়শক্তিঃ স্বপুণৈর্নিগূঢ়ামিতি ॥ ১২ ॥

তত্র বিষ্ণুাদিভিরপ্যজ্ঞেয়ত্বৈ পূর্বকথামাহ । একার্ণবে ইতি । নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে সতি প্রলয়কালেহনস্তরমাশ্রয় আকাশঃ সূত্ব ইত্যেবংরীত্যা ভূতমাত্রৈ পঞ্চমহাভূতমাত্রৈঃ সপ্ত-পদার্থরহিতে উৎপন্নৈ সতি তদানীমহং কমলাজ্জৈ উৎপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

দিগের সর্বোপরি পরমেশ্বর কে? তাহা অদ্যাপি বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম না; অতএব, আমি যে সর্বস্বার্থ জ্ঞানে কাহার নিকটে বাইয়া কাহাকে শ্রবণ করিব বা কাহার অর্চনা করিবা কাহার স্তুতিপাঠে নিরত হইব, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৯ ॥ হে সত্যবতীতনয়! আমি এইরূপ নিতান্ত হস্ত-বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা বাহা উত্তর করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, পুত্র! অদ্য তুমি আমার নিকটে যে প্রকার হুত্বর্কোদ উৎকট বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর আমি কি করিব? বোধ হয় ভগবান্ বিষ্ণুও এ বিষয় নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ১১ ॥ হে মহামতে! তুমি ইহা স্থির জানিও যে, এই অখিল সংসার মধ্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তি মাত্রেই ইহা অবগত নহে; তবে, যাহারা সমস্ত বিষয়ে একেবারে বিরত হইয়াছেন, তাদৃশ নির্বাসন নিরীহ মহাত্মাদিগের কিছুই অবিদিত নাই ॥ ১২ ॥ পূর্বে (দৈনন্দিন-প্রলয়ে) এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের বস্তুজাত প্রকৃতিগর্ভে বিলীন হইলে পর, সেই একার্ণব সময়ে (পুনঃ সৃষ্টির উপক্রমে) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতমাত্র উৎপন্ন হইলে, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিসরোজ হইতে আবির্ভূত হইলাম ॥ ১৩ ॥ তৎকালে আমি, চক্ষু কি স্বর্য বা বৃক্ষ পর্বতাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না; চতুর্দিক শূন্য দেখিয়া অগত্যা সেই নাভিপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৪ ॥



নাপশ্যং তরুণিং সোমং ন বৃক্ষান চ পৰ্য্যতান্ ।  
 কর্ণিকায়াম্ সমাবিক্ৰিশ্চিত্তামকরবং তদা ॥ ১৪ ॥  
 কস্মাদহং সমুদ্ভূতঃ সলিলেহস্মিন্মহার্ণবে ।  
 কো মে ভ্রাতা প্রভুঃ কৰ্ত্তা সংহৰ্ত্তা বা যুগাত্যয়ে ॥ ১৫ ॥  
 ন চ ভূৰ্ব্বিদ্যতে স্পষ্টা যদাধারং জলস্থিদম্ ।  
 পঙ্কজং কথমুৎপন্নং প্রসিক্কং রুঢ়িযোগয়োঃ ॥ ১৬ ॥  
 পশ্চাম্যদ্যাস্ত পঙ্কং তং মূলং বৈ পঙ্কজস্য চ ।  
 ভবিষ্যতি ধরা তত্র মূলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥  
 উত্তরন্ সলিলে তত্র যাবদ্বর্ষসহস্রকম্ ।  
 অশ্বেষমাণো ধরণীং নাবাপং তং বদী তদা ॥ ১৮ ॥  
 তপস্তপেতি চাকাশে বাগভূদশরীরিণী ।  
 ততো ময়া তপস্তপ্তং পদ্মে বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৯ ॥

( তরুণিং সূর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

কস্মাদিতি । যুগাত্যয়ে প্রলয়কালে ॥ ১৫ ॥ )

পঙ্কজং হি পঙ্কজাতম্ । পঙ্কজত্ব নাস্তি ততঃ পঙ্কজং কথমুৎপন্নম্ ॥ ১৬ ॥

মা দৃষ্টতামত্র পঙ্কজথাপি কার্ষ্যেণ পঙ্কজেন কারণস্ত পঙ্কজানুমানাদন্তোব । স কূট-  
 চিদিতি নিশ্চিত্য তং পঙ্কং পশ্চামীতি নিশ্চয়ং কৃতবানিত্যাহ । পশ্চামীতি । পঙ্কজাপি  
 ধরা মূলং নাপি তত্র স্তাদিতি পঙ্কজেষণেন ধরাপি প্রাপ্তা ভবেদिति ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

নাবাপং তাং ধরণীং তং পঙ্কজং নাবাপং ন প্রাপ্তবানহম্ ॥ ১৮ ॥

এই জলময় মহার্ণব মধ্যে আমি কোথা হইতে কিজন্তাই বা উৎপন্ন হইলাম ? কে আমার  
 সৃষ্টি করিল ? এই বিবম সঙ্কটস্থলে কে আমার রক্ষা করিবে ? আমার নিয়ন্তাই বা কে ?  
 আর যুগান্তসময়ে আমার সংহারকর্ত্তাই বা কে ? ॥ ১৫ ॥ ( বস্তু মাজেই ত আধারে  
 অবস্থিত ) কিন্তু এস্থলে যদি কোনও আধারভূমিই বিদ্যমান নাই ; তবে, এই অগাধ  
 জলরাশি কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ? আর এক কথা এই যে, পঙ্কে জন্ম হেতুই  
 পঙ্কজ এই শব্দটী যোগরূঢ়শব্দ বলিয়া প্রসিক্ক । যদি সেই পঙ্কজরী আধারভূমি না  
 থাকে, তাহা হইলে, এই পঙ্কজটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? ॥ ১৬ ॥

একণে, আমি এই পঙ্কজের মূলরূপ পঙ্ককে দেখিতে চেষ্টা করি, কেননা, পঙ্ক দেখিতে  
 পাইলেই পঙ্কের আধার স্বরূপ ভূমিও যে পাওয়া যাইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥  
 আমি এইরূপ ভাবিয়া সেই যুগান্তকালের অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র  
 বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন পঙ্কজের মূলভূত পঙ্ক বা পঙ্কের আধাররূপ ভূতাপ কিছুই  
 প্রাপ্ত হইলাম না, তখন, 'তপ' তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হও, কোনও অদৃষ্ট শরীর হইতে এইরূপ



চিন্তা মমাস্তুতা জাতা কিং করোমীতি নারদ ! ।  
 ময়া স্মৃতা তদা দেবী স্তুতা নিদ্রাস্বরূপিণী ॥ ২৬ ॥  
 দেহান্নির্গত্য সা দেবী গগনে সংস্থিতা শিবা ।  
 অবিতর্ক্যশরীরী সা দিব্যাভরণমণ্ডিতা ॥ ২৭ ॥  
 বিষোধর্দেহং বিহায়াশু বিররাজ নভঃস্থিতা ।  
 উদতিষ্ঠদমেয়াস্তা তয়া মুক্তো জনার্দনঃ ॥ ২৮ ॥  
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতবান্ যুদ্ধমুক্তময় ।  
 তদা বিলোকিতৌ দৈত্যৌ হরিণা বিনিপাতিতৌ ।  
 উৎসঙ্গং বিপুলং কৃত্বা তত্রৈব নিহতৌ চ তৌ ॥ ২৯ ॥  
 রুদ্রস্তত্রৈব সম্প্রাপ্তো যত্রাবাং সংস্থিতাবুভৌ ।  
 ত্রিভিঃ সংবীক্ষিতাস্মাভিঃ খন্ডা দেবী মনোহরা ॥ ৩০ ॥

নিদ্রাস্বরূপিণী যোগনিদ্রাশক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

দেহাৎ বিকুদেহাৎ ॥ ২৭ ॥

তয়া যোগনিদ্রয়া মুক্ত উদতিষ্ঠৎ উত্তমৌ ॥ ২৮ ॥

তদা বিলোকিতৌ দেব্য কটাক্ষেন প্রথমং বিলোকিতৌ ততো বিমোহিতৌ ততো  
 হরিণা নিপাতিতাবিতি পূর্ববৃত্তান্তঃ স্মারিতঃ ॥ ২৯ ॥

রুদ্রস্তত্রৈব সম্প্রাপ্ত ইতিবচনেনাযং রুদ্রো বৃক্ষললাটোদ্বংপন্নান্ধ্যক্ষ্যমাণাঃ রুদ্রাদস্ত্র্য এবতি  
 নিঃসংশয়মেব বোধ্যতে । অতএব কুর্শপুরাণাদিপুুরাণেষু বৃক্ষবিষ্ণুরুদ্রাঙ্ককত্রিমূর্ত্তিরহিত-  
 স্তরীয়ো রুদ্রোহস্তীত্ব্যক্তম্ । এতাংস্তু বিশেষঃ । কচিং পুরাণেষু বৃক্ষললাটোদ্বংস মূর্ত্তি-

হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাকে এতাদৃশ যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত দেখিয়া আমার এইরূপ ভাবনা  
 উপস্থিত হইল যে, এখন আমি কি করি! তখন, অগত্যা সেই যোগনিদ্রা স্বরূপিণী  
 দেবীভাগবতীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারাই স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ২৫—২৬ ॥ শত  
 শত তর্কাদির দ্বারা বাহ্যরূপ বা মূর্ত্তির নির্ণয় হয় না, সেই সর্বমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী  
 যোগনিদ্রা আমার প্রতি রূপা করিয়া বিকুর দেহ পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গীয় আভরণে বিভূষিত  
 হইয়া গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিলেন । বৎস ! দেবী যোগনিদ্রা যেমন বিকুদেহ ত্যাগ  
 করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিতা হইলেন, অগ্নি তৎকরণে অমেয়াস্তা-ভগবান্ জনার্দন যোগ-  
 নিদ্রার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তশয্যা পরিত্যাগ পূর্বক উত্থান করিলেন ২৭—২৮ ॥  
 অনন্তর, তিনি সেই দুর্জয় দানব মধুকৈটভের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর কাল যোরতর  
 সংগ্রাম করিয়াও যখন, কিছুতেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ভক্তিভাবে  
 ভগবতীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে দেবীর নারায়ণ কটাক্ষপাতে অনুরথন বিমোহিত  
 হইলে, ভগবান্ জনার্দন নিজ উৎসঙ্গ বিহীন করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে নিপাতিত  
 করিলেন । মধুকৈটভ বিনাশের পর ভগবান্ বিকু ও আমি যেহলে অবস্থান করিতেছিলাম



সংস্কৃতা পরমা শক্তিরূপাচাশ্মানবস্থিতান্ ।

রূপাবলোকনৈঃ কৃৎস্না পাবনৈর্মুদিতানথ ॥ ৩১ ॥

দেব্যাচ ।

কাজেশাঃ ! স্বামি কার্য্যাণি কুরুধ্বং সমতদ্রিতাঃ ।

সৃষ্টিস্থিতিবিশিষ্টানি হতাবেতো মহাহরৌ ॥ ৩২ ॥

কৃৎস্না স্বানি নিকেতানি বসধ্বং বিগতজ্বরঃ ।

প্রজাশ্চতুর্বিধাঃ সর্বাঃ সৃজধ্বং স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্তাঃ পেশলং সূখদং মৃদু ।

অবুম তামশক্তীং স্য কথং কুর্নাস্তিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৪ ॥

ন মহী বিততা মাতঃ ! সর্বত্র বিততং জলম্ ।

ন ভূতানি গুণাশ্চাপি তন্মাত্রাগীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৫ ॥

ত্রয়াস্তর্গতত্বমস্ত তুরীয়ত্বং কচিৎশেষে ব সৃষ্টিজরাস্তর্গতত্বং তস্ত ব্রহ্মললাটোত্তরস্ত তু ন তুরীয়ত্বং  
নাপি তুরীয়ত্বমিতি ॥ ৩০ ॥

( ত্রিভুব্বাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

পাবনৈঃ পাবিত্র্যজনকৈঃ রূপাবলোকনৈরশ্মান্ মুদিতান্ কৃৎস্নেত্যবয়ঃ ॥ ৩২ ॥ )

বিশিষ্টানি সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

( পেশলং মধুরাকরম্ ॥ ৩৪ ॥

মহী আধাররূপা পৃথ্বী বিস্তৃতা ন কেবলং সর্বত্র জলং বিস্তৃতমিত্যর্থঃ । আধাররূপায়া  
অতাবাৎ সৃষ্টিরসম্ভাব্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

সহসা ভগবান্ রুদ্রদেবও সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯—৩০ ॥ বৎস ! আমরা  
তিনজনে একত্র অবস্থিত হইবা মাত্র দেখিলাম দেবী আদ্যাশক্তি অভয়া মনোমোহিনী সৃষ্টি  
ধারণ পূর্বক অগ্নরতলে বিরাজ করিতেছেন, তদর্শনে আমরা তিনজনেই যথাশক্তি তাঁহার  
স্তব করিয়া সেইস্থলে দণ্ডায়মান থাকিলে, তিনি পরম পবিত্র রূপা সৃষ্টির দ্বারা আগাদিগকে  
আনন্দিত করিয়া কহিলেন ; ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর ! হৃদ্যস্ত দানব যথাক্রমে তু নিহত  
হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা তিনজনে নিজ নিজ নিকেতন নির্মাণপূর্বক নিরুদ্ধবেগে তথায়  
অবস্থান করিয়া জ্ঞানস্তপরিপূর্ণ হইরা সৃষ্টি স্থিতি সংহার রূপ স্ব স্ব কর্তব্য কার্য্য পালনে যত্ন  
পরায়ণ হও এবং নিজ নিজ বিভূতিশক্তি বিকাশ পূর্বক চতুর্বিধ প্রজার সৃষ্টি কর ॥ ৩১—৩৩ ॥

বৎস ! আমরা দেবী ভগবতীর ঈদৃশ কোমল প্রতি-সুখকর মধুময় বাক্য শ্রবণে কহি-  
লাম, মাতঃ ! এক্ষণে এই পৃথিবীর কিরমাত্র ভূভাগেও কিছুমাত্র অবকাশ নাই, সর্বত্রই অনন্ত  
জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; বিশেষতঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাত্মত কি পঞ্চতমাত্র বা  
ইন্দ্রিয়, অধিক কি, গুণধর্মের কিছুই বর্তমান নাই ; তবে আমরা কি করিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ

তদাকর্ণ্য যচোহস্মাকং শিবা জাতা স্মিতাননা ।  
 ঋতিতোবাগতং তত্র বিমানং গগনাচ্ছূভম্ ॥ ৩৬ ॥  
 সোবাচাস্মিন্ সুরাঃ কামং বিশ্ধ্বং গতসাধ্বসাঃ ।  
 বিমানে ব্রহ্মবিষ্ণুশা দর্শয়ামুহোহুতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 তন্নিশম্য বচস্তস্তা ওমিত্যুক্তা পুনর্ধ্বয়ম্ ।  
 সমারুহোপবিষ্টাঃ স্মো বিমানে রত্নমণ্ডিতে ॥ ৩৮ ॥  
 যুক্তাদামমুসংবীতে কিঙ্কিণীজালশঙ্কিতে ।  
 সুরসদ্বনিভে রম্যে ত্রয়স্তত্রাবিশঙ্কিতাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 সোপবিষ্টাংস্ততো দৃষ্ট্বা দেব্যস্মাৎসিজিতেন্দ্রিয়ান্ ।  
 স্বশক্ত্যা তদ্বিমানং বৈ নোদয়ামাস্তীহরে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
 তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাদীনাং দেবীদত্তবিমানারোহণেনোর্জলোক-  
 গমনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সৃষ্ট্যুপাদানাদ্যদর্শনাদাহ ন ভূতানীতি ॥ ৩৬ ॥ )  
 গতসাধ্বসা গতভয়াঃ । ( ইদানীং ব্রহ্মাদীন্ অব্যক্তসৃষ্টেন্ৰিত্যত্বং দর্শয়িতুমাসমাপ্তেরাহ  
 মান ইতি ॥ ৩৭—৪০ ॥ )

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ইব ? আমাদের এই সকল কথা শুনিবামাত্র তখন, সেই পরম কল্যাণরূপিনী দেবীর বদনে  
 যৎ হাতের সঞ্চার হইল। অমনি তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডল হইতে সেইস্থলে একটা পরম  
 শীতাম্বর বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৬—৩৭ ॥ তখনস্বর দেবী কহিলেন, সুরগণ !  
 তোমাদের কোন শঙ্কা নাই। আমার আদেশ মতে তোমরা তিনজনেই এই বিমানে আরো-  
 হ কর। যদিচ তোমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে সকল দেবগণের ও শ্রেষ্ঠ হইরাছ, তথাপি  
 দ্য আমি তোমাদিগকে এক অতীব আশ্চর্য্যকর বস্তু দেখাইব। তাঁহার এইরূপ আদেশ  
 মত মাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা তিনজনেই নির্ঝলকচিত্তে সেই নানারত্নমণ্ডিত যুক্তাদাম-  
 বজ্রভিত্ত কিঙ্কিণীজাল-মিনাদিত অমরপ্রাসাদ-সম্বিত দিবাধামে আরোহণ পূর্বক উপবিষ্ট  
 ইলাম ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তখন, দেবী অম্বিকা আমাদেরকে সেই বিমানোপবিষ্টাঃ রূপে উপবিষ্ট  
 দক্ষিণা উহাকে স্বীয় অনন্তশক্তি প্রভাবে ক্রমশ উর্দ্ধাকাশে পরিচালিত করিলেন ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ দেবী-  
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীপ্রদত্তবিমানে ব্রহ্মাদি দেবগণের  
 উর্দ্ধলোকগমন-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

বিমানোঃ ।

বিমানং তন্ননোবেগং যত্র স্থানান্তরে গতম্ ।  
ন জলং তত্র পশ্যামো বিন্শিতাঃ স্মো বয়স্তদা ॥ ১ ॥  
বৃক্ষাঃ সৰ্ব্বফলা রম্যাঃ কোকিলারাবমণ্ডিতাঃ ।  
মহী মহীধরাঃ কামং বনান্যুপবনানি চ ॥ ২ ॥  
নার্যশ্চ পুরুষাশ্চৈব পশবশ্চ সরিষরাঃ ।  
বাপ্যঃ কূপাশ্চান্ধাশ্চ পদ্মলানি চ নিৰ্ঝরাঃ ॥ ৩ ॥  
পুরতো নগরং রম্যং দিব্যপ্রাকারমণ্ডিতম্ ।  
যজ্ঞশালাসমাবৃত্তং নানাহর্ম্যবিরাজিতম্ ॥ ৪ ॥  
প্রত্যভিজ্ঞা তদা জাতাপ্যস্মাকং প্রেক্ষ্য তৎ পুরম্ ।  
স্বর্গোহয়মিতি কেনাসৌ নির্মিতোহস্তু তদাদুতম্ ॥ ৫ ॥

সপ্তবটিলোকবৈধিক্ৰিয়মানহা হরাদয়ঃ ।

দ্ব্যন্তরে দেবদেবীমিতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

বিমানস্তান্নগমনানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ বিমানং তন্ননোবেগমিতি ॥ ১—২ ॥

নিৰ্ঝরা গিরিপ্রসবগানি ॥ ৩—৪ ॥

স্বর্গোহয়মিত্যস্মাকং প্রত্যভিজ্ঞা জাতা পরন্তু স স্বর্গোহয়মন্তঃস্থত্বস্বর্গাপেক্ষান্তঃ কেন-  
নির্মিত ইত্যদুতমাশ্চর্য্যং তদা জাতম্ ॥ ৫ ॥

বৃক্ষা কহিলেন, বৎস নারদ ! কিয়ৎকাল পরে মনের স্থান বেগগামী সেই বিমান  
যেস্থলে উপনীত হইল, সেস্থলে দেখিলাম জলের লেশ মাত্রও নাই ; তদর্শনে আমরা  
সকলেই বিস্মিত হইলাম । দেখিলাম, তথায় প্রাণিগণের আধারভূতা দেবী বন্যকরা, গিঞ্জি-  
সকল, বন ও উপবন প্রভৃতি সমস্তই দেবীপ্যমান রহিয়াছে ; কলভারাঘনত নানাবিধ তরু-  
রাজি কোকিলকুল্লার কলনাদে ঝঙ্কারিত হইতেছে ॥ ১—২ ॥ কোন স্থানে একাও একাও  
বেগবতী স্রোতস্বতী অবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে ; কোথাও বা নিৰ্ঝরী সকল করবর  
শব্দে গিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে ; স্থানে স্থানে বাপী, কূপ, ভূগপ  
ও পবন সকল শোভা পাইতেছে ; চতুর্দিকে নর, নারী ও পশু প্রভৃতি নানাবিধ জীবনিকর  
নিজনিজ প্রয়োজনানুসারে বিচরণ করিতেছে ; তাহার পর, ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখি যে,  
আমাদের সম্মুখে যজ্ঞশালা-সুশোভিত নানাবিধ সৌধমালা বিরাজিত দিব্যপ্রাকার পরিবেষ্টিত



রাজানং দেবসঙ্কশং ব্রজস্তুং যুগয়াং বনে ।  
 অস্মাভিঃ সংস্থিতা দৃষ্টা বিমানোপরি চাশ্বিকা ॥ ৬ ॥  
 ক্ষণাচ্চচাল গগনে বিমানং পবনৈরিতম্ ।  
 মুহূর্ত্তাঘাততঃ প্রাপ্তং দেশে চান্তে মনোহরে ॥ ৭ ॥  
 নন্দনঞ্চ বনং তত্র দৃষ্টমস্মাভিরুক্তমম্ ।  
 পারিজাততরুচ্ছায়াসংশ্রিতা সুরভিঃ স্থিতা ॥ ৮ ॥  
 চতুর্দন্তো গজস্তুশ্চাঃ সমীপে সমবস্থিতঃ ।  
 অপ্সরসাস্তু বৃন্দানি মেনকাপ্রভৃতীনি চ ॥ ৯ ॥  
 ক্রীড়ন্তি বিবিধৈর্ভাবৈর্গাননৃত্যসমস্থিতৈঃ ।  
 গন্ধর্ব্বাঃ শতশস্ত্র যক্ষা বিদ্যাধরাস্থিতা ॥ ১০ ॥

তত্র যদা বিমানমাগতং তস্মিন্ সময়ে তৎস্বর্গস্থো দেবরাজো যুগয়াং কর্ত্ত্বং বহির্নির্গতঃ সোমস্মাভিদৃষ্টঃ । তস্মিন্বেব স্থলে স্থিতৈরস্মাভিঃ পূর্ব্বদৃষ্টা শাশ্বিকা সাপি বিমানোপরিস্থিতা দৃষ্টা ॥ ৬ ॥

যুগয়াং কর্ত্ত্বং গতমিত্যানেন স্বর্গাদবহদ্রং যদা বিমানং স্থিতং তৎকালিকো বৃত্তান্ত এতৎ পর্য্যন্তমুপপাদিতোহর্থঃ যদা মুহূর্ত্তান্তরেণ বিমানঃ স্বর্গনির্গতে গতঃ তৎকালিকং বৃত্তান্তমাহ ক্ষণাচ্চচালেতি দেশে চান্ত ইতি স্বর্গনিকটে দেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রমণীয় নগর ॥৩—৪॥ তাদৃশ নগর দর্শনে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইল যে, একি ? এবে স্বর্গধাম দেখিতেছি ; ঐদৃশ আশ্চর্য্যাময়ী নগরী কে নির্মাণ করিল ? ॥ ৫ ॥ দেখিলাম, সেই সময়ে একটা মহাতেজোময় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত হইয়া যুগয়ার্থে গমন করিতেছেন ; তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইল তিনিই সেই স্বর্গপুরীর রাজা ; আবার তখনই দেখিলাম যে ঐহাকে পূর্বে আমাদিগের সৃষ্টাদিকার্য্যে অক্ষমতার বিষয় জানাইয়াছিলাম, সেই দেবী শাশ্বিকা বিমানোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥ ইহার ক্ষণকাল পরেই আমাদিগের সেই বিমান বায়ুভরে ক্রমে উর্দ্ধগগনে সমুথিত হইয়া প্রচণ্ড সমীরণ বেগে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অপর একটা মনোরম স্থলে উপনীত হইল ॥ ৭ ॥ দেখিলাম সেখানে, দিব্য নন্দনকানন শোভা পাইতেছে । তাহার মধ্যে একটা পারিজাত তরুশুলে ছায়াতে গোমাতা সুরভীদেবী শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ৮ ॥ তাঁহার অস্ফুট অল্পমদন্ত-চতুর্দন্ত পরিশোভিত গজরাজ ঐরাবত দণ্ডায়মান ; তথায় মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোবৃন্দ নানাবিধ হাবভাব সহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছে । আবার মকার-সুসুমবাটিকা মধ্যে শত শত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিবিধ রাগ, মূর্ছনাদিপরিপূর্ণ সংগীতরসে বিভোর হইয়া চিত্ত রমণ করিতেছে ; তাহার মধ্যে আবার দেখি যে, তথায় পুণ্ড্রোষকতা শচীদেবীর সহিত দেবরাজ শতক্রতু ও বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৯—১১ ॥

মন্দারবাটিকামধ্যে গায়ন্তি চ রমন্তি চ ।

দৃষ্টঃ শতক্রতুস্তত্র পৌলোম্য সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥

বরস্তু বিম্বিতাশ্চাস্ম দৃষ্টা ত্রৈবিষ্টপস্তদা ।

যাদঃপতিং কুবেরঞ্চ যমং সূর্য্যং বিভাবস্থম্ ॥ ১২ ॥

বিলোকাং বিম্বিতাশ্চাস্ম বয়ং তত্র স্থরান্ স্থিতান্ ।

তদা বিনির্গতো রাজা পুরাতন্যাং স্তমণ্ডিতাং ॥ ১৩ ॥

দেবরাজ ইবাকোভ্যো নরবাহুবনৌ স্থিতঃ ।\*

বিমানস্থা বয়ং তচ্চ চচালনং তরসাগতম্ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মলোকং তদা দিব্যং সর্বদেবনমস্কৃতম্ ।

তত্র ব্রহ্মাণমালোক্য বিম্বিতৌ হরকেশবৌ ॥ ১৫ ॥

সভায়াং তত্র বেদাশ্চ সর্বৈ সান্নাঃ স্বরূপিণঃ ।

সাগরাঃ সরিতশ্চৈব পর্বতাঃ পন্নগোরগাঃ ॥ ১৬ ॥

স্থরতিঃ স্থিতা দৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

রমন্তি চেতি । তে চ দৃষ্টা ইত্যর্থঃ । ইজাসনে ইজোহপি দৃষ্ট ইত্যাহ । শতক্রতুরিতি ।  
বৃগয়াং কৃত্বাপতঃ স্বাসনে স্থিতো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যাদঃপতিং বরুণম্ ॥ ১২ ॥

তাহার পর, জলচরপতি বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য ও বিভাবন প্রভৃতি দেবগণকে দেখিয়া আমরা একেবারে বিশ্বরসাগরে নিমগ্ন হইলাম ; বৎস নারদ ! অধিক আর কি বলিব, একেত আমরা সেই অভিনব দিক্‌পালগণকে দেখিয়াই বিম্বিত হইরাছিলাম, তাহাতে আবার সহসা সেই রত্নবিমণ্ডিত পুরবর হইতে দেবরাজকে নির্গত হইতে দেখিয়া এককালে জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলাম ; কেননা, এইমাত্র বাঁহাকে নন্দনকানমে শচীর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া আসিলাম, সেই অক্ষুরূপতাব দেবরাজ তখনই আবার কি করিয়া একখানি মর্ত্য-লোক স্বতন্ত্রে স্থায় নরবাহিত শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক আমাদের সন্মুখীন হইলেন ? কারণ তৎকালে আমরা সেই বিমানযোগে পূর্ব্বহল হইতে অতীব দূরপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইরাছিলাম । বাহা ইউক্ বিমানে থাকিয়া সেই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিতেছি, এমন সময় আমাদের বোমবান সহসা পবনবেগে সর্বদেবনমস্ক সর্বলোকাভীত ব্রহ্ম-লোকে আসিয়া উপনীত হইল । সেখানে আসিয়া দেখি যে, একটা চতুর্ভুজ ব্রহ্মা তথায় বসন্ত করিতেছেন । তদ্বর্ণনে ভগবান্ শঙ্কু এবং কেশব অতিশয় বিম্বিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২—১৫ ॥ সেই বিকল্পম ব্রহ্মসভামধ্যে সাক্ষবৎ সকল মূর্ত্তিমান্ রূপে শোভা পাই-

\* কচিং পুস্তকে পাঠোহয়ং ন দৃশ্যতে ।

† বিমানস্ত ব্রহ্মভাড়াং চালিতং । ইতি পাঠঃ কচিং দৃশ্যতে ।

মামুচতুঃচতুর্বক্র ! কোহয়ং ব্রহ্মা সনাতনঃ ।  
 তাববোচমহং নৈব জানে সৃষ্টিপতিং পতিম্ ।  
 কোহং কোহয়ং কিমর্থং বা অমোহয়ং মম চেশ্বরো ॥ ১৭ ॥  
 ক্রণাদথ বিমানং তচ্চচালাশু মনোজবম্ ।  
 কৈলাসশিখরে প্রাপ্তং রম্যে যক্ষগণাস্রিতে ॥ ১৮ ॥  
 মন্দারবাটিকারম্যে কীরকোকিলকুজিতে ।  
 বীণামুরজবান্দিচ্যে নাদিতে স্তম্ভে শিবে ॥ ১৯ ॥  
 যদা প্রাপ্তং বিমানস্তত্ৰৈব সদনাচ্ছুভাৎ ।  
 নির্গতো ভগবান্জম্বুর্বারুঢ়স্ত্রিলোচনঃ ॥ ২০ ॥  
 পঞ্চাননো দশভুজঃ কৃতসোমার্দ্ধশেখরঃ ।  
 ব্যাঘ্রচর্মপরীধানো গজচর্মোত্তরীয়কঃ ॥ ২১ ॥  
 পাঞ্চিরক্ষো মহাবীরো গজাননবড়াননো ।  
 শিবেন সহ পুত্রো হৌ ব্রজমানৌ বিরেজতুঃ ॥ ২২ ॥

বিন্মিতা ইতি অসংসৃষ্টিম্বেবতাপেক্ষ্যাক্ত এতে কস্মাদাগতা ইতি বিন্মিতা ইত্যর্থঃ ।  
 তন্নিবেব সময়ে যঃ সিংহাসনে স্থিত ইন্দ্রো দৃষ্টঃ স তস্মাৎ পুরান্নির্গতো দেবরাজঃ । ইব শকো  
 নিশ্চয়ার্থকঃ । দেবরাজ এব নরবাহা যাবনিঃ শিবিকারূপা তস্তাং স্থিতো দৃষ্টঃ ॥ ১৩—২৩ ॥

তেছে ; তন্নিব, নাগ, পন্নগ, পর্কত, সাগর ও অসংখ্য শ্রোতস্বতী সকল দেদ্যাপ্যমান রূপে  
 বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥ এই সমস্ত আশ্চর্য্যময় ব্যাপার দেখিয়া কেশব ও মহাদেব আশ্চর্য্য  
 জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে চতুর্নখ ! এই সনাতন পুরুষস্বরূপ ব্রহ্মা কে ? তাঁহাদিগের এইরূপ  
 জিজ্ঞাসায় আমি কহিলাম, এই সৃষ্টিপতি প্রভু যে, কে, আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারি-  
 তেছি না । দেখুন, আপনারাও ত, উভয়েই সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ ! স্মরণ্য আপনাদিগের  
 নিকট আর অধিক কি পরিচয় দিব, ফলত ইনি যে, কে ? আর আমিই বা কে, এ বিষয়ে  
 আমার বিষম ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে ? ॥ ১৭ ॥ আমরা পরস্পর এই সকল কথাবার্তা  
 কহিতেছি, এমন সময় আমাদের সেই মনোবেগগামী বিমান তথা হইতে পুনরায় প্রচণ্ড-  
 বেগে আকাশমণ্ডলে সমুখিত হইল । অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মন্দারতরুবাটিকা পরি-  
 শোভিত শুক ও কোকিল কুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত বীণা ও মুরজ প্রভৃতি বিবিধ মনোরম  
 বাদ্যে নিনাদিত সর্বসুখপ্রদ যক্ষগণপরিবৃত পরম কল্যাণময় কৈলাস শিখরে আসিয়া  
 উপস্থিত হইল ॥ ১৮—১৯ ॥ যে সময় সেই স্থানে উপনীত হইলাম, অমনি দেখিলাম যে,  
 দশটা বিশাল বাহুসম্বিত নেত্রত্রয়-পরিশোভিত শাঙ্গুলচর্ম্মাধরধারী পঞ্চবদন চন্দ্রশেখর  
 ভগবান্ শঙ্কু গজাস্তরের চর্ম্মকে উত্তরীয় করিয়া পাঞ্চিরক্ষক স্বরূপ মহাবীর গজানন ও বড়ানন  
 সমভিব্যাহারে স্বারোহণে সেই রমণীয় ধাম হইতে নির্গত হইতেছেন । তৎকালে, গুহ ও



নন্দিপ্রভৃতয়ঃ সর্বৈ গণপাশ্চ বরাশ্চ তে ।  
 জয়শব্দং প্রযুঞ্জান্না ত্রজস্তি শিবপৃষ্ঠগাঃ ॥ ২৩ ॥  
 তং বীক্ষ্য শঙ্করং চান্যং বিস্মিতাস্তত্র নারদ ! ।  
 মাতৃভিঃ সংশয়াবিষ্টস্তত্রাহিং নৃবসন্তুনে ! ॥ ২৪ ॥  
 ক্ষণান্তমাদিগিরেঃ শৃঙ্গাঙ্ঘ্রিমানং বাতরংহসা ।  
 বৈকুণ্ঠসদনং প্রাপ্তং রমারমণমন্দিরম্ ॥ ২৫ ॥  
 অসম্ভাব্যা বিভূতিশ্চ তত্র দৃষ্টা ময়া স্মৃত ! ।  
 বিস্মিয়ৈ তদা বিষ্ণুর্দৃষ্টা তৎপুরমুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥  
 সদনাগ্রে যযৌ তাবদ্ধরিঃ কমললোচনঃ ।  
 অতসীকুসুমভাসঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৭ ॥  
 দ্বিজরাজাধিরূঢ়শ্চ দিব্যাভরণভূষিতঃ ।  
 বীজ্যমানস্তদা লক্ষ্ম্যা কামিন্যা চামরৈঃশুভৈঃ ॥ ২৮ ॥  
 তং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ সর্বৈ বয়ং বিষ্ণুং সনাতনম্ ।  
 পরম্পরং নিরীক্ষন্তঃ স্থিতাস্তস্মিন্ বরাসনে ॥ ২৯ ॥

শঙ্করমিতি । এতচ্ছঙ্করাঙ্ঘ্রিমানস্থাচ্ছঙ্করাদনুমিতার্থঃ ॥ ২৪ ॥

মাতৃভিঃ সহিতং শঙ্করমিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

গঙ্গানন নামক মহাদেবের সেই পুত্রবয় পিতৃসমভিব্যাহারে আসিতে আসিতে পরম রমণীয়  
 শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন, এবং নন্দি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণাধ্যক্ষ সকল নিয়ত  
 জয়শব্দ প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতেছিল ॥ ২০—২৩ ॥  
 বৎস নারদ ! অধিক কি বলিব, সেস্থলে আমরা মাতৃগণপরিবৃত্ত অপর একটা শঙ্কর  
 মূর্তি দর্শন করিয়া তিনজনেই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম । বিশেষত আমিত একেবারে  
 নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইখানেই বসিয়া রহিলাম ॥ ২৪ ॥ এদিকে, দেখিতে  
 দেখিতে আমাদের কোমরান কৈলাস শৃঙ্গ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়ুবেগে যাইয়া লক্ষ্মী-  
 ক্রীড়ামন্দির-পরিশোভিত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল ॥ ২৫ ॥ পুত্র ! সেখানে পৌছিয়া  
 একটা অসম্ভাবনীয় বিভূতি দর্শন করিলাম অর্থাৎ সেই পুরাণভাগে দেখি যে অপর এক  
 পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুমূর্তি গমন করিতেছেন । আমাদের সমভিব্যাহারী বিষ্ণু সেই উত্তম  
 পুরিটী দেখিয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন । বৎস ! বৈকুণ্ঠে যাইয়া আমরা যে  
 বিষ্ণুকে দর্শন করিলাম, তিনিও আমাদের সমভিব্যাহারী বিষ্ণুর ন্যায় অজজ্যোতিঃসম্পন্ন  
 পীতাবরপরিধারী চতুর্ভুজ ; এবং নানাবিধ দিব্যাভরণে বিভূষিত হইয়া বিহগেন্দ্র পরুড়ো-  
 পরি আকৃষ্ট ছিলেন । পরমপ্রণয়িনী কমলাদেবী তাঁহাকে স্তবমাশোভিত চামর দ্বারা ব্যজন

ততশ্চচাল তরসা বিমানং বাতরংহসা ।  
 সুধাসমুদ্রঃ সম্প্রাপ্তো মিষ্টকারিমহোন্নিমান্ ॥ ৩০ ॥  
 যাদোগগসমাকীর্ণশ্চলদ্বীচিবিরাজিতঃ ।  
 মন্দারপারিজাতাদ্যৈঃ পাদপৈরতিশোভিতঃ ॥ ৩১ ॥  
 নানাস্তরঙ্গসংযুক্তো নানাচিত্রবিচিত্রিতঃ ।  
 মুক্তাদামপরিব্লিক্টো নানাদামবিরাজিতঃ ॥ ৩২ ॥  
 অশোকবকুলার্থ্যৈশ্চ বৃক্ষৈঃ কুরুবকাদিভিঃ ।  
 সংবৃতঃ সর্বতঃ সৌম্যৈঃ কেতকীচম্পকৈর্বৃতঃ ॥ ৩৩ ॥  
 কোকিলারাবসংযুক্তো দিব্যগন্ধসমম্বিতঃ ।  
 দ্বিরেফাতিরগংকারৈরঞ্জিতঃ পরমার্জিতঃ ॥ ৩৪ ॥

সদনাগ্রে ইতি । যদেবকুষ্ঠস্থিতো বিকুস্তদেবকুষ্ঠসদনাগ্রে ইত্যর্থঃ । যযৌ প্রাপ্তবান্ ইমে  
 ব্রহ্মাদয়োহন্তুব্রহ্মাণ্ডস্তা এতদৃষ্টী ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৭—৩১ ॥

মন্দারপারিজাতেতি । অতিশোভিতো মণিদ্বীপদেশ ইতি শেষঃ । অতএবাগ্রে তন্নি-  
 দ্বীপ ইত্যুক্তং সম্ভবতি ॥ ৩২—৩৪ ॥

করিতেছিলেন ॥২৬—২৮॥ নারদ ! সেই সনাতনমূর্তি অভিনব বিকূকে দর্শন করিয়া আমরা  
 এতদূর আশ্চর্য্যাবিত হইলাম যে, তৎকালে আমরা তিনজনেই একেবারে বাকশক্তি বিহীন  
 হইয়া কেবল সেই বিমানস্থ বরাসনে বসিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥২৯॥  
 এমন সময়, আমাদের আকাশযান আবার তৎক্ষণাৎ সমীরণ বেগে সমুখিত হইল ।  
 অনন্তর উহা ক্ষণমধ্যে মধুময় বারিষাণি-পরিপ্লাবিত অসংখ্য জলচরসমাকীর্ণ সুধাসাগর  
 মধ্যে উপনীত হইল ; দেখিলাম, ঐ সুধাসিন্ধুর কোন কোন স্থানে উত্তুল তরঙ্গমালা যেন  
 গগনমণ্ডলকে গ্রাস করিবে বলিয়া প্রচণ্ডবেগে উল্লঙ্ঘন করিতেছে ; আবার কোথায়ও বা  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চপল স্বভাব জগহিল্লোল সকল ঠিক যেন আল্লাদে ক্ষীত হইয়া সমুদ্রের বক্ষঃস্থলে  
 ঝাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে । এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমশঃ সেই সমুদ্রের মধ্যে  
 মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমতরুরাজি পরিশোভিত বিবিধ আন্তর্য্যাকৃত নানা-  
 প্রকার চিত্র বিচিত্রিত মুক্তাদাম বিমণ্ডিত একটা মণিময় দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ।  
 দেখিলাম, দ্বীপটী স্তবিকত কুসুমভারাবনত অশোক, বকুল, কেতকী চম্পক ও কুরুবক প্রভৃতি  
 পাদপাবনীতে পরিবৃত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিতেছে ; সেই সকল বৃক্ষের শাখায়  
 বসিয়া কলনাদী পুংকোকিলকুল মধুপানে প্রমত্ত দ্বিরেক মালার গুন্ গুন্ স্বরের সহিত  
 নিজ নিজ স্তম্ভুর পঞ্চমস্বর সংমিশ্রিত করিয়া কণে কণে কল কলধ্বনি পূর্বক এমন তান  
 ধরিতাছে যে, বোধ হইল যেন সেই অনির্বচনীয় কাকলী কুহরব-কৌলহলে দ্বিজমণ্ডলকে  
 একখানি মধুময় একতান যন্ত্র স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৩০—৩৪ ॥ বৎস নারদ ! তাহার

তস্মিন্ বীপে শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ স্তমনোহরঃ ।  
 রত্নালিখচিতোহ্যর্থং নানারত্নবিরাজিতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 দৃষ্টোহস্মাভির্বিমানৈশ্চদূরতঃ পরিমণ্ডিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 নানান্তরণসংছন্ন ইন্দ্রচাপসমম্বিতঃ ।  
 পর্য্যঙ্কপ্রবরে তস্মিন্নুপবিষ্টা বরাদনা ॥ ৩৭ ॥  
 রক্তমালাশ্রবধরা রক্তগন্ধানুলেপনা ।  
 সুরক্তনয়না কান্তা বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভা ॥ ৩৮ ॥  
 সূচাকবদনা রক্তদন্তচ্ছদবিরাজিতা ।  
 রমাকোট্যধিকা কান্ত্যা সূর্য্যবিশ্বনিভাধিনা ॥ ৩৯ ॥  
 বরপাশাকুশাভীতিধরা শ্রীভুবনেশ্বরী ।  
 অদৃষ্টপূর্বা দৃষ্টা সা স্তন্দরী স্মিতভূষণা ॥ ৪০ ॥

শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ বৃদ্ধবিক্রমদেবরাঃ পর্য্যঙ্কবুরাঃ সদাশিবস্ত কলকস্থানীরঃ ততঃশিবা-  
 কারো জাতঃ । ইদং সপ্তমঙ্ক্রে স্পষ্টম্ । অত্র মণিধীপস্থানং ব্রহ্মাণ্ডাবহিরন্তীতি বাদশ-  
 ঙ্কে ব্রহ্মতে । স্তমেকমধ্যাংশে ভবতীতি তু ব্রহ্মাণ্ডপুষ্কালে ললিতোপাখ্যানে স্পষ্টম্ ।  
 তৎপরিমাণং তদ্বর্ণনঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্ । দূরাসংক্ৰতে স্তবরস্তে শিবরহস্তে দ্বিতীয়াংশে চ ॥ ৩৫ ॥  
 রত্নালয়ো রত্নভ্রমরাঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ইন্দ্রচাপসমম্বিতঃ ইন্দ্রচাপবদনেকবর্ণবিশিষ্টমণিসমম্বিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

বরপাশাকুশেতি । আয়ুধস্থানানি বামাধঃকরমারভ্য দক্ষিণাধঃকরপর্য্যন্তম্ । তদুক্তং  
 মহাসম্মোহনে ভবত্রে । “দক্ষিণে চাকুশং দদ্যাৎস্বামে পাশং প্রদাপয়েৎ । অতঃ দক্ষিণে দদ্যাৎ-

পর আমরা সেই ঘোমঘানে বসিয়া দূর হইতে দেখি যে, সেই বীপের অভ্যন্তরভাগে বিবিধ  
 মহামূল্য মণিরাজি-বিরাজিত রত্নাবলীখচিত পরমসুন্দর অনর্থ আন্তরণসমাজাদিত ইন্দ্রধনু  
 সদৃশ একখানি রমণীর শিবাকার পর্য্যঙ্ক ; তাহার পরেই আবার দেখি যে, তাদৃশ স্তমজিত  
 সর্বজন-মনোহর পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে রক্তাশ্রবধারিণী একটা নিরুপম রূপলাবণ্যময়ী  
 দিব্যাদনা রমণী অঙ্গনিচরে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ;  
 সেই বিশ্বমোহিনীর বক্ষঃস্থলে দোহল্যমান কুসুমময় মালাও সম্পূর্ণ লোহিতপ্রভা,  
 বিশেষতঃ তাঁহার নরনের অভ্যন্তরদেশ অতীব রক্তবর্ণ । পরন্তু, সেই সূচাকবদনার  
 অনির্কচনীর দেহকান্তির নিকট এককালে কোটি কোটি সৌদামিনী আসিয়া হিরতাবে  
 দাঁড়াইকেও উপমার যোগ্য নহে । আহা ! তাঁহার সেই উমপা শূভ লোহিতবর্ণ ওষ্ঠা-  
 ধরেরই বা কি অনির্কচনীর শোভা !! বৎস ! অধিক আর কি বলিব, বোধ হয় কোটি  
 কোটি লক্ষী বা একত্রিত কোটি কোটি সূর্য্যমণ্ডল প্রভাও তাঁহার সেই অতুল্য দেহকান্তির  
 নিকট পরাভূত হয় ॥ ৩৫—৩৯ ॥ সেই সর্বৈকবর্ষ্য পরিপূর্ণ ভগবতী ভুবনেশ্বরী অতুল্য ভূজ  
 চতুষ্টয়ে বরান্তর ও পাশাকুশাদি আয়ুধ সকল ধারণ পূর্ব্বক জীবৎ হস্ত বদনে বোধ হয়



হ্রীকারজপনিষ্ঠৈস্ত পক্ষিহৃদৈর্নিষেবিতা ।

অরুণা করুণামূর্তিঃ কুমারী নবযৌবনা ॥ ৪১ ॥

সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা মন্দস্মিতমুখাশ্রজা ।

উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনির্জিতাভোজকুটুমলা ॥ ৪২ ॥

নানামণিগণাকীর্ণভূষণৈরুপশোভিতা ।

কনকাস্তদকেয়ুরকিরীটপরিশোভিতা ॥ ৪৩ ॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটকবিটকবদনান্বজা ।

হল্লোখাভুবনেশীতি নামজাপপরায়ণৈঃ ॥ ৪৪ ॥

ঘরং বামে প্রদাপয়েদिति । দশপটল্যামপি ভুবনেশীধ্যানে দক্ষেহুশাতয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টদমিতি । ইষ্টদং বরম্ । আবুধার্থস্ত প্রপঞ্চমারে ভুবনেশ্বরীপটলে শ্রীমচ্ছরভগবৎ-পাদৈর্কিস্তুরেণোপপাদিত ইতি তত এবাবধারণ্যঃ । ভুবনেশ্বরী সর্বভুবনেশ্বরীত্বার্থঃ । ভুবনেশ্বরীপদনিরুক্তিস্ত ভুবনেশ্বরীপারিজাতে ভুবনেশ্বরীহৃদয়ে দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াঃ । ইদঞ্চ ধ্যানং দেব্যর্থক্শিরসি হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থং প্রাতঃসূর্য্যাসমপ্রভাম্ । পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদাভয়হস্তকাম্ । ত্রিনেত্র্যাং রক্তবসনাং তক্তকামহুবাং ভজে ইত্যুক্তম্ ॥ ৪০ ॥

হ্রীকারজপনিষ্ঠৈবিতি । যদাপক্ষিগণোহপি হ্রীকারং জপতি তদাত্তে জপন্তি হ্রীকারবীজ-মিত্যত্র কিং বক্তব্যম্ ॥ ৪১ ॥

উদ্যৎপীনেতি । স্তনদ্বয়েন কমলকুটুপে জিতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটকেতি । কনতী দীপ্যামানে যে শ্রীচক্রাকারে ত্রিপুরসুন্দরীচক্রাকারে তাটকে রত্নকুণ্ডলে ভাঙাঃ বিটকং সুন্দরং বদনারবিন্দং যন্তাঃ সা । হল্লোখা ভুবনেশীতি । হল্লোখাপদব্যুৎপত্তিস্ত ভুবনেশ্বরীরহস্তে উক্তা । হৃদি লেখেব জাগর্তি প্রাণশক্তিরিয়ং পরা ।

ত্রৈলোক্যের সমষ্টি সৌন্দর্য্য রাশিকে একস্থলে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন ; কলতঃ আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মনে মনে বিলক্ষণ বৃত্তিতে পারিলাম, যে, এরূপ মূর্তি আর ইতঃ-পূর্বে কখনই আমার নয়ন গোচর হয় নাই ॥ ৪০ ॥ বৎস ! আর এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর, দেখিলাম, তদ্রূপ বস্ত্রবিহঙ্গকুলও হ্রীং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই নবযৌবমাঢ্যা অরুণ-বর্ণা করুণাপূর্ণ কুমারীর সেবায় নিরত রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ জগতে যাহা কিছু উত্তম বেশভূষা বা সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় তৎসমস্তই সেই সরোজবদনার চরণ সরোজকে আসিয়া শরণ লইয়াছে ; বোধ হয় তাঁহার সেই উন্নতোন্মুখ কুচযুগলকে দর্শন করিয়াই কমল-কুটুপ লজ্জাভিমান গিয়া জলমধ্যে বাস করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ বৎস ! একেত তাঁহার নিসর্গ সৌন্দর্য্যেরই সীমা নাই তাহাতে আবার বিবিধ মহামূল্য মণিনিচয়-বিজড়িত রত্নময় অঙ্গদ, কেয়ুর ও কিরীট প্রভৃতি নানাজাতি দিব্যালঙ্কার সকল ধারণ করায় তিনিই এই বিশ্ব জগতের একমাত্র সমস্ত সৌন্দর্য্য লক্ষীর আধারভূত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন ; বিশেষত তাঁহার সেই তুলনারহিত মুখপঙ্কজ খানি দেদীপ্যমান শ্রীচক্রাকার মণিময় কুণ্ডল-যুগল দ্বারা উজ্জলিত হইয়া যেরূপ লোকাভীত শোভা ধারণ করিতেছিল, তাহা বর্ণাবলী

সখীবৃন্দৈঃ স্তুতা নিত্যং ভুবনেশী মহেশ্বরী ।  
 হুল্লোখাদ্যাভিরমরকস্তাভিঃ পরিবেষ্টিতা ॥ ৪৫ ॥  
 অনঙ্গকুসুমাদ্যাভির্দেবীভিঃ পরিবেষ্টিতা ।  
 দেবীষট্‌কোণমধ্যস্থা যজ্ঞরাজোপরিস্থিতা ॥ ৪৬ ॥  
 দৃষ্টা তাং বিস্মিতাঃ সর্বৈ বয়ং তত্র স্থিতাভবন্ ।  
 কেয়ং কাস্তা চ কিংনাম ন জানীমোহত্র সংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 সহস্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা ।  
 সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

হুল্লোখা কথ্যতে তস্মাদিতি । ত্রিপুরতাপনীয়শ্রুতিরপি । হৃদয়াগারবাসিনী হুল্লোখেতি । ভুবনেশীপদব্যাংপতিস্ত ভুবনেশীপারিজাতে ভুবনেশী হৃদয়ে দক্ষিণামূর্তিসংস্থিতায়াঃ । ব্যোম-বীজে মহেশানি কৈলাসাদিপ্রতিষ্ঠিতম্ । বহিবীজাং সূর্যাদিনিম্নম্নং বহুধা প্রিয়ে । তেনায়ং বর্ততে লোকো ভূমণ্ডলসমস্থিতঃ । তুর্য্যস্বরেণ পাতালে শেবরূপেণ ধার্য্যতে । মহাত্মমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্তাপি নাগিকা । অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যতে । বিদুচক্রায়ুতং দেবি ! প্লাবয়ন্তী লগভ্রয়ম্ । ভবরূপা ভবেত্তস্মাৎ সৃজন্তী চার্কমাত্রয়া । অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যত ইতি । ভুবনেশ্বর্য্যপনিষদি ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাভীতা বিশ্ববিমোহিনীতি । যজ্ঞার্থস্ত হালাস্তমাহাশ্রো উক্তঃ । সর্চোপোদ্বাতেএব দর্শিতঃ ॥ ৪৪ ॥

হুল্লোখাদ্যা অমরকস্তাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনঙ্গকুসুমাদ্যাশ্চ যজ্ঞাবরণদেবতাঃ । ইদম্পলক্ষণং সেবার্ধমাগতানামন্ত্রদেবতানামপি । তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে । সেবার্ধমাগতাস্তত্র ব্রহ্মাণী ব্রহ্মকোটয়ঃ । লক্ষ্মীনারায়ণানাঞ্চ কোটয়ঃ সমুপাগতাঃ । গৌরীকোটসহস্রাণাং রুদ্রাণামপি কোটয় ইতি । যজ্ঞমাহ । দেবীষট্‌কোণেতি । ষড়্‌গুণিতযজ্ঞমধ্যাহ্নেত্যর্থঃ । তত্র যজ্ঞং প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্ । যদ্বা পদ্মমষ্টদলং ব্রাহ্মে বৃত্তং ষোড়শভির্দলৈঃ । বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণমতিমূন্দরমিতি শারদোক্তং গ্রাহম্ ॥ ৪৬-৪৭ ॥

যারা বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বাগাড়ম্বর মাত্র ॥ তাহার পর ক্রমশ নিকটস্থ হইয়া দেখি, হুল্লোখা প্রভৃতি কতকগুলি দেবকস্তা সহচরী হুল্লোখা, (যেঁ পরা প্রাণশক্তি লেখার জায় হৃদয় মধ্যে নিরন্তর জাগরুক থাকেন) ভুবনেশী, এই নাম যপ করিতে করিতে অহর্নিশ সেই ভুবননিয়ন্ত্রী ভূগবতী মহেশ্বরীর চতুর্দিক পরিবেষ্টন পূর্বক স্তুতিগান করিতে-ছেন ॥ ৪৫ ॥ বৎস ! আমরা তাঁহার বিষয় যতই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম ততই অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত ব্যাপার সকল লক্ষিত হইতে লাগিল অর্থাৎ তাহার পর দেখি যে, সেই জ্যোতির্ময়ী দেবী অনঙ্গকুসুমাদি যজ্ঞাবরণরূপ দেবীগণে পরিবৃত্ত হইয়া ষট্‌কোণাকার যজ্ঞরাজের উপরি বিরাজ করিতেছেন ; ফলত তথায় আমরা সেই অদৃষ্টপূর্ব অদৃষ্টের রমণীমূর্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, যে, এই অনির্কচনীর রূপলাবণ্যবতী কামিনী কে ? ইহার নামই বা কি ? এতলৈ থাকিয়াত, আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর এক আশ্চর্য্য এই যে, প্রথমে

নাঙ্গরা নাপি গন্ধৰ্বী নেয়ং দেবাননা কিল ।

ইতি সংশয়মাপন্নাস্তত্র নারদ ! সংস্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

তদাসৌ ভগবান্বিকুণ্ডলী তাং চারুহাসিনীম্ ।

উবাচাশ্বাং অবিস্তানাং কৃষ্ণা মনসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৫০ ॥

এষা ভগবতী দেবী সর্বেষাং কারণং হি নঃ ।

মহাবিদ্যা মহামায়া পূর্ণা প্রকৃতিরব্যয়া ॥ ৫১ ॥

দুজ্জৈয়াল্লধিয়াং দেবী যোগপম্যা দুরাশয়া ।

ইচ্ছা পরাত্মনঃ কামং নিত্যামিত্যশ্বরূপিণী ॥ ৫২ ॥

ইতি বাবজতুভুজাং পশুস্তি তাবদেব সৈব মূর্তিরিরাড্রুপেণ দৃশ্যমানাত্বদিত্যাহ ।  
সহস্রনয়নারামেতি । বিরটিশ্বরূপং দেব্যাস্ত মপ্তমক্কে স্পষ্টম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সবিস্তানাং স্বকীয়স্বরূপাং ॥ ৫০ ॥

এষেতি । যমোহস্বাকং কারণং সাম্যাবস্থামারোপাধিকবুদ্ধরূপং তদ্বিদং তদ্ব্যাকৃতমাসী-  
স্তম্যমরূপাত্যাং ব্যাক্রিয়ত ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যং মায়া বা এষা নারসিংহী সৰ্বমিহং সৃজতি  
সৰ্বমিহং রক্ষতি সৰ্বমিহং সংহরতি তন্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাদিতি । অজ্ঞানমেকাং  
লোহিতওরুক্ষাং ন তত্ত কার্য্যং কারণং চেত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যক্ । তদেধা ভগবতী  
তন্ত্ৰৈব মুখ্যা মূর্তিরিয়মিতি ভাবঃ । পরং ব্রহ্মৈব সৰ্বকারণমায়াশবলিতং ভক্তানুগ্রহার্থমিহং  
রূপং দধারেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ইচ্ছেতি । ইচ্ছাশক্তিরুমাঙ্কুগারীতি শিবস্বত্বপ্রতিপাদ্যা । তৎ কিং জড়া নেত্যাহ । নিত্যা-  
নিত্যশ্বরূপিণীতি । নিত্যং ব্রহ্মানিত্যং মায়া তদ্বত্বরূপিণী মায়াশবলব্রহ্মরূপিণীত্যর্থঃ । তথা  
চ ভগবত্যা উভয়াশ্বকত্যাং কদাচিদ্বুদ্ধরূপেণৈব বর্ণনং কদাচিত্তচ্ছক্তিরূপেণৈব বর্ণন-  
মিতীচ্ছাশক্তিরূপেণৈব বর্ণনেনপি দোষাতাবঃ । তথাচ স্মৃতিঃ । হ্রীঙ্কার উভয়াশ্বক ইতি ।  
শিবশক্ত্যাশ্বক ইত্যর্থঃ । হ্রীং ব্রহ্মেতি শ্রুতেশ্চ ॥ ৫২ ॥

বাহাকে দূর হইতে চতুভুজা রমণী বলিয়া বোধ হইতেছিল; তিনিই আবার একপে দেখিতে  
দেখিতে অনন্ত চক্ষুঃ অমন্ত কর চরণ ও অনন্ত বদনমণ্ডল অদ্বুত বিরটিরূপে প্রতীত হইতে  
লাগিলেন; দেখ, নারদ! তৎকালে, আমরা সংশয়াক্রম চিত্ত হইয়া এইরূপ ভাবিতে  
লাগিলাম, যে; এ যে রূপ অদ্বুত ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে ইহাঁকে কোন অপরা কি  
গন্ধৰ্বকন্তা বা কোন অমরপ্রাণনা বলিয়াত বিবেচনা হইতেছে না; এইরূপ ভাবিতোহু এমন  
সময় ভগবান্ বিষ্ণু সেই চারুহাসিনী বিশ্বমাতাকে একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ পূৰ্ব্বক স্বীয়  
বিজ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভাবে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, বেদাদি শাস্ত্রে যিনি জ্ঞান-মৃত্যু  
বিরুদ্ধিত পূর্ণা প্রকৃতি বলিয়া পরিকীর্তিত, ইনি সেই মহাবিদ্যারূপা মহামায়া; এই  
দেবী ভগবতীই আমাদের তিন জনের উৎপত্তির হেতুকৃত ॥ ৪৮—৫১ ॥ এই দেবী  
সুজমতি নরের পক্ষে সুদুজ্জৈয়া ও দুর্জাত্যা হইলেও তবুও ঋষিগণ ইহাঁকে সমাধিবোগে  
বিদ্য আশ্রিতেই সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন; ইনি ঋগ্যজুসংহিতা কটেন, ক্রিষ্ট, চিদানন্দ  
ব্রহ্মরূপে নিত্য; ইহাঁকেই আবার বেদে পরাত্মা পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া নির্দেশ



ছুরাধ্যায়ভাগৈশ্চ দেবী বিশ্বেশ্বরী শিবা ।  
 বেদগর্ভা বিশালাক্ষী সর্বেষামাদিরীশ্বরী ॥ ৫৩ ॥  
 এষা সংহত্য সকলং বিশ্বং ক্রীড়তি সংক্ৰয়ে ।  
 লিঙ্গানি সর্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ ॥ ৫৪ ॥  
 সর্ববীজময়ী হেমা রাজতে সাম্প্রতং সুরৌ ।।  
 বিভূতয়ঃ স্থিতাঃ পার্শ্বে পশ্যতাং কোটিশঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥  
 দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ ।  
 পরিচর্য্যাপরাঃ সর্বাঃ পশ্যতাং ব্রহ্মশঙ্করৌ ! ॥ ৫৬ ॥  
 ধন্যা বয়ং মহাভাগাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্ম সাম্প্রতম্ ।  
 যদত্র দর্শনং প্রাপ্তা ভগবত্যাঃ স্বয়ম্বিদম্ ॥ ৫৭ ॥  
 তপস্তপ্তং পুরা যত্নাভ্যশ্বেদং ফলমুভয়ম্ ।  
 অন্যথা দর্শনং কুত্র ভবেদস্মাকমাদরাৎ ॥ ৫৮ ॥  
 পশ্যন্তি পুণ্যপুঞ্জা যে যে বদান্ত্যন্তপস্বিনঃ ।  
 রাগিণো নৈব পশ্যন্তি দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ॥ ৫৯ ॥

বেদগর্ভা বেদজনয়িত্রী । অস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃস্রবিতমেতদ্বৈদ ইত্যাদিশ্রুতেঃ । মমৈ-  
 বাজ্ঞা পরাশক্তির্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী । ঋগ্যজুঃসামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ততে ইতি কুর্শ-  
 পুরাণে ষাটশাধ্যায়ে ত্রিভগবত্বাক্তে ॥ ৫৩ ॥

করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ এই দেবী বিশালাক্ষী বিশ্বেশ্বরীই জগতের আদিভূতা, ইনিই সর্বভূতের  
 নিয়ন্ত্রী; মহাত্মা ঋষিরা ইহাকেই সর্ব জীবের কল্যাণরূপিনী বেদগর্ভা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া  
 থাকেন; অন্নভাগ্য ব্যক্তিগণই ইহার আরাধনায় সমর্থ হইতে পারে না। ইনি প্রলয়-  
 কালে সমস্ত বিশ্বসংসার সংহার পূর্ব্বক জীবনবহের বাসনাসম্বিত ব্যষ্টি-স্থল-শরীর সকল  
 স্থলায়রূপ নিজ সমষ্টি-শরীরে (মূল প্রকৃতিতে) সন্নিবেশিত করিয়া একমাত্র অষ্টৈতান্ম-  
 স্বরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্কর! হৈঃ শঙ্কর! সংপ্রতি যিনি  
 এইরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইনিই বিশ্বজগতের কারণ-স্বরূপিনী; ঐ দেখুন, উহার কোটি  
 কোটি বিভূতি সকল যথাক্রমে চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন; দেখুন দেখি, ঐ সকল দেব-  
 দেবীগণ কেমন দিব্যাভরণে বিভূষিত!! আর কেমন স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্যে বিলোপিতাজ হইয়া  
 পরিচর্য্যার নিমিত্ত চতুর্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥ আজ যখন আমরা দেবী  
 ভগবতীর ঈদৃশ অনির্কটনীর চম্ভূত রূপ সন্দর্শন করিতে পাইলাম, তখন, অবশ্যই আমরা  
 ধন্যবাদের পাত্র!! সংপ্রতি আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে,  
 আমরা কদাচই এরূপ কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতাম না ॥ ৫৭ ॥ পূর্বে যে আমরা ঘোরতর  
 ঠোঁটের তপঃক্লেশ সহ করিয়াছিলাম, ইহা নিশ্চয় তাহারই ফল জানিবে; অন্যথা, দেবী জগৎ-

মূলপ্রকৃতিরেবৈষা সদা পুরুষসঙ্গতা ।

ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়তোষা কৃৎস্না বৈ পরমাত্মনে ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ দৃশ্যমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং দেবতাঃ সুরৌ! ।

তশ্চৈষা কারণং সর্ব্বা মায়া সর্ব্বেশ্বরী শিবা ॥ ৬১ ॥

কাহং বা ক সুরাঃ সর্ব্বৈ রমাদ্যাঃ সুরযোষিতঃ ।

লক্ষাংশেন তুলামস্তা ন ভবামঃ কথঞ্চন ॥ ৬২ ॥

সৈষা বরাস্তনা নাম যা দৃষ্টা বৈ মহার্ণবে ।

বালভাবে মহাদেবী দোলয়ন্তীব মাং মুদা ॥ ৬৩ ॥

শয়ানং বটপত্রে চ পর্য্যঙ্কে স্থস্থিরে দৃঢ়ে ।

পাদাস্থ্যুষ্ঠং করে কৃৎস্না নিবেশ্য মুখপঙ্কজে ॥ ৬৪ ॥

কারণস্বরূপং ভগবত্যা বিশদয়তি । এষা সংহত্যেতি । সর্ব্বজীবানামিতি । ব্যাঙিলিঙ্গ-  
শরীরানি তদ্বাসনাশ্চ সমষ্টৌ সূত্রাত্মনি স্থাপয়িত্বা তৎসমষ্টিলিঙ্গশরীরং সর্ব্বাসনং স্বশরীরে  
প্রলয়কালে সন্নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা একাকিনী ক্রীড়তি ॥ ৫৪—৫৯ ॥

মূলপ্রকৃতিরেবৈষেতি । এবং বর্ণনং জড়শক্তিরূপত্বেন ক্রিয়তে । ভুবনেশ্বর্যা জড়জড়-  
রূপত্বেন বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ জীবো দৃশ্যমিদং সর্ব্বং বিশ্বস্তস্তোভয়বিধস্তাপ্যেবৈব কারণম্ । যথা সূদীপ্তাং  
পাবকাদ্বিফুলিঙ্গা ইতিক্রতেজীববিশ্ববিভাগস্ত কারণং ব্রহ্মাধীনত্বাৎ ॥ ৬১—৬২ ॥

সৈষেতি । অনয়েব মমার্থল্লোকাত্মকভাগবতস্ত রহস্তভূতস্তোপদেশঃ কৃত ইত্যাত্মা মূর্ত্তি-  
দর্শনেন মম প্রত্যভিজ্ঞা সমুৎথিতা । তস্ত ল্লোকাকীর্ণস্তার্থস্ত । সর্ব্বং খণ্ডিদং ব্রহ্মাহমেবেতি ।

জননী আমাদিগকে এস্থলে আনিয়া সমাদর পূর্ব্বক নিজস্বরূপ দর্শন করাইবেন কেন ? ॥৫৮॥  
ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা ভূরি ভূরি সংকার্যের অমুষ্ঠান পূর্ব্বক সতত পুণ্যপুণ্ড  
উপার্জন করেন, যাহারা নিয়ত তপশ্চর্য্যার নিরত থাকিয়া সংপাতে অপরিয়াপ্ত ধনাদি দান  
করিয়া থাকেন, তাদৃশ মহাত্ম্যারাই এই দেবী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর দর্শনলাভে  
সমর্থ; বৎস ! যাহারা কেবল ঐহিক ভোগবিলাসেই প্রমত্ত তাহাদিগের তাগে কদাচ ইহঁর  
সন্দর্শন লাভ ঘটে নাই ॥৫৯॥ ইনিই সেই আদ্যা মূলপ্রকৃতি ; ইনি নিরন্তরই সেই চিদানন্দময়  
পুরুষের সহিত সংমিলিত হইয়া রহিয়াছেন ; এই দেবী সনাতনীই নিজ প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড  
রচনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন । হে সুরষয় ! ব্রহ্মশব্দ ! এই অখিল  
ব্রহ্মাণ্ড এবং এতদন্তর্গত দেবতা প্রভৃতির শরীর সমস্তই দৃশ্যপদার্থ আর কূটস্থ চৈতন্ত্বরূপ  
পরমাত্মাই জীবন্ত উপাদি অঙ্গীকার করিয়া প্রত্যেক শরীরেই সাক্ষিক্রমে বিরাজ করিয়া  
থাকেন ; কিন্তু, এ উভয়বিধ বিষয়েরই একমাত্র কারণ এই সর্ব্ব মঙ্গলময়ী সর্ব্বেশ্বরী সমষ্টি  
মায়াশক্তি জানিবেন ॥৬০-৬১॥ এই সমস্ত দেবতা বা লক্ষী প্রভৃতি সুররমণীগণ কি আমিই  
কলকথা আঁমরা কেতট ঠেঠার লক্ষাংশেন একাংশেন সন্তিত এ জ্ঞান নহি ॥৬২॥ ইনি নিশ্চয়ই

লেলিহস্তঞ্চ ক্রীড়ন্তমনৈকৈর্বালচেষ্টিতৈঃ ।

রমমাণং কোমলাঙ্গং বটপত্রপুটে স্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥

গায়ন্তী দোলয়ন্তী চ বালভাবান্ময়ি স্থিতে ।

সেয়ং স্থনিশ্চিতং জ্ঞানং জাতং মে দর্শনাদিব ॥ ৬৬ ॥

কামং নো জননী সৈষা শৃণুতাং প্রবদাম্যহম্ ।

অনুভূতং ময়া পূর্বং প্রত্যভিজ্ঞা সমুখিতা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-  
স্কন্ধে মহাদেবীদত্তবিমানারোহণেন দেবদেবীদর্শনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তস্মাৎ বা ময়া দৃষ্টা সৈবেয়ং সা চ সর্বকারণত্বং স্বত্বাহ । তস্মাদিয়ং সর্বকারণমেবেতি ভাবঃ ।  
ননু কশ্যমবস্থায়ামিয়ং ত্বয়া দৃষ্টা তত্রাহ, বালভাবে ইতি ॥ ৬৩—৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই রমণীগণের শিরোমণিস্বরূপা মহাদেবী জগদম্বিকা, যাহাকে আমি প্রলয়প্রাবিত মহার্ণব  
মধ্যে আগাকেই একটি ক্ষুদ্র বালকমূর্তি করিয়া পরমাক্লাদসহকারে দোলাইতে দেখিয়া-  
ছিলাম; পূর্বে যখন আমি নিশ্চল দৃঢ়ীভূত পর্যাক্ষদৃশ বটপত্রে শয়ান থাকিয়া সাধারণ  
বালকের ত্রায় নিজ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ করে ধারণপূর্বক মুখপঙ্কজে নিবেশিত করিয়া উহা সংলেহন  
করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিলাম; সেই সময়, জননী যেমন স্বীয় শিশুসন্তানকে বিবিধ  
উল্লাপন পূর্বক দোলাইয়া থাকেন ইনি সেইরূপ বটপত্রপুটে ক্রীড়ানিরত আমার কোমলাঙ্গ  
সকলকে নানাবিধ স্বরে গান করিতে করিতে দোলাইয়াছিলেন। এক্ষণে, আমি ইহাকে দর্শন  
যাত্রেই জানিতে পারিয়াছি; ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাদেবী বিশ্বকর্ত্রী জগদম্বিকা ॥ ৬৩—৬৬ ॥  
শঙ্কর! ব্রহ্মন্! আপনাদের উভয়কে যাহা বলি শ্রবণ করুন, ইনি নিশ্চয়ই আমাদের সেই  
জননী; পূর্বে যে, আমি ইহার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার বিলক্ষণ অনুভূত  
হইতেছে, কেননা, সম্প্রতি আমার অন্তরে তদ্বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীদর্শন বিষয়ক তৃতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ জনার্দনঃ ।  
বয়ং গচ্ছেম পার্শ্বেহস্তাঃ প্রণমন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১ ॥  
সেয়ং বরা মহামায়া দাস্ত্যন্ত্যেযা বরান্ হি নঃ ।  
স্তুরামশ্চ সন্নিধিং প্রাপ্য নির্ভয়াশ্চরণান্তিকে ॥ ২ ॥  
যদি নো বারয়িষ্যন্তি দ্বারস্থাঃ পরিচারকাঃ ।  
পাঠিষ্যামশ্চ তত্রস্থাঃ স্তুতিং দেব্যাঃ সমাহিতাঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইতু্যক্তে হরিণা বাক্যে স্প্রহ্ষ্যন্তৌ স্প্রসংস্থিতৌ ।  
জাতৌ প্রমুদিতৌ কামং নিকটে গমনায় চ ॥ ৪ ॥

একোনপকাশংপদৈঃ ত্রীভাবগমনোত্তরম্ ।

বিষ্ণুনাথ কৃতং স্তোত্রং ত্রীদেব্যা ইতি কথ্যতে ॥

ত্রীদেবীদর্শনোত্তরং ব্রহ্মাদীনাং বৃত্তমাহ ইতু্যক্তেতি । ইতি পূর্বোক্তাং বালাবস্থা কথ্যং  
ব্রহ্মণে বিষ্ণুরক্ত্বা পুনব্রহ্মাণং বিষ্ণুরাহ ॥ ১—২ ॥

তত্রস্থা যদ্যেবে বারয়িষ্যন্তি তন্নিম্নেব দেশে স্থিতাঃ স্তুতিং করিষ্যামস্তাবতা দয়াত্ৰী  
সর্বজ্ঞা দেবী জ্ঞাস্তব্যাকং কৃপাঞ্চ করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নারদং প্রতি ব্রহ্মাহ । ইতু্যক্তে ইতি । হরিবাক্যং শ্রুত্বা অহং হরশ্চোভৌ প্রমুদিতৌ  
জাতৌ নিকটে ত্রীদেবীসমীপে গমনায় তদা হরিং প্রত্যোমিত্যঙ্গীকারবাক্যমুক্ত্বা স্থিতৌ ॥৪॥

লোক পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! তাহার পর জনাসুর-নিহৃদনকারী ভগবান্ বিষ্ণু  
ঐ সকল কথা বলিয়াই পুনরায় কহিলেন, চলুন আমরা সকলেই বারংবার প্রণাম করিতে  
করিতে উহার নিকটে যাই তাহা হইলে, ঐ দেবী বিশ্ববন্ধিনী মহামায়া প্রসন্ন হইয়া  
নিশ্চয়ই আমাদিগকে বর প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই ; মাতার নিকটে যাইতে সন্তানের  
কি কখন ভয় হয় ? অতএব, চলুন আমরা নির্ভয়ে যাইয়া জগজ্জননীর পদপ্রান্তে  
দাঁড়াইয়া স্তব করি ॥ ১—২ ॥ যদি দ্বারপাল বা পরিচারকগণ আমাদিগকে নিকটে যাইতে  
বারণ করে, তাহা হইলে, আমরা সেই স্থলে দাঁড়াইয়াই একাগ্রচিত্তে মহাদেবীর স্তুতিপাঠ  
করিতে থাকিব । ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস ! ভগবান্ হরি শঙ্করকে আর আমাকে এই কথা  
বলিলে পর, আমরা উভয়েই লোমাঙ্কিত কলেবরে কিয়ৎকাল সেইস্থলেই দণ্ডায়মান রহিলাম ;  
পরে জননীর নিকটে যাইবার জন্ত একেবারে আক্সাদে ক্ষীণ হইয়া উঠিলাম ॥ ৩—৪ ॥

ওমিত্যুক্ত্বা হরিং সৰ্বে বিমানাস্থরিতাস্থয়ঃ ।  
 উত্তীৰ্য্য নিগতা দ্বারি শঙ্কমানা মনস্তলম্ ॥ ৫ ॥  
 দ্বারস্থান্ বীক্ষ্য তান্ সৰ্বান্ দেবী ভগবতী তদা ।  
 স্মিতং কৃৎস্না চকারাশু তাংস্ত্রীন্ স্ত্রীরূপধারিণঃ ॥ ৬ ॥  
 বয়ং যুবতয়ো জাতাঃ স্ত্ররূপাশ্চারুভূষণাঃ ।  
 বিশ্বয়ং পরমং প্রাপ্তা গতাস্তৎসন্নিধিং পুনঃ ॥ ৭ ॥  
 সা দৃষ্টা নঃ স্থিতাস্তত্র স্ত্রীরূপাংশ্চরণাস্তিকে ।  
 ব্যলোকয়ত চার্বকী প্রেমসম্পূর্ণয়া দৃশা ॥ ৮ ॥  
 প্রণম্য তাং মহাদেবীং পুরতঃ সংস্থিতা বয়ম্ ।  
 পরম্পরং লোকয়ন্তঃ স্ত্রীরূপাশ্চারুভূষণাঃ ॥ ৯ ॥  
 পাদপীঠং প্রেক্ষমাণা নানামণিবিভূষিতম্ ।  
 সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং স্থিতাস্তত্র বয়স্ত্রয়ঃ ॥ ১০ ॥  
 কাশ্চিদ্রক্তান্বরাস্তত্র সহচর্য্যঃ সহস্রশঃ ।  
 কাশ্চিন্নীলান্বরা নার্য্যস্তথা পীতান্বরাঃ শুভাঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ সৰ্বে বয়ং বিমানাস্তত্তীৰ্য্য তত্র গতা ইত্যাহ । ওমিত্যুক্তেতি ॥ ৫ ॥

স্ত্রীরূপধারিণ ইতি । তে বয়ং ত্রয়স্ত্রীরূপা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৯ ॥

অনন্তর, হরিকে তাহাই হউক এইরূপ বলিয়া তিন জনেই অবিলম্বে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শক্তিত্বিতে দ্বারদেশের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৫ ॥

নারদ ! তাহার পর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, তৎকালে দেবী ভগবতী আমাদের তিন জনকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া দ্বৈধ হস্ত করত ক্ষণমাত্রে আমাদের তিনজনকেই স্ত্রী মূর্ত্তি করিয়া কেলিলেন ॥ ৬ ॥ এইরূপে তখন, আমরা তিনজনেই মনোরম অলঙ্কারে বিভূষিত স্ত্ররূপা যুবতী হইয়া একেবারে বিশ্বয় সাগরে নিমগ্ন হইলাম ; পরন্তু, সেই অবস্থাতেই দেবীর সন্নিধানে গমন করিলাম ॥ ৭ ॥ আমরা সকলেই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া চরণোপান্তে দণ্ডায়মান আছি দেখিয়া সেই অনির্বচনীয় রূপলাবণ্যময়ী দেবী ভগবতী স্ত্রীতি-প্রকল্পনয়নে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন আমরা মনোজ্ঞ অলঙ্কার পরি-শোভিত স্ত্রীমূর্ত্তিতেই মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া পরম্পর মুখ নিরীক্ষণ করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত রহিলাম ॥ ৮—৯ ॥ তৎকালে আমরা তিনজনেই সেই স্থলে থাকিয়া কেবল বিবিধ মণি-বিভূষিত কোটি স্বৰ্ঘ্য সদৃশ প্রভাসম্পন্ন মহাদেবীর মণিময় পাদপীঠটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥ ১০ ॥ দেখিলাম, কাহারও পরিধানে রক্তান্বর, কাহারও নীলান্বর, কাহারও বা পীতান্বর এইরূপ বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিতা পরম রমণীয়মূর্ত্তি প্রিয়দর্শনা সহস্র সহস্র

দেব্যাঃ সৰ্ব্বাঃ শুভাকারা বিচিত্রাশ্চরভূষণাঃ ।  
 বিরেজুঃ পার্শ্বতন্তুস্তাঃ পরিচর্যাপরাঃ কিল ॥ ১২ ॥  
 জগুশ্চ ননৃতুশ্চান্ধ্যাঃ পর্য্যাপাসন্ত তাঃ ত্রিয়ঃ ।  
 বীণামারুতবাদ্যানি বাদয়ন্ত্যে মুদান্বিতাঃ ॥ ১৩ ॥  
 শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি যদৃকং তত্র চাভূতম্ ।  
 নখদর্পণমধ্যে বৈ দেব্যাশ্চরণপঙ্কজে ॥ ১৪ ॥  
 ব্রহ্মাণ্ডমখিলং সৰ্ব্বং তত্র স্থাবরজঙ্গমম্ ।  
 অহং বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বায়ুরগ্নিৰ্যমো রবিঃ ॥ ১৫ ॥  
 বরুণঃ শীতগুস্তৃকো কুবেরঃ পাকশাসনঃ ।  
 পৰ্ব্বতাঃ সাগরা নদ্যো গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসন্তথা ॥ ১৬ ॥  
 বিশ্বাবস্থশ্চিত্রকেতুঃ শ্বেতশ্চিত্রোদন্তথা ।  
 নারদস্তম্বরুশ্চৈব হাহাহুহুস্তথৈব চ ॥ ১৭ ॥  
 অশ্বিনৌ বসবঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধাশ্চ পিতরন্তথা ।  
 নাগাঃ শেষাদয়ঃ সৰ্ব্বে কিমরোরগরাক্ষসাঃ ॥ ১৮ ॥

পাদপীঠং সিংহাসনম্ । অনেন দাসমর্যাদা বোধিতা । যদ্যসেন স্বামিমুখনিরীক্ষণং  
 ন বিধেয়ং কিন্তু পাদয়োরেব দৃষ্টিঃ স্থাপনীয়েতি ॥ ১০—১২ ॥

মারুতবাদ্যাং বেণাদিকম্ ॥ ১৩ ॥

তদুত্তরং শ্রীভুবনেশ্বর্যাঃ স্বপাদনখমধ্যে এবানেককোটিব্রহ্মাণ্ডানি দর্শিতানীত্যাহ । শৃণু  
 নারদেতি ॥ ১৪—১৮ ॥

সুহচরী দেবকন্তারা পরিচর্যা-পরায়ণা হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে বিরাজমান রহি-  
 রাছেন ॥ ১১—১২ ॥ সেই সমস্ত দেবরমণীদিগের মধ্যে কেহ বীণাবাদন, কেহ নৃত্য, কেহ বা  
 স্বস্বরে সংগীতালাপ করিতেছেন ; কলতঃ তাঁহারা সুকলেই আত্মলাভে পুলকিত হইয়া  
 সৰ্ব্বতোভাবে মহাদেবীর উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

নারদ ! সে স্থলে আর একটি যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহাও বলিতেছি শ্রবণ  
 কর, সেই সকল দেব কন্তাগণের নৃত্যগানাদি দেখিতে দেখিতে সহসা মহাদেবী ভগবতীর  
 চরণপঙ্কজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, তত্রত্য নখদর্পণ মধ্যে স্থাবর জঙ্গমময় অখিল  
 ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রূপে বিরাজিত রহিয়াছে ; অর্থাৎ বন, ভূমি, পৰ্ব্বত, নদ, নদী ও সাগর  
 প্রভৃতি স্থাবর বস্তু সকল এবং সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, কুবের, প্রজাপতি ঋগী ও  
 যজুর্গে প্রভৃতি দেবগণ ; অধিক কি আমি, বিষ্ণু ও রুদ্রদেব পর্য্যন্তও লক্ষিত হইতে লাগিল ।  
 তাহার পর আবার দেখি যে, গন্ধৰ্ব্ব ও অপ্সরোবৃন্দ প্রভৃতি উপদেবদেবগণ এক গুচ্ছ



বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মলোকশ্চ কৈলাসঃ পর্বতৌত্তমঃ ।

সর্বং তদখিলং দৃষ্টং নখমধ্যস্থিতঞ্চন ॥ ১৯ ॥

মঞ্জম্পঙ্কজং তত্র স্থিতোহহং চতুরাননঃ ।

শেষশায়ী জগন্নাথস্তথাচ মধুকৈটভো ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

এবং দৃষ্টং ময়া তত্র পাদপদ্মনখে স্থিতম্ ।

বিস্মিতোহহং ততো বীক্ষ্য কিমেতদিতিশক্তিতঃ ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুশ্চ বিস্ময়াবিক্তঃ শঙ্করশ্চ তথাস্থিতঃ ।

তাং তদা মেনিরে দেবীং বয়ং বিশ্বস্ত মাতরম্ ॥ ২২ ॥

ততো বর্ষশতং পূর্ণং ব্যতিক্রান্তং প্রপশ্যতঃ ।

সুধাময়ে শিবে দ্বীপে বিহারং বিবিধং তদা ॥ ২৩ ॥

সখ্য ইব তদা তত্র মেনিরেহস্মানবস্থিতান্ ।

দেব্যঃ প্রমুদিতাকারা নানাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ২৪ ॥

চনেত্যব্যয়মপ্যর্থকং নখমধ্যস্থিতমপীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২১ ॥

প্রধান বিম্বাবস্থ, চিত্রকেতু, চিত্রানন্দ, শ্বেত, নারদ, তুষ্ক ও হাহাহুহু ও বিরাজ করিতেছেন। অপরদিকে স্বর্কৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, সাধাগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, অনন্তাদি নাগগণ এবং কিন্নর, উরগ ও রাক্ষসগণ পর্য্যন্তও বথানিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে ॥১৪—১৮॥ এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনের পর, দেখি যে, উর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠধাম, ব্রহ্মলোক ও পরম পূজনীয় কৈলাসপর্বত নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে ; ফলকথা এই যে, একমাত্র সেই চরণপঙ্কজস্থ নখদর্পণ মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই দৃষ্ট হইল ॥ ১৯ ॥ এমন কি, তথায় অনন্ত শয়ান শয়ান জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু এবং তাঁহার নাতিদেশে আমার জন্মভূমিরূপ সেই পঙ্কজ ; তন্মধ্যে আমিও এইরূপ চতুর্শুখে পরিশোভিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছি। পরে দেখি যে, আবার আমার বিরোধি দানবপ্রধান মধুকৈটভ ও যুদ্ধলালসায় সম্মুখে দণ্ডায়মান ॥ ২০ ॥ লোকপিতামহ ভগবান্ কহিলেন, তৎকালে আমি সেই মহাদেবী ভগবতীর চরণপঙ্কজস্থ নখরগুণ্ডাংশু মধ্যে যে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে আর কোন সংশয় হইতেছে না ; পরন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া সশঙ্কচিত্তে ভাবিলাম যে, এ আবার কি ? ॥ ২১ ॥ রে বৎস ! কেবল আমি নহে আমার সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু এবং শঙ্কর পর্য্যন্তও বিশ্ব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ; ফলতঃ তখন, আমরা তিনজনেই তাঁহাকে বিস্ময়সারের জননী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম ॥২২॥ তদনন্তর, এইরূপে সেই সুধাময় শিবদ্বীপে মহাদেবীর নানাবিধ লীলা বিহারাদি দেখিতে

বয়মপ্যতিরম্যাম্বাদ্‌বুধিম বিমোহিতাঃ ।

প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বৈ পশুন্ ভাবান্মনোরমান্ ॥ ২৫ ॥

একদা তাং মহাদেবীং দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ।

তুষ্ঠাব ভগবান্ বিষ্ণুর্যুবতীভাবসংস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

নমো দেব্যে প্রকৃত্যে চ বিধাত্রে সততং নমঃ ।

কল্যাণ্যে কামদায়ৈ চ বৃদ্ধ্যে নিষ্ট্যে নমো নমঃ ॥ ২৭ ॥

সচ্চিদানন্দরূপিণ্যে সংসারারণয়ে নমঃ ।

পঞ্চকৃত্যবিধাত্রে তে ভুবনেশো নমো নমঃ ॥ ২৮ ॥

সর্বাবিধানরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমো নমঃ ।

অর্দ্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হুল্লোখায়ৈ নমো নমঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি দর্শনে নৈব সর্বকারণমিত্যস্মাকং নিশ্চয়ো জাত ইত্যাহ । বিশ্বস্ত মাতর-  
মিতি ॥ ২২—২৭ ॥

সংসারারণয়ে সংসারবোনে । পঞ্চকৃত্যবিধাত্রে পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংহতি-  
তিরোভাবাঃ । তদ্বদগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতত্ত্বাশ্চেতি বচনোক্তানি পঞ্চকৃত্যানি-  
তেষাং বিধাত্রী কর্ত্রী ॥ ২৮ ॥

দেখিতে আমাদিগের পূর্ণশতবর্ষকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল । পরন্তু, যতদিন আমরা সে স্থলে  
অবস্থান করিয়াছিলাম, তাবৎকাল তদ্রূপে সেই মহাদেবীর সহচরী বিচিত্র বসনাভরণ পরি-  
শোভিতা মূর্তিমতী প্রমোদরূপিণী দিব্যাক্ষনারীগণ আমাদিগকে নিজ সখী বলিয়াই মনে  
করিতেন ॥ ২৩—২৪ ॥ সেইরূপ আমরা ও তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই অত্যন্ত রমণীয়তা প্রযুক্ত  
একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য সে স্থলে যতদিন বাস করিয়াছিলাম,  
ততদিন সর্বদাই প্রকল্পাস্তঃকরণে কেবল তাঁহাদিগের মনোরম হাবভাবাদি সন্দর্শন করি-  
তাম ॥ ২৫ ॥ একদিবস আমাদের সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু সেইরূপ যুবতীভাবে  
থাকিয়াই সদানন্দময়ী মহাদেবী ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যিনি এই অনন্ত বিশ্বসংসারের সর্বতোবিধানকর্ত্রী সেই জ্যোতিঃস্বরূ-  
পিণী পরমাপ্রকৃতিকে নিরন্তর প্রণাম করি । যিনি ভক্তবৃন্দকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান  
করেন, সেই সর্বসিদ্ধি-স্বরূপিণী অদ্যা সনাতনী কল্যাণরূপিণীকে বারংবার প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥  
যিনি স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সমস্ত সংসারের অধিতীর কারণস্বরূপা সেই সচ্চিদানন্দ-  
রূপিণীকে প্রণাম করি । মাতঃ ! এই অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ডের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব  
এবং নিজ-সৃষ্টি জীবনবিহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশরূপ) এই পঞ্চবিধ কৃত্যের তুমিই  
একমাত্র বিধাত্রী, অতএব হে ভুবনেশ্বরী তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ॥ ২৮ ॥ যিনি এই

জ্ঞাতং যয়াখিলমিদং স্থয়ি সন্নিবিষ্টং

হুতোহস্থ সম্ভবলয়াপি মাতরদ্য ।

শক্তিশ্চ তেহস্থ করণে বিততপ্রভাবা

জ্ঞাতাধুনা সকললোকময়ীতি নূনম্ ॥ ৩০ ॥

বিস্তার্য সর্বমখিলং সদসদ্বিকারং

সন্দর্শয়স্যবিকলং পুরুষায় কালে ।

তত্বেশ্চ ষোড়শভিরেব চ সপ্তভিষ্চ

ভাসীজ্জালমিব নঃ কিল রঞ্জনায় ॥ ৩১ ॥

সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ সর্বং বিবর্তরূপং মিথ্যাজগদধিষ্ঠানাবিকৃতব্রহ্মরূপায়ৈ ইত্যর্থঃ । তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মিথ্যাজগদধিষ্ঠানেতি । কূটস্থায়ৈ দেহদ্বয়াধিষ্ঠানং কূটবগ্নির্বিকারং চৈতন্ত্যং কূটস্থং তদ্রূপায়ৈ । অর্ধমাত্রার্থঃ পরং ব্রহ্ম । অর্ধমাত্রাশ্রিতা দেবী ব্রহ্মানন্দৈক-বিগ্রহা । ভুবনাধীশ্বরী তুর্থাভীতা বিশ্ববিমোহিনীতি শ্রুতেঃ । অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরূচ্যাতে । মকারো ভগবান্ রুদ্র অর্ধমাত্রা পরম্পদম্ । অর্ধমাত্রাশ্রিতা নিত্যোতি স্থতেশ্চ । তদ্রূপিণ্যে । হ্রস্বাধায়ৈ প্রত্যগাশ্রুতায়ৈ ॥ ২৯ ॥

ইথং মিশ্রণব্রহ্মরূপেণ বর্ণয়িত্বা কারণব্রহ্মেণ শোভিত । জ্ঞাতমিতি । স্থয়ি সন্নিবিষ্টং স্থিতমিত্যর্থঃ । তে ব্রহ্মরূপিণ্যা অস্থ জগতঃ করণে বা শক্তিশ্রীয়াখ্যা সকললোকময়ীতি-প্রসিদ্ধান্তি সা জ্ঞাতা ময়া । নখদর্পণমধ্যেহনেকব্রহ্মাণ্ডদর্শনাৎ । সর্বং খন্দিদমেবাহং নাশ-দন্তি সনাতনমিতি ভগবত্বাক্বেশ্চ । তস্মাৎ সর্বকারণভূতা হুমেবাসীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ইথং কারণব্রহ্মরূপিণীং বর্ণয়িত্বা মায়ামাত্রাং বর্ণয়তি । বিস্তার্যোতি । সৎ আকাশ-বায়ুরূপমমূর্ত্তভূতদ্বয়ম্ । অসৎ তেজো জলভূমিরূপং মূর্ত্তং ভূতদ্বয়ম্ । তয়োর্বিকারং তৎপরি-ণামরূপং সর্বং জগৎ বিস্তার্য পুরুষায় চেতনায় ভোক্ত্রে দর্শয়সি । কিমর্থং রঞ্জনায় তন্ত নানাপ্রকারৈর্ভোগং কর্তুমিত্যর্থঃ । এতাদৃশী ষোড়শভিত্তত্বৈঃ সাংখ্যোটৈস্তদ্রূপৈঃ পরি-

মিথ্যাত্বত মায়াময় বিশ্বজগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ ( বিবর্তকারণ ) সেই কূটস্থ চৈতন্ত্যরূপকে প্রণাম করি । যিনি চৈতন্ত্যরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন, সেই অর্ধমাত্রারূপা হ্রস্বাধাকে বারংবার প্রণাম করি ॥২৯॥ মাতঃ ! আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই অখিল সংসারের উৎপত্তি ও লয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে । ইদানীং এই স্থলরূপ আপনাতেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । আর আপনার নিকট আগমন করিয়া এক্ষণে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, এই বিশ্বের উৎপাদনার্থে ( স্থলরূপ প্রকটের নিমিত্ত ) আপনার শক্তি প্রভাববিস্তারে উন্মূখ হইয়া থাকে । কলত আপনিই যে এই অখিল-লোকময়ী তাহাতে আর সংশয় নাই ॥৩০॥ জননি ! আপনি সৃষ্টিকালে ষোড়শ বিকার ও মহাদাদি সপ্ত-বিকৃতিপ্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও বায়ুরূপ দুই অমূর্ত্তভূত এবং তেজঃ-প্রভৃতি মূর্ত্তভূতের অর্থাৎ সমষ্টি পঞ্চভূত ময় এই জগৎকে স্থলরূপে বিস্তারিত করিয়া ভোক্তৃ-রূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জন কারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন ।



ন হ্যমৃতে কিমপি বস্তুগতং বিভাতি  
 ব্যাপ্যৈব সৰ্বমখিলং হুমবস্থিতাসি ।  
 শক্তিং বিনা ব্যবহৃতৌ পুরুষোহপ্যশক্তো  
 বস্তুগ্যতে জননি ! বুদ্ধিমতা জনেন ॥ ৩২ ॥  
 প্রীণাসি বিশ্বমখিলং সততং প্রভাবৈঃ  
 স্নৈস্তেজসা চ সকলং প্রকটীকরোষি ।  
 অংসোব দেবি ! তরসা কিল কল্পকালে  
 কো বেদ দেবি ! চরিতং তব বৈভবস্য ॥ ৩৩ ॥  
 ত্রাতা বয়ং জননি ! তে মধুকৈটভাভ্যাং  
 লোকাশ্চ তে সুবিততাঃ খলু দর্শিতা বৈ ।  
 নীতাঃ সুখস্য ভবনে পরমাঞ্চ কোটিং  
 যদর্শনং তব ভবানি ! মহাপ্রভাবম্ ॥ ৩৪ ॥

গতা তথা সপ্ততিষ্ঠ মহাদৈত্যস্তত্বেত্তজ্জপৈঃ পরিণতা হ্নোহস্মাকমিহজ্জালমিব বিলক্ষণা  
 ভাসি । অনির্কচনীয়েত্যর্থঃ । যদাহঃ সাংখ্যাঃ । মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহাদায়াঃ প্রকৃতি-  
 বিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকল্প বিকার ইতি ॥ ৩১ ॥

হ্যমৃতে কিমপি বস্তু নৈবাস্তীতি ব্যাপ্তিমাহ । নহ্যমিতি । যদ্বস্ত ভাসতে তন্নামরূপ-  
 বিশিষ্টমেব ভাসতে তচ্চ নামরূপং হ্রুদ্রপমেব ততস্তব ব্যাপ্তিরবাহতেতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

প্রীণাসীতি । ইদং বিশ্বং প্রকটীকরোষ্যাপাদয়সি তথা প্রীণাসি অন্তর্ভাবিতগ্যার্থাত্তোষ-  
 যসি তেন স্বং করুণাবত্যাগীতি ভাসি । প্রলম্বকালে সৰ্বমংশি ভক্ষয়সি তেন চ ক্রুরেতি-  
 ভাসীতি তে বৈভবশ্রেষ্ঠার্থাস্ত চরিতং কো বেদ ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অতএব, মাতঃ ! আপনার এই সমস্ত অনির্কচনীয় কার্যাপরম্পরা আমাদেরই বুদ্ধিতে ঠিক  
 যেন ঐশ্বর্যালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ হে ঈশানি ! এই বিশ্বমধ্যে  
 আপনি না থাকিলে কোন বস্তুই প্রকাশ পাইতে পারে না । বস্তুত আপনিই যে,  
 নানাপ্রকার নামরূপাদি দ্বারা অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে আর কোন  
 সন্দেহ নাই ! জননি ! এই জগুই তদ্বজ্জ মহাদেবী সর্বদাই এইরূপ কীর্তন করিয়া থাকেন  
 যে, অধিক কথা কি, শক্তি ব্যতীত স্বয়ং পরমপুরুষও কোন কার্যে সমর্থ নহেন ॥ ৩২ ॥  
 বিশ্বেশ্বর ! কল্পারম্ভে আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা অব্যক্তভাবাপন্ন অখিল সংসারকে প্রকাশ  
 করেন । পরে, নিজ প্রভাবে সৃষ্টজীবনিবহের পোষণ করিয়া থাকেন ; আবার প্রলয়  
 সময়ে এতাদৃশ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে স্বর্ণমাত্রে গ্রাস করিয়া আত্মোদরসাৎ করেন । অতএব,  
 দেবি ! এ জগতে এমন পুরুষ কে আছে যে, আপনার সেই অনন্ত ঐশ্বর্যশক্তির তব  
 অবগত হইতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥ জননি ! আপনি কৃপা করিয়া আমাদেরই

নাহং ভবো ন চ বিরিক্খিবিবেন্ন মাতঃ !

কোহন্তো হি বেত্তি চরিতং তব দুর্কিৰ্ভাব্যম্ ।

কানীহ সন্তি ভুবনানি মহাপ্রভাবে !

•হস্মিন্ ভবানি ! চরিতে রচনাকলাপে ॥ ৩৫ ॥

অস্মাভিরত্র ভুবনে হরিরন্য এব

দৃষ্টঃ শিবঃ কমলজঃ প্রথিতপ্রভাবঃ ।

অন্যেষু দেবি ! ভুবনেষু ন সন্তি কিস্তে

কিং বিদ্য দেবি ! নবিততং তব স্প্রভাবম্ ॥ ৩৬ ॥

যাচেহম্ ! জেহজ্জি কমলং প্রণিপত্য কামং

চিত্তে সদা বসতু রূপমিদং তবৈতৎ ।

নামাপি বক্তুকুহরে সততং তবৈব

সন্দর্শনং তব পদাম্বুজয়োঃ সदैব ॥ ৩৭ ॥

অন্তঃ কথং চিদম্মাসু তু স্মৃতিককৃণাবত্যসীতি নিদর্শনমাহ । ত্রাতা বয়মিতি । রক্ষিতা মধুকৈটভাভ্যাং সকাশাৎ । সুখস্ত ভবনে মণিদ্বীপে নীতা আনীতাঃ পরমাঞ্চ কোটিং নীতা প্রাপিতাঃ । যদ্যস্মাস্তব মহাপ্রভাবং দর্শনং জাতং তস্মাদিত্যর্থঃ । নহেতৎ ককৃণামস্তরা সন্ত-  
বতি তস্মাদম্মাসু ককৃণাবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

নাহং ভব ইতি । কানীহ নখদর্পণে দৃষ্টানি ভুবনানি তাদৃশান্ভুতানি কানি কতি-  
সংখ্যানি ভবাস্মিন্ প্রভাবে চরিতে রচনাকলাপরূপে সন্তি তানি কো বেদ ন কোহপী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দানব মধুকৈটভের হস্তে রক্ষা করিলেন ; তাহার পর, পরমসুখময় ধাম মণিদ্বীপে আনয়ন পূর্বক যখন আপনার বিরচিত সুবিস্তৃত লোকসকল এবং নিজ মহাপ্রভাব সন্দর্শন করাই-  
লেন, তখন আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর পরম সুখ লাভ কি হইতে পারে ? ॥ ৩৪ ॥  
মাতঃ ! আমি, অথবা ভব কি বিরিক্খি আমরা তিন জনেও যখন, আপনার এই  
কিৰ্ভাব্য চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলাম না ; তখন, অগ্রে আর কে জানিতে সমর্থ  
হইবে ? ভবানি ! আমরা আপনার ঐ নখদর্পণ মধ্যে যে সমস্ত অসংখ্য লোকপূর্ণ ভুবন-  
পার দর্শন করিলাম তাহা ব্যতীত আরও অমন কত শত ভুবন যে আপনার মারামর  
চাঁকাল মধ্যে গূঢ়ভাবে বর্তমান রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ দেবি !  
আমরা আপনার প্রদর্শিত এই ভুবনমধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও  
হরী তাহা দর্শন করিলাম ঐরূপ অপরাপর ভুবন সকল মধ্যেও বে, পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাদি  
মিমা নাই তাহা কিরূপে বোধ করিব ? কেননা, আপনার অমন্ত প্রভাবের সীমা  
ই ॥ ৩৬ ॥ হে অম্বিকে ! আপনার ঐ চরণকমলে বারংবার প্রণিপাতপূর্বক এই প্রার্থনা করি

ভূত্যোহরনন্তি সততং ময়ি ভাবনীয়ং  
 স্বাং স্বামিনীতি মনসা নু চিন্তয়ামি ।  
 এষাবয়োরবিরতা কিম দেবি ! ভূয়া-  
 দ্ব্যাপ্তিঃ সদৈব জননীমুতয়োরিবার্যে ! ॥ ৩৮ ॥  
 ত্বং বেৎসি সর্বমখিলং ভুবনপ্রপঞ্চং  
 সর্বজ্ঞতাপরিসমাপ্তিনিভাস্তুমিহি ।  
 কিং পামরেণ জগদম্ব ! নিবেদনীয়ং  
 যদ্যুক্তমাচর ভবানি ! তবেঙ্গিতং স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরূমাপতিশ্চ  
 সংহারকারক ইয়ন্তু জনৈ প্রসিদ্ধিঃ ।  
 কিং সত্যমেতদপি দেবি ! তবেচ্ছয়া বৈ  
 কর্তুং ক্ষমা বয়মজে ! তব শক্তিসুখাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্মাভিরিতি । যথাস্মিন্ ভুবনে অস্মাভিব্রহ্মাদয়ো দৃষ্টাঃ সন্তি তথাক্তেষু ভুবনেষু কিং ন  
 সন্তি সন্তোষ । কথমিদং ভবিষ্যতীতি চেত্তব বৈভবস্ত চরিতং কো বেদ স কোপীত্যর্থঃ ।  
 তব বৈভবেন সন্তবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

জননীমুতয়োর্যাতাপুত্রয়োরিব ব্যাপ্তিঃ সন্থকঃ স্বস্বামিতাবঃ সদৈব ভূয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

যতঃ সর্বজ্ঞতায়ঃ পরিসমাপ্তে নির্ভাস্তুমিহি চরমভূমিস্থমসি । ইদ্রিতমভিপ্রেতম্ ॥ ৩৯ ॥

কিং সত্যমেতন্ন সত্যমিত্যর্থঃ । যতস্তবেচ্ছয়া তব শক্তিসুখা বয়ং কর্তুং ক্ষমা নাভ্যথা  
 তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যেন আপনার এই রূপই নিরন্তর আমার মনোময় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় ; আর আপ-  
 নারই নাম যেন আমার মুখকুহরে সতত উচ্চারিত হয় এবং আমার চক্ষুর্ষর যেন সর্বদাই  
 আপনার পাদপদ্মদ্বয় দর্শনে সমর্থ হয় ॥ ৩৭ ॥ আর্যে ! আমি যেন আপনাকে নিত্য স্বামিনী  
 বলিয়া মনে রাখিতে পারি এবং আপনিও আমাকে সর্বদাই যেন এ আমার ভৃত্য এইরূপ  
 মনে করেন ; আমাতে এ ভাবটা কখনও যেন বিস্তৃত না হইল । জননি ! অধিক আর বি  
 জানাইব, আশাদিগের উভয়ত যেন চিরদিন অখণ্ডিতভাবে মাতৃপুত্রভাবে দেবীপুত্র  
 থাকে ॥ ৩৮ ॥ জগদম্বিক ! এই অখিল বিশ্বমধ্যে এমন কোন বিষয়ই নাই বাহা আপনাকে  
 অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কারণ, আপনি সর্বজ্ঞতার চরমভূমি । অতএব ভবানি ! এ পার  
 আর আপনাকে অধিক কি জানাইবে । তথাপি বাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে আপনার  
 অভিপ্রেত মত ; অতএব করুণাবিতরণ পূর্বক মহত্ প্রার্থনাগুলি গ্রহণ করুন ॥ ৩৯ ॥  
 তগবতি ! ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর উমাপতি মহেশ্বর সংহার করি  
 থাকেন, লোকমধ্যে এই কথাই প্রসিদ্ধ ; কিন্তু, না ! এইটা কি স্বার্থ কথা ? বর্ত্তমান



ধাত্রী ধরাধরশ্রুতে ! ন জগদ্বিভর্তি  
 আধারশক্তিরখিলং তব বৈ বিভর্তি ।  
 সূর্য্যোহপি ভাতি বরদে ! প্রভয়া যুতস্তে  
 ত্বং সৰ্ব্বমোতদখিলং বিরজা বিভাসি ॥ ৪১ ॥  
 ব্রহ্মাহমীশ্বরবরঃ কিল তে প্রভাবাৎ  
 সৰ্ব্বে বয়ং জনিযুতা ন যদা তু নিত্য্যঃ ।  
 কেহন্তে সুরাঃ শতমথপ্রমুখাশ্চ নিত্য্য-  
 নিত্য্য। ত্বমেব-জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা ॥ ৪২ ॥  
 ত্বঞ্জেদুবানি ! দয়সে পুরুষং পুরাণং  
 জানেহহমদ্য তব সন্নিধিগঃ সদৈব ।  
 নোচেদহং বিভূরনাদিরনীহ ঐশো  
 বিশ্বাত্মধীরিতি তমঃপ্রকৃতিঃ সদৈব ॥ ৪৩ ॥

ত্বং প্রথমতো বিরজা নিগুণাশ্বরূপিণী বিভাসি পশ্চাত্তে প্রভয়া যুতঃ সূর্য্যো বিভাতি ।  
 তথাচ শ্রুতিঃ তমেব ভাস্তমমুভাতি সৰ্ব্বং তন্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতীতি ॥ ৪১ ॥

তে প্রভাবাত্তব শক্তৈর্করং সৰ্ব্বে জনিমস্তো জন্মবস্তো ন নিত্য্যাত্ততোহন্তোহন্যদপেক্ষয়া  
 জন্মবান্ কো নিত্য্যঃ স্তাৎ ন কোপীত্যর্থঃ । কিন্তু ত্বমেব নিত্য্যোত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ত্বঞ্জেদিতি । যদি পুরুষং পুরাণং ত্বং দয়সে দয়াকরোষি ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিরূপব্রহ্মবিদ্যা-  
 প্রদানেন তদা স স্বরূপং জানীয়াদিতি শেষঃ । ইদং তব সন্নিধিগোহং জানে নিশ্চিনোমি ।

যে আপনারই শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া আপনারই ইচ্ছামুত সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে সমর্থ,  
 এ কথা মহাত্মা তবদর্শী ব্যতীত অপরে কে বুঝিতে পারে ? ॥ ৪০ ॥ গিরিবর-  
 তনয়ে ! আপনি স্বরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টিকালে স্বীয় মায়াশক্তিকে সমাপ্তর  
 করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন ; অতএব, সত্য সত্য এই পৃথিবী বিশ্ব  
 জগতের ধারয়িত্রী নহে, প্রকৃতপক্ষে আপনার আধারশক্তিই অখিল জগতের ধারণকর্ত্রী ;  
 অন্তের কথা কি, স্বয়ং সূর্য্যদেবও আপনার জ্যোতিতে জ্যোতিমান হইয়া বিশ্ব সংসার  
 প্রকাশ করিয়া থাকেন । বরদে ! এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আপনা তির  
 প্রকাশ পাইতে পারে, বস্তুত আপনি স্বীয় স্বরূপ শক্তি দ্বারা অখিল জগৎকে প্রকাশিত  
 করিয়া নিরন্তর স্বরূপভাবপে প্রেতিভাসিত হইতেছেন ॥ ৪১ ॥ মাতঃ ! আমি, ব্রহ্মা বা মহা-  
 দেব আমরা তিন জনও বধন আপনার প্রভাবে বারংবার জন্মপরিগ্রহ করি স্তুতরাং নিত্য্য  
 পদার্থ নহি, তখন, নিরন্তর জন্ম মৃত্যুর অধীন ইহ প্রভৃতি অপর আর কোন্ দেবতা নিত্য্য  
 হইতে পারে ? বস্তুত আপনিই একমাত্র নিত্য্যপদার্থ, কেননা আপনিই এই অনন্ত বিশ্বের  
 উৎপাদনকর্ত্রী সনাতনী মূলপ্রকৃতি ॥ ৪২ ॥ ভবানি ! সস্ত্যতি আমি আপনার সন্নিধির্বে বাস

বিদ্যা ত্বমেব নমু বুদ্ধিমতাং নরাণাং  
 শক্তিস্ত্বমেব কিল শক্তিমতাং সর্দৈব ।  
 ত্বং কীর্তিকান্তিকমলামলতুষ্টিরূপা  
 মুক্তিপ্রদা বিরতিরেব মনুষ্যালোকে ॥ ৪৪ ॥  
 গায়ত্র্যসি প্রথমবেদকলা ত্বমেব  
 স্বাহা স্বধা ভগবতী সগুণাৰ্দ্ধমাত্রা ।  
 আশ্রায় এব বিহিতো নিগমো ভবত্যা  
 সঞ্জীবনায় সততং সুরপূৰ্ব্বজানাম্ ॥ ৪৫ ॥  
 মোক্ষার্থমেব রচয়স্যখিলং প্রপঞ্চঃ  
 তেষাং গতাঃ খলু যতো নমু জীবভাবম্ ।  
 অংশা অনাদিনিধনস্য কিলানঘস্য  
 পূর্ণাৰ্ণবস্য বিততা হি যথা তরঙ্গাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্তথা বিদ্যাবশেনানেকাহকারাদিধর্মবাংস্তমঃপ্রকৃতিমূর্ছপ্রকৃতিরেব জ্ঞাৎ বিভূরহমনাদিরহ-  
 মনীহোহহমীশোহমিত্যাদয়োহহকারধর্মাস্তদ্বান্ জ্ঞাৎ স পুরুষস্তথা নজ্যতেবেতি ভাবঃ ॥৪৩-৪৪॥

সুরপূৰ্ব্বজানাং দেবাদিজীবানামপি সঞ্জীবনায় রক্ষণায় মোক্ষায় চারায়রূপঃ শাস্ত্ররূপো-  
 হ্রস্বত্রহানীয়ো নিগম এব বিহিতো ভবত্যা তাদৃশী ত্বং দয়াবত্যাঙ্গীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মোক্ষার্থমেবেতি । সমুদ্রতরঙ্গবদনাদিনিধনস্ত ব্রহ্মণো যেহংশা জীবভাবং গতাস্তেষাং মোক্ষ-  
 প্রাপ্ত্যর্থমেব স্বপ্রয়োজনাতাবেহপি প্রপঞ্চঃ কঠেন রচয়ন্তেতাদৃশ্চতিদয়াবত্যাঙ্গীতিভাবঃ ॥৪৬॥

করিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি আপনি পুরাণপুরুষের প্রতি অহুগ্রহ  
 প্রকাশ পূর্বক ব্রহ্মবিদ্যার উদয় করিয়া দেন তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজ স্বরূপ জানিতে  
 সমর্থ হয়, অন্তথা সর্বদাই বিমূঢ় প্রকৃতি হইয়া কেবল আমি বিভূ আমি অনাদি পুরুষ  
 আমিই বিশ্বের আত্মা ঈশ্বর, ইত্যাদি বিবিধ অহঙ্কারে সমাজ্জর হয় মাত্র !! ॥ ৪৩ ॥ জননি !  
 অধিক আর কি বলিব, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই বুদ্ধিমান্ মানবগণের বিদ্যা এবং  
 আপনিই সমস্ত শক্তিমান্, জীবগণের সর্বশক্তিস্বরূপা ; আপনিই কমলা ( লক্ষ্মী ) কান্তি,  
 কীর্তি ও বিমল সন্তোষ স্বরূপা । দেবি ! এই মনুষ্যালোক মধ্যে মুক্তিপ্রদ বৈরাগ্যও  
 আপনি ॥ ৪৪ ॥ মাতঃ ! বেদের জননী গায়ত্রীরূপাও আপনি এবং স্বাহা ও স্বধাদি সমস্ত  
 শক্তিই আপনি, কলত সর্কৈষধ্যস্বরূপিনী ত্রিগুণাত্মিকা বা অর্দ্ধমাত্রা-স্বরূপা তুরীয়রূপা  
 এ সমস্তই আপনি ; বিশ্বব্যাপী মহাসাগরের তরঙ্গমালায় জ্ঞায় সেই অনাদিনিধন (জন্মমরণ-  
 পরিবর্তিত ) বিমলানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনের অংশ স্বরূপ, বাহারা দেবতা প্রভৃতি  
 জীবস্ব লাভ করিয়াছে তাহাদিগের রক্ষা ও মুক্তির নিমিত্ত আপনি এই অখিল প্রপঞ্চময়  
 সৃষ্টি রচনা এবং বেদাদি শাস্ত্র বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ মাতঃ ! আপনার

জীবো যদা তু পরিবেত্তি তবৈব কৃত্যং  
 স্বং সংহরস্যখিলমেতদিত্তিপ্রসিদ্ধম্ ।  
 নাট্যং নটেন রচিতং বিতথেহস্তরঙ্গে  
 কার্যো কৃতে বিরমসে প্রথিতপ্রভাবা ॥ ৪৭ ॥  
 জ্ঞাতা স্বমেব মম মোহময়ান্দুবাক্কে-  
 স্বামন্বিকে ! সততমেমি মহার্তিদে ! চ ।  
 রাগাদিভির্বিরচিতো বিতথে কিলান্তে  
 মামেব পাহি বহুদুঃখকরে চ কালে ॥ ৪৮ ॥  
 নমো দেবি ! মহাবিদ্যে ! নমামি চরণৌ তব ।  
 সদা জ্ঞানপ্রকাশঃ মে দেহি সর্বার্থদে ! শিবে ! ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণেষ্টিাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 বিষ্ণুকৃতশ্রীদেবীস্তোত্রকথনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

• জীবো যদেতি । যদা জীবঃ । কৃত্যং কর্তৃবাদিকং তত্রৈব স্বংকর্তৃকমেব পরিবেত্তি  
 জানাতি ন স্বকর্তৃকম্ । স্বয়ং স্বসন্দোদাসীন এবাহমিতি বিবেকতো জানাতি । তথা অখিল-  
 মেতবমেব সংহরসীতাপি প্রসিদ্ধং জানাতি । তদা স্বং জীবস্তাসঙ্গবাদিজ্ঞানস্ত সঙ্গাধিরমসে  
 উপশমং প্রাপ্নোষি স্বকৃত্যং । তত্র দৃষ্টান্তো যথা বিতথে মিথ্যারূপেহস্তরঙ্গেহতিরহস্তে চমৎ-  
 কাররূপে কার্যো কৃতে নটেন রচিতং নাট্যং যথা বিরমতে তথৈত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

জ্ঞাতা স্বমেবেতি । মোহময়ান্দুবাক্কে : সকাশান্মম জ্ঞাতা স্বমেব নাত্মঃ । এমি অস্ত শরণমিতি  
 শেষঃ । মহার্তিদে ! চেত্যান্তরেণ কালে ইত্যনেনাশ্বেতি । অন্তকালে নাশকালে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রভাবের সীমা নাই, কিন্তু জীব যখন বিবেক বিজ্ঞানবলে জানিতে পারে যে নট রচিত  
 অতি চমৎকৃত অথচ মিথ্যাকৃত নাট্যাভিনয়ের জ্ঞায় এই অনির্কচনীয় রহস্ত রূপ জগতের  
 রচনা ও সংহারাদি প্রসিদ্ধ ব্যাপার সমস্তই আপনার কার্য্য এবং নিজে অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয়  
 রূপ তখনই আপনি তাহার সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য কলাপ হইতে বিরত হয়েন ॥ ৪৭ ॥ হে  
 অন্বিকে ! মোহময় ভবসাগর হইতে আপনিই আমার জ্ঞানকল্লী অতএব আমি নিরন্তর  
 আপনার শরণাগত হইলাম ; জননি ! রাগদেবাদিজনিত মহতীপীড়াপ্রদ সর্বানর্থক  
 বহুদুঃখজনক অস্তিমকালে আমার রক্ষা করিবেন ॥ ৪৮ ॥ হে সর্বমঙ্গলরূপিণি ! আপনিই  
 ঈশ্বরের সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িণী, অতএব হে মহাদেবি ! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণাম করি ;  
 আপনি এইরূপ কৃপা করুন যেন ক্ষণকালের জন্তও আমি তত্ত্ববোধ বিন্ধত না হই ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-  
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃত মহাদেবীস্তোত্র কথন নামক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা বিরতে বিষ্ণৌ দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে ।  
উবাচ শঙ্করঃ শৰ্ব্বঃ প্রণতঃ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ১ ॥

শিব উবাচ ।

যদি হরিস্তবদেবি বিভাবজ-  
স্তদনু পদ্মজ এব তবোদ্ভবঃ ।  
কিমহমত্র তবাপি ন সদ্গুণঃ  
সকললোকবিধৌ চতুরা শিবে ! ॥ ২ ॥  
ত্বমসি ভূমলিলং পবনস্তথা  
খমপি বহ্নিগুণশ্চ তথা পুনঃ ।  
জননি ! তানি পুনঃ করণানি চ  
ত্বমসি বুদ্ধিমনোহপ্যথ হকৃতিঃ ॥ ৩ ॥

চম্বারিং শংপদ্যকৈস্ত বহুপদৈরধিকৈরথ ।

হরস্তত্বান্তরং ব্রহ্মস্ততিরজাপি বর্ণ্যতে ॥

ব্রহ্মা নারদং প্রত্যাহ । ইত্যুক্তেতি ॥ ১ ॥

বদীতি । হে দেবি ! যদি হরিস্তব বিভাবজঃ পরাক্রমাজ্জাতস্তর্হি তস্ত বিষ্ণোরনু পশ্চা-  
জ্জায়মানঃ পদ্মজো ব্রহ্মাপি তবোদ্ভবঃ ত্বজ্জাত এব । যদৈবমস্তি তত্রাহং সদ্গুণস্তমোগুণবান্  
তব ত্বজ্জন্তো ন কিং অপি তু ত্বজ্জাত এব । গুণত্রয়স্য ত্বৎস্বক্ৰিয়াদম্মাকং চ তদান্বকত্বাৎ ।  
যতৎসকললোকবিধানে চতুরাসি ততোহম্মাকং জননং ত্বয়া কথং কৃতমিত্যত্র কিমা-  
শ্চর্য্যম্ ॥ ২ ॥

ত্বমসীতি । বহ্নিগুণস্বরূপতাপ্রতিপাদনং বহ্নিস্বরূপতাপ্রতিপাদনস্যাপ্যুপলক্ষণম্ । কর-  
ণানি জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিরাণি । অথ অহকৃতিরহকারঃ । শক্কাদিহাৎ পররূপম্ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! দেবাদিদেব জনাৰ্দ্দন বিষ্ণু এই বলিয়া বিরত হইলে সৰ্ব্বসংহারক  
শঙ্কর প্রণিপাত পূর্বক দেবীর সন্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥১॥ দেবি ! হরি যদি আপ-  
নার প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং তদনন্তর পদ্মযোনিও যদি আপনা হইতে অঙ্গগ্রহণ  
করিলেন, তবে তমোগুণাবিত হইয়া আমিও আপনার সৃষ্টপদার্থ কেন না হইব ? শিবে !  
সৃষ্টি বিকল্পে আপনার চাতুর্য্য সর্বত্রই লক্ষিত হইতেছে, অতএব, আমার উৎপত্তি যে আপনা  
হইতেই হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২ ॥ জননি ! আপনিই ভূমি, জল,

কর্তাহং প্রকরোমি সর্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যাঙ্কতঃ  
কোহন্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মত্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
ধন্যোহস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিম যদা ব্রহ্মাস্মি লো-  
কমোহহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্বাভি-  
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাম্-

গা. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০. ৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০. ৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০. ৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০. ৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০. ৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০. ৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০. ৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.

যদি তদা কথমদ্য চ তৎক্ষুটং

প্রভবতীতি তবান্ন ! কলামৃতে ॥ ৫ ॥

ভবসি সর্বমখিলং সচরাচরং

ত্বমজবিষ্ণুশিবাকৃতিকল্পিতম্ ।

বিবিধবৈশবিলাসকুতূহলৈ-

বিবিরমসে রমসেহস্ম ! যথারুচি ॥ ৬ ॥

ন চ বিদন্তীতি । যে নিখিলং জগদ্বিস্তারব্রহ্মকৃতমিত্যাখ্যথা বদন্তি তে ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তং  
বিদন্তি জানন্তি । যতন্তে ত্রয়স্তব কৃতাত্মনা কৃত্য এব জগদ্বিস্তারন্তি । তন্মাত্মন্যেব সকল-  
জগৎকর্তৃত্বাতি সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নহু পঞ্চমহাত্মত্বেরেব জগৎপদ্যতাং নেখরসোপযোগ্য ইতি চেত্তত্রাহ অবনীতি । যদি  
পঞ্চত্বৈর্বিষয়সহিতৈশ্চ গন্যহিতৈঃ শব্দস্পর্শাদিসহিতৈশ্চ জগত্তবেদিতমতং তদা তদু-  
পপঞ্চকং তব কলাং চিদংশরূপায়ুতে কথং ক্ষুটং ভবেৎ তত্ত ভূতপঞ্চকস্ত দৃশ্যত্বেন কার্যাত্মাৎ  
কার্যাত্ম কত্রপেক্ষাত্মকশ্চিচ্চেতনঃ কর্তাপেক্ষিত এবৈতি স্বমেব জগৎকর্তৃত্বাতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

একোহহং বহুতাং প্রজায়েয়ং ইচ্ছো মায়ান্তিঃ পুরুষো জয়ত ইতি ক্রতেরেকৈব ত্বমেনক-  
রূপা ভবসীত্যাহ । ভবসীতি । বিবিধবৈশেষ্যে বিলাসাঃ ক্রীড়াস্তাসু কুতূহলৈরাশ্চেষ্যে রমসে  
ক্রীড়সে বিরমসে ক্রীড়ানন্তরং প্রলয়কালে বিরামঃ চ প্রাপ্নোষি । তথাচ ব্যাসমুদ্রম্ ।  
লোকবন্ত লীলাটকবল্যমিতি ॥ ৬ ॥

বহি, পবন ও আকাশ এবং আপনিই রসনাদি জানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় আপনিই  
বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারস্বরূপা ॥ ৩ ॥ অতএব বাহারা অজ্ঞা অর্থাৎ এই অখিল জগৎ হরিহর-  
বিস্মিতি-বিস্মিতি-বলিরা বর্ণনা করে, তাহারা যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া ত্রয় বর্ণিতঃ  
মিথ্যা বলিরা থাকে, কলতঃ । তাহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিতে পারে না । কেননা, হরি  
প্রভৃতি তিমিরজনই আপনাকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া আপনার এই চরাচর জগতের রচনা করিতেছেন ॥ ৪ ॥  
জননি ! যদি পুরুষের প্রভৃতি জগৎসম্বন্ধিত ভূমি জল বহি বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ-  
মহাত্ম্য বাহা জগৎ বিদ্রিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কার্যাত্মক সত্ত্ব মহাত্ম্য পঞ্চক  
আপনার চিদংশ ব্যক্তিরেকে কিরূপে ব্যক্ত হইল ? ॥ ৫ ॥ মাতঃ শিবে ! আপনিই ব্রহ্মা,  
বহু ও শিবরূপী হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনিই আমার অখিল চরাচর

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যদি দয়া

কথমহং বিহিতশ্চ ৬

কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ

সুবিহিতঃ কিমু সত্ত্বগুণো হরিঃ ॥ ৮ ॥

যদি ন তে বিষমা মতিরশ্বিকে ।

কথমিদং বহুধা বিহিতং জগৎ ।

সচিবভূপতিভৃত্যজনাবৃতং

বহুধনৈরধনৈশ্চ সমাকুলম্ ॥ ৯ ॥

অস্মান্ যৎ কর্তৃৎ তত্ত্বং স্বংসৃষ্টপদার্থেষেবাকারান্তরোৎপাদকত্বং ঘটং প্রতি কুলা-  
লন্তেবেত্যাহ । সকললোকেতি । এতে বয়ং ভবেম জগৎকর্তারো ভবামঃ । কদা । যদা স্বং-  
পদরজো ভূজলাদিকং সমধিগম্য প্রাপ্য তত্ত্বাকারবিশেষং চক্রিম কৃতবস্তস্তদেতদর্থঃ । ইতি-  
পূর্বকল্পীয়কথা স্মারিতা ॥ ৭ ॥

যদি দয়াশ্চেতি । যদি দেবি স্বং দয়াবতী নাসি তদা প্রলয়কালে সুখশিনুচ্ছাদিতভ্যো-  
হস্যভ্যাং তত্ত্বগুণোপাধিকং জ্ঞানযোগ্যং দেহং কো দদ্যাদ্ভ্যতো দেহো দত্তস্তস্মাদদয়াবতী-  
ত্বাত্তব ময্যপি দয়াং কুর্কিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নমু স্ম সর্কে প্রাণিনঃ সমা এবৈতিকথং তাবিস্হায় ভূপর্ষ্যেব দয়া কর্তব্যোতি চেষ্ট-  
ত্যাহ । যদি ন তে ইতি । যদি তব বিষমা মতির্গাতি কিস্ত সূমৈব তর্হি সর্কে প্রাণিনঃ সম-  
জঃখস্বধাঃ কিমিতি ন কৃত্য বিষমাশ্চ কৃত্যস্তত্ত্বংপ্রাপিকৃতকর্ণবশাত্তস্মাত্তবাপি জগৎকর্ণ-  
বশাধিষমা মতিরন্ত্যোবেতি ময্যপি ভক্তিপ্রেমযুক্তে দয়াং কুর্কিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বিবিধ জীড়া কোতুক দ্বারা আপনি আপন  
ইচ্ছানুসারে কখনও লীলা করিতেছেন, কখনও বা (প্রলয়ে) তাহা হইতে বিরত হইতে  
ছেন ॥ ৬ ॥ জননি ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি যখন অখিল জগতের সৃষ্টিকরণাভিলাষী হইয়া  
তত্ত্বৎকার্যের কর্তৃত্বে নিযুক্ত হই, তখন সে কেবল আপনার চরণকমলের ভূজলাদিকরূপ  
বহুরম্য প্রাপ্ত হইয়াই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥ মাতঃ ! আপনি যদি দয়াবতী  
না হইবেন, তবে বিশ্বস্তা অজবোনি রজোগুণসম্পন্ন, অখিল-লোকগণিক হরি সর্বগুণ  
সম্পন্ন এবং সংসার-সংহারক আমিই বা কিরূপে তত্ত্বগুণসম্পন্ন হইতে পারিতাম্ ? ॥ ৮ ॥  
জগদশ্বিকে ! জীবগণকে কর্ণকল প্রদান করিবার নিমিত্ত যদি আপনার বিষমা মতিই ন  
থাকিলে তবে, ভূপতি, অমাত্য ও ভৃত্যজন পরিবৃত এক বহুধন ও নির্ধন পরিপূরিত এ



কর্তাহং একরোমি সর্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যন্ততঃ  
কোহন্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মতঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
ধন্তোহস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাণি  
মমোহং তবসাগরে এবিততে গর্ভাভিঃ  
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদান  
কমলজেন্দ্রিয়মিহ যথার্থম্ বৈ ।  
পথি গতেভূবনানি কৃতানি বা  
কথয় কেন ভবানি ! নবানি চ ॥ ১১ ॥  
সৃজসি পাসি জগজ্জগদম্বিকে !  
স্বকলয়া কিয়দিচ্ছসি নাশিতুম্ ।  
রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা  
তব গতিং ন হি বিদ্য বয়ং শিবে ! ॥ ১২ ॥

নহু ব্রহ্মভাং পূর্নং জগন্ময়া কেন সাধনেন নির্মিতং তদ্রাহ । তব গুণা ইতি । তব  
গুণত্রয়মেব জগৎ কর্তৃং সমর্থমিত্যর্থঃ । তর্হি ভবন্তঃ কথং জগতাং কারণমিতি চেত্তদ্রাহ ।  
হরিহরেতি । তৎসৃষ্টপদার্থানাং পঞ্চমহাভূতানামাকারবিশেষরূপাণাং ত্রিজগতাং কারণং  
বয়ং ত্বয়া রচিতাঃ । তৎসৃষ্টপদার্থেষু হকারাদিষু জগদাকারবিশেষোৎপাদকত্বমেবাস্মাকং কার-  
ণত্বং ন ততোহতিরিক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যদি তদগুণানাং কর্তৃত্বং ন শ্রান্তদাহ । পরিচিহ্নানীতি ময়া হরিণা চ বিমানগতেন  
কমলজেন চ এতৈরস্মাভিঃ পথি গতানি নবানি ভূবনানি দৃষ্টানি তানি কেন কৃতানীতি-  
কথয় । নহস্মাকং তৎকর্তৃত্বং কিন্তু তদগুণানামেবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাৎসমেব জগৎস্রষ্টীত্যাহ । সৃজসীতি । কথং জগদেকাকিনী সৃজসীতি তব লীলাং  
ন বিদ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অখিল জগৎ বহুপ্রকারে বিভক্ত হইবে কেন ? ॥ ৯ ॥ জননি ! সর্বকালেই আপনার গুণ-  
ত্রয়ই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহরণে সমর্থ, তবে আপনি ইচ্ছানুসারে হরি, হর ও বিরি-  
কিকে ত্রিজগতের কারণরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ভবানি ! যদি জগতের সৃষ্টাদিতে  
আপনার গুণত্রয়ের কর্তৃত্বই না থাকিবে তবে আমি হরি ও বিরিকি যখন বিমানযোগে  
গগন দিগা গমন করিয়াছিলাম, তখন পথিমধ্যে বিরচিত নব নব ভূরন সকল কি প্রকারে  
দেখিতে পাইলাম ? আপনি তাহার কারণ বলুন ॥ ১১ ॥ জগদ্ব্যবস্থাকে ! আপনি স্বকীয়কলা দ্বারা  
শ্রী এই অসংখ্য জগৎস্রষ্টার সৃষ্টি এবং পালন করিতেছেন আবার তাহার দ্বারাই সংহার করি-  
বার ইচ্ছা করিতেছেন । আপনি স্বীয়পতি পুরুষের সহিত সততই রমণ করিয়া জগতের  
লীলায় মগ্ন থাকিতেছেন, দেবি ! আমরা আপনার কার্য্যবিধি অবগত হইতে বিরূপে সমর্থ

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

১৪. ব্রহ্মোবাচ ।  
 ন রুচিরী<sup>দ</sup>১৬ - সিন্ধো<sup>দ</sup> দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে ।  
 তব বিহায় শিবে ! ভুবনৈশ্বৰ্য্যমু<sup>দ</sup>১৭  
 নিবসিতুং নরদেহমবাপ্য চ  
 ত্রিভুবনস্ত পতিত্বমবাপ্য বৈ ॥ ১৪ ॥  
 স্তদতি ! নাস্তি মনাগপি মে রতি-  
 যুবতিভাবমবাপ্য তবাস্তিকে ।  
 পুরুষতা ক স্থায় ভবত্যনং  
 তব পদং ন যদীক্ষণগোচরং ॥ ১৫ ॥  
 ত্রিভুবনেষু ভবত্বিয়মস্মিকে !  
 মম সदैব হি কীর্তিরনাবিলা ।  
 যুবতিভাবমবাপ্য পদান্বজং  
 পরিচিতং তব সংসৃতিনাশনম্ ॥ ১৬ ॥  
 ভুবি বিহায় তবাস্তিকসেবনং  
 ক ইহ বাঞ্ছতি রাজ্যমকণ্টকম্ ।  
 ক্রটিরসৌ কিল যাতি যুগান্ততাং  
 ন নিকটং যদি তেহজ্জি সরোরুহম্ ॥ ১৭ ॥

ভগবতীসান্নিধ্যং প্রার্থয়তে । জননীতি ॥ ১৩—১৫ ॥

পরিচিতং সেবিতম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইব ? ॥ ১২ ॥ জননি ! আমরা রমণীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি আপনি আমাদের চরণাবুজ  
 সেবনে নিয়োজিত করুন ; পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার পাদপদ্ম-বিরহিত হইলে আমরা  
 কোথায় আর সুবিলম্ব সুখ লাভ করিতে পারিব ? ॥ ১৩ ॥ শিবে ! আপনার পাদপদ্ম পরি-  
 ত্যাগ করিয়া ভুবন মধ্যে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিতেও আমরা  
 অসমর্থ নাই ॥ ১৪ ॥ স্তবদনে ! আপনার নিকট যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষতার  
 আমার আর কিছুমাত্রই অহুসার নাই, যদি আপনার চরণ কমল নন্দন গোটের না হইল,  
 তবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আর কি সুখলাভ হইবে ? ॥ ১৫ ॥ জনাৰ্দ্দনবন্দ্য !

কর্তাহং প্রকরোমি সর্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যন্ততঃ  
কোহন্তীহ চরাচরে জিহুবনে মন্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
ধনোহস্যজ্ঞ ন সংশয়ঃ কিন যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাণি  
মথোহহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্বাভিবেশ  
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগ  
ন চ স্তম্ভস্যীতি মথ্যর্থব্রাহ্মত্বার্থা ।  
তব পদাঙ্কপরাগনিষেবণা-  
স্তবতি মুক্তিরজে । ভবসাগরাৎ ॥ ১৯ ॥  
কুরু দয়াং দয়সে যদি দেবি । মাং  
কথয় মন্ত্রম্ নাবিলমদ্ব্যতম্ ।  
সমতবম্প্রজপন্ সুখিতো হহং  
সুবিদগম্য নবার্গমনুভবম্ ॥ ২০ ॥

এতাদৃশত্বপদাঙ্কং যে ন ভজন্তি তে হতভাগা ইত্যাহ । তপসীতি । বিভবে ঐশ্বর্যো  
তপোরূপে সত্যপি পরাতবো মোক্ষাৎ সকাশাৎ পরিকল্পিতো জাতস্তেবামিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মান্ন তপসেতি । ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানুগুরিতাদিপ্রভেদে ।  
অহমেব স্বরমিদং বদামি জুষ্টেন্বেবেতি কৃতমানুষেভিঃ । কাময়ে যং যং কাময়ে হহং তন্ত-  
মুগ্রহণোমি তদ্ব্রহ্মাণ্ডমখিলং সুমেধমিতি প্রভেদে । তবপদাঙ্কনিষেবণাদ্যথা মুক্তিঃ সা চ  
কটিতি ভবতি তথা ন কুত্রাপীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

প্রজপন্ সুখিতঃ সমতবামিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যে, যুগতিভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার সংসারযাতনা-প্রশমকারি চরণপদ্মের পরিচর্যা লাভ  
করিলেন, আমার এই নির্মলকীর্তি জিহুবনে মধ্যে সততই পরিকীর্তিত হউক ॥ ১৬ ॥  
আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য সেবা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অবনিতলে যাইয়া অকণ্টক  
রাজ্য লাভে বাসনা করিয়া থাকে ? তোমার চরণসরোজ বাহার সন্নিহিত না হয়, এই  
হৃৎকাত্তাজ্ঞ তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনগ্রহণ করিয়া যুগপরিমিত কাল তাহার কলতোপ  
করিতে হয় ॥ ১৭ ॥ জননি । যে নির্মলবুদ্ধি ব্রহ্মিণ আপনার চরণাঙ্কের পূজা পরিহার  
করিয়া তপতপস্ করিত হন, তাহার নিশ্চিতই বিধাতৃকর্তৃক প্রতারিত হন, তাহাদের  
উপেক্ষা বিতর্ক বিলম্বিত থাকিলেও তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত না হইয়া কেবল আপনার  
চরণের নিকট পরাতব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ আপনার পাদপদ্মের পূজা কর্তিরেকে  
কেহই তপস্কা, দয়, সমাধি-অথবা বৈরাগ্যবিত্ত ব্রহ্মচর্যাদি কোনও প্রকারে সংসারসাগর  
হইতে মুক্তিনাশ করিতে সমর্থ হয় না । কেননা, অনমৃত্যুবিহীন পদার্থের শরণ গ্রহণ  
ব্যতীত কদাচ তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই ॥ ১৯ ॥ করুণায়মি ! যদি আপনি



## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সিঞ্চী দেবদেবে জনর্দ্দিনে ।  
 ইতু্যক্তা সা তদা দেবী ৷ ২১ ৷  
 উচ্চারণান্বিতা মন্ত্রং প্রক্ষুটঞ্চ নবাকরম্ ॥ ২২ ৷  
 তং গৃহীত্বা মহাদেবঃ পরাং যুদমবাপ হ ।  
 প্রণম্য চরণৌ দেব্যাস্তত্ৰৈবাবস্থিতঃ শিবঃ ॥ ২৩ ৷  
 জপমবাকরং মন্ত্রং কামদং মোক্ষদং তথা ।  
 বীজযুক্তং শুভোচ্চারং শঙ্করস্তস্থিবাংস্তদা ॥ ২৪ ৷  
 তং তথাবস্থিতং দৃষ্ট্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ।  
 অবোচস্তাং মহামায়াং সংস্থিতোহহং পদান্তিকে ॥ ২৫ ৷  
 ন বেদান্ত্রামেবং কলয়িতুমিহাসম পটবো  
 যতন্তে নোচুস্তাং সকলজনধাত্রীমবিকলাম্ ।  
 স্মাহাত্বা দেবী সকলমখহোমেষু বিহিতাঃ  
 তদা ত্বং সর্বজ্ঞা জননি ! খলু জাতা ত্রিভুবনে ॥ ২৬ ৷

নমু নবর্ণমহোহস্তীত্যেব প্রথমতঃ কথং জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ । প্রথমজ্ঞানীতি । পূর্ব-  
 জ্ঞানি যয়া শুরোঃ সকাশাদধিগতঃ প্রাপ্তঃ হিতঃ । সেইহ জ্ঞাতধুনা ন বিতাতি বিবৃতমাত-  
 থাপি সংস্কারস্ত তিষ্ঠতি তস্যাং স্রগজ্ঞাতমিতি ভাবঃ । নবাকর ইতি । নবর্ণচণ্ডিকামন্ত্র ইত্যর্থঃ ।  
 তদ্বিধানঞ্চ নবমন্ত্রকাস্তিমাধস্যয়ে বক্ষ্যতি । অনেন চ ব্রহ্মাদীনা জীবন্তঃ স্পষ্টমেবোক্তম্ ॥ ২১-২৩ ৷  
 বীজযুক্তং বাক্যমমায়াযুক্তম্ ॥ ২৪—২৫ ৷

আমার প্রতি করা করেন তবে আমাকে সেই অনন্তবীৰ্য্যজনক নির্মল চণ্ডিকু মন্ত্রের  
 উপদেশ করুন, দেবি ! আমি সেই সর্বশ্রেয়স্বর অত্মান্তর নবাকর মন্ত্র অর্থ করিয়া সুখী  
 হইতে পারিব সন্দেহ নাই ॥ ২০ ৷ জননি । আমি পূর্বজন্মে ওকর নিকট হইতে নবাকর  
 মন্ত্র লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহা অয়ে তাহা কুরিত হইতেছে না, তারিণি ! এখন  
 আপনি আমাকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিয়া তদ্বর্ণন হইতে পরিজ্ঞান করুন ॥ ২১ ৷

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! অসিতভেজা মহাদেব এইরূপ কতি করিলেন পরে দেবী অম্বিকা  
 পশ্চিমকূটরূপে নবাকর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২২ ৷ মহাদেব, তাম্রা প্রাণিকার্যে পরম  
 আনন্দিত হইলেন এবং দেবীর চরণদ্বয় লে প্রণিপাত পূর্বক সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া

কর্তাহঃ একরোমি সর্বমখিলঃ ব্রহ্মাণ্ডমত্যাভূতঃ  
কৌশল্যস্তীহ চরাচরে জিহুবনে মন্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।  
ধন্তোহস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিম যদা ব্রহ্মাণ্মি লোকাতিগো  
মমোহহং ভবনাগরে প্রবিততে গর্বাভিবেশাদিতি ॥ ২৭ ॥  
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগর্বেণ বৈ  
ধন্তোহস্মীতি বথার্থবাদনিপুণো জাতঃ প্রসাদাচ্চ তে ।  
যাচে স্বাং ভবভীতিনাশচতুরাং মুক্তিপ্রদাং চেশ্বরীং  
হিঙ্গা মোহরুতং মহার্তিনিগড়ং হৃদ্যস্তিমুক্তং কুরু ॥ ২৮ ॥

নু বেদা ইতি । বেদাত্ম্যমেবং সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টাকলয়িতুং জাতুস্পটবো নাসন্ ইতি ন  
কিন্তুহি পটব এব । যতঃ সর্বজনবিধাভীমবিকলাঃ ক্ষুদ্রকর্ণগি যজ্ঞাদিষু নোচুস্তদৈতৎস্বাহিম-  
জ্ঞানান্তাবে সম্ভবতি কিং নৈব সম্ভবতি তস্মাজ্ঞানস্ত এব তে । নমু তর্হি সর্বথা ন জানন্তি  
মামতো নোচুরিত্যেব কিং ন শ্রান্তত্ৰাহ । স্বাহাভূতেতি । যদি স্বাং সর্বথা ন জানন্তি তর্হি  
তদেকদেশভূতশক্তিঃ স্বাহাভূতা কণং সকলমথহোমেষু বিহিতা তৈস্তস্মাজ্ঞানস্ত এব তে ।  
অতএব তব বেদৈকবেদ্যত্বমন্ত্যেব । যতঃ ক্ষুদ্রকর্ণগি ন বিহিতা ততএব স্বং সর্বজ্ঞা  
সর্বোত্তরা জাতা নহিতাদিক্ষুদ্রদেবগণপংক্তিহা জাতেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যাভিনিবেশাৎ স্বধন্ততাং বর্ণয়তি কর্তাহমিতি শ্লোকধ্বনয়ন । কর্তাহং ধন্তোহস্মীত্যাদ্যে-  
তাদৃশাভিমানেন কেবলগর্বাভিনিবেশান্মোহনাগরে মগ্নঃ স্থিতঃ । বিলকণগুণাতাবেহতি-  
মানস্ত মূর্খধ্বংসাত ॥ ২৭ ॥

যদ্যপ্যেতাৎ কালপর্যন্তমেতাদৃশঃ স্থিতস্তথাপাদ্যাহং ধন্তোহস্মীতি বক্তা । বথার্থবাদ-  
নিপুণো বথার্থবক্তা জাতোহস্মি মহাগুণলাভাৎ । কোহসৌ মহাগুণস্তত্ৰাহ । তব পাদপঙ্কজ-

সর্বৈখ্যাকামনা-পূরণকারী মোক্ষপ্রদ অথচ অনার্যাসে উচ্চরীয় সেই নবাকর বীজময় জপ  
করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ নারদ ! অখিল লোকের কল্যাণকর শঙ্করকে সেইরূপে  
অবস্থিত দেখিয়া আমি পাদপদ্ম সন্নিকর্ষে সংস্থিত হইয়া সেই মহামার্যাকে কহিলাম ॥ ২৫ ॥  
জননি ! বেদ সকল আপনার তত্ত্ব জানিতে পটু নহে এমন নয়, যেহেতু যজ্ঞাদি ক্ষুদ্রকর্ণে  
সর্বজনবিধাভী ও নিরুল অর্থাৎ পূর্ণরূপিণী আপনার উল্লেখ না করিয়া ইন্দ্রাদি অগ্রধান  
দেবতাপ্রণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বদীয় অংশভূত স্বাহাদেবীকে হোমবজ্রাদি কার্যের  
বিধাতারূপে বিধান করিয়াছেন ; অতএব, দেবি ! আপনি এই অখিল ভুবন মধ্যে চৈতন্ত-  
রূপিণী, সর্বজ্ঞা এবং দেবাদি-সমস্থিত সমস্ত লোকের অতীত বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে-  
ছেন ॥ ২৬ ॥ দেবি ! আমি এই অতিশয় অদ্বুত সর্ব চরাচর সম্বৃত অখিল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের  
সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আমি এই অখিলের কর্তা, এই চরাচর জিহুবনে আমার তুল্য  
কমতাম্পন্ন পুরুষ অস্ত্র-কার্য কে আছে ? আমি সর্বলোকাভীত ব্রহ্মা, অতএব আমিই  
যত তাহাতে আত্মসংশয় নাই ; এইরূপ গর্কের অভিনিবেশ বশেই আমি এই অতি বিস্তৃত  
সংসারনাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ২৭ ॥ পরন্তু, জননি ! এখন আমি আপনার পাদ-

অতোহহং জ্ঞাতো বিমুক্তঃ কথং স্মৃত্যং  
 সরোজাদয়েয়াস্মদাশ্রিত্যৈ ।  
 তবাজ্ঞাকরঃ কিংরোহস্মীতি নুনং  
 শিবে ! পাহি মাং মোহময়ং ভবাকৌ ॥ ২৯ ॥  
 ন জানন্তি যে মানবাস্তে বদন্তি  
 প্রভুং মাং তবাদ্যং চরিত্রং পবিত্রম্ ।  
 যজন্তীহ যে যাজকাঃ স্বর্গকামা  
 ন তে তে প্রভাবং বিদন্ত্যেব কামম্ ॥ ৩০ ॥  
 ত্বয়া নির্মিতোহহং বিধিষ্যে বিহারং  
 বিকর্তুং চতুর্দ্বা বিধায়াদিসর্গম্ ।  
 অহং বেদ্মি কোহন্তো বিবেদাদিমায়ে !  
 ক্ষমস্বাপরাধং ত্বহংকারজং মে ॥ ৩১ ॥

পরাগতাদানং গ্রহণং তত্ৰ যো গর্হঃ স এব মহান্ গুণন্তেন । অনেন চ ভক্তির্নির্ভরো নশিতঃ ।  
 ত এতাদৃশী ভক্তির্নিগুণতাপি দুরাচারবতো মহত্ প্রদা । তস্মাদ্ভক্তির্নিগুণং হি দ্বা ভক্তি-  
 ক্তুর্হু ইতোব প্রার্থনা মমেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

অত ইতি । হে শিবে ! ত্বদাবিকৃত্যং সরোজাদহজাতঃ কথং মুক্তঃ স্মৃতিচিন্তয়া যুক্ত-  
 তবাজ্ঞাকরঃ কিংরোহস্মীতি নুনং মাং নিশ্চিত্য ভবাকৌ মোহেনাবিবেকেন ময়ং মামতো  
 ভক্তিপ্রদানেন পাহি বক্ষ ॥ ২৯ ॥

যে তবাদ্যম্পবিত্রচরিত্রগং সর্জনাদিক্রপং ন জানন্তি তে মাম্পভুংবদন্তি । তথা যে  
 যাজকাঃ স্বর্গকামাস্তেহপি তে প্রভাবং ন জানন্তি । যতো মোক্ষার্থং স্বামনারাধ্য স্বর্গার্থ-  
 মিত্রাদিদেবানেব যথেষ্টং যজন্তি মোহিতা এব তব মায়ৈতে ইতি ভাবঃ । তদ্বক্তং ব্রহ্মাণ্ড-  
 পুরাণে । অশ্রুতা সঃ শ্রুতা সশ্চ বজ্ঞানো যেহপ্যজ্ঞানঃ । স্বর্ঘন্তো যে নাপেক্ষন্তে ইন্দ্রমগ্নিঞ্চ যে  
 বহিঃ । সিক্তা ইব সংযন্তি রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ । অস্মাল্লোকাদমুখ্যক্ষেত্যা হ চারণ্যক-  
 শ্চতিব্রিতি ॥ ৩০ ॥

পঙ্কজের পরাগগ্রহণগর্হে যথার্থই ধন্য হইয়াছি এবং আপনার প্রসাদে যথার্থই স্বরূপবস্তা  
 হইয়াছি । মাতঃ ! আপনার লীলাময় বিলাস ভবভর নাশনে ও মোক্ষপ্রদানে নিপুণতম ;  
 অতএব, ঈশ্বর ! আপনার নিকট এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার এই মোহমানপ্রবৃত্ত  
 বহাঃখময় নিগড় অপনয়ন করিয়া আমাকে আপনার প্রতি ভক্তিবৃত্ত করুন ॥ ২৮ ॥  
 মাতঃ শিবে ! আমি আপনার আবিষ্কৃত পদ্ব হইতে জন্মলাভ করিয়া, একদে কি প্রকারে  
 মুক্তিলাভ করিব এইরূপ চিন্তাকুলিত চিন্তে ভবারণ্য মোহদ্বারা মিশ্র হইয়া রহিয়াছি,  
 আপনি আমাকে আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর নিশ্চয় করিয়া সেই হৃদয়সীমর হইতে পরিভ্রাণ  
 করুন ॥ ২৯ ॥ অনন্তি । বাহারা আপনার পবিত্র চরিত্রগাথা অবগত নহে, তাহারাও আমাকে



শ্রমঃ যেহৃৎযোগমার্গে প্রবৃত্তাঃ  
 প্রকুর্কৃন্তি মুচাঃ সমাধৌ স্থিতা বৈ ।  
 ন জানন্তি তে নাম মোক্ষপ্রদং বা  
 সমুচ্চারিতং জাতু মাতর্নিষেণ ॥ ৩২ ॥  
 বিচারে পরে তত্ত্বসংখ্যাবিধানে  
 পদে মোহিতা নাম তে সংবিহায় ।  
 ন কিং তে বিমুচা ভবাকৌ ভবানি!  
 ত্বমেবাসি সংসারমুক্তিপ্রদা বৈ ॥ ৩৩ ॥

অনুভূতি । বিহারঃ সংসারসর্জনাদিক্রপং বিশেষেণ কর্তৃমহং বিধিষ্যে বিধিষ্পদব্যাঙ্গ্য  
 নির্মিত উৎপাদিতঃ সন্ন্যাসাদিসর্গঃ চতুর্কোণজস্বেদজজরায়ুজোক্তিজাদিক্রপেণ বিধায়াহকারা-  
 দহমেব বেদ্যি সর্কং মতঃ কোহন্তো বিবেদেতিবুত্তিমান্ জাতত্তদহকারজমপরাধং কল্পয় ।  
 নহি ত্বয়া নির্মিতস্তৈবমপরাধো যুক্ত ইতিভাবঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রমমিতি । মিষণাপি ব্যাজেনাপি ব্রহ্মম শ্রীদেব্যাঃ সমুচ্চারিতং জাতু কদাচিদপি ন  
 নিরন্তরন্তথাপি তন্নামোচ্চারিতং মোক্ষপ্রদন্তবতি । ইৎং সতি মোক্ষার্থং যেহৃৎযোগাদি-  
 সাধনশ্রমকুর্কৃন্তি তে মুচা এব । তদুক্তং মহাকালসংহিতায়াম্ । সহেগং বা সলীলং বা বস্তাঃ  
 স্বরণমাত্রতঃ । করামলকবমুক্তিত্তাং নসেবেত কো জন ইতি ॥ ৩২ ॥

বিচারে পরে । ইতি যথা যোগিনো মুচা এবোত্যাহ । বিচারে ইতি । তত্ত্বসংখ্যাবিধানে  
 তত্ত্বসংখ্যাবিধানবতি বিচারে পদে স্থানে মোহিতা এতে ভবাকৌ কিং ন মুচা এব । যতঃ  
 সংসারমুক্তিপ্রদা ত্বমেবাসি ততত্ত্বগ্রাম বিহায় তস্মিন্ পদে মোহিতা মুচাঃ কথং ন স্থা-  
 রিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

এই জগতের প্রভু বলিয়া মনে করে, আর যাহারা আপনার প্রভাব বিদিত নহে তাহারা  
 স্বর্গকামনার বজ্রাদির অহুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ মাতঃ শিবে । আপনি সনাতনী মহা-  
 যাত্রা, আপনি সংসার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করিবার নিমিত্ত আমাকে বিধাতৃপদে অভিষিক্ত  
 করিবার জন্ত উৎপাদন করিলে আমি স্বেদজ, অণুজ, জরায়ুজ ও উত্তিজ এই চারিপ্রকার  
 জীব সৃষ্টি করিয়া “আমিই সকল জানি” অস্ত্র কেহই আমা অপেক্ষা অধিক অবগত নহে”  
 এই অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩১ ॥ মাতঃ ।  
 কোনও প্রকার ছলক্রমে আপনার নাম উচ্চারণ করিলেই যে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা  
 যাহারা অবগত নহে সেই সকল মুঢ় মানবই তপস্তার নিরত বা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম  
 প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় পরিশ্রম  
 করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ জননি ! যাহারা আপনার নাম পরিত্যাগ পূর্বক পরম বুদ্ধত্ব নিরূপণ  
 বিচারে প্রবৃত্ত হন সেই সাংখ্যযোগিগণ বথার্থ বস্ত্র বিবরে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছে  
 সংশয় নাই, ভবানি ! জাহারা কি তবসমুদ্রে পতিত হইয়া, মহামোহের কলোদ-লীলার  
 পরিপ্লুত হইয়া নাই ? কেননা আপনিই একমাত্র এই অখিল সংসারে মোক্ষদায়িনী রহিয়া-

পরং তত্ত্ববিজ্ঞানমাদৌজ্জ্বল্যেনৈ-

রজে । চান্দ্রভূতং ত্যজন্ত্যেব তে কিম্ ।

নিমেষাঙ্কমাত্রং পবিত্রং চরিত্রং

শিবা চান্দ্রিকাশক্তিরীশেতি নাম ॥ ৩৪ ॥

ন কি ত্বং সমর্থাসি বিশ্বং বিধাতুং

দৃশৈবাস্তু সর্বং চতুর্দ্বা বিভক্তম্ ।

বিনোদার্থমেবং বিধিং মাং বিধায়া-

দিসর্গে কিলেদং করৌষীতি কামম্ ॥ ৩৫ ॥

হরিঃ পালকঃ কিং ত্বয়াসৌ মধোৰ্কা

তথা কৈটভাদ্রক্ষিতঃ সিন্ধুমধ্যে ।

হরঃ সংহতঃ কিস্ত্বয়াসৌ ন কালে

কথং মে ভ্রুবোর্মধ্যদেশাৎ স জাতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্ত মূঢ়ানামিহ বার্তা পূর্ণা জ্ঞানিনস্ত হরি প্রেমগৌহতিশরাস্বরাম কদাপি ন ত্যজন্তী-  
ত্যাহ । পরং তদ্বৈতি । আদৌহরিহরাদিভির্জ্ঞানৈঃ যৈঃ পরং তত্ত্বজ্ঞানমহুতং তেহপি কিং  
নিমেষাঙ্কমপি শিবা চান্দ্রিকাশক্তিরীশেতি নাম ত্যজন্তি নৈব ত্যজন্তীত্যর্থঃ । তদ্বক্তং ত্ব-  
নেশীসংহিতারাম্ । আত্মাহুতিনিষ্কাতা বৈতভাববিবর্জিতাঃ । তেহপি প্রেমগৌ ত্যজন্ত্যে-  
নামিহঃ সর্বোত্তমা শিবেতি ॥ ৩৪—৩৫ ॥

হরিঃ পালক ইতি । যঃ সিন্ধুমধ্যে ত্বয়া মধোৰ্কা কৈটভাদ্রা রক্ষিতো হরিরসৌ অগতঃ  
পালকঃ কিং ভরতি নৈব ভবতীত্যর্থঃ । যঃ স্বরূপে সমর্থো ন স কণমত্তপালনে সমর্থঃ  
তাদিতি ভাবঃ । তথা সর্বসংহারকো যদি হরস্তর্হি ত্বয়াসৌ কিং কালে প্রলয়কালে সংহতো  
নাশিতঃ যদি ন নাশিতস্তর্হি কথং মে ভ্রুবোর্মধ্যদেশাৎ স জাতস্তস্মাৎ সোহপি সর্বসংহারকো  
ন । ন হি সর্বসংহারকমন্তঃ সংহরেতস্মাস্থ্য সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্তী স্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

ছেন ॥ ৩৩ ॥ অনাদিনিধনে ! হরি ও হর প্রভৃতি যে যে সনাতন পুরুষগণ পরতত্ত্বজ্ঞান  
অহুতব করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার পবিত্র মহিমা এবং শিবা অদ্বিকাশক্তি ও ঈশানী  
প্রভৃতি নাম কি নিমেষ মাত্রের অস্ত ও পরিত্যাগ করিয়াছেন ? ॥ ৩৪ ॥ মাতঃ ! আপনি  
কটাক্ষমাবেই স্বৈরাদি চতুর্দ্বিধ জীবনিবহ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং কি পরিচালনে সমর্থ নছেন ?  
বস্তুতঃ কেবল আপনি বিনোদের নিমিত্তই আমাকে বিধাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ;  
কিন্তু আপনি ইচ্ছামাত্রে মহৎ ও অহং তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির আদ্য উপকরণ সমুদায় সকল  
পুরুষ পুরুষেই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ অগদমিক । আপনিই হরিকে এই অধিল  
মোক্ষের পালন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন । আপনি কি প্রলয় লাগিলে মাত্রে বধু ও কৈটভ  
নামক যোদ্ধার এই দৈত্যের হাতে তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই ? রাতিঃ । যদি আশ্চর্যরূপে  
অসমর্থ তিনি কি অপরের রূপে সমর্থ হইতে পারেন ? অতএব আপনি হরি ধারা এই

ন তে অশ্রুতঃ পি দৃষ্টঃ প্রভঃ বা

কৃতঃ সত্ত্বস্তে ন কোপীহ বেষ ।

কিলাদ্যসি শক্তিস্বমেকা ভবানি ।

অতঃ সত্ত্বস্তে বোধিতাসি ॥ ৩৭ ॥

ত্বয়া সংযুতোহহং বিকর্তুং সমর্থো

হরিঃ প্রভুত্বমহং ! ত্বয়া সংযুতশ্চ ।

হরঃ সম্প্রহর্তু স্বৈবেহ যুক্তঃ

ক্ষমা নাদ্য সর্বৈ ত্বয়া বিপ্রযুক্তাঃ ॥ ৩৮ ॥

যথাহং হরিঃ শঙ্করঃ কিং তথাত্মে

ন জাতা ন সন্তীহ নো বা ভবিষ্যন্ ।

ন মুহুস্তি কেহস্মিন্ স্তবাত্যন্তচিত্রে

বিনোদে বিবাদাম্পদেহ্মাশয়ানাম্ ॥ ৩৯ ॥

অকর্তা গুণস্পষ্ট এবাদ্য দেবো

নিরীহোহনুপাধিঃ সৈবাকলশ্চ ।

তথাপীশ্বরস্তে বিতীর্ণং বিনোদং

স্বসম্পশ্যতীত্যাহরেবং বিধিজ্ঞাঃ ॥ ৪০ ॥

অতঃ সত্ত্বস্তে বোধিতাসি ॥ ৩৭ ॥

ত্বয়া বিপ্রযুক্তা বিযুক্তাঃ ক্ষমা নেত্যহমঃ ॥ ৩৮ ॥

অশ্রুতানামনুভূতানাং বিবাদাম্পদে সর্বাসত্ত্বাদ্যাদিবিকল্পাম্পদে ॥ ৩৯ ॥

জগতের পালন করিতেছেন। আর আপনি কি জগৎসংহারক হইবেন যথাকালে সংহার করেন না অবশ্যই করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে সেই রুদ্রদেব আমার জন্মধা হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ? ॥ ৩৬ ॥ ভবানি ! আপনার উৎপত্তি কেহ কখন কোথাও দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, কোথা হইতে আপনার উদ্ভব হইল তাহাও এই অখিল বিশ্বে কেহই অবগত নহে, আপনি আদ্যা ও অদ্বিতীয়া সনাতনী শক্তি, অতএব অস্ত কেহই আপনার ভাব অবগত হইতে পারে না, কেবল একমাত্র অপৌরুষেয় শ্রুতি সকলই তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ সুখিকে ! আমি আপনার সহায় বলিই স্বীকৃতি করিতে সমর্থ হই, হরি এবং হরও সেইরূপ আপনার প্রভাবই পালন ও সংহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আপনার আশ্রয় ব্যতীত আমরা ঐ সকল কার্য সম্পাদন করিতে কদাচই সমর্থ নহি ॥ ৩৮ ॥ ভগবান ! আপনার আশ্চর্যজনক লীলা ব্যাপারে অদূরদর্শী পণ্ডিতগণে যে পরস্পর বিবাদ করিবে ইহাতে আর বিচিৎ কি ? কেননা, আমি, হরি বা শঙ্কর কি অস্ত



দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেহ্মিন্ প্রাক্ষতে বৈ পুমান্ পরঃ ।  
 নাশ্চ কোহপি তৃতীয়োহস্তি প্রমেয়ে স্থবিচারিতে ॥ ৪১ ॥  
 ন মিথ্যা বেদবাক্যং বৈ কল্পনীয়ং কদাচন ।  
 বিরোধোহয়ং ময়া ত্যস্তং হৃদয়ে তু বিশঙ্কিতঃ ॥ ৪২ ॥  
 একমেবাদ্বিতীয়ং যদ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ ।  
 সা কি ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্তয় ॥ ৪৩ ॥  
 নিঃসংশয়ং ন মে চেতঃ প্রভুবত্যবিশঙ্কিতম্ ।  
 ত্বৈকৈকত্ববিচারেহ্মিন্মিমগ্নং ক্ষুণ্ণকং মনঃ ॥ ৪৪ ॥

নিষ্ঠাশীলপুরুষঃ বিনোদং সংপশ্যতীতি বিধিজ্ঞাঃ শাস্ত্রজ্ঞা বদন্তীত্যয়ঃ এতাদৃশী ত্বং  
 মহাচমৎকারকর্তা । যস্তাশ্চমৎকৃতিং নিরীহোহপীষরে বেদিতুমিচ্ছতীতি ॥ ৪০ ॥

ইখং দেবীং স্তব্ধা স্বমনসি স্থিতাং শব্দাং দূরীকর্তুং পৃচ্ছতি । দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেহ্মিন্মিতি ।  
 দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োর্কিভেদো যস্মিন্ সংসারে দৃষ্টাদৃষ্টরাশিষ্মায়কে ইত্যর্থঃ । তস্মিন্  
 সংসারে স্বভূতঃ প্রাগাধারভূতস্তবপরঃ পুমান্ ভবতি । আধারাদেয়য়োঃ পূর্বাপরীভাবস্তলোক-  
 দৃষ্ট্যোক্তত্বাৎ । নতুবা পূর্বাপরীভাবঃ উভয়োরপ্যনাতিদ্ব্যস্ত বেদসিদ্ধত্বাৎ । তথাচৈক্যং  
 দৃষ্টৈক্য ইতি তদ্বৎসং সিদ্ধম্ । অনেন তদ্বৎসং নৈব সর্বপ্রপঞ্চনির্কীর্ষে তৃতীয়ত্বোপযোগা-  
 চাবান্তঃ কোহপি তৃতীয়োহস্তি । ইখং প্রমেয়ে পদার্থে শ্রুত্যা যুক্ত্যা লাভবেন চ বিচা-  
 রিতে পদার্থস্বরূপেব সিধ্যতি । অবিচারিতে তু মতান্তরেহ্নেকানি তদ্বানি জাতান্যেবেতি  
 তদ্ব্যপযোগ্যত্বাৎ ॥ ৪১ ॥

তত্রৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিবাক্যং কদাপি মিথ্যা নৈব কল্প-  
 নীয়ম্ । সর্বপ্রমাণমূর্ত্তত্বাৎ । তত্রৈবং সতি পদার্থস্বরূপভবেন ভাসতে শ্রুতিত্বত্বতঃ বক্তি  
 তদ্ব্যপুত্বভবয়োর্মহান বিরোধো ময়া হৃদয়ে বিশঙ্কিতশঙ্কিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যাদাব্যতিরিক্তম্ মিথ্যাত্বং বক্তব্যং তদা কিং স্বমাস্বরূপাত্ম্যাসৌ  
 পুরুষ ইতি সন্দেহং বিনিবর্তয় । মিথ্যাপদার্থভজনে শ্রদ্ধায়া অজায়মানত্বাদিত্যি নির্ণয় আব-  
 শ্যক ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

কোনও পুরুষ এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই করিবে না অথবা এক্ষণে বিদ্যমান নাই যে  
 এ বিষয়ে বিমোহিত না হয়, অতএব দেবি ! আপনার লীলা অনির্কল্পনীয় সন্দেহ নাই ॥৩০॥  
 শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ কহেন যে ঈশ্বর নিষ্ঠুর, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধিক, নিরংশ ও নিরীহ হইয়াও  
 আপনার স্থবিনীর্ণ সংসাররূপ লীলা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ যে সকল মূর্ত্ত ও  
 অমূর্ত্তভেদ সংসার মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আপনার পূর্বাধারভূত অপর এক পুরুষ  
 আছেন, সেই প্রমেয় পদার্থ বিচার বিষয়ে আপনাদের এই উত্তর ব্যতীত তৃতীয় আর  
 কোন বস্তুই নাই ॥ ৪১ ॥ বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা কদাচই কর্তব্য নহে । অস্বতব  
 দ্বারা প্রকৃতি পুরুষরূপ পদার্থস্বরূপ প্রতিজ্ঞাত হইতেছেন কিন্তু শ্রুতি, অদ্বৈতের কথাই  
 কহিতেছেন, অতএব মাতঃ ! আমি হৃদয় মধ্যে এ বিষয়ের বিরোধ আশঙ্কা করিতেছি ॥৪২॥  
 “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থ একই, বেদ সকল এই কথাই কহিতেছেন, জননি ।

স্বমুখেনাপি সন্দেহং ছেতুর্মহসি সাক্ষকম্ ।

পুণ্যযোগাক্ষ মে প্রাপ্তা সঙ্গতিস্তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

পুমানসি স্বং জ্ঞী বাসি বদ বিস্তরতো মম ।

জ্ঞাহ্বাহং পরমাং শক্তিং মুক্তং স্তান্তবসাগরাৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়-  
স্কন্ধে হরবিরিক্ষিকৃতস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিতৈকম্বেতি । বৈতং সত্যং বাবৈতং সত্যং বেতি বিচারে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বমুখেনাপি স্বমুখেনৈবেত্যর্থঃ । বহুপুণ্যযোগেন তব পাদয়োঃ সঙ্গতির্লব্ধান্তি তত  
এতাদৃশং রহস্তম্বেব প্রভব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

যেন জ্ঞানেন তাং পরমাং শক্তিং জ্ঞাহ্বা ভবসাগরান্মুক্তং স্তামিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সেই পদার্থ কি আপনি ? অথবা সেই পুরুষ ? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ  
করুন ॥ ৪৩ ॥ আমার চিত্ত নিঃসংশয় রূপে শঙ্কাহীন হইতে সমর্থ হইতেছে না এবং আমার  
এই ক্ষুদ্র মন এই দ্বৈতাত্মক বিচারসাগরে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বাবেষণ করিতেও পারিতেছে না ;  
যতএব মাতঃ শিবে ! আপনি নিজমুখেই আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন ; বিপুল  
পুণ্যযোগ প্রভাবেই আমরা আপনার চরণ বৃগলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥  
আপনি পুরুষ বা জ্ঞী বটেন ইহা আমাকে বিস্তার পূর্বক বলুন, তাহা হইলেই আমি পরমা-  
শক্তিকে অবগত হইয়া সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীমদ্দেবীভাগবত

মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে হরবিরিক্ষিকৃতস্তোত্র বর্ণন

নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## মতোধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি পৃষ্ঠা ময়া দেবী বিনয়াবনতেন চ।

উবাচ বচনং ব্রহ্মাদ্যা ভগবতী হি সা ॥ ১ ॥

দেব্যাচ।

সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সর্বদৈব মমাস্তু চ।

যোহসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোহস্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥ ২ ॥

পঞ্চাশতিমহাপদ্যৈরুক্তমোকাধিকৈরর্থ।

শ্রীদেব্যা উপদেশত ব্রহ্মণে কৃত ইত্যুতে।

ব্রহ্মপ্রসন্নোত্তরং শ্রীদেবীনিজরূপোপদেশং চকারেত্যাহ। ইতি পৃষ্ঠেতি ॥ ১ ॥  
সদৈকত্বমিতি। বস্তুয়োক্তমধৈতং সত্যং চেদৈতত্ত্ব মিথ্যাঋতৈকতাস্তর্গত এব ময়াদি-  
পদার্থঃ সম্ভবতীতি মিথ্যাপদার্থভজনে প্রকাশ্যত ইতি ত্বং ব্রহ্মরূপিণ্যসি বা ততো  
ভিন্নাসি চেতি। তত্রৈতচ্চ্যতে। সত্যমধৈতমেব তথাপাঠৈতরূপাদব্রহ্মণো নাহং ভিন্নাস্মি  
শক্তেচ শক্তাব্যতিরেকাৎ। অগ্ন্যাदिशक्तीनामधैव्यতিরেকেणादर्शनात्। विविधं हि  
शक्तिरूपं कार्या कारणक। तत्र कार्यरूपमावरणविकेपादिरूपं तत्तु शक्तिमरूपं  
पृथगेव भासते। अहमज्জোहं सूखी दुःखी चेत्यादौ भूतवात्। अग्निरूपातिरश्चैनं तासमान-  
माहकोटादिशक्तिकार्यावत्। यच्च कारणभूतं महामयारूपं न तच्छक्तिमतो ब्रह्मणः पृथगव-  
भासते अर्थेदाहादिकार्याभिप्रदाहादिकार्याजनकशक्तेर्भेदेनादर्शनात् स्वावृत्तावरणविकेप-  
तिरावरणविकेपजनकमहामयारूपकैरभूतवाच्च। तस्याः सत्तावे तर्हि किं प्रमाणमिति चेदा-  
वरणविकेपरूपकार्यानुपपत्तिः अत्यादिकं चेति ब्रूमः। तत्रैव सति यथाहौ होमेहधि-  
शक्त्या होमोहर्षसिद्धौ यथावाग्निशक्तौ होमेहर्षौ होमोहर्षसिद्धौ एवं ब्रह्मोपासनायामपि  
ममोपासनार्थादेव सिद्धा ममोपासनयामपि ब्रह्मोपासनार्थादेव सिद्धा। तथाचोत्तरं  
ममोपासनयाम् ब्रह्मोपासनयाम् मयाविशिष्टब्रह्मरूपमेवोपास्यं भवति। तथाच ममो-  
त्तराद्वक्तव्यमेकं भागं मयारूपं मम मिथ्याहेहपि द्वितीयभागं ब्रह्मरूपं मम सत्य-  
व्यावृत्तशक्तिविरोधो न बोपासनयामप्रकाशः। अस्त-त्रमः सर्वेषां, ममोपासना-  
याम् एव ब्रह्मोपासना ब्रह्मण एवेति। तस्यां केवलमयामाः कारणभूताया ब्रह्मानधि-  
ष्ठिताया उपासनासम्भवे न मयाविशिष्टं ब्रह्मेव सर्वेषामुपास्यमिति। तदेव च मम मुख-  
यत्नमिति न कश्चिदोबलेश इति। इदं सर्वमुपोदधाते एव न्पटीकृतं तदेतत् सर्वं

ব্রহ্মা বলিলেন নারদ ! আমি বিনীতভাবে সেই আধ্যাত্মিক দেবী ভগবতীকে এইরূপ  
সিদ্ধাসা করিলে তিনি আমাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, ব্রহ্ম ! সেই ব্রহ্মের এবং আমার  
স্বভাবই একত্বের, আমাদের কোনও ভেদ নাই। যে পুরুষ সেই আমি এবং যে আমি সেই  
পুরুষ; তবে যে, শক্তি ও শক্তিমানে ভেদবুদ্ধি হয়, একমাত্র শক্তিবিভ্রমকেই তাহার কারণ



আবুয়াবুয়ায় সূক্ষ্মং যো বোদ শক্তিমান্ হি সঃ ।

বিমুক্তঃ স তু সংসারামুচ্যতে নাজ সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

একমেবাদ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্যং সনাতনম্ ।

বৈতত্যং পুনর্ধাতি কাল উৎপৎসুসংজ্ঞকে ॥ ৪ ॥

যথাদীপস্তথোপাধেয়োগাৎ সঞ্জায়তে বিধা ।

ছায়েবাদর্শমধ্যে বা প্রতিবিশ্বং তথাবয়োঃ ॥ ৫ ॥

ভেদ উৎপত্তিকালে বৈ সর্গার্থং প্রভবত্যজ ! ।

দৃশ্যাদৃশ্যবিভেদোহয়ং বৈবিধ্যে সতি সর্বথা ॥ ৬ ॥

মনসি নিধায় শ্রীদেব্যাচ। সৈদেকশ্রমিতি। তদুক্তং পাবকস্তোত্রতেবেয়মুচ্চাংশো দীধিতিঃ। চক্রস্ত চক্রিকেবেয়ং শিবস্ত সহজা এবতি। যোহসৌ পরমাত্মা স এবাহম অহং যাস্মি স এব যোহসৌ পরমাত্মা সোহস্তি। শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। মতিবিত্রয়াদি শক্তিঃ শক্তিমতো ভিন্নেতি ভেদো ভ্রমমূলক এবত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আবয়োঃ শক্তিশক্তিমতোরস্তরস্তেদং। কার্যরূপেণ শক্তিঃ শক্তান্তিম্নেতি রূপস্তং যো এ অর্থাৎ কারণশক্তিরূপস্ত ব্রহ্মণা সহভেদং যো বেদ স পুরুষো মায়ামুক্তিজানসময়ে তদভিন্নব্রহ্মজানবান্ সন্ জ্ঞানসময়ে এব বিমুক্তঃ সন্নপি দেহান্তে সংসারামুচ্যতে বিদে কৈবল্যং প্রপ্নোতীত্যর্থঃ। যথাবয়োরস্তরং নাট্মৈব ভেদো ন স্বরূপতো ভেদস্তং যো বেদে সমানার্থম্ ॥ ৩ ॥

যদ্যেকমেব ব্রহ্ম তহীদং দৈতং কন্মাদাগতমিতি চেত্তজাহ। একমেবেতি। কালে ও পিৎসুসংজ্ঞকে উৎপাদনেচ্ছাবতি কালে সৃষ্টিকালে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যথা দীপ ইতি। যথা দীপ একঃ সন্নপ্যুপাধিযোগাদনেকধা ভবতি। তথা মায়াম কার্যোপাধিতেদাদাত্মকোহপি বিধানেকদৃশ্যাদৃশ্যকোটিভেদেন বিধা ভবতি। যথা মুখমে মপ্যুপাধিদর্পণভেদাৎ প্রতিবিশ্বরূপেণ বহুধা ভবতি যথা বা পুরুষস্ত ছায়োপাধিতেদাদা কধা ভবতি তথৈবাবয়োঃ প্রতিবিশ্বং মায়াকার্যাস্তঃকরণরূপোপাধিধুনেকধা ভবতি ॥ ৫ ॥

কিমর্থময়ং ভেদো ভবতি তজাহ। সর্গার্থমিতি। অসম্ভাবঃ। নিয়তকালপরিপাক্য কর্মণাং মধ্যে পরিপক্যানুপভোগেন ক্রয়াদিতরেবাং চাপরিপকানাং ভোগাসম্ভবে ন ত থায়াঃ সৃষ্টেরূপযোগাৎ প্রাকৃতঃ প্রলয়ো ভবতি তস্মিন্ প্রলয়ে সর্বং জগদ্বীজরূপেণ মায়াম

বলিয়া জানিবে ॥ ১—২ ॥ যে সাধক আমাদের উভয়ের (শক্তি ও শক্তিমানের) যে বিষয়ক স্মরণতত্ত্ব বুঝিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপত ভেদ না থাকিলেও কেবল কার্য ভেদমাত্র এইটী বাহার অস্বত্ব হইবে সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই ॥ ৩ ॥ একটা দ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু আছেন তিনি নিত্য সনাতন স্বরূপ হইলেও সৃষ্টিক উপহিত হইলে তিনিই বৈতত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ যেমন একমাত্র দীপ উপা যোগে বৈতত্য প্রাপ্ত হয়, যেমন একমাত্র মুখ, দর্পণরূপ উপাধিরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধিরূপে বিশ্বপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মায়ার কার্য্য সত্তাকরণোপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই আমাদের মত প্রতীকমান হয় ॥ ৫ ॥ হে ব্রহ্ম

নাহং জী ন পুমাংচ্চাহং ন জীবং সৰ্বসংক্ষেপে ।

সর্গে সতি বিভেদঃ স্তাৎ কল্পিতোহয়ং ধিয়া পুনঃ ॥ ৭ ॥

অহং বুদ্ধিরহং জীশ্চ ধৃতিঃ কীর্তিস্মৃতিঃ স্মৃতিঃ ।

শ্রদ্ধা মেধা দয়া লজ্জা ক্রোধা তৃষ্ণা ক্রমাক্রমা ॥ ৮ ॥

কাস্তিঃ শাস্তিঃ পিপাসা চ নিদ্রা তন্দ্রা জরাজরা ।

বিদ্যাবিদ্যা স্পৃহা বাঙ্ক্ষা শক্তিচ্চাশক্তিরেব চ ॥ ৯ ॥

লীনং ভবতি মায়া চ প্রকৃতসমস্তপ্রপঞ্চা ব্রহ্মভেদেন তিষ্ঠতি । তদা নিত্যরসসমুদ্রকল্পং ব্রহ্ম-  
নিরীহং তথৈব তিষ্ঠতি । যদধিকৃত্যোচ্যতে । নাসদাসীন্নো সদাসীতদানীং নাসীজজ্ঞো নো-  
ব্যোমাপরো বদিত্যাদি ভূচ্ছনাষ পিহিতমিত্যন্তম্ । পরিপকেষু হু কৰ্মসু তত্তৎকালকৰ্ম-  
বশাৎ ক্ষেত্রস্থং বীজং বধোচ্ছুনং ভবতি তত্রৈবাত্মৈতং নিরীহং ব্রহ্মাপি কালকৰ্মবশাহুচ্ছুনং  
ভবতি । পশ্চাদহুরন্ততঃ শাখাস্তাভ্যঃ পত্রাণি ততঃ পুংসং ততঃ কলমেবমেব ক্ষেত্রবীজবদ-  
জ্ঞাপি মারাবীজাদহুরাদিকং জায়তে । স চোচ্ছুনতাদিপরিণামো মায়ায়া এব ন ব্রহ্মগন্তত  
নিরবয়বত্বায়ায়াশ্চ সাবয়বত্বাৎ পরিণামে সাবয়ববস্তুন এবাপেক্ষণাৎ । ব্রহ্ম তু বিবর্তোপা-  
দানং ভবিনা মায়ায়াঃ সত্তাকর্তৃভাবেন পরিণামাযোগাৎ । তথাচ মায়ায়াঃ তৎকার্যো  
ব্রহ্মণোহনুশ্রুতত্বাদবাস্তো মায়াভেদাত্মাবস্ত এব ব্রহ্মণো ভেদাঃ সর্গার্থং জাতা ইতি ।  
বদৈবং জাতঃ স্ত্রী বা বৈবিধ্যে সতি দৃশ্যাদৃশ্যভেদোহপি সর্গার্থং জাতঃ ॥ ৬ ॥

তথাচাহং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যেব ন পুরুষরূপা ক্লীবরূপা বা ন বা জীর্ণপেত্যাহ । নাহং  
জীতি । সৰ্বসংক্ষেপে প্রলয়ে ইদং কিমপি নাস্তি অহং পুরুষো বা জীবতি পুনঃ সর্গে সতি  
জীবাত্মপ্রহার্থময়ং ভেদো ময়া ধিয়া স্ববৃত্ত্যান্বিক্রিয়া কল্পিতঃ ॥ ৭ ॥

অনাদি ও অনন্তরূপে প্রবহমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অতুল্য কৰ্ম  
সমুদ্রজগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্নভাবে উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া,  
সমস্ত প্রপঞ্চরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিঃশেষে গ্রাস করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদে অবস্থান করে,  
তখন ব্রহ্মসত্তা নিত্যরস সমুদ্রের জ্ঞান নিরীহভাবে অবস্থিতি করে । তদনন্তর জীবের সেই কৰ্ম  
কালযোগে পরিপক হইলে ক্ষেত্রস্থিত বীজের জ্ঞান সেই নিরীহ ব্রহ্মবস্ত কাল ও কৰ্মবশে উচ্ছুন  
হইয়া থাকে, সেই জন্ত মায়া সংকোভ প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর কৰ্মবীজযুক্ত সেই মায়া  
হইতেই ব্রহ্মের অল্প পত্র পুংস কলাদির জ্ঞান এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইতে থাকে ।  
ইহাতে মায়া ও মায়ার কার্য পরব্রহ্ম অনুশ্রুত থাকেন, অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়া যত  
প্রকার ভেদ হয় ব্রহ্মবস্তুরও ততপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে । যখন এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন  
উক্তরূপে বৈধভাব প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সর্গার্থ প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥  
পদ্মাসন ! একমাত্র প্রলয়কালে আমি, জী বা পুরুষ নহি এবং ক্লীবও নহি, কেবল সৃষ্টি  
কালেই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ পদ্মকল্প ! আমিই বুদ্ধি,  
আমিই জী এবং আমিই ধৃতি, কীর্তি, স্মৃতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্রোধ, তৃষ্ণা, ক্রমা,  
কলকাস্তি, কাস্তি ও শাস্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও জরাজরা এবং আমিই

বস। মজ্জা চ বৃক্ চাহং দৃষ্টিৰ্কাগনুতা নৃতা ।  
 পরা মধ্যা চ পশ্যন্তী নাভ্যোহহং বিবিধাশ্চ য়াঃ ॥ ১০ ॥  
 কিং নাহং পশ্য সংসারে মদ্বিযুক্তং কিমস্তি হি ।  
 সৰ্বমেবাহমিত্যেবং নিশ্চয়ং বিদ্ধি পদ্মজ । ॥ ১১ ॥  
 ঐতৈর্মে নিশ্চিতৈ রূপৈর্বিহীনং কিং বদস্ব মে ।  
 তস্মাদহং বিধে । চান্মিন্নর্গে বৈ বিততাভবম্ ॥ ১২ ॥  
 নুনং সর্বেষু দেবেষু নানানামধরা হুহম্ ।  
 ভবামি শক্তিরূপেণ করোমি চ পরাক্রমম্ ॥ ১৩ ॥  
 গৌরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা ।  
 বারুণী চাথ কোবেরী নারসিংহী চ বাসবী ॥ ১৪ ॥  
 উৎপল্লবৈশু সমন্তেষু কার্ষেযু প্রবিশামি তান্ ।  
 করোমি সর্বকার্য্যানি নিমিত্তং তং বিধায় বৈ ॥ ১৫ ॥

ভেদানামানন্তোহপ্যাদাহরণার্থং কাংশ্চিভেদানাহ। অহবুদ্ধিরিতি ॥ ৮—১০ ॥

সৰ্বমেবাহমিতি । একোহং বহুভাং প্রজারের ইচ্ছো মায়াজিঃ পুরুষপ জয়ত ইতি শ্রী  
 শ্রীরাবিশিষ্টং বুদ্ধৈব সৰ্ব্বাকারেণ ভীষত ইতি মদ্বিযুক্তং বস্ত কিমস্তি নৈবাতীত্যর্থঃ ।  
 ভাত্তর্হি তদ্বক্ষ্যাপুত্রোপমমদেব ভাদিতি ॥ ১০ ॥

বিততা ব্যাপিকা ॥ ১২—১৪ ॥

প্রবিশামি তানিতি । তৎস্বষ্টা তদেবানুপ্রাবিশদিতিক্রতেঃ । তান্ পদার্থানিত্যর্থ  
 অনেক চাক্ষর্যমিহং ভগবত্যা স্বশ্রোক্তম্ । নিমিত্তং তমিতি । স করোতীতি তং পুত্র  
 নিমিত্তমাত্রং বিধায়াহমেব সৰ্বং করোমীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাহা, শক্তি ও অশক্তি এবং আমিই বস, মজ্জা, বৃক্, দৃষ্টি ও সত্য  
 সত্য বাক্য এবং আমিই পরা মধ্যা ও পশ্যন্তী প্রভৃতি সার্বত্রিকোট সংখ্যক  
 রূপিনী ॥ ৮—১০ ॥ বিধাতঃ ! আমি সংসারে কোন্ বস্ত নহি ? আমি হইতে বিযুক্ত হই  
 কোন্ বস্ত বিদ্যমান থাকিতে পারে ? ফলতঃ আমিই এই প্রপঞ্চময় সংসারে অখিল বস্তর  
 বিদ্যমান রহিয়াছি ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিও ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মন্ ! আমার এই সকল নিত্যকা  
 য়া বিহীন হইয়া কোন্ বস্ত থাকিতে পারে ? তাহা তুমি আমাকে বল ; ফলতঃ কোনম  
 ও তাহা দৃষ্ট হয় না, অতএব আমি এই অখিল সংসারের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া র  
 য়াছি ॥ ১২ ॥ আমি নিশ্চয়ই নানা নাম ধারণ পূর্বক শক্তিরূপে সমস্ত দেবগণে অবস্থিতি করি  
 পরাক্রম ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥ কমলাসন ! আমি শব্দে গৌরী, ব্রহ্ম  
 ব্রাহ্মী, ক্রমেবে রৌদ্রী, বরাহে বারাহী, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী, শিবে শিবা, বরুণে বারুণী, কুবে  
 কোবেরী, নরসিংহে নারসিংহী এবং ইচ্ছা ইচ্ছানী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ১৪ ॥  
 বতলাতমাজেই উৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পদার্থ মধ্যেই আমি অহুপ্রবিষ্ট হই ফলতঃ



জলে শীতা তথা বহ্ন্যবৌক্ষ্যং জ্যোতির্দিবাকরে ।  
 নিশামাথে হিমা কামঃ প্রভবাগ্নি যথা তথা ॥ ১৬ ॥  
 ময়া ভ্যক্তং বিধে । নূনং স্পন্দিতুং ন ক্রমং ভবেৎ ।  
 জীবজাতকং সংসারে নিশ্চয়োহয়ং বুবে হয়ি ॥ ১৭ ॥  
 অশক্তঃ শঙ্করো হস্তং দৈত্যান্ কিল ময়োজ্জ্বিতঃ ।  
 শক্তিহীনঃ নরং বুতে লোকশ্চৈবাতিহুর্বলম্ ॥ ১৮ ॥  
 রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাঃ কিল ।  
 শক্তিহীনং যথা সর্বো প্রবদন্তি নরাধমম্ ॥ ১৯ ॥  
 পতিতঃ স্থলিতো ভীতঃ শাস্তঃ শত্রুবশজতঃ ।  
 অশক্তঃ প্রোচ্যতে লোকে নারুদ্রঃ কোহপি কথ্যতে ॥ ২০ ॥  
 তদ্বিদ্ধি কারণং শক্তির্থথা ত্বং চ দিস্বক্ষসি ।  
 ভবিতা চ যদা যুক্তঃ শক্ত্যা কর্তা তদাখিলম্ ॥ ২১ ॥  
 তথা হরিস্তথা শম্বুস্তথেষ্ট্রোহথ বিভাবসুঃ ।  
 শশী সূর্য্যো যমস্তৃকো বরুণঃ পবনস্তথা ॥ ২২ ॥  
 ধরা স্থিরা তদা ধর্তুং শক্তিয়ুক্তা যদা ভবেৎ ।  
 অন্যথা চেদশক্তা স্যাৎ পরমাণোশ্চ ধারণে ॥ ২৩ ॥

হিমা শীতলা চন্দ্রিকেত্যর্থঃ ॥ ১৬—২৪ ॥

পুরুষকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আমি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকি ॥ ১৫ ॥ পরমেষ্টিন্ !  
 আমি সৃষ্টিতে শৈত্য, অমলে উষ্ণতা, দিবাকরে জ্যোতিঃ ও নিশাকরে শীতলচন্দ্রিকা ; ব্রহ্মন্ !  
 এইরূপে আমি সর্ব বস্তুতেই অবস্থিত হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥  
 আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, এই সংসারে জীবসমূহ শক্তিবহীন হইলে কদাচ  
 সফিতেও সমর্থ হয় না ॥ ১৭ ॥ অধিক কি শঙ্করও আমার কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দৈত্য বিনাশে  
 সমর্থ হয় না । আর দেখ লোক সকল হুর্বল ব্যক্তিকে শক্তিহীনই বলিয়া থাকে । কিন্তু  
 রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন এরূপ কেহই বলে না ॥ ১৮—১৯ ॥ পতিত, স্থলিত, ভীত, শাস্ত ও শত্রুর  
 বশভাগর, মানবগণকে লোকে অশক্ত (শক্তিহীন) বলিয়া থাকে কিন্তু এ ব্যক্তি “রুদ্র-  
 হীন” এরূপ ত কেহ কখনই বলে না ॥ ২০ ॥ অতএব, তুমি যদ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক,  
 সেই শক্তিকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবে । তুমি যখন শক্তিবৃত্ত হইবে তখনই  
 অগ্নিলেপ সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে । হরি, শম্বু, কক্ক, বিভাবসু, সূর্য্য,  
 যমধর, শমন, বিশ্বকর্মা, বরুণ ও পবন প্রভৃতি দেবতাগণ শক্তিবৃত্ত হইয়াই যব কার্য্য-

তথা শেষস্তথা কুশৌ যেহে সর্কে চ দিগ্গজাঃ ।  
 মদ্যুক্তা বৈ সমর্থাস্থানি কার্য্যানি সাধিতুম্ ॥ ২৪ ॥  
 জলং পিবামি সকলং সংহরামি বিভাবসুম্ ।  
 পবনং শুভ্রায়াম্যস্য যদিচ্ছামি তথাচরম্ ॥ ২৫ ॥  
 তদ্বানাকৈব সর্কেবাং কদাপি কমলোদ্ভব ! ।  
 অসতাং ভাবসন্দেহঃ কৰ্তব্যো ন কদাচন ॥ ২৬ ॥  
 কদাচিৎ প্রাগভাবঃ স্তাৎ প্রধ্বংসভাব এব বা ।  
 যুৎপিণ্ডেষু কপালেষু ঘটভাবো যথা তথা ॥ ২৭ ॥

যদিচ্ছামীতি । যদ্যদিচ্ছামি তত্ত্বং সর্কং স্বাতন্ত্র্যেণ করোমি ন যন্তোহন্তঃ কোহপ্যন্তী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নমু যদি স্বমেব সর্কস্বরূপা তর্হি ঔব নিরন্তরং বিদ্যমানত্বাৎ সর্কপ্রপঞ্চস্তাপি বিদ্যমানতা-  
 স্ত্যবেতি অগৎ ময়োৎপাদ্যতে ইতি তব বচনং ন সঙ্গচ্ছেত । অথচ যদি স্বৎসকাশ-  
 স্বতোহতিরিক্তমেব অগদপূর্বমুৎপদ্যত ইতি মতম্ তদা স্বং সর্করূপাসীতি বচনং ন সঙ্গচ্ছে-  
 তেতিশঙ্কাঃ নিরাকর্তুমাহ । তদ্বানাং চৈবেতি । হে বুদ্ধন্ ! সর্কেবাং তদ্বানামসতাং ভাবসন্দেহ  
 উৎপত্তিসন্দেহঃ কদাপি নৈব কৰ্তব্যঃ । অসত উৎপত্তাদ্যাশ্রয়ত্বাযোগাৎ । ন হসন্ বক্ষ্যা-  
 পুত্র উৎপত্তাদ্যাশ্রয়ো ভবতি । কিন্তু সঙ্গপেণ সতাং বিদ্যমানানামেব তদ্বানামুৎপত্তি-  
 রিতি জানীহি ॥ ২৬ ॥

নমু তর্হি সতাং বিদ্যমানানাং তদ্বানামুৎপত্তাদ্যাশ্রয়ত্বমপি ন সম্ভবতীতি চেদাবির্ভাব-  
 তিরোভাবাবেব সংকার্যবাদে উৎপত্তিপ্রলয়ো নাভাবিত্যাহ । কদাচিদिति । যথাবিদ্যা-

সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২১—২২ ॥ যখন শক্তিসমব্রিত হ'য় তখনই ধরাদেবী হির  
 থাকিয়া বিবিধ জীব নিবহ সহস্রিত পদার্থ সমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নতুবা একটা  
 পরমাণু মাত্র ধারণ করিতে ও সমর্থ হয় না ॥ ২৩ ॥ সেইরূপ শেষ মাগ, কূর্ম ও দিগ্গজগণ  
 এবং অজ্ঞাত সকলেই মদ্যুক্ত (শক্তিবিশিষ্ট) হইয়া স্ব স্ব কার্যসাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৪ ॥  
 বুদ্ধন্ ! আমি বাহা বাহা ইচ্ছা করি তৎসমুদায়ই স্বাতন্ত্র্যভাবে সম্পাদন করিয়া থাকি,  
 আমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত জল ও অনলের সংহার করিতে এবং সমীরণকেও শুষ্কিত করিতে  
 পারি ॥ ২৫ ॥ কমলাসন ! এই অখিল বিশ্বমণ্ডল অনাদি ও অনন্তরূপে নিরন্তর প্রবাহমান  
 রহিয়াছে, “আপনি তবে কিরূপে ইহার উৎপাদন করিতেছেন ?” এইরূপে সূক্ষ্ম অসৎ  
 পদার্থের ভাব সন্দেহ অর্থাৎ উৎপত্তির প্রতি সংশয় কদাচই কৰ্তব্য নহে, বেহেতু উৎপত্তি  
 প্রভৃতির আশ্রয়যোগত্ব (আশ্রয়ের অসংযোগ) অসৎ পদার্থের অসুৎপত্তির প্রতি কারণ  
 বিদ্যমান রহিয়াছে । দেখ বক্ষ্যাপুত্র এবং শশবিষাণ ও আকাশকুহ্ম প্রভৃতির উৎপত্তির  
 আশ্রয়যোগ সম্ভব হইতে পারে না কিন্তু সংরূপে বিদ্যমান পদার্থ সমূহেরই উৎপত্তি সম্ভব  
 হইয়া থাকে, অতএব এই অগৎ তিন্ন, থপুসাদির ভাব অজ্ঞ পদার্থের উৎপত্তির প্রতি  
 সন্দেহ, তুমি একবারেই পরিত্যাগ কর ॥ ২৬ ॥ যদি বল, তবে সংপদার্থ সমূহের উৎপত্তি

অদ্যাৎ পৃথিবী নাস্তি ক গতেতি বিচারণে ।

সঞ্জাতা ইতি বিজ্ঞেয়া অস্তাস্ত পরমাণবঃ ॥ ২৮ ॥

শাশ্বতং কণিকং শূণ্যং নিত্যানিত্যং সর্কটুকম্ ।

অহঙ্কারাগ্রিমকৈব সপ্তভেদৈর্কিবিক্তম্ ॥ ২৯ ॥

গৃহাণাজ্জ ! মহত্ত্বমহঙ্কারস্তদুদ্ভবঃ ।

ততঃ সর্বানি ভূতানি রচয়স্ব যথা পুরা ॥ ৩০ ॥

মানন্তেব ঘটন্ত মৃৎপিণ্ডেবভাবঃ প্রাগভাব আবির্ভাবজনকঃ । যথা বা কপালেষু ঘটাদেবিদ্যা-  
মানন্তেবভাবঃ প্রক্ষংসাতাবতিরোভাবজনকঃ । তথৈব কারণাশ্রুনা বিদ্যমানানাস্তদ্বানা  
মাবির্ভাবতিরোভাবাবেবোৎপত্তিপ্রলয়ো নাস্তাবিতি ন সংকারণবাদে সর্কটুকং মম ব্যাহত  
মিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

অত্র সংকার্যবাদেহুদ্ভবমাহ । অদ্যাৎপৃথিবী ঘটরূপা নাস্তি ধ্বংসে  
সতি সা ক গতেতি বিচারণে সতি লোকা অস্তা ঘটরূপায়াঃ পৃথিব্যাঃ পরমাণবো জাতা  
ইতি বদন্তি । তথাচ পরমাণুরূপেণ ঘটন্ত বিদ্যমানতাস্ত্যেবেতি লোকসিদ্ধে এব সংকার্যবাদ  
ইতি ॥ ২৮ ॥

ইখং ভগবতুপদিষ্টাঙ্গাপর্যতি । শাশ্বতমিতি । শাশ্বতমিত্যাদিপরস্পরবিরুদ্ধবিশেষণ-  
মহত্ত্বমহত্ত্বাপি-মাত্রাজ্ঞাননির্কচনীযত্বং সূচিতম্ । অহঙ্কারাত্মাণ্ডে প্রথমতো ভবং সপ্ত-  
ভেদৈর্কিবিক্তম্ । প্রকৃতিবিক্তম্ । সপ্তভেদৈর্কিবিক্তম্ । মহত্ত্বাদেবভাবঃ  
তদ্বানাং সত্যাং স্বতাপি স্বাস্তর্ভাববিক্রিয়া সপ্ততোক্তিঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

প্রকৃতির আশ্রয়যোগত্বেরও সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহা তুমি বলিতে পার না যেহেতু সংপদার্থ  
সমূহের কার্যবিচারে আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় নামে কথিত হয়, উহা  
অন্ত আর কিছুই নহে । তুমি বিচার করিয়া দেখ, মৃৎপিণ্ডে সংপদার্থরূপ ঘটের প্রাগভাব  
বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই আবার ঘটের আবির্ভাবের কারণ, আর কপাল সকলেও  
ঘটের প্রক্ষংসাতাব বিদ্যমান, কিন্তু সেই প্রক্ষংসাতাবই আবার ঘটের তিরোভাবের  
জনক হইয়া থাকে । সেইরূপে কারণাত্মক সংপদার্থ সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবই  
উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । অতএব বুঝনু ! কারণ বিচারেও আমার  
সর্কটুক অধ্যাহতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে । তাহাতে, তোমার সন্দেহের অবসর  
কিছুই নাই ॥ ২৭ ॥ পদ্মাসন ! সংকার্য বিচারে এইরূপ অনুভব হয় যে এখন এখানে  
ঘটরূপা পৃথিবী নাই যদি তাহার ধ্বংস হইল তবে সেই মৃত্তিকা কোথায় গেল এইরূপ  
বিচারে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঘটরূপা পৃথিবী পরমাণুরূপে পরিণত হইয়া  
রহিয়াছে ॥ ২৮ ॥ পরমেষ্ঠী ! নিত্য স্থিতিশীল ও কণহারী, অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতি নিত্যানিত্য  
পদার্থ সমূহেরই সর্কটুক অর্থাৎ কারণ অন্ত জানিবে ; কিন্তু অহঙ্কার সেই সর্কটুক পদার্থের  
অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয় । এইরূপে মহাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতির সপ্ত  
প্রকার ভেদ মাত্র তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রে প্রকৃতি হইতে সর্কটুক, মহত্ত্ব হইতে



ব্রহ্মস্থানি বিদ্যানি বিরজ্য নিবসন্ত বঃ ।  
 স্থানি স্থানি চ কার্যানি কুর্ষ্বন্ত দৈবতাবিতাঃ ॥ ৩১ ॥  
 গৃহাণেমাং বিধে । শক্তিং সুরূপাং চাক্রহাসিনীম্ ।  
 মহাসরস্বতীং নাম্না রজোত্তমযুতাং বরাম্ ॥ ৩২ ॥  
 শ্বেতান্বরধরাং দিব্যাং দিব্যভূষণভূষিতাম্ ।  
 বরাসনসমারুঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীম্ ॥ ৩৩ ॥  
 এষা সহচরী নত্যং ভবিষ্যতি বরাদনা ।  
 মাবমংস্থা বিভূতিং মে মত্বা পূজ্যতমাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৪ ॥  
 গচ্ছ স্তমনয়া সার্কং সত্যলোকং ব্রজাশু বৈ ।  
 বীজাচ্চতুর্বিধং সর্বং সমুৎপাদয় সাম্প্রতম্ ॥ ৩৫ ॥  
 লিঙ্গকোশাশ্চ জীবৈস্তৈঃ সহিতাঃ কৰ্ম্মভিস্তথা ।  
 বর্তন্তে সংস্থিতাঃ কালে তান্ কুরু ত্বং যথা পুরা ॥ ৩৬ ॥  
 কালকৰ্ম্মস্বভাবাথ্যৈঃ কারণৈঃ সকলং জগৎ ।  
 স্বভাবস্বগুণৈর্যুক্তঃ পূৰ্ব্ববৎ সচরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতঃ পরমশ্রীং স্থানাভবন্তো ব্রহ্মস্থানি নির্গত্য চেন্দ্র কুর্ষ্বন্তিত্যাহ । ব্রহ্মস্থিতি । দৈব-  
তাবিতাঃ প্রারকেনোৎপাদিতাঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

বীজান্নহন্তব্যং ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ বীজে কিঙ্কিমন্তি তত্রাহ লিঙ্গেতি । লিঙ্গশরীরানি কৰ্ম্মজীবসহিতানি সন্তি তানি  
যথা পুরা পূৰ্ব্ববৎ পৃথক্কর ॥ ৩৬ ॥

অহংকার, তদনন্তর অস্ত্রান্ত সমস্ত ভূতবর্গ, এইরূপে তুমিও পূর্বের ভায় যথাকালে  
 এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিতে থাক ॥ ২৯—৩০ ॥ পিতামহ ! এক্ষণে তোমরা এস্থান  
 হইতে নিজ নিজ আলয়ে গমন কর এবং এইরূপে বিশ্বসংসারের রচনা করিয়া বাস  
 করিতে থাক এবং দৈবতাবিত অর্থাৎ প্রারককর্তৃক উৎপাদিত স্ব স্ব কার্য সকল সমির্কাহ  
 করিতে থাক ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মন ! তুমি এই দিব্যরূপা, চাক্রহাসিনী রজোত্তমযুতা, শ্বেতা-  
 ন্বরধারিণী, দিব্যভূষণে বিভূষিতা, শ্বেতসরোজবাসিনী, মহাসরস্বতী নাম্নী শক্তিকে, ক্রীড়া-  
 সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই অতুল্যতমা ললনা তোমার প্রিয়-  
 সহচরী হইবেন ; ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে,  
 কদাচই অবমাননা করিবে না ॥ ৩৪ ॥ তুমি ইহার সহিত সত্যলোকে গমন কর এবং  
 এক্ষণে তথায় থাকিয়া মহত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর ॥ ৩৫ ॥  
 লিঙ্গ শরীর সমস্ত জীব ও কৰ্ম্ম সমূহের সহিত মিলিত হইয়া একত্র সংস্থিত রহিয়াছে,

স্বভাবস্বগুণৈঃ সর্বং ইতি বা পাঠঃ ।

মাননীয়সুখা বিকুঃ পূজনীয়শ্চ সৰ্বদা ।  
 সত্ত্বগুণপ্রধানবাদধিকঃ সৰ্বতঃ সদা ॥ ৩৬ ॥  
 যদা যদা হি কার্য্যং বো ভবিষ্যতি দুঃসত্যম্ ।  
 করিষ্যতি পৃথিব্যাং বৈ অবতারঃ তদা হরিঃ ॥ ৩৭ ॥  
 তিৰ্যগ্‌যোনাবধান্ত্রে মানুষীঃ তনুমাঞ্জিতঃ ।  
 দানবানাং বিনাশং বৈ করিষ্যতি জনার্দনঃ ॥ ৪০ ॥  
 ভবোহয়ং তে সহায়শ্চ ভবিষ্যতি মহাবলঃ ।  
 সমুৎপাদ্য সুরান্ সৰ্বান্ বিহরন্ত যথাসুখম্ ॥ ৪১ ॥  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা নানায়জ্ঞৈঃ সদক্ষিণৈঃ ।  
 যজিষ্যন্তি বিধানেন সৰ্বান্ বঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ৪২ ॥  
 মম্বামোচ্চারণাং সৰ্বৈ মথেষু সঁকলেষু চ ।  
 সদা তৃপ্তাশ্চ সন্তুষ্ঠা ভবিষ্যধ্বং সুরাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

সামগ্র্যভ্রমাহ । কালকর্ম্মস্বভাবাটোঃ কারণৈরিতি । এতিঃ কারণৈঃ স্বভাবভূতাঃ  
 স্বগুণাঃ সবাদয়ঃ শব্দাদয়শ্চ তৈশ্চ যুক্তং পূর্ববৎ কুর্কিত্যর্থঃ । বো যস্ত গুণো যদ্যস্ত প্রারব্ধঃ  
 বো যস্ত কলভোগস্ত কালো বো যস্ত স্বভাবভূতো গুণস্তস্মিন্ কালে তাদৃশকর্ম্মগুণানুরোধেন  
 তাদৃশং কলং দেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥

মম্মিস্বাহেতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

তুমি যথাকালে পূর্বের জ্ঞান তাহাদিগকে পূণক্ পূণক্ করিও ॥ ৩৬ ॥ কাল, কর্ম্ম ও  
 স্বভাব এই সকল কারণে স্বভাবভূত স্বগুণ সমূহ অর্থাৎ সবাদি ও শব্দাদিগুণ সমস্ত দ্বারা  
 এই অখিল জগৎকে পূর্বের জ্ঞান সংযুক্ত কর, অর্থাৎ বাহার বৈরাগ্য গুণ, বাহার বে  
 প্রারব্ধ কর্ম্ম, বাহার বে কলযোগের কাল, বাহার বৈরাগ্য স্বভাব ভূতগুণ, সেইকালে তুমি  
 সেইকাল গুণ ও কর্ম্মানুরোধে তাহাদিগকে কল প্রদান করিও ॥ ৩৭ ॥ এই বিকু-সত্ত্বগুণ  
 প্রধান, অতএব তোমা অপেক্ষা সততই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সেই কারণে তুমি ইহার সর্ব-  
 দাই সম্মান ও পূজা করিও ॥ ৩৮ ॥ যখন যখন তোমাদের দুঃসত্য কার্য্য উপস্থিত হইবে  
 তখন এই হরি সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইবে ॥ ৩৯ ॥ এই জনা-  
 র্দন তিৰ্যগ্‌যোনি অথবা মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুর্দান্ত দানবদিগের বিনাশ  
 সাধন করিবে ॥ ৪০ ॥ এই মহাবল মহাদেব তোমার সহায় হইবে ; তুমি যথাকালে সুর-  
 গণকে উৎপাদিত করিয়াই যথাসুখে বিহার করিতে থাকিবে ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং  
 বৈশ্যগণ, সমাহিতচিত্তে নানাবিধ সদক্ষিণ যজ্ঞোপবীত দ্বারা তোমাদের কৃতি সাধন  
 করিবে ॥ ৪২ ॥ সমস্ত বজ্রেই আমার বাহা নাম উচ্চারণ হেতু তোমার সমস্ত সেবতাই

শিবশ্চ মাননীয়ো বৈ সৰ্বাধি কৰ্ত্তমোত্তমঃ ।  
 যজ্ঞকাৰ্য্যেণ সৰ্ব্বৈষ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 যদা পুনঃ স্মরাণাং বৈ ভয়ং দৈত্যাস্তবিস্মৃতি ।  
 শক্তয়ো মে তদোৎপন্ন্য হরিষ্যন্তি সুবিগ্রহাঃ ॥ ৪৫ ॥  
 বারাহী বৈষ্ণবী গৌরী নারসিংহী শচী শিবা ।  
 এতান্শান্তান্শ্চ কার্য্যাণি কুরু স্বং কমলোদ্ভব ! ॥ ৪৬ ॥  
 নবাক্ষরমিমং মন্ত্রং বীজধ্যানযুতং সদা ।  
 জপুন্ সৰ্ব্বাণি কার্য্যাণি কুরু স্বং কমলোদ্ভব ! ॥ ৪৭ ॥  
 মন্ত্ৰাণামুত্তমোহয়ং বৈ স্বং জানীহি মহামতে ।  
 হৃদয়ে তে সদা ধার্য্যঃ সৰ্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা মাং জগন্নাথ হরিং প্রাহ শুচিন্মিতা ।  
 বিষ্ণো ! ব্রজ গৃহাণেমাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাম্ ॥ ৪৯ ॥  
 সদা বকঃস্থলে স্থানে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ।  
 জীড়ার্থং তে ময়া দত্তা শক্তিঃ সৰ্ব্বার্থদা শিবা ॥ ৫০ ॥

এতান্শান্তান্শ্চত্যস্ত হরিষ্যন্তীতি পূৰ্বেণাশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

নবাক্ষরমিমং মন্ত্রমিতি । স চ হুগীয়া নবাংগঃ প্রসিদ্ধঃ । এতদ্বিধানং নবমন্ত্রকান্তিমা-  
 ধ্যায়ৈ বক্ষ্যতি ॥ ৪৭—৫৫ ॥

সতত ভূপ্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে ॥ ৪৩ ॥ তমঃপ্রধান মহাদেবও সকলের মাননীয়,  
 অতএব সমস্ত যজ্ঞ কাৰ্য্যেই যত্নপূৰ্ব্বক ইহার পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৪ ॥ প্রজ্ঞাপতে ।  
 যখন দৈত্য হইতে দেবগণের ভয় উৎপন্ন হইবে তখন বারাহী, বৈষ্ণবী, গৌরী, নারসিংহী,  
 সদাশিবা এই সকল এবং অন্যান্য আমার বিভূতিরূপা শক্তি সকল মিলিত হইয়া অক্ষয়ম  
 বিগ্রহধারণ পূৰ্ব্বক উৎপন্ন হইয়া সেই ভয় হরণ করিবে ; অতএব বুঝন ! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া  
 যথাস্থৰ্ণে আপনার কর্ত্তব্য সমুদায় সম্পাদন করিতে থাকিবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ পরজগন্নাথ ! তুমি  
 বীজ ও ধ্যান সমন্বিত এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে সকল কাৰ্য্যই সম্পন্ন করিবে ।  
 মহামতে । এই মন্ত্র সমস্ত মন্ত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত  
 সৰ্ব্বদাই ইহা হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নারদ । জগন্নাথ ! ভগবতী, আমাকে এইরূপ বলিয়া জীবৎ হাত সহকারে ভগবান  
 হরিকে কহিলেন, বিষ্ণো ! এই মনোরমা মহালক্ষ্মীকে গ্রহণ কর, এই স্ত্রীস্বরূপিণী সততই  
 তোমার বকঃস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই, তোমার বিহারের নিমিত্তই এই



ত্বয়েয়ং নাবিসম্ভব্য। মানসীয়া চ সৰ্বদা ।  
 লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যোহয়ং যোগো বৈ বিহিতো ময়া ॥ ৫১ ॥  
 জীবনার্থং কৃত্য যজ্ঞা দেবানাং সৰ্বথা ময়া ।  
 অবিরোধেন সততং বৰ্ত্তিতব্যং ত্রিভিঃ সদা ॥ ৫২ ॥  
 ত্বং চ বেধাঃ শিবস্ত্রেতে দেবা মদগুণসম্ভবাঃ ।  
 যান্তাঃ পূজ্যশ্চ সৰ্বেষাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥  
 যে বিভেদং করিষ্যন্তি মানবা মুঢ়চেতসঃ ।  
 নিরয়ং তে গমিষ্যন্তি বিভেদাম্মাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥  
 যো হরিঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্ যঃ শিবঃ স স্বয়ং হরিঃ ।  
 এতয়োৰ্ভেদমাতিষ্ঠন্নরকায় ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫ ॥  
 তথৈব ক্রুহিণো জ্ঞেয়ো নাত্র কার্য্য। বিচারণা ।  
 অপরো গুণভেদোহস্তি শৃণু বিষ্ণো ! ব্রবীমি তে ॥ ৫৬ ॥  
 মুখ্যঃ সত্ত্বগুণস্তেহস্ত পৰমাত্মবিচিস্তনে ।  
 গৌণেষ্টেহপি পরো ধ্যাতৌ রজোগুণতমোগুণৌ ॥ ৫৭ ॥

অপরো গুণভেদোহস্তিতি । বৃং তত্তৎকার্য্যে তত্তদগুণযুক্তা ভবিতারঃ । অস্তকার্য্যে  
 তত্তদগুণযুক্তা ইতি গুণত্রয়াশ্রয়মেব সৰ্ব্বেষামিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥  
 বদা যো গুণো মুখ্যস্তদাত্তৌ গুণৌ গৌণেষ্টে এব স্থিতৌ ত্রাতাম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

সৰ্ব্বার্থসিদ্ধি প্রদায়িনী মহালক্ষ্মীকে তোমারে অর্পণ করিলাম ॥ ৪৯—৫০ ॥ তুমি সৰ্বদাই  
 ইহার সন্মান করিবে কদাচ অবমাননা করিও না । জনার্দনু! আমি জগতের হিত  
 সাধনের নিমিত্তই এই লক্ষ্মীনারায়ণ নামক কল্যাণকর যোগ সংবিধান করিয়াছি ॥ ৫১ ॥  
 দেবতাদিগের জীবন ধারণের নিমিত্ত আমি যজ্ঞ ক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছি ; পরন্তু, তোমরা  
 তিনজন সৰ্বদাই মিলিত থাকিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য সম্পাদন করিবে । তুমি,  
 বিধাতা ও শঙ্কর এই তিনজন আমার, তিনটী গুণপঙ্ক্ত দেবতা, অতএব তোমরা এই  
 সংসারের মানসী ও পূজনীয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫২—৫৩ ॥ যে মুঢ়বুদ্ধি মানব  
 তোমাদিগের ভেদ কল্পনা করিবে তাহার। যে নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে তাহাতে আর  
 সংশয় নাই ॥ ৫৪ ॥ যে হরি সেই সাক্ষাৎ শিব, যে শিব সেই স্বয়ং হরি, যে নর এই  
 উত্তমের ভেদ কল্পনা করিবে, সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে ॥ ৫৫ ॥ যেহেতু হরি ও  
 হরে ভেদ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মার সহিতও হরি হরের কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিও ।  
 রূপগতে । তবে অস্তিত্ত বিবকে গুণভেদ আছে, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ  
 কর ॥ ৫৬ ॥ পরমাত্মার ধ্যান বিষয়ে তোমাতে দুঃস্বপ্নগো নবগুণ অবস্থিতি করক,

লক্ষ্য। সহ বিকারেই মামাতেভনেই সখ্যমা ।  
 রজোত্তমভূতো কুহা বিহরস্বানমা সহ ॥ ৫৮ ॥  
 বাগ্বীজঃ কামরাজক মায়াবীজঃ তৃতীয়কম্ ॥  
 মন্ত্রোহয়ং স্বং রমাকান্ত ! মদন্তঃ পরমার্থদঃ ॥ ৫৯ ॥  
 গৃহীত্বা জপ তং নিত্যং বিহরস্ব যথাস্থখম্ ।  
 ন তে মৃত্যুভয়ং বিধো ! ন কালপ্রভবং ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥  
 যাবদেষ বিহারো মে ভবিষ্যতি স্থনিশ্চয়ঃ ।  
 সংহরিস্যাম্যহং সর্বং যদা বিশ্বং চরাচরম্ ।  
 ভবন্তোহপি তদা নুনং ময়ি লীনা ভবিষ্যথ ॥ ৬১ ॥  
 স্মর্তব্যোহয়ং সদা মন্ত্রঃ কামদো মোক্ষদস্তথা ।  
 উদগীতেন চ সংযুক্তঃ কৰ্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৬২ ॥  
 কারয়িত্বাথ বৈকুণ্ঠং বস্তব্যং পুরুষোত্তম ! ।  
 বিহরস্ব যথাকামং চিন্তয়ন্মাং সনাতনীম্ ॥ ৬৩ ॥

বাগ্বীজঃ কামরাজকেতি । অয়ং ত্রাকরো ভুবনেশীমন্ত্রো ভুবনেশীসংহিতারাং প্রসিদ্ধঃ ।  
 ধ্যানপূজাদিষত্वादিকঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্ ॥ ৫৯—৬০ ॥  
 বিহারঃ ক্রীড়া জগৎসৰ্জনাদিক্রপা ॥ ৬১ ॥

আর রজোগুণ ও তমোগুণ গৌণরূপে অবস্থিত হউক । নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিকারে এবং  
 লক্ষীর সহিত বিহার বিষয়ে রজোগুণযুক্ত হইয়া উহার সহিত সততই বিহার করিতে  
 থাক ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রমাকান্ত ! আমি তোমাকে বাগ্বীজ, কামবীজ ও মায়াবীজ এই  
 অক্ষরত্রয় সম্বিত পরমার্থপ্রদ ভুবনেশ্বরীমন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ পূর্বক নিরন্তর জপ  
 কর এবং যথাস্থখে বিহার করিতে থাক, এই মন্ত্র প্রভাবে তোমার মৃত্যুভয় অথবা কাল-  
 ভয় কিছুই থাকিবে না ॥ ৫৯—৬০ ॥ যখন আমার এই জগৎ সৃষ্টাদিক্রপ লীলা স্থনিশ্চয়  
 রূপে সম্পাদিত হইবে, যখন আমি এই চরাচর বিশ্বের সংহার করিব, তখন তোমার  
 আমাতে লীন হইবে সংসার মাই ॥ ৬১ ॥ পরন্তু, যদি কল্যাণ কামনা থাকে তাহা হইলে  
 নিরন্তর আমার এই কামমোক্ষপ্রদ মন্ত্রে প্রণব সংযুক্ত করিয়া নিরন্তর জপ করিবে ॥ ৬২ ॥  
 পুরুষোত্তম ! তুমি অতঃপর বৈকুণ্ঠপুরী রচনা করাইয়া আমার সনাতনী মূর্তি স্বরূপে  
 ধারণ পূর্বক বখেচ্ছরূপে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৩ ॥

\* যেহেতু বাগ্বীজের অর্থোত্তমভূতঃ সখ্যমা । বিনাশঃ বোররূপাণাং কৰ্ত্তা ইতি সখ্যম্ ।  
 গৃহাণেত্যং সখ্যম্ । বাগ্বীজঃ পরমং মন । কামরাজঃ তৃতীয়ক মায়াবীজঃ তৃতীয়কম্ ।  
 ইত্যধিকঃ পাঠো ক্রমোপিতঃ ।

## ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাশ্রু বাসুদেবং সা ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ পরা ।

নিগুণা শঙ্করং দেবমবোচদম্বতং বচঃ ॥ ৬৪ ॥

## দেব্যুবাচ ।

গৃহাণ হর ! গৌরীং স্বং মহাকালীং মনোহরাম্ ।

কৈলাসং কারয়িত্বা চ বিহরস্ব যথাস্থখম্ ॥ ৬৫ ॥

মুখ্যস্তমোগুণস্তেহস্ত গৌণৌ সত্ত্বরজোগুণৌ ।

বিহরাস্বরনাশার্থং রজোগুণতমোগুণৌ ॥ ৬৬ ॥

তপস্তপ্তুং তথা কর্তুং স্বরণং পরমাত্মনঃ ।

শৰ্ব্ব ! সত্ত্বগুণঃ শাস্তো গৃহীতব্যঃ সদানঘ ! ॥ ৬৭ ॥

সৰ্ব্বথা ত্রিগুণা যুগং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকাঃ ।

এভির্বিহীনং সংসারে বস্ত নৈবাত্র কুত্রচিৎ ॥ ৬৮ ॥

বস্তমাত্রং তু যদৃশ্যং সংসারে ত্রিগুণং হি তৎ ।

দৃশ্যঞ্চ নিগুণং লোকে ন ভূতং নো ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥

নিগুণঃ পরমাত্মাসৌ নতু দৃশ্যঃ কদাচন ।

সগুণা নিগুণা চাহং সময়ে শঙ্করোত্তমা ॥ ৭০ ॥

উদগীধেনেতি । প্রণবেন সংযুক্তোহয়ং মন্ত্রো জপ্য ইত্যর্থঃ । তথাচ প্রণবাদিচতুরক্ষরো-  
মন্ত্রঃ সম্পন্নঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

সময় ইতি । সৃষ্টাদিসময়ে সগুণা সমাধিসময়ে নিগুণা ॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! যিনি ব্রহ্মরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টাদি কার্যের নিমিত্ত  
গুণত্রয়কে সমাপ্ত করেন, সেই পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী বাসুদেবকে এইরূপ বলিয়া,  
তখনত্তর শঙ্করকে এইরূপ অমৃতময় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে হর ! এই মহাকাল-  
রূপিনী মনোরমা গৌরীকে গ্রহণ কর, তুমি কৈলাসপুরী রচনা করাইয়া তাহাতে ইহার  
সহিত যথাস্থখে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৪—৬৫ ॥ তোমাতে তমোগুণ প্রধানরূপে এবং সত্ত্ব  
ও রজোগুণ গৌণরূপে অবস্থিতি করিবে, তুমি অশ্বরগণের বিনাশের নিমিত্ত রজোগুণ ও  
তমোগুণ ধারণ পূর্বক সংসারে বিচরণ করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ বিমলাত্মন ! তপস্করণ ও  
পরমাত্মার স্বরণ করিবার নিমিত্ত তুমি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া সৰ্ব্বদাই শান্তিগথ অবলম্বন  
করিবে ॥ ৬৭ ॥ তোমরা সকলেই সৰ্ব্বতোভাবে ত্রিগুণ-সমবিত্ত হইয়া সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়  
করিতে থাক । হে ঈশান ! এই সংসারে ত্রিগুণ-বিহীন হইয়া কোমণ্ড বস  
কোনও স্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারে না । সংসারে যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে,



সদাহং কারণং শব্দো । ন চ কার্যং কদাচন ।

সত্ত্বা কারণস্যৈব নিগুণা পুরুষান্তিকে ॥ ৭১ ॥

মহত্ত্বমহকারো গুণাঃ শব্দাদয়স্তথা ।

কার্যকারণরূপেণ সংসরন্তে হুহর্ষিণাম্ ॥ ৭২ ॥

সদুদ্ভূতত্বহকারন্তেনাহং কারণং শিবা ।

অহকারশ্চ মে কার্যং ত্রিগুণোহসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥

সদাহমিতি । অহং হে শব্দো ! কার্যং কদাপি নাস্মি মমানাদিসিদ্ধহেনোৎপত্ত্যভাবাৎ । কিন্তু সর্বকারণরূপৈবাস্মীত্যর্থঃ । নহু নিগুণায়ান্তব কারণমপি কথমিতি চেত্তত্রাহ । সত্ত্বগেতি । ন মম সদা নিগুণত্বং কিন্তু পরমাত্মাভিন্নাত্বহিতগুণত্রয়সাম্যাবস্থায়ামুদ্ভূতগুণাভাবেন নিগুণাহম্ । সৃষ্টাদি দশায়ান্ত সত্ত্বগৈবাস্মি । ততশ্চ কারণত্বং ন বিরুদ্ধত ইতি-  
ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

কারণত্বং বিশদয়তি মহত্ত্বমিতি । শব্দাদয়ঃ শব্দস্পর্শাদয়ো গুণা ইত্যর্থঃ । কার্যকারণ-  
রূপেণেতি । পূর্বপূর্বস্ত কারণমুত্তরোত্তরস্ত কার্যত্বং তক্রূপেণ সংসরন্তে পরিণমন্ত্যহর্ষিণঃ  
ন কদাচিৎখিন্নামোহন্তি ॥ ৭২ ॥

তত্র মহত্ত্বমব্যক্তাৎ কেন ক্রমেণোৎপদ্যতে তত্রাহ । সদুদ্ভূতত্বহকার ইতি । অহকারো  
দ্বিবিধঃ । একঃ পরাহস্তারূপো দ্বিতীয়ো মহত্ত্বাহুৎপন্নঃ । পরাহস্তারূপশ্চ বৃহদারণ্যকে  
সো বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি বৃত্তিরূপউক্তঃ । তথাচ সৃষ্টিসময়ে যঃ প্রথমো ভাবো ব্যক্তস্ত পরা-  
বাকীরূপো যমহমস্মীত্যুৎপন্নঃ পরাহস্তারূপঃ সোহহকারঃ সদুদ্ভূতঃ । সদেব সোমোদমগ্র  
আসীদিত্যত্রোক্তত্বাৎ সত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ । তেন হেতুনাহমব্যক্তরূপাকারণঃ পরাহস্তা-  
রূপাহকারস্তেত্যর্থঃ । স চ পরাহস্তারূপোহহকারোহপি মৎকার্যভূতো গুণত্রয়স্বকঃ প্রতি-  
ষ্ঠিতোহন্তি । সর্বশ্চেব পদার্থজাতস্ত গুণত্রয়স্বকত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

তৎসমুদায়ই ত্রিগুণবিশিষ্ট । মহেশ্বর ! দৃশ্য অথচ নিগুণ এমন বস্তু জগতে কখন হয় নাই  
এবং হইবেও না ॥ ৬৮—৬৯ ॥ পরমাত্মা নিগুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না, হে শব্দর !  
পরমপ্রকৃতিরূপিনী আমি সৃজনাদির সময় সত্ত্বা আর সমাধি সময়ে নিগুণা হইয়া  
থাকি ॥ ৭০ ॥ শব্দো ! আমি অনাদি, অতএব সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান  
থাকি কার্যরূপ কখনই হই না । শব্দর ! আমি যখন কারণরূপিনী হই তখনই সত্ত্বা,  
আর যখন পুরুষ সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করি, গুণত্রয়ের  
সাম্যাবস্থা হেতু গুণোত্তরের অভাবে তখনই আমি নিগুণা হইয়া থাকি ॥ ৭১ ॥ মহেশ্বর,  
অহকার ও শব্দ স্পর্শাদি গুণসমুদয় ইহারা দ্বিবারাভই পূর্ব পূর্ব ক্রমে কারণরূপে এবং  
উত্তরোত্তর ক্রমে কার্যরূপে পরিণত হইয়া সংসার কার্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই  
তাহার বিরাম হয় না ॥ ৭২ ॥ অহকার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি পরমাহকাররূপ সংপদার্থ  
হইতে উৎপন্ন, অপরটি মহত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । মহেশ ! আমিই সেই পরমাহকার-  
সংপদার্থরূপিনী ; বিচারতত্ত্ব-নিগুণ পণ্ডিতগণ, সেই পরমাহকাররূপা আমাকেই অব্যক্ত শব্দ  
অভিহিত করিয়া থাকেন, অতএব অধিলের কল্যাণকরিনী আমিই এই জগতের কারণ,

অহঙ্কারান্মহত্ত্ববুদ্ধিঃ সা পরিকীর্তিতা ।

মহত্ত্বং হি কার্যং আদহঙ্কারো হি কারণম্ ॥ ৭৪ ॥

তন্মাত্রাণি ত্বহঙ্কারাচ্চুৎপদ্যন্তে সর্দৈব হি ।

কারণং পঞ্চভূতানাং তানি সর্বসমুদ্ভবে ॥ ৭৫ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ ।

মহাভূতানি পঞ্চৈব মনঃ ষোড়শমেব চ ॥ ৭৬ ॥

কার্যঞ্চ কারণঞ্চৈব গণেহয়ং ষোড়শাত্মকঃ ।

পরমাত্মা পুমানাদ্যো ন কার্যং অ চ কারণম্ ॥ ৭৭ ॥

তথাচাযুক্ত্যং প্রথমঃ পরাহস্তারূপোহহঙ্কার উৎপন্নস্ততোহঙ্কারান্মহত্ত্ববুৎপন্নমিত্যাহ ।  
অহঙ্কারান্মহত্ত্বমিতি বুদ্ধিঃ সমষ্টিবুদ্ধিরিত্যর্থঃ । এতেন সাংখ্যোক্তং মহত্ত্বমনাপ্রিতং ভবতি ।  
তন্মহত্ত্বং হি কার্যম্ অহঙ্কারো হি পরাহস্তারূপস্তত্ত্ব মহত্ত্বস্ত কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

তন্মাদহঙ্কারো দ্বিতীয় উৎপন্নস্ত আদহঙ্কারাতন্মাত্রাপরপর্য্যন্তাণি সূক্ষ্মভূতান্যুৎপন্নানি ।  
দ্বিতীয়াহঙ্কারস্তোৎপত্তিরনেন বাকোনার্থাদ্বেষিতা । কারণং পঞ্চভূতানাং তানীতি । তানি  
সূক্ষ্মভূতানি পঞ্চীকৃতানাং পঞ্চভূতানাং কারণস্তবন্তি । অপঞ্চীকৃতভূতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতপঞ্চ-  
মহাভূতোৎপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ । সর্বপ্রপঞ্চস্ত সমুদ্ভবে উৎপত্তিসময়ে ॥ ৭৫ ॥

তত্র পঞ্চভূতানাং সাংখ্যিকান্বেষণ্যঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি । মনস্ত পঞ্চভূতানাং  
মিলিতসাংখ্যিকান্বেষণ্যো ভবতি তথা প্রাণোহপি পঞ্চভূতানাং মিলিতরাজসান্বেষণ্যো  
ভবতি ॥ ৭৬ ॥

তত্র কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতানি মনশ্চষোড়শমিত্যেবং কার্যমিন্দ্রিয়-  
রূপকারণং মহাভূতরূপং মিলিতায়ং গুণসমুদায়ঃ ষোড়শাত্মকো ভবতি । বদধিকৃত্যোচ্যতে-  
ষোড়শকস্ত বিকার ইতি । এবমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারান্বেষণ্যঃ । সোহয়ং সর্বোহপি  
পরিণামো মায়ায়া এব ন পরমাত্মন ইত্যাহ । পরমাত্মেতি । পরমাত্মা ন কন্তচিৎ কার্যম্ ন  
কন্তাপি কারণমুপাদানং ভবতি । কিন্তু বিবর্তকারণমেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

অহঙ্কার আবার কার্য, আমি তাহাকে ত্রিগুণ সমন্বিত করিয়া জগতের কার্যসাধনার্থ  
প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৭৩ ॥ সেই পরাহঙ্কার (সমষ্টি বুদ্ধিত্ব) হইতে মহত্ত্বের  
উৎপত্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । অতএব মহত্ত্ব কার্য  
এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ ॥ ৭৪ ॥ পরন্তু মহত্ত্বজাত-কার্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-  
তন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চীকৃত  
পঞ্চভূতের কারণ হয় । সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি কালে এই পঞ্চতন্মাত্রের সাংখ্যিকান্বেষণ্য  
হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রজ অংশ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং এই তন্মাত্রপঞ্চকের  
পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের মিলিত সাংখ্যিক অংশ হইতে মন এই ষোড়শ  
পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন  
এই কার্য সমুদায় মহাভূতরূপ কারণে মিলিয়া ষোড়শাত্মক একটি গুণ বলিয়া উক্ত হইয়া

এবং সমুদ্রবৎ পশ্যেৎ । সর্বকামাশিসমুদ্রে ।

সংক্বেপনং যত্র প্রোক্তং তত্র সমুদ্রবৎ ॥ ৭৮ ॥

ব্রজসুদ্য বিমানেন কার্যার্থং যত্র সততমঃ ।

স্মরণাদর্শনস্তৃত্যং দাস্তেহং বিষমে স্থিতে ॥ ৭৯ ॥

স্মর্তব্যাহং সদা দেবাঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

উভয়োঃ স্মরণাদেব কার্যাসিদ্ধিরশয়ম্ ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বিসমর্জ্যাম্বান্ দত্ত্বা শক্তিঃ সুসংকৃত্যঃ ।

বিষ্ণবেহং মহালক্ষ্মীং মহাকালীং শিবায় চ ॥ ৮১ ॥

মহাসরস্বতীং মহং স্থানান্ত্র্যাদ্বিসর্জিতাঃ ।

স্থলাস্তরং সমাসাদ্য তে জাতাঃ পুরুষা বয়ম্ ॥ ৮২ ॥

চিস্তয়ন্তঃ স্বরূপস্তৎ প্রভাবং পরমাদ্বুতম্ ।

বিমানস্তৎ সমাসাদ্য সংকুটাস্তত্র বৈ ত্রয়ং ॥ ৮৩ ॥

এবং সমুদ্রব ইতি । আদিসমুদ্রে আদিসর্গো ঈশ্বরকৃতস্বষ্টৌ সর্বকামুদ্রবো মন্তঃ সকাশা-  
দেবং ভবতীতি সংক্বেপনাত্মোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

পূর্বোক্তং শ্রীদেব্যা দত্তং মহত্ত্বং গৃহীত্বা চতুর্মুখাদিভিঃ ক্রিয়মাণাব্যষ্টিদেহাদিস্বষ্টি-  
র্জীবস্বষ্টিঃ । ইৎ মহাস্বষ্টিং ব্যষ্টিস্বষ্টিকোক্তানন্তরমাহ । ব্রজস্থিতি বিষমে সঙ্কটে ॥ ৭৯ ॥

ইদানীমুপাসনাস্বরূপমাহ । স্মর্তব্যাহমিতি । পরমাত্মোপাসনামপি ন কেবলং পরমাত্মা  
স্মর্তব্যো মায়ারাস্তদভিগ্নায়া বহুশক্তিবত্বাকুমশক্যাত্তথা শক্ত্যুপাসনামপি ন কেবলা  
শক্তিঃ স্মর্তব্যা । পরমাত্মনস্তদভিগ্নস্ত বহুবত্বাকুমশক্যাত্তস্মায়্যা বিশিষ্টঃ ব্রহ্মবোভয়ত্র  
দেবতেতি ব্রহ্মোপাসকৈঃ শক্ত্যুপাসকৈশ্চ তদেবোপাস্ত্বৈয়ং জ্ঞেয়ক্বেতি । তদভিপ্রোষণাহ ।  
উভয়োরিতি সর্বক্বেদমুপোদ্বাতে স্পষ্টম্ ॥ ৮০—৮১ ॥

ধাকে ॥ ৭৫—৭৭ ॥ শস্তো ! আদিপুরুষ সনাতন পরমাত্মা কার্যও নহেন কারণও  
নহেন এই প্রপঞ্চ সমুদ্র মায়ারই কার্য । আদি সৃষ্টিকালে উক্তরূপে সকলেরই উৎপত্তি  
হইয়া থাকে । মহেশ্বর ! এই আদি সৃষ্টির বিষয় আমি তোমার নিকট সংক্বেপেই কহি-  
লাম ॥ ৭৮ ॥ হে সুরসন্তমগণ ! এক্ষণে তোমরা আমার কার্য সাধনের নিমিত্ত বিমানের  
আরোহণপূর্বক গমন কর । সঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবারাজই  
দর্শন দিব । দেবগণ ! তোমরা সততই আমার এবং সনাতন পরমাত্মার স্মরণ করিও,  
উভয়ের স্মরণ করিলে কার্যাসিদ্ধি বিষয়ে কিছুমাত্রই সন্দেহ থাকিবে না ॥ ৭৯—৮০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী কুবেরেশ্বরী এই বলিয়া আমাদিগকে সেই দিব্যকৃষ্টিময়ী শক্তি  
সকল প্রদানপূর্বক বিদায় দিলেন । তদনুসারে বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, মহাদেবকে মহাকালী  
এবং আমাকে মহাসরস্বতী প্রদান করিয়া সেইস্থান হইতে বিসর্জন করিলেন ॥ ৮১—৮২ ॥



ন স্বীপোহসৌ ন সা দেবী সূধাসিন্ধুস্তথৈব চ ।

পুনর্দৃষ্টং বিমানং বৈ তজ্জান্নাভির্ন চাস্মথা ॥ ৮৪ ॥

আসাদ্য তন্নিম্নিততে বিমানে

প্রাপ্তা বয়ং পঙ্কজসন্নিধৌ চ ।

মহার্ণবে যত্র হতো দুরত্যয়ৌ

মুরারিণা তৌ মধুকৈটভাখ্যৌ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবসিক্যে

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেব্যা উপদেশদানং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মহং দত্ত্বৈতিশেষঃ ॥ ৮২—৮৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

আমরা সেখান হইতে স্থানান্তরে আসিয়া দেবীর স্বরূপ ও অত্যন্ত প্রভাব চিন্তা করিতে করিতে পুনর্বার পুরুষ হইয়া পড়িলাম ॥ ৮৩ ॥ সেই বিমান প্রাপ্ত হইয়া আমরা তিনজনে তাহাতে আরোহণ করিয়া দেখি, সেই মণিবীপ নাই, সেই দেবী নাই, কেবল সেই সূধাসিন্ধুই রহিয়াছে, অনন্তর আমরা সেই বিমান তির্য্যক আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না ॥ ৮৪ ॥ আমরা সেই সুবিস্তীর্ণ বিমান প্রাপ্ত হইয়া যেখানে দেবদেব জনার্দন, মধুকৈটভ নামক দুর্দান্ত অশুরদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সেই মহার্ণবে আমার জয়পঙ্কজের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকম্ভুক্ত মহাপুরাণ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীর বিভূতি বর্ণন

নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

এবম্প্রভাবা সা দেবী ময়া দৃষ্টাথ বিষ্ণুনা ।  
শিবেনাপি মহাভাগ ! তাস্তা দেব্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকৰ্ণ্য পিতুৰ্বাক্যং নারদো মুনিসত্তমঃ ।  
প্রপচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রজাপতিমিদং বচঃ ॥ ২ ॥  
নারদ উবাচ ।

পুমানাদ্যোহ্বিনাশী যো নিগুণোহচ্যুতিরব্যয়ঃ ।  
দৃষ্টৈশ্চবানুভূতশ্চ তদ্বদস্ব পিতামহ ! ॥ ৩ ॥  
ত্রিগুণা বীক্ষিতা শক্তির্নিগুণা কীদৃশী পিতঃ ! ।  
তস্তাঃ স্বরূপং মে ব্রুহি পুরুষশ্চ চ পদ্মজ ! ॥ ৪ ॥  
যদর্থঞ্চ ময়া তপ্তং শ্বেতদ্বীপে মহত্তপঃ ।  
দৃষ্টা সিন্ধা মহাত্মানস্তাপসা গতমশ্রবঃ ॥ ৫ ॥

বিপকাশংপদ্যকৈস্ত প্রোক্তং তবস্বরূপকম্ ।

গুণানাং ভেদসংস্থানৈঃ সাধিদৈবমখোচ্যতে ॥

তাস্তা দেব্য আবরণদেবতাঃ ॥ ১—২ ॥  
অচ্যুতির্গাশরহিতঃ । দৃষ্টৈশ্চবেতি । দৃষ্টোহনুভূতশ্চ স্তাত্তং যথাদৃষ্টং যথানুভূতঞ্চ বদ ॥ ৩ ॥  
যথা ত্রিগুণা স্থলরূপা শক্তির্গুণদ্বীপে করচরণাদিবিশিষ্টা দৃষ্টা তথা নিগুণাপি দৃষ্টা-  
স্তাত্তথাচ সা নিগুণা কীদৃশীতি তস্তা অপি স্বরূপং ব্রুহি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! এইরূপে আমি, বিষ্ণু ও মহাদেব আমরা তিনজনে সেই মহা-  
প্রভাবশালিনী দেবীকে এবং তাঁহার সেই মহাবৈভবসম্পন্ন আবরণরূপিনী দেবীদিগকে  
পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মুনিসত্তম নারদ পিতার এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া পরম-  
প্রীতিসহকারে প্রজাপতিকে কহিলেন, লোকপিতামহ ! আপনি যে, আদি ও অবিনশ্বর নিগুণ,  
অচ্যুত ও অব্যয় পুরুষকে মনে মনে অনুভব করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার বিবরণ কীর্তন  
করুন ॥ ২—৩ ॥ পিতঃ ! আপনি কর-চরণ-সংযুক্ত ত্রিগুণাবিতা শক্তি দর্শন করিয়াছেন,  
কিন্তু অদৃষ্টরূপা নিগুণা শক্তি কিপ্রকার ? পদ্মজন্ম ! সেই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ

পরমাত্মা ন সংপ্রাপ্তো নরাসৌ দৃষ্টিগোচরঃ ।  
 পুনঃপুনঃপতীজ্ঞঃ কৃতস্তত্র প্রজাপতে ॥ ৬ ॥  
 ভবতা সগুণা শক্তির্দৃষ্টা তাত ! মনোরমা ।  
 নিগুণা নিগুণৈশ্চব কীদৃশৌ তৌ বদস্ব মে ॥ ৭ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠে পিতা তেন নারদেন প্রজাপতিঃ ।  
 উবাচ বচনস্তথ্যঃ স্মিতপূৰ্ব্বং পিতামহঃ ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মোবাচ ।

নিগুণস্ত যুনে ! রূপং ন ভবেদৃষ্টিগোচরম্ ।  
 দৃশ্যঞ্চ নশ্বরং যস্মাদরূপং দৃশ্যতে কথম্ ॥ ৯ ॥  
 নিগুণা দুর্গমা শক্তির্নিগুণশ্চ তথা পূমান্ ।  
 জ্ঞানগম্যো যুনীনাস্ত ভাবনীয়ৌ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥

এতৎ পরমাত্মদেবোদ্বিগ্ননার্থং বহুতপস্তথ্যঃ তথাপি তৌ ন লভাবিত্যাহ । বদর্থ-  
 মिति ॥ ৫-৮ ॥

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরমिति । যস্মাদ্ভেদোদ্বিগ্নদৃশ্যং তত্তত্তপস্বরমिति ব্যাপ্তিস্তদ্ধাৎ পরমাত্মনো নশ-  
 রব্রাতাবার দৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বেন নশ্বরত্বং ভাদেবেত্যর্থঃ । এতেন প্রথমাদ্যায়োক্তস্ত সা কা কথ-  
 যুগপ্রেতি জনমেজয়প্রশ্নস্তোত্তরং ব্যাসেন নারদব্রহ্মসম্বাদমুখেনোক্তমिति বোধ্যম্ ॥ ৯-১০ ॥

কীৰ্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ৪ ॥ প্রজাপতে ! সেই নিগুণ পরমাত্মার এবং  
 নিগুণা দেবীর কৰ্ণনাগসার, আমি খেতবীপে মহাতপস্তার অহুতান করিয়াছিলাম এবং  
 অতিশ্রমিত ক্রোধ অনেক মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষকেও তন্নিমিত্ত তপস্তা করিতে দেখিয়া-  
 ছিলাম, কিন্তু আমি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলাম না, পিতা ! তাহাতেও আমি এক-  
 বারে কাত হই নাই, বরং পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত কঠোর তপস্তা করিয়াছিলাম, তথাপি  
 তাহার দর্শনলাভে সমর্থ হই না ॥ ৫-৬ ॥ তাত ! আপনি সেই মনোরমা সগুণাশক্তিকে  
 প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু অদৃষ্টরূপা নিগুণা শক্তি ও নিগুণ পুরুষ কি প্রকার ?  
 তাহাদের কথা কীৰ্ত্তন করিয়া আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল করুন ॥ ৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নারদ গিতার নিকট এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, লোক-  
 পিতামহ প্রজাপতি ঈশ্বর হস্ত সহস্রীয়ে তথা বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মনিবর ।  
 নিগুণ পুরুষের রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ, দৃষ্ট করনাত্মকই কর্ত্তা হইয়া থাকে, অতএব  
 জ্ঞানার রূপ কোথায় এবং তিনি কিরূপে দর্শন গোচর হইবেন ? ইত্যাদি প্রশ্ন । নিগুণা শক্তি  
 পূর্ণা নিগুণ পুরুষ সহজে জ্ঞানগম্য হয়েন না, তবে জ্ঞানগম্য হইবার উপায়ের ধ্যানগম্য



অনাদিনিধনৌ বিদ্ধি সদা প্রকৃতিপূরুষৌ ।

বিশ্বাসেনাভিগম্যৌ তৌ নাবিশ্বাসেন কহিচিৎ ॥ ১১ ॥

চৈতন্ত্যং সর্বভূতেষু যত্নমিদ্ধি পরাত্মকম্ ।

তেজঃ সর্বত্রগং নিত্যং নানাভাবেষু নারদ ! ॥ ১২ ॥

তঞ্চ তাক্ষ মহাভাগ । ব্যাপকৌ বিদ্ধি সর্বগৌ ।

তাভ্যাং বিহীনং সংসারে ন ক্লিঞ্চিৎস্তু বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥

তৌ বিচিস্ত্যৌ সদা দেহে মিশ্রীভূতৌ সদাব্যয়ৌ ।

একরূপৌ চিদাত্মানৌ নিগুণৌ নির্মলাবুভৌ ॥ ১৪ ॥

যা শক্তিঃ পরমাত্মাসৌ যোহদৌ সা পরমা মতা ।

অস্তরং নৈতর্যোঃ কোহপি সূক্ষ্মং বেদ চ নারদ ! ॥ ১৫ ॥

অধীত্য সর্বশাস্ত্রাণি বেদান্ সাক্ষাংশ্চ নারদ ! ।

ন জানাতি তর্যোঃ সূক্ষ্মমস্তরং বিরতিং বিনা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বাসেনেতি । অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তম্ভভাবেন চোভয়োরিতি অত্যন্তবিশ্বাসেনৈব জ্ঞেয়াবিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র তর্যোর্ক্যাপকত্বমাহ । চৈতন্ত্যমিতি । নানাভাবেষু নানাকীবেষু ॥ ১২ ॥

যথা চৈতন্ত্যং ব্যাপকং তথা তাং তদভিরাং শক্তিমপি ব্যাপিকাং বিদ্ধি তস্মাদভাবপি ব্যাপকৌ । তাভ্যাং বিহীনমিতি । তথা চ শক্তিঃ । যাত্মাত্ত্বং প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনত্বং মহেশ্বরম্ । তর্যোর্কিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরমিতি ॥ ১৩ ॥

তাবিতি । তৌ চ পৃথগ্ভূতৌপাত্তৌ কিন্তু মিশ্রীভূতাব্বেবোপাত্তৌ । তর্যোর্কিরস্তরং মিশ্রীভূতস্রোত্রেব সন্ধাং পৃথগ্ভূতেনৈকতাপ্যবস্থানাভাবাদিতি ভাবঃ । অতএব শাস্ত্রে দেব্যা উপাসনা বা উক্তা সা জড়াত্মা মিশ্রীভূতাত্মা উক্তেতি ন-ভ্রমিতব্যম্ । তথা চ মায়ীবিংশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবীপদবাচ্যং যোগ্যপদশক্ত্যাদিপদবাচ্যমিতি সিদ্ধান্তঃ । স্পষ্টং চেদমুপোদ্যাত্তে ॥ ১৪ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি । যা শক্তিরিতি । অস্তরং ভেদঃ । সূক্ষ্মমপি ন বেদ ॥ ১৫ ॥

ও জ্ঞানগম্য হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ প্রকৃতি ও পুরুষের আদি এবং অস্ত কখনই নাই, বিশ্বাস দ্বারা তাহাদিগকে লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, কদাচই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১১ ॥ নারদ ! সমস্ত ভূতগণে যে চৈতন্ত্য অস্তিত্ব হয় এবং বিবিধ জীবের যে সর্বত্রগামী নিত্য তেজঃপদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥ মহাভাগ ! সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্বত্রগামী ও সর্ব ভূততেই অবস্থিতি করিতেছেন, ইহ সংসারে ভ্রমভর বিহীন হইয়া কোন ভ্রমই বিদ্যমান থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ সেই উভয়েই চিদাত্মা, নিগুণ, নির্মল ও নিরঞ্জন ; এই উভয়ের মিশ্রীভূত একরূপ সত্যতই প্রকৃত চিন্তা করা কর্তব্য ॥ ১৪ ॥ যিনি শক্তি, তিনিই পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরমশক্তি, নারদ ! ইহাদের স্বরূপ প্রভেদ কেহই অবগত হইতে পারে

অহঙ্কাররূপং সর্বং বিশ্বং স্বাধারজসমম্ ।

কথং তদ্রহিতং পুত্র ! ভবেৎ কল্পশতৈরপি ॥ ১৭ ॥

নিগুণং সগুণং পুত্র ! কথং পশ্যতি চক্ষুর্বা ।

সগুণঞ্চ মহাবুদ্ধে ! চেতনা সংমিটারয় ॥ ১৮ ॥

পিতৃনাচ্ছাদিতা জিহ্বা চক্ষুশ্চ মুনিসত্তম ! ।

কটুপীতং বিজান্নাতি রসং রূপং ন তত্তথা ॥ ১৯ ॥

গুণৈঃ সমাযুতং চেতঃ কথং জান্নাতি নিগুণম্ ।

অহঙ্কারোন্তবং তচ্চ তদ্বিহীনং কথং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

বাবর গুণবিচ্ছেদস্তাবতদর্শনং কুতঃ ।

তং পশ্যতি তদা চিত্তে যদাহঙ্কারবর্জিতঃ ॥ ২১ ॥

যাবৎপর্যন্তং স্বাদিশুদ্ধ্য বৈরাগ্যং নাস্তি তাবৎপর্যন্তং সর্বশাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তয়োঃ পরমাশ্রদেব্যোর্মামাত্রকৃতং স্তম্ভমন্তরং ভেদং ন জান্নাতি কিন্তু স্বরূপত এব মূঢ়ো ভেদং জান্নাতি । বিরক্তঃ সত্ত্বত্বস্ত তয়োঃ স্বরূপতো ভেদং নৈব জান্নাতিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

নহু তবৈরাগ্যং কুতো হ্রস্বভমিতি চেত্তদ্রাহ । অহঙ্কারেতি । সর্বং বিশ্বং দেহাদিষ-  
হঙ্কারেণ ব্যাপ্তং তদ্বিশ্বং কল্পশতৈরপি কথং তদ্রহিতং শ্রীচ তৎসম্বৈ বৈরাগ্যং ভবতি  
ততো বৈরাগ্যং হ্রস্বভমিতি ॥ ১৭ ॥

তন্মাত্রনিগুণং পরমাত্মনং স্বয়ং সগুণোহহঙ্কারাদিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ কথং চক্ষুর্বা পশ্যতি  
ন কথমপীত্যর্থঃ । তন্মাদ্যোগ্যতাত্ত্বাবৎ সগুণমেবাদিকারপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্তং চেতনা সং-  
মিটারয়োগ্যোপাস্থ ॥ ১৮ ॥

দৃষ্টান্তমাহ পিতৃনেতি । রসং রূপং নেতি । বথার্থরসং বথার্থরূপং জান্নাতিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

দার্জাতিকমাহ গুণৈরिति । তদ্বিহীনং গুণবিহীনম্ । অহঙ্কারত গুণজরাস্বকণ্ঠেন  
তদ্রহিতং চেতনতত্ত্বমন্তরং কথং তত্ত চেতসো গুণরহিতত্বং শ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

না ॥ ১৫ ॥ নারদ ! জীবলোক, সমস্ত শাস্ত্র ও সাস্ত্রবেদ চতুষ্ঠয় অধ্যয়ন করিয়া কেবল তাঁহাদের  
নামমাত্র ভেদ জ্ঞাত হয়, বস্তুত বিগুহ্ব বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কেহই স্তম্ভপ্রভেদ অবগত হইতে  
সমর্থ হয় না ॥ ১৬ ॥ বৎস ! অহঙ্কারের নিরাকরণ না হইলে তাঁহাদিগকে জানিবার উপায়  
নাই ; এই স্বাধার জন্মান্বক অধিল বিশ্ব অহঙ্কার রূপ উপাদানে নির্মিত, অতএব কল্প-  
শতকাল বিশেষরূপ আয়াস ও যত্ন করিলেও কিরূপে অহঙ্কাররহিত হইকে ? অতএব  
নারদ ! বৈরাগ্য অতিশয় হ্রস্বভ পদার্থ ॥ ১৭ ॥ জীবগণ, সগুণ হইয়া নিগুণ পদার্থকে  
কিরূপে হৃদে প্রত্যক্ষ করিকে ? অতএব হে শ্রবুকে ! যদি যোগ্যতায়ই অভাব হইতেছে,  
তবে তুমি অধিকার প্রাপ্তি পুরীকচিত্ত দ্বারা সগুণ-ব্রহ্মেরই উপাসনা কর ॥ ১৮ ॥ মূনি-  
সত্তম ! রসনা ও দৃষ্টি বহিঃস্পৃহিত দ্বারা দূষিত হয়, তবে যেমন কটুরস ও পীতরূপ  
পূর্বকর ভ্রাস প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত জীবগণের গুণলব্ধকর চিত্ত ও  
নিগুণ বস্তু অবগতি করিতে অক্ষম হইয়া থাকে । নারদ ! সেই চিত্ত অহঙ্কার হইতে

নারদ উবাচ ।

স্বরূপং দেবদেবেশ । ত্রয়াণামেব বিস্তারঃ ।  
 গুণানাং যৎ স্বরূপোহস্তু অহঙ্কারত্বিরূপকঃ ॥ ২২ ॥  
 সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ তথাপরঃ ।  
 বিভেদেন স্বরূপাণি বদন্ত পুরুষোত্তম । ॥ ২৩ ॥  
 যজ্ঞজ্ঞান বিপ্রমুচ্যেহহং জ্ঞানং তদ্বদ মে প্রভো ।।  
 গুণানাং লক্ষণাত্মক বিস্তারানি বিভাগশঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ত্রয়াণাং শক্তয়স্তিস্তদ্ববীমি তবানঘ ।।  
 জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরধশক্তিস্তথাপর্য ॥ ২৫ ॥  
 সাত্ত্বিকস্য জ্ঞানশক্তৌ রাজসস্য ক্রিয়াশক্তিকা ।  
 ত্রব্যশক্তিস্তামসস্য তিস্তশ্চ কথিতাস্তব ॥ ২৬ ॥  
 তেষাং কার্য্যাণি বক্ষ্যামি শৃণু নারদ । তদ্বতঃ ।  
 তামস্তা ত্রব্যশক্তেষু শব্দস্পর্শসমুদ্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

ন বাবদুগুণবিচ্ছেদস্তাবন্তরোঃ পরমাঋদেবোদর্শনাশোপি নাস্তীত্যাহ । বাবল্লোতি ॥ ২১-২৪ ॥  
 ত্রয়াণামহঙ্কারাণাম্ । তিস্তঃ শক্তয়ঃ । জ্ঞানজনিকা শক্তিঃ সাত্ত্বিকস্য ক্রিয়াজনিকা শক্তিঃ  
 রাজসস্য পৃথিব্যাদ্যর্থরূপকার্যজনিকা শক্তিস্তামসস্তেত্যাহ ত্রয়াণামিতি ॥ ২৫-২৬ ॥  
 তামস্তা ইতি । তামসাহঙ্কারসম্বন্ধিত্রব্যজনকশব্দেঃ সকাশাচ্ছব্দাদিগুণানামুৎপত্তিঃ ॥ ২৭ ॥

উৎপন্ন, তবে তাহা কিরূপে অহঙ্কার বিহীন হইতে পারিবে ॥ ২১-২৪ ॥ জীবগণও বাবৎ  
 নিগুণ হইতে না পারে, তাবৎ সেই নিগুণ পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা  
 নাই, নারদ ! জীব যখন অহঙ্কারবর্জিত হয়, তখনই চিত্তমধ্যে সেই নিগুণ পুরুষাদিকে  
 দর্শন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥

নারদ কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! গুণত্রয়ের স্বরূপ অহঙ্কার ত সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-  
 ভেদে তিন প্রকার, সেই সমুদায়ের স্বরূপগত প্রকার ভেদে আপনি বিস্তারিত ক্রমে বর্ণন  
 করুন, আর বাহা জানিতে পারিলে আমি কুন্তিলাভে সমর্থ হইব সেই জ্ঞানের বিষয় এবং  
 গুণত্রয়ের লক্ষণ সকল বিস্তার পূর্বক বিভাগ ক্রমে কীর্তন করিয়া আমার অন্তঃকরণ  
 বিকট করুক ॥ ২২-২৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে অনঘ ! জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অধশক্তি ভেদে অহঙ্কারের শক্তি  
 তিন প্রকার, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের জ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকা শক্তি  
 এবং তামসের অধশক্তি জ্ঞানিবে ; নারদ ! সাত্ত্বিকভেদে সাত্ত্বিক ত্রিবিধ অহঙ্কারের পৃথক  
 পৃথক শক্তি বিভাগক্রমে বর্ণন করিয়া ॥ ২৫-২৬ ॥ এক্ষণে, জ্ঞানসের কার্য সমুদায়



রূপাঙ্গরসঞ্চ গন্ধাঙ্গভ্রাজাঙ্গাণি প্রচক্ষতে ।  
 শব্দৈকগুণমাকাশং বায়ুঃ স্পর্শশক্তিমান্থবা ॥ ২৮ ॥  
 স্বরূপৈকগুণোহগ্নিস্চ জলং রসগুণাস্ককম্ ।  
 পৃথ্বী গন্ধগুণা দেহয়া সূক্ষ্মাণ্যেতানি নারদ ! ॥ ২৯ ॥  
 দশৈতানি মিলিত্বা ভূজব্যাশক্তিযুতানি বৈ ।  
 তামসাহকারজোহয়ং স্বর্গস্তদনুরক্তিকঃ ॥ ৩০ ॥  
 রাজস্যাশ্চ ক্রিয়াশক্তেরূপম্যানি শৃণু মে ।  
 শ্রোত্রং স্বগ্রসনাচক্ষুর্ভ্রাণং চৈব চ পঞ্চমম্ ॥ ৩১ ॥  
 জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ।  
 বাকৃপাদ্ধিপাদপায়ুশ্চ গুহ্যস্তানি চ পঞ্চ বৈ ॥ ৩২ ॥  
 প্রাণোহপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়বঃ ।  
 পঞ্চদশ মিলিত্বেব রাজসঃ স্বর্গ উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥  
 সাধনানি কিলৈতানি ক্রিয়াশক্তিময়ানি চ ।  
 উপাদানং কিলৈতেষাং চিদনুরক্তিরুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

এতেভ্যো গুণেভ্যঃ শব্দৈকগুণমাকাশমিত্যাদিক্রমেণ সূক্ষ্মাণি ভ্রাজাঙ্গপদার্থানি পঞ্চ  
 ভূতান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যাহ । শব্দৈকগুণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥

পুনর্ভক্ষ্যমাণরীত্যা পক্ষীকরণে কৃতে সতি জব্যাশক্তিযুততামসাহকারানুরক্তিক্যুক্তৌ  
 ব্রহ্মাণ্ডসংখ্যে জায়ত ইত্যাহ । দশৈতানীতি ॥ ৩০ ॥

রাজসাহকারস্বরক্তিক্রিয়াজনকশক্তেঃ কার্যাণ্যাহ । রাজস্যা ইতি । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি  
 পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ গুহ্যাস্তান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

তথ্যাহুসারে কহিতেছি শ্রবণ কর । তামসাহকারস্বরক্তিনী জব্যাজনকশক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ,  
 রূপ, রস ও গন্ধ এবং এই সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চভ্রাজা অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাত্ম্য উৎপন্ন হই-  
 য়াছে । আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ ।  
 নারদ ! এই সূক্ষ্ম দশটি পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাदि রূপ কার্য্যকরিত্বশক্তিবিশিষ্ট  
 হয় । পরে পক্ষীকরণ নিম্পাদিত হইলে জব্যাশক্তি বিশিষ্ট তামসাহকারের অনুরক্তিক্যুক্ত  
 হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৭—৩০ ॥ এক্ষণে রাজসীশক্তি হইতে  
 বাহ্য বাহ্য উৎপন্ন ভৎসমুদায় শ্রবণ কর । শ্রোত্র, স্বক, রসনা, চক্ষু, ভ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়;  
 বাক, পাদ্ধি, পাদ, পায়ু ও গুহ্য এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও  
 উদ্যান এই পঞ্চবিধ বায়ু সমুদারে এই পঞ্চদশ পদার্থ মিলিত হইয়া যে সূক্ষ্ম রূপ, তাহাকে  
 রাজস সৃষ্টি বলিয়া থাকে । নারদ ! এই ক্রিয়াশক্তিস্বর সাধন অর্থাৎ কর্ম্মসংযুক্ত ইন্দ্রিয়  
 সকল আর ইহাভেদ উপাদান কার্য্য ইহাদিগকে চিদনুরক্তি অর্থাৎ চিদনুরক্তি বলিয়া

জ্ঞানশক্তিসমীকৃত্যঃ সাধিকাস্ত সসুতবাঃ ।

দিশো বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চাশ্বিনাবপি ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ।

চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ কৈত্রজশ্চ চতুর্থকঃ ॥ ৩৬ ॥

ইত্যন্তঃকারণাখ্যস্ত বুদ্ধাদৈশ্চাধিদৈবতম্ ।

চত্বার্ষ্যেব তথা প্রোক্তাঃ কিল্যধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ॥ ৩৭ ॥

মনসা সহ চৈতানি নূনং পঞ্চদশৈব তু ।

সাধিকশ্চ তু সর্গোহরং সাধিকাখ্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥

স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন যে রূপে পরমাত্মনঃ ।

জ্ঞানরূপং নিরাকারং নিদানস্তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৩৯ ॥

সাধনানি কিলেতি । সাধনানি করণসংজ্ঞকানীজ্ঞিয়ান্যেতানীত্যর্থঃ । কিঞ্চ ক্রিয়াশক্তি-  
যুক্তত্বাৎ ক্রিয়াশক্তিসমর্থমিতি । এতেষাং সর্কেষামুপাদানং বিবর্তোপাদানস্ত চিদম্বরুতিশ্চিদেব  
বর্তত ইত্যর্থঃ । যথা উপাদানং সমবায়িকারণস্ত চিদম্বরুতিশ্চিত্তোম্বরুতিরম্বরুতত্বাৎ যস্যাং  
মায়্যাং সা মায়োচ্যত ইত্যর্থঃ । মাতৈব সর্কেষাং পরিণামোপাদানমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সমুত্বা অর্থ আদ্যজন্তম্ । সাধিকাদহকারাধিষ্ঠাতৃদেবতা দিশো বায়ুশ্চেতি বক্ষ্যমাণা  
উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা কথনং কর্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতানামুপলক্ষণম্ । বৈকা-  
রিকাদহকারাদ্বয়োরপ্যুৎপন্নত্বাৎ । চন্দ্রো ব্রহ্মেতি চতুষ্ঠয়স্ত বৃত্তিভেদেন চতুর্কাভিন্নত্বাৎ-  
করণত্বাধিষ্ঠাত্রিভি বোধ্যম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বৃত্তিভেদেনৈব মনসশ্চতুষ্ঠয়ায়কত্বং ন স্বরূপতঃ । স্বরূপতঃ কত্বমেবেতি । পঞ্চ জ্ঞানে-  
ন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণা ইতি পঞ্চদশ বস্তুনি একেন মনসা যুক্তানি বোড়শ  
বিকারে গণিতানি বোড়শৈব ভবন্তি নন্বধিকানীতি ভাবঃ । তদ্বৎ স্থূলভূতাত্তোব্যক্তা-  
ধিকৃতাৎ পরবস্তনঃ । আসীৎ কিল মহত্ত্বং গুণান্তঃকরণায়কম্ । অতুত্বাদহকারজিবিধঃ  
সৃষ্টিভেদতঃ । বৈকারিকশৈবসংসৃষ্ট তামসশ্চেতঃস্রষ্টা । বৈকারিকাদহকারাদেবা বৈকারিকা  
দশ । দ্বিতীয়ার্কপ্রচেতোষিবলীজ্ঞোপেতমিত্রকাঃ । তৈজসাদিহ্রিয়াণ্যাসংসৃষ্টাত্মাক্রমবোপতঃ ।  
ভূতাদিকাদহকারাৎ পঞ্চভূতানি জজির ইতি শারদায়াম্ । অত্রৈন্দ্রিয়সৃষ্টিবিষয়ে পঞ্চভূত-  
সৃষ্টিবিষয়ে চ শৈবসাধ্যবেদান্তিনাং পরস্পরং বহুবিরোধো দৃশ্যতে তথাপি সৃষ্টেয়ার্থিকত্বেন  
মিথ্যাত্বাদিত্যাদিত্যাদি বধা কথঞ্চিদিত্রজালবদ্ধমানস্ত নিরুক্তিস্থ চজনবুদ্ধিশঙ্কানিবার-  
ণার্থং কাকিদিপি প্রক্রিয়ামাত্রিত্য কৰ্ত্তব্যোত্যভিপ্রায়েণ গ্রহকৃত্ত্বা সৃষ্টিত্বাত্তরবিকল্পেতি  
ন মন্তব্যমিতি ॥ ৩৮ ॥

থাকে ॥ ৩৯—৪০ ॥ নারদ ! সাধিক অহকার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আদিমক্তি  
সমবিত পঞ্চ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অর্থাৎ দিক, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার ইহা এবং  
বুদ্ধি প্রভৃতি চারি-প্রকারের বিতক্ত অস্ত্যকরণের চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও কৈত্রজ এই চারি  
অধিষ্ঠাতৃ দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন । এইরূপে এই চারি জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও  
পঞ্চ বায়ু ইহা পঞ্চদশ ভিন্ন ভিন্ন এই মোড়শ পদার্থ সাধিক সৃষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়া

साधकश्च तू ध्यानादपि सुखमपि प्राप्नुयते ॥

शरीरं नृपमेवमेव पुरुषं च कीर्तितम् ॥ ४० ॥

যম চৈব শরীরং বৈ সূত্রমিত্যতিথীয়তে ।

मूलं शरीरं वक्ष्यामि वृक्षः परमात्मनः ॥ ४१ ॥

শৃণু নারদ ! যত্বেন যচ্ছক্কাং বিপ্রমুচ্যতে ।

তন্মাত্রাণি পুরোক্তানি হৃতসূক্ষ্মাণি যানি বৈ ॥ ৪২ ॥

পক্ষীকৃত্য। তু তান্বেব পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ ।

পক্ষীকরণতেদোহিং শূণ্ণং বনভঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

ইৎ তত্ত্বম্‌ষ্টিমুপপাদ্যোপাসনার্থং যাস্যশক্তিবিশিষ্টবুদ্ধিগো ভগবদ্ব্যপদবাচ্যস্ত দ্বিবিধং  
 রূপমাহ সুলক্ষ্মাদিভেদেনেতি । নিদানমিতি । জ্ঞানরূপং সৰ্ব্বাধিষ্ঠানং নিদানং বিবৰ্ত্তাদ-  
 কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্ত্বমুদ্ভাধিকারিতজ্ঞানগম্যমেব নতু মধ্যমাধিকারিধ্যানগম্যম্ । ততো মধ্যমাধিকারিণ  
উপাসনার্থং দ্বিতীয়ং স্থূলরূপমস্টীত্যাহ সাধকস্তেতি । স্থূলমেবেতি ন মায়াশব্দে রূপব  
মস্তদ্ব্যর্থবহির্নু ধরূপভেদেন । তত্রাস্তদ্ব্যর্থং রূপত্ব পরাহস্তারূপমুদ্ভাধিকারিতজ্ঞানবিষয়ো  
বহির্নু ধং রূপত্ব তদপেক্ষয়া স্থূলং ভবতি ততো বহির্নু ধমায়াশব্দ্যাকারবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং  
মধ্যমাধিকারিতিক্রপান্তমিত্যর্থঃ । অক্ষরার্থত্ব পুরুষত্ব শরমাগ্ননো লিঙ্গদেহাপেক্ষয়া স্থূলমে  
বেদং বহির্নু ধমায়াকারাপেক্ষয়া তু স্থূলং শরীরং প্রকীৰ্ত্তিতং ততস্তদ্রূপান্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মম চেতি । মম চ বজ্রহীরঃ সূত্রঃ সূত্রসংজ্ঞকস্তদপি পরমাশ্রয়নঃ স্থূলং শরীরমিত্যাভি-  
ধীয়তে । ততস্তদ্বিশিষ্টঃ পরমাশ্রয়্যাপ্যাপ্ত ইত্যর্থঃ । অথ স্থূলতমং বিরাটশরীরমাহ স্থূলং  
শরীরমিতি ॥ ৪১ ॥

প্রথমমস্তোৎপত্তিমাহ শূন্যিতি ॥ ৪২ ॥

ভাঙেবেতি । ভাঙেব হস্তকৃতানীকরেণ পক্ষীকৃত্য পঞ্চভূতসংযুতবঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥৪৩॥

ধাকে ॥ ৩৫—৩৬ ॥ বৎস ! স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে পরমাত্মার রূপ দুই প্রকার, তন্মধ্যে নিরাকার জ্ঞানরূপ এক প্রকার, তদ্বদর্শী ঋষিগণ তাহাকেই নিদান অর্থাৎ অবিলের মূল কারণ বলিয়া থাকেন । উহা কেবল উত্তমাদিকারী জ্ঞানীদিগেরই, অন্তের নহে । আর মায়োপহিত বুদ্ধ-রূপা ভগবতীর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ভেদে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে যে দুই রূপ আছে, তাহাও উপাসকদিগের মধ্যমাধমভেদে ধ্যানাদিতে প্রতিভাত হয় ॥ ৩৭—৩৮ ॥

বৎস ! আমার এই শরীর সূক্ষ্মাত্মা হিরণ্যগর্ভ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাকে ও পরমাত্মার স্থূল শরীর কহে, অতএব ঐ সূক্ষ্মসম্বিত পরমাত্মারও উপাসনা করা কর্তব্য । নারদ ! আমি এক্ষণে তোমার নিকট পরমাত্মা ব্রহ্মের বিরাটরূপ স্থূল শরীরের বিবরণ কীর্তন করিতেছি যদি ইহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে উহা শ্রবণ করিলে মহাবাখ্যন মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৩৯ ॥

বৎস ! পূর্বে আমি তোমাকে যে সূক্ষ্মভূত রূপ পরমাত্মার বিবরণ বলিয়াছি সে

— কম্পিউটারবলিত হুগোবান্ট। সাবকসাবনসিধ্যাদিক্রমণ পরিবাহনঃ



প্রথমঃ রসতন্মাত্রাদিমুখাদায় যনস্তপি ।

কল্পয়েচ্চ তথা তৎকৈবল্যভবতি চোদকম্ ॥ ৪৪ ॥

শিষ্টানাং চৈব ভূতানামংশান্ কৃৎস্না পৃথক্-পৃথক্ ।

উদকে নিখ্যেচ্চাংশান্ কৃতে রসময়ে ততঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রথমঃ রসতন্মাত্রাদিমুখাদায় যনস্তপি । রসতন্মাত্রাঃ মনস্তন্মাত্রাঃ নিশ্চিত্য যথা কল্পয়েদিতি শেষঃ । অনন্তরং যথা তৎ কুলমুদকং ভবতি তথা কল্পয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

সেই সকলের পক্ষীকরণক্রিয়া দ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন । সেই পক্ষীকরণ আমি বিশেষরূপে ব্যক্তিতেছি প্রবণ কর ॥৪২—৪৩॥ মনে কর উদক নামক ভূতসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রসতন্মাত্রাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল, এইরূপে অবশিষ্ট সূক্ষ্মভূতরূপ তন্মাত্র চতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল । এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগ রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধভাগকে পুনর্বার চারিভাগে বিভক্ত কর, সেই চারি ভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্দ্ধাংশে যোগ না করিয়া অন্য অর্দ্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ কর । এইরূপ করিলে জল ও ক্রিতি আদি স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ এইরূপে জমাদির সৃষ্টি হইলে পর তীহাতে অধিষ্ঠাত্বরূপে চৈতন্য

\* স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা পক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার একটা চিত্র প্রদান করিতেছি ।

|               | আকাশ | বায়ু | তেজ | জল | ক্রিতি |
|---------------|------|-------|-----|----|--------|
| আকাশ          | ॥    | ১     | ১   | ১  | ১      |
| বায়ু         | ১    | ॥     | ১   | ১  | ১      |
| তেজ           | ১    | ১     | ॥   | ১  | ১      |
| জল            | ১    | ১     | ১   | ॥  | ১      |
| ক্রিতি        | ১    | ১     | ১   | ১  | ॥      |
| স্থূল পঞ্চভূত |      |       |     |    |        |

তদা ভূতবিভাগে চ চৈতন্তে চ অবশিষ্টে ॥

চৈতন্তস্ত অবশেষাত্তদাহমিতি সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রতীয়মানে তেনৈব বিশেষণাভিমানতঃ ।

আদিমারমণো দেবো ভগবানিতি স্ফোচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

ধনীভূতেহথ ভূতানাং বিভাগে স্পর্শতাং গতে ।

বুদ্ধিং প্রাপ্য গুণৈশ্চৈক্যমেকৈকগুণবুদ্ধিতঃ ॥ ৪৮ ॥

আকাশস্ত গুণশ্চৈক্যঃ শব্দ এব ন চাপরঃ ।

শব্দশ্চৈক্যো চ বায়োশ্চ ঘো গুণৌ পরিকীর্তিতৌ ॥ ৪৯ ॥

অগ্নেঃ শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপমেতে ত্রয়ো গুণাঃ ।

শব্দস্পর্শরূপরসাস্চত্রয়ো বৈ জলস্ত চ ॥ ৫০ ॥

করা করনরা শুধা ভবতি তৎ স্বরমেবাহ শিষ্টানামিতি । যথা রসতন্মাত্রা দ্বিধা কৃত্য ভাবশিষ্টা ভূততন্মাত্রা অপি দ্বিধা কর্তব্যঃ । তত্র সর্ব্বদ্বিভাগস্তথৈব স্থাপনীয়েহবশিষ্টা দ্বিভাগস্তান্ পৃথক্ পৃথক্ চতুর্ধা কৃত্য স্বদ্বিভাগরহিতেহদ্বিভাগে তানংশান্ মেলয়েৎ । তথা চ রসতন্মাত্রাদ্বিভাগে উক্তকৈ রসতন্মাত্রাতিরিক্তভূততন্মাত্রাদ্বিভাগচতুঃখণ্ডান্ মিশ্রয়ে-  
শ্বেলয়েদেবং কৃতে রসময়ে স্থলজনং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ততোহনন্তরমেব তদা ভূতবিভাগে ইতরেবাং চতুর্গাং ভূতানাং পক্ষীকরণেন বিভাগে জাতে তন্মিন্ পক্ষীকৃতপক্ষভূতাস্বক্বেহধিষ্ঠানতয়া চৈতন্তস্ত অবশেষে জাতেহপি প্রতিবিম্ব-  
তয়া প্রবেশ উচ্যতে চৈতন্তে চ অবশিষ্ট ইতি । তস্ত প্রতিবিম্বরূপচৈতন্তস্ত অবশেষঃ পক্ষভূতাস্বক্বে দেহে অহমিতি সংশয়স্তাদাত্ম্যরূপঃ সংশয়ো মনোবুদ্ধিরূপ উৎপদ্যতে । তত্র দেহেহহমিতি তাদাত্ম্যমুৎপদ্যত ইতি কথিতম্ ॥ ৪৬ ॥

তৎ স্থলদেহাভিমানং বিশিষ্টং চৈতন্তং কৈবল্যমহ ইত্যাদিভিঃ নান্যায় ইত্যাদিভিঃ সংজ্ঞাভিরুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

পক্ষীকৃতপক্ষভূতানাং গুণবুদ্ধ্যা স্বরূপমাহ ধনীভূত ইতি । ধনীভূতে পক্ষীকরণেন ভূতভূতে সতি বিভাগে আকাশাদিরূপেণ বিভাগে স্পষ্টতাং গতে সতি পক্ষীকৃতপক্ষভূতানাং গুণৈঃ কারণভূতৈবুদ্ধিঃ প্রাপ্য কারণগুণাঃ কার্যভূতান্যভূত ইতি ইত্যাক্ষরবুদ্ধিঃ আপ্যটিকৈকগুণবুদ্ধিতা যুক্তান্তেকৈকভূতানি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

করা করা ভবতীত্যর্থঃ কিং কিভূতং যুক্তমিতি তদ্বারা সিদ্ধিমতি সাক্ষ্যমিতি ॥ ৪৯—৫০ ॥

অন্যি কং তদম সেই পক্ষভূতাস্বক্বে দেহে আমিই এই পক্ষভূতাস্বক্বে দেহে আমিই অদোষ্য  
জ্ঞান সংশয়বিমুক্ত মনোবুদ্ধির উদয় হয় ॥ ৪৬ ॥ এইরূপ প্রতিবিম্বের সাক্ষ্যে সেই রসদেহাভি-  
মানবিশিষ্ট চৈতন্ত ভগবান্ আদিদেব পরিত্যক্ত ভগবান্ বৈশ্যবর পরিত্যক্ত পরিত্যক্ত হইয়া  
আকাশাদি ভূতগুণ পক্ষীকৃত পক্ষভূতানি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥  
পক্ষীকৃতপক্ষভূতানাং গুণবুদ্ধ্যা স্বরূপমাহ ধনীভূত ইতি । ধনীভূতে পক্ষীকরণেন ভূতভূতে সতি বিভাগে আকাশাদিরূপেণ বিভাগে স্পষ্টতাং গতে সতি পক্ষীকৃতপক্ষভূতানাং গুণৈঃ কারণভূতৈবুদ্ধিঃ প্রাপ্য কারণগুণাঃ কার্যভূতান্যভূত ইতি ইত্যাক্ষরবুদ্ধিঃ আপ্যটিকৈকগুণবুদ্ধিতা যুক্তান্তেকৈকভূতানি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥  
করা করা ভবতীত্যর্থঃ কিং কিভূতং যুক্তমিতি তদ্বারা সিদ্ধিমতি সাক্ষ্যমিতি ॥ ৪৯—৫০ ॥

শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধচ পৃথিবীত্বাঃ।

এবং মিলিতযোঃগন্ধব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিরূচ্যতে ॥ ৫১ ॥

সর্বজীবা মিলিতৈব ব্রহ্মাণ্ডাংশসমুদ্ভবাঃ।

চতুরশীতিলক্শ্যচ প্রোক্তা বৈ জীবজাতয়ঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াদিক্যং

অগ্নিদেবতাসহিষ্ণুং গুণপ্রভেদৈতত্ত্বস্বরূপবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

এবমিতি। এবং পকীকৃতভূতাত্মকমেব ব্রহ্মাণ্ডমুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সর্ব জীবা। এতে সর্ব জীবা মিলিতৈব সর্বজীবাবিদ্যাভিরেব ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি-  
রিত্যর্থঃ। জীবাবিদ্যাভিরেব ব্রহ্মাণ্ডঃ কল্পিতঃ স্বকর্মফলভোগার্থমিতি ভাবঃ। নদীশ্বরস্ত  
তৎকল্পনে কিঞ্চিদুৎপত্তিঃ। কিন্তুহনেনারোহপি জীবাবিদ্যাভিরেব কল্পিত ইতি রহস্যম্।  
কতি জীবাঃ সন্তি তত্রাহ চতুরশীতীতি। তদেতৎ স্থলতমং রূপমণ্যুপাত্তম্। তথা চ এতা-  
বতা সর্বগ্রহেন সর্বা মহানৃষ্টিরীশ্বরকর্তৃকা জীবনৃষ্টিশোপপাদিতা তস্তাং সৃষ্টৌ বিদ্যমান-  
জীবানামুতমাধিকারিণাং জ্ঞানঘনস্তরীযং প্রণবমায়াবীজবাচ্যং ব্রহ্মজ্ঞেসমুজ্জম্। মধ্যমাধি-  
কারিণাস্ত স্থলস্থলকারণদেহাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মবৈশ্বানরনৃঅহিরণ্যগর্ভাধ্যাকৃতসংজ্ঞকং বাষ্টৌ বিশ্ব-  
তৈজসপ্রোক্তসংজ্ঞকং প্রণবমায়াবীজাবয়ববর্ণত্রয়বাচ্যমুপাত্তমুজ্জম্ ভবতি। চতুস্পাদেব চ  
ব্রহ্মাণ্ডক্যাধিবু প্রতিপাদিতং তদ্ব্যচুকা বর্ণাশ্চ প্রতিপাদিতা ইতি বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ  
প্রাচীন-গুণই নির্মিত আছে। এইরূপে পকীকৃত ভূত সমূহের মিলন প্রক্রিয়া দ্বারা এই  
অধিক ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাটমূর্তি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪১-৫১॥ অতএব এইরূপে জীবসমষ্টি  
এই অধিক ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, এই  
জীবজাতি চতুরশীতিলক প্রকার ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিতত্ত্ব-স্বরূপ ও অধিষ্ঠাতৃ দেবতার

মহিমা গুণভেদ বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

আদি ব্রহ্মস্বরূপসমীক্ষা সর্বদেব হি। বিরাটীয়াতে ব্রহ্মন্থ দ্বীপী রূপে সর্বদেব  
জাতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব-স্বরূপ ও অধিষ্ঠাতৃ দেবতার  
মহিমা গুণভেদ বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥



## অষ্টমোহিধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্গোহয়ং কথিতস্তাত । যৎ পুঙ্খোহহং জ্ঞায়াধুনা ।  
 গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ শৃণু চৈকাগ্রমানসঃ ॥ ১ ॥  
 সৰ্বং প্রীত্যান্নকং জ্ঞেয়ং স্থখাং প্রীতিসমুদ্ভবঃ ।  
 আৰ্জবঞ্চ তথা সত্যং শ্রোচং শ্রদ্ধা কমা ধৃতিঃ ॥ ২ ॥  
 অনুকম্পা তথা লজ্জা শাস্তিঃ সন্তোষ এবচ ।  
 এতৈঃ সত্বপ্রতীতিশ্চ জায়তে নিশ্চল্য সদা ॥ ৩ ॥  
 শ্বেতবর্ণং তথা সত্বং ধর্ম্মে প্রীতিকরং সদা ।  
 সচ্ছন্দোপাদকং নিত্যমসচ্ছন্দানিধারকম্ ॥ ৪ ॥  
 সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ তথা পরা ।  
 শ্রদ্ধা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ চতুর্দশৈঃ ।

গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ কথয়ামাস বিত্তরাৎ ॥

সর্গোহয়মিতি । দৃশ্যমাত্রস্ত সর্গ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

গুণানাং মুমুক্তিভির্হেয়োপাদেয়ত্বজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্যাকাং প্রীত্যান্নকমিতি । সর্বাঙ্গি  
 সর্বত্র স্থখং ভবতি । স্থখে জাতে সর্বপদার্থতঃ স্বকৃত্যতঃ প্রীতিকং পদ্যতে । জ্ঞানোক্তোঃ  
 সৰ্বং প্রীত্যান্নকমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এতৈশ্চকণৈঃ সৰ্বকার্যভূতৈঃ কারণস্ত প্রতীতিশ্চিহ্না জায়তে সতি সত্বা নিশ্চল-  
 যুৎপন্নমিতি ॥ ৩ ॥

সত্বতঃ সাত্বিক্যাদিগোচরং শ্বেতবর্ণমিতি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস নারদ ! তুমি আমাকে যে দৃশ্য-সৃষ্টির বিবরণ বিজ্ঞান করিয়াছিলে,  
 তাহা বর্ণন করিলাম ; এক্ষণে সত্ব, রজঃ ও তমোভবের কিরূপ বর্ণ এবং তাহাদ্বিগের  
 সংস্থান কিরূপ তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ বৎস ! সর্বত্রই  
 প্রীতিজনক জানিবে ; কারণ, সর্বত্রই হইতে স্থখের উৎপত্তি হয়, স্বকৃত্যতঃ হইলে  
 সর্বত্রই পদার্থই স্বকৃত্যতঃ এবং উচ্ছিন্ন সর্বত্রই প্রীতির উৎপত্তি হয়, স্বকৃত্যতঃ হইলে  
 সত্য, শ্রোচ, শ্রদ্ধা, কমা, ধৃতি, অনুকম্পা, লজ্জা, শাস্তি ও সন্তোষ এই সকলই প্রীতি  
 হইতে জন্মিত এই সকল কারণ দ্বারা সত্বগুণ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ নিশ্চল্য প্রীতির কারণ  
 সত্বগুণকে সত্বং শ্বেতবর্ণ, ইহা দ্বারা সত্ব প্রীতি বলে, সত্ব প্রীতির কারণ হইলে  
 সত্বগুণের বিচার হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তামসী বর্ণিণী, প্রকৃতি, সাত্বিকী, রাজসী ও

রজঃপং রজঃ প্রোক্তমপ্রীতিকরমহুতম্ ।  
 অপ্রীতিকরমুখ্যোদগ্ধবতোব চনিশ্চিতা ॥ ৬ ॥  
 প্রবেষোহথ তথা দ্রোহো মৎসরঃ শুভ্র এব চ ।  
 উৎকর্ষা চ তদ্ব্যমিত্রাশ্রয়ী তত্র চ রাজসী ॥ ৭ ॥  
 মানো বদন্তথা কীর্কো রজস। কিল জায়তে ।  
 প্রত্যেতব্যং রজস্তেতৈল্লকণৈশ্চ বিচকণৈঃ ॥ ৮ ॥  
 কৃষ্ণবর্ণং তমঃ প্রোক্তং মোহদঞ্চ বিষাদকুৎ ।  
 আলস্যঞ্চ তথা জ্ঞানং মিত্রা দৈশ্যং উয়ন্তথা ॥ ৯ ॥  
 বিবাদশ্চৈব কাপণ্যং কোটিল্যং রোষ এব চ ।  
 বৈষম্যকাতিনীতিক্যং পরদৌষানুদর্শনম্ ॥ ১০ ॥  
 প্রত্যেতব্যং তমস্তেতৈল্লকণৈঃ সর্বথা বুধৈঃ ।  
 তামস্থা শ্রদ্ধয়া যুক্তং পরতাপোপিপাদকম্ ॥ ১১ ॥  
 সত্বং প্রকাশয়িতব্যং নিয়ন্তব্যং রজঃ সদা ।  
 সংহর্তব্যং তমঃ কামং জনেন শুভমিচ্ছতা ॥ ১২ ॥

নহু শ্রদ্ধা কিমেকবিধান্তি যস্মাদজোচ্যতেহসচ্ছ কানিবারকমিতি চেদন্ত্যেবেত্যাহ  
 সাত্বিকীতি । সাত্বিক্যতিরিক্তা সতী শ্রদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অপ্রীতিকরমিতি । রজো হি হঃখপ্রদং সর্বত্র হঃখে জাতে সর্বপদার্থেবপ্রীতির্জায়ত-  
 ইত্যপ্রীতিকরমুচ্যতে । তদেবাহ অপ্রীতিরীতি ॥ ৬—৭ ॥

রজসেতি । রজঃকার্য্যান্যোতানীত্যর্থঃ । প্রত্যেতব্যমিতি । এতৈল্লকণৈ রজঃকার্য-  
 ভূতৈর্যি কারণভূতো রজোগুণোহন্তীতি জেরমিত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

পরতাপোপিপাদকমিতি পূর্কার্যি তনোগুণলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

তামসীভেদে ত্রিণ প্রকার কহিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ রজোগুণ রজঃপং অহুত ও অপ্রীতিকর ;  
 কারণ, ইহা হইতেই হঃখের উৎপত্তি হয়, হঃখ হইতেই সকল বস্তুতে অপ্রীতির উৎপত্তি  
 হয় ইহা নিশ্চিতই কহিয়াছে ॥ ৬ ॥ যখন বেদ, দ্রোহ, মৎসর, শুভ্র, উৎকর্ষা, অমিত্রা, অশ্রদ্ধা,  
 অজ্ঞান, কীর্ক ও সর্ব এই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন বিচকণ ব্যক্তি এই সকল লক্ষণ  
 দ্বারা জ্ঞানার্থে রজোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ প্রত্যয় করিবেন ॥ ৭—৮ ॥ তমোক্ত  
 কৃষ্ণবর্ণ, মোহদঞ্চ ও বিষাদকুৎ । তমোগুণ হইতে আলস্য, অসিত্য, মিত্রা, দৈশ্য,  
 তদ্ব্যমিত্রা, আলস্য, কীর্কতা, মোহ, দুঃখ, বৈষম্য, অতিশয় নাটিকতা, পূর্বাভাস এই  
 সকলের উৎপত্তি হয় । রজঃপং এই সকল লক্ষণ দ্বারা প্রত্যয় করিলে ১০ সাত্বিতে  
 তনোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে । এই তমোক্ত সত্ব তামসীভেদে ত্রিণ হয় তখন সত্ব  
 হঃখোৎপাদক কহিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥ রজোগুণী ব্যক্তিগণ যখনও প্রকাশ করিবেন,

অন্তোন্তাভিত্যাক্ষেপে বিকৃত্যতি পরম্পরম্ ।

তথ্যন্তোন্তাভ্যাঃ সর্কে ন তিষ্ঠতি নিরাভ্যাঃ ॥ ১৩ ॥

সত্ত্বং ন কেবলং কাপি ন রজো ন তদন্তথা ।

মিলিতাশ্চ সন্না সর্কে তেনান্তোন্তাভ্যাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্তোন্তমিধুনাক্ষেপে বিস্তারং কথয়াম্যহম্ ।

শৃণু নারদ ! যজ্ঞাভ্যাং মুচ্যতে ভববন্ধনাং ॥ ১৫ ॥

সন্দেহোহত্র ন কৰ্তব্যো জ্ঞানোত্তম্যক্তং ময়া বচঃ ।

জ্ঞাতং তদন্তুভূতং যৎ পরিজ্ঞাতং ফলে সতি ॥ ১৬ ॥

শ্রবণাদর্শনাক্ষেপে সপদ্যেব মহামতে ।

সংস্কারানুভবাক্ষেপে পরিজ্ঞাতং ন জায়তে ॥ ১৭ ॥

কিমর্থমেতানি লক্ষণান্যুক্তানি তত্রাহ সত্ত্বং প্রকাশয়িতব্যমিতি । সত্ত্ববুদ্ধিব্যা তবতি  
তথা কৰ্তব্যমিত্যর্থঃ । ন হি তৎ সত্ত্বলক্ষণজানমত্তরা সত্ত্ববতি । হেয়োপাদেয়য়োঃ স্বরূপ-  
জ্ঞানস্তাপেক্ষিতবাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অন্তোন্তেতি । এতেহন্তোন্তাভিত্যাক্ষেপে পরম্পরাভিত্যাক্ষেপাভিত্যাক্ষেপে ইত্যর্থঃ ।  
ততশ্চ সত্ত্বৈবোপেতরয়োঃ সত্ত্ববঃ কৰ্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

মুচ্যতে বচো জ্ঞানোত্তম্যক্তং । জ্ঞাতং তদন্তুভূতমিতি । হে মহামতে ! শ্রবণাদর্শনা-  
ক্ষেপে সপদি তৎকালমেব ফলে সতি যৎ পরিজ্ঞানং ফলজনকত্বেন পরিজ্ঞাতং তদেব জ্ঞাতং  
অন্তমন্তুভূতং ভবতি । যন্তু সংস্কারানুভবাং সংস্কারজ্ঞানস্বরূপজ্ঞাতং তত্র তৎকালে-  
তৎপদার্থস্তানুভবাবে ফলজ্ঞাতাব্যং তজ্জ্ঞাতং জায়তে । ন হি গঙ্গাভীরে অত্রা দৃষ্টা  
ইতি স্বরূপেন কিঞ্চিৎ ফলমসি তদন্তুভূতং তদন্তুভূতবস্ত্বেব সকলত্বাৎ । তথা চ যত্র কৰ্মণি  
ফলং ন দৃষ্টতে তৎ কৰ্ত্তমকৃতমেব । তাদৃশং রাজসত্ত্বাসংহা কৰ্ম ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

রজোগুণকে নিয়মিত করিয়া রাখিবেন এবং তমোগুণকে নিঃশেষরূপে সংহার করি-  
বেন ॥ ১৩ ॥ এই তিন গুণ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, নিরাশ্রয় হইয়া অবস্থান  
করিতে পারে না ॥ ইহাদের স্বভাব এই যে, ইহারা পরস্পরকে ভয় করিবার জন্য বিরোধ  
করিয়া থাকে । অতএব বুধগণ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিয়া অপর গুণদ্বয়কে পরাজয় করি-  
বেন ॥ ১৪ ॥ কেবলমাত্র সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণ কোথাও থাকিতে পারে না, অতএব  
তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সর্বদাই পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥  
নারদ ! এক্ষণে কোন গুণ কোন গুণের সহিত মিলিত হইয়া বিধুম ভাব প্রাপ্ত হয় তাহাব  
বিস্তার পূর্ণক কীৰ্তন করিতেছি শ্রবণ কর, শুদ্ধিযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে  
জীবগণ সত্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৬ ॥ আমি এই সকল বিবরণ বিদ্যমানরূপে অঙ্গু-  
ষ্ঠাধি বসিতেছি, ইহা শুনিয়া কদাচ সন্দেহ করিও না, এই বিবরণ সত্য হইবে এবং ইহার  
কলঙ্ক প্রকাশ হইলেই ইহার বীজাধা বিশেষরূপে জানিতে পারি ॥ ১৭ ॥ হে মহামতে !



শ্রুতঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ।

নির্মিতঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ॥ ১৮ ॥

স্নাতকঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ।

স্নাতকঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ॥ ১৯ ॥

স্নাতকঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ।

স্নাতকঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ॥ ২০ ॥

স্নাতকঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ।

স্নাতকঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ॥ ২১ ॥

স্নাতকঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ।

স্নাতকঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ॥ ২২ ॥

স্নাতকঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ।

স্নাতকঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ সৌম্যঃ ॥ ২৩ ॥

ভদ্রবাহু শ্রুতিমিতি । রাজসীতি । কলং ভবতু বা মা বা লোকা গচ্ছতি ইত্যপি বক্তব্যং  
মিত্যেবং রূপেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

রাজসং কলং ভবতু বা মা বেতুজরূপম্ ॥ ১৯—২০ ॥

তত্র কলভাবান্তীর্থং তেন ন শ্রুতং নাপাত্তমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কিং তত্র তীর্থন্ত কলং তত্রাহ নিম্পাপমিতি ॥ ২২ ॥

বিগ্ন, দর্শন ও সংস্কারহেতুক অমুভব দ্বারা তৎক্ষণাৎ অবগতি করিতে কেহই সমর্থ  
ন না ॥ ১৭ ॥ কোন ব্যক্তি পবিত্র তীর্থের কথা শ্রবণ করিল, পরে কল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা  
। জানিয়াই সেই তীর্থে গমন করিবার নির্মিত স্নাতক রাজসী শ্রদ্ধার উদয় হইল ।  
দুঃসাহসে সে ব্যক্তি তীর্থে গমন করিয়া পূর্বে বেকপ শ্রবণ করিয়াছিল সেইরূপই দর্শন  
কিল । অনন্তর তত্ত্বাধীন দান করিয়া সমুদয় তীর্থকার্য সমাধান পূর্বক রাজসিক দান  
কিল । অর্থাৎ কল হউক বা না হউক সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য না করিয়াই দান ক্রিয়াদির  
স্থাপন করিল এবং স্নোক্তপে পরিপূর্ণ হইয়া কিয়ৎকাল সেই তীর্থে অবস্থিতি করিয়া  
। নারায়ণ এই ব্যক্তি বহুকাল তীর্থবাস করিলেও স্নোক্তবাসি হইতে নির্মুক্ত হইল না;  
কিন্তু স্নোক্তবাসিক্রোধাদির বশীভূত ছিল সেইরূপ থাকিয়াই পুনর্বার স্নোক্তবাসে আসিয়া  
কিন্তু অবস্থিতি করিতে লাগিল । সুমিষ্ট । সে ব্যক্তি তীর্থের নাম শ্রবণ করিয়াছিল কল,  
কিন্তু তীর্থ হইল কি পদার্থভাষ্য অমুভব করিতে পারে নাই ; অথবা কল সে ব্যক্তি তীর্থের  
। প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহারে স্নোক্ত বসিয়াও স্নোক্ত হইতে পারে ॥ ১৮—২০ ॥ সুমি-  
ষ্ট । স্নোক্তবাসী উপায় পত্রাদির উপযোগে যেমন কবি কর্তব্য কল, সেইরূপ পাপ হইতে  
। স্নোক্ত হইয়াই তীর্থদর্শনাদি কল জানিও ॥ ২১ ॥ নারায়ণ । স্নোক্তবাসি এবং স্নোক্ত, স্নোক্ত,

অসুয়েষা কামা শান্তিঃ পাপাভিযানানি কামাঃ ।  
 ন নির্গতানি হোহাত্ তানং পাপমুত্তে মরঃ ॥ ২৪ ॥  
 কুতে তীর্থে যদৈতানি কোহাৎ নির্গতানি চেহ ।  
 বিফলঃ তস্মৈ একঃ কৰ্ণকন্ত বধা শুভা ॥ ২৫ ॥  
 অমেধাপীড়িতঃ কেত্বে কুটো ভূমিঃ হৃদ্বৰ্চতা ।  
 উণ্ডঃ বীজঃ মহার্ষক হিতা বৃত্তিরদাহতা ॥ ২৬ ॥  
 অহোরাত্র্যপরিব্রিষ্টো ব্রহ্মপাৰ্শ্ব কলোহুতকঃ ।  
 কালে যুগন্ত হেবস্তে বনে ব্যাভ্রাবতে কুশল ॥ ২৭ ॥  
 ভক্ষিতঃ শল্যৈঃ সৰ্বং নিরাশচ কৃতঃ পুন্মঃ ।  
 তদ্বতীৰ্ধশ্রমঃ পুন্ম ! কৰ্ণদো ন কলপ্রদঃ ॥ ২৮ ॥  
 সত্বঃ লম্বকটঃ জাতঃ প্রবন্ধঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ ।  
 বৈরাগ্যতৎকলং জাতং তামসার্থেবু নায়দ ॥ ২৯ ॥

অসুপাণ্ডিত্যং পাপং ন গতিমিতি কথং জ্ঞায়ত ইতি চেৎ পাপকাৰ্য্যনাং কামা-  
 দীনাং দৃষ্টমানসে তেন কাৰ্য্যেণ কারণত পাপতাহুমানাদিত্যাহ পাপবেহে বিকারা  
 ইতি ॥ ২৩—২৫ ॥

আপীড়িতঃ আ সমস্তাবদ্ধম্ । মহার্ষমূল্যঃ বীজমিত্যর্থঃ । হিতা বৃত্তিরিহ—বৃত্তিহিতা-  
 কল্যাণকরী উদাহতা যদ্যপি তথাপি কলাভাবে নিরাশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

শাষ্ট্রীভিকে বোজয়তি তদ্বদिति ॥ ২৮ ॥

তুকা, ঘেব, অহুরাগ, মদ, অহুরা, জেব্যা, অকমা, অশান্তি এই সকলের দ্বারাই পাপের  
 অইমান হয় ; অতএব যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত দেহ হইতে নির্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মানব-  
 গণ পাপগড়ে অধ থাকে, তীৰ্থ দর্শন করিলে ঐ সকল যদি দেহ হইতে বহির্গত না হয়,  
 তবে কৃষকের কৰ্ম্মাদির দ্বারা তাহার তীৰ্থ পর্য্যটনাদির পরিশ্রম মাজই সার হইয়া  
 থাকে ॥ ২৩—২৫ ॥ যেরূপ নোকে কল্যাণকরী বৃত্তি বলে বলিয়া, কৃষক বহু পরিশ্রমে কেবল  
 পরিষ্কার ও কটিনা ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে ফল মূল্য বীজ নগন করিল ; অথবা ফল  
 প্রাপ্তির আশায় তাহার রক্ষার নিমিত্ত দিবাগাত্র রোপ খীকার করিতে লাগিল এবং  
 হেমন্তকালে ব্যাভ্রাবিবর্ত্ত বনমধ্যে গুইয়া রহিল, কিন্তু পতঙ্গদল আসিয়া উহার পত  
 স্তম্ভ ভক্ষণ করিয়া তাহাকে কল হইতে বঞ্চিত ও নিরাশ করিল, তদ্রূপ তাহার সেই  
 সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইয়া গেল । নায়দ । তীৰ্থদর্শন ও সেইরূপকর্ম্মাদি না হইয়া কেউকোন  
 হইয়া থাকে ॥ ২৬—২৭ ॥ বোদীভাষিনাং মর্শ্বেন পরিব্রিষ্ট হইয়া সত্বগুণ বধন প্রব্রুতগণে  
 উপস্থিত, তখন তাহার বলে, তামস ও রাসদ বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য অধিক থাকে,  
 এবং পাপগুণ বহু পুঙ্কব রসঃ ও তমোগুণ এই উভয়কেই পরিত্যক্ত করিয়া থাকে ।

এসময়কারিভাষ্যকৃতকৃতদ্বন্দ্বমণী কৃতঃ।

ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଃ କୃତଃ ସ୍ବରାଜ୍ୟ ନୋତପ୍ୟାମତଃ । ୩୦

তত্বাভিভাষ্যে তদ্ব্যবহারে তথা উক্তা

তমস্তু ধোংকটৈ কুৰ্ভা প্রবৃদ্ধং মোহযোগতঃ॥ ৩১

তৎ সত্ত্বরজস্বী চোভে সত্ত্বাভিত্তিকং তদপি ।

विस्तारः कथमायिष्यत इति विस्तृतवतीति वै ॥ ७२ ॥

যদা সঙ্কঃ প্রবৃদ্ধঃ বে মতির্ধর্মো হিতা তদা ।

न चित्तवृत्ति बाधार्थः प्रकृतमः समुत्पद्यते ॥ ७७ ॥

अर्थः सकलमनुष्ठेयं कुरुतीति न चाशङ्कम् ।

अनामकृतकार्थः धर्मः यत्तु वाञ्छति ॥ ७४ ॥

সাহিত্যিকেষেব.ভোগেষু কাংক্ষং বৈ কুরুতে তুঙ্গা ।

রাঃসেযু নমোকাৰ্থী তামসেযু পুনঃ কৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

এবং জিহ্বা রজঃ পূৰ্ব্বং ততশ্চ তমসো জয়ঃ।

सद्धश्च केवलं पुत्रः । तदा भवति निर्धनम् ॥३७॥

একৈকস্ত কারণবশাৎকটক্ জাভেহ্নমোরতিভবো ভবতীত্যাহ সঙ্ঘমিতি। শাস্ত্রং  
বিবেকশাস্ত্রং বেদান্তস্তদ্বর্ণনং সঙ্ঘোদ্রেকে কারণমুক্তম্। তেন দর্শনেন তামসাধেযু  
রাজসেযু চ বৈরাগ্যাং কলম্ ॥ ২২ ॥

তৎ সৰ্বং প্রসহ বলাৎকায়েন ॥ ৩০—৩২ ॥

विबुद्धसंज्ञा लक्षणमाह यदा सञ्ज्ञमिति ॥ ७७ ॥

न चाश्रया रक्षस्तमः समुद्रः तं बाह्यार्थः न गृह्णातीत्यर्थः ॥ ३४ ॥

মোক্খার্থী সন রাজসেবু তামসেবু ন কামঃ কুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

(রক্তমোজরানিস্তরং সৰ্বমেব নিশ্বলং ভবতীত্যত আহ এবং জিহেতি ॥ ৩৬—৩৭ ॥

আবার মোতবশত যখন রম্যোগণ বর্জিত হইয়া উৎকট হইয়া উঠে তখন সব ও তমো-  
গুণকে অতিক্রম করে, এইরূপে মোহযোগে তমোগুণ বর্জিত হইয়া উৎকট হইয়া যায়।  
যদিও গুণকে সম্যকরূপেই অতিক্রম করিয়া থাকে। নারায়ণ ! স্তম্ভনিকরের এই অতিক্রমণ  
বিষয় আমি নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়া প্রবণ কর ॥ ২২—৩২ ॥ যখন সবগুণ বর্জিত হইয়া  
যদি ধর্ম বিধরেই হইয়া থাকে, তখন ও রম্যোগণ হইতে উৎকট হইয়া যায়।  
চিন্তা করে যা, কেবল কর ও গোপন পদার্থ গ্রহণ করে, অত কিছুই গ্রহণ করে না, বরং  
আমায়ান কৃত ধর্ম, ধর্ম ও বজাধিত এবং সাময়িক ভোগে কার্যনা করে, অতঃপর  
ব্যক্তি মোক্ষার্থ হইয়া যায়। ও তখন বিধরে কার্যনা পরিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৪ ॥



যদা রজঃ প্রকৃৎ বৈ ত্যক্তা বর্মান্ সমাক্রমীন্  
 অস্তথা কুরুতে বর্মান্ প্রজ্ঞাং প্রাপ্য তু রাজসীন্ ॥ ৩৭ ॥  
 রাজসাদর্শসংবুদ্ধিস্তথা ভোগীন্ রাজসঃ  
 সত্ত্বং যিনির্গতং তেন তমসচ্চাপি মিগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যদা তমোক্ষিত্বং ত্যক্ত্বকটং সমুভূব হ।  
 তদা বেদে ন বিশ্বাসো ধর্মশাস্ত্রে তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥  
 প্রজ্ঞাঞ্চ তামসীং প্রাপ্য কুরুতি চ ধনাত্ময়ম্।  
 জ্ঞোহং সর্বত্র কুরুতে ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৪০ ॥  
 জিহ্বা সত্ত্বং রজশ্চৈব জ্ঞোযনো দুর্মতিঃ শঠঃ।  
 বর্ততে কামচারেণ ভাবেষু বিভতেষু চ ॥ ৪১ ॥  
 এবং সত্ত্বং ন ভবতি রজশ্চৈকং তমস্তথা।  
 নৈবৈবান্তিত্য বর্তন্তে গুণা মিথুনধর্মিণঃ ॥ ৪২ ॥  
 রজো বিনা ন সত্ত্বং স্যাদ্রজঃ সত্ত্বং বিনা কচিৎ।  
 তমো বিনা ন চৈবৈতে বর্তন্তে পুরুষর্ষভ ॥ ৪৩ ॥  
 তমস্তাত্যাং বিহীনস্ত কেবলং ন কদাচন।  
 সর্বত্র মিথুনধর্ম্যাণো গুণাঃ কার্যাস্তরেষু বৈ ॥ ৪৪ ॥

যদা তমোগুণস্ত বুদ্ধিঃ ত্যাং তদা নরস্ত ধর্মাদিশাস্ত্রে বিশ্বাসো ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯-৪১ ॥  
 গুণানাং মিথুনধর্ম্যং সূচয়তি এবমিতি ॥ ৪২-৪৪ ॥

সত্ত্বগুণ নির্মল হয় ॥ ৩৬ ॥ যখন রজোগুণ বাড়িয়া উঠে তখন মানবগণ রাজসী শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া সন্নাতন ধর্ম পরিত্যাগ ও ধর্মামুষ্ঠানের অন্তথা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ রাজস প্রবৃত্তি দ্বারা ধনবুদ্ধির এবং তখন রাজস ভোগেই কামনা হইয়া থাকে। রজোগুণ সত্ত্বগুণকে বহির্গত করিয়া দেয় এবং তমোগুণের মিগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ নারদ! এইরূপে যখন তমোগুণ বাড়িয়া উঠকট হইয়া উঠে, তখন বেদে ও ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। তামসী শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া খর্ব ধন বিনাশ করে এবং সর্বত্রই কলহ, বিবাদ ও রোহে নিরত হইয়া কদাচই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তখন তমোগুণপ্রধান সেই ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজোগুণকে গ্রহণ করিয়া কোষনয়ন্যত্র দুর্মতি ও শঠ হইয়া সকল বিষয়েই বধেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৯-৪১ ॥ নারদ! এইরূপে সত্ত্ব, রজঃ কিংবা তমোগুণ কেহই একাকী থাকিতে পারেনা, মিথুনধর্মী গুণত্রয় সর্বদাই অত্যন্তের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ রজোগুণ ব্যতিরেকে সত্ত্ব, সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে রজঃ এবং তমোগুণ ব্যতিরেকে এই উভয় গুণ এবং রজঃ ও সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে কেবল তমোগুণ থাকিতে পারে না। গুণ সকল তির তির

অন্যোন্মসংজিতাঃ সৰ্ব্বৈ তিষ্ঠন্তি ন বিয়োজিতাঃ ।

অন্যোন্মজনকান্ধৈঃ যতঃ প্রসবধর্মিণঃ ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্বং কদাচিচ্চ রজস্তমসী জনয়ত্যাতি ।

কদাচিত্তু রজঃ সত্ত্বতমসী জনয়ত্যাপি ॥ ৪৬ ॥

কদাচিত্তু তমঃ সত্ত্বরজসী জনয়ত্যাভে ।

জনয়ন্ত্যেবমন্যোন্মং যুৎপিণ্ডশ্চ ঘটং যথা ॥ ৪৭ ॥

বুদ্ধিস্থান্তে গুণাঃ কামান্ বোধয়ন্তি পরস্পরম্ ।

দেবদত্তবিষ্ণুমিত্রযজ্ঞদত্তাদয়ো যথা ॥ ৪৮ ॥

যথা স্ত্রীপুরুষশ্চৈব মিথুনৌ চ পরস্পরম্ ।

তথা গুণাঃ সমায়াস্তি যুগ্মভাবে পরস্পরম্ ॥ ৪৯ ॥

রজসো মিথুনে সত্ত্বং সত্ত্বশ্চ মিথুনে রজঃ ।

উভে তে সত্ত্বরজসীতমসো মিথুনে বিদুঃ ॥ ৫০ ॥

পরস্পবজনকসম্পাদয়তি সত্ত্বং কদাচিচ্ছেতি ॥ ৪৬—৪৭ ॥

কস্মিন্ স্থলে হিতা গুণা ইখং কার্য্যং কুর্ন্ততি তত্রাহ বুদ্ধিস্থা ইতি । যথা একৈকোৎ কটছোপোকৈকং স্বকার্য্যং চোক্তং কুর্ন্ততি তথা মিথুনীভূতাপ্যভয়গুণকং কার্য্যমুৎপাদ-  
য়ন্তীতি দৃষ্টান্তমুদেনাহ দেবদত্তেতি । যথা দেবদত্তাদয়য়ো মিলিতা কার্য্যং কুর্ন্ততি  
যথা বা স্ত্রীপুরুষৌ মিথুনীভূত কার্য্যমুৎপাদয়তস্তথেষ্টার্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যুগ্মভাবে মিথুনীভাবে পরস্পরং যাত্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তদেব দর্শয়তি রজসো মিথুনে সত্ত্বমিতি । রজঃসত্ত্বরূপমেকং মিথুনমিত্যর্থঃ । এবমন্ত-  
দপুংসম্ । যথা রজসো মিথুনে সত্ত্বং গোং স্ত্রীস্থানাপন্নং যথা বা সত্ত্বশ্চ মিথুনে রজো গোং

কার্য্যে মিথুনধর্মী হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ ইহারা বিয়োজিত  
হইয়া অবস্থিতি করে না অন্ত্রাত্মের আশ্রয়ে থাকিয়া অন্ত্রাত্মের জনক হয়; কারণ, এই গুণ  
সকল প্রসবধর্মী, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ কখনও রজ ও তমোগুণ উৎপাদন করে এবং রজোগুণ  
কদাচিৎ সত্ত্ব এবং তমোগুণের আবার কখনও তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের উৎপত্তি করে  
এইরূপে পরস্পরে যুৎপিণ্ডের ঘটোৎপাদনের ভ্রাত পরস্পরের উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৫—৪৭ ॥  
দেবদত্ত, বিষ্ণুমিত্র ও যজ্ঞদত্ত এই তিনজনে মিলিয়া যেমন কার্য্য সম্পাদন করে সেইরূপ  
তিনটি গুণ মিলিত হইয়া জীব বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্বক বিষয়াদির জ্ঞান অর্থাৎ ইহা  
থাকে ॥ ৪৮ ॥ স্ত্রী ও পুরুষ যেমন মিথুনভাবে প্রাপ্ত হয় গুণ সকলও সেইরূপ পরস্পর  
ধারণ করে ॥ ৪৯ ॥ আর রজোগুণের মিথুনে সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ সত্ত্বরূপ এক মিথুন ও সত্ত্বের  
মিথুনে রজ অর্থাৎ সত্ত্ব রজোরূপ এক মিথুন, এইরূপে সত্ত্ব ও রজঃ তমোগুণের সহিত  
পৃথক পৃথক মিলিয়া এক এক মিথুন হইয়া থাকে ৫০ ॥

নারদ উবাচ ।

ইত্যতঃ কথিতং পিতৃা গুণরূপমমুত্তমম্ ।

ঋত্বাপ্যেতৎ স এবাহং ততোহপৃচ্ছং পিতামহম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
গুণানাং রূপসংস্থানকীর্তনং নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জ্ঞীসংস্থানাপন্নং তথৈব সত্ত্বতমো মিথুনঃ রজস্তমো মিথুনমিত্যাহ উভে তে সত্ত্বরজসী ইতি ।  
সত্ত্বশ্চ মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে সত্ত্বং তথা রজসো মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে রজ ইত্যর্থঃ ।  
একং প্রধানং পুরুষভাবাপন্নমিতরদগৌণং জ্ঞীভাবাপন্নমিত্যর্থঃ । এতেষাং মিথুনানাং বুদ্ধৌ  
বর্তমানতোৎপাদ্যমানোভয়াস্বককার্যেণ প্রত্যেতব্যা ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নারদ কহিলেন, ষৈপায়ন ! আমি পিতার নিকট এইরূপে গুণ সমুদয়ের বিষয় শ্রবণ  
করিয়াও পুনর্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণগণের রূপ সংস্থান কীর্তন  
নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## নবমোহিধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

গুণানাং লক্ষণং তাত ! ভবতা কথিতং কিল ।  
ন তৃপ্তোহস্মি পিবন্মিষ্টং ত্বন্মুখাৎ প্রচ্যুতং রসম্ ॥ ১ ॥  
গুণানাস্তু পরিজ্ঞানং যথাবদনুবর্ণয় ।  
যেনাহং পরমাং শাস্তিমধিগচ্ছামি চেতসি ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতিপৃষ্ঠস্ত পুত্রো নারদেন মহাত্মনা ।  
উবাচ চ জগৎকর্তা রজোগুণসমুদ্ভবঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি গুণানাং পরিবর্ণনম্ ।  
সম্যগ্ণাহং বিজানামি যথামতি বদামি তে ॥ ৪ ॥  
সত্ত্বস্তু কেবলং নৈব কুত্রাপি পরিলক্ষ্যতে ।  
মিশ্রীভাবাতু তেষাং বৈ মিশ্রত্বং প্রতিভাতি বৈ ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈস্ত চত্বারিংশৎপদৈর্নারদেন চ ।

গুণানাং লক্ষণং পৃষ্টং পুনরবোপবর্ণ্যতে ॥

মুমুকুতিগুণানাং হেয়োপাদেয়তত্ত্বানার্থং স্বরূপং কার্যঞ্চ পুনরাহ গুণানামিতি ॥১—৪॥  
সত্ত্বস্তু কেবলমিতি । একৈকগুণোহন্তগুণসহায়ঃ কুত্রাপি ন তিষ্ঠতি । তেষাং গুণানাং  
পরস্পরং মিশ্রীভাবাতু মিশ্রত্বমেব সর্বদাস্তি ॥ ৫ ॥

• নারদ কহিলেন, পিতঃ ! আপমি গুণত্রয়ের লক্ষণ বর্ণন করিলেন, কিন্তু আমি আগমার  
মুখামুখ-নির্গলিত অতি সুমধুর রস পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ।  
আপনি যথাযথরূপে গুণসমূহের পরিজ্ঞান বর্ণন করুন যাহা শ্রবণ করিলে আমি মনোযথো  
পরম শান্তি লাভ করিতে পারিব ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রজোগুণোৎপন্ন জগৎকর্তা কমলবোমি, মহাত্মা নারদের  
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥ নারদ ! গুণসমূহের পরিজ্ঞান,  
আমি সম্যকরূপে অবগত নহি, তবে আমার এ বিষয়ে বেরূপ জ্ঞান আছে সেইরূপ বর্ণন  
করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ বিশুদ্ধ একমাত্র সত্ত্বগুণ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না । সেই গুণ

যথা কাচিৎকরা নারী সৰ্বভূষণভূষিতা ।  
 হাবভাবযুক্তা কামঃ ভৰ্তৃপ্ৰীতিকরী ভবেৎ ॥ ৬ ॥  
 মাতাপিত্রোস্তুথা সৈব বন্ধুবর্গস্য প্ৰীতিদা ।  
 ছুঃখং মোহং সপত্নীষু জনয়ত্যপি সৈব হি ॥ ৭ ॥  
 এবং সন্তেন তেনৈব স্ত্রীত্বমাপাদিতেন চ ।  
 রজসস্তমসশ্চৈব জনিতা বৃত্তিরনুথা ॥ ৮ ॥  
 রজসা স্ত্রীকৃতেনৈবং তমসা চ তথা পুনঃ ।  
 অন্তোন্তস্য সমাযোগাদনুথা প্রতিভাতি বৈ ॥ ৯ ॥  
 অবস্থানাং স্বভাবেষু ন বৈ জাত্যন্তরাণি চ ।  
 লক্ষ্যন্তে বিপরীতানি যোগান্নারদ ! কুত্রচিৎ ॥ ১০ ॥

মিশ্রীভাবাদেব গুণানাং সুখদুঃখমোহাদ্বিকং ভবতি নাগ্ৰথেনি দৃষ্টান্তমুৎথেনাহ যথা-  
কাচিদিতি ॥ ৬—৭ ॥

যথৈকৈব স্ত্রী সুখদুঃখমোহাদ্বিকা ব্যক্তিভেদেন ভিন্নং প্রতি কালভেদেন বা একাং  
ব্যক্তিং প্রতি ভবতি তথৈব সখ্যং ভবতীত্যাহ এবং সন্তেনেতি । স্ত্রীত্বমাপাদিতেনেতি-  
স্ত্রীস্থানাপন্নমিত্যর্থঃ । সন্তেন-সন্তেন কন্তচিৎ পুরুষস্য সুখজনিকা বৃত্তির্জনিতা ভবতি তন্তৈব  
পুরুষস্য কালান্তরেহনুথা দুঃখমোহাদ্বিকরজসঃ সখ্যকিনী তমসো বা সখ্যকিনী বৃত্তির্জনিতা  
ভবতি ॥ ৮ ॥

এবং রজো যদা স্ত্রীকৃতং স্ত্রীভাবাপন্নং তথা তমো যদা স্ত্রীভাবাপন্নং স্ত্রীস্থানভেদে  
কল্পিতং তদা তেন রজসা তমসা বা দুঃখাদ্বিকা মোহাদ্বিকা বা কন্তচিৎ পুরুষস্য বৃত্তির্জনিতা  
ভবতি তন্তৈব পুরুষস্য কালান্তরে সুখবৃত্তিরুৎপাদাতে । ন চৈতদগুণানামন্তগুণসহায়তা-  
ভাবে সম্ভবতি তন্মানিশ্রীত্বতা এব গুণা ইতি জ্ঞেয়মিত্যাহ অন্তোন্তস্তেতি ॥ ৯ ॥

অবস্থানাস্বভাবেষু । যদি গুণা একৈকা এব স্মার্ম মিশ্রীভূতাস্তদা তেষাং স্বভাবে-  
ষবস্থানাদেকরূপৈব বৃত্তিঃ স্মার জাত্যন্তরাণি স্যাঃ । লক্ষ্যন্তে তু বিপরীতানি জাত্যন্তরাণি ।

সকলের পরস্পর মিশ্রণদ্বারা মিশ্রতাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ যেমন হাবভাবসম্পন্ন সৰ্ব-  
ভূষণে বিভূষিতা কোনও কামিনী, এক পক্ষে পতি, মাতা, পিতা ও বন্ধুবর্গের পর্যাপ্ত  
পরিমাণে প্ৰীতি, এবং অপর পক্ষে সপত্নীগণের দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে ; সৰ্বগুণকে  
যদি সেই রমণীয় রমণীরূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপে তবে তাহা কোনও পুরুষের  
সখ্যসখ্যিকি সুখ জনক মনোবৃত্তি, কালভেদে কোনও পুরুষের দুঃখাদ্বিক রজঃ-সখ্যিকি মনো-  
বৃত্তি কাহারও মোহাদ্বিক তমঃ-সখ্যিকি মনোবৃত্তি উৎপাদিত করিয়া থাকে । এইরূপ, রজ বা  
তমোগুণকে যদি সেই কামিনী স্থানীয় করা যায় তাহা হইলে সেই রজো বা তমো গুণ  
কোনও পুরুষের দুঃখাদ্বিক ও মোহাদ্বিক মনোবৃত্তি, কালভেদে তাহারই পক্ষীয় সুখাদ্বিক  
মনোবৃত্তি উৎপাদন করে । গুণান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ সম্ভব হয় না অতএব  
সকল সখ্যারের মিশ্রতাবই সৰ্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬—৯ ॥ নারদ । গুণান্তরের যখন স্ব

যথা রূপবতী নারী যৌবনেন বিভূষিতা ।  
 লজ্জামাধুর্য্যযুক্তা চ তথা বিনয়সংযুতা ॥ ১১ ॥  
 কামশাস্ত্রবিধিঞ্জ্ঞা চ ধার্মশাস্ত্রেহপি সম্মতা ।  
 তৰ্ত্তুঃ প্রীতিকরী হৃদ্বা সপত্নীনাঞ্চ দুঃখদা ॥ ১২ ॥  
 মোহদুঃখস্বভাবস্থা সত্ত্বস্বেত্যাচ্যতে জনৈঃ ।  
 তথা সত্ত্বং বিকূৰ্ব্বাণমন্ত্যভাবং বিভাতি বৈ ॥ ১৩ ॥  
 চৌরৈরূপজ্ঞতানাং হি সাধুনাং সুখদা ভবেৎ ।  
 দুঃখা মুঢ়া চ দস্যুনাং সৈব সেনা তথা গুণাঃ ।  
 বিপরীতপ্রতীতিং বৈ জনয়ন্তি স্বভাবতঃ ॥ ১৪ ॥  
 যথাচ ছদ্দিনং জাতং মহামেঘঘনাবৃতম্ ।  
 বিদ্যাইন্দ্রনিতসংযুক্তং তিমিরেণাবগুণ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥  
 সিক্তস্তুমিং প্রবর্ষতৈ তমোরূপমুদাহৃতম্ ॥ ১৬ ॥

কদাচিৎ সুখাস্বকং কদাচিদুঃখাস্বকং কদাচিদ্মোহাস্বকমিতি তন্মান্বিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি-  
 ভাবঃ ॥ ১০ ॥

যথা রূপবতীত্যারভ্য চৌরৈরূপজ্ঞতেতি পর্য্যন্তং পাঠঃ পুনরুক্ত্যর্থকোহপি দৃষ্টান্তদাষ্টা-  
 স্তিকয়োরূপসংহারার্থমিতি বোধ্যম্ ॥ ১১—১৩ ॥

দৃষ্টান্তান্তরমাহ চৌরৈরুতি । সেনা রাজসেনা ॥ ১৪ ॥

জনয়ন্তি এতে দৃষ্টান্তার্থা যথা তথা গুণাঃ বিপরীতপ্রতীতিং জনয়ন্তীত্যর্থঃ । যথেন্তি ।  
 ছদ্দিনং মেঘাচ্ছন্নো দিবসঃ ॥ ১৫ ॥

স্বভাবে অবস্থান করে তখন তাহাদের প্রত্যেকেরই কোনও অন্তথা ভাব লক্ষিত হয় না,  
 কিন্তু যখন মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় তখনই জাত্যন্তর অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবের বিপরীত ভাব ধারণ  
 করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ যেমন যৌবন ভূষিতা লজ্জা ও মাধুর্য্য-সমধিতা ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞা বিনীতা  
 কামকলারতী রসবতী ও রূপবতী যুগলী বলভের প্রেমসী ও প্রীতিকরী এবং সপত্নীগণের  
 দুঃখদারিনী হয় সেইরূপ গুণগণও পাত্র ও কালভেদে বিপরীত ভাব ধারণ করে লক্ষ্যে  
 নাই । দেখ নারদ ! যেমন লোকে এই এক রমণীই সপত্নীগণের পক্ষে মোহ ও ছদ্মপ্রমা  
 এবং পতিপ্রভৃতি বহুগণের পক্ষে সুখদারিনী, সেইরূপ সত্ত্বগুণ বিকৃত হইয়াই দুঃখজনক ও  
 মোহজনক স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১—১৩ ॥ নারদ ! এ বিষয়ে আরও প্রমাণ  
 কহিতেছি, শ্রবণ কর । যেমন সেনাগণ, চৌরকর্ত্তৃক উপক্রম সাধুগণের সুখপ্রদ এবং  
 দস্যগণের দুঃখ ও মোহপ্রদ হয়, যেমন মহামেঘ সমূহ দ্বারা বনরূপে আচ্ছন্ন, বিদ্যাৎ  
 ও গভীর গর্জ্জনাদিত, নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ঘোরতর ধারানারে ধরাভল দ্রাবী ছদ্দিন,  
 বীজ ও উপকরণ সম্বিষ্ট কুবজগণের সুখপ্রদ এবং যে ছদ্মগাণ্ড গৃহস্থগণের গৃহ সকল ভুগাদি



যদেতৎ কৰ্মকাণাং বৈ তদেবাভীরুহ্মিনম্ ।

বীজোপকরযুক্তানাং স্থখদং প্রভবভূত ॥ ১৭ ॥

অপ্রচ্ছন্নগৃহাণাঞ্চ কুর্ভগানাং বিশেষতঃ ।

তৃণকাষ্ঠগৃহীতৃণাং ছঃখদং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৮ ॥

প্রোষিতভর্তৃকাণাং বৈ মোহদং প্রবদন্ত্যপি ।

স্বভাবস্থা গুণাঃ সর্বেষু বিপরীতা বিভাস্তি বৈ ॥ ১৯ ॥

লক্ষণানি পুনস্তেষাং শৃণু পুত্র ! ব্রবীম্যহম্ ।

লঘুপ্রকাশকং সত্ত্বং নির্মলং বিশদং সদা ॥ ২০ ॥

যদাকানি লঘুশ্চেব নেত্রাদীনীদ্রিয়ানি চ ।

নির্মলঞ্চ তথা চেতো গৃহীত্বি বিষয়ান তান্ ।

তদা সত্ত্বং শরীরে বৈ যন্তব্যঞ্চ সমুৎকটম্ ॥ ২১ ॥

জৃম্বাং শুভ্রঞ্চ তস্মাঞ্চ চলং চৈব রজঃ পুনঃ ।

যদা তদুৎকটং জাতং দেহে যস্য চ কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

ভয়োরূপং নিবিড়াকারপ্রায়ম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

প্রোষিতভর্তৃকাণাং বিরহিণীনাং কামিনীনাম্ । স্বভাবস্থা ইতি । এতে যথা দৃষ্টান্তা  
এবমেতে গুণাঃ স্বভাবস্থা অস্তগুণসাহায্যেন বিপরীতা ভাস্তি তন্মানিশ্রীত্বতা এবেতি  
ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

সদ্বাদিশৃণোত্রেকে সতি জ্ঞায়মানানি লক্ষণান্ভাহ লক্ষণানীতি ॥ ২০ ॥

লঘুরূপমাহ যদাকানীতি । লঘুশ্চেব ন ভারবন্তি । তান্ রাজসাত্ত্বমিসান্ বা বিষয়ান  
গৃহীত্বীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

জৃম্বামিতি । জৃম্বাঃ শুভ্রাঃ শরীরগুরুতাঃ তস্মাঞ্চ যদা পশুতি তদা চলং রজঃ সমুৎকটং  
জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যারা আচ্ছাদিত ও তৃণ কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হয় নাই, তাহাদিগের ছঃখপ্রদ এবং প্রোষিত-  
ভর্তৃকা কামিনীগণের মোহপ্রদ হয়, সেইরূপ স্বভাবস্থিত গুণ সকল ও অস্ত গুণের  
সাহায্যে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৮—১৯ ॥ বৎস ! আমি তোমাকে পুনর্বার  
গুণ সত্ত্বের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর । সত্ত্বগুণ নির্মল, প্রকাশক, লঘু ও বিশদ ॥ ২০ ॥  
যখন নয়নাদি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ সকল লঘু ( ভারবস্তা রহিত ) এবং চিত্ত নির্মল হইয়া রাজস  
ও তামসাদি ভোগ্যবিষয় গ্রহণ করে না তখন শরীরে সমধিক সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে  
জানিবে । যখন জৃম্বা, শুভ্র ও তস্মাদি দৃষ্ট হয় তখন রজোগুণের আধিক্য হইয়াছে বিবেচনা  
করিতে । বাহার দেহে উৎকট ভয়োগুণের উৎপত্তি হইয়াছে, সে কলহ আবেষণ করে আশা-  
ভর বদন করে এবং সর্বদাই চঞ্চলচিত্ত ও বিকারে উদ্বিগ্ন হয়, তাহার দেহে বৈদ ও  
আদর্য্যে আবৃত হইয়া থাকে । তখন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল গুরু ও আবৃত এবং মন পূন্য

কলিং যুগলভ্যে কৰ্ত্ত্বং গুণং ত্রীমাস্তরং তথা ।  
 চলচ্চিত্তং হোহিত্যর্থং বিবাদে চোদ্যতন্তথা ॥ ২৩ ॥  
 গুরুমাবরণং কামং তমো ভবতি তদযদা ।  
 তদাঙ্গানি গুরুণ্যাস্তু প্রভবন্ত্যাবৃত্তানি চ ॥ ২৪ ॥  
 ইন্দ্রিয়ানি মনঃ শূন্যং নিদ্রাং নৈবাভিবাঙ্কতি ।  
 গুণানাং লক্ষণাশ্চৈবং বিজ্ঞেয়ানীহ নারদ ! ॥ ২৫ ॥

নারদ উবাচ ।

বিভিন্নলক্ষণাঃ প্রোক্তাঃ পিতামহ ! গুণাস্তয়ঃ ।  
 কথমেকত্র সংস্থানে কার্য্যং কুর্বন্তি শাস্ত্রতম্ ॥ ২৬ ॥  
 পরস্পরং মিলিত্বা হি বিভিন্নাঃ শত্রবঃ কিল ।  
 একত্রস্থাঃ কথং কার্য্যং কুর্বন্তীতি বদস্ব মে ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু পুত্র ! প্রবক্ষ্যামি গুণান্তে দীপবৃত্তয়ঃ ।  
 প্রদীপশ্চ যথা কার্য্যং প্রকরোত্যর্থদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

তমোলক্ষণমাহ কলিমিতি । কলিঃ কলহঃ । এতানি লক্ষণানি যদা ভবন্তি তদা তত্তম  
 উৎকটং জ্ঞাতমিতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

গুরুমাবরণমিত্যভ্যর্থমাহ তদাঙ্গানীতি । আবৃত্তানি তমসেভ্যর্থঃ । শূন্যং জ্ঞানশূন্যম্ ॥ ২৫ ॥  
 মিশ্রীভূতা গুণাঃ কার্য্যং কুর্বন্তীতি শ্রুত্বা নারদঃ শঙ্কতে বিভিরেতি । যথা শত্রবো  
 মিলিতাঃ কার্য্যং ন কুর্বন্তি তথা গুণাঃ পরস্পরং শত্রবঃ সন্তঃ কথং মিলিত্বা কার্য্যং কুর্বন্তী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

হয়, সে, নিদ্রা কামনা করে না । নারদ ! গুণ সকলের লক্ষণ এইরূপ জানিও ॥ ২৩—২৫ ॥

নারদ কহিলেন, পিতঃ ! আপনি গুণত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সকল কহিলেন, কিন্তু  
 যখন তাহারা একত্র অবস্থিত হয় তখন তাহারা কিরূপে কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া  
 থাকে ? ॥ ২৬ ॥ শত্রু সকল যেরূপ একত্র মিলিয়া কার্য্য করে না তাহারা সর্ব্বদাই কিভিন্ন  
 থাকে সেইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মী গুণ সকল কি প্রকারে একত্র মিলিয়া কার্য্য সাধন করিবে ?  
 তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ ! গুণ সকল দীপবৃত্তি অর্থাৎ প্রদীপের জ্বলন ধর্ম্ম বিশিষ্ট,  
 প্রদীপ যেমন ত্র্যব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করে ইহারাও সেইরূপে কার্য্য নিরূপ করিয়া থাকে ।  
 দেখ, বর্ত্তিকা তৈল ও বহ্নিনিধা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, তৈল অগ্নির বিরুদ্ধ হইলেও  
 তাহার সহিত মিলিত হয় । তৈল, বর্ত্তিকা এবং অগ্নি পরস্পর বিরোধী হইয়াও ইহারা সকলে

বর্তিতৈলং যথার্চিত্ত বিরুদ্ধানি পরম্পরম্ ।

বিরুদ্ধং হি তথা তৈলমগ্নিমা সহ সজতম্ ॥ ২৯ ॥

তৈলং বর্তিবিরোধেব পাবকোহপি পরম্পরম্ ।

একত্রস্থাঃ পদার্থানাং প্রকূর্বন্তি প্রদর্শনম্ ॥ ৩০ ॥\*

নারদ উবাচ ।

এবং প্রকৃতিজাঃ প্রোক্তা গুণাঃ সত্যবতীশ্রুত ! ।

বিশ্বস্ত কারণং তে বৈ ময়া পূৰ্ব্বং যথাক্রমতম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তং নারদেনাথ মম সৰ্বং সবিস্তরম্ ।

গুণানাং লক্ষণং সৰ্বং কার্য্যৈকৈব বিভাগশঃ ॥ ৩২ ॥

আরাধ্যা পরমা শক্তিৰ্যয়া সৰ্বমিদং ততম্ ।

সগুণা নিগুণা চৈব কার্য্যতেদে সদৈব হি ॥ ৩৩ ॥

দীপবস্তুর ইতি । তথাচ যথা দীপবর্তিকা তৈলানি পরম্পরবিরুদ্ধান্তপি মিলিত্বা ঘটার্থ-  
প্রকাশনমেকং কূর্বন্তি তদ্বদগুণা অগীতি ভাবঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ইধমেতান্ পৰ্য্যন্তং বুদ্ধগা নারদঃ প্রত্যুক্তং নারদো ব্যাসঃ প্রত্যুক্তবানিত্যাহ এবং  
প্রকৃতিজা ইতি । অত্র নারদ উবাচেত্যনেনৈব ব্রহ্মনারদসম্বাদসমাপ্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ সা পুরাণে-  
নোক্তেতি বোধ্যম্ ॥ ৩১ ॥

তে বৈ বিশ্বস্ত কারণস্তে বৈ প্রকৃতিসম্বন্ধিনো গুণা এব নাশ্রো বিশ্বস্ত কারণমিত্যর্থঃ ।  
ইত্যুক্তমিতি । হে রাজন্ জনমেজয় ! যন্তরা পৃষ্ঠং তদেবোদ্दिष्ट ময়া পৃষ্ঠো নারদো মাং  
প্রত্যেবমুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

একত্র অবস্থিত থাকিয়া দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করিয়া থাকে । নারদ ! গুণ সকল  
পরম্পর বিরুদ্ধ হইয়াও সেইরূপে কার্য্য নির্বাহ করে ॥ ২৮—৩০ ॥

নারদ কহিলেন, সত্যবতীনন্দন ! কমলধোনি গুণসমূহকে এইরূপ প্রকৃতিজাত বলিয়া  
আমার নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন এবং এই গুণ সকলই বিশ্বের কারণ । পূর্বে আমি  
পিতামহের নিকট প্রকৃতির গুণ যে রূপে শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমার নিকটও  
সেইরূপ বর্ণনা করিলাম ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি মহর্ষি নারদের  
নিকট পূর্বে তদ্বৎপ্রকারে প্রশ্ন করিলে তিনি গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কার্য্য সকল বিভাগক্রমে  
বিস্তার পূর্বক এইরূপ কহিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ রাজন্ ! শাস্ত্রমধ্যে যেখানে বাহাই উক্ত হউক

\* তথা সম্বাদয়ঃ কার্য্যং পূর্ববার্হ সহস্রিতাঃ । বিরুদ্ধা অপি কূর্বন্তি ভয়তে মিলিতাঃ কিস ।  
ইত্যর্থিকঃ পাঠঃ ত্রয়োবিং দৃষ্টতে ।



অকর্তা। পুঙ্খানুপুঙ্খা বিচার্য পরমেশ্বরী।

কৰ্মোৎসাহিত্যমহামায়া বিশ্বং সঙ্গমসমুদ্রম ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশক্তিরাশ্রয়ঃ সূর্য্যাক্ষরঃ সচীপতিঃ ।

অখিলৌ নগবহুভী। কুবেরো বাদমান্পতিঃ ॥ ৩৫ ॥

বহির্বিদ্যুতধা পৃষা সেনানীশ্চ বিনায়কঃ ।

সর্বৈ শক্তিবুতাঃ শক্তাঃ কর্ত্ত্বাঃ কার্য্যাণি স্থানি চ ॥ ৩৬ ॥

অশ্বখা তেপাশক্তা বৈ প্রস্পান্দিভূমনীশ্বরীঃ ।

স। চৈব কারণং রাজন্ ! জগতঃ পরমেশ্বরী ॥ ৩৭ ॥

সমারাধয়তাং ভূপ ! কুরু বজ্রং জনাধিপ ! ।

পূজনং পরমা ভক্ত্যা তস্মা এব বিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥

মহালক্ষ্মীম্বাহকাসী তথা মহাসরস্বতী ।

ঈশ্বরী সর্বভূতানাং সর্বকারণকারণম্ ॥ ৩৯ ॥

ইখং সম্বাদশ্রবণেন জনমেজয়স্ত সৰ্বপ্রশ্নসমাধানে জাতেহপি সম্বাদনির্গলিতার্থঃ নিঃ  
মনস্থানীয়ঃ ব্যাস আহ আরাধ্যোতি । হে রাজন্ ! যতো যয়া দেব্যা সৰ্বমিদং ব্যাপ্তং বা  
জগৎস্থিতিস্থিতিকরতিরোধানাহুগ্রহপঞ্চকৃত্যকর্ত্বী উৎপত্তিস্থিতিকরহিতা গুণত্রয়সমুদ্ভূত  
পঞ্চভূতসমুদ্ভূতদেহবতামৈকৈকগুণাভিমানিব্রহ্মাদিজীবানাং স্থিতিস্থিতিকরকারিণী সাম্যা  
বহুমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী ত্রীদেবী হেয়গুণাংস্বংকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্বা কর্মোপাসনাদিভির্কেন্দান্ত  
শাস্ত্রশ্রবণাদিভিঃ হেয়গুণাংস্বংকার্য্যাণি চ নিরুধ্য গ্রাহ্যং সৰ্বগুণং তৎকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্ব  
তং সম্পাদ্য সৰ্বগুণোজ্জেক্ষণ যুক্তেন পুরুষেন সৈব সর্বোৎকৃষ্টা দেবী সর্ববেদান্ততাৎপর্য্য  
ভূমিরারাধ্যা জ্ঞেয়া চ মোক্ষকামেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

কার্য্যভেদে মোক্ষরূপে কার্য্যে ব্রহ্মাভিন্না নিগুণা আরাধ্যা তদন্তকামে ভূ সগুণা গুণ  
বিশিষ্টেষমেব মায়া বিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী ত্রীদেবী জগৎকর্ত্বী ন কেবলং ব্রহ্ম ন বা ব্রহ্মাদয়ো  
দেবা ইত্যাহ । অকর্ত্তেতি ॥ ৩৪—৩৬ ॥

তাহার সার মর্ম্ম এই যে, যিনি এই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি কার্য্যভেদে  
সর্বদাই সগুণা ও নিগুণা, সেই পরমশক্তিকেই পরমারাধ্যা বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥ পুরুষ  
অব্যয়, পরমস্ব ও পূর্ণ হইলেও নিরীহ ; তিনি কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না ;  
এই মহামায়াই সৎ ও অসদাত্মক বিশ্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শক্তি,  
সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, অখিলেশ্বর, বহুগণ, বিশ্বকর্মা, কুবের, বরুণ, বহি, বায়ু, পৃষা, বভ্রা, ৩ জন  
পতি, ইহারা সকলে শক্তিবৃত্ত হইয়াই স্বয়ং কার্য্যসাধনে সমর্থ হন, নতুবা স্পষ্টমানিভেও  
অশক্ত হইয়া থাকেন ; অতএব নরপতে ! সেই পরমেশ্বরী মহামায়াকেই এই জগতের  
কারণ জানিও ॥ ৩৫—৩৭ ॥ নরনাথ ! ভূমি তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার উদ্দেশে বজ্র কর  
এবং পরম ভক্তি সহকারে সেই পরমশক্তিরই পূজা কর ॥ ৩৮ ॥ রাজন্ ! সেই মহামায়াই  
মহালক্ষ্মী, তিনিই মহাকালী এবং তিনিই মহা সরস্বতী ; তিনি সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বরী এবং

সর্বকামার্থিনা শাস্তাঃ সুখসেব্য্যঃ কুর্যাদিত্য । ৪০ ॥  
 নামোচ্চারণমাত্রেণ বাহিতার্থকরোহি । ৪১ ॥  
 দেবৈরারাদিতা পূৰ্ব্বঃ বুদ্ধকিঞ্চুঃ মহেশ্বরেঃ । ৪২ ॥  
 মোক্ষকামৈশ্চ-বিনিধৈস্তাপনৈর্কিঞ্চিতাশ্রুতিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 অস্পষ্টমপি তন্মাম্ প্রসঙ্গেনাপি ভাবিতম্ । ৪৪ ॥  
 দদাতি বাহিতানর্থান্ হুতভানপি সর্বথা ॥ ৪৫ ॥  
 ঐ ঐ ইতি ভয়াৰ্জেন দৃষ্টা ব্যাভ্রাদিকং বনে । ৪৬ ॥  
 বিনুহীনমপীভূতং বাহিতং প্রদদাতি বৈ ॥ ৪৭ ॥  
 তত্র সত্যত্রতশ্চৈব দৃষ্টান্তো নৃপসত্তম ! । ৪৮ ॥  
 প্রত্যক্ষ এব চাস্মাকং মুনীনাং ভাবিতাশ্রুতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 ব্রাহ্মণানাং সমাজেষু তস্মাদাহরণং বুধৈঃ । ৫০ ॥  
 কুধ্যমানং ময়া রাজন্ ! ত্রুতং সর্বং সবিস্তরম্ ॥ ৫১ ॥

স। চৈব কারণমিতি । যানি ময়া নারদং প্রতি জগৎকারণানি শক্তিতানি তানি তানি  
 সর্গাণি ন স্বশক্তিং বিহায় জগৎ কর্তৃং সমর্থানি তন্মাৎ সা শক্তিরেব জগৎকারণং সৈব  
 সর্গোৎকৃষ্টা ধোয়া জ্ঞেয়া চেতি মম নারদস্ত সত্যাদে নারদস্ত বুদ্ধবশ্ত সত্যাদে নির্ণীত-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বজ্রমবানধমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥  
 অস্পষ্টং বথাবর্ণনহিতমিত্যর্থঃ । প্রসঙ্গেনাপি দেবতানামবুজিরহিতেনাপি পুরুষে-  
 গাত্মপ্রসঙ্গেনাপীত্যর্থঃ । ইতরদেবতাদ্বারধনেনৈব যৎকিঞ্চিৎ ফলং দদতি । ইয়ন্ত অশুদ্ধনামো-  
 চ্চারণে প্রসঙ্গেনাপি কৃতে পুরুষার্ঘ্যচতুষ্টয়ং দদাতিতি কথং ন সর্গৈঃ সেব্যেতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥  
 তদ্বাদাহরণমাহ । ঐ ঐ ইতি ॥ ৪৩ ॥

সমস্ত কারণের কারণরূপিণী ॥ ৩৯ ॥ সেই শাস্তিরূপা সুখসেব্য্য কল্পণাময়ীর আরাধনা করিলে,  
 তিনি ভক্তজনের সকল কামনাই পরিপূর্ণ করেন ; অধিক কি, তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেই  
 তিনি বাহিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ পুরাকালে মুক্তিকামনার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,  
 সমস্ত দেবগণ এবং বহুতর জিতেন্দ্রিয় তাপসগণও তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥  
 মহারাজ ! অধিক কি বলিব যদি অস্পষ্টরূপেও তাঁহার নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে  
 তিনি অস্পষ্টভাৱে বাহিতার্থ সকলও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ বনমধ্যে ব্রাহ্মাদিদর্শনে  
 ভয়াকুর হইয়া ঐঃ ঐঃ বীজ ধ্বংসের বিন্দু পরিত্যাগ পূর্বক ঐ ঐ এইরূপ উচ্চারণ করিলেও  
 তিনি বাহিতার্থ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥ নৃপসত্তম ! এতদ্বিক্রমে সত্যত্রয়ের একটি দৃষ্টান্ত  
 আছে । বৃষবর লোমশ্রু মনি ব্রাহ্মণসমাজে আমার এবং নর তপস্বী মনিগণের ওতাকে  
 তাঁহার উদাহরণ কীর্তন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি তদ্বিক্রমে সবিস্তার প্রবণ করিয়া  
 দিলাম ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনকরো মহামুখো নামা সত্যব্রতো বিজঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রদ্ধাকরঃ কৌলমুখ্যঃ সৰ্বলক্ষণীয়ঃ স্বয়ং ততঃ ।

বিন্দুহীনঃ প্রসঙ্গেন জাতোহসৌ বিবুধোত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

ঐক্যোচ্চারণাক্ষেপী কুষ্ঠা ভগবতী তদা ।

চকার কবিরাজঃ তং দমার্জা পরমেশ্বরী ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়ঃ বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে গুণবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ এবতি । অস্মাকং মুনীনাং ভগবতী নামমহিমস্বরূপং নানাপ্রকারকজাত-  
সিদ্ধিভির্কারংবারং প্রত্যক্মেবাতি ন সংশয়োহস্মাকন্তুত্রেতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

অক্ষরমিতি ॥ ঐক্যাক্ষরমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

হে রাজশ্রেতাংশী দমার্জা ভগবতী সর্বোৎকৃষ্টা ভক্তকামকল্পদ্রুমাস্তীতি সৈবারাধ্যোতি  
ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

মহারাজ । সত্যব্রত নামে এক নিরক্ষর মহামুখ ব্রাহ্মণ, শূকরের মুখ হইতে ঐকার  
অক্ষর শ্রবণ এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ অক্ষর স্বয়ং উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ  
হইয়াছিল ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তাঁহার ঐকার উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া কক্ৰগাময়ী পরমেশ্বরী দেবী  
ভগবতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষর মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণলক্ষণবর্ণন-নামক নবম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

\* ব্রৌলোক্যে বিজ্ঞতচ্চাসৌ স হি সত্যব্রতো বিজঃ । অনারাদ্য মহাকালীঃ প্রজয়চ্চ মহেশ্বরীম্ ॥

অতঃ পুনঃ পুনঃ । অত্র বীমি পুনঃ পুনঃ । যজ্ঞঃ কুরু মহারাজ । বিধিঃ তে কথ্যামাহম্ ॥

ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃষ্টতে ।



## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কোহসৌ সত্যব্রতো নাম ব্রাহ্মণো বিজসন্তমঃ ।

কশ্মিন্দে শে সমুৎপন্নঃ কীদৃশশ্চ বদস্ব মে ॥ ১ ॥

কথং তেন শ্রুতঃ শব্দঃ কথমুচ্চারিতঃ পুনঃ ।

সিদ্ধিশ্চ কীদৃশী জাতা তস্য বিপ্রস্য \* তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥

কথং তুচ্ছা ভবানী সা সর্বজ্ঞা সর্বসংস্থিতা ।

বিস্তরেণ বদস্বাদ্য কথামেতাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা রাজ্ঞা ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।

উবাচ পরমোদারং বচনং রসবচ্ছুচি ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ।

শ্রুতাং মুনিসমাজেষু ময়া পূর্বং কুরুদ্বহ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাষ্ট্রলোকবর্ধোক্ষাগ্ৰবীজমহিমা মহান্ ।

সত্যব্রতকথায়োগাৎ প্রোচাতে ভক্তিকারকঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে প্রব্রীজমূলভ্য কোহসৌ সত্যব্রতঃ কথং তেন প্রসঙ্গেনাশ্পষ্টনামো-  
চ্চারণং কৃতং কা চ তেন সিদ্ধিজ্ঞাতেতি পরমভাবুকো রাজা পৃচ্ছতি কোণাবিতি ॥১—৫॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে ! আপনি যে সত্যব্রতের নামোল্লেখ করিলেন, এই  
ব্রাহ্মণসন্তম সত্যব্রত কে ? ইনি কোন্ দেশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? ইহার স্বভাবাদি  
কি রূপ ? তৎসমুদয় বর্ণন করিয়া আমার কোতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥ মহর্ষে ! সেই  
সত্যব্রত, কি প্রকারে সেই শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কি প্রকারেই বা সেই অশ্পষ্ট নাম  
উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বিপ্রের কি রূপই বা সিদ্ধি লাভ হইয়া-  
ছিল ? ॥ ২ ॥ সেই সর্বব্যাপিনী সর্বজ্ঞা ভগবতী ভবানী কি জন্মই বা তাহার প্রতি সন্ত  
হন, এই মনোরম পবিত্র আখ্যান আপনি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীশ্রুত ব্যাস-  
দেব অতিউদারভাব-সম্পন্ন রসময়ী পবিত্র বচনাবলী দ্বারা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

\* বৃথং ইতি বা পাঠঃ ।

একদাহং কুরুক্ষেত্রং তীর্থপাটনং শুচি ।  
 সপ্রাণোঃ পবনঃ পবনঃ মুনিসেবিতম্ ॥ ৬ ॥  
 প্রণম্য মুনীন সর্বান হিতস্তত্র বরাশ্রমে ।  
 যথাপ্রাপ্ত যত্রাসন্ জীবন্তুতা মহাত্মতাঃ ॥ ৭ ॥  
 কথাপ্রসঙ্গ এবাসীতত্র বিপ্রসমাগমে ।  
 জমদগ্নিস্ত পপ্রচ্ছ মুনীনেবং সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥  
 জমদগ্নিরুবাচ ।

সন্দেহোহস্তি মহাভাগা মূৰ্খ চেতসি তাপসাঃ ! ।  
 সমাজেষু মুনীনাং বৈ নিঃসন্দেহো তবাম্যহম্ ॥ ৯ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো মঘবা বরুণোহনলঃ ।  
 কুবেরঃ পবনস্তৃতা সেনানীশ্চ গণাধিপঃ ॥ ১০ ॥  
 সূর্য্যোহশ্বিনৌ ভগঃ পূবা নিশানাথো গ্রহাস্তথা ।  
 আরাধনীয়তমঃ কোহত্র বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥ ১১ ॥  
 স্তম্ভমেব্যশ্চ সততং চাত্তোমশ্চ মানদাঃ ! ।  
 ব্রুবন্তু মুনয়ঃ শীঘ্রং সর্বজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১২ ॥

( সত্যব্রতবিবরণং বক্তুনাহ একদেতি ॥ ৬ ॥

জীবন্তুতা জীবদ্দশায়াং মায়াবদ্ধরহিতাঃ ॥ ৭—১০ ॥ )

রাজন্ ! তুমি কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, অতএব আমি পূর্বে মুনিজন সমাজে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই  
 কল্যাণদায়িনী পৌরাণিকী কথা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥  
 কুরুবর ! আমি এক সময়ে পবিত্র তীর্থপাটন করিতে করিতে মুনিজন-সেবিত পরম-  
 পবন নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ৬ ॥ এই সময় সেই অমৃতম আশ্রমে মহাত্ম  
 জীবন্তু সনক-সনাতনপ্রভৃতি বিধাতৃপুত্রগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন ; আমিও সেই স্থানে  
 গমনপূর্ব্বক সমস্ত মুনিগণকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলাম । অনন্তর, সেই বিপ্রসমাজে  
 কথাপ্রসঙ্গ উদ্ভূত হইল ; পরে, তত্রস্থিত মহর্ষি জমদগ্নি, মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করি-  
 লেন ॥ ৭—৮ ॥

হে মহাভাগ মহাতাপস মুনিগণ ! আমার মনোমধ্যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে,  
 মহর্ষিগণের সমাজে আমি সেই সন্দেহ তরুন করিব এইরূপ অভিলাষ করিয়াছি ॥ ৯ ॥  
 হে সংশিতব্রত মানপ্রদ মহর্ষিগণ ! আপনারা সর্বজ্ঞ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; এক্ষণে  
 জিজ্ঞাস্ত এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, অনল, কুবের, পবন, বিশ্বকর্মা, যতানন,  
 গণপতি, সূর্য্য, অশ্বিনষয়, ভগ, পূবা, চন্দ্র ও গ্রহগণ ইহাদের মধ্যে কে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ

এবং প্রক্ষে কৃতে তত্র লো

জমদগ্নে ! শৃণু বৈতদ্যং পৃষ্ঠং বৈ কাক্যমব্রবীৎ ।

সেবনীয়তমা শক্তিঃ সর্বোৎকৃষ্টাঃ শুভমিচ্ছতাম্ ॥ ১৩ ॥

পর্যাপ্রকৃতিরাদ্যা চ সর্বগা সর্বদা শিবা ॥ ১৪ ॥

দেবানাং জননী সৈব ব্রহ্মাদীনাং মহাঅনাম্ ।

আদিপ্রকৃতির্মূলং সা সংসারপাদপদ্ম বৈ ॥ ১৫ ॥

স্মৃতা চোচ্চারিতা দেবী দদাতি কিল বাঞ্ছিতম্ ।

সর্বদৈবার্জচিত্তা সা বরদানায় জেবিতা ॥ ১৬ ॥

ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্ব মুনয়ঃ শুভম্ ।

অক্ষরোচ্চারণাদেব যথা প্রাপ্তং দ্বিজেন বৈ ॥ ১৭ ॥

আরাধনীয়তমঃ সর্বোৎকৃষ্টঃ পূজ্যতমশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

পর্যাপ্রকৃতিঃ সাম্যাবস্থামায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী । তদ্বক্তং গীতাস্থ । ভূমিরাপোহনভে  
বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ । অহঙ্কার ইতীয়াং মে তিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতত্ত্বা  
বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবরূপাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে অগদিত্তি । জীবরূপা  
চৈতন্তরূপাম্ । তথা স্মৃতসংহিতায়াম্ । চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ামাঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ  
অমুপ্রবিষ্টা বা স্মিরির্কিকল্পা স্বয়ম্ভূতা ॥ সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী । স  
শিবা পরমা দেবী শিবা তিন্না শিবকরীতি । শিবাভিন্না ব্রহ্মাভিন্নেত্যর্থঃ । অগদব্রহ্মরূপিণ্য  
শক্ত্যা যদবচ্ছিন্নং চৈতন্তং সা মূলপ্রকৃতিঃ পরা শক্তিরিতি চোচ্যতে ইতি তদ্বীকায়  
মাধবঃ ॥ ১৪ ॥

সংসারব্রহ্ম মূলং মূলভূতেত্যর্থঃ । সেবিতা সতী বরদানার্থঃ সর্বদৈবার্জচিত্তা বা ভবতী  
ত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

আরাধ্য ও স্বধসেব্যঃ; কাহার আরাধনা করিলে তিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত ফল  
প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আপনারা সত্বর আমাকে বলুন ॥ ১০—১২ ॥

জমদগ্নি মুনিসমাজে এইরূপ প্রশ্ন করিলে তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি লোমশ কহিতে লাগি  
লেন; জমদগ্নে ! আপনি এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রব  
করুন ॥ ১৩ ॥ শক্তিদেবীই সর্বোৎকৃষ্টাঃ উৎকৃষ্ট পরমারাধ্য দেবতা ; যাহারা কল্যাণ কামনা  
করেন, তাঁহাদিগের শক্তির আরাধনা করাই কর্তব্য । তিনি পর্যাপ্রকৃতি অর্থাৎ মায়োপাধি-  
বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপিণী ; তিনিই সর্বকামপ্রদা, শিবকরী, সর্বভব্যাপিনী ও ব্রহ্মাদি মহা  
দেবগণের জননী । তিনিই আদ্যা প্রকৃতি এবং সংসার-মহীকরের মূলরূপিণী ॥ ১৪—১৫ ॥  
সেই দেবীকে স্মরণ করিলে কিংবা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তিনি জীবের সমস্ত  
সম্বোধন সিদ্ধ করিয়া থাকেন । তাঁহার আরাধনা করিলে বর দানের নিমিত্ত তিনি  
অত্যন্ত দর্পার্জচিত্ত হন ॥ ১৬ ॥ মুনিগণ! এক ব্রাহ্মণ এই দেবীর বীজমন্ত্রের একটি অক্ষর



কোশলেষু বিজঃ কশিদেবদন্তেতি বিখ্যাতঃ ।

অনপত্যচকারেষ্টিং পুত্রায় বিধিপূর্বকম্ ॥ ১৮ ॥

তমসাতীরমাস্তায় কৃতা মণ্ডপমুত্তমম্ ।

বিজানাহুয় বেদজ্ঞান্ সত্রকর্মবিশারদান্ ॥ ১৯ ॥

কৃতা বেদীঃ সিধানেন স্থাপয়িত্বা বিভাবিসূন্ ।

পুত্রেষ্টিঃ বিধিবস্ত্রচকার বিজসত্তমঃ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মাণং কল্পয়ামাস স্ত্রহোত্রং মুনিসত্তমম্ ।

অধ্বর্যুং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ হোতারঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২১ ॥

প্রস্তোতারঞ্চ তথা পৈলঞ্চ \* উদগাতারঞ্চ গোভিলম্ ।

সভ্যানন্তান্ মুনীন কৃতা বিধিবৎ প্রদদৌ বহু ॥ ২২ ॥

উদগাতা সামগঃ শ্রেষ্ঠঃ সপ্তস্বরসমম্বিতম্ ।

রথস্তরমগায়তু স্বরিতেন সমম্বিতম্ ॥ ২৩ ॥

তদাস্ত্য স্বরভঙ্গোহভূৎ কৃতে স্থানসে মুহুর্মুহঃ ।

দেবদত্তশ্চ কৌপাশ্চ গোভিলং প্রত্যাচ হ ॥ ২৪ ॥

যথাপ্রাপ্তং কল্পমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পুত্রায় পুত্রার্থম্ ॥ ১৮ ॥

তমসানারী নদী ততীরম্ ॥ ১৯—২৪ ॥

উচ্চারণমাত্রেই যেভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মঙ্গলময় ইতিহাস আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

কোশল দেশে দেবদত্ত নামে বিখ্যাত কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি অনপত্য থাকায় পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত যথাবিধি পুত্রেষ্টি বাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ সেই বিজসত্তম তমসানদীর তীরদেশে মণ্ডপ ও বেদী নির্মাণ করিয়া যজ্ঞকর্মে বিশারদ বেদজ্ঞ বিজ্ঞেয়গণকে আহ্বান করত হতাশন স্থাপন পূর্বক যথাবিধানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই যজ্ঞে মুনিসত্তম স্ত্রহোত্র ব্রহ্মা, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্যু, বৃহস্পতি হোতা, পৈল প্রস্তোতা, গোভিল উদগাতা এবং অত্যাশ্রিত মুনীগণকে সদস্তরূপে পরিকল্পিত করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই যজ্ঞে উৎকৃষ্ট সামগায়ক উদগাতা গোভিল, সপ্তস্বরসমম্বিত রথস্তর সাম স্বরিতস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তখন মুহুর্মুহঃ শাস হইয়া গোভিলের স্বরভঙ্গ হইল, তদর্শনে দেবদত্ত ক্রুপিত হইয়া গোভিলকে বলিতে

মূৰ্খোহসি মুনিস্থায়াঃ কৰুণমবুধ্যতঃ ।

কাম্যকৰ্ম্মণি সজ্ঞাতে পুৰুষাৰ্থং যত্নতঃ কৌ ॥ ২৬ ॥

গোভিলস্ত তদোবাচ দেবদত্তঃ হৃদকোপিতঃ ।

মূৰ্খস্তে কৰিতা পুত্রঃ শঠঃ শকবিরজ্জিতঃ ॥ ২৬ ॥

সৰ্বপ্রাণিশরীরে তু শ্বাসোচ্ছ্বাসঃ স্তূহগ্রহঃ ।

ন মেহত্রে দূষণং কিঞ্চিৎ স্বরভজেন মহামতে ॥ ২৭ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্ত গোভিলস্ত মহাত্মনঃ ।

শাপাঙ্কীতো দেবদত্তস্তমুবাচাজিহ্বঃখিতঃ ॥ ২৮ ॥

কথং ক্রুদ্ধোহসি বিপ্রেন্দ্র ! বৃথা ময়ি নিরাগমি ।

অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তি স্তূথদাঃ সদা ॥ ২৯ ॥

স্বপ্নেহপরাধে বিপ্রেন্দ্র ! কথং শপ্তস্বয়া হহন্ ।

অপুঞ্জোহহং স্তূতপ্তঃ প্রাক্ তাপযুক্তঃ পুনঃ কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

মূৰ্খপুত্রাদপুত্রত্বং বরং বেদবিদো বিদুঃ ।

তথাপি ব্রাহ্মণো মূৰ্খঃ সৰ্বেষাং নিন্দ্য এব হি ॥ ৩১ ॥

কাম্যোতি । কাম্যকৰ্ম্মভাংশে কাম্যনিক্ৰিয় আদিত্তি ভাবঃ । সজ্ঞাতে প্রাপ্তে ॥ ২৫ ॥

শকবিরজ্জিতো মূকঃ ॥ ২৬ ॥

সৰ্বপ্রাণিশরীরে শ্বাসোচ্ছ্বাসঃ স্তূহগ্রহঃ স্বাধীনো নাস্তি তথাচ মদপরাধাভাবে হৃদ্যাক্যঃ  
বদন্তব পুত্রস্তথৈব আদিত্তি ॥ ২৭—৩০ ॥

আরম্ভ করিলেন ॥২৩—২৪॥ গোভিল ! আপনি মুনীগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও অন্য নিতান্ত অজ্ঞের  
জ্ঞান ব্যৱহার করিতেছেন ; যেহেতু আমার পুত্রনিমিত্তক কাম্যকৰ্ম্মসময়ে আপনি স্বরভজ  
করিলেন, ইহাতে আমার কাম্য নিক্ৰিয় বিয় ঘটবার সম্ভাবনা ॥২৫॥ তখন গোভিল অত্যন্ত  
কুপিত হইয়া দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র, মূৰ্খ শঠ ও শকবিরজ্জিত মূক হইবে ॥ ২৬ ॥  
দেখ, প্রাণিগণের দেহে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস অত্যন্ত হৃদ্য, এই স্বরভজ বিষয়ে আমার  
কিছুই দোষ নাই, তুমি মহাবুদ্ধি হইয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ২৭ ॥ দেবদত্ত  
মহাত্মা গোভিলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে ভীত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহি-  
লেন, বিপ্রবর ! আমি নিরপরাধ, আমার প্রতি আপনি বিনা কারণে ক্রুদ্ধ হইলেন কেন ?  
দেখুন, মুনীগণ ক্রোধহীন এবং সৰ্বদাই স্তূথপ্রদ হইয়া থাকেন ॥ ২৮—২৯ ॥ হে বিপ্রেন্দ্র !  
আমার অপরাধ অণুত অন্ন, তাহাতেও আপনি আমাকে একপ কঠোর অভিশাপ প্রদান  
করিলেন কেন ? আমি পুত্রহীন বলিয়া পূৰ্বাবধিই স্তূতপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি  
আবার আমাকে অধিকতর উত্তাপিত করিলেন ॥ ৩০ ॥ কারণ, বেদবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া

পশুবচ্ছদ্বৈব ন যোগ্যঃ সর্বকর্মসু ।  
 কিংকরোমীহ মূর্খেণ পুঞ্জেন দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩২ ॥  
 যথা শূদ্রস্তথা মূর্খো ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।  
 ন পূজাহৌ ন দানাহৌ নিন্দ্যশ্চ সর্বকর্মসু ॥ ৩৩ ॥  
 দেশে বৈ বসমানশ্চ ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ ।  
 করদঃ শূদ্রবচ্ছৈব মন্তব্যঃ স চ ভূভুজা ॥ ৩৪ ॥  
 নাসনে পিতৃকার্যেষু দেবকার্যেষু স দ্বিজঃ ।  
 মূর্খঃ সমুপবেশ্যশ্চ কার্যাস্ত্র ফলমিচ্ছতা ॥ ৩৫ ॥  
 রাজ্ঞা শূদ্রসমো জ্ঞেয়ো ন যোজ্যঃ সর্বকর্মসু ।  
 কর্মকস্ত দ্বিজঃ কার্যো ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 বিনা বিপ্রেন কর্তব্যং শ্রাদ্ধং কুশরটেন বৈ ।  
 ন তু বিপ্রেন মূর্খেণ শ্রাদ্ধং কার্যং কদাচন ॥ ৩৭ ॥  
 আহারাদধিকং চান্নং ন দাতব্যমপণ্ডিতে ।  
 দাতা নরকমাप्নোতি গৃহীতা তু বিশেষতঃ\* ॥ ৩৮ ॥

তদ্বক্তং বরং পুত্রাদপুত্রত্বং মূর্খশ্চেত্তবিতা স্মৃত ইতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

দেশে বসমানো বাসং কুর্য্যগঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥

থাকেন যে, মূর্খপুত্র অপেক্ষা পুত্র না হওয়াই উত্তম, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্খ হইলে  
 সে সকলেরই নিন্দনীয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ মূর্খপুত্র পুত্র ও শূদ্রের জায় সকল কর্মেরই  
 অযোগ্য ; হে দ্বিজোত্তম ! আমি ইহ লোকে মূর্খপুত্র লইয়া কি করিব ? ॥ ৩২ ॥ মূর্খ ব্রাহ্মণ  
 শূদ্রের জায়, স্তত্রাং পূজার ও দানের পাত্র হইতে পারে না ; সে সকল কর্মেরই অযোগ্য  
 হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ বেদবর্জিত ব্রাহ্মণ দেশমধ্যে বাস করিলে রাজা তাহাকে শূদ্রের জায়  
 বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ যিনি কর্মকল  
 লাভের অভিলাষ করেন, তিনি পিতৃকার্যের ও দেবকার্যের আসনে কদাচই মূর্খ ব্রাহ্মণকে  
 উপবেশন করাইবেন না ॥ ৩৫ ॥ রাজা মূর্খ ব্রাহ্মণকে শূদ্র সমান জ্ঞান করিয়া তাহাকে কোনও  
 কর্মকর্মে নিয়োজিত না করিয়া কৃষিকার্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩৬ ॥ বিপ্র-গ্রহণ না করিয়া  
 কুশবট নির্মাণ দ্বারা বরং শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নির্বাহ করিবে তথাপি শ্রাদ্ধে কদাচই মূর্খ ব্রাহ্মণ  
 গ্রহণ করিবে না ॥ ৩৭ ॥ অপণ্ডিত ব্যক্তিকে পরিমিত আহারের উপযুক্ত অন্ন প্রদান  
 করিবে কদাচই অধিক অন্ন প্রদান করিবে না, তাহা করিলে দাতা বিশেষতঃ গৃহীতা

\* মূর্খস্ত চ বিপ্রস্ত বস্ত্রান্নমুদরে গতম্ । পচ্যন্তে নরকে যোরে সর্কে বৈ তস্ত পূর্য্যজাঃ ॥

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥



ধিগ্রাজ্যং তস্য রাজ্যো বৈ যত্র দেশেহবুধা জনাঃ ।

পূজ্যন্তে ব্রাহ্মণা মূর্খা দানমানাদিকৈরপি ॥ ৩৯ ॥

আসনে পূজনে দানে যত্র ভেদো ন চাস্মপি ।

মূর্খপণ্ডিতয়োর্ভেদো জ্ঞাতব্যো বিবুধেন বৈ ॥ ৪০ ॥

মূর্খা যত্র স্থগর্বিষ্ঠা দানমানপরিগ্রহৈঃ ।

তস্মিন্ দেশে ন বস্তুব্যং পণ্ডিতেন কথঞ্চন ॥ ৪১ ॥

অসতামুপকারায় দুর্জ্ঞানানাং বিভূতয়ঃ ।

পিচুমর্দঃ ফলাঢ্যোহপি কাকৈরেবোপভূজ্যতে ॥ ৪২ ॥

ভুক্ত্বামং বেদবিদ্বিপ্রো বেদাভ্যাসং কৰোতি বৈ ।

ক্রীড়ন্তি পূর্বজান্তস্য স্বর্গে প্রমুদিতাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

গোঁতিলাতঃ কিমুক্তং বৈ ত্বয়া বেদবিদ্বত্তম ! ।

সংসারে মূর্খপুঞ্জস্য মরণাদতিগর্হিতম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃপাং কুরু মহাত্মগ ! শাপস্তানুগ্রহং প্রতি ।

দীনোদ্ধারণশক্তোহসি পতামি ভব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

দেশে অবুধা-ইতি ছেদঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অসতামিতি । যথা পিচুমর্দো নিম্নঃ ফলাঢ্যোহপি কাকৈরেবোপভূজ্যতে । স যথাসত  
কাকানামুপকারায় তথৈত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নরকাগামী হয় ॥ ৩৮ ॥ যে রাজার রাজ্যে অপণ্ডিত মূর্খ ব্রাহ্মণগণ বাস করে এবং তাহা  
দানমানাদি দ্বারা সম্মানিত হয় তাহার সেই রাজ্যে শিক্ ! ॥ ৩৯ ॥ যেখানে আসন, পূজ  
ও দানাদিতে বিন্দুমাত্রও ভেদ লক্ষিত হইবে না, সেখানে বৃদ্ধগণ বুদ্ধি দ্বারা মূর্খ  
পণ্ডিতের প্রভেদ বুঝিয়া লইবেন ॥ ৪০ ॥ যেখানে দান ও মান পরিগ্রহ করিয়া মূর্খ  
অত্যন্ত গর্ভিত হয়, সেই স্থানে পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচই বাস করিবেন না ॥ ৪১ ॥ দুর্জনদিগে  
সম্পত্তি অসম্মজনের উপকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে ; কারণ, নিম্নবৃক্ষসকল ফলাঢ্য হইলে  
কেবল কাকেরই উপভোগের নিমিত্তই হয় ॥ ৪২ ॥ আর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অন্ন ভোগ  
করিয়াও বেদাভ্যাস করিলে তাহার পূর্বপুরুষগণ প্রমুদিত হইয়া স্বর্গধামে ক্রীড়া করি  
থাকেন ॥ ৪৩ ॥ অতএব, হে গোভিল ! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য হইয়াও এ কি করি  
লেন ? দেখুন, সংসারে মূর্খপুঞ্জপ্রাপ্তি অপেক্ষা মরণও বরং ভাল ; অতএব, কি জন্ত আপ  
নহামুনি এবং মহাজ্ঞানী হইয়াও আমাকে মূর্খপুঞ্জপ্রাপ্তির অভিসম্পাত প্রদান করি  
লেন ? ॥ ৪৪ ॥ হে মহাত্মগ ! আপনি দীনজনের উদ্ধরণে সমর্থ, আমি আপনার চরণতলে  
নিপতিত হইতেছি, কৃপা করিয়া আমার অভিশাপ বিষয়ে অনুগ্রহ করুন ॥ ৪৫ ॥

## লোমশ উবাচ ।

ইত্যাশ্রী দেবদত্তস্ত পত্নিতস্তস্ত পাদয়োঃ ।

স্তবন্ দীনহৃদত্যাং কৃপণঃ সাক্ষলোচনঃ ॥ ৪৬ ॥

গোভিলস্ত দয়োৎপন্ন দৃষ্টা তং দীনচেতসম্ ।

কৃণকোপা মহাস্তো বৈ পাপিষ্ঠাঃ কল্পকোপনাঃ ॥ ৪৭ ॥

জলং স্বভাবতঃ শীতং পাবকাতপযোগতঃ ।

উষ্ণং ভবতি তচ্ছীত্বং তদ্বিনা শিশিরং ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

দয়াবান্ গোভিলস্তাহ দেবদত্তং স্নতুঃখিতম্ ।

মুখো ভূত্বা স্নতস্তে বৈ বিদ্বানপি ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ইতিদত্তবরঃ সোহথ মুদিতোহভূদ্বিজর্ষভঃ ।

ইষ্টিং সমাপ্য বিপ্রান্ বৈ বিসমর্জ্য যথাবিধি ॥ ৫০ ॥

কালেন ক্রিয়তা তস্ত ভার্য্যা রূপবতী সতী ।

গর্ভং দধার কালে সা রোহিণী রোহিণীসমা ॥ ৫১ ॥

গর্ভাধানাদিকং কৰ্ম চকার বিধিবদ্বিজঃ ।

পুংসবনবিধানঞ্চ শৃঙ্গারকরণং তথা ॥ ৫২ ॥

• সীমস্তোময়নং চৈব কৃতং বেদবিধানতঃ ।

দদৌ দাদানি মুদিতো মত্রেষ্টিং সফলাং তথা ॥ ৫৩ ॥

কল্পকোপনাঃ বহুকালপর্য্যন্তং কোপবন্তঃ ॥ ৪৭—৫৩ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ ! দেবদত্ত এই বলিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং দীন ও সাক্ষলোচন হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন, তাঁহাকে দীনচিত্ত দর্শন করিয়া গোভিলের দয়ার উদয় হইল, কারণ যাহারা মহান, কৃণকাল পরেই তাঁহাদের কোপ শাস্তি হইয়া যায়, আর পাপিষ্ঠগণের ক্রোধ বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ জল স্বভাবতই শীতল কিন্তু পাবক বা আতপযোগে উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার অভাবে শীতই শীতল হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ তখন দয়াবান্ গোভিল স্নতুঃখিত দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র মুখ হইয়াও তৎপরে বিদ্বান্ হইবে ॥ ৪৯ ॥ সেই দ্বিজ-বর দেবদত্ত এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করিলেন; অনন্তর, সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া বিপ্রগণকে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন ॥ ৫০ ॥ কালবশে তাঁহার রূপবতী পতিব্রতা রোহিণীতুল্য রোহিণীনাম্নী ভার্য্যা গর্ভধারণ করিল ॥ ৫১ ॥ দেবদত্ত গর্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি শুদ্ধিসাধন কৰ্মসমুদয় বিধিপূৰ্বক সম্পাদন করিলেন ॥ ৫২ ॥ তিনি বেদবিধি

শুভেহি-স্বপ্নে পুত্রং রোহিণী রোহিণীযুতে ।  
 দিনে লগ্নে শুভেহিত্যর্থং জাতকর্ম চকার সঃ ॥ ৫৪ ॥  
 পুত্রদর্শনকং কৃৎস্না নামকর্ম চকার চ ।  
 উতথ্য ইতি পুত্রস্ত কৃতং নাম পুরাবিদা ॥ ৫৫ ॥  
 স চাষ্টমে তথা বর্ষে শুভে বৈ শুভবাসরে ।  
 তশ্চোপনয়নং কর্ম চকার বিধিবৎ পিতা ॥ ৫৬ ॥  
 বেদমধ্যাপয়ামাস গুরুস্তং বৈ ব্রতে স্থিতম্ ।  
 নোচ্চচার তথোতথ্যঃ সংস্থিতো যুগ্মবস্তদা ॥ ৫৭ ॥  
 বহুধা পাঠিতঃ পিত্রা ন দধার মতিং শঠঃ ।  
 যুগ্মবস্তিষ্ঠতেহিত্যর্থং তং শুশোচ পিতা তদা ॥ ৫৮ ॥  
 এবং কুর্ষ্বন্ সদাত্যাসং জাতো দ্বাদশবার্ষিকঃ ।  
 ন বেদ বিধিবৎ কর্তুং সক্ষ্যাবন্দনকং বিধিম্ ॥ ৫৯ ॥  
 মূর্খোহভূদिति লোকেষু গতা বার্তাতিবিস্তরম্ ।  
 ব্রাহ্মণেষু চ সর্বেষু তাপসেনিতরৈষু চ ॥ ৬০ ॥

(রোহিণীযুতে রোহিণীনক্ষত্রসংযুক্তে শুভেদিনে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

স চাষ্টমে ইতি । গর্তাষ্টমেহকে কুর্ষ্বাত ব্রাহ্মণশ্চোপনয়নমিতি বচনাৎ গর্তাদষ্টমে বর্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৬০ ॥)

অনুসারে সীমন্তোন্নয়ন সমাপন পূর্বক তাঁহার পুত্রোষ্ট্রি যাগ সফল হইল বিবেচনা করিয়া দৃষ্ট-  
 চিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্তু দান করিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর রোহিণী, রোহিণীযুক্ত জলগ্নে  
 ও শুভদিনে পুত্র প্রসব করিলে দেবদত্ত নবজাত পুত্রের জাতক্রিয়াদি সম্পাদন পূর্বক পুত্র  
 দর্শন করিলেন । পরে, সেই পুরাবিদ দেবদত্ত পুত্রের উতথ্য এই নাম রক্ষা করি-  
 লেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ অনন্তর, পুত্র অষ্টমবর্ষে উপনীত হইলে দেবদত্ত তাহার উপনয়ন ক্রিয়া  
 যথাবিধি সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তৎপরে শুক উতথ্যকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতী বলিয়া করিয়া  
 তাহাকে বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলে সে কোনও বাক্য উচ্চারণ না করিয়া কেবল  
 মূঢ়ের স্থায় বসিয়া থাকিত । তাহার পিতা তাহাকে বহুপ্রকারে পড়াইলেও সেই শঠ  
 মুনিবালক কিছুতেই মনোযোগ করিল না কেবল মূঢ়ের স্থায় বসিয়াই রহিল, তদর্শনে  
 তাঁহার পিতা অত্যন্ত হুঃখিত ও অসুখ হইলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥ এইরূপ অভ্যাস করিতে  
 করিতে দ্বাদশ বর্ষ অগীত হইল তথাপি সে বিধি পূর্বক সক্ষ্যাবন্দনাদি শিক্ষা করিতে  
 সমর্থ হইল না ॥ ৫৯ ॥ দেবদত্তের পুত্র উতথ্য অতিশয় মূর্খ হইল এই জনরব, সমস্ত ব্রাহ্মণ  
 তাপস এবং অন্যান্য ইতর জনপণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল ॥ ৬০ ॥ উতথ্য



জহাস লোকন্তঃ বিধাং যত্র কৃত্তং গন্তং বনে ।  
 পিতা মাতা নিনিদাং মূৰ্খং তমতিভৎসয়ন্ ॥ ৬১ ॥  
 নিনিদিতোহথ জনৈঃ কামং পিতৃত্যামথ বান্ধবৈঃ ।  
 বৈরাগ্যমগমদ্বিপ্রো জগাম বনমপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥  
 অন্ধো বরস্তথা পশুর্ম মূৰ্খস্ত বরঃ স্থতঃ ।  
 ইতু্যক্তোহসৌ পিতৃত্যাং বৈ বিবেশ কাননং প্রতি ॥ ৬৩ ॥  
 গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কৃৎছোটজম্নুভময় ।  
 বন্যাং বৃত্তিকং সঙ্কল্যাং স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ॥ ৬৪ ॥  
 নিয়মঞ্চ পরং কৃৎছা নামত্যং প্রব্রুবীম্যহম্ ।  
 স্থিতস্তত্রোশ্রমে রম্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রতো হি সঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 সত্যব্রতকথাধোপেন বাগ্বীজমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

উটজং কুটিম্ । বন্যাং বৃত্তিকং কলমূলশনরূপাম্ ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বনস্থলীর যে কোন স্থলে গমন করিলে লোক সকল তাহাকে দেখিয়া উপহাস করিত এবং  
 তাহার পিতা ও মাতা, সেই মূৰ্খ পুত্রকে ভৎসনা করিয়া সততই নিন্দা করিত ॥ ৬১ ॥  
 এইরূপে সকল লোক জনক জননী এবং বান্ধবগণ কর্তৃক নিন্দিত হইলে উতথ্যের চিন্তে  
 বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল ॥ ৬২ ॥ একদিন তাহার পিতা মাতা, বরং অন্ধ এবং পশু পুত্র ভাল  
 তথাপি মূৰ্খ পুত্র কোন কার্য্যেরই নহে, তাহা হইতে দুঃখলাভ ব্যতীত কোনও প্রকার সুখ-  
 লাভের সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ ভৎসনা করিলে উতথ্য বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্বক নিবিড়  
 অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর, গঙ্গাতীরে বিঘ্নবিহীন সুশোভন স্থানে এক  
 উত্তম কুটীর নির্মাণ করিয়া, বনজাত কলমূল দ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক সমাহিত  
 চিন্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল । উতথ্য উত্তমরূপ নিয়ম অবলম্বন পূর্বক “আমি কখনই  
 মিথ্যা কহিব না” এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করত সেই রমণীয় আশ্রমে  
 অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬৪—৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসাহস্রাংলোকাজ্ঞক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
 বতের তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতকথা উপলক্ষে বাগ্বীজের মাহাত্ম্য-  
 কথন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

## একাদশোধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ ।

ন বেদাধ্যয়নং কিঞ্চিজ্জানাতি ন জপং তথা ।  
ধ্যানং ন দেবতানাঞ্চ ন চৈবারাধনং তথা ॥ ১ ॥  
নাসনং বেদ বিপ্রোহসৌ প্রাণায়ামং তথা পুনঃ ।  
প্রত্যাহারস্ত নো বেদ ভূতশুদ্ধিঞ্চ কারণম্ ॥ ২ ॥  
ন মন্ত্রং কীলকং জাপ্যং গায়ত্রীঞ্চ ন বেদ সঃ ।  
শৌচং স্নানবিধিঃ চৈব তথাচমনকঃ পুনঃ ॥ ৩ ॥  
প্রাণায়ামিহোত্রং নো বেদ বলিদানং ন চাতিথিম্ ।  
ন সঙ্ক্যাং সমিধো হোমং বিবেদ চ তথা মুনিঃ ॥ ৪ ॥  
সোহকরোং প্রাতরুথায় যৎকিঞ্চিদন্তুধাবনম্ ।  
স্নানঞ্চ শূদ্রবস্ত্রে গঙ্গায়াং মন্ত্রবর্জিতম্ ॥ ৫ ॥  
ফলান্ভাদায় বস্ত্রানি মধ্যাহ্নেহপি যদৃচ্ছয়া ।  
ভক্ষ্যাভক্ষ্যপরিজ্ঞানং ন জানাতি শঠস্তথা ॥ ৬ ॥  
সত্যং ব্রুতে স্থিতস্তত্র নানৃতং বদতে পুনঃ ।  
জনৈঃ সত্যতপা নাম কৃতমশ্রু দ্বিজশ্রু বৈ ॥ ৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তিরেব পদ্যোঃ সত্যব্রতস্ত হ ।

বাগ্বীজোচ্চারণাং সিদ্ধির্জাতেতি পরিগীৰ্যতে ॥

যনং গতস্তোতথ্যস্ত বৃত্তমাহ লোমশঃ ন বেদেতি ॥ ১ ॥

কারণং সর্বেশ্বরঞ্চ ন বেদ ॥ ২—৪ ॥

তর্হি তত্র কিমকরোত্তত্রাহ সোহকরোদিতি ॥ ৫—৬ ॥

সত্যমেব তপো যন্ত স সত্যতপা অয়ঞ্চ ঋষিঃ সত্য ইতি সত্যতপারাধীতর ইতি তৈত্তি-  
রীয়াশ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৭ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্তপুত্র উত্থা বেদাধ্যয়ন, জপ, ধ্যান, দেবতাদিগের  
আরাধনা, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্র, কীলক, গায়ত্রী, শৌচ, স্নানবিধি,  
আচমন, প্রাণায়ামিহোত্র, বলিদান, আতিথ্য, সঙ্ক্যা, সমিধাহরণ ও হোম এই সকল বিষয়ের  
কিছুই জানিত না, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া যথাকথকরূপে দন্তধাবন এবং গঙ্গাজলে  
শূদ্রের জায় মন্ত্রবর্জিত স্নান করিত ॥ ১—৫ ॥ সেই শঠের ভক্ষ্যাভক্ষ্য জ্ঞান ছিল না, মধ্যাহ্ন-  
কাল উপস্থিত হইলে যদৃচ্ছাক্রমে বস্ত্রফল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিত ॥ ৬ ॥ কিন্তু সেই

নাহিতং কস্চিৎ কুর্যাম তথাপি হিতং কচিৎ ।  
 স্তুখং স্বপ্নিতি তত্রৈব নির্ভয়শ্চিন্তয়মিতি ॥ ৮ ॥  
 কদা মে মরণং ভাবি দুঃখং জীবামি কাননে ।  
 জীবিতং ধিক্ চ মূৰ্খস্ত তরসা মরণং ভ্রুবম্ ॥ ৯ ॥  
 দৈবেনাহং কৃতো মূৰ্খো নাশ্চোহত্র কারণং মম ।  
 প্রাপ্য চৈবোত্তমং জন্ম যথা জাতং মমাধুনা ॥ ১০ ॥  
 যথা বক্ষ্যা স্তরূপা চ যথা বা নিষ্ফলো ভ্রমঃ ।  
 অদুঃখদোহা ধেনুশ্চ তথাহং নিষ্ফলঃ কৃতঃ ॥ ১১ ॥  
 কিং নু নিন্দাম্যহং দৈবং নুনং কস্মৈ মমেদৃশম্ ।  
 ন দত্তং পুস্তকং কৃত্বা ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥ ১২ ॥  
 ন বৈ বিদ্যা ময়া দত্তা পূৰ্ব্বজন্মানি নিশ্চলা ।  
 তেনাহং কস্মযোগেন শঠোহস্মি চ দ্বিজাধমঃ ॥ ১৩ ॥  
 ন চ তীৰ্থে তপস্তপ্তং সেবিতা ন চান্ধবঃ ।  
 ন দ্বিজাঃ পূজিতা দ্রব্যৈস্তেন জাতোহস্মি দুৰ্দ্ধৰীঃ\* ॥ ১৪ ॥

নাহিতং কস্চিৎ কুর্যাদিতি । জানাতীতি শেষঃ । চিন্তয়মিতি ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকা-  
 রেণ ॥ ৮—১০ ॥

অদুঃখদোহেতি । ন বিদ্যাতে দুঃখং পয়ো দোহে দোহনে যন্তাঃ সা ॥ ১১ ॥

স্থানে অবস্থিতি করিয়া সদা সত্য কথা বলিত কদাচই মিথ্যা কহিত না, সেই হেতু তত্রস্থিত  
 জনপ্ৰসাদে তাহার “সত্যতপা” এই নাম রাখিয়াছিল ॥ ৭ ॥ সেই উত্থা কাহারও অহিত  
 বা হিত করিত না, সেই স্থানেই স্তুখে নিদ্রা বাইত ; কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিত যে,  
 কখন আমার মরণ হইবে, বন মধ্যে এইরূপ দুঃখে থাকিয়া আর কতদিন বাঁচিতে হইবে,  
 মূৰ্খের জীবনে ধিক্, মূৰ্খের সম্বর মরণই উত্তম কর ॥ ৮—৯ ॥ দৈবই আমাকে মূৰ্খ করিয়া-  
 ছেন, এ বিষয়ে অত্র কোনও কারণ দেখিতে পাই না ; হায় ! আমি অত্যন্তম মানব  
 জন্ম লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু দৈববশে তাহা বিফল হইল ॥ ১০ ॥ হায় ! রূপবতী বক্ষ্যা,  
 দুৰ্দ্ধরীনা ধেনু এবং ফলহীন পাদপ যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ দৈব আমার জীবনকেও  
 বিফল করিল ॥ ১১ ॥ অহো ! আমি দৈবনিন্দাই বা কেন করিতেছি ইহা আমারই কস্ম-  
 ফল, আমি পূৰ্বে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণকে দান করি নাই বলিয়াই আমার  
 এইরূপ মূৰ্খতা ঘটিয়াছে ॥ ১২ ॥ আমি পূৰ্ব্বজন্মে প্রিয়শিষ্যগণকে বিমল বিদ্যা দান করি

\* দ্বিজাভ্যন্ত তেনাহং জাতোহস্মি জন্মনি কিল ।

ইতি বা পাঠঃ ।



বর্তন্তে মুনিপুত্রাশ্চ বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ ।

অহং হুমুঢ়ঃ সঞ্জাতো দৈবযোগেন কেনচিৎ ॥ ১৫ ॥

ন জানামি উপস্তুপ্তং কিং করোমি স্মাধনম্ ।

মিথ্যায়ং মেহত্র সঙ্কল্পো ন মে ভাগ্যং শুভং কিল ॥ ১৬ ॥

দৈবমেব পরং মন্ত্রে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্ ।

বৃথা শ্রমকৃতং কার্য্যং দৈবাদ্ভবতি সর্ব্বথা ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রাদ্যাঃ কিল দেবতাঃ ।

কালস্ত বশগাঃ সর্ব্বৈ কালো হি দুর্জতিক্রমঃ ॥ ১৮ ॥

এবংবিধান্ বিতর্কাংস্তু কুর্বাণোহহর্নিশং দ্বিজঃ ।

স্থিতস্তত্রাশ্রমে তীরে জাহ্নব্যাঃ পাবনে স্থলে ॥ ১৯ ॥

বিরক্তঃ স তু সঞ্জাতঃ স্থিতস্তত্রাশ্রমে দ্বিজঃ ।

কালান্তিবাহনং শাস্ত্রশ্চকার বিজনে বনে ॥ ২০ ॥

কিংব্রিতি । দৈবং বিধিঃ কিমু কিমর্থং নিন্দামি যতো মম কঠোরবেদশঃ ভবতি বিধেঃ  
কন্দীভূতরূপমেব ফলদাতৃত্বাৎ ॥ ১২—১৫ ॥

ইদং ন ময়া কৃতমিতি সঙ্কল্পঃ পশ্চাত্তাপোহপি মিথ্যেব যতো ভাগ্যং মে শুভং নাস্তি  
ততঃ পশ্চাত্তাপেহপি ন সংকর্ম্ম ভবিতুমর্হতীতি ॥ ১৬ ॥

বুধেতি । শ্রমেণ পৌরুষেণ কৃতং কার্য্যং দৈবাৎ সর্ব্বথা বৃথা ভবতি ॥ ১৭—২১ ॥

নাই সেই কারণেই শঠ ও দ্বিজাধম মূর্খ হইয়াছি ॥ ১৩ ॥ আমি, তীর্থস্থানে তপস্তা করি  
নাই, সাধুজনের সেবা করি নাই, দ্রব্যজাত দ্বারা দ্বিজগণের পূজা করি নাই সেই সমস্ত  
কারণেই আমি দুঃখবুদ্ধি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৪ ॥ বহুতর মুনিপুত্র বেদ ও শাস্ত্রার্থের  
পারগামী হইয়াছেন, কিন্তু আমি কোন দৈবযোগবশত এইরূপ মুঢ় হইয়া কালযাপন  
করিতেছি ॥ ১৫ ॥ আমি ত তপস্তা করিতে জানি না, তবে আর কি প্রকারে তপস্তা সাধন  
করিব, আমার তপশ্চরণবিষয়ের সঙ্কল্প করাই বৃথা; আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ,  
অতএব আমার সংসঙ্কল্প কোনমতেই সম্পন্ন হইয়া উঠিবে না ॥ ১৬ ॥ আমি দৈবকেই  
সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ মনে করি, নিরর্থক পৌরুষকে ধিক্; যেহেতু উদ্যোগ ও পরিশ্রমাদি  
দ্বারা কৃত কার্য্য সকল দৈবদ্বারা সর্ব্বতোভাবেই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥ কাল অত্যন্ত  
দুর্জতিক্রমণীয়; কারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র ও শক্রাদি দেবতাগণ সকলেই কালের অধীন ॥ ১৮ ॥

ঋষিগণ! সেই বিদ্বৎপুত্র উত্থা এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া জাহ্নবীর স্পর্শবিহীন তীরস্থিত  
সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ পরে, সেই আশ্রমস্থলে বাস করিতে করিতে  
ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং শাস্ত্রতাব অবলম্বন পূর্ব্বক অতিকষ্টে

এবং স্থিতস্ত তু বনে বিমলোদকে বৈ  
 বর্ষানি তত্র নব পঞ্চ গতানি কামম্ ।  
 নারাধনং ন চ জপং ন বিবেদ মন্ত্রং  
 কালাতিবাহনমসৌ কৃতবান্ বনে বৈ ॥ ২১ ॥  
 জানাতি তস্ত বিততং ব্রতমেব লোকঃ  
 সত্যং বদত্যপি মুনিঃ কিল নাম জাতম্ ।  
 জাতং যশশ্চ সকলেষু জনেষু কামং  
 সত্যব্রতোহয়মনিশং ন মৃষাভিভাষী ॥ ২২ ॥  
 তত্রৈকদা তু মৃগয়াং রমমাণ এব  
 প্রাপ্তো নিষাদনিশঠো ধৃতচাপবাণঃ ॥  
 ক্রীড়ন্ বনেহতিবিপুলে যমতুল্যদেহঃ  
 কুরাকৃতির্হননকর্ম্মণি চাতিদক্ষঃ ॥ ২৩ ॥  
 তেনাতিক্রুচে ন শরেণ বিদ্ধঃ  
 কোলঃ কিরাতেন ধমুর্দ্ধরেণ ।  
 পলায়মানো ভয়বিহ্বলশ্চ  
 মুনেঃ সমীপং বিদ্রুতো জগাম ॥ ২৪ ॥

সত্যং বদতীতি ব্রতমিত্যর্থঃ । অতএব সত্যতপা ইতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥  
 কোলো বরাহঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

সেই বিজনবনে কাল যাপন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এইরূপে বিমলজল-সমন্বিত অরণ্য মধ্যে  
 বাস করিতে করিতে তাহার চতুর্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল । তথাপি তাহার আরাধনা,  
 জপ ও মন্ত্রাদি কিছুই জ্ঞান হইল না, কেবলমাত্র সেই বনে বাস করিয়া কালযাপন করিতে  
 লাগিল ॥ ২১ ॥ জনগণ, তাঁহার একমাত্র ব্রত অবগত ছিল যে, এই মুনি সততই সত্য  
 কথা কহিয়া থাকেন, এই জন্যই ইহার সত্যব্রত নাম হইয়াছে এবং তাঁহার এই এক  
 যশঃ সকল লোক মধ্যে প্রথিত হইল যে, ইনি “সত্যব্রত” ইনি কখনই মিথ্যা কথা  
 কহেন না ॥ ২২ ॥

একদিন দ্বিতীয় বনের স্তার কুরাকৃতি এবং মৃগয়ায় অতিশয় নিপুণ নিশঠ নামে নিষাদ  
 ধনুঃশর ধারণ পূর্বক মৃগয়ায় উৎসুক হইয়া মৃগয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সেই সুবিস্তীর্ণ  
 অরণ্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর, সেই ধনুর্ধারী কিরাত আকর্ণ আকর্ষণ  
 পূর্বক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা এক বরাহকে বিদ্ধ করিলে সে ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়ন পূর্বক

বিকম্পমানো কুধিরার্জদেহো  
 যদা জগামাশ্চমমগুলং বৈ ।  
 কোলস্তদাতীব দয়ার্জভাবঃ  
 প্রাপ্তো মুনিস্তত্র সমীক্ষ্য দীনম্ ॥ ২৫ ॥  
 অগ্রে ব্রজস্তং কুধিরার্জদেহঃ  
 দৃষ্টো মুনিঃ শূকরমাশু বিক্রম ।  
 দয়াভিবেশাদতিকম্পমানঃ  
 সারস্বতং বীজমথোচ্চচার ॥ ২৬ ॥  
 অজ্ঞাতপূৰ্ব্বঞ্চ তথাত্ততঞ্চ  
 দৈবান্মুখে বৈ সমুপাগতঞ্চ ।  
 ন জ্ঞাতবান্ বীজমসৌ বিমূঢ়ো  
 মমজ্জ শোকে স মুনির্মহাত্মা ॥ ২৭ ॥  
 কোলঃ প্রবিষ্টাশ্চমমগুলং তদ্  
 স্থিতো নিকুঞ্জে প্রবিলীয় গুঢ়ম্ ।  
 অপ্রাপ্তমার্গো দৃঢ়নিৰ্ব্বিঘ্নচেতাঃ  
 প্রবেপমানঃ শরপীড়িতত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

সারস্বতং বীজমিতি । ঐঐ ইতি শব্দং চকারেত্যর্থঃ । স্বভাব এবায়ং মনুষ্যাণাং হুঃখা-  
 তুরং দৃষ্টা ঐঐ ইতি শব্দ উচ্চারণীয় ইতি ॥ ২৬ ॥

ন জ্ঞাতবানিতি । যদা যদুচ্চারিতং তদ্বীজমস্তীতি ন জ্ঞাতবান্ অথ চ তং শূকরং দৃষ্টা  
 শোকে মমজ্জ চ ॥ ২৭ ॥

নিকুঞ্জে নিবিড়বৃক্ষদেশে প্রবিলীয়াদৃষ্টো ভূত্বা ॥ ২৮ ॥

অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়া সেই সত্যব্রত মুনির সম্মিথানে উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥ শূকর  
 আশ্রমে আসিয়া ভয়ে ধরধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহ কুধিরধারায় আর্জ  
 হইয়া গেল ; মুনি সেই দীন ভাবাপন্ন বরাহকে দর্শন করিয়া দয়ার্জচিত্ত হইলেন ॥ ২৫ ॥  
 শরবিদ্ধ শূকর কুধির ধারায় আর্জ হইয়া সম্মুখে গমন করিতেছে ইহা দর্শন করিয়াই সত্য-  
 ব্রতের মানসে দয়ার আবেশ হইল, তাহাতে তিনি কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং হুঃখা-  
 তুর জীবদর্শনে মাহুঁষতা সুলভ স্বভাবের বশবর্তী হইয়া ঐ ঐ এইরূপ বিন্দুহীন সরস্বতীর  
 বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই মূৰ্খ ব্রাহ্মণপুত্র ঐক্যারাক্ষস বে সারস্বত বীজ তাহা  
 পূর্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই এবং অস্ত্র কোনও রূপে জামিতে পারেন নাই ; দৈবাৎ  
 তাহা মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল সেই অস্ত্র তিনিও মনিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু সেই মহাত্মা



ততঃ কণাদাকরণান্তকৃষ্ণঃ

চাপং দধানোহতিকরালদেহঃ ।

প্রাপ্তস্তদন্তে স চ মৃগ্যমাণো

নিষাদরাজঃ কিল কাল এব ॥ ২৯ ॥

দৃষ্টা মুনিং তত্র কুশাসনে স্থিতং

নান্না তু সত্যব্রতমদ্বিতীয়ম্ ।

ব্যাধঃ প্রণম্য প্রমুখে স্থিতোহসৌ

পপ্রচ্ছ কোলঃ কু গতো দ্বিজেশ ! ॥ ৩০ ॥

জানামি তেহং সূত্রতং প্রসিদ্ধং

তেনাদ্য পৃচ্ছে মম বাণবিক্রম্ ।

ক্ষুধাদিতং মে সকলং কুটুম্বং

বিতৰ্ভু কামঃ কিল আগতোহস্মি ॥ ৩১ ॥

বৃত্তির্মমৈষা বিহিতা বিধাতা

নক্ৰান্তি বিপ্রেন্দ্র ! ঋতং ব্রবীমি ।

ভৰ্তব্যমেবেহ কুটুম্বমঞ্জসা

কেনাপ্যপায়েন শুভাশুভেন ॥ ৩২ ॥

তত ইতি । শূকরে আশ্রমং প্রবিশ্বানন্তরং নিবিড়বনে গতে সতি ততোহনন্তরমেবা-  
করণান্তং কৃষ্ণং করণং শ্রোত্রেজিয়ং তৎপর্য্যন্তং কৃষ্ণং চাপং দধান ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

কিল আগতোহস্মীত্যত্র সন্ধ্যাতাব অর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

মুনি শূকরকে অত্যন্ত আতুর দেখিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর শরপীড়িত,  
অত্যন্ত থিঃচিঃ শূকর কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রমমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল এবং আর পথ না  
পাইয়া নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে লীন হইয়া গৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥  
কণকাল পরেই, ভীষণমূর্ত্তি দ্বিতীয় যমের ভায় সেই নিষাদরাজ, আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন ধারণ  
পূর্ব্বক সেই শূকরের অন্বেষণ করিতে করিতে সত্যব্রতের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত  
হইল ॥ ২৯ ॥ সেইখানে সত্যব্রত মুনিকে মোনাবলম্বী এবং কুশাসনে একাকী উপবিষ্ট  
দেখিয়া ব্যাধ প্রণামান্তে তাঁহার সমুখে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজবর! বাণবিক্র  
শূকর কোন্ দিকে গমন করিল? ব্রহ্মন! আমি আপনার সূত্রবিধি সত্যব্রতের বিবরণ  
অবগত আছি, এই জন্যই আপনাকে বাণবিক্র শূকরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । আমার  
পরিবারবর্গ সকলেই ক্ষুধার কাতর, তাহাদিগের পোষণ কামনার মৃগয়ার আগমন করি-  
বাহি, পণধারণ করাই আমার বিধি নির্দিষ্ট বৃত্তি, আমার ইহাতির অন্ত কোনও জীবনো-

সত্যং ব্রবীষ্যদ্য সত্যব্রতোহসি  
 ক্ষুধাতুরো বর্ততে পোষ্যবর্গঃ ।  
 কাসৌ গতঃ শূকরো বাণবিদ্ধঃ  
 পৃচ্ছাম্যহং বাড়ব ! ব্রুহি তূর্ণম্ ॥ ৩৩ ॥  
 তেনেতি পৃষ্ঠঃ স মুনির্মহাত্মা  
 বিতর্কমগ্নঃ প্রবভূব কামম্ ।  
 সত্যব্রতং মেহদ্য ভবেন্ন ভগ্নং  
 ন দৃষ্ট ইত্যাচ্চারিতেন কিং বৈ ॥ ৩৪ ॥  
 গতৌহত্র কোলঃ শরবিদ্ধদেহঃ  
 কথং ব্রবীষ্যদ্য মুষামুষা বা ।  
 ক্ষুধাদ্বিতোহয়ং পরিপৃচ্ছতীব  
 দৃষ্টৌ হনিষ্যত্যপি শূকরং বৈ ॥ ৩৫ ॥  
 সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসা  
 দয়ান্বিতং চানৃতমেব সত্যম্ ।  
 হিতং নরাণাং ভবতীহ যেন  
 তদেব সত্যং ন তথানুত্থৈব ॥ ৩৬ ॥

সত্যমিতি । ভবান্ সত্যং ব্রবীতু ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কমগ্নঃ সন্দেহমগ্নঃ । সন্দেহমেবাহ সত্যমিতি । ন দৃষ্ট ইত্যাচ্চারিতে মম সত্যব্রতং ভগ্নং ন ভবেৎ কিং অপিতু ভবেদেব ॥ ৩৪ ॥

অতো গতঃ কোলঃ শরবিদ্ধদেহ ইত্যমুখা সত্যং বক্তব্যমিতি চেত্তজ্রাহ কথং ব্রবীষ্যতি । হিংসাদোষভয়াদপি সত্যং কথং ব্রবীষ্যতি । তত উভয়তো দোষান্মুখা বামুখা কথং ব্রবীষ্যতি । কথং ব্রবীষ্যতি বাক্যস্ত দেহলীলীপকত্বায়েনাশ্রয়ঃ । সত্যো উক্তেহয়ং হনিষ্যত্যেবেত্যাহ । ক্ষুধাদ্বিত ইতি ॥ ৩৫ ॥

পায় নাই, ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি, অনিন্দিত হউক বা নিন্দিতই হউক যে কোনও উপায় দ্বারা ক্ষুধাবর্গের পোষণ করা কর্তব্য, তন্নিমিত্তই আমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ৩০—৩২ ॥ হে ব্রহ্ম ! আপনি সত্যব্রত নামে বিখ্যাত, আমার পোষ্যবর্গ উপবাসী, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই বাণবিদ্ধ শূকর কোথায় গেল আপনি সম্বর ক্রতু কুরিয়া এবিষয়ের উত্তর প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥ সেই নিষাদ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা সত্যব্রত মুনি সংশয় সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন ; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি যদি “দেখিনাই” এই বাক্য উচ্চারণ করি তবে আমার সত্যব্রত কি ভগ্ন হইবে না ? অবশ্যই ভগ্ন হইবে ॥ ৩৪ ॥ শরবিদ্ধ শূকর এই স্থান দিয়া গিয়াছে সত্য, তবে কিরূপে মিথ্যা বলিব ?

হিতং কথং শ্রাদ্ধভয়োর্বিরুদ্ধয়ো-

স্তদুত্তরং কিং ন যথা যুধা বচঃ।

বিচারয়ন্ বাড্‌বধর্মসঙ্কটে

ন প্রাপ বক্তুং বচনং যথোচিতম্ ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতং বীক্ষ্য দয়াব্রিতেন

কোলং তদন্তে সমুদাহতং বচঃ।

তেন প্রসম্মা নিজবীজতঃ শিবা

বিদ্যাং ছুরাপাং প্রদদৌ চ তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥

বীজোচ্চারণতো দেব্যা বিদ্যা প্রস্ফুরিতাখিলা।

বাল্মীকেশ্চ যথাপূর্বং তথা স হৃদবৎ কবিঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যং ন সত্যমিতি। যেন সত্যভাষণেন হিংসা ভবতি তৎ সত্যং সত্যং ন ভবতি  
দয়াব্রিতং দয়াব্রুকল্যাণার্থং প্রযুক্তামানমপানৃতং সত্যমেব ভবতি ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যন্তুকল্যাণার্থমনৃতমপি সত্যং তথাচ মমানৃতকথনেহত্র দোষো নাস্তি তথাপ্যন্তরং  
সংরক্ষিতং শ্রাচ্ছেৎ সর্বতো বরমিতি মনসি বিচারয়ন্নাহ হিতং কথং শ্রাদ্ধভয়ো-  
র্বিরুদ্ধয়োঃ প্রসঙ্গে মম হিতং কথং শ্রাদ্ধভয়োর্বিরুদ্ধয়োঃ চ ময়া কিং বক্তব্যং যেন মম বচো যুধা ন  
শ্রাদ্ধভয়োঃ বিচারয়ন্ সন্ হে বাড্‌ব ! হে জমদগ্নে ! ধর্মসঙ্কটে যথোচিতং বচনং বক্তুং ন প্রাপ ন  
সমর্থো বভূব ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতমিতি। হে জমদগ্নে ! অগ্নিন্ সময়ে নিজবীজতো নিজবীজবাগ্‌ভববীজোচ্চারতো  
দেবী প্রসম্মা সতী ছুরাপাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং তস্মৈ সত্যব্রতায় দদৌ। যয়া বিদয়া বাণাহতং  
কোলং বীক্ষ্য তদন্তে বিচারান্তে দয়াব্রিতেন সত্যব্রতেন বচঃ সমুদাহতম্। যুধা বচঃ ঐঐ-  
ইতি সমুদাহতং তেন বচসেত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবাহ বীজোচ্চারণত ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

আবার এই ব্যক্তি ক্ষুধাদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ শূকরকে দেখিতে পাইয়াই  
বিনাশ করিবে তবে সত্যই বা কিরূপে বলিব ? ॥ ৩৫ ॥ যে সত্যভাষণে হিংসা হয় সে সত্য  
সত্যই নহে, কিন্তু দয়াধারা অস্ত্রের কল্যাণের নিমিত্ত প্রযুক্ত মিথ্যা সত্যই হইয়া থাকে।  
ফলত যদ্বারা ইহলোকে প্রাণিগণের হিতসাধন হয় তাহাই সত্য অস্ত্র কিছুই সত্য  
নহে ॥ ৩৬ ॥ জমদগ্নে ! সত্যব্রত এইরূপে ধর্মের সঙ্কটস্থলে পতিত হইয়া এই উত্তর-বিরুদ্ধ  
বিষয়ের মধ্যে কিরূপে হিতসাধন হয় এবং আমারও মিথ্যা না হয় এমন উত্তর কি ? এইরূপ  
বহু বিচার করিয়াও এবিষয়ের যথোচিত বাক্য প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৩৭ ॥ সত্যব্রত, সেই  
শরাহত শূকরকে দেখিয়া দয়া প্রকাশ পুরঃসর যে বীজাকর উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই  
বীজের উচ্চারণহেতু ভগবতী মঙ্গলদায়িনী দেবী প্রসম্মা হইয়া তাহাকে ছুরত বিদ্যা  
প্রদান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ দেবীর বীজ উচ্চারণহেতু তাহার অখিল বিদ্যা প্রস্ফুরিত হইল,



সারস্বতং ততো বীজং জজ্ঞাপ বিধিপূর্বকম্।  
 পণ্ডিতশ্চাতিবিখ্যাতৌ দ্বিজোহসৌ ধরনীতলে ॥ ৪৪ ॥  
 প্রতিপর্বস্ব গায়ন্তি ব্রাহ্মণা যদ্যশঃ সদা।  
 আখ্যানং চাতিবিস্তীর্ণং স্তবস্তি মুনয়ঃ কিল ॥ ৪৫ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা সদনং তস্মৈ সমাগম্য তদাশ্রমে।  
 যেন ত্যক্তঃ পুরা তেন গৃহং নীতোহতিমানতঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তস্মাদ্রাজন্ ! সদা সেব্যা পূজনীয়া চ ভক্তিতঃ।  
 আদিশক্তিঃ পরা দেবী জগতাং কারণং হি সা ॥ ৪৭ ॥  
 তস্মা যজ্ঞং মহারাজ ! কুরু বেদবিধানতঃ।  
 সর্বকামপ্রদং নিত্যং নিশ্চয়ং কথিতং পুরা ॥ ৪৮ ॥  
 স্মৃতা সম্পূজিতা ভক্ত্যা ধাতা চোচ্চারিতা স্তুতা।  
 দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ কামদা তেন কীর্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

অত্রত্যমেব সত্যকৃতমুনেরাখ্যানং লঘুস্তবে শ্রীমদাচার্যৈরপি সংগৃহীতম্। দৃষ্টা সঙ্কম-  
 কারি বহু সহস্রা ঐঐইতি ব্যাহতং যেনাকৃতবশাদপীহ বরদে ! বিন্দুং বিনাপ্যক্ষরম্। তস্মাপি  
 ঋবমেব দেবি ! তরসা জাতে তবাহুগ্রহে বাচঃ স্তুতিসুধারসজবমুচো নির্যাস্তি বক্ত্রাবুজাং ॥  
 যম্মিত্যে ! তব কামরাজমপরং মন্ত্রাকরং নিকলং তৎসারস্বতমিত্যবৈতি বিরলঃ কশ্চজ্ঞন-  
 শ্চেদ্বি। আখ্যানং প্রতিপর্ব সত্যতপসো যৎ কীর্তয়ন্তো দ্বিজাঃ প্রারম্ভে প্রণবাস্পদপ্রণয়তাং  
 নীষোচ্চরন্তি ক্ষুটমিতি ॥ তথা পৃথীধরাচার্যৈরপি। ঋকসাময়োজুষি সন্ধিবশাহুদীর্ঘং বীজং  
 সরস্বতি ! সক্রতব যে জপন্তি। তে সত্যবাক্যমুনিবহ্নিদিতব্রহ্মীকা আধর্ষণাদিকমবাণ্য স্মৃতি-  
 ভবন্তীতি ॥ ৪৫ ॥

• যেন ত্যক্তস্তেন পিত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

• এতাদৃশমহৎফলদাত্রী যৎকিঞ্চিন্মিষেণ স্মৃতা ভগবতী তস্মাদব্রহ্মদেবতা বিহায়েয়মেবারাধ্যো-  
 ত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সত্যব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর তিনি বিধিপূর্বক সারস্বত মন্ত্র জপ করিতে  
 লাগিলেন, এই দ্বিজ তৎপ্রভাবে অবনীতলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ ॥  
 ব্রাহ্মণগণ প্রতি পর্ব সময়ে সততই তাঁহার যশোগান, এবং মুনিগণ সর্বদাই তাঁহার  
 সুবিস্তীর্ণ আখ্যান কীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ তাঁহার যশোঘোষণা শ্রবণ করিয়া বিনি  
 পূর্বে সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পিতা দেবদত্ত তদীয় আশ্রমে আগমন  
 পূর্বক সন্মাস ও আদর করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব হে রাজন্ ! জগতের কারণরূপিনী আদিশক্তি সেই পরমাদেবীর সর্বদা ভক্তি-  
 পূর্বক পূজা ও সেবা করাই কর্তব্য ॥ ৪৭ ॥ মহারাজ ! তুমি বৈদিক বিধানে সর্ব কামপ্রদ ও  
 নিত্য এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, আমি ঐবিষয়ের কথা পূর্বেই

অনুমানমিদং রাজন্ ! কর্তব্যং সর্বথা বুধৈঃ ।  
 দৃষ্টৌ রোগযুতান্ দীনান্ ক্রুধিতান্নির্ধনান্ শঠান্ ॥ ৫০ ॥  
 জনানার্তাংস্তথা মুখান্ পীড়িতান্ বৈরিভিঃ সদা ।  
 দাসানাজ্ঞাকরান্ ক্ষুদ্ভান্ বিকলান্ বিহ্বলানথ ॥ ৫১ ॥  
 অতৃপ্তান্ ভোজনে ভোগে সদার্তানজিতেন্দ্রিয়ান্ ।  
 তৃষাধিকানশক্তাংশ্চ সদাধিপরিপীড়িতান্ ॥ ৫২ ॥  
 তথা বিভবসম্পন্নান্ পুঞ্জপৌঞ্জবিবৰ্দ্ধনান্ ।  
 পুষ্টদেহাংশ্চ সম্ভোগৈঃ সংযুতান্ বেদবাদিনঃ ॥ ৫৩ ॥  
 রাজলক্ষ্ম্যা যুতান্ শূরান্ বশীকৃতজনানথ ।  
 স্বজনৈরবিযুক্তাংশ্চ সর্বলক্ষণলক্ষিতান্ ॥ ৫৪ ॥  
 ব্যতিরেকাশ্চাভ্যাক্ষ বিচেতব্যং বিচক্ষণৈঃ ।  
 এভিন্ন পূজিতা দেবী সর্বার্থফলদা শিবা ॥ ৫৫ ॥  
 সমারাধিতা চ তথা নৃভিরেভিঃ সদাশ্রিকা ।  
 যতোহমী স্থখিনঃ সর্বৈঃ সংসারেহশ্মিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

তেন কারণেন কামদেতি লোকে কীর্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

(অনুমানমিতি । কার্যদর্শনাৎ কারণত্বানুমানং পরন্তো বহুমান্ ধূমাদিত্যাদিবৎ অত্র  
 হুঃখরূপকার্যদর্শনাৎ ভগবত্যা অপূজনরূপকারণং সুখরূপকার্যদর্শনাৎ ভগবত্যাঃ পূজন-  
 রূপকারণমনুমেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৬ ॥)

তোমাকে কহিয়াছি ॥ ৪৮ ॥ মানবগণ, ভক্তিপূরক তাঁহার স্মরণ, পূজন, নাগোচ্চাচরণ, ধ্যান  
 ও স্তব করিলে, তিনি বাঞ্ছিত ফলপ্রদান করেন বলিয়া কামদা শব্দে কীর্তিত হইয়া  
 থাকেন ॥ ৪৯ ॥ রাজন্ ! বিচক্ষণ বুধগণ, রোগযুক্ত ও দীন এবং ক্রুধিত, নির্ধন, শঠ, আর্ন্ত,  
 মুখ বৈরিপীড়িত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুদ্ৰ, বিকল, বিহ্বল, ভোগে ও ভোজনে অতৃপ্ত, সর্বদাই পীড়িত,  
 অজিতেন্দ্রিয়, অধিকতর লোভী, অশক্ত, সর্বদাই মনোবাধার পরিপীড়িত লোকগণকে এবং  
 বিভবসম্পন্ন, পুঞ্জপৌঞ্জ-সম্বিত, সমৃদ্ধিমান, পুষ্টদেহ, ভোগ্যসম্বিত, বেদবাদী বিদ্বান্  
 রাজলক্ষ্মী-সম্বিত, শূর, বহুজন বাহার বশীভূত, সর্বদাই স্বজন সংযুক্ত ও সর্বলক্ষণ-সম্বিত  
 ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া অশ্রব্যতিরেকে বিচার দ্বারা অনুমান করিবেন যে, এই এই  
 ব্যক্তি অশ্রিকা দেবীর আরাধনা করে নাই, এই অত্র ইহারা অজ্ঞানী আর এই এই  
 ব্যক্তি অশ্রিকা দেবীর আরাধনা করিয়াছেন, এই হেতু ইহারা সংসার মধ্যে স্থখী হইয়া  
 রহিয়াছেন ॥ ৫০—৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি রাজন্ । শ্রুতং তত্র যয়া মুনিসমাগমে ।

লোমশস্ত মুখাং কামং দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য রাজেন্দ্র ! কর্তব্যঞ্চ সদাৰ্চনম্ ।

ভক্ত্যা পরময়া দেব্যাঃ প্রীত্যা চ পুরুষৰ্ষভ ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সত্যব্রতবাগ্বীজসিদ্ধিবর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সুখিনো জনান্ দৃষ্ট্বৈতৈর্ভগবত্যাধিতাস্তীত্যনুমানং কর্তব্যম্ । দুঃখিনো দৃষ্টা যত  
এতে দুঃখিনস্তস্মাদেতৈর্ভগবতী নারাধিতেত্যনুমানং কর্তব্যমিতি সমুদার্যার্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! এইরূপে আমি মুনিগণের সমাজমধ্যে মহর্ষি লোমশের মুখ  
হইতে দেবীর উত্তম মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৫৭ ॥ হে রাজেন্দ্র ! এই সকল  
বিবেচনা করিয়া ভক্তি ও প্রীতিসুহকারে পরমাদেবী ভগবতীর সৰ্ব্বদা পূজা করাই  
একান্ত কর্তব্য ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদভাগবত মহা-

পুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে সত্যব্রতের

উপাখ্যান বর্ণনানামক একাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~



## দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—o—

রাজোবাচ ।

বদ যজ্ঞবিধিং সম্যগ্দ্দেব্যাস্তৃশ্চাঃ সমস্ততঃ ।  
শ্রদ্ধা করোম্যহং স্বামিন্ ! যথাশক্তি হতদ্রিতঃ ॥ ১ ॥  
পূজাবিধিঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ হোমদ্রব্যমসংশয়ম্ ।  
ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাংশ্চ দক্ষিণাংশ্চ তথা পুনঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেব্যা যজ্ঞং বিধানতঃ ।  
ত্রিবিধস্তু সদা জ্ঞেয়ং বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ॥ ৩ ॥  
সাত্ত্বিকং রাজসকৈব তামসঞ্চ তথাপরম্ ।  
মুনিনাং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং নৃপাণাং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥  
তামসং ব্রাহ্মণানাং বৈ জ্ঞানিনাস্তু গুণোজ্জ্বিতম্ ।  
বিমুক্তানাং জ্ঞানময়ং বিস্তরাং প্রব্রবীমি তে ॥ ৫ ॥

---

সপ্তাশীতিমহাপদৈরন্বায়জ্ঞবিধির্ন্বহান্ ।

যথাবৎ প্রোচ্যতে যেন মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে অন্বায়জ্ঞস্ত মহাফলত্বং শ্রদ্ধা তদ্ব্যজ্ঞবিধিং রাজা পৃচ্ছতি বদ যজ্ঞেতি ॥১-২॥

ত্রিবিধমিতি । সৰ্ব্বং কৰ্ম্ম বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণামুষ্ঠানেন ত্রিবিধং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ত্রৈবিধ্যমাহ সাত্ত্বিকমিতি ॥ ৪ ॥

জ্ঞানিনাং বিমুক্তানাং গুণোজ্জ্বিতং জ্ঞানময়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

---

রাজা জনমেজয় কহিলেন, প্রভো ! আপনি সেই দেবীর যজ্ঞবিধি যথাযথরূপে কীর্তন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়া যথাশক্তি তাহা সম্পাদন করিব ॥১॥ মুনিবর ! সেই যজ্ঞের দ্রব্যাস্তর, পূজাবিধি ও মন্ত্র সকল এবং তাহাতে কতগুলি ব্রাহ্মণ আবশ্যক করে, তাহার দক্ষিণাই বাকিরূপ দিতে হয় তৎসমুদয় বিস্তার পূৰ্ণক বলুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবী যজ্ঞের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর । সমস্ত কৰ্ম্ম সৰ্ব্বদাই বিধিদৃষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার ; ওষ্মধ্যে মুনিগণের সাত্ত্বিক, নৃপগণের রাজসিক ও ব্রাহ্মসংগণের কৰ্ম্ম তামস বলিয়া উক্ত হয় ; আর এক প্রকার কৰ্ম্ম আছে তাহা গুণ বর্জিত, বিমুক্ত জ্ঞানিগণেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া

দেশঃ কালস্তথা দ্রব্যং মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাস্তথা ।  
 শ্রদ্ধা চ সাত্বিকী যজ্ঞ তং যজ্ঞং সাত্বিকং বিদুঃ ॥ ৬ ॥  
 দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্মন্ত্রশুদ্ধিশ্চ ভূমিপ ! ।  
 ভবেদ্যদি তদা পূর্ণং ফলং ভবতি নান্যথা ॥ ৭ ॥  
 অন্ত্যায়োপার্জিতে নৈব দ্রব্যেণ স্কৃতং কৃতম্ ।  
 ন কীর্তিরিহ লোকে চ পরলোকে ন তৎফলম্ ॥ ৮ ॥  
 তস্মায়োপার্জিতে নৈব কৰ্ত্তব্যং স্কৃতং সদা ।  
 যশসে পরলোকায ভবত্যেব স্তথায় চ ॥ ৯ ॥  
 প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র ! পাণ্ডবৈস্ত মথঃ কৃতঃ ।  
 রাজসূয়ঃ ক্রতুবরঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ ॥ ১০ ॥  
 যত্র সাক্ষাক্ষরিঃ কৃষ্ণো যাদবেন্দ্রো মহামনাঃ ।  
 ব্রাহ্মণাঃ পূর্ণবিদ্যাশ্চ ভারত্বাজাদয়স্তথা ॥ ১১ ॥  
 কৃত্বা যজ্ঞং সসংপূর্ণং মাসমাত্রেণ পাণ্ডবৈঃ ।  
 প্রাপ্তং মহত্তরং কষ্টং বনবাসশ্চ দারুণং ॥ ১২ ॥

তত্র সাত্বিকরূপমাহ দেশ ইতি । সাত্বিকো দেশো বারাণশ্চাদিঃ । কাল উত্তরায়ণাদিঃ ।  
 দ্রব্যং জ্ঞানার্জিতম্ । মন্ত্রা বৈদিকাস্থিঃ । ব্রাহ্মণাঃ শ্রোত্রিয়াঃ । শ্রদ্ধাশুদ্ধিকাবুদ্ধিঃ সাত্বিকী বিষয়-  
 সৌন্দর্যজনিতরাগাদ্যকনুবিতা ॥ ৬—৯ ॥

থাকেন, তোমাকে তৎসমস্তই বিস্তার পূৰ্ব্বক বলিব ॥ ৩—৫ ॥ রাজেন্দ্র ! বারাণসী প্রভৃতি  
 সাত্বিকদেশ, উত্তরায়ণাদি সাত্বিককাল, জ্ঞানার্জিত দ্রব্য, বৈদিক মন্ত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,  
 বিষয়রাগাদিরহিতা সাত্বিকী শ্রদ্ধা, যেখানে এই সমস্তই সংঘটিত হয় তাহাকেই সাত্বিক  
 যজ্ঞ জানিবে । নরনাথ ! উক্ত সমস্ত দ্রব্য সাত্বিক এবং যদি দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও মন্ত্র-  
 শুদ্ধি হয় তবে সেই যজ্ঞ পূর্ণ হয় এবং তাহার ফল অবশ্যই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৬-৭ ॥  
 যদি জ্ঞানবর্জিত বিগর্হিত কার্য্যদ্বারা উপার্জিত দ্রব্যে সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তবে  
 তাহাতে ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ হয় না এবং পরলোকেও তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।  
 অতএব জ্ঞানার্জিত দ্রব্য দ্বারাই সংকার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তাহাতে ইহলোকে যশঃ,  
 পরলোকে সঙ্গতি ও সুখলাভ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৮—৯ ॥ রাজেন্দ্র ! পাণ্ডব-  
 গণ যে অত্যন্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফল ত তুমি শ্রবণ করিয়াছ, সেই রাজসূয়  
 মহাযজ্ঞ সমাপ্ত এবং সমাপনকালে তদনুরূপ প্রভূত দক্ষিণাও প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ সেই  
 যজ্ঞে মহাবুদ্ধি যাদবেন্দ্র কৃষ্ণরূপী সাক্ষাৎ হরি, এবং ভারত্বাজাদি পূর্ণবিদ্যা ব্রাহ্মণও বিদ্যা-  
 মান ছিলেন ॥ ১১ ॥ যজ্ঞ সমাপনের পর তিনমাস মধ্যেই পাণ্ডবগণ মহত্তর কষ্ট এবং

পীড়নৈকৈব পাঞ্চাল্যাস্তথা দ্যুতে পরাজয়ঃ ।

বনবাসো মহৎ কষ্টং ক গতং মথজং ফলম্ ॥ ১৩ ॥

দাসত্বঞ্চ বিরাটস্য কৃতং সর্বৈশ্মহাত্মভিঃ ।

কীচকেন পরিক্লিষ্টা দ্রৌপদী চ প্রমদ্বরা ॥ ১৪ ॥

আশীর্ব্বাদা দ্বিজাতীনাং ক গতাঃ শুদ্ধচেতসাম্ ।

ভক্তির্ব্বা বাসুদেবস্য ক গতা তত্র সঙ্কটে ॥ ১৫ ॥

ন রক্ষিতা তদা বালা কেনাপি দ্রুপদাত্মজা ।

প্রাপ্তকেশগ্রহা কালে সাধ্বী চ বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥

কিমত্র চিন্তনীয়ং বৈ ধর্ম্মবৈগুণ্যকারণম্ ।

কেশবে জতি দেবেশে ধর্ম্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৭ ॥

ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে নিষ্ফলঃ স্মাতদাগমঃ ।

বেদমন্ত্রাস্তথান্যে বৈ বিতথাঃ স্ম্যরসংশয়ম্ ॥ ১৮ ॥

যদ্যেতাদৃশী সামগ্রী নাস্তি তর্হি তত্র তৎকর্ম্মণঃ ফলং নৈব ভবতি । তত্র দৃষ্টাস্তমাহ  
প্রত্যক্ষং তবেতি ॥ ১০—১৬ ॥

কিমত্রেতি । পরমেশ্বরে কেশবে সত্যপি ধর্ম্মমূর্ত্তৌ যুধিষ্ঠিরে সত্যপি তাদৃশযজ্ঞোত্তব-  
ম্বেতাদৃশো মহাননর্থো জাতস্তস্মাত্তত্র ধর্ম্মবৈগুণ্যং জাতমিতি কিমত্র চিন্তনীয়ং বিচারণীয়ম্ ।  
জাতমেব ধর্ম্মবৈগুণ্যমিত্যেব নিশ্চেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নহু ধর্ম্মবৈগুণ্যং তত্র ন জাতং কিন্তু তেষাং পাণ্ডবানাং ভবিতব্যং প্রারব্ধং তথৈব স্থিত-  
মতস্তথা ফলং জাতমিতি চেত্তত্রাহ ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে ইতি । যদি প্রারব্ধমেব মুখ্যং ন  
পুরুষার্থ ইতিমতং স্বীক্ৰিয়তে তদাগমোহমুষ্ঠানপ্রতিপাদকো ব্যর্থ এব স্ম্যৎ । যথা প্রারব্ধং  
স্মাতথা ভবিষ্যত্যাগমস্তত্র কিং করিষ্যতীতি ॥ ১৮ ॥

নিদাক্ষণ বনবাস ক্লেশ লাভ করিয়াছিলেন ॥১২॥ মহারাজ ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যজ্ঞ  
পরিপূর্ণ হইবার পরই যদি মানিনী দ্রুপদনন্দিনীর পীড়ন ও অবমাননা এবং পাণ্ডবগণ দ্যুত-  
ক্রীড়ায় পরাজয় এবং বনবাসরূপ মহৎ কষ্টপ্রাপ্ত হইল, তবে তাহাদের সেই মহাযজ্ঞের ফল  
কি হইল ? ॥১৩॥ আর যদি সেই মহাযজ্ঞ পাণ্ডুপুত্রগণ বিরাটের দাসত্ব লাভ করিল এবং যদি  
অপাংশুলা ভূপাল বালা দ্রৌপদী কীচককর্তৃক ক্লিষ্ট ও অবমানিত হইল, তবে বিশুদ্ধচেতা  
দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদের ফল কি হইল ? এবং সেই সঙ্কটস্থলে বাসুদেবের প্রতি ভক্তির  
ফলই বা কোথায় গেল ? ॥ ১৪—১৫ ॥ দ্রুতসভায়, আনয়নপূর্ব্বক হুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর  
কেশাকর্ষণ করিয়াছিল তখন সেই বরবর্ণিনী দ্রুপদবালাকে কেহই রক্ষা করেন নাই ॥ ১৬ ॥  
রাজন্ ! পরমেশ্বর কেশব এবং ধর্ম্মমূর্ত্তি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিদ্যমান থাকিলেও তাদৃশ মহা-  
যজ্ঞ সমাপনের পর এরূপ মহান্ অনর্থপাত কেন হইল ; এই বিষয়ের বিচার করিলে “কোন  
প্রকার বৈগুণ্য সংঘটিত হইয়াছিল” এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হয় ॥১৭॥ যদি বল যে কোন বৈগুণ্য



সাধনং নিষ্ফলং সৰ্ব্বমুপায়শ্চ নিরর্থকঃ ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে ॥ ১৯ ॥

আগমোহপার্থবাদঃ শ্রীং ক্রিয়াঃ সৰ্ব্বা নিরর্থকাঃ ।

স্বর্গার্থঞ্চ তপো ব্যর্থং বর্ণধর্মশ্চ বৈ তথা ॥ ২০ ॥

সর্বং প্রমাণং ব্যর্থং শ্রাদ্ভবিতব্যে কৃতে হৃদি ।

উভয়ঞ্চাপি মন্তব্যং দৈবঞ্চোপায় এব চ ॥ ২১ ॥

কৃতে কর্মণি চেৎ সিদ্ধির্বিপরীতা যদা ভবেৎ ।

বৈশুণ্যং কল্পনীয়ং শ্রীং প্রাজ্ঞৈঃ পণ্ডিতমৌলিভিঃ ॥ ২২ ॥

তৎ কর্ম বহুধা প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ কর্মকারিভিঃ ।

কর্তৃভেদান্মন্ত্রভেদাদ্ভব্যভেদান্তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥

যথা মঘবতা পূর্বং বিশ্বরূপো ব্রূতো গুরুঃ ।

বিপরীতং কৃতং তেন কর্ম মাতৃহিতায় বৈ ॥ ২৪ ॥

বচনে বেদবচনে ফলপ্রতিপাদকে সত্যপি তত্র বিশ্বাসঃ কস্তাপি ন শ্রীৎ । যদ্যস্মাকং প্রারব্ধং শ্রাদ্ভদাহুষ্ঠানমন্তরাপি তৎ কার্যং ভবিষ্যতি নোচেদাহুষ্ঠানে কৃতেহপি ন ভবিষ্যতি । ভাবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে সত্যপি কিং ফলমিত্যুৎসাহঃ ॥ ১৯ ॥

নমু তর্হি ফলপ্রতিপাদকবেদঃ কিমর্থমিতি চেৎ সোহপি তন্মতেহর্থবাদঃ শ্রাদ্ভিত্যাহ আগমোহপীতি । এতানি সর্বাণি দুষণানি তন্মতে স্থারিতার্থঃ । ভবিতব্যমেব মুখ্যমিতি-মতে হৃদি কৃতে সতি ॥ ২০ ॥

উভয়মিতি । তস্মাদ্ভব্যং পুরুষকারশ্চেতুভয়ং ফলসিদ্ধিপ্রতিকারণমিতি বক্তব্যম্ । ততশ্চ পুরুষব্যাপারে ব্যঙ্গমেব ফলং ভবতীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

স্তদেবাহ কৃতে কর্মণীতি ॥ ২২—২৩ ॥

হয় নাই কিন্তু ভবিতব্যতা এইরূপই ছিল তাহারই ফলে সেই সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে আগম ও বেদমন্ত্র এবং অগ্ৰাণ্ড বৈদিক কর্ম সমস্ত নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥ যদি বল বেদবাক্য ফলপ্রতিপাদক হইলেও যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই হইবে, তবেত সমস্ত সাধন নিষ্ফল ও সমস্ত উপায়ই নিরর্থক হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥ আর আগম সকল অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ তাহার বিধান সমস্তই বিফল, ক্রিয়া সমুদায় নিরর্থক, স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপশ্চ ও বর্ণধর্ম সমস্তই বিফল হইয়া যায় ; রাজন্ ! এই মত নিতান্তই দুষণীয়, ইহা মহাশ্রাগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ২০ ॥ রাজন্ ! যদি ভবিতব্যতাকেই মুখ্য প্রমাণ মনে কর তবে সমস্ত প্রমাণই ব্যর্থ হইয়া যায় অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়কেই ফল সিদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচনা করা একান্তই কর্তব্য ॥ ২১ ॥ কর্ম করিলে যখন বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয় তখন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই কর্মের বৈশুণ্য কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ কৃতবিদ্য যজ্ঞাহুষ্ঠান পণ্ডিতগণ, কর্তা মন্ত্র ও ভব্যভেদে বহুপ্রকার কর্মের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ মহারাজ !

দেবেভ্যো দানবেভ্যস্ত্ব স্বস্তীত্ব্যক্তা পুনঃপুনঃ ।

অসুরা মাতৃপক্ষীয়াঃ কৃতং তেষাঞ্চ রক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

দৈত্যান্ দৃষ্টান্তিসম্পূৰ্ণাংশ্চ কোপ মঘবা তদা ।

শিরাংসি তস্ত বজ্রেণ চিচ্ছেদ তরসা হরিঃ ॥ ২৬ ॥

ক্রিয়াবৈগুণ্যমত্রৈব কর্তৃত্বদাদসংশয়ম্ ।

নোচেৎ পঞ্চালরাজেন রোষণাপি কৃত্য ক্রিয়া ॥ ২৭ ॥

ভারদ্বাজবিনাশায় পুত্রস্তোৎপাদনায় চ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সমুৎপন্নো বেদীমধ্যাক্ষ দ্রৌপদী ॥ ২৮ ॥

পুরা দশরথেনাপি পুত্রেষ্টিস্ত কৃত্য যদা ।

অপুত্রস্ত স্তাতাস্তস্ত চত্বারঃ সম্প্রজজিরে ॥ ২৯ ॥

অতঃ ক্রিয়া কৃত্য যুক্ত্যা সিদ্ধিদা সর্বথা ভবেৎ ।

অযুক্ত্যা বিপরীতা স্যাৎ সর্বথা নৃপসত্তম ! ॥ ৩০ ॥

\*অত্রানেকোদাহরণাত্মাহ যথেন্তি । মাতৃহিতায় মাতৃপক্ষীয়দৈত্যহিতায়ৈত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

তস্ত বিশ্বরূপস্ত ॥ ২৬ ॥

বৈগুণ্যে সতি বিপরীতং ফলং ভবতীত্যুক্তা নোচেৎবৈগুণ্যং তদাধিকং ফলং ভবতীত্যাহ নোচেদিত্তি । কর্ণবৈগুণ্যং নচেদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভারদ্বাজো দ্রোণঃ । পুত্রোহপি লক্কো দ্রৌপদ্যপাধিকা লক্কো ॥ ২৮ ॥

পুত্রেন্তি । একপুত্রার্থঃ কৃত্য যত্নে চত্বারঃ পুত্রা উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এ বিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে গুরু বলিয়া বরণ করেন, কিন্তু সেই বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষীয় দৈত্যগণের হিতের নিমিত্ত বিপরীত কর্ম করিলেন ॥ ২৪ ॥ বিশ্বরূপ, প্রত্যক্ষে দেবগণের এবং পরোক্ষে অসুরগণের মঙ্গলময় বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিয়া পরিশেষে মাতৃপক্ষীয় অসুরগণকেই রক্ষা করিলেন ॥ ২৫ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র তখন অসুর গণকেই অতিশয় পুষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বজ্রদ্বারা বিশ্বরূপের শিরচ্ছেদন করিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এই স্থলেই কর্তৃত্বদে ক্রিয়াবৈগুণ্য ঘটিয়াছিল তত্ত্ব তাহার সম্ভাবনা নাই । আর দেখ, পাঞ্চালরাজ, দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনার্থ রোষ সহকারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেও অগ্নিমধ্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং বেদীমধ্য হইতে দ্রৌপদীর উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥ আর পুরাকালে অপুত্রক কোশলেজ রাজা দশরথ যখন একটি পুত্রের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি বাগের অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁহার চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ অতএব হে নৃপসত্তম ! ক্রিয়ামার্গ দ্বারা ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সর্বতোভাবেই সিদ্ধি প্রদান করে, আর অন্ত্যায় মার্গ দ্বারা কৃত হইলে তাহা

পাণ্ডবানাং যথা যজ্ঞে কিকির্দৈগুণ্যযোগতঃ ।  
 বিপরীতং ফলং প্রাপ্তং নির্জিতান্তে হুরোদরে ॥ ৩১ ॥  
 সত্যবাদী তথা রাজন্ ! ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 দ্রোপদী চ তথা সাধ্বী তথাত্মোহপ্যনুজাঃ শুভাঃ ॥ ৩২ ॥  
 কুদ্রব্যযোগাদৈগুণ্যং সমুৎপন্নং মথেন্থবা ।  
 সাভিমানৈঃ কৃতাদ্বাপি দূষণং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 সাত্বিকস্ত মহারাজ ! হুস্ত্রভো বৈ মথঃ স্মৃতঃ ।  
 বৈখানসমুনীনাং হি বিহিতোহসৌ মহামথঃ ॥ ৩৪ ॥  
 সাত্বিকং ভোজনং যে বৈ নিত্যং কুর্বন্তি তাপসাঃ ।  
 ত্র্যায়ার্জিতঞ্চ কল্যঞ্চ তথা ঋষ্যং স্ত্রুসংস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥  
 পুরোডাশপরা নিত্যং বিযুপা মন্ত্রপূর্বকাঃ ।  
 শ্রদ্ধাধিকা মথা রাজন্ ! সাত্বিকাঃ পরমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥  
 রাজসা দ্রব্যবহুলাঃ সযুপাশ্চ স্ত্রুসংস্কৃতাঃ ।  
 ক্ষত্রিয়াগাং বিশাক্ষৈব সাভিমানাশ্চ বৈ মথাঃ ॥ ৩৭ ॥

উপসংহরতি অত ইতি ॥ ৩০—৩২ ॥

কিং তত্র বৈগুণ্যং পাণ্ডবানাং মথেন্ জাতমিতি চেত্তত্রাহ কুদ্রব্যোতি । অনেকরাজবধ-  
 পূর্বকং সম্পাদিতত্বাৎ কুদ্রব্যত্বং ধনস্তোত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদহুস্ত্রভঃ সাত্বিকো মজ্ঞোহস্তি স চ বৈখানসাদিসাত্বিকমুনীনামেব সম্ভবতি নাগ্রস্তো-  
 ত্যাহ সাত্বিকস্তিতি ॥ ৩৪ ॥

ঋষ্যং ঋষিভ্যো হিতম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্বথাই বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ অতএব পাণ্ডবদিগের যজ্ঞেও  
 কোন প্রকার বৈগুণ্য হইয়াছিল বলিয়া বিপরীত ফল ফলিয়াছিল ; তদনুসারে সত্যবাদী  
 ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার বীর্যবান্ অনুজগণ এবং সাধুশীলা দ্রোপদী এই সকলেই  
 হুরোদরে নির্জিত হইয়াছিল ॥ ৩১—৩২ ॥ অথবা কুদ্রব্য অর্থাৎ অনেক রাজগণের বিনাশ  
 পূর্বক অত্র্যায়ার্জিত দ্রব্য যোগেই বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল, কিংবা তাহারা অভিমানী হইয়া বজ্র  
 করিয়াছিলেন সেই হেতুই দোষ সংঘটিত হয়, ফলতঃ যে কোনরূপেই হউক তাহাদের যজ্ঞে  
 বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ ! সাত্বিক বজ্র হুস্ত্রভ, এই  
 মহাবজ্র বৈখানসাদি সাত্বিক মুনিগুণের পক্ষেই সম্ভব, অত্রের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয়  
 না ॥ ৩৪ ॥ যে তাপসগণ নিত্য নিত্য ত্র্যায়ার্জিত ঋষিজনৈর পক্ষে হিতকর পরিষ্কৃত বস্ত্র ও  
 সাত্বিক দ্রব্য ভোজন করেন, তাঁহারাই সমধিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়া যুপ বিহীন অর্থাৎ  
 গুহ্যহিংসাবর্জিত, পুরোডাশবিশিষ্ট যে বজ্র, মন্ত্র পূর্বক সমাধান করেন তাহাকেই অত্যন্তম



তামসা দানবানাং বৈ সক্রোধো মদবর্জকাঃ ।

সামর্ষাঃ সম্পৃহাঃ ক্রুরা মংথাঃ প্রোক্তা মহাত্মাভিঃ ॥ ৩৮ ॥

মুনেীনাং মোক্ষকামানাং বিরক্তানাং মহাত্মনাম্ ।

মানসস্ত স্মৃতো যাগঃ সর্বসাধনসংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্যেষু সর্বযজ্ঞেষু কিক্ষিণ্যনং ভবেদপি ।

দ্রব্যেণ শ্রদ্ধয়া বাপি ক্রিয়য়া ব্রাহ্মণৈস্তথা ॥ ৪০ ॥

দেশকালপৃথগ্দ্ৰব্যসাধনৈঃ সকলৈস্তথা ।

নাহ্যো ভবতি পূর্ণো বৈ যথা ভবতি মানসঃ ॥ ৪১ ॥

প্রথমস্ত মনঃ শোধ্যং কৰ্তব্যং গুণবর্জিতম্ ।

শুদ্ধে মনসি দেহো বৈ শুদ্ধ এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থপরিত্যক্তং যদা জাতং মনঃ শুচি ।

তদা তস্মাৎপ্রাপ্যসৌ প্রভবেদধিকারবান্ ॥ ৪৩ ॥

বিষুপাঃ পশুবন্ধনস্তত্তরহিতা ইত্যর্থঃ । অপশুকা যজ্ঞা ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

তত্র সাংখ্যিকদেবীগণোহপি বাহ্যভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধঃ । বাহ্যস্ত বৈদিকমন্ত্রাদিপূর্বোক্ত-  
সাংখ্যিকসাধননির্ভূতা গৃহস্থানাং স্বকল্যাণার্থিনামাত্মান্তরস্ত মোক্ষকামানামিত্যাহ মুনেীনা-  
মিতি ॥ ৩৯ ॥

মানসমস্বায়জ্ঞং স্তোতি অন্তেষু ॥ ৪০—৪১ ॥

মানসাস্বায়জ্ঞত্বাধিকারিণ্যাহ প্রথমং স্থিতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

সাংখ্যিক যজ্ঞ বলা যায় ॥ ৩৫—৩৬ ॥ ক্ষত্র ও বৈশ্যগণ অভিমানী হইয়া বহুল দ্রব্য প্রদান  
পূর্বক যুপসংযুক্ত অসংস্কৃত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহাই রাজস শব্দে উক্ত হইয়া  
থাকে ॥ ৩৭ ॥ দানবেরা মদগর্ভ, ক্রোধ, ক্রুরতা ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশাদি  
প্রভিলাষ করত যে যজ্ঞ করিয়া থাকে, মহাত্মা মুনিগণ তাহাকেই তামস যজ্ঞ কহিয়া  
থাকেন ॥ ৩৮ ॥ বিষয় বাসনা বিবর্জিত মোক্ষকামী মহাত্মা মুনিগণ মনে মনে উপযুক্ত সমব-  
য়ব্য সংগ্রহ করত যে যাগ করেন তাহাই মানসযাগ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ অন্তঃ-  
স্বায়জ্ঞ যজ্ঞেই দ্রব্য, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া অথবা ব্রাহ্মণাদি দ্বারা কিক্ষিৎ ন্যূনতা হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥  
মানস যজ্ঞ যেমন পূর্ণ হয়, অন্ত কোন যজ্ঞ সেরূপ পূর্ণ হয় না, কারণ সেই সকল যজ্ঞ  
দেশ, কাল এবং পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যরূপ কারণ দ্বারা কিক্ষিৎ হীন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥  
তদ্বান্ ! মানসিক অস্বায়জ্ঞের অধিকারী ঐভূতির বিষয় শ্রবণ কর । প্রথমে চিত্তকে শুদ্ধ  
ও গুণবর্জিত করা একান্ত কৰ্তব্য ; কারণ, মন শুদ্ধ হইলে শরীর ও শুদ্ধ হয় তাহাতে সংশয়  
নাই ॥ ৪২ ॥ মন যখন ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্বক সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধ হয়,  
তখনই সেই ব্যক্তি অস্বায়জ্ঞের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ অধিকারী

তদাসৌ মণ্ডপং কৃতা বহুযোজনবিস্তৃতম্ ।

স্তম্ভৈশ্চ বিপুলৈঃ স্তম্ভৈর্বাঞ্জীয়দ্রুমসম্ভবৈঃ ॥ ৪৪ ॥

বেদীঞ্চ বিশদাং তত্র মনসা পরিকল্পয়েৎ ।

অগ্নয়োহপি তথা স্থাপ্যা বিধিবশ্মনসা কিল ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণানাঞ্চ বরণং তথৈব প্রতিপাদ্য চ ।

ব্রহ্মাধ্বর্যুস্তথা হোতা প্রস্তোতা বিধিপূর্বকম্ ॥ ৪৬ ॥

উদগাতা প্রতিহর্তা চ সভ্যাশ্চান্যে যথাবিধি ।

পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মনসৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রাগোহপানস্তথা ব্যানঃ সমানোদান এব চ ।

পাবকাঃ পঞ্চ এবৈতে স্থাপ্যা বেদ্যাং বিধানতঃ ॥ ৪৮ ॥

গার্হপত্যস্তদা প্রাগোহপানশ্চাহরনীয়কঃ ।

দক্ষিণাগ্নিস্তথা ব্যানঃ সমানশ্চাবসথ্যকঃ ॥ ৪৯ ॥

সভ্যোদানঃ স্মৃতা হেতে পাবকাঃ পরমোৎকৃষ্টাঃ ।

দ্রব্যঞ্চ মনসা ভাব্যং নিগুণং পরমং শুচি ॥ ৫০ ॥

মন এব তদা হোতা যজমানস্তথৈব তৎ ।

যজ্ঞাধিদেবতা ব্রহ্ম নিগুণঞ্চ সনাতনম্ ॥ ৫১ ॥

মণ্ডপং মানসম্ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

তথৈব মানসমেব ॥ ৪৬—৪৭ ॥

বায়ুধেবাগ্নিভাবনা কার্যোত্যাং পাবকা ইতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

উদানঃ সভ্যঃ । আর্ষ উকারলোপঃ । নিগুণং দোষরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ব্যক্তি, তখন ধৈর্যাদিরূপ যজ্ঞীয়দ্রুম সম্ভূত স্তম্ভীর্ণ ও মন্থণ স্তম্ভ সমন্বিত বহুযোজন বিস্তৃত মানস মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে সুপ্রশস্ত বেদী মনে মনে কল্পনা এবং সেইরূপ মনে মনেই তাহাতে বিধিপূর্বক বহু স্থাপন করিবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইরূপেই ব্রাহ্মণগণের বরণ করিয়া ব্রহ্মা, অধ্বর্যু, হোতা, প্রস্তোতা, উদগাতা প্রতিহর্তা ও সভ্য সকলকে, বিধিপূর্বক কল্পনানুসারে মনে মনে যজ্ঞপূর্বক দ্বিজবর গণের যথাবিধি পূজা করিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চ বায়ুকে পঞ্চাগ্নি কল্পনা করিয়া বিধানক্রমে বেদীতে স্থাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥ তদ্ব্যতীত প্রাণ বায়ুকে গার্হপত্য, অপানকে আহবনীয়ক, ব্যানকে দক্ষিণাগ্নি, সমানকে অবসথ্যক এবং উদানকে সভ্যরূপে কল্পনা করা কর্তব্য, এই পাবক সকল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট অতএব সমাহিত হইয়া ইহাদের স্থাপনাদি সম্পাদন করিতে হয় । আর মনে মনে দ্রব্য সকল সংগ্রহ করত পরম পবিত্র ও শুদ্ধ এইরূপ ভাবনা

ফলদা নিগুণা শক্তিঃ সদা নির্বেদদা শিবা ।

ব্রহ্মবিদ্যাখিলাধারা ব্যাপ্য সর্বত্র সংস্থিতা ॥ ৫২ ॥

তদ্ব্যপেক্ষেন তদ্রূপাং হ্রীং প্রাণায়ামু বিজঃ ।

পশ্চাচ্ছিত্তং নিরালম্বং কৃৎ প্রাণানপি প্রভো ! ॥ ৫৩ ॥

কুণ্ডলীমুখমার্গেণ হ্রদেব্রহ্মণি শাস্বতে ।

স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বানুভূতাঃ মহেশ্বরীম্ ॥ ৫৪ ॥

সমাধিনৈব যোগেন ধ্যায়ৈছেতশ্চনাকুলঃ ।

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ॥ ৫৫ ॥

মন এবৈতি সঙ্কল্পবিকল্পায়কমিত্যর্থঃ । তথৈব তদিতি । তদহঙ্কারবৃত্তিবিশিষ্টং মন এব যজ্ঞমান ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

নিগুণা শক্তিরিতি । সাম্যাবস্থমাত্রাক্ষিপী ফলদাত্রী বা শক্তিঃ সা চ দেবতৈত্বার্থঃ । তথাচ সাম্যাবস্থমায়োপাদিকব্রহ্মরূপিণী ভগবতী দেবতৈতি ফলিতম্ ॥ ৫২ ॥

তদ্ব্যপেক্ষেন মাত্রাবিশিষ্টব্রহ্মরূপভগবত্যুদ্দেশেন ত্রব্যং মনসা কল্পিতং যৎ শ্রান্তদ্বিৎ দ্রব্যমেতাবদাহতিকমেতৈর্মত্রেতেষামিহ ময়া হয়তে ইতি ভাবনাময় এব হোয়ো ভগবতী-প্রীত্যর্থং কৰ্ত্তব্য ইতি মানসিকহোমোত্তরং পশ্চাচ্ছিত্তং চিত্তং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ং নির্বিষয়ং কৃৎ কুণ্ডলীমুখমার্গেণ সূক্ষ্মারক্কেণ তান্ প্রাণায়াম্ ব্রহ্মণি ভগবতীপদবাচ্যে হ্রদেব্রহ্ম-পয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

ইখং প্রাণলয়ে জাতে সঙ্কল্পবিকল্পাবপি মনসোহনায়াসেন লীনৌ ভবত এব প্রাণমনসৌ-দুগ্ধাবুন্মিলিতত্বাৎ । তদ্বাক্তম্ । দুগ্ধাবুৎ সংমিলিতাবুভৌ তৌ তুল্যক্রিয়ৌ মানসমাকরতৌ তৌ । তত্রৈকনাশাদপরন্ত নাশস্তত্রৈকবৃত্তেহপ্যপরপ্রবৃত্তিরিতি । ইখং প্রাণলয়ে সঙ্কল্পবিকল্প-লয়ে চ সমাধির্ভবতি । তস্মিন্ সমাধৌ স্বানুভূতাঃ মহেশ্বরীঃ স্বাভিমাঃ ভগবতীঃ নির্বিকল্প-চেতসি ধ্যায়ৈৎ ॥ ৫৪ ॥

ইখং ধ্যায়তো যদৈবং জ্ঞানং ভবতি তদাত্মস্বরূপভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো জাত ইতি জ্ঞেয়মিত্যাহ সর্বভূতস্বমাত্মানমিতি । সর্বভূতেষাধিষ্ঠানতয়া স্থিতমাত্মানং যদানুভবতি সর্বভূতানি চ রজ্জুসুপর্বনয়ি কল্পিতানীতি যদা পশুতি তদা ভগবতীসাক্ষাৎকারো জাত ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

করিবে ॥ ৫১—৫০ ॥ মানসিক যজ্ঞে মনই হোতা ও মনই যজ্ঞমান এবং সনাত-নিগুণ ব্রহ্মই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । যিনি সততই নির্বেদ প্রদান করিয়া থাকেন সেই নিগুণা শক্তিই এই যজ্ঞের ফলদায়িনী । অধিলেব আধাররূপিণী ব্রহ্মরূপি-বিদ্যা সর্বত্রই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, বিজগৎ, তাঁহার উদ্দেশ্যেই প্রাণায়ামে হোম করি-বেন, অনন্তর চিত্ত ও প্রাণ পবনকে নিরালম্ব করিয়া কুণ্ডলীর মুখমার্গ দিয়া শাস্বত ব্রহ্মের হোম করিবে । অনন্তর স্বকীয় অমৃতভূতি দ্বারা, নির্বিকল্পক মানসে সমাধি-যোগে স্বকীয় আত্ম-স্বরূপা সাক্ষাৎ স্বয়ং মহেশ্বরীকে মনোমধ্যে ধ্যান করিবে । এই-রূপে যখন আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত এবং সমস্ত ভূতগণকেই আত্মাতে অবস্থিত



যদা পশ্যন্তি ভূতান্য তদা পশ্যতি তাং শিবাম্ ।  
 দৃষ্ট্বা তাং ব্রহ্মবিদ্যুয়াং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৫৬ ॥  
 তদা মায়াদিকং সৰ্বং দন্ধং ভবতি ভূমিপ ! ।  
 প্রারককৰ্মমাত্রস্ত যাবদেহং তিষ্ঠতি ॥ ৫৭ ॥  
 জীবমুক্তস্তদা জাতো মৃতো মোক্ষমবাগ্নুয়াং ।  
 কৃতকৃত্যো ভবেত্তাত ! যো ভজেজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ৫৮ ॥  
 তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন ধ্যেয়া শ্রীভুবনেশ্বরী ।  
 শ্রোতব্য চৈব মন্তব্য গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ৫৯ ॥  
 রাজম্বেবং কৃত্বা যজ্ঞো মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ ।  
 অন্তে যজ্ঞাঃ সকামাস্ত প্রভবন্তি ক্ষয়োন্মুখাঃ ॥ ৬০ ॥  
 অগ্নিকৌমেন বিধিবৎ স্বৰ্গকামো যজেদिति ।  
 রেদানুশাসনকৈতৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬১ ॥

ইথমাশ্রুপিণ্যা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারে জাতে স নরো ব্রহ্মবিদভূয়াৎ । আশ্রনে ব্রহ্মা-  
 শৈচক্ৰাৎ ॥ ৫৬ ॥

ইথং যদা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি তদা মায়াবিদ্যাাদ্যাকাররূপসকলসংসার-  
 কারণং দন্ধং ভবতীত্যাহ তদা মায়াদিকমिति । তহি দেহঃ কথং তিষ্ঠতীতি চেৎ প্রারককৰ্ম-  
 শেবাদিত্যাহ প্রারককৰ্মমাত্রস্থিতি । তন্ত মুক্তেষু বৎ স্ববেগসমাপ্তিং বিনা পতনাতাবাৎ ॥ ৫৭ ॥

তাবতা জ্ঞানেন জীবমুক্তঃ সন্মৃতো মোক্ষমবাগ্নুয়াৎ তত্র ন সন্দেহ ইত্যাহ জীবমুক্ত  
 ইতি ॥ ৫৮ ॥

শ্রোতব্য চ সৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

দর্শন করিবে, তখন জীব সেই কৈবল্য-কল্যাণময়ী মহাবিদ্যা দেবীর দর্শন প্রাপ্ত  
 হইবে।" রাজন্! মহাত্মা মুনিগণ সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে দর্শন করিলে পর  
 তখন ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন। তখন মায়াদি সংসারকারণ সমস্তই দন্ধ হইয়া যায়,  
 কেবল দেহাবসান পর্যন্ত প্রারক কৰ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥ ৫১—৫৭ ॥ তখন জীবগণ  
 জীবমুক্ত, পরে দেহত্যাগান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব বৎস! যে ব্যক্তি জগদম্বিকার  
 তজনা করে সেই সুধীর ব্যক্তি কৃতকৃত্য হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ অতএব গুরু বাক্যের  
 অনুসারী হইয়া সৰ্বপ্রযত্নে সেই ভুবনেশ্বরীর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান-  
 বাহিক ধ্যান করা একান্তই কর্তব্য ॥ ৫৯ ॥

মহারাজ! এইরূপে মানস যজ্ঞ করিলে পর তাহা যে মোক্ষপ্রদ হয়, তাহাতে আর  
 সন্দেহ নাই, মানস-যজ্ঞ ব্যক্তিরকে অস্ত্র সমস্ত যজ্ঞই সকাম, অতএব সৰ্বদাই ক্ষয়োন্মুখ ॥ ৬০ ॥  
 যিনি স্বর্গকামনা করেন, তিনি বিধিপূৰ্বক অগ্নিকৌম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, বেদের

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকঃ স্মিচ্ছতি চ যথামতি ।

তস্মাত্তু মানসঃ শ্রেষ্ঠো যজ্ঞোহপ্যক্ষয় এব সঃ ॥ ৬২ ॥

ন রাজ্ঞা সাধিতুং যোগ্যো মধোহসৌ জয়মিচ্ছতা ।

তামসস্ত কৃতঃ পূৰ্ব্বং সৰ্পযজ্ঞস্তয়াধুনা ॥ ৬৩ ॥

বৈরং নির্বাহিতং রাজন্তককস্ত দুরাশ্রয়ঃ ।

যৎকৃতে নিহতাঃ সৰ্পাস্ত্রয়ামৌ কোটিশঃ পরে ॥ ৬৪ ॥

দেবীযজ্ঞং কুরুষাদ্য বিততং বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।

বিষ্ণুনা যঃ কৃতঃ পূৰ্ব্বং সৃষ্ট্যাদৌ নৃপসত্তম ! ॥ ৬৫ ॥

তথা ত্বং কুরু রাজেন্দ্র ! বিধিং তে প্রব্রবীম্যহম্ ।

ব্রাহ্মণাঃ সন্তি রাজেন্দ্র ! বিধিজ্ঞা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৬৬ ॥

দেবীবীজবিধানজ্ঞা মন্ত্রমার্গবিচক্ষণাঃ ।

যাজকাস্তে ভবিষ্যন্তি যজমানস্তমেব হি ॥ ৬৭ ॥

কুত্বা যজ্ঞং বিধানেন দত্ত্বা পুণ্যং মথার্জিতম্ ।

সমুদ্রর মহারাজ ! পিতরং দুর্গতিং গতম্ ॥ ৬৮ ॥

বিপ্রাবমানজং পাপং দুর্ঘটং নরকপ্রদম্ ।

তথৈব শাপজো দোষঃ প্রাপ্তঃ পিত্রা তবানঘ ! ॥ ৬৯ ॥

ক্ষয়োন্মুখত্বমেবাহ অগ্নিষ্টোমেনেতি ॥ ৬১—৬৬ ॥

ইরূপ অনুশাসন বাক্য, কিন্তু সেই পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্বার মরণশীল মনুষ্যলোকে প্রবেশ  
 করিতে হয় ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, অতএব হে রাজেন্দ্র ! মানস যজ্ঞই অক্ষয় এবং  
 কার্যপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১—৬২ ॥ এই যজ্ঞ, জয়াকাজী রাজগণের অনুষ্ঠান যোগ্য নহে।  
 হারাজ ! পূর্বে আপনি যে সৰ্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তামস, কারণ,  
 আপনি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তরুকের বৈরনির্ঘাতন সমাধান করিয়াছেন এবং  
 সেই বৈরনির্ঘাতন উপলক্ষে যজ্ঞাগ্নিতে কোটি কোটি সৰ্পগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, নৃপবর !  
 বিষ্ণু সৃষ্টির আদিতে যে দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে বিধিপূৰ্ব্বক  
 সেই দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর ॥ ৬৩—৬৫ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি তোমাকে সমস্ত বিধিই  
 বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ বেদজ্ঞ ও বিধিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য এবং দেবীবীজের বিধানবিৎ উত্তম  
 ব্রহ্মজ্ঞানী বহু ব্রাহ্মণগণ তোমার যাজক হইবেন এবং তুমি স্বয়ংই যজমান হইবে ॥ ৬৬—৬৭ ॥  
 মহারাজ ! তুমি বিধিপূৰ্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদর্জিত পুণ্যবলে তোমার দুর্গতিগ্রস্ত পিতাকে  
 উদ্ধার ॥ ৬৮ ॥ তব পিতার জরমাননা জনিত পাপ ঘোরতর ও নরকপ্রদ

তথা দুর্শ্বরণং প্রাপ্তং সর্পদংশনে ভুঙ্খত্বা ।  
 অস্তুরালে তথা মৃত্যুর্ন ভূমৌ কুশসংস্তরে ॥ ৭০ ॥  
 ন সংগ্রামেন গজায়ান্নানদানাদিবর্জিতম্ ।  
 মরণং তে পিতৃস্তত্র সৌখে জাতং কুরুষহ ॥ ৭১ ॥  
 কপূণানি\* চ সর্বানি নরকস্য নৃপোত্তম ! ।  
 তত্রৈকং কারণং তস্য ন জাতং চাতিদুর্লভম্ ॥ ৭২ ॥  
 যত্র যত্র স্থিতঃ প্রাণী জাত্বা কালং সমাগতম্ ।  
 সাধনানামভাবেহপি হবশচ্চাতিসঙ্কটে ॥ ৭৩ ॥  
 যদা নির্বেদমায়াতি মনসা নির্মলে ন বৈ ।  
 পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মম কিঞ্চাত্র দুঃখদম্ ॥ ৭৪ ॥  
 পতন্ত্য যথাকামং মুক্তোহহং নিষ্ঠুগোহব্যয়ঃ ।  
 নাশান্নকানি তদ্বানি তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৭৫ ॥

দেবীবীজং মায়াবীজং তদ্বিধানজ্ঞাঃ ॥ ৬৭—৭১ ॥

কপূণানি কুৎসিতানি । ইমানি সর্পানি দুঃসাধনানি সন্তি চেৎ সন্ত যদ্যেকং সাধনং  
 জাত্বাহি গল্পয্যো মুক্ত এব তদপি সাধনং তস্য ন জাতমিতি প্রাহ তত্রৈকং কারণমিতি ॥ ৭২ ॥  
 কিং তন্মোক্শকারণং তদাহ যত্র যত্র স্থিত ইতি । যত্র কুত্রাপি স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

অতএব তোমার পিতাও সেই ব্রহ্মশাপ এবং তজ্জন্তু ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥  
 আর সেই ভূপতির সর্প দংশনে প্রাণ বিয়োগ হয় অতএব তাহার প্রশস্তরূপে মৃত্যু না  
 হইয়া দুর্শ্বরণই ঘটিয়াছে । আরও দেখ ভূমিতে কুশস্তরের উপর তাহার মৃত্যু না হইয়া  
 আকাশ স্থিত প্রাসাদের তলোপরিই ঘটিয়াছে ॥ ৭০ ॥ রাজন্ ! সংগ্রামে অথবা গজাভীয়ে  
 তাহার মৃত্যু হয় নাই । তিনি স্নান দান বর্জিত হইয়া সৌধোপরি প্রাণ পরিত্যাগ করি-  
 য়াছেন ॥ ৭১ ॥ নৃপবর ! নরকলাভের ভিত্তি কুৎসিত সমস্ত কারণই তোমার পিতার  
 সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে ; আর দেখ, মুক্তির জন্ত অতিশয় দুর্লভ একটা কারণ বিদ্যমান  
 আছে, কিন্তু তোমার পিতা তাহাও প্রাপ্ত হই নাই ॥ ৭২ ॥ সে কারণটি এই যে, প্রাণিগণ  
 যে কোনও স্থানে থাকুক, কাল সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, অস্ত কোন প্রকার  
 সাধন না থাকিলেও এবং মৃত্যুসঙ্কটে অবশ হইলেও যখন বিষয় চিন্তা বিরহিত নির্মল  
 মানসে বৈরাগ্য আসিয়া উদ্ভিত হয় তখন এইরূপ চিন্তা করা কর্তব্য যে, আমার এই  
 পঞ্চভূতাত্মক দেহ এক্ষণে বিনষ্ট হইবেক ইহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখের কারণ নাই,  
 আমি মুক্ত, নিষ্ঠুগ ও অকাম পুরুষ, মৃত্যু আমার কিছুই করিতে সমর্থ নহে, তুচ্ছ সমস্তই  
 নাশান্নক তাহার বিনাশে আমার কি অমুতাপ হইতে পারে ? আমি সংসারী নহি, আমি



ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী সদা মুক্তঃ সনাতনঃ ।  
 দেহে ন মম সশরীরঃ কৰ্মণা প্রতিপাদিতঃ ॥ ৭৬ ॥  
 তানি সৰ্ব্বাণি ভুক্তানি শুভানি চেতরাণি চ ।  
 মনুষ্যদেহযোগেন স্মৃৎস্বঃখানুসাধনাৎ ॥ ৭৭ ॥  
 বিমুক্তোহতিভয়াদেবারাদম্মাৎ সংসারসঙ্কটাত্ ॥  
 ইত্যেবং চিন্ত্যমানস্ত স্নানদানবিবর্জিতঃ ॥ ৭৮ ॥  
 মরণং চেদবাপ্নোতি সমুচ্যেজ্জন্মদুঃখতঃ ।  
 এষা কাষ্ঠা পরা প্রোক্তা যোগিনামপি দুর্লভা ॥ ৭৯ ॥  
 পিতা তে নৃপশার্দূল ! শ্রদ্ধা শাপং দ্বিজোদিতম্ ।  
 দেহে মমত্বং কৃতবান্ন নির্বেদমবাগুবান্ ॥ ৮০ ॥  
 নীরোগো মম দেহোহয়ং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।  
 কথং জীবাম্যহং কামং মন্ত্রজ্ঞানানয়ন্তু বৈ ॥ ৮১ ॥  
 ঔষধং মণিমন্ত্রে চ যন্ত্রং পরমকং তথা ।  
 আরোহণং তথা সৌধে কৃতবান্নুপতিস্তদা ॥ ৮২ ॥  
 ন স্নানং ন কৃতং দানং ন দেব্যাঃ স্মরণং কৃতম্ ।  
 ন ভূমৌ শয়নকৈব দৈবং মত্বা পুংসঃ তথা ॥ ৮৩ ॥

মম কিঞ্চিদ্র হৃৎপ্রদমিতি । দেহান্তিরিক্তোহহমস্মি । মম হৃৎপ্রদং কিমত্রাস্তি ন কিম-  
 পিতার্থঃ ॥ ৭৪—৭৯ ॥

নির্বেদং বৈরাগ্যম্ ॥ ৮০—৮২ ॥

নিত্যমুক্ত সনাতন ব্রহ্ম, এই কৰ্ম জন্ত দেহের সহিত আমার কিছুই সম্বন্ধ নাই ॥ ৭৬—৭৭ ॥  
 আমি পূর্বে হৃৎপ্রদ ও স্মৃৎস্বদায়ক পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, ভজ্ঞত্বই এই  
 মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্বক সেই সমস্ত শুভাশুভ কর্মের ফলভোগ করিয়াছি ॥ ৭৭ ॥ মহারাজ !  
 যে পুরুষ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্নান দান বর্জিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে  
 নিশ্চয়ই এই অতি ভয়ঙ্কর ষোরতর সংসার সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জন্মের ষোরতর  
 হৃৎপ্রদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৭৮ ॥ রাজন্ ! এই আমি যোগিজনেরও অতি দুর্লভ,  
 সাধনের পরকাষ্ঠ তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ॥ ৭৯ ॥ কিন্তু, হে রাজেন্দ্র ! তোমার  
 পিতা, দ্বিজকণ্ঠিত প্রাপ্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেহে মমতা করিয়াছিলেন, সেই কারণেই  
 নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া নাই ॥ ৮০ ॥ তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমার দেহ  
 রোগহীন, রাজ্যও নিষ্কণ্টক ; অতএব আমি কিরূপে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিজ্ঞান  
 পাইব, তিনি এই ভাবিয়াই, “মন্ত্রজ্ঞানানয়ন্তু বৈ” এইরূপ আজ্ঞা প্রদান

মথো মোহার্ণবে ঘোরে যুতঃ সৌধেহহিনা হতঃ ।

কৃৎস্না পাপং কলৈর্যোগাতাপসম্ভাবমানজন্ম ॥ ৮৪ ॥

অবশ্যমেব নরকং এতৈরাচরনৈর্ভবেৎ ।

তস্মাত্তং পিতরং পাপাৎ সমুদ্রর নৃপোত্তম ! ॥ ৮৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচন্তস্য ব্যাসস্তামিততেজসঃ ।

সাক্ষকঠোহতিষ্ঠুঃখার্তো বভূব জনমেজয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

ধিগিদং জীবিতং মেহদ্য পিতা মে নরকে স্থিতঃ ।

তৎ করোমি যথৈবাদ্য স্বর্গং যাতু্যত্তরাস্থিতঃ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
অশ্বায়জবিধিপ্রশ্নো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দৈবং প্রারকং মুখ্যং যজ্ঞা বৈরাগ্যমাহ্বায় ন স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অহিনা সর্পেণ হতঃ ॥ ৮৪—৮৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

করেন ॥ ৮১ ॥ তখন সেই নরপতি ঔষধ, মণিগুহ ও যন্ত্রযোগ প্রয়োগ পূর্বক সৌধোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥ তিনি তখন স্বীয় প্রারককে প্রধান মানিয়া তীর্থস্থান, দান, ভূমিতে শয়ন বা দেবীর স্মরণাদি কোন কৰ্ম্মই করেন নাই ; কলির প্রবেশবশত তাপসের অপমানরূপ পাপ করিয়া কেবল ঘোরতর মোহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সৌধের উপরি-ভাগে তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হইয়া নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৮৩—৮৪ ॥ এই সকল পাপাচরণ দ্বারা সেই নৃপতি অবশ্যই নরকে পড়িয়াছেন, অতএব হে নৃপোত্তম ! তুমি আপনার পিতার পাপ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয় অমিততেজা ব্যাসদেবের নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন, তখন অশ্রুজল বিগলিত হইয়া তাঁহার কপোল ও কণ্ঠস্থল দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ তখন তিনি গদগদ স্বরে কহিলেন, আমার জীবনে ধিক্ ! আমার পিতা এখন নরকে নিপতিত রহিয়াছেন যে কোনও উপায়ে আমার পিতা স্বর্গলাভ করিতে পারেন এক্ষণে আমি তাহাই করিব ॥ ৮৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অশ্বায়জ বিধিবর্ণন নামক

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

হরিণা তু কথং যজ্ঞঃ কৃতঃ পূৰ্ব্বং পিতামহ ! ।  
জগৎকারণরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১ ॥  
কে সহায়াস্তু তত্রাসন্ ব্রাহ্মণাঃ কে মহামতে ! ।  
ঋত্বিজো বেদতত্ত্বজ্ঞাস্তশ্চো ব্রহ্মি পরস্তপ ! ॥ ২ ॥  
পশ্চাৎ কারোম্যহং যজ্ঞং বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ।  
শ্রদ্ধা বিষ্ণুকৃতং যাগমগ্নিকায়্যাঃ সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজপুং মহাভাগ ! বিস্তরং পরমাদ্রুতম্ ।  
যথা ভগবতা যজ্ঞঃ কৃতশ্চ বিধিপূৰ্ব্বকঃ ॥ ৪ ॥  
বিসর্জিতা যদা দেব্যা দত্তা শক্তীশ্চ তাদ্রয়ঃ ।  
কাজেশাঃ পুরুষা জাতা বিমানবরমাস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

অধ্বাধিকৈরষ্টপকালং পুটদায়িকামথঃ ।

বিষ্ণুনা চ কৃতঃ ঋত্বিজিভিসমাগিহোচ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে বিষ্ণুনা দেবীমথঃ কৃত ইতি শ্রদ্ধা পরমভাবুকো জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি  
হরিণা চেতি । পিতামহ ! হে পূৰ্ব্বজ ব্যাস ! ॥ ১—৪ ॥

রাজা কহিলেন, পিতামহ ! জগতের কারণরূপী নিগ্রহাত্মগ্রহসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু, পুরা-  
কালে কিরূপে অশ্বায়জ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? মহামতে ! সেই যজ্ঞে কে কে সহায়  
ছিলেন এবং কোন্ কোন্ বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণই বা ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন তৎসমুদয় আমাকে  
বিশেষরূপে বলুন । আমি সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুকৃত অশ্বায়জ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিয়া পরে  
যথাবিধি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ১—৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! ভগবান্ হরি, কিরূপে বিধিপূৰ্ব্বক অশ্বায়জ্ঞের অনুষ্ঠান  
করিয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্যকর যজ্ঞের কথা বিস্তারপূৰ্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥  
দেবী ভুবনেশ্বরী যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিজাংশ সমুত্ত তিনটি শক্তি প্রদান করিয়া  
বিদায় দিলেন, তখন তাঁহারা বিমানে থাকিয়াই জীভাব হইতে পুন্নিমুক্ত হইয়া পুরুষত্ব  
প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ সেই স্মরোত্তমদ্রয় ঘোরতর মহার্গবে উপনীত হইয়া ধরিত্রীকে উৎপাদন



প্রাপ্তা মহার্ণবং ঘোরং ত্রয়স্তে বিবুধোত্তমাঃ ।

চক্রুঃ স্থানানি বাসার্থং সমুৎপাদ্য ধরাং স্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

আধারশক্তিরচলা যুক্তা দেব্যা স্বয়ং ততঃ ।

তদাধারা স্থিতা জাতা ধরা মেদঃসমস্থিতা ॥ ৭ ॥

মধুকৈটভয়োর্মৈদঃসংযোগান্মেদিনী স্মৃতা ।

ধারণাক্ষ ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগতঃ ॥ ৮ ॥

মহী চাপি মহীয়ত্বাকৃতা সা শেষমস্তকে ।

গিরয়শ্চ কৃতাঃ সর্বৈ ধারণার্থং প্রবিস্তরাঃ ॥ ৯ ॥

লৌহকীলং যথা কাষ্ঠে তথা তে গিরয়ঃ কৃতাঃ ।

মহীধরা মহারাজ ! প্রোচ্যস্তে বিবুধৈর্জ্ঞানৈঃ ॥ ১০ ॥

জাতরূপময়ো মেরুর্বহুযোজনবিস্তরঃ ।

কৃতো মণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শোভিতঃ পরমাদ্বুতঃ ॥ ১১ ॥

মরীচিনারদোহত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।

দক্ষো বশিষ্ঠ ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ প্রথিতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥

কদা যজ্ঞঃ কৃত ইত্যশঙ্ক্যং নিবর্তয়ন্ প্রথমং তৎসময়মাহ বিসর্জিতা ইতি । যদা মণি-  
দ্বীপাধিবাসিত্বা ভুবনেশ্বর্যা শক্তীর্দত্ত্বা তে ত্রয়ো ব্রহ্মাদয়ো বিসর্জিতাস্তদনন্তরং তে ত্রয়ো  
যুবতীভাবং বিহার পুরুষা জাতাঃ । তদনন্তরমিতি সর্বত্র যোজ্যম্ ॥ ৫—১২ ॥

পূর্বক বাস করিবার নিমিত্ত স্থান নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥  
তদনন্তর দেবী স্বয়ং তাহাতে অচলা আধারশক্তি প্রদান করিলেন, মেদসমস্থিত ধরণী  
সেই শক্তিরূপ আধার দ্বারা স্থির হইয়া রহিলেন ॥ ৭ ॥ রাজন্ ! মধুকৈটভ নামক অম্বর-  
ধরের মেদযোগে উৎপন্ন হইল বলিয়া এই আধাররূপা ধরিত্রীর নাম মেদিনী, অখিল  
জীবাতিভূত-নিবহের ধারণ করেন বলিয়া ইহার নাম ধরা, অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ইহার  
নাম পৃথ্বী এবং জীবগণের জীবনরক্ষণ ও মহত্ব হেতুক মহয়সী অর্থাৎ অতিমহতী বলিয়া মহী  
শব্দেও উক্ত হইয়াছে । রাজন্ ! শেষ নাগ এই ধরাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়া রহিলেন ।  
এইরূপে ব্রহ্মা পৃথিবী ধারণ জন্ত স্থানে স্থানে অবিস্তৃত পর্বত সকলের সৃষ্টি করিলেন,  
লৌহকীলক যেমন কাষ্ঠমধ্যে নিহিত থাকে গিরিগণও সেইরূপ ধরণীর অভ্যন্তরে থাকিয়া  
উহার দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্বক ধারণ করিয়া রহিল ; রাজন্ ! এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ পর্বত  
সকলকে মহীধর শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৮—১০ ॥ রাজন্ ! এইরূপে বহুযোজন-  
বিস্তীর্ণ, মণিময় শৃঙ্গে শোভিত কনকময় মেরু নামক মহাগিরির সৃষ্টি হইল ॥ ১১ ॥  
মরীচি, নারদ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ এবং বশিষ্ঠ ইহঁরা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন

মরীচেঃ কশ্যপো জাতো দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ ।

তাভ্যো দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ সমুৎপন্না হনৈরুশঃ ॥ ১৩ ॥

ততস্ত কাশ্যপী সৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা চাতিবিস্তরা ।

মনুষ্যপশুসর্পাদিজাতিভেদৈরনেকধা ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মণশ্চার্কদেহাত্মু মনুঃ স্বায়ত্ত্ববোহভবৎ ।

শতরূপা তথা নারী সঞ্জাতা বামভাগতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ স্ততো তস্তা বভূবতুঃ ।

তিস্রঃ কন্যা বরারোহা হভবন্নতিসুন্দরাঃ ॥ ১৬ ॥

এবং সৃষ্টিং সমুৎপাদ্য ভগবান্ কমলোদ্ভবঃ ।

চকার ব্রহ্মলোকঞ্চ মেরুশৃঙ্গে মনোহরম্ ॥ ১৭ ॥

বৈকুণ্ঠং ভগবান্ বিষ্ণু রম্যারমণমুত্তমম্ ।

ক্রীড়াস্থানং সুরম্যঞ্চ সর্বলোকোপরি স্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

শিবোহপি পরমং স্থানং কৈলাসাত্ম্যঞ্চকার হ ।

সমাসাদ্য ভূতগণং বিজহার যথারুচি ॥ ১৯ ॥

স্বর্গস্ত্রিবিষ্টপো মেরুশিখরোপরি কল্পিতঃ ।

তচ্চ স্থানং সুরেন্দ্রস্য নানারত্নবিরাজিতম্ ॥ ২০ ॥

দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ কশ্যপস্ত স্ত্রিয়স্তাভ্যো দেবা দৈত্যাশ্চোৎপন্নাঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

অতিসুন্দরাঃ কন্যাঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইলেন ; ইহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র ॥ ১২ ॥ মরীচির কশ্যপ নামে একটি পুত্র এবং দক্ষের  
দ্বয়োদশটি কন্যা উৎপন্ন হইল । কশ্যপের ঔরসে তাঁহাদিগের গর্ভ হইতে অনেকানেক দেব  
ও দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর, মনুষ্য পশু ও সর্পাদি জাতিভেদে  
মনেক প্রকার সুবিস্তীর্ণ কাশ্যপী সৃষ্টির আরম্ভ হইল ॥ ১৪ ॥ এদিকে ব্রহ্মার দেহের অর্ধভাগ  
হইতে স্বায়ত্ত্বব মনু এবং বামভাগ হইতে শতরূপানারী কন্যা উৎপন্ন হইলেন ॥ ১৫ ॥  
শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মনুর দুই পুত্র এবং রূপ লাভণ্যবতী অত্যন্ত  
সুন্দরী তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ কমলোদ্ভনি, এইরূপে সৃষ্টি করিয়া মেরুগিরির শৃঙ্গের উপর মনোহর ব্রহ্মলোক  
নির্মাণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু সকল লোকের উপরিভাগে লক্ষ্মীর সহিত একত্রে ক্রীড়ার  
নিমিত্ত বৈকুণ্ঠপুরী নির্মাণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ মহাদেবও পরম মনোহর কৈলাসপুরী রচনা  
করিয়া ভূতগণের সহিত যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ তৃতীয় ভুবন স্বর্গ মেরুগিরির  
উপরিভাগে বিরচিত হইল ; বিবিধ-রত্নরাজি-বিরাজিত সেই স্থান দেবরাজ ইন্দের দিবাসের

সমুদ্রমথনাং প্রাপ্তঃ পারিজাতস্তরুভূমঃ ।\*

চতুর্দন্তস্তথা নাগঃ কামধেনুশ্চ কামদা ॥ ২১ ॥

উচ্চৈঃশ্রবাস্তথাশ্চো বৈ রস্তাদ্যঙ্গরসস্তথা ।

ইন্দ্রেণোপাত্তমখিলং জাতং বৈ স্বর্গভূষণম্ ॥ ২২ ॥

ধন্বন্তরিশ্চন্দ্রমাশ্চ সাগরাক্ষ সমুদ্রবভৌ ।

স্বর্গে স্থিতৌ বিরাজেতে দেবৌ বহুগণৈর্কর্তৌ ॥ ২৩ ॥

এবং সৃষ্টিঃ সমুৎপন্না ত্রিবিধা নৃপসত্তম ।।

দেবতির্য্যঙ্গমুখ্যাভিভেদৈর্বিবিধকল্পিতা ॥ ২৪ ॥

অণ্ডজাঃ শ্বেদজাশ্চৈব চোদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ।

চতুর্ভেদৈঃ সমুৎপন্না জীবাঃ কৰ্ম্মযুতাঃ কিল ॥ ২৫ ॥

এবং সৃষ্টিং সমাসাদ্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।

বিহারং শ্বেষু স্থানেষু চক্রুঃ সর্বৈ যথেষ্পিতম্ ॥ ২৬ ॥

এবং প্রবর্তিতে সর্গে ভগবান্ প্রভুরচ্যুতঃ ।

মহালক্ষ্ম্যা সমং তত্র চিক্রীড় ভুবনে স্বকে ॥ ২৭ ॥

একস্মিন্ সময়ে বিষ্ণুর্কৈকুঠে সংস্থিতঃ পুরা ।

সুধাসিন্ধুস্থিতং দ্বীপং সম্মার মণিমণ্ডিতম্ ॥ ২৮ ॥

রমারমণং রমাক্রীড়াস্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ১৮—২৫ ॥

(এবমিতি । এবমিথং প্রকারেণ দেব্যাঃ প্রসাদলাভেনেত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥)

নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল ॥ ২০ ॥ স্বররাজ, সমুদ্রমথন সময়ে, তরুবর পারিজাত, ঐরাবত নামক চতুর্দন্ত নাগ, কামপ্রদা কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ববর এবং রস্তাদি অঙ্গরগণ প্রাপ্ত হইলেন । রজেন্ ! এ সমস্তই স্বর্গের ভূষণ স্বরূপ হইল ॥ ২১—২২ ॥ ধন্বন্তরি ও চন্দ্রমা সাগর হইতে সমুখিত এবং বহুতর পারিধদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গোপরি অবস্থান পূর্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! এইরূপে বহুপ্রকার তির্য্যাক্, মনুষ্য ও দেবতা ভেদে ত্রিবিধ সৃষ্টি সম্পাদিত হইল ॥ ২৪ ॥ অণ্ডজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারিপ্রকার জীব শুভাত্ত কৰ্ম্মফল বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বস্ব স্থানে যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্তিত হইলে পরমপ্রভু ভগবান্ অচ্যুতদেব, স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠভুবনে মহালক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর এক দিবস ভগবান্ বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠধামে উপবিষ্ট আছেন, সেই সময়ে মণিমণ্ডিত মনোহর দ্বীপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল ॥ ২৮ ॥



যত্র দৃষ্টা মহামায়া মন্ত্রশ্চাসাদিতঃ শুভঃ ।  
 স্মৃত্বা তাং পরমাং শক্তিং স্ত্রীভাবং গমিতো যয়া ॥ ২৯ ॥  
 যজ্ঞং কর্তুং মনশ্চক্রে অশ্বিকার্য্য রমাপতিঃ ।  
 উত্তীৰ্য্য ভুবনাত্স্রাং সমাহুয় মহেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥  
 ব্রহ্মাণং বরুণং শক্রং কুবেরং পাবকং যমম্ ।  
 বশিষ্ঠং কশ্যপং দক্ষং বামদেবং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩১ ॥  
 সম্ভারং কল্পয়ামাস যজ্ঞার্থং চাতিবিস্তরম্ ।  
 মহাবিভবসংযুক্তং সাত্ত্বিকঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৩২ ॥  
 মণ্ডপং বিততং তত্র কারয়ামাস শিল্পিভিঃ ।  
 ঋত্বিজো বরয়ামাস সপ্তবিংশতিসূত্রতান্ ॥ ৩৩ ॥  
 চিত্তিঞ্চ কারয়ামাস বেদীশ্চৈব স্ত্রবিস্তরাঃ ।  
 প্রজ্ঞেপুৰ্ব্বাঙ্গাণা মন্ত্রান্ দেব্যা বীজসমম্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥  
 জুহুবুস্তে হবিঃ কামং বিধিবৎপরিকল্পিতে ।  
 কৃতে তু বিততে হোমে বাণ্ডবাচাশরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

ইখমেতাবৎপর্য্যন্তং ব্রহ্মবিকুরূদ্রা ন স্বতন্ত্রাঃ কিন্তু পরশক্ত্যধীনাঃ পরাশক্তেরূপবস্তা-  
 ন্মৃত্যুধৰ্ম্মাণস্তাপত্রয়যুক্তাঃ পাঞ্চভৌতিকদেহবস্তো যাবৎকল্পপর্য্যন্তমায়ুষ্যবস্তো বৈকুণ্ঠব্রহ্ম-  
 লোককৈলাসবাসিন ইতিপ্রথমাধ্যায়োক্তপ্রশ্নশ্রোতরমুক্তং ভবতি ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিকথনেন চ  
 তৎপ্রশ্নস্তাপ্যন্তরং নিরূপিতং অস্বাযজ্ঞবিষয়প্রশ্নশ্রোতরং কিঞ্চিপূৰ্ব্বং দত্তমগ্রে চ দাস্ততীতি  
 বোধ্যম্ । এতাবৎপর্য্যন্তং পূৰ্ব্বং জাতে কথিতে সত্যনস্তরং জাতং বৃত্তমাহ একস্মিন্ সময়  
 ইতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

দেব্যা বীজং মায়াবীজং হুল্লোখাশক্তিদেব্যাখ্যা ইতি মন্ত্রকোশাৎ । মায়াবীজস্ত নামানি  
 মালিনী শিববল্লরী । বাতাবর্তিঃ কলা বাণী বীজং শক্তিঞ্চ কুণ্ডলীতি মন্ত্রকোশাচ্চ তেন সম-  
 ম্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥

রাজন্ ! ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানেই মহামায়ার দর্শন এবং কল্যাণদায়ক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া-  
 ছিলেন । পূৰ্ব্বে বাহার দ্বারা তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন, সেই পরাশক্তিকে স্মরণ করিয়া  
 অশ্বিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন । অনন্তর স্বীয় ভবন হইতে নির্গত  
 হইয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, হুতাশন ও যম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, দক্ষ, বামদেব ও  
 বৃহস্পতি প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন এবং যজ্ঞের নিমিত্ত অতি বিস্তর সামগ্ৰীসম্ভার সকল  
 আহরণ করিতে লাগিলেন । রমাপতি মহাবৈভবযুক্ত মনোহর সাত্ত্বিক স্থান নিরূপিত করিয়া  
 তথায় শিল্পিগণের দ্বারা স্ত্রবিস্তৃত মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন এবং যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত  
 সপ্তবিংশতি সংখ্যক সূত্রত ঋত্বিককে বরণ করিলেন ॥ ২৯—৩৩ ॥ অধিকৃত বেদী ও চিতি

বিষ্ণুং তদা সমাভ্যাস্য জীশ্বরান্ মধুরাশ্রিতান্ ।  
 বিষ্ণো ! ত্বং ভব দেবানাং হরে ! শ্রেষ্ঠতমঃ সদা ॥ ৩৬ ॥  
 মান্যশ্চ পূজনীয়শ্চ সমর্থশ্চ সুরেষাপি ।  
 সৰ্বৈষ্যামৰ্চয়িষ্যন্তি ব্রহ্মাদ্যশ্চ সৰ্বাসবাঃ ॥ ৩৭ ॥  
 প্রভবিষ্যন্তি ভো ভক্ত্যা মানবা ভুবি সৰ্বতঃ ।  
 বরদস্তু সৰ্বেষাং ভবিতা মানবেষু বৈ ॥ ৩৮ ॥  
 কামদঃ সৰ্বদেবানাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ ।  
 সৰ্বযজ্ঞেষু মুখ্যস্ত্বং পূজ্যঃ সৰ্বৈষ্যচ যাজ্ঞিকৈঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ত্বাং জনাঃ পূজয়িষ্যন্তি বরদস্ত্বং ভবিষ্যসি ।  
 অয়িষ্যন্তি চ দেবাস্ত্বাং দানবৈরতিপীড়িতাঃ ॥ ৪০ ॥  
 শরণং ত্বঞ্চ সৰ্বেষাং ভবিতা পুরুষোত্তম ! ।  
 পুরাণেষু চ সৰ্বেষু বেদেষু বিততেষু চ ।  
 ত্বং বৈ পূজ্যতমঃ কামং কীর্তিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

জুতবুরিতি । তে ব্রাহ্মণা বিদিবৎ পরিকল্পিতে বহৌ যথেষ্টঃ হবিরষ্টদ্রব্যরূপং জুহবুঃ  
 কোটিহোমাদিকং চক্রুরিত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃং ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াম্ । ‘অশ্বখোহশ্বরপ্লক্কাগ্নোদ-  
 সমিধস্তিলাঃ । সিদ্ধার্থপারসাজ্যানি দ্রব্যান্যষ্টৌ বিহুৰ্দ্ধাঃ ।’ যথেষ্টসংখ্যাপূর্ত্তিরেকৈক-  
 দ্রব্যেণ যথাবিভাগং কৃত্বা কর্তব্যাদ্রব্যন্যনতায়ামস্তিমদ্রব্যাবৃতিরাধিক্যেহস্তিমদ্রব্যাহতিদ্বয়ং  
 ত্রয়ং বা একীকৃত্যৈকৈকমস্ত্রেণ হোমঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

নির্মিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ বীজসম্বিত দেবীমস্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর  
 হতাশনে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বতাহতি প্রদত্ত হইতে লাগিল । এইরূপে যখন বিধিপূৰ্ব্বক  
 পরিকল্পিত হইয়া হোম কার্য্য বাহুল্যরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন মোহন ও মধুর  
 স্বরে ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্ভাষণ করিয়া এই আকাশবাণী উচ্চারিত হইল যে, বিষ্ণো ! তুমি  
 সৰ্বদাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠতম হও । তুমি সমস্ত দেবগণের মধ্যে মাননীয়, পূজনীয় ও  
 প্রভাবশালী হইবে । দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাদি সমস্ত সুরগণই তোমার অর্চনা করি-  
 বেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥ হে অচ্যুত ! পৃথিবীতলের সকল স্থলেই যে মানবগণ তোমার প্রতি ভক্তি  
 সম্বিত হইবে তাহার নিশ্চয়ই প্রভাবসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই, আর তুমি সকল মানব-  
 গণের বরপ্রদ ও কামপ্রদ হইবে । বিষ্ণো ! তুমিই সৰ্ব দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তুমিই সমস্ত ঈশ্বর-  
 গণেরও ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞেই মুখ্য ও যাজ্ঞিকগণের পূজনীয় হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ জনগণ  
 তোমার পূজা করিবে এবং তুমি তাহাদিগকে বরদান করিবে । হে পুরুষোত্তম ! দেবতারা  
 যে যে সময় অশ্বরগণ কর্তৃক প্রপীড়িত হইবে তখনই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে । তুমিই  
 সকলের রক্ষাকর্তা হইবে সন্দেহ নাই । আর সমস্ত পুরাণ ও সুবিত্ত অখিল বেদমধ্যে

যদা যদা হি ধর্মশ্চ গ্ৰানির্ভবতি ভূতলে ।  
 তদাংশেনাবতীৰ্য্যাশু কর্তব্যং ধর্মরক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥  
 অবতারাঃ স্তুবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং তব ভাগশঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি ধরায়াং বৈ মাননীয়্য মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩ ॥  
 অবতারেষু সর্বেষু নানাযোনিষু মাধব ।।  
 বিখ্যাতঃ সর্বলোকেসু ভবিতা মধুসূদন ! ॥ ৪৪ ॥  
 অবতারেষু সর্বেষু শক্তিস্তে সহচারিণী ।  
 ভবিষ্যতি মমাংশেন সর্বকার্য্যপ্রসাধিনী ॥ ৪৫ ॥  
 বারাহী নারসিংহী চ নানাভেদৈরনেকধা ।  
 নানায়ুধাঃ শুভাকারাঃ সর্বাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 তাভিযুক্তঃ সদা বিষ্ণো ! সুরকার্য্যাণি মাধব ! ।  
 সাধয়িষ্যসি তৎ সর্বং মদন্তবরদানতঃ ॥ ৪৭ ॥  
 তাস্থয়া নাবমস্তব্যাঃ সর্বদা গর্বলেশতঃ ।  
 পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মাননীয়্যাশ্চ সর্বথা ॥ ৪৮ ॥  
 নুনস্তা ভারতে খণ্ডে শক্তয়ঃ সর্বকামদাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি মনুষ্যাণাং পূজিতাঃ প্রতিমাস্তু চ ॥ ৪৯ ॥

প্রভবিষ্যন্তীতি । ভগ্নীতি শেষঃ । ভক্ত্যা তৎসুহিতা মানবা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥

(যদা যদেতি । হে বিষ্ণো ! যস্মিন্ যস্মিন্ সময়ে ধর্মশ্চ গ্ৰানির্গোব্রাহ্মণদেবাদ্যভিতব্যজ-  
 বিঘাতাদিক্রপেত্যর্থঃ । তদা সত্ত্বরমবনীতলে অবতীৰ্য্য ধর্ম্যভিভবন্ত কারণমপনীয় ধর্ম-  
 রক্ষণং করিষ্যসীতি মহৎ তে কার্য্যং ভবেদिति ভাবঃ ॥ ৪২ ॥)

তুমিই পূজ্যতম-রূপে পরিকীর্তিত হইবে ॥ ৪০—৪১ ॥ হে কেশব ! ভূমিতলে যখন যখন  
 ধর্মের গ্ৰানি উপস্থিত হইবে তখনই তুমি অংশে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মরক্ষা করিবে ॥ ৪২ ॥  
 মধুসূদন ! ধরাতলে বিভাগক্রমে, নানাযোনিতে তত্ত্বত মহাত্মা ব্যক্তিগণের মাননীয়,  
 সর্বলোকে বিখ্যাত, সর্ব অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার অনেক অবতার হইবে ॥ ৪৩-৪৪ ॥  
 সমস্ত অবতারেই আমার অংশে উৎপন্ন সমস্ত কার্য্যসাধনী শক্তিসকল তোমার সহচারিণী  
 হইবে ॥ ৪৫ ॥ বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি বিবিধ শক্তি সকল বিবিধ আয়ুধযুক্ত ও সমস্ত  
 আভরণে বিভূষিত হইয়া তোমার সহকারিণী হইবে সন্দেহ নাই । হে বিষ্ণো ! তুমি  
 তাহাদের সহিত সততই মিলিত হইয়া মদন্ত বরপ্রভাবে সুরকার্য সাধন করিতে সমর্থ  
 হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তুমি কিঞ্চিদ্ভাঙ ও গর্বপ্রকাশ করিবা তাহাদের অবমাননা  
 করিবে না, সর্বপ্রকারে তাহাদিগের পূজা ও সম্মান করিবে ॥ ৪৮ ॥ ভারতবর্ষে এই সর্ব-



তাসাং তব চ দেবেশ ! কীর্ত্তিঃ স্মাদখিলেষপি ।  
 দ্বীপেষু সপ্তস্বপ্নি চ বিখ্যাতা ভুবি মণ্ডলে ॥ ৫০ ॥  
 তাস্চ ত্বাং বৈ মহাভাগ ! মানবা ভুবি মণ্ডলে ।  
 অর্চয়িষ্যন্তি বাঞ্ছার্থং সকামাঃ সততং হরে ! ॥ ৫১ ॥  
 অর্চাস্থ চোপহারৈশ্চ নানাভাবসমম্বিতাঃ ।  
 পূজয়িষ্যন্তি বেদোক্তৈর্মন্ত্রৈর্নামজপৈস্তথা ॥ ৫২ ॥  
 মহিমা তব ভুল্লোকেষু স্বর্গে চ মধুসূদন ! ।  
 পূজনাদেবদেবেশ ! বুদ্ধিমেষ্যতি মানবৈঃ ॥ ৫৩ ॥  
 ব্রহ্মস উবাচ ।

ইতি দত্ত্বা বরান্ বাণী বিররাম খসন্ত্বা ।  
 ভগবানপি প্রীতাত্মা হৃদবচ্ছবণাদিব ॥ ৫৪ ॥  
 সমাপ্য বিধিবদ্যজ্ঞং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥  
 বিসর্জয়িত্বা তান্ দেবান্ ব্রহ্মপুত্রান্মুনীনথ ।  
 জগামানুচরৈঃ সার্কং বৈকুণ্ঠং গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫৬ ॥  
 স্বানি স্বানি চ ধিক্যানি পুনঃ সর্কৈঃ সুরাস্ততঃ ।  
 মুনয়ো বিন্মিতা বার্তাং কুর্বন্তস্তে পরস্পরম্ ॥ ৫৭ ॥

অতএব দেবীপ্রসাদাধিকোপরি লোকে প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৩—৫২ ॥

মহিমেতি । এবং তব মহিমা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

কামপ্রদ শক্তিসকল মানবগণ কর্তৃক প্রাতিমাতে পূজিত হইবে ॥ ৪৯ ॥ হে দেবাধিপ !  
 সেই শক্তিসকলের এবং তোমার কীর্ত্তি এই সপ্তদ্বীপে অধিক কি অখিল ভুবনে বিখ্যাত  
 হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫০ ॥ হরে ! অবনিমণ্ডলস্থিত মানবগণ ফল-কামনা করিয়া বাসনা সিদ্ধির  
 নিমিত্ত এই শক্তিগণের এবং তোমার নিয়তই অর্চনা করিবে ॥ ৫১ ॥ নানাবিধ কামনা-  
 সম্বিত মনুষ্যগণ ঐ অর্চনায়, বিবিধ উপহারে বেদমন্ত্র ও নামজপ দ্বারা তোমাদিগের  
 পূজা করিবে ॥ ৫২ ॥ বিষ্ণো ! তুমি সমস্ত জগৎগণের ঈশ্বর হইবে এবং তোমার মহিমা  
 ভুল্লোকে অধিক কি স্বর্গলোকেও মানবগণের অর্চনা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥

ব্রাস বলিলেন, মহারাজ ! আকাশসম্বা বাণী, এইরূপ বর দান করিয়া বিরত হইলে  
 ভগবান্ বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলভ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, সর্কেশ্বর হরি,  
 এইরূপে যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মনন্দন মুনীগণকে বিদায় দিয়া  
 গরুড়ে আরোহণপূর্বক অমৃতচরণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন । সুরগণ সকলেই

যযুঃ প্রমুদিতাঃ কামং স্বাপ্তমান্ পাবনানথ ॥ ৫৮ ॥

শ্রুত্বা বাণীং পরমবিশদাং ব্যোমজাং শ্রোত্ররম্যাং

সর্বেষাং বৈ প্রকৃতিবিষয়ে ভক্তিভাবশ্চ জাতঃ ।

চক্রুঃ সর্বৈ দ্বিজমুনিগণাঃ পূজনং ভক্তিয়ুক্তা-

স্তুত্যাঃ কামং নিখিলফলদং চাগমোক্তং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃতান্বায়জ্ঞবৰ্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ধসন্তুবা আকাশজতা ॥ ৫৪—৫৮ ॥

প্রকৃতিবিষয়ে মূলপ্রকৃতৌ । তস্তাঃ প্রকৃতেভূবনেশ্বর্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিতে লাগিলেন । মুনিগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পর যজ্ঞাদি বিষয়ক  
কথোপকথন করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৫৫—৫৮ ॥  
রাজন্ ! সেই বিশদাকরসম্বিত শ্রবণ-মনোহর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেরই প্রকৃতি-  
বিষয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইল ; তখন সমস্ত দ্বিজ, মুনি ও মুনীন্দ্রগণ ভক্তিয়ুক্ত হইয়া  
বাহুল্যরূপে সেই পরমাপ্রকৃতি দেবীর অখিলফলপ্রদা বেদবিহিত পূজা করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুর অম্বায়জ্ঞানুষ্ঠানবর্ণন নামক

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

শ্রুতো বৈ হরিণা কলপ্তো যজ্ঞো বিস্তরতো দ্বিজ ! ।  
মহিমানং তথান্বয়া বদ বিস্তরতো মম ॥ ১ ॥  
শ্রুত্বা দেব্যাশ্চরিত্রং বৈ কুর্বে মথমনুত্তমম্ ।  
প্রসাদাত্তব বিপ্রেন্দ্র ! ভবিষ্যামি চ পাবনঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ।  
ইতিহাসং পুরাণঞ্চ কথয়ামি সুবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥  
কোশলেষু নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ।  
পুষ্পপুত্রো মহাতেজা ধ্রুবসন্ধিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥  
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ বর্ণাশ্রমহিতে রতঃ ।  
অযোধ্যায়াং সমৃদ্ধায়াং রাজ্যং চক্রে শুচিত্রতঃ ॥ ৫ ॥  
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাত্তে তথা দ্বিজাঃ ।  
স্বাং স্বাং রুদ্ভিং সমাস্থায় তদ্রাজ্যে ধর্ম্মতোহভবন্ ॥ ৬ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যাকৈস্তু রাজপ্রমোদরং ততঃ ।

বৈভবং প্রোচ্যতে সমাগ্‌যথাবদুৎপত্তিভিঃ ॥

বিষ্ণুকৃতমন্বায়জ্ঞঃ শ্রুত্বা পুনর্ভগবতীমহিনো বুভুংসুর্জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি । শ্রুত ইতি ॥১-৫॥

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন ! আমি বিষ্ণুকৃত অন্বায়জ্ঞের বিষয় বিশেষ রূপে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অশ্বিকাদেবীর মহিমা-গাথা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন । আমি দেবীর চরিত-কথা শ্রবণান্তর সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্বায়জ্ঞের অনুষ্ঠান করিব । হে বিপ্রেন্দ্র ! তাহাতে আমি আপনার প্রসাদেই পবিত্র হইব সন্দেহ নাই ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবীর চরিতবিষয়ক পরমোত্তম পৌরাণিক ইতিহাস বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বকালে কোশলদেশে পুষ্পনামক নৃপতির পুত্র, ধ্রুবসন্ধি নামে বিখ্যাত এক মহাতেজা সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন । সেই সত্যসন্ধ শুভাভি-লাষী ধর্ম্মাত্মা নৃপতিবর ব্রাহ্মণাদিচতুর্কর্ণ প্রজাপুঞ্জের হিত সাধনে মনোনিবেশ করিয়া সুসমৃদ্ধ অযোধ্যানগরীতে বাস করত রাজকার্য্য পর্যালোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৪—৫ ॥ তাহার রাজ্যপালনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অন্যান্য দ্বিজগণ ধর্ম্মানুযায়ী নিজ



ন চৌরাঃ পিশুনা ধূর্তাস্ত্য রাজ্যে চ কুত্রচিৎ ।  
 দম্বাঃ কৃতঘ্না মুখাশ্চ বসন্তি কিল মানবাঃ ॥ ৭ ॥  
 এবং বৈ বর্তমানস্য নৃপস্য কুরুসত্তম ! ।  
 হ্রে পত্ন্যৌ রূপসম্পন্নে হাসতুঃ কামভোগদে ॥ ৮ ॥  
 মনোরমা ধর্মপত্নী সুরূপাতিবিচক্ষণা ।  
 লীলাবতী দ্বিতীয়া চ সাপি রূপগুণাশ্রিতা ॥ ৯ ॥  
 বিজহার স পত্নীভ্যাং গৃহেষুপবনেষু চ ।  
 ক্রীড়াগিরৌ দীর্ঘিকাসু সৌধেষু বিবিধেষু চ ॥ ১০ ॥  
 মনোরমা শুভে কালে সুষুবে পুত্রমুত্তমম্ ।  
 সূদর্শনাভিধং পুত্রং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১১ ॥  
 লীলাবত্যাপি তৎপত্নী মাসেনৈকেন ভামিনী ।  
 সুষুবে সূন্দরং পুত্রং শুভে পক্ষে দিনে তথা ॥ ১২ ॥  
 চকার নৃপতিস্তত্র জাতকর্মাদিকং দ্বয়োঃ ।  
 দদৌ দানানি বিপ্রৈভ্যঃ পুত্রজন্মপ্রমোদিতঃ ॥ ১৩ ॥  
 প্রীতিং তয়োঃ সমাং রাজা চকার সূতয়োর্নৃপ ! ।  
 নৃপশ্চকার সৌহার্দেষুস্তরং ন কদাচন ॥ ১৪ ॥

ধর্মতো ধর্মেণ যুক্তা অভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥

( ধর্মায় ধর্মকার্যায় বা পত্নী সহধর্মিণীত্যর্থঃ ॥ ৯-১১ ॥

নিজ বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার রাজত্ব  
 কালে চোর, খল, ধূর্ত, দাস্তিক, কৃতঘ্ন এবং মুর্থ মানবগণ, কোনও স্থানে বাস করিতে  
 পারিত না ॥ ৭ ॥ সেই প্রজারঞ্জন রাজার রূপযৌবনসম্পন্ন ও প্রীতিপ্রদ ছই যুবতী বনিতা  
 ছিল ॥ ৮ ॥ তাহার মধ্যে মনোরমা প্রধানা ধর্মপত্নী এবং লীলাবতী দ্বিতীয়া পত্নী ; তাহারা  
 উভয়েই পরমরূপবতী, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন ॥ ৯ ॥ রাজা ক্রবসন্ধি পত্নীদ্বয়ের সহিত গৃহ,  
 উপবন, ক্রীড়াপর্বত, দীর্ঘিকা এবং বিবিধ প্রকার মনোহর সৌধমধ্যে বিহার করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ১০ ॥ কিছু দিন গত হইলে মনোরমা শুভদিনে রাজলক্ষণ-সম্বিত একটি পুত্ররত্ন  
 প্রসব করিলেন । পরে রাজা এই পুত্রটীর সূদর্শন এই নাম রাখা করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর,  
 তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী লীলাবতীও একমাস মধ্যেই শুভপক্ষে ও শুভদিনে এক সূন্দর পুত্র  
 প্রসব করিলেন ॥ ১২ ॥ রাজা তখন পুত্রদ্বয়ের জাতকর্মাদি সমাপন করিলেন এবং পুত্রজন্ম-  
 জনিত প্রমোদে প্রফুল্লিত হইয়া বিপ্রগণকে বহুতর ধন দান করিলেন ॥ ১৩ ॥ নরপতি, এই  
 পুত্রদ্বয়ের প্রতি সমান প্রীতি করিতে লাগিলেন, কদাচই ঘেহের প্রভেদ করিতেন না ॥ ১৪ ॥

চূড়াকর্ণ তয়োশ্চক্রে বিধিনা নৃপসত্তমঃ ।  
 যথাবিভবমেবাসৌ প্রীতিযুক্তঃ পরস্তপঃ ॥ ১৫ ॥  
 কৃতচূড়ো স্ততো কামং জহুতুর্নৃপতেশ্বনঃ ।  
 ক্রীড়মানাবুভৌ কাস্তৌ লোকানামনুরঞ্জকৌ ॥ ১৬ ॥  
 তয়োঃ স্তদর্শনো জ্যেষ্ঠো লীলাবত্যাঃ স্ততঃ শুভঃ ।  
 শক্রজিৎসংজ্ঞকঃ কামং চাটুবাক্যো বভূব হ ॥ ১৭ ॥  
 নৃপতেঃ প্রীতিজনকো মঞ্জুবাক্ চারুদর্শনঃ ।  
 প্রজানাং বল্লভঃ সৌহৃদুত্থা মস্ত্রিজনশ্চ বৈ ॥ ১৮ ॥  
 যথা তস্মিন্মূপঃ প্রীতিং চকার গুণযোগতঃ ।  
 মন্দভাগ্যামন্দভাবো ন তথা বৈ স্তদর্শনে ॥ ১৯ ॥  
 এবং গচ্ছতি কালে তু ধুবসন্ধিনৃপোত্তমঃ ।  
 জগাম বনমধ্যেহসৌ মৃগয়াভিরতঃ সদা ॥ ২০ ॥  
 নিম্নন্ মৃগানুরুন্ কবুন্ শূকরান্ গবয়ান্ শশান্ ।  
 মহিষান্ শরভান্ খড়গাংশ্চক্রীড় নৃপতির্বনে ॥ ২১ ॥

তথা শুভে ইত্যর্থঃ ॥ ১২-১৭ ॥

চাটুনি মনোহরাণি বাক্যানি যশ্চ ॥ ১৮ ॥ )

মন্দভাগ্যাদিতি । স্তদর্শনশ্চ মন্দভাগ্যাত্মিন্ স্তদর্শনে মন্দভাবো নৃপতির্থথা শক্রজিতি  
 প্রীতিং চকার তথা স্তদর্শনে প্রীতিং ন চকারেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

অনন্তর, সেই পরস্তপ নরপতি প্রীতিযুক্ত হইয়া নিজবৈভবের অমুরূপ যথাবিধি তাহা-  
 দের চূড়াকরণ সম্পাদন করিলেন ॥ ১৫ ॥ এই শোভন-দর্শন পুঞ্জস্বয়কে দর্শন করিলে  
 লোকের আনন্দ হইত । এক্ষণে ইহাদিগকে কৃতচূড় ও ক্রীড়া করিতে দেখিয়া রাজার মন  
 আনন্দ রসে আগ্রত হইল ॥ ১৬ ॥ এই পুঞ্জস্বয়গলের মধ্যে স্তদর্শন জ্যেষ্ঠ ; কিন্তু, লীলাবতীর  
 শুভদর্শন পুঞ্জ শক্রজিৎ অত্যন্ত প্রিয়ভাবী হইল । তাহার মনোরম রূপদর্শন এবং মনোহর  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । এই সকল গুণ বর্তমান  
 থাকায় শক্রজিৎ প্রজাজনের ও মস্ত্রিগণেরও বল্লভ হইয়া উঠিল ॥ ১৭—১৮ ॥ নানাবিধ  
 গুণযুক্ত বলিয়া রাজা শক্রজিতের প্রতি যেরূপ প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, স্তদর্শনের  
 মন্দভাগ্যবশত তাহার প্রতি সেরূপ প্রীতিমান্ হইলেন না ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন রাজা ধুবসন্ধি বনে গমন করিয়া  
 নিরস্তর মৃগয়ায় নিরত হইলেন । তিনি মৃগ, কক্ক, করী, শূকর, গবয়, শশক, মহিষ, শরভ ও  
 গণ্ডারগণকে নিহত করিয়া বনমধ্যে মৃগয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২০—২১ ॥ রাজা

ক্রীড়মানৈ নৃপে তত্র বনে ঘোরৈহতিদারুণে ।  
 উদতিষ্ঠমিকুঞ্জাত্তু সিংহঃ পরমকোপনঃ ॥ ২২ ॥  
 রাজ্ঞা শিলীমুখেনাদৌ বিদ্ধঃ ক্রোধবশং গতঃ ।  
 দৃষ্টাণ্ডে নৃপতিং সিংহো ননাদ মেঘনিঃস্বনঃ ॥ ২৩ ॥  
 কুত্বাচোৰ্দ্ধং স লাক্সূলং প্রসারিতবৃহৎসটঃ ।  
 হস্তঃ নৃপতিমাকাশাছুৎপপাতাতিকোপনঃ ॥ ২৪ ॥  
 নৃপতিস্তং সমালোক্য দধারাসিং করে তদা ।  
 বামে চৰ্ম্ম সমাদায় স্থিতঃ সিংহং ইবাপরঃ ॥ ২৫ ॥  
 সেবকাস্তস্তু যে সৰ্ব্বৈ তেহপি বাণান্ পৃথক্ পৃথক্ ।  
 অমুঞ্চন্ কুপিতাঃ কামং সিংহোপরি রুষাম্বিতাঃ ॥ ২৬ ॥  
 হাহাকারো মহানাসীৎ সম্প্রহারশ্চ দারুণঃ ।  
 উৎপপাত ততঃ সিংহো নৃপশ্চোপরি দারুণঃ ॥ ২৭ ॥  
 তং পতন্তুং সমালোক্য খড়্গেনাভিহনম্পঃ ।  
 সোহপি ক্রূরৈর্নখাঐশ্চ তত্রাগত্য বিদারিতঃ ॥ ২৮ ॥  
 স নথৈরাহতো রাজা পপাত চ মমার বৈ ।  
 চুক্রুশুঃ সৈনিকাস্তস্তু নির্জন্মুর্বিবিশিথৈস্তদা ॥ ২৯ ॥

কঁহুনিতি । কঁহুঃ শব্দে স্ত্রিয়াং পুংসি শব্দকে বলয়ে গজে ইতি মেদিনীকোষানুসারে  
 নিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৭ ॥

সোহপি রাজাপি । তত্রাগত্য সিংহেনেতি শেষঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

সেই ঘোরতর নিদারুণ বনে যুগ্ম-ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময়ে এক সিংহ অতি কুপিত  
 হইয়া নিকুঞ্জ স্থান হইতে উল্লঙ্ঘন প্রদান পূর্বক রাজার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল । যুগ-  
 রাজ প্রথমেই রাজার শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল ; এক্ষণে রাজাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া মেঘ-  
 গম্ভীর রবে ধ্বনি করিয়া উঠিল ॥ ২২—২৩ ॥ সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় সুদীর্ঘ লাক্সূল  
 উৎক্লিপ্ত এবং বৃহৎ কেশর জাল প্রসারিত করিয়া নৃপতিকে হনন করিবার নিমিত্ত লক্ষ  
 প্রদান পূর্বক আকাশমার্গে উখিত হইল ; তদ্বশনে রাজা তৎক্ষণাৎ বাম করে চৰ্ম্ম ও দক্ষিণ  
 করে অস্ত্র ধারণ পূর্বক অপর সিংহের স্তায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ রাজার অমুচর-  
 গণ, সকলেই কুপিত হইয়া ঘোরতরে সিংহের উপর পৃথক্ পৃথক্ শরনিক্ষেপ করিতে  
 লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন স্তম্ভায় মহা হাহাকার শব্দ উখিত হইল এবং সিংহের উপর নিদারুণ  
 প্রহার হইতে লাগিল । কিন্তু, সেই দারুণ সিংহ সেই সময়ে রাজার উপর আসিয়া নিপতিত  
 হইল ॥ ২৭ ॥ নরপতি, তাহাকে নিজের উপর নিপতিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অসিধারা



মৃতঃ সিংহোহপি তত্রৈব ভূপতিশ্চ তথা মৃতঃ ।  
 সৈনিকৈর্মন্ত্রিমুখ্যাশ্চ তত্রাগত্য নিবেদিতাঃ ॥ ৩০ ॥  
 পরলোকগতং ভূপং শ্রুত্বা তে মন্ত্রিসত্তমাঃ ।  
 সংস্কারং কারয়ামাসুর্গত্বা তত্র বনাস্তিকে ॥ ৩১ ॥  
 পরলোকক্রিয়াং সর্বাং বশিষ্ঠো বিধিপূর্ব্বকম্ ।  
 কারয়ামাস তত্রৈবং পরলোকস্থথাবহাম্ ॥ ৩২ ॥  
 প্রজাঃ প্রকৃতয়শ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ ।  
 সূদর্শনং নৃপং কর্ত্তুং মন্ত্রং চক্ৰুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৩ ॥  
 ধর্ম্মপত্নীসুতঃ শান্তঃ সুরূপশ্চ সুলক্ষণঃ ।  
 অয়ং নৃপাসনাইশ্চ হব্রুবম্মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 বশিষ্ঠোহপি তথৈবাহ যোগ্যোহয়ং নৃপতেঃ সূতঃ ।  
 বালোহপি ধর্ম্মবান্ রাজা নৃপাসনমিহাইতি ॥ ৩৫ ॥  
 কৃতে মন্ত্রে মন্ত্রিবৃক্কৈর্যুধাজিহ্নাম পার্থিবঃ ।  
 তত্রাজগাম তরসা'শ্রুত্বা তুজ্জয়িনীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

( তত্র অযোধ্যায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

প্রজা ইতি । সর্বে সূদর্শনং নৃপং কর্ত্তুং মন্ত্রণাং চক্ৰুঃ । এতেন জ্যেষ্ঠপুত্রস্তৈব রাজা-  
 সনাইবং সূচিতম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আঘাত করিলেন, কিন্তু সেই সিংহ ধরতর নখরাগ্র দ্বারা রাজাকে বিদারিত করিয়া ফেলিল ॥ ২৮ ॥  
 রাজা সিংহের নখাঘাতে আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন । তখন  
 সৈন্তগণ আর্তরব করিতে করিতে শরপ্রহার দ্বারা সিংহের প্রাণ বিনাশ করিল ॥ ২৯ ॥  
 এইরূপে সেই স্থানে নরপতি ও পশুপতি পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সৈন্তগণ  
 রাজপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ॥ ৩০ ॥ মন্ত্রিগণ, রাজার  
 পরলোক-গমন বার্তা শ্রবণ করিয়া সেই বনস্থলীতে গমমপূর্ব্বক তাঁহার সংস্কার করাই-  
 লেন ॥ ৩১ ॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ, পরলোকে মঙ্গলপ্রদ তাঁহার সমস্ত পারলৌকিক কার্য্য সেই স্থানেই  
 বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করাইলেন ॥ ৩২ ॥ প্রজা ও পৌরগণ এবং মহামুনি বশিষ্ঠ ইহারা  
 সকলেই সূদর্শনকে রাজা করিবার নিমিত্ত পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মন্ত্রি-  
 প্রবরগণ कहিলেন যে, সূদর্শন রাজার ধর্ম্মপত্নী-গর্ভজাত পুত্র শান্ত, সুরূপ ও রাজলক্ষণে  
 বিভূষিত ; অতএব, এই রাজপুত্রই নৃপাসনের যথার্থ যোগ্যপাত্র । মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিলেন,  
 এই রাজপুত্র বালক হইলেও ধার্ম্মিক, অতএব এই বালকই রাজা হইবার ও রাজাসনে  
 উপবেশন করিবার যথার্থ উপযুক্ত ॥ ৩৪—৩৫ ॥

মৃতং জামাতরং শ্রদ্ধা লীলাবত্যাঃ পিতা তদা ।  
 তত্রাজগাম হুরিতো দৌহিত্রপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৭ ॥  
 বীরসেনস্তথায়াতঃ স্মদর্শনহিতেচ্ছয়া ।  
 কলিঙ্গাধিপতিশৈচব মনোরমাপিতা নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥  
 উভৌ তৌ সৈন্তসংযুক্তৌ নৃপৌ সাধ্বসসংস্থিতৌ ।  
 চক্রতুর্মুখৈর্মুখ্যৈস্তৈর্মুখ্যৈঃ রাজ্যস্থ কারণাং ॥ ৩৯ ॥  
 যুধাজিতু তদাপৃচ্ছজ্যেষ্ঠঃ কঃ সূতয়োদ্বয়োঃ ।  
 রাজ্যং প্রাপ্নোতি জ্যেষ্ঠো বৈ ন কনীয়ান্ কদাচন ॥ ৪০ ॥  
 বীরসেনোহপি তত্রাহ ধর্মপত্নীসুতঃ কিল ।  
 রাজ্যার্থঃ স যথা রাজন্ ! শাস্ত্রজ্ঞেভ্যো ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪১ ॥  
 যুধাজিৎ পুনরাহেদং জ্যেষ্ঠোহয়ঞ্চ যথা গুণৈঃ ।  
 রাজলক্ষণসংযুক্তো ন তথায়ং স্মদর্শনঃ\* ॥ ৪২ ॥  
 বিবাদোহত্র সসম্পন্নো নৃপয়োস্তত্র লুক্রয়োঃ ।  
 কঃ সন্দেহমপাকর্তুং ক্ষমঃ স্মাদতিসঙ্কটে ॥ ৪৩ ॥

শ্রুতম্ । স্বদৌহিত্রশ্চ শক্রজিতো রাজ্যাপ্রাপ্তিমাকর্ণ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ )

সাধ্বসসংস্থিতৌ ভয়সংস্থিতৌ ভয়ঙ্করাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিলে উজ্জয়িনী রাজ্যের অধিপতি যুধাজিৎ নামক রাজা  
 সেই মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া সস্তর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি লীলাবতীর  
 পিতা, সূতরাং জামতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহাতে দৌহিত্রের রাজ্যলাভ হয় এই  
 কামনার তথায় আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর, মনোরমার পিতা কলিঙ্গ দেশের  
 অধিপতি রাজা বীরসেন নিজদৌহিত্র স্মদর্শনের হিতসাধনার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হই-  
 লেন ॥ ৩৮ ॥ সৈন্তসংযুক্ত প্রবল পরাক্রান্ত সেই ভূপতিদ্বয় নিজ নিজ দৌহিত্রের রাজ্য-  
 লাভ জন্য প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন যুধাজিৎ  
 জিজ্ঞাসা করিলেন রাজপুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? যে জ্যেষ্ঠ সেই কি কেবল রাজ্যপ্রাপ্ত  
 হইয়া থাকে, কনিষ্ঠ পুত্র কি কদাচই রাজ্য প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৪০ ॥ তখন বীরসেন কহিলেন,  
 রাজন্! যে ধর্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র, সেই রাজ্য পাইবে, আমি শাস্ত্রবিদ জ্ঞানিগণের মুখে  
 ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ বীরসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধাজিৎ পুনর্বার কহিলেন,  
 এই রাজপুত্র শক্রজিৎ যেরূপ রাজলক্ষণসম্পন্ন এবং গুণজ্যেষ্ঠ স্মদর্শন তদ্রূপ নহে,

\* অভিলেখঃ স্মদর্শনং কর্তুং মন্ত্রিবরা নৃপম্ । বশিষ্ঠক মহাতেজা বামদেবত্বধৈবচ ।

ইত্যধিকপাঠঃ কেয়ুটিং পুত্রেণ দৃশ্যতে ।

যুধাজিহ্মদ্বিগঃ প্রাহ যুয়ং স্বার্থপরাঃ কিল ।

সুদর্শনং নৃপং কৃত্বা ধনং ভোক্তুং কিলেচ্ছথ ॥ ৪৪ ॥

যুগ্মাকন্তু বিচারোহয়ং ময়া জ্ঞাতস্তথেন্দি তৈঃ ।

শত্রুজিৎ সৰলস্তস্মাৎ সন্মতো বৈ নৃপাসনে ॥ ৪৫ ॥

ময়ি জীবতি কঃ কুর্যাৎ কনীয়াংসং নৃপং কিল ।

তাত্ত্বা জ্যেষ্ঠং গুণাইক সেনয়া চ সমন্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥

নুনং যুদ্ধং করিষ্যামি তেন খড়্গস্ত মেদিনী ।

ধারয়া চ দ্বিধা ভূয়াদ্ যুগ্মাকং তত্র কা কথা ॥ ৪৭ ॥

বীরসেনস্ত তচ্ছ ত্বা যুধাজিতমভাষত ।

বালৌ দ্বৌ সদৃশপ্রজ্ঞৌ কো ভেদোহত্র বিচক্ষণ ! ॥ ৪৮ ॥

এবং বিবদমানৌ তৌ সংস্থিতৌ নৃপতী সদা ।

প্রজাশ্চ ঋষয়শ্চৈত্র বভূবুর্ব্যগ্রমানসাঃ ॥ ৪৯ ॥

জ্যেষ্ঠঃ ক ইতি । যদ্যপি বয়সা জ্যেষ্ঠঃ সুদর্শনস্তথাপি গুণেন জ্যেষ্ঠঃ শত্রুজিৎদেব ভবতীতি যুধাজিতোহভিপ্রায়ঃ ॥ ৪০—৪৪ ॥

তস্মাৎ সুদর্শনাৎ সৰলো ধর্মপত্নীজন্তুত্বাচ্ছত্রজিৎদেব নৃপাসনে সন্মতো নাথ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

( জ্যেষ্ঠং রাজলক্ষণাদিবিশেষগুণৈরিত্যি শেষঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সদৃশী তুল্যা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যয়োস্তৌ । ন হি কশ্চিদেতয়োজ্ঞানজ্যেষ্ঠোহস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অতএব কিরূপে সে রাজ্য্যাই হইতে পারে ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! অনন্তর, সেই রাজ্য্যলুকে নৃপ-  
দ্বয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ ঘটিয়া উঠিল । এইরূপ অতিশয় সঙ্কটস্থলে সন্দেহ নিরসন  
করিতে কে সমর্থ হইয়া থাকে ? ॥ ৪৩ ॥ তখন যুধাজিৎ মস্ত্রিগণকে কহিলেন, তোমরা  
স্বার্থপর, সুদর্শনকে রাজ্য্য করিয়া প্রচুর ধনলাভের অভিলাষ করিতেছ ॥ ৪৪ ॥ তোমা-  
দিগের বিচার এইরূপ তাহা আমি ইঙ্গিত দ্বারা জানিতে পারিয়াছি ; যাহা হউক বহুগুণের  
আধার হেতু সুদর্শন অপেক্ষা শত্রুজিৎই প্রবল অধিকারী ; অতএব, এই পুত্রই তোমাদিগের  
রাজ্য্যসন প্রাপ্ত হইবার একান্ত উপযুক্ত, অতঃ কেহই নহে । আর, আমি বাঁচিয়া থাকিতে  
কোন ব্যক্তি সেনাসমন্বিত ও গুণজ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গুণহীনকে রাজ্য্য  
করিতে পারে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব এবং এই যুদ্ধহেতু আমার খড়্গ  
ধারায় নিশ্চয়ই পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইবে, ইহাতে তোমাদিগের আর কি কথা আছে ॥ ৪৭ ॥  
বীরসেন ইহা শুনিয়া যুধাজিৎকে কহিলেন, আমিও এই বালকদ্বয়ের বুদ্ধি সমানই দেখি-  
তেছি । আপনিও বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাদের উভয়ে কি প্রভেদ আছে তাহা আপনিই বিবে-  
চনা করিয়া বলুন ॥ ৪৮ ॥



সমাজগ্নুশ্চ সামন্তাঃ সসৈন্তাঃ ক্লেশতৎপরাঃ ।  
 বিগ্রহং চাভিকাঙ্কন্তঃ পরস্পরমতদ্রিতাঃ ॥ ৫০ ॥  
 নিষাদা হ্যায়ুস্তত্র শৃঙ্গবেরপুরাশ্রয়াঃ ।  
 রাজদ্রব্যমুপাহর্তুং মৃতং শ্রদ্ধা মহীপতিম্ ॥ ৫১ ॥  
 পুত্রো চ বালকো শ্রদ্ধা বিগ্রহঞ্চ পরস্পরম্ ।  
 চৌরাস্তত্র সমাজগ্নুর্দেশদেশান্তুরাদপি ॥ ৫২ ॥  
 সংমর্দস্তত্র সঞ্জাতঃ কলহে সমুপস্থিতে ।  
 যুধাজিহ্বীরসেনো চ যুদ্ধকামো বভূবতুঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 ঋবসন্ধিমৃত্যুবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অরাজকে জনপদে বহবো দোষা ভবন্তীতি সূচয়ন্নাহ সমাজগ্নুরিতি চতুর্ভিঃ  
 শ্লোকৈঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

মহারাজ ! সেই নৃপতিদ্বয় এইরূপে বিবাদ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে  
 লাগিলেন, প্রজাগণ ও ঋষিগণ তদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ শত শত সামন্ত রাজগণ  
 পরস্পরের বিবাদ কামনা করিয়া সৈন্তসমভিব্যাহারে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও তথায়  
 আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫০ ॥ শৃঙ্গবেরপুরবাসী নিষাদ সকল, মহীপতির মৃত্যুবর্তী শ্রবণ  
 করিয়া রাজার দ্রব্যসমস্ত লুণ্ঠ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫১ ॥ রাজপুত্র দুইটিকে  
 বালক এবং তাহাদের উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদ শ্রবণ করিয়া দেশদেশান্তর হইতে  
 চৌরগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫২ ॥ এইরূপে সেই রাজদ্বয়ের বিবাদ উপস্থিত  
 হইলে সেই রাজ্যমধ্যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল ; এদিকে যুধাজিৎ ও বীরসেন  
 যুদ্ধ কামনায় সজ্জিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ,

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ভুবনেশ্বরীর বৈভবকথনে

কোশলরাজ ঋবসন্ধির মৃত্যুবর্ণন নামক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

সংযুগে চ সতি তত্র ভূপয়ো-

রাহবায় সমুপান্তশস্ত্রয়োঃ ।

ক্রোধলোভবশয়োঃ সমং ততঃ

সম্ভব তুমুলস্ত বিমর্দঃ ॥ ১ ॥

সংস্থিতঃ স সমরে ধৃতচাপঃ

পার্শ্বিণঃ পৃথুলবাহুযুধাজিৎ ।

সংযুতঃ স্ববলবাহনাদিকৈ-

রাহবায় কৃতনিশ্চয়ো নৃপঃ ॥ ২ ॥

বীরসেন ইহ সৈন্যসংযুতঃ

ক্ষাত্রধর্মমনুষ্যত্ব সঙ্গরে ।

পুত্রিকাত্মজহিতায় পার্শ্বিণঃ

সংস্থিতঃ সুরপতেঃ সমতেজাঃ ॥ ৩ ॥

স বাণবৃষ্টিং বিসমর্জ্য পার্শ্বিবো

যুধাজিতং বীক্ষ্য রণে স্থিতঞ্চ ।

গিরিং তড়িহানিব তোয়বৃষ্টিভিঃ

ক্রোধান্বিতঃ মত্যাপরাক্রমোহসৌ ॥ ৪ ॥

একবৃষ্টিলোকবর্ষোযুধাজিহীরসেনয়োঃ ।

দৌহিত্যপুং মহাবুদ্ধমভূদিতি তু বর্ণ্যতে ॥

তৌ যুধাজিহীরসেনৌ যুদ্ধকামৌ জাতৌ তদন্তরং সংগ্রামঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ সংযুগে চ  
সতীতি । আহবায় যুদ্ধার্থং সংগ্রহীতশস্ত্রয়োঃ সংগ্রামে সতি বিমর্দঃ সম্ভবো বভূব ॥ ১ ॥

পৃথুলবাহুঃ পুষ্টবাহুচাসৌ যুধাজিচেতি কর্মধারয়ুঃ । স সমরে সংস্থিতঃ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই ভূপতিদ্বয়ের সময় উপস্থিত হইল উভয়েই লোভ ও  
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন, তখন সংগ্রামস্থলে ঘোরতর সংঘর্ষ হইয়া  
উঠিল ॥ ১ ॥ একদিকে দীর্ঘবাহু রাজা যুধাজিৎ ধনুর্ধারণ পূর্বক স্বীয় সৈন্যাদি সমভি-  
বাহারে যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ২ ॥ অপর দিকে সুরপতিতুল্য তেজঃসম্পন্ন

- তং বীরসেনো বিশিখৈঃ শিলাশিতৈঃ  
সমারণোদাশুগমৈরজিক্কাগৈঃ ।  
চিচ্ছেদ বাণৈশ্চ শিলীমুখানসৌ  
তেনৈব মুক্তানতিবেগপাতিনঃ ॥ ৫ ॥
- গজরথতুরগাণাং সম্ভূতাত্যুতঃ  
স্বরনরমুনিসংঘৈর্বাঙ্কিতং চাতিঘোরম্ ।  
বিততবিহগবৃন্দৈরারুতং ব্যোম সদ্যঃ  
পিপিতমশিতুকামৈঃ কাকগৃধ্রাদিভিষ্চ ॥ ৬ ॥
- তত্রাত্তুতকৃতজসিক্কুরুবাহ ঘোরা  
বৃন্দেভ্যঃ\* এব গজবীরতুরঙ্গমানাম্ ।  
ত্রাসাবহা নয়নমার্গগতা নরাণাং  
পাপাত্মনাং রবিজমার্গভবেব কামম্ ॥ ৭ ॥

তং যুধাজিতং তেনৈব যুধাজিতৈব । অসৌ বীরসেনঃ ॥ ৫ ॥

পিপিতং মাংসম্ । বিহগবৃন্দৈঃ পক্ষিবৃন্দৈঃ ॥ ৬ ॥

কৃতজং রক্তং তন্তু সিক্কুর্দী উবাহ নির্গতা গজবীরতুরঙ্গমানাং বৃন্দেভ্যঃ সমুদারেভ্যঃ ।  
কীদৃশী । রবিজঃ সূর্য্যজ্ঞো যমস্তন্তু লোকন্তু মার্গে ভবা যা বৈতরণী নদী সা পাপাত্মনাং  
পাপিনাং যথা নয়নমার্গগতা ত্রাসাবহা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রাজা বীরসেনও নিজ দৌহিত্রের হিতের নিমিত্ত কৃত্রিয় ধর্ম্মের অহুসরণ পূর্ব্বক সেই যুদ্ধ-  
স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তখন, সেই সত্যপরাক্রম রাজা বীরসেন যুধাজিতকে  
যুদ্ধস্থলে দর্শন করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বারিধর যেমন গিরির উপর বারিবর্ষণ করে  
সেইরূপে তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ বীরসেন শিলাশাণিত স্ত্রীক  
বেগগামী শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলে যুধাজিৎও সত্ত্বর অতিবেগে শিলামুখ  
সমূহ দ্বারা তাঁহারে সেই শর সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫ ॥ মহারাজ ! সেই সময়  
অঝারোহী গজারোহী ও রথাক্রুত যোধগণের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন স্বরগণ,  
নরগণ ও মুনীগণ বিস্মিত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন । অবিলম্বেই কাক  
গৃধ্রাদি বিহঙ্গগণ ছিন্ন সৈন্তগণের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইয়া আকাশমার্গে সমুদ্ভূত  
হইল ॥ ৬ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে গজ, বাজী ও বীরগণের দেহভূষণ হইতে অতুতাকার  
শোণিতনদী সমুৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল । যেমন শমনমার্গে প্রবাহিতা বৈতরণী  
পাপাত্মগণের ভয়াবহ হয়, সেইরূপ এই নদীও সমস্ত নরগণের দৃষ্টিপথে উদ্ভিত হইয়া



কীর্ণানি ভিন্নপুলিনে নরমস্তকানি  
 কেশাবৃত্তানি চ বিভাস্তি যথৈব সিন্ধৌ ।  
 তুণ্ডীফলানি বিহিতানি বিহতু কাটমৈ-  
 র্বালৈর্যথা রবিস্ততাপ্রভবৈশ্চ নুনম্ ॥ ৮ ॥  
 বীরং মৃতং ভুবি গতং পতিতং রথাদৈ  
 গৃধ্রঃ পলার্থমুপরি ভ্রমতীতি মন্তে ।  
 জীবোহ্যস্যসৌ নিজশরীরমবেক্ষ্য কাস্তং  
 কাঙ্ক্ষত্যহোহতিবিবশোহপি পুনঃ প্রবেক্ষুন্ ॥ ৯ ॥  
 আজৌ হতোহপি নৃবরঃ স্ত্রবিমানরুঢ়ঃ  
 স্বাক্ষে স্থিতাঃ স্ত্রবধুঃ প্রবদত্যভীষ্টম্ ।  
 পশ্চাদুনা মম শরীরমিদং পৃথিব্যাং  
 বাণাহতং নিপতিতং করভোরু ! কাস্তম্ ॥ ১০ ॥  
 একো হতস্তু রিপুণৈব গতোহন্তরীক্ষং  
 দেবাস্তনাং সমধিগম্য যুতো বিমানে ।  
 তাবৎপ্রিয়া হৃতবহে স্ত্রসমর্প্য দেহং  
 জগ্ৰাহ কাস্তমবলা সৰলা স্বকীয়া ॥ ১১ ॥

কীর্ণানীতি । ভিন্নং আশিতং প্রবাহবেগেন পুলিনং তটং যেন তস্মিন্ প্রবাহে রক্তময়ে  
 কেশাবৃত্তানি নরমস্তকানি যোধমস্তকানি কীর্ণানি বিক্ষিপ্তানি কথং বিভাস্তি যথা রবিস্ততা  
 যমুনা ততীরপ্রভবৈর্বিহতু কাটমৈর্বালৈর্যথা রবিস্ততা যমুনায়াং বিহিতানি স্থাপিতানি  
 তথৈব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বীরমিতি মৃতং বীরং দৃষ্টা তস্তোপরি গৃধ্রো ভ্রমতি যত্নদহমসৌ জীবো নিজশরীরং কাস্তং  
 রণে পতিতং পুনঃ প্রবেষ্টুং কাঙ্ক্ষতীচ্ছতীতি মন্তে ॥ ৯ ॥

আসাবহ হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ ঐ নদী, বেগে প্রবাহিত হইলে তাহার পুলিনদেশে কেশাবৃত্ত  
 নরমুণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন যমুনার তীরজাত বালক সকল  
 জীড়া করিবার নিমিত্ত তুণ্ডীফল সকল রাখিয়া দিয়াছে ॥ ৮ ॥ কোন বীর প্রাণ পরিত্যাগ  
 করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলে, কোনও গৃধ্র তাহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে  
 পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সেই জীব, আপনার মনোহর কলেবর  
 দর্শন করিয়া অত্যন্ত অনারত্ত হইলেও তাহাতে পুনর্বার প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কামনা  
 করিতেছে ॥ ৯ ॥ কোনও বীরবর যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া  
 উৎসঙ্গস্থিতা দেবাস্তনাকে আপনার অভীষ্ট প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন যে, হে করভোরু !  
 আমার কেমন মনোহর শরীর শরাহত হইয়া এখন অবনিতলে নিপতিত রহিয়াছে তাহা

যুদ্ধে যুতো চ স্তভটৌ দিবি সঙ্গতো তা-  
 বন্যোন্মশস্ত্রনিহতো সহ সম্প্রয়াতো ।  
 তত্রৈব জগদ্বুরলং পরমাহিতাস্ত্রা-  
 বেকোপ্সরোহর্থবিহতো কলহাকুলো চ ॥ ১২ ॥  
 কশ্চিদ্যুবা সমধিগম্য সুরাঙ্গনাং বৈ  
 রূপাধিকাং গুণবতীং কিল ভক্তিয়ুক্তঃ ।  
 স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিততান্ প্রবদংস্তদাসৌ  
 তাং প্রেমদামনুচকার চ যোগযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥  
 ভৌমং রজোহতিবিততং দিবি সংস্থিতঞ্চ  
 রাত্রিং চকার তরগিঞ্চ সমারণোদযৎ ।  
 যগং তদেব রুধিরানুনিধাবকস্মাৎ  
 প্রাদুর্ধ্বভুব রবিরপ্যতিকান্তিয়ুক্তঃ ॥ ১৪ ॥

তদ্বিকারাতীর্থে মৃতানাং স্বর্গতানাং বৃত্তমাহ আজাবিতি । আজৌ যুদ্ধে । সুর-  
 স্বর্কেষ্ঠাম্ ॥ ১০ ॥

তদ্বদেবাশ্রয় বৃত্তমাহ একো হত ইতি । দেবাঙ্গনাং স্বর্কেষ্ঠাং সমধিগম্য প্রাপ্য  
 যুতো বিমানে যাবত্তিষ্ঠতি তাবদেব তস্ত মৃতদেহস্ত প্রিয়া স্ত্রী হতবহেহগৌ সতী ভূত্বা ।  
 সমর্প্য পত্যা সহ স্বদেহং দগ্ধা দিব্যদেহা ভূত্বা সবলী স্বকীয়া তন্ত্ৰৈব স্ত্রী কান্তং স্ব-  
 জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ যুদ্ধে মৃতানামগ্নমপি চমৎকারমাহ যুদ্ধে মৃতাবিতি । অত্র যৌ ভটৌ পরস্পরং  
 যুদ্ধং কৃত্বা দিবং গতো ভৌ তত্রাপ্যেকা যাপ্সরাঃ সমানপুণ্যসাধ্যা তদর্থং তত্রাপি কলহাকুলো  
 ভূত্বা সঙ্গদ্বুরিতি চমৎকারঃ ॥ ১২ ॥

কশ্চিদিতি । কশ্চিদ্যুবা যুদ্ধে মৃতঃ স্বাপেক্ষাধিকগুণবতীং প্রাপ্য সা যয়ি গুণা-  
 ভাবাদ্বিরজ্যেতেতি ভিয়া যথা সা স্মিন্ প্রেমদামনুকূলগুণদর্শনে ভবিষ্যতি তথা স্বীয়ান্  
 গুণান্ প্রবদন্ সন্ তাং প্রেমদামুদ্ভিষ্টানুচকার তদগুণানুরূপমেবানুকরণং কৃতবানিত্যর্থঃ ।  
 যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥

অবলোকন কর ॥ ১০ ॥ এক বীর রণস্থলে অরিকর্তৃক নিহত হইয়া বিমানে আরোহণ  
 পূর্বক দেবাঙ্গনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত যখন বিমানে বসিয়া রহিয়াছে, সেই সময়ে  
 তাহার পূর্বপ্রেমসী প্রজলিত অনলমধ্যে শরীর সমর্পণ পূর্বক পতিদেহের সহিত স্বীয় শরীর  
 দগ্ধ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ পূর্বক সেই স্বকীয়া নারিকা পুণ্ডরলাঘিতা যুবতী নিজ কান্তকে  
 তাহার নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইল ॥ ১১ ॥ এই বীর পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে নিহত  
 হইয়া এক সময়েই স্বর্গে গমন করিল, পরে একমাত্র অঙ্গরার নিমিত্ত পরস্পর কলহে  
 প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষেই অস্ত্রগ্রহণ পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ  
 করিল ॥ ১২ ॥ কোন যুবানুক্রম আপন অপেক্ষা রূপগুণবতী সুরাঙ্গনা লাভ করিয়া, তাহার

কশ্চিদগত্যন্তং গগনং কিল দেবকন্যাং  
 সম্প্রাপ্য চারুবদনাং কিল ভক্তিয়ুক্তাম্ ।  
 নাস্তীচকার চতুরো ব্রতনাশভীতো।  
 যাস্ত্যত্যয়ং মম রথা হনুকূলশব্দঃ ॥ ১৫ ॥  
 সংগ্রামে সংব্রতে তত্র যুধাজিৎ পৃথিবীপতিঃ ।  
 জঘান বীরসেনং তং বাণৈস্তীত্রৈঃ স্তদারুণৈঃ ॥ ১৬ ॥  
 নিহতঃ স পপাতোর্ব্বাং ছিন্নমূৰ্দ্ধা মহীপতিঃ ।  
 প্রভগ্নং তদ্বলং সৰ্ব্বং নির্গতঞ্চ চতুর্দিশম্ ॥ ১৭ ॥  
 মনোরমা হতং শ্রুত্বা পিতরং রণমূৰ্দ্ধনি ।  
 ভয়ত্রেস্তাথ সঞ্জাতা পিতুর্বৈরমনুস্মরন্ ॥ ১৮ ॥  
 হনিষ্যতি যুধাজিদ্বৈ পুত্রং মম দুরাশয়ঃ ।  
 রাজ্যলোভেন পাপাত্মা মেতিচিন্তাপরাভবৎ ॥ ১৯ ॥

ভোমং রজ ইতি । যদ্যুদ্ধসময়ে সেনয়োঃ সংমর্দাহুখিতং ভোমং রজো দিবি গতং তরণিৎ  
 সূর্য্যং সমাবৃণোদ্যচ্চ দিবসেহপি রাত্রিঃ চকার তদ্রজো যুদ্ধমধ্যেহস্মাদিনায়াসেন কধিরাবু-  
 নিধৌ রক্তসমুদ্রে মগ্নং যদাভবত্তদাতিকান্তিযুক্তো রবিরপি সহসা প্রাহুর্ষভূবেত্যশ্চর্য্যমেবং  
 মহাভয়ঙ্করং যুদ্ধমভূদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

প্রতি প্রেমভক্তিসমম্বিত হইল এবং যাহাতে সেই সুন্দরী আপনার প্রতি আসক্ত হইয়া  
 সেইরূপে আপনার গুণ বর্ণন পূর্ব্বক, প্রণয়সহকারে সেই প্রণয়িনীর গুণের অনুকরণ করিতে  
 লাগিল ॥ ১৩ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে ভূমিতলস্থ রজোরশি সৈন্তগণের বিমর্দহেতু বিস্তৃত  
 হইয়া অন্তরীক্ষে উত্থান ও অবস্থান পূর্ব্বক দিবাচরকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগকে  
 রাত্রি করিয়া তুলিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই রজোরশি শোণিতসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে অকস্মাৎ  
 সূর্য্যদেব অতিশয় কান্তিযুক্ত হইয়া প্রাহুর্ভূত হইলেন ॥ ১৪ ॥ কোনও ব্রহ্মচারী রণস্থলে নিহত  
 হইয়া গগনে গমন করিলেন, তৎক্ষণাৎ একটা চাকনয়না দেবকন্যা ভক্তিয়ুক্ত চিত্তে তাঁহাকে  
 বরণ করিতে বাঞ্ছা করিলে, সেই চতুর ব্যক্তি ‘আপনার ব্রহ্মচারীরূপ প্রিয়শব্দ বিফল  
 হইবে’ এই ভাবিয়া ব্রতভঙ্গ-ভয়ে তাহাকে অঙ্গীকার করিলেন না ॥ ১৫ ॥

মহারাজ ! সেই সংগ্রাম অতিশয় ঘোরতররূপে আরম্ভ হইলে পৃথিবীপতি যুধাজিৎ  
 স্তদারুণ স্ত্রীক্ষ শরদ্বারা বীরসেনকে আঘাত করিলেন, মহীপতি বীরসেন তদ্বারী ছিন্নমস্তক  
 হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্তগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে  
 পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ মনোরমা রণস্থলে পিতার মরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে  
 অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, দুষ্টাশয় পাপাত্মা যুধাজিৎ রাজ্যলোভ  
 বশতঃ এবং আমার পিতার শত্রুতা স্বরণ করিয়া নিশ্চয়ই পুত্রকে নিহত করিবে ॥ ১৮-১৯ ॥



কিংকরোমি ক গচ্ছামি পিতা মে নিহতো রণে ।

ভর্তা চাপি মৃতোহদৈব পুত্রোহয়ং মম বালকঃ ॥ ২০ ॥

লোভোহতীব চ পাপিষ্ঠন্তেন কো ন বশীকৃতঃ ।

কিং ন কুর্য্যাত্তদাবিষ্টঃ পাপং পার্থিবসত্তমঃ ॥ ২১ ॥

পিতরং মাতরং ভ্রাতৃনু গুরুন স্বজনবান্ধবান্

হস্তি লোভসমাবিষ্টো জনো নাত্র বিচারণা ॥ ২২ ॥

অভক্ষ্যভক্ষণং লোভাদগম্যাগমনং তথা ।

করোতি কিল তৃষ্ণার্ভো ধর্মত্যাগং তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥

ন সহায়োহস্তি মে কশ্চিন্নগরেহত্র মহাবলঃ ।

যদাধারে স্থিতা চাহং পালয়ামি স্নতং শুভম্ ॥ ২৪ ॥

হতে পুত্রে নৃপেণাদ্য কিং করিষ্যাম্যহং পুনঃ ।

ন মে ভ্রাতাস্তি ভুবনে যেনাহং স্থস্থিতা হুহম্ ॥ ২৫ ॥

সাপি বৈরযুতা কামং সপত্নী সর্বদা ভবেৎ ।

লীলাবতী ন মে পুত্রে ভবিষ্যতি দয়াবতী ॥ ২৬ ॥

যুধাজিতি সমায়াতে ন মে নিঃসরণং ভবেৎ ।

জ্ঞাত্বা বালং স্নতং মোহদ্য কারাগারং নয়িষ্যতি ॥ ২৭ ॥

কশ্চিদিতি । অমুকুলঃ শব্দঃ অয়ং ব্রহ্মচারীতামুকুলশব্দো যোগ্যঃ শব্দো বৃথা স্তাদিতি  
ভিন্নেত্যর্থঃ ॥ ১৫—২৩ ॥

পালয়ামি পালয়িষ্যামি ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে পিতা ত রণস্থলে নিহত হইলেন, বিপিনবাসী দুর্দান্তসিংহ স্বামীকে বিনাশ করিল,  
আমার এই পুত্রও নিতান্ত বালক, এখন আমি কি করি, কোথাই বা গমন করি ॥ ২০ ॥  
লোভ, অতিশয় পাপকর, তদ্বারা কোন্ ব্যক্তি বশীভূত না হয়; যে রাজা, ভূপতিগণের  
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধর্মিষ্ঠ, লোভের বশীভূত হইলে সেও সমস্ত পাপ কার্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া  
থাকে ॥ ২১ ॥ লোভাক্রষ্ট ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও বন্ধু বান্ধবদিগকে হনন করিয়া থাকে  
তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ বিষয়-তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি লোভহেতুই অগম্যাগমন, লোভ  
হেতুই অর্ন্তক্য ভক্ষণ এবং লোভহেতুই ধর্ম পরিবর্জন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ এই নগরমধ্যে  
এমত প্রবল সহায় কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই  
নগরীমধ্যে অবস্থান পূর্বক এই প্রিয়সন্তানকে পালন করিতে পারি ॥ ২৪ ॥ রাজা  
যুধাজিৎ যদি এই পুত্রকে বিনাশ করে তবে আমি কি করিতে পারিব, এই ভুবনমধ্যে  
আমার এমত আশ্রয় কেহই নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি স্থির হইতে

অয়তে হি পুরোজ্ঞেণ মাতুর্গর্ভগতঃ শিশুঃ ।  
 কুস্তিতঃ সপ্তধা পশ্চাৎ কৃতান্তে সপ্তসপ্তধা ॥ ২৮ ॥  
 প্রবিষ্ট চোদরং মাতুঃ করে কৃত্বান্নকং পবিম্ ।  
 একোনপঞ্চাশদপি তেহভবন্নরুতো দিবি ॥ ২৯ ॥  
 সপট্টৈ গরলং দত্তং সপত্ন্যা নৃপভার্যয়া ।  
 গর্ভনাশার্থমুদ্दिष्ट পুরৈতন্মৈ ময়া শ্রুতম্ ॥ ৩০ ॥  
 জাতস্ত বালকঃ পশ্চাদ্বেহে বিষযুতঃ কিল ।  
 তেনাসৌ সগরো নাম বিখ্যাতো ভুবি মণ্ডলে ॥ ৩১ ॥  
 জীবমানোহথ ভর্তা বৈ কৈকেয়্য নৃপভার্যয়া ।  
 রামঃ প্রত্নাজিতো জ্যেষ্ঠো যুতো দশরথো নৃপঃ ॥ ৩২ ॥  
 মন্ত্ৰিগণস্ববশাঃ কামং যে মে পুত্রং হৃদর্শনন্ ।  
 রাজানং কর্তু কামা বৈ যুধাজিহ্মশগাশ্চ তে ॥ ৩৩ ॥  
 ন.মে ভ্রাতা তথা শূরো যো মে বন্ধাৎ প্রমোচয়েৎ ।  
 মহৎ কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং ময়া বৈ দৈবযোগতঃ ॥ ৩৪ ॥

এবমনর্থাঃ পূর্কং বহবো জাতা ইত্যাহ অয়তে হীতি ॥ ২৮ ॥

অন্নকমন্নং পবিং বজ্রম্ ॥ ২৯ ॥

কথাস্তরমাহ সপত্ন্যা ইতি । গর্ভনাশার্থং গর্ভনাশরূপমর্থমুদ্दिष्टেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

পারি ॥ ২৫ ॥ আর সেই সপত্নী লীলাবতীও সততই শক্রতা সাধন করিবে, সে কখনই  
 আমার পুত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে না ॥ ২৬ ॥ যুধাজিৎ এইস্থানে আগমন করিলে  
 আমি অন্ন নগর হইতে বাহির হইতে পারিব না, সে অদ্যই আমার পুত্রকে বালক বুষিয়া  
 কারাগারে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৭ ॥ আমি শুনিয়াছি যে, পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র একটা  
 কুজ বজ্র করে গ্রহণ করিয়া উদরে প্রবেশ পূর্বক বিমাতার গর্ভস্থিত শিশু পুত্রকে প্রথমে  
 সপ্তভাগে ছিন্ন করিয়া পরে, সেই সপ্ত ভাগের প্রত্যেক ভাগকে পুনর্বার সপ্ত সপ্ত  
 ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহাতেই ত্রিদিব মধ্যে উনপঞ্চাশৎ মরুদগণ উৎপন্ন হইয়া-  
 ছিল ॥ ২৮—২৯ ॥ আরও শুনিয়াছি যে, পুরাকালে এক রাজপত্নী, সপত্নীর গর্ভবিনাশের  
 নিমিত্ত গরল প্রদান করিয়াছিল । সেই গর্ভস্থ শিশুসন্তান বিষযুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল,  
 সেই হেতু সেই বালক পৃথিবীমধ্যে সগর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ ভর্তা  
 বাঁচিয়াছিলেন তথাপি রাজভার্য্যা কৈকেয়ী, রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে ক্রাননে নির্দা-  
 সিত করিলেন, রাজা দশরথও সেই কারণেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন ॥ ৩২ ॥ মন্ত্ৰিগণ এখন  
 বাধীন নহেন, পূর্বে তাঁহারা আমার হৃদর্শনকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু

উদ্যমঃ সর্বথা কার্য্যঃ সিক্কির্দৈবাক্কি জায়তে ।  
 উপায়ং পুত্ররক্ষার্থং করোম্যদ্য হুরাশ্বিতা ॥ ৩৫ ॥  
 ইতি সঙ্কিস্ত্য সা বালা বিদম্লং চাতিমানিনম্ ।  
 নিপুণঃ সর্বকার্য্যেষু চিস্ত্যং মন্ত্রিবরোত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥  
 সমাহুয় তমেকান্তে প্রোবাচ বহুদুঃখিতা ।  
 গৃহীত্বা বালকং হস্তে রুদতী দীনমানসা ॥ ৩৭ ॥  
 পিতা মে নিহতঃ সন্ধ্যা পুত্রোহয়ং বালকস্তথা ।  
 যুধাজিদ্বলবান্ রাজা কিং বিধেয়ং বদস্ব মে ॥ ৩৮ ॥  
 তামুবাচ বিদল্লোহসৌ নাত্র স্নাতব্যমেব চ ।  
 গমিষ্যামো বনে কামং বারাগস্তাঃ পুনঃ কিল ॥ ৩৯ ॥  
 তত্র মে মাতুলঃ শ্রীমান্ বর্ততে বলবত্তরঃ ।  
 স্নবাহুরিতি বিখ্যাতো রক্ষিতা স ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥  
 যুধাজিদর্শনোৎকণ্ঠমনসা নগরাদ্বহিঃ ।  
 নির্গত্য রথমারুহ্য গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অবশাঃ ন স্বাধীনাঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥

বারাগস্তা বনে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

এখন তাঁহারা যুধাজিতের বশবর্তী হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ আমার এমন শৌর্য্যশালী ভ্রাতা  
 কেহই নাই যে আমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিতে সমর্থ হইবে, অতএব দেখিতেছি  
 যে, এখন আমি দৈবযোগে মহৎ সঙ্কটেই পতিত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ কার্য্যসিক্কি, দৈবের  
 অধীন হইলেও উদ্যোগ করা মনুষ্যগণের একান্ত কর্তব্য, যেহেতু কার্য্যের উল্ল্যাগ না  
 করিলে দৈবও প্রসুপ্ত থাকেন। অতএব আমি সত্ত্বরই পুত্ররক্ষার নিমিত্ত উপায় স্থির  
 করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

মহারাজ ! সেই বালা মনোরমা এইরূপে চিন্তা করিয়া সমস্ত-কার্য্যকুশল ও মতিমান  
 বিদম্ল নামক মন্ত্রিবরকে নির্জনে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে দীন মানসে বালকের  
 হস্তধারণ পূর্ব্বক কাদিতে কাদিতে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্রিবর ! আমার পিতা রণস্থলে  
 নিহত হইয়াছেন, এই পুত্র অত্যন্ত বালক, আর যুধাজিৎ একজন বলবান্ রাজা, এই  
 সকল বিবেচনা করিয়া এক্ষণে আমার কি কর্তব্য তাহা আশ্বনি বলুন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ তখন  
 মন্ত্রিবর বিদম্ল সেই রাজপত্নী মনোরমাকে কহিলেন, এখানে অবস্থিতি করা কদাচই কর্তব্য  
 নহে, আমরা শীঘ্রই বারাগসীর বনমধ্যে গমন করিব। তথায় স্নবাহু নামে বিখ্যাত আমার  
 একজন মাতুল আছেন তিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং সৈন্তবলে বলীমান্ তিনিই আমাদের



ইতু্যক্তা তেন সা রাজ্ঞী গহ্বা লীলাবতীং প্রতি ।  
 উবাচ পিতরং দ্রষ্টুং গচ্ছাম্যদ্য স্নলোচনে ! ॥ ৪২ ॥  
 ইতু্যক্তা রথমারুহ্য সৈরক্ষীসংযুতা তদা ।  
 বিদল্লেন চ সংযুক্তা নিঃসৃত্য নগরাদবহিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ত্রস্তা হ্যর্থাতিকূপণা পিতুঃ শোকসমাকুলা ।  
 দৃষ্টা যুধাজিতং ভূপং পিতরং গতজীবিতম্ ॥ ৪৪ ॥  
 সংস্কার্য চ ত্বরায়ুক্তা বেপমানা ভয়াকুলা ।  
 দিনদ্বয়েন সম্প্রাপ্তা রাজ্ঞী ভাগীরথীতটম্ ॥ ৪৫ ॥  
 নিষাদৈলুপ্তিতা তত্র গৃহীতং সকলং বস্তু ।  
 রথঞ্চাপি গৃহীত্বা তে নির্গতা দম্ভবঃ শঠাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 রুদতী স্নতমাদায় চারুবস্ত্রা মনোরমা ।  
 নির্যয়ো জাহ্নবীতীরে সৈরক্ষীকরলম্বিতা ॥ ৪৭ ॥  
 আরুহ্য চ ভয়াচ্ছীত্রমুড়ুপং সা ভয়াকুলা ।  
 তীত্বা ভাগীরথীং গুণ্যাং যযৌ ত্রিকূটপর্বতম্ ॥ ৪৮ ॥

নগরান্নির্গমনোপায়মাহ যুধাজিদ্দর্শনোৎকর্ষেতি । যুধাজিদ্ভ্রাজস্ত দর্শনোৎকর্ষচেতসা  
 ময়া দর্শনার্থং রাজ্ঞো গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ বহির্দর্শয়িত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

পিতরং যুধাজিতম্ ॥ ৪২—৪৩ ॥

পিতরং গতজীবিতমিতি । বীরসেনঞ্চ পিতরং সংস্কার্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

রণক হইবেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ আমি যেন যুধাজিৎ রাজার দর্শনের নিমিত্তই উৎকর্ষিত চিত্তে  
 গমন করিতেছি এইরূপ ছল করিয়া নগরের বহির্দেশে নির্গত হইয়া রথে আরোহণ পূর্বক  
 গমন করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥ বিদল্লের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী মনোরমা  
 লীলাবতীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, স্নলোচনে ! অদ্য আমি পিতা যুধাজিতকে  
 দেখিবার নিমিত্ত গমন করিব । এই বলিয়া পুত্র ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে রথে আরো-  
 হণ পূর্বক বিদল্লের সহিত মিলিত হইয়া নগরের বহির্দেশে নির্গত হইলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥  
 পিতৃশোকে সমাকুলা, ভয়সন্ত্রস্তা, কাতরা ও দীনা মনোরমা যুধাজিতের দর্শন পূর্বক পিতা  
 বীরসেনের অগ্নিসংস্কারাদি সমাপ্তা করিয়া, ভয়বাকুলচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে সূত্বর গমন  
 পূর্বক ছই দিনের পর ভাগীরথীর তীর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইস্থানে নিষাদগণ  
 তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং সেই শঠ দম্ভাগণ রথখানি গ্রহণ  
 পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল । তখন কেবল মনোরমার পরিধেয় সূচাঙ্গ বস্ত্রমাত্র  
 অবশিষ্ট রহিল, মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিণীর কর ধারণ পূর্বক জাহ্নবীর তীর-

ভারত্বাজাশ্রমং প্রাপ্তা হরয়া চ ভয়াকুলা ।  
 সংবীক্ষ্য তাপসাংস্তত্র সঞ্জাতা নির্ভয়া তদা ॥ ৪৯ ॥  
 মুনিনা সা ততঃ পৃষ্ঠা কাসি কস্ত পরিগ্রহঃ ।  
 কষ্টেনাত্র কথং প্রাপ্তা সত্যং ব্রুহি শুচিস্মিতে ॥ ৫০ ॥  
 দেবী বা মানুষী বাসি বালপুত্রা বনে কথম্/  
 রাজ্যভ্রষ্টেব বামোরু । ভাসি ত্বং কমলেক্ষণে ॥ ৫১ ॥  
 এবং সা মুনিনা পৃষ্ঠা নোবাচ বরবর্ণিনী ।  
 রুদতী ছঃখসন্তপ্তা বিদল্লক্স সমাদিশৎ ॥ ৫২ ॥  
 বিদল্লস্তমুবাচেদং ধ্রুবসন্ধির্নৃপোত্তমঃ ।  
 তস্ত ভার্য্যা ধর্মপত্নী নাম্না চেয়ং মনোরমা ॥ ৫৩ ॥  
 সিংহেন নিহতো রাজা সূর্য্যবংশী মহাবলঃ ।  
 পুত্রোহয়ং নৃপতেস্তস্ত নাম্না চৈব স্তদর্শনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 অস্ত্যাঃ পিতাতিধর্মাত্মা দৌহিত্রার্থে মৃতো রণে ।  
 যুধাজিহ্ময়সংত্রস্তা সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥ ৫৫ ॥

ত্রিকূটপর্ব্বতং চিত্রকূটম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

কস্ত পরিগ্রহঃ কস্ত জীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

দেশে গমন করিয়া উড়ুপে আরোহণ পূর্ব্বক ভয়াকুলিত চিত্তে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর  
 পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥ সেই ভয়াকুলা দেবী  
 সত্বর গমন করিয়া মহর্ষি ভারত্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, তথায় তাপসগণকে দর্শন  
 করিয়া তাহার ভয় দূর হইল ॥ ৪৯ ॥ ভারত্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কমলেক্ষণে ! তুমি কে,  
 কাহার পত্নী, এত কষ্ট সহ করিয়া এখানে আগমন করিলে কেন ? এই সমস্ত বিষয় তুমি  
 সত্য করিয়া বল ॥ ৫০ ॥ শুচিস্মিতে ! তুমি দেবী না মানবী, তোমার পুত্রও আত শিশু,  
 তুমি এই বিজন বনমধ্যে আগমন করিলে কেন ? হে বামোরু ! তুমি যেন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ,  
 আমার এইরূপ বোধ হইতেছে ॥ ৫১ ॥ মুনিবর এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বরবর্ণিনী মনোরমা  
 ছঃখসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন স্বয়ং কিছুই বলিতে না পারিয়া বিদল্লকে তদ্বিষয়  
 নিবেদন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥ তখন বিদল্ল কহিলেন, ধ্রুবসন্ধি নামে এক  
 নরপতি কোশল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, ইনি তাঁহারই ধর্মপত্নী, ইহার নাম মনোরমা ।  
 সেই সূর্য্যবংশীয় মহাবল রাজা বনস্থলে সিংহকর্তৃক নিহত হন । এই বালক স্তদর্শন তাঁহারই  
 পুত্র ॥ ৫৩—৫৪ ॥ এই মনোরমার পিতা অতিশয় ধর্মশীল, তিনি দৌহিত্রের নিমিত্ত রণস্থলে  
 প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । ইনি যুধাজিহ্মের স্ত্রী হইয়া বিজনবনে উপস্থিত হইয়া-

ত্বামেব শরণং প্রাপ্তা বালপুত্রা নৃপাত্মজা ।

ত্ৰাত্তা ভব মহাভাগ ! ত্বমস্মা মুনিসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥

আৰ্ত্তস্য রক্ষণে পুণ্যং যজ্ঞাধিকমুদাহৃতম্ ।

ভয়ত্রস্তস্য দীনস্য বিশেষফলদং স্মৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

ঋষিরুবাচ ।

নিৰ্ভয়। বস কল্যাণি ! পুত্রং পালয় স্মৃততে ! ।

ন তে ভয়ং বিশালাক্ষি ! কর্তব্যং শত্রুসম্ভবম্ ॥ ৫৮ ॥

পালয়স্ব স্মৃতং কান্তং রাজা তেহয়ং ভবিষ্যতি ।

নাত্র দুঃখং তথা শোকঃ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যুক্তা মুনিরা রাজ্ঞী স্বস্থা সা সম্ভূব হ ।

উটজে মুনিরা দত্তে বীতশোকা তদাবসৎ ॥ ৬০ ॥

বিদগ্ধং স্বমজ্জিগং বক্তুং সমাদিশদাজ্জাপিতবতী ॥ ৫২—৫৫ ॥

( ত্বামেবেতি । বালপুত্রোতি বিশেষণেন যুধাজিন্ মহান্ শত্রুরস্তাঃ পিতরং নিহত্য বালকমিমাং হস্তমিচ্ছুঃ বালোহয়ং তৎপ্রতিকর্ত্তৃগক্ষমন্তত ইদানীং ভগবতঃ শরণমাগতা মুনি- সত্তমস্বমুভয়ো রক্ষণে সমর্থোহসীতি ভাবো ব্যজ্যতে ॥ ৫৬—৫৮ ॥

মুনিরাখাসয়গ্ৰাহ পালয়স্বেতি । অয়ং তে পুত্রো রাজা ভবিষ্যতি । অস্তাকৃতিকমনীয়ত্বাদি নৃপতিলক্ষণত্বং দৃষ্টাহং কথয়ামীতি মহর্ষেরভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ )

ছেন ॥ ৫৫ ॥ এই নৃপতনয়ার পুত্র বালক, ইনি এক্ষণে আপনার শরণ লইতেছেন, হে মুনি- সত্তম ! আপনি ইহাকে পরিভ্রাণ করুন ॥ ৫৬ ॥ আৰ্ত্ত ব্যক্তিমাত্রকে রক্ষা করিলে বজ্র অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ভয়ত্রস্ত ও দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে যে তাহা হইতেও বিশেষ ফল লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥

ভারদ্বাজ কহিলেন, চারুলোচনে ! তুমি এই আশ্রমে নির্ভয়ে বাস কর, এই স্থানেই থাকিয়া তোমার পুত্রকে প্রতিপালন কর, কল্যাণি ! শত্রু হইতে তোমার কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই ॥ ৫৮ ॥ তুমি এই সুন্দর পুত্রটিকে প্রতিপালন কর ; তোমার এই পুত্র নিশ্চয়ই রাজা হইবে, আর এই আশ্রমে থাকিলে কখনই তোমার শোক বা দুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহামুনি ভারদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর রাজপত্নী মনোরমা স্তম্ভ হইলেন । মুনিবর, তাঁহাদিগকে পর্ণকুটীর প্রদান করিলে শোক পরিত্যাগ পূর্বক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ এইরূপে সেই মনোরমা মুনিবর ভারদ্বাজের আশ্রমে প্রিয়



সৈরক্ষীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ।

সুদর্শনং পালয়ান্না শুবসং সা মনোরমা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
যুধাজিৎবীরসেনয়োযুদ্ধবর্ণনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সৈরক্ষীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দাসীর এবং বিদল্লের সহিত অবস্থিতি করিয়া সুদর্শনকে প্রতিপালন করিয়া বাস করিতে  
লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে যুধাজিৎ ও বীর-  
সেনের যুদ্ধ এবং মনোরমার বনগমন বর্ণনানামক  
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

যুধাজিহ্মে সংগ্রামাদগত্বাযোধ্যাং মহাবলঃ ।

মনোরমাঞ্চ পপ্রচ্ছ স্মদর্শনজিঘাংসয়া ॥ ১ ॥

সেবকান্ প্রেষয়ামাস ক গতেতি মুহূৰ্বদন্ ।

শুভে দিনেহথ দৌহিত্রং স্থাপয়ামাস চাসনে ॥ ২ ॥

মন্ত্ৰিভিষ্চ বশিষ্ঠেন মন্ত্রৈরাথর্ষগৈঃ শুভৈঃ ।

অভিষিক্তশ্চ সম্পূর্ণৈঃ কলশৈর্জলপূরিতৈঃ ॥ ৩ ॥

ভেরীশঙ্খনিদৈশ্চ তুর্যাণাং চাথ নিঃস্বনৈঃ ।

উৎসবস্ত নগর্যাং বৈ সম্ভব কুরুবহ ! ॥ ৪ ॥

বিপ্রাণাং বেদপাঠৈশ্চ বন্দিনাং স্তুতিভিস্তথা ।

অযোধ্যা মুদিতোবাসীজ্জয়শব্দৈঃ স্তম্ভলৈঃ ॥ ৫ ॥

হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা স্তুতিবাদিত্রিনিঃস্বনা ।

নবে তস্মিন্মহীপালে পূর্বভৌ নূতনৈব সা ॥ ৬ ॥

যুধিষ্ঠিরোক্তং যুধাজিহ্মে স্মদর্শনজিঘাংসয়া ।

ভারত্বাজাশ্রমে প্রাপ্ত ইতি সমাগিহোচ্যতে ॥

ভারত্বাজাশ্রমে মনোরমায়াং গতায়ামনস্তরং জাতং বৃত্তমাহ যুধাজিহ্মেতি । মনোরমাং চকারাত্তৎপুত্রঞ্চ ॥ ১—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, যুদ্ধ জয়ের পর মহারাজ যুধাজিৎ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রাম স্থল হইতে অযোধ্যা নগরীতে গমন করিয়া স্মদর্শনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে মনোরমা ও স্মদর্শন কোথায় রহিয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ তাহারা কোথায় গেল, মুহূর্ত্ত এইরূপ বলিয়া তাহাদিগের অন্বেষণের নিমিত্ত সেবকগণকে প্রেরণ করিলেন । অনন্তর, শুভদিনে নিজ দৌহিত্রকে রাজাসনে স্থাপন করিলেন ॥ ২ ॥ মন্ত্ৰিগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠ অভিষেক কার্যে নিয়োজিত হইয়া অথর্ষবেদোক্ত মঙ্গলপ্রদ মন্ত্রে সংস্কৃত বারিপূরিত পূর্ণকলস দ্বারা শত্রুজিৎকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩ ॥ কুরুবর ! সেই সময় শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, চতুর্দিকে ভেরী ও তুর্য্য বাদ্যের শব্দ হইতে লাগিল এবং নগরী মধ্যে মহান্ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণদিগের বেদপাঠ, বন্দিগণের স্তুতিপাঠ এবং মঙ্গল সূচক জয়-শব্দ দ্বারা অযোধ্যাপুরী যেন আক্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥ নব ভূপতি শত্রুজিৎ রাজসিংহাসনে

কেচিৎ সাধুজনা যে বৈ চক্রুঃ শোকং গৃহে স্থিতাঃ ।  
 স্মদর্শনং বিচিস্ত্যাদ্য ক গতোহসৌ নৃপাত্মজঃ ॥ ৭ ॥  
 মনোরমাতিসাধ্বী সা ক গতা স্মতসংযুতা ।  
 পিতাস্তা নিহতঃ সখে রাজ্যলোভেন বৈরিণা ॥ ৮ ॥  
 ইত্যেবং চিস্তমানাস্তে সাধবঃ সমবুদ্ধয়ঃ ।  
 অতিষ্ঠন্দুঃখিতাস্তত্র শত্রুজিহ্মশবর্তিনঃ ॥ ৯ ॥  
 যুধাজিদপি দৌহিত্রং স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ ।  
 রাজ্যঞ্চ মন্ত্ৰিসাং কৃত্বা চলিতঃ স্বাং পুরীং প্রতি ॥ ১০ ॥  
 শ্রুত্বা স্মদর্শনং তত্র মুনীনাশ্রমে স্থিতম্ ।  
 হস্তকামো জগামাশু চিত্রকূটং স পর্বতম্ ॥ ১১ ॥  
 নিষাদাধিপতিং শূরং পুরস্কৃত্য বলাভিধম্ ।\*  
 দুর্দর্শাখ্যমগাদাশু শৃঙ্গবেরপুরাধিপম্ ॥ ১২ ॥  
 শ্রুত্বা মনোরমা তত্র বভূবাতিস্বহুঃখিতা ।  
 আগচ্ছন্তুং বালপুত্রা ভয়ার্তা সৈন্তসংযুতম্ ॥ ১৩ ॥

পূর্নগরী নূতনেব বভৌ ॥ ৬—৮ ॥

( সমবুদ্ধয়ঃ সর্বভূতেষু সমদর্শিন ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১২ ॥

আরোহণ করিলে প্রজাগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চতুর্দিকে স্তুতিধ্বনি ও বাদিত্র নিবন  
 হইতে লাগিল, ইহাতে অযোধ্যানগরী নবীনায় স্থায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥  
 মহারাজ ! অযোধ্যানগরীতে এরূপ উৎসব হইলেও কোন কোন সাধু ব্যক্তি ঘরে বসিয়া  
 স্মদর্শনের স্মরণ পূর্বক শোক করিতে লাগিলেন, হায় ! সেই রাজপুত্র কোথায় গেল, সেই  
 সাধ্বী রাজপত্নী মনোরমাই বা পুত্রের সহিত কোথায় গমন করিল ; আহা ! বৈরিগণ  
 রাজ্যলোভে তাহার পিতাকেও রণস্থলে বিনাশ করিয়াছে ॥ ৭—৮ ॥ সর্বজীবে সমদর্শী  
 সাধুগণ এইরূপ চিন্তায়ুক্ত, দুঃখিত ও শত্রুজিতের বশবর্তী হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৯ ॥ যুধাজিৎও দৌহিত্রকে বিধিপূর্বক রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া মন্ত্ৰিগণের  
 প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক স্বীয় পুরীর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর, যুধাজিৎ শ্রবণ করিলেন যে স্মদর্শন মুনিগণের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে ।  
 তখন তিনি সত্বর চিত্রকূট পর্বতে যাত্রা করিয়া বলনামক নিষাদপতিকে সঙ্গে লইয়া দুর্দর্শ  
 নামক শৃঙ্গবের পতির নিকট সত্বর গমন করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ যুধাজিৎ সৈন্ত সমভিব্যাহারে  
 আগমন করিতেছেন মনোরমা ইহা শ্রবণ করিয়া এবং আপনার পুত্রটি বাশক এই ভাবিয়া



তমুবাচাতিশোকাক্তা মুনিং সাক্ষ্যবিলোচনা ।  
 কিং করোমি ক গচ্ছামি যুধাজিৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥  
 পিতা মে নিহতোহনেন দৌহিত্রো ভূপতিঃ কৃতঃ ।  
 স্ত্রুতং মে হস্তকামোহত্র সমায়াতি বলাশ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥  
 পুরা স্ত্রুতং ময়া স্বামিন্ ! পাণ্ডবা বৈ বনে স্থিতাঃ ।  
 মুনীনামাশ্রমে পুণ্যে পাঞ্চাল্যা সহিতাস্তদা ॥ ১৬ ॥  
 গতাস্তে মৃগয়াং পার্থা ভ্রাতরঃ পঞ্চ এব তে ।  
 দ্রৌপদী সংস্থিতা তত্র মুনীনামাশ্রমে শুভে ॥ ১৭ ॥  
 ধোম্যোহত্রির্গালবঃ পৈলো জাবালির্গৌতমো ভৃগুঃ ।  
 চ্যবনশ্চাত্রিগোত্রশ্চ কণুশ্চৈব জতুঃ ক্রতুঃ ॥ ১৮ ॥  
 বীতিহোত্রঃ স্ত্রুমন্তুশ্চ যজ্ঞদত্তোহথ বৎসলঃ ।  
 রাশাসনঃ কহোড়শ্চ যবক্রীর্ষজ্জকৃৎ ক্রতুঃ ॥ ১৯ ॥  
 এতে চান্যে চ মুনয়ো ভারদ্বাজাদয়ঃ শুভাঃ ।  
 বেদপাঠযুতাঃ সর্বে সংস্থিতাশ্চাশ্রমে স্থিতাঃ ॥ ২০ ॥  
 দাসীভিঃ সহিতা তত্র যাজ্ঞসেনী স্থিতা মুনৈ ! ।  
 আশ্রমে চারুসর্বাঙ্গী নির্ভয়া মুনিসংযুতে ॥ ২১ ॥  
 পার্থা মৃগানুগাস্তাবৎ প্রযাতাশ্চ বনাদ্বনম্ ।  
 ধনুর্বাণধরা বীরাঃ পঠৈব শত্রুতাপনাঃ ॥ ২২ ॥

বালো বালকঃ পুত্রো যশ্চা এতেন রক্ষকভাবস্বং সূচিতম্ ॥ ১৩—২০ ॥)

অত্যন্ত দুঃখিত ও ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং অতিশয় শোকাক্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে  
 কহিতে লাগিলেন, ঋষিবর ! যুধাজিৎ এখানে সসৈন্তে আগমন করিতেছেন, আমি এখন কি  
 করি এবং কোথায় বা যাই ॥ ১৩—১৪ ॥ তিনি আমার পিতাকে নিহত করিয়া আপন  
 দৌহিত্রকে রাজা করিয়াছেন, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আমার এই শৈশব পুত্রকে বিনাশ  
 করিবার নিমিত্ত সৈন্ত সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ প্রভো ! আমি  
 গুনিয়াছি পূর্বকালে পাণ্ডবগণ রন গমন করিয়া মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে দ্রৌপদীর সহিত  
 বাস করিয়াছিলেন, একদিন তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতায় একেবারেই মৃগয়া করিতে গমন  
 করিলে, পাঞ্চালরাজতনয়া দ্রৌপদী, বেদপাঠে নিরত ধোম্য, অত্রি, গালব, পৈল,  
 জাবালি, গৌতম, ভৃগু, চ্যবন, অত্রিগোত্র কণু, জতু, ক্রতু, বীতিহোত্র, স্ত্রুমন্তু, যজ্ঞদত্ত,  
 বৎসল, রাশাসন, কহোড়, যবক্রী, যজ্ঞকৃৎ ও ক্রতু এবং অন্যান্য পুণ্যাশ্রা ও মহাশ্রা

তাবৎ সিদ্ধপতিঃ শ্রীমাঙ্গারগনো বলসংযুতঃ ।  
 আগতশ্চাশ্রমাত্যাসে শ্রদ্ধা তু নিগমধ্বনিম্ ॥ ২৩ ॥  
 শ্রদ্ধা বেদধ্বনিং রাজা মুনীনাং ভাবিতান্ননাম্ ।  
 উত্ততার রথাতুর্গং দর্শনাকাজ্জয়া নৃপঃ ॥ ২৪ ॥  
 যদা নিরগমন্তত্র ভূত্যাঘ্রয়সমস্থিতঃ ।  
 বেদপাঠযুতান্ বীক্ষ্য মুনীনুদ্যমসংস্থিতঃ ॥ ২৫ ॥  
 কৃতাজ্জলিপুটঃ স্বামিন্ ! সংস্থিতোহথ জয়দ্রথঃ ।  
 আশ্রমে মুনিভিজুক্ষে ভূপতিঃ সংবিশেষ হ ॥ ২৬ ॥  
 তত্রোপবিষ্টং রাজানং দ্রষ্টুকামাঃ স্ত্রিয়স্তদা ।  
 আয়ুর্শ্মুনিভার্য্যাস্চ কোহয়মিত্যববৃষ্পম্ ॥ ২৭ ॥  
 তাসাং মধ্যে বরারোহা যাজ্ঞসেনী সমাগতা ।  
 জয়দ্রথেন দৃষ্টা সা রূপেণ শ্রীরিবাপরী ॥ ২৮ ॥  
 তাং বিলোক্যাসিতাপাঙ্গীং দেবকম্মামিবাপরাম্ ।  
 পপ্রচ্ছ নৃপতির্ধোম্যং কেয়ং শ্যামা বরাননা ॥ ২৯ ॥

বলাভিধং নিবাদাধিপতিং শৃঙ্গবেরপুরাধিপং হৃদর্শনাখ্যং পুরস্কৃত্য রাজাগাদিত্যর্থঃ ॥ ২১-২৫ ॥

- ভারহাজাদি ঋষিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রমে দাসীগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৬—২১ ॥ এদিকে শঙ্করবিনাশন মহাবীর পার্থগণ যখন ধনুর্কোণ ধারণ পূর্বক যুগগণের অহুসরণ করিয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমান্ সিদ্ধপতি জয়দ্রথ সৈন্তসহিত আশ্রমমার্গে গমন করিতে করিতে, বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আশ্রম সন্নিধানে আগমন করিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ সেই নরপতি পবিত্রাশ্রম মহর্ষিগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন তিনি ছইটিমাত্র ভূত্যা সঙ্গে করিয়া মুনিগণের সন্নিধানে গমন পূর্বক তাঁহাদিগকে বেদপাঠে নিরত অবলোকন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবসর প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন । প্রভো ! রাজা জয়দ্রথ এইরূপে মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর মুনিপত্নীগণ, এ ব্যক্তি কে, ইহা জিজ্ঞাসা করত সেই রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥ তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যাজী যাজ্ঞসেনীও আগমন করিলে জয়দ্রথ দ্বিতীয়া কমলার স্ত্রায় তাঁহাকে দর্শন করিলেন ॥ ২৮ ॥ জয়দ্রথ দেবকম্মার স্ত্রায় কাঙ্ক্ষিতমতী সেই অসিতাপাঙ্গী রাজতনয়াকে দর্শন করিয়া মহর্ষি ধোম্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য ! মনোরমা স্ত্রীমা ও কমলাননা এই অঙ্গনা কে ? ইনি কাহার ভার্য্যা বা কাহার তনয়া, ইহাঁর নামই বা কি ? আহা ! ইহার রূপলাবণ্য দর্শনে বোধ হয় যেন

ভার্য্যা কস্ত সূতা কস্ত নান্না কা বরবর্ণিনী ।

রূপলাবণ্যসংযুক্তা শচীব বসুধাং গতা ॥ ৩০ ॥

বর্করবনমধ্যস্থা লবঙ্গলতিকা যথা ।

রাক্ষসীবৃন্দগা নুনং রন্তেবাভাতি ভামিনী ॥ ৩১ ॥

সত্যং বদ মহাভাগ ! কস্তেয়ং বল্লভাবলা ।

রাজপত্নী বচাভাতি নৈষা মুনিবধূর্দ্বিজ ! ॥ ৩২ ॥

ধোম্য উবাচ ।

পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী শুভলক্ষণা ।

পাঞ্চালী সিদ্ধুরাজেন্দ্র ! বসত্যত্র বরাশ্রমে ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ উবাচ ।

ক গতাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ শূরাঃ সম্প্রতি বিক্রতাঃ ।

বসত্যত্র বনে বীরা বীতশোকা মহাবলাঃ ॥ ৩৪ ॥

ধোম্য উবাচ ।

মৃগয়ার্থং গতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবা রথসংস্থিতাঃ ।

আগমিষ্যন্তি মধ্যাহ্নে মৃগানাদায় পার্শ্বিবাঃ ॥ ৩৫ ॥

তচ্ছ ত্বা বচনং তস্ত উদতিষ্ঠদসৌ নৃপঃ ।

দ্রৌপদীসম্মিধৌ গত্বা প্রণম্যেদমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

স্বামিন্ ! হে ভারদ্বাজ ! ॥ ২৬—২৭ ॥

( তাসাং মুনিপত্নীনাম্ । যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী ॥ ২৮—৩০ ॥ )

বর্করাঃ কণ্টকবৃক্ষাঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

শচীদেবী অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৯—৩০ ॥ এই ভামিনী কণ্টক বৃক্ষের মধ্যস্থিত লবঙ্গলতিকার জায় এবং রাক্ষসী বৃন্দের মধ্যগতা রস্তার জায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৩১ ॥ মহাভাগ ! আপনি সত্য কয়িয়া বলুন এই অবলা কাহার প্রেয়সী ? হে দ্বিজ ! আমার বোধ হইতেছে ইনি মুনিবধূ নহেন কোনও রাজার বনিতা হইবেন ॥ ৩২ ॥

ধোম্য কহিলেন, সিদ্ধুরাজ ! এই শুভলক্ষণা অঙ্গনা, পাঞ্চালরাজার তনয়া দ্রৌপদী, ইনি পাণ্ডবগণের ভার্য্যা, এক্ষণে এই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ কহিলেন, সেই সর্বত্র বিখ্যাত শৌর্য্যবীৰ্য্য-সম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন, তাহারা বিগত শোক হইয়া এই বনেই কি বাস করিতেছেন ? ॥ ৩৪ ॥

ধোম্য কহিলেন, সিদ্ধুরাজ ! পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র রথে আরোহণ পূর্বক মৃগয়ার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন, তাহারা মধ্যাহ্ন সময়ে মৃগ লইয়া আগমন করিবেন ॥ ৩৫ ॥ মুনিবরের সেই



কুশলন্তে বরারোহে ! কু গতাঃ পতয়ন্ত তে ।  
 একাদশ গজাঘাত্য বর্ষাণি চ বনে কিল ॥ ৩৭ ॥  
 দ্রোপদী তু তদোবাচ স্তিস্তি তেহস্ত নৃপাঙ্কজ ! ।  
 বিশ্রমস্বাশ্রমাত্যাসে ক্ষণাদায়ান্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 এবং বুভুক্ষ্যাং তস্মাস্ত লোভাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ ।  
 জহার দ্রোপদীং বীরোহনাদৃত্য মুনিসত্তমান্ ॥ ৩৯ ॥  
 কস্মচিন্নৈব বিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ সর্বথা বুধৈঃ ।  
 কুর্ক্বন্ দুঃখমবাপ্নোতি দৃষ্টান্তস্তত্র বৈ বলিঃ ॥ ৪০ ॥  
 বিরোচনস্ততঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মিষ্ঠঃ সত্যসঙ্গরঃ ।  
 যজ্ঞকর্তা চ দাতা চ শরণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৪১ ॥  
 নাধর্ম্মে নিরতঃ কাপি প্রহ্লাদস্ত চ পৌত্রকঃ ।  
 একোনশতযজ্ঞান্ বৈ স চকার সদক্ষিণান্ ॥ ৪২ ॥  
 সত্বমূর্ত্তিঃ সদা বিষ্ণুঃ সেব্যঃ স যোগিনামপি ।  
 নির্বিকারোহপি ভগবান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥

( বনে বসতাং পাণ্ডবানাং একাদশ বর্ষাণি গতানি । অতঃ পাণ্ডবা হি অতিদুর্ভাগ্যা ইতি সূচিতম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

লোভাক্রষ্টঃ কোহপি ন বিশ্বসনীয় ইত্যত আহ কস্মচিন্নৈবেতি ॥ ৪০—৪৮ ॥ )

বাক্য শ্রবণে সিদ্ধুরাজ উঠিয়া দ্রোপদীর সন্নিধানে গমন পূর্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, বর-  
 বর্গিনি ! আপনার মঙ্গল ত ? আপনার বল্লভগণ কোথায় গমন করিয়াছেন ? অদ্য একাদশ  
 বৎসর গত হইল আপনারা বনমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ তখন দ্রোপদী কহিলেন,  
 রাজপুত্র ! তোমার মঙ্গল হউক তুমি আশ্রম সন্নিধানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর পাণ্ডবগণ  
 এখনি আগমন করিবেন ॥ ৩৮ ॥ পাঞ্চালী এই কথা বলিলে সেই বীর্যবান্ রাজা লোভাবিষ্ট  
 হইয়া মুনিসত্তমগণকে অনাদর করত দ্রোপদীকে হরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ প্রভো ! কাহার  
 প্রতি কোনও প্রকারে বিশ্বাস করা বুধগণের কর্তব্য নহে, যদি কেহ কখন করেন তবে  
 তিনি অবশ্যই দুঃখে পতিত হইবেন, বলিরাজাই এই বিষয়ের প্রবল দৃষ্টান্তস্থল । বিরোচনের  
 পুত্র শ্রীমান্ ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞকর্তা, দাতা, শরণ্য সাধুজনের সম্মত এবং মহাযোদ্ধা ছিলেন,  
 তাহার মন কখন অধর্ম্ম পথে গমন করিত না, তিনি নবনবতি সংখ্যক সদক্ষিণ যজ্ঞ  
 সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪০—৪২ ॥ কিন্তু, যোগিগণ সততই যাহার সেবা করিয়া থাকেন  
 সেই সত্বমূর্ত্তি নির্বিকার ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাদিগের কার্য্য সাধনার্থ, কপট রামনরূপে  
 কল্প পুত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া, ছলপূর্বক তাঁহার রাজ্য এবং সমাগরা পৃথিবী হরণ

কশ্যপাচ্চ সমুদ্ভূতো বিষ্ণুঃ কপটবামনঃ ।  
 রাজপুংস্লেম হতবান্ মহীকৈব সমাগরাম্ ॥ ৪৪ ॥  
 সোহভবৎ সত্যবাগ্রাজা বলিবৈরোচনিস্তদা ।  
 কপটং কৃতবান্ বিষ্ণুরিন্দ্রার্থে তু ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 অন্যঃ কিং ন করোত্যেবং কৃতং বৈ সঙ্ঘমূর্তিনা ।  
 বামনং রূপমাস্থায় যজ্ঞপাতং\* চিকীর্ষতা ॥ ৪৬ ॥  
 ন চ বিশ্বসিতব্যং বৈ কদাচিৎ কেনচিত্তথা ।  
 লোভশ্চেতসি চেৎ স্বামিন্ ! কীদৃক্ পাপকৃতং ভয়ম্ ॥ ৪৭ ॥  
 লোভাহতাঃ প্রকুর্বন্তি পাপানি প্রাণিনঃ কিল ।  
 পরলোকাদুয়ং নাস্তি কশ্চচিৎ কহিচ্চিন্মুনে ! ॥ ৪৮ ॥  
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা পরস্বাদানহেতুতঃ ।  
 প্রপতন্তি নরাঃ সম্যগ্ লোভোপহতচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥  
 দেবানারাদ্য সততং বাঞ্ছন্তি চ ধনং নরাঃ ।  
 ন দেবাস্তুৎ করে কৃত্বা সমর্থ্য দাতুমঞ্জসা ॥ ৫০ ॥  
 অন্যস্থানীয় তে বিত্তং প্রযচ্ছন্তি মনীষিতম্ ।  
 বাণিজ্যেনাথ দানেন চৌর্য্যেণাপি বলেন বা ॥ ৫১ ॥

---

প্রপতন্তি নরকে ইতি শেষঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

---

করিয়াছিলেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥ প্রভো ! আমি শ্রবণ করিয়াছি সেই বিরোচনতনয় সদাশয়  
 রাজা, অঙ্গীকৃত প্রদানপুংসর সত্যবাদী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু কপটীচারণ করিয়া ইন্দ্রের  
 অতীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ যজ্ঞ ব্যাঘাত করিবার বাসনায় বামনরূপ ধারণ  
 পূর্বক সঙ্ঘমূর্তি বিষ্ণুই যদি এরূপ কার্য্য করিলেন, তবে অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি যে সেইরূপ  
 কার্য্য করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৪৬ ॥ অতএব কোনও প্রকারে কদাচিৎ  
 কাহাকেও বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে, প্রভো ! যাহার চিত্তে লোভ বিদ্যমান রহিল, তাহার  
 দাবার পাপের ভয় কি ? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর ! প্রাণিগণ লোভে আবিষ্ট হইয়াই পাপকার্য্যের  
 অনুষ্ঠান করিয়া থাকে কখন কাহারও পরলোকে ইষ্টানিষ্টের ভয় হয় না । মানবগণ লোভ  
 হেতু সম্যকরূপে অভিতূতচিত্ত হইয়া বাক্য, কৰ্ম্ম ও মানস দ্বারা পরস্ব গ্রহণ পূর্বক  
 পাতিত্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেখুন, নরগণ নিয়তই দেবতার আরাধনা করিয়া ধন  
 কামনা করে, কিন্তু দেবতাগণ তাহা হস্ত দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে সমর্থ হন না,

\* পক্ষপাতং ইতি বা পাঠঃ ।

বিক্রয়ার্থং গৃহীত্বা চ ধাত্তবস্ত্রাদিকং বহু ।  
 দেবানর্চয়তে বৈশ্ণো মহর্কির্মে ভবেদिति ॥ ৫২ ॥  
 অত্র কিং পরবিত্তেচ্ছা বাণিজ্যে ন পরস্তপ ! ।  
 গ্রহণকালে সম্প্রাপ্তে মহার্ঘঞ্চাপি কাঙ্ক্ষতি ॥ ৫৩ ॥  
 এবং হি প্রাণিনঃ সর্বৈঃ পরস্বাদানতৎপরাঃ ।  
 বর্তন্তে সততং ব্রহ্মন্ ! বিশ্বাসঃ কীদৃশঃ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥  
 বৃথা তীর্থং বৃথা দানং বৃথাধ্যয়নমেব চ ।  
 লোভমোহরতানাং বৈ কৃতং তদকৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥  
 তস্মাদেনং মহাভাগ ! বিসর্জয় গৃহং প্রীতি ।  
 সপুত্রাহং বসিষ্যামি জানকীব দ্বিজোত্তম ! ॥ ৫৬ ॥  
 ইত্যুক্তোহসৌ মুনিস্তাবদগত্বা যুধাজিতং নৃপম্ ।  
 উবাচ বচনং রাজ্ঞে ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৭ ॥

সর্বো ব্যবহারো লোভমূলক এবেতি দর্শয়তি অতঃস্থানীয় তে ইতি । তে দেবা অতঃস্থ  
 পুরুষস্ত বিত্তমানীয় তেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি মনীষিতং ধনং বাণিজ্যাদিব্যবহারেণ বা তস্মাদেবা  
 অপি পরস্বাদানতৎপরা এবৈত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

তাঁহারা ইহা বাণিজ্য, দান, চৌর্য বা বলাদি দ্বারা অতঃস্থ নিকট হইতে আনয়ন পূর্বক  
 প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫১ ॥ বৈশ্বগণ বহুতর ধাত্ত বস্ত্রাদি বিক্রয়ের নিমিত্ত গ্রহণ  
 পূর্বক আমার মহৎ ঋদ্ধিলাভ হইবে ভাবিয়া দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥  
 হে সংঘতাত্মন! এই বাণিজ্য বিষয়ে কি পর ধন গ্রহণেচ্ছা নাই? অবশ্যই আছে। আরও  
 আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগের নিকট হইতে লোকগণের যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয়  
 করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহারা এই দ্রব্য মহার্ঘ হউক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া  
 থাকে ॥ ৫৩ ॥ হে তপোধন! এইরূপে সকল প্রাণিগণ পর ধন গ্রহণের নিমিত্ত তৎপর  
 হয়, তবে তাহাদিগের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ॥ ৫৪ ॥ যাহারা  
 লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন, তাহাদের তীর্থ পর্য্যটন, ধনাদি দান ও বেদাদি অধ্যয়ন সমস্তই  
 বিফল হয়, যদিও তাহারা তীর্থাদি করিয়া থাকেন, তথাপি তৎসমস্তই অকৃতের স্তায়  
 হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥ অতএব হে মহাভাগ! আপনি যুধাজিতকে গৃহের প্রতি প্রতি-  
 নিবৃত্ত করুন, তাহা হইলে আমি পুত্রের সহিত এই স্থানে জানকীর স্তায় অবস্থিতি  
 করিব ॥ ৫৬ ॥

মনোরমা এইরূপ নিবেদন করিলে ভেজঃশালী মহর্ষি ভারদ্বাজ যুধাজিতের নিকট গমন  
 পূর্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি নিজপুরে অথবা যথা ইচ্ছা গমন কর, মনোরমার পুত্র



গচ্ছ রাজন্ ! যথাকামং স্বপুরুষং নৃপসত্তম ! ।

নেয়ং মনোরমাভ্যেতি বালপুত্রা স্তূহুঃখিতা ॥ ৫৮ ॥

যুধাজিহুবাচ ।

যুনে ! মুঞ্চ হঠং সৌম্য ! বিসর্জয় মনোরমাম্ ।

ন চ যাস্ত্যাম্যহং যুক্তা নেম্যাম্যদ্য বলাৎ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥

ঋষিরুবাচ ।

নয়স্ব যদি শক্তিস্তে বলেনাদ্য মমাশ্রমাৎ ।

বিশ্বামিত্রো যথা ধেনুং বশিষ্ঠস্ত যুনেঃ পুরা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সুদর্শনহননেচ্ছয়া যুধাজিতো ভারদ্বাজাশ্রমগমনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

গ্রহণকাল ইতি । যস্মাদ্ভাবৎপরিমিতং বাধুর্ষিকং গ্রাহং তস্মাত্তদপেক্ষাধিকং  
কাজ্জতি ॥ ৫৩—৫৯ ॥

বিশ্বামিত্র ইতি । স যথা নীতবাস্তথা স্বং নয় । তস্ত গতিবত্ত্বাপি গতির্ভবিষ্যতীতি  
তাৎপর্যম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

বালক, সেই রাজহুঁহিতা অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, অতএব সে এখন তোমার নিকট  
আসিতে পারিবে না ॥ ৫৭—৫৮ ॥

যুধাজিৎ কহিলেন, হে সৌম্য ! আপনি হঠকারিতা পরিত্যাগ করিয়া মনোরমাকে  
প্রদান করুন ; আমি তাহাকে কখনই ছাড়িয়া যাইব না, যদি সহজে প্রদান না করেন,  
তাহা হইলে আমি বলপূর্বক লইয়া যাইব ॥ ৫৯ ॥ ঋষি কহিলেন, মহারাজ ! যদি তোমার  
শক্তি থাকে তবে, পূর্বে যেমন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম হইতে ধেনু হরণ করিয়াছিল,  
সেইরূপ তুমিও আমার আশ্রম হইতে বলপূর্বক মনোরমাকে লইয়া যাও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-

বতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে সুদর্শনের হননেচ্ছায়

যুধাজিতের ভারদ্বাজাশ্রমে গমন নামক ষোড়শ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ মুনেন্দ্রাবনীপতিঃ ।

মস্ত্রিবৃদ্ধং সমাহুয় পপ্রচ্ছ তমতদ্রিতঃ ॥ ১ ॥

কিং কৰ্তব্যং শ্রবুন্ধেহত্র ময়াদ্য বদ শ্রুত ! ।

বলান্নয়ামি তাং কামং সপুত্রাঞ্চ শ্রুতাবিগীম্\* ॥ ২ ॥

রিপুরল্লোহপি নোপেক্যঃ সৰ্বথা শুভমিচ্ছতা ।

রাজযশ্কেব সম্বৃদ্ধো মৃত্যবে পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩ ॥

নাত্র সৈশ্চ ন যোদ্ধান্তি যো মামত্র নিবারয়েৎ ।

গৃহীত্বা হস্মি তং তত্র দৌহিত্রশ্চ রিপুং কিল ॥ ৪ ॥

নিষ্কণ্টকং ভবেদ্রাজ্যং যতাম্যদ্য বলাদহম্ ।

হতে স্মদর্শনে নুনং নির্ভয়োহসৌ ভবেদিতি ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিলোকবর্ধৈস্ত বিশামিত্রকথোত্তরম্ ।

কামবীজস্ত সস্ত্রাপ্তী রাজপুত্রস্ত কথ্যতে ॥

মুনিবাক্যশ্রবণোত্তরং রাজা যৎকৃতবাংস্তদাহ ইত্যাকর্ণ্যেতি । অবনীপতিযুধাজিৎ ॥১॥

শ্রমতমাহ নয়ামি নেষ্যামি ॥ ২—৩ ॥

হস্মি হনিষ্যামি ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধাজিৎ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার দৃঢ়তার কথা বুঝিতে পারিয়া শীঘ্রই প্রধান বৃদ্ধমন্ত্রিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবুদ্ধে ! এখন আমার কৰ্তব্য কি ? আমি সেই শ্রুতাবিগী মনোরমাকে পুত্রের সহিত বলপূৰ্ব্বক লইয়া যাইতে চাই, কারণ আশ্রয়হিতাভিলাষী মানবগণ ক্ষুদ্র রিপুকেও উপেক্ষা করিবে না, যদি করে তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র বৈরিও রাজ্য আমার শ্রায় সম্যক্রূপে বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥ আর দেখুন, এস্থলে সৈশ্চও নাই যোদ্ধাও নাই, অতএব আমাকে কেহই বাধা দিতে সমর্থ হইবে না, আমি যথেষ্টরূপে দৌহিত্রশত্রুকে গ্রহণ করিয়া বিনাশ করিতে পারিব ॥ ৪ ॥ অদ্য আমি তাহাকে বলপূৰ্ব্বক গ্রহণ করিতে যত্ন করিব কারণ, স্মদর্শন হত হইলে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে এবং আমার দৌহিত্রও নির্ভয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

\* সপুত্রাণাং তামিনীম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

## প্রধান উবাচ ।

সাহসং ন হি কর্তব্যং ক্রতং রাজমুনেৰ্বচঃ ।

বিশ্বামিত্রস্ত দৃষ্টান্তঃ কথিতস্তেন মারিষ ! ॥ ৬ ॥

পুরা গাধিস্থতঃ শ্রীমাম্ বিশ্বামিত্রোহতিবিশ্রুতঃ ।

বিচরন্ স নৃপশ্রেষ্ঠো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যাগাৎ ॥ ৭ ॥

নমস্কৃত্য চ তং রাজা বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ।

উপবিষ্টো নৃপশ্রেষ্ঠো মুনিনাং দত্তবিষ্করঃ ॥ ৮ ॥

নিমজ্জিতো বশিষ্ঠেন ভোজনায় মহাত্মনা ।

সসৈন্যশ্চ স্থিতো রাজা গাধিপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৯ ॥

নন্দিত্বাসাদিতং সৰ্ব্বং ভক্ষ্যভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ ।

ভুক্ত্বা রাজা সসৈন্যশ্চ বাহ্লিতং তত্র ভোজনম্ ॥ ১০ ॥

প্রতাপং তঞ্চ নন্দিত্বাঃ পরিজ্ঞায় স পার্শ্বিবঃ ।

যযাচে নন্দিনীং রাজা বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ১১ ॥

যতামি যত্নং করিষ্যামি ॥ ৫ ॥

রাজ্ঞো মতস্ত শ্রবণান্তরং মন্ত্রী মুনিনা বিশ্বামিত্রস্ত দৃষ্টান্ত উক্তস্তদভিপ্রায়মুপবর্ণ্য রাজানং সাহসান্নিবারয়তীত্যাহ সাহসমিতি ॥ ৬ ॥

দৃষ্টান্তমুপপাদয়ন্ দৃষ্টান্তোক্তেরভিপ্রায়মাহ পুরেতি । গাধিরাজস্ত স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

মুনিনা বশিষ্ঠেন ॥ ৮—৯ ॥

নন্দিত্বাসাদিতং নন্দিত্বা কামধুকৃত্য স্বস্তনেভ্যো নিক্ষাণ্ড দত্তং বাহ্লিতং যন্ত যদপেক্ষিতং তৎ ॥ ১০—১১ ॥

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আপনার সাহস করা কর্তব্য নহে, আপনি ত মুনি-বরের বাক্য শ্রবণ করিলেন ; ইনি আপনাকে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক কহিয়া-ছেন ॥ ৬ ॥ মহারাজ ! পূর্বে গাধিরাজের পুত্র বিশ্বামিত্র অতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন, একদিন সেই নৃপবর ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭ ॥ প্রতাপাধিত রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে প্রণাম করিলে ঋষিবর তাঁহাকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন, রাজাও তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর মহাত্মা বশিষ্ঠ, তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে সেই মহাযশা গাধিপুত্র সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৯ ॥ বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে একটি ধেমু ছিল, ঋষিবর তাঁহার দুগ্ধ হইতে সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন, রাজা সমস্ত সৈন্যের সহিত সেই স্মৃষ্টি ভোজনীয় দ্রব্য সকল ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং নন্দিনীর প্রভাব জানিতে পারিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট নন্দিনীকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, মুনিবর ! যে সকল



বিশ্বামিত্র উবাচ ।

মুনে ! ধেনুসহস্রং তে ঘটোগ্রীনাং দদাম্যহম্ ।  
নন্দিনীং দেহি মে ধেনুং প্রার্থয়ামি পরস্তপ ! ॥ ১২ ॥  
বশিষ্ঠ উবাচ ।

হোমধেনুরিয়ং রাজন্ দদামি কথঞ্চন ।  
সহস্রঞ্চাপি ধেনুনাং তবেদং তব তিষ্ঠতু ॥ ১৩ ॥  
বিশ্বামিত্র উবাচ ।

অযুতং বাথ লক্ষং বা দদামি মনসেঙ্গিতম্ ।  
দেহি মে নন্দিনীং সাধো ! গ্রহীষ্যামি বলাদথ ॥ ১৪ ॥  
বশিষ্ঠ উবাচ ।

কামং গৃহাণ নৃপতে ! বলাদন্য যথারুচি ।  
নাহং দদামি তে রাজন্ ! স্বেচ্ছয়া নন্দিনীং গৃহাণ ॥ ১৫ ॥  
তচ্ছ্রদ্ধা নৃপতিভূত্যানাদিদেশ মহাবলান্ ।  
নয়ধ্বং নন্দিনীং ধেনুং বলদর্পসংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥  
তে ভূত্যা জগৃহ্বর্ধেনুং হঠাদাক্রম্য যন্ত্রিতাম্ ।  
বেপমানা মুনিং প্রাহ সুরভিঃ সাক্ষলোচনা ॥ ১৭ ॥

---

ঘটোগ্রীনাং ঘটবদূধো বাসাং গবাং তাসাং বহুশ্চবতীনামিতি তাৎপর্যম্ ॥ ১২ ॥  
ন দদামি ন দাস্তামি । তবেদং তবৈব তিষ্ঠতু ॥ ১৩—১৪ ॥  
গৃহাণিকাগ্র্যেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

---

ধেনুর আলান কলসের গ্ৰায় বৃহৎ আমি আপনাকে সেইরূপ সহস্র ধেনু প্রদান করিব,  
কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতেছি এই নন্দিনী ধেনু আমাকে প্রদান করুন ॥ ১০-১২ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্ ! এইটী আমার হোমধেনু, আমি ইহাকে কোনক্রমেই প্রদান  
করিতে পারি না, আপনার সহস্র ধেনু আপনারই থাকুক ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে সাধুवर ! আমি আপনাকে অযুত বা লক্ষ অথবা আপনার  
ইচ্ছামত ধেনু প্রদান করিব, আপনি আমাকে এই নন্দিনী ধেনুটী প্রদান করুন, আর যদি  
সহজে না দেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্বক গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! আপনার যেরূপ অভিচ্ছা, যেরূপ অভিলাষ, আপনি  
বলপূর্বক সেই রূপেই গ্রহণ করুন, রাজন্ ! আমি আপন ইচ্ছানুসারে গৃহ হইতে  
নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
রাজা বিশ্বামিত্র, বলশালী ভূত্যদিগকে আদেশ করিলেন তোমরা আপন বলদর্পে এই

মুনে ! ত্যজসি মাং কস্মাৎ কৰ্ষয়ন্তি সুষম্ভিতাম্\* ।

মুনিভ্যাং প্রভ্যুবাচেদং ত্যজে নাহং স্তুত্বদে ! ॥ ১৮ ॥

বলান্নয়তি রাজাসৌ পূজিতোহদ্য ময়া শুভে ! ।

কিং করোমি ন চেচ্ছামি ত্যক্তুং ত্বাং মনসা কিল ॥ ১৯ ॥

ইত্যাশ্রিতা মুনির্ন ধেনুঃ ক্রোধযুক্তা বভূব হ ।

হস্তারবং চকারাশু ক্রুরশব্দং স্তদারুণম্ ॥ ২০ ॥

উদগাতাস্তত্র দেহাত্মু দৈত্যা ঘোরতরাস্তদা ।

সায়ুধান্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি ববন্তঃ কবচারতাঃ ॥ ২১ ॥

সৈন্ত্যঃ সৰ্ব্বং হতং তৈস্ত নন্দিনী প্রতিমোচিতা ।

একাকী নির্গতো রাজা বিশ্বামিত্রোহতিদুঃখিতঃ ॥ ২২ ॥

হস্ত পাপোহতিদীনাত্মা নিন্দন্ ক্ৰান্তবলং মহৎ ।

ব্রাহ্মং বলং দুরারাদ্যং মত্বা তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥

তপ্ত্বা বহুনি বর্ষাণি তপো ঘোরং মহাবনে ।

ঋষিত্বং প্রাপ গাধেয়স্ত্যক্ত্বা ক্রান্তং বিধিং পুনঃ ॥ ২৪ ॥

বহ্নিতাং হস্তপাদাদিষু বন্ধাম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

ধেনুকে বন্ধন করিয়া লইয়া চল ॥ ১৬ ॥ ভূত্যগণ এই আদেশ পাইয়া ধেনুকে বলপূর্বক গ্রহণ করিলে সুরভিনন্দিনী কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে মুনিবরকে কহিলেন ; তপোধন ! আমাকে কি পরিত্যাগ করিতেছেন, নতুবা ইহারা আমাকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতেছে কেন ? মুনি কহিলেন, নন্দিনি ! তোমার দুগ্ধে আমার সমস্ত হোমকার্য্য সম্পন্ন হয় ; আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই। কল্যাণি ! আমি এই রাজাকে সম্মান পূর্বক আতিথ্যাদি দ্বারা তোমার দুগ্ধে ভোজন করাইয়াছি, সেই জন্য ইনি বলপূর্বক আমার নিকট হইতে তোমাকে লইয়া বাইতেছেন, আমি কি করিব, নন্দিনি ! তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা নাই ॥ ১৭—১৯ ॥ মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধেনু ক্রোধান্বিতা হইয়া ঘোরতর হস্তারব করিয়া উঠিলেন ॥ ২০ ॥ তখন তাঁহার দেহ হইতে সেই স্থানেই আয়ুধধারী কবচযুক্ত ঘোরতর দৈত্য সকল বহির্গত হইয়া কহিতে লাগিল, থাক্ থাক্ এখনই প্রতিকূল প্রদান করিতেছি ॥ ২১ ॥ অনন্তর, সেই দৈত্যগণ বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্তগণকেই বিনাশ করিল। রাজাও অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে একাকী সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২২ ॥ হায় ! সেই পাপমতি রাজা কাতর হইয়া অতিশয় দীনভাবে মহৎ কঠোর বলের শিক্ষা করিলেন এবং ব্রহ্মবল অত্যন্ত দুর্বল ভাবিয়া তপস্তাচরণে প্রবৃত্ত

\* কথিতাম্ সুষম্ভিতাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র ! মা ক্ৰথা বৈরমমুতম্ ।  
 কুলনাশকরং নুনং তাপসৈঃ সহ সংযুগম্ ॥ ২৫ ॥  
 মুনিবর্ষ্যং ব্রজাদ্য ত্বং সমাশ্বাস্ত তপোনিধিম্ ।  
 সূদর্শনোহপি রাজেন্দ্র ! তিষ্ঠত্বত্র যথাস্থম্ ॥ ২৬ ॥  
 বালোহয়ং নির্ধনঃ কিং তে করিষ্যতি নৃপাহিতম্ ।  
 ব্রথা তে বৈরভাবোহয়মনাথে দুর্বলে শিশৌ ॥ ২৭ ॥  
 দয়া সর্বত্র কর্তব্যং দৈবাধীনমিদং জগৎ ।  
 ঈর্ষ্যা কিং নৃপশ্চেষ্ট ! যদ্যাবৎ তদ্বিষ্যতি ॥ ২৮ ॥  
 বজ্রং তৃণায়তে রাজন্ ! দৈবযোগান্ন সংশয়ঃ ।  
 তৃণং বজ্রায়তে কাপি সময়ে দৈবযোগতঃ ॥ ২৯ ॥  
 শশকো হস্তি শার্দূলং মশকো বৈ যথা গজম্ ।  
 সাহসং মুঞ্চ মেধাবিন্ ! কুরু মে বচনং হিতম্ ॥ ৩০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মৈ যুধাজিষ্পসত্তমঃ ।  
 প্রণম্য তং মুনিং মূৰ্দ্ধন্য জগাম স্বপুরং নৃপঃ ॥ ৩১ ॥

হবেতি গবাং শক্ত্যাহুকরণম্ ॥ ২০—২৪ ॥

তথা হে রাজমুনিনা দৃষ্টান্তো দত্তোহয়ং তত্ত্বদং তাৎপর্যং ত্রয়াপি সাহসং ক্রিয়তে  
 চেত্ত্বাপি তথৈবাবস্থা ভবিষ্যতীতি যস্মাদেবং তস্মাদিত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ২৫—৩২ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র মহাবনে অবস্থিতি করিয়া বহুকাল ঘোরতর তপস্তা  
 করিয়া ক্রান্তধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ঋষিধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

অতএব রাজেন্দ্র ! আপনিও কদাচ তাপসদিগের সহিত কুলবিনাশকর এবং ঘোরতর  
 শত্রুতাজনক সমর করিবেন না ॥ ২৫ ॥ আপনি মুনিবরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া এক্ষণে  
 গৃহে গমন করুন । সূদর্শনও এইস্থানে যথাস্থখে অবস্থিতি করুক ॥ ২৬ ॥ রাজন্ ! এই  
 বালক নির্ধন, এ আপনার কি অপকার করিবে ? এই অনাথ, দুর্বল, শিশুর প্রতি আপনার  
 শত্রুতাভাব প্রকাশ করা বিফল ॥ ২৭ ॥ এই জগৎ দৈবের অধীন, অতএব সর্বত্রই দয়া করা  
 কর্তব্য ; নৃপবর ! ঈর্ষ্যা করিয়া কি হইবে ? বাহা ভবিষ্য তাহা অবশ্যই ঘটবে ॥ ২৮ ॥  
 রাজন্ ! দৈবযোগে ক্রথম বজ্রও তৃণতুল্য এবং তৃণও বজ্রতুল্য হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ মহারাজ !  
 আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান, বিবেচনা করিয়া দেখুন, দৈবযোগে শশকও শার্দূলরাজকে এবং  
 মশকও গজরাজকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব, আপনি সাহস পরিত্যাগ করিয়া  
 মৃদু হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩০ ॥



মনোরমাপি স্বহৃদ্বাদ্যমে তত্র সংস্থিতা ।

পালয়ামাস পুত্রস্তং সুদর্শনমুতত্ৰতম্ ॥ ৩২ ॥

দিনে দিনে কুমারোহসৌ জগামোপচয়ং ততঃ ।

মুনিবালগতঃ ক্রীড়মিভয়ঃ সর্বতঃ শুভঃ ॥ ৩৩ ॥

একস্মিন্ সময়ে তত্র বিদগ্ধঃ সমুপাগতম্ ।

ক্লীবেতি মুনিপুত্রস্তমামন্ত্রয়ত্তদস্তিকে ॥ ৩৪ ॥

সুদর্শনস্ত তচ্ছ্রদ্ধা দধারৈকাকুরং স্ফুটম্ ।

অনুস্বারায়ুতং তচ্ছ্রোবাচাতি পুনঃপুনঃ ॥ ৩৫ ॥

বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা ।

জজাপ বালকোহত্যর্থং ধৃষ্টা চেতসি সাদরম্ ॥ ৩৬ ॥

ভাবিযোগান্মহারাজ ! কামরাজাখ্যমদ্রুতম্ ।

স্বভাবেনৈব তেনেখং গৃহীতং বালকেন বৈ ॥ ৩৭ ॥

তদাসৌ পঞ্চমে বর্ষে প্রাপ্য মন্ত্রমদ্রুতম্ ।

ঋষিচ্ছন্দোবিহীনঞ্চ ধ্যানং শ্রাসবিবর্জিতম্ ॥ ৩৮ ॥

উপচয়ং বৃদ্ধিম্ ॥ ৩৩ ॥

একস্মিন্দিতি । কঃস্মিচ্চিৎ সময়ে বিদগ্ধঃ মন্ত্রিণঃ মুনিপুত্রো হাত্তবশাৎ ক্লীবেতি নাম্না-  
মন্ত্রয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

সুদর্শনস্তিতি । তদ্বাক্যং সুদর্শনঃ শ্রদ্ধা তত্ত্ব নাম আদ্যমেকাকুরং প্রারব্ধবশাদনু-  
স্বারায়ুতমনুস্বারেণ বিহীনমপি চিত্তে দধার স্থাপয়ামাস পুনঃপুনঃ শ্রোবাচ জজাপ চেত্যর্থঃ ।

বাস বলিলেন, রাজন্ ! নৃপসন্তম যুধাজিৎ মন্ত্রিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত-  
মস্তকে মুনিবরের চরণে প্রণিপাত পূর্বক নিজ নগরীতে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ মনোরমাও  
সুস্থচিত্তে সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ব্রতনিরত সুদর্শনকে প্রতিপালন করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৩২ ॥ সেই প্রিয়দর্শন রাজকুমার দিন দিন শশিকলার স্তায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল  
এবং তথায় মুনিবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে  
লাগিল ॥ ৩৩ ॥ একদিন বিদগ্ধমন্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মুনিবালকগণ আমোদ  
করিয়া সুদর্শনের সন্নিধানে তাঁহাকে “ক্লীব ক্লীব” বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥  
সুদর্শন সেই ক্লীব শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একাকুর “ক্লী” এই শব্দ  
ধরিয়া লইল এবং অনুস্বার বর্জিত সেই কামরাজাখ্য বীজ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে  
লাগিল ॥ ৩৫ ॥ তখন রাজপুত্র সেই কামরাজাখ্য বীজ গ্রহণ করিয়া সাদরে মনে মনে  
নিরন্তর জপ করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ ! ভবিতব্যতার বলবত্তা হেতু বালক সুদর্শন  
এই প্রকারে কামরাজ নামক অদ্রুত বীজমন্ত্র স্বীয় স্বভাব দ্বারাই গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

প্রজপন্ননসা নিত্যং ক্রীড়ত্যপি অপিত্যপি ।  
 বিসম্ভার ন তং মন্ত্রং জ্ঞাত্বা সারমিতি স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥  
 বর্ষে চৈকাদশে প্রাপ্তে কুমারোহসৌ নৃপাত্মজঃ ।  
 মুনিনা চোপনীতোহথ বেদমধ্যাপিতস্তথা ॥ ৪০ ॥  
 ধনুর্বেদং তথা সাক্ষং নীতিশাস্ত্রং বিধানতঃ ।  
 অভ্যস্তা সকলা বিদ্যা তেন মন্ত্রবলাদিব ॥ ৪১ ॥  
 কদাচিৎ সোহপি প্রত্যক্ষং দেবীরূপং দদর্শ হ ।  
 রক্তাশ্বরং রক্তবর্ণং রক্তসর্বাঙ্গভূষণম্ ॥ ৪২ ॥  
 গরুড়ে বাহনে সংস্থাং বৈষ্ণবীং শক্তিমদ্রুতাম্ ।  
 দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনঃ স বভূব নৃপাত্মজঃ ॥ ৪৩ ॥  
 বনে তস্মিন্ স্থিতঃ সোহথ সর্ববিদ্যার্থতত্ত্ববিৎ ।  
 মাতরং সেবমানস্ত বিজহার নদীতটে ॥ ৪৪ ॥  
 শরাসনঞ্চ সম্প্রাপ্তং বিশিখাশ্চ শিলাশিতাঃ ।  
 তুণীরং কবচং তস্মৈ দত্তং চান্নিকর্যা বনে ॥ ৪৫ ॥  
 এতস্মিন্ সময়ে পুত্রী কাশীরাজস্য স্ত্রিয়্যা ।  
 নাম্না শশিকলা দিব্যা সর্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৬ ॥

তেন বকারে উক্তেহুপ্যপাংশুচ্চারণাবকারমগ্রহা ক্লীত্যেব নাম চমৎকৃতমস্তীত্যভিপ্রায়েণ  
 জ্ঞাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪২ ॥

রাজপুত্র পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, ঋষি ও ছন্দোবিহীন ধ্যান ও ত্রাসবর্জিত এই  
 অত্যন্ত মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন কি ক্রীড়াকালে কি শয়ন সময়ে সর্বদাই ইহা মনে  
 মনে জপ করিতে লাগিল ; নিজে স্বভাবতই ইহাকে সার পদার্থ জানিয়া আর বিস্মত  
 হইল না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ নৃপনন্দন ক্রমে ক্রমে একাদশ বর্ষে উপনীত হইলে, মুনিবর তাহার  
 উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন । রাজপুত্রও সেই মন্ত্রবলে সাক্ষ ধনুর্বেদ  
 ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র বিধি পূর্বক অল্প দিনের মধ্যেই অধ্যয়ন করিয়া ফেলিল ॥ ৪০—৪১ ॥  
 একদিন স্মদর্শন রক্তবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী ও রক্তবর্ণ ভূষণে বিভূষিত দেবীরূপ দর্শন করিল  
 এবং গরুড়বাহনে অবস্থিত অদ্রুত বৈষ্ণবীশক্তি সন্দর্শন করিয়া রাজকুমারের বদনপদ্ম  
 বিকসিত হইয়া উঠিল ॥ ৪২—৪৩ ॥ অনন্তর বহুবিদ্যা-বিশারদ স্মদর্শন সেই বনমধ্যে  
 অবস্থিতি করিয়া জননীর সেবা করত নদীতটে বিহার করিয়া বেড়াইত ॥ ৪৪ ॥ একদিন,  
 জগজ্জননী সেই কল্পিত বালককে কানন মধ্যে শরাসন, শিলাশাণিত শর, তুণীর ও কবচ  
 প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শুভ্রাব নৃপপুত্রং তং বনমধ্যে স্মদর্শনম্ ।

সর্বলক্ষণসম্পন্নং শূরং কামমিবাপরম্ ॥ ৪৭ ॥

বন্দীজনমুখাচ্ছুত্ব রাজপুত্রং স্তসম্মতম্ ।

চক্রে মনসা তং বৈ বরং বরয়িতুং ধিয়া ॥ ৪৮ ॥

স্বপ্নে তস্মাঃ সমাগম্য জগদম্বা নিশান্তরে ।

উবাচ বচনঞ্চৈদং সমাশ্বাস্ত স্তসংস্থিতাম্ ॥ ৪৯ ॥

বরং বরয় স্ত্রোণি ! মম ভক্তঃ স্মদর্শনঃ ।

সর্বকামপ্রদন্তেহস্ত বচনান্মম ভামিনি ! ॥ ৫০ ॥

এবং শশিকলা দৃষ্ট্বা স্বপ্নে রূপং মনোহরম্ ।

অম্বায়া বচনং শ্রুত্বা জহর্ষ ভূশমানিনী ॥ ৫১ ॥

উখিতা সা মুদা যুক্তা পৃষ্ঠা মাত্রা পুনঃপুনঃ ।

প্রমোদকারণং বালা নোবাচাতিত্ৰপাশ্বিতা ॥ ৫২ ॥

জহাস মুদমাপম্বা শ্রুত্বা স্বপ্নং মুহুর্মুহুঃ ।

সখীং প্রাহ তদাত্মাং বৈ স্বপ্নবৃত্তং সবিস্তরম্ ॥ ৫৩ ॥

বরং বরয় যতবেষ্টং তদ্বরয় প্রার্থয়। অথচ মম ভক্তঃ স্মদর্শনস্তব কামপ্রদঃ পতিরস্ত  
মে বচনাৎ ॥ ৫০—৫৫ ॥

মহারাজ ! এই সময়ে সর্বলক্ষণা অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী শশিকলা নানী কালী-  
বাজের প্রিয়তমা কন্যা, শ্রবণ করিলেন যে, সর্বলক্ষণসম্পন্ন শৌর্য্যসমবিত, দ্বিতীয়  
কন্দর্পের জায় পরম সুন্দর রাজপুত্র স্মদর্শন বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥  
নৃপনন্দিনী স্তুতিপাঠকের মুখে সেই অভিমত রাজপুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে  
মনে মনে কামনা করিলেন এবং তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ৪৮ ॥  
অনন্তর, একদিন বামিনীশেষে জগদম্বিকা রাজনন্দিনীকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক স্বপ্নযোগে  
হিলেন, নিতম্বিনি ! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, স্মদর্শন আমার ভক্ত, সে আমার  
কোঁতোমার সকল কামনাই পরিপূর্ণ করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ মানিনী শশিকলা এইরূপে  
প্নযোগে জগদম্বিকার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিতে করিতে  
আল্লাদ সাগরে গগ্ন হইলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর, রাজবালা প্রফুল্লবদনে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান  
করিলেন, তাঁহার জননী তাঁহার হর্ষ সন্দর্শনে আন্তরিক সন্তোষের অকুমান করিয়া পুনঃ  
নঃ জিজ্ঞাসা করিলেও শশিকলা লজ্জাপ্রযুক্ত আমোদের কারণ প্রকাশ করিলেন না ॥ ৫২ ॥  
তিনি স্বপ্ন শ্রবণে আল্লাদে পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হাস্ত করিতে লাগিলেন এবং  
বিশেষে এক সখীর নিকট এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥



কদাচিত্ স। বিহারার্থমবাপোপবনং শুভম্ ।  
 সখীযুক্তা বিশালাক্ষী চম্পকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪ ॥  
 পুষ্পানি চিহ্নতী বালা চম্পকাধঃস্থিতাবলা ।  
 অপশুদব্রাহ্মণং মার্গে আগচ্ছন্তং হুরাস্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥  
 তং প্রণম্য দ্বিজং শ্যামা বভাবে মধুরং বচঃ ।  
 কুতো দেশান্মহাভাগ ! কৃতমাগমনং হুয়া ॥ ৫৬ ॥  
 দ্বিজ উবাচ ।

ভারদ্বাজাশ্রমাদবালে ! নুনমাগমনং মম ।  
 জাতং বৈ কার্যযোগেন কিং পৃচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ৫৭ ॥  
 শশিকলোবাচ ।

তত্রাশ্রমে মহাভাগ ! বর্ণনীয়ং কিমস্তি বৈ ।  
 লোকাতিগং বিশেষেণ প্রেক্ষণীয়তমং কিল ॥ ৫৮ ॥  
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ঋবসন্ধিস্থতঃ শ্রীমানাস্তে স্মদর্শনো নৃপঃ ।  
 যথার্থনামা স্মশ্রোণি ! বর্ততে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥  
 তস্ম লোচনমত্যন্তং নিষ্ফলং প্রতিভাতি মে ।  
 যেন দৃষ্টো ন বামোরু ! কুমারস্তু স্মদর্শনঃ ॥ ৬০ ॥

( তমিতি শ্যামা পারিভাষিকোক্তলক্ষণা উত্তমা জ্ঞী। তদ্ব্যংগ্যং, শীতকালে ভবেদ্রক্ষা উষ্ণ-  
 কালে চ শীতলা। সর্কাস্থলক্ষণবদ্যাদী সা শ্যামা পরিকীৰ্ত্তিতা ইতি ॥ ৫৬—৬০ ॥ )

কোন সময়ে সেই বিশালাক্ষী শশিকলা বিহারার্থ সখীর সহিত চম্পক শোভিত এক  
 মনোহর উপবনে গমন করেন ॥ ৫৪ ॥ রাজবালা চম্পকতলে অবস্থিত হইয়া পুষ্পচয়ন  
 করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাই-  
 লেন ॥ ৫৫ ॥ সর্কাস্থলক্ষণা সর্কাস্থলক্ষণী রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রিয় সম্ভাষণে  
 কহিলেন, মহাভাগ ! আপনি কোন্দেশ হইতে আগমন করিতেছেন ? ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মণ  
 বলিলেন, বালিকে ! আমি কার্যবশতঃ ভারদ্বাজ মুনির আশ্রম হইতে আসিতেছি, তুমি  
 কি জিজ্ঞাসা করিতেছ বল ॥ ৫৭ ॥

শশিকলা কহিলেন, মহাভাগ ! সেই আশ্রমে অলৌকিক ও বর্ণনীয়, বিশেষতঃ দেখিতে  
 অতি সুন্দর এমন কোন বস্তু আছে কি ? ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, নিতম্বিনি ! সেখানে ঋবসন্ধিনামক নরপতির পুত্র পুরুষমধ্যে পরম-  
 সুন্দর শ্রীমান্ স্মদর্শন তথায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥ হে বামোরু ! যে ব্যক্তি রাজকুমার

একত্র নিহিতা ধাত্রা গুণাঃ সর্বৈঃ সিন্ধুকুণা ।

গুণানামাকরং দ্রষ্টুং মন্ত্রে তেনৈব কোতুকাৎ ॥ ৬১ ॥

তব যোগ্যঃ কুমারোহসৌ ভর্তা ভবিতুমর্হতি ।

যোগোহয়ং বিহিতোহপ্যাসীন্মণিকাঞ্চনয়োরিব ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

বিশ্বামিত্রকথাকথনপূর্বককামবীজপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

কোতুকাৎ সর্বগুণানামেকমাকরং দ্রষ্টুং তেনৈব বিধাত্রেকস্মিন্ সুদর্শনে সর্বৈঃ গুণা  
নিহিতা ইত্যহং মন্ত্রে ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

সুদর্শনকে কখন দর্শন করে নাই, আমার বোধ হয় তাহার লোচনযুগল নিতান্তই  
নিষ্ফল ॥ ৬০ ॥ হে কল্যাণি ! আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা যেন গুণ সমূহের আকর  
দেখিবার নিমিত্ত কোতুকান্বিত হইয়া সমস্ত গুণকেই একাধারে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥  
শোভনে ! অধিক আর কি বলিব সেই রাজকুমার তোমার পতি হইবারই একান্ত উপযুক্ত ;  
আমি বিবেচনা করি বিধাতা নিশ্চয়ই মণিকাঞ্চনের জায় তোমাদের মিলন স্থির করিয়া  
রাখিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে বিশ্বামিত্র কথ্য ও রাজপুত্রের কামবীজ  
প্রাপ্তি বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## অষ্টাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

শ্রদ্ধা তদ্বচনং শ্যামা প্রেমযুক্তা বভূব হ ।  
প্রতপ্তে ব্রাহ্মণস্তস্মাৎস্থানাদুক্তা সমাহিতঃ ॥ ১ ॥  
স তু পূৰ্ব্বানুরাগাদৈঃ মগ্না প্রেম্নাতিচঞ্চলা ।  
কামবাণহতেবাস গতে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে ॥ ২ ॥  
অথ কামাদিতা প্রাহ সখীং ছন্দোহনুবর্তিনীম্ ।  
বিকারশ্চ সমুৎপন্নো দেহে যচ্ছ বণাদনু ॥ ৩ ॥  
অজ্ঞাতরসবিজ্ঞানং কুমারং কুলসম্ভবম্ ।  
ছনোতি মদনঃ পাপঃ কিং করোমি ক যামি চ ॥ ৪ ॥  
স্বপ্নেষু বা ময়া দৃষ্টঃ পঞ্চবাণ ইবাপরঃ ।  
তপতে মে মনোহত্যাৰ্থং বিরহাকুলিতং যুছ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎ পদৈর্যথ নিজাং সূতাম্ ।

বিবাহরিতুমুদ্যক্তঃ কাশীরাজ ইতীৰ্যতে ।

ইথং শশিকলাং সুদর্শনসমাচারং ব্রাহ্মণ উক্তা গতবানিত্যাহ শ্রদ্ধেতি ॥ ১—২ ॥  
যচ্ছবণাদনু দেহে বিকার উৎপন্ন ইতি সখীং প্রাহেত্যবয়ঃ ॥ ৩ ॥  
অজ্ঞাতং রসবিজ্ঞানং যন্ত । এতন্ম শৃঙ্গাররসবিজ্ঞানং লোকৈকম্ জ্ঞাতমিত্যর্থঃ । অধু-  
নৈব সম্প্রাপ্তযৌবন ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই শ্যামা\* নৃপনন্দিনী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয়  
প্রেমগ্নিতা হইলেন এবং বিপ্রবরও সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান  
করিলেন ॥ ১ ॥ রাজনন্দিনী পূৰ্ব্বাবধি সেই নৃপনন্দনের প্রতি অনুরাগ হেতু তদীয় প্রেম-  
নিমগ্না এবং চঞ্চলাচিত্তা ছিলেন, এখন ঐ দ্বিজবর গমন করিলে তিনি কামবাণে আহত  
হইয়া পড়িলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর স্বরপীড়িতা শশিকলা ছন্দোহনুবর্তিনী প্রিয়সখীকে কহিলেন,  
সখি! আমার এখনও সেই সংকুলজ রাজকুমারের রসজ্ঞান হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ মুখে  
তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া দেহে ও মানসে কামবিকারের উদয় হইল। পাপ মদন আমাকে  
অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিতেছে, বল সখি! এখন কি করি, কোথায় যাই? ॥ ৩—৪ ॥  
প্রিয়সখি! আমি তাঁহাকে স্বপ্নযোগে দ্বিতীয় কামদেবের স্থায় দর্শন করিয়াছি, তদবধি  
আমার কোমল মানস, তাঁহার বিরহে একান্ত আকুলিত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ৫ ॥

\* যে নারী শীতকালে উষ্ণ ও উষ্ণকালে শীতলা এবং বাহ্যর সর্বদা অনিদিষ্ট তাহাকে শ্যামা কহে ।



চন্দনং দেহলগ্নং মে বিশ্ববদ্ভাতি ভামিনি ! ।

অগ্নিঃ সর্পবচ্চৈব চন্দ্রপাদাশ্চ বহুবৎ ॥ ৬ ॥

ন চ হর্ষো বনে শং মে দীর্ঘিকায়াং ন পর্বতে ।

ন দিবা ন নিশায়াং বা ন স্ত্রুথং স্ত্রুথসাধনৈঃ ॥ ৭ ॥

ন শয়া ন চ তাম্বুলং ন গীতং ন চ বাদনম্ ।

প্রীণয়ন্তি মনো মেহদ্য ন তৃপ্তে মম লোচনে ॥ ৮ ॥

প্রিয়াম্যদ্য বনে তত্র যত্রাসৌ বর্ততে শঠঃ ।

ভীতান্মি কুললজ্জায়াঃ পরতন্ত্রা পিতুস্তথা ॥ ৯ ॥

স্বয়ংবরং পিতা মেহদ্য ন কৰোতি কৰোমি কিম্ ।

দাস্তামি রাজপুত্রায় কামং স্তদর্শনায় বৈ ॥ ১০ ॥

সন্ত্যন্তে পৃথিবীপালাঃ শতশঃ সংভূতক্ৰয়ঃ ।

রমণীয়া ন মে তেহদ্য রাজ্যহীনোহ্যসৌ মতঃ ॥ ১১ ॥

শং কল্যাণং হর্ষো গৃহে ন বনেহুপি ন দীর্ঘিকায়াং বাপ্যামপি ন ॥ ৭ ॥

ন প্রীণয়ন্তি এতে উপচারা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শঠ ইত্যনেনাতিপ্রেমবিরহাকুলচিত্তঃ সূচিতম্ । প্রিয়ামি যাত্ৰামি পরন্তু কুললজ্জায়াঃ সকাশাভীতান্মি তথাপি পিতুঃ পরতন্ত্রান্মি ততো ন ময়া গন্তং শক্যতে ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥

যদ্যদ্য মে স্তদর্শনেনৈব বিবাহং করিষ্যতি তহি স্তদর্শনায় রাজপুত্রায় কামং মৈথুনং দাস্তামি ॥ ১০ ॥

সন্ত্যন্তে ইতি । ন মে তে মতা ইতিশেষঃ ॥ ১১—১২ ॥

হে ভামিনি ! আমার এই দেহলগ্ন চন্দন বিশ্বের জ্বায়, এই মালা ভূজঙ্গের জ্বায় এবং চন্দ্র-কিরণ অনলের জ্বায় বোধ হইতেছে ॥ ৬ ॥ সখি ! কি প্রাসাদ, কি বন, কি দীর্ঘিকা-কি পর্বত, কি দিবা, কি নিশা কিছুতেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না, স্ত্রুথসাধন বস্ত্র সকল বিপরীত ভাব ধারণ পূর্বক আমাকে নিয়ত দুঃখ প্রদান করিতেছে ॥ ৭ ॥ শয়া, তাম্বুল, গীত, বাদ্য কিছুতেই আমার মন ও নয়ন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না ॥ ৮ ॥ সখি ! সেই বন্ধক যে বনে অবস্থান করিতেছে আমি অদ্যই তথায় গমন করিতাম, কিন্তু পিতার ও কুল-লজ্জার অধীন বলিয়াই ভয় করিতেছি ॥ ৯ ॥ আমার পিতা এখনও স্বয়ংবর করিতেছেন না আমি কি করিব, যদি তিনি স্তদর্শনের সহিত বিবাহ দিতেন তবে অদ্যই আমি সেই রাজ-কুমারকে আলিঙ্গন ও রতিদান করিতাম ॥ ১০ ॥ সখি ! দেখ দেখি বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা ! অত্যাশ্চর্য্য শত শত সমৃদ্ধিসম্পন্ন পৃথিবীপতি রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রমণীর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, কিন্তু সেই রাজপুত্র রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

একাকী নির্ধনশ্চৈব বলহীনঃ সূদর্শনঃ ।  
 বনবাসী ফলাহারস্তৃষ্ণাংশ্চিতে স্তসংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥  
 বাগ্‌বীজস্ত জপাৎ সিদ্ধিস্তৃষ্ণা এষাপ্যপস্থিতা ।  
 সোহপি ধ্যানপরোহত্যস্তং জজাপ মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥  
 স্বপ্নে পশ্যত্যসৌ দেবীং বিষ্ণুমায়ামখণ্ডিতাম্ ।  
 বিশ্বমাতরমব্যক্তাং সর্বসম্পৎকরান্বিকাম্ ॥ ১৪ ॥  
 শৃঙ্গবেরপুরাধ্যক্ষো নিষাদঃ সমুপেত্য তম্ ।  
 দদৌ রথবরং তস্মৈ সর্বোপস্করসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥  
 চতুর্ভিঙ্গুরগৈর্যুক্তং পতাকাবরমণ্ডিতম্ ।  
 জৈত্রং রাজসূতং জাহ্নবা দদৌ চোপায়নং তদা ॥ ১৬ ॥  
 সোহপি জগ্রাহ তং প্রীত্যা মিত্রত্বেন স্তসংস্থিতম্ ।  
 বনৈর্মূলফলৈঃ সম্যগর্চয়ামাস শশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥  
 কুতাতিথে গতে তস্মিন্নিষাদাধিপতৌ তদা ।  
 মুনয়ঃ প্রীতিযুক্তাস্তে তমুচুস্তাপসা মিথঃ ॥ ১৮ ॥

তস্তাশ্চিতে স্তসংস্থিত ইতি ইয়ং বা চিত্তস্তৈবংস্থিতিঃ সা বাগ্‌বীজস্ত জপং কৰোতি বা  
 শশিকলা তজ্জাপাদ্যা সিদ্ধিস্তৃষ্ণাঃ সকাশাদেবোপস্থিতা ॥ ১৩—১৫ ॥

জৈত্রং জয়কারিণম্ ॥ ১৬ ॥

তং রথমুপায়নভূতং জগ্রাহ মিত্রত্বেন স্থিতং শশ্বরং নিষাদমর্চয়ামাস ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে সেই অসহায়, বনবাসী, ফলমূলাহারী, ধনহীন ও বলবীৰ্য্য-বিহীন  
 সূদর্শন সততই রাজতনয়ার মনোমন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিল ॥১২॥ শশিকলারও সরস্বতী-  
 বীজমন্ত্র জপহেতু, এই রাজপুত্রে অহুরাগরূপ ফলসিদ্ধির সঞ্চার হইয়াছিল। সূদর্শন ধ্যানরত  
 হইয়া অত্যুত্তম কামরাজ-মন্ত্র নিরন্তর জপ করিতে করিতে একদিন স্বপ্নযোগে সেই পূর্ণরূপা,  
 বৈষ্ণবীশক্তি, অব্যক্তা সর্বসম্পৎস্বরূপিণী বিশ্বমাতা অম্বিকার দর্শন পাইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥  
 এই সময়ে শৃঙ্গবেরপুরের অধিপতি নিষাদরাজ সূদর্শনকে সমস্ত উপকরণ-সম্বিত এক উৎকৃষ্ট  
 রথ প্রদান করিবার মানসে ভারত্বাজের পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথখানি অশ্ব-  
 চতুর্ভিঙ্গুর, উত্তম পতাকায় সূশোভিত ও সর্বত্র বিজয়শীল, অতএব ইহা এই রাজপুত্রের  
 উপযুক্ত জানিয়া উপহার স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছিল ॥ ১৫—১৬ ॥ সূদর্শনও মিত্রদত্ত  
 সেই উত্তম রথ গ্রহণ করিয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা নিষাদরাজের সম্যকরূপে পূজা করিল ॥১৭॥  
 নিষাদপতি আতিথ্য গ্রহণান্তর গমন করিলে মুনীগণ ও তাপসগণ প্রীতিসহকারে কহিতে

রাজপুত্র ! ধ্রুং রাজ্যং প্রাপ্যসি ত্বঞ্চ সর্বথা ।

স্বক্লেশহোভিরব্যগ্রঃ প্রতাপামাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

প্রসন্নো তেহস্মিকা দেবী বরদা বিশ্বমোহিনী ॥

সহায়স্ত্ব স্তসম্পন্নো ন চিন্তাং কুরু স্তত্রত ! ॥ ২০ ॥

মনোরমাং তথোচুস্তে মুনয়ঃ সংশিতভ্রতাঃ ।

পুত্রেষুহৃদ্য ধরাধীশো ভবিষ্যতি শুচিন্মিতে ! ॥ ২১ ॥

সো তানুবাচ তন্নঙ্গী বচনং ঘোহস্ত সৎফলম্ ।

দাসোহয়ং ভবতাং বিপ্রাঃ কিং চিত্রং সছুপাসনাং ॥ ২২ ॥

ন সৈন্ত্যং সচিবাঃ কোশো ন সহায়শ্চ কশ্চন ।

কেন যোগেন পুত্রো মে রাজ্যং প্রাপ্তুমিহার্হতি ॥ ২৩ ॥

আশীর্বাদৈশ্চ বো নুনং পুত্রোহয়ং মে মহীপতিঃ ।

ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভবন্তো মন্ত্রবিন্দমাঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রথারূঢ়ঃ স মেধাবী যত্র যাতি স্তদর্শনঃ ।

অক্ষৌহিণীসমাবৃত ইবাভাতি স তেজসা ॥ ২৫ ॥

তং রাজপুত্রম্ ॥ ১৮—২৩ ॥

অত্ৰ সাধনং যৎপুত্রস্ত রাজ্যপ্রাপ্তৌ ন দৃশ্যতে ভবতামাশীর্বাদৈরেব কেবলং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

রথারূঢ় ইতি । এক এব সন্নক্ষৌহিণীসমাবৃত ইব ভাতি ॥ ২৫ ॥

নাগিলেন, রাজপুত্র ! ব্যগ্র হইও না, তুমি আপন প্রতাপে অল্প দিনের মধ্যে নিশ্চয় রাজ্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৮—১৯ ॥ হে স্তত্রত ! বিশ্বমোহিনী বরপ্রদা অস্মিকা-দেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ; তোমার সহায়ও স্তসম্পন্ন হইয়াছে অতএব তুমি আর চিন্তা করিও না ॥ ২০ ॥ ধৃতব্রত মুনীগণ মনোরমাকেও কহিলেন, শুচিন্মিতে ! তুমি আর ভাবনা করিও না, তোমার পুত্র শীঘ্রই পৃথিবীপতি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ অনন্তর কৃশাঙ্গী মনোরমা মুনীগণের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রগণ ! আপনাদিগের বাক্য সকল হউক, মুজ্জনগণের উপাসনা দ্বারা যে রাজ্যলাভ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২২ ॥ সৈন্ত নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তিও নাই, তবে কিরূপে কি উপায়ে আমার পুত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারে ? ॥ ২৩ ॥ আপনারা মন্ত্রবিদগণের শ্রেষ্ঠ, আপনাদের আশীর্বাদ-বলেই আমার পুত্র নিশ্চয় মহীপতি হইবে নচেৎ অপর কোন উপায় নাই ॥ ২৪ ॥



প্রতাপো মন্ত্রবীজস্ত নাশ্যঃ কশ্চন ভূয়তে ।  
 এবং বৈ জপতন্তুশ্চ প্রীতিযুক্তস্ত সৰ্ব্বথা ॥ ২৬ ॥  
 সম্প্রাপ্য সদ্গুরোৰ্বীজং কামরাজাখ্যমদ্রুতম্ ।  
 জপেদ্যস্ত শুচিঃ শান্তঃ সৰ্বান্ কামানবাশ্রুয়াৎ ॥ ২৭ ॥  
 ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি বাপি সূচলভম্ ।  
 প্রসম্মায়াঃ শিবায়াশ্চ যদপ্রাপ্যং নৃপোত্তম ! ॥ ২৮ ॥  
 তে মন্দাস্তেহতিদুর্ভাগ্যা রোগৈস্তে সমভিক্রুতাঃ ।  
 যেষাং চিত্তে ন বিশ্বাসো ভবেদমার্চ্চনাদিষু ॥ ২৯ ॥  
 যা মাতা সৰ্বদেবানাং যুগাদৌ পরিকীৰ্তিতা ।  
 আদিমাত্যেতি বিখ্যাতা নান্না তেন কুরুদ্বহ ! ॥ ৩০ ॥  
 বুদ্ধিঃ কীর্তিধ্বংসিতলক্ষ্মীঃ শক্তিঃ শ্রদ্ধা মতিঃ স্মৃতিঃ ।  
 সৰ্বেষাং প্রাণিনাং সা বৈ প্রত্যক্ষং বৈ বিভাসতে ॥ ৩১ ॥  
 ন জানন্তি নরা যে বৈ মোহিতা মায়য়া কিল ।  
 ন ভজন্তি কুতৰ্কজা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৩২ ॥

কুত এবমিতি চেন্নম্নমহিমাংসমিত্যাহ প্রতাপ ইতি । এবং বৈ এবং ফলং জাত-  
 মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রুতোরম্ভমপ্রাপ্য জপত এবং সিদ্ধিরহুভূতা যন্ত সদ্গুরোৰ্বীজং কামরাজাখ্যমদ্রুতং  
 সম্প্রাপ্য জপেৎ স সৰ্বান্ কামানবাশ্রুয়াদিত্যাহ সম্প্রাপ্যেতি ॥ ২৭ ॥

প্রসম্মাজ্জনমেজয়ায় শ্রীদেবীমহিমানমুদতি ব্যাসঃ ন তদন্তীতি । শিবায়াঃ সকাশা-  
 দিত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই মেধাবী সুদর্শন রথারূঢ় হইয়া যেখানে গমন করিতে লাগিল,  
 সেই স্থানেই নিজতেজে অক্ষৌহিণী-পরিবৃত্তের ছায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২৫॥ হে ভূপ !  
 ইহা বীজমন্ত্রের প্রতাপ, অতঃ কোন সামান্য পদার্থ নহে, সুদর্শন প্রীতিসহকারে একাগ্রমনে  
 জপ করিয়াই উক্তরূপ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ যে ব্যক্তি শুচি ও  
 শান্ত হইয়া কামরাজ নামক আশ্চর্য-জনক বীজমন্ত্র সদ্গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ পূর্বক  
 নিরন্তর জপ করে, নিশ্চয়ই তাহার সৰ্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥২৭॥ হে নৃপোত্তম ! স্বর্গে বা মর্ত্যে  
 এমন কোনও বস্তু নাই যাহা শিবাদেবী প্রসন্ন হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না ॥ ২৮ ॥  
 যাহারা অশ্বাদেবীর অর্চ্চনাদিতে বিশ্বাস না করে তাহারা অত্যন্ত মন্দমতি ও দুর্ভাগ্য  
 এবং নিরন্তর রোগাক্রান্ত হইয়া সৰ্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥২৯॥ হে কুরুবর !  
 স্মৃতিকালে অশ্বাদেবীই সমস্ত দেবতাগণের জননী, সেই হেতু তিনি আদিমাতা বলিয়া  
 বিখ্যাতা হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥ তিনি বুদ্ধি, কীর্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, শক্তি, শ্রদ্ধা, মতি, স্মৃতি

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শঙ্কর্যাসবো বরুণো যমঃ ।

বায়ুরগ্নিঃ কুবেরশ্চ স্বৰ্গা পৃথিবীনৌ ভগঃ ॥ ৩৩ ॥

আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বদেবা মরুদগণাঃ ।

সৰ্বে ধ্যায়ন্তি তাং দেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥ ৩৪ ॥

কো ন সেবেত বিদ্বান্বে তাং শক্তিং পরমাত্মিকাম্ ।

সুদর্শনেন সা জ্ঞাতা দেবী সৰ্বার্থদা শিবা ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মৈব সাতীদুস্ত্রীপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী ।

যোগগম্যা পরাশক্তির্মুক্ষুণাঞ্চ বল্লভা ॥ ৩৬ ॥

পরমাত্মস্বরূপং কো বেত্তুমর্হতি তাং রিনা ।

যা সৃষ্টিং ত্রিবিধাং কৃত্বা দর্শয়ত্যখিলাত্মনে ॥ ৩৭ ॥

সুদর্শনস্ত তাং দেবীং মনসা পরিচিস্তয়ন্ ।

রাজ্যলাভাং পরং প্রাপ্য স্তথং বৈ কাননে স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

বুদ্ধিঃ কীর্তিরিতি । ইত্যাদিরূপৈঃ সৰ্বেষাং কল্যাণকর্ত্রী প্রত্যক্ষং স্পষ্টমেব বিভা-  
সতে ॥ ৩১—৩৪ ॥

সুদর্শনেনেতি । তস্মাদন্ত কথমেবং ফলং ন স্তাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মৈতি । ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সন্নিদ এব দেবীপদবাচ্যত্বমিতি ভাবঃ । তথাচ স্রুতিঃ । সৰ্বে  
বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি স্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং  
জগদিতী মুক্ষুণাঞ্চ বল্লভেতি । মুক্ষুবো হি সৰ্বং বিহায় মহাপ্রেম্ণা স্বাত্মরূপাং সন্নিদমেব  
পরিশীলয়ন্তি তস্মাদেবাং প্রিয়েতার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবী তত্র ব্রহ্মভাগরূপেণ বর্ণনং কৃত্বা মায়াভাগরূপেণাপি বর্ণয়তি  
পরমাত্মস্বরূপমিতি । সৰ্বপুরাণতত্ত্বাদিষু বেদেষু চেতমেব রীতিঃ । দেব্য মায়াবিশিষ্ট-

প্রভৃতি রূপে এই জগতীতলে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ৩১ ॥ যে যে নরগণ মায়ায়  
মোহিত, তাহারা দেবীর স্বরূপ জানিতে পারে না এবং যাহারা কুতর্ক-পিপাচের কুহকজালে  
নিহতচিত্ত, তাহারাই কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে ভজনা করে না ॥ ৩২ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু, শঙ্কর, ইন্দ্র, বরুণ, যম, বায়ু, অগ্নি, কুবের, বিশ্বকর্মা, পৃষা, ভগ, অশ্বিনদ্বয়, আদিত্য,  
বহুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, এই সকলেই সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী দেবীর  
ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, সেই পরাশক্তির সেবা না  
করে? সুদর্শন সেই সৰ্বার্থদায়িনী কল্যাণরূপিণীর স্বরূপ জানিতে পারিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥  
তিনিই চূর্ণত ব্রহ্মবস্ত, তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী এবং তিনিই মুক্তিকাম যোগিজগণের  
যোগগম্যা পরাশক্তি ॥ ৩৬ ॥ রাজন্! যিনি সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ  
সৃষ্টি করিয়া অখিলাত্মাকে প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি  
পরমাত্মার স্বরূপ বিদিত হইতে সমর্থ হয়? ॥ ৩৭ ॥ সুদর্শন অরণ্যমধ্যে অবস্থিত হইয়াও

সাপি চন্দ্রকলাত্যর্থং কামবাণপ্রপীড়িতা ।  
 নানোপচারৈরনিশং দধার দুঃখিতং বপুঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তাবত্তস্যাঃ পিতা জাহ্না কন্যাং পুত্রবরার্থিনীম্ ।  
 স্রবাহুঃ কারয়ামাস স্বয়ংবরমতন্দ্রিতঃ ॥ ৪০ ॥  
 স্বয়ংবরস্তু ত্রিবিধো বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্তিতঃ ।  
 রাজ্ঞাং বিবাহযোগ্যো বৈ নান্যেষাং কথিতঃ কিল ॥ ৪১ ॥  
 ইচ্ছাস্বয়ংবরশ্চৈকো দ্বিতীয়শ্চ পণাভিধঃ ।  
 যথা রামেণ ভগ্নং বৈ ত্র্যম্বকস্ত শরাসনম্ ॥ ৪২ ॥  
 তৃতীয়ঃ শৌর্য্যশুদ্ধশ্চ শূরাণাং পরিকীর্তিতঃ ।  
 ইচ্ছাস্বয়ংবরং তত্র চকার নৃপসত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥  
 শিল্পিভিঃ কারিতা মঞ্চাঃ শূভৈরাস্তরগৈর্যুতাঃ ।  
 ততশ্চ বিবিধাকারাঃ স্রুপ্তাঃ সভ্যমণ্ডপাঃ ॥ ৪৪ ॥  
 এবং কৃতেহতিসম্ভারে বিবাহার্থং সুবিস্তরে ।  
 সখীং শশিকলা প্রাহ দুঃখিতা চাকুলোচনা ॥ ৪৫ ॥  
 ইদং মে মাতরং ব্রুহি ত্বমেকাশ্তে বচো মম ।  
 ময়া বৃতঃ পতিশ্চিভে ধ্রুবসন্ধিস্থতঃ শুভঃ ॥ ৪৬ ॥

বৃক্ষরূপত্বাৎ কচিন্মায়োপসর্জনবৃক্ষরূপত্বেন বর্ণনং কচিদ্বৃক্ষোপসর্জনমায়ারূপত্বেন বর্ণনমিतीদং  
 চান্মাভিরসকুহৃতং ন বিস্মর্তব্যম্ ॥ ৩৭—৪২ ॥

সেই দেবীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া রাজ্যলাভ-জনিত সুখ অপেক্ষাও অধিকতর সুখ  
 প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥ এবং শশিকলাও অরসায়কে সাতিশয় পীড়িত ও দুঃখিত হইয়া  
 নানাবিধ পরিচর্যা দ্বারা দেহ ধারণমাত্র করিতেছিল ॥ ৩৯ ॥ তখন রাজা স্রবাহু নিজ  
 কন্যাকে বরাকাজ্জিনী জানিয়া বিশেষ মনোযোগ পূর্বক স্বয়ংবর করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥  
 পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে রাজাদিগের বিবাহযোগ্য স্বয়ম্বর তিন প্রকার, কিন্তু অস্ত্রের পক্ষে  
 তাহা নহে। সেই ত্রিবিধ স্বয়ংবর যথা—ইচ্ছা-স্বয়ংবর প্রথম; পণ্য-স্বয়ংবর দ্বিতীয়, যেমন  
 রামচন্দ্র শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া জানকীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং শূরগণের শৌর্য্য-  
 শুদ্ধ-স্বয়ংবর তৃতীয়; এই তিন প্রকার স্বয়ংবরের মধ্যে নৃপসত্তম স্রবাহু ইচ্ছা-স্বয়ংবর করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ৪১-৪৩ ॥ রাজা শিল্পিগণের দ্বারা সুশোভন আস্তরগ সমন্বিত মঞ্চ এবং বিবিধ প্রকার  
 সুসজ্জিত সভ্যমণ্ডপ সকল নির্মাণ করাইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে স্বয়ংবর সভা নির্মিত ও  
 সুসজ্জিত এবং সামগ্ৰী-সম্ভার সমাক্রান্ত হইলে চাকুলোচনা শশিকলা সুদুঃখিত হইয়া  
 সখীকে কহিল, 'তুমি মাতার নিকট গমন করিয়া আমার বচনানুসারে তাঁহাকে নির্জনে



নাশ্চং বরং বরিস্যামি তস্মতে বৈ স্মদর্শনম্।

১। স মে ভর্তা নৃপস্বতো ভগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতু্যক্তা সা সখী গত্বা মাতরং প্রাহ সত্বর।

বৈদভীং বিজনে বাক্যং মধুরং মঞ্জুভাষিণী ॥ ৪৮ ॥

পুত্রী তে দুঃখিতা প্রাহ সান্বি। ত্বাং মনুখেণ যৎ।

শৃণু ত্বং কুরু কল্যাণি। তদ্বিতং ত্বরিতাধুনা ॥ ৪৯ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমে পুণ্যে ধ্রুবসন্ধিস্বতোহস্তি যঃ।

স মে ভর্তা বৃতশ্চিত্তে নাশ্চং ভূপং বৃণোম্যহম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজ্ঞী তদ্বচনং শ্রুত্বা স্বপতৌ গৃহমাগতে।

নিবেদয়ামাস তদা পুত্রীবাক্যং যথাতথম্ ॥ ৫১ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা বিস্মিতঃ প্রহসন্মুখঃ।

ভার্য্যামুবাচ বৈদভীং স্ববাহুস্ত শ্রুতং বচঃ ॥ ৫২ ॥

শৌর্য্যশুদ্ধশ্চ শৌর্য্যং শুদ্ধং যস্মিন্ স ইত্যর্থঃ। যন্ত শৌর্য্যং বর্ততে তেন সর্কান্ রাজ্ঞো জিহ্বা কণ্ঠাহরণীয়েতি ॥ ৪৩—৫১ ॥

কহিবে, আমি ধ্রুবসন্ধির সুশোভন পুত্র স্মদর্শনকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, আমি, সেই রাজকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না, দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার ভর্তা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, সখী রাজকুমারীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক তাঁহার মাতা বৈদভীকে মধুর বচনে নির্জনে কহিল, সান্বি! আপনার তনয়া দুঃখিত হইয়া আমার দ্বারা বাহা বলিয়া পাঠাইলেন তাহা শ্রবণ করুন এবং বাহা হিতকর হয় তাহাই অবিলম্বে সম্পাদন করুন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তিনি বলিলেন “ভারদ্বাজ ঋষির পবিত্র আশ্রমে ধ্রুবসন্ধি রাজার পুত্র আছেন, তাঁহাকেই আমি মনে মনে বরণ করিয়াছি, আর অস্ত্র কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না” ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পতি গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে তনয়ার বাক্য যথাযথরূপে সমস্তই নিবেদন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তাহা শুনিয়া রাজা স্ববাহ বিস্মিত হইলেন, পরে মুহমুহ হাস্য করিয়া নিজ মহিষী বিদর্ভরাজতনয়াকে তথা বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, স্ত্রী। সেই রাজপুত্র স্মদর্শন বালক, রাজ্য হইতে বনে নির্বাসিত হইয়াছে, এক্ষণে অসহায় হইয়া মাতার সহিত নির্জন বনে বাস করি-

হুভ্র ! জানাসি বালোহসৌ রাজ্যান্নিকাষিতো বনে ।  
 একাকী সহ যাত্রা বৈ বসতে নিৰ্জনে বনে ॥ ৫৩ ॥  
 তৎকৃতে নিহতো রাজা বীরসেনো যুধাজিতা ।  
 স কথং নির্ধনো ভর্তা যোগ্যঃ স্মাচ্চারুলোচনে ! ॥ ৫৪ ॥  
 ব্রুহি পুত্রীং ততো বাক্যং কদাচিদপি বিপ্রিয়ম্ ।  
 আগমিষ্যন্তি রাজানঃ স্থিতিমন্তুঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 কাশীরাজকন্যায়া বিবাহোদ্যোগ বর্ণনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

স্মৃতমিত্যপি পাঠঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥

ব্রুহীতি । অগ্নিন্ স্বয়ংবরে স্থিতিমন্তুঃ প্রতিষ্ঠিতা রাজান আগমিষ্যন্তি তন্মাদেতাংশ্চ  
 সর্কেষাং বিপ্রিয়ং বাক্যং কদাপি হুয়া ন বক্তব্যমিতিশেষঃ । ইতি পুত্রীং ব্রুহীতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

তেছে ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাহারই নিমিত্ত রাজা বীরসেন যুধাজিৎ কর্তৃক সমরে নিহত হইয়াছেন,  
 হে চারুলোচনে ! সেই নির্ধন বনগত অসহায় বালক কিরূপে তাহার ভর্তা হইবে ? ॥ ৫৪ ॥  
 অতএব শশিকলাকে বলিও তোমার স্বয়ংবর-সভায় বহুতর মর্যাদাশালী মহৎ মহৎ রাজগণ  
 আগমন করিবেন তুমি তাহাদের যাহাকে হয় মনোনীত করিবে, অতএব একরূপ অপ্রিয়  
 বাক্য আর উচ্চারণ করিও না ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশীরাজের কন্যা শশিকলার স্বয়ংবরের  
 উদ্যোগ বর্ণন নামক অষ্টাদশঅধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## উনবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ভক্ত্যুপাভিহিতা বাল্যং পুত্রীং কৃষ্ণাক্ষসংস্থিতাম্ ।

উবাচ বচনং শ্রদ্ধং সমাখ্যাত্য শুচিস্মিতাম্ ॥ ১ ॥

কিং বৃথা হৃদতি ! ত্বং হি বিপ্রিয়ং মম ভাষসে ।

পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি বাক্যেনানেন হৃদতে ! ॥ ২ ॥

হৃদর্শনোহতিদুর্ভাগ্যো রাজ্যভ্রষ্টো নিরাশ্রয়ঃ ।

বলকোশবিহীনশ্চ পরিত্যক্তস্ত বান্ধবৈঃ ॥ ৩ ॥

মাত্ৰা সহ বনং প্রাপ্তঃ ফলমূলাশনঃ কৃশঃ ।

ন তে যোগ্যো বনোহয়ং বৈ বনবাসী চ দুর্ভগঃ ॥ ৪ ॥

রাজপুত্রাঃ কৃতপ্রজ্ঞা রূপবন্তঃ হৃদস্মতাঃ ।

তবাহাঃ পুত্রি ! সন্ত্যজে রাজচিহ্নৈরলঙ্কতাঃ ॥ ৫ ॥

ভ্রাতাশ্চ বর্ততে কান্তঃ স রাজ্যং কোশলেষু বৈ ।

করোতি রূপসম্পন্নঃ সর্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৬ ॥

দ্বিবিষ্টলোকবর্ষেষু হৃদর্শনযুতা নৃপাঃ ।

স্বয়ংবরে সমাজগুরিতি সম্যকখোচ্যতে ॥

ভক্তা সেতি । সা রাজপত্নী ভক্ত্যুপাভিহিতা । রাজ্যেত্যর্থঃ ॥ ১—৪ ॥

রাজচিহ্নৈঃ প্রচামরাদিভিঃ ॥ ৫—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহ এইরূপ বলিলেন পর রাজমহিষী নিজতনয়া শুচিস্মিতা শশিকলাকে  
কোড়ে রসাইয়া আখ্যাস প্রদান পূর্বক মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, চাকলোচনে !  
তুমি সর্বদা ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাক অতএব কেন আমার অপ্রিয় কথা বলিতেছ ? রাজা  
তোমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ॥ ১-২ ॥ সেই হৃদর্শন অতি  
দুর্ভাগ্য, রাজভ্রষ্ট, নিরাশ্রয়, বলকোশ-বিহীন, বান্ধবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, মাতার সহিত  
বনে নির্বাসিত, ফলমূলাহারী এবং কৃশ অতএব এরূপ বনবাসী ভাগ্যবিহীন ব্যক্তি তোমার  
যোগ্য বর নহে । বহুতর কৃতবিদ্য রূপবান্, সকলের হৃদস্মত, রাজচিহ্নে অলঙ্কৃত, তোমার  
যোগ্য রাজপুত্র আছেন, তাঁহারা এই স্বয়ংবরে আগমন করিবেন ॥ ৩-৫ ॥ ঐ হৃদর্শনের  
সর্বলক্ষণ-সমযুক্ত ও মনোহর রূপগুণ-সম্পন্ন এক ভ্রাতা আছেন, তিনি কোশল দেশে



অন্যচ্চ কারণং সূত্র ! শৃণু যচ্চ ময়া শ্রুতম্ ।  
 যুধাজিৎ সততং তস্মৈ বধকামোহস্তি ভূমিপঃ ॥ ৭ ॥  
 দৌহিত্রঃ স্থাপিতস্তেন রাজ্যে কৃত্বাতিসঙ্গরম্ ।  
 বীরসেনং নৃপং হস্তা সংমন্ত্য সচিবৈঃ সহ ॥ ৮ ॥  
 ভারত্বাজাশ্রমং প্রাপ্তো হস্তকামঃ সূদর্শনম্ ।  
 মুনির্ন বারিতঃ পশ্চাচ্ছগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥  
 শশিকলোবাচ ।

মাতর্ম্মমেন্দ্রিতঃ কামে বনস্থোহপি নৃপাত্মজঃ ।  
 শর্য্যাতিবচনেনৈব সূকত্বা চ পতিব্রতা ॥ ১০ ॥  
 চ্যবনঞ্চ যথা প্রাপ্য পতিশুশ্রূষণে রতা ।  
 ভর্তৃশুশ্রূষণং স্ত্রীণাং স্বর্গদং মোক্ষদং তথা ।  
 অকৈতবকৃতং নুনং সূখদং ভবতি স্ত্রিয়াঃ ॥ ১১ ॥  
 ভগবত্যা সমাদিষ্টং স্বপ্নে বরমনুভবম্ ।  
 তস্মতেহহং কথং চান্যং সংশ্রয়ামি নৃপাত্মজম্ ॥ ১২ ॥

অতিসঙ্গরমতিসংগ্রামম্ ॥ ৮—৯ ॥

এবং মাতুর্কচনং বাক্যং সূদর্শনপ্রত্যাখ্যানাতিপ্রায়কং শ্রুত্বা শশিকলোবাচ মাতর্ম্মমে-  
 ন্দ্রিত ইতি । কামে মন্থনোরথবিষয়ে । তত্র দৃষ্টান্তমাহ শর্য্যাতিব্রতা ॥ ১০ ॥

যথেন্তি । যথা শর্য্যাতে রাজ্ঞো বচনেন সূকত্বানাম্নী শর্য্যাতিব্রতা চ্যবনং বৃদ্ধং পতিং  
 প্রাপ্য পতিশুশ্রূষণে রতা তথৈব মম রাজ্যাদিলোভো নাস্তি কিন্তু ভর্তৃশুশ্রূষণমেবাভিলষিতং  
 তত্ত্ব মম সূদর্শনে পত্যাবস্ত্যেবেতি ভাবঃ । ভর্তৃশুশ্রূষণমেব স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্ম ইত্যাহ ।  
 ভদ্রিতি ॥ ১১ ॥

রাজত্ব করিতেছেন ॥ ৬ ॥ আমি অন্ত আর এক বিশেষ কারণ শুনিয়াছি, তুমি তাহা  
 শ্রবণ কর, যুধাজিৎ নামক ভূপাল সূদর্শনকে বধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান  
 আছেন ॥ ৭ ॥ তিনি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে বীরসেনকে নিহত  
 করিয়া আপন দৌহিত্রকে সেই রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ সূদর্শনকে বিনাশ করিবার  
 মানসে যুধাজিৎ ভারত্বাজের আশ্রম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ; পরে মুনি কর্তৃক নিবারিত  
 হইয়া নিজ গৃহে প্রতিগমন করেন ॥ ৯ ॥

শশিকলা কহিলেন, জননি ! বনস্থ হইলেও সেই রাজপুত্র আমার মনোরথ বিষয়ে  
 সন্মত ; শর্য্যাতির বাক্যে পতিব্রতা সূকত্বা যেমন চ্যবনকে প্রাপ্ত হইয়া পতিশুশ্রূষায়  
 নিরত ছিলেন, আমিও এখন সেই রাজপুত্রকে লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত  
 থাকিব । পতির শুশ্রূষা করিলে নারীগণ স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব,

মচ্ছিত্তিত্তৌ লিখিতৌ ভগবত্যা স্তদর্শনঃ ।

তং বিহায় প্রিয়ং কাস্তুং করিষ্যেহং ন চাপরম্ ॥ ১৩ ॥

বাস উবাচ ।

প্রত্যাদিষ্টাধ বৈদৰ্ভী তয়া বহুনিদর্শনৈঃ ।

ভর্তারং সৰ্ব্বমাচক্ট পুজ্যোক্তং বচনং হৃদয়ম্ ॥ ১৪ ॥

বিবাহৈশ্চ দিনাদৰ্ব্বাগাপ্তং শ্রুতসমম্বিতম্ ।

দ্বিজং শশিকলা তত্র প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৫ ॥

যথা ন বেদ মে তাতো তথা গচ্ছ স্তদর্শনম্ ।

ভারদ্বাজাশ্রমে বৃহি মদ্বাক্যাতুরসা বিভো ! ॥ ১৬ ॥

পিত্রা মে সম্ভূতঃ কামং মদর্থেন স্বয়ংবরঃ ।

আগমিষ্যন্তি রাজানো বলযুক্তা হনেকশঃ ॥ ১৭ ॥

ময়া ত্বং বৈ বৃতশ্চিত্তে সৰ্ব্বথা প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ।

ভগবত্যা সমাদিক্তঃ স্বপ্নে মম সুরোপম ! ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ স্তদর্শনবিষয়ে মম ভগবত্যা আজ্ঞাপাস্তীত্যাহ । ভগবত্যেতি । সমাদিক্তং স্তদর্শনং বরং পতিমূতে ইত্যর্থঃ । সংশ্রয়ামি সংশ্রয়িষ্যামি ॥ ১২-১৩ ॥

প্রত্যাদিষ্টা প্রত্যাখ্যাতা ॥ ১৪ ॥

অস্মিন্ সময়ে শশিকলা যং কৃতবতী তদাহ । বিবাহশ্চেতি ॥ ১৫—১৬ ॥

মদর্থেন মৎপ্রয়োজনেন স্বয়ংবরঃ সম্ভূতঃ সম্পাদিতঃ ॥ ১৭ ॥

সরলভাবে পতিসেবায় নিরত থাকিলে তাহাদের সুখলাভ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥

আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার বর নির্দেশ করিয়াছেন, সেই রাজপুত্র ব্যতীত আমি কিরূপে অথু কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি ॥ ১২ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী আমার চিত্তভিত্তিতে স্তদর্শনকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রিয়তম কমনীয় কাস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া অথু কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না ॥ ১৩ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ! এইরূপে বিদৰ্ভরাজ তনয়া বহুতর নিদর্শন দ্বারা নিরন্তর হইয়া শশিকলার বাক্য সমুদায় রাজার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর শশিকলা ব্যস্ত হইয়া বিবাহের পূৰ্ব্ব দিনে একজন বেদজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বিপ্রবরকে ভারদ্বাজের আশ্রমে এই বলিয়া পাঠাইলেন, দ্বিজবর ! বাহাতে আমার পিতা জানিতে না পারেন আপনি সেইরূপে স্তদর্শনের নিকট গমন পূৰ্ব্বক আমার বাক্য সকল তাঁহাকে বলুন ॥ ১৫—১৬ ॥ পিতা আমার মিমিত্ত এক স্বয়ংবর সজা করিয়াছেন, বহুতর সৈন্তসম্বিত পরাক্রমশালী রাজগণ তাহাতে উপস্থিত হইবেন, হে অমরোপম ! দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে তোমার বিষয়ে আদেশ করিলে আমি পূৰ্ব্ব হইতেই তোমাকে প্রীতি পূৰ্ব্বক মনে মনে বরণ করি-

বিষমদ্বি হতাশে বা প্রপতামি প্রদীপিতে ।  
 বরয়ে ত্বদৃতে নাশ্চ পিতৃভ্যাং প্রেরিতাপি বা ॥ ১৯ ॥  
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা সংবৃত্ত্বং ময়া বরঃ ।  
 ভগবত্যাঃ প্রসাদেন শৰ্ম্মাবাভ্যাং ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥  
 আগন্তব্যং ত্বয়াক্রৌব দৈবং কৃত্বা পরং বলম্ ।  
 যদধীনং জগৎ সৰ্ব্বং বর্ততে সচরাচরম্ ॥ ২১ ॥  
 ভগবত্যা যদাদিষ্টং ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি ।  
 যদ্বশে দেবতাঃ সৰ্ব্বা বর্তন্তে শঙ্করাদয়ঃ ॥ ২২ ॥  
 বক্তব্যোহসৌ ত্বয়া ব্রহ্মমেকান্তে বৈ নৃপাত্মজঃ ।  
 যথা ভবতি মে কার্য্যং তৎ কৰ্ত্তব্যং ত্বয়ানঘ ! ॥ ২৩ ॥  
 ইতু্যক্ত্বা দক্ষিণাং দত্ত্বা মুনিৰ্ব্ব্যাপারিতস্তয়া ।  
 গত্বা সৰ্ব্বং নিবেদ্যাশু তত্র প্রত্যাগতো দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥  
 স্মদর্শনস্ত তজ্জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং গমনে তদা ।  
 চকার মুনির্না তেন প্রেরিতঃ পরমাদরাৎ ॥ ২৫ ॥

হে সুরোপম স্বং ভগবত্যা স্বপ্নে সমাদিষ্টো দর্শিত আক্সণ্ডো ময়া চিত্তে বৃত্ত ইত্যয়ঃ ॥ ১৮—২২ ॥

বক্তব্যোহসাবিতি । হে ব্রহ্মম্বাক্যান্নৃপাত্মজঃ স্মদর্শনস্বয়ৈবং বক্তব্যঃ ॥ ২৩ ॥  
 তত্র শশিকলা যদ্বশে তত্র প্রত্যাগতঃ ॥ ২৪ ॥

রাহি ॥ ১৭—১৮ ॥ আমি বিষ ভক্ষণ করির, অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব ইহাও শ্রেয়,  
 তথাপি তোমা ব্যতিরেকে পিতা মাতার আদেশমত অন্তকে বরণ করিব না ॥ ১৯ ॥ আমি মন,  
 কৰ্ম্ম ও বাক্য দ্বারা তোমাকেই পতিত্ব বরণ করিয়াছি, ভগবতীর প্রসাদে আমাদের অবশ্যই  
 মুখ সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ এই চরাচর অখিল জগৎ যাহার অধীন সেই দৈব-  
 বলের উপর নির্ভর করিয়া তুমি এই স্থানে অবশ্যই আগমন করিবে ॥ ২১ ॥ শঙ্করাদি  
 দেবগণ যাহার বশবর্তী সেই দেবী ভগবতী যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা কদাচ মিথ্যা  
 হইবে না ॥ ২২ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনি ধার্মিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য অতএব আপনি সেই  
 নৃপতিপুত্রকে নির্জনে আহ্বান করিয়া এই সকল বাক্য বলিবেন ; অধিক আর কি বলিয়া  
 দিব, যাহাতে আমার কার্য্য সাধন হয় তাহা আপনি অবশ্য অবশ্যই করিবেন ॥ ২৩ ॥ এই  
 বলিয়া দক্ষিণা প্রদান পূর্বক বিপ্রবরকে স্মদর্শন সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন, তিনি তথায়  
 গমন পূর্বক সমস্ত নিবেদন করিয়া সত্বর প্রত্যাগত হইলেন ॥ ২৪ ॥ স্মদর্শন ইহা অবগত  
 হইয়া তথায় গমন করিতে হির নিশ্চয় হইলে মহর্ষি তারম্বাজ তাঁহাকে পরম সমাদরে  
 প্রেরণ করিলেন ॥ ২৫ ॥



## বাস উবাচ ।

গমনায়োদ্যতং পুত্রং তমুবাচ মনোরমা ।  
 বেপমানাতিদুঃখার্ভা জাতদ্রাসাশ্রলোচনা ॥ ২৬ ॥  
 কুত্র গচ্ছসি তত্রাদ্য সমাজে ভূভূতাং কিল ।  
 একাকী কৃতবৈরশ্চ কিং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে ॥ ২৭ ॥  
 যুধাজিহ্মস্তকামস্ত্রাং সমেষ্যতি মহীপতিঃ ।  
 ন তেহন্যোহস্তি সহায়শ্চ তস্মান্মা ব্রজ পুত্রক ! ॥ ২৮ ॥  
 একপুত্রাতিদীনাস্মি তবাধারা নিরাশ্রয়া ।  
 নাইসি ত্বং মহাভাগ ! নিরাশাং কৰ্ত্তু মদ্য মাম্ ॥ ২৯ ॥  
 পিতা মে নিহতো যেন সোহপি তত্রাগতো নৃপঃ ।  
 একাকিনং গতং তত্র যুধাজিহ্মাং হনিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

## শুদর্শন উবাচ ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব নাত্র কার্য্য বিচারণা ।  
 আদেশাচ্চ জগন্মাতুর্গচ্ছাম্যদ্য স্বয়ংবরে ॥ ৩১ ॥  
 মা শোকং কুরু কল্যাণি ! ক্ষত্রিয়াসি বরাননে ! ।  
 ন বিভেমি প্রসাদেন ভগবত্যা নিরস্তুরম্ ॥ ৩২ ॥

মুনিরা ভারদ্বাজেন প্রেরিতো গমনে নিশ্চয়ং চকার ॥ ২৫—২৬ ॥

কিং বিচিন্ত্যেতি । কিমাত্মনং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে গচ্ছসীত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

বাস বলিলেন, পুত্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া মনোরমা দুঃখিতা ও কল্পমানা হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে করিতে কহিলেন ॥ ২৬ ॥ শুদর্শন! তুমি এখন কোথায় যাইতেছ? যেখানে তোমার বিষম বৈরি সকল বিদ্যমান তুমি একাকী কি ভাবিয়া সেই রাজাদিগের স্বয়ংবর সভায় গমন করিতেছ। পুত্র! তুমি এখন বালক, রাজা যুধাজিৎ তোমার বিনাশের বাসনা করিয়া তথায় আগমন করিবে, সেখানে তোমার কেহই সহায় নাই অতএব তুমি কদাচই গমন করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমি অতি দীন ও নিরাশ্রয়, আমার স্নাত্ত কোন অবলম্বন নাই, অতএব এসময় আমাকে নিরাশ করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৯ ॥ দেখ শুদর্শন! যে যুধাজিৎ আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, সেই দুর্দান্ত রাজা তথায় আগমন করিবে, তুমি একাকী সেস্থলে গমন করিলে সে তোমাকে নিশ্চয়ই বিমাশ করিবে ॥ ৩০ ॥ শুদর্শন কহিলেন মাতঃ! বাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই হইবে, এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই, জগন্মাতার আদেশের অমুবর্তী হইয়া

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা রথমারুহ গম্যকামং সূদর্শনম্ ।  
 দৃষ্ট্বা মনোরমা পুত্রমশীর্ভিচ্চাত্যমোদয়ৎ ॥ ৩৩ ॥  
 অগ্রতন্তেহম্বিকা পাতু পৃষ্ঠে পদ্মদলেক্ষণা ।  
 পার্শ্বতীপার্শ্বয়োঃ পাতু শিবা সর্বত্র সাম্প্রতম্ ॥ ৩৪ ॥  
 বারাহী বিষমে মার্গে দুর্গা দুর্গেষু কহিচিৎ ।  
 কালিকা কলহে ঘোরে পাতু হ্রাং পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥  
 মণ্ডপে তত্র মাতঙ্গী তথা সৌম্যা স্বয়ংবরে ।  
 ভবানী ভূপমধ্যে তু পাতু হ্রাং ভবমোচনী ॥ ৩৬ ॥  
 গিরিজা গিরিহর্গেষু চামুণ্ডা চত্বরেষু চ ।  
 কামগা কাননেষ্বেবং রক্ষতু হ্রাং সনাতনী ॥ ৩৭ ॥  
 বিবাদে বৈষ্ণবী শক্তিরবতাহ্রাং রঘুদ্রহ ! ।  
 ভৈরবী চ রণে সৌম্য ! শত্রুণাং বৈ সমাগমে ॥ ৩৮ ॥  
 সর্বদা সর্বদেশেষু পাতু হ্রাং ভুবনেশ্বরী ।  
 মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩৯ ॥

আদেশাদাক্ষয় ॥ ৩১—৩৩ ॥

অগ্রতন্তেহম্বিকা পাতু । তে তবাগ্রতোহগ্রদেশে স্থিতাম্বিকা হ্রাং পাত্বিত্যর্থঃ । উত্তরত্রা-  
 প্যবমেবার্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

আমি অদ্য স্বয়ংবর সভায় গমন করিব ॥ ৩১ ॥ কল্যাণি ! আপনি শোক করিবেন না আমি  
 ভগবতীর প্রসাদে কাহাকেও কখন ভয় করি না ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, সূদর্শন এই বলিয়া রথে আরোহণ পূর্বক গমনেচ্ছুক হইল দেখিয়া  
 মনোরমা তাহাকে অশীর্ষচন দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পুত্র ! অম্বিকাদেবী  
 তোমাকে অগ্রভাগে রক্ষা করুন, পদ্মলোচনা পশ্চাৎভাগে, পার্শ্বতী উভয় পার্শ্বে, শিবাদেবী  
 সর্বত্র, বারাহী বিষম মার্গে, দুর্গা রাজদুর্গে, কালিকা ঘোর কলহে, পরমেশ্বরী মণ্ডপস্থানে,  
 মাতঙ্গী স্বয়ংবর স্থানে, ভবমোচনী ভবানী ভূপগণের মধ্যে, গিরিজা গিরিহর্গে, চামুণ্ডা চত্বর-  
 স্থানে, সনাতনী কামগা কানন মধ্যে রক্ষা করুন ॥ ৩৪-৩৭ ॥ হে রঘুকুলোত্তর ! বৈষ্ণবী শক্তি  
 তোমাকে বিবাদে রক্ষা করুন, ভৈরবী রণে ও শত্রুসমাগমে রক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥ রে পুত্রক !  
 সচ্চিদানন্দময়ী জগদ্ধাত্রী মহামায়া ভুবনেশ্বরী তোমাকে সর্বদাই সকল স্থলে রক্ষা  
 করুন ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা তং তদা মাতা বেপমানা ভয়াকুলা ।  
 উবাচাহং ত্বয়া সার্কমাগমিষ্যামি সর্বথা ॥ ৪০ ॥  
 নিমিষার্কং বিনা ত্বাং বৈ নাহং স্নাতুমিহোৎসহে ।  
 সত্বেব নয় মাং বৎস ! যত্র তে গমনে মতিঃ ॥ ৪১ ॥  
 ইত্যুক্তা নিঃসৃত্য মাতা ধাত্রেয়ীসংযুতা তদা ।  
 বিপ্রৈর্দত্তাশিষঃ সর্বে নির্যযুর্হর্ষসংযুতাঃ ॥ ৪২ ॥  
 বারাণস্যাং ততঃ প্রাপ্তো রথেনৈকেন রাঘবঃ ।  
 জ্ঞাতঃ স্রবাহুনা তত্র পূজিতশ্চাৰ্হণাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 নিবেশার্থং গৃহং দত্তমন্নপানাদিকং তথা ।  
 সেবকং সমনুজ্ঞাপ্য পরিচর্য্যার্থমেব চ ॥ ৪৪ ॥  
 মিলিতাস্থথ রাজানো নানাদেশাধিপাঃ কিল ।  
 যুধাজিদপি সম্প্রাপ্তো দৌহিত্রেণ সমন্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥  
 করুণাধিপতিশ্চৈব তথা মদ্রেশ্বরো নৃপঃ ।  
 সিদ্ধুরাজস্তথা বীরো যোদ্ধা মাহিষ্মতীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥

গিরিসম্বিনো যে দুর্গান্তেষু । পুৰ্ণেক্তা দুর্গাস্ত স্থলদুর্গাঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥

রাঘবঃ রঘুকুলোৎপন্নঃ সুদর্শনঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

দৌহিত্রেণ শত্রুজিতা ॥ ৪৫—৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর মনোরমা তাহাকে এই বলিয়া ভয়ে ব্যাকুল অন্তঃকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, সুদর্শন ! আমি তোমার সঙ্গে গমন করিব, কিছুতেই তাহার অত্যাচার হইবে না ॥ ৪০ ॥ তোমা ব্যতিরেকে আমি নিমেষ মাত্রও এখানে অবস্থিতি করিতে পারিব না, বৎস ! যেখানে গমন করিতে তোমার বাসনা হইয়াছে, আমাকেও তথায় লইয়া চল ॥ ৪১ ॥ এই বলিয়া তখন তাহার মাতা ধাত্রেয়ী সহিত নির্গত হইলেন, বিপ্রগণ আশীর্ষচন প্রদান করিলে সকলেই সেস্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪২ ॥ রঘুকুলনন্দন সুদর্শন একই রথে আরোহণ পূর্বক বারাণসীতে উপনীত হইলে, তত্রত্য রাজা স্রবাহু তাহার আগমন অবগত হইয়া সৎকারাদি দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ বাসের নিমিত্ত গৃহ ও অন্ন পানাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিয়া পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর নানাদেশ হইতে বহুতর নৃপতিগণ আসিয়া মিলিত হইলেন এবং যুধাজিৎও নিজ দৌহিত্র শত্রুজিৎকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ করুণাধিপতি, মদ্ররাজ, সিদ্ধুরাজ, প্রসিদ্ধ বীর ও যোদ্ধা মাহিষ্মতীর অধীশ্বর, পাঞ্চাল-



পাঞ্চালঃ পৰ্বতীয়শ্চ কামরূপোহতিবীৰ্য্যবান্ ।  
 কৰ্ণাটশ্চোলদেশীয়ো বৈদৰ্ভশ্চ মহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥  
 অক্ষৌহিনীত্রিষষ্টিশ্চ মিলিতা সংখ্যয়া তদা ।  
 ষেষ্টিতা নগরী সা তু সৈন্যৈঃ সৰ্বত্র সংস্থিতৈঃ ॥ ৪৮ ॥  
 এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া ।  
 মিলিতাস্তত্র রাজানো বরবারগসংযুতঃ ॥ ৪৯ ॥  
 অন্যান্ত্রনৃপপুত্রাস্ত ইতু্যচুৰ্মিলিতাস্তদা ।  
 সূদৰ্শনো নৃপসুতো হ্যাগতোহস্তি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥  
 একাকী রথমারুহ্য মাত্ৰা সহ মহামতিঃ ।  
 বিবাহার্থমিহায়াতঃ কাকুৎস্থঃ কিং নু সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥  
 এতান্ রাজসুতাংস্ত্যক্ত্বা সসৈন্যান্ সায়ুধানথ ।  
 কিমেনং রাজপুত্রী সা বরিষ্যতি মহাভুজম্ ॥ ৫২ ॥  
 যুধাজিদথ রাজেশস্তানুবাচ মহীপতীন্ ।  
 অহমেনং হনিষ্যামি কন্যার্থে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥  
 কেরলাধিপতিঃ প্রাহ তং তদা নীতিবিত্তমঃ ।  
 নাত্র যুদ্ধং প্রকৰ্তব্যং রাজমিচ্ছাস্বয়ংবরে ॥ ৫৪ ॥

কামরূপঃ দেশম্পাতীতি কামরূপঃ ॥ ৪৭—৫০ ॥

কিং নু সাম্প্রতমিতি । যুধাজিৎপ্রমুখাশ্রিষষ্টিঅক্ষৌহিনীসহিতাঃ প্রাণহারকাঃ শত্রবঃ সৰ্ব্বে সমাগতাঃ । অগ্নিন্ সমাজে একাকিন আগমনং কিং নু সাম্প্রতং যোগ্যং ন যোগ্যমিতি ভাৎপর্য্যম্ ॥ ৫১—৫৩ ॥

রাজ, পৰ্বতীয়রাজ, কৰ্ণাটরাজ, বীৰ্য্যবান্ কামরূপাধিপতি, চোলরাজ এবং মহাবল বিদৰ্ভ-রাজ ত্রিষষ্টি অক্ষৌহিনী সেনার সহিত মিলিত হইয়া উপস্থিত হইলেন । তখন বারাহসীর চারিদিক সৰ্ব্বত্রই সেনা দ্বারা পরিপূরিত হইল ॥ ৪৬-৪৮ ॥ অন্যান্ত্র নৃপতিগণ, স্বয়ংবর দৰ্শন মানসে উত্তম উত্তম হস্তি আরোহণ পূৰ্বক উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ তখন রাজ-পুত্রগণ, বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রাজকুমার সূদৰ্শনও এখানে আসিয়া নিরাকুল চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন মহামতি সহায়বিহীন সূদৰ্শন বিবাহের নিমিত্তই কি রথারোহণ পূৰ্বক মাতার সহিত এখানে আগমন করিয়া-ছেন ? ॥ ৫১ ॥ এই সৈন্যসংযুক্ত, সায়ুধ রাজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজপুত্রী কি এই মহাভুজ সূদৰ্শনকে বরণ করিবেন ? ॥ ৫২ ॥ অনন্তর রাজবর যুধাজিৎ সমস্ত মহীপতি-গণকে কহিলেন, আমি কন্যার নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব ॥ ৫৩ ॥ তাঁহার সেই

বলেন হরণং নাস্তি নাত্র শুক্লস্বয়ংবরঃ ।  
 কন্ত্বেচ্ছয়াত্র বরণং বিবাদঃ কীদৃশস্ত্বিহ ॥ ৫৫ ॥  
 অন্ত্যায়েন স্থয়া পূৰ্ব্বমসৌ রাজ্যাং প্রবাসিতঃ ।  
 দৌহিত্র্যার্পিতং রাজ্যং বলবন্মুপসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥  
 কাকুৎস্থোহয়ং মহাভাগ ! কোমলাধিপতেঃ স্তুতঃ ।  
 কথমেমং রাজপুত্রং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥ ৫৭ ॥  
 লম্প্যাসে তৎফলং নূনমনয়স্ব নৃপোত্তম ! ।  
 শাস্তাস্তি কশ্চিদায়ুস্মন্ ! জগতোহস্ব জগৎপতিঃ ॥ ৫৮ ॥  
 ধর্মো জয়তি নাধর্মঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্ ।  
 মানয়ং কুরু রাজেন্দ্র ! ত্যজ পাপমতিং কিল ॥ ৫৯ ॥  
 দৌহিত্রস্তব সম্প্রাপ্তঃ সোহপি রূপসমম্বিতঃ ।  
 রাজ্যযুক্তস্তথা শ্রীমান্ কথং তং ন বরিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

নীতিসত্তমো নীতিজ্ঞঃ। ইচ্ছাস্বয়ংবরে কন্তায়া যন্নিম্নিচ্ছা ভবতি স তয়া বরণীয় ইতি  
 মৰ্যাদায়াঃ সবারাত্র যুদ্ধং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বলেনেতি। অন্নিম্নিচ্ছাস্বয়ংবরে বলেন হরণং নাস্তি তত্ত্ব শৌর্য্যশুল্কে এব বর্ত্ততে নাত্র  
 শুল্কোহস্তি কিস্তুর্হি তত্রাহ। কন্ত্বেচ্ছয়েতি ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চাস্তাপরাধাভাবেন কথমেমং হনিষ্যসীত্যাহ। অন্ত্যায়েনেতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

জগৎপতিঃ পরমেশ্বরোহস্ত্যেব শাস্তা কশ্চিদ্বিলক্ষণঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

কথং তং ন বরিষ্যতীতি। যদি কন্তায়া ইচ্ছাস্তি তর্হি তং কথং ন বরিষ্যতি যদি নাস্তি  
 তর্হি তব বিবাদেনাপি কিং ফলম্। কন্ত্বেচ্ছায়াঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া নীতিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য কেরলরাজ কহিতে লাগিলেন, রাজন্! ইচ্ছা-  
 স্বয়ংবরে যুদ্ধ করা কর্তব্য নহে ॥৫৪॥ এখানে শুক্ল-স্বয়ংবর হইবে না স্তুতরাং বলপূৰ্ব্বক কন্তা  
 হরণের ব্যবস্থাও নাই,এখানে কন্তা আপন ইচ্ছায় বরণ করিবে,অতএব ইহাতে আবার বিবাদ  
 ঘটবার সম্ভাবনা কি? ॥৫৫॥ তুমি পূর্বে অন্ত্যায় করিয়া উহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করি-  
 য়াছ এবং শ্রেষ্ঠ নৃপতি হইয়াও বলপূৰ্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া নিজ দৌহিত্রকে প্রদান করি-  
 য়াছ ॥৫৬॥ হে মহাভাগ! স্মদর্শন কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন ও কোমলাধিপতির তনয়, তুমি এই  
 নিরপরাধ রাজপুত্রকে কেন বিনাশ করিবে? ॥ ৫৭ ॥ আয়ুস্মন্! তুমি নিশ্চয় জানিও যে এই  
 জগতে কেহ না কেহ ঈশ্বর আছেন, তিনিই এই অখিলের শাসন করিয়া থাকেন, তুমি যদি  
 কোন চূর্ণয়ের অনুষ্ঠান কর, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট হইতে যথোচিত ফল প্রাপ্ত হইবে  
 সন্দেহ নাই ॥৫৮॥ রাজেন্দ্র! ধর্ম ও সত্যেরই সর্বত্র জয় এবং অধর্ম ও মিথ্যার পরাজয় হইয়া  
 থাকে, অতএব তুমি নীচ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপনার কলুষিত মতি প্রশমিত  
 কর ॥ ৫৯ ॥ তোমার দৌহিত্রও এখানে উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপবান্ ও শ্রীমান্ এবং

অন্যে রাজসুতাঃ কামং বর্তন্তে বলবন্তরাঃ ।

কন্যাস্বয়ংবরে কন্যা স্বীকরিষ্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥

কৃতে তথা বিবাহঃ কঃ প্রবদন্তু মহীভুজঃ ।

পরস্পরং বিরোধোহত্র ন কৰ্তব্যো বিজানতা ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সুদর্শনাদিনৃপগণানাং স্বয়ংবরসভাগমনং নাম উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

কং বা সাম্প্রতং স্বীকরিষ্যতি তং স্বীকরোতু ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

রাজ্যসম্বিত, রাজকন্যা তাহাকে বরণ না করিবে কেন ? ॥ ৬০ ॥ আরও বিবেচনা করিয়া  
দেখ অত্রাত্ত বহুতর বলবান্ রাজপুত্রও কন্যা-স্বয়ংবরে উপস্থিত হইয়াছেন, রাজতনয়া  
তাহাদিগকেও বরণ করিতে পারে। অতএব এই মহীপালগণ সকলেই বলুন, যদি সেই-  
রূপে বরণ কার্য্য সমাধা হয় তবে তাহাতে আর বিবাদ কি আছে ? একপু জাতিয়া গুনিয়া  
ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ করা তোমার কৰ্তব্য নহে ॥ ৬১—৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শন ও রাজগণের স্বয়ংবরসভা-

গমন নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥





## বিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি বাদিনি ভূপালে কেরলাধিপতো তদা ।  
প্রভুবাচ মহাভাগ ! যুধাজিৎপি পার্শ্বিবঃ ॥ ১ ॥  
নীতিরিয়ং মহীপাল ! যদব্রবীতি ভবানিহ ।  
সমাজে পার্শ্বিবানাং বৈ সত্যবান্ধিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥  
যোগ্যেযু বর্তমানেষু কন্যারত্নং কুলোদ্ধহ ! ।  
অযোগ্যোহহিতি ভূপালো ন্যায়োহয়ং তব রোচতে ॥ ৩ ॥  
ভাগং সিংহস্ত গোমায়ুর্ভৌক্তুমহিতি বা কথম্ ।  
তথা স্তদর্শনোহয়ং বৈ কন্যারত্নং কিমহিতি ॥ ৪ ॥  
বলং বেদো হি বিপ্রাণাং ভূভুজাং চাপজং বলম্ ।  
কিমন্যায়ং মহারাজ ! ব্রবীম্যহমিহাধুনা ॥ ৫ ॥

একসপ্ততিপদৈস্ত রাজাঃ তত্র পরস্পরম্ ।

সংবাদতুং বিনির্ভর্য্য কস্তাবোধ উদীর্য্যতে ॥

কেরলাধিপতিবাক্যানস্তরং যুধাজিৎবাক্যমাহেত্যাহ । ইতি বাদিনীতি । মহাভাগ ! হে জনমেজয় ! ॥ ১ ॥

নীতিরিয়মিতি । ইয়ং নীতিঃ কিমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অয়ং ন্যায়স্তবৈব রোচতে । ন্যায়স্তেত্যাহ ॥ ৩ ॥

অসম্প্রতং তব মতমিত্যাহ ভাগমিতি । সিংহস্ত ভাগং গোমায়ুঃ শৃগালঃ কথং ভৌক্তু-  
মহিতি ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! কেরল দেশের অধিপতি এইরূপ বলিলে রাজা যুধাজিৎও  
প্রভুত্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! আপনি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, আপনি  
এই রাজসমাজে যাহা যাহা বলিলেন সে সকলই সত্য ও নীতিসম্মত । নৃপবর ! আপনি  
সংকুলজাত, অতএব আপনিই বলুন দেখি যে, এই সকল যোগ্যপাত্র বিদ্যমান থাকিতেও  
অযোগ্য ব্যক্তি কন্যারত্ন লাভ করিবে ? এই নীতিই কি আপনার অভিমত ? ॥ ২—৩ ॥  
যেমন শৃগাল কখন সিংহের ভাগ ভোগ করিতে যোগ্য হয় না, সেইরূপ স্তদর্শনও এই  
কন্যারত্ন লাভ করিবার উপযুক্ত নহে ॥ ৪ ॥ বিপ্রগণের বেদই বল, কল্মষ রাজার ধনুর্বাণই  
বল, ইহা সর্বত্রই নির্দিষ্ট রহিয়াছে ; অতএব, মহারাজ ! আমি এ বিষয়ে কি অন্তায়

বলং শুদ্ধং যথা রাজ্ঞাং বিবাহে পরিকীর্তিতম্ ।  
 বলবানেব গৃহ্নাতু নাবলস্ত কদাচন ॥ ৬ ॥  
 তস্মাৎ কন্যাং পণং কৃৎস্না নীতিরত্র বিধীয়তাম্ ।  
 অন্যথা কলহঃ কামং ভবিষ্যতি মহীভুজাম্ ॥ ৭ ॥  
 এবং বিবাদে সংবৃত্তে রাজ্ঞাং তত্র পরস্পরম্ ।  
 আহুতস্ত সভামধ্যে স্ৰবাহূর্নৃপসত্তমঃ ॥ ৮ ॥  
 সমাহুয় নৃপাঃ সর্বৈ উমুচুস্তদ্বদর্শিনঃ ।  
 রাজনীতিস্তুয়া কার্য্যা বিবাহেহত্র সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥  
 কিং তে চিকীর্ষিতং রাজংস্তদ্বদস্ব সমাহিতঃ ।  
 পুত্র্যাঃ প্রদানং কঠৈশ্চ তে রোচতে নৃপ ! চেতসি ॥ ১০ ॥

স্রবাহূর্নৃপাচ ।

পুত্র্যা মে মনসা কামং বৃতঃ কিল স্তদর্শনঃ ।  
 ময়া নিবারিতাত্যর্থং ন সা প্রত্যোতি মে বচঃ ॥ ১১ ॥

বহুক্রমিচ্ছাস্বয়ংবর ইতি তত্রাহ । বলং শুদ্ধমিতি । নিরুপলব্ধরাজানাং স স্বয়ংবরো বীর্য-  
 বতাং রাজ্ঞাং বলমেব শুদ্ধং পরিকীর্তিতম্ । শুদ্ধং বরাদিদেয়ে স্রাবাহূর্নৃপসত্তমঃ স্রিয়ামিতি  
 মেদিনীকোশাচ্ছুদ্ধং বরাদর্থগ্রহরূপং পরিকীর্তিতং নাহুৎ । তস্মাৎ শুদ্ধবিবাহরূপস্ত স্পষ্টং রূপ-  
 মাহ বলবানেবেতি । যতো রাজ্ঞাং বলমেব শুদ্ধং তস্মাৎ কন্যাং বলবানেব গৃহ্নাতু কদাচ  
 ন কদাপি ন গৃহ্নাতু পণং কৃৎস্না বিবাহে নীতির্ন্যায্যতিলম্বিতোহয়ং স্রায়ো বিধীয়তাং  
 ক্রিয়তাম্ । অস্বীকারে দোষমাহ । অন্তথেতি ॥ ৬—৮ ॥

রাজনীতি । পণরূপা পূর্বোক্তা রাজভির্নিশ্চিতা নীতিন্যাযস্তুয়া কার্য্যাং স্বয়ংবরে ইত্যম-  
 ন্ডিলম্বিতমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তব যচ্চিকীর্ষিতং তত্ত্বমপি বদেত্যাহ কিং তে ইতি । ত্বয়া পণস্ত ন কৃতোহর্থ বিবা-  
 হার্থং প্রবৃত্তোহসি তস্মাৎ পুত্র্যাঃ প্রদানং কঠৈশ্চ তে রোচতে তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কামং যথেষ্টং স্তদর্শনো বৃতঃ । প্রত্যোতি স্বীকরোতি ॥ ১১ ॥

বলিতেছি তাহা । আপনিই বলুন ॥ ৫ ॥ রাজাদিগের বলই শুদ্ধ, তদনুসারে বালবান্ ব্যক্তিই  
 কন্যার গ্রহণ করুক, দুর্বল ক্ষত্রিয় কখনই তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ পণ  
 করিয়া এই বিবাহে নীতি বিধান করুন, তাহা না হইলে মহীপালগণের মধ্যে নিশ্চয়ই  
 কলহ উপস্থিত হইবে ॥ ৬—৭ ॥

সেই স্বয়ংবর সভায় এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, নৃপসত্তম স্রবাহূকে তথায়  
 আহ্বান করা হইল ॥ ৮ ॥ তদ্বদর্শী নৃপতিগণ সকলেই স্রবাহূকে কহিলেন, রাজন্ ! আপনি  
 মনোযোগী হইয়া এই বিবাহ কার্য্যে একটা সূনীতি স্থাপন করুন ॥ ৯ ॥ আপনার অভিলাষ  
 কি ? আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমাহিত চিত্তে তাহা প্রকাশ করুন । হে নৃপ !

কিং করোমি সূতায়। মে ন বশে বর্ততে মনঃ ।  
 সূদর্শনস্তথৈকাকী সম্প্রাপ্তোহস্তি নিরাকুলঃ ॥ ১২ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

সম্পন্নভূভুজঃ\* সর্বৈ সমাহুয় সূদর্শনম্ ।  
 উচুঃ সমাগতং শান্তমেকাকিনমতন্দ্রিতম্ ॥ ১৩ ॥  
 রাজপুত্র ! মহাভাগ ! কেনাহুতোহসি সূত্রত ! ।  
 একাকী যঃ সমায়াতঃ সমাজে ভূভূতামিহ ॥ ১৪ ॥  
 ন বৈ সৈন্যং ন সচিবা ন কোশো ন বৃহদ্বলম্ ।  
 কিমর্থঞ্চ সমায়াতস্তত্ত্বং ব্রুহি মহামতে ! ॥ ১৫ ॥  
 যুদ্ধকামা নৃপতয়ো বর্তন্তেহত্র সমাগমে ।  
 কন্যার্থং সৈন্যসম্পন্নাঃ কিং ত্বং কৰ্ত্তুমিহেচ্ছসি ॥ ১৬ ॥  
 ভ্রাতা তে স্ববলঃ শূরঃ সম্প্রাপ্তোহস্তি জিহ্মক্ৰয়া ।  
 যুধাজিচ্চ মহাবাহুঃ সাহায্যং কৰ্ত্তুমাগতঃ ॥ ১৭ ॥

মে সূতায় মনো বশে নাস্তীত্যর্থঃ । তথা যথা তস্তাঃ কন্যয়া অভিপ্রায়স্তথৈব সূদর্শনো-  
 পানাহুতো মমাত্র প্রাপ্তঃ । তেন জানামি নুনং কন্যৈবায়মাহুত ইতি ॥ ১২ ॥

সুবাহবচনং শ্রুত্বা কেনাহুতত্বং কিমর্থমজাগতোহসীত্যভিপ্রায়েণ সূদর্শনং পত্রচ্ছুরি-  
 ত্যাহ সম্পন্নভূভুজ ইতি । শিষ্টা ভূভুজ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৭ ॥

কাধাকে কন্যা প্রদান করিতে আপনার অভিলাষ হয়, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া  
 বলুন ॥ ১০ ॥

সুবাহ কহিলেন, আমার তনয়া মনে মনে সূদর্শনকে বরণ করিয়াছে, আমি বহুবায়  
 বরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার বাক্য গ্রহণ করে নাই । আমি কি করিব, এক্ষণে  
 আমার কন্যার মানস, তাহার বশীভূত নহে । এদিকে সূদর্শন অনিগমিত হইলেও একাকী  
 এখানে আগমন করিয়া নিরাকুল-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১১—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর, প্রধান প্রধান মহীপালগণ সকলেই সূদর্শনকে আহ্বান  
 করিলেন ; সূদর্শনও একাকী শান্তভাবে আগমন করিলে তাঁহার। স্থির ভাবে তাঁহাকে  
 জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত্রত ! তোমাকে কোন্ ব্যক্তি আহ্বান করিয়াছে ? তুমি অসহায়  
 হইয়া এই মহারাজগণের সমাজে আগমন করিয়াছ কেন ? ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমার সৈন্য  
 নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আর তোমার কোনও বিশেষরূপ বল দৃষ্ট  
 হইতেছে না, মতিমন্ ! তবে তুমি কেন একাকী এখানে আগমন করিয়াছ তাহা বিশেষ  
 করিয়া বল ॥ ১৫ ॥ এই রাজসমাজে সৈন্য সম্পন্ন মহাবল নরপতিগণ কন্যার নিমিত্ত যুদ্ধার্থী



গচ্ছ বা তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ! যাথা তথ্যমুদাহৃতম্ ।  
 ত্বয়ি সৈন্তবিহীনে চ যথেষ্টং কুরু সূত্রত ! ॥ ১৮ ॥  
 সূদর্শন উবাচ ।

ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো দুর্গসংশ্রয়ঃ ।  
 ন মিত্রাণি ন সৌহার্দী ন নৃপা রক্ষকা মম ॥ ১৯ ॥  
 অত্র স্বয়ংবরং শ্রুত্বা দ্রষ্টুকাম ইহাগতঃ ।  
 স্বপ্নে দেব্যা প্রেরিতোহস্মি ভগবত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥  
 নান্দ্রষ্টিকীর্ষিতং মেহদ্য মামাহ জগদীশ্বরী ।  
 তয়া যদ্বিহিতং তচ্চ ভবিতাদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥  
 ন শত্রুরস্তি সংসারে কোহপ্যত্র জগতীশ্বরী ! ।  
 সর্বত্র পশ্যতো মেহদ্য ভবানীং জগদম্বিকাম্ ॥ ২২ ॥  
 যঃ করিষ্যতি শত্রুং ময়া সহ নৃপাত্মজাঃ ! ।  
 শাস্তা তস্ম মহাবিদ্যা নাহং জানামি শত্রুতাম্ ॥ ২৩ ॥

ত্বয়ি সৈন্তবিহীনে দৃষ্টে সত্যস্বাভির্দ্রব্যাবশাদযাথা তথ্যমর্শ আদ্যজন্তম্ । যাথা তথ্যবিশিষ্টং  
 বাক্যং সত্যং বাক্যমুদাহৃতমুক্তং তদ্বক্তরং গচ্ছাথবা তিষ্ঠ যথেষ্টং শ্রুত্বা তথাকুর্কিতার্থঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

কেনাহুতঃ কিমর্থমাগতোহসীত্যাত্তোত্তরমাহ অত্রোতি । ন কেনাপ্যাহুতঃ কিন্তু ভগবতী-  
 প্রেরণরৈব স্বয়ংবরং দ্রষ্টুমাগতোহস্মীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, এস্থলে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥ ১৮ ॥ তোমার  
 ভ্রাতাও বলশালী এবং শৌর্যবীৰ্য্য সম্পন্ন, সে কত্কা গ্রহণ লালসায় এখানে উপস্থিত  
 হইয়াছে, মহাবাহু বুধাজিও তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করি-  
 য়াছেন ॥ ১৭ ॥ হে সূত্রত ! তোমাকে সৈন্তবিহীন দেখিয়া, যে রূপ ঘটনা, তাহা আমরা  
 তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে তুমি অত্র যাও বা এইস্থানে থাক, তোমার যাহা অভি-  
 লাষ হয়, বিবেচনা পূর্বক সেইরূপ অনুষ্ঠান কর ॥ ১৮ ॥ সূদর্শন কহিলেন, আমার সৈন্ত,  
 সহায়, কোষ, দুর্গ, বহুবাক্ষক অথবা রক্ষাকারক রাজা কেহই নাই ; এইস্থানে স্বয়ংবর  
 হইবে শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ এক কথা  
 এই যে দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে এখানে আসিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া-  
 ছেন ; তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি এখানে আগমন করিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র সংশয়  
 নাই ॥ ১৯—২০ ॥ এক্ষণে আমার অত্র কোনও কার্যের অভিলাষ নাই, ভগবতী ভুবনেশ্বরী  
 আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি । তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন,  
 তাহাই অদ্য সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ হে মহীশূরগণ ! আমি জগদীশ্বরী জগ-  
 দম্বিকা ভগবতী ভবানীকে সর্বত্রই দর্শন করিতেছি, অতএব এই জগতীতলে আমার

যদ্যবি তদ্বৈ ভবিতা নাশ্চথা নৃপসত্তমাঃ ! ।

কা চিন্তা হৃত্ত কৰ্ত্তব্যে দৈবানীনাহ্মি সৰ্বদা ॥ ২৪ ॥

দেবভূতমনুষ্যেষু সৰ্বভূতেষু সৰ্বদা ।

সৰ্বেষাং তৎকৃত্য শক্তির্মানুথা নৃপসত্তমাঃ ! ॥ ২৫ ॥

সা যং চিকীৰ্ষতে ভূপং তং করোতি নৃপাধিপাঃ ! ।

নির্জনং বা নরং কামং কা চিন্তা বৈ তদা মম ॥ ২৬ ॥

তামৃতে পরমাং শক্তিং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ।

ন শক্তাঃ স্পন্দিতুং দেবাঃ কা চিন্তা মে তদা নৃপাঃ ! ॥ ২৭ ॥

অশক্তো বা সশক্তো বা যাদৃশস্তাদৃশস্তহম্ ।

তদাজ্জয়া নৃপাদৈব সম্প্রাপ্তোহস্মি স্বয়ংবরে ॥ ২৮ ॥

সা যদিচ্ছতি তৎ কুর্য্যাম্মম কিং চিন্তনেন বৈ ।

নাত্র শক্য প্রকৰ্ত্তব্যে সত্যমেতদব্রবীম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

কিং ত্বং কৰ্ত্তুমিচ্ছসীত্যন্তোত্তরমাহ নান্দীতি । মাং জগদীশ্বরী যদাহ স্বয়া তত্র গন্তব্য-  
মিতি তস্মাত্ত্বাক্যপরিপালনাদন্তমম চিকীৰ্ষিতং নাস্ত্যেব । যুদ্ধং ভবিষ্যতি তদা তব কাব-  
স্থেতি চেত্তত্রাহ তয়েতি ॥ ২১—২৬ ॥

তামৃতে ইতি । তদ্বক্তৃং স্মৃতিসংহিতায়াং যজ্ঞবৈভবধণ্ডে ত্রয়োদশাধ্যায়ে । যন্ত ব্রহ্মত্বমা-  
পন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ । যন্ত বিষ্ণুত্বমা-

কেহই শক্ত নাই তবে যে ব্যক্তি আগার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইবে, মহাবিদ্যা মহামায়া  
তাহাকে উপযুক্ত শক্তি প্রদান করিবেন; শত্রুতা কাহাকে বলে আমিও অবগত  
নহি ॥২২-২৩॥ হে নৃপসত্তমগণ! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটবে, কদাচই অন্তথা হইবে  
না আমি সৰ্বদাই দৈবের অধীন রহিয়াছি, অতএব এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া কি কলোদয়  
হইবে? ॥ ২৪ ॥ নৃপবরগণ! কি দেবতা, কি ভূতযোনি, কি মনুষ্য সকল প্রাণীতেই দেবী-  
দত্ত শক্তি বিদ্যমান আছে, কদাচই তাহার অন্তথা হয় না ॥২৫॥ রাজেন্দ্রগণ! তিনি যাহাকে  
ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ভূপতি, ধনপতি বা নির্জন করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমার  
চিন্তার বিষয় কি? ॥২৬॥ যখন সেই পরাশক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কু প্রভৃতি দেবতা-  
গণও নড়িতে চড়িতে সমর্থ নহেন, তবে তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি আছে? ॥ ২৭ ॥  
নৃপগণ! আমি অশক্তই হই, অথবা শক্তই হই, কিংবা একজন সামান্য ব্যক্তিই হই আমি  
সেই দেবী ভগবতীর আদেশে এই স্বয়ংবর সভায় আগমন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ তিনি যাহা  
ইচ্ছা করিতেছেন তাহাই করিবেন আমার সে চিন্তায় প্রয়োজন নাই। হে মহাভাগগণ!  
আপনারা এ বিষয়ে কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আমি আপনাদিগকে সত্য কথাই

জয়ে পরাজয়ে লজ্জা ন মেহত্রাণুপি পার্থিবাঃ ।।  
ভগবত্যাশ্চ লজ্জাস্তি তদধীনোহস্মি সর্বদা ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্ম তদাকর্ণ্য বচনং রাজসত্তমাঃ ।

উচুঃ পরস্পরং প্রেক্ষ্য নিশ্চয়জ্ঞা নরাধিপাঃ ॥ ৩১ ॥

সত্যমুক্তং ত্বয়া সাধো ! ন মিথ্যা কহিচ্চিদ্রুয়েৎ ।

তথাপ্যুজ্জয়নীনাথস্তাং হস্তং পরিকাঙ্কতি ॥ ৩২ ॥

ত্বংকৃতেন দয়াদিষ্ঠাস্তাং ব্রবীমো মহামতে ! ।

যদ্যুক্তং তত্ত্বয়া কার্য্যং বিচার্য্য মনসানঘ ! ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

সত্যমুক্তং ভবদ্ভিষ্ট রূপাবদ্ভিঃ সুহৃজ্জনৈঃ ।

কিং ব্রবীমি পুনর্বাक্যমুক্তা নৃপতিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥

ন মৃত্যুঃ কেনচিদ্ভাব্যঃ কস্মচিদ্বা কদাচন ।

দৈবাধীনমিদং সর্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫ ॥

পরঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি তবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ । যস্ত কৃত্ত্বমাপন্নঃ  
শিবো যো মুনিসত্তমাঃ । সা তস্তাপি তবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থক ইতি ॥ ২৭—৩২ ॥

ত্বংকৃতেন দয়াচরণেন দয়াদিষ্ঠাঃ প্রেরিতাঃ তন্মাতাং বয়ং ব্রবীমো ব্রূমো নাগ্রপে-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

কহিলাম । জয় বা পরাজয় বিষয়ে আমার অনুমাত্রও লজ্জা নাই ; কারণ, আমি সর্বদাই  
সেই ভগবতীর অধীন, অতএব তদ্বিষয়ের যে লজ্জা, তাহা তাঁহারই আছে ॥ ২৯-৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরপতিগণ তাঁহার সেইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং ভগবতীর প্রতি  
তাঁহার স্থির নিশ্চয়তা জানিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া সুদর্শনকে কহিতে লাগি-  
লেন, সাধো ! তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সত্য, কদাচই মিথ্যা নহে, তথাপি উজ্জয়িনীপতি  
বুধাজিৎ, তোমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩১—৩২ ॥ হে বুদ্ধিমন্ ! তোমার  
শরীরে যে পাপের লেশ মাত্র নাই তাহা আমরা জানিয়াছি ; তোমার নিমিত্ত আমাদের  
মানসে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, সেই হেতু তোমাকে এই বিষয় জানাইলাম, এক্ষণে  
মনে মনে তদ্বিষয়ের বিচার করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই কর ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন কহিলেন, আপনারা রূপালু ও সদাশয়, আপনারা যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য,  
আমি বালক হইয়া আপনাদিগকে আর কি বলিব ? ॥ ৩৪ ॥ নৃপবরগণ ! কোনও ব্যক্তি  
কখন কাহারও মৃত্যু ঘটাইতে সমর্থ হয় না, এই স্বাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎই দৈবের



স্ববশোহয়ং ন জীবোহস্তি স্বকৰ্মবশগঃ সদা ।  
 তৎ কৰ্ম ত্রিবিধং প্রোক্তং বিদ্বদ্বিস্তদ্বদর্শিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 সঞ্চিতং বর্তমানঞ্চ প্রারব্ধঞ্চ তৃতীয়কম্ ।  
 কালকৰ্মস্বভাবৈশ্চ ততঃ সৰ্বমিদং জগৎ ॥ ৩৭ ॥  
 ন দেবো মানুষ্যং হস্তং শক্তঃ কালাগমং বিনা ।  
 হতং মিমিত্তমাত্রেণ হস্তি কালঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যথা পিতা মে নিহতঃ সিংহেনামিত্রকর্ষণঃ ।  
 তথা মাতামহোহপ্যেবং যুদ্ধে যুধাজিতা হতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 যত্নকোটিং প্রকুর্বাণো হন্যতে দৈবযোগতঃ ।  
 জীবৈর্দ্বর্ষসহস্রাণি রক্ষণেন বিনা নরঃ ॥ ৪০ ॥  
 নাহং বিভেমি ধর্ম্মিষ্ঠাঃ কদাচিচ্চ যুধাজিতঃ ।  
 দৈবমেব পরং মত্বা স্থস্থিতোহস্মি সদা নৃপাঃ ! ॥ ৪১ ॥  
 শ্ররণং সততং নিত্যং ভগবত্যাঃ করোম্যহম্ ।  
 বিশ্বস্য জননী দেবী কল্যাণং সা করিষ্যতি ॥ ৪২ ॥  
 পূর্ব্বার্জিতং হি ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা ।  
 স্বকৃতস্য চ ভোগেন কীদৃক্ শোকো বিজানতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ন কেবলং কৰ্মবশগঃ কিন্তু কালকৰ্মস্বভাববশগশ্চেত্যাহ কালেতি । স্বভাবো মূলভূতা  
 প্রকৃতিঃ । ততঃ ব্যাপ্তং তদ্বশগমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

তদেবোপপাদয়তি ন দেব ইতি ॥ ৩৮—৪৩ ॥

অধীন ॥ ৩৫ ॥ জীবগণের মধ্যে কেহই নিজবশে অবস্থিত নহে, সকলে সর্বদাই নিজ নিজ  
 কর্মের বশবর্তী । তদ্বদর্শী পণ্ডিতগণ কহেন, সঞ্চিত, বর্তমান ও প্রারব্ধভেদে কর্ম তিন  
 প্রকার ; এই অধিল জগৎ, কাল কর্ম ও স্বভাব কর্তৃক বিস্তারিত রহিয়াছে, সময় উপস্থিত  
 না হইলে, দেবতারাও মনুষ্যদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন না ; জীবগণ কোনও নিমিত্ত-  
 কারণ দ্বারা নিহত হয়, কিন্তু সনাতন কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬-৩৮ ॥  
 সেইরূপে আমার পিতা শক্রগণের সংহারক হইলেও সিংহ দ্বারা এবং মাতামহ যুধাজিতের  
 দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ জীবগণ জীবনের জন্ত কোটি কোটি যত্ন করিলেও  
 মহা দৈবযোগে নিহত হয় এবং কেহ রক্ষা না করিলেও দৈবযোগে সহস্র বৎসর পর্যন্ত  
 জীবিত থাকিতে পারে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ হে পরম ধর্ম্মিক নরপতিগণ ! আমি যুধাজিৎ হইতে  
 কদাচই ভয় করি না, দৈবকেই প্রধান মানিয়া সর্বদা স্থস্থির চিত্তে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪১ ॥  
 আমি নিত্য নিত্য সততই ভগবতীর শ্ররণ করিয়া থাকি, যিনি বিশ্বসংসারের জননী সেই

স্বকৰ্মফলযোগেন প্রাপ্য দুঃখমচেতনঃ ।

নিমিত্তকারণে বৈরং করোত্যল্লমতিঃ কিল ॥ ৪৪ ॥

ন তথাহং বিজানামি বৈরং শোকং ভয়ং তথা ।

নিঃশঙ্কমিহ সম্প্রাপ্তঃ সমাজে ভূভূতামিহ ॥ ৪৫ ॥

একাকী দ্রষ্টুকামোহং স্বয়ংবরমনুত্তমম্ ।

ভবিষ্যতি চ যদ্ব্যবং প্রাপ্তোহস্মি চণ্ডিকাজয়া ॥ ৪৬ ॥

ভগবত্যাঃ প্রমাণং মে নান্যং জানামি সংঘতঃ ।

তৎকৃতঞ্চ সূখং দুঃখং ভবিষ্যতি চ নান্যথা ॥ ৪৭ ॥

যুধাজিৎ সূখমাপ্নোতু ন মে বৈরং নৃপোত্তমাঃ ।।

যঃ করিষ্যতি মে বৈরং স প্রাপ্যতি ফলং তথা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তান্তে তথা তেন সন্তুষ্ঠা ভূভুজঃ স্থিতাঃ ।

সোহপি স্বমাশ্রমং প্রাপ্য স্থস্থিতঃ সমুভূব হ ॥ ৪৯ ॥

অপরেহহি শুভে কালে নৃপাঃ সংমন্ত্রিতাঃ কিল ।

স্ববাহুনা নৃপেণাথ রুচিরে বৈ স্বমণ্ডপে ॥ ৫০ ॥

অচেতনো বুদ্ধিরহিতো মূঢ়ঃ । নিমিত্তকারণে দুঃখস্তেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

একাকীত্যাदि পূৰ্ণাশ্রমি ॥ ৪৬ ॥

ভগবত্যা বাক্যমিতি শেষঃ ॥ ৪৭—৫২ ॥

দেবীই আমার কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ৪২ ॥ দেখ, শুভই হউক আর অশুভই হউক, পূৰ্ণার্জিত নিজকৰ্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, নিজ নিজ কৃতকৰ্ম অবশ্যই ভোক্তব্য, যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন সে ব্যক্তি আর শোক করিবেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ মোহাচ্ছন্ন অল্লমতি মানবগণ নিজকৃত কৰ্মযোগে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সামান্ত কারণেই শত্রুতা করিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ আমি সেরূপ শত্রুতাজনিত শোক বা ভয় কিছুই জানি না ; আমি নিঃশঙ্কচিত্তে এই ভূপতিগণের সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৪৫ ॥ আমি চণ্ডিকার আজ্ঞায় এই অত্যাশ্রম স্বয়ংবর দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি ; যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে ॥ ৪৬ ॥ ভগবতীর বাক্যই আমার প্রমাণ, আমি অস্ত্র কিছুই জানি না, একান্ত মনে তাঁহাকেই জানি ; তিনি যেরূপ সূখ দুঃখের বিধান করিয়াছেন কদাচই তাহার অন্তথা হইবে না ॥ ৪৭ ॥ রাজগণ ! যুধাজিৎ সূখলাভ করুন, তাঁহার প্রতি আমার বৈরতাব নাই, যিনি আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবেন তিনি অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥

দিব্যাস্তুরণযুক্তেষু মঞ্চেষু রচিতেষু চ ।  
 উপবিষ্টাশ্চ রাজানঃ শুভালঙ্করণৈর্যুতাঃ ॥ ৫১ ॥  
 দিব্যবেশধরাঃ কামিং বিমানেন্দ্রমরা ইব ।  
 দীপ্যমানাঃ স্থিতাস্তত্র স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া ॥ ৫২ ॥  
 ইতি চিন্তাপরাঃ সর্ব্বৈ কদা সাপ্যাগমিষ্যতি ।  
 ভাগ্যবন্তং নৃপশ্রেষ্ঠং শ্রুতপুণ্যং বরিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥  
 যদি স্মদর্শনং দৈবাৎ অজা সন্তুষয়েদিহ ।  
 বিবাদো বৈ নৃপাণাঞ্চ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥  
 ইত্যেবং চিন্ত্যমানাস্তে ভূপা মঞ্চেষু সংস্থিতাঃ ।  
 বাদিত্রযোষঃ স্তমহানুখিতো নৃপমণ্ডপে ॥ ৫৫ ॥  
 অথ কাশীপতিঃ প্রাহ সূতাং স্নাতাং স্বলঙ্কৃতাম্ ।  
 মধুকমালাসংযুক্তাং ক্রৌমবাসোবিভূষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 বিবাহোপস্করৈর্যুতাং দিব্যাং সিন্ধুসূতোপমাম্ ।  
 চিন্তাপরাং স্তবসনাং স্মিতপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রুতপুণ্যং কং বরিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

সিন্ধুসূতা লক্ষ্মীঃ । চিন্তাপরাং ভগবতীধ্যানপরাম্ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! স্মদর্শন এইরূপ कहিলে পর নরপতিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া  
 সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন, স্মদর্শনও আপন আশ্রমে গমন করিয়া স্মহিরচিত্তে অবস্থিতি  
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরদিন নরপতি সুবাহ সমস্ত সমাগত নৃপতিগণকেই স্বয়ংবর  
 সভায় নিজ নিজ মনোহর মণ্ডপে আহ্বান করিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর রাজগণ মনোহর  
 অলঙ্কারসমূহে সুশোভিত হইয়া সুরচিত দিব্য আস্তুরণ পরিশোভিত মঞ্চোপরি উপবেশন  
 করিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন তথায় তাঁহারা দিব্য বেশধারী বিমান স্থিত অমর বৃন্দের স্তায় রত্ন-  
 সমূহের সমুজ্জ্বল প্রভাজালে দীপ্যমান হইয়া স্বয়ংবর দর্শনাভিলাষে অবস্থিতি করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কখন সেই রাজবালা আগমন  
 করিয়া কোন্ ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে বরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ এই স্বয়ংবর সভায় যদি  
 দৈববশে স্মদর্শনকে মাল্য প্রদান করে তাহা হইলে অবশ্যই নৃপতিগণের মধ্যে ঘোরতর  
 বিবাদ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে, করিতে ভূপগণ মঞ্চো-  
 পরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে সেই নৃপতিগণের সভামণ্ডপে স্তমহৎ বাদিত্র নির্ঘোষ  
 সমুখিত হইল ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর কাশীপতি সুবাহ, কস্তুর সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন  
 যে শশিকলা স্থান করিয়া পটবস্ত্র পরিধান পূৰ্ব্বক বিবিধ অলঙ্কারে ও মধুকমালার



উত্তিষ্ঠ পুত্রি ! স্ননসে ! করে ধ্বজা শুভাং অজম্ ।  
 ব্রজ মণ্ডপমধ্যেহ্য সমাজং পশ্য ভূভুজাম্ ॥ ৫৮ ॥  
 গুণবান্ রূপসম্পন্নঃ কুলীনশ্চ নৃপোত্তমঃ ।  
 তব চিত্তে বসেদ্যন্তু তং বৃণুস্ব স্নমধ্যমে ! ॥ ৫৯ ॥  
 দেশদেশাধিপাঃ সর্বৈ মঞ্চেষু রচিতেষু চ ।  
 সংবিষ্টাঃ পশ্য তস্মি ! বরয়স্ব যথারুচি ॥ ৬০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তং তথা ভাষমাণং বৈ পিতরং মিতভাষিণী ।  
 উবাচ বচনং বালা ললিতং ধর্মসংযুতম্ ॥ ৬১ ॥  
 শশিকলোবাচ ।  
 নাহং দৃষ্টিপথে রাজ্ঞাং গমিষ্যামি পিতঃ ! কিল ।  
 কামুকানাং নরেশানাং গচ্ছন্ত্যগ্নাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৬২ ॥  
 ধর্মশাস্ত্রে শ্রুতং তাত ! ময়েদং বচনং কিল ।  
 এক এব বরো নার্যা নিরীক্ষ্যঃ স্মার চাপরঃ ॥ ৬৩ ॥  
 সতীত্বং নির্গতং তস্মা যা প্রযাতি বহুনথ ।  
 সঙ্কল্পয়ন্তি তে সর্বৈ দৃষ্ট্বা মে ভবতাদিতি ॥ ৬৪ ॥

---

অত্র ব্যাভিচারিণ্যঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

---

সুশোভিত এবং সমস্ত বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আশ্রয় শোভা পাইতে-  
 ছেন। নৃপতি, ক্ষৌমবসনে বিভূষিত তনয়ারে চিন্তাতুরা নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্তের  
 সহিত কহিলেন, বৎসে ! উঠ উঠ, করকমলে সুশোভন মালা ধারণ করিয়া মণ্ডপ মধ্যে  
 গমন পূর্বক রাজগণের সমাজ অবলোকন কর ॥ ৫৬—৫৮ ॥ তস্মি ! গুণবান্, রূপবান্ ও  
 আভিজাত্যসম্পন্ন যে নৃপসন্তম, তোমার মনোমন্দিরে বাস করিতেছেন, তুমি তাহাকেই  
 বরণ কর ॥ ৫৯ ॥ হে শোভনাদি ! দেশদেশান্তরের অধিরাজগণ সুরচিত মঞ্চোপরি উপবিষ্ট  
 রহিয়াছেন, তুমি যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন কর এবং যাহাকে তোমার অভিরুচি হয়  
 তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান কর ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহ এইরূপ বলিলে পর মিতভাষিণী শশিকলা তাহাকে ধর্মসংযুক্ত  
 সুললিত মনোহর মধুর বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬১ ॥ পিতঃ ! আমি কামুক নরপতি-  
 গণের দৃষ্টিপথে গমন করিব না, তথায় আমার আশ্রয় রমণীগণ গমন করে না, ব্যাভিচারিণী  
 কামিনীরাই গমন করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ পিতঃ ! আমি ধর্মশাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি যে, নারীগণ

স্বয়ংবরে অজং ধ্বজা যদা গচ্ছতি মণ্ডপে ।  
 সামান্য্য সা তদা জাতা কুলটেবাপরা বধুঃ ॥ ৬৫ ॥  
 বারজী বিপণে গত্বা যথা বীক্ষ্য নরান্ স্থিতান্ ।  
 গুণাগুণপরিজ্ঞানং করোতি নিজমানসে ॥ ৬৬ ॥  
 নৈকভাবা যথা বেশ্যা রুথা পশ্যতি কামুকম্ ।  
 তথাহং মণ্ডপে গত্বা কুর্বে বারজিয়া কৃতম্ ॥ ৬৭ ॥  
 বৃদ্ধৈরেতৈঃ কৃতং ধর্মং ন করিষ্যামি সাম্প্রতম্ ।  
 পত্নীব্রতং তথা কামং চরিত্যেহং ধৃতব্রতা ॥ ৬৮ ॥  
 সামান্য্য প্রথমং গত্বা কৃত্বা সঙ্কলিতং বহু ।  
 ব্রণোতি চৈকং তদ্বদৈ ব্রণোমি কথমদ্য বৈ ॥ ৬৯ ॥  
 স্তদর্শনো ময়া পূর্ব্বং ব্রতঃ সর্ব্বাত্মনা পিতঃ ! ।  
 তদ্বতে নান্যথা কর্ত্তুমিচ্ছামি নৃপসত্তম ! ॥ ৭০ ॥

সঙ্কল্পস্তীতি । মাং দৃষ্ট্বয়ং মে ভবতাদিতি তে সঙ্কল্পস্তি । ভবতাদিত্যাশীর্ষোটি  
 তাতঙ্ ॥ ৬৪—৬৬ ॥

কুর্বে ইতি । বারজিয়া কৃতং কথং কুর্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

নহু বৃদ্ধসম্প্রদায় এনমেবাস্তি স চ ত্রয়াপ্যাশ্রয়ণীয় ইতি চেত্তত্রাহ বৃদ্ধৈরিতি ॥ ৬৮ ॥

একমাত্র বরকেই নিরীক্ষণ করিবেন অপরকে নিরীক্ষণ করিবেন না ॥ ৬৩ ॥ যে নারী  
 বহুজনের নিকট গমন করে তাহাকে সকলেই “আমার হউক” বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া  
 থাকে, তাহাতে তাহার সতীত্ব বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৬৪ ॥ বরার্থিনী রমণী যখন বরমালা ধারণ  
 করিয়া স্বয়ংবর সভায় রাজমণ্ডপে গমন করে, তখন সে কুলটার জায় সামান্য বধু হইয়া  
 থাকে । যেমন বারবধু বিপণি স্থানে গমন পূর্ব্বক বহুতর নরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিজ  
 মানসে গুণাগুণ পরিজ্ঞান করে, স্বয়ংবরগামিনী রমণীকেও সেইরূপ করিতে হয় ॥ ৬৫—৬৬ ॥  
 বেশ্যা যেমন একজনেরও প্রতি বদ্ধভাব না হইয়া কামুক জনগণকে নিরন্তর অবলোকন  
 করে, আমি রাজগণের সভামণ্ডপে গমন করিয়া বারবনিতার জায় সেইরূপ কার্য্য কিরূপে  
 সম্পাদন করিব ? ॥ ৬৭ ॥ বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের এইরূপ অনুমোদন করিলেও আমি এক্ষণে তাহার  
 অনুসরণ করিব না, আমি পাতিব্রত্যা ধারণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পত্নীব্রতের আচরণ করিব ॥ ৬৮ ॥  
 সামান্য রমণী যেমন প্রথমে গমন পূর্ব্বক বহুতর ব্যক্তিকে সংকল্প করিয়া পরে এক  
 ব্যক্তিকে বরণ করে আমি কদাচই সেইরূপ করিতে পারিব না ॥ ৬৯ ॥ পিতঃ ! আমি  
 প্রথমেই কামমনো বাক্যে স্তদর্শনকে বরণ করিয়াছি ; তাহাকে ছাড়িয়া অস্ত্র ব্যক্তিকে বরণ  
 করিয়া তাহার অশ্রুধা করিতে কোনমতেই আমার ইচ্ছা নাই ॥ ৭০ ॥ হে নৃপসত্তম ! যদি

বিবাহবিধিনা দেহি কন্যাদানং শুভে দিনে ।

সুদর্শনায় নৃপতে । যদিচ্ছসি শুভং মম ॥ ৭১ ॥

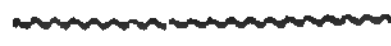
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাজাঃ  
পরম্পরসংবাদকথনপূর্ব্বকং কত্ত্বা রাধাবর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

তত্র দোষমাহ সামান্ত্রেতি । যথা কাচিৎ সামান্ত্রা জ্ঞী প্রথমং সভায়াং গচ্ছা মনসি বহু-  
পুরুষসম্বৎ সঙ্কলিতং কৃৎস্না পশ্চাৎ স্বভাগো লিখিতমেকমেব বৃণোতি তথা সামান্ত্রাবৎ কথ-  
মদ্য পুরুষঃ বৃণোম্যহং পতিব্রতা সতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯—৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করেন, তবে শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহের বিধান অনুসারে  
সুদর্শনকে কত্তা প্রদান করুন ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে স্বয়ংবর সভায় রাজগণের পরম্পর  
কথোপকথন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥





## একবিংশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

স্ববাহুরপি তচ্ছ্রদ্ধা যুক্তযুক্তং তয়া তদা ।  
চিন্তাবিষ্টো বভূবাস্তু কিং কৰ্ত্তব্যমিতঃ পরম্ ॥ ১ ॥  
সঙ্গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্তাঃ সপরিগ্রহাঃ ।  
উপবিষ্টাশ্চ মঞ্চেষু যোদ্ধুকামাঃ\* মহাবলাঃ ॥ ২ ॥  
যদি ব্রবীমি তান্ সৰ্বান্ হতা নায়াতি সাম্প্রতম্ ।  
তথাপি কোপসংযুক্তা হনু্যর্মাং দুৰ্দ্ধবুজয়ঃ ॥ ৩ ॥  
ন মে সৈন্তবলং তাদৃশং দুৰ্গবলমদ্বুতম্ ।  
যেনাহং নৃপতীন্ সৰ্বান্ প্রত্যাদেঋমিহোৎসহে ॥ ৪ ॥  
সুদর্শনস্তথৈকাকী হসহায়োহধনঃ শিশুঃ ।  
কিং কৰ্ত্তব্যং নিমগ্নোহহং সৰ্বথা দুঃখসাগরে ॥ ৫ ॥  
ইতিচিন্তাপরো রাজা জগাম নৃপসম্মিধৌ ।  
প্রণম্য তানুবাচাথ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ৬ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈঃ বহুপদৈরাজাঃ কোলাহলে সতি ।

কন্তায়াঃ সঙ্গতো রাজা স্থিত ইত্যেতদ্রূঢ়্যতে ॥

কন্তাবাক্যোত্তরং চিন্তাগ্রস্তো রাজা যচ্চকার তদ্রূঢ়্যতে স্ববাহুরপীতি । কন্তয়া তু সম্য-  
গুক্তং পরস্ত ময়া কিং কৰ্ত্তব্যমিতি চিন্তাবিষ্টো বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

নায়াতীতি । ইতীতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যাদেঋং প্রত্যাখ্যাতুম্ ॥ ৪—৬ ॥

বাস বলিলেন, কাশীরাজ স্ববাহু স্বীয় কন্তা শশিকলার যুক্তযুক্ত বচন পরম্পরা শ্রবণ  
করিয়া এখন শীঘ্র কি কৰ্ত্তব্য এই বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তাধিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরাক্রান্ত ভূপাল  
সকল যুদ্ধ কামনার সৈন্ত সমূহ সঙ্গে করিয়া নিজ নিজ অনুচরগণের সহিত এখানে আগমন  
পূৰ্ব্বক স্বয়ংবর মঞ্চে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এখন যদি আমি তাঁহাদিগকে বলি যে মদীয়  
তনয়া শশিকলা স্বয়ংবর সভায় আসিতেছে না, তাহা হইলে সেই দুৰ্ব্বুদ্ধি ভূপালগণ ক্রোধাক্ত  
হইয়া আমাকে বিনাশ করিবে ॥ ২—৩ ॥ আমার তাদৃশ সৈন্তবল স্তম্ভবা দুৰ্গবল নাই যে  
তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই নৃপতিগণের বাক্য অস্বীকার করত তাহাদিগকে দূরীভূত  
করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪ ॥ সুদর্শনও একাকী, অসহায়, নির্ধন ও বালক, এখন আমার কৰ্ত্তব্য

কিং কৰ্তব্যং নৃপাঃ কামং নৈতি মে মণ্ডপে স্মৃতা ।  
 বহুশঃ প্রের্যমাণাপি সা মাত্ৰাপি ময়াপি চ ॥ ৭ ॥  
 মূৰ্দ্ধা পতামি পাদেষু রাজ্যাং দাসোহস্মি সাম্প্রতম্ ।  
 পূজাদিকং গৃহীত্বাদ্য ব্রজন্তু সদনানি বঃ ॥ ৮ ॥  
 দদামি বহুরত্নানি বস্ত্রাণি চ গজান্ রথান্ ।  
 গৃহীত্বাদ্য কৃপাং কৃত্বা ব্রজন্তু ভবনানু্যত ॥ ৯ ॥  
 ন বশে মে স্মৃতা বাল। যদি ত্রিয়েত খেদিতা ।  
 তদা মে শ্ৰাম্মহদুঃখং তেন চিন্তাতুরোহস্ম্যহম্ ॥ ১০ ॥  
 ভবন্তুঃ করুণাবন্তো মহাভাগ্যা মহোজসঃ ।  
 কিমেতয়া ছুহিত্রা মে মন্দয়া দুৰ্ব্বিনীতয়া ॥ ১১ ॥  
 অনুগ্রাহোহস্মি বঃ কামং দাসোহস্মিতি সৰ্ব্বথা ।  
 স্মৃতা স্মৃতেব মন্তব্যা ভবন্তিঃ সৰ্ব্বথা মম ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ঋত্বা স্মৃত্বাবচনং নোচুঃ কেচন ভূমিপাঃ ।  
 যুধাজিৎ ক্রোধতাত্ৰাক্ষন্তগুবাচ কুশান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥

মাত্ৰা জনন্তা ॥ ৭ ॥

বঃ সদনানি যুয়ং ব্রজন্তিত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

খেদিতা তাড়িতা সতী যদি ত্রিয়েতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কি ? হায় ! আমি এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম ॥ ৫ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে  
 নরপতি স্মৃতা বিনয়াবনত হইয়া রাজগণের নিকট গমন পূৰ্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিতে  
 আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ ভূপতিগণ ! আমি এখন কি করি ? আমি এবং তাহার জননী বহবার  
 স্বয়ংবর সত্য আসিতে বলিলেও আমার কণ্ঠা আসিতে সম্মত হইতেছে না ॥ ৭ ॥ আমি  
 আপনাদিগের দাস আপনাদের চরণতলে উত্তমাক্ষ নিপাতিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি,  
 এক্ষণে পূজাদি গ্রহণ পূৰ্ব্বক আপনারা নিজ নিজ ভবনে গমন করুন । আমি বহুর  
 রত্ন, বস্ত্র, গজ ও রথ প্রদান করিতেছি গ্রহণ পূৰ্ব্বক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া গৃহে গমন  
 করুন ॥ ৮—৯ ॥ আমার তনয়া এখন বালিকা, তাহাকে তাড়না করিলে যদি প্রাণ পরি-  
 ত্যাগ করে তাহা হইলে আমার আত্যস্তিক দুঃখ হইবে এই নিমিত্তই আমি অত্যন্ত  
 চিন্তাতুর হইতেছি ॥ ১০ ॥ আপনারা সৌভাগ্যশালী, তেজস্বী ও করুণাবান, আমার এই  
 দুৰ্ব্বিনীত মন্দভাগ্য কণ্ঠা গ্রহণে আপনাদের প্রয়োজন কি ? ॥ ১১ ॥ আমি আপনাদিগের  
 দাস, অতএব আমার প্রতি করুণা প্রকাশ এবং আমার কণ্ঠাকে আপনাদিগের তনয়ার  
 জায়গানে করা একান্তই কৰ্তব্য ॥ ১২ ॥

রাজস্বুর্থেহ্মি কিং বুধে কৃত্বা কার্যং স্ননিদিতম্ ।  
 স্বয়ংবরঃ কথং মোহাদ্ভচিতঃ সংশয়ে সতি ॥ ১৪ ॥  
 মিলিতা ভূভুজঃ সর্বৈ স্বয়াহুতাঃ স্বয়ংবরে ।  
 কথমদ্য নৃপা গন্তুং যোগ্যাস্তে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ১৫ ॥  
 অবমান্য নৃপান্ সর্বাংস্ত্বং কিং স্নদর্শনায় বৈ ।  
 দাতুমিচ্ছসি পুত্রীঞ্চ কিমনার্য্যমতঃপরম্ ॥ ১৬ ॥  
 বিচার্য্য পুরুষেণাদৌ কার্যং বৈ শুভমিচ্ছতা ।  
 আরকব্যং ত্বয়া তত্ত্ব কৃতং রাজস্বজানতা ॥ ১৭ ॥  
 এতান্ বিহায় নৃপতীন বালবাহনসংযুতান্ ।  
 বরং স্নদর্শনং কর্ত্ত্বং কথমিচ্ছসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥  
 অহং ত্বাং হস্মি পাপিষ্ঠ ! তথা পশ্চাৎ স্নদর্শনম্ ।  
 দৌহিত্রাদ্য মে কত্যাং দাস্ত্যামীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কিমেতয়েতি । এতয়া দৃষ্টয়া মন্দভাগ্যয়া ভবতাং কিং ফলং ভবিষ্যতি যদর্থমেতাবানা-  
 গ্রহো ভবন্তিঃ ক্রিয়তে ॥ ১১—১৫ ॥

অবমান্তেতি । পুত্রীং দাতুং কিমিচ্ছসি । যদিচ্ছসি তর্হি অতোহস্মাৎ পরমধিকমনার্য্যম-  
 দ্ধায়াং কিমস্তি । মহানপরাধস্তব তদেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বিচার্য্যেতি । শুভমিচ্ছতা পুরুষেণাদৌ কার্যং সাধ্যমসাধ্যং বেতি বিচার্য্য পশ্চাদারক-  
 ব্যম্ । ত্বয়া তু রাজস্বজানতা তৎ কার্যং কৃতমতঃ ফলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপালগণ কেহ কিছুই বলিলেন না,  
 কিন্তু যুধাজিৎ ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া রোষভরে কানীরাঙ্গকে বলিতে আরম্ভ  
 করিলেন ॥ ১৩ ॥ রাজন্ ! তুমি নিতান্ত মূর্খ, অত্যন্ত নিদিত কর্ম্ম করিয়া এখন কি  
 বলিতেছ ; যদি তোমার সন্দেহ ছিল, তবে না বুঝিয়া মোহবশে স্বয়ংবর সভা রচনা  
 করিলে কেন ? ॥ ১৪ ॥ তুমি আহ্বান করিয়াছ বলিয়া ভূপালগণ সকলেই স্বয়ংবর  
 সভায় আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, এখন তাঁহারা কিরূপে নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে  
 পারেন ॥ ১৫ ॥ সমস্ত নরপতিগণের অবমাননা করিয়া তুমি কি স্নদর্শনকে কস্তাদান করিতে  
 ইচ্ছা করিতেছ ? তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অনার্য্য কার্য আর কি হইতে পারে ? ॥ ১৬ ॥  
 কল্যাণাকাজ্ঞী পুরুষগণের প্রথমে বিচার করিয়াই কার্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি  
 বিবেচনা না করিয়াই কার্য আরম্ভ করিয়াছ, ইহার ফল অবশ্যই পাইতে হইবে, সন্দেহ  
 নাই ॥ ১৭ ॥ তুমি এখন এই বালবাহনসম্পন্ন পৃথিবীজগৎকে পরিত্যাগ করিয়া, নিঃসহায়  
 ও নির্ধন স্নদর্শনকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন ? ॥ ১৮ ॥ পাপাধম ! আমি অন্য  
 তোমাকে বধ করিব, পশ্চাৎ স্নদর্শনকে বিনাশ করিয়া দৌহিত্রকে কস্তা প্রদান করিব,



ময়ি তিষ্ঠতি কোহন্তোহস্তি যঃ কন্তাং হতুমিচ্ছতি ।  
 হৃদর্শনঃ কিয়ানদ্য নির্ধনো নির্বলঃ শিশুঃ ॥ ২০ ॥  
 ভারত্বাজ্ঞানমে পূৰ্ব্বং মুক্তো মুনিকৃতে ময়া ।  
 নাদ্যাং মোচয়িষ্যামি সর্বথা জীবিতং শিশোঃ ॥ ২১ ॥  
 তস্মাদ্বিচার্য্য সমক্ ত্বং পুত্র্যা চ ভার্য্যা সহ ।  
 দৌহিত্রায় প্রিয়াং কন্তাং দেহি মে স্ত্রুবং কিল ॥ ২২ ॥  
 সম্বন্ধী ভব দত্তা ত্বং পুত্রীমেতাং মনোরমাম্\* ।  
 উচ্চাশ্রয়ঃ প্রকর্তব্যঃ সর্বদা শুভমিচ্ছতা ॥ ২৩ ॥  
 হৃদর্শনায় দত্তা ত্বং পুত্রীং প্রাণপ্রিয়াং শুভাম্ ।  
 একাকিনেহপ্যরাজ্যায় কিং স্ত্বং প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥  
 “কুলং বিত্তং বলং রূপং রাজ্যং দুর্গং স্ত্রহজ্জনম্ ।  
 দৃষ্ট্বা কন্তা প্রদাতব্যা নানুথা স্ত্বমিচ্ছতি ॥ ১ ॥”  
 পরিচিন্তয় ধর্মং ত্বং রাজনীতিঞ্চ শাস্ত্রতীম্ ।  
 কুরু কার্য্যং যথাযোগ্যং মা কুথা মতিমন্তথা ॥ ২৫ ॥

দৌহিত্র্যৈবেমাং কন্তাং দাস্তামীতি মে বিনিশ্চয়োহস্তি ॥ ১৯—২০ ॥

মুনিকৃতে মুনিসঙ্কোচার্থম্ ॥ ২১—২২ ॥

সম্বন্ধী ভবেতি । মমেতি শেষঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

ইহাই আমার হির নিশ্চয় জানিও ॥ ১৯ ॥ আমি বিদ্যমান থাকিতে এমন কোন্  
 ব্যক্তি আছে যে কন্তা হরণের ইচ্ছা করিতে পারে ? বলহীন, নির্ধন ও শিশু হৃদর্শনের  
 ক্ষমতাত পন্থার আনিবারই যোগ্য নহে ॥ ২০ ॥ পূর্বে ভারত্বাজের আশ্রমে মুনিজনের  
 অনুরোধ মানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু অন্য আমি সেই শিশুর জীবন কোন-  
 মতেই রাখিব না ॥ ২১ ॥ অতএব, তুমি ভার্য্যা ও কন্তার সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ  
 করিয়া, আপনার প্রিয়তমা মনোরমা কন্তা আমার দৌহিত্রকে প্রদান কর ॥ ২২ ॥ তুমি  
 আমার দৌহিত্রকে এই পরমাত্মন্দরী কন্তাদান করিয়া আমার সহিত বৈবাহিক স্ত্রে  
 আবদ্ধ হও, দেখ, কল্যাণাকাজী মানবগণের সর্বদা মহদাশ্রয়ই কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ প্রাণতুল্য  
 প্রিয়তমা এই কল্যাণী কন্তাকে রাজ্যভট্ট অসহায় হৃদর্শনকে প্রদান করিয়া কি স্ত্ব লাভের  
 প্রত্যাশা করিতেছ ? ॥ ২৪ ॥ “কুল, বিত্ত, বল, রূপ, রাজ্য, দুর্গ ও স্ত্রহ সহায়াদি দর্শন  
 করিয়া কন্তাদান করা কর্তব্য, তাহা না হইলে স্ত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই ।” তুমি রাজনীতি  
 ও সনাতন ধর্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া যথাযোগ্য কার্যের অনুষ্ঠান কর, নীতি ও ধর্মপথ পরিহার

\* সম্বন্ধী ভব মে রাজন্ । সহায়োহস্মি সঙ্গ ভব । ইতি পাঠোহপি কুত্রচিৎ দৃশ্যতে ।

সুহৃদসি সমাত্যর্থং হিতস্তে প্রব্রীম্যাহম্ ।

সমানয় স্ততাং রাজন্ । মণ্ডপে তাং সখীপুত্ৰাম্ ॥ ২৬ ॥

সুদর্শনমুতে চেয়ং বরিষ্যতি যদাপ্যসৌ ।

বিগ্রহো মে তদা ন স্তাদ্বিবাহোহস্ত তবেপ্সিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্যে নৃপতয়ঃ সর্বৈ কুলীনাঃ সৰলাঃ সমাঃ ।

বিরোধঃ কীদৃশস্ত্বেনং বৃণোদ্যদি নৃপোত্তম ! ॥ ২৮ ॥

অন্যথাহং হরিষ্যেহদ্য বলাৎ কন্তামিমাং শুভাম্ ।

মা বিরোধঃ স্তুঃসাধ্যং গচ্ছ পার্থিবসত্তম ! ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যুধাজিতা সমাদিষ্টঃ সুবাহুঃ শোকসংযুতঃ ।

নিঃশ্বসন্ ভবনং গত্বা ভার্য্যাং প্রাহ শুচারতঃ ॥ ৩০ ॥

পুত্রীং ব্রুহি স্তধর্মজ্ঞে ! কলহে সমুপস্থিতে ।

কিং কর্তব্যং ময়া শক্যং ত্বদ্বশোহস্মি স্তলোচনে । ॥ ৩১ ॥

বহু যদি ত্বয়া প্রার্থ্যতে তর্হীদং স্বীকরোমীত্যাহ সুদর্শনমুত ইতি । সুদর্শনং বিহার যং বা কং বা নৃপতিমিয়ং কন্তা বরিষ্যতি তদাসৌ বিগ্রহো ন স্তাদ্বিবাহোহস্ত তবেপ্সিতো বিবাহোহস্ত নোচেত্নেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

বিরোধঃ কীদৃশ ইতি । বিরোধঃ কিংবিষয় ইত্যর্থঃ । স্বয়মেব বদতি এনং বৃণোদ্যদীতি । এনং সুদর্শনমিয়ং কন্তা যদি বৃণোদ্যুযাত্তি তদ্বিষয়ে বিরোধো নাত্তরাজবিষয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অন্যথেতি । যদি সুদর্শনায় দাত্তসৌত্যর্থঃ । অতো নিরর্থকং ময়া সহ বিরোধঃ স্তুঃসাধ্যং মা গচ্ছ মা ব্রজেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

করিয়া অন্তমতে কদাচই কার্য্য করিও না ॥ ২৫ ॥ তুমি আমার অত্যন্ত সুহৃৎ এই নিমিত্তই তোমাকে হিতকথা কহিতেছি, রাজন্ । তুমি নিজ তনয়াকে সখীপরিবৃত করিয়া স্বয়ংবর সভামণ্ডপে আনয়ন কর ॥ ২৬ ॥ এই বাল্য, সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্য যাহাকে বরণ করে কল্লক তাহাতে আমার বিগ্রহ করিবার বাসনা নাই, তাহা হইলে তোমার অভিলাষ অনুসারেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে ॥ ২৭ ॥ হে নৃপোত্তম ! অন্তান্ত নৃপতিগণ সকলেই কুলীন ও সৈন্তবলসম্বিত এবং সর্বতোভাবেই তোমার সদৃশ, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বরণ করিলে কোনও বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না ; কিন্তু যদি এই কন্তা সুদর্শনকে বরণ করে, তবে নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব, অতএব হে নৃপসত্তম !, ভয়ঙ্কর বিবাদ বিসম্বাদ না করিতে হয় তাহার উপায় কর ॥ ২৮—২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে যুধাজিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাশীরাজ সুবাহু অত্যন্ত শোকাবিত হইলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিয়া শোক-

ব্যাস উবাচ ।

স। শ্রদ্ধা পতিবাক্যন্তু গড়া প্রাহ স্ত্যাস্তিকম্ ।  
 বৎসে ! রাজাতিদুঃখার্ভঃ পিতা তেহদ্যাগি বর্ততে ॥ ৩২ ॥  
 ত্বদর্থে বিগ্রহঃ কামং সমুৎপন্নোহদ্য ভূতাম্ ।  
 অন্তঃ বরষ স্ত্রোশোণি ! স্তদর্শনমূতে নৃপম্ ॥ ৩৩ ॥  
 যদি স্তদর্শনং বৎসে ! হঠাৎ বৈ বরিষ্যসি ॥  
 যুধাজিৎ ত্বাঞ্চ মার্কৈব হনিষ্যতি বলাশ্রিতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 স্তদর্শনঞ্চ\* রাজানো বলমন্তঃ প্রতাপবান্ ।  
 দ্বিতীয়ন্তে পতিঃ পশ্চাত্ত্বিতা কলহে সতি ॥ ৩৫ ॥  
 তস্মাৎ স্তদর্শনং ত্যক্ত্বা বরয়ান্তং নৃপোত্তমম্ ।  
 স্তথমিচ্ছসি চেন্মহঃ ভুভ্যং বা মৃগলোচনে ! ॥ ৩৬ ॥  
 ইতি মাত্ৰা বোধিতাং তাং পশ্চাদ্রাজাপ্যবোধয়ৎ ।  
 উভয়োর্বচনং শ্রদ্ধা নির্ভয়োবাচ কণ্ঠকা ॥ ৩৭ ॥

পুত্রীং ব্রূহীতি । এতাদৃশে কলহে জাতে প্রাপ্তে ময়া শক্যং যৎ কিং কর্তব্যং তস্মাৎস্বদেশে  
 হস্মি তব যদ্যুক্তং ভাসতে তথা কুর্কিতি পুত্রীং ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৪২ ॥

সন্তপ্তচিত্তে মহিষীকে কহিলেন, স্ত্রলোচনে ! আমি এক্ষণে তোমারই বশবর্তী হই  
 যাছি তুমি শশিকলাকে বুঝাইয়া বল, যে বিষম কলহ উপস্থিত, এক্ষণে আমার কর্তব্য  
 কি ? ॥ ৩০—৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী পতিবাক্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক তনয়ার নিকট গমন করিয়া কহিবে  
 লাগিলেন, বৎসে ! তোমার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন, তোমার নিমিত্ত নিশ্চয়ই  
 নৃপতিগণের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইল, অতএব হে স্ত্রোশোণি ! তুমি স্তদর্শন ব্যতিরেকে  
 অন্তকে বরণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ বৎসে ! যদি বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা দ্বারা  
 স্তদর্শনকেই বরণ কর তবে সৈন্তসম্বিত বলবীর্যমন্ত প্রতাপাশ্রিত রাজা যুধাজিৎ তোমাকে  
 আমাকে এবং স্তদর্শনকে বিনাশ করিবে সন্দেহ নাই । এইরূপে কলহ উপস্থিত হইলে পর  
 তোমার দ্বিতীয় পতি হইবারও সম্ভাবনা, অতএব এই সময়েই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই  
 একান্ত কর্তব্য ॥ ৩৪—৩৫ ॥ মৃগনয়নে ! তন্নিমিত্তই বলিতেছি যে যদি তোমার এবং আমার  
 স্তথ ৩ মঙ্গল কামনা থাকে তবে অস্ত্র এক নৃপতিকে বরণ করা তোমার একান্তই  
 কর্তব্য ॥ ৩৬ ॥ মাতা এইরূপে বুঝাইলে পর রাজাও তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন । উভয়ের  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া শশিকলা নির্ভয়চিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭ ॥



কণ্ঠোবাচ ।

সত্যমুক্তং নৃপশ্রেষ্ঠ ! জানাসি চ ত্রুতং মম ।  
নান্যং হৃণোমি ভূপালং স্মদর্শনমুতে কচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
বিভেষি যদি রাজেন্দ্র ! নৃপেভ্যঃ কিল কাতরঃ ।  
স্মদর্শনায় দত্ত্বা মাং বিসর্জয় পুরাদ্‌বহিঃ ॥ ৩৯ ॥  
স মাং রথে সমারোপ্য নির্গমিস্যতি তে পুরাৎ ।  
ভবিতব্যস্ত পশ্চাদ্‌ভে ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ৪০ ॥  
নাত্র চিন্তা ত্বয়া কার্য্যা ভবিতব্যে নৃপোত্তম ! ।  
যদ্ভাবি তদ্ব্যবত্যেব সর্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ ।

ন পুত্রি ! সাহসং কার্য্যং মতিমদ্বিঃ কদাচন ।  
বহুভিন্ন বিরোদ্ধব্যমিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৪২ ॥  
বিস্রঙ্ক্যামি কথং কন্যাং দত্ত্বা রাজস্বতায় চ ।  
রাজানো বৈরসংযুক্তাঃ কিং ন কুর্য্যুসাম্প্রতম্ ॥ ৪৩ ॥  
যদি তে রোচতে বৎসে ! পণং সংবিদধাম্যহম্ ।  
জনকেন যথাপূর্ব্বং কৃতঃ সীতাস্বয়ংবরে ॥ ৪৪ ॥

পণে ক্রুতে কলহো ন ভবিষ্যতীত্যাহ যদি ত্বদ্বিতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

নৃপবর ! আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার দৃঢ়ব্রতের কথা আপনি অবগত আছেন, আমি স্মদর্শন ব্যতিরেকে অশ্রু কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না ॥ ৩৮ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি যদি রাজগণের ভয়ে ভীত ও কাতর হন, তবে আমাকে স্মদর্শনের করে সম্প্রদান করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিউন, তিনি আমাকে রথে আরোপিত করিয়া নগর হইতে নির্গত হইবেন, তাহার পর যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, কদাচই তাহার অন্যথা হইবে না ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে নৃপোত্তম ! ভবিতব্য বিষয়ে আপনি কিছুই ভাবনা করিবেন না, যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৪১ ॥

রাজা কহিলেন, বৎসে ! বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কদাচই অতিশয় সাহস করেন না, বেদজগণ কহিয়া থাকেন যে বহু ব্যক্তির সহিত বিরোধ করা কর্তব্য নহে ॥ ৪২ ॥ আমি রাজপুত্রকে কণ্ঠাদান করিয়া তাহার সহিত নিজ কণ্ঠকে কিরূপে বিসর্জন দিব ? রাজগণ বৈর-ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন । এমন অকার্য্য কিছুই নাই যাহা তাঁহারা এখন সম্পাদন করিতে না পারেন ? ॥ ৪৩ ॥ বৎসে ! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে পূর্বে জনকরাজ যেমন সীতাব

শৈবং ধনুৰ্যথা তেন ধৃতং কৃত্বা পণং তথা ।  
 তথাহমপি তদ্বাপি ! করোম্যদ্য ছুরাশ্চিদম্ ॥ ৪৫ ॥  
 বিবাদো যেন রাজ্ঞাং বৈ কৃতে সতি শমং ভ্রজেৎ ।  
 পালয়িষ্যতি যঃ কামং স তে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥  
 স্তদর্শনস্তথান্যো বা যঃ কশ্চিদ্বলবন্তরঃ ।  
 পালয়িত্বা পণং ত্বাং বৈ বরয়িষ্যতি সৰ্ব্বথা ॥ ৪৭ ॥  
 এবং কৃতে নৃপাণাস্তু বিবাদঃ শমিতো ভবেৎ ।  
 স্তথেনাহং বিবাহং তে করিষ্যামি ততঃপরম্ ॥ ৪৮ ॥

কন্যোবাচ ।

সন্দেহেনৈব মজ্জামি মূৰ্খকৃত্যমিদং যতঃ ।  
 ময়া স্তদর্শনঃ পূৰ্ব্বং ধৃতশ্চেতসি নান্যথা ॥ ৪৯ ॥  
 কারণং পুণ্যপাপানাং মন এব মহীপতে ! ।  
 মনসা বিধৃতং ত্যক্ত্বা কথমন্যং বৃণে পিতঃ ! ॥ ৫০ ॥  
 কৃতে পণে মহারাজ ! সৰ্ব্বেষাং বশগা হুহম্ ।  
 একঃ পালয়িতা দ্বৌ বা বহবো বা ভবন্তি চেৎ ॥ ৫১ ॥

কামং পণম্ ॥ ৪৬—৫০ ॥

সৰ্কেষামিতি । যে যে পণং সাধয়িষ্যন্তি তেষাং সৰ্কেষাং বশগা ভবিষ্যাদীত্যর্থঃ । ন  
 হেতুেনৈব পণঃ সাধনীয় ইতি পণসময়ে নিয়মঃ ক্রিয়তে কিন্তু সমুদায়োদ্দেশেনেতি ।

অনন্তরং পণ করিয়াছিলেন, আমিও তোমার নিমিত্ত সেইরূপ পণ সংস্থাপন করি ॥ ৪৪ ॥  
 তিনি যেমন শৈবধনু পণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ ছুরাশ্চিদম্ পণ সংস্থাপন  
 করিতে পারি । তাহা হইলে রাজগণের বিবাদও প্রশমিত হইতে পারে । কারণ, যে ব্যক্তি  
 পণ প্রতিপালনে সমর্থ হইবেন সেই ব্যক্তিই তোমার পানি গ্রহণ করিবেন ; তাহাতে  
 স্তদর্শনই হউন অথবা অস্ত্র যে কোন ব্যক্তিই হউন, যে বলবান্ হইবে সেই ব্যক্তিই পণ  
 প্রতিপালন পূৰ্ব্বক তোমাকে বরণ করিবেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ এইরূপ করিলে নৃপতিগণের  
 বিবাদ প্রশমিত হইয়া যাইবে, আমিও তাহার পর স্তথেনাহং তোমার বিবাহ কার্য সম্পাদন  
 করিতে পারিব ॥ ৪৮ ॥

কস্তা কহিলেন, পিতঃ ! আপনার বাক্য শুনিয়া আমি সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইলাম ;  
 কারণ, আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা মূৰ্খের কার্য বলিয়াই বোধ হইতেছে ; আমি পূৰ্বেই  
 মনে মনে স্তদর্শনকে বরণ করিয়াছি তাহার আর অস্ত্রথা হইবে না ॥ ৪৯ ॥ মহীপতে ! মনই  
 পাপ পুণ্যের কারণ হইয়া থাকে, যাহাকে আমি মনে মনে ধারণ করিয়াছি, তাহাকে পরি-

কিং কৰ্ত্তব্যং তদা তাত ! বিবাদে সমুপস্থিতে ।  
 সংশয়াধিষ্ঠিতে কার্যে মতিং নাহং করোম্যতঃ ॥ ৫২ ॥  
 মা চিন্তাং কুরু রাজেন্দ্র ! দেহি শ্রুদর্শনায় মাম্ ।  
 বিবাহং বিধিনা কৃত্বা শং বিধাশ্রুতি চণ্ডিকা ॥ ৫৩ ॥  
 যন্মামকীৰ্ত্তনাদেব দুঃখোঘো বিলয়ং ব্রজেৎ ।  
 তাং শ্রুত্বা পরমাং শক্তিং কুরু কার্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 গহ্বা বদ নৃপেভ্যস্ত্বং কৃতাজ্জলিপুটোহদ্য বৈ ।  
 আগন্তব্যঞ্চ শ্বঃ সৰ্বৈরিহ ভূপৈঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥  
 ইতুক্ত্বা ত্বং বিশ্বজ্যাশু সৰ্ব্বং নৃপতিমণ্ডলম্ ।  
 বিবাহং কুরু রাত্রৌ মে বেদোক্তবিধিনা নৃপ ! ॥ ৫৬ ॥  
 পারিষৎ যথা যোগ্যং দত্ত্বা তস্মৈ বিসর্জয় ।  
 গমিষ্যতি গৃহীত্বা মাং ধ্রুবসন্ধিস্থতঃ কিল ॥ ৫৭ ॥

এতদেবাহ একঃ পালয়িত্বতি । ত্রিভির্ষদি বা দ্বাভ্যাং বা পণঃ সাধ্যতে তদেকা কত্বা  
 কত্ব ভবিষ্যতীতি বিবাদে সমুপস্থিতে কিং কৰ্ত্তব্যম্ । ন কশ্চিদত্রোপায়ো বিদ্যতে তন্মা-  
 দ্বাভ্যাং ত্রিভ্যো বা সা কত্বা দেয়েতি প্রসঙ্গঃ শ্রান্ততশ্চ মহাননর্থঃ পণে কৃতে সতি ভবিষ্যতী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সংশয়াধিষ্ঠিতে সংশয়বিষয় ইত্যর্থঃ । অয়ং বা পতিরয়ং বা পতিরिति পতিবিষয়ে সংশয়ে  
 কুলটাবদহং মতিং ন করোমি পতিব্রতা সতীতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

ত্যাগ করিয়া অত্র ব্যক্তিকে কিরূপে বরণ করিতে পারি ॥ ৫০ ॥ মহারাজ ! পণ করিলে আমি  
 সকলেরই বশবর্ত্তিনী হইব, যদি একজন, দুইজন অথবা বহু ব্যক্তি সেই পণ প্রতিপালন করিতে  
 সমর্থ হয়, তবেই আমি সকলেরই বশীভূতা হইব সন্দেহ নাই, পিতঃ ! তাহাতেও বিবাদ  
 উপস্থিত হইতে পারে, তখন আমি কি করিব, অতএব সংশয়সংযুক্ত কার্যে আমি কিছুতেই  
 সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না ॥ ৫১-৫২ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না,  
 আপনি আমাকে বিবাহ বিধি দ্বারা শ্রুদর্শনে সমর্পণ করুন, তাহাতে চণ্ডিকা দেবী অবশ্যই  
 আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! যাহার নাম কীৰ্ত্তন করিলে দুঃখরাশি  
 বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমশক্তিকে শ্রবণ করিয়া সাবধানে কার্য সাধন করুন ॥ ৫৪ ॥  
 আপনি অদ্য নৃপতিগণের সন্নিধানে গমন পূর্বক কৃতাজ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলুন,  
 আপনারা সকলেই কল্যাণ স্বয়ংবর সভায় আগমন করিবেন ॥ ৫৫ ॥ এই বলিয়া সমস্ত ভূপতি-  
 মণ্ডলকে বিদায় দিয়া রাত্রিযোগে বেদোক্ত বিধানে আমার পাণিপীড়ন কার্য সমাধান  
 করুন । তদনন্তর যথাযোগ্য বিবাহের দানদ্রব্য প্রদানান্তর রাজপুত্র শ্রুদর্শনকে বিদায়  
 দিউন, তাহা হইলে ধ্রুবসন্ধি তনয় শ্রুদর্শন আমাকে লইয়া গমন করিবেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥



কদাচিত্তে নৃপাঃ ক্রুদ্ধাঃ সংগ্রামং কর্তুমুদ্যতাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি তদা দেবী সাহায্যং নঃ করিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥  
 সোহপি রাজস্বতৈস্তৈস্তু সংগ্রামং সংবিধানুতি ।  
 দৈবামৃধে যতে তস্মিন্মরিষ্যাম্যহমপ্যুত ॥ ৫৯ ॥  
 স্বস্তি তেহস্ত গৃহে তিষ্ঠ দত্তা মাং সহসৈন্যকঃ ।  
 একৈবাহং গমিষ্যামি তেন সার্কিং রিরংসয়া ॥ ৬০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মা বচঃ শ্রুত্বা রাজাসৌ কৃতনিশ্চয়ঃ ।  
 মতিং চক্রে তথাকর্তুং বিশ্বাসং প্রতিপদ্য চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈশ্বাসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 কাশীপতেঃ কন্যামতানুসরণং নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বিবাহং বিধিনা কৃত্বা সুদর্শনায় মাং দেহীতিপূর্বেণায়ঃ ॥ ৫৩—৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

তাহাতেও যদি নৃপগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হন, তবে দেবী ভগবতী আমাদের সহায় হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ সুদর্শনও তখন সেই রাজপুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, তাহাতে যদি দৈবাৎ রণস্থলে তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে আমিও প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার অনুগামিনী হইব ॥ ৫৯ ॥ রাজন্ ! আপনার মঙ্গল হউক আপনি আমাকে সুদর্শনে সমর্পণ করিয়া সসৈন্তে গৃহে অবস্থান করুন; তাঁহার সহিত প্রণয়-বাসনায় আমি একাকিনীই তাঁহার সঙ্গে গমন করিব ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহ নিজ তনয়কে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিলেন এবং কৃতনিশ্চয় হইয়া সেইরূপে শশিকলার বিবাহ কার্য সম্পাদন করিতে মানস করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাক্ষকমহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতির কন্যামতানুসরণ নামক  
 একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

শ্রদ্ধা স্মৃতিবাক্যমনিন্দিতাত্মা  
নৃপাংশ্চ গতা নৃপতির্জগাদ ।  
ব্রজন্তু কামং শিবিরানি ভূপাঃ  
শ্বো বা বিবাহং কিল সংবিধাশ্চে ॥ ১ ॥  
ভক্ষ্যানি পেয়ানি ময়্যর্পিতানি  
গৃহুন্তু সর্বৈ ময়ি স্প্রসমাঃ ।  
শ্বো ভাবি কার্য্যং কিল মণ্ডপেহত্র  
সমেত্য সর্বৈরিহ সংবিধেয়ম্ ॥ ২ ॥  
নায়াতি পুত্রী কিল মণ্ডপেহত্র  
করোমি কিং ভূপতয়োহত্র কামম্ ।  
প্রাতঃ সমাশ্বাস্ত স্মৃতাং নয়িষ্যে  
গচ্ছন্তু তস্মাচ্ছিবিরানি ভূপাঃ ॥ ৩ ॥

অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশপদৈরথ বর্ণ্যতে ।

হৃদর্শনবিবাহশ্চ স্মৃতাহৌশ্চৈব কথ্যম্ ।

কস্তাবাক্যং শ্রদ্ধা বচকার রাজা তদাহ শ্রুত্বৈতি । কামং যথেষ্টম্ । শ্বো বা স্ব এব ॥ ১ ॥  
কার্য্যং বিবাহরূপম্ ॥ ২ ॥  
নয়িষ্যে আনয়িষ্যে ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! অনন্তর সেই উদারাত্মা কাশীপতি স্মৃতা, কন্যার বাক্য শ্রবণ পূর্বক নৃপতিগণের সমীপে আসিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্রগণ ! আপনারা এখন আপন আপন শিবিরে গমন করুন, আমি কল্য কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ১ ॥ রাজগণ সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মদন্ত পান ভোজনাদি গ্রহণ করুন, আপনারা কল্য এই সভামণ্ডপে আগমন করিয়া বিবাহ কার্য্যের বিধান করিয়া দিবেন ॥ ২ ॥ ভূপগণ ! অদ্য আমার তনয়া এই সভামণ্ডপে আগমন করিল না, তাহাতে আমি আর কি করিব, কল্য প্রাতঃকালে আশ্বাসিত করিয়া তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিব, অতএব আপনারা এক্ষণে স্ব স্ব শিবিরে গমন করুন ॥ ৩ ॥ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের

ন বিগ্রহো বুদ্ধিমতাং নিজাশ্রিতে  
 কৃপা বিধেয়া সততং হৃপতো ।  
 বিধায় তাং প্রাতরিত্তানয়িষ্যে  
 সূতাং তু গচ্ছন্তু নৃপা যথেষ্টম্ ॥ ৪ ॥  
 ইচ্ছাপণং বা পরিচিস্ত্য চিত্তে  
 প্রাতঃ করিষ্যাম্যথ সংবিবাহম্ ।\*  
 সর্বেষাং সমেত্যাত্র মৃগৈঃ সমেতৈঃ  
 স্বয়ংবরঃ সর্বমতেন কার্য্যঃ ॥ ৫ ॥  
 শ্রদ্ধা নৃপান্তেহবিতথঃ বিদিত্বা  
 বচো যযুঃ স্থানি নিকেতনানি ।  
 বিধায় পার্শ্বে নগরস্ত রক্ষাং  
 চক্ৰুঃ ক্রিয়ামধ্যদিনোদিতাশ্চ ॥ ৬ ॥  
 সুবাহুরপ্যার্য্যজনৈঃ সমেত-  
 শ্চকার কার্য্যাণি বিবাহকালে-  
 পুত্রীং সমাহুয় গৃহে স্তম্ভে  
 পুরোহিতৈর্বেদবিদাং বরিত্তৈঃ ॥ ৭ ॥

ন বিগ্রহ ইতি । বিগ্রহো ন যুক্ত ইতি শেষঃ । প্রাতরিত্ত সূতামানয়িষ্যে । অধুনা তাং কৃপাং বিধায় যথেষ্টং নৃপা গচ্ছন্তু ॥ ৪ ॥

কথং যো বিবাহং করিষ্যসীতি চেত্তত্রাহ ইচ্ছাপণং বেতি । ইচ্ছাপণং বা শৌর্য্যপণং বা যথা ভবতাং মনীষিতং বর্ততে তথা চিত্তে পণং পরিচিস্ত্যত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অবিতথং সত্যং নগরস্ত পার্শ্বে আসমস্তাঙ্গক্ষাং বিধায় কদাচিদ্রাজা ছলং বিধাত্তীতি শঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

বিবাদ অথবা বিগ্রহ করা কর্তব্য নহে, তাঁহারা নিজাশ্রিত সন্তানের প্রতি সতত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন । যাহা হউক তনয়াকে বুঝাইয়া প্রাতঃকালে এই স্থানে আনয়ন করিব, আপনারা এক্ষণে যথাভিলষিত স্থানে গমন করুন ॥ ৪ ॥ কল্য প্রাতঃকালে ইচ্ছাপণ অথবা শৌর্য্যপণ যাহা ভাল হয় তাহা বিবেচনা করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা হইবে, অথবা আপনারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, সকলের অভিমত স্বয়ংবর কার্য্য নির্বাহ করিবেন ॥ ৫ ॥ নৃপতিগণ সুবাহুর বাক্য শ্রবণানন্তর তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং নগরের চারি দিকে রক্ষা বিধান পূর্বক নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কার্য্য



স্নানাদিকং কৰ্ম বরন্ত কৃৎস্না  
 বিবাহভূষাকরণং তথৈব ।  
 আনায্য বেদীরচিতে গৃহে বৈ  
 তস্তাইগাং ভূমিপতিশ্চকার ॥ ৮ ॥  
 সবিস্তরং চাচমনীয়মৰ্য্যং  
 বস্ত্রদ্বয়ং গামথ কুণ্ডলে দ্বৈ ।  
 সমৰ্প্য তস্মৈ বিধিবন্নরেন্দ্র  
 ঐচ্ছৎ স্ত্রতাদানমহীনসদ্বঃ ॥ ৯ ॥  
 সোহপ্যগ্রহীৎ সৰ্বমদীনচেতাঃ  
 শশাম চিস্তাথ মনোরমায়াঃ ।  
 কন্যাং স্ককেশীং নিধিকন্যকাসমাং\*  
 মেনে তদাত্মানমনুভমঞ্চ ॥ ১০ ॥  
 স্পৃজিতং ভূষণবস্ত্রদানৈ-  
 বরোভমং তং সচিবাস্তদানীম্ ।  
 নিমুশ্চ তে কোতুকমণ্ডপান্ত-  
 মূদান্বিতা বীতভয়াশ্চ সৰ্বৈ ॥ ১১ ॥

আর্য্যজনৈঃ পুরোহিতাদিভিঃ ॥ ৭ ॥

তস্ত জামাতুঃ । অইগাং পূজাম্ ॥ ৮—৯ ॥

মনোরমায়াশ্চিস্তা মম পুত্রায় কন্যাং দাস্ততি বা ন দাস্ততীতি সা শশাম । নিধিকন্যকা-  
 সমাং কুবেরকন্যকাসমাং মেনে । আত্মানং অনুভমমগ্নং কন্যাপেক্ষয়া মেনে মহতাং বিবাহে  
 ঐষেব রীতিঃ ॥ ১০—১১ ॥

সকল নির্বাহ করিলেন ॥ ৬ ॥ এদিকে রাজা সুবাহও প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত  
 মিলিত হইয়া বৈবাহিক কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিতে লাগিলেন । তিনি বিবাহকালে  
 স্পৃষ্ট গৃহমধ্যে কন্যাকে আনয়ন করিয়া বেদবিদাগ্রগণ্য পুরোহিতগণের দ্বারা বরের  
 স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর তাহার বেশ ভূষাদি কার্য্য সমুদায় সমাধান করাইলেন ;  
 অনন্তর, বরকে গৃহমধ্যে বিরচিত বেদীতে আনয়ন করিয়া তাহার বরোচিত পূজাবিধান  
 সম্পাদন করিলেন ॥ ৭—৮ ॥ তদনন্তর উদারচেতা মহীপতি আসন, আচমনীয়, অৰ্ঘ্য, ক্রোমা  
 বস্ত্রযুগল, গো.ও কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ পূর্বক স্তুদর্শনকে কন্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি-  
 লেন ॥ ৯ ॥ উন্নতমনা স্তুদর্শনও নৃপতিদত্ত তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন । ইহা দেখিয়া

সমাপ্তভূমাং বিধিবধিবিজ্ঞাঃ  
 দ্বিয়শ্চ তাং রাজহুতাং স্থানে ।  
 আরোপ্য নির্য্যবরসম্মিধানং  
 চতুষ্কযুক্তে কিল মণ্ডপে বৈ ॥ ১২ ॥  
 অগ্নিং সমাধায় পুরোহিতোহসৌ  
 হুত্বা যথাবচ্চ তদন্তরালে ।  
 আহ্বায়য়তো কৃতকৌতুকৌ তু  
 বধুবরৌ প্রেমযুতো নিকামম্ ॥ ১৩ ॥  
 লাজাবিসর্গং বিধিবদ্ধিধায়  
 কৃত্বা হুতাশস্ত্র প্রদক্ষিণাঞ্চ ।  
 তৌ চক্রতুস্তত্র যথোচিতং তৎ  
 সৰ্বং বিধানং কুলগোত্রজাতম্ ॥ ১৪ ॥  
 শতদ্বয়ং চাশ্বযুজাং রথানাং  
 স্তুভূষিতঞ্চাপি শরৌষসংযুতম্ ।  
 দদৌ নৃপেন্দ্রস্ত স্তুদর্শনায়  
 স্তুপূজিতং পারিবর্হং বিবাহে ॥ ১৫ ॥

চতুষ্কযুক্তে বেদীযুক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥  
 আহ্বায়য়ং পিতৃাদিনেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥  
 লাজাবিসর্গং লাজাহোমম্ ॥ ১৪—১৫ ॥

মনোরমার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল । মনোরমা সেই সুশোভনা কন্যাকে কুবেরতনয়ার জ্ঞান  
 ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর  
 রাজসচিবগণ নির্ভয়ে ও আত্মদ সহকারে বসন ভূষণাদি দ্বারা স্তুপূজিত বরোত্তম স্তুদর্শনকে  
 উত্তম স্থানে আরোপিত করিয়া কৌতুকমণ্ডপের মধ্যভাগে লইয়া গেলেন ॥ ১১ ॥ এদিকে  
 বিধিবেদিনী গৃহিণীগণ রাজকন্যার বিবাহোচিত বেশভূষা সমাপিত করিয়া উত্তম স্থানে  
 আরোপণ পূর্বক বেদীবিশিষ্ট মণ্ডপে বরসম্মিধানে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলেন ॥ ১২ ॥  
 অনন্তর, রাজপুরোহিত মণ্ডপমধ্যে অগ্নিহোম করিয়া যথাবিধি হোম করিলেন, তদনন্তর  
 প্রেমসংযুক্ত বধুবরের কৌতুক মঙ্গলকার্য্য বিধি পূর্বক সমাধা করিয়া পিতৃাদি দ্বারা  
 ভাহাদিগকে আহ্বান করাইলেন । তৎপরেই বর ও বধু যথাবিধি লাজাহোম সমাপন  
 পূর্বক হুতাগ্নির প্রদক্ষিণ সম্পাদন করিলেন । এইরূপে গোত্রনিষ্ঠ ও কুলপ্রচলিত সমস্ত  
 কার্য্যই যথাবিধানে যথোচিতরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥ অনন্তর, মহারাজ সুবাহ

মদোৎকটান্ হেমবিভূষিতাংশ্চ  
 গজান্ গিরেঃ শৃঙ্গসমানদেহান্ ।  
 শতং সপাদং নৃপসূনবেহসৌ  
 দদাবথ প্রেমযুতো নৃপেন্দ্রঃ ॥ ১৬ ॥  
 দাসীশতং কাঞ্চনভূষিতঞ্চ  
 করেণুকানাঞ্চ শতং সূচারু ।  
 সমর্পয়ামাস বরায় রাজা •  
 বিবাহকালে মুদিতোহনুবেলম্ ॥ ১৭ ॥  
 অদাৎ পুনর্দাসসহস্রমেকং  
 সর্বাযুধৈঃ সংভূতভূষিতঞ্চ ।  
 রত্নানি বাসাংসি যথোচিতানি  
 দিব্যানি চিত্রাণি তথাবিকানি ॥ ১৮ ॥  
 দদৌ পুনর্বাসগৃহাণি তস্মৈ  
 রম্যাণি দীর্ঘাণি-বিচিত্রিতানি ।  
 সিন্ধুদ্ভবানাং তুরগোত্তমানা-  
 মদাৎ সহস্রদ্বিতয়ং সুরম্যম্ ॥ ১৯ ॥  
 ক্রমেলকানাঞ্চ শতদ্বয়ং বৈ  
 প্রত্যাশিশস্তারভূতাং সূচারু ।  
 শতদ্বয়ং বৈ শকটোত্তমানাং  
 তস্মৈ দদৌ ধান্যরসৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ২০ ॥

সপাদং পঞ্চবিংশত্যধিকং শতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

করেণুকানাং শতম্ ॥ ১৭ ॥

সংভূতং ভূষিতমিতি কস্ম্যধারয়ঃ । আবিকানি উর্ণাবস্ত্রাণি ॥ ১৮—১৯ ॥

প্রেমসংযুক্ত হইয়া বিবাহকালে রাজপুত্র সুরদর্শনকে, শররাশি পরিপূরিত সুশোভিত ও  
 অশ্বযুক্ত দুইশত রথ, এবং হেমবিভূষিত গিরিশৃঙ্গ তুল্য দেহধারী পঞ্চবিংশতিক একশত  
 মদমত্ত মাতঙ্গ, স্বর্ণভরণ ভূষিত শত দাসী ও শত সংখ্যক সূচারুদর্শনা হস্তিনী প্রদান  
 করিলেন ॥ ১৬—১৭ ॥ আর তিনি তাঁহাকে সর্বাযুধ সম্পন্ন ও বিভূষিত এক সহস্র দাস  
 ও বহুতর রত্ন বস্ত্র এবং দিব্য বিচিত্র উর্ণাবসন এবং মনোরম সুপ্রশস্ত বাস গৃহ এবং  
 অতুত্তম দুই সহস্র সিন্ধুজাত অশ্ব, ভারবাহী তিনশত অতুত্তম উষ্ট্র এবং ধান্যরস পরিপূরিত



মনোরমাং রাজসুতাং প্রণম্য  
 জগাদ বাক্যং বিহিতাঞ্জলিঃ পুরঃ ।  
 দাসোহস্মি তে রাজসুতে ! বরিষ্ঠে  
 তদ্বহি যৎ স্মাতু মনোগতন্তে ॥ ২১ ॥  
 তং চারুবাক্যং নিজগাদ সাপি  
 স্বস্ত্যস্ত তে ভূপ ! কুলস্ত বৃদ্ধিঃ ।  
 সম্মানিতাহং মম সূনবে ত্বয়া  
 দত্তা যতো রত্নবরা স্বকণ্ঠা ॥ ২২ ॥  
 ন বন্দিপুত্রী নৃপ ! মাগধী বা  
 স্তৌমীহ কিং ত্বাং স্বজনং মহত্তরম্ ।  
 স্মেরুতুল্যস্ত কৃতঃ স্তোহদ্য মে  
 সম্বন্ধিনা ভূপতিনোত্তমেন ॥ ২৩ ॥  
 অহোহতিচিত্রং নৃপতেশ্চরিত্রং  
 পরং পবিত্রং তব কিং বদামি ।  
 যদ্রষ্টরাজ্যায় স্তুতায় মেহদ্য  
 দত্তা ত্বয়া পূজ্যসুতা বরিষ্ঠা ॥ ২৪ ॥

ক্রমেলকানাং উষ্ট্রাণাঞ্চ ॥ ২০ ॥

ইখং পারিবর্হং বরায় দত্তা বরমাতরং তোষয়তি মনোরমামিতি ॥ ২১ ॥

হে ভূপতে ! কুলস্ত বৃদ্ধিরপ্যস্তিত্যর্থঃ । মম দুর্ভগায়াঃ সূনবে ত্বয়া কণ্ঠা দত্তা ততস্তব  
 কল্যাণং ভবত্স্বাচ্ছাদিকং ন কিঞ্চিন্মমাতিলম্বণীয়মস্মি ॥ ২২ ॥

অথাগ্নিন্ সময়ে তব মহত্তরা স্তুতিঃ কর্তব্য। পরন্তু সা স্তুতিঃ স্তুতিবিষয়স্ত পরকীর্ত্তে  
 স্তুতিং কর্ত্তুং বন্দিজনবৎ কবিতাশক্তিমস্মৈ এবং সম্ভবতি ন চাত্রেতদুভয়মস্মি তব স্বজনত্বা-  
 য়ম চ কুলীনায়া বন্দিজনত্বাভাবাদিত্যাহ ন বন্দিপুত্রীতি ॥ ২৩ ॥

দুইশত শকট প্রদান করিলেন ॥ ১৮—২০ ॥ অনন্তর, রাজা রাজতনয়া মনোরমাকে প্রণাম  
 করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক কহিলেন, নৃপসুতে ! আমি আপনার দাস হইলাম, একগে  
 আপনার মনোগত কি ? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২১ ॥ রাজার সেই শ্রবণ-মনোহর বাক্য  
 শ্রবণ করিয়া মনোরমা কহিলেন, মহারাজ ! আপনার কুশল এবং কুলবৃদ্ধি হউক ; আমার  
 পুত্রকে আপনি কস্তারত্ন প্রদান করিয়া আমার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন আপনার কুশল  
 ও কুলবৃদ্ধি ব্যতিরেকে আমার অস্ত্র কোনও অভিলাষ নাই ॥ ২২ ॥ রাজন্ ! আপনি  
 নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি কস্তা প্রদান পূর্বক পুত্রকে সম্বন্ধবদ্ধ করিয়া তাহাকে  
 স্মেরু-তুল্য মহান্ করিয়া তুলিলেন, আপনি মহত্তর ও আমার স্বজন, আমি বন্দীজনের

বনাধিবাসায় কিলাধনায়  
 পিত্রা বিহীনায় বিসৈশ্চকায় ।  
 সৰ্ব্বানিমান্ ভূমিপতীন্ বিহায়  
 ফলাশনায়ার্থবিবর্জিতায় ॥ ২৫ ॥  
 সমানবিত্তেহথ কুলে বলে চ  
 দদাতি পুত্রীং নৃপতিশ্চ ভূপ ! ।  
 ন কোহপি মে ভূপস্বতেহর্ধহীনে  
 গুণান্বিতাং রূপবতীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥  
 বৈরস্ত সর্বেষঃ সহ সংবিধায়  
 নৃপৈর্বরিষ্ঠৈর্বলসংযুতৈশ্চ ।  
 স্তদর্শনায়াথ স্তুতাপিতা মে  
 কিং বর্ণয়ে ধৈর্য্যমিদং স্বদীয়ম্ ॥ ২৭ ॥  
 নিশম্য বাক্যানি নৃপঃ প্রহৃষ্টঃ  
 কৃতাজ্জলির্বাक्यমুবাচ ভূয়ঃ ।  
 গৃহাণ রাজ্যং মম স্তুপ্রসিক্তং  
 ভবামি সেনাপতিরদ্য চাহম্ ॥ ২৮ ॥

পূজ্যস্ত স্তুতা ॥ ২৪ ॥

কথন্তুতায় মম স্তুতায় তত্রাহ বনাধিবাসায়েতি ॥ ২৫ ॥

বলে বলবতীত্যর্থঃ । হে ভূপ ! মেহর্ধহীনে স্তুতে ন কোহপি দদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

নিশম্যোতি । রাজ্যং স্বং গৃহাণাহং তু তব সেনাধিপতির্ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তনয়া বা স্ততিপাঠিকা নহি, অতএব আপনার এই সমস্ত মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত আমি  
 কি স্ততি করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৩ ॥ মহারাজ ! আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র ও পবিত্র,  
 তাহা আপনাকে আর কি বলিব, যেহেতু আপনি সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া  
 রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী, পিতৃহীন, ধনহীন, সৈন্তবিহীন, কলমূলভোজী মদীয় পুত্রকে কণ্ডারস্থ  
 প্রদান করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ নৃপতিগণ প্রায়ই সমানকুল, সমানবল ও সমানবিত্তশালী  
 ব্যক্তিকেই কণ্ডা প্রদান করিয়া থাকেন, কোনও রাজা মদীয় পুত্রের জ্ঞান অর্ধহীন রাজ্য-  
 পুত্রকে রূপবতী কণ্ডা প্রদান করেন না ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! সৈন্তবল সম্বিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ  
 ভূপতিগণের সহিত শত্রুতা করিয়া মদীয় পুত্র স্তদর্শনকে স্তুতা সমর্পণ করিলেন, এ বিষয়ে  
 আপনার যে কতদূর ধৈর্য্য, আমি জীজ্ঞাতি হইয়া তাহার আর কি বর্ণনা করিতে  
 পারি ? ॥ ২৭ ॥ ক্রাশীরাজ সুবাহ, মনোরমার স্নমধুর বচন শ্রবণ করিয়া অধিকতর হৃষ্ট

নোচেত্তদৰ্দ্ধং প্রতিগৃহ্য চাত্ত  
 স্ততাস্থিতা রাজ্যফলানি ভুঞ্জকৃ ।  
 বিহায় বারাণসিকানিবাসং  
 বনে পুরে বা স মতো ন মেহস্তি ॥ ২৯ ॥  
 নৃপাস্তু সন্ত্যেব রুঘাস্থিতা বৈ  
 গতা করিষ্যে প্রথমস্তু সাস্ত্রনম্ ।  
 ততঃ পরং দ্বাবপরাবুপায়ৌ  
 নো চেত্ততো যুদ্ধমহং করিষ্যে ॥ ৩০ ॥  
 জয়াজয়ৌ দৈববশৌ তথাপি  
 ধর্ম্মে জয়ৌ নৈব কৃতেহপ্যধর্ম্মে ।  
 তেষাং কিলধর্ম্মবতাং নৃপাণাং  
 কথং ভবিষ্যত্যনুচিন্তিতং বৈ ॥ ৩১ ॥  
 আকর্ন্য তদ্ভাষিতমর্থবচ্চ  
 জগাদ বাক্যং হিতকারকং তম্ ।  
 মনোরমা মানমবাপ্য তস্মাৎ  
 সর্ব্বাত্মনা মোদযুতা প্রসন্না ॥ ৩২ ॥

বনেহথবা পুরে স বাসো মে মতো ন মেহস্তি । এতাদৃশক্ষেত্রবাসং বিহার্য নাত্ত  
 গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কুপিতনৃপভয়ং স্বয়া নৈব কর্তব্যমিত্যাহ নৃপাস্থিতি । দ্বাবপরাবুপায়ৌ দানভেদৌ তৈ-  
 ত্তিভিস্তেষাং সাস্ত্রনং জাতং চেদ্রম্ । নোচেদ্যুদ্ধমহং করিষ্যে স্বয়া ন ভীতিঃ কর্তব্যো-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নহু যুদ্ধে তব পরাজয়ে মম ভয়ং তদবস্থমেবেতি চেত্তত্রাহ জয়াজয়াবিত্তি । যদ্যপি তৌ  
 দৈববশৌ তথাপি যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ইতিনিয়মাদ্বর্মে ময়েতাদৃশে কৃতে জয় এব মম

হইয়া কৃতাজলি পূর্ব্বক পুনর্কার করিলেন, দেবি ! আপনি আমার এই সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য  
 গ্রহণ করুন, আমি এক্ষণে সেনাপতি হইয়া এই রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিতে  
 থাকিব ॥ ২৮ ॥ অথবা এই রাজ্যের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া এই স্থানেই পুত্রের সহিত রাজ্য  
 ভোগ করুন ; বারাণসীবাস পরিত্যাগ করিয়া বনে বা অন্ত নগরে বসবাস আমার অভিমত  
 মছে ॥ ২৯ ॥ রাজগণ রোষাধিত হইয়াছেন, আমি প্রথমে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া  
 সান্ত্বনা করিব, তাহাতে ক্ষান্ত না হইলে দান ও ভেষজ নামক উপায় দ্বয় অবলম্বন করিব,  
 তাহাতেও শান্ত না হইলে পরিশেষে অবশ্যই যুদ্ধ করিব । দেবি ! জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত ;  
 তথাপি ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হইয়া থাকে, তবে অধ্যাত্মিক নৃপতিবর্গের অয়লাভ-



রাজন্ । শিবং তেহস্ত কুরুষ রাজ্যং  
 ত্যক্ত্বা ভয়ং ত্বং স্বস্ত্যৈতঃ সমেতঃ ।  
 হতোহপি মে নুনমবাপ্য রাজ্যং  
 সাক্ষেতপূর্য্যাং প্রচরিস্যতীহ ॥ ৩৩ ॥  
 বিসর্জয়ান্মারিজসদ্য গন্তুং  
 শিরং ভবানী তব সংবিধাস্মৃতি ।  
 ন কাপি চিন্তা মম ভূপ ! বর্ততে  
 সন্ধিস্তয়ন্ত্যাঃ পরমান্বিকাং বৈ ॥ ৩৪ ॥  
 দোষা গতা বিবিধবাক্যপদৈ রসাতলৈ-  
 রন্যোন্ত্যভাষণপদৈরমৃতোপমৈশ্চ ।  
 প্রাতনৃপাঃ সমধিগম্য কৃতং বিবাহং  
 রোষান্বিতা নগরবাহুগতাস্থথোচুঃ ॥ ৩৫ ॥  
 অদ্যৈব তং নৃপকলঙ্কধরঞ্চ হত্বা  
 বালং তথৈব কিল তং নবিবাহযোগ্যম্ ।  
 গৃহীম তাং শশিকলাং নৃপতেশ্চ লক্ষ্মীং  
 লজ্জামবাপ্য নিজসদ্য কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতি । অধর্মোহপি অধর্মো তু কৃতেনৈব জয়ন্ত্যন্তেষামমুচিস্তিতমভিলষিতং কথং ভবেন্ন  
 কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

রাজ্যমবাপ্যোতি । অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনারিকাস্রীভুবনেশ্বরীভগবতীপ্রসাদাদিতি রহস্যম্ ।  
 সাক্ষেতপূর্য্যামযোধ্যায়াম্ ॥ ৩৩ ॥

তদেবাহ বিসর্জয়েতি । পরমান্বিকাং সচ্চিদানন্দরূপিনীম্ ॥ ৩৪ ॥

দোষা গতেতি । এবং বদতোঃ সন্ধিনোভাষণৈরেব দোষা ব্রাহ্মির্গতানন্তরং প্রাতঃ  
 কৃতং বিবাহং নৃপাঃ সমধিগম্য জ্ঞাত্বা নগরবাহুগতাস্থথা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণোচুঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপ অভিলষিতসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজার সেই সারগর্ভ  
 বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনোরমা অত্যন্ত সন্মান লাভানন্তর প্রকট হইয়া প্রসন্ন মানসে  
 হিতকর বাক্যাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩২ ॥ রাজন্ ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি  
 ভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্মৃতগণের সহিত রাজত্ব করুন, আমার পুত্র সুদর্শনও অমন্ত-  
 কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর প্রসাদে অযোধ্যার অধীশ্বর হইয়া এই সংসারমধ্যে  
 বিচরণ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ ভগবতী ভবানী আপনার মঙ্গলবিধান করুন, আপনি  
 আমাধিককে গৃহ গমনের নিমিত্ত বিদায় করুন; নৃপবর ! আমি নিয়তই পরমাদেবী অধিকার  
 চিন্তা করিয়া থাকি, অতএব আমার অন্ত কোনও চিন্তার অবসর নাই ॥ ৩৪ ॥

শৃণুস্ত তূর্য্যানিনদান্ কিল বাদ্যমানান্  
 শঙ্খশ্রবণানভিভবন্তি মৃদঙ্গশব্দাঃ ।  
 গীতধ্বনিক্ বিবিধং নিগমশ্রবণঞ্চ  
 মন্ত্যামহে নৃপতিনাং কৃতো বিবাহঃ ॥ ৩৭ ॥  
 অস্মান্ প্রত্যাৰ্য্য বচনৈর্কিঞ্চিৎকরকার  
 বৈবাহিকেন বিধিনা করণীড়নং বৈ ।  
 কর্তব্যমদ্য কিমহো প্রবিচিন্তয়ন্তু  
 ভূপাঃ পরম্পরমতিঞ্চ সমর্থয়ন্তু ॥ ৩৮ ॥  
 এবং বদন্ত নৃপতিষথ কন্ঠকায়াঃ  
 কৃত্বা বিবাহবিধিমপ্রতিমপ্রভাবঃ ।  
 ভূপাশ্চৈবমুদয়িতুমাণ্ড জগাম রাজা  
 কাশীপতিঃ স্বস্বহৃদৈঃ প্রথিতপ্রভাবৈঃ ॥ ৩৯ ॥  
 আগচ্ছন্তু তং দৃষ্ট্বা নৃপাঃ কাশীপতিং তদা ।  
 নোচুঃ কিঞ্চিদপি ক্রোধান্মোনমাধায় সংস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥

অদৈব্যেতি । অস্মৎপ্রতারণকর্তারঃ সুবাহুঃ তং বালং সুদর্শনঞ্চ হস্তা তাং কন্তাং লক্ষ্মীং  
 রাজ্ঞো লক্ষ্মীঞ্চ গৃহীমো বদ্যেতন্ন ক্রিয়তে তর্হি লজ্জামবাপ্য নিজসম্মানং নিজগৃহং কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥  
 বিবাহনিশ্চয়ঃ কথং ভবতা জাত ইতি চেত্তত্রোচুঃ শৃণুস্তিতি । মৃদঙ্গশব্দা মধুরা অপি নিজ-  
 বাহল্যাৎ ক্রুরান্ শঙ্খশ্রবণানভিভবন্তি এতৈরঙ্গৈর্কিঞ্চিৎকরকারঃ কৃত ইতি মন্ত্যামহে ॥ ৩৭ ॥

মনোরমা ও রাজা। সুবাহু, এইরূপে প্রীতিপ্রদ অমৃতোপম বিবিধ সদালাপ করিতে  
 লাগিলেন, ইত্যবসরে রাজনী প্রভাত হইল ; প্রাতঃকালে রাজগণ, কন্তার পাণিগ্রহণ কার্য্য  
 সমাধা হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রোষাধিত হইলেন এবং নগরের বহির্দেশে গমন  
 পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ অদ্যই সেই নৃপতি কুলের কলঙ্ক স্বরূপ সুবাহুকে এবং  
 বিবাহের অযোগ্য সেই বালককে নিহত করিয়া রাজলক্ষ্মী ও শশিকলাকে গ্রহণ করিব,  
 অস্তথা আমরা এইরূপে লজ্জা পাইয়া কিরূপে গৃহে প্রতিগমন করিব ? ॥ ৩৬ ॥ ভূপালগণ !  
 তোমরা শ্রবণ কর, বাদ্যমান তূর্য্যানিনাদ এবং মৃদঙ্গধ্বনিকে শঙ্খনিঃশ্রবণ অভিকৃত করিয়া  
 সমুখিত হইতেছে। ঐ শোন ! বিবিধ সঙ্গীতধ্বনি এবং বেদধ্বনি সমুখিত হইতেছে। ইহাতে  
 নিশ্চিতই বোধ হইতেছে যে নরপতি সুবাহু সুদর্শনের সহিত নিজ কন্তা শশিকলার বিবাহ  
 কার্য্য সম্পাদন করিল ॥ ৩৭ ॥ অহো ! এই রাজা আমাদেরকে বাক্যদ্বারা প্রতারিত করিয়া  
 বৈবাহিক বিধি অমুসারে নিজ নন্দিনীর পাণিপীড়ন কার্য্য সম্পাদন করিল ; ভূপগণ !  
 তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের কর্তব্যতা অবধারণ করিয়া সকলেই সেই বিষয়ে ঐক্যমত

স গহ্না প্রণিপত্যা হ কৃতাজ্জলিরভাষত ।  
 আগন্তব্যং নৃপৈঃ সর্বৈর্ভোজনার্থং গৃহে মম ॥ ৪১ ॥  
 কন্যাসৌ বৃতো ভূপঃ কিং করোমি হিতাহিতম্ ।  
 ভবন্তিস্তু শমঃ কার্যো মহাস্তো হি দয়ালবঃ ॥ ৪২ ॥  
 তন্নিশম্য বচস্তস্মৈ নৃপাঃ ক্রোধপরিপ্লুতাঃ ।  
 প্রত্যাচুর্ভুক্তমস্মাভিঃ স্বগৃহং নৃপতে ব্রজ ॥ ৪৩ ॥  
 কুরু কার্যাণ্যশেষানি যথেষ্টং স্কৃতং কৃতম্ ।  
 নৃপাঃ সর্বৌ প্রয়াস্তুদ্য স্থানি স্থানি গৃহানি বৈ ॥ ৪৪ ॥  
 স্ৰবাহুরপি তচ্ছ ত্বা জগাম শঙ্কিতো গৃহম্ ।  
 কিং করিষ্যন্তি সংবিগ্নাঃ ক্রোধযুক্তা নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥  
 গতে তন্নিশ্মহীপালাশ্চক্রুশ্চ সময়ং পুনঃ ।  
 রুদ্ধা মার্গং গ্রহীষ্যামঃ কন্যাং হস্তা স্তদর্শনম্ ॥ ৪৬ ॥

করপীড়নং কন্যাকরগ্রহণং চকারান্তর্ভাবিতগির্জর্থদ্বাং কারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪২ ॥

হে নৃপতে ! স্বগৃহং ব্রজেত্যেবাম্যাকং প্রার্থনা ভবতোহন্তং সর্বমেবাস্মাভির্লব্ধং পূর্ণ-  
কামা বয়ং জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

স্কৃতং কৃতং হে রাজঃস্বয়া স্কৃতং পুণ্যং কৃতং সম্যক্ সম্পাদিতম্ । অস্বদবজ্জয়েত্যর্থঃ ।  
ইথং রাজানযুক্তা পরস্পরং বদন্তি নৃপা ইতি ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ ত্বাস্ততিনিদ্রাকলকং বাক্যং শ্রুত্বা নেমে সাস্তনাযোগ্যা ইতি মন্যেতে সংবিগ্না হুঃখেন  
ক্রোধযুক্তাঃ কিং করিষ্যন্তীতি ন জানে ইতি শঙ্কিতো গৃহং জগাম ॥ ৪৫ ॥

অবলম্বন কর ॥ ৩৮ ॥ নৃপতিগণ এইরূপ বলিতেছেন এমত সময়ে অতুল্যপ্রভাব কাশীপতি  
 রাজা স্ৰবাহ, কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধান পূর্বক রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত  
 প্রথিতপ্রভাব স্তম্ভদগণের সহিত গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ নরপতিগণ কাশীপতিকে সমাগত  
 দেখিয়া কিছুই বলিলেন না, পরন্তু রোষভরে পরিপূরিত হইয়া মোনাবলম্বন পূর্বক অবস্থিত  
 হইয়া রহিলেন ॥ ৪০ ॥ স্ৰবাহ, রাজগণের সন্নিধানে গমন পূর্বক প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলি-  
 গুটে কহিলেন, আপনারা সকলেই ভোজন করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে আগমন  
 করুন ॥ ৪১ ॥ ভূপালগণ ! মদীয়কন্যা শশিকলা, একান্তই সেই স্তদর্শনকেই বরণ করিল,  
 আমি তদ্বিষয়ে হিতাহিত কিছুই করিতে পারিলাম না ; আপনারা দয়াবান্ ও মহান্, অতএব  
 এ বিষয়ে সকলেই ক্ষান্ত হউন ॥ ৪২ ॥ নৃপগণ, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে  
 পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, আমরা সকলেই ভোজন করিয়াছি, আমাদের কামনা পরিপূর্ণ  
 হইয়াছে তুমি এখন গৃহে গমন কর ॥ ৪৩ ॥ তোমার যথেষ্ট সদাচরণ করা হইয়াছে এক্ষণে  
 তোমার অন্তঃস্থ সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন কর, রাজগণ এক্ষণে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান



কেচনোচুঃ কিমস্মাকং হস্ত তেন শূপেণ বৈ ।

দৃষ্ট্বা তু কোতুকং সৰ্বং গমিষ্যামো যথাগতম্ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যাভূতা তে নৃপাঃ সৰ্ব্বা মার্গমাক্রম্য সংস্থিতাঃ ।

চকারোত্তরকার্য্যানি সুবাহুঃ স্বগৃহং গতঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সুদৰ্শনবিবাহো নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সময়ঃ সম্ভবতম্ ॥ ৪৬ ॥

কেচনোচুরিতি । উদাসীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

উত্তরকার্য্যানি বরবধুপ্রস্থাপনবিষয়ানি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ককন ॥ ৪৪ ॥ রাজগণের বাক্য শ্রবণে কাশীপতি, অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং প্রধান প্রধান নৃপগণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন এক্ষণে আমার কি অনিষ্ট করেন এই ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মানসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ রাজা সুবাহু গমন করিলে ভূপালগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমরা গমনমার্গ অবরোধ পূর্বক সুদৰ্শনকে নিহত করিয়া কত্না রত্ন গ্রহণ করিব ॥ ৪৬ ॥ তন্মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন সেই নৃপতিপুত্রকে নিহত করিবার প্রয়োজন কি আছে? আমরা সকলেই কোতুক দর্শন পূর্বক যথেষ্ট প্রতিগ্রমন করিব ॥ ৪৭ ॥ এই বলিয়া সেই ভূপতিগণ গমনমার্গ রোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, রাজা সুবাহুও গৃহে গমন করিয়া বরবধু প্রস্থান বিষয়ক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদৰ্শনের বিবাহ নামক দ্বাবিংশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বয়োবংশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তস্মৈ গৌরবভোজ্যানি বিধায় বিধিবত্তদা ।  
বাসরাণি চ যদ্রাজা ভোজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১ ॥  
এবং বিবাহকার্য্যানি কৃত্বা সৰ্ব্বানি পার্শ্বিকঃ ।  
পারিবৰ্হং প্রদত্ত্বাথ মন্ত্রয়ন্ সচিবৈঃ সহ ॥ ২ ॥  
দূতৈস্তু কথিতং শ্রুত্বা মার্গসংরোধনং কৃতম্ ।  
বভূব বিমনা রাজা শ্রবাহুরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৩ ॥  
সুদর্শনস্তদোবাচ শ্বশুরং সংশিতব্রতঃ ।  
অস্মান্ বিসর্জয়াশু ত্বং গমিষ্যামো হৃশঙ্কিতাঃ ॥ ৪ ॥  
ভারদ্বাজাশ্রমং পুণ্যং গত্বা তত্র সমাহিতাঃ ।  
নিবাসায় বিচারো'বৈ কর্তব্যঃ সৰ্ব্বথা নৃপ ! ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ মহারণে ।

শত্রবো নিহতা দেবোভ্যবসর্গোহত্র বর্ণ্যতে ॥

তস্মৈ ইতি । গৌরবভোজ্যানি গৌরবেণ মানেন ভোজ্যানি মানপূরঃসরং ভোজ্যানী-  
ত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

মার্গসংরোধনং কৃতং রাজভিরিতি শেষঃ ॥ ৩—৪ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমমিতি । ভারদ্বাজমুনেরাজ্যয়া বয়মত্রাগতাঃ পুনস্তমুখিং ত্রষ্টুং ভারদ্বাজাশ্রমং  
গত্বা স্থাশ্রমং পশ্চাদস্মাভিস্তস্মিন্নাশ্রমে স্থেয়মুত তব গৃহে স্থেয়মিতি বিচারঃ কর্তব্যো ন  
মধ্যে ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা শ্রবাহু জামাতার সম্মান পূরঃসর যথাবিধি অনুসারে বিবিধ ভোজ্য  
দ্রব্য প্রদান করিয়া প্রীতমানসে তাঁহাকে ছয়দিন ভোজন করাইলেন ॥ ১ ॥ এইরূপে সমস্ত  
বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করত বরবধূকে বিবাহ-দেয় বিবিধ  
প্রকার রত্ন-ভূষণাদি প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর, অমিতহাতি কানীপতি দূত মুখ  
হইতে নরপতিগণ সুদর্শনের গমনমার্গ রুদ্ধ করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা  
হইয়া রহিলেন ॥ ৩ ॥ তখন দৃঢ়ব্রত সুদর্শন শ্বশুরকে কহিলেন, মহারাজ ! আমাদিগকে সত্বর  
বিদায় করুন, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিব ॥ ৪ ॥ নৃপবর ! অগ্রে আমরা সুপবিত্র ভার-  
দ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া তদনন্তর কোন স্থানে বাস করিব তাহার সম্যকরূপ বিচার

নৃপেভ্যশ্চ ন কর্তব্যং ভয়ং কিঞ্চিদুয়ানঘ ! ।

জগন্মাতা ভবানী মে সাহায্যং বৈ করিষ্যতি ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তশ্চেতি মতমাজ্জায় জামাতুর্নৃপসত্তমঃ ।

বিসমর্জ্জ ধনং দত্ত্বা প্রতশ্চে সোহপি সত্বরঃ ॥ ৭ ॥

বলেন মহতাবিষ্টো যযাবনু নৃপোত্তমঃ ।

সুদর্শনো বৃতস্তত্র চর্চাল পথি নির্ভয়ঃ ॥ ৮ ॥

রথৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সদারো রথসংস্থিতঃ ।

গচ্ছন্দর্শ সৈন্তানি নৃপাণাং রঘুনন্দনঃ ॥ ৯ ॥

স্ববাহুরপি তান্ বীক্ষ্য চিন্তাবিষ্টো বভূব হ ।

বিধিবৎ স শিবাং চিত্তে জগাম শরণং মুদা ॥ ১০ ॥

জজ্ঞাপৈকাক্ষরং মন্ত্রং কামরাজমনুভমম্ ।

নির্ভয়ো বীতশোকশ্চ পত্ন্যা সহ নবোঢ়য়া ॥ ১১ ॥

ততঃ সর্বৈ মহীপালাঃ কৃত্বা কোলাহলং তদা ।

উস্থিতাঃ সৈন্তসংযুক্তা হর্তু কামাস্ত কন্যকাম্ ॥ ১২ ॥

ইদমুত্তরং পূর্কঃ রাজ্ঞা মদগৃহে স্থায়মিত্যুক্তং তশ্চেতি বোধ্যম্ ॥ ৬ ॥

সোহপি সুদর্শনোহপি ॥ ৭ ॥

অনু পশ্চান্নৃপোত্তমঃ স্ববাহুঃ । বৃত্তো বিবাহিতঃ ॥ ৮—৯ ॥

সুদর্শনঃ শিবাং শরণং জগাম পত্ন্যা সহ নির্ভয়ো জাতো মন্ত্রজপপ্রভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১০-১২ ॥

করিব ॥ ৫ ॥ বিমলায়ন! আপনি নৃপগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করিবেন না, জগন্মাতা ভগবতী ভবানী অবশ্যই আমার সাহায্য করিবেন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয়! নৃপতিসত্তম স্ববাহু জামাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপুল ধন প্রদান পূর্কক তাঁহাকে বিদায় দিলেন, সুদর্শনও সত্বর হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ তদনন্তর নৃপসত্তম স্ববাহু, মহতী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন। এইরূপে সুদর্শন বিবাহ করিয়া পথিমধ্যে নির্ভয়চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ রঘুনন্দন বীরবর সুদর্শন নববধূর সহিত রথে আরোহণ পূর্কক রথসমূহে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে করিতে রাজগণের সৈন্ত সকল দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥ রাজা স্ববাহু তাহাদিগকে দর্শন করিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু, সুদর্শন আনন্দিত মনে সম্পূর্ণরূপে শিবরূপিনী শঙ্করীর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি অত্যাশ্রয় একাক্ষর কামরাজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রভাবে নবোঢ়া পত্নীর সহিত বীতশোক ও নির্ভয় হইয়া অবস্থিতি



কাশীরাজস্ত তান্ দৃষ্ট্বা হস্তকামো বভূব হ ।  
 নিবারিতস্তদাত্যর্থং রাঘবেণ জিগীষতা ॥ ১৩ ॥  
 তত্রাপি নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চানকদুন্দুভিঃ ।  
 স্রবাহোশ্চ নৃপাণাঞ্চ পরস্পরজিঘাংসতাম্ ॥ ১৪ ॥  
 শক্রজিতু স্রসংরক্তঃ স্থিতস্তত্র জিঘাংসয়া ।  
 যুধাজিৎ তৎসহায়ার্থং সম্রকঃ প্রবভূব হ ॥ ১৫ ॥  
 কেচিচ্চ প্রেক্ষকাস্তস্ত্র সহানীকৈঃ স্থিতাস্তদা ।  
 যুধাজিদগ্ধতো গত্বা স্রদর্শনমুপস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥  
 শক্রজিতেন সহিতো হস্তং ভ্রাতরমানুজঃ ।  
 পরস্পরং তে বাণৌঘৈস্ততক্ষুঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 সংমর্দঃ স্রমহাংস্তত্র সম্প্ররক্তঃ স্রমার্গগৈঃ ।  
 কাশীপতিস্তদা তূর্ণং সৈন্তেন বহ্নারতঃ ।  
 সাহায্যার্থং জগামাশু জামাতরমনিন্দিতম্ ॥ ১৮ ॥

রাঘবেণ স্রদর্শনেন ॥ ১৩ ॥

পরস্পরজিঘাংসতাং রাজাং শঙ্খা ভৈর্যাশ্চ নেদুরিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

অগ্রতঃ সর্বসৈন্তস্ত তু স্রদর্শনমুপস্থিতঃ প্রাপ্তস্তেন যুধাজিতা সহিতঃ শক্রজিচ্ছোপস্থিত ইতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥

করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর মহীপালগণ সকলেই কত্মাহরণ-কামনায় সৈন্তগণের সহিত কোলাহল শব্দে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উত্তীর্ণ হইল ॥ ১২ ॥ কাশীরাজ, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া নিধন করিতে ইচ্ছা করিলে, জয়াভিলাষী রঘুনন্দন স্রদর্শন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন পরস্পর হননেচ্ছুক নরপতিগণের ও স্রবাহুর শঙ্খ, ভেরী ও রণচক্র ঘোরশব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ শক্রজিৎ, শক্রসংহার বাসনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, যুধাজিৎ তাঁহার সাহায্যার্থ স্রসজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কোন কোন বীরগণ, নিজ নিজ সৈন্তগণের সহিত উদাসীনভাবে কেবল মাত্র দর্শন করত অবস্থিত রহিলেন । অনন্তর যুধাজিৎ স্রদর্শনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যুধাজিতের সহিত অমুজ শক্রজিৎও ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন । তখন যোধগণ ক্রোধমুচ্ছিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ সেই সংগ্রামস্থলে স্রতীক সাবকসমূহ দ্বারা ঘোরতর সংমর্দ হইয়া উঠিলে, কাশীপতি বহুতর সৈন্তসমভিব্যাহারে জামাতার সাহায্যার্থ সত্বর গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে দারুণে লোমহর্ষণে ।  
 প্রাচুর্ভূত্ব সহসা দেবী সিংহোপরিস্থিতা ॥ ১৯ ॥  
 নানায়ুধধরা রম্যা বরভূষণভূষিতা ।  
 দিব্যাস্ত্রপরীধানা মন্দারভ্রকুম্বসংযুতা ॥ ২০ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা তেহথ ভূপালা বিশ্বয়ং পরমং গতাঃ ।  
 কেয়ং সিংহসমাক্রুতা কুতো বেতি সমুখিতা ॥ ২১ ॥  
 স্মদর্শনস্ত তাং বীক্ষ্য স্খবাহুমিতি চাব্রবীৎ ।  
 পশ্য রাজন্ ! মহাদেবীমাগতাং দিব্যদর্শনাম্ ॥ ২২ ॥  
 অনুগ্রহায় মে নুনং প্রাচুর্ভূতা দয়াস্বিতা ।  
 নির্ভয়োহহং মহারাজ ! জাতোহস্মি নির্ভয়াদপি ॥ ২৩ ॥  
 স্মদর্শনঃ স্খবাহুশ্চ তামালোক্য বরাননাম্ ।  
 প্রণামং চক্রতুস্তস্মা মুদিতৌ দর্শনেন চ ॥ ২৪ ॥  
 ননাদ চ তথা সিংহো গজাত্তস্তাশ্চকম্পিরে ।  
 ববুর্বাতা মহাঘোরা দিশশ্চাসন্ স্মদারুণাঃ ॥ ২৫ ॥  
 স্মদর্শনস্তদা প্রাহ নিজং সেনাপতিং প্রতি ।  
 মার্গে ব্রজ ত্বং তরসা ভূপালা যত্র সংস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥

কিমর্থং ভ্রাতরং স্মদর্শনং হত্বম্ । অমুজ এবামুজঃ । প্রজাদিহাদণ্ । ততক্ষুশিচ্ছিত্ত্বস্তে  
 ভ্রয়ঃ ॥ ১৭—২০ ॥

বিশ্বয়মেবাহ । কেয়মিতি ॥ ২১—২৩ ॥

এইরূপে সেই নিদারুণ লোমহর্ষণ সমর উপস্থিত হইলে, সিংহাধিক্রুতা দেবী ভগবতী  
 সহসা তথায় আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৯ ॥ তাঁহার দেহকান্তি অতিশয় মনোহর, তিনি বিবিধ  
 উৎকৃষ্ট ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । তাঁহার পরিধানে  
 দিব্য অস্ত্র ও গলদেশে আক্কাভুল্লিখিত মনোহর মন্দারমালা শোভা পাইতেছে । ভূপাল-  
 সকল তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন । তাঁহারা মনে করিতে  
 লাগিলেন এই সিংহসমাক্রুতা রমণী কে, কোথা হইতেই বা সহসা উপস্থিত হইলেন ॥ ২০-২১ ॥  
 স্মদর্শন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কাশীপতি স্খবাহুকে কহিলেন, রাজন্ ! দিব্যদর্শনা দয়াস্বিতা  
 মহাদেবী আমাকে অমুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন অবলোকন করুন, মহা-  
 রাজ ! এক্ষণে আমি নির্ভয় হইতেও নির্ভয় হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ স্মদর্শন ও স্খবাহু সেই  
 বরাননা মহাদেবীকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে পুলকিত হইলেন এবং ভক্তিতাবে তাঁহার চরণে  
 প্রণিপাত করিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন মহাদেবীর বাহন সিংহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল, সেই

কিং করিষ্যন্তি রাজানঃ কুপিতা হৃষ্টচেতসঃ ।  
 শরণার্থক সম্প্রাপ্তা দেবী ভগবতী হি নঃ ॥ ২৭ ॥  
 নিরাতকৈশ্চ গন্তব্যং মার্গেহ্মিন্ ভূপসকুলে ।  
 স্মৃতা ময়া মহাদেবী রক্ষণার্থমুপাগতা ॥ ২৮ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং সেনাপতিস্তেন পথাত্রজৎ ॥ ২৯ ॥  
 যুধাজিভু হুসংক্রুদ্ধস্তানুবাচ মহীপতীন্ ।  
 কিং স্থিতা ভয়সম্ভ্রুতা নিরস্ত কণ্ঠকান্নিতম্ ॥ ৩০ ॥  
 অবমন্ত্য চ নঃ সর্বান্ বলহীনো বলাধিকান্ ।  
 কন্যাং গৃহীত্বা সংযাতি নির্ভয়স্তরসা শিশুঃ ॥ ৩১ ॥  
 কিং ভীতাঃ কামিনীং বীক্ষ্য সিংহোপরি হুসংস্থিতাম্ ।  
 নোপেক্ষো হি মহাভাগা হস্তবোহত্র সমাহিতৈঃ ॥ ৩২ ॥  
 হৃষ্টেনং সংগ্রহীষ্যামঃ কন্যাং চারুবিভূষণাম্ ।  
 নায়ং কেশরিণাদভাং ছেভুমহিতি জম্বুকঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্বা দর্শনেন মুদিতাবিত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

(আতঙ্কানুভূত্যাঃ কারণমাহ স্মৃতেতি । যেমাং দেবী স্বয়ং রক্ষাকর্ত্রী তেষাং ন কুতো-  
 হ্যপাতকৈতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

যুধাজিদিতি । হুসংক্রুদ্ধঃ নির্বিঘ্নেন সেনাপতিগমনদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে মাতঙ্গগণ কম্পিত হইতে লাগিল ; সেই সময়ে ঘোরতর বায়ু বহিতে  
 লাগিল এবং দিক্ সকল নিদারুণ ভাবধারণ করিল ॥ ২৫ ॥ সুদর্শন তখন আপন সেনাপতিকে  
 কহিলেন, ভূপাল সকল মার্গ রোধ করিয়া যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সত্বর সেই  
 স্থানে গমন কর । হৃষ্টচেতা নৃপতিগণ প্রকুপিত হইলেও আমাদের কি করিতে পারিবে ?  
 দেবী ভগবতী আমাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥  
 তোমরা নিরাকুল হইয়া সেই ভূপসকুল মার্গমধ্যে গমন কর, আমি স্মরণ করিবামাত্র মহা-  
 দেবী কৃপাশিত হইয়া আমাদের রক্ষণার্থ আগমন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সেনাপতি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পথেই গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল । তখন  
 যুধাজিৎ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া মহীপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, আপনারা ভয়ে সম্ভ্রুত  
 হইয়া রহিলেন কেন ? এই কণ্ঠাহারী সুদর্শনকে নিহত করুন ॥ ২৯-৩০ ॥ এই বলহীন শিশু,  
 বলাধিক সকল ভূপালকে অবমাননা করিয়া কস্তা গ্রহণ পূর্বক নির্ভয়চিত্তে বলপূর্বক গমন  
 করিতেছে, আর আপনারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না, ইহা অত্যন্তই আশ্চর্যের  
 বিষয় ॥ ৩১ ॥ আপনারা কি সিংহোপরিস্থিত একটি কামিনীকে দর্শন করিয়া ভীত  
 হইতেছেন ? হে মহাভাগ ভূপতিগণ ! এই বালককে কদাচই উপেক্ষা করিবেন না,



ইত্যুক্ত্বা সৈন্তসংযুক্তঃ শত্রুজিৎসহিতস্তদা ।

যোদ্ধু কামঃ স্রসংপ্রাপ্তো যুধাজিৎ ক্রোধসংযুতঃ ॥ ৩৪ ॥

মুমোচ বিশিখাংস্তূর্ণং সমপুখ্য়াদ্বিলাশিতান্ ।

ধনুরাক্ষ্য কর্ণাস্তং কৰ্ম্মারপরিমার্জিতান্ ॥ ৩৫ ॥

হস্তকামঃ স্রুত্বর্ম্মেধাঃ স্রদর্শনমথোপরি ।

স্রদর্শনস্ত তান্ বাণৈশ্চিচ্ছেদাপততঃ ক্রণাৎ ॥ ৩৬ ॥

এবং যুদ্ধে প্রবৃত্তেহথ চুকোপ চণ্ডিকা ভূশম্ ।

দুর্গা দেবী মুমোচাথ বাণান্ যুধাজিতং প্রতি ॥ ৩৭ ॥

নানারূপা তদা জাতা নানাশস্ত্রধরা শিবা ।

সম্প্রাপ্তা তুমুলং তত্র চকার জগদম্বিকা ॥ ৩৮ ॥

শত্রুজিৎসহিতস্তত্র যুধাজিদপি পার্থিবঃ ।

পতিতো তৌ রথাভ্যাস্ত জয়শব্দস্তদাভবৎ ॥ ৩৯ ॥

নৃপানুত্তেজস্বিতুমাহ অবমত্তেতি ॥ ৩১—৩২ ॥

কেশরিণা আদস্তাং গৃহীতাম্ । আদস্তামিতি ছেদঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

কৰ্ম্মারেণ লোহকারেণ পরিমার্জিতাঃস্তীকীকৃতান্ ॥ ৩৫ ॥

স্রদর্শনং হস্তকামঃ স্রদর্শনম্ভবোপরীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

তত্র সম্প্রাপ্তা জগদম্বিকা তুমুলং যুদ্ধককারেত্যর্থঃ । যদাপি যদ্ব্যবসায় ভগবত্যাঃ শস্ত্রধারণমুচিতং তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদনুচিতমপি কৰ্ম্ম ভগবতী করোতীত্যনেন বোধিতম্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মনোগোপ পূৰ্ণক ইহাকে নিহত করুন ॥ ৩২ ॥ ইহাকে হনন করিয়া এই চাক্রভূষণা কামিনীকে গ্রহণ করিব । এই শৃগাল সিংহ-গৃহীত কামিনীকে ছিনাইয়া লইতে কখনই সমর্থ হইবে না ॥ ৩৩ ॥

রাজা যুধাজিৎ এই বলিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সৈন্তসমভিব্যাহারে যুদ্ধ বাসনায় শত্রুজিতের সহিত সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ সেই স্রুত্বর্ম্মুদ্রি রাজা স্রদর্শনের নিধনবাসনায় আকর্ণ ধনুরাক্ষণ পূৰ্ণক শিলাশাণিত ও কৰ্ম্মার-পরিমার্জিত সমপুখ্য় সায়ক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; স্রদর্শন সেই সংযোগপাতী শায়ক সকলকে শর-সমূহ দ্বারা তৎক্রণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এইরূপে যোদ্ধার যুদ্ধ সংঘটিত হইলে চণ্ডিকাদেবী অত্যন্ত ক্রোধাবিত হইলেন এবং যুধাজিতের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ বিবিধ অস্ত্রধারিণী কল্যাণময়ী জগদম্বিকা দুর্গাদেবী নানারূপ ধারণ পূৰ্ণক তথায় উপস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই ভীষণ সংগ্রামে শত্রুজিৎ ও রাজা যুধাজিৎ নিহত হইল । দুই জনেই রথ হইতে নিপতিত হইলে

বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা ভূপাঃ সর্বৈ বিলোক্য তান্ ।

নিধনং মাতুলস্তাপি ভাগিনেয়স্ত সংযুগে ॥ ৪০ ॥

সুবাহুরপি তদৃষ্টা নিধনং সংযুগে তয়োঃ ।

ভূষ্ঠাব পরমপ্রীতো দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৪১ ॥

সুবাহুরুবাচ ।

নমো দেবৈ জগদ্ধাত্রৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ।

দুর্গায়ৈ ভগবতৈ তে কামদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥

নমঃ শিবায়ৈ শান্ত্যৈ তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে ! নমঃ ।

বিশ্বব্যাপ্ত্যৈ জগন্মাতর্জগদ্ধাত্রৈ নমঃ শিবে ! ॥ ৪৩ ॥

নাহং গতিং তব ধিয়া পরিচিস্তয়ন্ বৈ

জানামি দেবি ! সগুণঃ কিল নিগুণায়াঃ ।

কিং স্তোমি বিশ্বজননি ! প্রকটপ্রভাবাং

ভক্তার্তিনাশনপরাং পরমাক্ষ শক্তিম্ ॥ ৪৪ ॥

---

মাতুলস্তাপীতি । মাতুলভাগিনেয়ৌ সুবাহো রাজ্ঞঃ । তৌ চ যুধাজিৎপক্ষপাতিনৌ  
স্থিতৌ ॥ ৪০—৪১ ॥

নাহমিতি । অহং সগুণো গুণত্রয়বদ্ধাত্মমতিধিয়া তব নিগুণায়াঃ সাম্যাবস্থায়ো-  
পাধিকবুদ্ধরূপিণ্যা গতিং পরাক্রমং ব্যাপ্তিং বা পরিচিস্তয়ন্ বাঙ্মনসয়োরবিষয়ত্বম্ জানামি ।  
তদা কিং স্তোমি স্ততিবিষয়স্তেব জানাতাবাং ॥ ৪৪ ॥

---

সুদর্শনের পক্ষ হইতে মহান্ জয়শব্দ সমুখিত হইল ॥ ৩৯ ॥ সুবাহুর মাতুল ও ভাগিনেয়  
যুধাজিতের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারাও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন । ভূপাল সকল তাঁহাদের  
মরণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ রাজা সুবাহুও যুদ্ধস্থলে তাঁহাদের  
নিধন দর্শন পূর্বক পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর স্তুতি করিতে  
লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

আমি শিবরূপিণী জগদ্ধাত্রী দেবীকে নমস্কার করি, কামপ্রদা ভগবতী দুর্গাদেবীকে  
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । যিনি মঙ্গলময়ী শান্তি ও বিদ্যারূপিণী তাঁহাকে নিয়তই নমস্কার  
করি । মাতর্মোক্ষদে ! শিবে ! আপনি বিশ্বব্যাপিনী, জগন্মাতা ও জগদ্ধাত্রী আমি আপনাকে  
প্রণাম করি ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে বিশ্বজননি ! দেবি ! আপনি নিগুণা, আমি সগুণ, অতএব  
বাক্য মনের অগোচর আপনার প্রভাব পরাক্রমাদি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়াও জানিতে  
সমর্থ নহি । জননি ! আপনি পরমাশক্তি, সততই ভক্তদ্বনের দুঃখ বিনাশের নিমিত্ত  
তৎপর থাকেন, আপনার প্রভাব সর্বত্রই প্রকটিত রহিয়াছে আমি আপনার কি স্তুতি

বাগ্দেবতা ত্বমসি সৰ্বগতৈব বুদ্ধি-  
 বিদ্যা। মতিশ্চ গতিরপ্যসি সৰ্বজন্তোঃ ।  
 ত্বাং স্তোমি কিং ত্বমসি সৰ্বমনোনিয়ন্ত্রী  
 কিং স্তুষ্যতে হি সততং খলু চাত্মরূপম্ ॥ ৪৫ ॥  
 ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং স্তবন্তো  
 নাস্তং গতাঃ সুরবরাঃ কিল তে গুণানাম্ ;  
 কাহং বিভেদমতিরম্ম ! গুণৈর্হতো বৈ  
 বক্তুং ক্ষমস্তব চরিত্রমহোঃপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৬ ॥  
 সংসঙ্গতিঃ কথমহো ন করোতি কামং  
 প্রাসঙ্গিকাপি বিহিতা খলু চিত্তশুদ্ধিঃ ।  
 জামাতুরশ্চ বিহিতেন সমাগমেন  
 প্রাপ্তং ময়াদ্ভুতমিদং তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ত্বাং স্তোমীতি । যতঃ সৰ্বমনোনিয়ন্ত্রী ততঃ কিং স্তোমি মনসো বিষয়ত্বাভাবা-  
 দিতি ভাবঃ । কিং স্তুষ্যতে ইতি । সৰ্বব্যাপকমাত্মরূপং কিং স্তুষ্যতে ন স্তুষ্যতে । মনোবিষয়ত্বা-  
 ভাবাৎ তথৈব তদাত্ম্যভিন্নাং ত্বাং মনোবিষয়ত্বাভাবাৎ কিং স্তোমি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা হরশ্চেতি । এতাদৃশা ব্রহ্মাদয়ো মহাস্তোহনিশং স্তবন্তোহপি তব গুণানামন্তং ন  
 গতাঃ । তপাচ শ্রুতিঃ । যন্তাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাহচ্যতেহজ্ঞেয়া যন্তাঃ অস্তো  
 ন বিদ্যতে তস্মাহচ্যতেহনন্তেতি । যদেতমস্তি তদাহমপ্রসিদ্ধো গুণৈঃ সত্বাদিভির্ভক্কো  
 বিভেদমতিজীবব্রহ্মভেদমতিরজ্ঞস্তব চরিত্রং বক্তুং ক কস্মিন্ কালে ক্ষমো ন কস্মিন্নপী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

মম চিত্তশুদ্ধ্যভাবাদ্যদ্যপি ভবত্যা দর্শনযোগাতা নাস্তি তথাপি ভবচ্চরণকমলনিম-  
 গ্নাস্তঃকরণানাং সতাং সঙ্গত্যা কঃ কামো ন সিধ্যেদপি তু সিধ্যাত্যেবেত্যাহ সংসঙ্গতিরिति ।  
 সংসঙ্গতিঃ কামং মনোরপং কথং ন করোতি সম্পাদয়তি অপিতু করোত্যেব । ভগবত্যাঃ  
 স্বস্মিন্ ভক্তিং কুর্বাণাপেক্ষয়া স্বভক্তে ভক্তিং কুর্বাণেহধিকপ্রেমযুক্তত্বাৎ । তদুক্তং দেবী-  
 পুরাণে যত্নকৃত্যপেক্ষয়া ভক্তে মম ভক্তিস্ত সিদ্ধিদেতি । নহু চিত্তশুদ্ধিঃ বিনা কথং মদর্শনাই-

করিব ? ॥ ৪৪ ॥ দেবি ! আপনি প্রাণিগণের বাগ্দেবী সৰ্বত্রগতা বুদ্ধি, মতি ও গতি এবং  
 আপনিই সকলের মনোনিয়ন্ত্রী ; অতএব আমি আপনার কি স্তব করিব ? দেবি !  
 আপনি আত্মরূপিনী, আমি বাঙমনের অগোচর পরমাত্মমণীর স্তব করিতে কিরূপে সমর্থ  
 হইব ? ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মা হরি, হর এবং প্রধান প্রধান দেবগণ নিরন্তর স্তুতি করিয়াও আপনার  
 গুণগণের অস্ত প্রাপ্ত হন নাই, অধিকে ! আমি কীটাকীট তুলা অপ্রসিদ্ধ এবং গুণ দ্বারা  
 সম্পূর্ণরূপে সঙ্কট, অজ্ঞ আমি, জীবব্রহ্মের প্রভেদ জ্ঞান কিরূপে বুঝিব, যাতঃ ! আমি  
 তোমার হরবগাহ চরিত্র বর্ণনে কস্মিন্ কালেও সমর্থ হইব না ॥ ৪৬ ॥ জমনি ! সংসঙ্গ



ব্রহ্মাপি বাঙ্কতি সदैব হরো হরিশ্চ  
 সেন্দ্রাঃ সুরাশ্চ মুনয়ো বিদিতার্থতত্ত্বাঃ ।  
 যদর্শনং জননি ! তেহদ্য ময়া দুরাপং  
 প্রাপ্তং বিনা দমশমাদিসমাধিভিশ্চ ॥ ৪৮ ॥  
 কাহং স্তম্ভমতিরাক্ত তবাবলোকং  
 কেদং ভবানি ! ভবভেষজমদ্বিতীয়ম্ ।  
 জ্ঞাতাসি দেবি ! সততং কিল ভাবযুক্ত-  
 ভক্তানুকম্পনপরামরবর্গপূজ্য ॥ ৪৯ ॥  
 কিং বর্ণয়ামি তব দেবি ! চরিত্রমেতদ্  
 যদ্রক্ষিতোহস্তি বিষমেহত্র সূদর্শনোহয়ম্ ।  
 শত্রু হতো স্তবলিনো তরসা ত্বয়া যদ-  
 ভক্তানুকম্পি চরিতং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৫০ ॥

তেতি চেৎ সা চিত্তশুদ্ধির্ভবত্কুদর্শনপ্রসঙ্গেনানারাসেনাপি বিহিতা ভবতি কুতা ভবতি ।  
 এতাদৃশো ভবত্কুদর্শনমহিমেতি ভাবঃ । কোহসৌ মম ভক্তস্তবৈতাদৃশো মিলিত ইতি  
 চেদশ্চ জামাতুঃ সূদর্শনশ্চ তব ভক্তশ্চ বদৈবেন বিহিতেন সমাগমেন চ প্রাপ্তং ময়াত্মতমিদং  
 তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ইদানীং স্বশ্চ ধন্যতাং বর্ণয়তি ব্রহ্মাপীতি । শমদমাদিসমাধিভির্বিলাপি প্রাপ্তং ততো  
 মৎসমোহন্তঃ কো বা ধন্তোহস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

কেন না মনোরথ সিদ্ধি সম্পাদন করিবে ? আমার এই চিত্তশুদ্ধি প্রাসঙ্গিকক্রমেই সম্পা-  
 দিত হইয়াছে ; জননি ! আমার এই জামাতা আপনার একান্ত ভক্ত, দৈববশে তাঁহার  
 দহিত আমার সঙ্গতি সংঘটিত হইয়াছে তাহাতেই আমি আপনার দর্শন প্রাপ্ত হই-  
 য়াছি ॥ ৪৭ ॥ জননি ! ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্রাদি সুরগণ ও বিদিততত্ত্ব মুনিগণও যাহার কামনা  
 করিয়া থাকেন, অদ্য শম দমাদি ও সমাধি ব্যতিরেকেও আমি আপনার সেই জ্বলন্ত দর্শন  
 প্রাপ্ত হইলাম ; অতএব দেবি ! ত্রিভুবনে আমার তুল্য ধন্য ব্যক্তি আর কে আছে ? ॥ ৪৮ ॥  
 ভবানি ! স্তম্ভমতি আমিই বা কোথায় ? এবং একমাত্র ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ ভবদীপ  
 দর্শনই বা কোথায় ? তথাপি হে সুরপুজ্য ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম, জননি !  
 আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি ভাবযুক্ত ভক্তগণের প্রতি নিম্নতই অহু-  
 কম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ দেবি ! আপনি যে এই বিষম সময় সঙ্কটে সূদর্শনকে  
 রক্ষা করিলেন এবং হুইজম অতিশয় বলবান্ ব্যক্তি নিহত করিলেন তদ্বিশয়ে আপনার  
 চরিত্র কথা আর কি বর্ণন করিব ? বুঝিলাম আপনার পবিত্র চরিত্র ভক্তগণের প্রতি

নাশ্চর্য্যমেতদিত্তি দেবি ! বিচারিতেহর্থে  
 ত্বং পাসি সর্বমখিলং স্থিরজঙ্গমং বৈ ।  
 ত্রাতস্তুয়া চ বিনিহত্য রিপুর্দয়াতঃ  
 সংরক্ষিতোহয়মধুনা ধ্রুবসন্ধিসূনুঃ ॥ ৫১ ॥  
 ভক্তস্য সেবনপরস্য যশোহৃতিদীপ্তং  
 কর্তুং ভবানি ! রচিতং চরিতং ত্বয়েতৎ ।  
 নোচেৎ কথং স্থপরিগৃহ্য সূতাং মদীয়াং  
 যুদ্ধে ভবেৎ কুশলবাননবদ্যশীলঃ ॥ ৫২ ॥  
 শক্তাসি জন্মমরণাদিভয়ান্ বিহন্তুঃ  
 কিক্রিমত্ৰ কিল ভক্তজনস্য কামম্ ।  
 ত্বং গীয়সে জননি ! ভক্তজনৈরপারা  
 ত্বং পাপপুণ্যরহিতা সগুণাগুণা চ ॥ ৫৩ ॥  
 ত্বদর্শনাদহমহো স্কৃতী কৃতার্থো  
 জাতোহস্মি দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! ধন্যজন্মা ।  
 বীজং ন তেন ভজনং কিল বেদ্বি মাত-  
 জ্ঞাতস্তবাদ্য মহিমা প্রকটপ্রভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞাতাসীতি । অথাপি ময়া জ্ঞাতাসি দৃষ্টাসি ততো মদন্তঃ কোহস্তি ধন্তঃ । কথন্তু ত্বং ভাবন্তু ভক্তেষু কল্পনপরা ॥ ৪৯—৫২ ॥

নিয়তই অমুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ দেবি ! এইরূপ বিচারিত বিষয়েই  
 বা বিচিন্তিত ও আশ্চর্য্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, যেহেতু আপনিই ত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক  
 অখিল বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, তদনুসারে আপনি এক্ষণে করুণাবশে ভক্তের শত্রুকে  
 নিহত করিয়া এই ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শনকে রক্ষা করিলেন ॥ ৫১ ॥ ভবানি ! আপনি স্বীয়  
 সেবানিরত ভক্তজনের রক্ষার নিমিত্তই যে কেবল এইরূপ চরিত প্রকাশ করেন তাহা নহে,  
 ভক্তগণের যশোরাশি প্রদীপ্ত করিবার নিমিত্তও করিয়া থাকেন ; নতুবা এই ভবদীয়  
 ভক্ত সাধুচরিত সুদর্শন মদীয় কন্টার পাণিপীড়ন পুরঃসর যুদ্ধস্থলে বিজয় লাভ করিয়া  
 কুশলী হইলেন কেন ? ॥ ৫২ ॥ জননি ! আপনি জন্ম ও মরণ ভয় বিনাশে একান্তই সমর্থ ;  
 আপনি যে ভক্তজনের মনোরথ সাধন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ?  
 ভক্তগণ আপনাকে পাপপুণ্য-বিরহিতা অপারা এবং সগুণা ও নিগুণা বলিয়া কীর্তন  
 করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥ দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া স্কৃতী

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুত। তদা দেবী প্রসন্নবদনা শিবা ।

উবাচ তং নৃপং দেবী বরং বরয় শ্রুত ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
মহারণে স্তদ্বর্শনশত্ৰুসংহারো নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

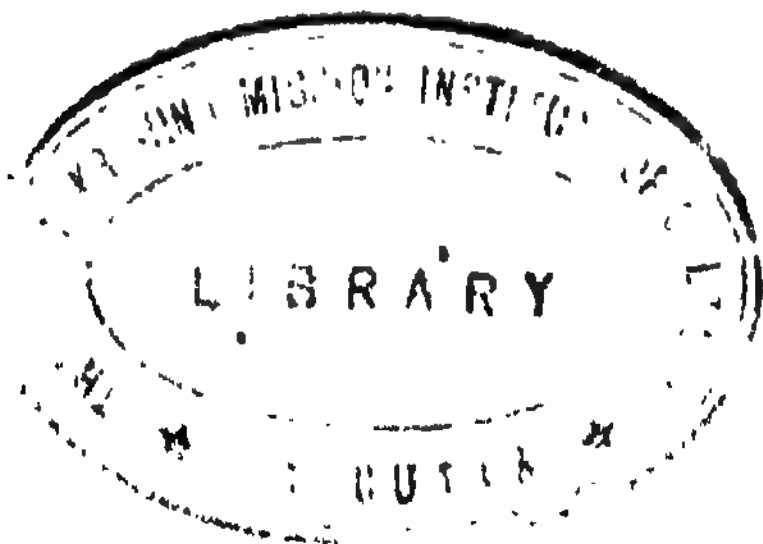
কামঃ মনোরথঃ 'কৰ্ত্তুঃ' শক্তাসীতি কিং চিত্রগিত্যন্বয়ঃ । অতএব ত্বং ভক্তৈ-  
র্গীমসে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

इति श्रीदेवीभागवततिलके.तृतीयस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

ও কৃতার্থ হইলাম, মাতঃ ! আমি ভজন সাধন ও দীক্ষমন্ত্রাদি কিছুই জানিনা, অদ্য কেবল  
আপনার মহিমার প্রকটিত প্রভাব মাত্র অবগত হইলাম ॥ ৫৪ ॥

বাস বলিলেন, রাজা সুবাহ এইরূপে কৈবল্যকল্যাণময়ী ভগবতীর স্তুতি করিলে  
দেবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে সুব্রত ! তুমি আগার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ুক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে মহারণে সুদর্শনের শত্রুসংহার বর্ণন  
নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥





## চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

ব্যাস উবাচ ।

তস্মাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভবান্ধ্যাঃ স নৃপোত্তমঃ ।

প্রোবাচ বচনং তত্র স্নবাহুর্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥

স্নবাহুরুবাচ ।

একতো দেবলোকস্য রাজ্যং ভূমণ্ডলস্য চ ।

একতো দর্শনন্তে বৈ ন চ তুল্যং কদাচন ॥ ২ ॥

দর্শনাৎ সদৃশং কিঞ্চিদ্ভিষু লোকেষু নাস্তি মে ।

কং বরং দেবি ! যাচেহং কৃতার্থোহস্মি ধরাতলে ॥ ৩ ॥

এতদিচ্ছাম্যহং মাতর্থাচিভুং বাঞ্ছিতং বরম্ ।

তব ভক্তিঃ সদা মেহস্ত নিশ্চিতা হনপায়িনী ॥ ৪ ॥

নগরেহত্র ত্বয়া মাতঃ ! স্নাতব্যং মম সর্বদা ।

দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা ॥ ৫ ॥

রক্ষা ত্বয়া চ কর্তব্য সর্বদা নগরস্য হ ।

যথা স্তুদর্শনস্ত্রাতো রিপুসংগ্রাদনাময়ঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশত্তিসুখা স্লোকৈঃ শ্রীদেবীমহিমোচ্যতে ।

দুর্গাদেব্যা নিবাসন্ত কাশ্যঃ কৃত ইতীর্ষ্যতে ॥

তস্তা ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপসত্তম স্নবাহু ভক্তিসম্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ দেবি ! একদিকে দেবলোকের ও ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজ্য এবং অপরদিকে আপনার দর্শন, যদি এই উভয়ের তুলনা করা যায় তাহা হইলে ঐ রাজ্যাদি কদাচই আপনার দর্শনের তুল্য হইতে পারে না । দেবি ! আপনার দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ত্রিভুবন মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হয় না, তবে জননি ! আমি আর কোন্ বর প্রার্থনা করিব, আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া এই ধরণীমণ্ডলে ধত্র ও কৃতার্থ হইয়াছি ॥ ২—৩ ॥ মাতঃ শিবে ! আমার বাঞ্ছিত এই বর আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, সততই যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি অবিনাশিনী ও অচলা হয় । জননি ! আপনি নিয়তই যেন আমার এই নগরী মধ্যে অবস্থিতি করেন, আপনি দুর্গাদেবী এই নামে বিখ্যাত হইয়া শক্তিরূপে এই স্থানে অবস্থান করেন ইহাই

তথাত্রে রক্ষা কর্তব্য। বারাগস্তাস্থরাশ্বিকে । ।  
 যাবৎ পুরী ভবেদুর্মো স্প্রতিষ্ঠা স্প্রসংস্থিতা ॥ ৭ ॥  
 তাবত্বেয়াহত্র স্মাতব্যং দুর্গে ! দেবি ! কৃপানিধে ! ।  
 বরোহয়ং মম তে দেয়ঃ কিমন্যং প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥  
 বিবিধান্ সকলান্ কামান্ দেহি মে বিদ্বিষো জহি ।  
 অভদ্রাণাং বিনাশঞ্চ কুরু লোকস্ত সর্বদা ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সম্প্রার্থিতা দেবী দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী ।  
 তমুবাচ নৃপং তত্র স্তুত্বা বৈ সংস্থিতং পুরঃ ॥ ১০ ॥  
 দুর্গোবাচ ।

রাজন্ ! সদা নিবাসো মে মুক্তিপুৰ্য্যাং ভবিষ্যতি ।  
 রক্ষার্থং সর্বলোকানাং যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ১১ ॥  
 অথো স্প্রদর্শনস্তত্র সমাগম্য স্প্রদাশ্বিতঃ ।  
 প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব জগদশ্বিকাম্ ॥ ১২ ॥  
 অহো কৃপা তে কথয়াম্যহং কিং  
 ত্রাতস্তয়া যৎ কিল ভক্তিহীনঃ ।  
 ভক্তানুকম্পী দকলো জনোহস্তি  
 বিমুক্তভক্তেরবনং ত্রতং তে ॥ ১৩ ॥

---

কং পরাশক্তির্দুর্গাদেবীতি নাম্না সংস্থিতা ভবেতি শেষঃ ॥ ৫—১১ ॥

অথো ইত্যেকারাস্তো নিপাতঃ ॥ ১২ ॥

---

আমি আপনার নিকট কামনা করিতেছি ॥ ৪—৫ ॥ দেবি ! অশ্বিকে আপনি যেমন  
 স্প্রদর্শনকে বিদ্বিষহীন করিয়া পরিভ্রাণ করিলেন, সেইরূপে এই স্থানে অবস্থিত হইয়া,  
 যে পর্য্যন্ত এই বারাগসীপুরী পৃথিবীতলে স্প্রসংস্থিত ও স্প্রপ্রতিষ্ঠিত থাকে তাবৎকাল  
 আপনি ইহার রক্ষা করুন ; দুর্গে ! আমি প্রার্থনা করিতেছি আমাকে এই বর প্রদান  
 করুন । দেবি ! আপনি আমাকে অন্তান্ত বিবিধ প্রকার মনোরথ প্রদান এবং আমার  
 শত্রু সংহার করুন ; আর এই লোক মধ্যে সমস্ত অভদ্র জনগণের বিনাশ সাধন করুন ।  
 করুনাম্মি ! ইহা হইতে আর অপর কি প্রার্থনা করিব ॥ ৬—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা স্তুত্বা দুর্গার্তিবিনাশিনী দুর্গাকে এইরূপে স্তুতি ও প্রার্থনা করিয়া  
 পুরোভাগে কৃতান্তলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে দেবী তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ ! যাবৎ পর্য্যন্ত

২৭ং দেবি ! সৰ্বং সৃজসি প্রপঞ্চং  
 ত্রাতং ময়া পালয়সি স্বসৃষ্টম্ ।  
 ত্বমৎসি সংহারপরে চ কালে  
 ন তেহত্র চিত্রং মম রক্ষণং বৈ ॥ ১৪ ॥  
 করোমি কিং তে বদ দেবি ! কার্য্যং  
 ক বা ব্রজামীত্যনুমোদয়াশু ।  
 কার্য্যে বিমূঢ়োহস্মি তবাজ্জয়াহং  
 গচ্ছামি তিষ্ঠে বিহরামি মাতঃ ! ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তং তথা ভাষমাণস্তু দেবী প্রাহ দয়াশ্রিতা ।  
 গচ্ছাযোধ্যাং মহাভাগ ! কুরু রাজ্যং কুলোচিতম্ ॥ ১৬ ॥

ভক্তানুকম্পীতি । সকলোহপি জনো দেবাদিলোকো ভক্তানুকম্প্যন্তি বিমুক্তভক্তৈর্ভক্তি  
 রহিতস্ত পুরুষস্ত ভবনং ন কোহপি কৰোতি তে তব ব্রতং তু তাদৃশভক্তিরহিতস্ত পুরুষস্তা  
 প্যবনং কৰ্ত্তব্যমিতি ॥ ১৩—১৪ ॥

মেদিনী বর্তমান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোকগণের রক্ষার নিমিত্ত আমি এই  
 মুক্তিনগরী বারানসীতে অবস্থিতি করিব সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ অনন্তর স্মদর্শন হৃষ্টচিত্তে  
 সেই স্থানে আগমন পূর্বক প্রণাম করিয়া পরমাপ্রীতি ও ভক্তি সহকারে জগদম্বিকা  
 স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥ জগদম্বিকে ! এই অখিল ভুবন মধ্যে সকল  
 ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জননি ! আমি দেখিতেছি যে  
 আপনার ভক্তিবিশীন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করাই দৃঢ়তর ব্রত হইয়াছে ; কারণ, আমি  
 ভক্তিবিশীন হইলেও আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিলেন ; অতএব জননি ! আপনার অপা  
 কৰুণাসিন্ধুর বর্ণনে আমি কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ১৩ ॥ দেবি ! আমি শ্রবণ করিয়া  
 আপনি এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিজসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের পালন করিতে  
 ছেন এবং যথাকালে তাহার সংহার করিবেন ; অতএব মাতঃ ! আপনি যে আমাকে রক্ষা  
 করিয়াছেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? ॥ ১৪ ॥ দেবি ! এক্ষণে আমি আপন  
 কি কার্য্য সম্পাদন করিব এবং কোণার গমন করিব, আপনি শীঘ্র তাহার অনুমোদনা  
 করুন । মাতঃ ! এক্ষণে কৰ্ত্তব্যকার্য্যে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আমাকে আ  
 কৰুন আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিব, অথবা অন্ত কোথাও গমন করিব কিংবা যথেষ্ট  
 বিহার করিব ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, স্মদর্শন এইরূপ নিবেদন করিলে দেবী দয়াপ্রকাশ পূর্বক তাঁহা  
 কহিলেন, মহাভাগ ! তুমি যোধ্যায় গমন কর এবং কুলোচিত রাজ্য প্রতিপালন করি



স্মরণীয়া সদাহং তে পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ।  
 শং বিধান্তাম্যহং নিত্যং রাজ্যে তে নৃপসত্তম ! ॥ ১৭ ॥  
 অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ।  
 মম পূজা একর্তব্য্য বালিদানবিধানতঃ ॥ ১৮ ॥  
 অর্চা মদীয়া নগরে স্থাপনীয়া ত্বয়ানঘ ! ।  
 পূজনীয়া প্রযত্নেন ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯ ॥  
 শরৎকালে মহাপূজা কর্তব্য্য মম সর্ব্বদা ।  
 নবরাত্রিবিধানেন ভক্তিভাবেষুতেন চ ॥ ২০ ॥  
 চৈত্রেহশ্বিনে তথাষাঢ়ে মাঘে কার্য্যো মহোৎসবঃ ।  
 নবরাত্রৌ মহারাজ ! পূজা কার্য্য্য বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥  
 কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং মম ভক্তিসমম্মিতৈঃ ।  
 কর্তব্য্য নৃপশার্দূল ! তথাষ্টম্যাং সদা বুধৈঃ ॥ ২২ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তহিতা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।  
 নতা স্তদর্শনেনাথ স্তুতা চ বহুবিস্তরম্ ॥ ২৩ ॥  
 অন্তহিতাং তু তাং দৃষ্ট্বা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ।  
 প্রণেমুস্তং সমাগম্য যথা শত্রুং সুরাস্তথা ॥ ২৪ ॥

করোমীতি । কিং তে কার্য্যং ময়া কর্তব্য্যমিতি বদেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৮ ॥

অর্চা প্রতিমা ॥ ১৯—২০ ॥

চৈত্রে মাঘেহশ্বিনে আষাঢ়ে নবরাত্রৌ ইত্যম্বয়ঃ । ইতি নবরাত্রচতুর্ষ্টয়েহপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

থাক ॥ ১৬ ॥ নৃপসত্তম ! তুমি সততই আমার স্মরণ এবং বহুপূর্ব্বক পূজা করিবে, আমি তোমার রাজ্যসম্বন্ধে নিয়তই কল্যাণ বিধান করিব ॥ ১৭ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী চতুর্দশী ও নবমীতে বিধিপূর্ব্বক আমার পূজা ও বলি প্রদান করিও ॥ ১৮ ॥ হে অনঘ ! তুমি নগরী মধ্যে আমার প্রতিমা স্থাপন করিয়া বহুপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে ত্রিসঙ্খ্য পূজা করিবে ॥ ১৯ ॥ শরৎকালে ভক্তিভাব-সমম্মিত চিত্তে নবরাত্রি বিধান দ্বারা আমার মহাপূজা করা একান্ত কর্তব্য ॥ ২০ ॥ মহারাজ ! চৈত্র, মাঘ, আশ্বিন ও আষাঢ় মাসে অর্থাৎ এই নবরাত্রি চতুর্ষ্টয়ে আমার মহোৎসব এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ও অষ্টমীতে ভক্তি-যুক্ত মানসে আমার পূজা করা মানবগণের একান্ত কর্তব্য ॥ ২১—২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, বিপদ-বিনাশিনী দুর্গা এইরূপ বলিলে পর, স্তদর্শন তাঁহাকে বহুবিস্তর  
 স্তুত ও প্রণাম করিলেন । দেবী ও উক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত

স্রবাহুরপি তং নম্রা স্থিতশচাশ্রে যুদাশ্রিতঃ ।  
 উচুঃ সর্বৈ মহীপালা অযোধ্যাধিপতিং তদা ॥ ২৫ ॥  
 ত্বমস্মাকং প্রভুঃ শাস্তা সেবকান্তে বয়ং সদা ।  
 কুরু রাজ্যমযোধ্যায়াং পালয়ান্মামৃপোত্তম ! ॥ ২৬ ॥  
 ত্বৎপ্রসাদান্মহারাজ ! দৃষ্টা বিশ্বেশ্বরী শিবা ।  
 আদিশক্তির্ভবানী সা চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥  
 ধন্যস্ত্বং কৃতকৃত্যোহসি বহুপুণ্যো ধরাতলে ।  
 যস্মাচ্চ ত্বৎকৃতে দেবী প্রাপ্তুর্ভূতা সনাতনী ॥ ২৮ ॥  
 ন জানীমো বয়ং সর্বৈ প্রভাবং নৃপসত্তম ! ।  
 চণ্ডিকায়াস্তমোযুক্তা মায়য়া মোহিতাঃ সদা ॥ ২৯ ॥  
 ধনদারহুতানাঞ্চ চিন্তনেহভিরতাঃ সদা ।  
 মগ্না মহার্ণবে ঘোরে কামক্ৰোধঝষাকূলে ॥ ৩০ ॥  
 পৃচ্ছামস্ত্বাং মহাভাগ ! সর্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ।  
 কেয়ং শক্তিঃ কুতো জাতা কিংপ্রভাবা বদস্ব তৎ ॥ ৩১ ॥

বুধৈর্মতোঃসবঃ তথা পূজা চ কার্যোত্যর্থঃ ॥ ২২—২৪ ॥

অযোধ্যাধিপতিং সূদর্শনম্ ॥ ২৫—২৭ ॥

ত্বৎকৃতে স্বদর্শনম্ ॥ ২৮—৩১ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ সমস্ত রাজগণ, তাঁহার অন্তর্ধান দর্শন করিয়া সুরগণ যেরূপ দেবরাজের  
 নিকট গমন করেন সেইরূপ সূদর্শনের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি-  
 লেন ॥ ২৪ ॥ কাশীপতি স্রবাহুও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে অগ্রে অবস্থিত রহিলেন,  
 তখন সমস্ত ভূপালগণ, অযোধ্যাপতি সূদর্শনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥ নৃপবর!  
 আপনি আমাদের প্রভু ও শাসনকর্তা, আমরা সর্বদাই আপনার সেবক, আপনি  
 অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়া আমাদেরকে প্রতিপালন করুন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! আপনার  
 প্রসাদেই আমরা চতুর্বর্গ ফলপ্রদা আদ্যাশক্তি কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী সনাতনী ভবানী  
 দেবীকে দর্শন করিলাম ॥ ২৭ ॥ রাজন ! আপনার নিমিত্তই সেই নিত্যরূপা পরমা-  
 প্রকৃতি দেবী প্রাপ্তুর্ভূত হইরাছিলেন, অতএব আপনিই এই ধরাতলে বহুপুণ্য, কৃতকৃত্য  
 ও ধন্যপুরুষ ॥ ২৮ ॥ নৃপোত্তম ! আমরা সেই মহামায়ী চণ্ডিকাসেবীক মায়ার সর্ব-  
 দাই বিমোহিত, অতএব আমরা কেহই তাঁহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহি ॥ ২৯ ॥  
 আমরা ধন পুত্র ও কলত্রাদির চিন্তনেই নিরন্তর নিরত, অতএব আমরা কামক্ৰোধাদিরূপ  
 জ্বালা-সঙ্কুল ঘোরতর মোহার্ণবে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ ! আপনি মহামতি ও

ভব স্বং নোশ্চ সংসারে সাধবোহতিদয়াপরাঃ ।

তস্মান্মো বদ কাকুৎস্থ ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥

যৎপ্রভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা ।

তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বং ব্রূহি নৃবরোত্তম ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা তৈস্ত্ব ধ্রুবসন্ধিস্থতো নৃপঃ ।

বিচিন্ত্য মনসা দেবীং তানুবাচ মুদাস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

কিং ব্রূবীমি মহীপালাস্ত স্মাশ্চরিতমুত্তমম্ ।

ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি সেশাঃ সুরগণাস্তথা ॥ ৩৫ ॥

সর্বস্তাদ্যা মহালক্ষ্মীর্বরেণ্যা শক্তিরুত্তমা ।

সাত্ত্বিকীয়ং মহীপালা জগৎপালনতৎপরা ॥ ৩৬ ॥

সৃজতে যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে ।

সংহারে চ তমোরূপা ত্রিগুণা সা সদা মতা ॥ ৩৭ ॥

ভব স্বং নোশ্চেতি । স্বং সংসারে সংসাররূপে সমুদ্রে নৌর্ভব নৌকা ভবান্মাংস্বারম্মিতুম্ ।  
যতঃ সাধবোহতিদয়াপরা ভবন্তি ॥ ৩২—৩৫ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ হি ভগবত্যাঃ স্বরূপং ক্রমেণ দর্শয়তি । সর্বস্তাদ্যেতি । একা পালয়িত্রী  
সাত্ত্বিকী মহালক্ষ্মীর্বিষ্ণুশক্তিঃ সর্বপ্রপঞ্চস্তাদ্যেয়ম্ । দ্বিতীয়া তু সৃজতি যা রজোরূপা সত্ত্ব-  
রূপা চ পালনে ইতিপুনরুক্তিরমুবাদরূপা । সংহারে তমোরূপা যা সেরং তৃতীয়া শক্তিঃ ।  
এতাং নামানি প্রথমতঃ এবোক্তানি । তস্মাস্ত সাত্ত্বিকী শক্তিী রাজসী তামসী তথা ।  
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ জিহ্ন ইতি । নহু রহস্তে তু সত্বাখ্যোনাতিগুণেন গুণে-

সর্বস্ত ; এতচ্ছ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই শক্তি কে, কোথা হইতে উৎপন্ন  
হইয়াছেন, ইহার প্রভাব কিরূপ ? তৎসমুদায় আমাদের নিকট কীর্তন করুন ॥ ৩১ ॥  
হে কাকুৎস্থ ! সাধুগণ সততই রূপাপরম, অতএব আপনি করুণা করিয়া আমাদের  
সংসারসংসারের তরণিস্বরূপ হইয়া অতুত্তম দেবীর মাহাত্ম্য কথা আমাদের নিকট বর্ণন  
করুন ॥ ৩২ ॥ নরপতে ! সেই দেবীর প্রভাব ও স্বরূপ যেরূপ এবং বাহা হইতে তাঁহার  
উদ্ভব, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমাদের বলবতী বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধ্রুবসন্ধিতনয় রাজা সুদর্শন, আনন্দিত  
হইয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ রাজগণ ! বাহ্যর অনু-  
ত্তম চরিত ইত্যাদি স্মরণ অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্তও অবগত নহেন, আমি  
সেই মহামায়ার মহৎ চরিত কিরূপে বর্ণন করিব ॥ ৩৫ ॥ হে মহীপালগণ ! ভগবতী



নিগুণা পরমা শক্তিঃ সৰ্বকামফলপ্রদা ।

সৰ্বেষাং কারণং সা হি ব্রহ্মাদীনাং নৃপোত্তমাঃ ॥ ৩৮ ॥

নিগুণা সৰ্বথা জ্ঞাতুমশক্যাযোগিভিনৃপাঃ ! ।

সগুণা স্তুথসেব্যা সা চিস্তনীয়্য সদা বুদ্ধৈঃ ॥ ৩৯ ॥

রাজান উচুঃ ।

বাল এব বনং প্রাপ্তস্বস্ত নুনং ভয়াতুরঃ ।

কথং জ্ঞাতা ত্বয়া দেবী পরমা শক্তিরুত্তমা ॥ ৪০ ॥

উপাসিতা কথং চৈব পূজিতা চ কথং নৃপ ! ।

যা প্রসন্না তু সাহায্যং চকার ত্বরয়ান্বিতা ॥ ৪১ ॥

নৈশূপ্রভাঃ দধাবিতি বচনেন মহালক্ষ্মী রজোগুণা সরস্বতী সঙ্কণ্ঠেতি লভ্যত ইতি চেন্ন ।  
কল্পভেদেন গুণভেদব্যবহায়াঃ স্তুত্বাৎ । এতাসাং শক্তিীনাং শক্তস্বরূপাব্যতিরেকাদব্রহ্মা-  
শ্রয়ং বিহায়াবস্থানাসম্ভবে ন তদগুণবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব মহালক্ষ্ম্যাদিনামকমিতি বোধ্যম্ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

নিগুণেতি । অথ যা গুণত্রয়কারণভূতা সাম্যাবস্থাস্বিকা সা নিগুণা । তস্তা অপি  
পরশক্তির্নৈব ব্রহ্মাশ্রয়ং বিনাবস্থানাসম্ভবেন সাম্যাবস্থায়োপাধিকং ব্রহ্মৈব পরা শক্তির্মায়া  
ভুবনেশ্বরী শব্দবাচ্যং ভবতি । সৰ্ব্বং চেদমূপোদঘাতে স্পষ্টম্ । তত্র নিগুণা সৰ্বেষাং কারণ-  
মিত্যাহ । সৰ্বেষাং কারণং সা হীতি । সৰ্ব্বকারণস্থানবস্থাভিন্না কস্মাদপ্যুৎপত্ত্যভাবেন  
নিত্যমুজ্জ্বলং তেন চ কেষাং শক্তিঃ কুতো জাতেত্যন্তোত্তরং দত্তং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

রূপচতুষ্টয়মধ্যোপ্যাহ নিগুণেতি । অযোগিভিরিতি ছেদঃ । অযোগিভিনির্ক্লিকল্পসমাধি-  
রহিতৈর্নিগুণা জ্ঞাতুমশক্যা যোগিবুদ্ধিগম্যৈব সেত্যাৰ্থঃ । তথাচ স্বৈতান্বিতরে তে ধ্যান-  
যোগাহুগতা অপশ্রদ্ধেবায়শক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি । মধ্যমাধিকারিণামযোগিনাং তু

ভবানী চারি রূপে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, যিনি সকলের আদি সেই সৰ্ব্বপূজ্য  
উত্তমা সাংস্কীশক্তি, মহালক্ষ্মীরূপে এই অধিল জগতের পালনকার্য্যে নিরন্তর নিরত রহি-  
য়াছেন । যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, তিনিই রজোগুণরূপা এবং যিনি সংহারকার্য্যে নিরত,  
তিনিই তমোরূপা শক্তি ; আর যিনি ব্রহ্মাদি অধিলের কারণ সেই সৰ্ব্বকামার্থদায়িনী পরমা-  
শক্তি নিগুণাই চতুর্থশক্তি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ হে রাজস্ববর্গ !  
বাহার্য্য যোগী নহেন, তাঁহারা নিগুণাশক্তিকে কোনরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইন না,  
সগুণা শক্তিই স্তুথসেব্যা, মধ্যমাধিকারী বুদ্ধগণ নিরন্তর তাঁহাই ধ্যান ও পূজা করিয়া  
থাকেন ॥ ৩৯ ॥

রাজগণ কহিলেন, ধরপতে ! আপনি বাল্যকালেই ভয়াতুর হইয়া বনগমন করিয়া-  
ছিলেন, তবে কি প্রকারে আপনি স্বল্পমোত্তমা দেবী মহামায়াকে জানিতে পারিলেন ?  
কিভাবেই বা তাঁহার পূজা ও উপাসনা করিলেন ? বাহাতে তিনি সস্তর প্রসন্ন হইয়া আপ-  
নার সাহায্য করিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥

সুদর্শন উবাচ ।

বালভাবান্নয়া প্রাপ্তং বীজং তস্তাঃ সুসম্মতম্ ।  
 স্মরামি প্রজপমিত্যং কামবীজাভিধং নৃপাঃ ! ॥ ৪২ ॥  
 ঋষিভিঃ কথ্যমানা সা ময়া জ্ঞাতাম্বিকা শিবা ।  
 স্মরামি তাং দিব্যরাত্রং ভক্ত্যা পরময়া পরাম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য রাজানো ভক্তিতৎপরাঃ ।  
 তাং মত্বা পরমাং শক্তিং নির্যযুঃ স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৪ ॥  
 সুবাহুরগমং কাশ্যাং তমাপৃচ্ছ্য সুদর্শনম্ ।  
 সুদর্শনোহপি ধর্ম্মাত্মা নির্জগাম সুকোশলান্ ॥ ৪৫ ॥  
 মন্ত্ৰিগন্তু নৃপং শ্রুত্বা হতং শত্রুজিতং যুধে ।  
 জিতং সুদর্শনকৈব বভূবুঃ প্রেমসংযুতাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 আগচ্ছন্তুং নৃপং শ্রুত্বা তং সাক্ষেতনিবাসিনঃ ।  
 উপায়নান্যুপাদায় প্রযযুঃ সংযুখে জনাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 তথা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বৈ নানোপায়নপাণয়ঃ ।  
 ধ্রুবসন্ধিস্থতং মত্বা মুদিতাঃ প্রযযুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৮ ॥

সগুণা মহালক্ষ্ম্যাদিক্রুপা চিস্তনীর্যেত্যর্থঃ । তদ্বারা মূলপ্রকৃतेरेব সর্ব্বত্রোপাস্তম্বমিতি রহ-  
 স্তম্ । সর্ব্বং চেদং মৎকৃতশক্তিতত্ত্ববিগর্শিতাং স্পষ্টম্ ॥ ৩৯—৪৭ ॥

সুদর্শন কহিলেন, নৃপগণ ! আমি বাল্যকালে তাঁহার কামবীজ নামক অত্যন্তম বীজমন্ত্র  
 প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বীজ প্রতিদিনই স্মরণ ও জপ করিতাম । পরে, ঋষিগণের নিকট  
 হইতে আমি সেই নিত্য কল্যাণময়ী অম্বিকাকে অবগত হইয়াছিলাম, এবং তদবধিই পরম-  
 ভক্তি সহকারে দিব্যরাত্রই সেই পরাংপরা দেবীকে স্মরণ করিয়া থাকি ॥ ৪২—৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজগণ সুদর্শনের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণানন্তর সেই দেবীকেই পরমা-  
 শক্তি মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসম্বিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করি-  
 লেন ॥ ৪৪ ॥ কাশিপুরাধিপতি সুবাহুও সুদর্শনকে সস্তাষণ করিয়া নিজ নগরীতে প্রস্থান  
 করিলেন । ধর্ম্মাত্মা সুদর্শনও কোশলরাজ্যের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ মন্ত্ৰিগণ শত্রুজিৎ  
 নরপতির সময়ে মরণ এবং সুদর্শনের বিজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া সান্তিশর প্রেরাষিত হই-  
 লেন ॥ ৪৬ ॥ সাক্ষেত নগরবাসী সেনাগণ ও প্রজাবর্গ সুদর্শনের আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া  
 তাঁহাকে ধ্রুবসন্ধির পুত্র জানিয়া দৃষ্টচিতে বিবিধ উপহার জব্য সমভিব্যাহারে তাঁহার

দ্বিয়োপসংযুতঃ সোহথ প্রাপ্যায়োধ্যাং সূদর্শনঃ ।

সন্মান্য সর্বলোকাংশ্চ যযৌ রাজা নিবেশনম্ ॥ ৪৯ ॥

বন্দিতিস্তুষ্মানস্ত বন্দ্যমানশ্চ মদ্বিভিঃ ।

কন্থাভিঃ কীর্যমাণশ্চ লাজৈঃ স্তমনসৈস্তথা ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং ত্রৈয়াসিকাং তৃতীয়স্কন্ধে  
দেব্যাঃ কাশীনিবাসবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতসোহযোধ্যাবাসিনো মহাজনাঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

স্তমনসৈঃ পুণৈঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সন্মুখে গমন করিল ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সূদর্শন, নববধূর সহিত প্রফুল্লচিত্তে অযোধ্যায় উপস্থিত  
হইলেন এবং সমস্ত প্রজাবর্গের যথোচিত সন্মাননা করিলেন। অনন্তর মদ্বিগণ আসিয়া  
তাঁহার বন্দনা করিল, কন্থাগণ তাঁহার উপর লাজাজলি ও পুষ্পাজলি নিক্ষেপ করিতে  
লাগিল ; বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার স্তুতিগান করিতে আরম্ভ করিল ; এইরূপে রাজা  
সূদর্শন নানাবিধ মাজলিক কার্য দ্বারা সন্মানিত হইয়া রাজত্ববনে প্রবেশ করি-  
লেন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দুর্গাদেবীর কাশীবাস এবং সূদর্শনের  
অযোধ্যাগমন নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

গহ্বাযোধ্যাং নৃপশ্রেষ্ঠো গৃহং রাজ্ঞঃ স্নহদ্রুতঃ ।  
শক্রজিহ্নাতরং প্রাহ প্রণম্য শোকসঙ্কলাম্ ॥ ১ ॥  
মাতর্ন তে ময়া পুত্রঃ সংগ্রামে নিহতঃ কিল ।  
ন পিতা তে যুধাজিচ্চ শপে তে চরণৌ তথা ॥ ২ ॥  
দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ ।  
অবশ্যস্তাবিভাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥  
ন শোকোহত্র ত্বয়া কার্যো যতপুত্রস্ত মানিনি ! ।  
স্বকর্ম্মবশগো জীবো ভুঙ্ক্তে ভোগান্ স্নখাস্নখান্ ॥ ৪ ॥  
দাসোহস্মি তব ভো মাতর্ষথা মম মনোরমা ।  
তথা ত্বমপি ধর্ম্মক্ষে ! ন ভেদোহস্তু মনাগপি ॥ ৫ ॥  
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ।  
তস্মান্ন শোচিতব্যং তে স্নখে দুঃখে কদাচন ॥ ৬ ॥

ষট্শ্লোকৈরধিকৈশ্চদ্বারিংশপদৈর্নিজাধিকান্ ।

ভোষয়িত্ব পুরে দেবী স্থাপিতেভ্যুচ্যতে পরা ।

সুদর্শনশ্রীযোধ্যাগমনোত্তরং কৃত্যমাহ গণ্ডেতি ॥ ১—২ ॥

সংখ্যে যুদ্ধে ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর সুদর্শন স্নহদ্রুতঃ পরিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যার রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক শোকাকুল শক্রজিহ্নাতর জননী লীলাবতীকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ ! আপনার চরণ স্পর্শ করত শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পুত্র শক্রজিহ্নাতর এবং আপনার পিতা যুধাজিহ্নাতর সংগ্রামে বিনাশ করি নাই, দেবী দুর্গা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই । জননি ! আপনি অভিমান করিবেন না ; যাহা অবশ্য ঘটিবে সে বিষয়ের কোন প্রতীকার নাই ; অতএব, আপনি যতপুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না, আপনি জানিবেন যে, জীবগণ আপন আপন কর্ম্মবশেই স্নখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১—৪ ॥ জননি ! আমি আপনার দাস, যেমন মনোরমা আমার পুত্রনীতি আপনিও সেইরূপ তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিবেন ॥ ৫ ॥ মাতঃ ! স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে ; অতএব, স্নখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে আপনি

দুঃখে দুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্ ।  
 আত্মানং শোকহর্ষাভ্যাং শত্রুভ্যামিব নার্পয়েৎ ॥ ৭ ॥  
 দৈবাধীনমিদং সর্বং নাত্মাধীনং কদাচন ।  
 ন শোকেন তদাত্মানং শোষণেন্মতিমামরঃ ॥ ৮ ॥  
 যথা দারুণয়ী যোষা নটাদীনাং প্রচেষ্টতে ।  
 তথা স্বকর্মবশগো দেহী সর্বত্র বর্ততে ॥ ৯ ॥  
 অহং বনগতো মাতর্নাভবং দুঃখমানসঃ ।  
 চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কর্ম ভোক্তব্যমিতি বেদ্যি চ ॥ ১০ ॥  
 মৃতো মাতামহোহত্রৈব বিধুরা জননী মম ।  
 ভয়াতুরা গৃহীত্বা মাং নির্যযৌ গহনং বনম্ ॥ ১১ ॥  
 লুণ্ঠিতা তস্করৈর্মার্গে বস্ত্রমাত্রা তথা কৃত্য ।  
 পাথৈয়ঞ্চ হতং সর্বং বালপুত্রা নিরাশ্রয়া ॥ ১২ ॥  
 মাতা গৃহীত্বা মাং প্রাপ্তা ভারদ্বাজাশ্রমং প্রতি ।  
 বিদল্লোহয়ং সমারাতস্তথা ধাত্রেয়িকাং বলা ॥ ১৩ ॥  
 মুনিভির্মুনিপত্নীভির্দয়াযুক্তৈঃ সমস্ততঃ ।  
 পোষিতাঃ ফলনীবারৈর্বয়ং তত্র স্থিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সুখাসুখানিত্যর্শ আদ্যজন্তম্ ॥ ৪—৭ ॥

আত্মাধীনমন্তঃকরণাধীনং ন নাত্মানং নাস্তঃকরণং শোষণেৎ ॥ ৮ ॥

কদাচই হর্ষ বা শোক করিবেন না ॥ ৬ ॥ দুঃখ উপস্থিত হইলে অধিকতর দুঃখ দর্শন এবং  
 সুখ উপস্থিত হইলে অধিকতর সুখ দর্শন হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে  
 অতিশয় শোক ও হর্ষ শত্রুতুল্য বলিয়া তাহাদের হস্তে কদাচ আত্মাকে সমর্পণ করা কর্তব্য  
 নহে ॥ ৭ ॥ জননি ! এই অখিল জগৎ দৈবের অধীন, আপনার কিছুই নহে; অতএব বুদ্ধি-  
 মান ব্যক্তিগণ কদাচই শোক দ্বারা আত্মাকে পরিশোধিত করিবেন না ॥ ৮ ॥ দারুণয়ী  
 পুস্তলিকা যেমন বস্ত্রভূমে নটাদির বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করে, সেইরূপ জীবগণও সর্বদাই  
 নিজ নিজ কর্মের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ মাতঃ ! আমি  
 জানি যে নিজকৃত কর্মকল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অতএব আমি বন মধ্যে গমন করি-  
 রাও দুঃখিতচিত্ত হই নাই ॥ ১০ ॥ আপনি জানেন যে আমার মাতামহ এই স্থানেই নিহত  
 হইয়াছেন, আমার জননী তাহাতে শোকাতুর ও ভয়াতুর হইয়া আমাকে লইয়া গহন বনে  
 প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তথায় তস্করগণ পথিমধ্যে সমস্ত পাথেরাদি লুণ্ঠন করিয়া বস্ত্রমাত্র  
 অবশিষ্ট রাখিয়াছিল ; আমি তখন তাঁহার একমাত্র বালক পুত্র ; নিরাশ্রয়া জননী আমাকে

দুঃখং ন মে তদা হাসীৎ সুখং নাদ্য ধনাগমে ।  
 ন বৈরং ন চ মাৎসর্যং মম চিত্তে তু কহিচিৎ ॥ ১৫ ॥  
 নীবারভক্ষণং শ্রেষ্ঠং রাজভোগাৎ পরন্তপে ! ।  
 তদাশী নরকং যাতি ন নীবারাশনঃ কচিৎ ॥ ১৬ ॥  
 ধর্মশ্রাচরণং কার্যং পুরুষেণ বিজানতা ।  
 সঞ্জিতেন্দ্রিয়বর্গং বৈ যথা ন নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥  
 মানুষ্যং দুর্লভং মাতঃ ! খণ্ডেহস্মিন্ ভারতে শুভে ।  
 আহাৰাদিসুখং নূনং ভবেৎ সর্বাস্থ যোনিষু ॥ ১৮ ॥  
 প্রাপ্য তং মানুষং দেহং কৰ্তব্যং ধর্মসাধনম্ ।  
 স্বৰ্গমোক্শপ্রদং নৃণাং দুর্লভং চান্ধ্যযোনিষু ॥ ১৯ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতুক্তা সা তদা তেন লীলাবত্যাতিলজ্জিতা ।  
 পুত্রশোকং পরিত্যজ্য তমাহাশ্রবিলোচনা ॥ ২০ ॥

দাক্ষময়ী পুত্রলী । নটাদীনামিত্যস্ত বশগেতি শেষঃ ॥ ৯—১৫ ॥

তদাশী রাজভোগাশী ॥ ১৬ ॥

যথা ন নরকং ব্রজেত্তথা ধর্মশ্রাচরণং কৰ্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

সঙ্গে লইয়া এই বিদলময়ী ও অবলা ধাত্রীর সহিত ভারতবর্ষের আশ্রমে উপনীত হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ তথায় দয়ালু মুনি ও মুনিপত্নীগণের সহিত বাস করিয়া বহুকাল ও  
 নীবার দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এইরূপে আমরা সকলে সেই স্থানে বাস  
 করিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥ মাতঃ ! আমার তখন দুঃখ ছিল না এবং এই ধনাগম সময়েও সুখ  
 নাই অধিক কি আমার মানসে বৈর মাৎসর্যাদি কিছুই নাই ॥ ১৫ ॥ জননি ! আমার  
 বিবেচনায় রাজ্য ভোগ অপেক্ষা বরং নীবার ভোজন ভাল ; যেহেতু রাজ্যভোগী ব্যক্তিগণ  
 নরকগামী হয়, কিন্তু নীবারভোজী ব্যক্তিগণ কদাচই সেক্ষেপ হইবেন না ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রিয়গণকে  
 জয় করিয়া নরকে বাইতে না হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্মের আচরণ করা জ্ঞানিগণের  
 পক্ষে একান্তই কৰ্তব্য ॥ ১৭ ॥ মাতঃ ! এই কল্যাণময় ভারতবর্ষে মানুষ্য জন্ম একান্তই  
 দুর্লভ । আহাৰ-বিহারাদি জন্ত সুখ সকল যোনিতেই সম্ভব হইয়া থাকে ; কিন্তু, মানুষ্যদেহ  
 লাভ করিয়া অস্ত্র যোনিতে দুর্লভ, স্বৰ্গমোক্শপ্রদ ধর্ম উপার্জন করা মানবগণের পক্ষে  
 একান্তই কৰ্তব্য ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, স্মদর্শন এইরূপ বলিলে পর লীলাবতী অত্যন্ত লজ্জাবিত্তা হইলেন এবং  
 পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্বক অঙ্গপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পুত্র স্মদর্শন !



সাপরাধানি পুত্রাহং কৃত্য পিত্রা যুধাজিতা ।  
 হত্বা মাতামহং তেহত্র হতং রাজ্যস্থ যেন বৈ ॥ ২১ ॥  
 ন তং বারয়িতুং শক্তা তদাহং ন স্তুতং মম ।  
 যৎ কৃতং কৰ্ম তেনৈব নাপিরাধোহস্তি মে স্তুত !\* ॥ ২২ ॥  
 তৌ মৃতৌ স্বকৃতেনৈব কারণং হুং তয়োৰ্ন চ ।  
 নাহং শোচামি তং পুত্রং সদা শোচামি তৎকৃতম্ ॥ ২৩ ॥  
 পুত্রস্বমসি কল্যাণ ! ভগিনী মে মনোরমা ।  
 ন ক্রোধো ন চ শোকো মে হুয়ি পুত্র ! মনাগপি ॥ ২৪ ॥  
 কুরু রাজ্যং মহাভাগ ! প্রজাঃ পালয় স্তত্রত ! ।  
 ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তমেতদকণ্টকম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচো মাতুর্নহা তাং নৃপনন্দনঃ ।  
 জগাম ভবনং রম্যং যত্র পূৰ্ব্বং মনোরমা ॥ ২৬ ॥

লীলাবতী তু তব নাপরাধঃ কিস্ত পিত্রা তু তবানিষ্টং কৃতং তজ্জন্তোযোহপরাধঃ স  
 মমৈবেত্যাহ সাপরাধানীতি ॥ ২১ ॥

ন স্তুতং শত্রুজিতং বারয়িতুং শক্তাহং তদা তস্ত মৎপিত্রদীনহাদিতি ভাবঃ । যৎকৃত-  
 মিতি । যদ্যদুষ্টং কৰ্ম কৃতং তত্ত্বং সৰ্ব্বং তেনৈব যুধাজিতা কৃতম্ ॥ ২২ ॥

আমার জনক যুধাজিৎ তোমার মাতামহকে নিহত করিয়া রাজ্যাগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া  
 আমিই অত্যন্ত অপরাধিনী হইয়াছি ॥ ২০—২১ ॥ আমি তখন আমার পিতা ও পুত্রকে  
 নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন যে যে দুষ্ট কৰ্মের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তৎ সমস্তই  
 পিতা যুধাজিৎ করিয়াছিলেন, অতএব বৎস ! সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্রই অপরাধ  
 নাই ॥ ২২ ॥ আমার পিতা ও পুত্র, উভয়েই নিজ নিজ কার্য্য দোষেই নিহত হইয়াছেন,  
 তোমাকে তাঁহাদের বিনাশের কারণ কিরূপে বলা যাইতে পারে ? পুত্র ! আমি আমার  
 পুত্রের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, তাহার কার্য্যের নিমিত্তই শোক করিতেছি ॥ ২৩ ॥  
 হে স্তুতগ ! তুমিই আমার পুত্র, মনোরমা আমার ভগিনী ; বৎস ! তোমার প্রতি আমার  
 ক্রোধ অথবা তোমার রাজ্যলাভ জন্য হুঃখ কিছুমাত্রই নাই ; বৎস ! তুমি অতিশয় ভাগ্য-  
 শালী এজন্য ভগবতীর প্রসাদে এই অকণ্টক রাজ্যলাভ করিয়াছ, এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে  
 প্রজাপালন পূৰ্ব্বক রাজ্য করিতে থাক ॥ ২৪—২৫ ॥

\* কিম্বা চ হুং বিলোক্যৈব পিত্রা পুত্রাধিবাসিতম্ । মনোরমাঃ তথা দৃষ্ট্বা জগা মে মহতী স্তুত ! ।  
 ইত্যধিকঃ পাঠঃ স্ক্রুতচিং দৃষ্টতে ।

অসমুদ্র গচ্ছা তু সৰ্বানাহুয় মস্ত্রিণঃ ।  
 দৈবজ্ঞানথ পশ্চাচ্ মুহূৰ্ত্তং দিবসং শুভম্ ॥ ২৭ ॥  
 সিংহাসনং তথা হৈমং কারয়িত্বা মনোহরম্ ।  
 সিংহাসনে স্থিতাং দেবীং পূজয়িত্যে সদাপ্যহম্ ॥ ২৮ ॥  
 স্থাপয়িত্বাসনে দেবীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাম্ ।  
 রাজ্যং পশ্চাৎ করিষ্যামি যথা রামাদিভিঃ কৃতম্ ॥ ২৯ ॥  
 পূজনীয়া সদা দেবী সর্বৈর্নাগরিকৈর্জনৈঃ ।  
 মাননীয়া শিবা শক্তিঃ সর্বকামার্থসিদ্ধিদা ॥ ৩০ ॥  
 ইতু্যক্তা মস্ত্রিণস্তে তু চতুর্বে রাজশাসনম্ ।  
 প্রাসাদং কারয়ামাস্থঃ শিল্পিভিঃ স্তম্ভনোরমম্ ॥ ৩১ ॥  
 প্রতিমাং কারয়িত্বাথ মুহূৰ্ত্তেহথ শুভে দিনে ।  
 দ্বিজানাহুয় বেদজ্ঞান্ স্থাপয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥  
 হবনং বিধিবৎ কৃৎস্না পূজয়িত্বাথ দৈবতান্ ।  
 প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যাঃ স্থাপয়ামাস ভূমিপঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্বং তয়োর্মরণে কারণং নৈবাসি ॥ ২৩—২৭ ॥

কস্মৈ প্রয়োজনায় মুহূৰ্ত্তপ্রশ্ন ইতি চেত্তত্রাহ । সিংহাসনং তথা হৈমমিতি । দেবীস্থাপ-  
নার্থমিত্যর্থঃ ২৮—২৯ ॥

অথ মস্ত্রিণ আজ্ঞাপয়তি । পূজনীয়েতি ॥ ৩০—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নৃপনন্দন সুদর্শন লীলাবতীর সেই সকল বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পুরঃসর মনোরম্য বেষ্থানে পূর্বেই গমন করিয়াছেন  
 সেই মনোরম ভবনে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর, মস্ত্রিগণকে আহ্বান  
 করিয়া দৈবজ্ঞদিগকে শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, আমি  
 মনোহর হৈম সিংহাসন নির্মাণ করাইব এবং তাহাতে দুর্গাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া  
 পরেই তাঁহার পূজা করিব ॥ ২৬—২৮ ॥ মস্ত্রিগণ ! আমি অগ্রে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ  
 এই চতুর্বর্গদায়িনী দেবীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পরে রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপগণ বেক্রপ  
 রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপে রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইব ॥ ২৯ ॥ আর নিখিল নগর-  
 বাসী নরগণেরও সেই সর্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদা সর্বজন-মাননীয়া কল্যাণময়ী শক্তিদেবীর পূজা  
 করা একান্ত কর্তব্য ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, মস্ত্রিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নগরমধ্যে রাজ-  
 শাসন প্রচার করিলেন এবং শিল্পিদিগের দ্বারা মনোহর প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন ॥ ৩১ ॥  
 তদনন্তর নরপতি সুদর্শন দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া বেদজ্ঞ দ্বিজগণকে আনয়ন

উৎসবস্ত্রে সংরতো বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ।  
 ব্রাহ্মণানাং বেদঘোষৈর্গানৈস্ত্ব বিবিধৈর্নৃপ! ॥ ৩৪ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

প্রতিষ্ঠাপ্য শিবাং দেবীং বিধিবদ্ধেদবাদিভিঃ ।  
 পূজাং নানাবিধাং রাজা চকারাতিবিধানতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 কৃতা পূজাবিধিং রাজা রাজ্যং প্রাপ্য স্বপৈতৃকম্ ।  
 বিখ্যাতশ্চান্নিকা দেবী কোশলেষু বভূব হ ॥ ৩৬ ॥  
 রাজ্যং প্রাপ্য নৃপঃ সর্বসামন্তকনৃপানথ ।  
 বশে চক্রেহতিধর্মাত্মা সদ্ধর্মবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥  
 যথা রামশ্চ রাজ্যেহভূদিলীপশ্চ রঘোর্যথা ।  
 প্রজানাং বৈ সুখং তদ্ব্যমর্যাদাপি তথাভবৎ ॥ ৩৮ ॥  
 ধর্মো বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ চতুষ্পাদভবত্তথা ।  
 নাধর্ম্যে রমতে চিত্তং কেযামপি মহীতলে ॥ ৩৯ ॥

প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যা ইতি । মূর্ত্তিমিতি শেষঃ । পূর্ব্বং সামান্ততঃ স্থাপনমুক্তমত্র তু  
 ক্রমেণেতি ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

কৃতেতি । কৃতা বিখ্যাতো বভূবেত্যমরঃ । অন্নিকা চ দেবী বিখ্যাতা বভূবে-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

(রামাদিরাজ্যবৎ প্রজানাং সুখাদিকং জাতমিতি বিশদীকর্ত্তুমাহ ধর্ম ইতি ॥ ৩৯ ॥

পূর্ব্বক শুভদিনে ও শুভমুহুর্ত্তে দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥ মতিমান্ নৃপতি  
 বধাবিধি পূজা ও হোমকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাসাদে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৩৩ ॥  
 জনমেজয় ! তথায় বিবিধ বাদিত্র নিঃস্বন, ব্রাহ্মণগণের বেদ শব্দ এবং বহুবিধ সংগীত  
 শ্রবণ সহিত নানাবিধ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুদর্শন বেদবাদি বিপ্রগণের দ্বারা শিবাদেবীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য  
 এইরূপে সম্পাদন পূরঃসর বিধানানুসারে বিবিধ প্রকারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৩৫ ॥  
 সুদর্শন, আপন পৈতৃক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজাবিধি সংস্থাপন  
 করিলেন । তাহাতে তিনি এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত অন্নিকাদেবী কোশল-রাজ্যমধ্যে বিখ্যাত হইয়া  
 উঠিলেন ॥ ৩৬ ॥ ধর্মবিজয়ী সদাশয় সুদর্শন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সামন্ত রাজগণকে ধর্মবলেই  
 আপন বশে আনয়ন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রজাগণ, মহারাজ দিলীপ রঘু এবং রামচন্দ্রের রাজ্যের  
 দ্বারা সুদর্শনের রাজ্যে সুখ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ তখন বর্ণাশ্রমি জনগণের  
 ধর্ম চতুষ্পাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবনীতলে কাহারও অধর্ম মতি রহিল না ॥ ৩৯ ॥



গ্রামে গ্রামে চ প্রাসাদাংশচক্ৰঃ সৰ্বৈ জনাধিপাঃ ।  
 দেব্যাঃ পূজা তদা প্রীত্যা কোশলেষু প্রবর্তিতা ॥ ৪০ ॥  
 সুবাহুরপি কাশ্যাস্তু দুর্গায়াঃ প্রতিমাং শুভাম্ ।  
 কারয়িত্বা চ প্রাসাদং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪১ ॥  
 তত্র তস্তা জনাঃ সৰ্বৈ প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ।  
 পূজাং চক্ৰুর্বিধানেন যথা বিশ্বেশ্বরস্ত হ ॥ ৪২ ॥  
 বিখ্যাতা সা বভূবাহ দুর্গা দেবী ধরাতলে ।  
 দেশে দেশে মহারাজ ! তস্তা ভক্তির্ব্যবধিত ॥ ৪৩ ॥  
 সর্বত্র ভারতে লোকে সর্ববর্ণেষু সর্বথা ।  
 ভজনীয়া ভবানী তু সর্বেষামভবত্তদা ॥ ৪৪ ॥  
 শক্তিভক্তিরতাঃ সৰ্বৈ মানিনশ্চাভবন্মূপ ! ।  
 আগমোক্তৈরথ স্তোত্রৈর্জপধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

---

দেবীপূজামাহাত্ম্যবিস্তৃতিং বর্ণয়িতুমাং গ্রামে গ্রামে ইতি ॥ ৪০ ॥  
 এবং অযোধ্যায়াং দেবীমাহাত্ম্যবিস্তারমুক্তা কাশ্যামপি তদ্বক্তুমাং সুবাহুরিতি । কারয়িত্বা  
 নিজানুচরবর্ণৈরিত্যেতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥  
 তত্র কাশ্যঃ সৰ্বৈ জনাঃ প্রগাঢ়প্রীতিভক্তিপূর্ণেন মনসা বিশ্বেশ্বরবত্তাং পূজয়ামাসেত্যর্থঃ ।  
 এতেনস্তা মাহাত্ম্যং ভক্তমনোরথপ্রদুতঞ্চ সূচিতম্ ॥ ৪২ ॥  
 বিখ্যাত্যেতি । তস্তা মাহাত্ম্যাদিক্যাং ভক্তিবর্ধন ইতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥  
 সর্বত্রৈতি । বিশেষণ ভজনীয়ত্বমাহ ভারতে ইতি ॥ ৪৪ ॥  
 নূপ ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥ ৪৫ ॥

---

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, গ্রামে গ্রামে দেবীর প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া প্রীতি পূর্বক তাঁহার  
 পূজা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কোশল রাজ্যের সর্বত্রই দেবীর পূজা প্রবর্তিত হইল ॥ ৪০ ॥  
 এদিকে রাজা সুবাহুও কাশীতে দুর্গা দেবীর প্রাসাদ ও প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া ভক্তিপূর্বক  
 তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৪১ ॥ কাশীবাসি জনগণ সকলেই প্রেমভক্তি-পরায়ণ হইয়া বিশ্ব-  
 শ্বরের ত্রায় বিধি পূর্বক দেবীর পূজা করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর, সেই দুর্গাদেবী  
 ধরণীতলে বিখ্যাত হইলেন । মহারাজ ! এইরূপে দেশ-বিদেশে তাঁহার প্রতি ভক্তি বর্ধিত  
 হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তখন ভগবতী ভবানী দেবী, ভারতবর্ষের সর্বত্রই সর্ববর্ণের মধ্যে  
 সর্বতোভাবে সর্বজননীরই ভজনীয়া ও পূজনীয়া হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে সকলেই ভগবতীর  
 জপ ও ধ্যান এবং আগমোক্ত স্তোত্র দ্বারা নিরন্তর ভক্তি পরায়ণ ও শক্তিভক্তিতে অহুরক্ত  
 হইয়া সর্বত্রই মাননীয় হইয়া উঠিল ॥ ৪৫ ॥ মহারাজ ! তদবধি সমস্ত লোকগণ প্রত্যেক

নবরাত্রেষু সৰ্বেষু চক্ৰুঃ সৰ্বে বিধানতঃ ।

অৰ্চনং হবনং যাগং দেব্যা ভক্তিপর্যজনাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
অযোধ্যায়াং কাশ্মীক দেবীসংস্থাপনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রেষু । সৰ্বেষু নবরাত্রেষু শরৎকালীনপ্রভৃতিষু ইত্যর্থঃ । হবনং হোমঃ ।  
বিধানতঃ আগমোক্তবিধিনা ॥ ৪৬ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রেতেই ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিধি পূৰ্ণক দেবীর অৰ্চনা, হোম ও যাগ করিতে  
লাগিল ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যা এবং কাশীপুরীতে দেবীর  
প্রতিষ্ঠা বর্ণন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥\*॥

## ষড়বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

নবরাত্রে তু সম্প্রাপ্তে কিং কর্তব্যং দ্বিজোত্তম ! ।  
বিধানং বিধিবদ্ বৃহি শরৎকালে বিশেষতঃ ॥ ১ ॥  
কিং কলং খলু কস্তত্র বিধিঃ কার্ষ্যো মহামতে ! ।  
এতদ্বিস্তরতো বৃহি কৃপয়া দ্বিজসত্তম ! ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি নবরাত্রত্ৰতং শুভম্ ।  
শরৎকালে বিশেষেণ কর্তব্যং বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৩ ॥  
বসন্তে চ প্রকর্তব্যং তথৈব প্রেমপূৰ্ব্বকম্ ।  
দ্বারতু যমদংষ্ট্রাখ্যো নুনং সৰ্ব্বজনেষু বৈ ॥ ৪ ॥  
শরদ্বসন্তনামানৌ দুৰ্গমৌ প্রাণিনামিহ ।  
তস্মাদ্যত্নাদিদং কার্য্যং সৰ্বত্র শুভমিচ্ছতা ॥ ৫ ॥  
দ্বাবেব স্তমহাঘোরারতু রোগকরৌ নৃণাম্ ।  
বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবুভৌ ॥ ৬ ॥

দ্বিষষ্টিলোকবর্ধমান নবরাত্রবিধিঃ নৃপঃ ।

পঞ্চচ্ছ তস্মৈ প্রোবাচ ব্যাস ইত্যোতদ্ব্যচ্যতে ॥

নবরাত্রোৎসবঃ কর্তব্য ইতি পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে উক্তং তস্ত বিধিঃ জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি নব-  
রাত্রে তু সম্প্রাপ্ত ইতি ॥ ১—৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, দ্বিজসত্তম ! নবরাত্রের সময় উপস্থিত হইলে মহুবাগণের কি করা  
কর্তব্য ? বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্র ত্রতোপলক্ষে কিরূপ বিধানে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়,  
আপনি তৎসমুদায় বিধিপূৰ্ব্বক আমাকে বলুন ॥১॥ হে মহাবুদ্ধে ! সেই নবরাত্র ত্রতের কল  
কি এবং তাহাতে কিরূপ বিধি কর্তব্য তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বিস্তারিত  
রূপে কীর্তন করুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মঙ্গলময় নবরাত্র ত্রতের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, এই ত্রত  
প্রীতিপূৰ্ব্বক বসন্তকালে বিশেষতঃ শরৎকালেই বিশেষরূপে কর্তব্য । শরৎ ও বসন্ত নামক  
ঋতুদ্বয় সমস্ত লোকমধ্যে যমদংষ্ট্রা নামে বিখ্যাত এবং উহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্ত দুৰ্গম ;  
অতএব, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী জনগণ সৰ্ব্বত্রই যত্ন পূৰ্ব্বক এই ত্রতের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৩—৫ ॥



তস্মান্তত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ ।  
 চৈত্রেহশ্বিনে শুভে মাসে ভক্তিপূৰ্ব্বং নরাধিপ ! ॥ ৭ ॥  
 অমাবান্ত্যং সম্প্রাপ্য সস্তারং কল্পয়েচ্ছুভম্ ।  
 হবিষ্যক্ষাশনং কার্য্যমেকভুক্তস্ত তদ্দিনে ॥ ৮ ॥  
 মণ্ডপস্ত প্রকর্তব্যঃ সমে দেশে শুভে স্থলে ।  
 হস্তষোড়শমানেন স্তম্ভধ্বজসমম্বিতঃ ॥ ৯ ॥  
 গৌরমৃদগোময়াভ্যং লেপনং কারয়েত্ততঃ ।  
 তন্মধ্যে বেদিকা শুভ্রা কর্তব্য চ সমা স্থিরা ॥ ১০ ॥  
 চতুর্হস্তা চ হস্তোচ্ছ্রা পীঠার্থং স্থানমুত্তমম্ ।  
 তোরণানি বিচিত্রানি বিতানঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥  
 রাত্রৌ দ্বিজানথামন্ত্য দেবীতত্ত্ববিশারদান্ ।  
 আচারনিরতান্ দান্তান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১২ ॥

ঋতুদ্বয়ে কিমিত্যবশ্যং কর্তব্যং তত্রাহ দ্বাবতু ইতি ॥ ৮—৭ ॥

অমাবান্ত্যং চেতি । পূৰ্বেদ্যরমাবান্ত্যয়াং পূজাকামগ্রী সম্পাদনীয়েত্যর্থঃ । একভুক্তং  
 ত্বিতি । অমাবস্ত্যামেকবারং ভোজনং হবিষ্যাক্ষনরূপং কার্য্যম্ ॥ ৮ ॥

অমাবান্ত্যায়ামেব মণ্ডপাদিকং কার্য্যং কর্তব্যমিত্যাহ মণ্ডপস্থিতি । শুভে স্থলে ইত্যনেন  
 ভূশোধনাদিকমুক্তং ভবতি । সমে স্থলে নিম্নোন্নতরহিতে প্রাচীসাধনযুতে ইত্যর্থঃ । হস্ত-  
 ষোড়শেতি । তদ্বক্তৃং শারদায়াম্ । পঞ্চতিঃ সপ্ততির্হস্তৈর্নবতির্বা মিতাস্তরম্ । ষোড়শস্তম্ভ-  
 সংযুক্তং চত্বারস্তেষু মধ্যগা ইতি । তত্র সপ্ততির্নবতির্হস্তৈর্মিলিত্বা ষোড়শহস্তাঃ সম্পন্নাঃ ।  
 ইদং চোত্তমমানম্ ॥ ৯—১১ ॥

মহারাজ ! শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে নরগণ ঘোরতর রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে সেই  
 হেতু অনেকের প্রাণ নষ্ট হয় ; অতএব, নরপতে ! সেই শুভজনক চৈত্র ও অশ্বিন  
 মাসে ভক্তি পূৰ্ব্বক চণ্ডিকাদেবীর পূজা করা জ্ঞানীগণের একান্তই কর্তব্য ॥ ৬—৭ ॥  
 ত্রতের পূৰ্ব্বদিনে অমাবস্তা তিথি প্রাপ্ত হইলে পূজার সামগ্রী সস্তার আহরণ করিবে ঐ  
 তিথিতে একবার মাত্র হবিষ্যাক্ষ ভোজন করিয়া ঐ দিনেই সমদেশে বিশুদ্ধস্থানে ষোড়শ-  
 হস্ত পরিমাণ স্তম্ভ ও ধ্বজ-সমম্বিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে ; অনন্তর গৌরমৃক্তিকা ও  
 গোময় দ্বারা ঐ মণ্ডপ লেপন করাইয়া তন্মধ্যে প্রশস্ত চারিহস্ত ও উচ্চে একহস্ত  
 পরিমিত সমান ও সূদৃঢ় বেদী নির্মাণ করিবে এবং তন্মধ্যে দেবীর পীঠের নিমিত্ত উত্তম  
 স্থান রচনা করিবে ; এই মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র তোরণ সকল রচনা করিয়া উপরিভাগে শূভে  
 বিতান বোজনা করিবে ॥ ৮—১১ ॥ রাত্রিকালে, আচারনিষ্ঠ দান্ত ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ  
 বিশেষতঃ দেবীর পূজাবিধান-বিশারদ দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ করিবে । অনন্তর, প্রতিপদ-  
 দ্বিবসে নদী, নদ, দীর্ঘিকা, কূপ অথবা নিজগৃহে বিধিপূৰ্ব্বক প্রাতঃস্নান করিয়া অগ্নে নিত্য-

প্রতিপদ্বিসে কার্যং প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ।  
 নদ্যাং নদে তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেহথ বা ॥ ১৩ ॥  
 প্রাতর্মিত্যং পুরঃ কৃৎস্না দ্বিজানাং বরণং ততঃ ।  
 অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং সর্বং কর্তব্যং মধুপূর্বকম্ ॥ ১৪ ॥  
 বস্ত্রালঙ্করণাদীনি দেয়ানি চ স্বশক্তিতঃ ।  
 বিস্তৃষ্টাণ্যং ন কর্তব্যং বিভবে সতি কহিচিৎ ॥ ১৫ ॥  
 বিপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্যং সম্পূর্ণং সর্বথা ভবেৎ ।  
 নব পঞ্চ ত্রয়শ্চকো দেব্যাঃ পাঠে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬ ॥  
 বরয়েদব্রাহ্মণং শাস্তং পারায়ণকৃতে তদা ।  
 স্বস্তিবাচনকং কার্যং বেদমন্ত্রবিধানতঃ ॥ ১৭ ॥  
 বেদ্যাং সিংহাসনং স্থাপ্য কৌমবস্ত্রসমম্বিতম্ ।  
 তত্র স্থাপ্যাস্থিকা দেবী চতুর্হস্তায়ুধাশ্রিতা ॥ ১৮ ॥  
 রত্নভূষণসংযুক্তা মুক্তাহারবিরাজিতা ।  
 দিব্যান্বরধরা সৌম্যা সর্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৯ ॥

অমাবান্ত্যামেব রাত্রাবৃদ্ধিঃ নিমন্ত্রণং কার্যমিত্যাহ রাত্রাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

মধুপূর্বকং মধুপূর্বকপূর্বকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

বিপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্যং নিজং সম্পূর্ণং ভবেন্নাত্মনা তস্মাত্তেষাং সন্তোষঃ কার্য-  
 ইত্যর্থঃ । দেব্যাঃ পাঠে সপ্তশত্যাধ্যাত্মপাঠে কর্তব্যে দেবীভাগবতপাঠে কর্তব্যে চেত্যর্থঃ ।  
 তদুক্তং দুর্গাতরঙ্গিন্যাং যামলে । নবরাত্রে তু দেবেশি ! দৌর্গং ভাগবতং পঠেৎ । অপেৎ  
 সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিত ইতি । মহেশঠকুরকৃতদুর্গাপ্রদীপে দেবীযামলে চ ।  
 দেবীভাগবতং ভক্ত্যা পঠেন্নিত্যমতজ্জিতঃ । নবরাত্রে বিশেষণে শ্রীদেবীশ্রীতয়ে মুদেতি ।  
 দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ শক্ত্যানুসারেণ লঘুগুরুমুষ্ঠানানুসারেণ চ ॥ ১৬ ॥

একব্রাহ্মণপক্ষে আহ বরয়েদিতি । তত্রাদৌ স্বস্তিবাচনং কার্যমিত্যাহ ॥ ১৭ ॥

কর্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবে, তৎপরে পাদ্য অর্ঘ্য ও মধুপূর্কাদি দ্বারা বিপ্রগণকে বরণ  
 করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় শক্তি অনুসারে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিবে; বৈভব থাকিলে  
 কদাচই তাহাতে বিস্তৃষ্টা বা রূপণতা করিবে না, কারণ বিপ্রগণ সন্তুষ্ট হইলেই সর্বতো-  
 ভাবে কার্য সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন । রাজন্! এই ব্রতে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠে ও  
 দেবীভাগবত পাঠে, নয়জন অথবা পাঁচজন, কিংবা তিনজন বা একজন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত  
 করা কর্তব্য, এতদ্ভিন্ন পারায়ণের নিমিত্ত এক শাস্ত্রচিন্ত্ত দ্বিজবরকে বরণ করিবে; এই সমস্ত  
 কার্য সমাধা করিয়া পরে কৃতিব্যক্তি বেদোক্ত মন্ত্রবিধানে স্বস্তিবাচন করিবে ॥ ১২-১৭ ॥

মহারাজ! এইরূপে কন্দারস্ত হইলে বৌদীর উপর কৌমবসনযুগ্ম-সমম্বিত সিংহাসন  
 সংস্থাপন পুরঃসর, আয়ুধবিশিষ্ট ভূজচতুষ্টয়সম্পন্ন বা অষ্টাদশভুজা মুক্তাহারে বিরাজিতা,

শঙ্খচক্রগদাপদধরা সিংহে স্থিতা শিবা ।  
 অষ্টাদশভূজা বাপি প্রতিষ্ঠাপ্যা সনাতনী ॥ ২০ ॥  
 অর্চাভাবে তথা যন্ত্রং নবান্নমন্ত্রসংযুতম্ ।  
 স্থাপয়েৎ পীঠপূজার্থং কলসং তত্র পার্শ্বতঃ ॥ ২১ ॥  
 পঞ্চপল্লবসংযুক্তং বেদমন্ত্রৈঃ স্তবসংস্কৃতম্ ।  
 স্তূতীর্ধজলসম্পূর্ণং হেমরত্নৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ২২ ॥  
 পার্শ্বে পূজার্থমস্তারান্ পরিকল্প্য সমস্ততঃ ।  
 গীতবাদিত্রিনির্বোধান্ কারয়েন্মঙ্গলায় বৈ ॥ ২৩ ॥  
 তিথৌ হস্তান্বিতায়াঞ্চ নন্দায়াং পূজনং বরম্ ।  
 প্রথমে দিবসে রাজন্ ! বিধিবৎ কামদং নৃণাম্ ॥ ২৪ ॥

তদনন্তরং দেবীস্থাপনমাহ বেদ্যামিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

অষ্টাদশভূজা বা প্রতিমা কার্য্যা । তদ্ব্যানং ত্রক্ষত্রকূপরশূগদেবকুলিশমিত্যাদিকং প্রাধানিকরহস্তাজ্জেরম্ ॥ ২০ ॥

অর্চাভাবে প্রতিমায়া অপ্যভাবে তন্মিহ সিংহাসনে নবান্নমন্ত্রসংযুতং মধ্যে লিখিতং নবান্নমন্ত্রেণ সংযুতং প্রত্যাসত্যা নবান্নমন্ত্রস্তৈব যন্ত্রং 'স্থাপয়েদিত্যর্থঃ' । তদযন্ত্রং তদাবরণ-দেবতাশ্চ মন্ত্রমহোদধ্যাদিগ্রন্থেষু স্পষ্টাঃ । স্থাপয়েদिति । তত্র বেদ্যাং পার্শ্বতঃ সিংহাসনশ্চ দক্ষিণভাগে কলসং কলসস্থাপনবিধানেন স্থাপয়েৎ । স চ বিধিগ্রন্থাত্তরে স্পষ্ট এব । কচিৎ-সিংহাসনস্তাণ্ডেহপি কলসস্থাপনমুক্তম্ । নহু স্থানদ্বয়ে দেবীস্থাপনশ্চ কিং প্রয়োজনমিতি চেন্ন । সিংহাসনে নিত্যপূজা মূর্ত্তেঃ স্থাপনশ্চ কলসে তু নৈমিত্তিকনবরাত্রপূজার্থং দেব্যাঃ স্থাপন-স্তাভিহিতত্বাত্তথাচ কলসে এব প্রাণাদিস্থাপনং সিংহাসনস্থমূর্ত্তৌ তু পূজাং জাতমেবেতি ন তত্র তদ্বিধেয়ম্ । তদ্বক্তং দেবীপুরাণে । নিত্যপূজাকৃতেরাণ্যে কলসং স্থাপয়েত্তত ইতি নিত্য-পূজাকৃতেন্নিত্যপূজামূর্ত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কলসস্থাপনপ্রকারমাহ পঞ্চপল্লবেতি ॥ ২২ ॥

পার্শ্বে স্তুতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

নন্দায়াং হস্তনক্ষত্রযুতানন্দাপ্রতিপত্তিখিস্ততাং পূজনং সর্কোত্তমমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বিবিধ-রত্নভূষণে বিভূষিতা, দিব্যাস্তর-সমন্বিতা সর্ক-সুলাক্ষণসম্পন্ন, সিংহোপরি সংস্থিতা, শঙ্খচক্রগদাপদধারিণী সনাতনী বিশ্বজননী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ১৮-২০ ॥ যদি প্রতিমার অভাব হয়, তাহা হইলে সেই সিংহাসনে পীঠপূজার্থ নবান্নমন্ত্র সংযুত যন্ত্র এবং তাহার পার্শ্বে পঞ্চপল্লব সমন্বিত, উত্তম তীর্ধজলে পরিপূরিত, সুবর্ণ রত্নসমন্বিত ও বেদমন্ত্রে স্তবসংস্কৃত কলস স্থাপন করিবে ॥ ২১—২২ ॥ আপন পার্শ্বদেশে পূজার সাযগ্ৰীসম্ভার সর্কতঃ সংস্থাপিত রাখিয়া মঙ্গলের নিমিত্ত গীত ও বাদিত্র নির্বোধ করাইবে ॥ ২৩ ॥

রাজন্ ! প্রথম দিন যদি নন্দা অর্থাৎ প্রতিপত্তিখি হস্তানক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে তাহাতে বিধিপূর্বক পূজা করাই সর্কোত্তম, ইহাতে নরগণের বিশেষ কল লাভ হয় সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥



নিয়মং প্রথমং কৃৎস্না পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ ।  
 উপবাসেন নক্তেন চৈকভক্তেন বা পুনঃ ॥ ২৫ ॥  
 করিম্যামি ত্রতং মাতর্নবরাত্রমশুভমম্ ।  
 সাহায্যং কুরু মে দেবি ! জগদম্ব ! মমাখিলম্ ॥ ২৬ ॥  
 যথাশক্তি প্রকর্তব্যো নিয়মো ত্রতহেতবে ।  
 পশ্চাৎ পূজা প্রকর্তব্যো বিধিবশ্মদ্রপূর্বকম্ ॥ ২৭ ॥  
 চন্দনাগুরুকপূরৈঃ কুস্তমৈশ্চ\* স্নগন্ধিভিঃ ।  
 মন্দারকরজাশোকচম্পকৈঃ করবীরকৈঃ ॥ ২৮ ॥  
 মালতীব্রহ্মকাপুষ্পৈস্তথাবিষ্মদলৈঃ শুভৈঃ ।  
 পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধূপৈর্দীপৈর্বিধানতঃ ॥ ২৯ ॥  
 ফলৈর্নানাবিধৈরর্ঘ্যং প্রদাতব্যঞ্চ তত্র বৈ ।  
 নারিকেলৈর্মাতুলিসৈর্দাড়িমীকদলীফলৈঃ ॥ ৩০ ॥  
 নারসৈঃ পনসৈশ্চৈব তথা পূর্ণফলৈঃ শুভৈঃ ।  
 অম্বদানং প্রকর্তব্যং ভক্তিপূর্বং নরাধিপ\* ! ॥ ৩১ ॥  
 মাংসাশনং যে কুর্বন্তি তৈঃ কার্য্যং পশুহিংসনম্ ।  
 মহিষাজবরাহাণাং বলিদানং বিশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

নিয়মং সঙ্কল্পম্ । তৎ স্বরূপমাহ উপবাসেনেতি ॥ ২৫—২৬ ॥

উপবাসাদ্যশক্তাবাহ যথাশক্তিতি ॥ ২৭ ॥

করজং পুষ্পজাতিবিশেষঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মকাপুষ্পৈর্ব্রাহ্মীপুষ্পৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

পূর্ণফলৈর্বিষ্মদলৈঃ ॥ ৩১ ॥

পূর্ণরাত্রিতে উপবাস অথবা পূর্ণদিবসে একবার মাত্র হবিষ্যন্ত ভক্ষণ পূর্বক পরদিন প্রথমেই  
 কল্প করিয়া পশ্চাৎ পূজার অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে যে,  
 গাতর্জগদম্বিকৈ ! আমি অত্যাশ্রয় নবরাত্র ত্রতের অনুষ্ঠান করিব আপনি আমাকে সকল  
 বিষয়েই সাহায্য করুন ॥ ২৬ ॥ ত্রতের নিমিত্ত যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ  
 বিধি অনুসারে মন্দোক্তার পূর্বক পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥ চন্দন, অগুরু কপূর, মন্দার, করজ,  
 শোক, চম্পক, করবীর মালতী ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি উত্তম উত্তম স্নগন্ধি\* পুষ্প সকল ও উত্তম  
 উত্তম বিষ্মদল, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা জগদ্ধাত্রীর বিধিপূর্বক পূজা করিয়া নারিকেল, মাতুল-

\* নৈবেদ্যানি বিচিত্রানি সর্কারসংযুতানি চ । ওদনং পায়সকৈব পুপাংস্ত বটকাংস্তথা ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কৃত্যপি দৃষ্টভেদে ।

দেব্যাগ্রে নিহতা যাস্তি পশবঃ স্বৰ্গমব্যয়ম্ ।

ন হিংসা পশুজা তত্র নিম্নতাং তৎকৃতেহনঘ ! ॥ ৩৩ ॥

অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তা সৰ্বশাস্ত্রবিনির্গয়ে ।

দেবতার্থে বিসৃষ্টানাং পশুনাং স্বৰ্গতিষ্ঠুবা ॥ ৩৪ ॥

হোমার্থৈকৈব কৰ্তব্যং কুণ্ডৈকৈব ত্রিকোণকম্ ।

স্থণ্ডিলং বা প্রকৰ্তব্যং ত্রিকোণং মানতঃ শুভম্ ॥ ৩৫ ॥

ত্রিকালং পূজনং নিত্যং নানাঙ্গবৈৰ্মনোহরৈঃ ।

গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ কৰ্তব্যৈশ্চ মহোৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥

মাংসাশনং যে কুৰ্বন্তীতি । যদ্যপি মাংসাশনং ব্রাহ্মণৈরপি ক্রিয়তে তথাপি ব্রাহ্মণস্ত  
কালিকাপুরাণাদিষু সাক্ষ্যবলিদানশ্চ নিবেদকথনাং ক্ষত্রিয়বিষয়ক এবাশ্নং বিধিরিতি বোধ্যম্ ।  
তথাচ শারদায়াং ব্রাহ্মণো নিম্নতঃ শুদ্ধঃ সাত্ত্বিকঃ বলিমাহরেদिति । তথা হিংসায়ুক্তো বলি-  
জ্ঞাদ্যবর্ণং হিত্বা প্রশস্ততে ইতি । আদ্যবর্ণং ব্রাহ্মণবর্ণং হিত্বা ত্যক্তেত্যর্থঃ । তথা কালিকা-  
পুরাণে । সিংহব্যাঘ্রাদিকং দত্ত্বা চাত্তবধ্যাগবাপুয়াং । মদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব  
হীয়তে । অবশ্যং বিহিতো যত্র বলিস্তত্র দ্বিজঃ পুনঃ । পিষ্টেনাপি ঘৃতেনাপি নিম্নিতত্ব  
সমর্পয়েদिति । ছানোগ্যশ্রুতিরপি । অহিংসনু সৰ্বভূতাত্ত্বত্ব তীর্থেভ্য ইতি ন হিংস্তাং সৰ্ব-  
ভূতানীত্যপি ॥ ৩২ ॥

নহু দেবাতিরিক্তদেবতাস্থ শাস্ত্রেবলিদানমহুত্বা দেবপাসনারামেব কিমिति বলিদানং-  
শাস্ত্রেবুজ্জমিতি চেদত্র সমাহিতং চুৰ্গাপ্রদীপে যামলে । ব্রহ্মবিদ্যাজীবদশানিহন্তীতি শ্রুতৌ  
শ্রুতং তত্ত্বাং কারণাদেব্যা বলিদানং প্রিয়ং মতমिति । যতঃ কারণাদেবী ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী  
ভবতি ব্রহ্মবিদ্যায়াশ্চ স্বভাবো জীবদশা নাশরিতব্যোক্তি তন্মাদেব্যাঃ প্রিয়ো বলির্ভবতীতি  
তদর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ন হিংসা পশুজা তত্রৈতি অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তেতি চ ক্ষত্রিয়োদ্দেশেনৈব তত্ত্ব চিত্তে  
জায়মানহিংসাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং ন ব্রাহ্মণোদ্দেশেনেতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

মানত ইতি । হোমামুসারেণৈকহস্তাদিশহস্তাস্তমানত ইত্যর্থঃ । তদ্বক্তং শার-  
দায়াম্ । দশহস্তাস্তমন্ত্ৰেযামিতি । মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডঃ শতার্ধে সম্প্রচক্ষতে । শতহোমেহরতি-

লিজ, দাড়িম, কদলী, নারঙ্গ, পনস ও বিষাদি বিবিধ ফল দ্বারা অৰ্ঘ্যপ্রদান পুরঃসর ভক্তি-  
সম্বিত চিত্তে অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৮—৩১ ॥ যাহারা মাংসভোজী তাহারা দেবীর পূজায়  
পশু হিংসা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্ত ছাগ অথবা বস্ত্রবরাহের বলি প্রদানই উত্তম কৰ্ম ॥ ৩২ ॥  
হে অনঘ ! দেবীর অগ্রে নিহত পশুগণ অক্ষয় স্বৰ্গ লাভ করিয়া থাকে ; অতএব পশুঘাতী  
ব্যক্তিগণের পশু হনন নিমিত্ত পাতক জন্মে না । রাজন্ ! দেবতাদিগের বলিকার্যে  
কৃতোৎসর্গ পশুগণের নিশ্চয়ই স্বৰ্গলাভ হয়, এজন্ত সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তে যাজ্ঞিকী হিংসা  
অহিংসা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হোমের নিমিত্ত তাহার পরিমাণ অনুসারে  
একহস্ত হইতে দশহস্ত পর্যন্ত ত্রিকোণ কুণ্ড এবং ত্রিকোণ স্থণ্ডিল নির্মাণ কর্তব্য ॥ ৩৫ ॥  
প্রতিদিন ত্রিসঙ্খ্যায় বিবিধ মনোহর দ্রব্যে দেবীর পূজা করিয়া পরিশেষে গীত ও নৃত্যাদি

নিত্যং ভূমৌ চ শয়নং কুমারীগণং পূজনম্ ।  
 বস্ত্রালঙ্করণৈর্দিব্যভোজ্যৈশ্চ স্নানময়ৈঃ ॥ ৩৭ ॥  
 একৈকাং পূজয়েন্নিত্যমেকবক্ষ্য্য তথা পুনঃ ।  
 দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রত্যেকং নবকঞ্চ বা ॥ ৩৮ ॥  
 বিভবস্থানুসারেণ কর্তব্যং পূজনং কিল ।  
 বিভ্রাণ্ড্যং ন কর্তব্যং রাজহুত্তিমথে সদা ॥ ৩৯ ॥  
 একবর্ষা ন কর্তব্য্য কন্যাপূজাবিধৌ নৃপ ! ।  
 পরমজ্ঞা তু ভোগানাং গন্ধাদীনাঞ্চ বালিকা ॥ ৪০ ॥  
 কুমারিকা তু সা প্রোক্তা দ্বিবর্ষা যা ভবেদিহ ।  
 ত্রিমূর্তিঞ্চ ত্রিবর্ষা চ কল্যাণী চতুর্বদিকা ॥ ৪১ ॥  
 রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়্ বর্ষা কালিকা স্মৃতা ।  
 চণ্ডিকা সপ্তবর্ষা স্তাদষ্টবর্ষা চ শান্তবী ॥ ৪২ ॥

মাত্রমিত্যাदि । অত্র হোমস্ত তত্ত্বংকল্পোক্ত এব গ্রাহো যো যত্রোক্তো নিত্যনৈমিত্তিককাম্য-  
ভেদেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥

স্নানময়ৈরমৃতময়ৈর্মিষ্টৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কুমারীপূজনে পঞ্চানাহ একৈক্যমিতি । প্রত্যহমেকৈক্যমিত্যেকঃ পঞ্চঃ । একৈক-  
বুদ্ধোতি তু দ্বিতীয়ঃ । দ্বিগুণত্রিগুণবুদ্ধোতি তু তৃতীয়চতুর্থপঞ্চো । প্রত্যেকং প্রত্যহং  
নবকঞ্চ বা নব নব কুমারীগণং পূজনমিত্যন্তমঃ পঞ্চঃ ॥ ৩৮ ॥

শক্তিমথেষ্টমায়জ্ঞে ॥ ৩৯ ॥

একবর্ষা ন কর্তব্যোতি । তত্র হেতুর্যতঃ সা গন্ধাদিভোগানামজ্ঞা ততঃ ॥ ৪০ ॥

দ্বিবর্ষাদিশবর্ষান্তানাং পূজ্যানাং কুমারীগণং নামানি তৎপূজাফলং তাসাং পূজামজ্ঞা-  
শোচ্যন্তে । কুমারিকা তু সেতি ॥ ৪১—৪২ ॥

দ্বারা উৎসব করিবে ॥ ৩৬ ॥ প্রতিদিন ভূমিতে শয়ন করিবে এবং স্নান সদৃশ স্মিষ্ট ভোজ্য-  
দ্রব্য ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা কুমারীগণের পূজা করিবে ॥ ৩৭ ॥ প্রতিদিন এক একটা অথবা  
প্রত্যহ এক একটা বৃদ্ধি করিয়া কিংবা প্রতি দিবস দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ অথবা প্রতিদিন নব  
নয়টা করিয়া কুমারী পূজা কর্তব্য ॥ ৩৮ ॥ রাজন ! বৈভবানুসারে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত  
কুমারী পূজা করিবে, তাহাতে কদাচই বিভ্রাণ্ড্য বা কুপণতা প্রকাশ করিবে না ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! কুমারী পূজার নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ করুন ; একবর্ষীয় কুমারী পূজা করা  
কর্তব্য নহে, যেহেতু তাহার গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুর রসান্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ॥ ৪০ ॥  
এ বিষয়ে দ্বিবর্ষীয়া কন্যাই কুমারী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিমূর্তি, চতুর্বর্ষীয়া কল্যাণী, পঞ্চবর্ষীয়া রোহিণী,  
ষড়্ বর্ষীয়া কালিকা, সপ্তবর্ষীয়া চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষীয়া শান্তবী, নববর্ষীয়া দুর্গা, দশবর্ষীয়া সূতদ্রা  
নামে কথিত হইয়া থাকে ; ইহার অধিক বয়স্ক কন্যা সর্ব কার্য্যেই গর্হিত, অতএব তাহা-



নববর্ষা ভবেদুর্গা স্তুতদ্রা দশবার্ষিকী ।  
 অত উক্তং ন কৰ্তব্য। সৰ্বকাৰ্য্যবিগৰ্হিতা ॥ ৪৩ ॥  
 এতিশ্চ নামভিঃ পূজা কৰ্তব্য। বিধিসংযুতা ।  
 তাসাং ফলানি বক্ষ্যামি নবানাং পূজনে সদা ॥ ৪৪ ॥  
 কুমারী পূজিতা কুৰ্যাদুঃখদারিদ্র্যনাশনম্ ।  
 শত্রুক্ৰয়ং ধনায়ুৰ্যবলবৃদ্ধিং কৰোতি বৈ ॥ ৪৫ ॥  
 ত্রিমূৰ্ত্তিপূজনাদায়ুস্ত্রিবৰ্গস্য ফলং ভবেৎ ।  
 ধনধান্যাগমশ্চৈব পুত্রপৌত্রাদিবৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬ ॥  
 বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী চ রাজ্যার্থী যশ্চ পার্থিবঃ ।  
 সুখার্থী পূজয়েন্নুনং কল্যাণীং সৰ্বকামদাম্ ॥ ৪৭ ॥  
 রোহিণীং রোগনাশায় পূজয়েদ্বিধিবম্বরঃ ।  
 কালিকাং শত্রুনাশার্থং পূজয়েত্তত্ত্বিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৪৮ ॥  
 ঐশ্বর্য্যধনকামশ্চ চণ্ডিকাং পরিপূজয়েৎ ।  
 পূজয়েচ্ছান্ত্তবীং নিত্যং নৃপ ! সংমোহনায় চ ॥ ৪৯ ॥  
 দুঃখদারিদ্র্যনাশায় সংগ্রামে বিজয়ায় চ ।  
 ক্রুরশত্রুবিনাশার্থং তথোগ্রকৰ্ম্মসাধনে ॥ ৫০ ॥  
 দুৰ্গাঞ্চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা পরলোকসুখায় চ ।  
 বাঞ্ছিতার্থস্য সিদ্ধার্থং স্তুতদ্রাং পূজয়েৎ সদা ॥ ৫১ ॥

ন কৰ্তব্য। পূজার্থং ন কৰ্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫১ ॥

দ্বিগুণে পূজার নিমিত্ত কুমারী কর্তব্য নহে ॥ ৪১—৪৩ ॥ এই সকল নাম দ্বারা বিধি  
 পূৰ্ব্বক দেবীর পূজা করিবে । নববিধ কুমারী পূজনের ফল বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥ কুমা-  
 রীর পূজা করিলে দুঃখ নাশ দারিদ্র্যভঞ্জন, শত্রুক্ৰয়, ধন, আয়ু এবং বলবৃদ্ধি হয় ॥ ৪৫ ॥  
 ত্রিমূৰ্ত্তি পূজা করিলে আয়ু বৃদ্ধি, ত্রিবর্গের ফললাভ, ধনাগম ও পুত্র পৌত্রাদির বৃদ্ধি হইয়া  
 থাকে ॥ ৪৬ ॥ যে ব্যক্তি বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী রাজ্যার্থী ও সুখাভিলাষী হইবেন তিনি সৰ্ব-  
 কামদায়িনী কল্যাণী কুমারীর পূজা করিবেন ॥ ৪৭ ॥ মানবগণ, রোগবিনাশের নিমিত্ত  
 বিধি পূৰ্ব্বক রোহিণীর পূজা করিবে । শত্রু বিনাশের নিমিত্ত তত্ত্বিপূৰ্ব্বক কালিকা পূজা,  
 এবং ঐশ্বর্য্য ও ধন কামনার তত্ত্বিসহকারে চণ্ডিকা পূজা করিবে । রাজন্ ! শত্রু সমো-  
 হনের নিমিত্ত, দুঃখ ও দারিদ্র্য বিনাশের এবং সংগ্রামে বিজয় লাভের নিমিত্ত শান্তবীর  
 পূজা করা কৰ্তব্য ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতিশয় মিষ্টরূপ শত্রু নিপাতের নিমিত্ত এবং পারদৌৰ্ব্ব

ত্রীরস্বিত্তি চ মস্ত্রেণ পূজয়েদুত্তিতংপরঃ ।  
 ত্রীযুক্তমস্ত্রেণথবা বীজমস্ত্রেণথাপি বা ॥ ৫২ ॥  
 কুমারস্ত চ তত্ত্বানি যা সৃজত্যপি লীলয়া ।  
 কাদীনপি চ দেবাংস্তাং কুমারীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥  
 সত্বাদিভিস্ত্রিমূর্তির্থা তৈহি নানাস্বরূপিণী ।  
 ত্রিকালব্যাপিনী শক্তিস্ত্রিমূর্তিঃ পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৪ ॥  
 কল্যাণকারিণী নিত্যং ভক্তানাং পূজিতানিশম্ ।  
 পূজয়ামি চ তাং ভক্ত্যা কল্যাণীং সর্বকামদাম্ ॥ ৫৫ ॥  
 রোহয়ন্তী চ বীজানি প্রাগ্জন্মসঞ্চিতানি বৈ ।  
 যা দেবী সর্বভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥  
 কালী কালয়তে সর্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।  
 কল্লান্তসময়ে যা তাং কালিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥  
 চণ্ডিকাং চণ্ডরূপাঞ্চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনীম্ ।  
 তাং চণ্ডপাপহরিণীং চণ্ডিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

ত্রীমস্ত্রযুক্তৈস্ত্রেণৈর্মদৈবর্বা ॥ ৫০ ॥

তান্ মদ্র্যানেবাহ কুমারস্ত চেতি । কুমারস্ত বালকস্ত স্কন্দস্ত বা তত্ত্বানি রহস্তভূতানি বস্তুনি  
 যা সৃজতীত্যর্থঃ । কাদীন ব্রহ্মাদীনপি দেবান্ ॥ ৫৩ ॥

সত্বাদিভিঃ সত্বাদিগুণৈস্ত্রিমূর্তির্মহালক্ষ্ম্যাদিরূপিণী । তৈঃ সত্বাদিগুণৈরেব নানারূপিণী  
 প্রস্তাররীত্যা ত্রিকালব্যাপিনী কালত্রয়াবধ্যা চিত্রপিনী ॥ ৫৪—৫৫ ॥

রোহয়ন্তী অক্ষুরীভূতানি কুর্কন্তী ॥ ৫৬—৫৮ ॥

স্ত্রের নিমিত্ত হুর্গার অর্চনা করিবে । নরগণ, বাহিতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রভদ্রার পূজা  
 করিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ মানবগণ, ভক্তি তংপর হইয়া ত্রীরস্ব ইত্যাদি মস্ত্রে অথবা ত্রীযুক্ত  
 মস্ত্রে কিংবা বীজমস্ত্র দ্বারা কুমারীগণের পূজা করা কর্তব্য ॥ ৫২ ॥ যিনি অবলীলাক্রমে  
 কুমার কার্তিকেয়ের রহস্তভূত পবিত্র তত্ত্ব সকলের এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সৃষ্টি  
 করিয়াছেন, আমি সেই কুমারী দেবীর পূজা করিতেছি ॥ ৫৩ ॥ যিনি সত্ব, রজঃ ও তমঃ  
 এই গুণত্রয় ভেদে ত্রিমূর্তি হইয়াছেন, এবং সেই গুণত্রিতয়ের বহল প্রভেদে বহুরূপিণী  
 হইয়াছেন, ত্রিকালব্যাপিনী সেই ত্রিমূর্তিকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৪ ॥ যিনি পূজিতা  
 হইয়া নিয়তই কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সর্বকামদায়িনী কুমারী কল্যাণীকে  
 আমি ভক্তিসহকারে পূজা করিতেছি ॥ ৫৫ ॥ যিনি সমস্ত জীবগণের পূর্বজন্ম সঞ্চিত  
 কর্মবীজ অক্ষুরিত করিয়া থাকেন সেই রোহিণীদেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত চিত্তে পূজা  
 করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ যিনি কল্লান্ত সময়ে কালীরূপে চরাচর সহিত এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সকল

অকারণাং সমুৎপত্তির্গম্যৈঃ\* পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
 যন্তাস্তাং স্তুত্বদাং দেবীং শাস্ত্রবীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৯ ॥  
 দুর্গা ত্রায়তি ভক্তং যা সদা দুর্গার্তিনাশিনী ।  
 দুর্জেরা সৰ্বদেবানাং তাং দুর্গাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬০ ॥  
 স্তুত্বদ্রাণি চ ভক্তানাং কুরুতে পূজিতা সদা ।  
 অভদ্রনাশিনীং দেবীং স্তুত্বদ্রাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬১ ॥  
 এভির্মন্ত্রৈঃ পূজনীয়াঃ কন্যকাঃ সৰ্বদা বুধৈঃ ।  
 বস্ত্রালঙ্করণৈর্মাল্যৈর্গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 নবরাত্রবিধিকীৰ্ত্তনং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অকারণাদিতি । যন্তাঃ সমুৎপত্তির্গম্যৈর্ষেৎস্বরূপৈর্বেদৈরকারণাদেব পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
 যন্তা আবির্ভাবো কারণাদেব ভবতি । স্বম্মাদেব স্বয়মাবির্ভবতি নাত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥  
 নবরাত্রপূজাক্রমস্থলানগ্রহাদবসেয়ঃ । গৌরবাদত্র ন লিখ্যতে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

কবিশাছেন সেই কালিকা দেবীকে আমি ভক্তি পূর্বক পূজা করিতেছি ॥ ৫৭ ॥ যিনি চণ্ড-  
 রূপিণী বলিয়া চণ্ডিকা নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি চণ্ড মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে  
 বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রচণ্ড পাপহারিণী চণ্ডিকা দেবীকে আমি ভক্তি নম্র মানসে পূজা  
 করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ বেদ ব্রহ্ম যাহার স্বরূপ, সেই বেদে অকারণেই যাহার উৎপত্তি পবি-  
 কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, সেই সৰ্বসুখপ্রদা শাস্ত্রবী দেবীকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৯ ॥ যিনি  
 ভক্তগণকে পরিজ্ঞান করেন এবং যিনি নিয়তই বিপদ বিনাশ করিয়া থাকেন, অখিল দেব-  
 গণও যাহাকে জানিতে সমর্থ নহেন, আমি সেই দুর্গার্তিনাশিনী দুর্গাদেবীকে ভক্তি পূর্বক  
 পূজা করিতেছি ॥ ৬০ ॥ যিনি পূজিতা হইয়া ভক্তগণের অমঙ্গল বিনাশ করিয়া নিরন্তর  
 কল্যাণবিধান করেন সেই স্তুত্বদ্রা দেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত মানসে অর্চনা করি-  
 তেছি ॥ ৬১ ॥ বুধগণ এই সকল মন্ত্রে বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য গন্ধাদি ও অস্ত্রাশ্রু নানাপ্রকার  
 দ্রব্য দ্বারা সৰ্বদাই কুমারী প্রভৃতি কন্যাগণের পূজা করিবেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রবিধানকীৰ্ত্তন নামক  
 ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## সপ্তবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

হীনাক্ষীং বর্জয়েৎ কন্যাং কুষ্ঠযুক্তাং ত্রণাক্ষিতাম্ ।  
 গন্ধক্ষুরিতহীনাক্ষীং\* বিশালকুলসম্ভবাম্ ॥ ১ ॥  
 জাত্যক্ষাং কেকরাং কানীং কুরুপাং বহুরোমশাম্ ।  
 সন্ত্যজেদ্রোগিনীং কন্যাং রক্তপুষ্পাদিনাক্ষিতাম্ ॥ ২ ॥  
 ক্ষামাং গর্ভসমুদ্ভূতাং† গোলকাং কন্যকোদ্ভবাম্ ।  
 বর্জনীয়াঃ সদা চৈতাঃ সর্বপূজাদিকর্মসু ॥ ৩ ॥  
 অরোগিনীং সুরূপাক্ষীং সূন্দরীং ত্রণবর্জিতাম্ ।  
 একবংশসমুদ্ভূতাং কন্যাং সম্যক্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥  
 ব্রাহ্মণী সর্বকার্যেষু জয়ার্থে নৃপবংশজা ।  
 লাভার্থে বৈশ্যবংশোখা ক্ষেমে চ শূদ্রবংশজা ॥ ৫ ॥

সপ্তাদিকৈস্ত পকাশংপদৈবথ কুমারিকাঃ ।

কথয়িত্বা বর্জনীয়া মহাত্ম্যঃ পি চোচাতে ॥

বর্জনীয়াঃ কুমারিকা আহ হীনাক্ষীমিতি । নূনাক্ষীমিত্যর্থঃ । গন্ধেন দুর্গন্ধেন ক্ষুরিতং যুক্তমতএব হীনমঙ্গং যশাস্তাম্ । বিশালং বেঃ শালঙ্কটচৌ । বিশালকুলসম্ভবাঃ দৃষ্টকুল-সম্ভবামিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রক্তপুষ্পাদিনাক্ষিতাং রক্তপুষ্পং ক্রীরজ আদিষৌবনচিহ্নস্তেনান্বিতাম্ ॥ ২ ॥

ক্ষামাং ক্লাম্ । গর্ভসমুদ্ভূতামতিবাল্যমেকদিনাদিজাতাম্ । গোলকাং মৃতভর্তৃমাতৃজাতাং বিধবাজ্ঞামিত্যর্থঃ । কন্যকোদ্ভবামবিবাহিতকন্যাজ্ঞাম্ ॥ ৩ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! হীনাক্ষী, কুষ্ঠরোগিনী, ত্রণাবিতা, দুর্গন্ধদূষিতাক্ষী ও দৃষ্টকুল-সম্ভবা কুমারীগণকে নবরাত্রপূজায় গ্রহণ করিবেন না ॥১॥ আর যাহারা জন্মাক্ষা, কেকরাক্ষী (যাহার চক্ষু টেরা,) কানী (একচক্ষু হীনা) কুরুপা, বহুরোমাবিতা, রোগিনী ও রক্ত-যলা অথবা অন্য কোন ঘৌবনচিহ্নযুক্তা, অতিক্রুশা, সদ্যোজাতা, বিধবার গর্ভোৎ-পন্ন অথবা অবিবাহিতার গর্ভজাতা, সেই সকল কুমারীগণ, সর্বদা পূজাদি সমস্ত কার্যেই বর্জনীয় ॥২—৩॥ রাজন্ ! অরোগিনী, সুরূপাক্ষী, সূন্দরী, ত্রণবর্জিতা ও যাহারা জারজ নহে সেই সকল কুমারীগণের পূজা করাই কর্তব্য ॥৪॥ সমস্ত কার্যেই ব্রাহ্মণবংশজা, জয়ের নিমিত্ত

\* গ্রহিষ্কৃতিত নীর্ণাক্ষীঃ । ইতি বা পাঠঃ । † বিশালকুলসম্ভবাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

‡ দানীগর্ভসমুদ্ভূতাম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রাহ্মণৈর্ব্রাহ্মজাঃ পূজ্যাঃ রাজনৈর্ব্রাহ্মকুলজাঃ ।  
 বৈশ্বৈশ্চিবর্গজাঃ পূজ্যাশ্চতস্রাঃ পাদসম্ভবৈঃ ॥ ৬ ॥  
 কারুভির্শৈচব বংশোখা যথাযোগ্যং প্রপূজয়েৎ ।  
 নবরাত্রবিধানেন ভক্তিপূর্ব্বং সদৈব হি ॥ ৭ ॥  
 অশক্তো নিয়তং পূজাং কর্তুং চেম্ববরাত্রকে ।  
 অক্ষম্যাক্ষ বিশেষেণ কর্তব্যং পূজনং সদা ॥ ৮ ॥  
 পুরাক্ষম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ।  
 প্রাহুর্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ ॥ ৯ ॥  
 অতোহক্ষম্যাং বিশেষেণ কর্তব্যং পূজনং সদা ।  
 নানাবিধোপহারৈশ্চ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১০ ॥  
 পায়সৈরামিষৈর্হোমৈর্ব্রাহ্মণানাক্ষ ভোজনৈঃ ।  
 ফলপুষ্পোপহারৈশ্চ তোষয়েজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ১১ ॥  
 উপবাসে হৃদয়ান্নানং নবরাত্রত্রে পুনঃ ।  
 উপোষণত্রয়ং প্রোক্তং যথোক্তং ফলদং নৃপ ! ॥ ১২ ॥

একবংশসমুদ্ভূতামজারজামিত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

পাদসম্ভবৈঃ শূদ্রৈশ্চতস্রো বর্গচতুষ্টয়জ্ঞাঃ কথ্য পূজ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কারুভিরিতি । কারুর্বিষকর্ম্মণি না ত্রিসু কারকশিল্পিনোরিতি মেদিনীকোশাৎ কারুভিঃ শিল্পিভিঃ স্বস্ববংশোখাঃ পূজ্যাঃ । শূদ্রাপেক্ষ্যেতেষ্যং বিশেষঃ ॥ ৭—৯ ॥

অত ইতি । তদ্বক্তৃমীশানসংহিতায়াম্ । একাদশীকোটিসহস্রতুল্যা জন্মাষ্টমী পর্ক্বতরাজ-পূজ্যাঃ । ততোহপি শুক্লা গণিতা শতেন পরাশরব্যাসবশিষ্ঠমুখ্যৈরিতি ॥ ১০ ॥

কুলকুলজা, লাভের নিমিত্ত এবং বৈশ্ববংশজা মঙ্গলের জন্ত শূদ্র কুলোৎপন্ন। কুমারীর পূজা করিবে ॥ ৫ ॥ রাজেন্দ্র ! নবরাত্রবিধানে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বংশজা ; কত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং কত্রিয়ের কুলোৎপন্ন ; বৈশ্ব, ব্রাহ্মণ কত্রিয় ও বৈশ্ববংশজা এবং শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণাদি চতুর্কংশজা কুমারীর ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেক, কিন্তু শিল্পজীবীগণ নিজ নিজ বংশোৎপন্ন কুমারীকে যথাযোগ্য পূজা করিবেক ॥ ৬—৭ ॥ নবরাত্র ত্রেতে যদি নরগণ নিয়ত পূজা করিতে অক্ষম হয়, তবে অষ্টমীতেই বিশেষ রূপ পূজা করিবে ॥ ৮ ॥ পুরাকালে দক্ষযজ্ঞনাশিনী ভদ্রকালী কোটি কোটি যোগিনীগণের সহিত ঘোরতর রূপে প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন ; অতএব, গন্ধ মাল্য ও অনুলেপনাদি নানাবিধ উপহার দ্বারা বিশেষ রূপে অষ্টমীতেই পূজা করিবে ॥ ৯—১০ ॥ এই তিথিতে পায়স ও আমিষ দ্রব্য প্রদান, হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ফলপুষ্পাদি বহুবিধ উপহার দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করিবে ॥ ১১ ॥ নৃপবর । নবরাত্র ত্রেতে দ্বিহারা উপবাসে

সপ্তম্যাঞ্চ তথাক্ষম্যাং নবম্যাং ভক্তিভাবতঃ ।  
 ত্রিরাত্রকরণাং সৰ্ব্বং ফলং ভবতি পূজনাং ॥ ১৩ ॥  
 পূজাভিশ্চৈব হোমৈশ্চ কুমারীপূজনৈস্তথা ।  
 সম্পূর্ণং তদ্ব্রতং প্রোক্তং বিপ্রাণাক্ষৈব ভোজনৈঃ ॥ ১৪ ॥  
 ব্রতানি যানি চান্ধানি দানানি বিবিধানি চ ।  
 নবরাত্রব্রতশ্চান্য নৈব তুল্যানি ভূতলে ॥ ১৫ ॥  
 ধনধান্যপ্রদং নিত্যং স্তুতসন্তানবৃদ্ধিদম্ ।  
 আয়ুরারোগ্যদৈকৈব স্বৰ্গদং মোক্ষদং তথা ॥ ১৬ ॥  
 বিদ্যার্থী বা ধনার্থী বা পুত্রার্থী বা ভবেন্নরঃ ।  
 তেনেদং বিধিবৎ কার্য্যং ব্রতং সৌভাগ্যদং শিবম্ ॥ ১৭ ॥  
 বিদ্যার্থী সৰ্ব্ববিদ্যাং বৈ প্রাপ্নোতি ব্রতসাধনাং ।  
 রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং সমবাপ্নোতি সৰ্ব্বথা ॥ ১৮ ॥  
 পূৰ্ব্বজন্মনি যৈনূনং ন কৃতং ব্রতমুত্তমম্ ।  
 তে ব্যাধিনো দরিদ্রাশ্চ ভবন্তি পুত্রবৰ্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥  
 বন্ধ্যা চ যা ভবেন্নারী বিধবা ধনবৰ্জিতা ।  
 অনুমা তত্র কৰ্ত্তব্যং নেয়ং কৃতবতী ব্রতম্ ॥ ২০ ॥

আমিষৈর্মাংসৈঃ । ইদং ক্ষত্রিয়াদিপরম্ ॥ ১১—১৩ ॥

বিপ্রাণাং চৈব ভোজনৈরৈতৈঃ সৰ্বৈর্ব্রতং সম্পূর্ণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৯ ॥

অশক্ত, তাঁহারা তিন দিন উপবাস করিলেই যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ সপ্তমী  
 অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে ভক্তিভাবে ত্রিরাত্র করিয়া পূজা করিলে সমস্ত ফল লাভ  
 হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ দেবীর পূজা, হোম, কুমারী পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই সমস্ত কার্য্য  
 দ্বারা নবরাত্র ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ জনমেজয় ! ভূতলে অন্যান্য যে কিছু ব্রত ও  
 দান কর্ত্ত্ব অনুরূপ হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এই নবরাত্র ব্রতের তুল্য ফলপ্রদ নহে ॥ ১৫ ॥  
 এই ব্রতের অনুষ্ঠানে ধন, ধান্য, সন্তান বৃদ্ধি, স্তুতসমৃদ্ধি, আয়ু, আরোগ্য এবং স্বৰ্গ অধিক  
 কি মোক্ষ পর্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ বিদ্যার্থী, ধনার্থী অথবা পুত্রার্থী হইয়া বিধি  
 পূৰ্ব্বক এই কল্যাণকর সৌভাগ্যপ্রদ নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সফলমনোরথ  
 হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যা এবং  
 রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ১৮ ॥ বাহারা পূৰ্ব্বজন্মে এই অত্যাশ্রম  
 পূণ্যপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহারা এই জন্মে ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র ও পুত্রবৰ্জিত  
 হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥ যে নারী বন্ধ্যা, বিধবা ও পুত্রবৰ্জিতা ; তাহাদিগকে দর্শন



নবরাত্রত্ৰতং প্রোক্তং ন কৃতং যেন ভূতলে ।

স কথং বিভবং প্রাপ্য মোদতেহত্র তথা দিবি ॥ ২১ ॥

রক্তচন্দনসংমিশ্রৈঃ কোমলৈর্বিষ্মপত্রকৈঃ ।

ভবানী পূজিতা যেন স ভবেম্পতিঃ ক্রিতৌ ॥ ২২ ॥

নারাধিতা যেন শিবা সনাতনী

দুঃখার্তিহা সিদ্ধিকরী জগদ্বরা ।

দুঃখাবৃতঃ শক্রযুতশ্চ ভূতলে

নুনং দরিদ্রো ভবতীহ মানবঃ ॥ ২৩ ॥

যাং বিষ্ণুরিন্দ্রো হরপদ্মজৌ তথা

বহ্নিঃ কুবেরো বরুণো দিবাকরঃ ।

ধ্যায়ন্তি সর্বার্থসমাপ্তিনন্দিতা

স্তাং কিং মনুষ্যা ন ভজন্তি চণ্ডিকাম্ ॥ ২৪ ॥

স্বাহাস্বধানামমনুপ্রভাবৈ-

স্তুপ্যন্তি দেবাঃ পিতরস্তথৈব ।

যজ্ঞেষু সর্বেষু মুদা হরন্তি

যন্নামমুগ্ধাঃ শ্রুতিভিমূর্নীন্দ্রাঃ । ২৫ ॥

ইয়ং বিধবা ত্রতং ন কৃতবতীত্যমুমাশ্রমিতিঃ কৰ্ত্তব্যোত্যর্থঃ । যত ইয়ং বিধবা জাতা তত ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২৩ ॥

সর্বার্থানাং সমাপ্তিঃ সমবাপ্তিঃ প্রাপ্তিস্তুয়া নন্দিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়া এই অমুমান করিবে যে, তাহারা পূৰ্ণ জন্মে কখন এই ত্রতের অমুষ্ঠান কবে নাই ॥ ২০ ॥ এই অবনিতলে যে ব্যক্তি উপরোক্ত নবরাত্র ত্রতের অমুষ্ঠান করে নাই, সে কিরূপে বিভব প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে ও সুখ সম্ভোগে বাস করিতে পারিবে ? ॥ ২১ ॥ যিনি রক্তচন্দনলিপ্ত কোমল বিষদল দ্বারা ভগবতী ভবানী দেবীর পূজা করিয়াছেন, তিনিই এই পৃথিবীতলে রাজা হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ যে মানব এই অধিল জগতের জগদ্বরা, সর্বার্থ সিদ্ধিকারিণী দুঃখার্তিবিনাশিনী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভবানীর আরাধনা করে নাই, সে ব্যক্তি এই অবনীতে দুঃখিত দরিদ্র ও শক্রসংযুত হইয়া বাস করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ হরি, হর, ব্রহ্মা, বাসব, বহ্নি, বরুণ, কুবের ও দিবাকর, ইহঁরা সর্ববিধ বৈভবে ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়াই যখন সেই সচ্চিদানন্দময়ী জগদম্বিকার ধ্যান করিয়া থাকেন, তখন মনুষ্যাগণ, সেই সর্বার্থসাধিকা চণ্ডিকাদেবীর ভজনা করে না কেন ? ॥ ২৪ ॥ স্বাহা ও স্বধা নামক মন্ত্র প্রভাবে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিভূপ্ত হইয়া

যশ্চেচ্ছয়া সৃজতি বিশ্বমিদং প্রজেশো  
 নানাধতারকলনং কুরুতে হরিশ্চ ।  
 নুনং করোতি জগতঃ কিল ভস্ম শত্ৰু-  
 স্তাং শর্মদাং ন ভজতে নু কথং মনুষ্যঃ ॥ ২৬ ॥  
 নৈকোহস্তি সর্বভুবনেষু তয়া বিহীনো  
 দেবো নরোহথ বিহগঃ কিল পন্নগো বা ।  
 গন্ধর্বরাক্ষসপিশাচনগেষু মুনঃ  
 যঃ স্পন্দিতুং ভবতি শক্তিসুতো যথেষ্টম্ ॥ ২৭ ॥  
 তাং ন সেবেত কশ্চপ্তীং সর্বকামার্থদাং শিবাম্ ।  
 ত্রতং তস্তা ন কঃ কুর্যাদ্বাঞ্ছমর্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৮ ॥  
 মহাপাতকসংযুক্তো নবরাত্রত্রতধরেৎ ।  
 মূচ্যতে সর্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ২৯ ॥

স্বাহেতি । স্বাহাস্বপানামকপো যো মনুষ্যঃ প্রভাবৈর্নুদা হর্ষণে হরস্তি বদন্তি । যন্নাম-  
 যগ্নং স্বাহাস্বধোত্যবং রূপং শ্রুতিভির্বেদমন্ত্রান্তে ইত্যর্থঃ । যতস্তুপ্যস্তি ততো যজ্ঞেযু শ্রাক্ষেযু  
 চ বেদমন্ত্রান্তে স্বাহা স্বধোতি প্রযুক্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাসো জনান্ শোচতি যশ্চেচ্ছয়েতি । ( যস্তা ইচ্ছয়া ইত্যত্র সন্ধিরার্থঃ ) ॥ ২৬ ॥

নৈকোহস্তীতি । তয়া শক্ত্যা বিহীনঃ সন্ যথেষ্টং স্পন্দিতুং শক্তিসুতঃ সামর্থ্যযুতো ভবতি  
 এতাদৃশো নৈকোহপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থচতুষ্টয়ং ধর্মার্থকামমোক্ষরূপং বাঞ্ছনিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

মূচ্যত ইতি । তদ্বক্তৃমুদাসংহিতায়াম্ । প্রায়শ্চিত্তং ন পাপানাং যেষান্তেষাম্ নাশনে ।  
 প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং জগদ্ব্যাপদশ্রুতিঃ । অরণেনৈব দুর্গায়া নিমিষাঙ্কেন যৎ ফলম্ । ন  
 তদ্বক্তৃং সমর্থোহস্তি শিবো বর্ষশটৈতরপি । বিষ্ণু নামসহস্রেভ্যঃ শিব নাম বিশিষ্যতে । শিব নাম-

থাকেন সেই স্বাহা ও স্বধা যাহার নামান্তর মাত্র ; মুনিবরগণ যাহার উক্ত নামধ্বন সমস্ত  
 যজ্ঞেই শ্রুতির সহিত কীর্ত্তন করেন ; যাহার ইচ্ছার অধীন হইয়া প্রজাপতি এই বিশ্বের সৃষ্টি  
 করিয়া থাকেন, দেবদেব জন্মার্জন নানাবিধ রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিশ্বের  
 পালন করেন এবং শঙ্কর এই অখিল জগৎ সংহার করেন, মানবগণ সেই সর্বশর্ম্মপ্রদায়িনী  
 ভবানীকে কেননা ভজনা করিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ এই অখিল সংসার মধ্যে সেই শক্তিরূপিনী  
 প্রকৃতি দেবী ব্যতিরেকে কেহই থাকিতে পারে না ; কি দেব কি মানব কি বিহগ, পন্নগ,  
 গন্ধর্ব, রাক্ষস, পিশাচ ও নগাদি সকলে শক্তিসুত হইয়াই যথেষ্ট নড়িতে চড়িতে  
 সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥ ২৭ ॥ অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই সর্বকামার্থদায়িনী চণ্ডিকাদেবীর  
 পূজা না করিবে ? আর ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের বাসনা করিয়া  
 কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার ত্রতানুষ্ঠান না করিবে ? ॥ ২৮ ॥ মহাপাতকী মানব নবরাত্র

পুরা কশ্চিদ্বণিগ্ দীনো ধনহীনঃ স্ফুটঃখিতঃ ।  
 কুটুম্বী চাভবৎ কশ্চিৎ কোশলে নৃপসত্তম ! ॥ ৩০ ॥  
 অপত্যানি বহুশ্চাভবন্ ক্ষুণ্ণীড়িতানি চ ।  
 ভক্ষ্যং কিঞ্চিৎ সায়াক্ষে প্রাপুস্তস্মৈ চ বালকাঃ ॥ ৩১ ॥  
 ভুঙ্তে স্ম কার্য্যকর্তাসৌ পরশ্চাথ বুভুক্ষিতঃ ।  
 কুটুম্বভরণং তত্র চকারাতিনিরাকুলঃ ॥ ৩২ ॥  
 সদা ধর্ম্মরতঃ শান্তঃ সদাচারশ্চ সত্যবাক্ ।  
 অক্রোধনশ্চ ধৃতিমান্মির্দশ্চানন্দয়কঃ ॥ ৩৩ ॥  
 সম্পূজ্য দেবতা নিত্যং পিতৃনপ্যতিথীংস্তথা ।  
 ভুঞ্জানে পোষ্যবর্গেহথ কৃতবান্ ভোজনং বণিক্ ॥ ৩৪ ॥  
 এবং গচ্ছতি কালে বৈ স্থশীলো নামতো গুণৈঃ ।  
 দারিদ্র্যার্ভো বিজং শান্তং পপ্রচ্ছাতিবুভুক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥

স্থশীল উবাচ ।

ভো ভূদেব ! কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য মহামতে ! ।  
 কথং দারিদ্র্যনাশঃ শ্রাদ্ধিতি মে নিশ্চয়েন বৈ ॥ ৩৬ ॥

সহস্রেভ্যো দেবীনাম বিশিষ্যতে । স সাধকো মহাজানী যশ্চ দুর্গাপদাম্বুগঃ । ন চ ভুক্তির্ন  
 বা মুক্তির্ন গতির্নগননিনি ! । বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রীং নিষ্কলং জীবনং ভবেদिति । চরমে  
 জন্মনি পরং শ্রীদেবীভক্তিমান্ ভবেদिति ॥ ২৯ ॥

দীনো হৃৎখী ॥ ৩০ ॥

সায়াক্ষে কিঞ্চিৎ প্রাপুর্নোদরপরিমিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ব্রতানুষ্ঠান করিলে সমস্ত পাপ হইতেই যে মুক্তিলাভ করিতে পারে তাহিষয়ের আর বিচারে  
 প্রয়োজন নাই ॥ ২৯ ॥

মহারাজ ! পূর্বকালে কোন এক ধনহীন হৃৎখী বণিক্ কোশল রাজ্যে বহু কুটুম্ববর্গে  
 পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিত ॥ ৩০ ॥ তাহার অনেকগুলি পুত্র কন্তা হইয়াছিল, তাহার  
 ক্ষুধায় পীড়িত ও কাতর হইয়া দিনান্তে সায়াক্ষকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত  
 হইত ॥ ৩১ ॥ ঐ বণিক্ ও ক্ষুধাতুর হইয়া পরের কার্য্য করিয়া সায়াক্ষকালে ভোজন করিত ;  
 এইরূপে সে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনার পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিত ॥ ৩২ ॥ এই  
 বণিক্ শান্তচিত্ত, সদাচার, সত্যবাদী, সততই ধর্ম্ম তৎপর, ক্রোধহীন, ধৃতিমান্, মদবর্জিত  
 ও অহুয়াপরিশুভ ছিল ; সে প্রতিদিন, দেবতা, পিতৃ ও অতিথিগণের পূজা করিয়া পোষ্যবর্গ  
 ভোজন করিলে পর, আপনি আহার করিত ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে



ধনেষণা মে নৈবাস্তি ধনী স্তামিতি মানদ ! ।

কুটুম্বভরণার্থং বৈ পৃচ্ছামি ত্বাং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥

পুত্রী স্ততস্ত মে বালো ভক্ষার্থী রোদতে ভৃশম্ ।

তাবন্মাত্রং গৃহে নাম্নং মুষ্টিমেকাং দদাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥

বিসর্জিতো যতো গেহাদগতো বালো রুদম্ময়া ।

অতো মে দহতেহত্যর্থং কিং করোমি ধনং বিনা ॥ ৩৯ ॥

বিবাহোহস্তি স্ততায়ামে নাস্তি বিত্তং করোমি কিম্ ।

দশবর্ষাধিকায়াস্ত দানকালোহপি যাত্যলম্ ॥ ৪০ ॥

তেন শোচামি বিপ্রেন্দ্র ! সর্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে !

তপো দানং ব্রতং কিঞ্চিদ্বহি মদ্রজপং তথা ॥ ৪১ ॥

যেনাহং পোষ্যবর্গস্ত করোমি দ্বিজ ! পোষণম্ ।

তাবন্মে স্তাদ্বনপ্রাপ্তির্নাধিকং প্রার্থয়ে কিল ॥ ৪২ ॥

ভুক্তে স্মৃতি । বুভুক্ষিতঃ পরস্ত কার্য্যকর্তাসাবপি সায়াহ্নে এব ভুক্তে স্মৃতা-  
বয়ঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥

সুশীল নামক সেই সুশীল বণিক্ একদিন দারিদ্র্যপীড়িত ও ক্ষুধিত হইয়া শান্তচিত্ত এক  
দ্বিজবরকে জিজ্ঞাসা করিল ; তো! তুদেব! কিরূপে দারিদ্র্য বিনাশ হয় আপনি কৃপা  
করিয়া নিশ্চিত রূপে অদ্য আমাকে তাহা বলুন ॥৩৫—৩৬॥ মহামতে! যাহাতে আমার মান  
রক্ষা হয় তাহা করুন ; আমার ধন বাসনা নাই, ধনী হইব এরূপ কামনাও করি না, দ্বিজো-  
ত্তম! আমি কেবল কুটুম্বভরণের নিমিত্তই আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩৭ ॥  
আমার তনয় তনয়া সকল বালক, তাহারা ক্ষুধাতুর হইয়া অত্যন্ত রোদন করিয়া থাকে,  
আমার এতদ্বিন্যাত্র অন্নও গৃহে নাই যে তাহাদিগকে মুষ্টি মাত্র প্রদান করিতে পারি ॥৩৮॥  
হায়! অদ্য আমার বালকপুত্র ভোজননের নিমিত্ত রোদন করিতেছিল, আমি তর্জনা দ্বারা  
তাহাকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়াছি, দ্বিজবর! যখন আমার পুত্র ক্ষুধাতুর হইয়া কাঁদিতে  
কাঁদিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সেই অবধি আমার হৃদয় সস্তাপানলে দগ্ধ হইতেছে, আমার  
ধন নাই আমি কি করিব? ॥৩৯॥ আমার তনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত, ধন নাই আমি কি  
করি, হায়! তাহার বয়ঃক্রম দশ বৎসরেরও অধিক হইল, তাহার সম্প্রদান কাল গত হইয়া  
যাইতেছে ॥৪০॥ হে দ্বিজেন্দ্র! আমি সেই নিমিত্তই শোক করিতেছি, আপনি দয়ানিধি ও  
সর্বজ্ঞ, আমাকে তপস্তা, দান, ব্রত ও মন্ত্র জপ প্রভৃতির মধ্যে যাহা কিছু একটা উপায়  
বলিয়া দিউন, আমি সেই উপায়ে পোষ্যবর্গের পরিপোষণ করিব, বিপ্রবর! যাহাতে পরি-  
ষ্যবর্গের পোষণ হয় আমি সেই পরিমিত ধনই প্রার্থনা করিতেছি; অধিক প্রার্থনা করি

ত্বংপ্রসাদাৎ কুটুম্বং মে স্থখিতং প্রভবেদিহ ।

তৎ কুরুষ্ব মহাভাগ ! জ্ঞানেন পরিচিস্ত্য চ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতিপৃষ্ঠস্তথা তেন ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।

উবাচ পরমপ্রীতস্তং বৈশ্যং নৃপসত্তম ! ॥ ৪৪ ॥

বৈশ্যবর্গ্যং কুরুষ্বাদ্য নবরাত্রব্রতং শুভম্ ।

পূজনং ভগবত্যাশ্চ হর্বনং ভোজনং তথা ॥ ৪৫ ॥

বেদপারায়ণং শক্তিৰ্জপহোমাদিকং তথা ।

কুরুষ্বাদ্য যথাশক্তি তব কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥

এতস্মাদপরং কিঞ্চিদব্রতং নাস্তি ধরাতলে ।

নবরাত্রাভিধং বৈশ্য ! পাবনং সুখদং তথা ॥ ৪৭ ॥

জ্ঞানদং মোক্ষদঞ্চৈব সুখসন্তানবৰ্দ্ধনম্ ।

শত্রুনাশকরং কামং নবরাত্রব্রতং সদা ॥ ৪৮ ॥

রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ সীতাবিরহিতেন চ ।

কিঞ্চিক্কায়াং ব্রতং চৈতৎ কৃতং দুঃখাতুরেণ বৈ ॥ ৪৯ ॥

প্রতপ্তেনাপি রামেণ সীতাবিরহবহির্নাম ।

বিধিবৎ পূজিতা দেবী নবরাত্রব্রতেন বৈ ॥ ৫০ ॥

ময়া বিসর্জিতো যতো রুদন্ বালো গেহাদ্যতোহিত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৯—৫০ ॥

নাই ॥ ৪১—৪২ ॥ হে মহাভাগ ! আপনার প্রসাদে আমার পরিজনবর্গ যাহাতে এই সংসারে সুখী হইতে পারে, আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করিয়া সেইরূপ উপায় করিয়া দিউন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বৈশ্যকর্তৃক এইরূপে তিষ্ঠাসিদ্ধ হইয়া পরম শ্রীতিসহকারে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, বৈশ্যবর ! তুমি এক্ষণে কল্যাণদায়ক নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবতীর পূজা ও হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন, বেদ-পারায়ণ, শক্তিময় জপ ও হোমাদির যথাশক্তি অনুষ্ঠান কর, তাহাতে অবশ্যই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ৪৪—৪৬ ॥ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত অবনীতলে আর নাই, এই ব্রত অতি পবিত্র ও সুখদায়ক ॥ ৪৭ ॥ এই নবরাত্র ব্রত জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ শত্রুনাশক এবং সুখ ও সন্তান বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ পূর্বে রামচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট ও সীতার বিরহে আকুল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া, কিঞ্চিক্কায়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাম সীতার বিরহানলে অত্যন্ত

তেন প্রাপ্তাথ বৈদেহী কৃষ্ণা সেতুং মহার্ণবে ।

হৃদ্বা মন্দোদরীনাথং কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৫১ ॥

মেঘনাদঃ স্তূতং হৃদ্বা কৃষ্ণা ভূপং বিভীষণম্ ।

পশ্চাদযোধ্যামাগত্য প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫২ ॥

নবরাত্রত্ৰতস্তাশ্চ প্রভাবেন বিশাংবর ! ।

সুখং ভূমিতলে প্রাপ্তং রামেণামিততেজসা ॥ ৫৩ ॥

বাস উবাচ ।

ইতি বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা স বৈশ্যস্তং দ্বিজং গুরুম্ ।

কৃষ্ণা জগ্রাহ সন্মত্বং মায়াবীজাভিধং নৃপ ! ॥ ৫৪ ॥

জজাপ পরয়া ভক্ত্যা নবরাত্রমতদ্ভিতঃ ।

নানাবিধোপহারৈশ্চ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ৫৫ ॥

নবসংবৎসরং চৈব মায়াবীজপরায়ণঃ ।

নবমে বৎসরান্তে তু মহাক্ৰম্যাং মহেশ্বরী ॥ ৫৬ ॥

(তেনোতি । তেন নবরাত্রত্ৰতানুষ্ঠানেন হেতুনেত্যর্থঃ । মহার্ণবে সেতুকর্ণং মহাবল-  
কুন্তকর্ণাদিবীরাণাং বিনাশশ্চ কিকিঙ্ক্যায়াং দেবীপূজনশ্চ ফলং, মন্দোদরীনাথহননমকণ্টক  
রাজ্যপ্রাপ্ত্যাদিকঞ্চ লঙ্কায়াং দেবীপূজনশ্চ ফলমিতি নির্গলিতার্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

নবরাত্রোতি । অমিতপ্রভাবেণ রামেণাপি তৎকৃতমিত্যহো ! দেবীমাহাত্ম্যমিতি ॥ ৫৩ ॥

মায়াবীজাভিধং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

(জজাপেতি । অতদ্ভিতো জাগরঃ । পরয়া ভক্ত্যা জজাপ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিতি শেষঃ ।  
বিবিধোপহারৈরবলিভিঃ সাদরং শ্রদ্ধাপূৰ্ণকমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নবসংবৎসরমিতি । মায়াবীজপরায়ণঃ মায়াবীজজপনিরতঃ । দেব্যাশ্রসাদকালমাহ ।  
নবমে বৎসরান্তে ইতি নবমে বৎসরান্তে দশমে প্রাপ্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

সম্ভাপিত হইয়াও নবরাত্র ত্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা বিধি পূৰ্ণক দেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥  
সেই ফলেই তিনি মহাসাগরে সেতুবন্ধন পূৰ্ণক কুন্তকর্ণ, মেঘনাদ এবং লঙ্কেশ্বর রাবণকে  
বিনাশ করিয়া মৈথিলীকে প্রাপ্ত হন এবং বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়া পরিশেষে  
অযোধ্যায় আসিয়া অকণ্টক রাজ্যলাভ করেন ॥ ৫১—৫২ ॥ বৈশ্যবর ! অমিততেজা রামচন্দ্র  
নবরাত্র ত্রতের প্রভাবেই ভূমিতলে সুখ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

বাস বলিলেন, নৃপবর ! সেই বণিক্ বিপ্রবরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক তাঁহাকে  
গুরু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মায়াবীজ নামক মন্ত্র গ্রহণ করিল এবং আলস্য পরিশূন্য  
হইয়া পরম ভক্তিসহকারে নবরাত্র জপ করিয়া পরম যত্নে নানাবিধ উপহার দ্বারা দেবীর  
পূজা করিতে লাগিল । এইরূপে মায়াবীজের জপানুষ্ঠানে রত হইয়া নয় বৎসর যাপন করি-  
লেন, পরে নবম বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহেশ্বরী দেবী মহাঈশ্বরী নিশীথ সময়ে প্রত্যক্ষরূপে



অৰ্দ্ধরাত্রে তু সঞ্জাতে প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।

নানাবরপ্রদানৈশ্চ কৃতকৃত্যং চকার তম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং ত্রৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
বর্জনীকুমারীবর্ণনপুরঃসরং দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

দেব্যা অধিষ্ঠান সময়মাহ অৰ্দ্ধরাত্র ইতি । প্রত্যক্ষং দর্শনমিত্যনেন দেব্যা ভূরিভক্ত-  
বৎসলত্বং সূচিতম্ । কৃতকৃত্যং দারিদ্র্যখণ্ডমেন সঙ্গতিপ্রদানেন চেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

দর্শন দিয়া নানাবিধ বর প্রদান পূর্বক তাহাকে সযুক্তিসম্পন্ন ও কৃতার্থ করিয়া দারিদ্র্যসমুদ্র  
হইতে উদ্ধার করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বর্জনীকুমারীর বিষয় বর্ণন পূর্বক •

দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন নামক সপ্তবিংশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কথং রামেণ তচ্চীর্ণং ব্রতং দেব্যাঃ সুখপ্রদম্ ।  
রাজ্যভ্রষ্টঃ কথং সৌহৃদ্যং কথং সীতা হত্যা পুনঃ ॥ ১ ॥

বাস উবাচ ।

রাজা দশরথঃ শ্রীমানযোধ্যাধিপতিঃ পুরা ।  
সূর্য্যবংশবরশ্চাসীদেবব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২ ॥  
চত্বারো জজ্জিরে তস্মৈ পুত্রা লোকেষু বিপ্রতাঃ ।  
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চেতি নামতঃ ॥ ৩ ॥  
রাজ্ঞঃ প্রিয়করাঃ সর্ব্বৈ সদ্দৃশা গুণরূপতঃ ।  
কৌশল্যারাঃ স্ততো রামঃ কৈকেয়্যা ভরতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥  
সুমিত্রাতনয়ৌ জাতৌ যমলৌ দ্বৌ মনোহরৌ ।  
তে জাতা বৈ কিশোরীশ্চ ধনুর্বাণধরাঃ কিল ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্বরাহপ্রসঙ্গতঃ ।

রামায়ণকথা রাজা পৃষ্ঠা বাসেন চোচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়্যে রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ নবরাত্রব্রতং কৃতং তেন তৎকল্যাণং জাতমিতি বর্ণিতং  
তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য রাজা পৃচ্ছতি কথং রামেণ তচ্চীর্ণমিতি ॥ ১ ॥

সূর্য্যবংশে বর উৎকৃষ্টঃ ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! রামচন্দ্র কিরূপে সেই সুখপ্রদ দেবীব্রতের অনুষ্ঠান  
করিয়াছিলেন ? তাঁহার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কারণ কি ? কিরূপে কোন্ ব্যক্তি সীতাকে হরণ  
করিয়াছিল ? এই সকল বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

বাস বলিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্বকালে অযোধ্যানগরে দশরথ নামে সূর্য্যবংশীয় এক  
সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন ; তিনি সর্ব্বদাই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতেন ॥ ২ ॥  
তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামক চারিটি লোকবিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয় । ইহারা  
চারি জনেই রূপে ও গুণে তুল্য ছিলেন এবং চারি জনেই রাজ্যের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন  
করিতেন । তন্মধ্যে রামচন্দ্র কৌশল্যার পুত্র, ভরত কৈকেয়ীর পুত্র এবং স্তুভদর্শন লক্ষ্মণ  
ও শত্রুঘ্ন দুইজনই সুমিত্রার যমজ পুত্র ছিলেন । রাজপুত্র চতুষ্টয় কিশোর অবস্থায়

সূনবঃ কৃতসংস্কারা ভূপতেঃ স্তম্ভবর্দ্ধকাঃ ।  
 কৌশিকেন তদাগত্য প্রার্থিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৬ ॥  
 রাঘবং মথরক্ষার্থং স্নুং ষোড়শবার্ষিকম্ ।  
 তস্মৈ সৌহৃদ দদৌ রামং কৌশিকায় সলক্ষণম্ ॥ ৭ ॥  
 . . . . .  
 তৌ সমেত্য মুনিং মার্গে জগ্মতুচ্চারুদর্শনৌ ।  
 তাটকা নিহতা মার্গে রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥ ৮ ॥  
 . . . . .  
 রামেণৈকেন বাণেন মুনীনাং দুঃখদা সদা ।  
 যজ্ঞরক্ষা কৃতা তত্র স্রবাহ্নিহতঃ শঠঃ ॥ ৯ ॥  
 মারীচোহথ মৃতপ্রায়ো নিক্ষিপ্তো বাণবেগতঃ ।  
 এবং কৃত্বা মহুৎ কৰ্ম যজ্ঞস্য পরিরক্ষণম্ ॥ ১০ ॥  
 গতাশ্চৈমিথিলাং সৰ্ব্বৈ রামলক্ষণকৌশিকাঃ ।  
 অহল্যা মোচিতা শাপান্নিপ্পাপা সা কৃতাৰলা ॥ ১১ ॥  
 বিদেহনগরে তৌ তু জগ্মতুমুনিনা সহ ।  
 বভঞ্ শিবচাপঞ্চ জনকেন পণীকৃতম্ ॥ ১২ ॥

কৌশিকেন বিশ্বামিত্রেণ । রঘুনন্দনো দশরথঃ ॥ ৬—৯ ॥

মারীচস্রবাহু দৈত্যৌ ॥ ১০—১২ ॥

ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দশরথসন ধারণ পূর্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥৩—৫॥ এইরূপে  
 পুত্র সকল কৃতসংস্কার হইয়া রাজা দশরথের স্তম্ভ বর্দ্ধন করিতে লাগিল ; অনন্তর, এক  
 দিবস মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অযোধ্যায় আগমন করিয়া রাজা দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন  
 যে, আমার যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে প্রদান করুন । রাজা মহর্ষির বাক্য উল্লেখন  
 করিতে না পারিয়া সেই ষোড়শবার্ষিক পুত্র রাম ও লক্ষণকে মুনির সহিত প্রেরণ  
 করিলেন ॥ ৬—৭ ॥ চারুদর্শন রাম ও লক্ষণ মুনির সহিত মিলিত হইয়া পথিমধ্যে গমন  
 করিতে লাগিলেন, সেই মার্গে তাড়কা নামী এক ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বনমধ্যে বাস করিয়া  
 সর্বদাই মুনিগণকে দুঃখ দিত, রামচন্দ্র এই রাক্ষসীকে এক শরাঘাতেই নিহত করিলেন ।  
 অনন্তর, স্রবাহুকে বধ করিয়া এবং মারীচ নামক নিশাচরকে বাণবেগে মৃতপ্রায় করত বহু  
 দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিলেন । এইরূপে যজ্ঞরক্ষণ রূপ  
 মহৎকর্ম সম্পাদন করিয়া রাম, লক্ষণ ও মুনিবর কৌশিক তিনজনে মিলিত হইয়া মিথিলা  
 যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে অহল্যাকে শাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পাপমোচন  
 করিলেন ॥৮—১১॥ অনন্তর মুনির সহিত তাঁহারা দুইজনে বিদেহনগরে উপনীত হইলেন ;  
 এই সময় জনক রাজা, হরধনু ভঙ্গ করিলে সীতাকে প্রদান করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া



উপযেমে ততঃ সীতাং জানকীঞ্চ রমাংশজীম্ ।  
 লক্ষণায় দদৌ রাজা পুঞ্জীমেকাং তথোন্মীলাম্ ॥ ১৩ ॥  
 কুশধ্বজহৃতে কন্ঠে প্রাপতুর্ভ্রাতরাবুভৌ ।  
 তথা ভরতশক্রয়ো স্মশীলৌ শুভলক্ষণৌ ॥ ১৪ ॥  
 এবং দারক্রিয়াস্তেষাং ভ্রাতৃণাং চাভরমূপ ! ।  
 চতুর্গাং মিথিলায়াস্তু যথাবিধি বিধানতঃ ॥ ১৫ ॥  
 রাজ্যযোগ্যং সূতং দৃষ্ট্বা রাজা দশরথস্তদা ।  
 রাঘবায় ধুরং দাতুং মনশ্চক্রে হ্রজায় বৈ ॥ ১৬ ॥  
 সম্ভারং বিহিতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী পূর্ব্বকল্পিতৌ ।  
 বরৌ সম্প্রার্থয়ামান ভর্তারং বশবর্তিনম্ ॥ ১৭ ॥  
 রাজ্যং সূতায় চৈকেন ভরতায় মহাত্মনে ।  
 রামায় বনবাসঞ্চ চতুর্দশ সমাস্তথা ॥ ১৮ ॥  
 রামস্তু বচনান্ত্রিয়াঃ সীতালক্ষণসংযুতঃ ।  
 জগাম দণ্ডকারণ্যং রাক্ষসৈরুপসেবিতম্ ॥ ১৯ ॥  
 রাজা দশরথঃ পুত্রবিরহেণ প্রপীড়িতঃ ।  
 জহৌ প্রাণানমেয়াত্মা পূর্ব্বশাপমনুস্মরন্ ॥ ২০ ॥

উপযেমে বিবাহং কৃতবান্ স্বীকৃতবানিতি বা ॥ ১৩ ॥

কুশধ্বজো জনকবন্ধুঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

ধুরং রাজ্যভাবম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ছিলেন; রামচন্দ্র সেই শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া লক্ষ্মীর অংশজাতা সীতাকে বিবাহ করি-  
 লেন। রাজা জনক, আপনার অগ্র কন্যা উন্মীলার সহিত লক্ষণের বিবাহ দিলেন ॥ ১২-১৩ ॥  
 স্মশীল ও শুভলক্ষণ সম্পন্ন ভরত ও শক্রয় কুশধ্বজের মাণ্ডবী ও শ্রুতকীৰ্ত্তি নামক কন্যাদ্বয়কে  
 বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥ রাজন্য! এইরূপে মিথিলানগরীতে সেই চারি ভ্রাতার যথাবিধি  
 বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল ॥ ১৫ ॥ রাজা দশরথ, তখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যভার  
 গ্রহণের উপযুক্ত দর্শন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার মানস করিলেন ॥ ১৬ ॥  
 কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত সামগ্রীসম্ভার সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া আপনার  
 বশবর্তী স্বামীর নিকট পূর্ব্বকল্পিত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৭ ॥ একবরে নিজপুত্র মহাত্মা  
 ভরতের রাজ্য এবং অগ্রবরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থিত হইল ॥ ১৮ ॥ রামচন্দ্র,  
 সেই কৈকেয়ীর বাক্যে সীতা এবং লক্ষণের সহিত রাক্ষসপরিষেবিত দণ্ডকারণ্যে গমন  
 করিলেন ॥ ১৯ ॥ মহাত্মা রাজা দশরথ পুত্র বিরহে পরিপীড়িত হইয়া অককল্পনীর শাপ

ভরতঃ পিতরং দৃষ্ট্বা মৃতং মাতৃকৃতেন বৈ ।

রাজ্যমুৎকং ন জগ্ৰাহ ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২১ ॥

পঞ্চবট্যাং বসন্ত্রামো রাবণাবরজাং বনে ।

শূর্ণগথাং বিরূপাং বৈ চকারাতিশ্মরাতুরাম্ ॥ ২২ ॥

খরাদয়স্তু তাং দৃষ্ট্বা ছিন্ননাসাং নিশাচরাঃ ।

চক্রুঃ সংগ্রামমতুলং রামেণামিততেজসা ॥ ২৩ ॥

স জঘান খরাদীংশ্চ দৈত্যানতিবলান্বিতান্ ।

মুনেীনাং হিতমস্থিচ্ছিন্নামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥

গত্বা শূর্ণগথা লঙ্কাং খরদুষণঘাতনম্ ।

দূষিতা কথয়ামাস রাবণায় চ রাঘবাং ॥ ২৫ ॥

সোহপি শ্রুত্বা বিনাশং তং জাতঃ ক্রোধবশঃ খলঃ ।

জগাম রথমারুহ্য মারীচশ্চাপ্রমং তদা ॥ ২৬ ॥

কৃত্বা হেমমৃগং নেতুং প্রেষয়ামাস রাবণঃ ।

সীতাপ্রলোভনার্থায় মায়াবিনমসন্তবম্ ॥ ২৭ ॥

সোহথ হেমমৃগো ভূত্বা সীতাদৃষ্টিপথং গতঃ ।

মায়াবী চাতিচিত্রাঙ্গশ্চরন্ প্রবলমস্তিকে ॥ ২৮ ॥

একেন বরেণ ভরতায় রাজ্যং দ্বিতীয়েন বরেণার্থাদ্রামায় বনবাসং বস্ত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮-২৬ ॥

অরুণ পূৰ্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২০ ॥ ভরত, নিজ মাতার নিমিত্ত পিতার মরণ দর্শন করিয়া, ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয় কামনায় সেই অসমৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না ॥ ২১ ॥ রামচন্দ্র বন গমন করিয়া পঞ্চবটী নামক বিজন অরণ্যে বসতি করিলেন ; অনন্তর, এক দিবস রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্ণগথা কামাতুর হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলে কর্ণ ও নাসা চ্ছেদন পূৰ্ব্বক তাহাকে বিরূপ করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥ তাহার নাসাচ্ছেদ দর্শন করিয়া খরদুষণাদি রাক্ষস সকল বিপুল বিক্রমশালী রামচন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিল ॥ ২৩ ॥ সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র মুনিগণের হিত কামনা করিয়া বহুতর সৈন্তসম্বিত খরাদি নিশাচর-গণকে সসৈন্তে নিধন করিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর শূর্ণগথা লঙ্কায় গমন পূৰ্ব্বক রাম হইতে আপনার নাসাচ্ছেদন এবং খরদুষণের নিধন বার্তা রাবণকে নিবেদন করিল ॥ ২৫ ॥ ক্রূর-প্রকৃতি রাবণ, তাহাদের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং সত্বর রথে আরোহণ করিয়া মারীচের আশ্রমে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ রাবণ, সীতাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল ॥ তাহার প্রলোভন জন্ম সেই অদ্বুত মায়াবী রাক্ষসকে হেমমৃগ রূপে পাঠাইল

তং দৃষ্ট্বা জানকী প্রাহ রাঘবং দৈবনোদিতা ।  
 চন্দ্রাননস্ব কাস্তেতি স্বাধীনপতিকা যথা ॥ ২৯ ॥  
 অবিচার্য্যথ রামোহপি তত্র সংস্থাপ্য লক্ষ্মণম্ ।  
 সশরং ধনুর্নাদায় যযৌ যুগপদানুগঃ ॥ ৩০ ॥  
 সারঙ্গোহপি হরিং দৃষ্ট্বা যান্নাকোট্যবিশারদঃ ।  
 দৃশ্যাদৃশ্যো বভূবাহ জগাম চ বনাস্তরম্ ॥ ৩১ ॥  
 পশ্বা দূরতরং রামঃ ক্রোধাকৃষ্টধনুঃ পুনঃ ।  
 জঘান চাতিতীক্লেণ শরেণ কৃত্রিমং যুগম্ ॥ ৩২ ॥  
 মহতোহতিবলাভেন চূক্রোশ ভূশাছুঃখিতঃ ।  
 হা লক্ষ্মণ ! হতোহস্মীতি মায়াবী নশ্বরঃ খলঃ ॥ ৩৩ ॥  
 স শব্দস্তমূলস্তাবজ্জানক্যা সংশ্রুতস্তদা ।  
 রাঘবস্তেতি সা মত্বা দীনা দেবরমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥  
 গচ্ছ লক্ষ্মণ ! তূর্ণং ত্বং হতোহসৌ রঘুনন্দনঃ ।  
 ত্রামাহসয়তি সৌমিত্রে ! সাহায্যং কুরু সত্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

কাস্তেতি । সীতাপ্রলোভনপ্রয়োজনায় তং হেমমৃগং কৃষ্ট্বা সীতাং নেতুমিত্যর্থঃ । রামং  
 দূরদেশং নেতুমিতি বা ॥ ২৭—৩০ ॥

সারঙ্গো মৃগরূপঃ পশুঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

স মারীচো মৃগরূপস্তেন রামেণ নিহতোহতিবলাচ্চূক্রোশ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

দিল ॥ ২৭ ॥ মায়াবী মারীচ হেমমৃগের আকার ধারণ পূর্বক জানকীর দৃষ্টিপথে উপস্থিত  
 হইল । অনন্তর, সেই চিত্রিতাজ কুরঙ্গ, সীতার সন্নিহিত স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে  
 লাগিল ॥ ২৮ ॥ হেমমৃগের মনোহর তনুকান্তি অবলোকন করিয়া, সীতাদেবী দৈবকর্তৃক  
 প্রেরিত হইয়া স্বাধীনপতিকা কামিনীর স্তায় রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো ! এই হেমমৃগের  
 চন্দ্র আনয়ন কর ॥ ২৯ ॥ দৈবনির্ভর বশত রামচন্দ্রও বিচার না করিয়াই লক্ষ্মণকে তথায়  
 রাখিয়া ধনুঃশর গ্রহণ পূর্বক মৃগের অনুগমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ কোটি মায়া-বিশারদ কুরঙ্গও  
 রামরূপী হরিকে দর্শন করিয়া কখন দৃশ্য এবং কখন অদৃশ্য হইয়া একবন হইতে বনাস্তরে  
 গমন করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, বহুদূর আসিয়া উপস্থিত হইয়া-  
 ছেন, তখন তিনি ক্রোধে শরাসন আকর্ষণ পূর্বক স্তূতীক শরাসন দ্বারা সেই মায়ারূপী  
 মৃগকে প্রহার করিলেন ॥ ৩২ ॥ খলস্বভাব মায়াবী রাক্ষস অতি বেগে আহত ও অত্যন্ত  
 ব্যথিত হইয়া মৃত্যুকালে “হা লক্ষণ হত হইলাম” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৩৩ ॥  
 সেই উচ্চতর তুমুল চীৎকার শব্দ জানকীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সেই স্বর রামচন্দ্রের



তত্রাহ লক্ষ্মণঃ সীতামম্ব ! রামবধাদপি ।  
 নাহং গচ্ছেহদ্য মুক্তা স্বামসহায়ামিহাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥  
 আজ্ঞা মে রাঘবস্তাত্ত তিষ্ঠেতি জনকাত্মজে ! ।  
 তদতিক্রমভীতোহহং ন ত্যজামি তবাস্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥  
 হতং বৈ রাঘবং দৃষ্ট্বা বনে মায়াবিনা কিল ।  
 ত্যক্ত্বা স্বাং নাধিগচ্ছামি পদমেকং শুচিস্মিতে ! ॥ ৩৮ ॥  
 কুরু ধৈর্য্যং ন মন্ত্বেহদ্য রামং হস্তং ক্ষমং ক্ষিতৌ ।  
 নাহং ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি বিলজ্য রামভাষিতম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রুদতী স্মদতী প্রাহ তং তদা বিধিনোদিতা ।  
 অক্রুরা বচনং ক্রুরং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥ ৪০ ॥

রামবধাদপীতি । রামবধে জ্ঞাতেহপি স্বামসহায়ামাশ্রমে মুক্তাহং ন গচ্ছে । আশ্রমে-  
 পদমার্বম্ । কিং পুনঃ রামে জীবতি সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

হতং বৈ ইতি । যদা বধে জ্ঞাতেহপি ন গমিষ্যামি তদা হতমেব দূরদেশং প্রতি মায়া-  
 বিনেতি জ্ঞাত্বা কথং গমিষ্যামীতি ভাবঃ । যদা রাঘবসদৃশং পরাক্রমিণং মায়াবিনা কেন  
 চিদৈতেত্যন দৃষ্টোপদ্রবযুক্তে তাদৃশে দেশে স্বাং ত্যক্ত্বা পদমেকমপি নাধিগচ্ছামি ন গমি-  
 ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

রামং হস্তং ক্ষিতৌ ক্ষমঃ সমর্থস্তং ন মন্ত্বে নৈব তাদৃশোহস্তুীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

মনে করিয়া দীনমনে দেবরকে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি শীঘ্র যাও, রঘুনন্দন বৃষ্টি হত  
 হইলেন ঐ শ্রবণ কর, “সৌমিত্রে ! শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর ” এই বলিয়া তিনি  
 তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ তখন লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, মাতঃ ! আপনি  
 এই আশ্রমে একাকিনী রহিয়াছেন, অতএব রামচন্দ্রের নিধন হইলেও আমি আপনাকে  
 ছাড়িয়া এস্থান হইতে গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৬ ॥ জনকনন্দিনি ! রামচন্দ্র আমাকে  
 আজ্ঞা করিয়াছেন যে তুমি এই স্থানে থাক, আমি যদি আপনার সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া  
 অন্তরে গমন করি, তবে তাঁহার সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, অতএব আমি সেই ভয়েই এই  
 স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৩৭ ॥ বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে কোনও  
 মায়াবী এই স্থান হইতে রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছে, অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ  
 করিয়া একপাদও গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৮ ॥ আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি বিবেচনা  
 করি, এই অবনীতলে কোন ব্যক্তিই রামচন্দ্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে ; আমি  
 রামের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্বক এস্থান হইতে কোনমতেই গমন  
 করিব না ॥ ৩৯ ॥

অহং জানামি সৌমিত্রে ! সানুরাগঞ্চ মাং প্রতি ।  
 প্রেরিতং ভরতেনৈব মদর্থমিহ সঙ্গতম্ ॥ ৪১ ॥  
 নাহং তথাবিধা নারী শৈৱিণী কুহকাধম ! ।  
 মৃত্যুতে রামে পতিং ত্বাং ন কৰ্ত্তুমিচ্ছামি কামতঃ ॥ ৪২ ॥  
 নাগমিষ্যতি চেদ্রামো জীবিতং সংত্যজাম্যহম্ ।  
 বিনা স্তেন ন জীবামি বিধুরা দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ৪৩ ॥  
 গচ্ছ বা তিষ্ঠ সৌমিত্রে ! ন জানেহহং তবেপ্সিতম্ ।  
 কং গতং তেহত্র সৌহার্দং জ্যেষ্ঠে ধৰ্ম্মরতে কিল ॥ ৪৪ ॥  
 তচ্ছ ত্বা বচনং তস্মা লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।  
 প্রোবাচ রুদ্ধকণ্ঠস্ত তাং তদা জনকাত্মজাম্ ॥ ৪৫ ॥  
 কিমাত্ম ক্রিতিজে ! বাক্যং ময়ি ক্রুরতরং কিল ।  
 কিং বদন্ত্যনিষ্টং তে ভাবি জানে ধিয়া হৃহম্\* ॥ ৪৬ ॥

মদর্থং মৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥

হে কুহক ! হে অধম ! শৈৱিণী কুলটা ॥ ৪২—৪৫ ॥

কিং বদসীতি । এতাদৃশবদনে তেহত্যানিষ্টং ভবতীত্যাহং ধিয়া জানে জানামি ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তখন স্নহদতী রাম-দুবতী ক্রুরস্বভাবা না হইলেও দৈবনির্ধক  
 বশত রোদন করিতে করিতে নিষ্ঠুর বচনে নির্মল-চিত্ত লক্ষ্মণকে বলিতে আরম্ভ করি-  
 লেন ॥ ৪০ ॥ সুমিত্রা-নন্দন ! তুমি যে আমার প্রতি অমুরাগী তাহা আমি জানি, তুমি ভরত-  
 কৰ্ত্তক প্রেরিত হইয়া আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত এখানে মিলিত  
 হইয়াছ, তাহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি ॥ ৪১ ॥ রে মায়াবিন্ কলিয়াধম ! আমি সেরূপ  
 স্বেচ্ছাচারিণী রমণী নহি, রামচন্দ্র নিহত হইলে আমি কদাচই স্বেচ্ছাক্রমে তোমাকে পতি  
 করি না ॥ ৪২ ॥ যদি রামচন্দ্র, কিরিয় না আইসেন, তবে আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জন  
 করিব ; আমি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অত্যন্ত শোকার্ত্তা ও দুঃখিতা হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে  
 কদাচই সমর্থ হইব না ॥ ৪৩ ॥ সৌমিত্রে ! তুমি এখন যাও বা থাক, তাহাতে আর আমি  
 কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তোমার মনে কি আছে তাহা আমি জানি না ;  
 কিন্তু এইমাত্র বলিতে চাই যে ধৰ্ম্মনিরত জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার যে সৌহার্দ্য ছিল তাহা  
 ন কোথায় গেল ? ॥ ৪৪ ॥

\* বিধিনা প্রেরিতা ক্রুরে ময়ি ত্বং দাক্ষণং বচঃ । অকল্যাণমহং মন্তে ভ্রাতৃৰ্মম চ তেহনবে । ।

বাগ্‌বাণগোদিতো যামি তাক্তা ত্বাং রঘুনন্দনম্ । ন দোষোমেহম্ বৈদেহি ! ভবিতব্যো শুভাশুভে ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কৃত্বাপি দৃষ্টতে ।

ইত্যাশ্রু নির্ঘরো বীরস্তাং ত্যক্ত্বা প্রকদন্ ভূশম্ ।  
 অগ্রজস্ত পদং পশ্যম্ শোকাক্তঃ পৃথিবীপতে ॥ ৪৭ ॥  
 গতেহথ লক্ষ্মণে তত্র রাবণঃ কপটাকৃতিঃ ।  
 ভিক্ষুবেষং ততঃ কৃত্বা প্রবিবেশ তদাপ্রমে ॥ ৪৮ ॥  
 জানকী তং যতিং মত্ত্বা দদ্বাৰ্ঘ্যং বন্যমাদরাৎ ।  
 ভৈক্ষ্যং সমর্পয়ামাস রাবণায় ছুরাত্মনে ॥ ৪৯ ॥  
 তাং পপ্রচ্ছ স ছুষ্ঠাত্মা নত্ৰপূৰ্ব্বং মৃদুস্বরঃ ।  
 কাসি পদ্যপলাসাক্ষি ! বনে চৈকাকিনী প্রিয়ে ॥ ৫০ ॥  
 পিতা কস্তেহথ বামোরু ! ভ্রাতা কঃ কঃ পতিস্তব ।  
 মূঢ়েবৈকাকিনী চাত্র স্থিতাসি বরবর্ণিনী ॥ ৫১ ॥  
 নির্জনে বিপিনে কিং স্বং সৌধারী স্বমসি প্রিয়ে ! ।  
 উটজে মুনিপত্নীব দেবকন্তাসমপ্রভা ॥ ৫২ ॥

অগ্রজস্ত রামস্ত পদং পদচিহ্নং ভূমাং পশ্যন্তেন মার্গেণ ধাবাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫১ ॥  
 সৌধারী সৌধযুক্তমহাগৃহে বস্তুমর্হা ॥ ৫২ ॥

সীতাদেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অত্যন্ত হুঃখিতচিত্ত হইলেন এবং অন্তর্কাম্পে  
 রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সীতাকে কহিলেন, অযোনিজে ! আপনি আমাকে জুরতর নির্ভুর বাক্য  
 কেন বলিতেছেন ? এরূপ অযোগ্য বাক্য বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পষ্টই জানিতে  
 পারিতেছি যে আপনার শীঘ্রই অতিশয় অনিষ্ট সংঘটন হইবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ রাজন্ !  
 এই বলিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে করিতে  
 বহির্গত হইলেন এবং শোকাক্ত হইয়া অগ্রজের পাদচিহ্ন দর্শন করিয়া সেই মার্গে গমন  
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ এদিকে লক্ষ্মণ গমন করিলে রাবণ, কপট ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া  
 আপ্রমে প্রবেশ করিল ॥ ৪৮ ॥ জানকী ছুরাত্মা রাবণকে যোগী মনে করিয়া আদর পূর্বক  
 অর্ঘ্য ও বস্ত্রকল প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥ ছুষ্ঠাত্মা রাবণ সীতাকে নম্রভাবে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা  
 করিল, স্তম্ভরি ! তোমার লোচন পদ্যপলাশের স্তায় মনোহর, অতএব তোমাকে সামান্য  
 রমণী বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি একাকিনী এই বিজন বনমধ্যে বাস করিতেছ,  
 কেন ? হে বামোরু ! তোমার পিতা কে ? এবং তোমার ভ্রাতা ও পতিই বা কে ? তুমি  
 বরবর্ণিনী হইয়া মুগ্ধবুদ্ধি রমণীর স্তায় একাকিনী এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ কেন ?  
 স্তম্ভরি ! তুমি স্বধাধবলিত গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত ; তুমি কি জন্ত দেবকন্তার স্তায়  
 প্রভাতালে পরিশোভিত হইয়াও মুনিপত্নীর স্তায় এই বিজন বিপিন মধ্যে পর্ণ কুটীরে  
 বাস করিতেছ ? ॥ ৫০—৫২ ॥

বাস উবাচ ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যাচ বিদেহজা ।  
 দিব্যং দিষ্ট্য যতিং জ্ঞাত্বা মন্দোদরীয়াঃ পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥  
 রাজা দশরথঃ ক্রীমাংশ্চত্বারস্তস্য বৈ সূতাঃ ।  
 তেষাং জ্যেষ্ঠঃ পতির্মহন্তি রামনামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 বিবামিতোহথ কৈকেয়া কৃতে ভূপতিনা বনে ।  
 চতুর্দশ সমা রামো বসতেহত্র লক্ষ্মণঃ ॥ ৫৫ ॥  
 জনকস্য সূতা চাহং সীতানান্নীতি বিশ্রুতা ।  
 ভংক্ত্বা শৈবং ধনুঃ কামং রামেণাহং বিবাহিতা ॥ ৫৬ ॥  
 রামবাহুবলেনাত্র বসামো নির্ভয়া বনে ।  
 কাঞ্চনং মৃগমালোক্য হস্তং মে নির্গতঃ পতিঃ ॥ ৫৭ ॥  
 লক্ষ্মণোহপি পুনঃ শ্রুত্বা রবং ভ্রাতুর্গতোহধুনা ।  
 তয়োর্বাহুবলাদত্র নির্ভয়াহং বসামি বৈ ॥ ৫৮ ॥  
 ময়েদং কথিতং সর্বং বৃত্তান্তং বনবাসজম্ ।  
 তেহত্রাগত্যাঈগাং তে বৈ করিষ্যন্তি যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥  
 যতির্বিষ্ণুস্বরূপোহসি তস্মাত্রং পূজিতো ময়া ।  
 আশ্রমো বিপিনে ঘোরে কৃতোহস্তি রাক্ষসংকুলে ॥ ৬০ ॥

দিব্যং দিষ্ট্যতি । মন্দোদরীয়াঃ পতিং রাবণং দিষ্ট্য প্রারব্ধবশেন যতিং দিব্যং  
 জ্ঞাত্বা ॥ ৫৩—৫৯ ॥

বাস বলিলেন, জনকতনয়া মন্দোদরীপতি রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ভাগ্য-  
 বশে তাহাকে দিব্য যোগী মনে করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্বক বলিতে আরম্ভ করি-  
 লেন ॥৫৩॥ আপনি শুনিয়া থাকিবেন অযোধ্যানগরীতে দশরথ নামে সমৃদ্ধি সম্পন্ন এক রাজা  
 আছেন । তাঁহার চারিপুত্র, তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি রামনামে বিখ্যাত, তিনিই আমার  
 পতি । রাজ্য কৈকেয়ীকে বর দিয়া ছিলেন, তাহা দ্বারাই রামচন্দ্র চতুর্দশবর্ষ বনে নির্বাসিত  
 হইয়া লক্ষ্মণের সহিত এই বনে বাস করিতেছেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ আমি জনক রাজার সূতিকা  
 আমার নাম সীতা, রামচন্দ্র শিবশরশন ভণ্ড করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥  
 আমি রামচন্দ্রের বাহুবলেই এই বিজন বনে নির্ভয়ে বাস করিতেছি, কাঞ্চন মৃগ অবলোকন  
 করিয়া আমার নিমিত্ত সেই মৃগকে মারিবার জন্য তিনি এখান হইতে নির্গত হইয়াছেন ॥৫৭॥  
 লক্ষণও তাঁহার বর শুনিয়া এখনি গমন করিলেন, যোগিবর ! আমি সেই দুই জনের বাহু-  
 বলেই এই স্থানে বাস করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ আমি আপনার নিকট বনবাসের বৃত্তান্ত সমস্তই



তস্মাস্থাং পরিপৃচ্ছামি সত্যং ব্রুহি মমাগ্রতঃ ।  
কোহসি ত্রিদণ্ডিরূপেণ বিপিনে ত্বং সমাগতঃ ॥ ৬১ ॥  
রাবণ উবাচ ।

লঙ্কেশোহহং মরালাক্ষি ! শ্রীমান্মন্দোদরীপতিঃ ।  
ত্বৎকৃতে তু কৃতং রূপং ময়েত্বং শোভনাকৃতে ! ॥ ৬২ ॥  
আগতোহহং বরারোহে ভগিন্যা প্রেরিতোহত্র বৈ ।  
জনস্থানে হতো শ্রদ্ধা ভ্রাতরৌ খরদুষণৌ ॥ ৬৩ ॥  
অঙ্গীকুরু নৃপং মাং ত্বং ত্যক্ত্বা তং মানুষ্যং পতিম্ ।  
হতরাজ্যং গতশ্রীকং নির্ধনং বনবাসিনম্ ॥ ৬৪ ॥  
পট্টরাজ্ঞী ভব ত্বং মে মন্দোদর্যুপরি ক্ষুণ্টম্ ।  
দাসোহস্মি তব তদ্বস্মি ! স্বামিনী ভব ভামিনি ! ॥ ৬৫ ॥  
জেতাহং লোকপালানাং পতামি তব পাদয়োঃ ।  
করং গৃহাণ মেহদ্য ত্বং সনাথং কুরু জানকি ! ॥ ৬৬ ॥

( যতেঃ পরিচয়মিচ্ছন্তী প্রাহ যতিরিতি ॥ ৬০ ॥

তস্মাদিতি । তস্মাৎ রাক্ষসসঙ্কুলবিজ্ঞনারণ্যে আশ্রমকরণাক্ষেতোরিত্যর্থঃ । রাক্ষসানা-  
মীদৃশবেশেনাগমনসম্ভবাৎ পরিপৃচ্ছামীতিভাবঃ ॥ ৬১ ॥

সীতাং বন্দীকর্তুং রাবণঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্নাহ লঙ্কেশোহহমিতি ) ॥ ৬২ ॥

বলিলাম ; এক্ষণে তাঁহারা আগমন করিয়া আপনার বধাবিধি পূজা করিবেন ॥ ৬০ ॥ যতি  
ব্যক্তি বিষ্ণু স্বরূপ, সেই হেতু আমি আপনার পূজা করিলাম । যোগিবর ! এই রাক্ষসপরি-  
সেবিত ঘোরতর অরণ্যমধ্যে আমাদিগের আশ্রম, এই নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করি-  
তেছি, আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন, ত্রিদণ্ডিরূপে এই বনমধ্যে আগমন  
করিলেন, অতএব আপনি কে ? ॥ ৬০—৬১ ॥

রাবণ কহিল, কুটিলনয়নে ! আমি মন্দোদরীর স্বামী শ্রীমান্ লঙ্কেশ্বর, শোভনে ! তোমার  
নিমিত্তই আমি এই যতিবেশ ধারণ করিয়াছি ॥ ৬২ ॥ স্মরারি ! জনস্থানে খরদুষণ নামক  
ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হইয়াছে বলিয়া ভগিনী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আগমন করি-  
য়াছি ॥ ৬৩ ॥ এক্ষণে তুমি হতরাজ্য শ্রীহীন, ধনহীন ও বনবাসী মানুষ্য পতিকে পরিত্যাগ  
করিয়া আমাকে ভজন কর । হে তদ্বস্মি ! আমি রাজাধিরাজ রাবণ, তুমি মন্দোদরীর  
উপরি পরিক্ষুটরূপে পট্টমহিষী হও, আমি তোমার দাস, তুমি এক্ষণে আমার স্বামিনী  
হও ॥ ৬৪—৬৫ ॥ জনকনন্দিনি ! আমি লোকপালগণের জেতা হইয়াও তোমার চরণ  
কমলভলে নিপতিত হইতেছি তুমি আমার অঙ্গীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ

পিতা তে যাচিতঃ পূৰ্বং ময়া বৈ স্বংকৃতেহবলে ! !

জনকো মাযুবাচেখং পণবন্ধো ময়া কৃতঃ ॥ ৬৭ ॥

রুদ্রচাপভয়াস্নাহং সম্প্রাপ্তস্ত স্বয়ংবরে ।

মনো মে সংস্থিতং তাবন্নিমগ্নং বিরহাতুরম্ ॥ ৬৮ ॥

বনেহত্র সংস্থিতাং শ্রুত্বা পূৰ্বানুরাগমোহিতঃ ।

আগতোহস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! সফলং কুরু মে শ্রমম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
রামায়ণবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

রুদ্রচাপভয়াদিতি । মমারাধ্যো যো রুদ্রস্তস্ত চাপভঙ্গে ময়া কৃতে তস্তাবমানো ভবিষ্য-  
তীতি হেতোর্ময়া স্বয়ংবরে নাগতং ন পুনর্মম বলং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৮—৬৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

কর ॥ ৬৬ ॥ পূৰ্বে আমি তোমার জনক জনকরাজের নিকট তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা  
করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে, আমি ধনুর্ভঙ্গরূপ পণবন্ধন করিয়াছি ।  
ভগবান্ রুদ্রদেব আমার গুরু, তাঁহার শরণন ভগ্ন করিতে হইবে এই ভয়ে আমি তোমার  
স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, কিন্তু তদবধিই আমার মন তোমার বিরহসাগরে  
নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে । হে অসিতাপাঙ্গি ! তুমি এই বনে অবস্থিতি করিতেছ ইহা শ্রবণ  
করিয়া সেই পূৰ্বানুরাগে বিমোহিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার  
এই পরিশ্রম সফল কর ॥ ৬৭—৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-

বতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রব্রত প্রসঙ্গে রামায়ণবর্ণন নামক

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## উনত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

—o—o—o—

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচো ছুষ্ঠং জানকী ভয়বিহ্বলা ।  
বেপমানা স্থিরং কৃত্বা মনো বাচমুবাচ হ ॥ ১ ॥  
পৌলস্ত্য ! কিমসম্বাক্যং ত্বমাথ অরমোহিতঃ ।  
নাহং বৈ শ্বৈরিণী কিন্তু জনকস্য কুলোদ্ভবা ॥ ২ ॥  
গচ্ছ লক্ষ্যং দশাস্য । ত্বং রামস্ত্যং বৈ হনিষ্যতি ।  
মৎকৃতে মরণং তত্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥  
ইতু্যক্ত্বা পর্ণশালায়াং গতা সা বহিসন্নিধৌ ।  
গচ্ছ গচ্ছেতি বদতী রাবণং লোকরাবণমু ॥ ৪ ॥  
সোহথ কৃত্বা নিজং রূপং জগামোটজমস্তিকম্ ।  
বলাজ্জগ্রাহ তাং বালাং রুদতীং ভয়বিহ্বলান্ম ॥ ৫ ॥  
রামরামেতি ক্রন্দন্তীং লক্ষ্মণেতি মুহুমুহুঃ ।  
গৃহীত্বা নির্গতঃ পাপো রথমারোপ্য সত্বরঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈঃ সীতাহতে: পদম্ ।

রামঃ শোকং চকারেতি ভগ্ন্যতে বিস্তরাদিহ ।

রাবণবাক্যশ্রবণোত্তরং যজ্ঞাতং তদাহ তদাকর্ণ্যেতি ॥ ১—৩ ॥  
বহিসন্নিধৌবসিহোত্রসম্বন্ধিগার্হপত্যসন্নিধৌ । লোকান্ হুঃখাদিনা রাবয়তি স লোক-  
রাবণঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, জানকী সেই ছুষ্ঠবাক্য শ্রবণানন্তর ভয়ে বিহ্বল ও কম্পমান হইয়া চিত্তের শৈথল্য সম্পাদন পূর্বক বলিতে লাগিলেন । পৌলস্ত্যকুল-তিলক ! তুমি অরমোহিত হইয়া এরূপ অসম্বাক্য কেন বলিতেছ ? আমি জনকের কুলে উৎপন্ন হইয়াছি অতএব শ্বৈচ্ছাচারিণী নহি ॥ ১—২ ॥ দশানন ! তুমি সত্বর লক্ষ্য গমন কর, নতুবা রামচন্দ্র তোমার গ্রাণ বিনাশ করিবেন, আমার নিমিত্ত তোমার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ এই বলিয়া সীতাদেবী, “বাও বাও” বলিতে বলিতে অগ্নিহোত্র গৃহস্থিত গার্হপত্য অগ্নি সন্নিধানে গমন করিলেন । বাহার দৌৰ্জন্তজনিত ক্লেশ পরম্পরার লোক সকল্য গ্রাহি গ্রাহি রথে চীৎকার করিতে থাকে, সেই ছুষ্ঠবাক্য রাবণ, স্বকীয় বেশ ধারণ পূর্বক কুটীর নিকটে গমন করিয়া, ক্রন্দনশীলা বালা ও ভয়-বিহ্বলা জানকীকে ধারণ করিল ॥ ৪—৫ ॥ সীতা

গচ্ছন্নরূপপুঞ্জেন মার্গে রুদ্ধো জটায়ুশ্চ ।

সংগ্রামোহভূমহারৌদ্রস্তয়োস্তত্র বনাস্তরে ॥ ৭ ॥

হত্বা তং তাং গৃহীত্বা চ গতৌহসৌ রাক্ষসাধিপঃ ।

লঙ্কায়াং ক্রন্দতী তাত ! কুররীব দুরাশ্রনা ॥ ৮ ॥

অশোকবনিকায়াং সা স্থাপিতা রাক্ষসীযুতা ।

স্বরভ্রামৈব চলিতা সামদানাভিঃ কিল ॥ ৯ ॥

রামোহপি তং যুগং হত্বা জগামাদায় নিবৃত্তঃ ।

আয়াস্তুং লক্ষ্মণং বীক্ষ্য কিং কৃতং তেহনুজাসমম্ ॥ ১০ ॥

একাকিনীং প্রিয়াং হিত্বা কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ।

শ্রুত্বা শ্বনস্তু পাপস্ত রাঘবস্তব্রবীদিদম্ ॥ ১১ ॥

সৌমিত্রিস্তব্রবীদ্বাক্যং সীতাবাগ্ৰাণতাড়িতঃ ।

প্রভোহত্রাহং সমায়াতঃ কালযোগান্ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

তদা তৌ পর্ণশালায়াং গত্বা বীক্ষ্যাতিদুঃখিতৌ ।

জানক্যশ্বেষণে যত্নমুভৌ কর্তুং সমুদ্যতৌ ॥ ১৩ ॥

নিজং রাক্ষসরূপম্ ॥ ৫—৭ ॥

তং জটায়ুষং হত্বা তাং জানকীঞ্চ গৃহীত্বা গত ইত্যমরঃ । লঙ্কায়ামিত্যন্তোত্তরেণামরঃ ।  
দুরাশ্রনা লঙ্কায়ামশোকবনিকায়াং কুররীব ক্রন্দতী স্থাপিতেত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

হে অনুজ লক্ষ্মণ ! অসমং বিষমম্ ॥ ১০ ॥

রাম রাম ও লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পাপমতি রাবণ তাঁহাকে ধরিয়া সত্তর রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে নির্গত হইল ॥ ৬ ॥ পশ্চিমধ্যে অরুণপুত্র জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই বনমধ্যে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল, দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষাসেশ্বর রাবণ তাহাকে বিনাশ করিল। সেই দুরাত্মা সীতারে গ্রহণ করিয়া লঙ্কায় গমন করিল। অনন্তর, সীতা কুররীর আশ্রয় ক্রন্দন করিতে লাগিলে রাবণ তাঁহাকে রাক্ষসী-গণে পরিবেষ্টিত করিয়া অশোক-বনমধ্যে রাখিয়া দিল। লঙ্কাপতি সীতাকে অনেক সাস্বনা প্রয়োগ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য দানাদির প্রলোভন দেখাইল; কিন্তু তিনি কিছুতেই নিজ নির্মল ও পবিত্র চরিত্র হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৭—৯ ॥

এদিকে রামচন্দ্র, সেই যুগকে বধ করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক স্থস্থির চিত্তে আগমন করিতে-ছেন, এসত সময়ে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি কি বিষম কর্ম্মই করিয়াছ, তুমি পাণিষ্ঠ মায়াবীর স্বর শ্রবণ করিয়া একাকিনী প্রেমসীয়ে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিলে কেন ? লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রভো ! আমি সীতাদেবীর বাক্যবাণে বিতাড়িত হইয়া দৈব বশতই এখানে আগমন করিয়াছি, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১২ ॥ তখন



মার্গমাণৌ তু সম্প্রাপ্তৌ যত্রাসৌ পতিতঃ খগঃ ।  
 জটায়ুঃ প্রাণশেষস্ত পতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৪ ॥  
 তেনোক্তং রাবণেনাদ্য হতাসৌ জনকাস্বজা ।  
 ময়া নিরুদ্ধঃ পাপাত্মা পাতিতোহহং যুধে পুনঃ ॥ ১৫ ॥  
 ইত্যুক্তাসৌ গতপ্রাণঃ সংস্কৃতো রাঘবেণ বৈ ।  
 কৃষ্ণৌর্কদৈহিকং রামলক্ষ্মণৌ নির্গতৌ ততঃ ॥ ১৬ ॥  
 কবন্ধং ঘাতয়িত্বাসৌ শাপাচ্চামোচয়ৎপ্রভুঃ ।  
 বচনান্তস্ত হরিণা সখ্যং চক্রেহশ্ব রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥  
 হস্তা চ বালিনং বীরং কিঙ্কিঙ্কারাজ্যমুত্তমম্ ।  
 স্ত্রীবায দদৌ রামঃ কৃতসখ্যায় কার্য্যতঃ ॥ ১৮ ॥  
 তত্রৈব বার্মিকান্মাসাংস্তদৌ লক্ষ্মণসংযুতঃ ।  
 চিন্তয়ন্ জানকীং চিন্তে দশাননহতাং প্রিয়াম্ ॥ ১৯ ॥  
 লক্ষ্মণং প্রাহ রামস্ত সীতাবিরহপীড়িতঃ ।  
 সৌমিত্রে ! কৈবয়স্বতা জাতা পূর্ণমনোরথা ॥ ২০ ॥

অর্থঃ । পাপস্ত হৃষ্টস্ত মারীচেঃ স্বনং শ্রুত্বা প্রিয়ামেকাকিনীং হিষ্টা কিমর্থং স্বমিহাগত  
 ইতীদং রাঘবোহব্রবীৎ ॥ ১১—১৪ ॥

পাতিতস্তেনেতি শেষঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

তস্ত কবন্ধস্ত । হরিণা বানরেণ স্ত্রীবেণ ॥ ১৭—২০ ॥

তাঁহারা দুইজনে পর্ণশালায় গমন করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত  
 হইলেন, এবং জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার অন্বেষণ  
 করিতে করিতে, প্রাণমাত্রাবশিষ্ট খগরাজ জটায়ু যেখানে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছেন,  
 সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ জটায়ু কহিলেন, অদ্য লঙ্কেশ্বর রাবণ, সীতাদেবীকে  
 হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি সেই পাপাত্মাকে রোধ করিয়াছিলাম তাহাতে সে  
 আমার সহিত সংগ্রাম করিয়া অজ্ঞাঘাতে আমাকে অবনীতলে পাতিত করিয়াছে। এই  
 বলিয়া পক্ষিরাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রামচন্দ্র তাঁহার দেহসংস্কার ও ঔর্দ্ধদৈহিক  
 কৰ্ম্ম সমাধা করিলেন, তদনন্তর উভয়েই সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥  
 অনন্তর, প্রভু রামচন্দ্র কবন্ধকে নিপাতিত করিয়া তাহাকে শাপ হইতে বিমোচিত করিলেন  
 এবং তাহারই বাক্যে বানররাজ স্ত্রীবেণ সহিত মিত্রতাবন্ধনে সম্বন্ধ হইলেন ॥ ১৭ ॥  
 তৎপরে রামচন্দ্র কার্য্যবশত বালীকে বিনাশ করিয়া কিঙ্কিঙ্কারাজ্য নববহু স্ত্রীবেকে  
 প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, রাবণ কর্তৃক অপহৃত সীতার বিষয় নিরন্তর চিন্তা করিতে  
 করিতে বর্ষা চারি মাস লক্ষ্মণের সহিত সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৯ ॥ রামচন্দ্র

ন প্রাপ্তা জানকী মুনং নাহং জীবামি তাং বিনা ।  
 নাগমিষ্যাম্যযোধায়ায়তে জনকনন্দিনীম্ ॥ ২১ ॥  
 গতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতস্তাতো হতা প্রিয়া ।  
 পীড়য়ন্মাং স ছুষ্টীত্বা দৈবোহগ্রে কিং করিষ্যতি ॥ ২২ ॥  
 হুজ্জের্যং ভবিতব্যং হি প্রাণিনাং ভরতানুজ ! ।  
 আবয়োঃ কা গতিস্তাত ! ভবিষ্যতি স্নদুঃখদা ॥ ২৩ ॥  
 প্রাপ্য জন্ম মনোর্বংশে রাজপুত্রাবুভৌ কিল ।  
 বনেহতিদুঃখভোক্তারৌ জাতৌ পূর্বকৃতেন চ ॥ ২৪ ॥  
 ত্যক্ত্বা ত্বমপি ভোগাংস্তু ময়া সহ বিনির্গতঃ ।  
 দৈবযোগাচ্চ সৌমিত্রে ! ভুঙ্কু দুঃখং ছুরত্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥  
 ন কোহপ্যস্বংকূলে পূর্বং মৎসমো দুঃখভাঙ্ নরঃ ।  
 অকিঞ্চনোহকমঃ ক্রিষ্টৌ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥  
 কিং করোম্যদ্য সৌমিত্রে ! ময়োহস্মি দুঃখমাগরে ।  
 ন চাস্তি তরণোপায়ো হসহায়শ্চ মে কিল ॥ ২৭ ॥

( ন প্রাপ্তেতি । সীতারক্তজীবিত্বাং তাং বিনা ন জীবামিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥  
 গতমিতি । রাজ্যভ্রংশাদিনা কষ্টত্বাবশেষো ন রক্ষিতঃ । ন জানে অতঃপরং দৈবং কিং  
 কষ্টাং কষ্টতরমস্মাকং পাতয়িষ্যতি যতঃ স ছুষ্টীয়েতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥  
 পূর্বমশু প্রতীকারো নাস্তীত্যাহ । হুজ্জের্যমিতি ॥ ২৩ ॥  
 স্নদুঃখভাঙ্ হুঃখভোগঃ অতিশয়ক্লেশকর ইত্যাহ প্রাপ্য জন্মেতি ॥ ২৪—২৬ ॥

সীতার বিরহে একান্ত পরিপীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! কেবলরাজ-তনয়ার  
 মনোরথ এখন পরিপূর্ণ হইল ॥ ২০ ॥ জানকীরে আর পাওয়া যাউবে না, জানকী ব্যতিরেকে  
 আমিও অযোধ্যায় গমন করিব না দেখ, জানকী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ ধারণ করিতেও  
 সমর্থ হইব না ॥ ২১ ॥ রাজ্য গেল, বনে বসতি হইল, পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, প্রিয়াকেও  
 হারাইলাম ; ছুষ্টীত্বা দৈব, এখন আমাকেত এইরূপ পীড়া দিতেছে, পরে যে কি করিবে,  
 তাহা আমি এখন কিরূপে বলিব ? ॥ ২২ ॥ বৎস লক্ষ্মণ ! ভবিতব্য প্রাণিগণের অত্যন্ত  
 হুজ্জের্য ইহার পর আমাদেরই যে কি হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না ॥ ২৩ ॥  
 দেখ, আমরা উভয়ে মমুর বংশে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও পূর্বকৃত কৰ্ম্মবশে বন-  
 বাসের দুঃখভাগী হইলাম ॥ ২৪ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমিও দৈবযোগে রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্বক  
 আমার সহিত নির্গত হইয়াছ, এক্ষণে আমার সহিত হস্তর দুঃখরাশি ভোগ করিতে  
 থাক ॥ ২৫ ॥ আমাদের কূলে পূর্বে আমার মত দুঃখভাগী কখনও কেহই জন্মগ্রহণ করেন  
 নাই, কেবল আমাদের কূলের কথা কেন আমার স্থায় ক্লেশবৃদ্ধ, অকম ও অকিঞ্চন

ন বিত্তং ন বলং বীর ! ত্বমেকঃ সহচারকঃ ।  
 কোপং কস্মিন্ করোম্যদ্য ভোগেহস্মিন্ স্বকৃতেহনুজ ! ॥ ২৮ ॥  
 গতং হস্তগতং রাজ্যং ক্ষণাদিস্তদতোপমম্ ।  
 বনে বাসস্তু সম্প্রাপ্তঃ কো বেদ বিধিনির্মিতম্ ॥ ২৯ ॥  
 বালভাবাচ্চ বৈদেহী চলিতা চাবয়োঃ সহ ।  
 নীতা দৈবেন দুর্কেন শ্যামা দুঃখতরাং দশাম্ ॥ ৩০ ॥  
 লঙ্কেশস্ত গৃহে শ্যামা কথং দুঃখং ভবিষ্যতে ।  
 পতিব্রতা স্ত্রীশীলা চ ময়ি প্রীতিযুতা ভূশম্ ॥ ৩১ ॥  
 ন চ লক্ষ্মণ ! বৈদেহী সা তস্য বশগা ভবেৎ ।  
 শৈব্রিণীব বরারোহা কথং শ্যাজ্জনকাত্মজা ॥ ৩২ ॥  
 ত্যজেৎ প্রাণান্মিয়ন্তু ত্বে মৈথিলী ভরতানুজ ! ।  
 ন রাবণস্য বশগা ভবেদिति স্থনিশ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 মৃত্যু চেজ্জানকী বীর ! প্রাণাংস্ত্যক্ত্যাম্যসংশয়ম্ ।  
 মৃত্যু চেদসিতাপাঙ্গী কিং মে দেহেন লক্ষ্মণ ! ॥ ৩৪ ॥

অকিঞ্চনস্ত মে নাস্তি কোহুপায়া ইত্যত আহ কিং করোমীতি ॥ ২৭—৩০ ॥ )  
 কথং দুঃখং ভবিষ্যতীত্যনুভবিষ্যতীত্যর্থঃ । তন্ন বেন্মাহমিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ব্যক্তি কখন হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৬ ॥ সৌমিত্রে ! আমি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হই-  
 লাম, আমার সহায় নাই, অন্ত কোন উপায়ও নাই, আমি এখন কি করিব ? ॥ ২৭ ॥ আমার  
 বল নাই, বিত্ত নাই, হে বীর ! তুমিই কেবল আমার একমাত্র সহচর, ভাই ! এই নিজকৃত  
 কর্মভোগে আমি কাহার উপর কোপ করিব ॥ ২৮ ॥ হায় ! ইজ্জসভাসদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন  
 হস্তগত রাজ্য ক্ষণকাল মধ্যে হারাইয়া বনবাস প্রাপ্ত হইলাম, লক্ষ্মণ ! বিধি নির্দিষ্ট  
 কর্ম কোন ব্যক্তি অবগত হইতে পারে ? ॥ ২৯ ॥ আহা ! কোমলাঙ্গী বৈদেহী বালস্বভাবশে  
 আমাদের সহিত বনে আসিল, দুর্দান্ত দৈব সেই সর্সাপশৃঙ্গরী মনোরম্য কামিনীকে দুস্তর  
 দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩০ ॥ সেই শ্যামা জনকনন্দিনী আমার প্রতি অত্যন্তই প্রীতি-  
 মতী, তিনি সততই সাধুচরিত্রা ও পতিব্রতা, অতএব লঙ্কেশ্বরের গৃহে কিরূপে দুঃখভোগে  
 সমর্থ হইবেন ? ॥ ৩১ ॥ লক্ষ্মণ ! সীতাদেবী কখনই রাবণের বশবর্ত্তিনী হইবেন না, সেই  
 বরবর্ত্তিনী পতিব্রতা জনকনন্দিনী কিরূপে শৈব্রিণীর জ্ঞান আচরণ করিতে সমর্থ হই-  
 বেন ? ॥ ৩২ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে রাবণ আপনার প্রভু বলি যদি জনকজার  
 প্রতি বল প্রয়োগ করে, তবে সীতা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন তথাপি তাহার বশ-  
 বর্ত্তিনী হইবেন না ॥ ৩৩ ॥ লক্ষ্মণ ! জানকী যদি জীবন বিসর্জন করেন তবে আমি নিশ্চয়ই

এবং বিলপমানং তং রামং কমললোচনম্ ।  
 লক্ষ্মণঃ প্রাহ ধর্মাশ্রা সান্ত্বয়ন্তয়া গিরা ॥ ৩৫ ॥  
 ধৈর্য্যং কুরু মহাবাহো ! ত্যক্তা কাতরতামিহ ।  
 আনয়িষ্যামি বৈদেহীং হৃদা তং রাক্ষসাধমম্ ॥ ৩৬ ॥  
 আপদি সম্পদি তুল্যা ধৈর্য্যাদ্ভবন্তি তে ধীরাঃ ।  
 অল্পধিয়স্ত নিমগ্নাঃ কষ্টে ভবন্তি বিভবেহপি ॥ ৩৭ ॥  
 সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ দৈবীধীনাবুভাবপি ।  
 শোকস্ত কীদৃশস্তত্র দেহেহনাত্মনি চ কচিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 রাজ্যাদ্যথা বনে বাসো বৈদেহ্য হরণং যথা ।  
 তথা কালে সমীচীনে সংযোগোহপি ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥  
 প্রাপ্তব্যং সুখদুঃখানাং ভোগান্নিবর্তনং কচিৎ ।  
 নান্যথা জানকীজানে ! তস্মাচ্ছোকং ত্যজাধুনা ॥ ৪০ ॥

নিয়ন্তৃত্বং রাবণেন নিয়ন্তৃত্বং স্বীকৃত্যে সতীত্যর্থঃ । নিয়ন্তৃত্বং স্বীকৃত্য যদি বলাৎকারং  
 কুর্যাদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আপদি সম্পদি সত্যামিত্যর্থঃ । তুল্যাঃ সমচিত্তা ইত্যর্থঃ । নিমগ্নাঃ কষ্টে ইতি । অল্পধিয়স্ত  
 বিভবেহপি সতি কষ্টে নিমগ্না ভবন্তি ॥ ৩৭ ॥

(সংযোগাদেদৈবীধীনত্বাৎ যথা শোকাদিকং মা কুরু ইত্যত আহ সংযোগ ইতি ।  
 অনাত্মনি দেহে শোকঃ কীদৃশঃ অক্ষতব্যঃ এব ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

রাজ্যাদিতি । সমীচীনে দৈবেন পুরুষকারেণ চানীতে সমুপস্থিতে বা কালে ইত্যর্থঃ ।  
 দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতবঃ । ত্রয়মেতন্নরাণাস্ত পিণ্ডিতং শ্রুৎ ফলাবহমিতি  
 বচনাৎ ॥ ৩৯ ॥

প্রাণ পরিত্যাগ করিব ; কারণ, সেই অসিতাপাক্ষী সীতাই যদি প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন,  
 তবে আমার এই দেহে প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৪ ॥

কমললোচন রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিলে ধর্মাশ্রা লক্ষ্মণ তাহাকে  
 সান্ত্বনা করিয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ বীরবর ! আপনি কাতরতা পরিত্যাগ  
 করিয়া ধৈর্য্যধারণ করুন, আমি সহরই সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতা-  
 দেবীকে আনয়ন করিব ॥ ৩৬ ॥ ধীরগণ, ধৈর্য্যধারণ হেতু আপদে এবং সম্পদে অবিচলিত-  
 চিত্তই থাকেন, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, সম্পদ সত্ত্বেও কষ্টে নিমগ্ন হয় ॥ ৩৭ ॥ সংযোগ ও বিয়োগ  
 উভয়ই দৈবের অর্ধীন ; তবে এই অনাত্মা দেহের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন  
 কি ? ॥ ৩৮ ॥ যেক্ষেপে রাজ্য হইতে বনবাস হইয়াছে এবং যেক্ষেপে সীতা বিয়োগ ঘটয়াছে,  
 সেইরূপ উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই আবার সীতার সহিত সংযোগ হইবে ॥ ৩৯ ॥ হে



বানরাঃ সন্তি ভূয়াংসো গমিষ্যন্তি চতুর্দিশম্ ।  
 শুদ্ধিং জনকনন্দিন্যা আনয়িষ্যন্তি তে কিল ॥ ৪১ ॥  
 জ্ঞাত্বা মার্গস্থিতিং তত্র গত্বা কৃত্বা পরাক্রমম্ ।  
 হত্বা তং পাপকর্মাণমানয়িষ্যামি মৈথিলীম্ ॥ ৪২ ॥  
 সসৈন্যং তরতং বাপি সমাহুয় সহানুজম্ ।  
 হনিষ্যামো বয়ং শত্রুং কিং শোচসি বৃথাগ্রজ ! ॥ ৪৩ ॥  
 রঘুগৈকরথেনৈব জিতা সর্বা দিশঃ পুরা ।  
 তদ্বংশজঃ কথং শোকং কর্তু মর্হসি রাঘব ! ॥ ৪৪ ॥  
 একোহহং সকলাং জেতুং সমর্থোহস্মি সুরাসুরান্ ।  
 কিংপুনঃ সমহারো বৈ রাবণং কুলপাংসনম্ ॥ ৪৫ ॥  
 জনকং বা সমানীয় সাহায্যে রঘুনন্দন ! ।  
 হনিষ্যামি দুরাচারং রাবণং সুরকণ্টকম্ ॥ ৪৬ ॥  
 সুখস্থানন্তরং দুঃখং দুঃখস্থানন্তরং সুখম্ ।  
 চক্রনেগিরিবৈকান্তং ন ভবেদ্রঘুনন্দন ! ॥ ৪৭ ॥

প্রাপ্তবাসিতি । কচিং সুখদুঃখানাং বা নিবর্তনমস্তি সুখদুঃখয়োশ্চক্রবৎ পরিবর্তনশীলত্বা  
 দিতার্থঃ । অতঃ শোকস্ত্যজ্য ইতিভাবঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥ )

অধুনা রামমুত্তেজয়িতুমাহ রঘুগেতি ॥ ৪৪ ॥

একোহহমিতি । ত্রিভুবনজয়সমর্থস্ত মে রাবণস্ত তৃণবৎ প্রতিভাতি । অতঃশোকো ন  
 কর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

জানকীবরভ ! কোনও সময়ে সুখভোগ ও দুঃখভোগ অবশ্যই বিবর্তিত হইয়া থাকে সন্দেহ  
 নাই ; অতএব আপনি একগে শোক পরিত্যাগ পূর্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন ॥ ৪০ ॥ বহুতর  
 বানর আমাদের সহায় হইয়াছে, ইহারা চারিদিকে, গমন করিয়া জনকনন্দিনীর সমাচার  
 আনয়ন করিবে ॥ ৪১ ॥ প্রভো ! লঙ্কার গমনমার্গ অবগত হইয়া সেখানে গমন ও পরাক্রম  
 প্রকাশ পূর্বক পাপকর্ম্ম রাবণকে নিহত করিয়া মৈথিলীকে আনয়ন করিব ॥ ৪২ ॥ অথবা  
 সৈন্য ও শত্রু সহিত তরতকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়াই শত্রু সংহার করিব,  
 তবে আপনি বৃথা শোক করিতেছেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ প্রভো ! আমাদের পূর্ব পুরুষ  
 মহারাজ বীরবর রঘু, পূর্বে একাকী দশ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, আপনি সেই বংশে জন্ম-  
 গ্রহণ করিয়া কিরূপে শোক করিতেছেন ? ॥ ৪৪ ॥ আমি একাকীই সুরাসুর সকলকেই  
 পরাজয় করিতে সমর্থ, তবে যদি সহায় পাই তাহা হইলে রাক্ষসকুলকলঙ্ক রাবণকে যে  
 সংহার করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪৫ ॥ হে মহাবাহো ! আমরা সাহায্যের নিমিত্ত

মনোহতিকাতরং যন্ত সুখদুঃখসমুদ্ভবে ।  
 স শোকসাগরে যমো ন স্থখী শ্রাৎ কদাচন ॥ ৪৮ ॥  
 ইন্দ্রেণ ব্যসনং প্রাপ্তং পুরা বৈ রঘুনন্দন ! ।  
 নহুষঃ স্থাপিতো দেবৈঃ সর্বৈর্মঘবতঃ পদে ॥ ৪৯ ॥  
 স্থিতঃ পঙ্কজমধ্যে চ বহুবর্ষগণানপি ।  
 অজ্ঞাতবাসং মঘবা ভীতস্ত্যক্তা নিজং পদম্ ॥ ৫০ ॥  
 পুনঃ প্রাপ্তং নিজস্থানং কালৈ বিপরিবর্তিতে ।  
 নহুষঃ পতিতো ভূমৌ শাপাদজগরাকৃতিঃ ॥ ৫১ ॥  
 ইন্দ্রানীং কাময়ানস্ত ব্রাহ্মণানবমশ্চ চ ।  
 অগস্তিকোপাৎ সঞ্জাতঃ সর্পদেহো মহীপতিঃ ॥ ৫২ ॥  
 তস্মাচ্ছোকো ন কর্তব্যো ব্যসনে সতি রাঘব ! ।  
 উদ্যমে চিত্তমাস্থায় স্থাতব্যং বৈ বিপশ্চিতা ॥ ৫৩ ॥  
 সর্বজ্ঞোহসি মহাভাগ ! সমর্থোহসি জগৎপতে ! ।  
 কিং প্রাকৃত ইবাত্যর্থং কুরুষে শোকমাত্মনি ॥ ৫৪ ॥

সুখদুঃখানাগস্থিরত্বং বিজ্ঞায় দুঃখং ন কর্তব্যমিত্যাহ সুখস্থানন্তরমিতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥  
 অজ্ঞাতবাসং কৃতবানিতি শেষঃ ॥ ৫০—৫৪ ॥

জনকরাজকে আনয়ন করিয়া সেই ছরাচার সুরকণ্টক রাবণকে নিহত করিব ॥ ৪৬ ॥  
 রঘুনন্দন ! চক্রেমির স্থায় সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ উপস্থিত হইয়া থাকে, সুখ  
 এবং দুঃখ একবারে কখনই হয় না । সুখ ও দুঃখে যাহার মন অত্যন্ত অভিভূত হয়, সেই  
 ব্যক্তি শোকসাগরে নিমগ্ন হয় এবং সে কদাচই সুখী হইতে পারে না ॥ ৪৭—৪৮ ॥ দেখুন,  
 পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন দেবগণ একত্রিত হইয়া  
 নহষরাজকে ইন্দ্র পদে সংস্থাপিত করিলেন ॥ ৪৯ ॥ সেই সময় দেবরাজ ভীত হইয়া  
 আপনার পদ পরিত্যাগ পূর্বক বহুতর বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ কাল  
 পরিবর্তিত হইলে তিনি আপন পদ পুনর্বার প্রাপ্ত হইলেন, এবং নহষরাজ ঋষিশাপে  
 ভূমিতে পতিত হইয়া অজগর মূর্তি ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ৫১ ॥ মহীপতি নহুষ ইন্দ্রানী  
 দেবীকে কামনা এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া মহর্ষি অগস্তির কোপবশে ভূজঙ্গ বোনিতে  
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ অতএব হে রাঘব ! বিপদ উপস্থিত হইলে শোক করা  
 কর্তব্য নহে ; বিপদকালে উদ্যমে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক অবস্থিতি করা পণ্ডিতগণের একান্তই  
 কর্তব্য ॥ ৫৩ ॥ হে জগতীপতে ! আপনি মহাভাগ, সর্বজ্ঞ ও সকল কার্য্যেই সমর্থ ; এক্ষণে  
 প্রাকৃত জনের জ্ঞান অতিশয় শোকে অভিভূত হইতেছেন কেন ? ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি লক্ষ্মণবাক্যেন বোধিতো রঘুনন্দনঃ ।

তাত্ত্ব্য শোকং তথাত্যর্থং বভূব বিগতজ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
সীতাহরণরামশোকবর্ণনং নাম একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

অত্যাধমতিশয়িতম্ । ( প্রতীকারশ্রবণাৎ ভবিষ্যে কালেহপি সীতাসংযোগে স্বরণেন  
আত্যন্তিকসস্তাপস্ত বিগমাৎ বিগতজ্বরত্বম্ ॥ ৫৫ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এইরূপ সাস্তুনা বাক্যে সেই কঠোর-  
তর শোক পরিত্যাগ পূর্বক স্থিরচিত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
বতের তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণানন্তর রামের দুঃখ বর্ণন নামক  
উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ত্রিশোই অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এবং তৌ সন্নিদং কৃত্বা যাবত্বৃক্ষীং বভূবতুঃ ।  
অজগাম তদাকাশান্নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ১ ॥  
রণয়শ্মহতীং বীণাং স্বরগ্রামবিভূষিতাম্ ।  
গায়ন্ বৃহদ্রথং সামং তদা তমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥  
দৃষ্ট্বা তং রাম উখায় দদাবথ বৃষং শুভম্ ।  
আসনং চার্ঘ্যপাদ্যঞ্চ কৃতবানমিতদ্যতিঃ ॥ ৩ ॥  
পূজাং পরমিকাং কৃত্বা কৃতাজ্জলিরূপস্থিতঃ ।  
উপবিষ্টঃ সমীপে তু কৃতাজ্জো মুনির্না হরিঃ ॥ ৪ ॥  
উপবিষ্টং তদা রামং সানুজং দুঃখমানসম্ ।  
পপ্রচ্ছ নারদঃ প্রীত্যা কুশলং মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥  
কথং রাঘব ! শোকার্তো যথা বৈ প্রাকৃতো নরঃ ।  
হতাং সীতাঞ্চ জানামি রাবণেন হুরাত্মনা ॥ ৬ ॥

ত্রিষষ্টিলোকবর্ধৈশ্চ নারদো ব্রতমাহ হি ।

রামচক্র তচ্চাপি সমাগেতদিহোচ্যতে ॥

লক্ষণভাবণানন্তরং জায়মানং কৃত্যমাহ । এবং তাবিত্তি । সন্নিদং বিচারম্ ॥ ১ ॥

তং রামমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥

রামস্তং দৃষ্ট্বাখায় বৃষং শ্রেষ্ঠমাসনং দদৌ ॥ ৩—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাম ও লক্ষণ এইরূপ বিচার করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে  
ভগবান্ নারদঋষি, স্বরগ্রামসমন্বিত আপনার মহতীবীণা যোগে রথন্তর-সামবেদ গান  
করিতে করিতে আকাশমার্গ হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ অমিতভেজা  
রামচক্র, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোধান করিয়া সত্তর উত্তম আসন ও  
পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক পূজা করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মুনিবর  
আজ্ঞা করিলে ভগবান্ তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ রামচক্র অমুজের  
সহিত দুঃখিতচিত্তে উপবেশন করিলে মুনিসত্তম নারদ প্রীতিপূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-  
লেন, রঘুনন্দন ! আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ছায় শোকার্ত হইয়া রহিয়াছেন কেন ? হুরাত্মা  
রাবণ যে সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে তাহা আমি জানি । ত্রিশতাব্দে অবস্থিতি করিতে



স্বরসদ্রাগতচ্চাহং শ্রুতবাজ্ঞনকাভ্রজাম্ ।

পৌলস্ত্যেন হৃতাং মোহান্মরগং স্বমজানতা ॥ ৭ ॥

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ ! পৌলস্ত্যনিধনায় বৈ ।

মৈথিলীহরণং জাতমেতদর্থং নরাধিপ ! ॥ ৮ ॥

পূৰ্ব্বজন্মনি বৈদেহী মুনিপুত্রী তপস্বিনী ।

রাবণেন বনে দৃষ্টা তপস্বন্তী শুচিস্মিতা ॥ ৯ ॥

প্রার্থিতা রাবণেনাসৌ ভব ভার্য্যেতি রাঘব ! ।

তিরস্কৃতস্ত্যাসৌ বৈ জগ্ৰাহ কবরং বলাৎ ॥ ১০ ॥

শশাপ তৎক্ৰণং রাম ! রাবণং তাপসী ভূশাম্ ।

কুপিতা ত্যক্তুমিচ্ছন্তী দেহং সংস্পর্শদূষিতাম্ ॥ ১১ ॥

হুরাভ্রংস্তব নাশার্থং ভবিষ্যামি ধরাতলে ।

অযোনিজা বরা নারী ত্যক্ত্বা দেহং জহাবপি ॥ ১২ ॥

সেয়ং রমাংশসমুতা গৃহীতা তেন রক্ষসা ।

বিনাশার্থং কুলশ্চৈব ব্যালী অগিব সম্ভ্রমাৎ ॥ ১৩ ॥

কবরং কেশপাশম্ ॥ ১০ ॥

সংস্পর্শদূষিতং পরস্পর্শদূষিতং দেহং ত্যক্তুমিচ্ছন্তীত্যম্বয়ঃ ॥ ১১—১২ ॥

ব্যালী অগিবেতি । সম্ভ্রমাৎব্যালী অগিব অশুভ্রা মালাব্রুত্যা গৃহীতা ব্যালীব সর্পিণী-  
বেত্যর্থঃ । রমায়াঃ শাপেন পূৰ্ব্বজন্মনি মুনিপুত্রীত্বং জাতং তৎকথা তু স্বাক্ষে প্রসিদ্ধা সৈব  
দ্বিতীয়জন্মনি সীতাভবৎ ॥ ১৩ ॥

করিতে শুনিলাম যে পুলস্ত্যকুলজ রাবণ আপনার মরণ না বুঝিয়া মোহবশে জানকীরে  
হরণ করিয়াছে । হে কাকুৎস্থকুলজ ! পৌলস্ত্যকুলের নিধনের নিমিত্তই আপনার  
জন্মগ্রহণ হইয়াছে, অতএব তজ্জগুই এক্ষণে এই জানকী হরণ সংঘটিত হইল ॥ ৫—৮ ॥  
রাঘব ! জানকীদেবী পূৰ্ব্বজন্মে মুনিতনয়া ও তপস্বিনী ছিলেন । তিনি তপোবনে তপস্তার  
অনুষ্ঠানে নিরত আছেন, এমন সময়ে রাবণ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রার্থনা  
করিল, শুচিস্মিতে ! তুমি আমার ভার্য্যা হও । ইহা শুনিয়া তিনি রাবণকে তিরস্কার  
করিলে হৃষ্টমতি দশানন বলপূৰ্ব্বক তাহার কবরীবন্ধন ধারণ করিল । তখন তাপসী  
অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং হৃষ্টের স্পর্শে দূষিত দেহ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাবণকে  
অভিশাপ দিলেন, হুরাভ্র ! আমি তোমার বিনাশের নিমিত্ত অযোনিজা রমণী হইয়া  
অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিব । এই বলিয়া তিনি আপনার প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥ ৯—১২ ॥  
হে পরম্পদ ! রাক্ষসাদিপতি রাবণ নিজ কুল বিনাশের নিমিত্ত মালাব্রমে তীক্ষ্ণবিধা সর্পিণীর

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ ! তস্ত নাশায় চামরৈঃ ।  
 প্রার্থিতস্ত হরেরংশাদজবংশেহ্যজন্মনঃ ॥ ১৪ ॥  
 কুরু ধৈর্য্যং মহাবাহো ! তত্র সা বর্ততে বশা ।  
 সতী ধর্ম্মরতা সীতা ত্বাং ধ্যায়ন্তী দিবানিশম্ ॥ ১৫ ॥  
 কামধেনুপয়ঃ পাত্রে কৃত্বা মঘবতা স্বয়ম্ ।  
 পানার্থং প্রেষিতং তস্তাঃ পীতং চৈবামৃতং তথা ॥ ১৬ ॥  
 সুরভীদুগ্ধপানাৎ সা ক্ষুৎতৃড়্‌দুঃখবিবর্জিতা ।  
 জাতা কমলপত্রাক্ষী বর্ততে বীক্ষিতা ময়া ॥ ১৭ ॥  
 উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্ত নাশায় রাঘব ! ।  
 ত্রতং কুরুষ্ব শ্রদ্ধাবানশ্বিনে মাসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥  
 নবরাত্নোপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্ ।  
 সর্ব্বসিদ্ধিকরং রাম ! জপহোমবিধানতঃ ॥ ১৯ ॥  
 মেধৈশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ ।  
 দশাংশং হবনং কৃত্বা স্তনুজন্তুং ভবিষ্যসি ॥ ২০ ॥

অজ্ঞো নাম রঘুপুত্রস্তস্য বংশে ॥ ১৪ ॥

যত এতাদৃশঃ পরমেশ্বরস্তং সীতা চ পরমেশ্বর্যাংশভূতা ততঃ কুরু ধৈর্য্যমিত্যাহ কুরু ধৈর্য্যমিতি । ত্বাং ধ্যায়ন্তীত্যনেন গীতিব্রতভঙ্গে ন জাত ইতি বোধিতম্ ॥ ১৫ ॥

উদরক্ষুধয়া পীড়িতা সতী রাবণস্ত বশা ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ । কামধেনুপয় ইতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অস্তেতত্ত্বাঃ পাতিব্রত্যাং যদি সা প্রাপ্ততি তর্হি তদুপযোগায় নোচেন্মম কিং ফলং তস্তেতি চেত্তত্রাহ উপায়মিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

জায় সেই রমার অংশভূতা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে কাকুৎস্থ ! সেই  
 হৃদান্ত রাবণের বিনাশের নিমিত্ত অমরুণ প্রার্থনা করিলে জন্ম, জরা ও মরণ বর্জিত হরির  
 অংশ হইতে অবনীধামে অজবংশে আপনার জন্ম হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ হে মহাবাহো ! আপনি  
 ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, সীতাদেবী দিবারাত্র আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ স্বয়ং দেব-  
 রাজ ইন্দ্র তাঁহার পানের নিমিত্ত অমৃত ও কামধেনুর দুগ্ধ পাত্রে করিয়া নিত্য নিত্য প্রেরণ  
 করেন, তিনি তাহাই পান করিয়া থাকেন । প্রভো ! সুরধেনুর পয়ঃপানে পদ্মপলাশাক্ষী  
 সীতাদেবী ক্ষুধাতৃষ্ণাদি বর্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, আমি নিত্যনিত্য তাঁহাকে  
 দেখিয়া আসিতেছি ॥ ১৬—১৭ ॥ রঘুনন্দন ! এখন তোমাকে আমি রাবণের নিধনোপায়  
 বলিতেছি শ্রবণ কর । আপনি শ্রদ্ধাবান হইয়া এই আশ্বিনমাসেই ত্রতানুষ্ঠানে নিরত  
 হউন ॥ ১৮ ॥ নবরাত্র উপবাস করিয়া ভগবতীর পূজা ও বিধিপূর্কক জপ হোমাদির অহ-

বিষ্ণুনাচরিতং পূৰ্ব্বং মহাদেবেন ব্রহ্মণা ।  
 তথা মঘবতা চীর্ণং স্বৰ্গমধ্যস্থিতেন বৈ ॥ ২১ ॥  
 অশ্বিনা রাম ! কৰ্ত্তব্যং নবরাত্রব্রতং শুভম্ ।  
 বিশেষেণ চ কৰ্ত্তব্যং পুংসা কৰ্ম্মগতেন বৈ ॥ ২২ ॥  
 বিশ্বামিত্রেণ কাকুৎস্থ ! কৃতমেতন্ম সংশয়ঃ ।  
 ভৃগুনাথ বশিষ্ঠেন কশ্যপেন তথৈব চ ॥ ২৩ ॥  
 গুরুণা হতদারেণ কৃতমেতন্মহাব্রতম্ ।  
 তস্মাত্ত্বং কুরু রাজেন্দ্র ! রাবণস্য বধায় চ ॥ ২৪ ॥  
 ইন্দ্রেণ বৃত্রনাশায় কৃতং ব্রতমনুভূতম্ ।  
 ত্রিপুরস্য বিনাশায় শিবেনাপি পুরা কৃতম্ ॥ ২৫ ॥  
 হরিণা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে ! ।  
 বিধিবৎ কুরু কাকুৎস্থ ! ব্রতমেতদতদ্বিতং ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

কা দেবী কিম্প্রভাবা সা কুতো জাতা কিমাহ্বয়া ।  
 ব্রতং কিং বিধিবৎ ব্রুহি সৰ্ব্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ২৭ ॥

বিশংসিতৈঃ শব্দৈঃ । দশাংশং হবনং জপদশাংশমিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৫ ॥

মধুনাশায়েতি । যদ্যপি তস্মিন্ সময়ে ব্রতং কৰ্ত্তুমবকাশো ন জাতো নিদ্রোত্তরমব্যব-  
 হিতকালে এব যুদ্ধস্ত জায়মানত্যাং তথাপি মম জঘো ভবত্বং ব্রতং করিষ্যামীতি তস্মিন্  
 সময়ে সঙ্কল্পানন্তরং কৃতমিত্যত্র তাৎপর্যাৎ ॥ ২৬—২৭ ॥

ঠান করিলে সৰ্ব্ব কামনাই পরিপূর্ণ হয় সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ রঘুকুলতিলক ! পবিত্র ও  
 প্রশস্ত পশুদ্বারা দেবীর বলি প্রদান ও জপ এবং জপের দশাংশ হোম করিলে নিশ্চয়ই  
 সীতার সমুদ্ধারে সমর্থ হইবেন ॥ ২০ ॥ পূৰ্বে বিষ্ণু, ত্রিলোচন ও পদ্মাসন, এবং স্বৰ্গস্থিত  
 দেবরাজও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ অতএব হে রাঘব ! অশ্বী ব্যক্তির  
 বিশেষতঃ কষ্টসঙ্কটে নিপতিত পুরুষগণের এই কল্যাণকর ব্রতের অনুষ্ঠান করা একান্তই  
 কৰ্ত্তব্য ॥ ২২ ॥ হে কাকুৎস্থ ! বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ইহঁরা সকলেই এই ব্রতের  
 আচরণ করিয়াছিলেন । সোম সুরগুরু ভাৰ্য্যা তারারে হরণ করিলে, তিনিও এই  
 মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব রাজেন্দ্র ! আপনিও রাবণ  
 বধের নিমিত্ত এই ব্রতের আচরণ করুন ॥ ২৩—২৪ ॥ হে মহামতে ! ইন্দ্র-বৃত্রবিনাশের  
 নিমিত্ত ত্রিলোচন ত্রিপুরবিনাশার্থ এবং নারায়ণ মধুটেকটবিনাশের নিমিত্ত পূৰ্বে এই  
 ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব আপনিও সমাহিতচিত্তে বিধিপূৰ্ব্বক এই ব্রতানুষ্ঠানে  
 যত্নসকল হউন ॥ ২৫—২৬ ॥

নারদ উবাচ ।

শৃণু রাম ! সদা নিত্য শক্তিরাদ্যা সনাতনী ।

সর্বকামপ্রদা দেবী পূজিতা দুঃখনাশিনী ॥ ২৮ ॥

কারণং সর্বজন্তুনাং ব্রহ্মাদীনাং রঘুদ্রহ ! ।

তস্মাঃ শক্তিং বিনা কোহপি স্পন্দিতুং ন ক্রমো ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

প্রসূতত্বয়ন্ত ক্রমেণোত্তরমাহ শৃণু রামেতি । হে রাম ! যা নিত্য কালত্রয়াবাধা আদ্যা  
কাদিকারণভূতা ব্রহ্মরূপা যা চ সনাতনাদিসিদ্ধা শক্তির্জড়রূপা মায়াখ্যা বহৌ বহিঃশক্তি-  
দব্রূপা হিতা । এতদুভয়ায়কমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং তৎসং সা দেবী দেবোপদবাচ্যং ভবতি ।  
যথা গজশরীরে প্রবিষ্টং চৈতন্তং গজনামকং ভবতি তথা জগৎকরণমায়াশরীরে প্রবিষ্টং প্রথম-  
চৈতন্তং মুখ্যতয়া মায়াশক্তিপ্রকৃতিসংজ্ঞকং ভবতি অতএব সর্বোৎকৃষ্টং প্রথমং দেবীত্বং  
স্মৃতি তদনন্তরং দেবীত্বমেব তত্তদুৎপাদোপাধিষু প্রবিষ্টং ব্রহ্মবিষ্ণুাদিসংজ্ঞাং ভজতে তদেব  
কর্তৃত্বাত্মন্য প্রবিষ্টং তথা মহাভূতেষু প্রবিষ্টং তত্ত্বংসংজ্ঞাং ভজতে ইতি দেবীরূপমেব  
স্মৃতিমিতি সর্ববেদসিদ্ধান্তো জাগর্তি ন পুনর্ভেদবৈশেষ্যমতাপভ্রংশাঃ । কীদৃশী সা যা পূজিতা  
তী দুঃখনাশিনী জননমরণাদিসর্বসংসারদুঃখনাশিনী সর্বকামপ্রদা ধর্ম্যকামার্থমোকপ্রদা  
ভবতি । এতেন কা দেবীতি রামপ্রশ্নস্তোত্তরং দত্তং ভবতি । ইদং ভগবত্যাঃ স্বরূপং  
হদারণ্যকে গার্গ্যবাক্ত্যে স্পষ্টম্ । তত্র হি পৃথিব্যাদিকং কস্মিন্নোতশ্চোতং চেতি গার্গ্য  
প্রথমে প্রশ্নে কৃতে যাজ্ঞবল্ক্যেন পরীকাশশক্তিতায়াং চিদম্বরশক্তৌ মায়ায়ামোতশ্চোতং  
চতুস্তরিতে গুনঃ সা চিদম্বরশক্তিঃ পরীকাশশক্তিতায়া কস্মিন্নোতা চ প্রোতা চেত্যভি-  
প্রায়েণ সা হোবাচ । যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যাদিবো যদবাকৃপৃথিব্যাং যদন্তরা দ্যাব্যাপৃথিবী ইমে  
যদুতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যচক্রে কস্মিন্নেব তদোতং চ প্রোতং চেতি গার্গ্য প্রশ্নে কৃতে  
ক্লণ্যেব সা শক্তিরোতা চ প্রোতা চেত্যভিপ্রায়েণ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সহোবাচ যদুর্দ্ধং গার্গ্য  
দিবো যদবাকৃ পৃথিব্যা যদন্তরাদ্যাবাপৃথিবী ইমে যদুতং চ ভবচ্ছেত্যচক্রে । আকাশ এব  
যদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্মাকাশ ওতপ্রোতশ্চেতি সহোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গ্য !  
ব্রহ্মণ্য অভিবদন্ত্যস্থলমনগ্হস্বমিত্যাদিনোত্তরং দত্তবান্ । তেন চ গ্রহেনেদমেব ভগবতী-  
স্বরূপং প্রতিপাদিতং ভবতি স্পষ্টীকৃতং চৈতন্যতিবৃহদারণ্যকটীকায়াং নীলকণ্ঠ্যামিতী-  
হাপরম্যতে । অথ কিস্তিভাবা সেতি পৃষ্টস্তোত্তরমাহ কারণমিতি । সর্বজন্তুনামিতীদং সর্ব-  
জড়াপ্রপঞ্চশোপলক্ষণম্ । তথাচ সর্বকর্তৃত্বমেবাস্তাঃ প্রভাব ইত্যর্থঃ তথাচ স্রুতিঃ । তথাক্ষ-  
রাং সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি । মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ । তয়োর্কিভূতিলেশো  
বৈ জগদেতচ্চরাচরমিতি ॥ ২৮ ॥

অধুনা কূতো জাতেতি পৃষ্টস্তোত্তরমাহ তস্মাঃ শক্তিং বিনেতি । তস্মা ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগ-  
বত্যাঃ সন্নিদঃ শক্তিম্বায়াখ্যা তাং বিনা কোহপি প্রাণী স্পন্দিতুং চলিতুং ক্রমঃ সমর্থো নৈব  
ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

রাম কহিলেন, জ্ঞাননিষ্ঠে! , সেই দেবী কে ? তাঁহার প্রভাব কিরূপ, কোথা  
হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, সেই ব্রতই বা কি প্রকার ? আপনি  
করুণাবিতরণ পূর্বক তৎসমস্তই বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীর্তন করুন ॥ ২৭ ॥

নারদ কহিলেন, রাঘব ! শ্রবণ করুন, সেই দেবী নিত্য ও সনাতনী আদ্যাশক্তি,  
তাঁহার পূজা করিলে তিনি সকল দুঃখ দূর করিয়া সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥



বিষ্ণোঃ পালনশক্তিঃ সা কর্তৃশক্তিঃ পিতৃশ্রম ।  
 রুদ্রশ্চ নাশশক্তিঃ সা ভূত্যা শক্তিঃ পরা শিবা ॥ ৩০ ॥  
 যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিৎস্তু সদসদ্বিবনত্রয়ে ।  
 তস্য সর্বশ্চ যা শক্তিস্তদুৎপত্তিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥  
 ন ব্রহ্মা ন যদা বিষ্ণুর্ন রুদ্রো ন দিবাকরঃ ।  
 ন চেন্দ্রাদ্যাঃ সুরাঃ সর্বে ন ধরা ন ধরাধরাঃ ॥ ৩২ ॥  
 তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেন পরেন বৈ ।  
 সংযুতা বিহরত্যেব যুগাদৌ নিগুণা শিবা ॥ ৩৩ ॥  
 সা ভূত্বা সগুণা পশ্চাৎ করোতি ভুবনত্রয়ম্ ।  
 পূর্বং সংসৃজ্য ব্রহ্মাদীন্ দত্ত্বা শক্তীশ্চ সর্বশঃ ॥ ৩৪ ॥  
 তাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ ।  
 সা বিদ্যা পরমা জ্ঞেয়া বেদাদ্যা বেদকারিণী ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি । বিষ্ণুাদীনাং শক্তিঃ সর্বত্রাপি সৈবেত্যর্থঃ । সা সা তত্রাহ অত্রা শক্তি-  
 রিতি । পরা শিবা বাস্তব্যা শক্তিঃ পরব্রহ্মশক্তিঃ সৈব বিষ্ণুাদিশক্তিঃ সর্বত্রাপিণীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

কিং বহুনা যচ্চ কিঞ্চিদিতি । যদৈতাদৃশো যদীয়োগাঃ শক্তেশ্চহিমা তদা তাদৃশশক্তিমত্যা  
 ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা উৎপত্তিঃ কুতো ভবেৎ কুতোহপীত্যর্থঃ । নহি সর্বকারণস্তোৎপত্তিঃ  
 কস্মাদপি সম্ভবত্যানবস্থাপাতাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

সর্বাদিষ্মমেব বর্ণয়ন্তুৎপত্তিরাহিত্যং দ্রুয়তি ন ব্রুয়তি ॥ ৩২ ॥

যদা সর্ভাতাবস্তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেন পরচিহ্নপেণ সংযুতা নিগুণা সাম্যাবস্থা  
 রূপা যুগাদৌ বিহরতি ॥ ৩৩ ॥

সা ভূত্বতি । সৈব পশ্চাৎ সগুণা গুণত্রয়সম্পূর্ণা ভূত্বা তত্তদগুণোপাধিভিঃ পূর্বং ব্রহ্মা-  
 দীন্ সংসৃজ্যোৎপাদয়িত্বা তেভ্যঃ শক্তীশ্চ দত্ত্বা ভুবনত্রয়ং করোতি ॥ ৩৪ ॥

তিনি ব্রহ্মাদি অখিল জীবগণের কারণ, তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নড়িতে  
 চড়িতেও সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥ সেই পরাৎপরা শিবাদেবীই বিষ্ণুর পালনশক্তি, বিধাতার  
 সৃষ্টিশক্তি, এবং মহেশ্বরের সংহারশক্তি ॥ ৩০ ॥ এই অনন্ত ব্রহ্মাও মণ্ডলে যে কোনও  
 স্থানে যে কিছু নক্ষর ও নিত্য বস্তু বিদ্যমান আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের শক্তি ; অতএব  
 তাঁহার উৎপত্তি আর কোথা হইতে হইবে? ॥ ৩১ ॥ তাঁহার উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মা নহেন,  
 বিষ্ণু নহেন, রুদ্র নহেন, সূর্য্য নহেন, ইন্দ্রাদি জ্বরগণ নহেন, ধরা নহেন, ধরাধরও নহেন,  
 অতএব তিনিই নিগুণা কৈবল্যরূপিণী পূর্ণা প্রকৃতি, তিনি ঐলয়কালে পরমপুরুষের সহিত  
 মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৩২—৩৩ ॥ তিনিই অবার বসুধা হইয়া প্রথমে ব্রহ্মা  
 বিষ্ণু মহেশ্বরাদির সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত শক্তি প্রদান পূর্বক এই ভুবনত্রয়ের  
 সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ তিনিই পরমাবিদ্যা বেদাদ্যা ও বেদকারিণী, জীবগণ তাঁহার

অসংখ্যাতানি নামানি তস্মা ব্রহ্মাদিভিঃ কিল ।  
 গুণকর্মবিধানৈস্তু কল্পিতানি চ কিং বুবে ॥ ৩৬ ॥  
 অকারাদিক্কারান্তৈঃ স্বরৈর্বর্ণৈস্তু যোজিতৈঃ ।  
 অসংখ্যেয়ানি নামানি ভবন্তি রঘুনন্দন ! ॥ ৩৭ ॥

রাম উবাচ ।

বিধিং মে ব্রুহি বিপ্রর্ষে ! ত্রতস্তাস্মৈ সমাসতঃ ।  
 করোম্যদ্যৈব ব্রহ্মাবান্ শ্রীদেব্যোঃ পূজনং তথা ॥ ৩৮ ॥  
 নারদ উবাচ ।

পীঠং কৃত্বা সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদম্বিকাম্ ।  
 উপবাসাম্ভবৈব ত্বং কুরু রাম ! বিধানতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 আচার্য্যোহহং ভবিষ্যামি কৰ্ম্মণ্যস্মিন্মহীপতে ! ।  
 দেবকার্য্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যহম্ ॥ ৪০ ॥

তাং জ্ঞাত্বৈতি । তাং ব্রহ্মরূপিণীং জ্ঞাত্বা নির্বিকল্পচেতসা স্বাভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য ব্রহ্ম-  
 জীবো জন্মাদিরূপসংসাররূপবন্ধনানুচ্যতে । তথাচ শ্রুতিঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি ।  
 সা বিদ্যোতি । পরমা যা বিদ্যা নির্বিকল্পবৃত্তিরূপা সা ভগবতী ব্রহ্মরূপিণী জ্ঞেয়া । ব্রহ্মণো  
 বিদ্যাশরীরত্বাৎ । তদ্বক্তাঃ শক্তিঃ শরীরমধিদেবতমন্তরাহ্মা জ্ঞানং ক্রিয়াঃ করণমাসমজাল-  
 মিচ্ছা । ঐশ্বর্য্যমারতনমাবরণানি চ ত্বাং কিস্তন্ন যন্তবসি দেবি ! শশাঙ্কমৌলেঃ । এতাদৃশা  
 ভগবত্যাশ্চিহ্নপিণ্যা উৎপত্তির্মনসাপি ন সম্ভাব্যোত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ কিমাহুয়েতি পৃষ্টস্তোত্তরমাহ । অসংখ্যাতানীতি । হে রাম ! শ্রীভগবত্যা নামৈক-  
 গন্তীতি চেন্নয়া বক্তব্যং কিস্ত্ব যাবন্তঃ পদার্থান্তে সর্ব্বৈ ভগবতীরূপাঃ । একৈব সর্ব্বত্র বর্ত্ততে  
 তস্মাদ্ভ্যুচ্যতে একেতিশ্রুতেঃ একোহং বহুত্বাং প্রজায়ৈয়েতিশ্রুতেঃ । তথাচ যাবন্তঃ পদার্থা-  
 ন্তেষাং গুণকর্ম্মভেদেন বিধানেন ব্রহ্মাদিভিরসংখ্যেয়ানি নামানি কল্পিতানি যদেখং রাম  
 বর্ত্ততে তদেদং নাম ভবতীদং নেতি কথং বুবে তস্মাৎ সর্ব্বাণি নামান্তস্তা এব ভবন্তীত্যর্থঃ ।  
 তথাচ শ্রুতিঃ । তস্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত ইতি ॥ ৩৬ ॥

স্বরূপ আনিতে পারিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাদি-  
 সর্বগণ, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে তাঁহার অসংখ্য নাম করনা করিয়া থাকেন । তাহা আমি  
 বর্ণন করিতে সমর্থ নহি ॥ ৩৬ ॥ হে রঘুনন্দন ! বিবিধ স্বরবর্ণ সংযোজিত অকারাদি  
 ক্কারান্ত বর্ণ সমূহ দ্বারা তাঁহার অসংখ্য নাম বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রাম কহিলেন, বিপ্রবর ! আপনি সংক্ষেপে সেই ত্রতের বিধি শুনন্তু আমাকে উপদেশ  
 করুন, আমি ব্রহ্মাবান্ হইয়া অদ্যই দেবীর পূজা করিব ॥ ৩৮ ॥

নারদ বলিলেন, রাজব ! সমতল স্থানে পীঠ রচনা করিয়া তথায় জগদম্বিকার সংস্থাপন  
 পুরঃসর বিধিপূর্ব্বক নয় দিন উপবাস করুন ॥ ৩৯ ॥ রাজন্ ! আমি এই কৰ্ম্মে আচার্য্য  
 হইয়া দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে ইহা সম্পাদন করিব ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ভক্ষুত্বা বচনং সত্যং যত্না রামঃ প্রতাপবান্ ।  
 কারয়িত্বা শুভং পীঠং স্থাপয়িত্বান্বিকং শিবাম্ ॥ ৪১ ॥  
 বিধিবৎ পূজনং তস্মাশ্চকার ব্রতবান্ হরিঃ ।  
 সম্প্রাপ্তে চান্বিনে মাসি তস্মিন্ গিরিবরে তদা ॥ ৪২ ॥  
 উপবাসপরো রামঃ কৃতবান্ ব্রতমুত্তমম্ ।  
 হোমঞ্চ বিধিবত্তত্র বলিদানঞ্চ পূজনম্ ॥ ৪৩ ॥  
 ভ্রাতরৌ চক্রতুঃ প্রেমুণা ব্রতং নারদসম্মতম্ ।  
 অষ্টম্যাং মধ্যরাত্রে তু দেবী ভগবতী হি সা ॥ ৪৪ ॥  
 সিংহারুতা দদৌ তত্র দর্শনম্প্রতিপূজিতা ।  
 গিরিশৃঙ্গে স্থিতোবাচ রাঘবং সান্বজং গিরা ।  
 মেঘগম্ভীরয়া চেদং ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৪৫ ॥

দেব্যাচ ।

রাম রাম মহাবাহো ! তুষ্টাস্যাদ্য ব্রতেন তে ।  
 প্রার্থয়স্ব বরং কামং যত্তে মনসি বর্ততে ॥ ৪৬ ॥  
 নারায়ণাংশসমুতস্বং বংশে মানবেহনঘে ।  
 রাবণশ্চ বধায়ৈব প্রার্থিতস্বমরৈরসি ॥ ৪৭ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি অকারাদিককারাষ্টরুতি ॥ ৩৭—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর সেই প্রতাপবান্ ভগবান্ হরি মুনিবরের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক সত্য মনে করিয়া আশ্বিনমাস উপস্থিত হইলে সেই গিরিশৃঙ্গের উপর অশোভন পীঠ নির্মাণ করাইয়া তথায় জগদম্বিকা শিবা দেবীকে গংস্থাপিত করিলেন এবং বিধিপূৰ্ণক সেই ব্রতের অনুষ্ঠান ও দেবীর পূজা করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ রঘুধর উপবাস করিয়া সেই মহা ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, বিধিপূৰ্ণক হোম, বলিদান ও পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ভ্রাতৃদ্বয় ভক্তিভাবে অষ্টমীর মহারাত্রে সেই নারদ সম্মত ব্রত সম্পূর্ণ করিলে তখন মহাদেবী ভগবতী পূজার পরিতুষ্ট হইয়া সিংহোপরি আরোহণ পূৰ্ণক তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং গিরিশৃঙ্গে অবস্থিতি করিয়া মেঘের দ্বারা গম্ভীরস্বরে ও মধুর বচনে রাম লক্ষণকে বলিতে লাগিলেন, রাম ! আমি তোমার ব্রতানুষ্ঠানে পরিতুষ্ট হইলাম, বাহা তোমার মনের অভিলাষ তাহা এখন আমার নিকট প্রার্থনা কর ॥ ৪৪—৪৬ ॥ রাম ! তুমি রাবণ বধের নিমিত্ত দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মন্থর নির্মল ও পবিত্র বংশে নারায়ণের অং

পুরা মৎস্ততনুং কৃতা হৃদা ঘোরক রাক্ষসম্ ।  
 ত্বয়া বৈ রক্ষিতা বেদাঃ সুরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৮ ॥  
 ভূত্বা কচ্ছপরূপস্ত ধৃতবান্ মন্দরং গিরিম্ ।  
 অকুপারং প্রমহানং কৃতা দেবানপোষয়ৎ ॥ ৪৯ ॥  
 কোলরূপং পুরা কৃতা দশনাশ্রুণ মেদিনীম্ ।  
 ধৃতবানসি যজ্ঞাম্ ! হিরণ্যাক্ষং জঘান চ ॥ ৫০ ॥  
 নারসিংহীং তনুং কৃতা হিরণ্যকশিপুং পুরা ।  
 প্রহ্লাদং রাম ! রক্ষিত্বা হতবানসি রাঘব ! ॥ ৫১ ॥  
 বামনং বপুরাশ্চায় পুরা চ্ছলিতবান্ বলিম্ ।  
 ভূত্রেদ্ভস্থানুজঃ কামং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ ॥ ৫২ ॥  
 জমদগ্নিস্তনুঃ বৈ বিষোরংশেন সংগতঃ ।  
 কৃত্বাস্তং ক্ষত্রিয়াণাস্ত দানং ভূমেরদাদৃষিজে ॥ ৫৩ ॥  
 তদেদানীং তু কাকুৎস্থ ! জাতো দশরথাত্মজঃ ।  
 প্রার্থিতস্ত সুরৈঃ নৈব রাবণেনাতিপীড়িতৈঃ ॥ ৫৪ ॥  
 কপয়ন্তে সহায়্য বৈ দেবাংশা বলবত্তরাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি নরব্যাত্র ! মচ্ছক্তিসংযুতা হুমী ॥ ৫৫ ॥

অকুপারঃ সমুদ্ভূতঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৭ ॥ তুমিই পুরাকালে দেবতাগণের হিত কামনায় মৎস্ততনু পরিগ্রহ  
 করিয়া ঘোরতর রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বেদ সকলের রক্ষা করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥ তুমিই কচ্ছপ-  
 রূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্দরগিরি ধারণপূর্ব্বক পয়োনিধি মন্থন করিয়া দেবতাদিগের পুষ্টিসাধন  
 করিয়াছ ॥ ৪৯ ॥ রাম ! তুমিই পুরাকালে বরাহাবতার হইয়া দশনাশ্রুত্যাগে মেদিনীমণ্ডল  
 ধারণ করিয়াছি এবং নারসিংহ তনু পরিগ্রহ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপু দেহ পর্ত্ত-ধরতর-  
 নখরাশ্র-কুলিণে বিদারণ করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ৫০—৫১ ॥ রঘুনন্দন ! তুমিই  
 পুরাকালে বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের অনুজরূপে বলিকে ছলনা করিয়া দেবতাগণের  
 কার্য্য সাধন করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ কৌশল্যানন্দন ! তুমিই জমদগ্নির পুত্ররূপে বিপ্রবংশে অংশাবতার  
 হইয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্মূলরূপে সংহার পূর্ব্বক ভগবান্ কশ্যপ ঋষিকে অধিল ভূমণ্ডল প্রদান  
 করিয়াছ ॥ ৫৩ ॥ সেইরূপ এক্ষণে তুমি রাবণ কর্ত্তক প্রপীড়িত সুরগণের প্রার্থনায় নির্মল  
 কাকুৎস্থকূলে দশরথের পুত্র হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ ॥ ৫৪ ॥ অতএব দেবতাদিগের  
 অংশোৎপন্ন মদীয় শক্তি সমন্বিত অত্যন্ত বলশালী কপীন্দ্রগণ তোমার সহায় হইবে। তোমার



শেষাংশোহ্যমুজন্তেহয়ং রাবণাস্ত্রজনাশকঃ ।

ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ কর্তব্যোহত্র স্বয়ানঘ ! ॥ ৫৬ ॥

বসন্তে সেবনং কার্যং ত্বয়া তত্রাতিশ্রদ্ধয়া ।

হস্তাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং যথাসুখম্ ॥ ৫৭ ॥

একাদশসহস্রাণি বর্ষাণি পৃথিবীতলে ।

কৃৎৱা রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ ! গন্তাসি ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যান্তর্দধে দেবী রামস্ত প্রীতমানসঃ ।

সমাপ্য তদ্ব্রতং চক্রে প্রয়াণং দশমীদিনে ॥ ৫৯ ॥

বিজয়াপূজনং কৃৎৱা দত্ত্বা দানান্বনেকশঃ ।

নারদায় প্রতস্বেহসৌ সমুদ্রাভিমুখো হরিঃ ॥ ৬০ ॥

কপিপতিবলযুক্তঃ সানুজঃ শ্রীপতিশ্চ,

প্রকটপরমশক্ত্যা প্রেরিতঃ পূর্ণকামঃ ।

উদধিতটগতোহসৌ সেতুবন্ধং বিধায়া-

ত্যহনদমরশত্রুং রাবণং গীতকীর্তিঃ ॥ ৬১ ॥

যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ।

স ভুক্তা বিপুলান্ ভোগান্ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৬২ ॥

দ্বিজে দ্বিজাধিকরণে ॥ ৫৪—৫৮ ॥

ইত্যুক্তেতি । ইতি বরং দেষ্যত্বার্থঃ ॥ ৫৯—৬২ ॥

অমূল্য লক্ষণ শেষনাগের অবতার, এই অতুল ভূজবলশালী পুরুষ, রাবণাস্ত্রজ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবে তাহাতে তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না ॥ ৫৫—৫৬ ॥ তুমি রাবণকে সংহার করিয়া বসন্তকালে শ্রদ্ধার সহিত আমার পূজা করিষা যথাসুখে রাজত্ব করিতে থাকিবে ॥ ৫৭ ॥ রঘুবর ! তুমি একাদশ সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতলে রাজ্য করিষা পুনর্বার ত্রিদশ ভবনে গমন করিবে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এই বলিয়া দেবী অস্তর্হিত হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীতচিত্ত হইলেন এবং সেই কল্যাণকর ব্রত সমাপন পূর্বক দশমীদিনে বিজয়া-পূজা সমাধা এবং মহর্ষি নারদকে বহুবিধ বস্তু দান করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯-৬০ ॥ রাজন ! এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত মহাশক্তি মহাদেবী কর্তৃক প্রেরিত ও পূর্ণকাম হইয়া কমলাপতি রাম-চন্দ্রঅমূল্যের সহিত কপিসৈন্য সমভিব্যাহারে সিদ্ধতটে গমন করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্বক অমূল্য রাবণকে সংহার করিলেন । তাহার এই অতুল কীর্তি ত্রৈলোক্য মণ্ডলের সর্বত্রই

সন্ত্যগ্ণানি পুরাণানি বিস্তরাণি বহুনি চ ।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রং ন তুল্যানীতি মে মতিঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণেহষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

দেব্যা ভাগবতশাস্ত্রং তৃতীয়স্কন্ধবিস্তরম্ । (১৮৭৬) সার্কৈঃ বড়কিশোরেন্দ্রপট্টোর্ব্যাসো ব্যারীরচয় ॥

ন তুল্যানীতি । তানি পুরাণাণ্যেকৈকগুণ্যোপাধিবৃদ্ধিবিক্রাদিপ্রতিপাদকানীদন্ত দেবী-  
ভাগবতং তদগুণমূলভূতসাম্যাবস্থায়োপাধিবৃদ্ধিরূপপরাশক্তিপ্রতিপাদকমতো ন তন্তু-  
ল্যানি তানি পুরাণানীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমচ্ছিবকুলোৎপন্নরজনাপাশ্রয়ঃ সূধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুতো নীলকণ্ঠোহভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবীভাগবতশাস্ত্রং ব্যাখ্যানরহিতম্ চ ।

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সমাগ্ যঃ কৃতবান্ শুভাম্ ॥ ২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধ এতাস্তাঃ সমাপ্তো ভূচ্ছুভার্থদঃ ।

তেন তুষাতু সা দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তিলকাখ্যে ত্রিংশদধ্যায়ঃ

সমাপ্তঃ ।

পরিকীর্ষিত হইতে লাগিল ॥৬১॥ যে মানব ভক্তি সমন্বিত চিত্তে দেবীর এই অত্যাশ্রম চরিত  
কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিপুল সুখসম্ভোগ প্রাপ্ত হইয়া অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হয়  
সন্দেহ নাই ॥৬২॥ মহারাজ ! অন্তান্ত বহুতর পুরাণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোনটিই এই  
শ্রীমদ্দেবীভাগ-বতের তুল্য নহে, ইহা আমার স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত নারদের নবরাত্র ব্রত বর্ণন ও রাম-

চন্দ্রের তদনুষ্ঠান বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ \* ॥

সমাপ্তশচায়ং তৃতীয়স্কন্ধঃ ।



## চতুর্থঃ স্কন্ধঃ ।

### প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

বাসবেয় ! মুনিশ্রেষ্ঠ ! সৰ্বজ্ঞাননিধেহনঘ ! ।  
প্রমুখমিচ্ছাম্যহং স্বামিন্স্মাকং কুলবৰ্দ্ধন ! ॥ ১ ॥  
শূরসেনস্ততঃ শ্রীমান্ বসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।  
শ্রুতং ময়া হরির্যস্ম পুত্রভাবমবাগুবান্ ॥ ২ ॥  
দেবানাংপি পূজ্যোহভূন্নাম্ চানকহৃন্দুভিঃ ।  
কারাগারে কথং বন্ধঃ কংসস্য ধৰ্ম্মতৎপরঃ ॥ ৩ ॥

গণেশায় নমঃ ।

যহ্মেশ্বনিমেবাভ্যাং জগতঃ প্রলয়োত্তরো ।  
বন্দে ত্যাং ভুবনেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিনীম্ ।  
অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশক্তিঃ পদৈবনস্তরম্ ।  
কৃষ্ণাবতাবসম্প্রাপ্তো রাজা কৃত উদীৰ্ঘতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে রামাবতারপর্যন্তমবতারাঃ শ্রীভগবত্যাধীনাস্তয়া যথা যথা প্রের্যাস্তে তথা-  
তথা তে কুৰ্ব্বন্তীত্যুক্তং ন তু কৃষ্ণাবতারস্তদধীন উক্তং । তথা চ তন্ত্বেশ্বরশক্তিয়ুক্তত্বেন তন্ত  
হৃদশা তদাপ্রিতানাং যাদবানাং পাণ্ডবানাং হৃদশা কিমিতি জাতেত্যভিপ্রায়েণ । কিঞ্চ  
জগতঃ কারণং শ্রীভুবনেশ্বরী ভগবতী মায়াবিশিষ্টবন্ধরূপিনীতি সৰ্ববেদসিদ্ধং তন্ত্ৰাশ্চ বৈষম্য-  
নৈর্ঘ্যরাহিত্যেনোচ্চাবচস্ফটিকগ্লানং কিংনিমিত্তমভবদिति তন্নিমিত্তপরিচয়ার্থঞ্চ জনমে-  
জয়ঃ পৃচ্ছতি বাসবেয় মুনিশ্রেষ্ঠেতি । বাসব্যাঃ স্নগন্ধায়াঃ অপত্যং বাসবেয়ঃ । শ্রীভ্যো  
চগিতি চক্ । হে ব্যাস ! ॥ ১—৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে সৰ্বজ্ঞাননিধে ! প্রভো ! হে বিমলাশ্রয় ! মুনিবর ! বাস-  
বেয় ! আপনি নিয়তই অন্তঃকুলের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, আমি আপনাকে  
কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিতেছি ॥ ১ ॥ মুনিবর ! আমি পূৰ্বে শুনিয়াছি  
যে, স্বয়ং ভগবান্ হরি যাহার পুত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রতাপবান্ আনকহৃন্দুতি  
দেবগণেরও পূজ্যমী, সেই শ্রীমান্ শূরসেন-তনয় বসুদেব, সতত ধৰ্ম্মনিরত থাকিয়াও কি



দেবক্যা ভাৰ্য্যয়া সাক্ষং কিমাগঃ কৃতবানসৌ ।

দেবক্যা বালঘটকশ্চ বিনাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥

তেন কংসেন কস্মাৎ যয়াতিকুলজেন চ ।

কারাগারে কথং জন্ম বাসুদেবশ্চ বৈ হরেঃ ॥ ৫ ॥

গোকুলে চ কথং নীতো ভগবান্ সাত্বতাম্পতিঃ ।

গতো জন্মান্তরং কস্মাৎ পিতরৌ নিগড়ে স্থিতৌ ॥ ৬ ॥

দেবকীবাসুদেবৌ চ কৃষ্ণশ্চামিততেজসঃ ।

কথং ন মোচিতৌ বকৌ পিতরৌ হরিণামুনা ॥ ৭ ॥

জগৎ কর্তুং সমর্থেন স্থিতেন জনকোদরে ।

প্রাক্তনং কিং তয়োঃ কৰ্ম্ম দুৰ্ব্বিজ্ঞেয়ং মহাস্বভিঃ ॥ ৮ ॥

জন্ম বৈ বাসুদেবশ্চ যত্রাসীৎ পরমাত্মনঃ ।

কে তে পুত্রাশ্চ কা বালা যা কংসেন বিপোখিতা ॥ ৯ ॥

আগোহপরাধঃ । যেনাপরাধেন কারাগারে বদ্ধস্তাদৃশমাগঃ কিং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যযাতে: কুলমুত্তমমেব তদুভবেনাপি কংসেন কুলীনেনেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

গতো জন্মান্তরমিতি । ক্ষত্রিয়বংশজঃ সন্ গোপালবংশজত্ববিশিষ্টং লোকদৃষ্ট্য জন্মান্তঃ  
কস্মাদগত ইত্যর্থঃ । পিতরাবিত্যন্তোত্তরত্ৰাশ্বয়ঃ ॥ ৬—৭ ॥

নমু প্রাক্তনকৰ্ম্মবশাত্তৌ বকৌ তত্র হরিঃ কিং করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ প্রাক্তনং কিমিতি  
বত্র পরমাত্মনো জন্মভবতত্র প্রাক্তনং কিমবশিষ্টম্ । যন্নহাস্বভিরপি দুজ্ঞেয়ম্ । ন হি তস্মি  
মতি পরমেশ্বরস্ত জন্ম স্তাদ্বিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নিমিত্ত কংসের কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২—৩ ॥ দেবকী-ভাৰ্য্যার সহিত তিনি কি  
অপরাধ করিয়াছিলেন ? কি নিমিত্ত যযাতিকুলনন্দন কংসরাজ, দেবকীর ছয়টি শিশু পুত্রকে  
বিনাশ করিয়াছিলেন । কি নিমিত্তই বা হরি বাসুদেবের পুত্র হইয়া কারাগারে জন্মগ্রহণ  
করিয়াছিলেন ? ॥ ৪—৫ ॥ কেনই বা সাত্বত কুলপতি ভগবান্ বাসুদেব গোকুলে নীত  
হইয়াছিলেন, ক্ষত্রবংশে উৎপন্ন হইয়া কেনই বা তিনি লোকমধ্যে গোপালকুলজ বলিয়া  
বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; অপ্রমিত তেজঃসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের জনকজননী বাসুদেব ও দেবকী  
কি নিমিত্ত নিগড়-নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতে সমর্থ, মো  
অপ্রমিত-প্রভাব হরি জননীর জঠরদেশে অবস্থিত হইয়াও কি নিমিত্ত নিগড়বদ্ধ পিত  
মাতাকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া দিলেন না । তাঁহারা যে মহাস্বাগণের  
দুজ্ঞেয় আপন আপন প্রাক্তন কৰ্ম্মফলে কারাবদ্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে  
পারে না, কারণ, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেখানে কি আর  
প্রাক্তন কৰ্ম্মের কলতোগ হইতে পারে ? আর, বাসুদেবের ঔরসে ও দেবকী গর্ভে সমুৎপন্ন  
হইয়া পরিণেবে বাহারা কংস কর্তৃক নিহত হইয়াছিল তাহারা পূৰ্ব্বজন্মে কে ছিল ? ॥ ৬—৮ ॥

শিলায়াং নির্গতা ব্যোমি জাতা স্বৰ্গভূজা পুনঃ ।  
 গার্হস্থ্যক হরেব্রুহি বহুভাষ্যস্ত চানঘ ! ॥ ১০ ॥  
 কার্য্যাণি তত্র তান্বেব দেহত্যাগক তস্ত বৈ ।  
 কিংবদন্ত্যা শ্রুতং যত্মনো মোহয়তীব মে ॥ ১১ ॥  
 চরিতং বাসুদেবস্ত ত্বমাখ্যাহি যথাতথম্ ।  
 নরনারায়ণৌ দেবৌ পুরাণাবিস্তমৌ ॥ ১২ ॥  
 ধর্মপুঞ্জৌ মহাত্মানৌ তপশ্চৈরতুরুতমম্ ।  
 যৌ মুনী বহুবর্ষাণি পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥  
 নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ নিঃস্পৃহৌ জিতবড়্গুণৌ ।  
 বিষ্ণোরংশৌ জগৎস্থেন্নৈ তপশ্চৈরতুরুতমম্ ॥ ১৪ ॥  
 তয়োরংশাবতারৌ হি জিহ্বুকৃষ্ণৌ মহাবলৌ ।  
 প্রসিক্তৌ মুনিভিঃ প্রোক্তৌ সর্বজৈর্নারদাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ কে তে পূজা ইতি । শিলায়াং যে বিপোধিতা ইতি শেষঃ । তে কে পূর্বজন্মনি স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

কিংবদন্ত্যা জনশ্রুত্যা মনো মোহয়তীবেতি । কচিদীশ্বরবচনিতেন কচিজীববচনিতেন  
 সময়মোখরো বা জীবো বেতি মনসো মোহো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ নরনারায়ণাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

জিতবড়্গুণৌ জিতকামক্রোধাদিষট্‌কৌ । জগৎস্থেন্নৈ জগৎকল্যাণায় ॥ ১৪—১৫ ॥

ধবালিকা কংস কর্তৃক শিলায় আহত ও তৎক্ষণাৎ অষ্টভূজা হইয়া আকাশপথে উখিত হইয়া-  
 ছিলেন তিনিই বা কে ? হে বিমলাস্বন্ ! যিনি বহুতর রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই  
 ঐহিকি কিরূপে গৃহস্থ ধর্মের আচরণ করিলেন ; এবং তিনি সেই জন্মে যে যে কর্ম করিয়া  
 যরূপে দেহত্যাগ করেন তৎসমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন । আমি কিংবদন্তীতে যাহা  
 শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় যেন আমার মনকে মোহিত করিয়া আনিতেছে । ভগবন্ !  
 গহাতে শুনিতেছি যে বাসুদেবের চরিত্র কখন ঈশ্বরের জায় কখনও বা সামান্ত জীবের  
 গায়, অতএব তিনি ঈশ্বর অথবা সামান্ত মানব এইরূপ সংশয়বিজুস্তিত মোহে আমার মন  
 প্রাকুল হইয়া উঠিয়াছে আপনি বাসুদেবের চরিত্র যথার্থরূপে বর্ণন করিয়া আমার এই  
 মাহ বিদূরিত করুন ॥ ১০—১১ ॥

হে ভগবন্ ! পূর্বে, ধর্মপুঞ্জ মহাত্মা পুরাতন মুনি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, নরনারায়ণ নামক দেবতা  
 য পবিত্র বদরিকাশ্রমে বহুবর্ষ ব্যাপিরা অত্যন্তম তপস্তা করিয়াছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ এই  
 নিষয় বিকৃত অংশ, ইহারা জগতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত, নিঃস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ও নিরা-  
 হার হইয়া কামক্রোধাদি রিপুবর্গের পরাজয় পূর্বক অমুতম তপস্তা করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ সর্ব-

বিদ্যমানশরীরো তৌ কথং দেহান্তরং গতো ।

নরনারায়ণৌ দেবৌ পুনঃ কৃষ্ণার্জুনৌ কথম্ ॥ ১৬ ॥

যৌ চক্রতুস্তপশ্চোত্রং মুক্ত্যর্থং মুনিসত্তমৌ ।

তৌ কথং প্রাপতুর্দেহৌ প্রাপ্তযোগৌ মহাতপৌ ॥ ১৭ ॥

শূদ্রঃ স্বধর্মনিষ্ঠস্তু যতো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ ।

বৈশ্যঃ স্বধর্মনিষ্ঠস্তু দেহান্তে ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

ক্ষত্রিয়স্তু শুভাচারো যতো বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।

ব্রাহ্মণো নিঃস্পৃহঃ শান্তো ভবরোগাধিমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

বিপরীতমিদং ভাতি নরনারায়ণৌ চ তৌ ।

তপসা শোষিতাত্মানৌ ক্ষত্রিয়ৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ২০ ॥

কেন তৌ কর্মণা শান্তৌ জাতৌ শাপেন বা পুনঃ ।

ব্রাহ্মণৌ ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ কারণং তন্মুনে ! বদ ॥ ২১ ॥

বিদ্যমানশরীরো তাবিত্তি । পূর্বদেহং পরিত্যজ্যৈব দেহতির্যোগমনং সম্ভবতি ন চ তদ্বি-  
হাস্তি । তথা চ কথং তয়োর্দেহান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ যৌ চক্রতুরিত্তি । মুক্ত্যর্থং তপস্ততোর্দেহান্তরগমনফলং বিকল্পং কথমভূদিত্তি-  
প্রশ্নার্থঃ ॥ ১৭ ॥

যদ্বস্তপসা যদ্যদ্বফলং ভবতি তদাহ শূদ্র ইতি ॥ ১৮—১৯ ॥

এবং নিয়মে সতি নরনারায়ণয়োর্ব্রাহ্মণয়োজ্ঞানিনোর্বিপরীতং ক্ষত্রিয়জন্যফলং কথমভূদি-  
ত্যাহ বিপরীতমিত্তি ॥ ২০ ॥

বিপরীতফলকারণং তর্কয়তি কেন তাবিত্তি ॥ ২১ ॥

জানসম্পন্ন নারদাদি মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, স্প্রশসিদ্ধ মহাবল অর্জুন ও কৃষ্ণ পূর্বোক্ত  
পুরাতন মুনিবরের অংশাবতার ॥ ১৫ ॥ সেই নরনারায়ণ দেবতাবর পূর্বদেহ বিদ্যমান সত্ত্বে  
কিভাবে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জুন হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? ॥ ১৬ ॥ আর যে  
মুনীশ্বরগণ মুক্তির নিমিত্ত উগ্রতর তপস্তা করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা  
কিভাবে দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ? ॥ ১৭ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আমরা শুনিয়াছি, স্বধর্ম নিরত  
শূদ্র, দেহান্তে বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এইরূপ বৈশ্য সদাচারনিষ্ঠ হইলে  
ক্ষত্রিয়কূলে জন্মিয়া থাকে এবং সদাচার সম্পন্ন ক্ষত্র, দেহ পরিহার পূর্বক ব্রাহ্মণকূলে  
জন্মিয়া থাকে । আর ব্রাহ্মণ যদি নিঃস্পৃহ ও শান্তিপথাবলম্বী হইলে তাহা হইলে ভবঘর্ষণা  
হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮—১৯ ॥ ভগবন্ ! সেই নরনারায়ণ, তপস্তা দ্বারা শরীর  
শোষণ করিয়াও যে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, এ বিষয় নিয়মের বিপরীত বলিয়াই আমার নিকট  
প্রতিভাত হইতেছে ॥ ২০ ॥ তাঁহারা যোগী হইলেও কি কর্ম দ্বারা পুনর্বার জন্মগ্রহণ  
করিয়াছিলেন ? অথবা তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়া শাপপ্রযুক্তই ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন ?

যাদবানাং বিনাশস্ত ব্রহ্মশাপাদিতি জ্ঞাতিঃ ।  
 কৃষ্ণস্তাপি হি গাক্ষর্যাঃ শাপেনৈব কুলক্ষয়ঃ ॥ ২২ ॥  
 প্রহ্লাদহরণং চৈব শশুরেণ কথং কৃতম্ ।  
 বর্তমানে বাসুদেবে দেবদেবে জনাৰ্দ্দনে ।  
 পুত্রস্ত সূতিকাগেহাক্ষরণকাতিদুর্ঘটম্ ॥ ২৩ ॥  
 দ্বারকাদুর্গমধ্যাদ্ বৈ হরিবেশাদুরত্যয়াৎ ।  
 ন জ্ঞাতং বাসুদেবেন তৎ কথং দিব্যচক্ষুষা ॥ ২৪ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহান্ ব্রহ্মস্মিঃসন্দেহং কুরু প্রভো ! ।  
 যৎ পত্ন্যো বাসুদেবস্ত দম্ভ্যভিনুর্গীতা হতাঃ ॥ ২৫ ॥  
 স্বর্গতে দেবদেবে তু তৎ কথং মুনিসত্তম ! ।  
 সংশয়োহন্যোহস্তি মে ব্রহ্মংশ্চিত্তান্দোলনকারকঃ ॥ ২৬ ॥  
 বিষ্ণোরংশঃ সমুদ্ভূতঃ শৌরির্ভূভারহারকৃৎ ।  
 ন কথং মথুরারাজ্যং ভয়াভ্যক্তা জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ যাদবানামিতি । স কথং জ্ঞাত ইতি বদেতি শেষঃ । কৃষ্ণস্তাপিতি । গাক্ষর্যাঃ  
 শাপেনৈবস্তাপি কৃষ্ণস্ত কুলক্ষয়ঃ কথং জ্ঞাত ইত্যপি বদেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বাসুদেবে বর্তমানে পুত্রস্ত হরণং কথং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ তেন কৃতং হরণং বাসুদেবেন দিব্যচক্ষুষা কথং ন জ্ঞাতম্ । যদর্থং মহামোহে নিমগ্ন  
 ইত্যাহ ন জ্ঞাতমিতি ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ যৎ পত্ন্য ইতি ॥ ২৫ ॥

স্বর্গতে বৈকুণ্ঠং গতে ॥ ২৬ ॥

বাহাই হউক, হে মুনে ! আপনি আমার নিকট ইহার কারণ বর্ণন পূর্বক সংশয় অপনোদন  
 করুন ॥ ২১ ॥ আমি শুনিয়াছি যে ব্রহ্মশাপে যত্বে কুল ধ্বংস হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ জৈমরাবতার  
 হইলেও গাক্ষারীর অভিশাপে তাঁহার কুলক্ষয় হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ অশুররাজ শশুর কি নিমিত্ত  
 প্রহ্লাদকে হরণ করিয়াছিল, দেবদেব বাসুদেব জনাৰ্দ্দন বিদ্যমান থাকিলেও সূতিকাগার  
 হইতে পুত্রের হরণ অত্যন্ত দুর্ঘট বলিয়া মনে হয় ॥ ২৩ ॥ শশুরাশুর ছুরতিক্রম্য দ্বারকা  
 মধ্যস্থিত হরির গৃহ হইতে প্রহ্লাদকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেও বাসুদেব দিব্যচক্ষু দ্বারা  
 দেখিতে পাইলেন না কেন ? ॥ ২৪ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! বাসুদেব দেহত্যাগ করিলে দম্ভ্যগণ তাহার  
 পত্নীগণকে যে লুপ্ত করিয়া লইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হই-  
 য়াছে ॥ ২৫ ॥ হে মুনিসত্তম ! দেবদেব বাসুদেব স্বর্গগত হইলেই উক্ত ব্যাপার কেন সংঘটিত  
 হইল, ব্রহ্মন্ ! ইহা ব্যতীত আমার আর একটি গুরুতর সংশয় আছে বাহা মানসপথে  
 উদিত হইয়া চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে ॥ ২৬ ॥ নাথো ! শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ হইতে



দ্বারবত্যাং গতঃ সাধো ! সসৈশ্চঃ সসুহৃদগণঃ ।  
 অবতারো হরেঃ প্রোক্তো ভূভারহরণায় বৈ ॥ ২৮ ॥  
 পাপাত্মনাং বিনাশায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ।  
 তৎ কথং বাসুদেবেন চৌরাস্ত্রে ন নিপাতিতাঃ ॥ ২৯ ॥  
 যৈহুতা বাসুদেবশ্চ পত্ন্যঃ সংলুপ্তিতাশ্চ তাঃ ।  
 স্তেনাস্ত্রে কিং ন বিজ্ঞাতাঃ সর্বজ্ঞেন সতা পুনঃ ॥ ৩০ ॥  
 ভীষ্মদ্রোণবধঃ কামঃ ভূভারহরণে মতঃ ।  
 অবিতাশ্চ মহাত্মানঃ পাণ্ডবা ধর্মতৎপরাস্তে ॥ ৩১ ॥  
 কৃষ্ণভক্তাঃ সদাচার্য যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ।  
 তে কৃত্বা রাজসূয়ঞ্চ যজ্ঞরাজং বিধানতঃ ॥ ৩২ ॥  
 দক্ষিণা বিবিধা দত্ত্বা ব্রাহ্মণোভ্যোহতিভাবতঃ ।  
 পাণ্ডুপুত্রাস্তু দেবাংশা বাসুদেবাপ্রিতা যুনে ! ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

ভীষ্মদ্রোণাদয়ো ধর্মাত্মানোহপি ভূভারকারকা ইতি জ্ঞাত্বা তেষাং বধস্তশ্চ মত ইষ্টো  
 জাতস্তথা সতি তেষাং স্তেনানাং কথং তেন বধো ন কৃত ইতি বদেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ কৃষ্ণভক্তা ইতি ॥ ৩২—৩৩ ॥

উৎপন্ন ; মুনিগণও কহিয়া থাকেন যে ভূভার হরণের নিমিত্ত ভগবান্ হরি অবনীতে  
 অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ, অরাসন্ধের ভয়ে মথুরারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সৈন্ত  
 ও সূহৃদগণের সহিত দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন । এ বিষয় আমার আশ্চর্য্য  
 বলিয়াই বোধ হইতেছে । আর দেখুন যদি অমেরাত্মা বাসুদেব, পৃথিবীর ভার হরণ,  
 পাপাত্মাগণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে যে সকল  
 ছুট তস্কর তাঁহার পত্নীগণের লুপ্তন করিয়া লইয়াছিল ; তাহাদিগকে পূর্বে তিনি বিনাশ  
 করেন নাই কেন ? তিনি সর্বজ্ঞ হইয়াও কি সেই চৌরগণকে জানিতেন না ? ॥ ২৭—৩০ ॥  
 তিনি ধর্মনিরত মহাত্মা পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতি মহাত্মা ধর্ম-  
 পরায়ণ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে ভূভার বিবেচনা করিয়া কিরূপে তাহাদের বধ সাধন করিয়া-  
 ছিলেন, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডু-  
 পুত্রগণ সদাচার দেবাংশ সন্তুত কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা ভক্তিভাবে বিধিপূর্ব্বক রাজসূয় মহাযজ্ঞ  
 সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ প্রকার দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বাসুদেবের আশ্রিত  
 হইয়াছিলেন, তথাপি হে যুনে ! তাঁহারা কিজন্ত যোরতর হুঃখ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের  
 স্মৃতিরানি কোথায় অপসৃত হইয়াছিল, মুনিবর ! তাহারা এমন কি যোরতর পাপ

ঘোরং দুঃখং কথং প্রাপ্তাঃ ক গতং স্মৃতঞ্চ তৎ ।  
 কিং তৎ পাপং মহারৌদ্রং যেন তে পীড়িতাঃ সদা ॥ ৩৪ ॥  
 দ্রৌপদী চ মহাভাগা বেদীমধ্যাং সমুখিতা ।  
 রমাংশজা চ সাধ্বী চ কৃষ্ণভক্তিসুতা তথা ॥ ৩৫ ॥  
 সা কথং দুঃখমতুলং প্রাপ ঘোরং পুনঃ পুনঃ ।  
 দুঃশাসনেন সা কেশে গৃহীতা পীড়িতা ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥  
 রজস্বলা সভায়ান্তু নীতা ভীতৈকবাসসা ।  
 বিরাটনগরে দাসী জাতা মৎস্যস্ত সা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥  
 ধর্ষিতা কীচকেনাথ রুদতী কুররী যথা ।  
 ছতা জয়দ্রথেনাথ ক্রন্দমানাতিদুঃখিতা ॥ ৩৮ ॥  
 মোচিতা পাণ্ডবৈঃ পশ্চাদ্ৰলবন্তিস্মহাভিঃ ।  
 পূর্বজন্মকৃতং কিং তদ্ পাতকং যেন পীড়িতাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 দুঃখান্বনেকান্যাপ্তাস্তে কথয়াদ্য মহামতে ! ।  
 রাজসূয়ং ক্রতুবরং কৃতা তে মম পূর্বজাঃ ॥ ৪০ ॥

ক গতং স্মৃতঞ্চ তদিত্তি । নমু পূর্বমেবোক্তং রাজসূয়ঃ সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইতি  
 তৎকথমত্র শব্দাতে ক গতং স্মৃতঞ্চ তদিত্তি চেন্ন । এতাদৃশবাসুদেবাদিসর্বজপুরুষসান্নিধ্যে  
 কথং সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইত্যত্রৈব প্রপ্লতাৎপর্যাৎ । তদেবাহ কিং তৎ পাপমিত্তি । যেন  
 পাপেন সাক্ষো যজ্ঞো ন জাত ইতি ক্রীড়া দুঃখেন পীড়িতাস্তৎ পাপং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চ দ্রৌপদাতি ॥ ৩৫—৩৯ ॥

কিঞ্চ রাজসূয়মিত্তি ॥ ৪০ ॥

করিয়াছিলেন, যদ্বারা তাঁহাদিগকে নিরস্তুরই ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইয়াছিল ॥৩২-৩৪॥  
 মহাভাগা দ্রৌপদী বেদিমধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি লক্ষ্মীর অংশজাতা, সাধ্বী  
 ও কৃষ্ণভক্তিসম্বিতা ; তিনিই বা কি নিমিত্ত অতুলনীয় ঘোরতর দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত  
 হইয়াছিলেন ? হায় ! দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্তৃক কেশাকর্ষণে অতিশয় প্রপীড়িতা এবং  
 রজস্বলা একবস্ত্রা ও ভীতা হইলেও সেই দুষ্ট কর্তৃক রাজসভায় আনীতা হইয়াছিলেন, তিনি  
 বিরাটনগরে মৎস্যরাজের দাসী, ও কুরুরীয়ায় রোদন করিলেও কীচক কর্তৃক ধর্ষিতা ও  
 অপমানিতা হইয়াছিলেন ; হায় ! সেই দ্রৌপদী অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেও  
 জয়দ্রথ কর্তৃক অপহৃত হইয়া পরিশেষে বলবান্ মহাত্মা পাণ্ডবগণ কর্তৃক মোচিত হইয়া-  
 ছিলেন ; মুনে । পূর্বজন্মে সেই পাণ্ডবগণ এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যদ্বারা তাহাদিগকে  
 এরূপ ঘোরতর মহাক্রোধে পড়িতে হইয়াছিল ? ॥ ৩৫—৩৯ ॥ হে মহামতে ! আমার  
 পূর্বপুরুষগণ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও কি কারণে এবংবিধ অনেক প্রকার দুঃখ

দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তাঃ পূৰ্বজন্মকৃতেন বৈ ।  
 দেবাংশানাং কথং তেষাং সংশয়োহয়ং মহান্ হি মে ॥ ৪১ ॥  
 সদাচারৈস্ত্ব কোন্তৈয়েভীষ্মজ্জোগাদয়ো হতাঃ ।  
 ছলেন ধনলোভার্থং জানানৈর্নশ্বরং জগৎ ॥ ৪২ ॥  
 প্রেরিতা বাসুদেবেন পাপে ঘোরে মহাত্মনা ।  
 কুলং ক্রয়িতবস্তুস্তে হরিণা পরমাত্মনা ॥ ৪৩ ॥  
 বরং ভিক্ষাটনং সাধো নীবারৈর্জীবনং বরম্ ।  
 যোধাম হস্তা লোভেন শিল্পেন জীবনং বরম্ ॥ ৪৪ ॥  
 বিচ্ছিন্নস্ত্ব ত্বয়া বংশো রক্ষিতো মুনিসত্তম ! ।  
 সমুৎপাদ্য হতানাশু গোলকাক্ষক্রনাশনান্\* ॥ ৪৫ ॥

মম পূৰ্বজাঃ পূৰ্বজন্মকৃতপাপেন দুঃখং প্রাপ্তা ইতি বক্তব্যং তদপি ন সম্ভবতি । দেবাং-  
 শানাং তেষাং পূৰ্বজন্মভাবাদ্ দেবানাঞ্চ পরমেশ্বরাধিকারিপূৰ্ববদ্বাং পাপসম্ভাবনাতাব-  
 স্তথা চ দেবাংশানাং তেষাং কথং দুঃখসম্ভব ইত্যয়ং সংশয়ো মে বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চ সদাচারৈস্থিতি । নশ্বরং মিথ্যাজগজ্জানানৈর্জানবদ্বিঃ সদাচারৈঃ কথং হতা  
 ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ প্রেরিতা ইতি । বাসুদেবেনেশ্বরেণ কথং পাপে প্রেরিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

লোভেন যোধাম হস্তা ন বিনাশ্য ভিক্ষাটনাদিনা জীবনং বরম্ । ন তু লোভেন যোধান্  
 হস্তা রাজ্যভোগো বর ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ বিচ্ছিন্নস্থিতি ॥ ৪৫ ॥

ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৪০ ॥ যদি বলেন তাঁহারা  
 পূৰ্বজন্মকৃতকর্মবশে অতি মহত্তর দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না;  
 কারণ, তাঁহারা দেবাংশ, অতএব তাঁহাদের একরূপ দুঃখভোগ কিছ্রা ঘটিয়াছিল, এতদ্বিষয়ে  
 আমার মহৎ সংশয় রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ কুন্তীপুত্রগণ সদাচার সম্পন্ন হইয়া এবং এই জগতের  
 নশ্বরতা জানিয়াও ধনলোভে কি নিমিত্ত ছলপূৰ্বক ভীষ্মজ্জোগাদির বধ সাধন করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ৪২ ॥ তাঁহারা, পরমাত্মস্বরূপ মহাত্মা বাসুদেব হরি কর্তৃক ঘোরতর পাপকার্যে  
 প্রেরিত হইয়া আপনাদের কুলক্ষয় করিয়াছিলেন ইহাত আমার নিকট অতিশয় আশ্চর্য্য  
 বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥ হে সাধো ! বরং ভিক্ষাটনও ভাল, বরং নীবার কণিকার  
 প্রাণ ধারণও ভাল, বরং শিল্পকর্ম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করাও ভাল তথাপি লোভ-  
 বশে অস্ত্রার মুখে যোধগণের বধ সাধন করা কদাপি কর্তব্য নহে ॥ ৪৪ ॥ হে মুনিসত্তম !  
 আপনিই, অতুল পরাক্রমী গোলক পুত্র সকল + উৎপন্ন করিয়া এই বিচ্ছিন্ন বংশের রক্ষা

\* মাতৃশাসনাৎ । ইতি বা পাঠঃ ।

১ পাঠি, হৃত হইলে সেই নারীর গর্ভে অস্ত্র পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রের নাম মৌলক ।

সোহ্মেনৈব তু কালেন বিরোটনয়ান্নতঃ ।

তাপসস্য গলে সর্পং শ্বস্তবান্ কথমদ্বুতম্ ॥ ৪৬ ॥

ন কোহপি ব্রাহ্মণং হেষ্টি ক্ষত্রিয়স্য কুলোদ্ভবঃ ।

তাপসং মৌনসংযুক্তং পিত্রা কিং তৎ কৃতং যুনে ! ॥ ৪৭ ॥

এতৈরশ্বেশ্চ সন্দেহৈর্বিকলং মে মনোহধুনা ।

স্থিরং কুরু পিতঃ ! সাধো ! সর্বজ্ঞোহসি দয়ানিধে ! ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

জনমেজয়স্ত সন্দেহকথনপুরঃসরং কৃষ্ণাবতারপ্রশ্নকথনং নাম

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ষাট্শমহানুভাবাহুংপন্নং বংশে জায়মানঃ সঃ বিরোটনয়া উত্তরা তস্তাঃ স্ততঃ পরিক্ষি-  
তাপসস্ত গলে সর্পং কথং শ্বস্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়াছিলেন ॥৪৫॥ আর সেই সংকুণ্ণসত্ত্ব উত্তরা যজ্ঞ মহানুভব পিতৃদেব, অকস্মাৎ কিজ্ঞ  
তাপস ব্রাহ্মণের গলদেশে, মৃতসর্প বিন্যস্ত করিয়াছিলেন ? এই বিষয় আমার মহৎ আশ্চর্য্য  
বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥ ৪৬ ॥ ক্ষত্রকুলোদ্ভব কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিষেষ প্রকাশ  
করেন না ; পিতৃদেব কি মৌনব্রতধারী তাপসের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন ?  
আপনি কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন ? ॥ ৪৭ ॥ যুনিবর ! এই সকল এবং অন্তান্ত  
বহুতর সন্দেহজালে জড়িত হইয়া আমার মন এক্ষণে অত্যন্ত বিকল ও ব্যাকুল হইয়া  
উঠিয়াছে, হে দয়ানিধে ! সাধো আপনি সর্বজ্ঞ ; আপনি কৃপা করিয়া আমার এই চঞ্চল  
মানসের স্থিরতা সম্পাদন করুন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্ন নামক প্রথম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দ্বিত্যোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং পৃষ্ঠঃ পুরাণজ্ঞো ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ।  
পরিক্ষিতশ্রুতং শাস্তং ততো বৈ জনমেজয়ম্ ।  
উবাচ সংশয়চ্ছেত্বং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! কিমেতদ্বক্তব্যং কৰ্ম্মণাং গহনা গতিঃ ।  
তুজ্জৈয়া কিল দেবানাং মানবানাঞ্চ কা কথা ॥ ২ ॥  
যদা সমুৎখিতং চৈতদব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাত্মকম্ ।  
কৰ্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সৰ্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥  
অনাদিনিধনা জীবাঃ কৰ্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ ।  
নানাযোনিষু জায়ন্তে ত্রিয়ন্তে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪ ॥

বহিঃশ্লোকৈর্কিচ্ছিত্ত্বং প্রপঞ্চত চ কারণম্ ।

দেবাদীনাঞ্চ সৰ্ব্বেষাং কৰ্ম্মণ্যেভ্যোতছুচ্যতে ।

ইথাঃ জনমেজয়েনানেকবিধান্ কৃতান্ প্রশ্নান্ শ্রদ্ধাভেযাং সৰ্ব্বেষাং প্রশ্নানাং সমাধানং  
প্রপঞ্চত দেবাদীনাঞ্চ কৰ্ম্মাধীনত্বমিতি ব্যাস উবাচেতি শৌনকাদীন্ প্রতি স্মৃত আহ এবং  
পৃষ্ঠঃ পুরাণজ্ঞ ইতি ॥ ১ ॥

কিমুবাচ তদাহ রাজন্ ! কিমিতি । এতদ্বরা পৃষ্ঠং কিং বক্তব্যং যতো দেবানামপি  
কৰ্ম্মণাং গহনা কষ্টা গতিতুজ্জৈয়া ভবতি । যদা দেবাদীনামপি কৰ্ম্মণৈব গতিস্তদা মানবানাং  
কা কথা । তস্মাৎ কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কৰ্ম্মাধীনত্বমেব সৰ্ব্বেষামাহ যদেতি । অত্র তদেতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

কৰ্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ কৰ্ম্মরূপকারণজ্ঞাঃ ॥ ৪ ॥

স্মৃত কহিলেন, অনন্তর সত্যবতীতনয় পুরাণবিদ বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব, এইরূপে  
জিজ্ঞাসিত হইয়া পরীক্ষিতপুত্র প্রশান্তচেতা জনমেজয়কে সংশয়চ্ছেদি বাক্য সকল  
বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! এ বিষয়ে অধিক বক্তব্য আর কি আছে ?  
আপনি জানিবেন এই সংসারে কৰ্ম্মের গতি সহজেই ধোঁধগম্য হয় না ; ইহার বিচিত্র  
গতি দেবতারাও হৃদয়ভ্রম করিতে সমর্থ নহেন, যজুর্বাদিগণের পক্ষে আর কি  
বলিব ॥ ২ ॥ যখন এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়, তখন কৰ্ম্মের দ্বারাই সকলের  
উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ কৰ্ম্মরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন জীব

কৰ্মণাং রহিতো দেহসংযোগো ন কদাচন ॥ ৫ ॥

শুভাশুভৈস্তথা মিশ্রৈঃ কৰ্মভির্বেষ্টিতং ত্বিদম্ ।

ত্রিবিধানি হি তান্মাহুৰ্ভূতাস্তদ্বিদ্ভ্যে ॥ ৬ ॥

সকিতানি ভবিষ্যানি প্রারকানি তথা পুনঃ ।

বর্তমানানি দেহেহস্মিংস্ত্রৈবিধ্যং কৰ্মণাং কিল ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সৰ্বেষাং তদ্বশত্বং নরাধিপ ! ।

সুখদুঃখজ্বরামৃত্যুহর্ষশোকাদয়স্তথা ॥ ৮ ॥

কামক্রোধৌ চ লোভশ্চ সৰ্বৈ দেহগতা গুণাঃ ।

দৈবাধীনাশ্চ সৰ্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ ! ॥ ৯ ॥

দেহসংযোগোহয়ং ত্রিবিধকৰ্মরহিতঃ কদাপি ন তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

তত্র কৰ্মাণি ত্রিবিধানি সস্তীত্যাহ শুভাশুভৈরিতি । শুভানি সাধিকানি । অশুভানি তামসানি । মিশ্রাণি রাজসানি । তেষাং স্বরূপঞ্চ তৃতীয়ঙ্কে সত্বাদিশুণনিরূপণপ্রকরণে স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৬ ॥

তানি চ প্রত্যেকং ত্রিবিধানীত্যাহ সকিতানীতি এবং কৰ্মণাং ত্রৈবিধ্যং ভবতী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি ব্রহ্মাদয় ঈশ্বরাঃ সন্তি তথাপি তে কৰ্মণৈবেশ্বরা জাতা ইতি কৰ্মবশ্যত্বং তেষা-  
মন্ত্যোবেত্যাহ ব্রহ্মাদীনামিতি । পূৰ্ব্জন্মনি কশ্চিদ্ভিদ্যমানো জীবঃ কৰ্মোপাসনাতিশয়েন  
হিরণ্যগৰ্ভো ভবতি । সো বিভেৎ স নৈব রেমে ইতি বৃহদাণ্যকশ্রুতেঃ । কৰ্মভির্কৰ্ম এবং স  
পূৰ্ব্জন্মকৃতশ্রবণাদিসাধনসংস্কারবশাদেব হিরণ্যগৰ্ভজন্মনি জ্ঞানবাংশ্চ ভবতীত্যেতদপি  
বৃহদাণ্যক এবোক্তম্ । কৰ্মাধীনস্ত তস্ত হিরণ্যগৰ্ভস্তৈবাবতারা এতে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ  
ইতি । হিরণ্যগৰ্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ইত্যাদিশ্রুত্যোক্তম্ । তথাচ কৰ্মাধীনহিরণ্যগৰ্ভাংশ্চাদিব্রহ্মা-  
দীনামপি কৰ্মাধীনত্বং ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

দৈবাধীনাঃ কৰ্মাধীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সকলের আদি ও অন্ত নাই, ইহারা ঐ কৰ্ম-বীজ দ্বারাই নানাবিধ যোনিতে পুনঃ পুনঃ  
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ও পুনঃ পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ, কৰ্মকর হইলে জীবকে  
কদাচই আর দেহের সহিত সংযুক্ত হইতে হয় না ॥ ৪—৫ ॥ জীবগণের কৰ্ম শুভ, অশুভ  
ও মিশ্র, তন্মধ্যে সাধিক কৰ্ম শুভ, তামস কৰ্ম অশুভ এবং রাজসিক কৰ্ম মিশ্রিত,  
তদ্বদর্শি পণ্ডিতগণ জীবের কৰ্ম এই তিন প্রকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥  
উক্ত তিন প্রকার কৰ্মের প্রত্যেকই আবার সকিত, ভবিষ্য ও প্রারকভেদে তিন  
প্রকারে বিভক্ত ; এই তিন-প্রকার কৰ্ম জীবদেহে নিয়তই বিদ্যমান থাকে ॥ ৭ ॥  
হে নৃপতে ! ব্রহ্মাদি সকলেই সেই কৰ্মের বশীভূত । আর সুখ, দুঃখ, জ্বর, মৃত্যু, হর্ষ,  
শোকাদি এবং কাম, ক্রোধ ও লোভাদি দেহগত গুণ সকল কৰ্মজনিত অদৃষ্টের বশবর্তী  
হইয়া প্রাকৃত হইয়া ॥ ৮—৯ ॥ অতএব রাগ ঘেবাদি শারীরিক ধর্ম সকল সমভাবেই

রাগদ্বৈষাদয়ো ভাবাঃ সর্বেষুপি প্রভবন্তি হি ।  
 দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥  
 বিকারাঃ সর্ব এবৈতে দেহেন সহ সঙ্গতাঃ ।  
 পূৰ্ববৈরাগ্ন্যযোগেন স্নেহযোগেন বা পুনঃ ॥ ১১ ॥  
 উৎপত্তিঃ সর্বজন্তুনাং বিনা কৰ্ম ন বিদ্যতে ।  
 কৰ্মণা ভ্রমতে সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ ক্ষয়রোগবান্ ॥ ১২ ॥  
 কপালী চ তথা রুদ্রঃ কৰ্মণৈব ন সংশয়ঃ ।  
 অনাদিনিধনৈকৈতৎ কারণং কৰ্মসম্ভবে ॥ ১৩ ॥  
 তেনেহ শাস্ত্রতঃ সৰ্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।  
 নিত্যানিত্যবিচারেহত্র নিমগ্না মুনয়ঃ সদা ॥ ১৪ ॥  
 ন জানন্তি কিমেতদ্বৈ নিত্যং বানিত্যমেব চ ।  
 মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং জগন্মিত্যং প্রতীয়তে ॥ ১৫ ॥

দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঃ সর্বেষামপি কৰ্মাধীনত্বস্ত তুল্যাদিত্যাচ দেবানা-  
 মিতি ॥ ১০ ॥

পূৰ্ববৈরাগ্ন্যযোগেনেত্যৰ্থঃ পূৰ্ববৈরাগ্নি ॥ ১১ ॥

কৰ্মাধীনত্বং নিগময়তি উৎপত্তিরিতি ॥ ১২ ॥

নহু কৰ্মাদেতাদৃশং চৰ্ঘটং কৰ্মোৎপত্তিমিতি চেত্তত্রাহ অনাদিতি । বীজাত্মরবদেতজ্ঞানা-  
 দিত্যাদনাদিত্বম্ । অনিধনত্বম্ মোক্ষপৰ্য্যস্তাবস্থানাং । তদেতাদৃশকৰ্মসম্ভবে সৰ্ব্বোৎপত্তৌ  
 কারণং ভবতীত্যৰ্থঃ । তেন কারণেন সৰ্বং জগচ্ছাস্তঃ প্রবাহরূপেন নিত্যং ভবতীত্যৰ্থঃ ।  
 তথাচ কৈবল্যকৃতিঃ । পুনশ্চ জগাস্তরকৰ্মযোগাৎ স এব জীবঃ অপ্যিতি প্রবক্ত ইতি । কৰ্মণ  
 এব কারণত্বং দৰ্শয়তি । তথাচ নৈতাদৃশং কৰ্ম কৰ্মাদপ্যুৎপন্নং ভবিতুমিত্যৰ্থঃ । অতএবাহঃ  
 বড়শাকমনাদয় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইৎ কৰ্মসম্ভবে আগমঃ প্রদৰ্শ্যার্থাপত্তিসম্পাদি নিত্যানিত্যেতি । ইদং জগন্মিত্যং  
 প্রলয়রহিতমাহোস্থিৎনিত্যং প্রলয়সহিতং ভবতি ইতিবিচারে সদা মুনয়ো নিমগ্নাঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভু করিয়া থাকে । দেব মানব ও তির্য্যগ্জাতির পূৰ্ববৈরাগ্ন্যযোগ জন্ত ক্রোধ দ্বেষ  
 ঘেবাদি এবং স্নেহযোগ জন্ত দয়া দাক্ষিণ্যাদি সকলপ্রকার বিকারই দেহের সহিত কৰ্ম্মহুত্রে  
 সযুক্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০—১১ ॥ রাজন্ ! কৰ্ম্ম ব্যতিলেকে কোন জীবেরই উৎপত্তি  
 হইতে পারে না । কৰ্ম্ম দ্বারাই সূর্য্যদেহ, গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কৰ্ম্ম  
 দ্বারাই শিশাকর, রাজবন্দী রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং রুদ্রদেব কৰ্ম্ম দ্বারাই কপাল  
 মালা ধারণ করিয়াছেন । অতএব, এই কৰ্ম্মের আদিও নাই এবং মোক্ষের পূৰ্ব্বকণ  
 পর্য্যন্ত বিনাশও নাই, এই কৰ্ম্মকেই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে একমাত্র কারণ বলিয়া  
 জানিবে ॥ ১২—১৩ ॥ এই জগৎই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই অবিদ্য জগৎ নিত্য, কিন্তু মুনিগণ, ইহার

কার্য্যভাবঃ কথং বাচ্যঃ কারণে সতি সর্ব্বথা ।  
 মায়া নিত্য্য কারণঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা কিল ॥ ১৬ ॥  
 কৰ্ম্মবীজং ততো নিত্য্য চিন্তনীয়ং সদা বুধৈঃ ।  
 ভ্রমত্যেব জগৎ সর্ব্বং রাজন্ ! কৰ্ম্মনিয়ন্ত্রিতম্ ॥ ১৭ ॥  
 নানাযোনিষু রাজেন্দ্র ! নানাধৰ্ম্মগয়েষু চ ।  
 ইচ্ছয়া চ ভবেজ্জন্ম বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ১৮ ॥  
 যুগেষুগেষু নেকাসু নীচযোনিষু তৎকথম্ ।  
 ত্যক্তা বৈকুণ্ঠসংবাসং স্থথভোগাননেকশঃ ।  
 বিন্ম ভ্রমন্দিরে বাসং স্বতন্ত্রঃ কোহভিবাঞ্জতি ॥ ১৯ ॥

কুতো নিমগ্নাস্তত্রাহ ন জানন্তীতি । যতো নিত্য্য বানিত্য্য বেতি ন জানন্তি ততো  
 নমগ্না ইত্যর্থঃ । নহু জগৎস্বরং ভাতি ততো নিত্য্যকোটীঃ কথমুখিতেতি চেদমুমিত্য্যত্য়াহ  
 যারাম্যামিতি । কারণস্ত নিত্য্যে কার্য্যমপি সदैব শ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবাহ কার্য্যভাব ইতি অতো হেতোর্নিত্য্যকোটীঃ সমুখিতেত্যর্থঃ । নহু মায়ৈব  
 নিত্য্য শ্রাদিতি চেদেত্যাহ মায়া নিত্য্যেতি । মোক্ষপর্য্যন্তং নিত্য্যেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তর্হি প্রত্যক্ষোপলভ্যমানস্ত জগৎসে নশ্বরত্বস্ত কা গতিরিতি চেদন্তদন্তথাহনুপপত্ত্যা কৰ্ম্ম-  
 বীজস্ত সহকারিকারণশ্রানিত্য্যং কল্পনীয়মিত্যাহ কৰ্ম্মবীজন্ততোহনিত্য্যমিতি । অনিত্য্য  
 কৰ্ম্মবীজং সহকারিকারণং বুদ্ধৌ চিন্তনীয়মিত্যর্থঃ । তস্মাজ্জগত উৎপত্তিপ্ৰলয়ান্তথাহনুপপ-  
 ত্ত্যাপি কৰ্ম্মপত্তাবঃ সিদ্ধ ইতি ভাবঃ । তস্মিন্শ্রানিত্য্যে কৰ্ম্মনি স্বীকৃতে যদা প্রারন্ধং কৰ্ম্মো-  
 ত্ততি তদা মায়া বিসৃজতি যদা প্রারন্ধং সর্ব্বপ্রাণিনাং নশ্যতি তদা কারণভূত্যা মায়ায়া  
 নিত্য্যেহপি সহকারিকারণস্ত কৰ্ম্মণোহভাবাজ্জগতঃ প্রলয়ো ভবতীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥ ১৭ ॥

যদি কৰ্ম্মনিয়ন্ত্রিতং জগৎ শ্রান্তদেহরাণাং কথমেতাদৃশী গতির্ভবেদিত্যাহ নানাযোনি-  
 য়িতি । ইচ্ছয়া যদি নানাযোনিষু অধৰ্ম্মগয়েষু দেশেষু জন্ম ন শ্রান্তদা দেবাদীনাং কৰ্ম্মনিয়-  
 ত্তিত্বং ন শ্রান্ত চেচ্ছয়া কশ্চন দুঃখেণ পততি তস্মাদেবাদীনাংপি কৰ্ম্মনিয়ন্ত্রিতত্বমেবেতি  
 ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্য্যানিত্য্য বিচারে সর্ব্বদা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ এই জগৎ নিত্য্য কি অনিত্য্য  
 তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে পারেন না, যেখানে মায়া বিদ্যমান সেখানে জগৎ  
 নিত্য্য বলিয়াই প্রতীত হয় ; কারণ, যেখানে কারণ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান, সেখানে  
 কার্য্যভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে । মায়া নিত্য্য ও সর্ব্বদাই সকলের কারণরূপে  
 দ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৫-১৬ ॥ অতএব রাজন্ ! বুধগণ, কৰ্ম্মবীজ নিত্য্য বলিয়া বিবেচনা  
 রিয়া থাকেন । হে নৃপ ! এই অখিল জগৎ কৰ্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই নিরন্তরই পরি-  
 ত্ত হইতেছে ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! এই জগৎ অনিত্য্যতেরূপে বিকুর ইচ্ছা দ্বারা নানাবিধ ধৰ্ম্মময়  
 না যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ নৃপতে ! যদি অনিত্য্যপরাক্রমশালী বিকুর জন্ম  
 দ্বারাই হইয়া থাকে তবে কি জন্ত তিনি অধৰ্ম্মময় নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?  
 জন্তই বা ভগবান্ বিকুর যুগে যুগে অনেকানেক নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?



পুষ্পাবচয়লীলা চ জলকেলিঃ সুখাসনম্ ।  
 ত্যক্ত্বা গৰ্ভগৃহে বাসং কোহতিবাহুতি বুদ্ধিমান্ ॥ ২০ ॥  
 তুলিকাং মৃদুসংযুক্তাং দিব্যাং শয্যাং বিনিশ্চিতাম্ ।  
 ত্যক্ত্বাহধোমুখবাসঞ্চ কোহতিবাহুতি পণ্ডিতঃ ॥ ২১ ॥  
 গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ নানাভাবসমম্বিতম্ ।  
 যুক্ত্বা কো নরকে বাসং মনসাপি বিচিস্তয়োৎ ॥ ২২ ॥  
 সিন্ধুজাদুতভাবানাং রসং ত্যক্ত্বা স্ফুট্যজম্ ।  
 বিন্মুত্ররসপানঞ্চ ক ইচ্ছেন্নতিমান্নরঃ ॥ ২৩ ॥  
 গৰ্ভবাসাৎ পরো নাস্তি নরকো ভুবনত্রয়ে ।  
 তদ্বীতাশ্চ প্রকুৰ্ব্বন্তি মুনয়ো দুস্তরং তপঃ ॥ ২৪ ॥  
 হিষ্টা ভোগঞ্চ রাজ্যঞ্চ বনে যান্তি মনস্বিনঃ ।  
 যদ্বীতাস্তু বিমূঢ়াত্মা কস্তং সেবিতুমিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥  
 গৰ্ভে তুদন্তি কুময়ো জঠরাগ্নিস্তপত্যধঃ ।  
 বপাসংবেষ্টনং ক্রুরং কিং সুখং তত্র ভূপতে ! ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছয়া দেবাদীনাং নানাভোগভোক্তৃমিতি বক্তারমূপহসতি । যুগেযুগেষ্টিতি ॥ ১৯—২১ ॥  
 অধোমুখবাসং বাল্যাবস্থায় গৰ্ভে বা ॥ ২৫ ॥  
 যদ্বীতাশ্চিতি পুৰুষোত্তমঃ ॥ ২৬ ॥

কোন্ স্বতন্ত্র ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাস এবং বিবিধ সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিপূরিত  
 মন্দির মধ্যে বাস করিতে বাসনা করিয়া থাকে ? ॥ ১৯ ॥ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুষ্পচয়ন  
 লীলাবিলাস, জলকেলি ও সুখাসন বিসর্জন দিয়া গৰ্ভ গৃহে বাস করিতে অভিলাষ কবির  
 থাকে ॥ ২০ ॥ তুলিকাপূর্ণ, অকোমল মনোরম দিব্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ বিচক্ষণ  
 ব্যক্তি অধোমুখে গৰ্ভবাস করিতে অভিলাষী হয় ? ॥ ২১ ॥ হে নরেন্দ্র ! নানাবিধ ছাবজাব  
 পরিপূর্ণ নৃত্য গীত ও বাদ্য পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক কোন্ ব্যক্তি নরকে বাস করিতে মনে  
 মনেও চিন্তা করিতে পারে ? ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র ! ঐশ্বর্যালঙ্কার অল্পমম মনোরম অল্পত  
 তাবের হস্তজ্য মোহনরস পরিবর্জন পুরঃসর বিষ্ঠামূত্রের রসপান করিতে কোন্ বুদ্ধিমান  
 ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে ॥ ২৩ ॥ হে জনসেজয় ! এই ভুবনত্রয়ে গৰ্ভবাসের তুল্য নরক  
 আর কিছুই নাই, ইহারই ভয়ে ভীত হইয়া মুনিগণ, দুস্তর তপস্যা করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥  
 মনীষিগণ, যাহার ভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য ও বিধব সম্ভোগ পরিহার পূৰ্ব্বক বনগমন করেন,  
 এমন মুঢ় ব্যক্তি কে আছে যে, সেই নরকের সেবা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা পূৰ্ব্বক কামনা  
 করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ দেখ, গৰ্ভবাসকালে ক্রিমিগণ দংশন করিতে এবং জঠরাগ্নি অধোভাগে  
 তাপ দান করিতে থাকে, তাহাতে আবার গৰ্ভবেষ্টন নাংস দ্বারা নিয়তই নির্দয়রূপে বধ

বরং কারাগৃহে বাসো বন্ধনং নিগড়ৈর্বরম্ ।  
 অল্পমাত্রাং ক্ষণং নৈব গর্ভবাসঃ কচিচ্ছুভঃ ॥ ২৭ ॥  
 গর্ভবাসে মহদুখং দশমাসনিবাসনম্ ।  
 তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেহতিদারুণে ॥ ২৮ ॥  
 বালভাবে তথা দুঃখং মুকাজ্জীবাসংযুতম্ ।  
 ক্ষুভ্ণাৎবেদনাশক্তঃ পরতন্ত্রোহতিকাতরঃ ॥ ২৯ ॥  
 ক্ষুধিতে রুদিতে বাসে মাতা চিস্তাতুরা তদা ।  
 ভেষজং পাতুমিচ্ছন্তী জাত্বা ব্যাধিব্যাথাং দৃঢ়াম্ ॥ ৩০ ॥  
 নানাবিধানি দুঃখানি বালভাবে ভবন্তি বৈ ।  
 কিং সুখং বিবুধা দৃষ্ট্বা জন্ম বাঞ্ছন্তি চেচ্ছয়া ॥ ৩১ ॥  
 সংগ্রামমমরৈঃ সার্কিং সুখং ত্যক্ত্বা নিরন্তরম্ ।  
 কর্তুমিচ্ছেচ্চ কো মূঢ়ঃ শ্রমদং সুখনাশনম্ ॥ ৩২ ॥  
 সর্বথৈব নৃপশ্রেষ্ঠ ! সর্বৈ ব্রহ্মাদয়ঃ স্বরাঃ ।  
 কৃতকর্মবিপাকেন প্রাপ্নুবন্তি সুখাসুখে ॥ ৩৩ ॥  
 অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্ ।  
 দেহবন্তির্নৃভির্দেবৈস্তির্থাগ্ভিশ্চ নৃপোত্তম ! ॥ ৩৪ ॥

গর্ভবেষ্টনমাংসং বপা ॥ ২৭—৩৭ ॥

ইয়া থাকিতে হয় । রাজেন্দ্র ! তাহাতে কিছুই ত সুখ দৃষ্ট হয় না ॥ ২৬ ॥ কারাগৃহে  
 নিবাস, ও নিগড় দ্বারা বন্ধনও বরং ভাল, তথাপি অল্পক্ষণমাত্রও গর্ভবাস শুভকর নহে ॥ ২৭ ॥  
 প্রথমত দশমাস গর্ভবাসে এবং তৎপরে নিদারুণ যোনিগত দিয়া নির্গমনকালেও জীবকে  
 মহৎ দুঃখ অনুভব করিতে হয় ॥ ২৮ ॥ বাল্যাবস্থায় বাক্যানিস্কুরণের অভাব ও অজ্ঞানতা  
 নিবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা জানাইতে অশক্ত, স্তব্রাং পরাধীন ও অতিশয় কাতর ইইয়া জীবগণ  
 দুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥ আবার, বালক ক্ষুধিত ইইয়া রোদন করিলে তৎপ্রবণে মাতা ও চিস্তা-  
 তুর ইইয়া থাকেন । তখন তিনি বালকের ব্যাধির যাতনা অধিকতর জানিয়া ঔষধ পান  
 করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ এইরূপে বাল্যাবস্থাতেও নানাবিধ দুঃখ সংঘটিত  
 ইইয়া থাকে । অতএব দেবগণ কি সুখ দেখিয়া এই ঘোরতর দুঃখসঙ্কুল সংসারে স্বেচ্ছাক্রমে  
 জন্মগ্রহণ করিতে বাছা করিবেন ॥ ৩১ ॥ হে নৃপ ! নিরন্তর সন্তোষ সুখ পরিত্যাগ পূর্বক  
 কোন্ মূঢ় ব্যক্তি, অমরগণের সহিত শ্রমদায়ক ও সুখনাশক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা  
 করেন । ॥ ৩২ ॥ নৃপেন্দ্র ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলেই কৃতকর্মের বিপাক হেতু সর্বতোভাবে  
 সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ নৃপোত্তম ! কি অমর কি নর কি তির্থাগ্জাতি যে

তপসা দানযজ্ঞৈশ্চ মানবশ্চৈন্দ্রতাং ব্রজেৎ ।

ক্ষীণে পুণ্যেহথ শক্রোহপি পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

রামাবতারযোগেন দেবা বানরতাং গতাঃ ।

তথা কৃষ্ণসহায়ার্থং গোপযাদবতাং গতাঃ ॥ ৩৬ ॥

এবং যুগে যুগে বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ ।

করোতি ধর্মরক্ষার্থং ব্রহ্মণা প্রেরিতো ভূশম্ ॥ ৩৭ ॥

পুনঃপুনঃইতরেবং নানায়োনিষু পার্থিব ! ।

অবতারা ভবন্ত্যন্তে রথচক্রবদধুতাঃ ॥ ৩৮ ॥

দৈত্যানাং হননং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যং হরিণা স্বরম্ ।

অংশাংশেন পৃথিব্যাং বৈ কৃতা জন্ম মহাত্মনা ॥ ৩৯ ॥

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণজন্মকথাং শুভাম্ ।

স এব ভগবান্নিষ্কুরবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ৪০ ॥

কশ্যপস্ত মুনেরংশো বহুদেবঃ প্রতাপবান্ ।

গৌরুভিরভবদ্রাজন্ ! পূর্বশাপানুভাবতঃ ॥ ৪১ ॥

রথচক্রবৎ পরিবর্তনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

ইথং সৰ্ব্বপ্রপঞ্চস্ত সামান্ততঃ কৰ্ম্মজন্তুহ্মুপাদিতম্ । অযং ভাবঃ সচ্চিদানন্দরূপিণ্য ভগবত্যা নিতাতৃপ্ত্যা জগৎকল্লানন কিঞ্চিৎ কলমস্তি । কিন্তু নানাকৰ্ম্মভিৰ্দ্ধাঃ প্রাণিনো জগৎসৰ্জ্জনাতাবে বিবর্ত্যভাবাদ্ভোগাসম্বন্ধে ন তথৈব বদ্ধাঃ স্থারিত্তি তেষাং ভোগেন কৰ্ম্ম-  
কর্যার্থং স্বপ্রয়োজনাতাবেহপি কেবলং প্রাণিদয়ানবলম্ভ্যেব ভগবত্যা জগৎসৰ্জ্জনে প্রবৃতিঃ ।

কোনও দেহধারী মাত্রকেই আপন আপন কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে তাহাতে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥ হে পার্থিব ! মনুষ্য তপস্যা দান ও বজ্র দ্বারা ইন্দ্র প্রাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হইলে, ইন্দ্রও স্বস্থান হইতে নিপতিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ দেব, রামাবতার সময়ে দেবগণ, তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত বানর হইয়া এবং কৃষ্ণাবতারে গোপ ও যাদব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন ॥ ৩৬ ॥ এইরূপে যুগে যুগে ব্রহ্মা কর্ত্তক প্রেরিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনেকবার অবনিমগ্নে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে পৃথিবীন্দ্র ! এইরূপে ভগবান্ হরি রথচক্রের স্তায় পরিবর্তিত হইয়া নানায়োনিতে বহবার অন্ততরুণে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ অরোয়াহা হরি স্বয়ং অংশাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যসংহাররূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥ অতএব আমি আপনাকে সেই কল্যাণদারিনী কৃষ্ণকথাই বলিব । সেই ভগবান্ বিষ্ণুই বহুকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্ ! কশ্যপমুনির অংশোংশর প্রতাপসম্পন্ন বহুদেব পূর্বশাপ হেতু জন্মগ্রহণ পূর্বক

কশ্যপস্ত চ হে পত্ন্যৌ শাপাদত্র মহীতলে ।

অদিতিঃ সুরসা চৈবমাসতুঃ পৃথিবীপতে ! ॥ ৪২ ॥

দেবকী রোহিণী চোভে ভগিন্যৌ ভরতর্ষভ ! ।

বরুণেন মহাঙ্গাপো দত্তঃ কোপাদিতি শ্রুতম্ ॥ ৪৩ ॥

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং কশ্যপেনাগো যেন শপ্তো মহানৃষিঃ ।

সভার্য্যঃ স কথং জাতস্তদ্বদন্ত মহামতে ! ॥ ৪৪ ॥

কথঞ্চ ভগবান্ধিযুস্তত্র জাতোহস্তি গোকুলে ।

বাসী বৈকুণ্ঠনিলয়ে রমাপতিরখণ্ডিতঃ ॥ ৪৫ ॥

নিদেশাৎ কশ্য ভগবান্ বর্ততে প্রভুরব্যয়ঃ ।

নারায়ণঃ সুরশ্রেষ্ঠো যুগাদিঃ সর্বধারকঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র যথা যথা যশ্চ কশ্য বর্ততে তথা তথা তশ্চ ফলং দেয়মিতি ন ভগবত্যা বৈষম্যনৈর্ঘ্যাদোক-  
প্রসক্তিঃ । ন চ প্রপঞ্চ সতি কশ্যোদ্বস্তম্ভিন্ সতি তন্নিমিত্তঃ প্রপঞ্চ ইত্যন্তোক্তাশ্রয়ো  
বৈষম্যনৈর্ঘ্যাদোকপ্রসক্তিচ্চ তদবদ্যেবেতি চেন্ন, বীজাকুরবৎ কশ্যং প্রপঞ্চস্ত চানাদিহাৎ ।  
যদাহঃ ষড়ঙ্গাকমনাদয় ইতি । অতএব বৃহদাবণ্যকে পূর্বজন্মনি কৃতকশ্যোপাসনস্ত যজমানস্ত  
হিরণ্যগভপদপ্রাপ্তৌ সত্যং কশ্যবদ্ধত্বাদেবেশ্বরস্তাপি হিরণ্যগভস্ত ভয়ারত্যাদিকং সো বিভেৎ  
স নৈব রেমে ইত্যাদিনোক্তম্ । অনন্তরং চ সো বেদাহঃ ব্রহ্মাণি ইত্যনেন তত্ত্বজ্ঞানমপ্যুক্তম্ ।  
যদা হিরণ্যগভস্তাপি কশ্যবদ্ধত্বং তদা তদবতারেষু হরিব্রহ্মাদিনু তদবতারাৱতারেষু রাম-  
কৃষ্ণাদিষু কশ্যবদ্ধত্বং কা কপেতি । অধুনা শাপাদিবিশেষকশ্যবদ্ধত্বং চ বদন্ পূর্বপ্রশ্নানা-  
মুত্তরমপ্যাহ কশ্যপস্ত মূনেরংশ ইতি । গোরুতিঃ পশুপালরুতিঃ ॥ ৪১ ॥

কশ্যপস্ত ঋষেঃ পত্ন্যাবদিতিঃ সুরসা চেহেবং নাম্না বভূবুস্তে বরুণশাপাদ্বেবকীরোহিণীচ  
জাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

যেন শপ্ত ইতি । যেনাগসাপরাধেন সভার্য্যঃ স ঋষিঃ কথং শপ্তো জাত ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

গোকুলে বৈকুণ্ঠাপেক্ষয়াহতিনিকৃষ্টে ॥ ৪৫ ॥

পশু পালন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন ॥ ৪১ ॥ নৃপবর ! কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী  
অদিতি ও সুরসা অভিশাপ বশে দেবকী ও রোহিণী দুই ভগিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন । হে ভরতর্ষভ ! আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে জলাধিপতি বরুণ কোন সময়ে কোপ-  
ভরে তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মহামতে ! মহর্ষি কশ্যপ কি অপরাধ করিয়াছিলেন যদ্বারা  
তিনি ভার্য্যার সহিত পশুভাবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বৈকুণ্ঠবাসী অখণ্ডিতাত্মা  
বিকুই বা কি অস্ত্র গোকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৪—৪৫ ॥  
যিনি, ভগবান্ ও নারায়ণ, যিনি সুরশ্রেষ্ঠ ও নিগ্রহাহুগ্রহে সমর্থ, যিনি সর্বধার ও অব্যয়  
সেই সর্বযুগাদি, বৈকুণ্ঠবাসী স্বরীকেশ কি নিমিত্ত আপন ভবন পরিত্যাগ পূর্বক নর-



স কথং সদনং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মবানিব মানুষে ।  
 করোতি জননং কস্মাদত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৪৭ ॥  
 প্রাপ্য মানুষদেহস্ত করোতি চ বিড়ম্বনম্ ।  
 ভাবান্নানাবিধাংস্তত্র মানুষে দুষ্কজন্মনি ॥ ৪৮ ॥  
 কামঃ ক্রোধোহমৰ্ষশোকো বৈরং প্রীতিশ্চ কৰ্হিচিৎ ।  
 সুখং দুঃখং ভয়ং নৃণাং দৈন্যমার্জবমেব চ ॥ ৪৯ ॥  
 দুষ্কৃতং স্কৃতং চৈব বচনং হননং তথা ।  
 পোষণং চলনং তাপো বিমর্শশ্চ বিকণ্ঠনম্ ॥ ৫০ ॥  
 লোভো দম্ভস্তথা মোহঃ কপটং শোচনং তথা ।  
 এতে চান্যে তথা ভাবা মানুষ্যে সম্ভবন্তি হি ॥ ৫১ ॥  
 স কথং ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্যক্ত্বা সুখমনশ্বরম্ ।  
 করোতি মানুষ্যং জন্ম ভাবৈরেতৈরভিভূতম্ ॥ ৫২ ॥  
 কিং সুখং মানুষ্যং প্রাপ্য ভুবি জন্ম মুনীশ্বর ! ।  
 কিংনিমিত্তং হরিঃ সাক্ষাদগৰ্ভবাসং করোতি বৈ ॥ ৫৩ ॥  
 গৰ্ভদুঃখং জন্মদুঃখং বালভাবে তথা পুনঃ ।  
 যৌবনে কামজং দুঃখং গার্হস্থ্যেহতিমহত্তরম্ ॥ ৫৪ ॥  
 দুঃখান্যেতান্যবাপ্নোতি মানুষে দ্বিজসত্তম ! ।  
 কথং স ভগবান্ বিষ্ণুরবতারান্ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫ ॥

কস্ত নিদেশাদাক্ষরৈতাদৃশো বৰ্ত্ততে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

দুষ্টহমেবোপপাদয়তি কামঃ ক্রোধ ইতি ॥ ৪৯ ॥

লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ্যের কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন এ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে ॥৪৬-৪৭॥ তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া নানাবিধ বিড়ম্বনা ভোগ এবং নানাবিধ দুষ্ট-ভাব অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ কারণ, মনুষ্য জন্মে কখন কাম, ক্রোধ, অমৰ্ষ, শোক ও বৈর ; কখন প্রীতি, কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখনও মানুষ্যতাসুলভ দৈন্য, স্কৃত দুষ্কৃত, বচন ও হনন, পোষণ ও চলন, তাপ, বিমর্শ ও দ্বন্দ্ব লোভ, দম্ভ ও মোহ, কাশট্য ও অনুশোচনা এই সকল ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪৯-৫১॥ অতএব সেই ভগবান্ বিষ্ণু, নিত্য সুখ পরিহার করিয়া কি নিমিত্ত এই সকল দুষ্টভাব পরিপ্লুত মানুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ হে মুনিবর ! তৃতীয়ে মানুষ্যজন্ম গ্রহণে এমন কি সুখ আছে যে, সেই সাক্ষাৎ হরিও বাহার নিমিত্ত গৰ্ভবাস স্বীকার করিয়াছিলেন ? ॥৫৩॥ হে মুনীন্দ্ৰ ! যে মনুষ্য-জন্মে গৰ্ভবাসে, উৎপত্তিকালে, বালভাবে ও যৌবনেও দুঃখ এবং গার্হস্থ্য আচরণে ত দুঃখের

প্রাপ্য রামাবতারং হি হরিণা ব্রহ্মযোনিম্ ।  
 দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তং বনবাসেহতিদারুণে ॥ ৫৬ ॥  
 সীতাবিরহজং দুঃখং সংগ্রামশ্চ পুনঃপুনঃ ।  
 কাস্তাত্যাগোহপ্যানেনৈবমনুভূতো মহাত্মনা ॥ ৫৭ ॥  
 তথা কৃষ্ণাবতারেহপি জন্ম রক্ষাগৃহে পুনঃ ।  
 গোকূলে গমনং চৈব গবাং চারণমিত্যুত ॥ ৫৮ ॥  
 কংসশ্চ হননং কৰ্ণাদ্ভারকাগমনং পুনঃ ।  
 নানাসংসারদুঃখানি ভুক্তবান্ ভগবান্ কথম্ ॥ ৫৯ ॥  
 স্বেচ্ছয়া কঃ প্রতীক্ষেত মুক্তো দুঃখানি জ্ঞানবান্ ।  
 সংশয়ং ছিন্তি সর্বজ্ঞ ! মম চিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 কৰ্ম ফল প্রাধান্য কথনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বচনং বিশ্বাসভাষণম্ । নিমর্শো বিচারঃ । বিকথনং বল্গনম্ ॥ ৫০—৫৬ ॥  
 এবমিদং সৰ্ব্বমনুভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥  
 রক্ষাগৃহে কারাগৃহে ॥ ৫৮—৫৯ ॥  
 নহেতৎ স্বেচ্ছয়া কশ্চিৎ কৰোতি কিম্বজ্ঞানীনতয়েবেত্যাহ স্বেচ্ছয়েতি ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সীমা নাই, হে বিজ্ঞসত্তম ! তবে সেই ভগবান্ বিষ্ণু কি জন্ম পুনঃ পুনঃ মানুষ জন্মে অবতীর্ণ  
 হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ দেখুন, সেই ব্রহ্মসম্ভব হরি, রামাবতার প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ  
 বনবাসে অতি মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই মহাত্মা, জনকাত্মজার বিরহজনিত দুঃখ ;  
 পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, প্রিয়তমা কাস্তার বিয়োগ প্রভৃতি মহত্তর দুঃখকর বিষয় সকল অনুভব  
 করিয়াছিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ এইরূপে কৃষ্ণাবতারে, কারাগৃহে জন্ম, গোকূলে গমন ও  
 গোচারণ, কংসনাশ, অতি কষ্টে দ্বারকায় গমন প্রভৃতি নানাবিধ সংসার দুঃখ কেন ভোগ  
 করিয়াছিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ হে ভগবন্ ! আপনি সমস্তই অবগত আছেন ; অতএব বলুন,  
 কোম জ্ঞানবান্ মুক্ত ব্যক্তি দুঃখ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আপনি আমার চিত্ত  
 শান্তির নিমিত্ত এই মহান্ সংশয় ছিন্ন করিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদভাগ-

বতের চতুর্থস্কন্ধে কৰ্মফল-প্রাধান্যবর্ণন নামক দ্বিতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কারণানি বহুশ্রুতাপ্যবতারে হরেঃ কিল ।  
সর্বেষাঞ্চৈব দেবানামংশাবতরণেষ্বপি ॥ ১ ॥  
বহুদেবাবতারশ্চ কারণং শৃণু তত্ত্বতঃ ।  
দেবক্য্যশ্চৈব রোহিণ্যা অবতারশ্চ কারণমু\* ॥ ২ ॥  
একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং ধেনুমাহরৎ ।  
যাচিতোহয়ং বহুবিধং ন দদৌ ধেনুমুত্তমামৃণ ॥ ৩ ॥  
বরুণস্ত ততো গতা বৃক্ষাণং জগতঃ প্রভুম্ ।  
প্রণম্যোবাচ দীনাত্মা স্বদুঃখং বিনয়স্থিতঃ ॥ ৪ ॥  
কিং করোমি মহাভাগ ! মত্তোহসৌ ন দদাতি গাম্ ।  
শাপো ময়া বিস্কটোহস্মৈ গোপালো ভব মানুসে ॥ ৫ ॥

সাক্ষপকাধিকৈঃ পঞ্চাশক্তিঃ পদৈরনুসৃতম্ ।

অদিতৈঃ শাপকথনং বিস্তরাদিহ বর্ণ্যতে ॥

দেবকী কেন শাপেন জ্ঞাতোহি রাজা পৃষ্টে ব্যাস উবাচ কারণনীতি । মুখ্যং কারণং তু  
কর্ষেতু্যাক্তনবাস্তরকারণানি তু বহুনি সস্তীত্যর্থঃ । ন হরের্দেবক্যা এব কিন্তু সর্বেষাং দেবা-  
নামবতারেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

ধেনুমিত জ্ঞাত্যকবচনং উত্তরত্র ধেনব ইতি বচনাৎ । বরুণশ্চ সম্বন্ধিনীমাহরদাহতবান্ ।  
বরুণেন স্বধেষ্বর্থে যাচমানোহপি কশ্যপো ন দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

মত্ত উন্নতঃ অতো ময়া শাপো বিস্কটঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! এই হরির অবতারে, এবং অখিল দেবগণের অংশাব-  
তারে বহুতর কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ এক্ষণে আপনি বহুদেব, দেবকী ও রোহিণীর  
অবতারের কারণ বিশেষরূপে শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ এক দিবস শ্রীমান্ কশ্যপ ঋষি যজ্ঞের  
নিমিত্ত বরুণদেবের কামধনু অপহরণ করিয়া আনেন ; অনন্তর বরুণদেব ঐ ধেনুর নিমিত্ত  
বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তাঁহাকে ঐ উত্তমা ধেনু প্রদান করিলেন না ॥ ৩ ॥  
তখনন্তর বরুণদেব, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং জগৎপ্রভু বৃক্ষার নিকট গমন করিয়া  
বিনয় সহকারে আপন দুঃখ নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ৪ ॥ মহাভাগ ! মর্কষি কশ্যপ

\* শাপাত্ত বরুণশ্চ বৈ । ইতি বা পাঠঃ ।

† একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং বরুণশ্চ হ । অহার বাজীয়া পাবঃ পরোবাঃ হরতি সমাঃ ॥

অদিতিঃ হরতিশ্চৈব তাদ্যে যে তস্য স্থপ্রিয়ে । তস্যঃ শ্রিয়ার্থং তেনাভ্য যজিতা প্যঃ পরোদুতাঃ ॥

ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

ভার্ঘ্যে হে অপি তত্রৈব ভবেতাং চাতিদুঃখিতে ।  
 যতো বৎসা রুদন্ত্যত্র মাতৃহীনাঃ স্নুদুঃখিতাঃ ॥ ৬ ॥  
 মৃতবৎসাদিতিস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি ধরাতলে ।  
 কারাগারনিবাসা চ তেনাপি বহুদুঃখিতা ॥ ৭ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মা যাদোনাত্মস্মা পদ্মভূঃ ।  
 সমাহুয় মুনিং তত্র তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥  
 কস্মাদ্বয়া মহাতাগ! লোকপালস্মা ধেনবঃ ।  
 হতাঃ পুনর্ন দত্তাশ্চ কিমন্যায়ং করোমি বৈ ॥ ৯ ॥  
 জানন্ ন্যায়ং মহাতাগ! পরবিত্তাপহারণম্ ।  
 কৃতবান্ কথমন্যায়ং সর্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ॥ ১০ ॥  
 অহো লোভস্মা মহিমা মহতোহপি ন মুক্তি ।  
 লোভং নরকদং নুনং পাপাকরমসম্মতম্ ॥ ১১ ॥  
 কশ্যপোহপি ন তং ত্যক্তুং সমর্থঃ কিং করোম্যহম্ ।  
 সর্বদৈবাধিকস্তস্মাল্লোভো বৈ কলিতো ময়া ॥ ১২ ॥

তত্রৈব মাতৃষে এব । বৎসা রুদন্তি ত্রয়াদতানাং গবামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ তেন কারণেনেত্যর্থঃ । তেনাপি তেনৈব কারণেন ইতি শাপে দত্তেহপি ন  
 দদাতীত্যশ্চর্য্যং ব্রূহাণং প্রত্যুক্তবানিতি ভাবঃ ॥ ৭—১০ ॥

একগে উন্নত প্রায় তিনি কোন প্রকারেই আগাকে ধেনু প্রদান করিলেন না । আমি,  
 মাতৃবিরহে অতিশয় দুঃখিত বৎসগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে, এই বলিয়া শাপ  
 প্রদান করিয়াছি যে, আপনি নরলোকে গোপাল হইয়া জগৎগ্রহণ করুন এবং আপনার  
 ভার্য্যাবর, অতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে জন্মলাভ করুক” ॥ ৫—৬ ॥ হে ব্রহ্মনু!  
 বৎসগণের সেই কষ্ট দর্শন করিয়া অতিশয় রোষভরে পুনর্বার অদিতিকে কহিয়াছি যে তুমি,  
 ধরাতলে মৃতবৎসা, কারাবাসিনী এবং বহুদুঃখভাগিনী হইবে ॥ ৭ ॥

জনমেজয়! পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বরুণের সেই বচন শ্রবণ পূর্ব্বক মুনিবর কস্তপকে আহ্বান  
 করিয়া কহিলেন ॥ ৮ ॥ মহাতাগ! আপনি কি নিমিত্ত লোকপাল বরুণদেবের ধেনু সকল  
 ধরণ করিয়াছেন? কি নিমিত্তই বা ধেনু সকল পুনঃ প্রদান না করিয়া অস্তায় করিয়া-  
 ছেন? ॥ ৯ ॥ ভগবন্! আপনি সর্বজ্ঞ ও মতিমান্ হইয়া এবং জ্ঞানের তথ্য অবগত হইয়াও  
 পরধন অপহরণ করিয়া কি জন্য অস্তায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ॥ ১০ ॥ অহো! লোভের কি  
 অপূৰ্ণ মহিমা! মহৎ ব্যক্তিগণও লোভের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইলেন না । লোভ,



ধন্যাস্তে যুনয়ঃ শাস্তা জিতো যৈলোভ এব চ ।

বৈধানসৈঃ শমপরৈঃ প্রতিগ্রহপরাজু থৈঃ ॥ ১৩ ॥

সংসারে বলবান্ শক্রলোভোহমেধাবরঃ সদা ।

কশ্যপোহপি দুরাচারঃ কৃতস্নেহো\* দুরাঅনা ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মাপি তং শশাপাথ কশ্যপং মুনিসত্তমম্ ।

মর্যাদা রক্ষণার্থং হি পৌত্রং পরমবল্লভম্ ॥ ১৫ ॥

অংশেন ত্বং পৃথিব্যাং বৈ প্রাপ্য জন্ম যদোঃ কুলে ।

ভার্য্যাভ্যাং সংযুতস্তত্র গোপালত্বং করিষ্যসি ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং শপ্তঃ কশ্যপোহসৌ বরুণেন চ ব্রহ্মণা ।

অংশাবতরণার্থায় ভূভারহরণায় চ ॥ ১৭ ॥

তথা দিত্যাদিতিঃ শপ্তা শোকসন্তপ্তয়া ভূশম্ ।

জাতাজাতা বিনশ্চোরংস্তব পুত্রাস্তু সপ্ত বৈ ॥ ১৮ ॥

অহো লোভস্তেতি । যো লোভো মহতোহপীতি দ্বিতীয়াবহবচনম্ । তানপি ন মুঞ্চতী-  
ত্যর্থঃ । লোভং নরকদমিত্যন্তোত্তরত্র তমিত্যনেনাশ্বষঃ ॥ ১১—১৩ ॥

অমেধাবর ইতি ক্ষেদঃ যতো দুরাঅনা কৃতস্নেহস্ততো দুরাচার ইত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

পাপের আকর, সম্মানগণের অসম্মত এবং নিশ্চয়ই নরকপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ মহর্ষি  
কশ্যপও এই লোভকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না, তবে আমি আর কি করিব ?  
এক্ষণে সর্বপ্রকার দৈব হইতেও লোভকে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া অবধারণ করি-  
লাম ॥ ১২ ॥ যে সকল মহর্ষিগণ, শাস্তিপরাগণ প্রশান্তচেতা ও প্রতিগ্রহে পরাজুথ এবং  
বৈধানস বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোভকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহারা ই ধন্ত ॥ ১৩ ॥ সংসারে  
লোভই বলবান্ শক্র, লোভের তুল্য অপবিত্র ও ঘৃণিত বস্তু সংসারে আর নাই ; হায় ! সেই  
লোভ, মহর্ষি কশ্যপকেও সামান্য স্নেহে বদ্ধ ও দুরাচার করিয়া তুলিল ! ইহা অতিশয়  
আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, প্রজাপতি ব্রহ্মাও ভ্রাতৃ ও ধর্ম্মের মর্যাদা  
রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরমপ্রিয়তম আপন পৌত্র কশ্যপকে অভিশাপ প্রদান করিয়া  
কহিলেন, তুমি পৃথিবীতলে যদুকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া  
গোপালন কার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ১৫-১৬ ॥

মহারাজ ! অংশাবতার ও ভূভার হরণের নিমিত্ত ব্রহ্মা ও বরুণ, মহর্ষি কশ্যপকে এইরূপে  
অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ আর দিতি, অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়া অদিতিকে এই  
বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, তোমার সাতটি পুত্র জন্মিয়া জন্মিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

কস্মাদিত্যা চ ভগিনী শপ্তেন্দ্রজননী মুনে ! ।  
 কারণং বদ শাপে চ শোকস্ত মুনিসত্তম ! ॥ ১৯ ॥

সূত উবাচ ।

পারিক্ষিতেন পৃষ্ঠস্ত ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।  
 রাজানং প্রত্যাবাচেদং কারণং স্মসমাহিতঃ ॥ ২০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! দক্ষসুতে দ্বৈ তু দিতিশ্চাদিতিরুভয়ে ।  
 কশ্যপস্ত প্রিয়ে ভার্য্যে বভূবতুরুরুক্রমে ॥ ২১ ॥  
 অদিত্যা মঘবা পুত্রো যদাভূদতিবীৰ্য্যবান্ ।  
 তদা তু তাদৃশং পুত্রং চকমে দিতিরৌজসা ॥ ২২ ॥  
 পতিমাহাসিতাপান্ধী পুত্রং মে দেহি মানদ ! ।  
 ইন্দ্রতুল্যবলং বীরং ধর্ম্মিষ্ঠং বীৰ্য্যবত্তমম্ ॥ ২৩ ॥  
 তামুবাচ মুনিঃ কাস্তে ! স্বস্থা ভব ময়োদিতে ।  
 ব্রতাস্তে ভবিতা তুভ্যং শতক্রতুসমঃ সুতঃ ॥ ২৪ ॥

অদিতেঃ শাপাস্তুরমপাহ তথ্যেতি ॥ ১৮ ॥

শোকস্তিতি । অস্মিৎবিষয়ে মম শোকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিসত্তম ! দিতি, ইন্দ্রজননী ভগিনী অদিতিকে কি কারণে অভি-  
 শাপ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার শাপের কারণ কি ? তাহা আমাকে বলুন, এই বিষয়  
 শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকের উদয় হইতেছে ॥ ১৯ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পরীক্ষিপুত্র জনমেজয়, সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে এইরূপ  
 জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি সমাহিত হইয়া রাজাকে এইরূপে সেই সেই বিষয়ের কারণ, কহিতে  
 আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥ রাজন্ ! দিতি ও অদিতি নামে প্রজাপতি দক্ষের দুইটী তনয়া ছিল ;  
 এই সূত্রতা কামিনী দুইটী মহর্ষি কশ্যপের প্রিয়তমা ভার্য্যা হন ॥ ২১ ॥ অদিতির গর্ভে অতিশয়  
 বীৰ্য্যবান্ দেবরাজ ইন্দ্র উৎপন্ন হইলে, দিতি আপনার সেইরূপ বীৰ্য্যবান্ ও তেজঃসম্পন্ন পুত্র  
 কামনা করিলেন ॥ ২২ ॥ সেই অসিতাপান্ধী দিতি পতিকে সন্মোহন করিয়া কহিলেন, স্বামিন্ !  
 আপনি সকলের মানদান করিয়া থাকেন, অতএব প্রার্থনা করি আমাকে ইন্দ্রতুলা বলশালী  
 বীর, ধীর, ধর্ম্মিষ্ঠ ও বীৰ্য্যবান্ পুত্র প্রদান করুন ॥ ২৩ ॥ মহর্ষি কহিলেন, কাস্তে ! স্বস্থা হও  
 আমি তোমাকে যে ব্রতচরণের কথা কহিতেছি, সেই ব্রত সমাপন হইলেই তুমি ইন্দ্র তুল্য

সা তথ্যেতি প্রতিশ্রুত্যা চকার ব্রতমুক্তমম্ ।  
 নিষিক্তং মূনিম্ গৰ্ভং বিভ্রাণা স্তমনোহরম্ ॥ ২৫ ॥  
 ভূমৌ চকার শয়নং পয়োব্রতপরায়ণা ।  
 পবিত্রা ধারণাযুক্তা বভূব বরবর্ণিনী ॥ ২৬ ॥  
 এবঞ্জাতঃ স্তমস্পূর্ণো যদা গর্ভোহতিবীৰ্য্যবান্ ।  
 শুভ্রাংশুমতিদীপ্তাঙ্গীং দিতিং দৃষ্টা তু ছুঃখিতা\* ॥ ২৭ ॥  
 মঘবৎসদৃশঃ পুত্রো ভবিষ্যতি মহাবলঃ ।  
 দিত্যাস্তদা মম স্তনুস্তেজোহীনো ভবেৎ কিল ॥ ২৮ ॥  
 ইতিচিন্তাপরা পুত্রমিত্রকোবাচ মানিনী ।  
 শত্রুস্তেহদ্য সমুৎপন্নো দিতিগর্ভেহতিবীৰ্য্যবান্ ॥ ২৯ ॥  
 উপায়ং কুরু নাশায় শত্রোরদ্য বিচিন্ত্য চ ।  
 উৎপত্তিরেব হস্তব্যাদিত্যা গর্ভস্থ শোভন ! ॥ ৩০ ॥  
 বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীভাবমাস্থিতাম্ ।  
 ছুনোতি হৃদয়ে চিন্তা স্তমস্মবির্নাশিনী ॥ ৩১ ॥

ময়োদিতং যদ্ব্রতং তস্তাস্তে ইত্যর্থঃ । তস্তাঃ কিঞ্চিপুত্রজনকং ব্রতমুক্তমিতি তাৎ-  
 পর্যম্ ॥ ২৪—২৬ ॥

শুভ্রাংশুং শ্বেতবর্ণাং গর্ভিনীম্ভাবমাস্থিতাম্ ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

পুত্র লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥ আপনি বাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব এই  
 বলিয়া দিতি সেই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার উদরে গর্ভ  
 নিবেশ করিলেন । দিতি সেই গর্ভ যথানিয়মে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ বরবর্ণিনী  
 দিতি, নিয়মান্বিত ও পবিত্র থাকিয়া একান্তচিত্তে পয়োব্রতের অনুষ্ঠান পূর্বক ভূমিতে  
 শয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সেই তেজঃসম্পন্ন গর্ভ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,  
 তখন অদিতি, দিতিকে শ্বেতবর্ণা ও দীপ্তাঙ্গী দর্শন করিয়া ছুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিতে  
 লাগিলেন যে, যখন দিতির ইন্দ্রতুল্য মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে তখন আমারপুত্র তেজো-  
 হীন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৭—২৮ ॥ অভিমানিনী অদিতি, এইরূপ চিন্তাধিতা হইয়া আপন  
 পুত্র অমররাজকে কহিলেন, বৎস ! অতিশয় বীৰ্য্যবান্ তোমার এক শত্রু, একগণে দিতির  
 গর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৯ ॥ তুমি এখন হইতেই শত্রুবিনাশের নিমিত্ত উপায় চিন্তা  
 কর । হে শোভন ! দিতির গর্ভ বাহাতে ভূমিষ্ট হইবার পূর্বেই বিদ্যমান পায়, তদ্বিধে  
 তুমি যত্নবান্ হও ॥ ৩০—৩১ ॥ সপত্নীভাবে গর্ভিতা সেই অসিতাপাঙ্গী দিতিকে দর্শন করিয়া,

\* বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীং ভাবমাস্থিতাম্ । অদিতিচিন্তায়াম কিং করোমীতি ছুঃখিতা ।

ইতি বা পাঠঃ ।

রাজযক্ষ্মেব সংরক্ষো নক্টো নৈব ভবেদ্রিপুঃ ।  
 তস্মাদকুরিতং হৃদ্যদ্বুদ্ধিমানহিতং কিল ॥ ৩২ ॥  
 লোহশকুরিব ক্লেপ্তো গর্ভো বৈ হৃদয়ে মম ।  
 যেন কেনাপ্যপায়েন পাতয়াদ্য শতক্রতো ! ॥ ৩৩ ॥  
 সামদানবলেনাপি হিংসনীয়স্ত্বয়া স্মৃত ! ।  
 দিত্যা গর্ভো মহাভাগ ! মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা মাতৃবচঃ শক্ৰো বিচিস্ত্য মনসা ততঃ ।  
 জগামাপরমাতুঃ স সমীপমমরাধিপঃ ॥ ৩৫ ॥  
 ববন্দে বিনয়াৎ পাদৌ দিত্যাঃ পাপমতিনৃপ ! ।  
 প্রোবাচ বিনয়েনাসৌ মধুরং বিষগর্ভিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

মাতস্ত্বং ব্রতযুক্তাসি ক্ষীণদেহাতিদুর্বলা ।  
 সেবার্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ কিং কৰ্তব্যং বদস্ব মে ॥ ৩৭ ॥  
 পাদসংবাহনং তেহং করিষ্যামি পতিব্রতে ! ।  
 গুরুশুশ্রূষণাং পুণ্যং লভতে গতিমক্ষয়াম্ ॥ ৩৮ ॥

অহিতং শক্ৰম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

(সামদানেতি । চেৎ যদি মম প্রিয়ং অভিলষসি তদা ত্বয়া দিত্যা গর্ভো হিংসনীয়ো  
 বিনাশ ইত্যর্থঃ । দিতিগর্ভনাশনাং মে অত্ৰং কিমপি প্রিয়ং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

সুখনাশিনী ও মর্ম্বঘাতিনী চিন্তা আমার হৃদয়কে একান্ত পরিতাপিত করিতেছে ॥ ৩১ ॥  
 দেখ শক্ৰ, রাজবান্ধব ছায় বদ্ধমূল হইলে আর তাহাকে বিনাশ করা যায় না, অতএব বুদ্ধি-  
 মান ব্যক্তি, শক্ৰকে অকুরিত অবস্থাতেই বিনাশ করিবেন ॥ ৩২ ॥ হে শতক্রতো ! দিতির  
 গর্ভ, লোহ শকুর ছায় আমার হৃদয়ে নিকিপ্ত হইয়াছে, তুমি যে কোন উপায়ে ইহার  
 নিপাত সাধন কর ॥ ৩৩ ॥ মহাভাগ ! যদি তুমি আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাক, তবে  
 সাম দানাদি অথবা বল দ্বারা দিতির গর্ভ বিনাশ করিয়া আমার সস্তাপিত চিন্তকে সুশীতল  
 কর ॥ ৩৪ ॥

মহারাজ ! অমররাজ ইন্দ্র, মাতার বচন শ্রবণানন্তর মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়া  
 বিমাতার নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই পাপমতি বিনয়ান্বিত হইয়া দিতির পাদ  
 বন্দন পূর্বক বিষগর্ভিত মধুর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ মাতঃ ! আপনি  
 ব্রতচরণে ক্ষীণদেহ ও অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছেন, আমি আপনার সেবার নিমিত্ত আগমন



ন মে কিমপি ভেদোহস্তি ত্বাদিত্যা শপে কিল ।  
 ইত্যাভ্যু চরণৌ স্পৃষ্টৌ সংবাহনপরোহভবৎ ॥ ৩৯ ॥  
 সংবাহনস্বৰ্গং প্রাপ্য নিজামাপ স্নলোচনা ।  
 শ্রাস্তা ব্রতকৃশা স্তপ্তা বিশ্বস্তা পরমা সতী ॥ ৪০ ॥  
 তাং নিজাবশমাপমাং বিলোক্য প্রাবিশত্তনুম্ ।  
 রূপং কৃত্বাতিসূক্ষ্মঞ্চ শস্ত্রপানিঃ সমাহিতঃ ॥ ৪১ ॥  
 উদরং প্রবিশেশাশু ভস্মা যোগবলেন বৈ ।  
 গৰ্ভং চকৰ্ত্ত বজ্রেণ সপ্তধা পবিনায়কঃ ॥ ৪২ ॥  
 রুরোদ চ তদা বালো বজ্রেণাভিহতস্তথা ।  
 মা রুদেতি শনৈর্বা ক্যমুবাচ মঘবানমুম্ ॥ ৪৩ ॥  
 শকলানি পুনঃ সপ্ত সপ্তধা কৰ্ত্তিতানি চ ।  
 তদা চৈকোনপঞ্চাশম্মরুতশ্চাভবম্প ! ॥ ৪৪ ॥  
 তদা প্রবুদ্ধা স্তদতী জাহ্নবা গৰ্ভং তথাকৃতম্ ।  
 ইন্দ্রেণ চ্ছলরূপেণ চুকোপ ভৃশদুঃখিতা ॥ ৪৫ ॥

পাপে বিমাতৃগৰ্ভবিনাশরূপে মতির্যশ্চ । বিষগৰ্ভিতং হৃষ্টাভিপ্রায়হাৎ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

অদিত্যা মম মাত্ৰা সহ তব ভেদঃ কিমপি মে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

পবিনায়কঃ পবিধারকঃ ॥ ৪২ ॥

মঘবানমুমিতি । মঘবা বহুমিতি সিদ্ধম্ । অমুং বালম্ ॥ ৪৩ ॥

করিলাম, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৩৭ ॥ হে পতিব্রতে ! আমি আপনার পদসেবা  
 করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ গুরুসেবা করিলে পুণ্য ও অক্ষয়গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥  
 মাতঃ ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার অন্তঃকরণে অদिति ও আপনাতে কিছুমাত্র  
 ভেদ বুদ্ধি নাই । এই বলিয়া চরণস্পর্শন পূর্বক পাদসংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রতপরিশ্রান্তা কৃশা স্নলোচনা দিতি সংবাহনের স্বৰ্গ প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্র বচনে বিশ্বাস  
 করিয়া, গাঢ় নিজায় অতিভূত হইলেন ॥ ৪০ ॥ বজ্রপানি ইন্দ্র, তাঁহাকে স্তপ্তা দেখিয়া অত্যন্ত  
 সূক্ষ্মরূপ ধারণ পূর্বক সাবধানে যোগবলে তাঁহার উদর মধ্যে আশ্রয় প্রবেশ করিলেন এবং  
 বজ্র দ্বারা ছেদন পূর্বক তাঁহার গৰ্ভ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥  
 উদরস্থ বালক বজ্রদ্বারা আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, ইন্দ্র, কাঁদিও না কাঁদিও না  
 বলিয়া বালককে বারংবার সাবধানে করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া  
 সেই সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেককেই পুনর্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিলেন । নৃপনর ! তাহা  
 হইতেই ঊনপঞ্চাশৎ শকলগণের উৎপত্তি হইল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ স্তদতী দিতি তখন জাগরিতা

ভগিনীকৃতং সা বুদ্ধা শাপাংকুপিতা তদা ।  
 অদিতিং মঘবস্তঞ্চ সত্যব্রতপরায়ণা ॥ ৪৬ ॥  
 যথা মে কর্ত্বিতো গর্ভস্তব পুত্রেন ছদ্মনা ।  
 তথা তন্মাশমায়াতু রাজ্যং ত্রিভুবনশ্চ তু ॥ ৪৭ ॥  
 যথা গুপ্তেন পাপেন মম গর্ভো নিপাতিতঃ ।  
 অদিত্যা পাপচারিণ্যা যথা মে ঘাতিতঃ সূতঃ ॥ ৪৮ ॥  
 তস্যাঃ পুত্রাস্তু নশাস্তু জাতা জাতাঃ পুনঃপুনঃ ।  
 কারাগারে বসত্বেষা পুত্রশোকাতুরা ভৃশম্ ।  
 অন্যজন্মনি চাপ্যেবং মৃতাপত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুৎসৃষ্টং তদা শ্রুত্বা শাপং মরীচিনন্দনঃ ।  
 উবাচ প্রণয়োপেতো বচনং শময়ন্নিব ॥ ৫০ ॥  
 মা কোপং কুরু কল্যাণি ! পুত্রস্তে বলবত্তরাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি সূরাঃ সর্বে মরুতো মঘবৎসথাঃ ॥ ৫১ ॥  
 শাপোহয়ং তব বামোরু ! ত্বষ্টাবিশেহথ দ্বাপরে ।  
 অংশেন মানুষং জন্ম প্রাপ্য ভোক্ত্যতি ভামিনী ॥ ৫২ ॥

সপ্তধেতি । সপ্তশকলেষু মধ্যে ঐকৈকং শকলং সপ্তধা সপ্তধা কৃত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৯ ॥

মরীচিনন্দনঃ কশ্বপঃ ॥ ৫০ ॥

মঘবৎসথাঃ । রাজাহঃসথিত্যষ্টজিতি টচসমাসাস্তঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কপটচারী ইন্দ্র তাঁহার গর্ভচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও জ্বল হইলেন ॥ ৪৫ ॥ 'এই সকল কার্য্য তাঁহার ভগিনীকৃত জানিয়া সত্যবাদিনী ব্রতপরায়ণা দিতি, অদिति ও ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার পুত্র ছল পুর্কক যেমন আমার গর্ভ কর্ত্তন করিয়াছে, তেমনি তাহার ত্রিভুবন রাজ্য বিনষ্ট হউক ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর পাপচারিণী অদिति যেমন গোপনে আমার গর্ভ নিপাত করাইয়া আমার পুত্র নাশ করিয়াছে তেমনি তাহার পুত্র সকল পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া জন্মিয়াই বিনাশ পাইবে, পুত্রশোকে একান্ত কাতুরা হইয়া কারাগারে বসতি করিবে এবং জন্মান্তরেও মৃত-বৎসা হইবে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! মরীচিনন্দন মহর্ষি কশ্বপ, অভিশাপ বচন শ্রবণ পুর্কক প্রণয়বচনে তাঁহার কোপ শান্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ কল্যাণি ! তুমি কোপ করিও না, তোমার পুত্র সকল অতিশয় বলবান্ এবং মরুৎ নামক দেবগণ হইয়া ইন্দ্রের

বরুণেনাপি দত্তোহস্তি শাপঃ সস্তাপিতেন চ ।  
উভয়োঃ শাপযোগেন মানুষীয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥  
ব্যাস উবাচ ।

পতিনাশ্বাসিতা দেবী সন্তুষ্টা সা ভবতদা ।  
নোবাচ বিপ্রিয়ং কিঞ্চিত্ততঃ সা বরবর্ণিনী ॥ ৫৪ ॥  
ইতি তে কথিতং রাজন্ ! পূর্বশাপস্ত কারণম্ ।  
অদিতির্দেবকী জাতা শ্বাংশেন নৃপসন্তম ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
অদিশাপকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইয়মদিতিঃ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সখা হইবে ॥ ৫১ ॥ হে বামোক্ষ ! তোমার এই অভিশাপ বিফল হইবে না, অষ্টাবিংশমন্তরে  
শাপরযুগান্তে ইহার ফল কলিবে ; তখন ঈর্ষাকলুষিতা কোপনা অদিতি অংশ দ্বারা  
মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ইহার ফলভোগ করিবে ॥ ৫২ ॥ বরুণও সস্তাপিত হইয়া ইহাকে  
অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তোমাদের উভয়ের শাপযোগে এই অদিতি মানুষী হইয়া  
জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

বহুরাজ ! তখন বরবর্ণিনী দেবী দিতি, পতি কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া সন্তোষ লাভ  
করিলেন, তদনন্তর আর কিছু অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না ॥ ৫৪ ॥ রাজন্ ! এই আমি  
তোমার নিকট পূর্বশাপের কারণ বর্ণন করিলাম । হে নৃপসন্তম ! এইরূপে অদিতি  
আপন অংশ দ্বারা দেবকী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রলোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকী বহুদেবের পূর্বশাপ বর্ণন  
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

বিস্মিতোহস্মি মহাভাগ ! শ্রুত্বাখ্যানং মহামতে ! ।  
সংসারোহয়ং পাপরূপঃ কথং মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১ ॥  
কশ্যপস্তাপি দায়াদস্ত্রিলোকীবিভবে সতি ।  
কৃতবানীদৃশং কৰ্ম কো ন কুৰ্য্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥ ২ ॥  
গৰ্ভে প্রবিষ্ট বালস্য হননং দারুণং কিল ।  
সেবামিষেণ মাতুষ্ট কৃত্বা শপথমদ্রুতম্ ॥ ৩ ॥  
শাস্তা ধৰ্ম্মস্য গোপ্তা চ ত্রিলোক্যাঃ পতিরপ্যুত ।  
কৃতবানীদৃশং কৰ্ম কো ন কুৰ্য্যাদসাম্প্রতম্ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈর্দ্বিগুণাশংপদৈরথ নিরন্তরম্ ।

অধশ্চে চ স্থিতং সৰ্বং জগদিত্যতদীৰ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ের ইজ্ঞাদীনামপি মহতাং গৰ্ভহননাদ্যধৰ্ম্মচরণং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো রাজা পৃচ্ছতি  
বিস্মিতোহস্মীতি । অয়ং পাপরূপঃ সংসারঃ । অস্মাদ্বন্ধনাৎ সংসাররূপান্নমুখ্যঃ কথং মুচ্যেত ।  
নান্মান্মোচনাশা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কৃত ইতি চেত্তদ্রাহ কশ্যপস্তাপীতি । দায়াদঃ পুত্রঃ উত্তমকুলোৎপন্নোহপীত্যর্থঃ ।  
ত্রৈলোক্যাধিপত্যোহপি জুগুপ্সিতং কৰ্ম কৃতবাস্তদাস্তঃ কো ন কুৰ্য্যাজ্জুগুপ্সিতং নিন্দ্যঃ  
কৰ্ম । সৰ্ব্বোহপি কুৰ্য্যাদেব । ততশ্চ সংসারান্মোক্ষে দুর্লভ ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

কিং তজ্জুগুপ্সিতং কৰ্ম কৃতবাস্তদ্রাহ গৰ্ভে প্রবিষ্টেতি । শপথং কৃত্বা হননং কৃতবানি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম । হে  
মহামতে ! আমি দেখিতেছি এই সংসারই পাপের স্বরূপ, তবে জীবগণ সংসারে আসিয়া  
কিভাবে মুক্তি লাভ করিবে তদ্বিষয়ের আশাত কিছুই করা যাইতে পারে না ॥ ১ ॥ কারণ,  
যিনি পরম পবিত্র কশ্যপ ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্রৈলোক্য বাঁহার বিভব,  
সেই দেবরাজ ইজ্ঞাও যখন এরূপ গৰ্হিত কার্য্য করিলেন, তখন আর কোন্ ব্যক্তি জুগুপ্সিত  
কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইবে ॥ ২ ॥ সেবা করিবার ছলে গুরুতর শপথ করিয়া মাতার গৰ্ভে  
প্রবেশ পূৰ্ব্বকং বালকের প্রাণ বিনাশ করা অতিশয় নিদারুণ কার্য্য সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥  
যিনি, অখিলের শাসক ও ধৰ্ম্মের রক্ষক, যিনি ত্রিলোকের অধিপতি, যখন তিনিও  
এরূপ ঘৃণিত কৰ্ম্ম করিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি গৰ্হিত ও দূষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না



পিতামহা মে সংগ্রামে কুরুক্ষেত্রেহতিদারুণম্ ।  
 কৃতবন্তস্তথাশ্চর্য্যং দৃষ্টং কৰ্ম্ম জগদগুরো ! ॥ ৫ ॥  
 ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপাঃ কর্ণো ধৰ্ম্মাংশোহপি যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 সৰ্ব্বে বিরুদ্ধধৰ্ম্মেণ বাসুদেবেন নোদিতাঃ ॥ ৬ ॥  
 অসারতাং বিজানন্তুঃ সংসারস্ত স্মমেধসঃ ।  
 দেবাংশাশ্চ কথং চক্রুর্নিন্দিতং ধৰ্ম্মতৎপরাস্থাঃ ॥ ৭ ॥  
 কাস্থা ধৰ্ম্মস্তা বিপ্রেন্দ্র ! প্রমাণং কিং বিনিশ্চিতম্ ।  
 চলচিত্তোহস্মি সংজাতঃ শ্রদ্ধা চৈতৎ কথানকম্ ॥ ৮ ॥  
 আপ্তবাক্যং প্রমাণং চেদাপ্তঃ কঃ পরদেহবান্ ।  
 পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী ভবতি সৰ্ব্বথা ॥ ৯ ॥

ন কেবলং স এব কৃতবান্ কিস্বন্তোহপি ধৰ্ম্মাভ্যানো মৎপিতামহাদয়োহপি দৃষ্টং কৰ্ম্ম  
 গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিকং কৃতবন্তস্তদেতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ পিতামহা ম ইতি ॥ ৫ ॥

তথাশ্রোতবীত্যাহ ভীষ্মো দ্রোণ ইতি । বাসুদেবেন বিরুদ্ধধৰ্ম্মেণ গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিরূপেণ  
 নোদিতাঃ প্রেরিতাঃ । ন হীষ্মরস্তাধৰ্ম্মে প্রেরকত্বং যুক্তম্ ॥ ৬ ॥

তদেবাহ অসারতামিতি । ন হি সংসারেহসারতাং জানতাং তদাগ্ৰহেণাধৰ্ম্মাচরণং  
 সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥

এতাদৃশানাং বদেখমাচরণং তদা ধৰ্ম্মস্তাবস্থানে কা আস্থা কা শ্রদ্ধা ন কাপীত্যর্থঃ ।  
 কিঞ্চ প্রমাণভূতং বস্ত কিমস্তি বিনিশ্চিতম্ । ন কিমপীত্যর্থঃ । ধৰ্ম্মস্তাচরণে এতে ধৰ্ম্মাভ্যানঃ  
 প্রমাণমিতি স্থিতম্ । যদা তেত এবাধৰ্ম্মাচরণবস্তস্তদা প্রমাণং কিমবশিষ্টং ন কিমপীত্যর্থঃ ।  
 ধৰ্ম্মস্তাচরণে এতাদৃশং কথানকং শ্রদ্ধা চলচিত্তোহস্মীত্যাহ চলচিত্তোহস্মীতি ॥ ৮ ॥

কিঞ্চাগমোপাচ্ছিন্নঃ । এতাদৃশাচরণবতামাপ্তবাক্যভাবাদাপ্তবাক্যমাগম ইত্যস্ত বিষয়া-  
 ভাবদিত্যাহ আপ্তবাক্যমিতি । আপ্তঃ কঃ ন কোহপ্যস্তুীত্যর্থঃ । যো যো হি পরদেহবানুৎ-  
 কৃষ্টদেহবান্ দেহতাদাত্ত্যাবানিত্যর্থঃ । স সৰ্ব্বোহপি পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী সৰ্ব্বথা  
 ভবতি । ততো নাপ্তোহস্তুীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হইবে ॥ ৫ ॥ হে জগদগুরো ! আমার পিতামহগণ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামস্থলে অতিশয়  
 নিদারুণ নিন্দিত কৰ্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন ইহাও অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ  
 হইতেছে ॥ ৫ ॥ দেখুন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ অধিক কি ধৰ্ম্মের অংশাবতার  
 যুধিষ্ঠিরও সেই নিন্দিত কৰ্ম্মে লিপ্ত ছিলেন ; তাহারা সকলেই দেবাংশ, ধৰ্ম্মনিরত ও  
 বুদ্ধিমান হইয়া এবং সংসারের অসারতা জানিয়াও বাসুদেব কর্তৃক গুরুবধাদিরূপ বিরুদ্ধ  
 ধৰ্ম্মে প্রেরিত হইয়া কিরূপে স্থপিত কৰ্ম্মের আচরণ করিলেন ? ॥ ৬—৭ ॥ হে বিপ্রকুলেন্দ্র !  
 এতাদৃশ মহান ব্যক্তিগণের যখন ধৰ্ম্ম বিষয়ে একরূপ আচরণ, তখন ধৰ্ম্মের অবস্থিতি বিষয়ে  
 আস্থা বা শ্রদ্ধা কি আছে ? আর তদ্বিবরে নিশ্চিত প্রমাণই বা কি ? হে যুনীশ্ব !  
 এই সকল আধ্যান গ্রহণ করিয়া আমার চিত্ত একান্তই বিচলিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ যদি

রাগো ঘেষো ভবেন্নূনম্বর্থনাশাদসংশয়ম্ ।  
 ঘেষাদসত্যবচনং বক্তব্যং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১০ ॥  
 জরাসন্ধবিষাতার্থং হরিণা সত্ত্বমূর্তিনা ।  
 ছলেন রচিতং রূপং ব্রাহ্মণস্ত বিজানতা ॥ ১১ ॥  
 তদাপ্তঃ কঃ প্রমাণং কিং সত্ত্বমূর্তিরপীদৃশঃ ।  
 অর্জুনোহপি তথৈবাত্র কার্যো যজ্ঞবিনির্মিতে ॥ ১২ ॥  
 কীদৃশোহয়ং কৃতো যজ্ঞঃ কিমর্থং শমবর্জিতঃ ।  
 পরলোকপদার্থং বা যশসে বান্ধতা কিল ॥ ১৩ ॥  
 ধর্মস্ত প্রথমঃ পাদঃ সত্যমেতচ্ছতের্বচঃ ।  
 দ্বিতীয়স্ত তথাশৌচং দয়াপাদস্তৃতীয়কঃ ॥ ১৪ ॥

তদেবাহ রাগেষ ইতি । যতঃ সর্বস্ত পুরুষস্তার্থনাশাদ্ঘেষো ভবেদেবাসংশয়ম্ । ঘেষাচ্চ  
 স্বার্থসিদ্ধয়ে অসত্যবচনং বক্তব্যমেবেতি নিয়মস্ততো নাপ্তোহস্তীত্যর্থঃ । আপ্তো হি হিত-  
 কারী যথার্থবক্তা । যদা তু সর্বো স্বহিতকারিণঃ স্বহিতার্থমনর্থমপ্যচরন্তি তদাপ্তঃ ক তিষ্ঠতী-  
 ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

আপ্তাসম্ভবমেবাহ জরাসন্ধেতি ॥ ১১ ॥

অত্যন্তসাত্ত্বিকবিষ্ণোরপি স্বহিতার্থছলকর্তৃত্বাদাপ্তত্বাভাবো যথা তথা অর্জুনোহপি যজ্ঞ-  
 রূপে বিনির্মিতে উৎপাদিতে কার্যো ছলকারী ভবতি তস্মাদাপ্তো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কথমর্জুনস্ত ছলকারিত্বমুদাহ কীদৃশোহয়মিতি । যত্র শিশুপালবধাদিরূপোহনর্থো জাতঃ  
 স যজ্ঞঃ কীদৃশঃ । সাত্ত্বিকো বা রাজসো বা কৃতঃ । স চ শমবর্জিতঃ কিমর্থং কৃতং ন হি কিমত্র  
 ছলং নাস্তীতি স চ পরলোকার্থে বা যশসে বান্ধকলার্থং বা কৃতঃ স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তদপি কলং ন সম্ভবতীত্যাহ ধর্মস্ত প্রথমঃ পাদ ইতি ॥ ১৪ ॥

আপ্তবাক্যোই ধর্মবিষয়ের প্রমাণ কহেন তবে উৎকৃষ্ট-দেহধারী আপ্ত ব্যক্তিই বা কে  
 মাছেন ? সমস্ত বিষয়াসক্ত পুরুষগণ সর্বতোভাবে বিষয়ে অনুরাগী হইয়া থাকে অতএব  
 তাহারা আপ্ত হইতে পারে না ॥ ১০ ॥ আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে স্বার্থনাশ হইলেই রাগ  
 ও ঘেষ উৎপন্ন হয়, এবং স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই ঘেষ হইতে অসত্য বাক্য সকল  
 উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ সত্ত্বমূর্তি ত্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত জানিয়া গুনিয়াও ছল-  
 পূর্বক ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ সাত্ত্বিকমূর্তি বাসুদেবও বেক্রপে স্বার্থ-  
 সাধনার্থ ছল অবলম্বন করিলেন, অর্জুনও সেইরূপ যজ্ঞকার্য সাধনের নিমিত্ত ছলাবলম্বী  
 হইলেন, তবে আপ্তই বা কে ? আর প্রমাণই বা কি ? ॥ ১২ ॥ যেখানে শিশুপাল-বধাদি-  
 রূপ অনর্থের উৎপত্তি সেই যজ্ঞই বা কিরূপ ; এই যজ্ঞ কি জন্ত শাস্তিবিবর্জিত হইল ?  
 ইহা পরলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত বা যশের নিমিত্ত অথবা অত্র কোন অতিশ্রেষ্ঠ সাধনার্থ  
 সম্পাদিত হইয়াছিল ? ॥ ১৩ ॥ পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, “সত্য ধর্মের প্রথম  
 পাদ, শৌচ দ্বিতীয় পাদ, দয়া তৃতীয় পাদ এবং দান চতুর্থ পাদ ইহা শ্রুতিবাক্য ;” এই

দানং পাদশ্চতুর্ধশ্চ পুরাণজ্ঞা বদন্তি বৈ ।  
 তৈর্কিহীনঃ কথং ধর্ম্যস্তিষ্ঠেদিহ স্তস্ম্যতঃ ॥ ১৫ ॥  
 ধর্ম্যহীনং কৃতং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ ।  
 ধর্ম্যে স্থিরা মতিঃ কাপি ন কস্মাপি প্রতীয়তে ॥ ১৬ ॥  
 ছলার্থঞ্চ যদা বিষ্ণুর্বামনোহুজ্জগৎপ্রভুঃ ।  
 যেন বামনরূপেণ বক্ষিতোহসৌ বলির্নৃপঃ ॥ ১৭ ॥  
 বিহর্তা শতযজ্ঞস্য বেদাজ্ঞাপরিপালকঃ ।  
 ধর্ম্মিষ্ঠো দানশীলশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 স্থানাৎ প্রভ্রংশিতোহকস্মাদ্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৮ ॥  
 জিতং কেন তয়োঃ কৃষ্ণ বলিনা বামনেন বা ।  
 ছলকর্ম্মবিদা চায়ং সন্দেহোহত্র মহাত্মম ॥ ১৯ ॥  
 বক্ষয়িত্বা বক্ষিতেন সত্যং বদ দ্বিজোত্তম ! ।  
 পুরাণকর্তা তুমসি ধর্ম্মজ্ঞশ্চ মহামতিঃ ॥ ২০ ॥

তৈঃ পাদৈঃ ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মহীনমিতি । তথাচ পাণ্ডবৈঃ সত্যদয়াবিবর্জিতৈঃ কৃতং যজ্ঞরূপং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ কথমপীত্যর্থঃ । তস্মাৎ সোহপি দান্তিকো যজ্ঞস্তত্ত্বংকর্তারঃ কথমাপ্তা ভবেদু-  
 রিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ ছলার্থঞ্চৈতি । যদা বিষ্ণুরপি ছলার্থং বামনোহুজ্জগদাপ্তঃ কোহবশিষ্ট ইতিভাবঃ ।  
 কিং বামনেন কৃতমিতিচেতত্রাহ যেনেতি ॥ ১৭—১৮ ॥

সম্বন্ধেতে ছলিনস্তত্র মম জাতামাশঙ্ক্যাপ্রথমং বদ পশ্চানময়া পৃষ্টার্থস্ত্রোত্তরং বদেত্যভি-  
 প্রায়েণাহ জিতং কেনেতি হে কৃষ্ণ ব্যাস ! । তয়োর্মধ্যে বলিনা বা জিতং বামনেন বা জিতং  
 চানয়োর্মধ্যে ক উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

পাদবিহীন ধর্ম্ম, সকলের স্তস্ম্যত হইয়া এই সংসারে উত্তমরূপে অবস্থিতি করিতে পারে  
 না ॥ ১৪—১৫ ॥ পাণ্ডবগণ সত্য ও দয়াদি বর্জিত হইয়া যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন,  
 অতএব তাহা কি প্রকারে ফলপ্রদ হইতে পারে ? ধর্ম্মবিষয়ে যে কোথাও কাহারও মতি  
 স্থির ছিল এমনত প্রতীতি হয় না, অতএব তাঁহারা দম্বপূর্ণ হইয়াই যজ্ঞ করিয়াছিলেন,  
 তবে তাঁহারা কিরূপে আশু হইতে পারেন ? ॥ ১৬ ॥ অগচ্ছিত্ব বিষ্ণু ছল করিবার নিমিত্তই  
 বামনাবতার হইয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ বামনরূপে বলির্নরাজকে বক্ষনা করিয়াছিলেন ।  
 হে যুনে ! যখন ভগবান্ বিষ্ণুই এবংবিধ ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবে আর কোন্  
 ব্যক্তি আশু হইবার নিমিত্ত অবশিষ্ট রহিলেন ? ॥ ১৭ ॥ বলির্নরাজ শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা,  
 বেদাজ্ঞার প্রতিপালক, ধর্ম্মিষ্ঠ, দানশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, অগৎপ্রভু বিষ্ণু

ব্যাস উবাচ ।

জিতং বৈ বলিনা রাজন্ ! দত্তা যেন চ মেদিনী ।  
 ত্রিবিক্রমোহপি নাম্না যঃ প্রথিতো বামনোহভবৎ ॥ ২১ ॥  
 ছলনার্থমিদং রাজন্ ! বামনত্বং নরাধিপ ! ।  
 সম্প্রাপ্তং হরিণা ভূয়ো দ্বারপালত্বমেবচ ॥ ২২ ॥  
 সত্যাদন্যতরং নাস্তি মূলং ধর্মশ্চ পার্থিব ! ।  
 দুঃসাধ্যং দেহিনা রাজন্ ! সত্যং সর্বাঙ্গনা কিল ॥ ২৩ ॥  
 মায়া বলবতী ভূপ ! ত্রিগুণা বহুরূপিণী ।  
 যয়েদং নির্মিতং বিশ্বং গুণৈঃ শবলিতং ত্রিভিঃ ॥ ২৪ ॥  
 তস্মাচ্ছলবতা সত্যং কুতোহবিদ্বং ভবেম্প ! ।  
 মিশ্রেন জনিতকৈব স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ২৫ ॥

বলিরেব স্বসত্যায় চলিত ইতি স বিষ্ণোরধিক ইতি প্রতিভাতি । তথাচেশ্বরশ্রুতভক্ত-  
 ছলকর্তৃত্বাচ্ছেতি গৃঢ়োহভিসন্ধিনৃপশ্চেতি রাজবাক্যং শ্রুত্বা রাজাভিপ্রেতমেব ব্যাস আহ  
 জিতং বৈ বলিনেতি । ভূমিঃ দাস্ত্র্যমীতি প্রতিজ্ঞাতশ্চ সত্যশ্চ পরিপালনাং তদেবাহ  
 দত্তেতি ॥ ২১—২২ ॥

সত্যং স্তোতি । সত্যাদন্যতরদিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

এরূপ বহুতর সদৃশ সম্পন্ন ব্যক্তিকে কেন যে স্থানভ্রষ্ট করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে  
 পারিতেছি না । হে দ্বৈপায়ন ! এ বিষয়ে বঞ্চিত বলির জয় হইল ? কি ছলকর্মজ্ঞ বামন-  
 দেবের জয় হইল ? ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট কে ? এই বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে ।  
 বিজ্ঞোত্তম ! আপনি পুরাণকর্তা, ধর্মজ্ঞ ও উদারচেতা, আপনি এ বিষয়ের যথার্থ তথ্য প্রকাশ  
 করিয়া আমার সন্দেহ-দোলিত চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন ॥ ১৮—২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বলিরাজ ভূমিদান করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-  
 ছিলেন, তাহার প্রতিপালন পূর্বক সত্য রক্ষা করেন বলিয়া বলিরাজেরই জয়লাভ  
 হইয়াছিল । হে নরেন্দ্র ! ত্রিবিক্রম যিনি বামন বলিয়া বিখ্যাত, তিনি ছলাবলম্বী হইয়া-  
 ছিলেন বলিয়া বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ নিজ শরীর দ্বারাই ছলাবলম্বীর  
 রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, হে পার্থিব ! সত্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল ধর্ম আর কিছুই নাই,  
 আপনি দেখুন, সেই সত্যাপহারী হরি ছলের ফলে, বলির দ্বারপালত্ব লাভ করিতে বাধ্য  
 হইয়াছিলেন ; অতএব, রাজন্ ! সর্বতোভাবে সত্য রক্ষা, দেহিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য  
 জানিবে ॥ ২১—২৩ ॥ রাজন্ ! ত্রিগুণাত্মিকা বহুরূপিণী অঘটনঘটনাপটীয়াসী মায়াই বলবতী,  
 সেই মায়া আপনার বিমিশ্রিত গুণত্রয় দ্বারা এই বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন জানিবেন ॥ ২৪ ॥  
 অতএব ছলশালী ব্যক্তিগণ কিরূপে সত্যকে অক্লান্তরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এই



বৈখানসাস্তি মুনয়ো নিঃসঙ্গা নিপ্রতিগ্রহাঃ ।  
 সত্যযুক্তা ভবন্ত্যত্র বীতরাগা গতশ্রমাঃ ॥ ২৬ ॥  
 দৃষ্টান্তদর্শনার্থায় নির্মিতাস্তে চ তাদৃশাঃ ।  
 অন্তঃ সর্বং শবলিতং গুণৈরেতিজ্জিভিন্দুপ ! ॥ ২৭ ॥  
 নৈকং বাক্যং পুরাণেষু বেদেষু নৃপসত্তম ! ।  
 ধর্মশাস্ত্রেষু চাক্ষেযু সগুণৈরচিতৈস্বিহ ॥ ২৮ ॥  
 সগুণঃ সগুণং কুর্যামিগুণো ন করোতি বৈ ।  
 গুণাস্তে মিশ্রিতাঃ সর্বৈ ন পৃথগ্ভাবসঙ্গতাঃ ॥ ২৯ ॥  
 নির্বলীকে স্থিরে ধর্মো যতিঃ কস্তাপি ন স্থিরা ।  
 ভবোদ্ভবে মহারাজ ! মায়য়া মোহিতস্ত বৈ ॥ ৩০ ॥

তন্মাদিত্যিতি । তথা মায়য়া ছলবতা পুরুষেণ সত্যং কুতোহবিদ্ধমনাশ্রিতং ভবেন্ন কুতোহ-  
 পীত্যর্থঃ । অবিক্রমিত্যিতি ছেদঃ । মিশ্রেণেতি । প্রায়োহয়ং জনো মিশ্রেণ রজোগুণেন জনিতো  
 নির্মিতঃ । তথাচৈতাদৃশস্ত রজোগুণযুক্তস্ত সত্যং হ্রলভমেব ভবতি ॥ ২৬ ॥

যদ্যপি রাজমায়য়া কলুষিতঃ সর্বজনো ভবতি তথাপি তদৈব মায়য়া ছলরহিতা অপি  
 প্রাণিনঃ সত্যপরিপালকা বৈখানসাদ্যা মুনয়ো দৃষ্টান্তদর্শনার্থ কল্পিতাস্থখাচ তাদৃশমায়া-  
 বিশিষ্টপরমেশ্বরস্ত ভগবতীপদবাচ্যস্তাপ্তং ভবিষ্যতি তস্তা বাচো বেদরূপায়া আপ্তবাক্যঃ  
 তস্ত প্রামাণ্যং চ ভবিষ্যতীতি ন কাপি চিন্তাস্তীতি তাৎপর্যোণাহ বৈখানসাস্তি মুনয়  
 ইতি ॥ ২৬ ॥

অন্তদিত্যিতি । তাদৃশশ্রুতিভ্যোহন্তজীবজাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

নৈকং বাক্যমিত্যিতি । যতঃ সর্বস্ত জীবজাতস্ত গুণমিশ্রিতত্বম্ । তত এব তেষাং যতে-  
 নার্থস্ত ভিন্নত্বাত্তদভবানুবাদিনাং পুণ্যগানাং স্বতীনাং বেদেষুপি তদভবানুবাদস্তার্থবাদ-  
 ভাগে সর্বাধেদবাক্যানাঞ্চ নৈকং বাক্যং কিন্তু ভিন্নং ভিন্নমেব প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্ব মিশ্রগুণে অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা নির্মিত ; অতএব রজোগুণাত্মক এই সংসারে অঙ্গু-  
 নির্মল সত্য হ্রলভ, রাতন ! ইহাকেই সনাতনী মর্যাদা অর্থাৎ বিধিনির্দিষ্ট নিত্যকার্য্য  
 বলিয়া জানিবেন ॥ ২৬ ॥ যদি বলেন, বৈখানস মুনিগণ নির্মল সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া  
 থাকেন ; তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহারা নিঃসঙ্গ, নিপ্রতিগ্রহ, বিগতরাগ ও শ্রম রহিত ;  
 এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত নির্মিত হইয়াছেন, অতএব তাহাদের কথা শ্রুত্ব উক্ত  
 মুনিগণ ভিন্ন সমস্তই দ্বিগুণ-সমবিত, অতএব মুনিগণের সহিত অপরের তুলনা হইতে  
 পারে না ॥ ২৬—২৭ ॥ হে নৃপসত্তম ! সগুণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিরচিত ধর্মশাস্ত্র, পুরাণাদি  
 ও সাক্ষবেদে একরূপ উক্তি হয় নাই, প্রণেতাগণের গুণের বিভিন্নতার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া  
 গড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥ কারণ, সগুণ ব্যক্তি সগুণ কার্য্যই করিয়া থাকেন ; কিন্তু নিগুণ ব্যক্তি  
 সগুণ কার্য্য করেন না ; গুণ সকল মিশ্রিত হইলে কদাচ পৃথক্ ভাব অবলম্বন করে না,  
 তাহারা যে যে গুণের সহিত পরস্পর মিশ্রিত হয় সেই সেই গুণেরই ভাব প্রকাশ করিয়া

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাধীনী তদাসক্তং মনস্তথা ।

করোতি বিবিধান্ ভাবান্ গুণৈস্তৈঃ প্রেরিতং ভ্রূশম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপৰ্যন্তাঃ প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ।

সৰ্বেষ মায়াবশা রাজন্ ! সানুকীড়তি তৈরিহ ॥ ৩২ ॥

সৰ্বান্ বৈ মোহয়ত্যেমা বিকুৰ্বত্যনিশং জগৎ ।

অসত্যো জায়তে রাজন্ ! কার্যাবান্ প্রথমং নরঃ ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থাশ্চিস্তয়ানো ন প্রাপ্নোতি যদা নরঃ ।

তদৰ্থং ছলমাদভে ছলাং পাপে প্রবর্ততে ॥ ৩৪ ॥

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ বৈরিণো বলবন্তরাঃ ।

কৃতাকৃতং ন জানন্তি প্রাণিনস্তদ্বশস্তাঃ ॥ ৩৫ ॥

বিভবে সত্যহঙ্কারঃ প্রবলঃ প্রভবত্যপি ।

অহঙ্কারাদ্ভবেম্মোহো মোহান্মরণমেব চ ॥ ৩৬ ॥

তদেবাহ সগুণ ইতি ॥ ২৯—৩১ ॥

সানুকীড়তি । সা মায়া তৈঃ সহানুকীড়তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

কার্যাকারণভাবমাহ অসত্য ইতি । কার্যাবান্ কার্যোচ্ছাবান্ পুরুষঃ প্রথমমসত্যো ভবত্য  
সত্যোনাপি কার্যং সম্পাদয়িষ্যামীত্যসত্যাতিসন্ধিমান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

বিভবে সতীতি । এতাদৃশাসত্যাদিস্বীকারেণাপি কার্যাসিদ্ধৌ সত্যমহঙ্কারো ভবতি ততো  
মোহো মোহান্মরণং নাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পাকে ॥২৯॥ মহারাজ ! এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয় ; অত-  
এব ছলাদিশূন্য নির্মল ও অটল ধর্ম্মে কাহারও মতি স্থির থাকিতে পারে না ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রিয়-  
গণ, বুদ্ধিকে বিপর্যাস্ত করিয়া ভোগমার্গে বিচরণ করাইয়া থাকে ; মন সেই ইন্দ্রিয়গণেরই  
আসক্ত, অতএব গুণত্রয় দ্বারা অতিশয়িত রূপে প্রেরিত হইয়া নানাবিধ ভাবে বিচরণ  
করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ রাজন্ ! ব্রহ্মা হইতে স্বাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণই মায়ার  
বশীভূত, সেই মায়া তাহাদিগকে লইয়া বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥  
এই মায়াই সকলকে বিমোহিত করিতেছে এবং নিয়তই জগতের বিকৃতি সাধন করি-  
তেছে । হে নরেন্দ্র ! নরগণ প্রথমে কার্যাবশে অসত্যের আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥  
তাহারা যখন ইন্দ্রিয়ার্থ-ভোগাদির চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত না হয় তখন ছল অবলম্বন করিয়া  
থাকে এবং তদ্বৎ পাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা প্রাণিগণের  
অতিশয় বলবান্ শত্রু ; জীবগণ ইহাদের বশীভূত হইয়া কার্যাকার্যের বিবেচনা করিতে  
সমর্থ হয় না ॥ ৩৫ ॥ বৈজয় বিদ্যমান থাকিলে অহঙ্কার প্রবল হইয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ  
করে ; সেই অহঙ্কার হইতে মোহ এবং মোহ হইতে পরিশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সঙ্কল্পা বহুবস্ত্রা বিকল্পাঃ প্রভবন্তি চ ।  
 ঈর্ষ্যাসূরা তথা ঘেবঃ প্রোতুর্ভবতি চেতসি ॥ ৩৭ ॥  
 আশা তৃষ্ণা তথা দৈন্ত্যং দন্তোহধর্মমতিস্থতা ।  
 প্রাণিনাং প্রভবন্ত্যেতে ভাবা মোহসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 যজ্ঞদানানি তীর্থানি ত্রতানি নিয়মাস্তথা ।  
 অহঙ্কারাভিভূতস্ত কুরোতি পুরুষোহম্বহম্ ॥ ৩৯ ॥  
 অহস্তাবকৃতং সর্বং প্রভবেদ্ বৈ ন শৌচবৎ\* ।  
 রাগলোভাং কৃতং কর্ম সর্বাঙ্গং শুদ্ধিবর্জিতম্ ॥ ৪০ ॥  
 প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধিঞ্চ দ্রব্যবিবুধৈঃ কিল ।  
 অদ্রোহেণার্জিতং দ্রব্যং প্রশস্তং ধর্মকর্মণি ॥ ৪১ ॥  
 দ্রোহার্জিতেন দ্রব্যেণ যৎ কুরোতি শুভং নরঃ ।  
 বিপরীতং ভবেত্ততু ফলকালে নৃপোত্তম ! ॥ ৪২ ॥

অস্তান্তপি মোহকার্যাণ্যাহ সঙ্কল্পা ইতি ॥ ৩৭-৩৮ ॥

যেহপি যজ্ঞাদিকর্তারন্তেহপি মায়াব্রহ্মাহ্বারেণ বুদ্ধাঃ কুর্কণ্ঠীতি তে মায়াবশগা এব-  
 ত্যাহ যজ্ঞদানানীতি ॥ ৩৯ ॥

স চাহ্বারো মহাভূত ইতি বৈরাগ্যার্থমাহ অহস্তাবকৃতমিতি । শৌচবচ্ছুদ্ধিবন্ত্যর্থঃ ।  
 রাগলোভাদিতি । সর্বাঙ্গমপি কর্ম রাগলোভাং কৃতং শুদ্ধিবর্জিতং ভবতি । ততোহহ্বার-  
 ব্রাজলোভাবপি ত্যাক্ষ্যাবিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

অতোহহ্বারং রাগলোভৌ বিহায় প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধির্দ্রষ্টব্যোত্যাহ প্রথমমিতি ॥ ৪১-৪২ ॥

সংসারে জীবগণের মনে বহুতর সংকল্প, বিকল্প, ঈর্ষা, অসূয়া ও ঘেবাদি প্রোতুর্ভূত হয়, অনন্তর আশা, তৃষ্ণা, দৈন্ত্য, দন্ত ও বিপথগামিনী বুদ্ধি, এই সকল মোহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রাণিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে ॥ ৩৭-৩৮ ॥ পুরুষগণ, অহঙ্কার দ্বারা অভিভূত হইয়াই দিন দিন যজ্ঞ, দান, তীর্থসেবা, ত্রত ও নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ এই সমস্ত যজ্ঞাদি অহঙ্কারভাব দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া বলিয়া শৌচাদির গ্ৰাহ্য মানিষ্ঠ দূর কবিত্তে সমর্থ হয় না । বিশেষতঃ রাগ বা লোভবশত কোনও কার্য্য করিলে তাহা সর্বাঙ্গ শুদ্ধ হয় না ॥ ৪০ ॥ অতএব যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে তাহার দ্রব্যশুদ্ধি দর্শন করাই বুদ্ধগণের কর্তব্য । হিংসাদি না করিয়া যে দ্রব্য উপার্জন করা যায়, সেই দ্রব্য ধর্ম্যকর্মে প্রশস্ত ॥ ৪১ ॥ হে নৃপোত্তম ! নরগণ দ্রোহার্জিত দ্রব্য দ্বারা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা ফলদান কালে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

মনোহৃতিনির্মলং যস্য স সম্যক্ ফলভাগ্ভবেৎ ।  
 তস্মিন্ বিকারযুক্তে তু ন যথার্থফলং লভেৎ ॥ ৪৩ ॥  
 কৰ্ত্তারঃ কৰ্ম্মণাং সৰ্ব্ব আচার্যা-ঋত্বিজাদয়ঃ ।  
 স্যন্তে বিশুদ্ধমনসস্তদা পূৰ্ণং ভবেৎ ফলম্ ॥ ৪৪ ॥  
 দেশকালক্রিয়াদ্রব্যকৰ্ত্তৃণাং শুদ্ধতা যদি ।  
 মন্ত্ৰাণাঞ্চ তদা পূৰ্ণং কৰ্ম্মণাং ফলমশ্নুতে ॥ ৪৫ ॥  
 শত্ৰুণাং নাশমুদ্दिश्य স্বরুদ্ধিং পরমাং তথা ।  
 কৰোতি স্কৃতং তদ্বিপরীতং ভবেৎ ফল ॥ ৪৬ ॥  
 স্বার্থাসক্তঃ পুমানিত্যং ন জানাতি শুভাশুভম্ ।  
 দৈবাধীনঃ সদা কুৰ্ব্ব্যাৎ পাপমেব ন সংকৃতম্ ॥ ৪৭ ॥  
 প্রাজাপত্যাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বে হসুরাশ্চ তদুদ্ভবাঃ ।  
 সৰ্ব্বে তে স্বার্থনিরতাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ॥ ৪৮ ॥  
 সত্বোদ্ভবাঃ সুরাঃ সৰ্ব্বেহপ্যুক্তা বেদেষু মানুষাঃ ।  
 রজোদ্ভবাস্তামসাস্ত তিৰ্য্যগাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

মনঃশুদ্ধিফলমাহ মনোহৃতিনির্মলমিতি ॥ ৪৩ ॥

কৰ্ম্মশুদ্ধিমাহ কৰ্ত্তার ইতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥

তচ্চ কৰ্ম্ম পরনাশন ন কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ শত্ৰুণামিতি ॥ ৪৬ ॥

স্বার্থমপি ন কৰ্ম্ম কুৰ্ব্ব্যাৎ কিস্বীশ্বরাদানবুদ্ধ্যবেত্যাহ স্বার্থাসক্ত ইতি । স্বার্থকরণে  
 দোষমুদ্ভাবয়তি ন জানাতীতি । দৈবাধীনঃ প্রাজাপতীনঃ সংকৃতং পুণ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

পরস্পরেতি । যতঃ স্বার্থপরাস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যাহার মন অতিশয় নির্মল সেই ব্যক্তিই সম্যক্ শুভফল লাভ করিয়া থাকে ; বিকৃতামনা  
 ব্যক্তিগণ যথার্থ ফললাভে সমর্থ হয় না ॥ ৪৩ ॥ যদি কার্যকালে আচার্য্য ঋত্বিক্ প্রভৃতি  
 কৰ্ম্মকৰ্ত্তাগণ বিশুদ্ধমনা হইলেন এবং যদি দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য যজমান ও মন্ত্ৰ এই সকল  
 পরিপূৰ্ণ হয়, তাহা হইলেই কৰ্ম্মের ফল সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে ॥ ৪৪-৪৫ ॥ শত্ৰুবিনাশ এবং  
 আপনার উন্নতির উদ্দেশে ক্রিয়া করিলে তাহা বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ; অতএব  
 পরবিনাশার্থ কৰ্ম্ম করা কৰ্ত্তব্য নহে ॥ ৪৬ ॥ স্বার্থনিরত পুরুষগণ শুভাশুভ কৰ্ম্ম বিবেচনা  
 করিতে সমর্থ হয় না, তাহারী ঈদেবের অধীন হইয়া পাপই করিয়া থাকে, পুণ্যকার্য্য করিতে  
 কমবান হয় না ॥ ৪৭ ॥ সমস্ত সুরগণ ও অসুরগণ প্রজাপতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,  
 ইহারা সকলেই স্বার্থনিরত বলিয়াই পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ বেদে উক্ত  
 হইয়াছে যে, সুরগণ সত্বগুণ হইতে, মানুষগণ রজোগুণ হইতে এবং তিৰ্য্যগগণ তমোগুণ



সঙ্কোক্তবানাং তৈর্বৈরং পরস্পরমনারতম্ ।  
 তিরচ্চামত্র কিং চিত্রং জাতিবৈরসমুদ্ভবে ॥ ৫০ ॥  
 সদা দ্রোহপরা দেবাস্তপোবিস্বকরাস্তথা ।  
 অসমুদ্ভূতা দ্বেষপরাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ॥ ৫১ ॥  
 অহঙ্কারসমুদ্ভূতঃ সংসারোহয়ং যতো নৃপ ! ।  
 রাগদ্বেষবিহীনস্ত স কথং জায়তে নৃপ ! ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং চতুর্থস্কন্ধে  
 জগতোহধর্মোপস্থিতিবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

মাহুবা রজোভবা ইত্যমরঃ ॥ ৪৯—৫২ ॥

তন্মাদেবাদিভিন্নম পূর্বজাদিভিন্ন কথং পাপং কৃতমিতিশব্দাবসর এব নাস্তি । মায়াস্তঃ-  
 পাতিত্বাৎ সর্বস্ত জীবজাতস্ত মায়াপ্রেরণয়ৈবাচরণাদতঃ সংসারনাশায় মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপি-  
 গোব ভগবত্যারাধ্যোতি ভাবঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥৪৯॥ রাজন্ ! যদি সর্বসজ্জাতি সুরগণই পরস্পর নিয়তই বৈরিতা  
 করেন, তবে ত্রিযাগগণের যে জাতিবৈরিতা সংঘটিত হইবে তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা  
 কি ? ॥ ৫০ ॥ যখন দেবগণ নিয়তই অসমুদ্ভূত, দ্বেষকলুষিত, পরস্পর বিরোধী এবং পরের  
 তপোবিস্বকারক, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন যে, এই সংসার অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন,  
 অতএব কিরূপে তাহা রাগদ্বেষাদি পরিশূন্য হইতে পারিবে ? ॥ ৫১—৫২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-  
 বতের চতুর্থস্কন্ধে জগতের অধর্মো অবস্থিতিবর্ণন

নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

অথ কিং বহুনোক্তেন সংসারেহস্মিন্মপোভূতম ! ।  
ধৰ্ম্মান্মা দ্রোহবুদ্ধিস্ত কশ্চিদ্বতি কহিচিৎ ॥ ১ ॥  
রাগদ্বেষাবৃতং বিশ্বং সৰ্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।  
আদ্যে যুগেহপি রাজেন্দ্র ! কিমদ্য কলিদূষিতে ॥ ২ ॥  
দেবাঃ সের্ষাশ্চ সত্রোহাশ্চলকৰ্ম্মরতাঃ সদা ।  
মানুষ্যাণাং তিরশ্চাক্ষ কা বার্তা নৃপ ! গণ্যতে ॥ ৩ ॥  
ত্রোহপরে ত্রোহপরে ভবেদিত্তি সমানতা ।  
অত্রোহিনি তথা শান্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা ॥ ৪ ॥  
যঃ কশ্চিত্তাপসঃ শান্তো জপধ্যানপরায়ণঃ ।  
ভবেত্তস্য জপে বিঘ্নকৰ্ত্তা বৈ মঘবা পরম্ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈশ্চ নিখিলং জগৎ ।

মায়য়াবৃতমিত্যুক্তং নারায়ণকথোচ্যতে ।

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে রাগদ্বেষবিহীনস্ত স কথং জায়তে নৃপেত্যুক্তং তদেব বিশদয়তি অথ  
কিমিতি । কশ্চিদিত্তি শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

দেবাঃ সের্ষা ইত্যুক্তং তত্রোদাহরণমাহ ত্রোহপরে ইতি । ত্রোহপরে জনে ত্রোহপরে  
ভবেদিত্তি সমানতা সাম্যতা সৰ্বত্র বৰ্ত্ততে । অত্রোহিনি শান্তে তু বিদ্বেষো যঃ সা খলতা  
দৃষ্টতা সা কচিদেবাশ্চ ন সৰ্ব্বত্রৈত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ইত্রে দেবরাজোহপি সংস্তাং খলতাং স্বীকৃতবাংস্ততঃ পরং কিমবশিষ্টমিত্যাহ যঃ কশ্চি-  
দিত্তি । তাপসো ত্রোহাভাববাংস্তস্মিঞ্জপবিঘ্নকৰ্ত্তৃতা খলতেজস্ত ॥ ৫ ॥

বৈপায়ন কহিলেন, হে নৃপসত্তম ! বহুবাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি, এই মাত্র বলিলেই  
পর্যাপ্ত হইবে যে, এই সংসারে হিংসা দ্বেষাদিজনিত কলুষিত বুদ্ধি পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক ধৰ্ম্মপরা-  
য়ণ হইরা থাকেন একরূপ ব্যক্তি অতি বিরল ॥১॥ রাজেন্দ্র ! সত্যযুগেও এই স্থাবর জঙ্গমান্বক  
বিশ্ব, রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিবৃত ছিল, এখন কলুষিত কলিকাল উপস্থিত, এ সময়ে যে সংসার  
রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ॥ ২ ॥ নৃপবর ! দেবগণ  
যখন দেব ও ঈর্ষাসম্বিত এবং প্রবঞ্চনা-পরায়ণ, তখন আর তির্যাক ও মনুষ্যাগণের কথা কি  
বলিব ॥ ৩ ॥ হে পৃথিবীপতে ! ত্রোহকারী জীবে ত্রোহপর হইবে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য দৃষ্ট  
হইতেছে ; কিন্তু হিংসাবর্জিত শান্ত জীবে বিদ্বেষ করিলেই খলতা হইল ॥ ৪ ॥ যে কোনও

সতাং সত্যযুগং সাক্ষাৎ সৰ্বদৈবাসতাং কলিঃ ।  
 মধ্যমো মধ্যমানাং তু ক্রিয়াযোগৌ যুগে স্মৃতৌ ॥ ৬ ॥  
 কশ্চিৎ কদাচিদ্বতি সত্যধৰ্ম্মানুবর্তকঃ ।  
 অন্তথান্যযুগানাং বৈ সৰ্ব্বৈ ধৰ্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৭ ॥  
 বাসনাকারণং রাজন্ ! সৰ্ব্বত্র ধৰ্ম্মসংস্থিতৌ ।  
 তস্তাং বৈ মলিনায়ান্ত ধৰ্ম্মোহপি মলিনো ভবেৎ ।  
 মলিনা বাসনা সত্যং বিনাশায়েতি সৰ্ব্বথা ॥ ৮ ॥

নদেবং চেৎ কথং ধৰ্ম্মস্থিতিঃ স্তাদিতি চেত্তজাহ সতামিতি । সৰ্ব্বযুগেষু ত্রিবিধা নরাঃ  
 সন্তি সাধবোহসাধবো মধ্যমাশ্চ । তত্র সতাং সৰ্ব্বং যুগং সত্যযুগমেব । অসতাং সৰ্ব্বং যুগং  
 কলিরেব । যস্মিন্ যুগে ক্রিয়াযোগৌ ব্যবস্থিতৌ স মধ্যমঃ কালো দ্বাপরত্রেতাযুগৌ মধ্য-  
 মানাং ভবতি । তথাচ যে সাধবো মধ্যমাশ্চ তদাশ্রয়েণ ধৰ্ম্মঃ স্থাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নমু তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি কথং পূৰ্ব্বমুক্তমিতি চেদ্বচবো ন সন্তীত্যভিপ্রায়েণেত্যাহ  
 কশ্চিৎ কদাচিদিতি । অন্তথা বহুবন্তযুগানাং সে ধৰ্ম্মান্তঃপরায়ণাঃ সৰ্ব্বৈ ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নমু কিমিতি বহুবন্তথা ভবন্তি সৰ্ব্বৈহপি সত্যভাজঃ সাধবঃ কুতো ন ভবন্তীতি চেত্তজাহ  
 বাসনেতি । শুদ্ধবাসনানাং পুণ্যসাধ্যত্বাদন্যতম । মলিনবাসনানাং স্বভাবত্বাদন্যতম । তথাচ  
 বাসনাবহত্বাতাদৃশানামপি বচনমিত্যর্থঃ । যদাপি বহুত্বং তেষাং তথাপি মলিনাবাসনাবিনা-  
 শায়েব ভবন্তীতি নিশ্চিত্য তাসাং আচরণং কদাপি ন কুর্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

শান্ত তাপস জপপরায়ণ ও ধ্যাননিমগ্ন থাকিলে অমররাজ তাঁহার তপস্তার বিষয় ঘটাইয়া  
 থাকেন অতএব ইচ্ছের খলতা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫ ॥ রাজন্ ! সৰ্ব্বযুগেই সাধু,  
 অসাধু ও মধ্যম এই তিন প্রকার মানব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বাহারা সাধু তাঁহাদের  
 সৰ্ব্বদাই সত্যযুগ, বাহারা অসাধু তাহাদের সৰ্ব্বদাই কলিযুগ ; আর যে যে যুগে ক্রিয়া ও  
 যোগ ব্যবস্থিত সেই দ্বাপরায়ুগ ও ত্রেতাযুগ যুগেই সৰ্ব্বদা মধ্যমদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট  
 রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ রাজন্ ! আপনি জানিবেন যে, কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি সত্যধর্ম্মের অনু-  
 সরণ করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে, ভিন্ন ভিন্ন যুগেই সকল ব্যক্তিই তদনুযুগধর্ম্মের  
 অনুবর্তন করিত ॥ ৭ ॥ হে রাজেন্দ্র ! ধর্ম্মস্থিতি বিষয়ে সৰ্ব্বত্রই বাসনাকে কারণ বলিয়া  
 অবগতি করিবেন, সেই বাসনা মলিনা হইলে ধর্ম্মও মলিন হইয়া থাকে । আপনি  
 জানিবেন যে, শুদ্ধ বাসনা পুণ্যসাধ্য বলিয়া তাহা অল্পই হয়, আর মলিনা বাসনা স্বভাবতই  
 অধিকতর হইয়া থাকে । এই মলিনা বাসনাই জীবগণকে সৰ্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করিয়া  
 থাকে । অতএব ইহার আচরণ কদাচই কৰ্ত্তব্য নহে । (নৃপোত্তম ! এই সকল বচন-  
 পরম্পরা দ্বারা কৃষ্ণ ও ইন্দ্রাদির ছল ও অধর্ম্মাচরণ এবং পাণ্ডবগণের অধর্ম্মশীলতার কারণ  
 বুঝিয়া লইবেন ; এক্ষণে, মুক্তির নিমিত্ত তপশ্চরণশীল নরনারায়ণের দেহান্তর প্রাপ্তি কথা  
 শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥)

ব্রহ্মণো হৃদয়াজ্জাতঃ পুত্রো ধর্ম ইতি শ্রুতঃ ।  
 ব্রাহ্মণঃ সত্যসম্পন্নো বেদধর্মরতঃ সদা ॥ ৯ ॥  
 দক্ষশ্চ দুহিতারো হি বৃতা দশ মহাজনা ।  
 বিবাহবিধিনা সম্যজ্জুনিনা গৃহধর্মিণা ॥ ১০ ॥  
 তাম্বজীজনয়ৎ পুত্রান্ ধর্মঃ সত্যবতাং বরঃ ।  
 হরিং কৃষ্ণং নরকৈব তথা নারায়ণং নৃপ ! ॥ ১১ ॥  
 যোগাভ্যাসরতো নিত্যং হরিঃ কৃষ্ণো বভূব হ ॥ ১২ ॥  
 নরনারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্ ।  
 প্রালেয়াঙ্গিঃ সমাগত্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥  
 তপস্বিষু ধুরীণৌ তৌ পুরাণৌ মুনিসত্তমৌ ।  
 গৃণন্তৌ তৎপরং ব্রহ্ম গঙ্গায়া বিপুলে তটে ॥ ১৪ ॥  
 হরেরংশৌ স্থিতৌ তত্র নরনারায়ণাবর্মী ।  
 পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু চক্রাতে তপ উত্তমম্ ॥ ১৫ ॥  
 তাপিতঞ্চ জগৎ সর্বং তপসা সচরাচরম্ ।  
 নরনারায়ণাভ্যাক্ষ শক্রঃ ক্ষোভং তদা যযৌ ॥ ১৬ ॥

ইত্যমতৎপর্যন্তঃ কিমর্থং শাপো জাতো দেবকীবহুদেবয়োঃ কথং কৃষ্ণেন্দ্রপ্রভৃতয়ো  
 দেবান্হ্রেনাদর্শ্যচরণবন্তঃ পাণ্ডবাদয়শ্চ কথমধর্মীনা ইত্যন্তোত্তরং দত্তমধুনা নরনারায়ণ-  
 যোর্মু ক্ত্যর্থং তপঃ কুর্ষতোঃ কথং দেহান্তরপ্রাপ্ত্যনুয্যদেহেনেতি প্রশ্নোত্তরমাহ ব্রহ্মণো  
 হৃদয়াদিতি ॥ ৯—১২ ॥

প্রালেয়াঙ্গিঃ হিমালয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রীসংজ্ঞকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সত্য-  
 সম্পন্ন এবং সর্বদাই বেদধর্মে অক্লান্ত ছিলেন ॥ ৯ ॥ সেই মহাত্মা গৃহস্থ-ধর্মাবলম্বী মুনিবর  
 ধর্ম, দক্ষপ্রজাপতির দশটি কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ সত্যনিষ্ঠগণের  
 অগ্রগণ্য সেই ধর্ম, তাঁহাদিগের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন  
 করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ, নিরন্তরই যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া রহি-  
 লেন ॥ ১২ ॥ নর এবং নারায়ণও হিমালয় পর্বতে আগমন করিয়া বদরিকাশ্রম তীর্থে  
 অত্যুত্তম তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ সেই তপস্বিপ্রধান পুরাণ-মুনিবর গঙ্গার স্ত্রপ্রশস্ত  
 তটদেশে গায়ত্রীসংজ্ঞক পরব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ হরির অংশ হইতে সমুৎপন্ন  
 নরনারায়ণ নামক ঋষিবর পূর্ণ সহস্রবৎসর সেই স্থানে উত্তম তপস্যা করিলেন ॥ ১৫ ॥  
 তাঁহাদের তপস্তোজ চরাচর অখিল জগৎ পবিত্র হইয়া উঠিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্রও



চিন্তাবিকটঃ সহস্রাক্ষো মনসা সমকল্পয়ৎ ।  
 কিং কর্তব্যং ধর্মপুত্রো তাপসো ধ্যানসংযুতো ॥ ১৭ ॥  
 সিদ্ধার্থো হৃদয়ং শ্রেষ্ঠমাসনং সংগ্রহীষ্যতঃ ।  
 বিঘ্নঃ কথং প্রকর্তব্যস্তপো যেন ভবেন্ন হি ॥ ১৮ ॥  
 উৎপাদ্য কামং ক্রোধঞ্চ লোভং বাপ্যতিদারুণম্ ।  
 ইত্যাदिश्च सहस्राक्षः समारूढ गजोत्तमम् ॥ ১৯ ॥  
 বিঘ্নকামস্ত তরসা জগ্নাম গন্ধমাদনম্ ।  
 গহ্না তজ্জাশ্রমে পুণ্যে তাবপশ্যচ্ছতক্রতুঃ ॥ ২০ ॥  
 তপসা দীপ্তদেহো তু ভাস্করাবিব চোদিতো ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণু কিমেতো বৈ প্রকটৌ বা বিভাবসু ।  
 ধর্মপুত্রাঋষীবেতো তপসা কিং করিষ্যতঃ ॥ ২১ ॥  
 ইতি সঙ্কিত্য তৌ দৃষ্ট্বা তদোবাচ শচীপতিঃ ।  
 কিং বাং কার্য্যং মহাতাগৌ ব্রুতাং ধর্মসুতো কিল ॥ ২২ ॥  
 দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং দাতুং যাতোহস্ত্যহং ধর্মী ।  
 অদেয়মপি দাস্তামি তুচ্ছোহস্মি তপসা কিল ॥ ২৩ ॥

কুতশ্চিন্তা কিঞ্চ কল্পিতবাংস্তদুভয়মপ্যাহ কিং কর্তব্যমিতি ॥ ১৭ ॥

আসনং মমেতি শেবঃ । বিঘ্ন ইতি । কামং ক্রোধং বোৎপাদ্য যেন বিঘ্নেন তপো ন ভবেৎ  
স তাদৃশো বিঘ্নঃ কথং কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২২ ॥

সংকুচিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥ সহস্রলোচন চিন্তাবিকট হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে  
 লাগিলেন যে, এই ধর্মপুত্রব্রত তপোনিরত ও ধ্যানপরায়ণ হইয়াছেন, ইহঁরা তপঃ-  
 সিদ্ধ হইলে আমার এই অত্যাশ্রম রাজ্যসন অধিকার করিতে পারিবেন, তবে এক্ষণে  
 ইহঁাদের তপস্তা ভঙ্গের নিমিত্ত কি প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করি ॥ ১৭—১৮ ॥ দেবরাজ, এই  
 উদ্দেশ্যে কাম, ক্রোধ, এবং অতি নিদারুণ লোভকে উৎপাদন করিয়া ঐরাবতে আরোহণ  
 পূর্বক বিঘ্নাচরণের নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্বতে গমন করত সেই পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত  
 হইয়া সেই পুরাতন ঋষিদেরকে দর্শন করিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তাঁহাদিগকে তপস্তেজে  
 ভাস্করের ভায় দীপ্তিমান্ দর্শন করিয়া দেবরাজ বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহঁরা ব্রহ্মা,  
 বিষ্ণু অথবা বিভাবসুই হইবেন ॥ ২১ ॥ ইহঁরা ধর্মপুত্র এক ধর্মী, ইহঁরা তপস্তা দ্বারা কি  
 করিবেন? এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া শচীনাথ তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন পূর্বক কহিতে  
 লাগিলেন ॥ ২২ ॥ হে মহাতাপ ধর্মতনয় ঋষিষয়! আপনাদিগের কার্য্য বা প্রার্থনা কি  
 বলা, আমি আপনাদিগকে উত্তম বর প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইরাছি;

ব্যাস উবাচ ।

এবং পুনঃপুনঃ শক্রস্তাবুবাচ পুরঃস্থিতঃ ।  
 নোচছুস্তাবুবাচ ধ্যানসংস্থিতৌ দৃঢ়চেতসৌ ॥ ২৪ ॥  
 ততো বৈ মোহিনীং মায়াঞ্চকার ভয়দাং বৃষঃ ।  
 বৃকান্ সিহাংশ্চ ব্যাঘ্রাংশ্চ সমুৎপাদ্যাবিভীষয়ৎ ॥ ২৫ ॥  
 বর্ষং বাতং তথা বহ্নিং সমুৎপাদ্য পুনঃপুনঃ ।  
 ভীষয়ামাস তৌ শক্রো মায়াং কৃৎস্না বিমোহিনীম্ ॥ ২৬ ॥  
 ভয়তোহপি বশং নীতৌ ন তৌ ধর্ম্মস্থিতৌ মুনী ।  
 নরনারায়ণৌ দৃষ্টৌ শক্রঃ স্বভুবনং গতঃ ॥ ২৭ ॥  
 বরদানে প্রলুকৌ ন ন ভীতৌ বহ্নিবায়ুতঃ ।  
 ব্যাঘ্রসিংহাদিভিঃ ক্রান্তৌ চলিতৌ নাশ্রমাৎ স্বকাৎ ॥ ২৮ ॥  
 ন তয়োর্ধ্যানভঙ্গং বৈ কর্ত্তুং কোহপি ক্রমোহভবৎ ।  
 ইন্দ্রোহপি সদনং গত্বা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ২৯ ॥

---

দাতুং যাতো অ্যাহং ঋষী । হে ঋষী তং বরং দাতুং যাতঃ প্রাপ্তোহস্মীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥  
 বৃষ ইন্দ্রঃ ॥ ২৫—২৭ ॥  
 নাশ্রমাৎ স্বকাদাশ্রমনিমিত্ততপসো ন চলিতাবিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

---

আমি আপনাদের তপস্তায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনারা যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা অদেয় হইলেও আমি প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, ইন্দ্র তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষিষয় দৃঢ়চিত্ত ও ধ্যানমগ্ন ছিলেন, এজন্ত কোন কথাই বলিলেন না, তদর্শনে অমররাজ, অতিশয় ভয়প্রদা মোহিনী-মায়ার অবতারণা করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সকল এবং বৃষ্টি বাত্যা ও বহ্নি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ উৎপাদন পূর্বক ভয় দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ শক্র মোহিনী-মায়ার আবির্ভাব করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তদ্বারাও সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিষয়কে বশে আনিতে পারিলেন না ॥ ২৭ ॥ সেই নরনারায়ণ মুনিষয়, বর গ্রহণে লুক্ক, অথবা সিংহাদি বা বহ্নি পবনাদি দ্বারা ভীত হইলেন না দেখিয়া দেবরাজ নিজ ভবনে গমন করিলেন । অনন্তর ইন্দ্র গৃহে গমন পূর্বক দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যখন এই মুনিষয় সিংহ-ব্যাঘ্রাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিজ আসন হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন কেহই ইহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে না । এই মুনিবরষয়, ভয়লোভাদি দ্বারা বিচলিত হইলেন না, ইহারা আদিশক্তি মহাবিদ্যা সনাতনী, ত্রিলোকেশ্বরী অদ্ভুত-

চলিতৌ ভয়লোভাভ্যাং নেমৌ যুনিবরোত্তমৌ ।  
 চিন্তয়ন্তৌ মহাবিদ্যামাদিশক্তিং সনাতনীয়ম্ ॥ ৩০ ॥  
 ঐশ্বরীং সর্বলোকানাং পরাং প্রকৃতিমদ্বুতাম্ ।  
 ধ্যায়তাং কঃ ক্রমো লোকে বহুমায়াবিদপুত ॥ ৩১ ॥  
 যন্মূলাঃ সকলা মায়া দেবাস্বরকৃতাঃ কিল ।  
 তে কথং বাধিতুং শক্তা ধ্যায়ন্তি গতকল্মষাঃ\* ॥ ৩২ ॥  
 বাগ্‌বীজং কামবীজঞ্চ মায়াবীজং তথৈব চ ।  
 চিন্তে যশ্চ ভবেত্তস্তু বাধিতুং কোহপি ন ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥  
 মায়া মোহিতঃ শক্নো ভূয়ন্তশ্চ প্রতিক্রিয়াম্ ।  
 কর্তুং কামবসন্তৌ তু সমাহুয়াববীজচঃ ॥ ৩৪ ॥

কুতো ন চলিতৌ তত্র নিমিত্তমাহ চিন্তয়ন্তাবিতি । মহাবিদ্যাং শ্রীভুবনেশ্বরীং পরাং  
 প্রকৃতিং সাম্যাবহুমায়েপাদিকবৃক্ষরূপিণীম্ । বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্ । জীবভূতাং মহা-  
 বাহো ! যস্মৈদং ধ্যায়তে জগদিতীতীতাক্রমঃ ॥ ৩০ ॥

বহুমায়াবিং সোহপীত্যর্থঃ । ধ্যায়তাং মনঃ নশত্তিভূমিত্তিশেষঃ ॥ ৩১ ॥

যন্মূলা ইতি । যৎপদাশক্তিমূলাঃ সকলা দেবা স্বরকৃতমায়া ভবন্তীতি তাং পরাং শক্তি-  
 মিত্তিপূৰ্ণেণাবয়ঃ তে কথং বাধিতুমিতি । অথেন বাধিতুমিত্যর্থঃ । যে গতকল্মষা ধ্যায়ন্তি  
 তে ইত্যবয়ঃ ॥ ৩২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধোক্তং ভুবনেশ্বরীমন্তুগাত বাগ্‌বীজমিতি । বাধিতুং কোহপি ন ক্রম ইতি । তদ্রূপং  
 সুওমালয়াম্ । পার্শ্বভীচরণদ্বন্দ্বভজনাং কিঙ্করো ভবেৎ । স্বৰ্গভোগশ্চ মোক্ষশ্চ শাক্তানাং  
 ন ভবেৎ কিম্ । শাক্তানাক্ষেব নিন্দাং যে কুক্ষন্তি হি নরাধমাঃ । তেষাং লোভিতপানং বৈ  
 কুর্কন্তি তৈরবীগণাঃ । তৈরবাক্ষেব তৈরব্যাঃ সমা হিংসন্তি পামরান্ । শাক্তান্ হিংসন্তি  
 নিন্দন্তি গৰ্জন্তি বহুজরকাঃ । হিনন্তি তেষাং দেবেশী শিরাঃসি হরবরভেতি ॥ ৩৩ ॥

রূপিণী পরমা প্রকৃতি শ্রীভুবনেশ্বরীর ধ্যান করিতেছেন, এক্ষণে বহুমায়া বিশারদ হইলেও  
 এমন কে আছে যে তাঁহাদের ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৮—৩১ ॥ কারণ যে পরমা  
 শক্তি দেবাস্বরকৃত সকল মায়ার মূল, সেই যোগমায়া মহাশক্তির ধ্যানপরায়ণ হইয়া  
 বাহারা পাপের হস্ত হইতে নিমুক্ত রহিয়াছেন, এই ত্রিলোকে এমন কোন ব্যক্তি আছে  
 যে, তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥ বাহারা সরস্বতীবীজ, কামবীজ, ও মায়া-  
 বীজ জপ করিয়া নিশাপ ও বিওদ্ধায়া হইয়াছেন, বাহাদের চিন্তাক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরীবীজ উৎপ  
 হইয়াছে তাঁহাদিগের বিয় আচরণ করিতে কে সমর্থ হইবে ? ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ ! মায়ার  
 কি প্রভাব দেখুন, শাক্তগণের অত্যাচারে কেহই সমর্থ হয় না, ইহা জানিয়াও দেবরাজ  
 মায়া মোহিত হইয়া পুনর্বার তৎপ্রতীকারার্থ মন্ত্রণ ও বসন্তকে আহ্বান করিয়া

\* তাঃ কথং বাধিতুং শক্তাভ্যাং ধ্যায়ন্তকল্মষম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

মনোভব ! বসন্তেন রত্যা যুক্তো ব্রজাধুনা ।  
 অঙ্গরোভিঃ সমায়ুক্তস্তরসা গন্ধমাদনম্ ॥ ৩৫ ॥  
 নরনারায়ণৌ তত্র পুরাণাধিসত্তমৌ ।  
 কুরুতস্তপ একান্তে স্থিতৌ বদরিকাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥  
 গত্বা তত্র সমীপে তু তয়োর্মন্মথ ! মার্গণৈঃ ।  
 চিত্তং কামাতুরং কার্য্যং কুরু কার্য্যং মমাধুনা ॥ ৩৭ ॥  
 মোহয়োচ্চাটয়ৈনৌ ত্বং বিশিথৈস্তাড়য়াশু চ ।  
 বশীকুরু মহাভাগ ! মুনী ধর্ম্মভূতাবপি ॥ ৩৮ ॥  
 কো হস্মিন্ সর্ব্বসংসারে দেবো দৈত্যোহথ মানবঃ ।  
 যন্তে বাণবশং প্রাপ্তো ন যাতি ভূশতাড়িতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রূহ্মাহং গিরিজানাথশ্চন্দ্রো বহ্নির্বিমোহিতঃ ।  
 গগনা কানয়োঃ কাম ! ত্বদ্বাণানাং পরাক্রমে ॥ ৪০ ॥  
 বারান্সনাগণোহয়ন্তে সহায়ার্থং ময়েরিতঃ ।  
 আগমিষ্যতি তত্রৈব রম্ভাদীনাং মনোরমঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিক্রিয়াঃ পরিহারম্ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

হে মন্মথ মার্গণৈঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

ন যাতিতি মোহমিতি শেষঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

বারান্সনানাং গণঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

কহিতে লাগিলেন, হে মনোভব ! তুমি, এক্ষণে বসন্ত ও রতির সহিত মিলিত হইয়া  
 অঙ্গরাগণকে সঙ্গে লইয়া সত্তর গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর ॥ ৩৪—৩৫ ॥ সেই স্থানে নর-  
 নারায়ণ নামে পুরাতন ঋষিদ্বয়, বদরিকাশ্রমে একান্তে অবস্থিত হইয়া তপস্তা করি-  
 তেছেন ॥ ৩৬ ॥ হে মন্মথ ! তুমি তাঁহাদের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় শায়ক প্রভাবে তাঁহাদের  
 চিত্ত কামাতুর করিয়া আশীর এই কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৩৭ ॥ তুমি স্বীয় শরাঘাতে  
 তাঁহাদিগকে মোহিত ও উচ্চাটিত করিবে, কদাচ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না ; হে মহাভাগ !  
 এইরূপে তুমি সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিদ্বয়কে বশীভূত কর ॥ ৩৮ ॥ কন্দর্প ! এই অখিল সংসারে  
 দেব দৈত্য বা মানবগণের মধ্যে এমন কে আছে যে বিতাড়িত হইয়া তোমার বাণের  
 বশীভূত না হইয়াছে ? ॥ ৩৯ ॥ ব্রূহ্মা, আমি, গিরিজানাথ, চন্দ্র এবং বহ্নিও যখন তোমার  
 বাণে বিমোহিত, তখন তোমার শায়ক যে সেই ঋষিদ্বয়ের প্রতি পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ  
 হইবে তদ্বিম্বরে আর কি বিচার করিতে হইবে ? ॥ ৪০ ॥ তোমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত  
 এই বারান্সনাগণকে তোমার সহিত প্রেরণ করিলাম, এই রম্ভাদি মনোরম অঙ্গরা



এক। তিলোত্তমা রজ্জ্বা কার্য্যং সাধয়িতুং কমা ।  
 হ্রমেবৈকঃ ক্রমঃ কামং মিলিতৈঃ কস্ত্ব সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥  
 কুরু কার্য্যং মহাভাগ ! দদামি তব বাঙ্ছিতম্ ॥ ৪৩ ॥  
 প্রলোভিতৌ ময়া ত্যর্থং বরদানৈস্তপস্বিনৌ ।  
 স্থানাম্ চলিতৌ শাস্তৌ ব্রথায়ং মে গতঃ শ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥  
 তথা বৈ মায়য়া কৃত্বা ভীষিতৌ তাপনৌ ভৃশম্ ।  
 তথাপি নোখিতৌ স্থানাদেহরক্ষাপরৌ ন তৌ ॥ ৪৫ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা শক্রং প্রাহ মনোভবঃ ।  
 বাসবাদ্য করিষ্যামি কার্য্যং তে মনসেঙ্গিতম্ ॥ ৪৬ ॥  
 যদি বিষ্ণুং মহেশং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্ ।  
 ধ্যায়ন্তৌ তৌ তদাস্মাকং ভবিতারৌ বশৌ যুনী ॥ ৪৭ ॥  
 দেবীভক্তং বশীকর্তুং নাহং শক্তঃ কথঞ্চন ।  
 কামরাজং মহাবীজং চিন্তয়ন্তং মনশ্চলম্ ॥ ৪৮ ॥

তব বাঙ্ছিতং ভূত্বাং দদামীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তৌ ন সামান্ত্যাবিত্যাহ প্রলোভিতাবিতি ॥ ৪৪ ॥

সকলও সেই স্থানে গমন করিবে ॥ ৪১ ॥ তিলোত্তমা রজ্জ্বা অথবা তুমি একাকীই কার্য্য সাধনে সমর্থ, তবে সকলে মিলিত হইয়া যে কার্য্য সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪২ ॥ হে মহাভাগ ! তুমি কার্য্য সাধন কর, আমি তোমাকে বাঙ্ছিতার্থ প্রদান করিব ॥ ৪৩ ॥ মম্বথ ! আমি তপস্বিদ্বয়কে বরদান করিব বলিয়া প্রলোভিত করিগাছিলাম ; কিন্তু, সেই প্রশাস্তায়া তাপসযুগল, স্বকীয় নিশ্চিতার্থ হইতে বিচলিত হন নাই, তাহাতে আমার যত্ন ও পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৪ ॥ আর আমি ঐ তাপসদ্বয়কে মায়্যা দ্বারা অত্যন্ত ভয় প্রদর্শন করিগাছিলাম, তথাপি তাঁহারা স্বস্থান হইতে উন্মিত হন নাই, অতএব বোধ হইতেছে তাঁহারা দেহ রক্ষায় যত্নবান্ নহেন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, কামদেব দেবরাজের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন দেবেন্দ্র ! অদ্য আমি আপনার অন্তিমকাম কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৪৬ ॥ কিন্তু এক কথা এই যে, যদি সেই তাপসদ্বয় বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মা বা দিবাকরের ধ্যানপরায়ণ হইতেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪৭ ॥ নতুবা যে ব্যক্তি কামরাজ মহাবীজ-যত্ন চিন্তনে নিরত, আমি সেই দেবীভক্ত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে কদাচই সমর্থ হইব

তাং দেবীং চেম্মহাশক্তিং সংশ্রিতৌ ভক্তিভাবতঃ ।  
ন তদা মম বাণানাং গোচরৌ তাপসৌ কিম ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

গচ্ছ ত্বঞ্চ মহাভাগ ! সৰ্বৈবস্তুত্র সমুদ্যতৈঃ ।  
কার্য্যং মমাতিদুঃসাধ্যং কৰ্ত্তা হিতমনুত্তমম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তেন সমাদিক্টা যযুঃ সৰ্বৈ সমুদ্যতাঃ ।  
যত্র তৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ তেপাতে দুষ্করং তপঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
নরনারায়ণকথাবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মায়য়া কৃত্বা ভয়মিতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

গচ্ছ ত্বঞ্চেতি । তৌ পরাশক্তিদেবীভক্তৌ বৰ্ত্তেতে তত্র সন্দেহো নাস্তি তথাপি ত্বং  
যদ্বত্ত কুরু যদগ্রে ভবিষ্যতি তদ্ববদ্বিত্যর্থঃ । সৰ্বৈঃ সমুদ্যতৈঃ সহৈত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

না ॥ ৪৮ ॥ যদি তাপসদ্বয়, সেই মহাশক্তি মহাদেবীকে ভক্তিভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন,  
তবে তাঁহারা মদীয় শরের গোচরীভূত হইবেন না ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ ! তুমি কার্য্যসাধনোদ্যত অনুচরগণের সহিত গমন কর,  
আমার এই দুঃসাধ্য হিতকর কার্য্যের সাধন কৰ্ত্তা তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই রূপে ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই যেখানে সেই  
ধৰ্ম্মপুত্রদ্বয় নরনারায়ণ দুষ্কর তপস্তা করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিল ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসাহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবর্ণন

নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

প্রথমং তত্র সম্প্রাপ্তো বসন্তঃ পৰ্বতোত্তমে ।  
পুষ্পিতাঃ পাদপাঃ সৰ্ব্বা দ্বিরেকালিবিরাজিতাঃ ॥ ১ ॥  
আত্মাশ্চ বকুল। রম্যাস্তিলকাঃ কিংশুকাঃ শুভাঃ ।  
সালান্তালান্তমাল।শ্চ মধুকাঃ পুষ্পিতা বভূঃ ॥ ২ ॥  
বভূবুঃ কোকিলালাপা বৃক্ষাণ্যেযু মনোহরাঃ ।  
বল্লোহপি পুষ্পিতাঃ সৰ্বা আলিলিস্থূৰ্ণগোত্তমান্ ॥ ৩ ॥  
প্রাণিনঃ স্বাস্থ ভাৰ্য্যাস্থ প্রেমযুক্তাঃ স্মরাতুরাঃ ।  
বভূবুশ্চাতিমতাশ্চ ক্রীড়াসক্তাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪ ॥  
ববুৰ্মন্দাঃ স্নুগক্ল।শ্চ স্নুস্পর্শা দক্ষিণানিলাঃ ।  
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি মুনীনামপি চাভবন্ ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈরষ্টপকাশিত্তিঃ পদৈর্নরাগ্রজঃ ।

উৰ্দ্ধলীং সমুজ্জৈ চেতি কথং সমুদীৰ্ঘতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে বসন্তাগমনমূপবৰ্ণিতম্ । তদনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ প্রথমং তত্রোতি । তেন বসন্তাগমেন পুষ্পিতাঃ পাদপা বৃক্ষাঃ বভূঃ শোভিতা ইত্যর্থঃ । দ্বিরেকালিবিরাজিতাঃ ক্রমরপংক্তিবিরাজিতাঃ ॥ ১—২ ॥

নগোত্তমান্ বৃহদবৃক্ষান্ ॥ ৩—৭ ॥

প্রমাথীনি বলবান্ স্বাধীনানীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! প্রথমেই ঋতুরাজ বসন্ত সেই মনোহর পৰ্বতোপরি আবির্ভূত হইলেন । তখন পাদপ সকল পুষ্পিত ও দ্বিরেক মালায় পরিশোভিত হইয়া উঠিল ॥ ১ ॥ মনোহর আত্ম, বকুল, তিলক ও সুশোভন কিংশুক, সাল, তাল, তমাল ও মধুকাদি তরুরাজী, কুসুমমালায় বিরাজিত হইয়া অমুপম শোভা ধারণ করিল ॥ ২ ॥ বৃক্ষের উপরিভাগে কোকিল-কুলের মধুর আলাপ শ্রুত হইতে লাগিল, লতাসকল পুষ্পিত হইয়া বনস্পতিগণকে আলিঙ্গন করিল ॥ ৩ ॥ প্রাণিগণ স্মরাতুর হইয়া আপন আপন ভাৰ্য্যার প্রেমযুক্ত ও পরস্পর ক্রীড়াসক্ত হইয়া অতিশয় উন্মত্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥ মন্দ, স্নুগক্ল ও স্নুস্পর্শ দক্ষিণ পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া আর মুনীগণের মানসের বশীভূত রহিল না ॥ ৫ ॥ তখন মীনকেতন, রত্নিত সহিত সন্মিলিত হইয়া পঞ্চবাণ ধারণ পূৰ্ব্বক সেই বদরিকা-

রতিযুক্তস্ততঃ কামঃ পূরয়ন্ পঞ্চমার্গগান্ ।  
 চকার হরিতস্তত্র বাসং বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥  
 রস্তাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ গহ্বা তত্র বরাশ্রমে ।  
 গানং চক্ৰুঃ স্মৃগীতজ্ঞাঃ স্বরতানসমম্বিতম্ ॥ ৭ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা মধুরোদগীতং কোকিলানাঞ্চ কুজিতম্ ।  
 ভ্রমরালিবিরাবঞ্চ প্রবুদ্ধৌ তৌ মুনীশ্বরৌ ॥ ৮ ॥  
 ঋতুরাজমকালে তু দৃষ্টৌ তৌ পুষ্পিতং বনম্ ।  
 জাতৌ চিন্তাপরৌ তত্র নরনারায়ণাবুযী ॥ ৯ ॥  
 কিমদ্য শিশিরাপায়ঃ সংবৃত্তঃ সময়ং বিনা ।  
 প্রাণিনো বিহ্বলাঃ সর্বৈ লক্ষ্যন্তেহতিস্মরাতুরাঃ ॥ ১০ ॥  
 কালধর্মবিপর্যাসঃ কথমদ্য ছুরাসদঃ ।  
 নরং নারায়ণং প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১১ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

পশু ভ্রাতরিমে বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাঃ প্রতিভাস্তি বৈ ।  
 কোকিলালাপসংযুক্তা ভ্রমরালিবিরাজিতাঃ ॥ ১২ ॥

পূরয়ন্ পঞ্চমার্গগান্ পঞ্চবাগান্ পূর্ণান্ ব্যাপকান্ কুর্করিত্যর্থঃ । পঞ্চবাগৈঃ সর্বাংস্তাড়-  
 য়গ্নিতি ভাবঃ ॥ ৬—৭ ॥

ভ্রমরালিব্রমরপংক্তিঃ ॥ ৮—১১ ॥

ইতি মনসি ঋতুকালবিপর্যাসং চিন্তয়িত্বা নারায়ণ উবাচ যতদাহ পশ্যেতি ॥ ১২ ॥

শ্রমে সত্বর গমনপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ সঙ্গীতনিপুণা রস্তা ও তিলোত্তমাদি  
 প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল সেই মনোরম আশ্রমে গমন পূর্বক স্বরতান ও লয় সমন্বয়ে  
 গান করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ সেই সুমধুর সঙ্গীত, কোকিলগণের মনোহর কুজন ও ভ্রমরগণের  
 সুমধুর কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই মহর্ষিদ্বয় জাগরিত হইলেন ॥ ৮ ॥ নরনারায়ণ ঋষি-  
 যুগল অকালে ঋতুরাজ বসন্তের উদয় ও বনপাদপগণের পুষ্পোদয় পরিদর্শন করিয়া  
 চিন্তাপরায়ণ হইলেন ॥ ৯ ॥ নিয়ম ব্যতিরেকে এখন কিরূপে বসন্ত ঋতুর উদয় হইল ?  
 দেখিতেছি, সকল প্রাণীই অতিশয় স্মরাতুর ও বিহ্বল হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ কাল-  
 ধর্মের বিপর্যয় অতিশয় দৃষ্ট, কিরূপে তাহা সংঘটিত হইল ? তদনন্তর নারায়ণ, বিস্ময়-  
 বিকারিতনেত্রে নরনামক ঋষিবরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ভ্রাতঃ ! দেখ এই বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া পরিশোভিত হইতেছে, কোকি-  
 লের কলধ্বনি সংঘোষিত হইতেছে, ভ্রমরসকল সুমধুরধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ বিহরণ



শিশিরং ভীমমাতঙ্গং দারয়ন্ স্বথরৈর্নৈথৈঃ ।  
 বসন্তকেশরী প্রাপ্তঃ পলাশকুসুমৈর্মুনে । ১৩ ॥  
 রক্তাশোককরা তস্মী দেবর্ষে ! কিংশুকাজ্জিকা ।  
 নীলাশোককচ্চা শ্যামা বিকাসিকমলাননা ॥ ১৪ ॥  
 নীলেন্দীবরনেত্রা সা বিশ্ববৃক্ষফলস্তনী ।  
 প্রোৎকুলকুন্দরদনা মঞ্জরীকর্ণশোভিতা ॥ ১৫ ॥  
 বন্ধুজীবাধরা শুভ্রা সিদ্ধুবারনখাদুতা ।  
 পুংস্কোকিলম্বরা পুণ্যা কদম্ববসনা শুভা ॥ ১৬ ॥  
 বহ্নিবৃন্দকলাপা চ সারসম্বননুপুরা ।  
 বাসন্তীবন্ধরশনা মত্তহংসগতিস্তথা ॥ ১৭ ॥  
 পুত্রজীবাংশুকন্যস্তরোমরাজিবিরাজিতা ।  
 বসন্তলক্ষ্মীঃ সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মন্ ! বদরিকাশ্রমে ॥ ১৮ ॥

ভীমমাতঙ্গং শীতভয়প্রদানেন ভীমং ভয়করং মাতঙ্গং গজং শিশিরম্ভূতরূপং পলাশকুসুম-  
 মায়াকৈঃ স্বস্ত্রং স্বথৈঃ কঠিনৈর্নৈথৈর্দারয়ন্ প্রাপ্তো বসন্তকেশরী বসন্তরূপঃ সিংহো বর্তত  
 ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ন কেবলং স্বয়মেব প্রাপ্তঃ কিঞ্চ লক্ষ্মীসিংহবত্তস্ত যা শক্তির্বসন্তলক্ষ্মীঃ সাপি প্রাপ্তেতি  
 বদন্ বসন্তলক্ষ্মীঃ বর্ণয়তি রক্তাশোকেতি । রক্তো নবীনপল্লবযোগাৎ যোহশোকোহশোক-  
 বৃক্ষঃ স এব করৌ যন্তাঃ সা । কিংশুকঃ পুষ্পিতপলাশবৃক্ষঃ স এবাজ্জী চরণৌ যন্তাঃ ।  
 নীলো যোহশোকো হরিতপল্লবযোগাৎ স এব কচ্চাঃ কেশা যন্তাঃ ॥ ১৪ ॥

বিশ্ববৃক্ষফলাস্তেব স্তনৌ যন্তাঃ । মঞ্জর্যা এব কর্ণৌ যন্তাঃ ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধুবারমেব নখানি যন্তাঃ ॥ ১৬ ॥

বহ্নিবৃন্দো ময়ূরবৃন্দঃ স এব কলাপো ভূষণঃ যন্তাঃ । সারসঃ পুংস্করাস্ত সারস ইতি-  
 কোষঃ । তস্ত্রং স্বন এব নুপুরে যন্তাঃ । বাসন্তী মাধবীলতা তদ্রূপা বদ্ধা রসনা কঠিনঃ  
 যবা সা । চলন্তো যে মত্তা হংসাস্ত এব গতির্বন্তাঃ ॥ ১৭ ॥

করিতেছে ॥ ১২ ॥ ঐ দেখ, বসন্তকেশরী পলাশকুসুমরূপ স্বকীয় ধরনধর দ্বারা শিশির-  
 রূপ ভীষণ মাতঙ্গকে বিদারিত করিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! দেখ  
 দেখ কেমন মনোহর সুবাসস্পর্শা বসন্তলক্ষ্মী বদরিকাশ্রমে উদ্ভিত হইয়াছেন ; দেবর্ষে !  
 রক্তাশোক ইহার করতল ; কিংশুক কুসুম ইহার মনোহর চরণ ; নীলাশোক ইহার শ্যামল  
 কেশকলাপ ; বিকসিত কমল ইহার বদন ; নীল ইন্দীবর ইহার নয়ন ; বিশ্বকল ইহার  
 মনোহর পয়োধর, প্রকুল কুন্দ কুসুম ইহার দশন, মঞ্জরী ইহার মোহনকর্ণ, বন্ধুজীব ইহার  
 অধর, সিদ্ধুবার অদ্বুত নখর ; পুংস্কোকিল কলধ্বনি ইহার কণ্ঠস্বর ; কদম্বকুসুম ইহার  
 বসন ; শিখিকুল ইহার ভূষণ ; সারসম্বর ইহার নুপুরধ্বনি ; কুসুমদাম ইহার চন্দ্রহার ;

অকালে কিমিয়ং প্রাপ্তা বিশ্বয়োহয়ং মমাধুনা ।  
 তপোবিস্মকরা নুনং দেবর্ষে ! পরিচিস্তয় ॥ ১৯ ॥  
 শ্রয়তে সুরনারীণাং গানং ধ্যানবিনাশনম্ ।  
 আবয়োস্তপিভঙ্গায় কৃতং মঘবতা কিল ॥ ২০ ॥  
 ঋতুরাড্যুত্থা কালে প্রীতিং সঞ্জনয়েৎ কথম্ ।  
 বিশ্বয়োহয়ং বিহিতো ভাতি ভীতেনাসুরশক্রণা ॥ ২১ ॥  
 বাতাঃ স্রগন্ধাঃ শীতাশ্চ সমায়াস্তি মনোহরাঃ ।  
 নান্যৎ কারণমস্তীহ শতক্রতুরূতিং বিনা ॥ ২২ ॥  
 ইতি ব্রুতি বিপ্রাণ্যো দেবে নারায়ণে বিভৌ ।  
 সর্বৈ দৃষ্টিপথং প্রাপ্তা মন্থথপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৩ ॥  
 দদর্শ ভগবান্ সর্বান্নরো নারায়ণস্তথা ।  
 বিশ্বয়াবিস্টমনসৌ বভূবতুরুভাবপি ॥ ২৪ ॥

কদম্ববৃক্ষাধো যে পুত্রজীবা বৃক্ষান্তে এব কদম্ববৃক্ষরূপং যৎ পূর্কোক্তমংগুতং বস্ত্রং তস্মিন্  
 নাস্তা ক্রিপ্তা আচ্ছাদিতা যা রোমরাজী রোমপংক্তিস্তয়া বিরাজিতা । কদম্ববৃক্ষাণাং বস্ত্র-  
 কল্পনা তদধঃস্থিতপুত্রজীবানাং রোমরাজিকল্পনেতি বোধ্যম্ ॥ ১৮—১৯ ॥

তপিভঙ্গায় তপিস্তপিক্রিয়া তপশ্চর্য্যোত্যর্থঃ । তস্তা ভঙ্গায় ॥ ২০ ॥

ঋতুরাড্যুতি । অন্যথা মহাক্তার্থাভাবেকালে সময়াভাবেহপি ঋতুরাড্বসন্তঃ কথং  
 প্রীতিং জনয়েন্ন কথমপীত্যর্থঃ । অসুরশক্রণেজ্জেন ॥ ২১—২২ ॥

বিপ্রাণ্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠে ॥ ২৩—২৬ ॥

প্রমত্তহংস গতিই ইহার গমন ; কদম্বকেশর ইহার রোমরাজী ; ঋষিবর ! এই সকল  
 দ্বারা বসন্তলক্ষ্মী কি অপূর্ণ শোভাই ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৮—১৯ ॥ ইনি অকালে উপ-  
 নীত হইলেন কেন ? এ বিষয়ে এখন আমার বিশ্বয় জন্মিতেছে, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ,  
 ইনি নিশ্চিতই তপস্তার বিস্মকারিণী ॥ ২০ ॥ ঐ শ্রবণ কর সুরকামিনীগণ, কেমন মনোমোহন  
 ধ্যানবিনাশন গান করিতেছে, বোধ হইতেছে, আমাদিগের তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত  
 দেবরাজ এই সকল উপায় নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ ঋতুরাজ অসময়ে প্রীতি জন্মাই-  
 তেছেন কেন ? ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে অসুরারি ইজ, আমাদের তপস্তার  
 ভীত হইয়া তপোভঙ্গের উপায় স্বরূপ এই সকল বিষয় নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ দেখ  
 শীতল, স্রগন্ধ ও মনোহর পবন প্রবাহিত হইতেছে, শতক্রতুর কার্য্য ব্যতিরেকে ইহাতে  
 আর কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না ॥ ২২ ॥

বিপ্রবর বিদ্ব দেব নারায়ণ, এই সকল বাক্য বলিতেছেন এমন সময়ে মন্থথাদি সকলেই  
 তাঁহাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ভগবান্ নর ও নারায়ণ উভয়েই তাহাদিগকে

মন্থধঃ মেনকাঈকৈব রক্তাঈকৈব তিলোত্তমাম্ ।  
 পুষ্পগন্ধাং স্নকেশীকৈব মহাশ্বেতাং মনোরমাম্ ॥ ২৫ ॥  
 প্রমদরাং স্মৃতাচীকৈব গীতজ্ঞাং চারুহাসিনীম্ ।  
 চন্দ্রপ্রভাং সোমাং কোকিলালাপমণ্ডিতাম্ ॥ ২৬ ॥  
 বিদ্যাম্মালাম্বুজাক্ষীকৈব তথা কাঞ্চনমালিনীম্ ।  
 এতাস্চান্ধা বরারোহা দৃষ্টাস্তাত্যাং তদাস্তিক্রে ॥ ২৭ ॥  
 তাসাং হৃষ্টসহস্রাণি পঞ্চাশদধিকানি চ ।  
 বীকতো বিস্মিতো জাতো কামসৈন্ত্যঃ স্তবিস্তরম্ ॥ ২৮ ॥  
 প্রণম্যাগ্রে স্থিতাঃ সৰ্ব্বা দেববারাঙ্গনাস্তদা ।  
 দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যমাল্যোপশোভিতাঃ ॥ ২৯ ॥  
 জগুশ্চুলেন তাঃ সৰ্ব্বাঃ পৃথিব্যামতিদুর্লভম্ ।  
 তদুত্থাবস্থিতং দিব্যং মন্থধাদিবিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ৩০ ॥  
 শুশ্রাব ভগবান্ বিস্মূৰ্ণরো নারায়ণস্তদা ।  
 শ্রুত্বা প্রোবাচ তাস্তত্র প্রীত্যা নারায়ণো মুনিঃ ॥ ৩১ ॥  
 আশ্রুতাং স্তম্ভমত্রৈব কৰোম্যাতিথ্যমদ্রুতম্ ।  
 ভবন্ত্যাহতিধিধর্ম্মেণ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাং স্তমধ্যমাঃ ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাম্মালা চ সা চাম্বুজাক্ষী চেতি । কচিৎ বিদ্যাম্মালাম্বুজাক্ষী চেতি পাঠস্তদা দ্বী-  
 তম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

দেববারাঙ্গনা অঙ্গরসঃ ॥ ২৯ ॥

দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহারা মনোভব, মেনকা, রক্তা, তিলোত্তমা,  
 পুষ্পগন্ধা, স্নকেশী, মহাশ্বেতা, মনোরমা, প্রমদরা, চারুহাসিনী সঙ্গীতজ্ঞা স্মৃতাচী, চন্দ্রপ্রভা,  
 কোকিলভাবিনী সোমা, অম্বুজাক্ষী কাঞ্চনমালিনী বিদ্যাম্মালা, এই সকল ও অস্ত্রাভ  
 বরারোহা অঙ্গরাগণকে সন্নিধানে দর্শন করিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥ অষ্টসহস্র পঞ্চাশৎ অঙ্গরা-  
 গণকে এবং কামের স্তবিস্তর সৈন্ত সকলকে দর্শন করিয়া মুনিষয় বিস্মিত হইলেন ॥ ২৮ ॥  
 তখন, দিব্যমালায় পরিশোভিতা, দিব্যাভরণা দেববারাঙ্গনাগণ মুনিষয়কে প্রণাম করিয়া  
 সমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ সেই অঙ্গরা সকল, ক্রিতিতলে দুর্লভ ও মন্থধ-  
 বর্দ্ধন স্বর্গীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥ ভগবান্ বিস্মূৰ্ণরূপ নরনারায়ণ মুনিষয় সেই  
 সঙ্গীত শ্রবণানন্তর প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে শোভনমধ্যমা অঙ্গরাগণ  
 তোমরা স্বর্গ হইতে অতিধিধর্ম্মেই এইখানে আগমন করিয়াছ । তোমরা এইখানে স্তম্ভে  
 অবস্থিতি কর, আমরা উত্তমরূপে তোমাদের আতিথ্য উপাদান করিব ॥ ৩১—৩২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সাভিমানন্তু সজ্জাতস্তদা নারায়ণো মুনিঃ ।

ইন্দ্রেণ প্রেষিতা নুনং তপোবিঘ্নচিকীর্ষয়া ॥ ৩৩ ॥

বরাক্যঃ কা ইমাঃ সর্বাঃ সৃজাম্যদ্য নবাঃ কিল ।

এতাভ্যো দিব্যরূপাশ্চ দর্শয়ামি তপোবলম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা করণোরুং প্রতাদ্য বৈ ।

তরসোংপাদয়ামাস নারীং সর্বাঙ্গসুন্দরীম্ ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণোরুসমুতা হুর্কশীতি ততঃ শুভা ।

দদৃশুস্তাঃ স্থিতাস্তত্র বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৬ ॥

তাসাঞ্চ পরিচর্য্যার্থং তাবতীশ্চাতিসুন্দরীঃ ।

প্রোদুশ্চকার তরসা তদা মুনিরসমুদয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ নানোপায়নপাণয়ঃ ।

প্রণেমুস্তা মুনী সর্বাঃ স্থিতাঃ কৃতাঞ্জলিং পুরঃ ॥ ৩৮ ॥

যথা শাস্ত্রেণোক্তং তথাবহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

অভিমানস্বরূপমাহ বরাক্য ইতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্যতি । তরসা বেগেনোরুং করণে প্রতাদ্য সর্বাঙ্গসুন্দরীং নারীমুংপাদয়া-  
মাস ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণেতি । হি যতো নারায়ণোরুসমুতা ততস্তস্মাৎকৈতোরুর্কশীতি নাম্নাভবদিত্যর্থঃ ।  
উরুমপ্নাত্যাশ্রয়ত্বাৎপতিস্থানত্বেনেতুর্কশীতি বাৎপতেঃ । পৃষোদরাদিত্বাদহুস্বত্বম্ । দদৃশু-  
রिति । তা ইন্দ্রেণ প্রেষিতাস্তাহুর্কশীং দদৃশুঃ দৃষ্টা পরমং বিস্ময়ং যযুঃ প্রাপুঃ ॥ ৩৬ ॥

তাসাং চেতি । ইন্দ্রেণ প্রেষিতানাং স্ত্রীণাং পরিচর্য্যার্থং তাবতীঃ পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্র-  
সংখ্যকা অতিসুন্দরীস্তাত্যোহপ্যতিসুন্দরীঃ ॥ ৩৭ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবরাজ ইন্দ্র তপস্তার বিষয় করিবার বাসনার নিশ্চয়ই সেই  
অপ্সরাগণকে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া, নরনারায়ণ মুনিদ্বয় অতিমানে পূর্ণ  
হইয়া মনে করিলেন যে, এই অপ্সরা সকল সামান্য-রূপসম্পন্ন ও জঘন্ত আমি এক্ষণে  
ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিব্যরূপসম্পন্ন নূতন অপ্সরা-সৃষ্টি করিয়া আমার তপোবল  
প্রদর্শন করাইব ॥ ৩৩—৩৪ ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কর দ্বারা উরুতাড়ন পূর্বক  
সেই এক সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই শুভাননা মুনিবরের উরুস্থল  
হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া উর্কশী নামে বিখ্যাত হইল । অনন্তর, তদ্রূপ অপ্সরা সকল  
তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল ॥ ৩৬ ॥

পরে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্রেণ প্রেষিত রমণীগণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাহাদের অপেক্ষা  
সুন্দরী তাবৎ সংখ্যক নারী সকল নিকটবেগে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রোদুর্ভূত অপ্সরা সকল



তাং বীক্ষ্য বিভ্রমকরীং তপসো বিভূতিং  
 দেবাননা হি মুমূহুঃ প্রবিমোহয়ন্ত্যঃ ।  
 উচুশ্চ তৌ প্রমুদিতাননপদ্মশোভা  
 রোমোদগমোল্লসিতচারুনিজান্ধবল্ল্যঃ ॥ ৩৯ ॥  
 কুৰ্যুঃ কথং স্তুতিমহো তপসো মহত্বং  
 ধৈর্য্যং তথৈব ভবতামভিবীক্ষ্য বালাঃ ।  
 অশ্রুৎকটাক্ষবিষদিক্ষশরৈণ দধ্ধঃ  
 কো বা ন তত্র ভবতাং মনসৌ ব্যথা ন ॥ ৪০ ॥  
 জ্ঞাতৌ যুবাং নরহরেঃ পরমাংশভূতৌ  
 দেবৌ মুনী শমদমাদিনিধী সদৈব ।  
 সেবানিমিত্তমিহ নো গমনং ন কামং  
 কার্য্যং হরেঃ শতমথশ্চ বিধাতুমেব ॥ ৪১ ॥

প্রণেমুরিতি । তা নারায়ণোৎপন্নান্নিরোহণলিং কৃৎ পুরঃ হিতান্তৌ মুনী নরনারায়ণে  
 প্রণেমুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তরদিক্ষপ্রেরিতাঃ স্তুতিং চকুরিত্যাহ তাং বীক্ষ্যতি । অন্যান্ প্রবিমোহয়ন্ত্যাহি  
 দেবানাং বিভ্রমকরীং স্তুতাপি মোহকরীং তপসো বিভূতিং দৃষ্ট্ৱ তৌ নরনারায়ণৌ প্রত্যাচুঃ  
 কথন্তুতা রোমোল্লসেন রোমোল্লসেন চারু্যঃ সুন্দরা নিজান্ধবল্ল্যো নিজান্ধলতা বান্ধা  
 তাঃ ॥ ৩৯ ॥

কুৰ্যুঃ কথমিতি । হে দেবৌ বয়ং বালা মূঢ়া ভবতাং তপসো মহত্বং তথৈব ধৈর্য্য  
 মনসোহপ্যবিষয়মভিবীক্ষ্য স্তুতিং কথং কুৰ্যুর্ন কথমপীত্যর্থঃ । অশ্রুৎকটাক্ষকঙ্কলরূপ  
 বিবেশ দিক্ষো দ্বুজঃ শরশ্চেন দধ্ধঃ কো বা পৃথিব্যাং ন ভবতি অপি তু সর্বৌ ভবত্যেব । তত  
 তস্মিন্ সত্যপি ভবতাং মনসৌ ব্যথা বিকারো নেতি পরমাশ্রয়ং ভবতামিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

নানাবিধ উপহার দ্রব্য হস্তে করিয়া গান ও তান্ত করিতে করিতে অঙ্গলিবন্ধন পূর্বক মুনি  
 ষয়ের অগ্রস্থিত হইয়া প্রণাম করিল ॥ ৩৮ ॥ ইঙ্গপ্রেরিত দেবান্ধনাগণ অস্ত্রের মোহনকারিণী  
 হইলেও আপনাদের মানস-বিভ্রমকারিণী তপস্তার কলসম্পত্তিবন্ধপিণী সর্কান্ধমূলরী  
 উর্ধ্বশীরে দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইল এবং তাহাদের অঙ্গবরী সকল রোমাকাজালে উৎক্লম্ব  
 হইয়া উঠিল ; তখন তাহারা নিজ নিজ বদনকমলের পরমা শোভা বিস্তারিত করিয়া  
 মুনিষয়কে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯ ॥ হে দেবযুগল ! আমরা বালা, আমাদের কিছুমাত্র  
 জ্ঞান নাই আপনাদিগের তপস্তার মহত্ব ও আপনাদের ধৈর্য্য দর্শন করিয়া আমরা কিরূপে  
 আপনাদের স্তুতি করিতে সমর্থ হইব ? অহো ! আমাদের কটাক্ষরূপ বিবদিক্ষ শরে নির্দগ্ধ  
 হয় নাই, পৃথিবীতলে এমন ব্যক্তি দৃষ্ট হইল না ; কিন্তু, তাহাতে আপনাদিগের মনোবিকার  
 কিছুই গণিত হইল না ; অতএব, আপনাদের বাহ্যিক্য অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ৪০ ॥

ভাগ্যেন কেন যুবয়োঃ কিল দর্শনং নঃ  
সম্পাদিতং ন বিদিতং ধনু সঞ্চিতং তৎ ।  
চিত্তং ক্রমং নিজজনে বিহিতং যুবাভ্যা-  
মস্মদ্বিধে কিল কৃতাগসি তাপমুক্তম্ ॥  
কুর্ক্বন্তি নৈব বিবুধাস্তপনো ব্যয়ং বৈ  
শাপেন তুচ্ছফলদেন মহানুভাবাঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইথং নিশম্য বচনং সুরকামিনীনাং  
তাবুচতুম্ নিবরৌ বিনয়ানতানাম্ ।  
প্রীতৌ প্রসন্নবদনৌ জিতকামলোভৌ  
ধর্মাশ্রজৌ নিজতপোরুচিশোভিতাঙ্গৌ ॥ ৪৩ ॥

অতএব যুবাং ন সাধারণৌ কিন্তু পরমেশ্বরভ্যাম্ভূতাবেবেত্যান্মাভিজ্ঞাতাবিত্যাহঃ  
জ্ঞাতাবিত্তি । নরহরেবিকোঃ । হে ভগবন্তৌ কপটেনাগতানামপ্যস্মাকং কো বা ভাগ্যো-  
দরৌ জাতৌ যেন ভবদর্শনমস্মাভির্লক্ষ্যমিত্যাহঃ সেবানিমিত্তমিত্তি । নোহস্মাকং গমনমাগ-  
মনমিহ ভবৎসেবানিমিত্তং ন কিন্তু কামং যথেষ্টং হরৈরিত্তস্ত শতমথস্ত কার্য্যং ভবত্পো-  
বিষাতরূপং বিধাতুং কৰ্ত্তুম্বেব ॥ ৪১ ॥

তাদৃশদৃষ্টানামস্মাকং যুবয়োর্দর্শনং কেন ভাগ্যেন সম্পাদিতং তৎ সঞ্চিতং ভাগ্যং ধনু ন  
বিদিতমস্মাভিঃ । কিস্কাস্মদ্বিধেহস্মৎসদৃশে নিজজনে কৃতাগসি কৃতাপরাধে চিত্তং ক্রমং  
শাপাদিকৰ্ত্তুং সমর্থমপি যুবাভ্যাং তাপমুক্তং সস্তাপরহিতং কৃতম্ । অহোহতিধন্যা ভবতাং  
কমেতি ভাবঃ । ইত্থং রীতির্ভবদ্বিধানাং মহানুভাবানাং কেনাভিপ্রায়েণেতি তমভিপ্রায়-  
মাহ । কুর্ক্বন্তীতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

আমরা জানিলাম আপনারা উত্তরে বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ দেব ও মননশীল এবং শমদমাদিই  
আপনাদিগের নিধিস্বরূপ । আপনাদের সেবার নিমিত্ত আমাদের এখানে আগমন হয় নাই,  
আপনাদের তপস্তার বিষয়সম্পাদনরূপ, দেবরাজ ইন্দ্রের কার্য্য সাধন উদ্দেশ্যেই আমরা  
এখানে আগমন করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ আমরা এতাদৃশ দুর্জন হইলেও আমাদের কোন্ সঞ্চিত  
ভাগ্যফল দ্বারা আপনাদিগের দর্শন লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নহি । আর আমাদের  
ভ্রাতৃ কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি শাপাদি প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াও নিজজন ভাবিয়া যে  
শাপাদি প্রদান না করিয়া মনস্তাপ বিদূরিত করিলেন, তাহাতে আপনাদের কমাগুণ  
অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইল । আমরা জানিলাম মহানুভব বৃদ্ধগণ তুচ্ছফলপ্রদ শাপাদি দ্বারা  
আপনাদিগের তপস্তার ব্যয় করেন না ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! জিতকাম ও জিতলোভ সেই ধর্ম্মতনয় মহর্ষি যয় বিনয়বনত  
সুরকামিনীগণের এইরূপ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া প্রীত ও প্রসন্নবদন হইলেন এবং

নরনারায়ণাবুচুঃ ।

ব্রুবন্ত বাঙ্কিতান্ কামান্দদাবস্তুষ্টমানসৌ ।  
 যাস্তু স্বর্গং গৃহীত্বামুর্কশীং চারুলোচনাম্ ॥ ৪৪ ॥  
 উপায়নমিয়ং বাল্য গচ্ছত্বদ্য মনোহরা ।  
 দত্তাবাভ্যাং মঘবতঃ প্রীণনায়োরুসন্তবা ॥ ৪৫ ॥  
 স্বস্ত্যস্ত সর্বদেবেভ্যো যথেষ্টং প্রব্রজন্ত চ ।  
 ন কস্মাপি তপোবিস্মং প্রকর্তব্যমতঃপরম্ ॥ ৪৬ ॥

দেব্য উচুঃ ।

ক গচ্ছামো মহাভাগ ! প্রাপ্তাস্তে পাদপঙ্কজম্ ।  
 নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ ! ভক্ত্যা পরময়া মুদা ॥ ৪৭ ॥  
 বাঙ্কিতং চেদ্বরং নাথ ! দদাসি মধুসূদন ! ।  
 তুষ্টঃ কমলপত্রাক ! ব্রুবীমো মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৮ ॥  
 পতিস্ত্বং ভব দেবেশ ! বরমেনং পরম্পদ ! ।  
 ভবামঃ প্রীতিযুক্তাস্থাং সেবিতুং জগদীশ্বর ! ॥ ৪৯ ॥

( কামপ্রদানে হেতুগর্ভবিশেষণমাহ তুষ্টমানসাবীতি ॥ ৪৪ ॥ )

ইয়ং বাল্য রাজানমিস্ত্রং প্রত্যাপায়নং গচ্ছতু । আবাত্যাং নরনারায়ণাতাম্ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

আপন তপঃপ্রভায় প্রদীপ্তাস হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ৪৩ ॥ রমণীগণ ! আমরা তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা অভিলষিত বর কামনা কর আমরা এখন তাহা প্রদান করিতেছি । আর তোমরা এই চারুলোচনা উর্কশীকে লইয়া স্বর্গ গমন কর । এই মনোরমা বালিকা উর্কশী দেবরাজের উপহার স্বরূপ তোমাদের সহিত গমন করুক । আমরা অমররাজের প্রীতির নিমিত্ত উৎসন্তবা এই উর্কশীকে প্রদান করিলাম ॥ ৪৪—৪৫ ॥ এক্ষণে সনস্ত দেবগণের কল্যাণ হউক, তোমরা আপন আপন ইষ্ট স্থানে গমন কর, ইহার পর আর কাহারও তপস্তার বিদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইও না ॥ ৪৬ ॥

অপরাগণ কহিল, হে নারায়ণ ! হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আমরা পরম ভক্তিবোধে আপনার পাদ-পঙ্কজ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি, আমরা এখন কোথায় বাইব ? ॥ ৪৭ ॥ হে নাথ ! হে মধুসূদন ! হে কমললোচন ! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের বাঙ্কিত বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের মনোরণ আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি প্রবণ করুন ॥ ৪৮ ॥ হে দেবেশ ! আপনি জগতের পতি অতএব আপনি আমাদের পতি হউন, হে পরম্পদ ! আমরা প্রসন্নচিত্তে আপনার সেবার নিয়তই নিযুক্ত থাকিব ॥ ৪৯ ॥

ত্বয়া চোৎপাদিতা নারীঃ সন্ত্যক্তাশ্চারুলোচনাঃ ।  
 উৰ্বশাদ্যাস্তথা যাস্তু স্বৰ্গং বৈ ভবদাজ্জয়া ॥ ৫০ ॥  
 স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং তিষ্ঠত্বত্র শতাব্দিকম্ ।  
 সেবাং তেহত্র করিষ্যামো যুবয়োস্তাপসোস্তুমৌ ! ॥ ৫১ ॥  
 বাঞ্ছিতং দেহি দেবেশ ! সত্যবাগ্ ভব মাধব ! ।  
 আশাতঙ্গো হি নারীণাং হিংসনং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥  
 কামার্ত্তানাক্ষ মুনিভির্ধৰ্ম্মজৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫২ ॥  
 ভাগ্যযোগাদিহ প্রাপ্তাঃ স্বৰ্গাং প্রেমপরিপ্লুতাঃ ।  
 ত্যক্তুং নাইসি দেবেশ ! সমর্থোহসি জগৎপতে ! ॥ ৫৩ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

পূর্ণং বর্ষসহস্রস্ত তপস্তপ্তং ময়াত্র বৈ ।  
 জিতেন্দ্রিয়েণ চার্কস্ব্যঃ ! কথং ভঙ্গং করোম্যতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 নেচ্ছা কামে স্তখে কাচিৎ স্তখধৰ্ম্মবিনাশকে ।  
 পশূনামপি সাধৰ্ম্ম্যে রমেত মতিমান্ কথম্ ॥ ৫৫ ॥

ত্বয়া পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রস্ত্রিংশ উৎপাদিতাস্তাঃ স্বৰ্গং গচ্ছন্ত । তাবৎসংখ্যাকা এব  
বয়মত্র স্বাস্তাম ইতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৭ ॥

আপনি যে সকল নারীর উৎপাদন করিয়াছেন, সেই চাক্রনেত্রী রমণীগণও এই স্থানে  
 রহিয়াছে, এক্ষণে উৰ্বশী প্রভৃতি এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র নারীগণ সকলেই আপনার  
 আজ্ঞায় স্বর্গে গমন করুক ॥ ৫০ ॥ আর, আমরা এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র রমণী এই  
 স্থানে আপনাদের সেবার নিযুক্ত থাকি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব ! আপনি দেবগণের প্রভু অতএব  
 আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া আপনি সত্যভাবী হউন । তত্ত্বদর্শী ধৰ্ম্মজ্ঞ মুনিগণ  
 কহিয়াছেন যে, কামাতুরা নারীদিগের আশাতঙ্গ করিলে হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে  
 হয় ॥ ৫২ ॥ আমরা ভাগ্যবশে স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়া প্রেমে পরিপ্লুত হইয়াছি ।  
 হে দেবেশ ! আপনি জগতের স্বামী, আপনি সকল কার্য্যেই সমর্থ ; অতএব, আপনি  
 আমাদের পবিত্রতাগ করিবেন না ॥ ৫৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে ত্বঙ্গী অপ্সরাগণ ! আমি এই স্থানে পূর্ণ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া  
 জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্তা করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে বিষয়াসঙ্গে লিপ্ত হইয়া সেই তপস্তার  
 ভঙ্গ করিতে পারি ? ॥ ৫৪ ॥ পরমানন্দ ও ধর্ম্মের বিনাশক বিষয়-সন্তোগ স্তখে আমার বাসনা  
 হয় না । কারণ, কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি, পশুর সমান বিষয়সন্তোগধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে  
 পারে ? ॥ ৫৫ ॥



অঙ্গরস উচুঃ ।

শব্দাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং মধ্যে স্পর্শস্থখং বরম্ ।  
 আনন্দরসমূলং বৈ নাশ্চদন্তি স্থখং কিল ॥ ৫৬ ॥  
 অতোহস্মাকং মহারাজ ! বচনং কুরু সর্বথা ।  
 নির্ভরং স্থখমাসাদ্য চরস্ব গন্ধমাদনে ॥ ৫৭ ॥  
 যদি বাঞ্ছসি নাকং ত্বং নাধিকো গন্ধমাদনাৎ ।  
 রমস্বাত্ত্ব শূভে স্থানে প্রাপ্য সর্বাঃ সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 উর্কশীজম্বনো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

( স্বর্গং প্রাপ্তুং যদি তপঃক্রিয়তে তদা অত্রৈব স্বর্গস্থখমমুভব ইত্যাত আহ যদি বাঞ্ছ-  
 সীতি ॥ ৫৮ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অঙ্গরাগণ কহিল, মুনিবর ! শব্দাদি পঞ্চের মধ্যে স্পর্শ স্থখই আনন্দরসমূলক ও  
 উৎকৃষ্ট, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট স্থখ অন্য আর কিছুই নাই ; অতএব আপনি আমাদের বচ-  
 নানুসারে কার্য্য করিয়া আনন্দরস উপভোগ করুন । আপনি এই গন্ধমাদন পর্কতে নিরতি-  
 শয় স্থখলাভ করিয়া বিচরণ করুন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আপনি যদি স্বর্গ কামনা করেন, তবে  
 জানিবেন যে, গন্ধমাদন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ আর নাই । আপনি এই পরম মনোহর  
 সুশোভন স্থানে সুরাঙ্গনাগণের সহিত পরম স্থখে বিহার করিয়া পরমানন্দ রস অনুভব  
 করুন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকোক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে উর্কশীজম্ববর্ণন নামক  
 ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ।

## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং ধর্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।  
 বিমর্শমকরোচ্চিন্তে কিং কর্তব্যং ময়াধুনা ॥ ১ ॥  
 হ্যস্তোহহং মুনিবৃন্দেষু ভবিষ্যাম্যদ্য সঙ্গমাৎ ।  
 অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তং দুঃখং নাত্র বিচারণা ।  
 মূলং ধর্মবিনাশস্ত প্রথমং যদহঙ্কৃতিঃ ॥ ২ ॥  
 মূলং সংসারবৃক্ষস্ত যতঃ প্রোক্তো মহাত্মভিঃ ।  
 দৃষ্টৌ মোনং সমাধায় ন স্থিতোহহং সমাগতম্ ॥ ৩ ॥  
 বারান্ননাগণং জুষ্টিং তেনাসং দুঃখভাজনম্ ।  
 উৎপাদিতাস্থখা নার্যো ময়া ধর্মব্যয়েন বৈ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশতিঃ পদৈঃ সমনন্তরম্ ।

অহঙ্কারবৃত্তং বিবং বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্বাঃ সুরাজনা ইত্যঙ্গরসাং প্রার্থনাং শ্রদ্ধা নারায়ণো  
 বিচারং কৃতবানিত্যাহ ইত্যাকর্ণোতি । বিমর্শং বিচারম্ ॥ ১ ॥

ইতি বিচারং কৃৎ প্রথমত ইদং সঙ্কটং কস্মান্মূলোহুৎপন্নমিতি তন্মূলং শোধিতবানিত্যাহ  
 অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তমিতি ॥ ২ ॥

নমু কুতো ধর্মবিনাশস্ত মূলমহঙ্কার ইতি চেত্তজাহ মূলমিতি । যতঃ সংসারবৃক্ষস্ত মূলমহ-  
 ঙ্কারস্ততস্তস্মিন্ সংসারে যদ্যদ্ব্যবতি শুভং বা শুভং বা তস্ত সর্কস্ত মূলমহঙ্কার এবৈত্যর্থঃ ।  
 কা এতা বরাহকোহহমেতদপেক্ষয়াপ্যতিসুন্দরীকুৎপাদয়িষ্যামীত্যাহঙ্কারস্বরূপং হু পূর্বমুক্ত-  
 মেবাজাহঙ্কারপদেন স্মারিতং পুনঃ স্বরমেব বদতি দৃষ্টেতি ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সূমহৎপ্রভাব-সম্পন্ন ধর্মনন্দন নারায়ণ সেই অঙ্গরগণের  
 এবংবিধ বচন শ্রবণ করিয়া নিজের কর্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ যদি  
 আমি এক্ষণে বিষয়াসঙ্গে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে মুনিগণের মধ্যে অবশ্যই উপহাসাস্পদ  
 হইব । আর অহঙ্কারই ধর্মবিনাশের আদিম ও প্রধান মূল, অহঙ্কার হইতেই যে, এই দুঃখ  
 উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিচারে আর প্রয়োজন নাই ॥ ২ ॥ মহাত্মা মহর্ষিগণ কহিয়া  
 থাকেন যে অহঙ্কারই সংসারবৃক্ষের মূল । আমি বারান্ননাগণকে দর্শন করিয়া মোনাবলম্বন  
 পূর্বক অবস্থান করি নাই, তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করিয়াছি, তাহাতেই দুঃখভাজন  
 হইলাম । অধিকন্তু ধর্মব্যয় করিয়া নারীগণের উৎপাদন করিয়াছি । ইন্দ্রপ্রেয়িত ঐ উত্তম  
 ও মনোরম প্রমদাগণ কামাতুর হইয়া তপোধর্মপার প্রবৃত্ত হইয়াছে । যদি অহঙ্কারবশে ইহা-  
 দিগকে উৎপাদিত না করিতাম তাহা হইলে আমার এই দুঃখপ্রসঙ্গ উপস্থিতই হইত না ।

তাস্ত মাং বাধিতুং বৃত্তাঃ কামার্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ ।  
 উৰ্ণনাভিরিবাদ্যাঃ জ্বলেন স্বকৃতেন বৈ ।  
 বন্ধোহস্মি সূদৃঢ়েনাত্ৰ কিং কৰ্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥  
 যদি চিন্তাং সমুৎসৃজ্য সন্ত্যজাম্যবলা ইমাঃ ।  
 শপ্তা ভ্রষ্টা ত্রজিষ্যন্তি সৰ্বা তথ্যমনোরথাঃ ॥ ৬ ॥  
 মুক্তোহহং সঞ্চরিস্যামি বিজনে পরমশ্রুপঃ ।  
 তস্মাৎ ক্রোধঃ সমুৎপাদ্য ত্যক্ত্যামি স্তম্ভরীগণম্ ॥ ৭ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা মুনির্নারায়ণস্তদা ।  
 বিমর্শমকরোচ্চিতে স্তম্ভোৎপাদনসাধনে ॥ ৮ ॥  
 দ্বিতীয়োহয়ং মহাশত্রুঃ ক্রোধঃ সন্তাপকারকঃ ।  
 কামাদপ্যধিকো লোকে লোভাদপি চ দারুণঃ ॥ ৯ ॥

বারাননাগণং কুটমত্র সমাগতং দৃষ্ট্বাহং মৌনং সমাধায় ন স্থিতঃ কিন্তু তেন সাকং  
 ভাষণাদিকং কৃতং তেনাহং দুঃখভাজনং জাতঃ । কিঞ্চ ধর্মস্ত তপসো ব্যয়োহপি জাত-  
 স্তপোবলাভাসামুৎপাদমেনেত্যাহ । উৎপাদিতা ইতি ॥ ৪ ॥

তাসামুৎপত্ত্যেব স্বর্গস্ত নির্বাহো জাত ইতি মহা তাঃ স্বর্গস্থা দেবাননা মাং বাধিতুং  
 প্রবৃত্তাঃ । বধ্যহঙ্কারমবলম্ব্য তা নোৎপাদিতাঃ স্তম্ভদায়ঃ প্রসঙ্গঃ কিমিত্যুপস্থিতঃ স্তম্ভঃ ।  
 তস্মাদূর্ণনাভিরিব সূতাকীট ইব স্বকৃতেনৈব জ্বলেনাহং বন্ধ ইত্যর্থঃ । ইতি মনসি স্বাপরাধং  
 বিনিশ্চিত্যাতঃপরং কিংকর্তব্যমিতি বিচারয়ামাসেত্যাহ কিং কৰ্তব্য মিতঃ পরমিতি ॥ ৫ ॥

তত একমুপায়ং বিচারিতবানিত্যাহ বদীতি । বদীমাস্ত্যজামি তর্হি শাপং দম্বা গমি-  
 যাস্তি ॥ ৬ ॥

তথাপ্যাভিমুক্তোহহং তপঃ সঞ্চরিস্যামিতি মহৎ কলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । ইতি বিচার্যা  
 তত্বেব নিশ্চয়ঃ কৃত ইত্যাহ তস্মাৎ ক্রোধমিতি ॥ ৭ ॥

ইতি নিশ্চিত্য মনসা পুনর্নারায়ণো বিমর্শমকরোদিত্যাহ বিমর্শমিতি ॥ ৮ ॥

এক্ষণে আমি উৰ্ণনাভের স্তায় নিজকৃত সূদৃঢ়জালে নিজেই নিবদ্ধ হইলাম ; অতঃপর  
 আমার কৰ্তব্য কি ? ॥৩—৫॥ ‘এই তপঃপরিপহিনী রমনীগণের পরিত্যাগে আমার চিন্তা কি’  
 এই ভাবিয়া যদি এই অবলাগণকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ইহারা তথ্যমনোরথ হইয়া  
 অভিশাপ মাত্র প্রদান পূর্বক চলিয়া যাইবে তাহা হইলেই আমি বিষম বিপদ হইতে মুক্ত  
 হইয়া বিজন স্থানে উত্তম তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইব অতএব ক্রোধ উৎপাদন পূর্বক এই  
 স্তম্ভরীগণকে পরিত্যাগ করি ॥ ৬—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! নারায়ণ মুনি স্তম্ভোৎপাদন সাধনার্থ ঐক্লপ চিন্তা করিয়া  
 পুনর্বার মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ দ্বিতীয় মহাশত্রু ক্রোধ ত্রৈলোক্য যথো

ক্রোধাভিভূতঃ কুরুতে হিংসাং প্রাণবিঘাতিনীম্ ।

হুঃখদাং সর্বভূতানাং নরকারামদীর্ঘিকাম্ ॥ ১০ ॥

যথামিঘর্ষণাজ্জাতঃ পাদপং প্রদহেতথা ।

দেহোৎপন্নস্তথা ক্রোধো দেহং দহতি দারুণঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সৃক্ষিস্ত্যমানং তং ভ্রাতরং দীনমানসম্ ।

উবাচ বচনং তথ্যং নরো ধর্ম্মস্তুতোহমুজঃ ॥ ১২ ॥

নর উবাচ ।

নারায়ণ মহাভাগ ! কোপং যচ্ছ মহামতে ! ।

শাস্ত্রং ভাবং সমাপ্রিত্য নাশয়ান্নকৃতিং পরাম্ ॥ ১৩ ॥

পুরাহকারদোষেণ তপো নষ্টং কিলাবয়োঃ ।

সংগ্রামশ্চাভবভ্রাত্যাং ভাষাভ্যামসুরেণ হ ॥ ১৪ ॥

দিব্যবর্ষসহস্রস্ত প্রহ্লাদেন মহাদুতম্ ।

হুঃখং বহুতরং প্রাপ্তং তত্রাবাত্যাং সুরোত্তম ! ॥ ১৫ ॥

কীদৃশো বিমর্শ ইত্যাহ দ্বিতীয়েহয়মিতি । একোহহকারশক্রবলবিশিষ্টস্তেদং কলং  
জাতম্ পুনর্দ্বিতীয়স্ত ক্রোধস্তাহবলম্বে বহুঃখমেব ভবিষ্যতীত্যর্থঃ তস্ত দৃষ্টত্বমেবাহ কামা-  
দিত্তি ॥ ১০ ॥

দীর্ঘিকাং নদীম্ ॥ ১০—১৩ ॥

অত্যন্ত সন্তাপদায়ক ; ইহা কাম হইতেও অধিক বলবান্ এবং লোভ হইতেও অতিশয়  
নিদারুণ ॥ ১০ ॥ জনগণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া প্রাণ-বিনাশিনী হিংসা করিয়া থাকে ; এই  
হিংসা, নরকের আরাম-ভূমির দীর্ঘিকারূপিণী এবং সর্ব জীবের হুঃখপ্রদা ॥ ১০ ॥ যেমন  
পাদপগণের পরস্পর সংঘর্ষণ হেতু অগ্নি উৎপন্ন হইয়া নিজ-উৎপত্তি কারণ পাদপগণকেই  
দহন করে, সেইরূপ দারুণ ক্রোধও দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহকেই দহন করিয়া  
থাকে ॥ ১১ ॥

বৈশ্যন কহিলেন, নর নামক কনিষ্ঠ ধর্ম্মতনয় ভ্রাতাকে চিন্তাতুর ও দীনমানস দর্শন  
করিয়া যথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ হে নারায়ণ ! আপনি মহাভাগ ও মহামতি ;  
অতএব ক্রোধভাব পরিহার করিয়া শাস্ত্রভাব অবলম্বনপূর্বক দুর্জিব অহঙ্কারের বিনাশ  
সাধন করুন ॥ ১৩ ॥ আপনার কি স্মরণ নাই যে পূর্বে অহঙ্কার দোষে আমাদের তপস্তা  
বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অসুরেস্ত্র প্রহ্লাদের সহিত অতিশয়  
অদুত সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল । হে সুরোত্তম ! তাহাতে আমরা বহুতর হুঃখ প্রাপ্ত



তস্মাৎ ক্রোধঃ পরিত্যজ্য শাস্তো ভব মুনীশ্বর ! ।  
 শাস্ত্বং তপসো মূলং মুনিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৬ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা শাস্তোহভূদ্ধৰ্ম্মনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥  
 জনমেজয় উবাচ ।

সংশয়োহয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ ! প্রহ্লাদেন মহাত্মনা ।  
 বিষ্ণুভক্তেন শাস্তেন কথং যুদ্ধং কৃতং পুরা ॥ ১৮ ॥  
 কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং নরনারায়ণরূষী ।  
 তাপসৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ হৌ শশাস্তমনসাবুভৌ ॥ ১৯ ॥  
 সমাগমঃ কথং জাতস্তয়োদৈত্যাস্ততস্মৈ চ ।  
 সংগ্রামস্ত কথং তাভ্যাং কৃতস্তেন মহাত্মনা ॥ ২০ ॥  
 প্রহ্লাদোহপ্যতিধৰ্ম্মাত্মা জ্ঞানবান্ বিষ্ণুতৎপরঃ ।  
 নরনারায়ণৌ তদ্বতাপসৌ সত্যসংস্থিতৌ ॥ ২১ ॥  
 তেন তাভ্যাং সমুদ্ভূতং বৈরং যদি পরম্পরম্ ।  
 তদা তপসি ধৰ্ম্মে চ শ্রম এব হি কেবলম্ ।  
 ক জপঃ ক তপশ্চর্য্যা পুরা সত্যযুগেহপি চ ॥ ২২ ॥

তাভ্যাং ভাবাত্ম্যমহঙ্কারক্রোধাত্ম্যম্ ॥ ১৪—১৭ ॥

হইয়াছিলেন । অতএব, হে মুনীশ্বর ! আপনি ক্রোধভাব পরিত্যাগপূর্বক শাস্তভাব অবলম্বন করুন ; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, শাস্তিই তপস্তার একমাত্র মূল ॥ ১৪—১৬ ॥ ব্যাস বলিলেন, রাজন্ । নর ঋষির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৰ্ম্মনন্দন নারায়ণ শাস্তভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনীশ্বর ! মহাত্মা প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ও প্রশান্তচেতা, পুরাকালে তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, নরনারায়ণ ঋষি দ্বয়ই বা কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিল ॥ ১৮ ॥ এই ধৰ্ম্মপুত্রদ্বয় উভয়েই তাপস ও প্রশান্ত মানস, ইহঁদের সহিত দৈত্যাস্ত্রতের সমাগম কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল ? সেই মহাত্মার সহিত ঋষিদ্বয় কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ প্রহ্লাদও অতিশয় ধার্মিক, জ্ঞানবান্ ও একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন । নরনারায়ণও সত্যতৎপর তাপস ; অতএব, প্রহ্লাদের সহিত যদি নরনারায়ণের পরস্পর বৈরভাব সংঘটিত হইয়াছিল তবে পূর্বে সত্যযুগেও তপস্তাধৰ্ম্মে কেবল শ্রম মাত্রই ঘটে হইতেনে এবং জপ ও তপ সকলই

তাদৃশৈর্ন জিতং চিত্তং ক্রোধাহঙ্কারসংবৃতম্ ।  
 ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্যমহঙ্কারাকুরং বিনা ॥ ২৩ ॥  
 অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নাঃ কামক্রোধাদয়ঃ কিল ।  
 বর্ষকোটিসহস্রস্ত তপঃ কৃত্বাতিদারুণম্ ।  
 অহঙ্কারাকুরে জাতে ব্যর্থং ভবতি সর্বথা ॥ ২৪ ॥  
 যথা সূর্য্যোদয়ে জাতে তমোরূপং ন তিষ্ঠতি ।  
 অহঙ্কারাকুরশ্চাগ্রে তথা পূর্ণ্যং ন তিষ্ঠতি ॥ ২৫ ॥  
 প্রহ্লাদোহপি মহাভাগ ! হরিণা সমযুধ্যত ।  
 তদা ব্যর্থং কৃতং সর্বং স্কৃতং কিল ভূতলে ॥ ২৬ ॥  
 নরনারায়ণৌ শান্তৌ বিহার্য পরমং তপঃ ।  
 কৃতবন্তৌ যদা যুদ্ধং ক শমঃ স্কৃতং পুনঃ ॥ ২৭ ॥  
 ঈদৃগ্ভ্যাং সত্বযুক্তাভ্যামজেয়া যদ্যহঙ্কৃতিঃ ।  
 মাদৃশানাঞ্চ কা বার্তা মুনেহহঙ্কারসংক্ষয়ে ॥ ২৮ ॥  
 অহঙ্কারপরিত্যক্তৌ কোহপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে ।  
 ন ভূতো ভবিতা নৈব যন্ত্যক্তন্তেন সর্বথা ॥ ২৯ ॥

কথমিতি । সোহপি প্রহ্লাদঃ শাস্তস্তাবপি নরনারায়ণৌ শান্তৌ তথা চ ক্রোধাহঙ্কার-  
 য়োরভাবাৎ কথং যুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—২৮ ॥

কোহপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে । এতাদৃশা যদাহঙ্কারযুক্তাস্তদাহঙ্কারবিনিমুক্তঃ কোহপ্যস্তি ন  
 কোহপাত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

বৃথা বোধ হইতেছে ॥ ২১--২২ ॥ তাদৃশ তপস্বিগণও ক্রোধাবৃত ও অহঙ্কারাকুর চিত্তকে  
 জয় করিতে পারিলেন না ? কারণ, অহঙ্কারের অকুর ব্যতিরেকে ক্রোধ ও মাৎসর্য কখনই  
 উদ্ভূত হইতে পারে না ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার হইতেই কামক্রোধাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে । কোটি-  
 সহস্র বৎসর মিদারুণ তপস্তা করিয়াও যদি অহঙ্কারের অকুর উৎপন্ন হয়, তবে সেই সমস্ত  
 তপই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥ যেমন সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকারের বিন্দুমাত্রও থাকিতে  
 পারে না, সেইরূপ অহঙ্কারের অকুরের অগ্রভাগ উদিত হইলেই কিছুমাত্র পুণ্য অবস্থিতি  
 করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদও যদি ভগবান্ হরির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন,  
 তবে ত ! ভূতলে স্কৃত সমস্তই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ২৬ ॥ শাস্তিচিন্তা নরনারায়ণ ঋষিষয়  
 পরম পদার্থ তপস্তা পরিত্যাগ করিয়া যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন শাস্তি ও স্কৃতি  
 কোথায় ? ॥ ২৭ ॥ যখন এবড়ুত সত্বগুণসম্পন্ন ঋষিষয়ের অহঙ্কার অজের হইল, তখন  
 মাদৃশ অসার চিত্ত ব্যক্তিগণের অহঙ্কার বিনাশ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ২৮ ॥ এতাদৃশ

মুচ্যতে লোহনিগড়েৰ্ভকঃ কাষ্ঠমরৈস্তথা ।  
 অহঙ্কারনিবন্ধস্ত ন কদাচিৎশিমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥  
 অহঙ্কারাবৃতং সৰ্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।  
 ভ্রমত্যেব হি সংসারে বিষ্ঠামুক্তপ্রদূষিতে \* ॥ ৩১ ॥  
 বুদ্ধজ্ঞানং কুতস্তাবৎ সংসারে মোহসংবৃতে ।  
 মতং মীমাংসকানাং বৈ সম্মতং ভাতি সূত্রত ! ॥ ৩২ ॥  
 মহাস্তোহপি সদা যুক্তাঃ কামক্ৰোধাদিভিমুনে ! ।  
 মাদৃশানাং কলাবস্মিন্ কা কথামুনিসত্তম ! ॥ ৩৩ ॥

বাস উবাচ ।

• কার্যং বৈ কারণান্তিমং কথং ভবতি ভারত ! ।  
 কটকং কুণ্ডলকৈব স্তবর্ণসদৃশং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

নিগড়েঃ শৃঙ্খলাভিঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

মীমাংসকানামিতি । কঠোরব প্রধানং সৰ্বকঃ কঠোরম্ । ন তু বুদ্ধজ্ঞানাদিকমন্তি সম্ভবতি  
 বেতি মতম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

ইথাঃ জনমেজয়েনাহঙ্কারমরতঃ সৰ্বস্তোক্তং তদেব বাসঃ স্থাপয়তি কার্যমিতি । অহ-  
 ঙ্কারস্ত সৰ্বকঃ কার্যং তৎকারণাদহঙ্কারাৎ কথং ভিন্নং ভবতি ন হি কটকং কুণ্ডলং বা স্তবর্ণ-  
 ভিন্নং ভবতি । কিন্তু স্তবর্ণসদৃশং স্তবর্ণমেব ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মহান্ ব্যক্তিগণ যখন অহঙ্কার নিমুক্ত ছিলেন না, তখন ভুবনত্রে অহঙ্কার পরিশূভ  
 আর কে হইতে পারে ? । আমি নিশ্চিতই বুঝিতেছি এই বিশ্বমধ্যে অহঙ্কার নিমুক্ত ব্যক্তি  
 হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৯ ॥ লোহময় নিগড় অথবা কাষ্ঠময় নিগড় হইতেও মুক্ত হইতে  
 পারা যায়, কিন্তু একবার অহঙ্কার দ্বারা নিবদ্ধ হইলে আর কদাচিৎ তাহা হইতে মুক্তিলাভ  
 করিতে পারা যায় না ॥ ৩০ ॥ এই স্বাবর জঙ্গমায়ক অখিল জগৎ অহঙ্কারে আবৃত হইয়া  
 বিষ্ঠামুক্তপ্রদূষিত এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩১ ॥ অতএম এই মোহসংবৃত সংসারে  
 বুদ্ধজ্ঞান কোথায় ? হে সূত্রত ! মীমাংসকগণের কৰ্ম প্রধান মতই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া  
 প্রতিপাত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ মূনে ! যখন প্রধান প্রধান জনগণও সতত কামক্ৰোধাদি দ্বারা  
 অতিকৃত হইয়া থাকেন, তখন কলিযুগে মাদৃশ লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের আর কি কথা  
 আছে ? ॥ ৩৩ ॥

বাস বলিলেন, হে ভারতকুলভূষণ ! কার্য কারণ হইতে ভিন্ন, ইহা কিরূপে বলা  
 যাইতে পারে, কটক ও কুণ্ডল উপাধিতেই বিভিন্ন হইলেও উভয়েই নিজ কারণ স্তবর্ণ

অহংকারোত্তবং সৰ্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।  
 পটন্তস্তবশঃ প্রোক্তস্তদ্বিকৃতঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥  
 মায়াগুণৈর্জিভিঃ সৰ্বং রচিতং স্থিরজঙ্গমম্ ।  
 সতৃণং স্তম্বপর্যন্তং কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৩৬ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্তে চাহংকারমোহিতাঃ ।  
 ভ্রমন্ত্যশ্মিন্মহাগাধে সংসারে নৃপসত্তম ! ॥ ৩৭ ॥  
 বশিষ্ঠনারদাদ্যাশ্চ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ পরে ।  
 তেহভিভূতাঃ সংসরন্তি সংসারেহশ্মিন্ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥  
 ন কোহপ্যস্তু নৃপশ্রেষ্ঠ ! ত্রিষু লোকেষু দেহভূৎ ।  
 এভির্মায়াগুণৈর্মুক্তঃ শাস্ত আত্মস্থখে স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 কামক্রোধৌ তথা লোভো মোহোহহংকারসম্ভবঃ ।  
 ন মুঞ্চন্তি নরং সৰ্বং দেহবন্তং নৃপোত্তম ! ॥ ৪০ ॥  
 অধীত্য বেদশাস্ত্রানি পুরাণানি বিচিন্ত্য চ ।  
 কৃৎবা তীৰ্থাটনং দানং ধ্যানকৈব স্মরার্চনম্ ॥ ৪১ ॥

তদেবাহ অহংকারোত্তবমিতি । পটন্তস্তবশস্তম্বনতিরিক্তো যথা তথা তদ্বিকৃতমহংকার-  
 বিকৃতঃ কথং চরাচরং ভবেৎ কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

যদ্যপ্যহংকারাবৃতমেব সৰ্বং ভবতি তথাপি মায়াগুণৈর্জিভির্মহত্ত্বাদিকৈঃ সৰ্বং  
 রচিতম্ । তথাচ মায়াময়ত্বাৎ সৰ্বং মিথ্যা ভবতীতি জ্ঞানিনাং কা পরিদেবনা খেদো ন  
 কাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পুনরহংকারাবৃত্তং স্থাপয়তি ব্রহ্মাবিকুরিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

শাস্তে পরমাশ্রমস্থে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

সদৃশই হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ বস্ত্রের কারণ তন্তু, অতএব বস্ত্র যেক্রপ তন্তু হইতে অভিন্ন,  
 হইতে পারে না, সেইরূপ চরাচর-সহিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড অহংকার হইতে উৎপন্ন হইয়া  
 কিরূপে তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ সূত্র তৃণ হইতে স্তম্ব পর্যন্ত স্থাবর  
 জঙ্গমাস্থক এই অখিল জগৎ ত্রিবিধ মায়াগুণে বিরচিত, অতএব তাহা মিথ্যা হইলে জ্ঞানি-  
 গণের তাহাতে পরিদেবনা কি আছে ? ॥ ৩৬ ॥ হে নৃপসত্তম ! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহারাও  
 অহংকারে মোহিত হইয়া এই অগাধ সংসার সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ  
 নারদাদি মহাজ্ঞানী মুনিগণও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতে-  
 ছেন ॥ ৩৮ ॥ হে রাজেন্দ্র ! এই ত্রৈলোক্যমণ্ডলে এমন কোনও দেহধারী ব্যক্তি নাই, যিনি  
 মায়াগুণ হইতে একবারে মুক্ত এবং শাস্ত ও পরমাশ্রমস্থে অবস্থিত হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥  
 হে নৃপোত্তম ! কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকলই অহংকার হইতে উৎপন্ন, ইহারা



করোতি বিষয়াক্তঃ সৰ্ব্বং কৰ্ম চ চৌরবৎ ।\*

বিচারয়তি নো পূৰ্ব্বং কামমোহমদাশ্রিতঃ ॥ ৪২ ॥

কৃতে যুগেহপি ত্রেতায়াং দ্বাপরে কুরুনন্দন ! ।

বিকোহত্ৰাস্তি চ ধৰ্ম্মোহপি ক। কথাদ্য কলৌ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

স্পৰ্দ্ধা সনৈব সদ্ভোহা লোভামৰ্ষো চ সৰ্বদা ।

এবংবিধোহস্তি সংসারো নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৪৪ ॥

সাধবো বিরলা লোকে ভবন্তি গতমৎসরাঃ ।

জিতক্রোধা জিতামৰ্ষা দৃষ্টান্তার্থং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ ।

তে ধন্যাঃ কৃতপুণ্যাস্তে মদমোহবিবৰ্জিতাঃ ।

জিতেন্দ্রিয়াঃ সদাচারা জিতং তৈৰ্ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

দুনোমি পাতকং শূদ্রা পিতৃৰ্মম মহাত্মনঃ ।

কৃতস্তপস্বিনঃ কণ্ঠে মৃতসৰ্পো হৃদয়ং বিনা ॥ ৪৭ ॥

কুত্বেতি । শাস্ত্রাণ্যপাখ্যাত্য তীৰ্থাটনাদিকঞ্চ কৃত্বা যন্তাহঙ্কারস্ত যোগাধিষয়াসক্তঃ সন্  
সৰ্ব্বং কৰ্ম করোতি চৌরবদাস্তিকঃ স্বাস্থ্যস্থিতদ্বন্দ্বপাপহারকঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

বিকোহত্ৰাস্তীতি । অত্র কৃতাদিষু যত্র কলৌ স্পৰ্দ্ধা দ্রোহলোভাদয়ঃ সন্তি তত্র ক।  
কথ্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

এবংবিধোহস্তীতি । যথা স্বরা জাতোহহঙ্কারময়ঃ । সংসারস্তথৈবাস্তি ন তত্র সন্দেহ  
ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি চেন্ন তথা বক্তব্যং শ্রীভগবতানুগ্রহবস্তোহহঙ্কারাদিবাধারহিতা  
বিরলাঃ সন্ত্যেব বৈখানসাদয়ঃ পূৰ্ব্বমুক্তা দৃষ্টান্তদর্শনার্থমিত্যাহ সাধব ইতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥

শরীরিগণের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করে না ॥ ৪০ ॥ সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং  
পুরাণ সকলের আলোচনা, তীর্থপর্যটন, দান, ধ্যান এবং দেবার্চনা করিয়াও মানবগণ  
বিষয়াসক্ত হইয়া চৌরের স্তায় সকল কৰ্মই করিতে থাকে । অত্বেয়া কামাক, মোহাক ও  
মদাক হইয়া এখানে কিছুই বিচার করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪১—৪২ ॥ হে কুরুনন্দন ! এই  
সংসারে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেই ধর্ম বিচ্ছ ও অকৃত বিকৃত হইয়াছেন, এখন  
কলিকালের কথা আর কি বলিব ॥ ৩৩ ॥ এই কলিযুগে সর্বদাই দ্রোহ, লোভ ও অমৰ্ষাদি  
বর্তমান রহিয়াছে, অতএব এই কাল যে অতিশয় দুর্ভিত হইবে তাহাতে আর কি কথা  
আছে ? ॥ ৪৪ ॥ এই কালে বিপত্তমৎসর, জিতক্রোধ জিতামর্ষ সাধু ব্যক্তি অন্ত্যস্ত বিরল,  
কেবল আদর্শ আদর্শনের নিমিত্ত কোন কোনও শাস্তচিত্ত ব্যক্তি বর্তমান রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

অতন্তশ্চ মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! ভবিতা কিং মমাগ্রতঃ ।

ন জানে বুদ্ধিসংমোহাৎ কিং বা কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

মধু পশ্যতি মূঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি ।

করোতি নিন্দিতং কৰ্ম্ম নরকায় বিভেতি চ ॥ ৪৯ ॥

কথং যুদ্ধং পুরা বৃত্তং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে ।

প্রহ্লাদেন যথাচোত্রং নরনারায়ণশ্চ বৈ ॥ ৫০ ॥

প্রহ্লাদস্ত কথং যাতঃ পাতালাত্তদ্বদস্ব মে ।

সারস্বতে মহাতীর্থে পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ৫১ ॥

নরনারায়ণৌ শান্তৌ তাপসৌ মুনিসত্তমৌ ।

কৃতবন্তৌ তথা যুদ্ধং হেতুনা কেন মানদ ! ॥ ৫২ ॥

সর্বপ্রপঞ্চস্বাহকারবাধাপীড়িতছোক্ত্যাহকারশ্চ চ মায়াজ্ঞত্বছোক্ত্যা মায়াবিশিষ্টবুদ্ধ-  
রূপভগবত্যা আরাধনস্বাহকারাদিবাধারহিতো ভবতীতি মুনের্গৃহীত্বভিসন্ধিঃ । হে মুনে  
এতাদৃশীং সংসারাবস্থাং দৃষ্ট্বা মৎপিত্রাদীনাঞ্চাচরণং মমাচরণঞ্চ দৃষ্ট্বা কথমস্মাকং গতি-  
ভবিষ্যতীতিভিন্না চিন্তেহহং হুনোমি খেদং প্রাপ্নোমীত্যাহ হুনোমীতি ॥ ৪৭ ॥

মমাগ্রতো মৎসম্মুখম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

অন্তেতদুৎপত্তকরং কিম্বানশ্চ খেদঃ কর্তব্যঃ । প্রকৃতাং যুদ্ধকথাং বিস্তরাধ্বর্গয়েত্যাহ কথং  
যুদ্ধমিতি ॥ ৫০—৫২ ॥

রাজা কহিলেন, মুনে ! যাহারা<sup>১</sup> মোহবর্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারসম্পন্ন তাঁহারা ই ধন  
ও পুণ্যবান্, তাঁহারা ই ত্রিলোক জয় করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর ! আমার মহাত্মা পিতা  
বিনা অপরাধে তপস্বীর কর্তৃদেশে মৃতসর্প সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপকার্য্য  
শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় হুঃখিত ও ক্রিষ্ট হইতেছি ॥ ৪৭ ॥ অতএব হে মুনে ! আপনি বলুন  
আমি তাহার কি প্রতীকার করিতে পারি ? ভগবন্ ! বুদ্ধিদোষে এ বিষয়ে যে কি সংঘটিত  
হইবে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না ॥ ৪৮ ॥ মূঢ়াত্মা ব্যক্তিগণ মধুলোভে মধুই দর্শন  
করে, সম্মুখভাগে যে প্রাণসংহারক পর্ত্ত-প্রপাত রহিয়াছে তাহা তাহারা বুদ্ধিদোষে  
কখনই দেখিতে পার না, এইরূপে লোক সকল নিন্দিত কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, সম্মুখে যে ঘোর-  
তর ভয়ঙ্কর নরক রহিয়াছে, তাহা তাহারা মোহবশত দেখিতে পার না সুতরাং তাহাতে  
ভীতও হয় না ॥ ৪৯ ॥ সে যাহা হউক হে মুনীন্দ্ৰ ! পুরাকালে কিরূপে প্রহ্লাদের সহিত  
নরনারায়ণের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে আমাকে  
বলুন ॥ ৫০ ॥ প্রহ্লাদ, পাতালতল হইতে সারস্বত মহাতীর্থে এবং পুণ্যকর ও পবিত্র  
বদরিকাশ্রমে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৫১ ॥  
হে মুনে ! প্রশান্ত-চেতা মুনিবর নরনারায়ণই বা কি হেতু প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-

বৈরং ভবতি বিতর্কঃ দারার্ধঃ বা পরস্পরম্ ।  
 ঐশ্ণ্যরহিতৌ কস্মাক্ষত্রতুঃ প্রধনং মহৎ ॥ ৫৩ ॥  
 প্রহ্লাদোহপি চ ধর্ম্মাত্মা জ্ঞাত্বা দেবৌ সনাতনৌ ।  
 কৃতবান্ স কথং যুদ্ধং নরনারায়ণৌ যুনী ॥ ৫৪ ॥  
 এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্মহোতুমিচ্ছামি কারণম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবসিক্যং চতুর্থস্কন্ধে  
 বিংশত অহঙ্কারাবৃত্তবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

প্রধনং যুদ্ধম্ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ছিলেন ? ॥ ৫২ ॥ ধনসম্পত্তির নিমিত্ত অথবা বনিতার নিমিত্ত সাধারণতঃ পরস্পর বিবাদ  
 হইয়া থাকে ; উক্ত মহর্ষিগণ বাসনা-বিরহিত ছিলেন, তবে কি নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে  
 প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৩ ॥ আর প্রহ্লাদও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি, তিনি জানিতেন যে নব-  
 নারায়ণ সুনিষয় সনাতন দেবতা, তবে তিনিই বা কেন তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-  
 ছিলেন ? হে ব্রহ্মন্ ! ইহার কারণ বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা  
 জন্মিতেছে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে অহঙ্কারাদি বর্ণন নামক সপ্তম  
 অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্ঠস্তদা বিপ্রো রাজ্ঞা পারীক্ষিতেন বৈ ।

উবাচ বিস্তরাৎ সৰ্ব্বং ব্যাসঃ সত্যবতীপুত্রঃ ॥ ১ ॥

জনমেজয়োহপি ধৰ্ম্মাত্মা নির্বেদং পরমং গতঃ ।

পিতৃহুঁশ্চরিতং মত্বা বৈরাটীতনয়স্য বৈ ॥ ২ ॥

তস্মৈবোদ্ধরণার্থায় চকার সততং মনঃ ।

বিপ্রাবমানপাপেন যমলোকং গতস্য বৈ ॥ ৩ ॥

পুন্মামনরকাদ্যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং স্বকম্ ।

পুত্রেতি নাম সার্থং স্মাতেন তস্য যুনীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥

সৰ্পদষ্টং নৃপং শ্রুত্বা হর্ষোপরি মৃতং তথা ।

বিপ্রশাপাদৌত্তরেয়ং স্নানদানবিবর্জিতম্ ॥ ৫ ॥

অষ্টাদিকৈঃ সপ্তচত্বাবিংশচ্ছোকৈরতঃ পরম্ ।

প্রহ্লাদনারায়ণয়োঃ সমাগম উদীৰ্যতে ॥

রাজাপি কিঞ্চিদ্বৎ পৃষ্টবানিতি তদভিপ্রায়মাহ জনমেজয়োহপীতি । বৈরাটী বিরাট-  
তনয়োত্তরা তস্তাঃ সূতঃ পরিক্ষিতস্য চিত্তং হুঁশ্চরিতং হুঁশ্চরিতং মত্বোত্তরার্থঃ ॥ ১—৩ ॥

তেন তস্মৈতি । তেন পিতৃভ্রাণেন তস্ত পিতৃভ্রাণকর্তৃঃ পুত্রেতি নাম সার্থকমর্থকং  
শ্রান্তান্তেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ওত্তরেয়মুত্তরায়্য অপত্যম্ । স্ত্রীভ্যো টগিতি টক্ ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, ভাগস্বন্দ্য! পরীক্ষিতনয় জনমেজয় কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া  
সত্যবতীপুত্র বিপ্রবর ব্যাসদেব, সেই সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥  
ধৰ্ম্মাত্মা জনমেজয় সেই সকল শ্রবণ করিয়া নিজ পিতা উত্তরাতনয় পরীক্ষিতের হুঁশ্চরিত  
মনে করিয়া অত্যন্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার পিতা, বিপ্রের অবমাননারূপ  
পাপাচরণ নিমিত্তই যমলোকে গমন করেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি সততই মনে  
মনে চিন্তা করিতেন ॥ ৩ ॥ ধর্মিগণ! পুন্মামক মরক হইতে পিতাকে পরিভ্রাণ করে বলিয়া  
আত্মজের “পুত্র” এই নাম হইয়াছে; অতএব, যে কোনও উপায়ে পিতার পরিভ্রাণ করি-  
লেই আত্মজের পুত্র এই নামের সার্থক হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ উত্তরাপুত্র মরপতি পরিক্ষিৎ  
বিপ্রশাপে, স্নানদান-বর্জিত হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন,



পিতুর্গতিং নিশম্যাসৌ নির্বেদং গতবাম্পঃ ।  
 পারিক্রিতো মহাভাগঃ সন্তপ্তো ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৬ ॥  
 পপ্রচ্ছাথ মুনিং ব্যাসং গৃহাগতমনিন্দিতং ।  
 নরনারায়ণশ্চেমাং কথাং পরমবিস্তৃতাম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

স যদা নিহতো রৌদ্রো হিরণ্যকশিপুর্নৃপ ! ।  
 অতিবিস্তৃতদারাজ্যে প্রহ্লাদো নাম তৎসুতঃ ॥ ৮ ॥  
 তস্মিন্ শাসতি দৈত্যেন্দ্রে দেবব্রাহ্মণপূজকে ।  
 মথৈভূম্যাং নৃপতয়োহযজন্তু প্রকুর্যাম্বিতাঃ ॥ ৯ ॥  
 ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধর্মতীর্থযাত্রাশ্চ কুর্বতে ।  
 বৈশ্যাশ্চ স্বস্ববৃত্তিহাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ ॥ ১০ ॥  
 নৃসিংহেন চ পাতালে স্থাপিতঃ মোহথ দৈত্যরাট্ ।  
 রাজ্যং চকার তত্রৈব প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১১ ॥  
 কদাচিত্তু ওপুজোহথ চ্যবনাথ্যো মহাতপাঃ ।  
 জগাম নর্মদাং স্নাতুং তীর্থং বৈ ব্যাহতীশ্বরম্ ॥ ১২ ॥

পিতুর্গতিমিতি । ইতিপূর্বশ্লোকোক্তপ্রকারেণ পিতুর্গতিং শ্রবণত্যাগঃ । মহাভাগতেহপি  
 পারিক্রিতো ভুগতিকৃত্তা । তদচনক অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্রিগণান্ স্নহঃখিতঃ । উক্তক-  
 ত্তেব সারিধৌ পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬—৭ ॥

তৎপ্রশ্নোত্তরং ব্যাসো গচ্ছত্বাংস্তদাহ স যদেতি ॥ ৮—১১ ॥

পিতার এইরূপ ভুগতি শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিতপুত্র মহাভাগ নরপতি জনমেজয় অত্যন্ত  
 সন্তপ্ত ও ভয়বিহ্বল হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ  
 নির্মলাশ্রম ব্যাসদেব গৃহে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে নরনারায়ণের এই অত্যন্ত বিস্তৃত  
 কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

ঋষিবর ব্যাসদেব জনমেজয়ের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, নৃপতে ! যখন  
 অতিশয় উগ্রবীৰ্য্য অসুররাজ হিরণ্যকশিপু নিহত হইল, তখন প্রহ্লাদ নামক তাঁহার পুত্র  
 সেই রাজ্যে অতিবিস্তৃত হইলেন ॥ ৮ ॥ দেব ও ব্রাহ্মণ পূজক সেই দৈত্যবর যখন রাজ্য শাসন  
 করিতে লাগিলেন, তখন অবনিতলাহিত নরপতিগণ প্রকুর্যাম্বিত হইয়া বিবিধ প্রকার যজ্ঞের  
 অহুতান পূর্বক দেবতাগণের কৃতিসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥ তাঁহার রাজক-  
 কালে ব্রাহ্মণগণ তপতা, ধর্ম ও তীর্থযাত্রার নিরন্তর, বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদি স্বয়ং কার্য্যে আসক্ত  
 এবং শূদ্রগণ সেবার নিবিষ্টচেতা হইল ॥ ১০ ॥ হরির অবতার নৃসিংহদেব, দৈত্যরাজ

রেবাং মহানদীং দৃষ্টা ততস্তস্যামবাতরৎ ।  
 উত্তরন্তং প্রজগ্রাহ নাগো বিষভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥  
 গৃহীতো ভয়ভীতস্ত পাতালে মুনিসত্তমঃ ।  
 সস্মার মনসা বিষ্ণুং দেবদেবং জনার্দনম্ ॥ ১৪ ॥  
 সংশ্রুতে পুণ্ডরীকাক্ষে নির্বিষোহভূম্মহোরগঃ ।  
 ন প্রাপ চ্যবনো দুঃখং নীয়মানো রসাতলম্ ॥ ১৫ ॥  
 দ্বিজিহ্বেন মুনিস্ত্যক্তো নির্বিগ্নেনাতিশঙ্কিনা\* ।  
 মাং শপেত মুনিঃ ক্রুদ্ধস্তাপসোহয়ং মহানিতি ॥ ১৬ ॥  
 চচার নাগকন্ধ্যাভিঃ পূজিতো মুনিসত্তমঃ ।  
 বিবেশাপ্যথ নাগানাং দানবানাং মহৎ পুরম্ ॥ ১৭ ॥  
 কদাচিদভূতপুত্রং তং বিচরন্তং পুরোত্তমে ।  
 দদর্শ দৈত্যরাজোহসৌ প্রহ্লাদো ধর্মবৎসলঃ ॥ ১৮ ॥  
 দৃষ্টা তং পূজয়ামাস মুনিং দৈত্যপতিসুদা ।  
 পপ্রচ্ছ কারণং কিং তে পাতালাগমনে বদ ॥ ১৯ ॥

---

ব্যাহতীশ্বরং ব্যাহতীশ্বরসম্বন্ধিতীর্থম্ ॥ ১২ ॥

---

প্রহ্লাদকে পাতালতলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ সেই স্থানেই প্রজাপালনে নিরত থাকিয়া রাজ্য করিতেন ॥ ১১ ॥ কোনও সময়ে ভৃগুপুত্র মহাতপা চ্যবন মুনি নর্মদা জলে স্নান করিবার নিমিত্ত ব্যাহতীশ্বর নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই স্থানে মহানদী রেবা দর্শন করিয়া তাহাতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর সর্প আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল ॥ ১৩ ॥ সেই মুনিসত্তম নাগ কর্তৃক ধৃত হইয়া পাতালতলে নীত হইলে অতিশয় ভীত হইয়া ভৃগবান্ দেবদেব জনার্দন বিষ্ণুকে মনে মনে স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণে সেই মহাসর্প নির্বিষ হইয়াছিল, অতএব মুনিবর পাতালতলে নীয়মান হইলেও বিষজনিত কোন প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৫ ॥ তখন সর্পরাজ মুনিবরের প্রস্তাব অবগত হইয়া, পাছে সেই তপস্বিবর তাহাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত ও নির্বেদযুক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল ॥ ১৬ ॥ মুনিসত্তম চ্যবন নাগকন্ধ্যাগণের পূজিত হইয়া তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক সময়ে নাগগণের ও দানবগণের পরম মনোহর পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥ ভৃগুনন্দন চ্যবন, কোনও সময়ে অস্তঃপুর মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন এমন সময়ে দৈত্যরাজ ধর্মবৎসল

---

\* নির্বিগ্নেনাতিশঙ্কিনা। ইতি বা পাঠঃ।

প্রেষিতোহসি কিমিত্তেণ সত্যং ব্রূহি দ্বিজোত্তম ! ।

দৈত্যবিষেষযুক্তেন মম রাজ্যমিদৃক্ষ্য। ॥ ২০ ॥

চ্যবন উবাচ ।

কিং মে মঘবতা রাজন্ ! যদহং প্রেষিতঃ পুনঃ ।

দূতকার্য্যং প্রকুর্বাণঃ প্রাপ্তবান্নগরে তব ॥ ২১ ॥

বিক্রি মাং ভৃগুপুত্রং তং স্বনেত্রং ধর্ম্মতৎপরম্ ।

মা শঙ্কাং কুরু দৈতেন্দ্র ! বাসবপ্রেষিতস্ত বৈ ॥ ২২ ॥

স্নানার্থং নর্ম্মদাং প্রাপ্তঃ পুণ্যতীর্থে নৃপোত্তম । ।

নদ্যামেবাবতীর্ণোহহং গৃহীতশ্চ মহাহিনা ॥ ২৩ ॥

জাতোহসৌ নির্বিষঃ সর্পো বিষ্ণোঃ সংস্মরণাদিব ।

মুক্তোহহং তেন নাগেন প্রভবাৎ স্মরণস্ত বৈ ॥ ২৪ ॥

অত্রাগতেন রাজেন্দ্র ! যয়াপ্তং তব দর্শনম্ ।

বিষ্ণুভক্তোহসি দৈতেন্দ্র ! তত্তত্ত্বং মাং বিচিস্তয় ॥ ২৫ ॥

তস্তাং স্নানার্থমবাতরৎ ॥ ১৩—২০ ॥

কিং মে মঘবতেতি । যদহং প্রেষিতো দূতকার্য্যং কুর্বাণস্তব নগরে প্রাপ্তবানিতি মঘব-  
তেন্দ্রেণ মম কার্য্যং কিমস্তি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তর্হি কিমর্থমাগতস্তত্রাহ বিকীতি । স্বনেত্রঃ জ্ঞানচক্ষুষম্ ॥ ২২—২৪ ॥

প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যপতি, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তখন  
তাঁহার পূজা করিলেন এবং পাতালে আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯ ॥  
প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন, দ্বিজোত্তম ! আপনি কি ইচ্ছকর্ত্ত্বক প্রেরিত হইয়াছেন ? তাহা  
সত্য বলুন, আমার বোধ হইতেছে যে, দৈত্যবিষেযী ইন্দ্রই আপনাকে আমার রাজ্যদর্শন  
করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজন্ ! ইন্দ্রের সহিত আমার কোনও কার্য্য ও সংশ্বেদ নাই, তৎকর্ত্ত্বক  
প্রেরিত হইয়া তাঁহার দৌত্যকার্য্য করিবার নিমিত্ত আমি তোমার নগরীতে কেন আগমন  
করিব ? ॥ ২১ ॥ আপনি, আমাকে ধর্ম্মতৎপর জ্ঞাননেত্র ভৃগুনন্দন চ্যবন বলিয়া জানিবেন ;  
হে দৈতেন্দ্র ! ইন্দ্রের প্রেরিত মনে করিয়া কোনও আশঙ্কা করিবেন না ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র !  
আমি স্নান করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদার পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া নদীতলে অবতীর্ণ হইলে এক  
মহাসর্প আমাকে ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ তখন আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করিলাম, বিষ্ণুস্মরণে সর্প  
নির্বিষ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি এখানে আসিয়া আগ-  
নার দর্শন লাভ করিলাম আপনি বিহ্বলক, আমাকেও সেই বিহ্বলক বলিয়া জানি-  
বেন ॥ ২৫ ॥

বাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচঃ শ্রুত্ব হিরণ্যকশিপোঃ স্মৃতঃ ।

পত্রাচ্ছ পরয়া প্রীত্যা তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ২৬ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

পৃথিব্যাং কানি তীর্থানি পুণ্যানি মুনিসত্তম ! ।

পাতালে চ তথাকাশে তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ২৭ ॥

চ্যবন উবাচ ।

মনোবাক্যশুদ্ধানাং রাজ্যস্তীর্থং পদে পদে ।

তথা মলিনচিহ্নানাং গঙ্গাপি কীকটাদিকা ॥ ২৮ ॥

প্রথমং চেম্মনঃ শুদ্ধং জাতং পাপবিবর্জিতম্ ।

তদা তীর্থানি সর্বাণি পাবনানি ভবন্তি বৈ ॥ ২৯ ॥

গঙ্গাতীরে হি সর্বত্র বসন্তি নগরানি চ ।

ব্রজাশ্চবাকরা গ্রামাঃ সর্বৈ ধ্বংসস্তথাপরে ॥ ৩০ ॥

নিষাদানাং নিবাসাশ্চ কৈবর্তানাং তথাপরে ।

হুণবঙ্গখসানাঞ্চ শ্লেচ্ছানাং দৈত্যসত্তম ! ॥ ৩১ ॥

পিবন্তি সর্বদা গান্ধ্যং জলং ব্রহ্মোপমং সদা ।

স্নানং কুর্বন্তি দৈত্যেন্দ্র ! ত্রিকালং শ্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বমিতি । অয়ং শাক্তোহপীতি সপ্তমঙ্ক্রে বক্ষ্যতি ॥ ২৫ ॥

( তন্নিশম্যোতি । পরয়া প্রীত্যা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্ত পরমভাগবতঃ বিষ্ণুভক্তঃ প্রশান্ত-  
চিত্তঃ শান্তরসঃ ব্যজাতে ॥ ২৬—২৭ ॥ )

বাস বলিলেন, রাজন্ । হিরণ্যকশিপুতনয় প্রহ্লাদ, তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিয়া  
পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বিবিধ তীর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদ  
কহিলেন, হে মুনিসত্তম ! পৃথিবীতলে, পাতালে অথবা গগনমণ্ডলে কোন্‌কোন্‌ তীর্থ পুণ্য-  
প্রদ, সেই সমস্ত আমার নিকট বিস্তার পূর্বক কীৰ্ত্তন করুন ॥ ২৭ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজেন্দ্র ! বাহাদের দেহ বাক্য ও মানস বিগ্ৰহ হইয়াছে, তাঁহাদের  
পদে পদেই তীর্থ ; বাহা মলিন চিত্ত, তাহাদের নিকট গঙ্গাও কীকটদেশের অপেক্ষা  
অধিক কুণ্ডলাঙ্গরক ও অধম বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ যদি প্রথমে মন পাপ-  
বর্জিত ও বিগ্ৰহ হয়, তবে তাহার পক্ষে সকল তীর্থই পবিত্রকর হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে  
দৈত্যসত্তম ! গঙ্গাতীরে বহুতর নগর, বসতি, ব্রজ বা গোষ্ঠ, আকর, গ্রাম, কুজপল্লী, নিষাদ-  
নিবাস এবং কৈবর্তনিবাস, হুণ, বঙ্গ, খস অধিক কি শ্লেচ্ছগণের বহুতর বাসস্থান রহি-



তত্রৈকোহপি বিশুদ্ধাত্মা ন ভবত্যেব মারিষ ।।  
 কিং ফলং তর্হি তীর্থস্থ বিষয়োপহতাত্মহু ॥ ৩৩ ॥  
 কারণং মন এবাত্র নান্যদ্রাজন্ । বিচিস্তয় ।  
 মনঃশুদ্ধিঃ প্রকর্তব্য। সততং শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৩৪ ॥  
 তীর্থবাসী মহাপাপী ভবেত্তদ্রাশ্রবণনাং ।  
 তত্রৈবাচরিতং পাপমানন্ত্যায় প্রকল্পতে ॥ ৩৫ ॥  
 যথেন্দ্রবারুণং পকং মিষ্টং নৈবোপজায়তে ।  
 ভাবদুষ্কৃত্য তীর্থে কোটিস্নাতো ন শুধ্যতি ॥ ৩৬ ॥  
 প্রথমং মনসঃ শুদ্ধিঃ কর্তব্য। শুভমিচ্ছতা ।  
 শুদ্ধে মনসি দ্রব্যস্য শুদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥ ৩৭ ॥  
 তথৈবাচারশুদ্ধিঃ স্মাত্ততস্তীর্থং প্রসিধ্যতি ।  
 অন্যথা তু কৃতং সর্বং ব্যর্থং ভবতি তৎক্ৰণাং ॥ ৩৮ ॥  
 “হীনবর্ণস্য সংসর্গং তীর্থে গত্বা সদা ত্যজেৎ” ।  
 ভূতানুকম্পনং চৈব কর্তব্যং কর্মণা ধিয়া ।  
 যদি পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র ! তীর্থং বক্ষ্যাম্যনুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥

কীকটাদিকা কীকটদেশোপক্ৰমাদিকা ॥ ২৮—৩৪ ॥

কোটিস্নাতঃ কোটিবারং স্নাত ইতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

যাচ্ছে ॥ ৩০—৩১ ॥ তৎতন্নিবাসিজনগণ, যেচ্ছাক্রমে সর্বদাই ব্রহ্মোপম গন্ধোদক পান করি-  
 তেছে এবং তজ্জলে স্নানাদি সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩২ ॥ হে রাজেন্দ্র ! সেই সকলের মধ্যে  
 কেহই বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে না, তবে দেখুন বাহাদের চিত্ত বিষয় দ্বারা আসক্ত স্মৃতরাঃ  
 বাহারা বিনষ্টচিত্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের আর তীর্থের ফল কি হইতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥  
 তীর্থাদি ধর্মকর্ম বিষয়ে মনই প্রধান কারণ জানিবেন অস্ত কিছুই নহে । বাহারা শুদ্ধি কামনা  
 করেন, মনঃশুদ্ধি করাই তাহাদের প্রধান কর্তব্য ॥ ৩৪ ॥ তীর্থবাসী ব্যক্তিগণ, তীর্থ স্থানে  
 অস্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া মহাপাপী হয় । তীর্থস্থানে পাপাচরণ করিলে তাচার আর ফল  
 হয় না, সেই পাপ অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ যেমন ইন্দ্রবারুণ ফল পক হইলেও  
 মিষ্ট হয় না, সেইরূপ বাহাদের চিত্তভাব দূষিত, তাহারা কোটিবার তীর্থজলে স্নান করিলেও  
 শুদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥ বাহারা কল্যাণ কামনা করেন, অর্থে মনঃশুদ্ধিই তাহাদের কর্তব্য,  
 মন শুদ্ধ হইলে তৎপরে দ্রব্যশুদ্ধি তদনন্তর আচারশুদ্ধি এবং তৎপরেই তীর্থভ্রমণ সিদ্ধ হইয়া  
 থাকে ; ইহার অন্যথা হইলে তৎক্ৰণাং সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তীর্থে গমন  
 করিয়া হীনবর্ণের সহিত সংসর্গ পরিহার করিয়া বুদ্ধি ও কর্ম দ্বারা জীবগণের প্রতি অশু-

প্রথমং নৈমিষং পুণ্যং চক্রতীর্থঞ্চ পুঙ্করম্ ।  
অশেষাশ্চৈব তীর্থানাং সংখ্যা নাস্তি মহীতলে ।  
পাবনানি চ স্থানানি বহুনি নৃপসত্তম ! ॥ ৪০ ॥

বাস উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা বচনং রাজা নৈমিষং গন্তুমুদ্যতঃ ।  
নোদয়ামাস দৈত্যান্ বৈ হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ৪১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

উত্তীর্ণস্ত মহাভাগা গমিষ্যামোহদ্য নৈমিষম্ ।  
দ্রক্ষ্যামঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥

বাস উবাচ ।

ইতুক্তা বিষ্ণুভক্তেন সর্বৈ তে দানবাস্তদা ।  
তেনৈব সহ পাতালান্নির্ঘয়ুঃ পরয়া মুদা ॥ ৪৩ ॥  
তে সমেত্য চ দৈতেয়া দানবাশ্চ মহাবলাঃ ।  
নৈমিষারণ্যমাসাদ্য স্নানং চক্রমুদান্বিতাঃ ॥ ৪৪ ॥  
প্রহ্লাদস্তত্র তীর্থেষু চরন্ দৈতৈঃ সমন্বিতঃ ।  
সরস্বতীং মহাপুণ্যং দদর্শ বিমলোদকাম্ ॥ ৪৫ ॥

( ইত্যুক্তেতি । দানবা বিষ্ণুভক্তেন প্রহ্লাদেন উক্তাঃ সন্তঃ পাতালান্নির্ঘয়ুর্নির্গত-  
বন্তঃ । পরয়া মুদা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্তাহুচরা অপি বিষ্ণুভক্তাঃ সর্বপ্রধানাশ্চ ইত্যপি  
বাজ্যতে ॥ ৩৭—৪৫ ॥ )

কম্পা প্রকাশ কর্তব্য । হে রাজেন্দ্র ! আপনি পুণ্য তীর্থের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,  
আমি অতীতম তীর্থ সকল আপনার নিকট কীর্তন করিব শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥ হে নৃপ !  
পুণ্যপ্রদ নৈমিষারণ্যই প্রথম, তদনন্তর, চক্রতীর্থ তৎপরেই পুঙ্করতীর্থ ; ইহা ভিন্ন পৃথিবী-  
তলে অস্তিত্ব বহুতর তীর্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা নাই । নৃপোত্তম ! ইহা ভিন্ন ভূমণ্ডলে  
বহুতর পবিত্র স্থানও বিদ্যমান আছে ॥ ৪০ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া নৈমিষ  
গমনে উদ্যত হইয়া হর্ষভরে দৈত্যগণকে কহিলেন, হে মহাভাগগণ ! তোমরা সকলেই  
গাজোখান কর আমরা সকলে অন্যই নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতবাসা  
অচ্যুতদেবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব ॥ ৪১—৪২ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া দানবগণ,  
মুদিতমানসে তাঁহার সহিত পাতালতল হইতে নির্গত হইল ॥ ৪৩ ॥ সেই মহাবল দৈত্য

তীর্থে তত্র নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রহ্লাদস্ত মহাত্মনঃ ।

মনঃ প্রসন্নং সজ্জাতং স্নাত্বা সারস্বতে জলে ॥ ৪৬ ॥

বিধিবত্তত্র দৈত্যেন্দ্রঃ স্নানদানাদিকং শুভে ।

চকারাতিপ্রসন্নাত্মা তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
প্রহ্লাদস্ত তীর্থসমাগমো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

( তীর্থে ইতি । তীর্থে প্রহ্লাদস্ত মনসঃ প্রসন্নত্বকথনাদস্ত মনঃশুদ্ধিঃ সূচিতা ॥৪৬-৪৭॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ও দানবগণ মিলিত হইয়া ছুটুটিতে তথায় গমন পূর্বক স্নান করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ প্রহ্লাদ  
সেই তীর্থে দৈত্যগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে মহাপুণ্যপ্রদা নিম্নলজলা সরস্বতী  
নদী দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে নরেন্দ্র ! সরস্বতীর বিমল সলিলে স্নান করিয়া মহাত্মা  
প্রহ্লাদের মন প্রসন্ন হইল ॥ ৪৬ ॥ দৈত্যরাজ সূপ্রসন্ন হইয়া সেই কল্যাণপ্রদ পরমপবিত্র  
তীর্থে স্নানদানাদি কৰ্ম্ম সমাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদের তীর্থ-  
সমাগম নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ • ॥

## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কুর্কংস্তীর্থবিধিং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ স্মৃতঃ ।  
অগ্নোঃ স্মমহচ্ছায়মপশ্যৎ পুরতস্তদা ॥ ১ ॥  
দদর্শ বাণানপরান্নানাজাতীয়কাংস্তদা ।  
গৃধ্রপক্ষযুতাংস্তীত্রাঙ্কিলাধোতাশ্মহোজ্জ্বলান্ ॥ ২ ॥  
চিন্তয়ামাস মনসা কশ্মেমে বিশিখাস্তিহ ।  
ঋষীগমাশ্রমে পুণ্যে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৩ ॥  
এবং চিন্তয়তানেন কৃষ্ণাজিনধরৌ মুনী ।  
সমুন্নতজটাভারৌ দৃষ্টৌ ধর্মস্মৃতৌ তদা ॥ ৪ ॥  
তয়োরগ্রে ধৃতে শুভ্রে ধনুষী লক্ষণাবিতে ।  
শাক্রমাজগবকৈব তথাক্ষয্যৌ মহেশুধী ॥ ৫ ॥  
ধ্যানস্থৌ তৌ মহাভাগৌ নরনারায়ণাবুধী ।  
দৃষ্টৌ ধর্মস্মৃতৌ তত্র দৈত্যানামধিপস্তদা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পক্ষপকাশক্তিঃ পদৈরনন্তরম্ ।

প্রহ্লাদনারায়ণরৌবুদ্ভবোবানুবর্ণ্যতে ॥

প্রহ্লাদস্ত সন্ন্যস্তীতীর্থপ্রাপ্ত্যন্তরং জাতং বৃত্তমাহ কুর্কংস্তীর্থবিধিমিতি ॥ ১ ॥

অপরান্নংকৃষ্টান্নানাজাতীযকান্ ভল্লাদিত্যাদিসন্তানান্ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ !. হিরণ্যকশিপুতনয় সেই স্থানে বিধিপূর্বক তীর্থক্রিয়া করিতে করিতে পুরোভাগে ছায়াপ্রধান একটি বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥১॥ অনন্তর, তথায় গৃধ্রপক্ষ-সমবিত, শাগিত, স্তূতীক, মহোজ্জ্বল বাণ সকল সূক্ষ্মজিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থরূপ ঋষিগণের আশ্রমে কাহার শর সকল সুরক্ষিত রহিয়াছে? ॥ ২—৩ ॥ প্রহ্লাদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কৃষ্ণাজিনধারী সমুন্নত-জটাজালে সুশোভিত ধর্মতনয় মুনিযুগল নরনারায়ণকে এবং তাঁহাদের অগ্রভাগে শাক্রোক্ত-লক্ষণাবিত সুশোভিত, শাক্র ও আজগব নামক ধনুদয় ও অক্ষয় তুলীযুগল অবস্থাপিত রহিয়াছে ইহা দেখিতে পাইলেন ॥ ৪—৫ ॥ ধর্মপুত্র মহাভাগ নর নারায়ণ ঋষিগণ ধ্যানস্থ ছিলেন, অমুরপালক প্রহ্লাদ তখন তাঁহাদিগকে



ক্ৰোধরক্তেক্ষণস্তৌ তু প্রোবাচাস্তরপালকঃ ।

কিং ভবন্ত্যাং সমারকো দন্তো ধর্মবিনাশনঃ ॥ ৭ ॥

ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টং হি সংসারেহস্মিন্ কদাপি হি ।

তপসশ্চরণং তীত্রং তথা চাপশ্চ ধারণম্ ॥ ৮ ॥

বিরোধোহয়ং যুগে চাদ্যে কথং যুক্তং কলিপ্রিয়ম্ ।

ব্রাহ্মণশ্চ তপো যুক্তং তত্র কিং চাপধারণম্ ॥ ৯ ॥

ক জটধারণং দেহে কেযুধী চ বিড়ম্বনৌ ।

ধর্মশ্চাচরণং যুক্তং যুবয়োর্দ্বিভাবয়োঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা নরঃ প্রোবাচ ভারত ! ।

ক। তে চিন্তাত্র দৈত্যেভ্য ! বৃথা তপসি চাবয়োঃ ॥ ১১ ॥

সামর্থ্যে সতি যঃ কুর্য্যাত্তৎ সম্পদ্যেত তস্মৈ হি ।

আবাং কার্যদ্বয়ে মন্দ ! সমর্থৌ লোকবিশ্রুতৌ ॥ ১২ ॥

যুদ্ধে তপসি সামর্থ্যং ত্বং পুনঃ কিং করিষ্যসি ।

গচ্ছ মার্গে যথাকামং কস্মাদত্র বিকথমে ॥ ১৩ ॥

আজগবৎ পিনাকঃ ॥ ৫—৮ ॥

বিরোধোহয়মিতি । তপস্চরণচাপধারণয়োর্ব্রাহ্মণক্সত্রিয়ধর্মদ্বাদেকত্রাবস্থানে বিরোধ ইত্যর্থঃ । অশ্রুতং কলিপ্রিয়ং কলৌ যোগ্যমেতদমুঠানমস্মিন্নাদ্যে সত্যযুগে তু কথং যুক্ত-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

দর্শন করিয়া ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া কহিতে লাগিলেন, তাপসদ্বয় ! আপনাদিগের  
মানসে কি ধর্মবিনাশক দন্ত প্রবেশ করিয়াছে ? আপনারা কখনও কি দর্শন বা শ্রবণ  
করেন নাই যে, এই সংসারে সত্যযুগে তপস্চরণ এবং উগ্রতর পরাসন ধারণ এ উভয়ের  
পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ রহিয়াছে । ইহা কলিকালের উপযুক্ত, সত্যযুগে এ উভয়ের অনুষ্ঠান  
কিভাবে সম্ভব হইতে পারে ? তপস্চরণই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ধর্ম, তবে আপনারা চাপধারণ  
করিতেছেন কেন ? ॥৬—৯॥ বিরোধে জটাতার ধারণই বা কোথায় ? আর বিড়ম্বনা-  
রূপ তুণ ধারণই বা কোথায় ? অতএব, আপনাদের দ্বিভাবসম্পন্ন হইয়া ধর্মোচরণ  
করাই বৃদ্ধিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভরতকৃষ্ণ ! সুনিবর নর প্রজ্ঞাদেব এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া  
কহিলেন, হে দৈত্যেভ্য ! আমাদের এই ভগবত্ব বিষয়ে তোমার বৃথা এত কি চিন্তা পড়ি-  
য়াছে ? ॥১১॥ বাহার সামর্থ্য থাকে তাহার সমস্তই সম্পন্ন হয় ; মন্দবুদ্ধে ! আমরা এই উভয়

ব্রাহ্মণং তেজো দুরারাদ্যং ন স্বং বেদ বিমোহিতঃ ।  
বিপ্রচর্চা ন কর্তব্য। প্রাণিভিঃ স্থখমীপ্সুভিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

তাপসো মন্দবুদ্ধী স্তো যুধাবাং গর্ভমোহিতৌ ।  
ময়ি তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্রে ধর্মসেতুপ্রবর্তকে ॥ ১৫ ॥  
ন যুক্তমেতত্তীর্থেহস্মিন্নধর্মাচরণং পুনঃ ।  
কা শক্তিস্তব যুদ্ধেহস্তি দর্শয়াদ্য তপোধন ! ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ নরস্তং প্রত্যুবাচ হ ।  
যুধ্যস্বাদ্য ময়া সার্কং যদি তে মতিরিদৃশী ॥ ১৭ ॥  
অদ্য তে স্ফোটয়িষ্যামি মূর্খানমস্বরাধম ! ।  
যুদ্ধে শ্রদ্ধা ন তে পশ্চাদ্তবিষ্যতি কদাচন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচস্তস্মৈ দৈত্যেন্দ্রঃ কুপিতস্তদা ।  
প্রহ্লাদো বলবানত্র প্রতিজ্ঞামারুরোহ সঃ ॥ ১৯ ॥

বিরোধোহরমিত্যুক্তং তত্র কিমধিকারাতাবাহা সামর্থ্যাভাবাহা । নাদ্যঃ । উভয়োর-  
প্যভয়ত্রাধিকারাৎ । ন দ্বিতীয়ো যত্র সামর্থ্যাভাবস্তত্র তথাস্ত নাত্র তথাস্তীত্যাহ সামর্থ্যে  
সতীতি ॥ ১২—১৯ ॥

কার্য্যেই উত্তমরূপে সমর্থ, ইহা ত্রিলোকেই বিখ্যাত আছে ॥ ১২ ॥ আমাদের যুদ্ধ ও তপস্শ্রা  
এই উভয় কার্য্যেই সামর্থ্য আছে, তুমি এ বিষয়ে কি করিবে ? এই পথ পরিত্যক্ত রহিয়াছে  
যথেষ্ট গমন কর, এখানে কি নিমিত্ত শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ ? ॥ ১৩ ॥ তুমি মূঢ়বুদ্ধি, সুদূর্বল  
ব্রহ্মভেদে কিরূপে বিদিত হইতে পারিবে ? তুমি জানিও যে যাহারা সুখলাভ করিতে অভি-  
লাষ করেন, তাহাদের ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ের বিচার করা কখনই কর্তব্য নহে ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাপসদয় ! তোমরা মন্দবুদ্ধি এবং যুধা গর্ভে বিমোহিত ; ধর্ম-  
সেতুর প্রবর্তক দৈত্যরাজ আমি এই তীর্থে বিদ্যমান থাকিতে এখানে অধর্মাচরণ যুক্তি-  
যুক্ত হইতেছে না । তপোধন ! তোমার যুদ্ধ বিষয়ে কি শক্তি আছে, তাহা অদ্য আমাকে  
প্রদর্শন করাত ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মুনিবর নর প্রহ্লাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,  
যদি তোমার এইরূপ বুদ্ধিই বটিয়া থাকে তবে আমার সহিত অদ্য যুদ্ধ কর ॥ ১৭ ॥ রে অস্বরা-  
ধম ! অদ্য যুদ্ধ করিয়া আমি তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব, তাহা হইলে তোমার  
আর কখন যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হইবে না ॥ ১৮ ॥

ଯେନ କେନାପ୍ୟୁପାୟେନ ଜେଷ୍ୟାମି ତାବୁତାବପି ।  
ନରନାରାୟଣୋ ନାସ୍ତାରୁଷୀ ତାପସସନ୍ଧିତୋ \* ॥ ୨୦ ॥

ବ୍ୟାସ ଉବାଚ ।

ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ବା ବଚନଂ ଦୈତ୍ୟଃ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟ ଶରାମନମ୍ ।  
ଆକୃଷ୍ୟ ତରମା ଚାପଂ ଜ୍ୟାଶବକଂ ଚକାର ହ ॥ ୨୧ ॥  
ନରୋଽପି ଧନୁରାଦାୟ ଶରାଂଶ୍ଚିତ୍ରାଞ୍ଜିନାମିତାନ୍ ।  
ଯୁଯୋଚ ବହୁଂ କ୍ରୋଧାଂ ଶ୍ରୀହ୍ଲାଦୋପରି ପାର୍ଥିବ ! ॥ ୨୨ ॥  
ତାନ୍ ଦୈତ୍ୟରାଜସ୍ତପନୀୟପୁଞ୍ଜ-  
ଶ୍ଚିଚ୍ଛେଦ ବାଣେନ୍ଦ୍ରମା ମମେତ୍ୟ ।  
ସମୀକ୍ଷ୍ୟ ହିମ୍ବାଂଶଽଚ ନରଃ ସ୍ବୟଂ-  
ନନ୍ଥାନ୍ ଯୁଯୋଚାଶୁ ଋଷାନ୍ଧିତୋ ବୈ ॥ ୨୩ ॥  
ଦୈତ୍ୟାଧିପସ୍ତାନପି ତୀବ୍ରବେଗେ-  
ଶ୍ଚିହ୍ନା ଜଘାନୋରମି ତଂ ଯୁନୀନ୍ଦ୍ରମ୍ ।  
ନରୋଽପି ତଂ ପଞ୍ଚାଭିରାଶୁଗୈଃ  
କ୍ରୁଦ୍ଧୋଽହନଦୈତ୍ୟପତିଂ ଭୃଞ୍ଜାନ୍ତେ ॥ ୨୪ ॥

( ତପାତେ ଇତି ତାପସ୍ତପସ୍ତେନ ସମସ୍ଥିତୋ ॥ ୨୦—୨୨ ॥ )

ସମୀକ୍ଷ୍ୟତି । ନରଃ ସ୍ବୟଂ ଶ୍ଚେନ ତ୍ୟକ୍ତାନ୍ ବାଣାଂଶ୍ଚିହ୍ନାନ୍ ସମୀକ୍ଷ୍ୟତ୍ୟବୟଃ ॥ ୨୩—୨୪ ॥

ବ୍ୟାସ ବଲିଲେନ, ରାଜନ୍ ! ମହାବଳଶାଳୀ ଦୈତ୍ୟରାଜ ଶ୍ରୀହ୍ଲାଦ ଔହାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିয়া କୁମିତ ହইয়া ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲିଲେନ ଯେ, ଯେ କୋନଓ ଉପାୟେ ଏହି ତପସ୍ବୀ ନରନାରାୟଣ ଶ୍ବି-  
ହ୍ବକେ ଯୁଦ୍ଧେ ପରାଜିତ କରିବ ॥ ୨୦—୨୧ ॥ ତତନନ୍ତର ଦୈତ୍ୟରାଜ ଶରାମନ ଗ୍ରହଣ କରିয়া ନବ୍ବ  
ଆକର୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଜ୍ୟାଶବକ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ! ତତ୍ତ୍ବନ ଶ୍ବିବର ନରଓ ଶରାମନ  
ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ କ୍ରୋଧାସ୍ଥିତ ହইয়া ବହୁତର ଶିଳାମାନିତ ଅସ୍ତ୍ର ସକଳ ଶ୍ରୀହ୍ଲାଦେର ଉପର ନିକ୍ଷେପ  
କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥ ୨୨—୨୩ ॥ ଅନନ୍ତର, ଦୈତ୍ୟପତି ନବ୍ବର ହইয়া ଶ୍ବର୍ଣ୍ଣପୁଞ୍ଜ ଧରନିକର ଦ୍ବାରା  
ନରନିକ୍ଷିପ୍ତ ବାଣ ସକଳ ହିମ୍ବାଭିର କରିବା କେଲିଲେନ, ଶ୍ବିବର ନରଓ ନିଜନିକ୍ଷିପ୍ତ ଧର ସକଳ  
ହିମ୍ବ ହইଲ ଦେଖିବା କ୍ରୋଧାସ୍ଥିତ ହইଲେନ ଏବଂ ଅନ୍ତାନ୍ତ ବହୁତର ବାଣ ବର୍ଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥ ୨୪ ॥  
ତତ୍ତ୍ବନ ଦୈତ୍ୟାଧିପତି ଶ୍ରୀହ୍ଲାଦ ତୀବ୍ରବେଗୀ ଧର ଦ୍ବାରା ସେହି ସମସ୍ତ ବାଣ ହିମ୍ବ କରିବା ସେହି ଯୁନି-  
ବରେର ଉରଃହଳେ ଆଘାତ କଲିଲେନ । ନରଓ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହইବା ପଞ୍ଚବାଣ ଦ୍ବାରା ଦୈତ୍ୟରାଜେର ବାହୁଗୁପ୍ତ

সেজ্জাঃ সুরাস্তত্র তয়োহি যুদ্ধং  
 ত্রুষ্ণুং বিমানৈর্গগনস্থিতাশ্চ ।  
 নরশ্চ বীৰ্য্যং যুদ্ধি সংস্থিতশ্চ  
 তে ত্রুষ্ণুর্দৈত্যপতেশ্চ ভূয়ঃ ॥ ২৫ ॥  
 ববর্ষ দৈত্যাধিপ আস্তচাপঃ  
 শিলীমুখানমুধরো যথাপঃ ।  
 গিরৌ নরে চাতিরুষাষিতোহসৌ  
 নরস্তদা গ্লানিমবাপ রাজন্ ! ॥ ২৬ ॥  
 গ্লানিং গতং বীক্ষ্য নরং তদাসৌ  
 নারায়ণঃ ক্রোধযুতো বভূব ।  
 আদায় শাস্ত্রং ধনুরগ্রমেয়ং  
 যুমোচ বাণান্ কিল হেমপুঙ্খান্ ॥ ২৭ ॥  
 বভূব যুদ্ধং তুমুলং তয়োস্ত  
 জ্যৈষিণোঃ পার্থিব ! দেবদৈত্যয়োঃ ।  
 ববর্ষুরাকাশপথে স্থিতান্তে  
 পুষ্পানি দিব্যানি গ্রহৃচ্চিত্তাঃ ॥ ২৮ ॥

( নরশ্চেতি । তে দেবাঃ যুদ্ধি সংগ্রামভূমৌ সমাক্রম্যকারেণ স্থিতশ্চ নরশ্চ দৈত্যাধিপতেঃ  
 প্রহ্লাদশ্চ চ বীৰ্য্যং ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ ত্রুষ্ণুঃ । স্ববর্ণপুষ্পমোক্ষকালে বিপক্ষবাণক্ষেদনকালে চ  
 উভৌ প্রশংসিতবস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ )

অগ্নিরেব সময়ে নারায়ণোহপি ধনুরাদায় যুদ্ধার্থং প্রবৃত্ত ইত্যাহ আদায়েতি ॥ ২৭-২৮ ॥

বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত ইজ্জাদি দেবতাগণ বিমানে  
 আরোহণ করিয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান করত কখন নর ঋষির কখন বা প্রহ্লাদের প্রশংসা  
 করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ দৈত্যরাজ চাপ গ্রহণ করিয়া, মেঘ ষে রূপ পর্বত শৃঙ্গে বারি বর্ষণ  
 করে সেইরূপ মরের উপর অতি রোষভরে নানাবিধ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ;  
 মহারাজ ! সেই সময় নরসুনি প্রহ্লাদের শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অতিশয় গ্লানিযুক্ত  
 হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন নারায়ণ নরকে ক্রান্ত দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অগ্রমের  
 শাস্ত্রাশ্রয় ধারণ করিয়া স্ববর্ণপুষ্প শর সকল মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে  
 পৃথিবীজ ! তখন পরস্পর অরাকাক্ষী নারায়ণ ও প্রহ্লাদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে,  
 দেবগণ আকাশমার্গে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের উপর হৃষ্টচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ



চুকোপ দৈত্যাধিপতির্হরৌ স  
 যুমোচ বাণানতিতীব্রবেগান্ ।  
 চিচ্ছেদ তান্ ধর্মপুত্রঃ স্ত্রীতৈ-  
 র্কুর্বিষ্মুতৈর্কির্শিখৈস্তদাশু ॥ ২৯ ॥

ততো নারায়ণং বাণৈঃ প্রহ্লাদশ্চাতিকর্ষিতৈঃ ।  
 ববর্ষ স্তম্বিতং বীরং ধর্মপুত্রং সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥  
 নারায়ণোহপি তং বেগান্মুতৈর্কির্বাণৈঃ শিলাশিতৈঃ ।  
 ভূতোদাতীব পুরতো দৈত্যানামধিপং স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥  
 সন্নিপাতোহশ্বরে তত্র দিদৃক্ষুর্গাং বভূব হ ।  
 দেবানাং দানবানাঞ্চ কুর্ষতাং জয়ঘোষণম্ ॥ ৩২ ॥  
 উভয়োঃ শরর্ষেণ চ্ছাদিতে গগনে তদা ।  
 দিবাপি রাত্রিসদৃশং বভূব তিমিরং মহৎ ॥ ৩৩ ॥  
 উচুঃ পরম্পরং দেবা দৈত্যাশ্চাতীব বিস্মিতাঃ ।  
 অদৃষ্টপূর্বং যুদ্ধং বৈ বর্ততেহদ্য স্তদারুণম্ ॥ ৩৪ ॥  
 দেবর্ষয়োহিথ গন্ধর্বা যক্ষকিম্বরপন্নগাঃ ।  
 বিদ্যাধরাশ্চারণাশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৫ ॥  
 নারদঃ পর্বতশ্চৈব প্রেক্ষণার্থং স্থিতৌ মুনী ।  
 নারদঃ পর্বতং গ্রাহ নেদৃশং চাভবৎ পুরা ॥ ৩৬ ॥

হরৌ নারায়ণে ॥ ২৯—৩৫ ॥

নেদৃশমিত্যন্ত তারকাস্থরযুদ্ধমিত্যনেনাশ্রয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

করিলেন ॥ ২৮ ॥ দৈত্যরাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত তীব্রবেগে অস্ত্র সকল নিক্ষেপ  
 করিতে আরম্ভ করিলেন । ধর্মপুত্র নারায়ণ ধর্মনির্ভুক্ত স্ত্রীকু স্ত্রী দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই  
 সমস্ত অস্ত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর প্রহ্লাদ স্ত্রীকু শরনিকর দ্বারা, যুদ্ধে  
 অটল সেই বীরবর ধর্মপুত্র নারায়ণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ নারায়ণও  
 শিলাশপিত বাণ সকল বেগতরে নিক্ষেপ করিয়া পুরঃস্থিত দৈত্যপতিকের প্রপীড়িত ও  
 অস্থির করিলেন ॥ ৩১ ॥ এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত 'অশ্বরতলে' দেব ও দৈত্যগণের  
 মহতী জনতা উপস্থিত হইল, তাহারা মধ্যে মধ্যে উভয়ের অস্ত্র ঘোষণা করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ৩২ ॥ উভয়ের শরবর্ষণে গগনমন্ডল আচ্ছাদিত হইলে দিবাভাগও রাত্রিসদৃশ অন্ধকার-  
 ময় হইয়া উঠিল । তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ, অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া পরস্পর কহি-

তারকাস্বরযুদ্ধঞ্চ তথা ব্রতাস্বরশ্চ চ ।

মধুকৈটভয়োৰ্যুদ্ধং হরিণা নেদৃশং কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রহ্লাদঃ প্রবলঃ শূরো যস্মান্নারায়ণেন চ ।

করোতি সদৃশং যুদ্ধং সিদ্ধেনাদ্রুতকৰ্ম্মণা ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দিনে দিনে তথা রাত্রৌ কৃত্বা কৃত্বা পুনঃপুনঃ ।

চক্রভুঃ পরমং যুদ্ধং তৌ তদা দৈত্যতাপসৌ ॥ ৩৯ ॥

নারায়ণস্ত চিচ্ছেদ প্রহ্লাদস্ত শরাসনম্ ।

তরসৈকেন বাণেন স চান্ধক্যনুরাদদে ॥ ৪০ ॥

নারায়ণস্ত তরসা যুদ্ধান্তঞ্চ শিলীমুখম্ ।

তদেব মধ্যতশ্চাপং চিচ্ছেদ লঘুহস্তকঃ ॥ ৪১ ॥

ছিম্নং ছিম্নং পুনর্দৈত্যো ধনুরন্থং সমাদদে ।

নারায়ণস্ত চিচ্ছেদ বিশিখৈরাশু কোপিতঃ ॥ ৪২ ॥

ছিম্নে ধনুষি দৈত্যৈশ্চৈব পরিঘং স সমাদদে ।

জঘান ধর্মজং তূর্ণং বাহোর্মধ্যেহতিকোপনঃ ॥ ৪৩ ॥

( প্রহ্লাদস্ত শূরত্বে কারণমাহ যস্মাদিতি ॥ ৩৮—৪২ ॥

ছিম্নে ধনুষি ইতি । ধনুর্যুদ্ধং পরিভাষ্য পরিঘাদিভিরন্ত্রৈর্নারায়ণং জঘান ॥ ৪৩—৫০ ॥ )

লেন, একরূপ সুদারুণ যুদ্ধ আমরা পূর্বে কখনও দর্শন করি নাই ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তখন দেবর্ষি-  
গণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ, পন্নগগণ, বিদ্যাধরগণ ও চারণগণ, সকলেই অত্যন্ত  
বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ নারদ এবং পর্কত ঋষিও এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত  
উপস্থিত হইয়াছিলেন । দেবর্ষি নারদ পর্কতকে কহিলেন, পূর্বে কখনই একরূপ যুদ্ধ সংঘটিত  
হয় নাই; তারকাস্বরের ও ব্রতাস্বরের যুদ্ধ এবং হরির সহিত মধুকৈটভের যে যুদ্ধ হইয়াছিল  
সে সকল যুদ্ধও একরূপ নহে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ বোধ হইতেছে প্রহ্লাদ অতিশয় বীর্যবান্;  
যেহেতু সিদ্ধপুরুষ অদ্রুতকর্ম্মা নারায়ণের সহিত এ পর্য্যন্তও সদৃশ যুদ্ধই করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তখন সেই দৈত্য ও তাপস নারায়ণ এই দুইজনে দিবসে  
দিবসে ও নিশায় নিশায় পুনঃ পুনঃ পরম ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । তখন নারায়ণ  
একবাণে সমস্ত প্রহ্লাদের শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন প্রহ্লাদও অস্ত্র ধনু গ্রহণ করিলেন;  
লঘুহস্ত নারায়ণ সমস্ত শর নিক্ষেপ করিয়া সেই চাপ মধ্যভাগে ছেদন করিলেন; এইরূপে  
বারংবার শরাসন ছিন্ন করিলে প্রহ্লাদও পুনঃ পুনঃ তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন,  
নারায়ণও অস্ত্র-ধারা তাহা পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯—৪২ ॥ এইরূপে

তমায়াস্তং স বলবান্মার্গগৈর্নবভিষু নিঃ ।  
 চিচ্ছেদ পরিষং ঘোরং দশভিস্তমতাড়য়ৎ ॥ ৪৪ ॥  
 গদামাদায় দৈত্যৈশ্চ সর্বায়সমরীং দৃঢ়াম্ ।  
 জাম্বুদেশে জঘানাস্ত দেবং নারায়ণং রুঘা ॥ ৪৫ ॥  
 গদয়া চাপি গিরিবৎ সংস্থিতঃ স্থিরমানসঃ ।  
 ধর্মপুত্রোহতিবলবান্মোচাস্ত শিলীমুখান্ ॥ ৪৬ ॥  
 গদাং চিচ্ছেদ ভগবাংস্তদা দৈত্যপতেদৃঢ়াম্ ।  
 বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ প্রেক্ষকা গগনে স্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥  
 স তু শক্তিং সমাদায় প্রহ্লাদঃ পরবীরহা ।  
 চিক্রেপ তরসা ক্রুদ্ধো বলান্মারায়ণোরসি ॥ ৪৮ ॥  
 তামাপতন্তীং সংবীক্য বাণেনৈকেন লীলয়া ।  
 সপ্তধা কৃতবানাস্ত সপ্তভিস্তং জঘান হ ॥ ৪৯ ॥  
 দিব্যবর্ষসহস্রস্ত তদ্বুদ্ধং পরমং তয়োঃ ।  
 জাতং বিস্ময়দং রাজন্ ! সর্বেষাং তত্র চাপ্রমে ॥ ৫০ ॥  
 তদাজগাম তরসা পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ।  
 প্রহ্লাদস্তাশ্রমং তত্র জগাদ চ গদাধরঃ ।  
 চতুর্ভুজো রমাকান্তো রথাস্তগদপদ্যভূৎ ॥ ৫১ ॥

---

আজগাম জগাদ চ প্রহ্লাদং প্রতি ভাবিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

---

সমস্ত ধর্ম ছিন্ন হইলে পর, দৈত্যরাজ পরিষ ধারণ করিলেন এবং অতিশয় ক্রুপিত হইয়া  
 নারায়ণের বাহর মধ্যে সত্বর নিক্ষেপ করিলেন । বলবীর্ঘ্যবান্ ভগবান্ নারায়ণ সেই ঘোর-  
 তর পরিষ আসিতেছে দেখিয়া সত্বর নর বাণ নিক্ষেপ পূর্বক তাহা ছিন্ন করিলেন এবং  
 দশটা বাণ দ্বারা প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪০—৪৪ ॥ অনন্তর, প্রহ্লাদ লৌহময়ী সুদৃঢ়া  
 গদা গ্রহণ পূর্বক রোষভরে নারায়ণের জাম্বুদেশ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন ।  
 অতিশয় বলবান্ ধর্মবন্ধন গদা দর্শনেও স্থিরমানস ও গিরির জ্ঞান অচল ভাবে অবস্থিত  
 থাকিয়া সত্বর শরজাল বর্ষণ দ্বারা দৈত্যপতির সেই দৃঢ় গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।  
 তখন গগনস্থিত দর্শকগণ অত্যন্ত বিস্ময়াবিত হইয়াছিলেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ তখন শক্রবিনাশী  
 প্রহ্লাদ, ক্রুপিত হইয়া শক্তি গ্রহণ পূর্বক সত্বর নারায়ণের উরঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তীব্রবেগে  
 নিক্ষেপ করিলেন । সেই শক্তি আসিতেছে দর্শন করিয়া নারায়ণ এক শর দ্বারা অবলীলায়  
 তাহা সপ্তভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সপ্ত শর দ্বারা সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করি-

দৃষ্টা তমাগতং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ সূতঃ ।  
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা প্রাজ্ঞলিঃ প্রত্যাচ হ ॥ ৫২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেবদেব ! জগন্নাথ ভক্তবৎসল মাধব ! ।  
কথং ন জিতবানাজাবহমেতো তপস্বিনো ॥ ৫৩ ॥  
সংগ্রামস্তু ময়া দেব ! কৃতঃ পূর্ণং শতং সমাঃ ।  
সুরাণাং ন জিতৌ কস্মাদিতি মে বিশ্বয়ো মহান্ ॥ ৫৪ ॥  
বিষ্ণুরুবাচ ।

সিদ্ধাবিমৌ মদংশৌ চ বিস্ময়ঃ কোহত্র মারিস ! ।  
তাপসৌ ন জিতান্নানৌ নরনারায়ণৌ জিতৌ ॥ ৫৫ ॥  
গচ্ছ ত্বং বিতলং রাজন্ ! কুরু ভক্তিং মমাচলাম্ ।  
নাভ্যাং কুরু বিরোধং ত্বং তাপসাভ্যাং মহামতে ! ॥ ৫৬ ॥

( হিরণ্যকশিপোঃ সূতঃ প্রহ্লাদঃ । তং বিষ্ণুম্ ॥ ৫২—৫৩ ॥ )  
সুরাণাং সূরৈঃ সাকমিত্যর্থঃ । ময়া শতং সমাঃ । শতসংবৎসবং সংগ্রামঃ কৃত এতা-  
দৃশেন শূরেণ ময়া কস্মাক্ষেতোর্ন জিতাবিতি মহাবিস্ময়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥  
( জিতান্নানৌ তাপসৌ নরনারায়ণৌ ন জিতাবিত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥ )

লেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ এইরূপে সেই আশ্রমে প্রহ্লাদ ও নারায়ণের দিব্য সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া  
সর্বজীবের পরম বিশ্বয়কব ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥ তখন পীতবাসা চতুর্ভূজ গদাধর  
সত্ত্বর প্রহ্লাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন । হিরণ্যকশিপুপুত্র  
প্রহ্লাদ, চতুর্ভূজ রমাকান্ত, পদ্মধারী চক্রধর নারায়ণকে সেইখানে সমাগত দেখিয়া, পরম  
ভক্তিসহকারে প্রণাম পুরঃসর কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫১—৫২ ॥

হে দেবদেব ! আপনি জগন্নাথ ও ভক্তবৎসল, হে মাধব ! আমি দিব্য পূর্ণ শতবর্ষ  
ধরিয়া সংগ্রাম করিলাম তথাপি এই তপস্বী ছই জনকে সমরে পরাজয় করিতে পারিলাম  
না কেন ? এ বিষয়ে আমার মহান্ বিশ্বয় জন্মিয়াছে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, হে কামাশীল ! এই নরনারায়ণ ঋষিধ্বজ, সিদ্ধ তাপস, জিতান্না এবং  
আমার অংশসুভূত ; এজন্ত তুমি ইহাদিগকে পরাজয় করিতে পার নাই, তাহাতে আর  
বিশ্বয় কি আছে ? হে রাজেন্দ্র ! তুমি এক্ষণে পাতালে গমন কর এবং আমার প্রতি  
সেইরূপ অচলাভক্তি কর । হে মহামতে ! তাপস ঘরের সহিত তুমি আর বিরোধ  
করিও না ॥ ৫৫—৫৬ ॥



ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাঙ্কণ্ডো দৈত্যরাজো নির্ঘাবহুরৈঃ সহ ।  
নরনারায়ণৌ ভূয়স্তপোযুক্তৌ বভূবুঃ ॥ ৫৭ ॥\*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
নরনারায়ণাভ্যাং সহ প্রহ্লাদস্ত সমরবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

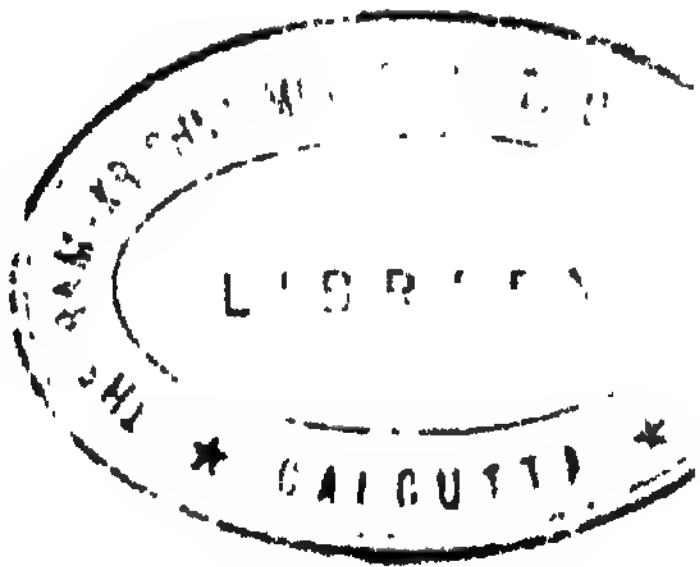
( দৈত্যরাজঃ প্রহ্লাদঃ অসুরৈঃ সহ নির্ঘবৌ নরনারায়ণাভ্যাদিত্তি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥ )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অসুর-  
গণের সহিত তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং নরনারায়ণ দ্বয় ও পুনর্বার তপস্যায় মনো-  
নিবেশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদ ও নরনারায়ণের সংগ্রাম  
বর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

\* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্ধ পঞ্চাশৎ শ্লোকঃ ।



## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহানত্র পরাশর্য্য ! কথানকে ।  
নরনারায়ণৌ শান্তৌ বৈষ্ণবাংশৌ তপোধনৌ ॥ ১ ॥  
তীর্থাশ্রয়ৌ সত্ত্বযুক্তৌ বচাশনপরৌ সদা ।  
ধর্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তাপসৌ সত্ত্বসংস্থিতৌ ॥ ২ ॥  
কথং রাগসমায়ুক্তৌ জাতৌ যুদ্ধে পরম্পরম্ ।  
সংগ্রামং চক্রতুঃ কস্মাৎ ত্যক্তা তপিমমুত্তমাম্ ॥ ৩ ॥  
প্রহ্লাদেন সমং পূর্ণং দিব্যবর্ষশতং কিল ।  
হিঙ্গা শান্তিসুখং যুদ্ধং কৃতবন্তৌ কথং যুনী \* ॥ ৪ ॥  
কথং তৌ চক্রতুর্যুদ্ধং প্রহ্লাদেন সমং যুনী ।  
কথয়স্ব মহাভাগ ! কারণং বিগ্রহস্ত বৈ ॥ ৫ ॥

পরশক্তিবধ শ্রোতৈর্হরয়ে ভৃগুণা পুনঃ ।

শাপো দত্তো বতঃ কৃষ্ণো জাত ইত্যোতদীর্ঘতে ॥

পূর্বাধ্যায়স্থকথাং শ্রুত্বাসম্ভাবিতমেতদিতি পুনঃ পুনর্বিমৃশ্ত সংশয়বান্ পৃচ্ছতি জনমে-  
জয়ঃ সন্দেহোহয়মিতি ॥ ১—২ ॥

তপিং তপিক্রিয়াম্ ॥ ৩ ॥

বর্ষশতমিতি । অত্র তথোক্তরত্ন যুদ্ধস্ত শতসংবৎসরপরিমাণকত্বোক্ত্যা পূর্বত্র দিব্যং  
সহস্রং স্থিত্যত্র সহস্রশব্দোহনেকপর্যায়ো বহুনামনুরোধস্ত ত্রায়াহাৎ ॥ ৪—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে পরাশরনন্দন ! আপনার পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার  
মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে । নরনারায়ণ দুইজন ধর্মপুত্র, তপোধন, শান্ত, বিষ্ণুর অংশ, তীর্থা-  
শ্রয়ী, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, সতত বন্যফলমূলাহারী মহাত্মা তাপস ও সত্যনিষ্ঠ, হইয়া কি রূপে  
সংগ্রামে একরূপ অমুরাগবান্ হইয়াছিলেন ? এবং কি হেতুই বা পরমকল্যাণকরী তপস্তা  
পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । কি  
জন্তুই বা শান্তি সুখ পরিত্যাগ পূর্বক একরূপ দুঃখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥১—৪॥ হে  
মহাভাগ যুনিবর ! কি নিমিত্ত তাঁহারা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? আপনি সেই

\* ইদৃশৌ চেদ্বনৌ জেতুং ন শক্তৌ যুনিসত্তমৌ । মাদৃশানাক কা বার্তা সমে গুণসমুত্তবে ।  
ন রাজ্যার্থে ন অব্যার্থে ন নরাণাং সমাগমে । ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

কামিনী কনকং কার্যং কারণং বিগ্রহস্ত বৈ ।  
 যুদ্ধবুদ্ধিঃ কথং জাতা তয়োশ্চ তদ্বিরক্তয়োঃ ॥ ৬ ॥  
 তথাবিধং তপস্তপ্তং তাভ্যাং কেন হেতুনা ।  
 মোহার্হং স্তব্ধভোগার্হং স্বর্গার্হং বা পরস্তপ ! ॥ ৭ ॥  
 কৃতমভ্যুৎকটং তাভ্যাং তপঃ সর্বকলপ্রদম্ ।  
 মুনিভ্যাং শাস্তিচিন্তাভ্যাং প্রাপ্তং কিং ফলমদ্ভুতম্ ॥ ৮ ॥  
 তপসা পীড়িতো দেহঃ সংগ্রামেন পুনঃপুনঃ ।  
 দিব্যবর্ষশতং পূর্ণং শ্রমেণ পরিপীড়িতো ॥ ৯ ॥  
 ন রাজ্যার্থে ধনে বাপি ন দারেষু গৃহেষু চ ।  
 কিমর্থস্ত কৃতং যুদ্ধং তাভ্যাং তেন মহাত্মনা ॥ ১০ ॥  
 নিরীহঃ পুরুষঃ কস্মাৎ প্রকুর্যাদযুদ্ধমীদৃশম্ ।  
 দুঃখদং সর্বথা দেহে জানন্ ধর্ম্যং সনাতনম্ ॥ ১১ ॥  
 স্তবুদ্ধিঃ স্তব্দানীহ কস্মাণি কুরুতে সদা ।  
 ন দুঃখদানি ধর্ম্যজ্ঞ ! স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ১২ ॥  
 ধর্ম্যপুঞ্জো হরেরংশো সর্বজ্ঞো সর্বভূষিতো ।  
 কৃতবস্তো কথং যুদ্ধং দুঃখং ধর্ম্যবিনাশকম্ ॥ ১৩ ॥

( যুদ্ধবুদ্ধিরিতি । তদ্বিরক্তয়োঃ কামিনীকনকাদ্যাহুর্মাধবচিত্রয়োঃ ॥ ৬—১০ ॥

নিরীহ ইতি । নিরীহঃ বিষয়বাসনাপরিহারাত তচ্চেষ্টারহিত ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥ )

বিগ্রহের কারণ আমার নিকট বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন ॥ ৫ ॥ কামিনী স্বর্ণ অথবা অগ্নি  
 কোন বৈষয়িক কার্য বিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে ; কিন্তু, নরনারায়ণ মুনিষয় এ সমস্ত  
 বিষয়েই বিরাগী, তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, তবে তাঁহাদের  
 যুদ্ধবুদ্ধি কেন জন্মিয়াছিল ? ॥ ৬ ॥ হে তপোধন ! তাঁহারা কেনই বা সেইরূপ তপস্তার অনু-  
 ঠান করিয়াছিলেন ? হে মুনিষয় ! তাঁহারা পরের মোহার্হ অথবা স্তব্ধভোগার্হ কিংবা  
 স্বর্গলাভার্থ এই উৎকট সর্বকলপ্রদ কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন ? আর এই শাস্তিচিন্তা  
 মুনিষয় তপস্তার কি অদ্ভুত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৭—৮ ॥ তাঁহারা তপস্তায় শীর্ণ দেহ  
 হইয়াও পূর্ণ দিব্য সহস্রবর্ষের পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়া, শ্রম ব্যস্ত পরিপীড়িত হইয়া-  
 ছিলেন না কি ? ॥ ৯ ॥ তাঁহারা রাজ্যলাভার্থ বা ধনলাভার্থ অথবা বনিতালাভের নিমিত্ত  
 অথবা কোনও গৃহকার্যের নিমিত্ত একপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন মাই, তবে কি নিমিত্ত তাহারা  
 সেই মহাত্মা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? ॥ ১০ ॥ নিরীহ পুরুষ, ধর্মকে সনাতন  
 জানিয়াও কি নিমিত্ত একপ দেহদুঃখপ্রদ যুদ্ধে সর্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইবেন ? ॥ ১১ ॥ হে ধর্মজ্ঞ !

ত্যক্ত্বা তপঃসমাধিং তং স্থথারামং মহৎফলম্ ।  
 সংযুগং দাক্ষণং কৃষ্ণ ! নৈব মূৰ্খোহপি বাঞ্ছতি ॥ ১৪ ॥  
 ক্ষতো ময়া যযাতিস্তু চ্যুতঃ স্বর্গাৎ মহীপতিঃ ।  
 অহঙ্কারভবাৎ পাপাৎ পাতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৫ ॥  
 যজ্ঞকৃদানকর্তা চ ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
 শকোচ্চারণমাত্রেন পাতিতো বজ্রপাণিনা ॥ ১৬ ॥  
 অহঙ্কারমূতে যুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ।  
 কিং ফলং তস্য যুদ্ধস্য মূনেঃ পুণ্যবিনাশনম্ ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ ! সংসারমূলং হি ত্রিবিধং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।  
 অহঙ্কারস্ত সর্বজ্ঞৈর্মুনিভির্ধর্মনিশ্চয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ! তত্রৈবং সতি কারণান্তরাভাবাদ্যদ্যুদ্ধং কৃতং তৎ কেবলমহ-  
 ক্বারেণৈব কৃতমিতি নিশ্চীয়তে তদপাতিদোষকরম্ । অহঙ্কারেন কৃতস্তাতিদোষাধায়কত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

কিং তত্র প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ ক্ষতো ময়েতি ॥ ১৫ ॥

কীদৃশোহহঙ্কারস্তেতি চেত্তত্রাহ শকোচ্চারণমাত্রেনেতি । ময়া জ্যোতিষ্ঠোমঃ কৃতো  
 ময়াশ্বমেধঃ কৃত ইতি সাত্তিনিবেশঃ কৰ্ম্মণামভিলাষঃ কৃতস্তাদৃশশকোচ্চারণমাত্রেনৈ-  
 বেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নহু তেন যযাতিনাহঙ্কারঃ কৃতোহস্ত নরনারায়ণাভ্যাং স্বহঙ্কারো ন কৃত ইতি চেত্তত্রাহ  
 অহঙ্কারমূত ইতি । নিশ্চয় ইত্যত্র ইতীতিশেষঃ । কিঞ্চ কিম্ফলমিতি তপোবলেন কৃতে  
 যুদ্ধে পুণ্যবিনাশস্ত স্পষ্টত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

সুবুদ্ধি ব্যক্তি সততই সুখপ্রদ কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই দুঃখপ্রদ কৰ্ম্ম করেন না,  
 ইহাই সনাতনী সংসারমৰ্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥ ধর্মপুত্রস্বয় হরির অংশ, সর্বজ্ঞ ও  
 সর্বসম্পদে বিভূষিত, তবে তাঁহারা দুঃখকর ও ধর্মনাশক সংগ্রামে কেন প্রবৃত্ত হইয়া-  
 ছিলেন ? ॥ ১৩ ॥ হে মহর্ষে ! ইহ সংসারে মূর্খ ব্যক্তিও তাদৃশ সুখ ও আরাম জনক এবং  
 সর্বকলপ্রদ তপস্তা ও সমর্পণ পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষণ দুঃখদায়ক যুদ্ধ কামনা করে না ॥ ১৪ ॥  
 আমি শুনিয়াছি মহীপতি যযাতি যজ্ঞ দান ও ধর্মনিরত রাজা হইয়াও অহঙ্কারজনিত পাপ  
 হেতুই স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ আমি অশ্ব-  
 মেধাদি যজ্ঞের অকুষ্ঠানকর্তা ইত্যাদি অহঙ্কার স্বচক শকোচ্চারণমাত্রই বজ্রপাণি ইন্দ্র  
 তাহাকে পাতিত করিয়াছিলেন, অতএব অহঙ্কার ব্যতিরেকে যুদ্ধ সংঘটিত হয় না, ইহাই  
 হিরনিশ্চয় । হে মুনে ! মুনিগণের দেহবল নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে তপোবল দ্বারাই  
 যুদ্ধ করিতে হয় ; অতএব মুনিগণ যুদ্ধ করিলে তপোবিনাশ ব্যতিরেকে আর তাহাতে কি  
 ফল কলিতে পারে ? ॥ ১৬—১৭ ॥



স কথং মুনিনা ত্যক্তুং যোগ্যো দেহভূতা কিল ।  
 কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥  
 তপো দানং তথা যজ্ঞাঃ সাধ্বিকাং প্রভবন্তি তে ।  
 রাজসাদ্ধা মহাভাগ ! তামসাং কলহস্তথা ॥ ২০ ॥  
 ক্রিয়া স্বল্পাপি রাজেন্দ্র ! নাহঙ্কারং বিনা কচিৎ ।  
 শুভা বাপ্যশুভা বাপি প্রভবত্যপি নিশ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥  
 অহঙ্কারাদবন্ধকারী নাশ্চোহস্তি জগতীতলে ।  
 তেনেদং রচিতং বিশ্বং কথং তদ্রহিতং ভবেৎ ॥ ২২ ॥  
 ব্রহ্মা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরহঙ্কারযুতাস্থমী ।  
 অশ্বেষাং চৈব কা বার্তা মুনীনাং বসুধাধিপ ! ॥ ২৩ ॥  
 অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং ভ্রমতীদং চরাচরম্ ।  
 পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুঃ সর্বং কৰ্ম্মবশানুগম্ ॥ ২৪ ॥

ত্রিবিধঃ সাধ্বিকাদিতেদেন ॥ ১৮ ॥

কারণেন বিনেতি । কারণেনাহঙ্কারেণ বিনা রহিতং কার্য্যং জগজ্জপং নৈব ভবতীতি নিশ্চয়স্তম্ভাদ্রাজ্ঞস্তয়া বহ্বিনিশ্চিতমহঙ্কারযুতে বুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয় ইতি তৎ সমাগেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

বদ্যচ্ছেদিতং তৎ সৰ্ব্বমহঙ্কারেণৈবেত্যাহ তপো দানমিতি ॥ ২০ ॥

( ক্রিয়েতি । জগতোহহঙ্কারকারণেনৈবানুসৃত্যাহ স্বল্পাপি ক্রিয়া অহঙ্কারযুতে ন ভবতীত্যর্থঃ । শুভা কল্যাণদায়িকা সাধ্বিকেতি ভাবঃ ॥ ২১—২৪ ॥ )

বাস বলিলেন, রাজন্ ! ধৰ্ম্মে নিশ্চিতমতি সৰ্ব্বজ্ঞ মুনিগণ সাধ্বিক, রাজস ও তামস এই  
 ত্রিবিধ অহঙ্কারকেই সংসারের কারণ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ অতএব, মুনিগণ  
 দেহধারী হইয়া সেই অহঙ্কারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন । কারণ ব্যতি-  
 রেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥ ১৯ ॥ হে মহাভাগ ! সাধ্বিক  
 অহঙ্কার হইতে তপস্তা দান ও যজ্ঞ এবং রাজস বা তামস অহঙ্কার হইতে কলহের উৎপত্তি  
 হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হে রাজেন্দ্র ! অহঙ্কার ব্যতিরেকে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে  
 শূন্য মাত্রও ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না । শুভই হউক আর অশুভই হউক অহঙ্কার হইতেই তাহা  
 উৎপন্ন হয় ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ২১ ॥ এই জগতীতলে অহঙ্কার ব্যতিরেকে  
 আর অস্ত কোনও বন্ধনকারক বস্তু নাই । অহঙ্কার কর্তৃক এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে,  
 অতএব ইহা কিরূপে অহঙ্কার-বিরহিত হইতে পারে ? ॥ ২২ ॥ হে রাজন্ ! যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু  
 এবং রুদ্র, ইহারাও অহঙ্কারযুক্ত, তখন ইহাদের হইতে তির্য্যসামান্য মুনিগণ যে অহঙ্কারযুক্ত  
 হইবেন তদ্বিবশে আর কি কথা আছে ? ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার কর্তৃক আবৃত হইয়া এই চরাচর

দেবতিথ্যামুয্যাগাং সংসারেহস্মিন্মহীপতে ! ।  
 রথাস্রবদসর্বার্থং ভ্রমণং সর্বদা স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥  
 বিষ্ণোরপ্যবতারাণাং সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্ ।  
 বিততেহস্মিংশ্চ সংসার উত্তমাধমযোনিষু ॥ ২৬ ॥  
 নারায়ণো হরিঃ সাক্ষাৎ মাৎস্যঃ বপুরুপাশ্রিতঃ ।  
 কামঠঃ শৌকরকৈব নারসিংহঞ্চ বামনম্ ॥ ২৭ ॥  
 যুগে যুগে জগন্নাথো বাসুদেবো জনার্দনঃ ।  
 অবতারানসংখ্যাতান্ করোতি বিধিসম্মিতঃ ॥ ২৮ ॥  
 বৈবস্বতে মহারাজ ! সপ্তমে ভগবান্ হরিঃ ।  
 মন্বন্তরেহবতরান্ বৈ চক্রে তাঙ্গু তত্বতঃ ॥ ২৯ ॥  
 ভৃগুশাপান্নমহারাজ ! বিষ্ণুর্দেববরঃ প্রভুঃ ।  
 অবতারাননেকাংশ্চ কৃতবানখিলেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

রাজোবাচ ।

সন্দেহোহয়ং মহাভাগ ! হৃদয়ে মম জায়তে ।  
 ভৃগুণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ কথং শপ্তঃ পিতামহ ! ॥ ৩১ ॥  
 হরিণা চ মুনেস্তস্য বিপ্রিয়ং কিং কৃতং মুনে ! ।  
 যদ্রোষাভৃগুণা শপ্তো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

ভ্রমণং সর্বদা স্মৃতমিতি । অহঙ্কারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বিষ্ণোরপ্যবতারাণামিতি । অহঙ্কারাভিনিবেশাদেব বিষ্ণোরবতারা যে জাতান্তেষাং সংখ্যামিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

বিশ্ব পরিলম্বণ করিতেছে । পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই কৰ্ম্মবশেই নিম্পন্ন হই-  
 তেছে ॥ ২৫ ॥ হে মহীশ্র ! দেবতা তিথ্যক্ ও মনুষ্যাগণ এই সংসারে রথচক্রের স্রাব সততই  
 পরিলম্বণ করিতেছে ॥ ২৬ ॥ এই সুবিস্তীর্ণ সংসারে উত্তম ও অধম যোনিতে ভগবান বিষ্ণুর  
 অবতারের সংখ্যা কে কত হইতেছে তাহাই বা কে জানিতে পারে ? ॥ ২৭ ॥ সাক্ষাৎ নারায়ণ  
 হরি, বিধিকর্তৃক নিগমিত হইয়া মৎস্য, কূর্ম্ম, শূকর, নৃসিংহ ও বামন দেহ আশ্রয় করিয়া-  
 ছিলেন ॥ ২৭ ॥ বাসুদেব জগন্নাথ জনার্দন যুগে যুগে অসংখ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥  
 মহারাজ ! বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে, ভগবান্ হরির যে সকল অবতার হইয়াছিল  
 তৎসমুদায় বখাতব্য শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥ হে রাজেন্দ্র ! দেবতাপ্রবর অখিলেশ্বর বিহু বিষ্ণু,  
 ভৃগু-শাপহেতু অনেক বার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

বাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! অবক্ষ্যামি ভূগোঃ শাপস্ত্য কারণম্ ।  
 পুরা কণ্ঠপদারাদৌ হিরণ্যকশিপূর্বপঃ ॥ ৩৩ ॥  
 যদা তদাস্তরৈঃ সার্কং কৃতং সন্ধ্যাং পরম্পরম্ ।  
 কৃতে সন্ধ্যা জগৎ সৰ্বং ব্যাকুলং সমজায়ত ॥ ৩৪ ॥  
 হতে তস্মিন্মূপে রাজা প্রহ্লাদঃ সমজায়ত ।  
 দেবান্ স পীড়য়ামাস প্রহ্লাদঃ শত্রুকর্ষণঃ ॥ ৩৫ ॥  
 সংগ্রামো হভবদেবারঃ শত্রুপ্রহ্লাদয়োস্তদা ।  
 পূর্ণং বর্ষশতং রাজংলোকবিস্ময়কারকঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দেবৈর্যুদ্ধং কৃতং চোত্রং প্রহ্লাদস্ত পরাজিতঃ ।  
 নির্বেদং পরমং প্রাপ্তো জ্ঞাত্বা ধর্মং সনাতনম্ ॥ ৩৭ ॥  
 বিরোচনস্ততং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য বলিং নৃপ ! ।  
 জগাম স তপস্তপ্তং পর্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৩৮ ॥  
 প্রাপ্য রাজ্যং বলিঃ শ্রীমান্ স্তরৈর্কৈরং চকার হ ।  
 ততঃ পরম্পরং যুদ্ধং জাতং পরমদারুণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রব্রীজমুপগত্য রাজোবাচ সন্দেহোহয়মিতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ ! আমার হৃদয়ে আবার এক মহাসংশয় উৎপন্ন হইল, ভগবান্ ভৃগু বিজ্ঞকে কি হেতু অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ? ॥ ৩১ ॥ হে মুনে ! ভগবান্ হরিই বা তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, যদ্বারা দেবতাগণের নমস্কৃত জনার্দন বিজ্ঞ ভৃগুকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৩২ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! ভৃগুর অভিশাপ প্রদানের কারণ কহিতেছি শ্রবণ করুন । পূর্বকালে কণ্ঠপদার রাজা হিরণ্যকশিপু যখন তখন সুরগণের সহিত সমর করিতেন । এইরূপ নিরন্তর সংগ্রামে অধিল জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তদনন্তর দৈত্যপতি নৃসিংহকর্তৃক নিহত হইলে শত্রুতাপন প্রহ্লাদ রাজা হইয়া পিতৃশত্রু দেবগণকে পরিপীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন দেবরাজ ও দৈত্যরাজের শতবৎসর ব্যাপিয়া লোকবিস্ময়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! এই যুদ্ধে দেবতারা ই উগ্রতর যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইয়াছিলেন । তখন প্রহ্লাদ অভিশপ্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়া বিরোচনপুত্র বলিকে রাজ্য প্রদান পূর্বক তপস্তা করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ বলিও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে লাগিল । অনন্তর, পরম্পর

ততঃ সুরৈর্জিতা দৈত্যা ইন্দ্রেণামিততেজসা ।

বিষ্ণুনা চ সহায়েন রাজ্যভ্রষ্টাঃ কৃতা নৃপ ! ॥ ৪০ ॥

ততঃ পরাজিতা দৈত্যাঃ কাব্যস্ত শরণং গতাঃ ।

কিং ত্বং ন কুরুষে ব্রহ্মন্ ! সাহায্যং নঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪১ ॥

স্বাতুং ন শরুমো হত্র প্রবিশামো রসাতলম্ ।

যদি ত্বং ন সহায়োহসি ত্রাতুং মন্ত্রবিদুভমঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ সোহব্রবীদৈত্যান্ কাব্যঃ কারুণিকো মুনিঃ ।

মা ভৈকে ধারয়িষ্যামি তেজসা স্মেন ভোহসুরাঃ ॥ ৪৩ ॥

মন্ত্রৈস্তথৌষধীভিশ্চ সাহায্যং বঃ সদৈব হি ।

করিষ্যামি কৃতোৎসাহা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তে নির্ভয়া জাতা দৈত্যাঃ কাব্যস্ত সংশ্রয়াৎ ।

দেবৈঃ শ্রুতস্তু বৃদ্ধান্তঃ সর্বশ্চারমুখাৎ কিল ॥ ৪৫ ॥

যদেতি । অতবদিতিশেষঃ । সন্ধ্যাং যুদ্ধম্ ॥ ৩৭—৪৬ ॥

যৌরতর সংগ্রাম চলিলে সুরগণ অসুরগণকে পরাজিত করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর অমিততেজা ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্যগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলেন পরাজিত দৈত্যগণ কুলশুরু শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্ ! আপনি তপোবলসম্পন্ন ও প্রতাপবান্, আপনি দৈত্যকুলের সাহায্য করিতেছেন না কেন ? হে মন্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য ! আপনি আমাদের পবিত্রাণের নিমিত্ত যদি সহায়তা না করেন তবে আর আমরা অবনীতলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমাদের শীঘ্রই রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ বলিলে পর পরম করুণাময় মুনিবর শুক্র তাহাদিগকে কহিলেন, দৈত্যগণ ! তোমরা ভয় করিও না, আমি স্বীয় তেজ দ্বারা তোমাদিগকে রক্ষা করিব এবং মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব ; তোমরা উৎসাহান্বিত হও এবং মনের দুঃখ ও সন্তাপ দূর কর ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তদনন্তর দৈত্যগণ শুক্রের আশ্রয় লাভ করিয়া নির্ভয় হইল । দেবগণ এই সমস্ত বৃদ্ধান্ত চারমুখে অবগত হইলেন এবং ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন যে, দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রের প্রভাবে আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত না কবিত্তে



তত্র সংমজ্জ্য তে দেবাঃ শক্রেণ চ পরম্পরম্ ।  
 মজ্জং চক্ৰুঃ স্ত্রুসংবিগ্নাঃ কাব্যমজ্জপ্রভাবতঃ ॥ ৪৬ ॥  
 যোদ্ধুং গচ্ছামহে তূর্ণং যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ।  
 প্রসহ্য হত্বা শিষ্ঠাংস্তু পাতালং প্রাপয়ামহে ॥ ৪৭ ॥  
 দৈত্যান্ জগ্মুস্ততো দেবাঃ সংরুদ্ধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।  
 জগ্মুস্তান্ বিষ্ণুসহিতা দানবান্ হরিণোদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥  
 বধ্যমানাস্তু তে দৈত্যাঃ সস্ত্রস্তা ভয়পীড়িতাঃ ।  
 কাব্যস্ত শরণং জগ্মু রক্ষ রক্ষেতিচাববন্ ॥ ৪৯ ॥  
 তান্ শুক্রঃ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা দৈবৈদৈত্যান্মহাবলান্ ।  
 মা ভৈক্ষেতি বচঃ প্রাহ মস্ত্রৌষধবলাধিভুঃ ।  
 দৃষ্ট্বা কাব্যং সুরাঃ সর্বে ত্যক্ত্বা তান্ প্রযয়ুঃ কিল ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতোয়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 বিষ্ণুঃ প্রতি ভৃগুশাপস্ত প্রব্রীজকণনঃ নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ইতি । যাবদৈত্যা মন্ববলেনাস্তান্ মহানাজ্যাবয়ন্তি তাবদি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

তান্ প্রযয়ুঃ কিলেতি । তান্নৈত্যানিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিতেই আমরা অভিসরর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করি । এইরূপে সহসা  
 আক্রমণ করত বিনাশ করিয়া অবশিষ্ট অশুরদিগকে পাতালতলে প্রবেশ করাইব ॥ ৪৬-৪৭ ॥  
 দেবগণ এইরূপ মজ্জণা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক রোষভরে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ  
 করিতে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত দৈত্যদিগকে বিনাশ  
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ এইরূপে দেবগণ দৈত্যগণকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা  
 ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ‘হে প্রভু রক্ষা করুন রক্ষা করুন’ এই বলিয়া শুক্রের শরণাগত  
 হইল ॥ ৪৯ ॥ শুক্রাচার্য্য সেই মহাবল দৈত্যগণকে দেবগণ কর্তৃক পরিপীড়িত দেখিয়া  
 মস্ত্রৌষধ প্রভাবে ‘তর নাই, তর নাই’ এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন । অনন্তর,  
 দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া অশুরগণকে পরিত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব হানে প্রস্থান  
 করিলেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
 ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপপ্রদানের প্রস-  
 বীজ বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## একাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তথা গতেষু দেবেষু কাব্যস্তান্ প্রভুবাচ হ ।  
ব্রহ্মণা পূৰ্ব্বযুক্তং যচ্ছৃণুধ্বং দানবোত্তমাঃ ॥ ১ ॥  
বিষ্ণুর্দৈত্যবধে যুক্তো হনিষ্যতি জনার্দনঃ ।  
বারাহরূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ ॥ ২ ॥  
যথা নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ।  
তথা সর্বান কৃতোৎসাহো হনিষ্যতি ন চান্তথা ॥ ৩ ॥  
ন মে মন্ত্রবলং সম্যক্ প্রতিভাতি যথা হরিম্ ।  
জ্যেতুং যুয়ং সমর্থাঃ স্ম ময়া ত্রাতাঃ সুরানথ ॥ ৪ ॥  
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ধ্বং কিয়ন্তং দানবোত্তমাঃ ।  
অহমদ্য মহাদেবঃ মন্ত্রার্থং প্রব্রজামি বৈ ॥ ৫ ॥

সপ্তাদিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈঃ শুক্লধ্ববেবধ ।

মন্ত্রলভার্থগমনকথা সমাগিহোচ্যতে ॥

এবং কাব্যমন্ত্রসামর্থ্যবশাদেবেষু গতেষু ততো দৈত্যানাহুয় কাব্য উবাচেত্যাহ তথা-  
গতেষু ॥ ১—২ ॥

ন চান্তথেষু কৃত্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তস্মাৎসৈতর্য্য বিদ্যায়ানয়া সামগ্র্যা তেষাং পরাজয়ো ভবিষ্যতীত্যতিপ্রায়েণাহ ন মে  
মন্ত্রবলমিতি । সুরানথ সুরানপি জ্যেতুং সমর্থা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া সমর পরিহার পূর্বক  
প্রস্থান করিলে, শুক্রাচার্য্য দানবগণকে, সন্মোদন করিয়া কহিলেন, হে দনুজগণ ! পূর্বে  
প্রজাপতি ব্রহ্মা বাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥  
জনার্দন বিষ্ণু দৈত্যবধে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকেই নিহত করিবেন । পূর্বে তিনি  
বারাহরূপ ধারণ করিয়া অশুরবর হিরণ্যাক্ষকে যেরূপে সংহার করিয়াছিলেন, নৃসিংহ  
মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক হিরণ্যকশিপুকে যেরূপে নিহত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে, সেইরূপে  
উৎসাহাঙ্কিত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২-৩ ॥ এক্ষণে, আমার  
মন্ত্রবল হইতে নিকট সম্পূর্ণ বলপ্রদ হইবে না । আর আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিলে  
পর ভবে তোমরা সুরগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ; অতএব, হে দানবোত্তমগণ !  
কিছুকাল প্রতীক্ষা কর আমি অদ্যই মন্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাদেবের নিকট গমন

প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি সান্ধ্রাতম্ ।

যুগ্মভ্যঃ তান্ প্রদাশ্যামি বথার্থন্দানবোত্তমাঃ ! ॥ ৬ ॥

দৈত্য্য উচুঃ ।

পরাজিতাঃ কথং স্নাতুং পৃথিব্যাং মুনিসত্তম ! ।

শক্তা ভবামোহপ্যবলাস্তাবৎ কালং প্রতীক্ষিতুম্ ॥ ৭ ॥

নিহতা বলিনঃ সর্বের্কেচিচ্ছিষ্টাশ্চ দানবাঃ ।

নাদ্য যুক্তাশ্চ সংগ্রামে স্নাতুমেবং স্নখাবহাঃ\* ॥ ৮ ॥

শুক্ৰ উবাচ ।

যাবদহং মন্ত্রবিদ্যামানয়িষ্যামি শঙ্করাৎ ।

তাবদ্ববন্তিঃ স্নাতব্যং তপোযুক্তৈঃ শমাস্তিতৈঃ ॥ ৯ ॥

সামদানাদয়ঃ প্রোক্তা বিদ্বন্তিঃ সময়োচিতাঃ ।

দেশং কালং বলং বীরৈর্জ্যাহ্না শক্তিবলং বুধৈঃ ॥ ১০ ॥

সেবাধ সময়ে কার্য্যা শত্রুণাং শুভকাম্যয়া ।

স্বশক্ত্যুপচয়ে কালে হস্তব্যাস্তে মনীষিভিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি দৈত্য্যবাক্যং শ্রুত্বা শুক্ৰ আহ যাবদহমিতি ॥ ৯—১২ ॥

করিব ॥ ৪—৫ ॥ অনন্তর, আমি সেই স্থান হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সত্বরই প্রত্যাগমন করিতেছি । হে দানবোত্তমগণ ! আমি সেই মন্ত্রবলে তোমাদিগকে বথার্থরূপে রক্ষা করিব ॥ ৬ ॥

দৈত্য্যগণ কহিল, মুনিবর ! আমরা পরাজিত ও দুর্বল হইরাছি, এক্ষণে অবনীতে অবস্থান পূর্বক তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ৭ ॥ আমাদের মধ্যে বাহারা বলশালী ছিলেন, তাহারা সকলেই নিহত হইরাছেন, আমরা এক্ষণে স্বল্পমাত্র দানব অবশিষ্ট আছি । এক্ষণ অবস্থায় আমাদের সময়ে, অবস্থান যুক্তিযুক্ত ও শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে না ॥ ৮ ॥

শুক্ৰ কহিলেন, আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্রবিদ্যা-গ্রহণ করিয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল তোমরা শাস্তিসম্বিত ও তপস্তায় নিযুক্ত হইয়া অবস্থিতি কর ॥ ৯ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, বীরগণ সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়কে সমগ্রাঙ্গসারে দেশ, কাল, বল ও সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন ॥ ১০ ॥ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সময়ের গতি অনুসারে শত্রুগণেরও সেবা করিবে ; কিন্তু, যখন দেখিবে যে, নিজ শক্তির সম্যক বৃদ্ধি হইরাছে তখন শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইবে ॥ ১১ ॥

\* নাদ্য যুক্তাশ্চ সংগ্রামে স্নাতুমেব স্নখাবহাঃ । ইতি বা পাঠঃ ।

তদদ্য বিনয়ং কৃত্বা সামপূৰ্ব্বং ছলেন বৈ ।  
 তিষ্ঠধ্বং অনিকেতেষু মদাগমনকাজ্জয়া ॥ ১২ ॥  
 প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি দানবাঃ ।  
 যুধ্যামহে পুনর্দেবান্মাত্রমাস্থায় বৈ বলম্ ॥ ১৩ ॥  
 ইত্যুক্তাথ ভৃগুস্তেভ্যো জগাম কৃতনিশ্চয়ঃ ।  
 মহাদেবং মহারাজ ! মন্ত্রার্থং মুনিসত্তমঃ ॥ ১৪ ॥  
 দানবাঃ প্রেষয়ামাস্থঃ প্রহ্লাদং সুরসম্মিধৌ ।  
 সত্যবাদিনমব্যগ্রং সুরাণাং প্রত্যয়প্রদম্ ॥ ১৫ ॥  
 প্রহ্লাদস্ত সুরান্ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ।  
 অসুরৈঃ সহিতস্তত্র বচনং নত্নতায়ুতম্ ॥ ১৬ ॥  
 ন্যস্তশস্ত্রা বয়ং সর্বৈ নিঃসন্মাহাস্তথৈব চ ।  
 দেবাস্তপশ্চরিষ্যামঃ সংব্রতা বন্ধলৈযুতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা সত্য্যভিব্যাহতং তু তৎ ।  
 ততো দেবা ন্যবর্তন্ত বিজ্বরা মুদিতাশ্চ তে ॥ ১৮ ॥

মাত্রং মন্ত্রজ্ঞত্বং বলমাস্থায়প্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভৃগুভৃগুপুত্রঃ শুক্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কাব্যে গতে দেবা আগত্যান্মাত্রাশরিষ্যন্তীতি ভিন্না সামার্থং প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাস্থরিত্যাহ দানবা ইতি ॥ ১৫ ॥

নত্নতায়ুতং নত্নমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নিঃসন্মাহা যুদ্ধার্থং নিক্রদ্যোগাঃ অতো যুগ্মাভির্দৈবৈঃ বিহায় দয়া বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অতএব এক্ষণে বিনয়সহকারে ছল প্রকাশ পূর্বক সাম অবলম্বন করিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া নিজ নিকেতনে অবস্থান কর ॥ ১২ ॥ হে দানবগণ ! আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ পূর্বক আগমন করিলে তখন মন্ত্রবলসম্বিত হইয়া পুনর্বার দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব ॥ ১৩ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য এই বলিয়া মন্ত্র আনয়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥ এদিকে দানবগণ সন্ধি করিবার নিমিত্ত সত্যবাদী, সুস্থিরচিত্ত, বিশেষতঃ সুরগণের বিশ্বাসপ্রদ প্রহ্লাদকে সুরগণের সম্মিধানে, প্রেরণ করিল ॥ ১৫ ॥ রাজবর প্রহ্লাদ অসুরগণের সহিত বিনয়াবনত হইয়া অতি বিনয়সহকারে দেবগণকে এইরূপ বাক্য বলিলেন ॥ ১৬ ॥ অসুরগণ ! এক্ষণে আমরা সকলেই অস্ত্র ও বর্শ পরিত্যাগ করিয়াছি । এক্ষণে আমরা বন্ধল ধারণ পূর্বক তপস্তার অন্তষ্ঠান করিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ॥ ১৭ ॥ দেবগণ প্রহ্লাদের সেই সত্যবচন শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সংগ্রাম-



শ্রুতশাস্ত্রেষু দৈত্যেষু বিনিবৃত্তান্তদা হুয়াঃ ।  
 বিশ্রুকাঃ স্বগৃহান্ গত্বা ক্রীড়াসক্তাঃ হুসংস্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥  
 দৈত্যা দন্তং সমালম্ব্য তাপসাস্তপিসংযুতাঃ ।  
 কণ্ঠপশ্চাত্ত্রমে বাসং চকুঃ কাব্যাগমেচ্ছয়া ॥ ২০ ॥  
 কাব্যো গত্বাথ কৈলাসং মহাদেবং প্রণম্য চ ।  
 উবাচ বিভুনা পৃষ্ঠঃ কিং তে কার্যমিতি প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শুক্র উবাচ ।

মন্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব ! যে ন সন্তি বৃহস্পতো ।  
 পরাজয়ায় দেবানামহুয়াণাং জয়ায় চ ॥ ২২ ॥

বাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সর্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ শিবঃ ।  
 চিন্তয়ামাস মনসা কিং কৰ্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ২৩ ॥  
 হুৱেষু দ্রোহবুদ্ধ্যাসৌ মন্ত্রার্থমিহ সাম্প্রতম্ ।  
 প্রাপ্তঃ কাব্যো গুরুস্তেষাং দৈত্যানাং বিজয়ায় চ ॥ ২৪ ॥  
 রক্ষণীয়া ময়া দেবা ইতি সঞ্চিন্ত্য শঙ্করঃ ।  
 ছকরং ব্রতমভ্যুগ্রং তমুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

সত্যমভিব্যাহতং ভাষণং প্রক্লাদন্ত তচ্ছ্রুত্বা দেবা শুবৰ্ধন্ত বুদ্ধাদিতি শেষঃ । মুদিতান্ভা-  
 ভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

তপিসংযুতাঃ তপঃক্রিয়াযুক্তাঃ ॥ ২০—২১ ॥

জনিত ভঃখ সন্তাপ বিসর্জন পূৰ্বক আনন্দিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যগণ, শস্ত্র পরিত্যাগ  
 করিলে দেবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে গৃহে গমন পূৰ্বক স্থিতিরচিত্তে আমোদ  
 প্রমোদে রত হইলেন ॥ ১৯ ॥ দৈত্যগণ ও দম অবলম্বন পূৰ্বক তপোনিরত তাপস হইয়া  
 কাব্যের আগমন আকাঙ্ক্ষায় কণ্ঠপের আশ্রমে বাস করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এদিকে, শুক্র-  
 চার্য্য কৈলাসে গমন পূৰ্বক মহাদেবকে প্রণাম করিলে মহেশ্বর তাহার আগমন প্রয়োজন  
 জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন কাব্য কহিলেন, দেব ! যে সকল মন্ত্র বৃহস্পতির নিকট নাই,  
 আমি দেবগণের পরাজয় ও অসুরগণের জয়ের নিমিত্ত, সেই সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতে  
 কামনা করিতেছি ॥ ২১—২২ ॥

রাবন্ ! কল্যাণপ্রদ সর্বজ্ঞ মহাদেব, তাহার সেই কাব্য গ্রহণ করিরা ‘অতঃপর কি  
 কৰ্তব্য’ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে,  
 দৈত্যগণ শুক্র অসুরগণের প্রতি বিরোধাচরণ করিবে এইরূপ বুদ্ধি করিরা, অসুরগণের

পূর্ণং বর্ষসহস্রকু কণধুমমবাক্শিরাঃ ।

যদি পাস্ত্বসি ভদ্রং তে ততো মন্ত্রানবাপ্যসি ॥ ২৬ ॥

ইত্যাভ্যোহসৌ প্রণম্যোশং বাচমিত্যব্রবীদ্বচঃ ।

ব্রতং চরাম্যহং দেব হ্রয়াজ্ঞপ্তঃ সুরেশ্বর ! ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভ্যু শঙ্করং কাব্যশ্চকার ব্রতমুত্তমম্ ।

ধূমপানরতঃ শান্তো মন্ত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ততো দেবাঃ পরিজ্ঞায় কাব্যং ব্রতরতং তদা ।

দৈত্যান্ দস্তুরতাংশ্চৈব বভূবুর্মন্ত্রতৎপরঃ ॥ ২৯ ॥

বিচার্য মনসা সর্বৈ সংগ্রামায়োদ্যতা নৃপ ! ।

যযুর্ধাতায়ুধাস্তত্র যত্র তে দানবোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥

তানাগতান্ সমীক্ষ্যাস্থ সাযুধান্দংশিতাংস্তথা ।

আসংস্তে ভয়সংবিগ্না দৈত্যা দেবান্ সমস্ততঃ ॥ ৩১ ॥

অশুরাণাং জগায় চেতি । প্রভুঃ শুক্রাচার্য্য উবাচেতি শেষঃ ॥ ২২—২৫ ॥

অবাক্শিবাঃ সন্ কণধুমং যদি পাস্ত্বসীত্যর্থঃ । এতদ্ব্রতং কঠিনময়ং ন করিষ্যতি ততো মন্ত্রানপি ন দাস্তামীতি ভাবঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

মন্ত্রতৎপরো বিচারনিষ্ঠাঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

বিজয়ের নিমিত্ত আমার নিকট মন্ত্রগ্রহণ মানসে আগমন করিয়াছে ॥ ২৩—২৪ ॥ কিন্তু, দেব-গণকে রক্ষা করা আমার একান্ত কর্তব্য ; তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া কাব্যকে এক ছক্কর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, পূর্ণ সহস্র বৎসর উর্দ্ধপদ ও নিম্নশিরাঃ হইয়া যদি কণধুম (তুষের ধূম) পান করিতে পার তবে তোমার কামনা পূর্ণ হইবে এবং তুমি মন্ত্রলাভ করিতে পারিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ শুক্রাচার্য্য এইরূপে উক্ত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সুরেশ্বর আপনি যে রূপ অনুমতি করিতেছেন আমি সেইরূপ ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিব, এই বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন ॥ ২৭ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য মহাদেব নিকটে এইরূপ স্বীকার করত মন্ত্রব্রত কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং শমশুণ অবলম্বন পূর্বক ধূমপানে নিরত হইয়া সেই কঠোরতম অত্যুত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তদনন্তর দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে ব্রতনিরত ও দৈত্যাদিগকে দস্তযুক্ত জানিতে পারিয়া মন্ত্রণার তৎপর হইলেন ॥ ২৯ ॥ হে নরেন্দ্র ! দেবগণ মনে মনে বিচার করিয়া, যেখানে দানবপ্রধরগণ অবস্থিতি করিতেছিল, অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্বক সময়ে উদ্যত হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ দৈত্যগণ, দেবগণকে আযুধ ও কবচ ধারণ পুরঃসর

উৎপেতুঃ সহসা তে বৈ সম্রাটান্ ভয়কর্ষিতাঃ ।

অবুবন্ বচনং তথ্যং তে দেবান্ বলদর্পিতান্ ॥ ৩২ ॥

শ্রুতশস্ত্রে ভয়বতি আচার্যো ব্রতমান্বিতে ।

দত্তাভয়ং পুরা দেবাঃ সম্প্রাপ্তা নো জিঘাংশয়া ॥ ৩৩ ॥

সত্যং বঃ ক গতং দেবা ধর্ম্যশ্চ ক্রতিনোদিতঃ ।

শ্রুতশস্ত্রা ন হস্তব্যা ভীতাশ্চ শরণং গতাঃ ॥ ৩৪ ॥

দেবা উচুঃ ।

ভবন্তিঃ প্রেষিতঃ কাব্যো মন্ত্রার্থং কুহকেন চ ।

তপো জাতং হি যুয়াকং তেন যুধ্যামহে ভূশম্ ॥ ৩৫ ॥

সজ্জা ভবন্ত যুদ্ধায় সংরক্ষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।

শত্রুশ্চিদ্ভেগ হস্তব্য এষ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যা বিচার্য চ পরম্পরম্ ।

পলায়নপরাঃ সর্বে নির্গতা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৩৭ ॥

উৎপেতুর্দেবান্ প্রত্যাক্ষয়ুঃ । সম্রাটান্ শস্ত্রৈর্যুক্তান্ ॥ ৩২ ॥

শ্রুতশস্ত্রে ইতি । এতেষু পুরা প্রথমমভয়ং দত্তা পুনর্জিঘাংসয়ানোহস্মান্ প্রাপ্তা ইদং  
কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

চারিদিক্ হইতে সমাগত দেবিয়া ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ॥ ৩১ ॥ তাহারা দেব-  
গণকে সহসা অস্ত্রশস্ত্রে অসজ্জিত দেবিয়া চমকিয়া উঠিল এবং ভয়ে কাতর হইয়া বলদর্পিত  
দেবগণকে নাস্তিগর্ভ বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩২ ॥ দেবগণ ! আমরা অস্ত্র ত্যাগ  
করিয়াছি, আমাদের আচার্য্যদেব ব্রতনিরত হইয়াছেন, আর আপনারা পূর্বে আমা-  
দিগকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, তবে কি অস্ত্র এক্ষণে আমাদের নিধন করিবার  
নিমিত্ত অসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ দেবগণ ! আপনাদিগের সত্য ও ক্রতি-  
বিহিত ধর্ম কোথায় গেল ? ক্রতিতে উক্ত আছে যে শ্রুতশস্ত্র, ভীত ও শরণাগত ব্যক্তি-  
গণকে বিনাশ করিবে না । সেই ধর্ম আপনারা পরিত্যাগ করিতেছেন কেন ? ॥ ৩৪ ॥

দেবগণ কাহলেন, তোমরা যত্ন শিকার নিমিত্ত তুচ্ছাচার্য্যকে ছল পূর্বক প্রেরণ  
করিয়াছ, তোমাদিগের ঘৃষ্টতাব সংযুক্ত তপতা আমরা জামিতে পারিয়াছি ; অতএব এক্ষণে  
আমরা তোমাদের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব ॥ ৩৫ ॥ তোমরা এখন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত  
অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া অসজ্জিত হও । দেখ, 'হিমা পাইলেই শত্রুদিগকে নিহত করিবে'  
ইহাই সনাতন ধর্ম ॥ ৩৬ ॥

শরণং দানবা জগ্মুর্ভীতান্তে কাব্যমাতরম্ ।  
দৃষ্ট্বা তানতিসম্ভ্রুতানভয়ং চ দদাবধ ॥ ৩৮ ॥

কাব্যমাতোবাচ ।

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ ।  
মৎসম্মিধৌ বর্তমানান্ন ভীর্ভবিতুমহতি ॥ ৩৯ ॥  
তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যাঃ স্থিতাস্তত্র গতব্যথাঃ ।  
নিরায়ুধা হ্রস্বান্ত্রাস্তত্রাশ্রমবরেহসুরাঃ ॥ ৪০ ॥  
দেবাস্তান্ বিক্রতান্ বীক্ষ্য দানবাংস্তে পদানুগাঃ ।  
অভিজগ্মুঃ প্রসহৈতানবিচার্য বলাবলম্ ॥ ৪১ ॥  
তত্রাগতাঃ সুরাঃ সর্বৈ হস্তং দৈত্যান্ সমুদ্যতাঃ ।  
বারিতাঃ কাব্যমাত্রাপি জগ্মুস্তানাশ্রমস্থিতান্ ॥ ৪২ ॥  
হনুমানান্ সুরৈর্দৃষ্ট্বা কাব্যমাতাতিকোপিতা ।  
উবাচ সর্বান্ মনিদ্রাংস্তপসা বৈ করোম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥  
ইত্যুক্ত্বা প্রেরিতা নিদ্রা তানাগত্য পপাত চ ।  
সেন্দ্রা নিদ্রাবশং যাতা দেবা যুকবদাস্থিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

কুহকেন কপটেন তেন হেতুন, ভবতাং তপো হৃষ্টভাবেন বর্তত ইত্যম্মাভিজ্ঞাতং তেন  
কারণেন হৃষ্টান্ প্রতি হৃষ্টা তুষ্টা যুধ্যামহে যুদ্ধং কুর্ম্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪০ ॥

পদং পদপদ্ধতিমমূলক্য লক্ষীকৃত্য গচ্ছন্তোহভিজগ্মুঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক পরস্পর বিচার  
করিয়া সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৩৭ ॥  
দানবগণ ভীত হইয়া শুক্রমাতার শরণাপন্ন হইলে শুক্রজননী তাহাদিগকে ভয়ে অতিসম্ভ্রুত  
দর্শন করিয়া অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমাদের ভয় নাই ভয় নাই, দানবগণ !  
তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমরা যখন আমার সম্মিধানে, অবস্থান করিতেছ তখন আর  
ভয়ের বিষয় কিছুই নাই নির্ভয়ে এই স্থানে অবস্থান কর ॥ ৩৮-৩৯ ॥ অসুরগণ তাঁহার সেই  
বচন শ্রবণ করিয়া উদ্বেগবিহীন হইল এবং আয়ুধশূন্য হইয়াও সেই আশ্রমে ভয়সঙ্কম রহিত  
হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ এদিকে, দেবগণ দানবদিগকে পলায়িত দেখিয়া তাহা-  
দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং বলাবল না বুঝিয়া সেই আশ্রমে গমন পূর্বক  
দৈত্যদিগকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন । তখন কাব্যজননী নিবারণ করিলেও দেবগণ  
তাঁহার বাক্য না শুনিয়া আশ্রমস্থিত দৈত্যদিগকে হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥  
সুরগণ, অসুরগণকে নিহত করিতেছে দর্শন করিয়া শুক্রজননী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া



ইন্দ্রং নিদ্রাজিতং দৃষ্ট্বা দীনং বিষ্ণুরভাষত ।

মাং হং প্রবিশ ভদ্রং তে নয়ে ত্বাঞ্চ স্বরোত্তম ! ॥ ৪৫ ॥

এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ ।

নির্ভয়ো গতনিদ্রশ্চ বভূব হরিরক্ষিতঃ ॥ ৪৬ ॥

রক্ষিতং হরিণা দৃষ্ট্বা শক্রং তত্র গতব্যথম্ ।

কাব্যমাতা ততঃ ক্রুদ্ধা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

মঘবঃস্ত্বাং ভক্ষয়ামি সবিষ্ণুং বৈ তপোবলাৎ ।

পশ্যতাং সৰ্বদেবানামীদৃশং মে তপোবলম্ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভ্যুতৌ তু তয়া দেবৌ বিষ্ণুর্ভ্রৌ যোগবিদ্যায়া ।

অভিভূতো মহাত্মানৌ স্তকৌ তৌ সম্ভবতুঃ ॥ ৪৯ ॥

বিস্মিতাস্তু তদা দেবা দৃষ্ট্বা তাবভিবাধিতৌ ।

চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ততস্তে দীনমানসাঃ ॥ ৫০ ॥

ক্রোশমানান্ স্বরান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং প্রাহ শচীপতিঃ ।

বিশেষেণাভিভূতোহস্মি ব্রহ্মোহহং মধুসূদন ! ॥ ৫১ ॥

সনিদ্রান্নিদ্রাযুক্তানিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

হে ইন্দ্র মাং প্রবিশ স্বামহমন্ত্রত্ব নয়ে প্রাপয়ামি তদ্রং তেহং তবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

যোগবিদ্যায়া তস্তা যোগব্রশক্ত্যা ॥ ৪৭—৫০ ॥

কহিলেন, আমি তপোবলে এক্ষণেই দেবগণকে নিদ্রাগত করিব ॥ ৪৩ ॥ তিনি এই বলিয়া নিদ্রাকে প্রেরণ করিলেন, নিদ্রা যাইয়া দেবদিগকে মোহিত করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিল। তখন দেবগণ ইন্দ্ৰের সহিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মুকের স্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্রকে নিদ্রাধারা পরিভূত ও দীন দর্শন করিয়া কহিলেন, স্বরোত্তম ! তুমি আমাতে প্রবেশ কর, ইহাচ্ছ তোমার মঙ্গল হইবে, আমি তোমাকে অন্তর লইয়া যাইব ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্র এইরূপে উক্ত হইয়া বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন হরিকর্ষক পরিরক্ষিত হইয়া পুরন্দর বিগতনিদ্রাও নির্ভয় হইলেন ॥ ৪৬ ॥ দেবরাজ, হরিরক্ষিত ও বিগতব্যথ হইল দেখিয়া কাব্যমাতা, ক্রুদ্ধা হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্র ! আমি আজ তপোবলে বিষ্ণুর সহিত তোমাকে ভক্ষণ করিব সমস্ত দেবগণ তাহা দর্শন করিবে। ইন্দ্র ! তুমি আমার তপোবল এইরূপই জানিবে ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভক্রমাতা এইরূপ কহিলে বিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েই যোগবিদ্যায়ায় অভিভূত হইয়া রছিলেন ॥ ৪৯ ॥ দেবগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত অভিভূত ও পীড়িত

জহেনাং তরসা বিক্ষো ! যাবম্মৌ ন দহেৎ প্রভো ! ।

তপসা দর্পিতাং দুর্কীং মা বিচারয় মাধব ! ॥ ৫২ ॥

ইত্যাঙ্কো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শক্রেণ ব্যথিতেন চ ।

চক্রং সম্মার তরসা ঘৃণাং ত্যক্ত্বাথ মাধবঃ ॥ ৫৩ ॥

স্মৃতমাত্রং তু সম্প্রাপ্তং চক্রং বিষ্ণুবশানুগম্ ।

দধার চ করে ক্রুদ্ধো বধার্থং শক্রনোদিতঃ ॥ ৫৪ ॥

গৃহীত্বা তৎ করে চক্রং শিরশ্চিচ্ছেদ রংহসা ।

হতাং দূর্কী তু তাং শক্ৰো মুদিতশ্চাতবভদা ॥ ৫৫ ॥

দেবাস্চাতীবসন্তুর্কী হরিং জয় জয়েতি চ ।

ভূর্ভুবুর্দিতাঃ সর্বৈ সঞ্জাতা বিগতজ্বরাঃ ॥ ৫৬ ॥

ইন্দ্রাবিষ্ণু তু সঞ্জাতৌ তংক্ষণাবিগতব্যথৌ ।

স্রীবধাচ্ছকমানৌ তু ভৃগোঃ শাপং ছুরত্যয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
শুক্ৰাচার্য্যশ্চ মন্ত্রণাভার্থং মহাদেবসমীপগমনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অভিভূতোহশক্ৰঃ ॥ ৫১—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত দীনমানস হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ শচীপতি, দেবগণকে, আর্তনাদ করিতে দেখিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, হে মধু-  
সূদন ! আমি আপনার অপেক্ষা বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব ! আর  
বিচারের প্রয়োজন নাই এই তপোদর্পিতা দুর্কী আমাদিগকে যাবৎ দগ্ধ না করে, তন্মধ্যেই  
সবর ইহাকে বিনাশ করুন ॥ ৫২ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, অতিপীড়িত শক্ৰ কর্তৃক এইরূপে  
অভিহিত হইয়া স্রীবধজনিত ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্বক সবর সূদর্শনকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৩ ॥  
বিষ্ণুর বশীভূত চক্র স্মরণ মাত্রেই উপস্থিত হইল ; তখন ইন্দ্রের প্রবর্তনার জুহু হইয়া ভগ-  
বান্ চক্র ধারণ করিলেন এবং গ্রহণানন্তর ক্রোধভরে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া শুক্রমাতার  
শিরশ্ছেদ করিলেন । তদর্শনে ইন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ দেবগণ ও  
বিগতসম্বাপ, হুট্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া জয় জয় শব্দে হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ ইন্দ্র  
ও বিষ্ণু তখন সমস্ত ক্রেশ হইতে মুক্ত হইলেন ; কিন্তু, ভৃগুর নিদারুণ ছুরতিক্রমণীয়  
শাপের কথা মনে করিয়া অত্যন্ত শঙ্কা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রণাভ জন্ম মহাদেবসমীপ-  
গমন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা জীবধং ঘোরং চুক্ৰোধ ভগবান্ ভৃগুঃ ।  
বেপমানোহতিহুঃখার্ভঃ প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১ ॥

ভৃগুরুবাচ ।

অকৃতং তে কৃতং বিষ্ণো ! জানন্ পাপং মহামতে ! ।  
বধোহয়ং বিপ্রজাতায়ামনসা কৰ্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ২ ॥  
আখ্যাতস্ত্বং সত্বগুণঃ স্মৃতো ব্রহ্মা চ রাজসঃ ।  
তথাসৌ তামসঃ শত্রুর্বিপরীতং কথং স্মৃতম্ ॥ ৩ ॥  
তামসস্ত্বং কথং জাতঃ কৃতং কস্ম্যতিনিদ্দিতম্ ।  
অবধ্যা স্ত্রীং হুয়া বিষ্ণো ! হতা কস্ম্যামিরাগসা ॥ ৪ ॥  
শপামি ত্বাং দুরাচারং কিমন্যৎ প্রকরোমি তে ।  
বিধুরোহিং কৃতঃ পাপ ! হুয়াহং শত্রুকারণাৎ ॥ ৫ ॥

একোদশষ্টমোষ্টকস্ত বিষ্ণোঃ শাপাধস্তরম্ ।

প্রোবিতা শুক্রেসেবার্থং জরস্তীতি নিগদ্যতে ।

ভৃগুপত্নীবধানস্তরং জাতং কৃত্যমাহ তং দৃষ্টেতি ॥ ১ ॥  
অকৃতমিতি । তে হুয়া অকৃতমকার্য্যং কৃতমিত্যর্থঃ । বিপ্রজাতায়ামনসঃ কৰ্ত্তুমক্ষমঃ স হুয়া সাক্ষাৎ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥  
কথং স্মৃতং কথং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! অনন্তর ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুর জীবধরূপ নিদারুণ পাপকার্য্য দর্শন করিয়া ক্রোধে কস্ম্যাবিত হইতে লাগিলেন এবং অতিশয় হুঃখার্ভ হইয়া মধুসূদনকে কহিলেন ॥ ১ ॥ মধুসূদন ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান হইয়া এবং জানিয়া গুনিয়াও এই অকার্য্য করিলে ; কি আশ্চর্য্য ! এই বিপ্রকন্তার বধ একবার মনে ধারণ করিতেও সমর্থ হওয়া যায় না আর তুমি তাহা সাক্ষাৎ সম্পাদন করিলে ॥ ২ ॥ দেব ! মহর্ষিগণ তোমাকে সত্বগুণসম্পন্ন, ব্রহ্মাকে রাজোগুণযুক্ত এবং শত্রুকে তমোগুণসম্পন্ন কহিয়া থাকেন, তবে এক্ষণে তাহার বিপরীত হইল কেন ? ॥ ৩ ॥ তুমি কিমন্ত তমোগুণযুক্ত হইয়া অতি নিদ্দিত কর্ম করিলে ? বিষ্ণু ! স্ত্রীজাতি অবধ্যা ইহা লোক-প্রসিদ্ধ, তবে বিনা অপরাধে এই অবলা নারীকে কেন বিনাশ করিলে ॥ ৪ ॥ তুমি অন্ত্যস্ত নিদ্দিত কার্য্যের

ন শপেহং তথা শক্রং শপে ত্বাং মধুসূদন ! ।  
 সদা ছলপরোহসি ত্বং কীটযোনির্দুর্শায়ঃ ॥ ৬ ॥  
 যে চ ত্বাং সাত্বিকং প্রাহন্তে মূর্খা মুনয়ঃ কিল ।  
 তামসস্বং ছরাচারঃ প্রত্যক্ষং মে জনার্দন ! ॥ ৭ ॥  
 অবতারা মৃত্যুলোকে সন্তু মচ্ছাপসন্তবাঃ ।  
 প্রায়ো গর্ভভবং হুঃখং ভুঙ্কু পাপাজ্জনার্দন ! ॥ ৮ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ততস্তেনাথ শাপেন নষ্টে ধর্ম্যে পুনঃপুনঃ ।  
 লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষ্যেষুহি ॥ ৯ ॥  
 রাজোবাচ ।

ভৃগুভার্য্য হতা তত্র চক্রেণামিততেজসা ।  
 গার্হস্থ্যঞ্চ পুনস্তস্য কথং জাতং মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি শপ্তা হরিং রোষাত্তদাদায়শিরস্বরন্ ।  
 কায়ো সংযোজ্য তরসা ভৃগুঃ প্রোবাচ কার্য্যবিৎ ॥ ১১ ॥

কীটযোনিঃ কৃষ্ণসর্প ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥

যৎ পৃষ্টং ভৃগুশাপঃ কথং জাত ইতি সা কথাত্ত সমাপিতা তদুপসংহরতি তত-  
 স্তেনাথেতি । ধর্ম্যে নষ্টে সতীত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

আচরণ করিয়াছ ; এক্ষণে আমি তোমার আর কি করিব ? তোমায় অভিশাপ প্রদান  
 করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হইতেছে । পাপিষ্ঠ ! তুমি ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাকে অতিশয়  
 হুঃখান্বিত ও কাতর করিয়াছ ? আমি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিব না, তুমি নিয়তই  
 কপটভাব অবলম্বন এবং কৃষ্ণসর্পের ভ্রায় ব্যবহার করিয়া থাক ; তুমি অত্যন্ত ছষ্টাশয়, আমি  
 তোমাকেই অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ৬—৭ ॥ জনার্দন ! যে সকল মুনিগণ, তোমাকে সম্বগুণ  
 সম্পন্ন বলে তাহার অতিশয় মূর্খ ; তুমি যে অতিশয় ছরাচার অদ্য আমি তাহা প্রত্যক্ষ  
 করিলাম ॥ ৭ ॥ বিষ্ণু ! তুমি আমার অভিশাপে মৃত্যুলোকে বহবার অবতীর্ণ হইয়া পাপ-  
 কর্মের ফলস্বরূপ প্রায়ই গর্ভভ্রাণা ভোগ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ রাজন্ ! ভগবান্  
 বিষ্ণু সেই শাপবশেই ধর্ম্মনষ্ট হইলে লোকের হিতের নিমিত্ত এই 'মানুষ্যলোকে পুনঃ পুনঃ  
 অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! তেজঃ-পুঞ্জশালি চক্রধারা ভৃগুভার্য্য তথায় নিহত হইলে  
 সেই মহাত্মার পুনর্বার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম কিরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল ? ॥ ১০ ॥



অদ্য ত্বাং বিষ্ণুনা দেবি ! হতাং সঞ্জীবয়াম্যহম্ ।  
 যদি কৃৎস্নো ময়া ধর্মো জায়তে চরিতোহপি বা ॥ ১২ ॥  
 তেন সত্যেন জীবতে যদি সত্যস্ববীম্যহম্ ।  
 পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্বা মম তেজো বলং মহৎ ॥ ১৩ ॥  
 অস্তিত্বাং প্রোক্য শীতাভিজীবয়ামি তপোবলাৎ ।  
 সত্যং শৌচং তথা বেদা যদি মে তপসো বলম্ ॥ ১৪ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

অস্তিঃ সম্প্রাপ্তিতা দেবী সদ্যঃ সঞ্জীবিতা তদা ।  
 উখিতা পরমপ্রীতা ভৃগোভার্যা শুচিস্মিতা ॥ ১৫ ॥  
 ততস্তাং সর্বভূতানি দৃষ্ট্বা স্তুতোখিতামিব ।  
 সাধু সাধ্বিতি তং তাং তু ভূষুঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ১৬ ॥  
 এবং সঞ্জীবিতা তেন ভৃগুণা বরবর্ণিনী ।  
 বিস্ময়ং পরমং জগুর্দেবাঃ সেন্দ্রা বিলোক্য তৎ ॥ ১৭ ॥

অদ্য স্বামিতি বাক্যং বৌদ্ধস্ত্রীবিষয়ং প্রত্যক্ষ্যাস্ত মৃষ্টবাদিত্বাক্তা মনসি সঙ্কল্পং কৰোতি  
 যদীতি ॥ ১২ ॥

যদি সত্যমিতি । যদি চাহং সত্যস্ববীমি তেন সত্যেন তেন ধর্মাচরণেন চেয়ং জীব-  
 দিতি মনসি সঙ্কল্পং কৃত্বা দেবান্ বদতি পশ্যন্তিতি ॥ ১৩—১৪ ॥

তং ভৃগুম্ । তাং তপস্বীম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! কার্য্যবিদ্ ভৃগু, রোষভরে হরিকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান  
 করিয়া পরে সেই ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করত সম্বর দেহোপরি সংবোজন পূর্বক কহিলেন ॥১২॥  
 দেবি ! অদ্য বিষ্ণু তোমাকে নিহত করিয়াছেন, আমি তোমাকে এখনই জীবিত করি-  
 তেছি । যদি আমি সমস্ত ধর্মই অবগত হইয়া থাকি, যদি আমি ধর্মসমূহের আচরণ করিয়া  
 থাকি, যদি আমি সত্যই সত্য কহিয়া থাকি, তবে সেই ধর্মবলে তুমি জীবন লাভ কর ।  
 সমস্ত দেবতাগণ আমার তেজোবল দর্শন করুক । যদি আমার সত্য, বেদাধ্যয়ন ও  
 বেদজ্ঞান থাকে, যদি আমার তপোবল থাকে, তবে তোমাকে অতিমম্বিত শীতলজল দ্বারা  
 প্রোক্ষিত করিয়া তপোবলে এইরূপেই জীবিত করিব ॥ ১২—১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভৃগুকর্তৃক বারিধারা সম্প্রাপ্তিত হইয়া ভৃগুভার্যা তৎকণাৎ  
 জীবন লাভ করিয়া উখিত হইলেন এবং পরমপ্রীতি লাভ করিয়া জীবৎ হস্ত করিতে লাগি-  
 লেন ॥১৫॥ তখন সমস্ত জীবগণ তাঁহাকে স্তুতোখিতের দ্বারা দর্শন করিয়া ভৃগুকে ও তাঁহাকে  
 চারিদিক হইতে সাধু সাধু বলিয়া স্তুত করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥ রাজন্ ! এইরূপে সেই বরবর্ণিনী  
 ভৃগু হইতে জীবন লাভ করিলে ইত্যাদি দেবতাগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

ইন্দ্রঃ সুরানথোবাচ মুনিনা জীবিতা সতী ।

কাব্যস্তপ্তা তপো ঘোরং কিং করিষ্যতি মন্ত্রবিৎ ॥ ১৮ ॥

বাস উবাচ ।

গতা নিদ্রা সুরেন্দ্রস্য দেহেহক্ষেমমভূম্প ! ।

স্বহা কাব্যস্য বৃত্তান্তং মন্ত্রার্থমতিদারুণম্ ॥ ১৯ ॥

বিমৃশ্য মনসা শক্ৰো জয়ন্তীং স্বস্বতাং তদা ।

উবাচ কন্যাং চার্কসীং স্থিতপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২০ ॥

গচ্ছ পুত্রি ! ময়া দত্তা কাব্যায় ত্বং তপস্বিনে ।

সমারাধয় তমস্বি ! মৎকৃতে তং বশং কুরু ॥ ২১ ॥

উপচারৈর্মুনিং তৈস্তৈঃ সমারাধ্য মমঃপ্রিয়ৈঃ ।

ভয়ং মে তরসা গহা হর তত্র বরাশ্রমে ॥ ২২ ॥

স। পিতুর্বচনং শ্রুত্বা তত্রাগচ্ছন্ননোরমা ।

তমপশ্যদিশালাক্ষী পিবন্তং ধূমশ্রমে ॥ ২৩ ॥

তস্য দেহং সমালোক্য স্বহা বাক্যং পিতুস্তদা ।

কদলীদলমাদায় বীজয়ামান তং মুনিম্ ॥ ২৪ ॥

কিং করিষ্যতীতি । প্রথমতোহস্ম্যং ক্রোধেনৈব গতন্ততো মাতৃবধং শ্রুত্বা দ্বিগুণিত-  
ক্রোধেন কিং করিষ্যতি ন জানে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অক্ষেমমিতি ছেদঃ । মন্ত্রার্থং মন্ত্রপ্রাপ্ত্যর্থমতিদারুণমধোমুখতয়া ধূমপানাদিকম্ ॥ ১৯-২১ ॥

হইলেন ॥ ১৭ ॥ তখন ইন্দ্র দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ ! এক্ষণে ত শুক্রজননী ভৃগুকণ্ঠক  
জীবন লাভ করিল ; কিন্তু, শুক্রাচার্য্য ঘোরতর তপস্তা করিয়া মন্ত্রলাভ করিলে না জানি  
তিনি আমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিবেন ॥ ১৮ ॥

বাস বলিলেন, নরেন্দ্র ! তখন দেবরাজের সেই নিদ্রারূপিণী মায়া বিগত হইলেও  
শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই অতি দারুণ তপস্তা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার দেহে  
অস্থখের সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর, সুরপতি মনে মনে বিবেচনা করিয়া নিজতনয়া  
তবসী জয়ন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সম্মিত বচনে কহিলেন ॥ ২০ ॥ তনয়ে ! আমি তোমাকে  
শুক্রাচার্য্যের সেবার নিয়োজিত করিলাম, হে তমস্বি ! তথায় গমন করিয়া আমার কার্য্য  
সাধনের নিমিত্ত সেই তপস্চারী শুক্রকে আরাধনা করিয়া বশীভূত কর । সেই উত্তম আশ্রমে  
সবর গমন করিয়া যে যে কার্য্য দ্বারা মুনির মন পরিতুষ্ট হইবে, সেই সেই প্রিয়কার্য্য অনু-  
ষ্ঠান দ্বারা তুমি তাঁহার আরাধনা করিয়া আমার ভয় হরণ কর ॥ ২১—২২ ॥ সেই বিশালাক্ষী  
মনোরমা জয়ন্তী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া

নির্মলং শীতলং বারি সমানীয় সুবাসি ৩৫ ।  
 পানায় কল্পয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া লঘু ॥ ২৫ ॥  
 ছায়াং বজ্রাতপত্রেণ ভাস্করে মধ্যগে সতি ।  
 রচয়ামাস তম্বঙ্গী স্বয়ং ধর্ম্মে স্থিতা সতী ॥ ২৬ ॥  
 ফলান্ধানীয় দিব্যানি পকানি মধুরাণি চ ।  
 মুমোচাগ্রে মুনেন্তস্ম ভক্ষ্যার্থং বিহিতানি চ ॥ ২৭ ॥  
 কুশাঃ প্রাদেশমাত্রা হি হারিতাঃ শুকসন্নিভাঃ ।  
 দধারাগ্রেহথ পুষ্পাণি নিত্যকর্ণসমুদ্রয়ে ॥ ২৮ ॥  
 নিদ্রার্থং কল্পয়ামাস সংস্কৃতং পল্লবান্বিতম্ ।  
 তস্মিন্মুনৌ চাদরস্থা চকার ব্যজনং শনৈঃ ॥ ২৯ ॥  
 হাবতাবাদিকং কিঞ্চিদ্ধিকারজননঞ্চ তং ।  
 ন চকার জয়ন্তী সা শাপভীতা মুনেন্তদা ॥ ৩০ ॥  
 স্তুতিং চকার তম্বঙ্গী গীর্ভিস্তস্ম মহাত্মনঃ ।  
 সুভাষিণ্যনুকূলাভিঃ প্রীতিকর্তৃত্বিরপ্যুত ॥ ৩১ ॥  
 প্রবুদ্ধে জলমাদায় দধারাচমনায় চ ।  
 মনোহনুকূলং সততং কুর্বন্তী ব্যচরত্তদা ॥ ৩২ ॥

তত্র গতা যে তয়ং হরেত্যর্থঃ ॥ ২২—৩৫ ॥

বেধিতে পাইল যে, শুক্রাচার্য্য আশ্রমে তপস্তায় নিরত থাকিয়া ধূমপান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥  
 শুক্রাচার্য্যের দেহ অবলোকন এবং পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া জয়ন্তী কদলীদল আনয়ন  
 পূর্ব্বক তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ বুদ্ধিশালিনী জয়ন্তী অব্যগ্রা থাকিয়া নির্মল,  
 সুশীতল ও সুবাসিত বারি আনয়ন পূর্ব্বক পরম তত্ত্ব সহকারে তাঁহার পানের নিমিত্ত  
 ধীরে ধীরে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৫ ॥ সেই সুন্দরী জয়ন্তী স্বয়ং ধর্ম্মে নিযুক্তা থাকিয়া এইরূপে  
 শুক্রাচার্য্যের সেবা করিতে লাগিলেন । যখন মার্কণ্ডেব মন্তকোপরি গমন করিতেন তখন  
 বজ্র দ্বারা তাঁহার মন্তকোপরি আতপত্র রচনা করিয়া ছায়া করিয়া দিতেন ॥ ২৬ ॥ মুনির ভক-  
 তের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত দিবা সুপক ও সুমধুর ফল সকল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সমুখে  
 রাখিয়া দিতেন ॥ ২৭ ॥ তাঁহার নিত্যকর্ণ সমাধানের নিমিত্ত শুকশরীরবৎ হরিষর্গ প্রাদেশ  
 প্রমাণ কুশ এবং পুষ্প সকল তাঁহার অঙ্গে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৮ ॥ মুনির নিদ্রার নিমিত্ত  
 কোমল পল্লব সকল দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া রাখিতেন এবং সেই মুনির প্রতি তত্ত্বগম্বিতা  
 হইয়া বীজন করিতেন ॥ ২৯ ॥ জয়ন্তী মুনির আতিশায় ভয়ে ভীত হইয়া কখন হাবতাবাদি

ইন্দ্রোহপি সেবকাংস্তত্র প্রেষসামাস চাতুরঃ ।  
 প্রবৃতিং জ্ঞাতুকামো বৈ মুনেস্তস্ত জিতাঙ্গনঃ ॥ ৩৩ ॥  
 এবং বহুনি বর্ষাণি পরিচর্য্যাপরাতবৎ ।  
 নির্বিকারা জিতক্রোধা ব্রহ্মচর্য্যপরা সতী ॥ ৩৪ ॥  
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ ।  
 বরেণ চন্দয়ামাস কাব্যং প্রীতমনা হরঃ ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

যচ্চ কিঞ্চিদপি ব্রহ্মন্ ! বিদ্যতে ভৃগুনন্দন ! ।  
 প্রতিপশ্যসি যৎ সর্ব্বং যচ্চ বাচ্যং ন কশ্চিৎ ॥ ৩৬ ॥  
 সর্ব্বাভিভাবকত্বেন ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।  
 অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং প্রজেশশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং দত্ত্বা বরান্ শত্ৰুস্তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।  
 কাব্যস্তামথ সংবীক্ষ্য জয়ন্তীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চ কিঞ্চিদিতি । হে ব্রহ্মন্ ! যচ্চ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে লোকে যচ্চ ত্বং প্রতিপশ্যসি চক্ষুযা যচ্চ কশ্চিৎ কস্তাপি বাচ্যং বচনবিষয়ো ন তস্মৈ সর্ব্বাভিভাবকত্বেন যুক্তত্বং ভবিষ্যসীত্যর্থঃ । সর্ব্বজ্ঞতা ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৬—৪২ ॥

মনোবিকারজনক কার্য্য কিছুই করিতেন না ॥ ৩০ ॥ সেই স্মৃতাধিনী, ক্রশাকী, প্রীতিকর ও অমুকুল বাক্য দ্বারা মহাত্মা গুক্রাচার্য্যের স্তুতি করিতেন ॥ ৩১ ॥ মুনিবর জাগরিত হইলে তাঁহার আচমনের নিমিত্ত জল লইয়া সম্মুখে ধারণ করিতেন । এইরূপে মুনির মনের অমুকুল আচরণ করিয়া জয়ন্তী সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ ভয়াতুর ইন্দ্রও সেই জিতে-জিয় মুনির প্রবৃতি জানিব্যুর নিমিত্ত তথার সেবকগণকে প্রেরণ করিতেন ॥ ৩৩ ॥ এইরূপে ক্রোধবর্জিতা ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা ইন্দ্রতমরা জয়ন্তী বহুকাল গুক্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিলেন ॥ ৩৪ ॥ ক্রমে ক্রমে সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাদেব পরিতুষ্ট ও প্রীতমনা হইয়া বর প্রদানের নিমিত্ত গুক্রাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে ব্রহ্মন্ ভৃগুনন্দন ! এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তুমি নেত্রদ্বারা যাহা কিছু দেখিতেছ এবং যাহা কাহারও বচনগোচর নহে তুমি সেই সকলেরই অবিভাবক হইয়া প্রভুত্ব করিবে ও সর্ব্বজ্ঞতা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । তুমি সকল জীবগণেরই অবধ্য এবং প্রজাগণের ঈশ্বর ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬—৩৭ ॥



কাসি কস্তাসি স্ত্রোশোনি ! ব্রুহি কিং তে চিকীর্ষিতম্ ।  
 কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কার্য্যং বদ বরোরু ! মে ॥ ৩৯ ॥  
 কিং বাঞ্ছসি করোম্যদ্য ছকরং চেৎ স্ত্রলোচনে ! ।  
 প্রীতোহস্মি স্বংকৃতেনাদ্য বরং বরয় স্ত্রব্রতে !\* ॥ ৪০ ॥  
 ততঃ সা তু যুনিং প্রাহ জয়ন্তী মুদিতাননা ।  
 চিকীর্ষিতং মে ভগবৎস্তুপসা জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪১ ॥

কাব্যস্তৈবাচ ।

জ্ঞাতং ময়া তথাপি ত্বং ব্রুহি যন্মনসেপ্সিতম্ ।  
 করোমি সর্ব্বথা ভদ্রং প্রীতোহস্মি পরিচর্য্যা ॥ ৪২ ॥  
 জয়ন্ত্যবাচ ।

শক্রস্তাহং স্ত্রতা ব্রহ্মন্ ! পিত্রা তুভ্যং সমর্পিতা ।  
 জয়ন্তী নামতশ্চাহং জয়ন্তাবরজা যুনে ! ॥ ৪৩ ॥

জয়ন্তাবরজা কনিষ্ঠভগিনী ॥ ৪৩—৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবদেব শম্বু এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থানেই অস্ত্রহিত হইলেন । তখন গুজ্জাচার্য্য জয়ন্তীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন । হে স্ত্রোশোনি ! তুমি কে ? কাহার কন্যা ? তোমার মনের অভিলাষ কি ? কি নিমিত্ত তুমি এখানে আগমন করিয়াছ ? হে বামোরু ! তোমার কার্য্য কি তাহা বল ॥ ৩৮—৩৯ ॥ হে স্ত্রলোচনে ! আমি তোমার কার্য্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, তুমি আমার নিকট কি বাঞ্ছা কবিতোছ ? হে স্ত্রব্রতে ! তুমি বর প্রার্থনা কর, অত্যন্ত ছকর হইলেও তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৪০ ॥ ইহা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখপদ্ম প্রক্লিষ্ট হইল, তখন স্ত্রব্রতা বাল্য বিনয় নম্রবচনে তপোধনকে কহিল, ভগবন্ ! আমার মনোরথ আপনি তপোবলে অবগত হউন ॥ ৪১ ॥

কাব্য কহিলেন, আমি তোমার মনোভাব জানিয়াছি, তথাপি তুমি বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া বল, সর্ব্বথা তোমার মঙ্গল সম্পাদন করিব, আমি তোমার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ৪২ ॥

জয়ন্তী কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তের কনিষ্ঠা ভগিনী ; পিতা আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি আপনাতে সকামা হইয়াছি এক্ষণে আপনি আমার

\* তপসা তব ভক্ত্যা চ মনো মে প্রযতীকৃতম্ । বরং বরয় স্ত্রোশোনি । তুটোহস্মি প্রদদামি তে ।

ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃষ্টতে ।

সকামান্মি হুয়ি বিভো ! বাঙ্কিতং কুরু মেহধুনা ।  
রংশে হুয়া মহাভাগ ! ধর্মতঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪ ॥

শুক্র উবাচ ।

ময়া সহ ত্বং স্ত্রশ্রোণি ! দশ বর্ষানি ভমিনি ! ।  
সর্বৈর্ভূতৈরদৃশ্যা চ রমস্বেহ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৫ ॥

বাস উবাচ ।

এবমুক্ত্বা গৃহং গত্বা জয়ন্ত্যাঃ পাণিমুদ্রহন ।  
তয়া সহাবসদেব্যা দশবর্ষানি ভার্গবঃ ॥ ৪৬ ॥  
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং মায়য়া সংবৃতঃ প্রভুঃ ।  
দৈত্যাস্তমাগতং শ্রদ্ধা কৃতার্থং মন্ত্রসংযুতম্ ॥ ৪৭ ॥  
অভিজগ্ম গৃহে তস্য মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ ।  
নাপশ্যন্ রমমাণং তে জয়ন্ত্যা সহ সংযুতম্ ॥ ৪৮ ॥  
তদা বিমনসঃ সর্বৈ জাতা ভগ্নোদ্যমাশ্চ তে ।  
চিন্তাপরাতিদীনাশ্চ বীক্ষমাণাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৯ ॥  
অদৃষ্টা তং স্ত্রসংবৃতং প্রতিজগ্ম যথাগতম্ ।  
স্বগৃহান্ দৈত্যবর্ষ্যাস্তে চিন্তাবিষ্টা ভয়াতুরাঃ ॥ ৫০ ॥

চিন্তাপরাশ্চ তেহতিদীনাশ্চৈতর্থাঃ ॥ ৪৯ ॥

বাঙ্কী পূরণ করুন। হে মহাভাগ! আমি ধর্ম্মানুসারে প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে আপনার সহিত  
রমণ করিব ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৪৩—৪৪ ॥

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, নিতম্বিনি! তুমি দশ বৎসর কাল সকল ভূতের অদৃশ্য হইয়া  
যদৃচ্ছায় আমার সহিত রমণ কর ॥ ৪৫ ॥

বাস কহিলেন, মহারাজ! ভার্গব শ্রেষ্ঠ কাব্য এইরূপ কহিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক জয়ন্তীর  
পাণি গ্রহণ করিলেন এবং মায়ার সংবৃত ও জীবগণের অদৃশ্য থাকিয়া সেই দেবীর সহিত  
দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্য মন্ত্রলাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ  
হইয়া গৃহে আগত হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং  
তঁাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় গৃহে অভিগমন করিল। কিন্তু, তিনি জয়ন্তীর  
সহিত রমণ করিতেছিলেন, অতএব অনুরগণ তঁাহাকে দেখিতে পাইল না ॥ ৪৬—৪৮ ॥  
তখন তাহারা অত্যন্ত বিমনা ও ভগ্নোদ্যম হইয়া, চিন্তাবিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনঃপুন  
তঁাহাকে অবেষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ মায়াসংবৃত শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া

রমমাণং তথা জ্ঞাত্বা শক্রঃ প্রোবাচ তং গুরুম্ ।  
 বৃহস্পতিং মহাভাগং কিং কৰ্তব্যমিতঃপরম্ ॥ ৫১ ॥  
 গচ্ছাদ্য দানবান্ ব্রহ্মন্ মায়ায়া স্বং প্রলোভয় ।  
 অশ্বাকং কুরু কার্য্যং ত্বং বুদ্ধ্যা সন্ধিস্ত্য মানদ ॥ ৫২ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যং রমমাণং সুসংবৃতম্ ।  
 জ্ঞাত্বা তদ্রূপমাস্থায় দৈত্যান্ অতি যযৌ গুরুঃ ॥ ৫৩ ॥  
 গহ্বা তত্র্যতিভক্ত্যাসৌ দানবান্ সমুপাহ্বয়ৎ ।  
 আগতাশ্চৈহগুরাঃ সৰ্ব্বে দদৃশুঃ কাব্যমত্রতঃ ॥ ৫৪ ॥  
 প্রণম্য সংস্থিতাঃ সৰ্ব্বে কাব্যং মহাতিমোহিতাঃ ।  
 ন বিদুস্তে গুরোৰ্মায়াং কাব্যরূপবিভাবিনীম্ ॥ ৫৫ ॥  
 তানুবাচ গুরুঃ কাব্যরূপঃ প্রচ্ছন্নমায়য়া ।  
 স্বাগতং মম যাজ্ঞান্যং প্রাপ্তোহহং বো হিতায় বৈ ॥ ৫৬ ॥  
 অহং বো বোধয়িষ্যামি বিদ্যাং প্রাপ্তামমায়য়া ।  
 তপসা তোষিতঃ শত্ৰুযুগ্মং কল্যাণহেতবে ॥ ৫৭ ॥

সুসংবৃতং মায়ায়া আচ্ছন্নম্ ॥ ৫০—৫২ ॥

সুসংবৃতং মায়ায়া আচ্ছন্নং তদ্রূপং গুরুচার্য্যরূপমাস্থায়্যপ্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

দৈত্যগণ চিন্তাবিষ্ট ও ভয়ভর হইয়া আপন আপন ঘরনে প্রত্যাগমন করিল ॥ ৫০ ॥  
 এদিকে গুরুচার্য্যকে অসম্ভীর সহিত জীড়াসক্ত জানিয়া দেবরাজ মহাভাগ সুরগুরু  
 বৃহস্পতিকে কহিলেন, গুরো! অতঃপর আমাদিগের কি করা কর্তব্য তাহা করুন ॥ ৫১ ॥  
 ব্রহ্মন্! আপনি অদ্য দানবগণের নিকট গীমন্ কক্লন্, হে মানদ! যাহাতে মান রক্ষা হয়  
 তাহা করিবেন, আপনি দৈত্যগণকে মায়ায় লিপ্ত করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূৰ্ব্বক  
 আমাদের কার্য্য করুন ॥ ৫২ ॥ বৃহস্পতি ইহ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং কাব্যকে মায়াসংবৃত  
 ও অসম্ভীর সহিত রমমাণ জানিয়া গুরুচার্য্যের রূপধারণ পূৰ্ব্বক দৈত্যদিগের নিকটে গমন  
 করিলেন ॥ ৫৩ ॥ সেইখানে গমন পূৰ্ব্বক বৃহস্পতি অতি আদরের সহিত দৈত্যদিগকে  
 আহ্বান করিলেন। তখন অসুরগণ আগমন করিয়া গুরুচার্য্যকে সম্মুখে দেখিতে  
 পাইল ॥ ৫৪ ॥ তাহারা অতিশয় আনন্দে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কাব্য মনে করিয়া  
 প্রণাম পূৰ্ব্বক অগ্রে অবস্থিত রহিল, কিন্তু তাহা যে কাব্যরূপধারিণী বৃহস্পতির মায়া তাহা  
 তাহারা জানিতে পারিল না ॥ ৫৫ ॥ তখন মায়ায় প্রচ্ছন্ন কাব্যরূপী সুরগুরু দৈত্যদিগকে  
 কহিলেন, তোমাদিগের কুশল ত? আমি তোমাদের হিতের নিমিত্তই আগমন করি-  
 য়াছি ॥ ৫৬ ॥ তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আমি চক্ৰ তপস্তা দ্বারা শত্ৰুকে সম্বষ্ট করিয়া

তস্মৈ প্রীতমনসো জাতান্তে দানবোত্তমাঃ ।

কৃতকার্যং গুরুং মহা জহযুস্তে বিমোহিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রণেমুস্তে যুদা যুক্তা নিরা তক্ষা গতব্যথাঃ ।

দেবেভ্যশ্চ ভয়ং ত্যক্ত্বা তস্মুঃ সর্বৈ নিরাময়াঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপকথনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বিদ্যাং প্রাপ্তাং সদাশিবাদিত্যর্থাৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

যে বিদ্যালভ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে নিষ্কপটে বুঝাইয়া দিব ॥ ৫৭ ॥ তাহা শুনিয়া  
দানবোত্তমগণ প্রীতমনা হইল এবং গুরু কৃতকার্য হইয়াছেন মনে করিয়া আত্মলাভে বিমো-  
হিত হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহারা দৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং নিরাতঙ্ক ও গতব্যথ  
হইয়া দেবগণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা পরিহার পূর্বক স্বচ্ছন্দ মানসে বাস করিতে  
লাগিল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুশাপ কথন

নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥





## ত্ৰয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং গুরুণা পশ্চাদ্ভুগুরুপেণ তিষ্ঠতা ।  
ছলেনৈব হি দৈত্যানাং পৌরোহিত্যেন ধীমত্ৰা ॥ ১ ॥  
গুরুঃ সুরাণামনিশং সৰ্ব্ববিদ্যানিধিস্তথা ।  
স্বতোহঙ্গিরস এবাসৌ স কথং ছলকৃশ্মুনিঃ ॥ ২ ॥  
ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰেষু সৰ্ব্বেষু সত্যং ধৰ্ম্মস্য কারণম্ ।  
কথিতং মুনিভিৰ্যেন পরমাত্মাপি লভ্যতে ॥ ৩ ॥  
বাচস্পতিস্তথা মিথ্যাবক্তা চেদানবান্ প্রতি ।  
কঃ সত্যবক্তা সংসারে ভবিষ্যতি গৃহাশ্রমী ॥ ৪ ॥  
আহাৰাদধিকং ভোজ্যং ব্রহ্মাণ্ডবিভবেহপি ন ।  
তদৰ্থং মুনয়ো মিথ্যা প্রবর্তন্তে কথং মুনৈ ! ॥ ৫ ॥

শিবঠিকোক্তবৈষ্ণব দেবানাং গুরুণা তথা ।

ভুগুরুপেণ তে দৈত্যা বকিতা ইতি কথ্যতে ।

ইখং দেবগুরুণা শুক্রাচার্য্যরূপেণ দৈত্যেষু সন্তোষিতেষু তদনন্তরং জাতং বৃত্তং পৃচ্ছতি  
কিং কৃতমিতি । ভুগুরুপেণ লক্ষণয়া ভুগুপুত্ররূপেণৈত্যর্থঃ । ছলেন কপটেন দৈত্যানাং  
সম্বন্ধিপৌরহিত্যেন যুক্তেনেতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ইত্যেকং প্রশ্নং কৃৎবা দ্বিতীয়ং প্রশ্নমাহ গুরুঃ সুরাণামিতি । ন হি মুনৈঃ ছলকর্তৃষাং বুদ্ধ-  
মিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰেষু ইতি । যেন সত্যেন পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম লভ্যতে প্রাপ্যতে । তথা চ ক্রতিঃ ।  
সত্যেন লভ্যস্তপসা হেতু আয়েতি ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, ঋষিগণ । বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি অশ্বরগৃহে শুক্ররূপে বাস করিয়া এবং ছল  
পূৰ্ব্বক দৈত্যগণের পৌরহিত্যে ত্রতী হইয়া কি করিয়াছিলেন ? ॥ ১ ॥ মুনৈ ! বৃহস্পতি  
সুরগণের গুরু, তিনি সৰ্ব্বদাই বেদাদির আলোচনা করিয়া থাকেন, বিশেষত তিনি অঙ্গিরা  
মহর্ষির পুত্রও স্বয়ং মুনি ; এবংবিধ গুণসম্পন্ন হইয়াও তিনি কিরূপে ছল অবলম্বন করিয়া-  
ছিলেন ? ॥ ২ ॥ মুনিগণ সকল ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰেই কহিয়াছেন যে, সত্যই ধৰ্ম্মের কারণ এবং সত্য  
হইতেই পরমাত্মা লাভ হইয়া থাকে ; তবে বৃহস্পতি যখন দৈত্যগণের নিকট মিথ্যা বাকা  
প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন সংসারে কোন্ গৃহাশ্রমী সত্যবক্তা হইবে ? মুনিগণ ! এ বিবরণে  
আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ৩—৪ ॥ যদি বলেন লোভে লোক

শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং শিষ্টাভাবে গতং ন কিম্ ।  
 ছলকর্মপ্রবৃত্তে বাহবিগীতত্বং গুরৌ কথম্ ॥ ৬ ॥  
 দেবাঃ সত্ত্বসমুদ্ভূতা রাজসা মানবাঃ স্মৃতাঃ ।  
 তিৰ্য্যাকস্তামসাঃ প্রোক্তা উৎপত্তৌ মুনিভিঃ কিল ॥ ৭ ॥  
 অমরাণাং গুরুঃ সাক্ষান্মিথ্যাবাদী স্বয়ং যদি ।  
 তদা কঃ সত্যবক্তা স্ফাদ্রাজসস্তামসঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥  
 ক স্থিতিস্তস্য ধর্মস্য সন্দেহোহয়ং মহান্ মম ।  
 কা গতিঃ সর্বজন্তুনাং মিথ্যাভূতে জগজ্জয়ে ॥ ৯ ॥  
 হরিব্রহ্মা শচীকান্তস্তথাত্মে সুরসত্তমাঃ ।  
 সর্বৈ ছলবিধৌ দক্ষা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥ ১০ ॥

নম্ন লোভার্থমসত্যবক্তা জাত ইতি চেত্তত্রাহ আহারাদধিকমিতি । অতিলোভেন বহু-  
 তরে ধনে সম্পাদিতেহপি আহারাদধিকময়ং কেহপি ন ভোক্ত্যস্তি । আহারপরিপূর্তি-  
 পর্যন্তং তু প্রারকং দাস্ত্যতোবোতি জ্ঞাত্বা কিমর্থং ব্যর্থায়ুঃকপণার্থং লোভং কুর্কস্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

কিঞ্চাবিগীতশিষ্টা হিতকারিণো স্থাপ্তান্তেষাং বাক্যং প্রমাণমিত্যাপ্তবাক্যমাগম ইত্য-  
 শ্রুতং । তত্র মহতাং সর্কেবামেবমৌচরণে কাবিগীতত্বমনিন্দিতত্বং তিষ্ঠতি তদভাবে কাপ্ত-  
 স্তদভাবে শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং নাশং প্রতি কথং ন গতমিত্যাহ শব্দপ্রমাণমিতি । অবিগীতত্ব-  
 মিতি । অবিগীতত্বাভাবেহনিন্দিতত্বাভাবে শিষ্টত্বশ্রুতাপ্যভাবো যতোহবিগীতত্বশ্চৈব শিষ্টত্বাৎ ॥৬॥

অসংকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাও যথার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে না ; কারণ,  
 এই অখিলব্রহ্মাণ্ডে যদি কাহারও ঐশ্বর্য্য হয় তথাপি তাহার আহার পূরণ ব্যতিরেকে আর  
 কিছুই প্রয়োজন হয় না, অতএব সেই লোভ নিমিত্ত মুনিগণ কেন মিথ্যায় প্রবৃত্ত হই-  
 বেন ? ॥ ৫ ॥ মুনীশ্বর ! প্রাতন শিষ্ট মুনিগণ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার  
 বাচকপদার্থ অবশ্যই আছে, এইরূপ বিশ্বাসে পণ্ডিতগণ প্রমাণের মধ্যে শিষ্টপ্রযুক্ত শব্দকে  
 এক প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে দেখিতেছি শিষ্ট ব্যক্তির অভাবে সেই  
 শব্দ প্রমাণ উচ্ছিন্ন হইয়া গেল ? কারণ, ছলকার্য্য-নিরত বৃহস্পতিতে গর্হিত কার্য্য বর্তমান  
 থাকায় তাহার আর শিষ্টত্ব কোথায় ? ॥ ৬ ॥ উৎপত্তি বিষয়ে মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে,  
 দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মানবগণ রজোগুণ হইতে এবং তীৰ্য্যগগণ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন  
 হইয়াছে ॥ ৭ ॥ তবে, সেই সত্ত্বগুণাশ্রিত যিনি দেবগণের সাক্ষাৎ গুরু তিনিও যদি স্বয়ং  
 মিথ্যাবাদী হইলেন তবে আর রাজস ও তামসগণের মধ্যে কে সত্যবাদী হইবে ? ॥ ৮ ॥  
 কি আশ্চর্য্য ! যদি সমস্ত বিশ্বই মিথ্যায় আচ্ছন্ন হইল, তবে সনাতন ধর্ম্মের স্থান কোথায় ?  
 এবং সমস্ত জীবগণেরই বা কি গতি ? মুনিবর ! এ বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় উপস্থিত  
 হইয়াছে ॥ ৯ ॥ যখন ভগবান্ হরি, ব্রহ্মা ও শচীপতি, এবং অস্ত্রাত্ম সুরসত্তমগণ সকলেই  
 কাপট্য কর্ম্মে দক্ষ হইলেন, তবে স্বরসত্ত্ব ও স্বরবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে আর কি কথা

কামক্রোধাভিসমুত্তা লোভোপহতচেতসঃ ।

ছলে দক্ষাঃ সুরাঃ সর্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ বিশ্বামিত্রো গুরুস্তথা ।

এতে পাপরতাঃ কাত্ত গতিধর্মশ্চ মানদ ! ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রোহগ্নিশ্চক্ষমা বেধাঃ পরদারাভিলম্পটাঃ ।

আর্য্যভুং\* ভুবনেষু স্থিতং কুত্র মূনে ! বদ ॥ ১৩ ॥

বচনং কশ্চ মন্তব্যমুপদেশাধিয়াহনঘ ! ।

সর্বে লোভাভিভূতাস্তে দেবশ্চ মুনয়স্তদা ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কিং বিষ্ণুঃ কিং শিবো ব্রহ্মা মঘবা কিং বৃহস্পতিঃ ।

দেহবান্ প্রভবত্যেব বিকারৈঃ সংযুতস্তদা ॥ ১৫ ॥

রাগী বিষ্ণুঃ শিবো রাগী ব্রহ্মাপি রাগসংযুতঃ ।

রাগবান্ কিমকৃত্যং বৈ ন কৰোতি নরাধিপ !† ॥ ১৬ ॥

তহুচ্ছেদমেব জটয়তি দেবাঃ সব্ৰহ্মহূতা ইতি ॥ ৭—১২ ॥

আর্য্যভুং শিষ্টভুং ॥ ১৩—১৪ ॥

ইতি জনমেজয়বাক্যং শ্রুত্বা ব্যাসস্তহুতমেব স্থাপয়তি কিং বিষ্ণুরিতি । বিষ্ণুর্যাস্ত ব্রহ্মা-  
বাস্ত বো যো দেহবান্ স পূর্কোক্তদোষরূপবিকারৈরযুক্ত এব ভবতি নাস্তথেষ্যম্বয়ঃ ॥ ১৫ ১৬ ॥

আছে ? ॥ ১০ ॥ হে মানদ ! যখন সকল সুরগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র ও বৃহস্পতি  
প্রভৃতি তপোধন মুনীগণও কামক্রোধে অতিভূত, লোভে বিনষ্টচিত্ত, ছলকর্মে দক্ষ ও  
পাপে নিরত, তখন ধর্মের আর কি গতি আছে ? ॥ ১১—১২ ॥ হায় ! যখন ইন্দ্র, অগ্নি,  
চক্ষমা, বিধাতা ইহীরাও কামের উৎকট প্রলোভনে অতিভূত হইয়া পরদারাসক্ত, তখন  
এই অখিল ভূবন মধ্যে শিষ্টতা আর কোথায় থাকিবে ? ॥ ১৩ ॥ হে বিমলায়ন ! যখন  
সমস্ত দেবগণ ও মুনীগণ লোভে অতিভূত হইলেন তবে আর কাহার বাক্য উপদেশ  
স্বরূপে গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন ! ইন্দ্রই হউন, বৃহস্পতিই হউন, ব্রহ্মাই হউন, বিষ্ণুই হউন  
অথবা মহাদেবই হউন যিনি দেহ ধারণ করিবেন, তাহাকেই পূর্কোক্ত অহঙ্কার ও লোভাদি  
বিকারদোষে সংস্পৃষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব

\* আশুভুং । ইতি বা পাঠঃ ।

† দেহী দেহগ্ৰন্থকঃ কিং চিত্রং নৃপতেজঃ বৈ । নিওপঃ পরমাত্মানো বিদেহঃ পরমঃ পরঃ ।

ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

রাগবানপি চাতুর্য্যাদিহি দেহ ইব লক্ষ্যতে ।  
 সম্প্রাপ্তে সঙ্কটে মোহপি গুণৈঃ সম্বাধ্যতে কিল ।  
 কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কথং ভবিষ্যমহতি ॥ ১৭ ॥  
 ব্রহ্মাদীনাক্ষ সর্বেষাং গুণা এব হি কারণম্ ।  
 পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা দেহান্তেষাং ন চান্যথা ॥ ১৮ ॥  
 কালে মরণধর্ম্মান্তে সন্দেহঃ কোহত্র তে নৃপ ! ।  
 পরোপদেশে বিস্পষ্টং শিষ্টাঃ সর্বে ভবন্তি চ ॥ ১৯ ॥  
 বিপ্লুতিহ্ব বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে ।  
 কামঃ ক্রোধস্তথা লোভদ্রোহাহঙ্কারমংসরাঃ ॥ ২০ ॥  
 দেহবান্ কঃ পরিত্যক্তুমীশো ভবতি তান্ পুনঃ ।  
 সংসারোহয়ং মহারাজ ! সদৈবৈবংবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥  
 নান্যথা প্রভবত্যেব শুভাশুভময়ঃ কিল ।  
 কদাচিদুগবান্মিহুস্তপশ্চরতি দারুণম্ ॥ ২২ ॥

চাতুর্য্যাদিতি । ধৌর্ত্যাদিত্যর্থঃ । কথং ধৌর্ত্যাদিতি জ্ঞাতগিতি চেত্তত্রাহ সম্প্রাপ্তে  
 ইতি । সঙ্কটস্থ প্রসঙ্গে তস্মাৎ ধৌর্ত্যং বহির্নিঃসরতীত্যর্থঃ । দৃষ্টাশ্চৈবং বহুবিধাঃ পরোপদেশে  
 চতুরাঃ স্বয়মেকান্তে কামিনীকজ্জনবিষদিগ্নকট্টাক্ষশরেণ তাড়িতা মোহিতা জাতা এবতি  
 ভাবঃ । ইদং রাজ্ঞান্শচর্য্যং কিন্তু স্বভাব এব সর্বেষামিত্যাহ কারণাদ্রহিতমিতি । গুণত্রয়ং  
 হি সর্বেষাং কারণম্ । তস্মাৎ গুণত্রয়ম্ প্রারবণত উপচয়্যাপচয়ে সতি কচিৎ কদাচিৎ  
 কস্মচিদপি বিষয়াচরণং ভবত্যেব নহি কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কদাপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা আর্ষপ্রয়োগঃ । পঞ্চবিংশতিতত্ত্বসমুদ্ভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ইহারা সকলেই বিষয়ানুরাগী ; অতএব অনুরাগী ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য সাধন করিতে না  
 পারে ? ॥ ১৬ ॥ হে নরেন্দ্র ! অনুরাগী ব্যক্তি চাতুর্য্যবশে কেবল মুক্তের স্থায় লক্ষিত হইয়া  
 থাকেন ; কিন্তু, সঙ্কটস্থ উপস্থিত হইলে তখন স্বয়ং গুণ দ্বারা তাঁহার ধূর্ততা প্রকাশ হইয়া  
 পড়ে, তখন তিনি গুণের বশীভূত কার্য্য করিয়া থাকেন । অতএব, তদ্বিশয়ে গুণত্রয়কেই  
 কারণ বলিয়া জানিবেন যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কদাপি কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হইতে  
 পারে না ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও গুণত্রয়ই কারণ ; যেহেতু তাঁহাদের দেহ সকলও  
 প্রধান মহত্ত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ নৃপবর !  
 ব্রহ্মাদিও মরণ ধর্ম্মশীল অতএব তাহাতে আর আপনার সন্দেহ কি ? আপনি জানিবেন যে,  
 সকলেই পরের উপদেশ প্রদান সময়ে উত্তমরূপেই শিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু  
 স্বকার্য্য উপস্থিত হইলেই স্বভাবের বিপ্লব ঘটিয়া যায় ; তখন তাহার কাম, ক্রোধ, লোভ,  
 হিংসা অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যাদি সকলেই উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে ॥ ১৯—২০ ॥



কদাচিদ্ধিবিধানং যজ্ঞান্ বিতনোতি সুরাধিপঃ ।  
 কদাচিত্তু রমারঙ্গরঞ্জিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥  
 রমতে কিল বৈকুণ্ঠে তদ্বশস্তরুণো বিভূঃ ।  
 কদাচিদানবৈঃ সার্কং যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২৪ ॥  
 কুরোতি করুণাসিন্ধুস্তদ্বাগপীড়িতো ভূশম্ ।  
 কদাচিজ্জয়মাপ্নোতি দৈবাং সোহপি পরাজয়ম্ ॥ ২৫ ॥  
 স্তখদুঃখাভিভূতোহসৌ ভ্রূত্যাং ন সংশয়ঃ ।  
 শেষে শেতে কদাচিৎ যোগনিদ্রাসমারতঃ ॥ ২৬ ॥  
 কালে জাগর্তি বিশ্বাত্মা স্বভাবপ্রতিবোধিতঃ ।  
 শর্কো ব্রহ্মা হরিশ্চৈত ইন্দ্রাদ্যা য়ে সুরাস্তথা ॥ ২৭ ॥  
 মুনয়শ্চ বিনির্গাণৈঃ স্বায়ুষো বিচরন্তি হি ।  
 নিশাবসানে সঞ্জাতে\* জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৮ ॥  
 বর্ততে নাত্র সন্দেহো নৃপ ! কিঞ্চিৎ কদাপি চ ।  
 স্বায়ুমোহন্তে পদ্মজাদ্যাঃ ক্ষয়মিচ্ছন্তি পার্থিব! ॥ ২৯ ॥

বিপ্লুতিরিত্তি । স্বকার্যো প্রাপ্তে সর্কোবাং বিপ্লুতিঃ স্বভাবচ্যুতির্ভবতীত্যর্থঃ । অমুগদ-  
 মেবেতদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২০—২২ ॥

কালবশেন গুণবাত্ম্যমেব দেবাদিষু সর্গরতি কদাচিদিত্তি । রমারঙ্গে রঞ্জিত  
 ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—৩০ ॥

কোনও দেহবান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না । মহারাজ ! মহর্ষিগণ  
 কহিয়া থাকেন, এই সংসার সর্বদাই এইরূপে চলিয়া আসিতেছে ॥ ২৩ ॥ এই শুভাশুভময়  
 সংসার কখনই অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় না, ইহা একরূপেই চলিয়া আসিতেছে । দেখুন,  
 ভগবান্ বিষ্ণু কখনও নিদারুণ তপশ্চরণ করিতেছেন ; দেবরাজ ইন্দ্রও কখন বহুবিধ যজ্ঞেব  
 অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন । আর দেখুন, পরমপ্রভু লীলাময় বিষ্ণু কখনও কমলার কমলীয়া  
 বিলাসরঙ্গতরঙ্গে রঞ্জিতচিত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিহার করিয়া থাকেন, আবার কখনও করুণা-  
 সিন্ধু হইয়াও দুর্জয় দানবগণের সহিত অতি দারুণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের শরজালে অতীব  
 পীড়িত হইয়া থাকেন, কখন বা জয়লাভ করেন এবং কখনও বা দৈববশে পরাজিত হইয়া  
 থাকেন ; তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই স্তখদুঃখের বশীভূত হন সন্দেহ নাই । মহারাজ ! সেই  
 নারায়ণ কখনও বিশ্বসংসারকে নিজ কৃষ্ণিমধ্যে রক্ষা করত যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শয-  
 শয়্যায় শয়ন করিয়া থাকেন আবার যথাকালে প্রকৃতি দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া জাগরিত  
 হইয়া থাকেন । রাজন্ ! অধিক কি বলিব এই বিশ্বসংসারে মহেশ্বর, ব্রহ্মা, হরি, ইন্দ্রাদি

প্রভবন্তি পুনর্বিষ্ণুহরণক্রাদয়ঃ সুরাঃ ।

তস্মাৎ কামাদিকান্ ভাবান্ দেহবান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০ ॥

নাত্র তে বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ কদাচিদপি পার্ধিব ! ।

সংসারোহয়ন্তু সন্দিক্ধঃ কামক্ৰোধাদিভির্নৃপ ! ॥ ৩১ ॥

দুর্লভস্তদ্বিনির্মুক্তঃ পুরুষঃ পরমার্থবিৎ ।

যো, বিভেতীহ সংসারে স দারান্ন করোত্যপি ॥ ৩২ ॥

বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো বিচরত্যবিশঙ্কিতঃ ।

তস্মাদব্হম্পতেভার্য্যা শশিনা লন্তিতা পুনঃ ॥ ৩৩ ॥

গুরুণা লন্তিতা ভার্য্যা তথা ভ্রাতুর্ঘবীয়সঃ ।

এবং সংসারচক্রেহস্মিন্নাগলোভাদিভির্ভূতঃ ॥ ৩৪ ॥

গার্হস্থ্যঞ্চ সমাস্থায় কথং মুক্তো ভবেন্নরঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন হিত্বা সংসারসারতাম্ ।

আরাধয়েন্মহেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৫ ॥

সন্দিক্ধঃ সম্যগুদ্ভিক্তো যুক্তঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

তস্মাদিতি । গুণত্রয়বদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ লন্তিতোপভুক্তত্যার্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ভ্রাতুর্ঘবীয়স ইতি । উত্থ্যো জ্যেষ্ঠো বৃহস্পতির্মধ্যম আনন্তঃ কনিষ্ঠস্তু ভাৰ্য্যা গুরুণা লন্তিতা ভুক্তত্যার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

গার্হস্থ্যং সংসারাসক্তিমিত্যর্থঃ । ন হি সংসারাসক্তঃ সন্ সংসারান্মুক্তো ভবেৎ তস্মাৎ সংসারাসক্তিং বিহায় সংসারনাশায়োদ্যোগঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যর্থঃ । তথাচ যে সংসারাসক্তিরহি-

স্বরগণ ও মুনিগণ সকলেই নিজ নিজ আয়ুর পরিমাণ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন । প্রলয়কালের অবসান হইলে নষ্টপ্রায় এই স্থাবর জঙ্গমাশ্রয় জগৎ পুনর্বার উৎপন্ন হয় তাহাতে কিঞ্চিৎস্বাদও সন্দেহ নাই । হে রাজন্ ! নিজ নিজ আয়ুর অবসানে ব্রহ্মাদি সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ২২—২৯ ॥ আবার যথা সময়ে বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি স্বরগণ দেহধারী হইয়া সেই সেই কামাদি ভাব সকল লাভ করিয়া থাকেন । হে পার্ধিব ! আপনি এ বিষয়ে বিস্মিত হইবেন না, এই সংসার, কাম ক্রোধাদি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজন্ ! এই সংসারে কামাদি-  
বিনির্মুক্ত পরমার্থবিৎ পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ । যে ব্যক্তি এই সংসারে ভীত হন, তিনি দারপরিগ্রহ করেন না, তাহাতে তিনি সর্বপ্রকার বিষয়াসক্ত হইতে বিমুক্ত এবং শঙ্কাবিহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন । এই কারণেই চক্রমা বৃহস্পতির ভার্য্যা হরণ করিয়াছিলেন, গুরুও আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিলেন । এইরূপে এই সংসারচক্রে সমস্ত জীবই নিয়ত রাগ লোভাদি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩২—৩৪ ॥ রাজন্ !

তস্মায়াগুণতচ্ছমং জগদেতচ্চরাচরম্ ।

ভ্রমতু্যাম্ভবৎ সৰ্বং যদিরামভবম্পদং ॥ ৩৬ ॥

তস্মা আরাধনেনৈব গুণান্ সৰ্বান্ বিমুদ্য চ ।

মুক্তিং ভজেত মতিমান্মাতঃ পশ্বাস্তিতঃ পরঃ ॥ ৩৭ ॥

আরাধিতা মহেশানী ন যাবৎ কুরুতে কৃপাম্ ।

তাবদুবেৎ সুখং কস্মাৎ কোহন্তোহস্তি দয়য়া যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

করুণাসাগরামেতাং ভজেতস্মাদিমায়য়া ।

যস্মাস্তু ভজনেনৈব জীবনুজ্জ্বলমশ্নুতে ॥ ৩৯ ॥

মানুষ্যং দুৰ্লভং প্রাপ্য সেবিতা ন মহেশ্বরী ।

নিঃশ্রেণিকাগ্রাং পতিতা অধ ইত্যেব বিদ্যহে ॥ ৪০ ॥

তাস্ত এবাপ্তা ইতি নাপ্তবাক্যপ্রমাণোচ্ছেদরূপং দূষণং তবেতি ভাবঃ । নহু সংসারাসক্তি-  
রাহিত্যং তেন সংসারনাশচাত্তাস্তাসত্তাব্যেব স্বভাবভূতগুণানাং নাশাসম্ভবাদিতি চেৎ  
যস্মা গুণৈরয়ং বন্ধস্তস্মা এবোপাসনয়া সৰ্বং তবিধাতীত্যাহ তস্মাৎ সৰ্বং প্রযত্নেনেতি । হিহেতি  
বৈরাগ্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

বিমুদ্যোপমুদ্য নাশয়িত্যর্থঃ । নাশঃ পশ্বা ইতি । তথাচ শ্রুতিঃ । নাশঃ পশ্বা বিদ্যাতে  
হয়নায়ৈতি ॥ ৩৭ ॥

কোহন্তোহস্তীতি । যা সৰ্বকর্ত্রী সা যদি নয়াং ন করোতি তদা তদিক্ষামুন্নজ্যাত্তঃ কঃ  
সমর্থোহস্তি সৰ্বেষাং তদধীনত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

সেবিতেনৈবৈরিত্যর্থঃ । নিঃশ্রেণিকাগ্রাদিতি । নিঃশ্রেণিকা সোপানপংক্তিস্তস্মা অগ্রাং  
প্রাপ্য তস্মাদধঃপতিতা ইত্যেব জানীমহ ইত্যর্থঃ । তদুক্তং আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরা-  
দ্ধূরাপং তত্রাপি পাটবমবাপা নিজেজ্জিহ্বাগাম্ । নাভ্যর্চয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি ! যে ত্বাং  
নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিকৃষ্য পুনঃ পতন্তীতি ॥ ৪০ ॥

গার্হস্থ্য অবলম্বন করিলে নরগণ কোনরূপেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না । অতএব সৰ্ব  
প্রযত্নে সংসারের সারতা চিন্তা পরিহার পূৰ্বক সচ্চিদানন্দরূপিনী মহেশানীর আরাধনা  
করা কর্তব্য ॥ ৩৫ ॥ এই চরাচর জগৎ তাঁহারই মায়াগুণে আচ্ছন্ন হইয়া যদিরামভবের  
স্তায় অথবা উন্নতের স্তায় নিরন্তরই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ মতিমান্ বক্ত্রী তাহার  
আরাধনা দ্বারাই সকল গুণকে পদদ্বিনিত করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ; হে রাজেন্দ্র !  
ইহা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য আর কিছুই পথ নাই ॥ ৩৭ ॥ মহেশানীর আরাধনা করিয়া যে  
পর্যন্ত তাঁহার করুণাকর্ণা লাভ করিতে পারা না যায়, সেই পর্যন্ত আর সুখ কোথায় ?  
তিনি ভিন্ন অন্য আর কাহার প্রকৃত দয়া দৃষ্ট হয় না ; অতএব বিতর্কচিন্তা হইয়া সেই  
করুণাময়ীর ভজনা করা উচিত ; কারণ, তাহার আরাধনা করিলেই জীবনুজ্জ্বল হইতে পারা  
যায় ॥ ৩৮-৩৯ ॥ যে ব্যক্তি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মহেশ্বরীর সেবা না করিল, সে ব্যক্তি সোপান-

অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং গুণত্রয়সমম্বিতম্ ।

অসত্যেনাপি সম্বন্ধং মুচ্যতে কথমনুথা ॥ ৪১ ॥

হিহা সর্বং ততঃ সর্বৈঃ সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী ॥ ৪২ ॥

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং গুরুণা তত্র কাব্যরূপধরেণ চ ।

কদা শুক্রঃ সমায়াতস্তস্মৈ ব্রুহি পিতামহ ! ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃতং গুরুণা তদা ।

কৃতা কাব্যস্বরূপঞ্চ প্রচ্ছন্নেন মহাত্মনা ॥ ৪৪ ॥

গুরুণা বোধিতা দৈত্যা মত্বা কাব্যং স্বকং গুরুম্ ।

বিশ্বাসং পরমং কৃতা বভূবুস্তন্ময়াস্তদা ॥ ৪৫ ॥

বিদ্যার্থং শরণং প্রাপ্তা ভৃগুং মহাতিমোহিতাঃ ।

গুরুণা বিপ্রলঙ্কাস্তে লোভাৎ কো বা ন মুহতি ॥ ৪৬ ॥

অহঙ্কারাবৃতমিতি । যস্তা মারাজস্ত্রিগুণত্রয়েণ তজ্জ্ঞানাহঙ্কারেণ তজ্জ্ঞানাসত্যাদিদোষেণ সম্বন্ধং জগদ্ববতি তস্তা মায়াবিশিষ্টবুদ্ধিরূপিণ্যা ভগবত্যা আরাধনেনৈব সর্বং গলিতং নষ্টং ভবিষ্যতীতি সৈব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরী সর্বৈরারাধ্যোতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ইথং জনমেজয়স্ত ধর্ম্মাত্মনো ধর্ম্মনাশসন্দর্শনকুণ্ঠিতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্ত ভগবত্যা আরাধনাবল-  
য়েন স্বাস্থ্যমভিধায়াবস্থিতং মুনিঃ প্রতি তৎস্বাস্থ্যশ্রবণসমুদ্যদানন্দো জনমেজয়ঃ পুনঃ  
প্রকৃতামেব কথ্যং পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি । হে পিতামহ শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তন্ময়াস্তং পরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

ভৃগুং ভৃগুপুত্রধিয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেণীর উপরিভাগ হইতে অধঃপতিত হইল, ইহাই আমি বিবেচনা করি ॥ ৪০ ॥ এই  
ত্রিগুণসম্বিত বিশ্ব অহঙ্কারে আবৃত ও অসত্যে সম্বন্ধ, অতএব সেই সর্বেশ্বরীর আরাধনা  
ব্যতিরেকে আর কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে । রাজন্! সকল বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক  
সেই ভুবনেশ্বরীর সেবা করাই সকলের একান্ত কর্তব্য ॥ ৪১—৪২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, যুনে! কাব্যরূপধারী দেবগুরু তখন কি করিয়াছিলেন । শুক্রা-  
চার্য্যই বা কত দিন পরে দৈত্যগণ সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বিশেষ  
করিয়া বলুন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কাব্যবেশধারী মহাত্মা বৃহস্পতি প্রচ্ছন্নভাবে তখন কি করিয়া-  
ছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪৪ ॥ দেবগুরু বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলে দৈত্য-  
গণ তাঁহাকেই আপনাদের গুরু কাব্য ভাবিয়া যথার্থরূপে বিশ্বাস করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া



দশবর্ষাশ্বকে কালে সম্পূর্ণসময়ে তদা ।  
 জয়ন্ত্যা সহ ক্রীড়িত্বা কাব্যো যাজ্ঞানচিস্তয়ৎ ॥ ৪৭ ॥  
 আশয়া মম মার্গং তে পশ্যন্তঃ সংস্থিতাঃ কিল ।  
 গতা তান্ বৈ প্রপশ্যেহং যাজ্ঞানতিভয়াতুরান্ ॥ ৪৮ ॥  
 মা দেবেভ্যো ভয়ং তেষাং মদুজ্জানাং ভবেদিতি ।  
 সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমাস্থায় জয়ন্তীং প্রত্যাচ হ ॥ ৪৯ ॥  
 দেবানেবোপসংযাস্তি পুত্রা মে চারুলোচনে ! ।  
 সময়ন্তে হৃদ্য সম্পূর্ণো জাতোহয়ং দশবাষিকঃ ॥ ৫০ ॥  
 তস্মাদাচ্ছাম্যহং দেবি ! দ্রষ্টুং যাজ্ঞান্ স্তমধ্যমে ! ।  
 পুনরেবাগমিষ্যামি তবাস্তিকমনুদ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥  
 তথেষতি তমুবাচাথ জয়ন্তী ধর্মবিত্তমা ।  
 যথেষ্টং গচ্ছ ধর্মজ ! ন তে ধর্মং বিলোপয়ে ॥ ৫২ ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যো জগাম ত্বরিতস্ততঃ ।  
 অপশ্চদানবানাং স পার্শ্বে বাচস্পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥

এতৎ পর্য্যন্তঃ শুকব্রহ্মস্তু বর্ণয়িত্বা কাব্যব্রহ্মস্তু বর্ণয়তি দশবর্ষাশ্বকে কালে ইতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥

উপসংযাস্তি শরণং গচ্ছন্তি ॥ ৫০—৫৩ ॥

তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল ॥ ৪৫ ॥ বৃহস্পতি-মায়াম মোহিত ও প্রতারিত দৈত্যগণ বিদ্যা  
 প্রাপ্তির জন্য শুক্রাচার্য্য বোধে তাহার শরণাগত হইল ; কারণ, এই সংসারে লোভবশে  
 সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ এদিকে যখন দশবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন দৈত্যগুরু  
 জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়া সমাপন পূর্ব্বক যজ্ঞমানগণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি  
 ভাবিতে লাগিলেন, দৈত্যগণ আমার আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে, আমি  
 যাইয়া সেই ভয়াতুর অসুরগণকে অবলোকন করি ॥ ৪৮ ॥ তাহারা আমার ভক্ত ; অতএব  
 দেবগণ হইতে যাহাতে তাহাদের ভয় না হয় তাহা করা উচিত এইরূপ চিন্তা করিয়া  
 জয়ন্তীকে কহিলেন, হে চারুলোচনে ! আমার পুত্র সকল দেবগণের শরণ লউক, তোমার  
 দশবর্ষ সময় অদ্য সম্পূর্ণ হইল, অতএব হে স্তমধ্যমে ! আমি এখন আমার যজ্ঞমানগণকে  
 দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, পুনর্বার শীঘ্রই তোমার নিকটে আগমন  
 করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥ পতিব্রতা জয়ন্তী তথাক্ বলিয়া তাঁহার গমনে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক  
 বলিলেন, হে ধর্মজ ! আপনি যথেষ্ট গমন করুন, আমি আপনার ধর্ম বিলোপ করিতে  
 ইচ্ছা করি না ॥ ৫১ ॥ শুক্রাচার্য্য তাহার বচন শ্রবণ করিয়া সস্বর দানবগণ সমীপে উপস্থিত

ছদ্মরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তুং ছিলেন তান্ ।

জৈনং ধর্মং কৃতং শ্বেন যজ্ঞনিন্দাপরং তথা ॥ ৫৪ ॥

ভো দেবরিপবঃ ! সত্যং ব্রুবীমি ভবতাং হিতম্ ।

অহিংসা পরমো ধর্মোহহস্তব্য্য হাততায়িনঃ ॥ ৫৫ ॥

দ্বিজৈর্ভোগরতৈর্বেদে দর্শিতং হিংসনং পশোঃ ।

জিহ্বাস্বাদপরৈঃ কামমহিংসৈব পরা মতা ॥ ৫৬ ॥

এবং বিধানি বাক্যানি বেদনিন্দাপরাণি চ ।

ব্রুবাণং গুরুমাকর্ষ্য-বিস্মিতোহসৌ ভৃগোঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭ ॥

চিন্তয়ামাস মনসা মম দ্বেষ্যো গুরুঃ কিল ।

বঞ্চিতাঃ কিল ধূর্তেন যাজ্ঞা মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

ধিগোভং পাপবীজং বৈ নরকদ্বারমূর্জিতম্ ।

গুরুরপ্যনৃতং ব্রুতে প্রেরিতো যেন পাপুনা ॥ ৫৯ ॥

প্রমাণং বচনং যন্ত সোহপি পাষণ্ডধারকঃ ।

গুরুঃ স্মরাণাং সর্ষেবাং ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥ ৬০ ॥

শ্বেন বৃহস্পতিনা কৃতং প্রণীতং জৈনং ধর্মং জৈনশাস্ত্রং তান্ দৈত্যাংছিলেন বোধয়ন্তু-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বৃহস্পতিমতমাহ ভো দেবরিপব ইতি । আততায়িনোহপি অহস্তব্য্য ইতি ছেদঃ । ন  
হস্তব্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, দানবগণের সন্নিধানে ছদ্মরূপধারী সৌম্যাকৃতি বৃহস্পতি বসিয়া  
রহিয়াছেন । তিনি নিজপ্রণীত জৈনধর্ম ছলপূর্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন এবং  
হিংসাদিদোষ প্রদর্শন পূর্বক যজ্ঞের নিন্দা করিতেছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তিনি কহিতেছেন,  
অহে দেববৈরিগণ ! আমি তোমাদিগের হিতকর সত্য বাক্যই বলিতেছি । অহিংসাই  
পরম ধর্ম, অধিক কি আততায়িগণকেও বধ করা কর্তব্য নয় ॥ ৫৫ ॥ তোমরা নিশ্চয়ই  
জানিবে, ভোগনিরত দ্বিজগণ, নিজ নিজ রসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই, বেদে পশু-  
হিংসা-পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অহিংসার তুল্য উৎকৃষ্ট পরম ধর্ম আর কিছুই  
নাই ॥ ৫৬ ॥

রাজন্ ! দেবগুরু বেদের নিন্দা করত এই সকল বাক্য বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া  
ভৃগুপুত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই গুরু  
নিশ্চয়ই আমার বিদেষী ॥ এই ধূর্ত কর্তৃক আমার যজ্ঞমানগণ বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাতে  
আর সন্দেহ নাই ॥ ৫৭—৫৮ ॥ পাপের একমাত্র কারণস্বরূপ যে লোভ কর্তৃক প্রেরিত

কিং কিং ন লভতে লোভান্মলিনীকৃতমানসঃ ।

অন্যোহপি গুরুরপ্যেবং জাতঃ পাষণ্ডপণ্ডিতঃ ॥ ৬১ ॥

শৈলূষবেষ্টিতঃ সর্বং পরিগৃহ্য দ্বিজোত্তমঃ ।

বঞ্চয়ত্যতিসংযুতান্ দৈত্যান্ বাজ্যান্ মমাপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
দৈত্যবঞ্চনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদোক্তাপি হিংসা ন কৰ্তব্যোত্যাহ দ্বিজৈরিতি ॥ ৫৬—৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়া এই গুরুও মিথ্যা কহিতেছেন সেই পাপবীজ এবং নরকের ষার স্বরূপ লোভকে  
ধিক্ ॥ ৫৯ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যিনি সকল সুরগণের গুরু এবং ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক, বাহ্যে  
বচন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তিনিও আজ পাষণ্ড মত ধারণ করিলেন ? অহো !  
লোভের কি অনির্বচনীয় মহিমা ! ॥ ৬০ ॥ লোভের বশীভূত হইয়া সুরগুরুও যখন  
পাষণ্ড পণ্ডিত হইলেন, তবে লোভবশে মলিনমানস মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ কি অস্বার্থ্য না  
করিবে ? ॥ ৬১ ॥ আজ এই সুরগুরু দ্বিজবর হইলেও নটের ভাষা সমস্তই গ্রহণ করিয়া  
আমার মূঢ়বুদ্ধি বাজ্য দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরগুরুর দৈত্যবঞ্চনা নামক  
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সঙ্কিত্য মনসা তানুবাচ হসন্নিব ।  
বঞ্চিতা মৎস্বরূপেণ দৈত্যাঃ কিং গুরুণা কিল ॥ ১ ॥  
অহং কাব্যো গুরুশ্চাযং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ ।  
অনেন বঞ্চিতা যুয়ং সদ্ব্যাজ্য নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥  
মা শ্রদ্ধধ্বং বচোহস্মার্য্যা দান্তিকোহয়ং মদাকৃতিঃ ।  
অনুগচ্ছত মাং যাজ্যাস্ত্যর্জুনৈনং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩ ॥  
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্ম দৃষ্ট্বা তৌ সদৃশৌ পুনঃ ।  
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোহয়মিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৪ ॥  
স তান্ বীক্ষ্য স্তম্ভাস্তান্ গুরুর্বাধ্যমুবাচ হ ।  
গুরুর্বেদা বঞ্চয়তো্যব মদ্রূপোহয়ং বৃহস্পতিঃ ॥ ৫ ॥  
প্রাপ্তো বঞ্চয়িতুং যুগ্মান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
মা বিশ্বাসং বচস্তস্ম কুরুধ্বং দৈত্যসত্তমাঃ ! ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তপঞ্চাশক্তিঃ পদৈরনন্তবন্ ।

দৈত্যানাং গুরুসম্প্রাপ্তিকৃতানামিহোচ্যতে ॥

দৈত্যাধ্যায়নং বৃহস্পতিকর্তৃকং শ্রদ্ধা দৈত্যান্ প্রতি গুরু উবাচেত্যাহ ইতি সঙ্কিত্য মন-  
সেতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! গুরুচার্য্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যগণকে  
হস্ত পূর্ব্বক বলিলেন, দৈত্যগণ! তোমরা মদীয়রূপধারী সুরগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক কি জন্ত  
বঞ্চিত হইলে? ॥ ১ ॥ আমি গুরুচার্য্য, তোমরা আমার যাজ্য; ইনি দেব-কার্য্যসাধক  
সুরগুরু বৃহস্পতি, ইনি যে তোমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥ এই  
দান্তিক আমার আকার ধারণ করিয়াছেন, তোমরা ইহার বাক্যে কদাচ শ্রদ্ধা করিও না;  
হে দৈত্যগণ! তোমরা আমার যাজ্য, অতএব আমার অনুবর্তী হও; এই বৃহস্পতিকে  
পরিত্যাগ কর ॥ ৩ ॥ দৈত্যগণ, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদের উভয়েরই তুল্য  
আকৃতি দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিত হইল, এবং উপস্থিত ব্যক্তিকেই গুরুচার্য্য  
বলিয়া নিশ্চয় করিল ॥ ৪ ॥ তখন বৃহস্পতি তাহাদিগকে সরল-স্বভাবাবিহীন ও মায়াবিমোহিত



প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া শস্তোষুমানধ্যাপয়ামি তাম্ ।  
 দেবেভ্যো বিজয়ং নুনং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥  
 ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং কাব্যরূপধরশ্চ তে ।  
 বিশ্বাসং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোহয়মিতি নিশ্চয়াৎ ॥ ৮ ॥  
 কাব্যেন বহুধা তত্র বোধিতাঃ কিল দানবাঃ ।  
 বুৰুধূর্ন গুরোর্মায়ামোহিতাঃ কালপর্যয়াৎ ॥ ৯ ॥  
 এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো ভার্গবমববুধুঃ ।  
 অয়ং গুরুর্নো ধর্মাক্সা বুদ্ধিদশ্চ হিতে রতঃ ॥ ১০ ॥  
 দশবর্ষাণি সততময়ং নঃ শাস্তি ভার্গবঃ ।  
 গচ্ছ স্বং কুহকো ভাসি নাম্মাকং গুরুরপ্যুত ॥ ১১ ॥  
 ইত্যুক্তা ভার্গবং মৃঢ়া নির্ভৎসু চ পুনঃ পুনঃ ।  
 জগৃহস্তং গুরুং প্রীত্যা প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ১২ ॥

স তানিতি । সুসংলান্ধামোহিতাম্রূপেণারং বৃহস্পতির্নো মুয়ান্ বক্ষ্যতি বক্ষয়িষ্যতি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥

কাব্যেন বাস্তবিকেন । কালপর্যয়াৎ কালবৈপর্য্যোক্তো গুরোর্বৃহস্পতের্মায়ামা মোহিতা  
 ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

অবলোকন করিয়া কহিলেন, ঠিনিই দেবগুরু বৃহস্পতি, এক্ষণে আমার রূপ ধারণ করিয়া  
 তোমাদিগকে বক্ষনা করাই ইহার অভিপ্রায় ॥ ৫ ॥ ইনি দেব-কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত তোমা-  
 দিগকে বক্ষনা করিতে এই স্থানে আসিয়াছেন, হে অশ্বরপ্রবরগণ ! তোমরা ইহার বাক্য  
 কখনও বিশ্বাস করিও না ॥ ৬ ॥ আমি শত্রুর নিকটে হইতে যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তোমা-  
 দিগকে তাহাই অধ্যয়ন করাইতেছি । আমি, দেবগণের সহিত যুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী  
 করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ তখন কাব্যরূপধারী গুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দৈত্যগণ  
 “ইনিই কাব্য” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, তাকে সাতিশয় বিশ্বাস সংস্থাপন করিল ॥ ৮ ॥ যাহা  
 হউক, তখন দানব-গুরু শুক্রাচার্য্য যদিও দানবদিগকে বিজয় বুঝাইয়াছিলেন, তথাপি  
 তাহার বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত হইয়া, বিপরীত কাল-বৈচিত্র্য-নিবন্ধন সে সকল কিছুই  
 বুঝিল না ও তাহাতে কর্ণপাত করিল না ॥ ৯ ॥ তখন তাহার হিরনিশ্চয় হইয়া মহাত্মা  
 শুক্রাচার্য্যকে কহিল, ইনিই আমাদের বুদ্ধিপ্রদ ও হিতনিরত গুরু, ইনিই ধার্মিক-  
 চূড়ামণি ভার্গব, দশবৎসর কাল নিরতই আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, তুমি আমাদের গুরু  
 নহ, তোমাকে মান্যবী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও ॥ ১০—১১ ॥  
 সুচবুদ্ধি দৈত্যগণ ভার্গবকে এই কথা বলিয়া এবং পুনঃ পুনঃ ভৎসনা করিয়া, শুক্রপী হর-  
 কৃষ্ণে প্রণাম ও অভিবাদন পূর্ব্বক প্রীতমনে তাহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল ॥ ১২ ॥

কাব্যস্ত তন্ময়ান্ দৃষ্ট্বা চুকোপাথ শশাপ চ ।  
 দৈত্যান্ বিবোধিতান্মহা গুরুণা চাতিবক্ষিতান্ ॥ ১৩ ॥  
 যস্মান্ময়া বোধিতা বৈ গৃহীযুর্ন চ মে বচঃ ।  
 তস্মাৎ প্রনম্যসংজ্ঞা বৈ পরাভবমবাপ্যথ ॥ ১৪ ॥  
 মদবজ্রফলং কামং স্বল্পে কালে হবাপ্যথ ।  
 তদাস্ত্র কপটং সর্বং পরিজ্ঞাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাভ্যাসৌ জগামাশু ভার্গবঃ ক্রোধসংযুতঃ ।  
 বৃহস্পতিমুদং প্রাপ্য তস্মৌ তত্র সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥  
 ততঃ শপ্তান্ গুরুজ্ঞান্ দৈত্যাংস্তান্ ভার্গবেণ হি ।  
 জগাম তরসা ত্যক্তা স্বরূপং স্বং বিধায় চ ॥ ১৭ ॥  
 গম্বোবাচ তদা শক্রং কৃতং কার্য্যং ময়া ধ্রুবম্ ।  
 শপ্তাঃ শুক্রেণ তে দৈত্যা ময়া ত্যক্তাঃ পুনঃ কিল ॥ ১৮ ॥  
 নিরাধারা কৃতা নূনং যতধ্বং সুরসত্তমাঃ ।  
 সংগ্রামার্থং মহাভাগাঃ শাপদগ্ধা ময়া কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

তং গুরুং বৃহস্পতিং শুক্রাচার্য্যরূপেণ জগৃহঃ ॥ ১২—১৬ ॥

এদিকে কাব্য, দৈত্যদিগকে সুরগুরুর একান্ত অনুবর্তী দেখিয়া এবং বৃহস্পতি-বাক্যে বিশ্বাস পূর্বক বক্ষিত হইয়াছে স্থির করিয়া, রোষভরে তাহাদিগকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, যখন আমি বুঝাইয়া দিলেও তোমরা আমার বাক্য গ্রহণ করিলে না, তখন তোমরা সংজ্ঞাহারা হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমরা আমার প্রতি যে অবজ্ঞা করিলে, তাহার ফল অল্প কালেই প্রাপ্ত হইবে এবং তখন ঐ শুরগুরুর কপট ভাব সবিশেষ অনুভব করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য রোমাবেশে সত্বর চলিয়া গেলেন, বৃহস্পতি দৃষ্ট ও সুস্থিরচিত্ত হইয়া সেই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ তদনন্তর, দৈত্যগণ ভার্গবশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে জানিয়া, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া সৈবরগমনে শক্র-সন্নিধানে আগমন পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, আমি এক্ষণে নিশ্চিতই কার্য্য সাধন করিয়াছি, কারণ, ভার্গব দৈত্যগণকে অভি-সম্পাত করিয়াছেন, এবং আমিও তাহাদিগকে এ সময়ে পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে, হে মহাভাগ সুরসত্তমগণ ! আমি দৈত্যদিগকে শাপদগ্ধ করিয়াছি, তোমরা

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং মঘবা মুদমাণুবান্ ।  
 জহ্বুশ্চ সুরাঃ সৰ্বে প্রতিপূজ্য বৃহস্পতিম্ ॥ ২০ ॥  
 সংগ্রামায় মতিং চক্ৰুঃ সংবিচার্য মিথঃ পুনঃ ।  
 নির্যযুর্মিলিতাঃ সৰ্বে দানবাভিমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২১ ॥  
 সুরান্ সমুদ্যতান্ জাহ্না কৃতোদযোগান্মহাবলান্ ।  
 অন্তর্হিতং গুরুং চৈব বভূবুশ্চিস্তয়ান্বিতাঃ ॥ ২২ ॥  
 পরস্পরমথোচুস্তে মোহিতাস্তস্মৈ মায়য়া ।  
 সম্প্রসাদ্যো মহাত্মা চ যাতোহসৌ রুষ্ঠমানসঃ ॥ ২৩ ॥  
 বঞ্চয়িত্বা গতঃ পাপো গুরুঃ কপটপণ্ডিতঃ ।  
 ভ্রাতৃস্ত্রীলম্বনঃ প্রায়ো মলিনোহস্তবর্হিঃশুচিঃ ॥ ২৪ ॥  
 কিং কুর্ম্যঃ ক চ গচ্ছামঃ কথং কাব্যং প্রকোপিতম্ ।  
 কুর্বীমহি সহায়ার্থং প্রসন্নং হৃষ্টমানসম্ ॥ ২৫ ॥  
 ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সৰ্বে মিলিতা ভয়কম্পিতাঃ ।  
 প্রহ্লাদং পুরতঃ কৃৎন জগ্মুস্তে ভার্গবং পুনঃ ॥ ২৬ ॥  
 প্রণেমুচ্চরণৌ তস্মৈ মুনৈর্মোহিতস্তদা ।  
 ভার্গবস্তানুবাচাথ রোমসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ শপ্তানিতি । ভার্গবেণ শপ্তানৈত্যান্ জাহ্না জুহোহস্ম্যং শুক্রে দৈত্যান্ শিবাং  
 প্রাপ্তান্মদ্রোপদেক্ষ্যতীতি কৃতকার্ণোহমিতি মত্বা অগামেত্যর্থঃ ॥ ১৭—২৩ ॥  
 অন্তর্মলিনঃ কপটী ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সচেষ্ট হও ॥ ১৭—১৯ ॥ দেবরাজ দেবগুরু এইকপ  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সমস্ত সুরগণ সচেষ্ট হইয়া বৃহস্পতির অর্চনা পূর্বক  
 নির্জনে পুনর্বার মঙ্গলা করিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন । তদনন্তর  
 সুরগণ মিলিত হইয়া সংগ্রাম জন্ত অসুরগণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥ ২০—২১ ॥ মহাবল-  
 শালী অসুরগণ, উদ্‌যোগ সহকারে সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া আগমন করিতেছেন এবং গুরুদেব  
 অন্তর্হিত হইরাছেন জানিয়া, দৈত্যগণ একান্ত চিন্তাবিহীন হইল ॥ ২২ ॥ তখন পরস্পর বলিল,  
 অহো ! আমরা সেই সুরগুরু মহারাজ মোহিত হইরাছি, মহাত্মা শুক্রাচার্য্য জুহু  
 হইয়া আমাদের পক্ষে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রসন্ন করা আমাদের একান্ত  
 কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ সেই পাপাশ্রয় ভ্রাতৃ-ভাৰ্য্যা-গামী, অন্তর্মলিন, বর্হিঃশুচি ও কপট-পণ্ডিত  
 সুরগুরু আমাদের যথার্থই বঞ্চনা করিয়া এক্ষণে অন্তর্হিত হইরাছেন ॥ ২৪ ॥ আমরা  
 এক্ষণে কি করি? কোথায় গাই? কিরূপে সেই প্রকোপিত কাব্যকে আমাদের সাহায্য

ময়া প্রবোধিতা যুয়ং মোহিতা গুরুমায়য়া ।  
 ন গৃহীতং বচো যোগ্যং তদা যাজ্ঞা হিতং শুচি ॥ ২৮ ॥  
 তদাবগণিতশ্চাহং ভবন্তিস্তদ্বশঙ্গতৈঃ ।  
 প্রাপ্তং নূনং মদোন্মত্তৈশ্চমাবমানজং ফলম্ ॥ ২৯ ॥  
 তত্র গচ্ছত সদ্রব্ধা যত্রাসৌ কপটাকৃতিঃ ।  
 বঞ্চকঃ সুরকার্যার্থী নাহং তদ্বন্ধি বঞ্চকঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং ব্রুবন্তঃ শুক্রং তু বাক্যং সন্ধিগ্নয়া গিরা ।  
 প্রহ্লাদস্তং তদোবাচ গৃহীত্বা চরণৌ ততঃ ॥ ৩১ ॥  
 প্রহ্লাদ উবাচ ।

ভার্গবাদ্য সমায়াতান্ যাজ্ঞানস্মাংস্তথা তুরান্ ।  
 ত্যক্তুং নাইসি সর্বজ্ঞ ! ত্বন্ধিতাংস্তনয়ান্ হি নঃ ॥ ৩২ ॥  
 গতে ত্বয়ি তু মন্ত্রার্থং শৈলুষেণ দুরাত্মনা ।  
 ত্বদ্বেশমধুরালাপৈর্করয়ং তেন প্রবন্ধিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

হে যাজ্ঞাঃ ॥ ২৮—৩২ ॥

প্রসন্ন করি ? ॥ ২৫ ॥ দৈত্যগণ এইরূপ চিন্তা করত সকলে মিলিত হইয়া ভয়-ব্যাকুলমানসে  
 প্রহ্লাদকে অগ্রে লইয়া ভার্গব-সন্নিধানে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ ভার্গব দৈত্যগণকে দর্শন  
 করিয়া মোনাবলম্বনে অবস্থিত রহিলেন ; তাহার। তাঁহার পাদপদ্মে অভিষাদন করিলে  
 শুক্রাচার্য্য ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া, তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ বখন  
 আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তোমরা কপট গুরুর মায়ায় মোহিত হইয়া আমার  
 পবিত্র হিতকর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ কর নাই, প্রত্যুত তোমরা তাহার বশবর্তী এবং মদে  
 উন্মত্ত হইয়া আমায় অবজ্ঞা করিয়াছ, তখন তোমাদিগকে সেই ফল নিশ্চিতই প্রাপ্ত  
 হইতে হইবে। তোমরা এখন কল্যাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, অর্থাৎ আপনারাই আপনাদের  
 সর্বনাশ করিয়াছ ; এক্ষণে যেখানে সেই কপটরূপী, সুরকার্য্যার্থী বঞ্চক পণ্ডিত আছেন,  
 সেইখানেই গমন কর ; জানিও, আমি তাঁহার শ্রায় বঞ্চক নহি ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য এইরূপ সন্ধিগ্ন বাক্য বলিলে, প্রহ্লাদ তৎকালে  
 তাঁহার চরণগ্রহণ পুরঃসর এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে গুরুদেব ভার্গব ! আমরা অদ্য কাতরভাবে আপনার নিকটে  
 আগমন করিয়াছি, হে সর্বজ্ঞ ! আমরা আপনার যাজ্ঞা, হিতকর তনয়-তুল্য ; অতএব,  
 আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৩২ ॥ আপনি মন্ত্রার্থার্থ গমন করিলে,



অজ্ঞানকৃতদোষেণ নৈব কুপ্যতি শাস্তিমান্ ।  
 সৰ্বজ্ঞস্ত্বং বিজানাসি চিত্তং নঃ প্রবণং ত্বয়ি ॥ ৩৪ ॥  
 জ্ঞাত্বা নস্তপসা ভাষণং ত্যজ্য কোপং মহামতে ! ।  
 ব্রুবন্তি মুনয়ঃ সৰ্বেষু ক্লণকোপা হি সাধবঃ ॥ ৩৫ ॥  
 জলং স্বভাবতঃ শীতং বহ্যাতপসমাগমাৎ ।  
 ভবত্বাষ্ণুং বিয়োগাচ্চ শীতত্বমশ্লুগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥  
 ক্রোধশ্চাণ্ডালরূপো বৈ ত্যক্তব্যঃ সৰ্বথা বুধৈঃ ।  
 তস্মাদ্রোষং পরিত্যজ্য প্রসাদং কুরু স্তত্রত ! ॥ ৩৭ ॥  
 যদি ন ত্যজ্যসি ক্রোধং ত্যজ্যস্মাত্মান্ স্তদুঃখিতান্ ।  
 ত্বয়া ত্যক্তা মহাভাগ ! গমিষ্যামো রসাতলম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্রাস উবাচ ।

প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবো জ্ঞানচক্ষুযা ।  
 বিলোক্য স্তম্ভনা ভূত্বা তানুবাচ হসন্নিব ॥ ৩৯ ॥  
 ন ভেতব্যং ন গম্যব্যং দানবা বা রসাতলম্ ।  
 রক্ষয়িষ্যামি বো যজ্যাম্যশ্চৈরবিতথৈঃ কিল ॥ ৪০ ॥

শৈলূষেণ ত্বদেষধারিণা বৃহস্পতিনা ॥ ৩৩—৪২ ॥

সুযোগ পাইয়া সেই নটরূপী ত্বদেষধারী দ্বারা বৃহস্পতি মধুরালাপ দ্বারা আমাদেরকে বঞ্চনা করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ আপনাকে অধিক কি বলিব, প্রগাঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞান-কৃত অপরাধে প্রকুপিত হন না ; আপনি সৰ্বজ্ঞ, আমাদের চিত্ত যে আপনাতেই একান্ত আসক্ত, তাহা আপনি জানেন ॥ ৩৪ ॥ হে মহাবুধে ! আপনি তপোবলপ্রভাবে আমাদের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কোপ পরিহার করুন ; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সাধুগণের কোপ চিরস্থায়ী নহে ॥ ৩৫ ॥ হে মুনে ! জল স্বভাবতই শীতল, বহিষ্কারা তাপযোগে উহা উষ্ণ হয় বটে, কিন্তু ক্লণকাল পরে তাপ অবগত হইলেই পুনর্বার শীতল হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ হে স্তত্রত ! ক্রোধ চণ্ডাল ভূলা, অতএব বুধগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ; আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আপনি আমাদের প্রতি কোপ পরিহার পূর্বক প্রসন্ন হউন ॥ ৩৭ ॥ যদি আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ না করিয়া এরূপ ঘোর-হুঃখাতিভূত আমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, হে মহাভাগ ! তাহা হইলে আপনাবর্জক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা রসাতলে প্রবেশ করিব ॥ ৩৮ ॥

ব্রাস বলিলেন, রাজন্ ! কাব্য, প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানমেত্রে অবলোকন পূর্বক প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং স্তব্ধ হস্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তোমাদিগকে

হিতং সত্যং ব্রবীম্যদ্য শৃণুধ্বং তত্ত্ব নিশ্চয়ম্ ।  
 বচনং মম ধর্মজ্ঞাঃ শ্রুতং যদব্রহ্মগণঃ পুরা ॥ ৪১ ॥  
 অবশস্তাবিনো ভাবাঃ প্রভবন্তি শুভাশুভাঃ ।  
 দৈবং ন চান্যথা কৰ্ত্তুং ক্রমঃ কোহপি ধরাতলে ॥ ৪২ ॥  
 অদ্য মন্দবলা যুয়ং কালযোগাদসংশয়ম্ ।  
 দেবৈর্জিতাঃ সঙ্কুচ্যপি পাতালং প্রতিপৎস্বথ ॥ ৪৩ ॥  
 প্রাপ্তঃ পর্যায়কালো ব ইতি ব্রহ্মাভ্যভাষত ।  
 ভুক্তং রাজ্যং ভবন্তিষ্ট পূর্ণং নব্বং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪ ॥  
 যুগানি দশপূর্ণানি দেবানাক্রম্য মূর্দ্ধনি ।  
 দৈবযোগাচ্চ যুগ্মাভিভূক্তং ত্রৈলোক্যমূর্জিতম্ ॥ ৪৫ ॥  
 সাবর্ণিকে মনো রাজ্যং পুনস্তত্ত্ব ভবিষ্যতি ।  
 পৌত্রৈস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজ্যং প্রাপ্ন্যতি তে বলিঃ ॥ ৪৬ ॥  
 যদা বামনরূপেণ হুতং দেবেন বিষ্ণুনা ।  
 তদৈব চ ভবৎপৌত্রঃ প্রোক্তো দেবেন জিষ্ণুনা ॥ ৪৭ ॥

অদোতি । যদ্যপ্যহং মহাদেবাং প্রাপ্তমব্রহ্মস্থাপি ভবতাময়ং পরাজয়কালোহস্ত্যতঃ  
 কালযোগাদেবৈর্জিতাঃ সন্তঃ সঙ্কদেকবারং পাতালং প্রতিপৎস্বথ গমিষ্যথেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ প্রাপ্তঃ পর্যায়কাল ইতি । ব্যত্যয়কাল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

মূর্দ্ধনি দেবানাক্রম্য তেষাং মণ্ডকে চরণং দধেত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

আর ভয় করিতে, বা রম্যতলে প্রবেশ করিতে হইবে না । তোমরা আমার রাজ্য, আমি তোমাদিগকে অমোঘ মন্ত্র-প্রভাবে অবশ্যই রক্ষা করিব ॥ ৪০ ॥ হে ধর্মজগণ ! ব্রহ্মা পুরাকালে যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুযায়ী আমার এই সত্য, হিতকর ও নিশ্চিত বচন শ্রবণ কর ॥ ৪১ ॥ যাহা অবশস্তাবী, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক অবশ্যই সংঘটিত হইবে । ধরাতলে কেহই দৈবের অন্তথা করিতে পারে না ॥ ৪২ ॥ তোমরা এখন কালযোগে নিশ্চিতই হীনবল হইয়াছ ; অতএব, এক্ষণে তোমাদিগকে দেবগণের প্রভাবে পরাজিত হইয়া একবার পাতাল-তলে গমন করিতে হইবে ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন যে, যখন তোমাদের ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিবার পর্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমরা সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ এই ত্রৈলোক্যের আধিপত্য-স্বধ ভোগ করিয়াছ । তোমরা দৈববলে অমরবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের মন্ডকে চরণ অর্পণ পুরঃসর পূর্ণ দশযুগ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ত্রৈলোক্য স্বধসম্ভোগ করিয়াছ ॥ ৪৪—৪৫ ॥ জানিও সাবর্ণিক মন্ডক্রে এই রাজ্য পুনর্বার তোমাদের অধিকৃত হইবে । তখন বলিনামে তোমাদের বংশে ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রহ্লাদ-পৌত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতিপন্ন হইবে ॥ ৪৬ ॥ বৈকুণ্ঠনাথ হরি যখন বামনরূপে বলির রাজ্য-হরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্

হতং যেন বলে রাজ্যং দেববাহুধর্মিক্রয়ে ।

ত্বমিত্রো ভবিতা চাগ্রে স্থিতে সাবর্ণিকে মনো ॥ ৪৮ ॥

ভার্গব উবাচ ।

ইত্যাশ্রিতো হরিণা পৌত্রস্তব প্রহ্লাদ ! সাম্প্রতম্ ।

অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং গুপ্তচরতি ভীতবৎ ॥ ৪৯ ॥

একদা বাসবেনাসৌ বলিগর্দভরূপভাক্ ।

শূন্যে গৃহে স্থিতঃ কামং ভয়ভীতঃ শতক্রতোঃ ॥ ৫০ ॥

পৃষ্ঠে বহুধা তেন বাসবেন বলিস্তদা ।

কিমর্থং গর্দভং রূপং কৃতবান্ দৈত্যপুঙ্গব ! ॥ ৫১ ॥

ভোক্তা ত্বং সর্বলোকস্য দৈত্যানাঞ্চ প্রশাসিতা ।

ন লজ্জা খররূপেণ তব রাক্ষসসত্তম ! ॥

তস্মৈ তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈত্যরাজো বলিস্তদা ॥ ৫২ ॥

প্রোবাচ বচনং শক্রং কোহত্র শোকঃ শতক্রতো ! ।

যথা বিষ্ণুর্মহাতেজা মৎস্যকচ্ছপতাং গতঃ ॥ ৫৩ ॥

তথাহং খররূপেণ সংস্থিতঃ কালযোগতঃ ।

যথা ত্বং কমলে লীনঃ সংস্থিতো বৃদ্ধহত্যয়া ॥ ৫৪ ॥

ইদং বামনরূপেণ হরিণাপি পূর্বমুক্তমস্মীত্যাহ মনেতি । হতমিতি রাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭-৪৮ ॥

জনার্দন বিষ্ণু, দৈত্যরাজ বলিকে বলিয়াছিলেন যে, আমি দেবগণের বাহুধর্মিক্রিয়  
নিমিত্ত ছলে তোমার রাজ্য হরণ করিলাম, আগামী সাবর্ণিক মন্বন্তর-কাল উপস্থিত হইলে,  
তুমিই ইচ্ছা চাইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥

হে প্রহ্লাদ ! ভগবান্ হরির বচনানুসারে তোমার পৌত্র বলি এক্ষণে সর্ব ভূতগণের  
অদৃশ্য থাকিয়া অত্যন্ত ভীতের স্তায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ তিনি বাসব-ভয়ে ভীত  
হইয়া গর্দভরূপ ধারণ পূর্বক শূন্যগৃহে অবস্থিত আছেন । এমন সময়ে একদিন দেবরাজ  
ঐহাকে দেখিতে পাইয়া নানাপ্রকারে ঐহাকে রাসভদেহ ধারণের কারণ কি জিজ্ঞাসা  
করিলেন ॥ ৫০—৫১ ॥ হে দৈত্যবর ! তুমি সতত সর্বলোক-সুখ-ভোগ করিতেছ, তুমি দৈত্য-  
গণের শাসন-কর্তা, হে দৈত্যসত্তম ! সর্বলোকের উপর তোমার অচল আধিপত্য, অতএব  
গর্দভরূপ ধারণে তোমার লজ্জার আবির্ভাব হইতেছে না কেন ? দৈত্যরাজ বলি ঐহার  
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ॥ ৫২ ॥ হে শক্র ! এ বিষয়ে শোক বা দুঃখ কি আছে ?  
যখন মহাতেজা বিষ্ণুও মৎস্য কচ্ছপের রূপ ধারণ করিয়াছেন, তখন আমি যে কালবশে  
খররূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আপনি বৃদ্ধহত্যাব

পীড়িতশ্চ তথা হৃদ্য স্থিতোহহং খররূপধ্বক্ ।  
 দৈবাধীনশ্চ কিং দুঃখং কিং সুখং পাকশাসন ! ।  
 কালং করোতি বৈ নুনং যদিচ্ছতি যথা তথা ॥ ৫৫ ॥  
 ভার্গব উবাচ ।

ইতি তৌ বলিদেবেশৌ কৃত্বা সংবিদমুত্তমাম্ ।  
 প্রবোধং প্রাপতুঃ কামং যথাস্থানঞ্চ জগতুঃ ॥ ৫৬ ॥  
 ইত্যেতন্তে সমাখ্যাতা মম দৈববলিষ্ঠতা ।  
 দৈবাধীনং জগৎ সর্বং স দেবাস্থরমানুষম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
 চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তিকথনং নাম  
 চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পৌত্রস্তবেতি । বলিরিত্যর্থঃ । ইতি বামনবাক্যং তব পৌত্রো বলিঃ কৃত্বা ভীতবৎ সর্ব-  
 ভূতানামদৃষ্টঃ সন্ শুশ্রুচরতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পব যেরূপ মানসসরোবরে সরোজমধ্যে সংলীন হইয়া অবস্থিত ছিলেন, সেইরূপ আমিও  
 অদ্য কাতর হইয়া গর্দভরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি । পাকশাসন ! দৈবাধীন  
 ব্যক্তির দুঃখই বা কি এবং সুখই বা কি ? তাহার পক্ষে সকলই সমান ; কারণ, কাল যখন  
 যেরূপ ইচ্ছা করে তখন তাহার প্রতি নিশ্চিতই সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ভার্গব বলিলেন, প্রহ্লাদ ! বলিও দেবরাজ পরস্পরে এইরূপ সংলাপ করিয়া উভয়ে  
 প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে যথেষ্ট স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ অস্থরসত্তম !  
 আমি দৈবের বলবত্তাবিষয়ক এই আখ্যানটী তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । তুমি জানিও  
 স্তর, অস্থর ও নর সহিত এই নিখিল জগৎ দৈবেরই অধীন হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যগণের শুক্রাচার্য্য

প্রাপ্তি নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

• • ~~~~~ •



## পঞ্চদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবস্ত মহাত্মনঃ ।  
প্রহ্লাদস্ত স্তম্ভকৌ বভূব নৃপনন্দন ! ॥ ১ ॥  
জ্ঞাত্বা দৈবং বলিষ্ঠঞ্চ প্রহ্লাদস্তানুবাচ হ ।  
কৃতেহপি যুদ্ধে ন জয়ো ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ২ ॥  
তদা তে জয়িনঃ প্রোচুর্দানবা মদগর্বিতাঃ ।  
সংগ্রামস্ত প্রকর্তব্যো দৈবং কিং ন বিদামহে ॥ ৩ ॥  
নিরুদ্যমানাং দৈবং হি প্রধানমম্বরাধিপ ! ।  
কেন দৃষ্টং ক বা দৃষ্টং কীদৃশং কেন নিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥  
তস্মাদ্যুদ্ধং করিষ্যামো বলমান্বায় সাম্প্রতম্ ।  
ভবাগ্রে দৈত্যবর্ষ্য ! স্বং সর্বজ্ঞোহসি মহামতে ! ॥ ৫ ॥  
ইতুক্ত্বৈস্তে তদা রাজন্ ! প্রহ্লাদঃ প্রবলারিহা ।  
সেনানীশ্চ তদা ভূত্বা দেবান্ যুদ্ধে সমাহ্বয়ৎ ॥ ৬ ॥

অর্চনোকাধিকৈরেকসমুত্তিমোকবধাকৈঃ ।

দেবদানবরোবুধশান্তির্দেব্যা কৃতোচ্যতে ॥

যুদ্ধে যুধ্যতিঃ কৃতেহপি অয়ো ন ভবিষ্যতি কিন্তু পরাজয় এবৈতি ভার্গববাক্যং শ্রুত্বা  
প্রহ্লাদো দৈত্যানুবাচেত্যাহ ইতি তস্মৈতি ॥ ১—২ ॥  
দৈবং কিমিতি । অমুকুলং প্রতিকুলং বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে মহারাজ জনমেজয় ! প্রহ্লাদ মহাত্মা ভার্গবের পূর্বোক্ত বাক্য  
শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ১ ॥ তখন তিনি দৈবকে বলুবান্ জানিয়া দৈত্যগণকে  
কহিলেন, ওহে দৈত্যগণ ! সুরগণের সহিত সংগ্রাম করিলেও কদাচই আমাদের জয়লাভ  
হইবে না ॥ ২ ॥ তখন বিজয়ী মদগর্বিত দানবগণ প্রহ্লাদকে কহিল, সংগ্রাম আমাদের  
একান্তই কর্তব্য, দৈব কাণ্ডকে বলে আমরা তাহা জানি না । হে অম্বরেজ ! যাহারা  
উদ্যোগবিহীন—অর্থাৎ অকর্মণ্য, দৈব তাহাদেরই প্রধান আশ্রয় ; দৈব কি প্রকার,  
ইহাকে কে নির্মাণ করিয়াছে এবং কে বা তাহা কোথায় দর্শন করিয়াছে ? যাহা হউক  
আমরা একগে বল অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব । দৈত্যপ্রবর ! আপনি অতিশয় বুদ্ধি-  
শালী ও সর্বজ্ঞ ; একগে আমাদের প্রধান নায়ক হইয়া যুদ্ধ কার্য সম্পাদন করুন ॥ ৩—৫ ॥

তেহপি তত্রাস্থান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্ ।

সর্কে সংভূতসস্তারা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্ ॥ ৭ ॥

সংগ্রামস্ত তদা ঘোরঃ শক্রপ্রহ্লাদয়োর্ভবৎ ।

পূর্ণং বর্ষশতং তত্র যুনাং বিস্ময়াবহঃ ॥ ৮ ॥

বর্তমানে মহাযুদ্ধে শুক্রেণ প্রতিপালিতাঃ ।

জয়মাপুস্তদা দৈত্যাঃ প্রহ্লাদপ্রমুখা নৃপ ! ॥ ৯ ॥

তদৈবেন্দ্রো গুরোর্বাক্যাং সর্বদুঃখবিনাশিনীম্ ।

সম্মার মনসা দেবীং মুক্তিদাং পরমাং শিবাম্ ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

জয় দেবি মহামায়ে শূলধারিণি চান্সিকে ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মখড়্গহস্তে হভয়প্রদে ॥ ১১ ॥

নমস্তে ভুবনেশানি শক্তিদর্শননায়িকে ।

দশতত্ত্বায়িকে মাতর্মহাবিদ্যাস্বরূপিণি ॥ ১২ ॥

যযোজ্ঞঃ দৈবং প্রতিকূলং বর্ততে জয়ো ন ভবিষ্যতীতি তদেতদ্ভাষণং নিরুদ্যমানাং পৌরুষহীনানাং ভবতি পরাক্রমবস্তিস্ত পৌরুষমেব প্রধানতয়া মন্তব্যমদৃষ্টং তু ক বা বর্ততে কিং দৃষ্টং বর্ততে কেন বা নির্বিতমিতি কেন দৃষ্টং নৈবাদৃষ্টমস্মীতি ভাবঃ ॥ ৪—৭ ॥

ভবৎ অভবদিত্যর্থঃ । আগমশাস্ত্রশ্রুতানিত্যত্বাদভাগমাত্ভাবঃ ॥ ৮—১১ ॥

শক্তিদর্শননায়িকে ইতি । শৈবশাক্তসৌরগাণেশবৈষ্ণবনাস্তিকমতপ্রতিপাদকানি ষড়্ দর্শনানি সন্তি । তত্র শক্তিদর্শনশ্রুতায়িকা তদ্ব্যতস্ত মুখ্যত্বেন প্রতিপাদ্য শ্রীভুবনেশ্বরী দেবতা-

রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ কহিলে, প্রবল-বৈরি-বিনাশন প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের সেনানী হইয়া দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥ ৬ ॥ সুরগণ অসুরগণকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া সকলে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক সুসজ্জিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥ তখন প্রহ্লাদ ও পুরন্দরের পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল, এই ভীষণ সংগ্রাম দর্শনে যুনিগণেরও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ॥ ৮ ॥ হে রাজন্ ! উপস্থিত সেই নিদারুণ সংগ্রামে শুক্রাচার্য্যের অমুগত প্রহ্লাদপ্রমুখ দৈত্যগণের জয়লাভ হইল ॥ ৯ ॥ তখন ইন্দ্র সুরগুরু বাক্যানুসারে সর্বদুঃখবিনাশিনী, মুক্তিপ্রদা পরাংপর কল্যাণদায়িনী ভুবনেশ্বরীকে মনে মনে স্মরণ করিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাক্ষে দেবি ! হে শূলধারিণি অস্বিকে !\* আপনি নিখিল বিশ্বের অভয়প্রদান কন্ত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কুপাণ ধারণ করিয়া থাকেন । হে ভুবনেশানি ! আপনাকে নমস্কার ; আপনি শক্তির প্রাধাত্য-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্রসকলের নায়িকা এবং শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি মতে নানাবিধ তত্ত্বের ভিত্তি থাকিলেও আপনি

মহাকুণ্ডলিনীরূপে সচ্চিদানন্দরূপিণি ।

প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে তে নমো দীপশিখাশ্রিকে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চকোষান্তরগতে পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণি ।

আনন্দকলিকে মাতঃ ! সর্বোপনিষদর্জিতে ॥ ১৪ ॥

মাতঃ ! প্রসাদস্বমুখি ! ভব হীনসত্ত্বান্

ত্রায়স্ব নো জননি ! দৈত্যপরাজিতান্ বৈ ।

ত্বং দেবি ! নঃ শরণদা ভুবনে প্রমাণা

শক্তাসি দুঃখশমনে হৃথিলবীর্যযুক্তে ! ॥ ১৫ ॥

স্তীতি তদেতৎ ষড়্ দর্শনপূজায়াং স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে শক্তিদর্শননাম্নিকে ইতি । দশ-  
তদ্ব্যক্তিকে মাতরিত্তি শৈবশাক্তসৌরবৈষ্ণবতৈপুর্বাদিমতভেদেন তদ্ব্যক্ত্যনেকানি সন্তি । তত্র  
শক্তিদর্শনমতে শ্রীভুবনেশ্বর্যা দশ তদ্ব্যক্ত্যনি সন্তি । কচিৎপব তদ্ব্যক্ত্যপি । তত্ৰকং শারদাগাম্য  
নিবৃত্তাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ ততো বিন্দুঃ কলা পুনঃ । নাদঃ শক্তিঃ সদা পূর্কঃ শিবশ্চ প্রকৃত-  
কিছুবিতি । তদ্ব্যক্ত্যনেন সর্বপ্রপঞ্চস্ত যত্রাস্তভাবস্তত্ত্বমুচ্যতে । তথাচ তদভিপ্রায়েণোচ্যতে  
দশ তদ্ব্যক্তিকে মাতরিত্তি মহাবিন্দুস্বরূপিণি সিতশোণবিন্দুযুগলমিশ্রণাক্সায়মানো মিশ্রবিন্দু-  
র্মহাবিন্দুরিত্তি কানকগারহস্তে স্পষ্টম্ । তদ্ব্যখ্যায়াং চান্মাভির্কিশদীকৃতং তদপ্রায়েণোচ্যতে  
মহাবিন্দুস্বরূপিণীতি । সাম্যাবস্থামায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মমহাবিন্দুস্তৎস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥

প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে ত ইতি । প্রাণাগ্নিহোত্রপ্রপঞ্চযাগাখ্যৌ যৌ যাগৌ তয়োদ্ব্যোবপি  
দেবতা ভুবনেশ্বরী । তদেতত্তত্ত্বেষু স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যা ইতি । তদে-  
বতে ইত্যর্থঃ । নমো দীপশিখাশ্রিকে ইতি । দীপশিখা বহ্নিশিখা তদ্ব্যক্তিকে ইত্যর্থঃ । তথাচ  
ক্ৰতিঃ । তস্ত মধ্যে বহ্নিশিখা অকীয়োক্তা ব্যবহিতা । নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যাহ্নেথৈব  
ভাস্বরেতি ॥ ১৩ ॥

পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীতি । ব্রহ্মপুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠেতি বাক্যোক্তানন্দময়কোষপুচ্ছভূতব্রহ্মস্বরূপিণী-  
ত্যর্থঃ । সর্বোপনিষদর্জিতে ইতি । সর্বসং বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণীতি ক্রতেঃ ॥ ১৪ ॥

হীনসত্ত্বান্ হীনপরাক্রমান্ ॥ ১৫ ॥

দশতদ্ব্যক্তিকা ; হে মাতঃ ! আপনিই মহাবিদ্যাস্বরূপিণী, আমি আপনাকে নমস্কার  
করি ॥ ১২ ॥ হে মাতঃ ! আপনি আধারপদ্মস্থিতা মহাকুণ্ডলিনী ; আপনিই সচ্চিদানন্দ-  
স্বরূপিণী ; আপনি প্রাণ ও অগ্নিহোত্র-যাগ-স্বরূপিণী, অর্থাৎ আপনিই উক্ত যাগযজ্ঞের অধি-  
দেবতা ; জলদোদয়ে সেরূপ বিদ্যাৎ প্রকাশ পায়, তাহার জ্ঞান আপনি হৃদয়াকাশে সর্বদাই  
বহ্নিশিখার জ্ঞান দীপ্তি পাইতেছেন ; মাতঃ ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥ জননি !  
আপনিই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষে অবস্থিত রহি-  
য়াছেন ; আপনি আনন্দময় কোষে ব্রহ্মস্বরূপিণী ; মাতঃ আপনি আনন্দকলিকা এবং পরা-  
ব্রহ্মবিদ্যারূপ-উপনিষৎ সকলের পরিপূজিতা ; জননি ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥ মাতঃ !  
আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা দৈত্যগণের নিকটে পরাজিত ও হীন-  
তৈজ হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে পরিভ্রাণ করুন । হে সর্বশক্তিসম্পন্ন দেবি ।

ধ্যায়ন্তি যেহপি স্থখিনো নিতরাং ভবন্তি  
 দুঃখান্বিতাবিগতশোকভয়ান্বিতাশ্চে ।  
 মোক্ষার্থিনো বিগতমানবিমুক্তসঙ্গাঃ  
 সংসারবারিধিজলং প্রতরন্তি সন্তুঃ ॥ ১৬ ॥  
 ভুং দেবি ! বিশ্বজননি ! প্রথিতপ্রভাবা  
 সংরক্ষণার্থমুদিতার্তিহরপ্রতাপা ।  
 সংহতুমেতদখিলং কিল কালরূপা  
 কো বেত্তি তেহম্ চরিতং ননু মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥  
 ব্রহ্মা হরশ্চ হরিদম্বরথো হরিশ্চ  
 নাহং যমোহথ বরুণোহমিসমীরণো চ ।  
 জ্ঞাতুং ক্ষমা ন যুনয়োহপি মহানুভাবা  
 যন্তাঃ প্রভাবমতুলং নিগমাগমাশ্চ ॥ ১৮ ॥

দুঃখান্বিতেতি । অন্ত্রে যে ন ধ্যায়ন্তি তে দুঃখান্বিতাশ্চ তে অবিগতশোকভয়ান্বিতাশ্চেতি কল্প-  
 ধারয়ঃ । তথা ভবন্তি মোক্ষার্থিনো, যে ধ্যায়ন্তীত্যনুবঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥

ভুং দেবি বিশ্বজনি । আর্তিহরঃ প্রতাপো যন্তাঃ । সমুগুণং বিনা রক্ষণাভাবস্তমোগুণং  
 বিনা সংহারাভাবো মাতুল্য পুত্রবিষয়ে সমুগুণ এবান্তি তব তু জগজ্জনিত্রা জগতো রক্ষণা-  
 ন্নারণ্যোচ্চোত্তরগুণবদ্ব্যমস্তীতি তবৈতাদৃশবিলক্ষণচরিতং কো বেদ ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মাতুল্যচ্চরিতং মন্দবুদ্ধীনাং বিষয়ঃ সূবুদ্ধীনাং তু বিষয়ঃ শ্রাদ্ধিচেতত্রাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি ।  
 এতে মহাত্মোহপি ন জানন্তি তদৈতদপেক্ষাধিকবুদ্ধিমন্তঃ কে সন্তি । তন্মাদেতদ্বিষয়ে সর্ব  
 এব মন্দবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ যতো বাচো নিবর্তন্ত ইতি ॥ ১৮ ॥

কেবল আপনিই এই ভূমানে আশ্রয়দায়িনী হইয়া আমাদিগের দুঃখ প্রশমনে সমর্থ হইয়া  
 থাকেন ॥ ১৬ ॥ দেবি ! যাহারা সতত আপনার ধ্যান করেন, তাহারাই প্রকৃত সুখী ;  
 আব যাহারা আপনার ধ্যান না করেন তাহাদের শোক ও ভয় বিদূরিত হয় না, স্নতরাং  
 তাহার কেবল দুঃখভোগ করিয়া থাকেন । মোক্ষার্থী যে সকল ব্যক্তি নিযত আপনার  
 ধ্যান ধারণা করেন, সেই সজ্জনগণ অভিমান-বিরহিত ও নিঃসঙ্গ হইয়া যে সংসার-  
 বারিধির অপার পার সম্মর্শন করেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ হে বিশ্ব-  
 জননি দেবি ! বিশ্ব রক্ষণের নিমিত্ত আপনার প্রভাব বিখ্যাত রহিয়াছে ; বলিতে কি, আপ-  
 নার প্রভাবে বিপদের পীড়া প্রশমিত হয় ; আপনি এই অখিল সংসার-সংহার নিমিত্ত কাল-  
 রূপিণী হইয়া রহিয়াছেন, হে অম্ব ! মন্দমতি জনগণের মধ্যে কে আপনার আচরিত অবগত  
 হইতে পারে ? ॥ ১৭ ॥ দিবাকর, আমি, যম, বরুণ, হতাশন, সমীরণ, মহানুভব মুনিগণ,  
 আগম, নিগম, অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও আপনার অতুল প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ  
 নহে । মাতঃ ! আমি আপনার চরণে নমস্কাব করি ॥ ১৮ ॥ উমে ! যাহারা আপনার প্রতি



ধন্যাস্তু এব তব ভক্তিপর্য মহাস্তুঃ  
 সংসারদুঃখরহিতাঃ সুখসিদ্ধমগাঃ ।  
 যে ভক্তিভাবরহিতা ন কদাপি দুঃখা-  
 শ্তোধিঃ জনিকয়তরঙ্গমুমে ! তরন্তি ॥ ১৯ ॥  
 যে বীজ্যমানাঃ সিতচামরৈশ্চ  
 ক্রীড়ন্তি ধন্যাঃ শিবিকাধিকৃতাঃ ।  
 তৈঃ পূজিতা ত্বং কিল পূর্বদেহে  
 নানোপহারৈরিত্যি চিন্তয়ামি ॥ ২০ ॥  
 যে পূজ্যমানা বরবারগস্থা  
 বিলাসিনীবৃন্দবিলাসযুক্তাঃ ।  
 সামন্তকৈশ্চোপনতৈত্র্যজন্তি  
 মন্যে হি তৈস্ত্বং কিল পূজিতাসি ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং স্তুতা মঘবতা দেবী বিশ্বেশ্বরী তদা ।  
 প্রাহুর্ভুব তরসা সিংহারুতা চতুর্ভুজা ॥ ২২ ॥

ধন্য ইতি । যে ভক্তিরহিতান্তে জনিকয়তরঙ্গমুমে : দুঃখাশ্তোধিঃ হে উমে ন কদাপি তরন্তি ॥ ১৯—২০ ॥

ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহারাই মহান, তাঁহারা সংসারদুঃখ বিরহিত হইয়া সতত সুখসমুদ্রে মগ্ন হইয়া থাকেন । আর যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিবিশীন, তাহারা জন্মমৃত্যুরূপ তরঙ্গসম্বিত দুঃখসমুদ্র পার হইতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ১৯ ॥ হে দেবি ! যাহারা সতত স্বেচ্ছাময় দ্বারা বীজ্যমান হইয়া থাকেন এবং যাহারা শিবিকাবাহনে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে নানাবিধ উপহারে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, সুতরাং এ জন্মে তদনুরূপ কল পাইয়াছেন ইহা আমি বিবেচনা করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥ যাহারা মানবমণ্ডলে নিয়তই পূজা, যাহারা বরবারগারোহণে গমন করিয়া থাকেন, যাহারা বিলাসিনীগণের বিলাস-রসে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ অনুভব করেন, যাহারা অধীনস্থ সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিয়া থাকেন, হে দেবি ! আমি বিবেচনা করিয়া থাকি যে, তাঁহারা পূর্বজন্মে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ সকল সুখসম্পত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবরাজ এইরূপে স্তুত করিতেছেন একপ সময়ে-দেবী সিংহারোহণে সহস্র প্রাহুর্ভূত হইলেন । তাঁহার চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মে সুশোভিত,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মান্ বিভ্রতী চারুলোচনা ।  
 রক্তাস্বরধরা দেবী দিব্যমাল্যবিভূষণা ॥ ২৩ ॥  
 তানুবাচ সুরান্ দেবী প্রসন্নবদনা গিরা ।  
 ভয়ং ত্যজন্তু ভো দেবাঃ ! শং বিধাশ্চে কিলানুনা ॥ ২৪ ॥  
 ইতু্যক্তা সা তদা দেবী সিংহারুড়াতিসুন্দরী ।  
 জগাম তরসা তত্র যত্র দৈত্যা মদাম্বিতাঃ ॥ ২৫ ॥  
 প্রহ্লাদপ্রমুখাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা দেবীং পুরঃস্থিতাম্ ।  
 উচুঃ পরস্পরং ভীতাঃ কিংকর্তব্যমিতস্তদা ॥ ২৬ ॥  
 দেবানাং রক্ষণার্থায় সম্প্রাপ্তা চণ্ডিকা কিল ।  
 মহিষাস্তকরী নুনং চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥ ২৭ ॥  
 নিহনিষ্যতি নঃ সর্বানস্বিকা নাত্র সংশয়ঃ ।  
 বক্রদৃষ্ট্যা যয়া পূর্বে নিহতো মধুকৈটভো ॥ ২৮ ॥  
 এবং চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য প্রহ্লাদস্তানুবাচ হ ।  
 যোদ্ধব্যং নাথ গন্তব্যং পলায়্য দানবোত্তমাঃ ! ॥ ২৯ ॥  
 নমুচিস্তানুবাচাথ পলায়নপরানিহ ।  
 হনিষ্যতি জগন্মাতা ক্রুশিতী কিল হেতিভিঃ ॥ ৩০ ॥

---

ন যোদ্ধব্যং কিন্তু পলায়্য গন্তব্যমিত্যম্বয়ঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

---

তদীয় লোচনদ্বয় অতি মনোহর, তাঁহার পরিধান রক্তাস্বর এবং গলদেশ দিবা মালায় বিভূ-  
 ষিত ॥ ২৩ ॥ দেবী প্রসন্নবদনে সুরগণকে কহিলেন, দেবগণ ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর,  
 এক্ষণে আমি তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব ॥ ২৪ ॥ সেই দিবা সুন্দরী সিংহারুড়া দেবী  
 সুরগণকে উক্ত বাক্য বলিয়া যেখানে মদমন্ত অসুরগণ অবস্থিত করিতেছিল, সেই স্থানে  
 গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন প্রহ্লাদাদি অসুরগণ, দেবীকে পুরস্থিত অবলোকন করিয়া ভয়-  
 ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এখন কি করা কর্তব্য ? এই চণ্ডিকা দেবগণের রক্ষণের  
 নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ; ইনি মহিষাসুর ও চণ্ডমুকে বিনাশ করিয়াছেন,  
 ইনিই বক্র দৃষ্টি দ্বারা পূর্বে মধুকৈটভকে সংহার করিয়াছিলেন । এক্ষণে এই অস্বিকা  
 আমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৬—২৮ ॥ প্রহ্লাদ দানবগণকে  
 এইরূপ চিন্তাতুর অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে দানবগণ ! এখন যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন  
 করাই কর্তব্য । তখন নমুচিনামক দৈত্যা, পলায়নপর দানবদিগকে কহিল, তোমরা  
 পলায়ন করিলে এই জগন্মাতা এখন করুণিত অন্ত্রশস্ত্র দ্বারা তোমাদিগকে বিনাশ করি-

তথা কুরু মহাভাগ ! যথা চুঃখং ন জায়তে ।  
ব্রজাম্যদৈব পাতালং তাং স্তুত্বা তদমুজ্জয়া ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

স্তোমি দেবীং মহামায়াং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।  
সর্বেষাং জননীং শক্তিং ভক্তানামভয়ঙ্করীম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তা বিষ্ণুভক্তস্ত প্রহ্লাদঃ পরমার্থবিৎ ।  
ভুক্তাব জগতাং ধাত্রীং কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ৩৩ ॥  
মালাসর্পবদাভাতি যন্তাং সর্বং চরাচরম্ ।  
সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ তস্মৈ হ্রীংমূর্তয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥  
ত্বতঃ সর্বমিদং বিশ্বং স্বাবরং জঙ্গমং তথা ।  
অন্তো নিমিত্তমাত্রান্তো কর্তারস্তব নির্মিতাঃ ॥ ৩৫ ॥  
নমো দেবি ! মহামায়ে ! সর্বেষাং জননী স্মৃতা ।  
কো ভেদস্তব দেবেষু দৈত্যেষু স্বকৃতেষু চ ॥ ৩৬ ॥

দৈত্যান্ প্রত্যাঙ্ক প্রহ্লাদঃ প্রত্যাহ মহাভাগেতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

মালাসর্পবদিত্তি । মালায়াং যথা সর্পভ্রমস্তদ্বচ্চরাচরং যন্তাং ভাতি তস্মৈ সর্বাধিষ্ঠানরূপ-  
রূপায়ৈ হ্রীংকারমূর্তয়ে শ্রীভুবনেশ্বর্যৈ নমোহুত্বিতার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্তো বুদ্ধবিস্তৃদয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যাহা হউক, যাহাতে উভয়পক্ষ রক্ষা হয় তাহাই করা আমাদের কর্তব্য ।  
আমরা ভুবনেশ্বরীকে স্তুতি করিয়া তদীয় অমুজ্জা গ্রহণ পূর্বক অদ্যই পাতালতলে গমন  
করিব স্থির করিয়াছি ॥ ৩১ ॥ তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী,  
সর্বজননী, ভক্তগণের অভয়দায়িনী মহামায়ার স্তব করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া পরমার্থতত্ত্ববিৎ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী  
জগদ্ধাত্রীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মালা দর্শনে বেক্ষপ সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার  
স্তার বাহার আশ্রয়ে এই চরাচর শোভা পাইতেছে, যিনি এই অখিলের অধিষ্ঠানরূপা, সেই  
হ্রীংকারবীজমূর্তি ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥ হে দেবি ! আপনা হইতেই স্বাবর  
জঙ্গমা এই অখিল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মা বিহুঁ প্রভৃতি নিমিত্ত কর্তা মাত্র,  
বাস্তবিক, আপনি সৃষ্টাদি কার্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ হে মহা-  
মায়ে ! আমি আপনাকে নমস্কার করি । আপনি সকলের জননী, যখন সুর ও অসুৰগণ  
সকলই আপনার সৃষ্ট, তখন আর আপনার দৃষ্টিতে দেবতা ও দৈত্যগণের বিভিন্নতা

মাতুঃ পুত্রেষু কো ভেদোহ্যপ্যন্তেষু শুভেষু চ ।  
 তথৈব দেবেষু স্মাষু ন কর্তব্যস্ত্রয়াধুনা ॥ ৩৭ ॥  
 যাদৃশাস্তাদৃশা মাতঃ ! স্মৃতাশ্চৈব দানবাঃ কিল ।  
 যতস্ত্বং বিশ্বজননী পুরাণেষু প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩৮ ॥  
 তেহপি স্বার্থপর্য নূনঃ তথৈব বরমপ্যুত ।  
 নাস্তুরং দৈত্যাসুরয়োৰ্ভেদোহয়ং মোহসম্ভবঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ধনদারাদিভোগেষু নমঃ সন্তা দিবানিশম্ ।  
 তথৈব দেবা দেবেশি ! কো ভেদোহ্যসুরদেবয়োঃ ॥ ৪০ ॥  
 তেহপি কশ্যপদায়াদা বয়ং তৎসম্ভবাঃ কিল ।  
 কুতো বিরোধসম্ভূতিৰ্জাতা মাতস্ত্রয়াধুনা ॥ ৪১ ॥  
 ন তথা বিহিতং মাতস্ত্বয়ি সৰ্বসমুদ্ভবে ! ।  
 সাম্যতৈব ত্বয়া স্থাপ্যা দেবেষু স্মাষু চৈব হি ॥ ৪২ ॥  
 গুণব্যতিকরাং সৰ্বৈ সন্মুৎপন্ন্যঃ সুরাসুরাঃ ।  
 গুণান্বিতা ভবেয়ুস্তে কথং দেহভূতোহমরাঃ ॥ ৪৩ ॥

সৰ্বৈবামিতি । দেবাদীনাং দৈত্যাণীনাং চেত্যর্থঃ । তদা স্মেন কৃতেষু দেবেষু দৈত্যেষু কো ভেদঃ । ভেদো নাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥

ন তথেনিতি । হে সৰ্বসমুদ্ভবে সৰ্বকারণে ত্বয়ি ন তথা বিরোধকর্তৃত্বং বিহিতং শাস্ত্রেণেত্যর্থঃ । তর্হি কিং তত্রাহ সাম্যতৈবেতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

ক্রপে সমুদ্ভবে ? ॥ ৩৬ ॥ যখন উত্তম ও অধম পুত্রগণের মধ্যে মাতার ভেদবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না, তখন দেবগণকে ও অসুরগণকে ভিন্নভাবে দর্শন না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ৩৭ ॥ দেবি ! আপনি অধিল পুরাণে বিশ্বজননী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, অতএব মাতঃ ! দেবগণ আপনার যেরূপ পুত্র আমরাও সেইরূপ ॥ ৩৮ ॥ জননি ! ঠাহারাও যেরূপ স্বার্থপর, আমাদেরও স্বার্থ সেই প্রকার ; স্মৃতাঃ দৈত্য ও দেবগণের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, তবে যদি কেহ ভেদবুদ্ধি করেন, তাহা ভ্রান্তিমূলক ॥—৩৯ ॥ দেবি ! ধনদারাদি বিষয়ভোগে আমরা যেরূপ দিবানিশই আসক্ত, দেবগণও সেইরূপ ; হে দেবেশি ! তবে অসুরগণের সহিত দেবগণের কি ভেদ আছে ? ॥ ৪০ ॥ মাতঃ ! ঠাহারাও কশ্যপ মহর্ষির পুত্র, আমরাও তদাশ্রয়, অতএব এবিষয়ে আপনার যেরূপ বৈলক্ষণ্য কিরূপে হইতে পারে ? ॥ ৪১ ॥ হে বিশ্বজননি ! আপনাতে সৰ্বপ বিরোধ বিধান কোথাও দৃষ্ট হয় না । অতএব আপনি দেবগণের ও অসুরগণের মধ্যে সাম্যতাব স্থাপন করুন ॥ ৪২ ॥ সুরগণ ও অসুরগণ, সকলেই গুণ-সমূহ-সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছেন, তবে অসুরগণ দেহধারী হইয়া কিরূপে অধিক গুণান্বিত হইতে পাবেন ? ॥ ৪৩ ॥



কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ সর্বদেহেষু সংস্থিতাঃ ।  
 বর্তন্তে সর্বদা তস্মাৎ কোহবিরোধী ভবেজ্জনঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ত্বয়া মিথো বিরোধোহয়ং কল্পিতঃ কিল কোতুকাৎ ।  
 মন্যামহে বিভেদেন নুনং যুদ্ধদিদৃক্ষয়া ॥ ৪৫ ॥  
 অন্যথা খলু ভ্রাতৃণাং বিরোধঃ কীদৃশোহনঘে ! ।  
 ত্বঞ্জেচ্ছসি চামুণ্ডে ! বীক্ষিতুং কলহং কিল ॥ ৪৬ ॥  
 জানামি ধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মজ্ঞে ! বৃদ্ভি চাহং শতক্রতুম্ ।  
 তথাপি কলহোহস্মাকং ভোগার্ধং দেবি ! সর্বথা ॥ ৪৭ ॥  
 একঃ কোহপি ন শাস্তাস্তি সংসারে স্বাং বিনাশিকে ! ।  
 স্পৃহাবতস্ত কঃ কৰ্ত্তুং ক্রমতে বচনং বুধঃ ॥ ৪৮ ॥  
 দেবাস্তুরৈরয়ং সিন্ধুৰ্ম্মথিতঃ সময়ে কচিৎ ।  
 বিষ্ণুনা বিহিতো ভেদঃ স্থধারত্বচ্ছলেন বৈ\* ॥ ৪৯ ॥  
 ত্বয়ামৌ কল্পিতঃ শৌরিঃ পালকত্রে জগদ্গুরুঃ ।  
 তেন লক্ষ্মীঃ স্বয়ং লোভাদ্গৃহীতামরসুন্দরী ॥ ৫০ ॥  
 ঐরাবতস্তথেন্দ্রেণ পারিজাতোহথ কামধুক্ ।  
 উচৈঃশ্রবাঃ সুরৈঃ সর্বং গৃহীতং বৈষ্ণবেচ্ছয়া ॥ ৫১ ॥

কঃ অবিরোধীতি ছেদঃ । তব গুণমাহিমা এবাং বক্ষ্যমাণকৰ্ত্তৃমিতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৫১

সকল দেহেই কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির অধিকার আছে, তবে কোন্ ব্যক্তি অবিরোধী  
 হইয়া থাকিতে সমর্থ হয় ? ॥ ৪৪ ॥ আমরা মনে করিতেছি, আপনিই কোতুকবশে যুদ্ধ দর্শন  
 করিবার নিমিত্ত আমাদের পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া এই বিরোধ উপস্থিত করাইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥  
 নতুবা হে চামুণ্ডে ! যদি আমাদের কলহ দর্শন করিতে আপনার ইচ্ছা না হইবে, তবে আমরা  
 ভ্রাতৃগণে পরস্পর বিরোধ করিব কেন ? ॥ ৪৬ ॥ দেবি ! ধৰ্ম্মও জানি, শতক্রতুকেও জানি,  
 তথাপি বিষয়সম্ভোগার্থ আমাদের সর্বদাই কলহ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ হে অশ্বিকে ! এই  
 সংসারে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও নিখিলশাসনকর্ত্তা দৃষ্ট হয় না । বাঁহারা স্পৃহাবান্  
 তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালন করিতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারেন ॥ ৪৮ ॥ মাতঃ !  
 কোনও সময়ে দেবতা ও অসুরগণে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়  
 বিষ্ণু স্থধা-রত্ন-বটন-চ্ছলে দেব ও অসুর মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া দিলেন ॥ ৪৯ ॥ মাতঃ !  
 আপনি তাঁহাকেই জগদ্গুরু ও জগতের পালনকর্ত্তা করিয়াছেন । তিনি লোভবশতই

অনয়ং তাদৃশং কৃত্বা জাতা দেবাস্তু সাধবঃ ।  
 অন্ভায়িনঃ সুরা নুনং পশ্য ত্বং ধৰ্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥  
 সংস্থাপিতাঃ সুরা নুনং বিষ্ণুনা বহুমানিনা ।  
 নুনং দৈত্যাঃ পরাভূবন্ পশ্য ত্বং ধৰ্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥  
 ক ধৰ্ম্মঃ কীদৃশো ধৰ্ম্মঃ ক কার্য্যং ক চ সাধুতা ।  
 কথয়ামি চ কস্তাঞ্চে সিদ্ধং মৈমাংসিকং মতম্ ॥ ৫৪ ॥  
 তার্কিকা যুক্তিবাদজ্ঞা বিধিজ্ঞা বেদবাদকাঃ ।  
 উক্ত্বা সর্কর্তৃকং বিশ্বং বিবদন্তে জড়াত্মকাঃ ॥ ৫৫ ॥  
 কর্তা ভবতি চেদস্মিন্ সংসারে বিততে কিল ।  
 বিরোধঃ কীদৃশস্তত্র চৈককৰ্ম্মণি বৈ মিথঃ ॥ ৫৬ ॥  
 বেদে নৈকমতিঃ কস্মাৎ শাস্ত্রেষপি তথা পুনঃ ।  
 নৈকবাক্যং বচন্তেষামপি বেদবিদাং পুনঃ ॥ ৫৭ ॥

সংস্থাপিতাঃ । স্বস্থানেষিতি শ্বেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

মৈমাংসিকমিতি । নিরীশ্বরং মতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অমরহুন্দরী লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত, পারিজাত,  
 কামধেনু, উচৈঃশ্রবা গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইরূপে বিষ্ণুর ইচ্ছায় সুরগণ অন্তান্ত উত্তম  
 উত্তম সামগ্রী সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥ কি আশ্চর্য্য ! এতাদৃশ অনার্য্য কার্য্য করিয়াও  
 দেবগণ সাধু হইলেন, বস্তুত দেবগণই অন্তায়কারী তদ্বিশয়ে সন্দেহ নাই । দেবি ! আপনি  
 এ বিষয়ে যথার্থ ধৰ্ম্ম কি তাহা অবলোকন করুন ॥ ৫২ ॥ বহুমানী বিষ্ণু দেবতাদিগকে  
 স্বপদে সংস্থাপিত এবং দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন । হে দেবি ! আপনি এ বিষয়ে  
 ধৰ্ম্মলক্ষণ অবলোকন করুন ॥ ৫৩ ॥ ধৰ্ম্ম কোথায় ? ধৰ্ম্ম কীদৃশ ? ধৰ্ম্মের কার্য্যই বা  
 কি ? সাধুতাই বা কীদৃশ ? আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহাদের ধৰ্ম্মরক্ষা  
 হইয়াছে ? কাহাদের বা সাধুতা প্রকাশ পাইয়াছে, কাহাদের জয় বা পরাজয় হওয়া উচিত ;  
 কারণ এই সমুদায় বিবেচনা করিতে আপনি বিশেষরূপে সমর্থ । হায় ! মীমাংসকদিগের  
 সিদ্ধান্ত কাহার সম্মুখেই প্রকাশ করি ? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই জগৎ বিবাদের  
 কেন্দ্র ; কারণ, তার্কিকগণ যুক্তিপথের পক্ষপাতী, বেদবাদী বিধিমার্গের অমুভবর্তী এই সকল  
 হুলবুদ্ধিগণ এই সংসারকে একজনের কর্তৃত্বে সৃষ্ট ও পালিত বলিয়া স্বীকার করে, ও পর-  
 স্পরে বিরোধ করিয়া থাকে ॥ ৫৪—৫৫ ॥ যদি এই অনন্ত সুবিস্তৃত সংসারে একজন  
 কর্তাই থাকিবে, তবে এক কার্য্যে পরস্পরের মতভেদ ও বিরোধ ঘটিবে কেন ? বেদে কি  
 জ্ঞাত ঐক্যমত দৃষ্ট হয় না এবং শাস্ত্রসকলেরও মত কি জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন, বেদবিদগণের

যতঃ স্বার্থপরং সর্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।

নিঃস্পৃহঃ কোহপি সংসারে ন ভবেন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥

শশিনাথ গুরোভার্য্য্য হত্যা জ্ঞাত্বা বলাদপি ।

গৌতমশ্চ তথেক্ষেণ জ্ঞানতা ধর্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

গুরুণামুজভার্য্য্য চ ভুক্তা গর্ভবতী বলাৎ ।

শপ্তো গর্ভগতো বালঃ কৃতশ্চাক্ষুস্তথা পুনঃ ॥ ৬০ ॥

বিষ্ণুনা চ শিরশ্চিন্নং রাহোশ্চক্ষ্রেণ বৈ বলাৎ ।

অপরাধং বিনা কামং তদা সত্ত্ববতাস্বিকে ! ॥ ৬১ ॥

পৌত্রো ধর্মবতাং শূরঃ সত্যব্রতপরায়ণঃ ।

যজ্ঞা দানপতিঃ শান্তঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বপূজকঃ ॥ ৬২ ॥

কৃত্বাথ বামনং রূপং হরিণা ছলবেদিনা ।

বকিতোহসৌ বলিঃ সর্বং হতং রাজ্যং পুরা কিল ॥ ৬৩ ॥

তথাপি দেবান্ ধর্মস্থান্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

জয়ন্তি চাট্টবাদাশ্চ ধর্মবাদাঃ ক্রয়ং গতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ক্রোধেনাহ বেদে নৈকমতিরিতি ॥ ৫৬—৫৯ ॥

শপ্তো গর্ভগতো বাল ইতি । অয়ং ভাবঃ বৃহস্পতিনা কনিষ্ঠবন্ধোরানর্ভস্ত কামিনী ভুক্তা । চকারাজ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথ্যস্ত কামিনী মনতা নারী গর্ভবতী বলাভুক্তা তত্র যদা তাং বলা-  
নৈধুনার্থং অগ্রাহ তদা গর্ভস্থ বাল উবাচাত্ত্ব হুমতিসমুচিতং বিতীরো গর্ভো ন স্থাস্তি

অভিপ্রায়েরও অনৈক্য কি অল্প দেখা যায় ? ॥ ৫৬—৫৭ ॥ হে দেবি ! এই স্বাবরজঙ্গমায়ক  
অখিল জগৎ স্বার্থপর, এই কারণেই উক্ত প্রকার যত বিপর্যয় ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই । এই  
সংসারে স্পৃহাহীন ব্যক্তি হয় নাই ও হইবে না ॥ ৫৮ ॥ দেখুন, নিশাকর জানিয়া গুনিয়াও  
বলপূর্বক গুরুর ভার্য্যা হরণ করিলেন ; ইন্দ্র ধর্মের তত্ত্ব নিশ্চয় জানিয়াও গৌতমের ভার্য্যা  
হরণ করিলেন ; দেবশুক্র অশ্বক্রেম ভার্য্যাতে বলপূর্বক গমন করিলেন, এবং জ্যোষ্ঠের  
গর্ভিণী ভার্য্যাকে বলাৎকার করিয়া গর্ভগত বালককে শাপ দিয়া অন্ধ করিয়া রাখিলেন ।  
অধিক কি, সত্ত্বগুণাবলম্বী বিষ্ণু, বিনাপরাধে বলপূর্বক রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন । হে  
অস্বিকে ! ধার্মিকগণের অগ্রগণ্য, সত্যব্রতপরায়ণ, যজ্ঞশীল, বদান্ত, শান্ত, সর্বজ্ঞ মদীয় পৌত্র  
বলি যিনি সকলেরই সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন ; ছলাবলম্বী হরি, বামনরূপ ধারণ পূর্বক  
তাহাকে বধনা করিয়া তদীয় সমস্ত রাজ্য হরণ করিয়া লইলেন । হার ! তথাপি মনীষিগণ,  
দেবতাদিগকে ধর্মসংস্থাপনকর্তা বলিয়া ক্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ! এই জগতে  
যাহারা চাট্টকার তাহাদেরই জয়, আর যাহারা বখার্ব ধর্মবাদী তাহাদের ক্ষয় ॥ ৫৯—৬৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা জগন্মাতর্যথেচ্ছসি তথা কুরু ।

শরণা দানবাঃ সর্বে জহি বা রক্ষ বা পুনঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীদেব্যাবাচ ।

সর্বে গচ্ছত পাতালং তত্র বাসং যথেষ্পিতম্ ।

কুরুধ্বং দানবাঃ ! সর্বে নির্ভয়া গতমনুবঃ ॥ ৬৬ ॥

কালঃ প্রতীক্ষ্যো যুগ্মাভিঃ কারণং স শুভেহশুভে ।

অনির্বেদপরাগাং হি স্বখং সর্বত্র সর্বদা ॥ ৬৭ ॥

ত্রৈলোক্যস্য চ রাজ্যেহপি ন স্বখং লোভচেতসাম্ ।

কৃতেহপি ন স্বখং পূর্ণং সম্পূহাণাং ফলৈরপি ॥ ৬৮ ॥

তস্মাত্যত্না মহীমেতাং প্রয়াস্তুদ্য মহীতলম্ ।

মমাজ্জাং পুরতঃ কৃত্বা সর্বে বিগতকল্মষাঃ ॥ ৬৯ ॥

বাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাস্তথৈতু্যত্না রসাতলম্ ।

প্রণম্য দানবাঃ সর্বে গতাঃ শক্ত্যাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৭০ ॥

ততো মৈথুনং মা কুর্কিতি । তদগণয়িত্বা তথৈব মৈথুনং কৃতবাঃস্তদ্বীর্ঘাঃ গর্ভস্থবালঃ পদা-  
ঘাতেন বহিষ্টিক্ষেপ । ততঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিঃসমক্ৰোধে ভবেতি গর্ভস্থবালকং শশাপেতি  
ভারতে ইয়ং কথা প্রসিদ্ধা ॥ ৬০-৬৭ ॥

হে দেবি ! আপনি জগতের মাতা এই সকল বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই  
করুন । জানিবেন, দানবগণ সকলেই আপনার শরণাপন্ন, এক্ষণে তাহাদিগকে বধ কিংবা  
রক্ষা করা, যাহা ইচ্ছা হয় করুন ॥ ৬১—৬৪ ॥

দেবী কহিলেন, দানবগণ ! তোমরা সকলে সমরজনিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক নির্ভয়ে  
পাতালপুরে গমন কর এবং তথায় যথেষ্ট বাস করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ তোমরা এক্ষণে  
শুভ ও অশুভ প্রাপ্তির কারণস্বরূপ কালের প্রতীক্ষা কর ; জানিও, যাহারা নির্বেদ-  
পরায়ণ ও বিরাগী, তাহাদের সর্বদাই সকল স্থানেই সুখ বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭ ॥ যাহাদের  
মানস লোভাক্রান্ত, তাহারা ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না ।  
অধিক কি সত্যযুগেও লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ ফলপ্রাপ্ত হইলেও সুখলাভ করিতে পারেন  
নাই ॥ ৬৮ ॥ অতএব তোমরা বিগতপাপ হইয়া আমার আজ্ঞা মন্তকে ধারণ পূর্বক  
মহীতল পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে গমন কর ॥ ৬৯ ॥

বাস বলিলেন, দানবগণ দেবীর বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিল  
এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও তৎকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পাতালতলে গমন করিল ॥ ৭০ ॥



অন্তর্দধে ততো দেবী দেবাঃ স্বভবনং গতাঃ ।

তাক্তা বৈরং স্থিতাঃ সর্কে তে তদা দেবদানবাঃ ॥ ৭১ ॥

এতদাখ্যানমখিলং যঃ শৃণোতি বদত্যথ ।

সর্বদুঃখবিনিমুক্তঃ প্রয়াতি পদমুত্তমম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
দেবদানবযুদ্ধশান্তিকথনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

কৃতেহপি কৃতযুগেহপি সম্পূহাণাং কটৈঃ প্রাপ্তৈর্পিতৃণাং ন সুখমিত্যম্বয়ঃ ॥ ৬৮—৭২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর দেবী অন্তর্ধান হইলেন এবং দেবগণও নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন । এই-  
রূপে দেব ও দানবগণ পরস্পর বৈরভাব পরিহার পুরঃসর অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৭১ ॥  
মহারাজ ! যে ব্যক্তি এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া  
পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরাসুরসংগ্রামশান্তি নামক  
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ভৃগুশাপান্মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! হরেরদ্বুতকৰ্ম্মণঃ ।

অবতারাঃ কথং জাতাঃ কস্মিন্মন্বন্তরে বিভো ! ॥ ১ ॥

বিস্তরাদ্বদ ধৰ্ম্মজ্ঞ ! অবতারকথাং হরেঃ ।

পাপনাশকরীং ব্রহ্মন্ ! শুভাং সৰ্ব্বসুখাবহাম্ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি অবতারান্ হরেঈশ্বরা ।

যস্মিন্মন্বন্তরে জাতা যুগে যস্মিন্মরাদ্বিপ ! ॥ ৩ ॥

যেন রূপেণ যৎ কার্য্যং কৃতং নারায়ণেন বৈ ।

তৎ সৰ্ব্বং নৃপ ! বক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ তবানুনা ॥ ৪ ॥

ধৰ্ম্মশ্ৰেয়াবতারোহভূচ্চাক্ষুষে মনুসন্তবে ।

নরনারায়ণৌ ধৰ্ম্মপুত্রৌ খ্যাতৌ মহীতলে ॥ ৫ ॥

অথ বৈবস্বতাখ্যেহস্মিন্ দ্বিতীয়ে তু যুগে পুনঃ ।

দত্তাত্রেয়োহবতারোহত্রেঃ পুত্রত্ৰয়গমদ্বরিঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তবিংশতিশ্লোকৈশ্চ পৰাবাসাঃ পরেচ্ছমা ।

হরেনানাবতারান্ত জায়ন্ত ইতি কথ্যতে ।

ভৃগুশাপং সোপস্করং শ্রদ্ধানন্তরং তচ্ছাপেন বিষ্ণোরবতারাঃ কস্মিন্ কস্মিন্ যুগে কতি-  
জাতা ইতি পৃচ্ছতি ভৃগুশাপাদিতি ॥ ১—৪ ॥

চাক্ষুষে মনুসন্তবে চাক্ষুষমন্বন্তরে ॥ ৫ ॥

অথেতি । দ্বিতীয়ে যুগে বৈবস্বতে মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ । অত্রেঃ পুত্রত্ৰয়ং হরিরগমং স দত্তা-  
ত্রেয়াবতার ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো ! ভৃগু-শাপনিবন্ধন বিচিত্রকৰ্ম্ম। হরি কোন্ মন্বন্তরে  
কোন্ অবতারে কি প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! আপনি পাপনাশিনী সৰ্ব্ব-  
সুখদায়িনী ও কল্যাণবিধায়িনী সেই হরির অবতার-কথা বিস্তার পূৰ্ব্বক কীর্তন করুন ॥ ১-২ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে নরেন্দ্র ! যে যে মন্বন্তরে ও যে যে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া-  
ছিলেন, তৎ সমুদায় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ ভগবান্ নারায়ণ যে আকার ধারণ  
করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সংক্ষেপে তৎসমুদায় তোমার  
নিকটে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধৰ্ম্মের অবতার প্রকাশিত হয়, তাহাতে  
নরনারায়ণ নামক ধৰ্ম্মপুত্রের অবতীর্ণ হইয়া মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর,

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্ত্রয়োহমী দেবসত্তমাঃ ।  
 পুত্রত্বমগমন্ ভূপ ! তস্মাত্ত্রেভার্যয়া বৃতাঃ ॥ ৭ ॥  
 অনসূয়াত্রিপত্নী চ সতীনামুত্তমা সতী ।  
 যয়া সম্প্রার্থিতা দেবাঃ পুত্রত্বমগমন্ত্রয়ঃ ॥ ৮ ॥  
 ব্রহ্মাভূৎ সোমরূপস্ত দত্তাত্রেয়ো হরিঃ স্বয়ম্ ।  
 দুর্কাসা রুদ্ররূপোহসৌ পুত্রত্বং তে প্রপেদিরে ॥ ৯ ॥  
 নৃসিংহস্তাবতারস্ত দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।  
 চতুর্থে ভু যুগে জাতো দ্বিধারূপো মনোহরঃ ॥ ১০ ॥  
 হিরণ্যকশিপোঃ সম্যগ্ধায় ভগবান্ হরিঃ ।  
 চক্রে রূপং নারসিংহং দেবানাং বিশ্বয়প্রদম্ ॥ ১১ ॥  
 বলের্নিয়মনার্থায় শ্রেষ্ঠে ত্রেতাযুগে তথা ।  
 চকার রূপং ভগবান্ বামনং কশ্যপামুনেঃ ॥ ১২ ॥  
 ছলয়িত্বা মখে ভূপং রাজ্যং তস্য জহার হ ।  
 পাতালে স্থাপয়ামাস বলিং বামনরূপধ্বক্ ॥ ১৩ ॥

অত্রেভার্যয়া বৃতাঃ প্রার্থিতাঃ ॥ ৭ ॥

তদেবাহ অনসূয়েতি ॥ ৮—৯ ॥

বর্তমান বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে দ্বিতীয়যুগে ভগবান্ হরি, অত্রি ঋষির পুত্র হইয়া  
 দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ অত্রিপত্নী অনসূয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন  
 প্রধান দেবতাকে সন্তান রূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে তাঁহারা অত্রিপত্নীর কামনা  
 পূর্ণ করিতে তাঁহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন ॥ ৭ ॥ অনসূয়া, সতীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা,  
 অতএব তিনি প্রার্থনা করিবাসাজ্জই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার পুত্র হইতে স্বীকার  
 করেন ॥ ৮ ॥ তদ্ব্যযো ব্রহ্মা সোমরূপে, স্বয়ং হরি দত্তাত্রেয়রূপে এবং রুদ্রদেব দুর্কাসারূপে  
 প্রাক্কৃত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ চতুর্থ যুগে ভগবান্ দেবতাদিগের কার্য্যসাধন নিমিত্ত মনোহর  
 বিরূপ, অর্থাৎ যুগেন্দ্রমুখ ও অবশিষ্টোক্ত নরাকার, ধারণ করিয়া নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি হিরণ্যকশিপুর বিনাশ নিমিত্তই দেবগণেরও বিশ্বয়কর নরসিংহ  
 বৃত্তিতে অবতীর্ণ হন ॥ ১১ ॥ ভগবান্ হরি, বলির প্রভাব প্রদান করিবার নিমিত্ত যুগশ্রেষ্ঠ  
 ত্রেতার মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই বামনরূপ-  
 ধারী হরি বজ্রহস্তে ছলপূর্বক বলির রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহাকে পাতালে সংস্থাপিত

যুগে চৈকোনবিংশেহথ ত্রেতাথ্যে ভগবান্ হরিঃ ।  
 জমদগ্নিস্থতো জাতো রামো নাম মহাবলঃ ॥ ১৪ ॥  
 কক্সিয়ান্তকরঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 দত্তবান্ মেদিনীং কুৎস্নাং কশ্যপায় মহাত্মনে ॥ ১৫ ॥  
 যো বৈ পরশুরামাখ্যো হরেরদ্রুতকৰ্ম্মণঃ ।  
 অবতারস্ত রাজেন্দ্র ! কথিতঃ পাপনাশনঃ ॥ ১৬ ॥  
 ত্রেতায়ুগে রঘোর্বংশে\* রামো দশরথাত্মজঃ ।  
 নরনারায়ণাংশৌ দ্বৌ জাতৌ ভুবি মহাবলৌ ॥ ১৭ ॥  
 অষ্টাবিংশে যুগে শস্তৌ দ্বাপরেহর্জুনশৌরিণৌ ।  
 ধরাভারাবতারার্থং জাতৌ কৃষ্ণাৰ্জুনৌ ভুবি ॥ ১৮ ॥  
 কৃতবস্তৌ মহাযুদ্ধং কুরুক্ষেত্রেহতিদারুণম্ ।  
 এবং যুগে যুগে রাজস্রবতারা হরেঃ কিল ॥ ১৯ ॥  
 ভবন্তি বহবঃ কামঃ প্রকৃতেরনুরূপতঃ ।  
 প্রকৃতেরখিলং সৰ্ব্বং বশমেতজ্জগজ্জয়ম্ ॥ ২০ ॥  
 যথেষ্টতি তথৈবেয়ং ভ্রাময়ত্যখিলং জগৎ ।  
 পুরুষস্ত প্রিয়ার্থং সা রচয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ২১ ॥

দ্বিধারূপো মনুষ্যসিংহাস্তকঃ ॥ ১০—১৯ ॥

এতে সৰ্ব্বৈহপ্যবতারাঃ শ্রীভগবতীচ্ছয়ৈব জায়ন্তে তদধীনৈবৈতেষাং চেষ্টেত্যাহ ভব-  
 ত্তীতি ॥ ২০—২২ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর ত্রেতানামক একোনবিংশ যুগে ভগবান্ হরি, জমদগ্নি ঋষির  
 মহাবল পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরশুরাম নামে বিখ্যাত হন ॥ ১৪ ॥ তিনি রূপবান্ সত্যবাদী  
 ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ; তাঁহা হইতেই কক্সিয়কুল নিৰ্ম্মূলিত হয় এবং তিনি মহাত্মা কশ্যপ  
 ঋষিকে অখিল অবনীরাষ্ট্র্য সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ রাজেন্দ্র ! তিনিই অদ্রুতকৰ্ম্মা হরির  
 পরশুরাম নামক পাপ-বিনাশন অবতার ॥ ১৬ ॥ অনন্তর ভগবান্ হরি, ত্রেতায়ুগে রঘুকুলে  
 রামনামে দশরথ-পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন । তদনন্তর অষ্টাবিংশতি দ্বাপর যুগে নর-  
 নারায়ণের অংশে মহাবল অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবনীতলে জন্মগ্রহণ করেন । এই কৃষ্ণ ও  
 অর্জুন, ভূমির ভার নাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে অতি নিদারুণ সংগ্রাম  
 সমাধা করেন । রাজন্ ! এইরূপে যুগে যুগে হরির প্রকৃতির অনুরূপ বহুতর অবতার হইয়া  
 থাকে । রাজেন্দ্র ! এই অখিল জগজ্জয়, প্রকৃতির বশেই অবস্থিত রহিয়াছে জানিবে ॥ ১৭-২০ ॥



সৃষ্টা পূরা হি ভগবান্ জগদেতচ্চরাচরম্ ।  
 সৰ্ব্বাদিঃ সৰ্ব্বগচ্চাসৌ দুজ্জৈয়ঃ পরমোহব্যয়ঃ ॥ ২২ ॥  
 নিরালম্বো নিরাকারো নিঃস্পৃহশ্চ পরাংপরঃ ।  
 উপাধিতস্ত্রিধা ভাতি যন্তাঃ সা প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩ ॥  
 উৎপত্তিকালযোগাৎ সা ভিন্না ভাতি শিবা তদা ।  
 সা বিশ্বং কুরুতে কামং সা পালয়তি কামদা ।  
 কল্লান্তে সংহরত্যেব ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনী ॥ ২৪ ॥  
 তয়া যুক্তোহসৃজদ্বন্ধা বিষ্ণুঃ পাতি তয়ান্বিতঃ ।  
 রুদ্রঃ সংহরতে কামং তয়া সংমিলিতঃ শিবঃ\* ॥ ২৫ ॥

যন্তা মায়াৰূপায়া উপাধিতস্ত্রিধা ব্রহ্মবিষ্ণুকৃতভেদেন সাব্বিকরাজসতাসমভেদেন বা ভাতি পরমাত্মা সা মায়াপ্রকৃতিশব্দবাচ্যোত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নমু সা কিং ব্রহ্মণো ভিন্না নেত্যাঃ উৎপত্তীতি । উৎপত্তিকালে যদা সা বহিস্পৃহতাঃ প্রধাতি তদা সা ভিন্না ভাতি । অন্তস্পৃহা তু ব্রহ্মাভিনৈব বৰ্ত্ততে ইতি ভাবঃ । সা বিশ্বমিতি ॥ ২৪—২৬ ॥

এই প্রকৃতি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইকপেই জগৎকে নিরন্তরই ভ্রমণ করাইতেছেন । প্রকৃতি, পুরুষের প্রিয়-সাধনार्থই নিরন্তর এই অখিল জগৎ রচনা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ যে মায়ার উপাধি হইতে পরাংপর, সৰ্ব্বাদি সৰ্ব্বগত দুজ্জৈয় পরম অব্যয় নিরবলম্বন নিরাকার নিঃস্পৃহ ভগবান্, এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে অথবা সাব্বিক রাজস ও তানসরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন, সেই মায়াকেই পরমা প্রকৃতি বলিয়া জানিও ॥ ২২-২৩ ॥ সেই শিবা প্রকৃতি, উৎপত্তি ও কালযোগে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন । সেই ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনীই বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন, এবং কল্লান্তে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্ ! এই প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলেই ব্রহ্মা সৃষ্টি বিষ্ণু পালন, এবং কল্যাণময় মহাদেব সংহার কার্য সাধন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

\* সা বধ্যতি জগৎ কুংগ্রং মায়াপালেন মোহিতম্ । অহং মমোতিপালেন সৃষ্টদেন নরাধিপ ।  
 বোপিনো মুক্তসকল মুক্তিকামা মুমুক্শবঃ । তামেব সমুপাসন্তে দেবীঃ বিশ্বেশ্বরীঃ শিবাম্ ।  
 বিদ্যাবিদ্যোতি তস্তা বৈ বে রূপে বিদ্ধি পার্শ্বিণ । বিদ্যায়া মুচ্যতে অন্তর্কথ্যতে চাস্তরা পুনঃ ।  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সৰ্ব্বো তস্তা বশানুগাঃ । অবতারান্ প্রকুর্নমি বস্ত্রিতা ইব দামতিঃ ।  
 কদাচিচ্চ হুংসং হুংসং বৈকুণ্ঠে কীরসাগরে । কদাচিৎ কুরুতে যুদ্ধং দানবৈকুলবস্তরৈঃ ।  
 হরিঃ কদাচিৎ যজ্ঞান্ বৈ বিততান্ প্রকরোতি চ । কদাচিচ্চ তপস্তীত্রং তীর্থে চরতি স্তবতঃ ।  
 কদাচিচ্ছতে শেবেহসৌ বোপনিদ্রামুপাশ্রিতঃ । ন স্তবতঃ কদাচিচ্চ ভৃগবান্ মধুসূদনঃ ।  
 তথা ব্রহ্মা তথা রুদ্রশ্চৈবো বকণো যমঃ । কুবেরোহগ্নিঃ সমীরণশ্চ তথাক্তে সুরসন্তমাঃ ।  
 মুনয়ঃ সনকাদ্যশ্চ বলিষ্ঠাধ্যাত্মথা পরে । সৰ্ব্বৈহাবশ্যা নিত্যং পাকালীব নটন্ত চ ।  
 নসি প্রোতা নদা পানঃ প্রচরন্তি বশানুগাঃ । তথৈব দেবতাঃ সৰ্ব্বৈ কালপাশনিবস্ত্রিতাঃ ।  
 হর্দশোক্তাদমো ভানা নিদ্রাতল্লালসাদয়ঃ । সৰ্ব্বৈবাঃ সৰ্ব্বথা রাজন্ ! দেহিনাঃ দেহসংযুতাঃ ।  
 অমরা নির্জরাঃ শ্রোতা দেবাস্চ গ্রহকারকৈঃ । অভিধানন্তর্কার্যতো বা ন তে হি তাপৃশাঃ কচিৎ ।

স। চৈবোৎপাদ্য কাকুৎস্থং পুরা বৈ নৃপসত্তমম্ ॥

কুত্রচিৎ স্থাপয়ামাস দানবানাং জয়ায় চ ॥ ২৬ ॥

এবমস্মিংশ্চ সংসারে স্থখদুঃখান্বিতাঃ কিল ।

ভবন্তি প্রাণিনঃ সর্বে বিধিতন্ত্রনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

চতুর্থস্কন্ধে হরৈরবতারকথনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তিনিই পুরাকালে নৃপসত্তম কাকুৎস্থকে উৎপাদন করিয়া দানবগণকে জয় করিবার নিমিত্ত কোনও স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এইরূপে প্রাণিগণ এই সংসারে বিধিনিয়মে আবদ্ধ হইয়া কখন সুখী, কখন বা দুঃখী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর অবতারবর্ণন

নামকষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

উৎপত্তিহিতিনাশাখা ভাবা যেষাং নিরন্তরম্ । অমরাস্তে কথং বাচা। নির্জরাশ্চ পুনঃ কথম্ ॥  
 দুঃখাতিভূতা জায়ন্তে কালে বে চিবুধোক্তমাঃ । কথং দেবা প্রবক্তব্য। বাসনং ক্রীড়নং কথম্ ॥  
 কণাদুঃপত্তিনাশচ দৃষ্টতেহস্মিন্ন সংশয়ঃ । জলজানান্ কীটানাং মশকানাং তথা পুনঃ ॥  
 তদুপমানকথনে মাসায়ুধাঃ সমঃ স্মৃতঃ । ততো বর্ষায়ুষশ্চাপি শতবর্ষায়ুষস্ততঃ ॥  
 সমুখ্যা অমরা দেবাস্তস্মাদব্রহ্মা পরঃ স্মৃতঃ । ব্রহ্মস্তুতস্তথা বিষ্ণুঃ ক্রমশ্চোত্তরোত্তরম্ ॥  
 নুনং দেহবতো নাশো যুতস্তোৎপত্তিরেব চ । চক্রবৎ ভ্রমণং রাজন্ । সর্কেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥  
 মোহজালাবৃতো জন্তুর্চ্যতে ন কদাচন । মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং মোহজালং ন নশ্বতি ॥  
 উৎপিংহুকাল উৎপত্তিঃ সর্কেষাং নৃপ জায়তে । তথৈব নাশঃ কল্লান্তে ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্ ॥  
 নিমিত্তং যন্তু বরাণশে সংঘাতে পতিতং নৃপ । নাস্তথা তদুবেদ্বনং বিধিনা নির্ধৃতস্ত যৎ ॥  
 জগ্ন স্মৃত্যুঃ স্থখং দুঃখং নির্ধৃতং জগ্নসম্বদে । তদুৎথৈব ভবেৎ কামং নাস্তথেন্তি বিনির্গয়ঃ ॥  
 সর্কেষাং স্থখমৌ দেবৌ প্রত্যাকৌ শনিভাবরৌ । ন নশ্বতি তয়োঃ পীড়া যৎ কচিদ্ভ্রাহ্মসত্ত্বা ॥  
 ভাক্তরস্ত স্মৃতৌ মন্বঃ কল্পৈ চন্দ্রঃ কলকবান্ । পশু রাজন্ ! বিধেস্তস্মৌ দুর্কীরৌ মহতামপি ॥  
 বেদকর্তা জগদ্ধাতা বুদ্ধিদন্ত চতুর্ভুজঃ । মোহপি বিক্রবতাং প্রাপ্তো দৃষ্টো পুত্রীঃ সবস্বতীম্ ॥  
 শিবস্তাপি স্মৃতা ভাব্যা। সতী দক্ষা কলেবরম্ । মোহভবদুঃখসমুদ্রঃ কামার্জ্জ্জ জনার্জ্জিহা ॥  
 কামার্জ্জো দক্ষদেহস্ত কালিন্দ্যাং পতিতঃ শিবঃ । সাপি শ্যামজলা জাতা তন্নিদাঘবশানুপ ॥  
 কামার্জ্জোরমমাগন্ত নয়ঃ সোপিভূপোর্কনম্ । গতঃ শপ্তোষ ভূগণা দৃষ্টো কামাতুরং ভূশম্ ॥  
 পতন্তদৈব ভে লিঙ্গং নির্লজ্জাধমং কামুক ! । তরসা পতিতং তত্ শিবস্ত বচনানুনেঃ ॥  
 দুঃখিতোহসৌ ভগবন্তস্তু । শকরৌ লোকশকরঃ । উপষেমে গিরেঃ পুত্রীং পার্শ্বতীং চাতিশুদ্ধরীম্ ॥  
 বিষ্ণুঃ প্রাণা দেবকার্ধ্যং সম্ভ্রাতো বৃষভঃ কিল ॥ পাপো চামৃতবাপীক দানবৈর্নির্ধিতাং মুদা ।  
 ইল্লোহপি চ ব্রহ্মো ভূত্বা কাকুৎস্থং নৃপসত্তমম্ । ককুদি স্থাপয়ামাস দানবানাং জয়ায় বৈ ॥  
 কচিং পুস্তকেষু ইত্যধিকপাঠো দৃশ্যতে ॥

## সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

বারাঙ্গনাস্থয়া ধ্যাতা নরনারায়ণাশ্রমে ।

একং নারায়ণং শাস্ত্রং কাময়ানাঃ স্মরাতুরাঃ ॥ ১ ॥

শপ্তকামস্তদা জাতৌ মুনির্নারায়ণশ্চ তাঃ ।

নিবারিতো নরেনাথ ভ্রাত্রা ধর্মবিদা যুনে ! ॥ ২ ॥

কিং কৃতং মুনিনা তেন ব্যসনে সমুপস্থিতে ।

তাভিঃ সঙ্কল্পিতেনার্থকামার্থাভির্ভূশং যুনে ! ॥ ৩ ॥

শক্রেণোংপাদিতাভিশ্চ বহুপ্রার্থনয়া পুনঃ ।

যাচিতেন বিবাহার্থং কিং কৃতং তেন জিষ্ণুনা ॥ ৪ ॥

ইত্যেতচ্ছোভুমিচ্ছামি চরিতং তস্য মোক্ষদম্ ।

নারায়ণস্য মে ব্রুহি বিস্তরেণ পিতামহ ! ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি যথা তস্য মহাত্মনঃ ।

ধর্মপুত্রস্য ধর্মজ্ঞ ! বিস্তরেণ বদামি তে ॥ ৬ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদৈরথ স্মরাজনাঃ ।

নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তাঃ কথ্য তাসামিহোচ্যতে ॥

এতাবৎপর্যন্তং প্রাসঙ্গিকীং কথ্যং সমাপ্য প্রকৃত্যং নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তানাং বাবাঙ্গ-  
নানাং কথ্যং পৃচ্ছতি বারাজনা ইতি । বারাজনাভিঃ স্মরাতুরাভিঃ প্রার্থিতো নারায়ণ-

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! আপনি কহিয়াছেন যে, নরনারায়ণের আশ্রমে স্বর্গবারা-  
ঙ্গনাগণ কামাতুর হইয়া শাস্ত্রচিত্ত একমাত্র নারায়ণকেই কামনা করিয়াছিল ॥ ১ ॥ সেই  
সময় নারায়ণমুনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তদীয় ভ্রাতা নর  
ঋষি তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সঙ্কট সময় সমুপস্থিত  
হইলে নারায়ণমুনি কি করিয়াছিলেন ? অমরনাথ ইন্দ্র যে সকল কামাভিলাষিণী স্মর-  
বারাজনাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা বহুবার পরিণত প্রার্থনা জানাইলে সেই জিষ্ণু  
নারায়ণ ঋষি কি করিলেন ? ॥ ৩—৪ ॥ হে পিতামহ ! সেই নারায়ণের এই সকল মোক্ষ  
প্রদ চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে, আপনি তাহা সবিস্তার বর্ণ-  
ন করিয়া আমার অন্তিম পরিপূরণ করুন ॥ ৫ ॥

শপ্ত কামস্ত সংদৃষ্টৌ নরেণাথ যদা হরিঃ ।  
 বারিতোহসৌ সমাশ্বাস্ত মুনির্নারায়ণস্তদা ॥ ৭ ॥  
 শান্তকোপস্তদোবাচ তাস্তপস্বী মহামুনিঃ ।  
 স্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যং মধুরং ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ৮ ॥  
 অস্মিন্ জন্মনি চার্কস্যঃ কৃতসঙ্কল্পবানহম্ ।  
 আবাত্যাং চ ন কর্তব্যঃ সর্ব্বথা দারসংগ্রহঃ ॥ ৯ ॥  
 তস্মাদগচ্ছস্ত ত্রিদিবং কৃপাং কৃতা মমোপরি ।  
 ধর্ম্মজ্ঞা ন প্রকুর্কৃন্তি ব্রতভঙ্গং পরস্ত বৈ ॥ ১০ ॥  
 শৃঙ্গারেহস্মিন্ রসে নুনং স্থায়ী ভাবো রতিঃ স্মৃতঃ ।  
 কথং করোমি সম্বন্ধং তদভাবে স্থলোচনাঃ ॥ ১১ ॥  
 কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবেদिति নিশ্চয়ঃ ।  
 কবিভিঃ কথিতং শাস্ত্রে স্থায়ী ভাবো রসঃ কিল ॥ ১২ ॥  
 ধন্যঃ সূচারুসর্ব্বাঙ্গঃ সভাগোহহং ধরাতলে ।  
 প্রীতিপাত্রং যতো জাতো ভবতীনামকৃত্রিমম্ ॥ ১৩ ॥

স্তা বারাজনাঃ শপ্তঃ প্রবৃত্তৌ নরেণ নিবারিত ইতি পূর্ব্বমুক্তং তদনন্তরং নারায়ণঃ কিং কৃত-  
 বানিতি তদব্রহীতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ১—৮ ॥

আবাত্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥ ৯—১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই মহাত্মা ধর্ম্মপুত্রের আচরণ আমি তোমার নিকটে  
 বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ নারায়ণ হরি যখন শাপ  
 প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন নরপুত্র তদর্শনে তাঁহাকে সান্বনা পূর্ব্বক নিবারণ  
 করিলেন ॥ ৭ ॥ তখন মহামুনি তপোধন ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ, আপনার রোষভাব পরিত্যাগ  
 করিয়া ঈষৎ হাস্ত পূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে সুন্দরি-  
 সকল! এই জন্মে আমরা তপশ্চরণের সংকল্প করিয়াছি, স্মৃতরাং এ অবস্থায় আমাদের  
 দারপরিগ্রহ করা কোনরূপেই কর্তব্য নয়; অতএব, তোমরা আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ  
 পুরঃসর স্বর্গে গমন কর। জানিও যাহারা ধর্ম্মজ্ঞ, তাহারা কদাচই অস্ত্রের ব্রতভঙ্গ করিতে  
 অভিলাষ করেন না ॥ ৯—১০ ॥ স্থলোচনাগণ! শৃঙ্গাররসে রতিই স্থায়ীভাব বলিয়া  
 কীর্তিত হইয়া থাকে, আমাদের এক্ষণে তাহার অভাব; অতএব আমরা কিরূপে  
 সে সম্বন্ধ সংযোজনা করিতে পারি? ॥ ১১ ॥ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না,  
 ইহাই স্থির নিশ্চয়। কবিগণ, শাস্ত্রে রসকেই স্থায়ীভাব কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ যাহা হউক  
 আমার অজপ্রত্যঙ্গ সকল নিশ্চয়ই সুশোভন, আমিই ধরাতলে ধন্য ও সৌভাগ্যবান,



ভবতীভিঃ কৃপাং কৃৎস্না রক্ষণীয়ং ত্রতং মম ।  
 ভবিষ্যামি মহাভাগাঃ ! পতিরপ্যন্যজন্মনি ॥ ১৪ ॥  
 অষ্টাবিংশে বিশালাক্ষ্যো দ্বাপরেহস্মিন্ ধরাতলে ।  
 দেবানাং কার্যাসিদ্ধার্থং প্রভবিষ্যামি সর্বথা ॥ ১৫ ॥  
 তদা ভবত্যো মদারাঃ প্রাপ্য জন্ম পৃথক্ পৃথক্ ।  
 ভূপতীনাং সূতা ভূত্বা পত্নীভাবং গমিষ্যথ ॥ ১৬ ॥  
 ইত্যাশ্বাস্ত্র হরিস্তাস্ত্র প্রতিশ্রুত্য পরিগ্রহম্ ।  
 ব্যসজ্জয়ৎ স ভগবান্ জগ্মুশ্চ বিগতভরাঃ ॥ ১৭ ॥  
 এবং বিসর্জিতাস্তেন গতাঃ স্বর্গং তদাঙ্গনাঃ ।  
 শক্রায় কথয়ামাস্তুঃ কারণং সকলং পুনঃ ॥ ১৮ ॥  
 আশ্রুত্য মমবাংস্তাত্যো বৃদ্ধাস্তুঃ তস্মৈ বিস্তরাৎ ।  
 তুষ্ঠাব তং মহাত্মানং নারীদৃষ্ট্বা তথোর্বশীঃ ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

অহো ধৈর্য্যং মূনেঃ কামং তথৈব চ তপোবলম্ ।  
 যেনোর্বশঃ স্বতপসা তাদৃগুপাঃ প্রকল্পিতাঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ । অস্মিন্ শ্রীমদ্ভাগবতম্ স্বামী ভাবো রসস্ত রতিরেব । সা চ ময়া বৃক্ষচয়া-  
 ত্রতধারণেন ত্যক্তা । ততো ভবতীনাং সমকং কথং করোমি করিষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৮ ॥

নতুবা আমি তোমাদিগেরও অকৃত্রিম প্রণয়াম্পদ হইলাম কেন ? ॥ ১৩ ॥ তোমরা  
 সৌভাগ্যবতী অতএব কৃপা করিয়া আমার ত্রতরক্ষা কর ; আমার এই প্রার্থনা যে,  
 জন্মান্তরে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি ॥ ১৪ ॥ হে বিশালাক্ষি স্মরিস সকল !  
 অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে দেবগণের কার্যাসিদ্ধির নিমিত্ত আমি ধরাতলে নিশ্চিতই অবতীর্ণ  
 হইব ; তখন তোমরাও প্রত্যেকেই পৃথিবীতলে রাজকন্তারূপে পৃথক্ পৃথক্ জন্মগ্রহণ  
 করিয়া আমার পত্নীভাব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫—১৬ ॥ নারায়ণ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া  
 বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন । তাহারাও মনের উৎকণ্ঠা  
 পরিহার করিয়া সুরপুরে গমন করিল এবং ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত  
 আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল ॥ ১৭—১৮ ॥ সুরপতি সুরাঙ্গনাদিগের মুখে সেই ঋষিষ্যের বৃত্তান্ত  
 বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিল এবং নারায়ণ ঋষির উক্তান্ত ঐর্ষ্যশীলপ্রভৃতি স্মরীদিগের  
 দর্শন করিয়া মহাত্মা নারায়ণের গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, অহো ! মূনির কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশক্তি ? কি চমৎকার তপঃপ্রভাব  
 আহা ! তিনি আপনার তপোবলে ঐর্ষ্যশীল প্রভৃতি এই সকল অশুপম স্মরীদিগকে সা-

## সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ইতি স্তম্ভা প্রসম্মান্না বভূব সুররাট্ ততঃ ।  
 নারায়ণোহপি ধর্ম্মান্না তপস্শাভিরতোহভবৎ ॥ ২১ ॥  
 ইত্যেতৎ সর্বমাখ্যাতং মূনের্বভাস্তমদ্রুতম্ ।  
 নারায়ণস্য সকলং নরস্য চ মহামুনেঃ ॥ ২২ ॥  
 তো হি কৃষ্ণার্জুনৌ বীরৌ ভূভারহরণায় চ ।  
 জাতৌ তো ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভৃগোঃ শাপবশাদিহ ॥ ২৩ ॥

• রাজেন্বাচ ।

কৃষ্ণাবতারচরিতং বিস্তরেণ বদস্ব মে ।  
 সন্দেহো মম চিত্তেহস্তি তং নিবারয় মানদ ! ॥ ২৪ ॥  
 যয়োঃ পুত্রদ্বমাপনৌ হর্য্যনন্তৌ মহাবলৌ ।  
 দেবকীবৃন্দেবৌ তো দুঃখভার্জৌ কথং মূনে ! ॥ ২৫ ॥  
 কংসেন নিগড়ে বদ্ধৌ পীড়িতৌ বভূবৎসরান্ ।  
 যয়োঃ পুত্রৌ হরিঃ সাক্ষাত্তপসা তোষিতোহভবৎ ॥ ২৬ ॥  
 জাতোহসৌ মধুরায়ান্ত গোকুলে স কথং গতঃ ।  
 কংসং হত্বা দ্বারবত্যাং নিবাসং কৃতবান্ কথম্ ॥ ২৭ ॥

উর্ধ্বশীরিতি বহুবচনেন উর্ধ্বশীসদৃশত্বাৎ পক্ষাশদধিকবোড়শসহস্রপরিমিতাস্তাসাং পরি-  
 চর্য্যার্থঃ বা উৎপাদিতাঃ পূর্ব্বমুক্তান্তা গৃহ্যন্তে । তথাচ নারায়ণেনোৎপাদিতস্ত্রীভিঃ সহো-  
 র্ধ্বশী স্বর্ণং প্রাপ্তি প্রেরিতেন্ভি ভাবঃ ॥ ১৯—২৭ ॥

নার উরুদেশ হইতে উৎপাদিত করিয়াছেন ? ॥ ২০ ॥ সুররাজ এইরূপে তাহার গুণকীর্ত্তন  
 করিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন ; এদিকে ধর্ম্মান্না নারায়ণও আপনার তপস্শায় অভিনিবিষ্ট হই-  
 লেন ॥ ২১ ॥ রাজেন্দ্র ! এই আমি আপনার নিকট মহামুনি নরনারায়ণের সমস্ত অদ্রুত বৃত্তান্ত  
 সগাৎপ্রকারে কহিলাম ॥ ২২ ॥ হে ভরতভূষণ ! সেই নরনারায়ণ ভৃগুর শাপ হেতু ভূভার-  
 হরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও অর্জুননামক বীরদ্বয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥  
 রাজা কহিলেন, হে মানদ মূনে ! এক্ষণে কৃষ্ণাবতার চরিত বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন  
 করিয়া আমার মনের সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ২৪ ॥ মুনিবর ! মহাবল হরি ও অনন্ত, যাহা-  
 দর পুত্রদ্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দেব ও দেবকী দুঃখভাজন হইলেন কেন ?  
 তপস্শায় পরিতুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দন যাহাদের পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে  
 বহুকাল কংসের কারাগারে নিগড়নিবদ্ধ হইয়া থাকিবার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ২৫—২৬ ॥ কৃষ্ণ,  
 মধুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কিজন্ত গোকুলে গমন করিলেন এবং কংসকে বধ করিয়া কিজন্ত  
 সমুদ্রমধ্যবর্ত্তিনী দ্বারকাবতী নগরীতেই বা বাস করিলেন ? ॥ ২৭ ॥ তাহার জনক জননী ও

পিত্রাদিসেবিতং দেশং সমৃদ্ধং পাবনং কিল ।  
 ত্যক্ত্বা দেশান্তরেহনার্থো গতবান্ স কথং হরিঃ ॥ ২৮ ॥  
 কুলঞ্চ বিজ্ঞাপেন কথমুৎসাদিতং হরেঃ ।  
 ভারাবতারণং কৃৎস্না বাসুদেবঃ সনাতনঃ ।  
 দেহং যুমোচ তরসা জগাম চ দিবং হরিঃ ॥ ২৯ ॥  
 পাপিষ্ঠানাঞ্চ ভারেণ ব্যাকুলাভূচ্চ মেদিনী ।  
 তে হতা বাসুদেবেন পার্শ্বেনাগ্নিতকৰ্ম্মণা ॥ ৩০ ॥  
 লুপ্তিতা যৈহরেঃ পত্ন্যস্তে কথং ন নিপাতিতাঃ ॥ ৩১ ॥  
 ভীষ্মো দ্রোণস্তথা কর্ণো বাহ্লীকোহপ্যথ পার্থিবঃ ।  
 বৈরাটোহথ বিকর্ণশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্থিবঃ ॥ ৩২ ॥  
 সোমদত্তাদয়ঃ সৰ্ব্বে নিহতাঃ সমরে যুনে ! ।  
 তেষামুত্তারিতো ভারশ্চৌরাণাং ন হতঃ কথম্ ॥ ৩৩ ॥  
 কৃষ্ণপত্ন্যঃ কথং হুঃখং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্তে পতিব্রতাঃ ।  
 সন্মোহোহয়ং মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! চিন্তে মে' পরিবর্ততে ॥ ৩৪ ॥  
 বসুদেবস্তু ধৰ্ম্মাত্মা পুত্রহুঃখেন তাপিতঃ ।  
 ত্যক্তবান্ স কথং প্রাণানপমৃত্যুং জগাম হ ॥ ৩৫ ॥

---

আনার্যো শ্রেষ্ঠে ॥ ২৮—৩২ ॥

---

আশ্রয়বৰ্গ লোকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে পবিত্র দেশে বাস করিতেন, তাহা পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক অস্ত্র  
 অথবা দেশান্তরে বসতির কারণ কি ? ॥ ২৮ ॥ কিজন্তাই বা বিজ্ঞাপনে যত্নপতির নিজ কুল উৎ-  
 সাদিত হইল ? কিরূপেই বা সনাতন বাসুদেব পৃথিবীর ভারাবতারণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ  
 পুরঃসর স্বর্গে গমন করিলেন ? পাপিষ্ঠগণের ভারে বসুমতী ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, সেই  
 পাপিষ্ঠগণ অনিতকৰ্ম্ম কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের করে নিহত হইয়াছিল, কিন্তু বাহারা হরির পরী-  
 দিগকে লুপ্তন করিয়াছিল, সেই ছষ্টদিগকে নিপাতিত না করিবার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ২৯-৩১ ॥  
 ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, নরপতি বাহ্লীক, বিরাট, বিকর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা সোমদত্ত প্রভৃতি প্রধান  
 প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করা হইল, কিন্তু তত্বদিগকে বিনষ্ট  
 করিয়া তাহাদের ভার হরণ করা না হইল কেন ? ॥ ৩২—৩৩ ॥ পতিব্রতা কৃষ্ণপত্নীগণ কিহেতু  
 অবশেষে হুঃখ প্রাপ্ত হইলেন ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এ বিষয়ে আমার মানসে সন্মোহের আবির্ভাব  
 হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ ধৰ্ম্মাত্মা বসুদেব, পুত্র-হুঃখে তাপিত হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করি-  
 লেন এবং কি কারণেই বা তাহার অপমৃত্যু ঘটিল ? ॥ ৩৫ ॥ হে মুনিমতম ! পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ-

পাণ্ডবা ধর্মসংযুক্তাঃ কৃষ্ণে চ নিরতাঃ সদা ।  
 তে কথং হৃৎখণ্ডোক্তারো ছত্ৰবশুমিসত্তম ! ॥ ৩৬ ॥  
 দ্রৌপদী চ মহাভাগা কথং হৃৎখণ্ড ভাগিনী ।  
 বেদীমধ্যাক্ষ সংজ্ঞাতা লক্ষ্ম্যাংশসম্ভবা কিল ॥ ৩৭ ॥  
 সভায়াঞ্চ সমানীতা রজোদোষসমস্থিতা ।  
 বলাদুঃশাসনেনাথ কেশগ্রহণকর্নিতা ॥ ৩৮ ॥  
 পীড়িতা সিদ্ধুরাজ্যে বনমধ্যগতা সতী ।  
 তথৈব কীচকেনাপি পীড়িতা রুদতী ভূশম্ ॥ ৩৯ ॥  
 পুত্রাঃ পতৈব তস্তাস্ত্র নিরুতা দ্রৌণিনা গৃহে ।  
 স্ত্রুতদ্রায়াঃ স্ততো যুদ্ধে বাল এব নিপাতিতঃ ॥ ৪০ ॥  
 তথাচ দেবকীপুত্রাঃ ষট্ কংসেন নিষূদিতাঃ ।  
 সমর্থেনাপি হরিণা দৈবং ন কৃতমশ্রুতা ॥ ৪১ ॥  
 যাদবানাং তথা শাপঃ প্রভাসে নিধনং পুনঃ ।  
 কুলক্ষয়ে তথা তীত্রে তৎপত্নীনাঞ্চ লুণ্ঠনম্ \* ॥ ৪২ ॥

চৌরাগাং ন হতঃ কথমিতি । এবং তাদৃশসামর্থ্যবতাং চৌরাগাং ভারঃ কথং ন হতঃ ॥ ৩৩—৪০ ॥

নিরত ও ধর্মজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁহাদের এত হৃৎখণ্ড ভোগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৩৬ ॥ যে  
 দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা এবং যজ্ঞ-বেদি-মধ্য হইতে সমুৎপন্ন, তিনিই বা কিজন্ত এত দূর  
 হৃৎখণ্ডাগিনী হইলেন ? ॥ ৩৭ ॥ সেই বালা রজস্বলা থাকিলেও ভঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ  
 পূর্বক সভাস্থলে আনয়ন করিলেন কেন এবং কিহেতুই বা বনবাসকালে সিদ্ধুরাজ অমর্য  
 তাঁহাকে অত্যন্ত মর্শগীড়া প্রদান করিয়াছিলেন ? সেই ভাগিনী পাণ্ডবগেহিনী রোদন  
 করিলেও কিহেতু কীচক তাঁহার উৎপীড়ন ও অবমাননা করিয়াছিল ? ॥ ৩৮—৩৯ ॥  
 কিহেতুই বা তাঁহার গৃহস্থিত পঞ্চপুত্রকে অশ্রুখান্না নিধন করিয়াছিলেন ? স্ত্রুতদ্রার বালক  
 পুত্রেরই বা যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৪০ ॥ কংসরাজ কেনই বা  
 দেবকীর ষট্ পুত্রকে নিহত করিয়াছিল ? কি জন্তই বা ভগবান্ হরি দৈবের অশ্রুতা করণে  
 সমর্থ হইয়াও তাঁহা না করিলেন ? ॥ ৪১ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যাদবগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ,  
 প্রভাসে তাঁহাদের নিধন, একবারে বহুকুলের ধ্বংস এবং তাঁহার পত্নীগণের লুণ্ঠন, এই  
 সকল গুরুতর বিষয়েও কি তিনি দৈবকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ? ॥ ৪২ ॥ যদি তিনি সকলের

\* পিত্রোক্ত মিথ্যে চৈব দৈবমেব পুণ্যকৃতম্ । ইত্যাদিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃষ্টতে ।



বিষ্ণুনা চেৎশ্রেণাপি সাক্ষাৎসারায়ণেন চ ।  
 উগ্রসেনস্ত সেবা বৈ দাসবৎ সততং কৃত্য ॥ ৪৩ ॥  
 সন্দেহোহয়ং মহাভাগ ! তত্র নারায়ণে যুনৌ ।  
 সৰ্বজন্তুসমানস্বঃ ব্যবহারে নিরন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥  
 হর্ষশোকাদয়ো ভাবাঃ সর্বেষাং সদৃশাঃ কথম্ ।  
 ঈশ্বরস্ত হরেজ্ঞাতা কথমপ্যন্থথা গতিঃ ॥ ৪৫ ॥  
 তস্মাদ্বিস্তরতো ব্রুহি কৃষ্ণস্ত চরিতং মহৎ ।  
 অলৌকিকেন হরিণা কৃতং কৰ্ম্ম মহীতলে ॥ ৪৬ ॥  
 হতা আয়ুঃকরে দৈত্যাঃ ক্রেশেন মহতা পুনঃ ।  
 কৈশর্য্যশক্তিঃ প্রথিতা হরিণা যুনিসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥  
 রুন্নিগীহরণে নুনং গৃহীত্বাথ পলায়নম্ ।  
 কৃতং হি বাহুদেবেন চৌরবচ্চরিতং তদা ॥ ৪৮ ॥  
 যথুরামণ্ডলং ত্যক্ত্বা সমৃদ্ধং কুলসম্মতম্ ।  
 জরাসন্ধভয়াভেন দ্বারকাগমনং কৃতম্ ॥ ৪৯ ॥  
 তদা কেনাপি ন জ্ঞাতো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।  
 কিঞ্চিৎ প্রব্রুহি মে ব্রহ্মা ! কারণং ব্রজগোপনম্ ॥ ৫০ ॥

সমর্পণেনশ্রেণ হরিণৈতেষাং দৈবমন্ত্ৰা কথং ন কৃতং নহীশ্বরস্ত কিঞ্চিদুর্ঘটমন্তীতি  
 ভাবঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

ঈশ্বর এবং স্বয়ং নারায়ণ হইবেন তবে সৰ্ব্বদা উগ্রসেনের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিলেন  
 কেন ? ॥ ৪৩ ॥ মহাভাগ ! সেই নারায়ণ যুনির প্রতি এই সন্দেহ হয় যে, তাঁহার ব্যবহার  
 নিরন্তরই সাধারণ জীবের জ্ঞায়, তাঁহার হর্ষ শোকাদি ভাব সকল কিজন্তু সাধারণ লোকেব  
 তুল্য ? যদি তিনি নারায়ণ হরি পরমেশ্বর, তবে কিহেতু তাঁহার ভাব ঐশ্বরিক না হইয়া  
 সাধারণ জন্তুর জ্ঞায় হইয়াছিল ? ॥ ৪৪—৪৫ ॥ অতএব, লোকাভীষ্টপ্রভাব হরি মহীতলে যে  
 যে কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় এবং তাঁহার দিব্য লীলাকাণ্ড বিশেষ বিস্তার  
 পূৰ্ণক বর্ণন করুন ॥ ৪৬ ॥ হে যুনিসত্তম ! আয়ুঃকর হইলেই জীবের জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে,  
 তবে অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণকে বধ করিয়া ঈশ্বর হরির কি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ  
 পাইয়াছে ? ॥ ৪৭ ॥ রুন্নিগীহরণকালে ভগবান্ রুন্নিগীকে গ্রহণ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইয়া-  
 ছিলেন, তাহাতে তাঁহার চৌরের জ্ঞায় আচরণ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ জরাসন্ধের  
 ভয়ে মহাসমুদ্রসম্মত, কুলসম্মত যথুরামণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারকা নগরে  
 পলায়ন করিবার উদ্দেশ্য কি ? ॥ ৪৯ ॥ যখন তিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন, তখন কি

এতে চান্দ্রে চ বহবঃ সন্দেহা বাসবীস্থত ।

নাশয়াদ্য মহাভাগ ! সর্বজ্ঞোহসি দ্বিজোত্তম ! ॥ ৫১ ॥

গোপ্যস্তধৈকঃ সন্দেহো হৃদয়ান্ন নিবর্ততে ।

পাঞ্চাল্যাঃ পঞ্চভর্তৃষ্ণং লোকে কিং ন জুগুপ্সিতম্ ॥ ৫২ ॥

সদাচারং প্রমাণং হি প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

পশুধর্ম্যঃ কথং তৈস্তু সমর্থৈরপি সংশ্রিতঃ ॥ ৫৩ ॥

ভীষ্মেণাপি কৃতং কিংবা দেবরূপেণ ভূতলে ।

গোলকৌ তৌ স্মৃৎপাদ্য যত্ন বংশস্ত রক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥

ধিগ্ন্যনির্ণয়ঃ কাম্যং মুনিভিঃ পরিদর্শিতঃ ।

যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রোৎপাদনলক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

জনমেজয়প্রশ্নকথনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নরনারায়ণে পরমেশ্বরে মুনৌ সর্বজ্ঞসমানস্বঃ সর্বজীবসমানস্বঃ কথমিতি সন্দেহঃ ॥ ৪৪-৫৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তাঁহাকে ঈশ্বর ভগবান্ হরি বলিয়া কেহ জানিতে পারে নাই? বুন্ধন্! যদি তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইবেন তবে ব্রজে লুকায়িত থাকিলেন কেন? ইহাঁর কারণ কি তাহা আমার নিকটে বলুন ॥ ৫০ ॥ হে মুনৈ! এই সকল এবং অগ্ৰাণ্ণ বহুতর সন্দেহ আমার অন্তরে নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে, আপনি দ্বিজোত্তম সর্বজ্ঞ ও মহাভাগ, আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আমার এই সকল সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৫১ ॥ তপোধন! আমার মনে আর একটি অতি গোপনীয় সন্দেহ বর্তমান রহিয়াছে তাহা কিছুতেই অপনীত হইতেছে না। মুনিবর! পাঞ্চালীর যে পঞ্চশাসী হইয়াছিল তাহা কি লোকসমাজে ঘৃণা কর ও লজ্জাজনক নহে? পণ্ডিতগণ সদাচারকেই ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন; তবে, সেই পাণ্ডবগণ সম্যক্ প্রকারে ক্ষমভাপন্ন হইয়াও, কেন পশুধর্মের আচরণ করিয়াছিলেন? ॥ ৫২-৫৩ ॥ পৃথিবীতলে দেবরূপে অবস্থান করিয়া ভীষ্মই বা কি করিলেন? জিজ্ঞাসা করি গোলক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করা কি তাঁহার সমুদ্র কার্য্য হইয়াছে? ॥ ৫৪ ॥ মুনিগণ “যে কোনও উপায়েই হউক পুত্রোৎপাদন করিবে” এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান পূর্বক যে ধর্ম নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ধর্মনির্ণয়ে দ্বিগ্! ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্নকথন নামক

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ # ॥

## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রক্ক্যামি কৃষ্ণা চরিতং মহৎ ।  
অবতারকাৰণঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমদ্বুতম্ ॥ ১ ॥  
ধৈরেকদা ভরাক্রান্তা রুদতী চাতিমর্শিতা ।  
গোরূপধারিণী দীনা তীর্তাগচ্ছৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২ ॥  
পৃষ্ঠা শক্রেণ ক্লিস্তেহম্য বর্ততে ভয়মিত্যথ ।  
কেন বৈ পীড়িতাসি হং কিং তে হুঃখং বহুধ্বরে ! ॥ ৩ ॥  
তচ্ছৃৎস্বলা তদোবাচ শৃণু দেবেশ ! মেহখিলম্ ।  
হুঃখং পৃচ্ছসি যত্বং মে ভরাক্রান্তান্মি মানদ ! ॥ ৪ ॥  
জরাসন্ধো মহাপাপী মগধেযু পতির্মম ।  
শিশুপালস্তথা চৈদ্যঃ কাশীরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫ ॥

বহিরৌকৈকদ্বৈরাজভারাক্রান্তা হু মেধিনী ।

ব্রহ্মাণং শরণং গতা বহুঃখং সা ভবেদমং ।

কৃষ্ণাবতারং বর্ণয়েতি রাজবাক্যং শ্রুত্বা বাস আহ শৃণু রাজমিতি । তত্র কৃষ্ণাবতারস্ত  
কাৰণং নাত্তদন্তি কিন্তু ত্রীসচ্চিদানন্দরূপিণ্যাঃ সকলজগন্নিরত্ৰাঃ সৃষ্টাদিপঞ্চকৃত্যবিধারিত্ৰাঃ  
সকলান্তর্ঘামিত্ৰা ভগবত্যা লীলদৈব জগৎ স্রষ্টুং প্রবৃত্তাঃ প্রেরণৈব কাৰণমিত্যাভিপ্রায়েণৈ-  
বাহ অবতারকাৰণঞ্চৈতি । দেব্যাশ্চরিতং প্রেরণরূপম্ ॥ ১—৩ ॥

ইদা পৃথ্বী ॥ ৪—৫ ॥

বাস বলিলেন, রাজন্ ! কৃষ্ণের অবিদ্যুত চরিত্র ও অবতার কথা এবং দেবী  
ভুবনেশ্বরীর বিচিত্র চরিত্রাদির বিষয় বর্ণন, করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কোনও সময়ে  
পৃথিবী ছুঁইরাজগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত ও ভীত হইয়াছিলেন । তখন  
তিনি গোরূপধারণ পূর্বক রোদন করিতে করিতে দীনমনে দেবলোকে গমন করেন ॥ ২ ॥  
দেবরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বহুধ্বরে ! এক্ষণে তোমার ভয়ের কাৰণ কি ? কে  
তোমাকে পীড়িত করিয়াছে ? তোমার কি হুঃখ বটিয়াছে ? এ সমস্তই আমার নিকট  
বল ? ॥ ৪ ॥ পৃথিবী ইজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মানদ ! আপনি যখন  
আমার হুঃখের ও পীড়নের কাৰণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন আপনার নিকটে সমস্ত কথা  
বলিতেছি শ্রবণ করুন, আমি এক্ষণে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছি ॥ ৪ ॥ ঘোরপাপী মগধ-  
রাজ জরাসন্ধ পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে । এইরূপ চৈদ্যপতি শিশুপাল, হৃদ্য

কুম্ভী চ বলবান্ কংসো নরকশ্চ মহাবলঃ ।  
 শাস্ত্রঃ সৌভপতিঃ ক্রুরঃ কেশী ধেনুকবৎসকো ॥ ৬ ॥  
 সৰ্বধৰ্মবিহীনাশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ ।  
 পাপাচার্য্য মদোন্মত্তাঃ কালরূপাশ্চ পার্ধিবাঃ ॥ ৭ ॥  
 তৈরহং পীড়িতা শক্র ! ভারাক্রান্তাকমা বিভো ! ।  
 কিং করোমি ক গচ্ছামি চিন্তা মে মহতী স্থিতা ॥ ৮ ॥  
 পীড়িতাহং বরাহেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।  
 শক্র ! জানীহি হরিণা দুঃখাদুঃখতরং গতা ॥ ৯ ॥  
 যতোহহং দুৰ্ভদৈতেয়ন কণ্ঠপশ্চাত্ত্বজেন বৈ ।  
 হতাহং হিরণ্যাক্ষেণ মম তস্মিন্মহার্ণবে ॥ ১০ ॥  
 তদা শূকররূপেণ বিষ্ণুনা নিহতোহপ্যসৌ ।  
 উদ্ধৃতাং বরাহেণ স্থাপিতা হি স্থিরা কৃতা ॥ ১১ ॥  
 নোচেদ্রসাতলে স্বস্থা স্থিতা স্মাং সুখশায়িনী \* ।  
 ন শক্তাস্মাদ্য দেবেশ ! ভারং বোঢ়ুং দুরাশ্রয়ানাম্ ॥ ১২ ॥

(সৌভপতিরিত্তি শাস্ত্র বিশেষণম্ । তথাচ মহাভারতে । শাস্ত্র নগরং সৌভঃ  
 গতাহং ভরতর্ষভ ! ॥ ৬—৮ ॥)

পীড়িতাহং বরাহেণেতি । যদি বরাহেণাহং জলামোদ্ধৃতা স্তাতদা কিমিত্যোতাদৃশং  
 দুঃখং মম ভবেত্তস্মাত্তেনৈবাহং পীড়িতেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কালীরাজ, কুম্ভী, বলবান্ কংস, মহাবল নরক, সৌভপতি শাস্ত্র, ক্রুরমতি কেশী, ধেনুক  
 ও বৎসক ইহারা সকলেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দেবরাজ ! অধিক কি বলিব এই  
 সমস্ত রাজগণই ধর্মবিবর্জিত, পরস্পর বিরোধী, মদোন্মত্ত ও পাপাচারে রত ; ইহারা  
 কালরূপ রাজা হইয়া আমাকে নিরন্তর পরিপীড়িত করিতেছে, আমি তাহাদের ভার  
 বহনে অসমর্থ হইয়াছি, এখন কোথায় যাই কি করি এই মহতী চিন্তা আমার অন্তঃকরণে  
 সমুদিত থাকিয়া আমাকে নিরন্তরই পীড়া প্রদান করিতেছে ॥ ৫—৮ ॥ হে বাসব ! বলিতে  
 কি, প্রভাবশালী বরাহরূপী বিষ্ণুই আমার কষ্টের কারণ হইয়াছেন ; শক্র ! তাঁহার  
 ক্রোধই আমি দুঃখের উপর দুঃখাত্মক নিপতিত হইয়াছি ; কারণ, যখন কণ্ঠপ-পুত্র দুর্ভদৈত্য  
 হিরণ্যাক্ষ আমাকে হরণ করিয়া মহার্ণবে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন বিষ্ণু বরাহরূপ  
 ধারণ পূর্বক তাহাকে নিধন করিয়া আমাকে উদ্ধার করত স্থিরভাবে রক্ষা করেন ॥ ১০-১১ ॥  
 তিনি যদি সেই সময়ে আমাকে উদ্ধৃত না করিতেন, তাহা হইলে আমি রসাতলগর্ভে সুখে  
 কালযাপন করিতাম । হে দেবেশ ! আমি এখন আর উক্ত দুরাশ্রয়দিগের ভার বহন



অগ্রে দৃষ্টঃ সমায়াতি দ্ব্যষ্টাবিংশস্তথা কলিঃ ।

তদাহং পীড়িতা শত্রু ! গন্তাস্ম্যাং রসাতলম্ ॥ ১৩ ॥

তস্মাদ্ভং দেবদেবেশ ! দুঃখরূপাণ্যস্ত চ ।

পারদো ভব ভারঃ মে হর পারদৌ নমামি তে ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

ইলে ! কিং তে করোম্যদ্য ব্রহ্মাণং শরণং ত্রজ ।

অহং তত্র গমিষ্যামি স তে দুঃখং হরিষ্যাতি ॥ ১৫ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা ষরিতা পৃথ্বী ব্রহ্মলোকং গত। তদা ।

শক্রোহপি পৃষ্ঠতঃ প্রাপ্তঃ সৰ্বদেবপুরঃসরঃ ॥ ১৬ ॥

স্বরভীমাগতাং তত্র দৃষ্ট্বান্বাচ প্রজাপতিঃ ।

মহীং জাহ্নবা মহারাজ ! ধ্যানেন সমুপস্থিতাম্ ॥ ১৭ ॥

কস্মাদ্রোদিশি কল্যাণি ! কিং তে দুঃখং বদাধুনা ।

পীড়িতাসি চ কেন দ্বং পাপাচারেণ ভূৰ্বদ ॥ ১৮ ॥

ধরোবাচ ।

কলিরায়তি দ্ব্যষ্টোহয়ং বিভেমি তদুদাদহম্ ।

পাপাচারাঃ প্রজাস্তত্র ভবিষ্যন্তি জগৎপতে ! ॥ ১৯ ॥

তদেবাহ যতোহহমিতি ॥ ১০—১৭ ॥

হে ভূর্হে ধরনি ॥ ১৮ ॥

করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১২ ॥ সুরেন্দ্র ! শীঘ্রই সমুখে দৃষ্ট অষ্টাবিংশ কলি আগমন করিতেছে, তাহার বেরূপ প্রভাব, তাহাতে বোধ হয় সেই সময় আমাকে উৎপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥ অতএব হে দেবেশ্বর ! আমি আপনার চরণ-বুগলে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমার ভারহরণ করিয়া এই অপার দুঃখসাগর হইতে আমাকে পরিদ্ধার করুন ॥ ১৪ ॥

স্বরপতি কহিলেন, পৃথিবী ! আমি তোমার কি করিব, তুমি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ কর ; আমিও তথায় গমন করিতেছি, তাঁহা হইতেই তোমার দুঃখ দূরীভূত হইবে ॥ ১৫ ॥ তখন, পৃথিবী ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ; এ দিকে ইন্দ্রও সমস্ত দেবগণের সহিত পৃথিবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ মহারাজ ! পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবীকে সমাগতা দেখিয়া ধ্যানযোগে তাঁহার আগমনকারণ অবগত হইলেন এবং কহিলেন, কল্যাণি ! তুমি কেন রোদন করিতেছ ? তোমার এক্ষণে কি দুঃখ হইয়াছে ? কোন দুরাচার তোমাকে উৎপীড়িত করিয়াছে বল ॥ ১৭—১৮ ॥

রাজানশ্চ দুরাচারাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ।

চৌরকর্ষরতাঃ সর্বৈ রাক্ষসাঃ পূর্ববৈরিণঃ ॥ ২০ ॥

তান্ হত্বা নৃপতীন্ ভারং হর মেহদ্য পিতামহ ! ।

পীড়িতান্ মহারাজ ! সৈন্যভারেণ ভূভুতাম্ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নাহং শক্তস্তথা দেবি ! ভারাবতরণে তব ।

গচ্ছাবঃ সদনং বিফোর্দ্দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ ॥ ২২ ॥

স তে ভারাপনোদং বৈ করিষ্যতি জনার্দনঃ ।

পূর্বং ময়াপি তে কার্য্যং ক্রিস্তিতং সুবিচার্য্য চ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্ত্বা বেদকর্তাসৌ পুরস্কৃত্য সুরাংশ্চ গাম্ ।

জগাম বিষ্ণুসদনং হংসারূঢ়শ্চতুর্মুখঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠং দেবদেবং জনার্দনম্ ।

ভূষ্টাব বেদবাক্যৈশ্চ ভক্তিপ্রবণমানসঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রুত্বা ধরোবাচ কলিরাস্মাভীতি ॥ ১৯—২১ ॥

তথেষতি ইন্দ্রবদিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥

পৃথিবী কহিলেন, হে জগতীপতে ! ছুট কলি সম্মুখেই আগমন করিতেছে, ইহার প্রভাবে প্রজা সকল ঘোর পাপাচারী হইবে, অতএব আমি কলিভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥ এই কলির প্রারম্ভে রাজরূপে অবতীর্ণ পূর্ববৈরি অসুরগণ অতিশয় দুরাচার, পরস্পর বিরোধী ও চৌর-কর্ষকূশল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ পিতামহ ! এক্ষণে এই দুর্য্যভ নৃপগণক নিহত করিয়া আমার ভার হরণ করুন ; হে মহাপ্রভো ! আমি সেই ভূপতিগণের সৈন্যভারে অত্যন্তই পীড়িত হইতেছি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবি ! ইন্দ্রের স্তায় আমিও তোমার ভারাপনয়নে সমর্থ নহি, চল আমরা ছইজনে চক্রধারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করি ॥ ২২ ॥ সেই জনার্দনই তোমার ভারাপনয়ন করিবেন । আমি পূর্ব হইতেই মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া, তোমার কর্তব্য অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া বেদকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পৃথিবী ও অসুরগণকে অগ্রে করিয়া হংসবাহনে আরোহণ পূর্বক বিষ্ণুসমিধানে গমন করিলেন এবং ভক্তিভাবে বেদবাক্য দ্বারা সেই দেবদেব জনার্দনের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

সহস্রশীর্ষা হুয়সি সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

ঋং বেদপুরুষঃ পূৰ্ব্বঃ দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥

ভূতপূৰ্ব্বঃ ভবিষ্যচ্চ বর্তমানঞ্চ যচ্চিভো ।।

অমরত্বং ত্বয়া দত্তমস্মাকং চ রমাপতে ! ॥ ২৭ ॥

এতাবান্মহিমা তেহুতি কো ন বেতি জগজ্জয়ে ।

ঋং কর্তাপ্যবিতা হস্তা ঋং সৰ্ব্বগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতীড়িতঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ প্রসন্নো গুরুভক্ষকঃ ।

দর্শনঞ্চ দদৌ তেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যোহমলাশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥

প্রপচ্ছ স্বাগতং দেবান্ প্রসন্নবদনো হরিঃ ।

ততস্তাগমনে তেষাং কারণঞ্চ সবিস্তরম্ ॥ ৩০ ॥

তমুবাচাজ্জো নহা ধরাচ্ছঃখঞ্চ সংশ্রয়ন্ ।

ভার্যাবতরণং বিষ্ণো ! কর্তব্যং তে জনাৰ্দ্দন ! ॥ ৩১ ॥

ভুবি কৃৎসাবতারং ঋং দ্বাপরাস্তে সমাগতে ।

হস্তা চুষ্ঠাম্পানুর্ব্যাহর ভারং দয়ানিধে ! ॥ ৩২ ॥

ভূতপূৰ্ব্বমিতি । পূৰ্ব্বঃ ভূতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কো ন বেতি কোহপি ন বেতীত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

কারণং পপ্রচ্ছৈত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আপনি সহস্রশীর্ষা—অর্থাৎ অসংখ্যমস্তক, আপনি সহস্রাক্ষ—অর্থাৎ অসংখ্যনেত্র আপনি সহস্রপাং অর্থাৎ—অসংখ্যচরণ এবং আপনি বেদপুরুষ দেবদেবঃ সনাতন ॥২৬॥ হে বিভো ! যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ ও যাহা বর্তমান সেই সমস্তই আপনি হে রমাপতে ! আপনিই আমাদেরকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ আপনিই এই জগতের কর্তা, পালকিতা ও হস্তা এবং আপনিই জগতের এক মাত্র গতি ও ঈশ্বর ; আপনি নাতে যে এই সমস্ত মহিমা বিদ্যমান আছে তাহা ত্রিকুবনে কে না অবগত আছে ? ॥ ২৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! ব্রহ্মা এইরূপে কথন করিলে গুরুভক্ষক বিষ্ণু প্রসন্ন হইলেন এবং সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥ তখনভর, ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বাগত সন্মোদন করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ বিস্তারিত রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩০ ॥ তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধর্মগীর সমস্ত ছঃখের কারণ শ্রবণ পূর্বক বলিলেন ; হে প্রভো ! এক্ষণে পৃথিবীর ভার, হরণ করা আপনার কর্তব্য ॥ ৩১ ॥

## বিষ্ণুরূবাচ ।

নাহং স্বতন্ত্র এবাত্র ন ব্রহ্মা ন শিবস্তথা ।  
 নেদ্রোহগ্নির্ন যমস্তক্টা ন সূর্যো বরুণস্তথা ॥ ৩৩ ॥  
 যোগমায়াবশে সর্বমিদং স্বাবরজঙ্গমম্ ।  
 ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যাস্তং গ্রথিতং গুণসূত্রতঃ ॥ ৩৪ ॥  
 যথা সা স্বেচ্ছয়া পূর্বং কৰ্ত্তুমিচ্ছতি সূত্রত ! ।  
 তথা কৰোতি স্ফুটিতা বয়ং সৰ্ব্বহপি তদ্বশাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 যদ্যহং স্তাং স্বতন্ত্রো বৈ চিস্তয়ন্তু ধিয়া কিল ।  
 কুতোহভবং মৎস্বপুঃ কচ্ছপো বা মহার্গবে ॥ ৩৬ ॥  
 তিৰ্য্যগ্‌যোনিষু কো ভোগঃ কা কীৰ্ত্তিঃ কিং সুখং পুনঃ ।  
 কিং পুণ্ড্রং কিং ফলং তত্র ক্ষুদ্রযোনিগতস্ত মে ॥ ৩৭ ॥  
 কোলো বাধ নৃসিংহো বা বামনো বাভবং কুতঃ ।  
 জমদগ্নিস্ততঃ কস্মাৎ সন্তবেয়ং পিতামহ ! ॥ ৩৮ ॥

তে ভয়েতার্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

যোগমায়ৈতি । গুণত্রয়জনকসাম্যাবস্থামাস্তমুখা যোগমায়ৈত্যাচ্যতে ॥ ৩৪—৩৫ ॥

যদ্যভিমতি । ন হি স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া হুঃখাস্তোবৌ নিমজ্জতি ॥ ৩৬ ॥

নহু ভোগাদ্যর্থঃ জমবতারঃ গৃহীতবানিতি চেত্তত্রাহ তিৰ্য্যগ্‌যোনিষু ॥ ৩৭—৩৮ ॥

দয়ানিধে ! ঋপয়ুগের শেষভাগ সমাগত হইলে আপনি ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া দুই নরপতিগণকে সংহার করিয়া অবনীর ভার অপনয়ন করুন ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, আমি এবিষয়ে স্বাধীন নহি; কেবল আমি কেন ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম, বিশ্বকর্মা, সূর্য্য ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণের মধ্যেও কেহই স্বাধীন নহেন। এই অধিল স্বাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ, যোগমায়ার বশে অবস্থিত এবং ব্রহ্মাদি স্তম্বপৰ্য্যন্ত সকলেই তাঁহারই গুণসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে ॥ ৩৩-৩৪ ॥ হে সূত্রত ! সেই হিতকারিণী ইচ্ছাময়ী আপনার ইচ্ছায় যাহা করিতে অভিলাষ করেন তাহাই করেন, আমরা সকলেই তাঁহার বশীভূত ইহা জানিবেন ॥ ৩৫ ॥ তোমরা মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে কিজন্ত মহার্গবে অবস্থিতি করিয়া মৎস্বপু ও কচ্ছপদেহ ধারণ করিব ? ব্রহ্মন্ ! তিৰ্য্যগ্‌যোনিতে সম্পৎ-সন্তোগ, কীৰ্ত্তি বা সুখ কি আছে ? ক্ষুদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কি পুণ্য বা ফলপ্রাপ্তি আছে ? আমি কেনই বা শূকর দেহধারী হই ? কেনই বা নৃসিংহদেহ ও বামনবপু ধারণ করি ? কেনই বা জমদগ্নির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি ? বিশেষত তাদৃশ মহাত্মা জমদগ্নির পুত্র এবং ষিদ্ধোত্তম হইয়াও কিজন্ত নৃশংসের কার্য্য করি ? হায় ! আমি



নৃশংসং বা কথং কৰ্ম কৃতবানস্মি ভূতলে ।  
 ক্ষতজৈস্ত্ব হৃদান্ সৰ্ব্বান্ পূরয়েয়ং কথং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তৎ কথং জমদগ্নেশ্চ পুজো ভূত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।  
 ক্ষত্রিয়ান্ হতবানাজৌ নির্দয়ো গৰ্ভগানপি ॥ ৪০ ॥  
 রামো ভূত্বাথ দেবেন্দ্র ! প্রাবিশদগুপ্তং বনম্ ।  
 পদাতিশ্চীরবাসাশ্চ জটাবঙ্কলবান্ পুনঃ ॥ ৪১ ॥  
 অসহায়ো হৃপাথেয়ো ভীষণে নির্জনে বনে ।  
 কুৰ্ব্বমাখেটকং তত্র ব্যচরং বিগতদ্রুপঃ ॥ ৪২ ॥  
 ন জ্ঞাতবান্ মৃগং হৈমং মায়য়াপিহিতস্তদা ।  
 উটজে জানকীং ত্যক্ত্বা নির্গতস্তৎপদানুগঃ ॥ ৪৩ ॥  
 লক্ষ্মণোহপি চ তাং ত্যক্ত্বা নির্গতো মৎপদানুগঃ ।  
 বারিতোপি ময়াত্যাগং মোহিতঃ প্রাকৃতৈগুণৈঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ভিক্ষুরূপং ততঃ কৃৎস্না রাবণঃ কপটাকৃতিঃ ।  
 জহার তরসা রক্ষো জানকীং শোককর্ষিতাম্ ॥ ৪৫ ॥  
 দুঃখার্থেন ময়া তত্র রুদিতং চ বনে বনে ।  
 স্ত্রীবেগে চ মিত্রহং কৃতং কার্য্যবশাম্ময়া ॥ ৪৬ ॥

ক্ষতজৈ কপিহৈরঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

আখেটকং মৃগহননাদিরূপম্ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নির্দয় হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে অধিক কি গৰ্ভগত সন্তানদিগকেও সংহার করিয়াছি । আমি  
 স্বাধীন হইলে কিজন্ত এ সকল কঠোর ও বীভৎস কার্য্য করিব ? ॥৩৯—৪০॥ হে দেবেন্দ্র !  
 আরও দেখ, আমি রামাবতারে দণ্ডকারণো প্রবেশ করিয়া চীর, জটাবঙ্কলধার  
 পূৰ্ণক, অসহায় ও পাথেয়শূন্য হইয়া পদব্রজে ভীষণ নির্জন বনে নির্জনের স্তায় পণ্ড  
 হননাদিরূপ ব্যাধের কার্য্য করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়াছি ॥ ৪১—৪২ ॥ আমি  
 মায়য়া মোহিত হইয়া স্ত্রীবেগের স্বরূপ অবগত হইতে পারি নাই, স্ত্রীরাং পর্ণশালা  
 জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নির্গমন পূৰ্ণক সেই মৃগ-পদবীর অনুসরণ করি  
 য়াছি । আমি বহুবীর নিবারণ করিলেও লক্ষ্মণ প্রাকৃতিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে  
 পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ করিয়াছিল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ তখন কপটমূর্তি রাক্ষসরাও  
 রাবণ, ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া শোকসংক্ষীণ জনকতনয়াকে বলপূৰ্ণক অপহরণ  
 করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥ আমি প্রিয়া-বিরহ-দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া বনে বনে রোদন করিয়া  
 বেড়াইয়াছি এবং কার্য্যবশে বানররাজ স্ত্রীবেগ সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥

অশ্রুয়ায়েন হতো বালী শাপাচ্চৈব নিবারিতঃ\* ।  
 সহায়ান্ বানরান্ কৃষ্ণা লক্ষ্যাঃ চলিতং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥  
 বন্ধোহহং নাগপাশৈশ্চ লক্ষণশ্চ সমানুজঃ ।  
 বিসংজ্ঞৌ পতিতৌ দৃষ্টৌ বানরা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥  
 গরুড়েন তদাগত্য মোচিতৌ ভ্রাতরৌ কিল ।  
 চিন্তা মে মহতী জাতা দৈবং কিং বা করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥  
 হতং রাজ্যং বনে বাসে যুতস্তাতঃ প্রিয়া হতা ।  
 যুদ্ধং কষ্টং দদাত্যেবমগ্রে কিং বা করিষ্যতি ॥ ৫০ ॥  
 প্রথমং তু মহাত্মঃখমরাজ্যস্য বনাশ্রয়ঃ ।  
 রাজপুত্র্যাব্রিতশ্চৈব ধনহীনস্য মে সুরাঃ ! ॥ ৫১ ॥  
 বরাটিকাপি পিত্রা মে ন দত্তা বননির্গমে ।  
 পদাতিরসহায়োহহং ধনহীনশ্চ নির্গতঃ ॥ ৫২ ॥  
 চতুর্দশৈব বর্ষাণি নীতানি চ তদা ময়া ।  
 ক্লান্ত্রং ধর্ম্যং পরিত্যজ্য ব্যাধবৃত্ত্যা মহাবনে ॥ ৫৩ ॥

( অশ্রুয়ায়েন অধর্ম্যযুদ্ধেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥ )

দদাত্যেবমিতি । দৈবমিত্যানুধনঃ দৈবং বিধির্দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

আমি অশ্রুয় পূর্বক বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া তাহাকে শাপ-বিমুক্ত করিয়াছি ;  
 দনস্তর, বানরগণকে সহায় করিয়া লক্ষ্য গমন করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥ যৎকালে অশ্রুজ লক্ষণ ও  
 আমি, দুই জনেই নাগপাশে বদ্ধ ও চেতনা-বিহীন হইয়া নিপতিত হই, সে সময় বানরগণ  
 বিষয়াপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥ অনস্তর, গরুড় আগমন করিয়া আমাদের ভ্রাতৃদ্বয়কে নাগপাশ  
 ইতে মুক্ত করিল ; তখন আমি এই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, দৈব না জানি আমাদের  
 মদৃষ্টে কি অমঙ্গল সংঘোজন করেন ॥ ৪৯ ॥ আমার রাজ্য হত হইল, বনে বসতি ঘটিল, পিতা  
 পরলোক গত হইলেন, জানকী অপহৃত হইল, এক্ষণে নিদারুণ যুদ্ধে অতিশয় ক্লেশ হই-  
 তছে, না জানি দৈব ইহার পর আমায় আরও কি ঘোর কষ্টে নিপাতিত করেন ? ॥ ৫০ ॥  
 হে সুরগণ ! ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমি প্রথমেই রাজ্য-  
 হীন ও ধনহীন হইয়া বন গমন পূর্বক রাজপুত্রী সীতার সহিত নিবিড় বিপিনাশ্রয়ী  
 হই ॥ ৫১ ॥ বন গমনকালে পিতা আমাকে একটি বরাটিকা ও (এক কড়া কড়ি) প্রদান  
 করেন নাই, আমি ধনহীন ও অসহায় হইয়া পদব্রজে অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া-

দৈবাৎ যুদ্ধে জয়ঃ প্রাপ্তো নিহতোহসৌ মহাসুরঃ ।  
 আনীতা চ পুনঃ সীতা প্রাপ্তাযোধ্যা ময়া তথা ॥ ৫৪ ॥  
 বর্ষাণি কতিচিদ্ভূত সুখং সংসারসম্ভবম্ ।  
 প্রাপ্তং রাজ্যঞ্চ সম্পূর্ণং কোশলানধিষ্ঠিতা ॥ ৫৫ ॥  
 পুরৈবং বর্তমানেন প্রাপ্তরাজ্যেন বৈ তদা ।  
 লোকাপবাদভীতেন তাক্তা সীতা বনে ময়া ॥ ৫৬ ॥  
 কাস্তাবিরহজং দুঃখং পুনঃ প্রাপ্তং দুঃসদম্ ।  
 পাতালং সা গতা পশ্চাক্ষরাং ভিক্তা ধরাভ্রজা ॥ ৫৭ ॥  
 এবং রামাবতারেহপি দুঃখং প্রাপ্তং নিরন্তরম্ ।  
 পরতন্ত্রেণ মে নুনং স্বতন্ত্রং কো ভবেত্তদা ॥ ৫৮ ॥  
 পশ্চাৎ কালবশাৎ প্রাপ্তঃ স্বর্গো মে ভ্রাতৃভিঃ সহ ।  
 পরতন্ত্রস্য কা বার্তা বক্তব্য্য বিবুধেন বৈ ॥ ৫৯ ॥

(দৈবমেব বলবদ্বিত্তি প্রতিপাদয়িতুমাংস্ । চতুর্দশৈব বর্ষাণীতি । স্বধর্মপরিত্যাগো-  
 হতিগর্হিতোহপি দৈববশাদেব ময়া পরিগৃহীত ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৫৩—৫৭ ॥)

এবং রামাবতারে ইতি । ইয়ং কথা রামায়ণাদিষু প্রসিদ্ধান্তীতি ন বিবিচ্য  
 দর্শিতা ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ছিলাম ॥ ৫২ ॥ আমি মহাবনে গমন করিয়া অগত্যা কজ্জিধর্ম পরিত্যাগ করত ব্যাধবৃত্তি  
 অবলম্বন পূর্বক চতুর্দশ বৎসর যাপন করিয়াছিলাম ॥ ৫৩ ॥ পরে, দৈবানুগ্রহেই সেই মহাসুর  
 স্বাবণকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হই এবং সীতাকে পুনরায় অযোধ্যায় আনয়ন করি ॥ ৫৪ ॥  
 তথায় কোশল নিবাসী-প্রজাগণের শাসনকর্তা হইয়া কতিপয় বৎসর সংসার-সম্ভূত সুখ অমু-  
 ভব পূর্বক পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই ॥ ৫৫ ॥ পূর্বে সীতাহরণাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল,  
 তৎপরেই রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিল ; তখন লোকগণ সীতার অপবাদ জল্পনা করিলে আমি ভীত  
 হইয়া তাঁহারে বনবাসে বিসর্জন দিলাম ; সে সময় আমাকে পুনরায় পত্নী-বিরহ-জনিত  
 হস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইল । তদনন্তর ধরাভ্রজা ধরাতল-ভেদ করিয়া পাতালতলে গমন  
 করিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

দেবগণ ! রামাবতারে আমিও যখন এইরূপে পরাধীন হইয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ করি-  
 রাছি, তখন অপরে কে আর স্বাধীন আছে তাহা বল দেখি ॥ ৫৮ ॥ তদনন্তর, কালবশে  
 ভ্রাতৃগণের সহিত আমার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটয়াছিল । যাহা হউক পরতন্ত্র ব্যক্তির কতদূর দুর্ঘটনা  
 ঘটে, তাহা বুদ্ধিমান পণ্ডিতেই বলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥ হে পদ্মাসন ! তুমি

পরতস্ত্রোহিষ্যাহং নুনং পদ্মযোনে । নিশাময় ।

তথাত্মমপি রুদ্রশ্চ সর্বৈ চান্তে সুরোত্তমাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
ভারাক্রান্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ সুরলোকগমনং নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ন হেতাদৃশীং বিড়ম্বনাং স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া স্বস্ত্র কয়োতি । তস্মাদনেকদৃষ্টান্তৈরেবং  
বিধৈর্কিঞ্জনীহি হেব্রুক্ষমহম্পরতন্ত্র এবোতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি নিশ্চিতই পরাধীন, কেবল আমি কেন আমার জায় তুমি  
ও রুদ্র এবং সমস্ত সুরোত্তম গণ সকলেই পরাধীন জানিও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-  
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে ভারপীড়িত পৃথিবীর স্বর্গগমন নামক  
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥





তদ্বীজং ভগ ইত্যেবা শক্তিরুক্তা মনীষিভিঃ ।  
 কীলকঞ্চ ধিয়ঃ প্রোক্তং মোক্ষার্থে বিনিয়োজনম্ ॥ ৭ ॥  
 চতুর্ভির্হৃদয়ং প্রোক্তং ত্রিভির্বর্গৈঃ শিরঃ স্মৃতম্ ।  
 চতুর্ভিঃ স্রাচ্ছিখা পশ্চাচ্ছিত্তিল্প কবচং স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥  
 চতুর্ভির্নেত্রমুদ্ভিষ্টং চতুর্ভিঃ স্রাত্তদন্ত্রকম্ ।  
 অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ৯ ॥  
 মুক্তাবিক্রমহেমনীলধবলচ্ছায়ৈশ্মুর্ধৈশ্রীকটৈ-  
 র্যুক্তামিন্দুনিবন্ধরত্নমুকুটাং তদ্বার্থবর্ণাঙ্গিকাম্ ।  
 গায়ত্রীং বরদাভয়াঙ্কুশকশাঃ শুভ্রং কপালং গুণং  
 শঙ্খং চক্রমথারবিন্দুগলং হস্তৈর্বহস্তীং ভজে ॥ ১০ ॥

তদ্বীজমিতি । তৎপদং বীজমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

প্রথমং চতুর্ভিরঙ্গৈঃ হৃদয়মিত্যর্থঃ । এবমুত্তরত্র বোধ্যম্ ॥ ৮—৯ ॥

ধ্যানমাহ মুক্তাবিক্রমেতি । প্রত্যেকমীক্ষণত্রয়বত্তিঃ পঞ্চভিমুর্ধৈশ্মুর্কামিত্যর্থঃ ।  
 তদ্বার্থবর্ণাঙ্গিকামিতি । চতুর্ভিঃশক্তিতত্ত্বান্তর্থো যেবাং বর্ণানাং তৎসাবিতুরিত্যাदिनां তদা-  
 ঙ্গিকামিত্যর্থঃ । দক্ষাদ্যাক্ষরোহস্তরোঃ কমলহরং তদধস্তনয়োস্চক্রশঙ্খৌ তদধস্তনয়োঃ  
 রত্নকপালে তদধস্থরোঃ পাশাঙ্কুশৌ তদধস্থরোরভয়বরৌ । কশা পাশঃ । শুণৌ রত্নুরিত্যা-  
 যুধধ্যানম্ ॥ ১০ ॥

কবচের ঋষিচ্ছন্দাদির বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর । ইহার, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঋষি,  
 ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ববেদ ছন্দঃ, পরমাকলা ব্রহ্মরূপা গায়ত্রীই দেবতা, সেই গায়ত্রীর  
 “তৎ” পদই ইহার বীজ, “ভগঃ” ইহাই শক্তি, “ধিয়ঃ” ইহাই কীলক এবং মোক্ষার্থে ইহার  
 বিনিয়োগ জানিবে ॥৭-৯॥ ইহার প্রথম চারিটি বর্ণ দ্বারা হৃদয়ে, তদনন্তর তিনটি বর্ণ দ্বারা  
 মস্তকে, তদনন্তর চারিটি বর্ণ দ্বারা শিখায়, তৎপশ্চাৎ তিনটি বর্ণ দ্বারা কবচে, তদনন্তর  
 চারিটি বর্ণ দ্বারা নেত্রে ও তৎপশ্চাৎ চারিটি বর্ণ দ্বারা অস্ত্রায় কট্ বলিয়া ভ্রাস করিবে ।  
 নারদ ! অনন্তর সর্বাভীষ্ট-কলপ্রদ গায়ত্রীর ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮—৯ ॥ গায়ত্রী-  
 দেবীর, মুক্তা, বিক্রম, স্রবণ ও নীলকাস্তমণির তুল্য চারিটি এবং শুক্রবর্ণ একটি, সর্কসমেত  
 পাঁচটি মুখ ; প্রত্যেক মুখে তিনটি করিয়া নেত্র ; শিখরদেশে রত্নমুকুট ও চন্দ্রকলা বিরাজ  
 করিতেছে ; চতুর্ভিঃশক্তি তত্ত্বই তাঁহার দেহ ; তাঁহার হস্ত চন্দ্রখানি, তাহাতে দক্ষিণ ও  
 বামের উর্দ্ধহস্তে কমলহর, তদধঃস্থিত হস্তে চক্র ও শঙ্খ, তাহার নিম্ন হস্তে রত্ন ও কপাল,  
 তাহার নিম্নে পাশ ও অঙ্কুশ এবং অধোহস্তে অভয় ও বর বিরাজ করিতেছে । নারদ  
 এইরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া গুরে কবচ পাঠ করিবে ॥ ১০ ॥

গায়ত্রী পূর্বতঃ পাতুঃ সারিত্রী পাতুঃ দক্ষিণে।

ব্রহ্মসাক্ষ্যঃ তু মে পশ্চাদ্ভুতরায়াঃ সরস্বতী ॥ ১১ ॥

পার্বতী মে দিশং রক্ষেৎ পাবকী জলশায়িনী ।

যাতুধানীদিশং রক্ষেৎ যাতুধানভয়ঙ্করী ॥ ১২ ॥

পাবমানীদিশং রক্ষেৎ পবমানবিলাসিনী ।

দিশং রোদ্ৰাণি মে পাতুঃ রুদ্রাণী রুদ্ররূপিণী ॥ ১৩ ॥

উর্দ্ধং ব্রহ্মাণি মে রক্ষেদধস্তা বৈকবী তথা ।

এবং দশদিশো রক্ষাস্বঃ সর্বাস্বঃ ভুবনেশ্বরী ॥ ১৪ ॥

তৎপদং পাতু মে প্রোচোদয়ে মে সবিতুঃ পদম্ ।

বরেণ্যং কটিদেশে তু ভুগন্তাঃ গন্তুধৈব চ ॥ ১৫ ॥

দেবস্ত মে তক্ষুদয়ঃ ধীমহীঃ গজয়োঃ ।

ধিয়ঃ পদঞ্চ মে নেত্রে যঃ পদং ললাটকম্ ॥ ১৬ ॥

নঃ পাতু মে পদং মূর্ধ্নি শিখায়াং মে প্রোচোদয়াৎ ।

তৎপদং পাতু মূর্দ্ধানং সকারঃ পাতু ভালকম্ ॥ ১৭ ॥

চক্ষুযী তু বিকারার্ণো ভুকারস্ত কপোলয়োঃ ।

নাসাপুটং বকারার্ণো রেকারস্ত মুখে তথা ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মসাক্ষ্যঃ ব্রহ্মগায়ত্রী সাক্ষ্যঃ ব্রহ্মসাক্ষ্যঃ ॥ ১১—১৩ ॥

হে ব্রহ্মাণি ভবতী মে উর্দ্ধং দেশং রক্ষেদিত্যম্বয়ঃ ॥ ১৪—২২ ॥

গায়ত্রীদেবী সমুখ ভাগ, সারিত্রী দক্ষিণভাগ, সাক্ষ্যাদেবী পশ্চাৎভাগ এবং সরস্বতী বামভাগ রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥ পার্বতী চতুর্দিকে অম্বিকে রক্ষা করুন। জলশায়িনী অগ্নিকোণে, যাতুধান-ভয়ঙ্করী নৈঋতকোণে, পবমানবিলাসিনী বায়ুকোণে, রুদ্ররূপিণী রুদ্রাণী ঈশানকোণে, ব্রহ্মাণী উর্দ্ধদিকে এবং বৈকবী অধোদিকে রক্ষা করুন। ভুবনেশ্বরী আমার সর্বাস্বকে দশদিক্ হইতেই রক্ষা করুন ॥ ১২—১৪ ॥ গায়ত্রীর “তৎ” এই পদ আমার পদস্বর রক্ষা করুন। “সবিতুঃ” এই পদ আমার জন্মস্বর রক্ষা করুন। “বরেণ্যং” এই পদ আমার কটিদেশ, এবং “ভুগঃ” এই পদ আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥ “দেবস্ত” এই পদ হৃদয়, “ধীমহি” এই পদ গজদেশ, “ধিয়ঃ” এই পদ নেত্রস্বর, “যঃ” এই পদ ললাটদেশ, “নঃ” এই পদ মস্তক, এবং “প্রোচোদয়াৎ” এই পদ আমার শিখাদেশ রক্ষা করুন। চতুর্দিক্ পৃথিবীপৃষ্ঠিকা গায়ত্রীর “তৎ” এই পদ আমার মস্তক, “সু” এই বর্ণ ললাটদেশ, “বি” এই বর্ণ নেত্রস্বর, “তু” এই বর্ণ কপোলস্বর, “ব” এই বর্ণ নাসাপুট, “রে” এই বর্ণ মুখদেশ, “ণি” এই বর্ণ ওষ্ঠদেশ, “য” এই বর্ণ অধর প্রদেশ, “ভ” এই বর্ণ ব্রহ্মমুখভাগ, “নো” এই বর্ণ চিবুক,

নিকার উর্দ্ধমোষ্ঠঃ তু ব্রকারস্থধরোষ্ঠকম্ ।  
 আশ্রমধ্যে ভকারার্ণো গোকারশ্চিবুকে তথা ॥ ১৯ ॥  
 দেকারঃ কণ্ঠদেশে তু বকারঃ স্বক্ৰদেশকম্ ।  
 শুকারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বামহস্তকম্ ॥ ২০ ॥  
 মকারো হৃদয়ং রক্তেদ্ধিকার উদরে তথা ।  
 ধিকারো নাভিদেশে তু য়োকারস্তায়ল্ঠং তথা ॥ ২১ ॥  
 ওহং রক্ততু য়োকার উরু ঘৌমুখৈদাক্ষরম্ ।  
 প্রকারো জাহ্নুনী রক্তেচ্ছোদ্ধার্থবা জজ্জদেশকম্ ॥ ২২ ॥  
 দকারঃ গুল্ফদেশে তু শাঃ শূত পদযুগ্মকম্ ।  
 তকারব্যঞ্জনং চৈব যুগলং হঠমে সদাবতু ॥ ২৩ ॥  
 ইদং তু কবচং চি—শতবিনাশনম্ ।  
 চতুঃষষ্টিকলিষ্ঠার্থা ॥ ১১ কং মোক্ষকারকম্ ॥ ২৪ ॥  
 মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।  
 পঠনাস্ত্রবণাদ্যপি গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
 গায়ত্রীকবচং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

( তকারব্যঞ্জনং স্বরশূন্ততকারার্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

'দে' এই বর্ণ কণ্ঠদেশ, 'ব' এই বর্ণ স্বক্ৰদেশ, 'শু' এই বর্ণ দক্ষিণ হস্ত, 'ধী' এই বর্ণ বামহস্ত,  
 'ম' এই বর্ণ হৃদয়, 'হি' এই বর্ণ উদর, 'ধি' এই বর্ণ নাভিদেশ, 'য়ো' এই বর্ণ কণ্ঠদেশ,  
 'ঘৌ' এই বর্ণ ওহদেশ, 'নঃ' এই বর্ণ উরুদেশ, 'প্র' এই বর্ণ জাহ্নুদেশ, 'চৌ' এই বর্ণ  
 জজ্জদেশ, 'দ' এই বর্ণ গুল্ফদেশ, 'শা' এই বর্ণ পদদেশ এবং '১' এই বর্ণ আমার সর্বাপ  
 রক্ষা করুন ॥ ১৬—২৩ ॥ নারদ ! দেবী গায়ত্রীর এই দিব্য কবচ, শতসহস্র বাধা বিনাশ  
 করিতে, চতুঃষষ্টিকলা প্রদান করিতে এবং মোক্ষ সমর্পণ করিতে সমর্থ হয় তাহাতে  
 সন্দেহ নাই । এই কবচ-মাহাত্ম্যে মনুষ্য সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিতে  
 সমর্থ হয় । অধিকন্তু এই কবচ পাঠ বা শ্রবণ করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ  
 হইয়া থাকে ॥ ২৪—২৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ষক মহাপুরাণ  
 শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীর কবচ বর্ণন  
 নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ত্বততব্যজগৎপ্রভো ।  
 কবচঞ্চ শ্রুতং দিব্যং গায়ত্রীমন্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ১ ॥  
 অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি গায়ত্রীহৃদয়ং পরম্ ।  
 যক্ষারীঞ্চ বৎ পুণ্যং গায়ত্রীজপতোহখিলম্ ॥ ২ ॥  
 নারায়ণ উবাচ ।  
 দেব্যাশ্চ প্রোক্তং নারদাথর্কণে স্মৃটম্ ।  
 তদেবাহং প্রবক্ষ্যে নাত্ৰিঃ স্মৃতিরহস্তকম্ ॥ ৩ ॥  
 বিরাদ্রুপাং মহাদেবী হীতি চ বেদমাতরম্ ।  
 ধ্যায়া তস্তাস্থখাদ্বেষু ধ্যানদেবতাঃ ॥ ৪ ॥  
 পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োঃ কৈক্যাস্তাবয়েৎ স্বতনৌ তথা ।  
 দেবীরূপে নিজে দেহে তন্ময়ত্বায় সাধকঃ ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীমদগায়ত্রী গায়ত্রী হৃদয়ং পরম্ ।  
 অথর্কোক্তং ক্রমেণৈব গাথারূপেণ কথ্যতে ॥

কবচপ্রবণোত্তরং গায়ত্রীহৃদয়ং পৃচ্ছতি ভগবন্বিতি ॥ ১—২ ॥  
 তদেবোতি । আত্মপূর্বীক্রমেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥  
 বিরাদ্রুপামিতি বিরাদ্রুপাং গায়ত্রীং ধ্যায়া তস্তা অঙ্গহানীয়া বক্ষ্যমাণদেবতা ভাবয়িত্বা  
 পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োঃ কৈক্যাস্তাবয়েৎ দেহমপি শ্রীগায়ত্রীরূপং বিভাব্য তন্মিনু দেহে বক্ষ্যমাণদেবতা  
 স্তসৌদিত্যর্থঃ ॥ ৪—৬ ॥

নারদ কহিলেন ; ভগবন্ ! আমি আপনার নিকট হইতে গায়ত্রীর কবচ ও মন্ত্রাদি  
 সমস্তই শ্রবণ করিলাম । দেবদেব ! আপনি ত্বত, তদ্বিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালই অবগত  
 আছেন, একমুখ বাহা ধারণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে নিখিল পুণ্যলাভ হইয়া থাকে,  
 এক্ষণে আপনার নিকট হইতে সেই গায়ত্রী হৃদয় শ্রবণ করিতে অভিলাষী  
 হইয়াছি ॥ ১—২ ॥

নারায়ণ কহিলেন ; নারদ ! এই গায়ত্রী-হৃদয়ের বিবরণ অধর্কণে স্মৃতি করিয়া উক্ত  
 আছে । আমি সেই অতিগোপ্য হৃদয় আত্মপূর্বিক বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥  
 প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীদেবীকে বিরাদ্রুপিনী চিত্তা করিয়া তদনন্তরূপে দেবতা সক-  
 লের চিত্তা করিবে । পরে, পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য চেতু দেবীর হইবার অস্ত নিম্ন  
 কীর্ত্তিকে দেবীরূপ ভাবিয়া তাহাতেই বক্ষ্যমাণ দেবতা সকলের ধ্যান করিবে ॥ ৪—৬ ॥



নাদেবোহভ্যর্চয়েদেবমিতি বেদবিদো বিদুঃ ।

ততোহভেদায় কারে শ্বে ভাবয়েদেবতা ইমাঃ ॥ ৬ ॥

অথ তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তন্ময়ত্বমথো ভবেৎ ।

গায়ত্রীহৃদয়স্তাস্তাপ্যহমেব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

গায়ত্রীছন্দ উদ্ভিক্তং দেবতা পরমেশ্বরী ।

পূর্বোক্তেন প্রকারেণ কুর্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ ।

আসনে বিজনে দেশে ধ্যায়ৈদেকাগ্রমানসঃ ॥ ৮ ॥

অথার্থন্তাসঃ । দ্যৌশ্মৃগ্নি দৈবতম্ । দন্তপংক্তা-  
বন্ধিনৌ । উভে স্ক্যো চৌঠৌ । মুখমগ্নিঃ । জিহ্বা  
সরস্বতী । গ্রীবায়াং তু বৃহস্পতিঃ । স্তনয়োর্বসবোহকৌ ।  
বাহ্বোশ্মরুতঃ । হৃদয়ে পর্জন্তঃ । আকাশমুদরম্ ।  
নাভাবন্তুরিক্ষম্ । কটোরিন্দ্রাগ্নী । জঘনে বিজ্ঞানঘনঃ  
প্রজাপতিঃ । কৈলাসমলয়ে উরু । বিশ্বেদেবা জাম্বোঃ ।  
জজ্মায়াং কৌশিকঃ । গুহময়নে । উরু পিতরঃ । পাদৌ  
পৃথিবী । বনস্পত্যয়োহঙ্গুলীযু । ঋষয়ো রোমানি ।

অহমেব নারায়ণ ঋষিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

পরমেশ্বরী গায়ত্রী দেবতা ॥ ৮ ॥

দ্যৌর্দৈবতং শ্মৃগ্নি ভাবয়েদিত্যর্থঃ । সর্বত্র এবং যথাযোগ্যমর্থ উহনীয়ঃ । সবিতুর্করেণ্যায়

বেদবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যিনি দেব হইতে পারেন নাই, তিনি দেবপুত্রায়ও  
অধিকারী হইবেন নাই ; এজন্ত দেবতার সহিত অভেদজ্ঞানের নিমিত্ত নিজদেহে দেবতা-  
সকলের চিন্তা করিবে ॥ ৬ ॥

নারদ ! যে গায়ত্রী-হৃদয় জানিলে পর গভুয়ামাত্রে দেবময় হইতে সমর্থ হইবে, আমি  
একণে সেই গায়ত্রীহৃদয়ের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর । এই গায়ত্রীহৃদয়ের, নারায়ণ  
ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, এবং পরমেশ্বরী গায়ত্রীই দেবতা । ইহার আঙ্গাদি ভ্রাস পূর্বোক্ত  
প্রকারেই নিশ্চয় করিবে এবং নির্জনদেশে আগনে উপবেশন করিয়া একাগ্রচিত্তে দেবীকে  
ধ্যান করিবে ॥ ৭—৮ ॥ অনন্তর, অর্থভ্রাস বলিতেছি শ্রবণ কর । দন্তকে দ্যৌ দেবতাকে  
চিন্তা করিবেক । এইরূপ দন্তপংক্তিতে অশ্বিনীকুমারকে, ওষ্ঠ ও অধরে উত্তর স্ক্যাকে,  
মুখে অগ্নিকে, জিহ্বার সরস্বতীকে, গ্রীবামেলে বৃহস্পতিকে, স্তনযয়ে অষ্ট বস্তুকে, বাহুযয়ে  
বায়ুগণকে হৃদয়ে পর্জন্তদেবকে, উদরে আকাশকে, নাভিদেশে অন্তরিক্ষকে, কটীযয়ে ইন্দ্র,  
জঘনদেশে বিজ্ঞানঘন প্রজাপতিকে, উরুযয়ে কৈলাস ও বনস্পত্যকে, বাহু-

নথানি মুহূর্তানি । অস্তিত্বং গ্রহাঃ । অস্বপ্নাংসং ঋতবঃ ।  
 সংবৎসরা বৈ নিমিষম্ । অহোরাত্রাণ্যাদিত্যচন্দ্রনাঃ ।  
 প্রবরাং দিব্যাং গায়ত্রীং সহস্রনেত্রাং শরণমহং প্রপদ্যে ।  
 ওঁ তৎসবিতুর্বরেন্যায় নমঃ । ওঁ তৎপূর্বাজয়ায় নমঃ ।  
 তৎপ্রাতরাদিত্যায় নমঃ । তৎপ্রাতরাদিত্যপ্রতিষ্ঠায়ৈ  
 নমঃ । প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি ।  
 সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি । সায়ং  
 প্রাতরধীয়ানো অপাপো ভবতি । নর্কতীর্থেষু স্নাতো  
 ভবতি । সর্কৈর্দেবৈর্জাতো ভবতি । অবাচ্যবচনাৎ  
 পূতো ভবতি । অভক্ষ্যভক্ষণাৎ পূতো ভবতি । অভোজ্য-  
 ভোজনাৎ পূতো ভবতি । অচোষ্যচোষণাৎ পূতো  
 ভবতি । অসাধ্যসাধনাৎ পূতো ভবতি । দুশ্রুতিগ্রহ-  
 শতসহস্রাৎ পূতো ভবতি । সর্কপ্রতিগ্রহাৎ পূতো  
 ভবতি । পংক্তিদূষণাৎ পূতো ভবতি । অনৃতবচনাৎ  
 পূতো ভবতি । অথাব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী ভবতি । অনেন

শ্রেষ্ঠায় তেজসে ইত্যর্থঃ । পূর্বাজয়ায় পূর্ক্বেত্যং দিশু দিত্যেতি কলিতোহর্থঃ । প্রাতরাদিত্যে

হয়ে বিশ্বদেবগণকে, জজ্ঞাদেশে বিশ্বামিত্রকে, গুহ্যদেশে উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নকে  
 উরুহয়ে পিতৃগণকে, পাদহয়ে পৃথিবীকে, অঙ্গুলিসমূহে বনস্পতি সকলকে, রোমসমূহে  
 ঋষিগণকে, নখে মুহূর্তকে, অঙ্গুলিসমূহে গ্রহগণকে, অস্বপ্ন ও মাংসে ঋতুসকলকে, নিমিষে  
 সংবৎসর সকলকে এবং দিবা ও রাত্রিতে সূর্য্য ও চন্দ্রকে চিন্তা করিয়া, “প্রবরা সহস্রনেত্রা  
 দিব্যা গায়ত্রী শরণাগত হই” এই বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে । অনন্তর, তৎসবিতু  
 র্বরেন্যাকে নমস্কার করি, পূর্ক্বেদিকে উদিত সূর্য্যকে নমস্কার করি, প্রাতঃকালীন অদিত্যকে  
 নমস্কার করি এবং প্রাতঃকালীন সূর্য্যো প্রতিষ্ঠিত গায়ত্রীকে নমস্কার করি এই বলিয়া  
 সকলকে নমস্কার করিবে । নারদ ! এই গায়ত্রী হৃদয় প্রাতঃকালে পাঠ করিলে পর রাত্রি-  
 কৃত সমস্ত পাপ এবং সায়ংকালে পাঠ করিলে পর দিবাকৃত সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে ;  
 কলতঃ বে ব্যক্তি ইহা সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে পাঠ করিয়া থাকে সে নিশ্চয়ই নিষাপ  
 হয় ; সুমন্ত তীর্থের কল প্রাপ্ত হয় ; সমস্ত দেবগণের পরিজ্ঞাত হয় ; অকথা কখন এবং  
 অভক্ষ্য-ভক্ষণ জনিত পাপ হইতে পরিজ্ঞান পাইতে পারে ; অচোষ্য বস্তুর চোষণেও  
 ভ্রাতার পাপ হয় না ; অকর্তব্য কার্য্য করিলে বা শতসহস্র দুশ্রুতিগ্রহ করিলে অথবা

হৃদয়েনাধীতেন ক্রতুসহস্রৈশ্চৈব ভবতি । ষষ্টিশত-  
সহস্রগায়ত্র্যা জপ্যানি কলানি ভবন্তি । অকৌ ব্রাহ্মণান্  
সম্যক্ গ্রাহয়েৎ । তস্ত সিদ্ধিৰ্ভবতি । য ইদং নিত্যমধী-  
য়ানো ব্রাহ্মণঃ প্রাতঃ শুচিঃ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি ।  
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে । ইত্যাহ ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
গায়ত্রীহৃদয়ং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

আদিত্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা যন্তা গায়ত্র্যাশ্রিতৈ নম ইত্যর্থঃ । ফলমাহ প্রাতঃপ্রদীপন ইতি ।

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সৰ্বপ্রকার প্রতিগ্রহ করিলেও সে পবিত্র থাকে ; পণ্ডিতদ্বারা পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে  
পারে না ; মিথ্যাকথা বলিলেও তৎজনিতপাপে লিপ্ত হইবে না ; অধিক কি যে ব্যক্তি  
অব্রহ্মচারী হইয়াও ইহা পাঠ করিবে সে ব্রহ্মচারী হইতে সমর্থ হইবে । নারদ ! গায়ত্রী-  
হৃদয়ের ফল আর তোমাকে অধিক কি বলিব ; যে ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে, সে সহস্র  
যজ্ঞের এবং ষষ্টিসহস্র গায়ত্রীজপের ফল লাভ করিবে ; ফলতঃ ইহাতেই তাহার সিদ্ধি  
লাভ হইবে । নারদ ! যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পবিত্র ভাবে ইহা অধ্যয়ন করিবে,  
সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিবে, ইহা ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং  
বলিয়াছেন ; অতএব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীহৃদয় নামক

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভক্তানুকম্পিন ! সৰ্বজ্ঞ ! হৃদয়ং পাপনাশনম্ ।  
গায়ত্র্যাঃ কথিতং তস্মাদ্গায়ত্র্যাঃ স্তোত্রমীরয় ॥ ১ ॥  
নরায়ণ উবাচ ।

আদিশক্তে ! জগন্মাতাভক্তানুগ্রহকারিণি ।।  
সৰ্বত্র ব্যাপিকেহনন্তে ত্রীমুখ্যে ! তে নমোহস্ত তে ॥ ২ ॥  
ত্বমেব সক্ষ্যা গায়ত্রী সাবিত্রী চ সন্নম্যতী ।  
ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী রৌদ্রী রক্তা শ্বেতা সিতোত্তরা ॥ ৩ ॥  
প্রাতর্বালা চ মধ্যাহ্নে যৌবনস্থা ভবেৎ পুনঃ ।  
বৃদ্ধা সায়ং ভগবতী চিন্ত্যতে মুনিভিঃ সদা ॥ ৪ ॥  
হংসস্থা গরুড়াকূটা তথা বৃষভবাহিনী ।  
ঋত্থেদাধ্যায়িনী ভূমৌ দৃশ্যতে যা তপস্বিভিঃ ॥ ৫ ॥

একোনত্রিশতা শ্লোকৈর্গায়ত্র্যাঃ স্তোত্রবৃচ্যতে ।

সিদ্ধাষ্টকং ভবেৎ সিদ্ধং যেন তস্ময়তাপি চ ।

গায়ত্রীহৃদয়শ্রবণোত্তরং নারদঃ পৃচ্ছতি নারদ উবাচ ভক্তানুকম্পিত্বিতি ॥ ১—২ ॥  
গায়ত্রী ব্রাহ্মী বৃদ্ধাঃ সমানাকারত্বেনারাদ্যাদ্বা । সাবিত্রী রৌদ্রী তৎসমানাকারত্বাৎ  
তেনারাদ্যাদ্বা । সন্নম্যতী বৈষ্ণবী বিষ্ণুসমানাকারত্বেনারাদ্যাদ্বা । গায়ত্রী রক্তা  
সাবিত্রী শ্বেতা সন্নম্যতী সিতোত্তরা কৃষ্ণা ॥ ৩ ॥

তিস্মৃণাং ক্রমেণ বরোবস্থামাহ প্রোতরিত্বিতি । বা চিন্ত্যতে তস্মৈ নম ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন ; হে সৰ্বজ্ঞ ! আপনি ভক্তের প্রতি নিতান্তই অনুকম্পা করিয়া থাকেন  
ইহা চিরপ্রসিদ্ধ ; এজন্ত পুনর্বার অনুরোধ করি, দেব ! সৰ্বপাপ-বিনাশন গায়ত্রীহৃদয়  
শ্রবণ করিলাম এক্ষণে গায়ত্রীর স্তব কীর্তন করিয়া চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

নারায়ণ নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গায়ত্রীর স্তব বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন ; যাতঃ  
গায়ত্রী ! আপনি আদিশক্তি ও ভক্তজনানুগ্রহকারিণী ; আপনি সৰ্বত্র ব্যাপিয়া বিদ্যমান  
রহিয়াছেন ; অতএব হে সক্ষ্যে দেবি ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ দেবি ! আপনিই  
সক্ষ্যা, আপনিই গায়ত্রী, আপনিই সাবিত্রী এবং আপনিই সন্নম্যতী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও  
রৌদ্রী এবং আপনিই গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সন্নম্যতী মূর্তিতেদে রক্তবর্ণা, শ্বেতবর্ণা ও কৃষ্ণ-  
বর্ণা হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ দেবি ! মুনিগণ আপনাকে প্রাতঃকালে বালিকার জায়,  
মধ্যাহ্নে যুবতীর সদৃশ এবং সায়ং বৃদ্ধার তুল্য চিত্তা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তাঁহারা



যজুর্বেদং পঠন্তী চ অস্তরীক্ষে বিরাজতে ।  
 সা সামগাপি সর্বেষু ভ্রাম্যমাণা তথা ভূবি ॥ ৬ ॥  
 রুদ্রলোকং গতৗ হি বিস্মুলোকনিবাসিনী ।  
 ত্বমেব ব্রহ্মণো লোকেহমর্ত্যানুগ্রহকারিণী ॥ ৭ ॥  
 সপ্তর্ষিপ্রাতিজননী মায়া বহুবরপ্রদা ।  
 শিবয়োঃ করনেত্রোথা হৃশ্রস্বদসমুদ্ভবা ॥ ৮ ॥  
 আনন্দজননী দুর্গা দশধা পরিপঠ্যতে ।  
 বরেণ্যা বরদা চৈব বরিষ্ঠা বরবর্ণিনী ॥ ৯ ॥  
 গরিষ্ঠা চ বরাহা চ বরারোহা চ সপ্তমী ।  
 নীলগঙ্গা তথা সন্ধ্যা সর্বদা ভোদমোক্শদা ॥ ১০ ॥  
 ভাগীরথী মর্ত্যলোকে পাতালে ভোগবত্যপি ।  
 ত্রিলোকবাহিনী দেবী স্থানত্রয়নিবাসিনী ॥ ১১ ॥

তিস্রাং দেবতানাং বাহনান্তাহ হংসশ্চেতি । হংসস্থা ব্রাহ্মী । গরুড়াকৃতা সরস্বতী ।  
 বৃষভবাহিনী সাবিজী । দেবতাভ্রয়স্ত ক্রমেণ বেদোত্রয়োৎপাদকত্বমাহ ঋগ্বেদেতি ॥ ৫ ॥  
 ভ্রাম্যমাণেতি । ভূবি সর্বত্র বিদ্যমানাপি রুদ্রলোকং গতেত্যর্থঃ । রুদ্রলোকং গতেতি  
 দেবতাভ্রয়স্ত যথাযোগ্যং লোকভ্রমং যোজনীয়ম্ ॥ ৬ ॥  
 অমর্ত্যানুগ্রহকারিণীতি ছেদঃ । যৈতাদৃশী তন্তৈ নম ইতি শেষঃ ॥ ৭ ॥  
 শিবয়োরিতি । শিবয়োঃ শিবশক্ত্যাঃ করনেত্রোভ্যোহবয়বেভ্যো বা নির্গতা দশবিধা  
 দশরূপা দুর্গা সাপি ত্বমেবাসীত্যর্থঃ । ইয়ং কথা কাত্যায়নীতদ্বাদৌ প্রসিদ্ধা ॥ ৮ ॥  
 দশবিধদুর্গাপাং নামান্তাহ বরেণ্যেতি ॥ ৯ ॥  
 ভোগমোক্শদেত্যেকা ॥ ১০—১১ ॥

আবার আপনাকে ব্রহ্মাণীমূর্তিতে হংসস্থা বৈষ্ণবীমূর্তিতে গরুড়াসনা ও রুদ্রাণীমূর্তিতে  
 বৃষভবাহনা বলিয়া চিত্রা করেন এবং ভূমিতে ঋগ্বেদাধ্যায়িনী অস্তরীক্ষে যজুর্বেদা-  
 ধ্যায়িনী ও সর্বত্র সামবেদাধ্যায়িনী বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ॥ ৫—৬ ॥ দেবি! আপনিই  
 দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য রুদ্রলোকে রুদ্রাণীরূপে, বিস্মুলোকে বৈষ্ণবী-  
 রূপে ও ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণীরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ দেবি! আপনি সপ্তর্ষিগণের  
 ক্রীড়ি উৎপাদন করিয়া থাকেন; আপনিই মহামায়া; আপনিই ভক্তগণের অতিশয়িত  
 বর প্রদান করিয়া থাকেন; দেবি! আপনিই শিবা ও শিবের অবরবসমুদ্ভূতা, বরেণ্যা,  
 বরদা, বরিষ্ঠা, বরবর্ণিনী, গরিষ্ঠা, বরাহা, বরারোহা নীলগঙ্গা, সন্ধ্যা ও ভোগমোক্শদা  
 নামে দশবিধরূপে আনন্দদায়িনী দুর্গা বলিয়া কীৰ্ত্তিত। ইহা থাকেন ॥ ১০ ॥  
 আপনিই মর্ত্য ভাগীরথী, পাতালে ভোগবতী এবং বর্গে মলাকিনীরূপে বিরাজ

ভূলোকহা স্বমেবানিধিরিত্তী শোকধারিণী ।

ভুবো লোকে বায়ুশক্তিঃ স্বর্লোকে তেজসাং নিধিঃ ॥ ১২ ॥

মহর্লোকে মহাসিক্তির্জনলোকে জনেন্ত্যপি ।

তপস্বিনী তপোলোকে সত্যলোকে তু সত্যবাক্ ॥ ১৩ ॥

কমলা বিষ্ণুলোকে চ গায়ত্রী ব্রহ্মলোকগা ।

রুদ্রলোকে হিতা গৌরী হরাক্ষারনিবাসিনী ॥ ১৪ ॥

অহমোন্মহতশ্চৈব প্রকৃতিত্বং হি গীয়সে ।

সাম্যাবস্থাত্মিকা ত্বং হি শবলব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৫ ॥

ততঃপরা পরাশক্তিঃ পরমা ত্বং হি গীয়সে ।

ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিস্ত্রিশক্তিদা ॥ ১৬ ॥

গঙ্গা চ যমুনা চৈব বিপাশা চ সরস্বতী ।

শরযুর্দেবিকা সিন্ধুর্নগ্নদৈরাবতী তথা ॥ ১৭ ॥

গোদাবরী শতদ্রুশ্চ কাবেরী দেবলোকগা ।

কৌশিকী চন্দ্রভাগা চ বিতস্তা চ সরস্বতী ॥ ১৮ ॥

( উর্দ্ধতমপ্তভুবনানাং শক্তিস্বেন বর্ণয়িতুমাহ ভূলোকহেতি ॥ ১২—১৮ ॥ )

করিতেছেন ॥ ১১ ॥ আপনিও ভূলোকে সর্বসত্তা পৃথিবী, ভুবোলোকে বায়ুশক্তি, স্বর্লোকে তেজঃস্বরূপা, মহর্লোকে মহাসিক্তি, জনলোকে জনা, তপোলোকে তপস্বিনী এবং সত্যলোকে সত্যবাক্ রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১২—১৩ ॥ আপনি বিষ্ণুলোকে কমলা, ব্রহ্মলোকে গায়ত্রী ও রুদ্রলোকে হরাক্ষাররূপিণী গৌরী বলিয়া বিদিতা হন ॥ ১৪ ॥ দেবি! আপনিই “অহং” “ওম্” ও “মহত্ত্ব” হইতে ও পরা সর্বব্রহ্মরূপিণী সাম্যাবস্থাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া কীৰ্ত্তিতা হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ আপনিই পরাশক্তি; আপনিই পরমাশক্তি; দেবি! আপনিই ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে ত্রিশক্তি বলিয়াই কথিতা আছেন ॥ ১৬ ॥ আপনিই গঙ্গা, যমুনা, বিপাশা, সরস্বতী, শরযু, দেবিকা, সিন্ধু, নর্মদা, দৈরাবতী, গোদাবরী, শতদ্রু, কাবেরী, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, গঙ্গুকী, তপিনী, কন্নড়োয়া, গোমতী এবং বেত্রবতী প্রভৃতি নদীরূপা; আপনিই ইন্দ্ৰা, পিঙ্গল ও অম্বরা নাড়ীরূপা; আপনিই গাক্ষারী, হস্তজিহ্বা, পূবা, অপূবা, অলম্বা, কুহ, শশ্বিনী ও প্রাণ-বাহিনী প্রভৃতি শরীরস্থ নাড়ীরূপা বলিয়া কীৰ্ত্তিতা করেন। দেবি! আপনিই জগৎপদ্ধতি প্রাণশক্তি, কৰ্ত্তৃহিতা স্বপ্ননারিকা, তালুহিতা সর্বাধারা ও জগৎপদ্ধতি বিন্দুমানিনী শক্তি। আপনিই মূলধারের কুণ্ডলী, কেন্দ্রমূলপর্যন্ত ব্যাপিনী, শিখাতে প্রধাণনা এবং ব্রহ্মরূপে

গণ্ডকী তপিনী তোয়া গোমতী বেত্রবত্যাপি ।  
 ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব স্মৃশ্বা চ তৃতীয়কা ॥ ১৯ ॥  
 গাক্ষারী হস্তজিহ্বা চ পূষাপুষা তথৈব চ ।  
 অলম্বুশা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী প্রাণবাহিনী ॥ ২০ ॥  
 নাড়ী চ ত্বং শরীরস্থা গায়সে প্রাক্তনৈর্বুধৈঃ ।  
 হৃৎপদ্মস্থা প্রাণশক্তিঃ কণ্ঠস্থা স্বপ্ননায়িকা ॥ ২১ ॥  
 তালুস্থা ত্বং সদাধারা বিন্দুস্থা বিন্দুমালিনী ।  
 মূলে তু কুণ্ডলীশক্তির্ব্যাপিনী কেশমূলগা ।  
 শিখামধ্যাসনা ত্বং হি শিখাগ্রে তু মনোম্মনী ॥ ২২ ॥  
 কিমন্তদ্বহ্ননোক্তেন যৎ কিঞ্চিজ্জগতীভয়ে ।  
 তৎ সর্বং ত্বং মহাদেবি শ্রিয়ে সঙ্ক্যে নমোহস্ত তে ॥ ২৩ ॥  
 ইতীদং কীর্তিদং স্তোত্রং সঙ্ক্যায়াম্ বহুপুণ্যদম্ ।  
 মহাপাপপ্রশমনং মহাসিদ্ধিবিধায়কম্ ॥ ২৪ ॥  
 য ইদং কীর্তয়েৎ স্তোত্রং সঙ্ক্যাকালে সমাহিতঃ ।  
 অপুত্রঃ প্রাপুয়াৎ পুত্রং ধনর্থী ধনমাপুয়াৎ ॥ ২৫ ॥

তোয়া করতোয়া ॥ ১৯ ॥

গাক্ষারীদয়ঃ শরীরস্থা নাড্যঃ ॥ ২০ ॥

স্বপ্ননায়িকেন্দি । কণ্ঠে স্বপ্ন ইতি ক্রতেঃ । কণ্ঠস্থায়ী স্বপ্নজনকত্বাৎ ॥ ২১ ॥

বিন্দুস্থা ভ্রমধ্যস্থা । বিন্দুমালিনী বিন্দুরূপেণ মালতে শোভত ইত্যর্থঃ । মূলে মূলাধারে কুণ্ডলী । কেশমূলগা চূড়ামূলপর্যন্তং ব্যাপ্তা ব্যাপিনী । শিখামধ্যাসনা । তন্ত্রাঃ শিখায়ামধ্যে পরমায়া ব্যবস্থিত ইতি ক্রত্যাঙ্ক্য শিখা জ্ঞানকলা তন্ত্রা মধ্যে আসনং স্থিতির্যন্তাঃ সা পরমাত্মরূপিনীত্যর্থঃ । শিখাগ্রে তন্ত্রা এব শিখায়ামগ্রে বুদ্ধরন্ধ্রে মনসি গতে সতি মনোম্মনী শক্তিরেবাবতিষ্ঠতে ইতি যোগপ্রসিদ্ধম্ ॥ ২২ ॥

শ্রিয়ে মোক্ষলক্ষ্যার্থমিত্যর্থঃ । সঙ্ক্যে ইত্যেকবচনেনৈকৈব গায়ত্ৰী সঙ্ক্যাজয়রূপেণ ধ্যেয়েত্যাঙ্ক্যমিতি বোধ্যম্ । উপপাদিতং চৈতদেকাদশস্কন্ধে ॥ ২৩—২৮ ॥

মনোম্মনীরূপে বিরাজ করিতেছেন । দেবি ! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এই পরিতৃপ্তমান বিশ্বমণ্ডলে বাহ্য কিছু বিদ্যমান আছে তৎ সমস্তই আগনি ; অতএব, হে ঐকপিণি সঙ্ক্যাদেবি ! আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭—২৩ ॥

নারদ ! এই আমি তোমার নিকট সর্বসিদ্ধি-বিধায়ক, সর্বপাপ-বিনাশক, পুণ্যপ্রদ গায়-ত্ৰীর স্তোত্র বর্ণন করিলাম । যে ব্যক্তি সঙ্ক্যাসময়ে সমাহিতচিত্তে ইহা পাঠ করিবে, সে অপুত্র হইলেও পুত্রবান্ এবং ধনহীন হইলেও ধনবান্ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৪—২৫ ॥

সর্বতীর্থতপোদানবজ্জযোগফলং লভেৎ ।

ভোগান্ ভুক্ত্বা চিরং কালমন্তে মোক্ষমবাধুয়াৎ ॥ ২৬ ॥

তপস্বিভিঃ কৃতং স্তোত্রং স্নানকালে তু যঃ পঠেৎ ॥ ২৭ ॥

যত্র কুত্র জলে যঃ সন্ধ্যামজ্জনকং ফলম্ ।

লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যঞ্চ নারদ ! ॥ ২৮ ॥

শৃণুয়াদযোহপি তত্ত্বত্যা স তু পাপাং প্রমুচ্যতে ।

পীযুষসদৃশং বাক্যং সঙ্ক্যোক্তং নারদৈরিতম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
গায়ত্রীস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

নারদেতি সম্বোধনম্ । সঙ্ক্যোক্তং সঙ্ক্যোক্তেনেনোক্তং স্তোত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

এই স্তোত্র পাঠ করিলে পর, সমস্ত তীর্থ, তপস্তা, দান, বজ্জ ও যোগের ফললাভ হইয়া থাকে এবং ইহলোকে যাবতীয় সুখভোগ হইয়া অন্তে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয় ॥ ২৬ ॥ তপস্তা-নিরত মুনিগণও এই স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন । স্নানকালে যে কোন জলাশয়ে যন্ন হইয়া তৎপরে ইহা পাঠ করিলে পর সমস্ত সন্ধ্যামজ্জনের ফললাভ হইয়া থাকে, নারদ ! ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি অতএব ইহাতে কোনও সন্দেহ করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ নারদ ! অধিক আর কি বলিব, আমি তোমার নিকট এই যে অমৃত সদৃশ স্তোত্র বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক ইহা শ্রবণ করিবে তাহারও সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রলোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-  
ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীস্তোত্র বর্ণন নাকম  
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



নারদ উবাচ ।

ভগবন্ ! সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ ! সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ ! ।

ঐতিশ্ৰুতিপুৰাণানাং রহস্যং ত্বমুখাচ্ছৃতম্ ॥ ১ ॥

সৰ্বপাপহরা দেব ! কেন বিদ্যা প্রবর্ততে ।

কেন বা ব্রহ্মবিজ্ঞানং কিন্তু বা মোক্ষসাধনম্ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণানাং গতিঃ কেন কেন বা মৃত্যুনাশনম্ ।

ঐহিকামুশ্নিকফলং কেন বা পদ্যালোচন ! ।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ সৰ্বং নিখিলমাদিতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ ! সম্যক্ পৃচ্ছং ত্বয়ানঘ ! ।

শৃণু বক্ষ্যামি বত্সেন গায়ত্র্যক্ষতসহস্রকম্ ॥ ৪ ॥

নাম্নাং শুভানাং দিব্যানাং সৰ্বপাপবিনাশনম্ ।

সৃষ্ট্যাদৌ যদুগবতা পূৰ্বং প্রোক্তং ব্রবীমি তে ॥ ৫ ॥

পঞ্চবটীমোকবটীঃ শতম্লোকাদিকৈরথ ।

গায়ত্র্যাশ্চ মহাদেব্যা নাম্নাং সাহস্রমুচ্যতে ।

অথ নারদঃ সৰ্বাভীষ্টপ্রদং সৰ্বাহুষ্ঠাননানতাপূৰ্ত্তিকরং গায়ত্রীসহস্রনামস্তোত্রং  
প্রোতুকামঃ পৃচ্ছতি ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ ইতি ॥ ১ ॥

বিদ্যা বেদবিদ্যা ॥ ২—৪ ॥

ভগবতা ব্রহ্মণা ॥ ৫—৭ ॥

নারদ কহিলেন ; ভগবন্ ! আপনি সৰ্বশাস্ত্রের ও সমস্ত ধর্মের তত্ত্ব বিদিত আছেন,  
একজ্ঞ আমি আপনার নিকট হইতে ঐতি শ্রুতি ও পুরাণের সমস্ত রহস্য শ্রবণ করিয়াছি ।  
একণে জিজ্ঞাসা করি, কোন উপায় দ্বারা সৰ্বপাপবিনাশিনী বেদবিদ্যার লাভ হয় ;  
কিসের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষসাধন হইতে পারে ; কোন উপায় অবলম্বন করিলে  
ব্রাহ্মণগণের চরমগতি লাভ হয় ; কোন উপায় দ্বারা মৃত্যু-জর হইতে পারে এবং কিসের  
দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে উত্তম ফল লাভ করিতে পারা যায় ; হে পদ্যালোচন !  
আপনি অহুগ্রহ করিয়া তৎসমস্তই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন ॥ ১—৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন ; নারদ তুমি উত্তম প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছ, একজ্ঞ তোমাকে  
ধন্তবাদ প্রদান করি । একণে, আমি গায়ত্রীর অষ্টাধিক সহস্রনাম কীৰ্ত্তন করিতেছি  
তাহা হিরণ্যে যত্নপূর্বক শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ এই সৰ্বপাপ-বিনাশন অষ্টোত্তর সহস্রগায়ত্রীর

অকৌতরসহস্রস্তম্ভবিব্রজা একীভূতঃ ।

ছন্দোহমুর্কুপ্ তথা দেবী গায়ত্রী দেবতা স্মৃতা ॥ ৬ ॥

হলো বীজানি তন্ত্ৰৈব স্বরাঃ শক্তয় ইরিতাঃ ॥ ৭ ॥

অঙ্গন্যাসকরস্তামাবুচ্যেতে মাতৃকাকরৈঃ ।

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সাধকানাং হিতায় বৈ ॥ ৮ ॥

[রক্তশ্বেতহিরণ্যনীলধবলৈষুক্তাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাং  
রক্তাং রক্তনবস্ত্রজং মণিগণৈষুক্তাং কুমারীমিমাম্ ।

গায়ত্রীং কমলাসনাং করতলব্যানককুণ্ডলমুজাং

পদ্মাক্ষীঞ্চ বরস্ত্রজঞ্চ দধতীং হংসাধিরূঢ়াং ভজে ॥ ৯ ॥

[অচিন্ত্যালকণাব্যক্তাপ্যর্থমাত্মমহেশ্বরী ।

অমৃতার্ণবমধ্যস্থাপ্যজিতা চাপরাজিতা] ॥ ১০ ॥

মাতৃকাকরৈরিতি । মাতৃকামন্ত্রবড়ক এবাস্ত বড়ক ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

প্রাতঃকালিকগায়ত্রীসঙ্কারূপায়া দেব্যা ধ্যানমাহ রক্তেতি । রক্তশ্বেতহিরণ্যনীল-  
ধবলৈর্নানাবর্ণবিশিষ্টৈর্মণিগণৈষুক্তামিত্যর্থঃ । প্রাতঃ সঙ্কারাস্ততুর্ধ্বভাং পঞ্চমুখেন  
বর্ণনং ন যুক্তমিতি মণিগণৈরিত্যন্তেব বিশেষণং যুক্তম্ । রক্তনবস্ত্রজং রক্তপুষ্পস্ত্রজ-  
মিত্যর্থঃ । কুণ্ডলং কুণ্ডিকাং অমুজাং চ করতলাভ্যাং ব্যানকং ধৃতং যয়া । বরমিষ্টম্ ।  
স্ত্রজমক্ষমালাম্ ॥ ৯ ॥

অথ মাতৃকাকরক্রমেণৈব সহস্রনামাহাচ্যন্তে । তত্র প্রথমতোহচিন্ত্যালকণেত্যারভ্যা-  
স্ত্যজার্চিতেত্যস্ত্যাকারাদীনি পঞ্চত্রিংশন্নামাত্ৰাহ অচিন্ত্যালকণেতি । অবুদ্ধিগম্যলকণে-  
ত্যর্থঃ । বতো বাচো নিবর্তন্তে ইতি শ্রুতেঃ । অব্যক্তা অস্পষ্টা নামরূপরহিতেত্যর্থঃ ।  
তদ্ব্যোদন্তর্হাব্যাকৃতমাসীত্তরামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ইতি শ্রুতেঃ । অর্থমাতরঃ প্রপঞ্চরূপার্থ-  
পরিচ্ছেদকা বুদ্ধাদয়ন্তেবাং মহেশ্বরী নিয়ন্ত্রী । অপিশব্দঃ সঙ্কারভাবাসন্দেহার্থঃ । অজিতা  
নাষ্টৈর্জিতা । অপরাজিতা যুদ্ধে ন পরাজিতা ন পরাজয়ং প্রাপ্তা । অজিতাপরাজিতেষ্টে-  
পীঠশক্ত্যন্তর্গতে দেবতে বা ॥ ১০ ॥

নাম ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্বে রচনা করিয়া স্বয়ংই পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ ইহার ঋষি ব্রহ্মা,  
ছন্দ অমুর্কুপ্, দেবতা গায়ত্রী, বীজ হল্ বর্ণ ও শক্তি স্রবর্ণ বলিয়া জানিবে ॥ ৬—৭ ॥  
মাতৃকাবর্ণ অর্থাৎ অকারাদি বর্ণ দ্বারাই অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করিবে । নারদ ! এক্ষণে,  
সাধকগণের মঙ্গলজনক ইহাতে যেরূপ ধ্যান করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥  
যিনি, রক্ত, শ্বেত, নীল ও পীতাদি নানাবর্ণের মণিনিকর দ্বারা বিভূষিতা ; যিনি ত্রিনয়নী  
ও রক্তবর্ণা ; দ্বীহার গলদেশে রক্তবর্ণ পুষ্পের মালা বিরাজিত রহিয়াছে ; যিনি হস্তদ্বারা,  
কুণ্ডিকা, অক্ষমালা, পদ্ম ও বর ধারণ করিতেছেন ; আমি সেই পদ্মপত্রীময়না হংসবাহিনী  
কমলাকুণ্ডল কুমারী গায়ত্রীদেবীকে ভজনা করি ॥ ৯ ॥

[অগ্নিমাদিগুণাধারাপ্যর্কমণ্ডলসংস্থিতা ।

অজরাজাপরাধর্ম্য অক্ষসূত্রধরাধরা ॥ ১১ ॥

অকারাদিককারান্তাপ্যরিষড্ বর্গভেদিনী ।

অঞ্জনাঙ্গিপ্রতীকাশাপ্যঞ্জনাঙ্গিনিবাসিনী ॥ ১২ ॥

অদিতিশ্চাজপাবিদ্যাপ্যরবিন্দনিতেকণা ।

অন্তঃকর্ষহিঃস্থিতাবিদ্যাধ্বংসিনী চান্ডরান্বিকা ॥ ১৩ ॥

অজা চাজমুখাবাসাপ্যরবিন্দনিভাননা ।

অর্কমাত্রার্থদানজাপ্যরিমণ্ডলমর্দিনী ॥ ১৪ ॥

অম্বরঙ্গী হ্রমাবাস্তাপ্যলক্ষ্মীম্বাস্ত্যজার্চিতা ।

আদিলক্ষ্মীশ্চাদিশক্তিরাকৃতিশ্চায়তাননা ॥ ১৫ ॥

অগ্নিমাদিগুণা অগ্নিমাদিসিদ্ধয়ন্তেষামাধারা আধারাশ্রয়ত্বাৎ । অজা অজামেকামিতি  
শ্রুতেঃ । ন পরোহধিকো যন্তাঃ সাপরা । ন ধর্ম্যো জাত্যাदिनिमित্তো যন্তাঃ সাধর্ম্য ।  
অধরা নিকৃষ্টরূপাণীম্বেব ॥ ১১ ॥

অকার আদির্যন্তাঃ ক্ষকারোহন্তে যন্তাঃ সা । মাতৃকারূপিণীত্যাঃ ॥ ১২ ॥

অদিতির্দেবমাতা । অজপা গায়ত্রী । অবিদ্যা জীবোপাধিস্তস্ত ধ্বংসিনী ॥ ১৩ ॥

অজা হ্রস্বী । অজমুখং ব্রহ্মমুখং তন্নিবাসো যন্তাঃ । অর্কমাত্রা হিতা নিত্যেত্যুক্তা ।  
অর্থদানং পুরুষার্থচতুষ্টয়দানং তন্তু জা জাতীত্যাঃ ॥ ১৪ ॥

অস্ত্যজা মাতঙ্গীরূপিণী তয়াচিঁতা পূজিতা । আদিলক্ষ্মীঃ ইত্যারত্যান্তরধ্বাস্তনাশিনী-  
ত্যান্তাত্মাকারাদীনি দ্বাবিংশতিনামানি । আদিলক্ষ্মীঃ সাম্যাবস্থমায়াশব্দব্রহ্মমূর্তিঃ । তন্তু-  
কাঞ্চনবর্ণাত্মা তন্তুকাঞ্চনভূষণেতি রহস্তোক্তা মহালক্ষ্মীঃ । আদিশক্তির্মায়া । আকৃতির-  
কাররূপিণী । আয়তং হাশ্তেন বিস্তৃতমাননং যন্তাঃ ॥ ১৫ ॥

নারদ ! এক্ষণে অকারাদিক্রমে গায়ত্রীদেবীর অষ্টোত্তরসহস্র নাম কীর্তন করিতেছি  
শ্রবণ কর । সেই গায়ত্রীদেবীর লক্ষণ সকল বুঝির অগম্য বলিয়া তিনি অচিন্ত্যলক্ষণা  
বলিয়া কীর্তিতা হন । সেইরূপ তাঁহার রূপাদি নাই বলিয়া অব্যাক্তা, ব্রহ্মাদির নিয়ত্রী  
বলিয়া অর্ধমাত্মহেতরী, অমৃতার্ণবমধ্যস্থা, অজিতা ও অপরাজিতা নামে কীর্তিতা হইলেন ॥ ১০ ॥  
তিনি অগ্নিমাদিগুণের আধার, অর্কমণ্ডলের মধ্যস্থিতা, অজরা, তাহার উৎপত্তি নাই  
বলিয়া অজা, তাহা হইতে অস্ত্র কোনও বস্তু শ্রেষ্ঠ নয় বলিয়া তিনি অপরা, তাহার  
জাত্যাদি ধর্ম্য নাই বলিয়া তিনি অধর্ম্য, অক্ষসূত্রধরা ও অধরা নামে কীর্তিতা হন ॥ ১১ ॥  
পঞ্চাশৎ বর্ণমালারূপিণী বলিয়া অকারাদি-ক্ষকারান্তা ; কাম ক্রোধাদির নাশিনী বলিয়া  
অরিষড্ বর্গভেদিনী এবং কৃষ্ণাকী বলিয়া অঞ্জনাঙ্গিপ্রতীকাশা ও অঞ্জনাঙ্গিনিবাসিনী বলিয়া  
কথিতা হন ॥ ১২ ॥ তাঁহার অপর নাম, অদিতি, অজপা, অবিদ্যা, অরবিন্দনিতেকণা,  
অন্তঃকর্ষহিঃস্থিতা, অবিদ্যাধ্বংসিনী ও আনন্দরান্বিকা ॥ ১৩ ॥ তিনি নিত্য বলিয়া অজা, ব্রহ্মার  
বদনবিরাজিনী বলিয়া অজমুখাবাসা, জীবনাবলিলা অরবিন্দনিভাননা, ব্যঞ্জনবর্ণাঙ্ঘিকা

আদিত্যপদবীচারাধ্যাদিত্যপরিষেবিতা ।

আচার্য্যাবর্তনাচারাধ্যাদিমূর্তিনিবাসিনী ॥ ১৬ ॥

আগ্নেয়ী চামরী চাদ্যা চারাধ্যা চাসনস্থিতা ।

আধারনিলয়াধারা চাকাশান্তনিবাসিনী ॥ ১৭ ॥

আদ্যাক্ষরসমায়ুক্তা চাস্তুরাকাশরূপিনী ।

আদিত্যমণ্ডলগতা চাস্তুরধাস্তনাশিনী ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিরা চেষ্টদা চেষ্টা চেন্দীবরনিভেক্ষণা ।

ইরাবতী চেষ্ট্রপদা চেষ্ট্রাণী চেষ্ট্ররূপিনী ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুকোদণ্ডসংযুক্তা চেষ্ট্রসন্ধানকারিণী ।

ইন্দ্রনীলসমাকারা চেষ্ট্রাপিঙ্গলরূপিনী ॥ ২০ ॥

আদিত্যপদবী আদিত্যমার্গস্তম্ভিংস্তারশ্চরণং বস্তাঃ। আদিত্যোনাতিপুঞ্জেন পরি-  
সেবিতা। আচার্য্য্য স্বয়ং ব্যাখ্যাভী। আবর্তনা জগদ্বর্তনভী। আচারা নক্ষিণাচারাধ্যা-  
চাররূপিনী। আদিমূর্তিব্রূক তন্মিহিবাসিনী ॥ ১৬ ॥

আগ্নেয়ী অগ্নিদেবতাকা ঋক্ দিশা বা। আমরী অমরাণামিহং পুরী আমরী। অমরা-  
বতীরূপিনীত্যর্থঃ। আধারো মূলধারঃ স নিলয়ো বাসস্থানং বস্তাঃ কুণ্ডলিন্তাঃ সা আধারা  
সর্গাধাররূপিনী। আকাশান্তোহহঙ্কারতৎ তন্মিহাকাশস্ত লয়াং তন্মিহিবাসিনী ॥ ১৭ ॥

অস্তরে দেহমধ্যে ভব আকাশো দহরাকাশস্তরূপিনী। আস্তুরধাস্তমবিদ্যাক্ষকারস্ত  
নাশিনী ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিরেত্যারভ্য ইন্দ্রাকীত্যস্তানি ত্রয়োদশহৃদ্বেকারাদীনি নামানি। চকারঃ সঙ্ঘাতা-  
বার্থঃ। ইরাবতী ইরা ভূবাক্ সুরাভূমিতি মেদিনীকোষাৎ ভূবাক্ সুরাভূমতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুকোদণ্ডঃ পোণ্ডে কুধনুস্তেন সংযুক্তা। পোণ্ডে কুপাশাকুপপুস্তবাণহস্তে নমস্তে  
জগদেকমাতরীতি ললিতাধ্যানে উক্তবাৎ ॥ ২০ ॥

বলিরা অর্দ্ধমাত্রা, পুরুষার্থপ্রদান করেন বলিরা অর্থদানজ্ঞা, এবং অরিমণ্ডলমর্দিনী,  
অম্বরয়ী, অমাবাস্তা, অলক্ষ্মীয়া ও অন্ত্যজার্জিতা বলিরা কীৰ্ত্তিতা হন। নারদ! এইরূপ  
ভাঁহার আকারাদি নাম, আদিগম্মী, আদিশক্তি, আকৃতি, আরতাননা, আদিত্য-পদবীচারা,  
আদিত্য-পরিষেবিতা, আচাৰ্য্য্য, আবর্তনা, আচারা ও আদিমূর্তিনিবাসিনী বলিরা  
জানিবে ॥ ১৪—১৬ ॥ এইরূপ তিনি, আগ্নেয়ী, আমরী, আদ্যা, আরাধ্যা, আসনস্থিতা,  
মূলধারনিবাসিনী বলিরা আধারনিলয়া, সকলের আশ্রয় স্থান বলিরা আধারা এবং—  
অহংতরূপিনী বলিরা আকাশান্তনিবাসিনী নামে বিখ্যাতা হইলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপ ভাঁহার  
অপর নাম আদ্যাক্ষরসমায়ুক্তা, আস্তুরাকাশরূপিনী, আদিত্যমণ্ডলগতা ও আস্তুরধাস্ত-  
নাশিনী অর্থাৎ জীবমোহনিবাসিনী ॥ ১৮ ॥ নারদ! এইরূপ ভাঁহার ইকারাদি নাম,  
ইন্দ্রিরা, ইষ্টদা, ইষ্টা, ইন্দীবরনিভেক্ষণা, ইরাবতী, ইষ্ট্রপদা, ইষ্ট্রাণী, ইষ্ট্ররূপিনী, ইষ্ট্র-  
ধর্ম্মারিণী বলিরা ইক্ষুকোদণ্ডসংযুক্তা, ইক্ষুসন্ধানকারিণী, ইন্দ্রনীলসমাকারা, ইষ্ট্রাপিঙ্গল-



ইক্ষাকী চেম্বরীদেবী চেহাজরবিবর্জিতা ।  
 উমা চোষা হুড়ুনিভা উর্কারকফলাননা ॥ ২১ ॥  
 উড়ুপ্রভা চোড়ুমতী হুড়ুপা হুড়ুমধ্যগা ।  
 উর্কঃ চাপ্যর্ককেশী চাপ্যর্কধোগতিভেদিনী ॥ ২২ ॥  
 উর্কবাহুপ্রিয়া চোর্ম্মিমালাবাগ্গ্ৰহদায়িনী ।  
 ঋতং চর্ম্মির্ভূমতী ঋষিদেবনমস্কৃতা ॥ ২৩ ॥  
 ঋষেদা ঋগহর্জী চ ঋষিমণ্ডলচারিণী ।  
 ঋদ্ধিদা ঋজুমার্গহা ঋজুধর্ম্মা ঋতুপ্রদা ॥ ২৪ ॥  
 ঋষেদনিলয়া ঋজ্বী লুপ্তধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনী ।  
 লুতারিবরসম্ভূতা লুতাদিবিষহারিণী ॥ ২৫ ॥

ইক্ষাকী শতাকীনামী দেবতা। চেম্বরীদেবী চেহাজরবিবর্জিতেতি নামদ্বয়ং দীর্ঘে-  
 কারাদিকম্। চেম্বরীণাং মহাকাল্যাণীনাং দেবীচেম্বরীদেবী। চেহাজরমেঘণাজয়ং তেন  
 বিবর্জিতা। উমেত্যারভ্যোড়ুমধ্যগেত্যস্তান্ত্র্যে হুঙ্কারাদীনি নামানি। উমা প্রসিদ্ধা।  
 উষা স্নাত্রিশেধরূপিণী বাণাসুরস্বতা বা। উষাবাগস্বতারাজ্যোত্রিতি মেদিনী। উড়ুনিভা  
 নক্ষত্রসদৃশী। উর্কারকং ককটী ॥ ২১ ॥

উড়ুপা পোতরূপিণী বা। উর্কাদীনুর্ম্মিমালাবাগ্গ্ৰহদায়িনীত্যস্তানি পঞ্চ দীর্ঘো-  
 কারাদীনি নামানি। উর্কমূর্কদেশরূপিণী। উর্ককেশী উর্কাঃ কেশা যন্তাঃ। উর্কধোগতি-  
 রুচ্চনীচগতিস্তস্তা ভেদিনী ॥ ২২ ॥

উর্ম্মিমালা সমুজ্জতরঙ্গমালা তদ্বদাচাং গ্রহঃ কবিতারূপঃ কক্ষারূপো বা তস্ত দায়িনী।  
 ঋতমিত্যাদীনি ঋজীত্যস্তানি জ্যোদশহুঙ্কারাদীনি নামানি। ঋতং স্নতবাণীরূপা  
 ঋষির্বেদরূপা। ঋতুমতী রজস্বলা ॥ ২৩—২৪ ॥

দার্ষণ্যকারাদীনাং নামানপ্রসিদ্ধত্বানি নোক্তানি। ঋকারাদিনামান্তপ্যপ্রসিদ্ধানি  
 যদ্যপি তথাপি ঋকারে লকারস্ত সন্ধ্যাতদাদিকমেব নামত্রয়মুচ্যতে। লুতারিবরসম্ভূতা।  
 ভুঙ্কে লুতা তূর্ণনাভপিপীলিকাগদাস্তরে ইতি মেদিনীকোষানুতা রোগবিশেষস্তস্তা অরিবরঃ  
 শত্রুশ্রেষ্ঠস্তরাশকো মন্ত্রঃ স সম্ভূতা যন্তাঃ সা ॥ ২৫ ॥

রূপিণী, ইক্ষাকী এবং চেম্বরী ও চেহাজর-বিবর্জিতা বলিয়া জানিবে। এইরূপে সেই  
 গায়ত্রীদেবী, উমা, উষা, উড়ুনিভা, উর্কারকফলাননা, উড়ুপ্রভা, উড়ুমতী, উড়ুপা,  
 উড়ুমধ্যগা, উর্ক, উর্ককেশী, উর্কধোগতিভেদিনী, উর্কবাহুপ্রিয়া এবং উর্ম্মিমালাবাগ্গ্ৰহ-  
 দায়িনী বলিয়া কীৰ্ত্তিতা হন। তিনি সত্যরূপা বলিয়া ঋত, বেদরূপা বলিয়া ঋষি, বিশ্বজননী  
 বলিয়া ঋতুমতী, সর্গপুজনীয়া বলিয়া ঋষিদেবনমস্কৃতা, বেদশ্রেষ্ঠা বলিয়া ঋষেদা,  
 সর্গাতীষ্টপ্রদা বলিয়া ঋগহর্জী, বিদ্যাধরূপা বলিয়া ঋষিমণ্ডলচারিণী নামে কবিতা হন।  
 এইরূপ তাঁহার অপর নাম ঋদ্ধিদা, ঋজুমার্গহা, ঋজুধর্ম্মা, ঋতুপ্রদা, ঋষেদনিলয়া, ঋজ্বী,  
 লুপ্তধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনী, লুতারিচরসম্ভূতা ও লুতাদিবিষহারিণী ॥ ২১—২৫ ॥ নামদ্বয়ঃ সেই

একাক্ষরা চৈকমাত্রা চৈকা চৈকৈকনিষ্ঠিতা ।

ঐন্দ্রী হৈরাবতারুতা চৈহিকামুগ্নিকপ্রদা ॥ ২৬ ॥

ওঙ্কারা হোষধী চোতা চোতপ্রোতনিবাসিনী ।

ঔর্কা হোষধসম্পরা ঔপাসনফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥

অংডমধ্যস্থিতা দেবী চাঃকারমমুরূপিণী ।

কাত্যায়নী কালরাত্রিঃ কামাক্ষী কামসুন্দরী ॥ ২৮ ॥

কমলা কামিনী কাস্তা কামদা কালকণ্ঠিনী ।

করিকুন্তস্তনভরা করবীরসুবাসিনী ॥ ২৯ ॥

কল্যাণী কুণ্ডলবতী কুরুক্ষেত্রনিবাসিনী ।

কুরুবিন্দদলাকারা কুণ্ডলী কুমুদালয়া ॥ ৩০ ॥

একাক্ষরেত্যারভ্য নাম চতুষ্টয়মেকারবর্ণাদিকমর্থস্ত স্পষ্ট এব। ঐন্দ্রীত্যাদিনামত্রয়-  
মেকারাদিকম্। ঐহিকামুগ্নিকফলস্ত প্রদাজীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ওঙ্কারেত্যাদীনি চত্বারি নামান্তোকারাদীনি। ওঙ্কারা প্রণবরূপিণী। ওতা মণিষু  
সুত্রবৎ সর্ষভাস্তরে স্থিতা। কস্মিন্নিদমোতং চেতি শ্রুত্যা পরমায়নি সর্ষং জগদোতঞ্চ  
প্রোতঞ্চাস্তীতি। তস্মিন্নোতপ্রোতে জগতি নিবসতি তচ্ছীলা ওতপ্রোতনিবাসিনীত্যর্থঃ।  
ঔর্কেত্যাদিনামত্রয়মোকারাদিকম্। ঔর্কাং ভবা ঔর্কা ॥ ২৭ ॥

অমুস্বারাদিকমেকং নাম। বিসর্গাদিকমেকং নাম অংডমধ্যস্থিতানাং শক্তীনাং দেবী-  
ত্যর্থঃ। অঃকাররূপো বিসর্গরূপো যো মন্ত্রস্তরূপিণী তদ্বরাজে বিসর্গস্ত শক্ত্যাশ্রয়কত্বেন বর্ণ-  
নাৎ। মাসাশক্ত্যভিধঃ সর্গঃ সর্ষভূতাস্বকঃ প্রভুরিতি তস্মাতরোক্তেচ। কাত্যায়নীত্যারভ্য  
কুক্ষিহাখিলবিষ্টপেত্যস্তানি একোনসপ্ততিককারাদীনি নমানি ॥ ২৮ ॥

করবীরসুবাসিনী। করবীরঃ কৃপাণী স্তাটৈকতাভেদাশ্রমায়োরিতি মেদিনীকোষাৎ।  
করবীরো দৈতাবিশেষস্তেন পূজিতা সুবাসিনীত্যর্থঃ। যদ্বা করবীরং মহালক্ষ্মীক্ষেত্রং তত্র  
নিবসনশীলেন্ত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কুরুবিন্দদলাকারা কুরুবিন্দরত্নভেদে মুস্তাকুণ্ডাবয়োঃ পুমানিতি মেদিনীকোষানুস্তা-  
দলাকারেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

গায়ত্রীদেবীর অপর নাম, একাক্ষরা, একমাত্রা, একা, ঐকৈকনিষ্ঠিতা, ঐন্দ্রী, ঐরাবতারুতা,  
ঐহিকামুগ্নিকপ্রদা, ওঙ্কারা, ওষধী, ওতা, ওতপ্রোতনিবাসিনী, ঔর্কা, ঔষধসম্পরা, ঔপাসন-  
ফলপ্রদা, অংডমধ্যস্থিতা এবং বিসর্গরূপিণী বলিয়া অঃকারমমুরূপিণী বলিয়া জানিবো  
নাহুদ! সেই পরমারাধ্যা গায়ত্রীদেবীর শ্রবণসংবলিত নাম সকল কীৰ্ত্তন করিলাম,  
একণে ব্যঞ্জনবর্ণসঙ্কলিত নাম সকল শ্রবণ কর। কাত্যায়নী, কালরাত্রি, কামাক্ষী,  
কামসুন্দরী, কমলা, কামিনী, কাস্তা, কামদা, কালকণ্ঠিনী, পীনস্তনী বলিয়া করিকুন্ত-  
স্তনভরা, করবীরদৈত্যপূজিতা বলিয়া করবীরসুবাসিনী, কল্যাণী, কুণ্ডলবতী, কুরুক্ষেত্র-  
নিবাসিনী, কুরুবিন্দদলাকারা, কুণ্ডলী ও কুমুদালয়া ॥ ২৬—৩০ ॥ এইরূপ ভাষার অপর

কালজিহ্বা করালান্তা কালিকা কালরূপিণী ।

কমনীয়গুণা কাস্তিঃ কলাধারা কুমুদতী ॥ ৩১ ॥

কৌশিকী কমলাকারা কামচারপ্রভঞ্জনী ।

কৌমারী করুণাপার্শ্বী ককুবন্তা করিপ্রিয়া ॥ ৩২ ॥

কেশরী কেশবনুভা কদম্বকুম্মপ্রিয়া ।

কালিন্দী কালিকা কাঙ্ক্ষী কলশোদ্ভবসংস্কৃতা ॥ ৩৩ ॥

কামমাতা ক্রতুমতী কামরূপা রূপাবতী ।

কুমারী কুণ্ডনিলয়া কিরাতী কীরবাহনা ॥ ৩৪ ॥

কৈকেয়ী কোকিলালাপা কেতকী কুম্মপ্রিয়া ।

কমণ্ডলুধরা কালী কৰ্ম্মনির্মূলকারিণী ॥ ৩৫ ॥

কলহংসগতিঃ কক্ষা কৃতকৌতুকমঙ্গলা ।

কস্তুরীতিলকা কত্রা করীন্দ্রগমনা কুহুঃ ॥ ৩৬ ॥

কপূরলেপনা কৃষ্ণা কপিলা কুহরাশ্রয়া ।

কুটস্থা কুধরা কত্রা কুক্ষিস্থাখিলবিটুপা ॥ ৩৭ ॥

কামচারো যথেষ্টাচরণঃ তন্ত নাশিনী । ককুবন্তা ককুতাং দিশানামস্তাবসানরূপা ॥ ৩২ ॥

কেশরী সিংহরূপিণীভার্থঃ । কলশোদ্ভবোৎপত্তিস্তেন সংস্কৃতা ॥ ৩৩ ॥

কুণ্ডমগ্নিহোত্রকুণ্ডং তন্নিলয়া ॥ ৩৪ ॥

কেতকীতি স্বতন্ত্রনাম । কুম্মপ্রিয়েতি স্বতন্ত্রনাম । কালীত্যত্র ক্রুরেত্যপি পাঠঃ ॥ ৩৫ ॥

কক্ষেত্যত্র কক্ষেত্যপি পাঠঃ ॥ ৩৬ ॥

কক্ষেত্যত্র কক্ষেত্যপি পাঠঃ । কুট্টা অকুট্টা । কত্রেতি পুনরুক্তং নাম । তদর্থস্ত পূৰ্ব্বত্র  
কত্রা স্তনুরা । দ্বিতীয়ে কত্রানারী কাচন দেবালনা কক্ষেতিপাঠে ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

নাম কালজিহ্বা, করালান্তা, কালিকা, কালরূপিণী, কমনীয়গুণা, কাস্তি, কলাধারা, কুমুদতী, কৌশিকী, কমলাকারা এবং যথেষ্টাচরণের প্রতিরোধকত্বী বলিয়া কামচার-প্রভঞ্জনী । এইরূপ তিনি কৌমারী, দয়াবতী বলিয়া করুণাপার্শ্বী, সৰ্ব্বদিগধিষ্ঠাত্রী বলিয়া ককুবন্তা ও করিপ্রিয়া নামে কথিতা হন ॥ ৩১—৩২ ॥ সেইরূপ তাঁহার অপর নাম কেশরী, কেশবনুভা, কদম্বকুম্মপ্রিয়া, কালিন্দী, কালিকা, কাঙ্ক্ষী, কলশোদ্ভবসংস্কৃতা অর্থাৎ অগস্ত্যমুনি-পূজিতা ॥ ৩৩ ॥ কামমাতা, ক্রতুমতী, কামরূপা রূপাবতী, কুমারী, কুণ্ডনিলয়া, কিরাতী, কীরবাহনা অর্থাৎ খগারুঢ়া, কৈকেয়ী, কোকিলালাপা অর্থাৎ স্তম্ভধুরভাবিণী, কেতকী, কুম্মপ্রিয়া, কমণ্ডলুধরা, কালী, কৰ্ম্মনির্মূলকারিণী অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদা, কলহংসগতি অর্থাৎ মহরগমনা, কক্ষা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, কস্তুরীতিলকা, কত্রা অর্থাৎ স্তনুরী, করীন্দ্রগমনা, কুহু, কপূরলেপনা অর্থাৎ স্তম্ভাবী, কৃষ্ণা, কপিলা, কুটস্থা, কুধরা, কত্রা, কুক্ষিস্থাখিলবিটুপা ॥ ৩৭ ॥

খড়্গখেটকরা খর্বা খেচরী খগবাহনা ।  
 খট্ঠাধারিণী খ্যাতা খগরাজোপরিস্থিতা ॥ ৩৮ ॥  
 খলস্রী খণ্ডিতজরা খড়াখ্যানপ্রদায়িনী ।  
 খণ্ডেন্দুতিলকা গঙ্গা গণেশগুহপূজিতা ॥ ৩৯ ॥  
 গায়ত্রী গোমতী গীতা গান্ধারী গানলোলুপা ।  
 গৌতমী গামিনী গাধা গন্ধর্বাঙ্গরসেবিতা ॥ ৪০ ॥  
 গোবিন্দচরণাক্রান্তা গুণত্রয়বিভাবিতা ।  
 গন্ধর্বা গহ্বরী গোত্রা গিরীশা গহনা গমী ॥ ৪১ ॥  
 গুহাবাসা গুণবতী গুরুপাপপ্রণাশিনী ।  
 গুর্বা গুণবতী গুহ্যা গোপুত্র্যা গুণদায়িনী ॥ ৪২ ॥  
 গিরিজা গুহমাতঙ্গী গরুড়ধ্বজবল্লভা ।  
 গর্বাপহারিণী গোদা গোকুলস্থা গদাধরা ॥ ৪৩ ॥

খড়্গখেটকরৈত্যারভা খণ্ডেন্দুতিলকৈত্যস্তানি একাদশ খকারাদীনি নামানি । খড়্গ-  
 খেটকরোতি একং নাম বোধাম্ ॥ ৩৮ ॥

খড়াখ্যানপ্রদায়িনী । খড়্গঃ পানাস্তরে ভেদ ইতি মেদিনীকোষাৎ খড়্গঃ পানশাস্ত্রং ভেদ-  
 শাস্ত্রং বা তস্তাখ্যানদায়িনী । গদৈত্যারভা গুহমণ্ডলবর্তিনীত্যস্তানি ষট্ ত্রিংশদখকারাদীনি  
 নামানি । গণেশগুহপূজিতৈত্যেকং নাম ॥ ৩৯ ॥

গামিনী গমনলীলা । গাধা প্রতিষ্ঠারূপিণী । গন্ধর্বাঙ্গরৈত্যত্র সকারলোপ অর্থঃ ॥ ৪০ ॥

গোত্রা পৃথ্বী । গমী । গমো নাক্ষত্রবর্ষে স্তাদপর্বাংলোচনেৎস্বনীতি মেদিনীকোষাদ্-  
 গমঃ অপর্বাংলোচনং তদস্তাত্তীত্যর্থো অশ্বমাদ্যচ্ । তস্ত ত্রীত্যর্থো পুংষোগদাখ্যারান্নতি  
 ভীপ্ ॥ ৪১—৪৩ ॥

কুহরাশ্রয়া, কুটস্থা, কুধরা, কত্রা এবং কুক্ষিহাখিলবিষ্টপা অর্থাৎ তাঁহার কুক্ষিমধ্যে সমস্ত  
 বিষই বর্তমান রহিয়াছে ॥ ৩৪—৩৭ ॥

নারদ ! গায়ত্রীদেবীর ককারাদি নাম সকল কীর্তন করিলাম, এক্ষণে খকারাদি নাম  
 সকল বলিতেছি শ্রবণ কর । সেই গায়ত্রী দেবী খড়্গখেটকরা, খর্বা, খেচরী, খগবাহনা,  
 খট্ঠাধারিণী, খ্যাতা অর্থাৎ বিখ্যাতা, খগরাজোপরিস্থিতা অর্থাৎ গরুড়াসনা, খলস্রী,  
 খণ্ডিতজরা অর্থাৎ স্থিরঘোবনা, খড়াখ্যানপ্রদায়িনী এবং খণ্ডেন্দুতিলকা অর্থাৎ অঙ্কচক্র-  
 বিভূষিতা বলিয়া উক্তা হন । এইরূপ তাঁহার গকারাদি নাম সকল গঙ্গা, গণেশগুহপূজিতা,  
 গায়ত্রী, গোমতী, গীতা, গান্ধারী, গানলোলুপা, গৌতমী, গামিনী, গাধা অর্থাৎ সর্বত্র  
 প্রতিষ্ঠারূপিণী, গন্ধর্বাঙ্গরসেবিতা, গোবিন্দচরণাক্রান্তা, গুণত্রয়বিভূষিতা, গর্বা, গহ্বরী,  
 গোত্রা অর্থাৎ পৃথিবীরূপা, গহনা অর্থাৎ অরণ্যানীষরূপা, গমী অর্থাৎ সর্বাংলোচনা-



গোকর্ণনিলয়াসক্তা গুহ্যমণ্ডলবর্তিনী ।

বর্ষদা ঘনদা ঘণ্টা ঘোরদানবমর্দিনী ॥ ৪৪ ॥

ঘৃণিমস্ত্রময়ী ঘোষা ঘনসম্পাতদায়িনী ।

ঘণ্টারবপ্রিয়া ভ্রাণা ঘৃণিসম্ভটিকারিণী ॥ ৪৫ ॥

ঘনারিমণ্ডলা ঘূর্ণা ঘৃতাচী ঘনবেগিনী ।

জ্ঞানধাতুময়ী চৰ্চা চর্চিতা চারুহাসিনী ॥ ৪৬ ॥

চটুলা চণ্ডিকা চিত্রা চিত্রমাল্যবিভূষিতা ।

চতুর্ভূজা চারুদস্তা চাতুরী চরিতপ্রদা ॥ ৪৭ ॥

চুলিকা চিত্রবস্ত্রাস্তা চন্দ্রমঃকর্ণকুণ্ডলা ।

চন্দ্রহাসা চারুদাত্রী চকোরী চন্দ্রহাসিনী ॥ ৪৮ ॥

চন্দ্রিকা চন্দ্রধাত্রী চ চৌরী চোরা চ চণ্ডিকা ।

চঞ্চদ্বাগ্‌বাদিনী চন্দ্রচূড়া চোরবিনাশিনী ॥ ৪৯ ॥

গোকর্ণনিলয়াসক্তা গোকর্ণস্থানাসক্তা । বর্ষদেত্যারভ্য ঘনবেগিনীত্যস্তানি চতুর্দশ  
‘বকারাদীনি’ নামানি ॥ ৪৪ ॥

ঘৃণিমস্ত্রঃ সূর্য্যমস্ত্রঃ ॥ ৪৫ ॥

ঘনং নিবিড়মরিসমুৎপন্নং দৈত্যরূপং যন্তাঃ সা । উকারাদিনাম্নোহপ্রসিদ্ধত্বাজ্জ্যোতির্যোগে জ  
ইত্যকরং নিম্পন্নং তন্তু কচিদ্ভাষায়াং উকাররূপেণোচ্চারাৎ তদাদিকমেব নাম জ্ঞানধাতু-  
ময়ীভূত্যাচ্যতে । জ্ঞানধাতুশ্চিহ্নাতুস্তময়ী । চর্চেত্যারভ্য চারুহেতুকীস্তাতানি চকারাদীন্তে-  
কোনপঞ্চাশন্নামানি । চর্চা পরিত্যগক্রিয়াক্রুপা । চর্চিতা চন্দ্রনাদিনা ॥ ৪৬—৪৭ ॥

চুলিকানাটকস্তাঙ্গে কর্ণমূলে চ হস্তিনামিতি মেদিনী । চন্দ্রমাঃ কর্ণকুণ্ডলং যন্তাঃ সা ।  
চন্দ্রবদাহ্লাদকরো হাসো যন্তাঃ । খড়্গরূপা বা । চন্দ্রস্ত হাসিনী হাসনশীলা । চন্দ্রাপেক্ষয়া  
স্বস্তাতিশয়াহ্লাদজনকত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

চৌরী চুরা শীলমন্তাঃ সা । চোরা চোরঃ পাটচরেহপি স্ত্রীচোরপুংসৌষধাবপীতি মেদিনী-  
কোষাদৌষধিবিশেষরূপা ॥ ৪৯ ॥

বিশিষ্টা, গুহাবাসা, গুণবতী অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্যাদি-গুণবিশিষ্টা, গুরুপাপপ্রণাশিনী, গুহ্বী,  
গুণবতী অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী, গুহা, গোপুত্ৰী, গুণদায়িনী, গিরিজা, গুহ্যমাতঙ্গী, গরুড়ধ্বজ-  
বল্লভা, গর্ভাপহারিণী, গোদা অর্থাৎ স্বর্ণপ্রদায়িনী, গোকুলস্থা, গদাধরা, গোকর্ণনিলয়াসক্তা  
এবং গুহ্যমণ্ডলবর্তিনী । এক্ষণে তাঁহার বকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । বর্ষদা, ঘনদা,  
ঘণ্টা, ঘোরদানবমর্দিনী, ঘৃণিমস্ত্রময়ী অর্থাৎ সূর্য্যমস্ত্ররূপা, ঘোষা, ঘনসম্পাতদায়িনী, ঘণ্টা  
রবপ্রিয়া, ভ্রাণা, ঘৃণিসম্ভটিকারিণী অর্থাৎ সূর্য্যদেবের স্ত্রীতিদায়িনী, ঘনারিমণ্ডলা, ঘূর্ণা,  
ঘৃতাচী এবং ঘনবেগিনী । এইরূপ তাঁহার অপর নাম জ্ঞানধাতুময়ী, চর্চা, চর্চিতা  
চারুহাসিনী, চটুলা, চণ্ডিকা, চিত্রা, চিত্রমাল্যবিভূষিতা, চতুর্ভূজা, চারুদস্তা, চাতুরী

চারুচন্দনলিণ্ডাসী চঞ্চামরবীজিতা।  
 চারুমধ্যা চারুগতিশ্চন্দ্রিকা চন্দ্ররূপিণী ॥ ৫০ ॥  
 চারুহোমপ্রিয়া চার্বা চরিতা চক্রবাহুকা।  
 চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থা চন্দ্রমণ্ডলদর্পণা ॥ ৫১ ॥  
 চক্রবাকস্তনী চেষ্টা চিত্রা চারুবিলাসিনী।  
 চিৎস্বরূপা চন্দ্রবতী চন্দ্রমাশ্চন্দনপ্রিয়া ॥ ৫২ ॥  
 চোদয়িত্রী চিরপ্রজ্ঞা চাতকা চারুহেতুকী।  
 ছত্রযাতা ছত্রধরা ছায়া ছন্দঃপরিচ্ছদা ॥ ৫৩ ॥  
 ছায়াদেবী ছিদ্মনথা ছমেন্দ্রিয়বিসর্পিণী।  
 ছন্দোমুষ্ণুপ্ প্রতিষ্ঠাস্তা ছিদ্রোপদ্রবভেদিনী ॥ ৫৪ ॥  
 ছেদা ছত্রেশ্বরী ছিন্না ছুরিকা ছেদনপ্রিয়া।  
 জননী জন্মরহিতা জাতবেদা জগন্ময়ী ॥ ৫৫ ॥  
 জাহ্নবী জটিলী জত্রী জরামরণবর্জিতা।  
 জম্বুদ্বীপবতী জ্বালা জয়ন্তী জলশালিনী ॥ ৫৬ ॥

চন্দ্রিকা কর্ণাটদেশে প্রসিদ্ধা দেবতা। চন্দ্রিকৈতাপি পাঠঃ ॥ ৫০ ॥

চক্রং সূদর্শনং বাহৌ হস্তে যন্তাঃ সা ॥ ৫১ ॥

চন্দ্রমাস্তৎস্বরূপা ॥ ৫২ ॥

চোদয়িত্রী প্রেরয়িত্রী। চারুহেতুর্জগৎসর্জনে যন্তাঃ। গৌরাদিপাঠাৎ সাধুভূম্। ছত্রযাতা তেত্য়ারভ্য ছেদনপ্রিয়েত্যস্তানি চতুর্দশ হকারাদীনি নামানি। ছন্দঃ পবিচ্ছদা। ছন্দো বশে-  
 ইপ্যতিপ্রায়ে ইতি মেদিনীকোষাৎ কোহপি ছন্দো গ্রাহঃ ॥ ৫৩ ॥

ছায়ায়া দেবী স্বামিনী। ছিদ্মনথা। ছিদ্ৰং দূষণরূপমোরিতি মেদিনীকোষাৎ রক্তবস্ত্র-  
 নথানি যন্তাঃ। ছমেন্দ্রিয়া উপসংহৃতেন্দ্রিয়াঃ পুরুষা যোগিনস্তেষু বিসর্পতি গচ্ছতি তচ্ছীলা।  
 ছন্দঃসংজ্ঞকা যামুষ্ণুপ্ তন্তাঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ স্থলতাস্তঃ সমাপ্তিঃ। অমুষ্ণুপ্ ছন্দস্বমন্ত্রবোধো-  
 ত্যর্থঃ। ছিদ্রোপদ্রবাঃ কপনোপদ্রবাস্তেবাং ভেদিনী ॥ ৫৪ ॥

জননীত্যারভ্য কুণ্ডলেত্যস্তানি চত্বারিংশজকারাদীনি নামানি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

চরিতপ্রদা, চুলিকা, চিত্রবস্ত্রাভা, চন্দ্রমঃকর্ণকুণ্ডলা, চন্দ্রহাসা, চারুদাতী, চকোরী, চন্দ্র-  
 হাসিনী, চন্দ্রিকা, চন্দ্রধাত্রী, চৌরী, চোরা, চণ্ডিকা, চঞ্চাখাদিনী, চন্দ্রচূড়া, চোরবিনা-  
 শিনী, চারুচন্দনলিণ্ডাসী, চঞ্চামরবীজিতা, চারুমধ্যা, চারুগতি, চন্দ্রিকা, চন্দ্ররূপিণী,  
 চারুহোমপ্রিয়া, চার্বা, চরিতা, চক্রবাহুকা, চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থা, চন্দ্রমণ্ডলদর্পণা, চক্রবাকস্তনী,  
 চেষ্টা, চিত্রা, চারুবিলাসিনী, চিৎস্বরূপা, চন্দ্রবতী, চন্দ্রমাঃ অর্থাৎ চন্দ্ররূপিণী, চন্দনপ্রিয়া,  
 চোদয়িত্রী অর্থাৎ জীবরণকে তিনি মৃততই স্ববকার্যে প্রেরণ করিতেছেন, চিরপ্রজ্ঞা,

জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা জিতামিত্রা জগৎপ্রিয়া ।  
 জাতরূপময়ী জিহ্বা জানকী জগতী জরা ॥ ৫৭ ॥  
 জনিত্রী জহ্নু তনয়া জগত্রয়হিতৈষিনী ।  
 জ্বালামুলী জপবতী জ্বরগ্নী জিতবিষ্টপা ॥ ৫৮ ॥  
 জিতাক্রান্তময়ী জ্বালা জাগ্রতী জ্বরদেবতা ।  
 জ্বলন্তী জলদা জ্যেষ্ঠা জ্যাঘোষাফোটিদ্বিধুখী ॥ ৫৯ ॥  
 জন্তিনী জন্তুণা জন্তা জ্বলন্মানিক্যকুণ্ডলা ।  
 ঝিক্কিকা ঝগনির্ঘোষা ঝঙ্কামারুতবেগিনী ॥ ৬০ ॥  
 ঝল্লকীবাদ্যকুশলা ঞরুপা ঞভুজা স্মৃতা ।  
 টঙ্কবাণসমায়ুক্তা টঙ্কিনী টঙ্কভেদিনী ॥ ৬১ ॥

জিতেন জয়েনাক্রান্তাঃ পুরুষান্তময়ী । জ্যাঘোষাফোটো দ্বিধুখে যন্তাঃ সা জ্যাঘো-  
 ষাফোটিদ্বিধুখা । জ্যাঘোষব্যাপ্তিগন্ত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

জন্তিনী । জন্তো ভক্ষ্যে চ দন্তে চেতি কোষান্তক্যবতী দন্তবতী বেত্যর্থঃ । ঝিক্কিকৈত্যা-  
 রভ্য চকারি ঝকারাদীনি নামানি । ঝিক্কিকা পক্ষিবিশেষো যন্ত ভষায়াং ঝিক্কুর বা ইতি  
 প্রসিদ্ধিরন্ত । ঝগ ইতি নির্ঘোষো যন্তাঃ । ঝঙ্কাবেতে তারবায়াবিতি কোষাৎ । ঝঙ্কামারুতো  
 ভয়ঙ্করবাতন্ত্বদ্বয়েণো যন্তাঃ ॥ ৬০ ॥

ঞকারাদিকং নামদ্বয়ম্ । ঞরুপা । ঞঃ পূমান্ শ্রাৎ বলীবর্দে শুকে বামমতাবপীতি  
 কোষাৎ বলীবর্দরুপা । ঞঃ শুকো ভূজে হন্তে যন্তাঃ সা শ্রামলাঙ্গিকা । ঞভুজা  
 ঞবলীবর্দবৎ ভূজো যন্তা ইতি বা । টঙ্কবাণেত্যাদীনি ষট্ টকারাদীনি নামানি । টঙ্কঃ  
 পরশুঃ ॥ ৬১ ॥

চাতকা এবং চাকুহেতুকী । নারদ ! এক্ষণে সেই পরমারাধ্যা গায়ত্রীদেবীর ছকারাদি  
 নাম সকল কহিতেছি শ্রবণ কর । ছত্রযাতা, ছত্রধরা, ছায়া, ছক্ঃপরিচ্ছদা, ছায়াদেবী,  
 ছিদ্মনখা, ছম্রেজ্রিয়বিসর্পিণী, ছনোহুর্দ্বপ্প্রতিষ্ঠাস্তা, ছিদ্রোপজ্জবভেদিনী, ছেদা, ছত্রেখরী,  
 ছিন্না, ছুরিকা এবং ছেদনপ্রিয়া । এইরূপ তাঁহার অকারাদি নাম, জননী, জন্মরহিতা,  
 জাতবেদা, জগন্ময়ী, জাহ্নবী, জটিল, জেত্রী, জরামরণবর্জিতা, জম্বুদীপবতী, জ্বালা,  
 জয়ন্তী, জলশালিনী, জিতেন্দ্রিয়া, জিতক্রোধা, জিতামিত্রা, জগৎপ্রিয়া, জাতরূপময়ী,  
 জিহ্বা, জানকী, জগতী, জরা, জনিত্রী, জহ্নু তনয়া, জগত্রয়হিতৈষিনী, জ্বালামুখী,  
 জপবতী, জ্বরগ্নী, জিতবিষ্টপা, জিতাক্রান্তময়ী, জ্বালা, জাগ্রতী, জ্বরদেবতা, জ্বলন্তী,  
 জলদা, জ্যেষ্ঠা, জ্যাঘোষাফোটিদ্বিধুখী, জন্তিনী, জন্তুণা, জন্তা এবং জলন্মানিক্যকুণ্ডলা ।  
 এইরূপ তাঁহার অপর নাম ঝিক্কিকা, ঝগনির্ঘোষা, ঝঙ্কামারুতবেগিনী ঝল্লকীবাদ্যকুশলা,  
 ঞরুপা, ঞভুজা অর্থাৎ শুকপক্ষীবৎ শ্রামলভূজবরবিধিষ্ঠা, টঙ্কবাণসমায়ুক্তা, টঙ্কিনী,

টঙ্কীগণকৃত্যঘোষা টঙ্কনীয়মহোরসা ।  
 টঙ্কারকারিণী দেবী ঠঠশঙ্কনিনাদিনী ॥ ৬২ ॥  
 ডামরী ডাকিনী ডিঙা ডুগুমারৈকনির্জিতা ।  
 ডামরীতন্ত্রমার্গস্থা ডমড্‌ডমরুনাদিনী ॥ ৬৩ ॥  
 ডিগুরবসহা ডিঙলসংক্রীড়াপরায়ণা ।  
 ঢুণ্ডিবিদ্যেশজননী ঢকাহস্তা ঢলিত্রজা ॥ ৬৪ ॥  
 নিত্যজ্ঞানা নিরুপমা নিগুণা নন্দদা নদী ।  
 ত্রিগুণা ত্রিপদা তন্ত্রী তুলসী তরুণা তরুঃ ॥ ৬৫ ॥  
 ত্রিবিক্রমপদাক্রান্তা তুরীয়পদগামিনী ।  
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশা তামসী তুহিনা তুরা ॥ ৬৬ ॥  
 ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্না ত্রিবলী চ ত্রিলোচনা ।  
 ত্রিশক্তিস্ত্রিপুরা তুঙ্গা তুরঙ্গবদনা তথা ॥ ৬৭ ॥  
 তিমিস্রিলগিলা তীত্রা ত্রিস্রোতা তামসাদিনী ।  
 তন্ত্রমন্ত্রবিশেষজ্ঞা তনুমধ্যা ত্রিবিষ্টপা ॥ ৬৮ ॥

টঙ্কীগণবৎ রুদ্রগণবৎ কৃত আঘোষো যস্য সা । টঙ্কনীয়ং বর্ণনীয়ং মহোরো যন্তাঃ সা ।  
 টঙ্কারকারিণীনাং টঙ্কারশব্দং কুর্কস্তীনাং দেবীনাং দেবী স্মার্মিনীত্যর্থঃ । ঠকারাদিক-  
 মেকমেব নাম ॥ ৬২ ॥

ডকারাদাত্তৌ নামানি । ডিঙা বালকরূপা । ডুগুমারো রাক্ষসঃ ॥ ৬৩ ॥  
 ডিগুরবো বাদ্যবিশেষবস্ত্রস্ত সহ্য সহনকর্ত্রী । ঢকারাদীনি নামানি । ঢুণ্ডিবিদ্যেশো  
 ঢুণ্ডিরাজঃ । ঢলিনামকা গণাঃ শিবপুরাণে প্রসিদ্ধান্তেবাং ত্রজঃ সমুদারো যন্তাঃ সা ॥ ৬৪ ॥  
 গকারাদিনামোহপ্রসিদ্ধবাস্তবস্থানে নকারাদিনাম পঞ্চকমাহ নিত্যজ্ঞানেতি । ত্রিগু-  
 ণেত্যরভ্য তকারাদীনি দ্বিষষ্টিনামানি ॥ ৬৫—৬৮ ॥

টঙ্কভেদিনী, টঙ্কীগণকৃত্যঘোষা অর্থাৎ রুদ্রগণের জ্ঞায় শব্দকারিণী, টঙ্কনীয়মহোরসা অর্থাৎ  
 প্রশস্তসুন্দরবন্ধঃস্থলবিশিষ্টা, টঙ্কারকারিণী এবং ঠঠশঙ্কনিনাদিনী ॥ ৬৮—৬২ ॥

নারদ ! এক্ষণে তাঁহার ডকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । ডামরী, ডাকিনী, ডিঙা,  
 ডুগুমারৈকনির্জিতা, ডামরীতন্ত্রমার্গস্থা, ডমড্‌ডমরুনাদিনী, ডিগুরবসহা এবং ডিঙলসং-  
 ক্রীড়াপরায়ণা অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন । এইরূপ তাঁহার অপর  
 নাম ঢুণ্ডিবিদ্যেশজননী, ঢকাহস্তা, ঢলিত্রজা অর্থাৎ শিবগণবিশেষ কর্তৃক অহুসৃত্য, নিত্য-  
 জ্ঞানা, নিরুপমা, নিগুণা এবং নন্দদা নদী । নারদ ! গকারাদি নামের অগ্রসিদ্ধি  
 হেতু তৎস্থানে দন্তানকারাদি নামের উল্লেখ করিলাম । এক্ষণে, তকারাদি নাম সকল  
 কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ত্রিগুণা, ত্রিপদা, তন্ত্রী, তুলসী, তরুণা, তরু, ত্রিবিক্রমপদ-



ত্রিসঙ্খ্য। ত্রিস্তনী তোষাসংস্থা তালপ্রতাপিনী ।

তাটকিনী তুষারভা তুহিনাচলবাসিনী ॥ ৬৯ ॥

তন্তুজালসমায়ুক্তা তারহারাবলিপ্রিয়া ।

তিলহোমপ্রিয়া তীর্থা তমালকুসুমাকৃতিঃ ॥ ৭০ ॥

তারকা ত্রিযুতা তস্বী ত্রিশঙ্কুপরিবারিতা ।

তলোদরী তিরোভাষা তাটকপ্রিয়বাদিনী ॥ ৭১ ॥

ত্রিজটা তিত্তিরী তৃষা ত্রিবিধা তরুণাকৃতিঃ ।

তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা তপ্তকাঞ্চনভূষণা ॥ ৭২ ॥

ত্রৈয়ম্বকা ত্রিবর্গা চ ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী ।

তর্পণা তৃপ্তিদা তৃপ্তা তামসী তুস্করস্তুতা ॥ ৭৩ ॥

তার্ক্যস্থা ত্রিগুণাকারা ত্রিভঙ্গী তম্বুল্লরিঃ ।

থাৎকারী থারবা থাস্তা দোহিনী দীনবৎসলা ॥ ৭৪ ॥

ত্রিস্তনী মলয়ধ্বজরাজঃ কন্তা পার্শ্বতী হলাস্তমাহাস্র্যাপ্রসিদ্ধা । তোষে সন্তোষে  
আসংস্থা সম্যক্ স্থিতির্যন্তাঃ সা ॥ ৬৯—৭০ ॥

ত্রিভিঙ্গৈর্গৈর্দেদ্রয়েণ বা যুতা যুক্তা । তস্বীত্যত্র তস্বীত্যপি পাঠঃ ॥ ৭১—৭৩ ॥

ত্রিভঙ্গী স্থানত্রে বক্রতা যুক্তা তম্বুল্লরী বল্লরির্দেহলতা যন্তাঃ সা । থকারাদীনি ত্রিণি  
নামানি । থাৎকারী থাদিতিশব্দং কুর্কন্তী । থারবা । থং রক্কে মঙ্গলে চ সাধবসে চ নপুংসকম্ ।  
শিলোচ্চরে পুমান্বেব কচিৎ তয়রক্কে ইতি মেদিনীকোষাৎ তয়রক্কক আরবঃ শব্দো যন্তাঃ  
সা । থাস্তা থন্ত মঙ্গলস্তাস্তা পর্যাবসানভূমিঃ । দোহিনীত্যত্র তা দকারাদীনি সপ্তবিংশতি  
নামানি ॥ ৭৪ ॥

ক্রাস্তা, তুরীয়াপদগারিনী অর্থাৎ তুরীয়াস্বরূপা, তরুণাদিত্যসঙ্কাশা, তামসী, তুহিনা, তুরা,  
ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্ন, ত্রিবর্গী, ত্রিলোচনা, ত্রিশক্তি, ত্রিপুরা, তৃপ্তা, তুরঙ্গবদনা অর্থাৎ কিরুরী-  
রূপিনী, তিমিরজিগিলা, তীত্রা, ত্রিস্রোতা অর্থাৎ গঙ্গারূপিনী, তামসাদিনী অর্থাৎ অজ্ঞান-  
মাশিনী, তত্ত্বমন্ত্রবিশেষজ্ঞা অর্থাৎ তত্ত্বমন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী, তম্বুমধ্যা, অর্থাৎ কুশোদরী, ত্রিপিষ্টপা  
অর্থাৎ স্বর্গস্বরূপিনী । এইরূপ তাঁহার অপর নাম ত্রিসঙ্খ্যা, ত্রিস্তনী, তোষাসংস্থা অর্থাৎ  
সদানন্দস্বরূপিনী, তালপ্রতাপিনী, তাটকিনী, তুষারভা, তুহিনাচলবাসিনী অর্থাৎ হিমালয়-  
নিবাসিনী, তন্তুজালসমায়ুক্তা, তারহারাবলিপ্রিয়া, তিলহোমপ্রিয়া, তীর্থা, তমালকুসুমা-  
কৃতি, তারকা, ত্রিযুতা, তস্বী, ত্রিশঙ্কুপরিবারিতা, তলোদরী, তিরোভাষা, তাটকপ্রিয়বাদিনী,  
ত্রিজটা, তিত্তিরী, তৃষা, ত্রিবিধা, তরুণাকৃতি, তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা, তপ্তকাঞ্চনভূষণা, ত্রৈয়-  
ম্বকা, ত্রিবর্গা, ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী, তর্পণা, তৃপ্তিদা, তৃপ্তা, তামসী, তুস্করস্তুতা, তার্ক্যস্থা,  
ত্রিগুণাকারা, ত্রিভঙ্গী, তম্বুল্লরী, থাৎকারী, থারবা এবং থাস্তা । নারদ ! এক্ষণে তাঁহার  
দকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর । দোহিনী, দীনবৎসলা, দানবাস্তকরী, দুর্গা, দুর্গাদেবী

দানবাস্তকরী দুর্গা দুর্গাহরনিবহিণী ।  
 দেবরীতিদিবারাত্রিভ্রোপদী দুক্ষুভিশ্বনা ॥ ৭৫ ॥  
 দেবযানী দুরাবাসা দারিদ্ৰ্যভেদিনী দিবা ।  
 দামোদরপ্রিয়া দীপ্তা দিখাসা দিখিমোহিনী ॥ ৭৬ ॥  
 দণ্ডকারণানিলয়া দণ্ডিনী দেবপূজিতা ।  
 দেববন্দ্যা দিবিষদা দ্বৈষিণী দানবাকৃতিঃ ॥ ৭৭ ॥  
 দীনানাথস্ততা দীক্ষা দৈবতাদিস্বরূপিণী ।  
 ধাত্রী ধনুর্ধরা ধেনুর্ধারিণী ধর্মচারিণী ॥ ৭৮ ॥  
 ধুরন্ধরা ধরাধারা ধনদা ধাত্তদোহিনী ।  
 ধর্মশীলা ধনাধ্যক্ষা ধনুর্বেদবিশারদা ॥ ৭৯ ॥  
 ধৃতিধন্যা ধৃতপদা ধর্মরাজপ্রিয়া ধ্রুবা ।  
 ধুমাবতী ধুমকেশী ধর্মশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ ৮০ ॥  
 নন্দা নন্দপ্রিয়া নিদ্রা নৃত্তা নন্দনাস্ত্রিকা ।  
 নর্মদা নলিনী নীলা নীলকণ্ঠসমাস্রয়া ॥ ৮১ ॥  
 নারায়ণপ্রিয়া নিত্য নিশ্চলা নিগুণা নিধিঃ ।  
 নিরাধারা নিরুপমা নিত্যশুদ্ধা নিরঞ্জন ॥ ৮২ ॥

দিবা যুক্তা রাত্রিদিবারাত্রিঃ ॥ ৭৫—৭৬ ॥

দণ্ডিনী বারাহী ললিতোপাখ্যানে প্রসিদ্ধা ॥ ৭৭ ॥

ধাত্রীত্যারভ্য ধকারাদীনি বিংশতিনামানি ॥ ৭৮—৮০ ॥

নন্দেত্যারভ্য নকারাদীনি পঞ্চপঞ্চাশন্নামানি ॥ ৮১—৮২ ॥

নিবহিণী, দেবরীতি, দিবারাত্রি, ভ্রোপদী, দুক্ষুভিশ্বনা, দেবযানী, দুরাবাসা দারিদ্ৰ্য-  
 ভেদিনী, দিবা, দামোদরপ্রিয়া, দীপ্তা, দিখাসা, দিখিমোহিনী, দণ্ডকারণানিলয়া, দণ্ডিনী,  
 দেবপূজিতা, দেববন্দ্যা, দিবিষদা, দ্বৈষিণী, দানবাকৃতি, দীনানাথস্ততা, দীক্ষা এবং  
 দৈবতাদিস্বরূপিণী। এক্ষণে, তাঁহার ধকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর। ধাত্রী, ধনুর্ধরা,  
 ধেনু, ধারিণী, ধর্মচারিণী, ধুরন্ধরা, ধরাধারা, ধনদা, ধাত্তদোহিনী, ধর্মশীলা, ধনাধ্যক্ষা,  
 ধনুর্বেদবিশারদা, ধৃতি, ধৃত্তা, ধৃতপদা, ধর্মরাজপ্রিয়া, ধ্রুবা, ধুমাবতী, ধুমকেশী এবং  
 ধর্মশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ ৭৩—৮০ ॥

নারদ ! এক্ষণে, পার্বতীদেবীর নকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর। নন্দা, নন্দপ্রিয়া,  
 নিদ্রা, নৃত্তা অর্থাৎ নৃত্যগণপূজিতা, নন্দনাস্ত্রিকা, নর্মদা, নলিনী, নীলা, নীলকণ্ঠ-  
 সমাস্রয়া, অর্থাৎ কমলনোমোহিনী, কজাগী, নারায়ণপ্রিয়া অর্থাৎ বৈকুণ্ঠীকপিণী, নিত্য,

নাদবিন্দুকলাতীতা নাদবিন্দুকলাঙ্গিকা ।  
 নৃসিংহিনী নগধরা নৃপনাগবিভূষিতা ॥ ৮৩ ॥  
 নরকক্লেশ-শমনী নারায়ণপদোদ্ভবা ।  
 নিরবদ্যা নিরাকারা নারদপ্রিয়কারিণী ॥ ৮৪ ॥  
 নানাভ্যোতিঃ সমাখ্যাতা নিধিদা নিশ্চলাঙ্গিকা ।  
 নবসূত্রধরা নীতিনিরূপদ্রবকারিণী ॥ ৮৫ ॥  
 নন্দজা নবরত্নাঢ্যা নৈমিষারণ্যবাসিনী ।  
 নবনীতপ্রিয়া নারী নীলজীমূতনিঃস্বনা ॥ ৮৬ ॥  
 নিমেষিণী নদীরূপা নীলগ্রীবা নিশীথরী ।  
 নামাবলিনিশুস্তম্বা নাগলোকনিবাসিনী ॥ ৮৭ ॥  
 নবজাম্বুনদপ্রখ্যা নাগলোকাধিদেবতা ।  
 নূপুরাক্রান্তচরণা নরচিত্তপ্রমোদিনী ॥ ৮৮ ॥  
 নিমগ্না রক্তনয়না নির্ঘাতসমনিস্বনা ।  
 নন্দনোদ্যাননিলয়া নির্বুহোপরিচারিণী ॥ ৮৯ ॥

নৃসিংহিনী নৃসিংহ উপাসকোহস্তি যন্তাঃ সা । নৃসিংহবেষবতী বা । নৃপনাগবিভূষিতেন্তি  
 একং নাম ॥ ৮৩—৮৪ ॥

ভ্যোতিঃভ্যোতিঃশাস্ত্রম্ ॥ ৮৫—৮৯ ॥

নিশ্চলা, নিশ্চল্গা, নিধি, নিরাধারা, নিরূপমা, নিত্যশুদ্ধা, নিরঞ্জনা, নাদবিন্দুকলাতীতা  
 অর্থাৎ তুরীয়া, নাদবিন্দুকলাঙ্গিকা অর্থাৎ তৎস্বরূপিণী, নৃসিংহিনী অর্থাৎ নৃসিংহপ্রিয়া,  
 নগধরা, নৃপনাগবিভূষিতা, নরকক্লেশনাশিনী, নারায়ণপদোদ্ভবা অর্থাৎ গঙ্গাস্বরূপিণী,  
 নিরবদ্যা, নিরাকারা, নারদপ্রিয়কারিণী, নানাভ্যোতিঃ, নিধিদা, নিশ্চলাঙ্গিকা, নব-  
 সূত্রধরা, নীতি, নিরূপদ্রবকারিণী অর্থাৎ গায়ত্রীদেবীর উপাসনা করিলে কোনও উপদ্রব  
 হইতে পারে না । নন্দজা, নবরত্নাঢ্যা, নৈমিষারণ্যবাসিনী, নবনীতপ্রিয়া, নারী, নীলজীমূত-  
 নিস্বনা অর্থাৎ গম্ভীরনাদিনী, নিমেষিণী, নদীরূপা, নীলগ্রীবা অর্থাৎ রক্তাঙ্গী, নিশীথরী,  
 নামাবলি, নিশুস্তম্বা, নাগলোকনিবাসিনী, নবজাম্বুনদপ্রখ্যা অর্থাৎ তপ্তকাক্ষনবর্ণাঙ্গী,  
 নাগলোকাধিদেবতা অর্থাৎ পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নূপুরাক্রান্তচরণা, নরচিত্ত-  
 প্রমোদিনী, নিমগ্নারক্তনয়না অর্থাৎ অশ্রুদির সহিত যুদ্ধে নিমগ্ন হইয়া রক্তলোচনা  
 হইয়া থাকেন, নির্ঘাত-সম-নিস্বনা অর্থাৎ তৎকালে তাঁহার মিনাদ সকল বজ্রধ্বনির  
 তুল্য হইয়া থাকে, নন্দনোদ্যান-নিলয়া অর্থাৎ বর্গবাসিনী এবং নির্বুহোপরি-  
 চারিণী ॥ ৮১—৮৯ ॥

পার্শ্বতী পরমোদারা পরব্রহ্মাত্মিকা পরা ।  
 পঞ্চকোশবিনির্মুক্তা পঞ্চপাতকনাশিনী ॥ ৯০ ॥  
 পরচিত্তবিধানজ্ঞা পঞ্চিকা পঞ্চরূপিণী ।  
 পূর্ণিমা পরমা প্রীতিঃ পরতেজঃপ্রকাশিনী ॥ ৯১ ॥  
 পুরাণী পৌরুষী পুণ্যা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ।  
 পাতালতলনির্মগ্না প্রীতা প্রীতিবিবর্দ্ধিনী ॥ ৯২ ॥  
 পাবনী পাদসহিতা পেশলা পবনাশিনী ।  
 প্রজাপতিঃ পরিশ্রাস্তা পর্বতস্তনমণ্ডলা ॥ ৯৩ ॥  
 পদ্মপ্রিয়া পদ্মসংস্থা পদ্মাক্ষী পদ্মসম্ভবা ।  
 পদ্মপত্নী পদ্মপদা পদ্মিনী প্রিয়ভাষিণী ॥ ৯৪ ॥  
 পশুপাশবিনির্মুক্তা পুরন্ধ্রী পুরবাসিনী ।  
 পুঙ্কলা পুরুষা পৰ্বা পারিজাত(কু)সুমপ্রিয়া ॥ ৯৫ ॥

পার্শ্বতীত্যারভ্য পরমোদরীত্যন্তানি পঞ্চবিংশত্যাধিকশতনামানি পকারানীনি ।  
 পঞ্চব্রহ্মাত্মিকা সদ্যোজাতাদিপঞ্চব্রহ্মাত্মিকা । পরব্রহ্মাত্মিকেত্যপি পাঠঃ । পরেতি স্বতন্ত্রং  
 নাম ॥ ৯০ ॥

পঞ্চিকা ত্রীবিদ্যায়াং পঞ্চপঞ্চিকাভূতনং দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতাদিষু বর্ণিতং তৎপঞ্চিকা-  
 দেবতারূপা । পঞ্চরূপিণী অপঞ্চরূপিণী পরমা প্রীতিরিত্যিতি নামদ্বয়ম্ ॥ ৯১ ॥

পৌরুষী পুরুষসম্বন্ধিনী ॥ ৯২ ॥

পাদসহিতা কিরণসহিতা । প্রজাপতিস্তৃষ্ণপিণী ॥ ৯৩—৯৪ ॥

পুরন্ধ্রীত্যেকং নাম । পুরবাসিনী যাতা পুরবাসিনী ॥ ৯৫ ॥

একগে, তাঁহার পকারাদি নাম সকল কীর্ত্তিত হইতেছে শ্রবণ কর । পার্শ্বতী, পরমো-  
 দারা, পরব্রহ্মাত্মিকা, পরা, পঞ্চকোশবিনির্মুক্তা অর্থাৎ অগ্নয়, প্রাণয়, মনোময়, বিজ্ঞান-  
 ময় ও আনন্দময় কোষপঞ্চক হইতে অতীতা পরব্রহ্মরূপিণী, পঞ্চপাতকনাশিনী পরচিত্ত-  
 বিধানজ্ঞা, পঞ্চিকা, পঞ্চরূপিণী, পূর্ণিমা, পরমা, প্রীতি, পরতেজঃপ্রকাশিনী, পুরাণী,  
 পৌরুষী, পুণ্যা, পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা, পাতালতলনির্মগ্না, প্রীতা, প্রীতিবিবর্দ্ধিনী, পাবনী,  
 পাদসহিতা, পেশলা, পবনাশিনী, প্রজাপতি, পরিশ্রাস্তা, পর্বতস্তনমণ্ডলা অর্থাৎ তিনি  
 বিশ্বরূপিণী স্বতরাং পর্বত সকল তাঁহার স্তনের জ্ঞায় করিত হইয়াছে । পদ্মপ্রিয়া, পদ্ম-  
 সংস্থা, পদ্মাক্ষী, পদ্মসংভবা, পদ্মপত্নী, পদ্মপদা, পদ্মিনী, প্রিয়ভাষিণী, পশুপাশবিনির্মুক্তা,  
 পুরন্ধ্রী, পুরবাসিনী, পুঙ্কলা, পুরুষা, পৰ্বা, পারিজাতকুসুমপ্রিয়া, পতিব্রতা, পবিত্রাঙ্গী,  
 পুন্সহাসপরাগণা, প্রজাবতীমুতা, গোম্ভী, পুত্রপূজ্যা, পরম্বিনী, পট্টপাশধরা, পংক্তি,  
 পিক্ললোকপ্রদারিনী, পুরাণী, পুণ্যানীলা, অগতর্জিবিনাশিনী অর্থাৎ ভক্তজনকেশহারিণী,



ପତିତ୍ରତା ପବିତ୍ରାନ୍ତୀ ପୁଷ୍ପହାମପରାୟଣା ।  
 ଅଜ୍ଞାବତୀହତା ମୌଜୀ ପୁଜ୍ଜପୂଜ୍ୟା ପରାୟଣୀ ॥ ୯୬ ॥  
 ପଟ୍ଟିପାଶଧରା ପଞ୍ଚକ୍ତିଃ ପିତୃଲୋକପ୍ରଦାୟିନୀ ।  
 ପୁରାଣୀ ପୁଣ୍ୟଶୀଳା ଚ ଅର୍ଣ୍ଣତାର୍ତ୍ତିବିନାଶିନୀ ॥ ୯୭ ॥  
 ଅହ୍ୟନ୍ନଜନନୀ ପୁଷ୍ଟା ପିତାମହପରିଗ୍ରହା ।  
 ପୁଞ୍ଜରୀକପୁରାବାସା ପୁଞ୍ଜରୀକସମାନନା ॥ ୯୮ ॥  
 ପୃଥୁଜଞ୍ଜା ପୃଥୁଭୁଜା ପୃଥୁପାଦା ପୃଥୁଦରୀ ।  
 ଏବାଳଶୋଭା ପିଙ୍ଗାକୀ ମୀତବାସାଃ ଏଚାପନା ॥ ୯୯ ॥  
 ଏମବା ପୁଷ୍ଟିଦା ପୁଣ୍ୟା ଏତିଷ୍ଠା ଏନବା ପତିଃ ।  
 ପଞ୍ଜବର୍ଣ୍ଣା ପଞ୍ଜବାଣୀ ପଞ୍ଜିକା ପଞ୍ଜରସ୍ଥିତା ॥ ୧୦୦ ॥  
 ପରମାୟା ପରଜ୍ୟୋତିଃ ପରପ୍ରୀତିଃ ପରାଗତିଃ ।  
 ପରାକାର୍ତ୍ତା ପରେଶାନୀ ପାବିନୀ ପାବକହ୍ୟତିଃ ॥ ୧୦୧ ॥  
 ପୁଣ୍ୟଭଦ୍ରା ପରିଚ୍ଛେଦ୍ୟା ପୁଷ୍ପହାମା ପୃଥୁଦରା ।  
 ମୀତାନ୍ତୀ ମୀତବସନା ମୀତଶୟା ମିଶାଚିନୀ ॥ ୧୦୨ ॥  
 ମୀତକ୍ରିୟା ମିଶାଚରୀ ମାଟିଳାକୀ ମଟୁକ୍ରିୟା ।  
 ମଞ୍ଜୁଭକ୍ତପ୍ରିୟାଚାରୀ ମୃତନା ମ୍ରାଣସାତିନୀ ॥ ୧୦୩ ॥

ଅଜ୍ଞାବତ୍ୟାଃ ସ୍ମୃତେତ୍ୟେକଂ ନାମ । ପୁଜ୍ଜପୂଜ୍ୟା ପୁଜ୍ଜେଣ ପୂଜ୍ୟୋତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୯୬—୯୭ ॥

ପୁଞ୍ଜରୀକପୁରଂ ଚିଦମ୍ବରକେତ୍ରମ୍ ॥ ୯୮—୯୯ ॥

ଅର୍ଣ୍ଣବାନାଃ ଅନ୍ତୋର୍ଣ୍ଣୀଣାଃ ଦେବାଜନାନାଃ ଗତିଃ । ପଞ୍ଜବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁତା ବାଣୀ । ପଞ୍ଜିକା  
କାଚିନ୍ଦେବତା ॥ ୧୦୦ ॥

ପରପ୍ରୀତିରିତ୍ୟେକଂ ନାମ ॥ ୧୦୧—୧୦୨ ॥

ମଞ୍ଜୁଭକ୍ତା ମହାରାମୁକ୍ରତକ୍ତା ବାମାଚାରିଣଶ୍ରେଷ୍ଠାଃ ପ୍ରିୟା ଆଚାରୋ ବନ୍ତାଃ ସା । ମୃତନେତ୍ୟେକଂ  
ନାମ ॥ ୧୦୩—୧୦୪ ॥

ଅହ୍ୟନ୍ନଜନନୀ, ପୁଷ୍ଟା, ପିତାମହପରିଗ୍ରହା ଅର୍ଥାଂ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ, ପୁଞ୍ଜରୀକପୁରାବାସା, ପୁଞ୍ଜରୀକସମାନନା  
 ଅର୍ଥାଂ ଚାକ୍ରହୁଣୀ, ପୃଥୁଜଞ୍ଜା, ପୃଥୁଭୁଜା, ପୃଥୁପାଦା, ପୃଥୁଦରୀ, ଏବାଳଶୋଭା ଅର୍ଥାଂ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣା,  
 ପିଙ୍ଗାକୀ, ମୀତବାସାଃ, ଏଚାପନା, ଏମବା, ପୁଷ୍ଟିଦା, ପୁଣ୍ୟା, ଏତିଷ୍ଠା, ଏନବା, ପତି, ପଞ୍ଜବର୍ଣ୍ଣା,  
 ପଞ୍ଜବାଣୀ, ପଞ୍ଜିକା, ପଞ୍ଜରସ୍ଥିତା, ପରମାୟା, ପରଜ୍ୟୋତିଃ, ପରପ୍ରୀତି, ପରାଗତି, ପରାକାର୍ତ୍ତା,  
 ପରେଶାନୀ, ପାବିନୀ, ପାବକହ୍ୟତି, ପୁଣ୍ୟଭଦ୍ରା, ପରିଚ୍ଛେଦ୍ୟା, ପୁଷ୍ପହାମା, ପୃଥୁଦରା, ମୀତାନ୍ତୀ,  
 ମୀତବସନା, ମୀତଶୟା, ମିଶାଚିନୀ, ମୀତକ୍ରିୟା, ମିଶାଚରୀ, ମାଟିଳାକୀ, ମଟୁକ୍ରିୟା, ମଞ୍ଜୁଭକ୍ତ-  
 ପ୍ରିୟାଚାରୀ ଅର୍ଥାଂ ମଞ୍ଜୁଭକ୍ତକାରୀ ବାମାଚାରିଣଶ୍ରେଷ୍ଠା, ମୃତନା, ମ୍ରାଣସାତିନୀ, ମୃତାମବନ-

পুমাগবনমধ্যস্থা পুণ্যতীর্থনিবেষিতা ।

পঞ্চাদ্রী চ পরাশক্তিঃ পরমাহ্লাদকারিণী ॥ ১০৪ ॥

পুষ্পকাণ্ডস্থিতা পুষা পোষিতাখিলবিষ্টপা ।

পানপ্রিয়া পঞ্চশিখা পন্নগেপরিশায়িনী ॥ ১০৫ ॥

পঞ্চমাত্রাঙ্গিকা পৃথ্বী পথিকা পৃথুদোহিনী ।

পুৰাণজায়মীমাংসা পাটলী পুষ্পগন্ধিনী ॥ ১০৬ ॥

পুণ্যপ্রজা পারদাত্রী পরমার্গৈকগোচরা ।

প্রবালশোভা পূর্ণাশা প্রণবা পল্লবোদরী ॥ ১০৭ ॥

ফলিনী ফলদা ফল্লঃ ফুৎকারী ফলকাকৃতিঃ ।

ফণীন্দ্রভোগশয়না ফণিমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ১০৮ ॥

বালবালা বহুমতা বালাতপনিভাংগকা ।

বলভদ্রপ্রিয়া বন্দ্যা বড়বা বুদ্ধিসংস্কৃতা ॥ ১০৯ ॥

বন্দীদেবী বিলবতী বড়িশায়ী বলিপ্রিয়া ।

বান্ধবী বোধিতা বুদ্ধিৰ্বন্ধু ককুত্মপ্রিয়া ॥ ১১০ ॥

পাটলীত্যেকং নাম ॥ ১০৬ ॥

প্রণবা প্রণবরূপিনী ॥ ১০৭ ॥

ফলিনীত্যাदीনি সপ্ত ফলরাণীনি নামানি ॥ ১০৮ ॥

বালবালেন্ভ্যারভ্য বুদ্ধকঙ্কণস্থিতীত্যন্তানি পঞ্চাশৎ বকারাদীনি নামানি । তত্র  
বব্রোহরভেদাৎ বকারাদীনি নামান্তপি কানিচিৎ পবর্গীয়াদিনামসু পঠ্যন্তে । বালবালা  
বালানপি বালা ॥ ১০৯ ॥

বিলবতী বিলং কৰ্ম ছিদ্রং তদ্বতী তদ্রূপীত্যর্থঃ । বড়িশং কপটং তত্র হস্তী-  
ত্যর্থঃ ॥ ১১০—১১১ ॥

মধ্যস্থা, পুণ্যতীর্থনিবেষিতা, পঞ্চাদ্রী, পরাশক্তি, পরমাহ্লাদকারিণী, পুষ্পকাণ্ডস্থিতা, পুষা,  
পোষিতাখিলবিষ্টপা, পানপ্রিয়া, পঞ্চশিখা, পন্নগোপরিশায়িনী, পঞ্চমাত্রাঙ্গিকা, পৃথ্বী,  
পথিকা, পৃথুদোহিনী, পুৰাণজায়মীমাংসা অর্থাৎ 'তত্তৎপ্রবরূপিনী', পাটলী, পুষ্পগন্ধিনী,  
পুণ্যপ্রজা, পারদাত্রী অর্থাৎ সাধককে ভবসাগরের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন ।  
পরমার্গৈকগোচরা অর্থাৎ মুক্তিপদবীর লক্ষ্যহানীরা, প্রবালশোভা, পূর্ণাশা, প্রণবা এবং  
পল্লবোদরী ॥ ১০—১০৭ ॥

স্মারক ! এক্ষণে তাঁহার বকারাদি ও অন্তোক্ত নাম সকল কীৰ্ত্তন করিতেছি প্রবণ  
কর । ফলিনী, ফলদা, ফল্লঃ, ফুৎকারী, ফলকাকৃতি, ফণীন্দ্রভোগশয়না, ফণিমণ্ডলমণ্ডিতা,  
বালবালা, বহুমতা, বালাতপনিভাংগকা অর্থাৎ বুদ্ধবহুপরীবালা, বলভদ্রপ্রিয়া, বন্দ্যা,  
বান্ধবী, বোধিতা, বুদ্ধিৰ্বন্ধু ককুত্মপ্রিয়া ॥

বালভানুপ্রভাকারা ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণদেবতা ।  
 বৃহস্পতিস্তুতা বৃন্দা বৃন্দাবনবিহারিণী ॥ ১১১ ॥  
 বালাকিনী বিলাহারা বিলবাসা বহুদকা ।  
 বহুনেত্রা বহুপদা বহুকর্ণাবতংসিকা ॥ ১১২ ॥  
 বহুবাহুযুতা বীজরূপিণী বহুরূপিণী ।  
 বিন্দুনাদকলাতীতা বিন্দুনাদস্বরূপিণী ॥ ১১৩ ॥ \*  
 বন্ধগোধানুলিঙ্গাণা বদর্য্যাশ্রমবাসিনী ।  
 বৃন্দারকা বৃহৎস্কন্ধা বৃহতী বাণপাতিনী ॥ ১১৪ ॥  
 বৃন্দাধ্যক্ষা বহুযুতা বনিতা বহুবিক্রমা ।  
 বন্ধপদ্মাসনাসীনা বিদ্বপত্রতলস্থিতা ॥ ১১৫ ॥  
 বোধিক্রমনিজাবাসা বড়িষ্ঠা বিন্দুদর্পণা ।  
 বালা বাণাসনবতী বড়বানলবেগিনী ॥ ১১৬ ॥

বালাকিনী । বলাকানং বকপংক্জীনাং সমূহো বলাকং তদন্তি যন্তাঃ সা  
 বালাকিনী । বিলহারো কন্মছিত্রভক্ষণকর্তৃত্যর্থঃ । বিলবাসা বিলে গুহারূপে বাসো  
 যন্তাঃ সা ॥ ১১২—১১৩ ॥

বন্ধগোধানুলিঙ্গাণা গোধা তলনিহাকরোরিতি মেদিনীকোশাৎ । গোধা চতুস্তলস্ত  
 ত্রাণমল্লিঙ্গাণঞ্চ বন্ধং যয়া সা । বীরলক্ষণমেতৎ । বন্ধগোধানুলিঙ্গাণাঃ কালিন্দীমভিতো  
 যযুরিতি মহাভারতে বিরাটপর্কণি প্রসিদ্ধম্ ॥ ১১৪—১১৫ ॥

বড়িষ্ঠা ভলয়োরভেদাঘলিস্থেত্যর্থঃ । বিন্দুরব্যাক্তমায়াক্ষকঃ স দর্পণো যন্তাঃ সা । তত্র  
 প্রতিবিস্তৃত্যৎ । মায়য়া বিন্দুত্বঞ্চ । নমস্তে সমস্তেপি বিন্দুস্বরূপে ইতি প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্ ।  
 বাণাসনবতী ধনুস্বাহস্তেত্যর্থঃ ॥ ১১৬ ॥

বড়বা, বুদ্ধিসংস্কৃতা, বন্দীদেবী, বিলবতী, বড়িশ্রী, বলিপ্রিয়া, বাক্ববী, বোধিতা, বুদ্ধি,  
 বন্ধককুমুদপ্রিয়া, বালভানুপ্রভাকারা অর্থাৎ রক্তবর্ণা, ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মণদেবতা, বৃহস্পতিস্তুতা,  
 বৃন্দা, বৃন্দাবনবিহারিণী, বালাকিনী, বিলাহারা, বিলবাসা, বহুদকা, বহুনেত্রা, বহুপদা, বহু-  
 কর্ণাবতংসিকা, বহুবাহুযুতা, বীজরূপিণী, বহুরূপিণী, বিন্দুনাদকলাতীতা, বিন্দুনাদস্বরূপিণী,  
 বন্ধগোধানুলিঙ্গাণা, বদর্য্যাশ্রমবাসিনী, বৃন্দারকা, বৃহৎস্কন্ধা, বৃহতী, বাণপাতিনী, বৃন্দা-  
 ধ্যক্ষা, বহুযুতা, বনিতা, বহুবিক্রমা, বন্ধপদ্মাসনাসীনা, বিদ্বপত্রতলস্থিতা, বোধিক্রমনিজা-  
 বাসা, বড়িষ্ঠা, বিন্দুদর্পণা, বালা, বাণাসনবতী, বড়বানলবেগিনী, ব্রহ্মাণ্ডবহিরন্তঃস্থা অর্থাৎ  
 সর্বব্যাপিণী এবং ব্রহ্মকঙ্কণস্থজিগী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী । এক্ষণে তাঁহার ভক্তাদি  
 নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ভবানী, ভীষণবতী, ভাবিনী, ভয়হারিণী, ভক্তকালী,  
 ভূজাঙ্গী, ভায়তী, ভয়তাপস্যা, ভৈরবী, ভীষণাকারা, ভূতিদা, ভূতিমানিনী, ভামিনী,  
 ভোগনিরতা, ভদ্রা, ভূরিবিক্রমা, ভূতবাসা, ভূতলতা, ভার্গবী, ভূয়স্কর্ত্তিতা, ভাগীরথী,

ব্রহ্মাণ্ডবহিরন্তঃস্বা ব্রহ্মকঙ্কণসূত্রিণী ।  
 ভবানী ভীষণবতী ভাবিনী ভয়হারিণী ॥ ১১৭ ॥  
 ভদ্রকালী ভূজস্নাকী ভারতী ভারতাশয়া ।  
 ভৈরবী ভীষণাকারা ভূতিদা ভূতিমালিনী ॥ ১১৮ ॥  
 ভামিনী ভোগনিরতা ভদ্রদা ভূরিবিক্রমা ।  
 ভূতবাসা ভৃগুলতা ভার্গবী ভূম্মরার্চিতা ॥ ১১৯ ॥  
 ভাগীরথী ভোগবতী ভবনস্থা ভিষথরা ।  
 ভামিনী ভোগিনী ভাষা ভবানী ভূরিদক্ষিণা ॥ ১২০ ॥  
 ভর্গাশ্রিকা ভীমবতী ভববন্ধবিমোচিনী ।  
 ভজনীয়া ভূতধাত্রীরঞ্জিতা ভুবনেশ্বরী ॥ ১২১ ॥  
 ভূজঙ্গবলয়া ভীমা ভেরুণ্ডা ভাগধেয়িনী ।  
 মাতা মায়া মধুমতী মধুজিহ্বা মনুপ্রিয়া ॥ ১২২ ॥  
 মহাদেবী মহাভাগা মালিনী মীনলোচনা ।  
 মায়াতীতা মধুমতী মধুমাংসা মধুদ্রবা ॥ ১২৩ ॥  
 মানবী মধুসন্তুতা মিথিলাপুরবাসিনী ।  
 মধুকৈটভসংহত্রী মেদিনী মেঘমালিনী ॥ ১২৪ ॥  
 মন্দোদরী মহামায়া মৈথিলী মন্থণপ্রিয়া ।  
 মহালক্ষ্মীর্মহাকালী মহাকন্ঠা মহেশ্বরী ॥ ১২৫ ॥

ব্রহ্মকঙ্কণসূত্রিণী ব্রহ্মশঙ্কেন ব্রহ্মবিদ্যাধানং লক্ষণয়া তদ্বিষয়কং যৎ কঙ্কণং সূত্রং তদন্তি  
 যন্তাঃ সা । ব্রহ্মবিদ্যাপ্রচারেত্যর্থঃ । ভবানীত্যারভ্য ভাগধেয়িনীত্যন্তানি একোনচত্বারিংশ-  
 শতকারাদীনি নামানি ॥ ১১৭ ॥

ভারতাশয়া ভা স্বপ্রকাশা সংবিস্তৃতাং রতা যে জ্ঞানিনস্তেষু আশ্রয়ো যন্তাঃ সা ॥ ১১৮-১২০ ॥

ভূতধাত্রীরঞ্জিতেত্যেকং নাম ॥ ১২১ ॥

মাতেত্যারভ্য মহিরাশ্বরমর্দিনীত্যন্তানি চতুঃপঞ্চাশদ্বকারাদীনি নামানি ॥ ১২২-১২৯ ॥

ভোগবতী, ভবনস্থা ভিষথরা, ভামিনী, ভোগিনী, ভাষা, ভবানী, ভূরিদক্ষিণা, ভর্গাশ্রিকা,  
 ভীমবতী, ভববন্ধবিমোচিনী অর্থাৎ তাঁহার আরাধনার ভবসংসারের বন্ধনও ছিন্ন হইয়া  
 থাকে । ভজনীয়া, ভূতধাত্রী-রঞ্জিতা, ভুবনেশ্বরী, ভূজঙ্গবলয়া, ভীমা, ভেরুণ্ডা এবং  
 ভাগধেয়িনী । অনন্তর তাঁহার মকারাদি নাম সকল কীৰ্ত্তিত হইতেছে প্রবণ কর । মাতা,  
 মায়া, মধুমতী, মধুজিহ্বা, মনুপ্রিয়া, মহাদেবী, মহাভাগা, মালিনী, মীনলোচনা, মায়া-



মাহেন্দ্রী মেরুতনয়া মন্দারকুসুমার্চিতা ।  
 মঞ্জুমঞ্জীরচরণা মোক্ষদা মঞ্জুভাষিনী ॥ ১২৬ ॥  
 মধুরদ্রাবিনী মুদ্রা মলয়া মলয়াস্থিতা ।  
 মেধা মরকতশ্যামা মাগধী মেনকাশ্রজা ॥ ১২৭ ॥  
 মহামারী মহাবীরা মহাশ্যামা মনুজ্বতা ।  
 মাতৃকা মিহিরাভাসা মুকুন্দপদবিক্রমা ॥ ১২৮ ॥  
 মূলাধারস্থিতা মুক্কা মণিপূরকবাসিনী ।  
 মৃগাক্ষী মহিষাকৃতা মহিষাসুরমর্দিনী ॥ ১২৯ ॥  
 যোগাসনা যোগগম্যা যোগা যৌবনকাশ্রয়া ।  
 যৌবনী যুদ্ধমধ্যস্থা যমুনা যুগধারিণী ॥ ১৩০ ॥  
 যক্ষিণী যোগযুক্তা চ যক্ষরাজপ্রসূতিনী ।  
 যাত্রা যানবিধানজ্ঞা যদুবংশসমুদ্ভবা ॥ ১৩১ ॥  
 যকারাদি-হকারান্তা যাজুঘী যজ্ঞরূপিণী ।  
 যামিনী যোগনিরতা যাতুধানভয়ঙ্করী ॥ ১৩২ ॥

যোগাসনেত্যারভ্য যাতুধানভয়ঙ্করীত্যন্তানি যকারাদীনি বিংশতিনামানি ॥ ১৩০ ॥

যক্ষরাজস্ত প্রসূতিকা প্রসবিজী ॥ ১৩১—১৩২ ॥

তীতা, মধুমতী, মধুমাংসা, মধুদ্রবা, মানবী, মধুসংভূতা, মিথিলাপুরবাসিনী, মধুকৈটভ-  
 সংহর্জী, মেদিনী, মেঘমালিনী, মন্দোদরী, মহামারী, মৈথিলী, মনুপ্রিয়া, মহালক্ষ্মী,  
 মহাকালী, মহাকণ্ঠা, মহেশ্বরী, মাহেন্দ্রী, মেরুতনয়া, মন্দারকুসুমার্চিতা, মঞ্জুমঞ্জীরচরণা,  
 মোক্ষদা, মঞ্জুভাষিনী, মধুরদ্রাবিনী, মুদ্রা, মলয়া, মলয়াস্থিতা, মেধা, মরকতশ্যামা, মাগধী,  
 মেনকাশ্রজা, মহামারী, মহাবীরা, মহাশ্যামা, মনুজ্বতা, মাতৃকা, মিহিরাভাসা অর্থাৎ  
 সূর্য্যবৎ ভেজবিনী, মুকুন্দপদবিক্রমা, মূলাধারস্থিতা, মুক্কা, মণিপূরনিবাসিনী, মৃগাক্ষী,  
 মহিষাকৃতা এবং মহিষাসুরমর্দিনী ॥ ১২৬—১২৯ ॥

১. ~~নাম~~ নারদ ! এক্ষণে গায়ত্রীদেবীর যকারাদি নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । যোগা-  
 সনা, যোগাগম্যা, যোগা, যৌবনকাশ্রয়া, যৌবনী, যুদ্ধমধ্যস্থা, যমুনা, যুগধারিণী, যক্ষিণী,  
 যোগযুক্তা, যক্ষরাজপ্রসূতিনী অর্থাৎ যক্ষরাজ কুবের তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইরাছেন ।  
 যাত্রা, যানবিধানজ্ঞা, যদুবংশসমুদ্ভবা, যকারাদি-হকারান্তা অর্থাৎ তিনি সমস্ত অস্তঃস্বর্ণ  
 বরূপিণী । যজুঘী অর্থাৎ যজুর্বেদাধিষ্ঠাত্রী, যজ্ঞরূপিণী, যামিনী, যোগনিরতা এবং যাতু-  
 ধানভয়ঙ্করী ॥ ১৩০—১৩২ ॥

রুশ্মিণী রমণী রামা রেবতী রেণুকা রতিঃ ।  
 রৌদ্রী রৌদ্রপ্রিয়াকারা রামমাতা রতিপ্রিয়া ॥ ১৩৩ ॥  
 রোহিণী রাজ্যদা রেবা রমা রাজীবলোচনা ।  
 রাকেশী রূপসম্পন্ন রত্নসিংহাসনস্থিতা ॥ ১৩৪ ॥  
 রক্তমালাশ্রবধরা রক্তগন্ধামূলেপনা ।  
 রাজহংসসমাকৃতা রক্তারক্তবলিপ্রিয়া ॥ ১৩৫ ॥  
 রমণীয়যুগাধারা রাজিতাখিলভূতলা ।  
 রুরূচর্মপরীধানা রথিনী রত্নমালিকা ॥ ১৩৬ ॥  
 রোগেশী রোগশমনী রাবণী রোমহর্ষিণী ।  
 রামচন্দ্রপদাক্রান্তা রাবণচ্ছেদকারিণী ॥ ১৩৭ ॥  
 রত্নবস্ত্রপরিচ্ছিন্না রথস্থা রক্তভূষণা ।  
 লজ্জাধিদেবতা লোলা ললিতা লিঙ্গধারিণী ॥ ১৩৮ ॥  
 লক্ষ্মীলোলা লুপ্তবিষা লোকিনী লোকবিশ্রুতা ।  
 লজ্জা লম্বোদরী দেবী ললনা লোকধারিণী ॥ ১৩৯ ॥  
 বরদা বন্দিতা বিদ্যা বৈষ্ণবী বিমলাকৃতিঃ ।  
 বারাহী বিরজা বর্ষা বরলক্ষ্মীবিলাসিনী ॥ ১৪০ ॥

রুশ্মিণীত্যারভ্য রক্তভূষণেত্যস্তানি সপ্তত্রিংশদ্বকারাদীনি নামানি ॥ ১৩৩—১৩৭ ॥

লজ্জেত্যারভ্য লোকধারিণীত্যস্তানি ত্রয়োদশ লকারাদীনি নামানি ॥ ১৩৮—১৩৯ ॥

বরদেত্যারভ্য বাস্মীকিপরিষেবিতেষ্ট্যস্তানি সপ্তত্রিংশদ্বকারাদীনি নামানি ॥ ১৪০—১৪৪ ॥

এইরূপ তাঁহার রূকাদি নাম সকল যথা,—রুশ্মিণী, রমণী, রামা, রেবতী, রেণুকা, রতি, রৌদ্রী, রৌদ্রপ্রিয়াকারা, রামমাতা, রতিপ্রিয়া, রোহিণী, রাজ্যদা, রেবা, রমা, রাজীবলোচনা অর্থাৎ পদ্মনয়না, রাকেশী অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রস্বরূপা, রূপসম্পন্ন, রত্নসিংহাসনস্থিতা, রক্তমালাশ্রবধরা, রক্তগন্ধামূলেপনা, রাজহংসসমাকৃতা অর্থাৎ বুদ্ধা, রক্তবলিপ্রিয়া, রমণীয়যুগাধারা, রাজিতাখিলভূতলা, রুরূচর্মপরীধানা, রথিনী, রত্নমালিকা, রোগেশী, রোগশমনী, রাবণী, রোমহর্ষিণী, রামচন্দ্রপদাক্রান্তা, রাবণচ্ছেদকারিণী, রত্নবস্ত্রপরিচ্ছিন্না, রথস্থা এবং রক্তভূষণা। এইরূপ তাঁহার অপর নাম, লজ্জা, লম্বোদরী, ললনা এবং লোকধারিণী ॥ ১৩৩—১৩৯ ॥

মারক ! এক্ষণে অস্তঃস্থবকারাদি নাম সকল কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। বরদা, বন্দিতা, বিদ্যা, বৈষ্ণবী, বিমলাকৃতি, বারাহী, বিরজা, বর্ষা, বরলক্ষ্মী, বিলাসিনী, বিমতা, ব্যোমমধ্যস্থা, বারিজাসনসংস্থিতা, বাকী, বেণুসমুতা, বীতিহোজা, বিষ্ণুপিত্তী, বায়ুমণ্ডল-

বিনতা ব্যোমমধ্যস্থা বারিজাসনসংস্থিতা ।  
 বারুণী বেণুসমুতা বীতিহোত্রা বিরূপিণী ॥ ১৪১ ॥  
 বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থা বিষ্ণুরূপা বিধিক্রিয়া ।  
 বিষ্ণুপত্নী বিষ্ণুমতী বিশালাক্ষী বসুন্ধরা ॥ ১৪২ ॥  
 বামদেবপ্রিয়া বেল। বজ্রিণী বসুদোহনী ।  
 বেদাক্ষরপরীতাক্ষী বাজপেয়ফলপ্রদা ॥ ১৪৩ ॥  
 বাসবী বামজননী বৈকুণ্ঠনিলয়া বরা ।  
 ব্যাসপ্রিয়া বর্ষধরা বাল্মীকিপরিমেবিতা ॥ ১৪৪ ॥  
 শাকন্তরী শিবা শান্তা শারদা শরণাগতিঃ ।  
 শাতোদরী শুভাচার। শুভাস্বরবিমর্দিনী ॥ ১৪৫ ॥  
 শোভাবতী শিবাকারা শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী ।  
 শোণা শুভাশয়া শুভ্রা শিরঃসন্ধানকারিণী ॥ ১৪৬ ॥  
 শরাবতী শরানন্দা শরজ্জ্যাংস্থা শুভাননা ।  
 শরভা শূলিনী শুদ্ধা শবরী শুকবাহনা ॥ ১৪৭ ॥  
 শ্রীমতী শ্রীধরানন্দা শ্রবণানন্দদায়িনী ।  
 শর্বাণী শর্বরীবন্দ্যা ষড়্ভাষা ষড়্ঋতুপ্রিয়া ॥ ১৪৮ ॥  
 ষড়াধারস্থিতা দেবী ষগ্মুখপ্রিয়কারিণী ।  
 ষড়ঙ্গরূপসুমতিসুরাসুরনমস্কৃতা ॥ ১৪৯ ॥

শাকন্তরীত্যারভ্য শর্বরীবন্দ্যোত্যস্তানি একোনত্রিংশৎ শকারাদীনি নামানি ॥ ১৪৫-১৪৮ ॥  
 ষড়্ভাষেত্যারভ্য ষড়ঙ্গরূপসুমতিসুরাসুরনমস্কৃতেত্যস্তানি পঞ্চ বকারাদীনি নামানি ।  
 ষড়াধারা মূলধারপ্রভৃতয়স্তত্র স্থিতানাং দেবীনাং দেবী স্বামিনী । ষড়ঙ্গরূপা যে সুমতি-  
 সুরাসুরনমস্কৃতেত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥

মধ্যস্থা, বিষ্ণুরূপা, বিধিক্রিয়া, বিষ্ণুপত্নী, বিষ্ণুমতী, বিশালাক্ষী, বসুন্ধরা, বামদেবপ্রিয়া,  
 বেল।, বজ্রিণী, বসুদোহনী, বেদাক্ষরপরীতাক্ষী, বাজপেয়ফলপ্রদা, বাসবী, বামজননী,  
 বৈকুণ্ঠনিলয়া, বরা, ব্যাসপ্রিয়া, বর্ষধরা এবং বাল্মীকিপরিমেবিতা ॥ ১৪০—১৪৪ ॥

এইরূপ তাঁহার শাকারাদি নাম সকল শাকন্তরী, শিবা, শান্তা, শারদা, শরণাগতি,  
 শাতোদরী, শুভাচার।, শুভাস্বরবিমর্দিনী, শোভাবতী, শিবাকারা, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী  
 অর্থাৎ রুদ্রাণী, শোণা অর্থাৎ রক্তবর্ণা, শুভাশয়া, শুভ্রা, শিরঃসন্ধানকারিণী, শরাবতী,  
 শরানন্দা, শরজ্জ্যাংস্থা, শুভাননা, শরভা, শূলিনী, শুদ্ধা, শবরী, শুকবাহনা, শ্রীমতী,  
 শ্রীধরানন্দা, শ্রবণানন্দদায়িনী, শর্বাণী এবং শর্বরীবন্দ্যা বলিয়া জানিবে। এইরূপ তাঁহার

সরস্বতী সদাধারা সর্বমঙ্গলকারিণী ।  
 সামগানপ্রিয়া সূক্ষ্মা সাবিত্রী সামসম্ভবা ॥ ১৫০ ॥  
 সর্ববাসা সদানন্দা স্তুতনী সাগরাধরা ।  
 সর্বৈশ্বর্যপ্রিয়া সিদ্ধিঃ সাধুবন্ধুপরাক্রমা ॥ ১৫১ ॥  
 সপ্তমিমণ্ডলগতা সোমমণ্ডলবাসিনী ।  
 সর্বজ্ঞা সাক্ষকরুণা সমানাধিকবজ্জিতা ॥ ১৫২ ॥  
 সর্বোত্তুঙ্গা সঙ্গহীনা সদৃশা সকলেষ্টদা ।  
 সরস্বা সূর্য্যতনয়া স্নেহিনী সোমসংহতিঃ ॥ ১৫৩ ॥  
 হিরণ্যবর্ণা হরিণী হ্রীংকারী হংসবাহিনী ।  
 ক্রোমবস্ত্রপরীতাক্ষী কীরাক্ষিতনয়া ক্ষমা ॥ ১৫৪ ॥  
 গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী পার্শ্বতী চ সরস্বতী ।  
 বেদগর্ভা বরারোহা শ্রীগায়ত্রী পরাশ্রিকা ॥ ১৫৫ ॥)

সরস্বতীত্যাভ্য সোমসংহতিরিত্যস্তানি সপ্তবিংশতি সকারাদীনি নামানি । সাবিত্রী-  
 ত্যেকং নাম ॥ ১৫০ ॥

সাধুবন্ধুপদক্রমা সাধুনাং স্বভক্তানাং যে বন্ধবো মিত্রাণি তেবু পদক্রমঃ পদসঙ্কারো  
 ক্রমঃ স্বভক্তভক্তেষুপি দয়াবতীতার্থঃ ॥ ১৫১—১৫২ ॥

সরস্বা মধুমক্ষিকা ॥ ১৫৩ ॥

হিরণ্যবর্ণেত্যাদীনি চত্বারি হকারাদীনি নামানি । লুলয়োরভেদাঙ্গকারাদিনামতির্যেব  
 লকারাদিনামাত্মপি সংগৃহীতানীতি মত্রে মুনিঃ । ক্রোমবস্ত্রপরীতাক্ষীত্যাভ্য জ্ঞাণ  
 নামানি ক্ষকারাদীনি ॥ ১৫৪ ॥

গায়ত্রাদীনি অষ্টৌ নামানি মাতৃকাক্রমরহিতানি ॥ ১৫৫ ॥

অপর নাম বড়ভাষা, বড়ঋতুপ্রিয়া, বড়াধারস্থিতাদেবী অর্থাৎ মূলধারাদি ষট্চক্রস্থিত  
 দেবতারও দেবতা, বড়ঋতুপ্রিয়কারিণী, বড়রূপসুমতিস্বরাস্বরনমস্কৃতা অর্থাৎ বেদাঙ্গরূপ  
 দেবতা এবং অস্ত্রাঙ্গ অস্ত্রগণ কর্তৃক পূজিতা ॥ ১৪৫—১৪৯ ॥

এইরূপ সরস্বতী, সদাধারা, সর্বমঙ্গলকারিণী, সামগানপ্রিয়া, সূক্ষ্মা, সাবিত্রী, সাম-  
 সম্ভবা, সর্ববাসা, সদানন্দা, স্তুতনী, সাগরাধরা, সর্বৈশ্বর্যপ্রিয়া, সিদ্ধি, সাধুবন্ধুপরাক্রমা  
 অর্থাৎ সাধুদিগের রক্ষার জন্যই তাঁহার পরাক্রম । সপ্তমিমণ্ডলগতা অর্থাৎ অক্ষরভী-  
 তরূপা, সোমমণ্ডলবাসিনী অর্থাৎ অমৃতরূপিণী, সর্বজ্ঞা, সাক্ষকরুণা, সমানাধিকবজ্জিতা,  
 সর্বোত্তুঙ্গা, সঙ্গহীনা, সদৃশা, সকলেষ্টদা, সরস্বা, সূর্য্যতনয়া, স্নেহিনী, এবং সোম-  
 সংহতি ॥ ১৫০—১৫৩ ॥ এইরূপ তাঁহার অপর নাম হিরণ্যবর্ণা, হরিণী, হ্রীংকারী, হংস-  
 বাহিনী, ক্রোমবস্ত্রপরীতাক্ষী, কীরাক্ষিতনয়া, ক্ষমা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, পার্শ্বতী, সরস্বতী,  
 বেদগর্ভা, বরারোহা, শ্রীগায়ত্রী এবং পরাশ্রিকা বলিয়া জামিবে ॥ ১৫৪—১৫৫ ॥



ইতি সাহস্রকং নাম্নাং গায়ত্রীশৈব নারদ ! ।  
 পুণ্যদং সৰ্বপাপহরং মহাম্পত্তিদায়কম্ ॥ ১৫৬ ॥  
 এবং নামানি গায়ত্রীস্তোমোৎপত্তিকরানি হি ।  
 অষ্টম্যাক্ষ বিশেষেণ পঠিতব্যং দ্বিজৈঃ সহ ॥ ১৫৭ ॥  
 জপং কৃৎবা হোমপূজাধ্যানং কৃৎবা বিশেষতঃ ।  
 যস্যৈ কস্যৈ ন দাতব্যং গায়ত্রীস্তু বিশেষতঃ ॥ ১৫৮ ॥  
 স্তুভক্তায় শ্রুশিষ্যায় বক্তব্যং শৃঙ্গরায় বৈ ।  
 ভ্রষ্টেভ্যঃ সাধকেভ্যশ্চ বাক্বেভ্যো ন দৰ্শয়েৎ ॥ ১৫৯ ॥  
 যদগৃহে লিখিতং শাস্ত্রং ভয়ং তস্য ন কস্মচিৎ ।  
 চঞ্চলাপি স্থিরা ভূত্বা কমলা তত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৬০ ॥  
 ইদং রহস্যং পরমং গুহ্যদগুহ্যতরং মহৎ ।  
 পুণ্যপ্রদং মনুষ্যাণাং দরিদ্রাণাং নিধিপ্রদম্ ॥ ১৬১ ॥  
 মোক্ষপ্রদং মুমুকুশাং কামিনাং সৰ্বকামদম্ ।  
 রোগাষ্টৈ মুচ্যতে রোগী বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৬২ ॥

(এবং (এবং নাম্নাং সহস্রমুক্তা অধুনা তন্মাহাশ্রয়ং বক্তৃমুপক্রমতে ইতীতি ॥ ১৫৬—১৬২ ॥

নারদ ! এই আমি তোমার নিকট গায়ত্রীর সহস্র নাম কীর্তন করিলাম । ইহা  
 শ্রবণ করিলে পুণ্যোৎপত্তি হয় এবং সৰ্বপাপ বিনষ্ট হইয়া অতুল ঐশ্বর্য লাভ হইয়া  
 থাকে ॥ ১৫৬ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী তিথিতে ধ্যান, পূজা, হোম ও জপ করিয়া, পরে  
 ব্রাহ্মগণের সহিত একত্রে পাঠ করিলে সৰ্বরূপ সম্ভোগ লাভ হইয়া থাকে । নারদ !  
 গায়ত্রীদেবীর এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম যাহাকে তাহাকে প্রদান করিও না । যে ব্যক্তি  
 অজিহ্ম ভক্ত, ব্রাহ্মণ ও অমুগত শিষ্য হইবে তাহাকেই ইহার বিষয় বলিবে । পরন্তু,  
 যদি কোন ভ্রষ্টাচার সাধক পরম বদ্ধ ও হয়, তথাপি তাহাকে দর্শন করাইবে না ॥ ১৫৭-১৫৯ ॥  
 এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম যে গৃহে লিখিত থাকে, সেই গৃহে কোনও রূপ ভয় থাকে না ;  
 পরন্তু কমলা, চঞ্চলা হইলেও স্থিরা অবলম্বন করতঃ নিয়তই সেই গৃহে বাস করিয়া  
 থাকেন ॥ ১৬০ ॥ এই অতিগুহ্য পরম মহৎ রহস্য সকল যদ্ব্যবসায়ই পুণ্য, দরিদ্রগণের  
 নিধি, মুমুকুর মোক্ষ এবং সকলের সকল অভিলাষই প্রদান করিয়া থাকে । অধিক কি,  
 ইহা পাঠ করিলে পর রোগী রোগ হইতে এবং বন্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে ।  
 বৃদ্ধত্যা, স্ত্রীগণ, স্বর্ণহর, গুহ্যদায়ক, মনঃপ্রতিভা ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি

ব্রহ্মহত্যাস্থরাপানমুৰ্ণস্তেয়িনো নরাঃ ।

শুরুতরগতো বাপি পাতকাং মুচ্যতেসকুং ॥ ১৬৩ ॥

অসংপ্রতিগ্রহাচ্চৈবাতক্যভক্ষাদিশেষতঃ ।

পাষাণান্তমুখ্যেভ্যঃ পঠনাদেব মুচ্যতে ॥ ১৬৪ ॥

ইদং রহস্তমমলং ময়োক্তং পদ্মজোদ্ভব ! ।

ব্রহ্মসায়ুজ্যদং নৃণাং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
গায়ত্রীসহস্রনামস্তোত্রকথনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ক। কথ্যন্তেষাং পাপানাং ব্রহ্মহত্যাশুরুতরপাপাত্তপি নশ্রুতীত্যর্থঃ ॥ ১৬৩—১৬৫ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

শুরুতর পাপ সকল বিনষ্ট হয়। পাষাণ ও মিথ্যাবাদিগণ ইহা পাঠ করিয়াও পবিত্র হইতে পারে ॥ ১৬১—১৬৪ ॥ নারদ ! এই পরম রহস্তটি আমি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ; ইহা দ্বারা সমস্ত মানবেই ব্রহ্মসায়ুজ্য লাভ করিতে পারে ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকায়ক মহাপুরাণ শ্রীমদ্  
ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীদেবীর অষ্টোত্তর সহস্র নাম  
কীর্তন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

শ্রুতং সহস্রনামাখ্যং শ্রীগায়ত্রীফলপ্রদম্ ।

স্তোত্রং মহোন্নতিকরং মহাভাগ্যকরং পরম্ ॥ ১ ॥

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি দীক্ষালক্ষণমুত্তমম্ ।

বিনা যেন ন সিধ্যত দেবীমন্ত্রেহধিকারিতা ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং স্ত্রীণাং তথৈব চ ।

সামান্তবিধিনা সর্বং বিস্তরেণ বদ প্রভো ! ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শৃণু দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি শিষ্যাণাং ভাবিতান্ননাম্ ।

দেবাগ্নিগুরুপূজাদাবধিকারো বয়া ভবেৎ ॥ ৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকৈঃ শতশ্লোকৈরুতঃ পরম্ ।

দীক্ষাবিধিঃ সমাসেন বক্তি নারায়ণো মুনিঃ ।

অত্রাধুনিকপুস্তকেষু অষ্টাবধ্যায়া বৈষ্ণবতন্ত্রস্থাঃ কেনচিৎ প্রক্ষিপ্তা দৃশ্যন্তে । তত্র শক্তিদীক্ষাপ্রকরণে তৎকথনশ্রাসঙ্গতেঃ প্রাচীনপুস্তকেষু তেষামদর্শনাচ্চ সোহপপাঠঃ । ততঃ প্রাচীনপুস্তকপাঠগুরুদৈব ব্যাখ্যায়তে । সহস্রনামশ্রবণোত্তরং নারদঃ পৃচ্ছতি শ্রুতং সহস্রনামেতি ॥ ১ ॥

দীক্ষালক্ষণং দীক্ষাবিধিস্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণানামিত্যর্কশ্চ দেবীমন্ত্রেহধিকারিতেতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

বয়া ভবেদिति । তদ্বক্তব্যম্ । অদীক্ষিতশ্চ মরণং রোরবায় প্রকল্পতে । ন পূজাদাবধিকারোহস্তি বিনা দীক্ষাং বরাননেইতি ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন , ভগবন্ ! মহাভাগ্যকর ও সম্পত্তিবৃদ্ধিকর এবং গায়ত্রীফলপ্রদ সহস্র নামস্তোত্র শ্রবণ করিলাম ; এক্ষণে, যে দীক্ষা ব্যতিরেকে কিছুই সিদ্ধ হয় না, অধিক কি বাহ্য ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা স্ত্রীলোকদিগের দেবীমন্ত্রে অধিকারই জন্মে না ; আমি সেই দীক্ষার লক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । প্রভো ! আপনি অনুগ্রহ পূর্বক তাহার সামান্ত ও বিশেষ বিধি সকল কীৰ্ত্তন করুন ॥ ১—৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন ; নারদ ! শুদ্ধচিত্ত শিষ্যগণের দীক্ষা বিধির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর । এই দীক্ষা হইলে পর তবে সকলের দেবপূজাদিতে অধিকার হইবে ইহাই জানিও ॥ ৪ ॥ বেদতন্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ কহেন, বাহ্য দ্বারা দিব্যজ্ঞানের উৎপত্তি এবং

দিব্যাং জ্ঞানং হি যা দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপকরস্ত য়া ।

সৈব দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা বেদতন্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৫ ॥

অবশ্যং সা তু কর্তব্য্য যতো বহুফলা মতা ।

গুরুশিষ্যাবুভাবত্ৰাপ্যতিশুদ্ধাবপেক্ষিতৌ ॥ ৬ ॥

গুরুস্ত বিধিবৎ প্রাতঃকৃত্যং সৰ্বং বিধায় চ ।

স্নানসঙ্কাদিকং সৰ্বং যথাবিধি বিধায় চ ॥ ৭ ॥

কমণ্ডলুকরো মৌনী গৃহং যায়াৎ সরিতট্যাৎ ।

যাগমণ্ডপমাসাদ্য বিশেষত্বাসনে বরে ॥ ৮ ॥

আচম্য প্রাণানায়ম্য গন্ধপুষ্পবিমিশ্রিতম্ ।

সপ্তবারাঙ্গমস্ত্রেণ জপ্তং বারি স্নসাধয়েৎ ॥ ৯ ॥

বারিণা তেন মতিমানঙ্গমন্ত্রং সমুচ্চরন্ ।

প্রোক্ষয়েদ্ধারমখিলং ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

দীক্ষাপদার্থমাহ দিব্যাং জ্ঞানমিতি । দাণ্‌দানে কি কয়ে ইতি ধাতুধরনিপ্পন্নো দীক্ষা-  
শব্দ ইত্যর্থঃ । যা দীক্ষা ক্রিয়া ॥ ৫ ॥

অতিশুদ্ধৌ মাতৃতঃ পিতৃতঃ আচারতন্ত্ৰেত্যর্থঃ । তদ্বক্তং শারদায়াঃ মাতৃতঃ পিতৃতঃ  
শুদ্ধ ইতি ॥ ৬ ॥

বিধিবদिति । পূর্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ৭ ॥

যাগমণ্ডপং দীক্ষাস্থানম্ । মণ্ডপশব্দেন কুণ্ডমণ্ডপোক্তবিধিনা ষোড়শহস্তপরিমিতঃ  
কুণ্ডমণ্ডপঃ কর্তব্য ইতি স্থচিতম্ । তদ্বক্তং পিঙ্গলামতে । কলাকরপ্রমাণঃ ত্র্যং মণ্ডপো মুখ্য  
এব চেতি । তদ্বিধিষ্ট গ্রন্থাঙ্করাদবলয়েরঃ ॥ ৮ ॥

অঙ্গমস্ত্রেতি । অৰ্ঘ্যপাত্রে জলং গৃহীত্বা গন্ধপুষ্পে প্রক্ষিপ্য সপ্তবারং কড়িত্যঙ্গমস্ত্রে-  
ণাভিমন্ত্রয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অঙ্গমন্ত্রং কট্‌মন্ত্রম্ । দ্বারং মণ্ডপদ্বারম্ । দ্বারমিতি জাঠৈত্যকবচনাচ্ছারি মণ্ডপদ্বারান্বী-  
ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সমস্ত পাপের বিনাশ হয়, তাহাকেই দীক্ষা কহে ॥ ৫ ॥ এই বহুফলপ্রদ দীক্ষা গ্রহণ  
করা অবশ্য কর্তব্য । পরন্তু, এই দীক্ষাকার্য্যে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই স্বতঃ এবং আচা-  
রতঃ শুদ্ধ হওয়া উচিত ॥ ৬ ॥ গুরু প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্যাদি সমস্ত কার্য্য যথাবিধানে  
সমাপন করিয়া পরে স্নান ও সঙ্কাদি সমস্ত কার্য্য সমাপন করিবে, অনন্তর সরিতট্যাৎ  
হইতে কমণ্ডলু গ্রহণ ও মৌনাবলম্বন পূর্বক গৃহাতিমুখে প্রতিনিযুক্ত হইবে । তৎপরে,  
দীক্ষার জন্ত নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া আসনোপরি উপবেশন করিবে ॥ ৭—৮ ॥ পরে  
আচমন এবং প্রাণায়াম করিয়া অৰ্ঘ্যপাত্রে জল গ্রহণ করিবে, তদনন্তর তাহাতে গন্ধপুষ্প  
নিষ্ক্ষেপ করিয়া কট্‌কার মন্ত্র দ্বারা সপ্তবার সেই জল অতিমন্ত্রিত করিবে ॥ ৯ ॥ পরে, সেই  
অতিমন্ত্রিত জল দ্বারা কট্‌মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ মণ্ডপদ্বার দ্বক দিক্ত করিয়া পূজা আরম্ভ



উর্দ্ধোদ্বারকে দেবং গণনাথং তথা শ্রিয়ম্ ।  
 সরস্বতীং নামমন্ত্রেঃ পূজয়েদগন্ধপুষ্পকৈঃ ॥ ১১ ॥  
 দ্বারদক্ষিণশাখায়াং গজাং বিশেষমর্চয়েৎ ।  
 দ্বারস্ত্র্য বামশাখায়াং ক্ষেত্রপালকং সূর্য্যজাম্ ॥ ১২ ॥  
 দেহল্যাং পূজয়েদস্ত্র্যদেবতামস্ত্রমস্ত্রতঃ ।  
 সর্বং দেবীময়ং দৃশুমিতি সঙ্কিত্য সর্বতঃ ॥ ১৩ ॥  
 দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নানস্ত্রমস্ত্রজপেন তু ।  
 অন্তরিক্শগতান্ বিঘ্নান্ পাদঘাতৈস্ত্র্য ভূমিগান্ ॥ ১৪ ॥  
 বামশাখাং স্পৃশন্ পশ্চাৎ প্রবিশেদক্ষিণাঙ্জিহ্বা ।  
 প্রবিষ্ঠ কুন্তং সংস্থাপ্য সামান্যার্ঘ্যং বিধায় চ ॥ ১৫ ॥  
 তেন চার্ঘ্যজলেনাপি নৈষ্কর্ত্যাং দিশি পূজয়েৎ ।  
 বাস্তুনাথং পদ্মযোনিং গন্ধপুষ্পাক্রতাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

উর্দ্ধোদ্বারকে দ্বারতোর্দ্ধকলকপ্রথমপ্রান্তে গণনাথং মধ্যে লক্ষ্মীং দ্বিতীয়প্রান্তে সর-  
 স্বতীং পূজয়েদিত্যর্থঃ । নামমন্ত্রেণেশ্বরনম ইত্যাদিভিঃ ॥ ১১ ॥

গজাং প্রথমতঃ সংপূজ্য তদ্বামভাগে বিশেষমর্চয়েদিত্যর্থঃ । তথা ক্ষেত্রপালং প্রথমত-  
 তদ্বামভাগে সূর্য্যজাং যমুনাং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

দেহল্যামধোদেহল্যাং অস্ত্রমস্ত্রতঃ কটুমস্ত্রতঃ । অনন্তরং মণ্ডপমধ্যে সর্বদেবীময়-  
 মস্ত্রীতি বিভাব্যোক্তং পশ্চন্ দিবি ভবান্ বিঘ্নানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পাদঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমান্ বিঘ্নানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তরং অন্তঃস্থিতবিঘ্ননির্গমনার্থং মার্গং পরিত্যজ্য দ্বারবামশাখাং স্পৃশন্ দক্ষিণা-  
 ঙ্জিমগ্রে দ্বা মণ্ডপে প্রবিশেদিত্যাহ বামশাখামিতি । অন্তঃস্থিতা বিঘ্না নির্গচ্ছন্তি অহং স্বতঃ

করিবে ॥ ১০ ॥ প্রথমতঃ দ্বারের উর্দ্ধদেশের প্রথম প্রান্তে গণনাথকে, দ্বিতীয় প্রান্তে  
 সরস্বতীকে ও মধ্যে লক্ষ্মীদেবীকে স্বয়ং মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা  
 করিবে ॥ ১১ ॥ পরে, দ্বারের দক্ষিণ শাখায় গজা ও বিশেষের এবং বামশাখায় ক্ষেত্রপাল  
 ও সূর্য্যজা অর্থাৎ যমুনার পূজা করিবে ॥ ১২ ॥ এইরূপ, দ্বারদেশের অধোদেহীভাগে  
 কটুমন্ত্র দ্বারা অস্ত্র দেবতার পূজা করিয়া সমস্ত মণ্ডপটিকে দেবীময় চিত্তা করিয়া তদ্বয়  
 দর্শন করিবে ॥ ১৩ ॥ পরে, কটুমন্ত্র জপ করতঃ দ্বিবি বিঘ্ন ও অন্তরিক্শগত বিঘ্ন সকল নষ্ট  
 করিয়া বামশাখায় তিনটী পার্শ্বঘাত দ্বারা ভূমিগত বিঘ্ন সকল নষ্ট করিবে ॥ ১৪ ॥ অনন্তর,  
 বামশাখা স্পর্শ করিয়া অস্ত্রে দক্ষিণ পদ নিক্ষেপ করতঃ মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিবে । পরে  
 শান্তিকুন্ত স্থাপন করিয়া সামান্যার্ঘ্য বিধান করিবে ॥ ১৫ ॥ অনন্তর, গন্ধপুষ্প ও আতপ  
 তুলন এবং সেই সর্বময় দ্বারা নৈষ্কর্ত দিকে, বাস্তুনাথ ও পদ্মযোনির পূজা করিয়া গন্ধ

ততঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চগব্যং তেন চার্ঘ্যোদকেন চ ।

তোরণস্তম্ভপৰ্য্যন্তং প্রোক্ষয়েৎ মণ্ডপং গুরুঃ ॥ ১৭ ॥

সৰ্বং দেবীময়ং চেদং ভাবয়েন্মনসা কিল ।

মূলমন্ত্রং জপন্ ভক্ত্যা প্রোক্ষণং স্মৃৎ শরাণুনা ॥ ১৮ ॥

শরমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য তাড়য়েৎ মণ্ডপকুমারম্ ।

হংমন্ত্রস্ত সমুচ্চাৰ্য্য কুর্যাদভ্যাক্ষণং ততঃ ॥ ১৯ ॥

ধূপয়েদন্তরং ধূপৈর্বিবিকিরান্ বিকিরেত্ততঃ ।

মার্জ্যৈস্তাংস্ত মার্জ্যন্তা কুশনির্মিতয়া পুনঃ ॥ ২০ ॥

ঈশানদিশি তৎ পুঞ্জং কৃৎ সংস্থাপয়েন্মুনে ।

পুণ্যাহবাচনং কৃৎ দীনানাথাংশ্চ তোষয়েৎ ॥ ২১ ॥

বিশেষ্মৃদ্বাসনে পশ্চাৎমমকৃত্য গুরুং নিজম্ ।

প্রাঙ্গুথো বিধিবদ্ধ্যাহা দেয়মন্ত্রস্ত দেবতাম্ ॥ ২২ ॥

প্রবিশামীতি ভাবয়ন্ প্রবিশেদিতি তাৎপর্য্যম্ । সামান্তার্থ্যং পূর্ববৎ ॥ ১৫—১৭ ॥

শরাণুনামন্ত্রেণ ॥ ১৮ ॥

মণ্ডপকুমারং মণ্ডপভূবম্ ॥ ১৯ ॥

বিকিরানিতি । তদ্রূপং চিত্রব্রীতস্তে । জালচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদূর্লাভুরাক্রান্তাঃ । বিকিরা  
ইতি সন্ধিষ্টাঃ সর্ববিদ্যোবনাশনা ইতি । তাংস্থিতি । তান্ বিকিরানিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তৎপুঞ্জমিতি । তস্মিন্ পুঞ্জঃস্ত্রে বর্জনীস্থাপনং বক্ষ্যতি ॥ ২১ ॥

দেয়মন্ত্রস্তেতি । শিষ্যস্ত যো দেবো মন্ত্রস্তস্ত দেবতামিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গব্য শোধন করিবে । পরে, তদ্বারা এবং সেই পূর্বোক্ত অর্ঘ্যোদক দ্বারা তোরণস্তম্ভ পর্য্যন্ত  
মমন্ত মণ্ডপ প্রোক্ষিত করিবে ॥ ১৬-১৭ ॥ পরন্তু, প্রোক্ষণ করিবার সময় মনে মনে সমস্তই  
দেবীময় চিন্তা করিয়া ভক্তিপূর্বক মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে কট্কার মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ  
করিবে ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, কট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মণ্ডপস্থান আড়না  
করিবে । পরে, হং মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তাহার অভ্যাক্ষণ করিবে ॥ ১৯ ॥ তৎপরে তাহার  
অভ্যাক্ষর ধূপদ্বারা প্রোক্ষিত করিবে এবং তদ্বধ্যে অক্ষত সকল বিকীর্ণ করিয়া কুশনির্মিত  
সংমার্জ্যনী দ্বারা পরিষ্কার করিবে ॥ ২০ ॥ তদনন্তর সেই তৎপুঞ্জগুঞ্জ ঈশানকোণে স্থাপন  
করিয়া পুণ্যাহবাচন করিবে এবং তৎপরে দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকে দানাদি দ্বারা সন্তুষ্ট  
করিবে ॥ ২১ ॥ এই সমস্ত কার্যের অন্ত্যস্তান করিয়া পরে নিজ গুরুকে প্রণাম করতঃ সেই  
ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিয়া পূর্বমুখে বৃদ্ধ আসনোপরি উপবেশন করিবে ॥ ২২ ॥ নান্য ।

ভূতশুদ্ধাদিকং কৃত্বা পূর্বোক্তেনৈব বস্তুনা ।  
 ঋষ্যাদিন্যাসকং কুর্যাদেয়মন্ত্রস্তা বৈ যুনে ॥ ২৩ ॥  
 ঋসেন্মুনিষ্ঠ শিরসি মুখে ছন্দঃ সমীরিতম্ ।  
 দেবতাং হৃদয়াস্তোজে গুহ্যে বীজস্ত পাদয়োঃ ॥ ২৪ ॥  
 শক্তিং বিন্যস্ত পশ্চাত্ত্ব তালত্রয়রবাস্ততঃ ।  
 দিগ্বন্ধং কারয়েৎ পশ্চাৎ ছোটিকাভিস্তিভিনরঃ ॥ ২৫ ॥  
 প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা মূলমন্ত্রমনুস্মরন্ ।  
 মাতৃকাং বিন্যসেদেহে তৎপ্রকারস্তথোচ্যতে ॥ ২৬ ॥  
 ওঁ অংনম ইতি প্রোচ্য ঋসেচ্ছিরসি মন্ত্রবিৎ ।  
 এবমেব তু সর্বেষু ঋসেৎ স্থানেষু বৈ যুনে ॥ ২৭ ॥  
 মূলমন্ত্রষড়ঙ্গং ঋসেদঙ্গেষু সত্তমঃ ।  
 অঙ্গুষ্ঠাদিষঙ্গুলীষু হৃদয়াদিষু চ ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥

পূর্বোক্তেনৈকাদশস্কন্ধোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৩ ॥

ঋষ্যাদিন্যাসস্থানান্তাহ ঋসেদিতি ॥ ২৪ ॥

তালত্রয়রবাদিতি । তালত্রয়শব্দেন দিব্যান্তরিকভৌমবিয়ানুৎসার্যা ছোটিকাভির্দিগ্বন্ধং কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

ওঁ অং নম ইতি । ওঁ অং নমঃ ওঁ আং নমঃ ওঁ ইং নম ইত্যাদিপ্রকারেণ শিরসাদি-  
 স্থানেষু মাতৃকান্যাসপ্রকরণে সর্বত্র প্রসিদ্ধে ঋসেদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

মূলমন্ত্রেতি । দেয়মন্ত্রস্তেত্যর্থঃ । স চ ষড়ঙ্গস্তত্তৎকরে প্রসিদ্ধঃ । ষড়ঙ্গান্যাসস্থানান্তাহ  
 অঙ্গুষ্ঠাদিষতি ॥ ২৮ ॥

ইহার পর পূর্বকথিত নিয়ুমানারে ভূতশুদ্ধাদি কার্য্য করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে দেয়মন্ত্রের  
 ঋষ্যাদিন্যাস করিবে । অর্থাৎ মন্তকে ঋষি, মুখে ছন্দঃ, হৃদয়ে ইষ্টদেবতা, গুহ্যে বীজ এবং  
 পদদ্বয়ে শক্তিভ্যাস করিয়া তালত্রয় দ্বারা অন্তরিক ও ভৌমবিয় সকল নিরাকরণ করিয়া  
 পশ্চাৎ ছোটিকাভয় দ্বারা নিগন্ধন করিবে ॥ ২৩—২৫ ॥ তদনন্তর দেয় ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্র  
 দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া নিজদেহে মাতৃকান্যাস করিবে ; অর্থাৎ ওঁ অং নমঃ শিরসি, ওঁ  
 আং নমঃ মুখে, ওঁ ইং নমঃ দক্ষিণ চক্ষুষি, ওঁ ঈং নমঃ বামচক্ষুষি ইত্যাদি ক্রমে বর্ধান্বিত  
 সমস্ত বর্ণ সকলের ভ্যাস করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥ অনন্তর, অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিতে ক্রমান্বিত  
 করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রকারে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে অঙ্গভ্যাস করিবে অর্থাৎ ওঁ হৃদয়  
 নমঃ বলিয়া হৃদয়, ওঁ শিরসে নমঃ বলিয়া মস্তক, ওঁ নিখাটে নমঃ বলিয়া নিখা,  
 ওঁ পদে নমঃ বলিয়া পদ ইত্যাদি ॥

নমঃ স্বাহা বষড়্-যুজৈহুং-বৌষট্-ফট্-পদাঙ্ঘ্রিতৈঃ ।  
 প্রণবাদিযুজৈর্মুজৈঃ ষড়্ ভিরেবং ষড়্ঙ্গকম্ ॥ ২৯ ॥  
 বর্ণস্তাসাদিকং পশ্চামূলমজ্জস্ত যোজয়েৎ ।  
 স্থানেষু তত্তৎকল্পোক্তৈষিতি স্তাসবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥  
 ততো নিজে শরীরেহস্মিংশ্চিস্তয়েদাসনং শুভম্ ।  
 দক্ষাংসে চ স্তসেদধর্ম্যং বামাংসে জ্ঞানমেব চ ॥ ৩১ ॥  
 বামোরৌ চাপি বৈরাগ্যং দক্ষোরাবথ বিষ্ঠসেৎ ।  
 ঐশ্বর্য্যং মুখদেশে তু মুনে ! ধ্যায়ৈদধর্ম্যকম্ ॥ ৩২ ॥  
 বামপার্শ্বেনাভিদেহে দক্ষপার্শ্বে তথা পুনঃ ।  
 নঞাদীংশ্চাপি জ্ঞানাদীন্ পূর্ব্বোক্তান্নেব বিষ্ঠসেৎ ॥ ৩৩ ॥  
 পাদা ধর্ম্যাদয়ঃ প্রোক্তাঃ পীঠস্ত মুনিসত্তম ! ।  
 অধর্ম্যাদ্যস্ত গাত্রাণি স্মৃতানি মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ৩৪ ॥

নমঃ স্বাহেতি । হৃদয়ায় নমঃ । শিরসে স্বাহা । শিখায়ৈ বষট্ । কবচায় হুং । নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । অস্ত্রায় ফট্ । ব্রীত্যেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

ততো নিজদেহে বক্ষ্যমাণক্রমেণ দেব্যা আসনং কল্পয়েদিত্যাহ ততো নিজে ইতি । তমেব ক্রমমাত্ৰ দক্ষাংসে ইতি ॥ ৩১—৩২ ॥

নঞাদীনতি । নঞপূর্ব্বানিত্যর্থঃ । তথাচাধর্ম্যায় নমঃ । অজ্ঞানায় নমঃ । অবৈরাগ্যায় নমঃ । অনৈশ্বর্য্যায় নম ইতি মন্ত্রাঃ সম্প্রদাঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মিন্ কল্পিতে আসনে পর্য্যককল্পনামাহ পাদা ধর্ম্যাদয় ইতি । পাদাঃ পর্য্যকখুরা ধর্ম্যাদয়ো জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ । অধর্ম্যাদয়স্ত পর্য্যকগাত্রাণীতি জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ওঁ কবচায় হুং বলিয়া কবচ, ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বলিয়া নেত্র এবং ওঁ অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া করতলপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ষড়্ঙ্গস্তাস করিবে ॥ ২৮—২৯ ॥ অনস্তর, তৎতৎকল্পোক্ত স্থানে মূলমঞ্জের বর্ণস্তাসাদি করিয়া স্তাস কার্য্য সমাপন করিবে ॥ ৩০ ॥

নারদ ! ইহার পর নিজ শরীরে শুভ আসন কল্পনা করিয়া, তাহার দক্ষিণাংশে ধর্ম্য, বামাংশে জ্ঞান, বাম উরুর বৈরাগ্য, দক্ষিণ উরুর ঐশ্বর্য্য, মুখদেশে অধর্ম্য, বামপার্শ্বে অজ্ঞান, নাভিদেহে অবৈরাগ্য এবং দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যের স্তাস করিবে ॥ ৩১—৩৩ ॥  
 আরদ ! সেই শরীরকল্পিত আসনের পাদা-সকল ধর্ম্যাদিকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অধর্ম্যাদিকে চিন্তা করিবে ॥ ৩৪ ॥ সেই আসনের মধ্যে হৃদয়স্থানে অনন্তদেবকে মুহূর্ত্তব্য স্বরূপ



মধ্যোহনস্তং হৃদি স্থানে অসেন্দু দ্বাসনে স্থলে ।  
 প্রপঞ্চপদ্যং বিমলং তস্মিন্ সূর্যোন্দুপাবকান্ ॥ ৩৫ ॥  
 অসেন্ কলাযুতান্ মন্ত্রী সংক্লেপাত্তান্ বদাম্যহম্ ।  
 সূর্য্যস্ত দ্বাদশকলাস্তা ইন্দোঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥  
 দশ বহ্নেঃ কলাঃ প্রোক্তান্তাভিযুক্তাংস্ত তান্ স্মরেৎ ।  
 সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব অসেন্তেষামথোপরি ॥ ৩৭ ॥  
 আত্মানমস্তরাত্মানং পরমাত্মানমেব চ ।  
 জ্ঞানাত্মানং অসেন্দিদ্বানিথং পীঠস্ত কল্পনা ॥ ৩৮ ॥  
 অমুকাসনায় নম ইতি মন্ত্ৰেণ সাধকঃ ।  
 আসনং পূজয়িত্বা তু তস্মিন্ ধ্যয়েৎ পরাশ্রিকাম্ ॥ ৩৯ ॥  
 কল্লোক্তবিধিনা মন্ত্রী দেয়মন্ত্রস্ত দেবতাম্ ।  
 মানসৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েতাং যথাবিধি ॥ ৪০ ॥

মধ্যোহনস্তমিতি । তৎকালস্তং যুগ্মাসনে যুগ্মতুলিকাস্থানে ভাবয়েদিত্যর্থঃ । তস্মিন্ নস্তে  
 প্রপঞ্চপদ্যং ভাবয়েত্তস্মিন্ কমলে সূর্যোন্দুপাবকানুপর্য্যাপরি অসেন্দুভাবয়েচ্চেত্যাং প্রপঞ্চপদ্য-  
 মিতি ॥ ৩৫ ॥

কলাযুতানি মণ্ডলানি অসেন্দিত্যাং অসেন্ কলাযুতানিতি । কস্ত কতি কলাঃ সন্তীতি  
 তদাহ সূর্য্যস্ত দ্বাদশেতি ॥ ৩৬ ॥

তে চ সূর্য্যাদয়ঃ প্রণবস্ত বর্ণত্রয়পূৰ্ব্বকা অন্তব্যা ইতি তন্ত্রাস্তরে উক্তম্ । তথাচারং  
 প্রয়োগঃ । অং সূর্য্যামণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ । উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ ।  
 মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ । ইতি প্রয়োগঃ কৃত্বা অসেন্দিত্যর্থঃ । তদুপরি সত্ত্বাদিগুণ-  
 ত্রয়ং অসেন্দিত্যাং সত্ত্বং রজ ইতি । সং সত্ত্বায় নমঃ । রং রজসে নমঃ । তং তমসে নম ইতি  
 প্রয়োগঃ ॥ ৩৭ ॥

আত্মানমিতি । তে চ চত্বারি আত্মানো দেবীস্থানাং পূৰ্ব্বাদিদিহু অসেন্দিতি তু চিহ্নমী-  
 ত্ত্বাদুহম্ ॥ ৩৮ ॥

অমুকাসনায় নম ইতীতি । অমুকশব্দস্থানে পূজনীয়দেবতানাম গ্রাহমিত্যর্থঃ । যথা  
 ছর্গাসনায় নমঃ । গায়ত্র্যাসনায় নম ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

পঞ্চাং । করিয়া তদুপরি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিমলপদ্ম স্বরূপ চিত্তা করিবে । পরে, সেই পদ্মে  
 ধারা প্রাণাঃ । ও অগ্নিকে আস করিয়া, সূর্য্যকে দ্বাদশকলাযুক্ত, চন্দ্রকে ষোড়শকলাবিশিষ্ট ও  
 আং নমঃ যুগ্মে, কলাবিত বলিয়া স্মরণ করিবে । অনন্তর, ইহার উপরিভাগে, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ,  
 সমস্ত বর্ণ সকলে, য়া, পরমায়া ও জ্ঞানাত্মাকে আস করিয়া পীঠকল্পনা করিবে ॥ ৩৫-৩৮ ॥ তদ-  
 করিয়া মূলমন্ত্র ধার্য্য হাহাকে ইষ্টদেবতার আসন স্মরণ করিয়া তাঁহার উপর ইষ্টদেবতা পরাশ্রিকাকে  
 নমঃ বলিয়া হৃদয় ॥ ৩৯ ॥ তৎপরে, সাধক দেয় মন্ত্রদেবতাকে একমোক্ত বিধানানুসারে মানসো-

মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েদ্বিমান্ কল্লোক্তা মোদকারকাঃ ।  
যাভির্বিরচিতাভিস্ত মোদো দেব্যাস্ত জায়তে ॥ ৪১ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ স্ববামভাগাণ্ডে ষট্ কোণোপরি বর্তূলম্ ।  
চতুরস্রমুতং সম্যগ্ধ্যো মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪২ ॥  
মধ্যে ত্রিকোণং সংলিখ্য শঙ্খমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ।  
ষড়ঙ্গানি চ ষট্ কোণেষু চর্চয়েৎ কুশুমাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥  
অগ্ন্যাदिষু তু কোণেষু ষড়ঙ্গার্চনমাচরেৎ ।  
আধারপাত্রমাদায় শঙ্খমু মুনিসত্তম ! ॥ ৪৪ ॥  
অস্ত্রমস্ত্রেণ সংপ্রোক্য স্থাপয়েত্তত্র মণ্ডলে ।  
মং বহ্নিমণ্ডলায়োক্ত্বা ততো দশকলাস্বনে ॥ ৪৫ ॥  
অমুকদেব্যা অর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নম ইত্যপি ।  
মন্ত্রোহম্মুক্তঃ শঙ্খস্থাপ্যাদারস্থাপনে বুধৈঃ ॥ ৪৬ ॥

বিশেষাৰ্ঘ্যস্থাপনমাহ ততঃ স্ববামেতি । ষট্ কোণোপরীতি । প্রথমতঃ ষট্ কোণং কৃত্বা  
তত্‌পরি বর্তূলং কৃত্বা চতুরস্রং কুর্য্যাৎ চন্দ্রেনেন্ত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

মধ্যে ষট্ কোণমধ্যে । ত্রিকোণমধ্যস্থং কুর্যাদিত্যর্থঃ । ষড়ঙ্গানি দেবমন্ত্রস্ত ষড়-  
ঙ্গানি ॥ ৪৩ ॥

কাং দিশমারভ্য ষড়ঙ্গানি পূজয়েত্তত্রাহ অগ্ন্যাदिষু । অত্র পূজ্যপূজকমোৰ্দ্ধো প্রাচী  
প্রাচী তদুপরোধেনাগ্ন্যাदিকরনা কর্তব্য । তত্‌কং দক্ষিণামূর্তিসংহিতায়াম্ । অগ্নীশাস্ত্র-  
বায়বামধ্যে দক্ষিণপূজনমিতি । ততঃ ষড়ঙ্গপূজনানন্তরং কৃত্যমাহ আধারপাত্রমিতি ।  
ত্রিপাদিকামিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিপাদিকায়ঃ ভাবনাপুরঃসরং পূজামন্ত্রমাহ মংবহ্নিমণ্ডলায়েতি । মং বহ্নিমণ্ডলায়  
দশকলাস্বনে হুগাদেব্যার্ঘ্যপাত্রস্থানায় নমঃ ইতি মন্ত্রঃ ॥ ৪৫—৪৬

পচারে পূজা করিয়া দেবীপীতিকর কল্লোক্ত মুদ্রা সকল প্রদর্শন করাইবে । এই মুদ্রা  
সকল দর্শন করাইলে পর দেবীর পরম প্রীতি হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪০—৪১ ॥

নারদ ! ইহার পর স্ববামভাগে প্রথমতঃ ষট্ কোণাকৃতি তৎপরে তত্‌পরি বর্তূলাকৃতি  
তদনন্তর তন্মধ্যে চতুরস্র এবং পরিশেষে তন্মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল নির্মাণ করিয়া তত্‌পরি  
শঙ্খমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে । অনন্তর, গন্ধপুষ্প দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি ষট্ কোণে ষড়ঙ্গের পূজা  
করিয়া শঙ্খের আধারপাত্র অর্থাৎ ত্রিপদিকা গ্রহণ করিবে এবং ফট্ মন্ত্র দ্বারা উহা  
প্রোক্ষিত করিয়া মণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিবে । অনন্তর, “মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাস্বনে  
অমুকদেব্যা অর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ শঙ্খপাত্রের পূজা করিয়া  
সেই মণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিবে ॥ ৪২—৪৬ ॥ তদনন্তর, শঙ্খপাত্রের পূর্বাদি দিকে প্রদক্ষিণ

আধারে পূৰ্ব্বেষাং ত্র্যম্বকমুদ্রায়াং ।

দশবহ্নিকলাঃ পূজ্য্য বহ্নিমণ্ডলসংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

ততো বৈ মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষিতং শঙ্খমুদ্রমম্ ।

স্থাপয়েত্তত্র চাধারে মূলমন্ত্রমনুস্মরন্ ॥ ৪৮ ॥

অং সূর্য্যমণ্ডলায়োক্ত্বা দ্বাদশান্তে কলায়নে ।

অমুকদেব্যার্ঘ্যপাত্রায় নম ইত্যুচ্চরেত্ততঃ ॥ ৪৯ ॥

শং শঙ্খায়পদং প্রোচ্য নম ইত্যেতদুচ্চরেৎ ।

প্রোক্ষয়েত্তেন তং শঙ্খং তস্মিন্ দ্বাদশ পূজয়েৎ ॥ ৫০ ॥

সূর্য্যস্ত দ্বাদশকলান্তপিষ্ঠাদ্যা যথাক্রমম্ ।

বিলোমমাতৃকাং প্রোচ্য মূলমন্ত্রং বিলোমকম্ ॥ ৫১ ॥

জলৈরাপূরয়েচ্ছঙ্খং তত্র চেন্দোঃ কলাং নৃসেৎ ।

উং সোমমণ্ডলায়োক্ত্বা যোড়শকলায়নে ॥ ৫২ ॥

অমুকার্ঘ্যামৃতায়ৈতি হ্রস্বস্ত্রান্তো মনুঃ স্মৃতঃ ।

পূজয়েন্মনুনা তেন জলন্তু স্মৃগিমুদ্রয়া ॥ ৫৩ ॥

পূৰ্ব্বেষাং পূৰ্ব্বেষাং তত্ত্বাং ত্রিপাদিকায়াং বহ্নিমণ্ডলসংযুতা দশ বহ্নিকলাঃ  
পূজ্য্য ইত্যর্থঃ । তাস্চ কলাঃ শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টা এব ॥ ৪৭ ॥

মূলমন্ত্রেণ দেয়মন্ত্রেণ ॥ ৪৮ ॥

অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে দুৰ্গাদেব্যার্ঘ্যপাত্রায় নম ইতি মন্ত্রঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

তপিষ্ঠাদ্যাস্তপিনী তাপিনী ধূতাদ্যাঃ শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টাঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

স্মৃগিমুদ্রয়াঙ্কুমুদ্রয়া ॥ ৫৩ ॥

ক্রমে বহ্নির দশকলার পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥ তাহার পর মূলমন্ত্র দ্বারা শঙ্খকে প্রোক্ষিত  
করিয়া মূলমন্ত্র স্মরণ করত ত্রিপাদিকার উপরিভাগে তাহা স্থাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥ পরে,  
“অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলায়নে অমুকদেব্যার্ঘ্যপাত্রায় নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূৰ্ব্বক  
অৰ্ঘ্যপাত্র শঙ্খে পূজা করিয়া ‘শং শঙ্খায় নমঃ’ এই মন্ত্র বলিয়া শঙ্খে জলপ্রোক্ষণ করিবে ।  
পরে, তাহাতে যথাক্রমে সূর্য্যদেবের তপিষ্ঠাদি দ্বাদশ কলার পূজা করিয়া বিলোম ক্রমে  
মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করতঃ অৰ্থাৎ কং হং সং ষং শং ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চাশৎবর্ণ উচ্চারণ  
পূৰ্ব্বক এবং মূলমন্ত্রকেও বিলোম ক্রমে পাঠ করতঃ শঙ্খকে ত্রিভাগ জলে পরিপূর্ণ  
করিবে । অনন্তর, তাহাতে চক্ৰকলার স্মরণ করিয়া “উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলায়নে  
অমুকদেবতায়ার্ঘ্যামৃতায় নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূৰ্ব্বক তাহাতে পূজা করিবে । পরে,  
অঙ্কুমুদ্রা যোগে “মন্ত্রে চ যমুনে চৈব” এই মন্ত্র দ্বারা তাহাতে তীর্থসকল আরাধন করিয়া

তীর্থান্ধাবাহ তত্রৈবাপ্যকুন্তো জপেৎ মনুজম্ ।

ষড়ঙ্গানি জলে স্তম্ভে হৃদা সংপূজয়েদপঃ ॥ ৫৪ ॥

অষ্টকুন্তো জপেদমূলং ছাদয়েৎ মনুজমুদ্রয়া ।

ততো দক্ষিণদিগ্ভাগে শঙ্খাশ্রু প্রোক্ণীং স্তম্ভেৎ ॥ ৫৫ ॥

শঙ্খানু কিক্ষিমিক্ষিপ্য প্রোক্ণয়েত্তেন সর্বতঃ ।

পূজাদ্রব্যং নিজাত্মানং বিশুদ্ধং ভাবয়েত্ততঃ ॥ ৫৬ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ স্বপুরতো বেদ্যাং সর্বতো ভদ্রমণ্ডলম্ ।

সংলিখ্য কর্ণিকামধ্যং পূরয়েচ্ছালিতগুলৈঃ ॥ ৫৭ ॥

আন্তীর্ঘ্য দর্ভাস্ত্রৈব স্তম্ভেৎ কূর্চ্চং সলক্ষণম্ ।

আধারশক্তিমাভ্য পীঠমম্বন্তমর্চয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

হৃদা নম ইতি মন্ত্রেণ ॥ ৫৪ ॥

প্রোক্ণীং সামান্ত্যার্থস্থানীয়াম্ । শঙ্খো বিশেষার্থঃ । প্রোক্ণী সামান্ত্যার্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

অর্ঘ্যস্থাপনোত্তরং কৃতামাহ ততস্ত পুরতো বেদ্যামিতি । চতুর্কোণেকহস্তা বেদী তস্তাং সর্বতোভদ্রমণ্ডলং লিখেদিত্যর্থঃ । তন্মণ্ডলশ্রু কর্ণিকামধ্যে প্রথমতঃ শালিতঃ পূরণং ততস্ত গুলৈঃ পূরণমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

কূর্চ্চমিতি । সপ্তবিংশতিদর্ভাণাং বেণ্যাগ্রং গ্রহিভূষিতমিত্যুক্তলক্ষণং কূর্চ্চম্ । আধার-শক্তিমিতি । আধারশক্তয়ে নমঃ । প্রকৃতে নমঃ । কূর্চ্চার নমঃ । শেবার নমঃ । কমাটের নমঃ । স্তম্ভাসিদ্ধবে নম ইত্যাদি শারদাতিলকচিৎস্নীতম্বোক্তপ্রকারেণ পীঠমম্বন্তমিতি । হুর্গাদেবীযোগপীঠায় নমঃ ইতি পীঠমন্ত্রঃ ॥ ৫৮ ॥

মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবে । অনন্তর, জলে ষড়ঙ্গের স্তম্ভে, “হৃদা নমঃ” এই মন্ত্রদ্বারা পূজা এবং মূলমন্ত্র অষ্টধা জপ করিয়া মনুজমুদ্রা দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিবে । তদনন্তর, শঙ্খের দক্ষিণ ভাগে প্রোক্ণীপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে কিক্ষিৎ জল নিক্ষেপ করিবে পরে, তজ্জগদ্বারা সমস্ত পূজোপকরণ ও আত্মশরীর প্রোক্ষিত করিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করিবে ॥ ৫৪—৫৬ ॥

নারদ ! এইরূপে বিশেষার্থ্য-স্থাপন পর্যাস্ত কার্য সমাপন করিয়া পরে বেদীমধ্যে সর্বতোভদ্র-মণ্ডল নির্মাণ করিবে এবং তাহার কর্ণিকামধ্যে শালিতগুল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে । অনন্তর, সেই মণ্ডলে দর্ভাস্ত্রণ করিয়া বেণ্যাগ্রগ্রহিভূষিত সপ্তবিংশতি কুশময় স্তম্ভলক্ষণাধিত একটি কূর্চ্চ নিক্ষেপ করিবে । পরে, তন্মধ্যে আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্চ্চ, শেব, কমা, স্তম্ভাসিদ্ধ, রত্নধীপ, মণিমণ্ডল, কলম্বক এবং ইষ্টদেবতা পীঠের পূজা করিবে ॥ ৫৭-৫৮ ॥



নিব্রণং কুস্তমাদায়াপ্যজ্ঞাতিঃ কালিতাস্তরম্ ।  
 তস্তনা বেক্টয়েৎ তস্ত ত্রিগুণেনাক্রুণেন চ ॥ ৫৯ ॥  
 নবরত্নোদরং কূর্চযুতং গন্ধাদিপূজিতম্ ।  
 স্থাপয়েত্তত্র পীঠে তু তারমস্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৬০ ॥  
 ঐক্যং কুস্তস্ত পীঠস্ত ভাবয়েৎ পূরয়েত্ততঃ ।  
 মাতৃকাং প্রতিলোমেন জপংস্তীর্থোদকৈর্মুনে ! ॥ ৬১ ॥  
 মূলমন্ত্রঞ্চ সংজপ্য পূরয়েদ্দেবতাধিয়া ।  
 অশ্বখপনসাত্মাণাং কোমলৈর্নবপল্লবৈঃ ॥ ৬২ ॥  
 ছাদয়েৎ কুস্তবদনং চষকং সফলাকৃতম্ ।  
 সংস্থাপয়েত মতিমান্ বস্ত্রযুগ্মেন বেক্টয়েৎ ॥ ৬৩ ॥  
 প্রাণস্থাপনমস্ত্রেণ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ ।  
 আবাহনাদিমুদ্রাভির্মোদয়েদ্দেবতাং পরাম্ ॥ ৬৪ ॥

অজ্ঞাতিঃ কটমস্ত্রাভিমন্ত্রিতৈর্জলৈঃ । ত্রিগুণেত্যনেন তস্মিন্ত্রিবারবেষ্টিততন্তৌ সৰ্বগুণ-  
 যজ্ঞোত্তমোত্তমোত্তমভাবনা কার্যোত্যাৰ্থঃ । অকুণেন রক্তবর্ণেন তস্তনেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

কূর্চঃ পূর্বোক্তঃ । তারমস্ত্রেণ প্রণবোচ্চারণে ॥ ৬০ ॥

তত্র কুস্তস্ত পীঠস্ত চৈকত্বং ভাবয়েদিত্যাচ্ ঐক্যমিতি । প্রতিলোমঃ ককারমারত্যা-  
 ককারপর্যন্তঃ মাতৃকামন্ত্রমুচ্চরংস্তীর্থোদকৈঃ পূরয়েদিত্যম্বয়ঃ ॥ ৬১—৬২ ॥

ছাদয়েদिति । তেষু নবপল্লবেষু কল্পবৃক্ষভাবনা কর্তব্যোতি তু শারদাতিলকে উক্তম্ ।  
 বস্ত্রযুগ্মেন রক্তেনেতি বোধ্যম্ ॥ ৬৩—৬৭ ॥

অনন্তর ত্রিগুণাদিদোষশূন্য একটা কুস্ত আনয়ন পূর্বক কটমস্ত্রোচ্চারণপূর্বক তাহার  
 অন্তর ধৌত করিয়া ত্রিগুণাত্মক রক্তবর্ণ স্ত্রজহারঃ তাহাকে বেষ্টন করিবে ॥ ৫৯ ॥ পরে  
 তাহার মধ্যে কূর্চাবৃত নবরত্ন নিক্ষেপ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতঃ প্রণবোচ্চারণ  
 পূর্বক সেই পীঠে স্থাপন করিবে ॥ ৬০ ॥ অনন্তর, সেই পীঠ ও কুস্তের ঐক্যভাব ভাবনা  
 করিয়া প্রতিলোমক্রমে মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিতে করিতে তীর্থোদক প্রদান করিবে  
 এবং ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই কুস্ত পরিপূর্ণ করিবে ।  
 তৎপরে, অশ্বখ, পনস ও আত্ম প্রভৃতির কোমল নবপল্লব দ্বারা কুস্তের মুখ আচ্ছাদন  
 করিয়া তত্পরি ফল ও ততুলের সহিত চষক স্থাপন করিবেক এবং রক্তবস্ত্রযুগ্ম দ্বারা উহা  
 বেষ্টন করিবেক ॥ ৬১—৬৩ ॥ তদনন্তর প্রাণস্থাপন মন্ত্র দ্বারা দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া  
 আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবীর তুষ্টিবিধান করিবে ॥ ৬৪ ॥ পরে, কলোক্ত বিধানে

ধ্যায়ৈতাং পরমেশানীং কল্পোক্তেন প্রকারিতঃ ।

স্বাগতং কুশলপ্রশ্নং দেব্যা অগ্রে সমুচ্চরেৎ ॥ ৬৫ ॥

পাদ্যং দদ্যাত্ততোহপ্যর্ঘ্যং ততশ্চাচমনীয়কম্ ।

মধুপর্কঞ্চ সাত্যঙ্গং দেবৈব্যস্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ৬৬ ॥

বাসসী চ ততো দদ্যাদ্রক্তে ক্ষৌমে স্থনির্মলে ।

নানামণিগণাকীর্ণানাকল্পান্ কল্পয়েত্ততঃ ॥ ৬৭ ॥

মনুনা পুটিতৈর্ষর্গৈর্মাতৃকায়া বিধানতঃ ।

দেব্যা অঙ্গেষু বিন্যস্ত্য চন্দনাদৈঃ সমর্চয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

গন্ধঃ কালাগুরুভবঃ কপূরেণ সমন্বিতঃ ।

কাশ্মীরং চন্দনঞ্চাপি কস্তুরীসহিতং মূনে ! ॥ ৬৯ ॥

কুন্দপুষ্পাদিপুষ্পানি পরদেবৈব্য সমর্পয়েৎ ।

ধূপোহগুরুপুরুষাতোশীরচন্দনশর্করাঃ ॥ ৭০ ॥

মধুমিশ্রাঃ স্মৃতা দেব্যাঃ প্রিয়া ধূপাঙ্গনা সদা ।

দীপাননেকান্ দদ্বাথ নৈবেদ্যং দর্শয়েৎ সুধীঃ ॥ ৭১ ॥

মনুনা পুটিতৈরিত্যিতি । হ্রীমং হ্রীং হ্রীমাং হ্রীমিত্যাদিপ্রকারেণ দেয়মন্ত্রেণ পুটিতৈর্মাতৃকা-  
কর্তৈর্দেবতায়্যা অঙ্গেষু মাতৃকাকরুণ্যাসহানেষু শিরঃপ্রভৃতিষু পুটৈঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৬৮-৬৯ ॥

কুন্দপুষ্পাদীতি । আদিনা পূর্বমেবাদশক্কোক্তানি গ্রাহ্যানি । পুরুগুগ্গুলস্তত্র ত্রাতঃ  
সমুদায়ঃ । অগুরুগুগ্গুলোশীরচন্দনানাং চূর্ণং কৃত্বা শর্করামধুভ্যাঞ্চ মিশ্রিতং কৃৎবা গুটিকাঃ  
কুর্যাত্তস্ত ধূপো দেব্যা অতিপ্রিয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

পরমেশ্বরীর ধ্যান করিয়া ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবে । প্রথমতঃ দেবীর  
অগ্রভাগে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল, মধুপর্ক এবং  
অভ্যাঙ্গ স্নানীয় দ্রব্য নিবেদন করিবে ॥ ৬৫—৬৬ ॥ তদনন্তর, স্থনির্মল রক্তবর্ণ ক্ষৌম্য বস্ত্র-  
যুগল এবং নানাবিধ মণিময় অলঙ্কার সকল প্রদান করিয়া মন্ত্রপুটিত মাতৃকা বর্ণোচ্চারণ  
করতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবীর সর্বান্নে পূজা করিবে ॥ ৬৭—৬৮ ॥ পরে, দেবীর উদ্দেশে  
কপূরসমন্বিত কালাগুরুভব গন্ধ এবং কস্তুরী-বিমিশ্রিত কাশ্মীর চন্দন প্রদান করিয়া কুন্দ-  
পুষ্প প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প সকল সমর্পণ করিবে । অনন্তর, অগুরু, গুগ্গুল, উশীর, চন্দন,  
শর্করা ও মধু দ্বারা রচিত ধূপ প্রদান করিবে এবং এই ধূপকেই দেবীর-পরম প্রীতিকর বলিয়া  
জানিবে । পরে, নানাবিধ দীপ প্রদান করিয়া নৈবেদ্য দান করিবে । পরন্তু, প্রত্যেক বস্তুর

প্রতিদ্রব্যং জলং দদ্যাৎ প্রোক্লীষৎ ন চান্তথা ।  
 ততঃ কুর্যাদঙ্গপূজাং কল্মোক্তাবরণানি চ ॥ ৭২ ॥  
 সাক্ষাং দেবীমথাক্ষ্যাক্ষ্য বৈশ্বদেবং ততশ্চরেৎ ।  
 দক্ষিণে স্থণ্ডিলং কৃৎবা তত্রোদায় হতাশনম্ ॥ ৭৩ ॥  
 মূর্তিস্থাং দেবতাং তত্রোদায় সম্পূজ্য চ ক্রমাৎ ।  
 তারব্যাহতিভির্হুত্বা মূলমন্ত্রেণ বৈ ততঃ ॥ ৭৪ ॥  
 পঞ্চবিংশতিবারম্ভ পায়সেন সসর্পিষা ।  
 হুনেৎ পশ্চাৎ ব্যাহতিভিঃ পুনশ্চ জুহুয়াৎ মুনৈ ! ॥ ৭৫ ॥  
 গন্ধাদৈরর্চয়িত্বা চ দেবীং পীঠে তু যোজয়েৎ ।  
 বহিঃ বিসৃজ্য হবিষা পরিতো বিকিরেহলিম্ ॥ ৭৬ ॥  
 দেবতায়াঃ পার্শ্বদেভ্যো গন্ধপুষ্পাদিসংযুতম্ ।  
 পঞ্চোপচারান্ দত্ত্বাথ তামূলং চত্রেচামরে ॥ ৭৭ ॥

প্রোক্লীষৎ পূর্বোক্তসামান্যার্থাপাত্তম্ । তদ্রূপং শারদায়াম্ । সর্বমেতৎ প্রযুক্তীত  
 প্রোক্লীষৎ বারিণেতি । অঙ্গপূজাং দেবতায়াঃ ষড়ঙ্গপূজাম্ ॥ ৭২—৭৩ ॥

মূর্তিস্থাং কলশস্থাম্ । তারব্যাহতিভিরিতি । ওঁ স্বাহা হুঃ স্বাহেতিপ্রকারেণ প্রণ-  
 মতো হুত্বা পঞ্চবিংশতিবারং দেয়মন্ত্রেণ হুত্বা পুনশ্চ পূর্ববক্তারব্যাহতিভির্জুহুয়াদি-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৭৪—৭৫ ॥

হবিষা হোমাবশিষ্টপায়সেন ॥ ৭৬—৭৭ ॥

নিবেদনের সময় পূর্বোক্ত প্রোক্লীপাত্তম্ জল দ্বারা প্রোক্লিষ করিয়া লইবে । অনন্তর,  
 কল্মোক্তবিধানে দেবীর অঙ্গপূজা ও আবরণপূজা সমাপন করিয়া বৈশ্বদেবের আচরণ  
 করিবে । দেবীর দক্ষিণভাগে চতুর্হস্ত প্রমাণ স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নি স্থাপন  
 করিবে । পরে তন্মধ্যে মূর্তিমতী দেবতার আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে ।  
 অনন্তর, যথাক্রমে স্বাহামন্ত্র সহযোগে ব্যাহতি অর্থাৎ হুঃ ভবঃ ও স্বঃ মন্ত্র এবং মূলমন্ত্র  
 ক্রীৎস্বাহাতিভিঃ পুনশ্চ চকুদ্বারা পঞ্চবিংশতি বার এবং তদনন্তর পুনর্বার ব্যাহতিদ্বারা  
 এবং ইষ্টদেবতাকে ৭৫ ॥ অনন্তর, গন্ধাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া পীঠদেবতার সহিত  
 তৎপরে, অশ্বখ, পনস বহিকে বিসর্জন দিয়া হোমাবশিষ্ট চকু দ্বারা দেবীর পার্শ্বদগণকে  
 করিয়া তদুপরি কল ও তণ্ডুলে ৭৬ ॥ অনন্তর, পুনর্বার দেবীকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া এবং  
 বেটন করিবেক ॥ ৭৭—৭৮ ॥ তদুপরে উপকরণ অবশিষ্ট থাকিবে তৎসমুদয় নিবেদন করিয়া  
 আবাহনাদি মুক্তা প্রদর্শন করতঃ দেবী জপ সমাপন করিয়া ঈশানকোণে তণ্ডুলের উপরে

দদ্যাৎ দেবৌ ততো মন্ত্রঃ সহস্রারুতিতো জপেৎ ।  
 জপং সমপ্য চৈশান্তাং বিকিরে দিশি সংস্থিতে ॥ ৭৮ ॥  
 কর্করীং স্থাপয়েত্তস্তাং দুর্গামাবাক্ষ্য পূজয়েৎ ।  
 রক্ষ রক্ষেতি চোচ্চাৰ্য্য নালমুক্তেন বারিণা ॥ ৭৯ ॥  
 অস্ত্রমন্ত্রঃ জপন্ দেশং সেচয়েতু প্রদক্ষিণম্ ।  
 কর্করীং স্থাপয়েৎ স্থানে পূজয়েচ্ছান্দেবতাম্ ॥ ৮০ ॥  
 পশ্চাদ্ গুরুস্ত শিষ্যেণ সহ ভূঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥  
 তস্তাং রাত্রৌ তু তদেদ্যাং নিদ্রাং কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৮১ ॥  
 নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ কুণ্ডস্ত সংস্কারং স্থণ্ডিলস্ত চ বা যুনে ! ।  
 প্রবক্ষ্যামি সমাসেন যথাবিধি বিধানতঃ ॥ ৮২ ॥  
 মূলমন্ত্রঃ সমুচ্চাৰ্য্য বীক্ষয়েদস্ত্রমন্ত্রতঃ ।  
 প্রোক্ষয়েত্তাড়নং কুর্যাতে নৈব কবচেন তু ॥ ৮৩ ॥

ঐশাভাং দিশীতি । ঐশাভাং দিশি পূৰ্ব্বং সম্ভার্জনং কৃৎস্না সংস্থাপিতে বিকিরে কর্করী-  
 মূত্রমুখীং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৭৮—৭৯ ॥

দেশং মণ্ডপস্থং দেশং অস্ত্রদেবতাং দুর্গাম্ ॥ ৮০ ॥

বেদ্যাং মণ্ডপে এব নিদ্রাং কুর্যাদিত্যর্থঃ । অগ্নমধিবাসনপ্রকারঃ সদ্যোহধিবাসনং বা  
 কার্য্যম্ । স্পষ্টং চেদং চিব্রজীতস্ত্রণারদাতিলকয়োঃ ॥ ৮১ ॥

অধিবাসনানন্তরমগ্নিমুখমাহ ততঃ কুণ্ডস্তেতি । অত্র কুণ্ডস্তেতিপদেন নবকুণ্ডবিধানং  
 সূচিতম্ । তচ্ছান্দোহুতমপি শারদাতিলকাদিনিবন্ধোক্তরীত্যা কার্য্যম্ । তদভাবে আহ  
 স্থণ্ডিলস্ত চেতি ॥ ৮২ ॥

মূলমন্ত্রঃ সমুচ্চাৰ্য্য কুণ্ডং বীক্ষয়েদিত্যর্থঃ । তৈতৈবান্ত্রমন্ত্রেণৈব প্রোক্ষণং দৃঢ়ীকরণার্থঃ  
 সমিনাদিভিত্তাড়াড়নং কার্য্যমিত্যর্থঃ । কবচেন হর্মিত মন্ত্রেণাভ্যক্ষণং চেত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

কর্করী স্থাপন করিবে এবং তাহাতে দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে । তৎপরে  
 “রক্ষ রক্ষ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ কর্করীনাগমুক্ত জলদ্বারা ফট্ এই মন্ত্র জপ করিতে  
 করিতে সেই স্থানটী সিক্ত করিবে । পরে পুনর্বার দেবীকে পূজা করিয়া কর্করীটীকে  
 বধাহানে রাখিয়া দিবে ॥ ৭৮—৮০ ॥ এইরূপে গুরু অধিবাস কার্য্য সমাপন করিয়া শিষ্যের  
 সহিত ভোজন করিবে এবং সেই রাত্রিতে সেই বেদীর উপরে নিদ্রা ঘাইবে ॥ ৮১ ॥

নারদ ! এক্ষণে হোমজন্ত কুণ্ড বা স্থণ্ডিলের সংস্কার কার্য্য যথাবিধি সংক্ষেপে বর্ণন  
 করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮২ ॥ প্রথমতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুণ্ড নিরীক্ষণ করিবে পরে  
 ফট্ মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ ও তাড়ন এবং তদনন্তর হং এই মন্ত্র দ্বারা অভ্যক্ষণ করিবে । অনন্তর



অভ্যুক্ষণং সমুদ্ভিষ্টং তিস্তিস্তিস্তিতঃ পরম্ ।  
 প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ লিখেন্নেখাঃ সমস্ততঃ ॥ ৮৪ ॥  
 প্রণবেন সমভূক্ষ্য পীঠং দেব্যাঃ সমর্চয়েৎ ।  
 আধারশক্তিমারভ্য পীঠমম্রাবসানকম্ ॥ ৮৫ ॥  
 তস্মিন্ পীঠে সমাবাহ্য শিবো পরমকারণো ।  
 গন্ধাদৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েতো সমাহিতঃ ॥ ৮৬ ॥  
 দেবীং ধ্যায়েদুত্থাতাং সংসক্তাং শঙ্করেণ তু ।  
 কামাতুরাং তয়োঃ ক্রীড়াং কিকিৎ কালং বিভাবয়েৎ ॥ ৮৭ ॥  
 অথ বহিঃ সমাদায় পাত্রেণ পুরতো ন্যসেৎ ।  
 ক্রব্যাদংশং পরিত্যজ্য পূর্বোক্তৈর্বীক্ষণাদিভিঃ ॥ ৮৮ ॥  
 সংস্কৃত্য বহিঃ রং বীজমুচ্চাৰ্য্য তদনন্তরম্ ।  
 চৈতন্যং যোজয়েত্তস্মিন্ প্রণবেনাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৮৯ ॥  
 সপ্তবারং ততো ধেনুমুদ্রাং সন্দর্শয়েদ্ গুরুঃ ।  
 শরেণ রক্ষিতং কৃৎবা তনুত্রেণাবগুষ্ঠয়েৎ ॥ ৯০ ॥

লিখেন্নেখাঃ সমিদাদিভিঃ ॥ ৮৪ ॥

পীঠমিতি । আধারশক্তয়ে নম ইত্যারভ্যামুকদেবীযোগপীঠায় নম ইত্যেতৎপর্য্যন্তং  
 পীঠং কুণ্ডে পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫—৮৬ ॥

ক্রীড়াং রতিম্ ॥ ৮৭—৮৯ ॥

সপ্তবারং প্রণবেনাভিমন্ত্রয়েদিত্যর্থঃ । শরেণাস্তমস্ত্রেণ । তনুত্রেণ হৃমিতিমস্ত্রেণ ॥ ৯০ ॥

তন্মধ্যে প্রাগগ্রা তিনটী এবং উদগগ্রা তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে ॥ ৮৩—৮৪ ॥ তৎপরে  
 প্রণব দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই পীঠমধ্যে পূর্ববৎ আধারশক্তয়ে নমঃ হইতে অমুকদেবী-  
 যোগপীঠায় নমঃ এই পর্য্যন্ত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে ॥ ৮৫ ॥ পরে সেই পীঠমধ্যে পরাংপর  
 শিবশিবাকে আবাহন করিয়া সমাহিতচিত্তে গন্ধাদি উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৮৬ ॥  
 তৎপরে কিকিৎকাল দেবীকে ঋতুনাভা কামাতুরা একজ্ঞ শঙ্করের সহিত কামক্রীড়ার  
 আসক্তা এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর, পাত্রে করিয়া বহিঃ আনয়ন পূর্বক তাহা  
 হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া নৈঋতকোণে নিক্ষেপ করিবে । পরে বীক্ষণাদি দ্বারা  
 সংস্কার করিয়া রং এই বহিঃবীজ দ্বারা চৈতন্য সমর্পণানন্তর সপ্তবার প্রণবদ্বারা অভিমন্ত্রিত  
 করিবে । পরে, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া কটুকার দ্বারা রক্ষা করতঃ হৃৎমন্ত্র দ্বারা অবগুষ্ঠন  
 করিবে ॥ ৮৮—৯০ ॥ তৎপরে কাহুপুটমহীতক হইয়া সেই অর্জিত বহিঃক শিব বীজ

অর্চিতং ত্রিঃ পরিভ্রাম্য প্রদক্ষিণেণ সতমঃ ।  
 কুণ্ডোপরি রূপান্তারং জাম্বুপৃষ্ঠমহীতলঃ ॥ ৯১ ॥  
 শিববীজধিরা দেব্যা যোনৌ বহিঃ বিনিক্ষিপেৎ ।  
 আচাময়েত্ততো দেবং দেকীঞ্চ জগদধিকাম্ ॥ ৯২ ॥  
 চিৎপিঙ্গল হন-দহ-পচ-মুগ্ধং ততঃ পরম্ ।  
 সৰ্বজ্ঞা জ্ঞাপয় স্বাহা মন্ত্রোহয়ং বহ্নিদীপনে ॥ ৯৩ ॥  
 অগ্নিঃ প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং ছতাশনম্ ।  
 স্তবর্ণবর্ণমমলং সমিক্রং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৯৪ ॥  
 মন্ত্ৰেণানেন তং বহ্নিঃ স্তবীত পরমাদরাৎ ।  
 ততো ন্যসেদ্ বহ্নিমন্ত্রং ষড়ঙ্গং দেশিকোত্তমঃ ॥ ৯৫ ॥  
 সহস্রার্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্ঠপুরুষঃ স্মৃতঃ ।  
 ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বো ধনুর্ধর ইতি ক্রমাৎ ॥ ৯৬ ॥  
 জাতিযুক্তাঃ ষড়ঙ্গাঃ স্ত্র্যাঃ পূর্বস্থানেষু বিচ্যুসেৎ ।  
 ধ্যায়েৎ বহ্নিঃ হেমবর্ণং ত্রিনেত্রং পদ্মসংস্থিতম্ ॥ ৯৭ ॥

অর্চিতং চলনানিভিঃ পূজিতং বহ্নিঃ কুণ্ডোপরি ত্রিবিধবারং পরিভ্রাম্য জাম্বুপৃষ্ঠাং  
 পৃষ্ঠমহীতলঃ সন্ তারমন্ত্রমুচ্চরন্ সন্ শিববীজধিরা শিববীজধিরা দেব্যা যোনৌ বহ্নিঃ  
 বিনিক্ষিপেদিত্যম্বয়ঃ ॥ ৯১ ॥

ততো দেবার্য দেব্যা চাচমনং দদ্যানিত্যাহ আচাময়েদিতি ॥ ৯২ ॥

হনদহপচমুগ্ধমিতি । - হনহন দহদহ পচপচেত্যেবং রূপমিত্যর্থঃ । বহ্নিদীপনে ইতি ।  
 অনেন মন্ত্ৰেণ বহ্নিঃ প্রজ্বলয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

অগ্ন্যুপস্থানমন্ত্রমাহ অগ্নিঃ প্রজ্বলিতমিতি ॥ ৯৪—৯৬ ॥

জাতিযুক্তাঃ নমঃ-স্বাহা-ষট্-হং-বৌষট্-ফট্-পদৈযুক্তাঃ ইত্যর্থঃ । ৩° সহস্রার্চিষে হৃদ-  
 য়ায় নমঃ । স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহেত্যাদয়ঃ ষড়ঙ্গমন্ত্রা উহা ইত্যর্থঃ । পূর্বস্থানেষু  
 হৃদয়াদিষু ॥ ৯৭ ॥

বিবেচনা করতঃ কুণ্ডোপরি প্রদক্ষিণ ক্রমে তিনবার পরিভ্রমণ করাইয়া পীঠমধ্যস্থ দেবীর  
 যোনিতে নিক্ষেপ করিবে এবং তৎপরে দেব ও দেবীকে আচমনাদি প্রদান করিরা পূজা  
 করিবেক ॥ ৯১—৯২ ॥ অনন্তর, “চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সৰ্বজ্ঞাপয় জ্ঞাপয়  
 স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিরা, “অগ্নিঃ প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং  
 ছতাশনম্ । স্তবর্ণবর্ণমমলং সমিক্রং বিশ্বতোমুখম্ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিরা পরম আদর  
 সহকারে বহ্নির পূজা করিবে । তৎপরে সেই বহ্নিমন্ত্ৰে, ৩° সহস্রার্চিষে নমঃ, স্বস্তিপূর্ণায়

ইষ্টশক্তিস্বস্তিকাতীথারকং মঙ্গলং পরম্ ।  
 পরিষিদ্ধেত্ততঃ কুণ্ডং মেখলোপরি মন্ত্রবিৎ ॥ ৯৮ ॥  
 দর্ভৈঃ পরিস্তরেৎ পশ্চাৎ পরিধীনং বিন্যসেদথ ।  
 ত্রিকোণবৃত্তষট্ কোণং সাক্ষিপত্রং সত্ৰপূরম্ ॥ ৯৯ ॥  
 যন্ত্রং বিভাবয়েৎ বহ্নিঃ পূর্বং বা সংলিখেদথ ।  
 তন্মধ্যে পূজয়েৎ বহ্নিঃ মন্ত্রেণানেন বৈ মুনৈ ! ॥ ১০০ ॥  
 বৈশ্বানর ততো জাতবেদঃ পশ্চাদিহাবহ ।  
 লোহিতাক্ষপদং প্রোক্ত্বা সর্বকর্মাণি সাধয় ॥ ১০১ ॥  
 বহ্নিজায়ান্তকো মন্ত্রস্তেন বহ্নিস্ত পূজয়েৎ ।  
 মধ্যে ষট্ স্বপি কোণেষু হিরণ্যা গগনা তথা ॥ ১০২ ॥  
 রক্তা কৃষ্ণা সূপ্রভা চ বহুরূপাতিরক্তিকা ।  
 পূজয়েৎ সপ্তজিহ্বাস্তাঃ কেশরেশ্বরপূজনম্ ॥ ১০৩ ॥  
 দলেষু পূজয়েৎ মূর্তীঃ শক্তিস্বস্তিকধারিণীঃ ।  
 জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বা হব্যবাহন এব চ ॥ ১০৪ ॥

ইষ্টং বরমুদ্রা । অভীরভয়মুদ্রা ॥ ৯৮ ॥

ত্রিকোণবৃত্তেতি । ত্রিকোণোপরি ষট্ কোণং ততো বৃত্তং ততোহষ্টপত্রং ততো ভূপূর-  
 মিতোবং-রীত্যাগ্নিস্থাপনাং পূর্বমেব যন্ত্রং লিখেদধুনৈব বা ভাবয়েৎ ॥ ৯৯—১০০ ॥

মূর্তীরাহ জাতবেদা ইতি ॥ ১০৪—১০৫ ॥

স্বাহা, উত্তিষ্ঠপুরুষায় বষট্, ধূমব্যাপিনে হং, সপ্তজিহ্বায় বৌষট্ এবং ধনুর্ধরায় ষট্  
 এই মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গস্থাপন করিবে । অনস্তর, বহ্নিকে হেমবর্ণ, ত্রিভুজ, পদ্মোপরি উপবিষ্ট,  
 বরশক্তি স্বস্তিক ও অভয়ধারী, এবং পরম মঙ্গলপ্রদ বলিয়া ধ্যান করিবে । তৎপরে  
 মেখলার উপরিভাগে কুণ্ডকে সিদ্ধন করিবে ॥ ৯৯—১০০ ॥ তৎপশ্চাৎ দর্ভদ্বারা চতুর্দিক  
 আচ্ছাদিত করিবে এবং যথাক্রমে ত্রিকোণ, ষট্ কোণ, বৃত্ত, অষ্টদল এবং ভূপূর লিখিয়া  
 অগ্নির যন্ত্র অঙ্কিত করিবে ; পরন্তু, ইহা বহ্নি স্থাপনের পূর্বে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে এক্ষণে  
 কেবলমাত্র তাহা চিন্তা করিবে । অনস্তর সেই যন্ত্রমধ্যে, “বৈশ্বানর জাতবেদ লোহিতাক্ষ  
 সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পূজা করিবে । অনস্তর মধ্যে ও  
 ষট্ কোণে যথাক্রমে হিরণ্যা গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সূপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরক্তিকা ভেদে  
 বহ্নির সপ্তজিহ্বার পূজা করিয়া কেশরমধ্যে অজদেবতার পূজা করিবে ॥ ১০১—১০৩ ॥ তৎপরে,  
 অষ্টদল মধ্যে ও অগ্নয়ে জাতবেদে নমঃ, ও অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ, ও অগ্নয়ে

অশ্বোদরজসংজ্ঞোহুঃ পুনর্বৈশ্বানরাহুয়ঃ ।

কৌমারতেজাঃ স্তাবিশ্বমুখো দেবমুখঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৫ ॥

তারায়ৈ পদাদ্যাঃ স্থানত্যস্তা বহিমূর্তয়ঃ ।

লোকপালাংশ্চতুর্দিকু বজ্রাদ্যায়ুধসংযুতান্ ॥ ১০৬ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ততঃ অক্ৰবসংস্কারাবাজ্যসংস্কার এব চ ।

কৃত্বা হোমস্ততঃ কুর্যাৎ অবেণাদায় বৈ স্মৃতম্ ॥ ১০৭ ॥

দক্ষিণাদ্ স্মৃতভাগাতু বহুর্দক্ষিণলোচনে ।

জুহুয়াদগ্নয়ে স্বাহেত্যেবং বৈ বামতোহুতঃ ॥ ১০৮ ॥

সোমায় স্বাহেতি মধ্যাতু স্মৃতমাদায় সন্তম ।

অগ্নীষোমাত্যাং স্বাহেতি মধ্যনেত্রে হুনেত্ততঃ ॥ ১০৯ ॥

তারায়ৈ ইতি । ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নম ইত্যাদি প্রয়োগ উহঃ ॥ ১০৬ ॥

বহিপূজানন্তরং কৃত্যমাহ ততঃ অক্ৰবসংস্কারাবিতি । তে চ সংস্কারাঃ শারদাতিল-  
কাদিনিবন্ধেষু স্পষ্টা এব সন্তীতি তত এবাবধারণ্যঃ । পুরাণে তেষামুপযোগাতাবাদেগী-  
রবাচ নাত্র লিখ্যন্তে । হোমঃ ততঃ কুর্যাদিতি । ততঃ অক্ৰবসংস্কারানন্তরং বক্ষ্যমাণ-  
রীত্যা হোমঃ কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

দক্ষিণভাগাদিতি । আজ্যস্থাল্যাং দক্ষিণবামভাগকল্পনাং কৃত্বা দক্ষিণভাগাৎ অবেণাজ্য-  
মাদায় অগ্নয়ে স্বাহা ইতি মন্ত্রেণাংগেদক্ষিণলোচনে জুহুয়ান্তথৈব বামভাগাদাদায় সোমায়  
স্বাহেতি বামলোচনে মধ্যভাগাদাদায়গ্নীষোমাত্যাং স্বাহেতি তৃতীয়লোচনে জুহুয়াদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ১০৮—১১০ ॥

নার নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে কৌমার-  
তেজসে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ এবং ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ এই সকল  
মন্ত্র বলিয়া এবং মূর্তিগুলিকে শক্তি ও স্বস্তিক ধারিণী চিত্রা করিয়া পূজা করিবে ।  
তৎপরে পূর্বাদিমিক ক্রমে ইজাদি লোকপালগণকে বজ্রাদি আয়ুধবিশিষ্ট ধ্যান করিয়া  
পূজা করিবে ॥ ১০৪—১০৬ ॥

নারদ ! অনন্তর, অক্ৰ অবাদির সংস্কার ও আজ্যসংস্কার করিয়া অবেণ দ্বারা স্মৃত  
গ্রহণ করত হোম করিতে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১০৭ ॥ আজ্যস্থালীমধ্যে ছইটি পবিত্র অর্পণ  
করিয়া দক্ষিণভাগ হইতে স্মৃত গ্রহণ করত অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে অগ্নয়ে স্বাহা এই মন্ত্র  
বলিয়া, বাম ভাগ হইতে স্মৃত গ্রহণ করত অগ্নির বামভাগে সোমায় স্বাহা এই মন্ত্র  
বলিয়া এবং মধ্য হইতে স্মৃত লইয়া অগ্নির মধ্যভাগে অগ্নীষোমাত্যাং স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ-  
করিয়া সাহিত্য ত্যাগ করিবে ॥ ১০৮—১০৯ ॥ পুনর্বার দক্ষিণভাগ হইতে স্মৃত লইয়া



পুনর্দক্ষিণভাগাতু স্তুতমাদায় বৈ যুখে ।  
 অগ্নয়ে শ্বিষ্টকৃতে স্বাহেত্যনেনৈব হনেন্ততঃ ॥ ১১০ ॥  
 সতারাভির্ক্যাহতিভিজু হুয়াদথ সাধকঃ ।  
 জুহুয়াদগ্নিমন্ত্রেণ ত্রিবারন্ত ততঃ পরম্ ॥ ১১১ ॥  
 ততস্ত্ব প্রণবেনৈবাপ্যষ্টাবকৌ স্তুতাহতীঃ ।  
 গর্ভাধানাদিসংস্কারকৃতে তু জুহুয়ান্ যুনে ! ॥ ১১২ ॥  
 গর্ভাধানং পুসবনং সীমন্তোন্নয়নং ততঃ ।  
 জাতকর্ম্ম নামকর্ম্মাপ্যপনিষ্কমণং তথা ॥ ১১৩ ॥  
 অন্নপ্রাশনং তথা চূড়াক্রতবন্ধস্তথৈব চ ।  
 মহানাম্যং ব্রতং পশ্চাত্তথোপনিষদং ব্রতম্ ॥ ১১৪ ॥  
 গোদানৌদ্ধাহকৌ প্রোক্তাঃ সংস্কারাঃ শ্রুতিচোদিতাঃ ।  
 ততঃ শিবং পার্বতীঞ্চ পূজয়িত্বা বিসর্জয়েৎ ॥ ১১৫ ॥  
 জুহুয়াৎ পঞ্চ সমিধো বহ্নিমুদ্दिश্য সাধকঃ ।  
 পশ্চাদাবরণানাঞ্চাপ্যেকৈকামাহুতিং হনেন্ ॥ ১১৬ ॥

সতারাভিরিতি । ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহেত্যবংরীত্যা । অগ্নিমন্ত্রেণ পূর্বোক্তেন ॥ ১১০ ॥  
 সংস্কারকৃতে সংস্কারার্থমষ্টাবষ্টাবাহতীজু হুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥  
 গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ গণয়তি গর্ভাধানমিতি ॥ ১১৩—১১৪ ॥  
 এতৎসংস্কারাণাং স্বরূপং দর্শয়াম্যে ন্মষ্টম্ । শিবং পার্বতীং চেতি । বহ্নেঃ পিতৃভূতে  
 দেবাবিত্যর্থঃ ॥ ১১৫—১১৭ ॥

অগ্নয়ে শ্বিষ্টকৃতে স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির সন্মুখে আহুতি দান করিবে ॥ ১১০ ॥  
 অনন্তর, ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া তৎপরে  
 পূর্বোক্ত অগ্নি মন্ত্রদ্বারা ত্রিবার হোম করিবে ॥ ১১১ ॥ তদনন্তর, গর্ভাধানাদি সংস্কার  
 ক্রম প্রত্যেকবারে প্রণব মন্ত্রদ্বারা আট আট বার আহুতি দান করিবে ॥ ১১২ ॥ নারদ ।  
 এক্ষণে সংস্কার সকলের নামোন্মেষ করিতেছি শ্রবণ কর । গর্ভাধান, পুঃসবন, সীমন্তো-  
 ন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্কমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন (যৌজীবন্ধন, মহানাম্য  
 ও বেদারম্ভ ) এবং বিবাহ ( গোদানপূর্বক দ্বারপরিগ্রহ ) এই দশবিধ সংস্কারের বিবরণ  
 শাস্ত্রে কথিত আছে । দীক্ষার প্রাকালে ঐ সমস্তের সংস্কার ক্রম আহুতি দান করিবে  
 তদনন্তর পার্বতী ও মহাদেবের পূজা করিয়া তাঁহাদিগের বিসর্জন করিবে ॥ ১১৩—১১৪ ॥  
 পরে, বহ্নির উদ্দেশে পঞ্চ সমিধাহুতি প্রদান করিয়া প্রত্যেক আবরণ-দেবতার উদ্দেশে  
 এক একটা আহুতি দান করিবে ॥ ১১৫ ॥ অনন্তর, স্রব্দ্বারা স্তুত গ্রহণ করিয়া এবং

যতং অচি সমাদায় চতুর্বারং অবৈণ চ ।  
 পিধায় তাস্ত তেনৈব যুনে তিষ্ঠমিভাসনে ॥ ১১৭ ॥  
 বৌষড়ন্তেন মনুনা বহ্নেস্ত জুহ্ব্যাততঃ ।  
 মহাগণেশমস্ত্রেণ জুহ্ব্যাদাহুতীর্দশ ॥ ১১৮ ॥  
 বহ্নৌ পীঠং সমভ্যর্চ্য দেয়মস্ত্রস্ত্র দেবতাম্ ।  
 বহ্নৌ ধ্যায়া তু তদ্বক্ত্রে পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া ॥ ১১৯ ॥  
 মূলমস্ত্রেণ জুহ্ব্যাদবক্ত্রে কীকরণায় চ ।  
 বহ্নিদেবতয়োরৈক্যং ভাবয়ন্মাত্মনা সহ ॥ ১২০ ॥  
 একীভূতং ভাবয়েতু ততস্ত সাধকোত্তমঃ ।  
 ষড়ঙ্গং দেবতানাঞ্চ জুহ্ব্যাদাহুতীঃ পৃথক্ ॥ ১২১ ॥  
 একাদশৈব জুহ্ব্যাদাহুতীমু নিসত্তম ।।  
 এতেন নাভীসঙ্কানং বহ্নিদেবতয়োর্মুনে ॥ ১২২ ॥  
 একৈকক্রমযোগেনাপ্যাবুতীনাস্তথৈব চ ।  
 একৈকক্রমযোগেন যতেন জুহ্ব্যান্ যুনে ! ॥ ১২৩ ॥

বহ্নের্মনুনা পূর্বোক্তেন মহাগণেশমস্ত্রেণেতি । ওঁ ওঁ স্বাহা ১ ওঁ ত্রীঃ স্বাহা ২ ওঁ ত্রীঃ  
 হ্রীঃ স্বাহা ৩ ওঁ ত্রীঃ হ্রীঃ ক্লীঃ স্বাহা ৪ ওঁ ত্রীঃ হ্রীঃ ক্লীঃ স্রোঃ স্বাহা ৫ ওঁ ত্রীঃ হ্রীঃ ক্লীঃ  
 স্রোঃ গং স্বাহা ৬ ওঁ ত্রীঃ হ্রীঃ ক্লীঃ স্রোঃ গং গণপতয়ে ইত্যস্তং সপ্তমঃ ৭ বরবরদ ইত্য-  
 স্তোহষ্টমঃ ৮ নর্কজনং মে বশমিত্যস্তো নবমঃ ৯ আনয় স্বাহেত্যস্তো দশমঃ ১০ ইতি দশা-  
 হুতীজুহ্ব্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

বহ্নৌ পীঠমিতি । দেয়মস্ত্রদেবতায়ঃ পীঠং ততৎকল্পোক্তং বহ্নৌ পূজয়েদিত্যর্থঃ ।  
 তদ্বক্ত্রে দেবতায় বক্ত্রে ॥ ১১৯ ॥

বক্ত্রে কীকরণায় চেতি । বহ্নিদেবতয়োরৈকবক্তৃতাসংপাদনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১২০—১২২ ॥

একৈকক্রমযোগেনেতি । একাং দেবতামুদ্দিষ্টৈকাকামাহতিং জুহ্ব্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বৌষট্-অস্ত্র অগ্নির মহাগণেশ মন্ত্রদ্বারা দশটি আহুতি প্রদান  
 করিবে ॥ ১১৭—১১৮ ॥ অনস্তর, অগ্নিতে পীঠ পূজা সমাপন করত দেয় ইষ্টদেবতার ধ্যান  
 ও পূজা করিয়া তদনস্তর মূলমন্ত্র দ্বারা তদ্বক্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার আহুতি প্রদান করিবে ।  
 তৎপরে বহ্নিদেবতার সহিত তাঁহার ঐক্যজ্ঞান করিয়া পুনর্বার আত্মার সহিত একীভূত  
 বিবেচনা করিবে । অনস্তর, ষড়ঙ্গদেবতাগণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি প্রদান  
 করিবে ॥ ১১৯—১২১ ॥ তৎপরে একাদশবার আহুতি প্রদান করিয়া বহ্নির দেবতা ও  
 ঐষ্টদেবতার নাভীসঙ্কান করিবে ॥ ১২২ ॥ তদনস্তর, ক্রমে ক্রমে এক এক দেবতার নাম  
 উল্লেখ করিয়া যতদ্বারা এক এক আহুতি প্রদান করিবে ॥ ১২৩ ॥ পরে, কল্পোক্তদ্রব্য

ততঃ কল্লোক্তদ্রব্যৈশ্চ জুহুয়াদথবা তিলৈঃ ।  
 দেবতামূলমস্ত্রেণ গজাস্তকসহস্রকম্ ॥ ১২৪ ॥  
 এবং হুত্বা ততো দেবীং সন্তুষ্টাং ভাবয়েন্ মুনে ।  
 তথৈবাবুতিদেবীশ্চ বহীাদ্যা দেবতা অপি ॥ ১২৫ ॥  
 ততঃ শিষ্যঞ্চ স্নানাতং কৃতসঙ্ক্যাদিকক্রিয়ম্ ।  
 বস্ত্রধয়যুতং স্বর্ণাভরণেন সমন্বিতম্ ॥ ১২৬ ॥  
 কমণ্ডলুকরং শুদ্ধং কুণ্ডশাস্তিকমানয়েৎ ।  
 নমস্কৃত্য ততঃ শিষ্যো গুরুনথ সভাসদঃ ॥ ১২৭ ॥  
 কুলদেবং নমস্কৃত্য বিশেষতঃ প্রাথ বিষ্ণুরে ।  
 গুরুস্ততস্তুতং শিষ্যং কৃপাদৃষ্ট্য বিলোকয়েৎ ॥ ১২৮ ॥  
 তচ্চৈতন্যং নিজে দেহে ভাবয়েৎ সঙ্গতস্ত্বিতি ।  
 ততঃ শিষ্যতনুস্থানামধ্বনাং পরিশোধনম্ ॥ ১২৯ ॥  
 কুর্যাতু হোমতো বিদ্বান্ দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনাৎ ।  
 যেন জায়েত শুদ্ধাত্মা যোগ্যো দেবাদ্যনুগ্রহে ॥ ১৩০ ॥

গজাস্তকসহস্রকং অষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥ ১২৪—১২৮ ॥

তচ্চৈতন্যমিতি । শিষ্যচৈতন্যং নিজাত্মনি প্রবিষ্টমিতি ভাবয়েদিত্যর্থঃ । অধ্বনাং  
বক্ষ্যমাণানাম্ ॥ ১২৯—১৩০ ॥

ষাণ্ডা অথবা তিলদ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত অষ্টোত্তর সহস্রবার হোম করিবে ॥ ১২৪ ॥  
 নারদ ! এইরূপে হোমকার্য সমাপন করিয়া দেবী ভগবতীকে, আবরণ দেবতা এবং  
 বহিঃপ্রভৃতি অষ্টোত্তর দেবতা সকলকে সন্তুষ্ট বিবেচনা করিবে ॥ ১২৫ ॥

অনস্তর, শিষ্য স্নান করিয়া নূতন বস্ত্রযুগল ও সুবর্ণের অলঙ্কারাদি পরিধান করিবে  
 এবং সঙ্ক্যা দি নিত্যক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া কমণ্ডলুহস্তে শুদ্ধমানসে কুণ্ডের সমীপে  
 আসিয়া উপস্থিত হইবে । তদনস্তর, সভাসীন গুরুজনবর্গকে নমস্কার করিয়া কুলদেবকে  
 নমস্কার করিবে এবং তাহার পর তত্রস্থ আমনে বাইরা উপবেশন করিবে । অনস্তর, গুরু  
 শিষ্যকে সমাগত জানিয়া করুণাদৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন এবং নিজ দেহে তাহার  
 চৈতন্যকে সংগত বলিয়া বিবেচনা করিবেন । পরে গুরু, বাহাতে শিষ্য দিব্য দৃষ্টির অব-  
 লোকন হেতু শুদ্ধাত্মা ও দেবতার অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে, তদনুসারে হোম করিয়া  
 শিষ্যশরীরস্থ মার্গ সকলের পরিশোধন করিবেন ॥ ১২৬—১৩০ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

তনৌ ধ্যায়ৈতু শিষ্যস্ত বড়ধ্বানঃ ক্রমেণ তু ।

পাদয়োঃ কলাধ্বানমকৌ তদ্বাধ্বকং পুনঃ ॥ ১৩১ ॥

নাভৌ তু ভুবনাধ্বানং বর্ণাধ্বানং তথা হৃদি ।

পদাধ্বানং তথা ভালে মন্ত্রাধ্বানস্ত মূৰ্দ্ধনি ॥ ১৩২ ॥

শিষ্যং স্পৃশংস্ত কূর্চেন তিলৈরাজ্যপরিপ্লুতৈঃ ।

শোধয়াম্যমুমধ্বানং স্নাহেতি মনুমুচ্চরন্ ॥ ১৩৩ ॥

তারাঢ্যং জুহুয়াদষ্টবারং প্রত্যধ্বমেব হি ।

ষড়ধ্বনস্ততস্তাংস্ত লীনান্ ব্রহ্মণি ভাবয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥

পুনরুৎপাদয়েত্তস্মাৎ সৃষ্টিমার্গেণ বৈ গুরুঃ ।

আত্মস্থিতং তচ্চৈতন্যং পুনঃ শিষ্যে তু যোজয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥

পূর্ণাহুতিং ততো হুত্বা দেবতাং কলশে নয়েৎ ।

পুনর্বাহুতিভিহুত্বা বহুরস্নাহুতীস্তথা ।

একৈকশো গুরুদত্তা বিসৃজেদ্বহ্নিমাভ্যানি ॥ ১৩৬ ॥

ষড়ধ্বশোধনং কৰ্ত্তব্যমিত্যুক্তং তত্র কে তে ষড়ধ্বানঃ কুত্র সঙ্ঘটিতি সৰ্ব্বমাহ তনৌ ধ্যায়ৈদিতি । অকৌ লিঙ্গে তদ্বাধ্বকং তদ্বাধ্বানং ত্বাসেদিত্যর্থঃ ॥ ১৩১—১৩২ ॥

ওঁ অস্ত শিষ্যস্ত কলাধ্বানং শোধয়ামি স্নাহেতি মন্ত্ৰেণাষ্টবারং তং কলাধ্বানং পাদয়োঃ স্থিতং কূর্চেন বামহস্তেন স্পৃশঞ্জুহুয়াদেবং প্রত্যধ্বমিতরাধ্বনু কুৰ্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৩—১৩৪ ॥

তস্মাদব্রহ্মণঃ । আত্মস্থিতমিতি । পূৰ্ব্বং যৎ স্বস্মিন্ যোজিতং তদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

দেবতামিতি । হোমার্থমগ্নাবাহিতাং দেবতাং কলশে নয়েৎ কলশে পতামিতি ভাবয়েদ্বিসৰ্জনমন্ত্ৰেণেত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

নারদ ! এক্ষণে, শিষ্যের ষড়ধ্বশোধনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর । শিষ্যের শরীরে যথাক্রমে সেই ষড়ধ্বশোধন করিবে । তাহার পদদ্বয়ে কলাধ্বকে, লিঙ্গে তদ্বাধ্বকে, নাভিদেহে ভুবনাধ্বকে, হৃদয়ে বর্ণাধ্বকে, ললাটে পদাধ্বকে এবং মস্তকে মন্ত্রাধ্বকে শোধন করিবে ॥ ১৩১—১৩২ ॥ পরন্তু, প্রত্যেক অধ্বশোধন করিবার সময় অগ্রে শিষ্যের পাদাদি তৎতৎ অঙ্গ কূর্চদ্বারা স্পর্শ করিয়া পরে “ওঁ অস্ত শিষ্যস্ত কলাধ্বানং শোধয়ামি স্নাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক আজ্যমিশ্রিত তিলদ্বারা আটবার আহুতি প্রদান করিবে । এইরূপ প্রত্যেক স্থানের অধ্বশোধনের সময় পূর্বোক্ত আট আটবার হোম করিবে । অনন্তর, সেই সকলকে ব্রহ্মতে লীন চিন্তা করিবে । সেই ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিপ্রক্রমামুসারে তাহাদিগের উৎপত্তি চিন্তা করিবে । শিষ্যচৈতন্যকে আত্মস্থিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, এক্ষণে গুরু সেই শিষ্যে অর্পণ করিবেন ॥ ১৩৩—১৩৫ ॥ অনন্তর, পূর্ণাহুতি



ততঃ শিষ্যস্ত নেত্রে তু বধীয়াসামসা গুরুঃ ।  
 নেত্রমস্ত্রেণ তং শিষ্যং কুণ্ডতো মণ্ডলং নয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥  
 পুষ্পাঞ্জলিং মুখ্যদেব্যাং কারয়েচ্ছিষ্যহস্ততঃ ।  
 নেত্রবন্ধং নিরাকৃত্য বেশয়েৎ কুশবিষ্ঠরে ॥ ১৩৮ ॥  
 ভূতশুদ্ধিং শিষ্যদেহে কুর্যাৎ প্রোক্তেন বর্জনা ।  
 মন্ত্রোদিতাংস্তথা ন্যাসান্ কৃৎবা শিষ্যতনৌ ততঃ ॥ ১৩৯ ॥  
 মণ্ডলে বেশয়েচ্ছিষ্যমন্যস্মিন্ কুন্তসংস্থিতান্ ।  
 পল্লবান্ শিষ্যাশিরসি বিন্যসেন্মাতৃকাং জপেৎ ॥ ১৪০ ॥  
 কলশস্বজলৈঃ শিষ্যং স্নাপয়েদেবতাত্মকৈঃ ।  
 বর্জনীজলসেকঞ্চ কুর্যাৎক্ষার্মমঞ্জসা ॥ ১৪১ ॥  
 ততঃ শিষ্যঃ সমুখায় বাসদী পরিধায় চ ।  
 কৃতভস্মাবলেপশ্চ সংবিশেদগুরুসম্মিধৌ ॥ ১৪২ ॥

নেত্রমস্ত্রেণ বোধগম্যস্ত্রেণ নেত্রবন্ধং কৃৎবা তং শিষ্যং কুণ্ডস্থলান্নগুণং কলশং প্রতি  
নয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৭—১৩৮ ॥

মন্ত্রোদিতান্ দেয়মন্ত্রোদিতান্ ॥ ১৩৯—১৪০ ॥

বর্জনী বা পূর্বনীশান্তাং স্থাপিতা তস্তাং স্থিতিজ্ঞৈরভিষেকং কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪১-১৪৩ ॥

আবাহিত দেবতাকে কলসসমূহে বিসর্জন মন্ত্র দ্বারা স্থাপিত করিবে এবং তদনন্তর  
 পুনর্বার ব্যাহতি হোম সমাপন করিয়া বহির অঙ্গদেবতা সকলকে এক একটা আহুতি  
 প্রদান করত বহিকে আয়শরীরে বিসর্জন করিবে ॥ ১৩৬ ॥ পরে, গুরু এইরূপে সমস্ত  
 কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া তদনন্তর, বোধদ্ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বজ্রদ্বারা শিষ্যের নেত্রদ্বয়  
 বন্ধনকরত কুণ্ডস্থান হইতে মণ্ডলমধ্যে লইয়া আসিবে ॥ ১৩৭ ॥ অনন্তর, গুরু শিষ্যহস্ত  
 দ্বারা ইষ্ট দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইয়া তাহার নেত্রবন্ধন মোচন পূর্বক তাহাকে  
 কুশাশনে উপবেশন করাইবে ॥ ১৩৮ ॥ পরে, শিষ্যদেহে পূর্বোক্ত প্রকারে ভূতশুদ্ধি  
 প্রভৃতি কার্য্য সকল করিয়া ইষ্টমন্ত্রের ন্যাস করিবে । অনন্তর, শিষ্যকে অশ্রু একটী মণ্ডলে  
 লইয়া বাইরা মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিতে করিতে কলসস্থ পল্লব সকল শিষ্যমস্তকে স্পর্শ  
 করাইয়া তদ্ব্যবস্থায় জলদ্বারা তাহাকে স্নান করাইবে । এবং পূর্বোক্ত দৈশানকোণে রক্ষিত  
 বর্জনীপাত্রস্থ জলদ্বারা রক্ষাজন্তু অভিষেক করিবে ॥ ১৩৯-১৪০ ॥ তৎপরে, শিষ্য গাত্রোথান  
 করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ভস্মপ্রক্ষণ করিয়া গুরু সমীপে আসিয়া উপস্থিত  
 হইবে ॥ ১৪২ ॥ অনন্তর, করুণাময় গুরু নিজশরীর হইতে বহির্গত শিবশক্তিকে শিষ্য

ততো গুরুঃ স্বকীয়াত্ম হৃদয়ান্নির্গতাং শিবাম্ ।  
 প্রবিষ্টাং শিষ্যহৃদয়ে ভাবয়েৎ করুণানিধিঃ ॥ ১৪৩ ॥  
 পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাদ্যৈরেক্যং বৈ ভাবয়ন্তুর্যোঃ ।  
 ততস্ত্রিশো দক্ষকর্ণে শিষ্যস্ত্রোপদিশেৎ গুরুঃ ॥ ১৪৪ ॥  
 মহামন্ত্রং মহাদেব্যাঃ স্বহস্তং শিরসি ন্যসন্ ॥ ১৪৫ ॥  
 অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং শিষ্যোহপি প্রজপেশুনে ! ।  
 দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভূমৌ তং গুরুং দেবতাত্মকম্ ॥ ১৪৬ ॥  
 সর্বস্বমর্পয়েত্তস্মৈ যাবজ্জীবনমন্যধীঃ ।  
 ঋত্বিগ্ভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥  
 স্ত্রবাসিনীঃ কুমারীশ্চ বটুকাংশ্চৈব সর্বশাঃ ।  
 দীনানাথান্ দরিদ্রাংশ্চ বিতশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥ ১৪৮ ॥  
 কৃতার্থতাং স্বস্ত্র বুদ্ধা নিত্যমারাধয়েন্মদুঃ ॥ ১৪৯ ॥  
 ইতি তে কথিতঃ সম্যগ্দ্দীক্ষাবিধিরনুত্তমঃ ।  
 বিমুশ্চেতদশেষেণ ভজ দেবীপদানুজম্ ॥ ১৫০ ॥

তয়োঃ শিষ্যদেবর্যোরেক্যং ভাবয়ন্ দেবতাবুদ্ধ্যা শিষ্যং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৩ ॥  
 স্বহস্তং দক্ষিণহস্তং শিষ্যশিরসি অমৃতময়ং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৫—১৪৬ ॥  
 ইতি তে কথিত ইতি নারায়ণো নারদঃ প্রভূপসংহারং करोति ॥ ১৫০—১৫১ ॥

শরীরে প্রবৃষ্ট হইতে চিন্তা করিবেন, এবং শিষ্য ও দেবতার ঐক্যজ্ঞান করিয়া শিষ্যকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন ॥ ১৪৩—১৪৪ ॥ তদনন্তর, গুরু শিষ্যের মস্তকে স্বহস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ কর্ণে মহাদেবীর মহামন্ত্রটি তিন বার উচ্চারণ করতঃ উপদেশ দিবেন ॥ ১৪৫ ॥ নারদ ! এই সময়ে শিষ্য ও সেই মন্ত্রটিকে অষ্টোত্তরশতবার জপ করিবে এবং গুরুকে দেবময় চিন্তা করত ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে ॥ ১৪৬ ॥ অনন্তর, শিষ্য গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্য সর্বস্ব প্রদান করিবে, ইহাতে কখনও অন্তমত হইবে না । তৎপরে ঋত্বিগ্গণকে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিয়া, দীন অনাথ কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে ক্ষমতারূপে ভোজনাদি করাইবে, পরন্তু এতৎসম্বন্ধে কোনও রূপে বিতশাঠ্য অবলম্বন করিবে না ॥ ১৪৭—১৪৮ ॥ এইরূপে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তদবধি প্রত্যহ ইষ্টমন্ত্রের আরাধনার নিরন্তর থাকিবে ॥ ১৪৯ ॥

নারদ ! এই আমি তোমার নিকট সর্বোত্তম দীক্ষা বিধির বিষয় বর্ণন করিলাম । এক্ষণে, তুমি এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেবীর পাদপদ্ম ভজনাতে

নান্যন্ত পরমো ধর্মো ব্রাহ্মণস্তাত্ত্ব বিদ্যতে ।

বৈদিকঃ স্বশ্বগৃহ্যোক্তক্রমেণোপদেশান্বিতম্ ॥ ১৫১ ॥

তান্ত্রিকস্তত্ত্বরীত্যা তু স্থিতিরেবা সনাতনী ।

তত্ত্বদুক্তপ্রয়োগাংস্ত তে তে কুর্য্যন চান্যথা ॥ ১৫২ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

ইতি সর্বং ময়াখ্যাতং যৎ পৃষ্ঠং নারদ ! ত্বয়া ।

অতঃপরং পরাম্বায়া ভজ নিত্যং পদান্বজম্ ।

নিত্যমারাধ্য তচ্চাহং নিরুতিং পরমাং গতঃ ॥ ১৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি রাজমারদায় প্রোক্তা সর্বমনুত্তমম্ ।

সমাধিমীলিতাক্ষস্ত দধৌ দেবীপদান্বজম্ ।

নারায়ণস্ত ভগবান্ মুনিবর্ষ্যশিখামণিঃ ॥ ১৫৪ ॥

তত্ত্বদুক্তেতি । বৈদিকরীত্যা স্বশ্বগৃহ্যোক্তরীত্যা দীক্ষিতো বৈদিকান্ প্রয়োগান্  
যথা কুণ্ডমণ্ডপাদিপূরঃসরতদ্রোক্তপ্রকারেণ দীক্ষাবাস্তান্ত্রিকান্ প্রয়োগান্ কুর্য্যাদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ১৫২—১৫৩ ॥

ব্যাসো জনমেজয়ং প্রতি নারায়ণনারদসংবাদকথামুপসংহরতি ব্যাস উবাচ ইতি রাজ-  
মারতি । দধৌ নারায়ণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৪ ॥

নিরত হও । কারণ, ইহলোকে ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মণের আর অন্য কোনও ধর্ম নাই,  
ইহাই স্থির বলিয়া জানিবে । বেদমার্গানুসারী বৈদিকগণ স্বশ্ব গৃহ্যোক্তক্রমে এবং  
তান্ত্রিকগণ স্বশ্ব তন্ত্রানুসারে মন্ত্রের উপদেশ দিবেন, ইহাকেই সর্বশাস্ত্রসম্মত সনাতনী  
শক্তি বলিয়া জানিবে । ফলতঃ যে ব্যক্তি যে মার্গানুসারী হইবে, সে তদনুরূপ আচরণ  
করিবে, কোনও রূপে অনুরূপ আচরণ করিবে না ॥ ১৫০—১৫২ ॥

নারদ ! তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তৎসমুদয়ই আমি তোমার  
নিকট বর্ণন করিলাম । এক্ষণে তোমাকে সার কথা বলিতেছি, অতঃপর তুমি নিয়তই  
পরাম্বিক্তির পাদপদ্ম সেবায় নিরত থাকিও । দেখ, আমিও নিত্য তাঁহার পাদপদ্ম সেবা  
করিয়াই এই পরম নির্বাণ লাভ করিয়াছি ॥ ১৫৩ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! মুনিগণের চূড়ামণি সেই ভগবান্ নারায়ণ  
ঋষি, নারদকে এই সমস্ত অনুপম কথা বলিয়া সমাধিবোধে চক্ষু মুদ্রিত করতঃ দেবী  
ভগবতীর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মুনিবর নারদও এই সমস্ত

নারদোহপি ততো নহা গুরুং নারায়ণং পরম্ ।

জগাম সদ্যস্তপসে দেবীদর্শনলালসঃ ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশ-  
স্কন্ধে দীক্ষাবিধিকথনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

( নারদেনাপি তৎ সৰ্বং দেবীমাহাত্ম্যপূৰ্ণং বচনজাতমাকৰ্ণ্য কিং কৃতমিত্যত আহ  
নারদোহপীতি ॥ ১৫৫ ॥ )

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমগুরু নারায়ণকে প্রণাম করতঃ দেবীদর্শনমানসে তপস্তা করিবার  
জন্তু তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৫৪—১৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্  
ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে দীক্ষাবিধি বর্ণন নামক

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ‡ ॥



## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মাশ্চ সৰ্বশাস্ত্রবতাংবর ! ।

দ্বিজাতীনাশ্চ সৰ্বৈবাং শত্ৰুপাস্তিঃ শ্ৰুতীরিতা ॥ ১ ॥

সক্ষ্যাকালদ্রয়েহুশ্বিন্ কালে নিত্যতয়া বিভো ! ।

তাং বিহায় দ্বিজাঃ কস্মাদগৃহীযুশ্চান্দেবতাঃ ॥ ২ ॥

অষ্টাধিককনবত্রিশ্লোকৈরথ্যং স্তবিত্বত ।

কেনোপনিষদ্বিত্ত্বৈ কথ্য প্রস্তুমতেহধুন ।

ইখমেতাবৎপর্যাস্তং সৰ্বদেবধিমানবানাং শ্রীদেব্যারাদকত্বমুক্তং শ্রদ্ধা জগতি শ্রীদেব্যা উপাসনাং নিত্যং বিহার বিষ্ণুশিবগণেশাদিদেবতাপাসনান্ জনানালক্য বিস্মিতে রাজা পৃচ্ছতি জনমেজয় উবাচ ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞেতি । দ্বিজাতীনামিতি । ব্রাহ্মণকক্সিয়বিশাং শত্ৰুপাস্তিঃ শ্রীগায়ত্ৰ্যপাস্তিনিত্য শ্রুতিভির্দেবততুষ্টিবীরীকিতা কপিতেতার্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । অহরহঃ সক্ষ্যামপাসীতেতি । তদকরণে প্রত্যাহারঃ প্রারম্ভিত্বঞ্চ শ্রুত্যাভ্যাসম্ নৈবঃ শিববিষ্ণুপাসনারা নিত্যপ্রতিপাদিকা শ্রুতব্রহ্ম । তস্মাদ্গায়ত্ৰ্যপাসনৈব নিত্যোক্তি ভাবঃ ॥ ১ ॥

কস্মিন্ কালে তদাহ সক্ষ্যাকালদ্রয়ে ইতি । ত্রিসন্ধাং দ্বিজৈর্নিত্যং শ্রীগায়ত্ৰ্যপাসনা কৰ্ত্তব্য তদতিক্রমে শ্রুতিশ্রুত্যাভ্যাস প্রারম্ভিত্বকথনাৎ । যদা প্রথমতঃ শ্রুত্যা গায়ত্ৰীষ্ট- দেবতা দ্বিজানামুদিতা ধৰ্ম্মকামার্থমোক্শদা তদা তাং শ্বেষ্টদেবতাং পরাশক্তিং সক্ষ্যাকালান্ত- রিক্তেহুশ্বিন্ কালে নিরন্তরং অরৈদিদমপি শ্রুত্যাভ্যাসম্ । শ্বেষ্টদেবতাস্বরগং বিহারান্ত- দেবতাস্বরগে প্রয়োজনাত্বাৎ । তথা চ শ্রুতিঃ । [যো বৈ স্বাঃ দেবতামতিষজতে অশ্বাঽৈব দেবতায়ৈ চাবতে ন পুরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতীতি ] তথা চ তাদৃশীমিষ্টদেবতাং পরাশক্তিং বিহার তাং স্বীকৃত্য বা তদভিমানং বিহার কস্মাৎ প্রয়োজনাদন্তদেবতা উপাস্ত্বেন গৃহীযুঃ । ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমন্তীত্যর্থঃ । শ্রীগায়ত্ৰ্যাঃ সৰ্বধৰ্ম্মদাতৃক্ শ্রুত্যাভ্যাসিতম্ । তথা চ গোপথব্রাহ্মণে গায়ত্ৰ্যপনিষদি । ব্রহ্ম হেদং শ্রিয়ং প্রতিষ্ঠা- মায়তনমৈকুত তত্তপস্ব যদি তদব্রতে ধ্রুয়েত তৎ সত্যে শ্রুত্যাভ্যাসম্ । স সবিতা সাবিজ্যা ব্রাহ্মণং সৃষ্টা তৎসাবিজ্যঃ পর্যদধাদিত্যাदि । যো হ বা এবং বিৎস ব্রহ্মবিৎ পুণ্যাক কীর্ত্তিং লভতে সুরভীংশ্চ গন্ধান্ সোহপহতপাপানস্তাং শ্রিয়মব্রতে য এবং বেদ যশ্চৈবং বিদ্বানেব- মেতাং বেদানাং মাতরং সাবিজ্যঃ সম্পদমুপনিষদমুপাশ্বে ইতি ] তথা সামবিধিব্রাহ্মণে । অথ গায়ত্ৰ্যাজানি ব্যাখ্যাস্তামঃ । শিরো ব্রহ্মা ললাটে দ্যৌঃ চন্দ্রাদিত্যৌ চক্ষুর্বা মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী হৃষ্টা গ্রীবা বসবশ্চ ক্রত্বাশ্চ বাহু উরো বায়ুঃ পৃষ্ঠমিত্রো বিষ্ণুর্নাভিঃ প্রজাপতি- র্জঘনমূরু মরুতো বেদাঃ পাদৌ শ্বিতং বিজ্রাঙ্কসিতং বায়ুরহীনি পর্ষতাঃ সমুদ্রা বাসাসি নকজাগালকারো য এবং বেদ হৃষ্টতাং হ্রুপযুক্তান্যনাধিকাজ সৰ্বস্বাৎ স্বস্তি দেবধিভ্যশ্চ

জনমেজয় ব্যাসদেবকে কহিলেন ; ভগবন্ ! আপনি সমস্ত ধর্ম্মের মর্ম্মই অবগত আছেন এবং সকল শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ ইহা আমরা জানি । একটু, দ্বিজাঙ্গা করি, যখন শ্রুতিতে সকল দ্বিজাতিরই সকল সময়ে বিশেষতঃ ত্রিসন্ধাকালে গায়ত্ৰী শক্তিদেবীর

বৃক্ষসত্যঞ্চ পাভু মাং বৃক্ষসত্যঞ্চ পাভু মামিতি । তথা বৃহদারণাকোপনিষদি । সা হৈষা গয়াং-  
 স্ত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তং প্রাণাংস্ত্রে তদবকায়াংস্ত্রে তস্মাকারজীনাংমেতি । এবমেব  
 চতুর্বেদেষু বিদ্যমানাঃ ঋতয় উদাহাৰ্য্যাঃ । নমু বিষ্ণুশিবগণপতিপ্রভৃতিদেবতানামপি  
 পুরাণাগমাদিষু গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যঃ প্রতিপাদিতম্ । তথা চ মৈত্রায়ণীয়ব্রাহ্মণে । মো হ  
 বা অমুগ্নিমান্নিতো নিহিতস্তারকোক্ষিণি বৈষ ভর্গাধো ভাভির্গতিরস্ত্রীতিভর্গো ভর্গয়তীতি  
 বৈষ ভর্গ ইতি রুদ্র ইতি । অনয়া চ ঋত্যা শিবস্ত গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যমুক্তম্ । তথাগ্নিপুৰাণে  
 তন্ত্রেষু চ নারায়ণস্ত গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যঃ প্রতিপাদিতম্ । তথা চ গায়ত্রীমন্ত্রস্ত পরা  
 প্রকৃতিরৈব দেবতেনি নিয়মো ন সিদ্ধ ইতি চেন্ন । গায়ত্রীমন্ত্রস্তাঙ্গর্গামিপ্রতিপাদকত্বেনাস্ত-  
 র্গামিগণশ্চ সর্কপদার্থজাতাস্তর্গ্যানিহেন গায়ত্রীমন্ত্রস্ত তদেবীতাপ্রতিপাদকত্বকপনেহপি  
 মুখ্যায়ত্রীপাত্তৌ চতুর্বেদেষু জীহ্ববিশিষ্টদেবতায়্য এব । আয়াতু ববদা দেবাক্ষরং  
 বৃক্ষসংমিতম্ । গায়ত্রীং ছন্দসাং মাত্রেদং বৃক্ষজুষস্ব মে ইত্যাবাহনমন্ত্রে । উক্তয়ে শিখরে  
 জাতে তুম্যং পর্কতমর্কনি । ব্রাহ্মণতোহিত্যনুজাতা গচ্ছ দেবি যথাসুপমিতি বিসর্জনমন্ত্রে ।  
 তথা ধ্যানমন্ত্রেহপি বালাং বালাদিত্যমণ্ডলমধ্যস্থামিত্যাদিনা ধোয়ত্বেন জীহ্ববিশিষ্টদেবতায়্য  
 এব কথনাং পরা চিচ্ছক্তিরৈব গায়ত্রীমন্ত্রপ্রতিপাদোতি নিয়মাং । অতঃসমিদমুচ্যতে ।  
 শিববিষ্ণুগণেশানাংগেব গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যগিদি গায়ত্র্যা বৃক্ষপ্রতিপাদকত্বেন বৃক্ষগণশ্চ  
 সর্কীয়কত্বেন সর্কপদার্থজাতস্তেব গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যসংভবাং । তথাপি বেদেষু পাসনা-  
 সময়ে ব্রহ্মণং ধোয়ত্বেনোক্তং তদেবোপাস্তমস্মাকং বিজানাম । তচ্চ জীহ্ববিশিষ্টদেব  
 বেদেষু কৃমিতি । তদেব পরাশক্তিরূপমেবাস্মাকমুপাস্তং ন বিষ্ণাদিরূপম্ । নমু বেদেহপি  
 গায়ত্র্যা গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিমুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্দয়ং  
 রুদ্রঃ শিখা ইত্যনেন সবিত্ত্বরূপমেব দেবতাত্বেনোক্তমিতি চেন্ন । নাত্ত সবিত্ত্বশ্চেন্ন  
 সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠাতা কশ্চিৎ পুরুষো বিবক্ষিতঃ । কিন্তু তদন্তর্গতো জগৎপ্রসবকর্তা পরমাত্মা  
 বিবক্ষিতস্তস্ত চ জীহ্বরূপত্বেনৈব তস্মিন্নেব মন্ত্রে ধোয়ত্বাক্ষ্য্য নিরোধাতাবাং । অস্তথা  
 গায়ত্রীমন্ত্রেণ সবিত্ত্বঃ সখ্যকি ববেণ্যাং শ্রেষ্ঠমন্তর্গ্যায়িক্রপং ধোয়ত্বেন স্বমুখেন সাক্ষাৎ প্রতি-  
 পাদিতম্ । ব্রাহ্মণমন্ত্রেণ তু সবিত্ত্বৈব ধোয়ত্বেনোক্ত ইতি মতান্ নিরোধঃ স্তাং । অতএব  
 মৈত্রায়ণীয়ব্রাহ্মণে বর্ষপ্রপাঠকহপি সবিত্ত্বমণ্ডলাধিষ্ঠিতপুরুষান্তর্গতপরমাত্মরূপমেব গায়ত্রী-  
 মন্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বেনোক্তম্ । তথা চ ঋতিঃ মৈত্রায়ণীয়ব্রাহ্মণে । অপ ভর্গো দেবস্ত ধীমহীতি  
 সবিতা নৈ দেবস্ততো যোহস্ত ভর্গাধ্যস্তচ্ছিত্ত্যামীত্যাহব্রহ্মণাদিন ইতি । অনেন চ সবিত্ত্ব-  
 দেবস্ত সূর্য্যস্ত সখ্যকি যদন্তর্গ্যামি ভর্গাধ্যং তেজস্তদ্বীমহীত্যয় উক্তঃ । অতএব পুরাণাস্ত-  
 রেহপি সঙ্কোতি সূর্য্যগং বৃক্ষ সঙ্কানাদবিভাগত ইত্যুক্তম্ । সূর্য্যোণাবিভাগতঃ সঙ্কানা-  
 বর্তনাং সঙ্কোপান্তিং করিষো ইত্যাদৌ সঙ্ক্যাশব্দেন সূর্য্যগং ব্রহ্মোচ্যত ইতি তদর্থঃ ।  
 অস্ত বা সূর্য্যো দেবতা তথাপি তস্ত ধ্যানং জীলিঙ্গবিশিষ্টদেব কর্তব্যমিতি তস্মিন্নেব  
 মন্ত্রেহতিহিতম্ । তথা চ মন্ত্রঃ সবিতা দেবতায়িমুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্দয়ং রুদ্রঃ  
 শিখা পৃথিবী যোনিঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাসপ্রাণা শ্বেতবর্ণা সাক্ষ্যায়নসগোত্রা  
 গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরা ত্রিপদা বটকুক্ষিঃ পঞ্চলীর্ষোপনয়নে বিনিয়োগ ইতি । তথা চ  
 জীলিঙ্গবিশিষ্টা সূর্য্যরূপা পরা শক্তিরেবোপাস্তেতি সিধ্যতি । কিঞ্চ শিববিষ্ণুাদীনাং গায়ত্রী-  
 দেবতাত্বেন গায়ত্রীদেবতায়্য অজেষু ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্দয়ং রুদ্রঃ শিখোতি মন্ত্রেণ শিবাদীনাং  
 বিভাসোপবর্ণনং সর্কথা ন সম্ভবতি । তস্মাং জীহ্ববিশিষ্টা পরাশক্তির্গায়ত্রী দেবতৈব  
 গায়ত্রীমন্ত্রেণ সর্কবিজাতিভিত্তিত্যতয়োপাস্তেতি তাং বেষ্টদেবতাং বিহারকিমিত্যন্তদেবতাং  
 গৃহীতীতি যুক্ত এব প্রঃ ॥ ২ ॥

উপাসনাক্রমে নিত্য বলিয়া কথিত আছে, তখন বিজ্ঞাতিগণ কি অস্ত্র সেই শক্তির  
 উপাসনা করিত্যাপ করিয়া (অস্ত্রোক্ত দেবতাপ্রণের পুতায় রত)হইয়া থাকেন ॥ ১—২ ॥

দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবাঃ কেচিদগাণপত্যা স্তথাপরে  
 কাপালিকাশ্চীনমার্গরতা বঙ্কলধারিণঃ ॥ ৩ ॥  
 দিগম্বরাস্তথা বৌদ্ধাশ্চাৰ্কাকা এবমাদয়ঃ ।  
 দৃশ্যন্তে বহবো লোকে বেদশ্রদ্ধাবিবর্জিতাঃ ॥ ৪ ॥  
 কিমত্র কারণং ব্রহ্মস্তুত্ববান্ বক্তুমর্হতি ।  
 বুদ্ধিমন্তঃ পণ্ডিতাশ্চ নানাতর্কবিচক্ষণাঃ ॥ ৫ ॥  
 অপি সন্ত্যেব বেদেষু শ্রদ্ধয়া তু বিবর্জিতাঃ ।  
 নহি কশ্চিৎ স্বকল্যাণং বুদ্ধ্যা হাতুমিহেচ্ছতি ॥ ৬ ॥  
 কিমত্র কারণং তস্মাদ্বেদ বেদবিদাংবর ! ।  
 মণিদ্বীপস্ত মহিমা বর্ণিতো ভবতা পুরা ॥ ৭ ॥

নবশ্রুদেবতোপাসকাঃ কে সন্তি তান্ দর্শয়তি দৃশ্যন্তে ইতি । বয়ং বৈষ্ণবা ইতি কেচিৎ-  
 দম্ভি । পরে বয়ং গাণপত্যা ইতি বদন্তি । কেচিৎ কাপালিকা বয়মিতি বদন্তি ।  
 চীনমার্গরতাশ্চীনদেশীয়মার্গরতাঃ ॥ ৩ ॥

আদিদা শৈবতদ্বাদ্ব্যায়িনঃ । দৃশ্যন্ত ইতি ইমে বেদশ্রদ্ধাবিবর্জিতা গায়ত্রীপাণ্ডি-  
 রহিতাশ্চ বহবো দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ন কেবলং মৃত্যুস্তম্মতে প্রবৃত্তাঃ কিন্তু বুদ্ধিমন্তোহপীত্যাহ বুদ্ধিমন্ত ইতি ॥ ৫ ॥

স্বকল্যাণং বেদাদেব জায়মানং নহি কশ্চিৎ স্ববুদ্ধ্যাশ্রমতমবলম্ব্য বেদবার্গং হাতুং তাকু-  
 হিহেচ্ছতি । ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তথাপি তথা বহবো দৃশ্যন্তে তস্মাৎ প্রবলং কিঞ্চিৎ কারণং বেদত্যাগে গায়ত্রীশ্রদ্ধা-  
 ভাবে চ বর্ত্ততে তদ্বদেত্যাহ কিমত্র কারণমিতি । কিঞ্চ তৃতীয়স্কন্ধমারভ্য দ্বাদশস্কন্ধপর্যাস্তং  
 মণিদ্বীপস্ত মহিমা বহুবিধঃ শ্রুতোহস্তি তৎ স্থানং কৌদৃগস্তি তদপি বদেত্যাহ মণিদ্বীপ-  
 স্ততি ॥ ৭—১০ ॥

এই সংসার মধ্যে কাহাকেও বৈষ্ণব, কাহাকেও গাণপত্যা, কাহাকেও কাপালিক, কাহাকেও  
 চীনমার্গানুরত এবং কাহাকেও বৌদ্ধ বা চার্কাক বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু তাহাদের  
 মধ্যে আবার কেহ বা বঙ্কলধারী এবং কেহ বা দিগম্বর বেশে জমণ করিয়া থাকে; ফলতঃ  
 এই সংসার মধ্যে বেদশ্রদ্ধা-রহিত নানাবিধ লোক সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩—৪ ॥ ব্রহ্মন্ !  
 এ বিষয়ের নিগূঢ় কারণ কি, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ? আর এক কথা এই যে,  
 যে সকল ব্যক্তি নানাবিধ তর্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত; তাঁহারা  
 কিজন্ত তাদৃশ বুদ্ধিমান হইয়াও (বেদশ্রদ্ধাবিহীন) হইয়া থাকেন ? ফলতঃ কেহই কখন জ্ঞান-  
 পূর্বক আপনার অন্তঃ করিতে অভিলাষ করে না, তবে কি জন্ত তাঁহারা বুদ্ধিমান হইলেও  
 বেদশ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন ? ব্রহ্মন্ ! এবিষয়েরই বা কারণ কি তাহা আমাকে  
 বিশেষ করিয়া বলুন ? আমার আর একটা প্রশ্ন এই যে, পূর্বে আপনি (দেবীর পরমস্থান  
 মণিদ্বীপের মহিমা) বর্ণন করিয়াছেন; সেই দ্বীপটি কিরূপ মহত্তর তাহা শ্রবণ করিতে

কীদৃক্ তদস্তি যৎ দেব্যাঃ পরং স্থানং মহত্তরম্ ।

তচ্চাপি বদ ভক্তায় শ্রদ্ধাধানায় মেহনস ! ।

প্রসন্নাস্তু বদন্ত্যেব গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি রাজো বচঃ শ্রদ্ধা ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।

নিজগাদ ততঃ সর্বং ক্রমেণৈব মুনীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

যচ্ছ্রদ্ধা তু দ্বিজাতীনাং বেদশ্রদ্ধা বিবর্জিতে ॥ ১০ ॥

বাস উবাচ ।

সম্যক্ পৃষ্ঠং হুয়া রাজন্ ! সময়ে সময়োচিতম্ ।

বুদ্ধিমানসি বেদেষু শ্রদ্ধাবাংশৈচ ব লক্ষ্যসে ॥ ১১ ॥

পূর্বং মদোদ্ধতা দৈত্যা দেবৈর্যুদ্ধস্ত চক্রিরে ।

মদোদ্ধতা  
দৈত্যা দেবৈর্যুদ্ধস্ত

শতবর্ষং মহারাজ ! মহাবিশ্বায়কারকম্ ॥ ১২ ॥

নানাশস্ত্রপ্রহরণং নানামায়াবিচিত্রিতম্ ।

জগৎক্ষয়করং নুনং তেষাং যুদ্ধমভূম্প ! ॥ ১৩ ॥

জনমেজয়বাক্যঃ শ্রদ্ধা বাস উবাচ সম্যক্ পৃষ্টমিতি ॥ ১১ ॥

তত্র সত্যযুগে সর্বে দ্বিজা গায়ত্রীরূপপরাশক্তিহীনকাতা বেদশ্রদ্ধাবস্তৃপ্ত হিতাঃ পশ্চাৎ  
কারণবশাত্তদ্বিতা জাতা ইতি বদন্ প্রথমতস্তলবকারোপনিষদ্রূপপরাশক্তিমহিমানং  
কথয়তি পূর্বং মদোদ্ধতা ইতি ॥ ১২—১৩ ॥

আমি নিতান্তই উৎসুক হইয়াছি ; অতএব তদ্বিষয় বর্ণন করিয়া এ সেবকে চরিতার্থ  
করুন । কারণ, গুরু প্রসন্ন হইলে পর শিষ্যকে নিতান্ত গুহ্য কথাও কহিয়া থাকেন ॥ ৫-৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! ভগবান্ বেদবাস মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ  
করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি যে সমুদয়  
বিষয় বলিয়াছিলেন তৎসমস্ত শ্রবণ করিলে পর দ্বিজগণের বেদশ্রদ্ধা বিবর্জিত হইয়া থাকে  
তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯—১০ ॥

বাস কহিলেন, রাজন্ ! তুমি যথাসময়ে যথোচিত প্রশ্ন করিয়াছ । ইহা দ্বারা  
তোমাকে বুদ্ধিমান ও বেদশ্রদ্ধাবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হইতেছে । রাজন্ ! এক্ষণে আমি  
তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

পূর্বকালে অশুরগণ নিতান্ত মদগর্ভিত হইয়া দেবগণের সহিত শতবর্ষকাল পর্যন্ত অতি-  
বিশ্রমকৃত হুই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ১২ ॥ মহারাজ ! সেই যুদ্ধে নানাবিধ দৈবাস্ত্রসম্পন্ন  
ও নানাবিধ মায়াপরিপূরিত ছিল বলিয়া ক্রমে ক্রমে বিশ্ব নাশক হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৩ ॥



পরাশক্তিকৃপাবেশাদেবৈর্দৈত্যা জিতা যুধি ।  
 ভুবং স্বর্গং পরিত্যজ্য গতাঃ পাতালবেশ্মনি ॥ ১৪ ॥  
 ততঃ প্রহ্ষিতা দেবাঃ স্বপরাক্রমবর্ণনম্ ।  
 চক্রুঃ পরস্পরং মোহাৎ মাভিমানাঃ সমস্ততঃ ॥ ১৫ ॥  
 জয়োহস্মাকং কুতো ন শ্রাদস্মাকং মহিমা যতঃ ।  
 সর্বোত্তমঃ কুত্র দৈত্যাঃ পামরা নিস্পরাক্রমাঃ ॥ ১৬ ॥  
 সৃষ্টিস্থিতিক্ষয়করা বয়ং সর্বৈ যশস্বিনঃ ।  
 অস্মদগ্রে পামরাণাং দৈত্যানাংৈব কা কথা ।  
 পরাশক্তিপ্রভাবং তে ন জাত্বা মোহমাগতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 তেষামনুগ্রহং কর্তুং তদৈব জগদম্বিকা ।  
 প্রোদুরাসীৎ কৃপাপূর্ণা যক্ষরূপেণ ভূমিপ ! ॥ ১৮ ॥

পরাশক্তিকৃপাবেশাদেবৈর্জিতা দৈত্যা ভুবং স্বর্গং পরিত্যজ্য পাতালে গতা ইত্য-  
 স্বয়ং ॥ ১৪ ॥

স্বপরাক্রমেতি । পরাশক্তিপ্রসাদেন জয়ে লক্কেহপি তং প্রসাদমুন্মাদেন বিশ্বিত্য স্বপরা-  
 ক্রমবর্ণনং চক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

কথং চক্রুস্তদাহ জয়োহস্মাকমিতি । তথা চ শ্রুতিঃ তলবকারোপনিষদি ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো  
 বিজিগ্যে তশ্চ হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ং তত ঐক্ষস্মাস্মাকমেবায়ং বিজয়ো  
 হস্মাকমেবায়ং মতিমেতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অনুগ্রহং কর্তুং মহাকারণে বিমূঢ়া যক্ষরূপিতার্থঃ । অনেন চাপ্রার্থিতাপি দেবী নিজভক্ত-  
 পরিপালনং করোতীত্যহো ভক্তবাৎসল্যং শ্রীভগবত্যা ইতি বোধিতম্ । যতো দেবৈর-  
 প্রার্থিতাপি তামুদধারেতি । যক্ষরূপেণেতি । যক্ষং যক্ষনীয়ং অতিপূজ্যং তেজঃপুঞ্জরূপেণ  
 প্রোদুরাসীদিত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । তে কৈবাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রোহর্ষভুব তন্ন  
 ব্যজ্ঞানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৮ ॥

পরে, বিশ্বেশ্বরী ভগবতীর কৃপায় দেবগণ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, অসুরগণ স্বর্গ ও মর্ত্য  
 পরিত্যাগ করিয়া পাতাল-তলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥ তদনন্তর, দেবগণ আনন্দপরবশ  
 হইয়া আত্মাভিমানবশতঃ পরস্পরে নিজের পরাক্রম বর্ণন করিয়া গর্ব করিতে করিতে  
 বলিল ; যখন আমাদের মহিমা সর্বোত্তম বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন কি জন্ত আমাদের  
 জয় না হইবে ? সেই পামর পরাক্রমহীন দৈত্যগণের সহিত কি আমাদের তুলনা হইতে  
 পারে ? আমরাই এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছি এবং তজ্জন্তই আমাদের কীর্তি  
 সর্বত্রই বিখ্যাত রহিয়াছে । অতএব আমাদের সহিত তুলনায় সেই পামর দৈত্যগণের  
 কথা কিরূপে সম্ভব পর হইতে পারে ? (কলতঃ দেবসকল পরাশক্তির প্রভাব অবগত হইতে  
 নাপারিয়াই পরস্পরে এইরূপে মোহের বশবর্তী হইয়াছিল) ॥ ১৫—১৭ ॥

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিশুশীতলম্ ।

বিদ্যুৎকোটিসমানাভং হস্তপাদাদিবর্জিতম্ ॥ ১৯ ॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং তদৃষ্টা তেজঃ পরমসুন্দরম্ ।

সবিস্ময়াস্তদা প্রোচুঃ কিমিদং কিমিদস্থিতি ॥ ২০ ॥

দৈত্যানাং চেষ্টিতং কিংবা মায়া কাপি মহীয়সী ।

কেনচিম্বিন্মিতা বাথ দেবানাং স্ময়কারিণী ॥ ২১ ॥

সমুয় তে তদা সর্ষে বিচারং চক্রুরুত্তমম্ ।

যক্ষা নিকটে গত্বা প্রমত্তব্যং কস্তুমিত্যপি ॥ ২২ ॥

বলাবলং ততো জাহ্না কৰ্ত্তব্য তু প্রতিক্রিয়া ।

ততো বহিঃ সমাহুয় প্রোবাচেন্দ্রঃ সুরাধিপঃ ॥ ২৩ ॥

গচ্ছ বহে ! ত্বমস্মাকং যতোহসি মুখমুত্তমম্ ।

ততো গত্বা তু জানীহি কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ২৪ ॥

তেজো বর্ণয়তি কোটিসূর্য্যোতি ॥ ১৯ ॥

অহো কিমিদমপূর্ব্বং যক্ষঃ কিমিদমপূর্ব্বং যক্ষমিতি প্রোচরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তৈঃ কৃতাননেকাংস্তর্কান্ বিশদয়তি দৈত্যানামিতি ॥ ২১—২২ ॥

প্রতিক্রিয়েতি । যদ্যয়ং প্রবলঃ শক্রস্তদা পলায়নং যদি সমবলস্তদা যুদ্ধং যদায়মীশ্বরস্তদা ভক্ত্যা তদনুসরণমেবংরূপা প্রতিক্রিয়েত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যতোহসি মুখমুত্তমমিতি । অগ্নির্দৈব দেবানামাস্তমিতি মুখাদগ্নিরজায়তেতি শ্রুতেরি-  
ত্যর্থঃ । যতস্ত্বং মুখমস্মাকং ততস্ত্বমেব মুখে ভবত্বাং মুখান্ততস্ত্বমেবতদ্বিশিষ্টং কার্য্যং  
কুরুষ্যেত্যাহ ততো গত্বেতি । তথা চ শ্রুতিঃ । তেহগ্নিমবুবন্ জাতবেদৈতদ্বিজানীহি  
কিমেতদ্যক্ষমিতি ॥ ২৪ ॥

মহারাজ ! সেই সময় গগজ্জননী ভগবতী দেবগণের তাদৃশ (ভাব) অবলোকন করিয়া  
তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইলেন এবং তাহাদিগকে অহুগ্রহ করিবার জন্তই (অতিশয়  
প্রত্যক্ষোন্ময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া) তাহাদের সম্মুখে প্রোভূতা হইলেন ॥ ১৮ ॥ তৎকালে দেব-  
গণ, কোটিসূর্য্যের তায় প্রকাশশালী অগ্নি কোটিচন্দ্রের তায় শুশীতল, কোটিবিদ্যুতের  
সদৃশ, (হস্তপাদাদিশূন্য) সেই পরমসুন্দর, অদৃষ্টপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করিয়া বিস্মিত  
হইল এবং সকলেই ইহা কি ! ইহা কি !! বলিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইতে লাগিল ॥ ১৯—২০ ॥  
তৎকালে, তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল, ইহা কি দৈত্যগণের কোন মহতী মায়া  
না অপর কেহ দেবগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবার জন্ত ঐরূপ মায়ার সৃষ্টি করিল ॥ ২১ ॥  
যাহাইউক, মহারাজ ! তৎকালে তাহারা সকলেই একত্রিত হইয়া বিচার করত এই স্থির  
করিল যে, অগ্রে আমরা ঐ তেজের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কে ?  
তদনন্তর তাহার বলাবল জানিয়া পরে যাহা কৰ্ত্তব্য হয় করিব । মহারাজ জনমেজয় !  
দেবরাজ ইহু এইরূপ স্থির করিয়া অগ্রে অগ্নিকে আত্মান করিয়া কহিলেন ; অগ্নে ! তুমি

সহস্রাক্ষবচঃ শ্রুত্বা স্বপরাক্রমগর্কিতঃ ।

বেগাৎ স নিগতো বহ্নির্ঘবো যক্ষস্ত সন্নিধৌ ॥ ২৫ ॥

তদা প্রোবাচ যক্ষঃ তং ত্বং কোহসীতি হতাশনম্ ।

বীৰ্য্যঞ্চ ত্বয়ি কিং যত্তদ্বদ সর্বং মমাশ্রিতঃ ॥ ২৬ ॥

অগ্নিরগ্নি তথা জাতবেদা অস্মীতি সোহব্রবীৎ ।

সর্বস্ত দহনে শক্তির্নয়ি বিশ্বস্ত তিষ্ঠতি ॥ ২৭ ॥

তদা যক্ষঃ পরং তেজস্তদগ্রে নিদধৌ তৃণম্ ।

দহেনং যদি তে শক্তির্বিশ্বস্ত দহনেহস্তুি হি ॥ ২৮ ॥

তদা সর্ববলেনৈবাকরোৎ যত্নং হতাশনঃ ।

ন শশাক তৃণং দধুং লজ্জিতোহগাৎ স্তরান্ প্রতি ॥ ২৯ ॥

বেগাদিতি । তেন চ বহ্নেঃ সাহস্রাক্ষং বোদিতম্ ॥ ২৫ ॥

যক্ষস্ত সন্নিধৌ হতাশনে গতে সতি তং হতাশনং তদ্যক্ষং কোহসি ত্বমিত্যপূচ্ছদিত্যাহ তদা প্রোবাচেতি । তথা চ শ্রুতিঃ । তথেষতি তদভ্যাজবত্তমভ্যবদৎ কোহসীতি । ত্বয়ি কিং বীৰ্য্যমস্তু তদপি বদেত্যাহ বীৰ্য্যং চেতি ॥ ২৬ ॥

যক্ষবাক্যং শ্রুত্বা যদগ্নিরবদত্তদাহ অগ্নিরস্মীতি । স্ববীৰ্য্যমাহ সর্বস্তেতি । সর্ববিশ্বদাহিকা শক্তির্নয়ি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রুবীজাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ২৭ ॥

তন্নিঃস্বয়ি কিং বীৰ্য্যমিত্যপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি সান্তিমানাগ্নিবাকাং শ্রুত্বা যদ্যোতাদৃশী শক্তির্নয়ি তিষ্ঠতি তথেষতত্তৃণলেশং দধুং দর্শয় স্বশক্তিমিতি বদ্যক্ষঃ হতাশনশ্রুত্বা তৃণং দধারেত্যাহ তদগ্রে নিদধৌ তৃণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥

দেবগণের মুখ স্বরূপ একজ্ঞ অগ্রে তুমি যাইয়াই এই তেজঃপুঞ্জটী কি, তাহা বিশেষরূপে জানিয়া আইস ॥ ২২—২৪ ॥

স্বপরাক্রম-গর্কিত অগ্নি ইন্দ্রের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে গ্রহণ করতঃ সেই তেজোরাশির সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥ তখন, সেই তেজোরাশি হতাশনকে সমাগত দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তুমি কে ? তোমার ক্রমতা কি ? এসমস্ত বিষয় আমার নিকট বর্ণন কর ॥ ২৬ ॥ অগ্নি তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, আমি অগ্নি নামে বিখ্যাত, আমি হইতেই বেদবিহিত যজ্ঞাদি কার্যাসকল সম্পন্ন হইয়া থাকে, আমার পরাক্রমের কথা অধিক আর কি বলিব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দহনশক্তি একমাত্র আমাতেই অবস্থান করিতেছে ॥ ২৭ ॥ তখন, পরমপূজ্য তেজোরাশি একটী তৃণ গ্রহণ পূর্বক অগ্নিকে কহিলেন ; বহ্নে ! যদি সমস্ত বিশ্বসংসারের দাহিকা শক্তি তোমাতেই থাকে, তবে এই তৃণটীকে দগ্ধ করিয়া ফেল ॥ ২৮ ॥ তখন, অগ্নি বিশেষ যত্ন পূর্বক সেই তৃণটীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কোনও মতে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন তিনি লজ্জিত হইয়া দেবগণের নিকটে যাইয়া

পৃষ্ঠে দেবৈস্ত বৃত্তান্তে সৰ্বং প্রোবাচ হব্যভুক্ত ।

বথাভিমানো হুস্মাকং সৰ্ব্বেশ্বাদিকে স্মরাঃ ॥ ৩০ ॥

ততস্ত বৃত্তাহা বায়ুং সমাহুয়েদমব্রবীৎ ।

ত্বয়ি প্রোতং জগৎ সৰ্বং স্বচেষ্ঠাভিস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৩১ ॥

ত্বং প্রাণরূপঃ সৰ্ব্বেষাং সৰ্ব্বশক্তিবিস্তারকঃ ।

ত্বমেব গত্বা জানীহি কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ৩২ ॥

নাম্যঃ কোহপি সমর্থোহস্তি জ্ঞাতুং যক্ষং পরং মহঃ ॥ ৩৩ ॥

মহত্মাকবচঃ শ্রুত্বা গুণগৌরবগুণ্ডিতম্ ।

সাভিমানো জগামাশু যত্র যক্ষং বিরাজতে ॥ ৩৪ ॥

যক্ষং দৃষ্ট্বা ততো বায়ুং প্রোবাচ মূঢ়ভাষয়া ।

কোহসি ত্বং ত্বয়ি কা শক্তির্বদ সৰ্বং মমাগ্ৰতঃ ॥ ৩৫ ॥

সৰ্ব্বেশ্বাদিকে তদ্বিষয়ে ইত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । তস্মৈ ত্বং নিদধাবেতদহেতি তদুপ-  
প্রোয়ার সৰ্ব্বজবেন তন্ন শশাক দধুং স তত এব নিববুতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং বদেতৎ  
যক্ষমিতি ॥ ৩০ ॥

কার্যোৎসাহায় বায়ুং স্তোতি ত্বয়ি প্রোতমিতি । প্রোতং গ্রথিতম্ । তথা চ শ্রুতিঃ ।  
বায়ুর্কৈ গোতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ গোতম সূত্রেণ সৰ্ব্বাণি ভূতানি সংদ্রুহীতীতি ॥ ৩১-৩৪ ॥

যক্ষং দৃষ্ট্বিতি । বায়ুং দৃষ্ট্বা কোহসি ত্বং ত্বয়ি চ কা শক্তিরস্তীতি সৰ্বং মমাগ্ৰতো বদেতি  
তদ্যক্ষং প্রোবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯ ॥ দেবগণ, তাহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা  
করিলে পর অগ্নি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন ; দেবগণ ! আমরাই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ  
বলিয়া যে অভিমান করিয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া জানিও ॥ ৩০ ॥

অনন্তর, ইষ্ট বায়ুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ; পবন ! এই সমস্ত জগতে তুমিই  
ওতপ্রোতরূপে অবস্থান করিতেছ, তোমার চেষ্টাতেই ইহার চেষ্টা হইয়া থাকে, তুমি  
সকলের প্রাণরূপ, এজন্য তোমাতেই সৰ্ব্বশক্তির সমাবেশ সম্ভব ; অতএব, তুমিই বাইরা  
এই স্মরণ্য তেজসী কি ? তাহা জানিয়া আইস । বস্তুতঃ এই তেজের প্রকৃত উৎস বিজ্ঞাত  
হইতে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না ॥ ৩১—৩৪ ॥

পবনদেব ইজের তাদৃশ গুণগৌরব-সমবিত্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমানপ্রমুক্ত শীঘ্র  
সেই তেজঃপুঞ্জের সমীপে বাইরা উপস্থিত হইল ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, সেই তেজোরাশি বায়ুকে  
সমাগত দেখিয়া মূঢ়বাক্যে কহিলেন ; তুমি কে এবং তোমাতে কি শক্তি সঞ্চারিত আছে,  
তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে বর্ণন কর ? ॥ ৩৫ ॥ তখন, পবনদেব সেই বাক্য শ্রবণ



ততো যক্ষবচঃ শ্রুত্বা গর্বেণ মরুদব্রুবীৎ ।  
 মাতরিখাহমস্মীতি বায়ুরস্মীতি চাব্রুবীৎ ॥ ৩৬ ॥  
 বীৰ্য্যাস্তু ময়ি সর্বশ্চ চালনে গ্রহণেহস্তুি হি ।  
 মচ্চেষ্টয়া জগৎ সর্বং সর্বব্যাপারবদ্ববেৎ ॥ ৩৭ ॥  
 ইতি শ্রুত্বা বায়ুবাণীং নিজগাদ পরং মহঃ ।  
 তৃণমেতত্ত্বাগ্রে যতুচ্চালয় যথেষ্পিতম্ ।  
 নোচেদগর্বেণ বিহায়ৈনং লজ্জিতো গচ্ছ বাসবম্ ॥ ৩৮ ॥  
 শ্রুত্বা যক্ষবচো বায়ুঃ সর্বশক্তিসমম্বিতঃ ।  
 উদ্যোগমকরোত্তচ্চ স্বস্থানান্ন চচাল হ ॥ ৩৯ ॥  
 লজ্জিতোহগাদ্বেদপার্শ্বে হিত্বা গর্বেণ স চানিলঃ ।  
 ব্রতাস্তমবদৎ সর্বং গর্বনির্বাণকারণম্ ॥ ৪০ ॥  
 নৈতজ্জ্ঞাতুং সমৰ্থাঃ স্ম মিথ্যাগর্বাভিমানিনঃ ।  
 অলৌকিকং ভাতি যক্ষং তেজঃ পরমদাক্ষণম্ ॥ ৪১ ॥

উদ্যোগমিতি । স বায়ুঃ সর্বশক্তিযুতচ্চালয়িতুং প্রবৃত্তোহপি তত্গুণং স্বস্থানান্ন চচাল ॥ ৩৯ ॥

ততো লজ্জিতঃ সন্ বায়ুরপি জগামেতার্থঃ । গর্বনির্বাণো গর্বনাশঃ ॥ ৪০ ॥

সমৰ্থাঃ স্ম বয়ং দেবা ইতি শেবঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । অথ বায়ুগববন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্বক্ষমিতি । তথেষ্পিত তদভ্যন্তরবত্তমভ্যবদৎ কোহস্মীতি বায়ুর্বা অহমস্মীতাব্রুবীৎ মাতরিখা বা অহমস্মীতি তস্মিংশ্চয়ি কিং বীৰ্য্যমিত্যপীদং সর্বমাদদীয়াৎ যদিদং পৃথিব্যামিতি

করিয়া গর্বিত্ত বাক্যে কহিলেন ; আমি মাতরিখা আমি বায়ু আমার শক্তির কথা  
 আর কি বলিব সমস্ত পদার্থের গ্রহণে এবং ধারণে আমারই শক্তি আছে । এই  
 বিশ্বসংসার আমার চেষ্টাতেই সচেষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ তখন সেই পরম তেজঃপূজ  
 বায়ুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ; বায়ো ! তোমার সম্মুখে যে তৃণটী রহিয়াছে  
 ঐটীকে তুমি যথা ইচ্ছা তথায় সরাইয়া ফেল ; আর যদি তাহা না পার তবে গর্ব  
 পরিত্যাগ করিয়া সলজ্জচিত্তে ইন্দ্রনিকটে প্রস্থান কর ॥ ৩৮ ॥ বায়ু তাঁহার তাদৃশ  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের সম্পূর্ণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক সেই তৃণটীকে স্থানচ্যুত করিতে  
 চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও ক্রমে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৩৯ ॥ তখন,  
 বায়ু গর্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং গর্বধ্বংসকারণ  
 দাহিকা শক্তি প্রকাশ বর্ণন করিয়া কহিল ॥ ৪০ ॥ দেবগণ । আমরা ব্রূণাভিমानी ; এই তেজের  
 অগ্নি বিশেষ যক্ষ পূর্বক কিছুতেই সমর্থ হইব না ; এই পরম দাক্ষণ সর্বপূজ্য তেজকে  
 দক্ষ করিতে সমর্থ হইলে তুচ্ছ ॥ ৪১ ॥ তখন, সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে একবাক্যে কহিল ;

ততঃ সৰ্ব্বৈঃ সুরগণাঃ সহস্রাক্ষং সমুচিरे ।  
 দেবরাড়সি যস্মাত্ত্বং যক্ষং জানীহি তত্ত্বতঃ ॥ ৪২ ॥  
 তত ইন্দ্রো মহাগৰ্ব্বাত্তদ্যক্ষং সমুপাদ্রবৎ ।  
 প্রাদ্রবচ্চ পরং তেজো যক্ষরূপং পরাৎ পরম্ ॥ ৪৩ ॥  
 অন্তর্ধানং ততঃ প্রাপ তদ্যক্ষং বাসবাঐতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 অতীবলজ্জিতো জাতো বাসবো দেবরাড়পি ।  
 যক্ষসম্ভাষণাভাবান্নযুত্বং প্রাপ চেতসি ॥ ৪৫ ॥  
 অতঃপরং ন গম্ভব্যং ময়া তু সুরসংসদি ।  
 কিং ময়া তত্র বক্তব্যং স্বলঘুত্বং সুরান্ প্রতি ॥ ৪৬ ॥  
 দেহত্যাগো বরস্তস্মান্মানো হি মহতাং ধনম্ ।  
 মানে নষ্টে জীবিতস্ত মৃত্যুতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥  
 ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব গৰ্ব্বং হিহ্নু সুরেশ্বরঃ ।  
 চরিত্রমীদৃশং যন্ত (তমেব শরণং গতঃ) ॥ ৪৮ ॥

তস্মৈ ভৃগুং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়াগ সৰ্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব  
 নিববুতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ৪১—৪২ ॥

সমুপাদ্রবদ্বিতি । ন কেবলং সাগান্নত ইন্দ্রো জগাম কিন্তু বেগেন সমুপাদ্রবদ্বিতি ॥ ৪৩ ॥

ততস্তত্তেজোময়ং যক্ষরূপং মহোহন্তর্ধানং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অতীবলজ্জিত ইতি । মদপেক্ষয়া নানাবধিবাযু তয়োৱনেন যক্ষেণ সম্ভাষণমভূদহং  
 তদপেক্ষয়াধিকঃ সন্নপি ময়া সহ যক্ষেণ ভাষণমপি ন কৃতমতো লজ্জিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তত্র গত্বা ময়া স্বলঘুত্বং বক্তব্যং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

নাগং কশ্চিচ্ছত্রঃ শ্রাতুর্হি যুদ্ধার্থং প্রবৃত্তঃ শ্রাতুথায়ং ন প্রবৃত্তঃ কিন্তু অন্তর্হিতস্তদ্বা-  
 দয়মীশ্বর এবেতি নিশ্চিত্য তমেব শরণং গত ইত্যাহ ইতি নিশ্চিত্যেতি ॥ ৪৮ ॥

যখন আপনি দেবরাজ, তখন আপনিই ইহার প্রকৃতত্ব জানিয়া আসুন ॥ ৪২ ॥  
 অনন্তর, ইন্দ্র স্বয়ং সেই তেজঃসমীপে গমন করিবার জন্য সগর্বে অতিবেগে প্রস্থান  
 করিলেন । এদিকে, সেট তেজ ও ক্রমশঃ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল এবং  
 ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রের দর্শনপথ হইতে অন্তর্ধান করিল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ ইন্দ্র, দেবরাজ হইয়াও  
 যখন সেই তেজঃপুঞ্জের সহিত সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অতিশয় লজ্জিত  
 হইলেন এবং (নিজের লঘুত্ব স্বরণ করিয়া ভাবিলেন) ॥ ৪৫ ॥ আর আমি দেবসমাজে  
 যাইব না; সেই স্থানে যাইয়া আমি তাহাদিগকে কি বলিব; কোনও ক্রমে আমি  
 তাহাদের নিকটে নিজের লঘুত্ব প্রকাশ করিতে পারিব না; বরং তাদৃশ অপেক্ষা  
 মরণ তুল্য । মানিগণের মানই একমাত্র ধন । যদি মানই নষ্ট হইল তবে আর জীবন-  
 ধারণে ফল কি ? ॥ ৪৬—৪৭ ॥

তন্নিম্নেব কণে জাতা ব্যোমবাণী নভস্তলে ।

মায়াবীজং সহস্রাক্ষ ! জপ তেন স্থখী ভব ॥ ৪৯ ॥

ততো জজ্ঞাপ পরমং মায়াবীজং পরাংপরম্ ।

লক্ষবর্ষং নিরাহারো ধ্যানমীলিতলোচনঃ ॥ ৫০ ॥

অকস্মাচ্চৈত্রমাসীন্নবম্যাং মধ্যগে রবৌ ।

তদেবাবিরভূতেজস্তন্নিম্নেব স্থলে পুনঃ ॥ ৫১ ॥

তেজোমণ্ডলমধ্যে তু কুমারীং নবযৌবনাম্ ।

ভাস্বজ্জপাপ্রসূনাভাং বালকোট্রিবিপ্রভাম্ ॥ ৫২ ॥

বালশীতাংশুমুকুটাং বস্ত্রাস্তব্যঞ্জিতস্তনীম্ ।

চতুর্ভির্বরহন্তৈস্ত বরপাশাকুশাভয়ান্ ॥ ৫৩ ॥

মায়াবীজং সাম্যাবস্থমায়াশবলবৃদ্ধবাক্যকং ভুবনেশ্বরীবীজমিত্যর্থঃ । তেন চ সাম্যাবস্থমায়াশবলবৃদ্ধরূপিণী মূলপ্রকৃতিভুবনেশ্বরীয়াং প্রাহুর্ভূতা তিরোভূতা চেতি বোধিতম্ ॥ ৪৯ ॥

লক্ষবর্ষং নিরাহার ইত্যনেন শ্রীমূলপ্রকৃতিদর্শনং নামপুণ্যেন লভ্যতে কিন্তু বহুপুণ্যেনেতি বোধিতম্ ॥ ৫০ ॥

অকস্মাদিতি । চৈত্রশুক্লনবম্যাং মধ্যাহ্নে ইত্যর্থঃ । বস্তুনিম্নেব স্থলে তেজস্তিরোভূতং তন্নিম্নেব স্থলে তদেব তেজঃ পুনরাবিরাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তন্নিম্ন তেজোমণ্ডলে কুমারীং কাঞ্চিৎলক্ষণাং দদর্শ তাং বর্ণয়তি তেজোমণ্ডলমধ্যে স্থিতি ॥ ৫২ ॥

পাশাকুশেষ্ঠাভয়মুজ্জ্বলহস্তচতুর্ভিঃসহিতাতিরমণীয়াঃ ভুবনেশ্বরীমূর্তিঃ দদর্শেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

মহারাজ ! তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া গর্ভ পরিত্যাগ করিল এবং (যাহার জন্মশ মহৎ চরিত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হইল) ॥ ৪৮ ॥ এই সময় আকাশমার্গে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, ইন্দ্র ! তুমি মায়াবীজ জপ করিতে আরম্ভ কর তাহা হইলেই তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে ॥ ৪৯ ॥ তখন, ইন্দ্র সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিম্নাধানে সম্মুখিতচিত্তে (লক্ষবর্ষপর্যন্ত) সেই মায়াবীজ জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর, (চৈত্র মাসের নবমীতিথির) পূর্বাংদেব নভোমধ্যাগত হইলে পর সহসা সেই স্থানে পূর্ববৎ সেইরূপ তেজঃপুঞ্জের আবির্ভাব হইল ॥ ৫১ ॥ তখন ইন্দ্র সেই তেজোরাশিমধ্যে একটা নবযৌবনা কুমারীমূর্তি দর্শন করিলেন । তাঁহার শরীরকান্তি নবোদিত কোটিল্বর্ষের জ্বর উজ্জল ও প্রফুল্লিত জগাপুষ্ণের জ্বর রক্তবর্ণ ॥ ৫২ ॥ তাঁহার শিরোদেশে চন্দ্রকলা বিরাজমান । তিনি পীনস্তনী একজ্ঞ তাঁহার স্তনযুগল বকঃস্থ বস্ত্রমধ্যে থাকিলেও নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছিল । তিনি চারিটা হস্তে (বর পাশ অরুণ ও অস্তর)ধারণ করিয়া আছেন । তাঁহার শরীরকান্তি অতিশয় রমণীয় । তাঁহার সদৃশ স্তন্যরী রমণী আর কুজাপি ও মৃষ্টিগোচর হয় না ।

দধানাং রমণীয়ানীং কোমলাঙ্গলতাং শিবাম্ ।  
 ভক্তকল্পদ্রুমাম্বাঃ নানাভূষণভূষিতাম্ ॥ ৫৪ ॥  
 ত্রিনেত্রাং মল্লিকামালাকবরীজুটশোভিতাম্ ।  
 চতুর্দিকু চতুর্বেদৈর্মূর্তিমন্তিরভিষ্ঠিতাম্ ॥ ৫৫ ॥  
 দন্তচ্ছটাভিরভিতঃ পদ্মরাগীকৃতকমাম্ ।  
 প্রসন্নশ্ৰেণুবদনাং কোটিকন্দর্পসুন্দরাম্ ॥ ৫৬ ॥  
 রক্তাশ্রপরীধানাং রক্তচন্দনচর্চিতাম্ ।  
 উমাভিধানাং পুরতো দেবীং হৈমবতীং শিবাম্ ॥ ৫৭ ॥  
 নির্ব্যাজকরণামূর্তিং সর্বকারণকারণাম্ ।  
 দদর্শ বাসবস্তত্র প্রেমগদগদিতাস্তরঃ ॥ ৫৮ ॥  
 প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নো রোমাঞ্চিততনুস্ততঃ ।  
 দণ্ডবৎ প্রণনামাথ পাদয়োজ্জগদীশিতুঃ ॥ ৫৯ ॥  
 তুচ্চাব বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ভক্তিসম্মতকঙ্করঃ ।  
 উবাচ পরমপ্রীতঃ কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ৬০ ॥

পদ্মরাগীকৃতকমাং দন্তচ্ছটাভির্দাড়িগীবীজসদৃশদন্তপংক্তিদীপ্তিভিঃ পদ্মরাগমণিসম্ভিত-  
কৃতভূতলান্ ॥ ৫৬ ॥

হৈমবতীং হেমকল্পিতাতরণবতীম্ । হিমবতো হ্রিতরং বেতি পার্শ্বতাভেদাদিয়মুক্তিঃ ।  
তথা চ ঋতিরথেন্দ্রমবুদ্বন্মঘবরেন্তবিজানৌহি কিমেতদ্বক্ষ্যমিতি । তথেষতি তদভ্যাজবস্ত্রা-  
ভিরোদধে । স তন্নিঃস্রবাকশে স্ত্রিয়নাজগাম বহুগোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ  
কিমেতদ্বক্ষ্যমিতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥

জগদীশিতুঃ শ্রীভুবনেশ্বর্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

উবাচেতি । ইদং যক্ষং কিমস্তি ॥ ৬০ ॥

তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নানাবিধ ভূষণ সকল বিরাঙ্গ করিতেছিল । তাঁহার কবরী-  
দেশে মল্লিকাপুষ্পের মালা সুশোভিত । তিনি ত্রিনয়নী । মূর্তিমান্ বেদ সকল তাঁহার  
চারিধারে থাকিয়া তাঁহার স্তব করিতেছিল । তাঁহার দন্তপংক্তির এতাদৃশ সৌন্দর্য্য যে  
সম্মুখস্থ ভূমিতে তাহার কিরণ পতিত হওয়াতে যেন সেই স্থানটী পদ্মরাগমণি দ্বারা ভূষিত  
কলিয়া বোধ হইতেছিল । তাহার মুখে সর্বদাই জ্যৎ হান্ত বিরাজমান । তাঁহার পরিধান  
(রক্তবস্ত্র)ও সর্বত্র চন্দনচর্চিত ছিল । তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন তিনিই সর্বকারণের  
কারণ ও সাক্ষাৎ দয়াময়ী । মহারাজ জনমেজয় ! ইহা সেই স্থানে সেই উমানামী পার্শ্বতী  
মহেশ্বরী ভগবতীকে দর্শন করিয়া লোমাঞ্চিতকলেবর, প্রেমাশ্রুপূর্ণনেত্র ও ভক্তিকরে  
গদগদচিহ্ন হইল এবং তৎক্ষণাৎ সেই সর্বেশ্বরীর পদযুগলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম  
করিল ॥ ৫৭—৬০ ॥ অনন্তর, ইহা ভক্তিপূর্বক নানাবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার স্তব করিল এবং



প্রাহুর্ভূতঞ্চ কস্মাত্তদ্বদ সর্বং স্তশোভনে ! ।

ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ করুণার্ণবা ॥ ৬১ ॥

রূপং মদীয়ং ব্রহ্মৈতৎ সর্বকারণকারণম্ ।

মায়াধিষ্ঠানভূতস্তু সর্বসাক্ষিনিরাময়ম্ ॥ ৬২ ॥

সর্বৈ বেদা যৎপদমামনস্তি

তপাংসি সর্বানি চ যদ্বদস্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি

ততে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ॥ ৬৩ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম তদেবাহুশ্চ হ্রীংময়ম্ ।

দ্বৈ বীজে মম মন্ত্রৌ স্তৌ মুখ্যত্বেন স্তরোত্তম ! ॥ ৬৪ ॥

কস্মাচ্চ কারণাং প্রাহুর্ভূতং তৎ সর্বং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

রূপং মদীয়মিতি ইদং মদ্যক্ষং তদাদীয়ং মুখ্যং রূপং ইদমেব ব্রহ্ম সর্বকারণং ভবতীত্যর্থঃ ।  
তদেব ব্রহ্মস্বরূপং বর্ণয়তি মায়াধিষ্ঠানেতি । সাম্যাবস্থমায়াধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ । তদ্বিশিষ্ট-  
মিতি ফলিতম্ ॥ ৬২ ॥

সর্ববেদপ্রতিপাদ্যত্বং তস্মাহ সর্বৈ বেদা ইতি । যৎ পদং পদ্যতে প্রাপ্যতে জ্ঞানিভি-  
রिति পদস্তদেতৎ পদং ব্রহ্ম সর্বৈ বেদা আমনস্তি প্রতিপাদয়ন্তি । তথা সর্বাণি তপাংসি  
চান্মাভিরাচৌর্নৈরিদমেব প্রাপ্যমিতি বদন্তি । তথা যদিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচর্যাং গুরুকুল-  
বাসমষ্টবিধমৈখুনত্যাগঞ্চ চরন্ত্যচরন্তি । তদেতদ্বস্ত তে তুভ্যাং সংগ্রহেণ নাম্বা ব্রবীমি  
কথয়ামি । সর্বোপাসনা কৰ্মফলভূতমিদমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

কিং তস্মামেতি চেত্তদাহ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি । সর্ববেদে ওমিতি পদেন যদ্বদ-  
ঘোষাতে তদ ব্রহ্মেত্যর্থঃ । তস্মৈব হ্রীংকারমন্ত্রোহপি বাচক ইত্যাহ তদেবাহুশ্চ হ্রীংময়মিতি ।  
আহর্কেদা ইত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ ওমিতি ব্রহ্মেতি । তথা হ্রীং ব্রহ্মেতি চাথর্ক্যেণ ।  
নস্বেকস্মৈব বস্তুনো দ্বৈ বীজে কিমিতি বাচকে জাতে তত্র কারণমাহ দ্বৈ বীজে ইতি ॥ ৬৪ ॥

পরম প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ; সুন্দরি ! আপনিই কি সেই পরম মহৎ তেজঃপুঞ্জ ?  
যদি তাহাই হন তবে অনুগ্রহ করিয়া আপনার প্রাহুর্ভাবের কারণ কি তাহা বলুন ?  
রাজন ! তখন সেই ভগবতী ঈশ্বরের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥

দেবরাজ ! এই সূর্যমহৎ তেজঃপুঞ্জ আমারই রূপ । তুমি(ইহাকেই)মায়াধিষ্ঠানস্বরূপ  
সর্বসাক্ষি অবিনাশি সর্বকারণ-কারণ ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে ॥ ৬২ ॥ চতুর্কেদ ও উপনিষৎ  
সকল যাহাকেই নির্দেশ করিয়া থাকে ; সমস্ত তপশ্বাদি নিয়ম সকল যাহাকে প্রাপ্য বলি-  
য়াই উল্লেখ করে ; ব্রাহ্মণ সকল যাহাকে লাভ করিবার জগ্গেই কঠোর ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন  
করিয়া থাকে ; দেবরাজ ! আমি তোমার নিকট এই সেই (তেজোরূপ ব্রহ্মের কথা)  
উল্লেখ করিলাম ॥ ৬৩ ॥ বেদে (ওংকার এবং হ্রীংকার) দ্বারা এই সেই অদ্বিতীয় অবিনাশি  
ব্রহ্মকেই উল্লেখ করিয়া থাকে । স্তরোত্তম ! ঐ উত্তম বীজকেই আমার মুখ্যমন্ত্র বলিয়া

ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ ।  
 তত্রৈকভাগঃ সংপ্রাপ্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ ॥ ৬৫ ॥  
 মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্ত্ব দ্বিতীয়ো ভাগ ইরিতঃ ।  
 সা চ মায়া পরাশক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী ॥ ৬৬ ॥  
 চন্দ্রশ্চ চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাগতা ।  
 নাম্যাবস্থাস্থিক। চৈবা মায়া মম সুরোত্তম ! ॥ ৬৭ ॥  
 প্রলয়ে সর্বজগতো মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি ।  
 প্রাণিকর্মপরীপাকবশতঃ পুনরেব হি ॥ ৬৮ ॥

ভাগদ্বয়বতীতি । যতোহং মায়াভাগব্রহ্মভাগরূপভাগদ্বয়বতী মায়াশবলব্রহ্মরূপিণী সর্বং জগৎ সৃজামি তস্মাৎ কারণান্মম ভাগদ্বয়দ্ব্যবীজদ্বয়ং বাচকমিতিার্থঃ । কো তৌ ভাগৌ তত্রাহ তত্রৈকভাগ ইতি ॥ ৬৫ ॥

নমু তর্হি ব্রহ্মভাগস্ত বাচকঃ প্রণবো মায়াভাগস্ত বাচকঃ মায়াবীজমিতি পর্যাবসন্নং তথা চ প্রণবোপাসনায়ামুপাত্তে ব্রহ্মণি শক্তেভাগোহনন্তর্ভূতস্তথা মায়াবীজোপাসনায়াম্ ব্রহ্মভাগোহনন্তর্ভূত ইতি প্রাপ্তমিতি চেত্তত্রাহ সা চ মায়েতি ॥ ৬৬ ॥

মমাভিন্নত্বমাগতেতি । নহি শক্তিঃ শক্তিমতঃ পৃথগুপলভাতে বহ্যাদিশক্তিষু বহ্যাদেঃ শক্তেঃ পৃথগুপলভ্যতাং । কিন্তু মম শক্তিমতো মায়াশক্তির্মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি । তথা চান্মি-শক্তৌ হোমেহ্মৌ হোমোহর্থসিদ্ধৌ যথা বাঘৌ হোমেহ্মিশক্ত্যাং হোমোহর্থসিদ্ধস্তথা ব্রহ্মভাগবাচকস্ত প্রণবস্ত শক্তিবিশিষ্টব্রহ্মবাচকস্ত মায়াশক্তিভাগবাচকস্ত মায়াবীজস্ত মায়া-বিশিষ্টব্রহ্মবাচকস্ত বীজদ্বয়স্তাপি বিশিষ্টবাচকত্বমতএব হ্রীং ব্রহ্মেতি সামান্যাদিকরণ্যং ঋত্বাক্তং সংগচ্ছতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

নমু প্রলয়ে মায়ালয়াৎ কথং তদভিন্না সেতি চেত্তত্রাহ প্রলয় ইতি । প্রলয়ে মায়ানাশে উত্তবসর্গানুপপত্তি প্রসঙ্গান্মায়ানাশঃ প্রলয়ে নাস্তি কিন্তু প্রলয়ে মদভিন্নৈব সা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । নমু তর্হি প্রলয়েপি মায়াসত্ত্বৈ নিরন্তরং কাবণসত্ত্বাৎ কার্য্যং জগৎসর্জনাদিরূপং নিরন্তরমেব স্রাদিতি চেত্তত্রাহ প্রাণিকর্ম্মেতি । ন কেবলং মায়াসংখ্যং কর্ম্মাদিকং বিহায় জগৎ করোতি কিন্তু তদপেক্ষ্যৈব কবোতি তথা চ প্রলয়ে সর্বকর্ম্মণাং পবিপকানাং ফলস্ত দত্ত-ত্বেনাপরিপকানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলদানসময়াভাবেন পরিপককর্ম্মরূপস্রাব্যভাবাৎ প্রলয়ো ভবতি । তদনন্তরমবশিষ্টপ্রাণিকর্ম্মণাং পরিপাকে সতি সৈব ব্যাক্তরূপা মায়া পরিপককর্ম্মরূপ-সহায়সহিতাব্যাক্তীভাবমুপৈতীতি ন কারণসত্ত্বৈপি কার্য্যস্ত জগৎসর্জনরূপস্ত নিরন্তরমুৎ-পত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

জানিবে ॥ ৬৭ ॥ আগি এই বিষয়ে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াই নির্মাণ করিয়া থাকি এতদ্র-  
 “আমাব বীজময় ও উভয়বিধ জানিবে । উহার মধ্যে ওঁকাররূপ বীজটী সচ্চিদানন্দনামে  
 এবং হ্রীংকার বীজটী মায়া প্রকৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে । অতএব সেই মায়াকেই  
 আমার (পরাশক্তি) বলিয়া এবং আমাকেই (সর্বশক্তিমতী) ঈশ্বরী বলিয়া জানিবে ॥ ৬৫—৬৬ ॥  
 যেরূপ চন্দ্রিকা চন্দ্র হইতে অভিন্ন সেইরূপ এই (সাম্যাবস্থাস্থিকপণী মায়াশক্তি)ও মায়া হইতে  
 অভিন্ন । ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন পদার্থ ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ৬৭ ॥ প্রলয়কালে

রূপং তদেবমব্যক্তং ব্যক্তিভাবমুপৈতি চ ।

অন্তর্মুখা তু যাবস্থা সা মায়েত্যভিধীয়তে ॥ ৬৯ ॥

বহির্মুখা তু যা মায়া তমঃশব্দেন সোচ্যতে ।

বহির্মুখাত্তমোরূপাঙ্জায়তে সত্ত্বসত্ত্বঃ ॥ ৭০ ॥

রজোগুণস্তদৈব স্মৃৎ সর্গাদৌ সুরসত্তম ! ।

গুণত্রয়াশ্রয়কাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাস্তে ॥ ৭১ ॥

রজোগুণাধিকো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্বাধিকো ভবেৎ ।

তমোগুণাধিকো রুদ্রঃ সর্বকারণরূপধৃক্ ॥ ৭২ ॥

নহু তর্হি মায়ায়াঃ প্রলয়েহপি বিদ্যমানস্তে তম আসীত্তমসা গূঢ়গণে ইতি শ্রুতৌ মায়ায়াঃ কথমুৎপত্তিক্তেতি চেত্তত্রাহ অন্তর্মুখা দ্বিতি । অয়মর্থঃ । অন্তর্মুখায়া মায়ায়া অবস্থা গুণত্রয়সাম্যাবস্থারূপা সা নিত্য্য ন তস্তাঃ উৎপত্তিঃ শ্রুতৌ শ্রুতে কিন্তু তন্ত গুণত্রয়স্ত যদৈবম্যমুৎপদ্যতে তদেব তম আসীদিত্যাদিনোৎপত্ত্যাশ্রয়েনাভিধীয়তে । তচ্চোৎপদ্যমানং তমোরূপং বহির্মুখমায়ারূপমুচ্যত ইতি ন মায়ায়া উৎপত্তিঃ শ্রুতাবিহিতা কিন্তু মায়াগুণানামেবোৎপত্তিরিতি ॥ ৬৯ ॥

তত্র প্রথমতঃ কো বা গুণ উৎপদ্যতে তত্রাহ বহির্মুখাদিতি । প্রথমতোহব্যক্তাত্মো-  
গুণ উৎপদ্যতে ততঃ সত্ত্বগুণস্ততো রজোগুণ ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

এতদগুণত্রয়বিশিষ্টৈচৈতন্তস্ত নামাস্তরাণ্যাহ গুণত্রয়াশ্রয়কা ইতি । গুণত্রয়মধ্যে একৈক-  
গুণাভিমাননো ব্রহ্মাদয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

বিভাগেন তদেবাহ রজোগুণাধিক ইতি । যদ্যপি গুণত্রয়াশ্রয়কা এব ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বং জগচ্চ  
তথাপি যন্ত যন্ত গুণস্ত যত্রাধিক্যং তত্তদগুণরূপত্বং তস্মোচ্যতে ইতি বোধনর্থমধিকপদম্ ।

সমস্ত জগতের লয় হইলে পর এই মায়া আগাতেই লীন হইয়া অভেদরূপে অবস্থান করে,  
আবার সৃষ্টির আদিতে (জীবগণের কৰ্ম্মফলের পরিণাম বশতই) পুনর্বার অবিভূত হইয়া  
থাকে ॥ ৬৮ ॥ ফলতঃ এই মায়া যখন আগাতে অবস্থিতি করে, তখন তাহার অব্যাক্তরূপ  
এবং যখন প্রকাশ ভাবে অবস্থান করে, তখন তাহার ব্যাক্তরূপ বলিয়া নির্দেশ হইয়া  
থাকে । সাম্যাবস্থায়িক ব্রহ্মরূপিনী মায়ায় উৎপত্তি নাই ইহা সত্য ; কিন্তু, সৃষ্টির সময়  
তাঁহার (গুণময়ী মূর্তির) উৎপত্তিহেতু তমঃ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে । ইন্দ্র ! এজন্যই  
তাঁহার (অন্তর্মুখা অবস্থাকে) মায়া আর (বহির্মুখা অবস্থাকে) তমোগুণ প্রভৃতি ব্রহ্ম হইয়া  
থাকে ; অর্থাৎ প্রথমতঃ সেই অব্যাক্ত অবস্থা হইতে তমোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; তদ-  
নস্তর তাহা হইতে সত্ত্বগুণ এবং তদনস্তর তাহা হইতে রজোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।  
দেবরাজ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকেই এই (ত্রিবিধ গুণাত্মক) বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৬৯-৭১ ॥  
ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মাকে রজোগুণাধিক, বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণপ্রধান ও সর্বকারণ-কারণ মুহে-  
শ্বরকে তমোগুণের আধার বলিয়া জানিবে ॥ ৭২ ॥ দেবরাজ ! ব্রহ্মাকেই স্থূল দেহ,  
অসূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম) — তমঃ — সত্ত্ব — ব্রহ্ম :

স্থূলদেহো ভবেদব্রহ্মা লিঙ্গদেহো হরিঃ স্মৃতঃ ।  
 রূদ্রস্ত কারণো দেহস্তুরীয়া হ্রমেব হি ॥ ৭৩ ॥  
 সাম্যাবস্থা তু যা প্রোক্তা সৰ্বাস্তুর্যামিরূপিণী ।  
 অত উক্তং পরং ব্রহ্ম মজ্জগ্নং রূপবর্জিতম্ ॥ ৭৪ ॥  
 নিগুণং সগুণং চেতি দ্বিধা মজ্জপমুচ্যতে ।  
 নিগুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্ ॥ ৭৫ ॥  
 সাহং সৰ্বং জগৎ সৃষ্টা তদন্তঃ সংপ্রবিশ্য চ ।  
 প্রেরয়াম্যনিশং জীবং যথাকৰ্ম যথাক্রমতম্ ॥ ৭৬ ॥  
 সৃষ্টিস্থিতিতিরোধানে প্রেরয়াম্যহমেব হি ।  
 ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বিষ্ণুং রূদ্রং বৈ কারণাত্মকম্ ॥ ৭৭ ॥

সৰ্বকারণরূপধৃগিতি তমোগুণাদেব রজঃসত্ত্বগুণান্তবশ্যোক্তত্বাত্মোগুণোপাধিকরূদ্রস্ত  
 সৰ্বকারণরূপত্বমুক্তং যুক্তমেব ॥ ৭২—৭৩ ॥

তব তুরীয়রূপায়াঃ কো বা উপাধিস্তত্রাহ সাম্যাবস্থেতি । যা গুণত্রয়সাম্যাবস্থাস্তুর্যমুখা  
 মায়্যা সা মে তুরীয়রূপশ্রোপাধিরিত্যর্থঃ । নহু তর্হি তুরীয়স্ত মায়্যাবিশিষ্টেহস্তর্ভাবে নিগুণং  
 ব্রহ্ম কিং ভবিষ্যতীতি চেৎ তুরীয়াতীতং ভবিষ্যতীত্যাহ অত উক্তমিতি । মায়্যারহিতং  
 তুরীয়াতীতং যতদেব নিগুণং ব্রহ্ম ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । ইদমবস্থাপঞ্চকং তাপনীয়শ্রতো প্রসি-  
 দ্ধম্ ॥ ৭৪ ॥

নিগুণসগুণভেদেন তদেব স্বস্বরূপং বিশদয়তি নিগুণমিতি ॥ ৭৫ ॥

অস্তুর্যামিরূপাহমেবেত্যাহ সাহং সৰ্বমিতি । তথা চ শ্রুতিঃ । তৎ সৃষ্টা তদেবানু-  
 প্রাবিশদिति । যথা যন্ত কৰ্ম তথা তং প্রেরয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

তিরোধানে সংহারে কারণাত্মকং কারণদেহাভিমানিনমিত্যর্থঃ । তথা চ মদাজ্জগা তে  
 ব্রহ্মাদয়ঃ সৃষ্টিং কুর্কন্তীতি মুখ্যত্বেন সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী অহমেবাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৭৭ ॥

বিষ্ণুকে লিঙ্গ দেহ, রূদ্রকে কারণদেহ এবং আমাকে তুরীয়া বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩ ॥ আমি  
 তুরীয়া বলিয়াই সৰ্বাস্তুর্যামিরূপিণী ও সাম্যাবস্থাত্মিকা বলিয়া কথিত হইয়া থাকি ; অর্থাৎ  
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এক একটা (গুণের আশ্রয় হেতু) তত্ত্বগুণাবলী বলিয়া কথিত হন,  
 আর আমাতে সেই ত্রিবিধগুণই সাম্যাবস্থার অবস্থান করে বলিয়া আমি সাম্যাবস্থাত্মিকা  
 বলিয়া কথিত হইয়া থাকি । দেবরাজ ! ইহার উপরেই আমার আর একটি অবস্থা  
 আছে তুমি তাহাকেই (রূপবিহীন ব্রহ্ম) বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৭৪ ॥ বস্তুতঃ সগুণ ও  
 নিগুণ ভেদে আমার দুইটা রূপ । যাহা ময়াতীত তাহাই নিগুণ আর যেটা মায়ারি অস্ত-  
 র্গত তাহাই সগুণ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় ॥ ৭৫ ॥ ইহু ! আমিই এই সমস্ত বিশ্বসংসারের  
 সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে সৰ্বাস্তুর্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি এবং সমস্ত জীবগণকে নির-  
 স্তর যথাকৰ্ম্মানুসারে প্রেরণ করি ॥ ৭৬ ॥ অধিক কি, আমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও কারণা-  
 ভিমানী রূদ্রকে এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি ।



মন্ত্যাদ্বাতি পবনো ভীত্যা সূর্য্যশ্চ গচ্ছতি ।  
 ইন্দ্রাণিমৃত্যুবস্তদ্বৎ সাহং সর্বোত্তমা স্মৃতা ॥ ৭৮ ॥  
 মৎপ্রসাদাদ্ভবন্তিস্তু জয়ো লক্কোহস্তি সর্বথা ।  
 যুস্মানহং নর্তয়ামি কাষ্ঠপুতলিকোপমান্ ॥ ৭৯ ॥  
 কদাচিদ্বেববিজয়ং দৈত্যানাং বিজয়ং কচিৎ ।  
 স্বতন্ত্রা স্বেচ্ছয়া সর্বং কুর্বে কস্মানুরোধতঃ ॥ ৮০ ॥  
 তাং মাং সর্বাঙ্গিকাং যুয়ং বিস্মৃত্য নিজগর্বতঃ ।  
 অহঙ্কারাবতান্নানো মোহমাণ্ডা দুরন্তকম্ ॥ ৮১ ॥  
 অনুগ্রহং ততঃ কৰ্ত্তুং যুস্মদেহাদনুভবম্ ।  
 নিঃসৃতং সহসা তেজো মদীয়ং যক্ষমিত্যপি ॥ ৮২ ॥  
 অতঃপরং সর্বভাবৈহিত্বা গর্বন্তু দেহজম্ ।  
 মামেব শরণং যাত সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৮৩ ॥

ন কেবলং ব্রহ্মাদয় এব মদধীনাঃ কিং তর্হি সর্বে দেবা ইতাহ মন্ত্যাদ্বাতি । ইন্দ্রাণি-  
 মৃত্যুবস্তদ্বৎপ্রসাদেব ব্যবহারং কুর্কন্তীতি শেষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ । ভীষাস্বাদ্বাতঃ পবতে ।  
 ভীষোদেতি সূর্য্যঃ । ভীষাস্বাদ্বাশ্চৈন্দ্রশ্চ । মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥ ৭৮ ॥

এতাবৎপর্য্যন্তঃ কিমিদং যক্ষমিত্যপীতি দেবেন্দ্রপ্রশ্নস্তোত্ররং দত্তম্ । ততঃপরং প্রোক্ত-  
 ভূতঞ্চ কস্মাদ্বাতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্তোত্ররমাহ মৎপ্রসাদাদ্বিতি ॥ ৭৯—৮৩ ॥

ফলতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার আজ্ঞাতেই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥  
 ইন্দ্র ! আগারই আজ্ঞামুসারে পরনদেব বহনাবহন করিতেছে, সূর্য্যদেব উদিত হইয়া থাকে  
 এবং অগ্নি ও যম প্রভৃতি অস্ত্রাণ দেবগণ ও তুমি স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকিতেছ । দেবরাজ !  
 অধিক আর কি বলিব এই সমস্ত কারণবশতই আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ৭৮ ॥  
 দেখ ! আমার অনুগ্রহেই তোমারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ । আগিই তোমাদিগকে  
 কাষ্ঠপুতলিকার জায় নাটাইতেছি ॥ ৭৯ ॥ আমি, কখন বা তোমাদের জয় এবং কখন বা  
 দৈত্যগণের জয় করাইয়া থাকি । ফলতঃ আমার যখন যাহা ইচ্ছা হইয়া থাকে, তখন  
 (স্বতন্ত্রা থাকিয়াই) তাহাই করিয়া থাকি ॥ ৮০ ॥ এক্ষণে, তোমরা সেই সর্বময় সর্বশ্রেষ্ঠ  
 আমাঞ্চে বিস্মৃত হইয়া নিজ নিজ গর্ব্বমদেই দুরন্ত মোহে পতিত হইয়াছ ॥ ৮১ ॥ আমি  
 তোমাদের সেই গর্ব্ব জানিতে পারিয়াই তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্তই (তোমাদের  
 প্রত্যেকের শরীর হইতে নির্গত হইয়া) এই অনুভব সর্বপূজ্য তেজঃস্বরূপে আবির্ভূত  
 হইয়াছি ॥ ৮২ ॥ এক্ষণে, তোমরা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্বাত্মকরণে সচ্চিদানন্দ-  
 রূপিণী আমার শরণাগত হও ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা ॥ ৮৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্থাক্তা চ মহাদেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।

অন্তর্ধানং গতৗ সদ্যো ভক্ত্যা দেবৈরভিষ্ঠুতা ॥ ৮৪ ॥

ততঃ সর্বৈ স্বগর্বন্তু বিহার্য পদপঙ্কজম্ ।

সম্যগারাধ্যামাস্তুর্ভগবত্যাঃ পরাংপরম্ ॥ ৮৫ ॥

ত্রিসন্ধ্যং সর্বদা সর্বৈ গায়ত্রীজপতংপরাঃ ।

যজ্ঞভাগাদিভিঃ সর্বৈ দেবীং নিত্যং সিষেবিরে ॥ ৮৬ ॥

এবং সত্যযুগে সর্বৈ গায়ত্রীজপতংপরাঃ ।

তারহল্লেন্থয়োশ্চাপি জপে নিষাতমানসাম্ ॥ ৮৭ ॥

ন বিষ্ণুপাসনা নিত্যা বেদেনোক্তা তু কুত্রচিৎ ।

ন বিষ্ণুদীক্ষা নিত্যাস্তি শিবস্তাপি তথৈব চ ॥ ৮৮ ॥

ততঃ সর্বৈ ইতি । তদ্দিনাদারভোতি শেষঃ ॥ ৮৫ ॥

গায়ত্রীজপতংপরাঃ পূর্বমপি সর্বৈ গায়ত্রীজপবন্তু এব হিতাত্তদ্দিনাদারভ্য তু গায়ত্রী-  
জপনিষাতা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

এবং সত্যযুগে সর্বৈ ত্রিজনদেবাদয়ো গায়ত্রীপ্রণবহুল্লেন্থ্যামস্ত্রাণামেব মূলপ্রকৃতিবাচকা-  
নামুপাসকাঃ হিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

যতো মূলপ্রকৃতিঃ সর্বৈশ্বরী সর্বোত্তমাস্তি তস্মাদেব কারণাত্ততা এব গায়ত্রীরূপায়া  
দীক্ষোপাসনা চ নিত্যেহেন সর্ববেদৈঃ প্রতিপাদিতা ন শিববিষ্ণুাদিদেবানামিত্যাহ ন  
বিষ্ণুপাসনেতি । অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসোতেতি গায়ত্রীপাসনবিধিবন্ত কুত্রাপি বিষ্ণুাদি-  
দেবতোপাসনবিধিনির্নিত্যেহেন ত্রিজানাং শ্রয়তে । তস্মান্ন বিষ্ণুাদিদেবতানামুপাসনা দীক্ষা  
চ নিত্যা । যদি চ সা নিত্যা স্তাত্তদা সর্বৈ শৈবা বৈষ্ণবা বা ভবেয়ুঃ । ন চ তথা দৃশ্যন্তে ।  
কেচিৎ বৈষ্ণবাঃ কেচিচ্ছৈবাঃ কেচিৎগাণপত্যাঃ । তস্মাত্তদুপাসনাভ্যাদয়িকী কাট্যোবেতি  
ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

ব্যাস কহিলেন ; রাজন্ জনমেজয় ! সেই মূলপ্রকৃতি মহাদেবী জগদীশ্বরী ইজ্ঞকে এই  
সমস্ত কথা বলিয়াই সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ; এদিকে দেবগণও তৎকালে তাঁহাকে  
অতিশয় ভক্তি সহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৮৪ ॥ অনন্তর, দেবগণ সেই দিন হইতে  
অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক সম্যাকরূপে জগজ্জননীর চরণকমলের আরাধনায় প্ররম্ভ  
হইল ॥ ৮৫ ॥ তাহার প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যাকালে গায়ত্রীদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া নানা-  
বিধ যজ্ঞের অন্তর্ধান করত নিত্যই ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ মহারাজ !  
এইরূপে সত্যযুগে সকলেই গায়ত্রীজপ-তংপর থাকিয়া প্রণব ও হ্রীংকার যজ্ঞ দ্বারা  
ভগবতীর আরাধনায় রত ছিল ॥ ৮৭ ॥ অতএব, কি বিষ্ণুর উপাসনা বা শিবের উপাসনা অথবা  
কি বিষ্ণুদীক্ষা কি শিবদীক্ষা, (বেদে কুত্রাপি কাহারও নিত্যত্বের বিষয় উক্ত হয় নাই) বস্তুতঃ

গায়ত্র্যুপাসনা নিত্য। সৰ্ববেদৈঃ সমীৰিতা ।

যয়া বিনা ব্রহ্মপাতো ব্রাহ্মণশ্চাস্তি সৰ্বথা ॥ ৮৯ ॥

তাবতা কৃতকৃত্যত্বং নান্বেপেক্ষা দ্বিজশ্চ হি ।

গায়ত্রীমাত্রনিষ্ঠাতো দ্বিজো মোক্ষমবাশ্চয়াৎ ।

কুর্যাদন্তম বা কুর্যাদিতি প্রাহ মনুঃ স্বয়ম্ ॥ ৯০ ॥

বিহায় তাস্ত গায়ত্রীং বিষ্ণুপাস্তিপরায়ণঃ ।

শিবোপাস্তিরতো বিপ্রো নরকং যাতি সৰ্বথা ॥ ৯১ ॥

নিত্যোপাসনা তর্হি কাস্তীত্যাহ গায়ত্র্যুপাসনেতি । দ্বিজো যদি গায়ত্রীদীক্ষিতো ন স্তাত্তদাধ এব পতেৎ ন তথা বিষ্ণুগণেশদীক্ষাভাবেহধঃপাতো দ্বিজশ্চ কুত্রাপ্যুক্তস্তথাহ সন্ধে শৈবা বৈষ্ণবা গাণপত্যা বা বভূবুর্ন চ কেচিৎশৈবঃ কেচিৎবৈষ্ণবাঃ কেচিৎগাণপত্যা ইতি । গায়ত্রীদীক্ষাবস্তু সৰ্ব্বৈঃ দ্বিজা দৃশ্যন্তে । তস্মাদগায়ত্রীদীক্ষৈব নিত্যোতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥

নম্রভ্যদয়ার্থমপি দ্বিজশ্চ শৈববৈষ্ণবাদিদীক্ষাপেক্ষিতেতি চেত্তাহ তাবতা কৃত-  
কৃত্যত্বমিতি । গায়ত্র্যুপাসনায়াং যদি কশ্চিদভ্যদয়ার্থো ন্যূনঃ স্তাত্তদা তৎপ্রাপ্ত্যর্থমন্ত-  
দেবতোপাস্তির্দ্বিজশ্চাপেক্ষিতা ন তু তথাস্তি । তাবতা কেবলগায়ত্রীমন্ত্রেণৈব কৃতকৃত্যত্বং  
দ্বিজশ্চ শ্রুতিব্রূতীতি তস্মাদ্বিজস্তাভ্যদয়ার্থমপি নান্বেদেবতোপাস্তিরপেক্ষিতেতি ভাবঃ । তথা  
চ শ্রুতিব্রূতদায়ণ্যকে । অষ্টাক্ষরং বা একং গায়ত্র্যুপদং এতত্তহাস্তা এতৎস যাবদেতেষু  
লোকেষু তাবদুজয়তি যোস্তা এতদেবং পদং বেদেতি । এতৎস যাবতীযজ্ঞয়ী বিদ্যা তাবদু-  
জয়তি যোস্তা এতদেবং পদং বেদ এতৎস যাবদিদং প্রাণি তাবদুজয়তি যোস্তা এতদেবং  
পদং বেদেতি তথা সাহেবা গয়াংস্ত্রেপ্রাণা বৈ গয়াস্ত্রেপ্রাণাংস্ত্রেতদ্যদগয়াংস্ত্রেতস্মা-  
দগায়ত্রী নামেতি । তথা গোপণব্রাহ্মণে যো হ বা এবং বিৎ স ব্রহ্মবিৎ পুণ্যাক্ষ কাক্তিং লভতে  
স্মরতীংচ গন্ধান্ সোহপহতপাপ্যানং তাং শ্রিয়মশ্নুতে য এবং বেদ যট্টেচবং বিদ্বানেবমেতাং  
বেদানাং মোতরং সাবিত্রীং সম্পদমুপনিষদং যুপাস্তে ইত্যাদি সৰ্ববেদেষু শ্রুতয়ো দৃষ্টব্যঃ ।  
নম্র তর্হি বেদেষু কিমিত্যন্তদেবতোপাস্তিরুক্তেতি চেদিচ্ছায়া বৈচিত্র্যাং স্বভাবত ইতরদেবতা-  
ভক্তানামিচ্ছাবিষাতা ভাবয়েতি ব্রূমঃ । মনুরপি গায়ত্রীমন্ত্রেণৈব দ্বিজশ্চ কৃতকৃত্যত্বমাহেত্যাহ  
কুর্যাদন্তম বেতি । তথা চ মনুঃ কুর্যাদন্তম বা কুর্যাদৈম্বজো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ইতি । মহা-  
ভারতেহপি শাস্তিপর্কণি জপ্যমাহার্যো গায়ত্রীমন্ত্রস্তেব প্রাশস্ত্যমুক্তম্ ॥ ৯০ ॥

কিঞ্চ গায়ত্রীমন্ত্রমগৃহীত্বা দ্বিজো বিষ্ণুাদিদেবতোপাস্তিপরায়ণো নরকমেব সৰ্বথা যাতি  
বিষ্ণুাদিদেবতামন্ত্রমগৃহীত্বা কেবলগায়ত্রীমন্ত্রপরায়ণো মোক্ষং যাতি তস্মাৎ পরাশক্চে-  
গায়ত্র্যা এবোপাস্তিনিত্য। সৰ্বোত্তমা চেত্যাহ বিহায় তাস্ত গায়ত্রীমিতি ॥ ৯১ ॥

একমাত্র গায়ত্রীর উপাসনাকেই সকল বেদে(নিত্য) বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে । রাজন্ !  
এই গায়ত্রীর উপাসনায় বিরত হইলে ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মপতিত হইতে হয়, তাহাতে  
আর সন্দেহ নাই ॥ ৮৮—৮৯ ॥ ব্রাহ্মণগণ অন্ত কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া এক-  
মাত্র গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারাই কৃতকার্য হইতে পারে । অধিক কি, দ্বিজগণ অন্ত কোনও  
কার্য্য কল্ক বা না কল্ক কেবলমাত্র এই গায়ত্রীজপে নিরত থাকিলেই মুক্ত হইতে  
পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, (ইহা ভগবানঃমহাশয়) বলিয়াছেন ॥ ৯০ ॥ যদি কোনও  
শৈব বা বৈষ্ণব প্রভৃতি অন্ত দেবোপাসকেরা গায়ত্রীজপ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র

তস্মাদাদ্য যুগে রাজন্ ! গায়ত্রীজপতৎপর্যঃ ।

দেবীপাদান্বজরতা আসন্ সৰ্ব্বৈ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
পরশক্তেয়াবির্ভাববর্ণনং নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি । অতএব হেতোঃ সত্যযুগে সৰ্ব্বৈ পরশক্তিগায়ত্রীপাদান্বজ-  
রতা দেবীভক্তা আসন্নিতার্থঃ । প্রথমতো দ্বিজাতীনাং বেদেনোপদিষ্টগায়ত্রীপাসনয়া সৰ্ব-  
লেষ্টমন্ত্ৰবেত্তদেবতাপাসনায়াং প্রয়োজনাতাবঃ এবোতি ভাবঃ ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তৎতদিষ্টদেবতার উপাসনার প্রবৃত্ত হইয়া, তবে তাহাজের নিশ্চয়ই নরকযন্ত্রণা হইয়া  
থাকে ॥ ৯১ ॥ মহারাজ ! এই জগুই সত্যযুগে সমস্ত দ্বিজগণ গায়ত্রীজপনিরত থাকিয়াই  
দেবী ভগবতীর চরণসেবার রত থাকিতেন ॥ ৯২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে (পরমা শক্তির) আবির্ভাব বর্ণন নামক

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## নবমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কদাচিদথ কালে তু দশপঞ্চসমা বিভো ।।  
প্রাণিনাং কৰ্মবশতো ন ববৰ্ষ শতক্রতুঃ ॥ ১ ॥  
অনারুষ্ঠ্যাতিতুর্ভিক্ষমভবৎ ক্ষয়কারকম্ ।  
গৃহে গৃহে শবানাস্তু সংখ্যাং কৰ্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ২ ॥  
কেচিদশ্বান্ বরাহান্ বা ভক্ষয়ন্তি ক্ষুধাৰ্দ্দিতাঃ ।  
শবানি চ মনুষ্যাণাং ভক্ষয়ন্ত্যপরে জনাঃ ॥ ৩ ॥  
বালকং বালজননী দ্বিরং পুরুষ এব চ ।  
ভক্ষিতুং চলিতাঃ সৰ্ব্বে ক্ষুধয়া পীড়িতা নরাঃ ॥ ৪ ॥  
ব্রাহ্মণা বহবস্তত্র বিচারং চক্লুরুত্তমম্ ।  
তপোধনো গোতমোহস্তি স নঃ খেদং হরিষ্যতি ।  
সৰ্বৈর্শ্লিলিত্বা গন্তব্যং গোতমস্তাত্মমেহধুনা ॥ ৫ ॥

শতলোকৈর্ব্রাহ্মণানাং শাপাদগৌতমসম্ভবাৎ ।

অগ্নদেবোপাসনাং শ্রদ্ধা জাতেতি চোচ্যতে ॥

ইথং সত্যযুগে পরাশক্তিভক্তিং পরাশক্তিমহিমা প্রকাশনপূর্ব্বকমুপপাদ্যানস্তরমগ্নদেবো-  
পাসনাশ্রদ্ধায়াং নিমিত্তং রাজ্ঞা পৃষ্টং কথয়িতুং পূর্ব্ববৃত্তমাহ ব্যাস উবাচ কদাচিদথেতি ।  
দশপঞ্চ সমাঃ পঞ্চদশবর্ষাণি । শতক্রতুরিচ্ছঃ ॥ ১—৭ ॥

ব্যাস কহিলেন ; মহারাজ জনমেজয় ! কোনও সময়ে শতক্রতু ইচ্ছা প্রাণিগণের (দৈব-  
হুর্কিপাক)বশতঃ পঞ্চদশ বর্ষপর্য্যন্ত পৃথিবীতে বৃষ্টিবর্ষণ করেন নাই ॥ ১ ॥ তজ্জন্ত একপ  
হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় যে, তাহাতে সমস্ত জীবগণই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। তৎকালে  
মহুধ্যগৃহে এত অধিক মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কেহ গণনা করিয়া তাহার শেষ  
করিতে পারে নাই ॥ ২ ॥ তৎকালে লোক সকল ক্ষুধাতে প্রপীড়িত হইয়া কেহ বা অশ্ব  
কেহ বা বরাহ কেহ বা মৃত দেহ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥  
অধিক কি, তৎকালে লোক সকল অন্নাতাবে একপ ক্ষুধাক্রান্ত হইয়াছিল যে জননী  
নিজের শিশুকে ও পুরুষ নিজ পত্নীকে পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেও কুজিত হয় নাই ॥ ৪ ॥  
মহারাজ ! তৎকালে ব্রাহ্মণগণ এই দুঃস্বপ্ন হুর্ভিক্ষ দর্শন করিয়া সকলে একত্রে মিলিত হইয়া  
পরামর্শ করত এই স্থির করিলেন যে, তপস্বিপ্রবর (গৌতম মুনির) শরণাপন্ন হইলে তিনি নিশ্চয়ই  
ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন, অতএব চল আমরা শীঘ্র সেই গৌতম মুনির

গায়ত্রীজপসংস্কৃতগৌতমশ্রমেহধুনা ।  
 স্তুভিক্ষং শ্রয়তে তত্র প্রাণিনো বহবো গতাঃ ॥ ৬ ॥  
 এবং বিয়ুশ্চ ভূদেবাঃ সাগ্নিহোত্রাঃ কুটুম্বিনঃ ।  
 সগোধনাঃ সদাসাশ্চ গৌতমশ্রমং যযুঃ ॥ ৭ ॥  
 পূর্বদেশাৎ যযুঃ কেচিৎ কেচিদক্ষিণদেশতঃ ।  
 পাশ্চাত্যা উত্তরাহাশ্চ নানাदिग्न्याः সমাযযুঃ ॥ ৮ ॥  
 দৃষ্টা সমাজং বিপ্রাণাং প্রণনাম স গৌতমঃ ।  
 আসনাত্যুপচারৈশ্চ পূজয়ামাস বাডুবান্ ॥ ৯ ॥  
 চকার কুশলপ্রশ্নং ততশ্চাগমকারণম্ ।  
 তে সর্বৈ স্বস্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস্বরুৎস্রয়াঃ ॥ ১০ ॥  
 দৃষ্টা তান্ দুঃখিতান্ বিপ্রানভয়ং দত্তবান্ মুনিঃ ।  
 যুস্মাকমেতৎ সদনং ভবদ্যাসৌহৃদ্যি সর্বথা ॥ ১১ ॥  
 কা চিন্তা ভবতাং বিপ্রা ময়ি দ্যাসে বিরাজতি ।  
 ধন্যোহমস্মিন্সময়ে যুয়ং সর্বৈ তপোধনাঃ ॥ ১২ ॥

উত্তরাহা উত্তরশাং ভবাঃ । উত্তরাদাহক্ৰিতি স্ত্রেণাহঞপ্রত্যয়ঃ ॥ ৮—৯ ॥

আগমকারণমাগমনকারণম্ ॥ ১০—১৪ ॥

আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥ অনিতে পাই গায়ত্রীমন্ত্রের উপাসক সেই গৌতমের  
 আশ্রমে ছুঁতিক্ষ নাই এজন্ত নানাদিক্ হইতে বহুবিধ লোক সকল আসিয়া তাঁহার আশ্রমে  
 অবস্থান করিতেছে ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া নিজ নিজ গোধন, দাস-  
 দাসী ও কুটুম্ববর্গের সহিত মিলিত হইয়া গৌতমের আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥  
 কেহ কেহ পূর্বদিগ্ হইতে, কেহ দক্ষিণ দিক্ হইতে, কেহ কেহ পশ্চিম দিক্ হইতে এবং  
 কেহ কেহ বা উত্তর দিক্ হইতে, ফলতঃ ক্রমে ক্রমে নানাদিক্ হইতে ব্রাহ্মণ সকল গৌত-  
 মের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৮ ॥ এদিকে, গৌতমস্বামী ব্রাহ্মণ সকলকে সমাগত  
 দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন এবং সাদর সজ্জাষণ পূর্বক আসনাদি উপচার দ্বারা সম্বর্দ্ধনা  
 করিলেন ॥ ৯ ॥ পরে, সকলে স্তম্ভ হইয়া উপবেশন করিলে পর স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা  
 করিয়া তাঁহাদের আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন সমাগত ব্রাহ্মণগণ অতি  
 বিশ্বস্তের সহিত ছুঁতিক্ষের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া নিজ নিজ অবস্থা সকল বীৰ্ত্তন করত  
 দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ গৌতমমুনি তাঁহাদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া  
 অন্তর প্রদানপূর্বক কহিলেন ; আপনাদের জ্ঞান মহামাত্র তপোধনগণ যখন আমার  
 আশ্রমে সমাগত হইয়াছেন, তখন আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম । আপনারা আমাকে

যেষাং দর্শনমাত্রেণ চুষ্কতং স্কৃত্যয়তে ।

তে সর্বৈ পাদরজসা পাবয়ন্তি গৃহং যম ॥ ১৩ ॥

কো মদন্তো ভবেদ্ধন্তো ভবতাং সমনুগ্রহাৎ ।

শ্বেয়ং সর্বৈঃ স্থথেনৈব সঙ্ক্যাজপপরায়ণৈঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সর্বানু সমাশ্রাশু গোতমো যুনিরাট ততঃ ।

গায়ত্রীং প্রার্থয়ামাস ভক্তিসম্বতককরঃ ॥ ১৫ ॥

১৫-১৬) নমো দেবি মহাবিদ্যে বেদমাতঃ পরাংপরে ! ।

ব্যাহত্যাদিমহামন্ত্ররূপে প্রণবরূপিণি ! ॥ ১৬ ॥

সাম্যাবস্থাত্মিকে মাতর্নমো হ্রীংকাররূপিণি ! ।

স্বাহাস্বধাস্বরূপে ! জ্ঞাং নমামি সকলার্থদাম্ ॥ ১৭ ॥

ভক্তকল্পলতাং দেবীমবস্থাত্রয়সাক্ষিণীম্ ।

তুর্যাতীতস্বরূপাঞ্চ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ১৮ ॥

গায়ত্রীং শ্বেষ্টদেবতাং ব্রাহ্মণকুটুম্বপোষণার্থং প্রার্থয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

গায়ত্রীস্তোত্রমাহ নমো দেবি মহাবিদ্যে ইতি ॥ ১৬—১৮ ॥

১৫-১৬) (দাসের) জ্ঞায় অবলোকন করিবেন। আমার গৃহসকল আপনাদের নিজের বলিয়া বিবেচনা করিবেন। তপোধনগণ! আপনারা নিশ্চিন্ত হউন, আপনাদের এই দাস জীবিত থাকিতে আপনাদের ভাবনার বিষয় আর কি আছে? ॥ ১১—১২ ॥ যাহাদের দর্শনেই চুষ্কত সকল স্কৃত্যয় হইয়া থাকে, তাহারা যখন স্বয়ং আসিয়া চরণধূলি দ্বারা আমার গৃহ পবিত্র করিতেছেন, তখন আমি আপেক্ষা আর কে ধন্ত আছে? বিপ্রগণ! আপনারা সকলেই অল্পগ্রহপূর্বক সঙ্ক্যায় ও জপকার্য্যে রত থাকিয়া স্থখে এই স্থানে অবস্থান করুন ॥ ১৩—১৪ ॥

ব্যাস কহিলেন; মহারাজ জনমেজয়! সেই গোতম ঋষি এই প্রকারে সমস্ত ব্রাহ্মণ-গণকে আশ্বাসিত করিয়া অতিশয় ভক্তিসহকারে গায়ত্রীদেবীর আরাধনার প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥ দেবি গায়ত্রি! আপনাকে নমস্কার; আপনি পরাবিদ্যা পরাংপরা এবং বেদ-মাতৃস্বরূপা; দেবি! আপনিই প্রণব ও তুর্ভূবঃস্বঃস্বরূপ মহামন্ত্ররূপিণী; মাতঃ! আপনিই সাম্যাবস্থাত্মিকা অর্থাৎ তুরীয়া ও হ্রীংকাররূপিণী; আপনিই স্বাহা ও স্বধারূপিণী এবং ভক্তগণের সর্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন; আপনিই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালে সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন; আপনিই তুরীয়া ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মরূপিণী; দেবি!

সর্ববেদান্তসংবেদ্যাং সূর্য্যমণ্ডলবাসিনীম্ ।

প্রাতর্বালাং রক্তবর্ণাং মধ্যাহ্নে যুবতীং পরাম্ ॥ ১৯ ॥

সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণাস্তাং বৃদ্ধাং নিত্যং নমাম্যহম্ ।

[সর্বভুতারণে দেবি ! ক্ষমস্ব পরমেশ্বরী ॥ ২০ ॥

ইতি স্তুতা জগন্মাতা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।

পূর্ণপাত্রং দদৌ তস্মৈ যেন স্যাৎ সর্বপোষণম্ ॥ ২১ ॥

উবাচ মুনিমুখা স্মা যং যং কামং ভ্রমিচ্ছসি ।

তস্য পূর্ত্তিকরং পাত্রং ময়া দত্তং ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥

ইত্যান্তান্তর্দধে দেবী গায়ত্রী পরমা কলা ।

অন্নানাং রাশয়স্তস্মাৎনির্গতাঃ পর্বতোপমাঃ ॥ ২৩ ॥

ষড়্ সা বিবিধা রাজ্যন্তৃণানি বিবিধানি চ ।

ভূষণানি চ দিব্যানি ক্ষৌমাণি বসনানি চ ॥ ২৪ ॥

যজ্ঞানাঞ্চ সমারম্ভাঃ পাত্রানি বিবিধানি চ ॥ ২৫ ॥

যদ্যদিচ্ছমভূদ্ভাজন্ ! মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ ।

তৎ সর্বং নির্গতং তস্মাদ্গায়ত্রীপূর্ণপাত্রতঃ ॥ ২৬ ॥

( সর্বৈর্বেদান্তৈরূপনিষক্তিঃ সংবেদ্যাং বুদ্ধরূপিনীমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২২ ॥ )

তস্মাৎ পূর্ণপাত্রাৎ ॥ ২৩—৩০ ॥

আপনিই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা বালিকা, মধ্যাহ্নে সুন্দরী যুবতী ও সাহায়ে কৃষ্ণবর্ণা বৃদ্ধার আশ্রয় দৃষ্টা হইয়া থাকেন। দেবি! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি এই সর্বলোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ১৬—২০ ॥ মহারাজ! গৌতমমুনি এইরূপে গায়ত্রীদেবীকে স্তুত করিলে পর, তিনি সেই স্থানে আবির্ভূতা হইলেন এবং গৌতমকে একটি সর্বপোষণক্ষম পূর্ণপাত্র প্রদান করিয়া কহিলেন ॥ ২১ ॥ মুনে! আমি তোমাকে যে পাত্রটি প্রদান করিলাম, তুমি যখন বাহা অভিলাষ করিবে, তৎক্ষণাৎ এই পাত্র দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২২ ॥ রাজন্! সেই পরাংপরা গায়ত্রীদেবী গৌতমকে এইরূপ বলিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন। অনন্তর, সেই পাত্র হইতে মুনির ইচ্ছানুসারে পর্বত সদৃশ অন্নরাশি, ষড়্‌সমসম্বিত নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন, বহুবিধ ভূষণাশি, পটবস্ত্র, নানাবিধ ভূষণ এবং যজ্ঞোপকরণোপযোগী নানাবিধ দ্রব্য ও পাত্রসকল সমুদ্ভূত হইতে থাকিল ॥ ২৩—২৫ ॥ ফলতঃ মুনিবর গৌতম বাহা বাহা অভিলাষ করিতে লাগিলেন তাহাই সেই গায়ত্রীদত্তঃ



অথাহুয় মুনীন্ সৰ্ব্বাশ্বনিরাট্ গোঁতমস্তদা ।  
 ধনং ধান্যং ভূষণানি বসনানি দদৌ মুদা ॥ ২৭ ॥  
 গোমহিষ্যাদিপশবো নির্গতঃ পূর্ণপাত্রতঃ ।  
 নির্গতান্ যজ্ঞসংভারান্ ঋক্‌সুৰ্য্যবপ্রভৃতীন্ দদৌ ॥ ২৮ ॥  
 তে সৰ্ব্বে মিলিতা যজ্ঞাংশ্চক্রিরে মুনিবাক্যতঃ ।  
 স্থানং তদেব ভূয়িষ্ঠমভবৎ স্বৰ্গসম্মিতম্ ॥ ২৯ ॥  
 যৎকিঞ্চিজিষু লোকেষু সুন্দরং বস্তু দৃশ্যতে ।  
 তৎ সৰ্ব্বং তত্র নিষ্পন্নং গায়ত্ৰীদন্তপাত্রতঃ ॥ ৩০ ॥  
 দেবাস্থনা সমা দারাঃ শোভন্তে ভূষণাদিভিঃ ।  
 মুনয়ো দেবসদৃশা বস্ত্রচন্দনভূষণৈঃ ॥ ৩১ ॥  
 নিত্যোৎসবঃ প্রবর্ততে মূনেরাশ্রমমণ্ডলে ।  
 ন রোগাদিভয়ং কিঞ্চিন্ন চ দৈত্যভয়ং কচিৎ ॥ ৩২ ॥  
 স মূনেরাশ্রমো জাতঃ সমস্তাচ্ছতযোজনঃ ।  
 অন্ত্রে চ প্রাণিনো যেহপি তেহপি তত্র সমাগতাঃ ॥ ৩৩ ॥

দারা মুনীনামিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

শতযোজনপর্যাস্তমেক এবাতিবিস্তীর্ণো মূনেরাশ্রমো জাত ইত্যর্থঃ । অন্ত্রেহপি প্রাণিনো ব্রাহ্মণাতিরিক্তা নরা গোমহিষ্যাদয়শ্চ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

পূর্ণপাত্র হইতে অবিভূত হইতে থাকিল ॥ ২৬ ॥ অনন্তর, মুনিবর গোঁতম সমাগত মুনি-  
 গণকে আহ্বান করিয়া ধন, ধান্য, বসন, ভূষণ এবং যজ্ঞের জন্ত ঋক্‌সুৰ্য্যাদি ও গো-  
 মহিষ্যাদি উপকরণ সকল প্রদান করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥ তখন মুনিসকল একত্রে মিলিত  
 হইয়া গোঁতমবাক্যে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎকালে সেই স্থান  
 এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল যে, তাহাকে দ্বিতীয় স্বৰ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥  
 ফলতঃ ত্রিলোকমধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বস্তু আছে, গায়ত্ৰীদন্ত পূর্ণপাত্র হইতে তৎসমস্তই  
 সমুদ্ভূত হইতে থাকিল ॥ ৩০ ॥ তৎকালে মুনিগণ চন্দনচর্চিত ও অত্যাঙ্গুল বসনভূষণাবিত  
 হইয়া দেবগণের সদৃশ এবং তাঁহাদের পত্নীসকল দেবাজ্ঞার জ্ঞান দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥  
 তৎকালে গোঁতমের আশ্রম নিত্যই উৎসবে পরিপূর্ণ হইল ; পরন্তু তাহার কোনও স্থানে  
 (রোগাদির ভয়) বা দৈত্যের উপদ্রব দৃষ্ট হইল না ॥ ৩২ ॥ ক্রমে ক্রমে সেই আশ্রমের আয়তন  
 শতযোজন পর্যাস্ত বিস্তীর্ণ হইল । গোঁতমের তাদৃশ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নামাদিক্ দেশ  
 হইতে প্রাণিগণ আসিয়া তথায় সমুপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৩ ॥

তাংশ্চ সৰ্বান্ পুপোষায়ং দত্তাভয়মথাস্থবান্ ।  
 নানাবিধৈশ্চহায়ৈজ্জৈৰ্বিধিবৎ কল্পিতৈঃ স্তরাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 সন্তোষঃ পরমঃ প্রাপুৰ্ম্মুনৈশ্চৈব জগুৰ্য়শঃ ।  
 সভায়াং বৃত্তহা ভূয়ো জগৌ শ্লোকং মহাযশাঃ ॥ ৩৫ ॥  
 অহো অয়ং নঃ কিল কল্পপাদপো  
 মনোরথান্ পূরয়তি প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
 নোচেদকাণ্ডে ক হবিৰ্বপা বা  
 স্তুর্দুৰ্লভা যত্র তু জীবনাশা ॥ ৩৬ ॥  
 ইথং দ্বাদশবর্ষাণি পুপোষ মুনিপুঙ্গবান্ ।  
 পুত্রবৎ মুনিরাট্ গৰ্ব্বগন্ধেন পরিবর্জিতঃ ।  
 গায়ত্র্যাঃ পরমং স্থানং চকার মুনিসত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥  
 যত্র সৰ্বৈর্মুনিবরৈঃ পূজ্যতে জগদম্বিকা ।  
 ত্রিকালং পরয়া ভক্ত্যা পূরশ্চরণকৰ্ম্মভিঃ ॥ ৩৮ ॥  
 অদ্যাপি তত্র দেবী সা প্রাতর্বালা তু দৃশ্যতে ।  
 মধ্যাহ্নে যুবতী বৃদ্ধা সায়াংকালে তু দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥

তমেব শ্লোকমাহ অহো অয়ং ন ইতি । অহো অযমিত্যত্র ওদিতি প্রগৃহ্যে প্রকৃতিভাবঃ ।  
 অয়ং গৌতমো নোহস্মাকমস্মিন্ কালে কল্পপাদপঃ কল্পকোহস্মীত্যর্থঃ । অকাণ্ডে অতি-  
 দুর্দুরকালে ॥ ৩৬ ॥

গায়ত্র্যাঃ পরমং স্থানং সৰ্বমুনীনাং দেবীদর্শনার্থং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

তত্র গায়ত্রীস্থানেহদ্যাপি বর্তমানং চমৎকারমাহ অদ্যাপীতি ॥ ৩৯—৪২ ॥

মুনিবর গৌতমও সকলকেই অভয় দান দিয়া পুপোষণ করিতে থাকিলেন । এদিকে, দেবগণও  
 নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তাহার যশোগান করিতে লাগিলেন । অধিক  
 কি, যশস্বী দেবব্রাজ ইজ্ঞ ও সভাগধ্যে আসীন হইয়া এইরূপে তাহার যশোগান করিতে  
 থাকিলেন যে, আহা ! এই গৌতম এক্ষণে আমাদের সৰ্বপ্রকার মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া  
 কল্পপাদপস্বরূপ হইয়াছে । যদি এই ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সময় এই ব্যক্তি এরূপ অমুষ্ঠান  
 না করিত, তাহা হইলে, (যে যজ্ঞাদিতে আগাদের জীবনের আশা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে)  
 কিরূপে তাহার অমুষ্ঠান হইত ? ॥ ৩৪—৩৬ ॥

মহারাজ জনমেজয় ! এইরূপে সেই মুনিবর গৌতম গৰ্ব্বপরিশুদ্ধ হইয়া দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত  
 সমস্ত মুনিগণকে পুত্রের স্থায় প্রতিপালন করিলেন এবং সেই স্থানটিকে গায়ত্রীর পরম  
 স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অদ্যাপিও সেই স্থানে সমস্ত মুনিগণ ভক্তিপূৰ্ব্বক  
 পূরশ্চরণকৰ্ম্মাদি দ্বারা ভগবতী গায়ত্রীদেবীর ত্রৈকালিক পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

তত্রৈকদা সমায়াতো নারদো মুনিসত্তমঃ ।

রণয়ম্মহতীং গায়ন্ গায়ত্ৰ্যাঃ পরমান্ গুণান্ ॥ ৪০ ॥

নিষসাদ সৰ্ভামধ্যে মুনীনাং ভাবিতাশ্চনামি ॥ ৪১ ॥

গৌতমাদিভিরতু্যচ্চৈঃ পূজিতঃ শাস্তুমানসঃ ।

কথাস্চকার বিবিধা যশসো গৌতমশ্চ চ ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মর্ষে ! দেবসদসি দেবরাট্ তব যদ্যশঃ ।

জগৌ বহুবিধং স্বচ্ছং মুনিপোধগজং পরম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রুত্বা শচীপতেৰ্বাণীং ত্বাং দ্রষ্টুমহমাগতঃ ।

ধন্যোহসি ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ ! জগদম্বাপ্রসাদতঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতু্যক্ত্বা মুনিবর্যং তং গায়ত্ৰীসদনং যযৌ ।

দদর্শ জগদম্বাং তাং প্রেমোৎফুল্লবিলোচনঃ ।

তুষ্ঠাব বিধিবদ্দেবীং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৪৫ ॥

অথ তত্র স্থিতা যে তে ব্রাহ্মণা মুনিপোষিতাঃ ।

উৎকর্ষন্ত মুনেঃ শ্রুত্বাসূয়য়া খেদমাগতাঃ ॥ ৪৬ ॥

নারদো গৌতমং প্রতি দেবেন্দ্রসভায়াং জাতং বৃত্তান্তং কথয়তি ব্রহ্মর্ষে ইতি ॥  
৪৩—৪৬ ॥

অদ্যাপিও সেই স্থানে গায়ত্ৰীদেবী প্রাতঃকালে বালিকার আয় মধ্যাহ্নে যুবতীর আয় এবং সায়াহ্নে বৃদ্ধার আয় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! অতঃপর একদিবস নারদমুনি মহতী বীণায় স্বরসংযোগে গায়ত্ৰীর পমর গুণ-  
গান কবিত্তে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই মুনিগম্বাজ মধ্যে আসীন হইলেন ॥ ৪০-  
৪১ ॥ তখন গৌতমাদি মুনিগণ সেই প্রশান্তচিত্ত নারদকে সমাগত দেখিয়া পাদ্যঅর্ঘ্যদ্বারা  
পূজা করিলেন । অনন্তর, নারদমুনি নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে গৌতমমুনির সেই যশের বিষয়  
বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন ; মুনিবর ! আমি দেবসভায় দেবরাজ  
ইন্দ্রের মুখ হইতে তোমার নির্মল মুনিপোষণ জ্ঞাত যশের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাকে  
দেখিতে আসিয়াছি । মুনিবর ! তুমি ভগবতী গায়ত্ৰীদেবীর প্রসাদে এক্ষণে ধন্য হই-  
য়াছ তাঁহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪২—৪৪ ॥ দেবর্ষি নারদ মুনিবর গৌতমকে এই কথা  
বলিয়াই গায়ত্ৰীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করতঃ প্রেমোৎফুল্ল নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিলেন  
এবং বিধিপূর্বক স্তুতি করিয়া পুনর্বার স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৫ ॥ এদিকে সেই  
সভাস্থিত গৌতমানে প্রতিপালিত অজ্ঞান্য ঋষিগণ গৌতমের তাদৃশ যশোগৌরব শ্রবণ  
করিয়া (অসুয়াবশতঃ) অতিশয় দুঃখিত হইল এবং যাহাতে আর তাঁহার যশোবৃদ্ধি না হইতে

যথাস্ত ন যশো ভূয়াৎ কৰ্তব্যং সৰ্বথৈব হি ।  
 কালে সমাগতে পশ্চাদিতি সৰ্বৈশ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ৪৭ ॥  
 ততঃ কালেন কিয়তাপ্যভূষ্টির্ধরাতলে ।  
 স্তভিকমভবৎ সৰ্বদেশেষু নৃপসত্তম ! ॥ ৪৮ ॥  
 ঞ্জা বার্তাঃ স্তভিকশ্চ মিলিতাঃ সৰ্ববাড়বাঃ ।  
 গৌতমঃ শপ্তমুদ্যোগং হা হা রাজন্ ! প্রচক্রিরে ॥ ৪৯ ॥  
 ধনৌ তেবাঞ্চ পিতরৌ যেষাং নোৎপত্তিরীদৃশী ।  
 কালশ্চ মহিমা রাজন্ ! বক্তুং কেন হি শক্যতে ॥ ৫০ ॥  
 গৌর্নির্মিতা মায়ৈকা মুমূর্জরতী নৃপ ! ।  
 জগাম সা চ শালায়াং হোমকালে মুনেন্দ্রদা ॥ ৫১ ॥

কালে সমাগতে ইতি । স্তভিকে কালে সমাগতে যথাসা গৌতমস্তাপকীর্তিঃ শ্রান্তথা  
 কৃষা গন্তব্যমিতি সৰ্বৈর্নিশ্চিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥

এতাদৃশমুপকারিণং গৌতমং প্রতি মুনিভিঃ প্রত্যুপকার এতাদৃশঃ কৃত ইতি স্বমুখেন  
 ব্যাসোক্তির্জ্ঞানমেজয়ং প্রতি হা হা রাজন্ প্রচক্রিরে ইতি ॥ ৪৯ ॥

তমেব খেদং বিশদয়তি । ধনৌ তেবাঞ্চ পিতরাবিত্তি । যেষামীদৃশী কৃতরা উৎপত্তিঃ  
 জন্ম নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

তদনন্তরং ব্রাহ্মণৈঃ কিং কৃতং তদাহ গৌর্নির্মিতেতি ॥ ৫১ ॥

পারে তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল । কলতঃ তাহার সন্মুখ একত্রিত হইয়া এই স্থির  
 করিল যে, পৃথিবীতে একবার স্তভিক হইলে পর আর আমরা ইহার আশ্রমে থাকিব না ;  
 পরন্তু যাহাতে ইহার অগম্য হয় তাহার বিধান করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিব ।  
 তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার এই বশঃ অন্তর্হিত হইবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ মহারাজ ! এইরূপে  
 কিছুদিন গত হইলে পর পুনর্বার পৃথিবীতে স্রুষ্টি হইল এবং সর্বত্রই শতাদির উৎপত্তিহেতু  
 ছুর্ভিক্ষের নিবৃত্তি হইল ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, ব্রাহ্মণগণ সর্বত্রই স্তভিক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া  
 একত্রিত হইল এবং গৌতমকে কোনও গুরুতর পাপে লিপ্ত করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে  
 লাগিল । হায় ! হায় ! মহারাজ, কালের মহিমার কথা কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই ;  
 নতুবা যে ব্রাহ্মণগণ এককালে গৌতমের নিকট বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ-  
 গণই আবার তাহার বশঃশ্রবণে অনুরূপবশ হইয়া তাহাকে দূষিত করিবার চেষ্টায়  
 উদ্যত হইল ! অতএব, তাহাদের (এতাদৃশ কৃতরা) উৎপত্তি না হইয়া থাকে সেই সকল  
 লোকের পিতামাতাই ধন্ত ॥ ৪৯—৫০ ॥ যাহা হউক মহারাজ ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ এইরূপে  
 পরাক্রম স্থির করিয়া পরে (মায়ী দ্বারা) একটা বৃদ্ধা মুমূর্জর গোক নির্মিত করিল  
 এবং মুনিবর গৌতমের হোমকালে সেই হোমশালায় তাহাকে প্রেরণ করিল ॥ ৫১ ॥



হং হং শব্দৈর্বারিতা মা প্রাণাংস্তত্যজ তৎকথং ।  
 গোহতানেন ছুষ্ঠেনেত্যেবং তে চুকুণ্ডবিজাঃ ॥ ৫২ ॥  
 হোমং সমাপ্য যুনিরাট্‌বিস্ময়ং পরমং গতঃ ।  
 সমাধিমীলিতাক্ষঃ সন্ চিস্তয়ামাস কারণম্ ॥ ৫৩ ॥  
 কৃতং সর্বং দ্বিজৈরেতদিত্তি জ্ঞাত্বা তদৈব সঃ ।  
 দধার কোপং পরমং প্রলয়ে রুদ্রকোপবৎ ॥ ৫৪ ॥  
 শশাপ চ ঋষীন্ সর্বান্ কোপসংরক্তলোচনঃ ॥ ৫৫ ॥  
 বেদমাতরি গায়ত্র্যাং তদ্ব্যানে তন্মনোজ্জপে ।  
 ভবতানুশ্রুতা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৬ ॥  
 বেদে বেদোক্তযজ্ঞেষু তদ্বার্তাস্থ তথৈব চ ।  
 ভবতানুশ্রুতা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৭ ॥  
 শিবে শিবস্ত মস্ত্রে চ শিবশাস্ত্রে তথৈব চ ।  
 ভবতানুশ্রুতা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৮ ॥  
 মূলপ্রকৃত্যাং শ্রীদেব্যাং তদ্ব্যানে তৎকথাস্থ চ ।  
 ভবতানুশ্রুতা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৯ ॥

হং হং শব্দৈর্গৌতমেন বারিতেত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥

অশ্রুশ্রুতা ভবতেতি শশাপ ইত্যর্থঃ । অশ্রুশ্রুতাস্ত্যাগিনঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥

অনন্তর, গৌতম সেই গরুড়ীকে হোমগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যেমন হং হং শব্দ  
 করিয়া নিবারণ করিলেন, অমনি সেই গরুড়ী সেই স্থানে পতিত হইয়া মৃত হইল । এদিকে  
 সেই ব্রাহ্মণগণ, দেখ দেখ ছুষ্ঠে গৌতম গোহত্যা করিল বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ  
 করিল ॥ ৫২ ॥ তখন যুনিবর গৌতম সেই অচিস্তনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াবিত  
 হইলেন এবং হোম সমাপন করিয়া, সমাধিস্থ হইয়া তাহার কারণ চিন্তা করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণগণের মায়া-কল্পিত অবগত হইয়া, প্রলয়কালে  
 রুদ্রের জ্ঞায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে নেত্র রক্তবর্ণ করিয়া ঋষিগণকে এই বলিয়া  
 অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ রে ব্রাহ্মণাধম সকল ! যখন তোমরা অস্ত্রায় পূর্বক  
 আমার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তোমরা অবশ্যই (বেদজননী গায়ত্রীর ধ্যানেও  
 তন্মনোজপে পরাজুথ হইবে) ॥ ৫৬ ॥ রে ব্রাহ্মণাধম সকল ! তোমরা এই কার্যের নিমিত্ত  
 বেদবিহিত যজ্ঞাদিকার্য্য বা তৎসম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ে কোনও কালে উৎসুকী হইবে না  
 তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ তোমরা শিবের আরাধনায় শিবস্ত্রে বা শিবমস্ত্রে সর্বদা

দেবীমন্ত্রে তথা দেব্যাঃ স্থানেহমুষ্ঠানকর্মণি ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬০ ॥

দেব্যুৎসবদিদৃক্ষায়াং দেবীনামানুকীর্ণনে ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬১ ॥

দেবীভক্ত্যন্ত সামিধ্যে দেবীভক্ত্যর্চনে তথা ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬২ ॥

শিবোৎসবদিদৃক্ষায়াং শিবভক্ত্যন্ত পূজনে ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৩ ॥

কুদ্রাক্ষে বিম্বপত্রে চ তথা শুক্রে চ ভস্মনি ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৪ ॥

শ্রৌতস্মার্তসদাচারে জ্ঞানমার্গে তথৈব চ ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৫ ॥

অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠায়াং শাস্তিদান্ত্যাদিসাধনে ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৬ ॥

নিত্যকর্মাদ্যনুষ্ঠানেহপ্যগ্নিহোত্রাদিসাধনে ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৭ ॥

স্বাধ্যায়াধ্যয়নে চৈব তথা প্রবচনেহপি চ ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৮ ॥

গোদানাদিষু দানেষু পিতৃশ্রাদ্ধেষু চৈব হি ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুয়ং সর্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রবচনে স্বাধ্যায়পাঠনে ॥ ৬৮—৭৬ ॥

পরামুখ হইবে ॥ ৫৮ ॥ তোমরা মূলপ্রকৃতি শ্রীদেবীর ধ্যান, মন্ত্রে, তৎসম্বন্ধীয় কথাকে, তদধিষ্ঠিত স্থানে, তাঁহার আরাধনার অথ অমুষ্ঠানে, সেই দেবী ভগবতীর উৎসবাবি দর্শনেচ্ছায়, দেবীর নামাদি সংকীর্ণনে এবং দেবীভক্তের সমীপে অবস্থান ও তাহাদিগের সমাদর করিতে বিমুখ থাকিবে ॥ ৫৯—৬২ ॥ রে(নিকুট্ট ব্রাহ্মণগণ)! তোমরা শিবোৎসব-দর্শনে, শিবভক্তপূজনে, কুদ্রাক্ষে, বিম্বপত্রে ও বিগুহ্র ভস্মে সর্বদা পরামুখ হইবে ॥ ৬৩-৬৪ ॥ তোমরা বেদ ও স্মৃতিবিধিত সদাচারে, জ্ঞানমার্গে, অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠায়, শাস্ত্যাদি সাধনে, সন্ধ্যারুক্ষাদি নিত্যকর্ম্যানুষ্ঠানে, অগ্নিহোত্রাদি কার্যে, ব্রহ্মশাখাক্ষ বেদাধ্যয়নে বা নিত্য তাহার অধ্যাপনে গোদান প্রভৃতি দানে, পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে এবং কুদ্রাক্ষাভ্যাসাদি

কুচ্ছচাক্ষায়ণে চৈব প্রায়শ্চিত্তে তথৈব চ ।

ভবতানুশ্রুত্বা যুগং সৰ্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রীদেবীভিন্নদেবেষু শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতাঃ ।

শঙ্খচক্রাদ্যঙ্কিতাশ্চ ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭১ ॥

কাপালিকমতাসক্তা বৌদ্ধশাস্ত্ররতাঃ সদা ।

পাষাণ্ডাচারনিরতা ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭২ ॥

পিতৃমাতৃস্বতভ্রাতৃকন্যাবিক্রয়িণস্তথা ।

ভার্য্যাবিক্রয়িণস্তদ্বদ্রুত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৩ ॥

বেদবিক্রয়িণস্তদ্বতীর্থবিক্রয়িণস্তথা ।

ধৰ্ম্মবিক্রয়িণস্তদ্বদ্রুত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৪ ॥

পাঞ্চরাত্রে কামশাস্ত্রে তথা কাপালিকে মতে ।

বৌদ্ধে শ্রদ্ধাযুতা যুগং ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৫ ॥

মাতৃকন্যাগামিনশ্চ ভগিনীগামিনস্তথা ।

পরস্ত্রীলম্পটাঃ সৰ্ব্বে ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৬ ॥

যুগ্মাকং বংশজাতাশ্চ দ্বিয়শ্চ পুরুষাস্তথা ।

মদন্তশাপদঙ্কান্তে ভবিষ্যন্তি ভবৎসমাঃ ॥ ৭৭ ॥

ভবৎসমাঃ ভবদ্বিধাঃ ॥ ৭৭—৭৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তব্রতে নিরন্তর পরাশ্রুত থাকিবে ॥ ৬৫—৭০ ॥ রে অধম ব্রাহ্মণগণ ! তোমরা যেকোন  
নিকৃষ্ট কর্মে সমুদাত হইয়াছ তাহার ফলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সেই পরমারাধ্য  
ভগবতীর আরাধনায় নিবৃত্ত থাকিয়া এবং (অগ্নোত্ত দেবে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শঙ্খচক্রাদি  
চিহ্ন সকল ধারণ করিতে হইবে) ॥ ৭১ ॥ কাপালিকমতাবলম্বী, বৌদ্ধশাস্ত্রানুরত এবং  
পাষাণ্ডগণের আচারের বশীভূত হইতে হইবে। তোমরা এই পাপের জন্য নিশ্চয়ই পিতা,  
মাতা, ভাই, ভগিনী এবং পুত্র ও কন্যাকে, অধিক কি ভার্য্যাকেও বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত  
হইবে ॥ ৭২-৭৩ ॥ বেদবিক্রয়, তীর্থবিক্রয় ও ধৰ্ম্মবিক্রয় করিতেও তোমাদের স্থণা হইবে না।  
তোমরা নিশ্চয়ই কাপালিক ও বৌদ্ধমতে, পাঞ্চরাত্র ও কামশাস্ত্রে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবে।  
রে ব্রাহ্মণাধম সকল ! তোমরা মাতৃ, কন্যা ও ভগিনীতে গমন করিতে কুটিল হইবে না  
এবং সৰ্ব্বদাই পরস্ত্রীলম্পট হইয়া কালযাপন করিবে ॥ ৭৪—৭৬ ॥ আর আমি ইহাও  
বলিতেছি, যেসকল অভিলাপ আমি তোমাদিগকে প্রদান করিলাম ; তোমাদের বংশসম্ভূত  
স্ত্রী এবং পুরুষগণও তোমাদের জ্ঞান হইয়া কালযাপন করিবে। আর আমি তোমাদিগকে

কিং যয়া বহুনোক্তেন মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।  
 গায়ত্রী পরমা ভূরাং যুগ্মাহ খলু কোপিতা ।  
 অন্ধকূপাদিকুণ্ডেষু যুগ্মাকং স্যাৎ সদা স্থিতিঃ ॥ ৭৮ ॥  
 ব্যাস উবাচ ।

বাগদগুমীদৃশং কৃৎসাপ্যপম্পৃশ্য জলং ততঃ ।  
 জগাম দর্শনার্থঞ্চ গায়ত্র্যাঃ পরমোৎসুকঃ ॥ ৭৯ ॥  
 প্রণনাম মহাদেবীং সাপি দেবী পরাংপরা ।  
 ব্রাহ্মণানাং কৃতিং দৃষ্ট্বা স্ময়ং চিত্তে চকার হ ॥ ৮০ ॥  
 অদ্যাপি তস্মা বদনং স্ময়যুক্তঞ্চ দৃশ্যতে ॥ ৮১ ॥  
 উবাচ মুনিবর্যন্তঃ স্ময়মানমুখান্বজা ।  
 ভুজঙ্গায়ার্পিতং দুষ্কং বিষায়ৈবোপজায়তে ॥ ৮২ ॥  
 শান্তিং কুরু মহাভাগ ! কৰ্ম্মণো গতিরীদৃশী ।  
 ইতি দেবীং প্রণম্যাত ততোহগাং স্বাত্মমং প্রতি ॥ ৮৩ ॥

বাগদগুঃ শাপম্ ॥ ৭৯—৮০ ॥  
 কৃতিং কৃতব্রতাক্রপাম্ ॥ ৮১ ॥  
 গায়ত্রী স্মৃথেন মুনিং সাস্বয়তি । উবাচেতি ॥ ৮২—৮৩ ॥

অধিক কি অভিশাপ প্রদান করিব, মূল প্রকৃতি জগদীশ্বরী গায়ত্রীদেবী তোমাদের উপর সর্বদা রুষ্ট থাকুন এবং অন্তকালে তোমাদের অন্ধ কূপাদি নরককুণ্ডে অবস্থান হউক ॥ ৭৭—৭৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! মুনিপ্রবর গৌতম জলস্পর্শপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে এতাদৃশ অভিশাপ প্রদান করিয়া অতিশয় উৎসুকের সহিত গায়ত্রীদেবীকে দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন এবং গায়ত্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । সেই পরাংপরা দেবীও ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিতা হইরা-  
 ছিলেন । মহারাজ ! তদবধি অদ্যাবধিও তাঁহার বদনকমল সেইরূপ বিস্ময়াবিত মলিয়া  
 লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৭৯—৮১ ॥ অনন্তর, দেবী গায়ত্রী সেইরূপ বিস্ময়াবিতমুখে গৌতমকে  
 কহিলেন ; গৌতম ! সর্পগণকে হৃৎ ভোজন করাইলেও তাহাদের গরলের নিবৃত্তি হয় না,  
 অতএব তুমি এ বিষয়ে কোনও রূপ চিন্তা করিও না, কৰ্ম্মের গতিই এইরূপ, কখন কি  
 সংঘটিত হয় তাহা কেহই বলিতে পারে না । এক্ষণে, তুমি শান্তি অবলম্বন কর, হঃখিত  
 হইও না । অনন্তর, গৌতম দেবীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন  
 এবং তথা হইতে নিজ আশ্রমে বাইরা উপস্থিত হইলেন ॥ ৮২—৮৩ ॥



ততো বিপ্রৈঃ শাপদৈর্কিঙ্কিতা বেদরাশয়ঃ ।  
 গায়ত্রী বিন্মতা সর্বৈস্তদদ্বুতমিবাভবৎ ॥ ৮৪ ॥  
 তে সর্বৈহ ধর্মিলিত্বা তু পশ্চাত্তাপযুতান্তথা ।  
 প্রণেমুর্নিবর্যাস্তং দণ্ডবৎ পতিতা ভূবি ॥ ৮৫ ॥  
 নোচুঃ কিঞ্চন বাক্যন্ত লজ্জয়াধোমুখাঃ স্থিতাঃ ।  
 প্রসীদেতি প্রসীদেতি প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৬ ॥  
 প্রার্থয়ামাস্তরভিতঃ পরিবার্য মুনীশ্বরম্ ।  
 করুণাপূর্ণহৃদয়ো মুনিস্তান্ সমুবাচ হ ॥ ৮৭ ॥  
 কৃষ্ণাবতারপর্যাস্তং কুস্তীপাকে ভবেৎ স্থিতিঃ ।  
 ন মে বাক্যং যুযা ভূয়াদিতি জানীথ সর্বথা ॥ ৮৮ ॥  
 ততঃপরং কলিযুগে ভূবি জন্ম ভবেদ্ধি বাম্ ।  
 মদুক্রং সর্বমেতত্তু ভবেদেব ন চান্তথা ॥ ৮৯ ॥  
 মচ্ছাপস্ত্র বিমোক্ষার্থং যুস্মাকং স্মাৎ যদিষণা ।  
 তর্হি নেব্যং সদা সর্বৈর্গায়ত্রীপদপঙ্কজম্ ॥ ৯০ ॥

শাপমোক্ষণমাহ । মচ্ছাপস্ত্রোতি ॥ ৯০—৯১ ॥

এদিকে, গৌড়মশাপপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণের চিত্ত হইতে সমস্ত বেদতত্ত্ব ও গায়ত্রীমন্ত্র  
 বিন্মত হইয়া গেল। তখন তদ্বিষয় তাহাদের পক্ষে এক অচিন্তনীয় ঘটনা বলিয়া বোধ  
 হইল ॥ ৮৪ ॥ অনন্তর, তাহারা সকলেই মিলিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল এবং  
 মুনিবর গৌড়মের সমীপে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইল; পরন্তু লজ্জায় অধোবদন  
 থাকিয়া অস্ত্র কিছুই বলিতে সমর্থ হইল না; কেবল “আপনি প্রসন্ন হউন, আপনি প্রসন্ন  
 হউন” এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে থাকিল ॥ ৮৫—৮৬ ॥ অনন্তর, যখন সমস্ত  
 ব্রাহ্মণ মণ্ডলী আসিয়া তাহার চতুর্দিকে অবস্থিতি করত কেবল তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা  
 করিতে থাকিল, তখন গৌড়ম মুনি দয়াপূর্বক হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ৮৭ ॥  
 আগার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না, (কৃষ্ণাবতারকাল পর্য্যন্ত) তোমাদিগকে কুস্তীপাক-  
 নরকে থাকিতে হইবে, তদনন্তর কলিযুগে পৃথিবীতলে তোমাদের পুনর্বার জন্ম লাভ  
 হইবে এবং আমি বাহা বাহা বলিয়াছি তৎসমুদয়ই তখন তোমাদের ঘটিবে ইহার কদাচ  
 অশ্ৰুতা হইবে না ॥ ৮৮—৮৯ ॥ তবে যদি আমার শাপশাস্ত্রের অস্ত্র তোমাদের একান্ত  
 বাসনা হইয়া থাকে, তবে গায়ত্রীর চরণকমলের আরাধনার প্রবৃত্ত হও নতুবা ইহার আর  
 অস্ত্র কোনও উপায় নাই ॥ ৯০ ॥

## ব্যাস উবাচ ।

ইতি সর্বান্ বিন্ধ্যজ্যাথ গৌতমো মুনিসত্তমঃ ।  
 প্রারকমিতি মম্বা তু চিত্তে শান্তিঃ জগাম হ ॥ ৯১ ॥  
 এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ ! গতে কৃষ্ণে তু ধামনি ।  
 কলৌ যুগে প্রবৃত্তে তু কুন্তীপাকাতু নির্গতাঃ ॥ ৯২ ॥  
 ভুবি জাতা ব্রাহ্মণাশ্চ শাপদক্ষাঃ পুরা তু য়ে ।  
 সন্ধ্যাত্রয়বিহীনাশ্চ গায়ত্রীভক্তিবর্জিতাঃ ॥ ৯৩ ॥  
 বেদভক্তিবিহীনাশ্চ পাষণ্ডমতগামিনঃ ।  
 অগ্নিহোত্রাদিসংকৰ্ম্মস্বধাস্বাহাবিবর্জিতাঃ ॥ ৯৪ ॥  
 মূলপ্রকৃতিমব্যক্তাং নৈব জানন্তি কহিচিৎ ।  
 তপ্তমুদ্রাক্ষিতাঃ কেচিৎ কামাচাররতাঃ পরে ॥ ৯৫ ॥  
 কাপালিকাঃ কোলিকাশ্চ বৌদ্ধা জৈনাস্তথা পরে ।  
 পণ্ডিতা অপি তে সৰ্ব্বে দুরাচারপ্রবর্তকাঃ ॥ ৯৬ ॥  
 লম্পটাঃ পরদারেষু দুরাচারপরায়ণাঃ ।  
 কুন্তীপাকং পুনঃ সৰ্ব্বে যাস্মন্তি নিজকৰ্ম্মভিঃ ॥ ৯৭ ॥

কিমর্থমন্ত্ৰদেবতোপাস্তিঃ জনাঃ কুর্ন্তুস্তীত্যন্তোত্তরমেতৎপর্যন্তমুক্তং নিগময়তি এতস্মা-  
 দিতি ॥ ৯২—৯৭ ॥

মহারাজ ! অনন্তর গৌতমমুনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিলেন এবং  
 (প্রারক কৰ্ম্মফলেই তৎসমস্ত সংঘটিত হইল) ইহা বিবেচনা করিয়া শান্তি লাভ করিলেন ॥৯১॥  
 রাজন্ ! এই কারণ বশতই ত্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিবার পর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে,  
 সেই অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ সকল কুন্তীপাক নরক হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল  
 এবং সন্ধ্যাত্রয়বিহীন, গায়ত্রীভক্তিবিবর্জিত, বেদশ্রদ্ধারহিত, পাষণ্ডমতাবলম্বী এবং  
 অগ্নিহোত্রাদি সংকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিমুখ হইল ॥ ৯২—৯৪ ॥ তাহারা অব্যক্তা মূলপ্রকৃতি  
 ভগবতীকে একেবারেই ভুলিয়া গেল ; কেহ কেহ বা তপ্তমুদ্রাদি নানাবিধ চিহ্ন সঙ্কল  
 ধারণ করিয়া কামাচারী হইল ; কেহ বা কাপালিক কেহ বা কোলিক, কেহ বা বৌদ্ধ  
 এবং কেহ বা জৈন বলিয়া পরিচিত হইল ; তাহাদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত হইলেও  
 লম্পট ও পরদারপত হইয়া দুরাচারের প্রবর্তক হইয়া উঠিল । ফলতঃ এই সকল কুকৰ্ম্ম জন  
 ভোগজন্ত তাহারা যে পুনর্বার কুন্তীপাক নরকে যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥৯৫-৯৭॥

তস্মাৎ সৰ্ব্বাত্মনা রাজন্ ! সংসেব্য পরমেশ্বরী ।

ন বিষ্ণুপাসনা নিত্য। ন শিবোপাসনা তথা ॥ ৯৮ ॥

✓ নিত্য। চোপাসনা শক্তের্যঃ বিনা তু পতত্যাধঃ ।

সৰ্ব্বমুক্তং সমাদেন যৎ পৃষ্ঠং তত্ত্বয়ানঘ ! ॥ ৯৯ ॥

অতঃপরং মণিদ্বীপবর্ণনং শৃণু সুন্দরম্ ।

যৎ পরং স্থানমাদ্যায়া ভুবনেশা ভবারণেঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশ-

স্কন্ধে ব্রহ্মণাদীনাং গায়ত্রীভিন্নাত্তদেবোপাসনাশ্রদ্ধাহেতুকধনং

নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ন বিষ্ণুপাসনেতি । ইদংপূর্বাধ্যায়ৈ স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৯৮ ॥

শক্তের্গায়ত্র্যাঃ ॥ ৯৯ ॥

অথ মণিদ্বীপবর্ণনবিষয়কস্ত দ্বিতীয়প্রশ্নস্তোত্তরং বক্তুং প্রতিজানীতে । অতঃপরমিতি ।  
ভবারণেভববোনেঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অতএব মহারাজ ! সৰ্ব্বপ্রকারেই সেই ভগবতী পরমেশ্বরীর আরাধনার প্রবৃত্ত হইবে ।  
বিষ্ণুর উপাসনা বা শিবের উপাসনা কিছুই নিত্য নহে, একমাত্র শক্তির উপাসনাকেই  
নিত্য বলিয়া জানিবে । এজন্ত যে ব্যক্তি শক্তির উপাসনা না করে তাহাকে নিশ্চয়ই  
অধঃপতিত হইতে হয় । মহারাজ ! ইতিপূর্বে তুমি আমার নিকট যে সকল প্রশ্ন  
করিয়াছিলে আমি সংক্ষেপে তৎসমস্তই বর্ণন করিলাম ॥ ৯৮—৯৯ ॥ অতঃপর সেই ভুবনে-  
শ্বরী ভবনসারমোচনী আদ্যা ভববতীর অতি রমণীয় পরম স্থান মণিদ্বীপের বিষয় বর্ণন  
করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১০০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাক্ত মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রীভিন্ন আত্মোক্ত দেবোপা-

সনায় শ্রদ্ধা হইবার কারণ বর্ণন নামক

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥



## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ব্রহ্মলোকাদৃক্ভাগে সর্বলোকোহস্তি যঃ শ্রুতঃ ।

মণিদ্বীপঃ স এবাস্তি যত্র দেবী বিরাজতে ॥ ১ ॥

সর্বস্বাদধিকো যস্যাত্ সর্বলোকস্ততঃ স্মৃতঃ ।

পুরা পরাস্মৈবায়ং কল্পিতো মনসেচ্ছয়া ॥ ২ ॥

সর্বাদৌ নিজবাসার্থং প্রকৃত্য মূলভূতয়া ।

কৈলাসাদধিকো লোকো বৈকুণ্ঠাদপি তৌত্তমঃ ॥ ৩ ॥

অষ্টাদিকগতমোটৈকমণিদ্বীপস্ত বর্ণনম ।

যথাবৎ ক্রিয়তে যেন ভক্তিদেব্যাং বিবর্ততে ॥

পূর্বাধ্যায়ের প্রতিজ্ঞাতং মণিদ্বীপস্ত বর্ণনং প্রস্তোতি ব্যাস উবাচেতি । নহু মণিদ্বীপঃ শ্রুতৌ ক প্রসিদ্ধং তত্রাহ ব্রহ্মলোকাদিতি । স্বালোপনিষদি ব্রহ্মলোকাদৃক্ভাগে যঃ সর্বলোকঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ প্রসিদ্ধোহস্তি স এব নাসান্তরেণ মণিদ্বীপমিত্যুচ্যতে । যত্র সাক্ষাদেবী মূলকারণভূতা বিরাজতে ইত্যর্থঃ । তথা স্বালোপনিষদি । অথ চৈনং রৈকঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ কস্মিন সর্বে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি তস্মৈ স হোবাচ রসাতললোকেষিতি হোবাচ-কস্মিন রসাতললোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ভূলোকেষিতি হোবাচেত্যারভ্য সত্যলোকাস্ত-মুক্তা কস্মিন সত্যলোকা ওতাঃ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষিতি হোবাচ কস্মিন প্রজাপতিলোকা ওতাঃ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষিতি হোবাচ কস্মিন্চ ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি সর্বলোকেষিতি হোবাচ সর্বলোকা আয়নি ব্রহ্মণি (মণয় ইবোতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি) অত্র তত্ত্ব লোকৈশ্চক্রেহপি তদন্তর্গতপ্রাকারাগাং বহুদ্বাং সর্বলোকেষিতি বহুবচনমুক্তম্ ॥ ১ ॥

নহু তত্ত্ব সর্বলোক ইতি কিমিতি সংজ্ঞা তত্রাহ সর্বস্বাদধিকো যস্যাদিতি । নস্বয়ং লোকঃ কেন নির্মিত ইতি চেতত্রাহ পুরা পরাস্মৈবায়মিতি । শ্রীভবতৈব্য নিজবাসার্থং স্বৈচ্ছয়া সর্গাদৌ নির্মিতোহয়ং লোকঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অয়ঞ্চ মণিদ্বীপরূপো লোকো দেবীপ্রাথনয়া শিবেন নির্মিত ইতি শিবহরশ্চে দ্বিতীয়ে উক্তম্ । তদন্তঃ শিবহরশ্চ দ্বিতীয়েহংশেহুমাধ্যায়ৈ । শ্রীদেবুবাচ । দেবদেব মহাদেব লীলালালিতনিগ্রহ । বিচিত্রশক্তে ভগবন্ময় স্থানমন্তমম্ ॥ সুন্দর্যঃ সুন্দর্যঃ তন্ততঃ আনন্দামৃতসাগরম্ । ন ক্ষুৎপিপাসে নো গ্রানির্ন তৃষ্ণা ন জরাদিকম্ ॥ তত্র উত্তাল

ব্যাস কহিলেন ; মহারাজ জনমেজয় ! শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধভাগে যে নি সর্ব কথা শ্রুত হইয়া থাকে তাহাকেই (মণিদ্বীপ) বলিয়া জানিও এবং সেই স্থানেই করিয়া দেবী বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥ এই স্থানটী সকল স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া “পরা লোক” নামে কথিত হইয়া থাকে । দেবী পূর্বকালে নিজের ইচ্ছানুসারেই এই স্থানটীক নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ (মূলপ্রকৃতি ভগবতী) নিজের অবস্থান জগৎ সর্ব প্রপঞ্চেই এই স্থানটীকে,



গোলোকাদপি সৰ্বস্মাৎ সৰ্বলোকোহধিকঃ স্মৃতঃ ।

নৈতৎসমং ত্রিলোক্যাস্তু সুন্দরং বিদ্যতে কচিৎ ॥ ৪ ॥

ছত্রীভূতং ত্রিজগতো ভবসস্তাপনাশকম্ ।

ছায়াভূতং তদেবাস্তি ব্রহ্মাণ্ডানাস্তু সন্তম ! ॥ ৫ ॥

সৰ্বেষাং কৈলাসাদপি সুন্দরম্ । স্বজ বিশেষ দয়য়া মমৈবাপনকৌতুকম্ ॥ ন সৃষ্টৌ ন  
বিধাতৃপি বিষ্ণুনা বা তথোক্তরম্ । অষ্টং শকাং ক্রয়া দেব মনসৈব মহেশ্বর ॥ ত্বং সৰ্বমঙ্গলা-  
কারস্তস্মাৎ স্থানবয়ং মম । লোকোক্তরং মহাদেব বিহারকাবয়োঃ সদা ॥ সৃজৈব মনসা দেব  
মৎপ্রিয়ার্থং মহেশ্বর । ইতি দেব্যা মহাদেবঃ প্রার্থিতঃ স তদা মুদা ॥ জাতহর্ষঃ স শীর্ষা  
চামোমিত্যান্দোলয়মুদা । পরমানন্দসন্মোহসাগরাস্তনিমগ্নধীঃ ॥ কণং দধৌ মহাদেবো  
নীলাসৃষ্টিপ্রবর্তকঃ । উৎকণ্ঠাস্তুরং তেজঃ সমুত্তমৌ সুধাযুধো ॥ কোটিভাস্করসকাশং  
পার্লগেন্দ্রশ্রুতাদিকম্ । বিদ্যাংকোটীপ্রতীকাশং চেষ্টচাপাযুতোক্তরম্ ॥ বলকস্তাসিতা-  
কাশং জ্যোতির্ময়মমুত্তমম্ । তৎপ্রভাভাসিতা লোকা ভুবনানি চতুর্দশেতি ॥ পশ্চাত্তয়ো-  
শাধ্যায়পর্যন্তং সবিস্তরং তদেব দীপমুপবণিতম্ । চতুর্দশাধ্যায়ে পুনরুক্তম্ ॥ দ্যাভা-  
হুমোহরস্তরালে লোকজালে তথা ভূবি । বিষ্ণুব্রহ্মেশভবনে দিক্‌পালানাং পুরে তথা ॥ নাগা-  
নামপি লোকেষু দৈত্যেভ্যোনাং পুরীষপি । কৈলাসে বা মহাদেবি ! চিত্তামণিগৃহাধিকঃ ॥  
ঐদৃকসম্পত্তিসস্তারো ন কুত্র ভুবনেশ্বরীতি সর্কোত্তমসম্পত্তিমব্ধোপপাদ্যাগ্রে তৎপরি-  
ণাক্ষোক্তম্ । পঞ্চাশল্পকমানোহয়ং দীপরত্নমিদং শিবে ইতি । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপা-  
খ্যানে তু দেবাজগা স্মেরুমধ্যশৃঙ্গে বিশ্বকর্মাণা নির্মিতোহয়ং লোক ইত্যুক্তম্ । তদুক্তং  
ললিতোপাখ্যানে সপ্তবিংশেহধ্যায়ে । ভো বিশ্বকর্মান শিল্পজ্ঞ ভো ভো মম মহোদয় । যুবাভ্যাং  
ললিতাদেব্যা নিত্যজ্ঞানমহোদধেঃ । ষোড়শীক্ষেত্রমধ্যে তু তৎক্ষেত্রসমসংখ্যয়া । কর্তব্য  
শ্রীনগর্যো হি নানারত্নৈরলঙ্কতাঃ । যত্র ষোড়শা ভিন্না ললিতা পরমেশ্বরী । বিশ্বত্রাণায়  
ততং নিবাসং রচয়িষ্যতীতি । তৎপরিমাণঞ্চ হর্কাসোমুনিকৃতস্তবরত্নে উক্তম্ । তত্র চতু-  
দশযোজনপরিণাহং দেবশিল্পিনা রচিতম্ । নানাসালমনোজ্ঞং নমাম্যহং নগরমাদিবিদ্যায়া  
ইতি । ইথং পুরাণত্রয়বিরোধে (কল্পভেদেন) কেচিৎস্বাবস্থামাতঃ । বয়স্ত ব্রমো ললিতোপা-  
খ্যানোক্তং শিবরহস্যোক্তঞ্চ মণিদীপং শ্রীত্রিপুরসুন্দর্যাধিষ্ঠিতং ভিন্নমেব দেবীভাগবতোক্তং  
মণিদীপস্ত শ্রীভুবনেশ্বর্যাধিষ্ঠিতং সৰ্বলোকপদবাচ্যং ব্রহ্মলোকাদিকং ব্রহ্মাণ্ডাভিরেব বিদ্যা-  
মানং ভিন্নমেবেতি । অতএব দেবীভাগবতে প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্তিনাং ব্রহ্মবিষ্ণাদিদেবানাং  
নয়স্তারো ব্রহ্মাদয়ঃ সমষ্টিভূতা অত্র বসন্তীতি বক্ষ্যমাণং সংগচ্ছতে । তদ্রুমাগমে ।  
গাকাধিকো লোকঃ সৰ্বলোকোভিধঃ পরঃ । তত্র শ্রীভুবনেশানী পরাশক্তির্কিরাজতে

৩-৪ ॥

ভূতমিতি । সৰ্বব্রহ্মাণ্ডোপৰ্য্যোক্তস্ত বিদ্যমানস্বাক্ষরসাম্যম্ ॥ ৫ ॥

৬ ও গোলক ইহাতে শ্রেষ্ঠতর করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন ; বস্তুতঃ ত্রিভুবন  
গীর ভায় সুন্দর আর কোনও স্থান নাই, এজন্যই এই সৰ্বলোক বা মণিদীপকে  
ইহাতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ৩-৪ ॥ সূত্রম্ ! এই মণিদীপটী সঙ্কলনের উপরিভাগস্থিত  
ঐশ্বর্য্যের ছাত্ররূপেই আছে । ইহা কারাই ব্রহ্মাণ্ডে ছায়া পতিত হইয়া সংসারসস্তা-

বহুযোজনবিস্তীর্ণো গন্তীরস্তাবদেব হি ।  
 মণিধীপস্ত পরিতো বর্ততে তু হৃদোদধিঃ ॥ ৬ ॥  
 মরুৎসম্ভটনোৎকীর্ণতরঙ্গশতসঙ্কুলঃ ।  
 রত্নাচ্ছবালুকায়ুক্তো ঋষশাস্মসমাকুলঃ ॥ ৭ ॥  
 বীচিসম্ভর্ষসংজাতলহরীকণশীতলঃ ।  
 নানাধ্বজসমায়ুক্তনানাপোতগতাগতৈঃ ।  
 বিরাজমানঃ পরিতস্তীররত্নক্রমো মহান্ ॥ ৮ ॥  
 তদুত্তরময়োধাতুনির্মিতো গগনে ততঃ ।  
 সপ্তযোজনবিস্তীর্ণঃ প্রাকারো বর্ততে মহান্ ॥ ৯ ॥  
 নানাশস্ত্রপ্রহরণা নানায়ুদ্ধবিশারদাঃ ।  
 রক্ষকা নিবসন্ত্যত্র মোদমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ১০ ॥

মণিধীপস্যস্বন্ধি স্বধাসমুদ্রঃ বর্ণয়তি । বহুযোজনবিস্তীর্ণ ইতি । চিত্তামণিগৃহস্ত সর্ব-  
 প্রাকারমধ্যস্থস্ত পরিমাণমগ্রে বক্ষ্যতি । তৎপ্রাকারাগাঞ্চ পূর্ব্বম্ভ্যং পূর্ব্বম্ভ্যাত্তরঙ্গ পরিমাণং  
 দ্বিগুণং বক্ষ্যতি তন্মানেনৈব সর্ব্ববেষ্টনভূতস্বধাসিকোরপি মানমুন্নয়ম্ । মণিধীপস্ত পরি-  
 সমস্তাৎ ॥ ৬ ॥

সম্ভটনং সংমর্দন্তেনোৎকীর্ণা উচ্ছলন্তো যে তরঙ্গান্তেষাং শতৈঃ সঙ্কুলঃ । রত্নবালুকা-  
 যুক্তঃ ॥ ৭ ॥

মহাস্তরঙ্গা বীচয়ন্তেষাং সংঘর্ষেণ সংজাতা লহর্যোহন্নতরঙ্গান্তেষাং কণৈঃ শীতলঃ ।  
 গতাগতৈরিতস্ততো গমনাগমনৈঃ । তীরে রত্নসমানকাস্তরো ক্রমা যন্ত ॥ ৮ ॥

ইথং স্বধাসমুদ্রমুপবর্ণ্যায়োধাতুনির্মিতং প্রথমং প্রাকারং বর্ণয়তি । তদুত্তরময়োধাতু-  
 নির্মিত ইতি । গগনে ততোহত্যাটৈর্কিৰ্যমান ইতি । উট্টৈস্তং বর্ণয়তি । সপ্তযোজনবিস্তীর্ণ  
 ইতি । বিস্তীর্ণ উন্নত ইত্যর্থঃ । নবত্র বিস্তারো বিবক্ষিতো বিস্তারস্ত বহুপ্রমাণস্ত  
 বক্ষ্যমানস্তাৎ ॥ ৯ ॥

তত্রত্যগণানাং নানাশস্ত্রপ্রহরণা ইতি ॥ ১০—১১ ॥

পের নাশ হইল। থাকে ॥ ৫ ॥ এই মণিধীপের চতুর্দিকে বহু যোজন বিস্তীর্ণ এবং বহু যোজন  
 গভীর (স্বধাসমুদ্র) বিদ্যমান বহিরাছে ॥ ৬ ॥ বায়ুর সংঘটন জন্ত তাহাতে শত শত তরঙ্গ-  
 মালা উদ্ভিত হইতেছে । নানাবিধ মৎস্য ও শব্দাদি জনজন্ত সকল তাহার মধ্যে ইতস্ততঃ  
 বিচরণ করিতেছে । এই স্বধাসমুদ্রের তীরদেশে নির্মল রত্নবালুকায় পরিপূর্ণ ॥ ৭ ॥ উত্তাল  
 তরঙ্গমালা সংঘর্ষেণ সংজাত লহরী হইতে জনকণা সকল আসিয়া মণীপস্থ হইল সকল  
 শীতল করিতেছে । তন্মধ্যে নানাবিধ ধ্বজশোভিত বহু পোত সকল স্নাতায়াত করিতেছে ।  
 সমুদ্রতীরে নানাবিধ রত্নের বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে ॥ ৮ ॥ এই সমুদ্রের পরই গগন-  
 মার্গবিকাশী গৌহনির্মিত সপ্তযোজন বিস্তীর্ণ একটা ভাতি দীর্ঘ প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥ ৯ ॥  
 এই প্রাকার মধ্যে নানাশস্ত্রাসমযুক্ত, যুদ্ধবিশারদ রক্ষক সকল আনন্দিতচিত্তে ইতস্ততঃ

চতুর্দ্বারসমায়ুক্তো দ্বারপালশতান্বিতঃ ।  
 নানাগণৈঃ পরিবৃত্তো দেবীভক্তিযুতৈর্নৃপ ! ॥ ১১ ॥  
 দর্শনার্থং সমায়াস্তি যে দেবা জগদীশিতুঃ ।  
 তেষাং গণা বসন্ত্যত্র বাহনানি চ তত্র হি ॥ ১২ ॥  
 বিমানশতসঙ্ঘর্ষঘণ্টাশ্বনসমাকুলঃ ।  
 হয়হেমাখুরাঘাতবধিরীকৃতদিগ্মুখঃ ॥ ১৩ ॥  
 গণৈঃ কিলকিলারাবৈর্কোত্রহস্তৈশ্চ তাড়িতাঃ ।  
 সেবকা দেবসঙ্ঘানাং ভ্রাজন্তে তত্র ভূমিপ ! ॥ ১৪ ॥  
 তস্মিন্ কোলাহলে রাজম্ম শব্দঃ কেনচিৎ কচিৎ ।  
 কস্মচিৎ শ্রয়তেহত্যন্তং নানাধ্বনিসমাকুলে ॥ ১৫ ॥  
 পদে পদে মিষ্টবারিপরিশূন্যসরাংসি চ ।  
 বাটিকা বিবিধা রাজন্ ! রত্নধ্রুমবিরাজিতাঃ ॥ ১৬ ॥

এতৎপ্রাকারশ্চ লোহময়শ্চাত্তঃ প্রতিব্রুক্ষাণ্ডবর্তিনো যে ব্রুক্ষাদয়ো দেবাঃ শ্রীজগদীশিতু-  
 হুবনেশ্বর্যা দর্শনার্থমাগতাস্তেষাং গণা বাহনানি চ তত্র নিবসন্তীত্যাহ দর্শনার্থং সমায়া-  
 স্তীতি ॥ ১২ ॥

তত্রৈবাশ্রু ব্রুক্ষাণ্ডদেবানাং বিমানান্তপ্যাবতরন্তীত্যাহ । বিমানশতেতি প্রাকার-  
 বিশেষণম্ । হয়হেষেতি । • দর্শনার্থমাগতানাং দেবানাং যে হয় বাহনভূতাস্তেষাং  
 হেমাশকৈঃ খুরাঘাতশকৈশ্চ বধিরীকৃতং দিগ্মুখং তস্মিন্ ॥ ১৩ ॥

দেব্যা গণৈর্দ্বারৈশ্চৈঃ কিলকিলারবৈঃ কিলকিলশব্দং কুর্স্তুকৈর্কোত্রহস্তৈরতিসংমর্দে সতি  
 তাড়িতা অগ্নিদেবানাং সেবকা যত্র তস্মিন্ প্রাকারে ভ্রাজন্তে ইত্যমরঃ ॥ ১৪ ॥

দেবগণকোলাহলং বর্ণয়তি তস্মিন্ কোলাহলে ইতি । অমরঃ সমারন্তোহদ্যাপি  
 রাজদ্বাবেষুপলভ্যতে ॥ ১৫—১৬ ॥

বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ১০ ॥ ইহার চারিটা দ্বার, প্রত্যেক দ্বারে শত শত দ্বারপাল ও  
 দেবীভক্ত নানাবিধ গুণ সকল বর্তমান রহিয়াছে ॥ ১১ ॥ যখন যে কোনও দেবগণ জগ-  
 দীশ্বরীকে দর্শন করিতে আইসে তখন তাঁহাদের অনুচরগণ বাহনাদির সহিত এই স্থানে  
 অবস্থিতি করে ॥ ১২ ॥ মহারাজ! এই স্থানটী দেবগণের শত শত বিমানের ঘণ্টাশব্দে  
 সমাকুল এবং তাহাদের ঘোটকাদির হেমাশব্দ ও খুরধ্বনিতে চতুর্দিকে শব্দায়মান হইয়া  
 থাকে ॥ ১৩ ॥ দেবীগণসমূহ বেত্রহস্তে ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যো মধ্যো সেই  
 দেবসেবক সকলকে তাড়না করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ এই স্থান একরূপ কোলাহলে পরিপূর্ণ  
 যে তথায় কেহ কাহারও কথা স্পষ্টরূপে শুনিতে পায় না ॥ ১৫ ॥ এই স্থানের মধ্যে  
 মধ্যো রত্নধ্রুপরিশোভিত বাটিকা সকল এবং অরসবারি-পরিপূর্ণ সরোবর সকল বিরাজ  
 করিতেছে ॥ ১৬ ॥

তদন্তরং মহাসারধাতুনির্মিতমণ্ডলঃ ।

সালোহপরো মহানস্তি গগনস্পর্শি যচ্ছিরঃ ॥ ১৭ ॥

তেজসা শ্চাচ্ছতগুণঃ পূর্বসালাদয়ম্পরঃ ।

গোপুরদ্বারসহিতো বহুবৃক্ষসমন্বিতঃ ॥ ১৮ ॥

যা বৃক্ষজাতয়ঃ সন্তি সর্বাস্তাস্তত্র সন্তি চ ॥ ১৯ ॥

নিরন্তরং পুষ্পযুতাঃ সদা ফলসমন্বিতাঃ ।

নবপল্লবসংযুক্তাঃ পরসৌরভসঙ্কলাঃ ॥ ২০ ॥

পনসা বকুলা লোদ্রাঃ কর্ণিকারাস্চ শিংশপাঃ ।

দেবদারুকাঞ্চনারা আত্মাশ্চৈব স্নমেব ॥ ২১ ॥

লিকুচা হিঙ্গুলাস্চৈল লবঙ্গাঃ কটফলাস্তথা ।

পাটলা মুচুকুন্দাশ্চ ফলিন্যো জঘনে ফলাঃ ॥ ২২ ॥

তালান্তগালাঃ সালাস্চ কঙ্কোলা নাগভদ্রকাঃ ।

পুন্নাগাঃ পীলবঃ সাল্বকা বৈ কর্পূরশাখিনঃ ॥ ২৩ ॥

অশ্বকর্ণা হস্তিকর্ণাস্তালপর্ণাশ্চ দাড়িমাঃ ।

গণিকা বন্ধুজীবাশ্চ জম্বীরাশ্চ কুরগুকাঃ ॥ ২৪ ॥

ইখং লোহপ্রাকারমূপবর্ণ্য তদন্তরং কাংশ্চপ্রাকারং বর্ণয়তি তদন্তরং মহাসারেতি ।  
মহাসারঃ কাংশ্চং তেন নির্মিতো দ্বিতীয়ঃ প্রাকার ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তেজসা শ্চাচ্ছতগুণ ইতি । শাণে নিশিতস্ত নিস্ত্রিংশস্ত যন্তেজস্তন্তেন্নো লোহপ্রাকারস্ত  
ততোহপি শতগুণং তেজঃ কাংশ্চপ্রাকারস্যোত্যর্থঃ । অস্য প্রাকারস্যোচ্চতাপি পূর্বো-  
ক্তেব গ্রাহ্য বিশেষাত্ত্বক্কেঃ । সালঃ প্রাকারঃ ॥ ১৮—২০ ॥

বৃক্ষনামাত্ৰাহ । পনসা ইতি ॥ ২১—৩০ ॥

মহারাজ ! ইহার পরেই কাংশ্চপ্রাকারনির্মিত অতি বৃহৎ দ্বিতীয় প্রাকার বিদ্যমান আছে ।  
উহা এতদূর উচ্চ যে উহার শিরোদেশ গগন স্পর্শ করিয়া, রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ ইহা পূর্বপ্রাকার  
হইতে শতগুণ তেজঃশালী ; ইহার মধ্যে অনেকগুলি গোপুর ও নানবিধ বৃক্ষসকল বিদ্যা-  
মান আছে ॥ ১৮ ॥ মহারাজ ! সেই সমস্ত বৃক্ষের বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, এই ভুবন  
মধ্যে যে কোনও বৃক্ষ আছে, তৎসমস্তই সেই স্থানে বিদ্যমান আছে ; অধিকন্তু বৃক্ষসকল  
সততই পুষ্প, ফল ও নবপল্লবে পরিশোভিত থাকে । তাহাদের পুষ্পসৌরভে চতুর্দিক্  
আমোদিত করিতেছে ॥ ১৯—২০ ॥ রাজন্ ! যে সকল বৃক্ষ সেই স্থানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট  
হইয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম করিতেছি শ্রবণ কর । (পনসা,  
বকুল, লোদ্র, কর্ণিকার, শিংশপ, দেবদারু, কাঞ্চনার, আত্ম, স্নমেক, লিকুচ, হিঙ্গুল, এলা,  
লবঙ্গ, কটফল, পাটল, মুচুকুন্দ, তাল, তনাল, সাল, কঙ্কোল, নাগভদ্র, পুন্নাগ, পীলু, সাল্বক,



চাম্পেয়া বক্সুজীবাস্চ তথা বৈ কনকক্রমাঃ ।  
 কালাগুরুক্রমশ্চৈব তথা চন্দনপাদপাঃ ॥ ২৫ ॥  
 খর্জুরা যুথিকাস্তালপর্ণাশ্চৈব তথেক্ষবঃ ।  
 ক্ষীরবৃক্ষাশ্চ খদিরাশ্চিঞ্চা ভল্লাতকাস্তথা ॥ ২৬ ॥  
 রুচকাঃ কুটজা বৃক্ষা বিষ্ণুবৃক্ষাস্তথৈব চ ।  
 তুলসীনাং বনাশ্চেবং মল্লিকানাং তথৈব চ ॥ ২৭ ॥  
 ইত্যাদিতরুজাতীনাং বনান্যুপবনানি চ ।  
 নানাবাপীশতৈর্যুক্তাশ্চৈব সন্তি ধরাধিপ ! ॥ ২৮ ॥  
 কোকিলারাবসংযুক্তা গুণ্ডমরভূষিতাঃ ।  
 নির্যাসস্রাবিণঃ সর্বৈ স্নিগ্ধচ্ছায়ান্তরুভুজাঃ ॥ ২৯ ॥  
 নানাঋতুভবা বৃক্ষা নানাপক্ষিসমাকুলাঃ ।  
 নানারসস্রাবিণীভিন্দীভিরতিশোভিতাঃ ॥ ৩০ ॥  
 পারাবতশুকব্রাতসারিকাপক্ষমারুতৈঃ ।  
 হংসপক্ষসমুদ্ভূতবাতব্রাতৈশ্চলদ্ৰুমম্ ॥ ৩১ ॥  
 অগন্ধগ্রাহিপবনপূরিতং তদ্বনোত্তমম্ ।  
 সহিতং হরিণীযুথৈর্ধাবমানৈরিতস্ততঃ ॥ ৩২ ॥

বাতব্রাতৈশ্চলন্তো ক্রমা বস্মিন্ বনোত্তমে ততাদৃশম্ । ইমমতিশয়োক্তির্বহুপক্ষিসম্ভাব-  
 দর্শিকা ॥ ৩১—৩২ ॥

কপূর, অম্বকর্ণ, হস্তিকর্ণ, তালপর্ণ, দাড়িম, গণিকা, বক্সুজীব, জবীর, কুরঙক, চাম্পেয়, বক্সুজীব,  
 কনকবৃক্ষ, কালাগুরু, চন্দন, খর্জুর, যুথিকা, তালপর্ণী, উকু, ক্ষীরবৃক্ষ, খদির, ভল্লাতক,  
 রুচক, কুটজ ও বিষ্ণুবৃক্ষপ্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী এবং তুলসী ও মল্লিকার বনরাজি বিদ্যমান  
 আছে ॥ ২১—২৭ ॥ মহারাজ ! এইরূপ নানাবিধ বৃক্ষজাতির বন ও উপবন এবং মধ্যে  
 মধ্যে বাপী সকল বিদ্যমান থাকায় এই স্থানটি অতিশয় মনোহর হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ প্রত্যেক  
 বৃক্ষটিতে কোকিল সকল বসিয়া ধ্বনি করিতেছে ; (লম্বর) সকল পুষ্পমধু পান করিয়া গুণ-  
 গুণস্বরে গান করিয়া বেড়াইতেছে ; প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে নির্যাস সকল নির্গত হইয়া চতু-  
 দিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে । ঐ বৃক্ষ সকলের ছায়া অতিশয় অশীতল ॥ ২৯ ॥ সকল  
 ঋতুভব বৃক্ষই এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে । ঐ সকল বৃক্ষের উপরি ভাগে কোণাও  
 পারাবত, কোথাও শুক, কোথাও সারিকা প্রভৃতি পক্ষিসকল বসিয়া রহিয়াছে । মধ্যে  
 মধ্যে নানারসস্রাবিণী নদী সকল বহনাবহন করিতেছে । ঐ নদী সকলে হংস প্রভৃতি  
 জলচর পক্ষিকুল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৩০—৩১ ॥ পবনদেব পুষ্পসকলের গন্ধ

নৃত্যদ্বিহিকদম্বস্ত কেকারাবৈঃ স্তম্ভপ্রদৈঃ ।

নাদিতং তদ্বনং দিব্যং মধুস্রাবি সমস্ততঃ ॥ ৩৩ ॥

কাংস্তসালানুত্তরে তু তাত্রসালঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

চতুরস্রসমাকার উন্নত্যা সপ্তযোজনঃ ॥ ৩৪ ॥

দ্বয়োস্ত সালয়োর্মধ্যে সংপ্রোক্তা কল্পবাটিকা ।

যেষাং তরুণাং পুষ্পানি কাঞ্চনানি ভূমিপ ! ॥ ৩৫ ॥

পত্রানি কাঞ্চনানি রত্নবীজফলানি চ ।

দশযোজনপঙ্কো হি প্রসপতি সমস্ততঃ ॥ ৩৬ ॥

তদ্বনং রক্ষিতং রাজন্ ! বসন্তেন্তনুর্নানিশম্ ।

পুষ্পসিংহাসনাসীনঃ পুষ্পচ্ছত্রবিরাজিতঃ ॥ ৩৭ ॥

পুষ্পভূষাভূষিতশ্চ পুষ্পাসববিঘূর্ণিতঃ ।

মধুশ্রীশ্রীধবশ্রীশ্চ দ্বৈ ভার্য্যে তস্য সন্মতে ॥ ৩৮ ॥

নৃত্যন্তো যে বহিণো ময়ূরান্তেষাং কদম্বস্ত সমূহস্ত সমকিনো যে কেকারবাতৈর্নাদিতম্ ।  
মধুস্রাবি বৃক্ষমধুস্রাবি ॥ ৩৩ ॥

এতৎপ্রাকারনিবাসিনো নানাবিধসিদ্ধাঃ সিদ্ধাজনান্চ জ্ঞেয়াঃ । অগ্রিমপ্রাকারে  
গন্ধর্বাদীনাং বাসস্তোক্তত্বাৎ । অতএব কচিং পুস্তকে তত্র সিদ্ধাজনাঃ সিদ্ধা গায়ন্তি সততং  
ভুগান্ । ভগবত্যা মহারাজ জপন্তি চ রমন্তি চেতি শ্লোকোহপি দৃশ্যতে । অথ তৃতীয়ং তাত্র-  
প্রাকারমাহ কাংস্তসালানুত্তরে স্থিতি । চতুরস্রোহয়ং সালঃ ॥ ৩৪ ॥

দ্বয়োস্ত সালয়োর্মধ্যে ইতি । একস্তাত্রসালো দ্বিতীয়ঃ সীসসালস্তয়োর্মধ্যে ইত্যর্থঃ ।  
কল্পবাটিকা কল্পবৃক্ষবাটিকা ॥ ৩৫—৩৬ ॥

তৎসালানুপতিমাহ তদ্বনং রক্ষিতং রাজস্রিতি । বসন্তর্ভূদ্যানমাহ পুষ্পসিংহাসনাসীন  
ইতি ॥ ৩৭ ॥

মধুশ্রীশ্রীধবশ্রীশ্চৈকশাখলক্ষ্মীঃ । এবমুত্তরত্র প্রতিমাসলক্ষ্য উছাঃ ॥ ৩৮ ॥

অপহরণ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে । হরিণীগণ সেই বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান  
হইতেছে । মদমত্ত ময়ূরগণের সমদ নৃত্য ও কেকারবৈ সেই স্থান সকল অতিশয় রমণীয়  
হইয়াছে ॥ ৩২—৩৩ ॥

মহারাজ ! এই কাংস্তময় প্রাকারের পরেই তৃতীয় তাত্রময় প্রাকার ; ইহা চতুষ্কোণ-  
বিশিষ্ট ও সপ্তযোজন পর্যন্ত সমুচ্ছিত ॥ ৩৪ ॥ ইহার মধ্যে কল্পবৃক্ষের বাটিকা সকল বিদ্যমান  
রহিয়াছে । ঐসমস্ত বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প সকল সুবর্ণবর্ণ এবং ফলসকল রত্নসদৃশ । ইহার গন্ধ  
দশ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সকলকে আমোদিত করিতেছে ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এই বনটিকে  
(মহারাঙ্গ বসন্তই) সর্বদা বজা করিয়া থাকেন । তাহার আসন পুষ্পের, ছত্র পুষ্পের, ভূষণ  
সমস্তও পুষ্পের, তিনি পুষ্পমধু পান করিয়া ঘূর্ণিতমেত্রে (মধুশ্রী ও মধবশ্রী) নামে দুইটা

ক্রীড়তঃ স্নেহবদনে স্তম্ভবককন্দুকৈঃ ।

অতীবরম্যং বিপিনং মধুশ্রাবি সমন্ততঃ ॥ ৩৯ ॥

দশযোজনপর্য্যন্তং কুসুমামোদবায়ুনা ।

পূরিতং দিব্যগন্ধকৈবঃ সান্ননৈর্গানলোলুপৈঃ ॥ ৪০ ॥

শোভিতং তদ্বনং দিব্যং মত্তকোকিলনাদিতম্ ।

বসন্তলক্ষ্মীসংযুক্তং কামিকামপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ৪১ ॥

তাত্রসালাদুত্তরত্র সীসসালঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

সমুচ্ছায়ঃ স্মৃতোহপ্যশ্চ সপ্তযোজনসংখ্যয়া ॥ ৪২ ॥

সন্তানবৃটিকামধ্যে সালয়োস্ত দ্বয়োৰ্নৃপ ! ।

দশযোজনগন্ধস্ত প্রসূনানাং সমন্ততঃ ॥ ৪৩ ॥

হিরণ্যাভানি কুসুমামুৎফুল্লানি নিরন্তরম্ ।

অমৃতদ্রবসংযুক্তফলানি মধুরাণি চ ॥ ৪৪ ॥

গ্রীষ্মতুর্নায়কস্তত্র বাটিকায়া নৃপোত্তম ! ।

শুক্লশ্রীশ্চ শুচিশ্রীশ্চ হে ভার্য্যে তস্য সম্মতে ॥ ৪৫ ॥

স্তম্ভবকাঃ প্রসূনগুচ্ছা এব কন্দুকাকৈঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অথ চতুর্থঃ সীসসালমাহ তাত্রসালাদুত্তরত্রৈতি । অত্রাপি পূর্বপূর্বসালাদুত্তরোত্তর-  
সালঃ শতগুণিতভেদস্য যুক্ত ইতি বোধ্যম্ ॥ ৪২ ॥

সালয়োঃ সীসসালপিত্তলসালয়োর্মধ্যে সন্তানবৃক্ষবাটিকা বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

ভার্য্যার সহিত এই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ বসন্তের এই দুইটী স্ত্রীর  
মুখকমল সর্বদাই হাস্তযুক্ত । তাহারা সর্বদাই পুষ্পস্তবক সকল লইয়া ক্রীড়া করিয়া  
থাকে । এই বনটী অতিশয় মনোহর । ইহার চতুর্দিকেই প্রচুর পরিমাণে পুষ্পের মধু পাওয়া  
যায় ॥ ৩৯ ॥ এই বনের প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধ দশযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াই আমোদিত  
করিতেছে । এই স্থানটীতে গানপ্রিয় গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত বাস করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ ইহার  
চতুর্দিক বসন্তশোভায় পরিপূর্ণ এবং কোকিলশব্দে নিনাদিত । ফলতঃ এই স্থানটী যে  
কামিগণের কামপ্রবর্দ্ধক তাহাতে আর সন্দেহ নাই ৪১ ॥

মহারাজ ! ইহার পরই সীসনির্ম্মিত চতুর্থ প্রকার । ইহারও উচ্চতা সপ্তযোজন পরি-  
মিত বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥ ইহার মধ্যে সন্তানক বৃক্ষের বাটিকা বিদ্যমান । ইহার পুষ্প-  
সৌগন্ধ দশযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত । পুষ্পসকল সুবর্ণভূষা এবং নিরন্তর সমভাবে প্রস্ফুটিত ।  
ফল সকল অতিশয় মধুর, অধিক কি অমৃতকণায়ুক্ত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥  
এই বাটিকার মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতু (শুক্লশ্রী ও শুচিশ্রী) নামে দুইটী ভার্য্যার সহিত নিরন্তর বাস  
করিয়া থাকেন এবং সেই গ্রীষ্ম ঋতুকেই এই স্থানের নামক বলিয়া জানিবে ॥ ৪৫ ॥

সস্তাপত্রস্তলোকাস্তু বৃক্ষমূলেষু সংস্থিতাঃ ।  
 নানাসিদ্ধৈঃ পরিবৃত্তো নানাদেবৈঃ সমস্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥  
 বিলাসিনীনাং বৃন্দৈস্তু চন্দনদ্রবপঙ্কিলৈঃ ।  
 পুষ্পমালাভূষিতৈস্তু তালবৃন্তকরাশুজৈঃ ।  
 প্রাকারঃ শোভিতো রাজন্ ! শীতলাশুনিষেবিভিঃ ॥ ৪৭ ॥  
 সীসমালাছত্তরত্রাপ্যারকূটময়ঃ শুভঃ ।  
 প্রাকারো বর্ততে রাজন্ ! মুনয়োজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৪৮ ॥  
 হরিচন্দনবৃক্ষাণাং বাটীমধ্যে তয়োঃ স্মৃতা ।  
 সালয়োরধিনাথস্তু বর্ষতু স্মৈঘবাহনঃ ॥ ৪৯ ॥  
 বিদ্যুৎপিঙ্গলনেত্রশ্চ জীমূতকবচঃ স্মৃতঃ ।  
 বজ্রনির্ঘোমমুখরশ্চৈন্দ্রধন্বা সমস্ততঃ ॥ ৫০ ॥  
 সহস্রশো বারিধারা মুঞ্চমাংস্তে গণারতঃ ॥ ৫১ ॥  
 নভঃশ্রীশ্চ নভশ্চশ্রীঃ স্বরশ্চ। রশ্মমালিনী ।  
 অশ্বা ছলা নিরস্ত্রিশ্চাভ্রমন্তী মেঘযন্তিকা ॥ ৫২ ॥

সস্তাপত্রস্তলোকাস্তিত্যাদিনা গ্রীষ্মকুর্বণনম্ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

অথ পঞ্চমং পিত্তলপ্রাকারমাহ সীসমালাছত্তরত্রৈতি । আরকূটময়ঃ পিত্তলনির্মিতঃ ॥ ৪৮ ॥

তয়োঃ পিত্তলসালপঞ্চলোহময়সালয়োর্মধ্যে ॥ ৪৯ ॥

ঐন্দ্রঃ ধনুশ্চাপঃ যশ্চ ॥ ৫০—৫১ ॥

নর্ষতোদ্বাদশাঙ্গনা আহ নভঃশ্রীশ্চৈতি ॥ ৫২—৫৪ ॥

এই স্থানের প্রতিবাসিগণ সর্বদা গ্রীষ্মতাপিত হইয়া বৃক্ষমূলেই অবস্থান করে । নানাবিধ সিদ্ধ ও দেবগণ দ্বারাই এই স্থান পরিপূর্ণ ॥ ৪৬ ॥ এই স্থানেই বিলাসিনীগণ চন্দন দ্বারা সজ্জা লিপ্ত করিয়া এবং পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া তালবৃন্ত হস্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । এই প্রাকার মধ্যে অতি শীতল জল বিদ্যমান আছে এবং গ্রীষ্মপ্রাধান্ত বশতঃ সেই জল সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

রাজন্ ! এই সীসময় প্রাকারের পরই পিত্তলনির্মিত পঞ্চম প্রাকার । ইহার দৈর্ঘ্য সপ্ত-যোজন পরিমিত ॥ ৪৮ ॥ এই প্রাকার হইতে অপর প্রাকারের মধ্যস্থলে হরিচন্দন বৃক্ষের বাটিকা বিদ্যমান আছে । ইহার অধিপতি বর্ষাধিত ॥ ৪৯ ॥ বিদ্যুৎ ইহার পিঙ্গলনেত্র, মেঘবন্ধ কবচ, বজ্র-নির্ঘোম মুখরধ্বনি এবং ঐন্দ্রধনুকই ইহার চাপ । ইনি স্বদলবলে পরি-বেষ্টিত হইয়া নিরস্তর শতসহস্র বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫১ ॥ ইহার নভঃশ্রী, নভঃশ্রী, স্বরশ্চ, রশ্মমালিনী, অশ্বা, ছলা, নিরস্ত্রি, অভ্রমন্তী, মেঘযন্তিকা, বর্ষযন্তী, চিবু-



বর্ষয়ন্তী চিবুগিকা বারিধারা চ সংমতাঃ ।  
 বর্ষতো দ্বাদশ প্রোক্তাঃ শক্তয়ো মহাবিশ্বলাঃ ॥ ৫৩ ॥  
 নবপল্লববৃক্ষাশ্চ নবীনলতিকাম্বিতাঃ ।  
 হরিতানি তৃণাশ্চৈব বেষ্টিতা যৈর্দ্বরাখিলা ॥ ৫৪ ॥  
 নদীনদপ্রবাহাশ্চ প্রবহন্তি চ বেগতঃ ।  
 সরাংসি কলুষাশ্চুনি রাগিচিত্তসমানি চ ॥ ৫৫ ॥  
 বসন্তি দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ যে দেবীকর্ষকারিণঃ ।  
 বাপীকূপতড়াগাশ্চ যৈর্দেব্যর্থঃ সমর্পিতাঃ ।  
 তে গণা নিবসন্ত্যত্র সবীলাসাস্চ সাস্তনাঃ ॥ ৫৬ ॥  
 আরকুটময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।  
 পঞ্চলোহাত্মকঃ সালো মধ্যে মন্দারবাটিকা ॥ ৫৭ ॥  
 নানাপুষ্পলতাকীর্ণা নানাপল্লবশোভিতা ।  
 অধিষ্ঠাতা সংপ্রোক্তাঃ শরদুতুরনাময়ঃ ॥ ৫৮ ॥  
 ইষলক্ষ্মীরুর্জলক্ষ্মীর্দে ভার্য্যে তস্মৈ সংমতে ।  
 নানাসিদ্ধা বসন্ত্যত্র সাস্তনাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫৯ ॥

যথা রাগিণাং বিষয়িণাং চিত্তানি কলুষিতানি তথা সরোজলানীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥  
 দেবীপ্রীত্যর্থঃ যে কর্ষ বজ্রাদিকং কূর্ষতি তথা যৈর্দেবীপ্রীত্যর্থঃ তড়াগা বাপী কূপাশ্চ  
 পিত্তান্তে জনাস্তত্র বসন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥  
 অথ ষষ্ঠং পঞ্চলোহময়প্রাকারমাহ আরকুটময়াদগ্রে ইতি । দৈর্ঘ্যবানুচ্চতাবান্ ॥ ৫৭-৫৯ ॥

৮। এবং বারিধারা ভেদে মদমুতা দ্বাদশটি পত্নী আছে ॥ ৫২—৫৩ ॥ এই স্থানের বৃক্ষসকল  
 দ্বাই নবপল্লবসম্বিত এবং নবলতা দ্বারা আলিঙ্গিত । ইহার সমস্ত স্থানই হরিদ্বর্ণের  
 রাজি দ্বারা পরিশোভিত ॥ ৫৪ ॥ এই স্থানের নদ-নদী প্রবাহ সর্বদাই সুবেগে ধাবিত  
 ং সরোবর সকল (বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তের স্থায় সদাই কলুষিত) ॥ ৫৫ ॥ এই স্থানে  
 গীতক সিদ্ধ ও দেবগণ এবং বাহারা দেবীপ্রীতির জন্য বাপী কূপ ও তড়াগাদি উৎসর্গ  
 ররাছেন, তাঁহারা ই সস্ত্রীক বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

মহাভাজ ! এই পিত্তলময় প্রাকারের পরই পঞ্চলোহাত্মক সপ্তযোজন দীর্ঘ বর্ষ প্রাকার  
 র্যমান আছে । ইহার মধ্যে মন্দারবৃক্ষের বাটিকা ॥ ৫৭ ॥ এই বাটিকা নানাবিধ লতা,  
 প ও পল্লবাদি দ্বারা পরিশোভিত । শরৎ ঋতু (ইষলক্ষ্মী ও উর্জলক্ষ্মী) নামে দুইটি জায্যার  
 হত এই স্থানে বাস করেন এবং তিনিই ইহার অধিনায়ক । ইহার মধ্যে নানাবিধ  
 পুরুষগণ সপরিচ্ছদে ও সস্ত্রীকে বাস করিতেছেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥

পঞ্চলোহময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।  
 দীপ্যমানো মহাশৃঙ্গৈর্বর্ততে রৌপ্যসালকঃ ॥ ৬০ ॥  
 পারিজাতাটবীমধ্যে প্রসূনস্তবকাঙ্কিতা ।  
 দশযোজনগন্ধীনি কুঙ্কমানি সমস্ততঃ ॥ ৬১ ॥  
 মোদয়ন্তি গগান্ সর্বান্ যে দেবীকর্মকারিণঃ ॥ ৬২ ॥  
 তত্রাধিনাথঃ সংপ্রোক্তো হেমস্তূর্ণমহোজ্জ্বলঃ ।  
 সগগঃ সায়ুধঃ সর্বান্ রাগিণো রঞ্জয়ম্প ! ॥ ৬৩ ॥  
 সহস্রীশ্চ সহস্রশ্চীর্ষে ভার্য্যে তস্য সন্মতে ।  
 বসন্তি তত্র সিদ্ধাশ্চ যে দেবীভ্রতকারিণঃ ॥ ৬৪ ॥  
 রৌপ্যসালময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।  
 সৌবর্ণসালঃ সম্প্রোক্তস্তপ্তহাটককল্পিতঃ ॥ ৬৫ ॥  
 মধ্যে কদম্ববাটী তু পুষ্পপল্লবশোভিতা ।  
 কদম্বমদিরাধারাঃ প্রবর্তন্তে সহস্রশঃ ॥ ৬৬ ॥  
 যাভিনিপীতপীতাভিনিজানন্দোহনুভূয়তে ।  
 তত্রাধিনাথঃ সংপ্রোক্তঃ শৈশিরতূর্ণমহোদয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অথ সপ্তমং রৌপ্যপ্রাকারমাহ পঞ্চলোহময়াদগ্রে ইতি ॥ ৬০—৬৩ ॥

দেবীভ্রতকারিণো দেবীপ्रीতার্থং কুচ্ছাদিত্রতকারিণঃ ॥ ৬৪ ॥

অথ অষ্টমং সৌবর্ণসালমাহ রৌপ্যসালময়াদগ্রে ইতি ॥ ৬৫—৬৬ ॥

নিপীতপীতাভির্ঘণেঃ পীতাভিঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥

রাজন্ ! এইপ্রাকারের পরই অত্যাচল শৃঙ্গ সপ্তযোজনদীর্ঘ সপ্তম রৌপ্যপ্রাকার বিদ্যমান  
 আছে ॥৬০॥ ইহার মধ্যে পারিজাতবৃক্ষের বাটিকা এবং বৃক্ষ সকল পুষ্পস্তবকে পরিপূর্ণ ।  
 সেই পারিজাতপুষ্পের গন্ধ দশ যোজন পর্যন্ত আয়োদিত করিতেছে ; বাহার দেবীভ্রত ও  
 দেবীকর্মে নিযুক্ত এই গন্ধ তাহাদিগকেই আয়োদিত করিয়া থাকে ॥ ৬১—৬২ ॥ হেমস্ত  
 ঋতু এই স্থানের অধিপতি । তিনি সহস্রী ও সহস্রশ্চীর্ষ দুইটা ভার্য্যার সহিত সদলবলে  
 এই স্থানে বাস করতঃ অনুরাগী লোক সকলের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন । বাহার  
 দেবীর ত্রতানুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারও এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥৬৩-৬৪॥

মহারাজ ! এই রৌপ্য প্রাকারের পর তপ্তকাকুন নির্মিত সপ্তযোজন দীর্ঘ অষ্টম সৌবর্ণ  
 প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥৬৫॥ ইহার মধ্যে কদম্বের বৃক্ষবাটিকা । বৃক্ষসকল সর্বদা কল পুষ্পে  
 পরিশোভিত এবং সর্বদা তাহাদের চারিদিক হইতে কদম্বমধু নিঃসৃত হইতেছে ॥ ৬৬ ॥  
 দেবীভ্রতগণ এই মধু পান করিয়া সত্যই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে । শিশির ঋতুই

তপঃশ্রীশ্চ তপশ্চশ্রীর্ষে ভার্য্যে তস্য সন্মতে ।

মোদমানঃ সইহতাভ্যাং বর্ততে শিশিরাকৃতিঃ ॥ ৬৮ ॥

নানাবিলীসসংযুক্তো নানাগণসমাবৃতঃ ।

নিবসন্তি মহাসিদ্ধা যে দেবীদানকারিণঃ ॥ ৬৯ ॥

নানাভোগসমুৎপন্নমহানন্দসমম্বিতাঃ ।

সাক্ষনাঃ পরিবারৈশ্চ সংঘশঃ পরিবারিতাঃ ॥ ৭০ ॥

স্বর্ণসালময়াদগ্রে মুনিযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।

পুষ্পরাগময়ঃ সালঃ কুঙ্কুমারুণবিগ্রহঃ ॥ ৭১ ॥

পুষ্পরাগময়ী ভূমির্বনান্যুপবনানি চ ।

রত্নবৃক্ষালবালাশ্চ পুষ্পরাগময়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭২ ॥

প্রাকারো যশ্চ রত্নশ্চ তদ্রত্নরচিতা ক্রমাঃ ।

বনভূঃ পক্ষিণশ্চৈব রত্নবর্ণজলানি চ ॥ ৭৩ ॥

মণ্ডপা মণ্ডপস্তম্ভাঃ সরাংসি কমলানি চ ।

প্রাকারে তত্র যদ্যৎ স্মৃতাঃ সৰ্ব্বং তৎসমং ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

দেবীদানকারিণঃ দেবীপ্রীত্যর্থং গোদানভূদানাদিদানকারিণঃ ॥ ৬৯—৭০ ॥

অথ নবমঃ পুষ্পরাগময়প্রাকারমাহ স্বর্ণসালময়াদগ্রে ইতি । মুনিযোজনানি সপ্ত-  
বিধজানানি ॥ ৭১ ॥

রত্নাকারবৃক্ষাণামালবালা অপি পুষ্পরাগময়া এব ॥ ৭২ ॥

অথ রত্নাদিসালেষু সামান্ত্যপরিভাষামাহ প্রাকারো যশ্চ রত্নশ্চেতি । যেন রত্নেন যঃ  
প্রাকারো নির্মিতস্তস্মিন প্রাকারে যে ক্রমাঃ পক্ষিণশ্চাত্তত্ৰ যদ্যৎ সৰ্ব্বং তৎপ্রাকারস্থং  
৯ সৰ্ব্বং তদ্রত্নরচিতমেব বোধ্যম্ ॥ ৭৩—৭৪ ॥

ই স্থানের অধিপতি । তিনি তপঃশ্রী ও তপশ্চশ্রী নামে দুইটা ভার্য্যা ও নানাবিধ স্বগণের  
সহিত অতিশয় আনন্দিতচিত্তে বহুবিধ বিলাসভোগ করতঃ এই স্থানে বাস করিতেছেন ।  
হারা দেবীর প্রীতির জন্য নানাবিধ দান করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাসিদ্ধ পুরুষ  
নানাবিধ ভোগসমুৎপন্ন আনন্দে আনন্দিত হইয়া স্বজন বর্গের ও নিজ নিজ জীব সহিত  
এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৬৭—৭০ ॥

মহারাজ জনমেজয়! এই সৌবর্ণ প্রাকারের পরই সপ্তযোজন দীর্ঘ কুঙ্কুমসদৃশ রত্নবর্ণ  
পুষ্পরাগ মণিময় নবম প্রকার বিদ্যমান আছে ॥ ৭১ ॥ এই প্রাকার মধ্যস্থ ভূমি, বন,  
উপবন, বৃক্ষ ও তাহার আলবাল সকল পুষ্পরাগমণি দ্বারাই নির্মিত ॥ ৭২ ॥ ইহার পরে  
পরে যে যে রত্ন দ্বারা যে যে প্রকার নির্মিত, তাহার ভূমি, বন, বৃক্ষ, পুষ্প, পক্ষী, নদ, নদী,  
পর্বতাবলি, কমল, মণ্ডপ ও মণ্ডপস্তম্ভ প্রভৃতি সমস্তই সেই সেই রত্নময় বলিয়া জানিবে ;

পরিভাষেয়মুদ্ভিক্তা রত্নসালাদিষু প্রভো ! ।  
 তেজসা স্তাল্লকগুণঃ পূর্বসালানং পরো নৃপ ! ॥ ৭৫ ॥  
 দিক্‌পালানি বসন্ত্যত্র প্রতিব্রজ্ঞাণ্ডবর্তিনাম্ ।  
 দিক্‌পালানাং সমষ্ট্যাভ্যরূপাঃ স্ফূর্জস্বরাযুধাঃ ॥ ৭৬ ॥  
 পূর্বাশায়াং সমুত্ত্বঙ্গশৃঙ্গা পূরমরাবতী ।  
 নানোপবনসংযুক্তা মহেন্দ্রস্তত্র রাজতে ॥ ৭৭ ॥  
 স্বর্গশোভা চ যা স্বর্গে যাবতী স্মাত্ততোহধিকা ।  
 সমষ্টিশতনেত্রস্য সহস্রগুণতঃ স্মৃতা ॥ ৭৮ ॥  
 ঐরাবতসমারুঢ়ো বজ্রহস্তঃ প্রতাপবান্ ।  
 দেবসেনাপরিব্রতো রাজতেহত্র শতক্রতুঃ ॥ ৭৯ ॥  
 দেবান্ননাগগযুতা শচী তত্র বিরাজতে ।  
 বহ্নিকোণে বহ্নিপুত্রী বহ্নিপুংসদৃশী নৃপ ! ॥ ৮০ ॥

কিঞ্চ পূর্বস্যাং পূর্বস্যাং সালান্তরোত্তরো রত্নপ্রাকারো লক্ষগুণতেজসা যুক্তঃ স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্মিন্ প্রাকারে কে নিবসন্তি তত্রাহ দিক্‌পাল ইতি । প্রতিব্রজ্ঞাণ্ডবর্তিনামিদ্ভাদি-  
 দিক্‌পালানাং ব্যষ্টিভূতানাং যে নায়কাঃ সমষ্টিভূতা ইদ্ভাদিযো যে শ্রীভুবনেশ্বরীযন্ত্রে ভূপু-  
 ন্জ্যাস্তে ত এবাত্র বসন্তীত্যর্থঃ । ভুবনেশ্বরীযন্ত্রদেবতানামেবাগ্রে বক্ষ্যমাণস্তাং ॥ ৭৬ ॥

তত্র প্রথমতঃ পূর্বদিশি সহস্রাক্ষং বজ্রধরং বর্ণয়তি পূর্বাশায়ামিতি । সমুত্ত্বঙ্গানি শৃঙ্গাণি  
 যন্তাঃ সা পূর্বনগরী অমরাবতী তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তস্তাং নগর্যামিদ্ভাস্তিষ্ঠতি ॥ ৭৭—৭৯ ॥

দেবান্ননাসহিতা শচীজ্ঞাণ্যপি তত্র লোকে রাজতে । বহ্নিপুংসদৃশীতি । প্রতিব্রজ্ঞাণ্ড-  
 বর্তিষ্ঠো যা বহ্নিপুংসদৃশী তৎসমানাকারেণ সমষ্টিবহ্নেঃ পুরীত্যর্থঃ । এবং সর্বং  
 দিক্‌পতিপুরীষু বোধ্যম্ ॥ ৮০ ॥

পরন্ত উত্তরোত্তর পূর্ব হইতে অপরটা লক্ষগুণ তেজঃশালী হইবে। রাজন্! রত্নময়  
 প্রাকার সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে সূক্ষ্মরূপে এই নিয়ম বলিলাম জানিবেন ॥ ৭৩—৭৫ ॥  
 প্রতিব্রজ্ঞাণ্ডমধ্যবর্তী (ব্যষ্টিভূত) দিক্‌পালগণের, অধিনায়কস্বরূপ (সমষ্টিভূত) বরাযুধধারী  
 দিক্‌পালগণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৭৬ ॥ ইহার পূর্বদিকে অত্যাচ্ছন্দ্যবিশিষ্ট  
 নানাবৃক্ষরাজি-সম্বিত অমরাবতী পুরী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে বাস করেন ॥ ৭৭ ॥  
 সাধারণ ব্যষ্টিরূপ স্বর্গে যেক্ষণ শোভা আছে, সমষ্টিরূপ সহস্রলোচন ইন্দ্রের এই অমরাবতী  
 তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক শোভায় পরিপূর্ণ ॥ ৭৮ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ  
 করিয়া বজ্রহস্তে দেবসেনাগণের সহিত এবং শচীদেবী অমরান্ননাগণের সহিত এই স্থানে  
 বিরাজ করিতেছেন। ইহার অগ্নিকোণে বহ্নিদেবের পুরী। ইহাও প্রতিব্রজ্ঞাণ্ডমধ্যবর্তী



স্বাহা-স্বধা-সমায়ুক্তো বহিস্তত্র বিরাজতে ।  
 নিজবাহনভূষাঢ্যো নিজদেবগণৈর্ভূতঃ ॥ ৮১ ॥  
 যাম্যাশায়াং যমপুরী তত্র দণ্ডধরো মহান্ ।  
 স্বভট্টৈর্বেষ্টিতো রাজন্ ৷ চিত্রগুপ্তপুরোগমৈঃ ।  
 নিজশক্তিসুতো ভাস্বতনরোহস্তি যমো মহান্ ॥ ৮২ ॥  
 নৈঋত্যাং দিশি রাক্ষস্যাং রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ ।  
 খড়্গধারী স্ফুরন্মাস্তে নিঋতির্নিজশক্তিসুক্ ॥ ৮৩ ॥  
 বারুণ্যাং বরুণো রাজা পাশধারী প্রতাপবান্ ।  
 মহাবলস্ফুরাটো বারুণীমধুবিহ্বলঃ ॥ ৮৪ ॥  
 নিজশক্তিসমায়ুক্তো নিজযাদোগণাস্থিতঃ ।  
 সমাস্তে বারুণে লোকে বরুণানীরতাকুলঃ ॥ ৮৫ ॥  
 বায়ুকোণে বায়ুলোকে বায়ুস্তত্রাধিতিষ্ঠতি ।  
 বায়ুসাধনসংসিদ্ধযোগিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮৬ ॥  
 ধ্বজহস্তো বিশালাকো যুগবাহনসংস্থিতঃ ।  
 মরুদগণৈঃ পরিবৃতো নিজশক্তিসমস্থিতঃ ॥ ৮৭ ॥

নিজদেবগণৈর্ভূতোহগ্নিলোকহুদেবগণৈর্ভূতঃ ॥ ৮১ ॥

ভাস্বতনরঃ সূর্যাপুত্রঃ ॥ ৮২—৮৩ ॥

ঋষো মৎস্তঃ ॥ ৮৪ ॥

যাদোগণা জলাধিপত্যঃ । বরুণানী বরুণাজনা তস্তা রতেনাকুলঃ ॥ ৮৫ ॥

বায়ুসাধনং প্রাণায়ামরূপম্ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

বহিপুরীর সদৃশ ॥ ৭৯—৮০ ॥ অগ্নিদেব এই স্থানে নিজবাহন ও দেবগণের সহিত  
 এবং স্বাহা ও স্বধা পত্নীদ্বয়ের সহিত পরমসুখে কালযাপন করেন ॥ ৮১ ॥ ইহার  
 পশ্চিমদিকে যমপুরী । দণ্ডধর ধর্মরাজ, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি স্বর্গের সহিত স্বদণ্ডধারণ  
 পূর্বক এই স্থানে বাস করেন ॥ ৮২ ॥ ইহার নৈঋতকোণে রাক্ষসগণের বাস । এই স্থানে  
 খড়্গধারী নিঋতি নিজশক্তি ও রাক্ষসগণের সহিত বাস করিয়া কালযাপন করেন ॥ ৮৩ ॥  
 ইহার পশ্চিমে বরুণপুরী । ইহাতে বরুণরাজ বারুণীমধুগানে বিহ্বল হইয়া নিজ শক্তি  
 বরুণানীর সহিত বাস করিতেছেন । ইহার অস্ত্র পাশ, বাহন মৎস্তরাজ এবং জলজন্তু  
 সমূহ প্রজাবর্গ ॥ ৮৪—৮৫ ॥ ইহার বায়ুকোণে বায়ুদেবের বসতি । এই স্থানে পবন-  
 দেব নিজশক্তিসমস্থিত হইয়া প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগিগণের সহিত বাস করেন । তাঁহার  
 হস্তে ধ্বজা, (বাহন যুগ,) নেত্র বিশাল এবং উন্নতশীর্ষে বায়ু পরিবারবর্গ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

উত্তরম্যাং দিশি মহান্ যক্ষলোকোহস্তি ভূমিপ !।

যক্ষাধিরাজস্তুজ্ঞোস্তে বুদ্ধিঋদ্ধ্যাশিত্তিভিঃ ॥ ৮৮ ॥

নবভির্নিধিভিষু ক্তস্তন্মিলে। ধননায়কঃ ।

মণিভদ্রঃ পূর্ণভদ্রো মণিমান্মণিকঙ্করঃ ॥ ৮৯ ॥

মণিভূষো মণিস্রগী মণিকান্মু কধারকঃ ।

ইত্যাদিযক্ষসেনানীসহিতো নিজশক্তিযুক্ত ॥ ৯০ ॥

ঈশানকোণে সংপ্রোক্তো রুদ্রলোকো মহত্তরঃ ।

অনর্ঘ্যরত্নখচিতো যত্র রুদ্রোহিধিদৈবতম্ ॥ ৯১ ॥

মনু্যমান্ দীপ্তনয়নো বহুপৃষ্ঠমহেবুধিঃ ।

স্বর্জকনুর্বামহস্তোহধিজ্যেধবভিরাবৃতঃ ॥ ৯২ ॥

স্বসমানৈরসংখ্যাতরুদ্রৈঃ শূলবরাযুধৈঃ ।

বিকৃতাসৈঃ করালাসৈর্বমদ্বহিতিরাস্যতঃ ॥ ৯৩ ॥

দশহস্তৈঃ শতকরৈঃ সহস্রভুজসংযুতৈঃ ।

দশপাদৈর্দশগ্রীবৈস্ত্রিনৈত্রৈরুগ্রমূর্তিভিঃ ॥ ৯৪ ॥

যক্ষসেনাপতীনাহ মণিভদ্র ইতি ॥ ৮৯ ॥

ইত্যাদিরো যে যক্ষসেনাভ্যো যক্ষসেনাপত্যসত্ত্বংসতি ইত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

রুদ্রোহিধিদৈবতমিতি । যো বুদ্ধিগো ললাটোৎ সৃষ্টিসময়ে উৎপন্নো রুদ্রঃ সোহত্র বিব-  
কিতো ন তু বুদ্ধিবিষ্ণুরুদ্রাঙ্কমুত্তিভ্রাস্তর্গতঃ কারণভূতো রুদ্রস্তত্ত্ব সর্বেশ্বরধেন দিক্-  
পতিত্বাভাবাৎ । তত্ত্ব কৈলাসবাসিদ্ভাচ্চ ॥ ৯১ ॥

বন্ধাঃ পৃষ্ঠে মহেবুধয়ো যেন সঃ ॥ ৯২—৯৩ ॥

মহারাজ ! ইহার উত্তরদিকে যক্ষলোকের বসতি । তুমিল যক্ষরাজ কুবের (বুদ্ধি ও ঋদ্ধি)  
প্রভৃতি শক্তির এবং নানাবিধ নিধির সহিত এই স্থানে বাস করেন । ইহার (মণিভদ্র,  
পূর্ণভদ্র, মণিমান, মণিকঙ্কর, মণিভূষ, মণিস্রগী ও মণিকান্মু কধারী) প্রভৃতি সেনাপতিগণও  
এই স্থানে বাস করিয়া থাকে ॥ ৮৮-৯০ ॥ ইহার ঈশানকোণে বহুমূল্য রত্ন খচিত রুদ্রলোক ।  
এই স্থানে রুদ্রদেব বাস করেন ॥ ৯১ ॥ তাহার পৃষ্ঠদেশে তুগীর ও বামহস্তে ধনুঃ  
দোহুলামান । তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন কোথায় তাহার চক্ষু ফাটিয়া পড়িতেছে ।  
তাহার সদৃশ অপর কতকগুলি রুদ্র ধনুঃ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রধারণ করিয়া তাহাকে  
পরিবেষ্টন করিয়া আছে । তাহাদের মধ্যে কতকগুলির মুখ বিকৃত, কতকগুলি কারালবদন,  
কতকগুলির মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে । তাহাদের মধ্যে কাহার বা দশ হস্ত,  
কাহার বা শত এবং কাহার বা সহস্র হস্ত ; তাহাদের মধ্যে কাহারও দশগ্রীবাস, কাহারও  
দশপাদ এবং কাহারও বা তিনটী নেত্র ॥ ৯২—৯৪ ॥ কি অশ্রুশ্রুতর, কি ভূমিচর,

অন্তরিক্ষচরা যে চ স্নেহ চ ভূমিচরাঃ স্মৃতাঃ ।  
 রুদ্রাধ্যায়ে স্মৃতা রুদ্রাষ্টৈস্তে সর্কৈশ্চ সমাবৃতঃ ॥ ৯৫ ॥  
 রুদ্রাণীকোটীসহিতো ভদ্রকাল্যাদিমাতৃভিঃ ।  
 নানাশক্তিসমাবিক্টভামর্ষ্যাদিগণাবৃতঃ ॥ ৯৬ ॥  
 বীরভদ্রাদিসহিতো রুদ্রো রাজন্ ! বিরাজতে ।  
 মুণ্ডমালাধরো নাগবলয়ো নাগকঙ্করঃ ॥ ৯৭ ॥  
 ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানো গজচর্ম্মোত্তরীয়কঃ ।  
 চিতাভস্মাক্লিপ্তাঙ্গঃ প্রমথাদিগণাবৃতঃ ॥ ৯৮ ॥  
 নিনদভ্ভমরুধ্বানৈবধিরীকৃতদিগ্‌মুখঃ ।  
 অট্টহাসাশ্ফোটশর্কৈঃ সস্ত্রাসিতনভস্তলঃ ॥ ৯৯ ॥  
 ভূতসংঘসমাবিক্টো ভূতাবাসো মহেশ্বরঃ ।  
 ঈশানদিকৃপতিঃ সোহয়ং নাম্না চেশান এব চ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
 মণিদ্বীপবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ঈশান এব চেতি । ঈশানরুদ্র ইত্যেবং খ্যাত ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ক(রুদ্রাধ্যায়োক্ত রুদ্রগণ)সকলেই এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯৫ ॥ মহারাজ ! ঈশান-  
 কৃপতি ঈশান, ভদ্রকালী প্রভৃতি মাতৃগণের, কোটি কোটি রুদ্রাণীর, এবং নানাশক্তি-  
 মন্বিত (ভামরী)প্রভৃতি ও (বীরভদ্র)প্রভৃতি গণের সহিত এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন ।  
 গাহার গলে মুণ্ডমালা, হস্তে নাগবলয়, (পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম) (উত্তরীর হস্তিচর্ম্ম) এবং অঙ্গুরাগ  
 চিতাভস্ম । তিনি প্রায়ই ডমরুধ্বনি করিয়া চতুর্দিক মুখরিত এবং অট্টহাস্য করিয়া নভস্তল  
 পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন । তিনি সর্বদা প্রমথাদিগণ ও ভূতসমূহ দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এই  
 স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯৬—১০০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্  
 ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে মণিদ্বীপ বর্ণন নামক  
 দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ # ॥

## একাদশোঃধ্যায়ঃ ।

বাসাঃউবাচ ।

পুষ্পরাগময়াদগ্রে কুঙ্কমারুণবিগ্রহঃ ।

পদ্মরাগময়ঃ সালো মধ্যো ভূর্ধ্বৈচব তাদৃশী ॥ ১ ॥

দশযোজনবান্ দৈর্ঘ্যে গোপুরদ্বারসংযুতঃ ।

তন্মণিস্তম্ভসংযুক্তা মণ্ডপাঃ শতশো নৃপ । ॥ ২ ॥

মধ্যো ভূবি সমাসীনাস্চতুঃষষ্টিমিতাঃ কলাঃ ।

নানায়ুধধরা বীরা রত্নভূষণভূষিতাঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যেকলোকস্তাসাম্ভ তন্তলোকস্য নায়কাঃ ।

সমস্তাং পদ্মরাগস্য পরিবার্য্য স্থিতাঃ সদা ॥ ৪ ॥

স্বস্বলোকজনৈর্জুতাঃ স্বস্ববাহনহেতিভিঃ ।

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু ত্বং জনমেজয় ! ॥ ৫ ॥

দশাধিকশতলোকৈঃ পদ্মরাগাদিনির্মিতাঃ ।

প্রাকারাঃ সংপ্রবক্ষ্যন্তে চিত্তামণিগৃহাস্তিকাঃ ॥

অথ দশমং পদ্মরাগমণিময়ং প্রাকারমাহ পুষ্পরাগময়াদগ্রে ইতি । তাদৃশী পদ্মরাগমণি-  
ময়ী ॥ ১ ॥

দৈর্ঘ্যে ঔন্নত্যো ॥ ২ ॥

অগ্নিন্ স্থানে বা ভুবনেশ্বরীমস্তে চতুঃষষ্টিকলাঃ প্রপঞ্চসারাদিতস্ত্রেম্ভূক্তাস্তাঃ সস্তীত্যাহ  
মধ্যো ভূবীতি ॥ ৩ ॥

চতুঃষষ্টিশক্তিষু ঐকৈকত্বাঃ শক্তেরৈকৈকলোকঃ স্বতন্ত্রস্তগ্নিন্ প্রাকারেহস্তীত্যাহ  
প্রত্যেকলোকস্তাসাম্ভিতি । যথা মধ্যস্থং চিত্তামণিগৃহং বেষ্টিয়িত্বা দশাধিকপাললোকাঃ  
স্থিতাস্তথা চিত্তামণিগৃহং বেষ্টিয়িত্বৈব চতুঃষষ্টিশক্তীনাং লোকাঃ স্থিতা ইত্যাহ সমস্তাং পদ্ম-  
রাগস্তোতি । পরিবার্য্য মধ্যগৃহং বেষ্টিয়িত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

বাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয়! এই পুষ্পরাগমণিনির্মিত প্রাকারের পরই  
কুঙ্কম ও অরুণের ভ্রায় রক্তবর্ণ পদ্মরাগমণি-নির্মিত দশম প্রাকার । ইহা দৈর্ঘ্যে দশ  
যোজন বিস্তৃত । ইহার মধ্যস্থ ভূমি, গোপুরদ্বার ও মণ্ডপ সকল পদ্মরাগমণিময় বলিয়াই  
জানিবে ॥ ১—২ ॥ ইহার মধ্যো ভগবতীর চতুঃষষ্টি কলা নানাবিধ রত্নভূষণে ভূষিত  
হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ তাঁহাদের প্রত্যেকের একএকটি  
লোক এবং সেই লোকে তাঁহাদের নিজ নিজ অস্ত্র, বাহন, পরিবারবর্গ ও নায়ক সকল  
বর্তমান আছে । মহারাজ! এক্ষণে সেই চতুঃষষ্টিকলার নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ



[পিঙ্গলাক্ষী বিশালাক্ষী সমৃদ্ধির্দ্ধিরেব চ ।

শ্রদ্ধা-স্বাহা-স্বধাভিখ্যা মায়া সংজ্ঞা বহুধরা ॥ ৬ ॥

ত্রিলোকধাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিদশেশ্বরী ।

স্বরূপা বহুরূপা চ স্কন্দমাতাচ্যুতপ্রিয়া ॥ ৭ ॥

বিমলা চামলা তদ্বদরুণী পুনরারুণী ।

প্রকৃতিবিকৃতিঃ সৃষ্টিঃ স্থিতিঃ সংহৃতিরেব চ ॥ ৮ ॥

সঙ্ক্যা মাতা সতী হংসী মর্দিকা বজ্রিকা পরা ।

দেবমাতা ভগবতী দেবকী কমলাসনা ॥ ৯ ॥

ত্রিমুখী সপ্তমুখ্যা সুরাসুরবিমর্দিনী ।

লম্বোষ্ঠী চোর্দ্ধকেশী চ বহুশীর্ষা বৃকোদরী ॥ ১০ ॥

রথরেখাশ্রয়া পশ্চাচ্ছশিরেখা তথা পরা ।

গগনবেগা পবনবেগা চৈব ততঃ পরম্ ॥ ১১ ॥

অগ্রে ভুবনপালা স্মাত্তপশ্চাৎ মদনাতুরা ।

অনঙ্গানঙ্গমথনা তথৈবানঙ্গমেথলা ॥ ১২ ॥

অনঙ্গকুসুমা পশ্চাদ্বিশ্বরূপা সুরাদিকা ।

ক্ষয়ঙ্করী ভবেচ্ছক্তিরক্ষোভ্যা চ ততঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥

সত্যবাদিন্যথ প্রোক্তা বহুরূপা শুচিত্রতা ।

উদারাখ্যা চ বাগীশী চতুষষ্টিমিতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

জলজ্জিহ্বাননাঃ সর্বা বমন্তো বহিমূল্লগম্ ।

জলং পিবামঃ সকলং লংহরামো বিভাবসুম্ ॥ ১৫ ॥

( চতুষষ্টিকলানাং নামাত্মাই পিঙ্গলাক্ষীতি ॥ ৬—১৭ ॥ )

॥ ৪—৫ ॥ পিঙ্গলাক্ষী, বিশালাক্ষী, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, শ্রদ্ধা, স্বাহা, স্বধা, মায়া, সংজ্ঞা, ধরা, ত্রিলোকধাত্রী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ত্রিদশেশ্বরী, স্বরূপা, বহুরূপা, স্কন্দমাতা, অচ্যুত-  
য়া, বিমলা, অমলা, অরুণী, আরুণী, প্রকৃতি, বিকৃতি, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি, সঙ্ক্যা,  
তা, সতী, হংসী, মর্দিকা, বজ্রিকা, পরা, দেবমাতা, ভগবতী, দেবকী, কমলাসনা,  
মুখী, সপ্তমুখী, সুরাসুরবিমর্দিনী, লম্বোষ্ঠী, উর্দ্ধকেশী, বহুশীর্ষা, বৃকোদরী, রথরেখা,  
শিরেখা, গগনবেগা, পবনবেগা, ভুবনপালা, মদনাতুরা, অনঙ্গা, অনঙ্গমথনা, অনঙ্গমেথলা,  
নঙ্গকুসুমা, বিশ্বরূপা, সুরাদিকা, ক্ষয়ঙ্করী, অক্ষোভ্যা, সত্যবাদিনী, বহুরূপা, শুচিত্রতা,  
দারা ও বাগীশী নামে চতুষষ্টিকলা ॥ ৬—১৪ ॥ ইহাদের সকলেরই প্রদীপ্ত লেলিহান

পবনং স্তম্ভয়ামোহদ্য ভক্ষয়ামোহখিলং জগৎ ।

ইতি বাচং সন্ধিরন্তে ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ॥ ১৬ ॥

চাপবাণধরাঃ সর্বা যুদ্ধায়ৈবোৎস্রুকাঃ সদা ।

দংষ্ট্রাকটকটারাবৈবধিরীকৃতদিদ্যুখাঃ ॥ ১৭ ॥

পিঙ্গোদ্ধিকেশ্যঃ সংপ্রোক্তাশ্চাপবাণধরাঃ সদা ।

শতাক্ষৌহিনিকা সেনাপ্যেকৈকশ্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ১৮ ॥

একৈকশক্তেঃ সামর্থ্যং লক্ষব্রহ্মাণুনাশনে ।

শতাক্ষৌহিনিকা সেনা তাদৃশী নৃপসত্তম ! ॥ ১৯ ॥

কিং ন কুর্য্যাজ্জগত্যস্মিন্ ন শক্যং বক্তৃমেব তৎ ।

সর্বাপি যুদ্ধসামগ্রী তস্মিন্ সালে স্থিতা নৃপ ! ॥ ২০ ॥

রথানাং গণনা নাস্তি হরানাং করিণাং তথা ।

শস্ত্রাণাং গণনা তদ্বদগণানাং গণনা তথা ॥ ২১ ॥

তাসাং সেনাবর্ণনমাহ শতাক্ষৌহিনিকা সেনেতি । একৈকশ্রাঃ শক্তেঃ শতাক্ষৌহিনিকা সেনা বিদ্যতে এবমুতশচতুঃষষ্টিশক্তয়ন্তৎসংখ্যাক্ষৌহিনীযুতাঃ সস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তাসাং সামর্থ্যমাহ একৈকশক্তেরিতি । একৈকশক্তিস্তত্ত্বাৎ যঃ চৈকৈকশক্তিস্তত্ত্বাৎ লক্ষব্রহ্মাণুনাশনে সামর্থ্যং ভবতি । এবমুতশতাক্ষৌহিনীযুক্তা চৈকৈক শক্তি-  
রিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যদৈকৈকশ্রাঃ শক্তেরিদং সামর্থ্যং তদা সর্বাণীযং সেনা কিং ন কুর্য্যাস্তন্ন বক্তৃং শক্যত  
উতাহ কিং ন কুর্য্যাদিতি । ইদং ভগবত্যাঃ সেনাহানমস্তীত্যাহ সর্বাপি যুদ্ধসাম-  
গ্রীতি ॥ ২০—২১ ॥

জিহ্বাযুক্ত বদন ; সকলেরই মুখ হইতে সর্বদা বহি উদগীর্ণ হইতেছে ; তাঁহারা সকলেই  
ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সমুদ্র শোষণ করিব, বহির সংহার করিব, বায়ু স্তম্ভন করিব,  
অদ্যই সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিয়া ফেলিব এইরূপ নানাবিধ বাক্যসকল উচ্চারণ করিতে  
ছেন ॥ ১৬—১৭ ॥ তাঁহাদের সকলের হস্তেই ধনুর্বাণ । সকলেই যুদ্ধেব জন্ত উৎস্রুত ।  
তাঁহাদের দস্তের কটকটাই শব্দে চতুর্দিক নিনাদিত হইতেছে । তাঁহাদের কেশ  
পিঙ্গলবর্ণ ও উর্দ্ধদিকে প্রসারিত । তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অধীনে শত এক্ষৌহিনী সেনা  
বিদ্যমান আছে ॥ ১৭-১৮ ॥ মহারাজ ! অধিক আর কি বলিব, ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই  
লক্ষব্রহ্মাণু বিনাশের ক্ষমতা আছে । ইহারাও যেমন ইহাদের শত এক্ষৌহিনী সেনাগণকেও  
সেইরূপ জানিবে ॥ ১৯ ॥ ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, ইহারা যাহা করিতে পারেন না এক্ষণ  
পদার্থ বাক্যাতীত বলিয়া জানিবে । মহারাজ ! এই প্রকার মধ্যে বাবতীয় যুদ্ধসামগ্রী বর্ত-  
মান আছে ॥ ২০ ॥ কি রথ, কি হস্ত, কি হস্তী, কি অস্ত্র শস্ত্র, বা কি নৈস্ত্রগণ, কাহারও সীমা  
নাই, বস্তুত বাবতীয় যুদ্ধসামগ্রীই অসীম পরিমাণে এই স্থানে বিদ্যমান আছে ॥ ২১ ॥

পদ্মরাগময়াদগ্রে গোমেদমণিনির্মিতঃ ।

দশযোজনদৈর্ঘ্যেন প্রাকারো বর্ততে মহান্ ॥ ২২ ॥

ভাস্কজপাশ্রমূনাভো মধ্যভূস্তস্ত তাদৃশী ।

গোমেদকল্লিতান্যেব তদ্বাসিসদনানি চ ॥ ২৩ ॥

পক্ষিণঃ স্তম্ভবর্যাশ্চ বৃক্ষা বাপ্যঃ সরাংশি চ ।

গোমেদকল্লিতা এব কুঙ্কমারুণবিগ্রহাঃ ॥ ২৪ ॥

তন্মধ্যস্থা মহাদেব্যা দ্বাত্রিংশচ্ছত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণা গোমেদমণিভূষিতাঃ ॥ ২৫ ॥

প্রত্যেকলোকবাসিন্যঃ পরিবার্য্য সমস্ততঃ ।

গোমেদমাংসে সন্নদ্ধা পিশাচবদনা নৃপ ! ॥ ২৬ ॥

স্বলোকবাসিভিনিত্যং পূজিতাশ্চক্রবাহবঃ ।

ক্রোধরক্তেষ্ণুনা ভিক্ষি পচ চ্ছিক্ষি দহেতি চ ॥ ২৭ ॥

বদন্তি সততং বাচং যুদ্ধোৎসুকহৃদস্তরাঃ ।

একৈকস্থা মহাশক্তের্দশাকৌহিনিকা মতা ॥ ২৮ ॥

সেনা তত্রাপ্যেকশক্তির্লক্ষব্রহ্মাণ্ডনাশিনী ।

তাদৃশীনাং মহাসেনা বর্ণনীয়্য কথং নৃপ ! ॥ ২৯ ॥

মঠেকাদশং গোমেদমণিপ্রাকারমাহ পদ্মরাগময়াদিতি ॥ ২২—২৫ ॥

প্রত্যেকলোকেতি । একৈকস্থাঃ শক্তের্দশাকৌহিনিকাসেনাযুক্তা । একৈকলোক  
দ্বাত্রিংশলোকাস্তস্মিন্ প্রাকারে চিস্তামণিগৃহং সমস্ততঃ পরিবার্য্য স্থিতা ইত্যর্থঃ ।  
চবদনা অতিভয়ঙ্করা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

লোকবাসিভিনিত্যন্তত্বচ্ছিত্তিলোকনিবাসিভিঃ ॥ ২৭—২৯ ॥

ইহার পরই গোমেদমণিনির্মিত একাদশ প্রাকার । ইহা দৈর্ঘ্যে দশযোজন বিস্তৃত ।

বর্ণ নবপ্রস্তুত জবা পুষ্পের সদৃশ । এতন্মধ্যস্থ ভূমি, বৃক্ষ, সরোবর, গৃহ, গৃহস্তম্ভ,  
বা অপরাপর যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই গোমেদকল্লিত রক্তবর্ণ ॥ ২২—২৪ ॥ ইহার  
গোমেদমণিনির্মিত অলঙ্কারে ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত (দ্বাত্রিংশৎ মহাশক্তির)  
॥ ২৫ ॥ ইহারাও যেন সর্বদাই যুদ্ধের জন্য উৎসুক রহিয়াছেন । ক্রোধে ইহাদের  
সর্বদাই রক্তবর্ণ, ইহাদের মুখ সকল পিশাচের এবং হস্ত সকল চক্রের ন্যায় । মার,  
ভাঙ, পুড়িয়া ফেল এইরূপ বাক্য ইহারা সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন । তদ্রূপ  
বাসিগণ নিত্য ইহাদের পূজা করিয়া থাকে । ইহাদের প্রত্যেকের দশ অকৌহিনী  
।। সেনা সকল অপরিমিত-বলশালী, তাহাদের বীরত্বের বর্ণনা অসম্ভব । অল্পমানে

রথানাং নৈব গগনা বাহনানাং তথৈব চ ।

সর্বযুদ্ধসমারম্ভস্তত্র দেব্যা বিরাজতে ॥ ৩০ ॥

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি পাপনাশকরাণি চ ।

[বিদ্যাভীপুষ্টয়ঃ প্রজ্ঞা সিনীবালী কুহুস্তথা ॥ ৩১ ॥

রুদ্রা বীৰ্য্যাঃ প্রভা নন্দা পোষণী ঋদ্ধিদা শুভা ।

কালরাত্রির্মহারাত্রির্ভদ্রকালী কপর্দিনী ॥ ৩২ ॥

বিকৃতির্দণ্ডিমুণ্ডিনী সেন্দুখণ্ডা শিখণ্ডিনী ।

নিশুস্তমথিনী মহিষাসুরমর্দিনী ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রাণী চৈব রুদ্রাণী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী ।

নারী নারায়ণী চৈব ত্রিশূলিনী পালিনী ।

অম্বিকা হ্লাদিনী পশ্চাদিত্যেবং শক্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥

যদ্যেতাঃ কুপিতা দেব্যস্তদা ব্রহ্মাণ্ডনাশনম্ ।

পরাজয়ো ন চৈতাসাং কদাচিৎ কচিদস্তি হি ॥ ৩৫ ॥

গোমেদকময়াদগ্রে সঙ্কল্পমণিনির্মিতঃ ।

দশযোজনতুঙ্গোহসৌ গোপুরদ্বারসংযুতঃ ॥ ৩৬ ॥

সর্বযুদ্ধেতি । ইয়মস্তরঙ্গসেনা জগদম্বিকার্যাঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

ইত্যেবং শক্তয়ঃ স্মৃতা ইতি । এতাঃ শক্তয়ঃ ত্রিভুনেশ্বর্যা আবরণপূজায়াং দক্ষিণা-  
মূর্তিসংহিতাদিত্ত্বেন্দুজ্ঞাঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

অথ দ্বাদশং বজ্রমণিপ্রাকারমাহ গোমেদকময়াদগ্রে ইতি ॥ ৩৬—৩৯ ॥

বোধ হয় প্রত্যেক শক্তিই অক্লেশে লক্ষব্রহ্মাণ্ড নাশ করিতে পারেন ॥ ২৬—২৯ ॥ এই স্থানে  
রথ, হস্তী ও হর প্রভৃতি বাহনাদি অসংখ্যরূপে বিদ্যমান আছে । ফলতঃ এই গোমেদ-  
মণি-প্রাকার মধ্যে দেবী ভগবতীর সমস্ত যুদ্ধোপকরণ বিরাজ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ মহারাজ !  
এক্কেণ সেই শক্তিগণের সর্বাশুভবিনাশকর নাম সকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । বিদ্যা,  
ভী, পুষ্টি, প্রজ্ঞা, সিনীবালী, কুহু, রুদ্রা, বীৰ্য্যা, প্রভা, নন্দা, পোষণী, ঋদ্ধিদা, কালরাত্রি,  
মহারাত্রি, ভদ্রকালী, কপর্দিনী, বিকৃতি, দণ্ডি, মুণ্ডিনী, সেন্দুখণ্ডা, শিখণ্ডিনী, নিশুস্তম-  
থিনী, মহিষাসুরমর্দিনী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী, নারী, নারায়ণী, ত্রিশূলিনী,  
পালিনী, অম্বিকা এবং হ্লাদিনী ॥ ৩১—৩৪ ॥ ইহাদের কোন স্থান হইতে কখনও পরা-  
জয়ের আশা নাই এজ্ঞা যদি এই সকল শক্তি কখনও কোনও কারণ বশতঃ কুপিতা হন,  
তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের আর অস্তিত্ব থাকে না ॥ ৩৫ ॥

এই গোমেদ-প্রাকারের পরই তীরক-নির্মিত দ্বাদশ প্রাকার । ইহা দশযোজন উচ্চ ।  
ইহার চতুর্দিকে গোপুর দ্বার, তাহাতে শঙ্খলাবক্ক কপাট সকল বর্তমান রহিয়াছে । ইহার



কপাটশৃঙ্খলাবন্ধো নববৃক্ষসমুজ্জ্বলঃ ।  
 সালস্তম্ভাধ্যভূম্যাদিসৰ্ব্বং হীরময়ং স্মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥  
 গৃহাণি বীথয়ো রথ্যা মহামার্গান্গণানি চ ।  
 বৃক্ষালবালতরবঃ সারঙ্গা অপি তাদৃশাঃ ॥ ৩৮ ॥  
 দীর্ঘিকা শ্রেণয়ো বাপ্যস্তভাগাঃ কূপসংযুতাঃ ॥ ৩৯ ॥  
 তত্র শ্রীভুবনেশ্বর্যা বসন্তি পরিচারিকাঃ ।  
 একৈকা লক্ষদাসীভিঃ সেবিতা মদগৰ্ব্বিতা ॥ ৪০ ॥  
 তালবৃন্তধরাঃ কাশ্চিচ্চষকাঢ্যকরাসুজাঃ ।  
 কাশ্চিত্তামূলপাত্রাণি ধারয়ন্ত্যোহতিগৰ্ব্বিতাঃ ॥ ৪১ ॥  
 কাশ্চিত্তু ছত্রধারিণ্যামরাণাং বিধারিকাঃ ।  
 নানাবস্ত্রধরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ পুষ্পকরাসুজাঃ ॥ ৪২ ॥  
 নানাদৰ্শকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ কুঙ্কুমলেপনম্ ।  
 ধারয়ন্ত্যঃ কজ্জলঞ্চ সিন্দূরচষকং পরাঃ ॥ ৪৩ ॥  
 কাশ্চিচ্চিত্রকনিষ্ঠাত্র্যঃ পাদসংবাহনে রতাঃ ।  
 কাশ্চিত্তু ভূষাকারিণ্যো নানাভূষাধরাঃ পরাঃ ॥ ৪৪ ॥

পরিচারিকা দান্তস্তা বর্ণয়তি একৈকা লক্ষদাসীভিরিতি । লক্ষদাসীনাং নায়িকা একা  
 দাসী এবমষ্টলক্ষদাসীসহিতা অষ্টৌ দান্তঃ সমস্ততঃ সঙ্কীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

চষকা নানাপানকরসপরিপূরিতানি বিশেষপাত্রাণি তদযুক্তকরাসুজাঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

চিত্রকনিষ্ঠাত্র্য ইতি । স্ত্রীণাং ভালে চন্দননির্মিতোহলঙ্কারবিশেষচিত্রকস্তথা চ  
 গবত্যা ভালে চিত্রকালঙ্কারনিষ্ঠাত্র্যোহতিকুশলা ইত্যর্থঃ । পাদসংবাহনে ইতি । অত্র

ঐশা নূতন নূতন হীরকনির্মিত বৃক্ষ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । এই প্রকারের মধ্যস্থ  
 ঐশাদ সকল, পথ, রাজমার্গ, বৃক্ষ ও তাহার আলবাল সকল, দীর্ঘিকা, কূপ, ভাগ, সারঙ্গ  
 ও অন্তান্ত বস্তু সকলকে হীরকময় বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭—৩৯ ॥ এই স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরী  
দেবীর পরিচারিকাগণ বাস করিয়া থাকেন । মহারাজ ! ইহাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ  
 সহস্র পরিচারিকা এবং সকলকেই রূপমদগৰ্ব্বিতা ॥ ৪০ ॥ ইহাদের মধ্যে কেহ বা  
 তালবৃন্ত, কেহ বা পানপাত্র, কেহ বা তামূলপাত্র, কেহ বা ছত্র, কেহ বা চামর, কেহ বা  
 নানাবিধ বস্ত্র, কেহ বা পুষ্প, কেহ বা আদর্শ, কেহ বা কুঙ্কুম, কেহ বা কজ্জল এবং  
 কেহ বা সিন্দূর ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেহ বা চিত্রকার্য্য করিবার জন্ত,  
 কেহ বা পাদসংবাহন করিবার নিমিত্ত, কেহ বা অলঙ্কার পরাইবার জন্ত এবং কেহ বা  
 পুষ্পমালা পরাইবার নিমিত্ত বস্ত্রপরিচর ইয়া উপস্থিত আছেন । ইহারা সকলেই নানা-

পুষ্পভূষণনির্মাতাঃ পুষ্পশৃঙ্গারকারিকাঃ ।

নানাবিলাসচতুরা বহস্য এবংবিধাঃ পরাঃ ॥ ৪৫ ॥

নিবন্ধপরিধানীয়া যুবত্যাঃ সকলা অপি ।

দেবীকৃপালেশবশাত্ স্ত্রীকৃতজগজ্জয়াঃ ॥ ৪৬ ॥

এতা দূত্যাঃ স্মৃতা দেব্যাঃ শৃঙ্গারমদগর্বিতাঃ ।

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু মে নৃপসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥

[অনঙ্গরূপা প্রথমাপ্যনঙ্গমদনা পরা ।

তৃতীয়া তু ততঃ প্রোক্তা স্তন্দরী মদনাতুরা ॥ ৪৮ ॥

ততো ভুবনবেগা স্যাত্তথা ভুবনপালিকা ।

[স্ত্যাং সর্বশিশিরানঙ্গবেদনানঙ্গমেখলা ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যুদ্যামসমানাস্ত্যঃ কনকাক্ষীণ্ডগাম্বিতাঃ ।

রণমঞ্জীরচরণা বহিরন্তরিতন্ততঃ ॥ ৫০ ॥

ধাবমানাস্ত শোভন্তে সর্বা বিদ্যুল্লতোপমাঃ ।

কুশলাঃ সর্বকার্যেষু বেত্রহস্তাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫১ ॥

অষ্টদিকু তথৈতাসাং প্রাকারাদ্বহিরেব চ ।

সদনানি বিরাজন্তে নানাবাহনহেতিভিঃ ॥ ৫২ ॥

সর্বত্র ভগবত্যা ইতি যোজ্যম্ । ভূষাকারিণ্যঃ ভগবত্যা যোগ্যভূষাকারিণ্যঃ । ভূষাধরা ভগবত্যা ভূষাপূরিতরত্নকরশুকধরাঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

নিবন্ধপরিধানীয়া ইতি । পরিকরবন্ধা ইত্যর্থঃ । দাসীনাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

বিদ্যুদ্যামসমানাস্ত্য ইতি । তেজস্বিত্যোহতিচঞ্চলা ইত্যর্থঃ । বহিরন্তরিতন্তত ইতি । বহির্দেশাদন্তরন্তর্দেশাদ্বহিরেব চতুর্দিকু ধাবমানা ইত্যর্থঃ । দূতীনাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ৫০—৫১ ॥

প্রাকারাদ্বহিরৈর্দূর্বাপ্রাকারাদ্বহিরিত্যর্থঃ । এতা দূত্যাঃ শারদাতিলকাদিতন্তেষু ভুবনে-  
শ্বর্ঘ্যাবরণে প্রসিদ্ধাঃ । তদুক্তম্ । পদ্মাদ্বহিঃ সমভ্যর্চ্যাঃ শঙ্করঃ পরিচারিকা ইতি ॥ ৫২ ॥

বিলাস পটু ও যুবতী । ইহারা দেবীর অনুগ্রহকর্ণা লাভ হেতু সমস্ত বিশ্বকেই তৃণ সদৃশ বোধ করিয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৬ ॥ মহারাজ ! এক্ষণে, হাব-ভাব-বিশালগর্বিত দেবী ভগবতীর এই সমস্ত পরিচারিকাগণের নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥ অনঙ্গ-  
রূপা, অনঙ্গমদনা, মদনাতুরা, ভুবনবেগা, ভুবনপালিকা, সর্বশিশিরা, অনঙ্গবেদনা ও  
অনঙ্গমেখলা নামে দেবীর আটটি সখী ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ইহারা প্রত্যেকেই বিদ্যুল্লতার  
স্তায় স্তন্দরী, নানাবিধ ভূষণে ভূষিত এবং সমস্ত কার্যেই দক্ষ । ইহারা যখন দেবীকার্য্য  
করিবার জন্য বেত্র হস্তে ইতস্তত ধাবমান হইয়া থাকেন, তখন ইহাদিগকে দেখিলেই  
বোধ হয় যেম বিদ্যুল্লতা সকল চমকিত হইতেছে ॥ ৫০—৫১ ॥ প্রাকারের বহির্ভাগে

বজ্রসালাদগ্রভাগে সালো বৈদূর্য্যনির্মিতঃ ।

দশযোজনতুঙ্গোহসৌ গোপুরদ্বারভূষিতঃ ॥ ৫৩ ॥

বৈদূর্য্যভূমিঃ সৰ্ব্বাপি গৃহানি বিবিধানি চ ।

বীথ্যা রথ্যা মহামার্গাঃ সৰ্ব্বে বৈদূর্য্যনির্মিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

বাণীকূপতড়াগাশ্চ অবন্তীনাং তটানি চ ।

বালুকা চৈব সৰ্ব্বাপি বৈদূর্য্যমণিনির্মিতা ॥ ৫৫ ॥

তত্রাষ্টদিক্শু পরিতো ব্রাহ্মাদীনাঞ্চ মণ্ডলম্ ।

নিজৈর্গণৈঃ পরিবৃতং ভ্রাজতে নৃপসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥

প্রতিব্রহ্মাণ্ডমাতৃগাং তাঃ সমষ্টিয় ঈরিতাঃ ।

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কোমারী বৈষ্ণবী তথা ॥ ৫৭ ॥

বারাহী চ তথেন্দ্রাণী চামুণ্ডাঃ সপ্ত মাতরঃ ।

অক্ষমী তু মহালক্ষ্মীর্নাম্না প্রোক্তাস্তু মাতরঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবানাং সমাকারাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ ।

জগৎকল্যাণকারিণ্যঃ স্বস্বসেনাসমাবৃতাঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ ত্রয়োদশং বৈদূর্য্যমণিপ্রাকারমাহ বজ্রসালাদগ্রভাগে ইতি ॥ ৫৩—৫৫ ॥

অগ্নিন্ প্রাকারেহষ্টদিক্শু ব্রাহ্মাদ্যষ্টমাতরঃ সন্তীত্যাহ তত্রাষ্টদিক্শুতি ॥ ৫৬ ॥

প্রতিব্রহ্মাণ্ডসংস্থানাং ব্রাহ্মাদীনামেতা ব্রাহ্মাদয়ঃ সমষ্টিভূতা ইত্যাহ প্রতিব্রহ্মা-  
ণ্ডতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥

যথা ব্রহ্মাদিদেবানামাকারাস্তথৈব তেবাং শক্তীনামপ্যাকারা বোধ্যা ইত্যাহ ব্রহ্ম-  
দ্রাদীতি ॥ ৫৯ ॥

আট্ দিকে এই আট্ জন সখীর বাসগৃহ এবং তৎসমুদয়ই নানাবিধ বাহন ও অস্ত্রাদি  
দ্বারা পরিপূর্ণ ॥ ৫২ ॥

এই হীরকনির্মিত প্রাকারের পরই বৈদূর্য্যমণিরচিত ত্রয়োদশ প্রাকার। ইহার উচ্চতা  
দশ যোজন। ইহারও চতুর্দিকে গোপূর দ্বার বিদ্যমান আছে ॥ ৫৩ ॥ এতন্মধ্যস্থ ভূমি,  
হ, ক্ষুদ্রপথ, রাজপথ, বাণী, কূপ, তড়াগ, নদ, নদী এমন কি বালুকা লগ্নাস্ত বৈদূর্য্যমণি-  
নির্মিত ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ইহার আট্ দিকে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকাগণ নিজ নিজ গণের  
হিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥ প্রতিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত মাতৃকাগণের ইহঁরাই সমষ্টি-  
রূপ। একগণে, সেই অষ্টমাতৃকার নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী,  
কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী নামে অষ্টমাতৃকা ॥ ৫৭—৫৮ ॥  
ইহঁদের রূপ যথাক্রমে ব্রহ্ম ও রুদ্রাদির ত্রায় জানিবে। ইহঁরা সকলেই জগতের গুণ  
চেষ্টায় নিরত থাকিয়া এই স্থানে স্ব স্ব বাহন ও অস্ত্রাদির সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥

তৎসালশ্চ চতুর্দ্বাযু বাহনানি মহেশিতুঃ ।  
 সজ্জানি নৃপতে ! সন্তি সালঙ্কারানি নিত্যশঃ ॥ ৬০ ॥  
 দন্তিনঃ কোটিশো বাহাঃ কোটিশঃ শিবিকাস্থথা ।  
 হংসাঃ সিংহাশ্চ গরুড়া ময়ুরা বৃষতাস্থথা ॥ ৬১ ॥  
 তৈর্যুক্তাঃ স্তম্ভনাস্থদ্বং কোটিশো নৃপনন্দন ! ।  
 পার্শ্বিগ্রাহসমায়ুক্তা ধ্বজৈরাকাশচূষিনঃ ॥ ৬২ ॥  
 কোটিশস্ত বিমানানি নানাচিহ্নান্বিতানি চ ।  
 নানাবাদিত্রযুক্তানি মহাধ্বজযুতানি চ ॥ ৬৩ ॥  
 বৈদূর্যমণিসালস্রাপ্যাগ্রে সালঃ পরঃ স্মৃতঃ ।  
 দশযোজনভূম্নোহসাবিন্দ্রনীলাশ্মনির্মিতঃ ॥ ৬৪ ॥  
 তন্মধ্যভূস্থথা বীথ্যা মহামার্গা গৃহানি চ ।  
 বাপীকূপতড়াগাশ্চ সর্বৈ তন্মণিনির্মিতাঃ ॥ ৬৫ ॥  
 তত্র পদ্মস্ত সংপ্রোক্তং বহুযোজনবিস্তৃতম্ ।  
 ষোড়শারং দীপ্যমানং স্তদর্শনমিবাপরম্ ॥ ৬৬ ॥

অগ্নিন্ সালে ভগবত্যা বাহনানি নানাবিধানি বসন্তীত্যাহ তৎসালশ্চেতি ॥ ৬০—৬১ ॥  
 তৈর্দন্তিসিংহাদিভির্যুক্তাঃ স্তম্ভনা রথা ইত্যর্থঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥  
 অথ চতুর্দশমিহ্রনীলমণিপ্রাকারগাহ বৈদূর্যমণীতি ॥ ৬৪—৬৫ ॥  
 তন্মিহ্র প্রাকারে ষোড়শদলং পদ্মং দেবীযস্রাবগবং বিদ্যাতে ইত্যাহ তত্র পদ্মং  
 ভিত্তি ॥ ৬৬—৬৮ ॥

এই প্রাকারের চারিটা ধারেই জগজ্জননী ভগবতীর নানাবিধ বাহন সকল সজ্জিত থাকে ।  
 ইহার কোন স্থানে কোটি কোটি হস্তী, কোন স্থানে কোটি কোটি ঘোটক, কোন স্থানে  
 শিবিকা, কোন স্থানে হংস, কোথাও সিংহ, কোথাও গরুড় এবং কোথাও বা ময়ুর ও  
 বৃষাদি নানাবিধ প্রাণী সকল সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ৬০—৬১ ॥ এইরূপ কোথাও পূর্বকথিত  
 প্রাণিগণ-সংযোজিত কোটি কোটি রথ সকল, পার্শ্বিগ্রাহ (মহিস) ও গগনপর্শী ধ্বজা  
 দ্বারা সজ্জিত থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৬২ ॥ কোথাও বা নানাবাদিত্রসংযুক্ত, বিপুল  
 ধ্বজবিশিষ্ট নানাবিধ-চিহ্ন-সম্বিত বিমান সকল শ্রেণিবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৬৩ ॥

মহারাজ ! এই বৈদূর্য প্রাকারের পর ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত চতুর্দশ প্রাকার ।  
 ইহারও উচ্চতা দশযোজন ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ৬৪ ॥ ইহার মধ্যস্থ ভূমি, গৃহ, পথ,  
 বাপী, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতি সমস্তই ইন্দ্রনীলমণি-কল্পিত বলিয়া জানিবে ॥ ৬৫ ॥ পরন্তু,  
 ইহার মধ্যে বহু যোজন বিস্তৃত ষোড়শদল একটা পদ্ম দ্বিতীয় স্তদর্শন চক্রে স্বায় শোভা



তত্র ষোড়শশক্তিানাং স্থানানি বিবিধানি চ ।

সর্বোপস্করযুক্তানি সমুদ্রানি বসন্তি হি ॥ ৬৭ ॥

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু মে নৃপসত্তম ।।

কিরালী বিকরালী চ তথোমা চ সরস্বতী ॥ ৬৮ ॥

শ্রীদুর্গোষা তথা লক্ষ্মীঃ শ্রুতিশ্চৈব স্মৃতিধ্বতিঃ ।

প্রজ্ঞা মেধা মতিঃ কাস্তিরার্য্যা ষোড়শ শক্তয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

নীলজীমূতসঙ্কাশাঃ করবালকরাধুজাঃ ।

সমাঃ খেটকধারিণ্যো যুদ্ধোপক্রান্তমানসাঃ ॥ ৭০ ॥

সেনান্যঃ সকলা এতাঃ শ্রীদেব্যা জগদীশিতুঃ ।

প্রতিব্রুক্ষাণ্ডসংস্থানাং শক্তিীনাং নারিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭১ ॥

ব্রুক্ষাণ্ডকোভকারিণ্যো দেবীশক্ত্যুপহংহিতাঃ ।

নানারথসমারূঢ়া নানাশক্তিভিরম্বিতাঃ ।

এতৎপরাক্রমং বক্তুং সহস্রাশ্চোহপি ন ক্রমঃ ॥ ৭২ ॥

ইন্দ্রনীলমহাসালাদগ্রে তু বহুবিস্তৃতঃ ।

মুক্তাপ্রাকার উদিতো দশযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৭৩ ॥

ষোড়শ শক্তয় ইতি । এতা ভুবনেশ্বরীষত্ৰপূজায়াং শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টাঃ । তত্ৰুক্তং  
রনামাস্ । খড়্গাখেটকধারিণ্যঃ শ্রামাঃ পূজ্যাস্চ মাতরঃ ॥ ৬৯—৭২ ॥

অথ পঞ্চদশং মুক্তাপ্রাকারমাহ ইন্দ্রনীলমহাসালেতি ॥ ৭৩ ॥

ইতেছে ॥ ৬৬ ॥ তাহার ষোড়শ দলে ভগবতীর ষোড়শ শক্তিগণ স্বদলবলে বাস  
করিতেছেন ॥ ৬৭ ॥ মহারাজ ! এক্ষণে তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম সকল কীর্তন করি-  
ছি শ্রবণ কর । কারালী, বিকারালী, উমা, সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, উষা, লক্ষ্মী, শ্রুতি, স্মৃতি,  
ত, প্রজ্ঞা, মেধা, মতি, কাস্তি ও আর্য্যা নামে ষোড়শ শক্তি সেই পদ্মের ষোড়শদলে  
আছেন ॥ ৬৮—৬৯ ॥ ইহাদের সকলেরই নবীন নীরদের স্তায় স্তানবর্ণ এবং হস্তে  
টঙ্ক ও খড়্গা বিদ্যমান আছে । ইহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহারা সর্বদাই  
করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন । মহারাজ ! এই সকল শক্তিগণকে সমস্ত ব্রুক্ষা-  
ণ্ডের মধ্যস্থিত শক্তিগণের নারিকা এবং জগজ্জননী ভগবতীর সেনানী বলিয়া জানি-  
ন ॥ ৭০—৭১ ॥ ইহারা দেবীর প্রসাদে গর্জিত হইয়া এবং সতত নানাধিব রথ  
হনাদি ও শক্তিগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন । রাজন্ ! এক  
থে ইহাদের পরাক্রমের বিষয় আর কি বলিব, যদি সহস্র বর্ষের ছয় ভাড়া হইলেও  
ইহাদের পরাক্রমের বিষয় বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না ॥ ৭২ ॥

মধ্যস্থঃ পূর্ববৎ প্রোক্তা তন্মধ্যেহৃদনাস্থজম্ ।  
 মুক্তামনিপ্ণাকীর্ণং বিস্তৃতস্ত স কেশরম্ ॥ ৭৪ ॥  
 তত্র দেবীসমাকারা দেব্যায়ুধধরাঃ সদা ।  
 সংপ্রোক্তা অষ্টমস্ত্রিণ্যো, জগদ্বার্তাপ্রবোধকাঃ ॥ ৭৫ ॥  
 দেবীসমানভোগান্তা ইঙ্গিতজ্ঞাস্ত পণ্ডিতাঃ ।  
 কুশলাঃ সৰ্ব্বকার্যেষু স্বামিকার্যপরায়ণাঃ ॥ ৭৬ ॥  
 দেব্যভিপ্রায়বোধ্যস্তাশ্চতুরা অতিসুন্দরাঃ ।  
 নানাশক্তিসমায়ুক্তাঃ প্রতিব্রুক্ষাণ্ডবর্তিনাম্ ॥ ৭৭ ॥  
 প্রাণিনাং তাঃ সমাচারং জ্ঞানশক্ত্যা বিদস্তি চ ।  
 তাসাং নামানি বক্ষ্যামি মদ্রঃ শৃণু নৃপোত্তম ! ॥ ৭৮ ॥  
 [অনঙ্গকুসুমা প্রোক্তাপ্যানঙ্গকুসুমাতুরা ।  
 অনঙ্গমদনা তদ্বদনঙ্গমদনাতুরা ॥ ৭৯ ॥  
 ভুবনপালা গগনবেগা চৈব ততঃ পরম্ ।  
 [শশিরেখা চ গগনরেখা চৈব ততঃ পরম্ ॥ ৮০ ॥

তন্মিণ্ প্রাকারে ভুবনেশ্বরীযন্ত্রে বিদ্যমানমষ্টদলং পদ্মং বিদ্যতে ইত্যাহ তন্মধ্যেহৃদ-  
 দনাস্থজমিতি । স কেশরমিতি পদ্মবিশেষণম্ ॥ ৭৪ ॥

দেবীসমাকারা রক্তবর্ণাঃ । দেব্যায়ুধধরাঃ পাশাঙ্কুশবরাভরধারিণাঃ । জগৎদ্বার্তাপ্রবো-  
 ধকাঃ এতদব্রুক্ষাণ্ডে ইদং জাতং তন্মিণ্ ব্রুক্ষাণ্ডে তজ্জাতমিতি প্রতিব্রুক্ষাণ্ডসম্বন্ধিবর্ত্তনানং  
 বোধকা ইত্যর্থঃ । অসাত্যানাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ৭৫—৭৭ ॥

বিদস্তি জ্ঞানস্তি ॥ ৭৮—৮০ ॥

মহারাজ ! এই ইক্ষুনীলমণি-নির্মিত প্রাকারের পরই দশযোজন দীর্ঘ, বহুযোজন  
 বিস্তৃত মুক্তার প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥৭৩॥ ইহার মধ্যস্থিত ভূমি বৃক্ষাদি সমস্তই পূর্বের  
 শ্রায় মুক্তানির্মিত বলিয়া জানিবে । এই প্রাকারমধ্যে মুক্তার কেশরাদিযুক্ত একটি অষ্ট-  
 দল পদ্ম আছে ॥ ৭৪ ॥ সেই পদ্মে দেবীর অষ্ট সচিবসম্মী বাস করেন । তাঁহাদের  
 আকৃতি, আয়ুধ, বেশভূষাও ভোগাদি সমস্তই দেবীর শ্রায় । প্রতি ব্রুক্ষাণ্ডের সমাচার  
 সকল দেবীকে জ্ঞাত করাই তাঁহাদের কার্য্য । তাঁহারা সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিনী ও সমস্ত  
 কার্য্যেই দক্ষা । ইহারা অতিশয় চতুরা এজন্ত দেবীর হৃদগত অভিপ্রায় অবগত হইয়াই  
 তাঁহাদের কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন । ইহাদের প্রত্যেকেই অনেকগুলি করিয়া শক্তি  
 আছে, তাঁহারাও এই স্থানে বাস করিয়া থাকে । ইহারা জ্ঞানশক্তি দ্বারা প্রতি ব্রুক্ষাণ্ড-  
 র্গত জীবগণের সমাচার সকল অবগত হইয়া থাকেন । মহারাজ ! এক্ষণে সেই অষ্টসখী-  
 গণের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭৫—৭৮ ॥ অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গকুসুমাতুরা, অনঙ্গমদনা,  
 অনঙ্গমদনাতুরা, ভুবনপালা, গগনবেগা, শশিরেখা ও গগনরেখা নামে আট সখী ॥ ৭৯-৮০ ॥

পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরা অরুণবিগ্রহাঃ ।

বিশ্বসম্বন্ধিনীং বার্তাং বোধয়ন্তি প্রতিকরণম্ ॥ ৮১ ॥

মুক্তাসালাদগ্রভাগে মহামারকতোহপরঃ ।

সালোত্তমঃ সমুদ্ভিক্টো দশযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৮২ ॥

নানাসৌভাগ্যসংযুক্তো নানাভোগসমম্বিতঃ ।

মধ্যভূস্তাদৃশী প্রোক্তা সদনানি তথৈব চ ॥ ৮৩ ॥

ষট্‌কোণমত্র বিস্তীর্ণং কোণস্থা দেবতাঃ শৃণু ।

পূর্বকোণে চতুর্কোণে গায়ত্রীসহিতো বিধিঃ ॥ ৮৪ ॥

কুণ্ডিকাকুণ্ডাভীতিদণ্ডায়ুধধরঃ পরঃ ।

তদায়ুধধরা দেবী গায়ত্রী পরদেবতা ॥ ৮৫ ॥

বেদাঃ সর্বৈ মূর্ত্তিমন্তঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।

স্মৃতয়শ্চ পুরাণানি মূর্ত্তিমন্তি বসন্তি হি ॥ ৮৬ ॥

অথ ষোড়শং মরকতপ্রাকারমাহ মুক্তাসালাদগ্রভাগে ইতি ॥ ৮২—৮৩ ॥

ষট্‌কোণমত্রোতি । অগ্নিন্ প্রাকারে ভুবনেশ্বরীযন্ত্রাবয়বং ষট্‌কোণং বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ । তদ্রূপং শারদায়াম্ । পদ্মগঠদলং বাহু বৃতং ষোড়ষতির্দলৈঃ । বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণমতিসুন্দরমিতি । পূর্বকোণ ইতি । পূজ্যপূজকয়োর্মধ্যে প্রাচীতিনিয়মাদেবাগ্রভাগস্তঃ কোণঃ পূর্বকোণশব্দেন গ্রাহ্যঃ । তদনুরোধেনৈব ষট্‌কোণানাং ব্যবস্থা বোধ্যা । তন্মিন্ পূর্বকোণে গায়ত্রীসহিতো ব্রহ্মা বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

কুণ্ডিকা কমণ্ডলুঃ । অক্ষগুণোহক্ষমাত্রম্ । অভীরভয়ম্ । তান্ত্রেবায়ুধানি গায়ত্র্যাঃ সন্তীত্যাহ তদায়ুধধরেতি । তদ্রূপং শারদায়াম্ । ইন্দ্রকোণে লসদণ্ডকুণ্ডিকাকুণ্ডাতয়াম্ । গায়ত্রীং পূজয়েন্নমস্কী ব্রহ্মাণমপি তাদৃশমিতি ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মসম্বিধৌ বেদা মূর্ত্তিমন্তঃ সন্তীত্যাহ বেদাঃ সর্বৈ ইতি ॥ ৮৬ ॥

ইহারা সকলেই অরুণের জায় রক্তবর্ণ এবং চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় ধারণ করিয়া আছেন । ইহারা প্রতিক্রমেই প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বৃত্তান্ত সকল দেবীকে জ্ঞাত করাইতেছেন ॥ ৮১ ॥

ইহার পরই দশযোজন দীর্ঘ মরকত নির্মিত ষোড়শ প্রাকার । ইহার মধ্যস্থ ভূমি ও গৃহাদি সমস্তই পূর্বের জায় মরকতমণি দ্বারা নির্মিত । ইহার মধ্যে যাবতীয় সৌভাগ্যকর ভোগ্য বস্তু সকল বিদ্যমান আছে ॥ ৮২—৮৩ ॥ ইহার ছয়টি কোণ, প্রত্যেক কোণেই দেব-সকল বিরাজ করিতেছেন । পূর্বকোণে চতুর্কোণ ব্রহ্মা, কুণ্ড অক্ষমালা অভয় ও দণ্ডাদি আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া গায়ত্রীদেবীর সহিত বাস করিতেছেন । গায়ত্রীদেবী ও ঐ সমস্ত আয়ুধ-নিকর দ্বারা বিভূষিতা আছেন ॥ ৮৪—৮৫ ॥ এই স্থানে সমস্ত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও

যে ব্রহ্মবিগ্রহাঃ সন্তি গায়ত্রীবিগ্রহাশ্চ যে ।  
 ব্যাহতীনাং বিগ্রহাশ্চ তে নিত্যং তত্র সন্তি হি ॥ ৮৭ ॥  
 রক্ষঃকোণে শঙ্খচক্রগদাশূজকরাশুজা ।  
 সাবিত্রী বর্ততে তত্র মহাবিশ্বশ্চ তাদৃশঃ ॥ ৮৮ ॥  
 যে বিশ্ববিগ্রহাঃ সন্তি মৎস্যকূর্মাশ্চাদয়োহখিলাঃ ।  
 সাবিত্রীবিগ্রহা যে চ তে সর্বৈস্তত্র সন্তি হি ॥ ৮৯ ॥  
 বায়ুকোণে পরশুম্ভমালাভয়বরান্বিতঃ ।  
 মহারুদ্রো বর্ততেহত্র সরস্বত্যপি তাদৃশী ॥ ৯০ ॥  
 যে যে তু রুদ্রভেদাঃ স্যুর্দক্ষিণাশ্চাদয়ো নৃপ ! ।  
 গৌরীভেদাশ্চ যে সর্বৈ তে তত্র নিবসন্তি হি ॥ ৯১ ॥  
 চতুঃষষ্ঠ্যাগমা যে চ যে চাত্তোহপ্যাগমাঃ স্মৃতাঃ ।  
 তে সর্বৈ মূর্তিমন্তশ্চ তত্র বৈ নিবসন্তি হি ॥ ৯২ ॥  
 অগ্নিকোণে রত্নকুন্তং তথা মণিকরগুণকম্ ।  
 দধানো নিজহস্তাভ্যাং কুবেরো ধনদায়কঃ ॥ ৯৩ ॥  
 নানাবীধিসমাযুক্তো মহালক্ষ্মীসমন্বিতঃ ।  
 দেব্যা নিধিপতিস্তাস্তে স্বগুণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৯৪ ॥

ব্রহ্মবিগ্রহা ব্রহ্মণোহবতারাঃ ॥ ৮৭—৯০ ॥

দক্ষিণাশ্চাদয়ো দক্ষিণামূর্তিপ্রভৃতয়ঃ । গৌরীভেদাঃ পার্শ্বত্যাভতারাঃ ॥ ৯১—৯৩ ॥

নিধিপতির্দেব্যা ধনপতিঃ ॥ ৯৪—৯৯ ॥

নানাবিধ শাস্ত্র সকল মূর্তিধারণ পূর্বক বাস করিতেছেন ॥ ৮৬ ॥ এই ব্রহ্মাও মধ্যে ব্রহ্মা,  
 গায়ত্রী ও ব্যাহতিগণের যাবতীয় অবতার আছে, তাঁহারা সমস্তই এই স্থানে বাস করিতে-  
 ছেন ॥ ৮৭ ॥ ইহার নৈঋতকোণে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী (মহাবিশ্ব) শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী  
 (সাবিত্রী) সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৮৮ ॥ প্রতি ব্রহ্মাও মধ্যে যাবতীয় সাবিত্রীর অবতার  
 এবং মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি বিশ্বর অবতার সকল আছে, তাঁহারা সকলেই এই স্থানে বাস  
 করিতেছেন ॥ ৮৯ ॥ ইহার বায়ুকোণে, পরশু, অক্ষমালা, অভয় ও বরধারী, মহারুদ্র,  
 তাদৃশ-রূপধারিণী সরস্বতীর সহিত বিদ্যমান আছেন ॥ ৯০ ॥ সমস্ত ব্রহ্মাও মধ্যে দক্ষি-  
 ণাশ্চ প্রভৃতি যে সকল রুদ্রাবতার এবং গৌরী প্রভৃতি যে সকল পার্শ্বতীয় অবতার  
 আছেন, তাঁহারা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৯১ ॥ অগ্নি (চতুঃষষ্টি  
 আগম) এবং অস্ত্রোত্ত নিধিল (তন্ন) সকল মূর্তিধারণ পূর্বক এই স্থানে বাস করিতে-  
 ছেন ॥ ৯২ ॥ ইহার অগ্নিকোণে ভগবতীর নিধিপতি, ধনদায়ক কুবের নানাবিধ বীণিকায়



বারুণে তু মহাকোণে মদনো রত্নিসংযুতঃ ।  
 পাশাকুশধনুর্কর্ণধরো নিত্যং বিরাজতে ॥ ৯৫ ॥  
 শৃঙ্গারো মূর্তিসমুদ্ভূতস্ত্র সমিহিতাঃ সদা ॥ ৯৬ ॥  
 ঈশানকোণে বিদ্রেশো নিত্যং পুষ্টিসমম্বিতঃ ॥  
 পাশাকুশধরো বীরো বিদ্রহর্ভা বিরাজতে ॥ ৯৭ ॥  
 বিভূতয়ো গণেশশ্চ যা যাঃ সন্তি নৃপোত্তম ! ।  
 তাঃ সর্বা নিবসন্ত্যত্র মহৈশ্বর্য্যসমম্বিতাঃ ॥ ৯৮ ॥  
 প্রতিব্রজাণ্ডসংস্থানাং ব্রজাদীনাং সমক্ৰয়ঃ ।  
 এতে ব্রজাদয়ঃ প্রোক্তাঃ সেবন্তে জগদীশ্বরীম্ ॥ ৯৯ ॥  
 মহামারকতস্তাগ্রে শতযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ।  
 প্রবালসালোহিত্যপরাঃ কুঙ্কুমারুণবিগ্রহাঃ ॥ ১০০ ॥  
 মধ্যভূতাদৃশী প্রোক্তা সদনানি চ পূর্ববৎ ।  
 তন্মধ্যে পঞ্চভূতানাং স্বামিন্যঃ পঞ্চ সন্তি চ ॥ ১০১ ॥  
 হুল্লোথা গগনা রক্তা চতুর্থী তু করালিকা ।  
 মহোচ্ছ্রা পঞ্চমী চ পঞ্চভূতসমপ্রভাঃ ॥ ১০২ ॥

অথ সপ্তদশং প্রবালপ্রাকারমাহ । মহামারকতস্তাগ্রে ইতি ॥ ১০০ ॥

পঞ্চভূতানাং পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাং নারিকাঃ ॥ ১০১—১০৩ ॥

পরিবেষ্টিত থাকিয়া রত্নকুণ্ড ও মণিকরণিকা ধারণ পূর্বক মহালক্ষ্মী ও স্বর্গণের সহিত  
 অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৯৩—৯৪ ॥ ইহার পশ্চিম কোণে পাশাকুশধনুর্কর্ণধারী মদন  
 রত্নির সহিত নিত্য বিদ্যমান আছেন । তাঁহার যাবতীর শৃঙ্গারাদি পারিষদ সকলও এই  
 স্থানে মূর্তিমান হইয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৯৫—৯৬ ॥ ইহার ঈশান কোণে পাশাকুশ-  
 ধারী, মহাবীর, বিদ্রনাশন, গণপতি পুষ্টিদেবীর সহিত নিত্য বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯৭ ॥  
 মহারাজ ! নিখিল ব্রজাণ্ডমধ্যে বিদ্ররাজের যে যে বিভূতি সকল বিদ্যমান আছে,  
 তৎসমস্তই এই স্থানে বর্তমান ॥ ৯৮ ॥ আর অধিক কি বলিব, আমি যে সকল দেবদেবীর  
 কথা উল্লেখ করিলাম, সেই ব্রজাদি দেবতা সকলকে প্রতি ব্রজাণ্ডান্তর্গত ব্রজাদির সমষ্টি  
 বলিয়া জানিবে । ইহারা সকলেই স্বয়ং স্থানে অবস্থান করত শ্রীজগদীশ্বরী ভগবতীর  
 আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৯৯ ॥

মহারাজ ! এই মরকতনির্মিত প্রাকারের পরই প্রবালনির্মিত সপ্তদশ প্রাকার  
 বিদ্যমান আছে । উহা শতযোজন দীর্ঘ এবং কুঙ্কুমের দ্বারা রক্তবর্ণ ॥ ১০০ ॥ পূর্বের স্থায়  
 ইহার মধ্যস্থ ভূমি ও গৃহাদি সমস্তই প্রবাল নির্মিত বলিয়া জানিবে । ইহার মধ্যে হুল্লোথা,

পাশাকুশবরাভীতিধারিণ্যোহমিতভূষণাঃ ।

দেবীসমানশাচ্যা নবযৌবনগর্ভিতাঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রবালসালাদগ্রে তু নবরত্নবিনির্মিতঃ ।

বহুযোজনবিস্তীর্ণো মহাসালোহস্তি ভূমিপ ! ॥ ১০৪ ॥

তত্র চান্মায়দেবীনাং সদনানি বহুতপি ।

নবরত্নময়ান্মেব তড়াগাশ্চ সরাসি চ ॥ ১০৫ ॥

শ্রীদেব্যা যেষ্বতারাঃ স্যুস্তে তত্র নিবসন্তি হি ।

মহাবিদ্যামহাভেদাঃ সন্তি তত্রৈব ভূমিপ ! ॥ ১০৬ ॥

নিজাবরণদেবীভিনির্জভূষণবাহনৈঃ ।

সর্বদেব্যো বিরাজন্তে কোটিসূর্যাসমপ্রভাঃ ॥ ১০৭ ॥

সপ্তকোটিমহামন্ত্রদেবতাঃ সন্তি তত্র হি ।

নবরত্নময়াদগ্রে চিন্তামণিগৃহং মহৎ ॥ ১০৮ ॥

অথাষ্টাদশং নবরত্নপ্রাকারমাহ প্রবালসালাদগ্রে ইতি ॥ ১০৪ ॥

আন্মায়দেবীনামিতি । পূর্বাঙ্গায়পশ্চিমাঙ্গায়দক্ষিণাঙ্গায়োত্তরাঙ্গায়োক্তাঙ্গায়দেবতা আগমে  
প্রসিদ্ধান্তাসাং দেবতানাং স্থানানি তত্র সস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

শ্রীভগবত্যা যেষ্বতারা গৃহীতা দৈত্যনাশার্থং ভক্তানুগ্রহার্থঞ্চ তেহপি তন্মিলেব  
প্রাকারে বসস্তীত্যাহ শ্রীদেব্যা ইতি । তে চ পাশাকুশেশ্বরী-ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী-কপাল-  
ভুবনেশ্বরী-অঙ্কুশভুবনেশ্বরী-প্রমাদভুবনেশ্বরী-শ্রীক্ৰোধভুবনেশ্বরী ত্রিপুটাক্ষরূঢ়া-নিত্যক্লিন্নাঙ্গ-  
পূর্ণাঙ্গরিতাদয়ো ভুবনেশ্বর্যবতারা ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াং প্রসিদ্ধাঃ । মহাবিদ্যা-  
মহাভেদা ইতি । কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শীত্যাদয়ো দশ মহাবিদ্যান্তাসাং যে  
মহাভেদা অবতারান্তেহপি তত্র প্রাকারে বসস্তীত্যর্থঃ । দশ মহাবিদ্যা মহাবিদ্যাবতারাশ্চ  
সস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৬—১০৭ ॥

অথ মুখ্যং দেবীসদনমাহ নবরত্নময়াদগ্রে ইতি ॥ ১০৮ ॥

গগনা, রক্তা, করালিকা এবং মহোচ্ছ্রা নামে পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী পাঁচ জন দেবী বাস  
করিয়া থাকেন । ইহাদের মধ্যে যিনি যে ভূতের অধিষ্ঠাত্রী তাঁহার তদনুরূপ দেহকান্তি ।  
ইহারা সকলেই যৌবন্যদে গর্ভিতা এবং চতুর্ভুজে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অস্ত্র ধারণ  
করত দেবীর সদৃশ বেশভূষায় ভূষিত থাকিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০১—১০৩ ॥

ইহার পরই নবরত্ননির্মিত বহুযোজনবিস্তৃত (অষ্টাদশ প্রাকার) মহারাজ ! এই প্রাকা-  
রকে অন্তোন্ত প্রাকার হইতে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ বলিয়া জানিবেন ॥ ১০৪ ॥ এই স্থানের চতু-  
র্দিকেই আন্মাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের নবরত্ননির্মিত অসংখ্য গৃহ, তড়াগ ও সরোবর প্রভৃতি  
বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১০৫ ॥ শ্রীদেবীর যে সকল কালীতারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা এবং  
তাঁহাদের যে সকল অবতার আছেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ আবরণ, বাহন ও ভূষণের  
সহিত এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১০৬—১০৭ ॥ অধিকন্তু, এই প্রাকার মধ্যে সূর্য্য-

তত্রত্যং বস্তুমাত্রস্তু চিন্তামণিবিনির্মিতম্ ।

সূর্য্যোদগারোপলৈস্তদ্বচ্ছন্দোদগারোপলৈস্তথা ॥ ১০৯ ॥

বিদ্যুৎপ্রভোপলৈঃ স্তম্ভাঃ কলিতাস্তু সহস্রশঃ ।

যেষাং প্রভাভিরস্তস্বং বস্তু কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে  
পদ্মরাগাদিমণিনির্মিতপ্রাকারবর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

তত্র চিন্তামণিগৃহস্তম্ভমাহ সূর্য্যোদগারোপলৈরिति । সূর্য্যাসমানকাস্তিমূল্লিরস্তি বসন্তি  
তে সূর্য্যোদগারাস্তাদৃশা য়ে উপলাঃ পাৰ্ব্বাণাঃ সূর্য্যাসমানকাস্তয়ন্তৈস্তথা চন্দ্রোদগারোপলৈ-  
শ্চন্দ্রসমানকাস্তিপাৰ্ব্বাণৈস্তথা বিদ্যুৎপ্রভপাৰ্ব্বাণৈশ্চ চিন্তামণিগৃহে সহস্রশঃ স্তম্ভাঃ কলিতা  
ইত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

বস্তু কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে ইতি । একবিদ্যাদর্শনে নেত্রাক্ষাং ভবতি কিং পুনরনেকবিদ্যুৎ-  
সমকাস্তিসহস্রস্তদর্শনে ইত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সদৃশ তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট সপ্তকোটি মহর্ষিস্বামিভ্রাতৃ দেবীগণও অবস্থান করিতেছেন । মহা-  
রাজ ! এই প্রাকারটীর পরই চিন্তামণিনির্মিত দেবীর মধ্য প্রাসাদ । ইহার মধ্যস্থিত সমস্ত  
বস্তুই চিন্তামণি-বিনির্মিত । এই প্রাসাদমধ্যে শত সহস্র স্তম্ভ সকল বিদ্যমান আছে ।  
তাহার মধ্যে কোনটী সূর্য্যকাস্তমণি দ্বারা, কোনটী চন্দ্রকাস্তমণি দ্বারা এবং কোনটী বা  
বিদ্যুৎকাস্তমণি দ্বারা নির্মিত । রাজন্ ! এই সকল স্তম্ভের প্রভা এতদূর প্রবল যে, ইহা  
দ্বারা প্রাসাদমধ্যস্থ কোনও পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না ॥ ১০৮—১১০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে পদ্মরাগাদিমণিনির্মিত প্রাকারবর্ণন

নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

~~~~~

## দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তদেব দেবীসদনং মধ্যভাগে বিরাজতে ।

সহস্রস্তম্ভসংযুক্তাশ্চত্বারস্তেষু মণ্ডপাঃ ॥ ১ ॥

শৃঙ্গারমণ্ডপশ্চকো মুক্তিমণ্ডপ এব চ ।

জ্ঞানমণ্ডপসংজ্ঞস্তু তৃতীয়ঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২ ॥

একান্তমণ্ডপশ্চৈব চতুর্থঃ পরিকীর্তিতঃ ।

নানাবিতানসংযুক্তা নানাধূপৈস্ত ধূপিতাঃ ॥ ৩ ॥

কোটিসূর্য্যসমাঃ কান্ত্যা ভ্রাজন্তে মণ্ডপাঃ শুভাঃ ।

তন্মণ্ডপানাং পরিতঃ কাশ্মীরবনিকা স্মৃতা ॥ ৪ ॥

মল্লিকাকুন্দবনিকা যত্র পুঙ্কলকাঃ স্থিতাঃ ।

অসংখ্যাতা যুগমদৈঃ পুরিতাস্তংস্রবা নৃপ ! ॥ ৫ ॥

ত্রিসপ্ততিমহাপদোশ্চিস্তামণিগৃহস্য হি ।

কুত্বা তু বর্ণনং সমাক্ দেবা ধ্যানমিহোচ্যত ॥

অথ চিস্তামণিগৃহং বর্ণয়তি তদেব দেবীসদনমিতি । সৰ্ব্ববোড়শদলাষ্টদলষট্ কোণ-  
মধ্যে যচ্চিস্তামণিগৃহং বিন্দুস্থানভূতং তদেব দেবীসদনং মূলপ্রকৃতেদেব্যাস্তদেব স্থানং  
তত্র চত্বারো মণ্ডপাঃ সন্তীত্যাহ সহস্রস্তম্ভেতি ॥ ১ ॥

মণ্ডপনামান্বাহ । শৃঙ্গারমণ্ডপ ইতি । তত্র সহস্রস্তম্ভযুক্ত একো মণ্ডপ এব চতুর্দিক্  
চত্বারো মণ্ডপাঃ । তত্র সহস্রশব্দোহসংখ্যাপর্য্যায়ঃ । অসংখ্যাস্তম্ভাঃ সন্তীত্যর্থঃ । সত্যম্  
অতিবিস্তীর্ণত্বাৎ ॥ ২—৩ ॥

তন্মণ্ডপানামিতি । চতুর্গাং মণ্ডপানাং পরিত উভয়ত একা কাশ্মীরবানিকা দ্বিতীয়া  
মল্লিকাবনিকা তৃতীয়া কুন্দবানিকাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বাসু বনিকাসু বাটীষু অসংখ্যাতাঃ পুঙ্কলকা গন্ধমৃগামৃগমদপুরিতাস্তংস্রাবিগচ্চ সন্তী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয়! পূর্ব্বোক্ত রত্নগৃহটিকেই মূল প্রকৃতির(মুখ্য  
গৃহ)রলিয়া জানিবে। ইহা অত্যন্ত সমস্ত প্রকারের মধ্যবর্তী। ইহাতে শৃঙ্গারমণ্ডপ,  
মুক্তিমণ্ডপ, জ্ঞানমণ্ডপ ও একান্তমণ্ডপ নামে শত সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট চারিটি মণ্ডপ  
আছে। ইহাদের উপরিভাগে নানা বর্ণের বিতান সকল নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যভাগ  
নানাবিধ ধূপাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুগন্ধিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের শোভা কোটি  
সূর্য্য সদৃশ তেজঃপূর্ণবিশিষ্ট। এই মণ্ডপচতুষ্টয়ের চতুর্দিকে কাশ্মীর, মল্লিকাপুষ্প ও কুন্দ  
পুষ্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আছে। ইহার মধ্যে যুগমদ প্রভৃতি নানাবিধ সৌগন্ধ দ্রব্য সকল



মহাপদ্মাটবী তদ্বদ্রসোপাননির্মিতা ।

স্বধারসেন সম্পূর্ণা গুপ্তশান্তমধুভ্রতা ॥ ৬ ॥

হংসকারণবাকীর্ণা গন্ধপূরিতদিক্কাটা ।

বনিকানাং স্রগন্ধৈস্ত মণিদ্বীপং স্বাসিতম্ ॥ ৭ ॥

শৃঙ্গারমণ্ডপে দেব্যা গায়ন্তি বিবিধৈঃ স্বরৈঃ ।

সভাসদো দেববরী মধ্যে শ্রীজগদম্বিকা ॥ ৮ ॥

মুক্তিমণ্ডপমধ্যে তু মোচয়ত্যনিশং শিবা ।

জানোপদেশং কুরুতে তৃতীয়ে নৃপ ! মণ্ডপে ॥ ৯ ॥

চতুর্থমণ্ডপে চৈব জগদ্রক্ষাবিচিস্তনম্ ।

মস্ত্রীসহিতা নিত্যং করোতি জগদম্বিকা ॥ ১০ ॥

মণ্ডপচতুষ্টয়োভয়ভাগেহপি মহাপদ্মাটবী বর্ততে তাং বর্ণয়তি মহাপদ্মাটবীতি ॥ ৬ ॥

এতদ্বনিকানাং বাটিকানাং স্রগন্ধেন সৰ্ব্বমপি মণিদ্বীপং বাসিতমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তত্র শৃঙ্গারমণ্ডপস্থকৃত্যমাহ শৃঙ্গারমণ্ডপে দেবা ইতি । শৃঙ্গারমণ্ডপে দেবী মধ্যসিংহাসনে তিষ্ঠতি মণিদ্বীপবাসিনো দেববরাঃ পূৰ্ব্বোক্তাঃ সৰ্ব্বে সভাসদাঃ সন্তি দেব্যা দেবান্ননা বশিতাদয়শ্চ সৰ্বা অপ্সরশ্চ দেবীপুরতো গায়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মুক্তিমণ্ডপে তু সৰ্বান্ প্রতিব্রজাণুবর্তিনো ভক্তান্ মোচয়তি । চতুর্কিধাঃ মুক্তিং দদাতীত্যাহ মুক্তিমণ্ডপেতি । তৃতীয়মণ্ডপে ভক্তভ্যো জানোপদেশং করোতীত্যাহ জানোপদেশমিতি ॥ ৯ ॥

চতুর্থমণ্ডপস্থং কৃত্যমাহ চতুর্থমণ্ডপে চৈবেতি । মস্ত্রীসহিতেতি । মস্ত্রীণাঃ পূৰ্ব্বোক্তা অনঙ্গকুসুমাদ্যা অষ্টদলস্থাঃ শক্তয়স্তাভিঃ সহিতা জগদ্রক্ষাবিচিস্তনং করোতীত্যর্থঃ । মহারাজস্বভাব এবায়ম্ ॥ ১০ ॥

পরিপূর্ণ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ১—৫ ॥ এইরূপ সেই স্থানে একটা অতি দীর্ঘ পদ্মাকর আছে, তাহার সোপানশ্রেণী রত্নদ্বারা নির্মিত এবং সলিলরাশি স্বধারসম্বারা পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে অসংখ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ভ্রমরগণ সততই গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৬ ॥ হংস কারণব প্রভৃতি পক্ষি সকল ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ; চতুর্দিক পদ্মগন্ধ দ্বারা আমোদিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ তত্রস্থ নানাবিধ স্রগন্ধি জব্য দ্বারা সমস্ত মণিদ্বীপটাই সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ শৃঙ্গারমণ্ডপে ভগবতী মধ্যস্থিত আসনোপরি উপবেশন করিয়া সভাসদ দেবগণের সহিত দেবীগণের নানাবিধ স্বরসম্বিত সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ এইরূপ মুক্তিমণ্ডপে উপবেশন করিয়া জীবগণকে মুক্ত করেন, জানমণ্ডপে বসিয়া সকলকে জানোপদেশ দেন এবং চতুর্থ একাঙ্গমণ্ডপে বসিয়া পূৰ্ব্বোক্ত অনঙ্গকুসুমাদি সচিব সখীগণের সহিত জগতের পালনাদি বিষয়ের মন্ত্রণা করেন ॥ ৯—১০ ॥

চিন্তামণিগৃহে রাজহুত্বিত্বাকৈঃ পরৈঃ ।  
 সোপানৈর্দশভিষুক্তো মঞ্চকোহ্যধিরাজতে ॥ ১১ ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।  
 এতে মঞ্চখুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকস্ত সদাশিবঃ ॥ ১২ ॥  
 তন্ত্রোপরি মহাদেবো ভুবনেশো বিরাজতে ।  
 যা দেবী নিজলীলার্থং দ্বিধাভূতা বভূব হ ॥ ১৩ ॥  
 সৃষ্টাদৌ তু স এবায়ং তদর্কাস্তো মহেশ্বরঃ ।  
 কন্দর্পদর্পনাশোদ্যৎকোটিকন্দর্পসুন্দরঃ ॥ ১৪ ॥  
 পঞ্চবক্তৃত্তিনেত্রশ্চ মণিভূষণভূষিতঃ ।  
 হরিণাভীতিপরশূন্ বরঞ্চ নিজবাহুভিঃ ॥ ১৫ ॥  
 দধানঃ ষোড়শাকোহসৌ দেবঃ সর্বেশ্বরো মহান্ ।  
 কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ্চন্দ্রকোটীশুশীতলঃ ॥ ১৬ ॥

মুখাদেবীস্থানমাহ চিন্তামণিগৃহে ইতি । শক্তিতত্ত্বাত্মকৈরতি । শক্তিতত্ত্বানি মূল-  
 প্রকৃতেভূবনেশ্বর্যাস্তত্ত্বানি দশসংখ্যানি । তত্শক্তং শারদায়াং নিবৃত্তাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ  
 ততো বিন্দুঃ কলা পুনঃ । নাদঃ শক্তিঃ সদাপূরুষঃ শিবশ্চ প্রকৃতের্কিত্ত্বরিত্তি । তানি চ  
 দশশক্তিতত্ত্বানি সোপানরূপাণি শ্রেণীরূপাণি অত্যাচমঞ্চোহধিরোহনর্থং স্থিতানি তৈর্দশভিঃ  
 সোপানৈর্যুক্তো মঞ্চকো বক্ষ্যমাণো বিরাজত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

মঞ্চকস্বরূপমাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চেতি । ব্রহ্মাদয়শ্চত্বারো মঞ্চকখুরাঃ । সদাশিবস্ত ফলক-  
 স্থানীয় ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্ মঞ্চো ভুবনেশ্বরো মহাদেবো বিরাজতে । কোহসৌ ভুবনেশ্বর ইতি চেত্তদ্রাহ  
 যা দেবীতি । নিজলীলার্থং যোগ্যানিভদেহাকুরূপক্ৰীড়ার্থং সৃষ্টাদৌ স্বয়ং ভগবতী দ্বিধা  
 ভূতা বভূব তদক্ষিণার্দ্ধভাগোহয়ং ভুবনেশ্বর ইত্যর্থঃ । এতৈকব সাম্যাবস্থামাশবলব্রহ্ম-  
 রূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরী ভুবনেশ্বররূপেণ প্রাহুর্ভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কন্দর্পস্ত যঃ সৌন্দর্য্যদর্পস্তরাশনে উদ্যস্ত উৎপূরা য়ে কোটিকন্দর্পাস্তবৎ সুন্দরো  
 ভুবনেশ্বর ইত্যর্থঃ । অভূতোপমেয়ম্ । নিরতিশয়সৌন্দর্য্যবানিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

মহারাজ ! এক্ষণে শ্রীদেবীর মুখ্য গৃহের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । ভগবতীর  
 মুখ্য আসাদের নাম চিন্তামণি গৃহ । ইহার মধ্যে দেবীর বসিবার মঞ্চক বিদ্যমান আছে ।  
 দশটি শক্তিতত্ত্বই এই মঞ্চকের সোপানশ্রেণী । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও মহেশ্বর ইহার চারিটি  
 পাদ এবং সদাশিব ইহার উপরিস্থ ফলক ॥ ১১—১২ ॥ ইহার উপরেই স্বয়ং ভুবনেশ্বর বিরাজ  
 করিতেছেন । মহারাজ ! এই ভুবনেশ্বরের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর । দেবী  
 ভগবতী সৃষ্টির পূর্বে ক্রীড়া করিতে মানস করিয়া নিজ অঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করতঃ  
 (দক্ষিণাঙ্গ হইতে এই ভুবনেশ্বরের সৃষ্টি) করিয়াছিলেন । ইহার পাঁচটি মুখ এবং প্রত্যেক  
 মুখে তিন ত্রিনী করিয়া নেত্র । ইহার চারিটি হস্ত এবং এক একটা হস্তে যথাক্রমে মৃগ

শুদ্ধফটিকসংকাশস্ত্রিনেত্রঃ শীতলদ্যুতিঃ ।

বামাঙ্কে সন্নিমগ্নাশ্চ দেবী শ্রীভুবনেশ্বরী ॥ ১৭ ॥

শ্রাম [নবরত্নগণাকীর্ণকাঞ্চীদামবিরাজিতা ।

তপ্তকাঞ্চনসম্রদ্ধবৈদূর্য্যাক্ষদভূষণা ॥ ১৮ ॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটকবিটকবদনাম্বুজা ।

ললাটকান্তিবিভববিজিতাঙ্কসুধাকরা ॥ ১৯ ॥

বিশ্বকান্তিতিরস্কারিরদচ্ছদবিরাজিতা ।

লসৎকুঙ্কমকস্তুরীতিলকোদ্ভাসিতাননা ॥ ২০ ॥

দিব্যচূড়ামণিস্ফারচঞ্চলকসূর্য্যকা ।

উদ্যৎকবিসমস্বচ্ছনাসাভরণভাসুরা ॥ ২১ ॥

ত্রিনেত্র ইতি । প্রতিবক্তুঃ ত্রিনেত্র ইত্যর্থঃ । তস্ত ভুবনেশ্বরশ্চ বামাঙ্কে শ্রীভুবনেশ্বরী  
বিরাজতে ইত্যাহ বামাঙ্ক ইতি ॥ ১৭ ॥

তাং বর্ণয়তি নবরত্নেতি । নবরত্নগণাকীর্ণং যৎকাঞ্চীদামকটিনৃত্রং তেনাবিতা । তপ্ত-  
কাঞ্চনে সম্রদ্ধাঃ খচিতা যে বৈদূর্য্যমণয়স্তদযুক্তমঙ্গদং ভূষণং বাহুভূষণং যন্তাঃ সা ॥ ১৮ ॥

কনদীপ্যমানং শ্রীচক্রং তদাকারং যন্তাটকং কর্ণভূষণং তেন বিকটং সুন্দরং বদনাম্বুজং  
যন্তাঃ সা ললাটকান্তিবিভবেন বিজিতোহঙ্কসুধাকরোহঙ্কচন্দ্রো যন্তাঃ সা যয়া সৌতিবা ।  
অষ্টমীচন্দ্রবিশ্বদশললাটবতীতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বকান্তেস্তিরস্কারি যদ্রদচ্ছদমোষ্ঠপুটস্তেন বিরাজিতা ॥ ২০ ॥

দিব্যো যশ্চ চূড়ামণিঃ শিরোভূষণং তস্মিন্ স্ফারৌ বিস্তীর্ণৌ চঞ্চলকসূর্য্যকৌ যন্তাঃ ।  
চন্দ্রকসূর্য্যকাবিত্যত্রেবেপ্রতিকৃতাবিত্তি কন্ । রত্ননির্মিত-চন্দ্রসূর্য্য-সম্রদ্ধচূড়ামণিভূষণ-  
বিরাজিতেত্যর্থঃ । উদান্ যঃ কবিঃ শুক্লনকত্রং তেন সমঃ স্বচ্ছং যয়াসভরণং তেন  
ভাসুরা ॥ ২১ ॥

অতঃ পরঃ ও বর ধারণ করিয়া আছেন । ইহাকে দেখিতে ষোড়শ বর্ষের ছায় । ইহার  
অঙ্গকান্তি কেউ কন্দর্প হইতেও মনোহর এবং কোটি সূর্য্য হইতেও তেজঃশালী, পরন্তু  
কোটি চন্দ্রের ছায় সুশীতল । ইহার বর্ণ শুদ্ধ ফটিকের ছায় শুভ্র, ইহারই বামাঙ্কে শ্রীভুবনে-  
শ্বরী দেবী সততই উপবিষ্টা আছেন ॥ ১৩—১৭ ॥ এই ভুবনেশ্বরী দেবীর কাঞ্চীদাম নানা-  
বিধ রত্ন দ্বারা বিভূষিত ; অঙ্গদভূষণ বৈদূর্য্যমণি-খচিত-তপ্তস্বর্ণনির্মিত ; কর্ণভূষণ শ্রীচক্র  
সদৃশ অতিশয় মনোহর এবং তাহার দ্বারা বদনকমলের অতিশয় শোভা বিস্তার হইয়াছে ;  
তাঁহার ললাট শোভা অষ্টমীর চন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছে ; ওষ্ঠাধরের কান্তি সুপক্ক বিশ্ব  
কলকে পরাজয় করিয়াছে ; মুখমণ্ডল কুঙ্কম ও কস্তুরী দ্বারা রচিত তিলক দ্বারা উদ্ভাসিত  
হইতেছে ; চূড়ামণি রত্ননির্মিত চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা শোভা বিস্তার করিতেছে ; নাসিকা-  
লঙ্কার শুক্লসদৃশ স্বচ্ছ মণি দ্বারা নির্মিত বলিয়া অতি মনোহর কান্তি বিকাশ করিতেছে ;  
কণ্ঠপ্রদেশ স্বচ্ছমণি-খচিত চিত্রাক্ষ হার দ্বারা শোভা পাইতেছে ; তাঁহার স্তনদেশ কপূর

চিত্তাকলম্বিতম্বচ্ছমুক্তাণ্ডচ্ছবিরাজিতা ।  
 পটীরপঙ্ককপূরকুম্মালঙ্কতস্তনী ॥ ২২ ॥  
 বিচিত্রবিবিধাকল্পা কন্বুসঙ্কশকঙ্করা ।  
 দাডিমীফলবীজাতদন্তপংক্তিবিরাজিতা ॥ ২৩ ॥  
 অনর্ঘ্যরত্নঘটিতমুকুটাক্ষিতমস্তকা ।  
 মণ্ডালিমালাবিলসদলকাঢ্যমুখামুজা ॥ ২৪ ॥  
 কলঙ্ককার্শ্যনিমূর্ত্তশরচ্ছন্দ্রনিভাননা ।  
 জাহ্নবীসলিলাবর্তশোভিনাভিবিভূষিতা ॥ ২৫ ॥  
 মাণিক্যশকলাবন্ধমুদ্রিকাস্থলিভূষিতা ।  
 পুণ্ডরীকদলাকারনয়নত্রয়সুন্দরী ॥ ২৬ ॥  
 কল্লিতাচ্ছমহারাগপদ্মরাগোজ্জ্বলপ্রভা ।  
 রত্নকিকিণিকাযুক্তরত্নকঙ্কণশোভিতা ॥ ২৭ ॥  
 মণিমুক্তাসরাপারলসৎপদকসমুত্তিঃ ।  
 রত্নাস্থলিপ্রবিততপ্রভাজাললসৎকরা ॥ ২৮ ॥  
 কঙ্কুকীণ্ডম্বিতাপারনানারত্নততিদ্যুতিঃ ।  
 মল্লিকামোদিধম্মিল্লমল্লিকালিসরারতা ॥ ২৯ ॥

চিত্তাকঃ কণ্ঠভূষণবিশেষস্তম্বিন্ লবিতো যঃ স্বচ্ছমুক্তাণ্ডচ্ছবস্তেন বিরাজিতা ॥ ২২—২৪ ॥

কলঙ্ককার্শ্যাভ্যাং নিমূর্ত্তো যঃ শরচ্ছন্দ্রস্তম্ভমাননঃ যস্তাঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

কল্লিতঃ শাণঘর্ষণেন সম্পাদিতোহচ্ছমহারাগো যস্ত তাদৃশো যঃ পদ্মরাগস্তত্জ্জ্বলপ্রভা যস্তাঃ সা । কিকিণিকা ক্ষুদ্রঘটিকা ॥ ২৭ ॥

মণিমুক্তাসরেষু মণিমুক্তামালাসু বিদ্যমানা অপরা অমৌল্যা লসৎপদকসমুত্তির্যস্তাঃ সা ॥ ২৮ ॥

মল্লিকার্মা আমোদী যো ধম্মিল্লস্তম্বিন্ যো মল্লিকা মল্লিকামালা তস্তাং যোহলিসরো ভ্রমরপংক্তিস্তেনাবিতা ॥ ২৯ ॥

কুম্মাদি দ্বারা রঞ্জিত রহিয়াছে ; কঙ্করদেশ বিচিত্র কারুকার্যগচিত শঙ্কর ত্রায় বিকাশ পাইতেছে ; তাঁহার দন্তপংক্তি সকল সুপক দাডিমী ফলের ত্রায় ; শিরোদেশে মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত মুকুট দ্বারা পরিশোভিত ; বদনকমল মন্ত ভ্রমরসদৃশ অলঙ্কা দ্বারা বিরাজিত এবং কলঙ্করহিত পূর্ণচন্দ্ৰের ত্রায় মনোহর ; নাভিদেশে ভাগীরথীর আবর্তের ত্রায় শোভিত ; অঙ্গুলি সকল মণিমাণিক্য-গচিত অঙ্গুরীয় দ্বারা বিভূষিত ; তাঁহার পদ্মপত্রের ত্রায় মনোহর তিনটী নেত্র ; অঙ্গপ্রভা শাণধোদিত পদ্মরাগ মণি তুল্য উজ্জ্বল বর্ণ ; তাঁহার রত্ন কঙ্কণ সকল রত্নকিকিণি দ্বারা পরিশোভিত ; তাঁহার অঙ্গকারহিত পদক



স্মৃতিবিভোক্তুঙ্গকুচভারালসা শিবা ।  
 বরপাশাকুশাভীতিলসদ্বাহুচতুষ্ঠয়া ॥ ৩০ ॥  
 সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা স্কুমারাক্ষরল্লরী ।  
 সৌন্দর্য্যধারাসর্বস্বা নিকর্য্যাজকরণাময়ী ॥ ৩১ ॥  
 নিজসংলাপমাধুর্য্যবিনির্ভৎসিতকচ্ছপী ।  
 কোটিকোটীরবীন্দনাং কাস্তিঃ যা বিভ্রতী পরা ॥ ৩২ ॥  
 নানাসখীভিদাসীভিস্তথা দেবাস্তনাদিভিঃ ।  
 সর্বাভিদেবতাভিস্ত সমন্তাং পরিবেষ্টিতা ॥ ৩৩ ॥  
 ইচ্ছাশক্ত্যা জ্ঞানশক্ত্যা ক্রিয়াশক্ত্যা সমন্বিতা ।  
 লজ্জা তুষ্টিস্তথা পুষ্টিঃ কীর্ত্তিঃ কাস্তিঃ ক্ষমা দয়া ॥ ৩৪ ॥  
 বুদ্ধির্মোহা স্মৃতির্লক্ষ্মীমূর্ত্তিমত্যোহঙ্গনাঃ স্মৃতাঃ ।  
 জয়া চ বিজয়া চৈবাপ্যজিতা চাপরাজিতা ॥ ৩৫ ॥  
 নিত্যা বিলাসিনী দোক্খী ত্রঘোরা মঙ্গলা নব ।  
 পীঠশক্তয় এতাস্ত সেবন্তে যাং পরাম্বিকাম্ ॥ ৩৬ ॥

স্মৃতিবিভোক্তুঙ্গকুচভারেণালসা থিরা ॥ ৩০ ॥

সংলাপো বাণী তস্তা মাধুর্য্যেণ বিনির্ভৎসিতা কচ্ছপী বীণা যন্তা যয়া বা সা ॥ ৩১-৩৩ ॥

ইচ্ছাশক্ত্যতি । ইদং মূর্ত্তিগচ্ছক্তিভয়ং দেব্যাঃ সন্নিধাবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

জয়াদিনবপীঠশক্তয়োহপি মূর্ত্তিমত্যো দেবীং স্তবন্তীত্যাহ জয়া চেতি ॥ ৩৫—৩৬ ॥

সকল গণি ও মুক্তা দ্বারা খচিত ; হস্ত সকল অঙ্গুলিহ রত্নকিরণ প্রভায় উদ্ভাসিত ; ধ্বনি  
 (খোঁপা) মল্লিকা পুষ্পের মালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ; বক্ষঃস্থ কাঁচুলী নানাবর্ণের রত্ন দ্বারা  
 নির্মিত ॥ ১৮—২৯ ॥ মহারাজ ! সেই ভুবনেশ্বরী দেবী স্কগোল অতিশয় উচ্চ স্তনদ্বয়ের  
 ভারে কিঞ্চিৎ নত হইয়া রহিয়াছেন । তাঁহার চারিটা হস্ত ; ক্রমাগত এক একটা হস্তে  
 বর, পাশ, অঙ্কুশ ও অভয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী করুণাময়ী  
 দেবী হাবভাবলাবণ্যে পরিপূর্ণা । কণ্ঠস্থরে বীণার ধ্বনিকেও পরাজয় করিয়াছেন ।  
 তাঁহার শরীর কাস্তির কথা অধিক আর কি বলিব, কোটি কোটি চন্দ্র ও সূর্য্য উদয় হইলে  
 যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তাঁহার শরীর কাস্তি তাদৃশ শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৩১-৩২ ॥  
 সখীগণ, দাসীগণ ও দেবদেবী সকল সেই ভুবনেশ্বরী দেবীকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া  
 রহিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সততই দেবীর নিকটে বর্ত্তমান  
 আছেন । (লজ্জা, তুষ্টি, পুষ্টি, কীর্ত্তি, কাস্তি, ক্ষমা, দয়া, বুদ্ধি, মোহা, স্মৃতি ও লক্ষ্মী) ইহারা  
 মূর্ত্তিমতী হইয়া সততই এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন (জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা,

যন্তাস্তু পার্শ্বভাগে স্তো নিধী তৌ শঙ্খপদ্মকৌ ।

নবরত্নবহা নদ্যস্তথা বৈ কাঞ্চনত্ৰবাঃ ॥ ৩৭ ॥

সপ্তধাতুবহা নদ্যো নিধিত্যাস্তু বিনির্গতাঃ ।

সুধাসিন্ধুস্তগামিন্যস্তাঃ সৰ্ব্বা নৃপসত্তম ! ॥ ৩৮ ॥

স। দেবী ভুবনেশানী তদ্বামাঙ্কে বিরাজতে ।

সৰ্ব্বেশ্বরঃ মহেশ্বরঃ যংসঙ্গাদেব নান্যথা ॥ ৩৯ ॥

চিন্তামণিগৃহস্যাস্তু প্রমাণং শূণ ভূমিপ ! ।

সহস্রযোজনায়ামং মহান্তস্তুং প্রচক্ষতে ॥ ৪০ ॥

তদুত্তরে মহাসালাঃ পূৰ্ব্বাঙ্গাদ্ দ্বিগুণাঃ স্মৃতাঃ ।

অন্তরিক্ষগতং ত্বেতমিরাধারং বিরাজতে ॥ ৪১ ॥

সঙ্কোচশ্চ বিকাশশ্চ জায়েতেহস্য নিরন্তরম্ ॥

পটবৎ কার্যাবশতঃ প্রলয়ে সৰ্জ্জনে তথা ॥ ৪২ ॥

দেবীপার্শ্বভাগেষ্ঠো নিধী বর্ণয়তি যন্তাস্তিতি । শঙ্খনিধিঃ পদ্মনিধিঃ ॥ ৩৭ ॥

নিধিত্যাং নিধিসকাশাদ্বিনির্গতা ইত্যর্থঃ । তা রত্নবহা নদাঃ সুধাসিন্ধুস্তগামিন্যঃ সন্তীত্যেনেন মধ্যস্থ প্রাকারগাং নদীনির্গমনযোগ্যানি দ্বারানি সন্তীত্যেতচ্ছকুং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

এতাদৃশী বা ভুবনেশ্বরী সা ভুবনেশ্বরত্বাৎ তিষ্ঠতীত্যাহ সা দেবীতি ॥ ৩৯ ॥

সহস্রযোজনায়ামগতি । চিন্তামণিগৃহং সহস্রযোজনায়ামম্ ॥ ৪০ ॥

তদুত্তরসালাস্ত পূৰ্ব্বাঙ্গাং পূৰ্ব্বাঙ্গাদ্বিগুণবিস্তারা ইত্যর্থঃ । ইদং মণিধীপং ন ভূমিষ্ঠং কিন্তু অন্তরিক্ষগতমিতি ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চাস্ত মণিধীপস্ত প্রলয়েহপি ন নাশস্তথা সৃষ্টিসময়ে নোৎপত্তিঃ কিন্তু প্রলয়ে পটবৎ সঙ্কোচো ভবতি সৃষ্টিসময়ে বিকাশো ভবতি । তথা চ সঙ্কোচবিকাশশালিকমলবৎ পটবচ্চাস্তীত্যাহ সঙ্কোচশ্চেতি । কার্যাবশত ইত্যেনেন প্রতিব্রূক্ষাণ্ডবর্ত্তিনাং ভক্তানাং বহুনাং

নিত্যা, বিনাসিনী, দোহনী, অঘোরা ও মঙ্গলা নামে নয়টি পীঠশক্তি এই স্থানে থাকিয়া ভুবনেশ্বরী দেবীকে সততই সেবা করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥ সেই দেবীর পার্শ্বভাগে শঙ্খ ও পদ্মক নামে দুইটি নিধি বিদ্যমান আছে । মহারাজ ! সেই উভয় নিধি হইতে নবরত্ন, সুবর্ণ ও সপ্তধাতু প্রভৃতির স্রোত সকল নির্গত হইয়া নদীরূপ ধারণ করত সুধাসিন্ধু মধ্যে পতিত হইতেছে ॥ ৩৭—৩৮ ॥ এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন ভুবনেশ্বরী মহেশ্বরের বামাকাঁড়ে উপবেশন করিয়া আছেন বলিয়াই ভুবনেশ্বরের সৰ্ব্বেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! এক্ষণে চিন্তামণি গৃহের পরিমাণ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ইহার বিস্তার সহস্রযোজন পরিমিত । ইহার মধ্যপ্রদেশ অতিশয় মহান । ইহার উত্তরোত্তরস্থিত গৃহসকল ক্রমশঃ পূৰ্ব্বাপেক্ষা বিগুণ । ইহা নিরাধারে অন্তরিক্ষে অবস্থান করিতেছে ॥ ৪০-৪১ ॥ প্রলয়কালে ও সৃষ্টিকালে পটাবাসভূত্যা ইহার সংকোচ ও বিকাশ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

সালানাকৈব সৰ্বেষাং সৰ্বকান্তিপরাবধি ।  
 চিন্তামনিগৃহং প্রোক্তং যত্র দেবী মহোময়ী ॥ ৪৩ ॥  
 যে যে উপাসকাঃ সন্তি প্রতিব্রজাণ্ডবর্তিনঃ ।  
 দেবেষু নাগলোকেষু মনুষ্যৈশ্চিতরেষু চ ।  
 শ্রীদেব্যাস্তে চ সৰ্বৈহপি ব্রজন্ত্যত্রৈব ভূমিপ ! ॥ ৪৪ ॥  
 দেবীক্ষেত্রে যে ত্যজন্তি প্রাণান্দেব্যর্চনে রতাঃ ।  
 তে সৰ্বৈ যান্তি তত্রৈব যত্র দেবী মহোৎসবা ॥ ৪৫ ॥  
 স্নাতকুল্যা দুগ্ধকুল্যা দধিকুল্যা মধুস্রবাঃ ।  
 স্ত্যন্দন্তি সরিতঃ সৰ্বাস্তথামৃতবহাঃ পরাঃ ॥ ৪৬ ॥  
 দ্রাক্ষারসবহাঃ কাশ্চিজ্জম্বরসবহাঃ পরাঃ ।  
 আত্রেক্ষুরসবাহিন্যো নদ্যস্তাস্ত্ৰ সহস্রশঃ ॥ ৪৭ ॥  
 মনোরথফলা বৃক্ষা বাপ্যঃ কূপান্তথৈব চ ।  
 যথেষ্টপানফলদা ন ন্যূনং কিঞ্চিদস্তি হি ॥ ৪৮ ॥  
 ন রোগপলিতং বাপি জরা বাপি কদাচন ।  
 ন চিন্তা ন চ মাৎসর্যং কামক্রোধাদিকং তথা ॥ ৪৯ ॥

সংঘর্ষে তথা প্রতিব্রজাণ্ডবর্তিনাং দেবাদীনাঞ্চ সংঘর্ষে বিকাসো ভবতি বৃদ্ধিং গচ্ছতি ।  
 তদভাবে সঙ্কোচো ভবতীত্যেতদুক্তং ভবতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

অগ্নিন্ মনিষীপে যে ব্রজন্তি তানাহ যে যে উপাসকাঃ সন্তীতি । শ্রীদেব্যাঃ পরাশক্তে-  
 রূপাসকা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

দেবীক্ষেত্রেষু সপ্তমস্কন্ধোক্তেষু ॥ ৪৫—৫১ ॥

অপরাপর প্রাকার অপেক্ষা এই চিন্তামনিগৃহের কান্তি অতিশয় উজ্জল ও মনোহর । দেবী  
 ভগবতী এই স্থানে সর্বদাই বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! প্রতিব্রজাণ্ডবর্ত্যে,  
 কি দেবলোকে, কি নাগলোকে, কি মনুষ্যালোকে অথবা কি অন্ত্রলোকে, শ্রীদেবীর যেসমস্ত  
 পরম ভক্ত উপাসক আছে এবং যাহারা তাঁহার ধ্যানের রত থাকিয়া তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাণ-  
 ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই এই স্থানে আসিয়া দেবীর সহিত মহোৎসবে কাল-  
 যাপন করিয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ইহার চতুর্দিকে কোথাও ঘূতের, কোথাও দুগ্ধের,  
 কোথাও দধির, কোথাও মধুর, কোথাও বা অমৃতের, কোনও স্থানে দ্রাক্ষারসের, কোনও  
 স্থানে জম্বুরসের, কোনও স্থানে আত্রেক্ষুরসের এবং কোথাও বা ইক্ষুরসের নদী সকল বহনা-  
 বহন করিতেছে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এই স্থানের বৃক্ষসকল অভিলাষ অমুসারেই ফলদান এবং  
 বাপী ও কূপ সকল তদনুরূপ জলদান করিয়া থাকে ; পরন্তু কোনও বিষয়ের কখনও  
 অভাব হয় না ॥ ৪৮ ॥ এই স্থানে কদাচ রোগ, শোক, জরা, পলিত, চিন্তা, ক্রোধ, দ্বেষ ও

সর্বৈ যুবানঃ সস্ত্রীকাঃ সহস্রাদিত্যবর্চসঃ ।  
 ভজন্তি সততং দেবীং তত্র শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৫০ ॥  
 কেচিৎ সলোকতাপমাঃ কেচিৎ সামীপ্যতাং গতাঃ ।  
 সরূপতাং গতাঃ কেচিৎ সান্ধিতাঞ্চ পরে গতাঃ ॥ ৫১ ॥  
 যা যাস্তু দেবতাস্তত্র প্রতিব্রজ্ঞাণুবর্তিনাম্ ।  
 সমষ্টয়ঃ স্থিতাস্তাস্ত্র সেবন্তে জগদীশ্বরীম্ ॥ ৫২ ॥  
 সপ্তকোটিমহামন্ত্রা মূর্তিমন্ত উপাসতে ।  
 মহাবিদ্যাশ্চ সকলাঃ সাম্যাবস্থাজ্ঞিকাং শিবাম্ ॥ ৫৩ ॥  
 কারণং ব্রহ্মরূপাস্তাং মায়াশবলবিগ্রহাম্ ॥ ৫৪ ॥  
 ইথং রাজন্ ! ময়া প্রোক্তং মণিদ্বীপং মহত্তরম্ ।  
 ন সূর্য্যচন্দ্রৌ নো বিদ্যাংকোটয়োহগ্নিস্তথৈব চ ॥ ৫৫ ॥  
 এতস্ম ভাসা কোট্যাংশকোট্যাংশেনাপি তে সমাঃ ।  
 কচিদ্ধিদ্ৰুমসঙ্কাশং কচিন্মরকতচ্ছবি ॥ ৫৬ ॥

সমষ্টয় ইতি । যা যা মণিদ্বীপে দেবতাস্তাঃ সর্বাঃ প্রতিব্রজ্ঞাণুবর্তিনাং দেবানাং সমষ্টয়ঃ সস্তীতার্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

মায়াশবলবিগ্রহামুপাসতে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

সমুদিতং মণিদ্বীপং বর্ণয়তি ইথং রাজনিতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মাৎসর্যা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভাবের প্রাদুর্ভাব নাই ॥ ৪৯ ॥ এই স্থানের সকল অধিবাসীই  
 যুবা এবং সহস্র-সূর্য্যসদৃশ কাস্তিবিশিষ্ট । সকলেই সতত সস্ত্রীকে আমোদ আহ্লাদ  
 করত শ্রীভুবনেশ্বরীর আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ কেহ বা শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরীর সালোক্য  
 লাভ করিয়া কেহ বা সামীপ্য প্রাপ্ত হইয়া কেহ বা সারূপ্য এবং কেহ বা সান্ধিতা লাভ  
 করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছে ॥ ৫১ ॥ প্রতিব্রজ্ঞাণুমধ্যে যে যে দেবতা  
 আছেন, তাহারা সমস্তই এই স্থানে বাস করিয়া দেবীর আরাধনায় রত আছেন ॥ ৫২ ॥  
 সপ্তকোটি মহামন্ত্র এবং মহাবিদ্যাসকল মূর্তি ধারণ পূর্ব্বক এই স্থানে থাকিয়া ব্রহ্মরূপিণী  
 মহামায়া ভগবতীর আরাধনায় রত রহিয়াছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥

মহারাজ ! এই আমি তোমার নিকট মণিদ্বীপের সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলাম । চন্দ্র,  
 সূর্য্য ও কোটি কোটি বিদ্যাং ইহার প্রভার কোটি অংশের কোটি ভাগেরও সাদৃশ্য লাভ  
 করিতে পারে না । ইহার কোনও স্থান বিদ্ৰুমমণির প্রভার বিভাসিত ; কোন স্থান মরুত-  
 মণির কাস্তিচ্ছটার স্পোষিত ; কোনও স্থান বা মদাগত প্রথর সূর্য্যকাস্তির জ্বালা প্রথর  
 কাস্তিতে উদ্ভাসিত ; কোথাও বা কোটি কোটি বিদ্যাংয়ের জ্বালা প্রভা বিক্ষিপ্ত হইতেছে ;



বিদ্যাদ্ভানুসমচ্ছায়ং মধ্যসূর্য্যসমং কচিৎ ।  
 বিদ্যৎকোটীমহাধারাসারকাস্তি ততং কচিৎ ॥ ৫৭ ॥  
 কচিৎ সিন্দূরনীলেন্দ্রমাণিক্যসদৃশচ্ছবি ।  
 হীরসারমহাগর্ভধগন্ধগিতদিকৃতটম্ ॥ ৫৮ ॥  
 কান্ত্যা দাবানলসমং তপ্তকাঞ্চনসম্মিভম্ ।  
 কচিচ্ছন্দ্রোপলোদগীরং সূর্য্যোদগারঞ্চ কুত্রচিৎ ॥ ৫৯ ॥  
 রত্নশৃঙ্গিসমায়ুক্তং রত্নপ্রাকারগোপূরম্ ।  
 রত্নপত্রৈ রত্নফলৈর্বৃক্ষৈশ্চ পরিমণ্ডিতম্ ॥ ৬০ ॥  
 নৃত্যম্ময়ূরসজ্জৈশ্চ কপোতরণিতোজ্জ্বলম্ ।  
 কোকিলাকাকলীলাপৈঃ শুকলাপৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ৬১ ॥  
 সুরম্যরমণীয়াশূলক্ষাবধিসরোরুতম্ ।  
 তন্মধ্যভাগবিলসন্নি কচদ্রত্নপঙ্কজৈঃ ॥ ৬২ ॥  
 স্নগন্ধিভিঃ সমস্তাভু বাসিতং শতযোজনম্ ।  
 মন্দমারুতসংভিন্নচলদ্রুমসমাকুলম্ ॥ ৬৩ ॥  
 চিন্তামণিসমূহানাং জ্যোতিষা বিততাম্বরম্ ।  
 রত্নপ্রভাভিরভিতো ধগন্ধগিতদিকৃতটম্ ॥ ৬৪ ॥

রত্নশৃঙ্গিণো রত্নপর্বতাস্তদুক্তম্ ॥ ৬০—৬৬ ॥

কোথাও সিন্দূরের স্রাব, কোথাও ইন্দ্রনীলমণির স্রাব, কোথাও মাণিক্যের তুল্য এবং  
 কোথাও হীরকের সদৃশ প্রভা সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে ; ইহার  
 কোন স্থান দাবানল সদৃশ এবং কোন স্থান তপ্ত চাগীকর ভূমির স্রাব বোধ হইয়া থাকে ;  
 কোনও স্থানে চন্দ্রকান্তমণি সকল বান্ধিধারা উদগার করিতেছে ; কোথাও বা সূর্য্যকান্তমণি  
 সকল তেজ উদগীরণ করিতেছে ॥ ৫৭—৫৯ ॥ এই স্থানের পর্বত রত্নময়, গোপূর ও প্রাকার  
 রত্নময় ও বৃক্ষ ও তাহার ফলফুল এবং পত্র সকলও রত্নময়। ফলতঃ এই স্থানে যাহা কিছু  
 বিদ্যমান আছে তৎসমস্তই রত্নময় বলিয়া জানিবে ॥ ৬০ ॥ কোথাও ময়ূরগণ নৃত্য করিয়া  
 বেড়াইতেছে, কোথাও কোকিলসমূহ পঞ্চমস্বরে প্রতিবাসীগণকে মুগ্ধ করিতেছে এবং  
 কোথাও কপোতপক্ষী ও শুকশারী প্রভৃতি পক্ষিগণের মনোহর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে ॥ ৬১ ॥  
 অতিস্বচ্ছ জলপরিপূর্ণ লক্ষ লক্ষ সরোবর চতুর্দিকে বিরাজ করিতেছে ; সেই সকলের মধ্যে  
 রত্নপদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া কি অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে ॥ ৬২ ॥ সেই  
 পদ্মের মনোহর সদগন্ধ চতুর্দিকে শতযোজনপর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আমোদিত করিতেছে ;  
 এবং মুহূন্দ সমীরণ দ্রুগনিকরের পত্র সকল কম্পিত করিতেছে ॥ ৬৩ ॥ চিন্তামণি

বৃক্ষত্রাতমহাগন্ধবাতত্রাতস্থপূরিতম্ ।

ধূপধূপায়িতং রাজন্ ! মণিদীপায়ুতোজ্জ্বলম্ ॥ ৬৫ ॥

মণিজালকসচ্ছিদ্রতরলোদরকান্তিভিঃ ।

দিদ্রোহজনককৈতদদর্পণোদরসংযুতম্ ॥ ৬৬ ॥

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য শৃঙ্গারস্যাখিলস্য চ ।

সর্বজ্ঞতায়াঃ সর্বারাস্তেজসশ্চাখিলস্য চ ॥ ৬৭ ॥

পরাক্রমস্য সর্বশ্চ সর্বোত্তমগুণস্য চ ।

সকলায়া দয়ায়াশ্চ সমাপ্তিরিহ ভূপতে ! ॥ ৬৮ ॥

রাজ্ঞ আনন্দমারভ্য ব্রহ্মলোকাস্তুভূমিষু ।

আনন্দা যে স্থিতাঃ সর্বৈ তেহত্রৈবাস্তুভবন্তি হি ॥ ৬৯ ॥

ইতি তে বর্ণিতং রাজন্ ! মণিদ্বীপং মহত্তরম্ ।

মহাদেব্যাঃ পরং স্থানং সর্বলোকোত্তমোত্তমম্ ॥ ৭০ ॥

এতস্য স্মরণাৎ সদ্যঃ সর্বপাপং বিনশ্চতি ।

প্রাণোৎক্রমণসঙ্কৌ তু স্মৃত্বা তত্রৈব গচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

ঐশ্বর্যাদীনামুত্তমগুণানাং সমাপ্তিরত্র বর্ত্তত ইত্যাহ ঐশ্বর্যস্য সমগ্রশ্চেতি ॥ ৬৭—৬৮ ॥

তৈত্তিরীয়ক্রতো সার্কভোগানন্দমারভ্য ব্রহ্মলোকপর্যাস্তমনন্দভেদা যে উক্তান্তে সর্বৈ-  
হপ্যানন্দা অত্র বসন্তীত্যাহ রাজ্ঞ আনন্দমারভোতি ॥ ৬৯ ॥

মণিদ্বীপবর্ণনমুপসংহরতি ইতি তে বর্ণিতমিতি ॥ ৭০ ॥

প্রাণোৎক্রমণসঙ্কৌ মরণসময়ে এতন্মণিদ্বীপং স্মৃত্বা মৃতঃ প্রাণী তত্রৈব মণিদ্বীপে  
এব গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

সমূহের প্রভা নিকর দ্বারা সমস্ত আকাশমার্গ উদ্ভাসিত হইতেছে। তন্মধ্যস্থ রত্ননিকর-  
কান্তি দ্বারা চতুর্দিক আলোকিত হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥ মহারাজ ! এই রত্ননিকরই সেই  
স্থানের অযুত অযুত দীপমালার পদ অধিকার করিয়াছে এবং বায়ুকম্পিত স্নগন্ধি বৃক্ষ  
মালার সদগন্ধই ধূপের কার্য্য করিতেছে ॥ ৬৫ ॥ মণিনির্মিত জালকের ছিজমধ্য দিয়া  
কিরণ সকল গৃহমধ্যস্থ দর্পণে নিপতিত হইয়া এক অপূর্ব মোহজনক কান্তি ধারণ করি-  
য়াছে ॥ ৬৬ ॥ মহারাজ ! এই স্থানের বিষয় আর অধিক কি বলিব, দাবতীর ঐশ্বর্য,  
অখিল শৃঙ্গারবেশ, নিখিল তেজোরশি, সমস্ত সর্বজ্ঞতা, অশেষ পরাক্রম, সর্বোত্তম গুণ-  
রাশি এবং সমস্ত দয়ার পরিশেষ এই স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিক কি, সার্কভোমা-  
নন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত আনন্দ আছে তৎসমস্তই এই স্থানে  
নিয়তই বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭—৬৯ ॥ রাজন্ ! এই আমি তোমার নিকট দেবী ভগবতীর  
সর্বোত্তম পরম স্থান (মণিদ্বীপের) বিষয় বর্ণন করিলাম ॥ ৭০ ॥ ইহার স্মরণমাত্রই সমস্ত পাপ

অধ্যায়পঞ্চকং হেতুং পঠেমিত্যং সমাহিতঃ ।

ভূতপ্রেতপিশাচাদিবাধা তত্র ভবেন্ন হি ॥ ৭২ ॥

নবীনগৃহনির্মাণে বাস্তুযোগে তথৈব চ ।

পঠিতব্যং প্রযত্নেন কল্যাণং তেন জায়তে ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্রাং সংহিতায়াং তৈয়গ্নিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে

মণিদ্বীপবর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অষ্টাদশাধ্যায়মারভ্য দ্বাদশাধ্যায়পর্যন্তং পঞ্চাধ্যায়াঃ সন্তি তেষাং পঠনে যৎ ফলং তৎ  
প্রযত্নেন অধ্যায়পঞ্চকং হেতুদ্বিত্যং ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

১২স্কন্ধাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় ; বিশেষত যে ব্যক্তি প্রাণ-প্রয়াণকালে ইহার বিষয় স্মরণ  
করিতে পারে সে নিশ্চয়ই এই স্থানে আসিতে সমর্থ হয় ॥ ৭১ ॥ মহারাজ ! এই পঞ্চ অধ্যায়  
পর্যন্ত (অষ্টম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া এই দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত,) যে ব্যক্তি নিত্য  
পাঠ করিতে পারে, তাহার ভূত-প্রেত-পিশাচাদি-জনিত কোনও বাধা সংঘটিত হয় না।  
বিশেষতঃ নূতন গৃহাদি-নির্মাণে ও বাস্তুযোগে যত্নপূর্বক ইহা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয়েই  
সফল হইয়া থাকে ॥ ৭২—৭৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে মণিদ্বীপ বর্ণন নামক দ্বাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

~~~~~

## ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তে কথিতং ভূপ ! যদ্যৎপৃষ্ঠং ত্বয়ানন ! ॥  
নারায়ণেন যৎ প্রোক্তং নারদায় মহাত্মনে ॥ ১ ॥  
শ্রুত্বৈতত্ত্ব মহাদেব্যাঃ পুরাণং পরমাত্মতম ।  
কৃতকৃত্যো ভবেন্মর্ত্যো দেব্যাঃ প্রিয়তমো হি সঃ ॥ ২ ॥  
কুরু চান্বামথং রাজন্ ! স্বপিত্রাকরণায় বৈ ।  
খিম্নোহসি যেন রাজেন্দ্র ! পিতৃজ্ঞাত্বা তু দুর্গতিম্ ॥ ৩ ॥  
গৃহাণ ত্বং মহাদেব্যা মন্ত্রং সর্বোত্তমোত্তমম্ ।  
যথাবিধি বিধানেন জন্মসাফল্যদায়কম্ ॥ ৪ ॥

ত্রিংশৎপদৈরুপদ্যাসহিতৈর্জনমেজয়ঃ ।

দেবীমথককরেতি কথেষমুপনর্ণ্যতে ।

এতাবৎপর্যাস্তং শ্রীদেবীভাগবতপুরাণং কথিতং তদুপসংহরতি ইতি তে কথিতং ভূপেতি । যৎ পৃষ্ঠং প্রথমমুপদ্যাসহিত্যেতাবৎপর্যাস্তং যদ্যৎ পৃষ্ঠং তদুপসংহরতি তত্রাষ্টমস্কন্ধাকরন্তে যদ্যৎ পৃষ্ঠং তৎ সর্বং নারায়ণনারদসংবাদমুখেন ময়েন প্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

অথ যস্য তৃতীয়স্কন্ধে উক্তং মম পিতাপমৃত্যুনা মৃতো দুর্গতিং গতস্তদুচ্চারার্থং কিঞ্চিদেতি তত্র তদুচ্চারার্থং দেবীমথং কুর্সিত্যাহ কুরু চান্বামথমিতি ॥ ৩ ॥

অথ চ স্বস্তোদ্ধারায় পিত্রুদ্ধারায় চ দেব্যা মহামন্ত্রং গৃহাণেত্যাহ গৃহাণ ত্বমিতি ॥ ৪ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! ইতিপূর্বে তুমি আমাকে যে যে প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে আমি সেই সকলেরই উত্তর প্রদান করিলাম ; বিশেষতঃ কথাপ্রসঙ্গে আদিমুনি নারায়ণের সহিত মহাত্মা দেবর্ষি নারদের যে সমস্ত কথা-বার্তা হইয়াছিল তাহাও বলিলাম ॥১॥ মহারাজ ! এই পরমাত্ম ভগবতীর পুরাণখানি অর্থাৎ এই দেবীভাগবত পুরাণটী, যে ব্যক্তি সমস্তই শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই দেবীর প্রিয় হয় এবং তাহার সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥২॥ রাজন্ ! এক্ষণে তুমি যে জন্ত অতিশয় খিন্ন আছ, সেই (পিতার দুর্গতি নিবারণ জন্ত) ভগবতীর যজ্ঞ কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পিতার উদ্ধার হইবে ॥ ৩ ॥ আর একটা বিশেষ কথা বলিতেছি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ; তুমি নিজের মঙ্গল জন্ত যথাবিধি সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর সর্বোত্তম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, তাহা হইলেই তোমার মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৪ ॥



সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা নৃপপাদূলঃ প্রার্থয়িত্বা মুনীশ্বরম্ ।

তস্মাদেব মহামন্ত্রং দেবীপ্রণবসংজ্ঞকম্ ॥ ৫ ॥

দীক্ষাবিধিবিধানেন জগ্ৰাহ নৃপসভমঃ ।

তত আহুয় ধোম্যাদীন্ নবরাত্রসমাগমে ॥ ৬ ॥

অশ্বাযজ্ঞককরাশু বিদ্রুশাঠ্যবিবর্জিতঃ ।

ব্রাহ্মণৈঃ পাঠয়ামাস পুরাণং ত্বেতদুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীদেব্যাগ্রেহ্মিকাপ্রীতৈঃ দেবীভাগবতং পরম্ ।

ব্রাহ্মণানু ভোজয়ামাসাপ্যসমুদ্রাতান্ স্রবাসিনীঃ ॥ ৮ ॥

কুমারীকটুকাদীংশ্চ দীনানাথাংস্তথৈব চ ।

দ্রব্যপ্রদানৈস্তান্ সৰ্বান্ সন্তোষ্য বহুধাধিপঃ ॥ ৯ ॥

দেবীপ্রণবসংজ্ঞকমিতি । স চ মার্যাবীজায়কঃ শ্রীভুবনেশ্বর্য্য মন্ত্রস্তং জগ্ৰাহেত্যর্থঃ । দেবীপ্রণবত্বাদেবৈতশ্চোপদেশঃ কাশ্যামুক্তো রুদ্রযামলে । কাশীপুৰীপরিসরে সুরসিদ্ধু-  
তীরে কর্ণে জপতানুদিনং কিল দেহভাজাম্ । মোক্ষার্থমেব দয়য়া শশিখণ্ডমৌলিঃ শ্রীশক্তি-  
বীজমনঘং সুরসজ্জসেবামিতি । অশ্ববচনাশ্রয়িণী দুর্গাপ্রদীপে দ্রষ্টব্যানি । তত্র বৈষ্ণবেভ্যো  
রাগমন্ত্রস্ত শৈবেভ্যঃ পঞ্চাক্ষরস্ত বৃহজ্জাবালোক্ত্য শাক্তেভ্যঃ শক্তিবীজস্ত ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্ত  
যতিভ্যঃ প্রণবশ্চোপদেশ ইতি ব্যবস্থা ॥ ৫ ॥

ইথং দীক্ষাবিধানেন তাস্মাদেব ব্যাসাদ্ভুবনেশ্বরীমন্ত্রং গৃহীত্বা দেবীমথসংপাদনার্থং  
ধোম্যাদিঋষীনাহুতবানিত্যাহ তত আহুয়েতি । নবরাত্রসমাগমে ইত্যনেন কোটি-  
হোমাত্মকো দেবীমথঃ কৃত ইতি প্রতিভাতি ॥ ৬ ॥

তস্মিন্ যজ্ঞে ব্রাহ্মণৈঃ কর্তৃভির্দেবীভাগবতং পুরাণং পাঠয়ামাসেত্যাহ ব্রাহ্মণৈরिति ।  
এতৎ পুরাণং শ্রীদেবীভাগবতং পুরাণমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীদেব্যাগ্রে ইতি । মণ্ডপস্থলস্থাপিতশ্রীদেব্যা অগ্রে ইত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! মহারাজ জনমেজয় বাসের নিকট হইতে সেই কথা  
শ্রবণ করিয়া দীক্ষাগ্রহণ জন্ত ব্যাসদেবকেই গুরুরূপে প্রার্থনা করিলেন এবং দীক্ষাবিধি  
অনুসারে ভৃগুবতীর প্রণবরূপ মহামন্ত্রটী গ্রহণ করিলেন । অনন্তর, নবরাত্র ত্রতের  
সময় উপস্থিত হইলে ধোম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করাইয়া বিভবাহুসারে  
দেবীর অতিপ্রিয় নবরাত্রত্ৰত সম্পাদন করিলেন । এই ত্ৰত করিবার সময় দেবীর স্মৃতির  
জন্ত তাঁহার সম্মুখে ব্রাহ্মণ দ্বারা এই সর্বোত্তম দেবীভাগবত পুরাণখানি পাঠ করাইয়া  
ছিলেন, অসংখ্য অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং দীন, অনাথ  
ও ব্রাহ্মণকুমারগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান পূর্বক সন্তুষ্ট করাইয়া ত্ৰতসমাপন করিয়া-

সমাপ্য যজ্ঞং সংস্থানে সংস্থিতো যাবদেব হি ।  
 তাবদেব হি চাকাশাৎ নারদঃ সমবাতরং ॥ ১০ ॥  
 রণয়ন্ মংহতীং বীণাং জ্বলদগ্নিশিখোপমঃ ।  
 সমংভ্রমঃ সমুথায় দৃষ্ট্বা তং নারদং মুনিম্ ॥ ১১ ॥  
 আসনাদ্যুপচারৈশ্চ পূজয়ামাস ভূমিপঃ ।  
 কৃত্বা তু কুশলপ্রশ্নং পপ্রচ্ছাগমকারণম্ ॥ ১২ ॥

•রাজোবাচ ।

কুত আগমনং সনাথো ! বহি কিং করবাণি তে ।  
 সনাথোহহং কৃতার্থোহহং ত্বদাগমনকারণাৎ ॥ ১৩ ॥  
 ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ মুনিসত্তমঃ ।  
 অদ্যাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং দেবলোকে নৃপোত্তম ! ॥ ১৪ ॥  
 তন্নিবেদয়িতুং প্রাপ্তস্ত্বংসকাশে সবিম্বিতঃ ।  
 তে পিতা দুর্গতিং প্রাপ্তো নিজকর্মবিপর্য্যয়াৎ ॥ ১৫ ॥

যাবদেব ভীতি । যস্মিন্ কালে রাজা দেবীমথং সমাপ্য হিতস্তদ্বিন্নেব কালে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সমংভ্রমঃ সহর্ষো রাজা সমুথ্যেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৪ ॥

নিজকর্মবিপর্য্যয়ান্নিজকর্মবাত্যাসেন বান্ধগাপবান্ধগগণেন । বিষ্ণুভাগবতশ্রবণেনোক্ত ইতি তু কল্পাস্তবতিপ্রায়েণ বিষ্ণুভাগবতে উক্তম্ ॥ ১৫—১৬ ॥

ছিলেন ॥ ৫—৯ ॥ ঋষিগণ ! ভূপতি জনমেজয় এইরূপে দেবীমঞ্জ সমাপন করিয়া উপ-  
 বিষ্ট আছেন এমন সময় অগ্নিতুল্য তেজঃশালী দেবর্ষি নারদ বীণা বাদন করিতে করিতে  
 আকাশ হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজাও তাঁহাকে সহসা সমুপস্থিত  
 দেখিয়া সমস্ত্রমে গাত্রোত্থান করিয়া আসনাদি উপচার প্রদান পূর্ব্বক সম্মাননা করিলেন ।  
 অনন্তর, দেবর্ষির শ্রম দূর হইলে পর অগ্রে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আগমনের  
 কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন ॥ ১০—১২ ॥ দেবর্ষে ! আপনি কোথা হইতে কি জন্ত  
 এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ? আজ আমি আপনার আগমনে সনাথ ও কৃতার্থ  
 হইলাম । এক্ষণে, আমি আপনার কি কার্য্য সাধন করিব, তাহার আদেশ করিয়া  
 আমাকে অনুগ্রহীত করুন ॥ ১৩ ॥

দেবর্ষি নারদ জনমেজয়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ; নৃপবর ! আজ  
 আমি দেবলোকে এক অপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিয়াছি তাহার বিষয় তোমাকে আনাইবার  
 জন্তই অতি বিম্বিতচিত্তে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । তোমার পিতা  
 পরীক্ষিত (নিজকর্মদোষে দুর্গতি লাভ) করিয়াছিল ইহা সকলেই বিদিত আছে ; কিন্তু,

স এবায়ং দিব্যরূপবপুর্ষুর্ভ্রাধুনৈব হি ।

দেবদেবৈঃ স্তুতঃ সম্যগঙ্গারোভিঃ সমস্ততঃ ॥ ১৬ ॥

বিমানবরমারুহ্য মণিদ্বীপং গতৌ ভবেৎ ।

দেবীভাগবতশ্রাব্যশ্রবণোথফলেন চ ॥ ১৭ ॥

অশ্রামথফলেনাপি পিতা তে স্নগতিং গতঃ ।

ধন্যোহসি কৃতকর্ত্যোহসি জীবিতং সফলং তব ॥ ১৮ ॥

‘নরকাদুর্কৃতস্তাতস্তুয়া তু কুলভূষণ ! ।

দেবলোকে স্মৃতিকীর্তিস্তবাদ্য বিপুলভিবৎ ॥ ১৯ ॥

সূত উবাচ ।

নারদোক্তং সমাকর্ণ্য প্রেমগদগদিতান্তরঃ ।

পপাত পাদাম্বুজযোৰ্ব্যাসস্তাদুতকৰ্ম্মণঃ ॥ ২০ ॥

তবানুগ্রহতো দেব ! কৃতার্থোহহং মহামুনে ! ।

কিং ময়া প্রতিকর্তব্যং নমস্কারাদৃতে তব ।

অনুগ্রাহ্যঃ সদৈবাহমেবমেব ত্বয়া মুনে ॥ ২১ ॥

মণিদ্বীপং তৃতীয়স্কন্ধোক্তং দেবীলোকম্ । কেন পুণ্যফলেনেদং জাতং তত্রাহ দেবী-  
ভাগবতশ্রাব্যশ্রুতি ॥ ১৭ ॥

তাতঃ পিতা ॥ ১৮—১৯ ॥

ইদং সৰ্ব্বং দুর্ঘটং ফলং ব্যাসগুরুপ্রসাদাদেব ময়া লক্ষ্মিতি তং ব্যাসঃ প্রণমতি পপা-  
তেতি ॥ ২০ ॥

নমস্কারাদৃতে নমস্কারং বিনা কিং ময়া প্রতিকর্তব্যং তবোপকারস্ত প্রত্যুপকারো ময়া  
কঃ কর্তব্যো ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ২১—২৪ ॥

অদ্য দেখিলাম, তিনি দিব্য মূর্তি ধারণ করিয়া বিমানে আরোহণ পূৰ্ব্বক গমন করিতে-  
ছেন; দেবগণ তাঁহাকে স্তুত করিতেছেন এবং অঙ্গরাগণ তাঁহার চতুর্দিকে পরিবেষ্টন  
করিয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, তিনি ঐরূপ বেশে মণিদ্বীপে গমন করিতেছেন। রাজন্ !  
তুমি যে নবরাত্র ত্রত ও দেবীভাগবত পাঠ করিয়াছ, বোধ হয় সেই ফলেই তোমার  
পিতা এইরূপ সদগতি লাভ করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে ধন্য ও কৃতার্থ হইলে, তোমার  
জন্ম সার্থক হইল, তুমিই পিতাকে নরক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বংশের ভূষণ স্বরূপ  
হইলে; আর অধিক কি বলিব, আজ হইতে তোমার কীর্তি দেবলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত  
হইল ॥ ১৪—১৯ ॥

সূত কহিলেন; ঋষিগণ! জনমেজয় নারদমুখে তৎসমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া  
আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন এবং অদুতকৰ্ম্মা ব্যাসদেবের শ্রীচরণে নিপতিত হইয়া কহি-  
লেন ॥ ২০ ॥ মুনিবর! আমি আপনার অনুগ্রহেই কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে, নমস্কার

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বাপ্যশীর্ষিরভিবাদ্য চ ।  
 উবাচ বচনং শ্লক্ষ্য ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ ২২ ॥  
 রাজন্ ! সৰ্ব্বং পরিত্যজ্য ভজ দেবীপদাম্বুজম্ ।  
 দেবীভাগবতকৈব পঠ নিত্যং সমাহিতঃ ॥ ২৩ ॥  
 অশ্বাগমং সদা ভক্ত্যা কুরু নিত্যমতন্দ্রিতঃ ।  
 অনায়াসেন তেন হং মোক্ষ্যসে ভববন্ধনাং ॥ ২৪ ॥  
 সন্তান্যানি পুরাণানি হরিরুদ্রমুখানি চ ।  
 দেবীভাগবতশ্চাশ্র কলাং নাইত্তি মোড়শীম্ ॥ ২৫ ॥  
 সারমেতৎ পুরাণানাং বেদানাকৈব সৰ্ব্বশঃ ।  
 মূলপ্রকৃতিরেবৈষা যত্র তু প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৬ ॥  
 সমন্তেন পুরাণং শ্রুত্ব কথমন্তং নৃপোত্তম ! ।  
 পাঠে বেদসমং পুণ্যং যশ্চ শ্রুজ্ঞানমেজয় ! ॥ ২৭ ॥  
 পাঠিতব্যং প্রযত্নেন তদেব বিবুধোত্তমৈঃ ।  
 ইতুক্ত্বা নৃপবর্য্যং তং জগাম মুনিরাট্ ততঃ ॥ ২৮ ॥

হরিরুদ্রৌ মুখে প্রথমং যেষাং পুরাণানাং তানি চ শিবপুরাণবিষ্ণুপুরাণপ্র-  
 তীনি ॥ ২৫ ॥

দেবীভাগবতশ্চৈব সৰ্ব্বোৎকৃষ্টে হেতুগাহ । মূলপ্রকৃতিবেবৈষেতি । মূলপ্রকৃতি  
 জত্রবিষ্ণুব্রহ্মপ্রভৃতীনামেকৈকগুণোপাধিকানাং প্রতিপাদকানি পুরাণান্তানি । দে-

ব্যতিবেকে আর আপনার কি প্রত্যাশ করিব । প্রার্থনা করি আপনি সর্বদাই আম  
 প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ॥ ২১ ॥

ঋষিগণ ! বাদরায়ণ বেদব্যাস নরপতি জনমেজয়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি  
 তীহাকে অশীর্ষাদ করিলেন এবং মধুব বাক্যে করিলেন ॥ ২২ ॥ মহারাজ ! এক  
 সৰ্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সৰ্ব্বদা দেবীভাগবত পাঠে এবং দেবীর পাদপদ্ম ভজনা  
 নিরত হও ; সৰ্ব্বদা (আলস্য পরিশূন্য হইয়া) ভগবতীর গুজ করিতে প্রস্তুত থাক ; ত  
 হইলে নিশ্চয়ই (অনায়াসে এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে) সমর্থ হইবে ॥ ২৩—২৪  
 বিষ্ণুপুরাণ ও শিবপুরাণ প্রভৃতি নানাবিধ পুরাণ আছে সত্য ; কিন্তু, সে সমস্ত পুরাণ  
 দেবীভাগবতের সহিত তুলনায় ইহার যোল অংশের এক অংশেরও সঙ্গ হইতে প  
 না ॥ ২৫ ॥ ফলতঃ এই পুরাণগানিকেই সমস্ত পুরাণের সার বলিয়া জানিবে । নৃপব  
 য়ে পুরাণে (মূলপ্রকৃতিকে প্রতিপাদন) করা হইয়াছে, অতীত পুরাণ সকল তাহার সা  
 কিক্রমে সঙ্গান হইতে পাবে ? এই দেবীভাগবতগানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স



জগ্মুশ্চৈব যথাস্থানং ধোমাদিমুনয়োহিমলাঃ ।  
 দেবীভাগবতশ্চৈব প্রশংসাক্ষকুরুত্বমাম্ ॥ ২৯ ॥  
 রাজা শশাস ধরণীং ততঃ সন্তুষ্ট মানসঃ ।  
 দেবীভাগবতশ্চৈব পঠঙ্গুণ্ নিরন্তরম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
 দ্বাদশস্কন্ধে জনমেজয়কৃতদেবীমথবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ভাগবতং তু শৃণুয়সাম্যাবস্থমাশবলব্রহ্মরূপমূলপ্রকৃতিপ্রতিপাদকং সাক্ষাদ্ভবতি তস্মাদি-  
 দমেব সর্বোৎকৃষ্টমেতৎসদৃশমগ্রপুরাণং কথং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদাধ্যয়নের ফল লাভ হইয়া থাকে এজন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্বদা ইহার পাঠ করিতে যত্ন  
 পর হইবেন । ঋষিগণ । ঋষিবর বেদব্যাস জনমেজয়কে এই সমস্ত কথা বলিয়াই স্বস্থানে  
 প্রস্থান করিলেন ॥ ২৬—২৮ ॥ অনন্তর, নির্মলাস্ত্রঃকরণ ধোমাদি ব্রাহ্মণগণও দেবীভাগ-  
 বতের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ এদিকে  
 মহারাজ জনমেজয় তদবধি নিরন্তর দেবীভাগবতের পাঠ ও শ্রবণ করত সন্তুষ্টচিত্তে সুখে  
 রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে জনমেজয়ের দেবীযজ্ঞ বর্ণন

নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ \* ॥

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

সূত' উবাচ ।

অঙ্কশ্লোকাত্মকং যত্নু দেবীভাগবতজনির্গতম্ ।  
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম বেদসিদ্ধান্তবোধকম্ ॥ ১ ॥  
উপদিষ্টং বিষ্ণবে যদ্বটপত্রনিবাসিনেণ  
শতকোটিপ্রবিস্তীর্ণং তৎকৃতং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ২ ॥  
তৎসারমেকতঃ কৃৎস্না ব্যাসেন শুকহেতবৈ ।  
অষ্টাদশসহস্রস্ত দ্বাদশস্কন্ধসংযুতম্ ॥ ৩ ॥  
দেবীভাগবতং নাম পুরাণং গ্রন্থিতং পুরা ।  
অদ্যাপি দেবলোকে তদ্বহুবিস্তীর্ণমস্তি হি ॥ ৪ ॥

ত্রিংশৎশ্লোকৈর্গতে ব্যাসে তুপসংহার উচ্যতে ।

পূর্বাংশে সমগ্রস্ত কলদর্শনপূর্বকম্ ॥

শ্রীভাগবতমনোক্তরং শৌনকাদিঋষিভ্যাঃ সূতো বদতি সূত উবাচ অঙ্কশ্লোকেতি । তৃতীয়-  
স্কন্ধে বটপত্রশয়ানায় বিষ্ণবে বালরূপিণে । শ্লোকাক্ষেন তদা সর্বং ভগবত্যাখিলার্থদম্ ॥  
(সর্বং খণ্ডিদমেবাহং নাশ্বদন্তি সনাতনমিতি) প্রোক্তবচনে যৎ শ্লোকাক্ষং শ্রীভগবতীমুখাশ্রুজা-  
নির্গতং শ্রীমদ্ভাগবতমঙ্কশ্লোকাত্মকং সূত্ররূপং দেবীভাগবতমিত্যর্থঃ । বেদসিদ্ধান্তবোধকং  
(সর্বং খণ্ডিদং বজ্রোতি) বেদসিদ্ধান্তস্ত বোধকমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তৎ সূত্ররূপং দেবীভাগবতমঙ্কশ্লোকাত্মকং পুরা পূর্বং ব্রহ্মণা চতুর্মুখেন শতকোটি-  
প্রবিস্তীর্ণং কৃতং তস্মৈ সূত্রভাগবতস্ত ব্যাখ্যানরূপেণৈতাবান্ বিস্তারঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শুকহেতবে শুককল্যাণার্থম্ ॥ ৩ ॥

তচ্ছতকোটিপ্রবিস্তীর্ণং কাস্তীতি চেত্তত্রাহ অদ্যাপীতি ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পূর্বের ভগবতীর মুখপদ্য হইতে বেদের সিদ্ধান্তস্বরূপ অঙ্ক-  
শ্লোকাত্মক যে শ্রীমদ্ভাগবত নির্গত হইয়াছিল; পূর্বের বটপত্রশায়ী বিষ্ণুকে তিনি যাহা  
দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বীজভূত মূল বাসীটিকে ব্রহ্মা স্বয়ং  
শতকোটি শ্লোক দ্বারা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১-২ ॥ অনন্তর, বেদবাসি নিজপুত্র শুকদেবকে  
অধ্যাপন করাইবার জন্ত তাহা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক দ্বাদশ-  
স্কন্ধসম্বিত এই দেবীভাগবত নামে পুরাণখানি রচনা করিয়াছেন। পরন্তু ব্রহ্মার কৃত  
সেই শতকোটি শ্লোকে) বিস্তীর্ণ গ্রন্থখানি অদ্যাপিও দেবলোকে প্রচলিত রহিয়াছে ১৩-৪ ॥

নানেন সদৃশং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।  
 পদে পদেহশ্বমেধস্ত ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫ ॥  
 পৌরাণিকং পূজয়িত্বা বস্ত্রাদ্যাভরণাদিভিঃ ।  
 ব্যাসবুদ্ধ্যা তন্মুখাত্তু শ্রুত্বৈতৎনমুপোষিতঃ ॥ ৬ ॥  
 লিখিত্বা নিজহস্তেন লেখকেনাথবা মূনে ! ।  
 প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্ত্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥  
 দদ্যাৎ পৌরাণিকায়াত্ দক্ষিণাঞ্চ পয়স্বিনীম্ ।  
 সালঙ্কতাং সবৎসাঞ্চ কপিলাং হেমমালিনীম্ ॥ ৮ ॥  
 ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণানন্তেহপ্যধ্যায়পরিসম্মিতান্ ।  
 সুবাসিনীস্তাবতীশ্চ কুমারীর্বট্টকৈঃ সহ ॥ ৯ ॥  
 দেবীবুদ্ধ্যা পূজয়েতান্ বসনাভরণাদিভিঃ ।  
 পায়সান্নবরেণাপি গন্ধশুকুমাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

এতস্ত দেবীভাগবতশ্রুতৈকপদস্ত পাঠেহশ্বমেধফলং ভবতীত্যাহ পদে পদেহশ্বমেধ-  
 শ্রুতি ॥ ৫ ॥

পুরাণস্ত বিধিমাং পৌরাণিকমিতি । প্রথমতো দেবীভাগবতং নিজহস্তেন লেখক-  
 হস্তেন বা লিখিত্বা তদেব পুস্তকং ব্যাসায় পৌরাণিকায় দত্ত্বা তং ভূষণাদিভিঃ সম্পূজ্য  
 ব্যাসবুদ্ধ্যা তং মত্ত্বা তন্মুখাদিতং ভাগবতং শ্রুত্বা সমাপ্তিদিনে প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্ত্যাং ভাদ্র-  
 পদপৌর্ণমাস্ত্যাং দেবীতিথৌ হেমসিংহসমন্বিতং দেবীবাহনং হি সিংহঃ পুরাণঞ্চ দেবীস্বরূপং  
 ততো হেমসিংহে পুরাণং দেবীভাগবতং সংস্থাপ্য পৌরাণিকায় দদ্যাৎ । তদুপর দক্ষিণাং  
 কপিলাং গাং দদ্যাদন্তে পুরাণদানসাক্ষ্যায় যাবন্তঃ পুরাণশ্রাদ্ধায়া অষ্টাদশাধিকত্রিশতসংখ্যা-  
 কান্তাবতো ব্রাহ্মণান্ সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ তাবতীস্তাবট্টকৈঃ সহ ভোজয়েৎ পায়সান্নেনে-  
 ত্যর্থঃ ॥ ৬—১০ ॥

এই দেবীভাগবতের সদৃশ পুণ্যপ্রদ পবিত্রকর ও পাপনাশক পুরাণ আর নাই ইহার  
 প্রত্যেক পদের অধ্যয়ন কালেই অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ সংসারাসক্ত  
 মানবগণ উপবাসাদি দ্বারা সংযত হইয়া (পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে) বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা পূজা  
 করত বেংবাস জানে যদি তাঁহার মুখ হইতে এই পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতে পারে,  
 অথবা নিজহস্তে কিংবা অন্য কোনও লেখক দ্বারা ইহার আদ্যোপান্ত লিখিয়া ভাদ্রমাসের  
 পূর্ণিমা তিথিতে কোনও পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণনির্মিত সিংহের এবং সুবর্ণ ভূষণ ভূষিত  
 সবৎসা পয়স্বিনী কপিলা ধেমু দক্ষিণার সহিত দান করে ; এবং দেবীভাগবতমধ্যে  
 যতগুলি অধ্যায় আছে ততগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় এবং ততগুলি কুমারীকে  
 নানাবিধ কুসুম চন্দন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা দেবীভুক্তিতে পূজা করে ও পায়সান্নাদি দ্বারা

পুরাণদানেনৈতেন ভূদানশ্চ ফলং লভেৎ ।  
 ইহ লোকে সুখী ভূত্বাপ্যন্তে দেবীপুরং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥  
 নিত্যং যঃ শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা দেবীভাগবতং পরম্ ।  
 ন তশ্চ দুর্লভং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ কচিদস্তি হি ॥ ১২ ॥  
 অপুত্রো লভতে পুত্রান্ ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ।  
 বিদ্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্বিদ্যাং কীর্ত্তিমাণ্ডিতভূতলং ॥ ১৩ ॥  
 বক্ষ্যা বা কাকবক্ষ্যা বা মৃতবক্ষ্যা চ যাক্ষনা ।  
 শ্রবণাদশ্চ তদোষান্নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥  
 যদোহে পুস্তকং চৈতৎ পূজিতং যদি ত্রিষ্ঠতি ।  
 তদোহং ন ত্যজেম্মিত্যং রমা চৈব সরস্বতী ॥ ১৫ ॥  
 নেক্ষন্তি তত্র বেতালডাকিনীরাক্ষসাদয়ঃ ।  
 জ্বরিতস্ত নরং স্পৃষ্টা পঠেদেতৎ সমাহিতং ॥ ১৬ ॥  
 মণ্ডলাশ্মাশমাপ্নোতি জ্বরো দাহসমম্বিতঃ ।  
 শতাবৃত্ত্যশ্চ পঠনাং ক্ষয়রোগো বিনশ্চতি ॥ ১৭ ॥

এতাদৃশশ্চ পুরাণদানশ্চ ফলমাহ পুরাণদানেনৈতেনৈতি ॥ ১১—১৩ ॥

কাকবক্ষ্যা নকুৎপ্রসববতী । তদোষাবক্ষ্যত্বদোষাৎ ॥ ১৪—১৭ ॥

ভোজন করায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই পুরাণ দান ফলে ভূমিদানের ফললাভ করিয়  
 থাকে এবং ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অস্তে দেবীপুরে গমন করিয়া থাকে ॥ ১১—১২ ॥  
 যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ এই দেবীভাগবত শ্রবণ করিতে পারে তাহার কোনও কালে  
 কোন বিষয়ে কিছুই অভাব হয় না ॥ ১২ ॥ ভক্তিপূর্ব্বক এই দেবীভাগবত শ্রবণ করিলে  
 ধনহীন ব্যক্তির প্রচুর ধন, বিদ্যার্থীর বিদ্যা এবং পুত্রহীনের পুত্র লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥  
 অধিক কি, যদি কোন জীলোক বক্ষ্যা, মৃতবৎসা বা কাকবক্ষ্যা হয় তাহা হইলে এ  
 দেবীভাগবত শ্রবণ করিলে তাহার সেই দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ যে গৃহে  
 এই পুরাণখানি পূজিত হইয়া থাকে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সপত্নীভাব পরিত্যাগ করিয়া একত্রে  
 সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ এই দেবীভাগবতের প্রভাবে ডাকিনী, বেতাল  
 রাক্ষসাদি(উপদেবতা)সকল তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। যদি কখন কাহারও জ্বর  
 হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে এই ভাগবতখানি পাঠ করিলে  
 তাহার সমস্ত মানি দূর হইয়া থাকে । অধিক কি এই ভাগবতের শতাবৃত্তি পাঠ দ্বা  
 রারোগ্য(কুশল রোগেরও)শাস্তি হইয়া থাকে ॥ ১৬—১৭ ॥ যে ব্যক্তি সন্ধ্যা করিবার প



প্রতিসঙ্খ্যাং পঠেদ্যন্তু সঙ্খ্যাং কৃৎস্না সমাহিতাঃ ।  
 একৈকমস্ত্র চাধ্যায়ং স নরো জ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥ ১৮ ॥  
 শকুনাংশ্চৈব বীক্ষেত কার্য্যাকার্য্যেষু চৈব হি ।  
 তৎপ্রকারঃ পুরস্তাত্ত্ব কথিতোহস্তি ময়া মূনে ! ॥ ১৯ ॥  
 নবরাত্রে পঠেমিত্যং শারদীয়েহতিভক্তিতঃ ।  
 তস্মান্মিকা তু সন্তুষ্টা দদাতীচ্ছাধিকং ফলম্ ॥ ২০ ॥  
 বৈষ্ণবৈশ্চৈব শৈবৈশ্চ রমোমাপ্রীতয়ে সদা ।  
 সৌরৈশ্চ গাণপতৈশ্চ শ্বেষ্টশক্তৈশ্চ তুষ্ঠয়ে ।  
 পঠিতব্যং প্রযত্নেন নবরাত্রচতুষ্ঠয়ে ॥ ২১ ॥  
 বৈদিকৈর্নিজগায়ত্রীপ্রীতয়ে নিত্যশো মূনে ! ।  
 পঠিতব্যং প্রযত্নেন বিরোধো নাত্র কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

প্রতিসঙ্খ্যামিতি । সঙ্খ্যাত্রয়েহপি সঙ্খ্যোপাসনাং কৃৎস্না শ্রীগায়ত্র্যা অগ্রে স্তোত্ররূপেণৈ-  
 ত্যৈকৈকমধ্যায়ং পঠেত্তেন জ্ঞানং মোক্ষদায়কং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শকুনাংশ্চৈবেতি । কার্য্যাকার্য্যবিষয়ে সঙ্কটে প্রাপ্তে নবমন্ত্রকোক্তপ্রকারেণ শকুনা-  
 নীক্ষেত । ততঃ কার্য্যারম্ভং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । ইদং পদ্মপুরাণে শকুনপরীক্ষায়াং চোক্তম্ ।  
 তদ্বচনং চোপোদ্ঘাতে এব দর্শিতম্ ॥ ১৯—২০ ॥

ইদঞ্চ দেবীভাগবতং পুরাণং শৈবৈবৈষ্ণবৈর্গাণপতৈঃ সৌরৈঃ শাক্তৈর্বৈদিকৈঃ সৌরৈশ্চ  
 পঠনীয়মিত্যাহ বৈষ্ণবৈবরিতি । শ্বেষ্টশক্তৈশ্চতুষ্ঠয়ে ইতি । স্বস্ত য ইষ্টো দেবো বিষ্ণুর্বা শিবো  
 বা গণেশো বা সূর্য্যো বা তস্মৈ শক্তিঃ পার্শ্বতীরাধালক্ষ্মীসিদ্ধিবুদ্ধিচ্ছায়ারূপা তস্মাস্তুষ্ঠয়ে  
 ইত্যর্থঃ । নবরাত্রচতুষ্ঠয়ে আষাঢ়াশ্বিনমাঘচৈত্র্যচরুপক্ষনবরাত্রচতুষ্ঠয়ে ॥ ২১ ॥

বৈদিকৈরপি শ্বেষ্টদেবতাগায়ত্রীপ্রীতয়ে নিরন্তরমস্ত্র পাঠঃ কর্তব্য ইত্যাহ বৈদিকৈ-  
 রিতি । বিরোধো নাত্রৈতি । অগ্নিন্ দেবীভাগবতে শৈববৈষ্ণবাদীনাং কেষাঞ্চিদপি  
 বিরোধো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সমাহিতচিত্তে এই ভাগবতের এক এক অধ্যায় পাঠ করিয়া থাকে তাহার শীঘ্রই প্রকৃত  
 জ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ ॥ মুনিবর শৌনক ! এই ভাগবত পাঠাদি কার্য্যের সময় অগ্রে  
 শকুন পরীক্ষা করিয়া তৎপরে কার্য্য আরম্ভ করিবে । এই শকুন পরীক্ষার বিষয় পূর্বেই  
 আমি আপনাদের নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছি ॥ ১৯ ॥ শারদীয় পূজায় নবরাত্রব্রতের সময়  
 অতি ভক্তিপূর্ব্বক এই ভাগবতখানি পাঠ করিলে ভগবতী অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার  
 ইচ্ছা হইতেও অধিকতর ফল দান করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ কি বৈষ্ণব কি শৈব কি সৌর  
 কি গাণপত্য কি শাক্ত সকলেই লক্ষ্মী ও উমাপ্রভৃতি শক্তির বা নিজ ইষ্টদেবতার প্রীতির  
 জন্য নবরাত্র ব্রতের সময় এই পূর্বাধ্যানি যত পূর্ব্বক পাঠ করিবে ॥ ২১ ॥ পরন্তু বৈদিক  
 বাক্যগুণগুণগায়ত্রীদেবীর প্রীতির জন্য নিত্য ইহার পাঠ করিবে; ফলতঃ এই পুরাণখানি

উপাসনা তু সর্বেষাং শক্তিয়ুক্তাস্তি সর্বদা ।

তচ্ছক্তেরেব তৌষার্থং পঠিতব্যং সদা দ্বিজৈঃ ॥ ২৩ ॥

স্ত্রী শূদ্রো ন পঠেদেতৎ কদাপি চ বিমোহিতঃ ।

শৃণুয়াদ্বিজবক্ত্রাতু নিত্যমেবেতি চ স্থিতিঃ ॥ ২৪ ॥

কিং পুনর্বহনোক্তেন সারং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ।

বেদসারমিদং পুণ্যং পুরাণং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥

বেদপাঠসমং পাঠে শ্রবণে চ তথৈব হি ॥ ২৬ ॥

সচ্চিদানন্দরূপাং তাং গায়ত্রীপ্রতিপাদিতাম্ ।

নমামি হ্রীংময়ীং দেবীং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৭ ॥

ইতিসূতবচঃ শ্রুত্বা নৈমিষীয়াস্তপোধনাঃ ।

পূজয়ামাস্তুরত্যাচৈঃ সূতং পৌরাণিকোত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

তত্র হেতুমাহ শক্তিয়ুক্তাস্তীতি । নহি কন্তাপি বৈষ্ণবস্ত শৈবস্ত গাণপত্যস্ত সৌরস্ত বা উপাসনাশক্তিহিতাস্তি কিন্তু শক্তিসহিতৈব । রাধাকৃষ্ণলক্ষ্মীনারায়ণমৌক্তারামপার্বতী-পরমেশ্ববোপাসনাসু সর্বত্র শক্তিসহিতায়া এবোপাসনায়াঃ সম্বাদঃ । তস্মাত্তচ্ছক্তিসন্তো-  
ষার্থং সর্বৈরাপি বৈষ্ণবাদিভিরেতৎপুরাণং পঠিতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

গ্রন্থসমাপ্তৌ সূতো গায়ত্রীপদঘটিতং মঙ্গলং কৰোতি সচ্চিদানন্দরূপান্তামিতি । হ্রীং  
ময়ীং হ্রীংবীজবাচ্যাম্ । হ্রীং ব্রহ্মোক্তি শ্রুতেঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

কোনও মতাবলম্বীর বিরোধী নহে । তাহার কারণ এই যে, যিনি যে উপাসক হউন না কেন,  
কোন না কোন (শক্তির সহিত তাহার সেই উপাসনা করিতে হইবে) ইহা সর্বত্রই কথিত  
আছে ; এজন্য সকলেই নিজ নিজ শক্তির সন্তোষ জন্য ইহা পাঠ করিতে পারেন তাহাতে  
কোনও বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ২২—২৩ ॥ স্ত্রী বা শূদ্র (অজ্ঞান বশতঃ)  
কখনই স্বয়ং ইহা পাঠ করিবে না, পরন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিবে ইহাই  
শাস্ত্রের নিয়ম ॥ ২৪ ॥ ঋষিগণ! আর আমি অধিক কি বলিব, এই পুরাণখানিই যে সর্বোৎ-  
কৃষ্ট পুণ্যপ্রদ ও বেদের সারস্বরূপ তাহা নিশ্চয় করিয়া আমি আপনাদের নিকট বলি-  
লাম ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । ইহার পাঠে বা শ্রবণে বেদপাঠ বা বেদ শ্রবণের  
ফল্য ফল হইয়া থাকে জানিবেন ॥ ২৫—২৬ ॥ [যিনি আমাদের চিত্তকে নানাবিধ  
প্রেরণ করিলেছেন এক্ষণে সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী গায়ত্রীপ্রতিপাদিত হ্রীংকারকৃষ্ণিণী  
দেবীকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

পুরাণবক্তা সূত এইরূপে সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া মৌনারলম্বন করিলে পর, নৈমিষা-  
ণানিধাসী মুনিগণ বিশেষরূপে তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং এই পুরাণশ্রবণ-ফলে  
প্রসন্নচিত্তে দেবীর পাদপদ্মের সেবক হইয়া পরম নির্মাণ লাভ করিলেন ॥ ২৮—২৯ ॥

এসম্ভদয়াঃ সর্বৈ দেবীপাদানুজার্জকাঃ ।

নিরুত্তিঃ পরমাং প্রাপ্তাঃ পুরাণস্ত প্রভাবতঃ ॥ ২৯ ॥

নমশ্চক্ৰুঃ পুনঃ সূতং কমাপ্য চ.মুহমুহঃ ।

সংসারবারিধেষ্টাত প্লবোহস্মাকং ত্রমেব হি ॥ ৩০ ॥

ইতি সপ্তনিবরাণামগ্রতঃ শ্রাবয়িত্বা

সকলনিগমগুহ্যং দৌর্গমেতৎ পুরাণম্ ।

নতমথ মুনিসুজ্ঞঃ বর্দ্ধয়িত্বাশিষাম্-

চরণকমলভূঙ্গো নির্জগামাথ সূতঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে

পুরাণফলবর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

রামবল্লভ (২৬৩) সংখ্যাতৈঃ পট্টব্যাসকুতৈঃ শুভৈঃ ।

দেবীভাগবতস্তাস্ত্র দ্বাদশস্কন্ধে স্থিতঃ ॥ ১ ॥

নির্জগামেতি । নৈমিষারণ্যক্ষেত্রাদন্তত্র গতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমচ্ছিবকুলোৎপন্নো রত্ননাথানুজঃ সুধীঃ ।

শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসমুত্তো নীলকণ্ঠোহভিধানতঃ ॥ ১ ॥

দেবীভাগবতস্তাস্ত্র ব্যাখ্যানরহিতস্ত চ ।

ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্ তিলকাখ্যাং মহত্তরাম্ ॥ ২ ॥

দ্বাদশস্কন্ধে এতস্তাঃ সমাপ্তোহভূচ্ছূতার্ধদঃ ।

তেন তুষ্যতু সা দেবী পঞ্চপ্রকৃতিরূপিণী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরত্ননাথানুজলক্ষ্মীগর্ভসমুত্তবনীল-

কণ্ঠবিরচিতো দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে

দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

তাহারা মুহমুহ স্বপ্নের নিকট দিনয় প্রকাশ করিয়া তাহাকে নমস্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন; সূত! তুমিই আমাদেরকে এই সংসার সমুদ্র হইতে নিস্তার করিলে ॥ ৩০ ॥ সেই পরম ভাগবত পৌরাণিক সূত ঋষিগণ সমীপে এইরূপে বেদের সারস্বরূপ ভগবতীমাহাত্ম্যপূর্ণ ভাগবত পুরাণখানি আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলে পর ঋষিগণ তাহাকে প্রশংসা করিলেন এবং তিনিও তাহাদিকে আশীর্বাদ বাক্যে সংবর্দ্ধিত করিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩১ ॥

বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীমদভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে

পুরাণফল বর্ণন নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ \* ॥

